বাংলাবুক পরিবেশিত
ঈশানচন্দ্র ঘোষ
অনূদিত
জাতক
(অখন্ড সংস্করণ)

জাতক

অর্থাৎ গৌতমবুদ্ধের অতীত জন্মসমূহের বৃত্তান্ত

ফৌসবোল-সম্পাদিত জাতকার্থবর্ণনা-নামক মূল পালিগ্রন্থ হইতে

শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষ
অনূদিত

প্রথম খণ্ড

করুণা প্রকাশনী। কলিকাতা-৯

ভূমিকা

১৮৫৮ সালের মে মাসে যশোহর জেলার এক অখ্যাত কোণে খরস্থতি গ্রামে ঈশানচন্দ্র ঘোষ জন্মগ্রহণ করে। খরস্থতি একেবারেই পাড়াগাঁ, কারণ ঈশানচন্দ্রের জীবদ্দশায় সেখানে কোন ডাকঘর পর্যন্ত হয় নাই। ঈশানচন্দ্র নিজে তাঁহার জীবনীর যে খুব মোটামুটি বর্ষপঞ্জী রাখিয়া গিয়াছেন তাহা হইতে মনে হয় যে তাঁহার অন্তত পাঁচ ছয় ঊর্ধ্বতন পুরুষ এই গ্রামেই বসবাস করেন। ঈশানচন্দ্রের পিতার নাম ছিল চন্দ্রকিশোর ঘোষ, মাতা শ্রীকণ্ঠ মজুমদারের কন্যা কালীতারা। ইহাদের দুই পুত্র ও দুই কন্যা জন্মে, কনিষ্ঠা কন্যার জন্ম হয় পিতার মৃত্যুর মাস দুই পরে। পুত্রদের মধ্যে ঈশানচন্দ্র জ্যেষ্ঠ। তাঁহার নয় বছর আট মাস বয়সে একই দিনে পিতা চন্দ্রকিশোর ও প্রথমা ভগিনীর মৃত্যু হয় এবং তাহার কয়েকমাস পরেই তিনি খুল্লতাতকেও হারান। চার বছর পরে কনিষ্ঠা ভগিনী ও তাহার এক বছর পর কনিষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু হয়। ঈশানচন্দ্রের জীবন পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে দুইটি প্রবল প্রতিকূল শক্তির সঙ্গে তাঁহাকে সংগ্রাম করিতে হইয়াছে—একটি নিদারুণ দারিদ্র্য আর একটি স্বয়ং যমরাজ। বুদ্ধি, মেধা, সততা ও একনিষ্ঠতার দ্বারা তিনি দারিদ্র্যকে অতিক্রম করিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার দীর্ঘ জীবনের আঙিনায় মৃত্যুর আনাগোনা কমে নাই, এমন কি তাঁহার নিজের অন্তর্ধানের পরও সর্বব্যাপী অভিশাপের মত অকালমৃত্যু এই পরিবারকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। ঈশানচন্দ্রের চরিত্রের প্রধান লক্ষণ অসীম নৈতিক বল, ঐকান্তিক নিষ্ঠা, অনমনীয় সততা ও লক্ষ্যের প্রতি অবিচলিত অভিনিবেশ। সেই-জন্য কঠোর দারিদ্র্য বা প্রতিকূল পরিবেশ তাঁহার বুদ্ধি, অভিনিবেশ ও নিষ্ঠাকে প্রতিহত করিতে পারে নাই এবং মৃত্যুর মধ্য হইতে তিনি মৃতসঞ্জীবনী শক্তি আহরণ করিয়া নূতন পথে অগ্রসর হইতে পারিয়াছেন।

ঈশানচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের কাছে শুনিয়াছি চন্দ্রকিশোর ঘোষ সামান্য বেতনে কোন গ্রাম্য জোতদার ও ব্যবসায়ীর গোমস্তা বা কেরানীর কাজ করিতেন বা 'খাতা লিখিতেন'। তাঁহার অবস্থা মোটেই সচ্ছল ছিল না; ১৮৬৮ সালে তাঁহার মৃত্যুর পর স্ত্রী কালীতারা দুই পুত্র ও এক কন্যা লইয়া কঠিন দারিদ্র্যের কবলে পড়েন। ১৮৭১ সালে তিন বৎসরের কন্যা এবং পর বৎসর দশ বৎসরের কনিষ্ঠ পুত্রকে হারান। এই সময় কালীতারার সংসার অতিশয় কষ্টে চলিত। পাঁচ বৎসর বয়সে ঈশান-চন্দ্রের বিদ্যারম্ভ হয় এবং তিনি এক গ্রাম্য পাঠশালায় ভর্তি হন। অনশন-অর্ধানশনে থাকিয়া বাড়ি হইতে বেশ খানিকটা দূরে হাঁটিয়া এই বিদ্যালয়ে যাইতে হইত। তিনি অতিশয় মিতাচারী, সংযতচরিত্র ও গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন। যাঁহারা তাহাকে দেখিয়াছেন তাঁহারা একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে তাঁহার কোন ব্যসন থাকিতে পারে এই কথা যেন ভাবাই যায় না। কিন্তু তাঁহার একটি অপরিত্যাজ্য নেশা ছিল—প্রায় বিরামহীন ধূমপান। শেষবয়সে তাঁহার ফুসফুসের ব্যাধি হয় এবং কলিকাতার প্রধান ডাক্তার স্যার নীলরতন সরকার ধূমপান নিষিদ্ধ করিয়া দেন। কিন্তু এই সংযমী পুরুষ তাঁহার আবাল্য সঙ্গী হুঁকা-গড়গড়া পরিত্যাগ করিতে অস্বীকার করেন। এই অনুরাগের একটা করুণমধুর ও ঈষৎ কৌতুকপূর্ণ ইতিহাস আছে। অধ্যাপক ঘোষের কাছে শুনিয়াছি বালক ঈশানচন্দ্র যখন কোনদিন অনাহারে থাকিয়া বা আধপেটা খাইয়া পাঠশালার পথে ক্লান্ত হইয়া পড়িতেন তখন পথিমধ্যে এক মুদীর দোকানে তিনি একটু

বিশ্রাম করিতেন এবং মুদী তাঁহাকে এক ছিলিম তামাক খাইতে দিত। পরে ঈশানচন্দ্র যখন জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েন তখন সেই মুদীকে তিনি ভরণপোষণের জন্য কিঞ্চিৎ মাসিক বৃত্তি দান করেন।

পিতার মৃত্যুর পর অভাব-অনটনের জন্য পড়াশোনার নানা অসুবিধা হয়, এই সময় বছরখানেক ঈশানচন্দ্র ফরিদপুরেও অবস্থান করেন কিন্তু পড়াশোনার কোন সুব্যবস্থা করিতে পারেন না। ১৮৭১ সালে তিনি M. V বা উচ্চ প্রাথমিক পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে পাস করেন, কিন্তু কোন বৃত্তি পান না। বলা যাইতে পারে যে, ছাত্রজীবনে প্রথম পরীক্ষায় তিনি তেমন সাফল্য অর্জন করিতে পারেন নাই। যাহা হউক এই সময় তাঁহার অর্থকষ্টের কিঞ্চিৎ লাঘব হয় এবং তিনি নিজ গ্রাম হইতে আট নয় মাইল দূরে ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত বঙ্গেশ্বরদী গ্রামের (ছাত্রবৃত্তি বা মাইনর) স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হয়েন। এখানে তাঁহার বন্ধুলাভও হয় এই কথা তিনি লিখিয়া গিয়াছেন। এই বন্ধু বোধ হয় রামচরণ বসু, যাঁহাদের বাড়িতে তিনি আশ্রয় পাইয়াছিলেন। এক বৎসর পর ১৮৭২ সালে তিনি ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তিলাভ করেন। ইহাই তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের কৃতিত্বের ভিত্তিস্বরূপ।

জঙ্গলাকীর্ণ পাড়াগাঁয়ের বালক ঈশানচন্দ্রের বিদ্যাশিক্ষার প্রয়াস ও সাফল্যের পরিমাপ করিতে হইলে তখনকার শিক্ষাব্যবস্থার একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়ার দরকার। আমাদের দেশে পূর্বে বহু পাঠশালা ছিল যেখানে বাংলার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হইত। ইংরেজ রাজত্ব কায়েম হওয়ার পর ক্রমে ইংরেজী ভাষা সরকারী কাজের বাহন হইয়া দাঁড়ায়, মিশনারী সাহেবেরা ইংরেজী শিক্ষার সাহায্যে ধর্মপ্রচার করিতে চাহেন এবং ইংরেজী শিক্ষাকে ভারতবাসীও উন্নতির সোপান হিসাবে আঁকড়াইয়া ধরিতে চাহে। এই কারণে প্রাচীন পাঠশালাগুলি জীর্ণ হইতে জীর্ণতর হইতে থাকে অথচ ইংরেজ সরকার অর্থব্যয়ের ভয়ে এবং পাছে দেশীয় সংস্কারে আঘাত দেওয়া হয় সেই জন্য ইংরেজী বিদ্যার প্রচারে খুব বেশী আগ্রহ দেখান না। সরকার জেলায় জেলায় একটি করিয়া স্কুল স্থাপন করিয়া, দেশীয় প্রাথমিক বিদ্যালয় বা পাঠশালাগুলিকে কিছু সাহায্য দিয়া বা পরিদর্শকের মারফতে সামান্য দেখাশোনার বন্দোবস্ত করিয়া নিজেদের কর্তব্য সমাপ্ত করেন। মিশনারীদের চেষ্টাও কলিকাতায় ও কোন কোন নির্ধারিত জায়গায় সীমিত ছিল। দেশী লোকের যতটা সাধ ছিল ততটা সাধ্য ছিল না। এই সমস্ত কারণে এবং শিক্ষার প্রচার যাহাতে ব্যাহত না হয় সেইজন্য অনেকদিন পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও স্কুলের অনুমোদনের জন্য কোন নিয়ম রচনা করে নাই। এই অনিয়ন্ত্রিত অবস্থায়ই গ্রামেগঞ্জে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার হয় এবং শিক্ষার্থীরা প্রাথমিক শিক্ষার স্তর হইতে মাধ্যমিক স্তরে উত্তীর্ণ হয়। দেশীয় পাঠশালা হইতে পাঁচ ক্লাস বিশিষ্ট বাংলা ছাত্রবৃত্তি স্কুলের উদ্ভব হয় এবং কিছুকাল পরে তাহার সঙ্গে আর এক ক্লাস যোগ করিয়া একশ্রেণীর স্কুলের সৃষ্টি হয় যাহাকে মাইনর স্কুল বলা হইত। ইহার প্রথম শ্রেণী দশ ক্লাস বিশিষ্ট হাই স্কুলের পঞ্চম শ্রেণী বা ক্লাস সিক্সের সমান বলিয়া ধরা হইত। এই সব স্কুলের বিশেষ করিয়া গ্রাম্য স্কুলের প্রধান অসুবিধা ছিল এই যে, চরম লক্ষ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে এণ্ট্রান্স পরীক্ষার ইংরেজীর পাঠ্যক্রমের মান উন্নত ছিল এবং অন্যান্য বিষয়ের জন্যও ইংরেজীকে মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা হইত। অথচ ইংরেজী পড়াইবার বিশেষ কোন আয়োজন ছিল না। গ্রামীণ ছাত্রবৃত্তি স্কুলে ইংরেজী একটা বাড়তি বিষয় হিসাবে পড়ানো হইত বলিয়া মনে হয়, উচ্চাভিলাষী ছাত্রকে স্বকীয় মেধা ও অধ্যবসায়ের সাহায্যেই ইংরেজী আয়ত্ত করিতে হইত। পাড়াগাঁয়ের নিঃস্ব বালক ঈশানচন্দ্রের পক্ষে ইহা

খুব বেশি করিয়া প্রযোজ্য। তিনি ভাল বাংলা শিখিয়া ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় বৃত্তি লাভ করিয়া ভবিষ্যৎ শিক্ষার পথ সুগম করিয়া লইলেন। তাহার অপেক্ষাও বড় কৃতিত্বের কথা এই যে প্রধানত নিজের চেষ্টায় গ্রামে বসিয়া ইংরেজী জ্ঞানের ভিত এতটা পাকা করিলেন যে পরবর্তীকালে তিনি এণ্ট্রান্স হইতে এম্-এ পর্যন্ত সমস্ত পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হয়েন এবং কর্মজীবনেও ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের প্রগাঢ় জ্ঞানের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

ঈশানচন্দ্রের সময়ের তো কথাই নাই, বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকেও স্কুলে পড়া ছেলে এবং দশ-বার বছরের মেয়ের বিবাহের প্রচলন ছিল। বঙ্গেশ্বরদী গ্রামের গঙ্গাধর নাগ মোটামুটি সম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন এবং তিনি সাধারণত ফরিদপুর শহরে বাস করিতেন। তিনি ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় বৃত্তিপ্রাপ্ত সদ্বংশজাত ঈশানচন্দ্রকে উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে স্বগৃহে রাখিয়া ১৮৭৩ সালে ফরিদপুর স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীতে—বর্তমান হিসাবে ক্লাস সেভেনে—ভর্তি করিয়া দেন। ঈশানচন্দ্রের পক্ষেও ইহাকে সৌভাগ্যের প্রথম সোপান মনে করিতে হইবে। কারণ বঙ্গেশ্বরদীর উচ্চ প্রাইমারি বা ছাত্রবৃত্তি স্কুলে তো পঞ্চম শ্রেণীর অধিক পড়াইবার ব্যবস্থা ছিল না এবং অন্যত্র শহরে আহার ও বাসস্থানের বন্দোবস্ত করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইত না। গঙ্গাধর নাগ ও তদীয় স্ত্রী শিবসুন্দরীর তিন সন্তান—শশিমুখী, ক্ষীরোদাসুন্দরী এবং পুত্র অমৃতলাল। ভাবী শ্বশুরের বাড়িতে বছরখানেক থাকার পর ১৮৭৪ সালে তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র ঈশানচন্দ্র শশিমুখীকে বিবাহ করেন (৮ই ফাল্গুন ১২৮০)।

ইহার পর ঈশানচন্দ্র পাঠ্যজীবন ও কর্মজীবন অব্যাহত গতিতে অগ্রসর হইতে থাকে। তৃতীয় শ্রেণী হইতে দ্বিতীয় শ্রেণীতে, দ্বিতীয় শ্রেণী হইতে প্রথম শ্রেণীতে প্রমোশন পাইবার সময় তিনি ক্রমশ কৃতিত্বের পরিচয় দিতে থাকেন এবং ১৮৭৬ সালে সরকারী বৃত্তিসহ এণ্ট্রান্স পাস করেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে তখন উচ্চশিক্ষা কেবল আরম্ভ হইয়াছে; বিশ্ববিদ্যালয়ের বয়স ঈশানচন্দ্রের বয়স অপেক্ষা মাত্র এক বৎসর বেশি। যাহাকে আমরা পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম বাংলা বলিয়া জানি সেই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে তখন অনুমোদিত কলেজ ছিল মাত্র বারটি এবং তাহারও অর্ধেক খাস কলিকাতায়। সুতরাং উচ্চতর শিক্ষার জন্য ঈশানচন্দ্রকে কলিকাতায়ই আসিতে হয়। তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটান ইন্স্টিটিউশনে ভর্তি হয়েন এবং ১৮৭৮ সালে এফ-এ পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ে—তখন রেঙ্গুন হইতে লাহোর পর্যন্ত ইহার পরিধি—চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়া বৃত্তিসহ এফ্-এ পাস করেন। পরে এই পরীক্ষার নাম রাখা হয় ইণ্টারমিডিয়েট আর্টস্ ও ইণ্টারমিডিয়েট সায়েন্স। এখন ইহা স্কুল ও কলেজের মধ্যে ত্রিশঙ্কুর মত অবস্থান করিতেছে। তখনও মেট্রোপলিটান (অধুনা বিদ্যাসাগর) কলেজে বি-এ ক্লাস খোলা হয় নাই বলিয়া ঈশানচন্দ্র জেনারেল এসেম্বলী ইন্স্টিটিউশনে (বর্তমান নাম স্কটিশচার্চ কলেজ) ভর্তি হয়েন। এই সময় বিশেষজ্ঞতা অপেক্ষা বহুমুখী জ্ঞানের উপর বেশী জোর দেওয়া হইত। এক বা একাধিক বিষয়ের অনার্স পরীক্ষা তখনও প্রবর্তিত হয় নাই; বি-এ পরীক্ষায় দুই ভাগ ছিল 'এ' কোর্স আর 'বি' কোর্স। ইংরেজী ও অঙ্ক উভয় বিভাগে অবশ্য পাঠ্য ছিল। ইহা ছাড়া 'এ' কোর্সে পড়িতে হইত—একটি ক্লাসিক্যাল ভাষা, দর্শন, ইতিহাস, উচ্চমানের অঙ্ক, ইহাদের মধ্য হইতে যে কোন দুইটি বিষয়। 'বি' কোর্স ছিল বিজ্ঞানভিত্তিক। এণ্ট্রান্স ও এফ্-এ'র মত এখানেও উত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে প্রথম, দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণীতে ভাগ করা হইত। ১৮৮০-৮১ ঈশানচন্দ্র প্রথম শ্রেণীতে

বৃত্তিসহ বি-এ পাস করেন। শুনিয়াছি 'এ' কোর্সের ছাত্রদের মধ্যে একমাত্র তিনিই প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েন। 'এ' কোর্সের ছাত্র হইলেও তিনি গণিতেও পারদর্শী ছিলেন। তখনকার দিনের গণিতের সর্বাপেক্ষা খ্যাতিমান অধ্যাপক গৌরীশঙ্কর দে লিখিয়াছিলেন যে, ঈশানচন্দ্র গণিতে এম্ এ পরীক্ষা দিলেও কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইতে পারিতেন। যাহা হউক, ঈশানচন্দ্র ইংরেজীতে এম্-এ পরীক্ষা দেন এবং ১৮৮১-৮২ সালে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উচ্চ স্থান লাভ করেন। শুনিয়াছি কি একটা পরীক্ষা বিভ্রাটের জন্য তিনি প্রথম শ্রেণীতে পাস করিতে পারিলেন না।

১৮৮২ সালের জানুয়ারী মাসে এম্-এ পরীক্ষার ফল বাহির হয় এবং ঐ বৎসরের জানুয়ারী হইতে জুলাই পর্যন্ত তিনি সামান্য চাকুরি করিয়াছিলেন। জেনারেল এসেম্বলী কলেজের অধ্যাপকদের কয়েকজন সহযোগী নিযুক্ত হইতেন যাঁহাদের কাজ ছিল রচনা শুদ্ধ করা এবং এই কাজের জন্য ইঁহাদিগকে স্বল্প পারিশ্রমিক দেওয়া হইত। ইহার সঙ্গে ঈশানচন্দ্র গৃহশিক্ষকের কাজ করিয়াও কিছু অর্থ উপার্জন করিতেন। ঐ বৎসর জুলাই মাসে তিনি যশোহর জেলার নড়াল হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হয়েন এবং প্রায় দুই বৎসর সেই কাজ করেন। অর্থের দিক দিয়া তিনি তখন কিছুটা নিশ্চিন্ত হইলেন। নড়ালে চাকুরি করার সময়ই ১৮৮৩ সালে ৩রা মার্চ তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র—পরবর্তীকালে ইংরেজী সাহিত্যের খ্যাতিমান্ অধ্যাপক—প্রফুল্লচন্দ্রের জন্ম হয়। ১৮৮৪ সালে জুলাই মাসে তিনি নড়াল স্কুলের কাজ ছাড়িয়া কলিকাতায় চলিয়া আসেন। তাঁহার পরিচালনায় ঐ স্কুলের প্রভূত উন্নতি হয় একথা স্কুলের কর্তৃপক্ষ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। কলিকাতায় আসিয়া তিনি সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলে অস্থায়ী পদে মাস দুই কাজ করেন ও "অমৃতবাজার পত্রিকা" ও "ইংলিশম্যান" কাগজে লিখিয়া কিছু অর্থোপার্জন করেন এবং অল্প কিছু দিনের মধ্যেই সরকারী চাকুরিতে পাকাপাকি-ভাবে নিযুক্ত হয়েন।

তাঁহার সার্ভিস বুক বা সরকারী চাকুরিপঞ্জীতে দেখিতেপাই ১৮৮৫ সালে ১০ই মার্চ তিনি ১০০ টাকা বেতনে প্রথমে অস্থায়ীভাবে এবং ১লা জুন হইতে স্থায়ীভাবে সরকারী চাকুরির পঞ্চম শ্রেণীতে ডেপুটি স্কুল ইন্‌স্পেক্টর রূপে নিযুক্ত হয়েন। এই বৎসরেই তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয়। সরকারী চাকুরিতে একটানা ৩১ বৎসর কাজ করিয়া তিনি হেয়ার স্কুলের হেডমাস্টার রূপে ১৯১৬ সালে ১৬ই জানুয়ারী অবসর গ্রহণ করেন। তখন তাঁহার বেতন ছিল পাঁচশত টাকা। ঈশানচন্দ্র নিজে তাঁহার জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনার যে তালিকা লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে শৈশব ও বাল্যে তিনি বহুবার কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছেন, কিন্তু দীর্ঘ ৩১ বৎসরের চাকুরি জীবনে তিনি কখনও অসুখের জন্য ছুটি নেন নাই; একবার অসুস্থতার উল্লেখ করিয়াছেন বটে, তখনও কিন্তু ডেপুটি ইন্‌সপেক্টরের পরিশ্রম ও ভ্রমণ সাপেক্ষে কাজ করিয়া গিয়াছেন। কাজেই সেই অসুস্থতা গুরুতর হইতে পারে না। বৃদ্ধ বয়সেও তিনি বেশ কর্মঠ ছিলেন, অসুস্থ হইয়া শয্যাগত আছেন এমনটা দেখি নাই। তিনি বলিষ্ঠ—শালপ্রাংশু মহাভুজ—লোক ছিলেন না অথচ বুড়ো বয়স পর্যন্ত সর্বদা কর্মতৎপর থাকিতেন। মনে হয় বাল্যে ও কৈশোরে তাহার স্বাস্থ্যহানির প্রধান কারণ দারিদ্র্য এবং পরবর্তীকালে যে কখনও অসুস্থ হয়েন নাই ইহার প্রধান কারণ মিতাচার ও নিয়মনিষ্ঠতা। বাস্তবিকপক্ষে ধূমপান ছাড়া তাঁহার অন্য কোন নেশা ছিল না, বার্নার্ডশ'য়ের মত তিনিও বলিতে পারিতেন যে, এক কর্ম ছাড়িয়া আর এক কর্ম গ্রহণই ছিল তাঁহার একমাত্র রিক্রিয়েশন বা অবসর-বিনোদন। অশনে, বসনে

বাক্যব্যয়ে, অর্থব্যয়ে সর্বত্রই তিনি পরিমিতিবোধের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার চরিত্রের ইহাই প্রধান গুণ এবং ইহাই তাঁহার অনন্যসাধারণ সাফল্যের চাবিকাঠি।

কেবল স্কুল শিক্ষা নয় সরকারী শিক্ষা দপ্তরের প্রায় সকল বিভাগের সঙ্গেই ঈশানচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইয়াছিল। তিনি বহুদিন স্কুল সমূহের ডেপুটি ইন্‌সপেক্টর ও সহকারী ইন্‌সপেক্টর ছিলেন। সেই সূত্রে তিনি গ্রামের ও শহরের নিম্ন মাধ্যমিক ও উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান ও পরীক্ষাগ্রহণ ব্যবস্থার সঙ্গে নিবিড় পরিচয় লাভ করেন। বেশ কিছুদিন ছোটনাগপুর বিভাগে নিযুক্ত থাকায় হিন্দী পঠন-পাঠন পরীক্ষা-ব্যবস্থার সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ সংযোগ ঘটে। ১৮৯৫-৯৬ সালের শিক্ষাবিভাগের বার্ষিক বিবরণীতে ছোটনাগপুরে দুর্গম অঞ্চলে তাঁহার অক্লান্ত ভ্রমণ, হিন্দী ভাষায় তাঁহার ব্যুৎপত্তি এবং সেইজন্য ঐ সকল অঞ্চলে সকল স্তরে পরীক্ষা নেওয়ার সুব্যবস্থায় তাঁহার কৃতিত্বের অকুণ্ঠ প্রশংসা লিপিবদ্ধ হয়। শিক্ষা দপ্তরের বিবরণী বা প্রতিবেদন লিখিবার জন্য প্রায়ই তাঁহাকে নিযুক্ত করা হইত। ইহাতে তিনি শিক্ষাবিভাগের নানা দিক সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান লাভ করিতে পারিয়াছিলেন এবং তাঁহার স্বচ্ছ চিন্তাশক্তি ও সংযত সাবলীল রচনারীতির সদ্ব্যবহার করিতে পারিতেন। বেশ কিছুকাল হুগলী ট্রেনিং স্কুলের অধ্যক্ষ থাকায় তিনি যোগ্য শিক্ষক তৈরি করার কাজেও দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন। প্রশাসনিক দিক্ হইতে তাঁহার অভিজ্ঞতা ও কর্মকুশলতার জন্য তিনি কিছুদিনের জন্য অ্যাসিস্ট্যান্ট বা সরকারী ডি. পি আই পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। বোধ হয় তিনিই প্রথম বাঙালী এই পদ পাইয়াছিলেন। আজকাল এই জাতীয় দাবি খুব তুচ্ছ বলিয়া মনে হইবে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের একটি মন্তব্য স্মরণ করিলে এই সকল আপাত সামান্য পদোন্নতির তাৎপর্য উপলব্ধি করা যাইবে। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন যে, পরাধীনতার অন্যতম অভিশাপ এই যে দেশীয় লোকেরা কর্মদক্ষতার বা প্রতিভার সম্যক্ পুরস্কার পায় না। বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের কথাই বলা যাইতে পারে। তিনি উনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিভাধর সন্তান, বোধ হয় সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু চাকুরি জীবনে তিনি বঙ্গীয় সরকারের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারির উপরে উঠিতে পারেন নাই। সুতরাং ডেপুটি ইন্‌সপেক্টর হইতে ঈশানচন্দ্র যে অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর হইতে পারিয়াছিলেন ইহাকে অনন্যসাধারণ কৃতিত্বের নিদর্শন বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

শিক্ষাজগতের সঙ্গে ঈশানচন্দ্রের নিবিড় সংযোগের ফলশ্রুতি ছাত্রদের উপযোগী পাঠ্যপুস্তক রচনা। ছাত্রদের পাঠ্যপুস্তক আজকাল এমন ব্যবসায়ে রূপান্তরিত হইয়াছে যে এই প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলেই সুধীজন নাক সিঁটকাইবেন। কিন্তু একসময় এইরূপ ছিল না। তখন নূতন শিক্ষার পথ সুগম করিবার জন্যই এই শ্রেণীর গ্রন্থ রচিত হইত এবং যদিও এই শ্রেণীর গ্রন্থ অনেক লেখককে বিত্তশালী করিয়াছে তবু শিক্ষাদানই ইহাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল এবং পুস্তকের গুণগত উৎকর্ষই ইহাদের সাফল্যের প্রধান কারণ। অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রের ন্যায় এখানেও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অগ্রণী। তাঁহার বর্ণপরিচয়, বোধোদয়, কথামালা, সংস্কৃত উপক্রমণিকা ব্যাকরণ কৌমুদী প্রভৃতি এদেশে শিক্ষাবিস্তারের পথ সুগম করিয়াছে। এই পথেই অগ্রসর হইয়া ঈশানচন্দ্রের সহাধ্যায়ী কালীপদ বসু বীজগণিত, যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী পাটীগণিত রচনা করিয়াছিলেন; শরৎকুমার লাহিড়ীর Lahiri's Select Poems, ঈশানচন্দ্রের নূতন শিশুপাঠ, হিতোপদেশ, ভারতবর্ষের ইতিহাস, ইংল্যাণ্ডের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, মহাপুরুষচরিত প্রভৃতি গ্রন্থ এই ধারাকেই প্রশস্ত ও প্রসারিত করিয়াছে।

২

তিনি নিজে নানা বিষয়ে ইংরেজী ও বাংলায় তেরখানা স্কুলপাঠ্য গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন বা সম্পাদন করিয়াছিলেন এবং অন্য গ্রন্থকারের সহযোগিতায় আরও ছয়খানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই সহযোগীদের মধ্যে ছিলেন যোগীন্দ্রনাথ বসু ('আদর্শ শিশুপাঠ') ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ('বিজ্ঞান-পাঠ')।

ঈশানচন্দ্রের শিক্ষাবিভাগে কর্মজীবনের চরম ও পরম পরিণতি ১৯০৩ সাল হইতে ১৯১৬ সাল পর্যন্ত হেয়ার স্কুলে হেডমাস্টার রূপে অধিষ্ঠান। এই দাবির তাৎপর্য বুঝাইতে হইলেও একটু ভূমিকার প্রয়োজন। আধুনিককালে—বোধহয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে—সরকারী চাকুরির নূতন বিন্যাসের ফলে সকল হাইস্কুলকে সমান মর্যাদা দেওয়া হয় এবং এখন এক স্কুল হইতে আর এক স্কুলের হেডমাস্টারিতে বদ্‌লি স্থানান্তর মাত্র বলিয়া গণ্য হয়। কিন্তু ইহার পূর্বে সকল স্কুলের সমান মর্যাদা ছিল না এবং সবচেয়ে কৌলীন্য ছিল হিন্দু ও হেয়ার স্কুলের। ইহাদের ঐতিহ্যও গৌরবময় —মহামতি ডেভিড হেয়ার যে স্কুল সোসাইটি স্থাপন করেন তাহারই পরিণতি একালের হেয়ারস্কুল এবং হিন্দু স্কুল তো ১৮১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত 'বটবৃক্ষ' হিন্দু কলেজেরই নিম্নাংশ। ইহাদের পরিচালনার ভারও ছিল প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রিন্সিপ্যালের উপর। সুতরাং এই দুইটি স্কুলে পঠন-পাঠনের মান উন্নত রাখার জন্য শিক্ষা-বিভাগের যোগ্যতম ব্যক্তিকেই ইহাদের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত করা হইত এবং তাঁহাদের বেতনও অন্যান্য প্রধান শিক্ষকের বেতন অপেক্ষা বেশি ছিল। ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল প্রভৃতি অন্যান্য কয়েকটি স্কুলেরও খানিকটা আভিজাত্য ছিল, কিন্তু হেয়ার ও হিন্দু স্কুল ছিল সকলের উপরে।

শুধু হেয়ার ও হিন্দু কেন তখন অনেক স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ অনেক খ্যাতিমান ব্যক্তি অলঙ্কৃত করিয়াছেন। ইহার সঙ্গে ইংরেজ সরকারের নীতি এবং তখনকার দিনের প্রধান প্রধান উদ্যোক্তাদের বিদ্যোৎসাহিতারও সম্পর্ক ছিল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ও ইংরেজ সরকারের রাজ্যশাসনে প্রধানত নিজেদের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল বলিয়া তাঁহারা এই বিরাট দেশের আপামর সাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে উৎসাহী ছিলেন না এবং হেয়ারসাহেবের মত মুষ্টিমেয় কয়েকজন আদর্শবাদী উদ্যোক্তাদের পক্ষে তাহা সম্ভবও ছিল না। কাজেই ইংরেজী শিক্ষাবিস্তারে এই নীতি গৃহীত হইল যে, কর্তৃপক্ষ শুধু উচ্চস্তরে শিক্ষাদান করিবেন; তারপর এদেশীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ই শিক্ষা প্রসারিত করিবেন। রসায়ন শাস্ত্রের পরিভাষা গ্রহণ করিয়া তাঁহারা বলিলেন যে, তাহার উপরে যে জল ঢালিবেন তাহাই চোঁয়াইয়া নিচে ছড়াইয়া পড়িবে। সেই কারণে প্রথমে শুধু জিলায় একটি করিয়া হাই স্কুল স্থাপিত হইল, কলিকাতায় ও আশেপাশে এবং হুগলী বা ঢাকার মত বড় শহরে মিশনারী বা অপর উৎসাহীর চেষ্টায় বা ধনী ব্যক্তিদের বদান্যতায় উত্তরপাড়া, কোন্নগর, সিরাজগঞ্জ, কান্দীর মত জায়গায় দুই চারিটি স্কুল গড়িয়া উঠিল। কিন্তু তখন দেশের লোকের ইংরেজী বিদ্যা আহরণের সাধ্য না থাকিলেও প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইয়াছে। এই কারণেই যাঁহারা প্রথম ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত হইলেন তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা বরেণ্য তাঁহাদের উপরেই এই সকল স্কুলের ভার আপনা হইতেই ন্যস্ত হইল। ইঁহারা যেন মরুভূমিতে ওয়েশিস বা সমুদ্রে আলোকস্তম্ভ। এই ট্রাডিশান বহুদিন এদেশে সজীব ছিল। সেই কারণে এই দেশে উনবিংশ শতাব্দীতে প্যারীচরণ সরকার, রাজনারায়ণ বসু, রামতনু লাহিড়ী, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি বহু মনীষী প্রধান শিক্ষকের পদে থাকিয়া যশস্বী হইয়াছেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায় বহুকাল স্কুলে

শিক্ষকতা করিয়া উচ্চতর পদে নিযুক্ত হয়েন। সেই আমলে বঙ্গের বাহিরে যে সকল বাঙালী খ্যাতি ও পদমর্যাদা লাভ করেন, যেমন সংসারচন্দ্র সেন, কৃষ্ণবিহারী সেন, কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, তাঁহারাও স্কুলের শিক্ষক হিসাবেই তাঁহাদের প্রতিষ্ঠার গোড়াপত্তন করেন। আমাদের এই 'বুনো' রামনাথের দেশে তখন আর্থিক সমৃদ্ধির অভাব শিক্ষকের মর্যাদার পক্ষে হানিকর হয় নাই। এখন অবশ্য অর্থতান্ত্রিক, গণতান্ত্রিক জগতে গ্রামে গ্রামে স্কুল স্থাপিত হওয়ার ফলে প্রধান শিক্ষকদের সেই মর্যাদা নাই, সেই জাতীয় শিক্ষকও এখন বিরল। রবীন্দ্রনাথের একটি গল্পে এই উভয় দৃষ্টিভঙ্গী অপরূপ অভিব্যক্তি পাইয়াছে। 'হৈমন্তীর বাবা হিমালয়ের অন্তর্বর্তী দেশীয় রাজ্যে চাকুরি করিতেন, হৈমন্তীর শ্বশুর ভাবিয়াছিলেন তিনি সেখানকার প্রধানমন্ত্রী গোছের কিছু হইবেন। পরে খবর লইয়া জানিলেন বৈবাহিক সেখানকার 'শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষ' অর্থাৎ ইস্কুলের হেডমাস্টার—সংসারে ভদ্রপদ যতগুলো আছে তাহার মধ্যে সবচেয়ে ওঁচা।' কিন্তু এই মন্তব্য শুধু অমার্জিত অর্থলোভীর বর্বর রুচির সাক্ষ্য দান করে। এই হেডমাস্টারের সত্যতর পরিচয় কবি নিজেই হৈমন্তীর স্বামীর সাহায্যে আমাদের কাছে তুলিয়া ধরিয়াছেন, 'আমার শ্বশুরের নাম গৌরীশংকর। যে হিমালয়ে বাস করিতেন সেই হিমালয়ের তিনি যেন মিতা। তাঁহার গাম্ভীর্যের শিখরদেশে একটি স্থির হাস্য শুভ্র হইয়া ছিল। আর, তাঁহার হৃদয়ের ভিতরটিতে স্নেহের যে একটি প্রস্রবণ ছিল তাহার সন্ধান যাহারা জানিত তাহারা তাঁহাকে ছাড়িতে চাহিত না।' সৌভাগ্যক্রমে উনবিংশ শতাব্দীতে আমাদের দেশের সমতল ভূমিতে অনেক প্রধান শিক্ষক ছিলেন যাঁহাদের সম্পর্কে কবির এই বর্ণনা প্রযুক্ত হইতে পারিত।

(২)

উনবিংশ শতাব্দী কেন, বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে এই জাতীয় বরেণ্য প্রধান শিক্ষক একেবারে বিরল ছিল না। ইঁহাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ছিলেন হিন্দু স্কুলের রসময় মিত্র ও হেয়ার স্কুলের ঈশানচন্দ্র ঘোষ। ইঁহারা সমবয়সী, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবস্থায় ইঁহাদের মধ্যে মাত্র এক বৎসরের ব্যবধান ছিল। ইঁহারা যখন অবসর গ্রহণ করেন তখন বাংলার গভর্নর লর্ড কারমাইকেল একসঙ্গেই দুইজনের শিক্ষাক্ষেত্রে অবদানের সুখ্যাতি করিয়া বক্তৃতা দিয়াছিলেন। ঈশানচন্দ্রের কৃতিত্বের বিশ্লেষণ ও অবদানের কথাই বর্তমান নিবন্ধের বক্তব্য বিষয়। ঈশানচন্দ্র যখন হেয়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন তখন অধিকাংশ সময় প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন স্বনামধন্য জেম্স্ সাহেব যাঁহার পাণ্ডিত্য, প্রসারিত দৃষ্টিভঙ্গী এবং প্রশাসনিক দক্ষতা সুবিদিত। ঈশানচন্দ্রের পাণ্ডিত্য ও বিচারবুদ্ধির উপর তাঁহার এত আস্থা ছিল যে প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপক নিয়োগের সময়েও তিনি কখনও কখনও ঈশানচন্দ্রের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। উভয়ের অবসর গ্রহণের পরও জেম্স্ মাঝে মাঝে বিলাত হইতে ঈশানচন্দ্রকে চিঠি লিখিতেন। একবার লিখিয়াছেন, 'You have had illustrious predecessors in the past, but you have the satisfaction of reflecting that the school was never more flourishing than in the years under your control.'

ঈশানচন্দ্রের অনন্যসাধারণ সাফল্যের পিছনে ছিল তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও ধীর, স্থির, বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। তিনি শুধু যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র ছিলেন তাহাই নহে, জীবনের শেষ পর্যায় পর্যন্ত তাঁহার জ্ঞানতপস্যা অব্যাহত ছিল। তিনি ইংরেজী, সংস্কৃত,

বাংলা, অঙ্ক, ইতিহাস—স্কুলপাঠ্য সকল বিষয়েই পাবদর্শী ছিলেন। তাঁহাব যুক্তিবিন্যাস ক্ষমতা এবং বচনাব পবিচ্ছন্নতা প্রসাদগুণেব জন্যই সবকাব তাঁহাকে বাবংবাব প্রতিবেদন লিখিতে নিযুক্ত কবিতেন। এই কারণেই তাঁহাব প্রাঞ্জল ব্যাখ্যার দ্বাবা ছাত্রগণ বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইত, তাঁহাব একাধিক ছাত্র তাঁহাব ক্লাসে শেক্সপীযব ও পোপেব কবিতা পাঠেব স্মৃতি শ্রদ্ধাব সহিত উল্লেখ কবিযাছেন। তিনি নিজে বহু দুরূহ বিষযেব মধ্যে অবগাহন কবিলেও বালক ও কিশোবদেব উপযোগী সাহিত্যেব বিষয়ে সর্বদা আগ্রহী ছিলেন। জীবনেব শেষ পর্যাযে তাঁহাকে হেবডটাস, থুকিদিদিস সুয়েটেনিউস প্রভৃতি লেখকদেব বচনা অভিনিবেশ সহকাবে পড়িতে দেখা যাইত। ব্ল্যাকি এণ্ড সন্স ছোটদেব জন্য ইউবোপীয ক্লাসিকদের যে সংক্ষিপ্ত সবল সংস্কবণ প্রকাশ কবিযাছিলেন, তিনি বাংলায তদনুরূপ গ্রন্থমালা বচনা কবিতে চাহিযাছিলেন এবং নিজে ইলিযাড ও বিক্রমোর্বশী সম্পর্কে লিখিতে আবম্ভ কবিযাছিলেন। এই সংকল্প ও প্রচেষ্টা তাঁহাব অনুসন্ধিৎসাব গভীবতা, জ্ঞানেব ব্যাপকতা এবং কিশোবদের বিদ্যাশিক্ষাব প্রতি অতন্দ্র দৃষ্টিব সাক্ষ্য দেয। তাঁহাব এই পবিকল্পনা কার্যে পবিণত হয নাই, কিন্তু ইহাব একটি বিস্মযকব ফলশ্রুতি তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র কর্তৃক (কলিন্স-লিখিত) ইলিযাদ সম্পাদনা। প্রাচীন ইউবোপীয সাহিত্যেব যে কোন অনুবাগীব মনে ইহা যুগপৎ আনন্দ ও ঈর্ষাব সঞ্চাব কবিবে।

পূর্বেই বলিযাছি, ঈশানচন্দ্রেব চবিত্রেব অন্য প্রধান লক্ষণ তাঁহার অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব। আমবা তাঁহাকে জীবনেব শেষ দশ-বাব বছব দেখিযাছি—তখন তিনি বযোবৃদ্ধ, বহু জনাকীর্ণ পবিবাবেব প্রধান, প্রচুব ধনসম্পত্তির অধিকারী, সর্বদা কর্মব্যস্ত। কিন্তু যে গৃহেব তিনি সর্বময কর্তা, সেইখানে তিনি সর্বাপেক্ষা স্বল্পবাক্, এমন কি তিনি বাড়ি আছেন কিনা তাহাই অনেক সময বোঝা যাইত না। অথচ প্রত্যেক ব্যাপাব তাঁহাব অঙ্গুলিহেলনে চলিতেছে, কেহই তাঁহাব কাছে যাইতেছে না কিন্তু সবাই তাঁহাব প্রতি একান্ত অনুবক্ত। অনেক অতিথি অভ্যাগত ও আগন্তুককে আসা যাওয়া করিতে দেখিযাছি, সকলেই তাঁহাব সঙ্গে সসম্ভ্রমে কথা বলিতেছেন, তিনি খুব সহজে ধীবে ধীবে দুই একটি বাক্যে তাঁহাদেব প্রয়োজন মিটাইতেছেন, মনে হইত যে সবাই অতি নিকটস্থ অথচ একটা অলক্ষ্য ব্যবধান আছে যাহা কেহই অতিক্রম কবিতে সাহস পাইতেছে না।

তাঁহাব মত পবিশীলিত, পবিচ্ছন্ন, সুশৃঙ্খল মননশক্তি সচবাচব দেখা যায না। বৃদ্ধ বয়সেও দেখা গিযাছে যে, তাঁহাব প্রতিদিনেব প্রত্যেক কাজেব জন্য নিয়মিত, নির্দিষ্ট সময আছে। বাজাবেব হিসাব লিখিয়া, সংসাবেব ব্যবস্থা কবিযা ইতিহাস পাঠে মনোনিবেশ কবিতেছেন, ঠিক সময হইলে স্নান-আহাবাদি কবিযা তিনি শেযাব বাজাবে চলিযা গেলেন, ফিবিযা আসিযা নির্দিষ্ট সমযে এ. বি. টি এ-ব কাজ কবিতেছেন বা অন্য কোন নির্দিষ্ট কাজে হাত দিতেছেন, আবাব তাহা সমাপন কবিযা নিবিবিলিতে জাতকেব অনুবাদে মনোনিবেশ কবিতেছেন। এই লোক কোন স্কুলেব হেডমাস্টাব হইলে বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানেব অধ্যক্ষ হইলে, সেখানকাব কাজে আপনা হইতেই সুশৃঙ্খলা আসিবে। চঞ্চলমতি ছাত্রবা যথাসময়ে যে যার ক্লাসে থাকিবে, শিক্ষকবা যে যাব কাজ কবিযা যাইবেন; পাঠ্যক্রম ঠিক মত অনুসৃত হইবে এবং প্রধানেব উপস্থিতিতেই সমস্ত হৈচৈ গোলমাল থামিযা যাইবে।

স্কুলেব ডিসিপ্লিন বলিতে আমবা পূর্বে মনে কবিতাম কড়া শাসনেব দ্বাবা ছাত্রদিগকে শাযেস্তা বাখা। পাঠশালাব গুরুব বেত ছিল শিক্ষাদানের প্রধান সহায়ক। আজকাল

অবশ্য সেই দিন চলিয়া গিয়াছে। শাস্তির দ্বারা শাসন হয়, কিন্তু শিশুমনের বিকাশ সাধিত হয় না এই নীতি এখন স্বীকৃত হইয়াছে। অবশ্য কেহ কেহ বলিবেন যে এই স্বীকৃতিই উপযুক্ত শিক্ষাদানের পক্ষে প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিশৃঙ্খলা আসিয়াছে। সেই বিতর্কিত প্রশ্নে প্রবেশ না করিয়া ঈশানচন্দ্রের স্কুল পরিচালনার একটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাঁহার ছাত্ররা বলেন কৃশকায় মৃতভাষী এই গম্ভীর প্রকৃতির লোকটি পাণ্ডিত্য, শিক্ষানৈপুণ্য, ন্যায়নিষ্ঠা ও সৌজন্যের দ্বারা যে সম্ভ্রম জাগ্রত করিতেন তাহার ফলেই ছাত্ররাও নিয়মানুবর্তী হইত। তাঁহার মৃত্যুর পর জনৈক ছাত্র লিখিয়াছিলেন, প্রখ্যাত ব্রিটিশ দার্শনিক লক্ নাকি কোথায় বলিয়াছেন যে, যেমন নড়বড়ে কাগজের উপর অক্ষর বসান যায় না সেইরূপ (ভয়ে) কম্পমান মনের উপর শিক্ষার দাগ বসে না। এই নীতি শিরোধার্য করিয়া তিনি স্কুল পরিচালনা করিতেন এবং সেই কার্যে প্রার্থিত সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন।

ঈশানচন্দ্র চাকুরি জীবনের প্রারম্ভে বেসরকারী বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। তারপর নিজে সরকারী কর্মে নিযুক্ত থাকিলেও পরিদর্শক হিসাবে তিনি প্রশাসনিক কর্মব্যপদেশে বঙ্গদেশে ক্রমবর্ধমান বেসরকারী স্কুলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করেন এবং এই সকল বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের জীবনের নানা সমস্যার স্বরূপ উপলব্ধি করেন। কেবলমাত্র ছাত্রবেতনের উপর নির্ভরশীল বিদ্যালয়ের আর্থিক অনটন, পরিচালকমণ্ডলীর অস্থিরতা ও অক্ষমতা এবং সরকারের ঔদাসীন্য—এই সকল প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে শিক্ষকদের সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারিয়া তিনি অবসর গ্রহণের পর শিক্ষকমণ্ডলীর সঙ্গে নানাভাবে সংযুক্ত হন। শিক্ষকরা নিজেরাও এই প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং তাঁহার মত প্রবীণ খ্যাতিমান প্রভাবশালী শিক্ষকের নেতৃত্ব সাদরে গ্রহণ করেন। এইভাবে ১৯২১ সালে অখিল বঙ্গ শিক্ষক সংস্থা—এ বি টি. এ —স্থাপিত হইলে তিনিই ইহার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি পদে বৃত হয়েন এবং ঐ বৎসরই তাঁহার সম্পাদনায় এই প্রতিষ্ঠানের মুখপাত্র টিচার্স জার্নাল আত্মপ্রকাশ করে। ক্রমে এই সংস্থার আয়তন ও প্রভাব পরিব্যাপ্ত হয়, কিন্তু ইহার জন্ম হইতে প্রথম তের বৎসর—অর্থাৎ তাঁহার মৃত্যুর এক বৎসর পূর্ব পর্যন্ত—তিনিই ইহার অপ্রতিদ্বন্দ্বী কর্ণধার ছিলেন এবং তিনিই ইহাকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার উপর বেসরকারী স্কুলের শিক্ষকদের এত গভীর আস্থা ছিল যে ১৯২৩ সালে তাঁহারা তাঁহাকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হিসাবে বঙ্গীয় লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলের সভ্য হইতে পীড়াপীড়ি করেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইস্-চ্যান্সেলর প্রখ্যাত চিকিৎসক স্যার নীলরতন সরকার সভ্যপদ প্রার্থী হইয়া তাঁহাকে বিরত হইবার জন্য অনুরোধ করেন এবং তিনি সেই অনুরোধ রক্ষা করেন। তিনি এইভাবে সরিয়া যাওয়ায় ডাক্তার সরকার বিশেষ প্রীতিলাভ করেন এবং ইঁহারা স্থায়ী বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ হয়েন।

(৩)

প্রবাদ আছে বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী এবং ইহাও বলা হইয়া থাকে যে, একই গৃহে লক্ষ্মী ও সরস্বতী একসঙ্গে বিরাজ করেন না। কিন্তু ইহার ব্যতিক্রমও দেখা যায়। কোন কোন বিদ্বান্ ব্যক্তি প্রচুর ধনেরও মালিক হয়েন। আবার বিরল হইলেও এমন দৃষ্টান্তও দেখা যায় যে, সরস্বতীর আরাধনার পথেই লক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টি লাভ হইয়াছে

এবং বাণিজ্য ও বিদ্যাচর্চার মধ্যে বিরোধ ঘুচিয়া গিয়াছে। ঈশানচন্দ্র এই অসাধারণ পুরুষদের অন্যতম। তিনি প্রচুর অর্থ অর্জন করিয়াছিলেন, কিন্তু বিদ্যাচর্চাই তাঁহার ভিত্তি এবং এই অর্থোপার্জনের মধ্যেও তাঁহার ন্যায়নিষ্ঠা ও পরিমিতিবোধ দীপ্যমান। তিনি যাহা বেতন পাইতেন তাহাতে সেইদিনে মোটামুটি সচ্ছলভাবে সংসারযাত্রা নির্বাহ হইত, কিন্তু তাহার দ্বারা সমৃদ্ধিলাভ সম্ভব হইত না। জনপ্রিয় শিশুপাঠ্য গ্রন্থ রচনা করার ফলে তাঁহার কিছু অর্থাগম হয়। সেই অর্থ তিনি শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করিয়া ক্রমে প্রচুর বিত্তের অধিকারী হয়েন। তিনি নিজের জীবনের যে ঘটনাপঞ্জী লিখিয়া রাখিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে ৩৫-৩৬ বয়সে (১৮৯৩-৯৪ সালে) তিনি অর্থলাভের নূতন পথ আবিষ্কার করেন। ইহাই শেয়ার মার্কেটে তাঁহার অনুপ্রবেশ বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

ইংরেজরা এই দেশে যৌথ কারবার বা সীমিত দায়িত্বভিত্তিক জয়েণ্ট স্টক কোম্পানীর মারফতে ব্যবসায়ের সূত্রপাত করেন এবং নিজেরা বহু বড় বড় কোম্পানী স্থাপন করেন যাহার শেয়ার কিনিয়া বাহিরের লোকও অংশীদার হইতে পারিত। ইহা হইতেই শেয়ার মার্কেট বা লায়ন্স রেঞ্জের উৎপত্তি। এখন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যবসায়ের অগ্রগতি ও স্বাধীন ব্যবসায়ের উপর ক্রমবর্ধমান সরকারী নিয়ন্ত্রণের জন্য শেয়ার বাজারের জৌলুস খানিকটা কমিয়া গিয়া থাকিবে। কিন্তু একসময় কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের শেয়ার মার্কেট—লায়ন্স রেঞ্জ ও দালাল স্ট্রীট—খুব জমজমাট ছিল। এই শেয়ার মার্কেট এক বিচিত্র প্রতিষ্ঠান। ইহা বাজার, কিন্তু এখানে পণ্য নাই ; এই বাজারে—ধরুন কলিকাতার লায়ন্স রেঞ্জে—কোম্পানীর অংশ বা শেয়ারের কেনাবেচা হইতেছে, কিন্তু যে সব কোম্পানীর মালিকানার অংশের বেচাকেনা হইতেছে তাহারা কলিকাতার ত্রিসীমানার মধ্যেও অবস্থিত নহে এবং যাঁহারা মালিকানার ক্রয়-বিক্রয় করিতেছেন তাঁহারা কারবারে নিযুক্ত হওয়া দূরে থাকুক ইহাদের সঙ্গে তাঁহাদের চাক্ষুষ পরিচয়ও হইতেছে না। কাজেই এই ব্যবসায় অনেকটা কৃত্রিম, অনেকটা অলীক। অথচ প্রতিদিন মুখের কথায় লক্ষ লক্ষ টাকার লেনদেন হইতেছে, ধনী গরিব হইতেছে আবার গরিব বড়লোক হইতেছে। এই রকম স্থানে প্রকৃত ব্যবসায়ী ও সাধু অর্থ-বিনিয়োগকারীর সঙ্গে আসল ও নকল দালাল, জুয়াড়ী, বাটপাড়ের সমাবেশ হইবেই। যাঁহারা ব্যবসায়ের বাজারে প্রভুত্ব করিতে চান তাঁহারা কোন কোম্পানীর বেশি শেয়ার কিনিয়া ফেলিতেছেন , আবার শুধু সেই কোম্পানীর শেয়ারের বাজারের দাম বাড়াইয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যেই কোন দালাল তাঁহার শেয়ারের জন্য আগাম অর্ডার দিতেছেন। ইহার অপর দিকও আছে। যাঁহার নগদ টাকার দরকার তিনি গচ্ছিত শেয়ার বিক্রি করিবার জন্য ছাড়িতেছেন আবার কোন দালাল কোন কোম্পানীর শেয়ার দাম কমাইবার উদ্দেশ্যেই বেচিবার জন্য ব্যগ্রতা দেখাইতেছেন। এই বাজারে অসাধু ভাগ্যান্বেষী ও বাটপাড় দালালরা অজ্ঞ অর্থলোভীকে কি ভাবে প্রবঞ্চনা করে তাহার কৌতুকোজ্জ্বল চিত্র পরশুরাম আঁকিয়াছেন শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী ও সার্থকনামা গণ্ডেরীরাম বাটপেড়িয়ার চরিত্রে।

এই শেয়ার মার্কেটে ঈশানচন্দ্রকে দেখা যাইবে ইহা কেহ প্রত্যাশা করিতে পারে না। প্রথমত, স্কুল মাস্টারদের নিকট হইতে কেহ ব্যবসায়-বুদ্ধি প্রত্যাশা করে না। তারপর বাড়ি বসিয়া কেহ বাড়তি কিছু টাকা কোনো নামজাদা কোম্পানীর শেয়ার কিনিয়া কিছু লাভ-লোকসান করেন তাহা যদি সম্ভব না হয়, যিনি আজীবন শিক্ষকতা করিয়াছেন, বই লিখিয়াছেন, সরকারী রিপোর্ট লিখিয়াছেন বা স্কুল পরিদর্শন করিয়াছেন তিনি উত্তরকালে শেয়ার বাজারের কেনাবেচার হৈ-হুল্লোড়ের দালালি

ফাটকাবাজির মধ্যে সঞ্চরণ করিবেন ইহা একেবারেই অসম্ভব বলিয়া মনে হইবে। কিন্তু অবসর গ্রহণ করিবার পর বৃদ্ধবয়সে তিনি এই জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়াইয়া গিয়াছিলেন, প্রতিদিন দুপুরবেলা এখানে যাইতেন এবং এইখানে প্রচুর অর্থও উপায় করিয়াছিলেন।

ঈশানচন্দ্র কলিকাতায় জমি কিনিয়াছিলেন ১৮৯৩ সালে কিন্তু প্রথমে বাড়ি করেন দেওঘরে ১৯০১ সালে। কলিকাতায় প্রথম বাড়ি করেন ১৯০৮ সালে। পরে, বিশেষ করিয়া অবসর-গ্রহণান্তে, তিনি কলিকাতায় একাধিক বাড়ির মালিক হয়েন এবং ব্যাংকে, কোম্পানীর কাগজে, শেয়ারে প্রভৃত অর্থ গচ্ছিত রাখেন। শুধু তাই নয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র স্বনামধন্য অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ নিজেই বলিতেন যে, তিপ্পান্ন বছর বয়স পর্যন্ত, অর্থাৎ পিতার জীবদ্দশায়, তিনি 'পি. সি ঘোষ' সহি করা ছাড়া আর কোন সংসারী কাজ করেন নাই। পিতা ঈশানচন্দ্র পুত্রের উপার্জিত অর্থের এমন সুপ্রয়োগ করিয়াছিলেন যে তিনিও বেশ ধনী হইয়াছিলেন। কাশীতে ও কলিকাতায় তাঁহার বিরাট সৌধ নির্মিত হইয়াছিল। তাঁহার লাইব্রেরীর মূল্য লক্ষাধিক টাকা হইবে, তিনি জীবিতকালে বিশ্ববিদ্যালয়ে ও অন্যত্র (ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ প্রভৃতিতে) মোটা টাকা দান করিয়াছিলেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার বিধবা পত্নী তাঁহার সম্পত্তি নানা হাসপাতাল এবং আত্মীয় ও আশ্রিতদের মধ্যে বিলাইয়া দিয়াছেন। প্রফুল্লচন্দ্রের সম্পত্তিও অনেকটা তাঁহার পিতার ব্যবসায় বুদ্ধির দ্বারাই অর্জিত।

শেয়ার মার্কেটেও ঈশানচন্দ্র তাঁহার চারিত্রিক স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য অটুট রাখিয়াছিলেন। ইহার প্রধান কারণ তিনি এই বাজারে অন্য পাঁচ জনের মত হঠাৎ বড়লোক হওয়ার উদ্দেশ্যে দালালি করেন নাই বা লটারি খেলার মনোভাব লইয়া প্রবেশ করেন নাই। তিনি বহুদিন ধরিয়া নানা ব্যবসায়ের গতিবিধি লক্ষ্য করিয়াছেন, বড় বড় কারবারের হিসাব পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, লাভ-লোকসানের কারণ যাচাই করিয়াছেন এবং তাহা দেখিয়া ধীর স্থির পদক্ষেপে এই পিচ্ছিল পথে অগ্রসর হইয়াছেন। এই কারণে তাঁহার অর্থ প্রায় সব সময়েই নিশ্চিত লাভজনক ব্যবসায়ে নিয়োজিত হইত। সেই আমলে কলিকাতার বাণিজ্য বেশির ভাগ বিদেশীয়দের হাতে ছিল, কতকগুলি বড় বড় সাহেবী কোম্পানী ইংরেজ রাজত্বের স্তম্ভ স্বরূপ বলিয়া মনে হইত। এই সব কোম্পানীর প্রধানরা ঈশানচন্দ্রের জ্ঞান ও ভূয়োদর্শনের সুযোগ গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে ডিরেক্টর বা পরিচালকমণ্ডলীর সভ্য করিয়া লইয়াছিলেন। আয়কর বিভাগের কর্মচারীর কাছে শুনিয়াছি যে তাঁহার জীবনের শেষ দশ বৎসর তাঁহার ব্যক্তিগত বিরাট আয়ের মোটা অংশই আসিত সেই আমলের অভিজাত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টরের 'ফি' হইতে। পূর্বেই বলিয়াছি তিনি দালালি করিতেন না বা দালালের মাধ্যমে কাজ করিতে হইলেও স্বীয় বুদ্ধিবিবেচনার দ্বারা চালিত হইতেন। কিন্তু ইহাও দেখিয়াছি যে, শেয়ার বাজারের অনেক নামী দালাল তাঁহার বাড়িতে আনাগোনা করিতেন তাঁহার পরামর্শ ও উপদেশ লইবার জন্য।

আমার সঙ্গে শেয়ার জগতের কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু ঘটনাচক্রে শেয়ার বাজার বা স্টক-এক্সচেঞ্জে ঈশানচন্দ্রের একাকিত্ব, স্বাতন্ত্র্য ও প্রতিপত্তি যাচাই করিবার সুযোগ আমি নিজেই পাইয়াছিলাম। সেটা ১৯২৬ সাল, আমি তখন এম্-এ ক্লাসের ছাত্র। আমার বিহারপ্রবাসী জনৈক অন্তরঙ্গ বন্ধুর পিতার কিছু সরকারী ঋণপত্র বিক্রয় করিবার প্রয়োজন হয়। যতদূর মনে হয় তিনটি সরকারী ঋণপত্র—মূল্য পনের হাজার টাকার মত। তিনি এই ব্যাপারে আমার সাহায্যপ্রার্থী হয়েন। আমি

সরকারী ঋণপত্রও কোন দিন দেখি নাই, এতটাকার সংস্পর্শেও কোনদিন আসি নাই। আমাদের তখন রেওয়াজ ছিল সব কিছুতেই স্যার অর্থাৎ অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষকে জিজ্ঞাসা করা। তিনি আমার বন্ধু পিতাকে নামে চিনিতেন। আমাকে তাঁহার নিজের পিতৃদেবের কাছে লইয়া গিয়া আমার প্রয়োজন নিবেদন করিলেন। স্থির হইল আমি পরদিন দুপুরে বিক্রেয় ঋণপত্র লইয়া ঈশানচন্দ্রের সঙ্গে তাঁহার গাড়িতে স্টক এক্সচেঞ্জে যাইব। আমাকে তিন দিন তিনখানি কাগজ বিক্রয় করিতে যাইতে হইয়াছিল। তিনদিনই একই রকমের অভিজ্ঞতা হইয়াছিল, শুধু দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনে প্রথম-দিনের বিস্ময়ানুভূতি কাটিয়া গিয়াছিল। ঈশানচন্দ্রের জুড়িগাড়ি যখন রাইটার্স বিল্ডিং অতিক্রম করিয়া কেবল স্টক এক্সচেঞ্জে ঢুকিতেছে তখন রাস্তায়, বাড়ির খোলা-ছাদ বা দোতলার বারান্দা হইতে দুর্বোধ্য চেঁচামেচি শুনিয়া, হৈ-হুল্লোড় বা ছুটাছুটি দেখিয়া আমার ভয় হইল যে এখানে কোথাও আগুন লাগিয়াছে বা একটা দাঙ্গা বাধিয়াছে এবং কোথাও দেখিলাম কেহ কেহ শুধু আঙুল নাড়িতেছে। তবে কি একাধিক পাগলাগারদের অধিবাসীরা ছাড়া পাইয়া এখানে আসিয়া জুটিয়াছে? পরে শুনিয়াছি ইহাই শেয়ার বাজারে দর হাঁকাহাঁকি ও কেনাবেচা। কিন্তু আমাদের গাড়ি যেই থামিল আর ঈশানচন্দ্র নামিলেন, অমনি আমাদের সামনের শব্দসমুদ্র ক্ষণেকের জন্য স্তম্ভিত হইল, জনতার ভিড় মাঝখানে পথ করিয়া সরিয়া দাঁড়াইল, আমরা একটা বড় বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিলাম। সেখানেও নিচের তলায় এবং সিঁড়িতে সেই ভিড় ও সেই চীৎকার এবং ঈশানচন্দ্রকে দেখিয়া সেই ক্ষণিক স্তব্ধতা। সিঁড়ির লোক একপাশে সরিয়া যাওয়ায় আমরা সহজেই উপরে উঠিলাম, ঈশানচন্দ্র আমাকে দরজায় অপেক্ষা করিতে বলিয়া নিজে একটা প্রশস্ত অফিসঘরে ঢুকিলেন। আমি দূর হইতে লক্ষ্য করিলাম তিনি যে টেবিলে যাঁহার কাছে যাইতেছেন সবাই অতিশয় সম্ভ্রমের সহিত তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিতেছেন। তিনি কোথাও বসিলেন না এবং যখন যাঁহার সঙ্গে কথা বলিলেন সেই ব্যক্তিও আসন গ্রহণ করিলেন না। এইভাবে কিছুক্ষণ কাটাইয়া আমাকে লইয়া অন্য একটা বাড়িতে একটা অফিসে লইয়া গেলেন, যতদূর মনে আছে তাহার নাম প্রসাদদাস বড়াল এণ্ড সন্স। সেইখানে আমার কাগজখানা বাহির করিলাম। তাঁহারা হাতের কাজ রাখিয়া হিসাব করিয়া চেক লিখিয়া আমাকে দিয়া দিলেন। ঈশানচন্দ্র আমাকে বিদায় দিয়া অন্য কাজে চলিয়া গেলেন। আমি বুঝিলাম, জ্ঞানের গভীরতায় ও চরিত্রবলে তিনি এখানেও অনন্য, নিঃসঙ্গ, একাকী এবং সর্বজনশ্রদ্ধেয়।

(৪)

ঈশানচন্দ্র ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে অর্থ উপার্জন ও সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তাঁহার ব্যয়ের মধ্যেও সংযম, পুঙ্খানুপুঙ্খ দৃষ্টি ও পরিমিতিবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। সাংসারিক জীবনযাত্রার সচ্ছলতার পরিচয় ছিল, বিলাসিতার লেশমাত্র ছিল না, সর্বোপরি তিনি অপব্যয় পরিহার করিতেন, স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করিতেন, কিন্তু কোথাও বাহুল্য ছিল না। জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রফুল্লচন্দ্র সকল দিক্ দিয়াই তাঁহার গৌরবের বস্তু ছিলেন, কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক লিখিয়াছেন :—

> "ভাগ্যবান্—তোমার পুণ্যের পরিচয়
> গুণীপুত্র, কাছে যার তব পরাজয়।"

শেষ পঁচিশ বছর জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ তাঁহার প্রধান অবলম্বন ছিলেন। ইঁহাদের একমাত্র সন্তান আট বছর বয়সেই মারা যায়, কাজেই সংসারে ইঁহাদের জন্য ব্যয় ছিল সবচেয়ে

কম, কিন্তু সংসারযাত্রার মাসিক ব্যয় দুই-তৃতীয়াংশ তিনি নিজে বহন করিতেন এবং এক-তৃতীয়াংশ প্রফুল্লচন্দ্রের আয় হইতে লইতেন। মৃত্যুর পূর্বে প্রফুল্লচন্দ্রকে নির্দেশ দিয়াছিলেন যে, তিনিই যেন সমস্তটা বহন করেন।

ঈশানচন্দ্র নিজে দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া দারিদ্র্যের ভীষণতা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সেইজন্য উপার্জিত সম্পত্তি হইতে পুত্র ও পৌত্রদের যাহাতে সঙ্গতি থাকে তাহার ব্যবস্থা সর্বাগ্রে করিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠ প্রফুল্লচন্দ্রের যথেষ্ট অর্থ ছিল; সুতরাং তাঁহাকে শুধু সদ্ব্যয়ের উপদেশ দিয়া গিয়াছিলেন। মধ্যমপুত্র অনুকূলচন্দ্র তাঁহার জীবিতাবস্থায় মারা যান, নাবালক দুই পুত্র ও তাহাদের অপেক্ষাও কনিষ্ঠ এক কন্যা রাখিয়া যান। কনিষ্ঠ পুত্র প্রতুলচন্দ্রের একটি মাত্র পুত্র ছিল। পরলোকগত পুত্র অনুকূলচন্দ্রের কথা স্মরণ করিয়াই তিনি ইহাদিগকে দেয় সম্পত্তির তিন ভাগ করিলেন—অনুকূলচন্দ্রের দুই পুত্র—হেমচন্দ্র ও নারায়ণচন্দ্র—এবং প্রতুলচন্দ্রের পুত্র জগদীশচন্দ্র। জগদীশচন্দ্র তখন নাবালক ছিল বলিয়া বোধ হয় তৃতীয় অংশটা প্রতুলচন্দ্রের নামেই লিখিয়া দেন এবং অনুকূলচন্দ্রের কন্যার বিবাহের জন্য পৃথকভাবে টাকার ব্যবস্থা করেন। ইহাদের স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রার বন্দোবস্ত করিয়া তিনি তাঁহার বাকি প্রচুর সম্পত্তি প্রধানত জনহিতকর উদ্দেশ্যে একটি ট্রাস্ট করিয়া যান। ইহাতে তিন পুত্রবধূ ও পৌত্রীদের হাতখরচার এবং আশ্রিত আত্মীয়দের ভরণপোষণের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা থাকে। ইহারা সব মিলিয়া সংখ্যায় অনেক হইলেও কাহারও জন্য মোটা টাকার বরাদ্দ করা হয় নাই। তিনি অনেক অর্থব্যয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন সেই পল্লী অঞ্চলের জন্য যেখানে বাল্যে ও কৈশোরে তিনি দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছেন, যেখানে তিনি দেখিয়াছেন জঙ্গলাকীর্ণ বসতিতে মানুষ ম্যালেরিয়ার প্রকোপে, পানীয় জলের অভাবে, কলেরা মহামারীতে, অচিকিৎসায় মারা যাইতেছে, যেখানে আকাঙ্ক্ষা ও উৎসাহ সত্ত্বেও মেধাবী বালক বিদ্যার আলোক হইতে বঞ্চিত হইতেছে। পল্লীসংস্কারের কথা বলেন অনেকেই, কিন্তু কাজ হয় খুব কম। জন্মস্থান খরস্থতি গ্রাম যশোহর জেলার একপ্রান্তে, তাহার আট নয় মাইল দূরে ফরিদপুর জেলার বঙ্গেশ্বরদী গ্রাম যেখানে তিনি প্রথম স্কুলে ভর্তি হয়েন। এই বঙ্গেশ্বরদীই তাঁহার শ্বশুরের বাসস্থান। এই জনপদ এক সময়ে সীতারাম রায়ের জমিদারির অন্তর্ভুক্ত ছিল, তখন ইহার প্রতিপত্তি ছিল। কিন্তু ঈশানচন্দ্রের বাল্যকালে বঙ্গেশ্বরদী অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন হইলেও খরস্থতি ও তাহার আশেপাশের অঞ্চল জঙ্গলে পরিপূর্ণ, ম্যালেরিয়া-ভারাক্রান্ত, পল্লীতে পরিণত হইয়াছিল। এখানে রাস্তাঘাট চলাফেরার পক্ষে অনুপযুক্ত, বছরের অধিকাংশ সময় জলকষ্ট, চিকিৎসাব্যবস্থার একান্ত অভাব এবং দরিদ্রের বিদ্যাশিক্ষার মনোরথ উত্থায় এব হৃদি লীয়ন্তে। ঈশানচন্দ্র প্রথমে জঙ্গল কাটাইয়া, রাস্তা বানাইয়া এই অঞ্চলকে ম্যালেরিয়ামুক্ত করিতে চেষ্টা করেন, দুইটি বড় দীঘি ও টিউবওয়েল কাটাইয়া জলকষ্টের উপশম করেন, মাতার নামে কালীতারা দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন, পিতার নামে চন্দ্রকিশোর উচ্চ প্রাইমারী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রাথমিক বিদ্যাচর্চার সুব্যবস্থা করেন এবং পূজার্চনার জন্য একটি মন্দির নির্মাণ করেন। তাঁহার উইলে তিনি যে ট্রাস্ট গঠন করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে মোটা টাকার বরাদ্দ করা হইয়াছিল দাতব্য চিকিৎসালয়কে ছয়শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালে উন্নীত করিতে এবং খরস্থতি হইতে বঙ্গেশ্বরদী—এই সমগ্র অঞ্চলে নলকূপ খনন করিয়া পানীয় ও সেচের জলের ব্যবস্থা করিতে। ইহা ছাড়া চন্দ্রকিশোর বিদ্যালয়কে মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ে উন্নীত করিবার জন্য অর্থ বরাদ্দ করেন এবং সংস্কৃত পাঠের জন্য চতুষ্পাঠী নির্মাণের ও কবিরাজী

চিকিৎসার বন্দোবস্ত করেন। তদুপরি খরস্থতি হইতে নিকটবর্তী রেল স্টেশন ঘোষপুর পর্যন্ত ভাল রাস্তা তৈরি করার জন্য যশোহর ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডকে টাকা দেওয়ার নির্দেশ দেন। ইহা ছাড়া খরস্থতি গ্রামের দরিদ্রদের চিকিৎসার সাহায্যার্থে গরিব ছাত্রদের বিনা বেতনে পড়ার উদ্দেশ্যে এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার উন্নতিকল্পে অর্থ বিনিয়োগ করেন; দেওঘরের কুষ্ঠাশ্রমের সাহায্যের জন্যও অর্থ দান করেন। নিজের সম্পত্তি হইতে এত বিস্তারিত কর্মসূচী রূপায়িত করা সম্ভব হইবে না; এইজন্য তিনি জ্যেষ্ঠপুত্র প্রফুল্লচন্দ্রকে এই কার্যের জন্য ৪৫,০০০ টাকা ব্যয় করিতে নির্দেশ দেন। বাল্যকালে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রকে পাগলা কুকুরে কামড় দেয়, তখন উত্তর ভারতবর্ষে এই আক্রমণের চিকিৎসার একমাত্র ব্যবস্থা ছিল সিমলার কাছে কসৌলীতে পাস্তুর ইন্‌স্টিটিউটে। আক্রান্ত পুত্রকে চিকিৎসার্থ ওখানে লইয়া যাইয়া ঈশানচন্দ্র বহিরাগত রোগী ও তাহাদের সঙ্গীদের বাসস্থানের অসুবিধা দেখিয়া প্রধানত সুদূর বঙ্গদেশ হইতে আগত রোগীদের থাকার জন্য স্ত্রী শশিমুখীর নামে একটি বাংলো তৈরি করিয়া দেন। তাঁহার কন্যা ভুবনেশ্বরীর যক্ষ্মারোগে মৃত্যু হওয়ার পর তিনি কন্যার স্মৃতিরক্ষার্থ যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালে একটি শয্যার ব্যয়নির্বাহের জন্য অর্থপ্রদান করেন।

১৯৩৫ সালের ২৮শে অক্টোবর ৭৭ বৎসর বয়সে ঈশানচন্দ্র পরলোকগমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর উইলের প্রবেট নেওয়া হয় এবং যে প্রচুর ট্রাস্ট সম্পত্তি তিনি রাখিয়া যান এবং তাহার আয় হইতে খরস্থতি-বঙ্গেশ্বরদীতে যে বিস্তীর্ণ কর্মসূচীর নির্দেশ দিয়া যান তাহা নির্বাহ করার জন্য অছি পরিষদ গঠিত হয় এবং একজন কর্মচারী নিযুক্ত করা হয়। যতদূর জানি পল্লীগ্রামে কাজও আরম্ভ করা হয়, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই প্রধান কর্মকর্তা তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র প্রফুল্লচন্দ্র দুরারোগ্য ব্যাধিতে অকর্মণ্য হইয়া পড়েন এবং ১৯৪৮ সালে মৃত্যুর পূর্বে তিনি আর সুস্থ হইতে পারেন নাই। এদিকে স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানের উদ্ভব হয় এবং যশোহর ও ফরিদপুর উভয় জেলাই তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত হয়। সুতরাং ঈশানচন্দ্রের আরব্ধ কাজ আর সম্পূর্ণ হয় নাই, যাহা সমাপ্ত হইয়াছিল তাহা আজ কি অবস্থায় আছে তাহাও বলিতে পারি না। প্রফুল্লচন্দ্রের সম্পত্তি হইতে অনেক টাকা কলিকাতার একাধিক হাসপাতালে দেওয়া হইয়াছে। এইরূপ শুনিয়াছি। ইহাই বোধহয় সেই পরিকল্পনার একমাত্র উল্লেখযোগ্য পরিণতি।

ঈশানচন্দ্রের মৃত্যুর পর বহু শোকসভা অনুষ্ঠিত হয় এবং নানা পত্রপত্রিকায় ছোট বড় প্রবন্ধে তাঁহার জীবনী লিখিত হয় ও তাঁহার পাণ্ডিত্য, কর্মকুশলতা ও দানশীলতার প্রশস্তি রচিত হয়। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু তখন অসুস্থ অবস্থায় ভিয়েনাতে ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে ঈশানচন্দ্রের কোন যোগাযোগ ছিল না, তিনি কটক হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস করিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের কাছে পড়িয়া থাকিবেন। তিনি এই সময় অধ্যাপক ঘোষকে যে চিঠি লিখিয়াছিলেন তাহার উদ্ধৃতি দিয়া এই প্রসঙ্গের অবসান করির,

C/o, American Express Company
Vienna
19 12 35

শ্রদ্ধাভাজনেষু,

সংবাদপত্র মারফত আপনার পিতৃদেবের স্বর্গারোহণের খবর জানিয়া বিশেষ ব্যথিত হইলাম। তিনি বিদ্বান্, চরিত্রবান্ ও সকল দিক্ দিয়া যোগ্য পুরুষ ছিলেন, তদ্ব্যতীত

তাঁহার সমাজহিতৈষিতা সকলের গৌরবের বিষয় ছিল। তাই তাঁহাকে হারাইয়া আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি। তাঁহার অমর আত্মার উদ্দেশে ভক্তি অর্ঘ্য নিবেদন করিয়া আমি ধন্য মনে করিতেছি।

আপনারা আমার আন্তরিক সমবেদনা গ্রহণ করুন।

ইতি
বিনীত
শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু

(৫)

ঈশানচন্দ্র ও শশিমুখীর আটটি সন্তান—চারপুত্র ও চারকন্যা—জন্মগ্রহণ করে। ইহাদের মধ্যে দ্বিতীয় পুত্র এবং প্রথমা, তৃতীয় ও চতুর্থা কন্যা শৈশবেই ইহলোক ত্যাগ করে। কাজেই এই দম্পতির পারিবারিক জীবন তিন পুত্র ও এক কন্যা ভুবনেশ্বরীকে লইয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল। অপেক্ষাকৃত সচ্ছল সংসারের মেয়ে শশিমুখী হাসিমুখে স্বামিগৃহের দারিদ্র্য বরণ করিয়াছিলেন এবং পরবর্তী কালে সৌভাগ্যে অহংসেকিনী ছিলেন। শকুন্তলাকে পতিগৃহে প্রেরণ করিবার সময় কণ্বমুনি আদর্শ গৃহিণীর যে ছবি আঁকিয়াছেন মিতভাষী ঈশানচন্দ্র সহধর্মিণীর বর্ণনা দিতে যাইয়া তাহা স্মরণ করিয়াছেন। সেবাপরায়ণা সাধ্বী স্ত্রী ১৯১০ সালে স্বামী ও চার সন্তানকে রাখিয়া পরলোকগমন করেন।

কৃতী জ্যেষ্ঠপুত্র প্রফুল্লচন্দ্রের পিতৃভক্তির কথা আমি অন্যত্র লিখিয়াছি।

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ পিতা হি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব দেবতাঃ॥

ইহা ছিল প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনের মূলমন্ত্র। প্রতি কথায়, প্রতি কর্মে প্রফুল্লচন্দ্রের পিতৃভক্তি উদ্বেল হইত কিন্তু ঈশানচন্দ্রের স্নেহ প্রকাশ পাইত কচ্চিৎ বিদ্যুৎচমকের মত, তবে তাহা বিদ্যুতের আলোকের মতই দীপ্যমান। প্রফুল্লচন্দ্র ১৯০৩ সালে এম্‌-এ পাস করিবার সঙ্গে সঙ্গেই কবি-অধ্যাপক মনোমোহন ঘোষ ছুটি নেওয়ায় প্রেসিডেন্সি কলেজে অল্প কিছুদিনের জন্য অধ্যাপনার চাকুরি পান। প্রথম যেদিন তিনি পড়াইতে যান, ছেলে ঠিক মত কাজ করিতে পারিল কিনা এই চিন্তায় ঈশানচন্দ্র সেই দিন নিজে আর কাজে মন দিতে পারেন নাই, উৎকণ্ঠিত চিত্তে হেয়ার স্কুলের বারান্দায় পায়চারি করিয়া সময় কাটাইয়াছিলেন। উত্তরকালে যিনি অধ্যাপনা নৈপুণ্যের জন্য অপরাজেয় খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহার জন্য পিতার এই উদ্বেগের কথা শুনিয়া আমরা যুগপৎ আনন্দ ও কৌতুক অনুভব করিয়াছি। আর এক দিনের কথা বলিব। ঈশানচন্দ্রের এক লব্ধপ্রতিষ্ঠ সহাধ্যায়ীর (অলীক) মৃত্যুসংবাদের কথা ঐ বাড়িতে পহুঁছায়। শুনিয়া প্রফুল্লচন্দ্র বলিলেন যে ইহা সত্য না হওয়াই সম্ভব, কারণ সেইদিনই পিতৃবন্ধুর পুত্রের সঙ্গে তাঁহার দেখা হইয়াছিল এবং পুত্রের মধ্যে তিনি শোক-বিহ্বলতার কোন চিহ্ন দেখিতে পান নাই। ঈশানচন্দ্র শুধু বলিলেন, 'তুমি নিজেকে দিয়া সব ছেলেকে বিচার করিও না।'

দ্বিতীয় পুত্র অনুকূলচন্দ্র বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন লোক ছিলেন। তিনি পুস্তক প্রকাশক ছিলেন। যতদূর জানি তিনিই মনীষী রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর রচনার প্রথম প্রকাশক। অনুকূলচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন ১৮৯১ সালে এবং মাত্র চল্লিশ বৎসর বয়সে ১৯৩১ সালে মোটর দুর্ঘটনায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন। কনিষ্ঠ পুত্র প্রতুলচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন ১৯০০

সালে। তিনি কলিকাতা বঙ্গবাসী কলেজে ইংরেজীর অধ্যাপক ছিলেন; এখন বালিগঞ্জে অবসর জীবন যাপন করিতেছেন। প্রতুলচন্দ্রের দুই বৎসর পরে যে পুত্রের জন্ম হয় সে দুই মাস বয়সেই মারা যায় এবং কন্যাদের মধ্যেও তিন কন্যা শৈশবেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। দ্বিতীয়া কন্যা ভুবনেশ্বরীকে ঈশানচন্দ্র সৎপাত্রস্থ করিয়াছিলেন। কৃতবিদ্য জামাতা অবিনাশচন্দ্র বসু সরকারের অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেলের অফিসে পদস্থ কর্মচারী ছিলেন। অবিনাশ বসু দীর্ঘায়ু হইলেও ভুবনেশ্বরী ১৯১৫ সালে মাত্র সাতাশ বৎসর বয়সে দুই পুত্র ও চার কন্যা রাখিয়া স্বর্গত হয়েন। জামাতা, পুত্রবধূরা, নাতিনাতনীরা সকলেই ঈশানচন্দ্রের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন এবং তিনিও সকলকেই স্নেহ করিতেন। ইহা ছাড়া তিনি অপেক্ষাকৃত দূর আত্মীয় ও বন্ধুদের প্রতিও যথাযোগ্য কর্তব্য করিয়া গিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে শুধু একটি লোকের সম্পর্কে বিশদ বিবরণ না দিলে এই আলেখ্য অসম্পূর্ণ হইবে।

ঈশানচন্দ্র জানিতেন যে তাঁহার পিতা খরস্থতির অদূরবর্তী গোয়ালবাড়ি গ্রামে কুণ্ডুবাবুদের অধীনে চাকুরি করিতেন। নিজে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তিনি খোঁজ লইয়া দেখিলেন তাঁহার পিতার 'অন্নদাতাদের' কে কোথায় কি অবস্থায় আছেন। শুনিতে পাইলেন যে তাঁহাদের অবস্থা পড়িয়া গিয়াছে, বংশের প্রায় সবাই চলিয়া গিয়াছেন, পুরুষদের মধ্যে শুধু রেবতীমোহন নামে একজন বালক গোয়ালবাড়িতে বসবাস করিতেছে। পিতৃঋণ স্মরণ করিয়া ঈশানচন্দ্র রেবতীমোহনকে নিজগৃহে লইয়া আসেন এবং নিজের সন্তানদের মতই তাঁহাকে প্রতিপালন করেন। রেবতীমোহন প্রফুল্লচন্দ্রের অপেক্ষা সামান্য বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন; পরিণত বয়সেও ইহাদিগকে দুই সহোদরের মত মনে হইত। ঈশানচন্দ্র রেবতীমোহনকে পরে গোয়ালবাড়িতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেন। ইহাদের তখনও ভূসম্পত্তির যে অবশেষ ছিল তাহাতেই ইহাদের গ্রাসাচ্ছাদন হইত। বিবাহের অল্প কিছুকাল পরেই রেবতীবাবুর স্ত্রীবিয়োগ হয়, যতদূর জানি ঈশানচন্দ্রের আনুকূল্যেই তাঁহার একমাত্র সন্তান কন্যার বিবাহ হয়। ঈশানচন্দ্রের শেষ বয়সে যখন অসুখ করিল এবং তিনি বুঝিতে পারিলেন বার্ধক্যে এই ক্ষয়রোগই তাঁহার শেষ রোগ, তখন তিনি প্রফুল্লচন্দ্রকে রেবতীকে আনাইতে নির্দেশ দেন রেবতীমোহন ও জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ ঈশানচন্দ্রের সমস্ত সেবার ভার নেয় এবং ইহারা যে পরিচর্যা করিয়াছিলেন তাহাই বিপত্নীক বৃদ্ধের শেষ দিনগুলিকে স্যার নীলরতনের চিকিৎসা অপেক্ষাও অধিকতর সহনীয় করিয়া তোলে। স্যার নীলরতন ক্ষয়রোগে ধূমপানে আপত্তি করেন, কিন্তু ঈশানচন্দ্র তাঁহার আবাল্য সুহৃদ্ হুঁকা-গড়গড়াকে পরিত্যাগ করেন নাই। রেবতীবাবুর প্রয়োজন খুব সামান্যই ছিল, ঈশানচন্দ্র উইলে তাঁহার জন্য সামান্য মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া যান। তাঁহার মৃত্যুর পর রেবতীমোহন এই বাড়িতেই থাকিয়া যান। তাঁহার প্রয়োজনও ছিল, কারণ তিন চার বছরের মধ্যে প্রফুল্লচন্দ্র অসুস্থ হইয়া অকর্মণ্য হইয়া পড়েন এবং প্রফুল্লচন্দ্রের সুদীর্ঘ অসুস্থতায় তিনিই ঐ গৃহের প্রধান রক্ষক ছিলেন। প্রফুল্লচন্দ্রের মৃত্যুর পরও তিনি আর দেশে ফিরিয়া যান নাই; ঈশানচন্দ্রের প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীটের বাড়িতেই তাঁহারও জীবনাবসান হয়।

ঈশানচন্দ্র বাল্যে পিতৃহারা হয়েন এবং তাঁহার ভ্রাতাভগিনীরাও শৈশবেই মৃত্যু মুখে পতিত হয়। যে বিধবা জননী দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া পুত্রকে মানুষ করিয়াছিলেন পুত্রের ভাগ্যোদয়ের পূর্বেই তিনিও স্বর্গত হয়েন। তিনি চাকুরি হইতে অবসর গ্রহণ করিবার ছয় বৎসর পূর্বেই (১৯১০) জীবনসঙ্গিনী শশিমুখী ইহলোক হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তাহার তিন বৎসর পর (১৯১৩) জ্যেষ্ঠপুত্রের একমাত্র সন্তান পৌত্র বিমলচন্দ্র

পিতামহের মনে নিদারুণ আঘাত দিয়া আট বৎসর বয়সে টাইফয়েড রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, ইহার দুই বৎসর পর (১৯১৫) তিনি কন্যা ভুবনেশ্বরীকে হারান, তাঁহার মধ্যম পুত্র অনুকূলচন্দ্র মারা যান ১৯৩১ সালে। অকালমৃত্যু এই পরিবারের অনতিক্রম্য অভিশাপ। ঈশানচন্দ্রের তিরোধানের পরে যমের অপ্রত্যাশিত পদধ্বনি অহরহ এই পরিবারে শোনা গিয়াছে। অনুকূলচন্দ্রের কন্যা বাসন্তী বিবাহের অল্পদিনের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাঁহার কনিষ্ঠপুত্র নারায়ণচন্দ্র বালক পুত্র ও বালিকা কন্যা রাখিয়া অল্প বয়সে পরলোক গমন করে (১৯৫৮) জ্যেষ্ঠপুত্র পুত্র শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষের একমাত্র সন্তান অশোক বালিকা বধূ ও পিতামাতাকে রাখিয়া ক্যানসার রোগে অনধিক চব্বিশ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করে, নারায়ণচন্দ্রের পুত্র দীপক কলেজে পাঠ্যাবস্থায় মেনিনজাইটিস রোগে আক্রান্ত হইয়া মারা যায়। ঈশানচন্দ্রের কনিষ্ঠপুত্র প্রতুলচন্দ্রের স্ত্রী নারায়ণচন্দ্রের মৃত্যুর একমাস পরেই ক্যানসার রোগে ভুগিয়া ইহলোক ত্যাগ করেন। রাখিয়া যান স্বামী, পাঁচ কন্যা এবং এক পুত্র জগদীশচন্দ্রকে। ইহাদের জ্যেষ্ঠা কন্যা সাবিত্রী স্বামী ও পুত্র রাখিয়া অল্প বয়সেই মারা যান। এই জীবনী রচনায় অন্যতম উদ্যোক্তা জগদীশচন্দ্র গত ৩০শে চৈত্র (১৩৮৩) রাত্রিতে নিদ্রিত অবস্থায় হার্টফেল করিয়া স্ত্রী, বালক পুত্র, বালিকা কন্যা এবং বৃদ্ধ পিতাকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। জামাতা অবিনাশচন্দ্রের যথেষ্ট সচ্ছলতা ছিল। তবু ঈশানচন্দ্র পরলোকগতা কন্যার কনিষ্ঠ পুত্র মাতৃহারা সুকুমারের বিবাহের জন্য হাজার পাঁচেক টাকা রাখিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু সুকুমার অল্প বয়সে অবিবাহিত থাকিয়াই চিরবিদায় গ্রহণ করে।

(৬)

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মহিমা কীর্তন করিতে যাইয়া রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, গিরিশৃঙ্গের দেবদারু দ্রুম যেমন শুষ্ক শিলাস্তরের মধ্যে অঙ্কুরিত হইয়া প্রাণঘাতক হিমানী বৃষ্টি শিরোধার্য করিয়া, নিজের আভ্যন্তরীণ কঠিন শক্তি দ্বারা আপনাকে প্রচুর সরস-শাখা পল্লবসম্পন্ন সরলমহিমায় অভ্রভেদী করিয়া তুলে—তেমনি এই ব্রাহ্মণতনয় জন্মদারিদ্র্য এবং সর্ব প্রকার প্রতিকূলতার মধ্যেও কেবল নিজের অপর্যাপ্ত বলবুদ্ধির দ্বারা যেন অনায়াসেই এমন সরল, এমন প্রবল, এমন সমুন্নত, এমন শক্তিসম্পদশালী করিয়া তুলিয়াছেন।

মহামানব ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সঙ্গে অন্য কোন লোকের তুলনা করিলে শুধু যে সেই পুরুষশ্রেষ্ঠের প্রতি অবিচার করা হয় তাহাই নহে, যিনি উপমেয় তাঁহাকেও অসুবিধায় ফেলা হয়। এই ব্যবধান স্মরণ রাখিয়া বলিতে পারি যে, ঈশানচন্দ্রও স্বীয় আভ্যন্তরীণ কঠিন শক্তি দ্বারাই জঙ্গলাকীর্ণ পল্লীগ্রাম হইতে কলিকাতায় আসিয়া নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তিনি বিদ্যার সাগর ছিলেন না, কিন্তু ইংরেজী, সংস্কৃত, হিন্দী, ইতিহাস, ভূগোল এমন কি গণিত ও বিজ্ঞানেও পারদর্শিতা অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি বাংলা গদ্য সাহিত্যের অন্যতম স্রষ্টা এইরূপ দাবি করা বাতুলতা হইবে, কিন্তু 'কথামালা' 'বোধোদয়' প্রভৃতির ন্যায় বহু সহজ সরল গ্রন্থ রচনা করিয়া তিনি শিক্ষাবিস্তারে সহায়তা করিয়াছিলেন এবং প্রাচীন সংস্কৃত ও পাশ্চাত্ত্য গ্রন্থের সহজ সারসংকলন করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। সর্বত্যাগী বিদ্যাসাগরের দানের তুলনায় ঈশানচন্দ্রের মহৎ দান সাগরের কাছে গোষ্পদের তুল্য। কিন্তু তাঁহার একটি বৈশিষ্ট্য বিদ্যাসাগরের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। তিনিও গিরিশৃঙ্গজাত দেবদারু দ্রুমের মত সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যেও মস্তক সমুন্নত রাখিয়াছেন।

প্রাণঘাতক বিরোধিতার মধ্যেও তাঁহার এই অপরাজেয় শক্তির জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় তাঁহার মহত্তম কীর্তি জাতক অনুবাদ গ্রন্থমালায়। ঈশানচন্দ্রের জীবনের সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য মরণ যাহা প্রতিপদে তাঁহার সমস্ত প্রচেষ্টাকে বিপর্যস্ত করিতে চাহিয়াছে, তাঁহার সৌভাগ্যকে ব্যঙ্গ করিয়াছে। কিন্তু তিনি পত্নীবিয়োগ, পুত্রশোক ও কন্যার শোক গভীরভাবে অনুভব করিলেও বিচলিত বা বিহ্বল হয়েন নাই। শুধু একটি শোক তাঁহাকে একেবারে অভিভূত করিয়াছিল। ১৯১৩ সালে তাঁহার নিজের বয়স যখন পঞ্চান্ন বছর তখন তাঁহার প্রিয় পৌত্র প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের একমাত্র সন্তান বিমলচন্দ্র (ভানু) আট বছর বয়সে টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করে। শুনিয়াছি এই শোকে তিনি কাতর হইয়া শিশুর মত কাঁদিতেন ; এমন কি তিনি যাহাতে বিচলিত হইয়া না পড়েন সেই ভয়ে তিনি বাড়ি থাকিলে বিমলচন্দ্রের মাতা স্বীয় কষ্ট সম্বরণ করিয়া থাকিতেন। এই নিদারুণ শোক হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্যই ঈশানচন্দ্র জাতকমালা অনুবাদের দুরূহ কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং এই বিরাট কর্মের মধ্য দিয়াই তিনি অশান্ত হৃদয়কে সংযত করিয়া স্বাভাবিক মানসিক স্থৈর্য ফিরিয়া পান। বহু কাহিনীবিশিষ্ট জাতকের অনুবাদ করিতে এবং ছয় খণ্ডে তাহা প্রকাশ করিতে তাঁহার ষোল বৎসর লাগিয়াছিল। তিনি সংস্কৃতে ব্যুৎপন্ন হইলেও এই কাজের জন্য তাঁহাকে কত গভীরভাবে পালি ভাষা অধ্যয়ন করিতে ও অন্যান্য প্রাচীন সাহিত্যে গবেষণা করিতে হইয়াছিল তাহা অনুবাদ, ভূমিকা এবং পাদটীকা দেখিলেই অনুমিত হইবে। তিনি এই গ্রন্থ প্রকাশ করিতে যে অর্থব্যয় করিয়াছিলেন ইহার বিক্রয় হইতে তাহার একচতুর্থাংশও ফিরিয়া পান নাই। সুতরাং যে বিপুল ক্ষতি তিনি বিনা বিধায় স্বীকার করিয়াছিলেন ইহাও পরোক্ষভাবে বঙ্গসাহিত্যের উন্নতিকল্পে দান বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। শুনিয়াছি জাতকমালার ইংরেজী অনুবাদকার্য সম্পন্ন করিতে ছয়জন বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং একটা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান এই প্রকল্পের সমগ্র দায়িত্ব লইয়াছি। ভাবিতে বিস্ময় লাগে যে, অনুবাদ হইতে প্রুফ সংশোধন পর্যন্ত এই শ্রমসাধ্য ও ব্যয়সাপেক্ষ কর্মের সকল ভার ঈশানচন্দ্র একা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শোকে মুহ্যমান হওয়া যে কোন লোকের পক্ষেই স্বাভাবিক এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শোকের তীব্রতা কমিয়া আসে। তাহা ছাড়া শোকের দাগ মন হইতে একেবারে মুছিয়া না গেলেও প্রায় সকল প্রিয় বিয়োগ বেদনাহত মানুষ অন্য কর্মে মন দিয়া, অন্য সম্পর্কের আকর্ষণের মধ্য দিয়া অথবা সংসার হইতে মনকে সরাইয়া লইয়া শোকের অপনোদন করে। ইহাই সংসারধর্ম। কিন্তু ঈশানচন্দ্র যে উপায়ে জীবনের গভীরতম শোককে পরাস্ত করিয়া তাহার অবিস্মরণীয় স্মারক রচনা করিয়াছেন তাহা—তুলনাহীন। রবীন্দ্রনাথের ভাষা উদ্ধার করিয়া বলা যায়, গিরিশৃঙ্গে অঙ্কুরিত দেবদারুদ্রুমের ন্যায় এই কায়স্থসন্তান আভ্যন্তরীণ কঠিন শক্তির দ্বারা শুধু দারিদ্র্যকে জয় করেন নাই পরন্তু আপন অপর্যাপ্ত বলবুদ্ধি দ্বারা মৃত্যুশোককে অবিস্মরণীয় রূপ দান করিয়াছেন।

জাতক কাহিনীগুলির বৈশিষ্ট্য অনুবাদক ঈশানচন্দ্র ভূমিকায় বিশদভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন। তিনি যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহার মধ্যে শুধু যে তাঁহার সংস্কৃত ও পালি ভাষা ও সাহিত্যে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যই প্রকাশ পাইয়াছে তাহা নহে, বিভিন্ন দেশের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সাহিত্যের সঙ্গে গভীর পরিচয়ও সূচিত হইয়াছে। এইখানে শুধু দুইটি লক্ষণের উল্লেখ করিব যাহার সঙ্গে ধর্মোপদেশের বিশেষ কোন সম্পর্ক নাই। জাতক গ্রন্থের অন্যতম মাহাত্ম্য ইহার প্রাচীনত্ব। ভগবান্ বুদ্ধ প্রায় আড়াই হাজার বৎসর

পূর্বে অবতীর্ণ হইয়া গল্পচ্ছলে ধর্মোপদেশ দিতেন এইরূপ কিংবদন্তী প্রচলিত ছিল। তাঁহার তিরোধানের অব্যবহিত পরে তাঁহার শিষ্যরা এই প্রথায় বোধিসত্ত্বের অর্থাৎ বুদ্ধের পূর্বজন্মের কাহিনীর মাধ্যমে তৎ প্রবর্তিত ধর্ম প্রচার করে। বৌদ্ধধর্মের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এই সব প্রাচীন কাহিনী নানা দেশে ছড়াইয়া পড়ে এবং ভারতবর্ষীয় ও অন্য দেশীয় সাহিত্যে ইহা নানান রূপ পরিগ্রহ করে। সাহিত্যের বীজ কি ভাবে অঙ্কুরিত হইয়া পত্র-পুষ্পে সুশোভিত হইয়া পরিণতি লাভ করে জাতকের গল্পগুলি পড়িলে, তাহার সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। দুই একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে এই অগ্রগতির স্বরূপ বোঝানো যাইতে পারে। নিজের শরীরের মাংস দান করিয়া পরের উপকারের গল্প বলা হইয়াছে নিগ্রোধমৃগ জাতকে। মনে হয় ইহাই এই জাতীয় গল্পের আদিরূপ। পরে মহাভারতে শিবি রাজার উপাখ্যানে ইহা আরও বর্ণাঢ্য আকার ধারণ করে। কালক্রমে এই কাহিনী পাশ্চাত্য দেশে Gesta Romanarum প্রভৃতি গ্রন্থে নব কলেবর গ্রহণ করে এবং সর্বশেষে শেক্সপীয়র এই রূপকথা অবলম্বন করিয়া অ্যান্টোনিও ও শাইলকের কাহিনী ও চরিত্র রচনা করেন। আর একটি দৃষ্টান্তে সাহিত্যে একই কাহিনীর ক্রমপরিণতির স্পষ্টতর পরিচয় পাওয়া যায়। কট্ঠহারি (কাষ্ঠহারি) জাতকে রাজা ব্রহ্মদত্ত উদ্যানবিহারে যাইয়া এক রমণীকে গান্ধর্বমতে বিবাহ করেন এবং সহ-বাসের ফলে সেই রমণী গর্ভিণী হয়। রাজা তাহাকে স্বনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় দিয়া রাজধানীতে ফিরিয়া যান এবং পরে পুত্র (বোধিসত্ত্ব) সহ সেই স্ত্রী উপস্থিত হইলে তাহাকে গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। ইহা অসম্ভব নয় যে মহাভারতকার জাতক হইতে এই অস্বীকৃতির কাহিনী লইয়া বিশ্বামিত্র মেনকার দুহিতা শকুন্তলা ও রাজা দুষ্মন্তের বিবাহ এবং পুরুবংশীয় সার্বভৌম রাজা ভরতের উপাখ্যান রচনা করিয়াছেন। ইহাতে কিন্তু অঙ্গুরীয়-অভিজ্ঞানের উল্লেখ নাই। সুতরাং মহাভারতের কাহিনী হইতে গৃহীত নাও হইতে পারে। অনেক পরে কালিদাস বৌদ্ধ 'অভিজ্ঞান-কাহিনী' ও মহাভারতের শকুন্তলার জন্মবৃত্তান্ত গ্রহণ করিয়া জাতকের অভিজ্ঞানকে কেন্দ্রে স্থাপন করিয়া দুর্বাসার অভিশাপ, মহর্ষি মরীচির আশ্রমে দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার পুনর্মিলন প্রভৃতি সংযোজন করিয়া এমন একটি কাব্য রচনা করিলেন যাহার মধ্যে একই সঙ্গে তরুণ বৎসরের ফুল ও পরিণত বৎসরের ফল এবং স্বর্গ ও মর্তের রস আস্বাদন করা যাইতে পারে।

মহাভারতের কোন্ অংশ কখন রচিত হইয়াছে বলা যায় না। সুতরাং শিবির কাহিনী হইতে জাতক প্রাচীন নাও হইতে পারে, কিন্তু বৌদ্ধধর্ম যখন ভারতবর্ষে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল, যখন জাতকের কাহিনী মুখে প্রচলিত ছিল। তখনকার কাহিনী হইতে কালিদাস অঙ্গুরীয় অভিজ্ঞানের উপাখ্যান গ্রহণ করিয়া তাহাকে পল্লবিত করিয়াছিলেন এইরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। আর একটি প্রভাবের উল্লেখ করিয়া এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিব। আধুনিক বিজ্ঞানের প্রসারের ফলে পাশ্চাত্য ভূখণ্ড পৃথিবীতে প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছে। সেই গর্বে পাশ্চাত্য জগতের বিদগ্ধ সমাজ প্রাচ্যদেশে উচ্চাঙ্গের প্রতিভার পরিচয় পাইলে তাহার উৎস পশ্চিমে অনুসন্ধান করিতে প্রলুব্ধ হয়েন। সুলেখক কিংলেক (A W Kinglake) Eothen-গ্রন্থে প্রাচ্যদেশে ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখিতে যাইয়া অনুমান করিয়াছেন যে আরব্য-উপন্যাস (Arabian Nights)-এর মত শ্রেষ্ঠ গল্পসমষ্টি প্রাচ্যদেশীয় কোন গ্রন্থকারের মৌলিক সৃষ্টি হইতে পারে না, নিশ্চয়ই ইহা পশ্চিমী কোন সূত্র হইতে আহৃত হইয়া থাকিবে। কিন্তু লোসক জাতক পড়িলে দেখা যায় যে, সিন্দবাদ নাবিকের সমুদ্র যাত্রার সঙ্গে মিত্রবিন্দকের

অভিধানের সাদৃশ্য আছে। সুতরাং আরব্য উপন্যাসের উৎস খুঁজিবার জন্য অনির্দেশ্য ইউরোপীয় কিংবদন্তী ও সাহিত্য অনুসন্ধান করিবার কোন প্রয়োজন হয় না। ঈশপের গল্প এবং বাইবেলে বর্ণিত যীশুর জীবনের কোন কোন কাহিনীর সঙ্গেও জাতকের কোন কোন গল্পের সাদৃশ্য আছে। এই সব সাদৃশ্য আলোচনা করিলে জাতকের প্রভাবের ব্যাপকতা অনুমিত হইবে এবং সাহিত্য সৃষ্টির ক্রমবিকাশের বৈচিত্র্যও প্রমাণিত হইবে।

নিদারুণ দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া ঈশানচন্দ্র প্রভূত অর্থ উপার্জন করিয়া সন্তান-সন্ততির জন্য সম্পত্তির ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় তাঁহার স্বল্পায়ু সন্তান-সন্ততিরা অনেকেই তাহা ভোগ করিতে পারে নাই। স্বীয় পল্লীর উন্নয়নের জন্যও প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন এবং প্রচুরতর অর্থের সংস্থান করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে তাঁহার মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরেই তাঁহার স্বদেশ বিদেশ হইয়া যায়, তিনি জীবিতাবস্থায় যে সকল সংস্কার করিয়া গিয়াছিলেন তাহার কোন চিহ্ন আছে কিনা সন্দেহ এবং মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে যে প্রকল্পের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহা কার্যে পরিণত হয় নাই বলিয়া মনে হয়। কিন্তু আট বৎসর বয়স্ক প্রিয় পৌত্রকে হারাইয়া শোকাপনোদনের জন্য তিনি যে বিরাট্ এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন তাহা বাংলা সাহিত্যের অক্ষয় সম্পদ্ হইয়া থাকিবে।

বিমলচন্দ্রের পিতা অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র কোন বংশধর রাখিয়া যান নাই, তিনি কোনও বিরাট্ গ্রন্থও রচনা করেন নাই, পিতার স্মৃতিরক্ষার্থ তিনি জাতকের অনুকরণে অনুবাদমালা রচনার জন্য যে অর্থ রাখিয়া গিয়াছিলেন তাহা নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িয়া আছে তাঁহার অসামান্য লাইব্রেরী তদীয় স্ত্রী তরুলতা বিদ্যাভিলাষীদের ব্যবহারের জন্য দান করিয়াছিলেন, শুনিয়াছি অব্যবস্থার জন্য সেই অমূল্য, বহু ক্ষেত্রে দুষ্প্রাপ্য, গ্রন্থমালা জীর্ণ এবং ব্যবহারের অযোগ্য অবস্থায় পড়িয়া আছে। তাঁহার গুণমুগ্ধ ছাত্রেরা তাঁহার স্মৃতিকে স্থায়িত্ব দেওয়ার জন্য প্রেসিডেন্সি কলেজে যে মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন সমাজবিরোধীদের হাঙ্গামায় তিনি বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাঁহার পুত্র বিমলচন্দ্র শয়ন-গৃহের দেওয়ালে পেন্সিল দিয়া দুইটি শিশুসুলভ বাক্য লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছিল। প্রফুল্লচন্দ্র ও তাঁহার স্ত্রী তরুলতা স্থপতির সাহায্যে সেই স্থানেই সেই বাক্য দুটিকে সযত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন এবং ইহাদের সান্নিধ্যের জন্যই আমরণ সেই ঘরে বাস করিয়াছিলেন। অর্ধশতাব্দী পর তাঁহাদের দুইজনেরই মৃত্যু হইলে প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীটের সেই বাড়িই বিক্রি হইয়া গিয়াছে এবং সেই সঙ্গে সেই স্মৃতিও মুছিয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রফুল্লচন্দ্রের অধ্যাপনার স্মৃতি এইভাবে মুছিবার নহে। ত্রিশ বৎসর অধিক কাল তাঁহার ছাত্রগণ—ইহারা সবাই ইংরেজী সাহিত্যের বিশেষজ্ঞ নহেন—যে আনন্দ ও অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিয়াছেন তাহা তাঁহাদের শুধু ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইয়া রহে নাই, আলাপে আলোচনায় তাঁহারা ছড়াইয়া দিয়াছেন। যাঁহারা অধ্যাপনা বা গবেষণা করিয়াছেন তাঁহারা গুরু-প্রজ্বলিত আলোকবর্তিকা পরবর্তী কালে হস্তান্তরিত করিয়াছেন। কালক্রমে সেই আলোকবর্তিকার আকার বদলাইতেছে, সেই শিক্ষাও যে অপরিবর্তিত থাকিবে তাহা নহে। সুতরাং কালিদাস যে রাজা রঘু ও যুবরাজ অজ সম্পর্কে বলিয়াছিলেন, 'ন বিভিদে প্রবর্তিতো দীপ ইব প্রদীপাৎ' সেইরূপ সাদৃশ্য না থাকিলে, এইরূপ অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না যে, অধ্যাপক ঘোষের শিষ্য-প্রশিষ্যের ধারার মধ্য দিয়া অদৃশ্য, অনির্দেশ্যভাবে তাঁহার রসোপলব্ধির অথবা মাধুরী চিরস্থায়ী হইবে এবং এইভাবে তাঁহার বংশের ধারা অব্যাহত থাকিবে।

২২শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৪ শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত

উপক্রমণিকা।

জাতকের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইল। অধ্যাপক ফৌস্‌বোল-সম্পাদিত "জাতকার্থবর্ণনা" নামক পালি গ্রন্থের জাতক-সংখ্যা ৫৪৭; তন্মধ্যে প্রথম ১৫০টী এই খণ্ডের অন্তর্নিবিষ্ট। জাতকার্থবর্ণনা কেবল জাতকসংগ্রহ নহে, ইহাতে নিদানকথাকারে অতীতবুদ্ধগণের, বিশেষতঃ গৌতমবুদ্ধের, জীবনবৃত্তান্ত, প্রত্যেক জাতকের উৎপত্তির ইতিবৃত্ত এবং গাথাসমূহের সবিস্তর ব্যাখ্যা আছে। গত দুই বৎসর নব্যভারত, সাহিত্য, সাহিত্য-সংহিতা, জগজ্জ্যোতিঃ, হিতবাদী, বসুমতী প্রভৃতি কতিপয় মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রে এই অনুবাদের কোন কোন আখ্যায়িকা প্রকাশিত হইয়াছিল বটে; কিন্তু তন্মাত্র পাঠ করিয়া জাতকরূপ সুবিশাল গ্রন্থের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায় না। অতএব এ সম্বন্ধে অগ্রে দুই একটী স্থূল স্থূল কথা বলা আবশ্যক।

জাতক।

বৌদ্ধদিগের মতে জাতকগুলি ভগবান্ গৌতম বুদ্ধের অতীতজন্মবৃত্তান্ত। তাঁহারা বলেন, শুদ্ধ এক জন্মের কর্ম্মফলে কেহই গৌতম প্রভৃতির ন্যায় অপার-বিভূতিসম্পন্ন সম্যক্‌সম্বুদ্ধ হইতে পারেন না, তিনি বোধিসত্ত্ব অর্থাৎ বুদ্ধাঙ্কুর-রূপে কোটিকল্পকাল নানা যোনিতে জন্মজন্মান্তর পরিগ্রহপূর্ব্বক দানশীলাদি পারমিতার অনুষ্ঠান দ্বারা উত্তরোত্তর চরিত্রের উৎকর্ষসাধন করেন এবং পরিশেষে পূর্ব্বপ্রজ্ঞা লাভ করিয়া অভিসম্বুদ্ধ হন। অভিসম্বুদ্ধ অবস্থায় তাঁহার 'পূর্ব্বনিবাস-জ্ঞান' জন্মে, অর্থাৎ তিনি স্বকীয় ও পরকীয় অতীতজন্ম-বৃত্তান্তসমূহ নখদর্পণে দেখিতে পান।* গৌতমবুদ্ধেরও এই অলৌকিক ক্ষমতা জন্মিয়াছিল। তিনি শিষ্যদিগকে উপদেশ দিবার সময় ভবান্তর-প্রতিচ্ছন্ন অতীত কথাসমূহ শুনাইয়া তাঁহাদিগকে নির্ব্বাণসমুদ্রের অভিমুখে লইয়া যাইতেন। তিনি মহাধম্মপাল-জাতক বলিয়া নিজের পিতাকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন, চন্দ্রকিন্নরজাতক বলিয়া, যশোধারার পাতিব্রত্যধর্ম্ম যে পূর্ব্বজন্মসংস্কারজ তাহা বুঝাইয়াছিলেন এবং স্পন্দন, দদ্দভ, লটুকিক, বৃক্ষধর্ম্ম ও সম্মোদমান এই পঞ্চ জাতক শুনাইয়া শাক্য ও কোলিয়দিগের বিরোধ নিবারণ করিয়াছিলেন।† প্রত্যেক জাতকই এইরূপ কোন না কোন বর্ত্তমান প্রসঙ্গে কথিত হইয়াছিল এবং উত্তরকালে গৌতমের শিষ্যগণ অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রের ন্যায় এই সকল আখ্যায়িকাও লোকহিতার্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। গৌতমপ্রোক্ত জাতকগুলি বৌদ্ধধর্ম্মশাস্ত্রের নবাঙ্গের এক অঙ্গ এবং সুত্তপিটকান্তর্গত খুদ্দক নিকায়ের শাখা। ধম্মপদ, থেরগাথা, থেরী-গাথা, বুদ্ধবংস, চরিয়াপিটক প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থও খুদ্দকনিকায়েরই ভিন্ন ভিন্ন অংশ।

পালিভাষা।

জাতকার্থবর্ণনা পালি ভাষায় রচিত। পালি সংস্কৃতের সোদরা বা পুত্রী, ইহার উৎপত্তি-স্থান মগধে বা কলিঙ্গে, তাহা ভাষাতত্ত্ববিদ্‌দিগের বিচার্য্য।

---

* পূর্ব্বনিবাসজ্ঞান কেবল অভিসম্বুদ্ধ-লক্ষণ নহে, যাহারা অর্হত্ত্ব লাভ করেন তাঁহাদেরও এই ক্ষমতা জন্মে।

† মহাধর্ম্মপালজাতক (৪৪৭), চন্দ্রকিন্নরজাতক (৪৮৫) ও স্পন্দনজাতক (৪৭৫) এই পুস্তকের ৪র্থ খণ্ডে, এবং দদ্দভজাতক (৩২২) ও লটুকিকজাতক (৩৫৭) ৩য় খণ্ডে থাকিবে। সম্মোদমানজাতক (৩৩ এবং বৃক্ষধর্ম্মজাতক (৭৪) প্রথম খণ্ডের অন্তর্নিবিষ্ট।

শব্দগত, উচ্চারণগত, এমন কি ব্যাকরণগত সাদৃশ্য দেখিলে মনে হয়, ইহা উৎকল, বঙ্গ প্রভৃতি কতিপয় প্রাচ্যভাষার জননীও হইতে পারে। অধ্যাপক অটো ফ্রাঙ্ক বলেন যে এক সময়ে ভারতবর্ষে ও লঙ্কাদ্বীপে পালিই আর্য্যদিগের সাধারণ ভাষা ছিল। সে যাহা হউক, প্রথম বৌদ্ধ সঙ্গীতির পূর্ব্বে ইহাতে যে কোন গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল তাহার নিদর্শন পাওয়া যায় না, কিন্তু গৌতমবুদ্ধের শিষ্য-প্রশিষ্যগণের প্রযত্নে শেষে ইহা নানারত্নের প্রসূতি হইয়াছিল। উত্তরে কপিলবস্তু ও শ্রাবস্তী হইতে দক্ষিণে রাজগৃহ ও বুদ্ধগয়া, পশ্চিমে সাঙ্কাশ্য হইতে পূর্ব্বে অঙ্গ ও বৈশালী, এই সুবিশাল অঞ্চল গৌতমবুদ্ধের প্রধান লীলাক্ষেত্র। আপামরসাধারণকে মুক্তিমার্গ প্রদর্শন করাই যখন তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত ছিল, তখন স্বীকার করিতে হইবে যে তিনি প্রচলিত ভাষাতেই ধর্ম্মদেশন করিতেন এবং তাঁহার শিষ্যগণ যত্নসহকারে তাঁহার বাক্যগুলি যথাসাধ্য অবিকৃত অবস্থায় লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। অতএব পালি যে উল্লিখিত সমস্ত অঞ্চলেই জনসাধারণের ভাষা ছিল এরূপ অনুমান করা বোধ হয় অসঙ্গত নহে। উত্তরকালে বৈষ্ণবদিগের প্রযত্নে হিন্দী ও বাঙ্গালা-ভাষার যে সৌষ্ঠব সাধিত হইয়াছে, বৌদ্ধদিগের চেষ্টায় পালির তদপেক্ষাও অধিক সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল। তিপিটক, বিসুদ্ধিমাগ্‌গ, দীপবংস, মহাবংস, মলিন্দপঞ্হ প্রভৃতি পালি গ্রন্থ সাহিত্যভাণ্ডারে মহার্হ রত্ন।

জাতকার্থ-বর্ণনা।

দাক্ষিণাত্য বৌদ্ধেরা বলেন যে খ্রীষ্টের ২৪১ বৎসর পূর্ব্বে মৌর্য্যসম্রাট্ ধর্ম্মাশোকের পুত্র স্থবির মহেন্দ্র * যখন ধর্ম্মপ্রচারার্থ সিংহলে গমন করেন, তখন তিনি পালি ভাষায় লিখিত সমগ্র ধর্ম্মশাস্ত্র ও তাহাদের অর্থকথা সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন এবং সিংহলী ভাষায় অর্থকথাগুলির অনুবাদ করিয়াছিলেন। শেষে, কি কারণে বলা যায় না, অর্থকথাসমূহের পালি মূল বিনষ্ট হইয়া যায়। অনন্তর খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম ভাগে মাগধব্রাহ্মণ-কুলজাত সুপ্রসিদ্ধ বুদ্ধঘোষ সিংহলে গিয়া পালিভাষায় উহাদিগের পুনরনুবাদ করেন। বিস্ময়ের কথা এই যে শেষে সৈংহল অনুবাদও বিনষ্ট হইয়াছিল এবং সিংহলবাসীরা বুদ্ধঘোষের পালি অনুবাদকেই মূলস্থানীয় করিয়া পুনর্ব্বার উহার অনুবাদ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, জাতকার্থবর্ণনাও বুদ্ধঘোষের লেখনীপ্রসূত। কিন্তু ইহা বোধ হয় সত্য নহে। বুদ্ধঘোষ ভারতবর্ষে রেবতের নিকট এবং সিংহলে সঙ্ঘপালির নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু জাতকার্থবর্ণনার প্রারম্ভে গ্রন্থকার ইঁহাদের কোন উল্লেখ না করিয়া আপনাকে অর্থদর্শী, বুদ্ধমিত্র ও বুদ্ধদেব নামক অপর তিনজন পণ্ডিতের নিকট ঋণী বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু বুদ্ধঘোষ-কর্ত্তৃক অনূদিত না হইলেও জাতকার্থবর্ণনা তাঁহারই সময়ে বা তাঁহার অব্যবহিত পরে পুনর্ব্বার পালিতে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল।

জাতকের অংশত্রয়।

প্রত্যেক জাতকের তিনটী অংশ। প্রথম অংশের নাম প্রত্যুৎপন্নবস্তু বা বর্ত্তমান কথা। গৌতমবুদ্ধ কি উপলক্ষ্যে বা কোন্ প্রসঙ্গে আখ্যায়িকাটী বলিয়াছিলেন তাহা বুঝাইয়া দেওয়া এই অংশের উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় অংশটী প্রকৃত জাতক, অর্থাৎ মূল আখ্যায়িকা, ইহার নাম অতীতবস্তু, কারণ ইহা গৌতমবুদ্ধের

---

* উদীচ্য বৌদ্ধগ্রন্থে মহেন্দ্র অশোকের ভ্রাতা বলিয়া বর্ণিত।

অতীতজন্ম-বৃত্তান্ত। পরিশেষে সমবধান অর্থাৎ অতীতবস্তু-বর্ণিত পাত্রদিগের সহিত বর্ত্তমানবস্তু-বর্ণিত ব্যক্তিদিগের অভেদ প্রদর্শন।

জাতকে জন্মান্তর-বাদ

উল্লিখিত অংশবিভাগ হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে বর্ত্তমানবস্তুটী মূল জাতকের অঙ্গ নহে, ব্যাখ্যামাত্র। সমবধানগুলি বৌদ্ধদিগের জন্মান্তরবাদের সমর্থক। যাঁহারা আত্মা মানেন না তাঁহারা পুনর্জন্মে বিশ্বাস করেন ইহা কিছু বিচিত্র নয় কি? * বৌদ্ধমতে জীবগণ রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান এই পঞ্চ স্কন্ধের সমষ্টি, † মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই স্কন্ধগুলির ধ্বংস হয়; কিন্তু জীবের কর্ম্ম তন্মুহূর্ত্তে নূতন স্কন্ধ উৎপাদিত করিয়া লোকান্তরে নবজীবন লাভ করে। অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, যদি এরূপ হয়, তবে কর্ম্মকেই আত্মা বল না কেন? বৌদ্ধেরা উত্তর দিবেন, নামে কিছু আসিয়া যায় না; কিন্তু আত্মবাদীরা আত্মা নামে যে নিত্য পদার্থ স্বীকার করেন, কর্ম্ম তাহা নহে; স্কন্ধ অপেক্ষা কর্ম্মের স্থায়িত্ব অধিক বটে, কিন্তু কর্ম্মও নশ্বর—বহু 'সংসার' ভ্রমণের পর, বহু সাধনা ও ধ্যান ধারণার পর কর্ম্মের লয় হয়, তখন আর পুনর্জ্জন্ম ঘটে না, ইহারই নাম নির্ব্বাণ। ‡ জগতে আকাশ ও নির্ব্বাণ কেবল এই পদার্থ দুইটী নিত্য, অন্য সমস্ত অনিত্য।

জাতকের সংখ্যা

মূল জাতকগুলির প্রকৃত সংখ্যা কত তাহা নির্দেশ করা কঠিন। উদীচ্য বৌদ্ধদিগের জাতকমালা নামে একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ আছে। ইহাতে ৩৪টী মাত্র জাতক দেখা যায়। § কেহ কেহ বলেন, এই ৩৪টীই আদিজাতক এবং এই সমস্ত জানিতেন বলিয়া গৌতমবুদ্ধ "চতুস্ত্রিংশজ্জাতকজ্ঞ" নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। কিন্তু এ অনুমান নিতান্ত ভিত্তিহীন, কারণ চৌত্রিশটী জাতক জানা অসাধারণত্বের পরিচায়ক নহে, বিশেষতঃ উদীচ্য বৌদ্ধদিগেরই মহাবস্তু নামক অপর একখানি গ্রন্থে প্রায় ৮০টী জাতকের উল্লেখ দেখা যায়। অধ্যাপক হজ্‌সনও বলেন তিব্বতদেশে নাকি ৫৬৫টী জাতকবিশিষ্ট একখানি বৃহৎ জাতকমালা আছে। অতএব ইহাই বুঝিতে হইবে যে বুদ্ধের "চতুস্ত্রিংশজ্জাতকজ্ঞ" নাম আর্য্যশূর-রচিত জাতকমালার পরবর্ত্তী সময়ে কল্পিত হইয়াছিল।

দাক্ষিণাত্য বৌদ্ধ শাস্ত্র উদীচ্য বৌদ্ধশাস্ত্র অপেক্ষা বহুপ্রাচীন। ইহাতে

---

* যাঁহারা আত্মা মানেন তাঁহারা দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত—শাশ্বতবাদী ও উচ্ছেদবাদী। শাশ্বতবাদীদিগের মতে আত্মা অবিনশ্বর; উচ্ছেদবাদীরা বলেন, দেহের সঙ্গেই উহার বিনাশ ঘটে। বৌদ্ধমতে এ জন্মেই বল, জন্মান্তরেই বল আত্মা নামে কোন পদার্থ নাই।

† প্রাণিভেদে স্কন্ধের তারতম্য ঘটে। যাঁহারা অরূপব্রহ্মলোকবাসী, তাঁহাদের রূপস্কন্ধ নাই।

‡ কেহ কেহ বলেন নির্ব্বাণ দ্বিবিধ—উপাধিশেষ এবং নিরুপাধিশেষ। উপাধিশেষ নির্ব্বাণ ইহলোকেই লভ্য—ইহা বৈদান্তিকদিগের জীবন্মুক্তি। নিরুপাধিশেষ নির্ব্বাণের নামান্তর পরিনির্ব্বাণ। ইহা লাভ করিলে পুনর্জ্জন্ম ভোগ করিতে হয় না।

§ এই জাতকগুলির নাম:—ব্যাঘ্রী, শিবি, কুল্মাষপিণ্ডী, শ্রেষ্ঠী, অবিসহ্য শ্রেষ্ঠী, শশ, অগস্ত্য, মৈত্রীবল, বিশ্বন্তর, যজ্ঞ, শক্র, ব্রাহ্মণ, উন্মাদয়ন্তী (উন্মদয়ন্তী), সুপারগ, মৎস্য, বর্ত্তকাপোতক, কুম্ভ, অপুত্র, বিস, শ্রেষ্ঠী (২য়), চুল্ল বোধি, হংস, মহাবোধি মহাকপি, শরভ, রুরু, মহাকপি (২য়), ক্ষান্তি, ব্রহ্ম, হস্তী, সুতসোম, অয়োগৃহ, মহিষ, শতপত্র। ইহাদের মধ্যে ব্যাঘ্রী, মৈত্রীবল, অপুত্র ও হস্তী এই চারিটী ব্যতীত অন্যগুলি জাতকার্থবর্ণনায় দেখা যায়, তবে আখ্যায়িকাগুলির নাম উভয়ত্র এক নহে, যেমন জাতকমালার শ্রেষ্ঠিজাতক পালিতে খদিরাঙ্গারজাতক (৪০); জাতকমালার যজ্ঞজাতক পালিতে দুর্মেধাজাতক (৫০)।

জাতকের সংখ্যা ৫৫০ বলিয়া দেখা যায়। কিন্তু ইহাও বোধ হয় স্থূলনির্দ্দেশ মাত্র। পালিগ্রন্থকারেরা বহুসংখ্যাদ্যোতনার্থ এক একটা স্থূলসংখ্যা-নির্দ্দেশের বড়ই পক্ষপাতী। যিনি ধনী তিনি অশীতি কোটি স্বর্ণের অধিপতি বলিয়া বর্ণিত, যিনি আচার্য্য তিনি পঞ্চশত-শিষ্যপরিবৃত, যিনি সার্থবাহ তিনি পঞ্চশত শকট লইয়া বাণিজ্য করিতে যান। সম্ভবতঃ এই অভ্যাসবশতঃই তাঁহারা জাতকের সংখ্যা ৫৫০ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জাতকার্থবর্ণনার ৫৪৭ জাতকেই দেখা যায় সূক্ষ্মভাবে গণনা করিলে এ সংখ্যা প্রকৃত নহে। উদাহরণস্বরূপ এখানে বর্ত্তমান খণ্ডের কুলায়কজাতক (৩১) প্রদর্শন করা যাইতে পারে। এই একটী মাত্র জাতকে বোধিসত্ত্ব দুইবার জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া লেখা আছে এবং চারিটী ভিন্ন ভিন্ন আখ্যায়িকা কষ্টকল্পনাসূত্রে নিবদ্ধ হইয়াছে। পক্ষান্তরে একই জাতক ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডে, কোথাও ভিন্ন ভিন্ন নামে, কোথাও বা একই নামে পুনরুক্ত হইয়াছে। প্রথমখণ্ডের মুণিকজাতক (৩০) এবং দ্বিতীয়খণ্ডের শালূকজাতক (২৮৬), প্রথমখণ্ডের মৎস্যজাতক (৩৪) এবং দ্বিতীয়খণ্ডের মৎস্যজাতক (২১৬), প্রথমখণ্ডের আরামদূষকজাতক (৪৬) এবং দ্বিতীয়খণ্ডের আরামদূষজাতক (২৬৮), প্রথমখণ্ডের বানরেন্দ্র-জাতক (৫৭) এবং দ্বিতীয়খণ্ডের কুম্ভীরজাতক (২২৪) প্রভৃতি কতকগুলি কথা উপাখ্যানাংশে এক, কেবল গাথার সংখ্যানুসারে বিভিন্ন। আবার প্রথমখণ্ডের সর্ব্বসংহারক-প্রশ্ন (১১০), গর্দ্দভ-প্রশ্ন (১১১) ও অমরাদেবী-প্রশ্ন (১১২) এবং দ্বিতীয়খণ্ডের কুকণ্টকজাতক (১৭০), শ্রীকালকর্ণীজাতক (১৯২) ও মহাপ্রণাদজাতক (২৬৪) কেবল সংখ্যাপূরণের জন্য তালিকাভুক্ত হইয়াছে, ইহাদের উপাখ্যানাংশ জানিতে হইলে প্রথম পাঁচটীর জন্য মহাউন্মার্গজাতক (৫৪৬) এবং ষষ্ঠটীর জন্য সুরুচিজাতক (৪৮৯) পাঠ করিতে হইবে। একই খণ্ডে ভিন্ন ভিন্ন জাতকের পুনরুক্তিও নিতান্ত বিরল নহে। প্রথমখণ্ডে ভোজাজানেয়জাতক (২৩) এবং আজন্যজাতক (২৪) একই আখ্যায়িকা, শুদ্ধ ভিন্নাকারে বর্ণিত। সেইরূপ প্রথম মিত্রবিন্দকজাতকে (৮২) এবং দ্বিতীয় মিত্রবিন্দকজাতকে (১০৪), পরসহস্রজাতকে (৯৯) এবং পরশতজাতকে (১০১), ধ্যানশোধনজাতকে (১৩৪) ও চন্দ্রাভাজাতকে (১৩৫) পার্থক্য অতি সামান্য। অতএব দেখা যাইতেছে যে প্রকৃত 'জাতকের' সংখ্যা, অর্থাৎ যে সকল কথায় বোধিসত্ত্ব এক একবার জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া বর্ণিত সেই গুলি গণনা করিলে, জাতকার্থবর্ণনার জাতকসংখ্যা ৫৪৭ অপেক্ষা কম হইবে। কিন্তু জাতকার্থবর্ণনার জাতকগুলিই সমগ্র জাতক নহে। জাতকার্থবর্ণনার নিদানকথাতে মহাগোবিন্দজাতকের নাম দেখা যায়, অথচ পরবর্ত্তী ৫৪৭টী জাতকের মধ্যে উহা স্থান পায় নাই। সুত্তপিটক প্রভৃতি গ্রন্থে এবং শ্যাম, তিব্বত প্রভৃতি দেশেও কয়েকটী স্বতন্ত্র জাতক আছে। ফলতঃ জাতক নামে অভিহিত আখ্যানগুলির কোন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা নাই। যিনি যখন সুবিধা পাইয়াছেন, তিনি তখন প্রচলিত কোন আখ্যানকে বৌদ্ধবেশে সজ্জিত করিয়া এবং বোধিসত্ত্বকে তাহার নায়কের স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়া জাতক নামে চালাইয়া গিয়াছেন। এই সকল আখ্যানের সঙ্কলন দ্বারা পণ্ডিতেরা নানা সময়ে নানা গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তন্মধ্যে তিব্বৎদেশীয় বৃহজ্জাতকমালা এবং সিংহলের

জাতকার্থবর্ণনা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। জাতকার্থবর্ণনার সংগ্রাহক বোধ হয় ৫৫০টী জাতকই লিপিবদ্ধ করিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কারণ প্রথম খণ্ডে প্রথম পঞ্চাশটী° জাতকের শেষে তিনি "পঠমো পঞ্ঞাসো" এবং দ্বিতীয় পঞ্চাশটীর শেষে "মজ্‌ঝিম পঞ্ঞাসকো নিট্‌ঠিতো" এইরূপ উপসংহার করিয়াছেন। জাতকের সংখ্যা ৫৫০ হইবে এরূপ বিশ্বাস না থাকিলে তাহাদিগকে পঞ্চাশটী করিয়া শ্রেণীবদ্ধ করিবার চেষ্টা সম্ভবপর হইত না।

যদি "জাতকের" সংখ্যা গণনা না করিয়া আখ্যান, উপাখ্যান প্রভৃতির সংখ্যা গণনা করা যায় তাহা হইলে দেখা যায় যে জাতকার্থবর্ণনার প্রত্যুৎপন্ন ও অতীত বস্তুসমূহে ন্যূনাধিক তিন সহস্র প্রাচীন কথা স্থান পাইয়াছে। এক মহাউন্মার্গজাতকেই শতাধিক উপাখ্যান দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে বুঝা যায় জাতকার্থবর্ণনা কি প্রকাণ্ড গ্রন্থ। পৃথিবীর নানাদেশীয় প্রচলিত কথাকোষের মধ্যে ইহা যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ কেবল তাহা নহে, পরে প্রদর্শিত হইবে যে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনও বটে।

জাতকার্থবর্ণনার অধ্যায়-বিভাগ—নিপাত।

জাতকার্থবর্ণনার জাতকগুলি গাথার সংখ্যানুসারে ২২টী অধ্যায়ে বিভক্ত। যে সকল জাতকে একটীমাত্র গাথা আছে সে গুলি "এক নিপাত" (এক নিপাঠ, অর্থাৎ এক শ্লোকের প্রবন্ধ) নামে অভিহিত। এইরূপ দুক নিপাত, তিক নিপাত ইত্যাদি। প্রথম তেরটী নিপাতে ৪৮৩টী জাতক শেষ হইয়াছে। চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে ১৩টী জাতক "পকিণ্ণক (প্রকীর্ণক) নিপাত"ভুক্ত, কারণ ইহাদের গাথার সংখ্যার কোন বাঁধাবাঁধি নাই, কোনটীতে ১৫টী, কোনটীতে ৪৮টা পর্য্যন্ত গাথা দেখা যায়। ইহার পর সাতটী নিপাতের নাম যথাক্রমে বীসতি, তিংস, চত্তালীস, পঞ্ঞাস, সট্‌ঠি, সত্ততি ও অসীতি। যে গুলিতে ২০ হইতে ২৯ পর্য্যন্ত গাথা আছে সেগুলি বীসতিপর্য্যায় ভুক্ত। এইরূপ তিংস ইত্যাদি। সর্ব্বশেষে ৫৩৮ হইতে ৫৪৭ পর্য্যন্ত দশটী জাতক মহানিপাতের অন্তর্ভূত। ইহাদের প্রত্যেকেরই গাথার সংখ্যা শতাধিক।

এরূপ বাহ্যলক্ষণ দ্বারা অধ্যায় নির্দ্দেশ করা নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ, কারণ ইহাতে আখ্যানগুলির বিষয়গত কোন ভাব ব্যক্ত হয় নাই, একই উপদেশাত্মক ভিন্ন ভিন্ন আখ্যান ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ে স্থান পাইয়াছে। গ্রন্থকার গাথার সংখ্যানির্দ্দেশে নিজেও যে ভ্রমে পতিত হন নাই তাহা নহে। "দশ নিপাতে" দেখা যায় কৃষ্ণ-জাতকের গাথার সংখ্যা দশ না হইয়া তের হইয়াছে। এইরূপ আরও কোন কোন জাতকে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। তথাপি পালি গ্রন্থকারেরা গাথার সংখ্যা দ্বারা অধ্যায় নির্ণয় করিবারই পক্ষপাতী ছিলেন, কারণ গাথাগুলিই প্রায় সর্ব্বত্র প্রবন্ধের বীজ বা প্রাণস্বরূপ।

বর্গ।

আবার এক হইতে নবনিপাত পর্য্যন্ত দশ দশটী জাতক লইয়া এক একটী "বগ্‌গ" (বর্গ) গঠিত হইয়াছে। এক নিপাতে এইরূপ ১৫টী বর্গ আছে। ইহাদের কোন কোনটী স্ব স্ব শ্রেণীর প্রথম জাতকের নামে অভিহিত, যেমন অপণ্ণক বগ্‌গ (১-১০), আবার কোন কোনটী বিষয়গত সাদৃশ্য লইয়া কল্পিত, যেমন সীলবগ্‌গ (১১-২০), ইত্থি বগ্‌গ (স্ত্রীবর্গ, ৬১-৭০), কিন্তু ইহাতেও যে ভ্রম প্রমাদ না আছে এরূপ বলা যায় না। স্ত্রীবর্গেই দেখা যায় কুদ্দালজাতকের

সহিত ইহার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েকটী জাতকের কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই। পাঠকদিগের অবগতির জন্য বর্গগুলি সূচীপত্রে পৃথগ্‌ভাবে প্রদর্শিত হইল।

জাতকের নাম।

একই জাতক সর্ব্বত্র এক নামে অভিহিত নহে। জাতকার্থবর্ণনায় দেখা যায় গ্রন্থকার প্রথম খণ্ডের তৈলপাত্রজাতককে স্থানান্তরে তক্ষশিলাজাতক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সেইরূপ যাহা প্রথম খণ্ডে বানরেন্দ্রজাতক, তাহা দ্বিতীয় খণ্ডে কুম্ভীরজাতক আখ্যা পাইয়াছে। জাতকার্থবর্ণনার কচ্ছপজাতক ধম্মপদে বহুভাণিজাতক বলিয়া অভিহিত। বেরুট স্তূপেও একটী চিত্র বিড়াল-জাতক ও কুক্কুটজাতক উভয় নামেই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এরূপ নামভেদের কারণ সহজেই বুঝা যায়। কোন কথার নামকরণ-সময়ে কেহ উহার উপদেশটীর দিকে লক্ষ্য করেন এবং 'সাধুতার পুরস্কার' এইরূপ কোন নাম দেন, কেহ বা কথাটীর পাত্রদিগের দিকে লক্ষ্য করেন এবং উহাকে 'কাঠুরিয়া ও জলদেবতা' এই নামে অভিহিত করেন। অন্য এক জন হয়ত উহাকে 'অসাধু কাঠুরিয়াও' বলিতে পারেন। বিরোচনজাতকটী নামকারকের ইচ্ছামত 'সিংহজাতক' বা 'শৃগালজাতক' বা 'দুরাকাঙ্ক্ষার পরিণাম' আখ্যাও পাইতে পারে। জাতকার্থবর্ণনায় দেখা যায় কোন কোন জাতক শুদ্ধ গাথার আদি শব্দ দ্বারা অভিহিত। উদাহরণ স্বরূপ প্রথম খণ্ডের সত্যংকিল্‌ জাতক প্রদর্শন করা যাইতে পারে।

গাথা।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে গাথাগুলিই জাতকের বীজ বা প্রাণস্বরূপ। ইহাদের ভাষা অতি প্রাচীন, এত প্রাচীন যে অনেক স্থলে দুর্বোধ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহাতে অনুমান হয় যে প্রাচীন সময়ে, আখ্যানগুলি লিপিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে, তাহাদের সারাংশ সচরাচর গাথাকারেই লোকের মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছিল, গাথা শুনিয়া লোকে হয় সমস্ত আখ্যানটী, নয় তাহার উপদেশ বুঝিয়া লইত। এখনও দেখা যায়, "যো ধ্রুবাণি পরিত্যজ্য অধ্রুবাণি নিষেবতে, ধ্রুবাণি তস্য নশ্যন্তি অধ্রুবং নষ্টমেবহি," "এক বুদ্বিরহং ভদ্রে ক্রীড়ামি বিমলে জলে" প্রভৃতি শ্লোকের বা শ্লোকাংশের, এবং "পুনর্মূষিকো ভব," "বিড়াল-তপস্বী," "বকোঽহং পরমধার্ম্মিকঃ," "অন্ধ ভক্ষ্যো ধনুর্গুণঃ" ইত্যাদি বাক্যের বা বাক্যাংশের সাহায্যে কত প্রাচীন কথা সাহিত্যে ও কথাবার্ত্তায় প্রচ্ছন্নভাবে প্রচলিত রহিয়াছে।

কোন কোন জাতকের গাথায় এবং তৎসংলগ্ন গদ্যাংশে ভাষার ও ভাবের কোন প্রভেদ নাই, গদ্যাংশ যেন গাথারই পুনরুক্তি মাত্র। ইহাতেও বোধ হয় গাথার প্রণয়ন আখ্যায়িকাগুলি লিপিবদ্ধ হইবার পূর্ব্ববর্ত্তী। আখ্যায়িকাকার গাথাগুলি সন্নিবেশিত করিবার সময় অনবধানতাবশতঃ পুনরুক্তি-দোষ পরিহার করিতে পারেন নাই।

অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, জাতকার্থবর্ণনা যখন সৈংহল অনুবাদের অনুবাদ, তখন প্রাচীন পালি গাথাগুলি অবিকৃত রহিল কিরূপে? ইহার কারণ বোধ হয় এই যে ভিক্ষুসমাজে পালি গাথাগুলি পুরুষপরম্পরায় মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছিল। অপিচ, সমস্ত গাথাই যে জাতকের নিজস্ব তাহাও নহে, ধম্মপদ প্রভৃতি অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থেও ইহাদের অনেক গুলি দেখিতে পাওয়া যায়। যে সকল গাথা জাতকের নিজস্ব, সে গুলিতে প্রায়শঃ আখ্যানটীর ধ্বনি

আছে। বব্ভুপথজাতকের গাথাতে সমস্ত আখ্যানটীই সংক্ষিপ্তাকারে বিবৃত রহিয়াছে এবং তাহার সঙ্গে উপদেশাংশ সংযোজিত হইয়াছে। আরও অনেক জাতকে এইরূপ দেখা যাইবে। উত্তরকালে পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ প্রভৃতি গ্রন্থেও কতকগুলি শ্লোক শুদ্ধ আখ্যানের জন্যই রচিত হইয়াছে, যেমন—"কঙ্কণস্য তু লোভেন মগ্নঃ পঙ্কে সুদুস্তরে বৃদ্ধ ব্যাঘ্রেণ সম্প্রাপ্তঃ পথিকঃ সংমৃতো যথা", "মার্জারস্য হি দোষেণ হতো গৃধ্রো জরদগবঃ",ইত্যাদি,। আবার কতকগুলি শ্লোক মহাভারত, শান্তিশতক প্রভৃতি গ্রন্থ হইতেও গৃহীত হইয়াছে।

ভাষা ও ভাবেও সমস্ত গাথা এক নহে, কোথাও ভাষা নির্দোষ, ভাব কবিত্ব-পূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী, কোথাও ভাষা জটিল এবং ভাবের দৈন্যে নিকৃষ্ট গদ্য অপেক্ষাও অপকৃষ্ট। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকর্তৃক রচিত না হইলে এরূপ পার্থক্য ঘটিতে পারে না।

জাতকের অধিকাংশ গাথার বক্তা বোধিসত্ত্ব কিংবা অতীতবস্তু-বর্ণিত অন্য কোন প্রাণী, কিন্তু কোথাও কোথাও বুদ্ধপ্রোক্ত গাথাও দেখা যায়। প্রবাদ আছে যে বুদ্ধ আখ্যানটী বলিতে বলিতে, কিংবা উহার উপসংহার-কালে অভিসম্বুদ্ধ হইয়া ঐ সকল গাথা বলিয়াছিলেন। ইহারা "অভিসম্বুদ্ধ গাথা" নামে অভিহিত।

জাতকের প্রাচীনত্ব।

জাতকের উৎপত্তি সম্বন্ধে বৌদ্ধদিগের মত বলা হইয়াছে। কিন্তু সমস্ত জাতকই যে গৌতমবুদ্ধকর্তৃক রচিত, প্রাচীন সাহিত্য অনুসন্ধান করিলে ইহা স্বীকার করা যায় না। আখ্যানগুলির রচনার পার্থক্য, পুনরুক্তি-দোষ এবং গাথাসমূহের ভাষাগত ও কবিত্বগত বিভেদ হইতে দেখা যায়, এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি দ্বারাই রচিত হইয়াছিল। কোন কোন আখ্যায়িকায় বৌদ্ধভাব নিতান্ত কৃত্রিম বলিয়াও প্রতীয়মান হয়, তাহাতে বোধিসত্ত্ব বৃক্ষ-দেবতাদিরূপে ঘটনাটী পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন মাত্র; নিজে কোন ব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে হস্তক্ষেপ করিতেছেন না।

কথার উৎপত্তি।

কথাচ্ছলে সদুপদেশ দিবার পদ্ধতি স্মরণাতীত কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। মৃগয়াজীবী ও অরণ্যবাসী প্রাচীন মানব সর্প-শৃগাল-কাক-পেচক-উষ্ট্র-গর্দ্দভাদির প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিবার যথেষ্ট সুযোগ পাইতেন, তিনি রসজ্ঞ হইলে ইহাদের চরিত্র অবলম্বন পূর্ব্বক কথা রচনা করিতেন, ঐ সকল কথাদ্বারা কখনও সভা-সমিতিতে লোকের চিত্তরঞ্জন করিতেন, কখনও মানব হৃদয়ের দৌর্ব্বল্য লক্ষ্য করিয়া পরিহাস করিতেন, কখনও শিশুদিগকে বা শিশুকল্প প্রতিবেশীদিগকে সাধুতা, প্রভুপরায়ণতা, পিতৃভক্তি প্রভৃতি সহজ ধর্ম্মগুলি শিক্ষা দিতেন।

ক্রমে সমাজের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কথাগুলিরও উন্নতি হইল, পশুপক্ষীর পর ভূত, প্রেত, মনুষ্য প্রভৃতি কল্পিত ও প্রকৃত প্রাণী এবং জিহ্বা, উদর, মৃন্ময়-পাত্র, কাংসা পাত্র প্রভৃতি নির্জীব পদার্থও কুশীলবরূপে দেখা দিল, সাধুতা, সত্য-বাদিতা, ত্যাগ, দান, একতার গুণ, অসমীক্ষ্যকারিতার দোষ প্রভৃতি অনেক জটিল ধর্ম্ম তাহাদের উপদেশের বিষয়ীভূত হইল। যে কথা অল্পে অধিকভাব

ব্যক্ত করিত, হাসাইয়া কাঁদাইত বা কাঁদাইয়া হাসাইত, তাহাই অধিক চিত্ত-গ্রাহিণী হইত। তাহাতে যুক্তাযুক্ত-বিচারণা ছিল না; কোন্ অংশ স্বাভাবিক, কোন্ অংশ অস্বাভাবিক লোকে সে দিকে লক্ষ্য করিত না। ব্যাঘ্র কখনও কঙ্কণ পরিধান করে কি না, ব্যাঘ্রে চান্দ্রায়ণব্রত করিতেছে একথা কখনও মানুষে বিশ্বাস করিতে পারে কি না, লোকের মনে এরূপ প্রশ্নের উদয় হইত না; মোটের উপর কথাটী রসযুক্ত হইলেই তাহারা যথেষ্ট মনে করিত। রচকদিগেরও ক্রমে সাহস বাড়িয়া যাইত, তাঁহারা ব্যাঘ্রদ্বারা মহাভারতের বচন আবৃত্তি করাইতেন, বিড়ালকে তপস্বী সাজাইয়া তাহার মুখে আতিথ্যধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতেন।

এইরূপে কত কথার উৎপত্তি ও বিলয় হইত, তাহা কে বলিতে পারে? যে গুলি সরস ও সারগর্ভ লোকে তাহা সযত্নে স্মরণ রাখিত; যেগুলি অসার ও নীরস তাহা উৎপত্তির পরেই বিলুপ্ত হইত। সম্ভবতঃ সকল দেশেই প্রাগৈতিহাসিক সময়ে এইরূপে বহুকথার উৎপত্তি হইয়াছিল; কিন্তু সকল দেশে সেগুলি লিপিবদ্ধ করিবার চেষ্টা হয় নাই। কথাগুলি লিপিবদ্ধ করিবার প্রথম চেষ্টা দেখা যায় কেবল ভারতবর্ষে এবং গ্রীস্ দেশে। এখনও যে সমস্ত কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহা নহে; এখনও এদেশেই কত মজ্‌লিশি গল্প বা খোস্ গল্প কেবল লোকের মুখে মুখে চলিতেছে।

নানাবিষয়ে কথার প্রয়োগ

শুদ্ধ ধর্ম্মনীতি-সম্বন্ধে কেন, তর্কশাস্ত্রে এবং রাজনীতিতেও আখ্যায়িকার মনোমোহিনী শক্তি অপরিজ্ঞাত ছিল না। অন্ধ-গোলাঙ্গুল-ন্যায়, লাক্ষাবন্ধন-ন্যায়, অর্দ্ধজরতী-ন্যায়, অন্ধ-হস্তিন্যায় প্রভৃতি দৃষ্টান্তে তর্কশাস্ত্রে কথার প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। একপর্ণজাতক (১৪৯), রাজাববাদজাতক (১৫১), বর্দ্ধকিশূকরজাতক (২৮৩) প্রভৃতি রাজনীতিমূলক, পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশের ত কথাই নাই, কারণ এই গ্রন্থদ্বয় রাজকুমারদিগেরই শিক্ষাবিধানার্থ রচিত হইয়াছিল। প্রতীচ্য খণ্ডেও দেখা যায়, গ্রীসে ও রোমে কথার প্রভাবে সময়ে সময়ে রাজনীতিঘটিত জটিল প্রশ্নের মীমাংসা হইত। ঈষপ শৃগাল, শল্লকি ও জলৌকার কথা বলিয়া রাজদ্রোহাভিযুক্ত এক ব্যক্তির পক্ষ সমর্থন করিয়া-ছিলেন; মেনিনিয়াস এগ্রিপা উদরের সহিত অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিবাদ ও তাহার পরিণাম শুনাইয়া প্রাচীন রোমের কুলীনসম্প্রদায়দ্বেষী জনসাধারণকে বশে আনিয়াছিলেন।

প্রাচীন সাহিত্যে কথার প্রয়োগ।

কথাসমূহ সঙ্কলিত হইবার পূর্ব্বেই সাহিত্যে তাহাদের প্রয়োগ আরব্ধ হইয়াছিল। পৃথিবীর মধ্যে বেদচতুষ্টয় সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ। ইহাদেরও কোন কোন অংশে কথা দেখিতে পাওয়া যায়। পুরুরবা ও উর্ব্বশীর আখ্যায়িকা অনেকেরই সুবিদিত। অনেকে মনে করেন ঋগ্বেদে (১০।২৮।৪) ক্ষুদ্রকায় মৃগকর্ত্তৃক মদোন্মত্ত সিংহের প্রাণনাশসংক্রান্ত কথার ধ্বনি আছে। দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে যে বিবাদ ঘটিয়াছিল তাহার আভাস ছান্দোগ্য উপনিষদে দৃষ্ট হয়। * রসাল ও স্বর্ণলতিকার কথা মহাভারতে অঙ্কুরিত হইয়াছিল। এ সমস্ত

---

* ঠিক এই ভাবে না হউক, এই আকারে গঠিত একটী গল্প প্রাচীন মিশরে ও পারস্য দেশে প্রচলিত ছিল। মিশরের গল্পটী বোধ হয় খ্রীষ্টের বার তের শত বৎসর পূর্ব্বে রচিত।

গ্রন্থই গৌতমবুদ্ধের বহুপূর্ব্ববর্ত্তী। ইহাতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, যখন গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব হয় নাই, তখনও গ্রাম্য কথাগুলি সাহিত্যের মধ্যে আপনাদের প্রভাব বিস্তার করিতেছিল এবং তাহাদের চিত্তাকর্ষিণী শক্তি লক্ষ্য করিয়াই গৌতমবুদ্ধ ও তাঁহার শিষ্যগণ সেগুলিকে ধর্ম্মদেশনের সহায় করিয়া লইয়াছিলেন। উত্তরকালে যীশুখ্রীষ্ট প্রভৃতি লোকশিক্ষকেরাও প্রচলিত গ্রাম্য কথাবলম্বনে ধর্ম্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিবার উপযোগিতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

বৌদ্ধেরা যে সকল প্রচলিত কথা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে যে বৌদ্ধবেশে সজ্জিত করিবেন ইহা স্বতঃসিদ্ধ। যে পশু বা মনুষ্য বা দেবতা দান-ত্যাগ-শৌর্য্য-বীর্য্যাদি কোন বিশিষ্টগুণে অলঙ্কৃত বলিয়া আখ্যানের নায়কস্থানীয়, সে বোধিসত্ত্বের পদ লাভ করিত এবং তাহার শত্রু, মিত্র ও সহচরগণ বুদ্ধের প্রতিদ্বন্দ্বী ও পারিপার্শ্বিকরূপে কল্পিত হইত।*

অধিকাংশ জাতকের প্রারম্ভেই "অতীতে বারাণসিযাম্ ব্রহ্মদত্তে রাজ্জং কারেন্তে" এইরূপ ভণিতা আছে।† আরব্য নৈশোপাখ্যানমালাতেও অনেক গল্পে "খলিফা হারুণ উর্ রসিদের রাজত্বকালে" এইরূপ ভণিতা দেখা যায়। হারুণ উর্ রসীদ ইতিহাস-বর্ণিত ব্যক্তি, অস্মদ্দেশীয় বিক্রমাদিত্যের ন্যায় নানা বিষয়ে অদ্ভুত ক্ষমতা দেখাইয়া আদর্শমহীপালরূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন, অতএব কথার মনোহারিত্ব-সম্পাদনের জন্য লোকে যে তাহার সহিত এবংবিধ লোকরঞ্জক ভূপালের নাম সংযোজিত করিবে ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু জাতকের ব্রহ্মদত্ত কে?

জাতকের ব্রহ্মদত্ত।

বৌদ্ধমতে গৌতমের পূর্ব্বে বহুকালে বহু বুদ্ধ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। গৌতমের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী বুদ্ধের নাম কাশ্যপ। কাশ্যপসম্বন্ধে বৌদ্ধ সাহিত্যে এই বর্ণনা দেখা যায়:—তাঁহার জন্মস্থান বারাণসী এবং পিতার নাম ব্রহ্মদত্ত। তাঁহার দেহ দ্বাবিংশতিহস্ত-পরিমিত এবং আয়ুষ্কাল বিংশতিসহস্র বৎসর, ইত্যাদি। এই ব্রহ্মদত্ত এবং জাতকের ব্রহ্মদত্ত কি এক?

খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বেব্রিয়াস্ নামক এক ব্যক্তি রোমসম্রাট্

---

* কতটী জাতক কোথায় কথিত হইয়াছিল এবং অতীত বস্তুতে বোধিসত্ত্ব কতবার কি বেশে দেখা দিয়াছেন, কেহ কেহ গণনাদ্বারা তাহা এইরূপ স্থির করিয়াছেন:—

কথনস্থানানুসারে:—জেতবন-বিহারে ৪১০টী জাতক, বেণুবনে ৪৯টী, শ্রাবস্তীতে ৬টী, রাজগৃহে ৫টী, কৌশাম্বীতে ৫টী, কপিলবস্তুতে ৪টী, বৈশালীতে ৪টী, আলবীতে ৩টী, কুণ্ডলদহে ৩টী, কুশিনগরে ২টী, মগধে ২টী, লট্ঠিবনে ১টী, দক্ষিণগিরিতে ১টী, মৃগদাবে ১টী, মিথিলাতে ১টী এবং গঙ্গাতীরে ১টী। সর্ব্বশুদ্ধ ৪৯৮টী জাতক কথিত হইয়াছিল এইরূপ দেখা যায়।

বোধিসত্ত্ব ৮৫টী জাতকে রাজা, ৮৩টীতে ঋষি ৪৩টীতে বৃক্ষদেবতা, ২৬টীতে আচার্য্য, ২৪টীতে অমাত্য, ২৪টীতে ব্রাহ্মণ, ২৪টীতে রাজপুত্র, ২৩টীতে ভূম্যধিকারী, ২২টীতে পণ্ডিত, ২০টীতে শত্রু, ১৮টীতে বানর, ১৩টীতে শ্রেষ্ঠী, ১২টীতে আঢ্যলোক, ১১টীতে মৃগ, ১০টীতে সিংহ, ৮টীতে রাজহংস, ৬টীতে বর্ত্তক, ৬টীতে হস্তী, ৫টীতে কুক্কুট, ৫টীতে দাস, ৫টীতে গৃধ্র, ৪টীতে অশ্ব, ৪টীতে গো, ৪টীতে ব্রহ্মা, ৪টীতে ময়ূর, ৪টীতে সর্প, ৩টীতে কুম্ভকার, ৩টীতে নীচজাতীয় লোক, ৩টীতে গোধা, ২টীতে মৎস্য, ২টীতে গজচালক, ২টীতে মূষিক, ২টীতে শৃগাল, ২টীতে কাক, ২টীতে কাষ্ঠকুট্টক, ২টীতে চোর, ২টীতে শূকর, এবং এক একটীতে কুক্কুর, বিষবৈদ্য, ধূর্ত্ত, বর্দ্ধকী, কর্ম্মকার ইত্যাদি রূপে বর্ণিত। এই গণনায় ৫৩০টী জাতক পাওয়া যায়।

একই জাতক কোথাও কোথাও সংখ্যাপূরণের জন্য ২।৩ বার ধরা হইয়াছে বলিয়া উভয়ত্রই নির্দ্ধারিত সংখ্যা ৫৪৭ অপেক্ষা কম হইয়াছে।

† ৫৪৭ জাতকের মধ্যে ৩৭২টীর ঘটনা বারাণসী রাজ্যে হইয়াছিল বলিয়া বর্ণিত।

আলেকজাণ্ডার সেভেরাসের পুত্রের শিক্ষাদানার্থ গ্রীক্‌ভাষায় প্রায় তিন শত কথা লিপিবদ্ধ করেন। ইনি নিজের গ্রন্থের ভূমিকায় বলিয়াছেন যে লীবিয়া দেশের প্রাচীন কথাকারের নাম কৈবিসেস্।* বেব্রিয়াসের বহু পূর্ব্বে এরিষ্টটলও লীবিয়াদেশজ কথার উল্লেখ করিয়াছেন। এই সকল কথার কোন কোনটী জাতক—কেবল দেশকালভেদে সামান্যভাবে পরিবর্ত্তিত। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের সহিত মিশরের বাণিজ্য-সম্বন্ধ ছিল, খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে সিংহল হইতে বৌদ্ধদূতেরাও আলেক্‌জান্দ্রিয়া নগরে গিয়াছিলেন এবং সেখানে অনেক জাতককথা প্রচার করিয়াছিলেন। গ্রীকেরা যখন ঐ সকল কথা গ্রহণ করেন, তখন তাঁহারা উহাদিগকে লীবিয়াদেশজ বলিয়াই মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু কৈবিসেস্ কে? কেহ কেহ অনুমান করেন যে য়িহুদিদিগের প্রাচীন সাহিত্যে কুবসিস্ নামক যে কথাকারের উল্লেখ দেখা যায় তিনি এবং বেব্রিয়াসের কৈবিসেস্ একই ব্যক্তি এবং ভাষাভেদে উচ্চারণ-প্রভেদ বিবেচনা করিলে কৈবিসেস এবং কাশ্যপ এই নামদ্বয় অভিন্ন। অতএব কোন কোন জাতক এত প্রাচীন যে তাহারা গৌতমের লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে কাশ্যপবুদ্ধ-কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছিল বলিয়া লোকের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল এবং এই বিশ্বাস ভিন্ন দেশীয় সাহিত্যেও স্থান পাইয়াছিল। এই কারণেই উল্লিখিত অনুমাতাদিগের মতে কাশ্যপের পিতা ব্রহ্মদত্তের নামকীর্ত্তনপূর্ব্বক জাতকারম্ভ-প্রথার উৎপত্তি হইয়াছিল। কিন্তু এরূপ অনুমানপরম্পরা কষ্টকল্পনাপ্রসূত বলিয়াই মনে হয়। বারাণসী বৌদ্ধদিগের একটী প্রধান তীর্থ—গৌতমের ধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তনের স্থান; কাজেই আখ্যায়িকাগুলির সহিত বারাণসীর সম্বন্ধস্থাপন বৌদ্ধগ্রন্থকারের পক্ষে বিচিত্র নহে। অপিচ, কাশ্যপবুদ্ধের পিতা ব্রহ্মদত্ত রাজা ছিলেন না, তিনি ব্রাহ্মণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। আমাদের বোধ হয় "বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্ত" একটী কল্পিত নাম মাত্র। সকল দেশেই একটা না একটা মামুলি ভাবে কথা আরম্ভ করিবার রীতি আছে। পাশ্চাত্য কথাকারেরা 'একদা' (once upon a time) দ্বারা যে কাজ করেন, জাতককার 'বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের রাজত্বসময়ে' দ্বারাও তাহাই সিদ্ধ করিয়াছেন।

জাতকসমূহের সংগ্রহ কাল।

জাতকাখ্যা সমস্ত কথার প্রথম রচক না হইলেও বৌদ্ধেরাই যে এদেশে তাহাদিগের প্রকৃষ্ট সঙ্কলনে অগ্রণী এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ইতঃপূর্ব্বে বিনয়পিটক ও সুত্তপিটকের† জাতকগুলির কথা বলা হইয়াছে। চরিয়াপিটকে ৩৫টী জাতক দেখা যায়, ইহাদের দুই একটী ব্যতীত অন্য সমস্তই জাতকার্থ বর্ণনার অন্তর্ভূত হইয়াছে। বৌদ্ধেরা বলেন, গৌতমের দেহত্যাগ ঘটিলে সপ্তপর্ণীগুহায় যে সঙ্গীতি সমবেত হয়, পিটকত্রয় তাহাতেই সঙ্কলিত হইয়াছিল। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের কেহ কেহ ইহা বিশ্বাস করিতে চান না, কিন্তু তাঁহারাও স্বীকার করেন যে মহাপরিনির্ব্বাণের এক শত বৎসর পরে (অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ ৩৭০ অব্দে) বৈশালীতে যে সঙ্গীতি হইয়াছিল, তাহাতেই পিটকগুলির অধিকাংশ বর্ত্তমানাকার ধারণ করিয়াছিল। অতএব শেষোক্তমতের অনুসরণ করিলেও

* Kybises

† দীঘনিকায়, মজ্ঝিমনিকায় ও সংযুত্তনিকায় সুত্তপিটকেরই শাখা। এই সকল গ্রন্থেও কোন কোন জাতক দেখা যায়।

দেখা যায় জাতকসমূহের সঙ্কলনকার্য্য খ্রীষ্টের অন্ততঃ ৩৭০ বৎসর পূর্ব্বে নিষ্পন্ন হইয়াছিল। ইহার সঙ্গে তুলনা করিলে বৃহৎকথা, পঞ্চতন্ত্র, কথাসরিৎসাগরাদি সে দিনের গ্রন্থ মাত্র।

জাতকাখ্য আখ্যায়িকা-গুলির উৎপত্তির কাল-বিচার।

অপিচ, অনেকগুলি জাতকের উপাখ্যানভাগ গৌতমবুদ্ধ স্বয়ং কিংবা তাঁহার শিষ্যগণ রচনা করিয়াছিলেন, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। অপণ্ণকজাতক, ন্যগ্রোধমৃগজাতক, খদিরাঙ্গারজাতক, লোশকজাতক, নক্ষত্রজাতক, মহাশীলবজ্জাতক, শীলবন্নাগজাতক, তৈলপাত্রজাতক প্রভৃতি আখ্যায়িকায় বৌদ্ধভাব এতই পরিস্ফুটিত যে তাহাদিগকে বৌদ্ধেতর ব্যক্তিকর্ত্তৃক রচিত মনে করা যায় না। তবে জাতকার্থবর্ণনার অধিকাংশ কথার কোন্ কোন্টী বৌদ্ধ সময়ে, কোন্ কোন্টী গৌতমের পূর্ব্ববর্ত্তীকালে রচিত ইহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। ইহাদের কোন কোন কথা মহাভারতে দেখা যায়, দশরথ জাতকটী ত একখানি ছোটখাট রামায়ণ। কিন্তু এসম্বন্ধে কে কাহার পূর্ব্ববর্ত্তী, কে উত্তমর্ণ, কে অধমর্ণ, ইহা বিচার করিতে গেলে সাহিত্যসেবীদিগের মধ্যে তুমুল বিবাদের সম্ভাবনা। অনেকে বলিবেন, মহাভারতপ্রভৃতি অতি প্রাচীন গ্রন্থ এবং গৌতমবুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী; অতএব বুঝিতে হইবে যে বৌদ্ধেরাই এই সকল গ্রন্থ হইতে কথা অপহরণ করিয়া তাহাদিগকে নূতন বেশে সাজাইয়াছেন এবং নিজস্ব বলিয়া চালাইয়াছেন। কিন্তু প্রতিবাদীরা উত্তর দিবেন, "কে বলিল রামায়ণ ও মহাভারত গৌতমের পূর্ব্বেই তাহাদের বর্ত্তমান আকার প্রাপ্ত হইয়াছিল? মহাভারতে যে কত সময়ে কত আখ্যায়িকা প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে তাহা কে অস্বীকার করিতে পারে? অতএব ইহাই বা বলিব না কেন যে তদন্তর্গত জাতকসাদৃশ্যযুক্ত আখ্যায়িকাগুলিও প্রক্ষিপ্ত? যে সকল আখ্যায়িকা হিন্দু ও বৌদ্ধশাস্ত্রের সাধারণ সম্পত্তি, সেগুলি সুক্ষ্মরূপে বিচার করিলেও বৌদ্ধ-আখ্যায়িকাগুলির পূর্ব্ববর্ত্তিতা প্রতিভাত হয়। সে সমস্ত বৌদ্ধের হস্তে অমার্জ্জিত, অসংস্কৃত ও কাব্যোৎকর্ষবর্জ্জিত; পক্ষান্তরে রামায়ণ-মহাভারতেই বল, বা পঞ্চতন্ত্র-হিতোপদেশেই বল, বর্ণনাচাতুর্য্যে, ভাবমাধুর্য্যে ও চরিত্রবিশ্লেষণে উৎকৃষ্টতর। ইহা হইতে বুঝিতে হইবে না কি যে জাতকসংগ্রহকালে বা তাহারও পূর্ব্বে এই সকল আখ্যানের অঙ্কুরোদগম হইয়াছিল; শেষে বাল্মীকিব্যাসাদির প্রতিভাবলে মনোহর পুষ্পপল্লবের বিকাশ হইয়াছে? মানবসমাজে সর্ব্বত্রই যখন ক্রমোন্নতি দেখা যায়, তখন সাহিত্যেই বা তাহার ব্যতিক্রম হইবে কেন? যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তৃণগুল্ম জন্মিয়া ও পচিয়া ভূমির সসারতা সম্পাদন করিলে তাহাতে শেষে শালতালাদি মহাবৃক্ষের উদ্ভব হয়, সেইরূপ ক্ষুদ্র কবি, ক্ষুদ্র কথাকার প্রভৃতির উৎপত্তি ও বিলয়ের পরে তাহাদের সঞ্চয়সমবায়ের প্রভাবে মহাকবিদিগের আবির্ভাব ও পুষ্টিসাধন ঘটে। কেবল ভারতবর্ষে কেন, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি প্রতীচ্য দেশের সাহিত্যেও প্রাচীন কথার এইরূপ সংস্করণ ও পরিমার্জ্জন দেখিতে পাওয়া যায়। যে নিয়মে রামপণ্ডিতের ও কাষ্ঠহারিণীর কথা রামায়ণে ও শকুন্তলাবৃত্তান্তে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, সেই নিয়মেই লিয়ারের ও ম্যাক্‌বেথের কথা সেক্‌স্‌পিয়ার প্রণীত তত্তন্নামধেয় নাটকে কাব্যোৎকর্ষের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে। অপিচ, বৌদ্ধজাতকগুলির রচনাকালে রামায়ণ ও মহাভারত যদি বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় জনসমাজে সুবিদিত থাকিত, তাহা হইলে বৌদ্ধ উপাখ্যানকারেরা বোধ হয় মূল ঘটনার কোন বিকৃতি ঘটাইতে সাহসী হইতেন না। সর্ব্বজনগ্রাহ্য কোন আখ্যানের অপকর্ষ ঘটাইলে

শ্রোতার ও পাঠকের মনে বিরক্তিরই উদ্রেক হয়; তাহাতে ধর্ম্মপ্রচারের সুবিধা ঘটে না। যদি বলা যায় বৌদ্ধেরা রামায়ণ ও মহাভারত জানিতেন না, তাহাও অসম্ভব, কারণ তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই মহামহোপাধ্যায় ছিলেন, তাঁহাদের আদিগুরু গৌতমও প্রব্রজ্যাগ্রহণের পূর্ব্বে ও পরে বহুশাস্ত্রে পারদর্শী হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান রামায়ণের ও মহাভারতের ন্যায় গ্রন্থ তাঁহাদের সময়ে প্রচলিত থাকিলে তাঁহারা যে সেগুলি অধ্যয়ন করিতেন না, ইহা একেবারেই অবিশ্বাস্য।"*

বৌদ্ধদেশে জাতকের প্রভাব।

জাতক যে বৌদ্ধদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ব্রহ্ম, শ্যাম, তিব্বত, চীন, জাপান প্রভৃতি বৌদ্ধদেশে অনেক জাতক তত্তৎস্থানীয় ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। যেমন পুরাণ-শ্রবণে নিরক্ষর লোকে হিন্দুধর্ম্মের তত্ত্ব শিক্ষা করিতে পারে, সেইরূপ জাতক-শ্রবণে বৌদ্ধদেশেও জনসাধারণে বৌদ্ধধর্ম্মের তত্ত্ব শিক্ষা করিয়া থাকে। সিংহলপ্রভৃতি দেশে দিনান্তে বিশ্রাম করিবার সময় জাতক-শ্রবণ একরূপ নিত্যকার্য্য। এদেশের শিশুরা সন্ধ্যার পর যেমন উপকথা শুনে, সিংহলের শিশুরাও সেইরূপ জাতক-কথা শুনিয়া থাকে। শিশুরা শুনে, বৃদ্ধেরাও শুনেন। বকজাতক বা ভীমসেনজাতক বা কটাহকজাতক শুনিলে শিশুর মুখে হাস্য দেখা দেয়, বিশ্বন্তরজাতক বা শিবিজাতক শুনিলে বৃদ্ধের চক্ষু প্রেমাশ্রুপ্লাবিত হয়।

যখন বৌদ্ধপ্রভাব ছিল তখন ভারতবর্ষে আপামরসাধারণ সকলেই জাতক-কথা জানিত। বেরুটে যে বৌদ্ধস্তূপ আছে, তাহাতে অনেকগুলি জাতকের চিত্র শিলাখণ্ডে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। ইহাদের কোন কোন চিত্রের পার্শ্বে তত্তৎ জাতকের নাম পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে উক্ত স্তূপের নির্ম্মাণকালে, অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে, ঐ সকল জাতক

* আশ্বলায়ন সূত্রে মহাভারতের উল্লেখ দেখা যায়। উহা খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে রচিত, অতএব গৌতমবুদ্ধের প্রায় সমসাময়িক। অধ্যাপক ম্যাকডনেল্ বলেন যে মহাভারতের মূল ঘটনা অর্থাৎ কুরুপাণ্ডব যুদ্ধ বৃত্তান্ত এই সময়ে বা ইহার কিছু পূর্ব্বে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল; তবে শিবি রাজার উপাখ্যান প্রভৃতি কোন কোন গল্প এতদূর বৌদ্ধভাবাপন্ন যে মনে হয় সেগুলি উত্তরকালে জাতকাদি গ্রন্থ হইতে গৃহীত হইয়া ঐ মহাকাব্যের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে।

রামায়ণ সম্ভবতঃ মূল মহাভারতের পূর্ব্বেই রচিত হইয়াছিল। ইহার এক অংশে বুদ্ধদেবের নাম দেখা যায় বটে; কিন্তু উহা পরে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে বলিয়া ধরিতে হইবে। যদি এই অনুমান সত্য হয় তবে দশরথজাতকের সহিত রামায়ণের আখ্যানের পার্থক্য ঘটিবার কারণ কি? "দস বস্‌স-সহস্‌সানি সটঠি বস্‌স-সতানি চ কম্বুগীবো মহাবাহু রামো রজ্জং অকারযি" দশরথজাতকের এই গাথাটীর প্রথমার্দ্ধ সংস্কৃতাকারে বাল্মীকির কাব্যে অবিকৃতভাবে দেখিতে পাওয়া যায় (রামায়ণ, বালকাণ্ড, প্রথম সর্গ, ৯৮ শ্লোক—দশবর্ষসহস্রাণি দশবর্ষ শতানি চ রামরাজ্যমুপাসিত্বা ব্রহ্মলোকং প্রযাস্যতি।) কাজেই সন্দেহ জন্মে যে, জাতককারই সমস্ত আখ্যানটী রামায়ণ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু বিকৃতি ঘটাইয়া আখ্যানটীর অপকর্ষ সম্পাদন করা জাতককারের উদ্দেশ্যবিরুদ্ধ এ যুক্তিও নিতান্ত দুর্ব্বল নহে। তবে কি বলিতে হইবে যে জাতকরচনার সময়েও রামায়ণের শ্লোকগুলি নানাস্থানে নানাভাবে চারণাদির মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছিল; অতঃপর তাহাদের সঙ্কলন সম্পাদিত হয়?

ঘটজাতকটী একখানা ছোট খাট ভাগবত। ভাগবতের দশম স্কন্ধে কৃষ্ণচরিত্র যে ভাবে বর্ণিত আছে, ঘটজাতকে তাহার সামান্য মাত্র ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। রামায়ণ-মহাভারতসম্বন্ধে যাহাই বলা যাউক, ভাগবত যে জাতকের বহুপরবর্ত্তী গ্রন্থ তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে জাতককারদিগের সময়েও যে কৃষ্ণের বাল্যলীলা লোকসমাজে সুবিদিত ছিল ইহা হইতে তাহার বেশ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। কেবল জাতকরচনাকালে কেন, মহাকবি ভাসের সময়েও কৃষ্ণলীলা অপরিজ্ঞাত ছিল না। ঘটজাতকের বঙ্গানুবাদ ইতঃপূর্ব্বে সাহিত্যসংহিতায় প্রকাশিত হইয়াছে।

লোকসমাজে সুবিদিত ছিল। হর্ষচরিতে বাণভট্ট বিন্ধ্যাটবীস্থিত দিবাকর মিত্রের আশ্রমবর্ণনপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে তত্রত্য পেচকগুলি পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ শ্রবণহেতু বোধিসত্ত্বজাতকসমূহ জপ করিতে শিখিয়াছিল। শেষে ভারতবর্ষে যখন বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতি ঘটে তখন জাতকগুলির বৌদ্ধভাবও ক্রমশঃ বিলুপ্ত হয়; অনেক জাতক নূতন আকারে হিন্দুদিগের গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়, অনেকগুলি বা এদেশ হইতে একেবারে তিরোহিত হইয়া যায়।

ভারতবর্ষীয় সাহিত্যে জাতকের প্রভাব।

বৃহৎকথা।

রামায়ণ ও মহাভারতে যে জাতক-কথা পরিদৃষ্ট হয় তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে অন্ধ্ররাজ হালের রাজত্বকালে গুণাঢ্য নামক এক ব্যক্তি "বৃহৎকথা" নাম দিয়া পৈশাচী ভাষায় এক বৃহৎ কথাকোষ রচনা করিয়াছিলেন। অন্ধ্ররাজগণ বৌদ্ধ ছিলেন, কি হিন্দু ছিলেন ইহা লইয়া মতভেদ আছে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন যে তাঁহাদের শাতকর্ণি গোত্রে জন্ম ব্রাহ্মণত্বের প্রতিপাদক। তাঁহাদের কেহ কেহ বৌদ্ধমত অবলম্বন করিয়াছিলেন কি না নিশ্চিত বলা যায় না, তবে তাঁহাদের অনেকেই যে হিন্দুবৌদ্ধ উভয় ধর্ম্মের হিতার্থে বহু দান করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণস্বরূপ কতিপয় অনুশাসনপত্র পাওয়া গিয়াছে। গুণাঢ্যের গ্রন্থ কিরূপ ছিল তাহাও জানা অসম্ভব, কারণ উহা এখন বিলুপ্ত হইয়াছে। বাণের হর্ষচরিতে, দণ্ডীর কাব্যাদর্শে, ক্ষেমেন্দ্রের বৃহৎকথামঞ্জরীতে এবং সোমদেবের কথাসরিৎসাগরে বৃহৎকথার নাম দেখা যায়; তাহার পর ইহা যে কাহারও দৃষ্টিগোচর হইয়াছে এমন বোধ হয় না। হর্ষচরিতে বৃহৎকথার 'কৃতগৌরীপ্রসাধনা' এই বিশেষণদ্বারা রচকের হিন্দুভাবই লক্ষিত হইতেছে। কিন্তু সোমদেব যখন বৃহৎকথা অবলম্বন করিয়াই কথাসরিৎসাগর রচনা করিয়াছিলেন এবং সোমদেবের গ্রন্থে যখন অনেক জাতকের আখ্যান দেখা যায়, তখন বৃহৎকথাতেও যে জাতকের প্রভাব ছিল ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে।

পঞ্চতন্ত্র।

বৃহৎকথার পর খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে সংস্কৃত ভাষায় সুপ্রসিদ্ধ পঞ্চতন্ত্র প্রণীত হয়। ইহার কোন কোন কথা বৌদ্ধ-জাতক হইতে এবং অনেকগুলি সম্ভবতঃ বৃহৎকথা হইতে ও জনশ্রুতি হইতে সংগৃহীত। পণ্ডিতবর বেন্‌ফি দেখাইয়াছেন যে প্রাচীনকালে এই গ্রন্থ দ্বাদশ কিংবা ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বিভক্ত ছিল, তখন ইহার নামও বোধ হয় স্বতন্ত্র ছিল, শেষে কি কারণে বলা যায় না, পাঁচটী অংশ পৃথক্ হইয়া পঞ্চতন্ত্র নামে অভিহিত হইয়াছে।* বেন্‌ফির মতে পঞ্চতন্ত্র বৌদ্ধগ্রন্থ, কারণ ইহাতে অনেক জাতকের আখ্যান আছে; জাতকের ন্যায় ইহার আখ্যানগুলিও গদ্যপদ্য-মিশ্রিত; এমন কি কোথাও কোথাও পালি গাথাগুলি অক্ষরে অক্ষরে অনূদিত। অধিকন্তু কোন কোন আখ্যানের বৌদ্ধভাব সুস্পষ্ট, কোথাও কোথাও ব্রাহ্মণদিগের প্রতি পরিহাস-কটাক্ষও লক্ষিত হয়। অধ্যাপক ম্যাকডনেল কিন্তু বলেন যে পঞ্চতন্ত্রের গ্রন্থকার হিন্দু ছিলেন।

---

* কেহ কেহ বলেন আদিম অবস্থায় এই গ্রন্থ সম্ভবতঃ "করটক ও দমনক" নামে অভিহিত হইত এবং পারস্য, আরব প্রভৃতি দেশের লোকে এই নামই গ্রহণ করিয়াছিলেন। করটক ও দমনক পঞ্চতন্ত্রবর্ণিত দুইটী শৃগালের নাম।

আমাদেরও সেই বিশ্বাস, কারণ গ্রন্থারম্ভে লেখক আপনাকে ব্রাহ্মণ বলিয়াই পরিচয় দিয়াছেন। তিনি লোকচরিত্রের যে সকল দোষ দেখাইয়াছেন তাহা সম্প্রদায়বিশেষের প্রতি লক্ষ্য করিয়া নহে। দোষী হইলে হিন্দু বৌদ্ধ সকলেই তাঁহার নিকট তুল্য নিন্দার পাত্র। আরও একটী কথা এই যে যদি তিনি বৌদ্ধ হইতেন তাহা হইলে কখনও জাতকমূলক কথাগুলি হইতে বোধিসত্ত্বকে বিলুপ্ত করিতে পারিতেন না।

তথাপি তিনি যে বৌদ্ধ জাতকের নিকট ঋণী তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু তাঁহার রচনাকৌশল অতিসুন্দর। তাঁহার হাতে পড়িয়া বকজাতক, বানরেন্দ্রজাতক, কূটবাণিজজাতক, মিতচিন্তিজাতক, সঞ্জয়জাতক প্রভৃতি বৌদ্ধকথা শতগুণে সরস ও চিত্তরঞ্জক হইয়াছে। পঞ্চতন্ত্রের কথাগুলি পৃথগ্‌ভাবে কথিত নহে; এক একটী তন্ত্রে এক একটী কথাকে কেন্দ্রীভূত করিয়া তাহার আশে পাশে অন্য বহু কথা সংযোজিত হইয়াছে। উত্তরকালে অস্মদ্দেশে বেতালপঞ্চবিংশতি ও হিতোপদেশ প্রভৃতি, আরবে নৈশোপাখ্যানমালা এবং য়ুরোপে Decameron, Pentameron, Heptameron, Canterbury Tales প্রভৃতি গ্রন্থের রচনাতেও এই পদ্ধতি অনুসৃত হইয়াছে। পঞ্চতন্ত্রের কথাগুলি উক্তরূপে একসূত্রে নিবদ্ধ না থাকিলে বোধ হয় দেশদেশান্তরে ভ্রমণের সময় ছত্রভঙ্গ হইয়া যাইত।

খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে পারস্যরাজ খসরু নসীরবানের রাজত্বকালে পঞ্চতন্ত্র পহ্‌লবী ভাষায় অনূদিত হয়। অতঃপর খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে সিরিয়াক এবং আরবী ভাষাতেও ইহার অনুবাদ হইয়াছিল। ইহার নাম সিরিয়াক ভাষায় "কলিলগ ও দমনগ", এবং আরবীভাষায় "কলিলা ও দিমনা।" ইহা পঞ্চতন্ত্র-বর্ণিত করটক ও দমনক নামক শৃগালদ্বয়ের নামের রূপান্তর। আরববাসীরা মনে করিতেন কলিলা ও দিমনার আদিবক্তা বিদপাই (বিদ্যাপতি)। এই বিদ্‌পাই শব্দ অপভ্রষ্ট হইয়া শেষে "পিল্‌পাই" বা "পিল্লে" হইয়া পড়ে, কাজেই য়ুরোপবাসীরা যখন কলিলা ও দিমনা স্ব স্ব ভাষায় অনুবাদ করিলেন, তখন পঞ্চতন্ত্রের আখ্যানগুলি য়ুরোপখণ্ডে 'পিল্লের গল্প' নামে প্রচারিত হইল। হিন্দুই হউন, বৌদ্ধই হউন, পঞ্চতন্ত্রকার অতি শুভক্ষণে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। লোকমুখে বা গ্রন্থাকারে তাঁহার কথাগুলি সভ্য অসভ্য সর্ব্বদেশে যেরূপভাবে পরিজ্ঞাত হইয়াছে, পৃথিবীতে অন্য কোন পুস্তকের ভাগ্যে সেরূপ ঘটে নাই।

ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন আখ্যান পিল্লের গল্প নামে পরিচিত। ইহাতে বোধ হয়, পহ্লবী ভাষায় যে গ্রন্থের অনুবাদ হয় তাহা আদিম দ্বাদশখণ্ডাত্মক "পঞ্চতন্ত্রের" অংশ। উত্তরকালীন অনুবাদকেরা ইচ্ছামত ইহার কোন কোন অংশ গ্রহণ করিয়াছেন বা পরিত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া গল্পগুলিরও পার্থক্য ঘটিয়াছে।

হিতোপদেশ।

হিতোপদেশকে পঞ্চতন্ত্রের সংক্ষিপ্তসার বলিলেও চলে। ইহাতে শ্লোকের প্রয়োগ অধিক এবং সেই সকল শ্লোকের অধিকাংশই সুরচিত ও উৎকৃষ্টভাবপূর্ণ। পঞ্চতন্ত্রের ন্যায় হিতোপদেশেও অনেক জাতককথা পরিবর্ত্তিত আকারে স্থান পাইয়াছে।

কথাসরিৎসাগর।

খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে গুণাঢ্যের বৃহৎকথাবলম্বনে কাশ্মীর দেশীয় ক্ষেমেন্দ্র বৃহৎকথামঞ্জরী এবং সোমদেব কথাসরিৎসাগর রচনা করেন। ক্ষেমেন্দ্র "মঞ্জরী"

নাম দিয়া মহাভারতেরও একখানি সংক্ষিপ্তসার রচনা করিয়াছিলেন। ক্ষক নামক জনৈক বৌদ্ধবন্ধুর অনুরোধে তিনি বৃহৎকথামঞ্জরী সঙ্কলন করিয়াছিলেন। কথাসরিৎসাগর অতি বিশাল গ্রন্থ। ইহাতে পঞ্চতন্ত্রের প্রথম তিনটী তন্ত্র আছে, সমগ্র বেতালপঞ্চবিংশতি খানি আছে, শিবিরাজার ও বাসবদত্তার কথা আছে, আরও কত শত কথা আছে। পঞ্চতন্ত্রে যে সকল জাতককথা দেখা যায়, কথাসরিৎসাগরে তাহার অতিরিক্ত দুই চারিটী লক্ষিত হইয়া থাকে। উদাহরণস্বরূপ এখানে চুল্লশ্রেষ্ঠিজাতকের উল্লেখ করা যাইতে পারে। সোমদেব ইহা বৌদ্ধগ্রন্থ হইতে অবিকলভাবে গ্রহণ করিয়াছেন।

সংস্কৃত ভাষায় সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকা, শুকসপ্ততি প্রভৃতি আরও কয়েকখানি আখ্যায়িকাসংগ্রহ আছে। জৈনেরাও কথাকোষ প্রভৃতি অনেক আখ্যায়িকা-গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। উল্লিখিত প্রায় সকল গ্রন্থেই অংশবিশেষে বৌদ্ধজাতকের প্রভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

উদীচ্য বৌদ্ধসাহিত্যে "অবদান" নামে অভিহিত গ্রন্থগুলি প্রধান কথা-ভাণ্ডার। অবদানসমূহ সংস্কৃত ভাষায় রচিত। 'জাতক' বলিলে বুদ্ধের অতীত জন্মসমূহের ইতিহাস বুঝায়, 'অবদান' বলিলে অন্যান্য মহাপুরুষদিগেরও অতীতজন্ম-বৃত্তান্ত বুঝিতে হইবে। বর্ত্তমান খণ্ডে চুল্লশ্রেষ্ঠিজাতকের এবং লোশকজাতকের প্রত্যুৎপন্নবস্তু অবদানস্থানীয়। উদীচ্য বৌদ্ধদিগের অবদানগুলি জাতকের অনুকরণেই রচিত। তাহাদের যেগুলি বোধিসত্ত্বের নামে প্রচলিত সেগুলি জাতক-স্থানীয়।

বিদেশের সাহিত্যে জাতকের প্রভাব।

বিদেশের প্রস্তাবে সর্ব্বপ্রথম গ্রীকদিগের কথা তুলিতে হয়, কারণ অনেকের বিশ্বাস গ্রীস্ দেশের ঈষপ নামধেয় এক ব্যক্তিই আদিম কথাকার। পক্ষান্তরে কাহারও কাহারও মতে ঈষপনামে প্রকৃত কোন ব্যক্তি কখনও বর্ত্তমান ছিলেন কি না তাহাই সন্দেহস্থল। সে যাহাই হউক, ইহা নিশ্চয় যে, যে সকল কথা ঈষপের গল্প বলিয়া ইদানীন্তন সাহিত্যে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, তাহাদের অধিকাংশই ঈষপরচিত নহে, অনেকগুলি জাতকের রূপান্তর, অনেকগুলি বা অপরের রচনা।

ঈষপের গল্প।

গ্রীক্সাহিত্যে ঈষপের প্রথম উল্লেখ দেখা যায় হেরোডোটাসের গ্রন্থে।* তদনুসারে ঐ কথাকার খ্রীষ্টের প্রায় ৫৫০ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ গৌতমবুদ্ধের জন্মসময়ে জীবিত ছিলেন, তিনি সেমস্ দ্বীপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং য্যাড্মন নামক এক ব্যক্তির ক্রীতদাস ছিলেন। পশুপক্ষিসম্বন্ধে কথা রচনা করিতে তাঁহার অদ্ভুত নৈপুণ্য জন্মিয়াছিল এবং তিনি ডেল্ফাই নগরে নিহত হইয়াছিলেন। তাঁহার কথাগুলির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল পরিহাসচ্ছলে লোক-চরিত্রের তীব্র সমালোচনা করা। তৎকালে গ্রীস্‌দেশে অনেকে বিধিবিরুদ্ধ রাজকীয় ক্ষমতা ভোগ করিতেন। সম্ভবতঃ এইরূপ রাজপদস্থ এক ব্যক্তির চরিত্র লক্ষ্য করিয়া কোন কথা রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া ঈষপ তাঁহার কোপদৃষ্টিতে পতিত হন এবং উৎকোচবশীভূতা দৈববাণীর আদেশে প্রাণদণ্ড ভোগ করেন।

* ২।১৩৪ (হেরোডোটাসের গ্রন্থ খ্রীষ্টের প্রায় ৪৫০ বৎসর পূর্ব্বে রচিত)।

গ্রীকসাহিত্যে কথার প্রয়োগ

কিন্তু প্রচলিত কথাগুলির মধ্যে কোন্ কোন্‌টী ঈষপ প্রণীত তাহা কিরূপে বলা যাইবে। খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে বিখ্যাত পণ্ডিত এরিষ্টটল তাঁহার অলঙ্কারসংক্রান্ত গ্রন্থে রাজনীতিক বক্তৃতায় কথার উপযোগিতা প্রদর্শন করিতে গিয়া দুইটী কথা উদ্ধৃত করিয়াছেন:—একটী অশ্ব ও হরিণের সম্বন্ধে, অপরটী শৃগাল, শল্লকি ও জলৌকার সম্বন্ধে।* ইহাদের মধ্যে প্রথমটী তিনি ষ্টেসিকোরাশ-প্রণীত (খ্রীঃ পূঃ ৫৫৬) এবং দ্বিতীয়টী ঈষপ-প্রণীত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে দুইটীই ঈষপের নামে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। তৎপূর্ব্বে গ্রীসদেশে আরও অনেক কথা প্রচলিত ছিল এবং সাহিত্যে স্থান পাইয়াছিল। হেসিয়ডের কাব্যে (খ্রীঃ পূঃ ৮০০) বুল্‌বুল পক্ষীকে অবলম্বন করিয়া রচিত একটী কথা দেখা যায়, এর্কিলোকাস্ (খ্রীঃ পূঃ ৭০০), সোলন (খ্রীঃ পূঃ ৬০০), এলসিউস্ (খ্রীঃ পূঃ ৬০০) প্রভৃতিও কথার প্রয়োগ করিয়াছিলেন। ইঁহারা ঈষপের পূর্ব্ববর্ত্তী। হেরোডোটাস্ তাঁহার গ্রন্থে (১ম অধ্যায়, ১৪১ম প্রকরণে) একটী কথা দিয়াছেন, উহা পারস্যরাজ সাইরাস্ গ্রীক্‌দূতদিগকে বলিয়াছিলেন। ইহাতে দেখা যায় অতি প্রাচীন সময়েই প্রাচ্যখণ্ড হইতে প্রতীচ্য খণ্ডে কথার বিস্তার হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে অতঃপর সবিস্তর আলোচনা করা যাইতেছে। এখানে ইহা বলিলেই বোধ হয় পর্য্যাপ্ত হইবে যে অধুনা যে সকল কথা ঈষপের গল্প নামে পরিচিত, তাহাদের অধিকাংশই নানা সময়ে নানা ব্যক্তিকর্ত্তৃক রচিত এবং নানা দেশ হইতে গৃহীত। কিন্তু ঈষপ একজন প্রসিদ্ধ কথাকার ছিলেন এবং কথারচনার জন্যই প্রাণদণ্ড ভোগ করিয়াছিলেন এই জনশ্রুতিবশতঃ উত্তরকালে সমস্ত কথাই তাঁহার নামে প্রচলিত হইয়াছিল। অনেক উৎকৃষ্ট উদ্ভট কবিতা যেমন কালিদাসের রচনা বলিয়া গৃহীত, অনেক ডাকের বচন যেমন খনার বচন নামে অভিহিত, অনেক উৎকৃষ্ট কথাও সেইরূপ ঈষপ-রচিত বলিয়া কল্পিত।

গ্রীক্‌সাহিত্যে জাতক।

খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম ও চতুর্থ শতাব্দীর গ্রীক্ সাহিত্যেও কতিপয় কথা দেখিতে পাওয়া যায়; তন্মধ্যে ডেমক্রিটাস্ বর্ণিত কুক্কুর ও প্রতিবিম্বের এবং প্লেটোবর্ণিত সিংহচর্ম্মাচ্ছাদিত গর্দ্দভের কথা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য, কারণ এই উভয় কথাই আমরা বৌদ্ধ জাতকে দেখিতে পাই। কুক্কুর ও প্রতিবিম্বের কথা চুল্লধনুগ্গহ-জাতকের (৩৭৪) রূপান্তর। গ্রীক্ কথায় দেখা যায় কুক্কুর প্রতিবিম্বকে মাংসখণ্ড মনে করিয়াছিল, ইহা কিছু অস্বাভাবিক। জাতকে (এবং তৎপরবর্ত্তী পঞ্চতন্ত্রে) দেখা যায় শৃগাল নদীতটে মাংস রাখিয়া মৎস্য ধরিতে গিয়াছিল, ইত্যবসরে শকুনে উহা লইয়া যায়, ইহা স্বাভাবিক। সিংহচর্ম্মাচ্ছাদিত গর্দ্দভের কথাও সিংহচর্ম্মজাতকের (১৮৯) অনুরূপ। গ্রীক্ গল্পে গর্দ্দভের সিংহচর্ম্ম পরিধান করিবার কোন হেতু দেখা যায় না, কিন্তু বৌদ্ধ গল্পে দেখা যায় গর্দ্দভস্বামী তাহাকে সিংহচর্ম্মে আচ্ছাদিত করিয়া শস্যক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিত।

* (১) হরিণ মাঠের ঘাস খাইত দেখিয়া অশ্ব তাহাকে দণ্ড দিবার জন্য মানুষের সাহায্য প্রার্থনা করে, মানুষ অশ্বের মুখে বল্গা দিয়া এবং তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া হরিণ মারিল, কিন্তু তদবধি অশ্ব মানুষের দাস হইল। (২) শৃগাল নদী পার হইবার সময় স্রোতোবেগে নর্দ্দামায় পড়িয়া গেল, সেখানে তাহার গায়ে অনেক জোঁক লাগিল। সজারু তাহার কষ্ট দেখিয়া জোঁকগুলি তুলিয়া ফেলিতে গেল, কিন্তু শৃগাল বলিল "না ভাই। তুলিয়া কাজ নাই। ইহারা যতদূর সাধ্য রক্ত খাইয়াছে; ইহাদিগকে ফেলিয়া দিলে আর এক দল আসিয়া জুটিবে।"

অতএব উক্ত আখ্যায়িকাদ্বয়ের রচনা-পদ্ধতিতে ভারতবর্ষীয় কথাকারেরাই অধিকতর নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন; বিশেষতঃ সিংহ ভারতবর্ষের লোকের নিকট যত পরিচিত ছিল, গ্রীক্‌দিগের নিকট তত ছিল না। এই সমস্ত বিবেচনা করিলে একথা বলা যাইতে পারে কি না যে উক্ত কথা দুইটী ভারতবর্ষ হইতেই গ্রীসে গিয়াছিল? পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে হেরোডোটাস্ একটী আখ্যায়িকাকে পারস্যদেশ হইতে গৃহীত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

পশুপক্ষিপ্রভৃতি-সংক্রান্ত অনেক কথা ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রায় একরূপ কেন, সাধারণতঃ ইহার ত্রিবিধ হেতুনির্দ্দেশ হইয়া থাকে। জার্ম্মাণ দেশীয় কথাসংগ্রাহক গ্রীম্ ভ্রাতৃদ্বয় বলেন, ভিন্ন ভিন্ন আর্য্যসম্প্রদায় যখন একত্র বাস করিতেন, তখনই এই সকল সাধারণ কথার উৎপত্তি হইয়াছিল। ম্যাক্‌সমূলার প্রভৃতি বলেন শুদ্ধ আর্য্যসম্প্রদায় লইয়া বিচার করিলে চলিবে কেন? আর্য্যেতর জাতিদিগের মধ্যেও ত এই সকল সাধারণ কথার প্রচলন দেখা যায়। অপিচ, ভিন্ন ভিন্ন আর্য্য-সম্প্রদায়ের মধ্যেও একইরূপ কথা ভিন্ন ভিন্ন আকারে ও ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য প্রচলিত হইয়াছে। যদি এগুলি আর্য্যজাতির আদিম বাসভূমিতে উৎপন্ন হইয়াছিল, তবে এত পার্থক্য ও পরিবর্ত্তন ঘটিবার কারণ কি? তাঁহারা বলেন, মনুষ্য প্রায় সকল দেশেই উপমাপ্রয়োগপ্রবণ। পর্য্যবেক্ষণশীল মানব সকল দেশেই কাকের লোল্য, শৃগালের ধূর্ত্ততা, সিংহের সাহস প্রভৃতি দোষগুণ দেখিতে পাইত এবং উপমাপ্রয়োগ-প্রিয়তাবশতঃ সেই সকল অবলম্বন করিয়া কথা রচনাপূর্ব্বক মনোনায়িবার ... সাধারণকে উপদেশ দিত। অতএব ভিন্ন ভিন্ন দেশে স্বাধীনভাবেও যে একরূপ কথার উৎপত্তি হইতে পারে ইহা আর বিচিত্র কি? বেন্‌ফি বলেন, অন্য আখ্যান-সম্বন্ধে যাহাই হউক, যে সকল সাধারণ কথায় কেবল পশুপক্ষ্যাদির উল্লেখ দেখা যায়, সেগুলি ভিন্ন ভিন্ন দেশে স্বাধীনভাবে রচিত হইলে তাহাদের মধ্যে কখনও বর্ণনাগত এত সাদৃশ্য থাকিত না। কাকের স্তুতিবাদ করিয়া তাহাকে কথা বলাইতে হইবে, নচেৎ জম্বুফল বা ক্ষীরের মিঠাই পাইব না, শৃগালের এই বুদ্ধি, হৃৎপিণ্ডটা গাছে রাখিয়া আসিয়াছি বলিয়া প্রত্যুৎপন্নমতি মর্কটের আত্মরক্ষা, হংসদিগের সাহায্যে কচ্ছপের আকাশপথে গমন এবং কথা বলিতে গিয়া পতন ও মৃত্যু—এরূপ সৌসাদৃশ্য আদানপ্রদানের ফল, স্বাধীন রচনার নিদর্শন নহে।

কতকগুলি কথা নানাদেশে একই রূপ, ইহার কারণ কি?

আদান প্রদানের কথা তুলিলেই পৌর্ব্বাপর্য্য বিচার করিতে হইবে। গ্রীক্-জাতি যে স্বাধীনভাবে কতকগুলি কথা রচনা করিয়াছিলেন ইহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু যে সকল গ্রীক্‌কথা ভারতবর্ষেও প্রচলিত ছিল, তাহাদের সম্বন্ধে কে উত্তমর্ণ, কে অধমর্ণ তাহা বিচার করা আবশ্যক। এখন দেখা যাউক কোন্ সময়ে গ্রীকেরা ভারতবর্ষের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন? সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক্ দার্শনিক পিথাগোরাস খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে আসিয়া দর্শন শাস্ত্র ও জ্যামিতি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন ইহা নিতান্ত সম্ভবপর। ঐ শতাব্দীতে পারস্য-রাজ দরায়ুস পাঞ্জাবের কিয়দংশ জয় করিয়াছিলেন এবং গ্রীস্ দেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র জারক্‌সেস্‌ও গ্রীস্ জয় করিতে গিয়া অপদস্থ হইয়াছিলেন। দরায়ুসের সময়ে এবং তাঁহার পূর্ব্বেও সাইরাস প্রভৃতির রাজত্বকালে

গ্রীসের সহিত ভারতবর্ষের পরিচয়।

পারস্য রাজসভায় গ্রীক্ ও হিন্দু উভয় জাতিরই গতিবিধি ছিল। যে বিপুলবাহিনী গ্রীস্ জয় করিতে গিয়াছিল, তাহার মধ্যে অনেক ভারতবর্ষীয় ভৃতিভুক্ সৈনিক ছিল। জারক্‌সেসের পুত্র আর্টাজারাক্‌সেসের সভায় টিসিয়াস্ নামক একজন গ্রীক্ চিকিৎসক ছিলেন; তিনি ভারতবর্ষসম্বন্ধে অনেক প্রকৃত ও অনেক অপ্রকৃত বিবরণ সংগ্রহ করিয়া একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। অতএব গৌতমবুদ্ধের সময়ে, অথবা তাঁহার কিছু পূর্ব্বেও গ্রীকেরা অন্ততঃ পরোক্ষভাবে ভারতবর্ষের পরিচয় পাইয়াছিলেন। এ অবস্থায় ডিমক্রিটাস্ ও প্লেটো যে পূর্ব্ববর্ণিত কথা দুইটীর জন্য পরোক্ষভাবে ভারতবর্ষের নিকটই ঋণী ইহা বলা অসঙ্গত নহে। তাঁহারা লোকমুখে এই কথা দুইটী শুনিয়াছিলেন এবং স্ব স্ব গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে আলেক্‌জাণ্ডারের অভিযান উপলক্ষ্যে গ্রীক্ ও হিন্দুর প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটে এবং অতঃপর বৌদ্ধপ্রচারকদিগের চেষ্টায় উভয় জাতির মধ্যে ঘনিষ্ঠতা জন্মে। বৌদ্ধপ্রচারকেরা যুরোপখণ্ডেও ধর্ম্মদেশন করিতে যাইতেন। খ্রীষ্টের জন্মের কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে অগাষ্টাস্ সীজারের রাজত্বকালে ভৃগুকচ্ছনিবাসী একজন শ্রমণকাচার্য্য এথেন্সনগরে অগ্নি প্রবেশ-পূর্ব্বক দেহত্যাগ করেন। গ্রীকেরা এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখিয়া নিতান্ত বিস্মিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার চিতার উপর একটী সমাধিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

গ্রীক্‌দিগের সর্ব্বপ্রাচীন কথাসংগ্রহ আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর কিছু পরে সম্পাদিত হয় (খ্রীঃ পূঃ ৩০০)। আলেকজাণ্ড্রিয়া নগরের বিখ্যাত পুস্তক-ভাণ্ডার-প্রতিষ্ঠাতা ডেমিট্রিয়াস্ ফেলিরিয়ুস্ এই সংগ্রহের কর্ত্তা। ইনি প্রায় দুই শত কথা সংগ্রহ করেন এবং সর্ব্বপ্রথম সে গুলিকে "ঈষপের কথা" নাম দিয়া প্রচার করিয়া যান। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে ফিড্রাস্ নামক একজন গ্রীক্ ঐ কথাগুলি লাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন। পাশ্চাত্য কথাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা প্রতিপন্ন করিয়াছেন, ফিড্রাসের অনুবাদই এখন অবিকৃতভাবে বা ঈষৎপরিবর্ত্তিত আকারে ঈষপের গল্প বলিয়া প্রচলিত।

এদিকে বাণিজ্যাদির উপলক্ষ্যে ভারতবর্ষের লোকের সহিত মিশরের লোকের মিশামিশি হইয়াছিল এবং ভারতবর্ষজাত অনেক কথা মিশরে প্রচলিত হইয়াছিল। প্রাচীন গ্রীক্ এবং রোমকেরা সেগুলিকে কৈবিসেস্ (কাশ্যপ)-প্রণীত বলিয়া লিপিবদ্ধ করেন। ফিড্রাস্-সংগৃহীত ঈষপ এবং এই সকল প্রাচ্যকথা অবলম্বন করিয়া খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে নিকষ্ট্রেটাস্ নামক এক ব্যক্তি এক কথাকোষ প্রচার করেন এবং ইহারও কতিপয় বৎসর পরে বেব্রিয়াস নামক একজন রোমকলেখক উক্ত উভয়বিধ কথা অবলম্বন করিয়া গ্রীক্‌ভাষায় আর একখানি পদ্য ঈষপ্ প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থে প্রায় তিনশত কথা আছে।

প্রাচ্যের অনু-করণে কথার সহিত উপ-দেশের যোজনা

এইরূপে অনেক জাতক, ও ভারতবর্ষজাত অন্যান্য কথা যুরোপে প্রচারিত হইয়াছিল।* বেব্রিয়াস্ প্রভৃতি যে প্রাচ্যের আদর্শে কথাগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া-

* উদাহরণস্বরূপ নিম্নে কয়েকটী জাতকের এবং তথাকথিত ঈষপের কয়েকটী আখ্যানের নাম করা যাইতেছে:—

জাতক	ঈষপ
মুণিকজাতক (৩০)	বৃষ ও গোবৎস (The Ox and the Calf.)

ছিলেন তাহার অপর একটী প্রমাণ প্রত্যেক কথার শেষে তাহার উপদেশ-ব্যাখ্যা। এই প্রথা জাতকার্থবর্ণনাদিতেই প্রথম দেখা যায়; কিন্তু ইহা রচনানৈপুণ্যের পরিচায়ক নহে। যে কথা সুরচিত, তাহার উপদেশ ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন থাকে না। তাহা শুনিবামাত্র লোকে আপনা হইতেই উপদেশটী হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে; স্বতন্ত্রভাবে তাহার উপদেশ শুনাইতে গেলে পুনরুক্তি ও রসভঙ্গ ঘটে। কিন্তু প্রাচ্য কথাসংগ্রাহকেরা, প্রয়োজন থাকুক বা না থাকুক, একটা না একটা উপদেশ যোজনা করিয়া কথাগুলিকে নিরর্থক ভারাক্রান্ত করিয়াছেন এবং তাঁহাদের অনুকরণ করিতে গিয়া পাশ্চাত্যেরাও এই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। অধিকন্তু মূলের সহিত প্রকৃষ্ট পরিচয় না থাকায় পাশ্চাত্য লেখকেরা উপদেশ-ব্যাখ্যায় সর্ব্বত্র কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। কচ্ছপজাতকে বাচালতার পরিণাম প্রদর্শিত হইয়াছে; কিন্তু তথাকথিত ঈষপের সংগ্রাহক ইহা ধরিতে পারেন নাই।

কেবল উপদেশ-যোজনার প্রথা নহে, ছবিদ্বারা কথাগুলি লোকের প্রত্যক্ষীভূত করিবার রীতিও য়ুরোপবাসীরা ভারতবর্ষ হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। বেরুট-স্তূপের ছবিগুলি যে কত প্রাচীন তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। উত্তরকালে বিদ্‌পাইএর গল্প প্রভৃতিতে আরববাসীরাও ছবি ব্যবহার করিতেন এবং য়ুরোপবাসীরা এই সমস্ত গ্রহণ করিবার সময় শুদ্ধ আখ্যানগুলির অনুবাদ করিয়াই ক্ষান্ত হইতেন না, ছবিগুলিও নকল করিয়া লইতেন।

প্রাচ্যের অনুকরণে চিত্রদ্বারা কথার ব্যাখ্যা।

প্রাচ্যখণ্ডেও প্রচারকদিগের চেষ্টায় বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তার ঘটিয়াছিল এবং অনেক জাতককথা ইহুদিপ্রভৃতি জাতির সুবিদিত হইয়াছিল। বাইবলের পূর্ব্ব খণ্ডে * সলোমনের অদ্ভুতবিচারপটুতা সম্বন্ধে একটী আখ্যান আছে। দুই গণিকা একটী বালক লইয়া বিবাদ করিতে করিতে তাঁহার নিকট

য়িহুদিদিগের সাহিত্যে ও বাইবলে জাতকের প্রভাব।

জাতক	ঈষপ
নৃত্যজাতক (৩২)	কিকি ও ময়ূর (The Jay and the Peacock).
মশকজাতক (৪৪)	খল্লাট ও মক্ষিকা (The Baldman and the Fly)
সুবর্ণহংসজাতক (১৩৬)	স্বর্ণডিম্বপ্রসবিনী হংসী (The Goose with golden eggs).
সিংহচর্ম্মজাতক (১৮৯)	সিংহচর্ম্মাচ্ছাদিত গর্দ্দভ (The Ass in a lion's skin).
কচ্ছপজাতক (২১৫)	কচ্ছপ ও ঈগলপক্ষী (The Eagle and the Tortoise).
জম্বুজাতক (২৯৪)	কাক ও শৃগাল (The Crow and the Fox).
জবশকুনজাতক (৩০৮)	নেকড়ে বাঘ ও বক (The Wolf and the Crane).
চুল্লধনুর্গ্রাহজাতক (৩৭৪)	কুকুর ও প্রতিবিম্ব (The Dog and the Shadow).
কুক্কুটজাতক (৩৮৩)	শৃগাল, কুক্কুট ও কুকুর (The Fox, the Cock and the Dog).
দ্বীপিজাতক (৪২৬)	নেকড়ে বাঘ ও মেষশাবক (The Wolf and the Lamb).

জাতকের সিংহ বা দ্বীপী ঈষপে নেকড়ে বাঘ, জাতকের হংস ঈষপে ঈগলপক্ষী, জাতকের ছাগী ঈষপে মেষশাবক, জাতকের কাষ্ঠকূট ঈষপে বক, এইরূপ সামান্য প্রভেদ থাকিলেও উপাখ্যানাংশে ইহারা একরূপ। এক প্রাণীর পরিবর্ত্তে অন্য প্রাণীর উল্লেখ দেশভেদে স্বাভাবিক, কারণ সকল দেশে সকল প্রাণী নাই। তথাপি পাশ্চাত্য কথাকারেরা ময়ূর, হস্তী, সিংহ প্রভৃতি ভারতবর্ষজাত প্রাণীদিগকে একেবারে পরিহার করিতে পারেন নাই।

ভারতবর্ষজাত অন্য যে আখ্যানগুলি ঈষপে' স্থান পাইয়াছে তাহাদের সংখ্যা আরও অধিক। উদাহরণস্বরূপ ঈষপের কুক্কুট ও মুক্তা, কৃষক ও কৃষ্ণসর্প, সহরের ইন্দুর ও পাড়াগাঁয়ের ইন্দুর, শৃগাল ও ঈগলপক্ষী, কাক ও ঈগলপক্ষী, সিংহ ও মূষিক, ষণ্ড ও ভেক ইত্যাদি কথার নাম করা যাইতে পারে।

* 1 Kings 3

উপস্থিত হয়। প্রত্যেকেই বলে বালকটী তাহার গর্ভজাত সন্তান। সলোমন তরবারি হস্তে লইয়া প্রস্তাব করিলেন, বালকটীকে দুই খণ্ড করিয়া দুইজনকে দেওয়া যাউক। যে প্রকৃত জননী নহে সে ইহাতে সম্মতি জ্ঞাপন করিল, কিন্তু দ্বিতীয়া রমণী বলিল, কাটিয়া কাজ নাই, আমার প্রতিদ্বন্দ্বিনীই বাছাকে লইয়া যাউক।” মহা-উন্মার্গ জাতকেও বোধিসত্ত্বের বিচারনৈপুণ্য-প্রদর্শনার্থ এই আখ্যায়িকার বর্ণনা আছে। এক যক্ষিণী ও এক মানবী একটী শিশু লইয়া উক্তরূপে বিবাদ করিতে করিতে বোধিসত্ত্বের নিকট বিচার প্রার্থনা করে। বোধিসত্ত্ব মাটিতে একটী রেখা আঁকিয়া তাহার উপর শিশুটীকে রাখিয়া দিলেন এবং বিবদমানা রমণীদ্বয়কে বলিলেন, তোমরা শিশুটীর পা ধরিয়া টান, যে উহাকে নিজের দিকে লইয়া যাইতে পারিবে সেই উহার গর্ভধারিণী বলিয়া স্থির হইবে। কিন্তু রমণীদ্বয় শিশুটীর পা ধরিয়া টানিতে আরম্ভ করিলে সে যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া প্রকৃত গর্ভধারিণী কান্দিতে কান্দিতে উহার পা ছাড়িয়া দিল।

এই আখ্যানটী খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে বা তাহার কিছু পূর্ব্বে ইটালী পর্য্যন্ত পরিজ্ঞাত হইয়াছিল, কারণ পম্পিয়াই নগরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে ইহার একটী ছবি পাওয়া গিয়াছে। পণ্ডিতবর গেইডোজ দেখাইয়াছেন যে রোমানেরা ইহা ভারতবর্ষ হইতে পাইয়াছিলেন, য়িহুদিদিগের নিকট হইতে নহে। সত্য বটে পোম্পিয়াই নগরের ছবিতেও শিশুটীকে দুইখণ্ড করিবার চেষ্টা প্রদর্শিত হইয়াছে, কিন্তু সম্ভবতঃ গল্পটিতে আদিম অবস্থায় এইরূপ বর্ণনাই ছিল; পরে জীবহিংসাবিরত বৌদ্ধদিগের দ্বারা কাটিবার পরিবর্ত্তে টানিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

বাইবলের এই অংশে ভারতবর্ষীয় কতিপয় দ্রব্যের সংস্কৃতজাত নাম দেখা যায় *। ফিনিকীয় বণিকেরা ভারতবর্ষের পশ্চিমোপকূলবর্ত্তী অভীর নামক পট্টন হইতে য়িহুদিরাজের জন্য এই সমস্ত দ্রব্য লইয়া গিয়াছিল। অতএব জাতকের কথাটী যখন বাইবলের এই অংশ অপেক্ষা প্রাচীন, তখন স্বীকার করিতে হইবে যে য়িহুদিরাই ইহা এদেশ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। শুদ্ধ জাতকের আখ্যায়িকা কেন, বাইবলের কোন কোন অংশে বেদের প্রভাবও লক্ষিত হয়। বাইবলের উত্তরখণ্ডের ত কথাই নাই; তাহাতে বৌদ্ধপ্রভাব জাজ্বল্যমান। মথিলিখিত সুসমাচারে দেখা যায় যীশু খ্রীষ্ট দুইবার অতি অল্প খাদ্য দ্বারা বহু লোকের ভূরিভোজন সম্পাদন করিয়াছিলেন। ঈল্লীশজাতকের প্রত্যুৎপন্ন বস্তুতে দেখা যায়, গৌতমও ঠিক এইরূপে নিজের লোকাতীত শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। এবংবিধ সাদৃশ্যপরম্পরা দেখিয়া আর্থার লীলিপ্রমুখ পণ্ডিতেরা বলেন যে খ্রীষ্টীয় সুসমাচারগুলির অনেক কথা গৌতমবুদ্ধের জীবনবৃত্তান্তের পুনরুক্তি মাত্র।

য়িহুদিদিগের প্রাচীন সাহিত্যে যে সমস্ত কথা দেখা যায়, তাহাদের কতকগুলি ভারতবর্ষ ও গ্রীস উভয়ত্রই প্রচলিত ছিল, কতকগুলি ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল, কিন্তু গ্রীসে ছিল না, কতকগুলি গ্রীসে প্রচলিত ছিল কিন্তু ভারতবর্ষে ছিল না; আর কতকগুলি ভারতবর্ষেও ছিল না, গ্রীসেও ছিল না। প্রথমোক্ত শ্রেণীর মধ্যে বিরোচনজাতকের ও জবশকুনজাতকের এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে

---

* যথা, তুক্কিম্, কোফ্, শেন্‌হব্বিম্, কার্পাস। তুক্কিম তামিল-মলয়ালাম্ ভাষায় তুকেই (সংস্কৃত শিখী অর্থাৎ ময়ূর), কোফ্=কপি, শেন্‌হব্বিম্=গজদন্ত (সম্ভবতঃ সংস্কৃত ইভদন্ত)।

কাকজাতকের ও সঞ্জীবজাতকের আখ্যান দেখা যায়; তদ্ভিন্ন পঞ্চতন্ত্র-বর্ণিত কোন কোন কথাও পাওয়া গিয়াছে। য়িহুদিরা কখনও পশুপক্ষি-সংক্রান্ত গল্পরচনায় নৈপুণ্য লাভ করেন নাই। তাঁহাদের সাহিত্যে এইরূপ কথার সংখ্যা ত্রিশের অধিক হইবে না। ইহার মধ্যে পাঁচ ছয়টী মাত্র তাঁহারা আত্মরচিত বলিতে পারেন। ইহাতে স্বতঃই মনে হয় এসম্বন্ধে ভারতবর্ষ দাতা এবং য়িহুদিরা গৃহীতা। কতকগুলি কথা কৈরিসেস্-প্রণীত এই পরিচয় দিয়া য়িহুদিরাও ইহা স্বীকার করিয়াছেন। যেমন গ্রীসে, সেইরূপে যুডিয়াতেও রাজনীতিক আলোচনার জন্যই পশ্বাদিসংক্রান্ত আখ্যানের প্রচলন ঘটে (খ্রীঃ প্রথম শতাব্দী)।

খ্রীষ্টানসমাজে গৌতমবুদ্ধ সাধুপুরুষরূপে অর্চ্চিত।

খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবসম্বন্ধে এখানে প্রসঙ্গক্রমে আর একটী বিস্ময়কর ব্যাপার বলা যাইতে পারে। অষ্টম শতাব্দীতে ডামাস্কাস্ নগরবাসী জন নামক এক সাধুপুরুষ গ্রীক্‌ভাষায় অনেক ধর্ম্মগ্রন্থ রচনা করেন, তন্মধ্যে একখানির নাম "বার্লাম্ ও যোয়াসফ্"। যোয়াসফ্ বা যোসাফট্ ভারতবর্ষের এক রাজপুত্র; তিনি বার্লামের নিকট দীক্ষাগ্রহণপূর্ব্বক সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। ইতঃপূর্ব্বে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিবার জন্য এরূপ কোন আখ্যায়িকা লিখিত হয় নাই; এই নিমিত্ত 'বার্লাম ও যোয়াসফ্' য়ুরোপখণ্ডের সর্ব্বত্র সমাদৃত হইয়াছিল। লাটিন, ফ্রেঞ্চ, ইটালিয়ান, জার্ম্মাণ, স্পেনিশ্, সুইডিস্, ওলন্দাজ, আইস্‌ল্যাণ্ডিক প্রভৃতি ভাষায় ইহার অনুবাদ হয়; এবং রোমাণ কাথলিকদিগের উপাসনাদিক্রিয়ায় অন্যান্য খ্রীষ্টীয় সাধুপুরুষদিগের নামের ন্যায় বার্লাম্ ও যোসাফটের নাম উচ্চারণ করিবার ব্যবস্থা হয়। যেমন বৈষ্ণবদিগের মধ্যে প্রভুদিগের আবির্ভাব বা তিরোভাব স্মরণ করিবার জন্য এক একটী দিন উৎসর্গ করা হইয়া থাকে, রোমাণ কাথলিক সাধুপুরুষদিগের জন্যও সেইরূপ প্রথা আছে। এই নিয়মানুসারে ২৭ শে নবেম্বর বার্লামের ও যোসাফটের স্মরণার্থ উৎসর্গ করা হইত। য়ুরোপের প্রাচ্য খ্রীষ্টান সমাজেও* যোসাফটকে 'যোসাফ' এই নামে সাধুশ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছিল, কিন্তু সেখানে বার্লাম্ কোন স্থান পান নাই। প্রাচ্যসমাজে ২৬শে আগষ্ট সাধু যোসাফটের স্মারক দিন।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে যোসাফট্ কে? তিনি যে ভারতবর্ষীয় রাজপুত্র ইহা গ্রন্থকারই বলিয়াছেন। য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা দেখাইয়াছেন যে তিনি আর কেহ নহেন—স্বয়ং গৌতম বুদ্ধ। বুদ্ধত্বলাভের পূর্ব্বে গৌতম ছিলেন 'বোধিসত্ত্ব'। এই শব্দটী আরবী ভাষায় হইয়াছিল 'য়োদাসফ্' এবং আরব হইতে গ্রীসে প্রবেশ করিবার সময় হইয়াছিল 'য়োসাফট্'। † য়োসাফটের জীবনবৃত্তান্ত সেণ্ট জন যে ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় গৌতমবুদ্ধই তাঁহার গ্রন্থের নায়ক। জাতকের অনেক কথাও ঐ গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। ‡ কপিলবস্তুর

* Greek Church.

† প্রথমে ইহা আরবী ভাষায় 'বোদাসফ' এইরূপ উচ্চারিত হইত, পরে লিপিকরপ্রমাদবশতঃ 'বে' অক্ষরের পরিবর্ত্তে 'যা' অক্ষর ব্যবহৃত হইয়া 'য়োদাসফ্' এই রূপান্তর গ্রহণ করে; অতঃপর আরবী হইতে গ্রীকে যাইবার সময় পুনর্ব্বার লিপিকরের দোষে 'ডেলটা' অক্ষরের পরিবর্ত্তে 'আল্‌ফা' অক্ষর প্রযুক্ত হইয়া য়োযাসফ্' রূপ ধারণ করিয়াছিল। এদিকে বাইবলে 'যেহোসাফট্' নামক রাজার উল্লেখ আছে, খ্রীষ্টানেরা এই শব্দের সহিত সাদৃশ্যযুক্ত মনে করিয়া 'য়োয়াসফ্'কে শেষে 'যোসাফট' করিয়া তুলিয়াছিলেন।

‡ যেমন অলম্বুষাজাতক (৫২৩)।

করুণাসিন্ধু যে অদ্যাপি রোমাণ ক্যাথলিকদিগের নিকট সাধুশ্রেণীভুক্ত হইয়া পূজা পাইতেছেন ইহা ভাবিলে এদেশে এমন কে আছেন যাঁহার হৃদয়ে অপূর্ব্ব আনন্দরসের উৎস না ছুটিবে? যাঁহারা প্রকৃত মহাপুরুষ তাঁহারা এইরূপেই সর্ব্বত্র বরেণ্য হইয়া থাকেন।

জাতককথার দেশভ্রমণ।

কোন কোন জাতককথার দেশভ্রমণবৃত্তান্ত বলা হইল। যাঁহারা জাতক সাহিত্যের অত্যধিক ভক্ত, তাঁহারা ইহাতে অডিসিউসের ভ্রমণবৃত্তান্তেরও আভাস পাইয়াছেন (যথা মিত্রবিন্দকজাতক)। কিন্তু অনেকেই ততদূর অগ্রসর হইতে সাহস পাইবেন না। তথাপি মনে হয় মিত্রবিন্দকের সহিত সিন্দবাদের হয়ত কোন সম্পর্ক থাকিতে পারে। ইটালী দেশীয় পণ্ডিত কম্পারেট্টির মতে মিত্র-বিন্দকই সিন্দবাদের আদিপুরুষ। রাধাজাতক প্রভৃতি দুই একটী জাতক যে আরব্য নৈশোপাখ্যানমালাতে স্থান পাইয়াছে ইহা আমরাও বুঝিতে পারি। নৈশোপাখ্যানমালা খুব প্রাচীন গ্রন্থ নহে। মুসলমানধর্ম্মের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে এশিয়ার মধ্যখণ্ডে বৌদ্ধধর্ম্মেরই প্রভাব ছিল, আবার এই বৌদ্ধেরা শেষে মুসলমান হইয়াছিলেন। কাজেই তাঁহাদের অনেক আখ্যান মুসলমান সাহিত্যে প্রবেশ করিয়াছিল। আরববাসীদিগের সংস্পর্শে আসিয়া নিরক্ষর নিগ্রোরা পর্য্যন্ত জাতককথা শিখিয়াছে। দক্ষিণ ক্যারোলিনার নিগ্রো শিশুরা রিমাস্ কাকার যে কথা শুনে, তাহা শ্লেষরোমজাতক ভিন্ন আর কিছু নহে। উত্তরকালে যখন যীশুখ্রীষ্টের সমাধিমন্দির লইয়া প্রাচ্যের সহিত প্রতীচ্যের সঙ্ঘর্ষ হয়, তখনও কোন কোন প্রাচ্যকথা য়ুরোপে প্রবেশ করে। ইংলণ্ডরাজ সিংহবিক্রম রিচার্ড স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বিদ্রোহী ভূস্বামীদিগকে ভৎসনা করিবার সময় সত্যংকিল জাতকের আখ্যায়িকাটী বলিয়াছিলেন, মহাকবি চসার বেদভজাতক অবলম্বন করিয়া Pardoner's Tale রচনা করিয়াছিলেন। সেক্সপিয়রপ্রণীত Merchant of Venice নামক নাটকে অর্দ্ধসের মাংসের এবং পেটিকাত্রয়ের সম্বন্ধে যে বিবরণ আছে তাহাও পরোক্ষভাবে ভারতবর্ষীয় কথা হইতেই গৃহীত হইয়াছিল। অধুনাতন সময়ে লা-ফন্টেন প্রভৃতি কথাকারেরাও ভারতবর্ষীয় কথাকারদিগের নিকট ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন, গ্রীম্‌ভ্রাতৃদ্বয়-সংগৃহীত কথাকোষে দধিবাহনজাতক প্রভৃতি সতর আঠারটী জাতকের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

জাতকের উপযোগিতা।

এখন জাতকের উপযোগিতা সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতেছে। কথাতত্ত্বের আলোচনা করিতে হইলে এবংবিধ প্রাচীন গ্রন্থ যে নিতান্ত আবশ্যক ইহা পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন হইয়াছে। যে সকল কথা সাহিত্যে ও লোক মুখে চলিয়া আসিতেছে, আদিম অবস্থায় তাহারা কিরূপ ছিল ও কি উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছিল, কি কারণে দেশভেদে তাহাদের পরিবর্ত্তন ঘটিল, ইত্যাদি নির্ণয় করিতে হইলে জাতক ও অন্যান্য প্রাচীন কথা পাঠ করিতে হয়। এই উপযোগিতা দেখিয়াই পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা জাতকের অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে সমগ্র পালি জাতকার্থবর্ণনা ইংরাজী অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে এবং ইংরাজী ভাষায় ইহার অনুবাদ সম্পন্ন হইয়াছে। গত পঁচিশ বৎসরে জাতকগুলি য়ুরোপবাসী-দিগের এতই ভাল লাগিয়াছে যে তাঁহারা ইহাদের কোন কোন চিত্তরঞ্জক আখ্যান

অবলম্বন করিয়া শিশুপাঠ্যগ্রন্থরচনাতেও প্রবৃত্ত হইয়াছেন। জাতকের আলোচনা করিলে আমাদের কি কি উপকার হইতে পারে তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল :—

জাতক উপদেশাত্মক।

প্রথমতঃ—জাতকের সমস্ত কথাই উপদেশাত্মক, এবং ইহাদের সকলগুলি না হউক, অধিকাংশ মহাপুরুষবাক্য। কাজেই ইহা হইতে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলে নির্ম্মল আনন্দের সহিত উপদেশ লাভ করিতে পারিবে। ইহার কোনও কোনও অংশ এমন সুন্দর যে, পাঠের সময় মনে হয়, যেন সেই করুণাবতার জগদ্‌গুরুর অমৃতময়ী বচনপরম্পরা এখনও আমাদের কর্ণকুহরে ঝঙ্কৃত হইতেছে। কিরূপে কথাচ্ছলে ও বচনমাধুর্য্যে অতি দুরূহ ধর্ম্মতত্ত্বও সর্ব্বসাধারণের হৃদয়ঙ্গম করাইতে পারা যায়, জাতকে তাহার ভূরি ভূরি নিদর্শন আছে।

জাতকে বিশ্বপ্রেম।

দ্বিতীয়তঃ—জাতক-পাঠে সৃষ্টির একত্ব উপলব্ধি হয়, সর্ব্বজীবে প্রীতি জন্মে। খ্রীষ্টধর্ম্মে বলে, মানবমাত্রকেই ভ্রাতৃভাবে দেখ। বৌদ্ধধর্ম্মে বলে, জীবমাত্রকেই আত্মবৎ বিবেচনা কর। যিনি এ যুগে বুদ্ধ, তিনি অতীত যুগে মৃগ, মর্কট, মৎস্য, বা কূর্ম্ম ছিলেন, যে এ যুগে মৃগ বা মর্কট, সেও ভবিষ্যদ্‌যুগে পূর্ণেন্দ্রিয়সম্পন্ন হইয়া দুর্লভ মানবজন্ম লাভ করিবে। অতএব, অদ্যই হউক, আর কল্পান্তেই হউক, সমস্ত জীবই এক—স্কন্ধসমষ্টিমাত্র—এবং কর্ম্মক্ষয়ান্তে সকলেই নির্ব্বাণ লাভ করিবে।

জাতকে পুরাতত্ত্ব।

তৃতীয়তঃ—জাতকের অনেক আখ্যায়িকায়, বিশেষতঃ প্রত্যুৎপন্নবস্তুতে পুরাকালের রীতিনীতি ও আচারব্যবহার সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানিতে পারা যায়। কথা কল্পনাসম্ভবা, কিন্তু [illegible] বলিয়া বর্ণনা করিবেন ইহাই তাঁহার ব্যবসায়, কিন্তু তিনি পারিপার্শ্বিক অবস্থার বাহিরে যাইতে পারেন না, নানা প্রসঙ্গে সমসাময়িক বিধিব্যবস্থা, রাজনীতি ও সমাজ-নীতি হয় স্পষ্টভাষায়, নয় ধ্বনি দ্বারা বলিয়া যান, নচেৎ তাঁহার কথার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া পড়ে। জাতক-সংগ্রহকালে দেশান্তরের সংস্পর্শে ভারতবর্ষের বিকৃতি ঘটে নাই, কাজেই তদানীন্তন সমাজের নিখুঁৎ চিত্র দেখিতে হইলে, এই সকল আখ্যায়িকা পাঠ করা আবশ্যক। আমরা দেখিতে পাই, তাদৃশ প্রাচীন সময়েও এতদ্দেশীয় ধনী লোকে সপ্তভূমিক প্রাসাদে বাস করিতেন; বণিকেরা পোতারোহণে দ্বীপান্তরে বাণিজ্য করিতে যাইতেন, জলপথে জল-নিয়ামকেরা ও স্থলপথে মরুকান্তার অতিক্রম করিবার সময় স্থল-নিয়ামকেরা পথ প্রদর্শন করিয়া দিতেন, মহানগরসমূহের অধিবাসিগণ চাঁদা তুলিয়া অনাথাশ্রম চালাইতেন, এবং অনাথ বালকেরা পুণ্যশিষ্যরূপে পরিগৃহীত হইয়া অধ্যাপকদিগের নিকট বিদ্যাভ্যাস করিত। পাঠশালার বালকেরা কাষ্ঠ-ফলক বা তক্তিতে লিখিত ও অঙ্ক কষিত। তখন ভারতবর্ষের মধ্যে তক্ষশিলা নগরই বিদ্যালোচনার সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থান ছিল, কাশী প্রভৃতি দেশ হইতে শতসহস্র ছাত্র বিদ্যাশিক্ষার্থ তক্ষশিলায় যাইত। তখন তক্ষশিলায় চিকিৎসা-শাস্ত্র শিক্ষা দিবার অতি সুন্দর ব্যবস্থা ছিল এবং তত্রত্য কোন কোন ছাত্র শল্য-চিকিৎসায় এরূপ নৈপুণ্যলাভ করিয়াছিলেন যে বর্ত্তমান শল্যকর্ত্তাদিগের মধ্যেও সে শ্রেণীর লোক সচরাচর দেখা যায় না।

তখন এ দেশে দাসত্ব প্রথা প্রচলিত ছিল, অবস্থাপন্ন লোকে মূল্য দিয়া দাস ক্রয় করিতেন। তখন শাসনপ্রণালী সাধারণতঃ রাজতন্ত্র ছিল বটে,

কিন্তু রাজপদ নিতান্ত নিরাপদ্ ছিল না। রাজা অত্যাচারী হইলে প্রজারা বিদ্রোহী হইত এবং সময়ে সময়ে তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত বা নিহত করিয়া অন্য কাহাকেও রাজত্ব দিত; কখনও কখনও রাজার পুত্রেরা পর্য্যন্ত পিতার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিতেন। এই নিমিত্ত রাজাকে সর্ব্বদা অতি সাবধানভাবে চলিতে হইত। তখন কন্যাগণ যৌবনোদয়ের পর পাত্রস্থা হইতেন; ক্ষত্রিয়েরা পিতৃষ্বস্সুতা প্রভৃতি নিকট আত্মীয়দিগকে বিবাহ করিতে পারিতেন। তখন রমণীদিগের মধ্যে অনেকে সুশিক্ষা লাভ করিতেন, সম্ভ্রান্ত বংশেও বিধবার পুনর্বিবাহ হইত এবং পতি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলে পত্নীর পক্ষে পত্যন্তরগ্রহণ বিধি-সঙ্গত ছিল। বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় তখনও লোকে দুঃস্বপ্ন ও দুর্নিমিত্ত দেখিয়া ভয়ে কাঁপিত এবং ভূতবলি, পিশাচবলি প্রভৃতি দিয়া শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করিত; তখন লোকে অর্থদ্বারা অপরের পুণ্যাংশ ক্রয় করিত।

যাঁহারা প্রব্রাজক হইতেন তাঁহারা কামিনী ও কাঞ্চনকে ভয় করিতেন। এই জন্য কোন কোন জাতকে নারীচরিত্রের প্রতি ঘোর অবিশ্বাস করা হইয়াছে—উদ্দেশ্য, যাহাতে ভিক্ষুদিগের মনে নারীসম্বন্ধে বিতৃষ্ণার উদ্রেক হয়। কিন্তু উৎপলবর্ণা, বিশাখা, আম্রপালী প্রভৃতির ইতিবৃত্তে দেখা যায় তখন নারীরাও ধর্ম্মচর্য্যায় পুরুষদিগের তুল্যকক্ষ ছিলেন।

জাতক প্রাচীন ইতিহাসের অন্যতম ভাণ্ডার।

চতুর্থতঃ—জাতকের প্রত্যুৎপন্নবস্তুতে প্রাচীন ভারতবর্ষের, বিশেষতঃ কোশল, বৈশালী ও মগধরাজ্যের, অনেক ইতিবৃত্ত আছে। কেহ কেহ বলেন প্রত্যুৎপন্ন অংশ যখন অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে রচিত, তখন তদন্তর্গত ঐতিহাসিক বিবরণ সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসযোগ্য নহে। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে রচিত হইলেও ইহা নিতান্ত অপ্রাচীন নয়,—কারণ ইহা বর্ত্তমান সময়ের প্রায় সার্দ্ধসহস্রবর্ষ পূর্ব্বে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। সার্দ্ধসহস্রবৎসর পূর্ব্বে পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, প্রামাণিক ইতিবৃত্তের বিরোধী না হইলে তাহা আমরা অবিশ্বাস করিব কেন? আমরা দেখিতে পাই প্রসেনজিতের পিতা মহাকোশল বিম্বিসারকে কন্যা দান করিয়াছিলেন এবং স্নানাগারের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ কাশীগ্রাম যৌতুক দিয়াছিলেন। দেবদত্তের কুপরামর্শে বিম্বিসারের পুত্র অজাতশত্রু পিতৃবধ করিলে প্রসেনজিৎ ক্রুদ্ধ হইয়া ঐ গ্রাম বিনষ্ট করিয়াছিলেন, তন্নিবন্ধন অজাতশত্রুর সহিত তাঁহার যুদ্ধ ঘটিয়াছিল, ঐ যুদ্ধে প্রসেনজিৎ প্রথমে পরাস্ত হইলেও পরে জয়লাভ করিয়াছিলেন এবং অজাতশত্রুকে কন্যাদান করিয়া তাঁহার সহিত সন্ধিসূত্রে বদ্ধ হইয়াছিলেন। অতঃপর প্রসেনজিৎও নিজের পুত্র বিরূঢককর্ত্তৃক সিংহাসনচ্যুত হইয়া পলায়ন করিয়াছিলেন এবং নির্ব্বাসিত অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন, এই বিরূঢকই কিয়ৎকাল পরে কপিলবস্তু বিধ্বস্ত করিয়া শাক্যকুল নির্ম্মূল করিয়াছিলেন। অজাতশত্রু পরিণামে অনুতপ্ত হইয়া বুদ্ধের শরণ লইয়াছিলেন। তখন আর্য্যাবর্ত্তে চম্পা, রাজগৃহ, শ্রাবস্তী, সাকেত, কৌশাম্বী ও বারাণসী এই ছয়টী নগর সর্ব্বপ্রধান বলিয়া গণ্য ছিল; ইহাদের মধ্যে বারাণসীই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় তখনও বারাণসীর কৌশেয়বস্ত্র সর্ব্বত্র সমাদৃত হইত। বৈশালী সমৃদ্ধিশালী হইলেও উক্ত নগরগুলির তুল্যকক্ষ হইতে পারে নাই। বৈশালীতে কুলতন্ত্র-শাসন প্রবর্ত্তিত ছিল; তত্রত্য লিচ্ছবিগণ সম্প্রীতভাবে শাসন-কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন এবং সকলেই রাজা নামে অভিহিত হইতেন। এইরূপ

বৌদ্ধশিল্পে জাতকের প্রভাব।

অনেক বৃত্তান্ত জাতকের প্রত্যুৎপন্ন বস্তু হইতে সংগ্রহ করা যাইতে পারে এবং এ সমস্ত অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। বিন্‌সেণ্ট স্মিথ্ প্রভৃতি পুরাবৃত্তকারেরা জাতককে ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসের অন্যতম ভাণ্ডার বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

পঞ্চমতঃ—যেমন গ্রীক্ শিল্পে হোমারের ও হেসিয়ডের, হিন্দুশিল্পে বাল্মীকির ও ব্যাসের, সেইরূপ বৌদ্ধ শিল্পে জাতককারের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। সাঁচী, বেরুট, বড় বুদোরো * প্রভৃতি স্থানের ধ্বংসাবশেষে পুরাতন বৌদ্ধ তক্ষকগণের অদ্ভুত প্রতিভার যে সকল নিদর্শন আছে তাহা সুন্দররূপে বুঝিতে হইলে জাতকের সহিত পরিচয় আবশ্যক।

জাতকপাঠে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রকৃতি বুঝিবার সুবিধা।

ষষ্ঠতঃ—জাতকপাঠে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রকৃতি অতি বিশদভাবে হৃদয়ঙ্গম হয়। অনেকের বিশ্বাস বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের বিরোধী। কিন্তু শাক্ত, শৈব, সৌর, বৈষ্ণব প্রভৃতি মতের ন্যায় বৌদ্ধ মতকেও হিন্দু ধর্ম্মেরই একটী শাখা বলা যাইবে না কেন? ইহাতে পরলোক আছে, স্বর্গ ও নরক আছে, কর্ম্মফল আছে; ইহাতে ইন্দ্রাদিদেবতা, বলিপ্রতিগ্রাহিদেবতা, বৃক্ষদেবতা, যক্ষরাক্ষসাদি অপদেবতা আছেন। ইহা সর্ব্বজনীন হইলেও উচ্চজাতির প্রাধান্য স্বীকার করে, শ্রমণ ব্রাহ্মণকে সমান আদর করে, নীচ বর্ণে জন্মপ্রাপ্তি পাপের পরিণাম বলিয়া মনে করে। ইহার ক্ষণিকত্ববাদ, শূন্যবাদও বোধ হয় নিতান্ত অহিন্দু নহে; ইহার পরিনির্ব্বাণে ও হিন্দুর কৈবল্যে প্রভেদ অতি অল্প। তবে ধর্ম্মের যাহা বহিরঙ্গমাত্র, যাহাতে আড়ম্বর আছে, কিন্তু নিষ্ঠা বা কর্ম্মশুদ্ধি নাই, যাহাতে যজ্ঞ হয় প্রাণিবধের জন্য, বৌদ্ধেরা তাহারই বিরোধী। সে ভাব ত বৈষ্ণবদিগের মধ্যেও দেখা যায়। বর্ত্তমান হিন্দুসমাজেও বৌদ্ধপ্রভাব সর্ব্ববাদিসম্মত। যখন আমরা নিরীশ্বর সাংখ্যকারকে হিন্দু বলিতে কুণ্ঠিত নহি, তখন বুদ্ধকেই বা অহিন্দু বলিতে যাইব কেন? আমরা বরং তাঁহাকে ও তাঁহার শিষ্যগণকে হিন্দু বলিব। তাহা হইলে বুঝিব, হিন্দুর মাহাত্ম্য, হিন্দুর আধ্যাত্মিক প্রভাব কেবল ভারতবর্ষে সীমাবদ্ধ নহে, সমগ্র ভূমণ্ডলে দেদীপ্যমান—বুঝিব যে হিন্দুর সংখ্যা বিংশতি কোটি নহে, সপ্ততি কোটি, বুঝিব যে কেবল দশগুণোত্তর অঙ্ক-লিখনে নয়, কেবল বীজগণিতে বা

---

* বরবুদোরো যবদ্বীপের অন্তঃপাতী একটী স্থান, সাঁচী ভূপালরাজ্যের অন্তর্গত—ভূপাল হইতে গোয়ালিয়র আসিবার পথে জি আই. পি. রেলওয়ের একটী ষ্টেশন; বেরুট মধ্যপ্রদেশে সাতনা ষ্টেশনের অনতিদূরে। পূর্ব্বকালে উজ্জয়িনী মগধরাজ্যের অন্তর্ভূত ছিল। সাঁচী ও বেরুট উভয় স্থানই উজ্জয়িনী হইতে পাটলিপুত্রে যাইবার পথে অবস্থিত। সাঁচীর ৩ ক্রোশ দূরে বেত্রবতীতীরস্থ বিদিশা বা ভিল্‌সা।

বেরুটস্তূপে নিম্নলিখিত জাতকগুলির ছবি চিনিতে পাওয়া গিয়াছে:—মখাদেবজাতক (৯), ন্যগ্রোধমৃগজাতক (১২), নৃত্যজাতক (৩২), আরামদূষকজাতক (৪৬), অন্ধভূতজাতক (৬২), দুভিয়মর্কটজাতক (১৭৪), অসদৃশজাতক (১৮১), কুরঙ্গমৃগজাতক (২০৬), কর্কটজাতক (২৬৭), সুজাতজাতক (৩৫২), কুক্কুটজাতক (৩৮৩), মৃগপক্ষজাতক (৫৩৮), লটুকিকজাতক (৩৫৬), দশরথজাতক (৪৬১), চন্দ্রকিন্নরজাতক (৪৮৫), ষড়্‌দন্তজাতক (৫১৪), ঋষ্যশৃঙ্গজাতক (৫২৩), বিধুরজাতক (৫৪৫), মহাজনকজাতক (৫৩৯)। তদ্ভিন্ন এখানে নিদানকথাবর্ণিত অনেক দৃশ্যও শিলাখণ্ডে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। সাঁচীস্তূপে শ্যামজাতকের (৫৪২), অসদৃশজাতকের এবং বিশ্বন্তরজাতকের ছবি পাওয়া গিয়াছে।

রেখাগণিতে বা চিকিৎসাবিদ্যায় নয়, ধর্ম্মে ও দর্শনেও হিন্দু জগদ্‌গুরু। বৌদ্ধ ধর্ম্মের নিকট খ্রীষ্টধর্ম্মের ঋণ এবং খ্রীষ্টধর্ম্মের নিকট মোহম্মদীয়ধর্ম্মের ঋণ এখন আর অস্বীকারের বিষয় নহে।

জাতক কুসংস্কার-বিরোধী।

সপ্তমতঃ—জাতক পাঠ করিলে দেখা যায়, বৌদ্ধেরা তখন কিরূপ উৎসাহের সহিত কুসংস্কারের বিরোধী হইয়াছিলেন। তাঁহারা যখনই সুবিধা পাইতেন, তখনই ফলিতজ্যোতিষ, শকুনবিদ্যা প্রভৃতির অসারতা বুঝাইয়া দিতেন। ইহার নিদর্শনস্বরূপ বর্ত্তমান খণ্ডের নক্ষত্রজাতকের (৪৯) ও মঙ্গলজাতকের (৮৭) গাথাগুলি দ্রষ্টব্য। মানবের মনকে ভ্রমপাশ হইতে মুক্ত করা, শাস্ত্র অপেক্ষা যুক্তির প্রাধান্য ঘোষণা করা বৌদ্ধদিগের প্রধান কার্য্য। তাঁহারা যতদূর পারিয়াছিলেন এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়াছিলেন এবং তাহারই ফলে বৌদ্ধযুগে ভারতবর্ষে নানা বিষয়ে এত উন্নতি হইয়াছিল।

পালিজাতক পাঠে অনেক বাঙ্গালা শব্দের উৎপত্তিনির্ণয়ের সুবিধা।

অষ্টমতঃ—বাঙ্গালা ভাষার নিত্যব্যবহৃত অনেক শব্দের উৎপত্তি নির্ণয় করিতে হইলে পালি সাহিত্যের, বিশেষতঃ জাতকের, আলোচনা আবশ্যক। অনেক শব্দ সংস্কৃতজাত হইলেও এত বিকৃতি পাইয়াছে যে আমরা সহজে তাহাদিগের মূল নির্দ্ধারণ করিতে পারি না এবং অভিধানাদিতে তাহাদিগকে 'দেশজ' আখ্যা দিয়া 'সাধুভাষার' বাহিরে রাখি। কিন্তু পালির সাহায্যে সময়ে সময়ে আমরা এই বিকৃতির প্রথমসোপান প্রত্যক্ষ করি, কাজেই তাহাদের উৎপত্তিনির্ণয় সুকর হয়। জাতকপাঠ করিবার পূর্ব্বে আমার ধারণা ছিল 'নর্দ্দামা' শব্দ দেশান্তরাগত, প্রকৃতিবাদ-প্রণেতা ইহাকে দেশজ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু যখন কুক্কুরজাতকে (২২) দেখিলাম রাজভৃত্যেরা বলিতেছে, "দেব, নিদ্ধমন মুখেন সুনখা পবিসিত্বা রথস্‌স চম্মং খাদিংসু" (মহারাজ, কুকুরেরা নর্দ্দামার মুখ দিয়া প্রবেশ করিয়াছে এবং রথের চর্ম্ম খাইয়াছে), তখন বুঝিলাম এই সমাজচ্যুত শব্দটী বহুপ্রাচীন এবং ভদ্রবংশজাত—সংস্কৃত 'ধ্মা' ধাতু হইতে উৎপন্ন। সুশ্রুতে 'নির্ধ্মাপন' শব্দ দেখা যায়। ইহার অর্থ ফুৎকারদ্বারা নিষ্কাশিত করা। অনন্তর বোধ হয় লক্ষণাদ্বারা ইহা জলনিষ্কাশক প্রণালী বুঝাইয়াছে। 'ছানি' (চক্ষুরোগ-বিশেষ) আপাতদৃষ্টিতে 'ছদ্‌' ধাতুজ বলিয়া মনে হয়, কিন্তু পালিতে দেখা যায় 'সাণী' শব্দটী 'পর্দ্দা' অর্থে ব্যবহৃত হইত, ইহা 'শণ' শব্দজ, এবং ইহার উৎপত্তিগত অর্থ শণসূত্রনির্ম্মিত বস্ত্র বা চট। প্রকৃতিবাদকার কিন্তু অতি অন্ত্যজ মনে করিয়া অভিধানে ইহাকে স্থানই দেন নাই। পূর্ব্ববঙ্গে চাষারা বলে "অমুক ঘরে নাই, পাট লইতে গিয়াছে"। শকুনজাতকে (৩৬) দেখা যায় চাষারা ক্ষেত নিড়াইয়া, ফসল কাটিয়া ও মলিয়া (নিড্ডায়িত্বা, লায়িত্বা ও মদ্দিত্বা) ভিক্ষুর পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিয়া দিবে বলিয়াছিল। কাজেই এখানে কেবল 'লওয়া' শব্দের নহে, 'নিড়ান' এবং 'মলন' শব্দেরও মূল বাহির হইল—বুঝা গেল যে প্রথম দুইটী যথাক্রমে ছেদনার্থক 'লূ' ও 'দা' ধাতুর সহিত এবং তৃতীয়টী 'মর্দ্দ' ধাতুর সহিত সম্বদ্ধ। এইরূপ আরও অনেক 'দেশজ' শব্দের উৎপত্তি জানা যাইতে পারে, যেমন :—

জাতকার্থবর্ণনার নিদানকথা তিন অংশে বিভক্ত—দূরেনিদানম্, অবিদূরেনিদানম্ এবং সন্তিকেনিদানম্। দীপঙ্কর বুদ্ধের সময় বোধিসত্ত্ব সর্ব্বপ্রথম বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির সঙ্কল্প করেন। সেই সময় হইতে বিশ্বন্তর-লীলাবসানে তুষিত স্বর্গে গমন পর্য্যন্ত দূরেনিদানে বর্ণিত। তুষিত স্বর্গত্যাগ হইতে বোধিদ্রুমমূলে বুদ্ধত্বলাভ পর্য্যন্ত অবিদূরেনিদানের কথা। ইহাতে দীপঙ্কর হইতে কাশ্যপ পর্য্যন্ত ২৪ জন অতীত বুদ্ধের বৃত্তান্ত আছে। অতঃপর গৌতমবুদ্ধের নানাস্থানে ভ্রমণ, ধর্ম্মচক্র-প্রবর্ত্তন প্রভৃতি ঘটনা সন্তিকেনিদানে বর্ণিত। এই অংশে গৌতমবুদ্ধের সমস্ত জীবনবৃত্তান্ত নাই; অনাথপিণ্ডদকর্ত্তৃক জেতবন-বিহারের উৎসর্গ বর্ণনা করিয়াই গ্রন্থকার উপক্রমণিকাংশ শেষ করিয়াছেন।

জাতকের প্রত্যুৎপন্ন বস্তু ও সমবধানসমূহে বৌদ্ধধর্ম্মশাস্ত্রের অনেক পারিভাষিক শব্দ আছে। বাঙ্গালায় ইহাদের প্রতিশব্দ পাওয়া যায় না, কাজেই সেগুলি অবিকৃত রাখিয়া দিয়াছি; তবে তাহাদের কোন্টীর কি অর্থ, পাদটীকায় যথাসাধ্য তাহা ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছি। ব্যক্তি ও স্থানসমূহের নাম সাধারণতঃ সংস্কৃতাকারে দিয়াছি; কিন্তু কোথাও কোথাও পালি শব্দই রহিয়া গিয়াছে। সমস্ত পালি নামের অনুরূপ সংস্কৃত নাম নির্ণয় করা বোধ হয় সম্ভবপর নহে।

ফলতঃ অনুবাদ খানি যাহাতে বাঙ্গালীমাত্রেরই সুখপাঠ্য হয় তন্নিমিত্ত যথাসাধ্য যত্ন করিয়াছি, কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিয়া বিশ্বাস হয় না। আমার দেহ বয়োভারাক্রান্ত, উপর্য্যুপরি কয়েকবার কঠোর শোক ভোগ করিয়া মনও স্থৈর্য্য হারাইয়াছে; বিশেষতঃ এরূপ গুরুকার্য্যসম্পাদন করিতে পারি এমন যোগ্যতাই বা কোথায়? তথাপি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র চন্দ্র শাস্ত্রী, পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রভৃতি কতিপয় বন্ধুর উৎসাহে ভয়ে ভয়ে এই প্রথম খণ্ড মুদ্রিত করিলাম। যদি ইহা সুধীসমাজে পরিগৃহীত হয় এবং আমার বয়সে কুলায়, তবে অতঃপর উত্তরখণ্ডগুলিও সমাপ্ত করিতে চেষ্টা করিব। গাথাগুলি পদ্যে বা গদ্যে অনুবাদ করা ভাল ইহা ভাবিতে অনেক সময় গিয়াছে। শেষে দেখিলাম গদ্যাংশ গদ্যে এবং পদ্যাংশ পদ্যে রাখিলেই মূলগ্রন্থের প্রকৃতি যথাসম্ভব অবিকৃতভাবে প্রদর্শিত হইবে। সমস্ত গাথাই যে উৎকৃষ্ট কবিতা তাহা নহে; বিশেষতঃ অকবির হাতে পড়িয়া কবিতারও কবিত্বহানি অপরিহার্য্য। অতএব পদ্যাংশে যে ত্রুটি রহিয়া গেল তাহার জন্য অনুবাদকই দায়ী।

---

* বোধিসত্ত্বের চর্য্যা তিন অংশে বিভক্ত:—(১) অভিনীহার অর্থাৎ আমি যেন বুদ্ধ হইতে পারি এই অভিলাষ, (২) ব্যাকরণ অর্থাৎ যে বুদ্ধের নিকট তিনি এই অভিলাষ করেন তৎকর্ত্তৃক ইহার ভবিষ্যৎ সিদ্ধিসম্বন্ধে উক্তি; (৩) হলাহল অর্থাৎ বুদ্ধ অবতীর্ণ হইতেছেন, তিনবার এই সুসংবাদের ঘোষণা—একবার লক্ষবর্ষ পূর্ব্বে, একবার সহস্রবর্ষ পূর্ব্বে এবং একবার শতবর্ষ পূর্ব্বে। দীপঙ্করের সময় বোধিসত্ত্ব ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়াছিলেন, তাঁহার নাম ছিল সুমেধা। গৌতমবুদ্ধের বোধিসত্ত্বাবস্থার প্রথম জন্ম সুমেধারূপে এবং শেষ জন্ম বিশ্বন্তররূপে। উদীচ্য বৌদ্ধমতে বোধিসত্ত্বচর্য্যা চারি অংশে বিভক্ত:—(১) প্রকৃতি চর্য্যা অর্থাৎ বুদ্ধ হইব এই অভিলাষের পূর্ব্বাবস্থা; (২) প্রণিধানচর্য্যা অর্থাৎ বুদ্ধ হইব এই দৃঢ় সঙ্কল্প, (৩) অনুলোম-চর্য্যা অর্থাৎ সেই প্রতিজ্ঞার অনুরূপ পারমিতাদির অনুষ্ঠান, (৪) অনিবর্ত্তনচর্য্যা অর্থাৎ যে ভাবে চলিলে ঐ প্রতিজ্ঞা হইতে পশ্চাৎপদ হইবার সম্ভাবনা থাকে না সেই ভাবে চলা।

অনুবাদে ব্যবহৃত পুস্তকসমূহের তালিকা।

১। Fausboll সম্পাদিত জাতকাথবণ্ণনা

২। The Jatakas (translated into English under the editorship of the late Professor E. B. Cowell—Cambridge University Press),

৩। Oldenberg's Essay on the Jatakas,

৪। Rhys David's Buddhist Birth stories,

৫। Hardy's Manual of Buddhism,

৬। Kern's Manual of Indian Buddhism,

৭। The Vinaya Pitaka (Sacred Books of the East series),

৮। মিলিন্দপঞ্‌হ (মূল এবং শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রিপ্রণীত বঙ্গানুবাদ),

৯। ধম্মপদ (মূল এবং শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসুপ্রণীত বঙ্গানুবাদ),

১০। থেরীগাথা (মূল এবং শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদারপ্রণীত বঙ্গানুবাদ),

১১। Sir Monier William's Buddhism,

১২। Childers' Pali-English Dictionary,

১৩। Professor Macdonnel's History of Sanskrit Literature,

১৪। Professor Bhandarkar's History of the Deccan,

১৫। Vincent Smith's Early History of India,

১৬। Arthur Lillie's Buddhism in Christianity,

১৭। The Fables of Bidpai, edited by Joseph Jacobs,

১৮। The Fables of Æsop " " "

১৯। Barlaam and Josaphat " " ইত্যাদি।

সূচীপত্র।

পৃষ্ঠ

(১) অপণ্ণকবর্গ।

(২) শীলবগ্গ।

(৩) কুরুঙ্গবগ্গ।

(৪) কুলাবকবগ্‌গ।

(৬) আসিংসবগ্‌গ।

(৭) ইত্থি বগ্গ।

(৮) বরুণবর্গ।

(৯) অপায়িম্হবর্গ।

(১০) লিত্তবগ্‌গ।

(১১) পরোসত বগ্‌গ।

(১২) হংসিবগগ।

(১৩) কুশনালি-বগ্‌গ।

(১৪) অসম্পদান বগ্‌গ।

(১৫) ককণ্টকবগ্গ।

জাতক

নমো তস্স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্স।

(সেই ভক্তিভাজন ভগবান্ সম্যক্‌সম্বুদ্ধকে নমস্কার)

এক নিপাত

১—অপণ্ণক-জাতক।*

[ভগবান্ শ্রাবস্তী নগরের নিকটবর্তী জেতবনস্থ † মহাবিহারে অবস্থান করিবার সময় ধ্রুবসত্য-শিক্ষাদানার্থ নিম্নলিখিত কথা বলিয়াছিলেন। যে উপলক্ষ্যে ইহার অবতারণা হইয়াছিল তাহা এই :—

শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডদের ‡ পঞ্চশত বন্ধু বৌদ্ধশাসন গ্রহণ না করিয়া অন্যান্য গুরুর শিষ্য হইয়াছিলেন। § এক দিন অনাথপিণ্ডদ ইঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া জেতবনে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে প্রচুর মাল্য, গন্ধ, বিলেপন এবং তৈল, মধু, গুড়, বস্ত্র, আচ্ছাদন প্রভৃতি দ্রব্যসম্ভার ছিল। তিনি মাল্যাদি দ্বারা ভগবানের অর্চ্চনা করিলেন, ভিক্ষুসঙ্ঘকে বস্ত্র-ভৈষজ্যাদি || উপহার দিলেন এবং অতি শিষ্টভাবে ¶ একান্তে উপবেশন করিলেন। তাঁহার বন্ধুগণও তথাগতের $ চরণ বন্দনা করিয়া তদীয় পার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন এবং বিস্ময়-বিস্ফারিতনেত্রে ভগবানের লোকাতীত বিভূতি—পূর্ণচন্দ্রনিভ মুখমণ্ডল, বুদ্ধত্বব্যঞ্জক সর্ব্বসুলক্ষণ-মণ্ডিত ও ব্যামপ্রমাণ-প্রভাপরিবৃত ব্রহ্মকলেবর ** এবং তন্নিঃসৃত, স্তরে স্তরে বিন্যস্ত, পূর্ণপ্রজ্ঞাজাত রশ্মিমালা অবলোকন করিতে লাগিলেন।

---

* অপণ্ণক—ধ্রুবসত্য।

† শ্রাবস্তীর নিকটবর্তী একটা বিখ্যাত উদ্যান। সবিস্তর বিবরণ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

‡ অনাথপিণ্ডদ (পালিভাষায় 'অনাথপিণ্ডিক') একজন প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ উপাসক। সবিস্তর বিবরণ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য। এই অনুবাদে ইঁহার নাম কোথাও 'অনাথপিণ্ডদ,' কোথাও বা 'অনাথপিণ্ডিক' লেখা হইয়াছে।

§ মূলে 'অঞ্ঞতিত্থিয়সাবকে' এই পদ আছে। 'শ্রাবক'—যে (উপদেশ) শ্রবণ করে, অর্থাৎ শিষ্য। 'তীর্থ' শব্দের অন্যতম অর্থ 'উপদেষ্টা' বা 'গুরু'। যাঁহারা ধর্ম্মসম্প্রদায় স্থাপন করিতেন, তাঁহারা তীর্থক, তৈর্থ্য, তীর্থিক, তৈর্থিক বা তীর্থঙ্কর নামে অভিহিত হইতেন। গৌতমের সময় এইরূপ, পরস্পর-বিরোধী অনেকগুলি ধর্ম্মসম্প্রদায় ছিল। বৌদ্ধ গ্রন্থে পূরণকাশ্যপ, নির্গ্রন্থজ্ঞাতিপুত্র প্রভৃতি ছয়জন বৌদ্ধশাসন-বিরোধী তীর্থকের নাম দেখা যায়। বৌদ্ধেরা ইঁহাদিগকে নীচকুলজ ও ভণ্ড বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে বৌদ্ধ সাধুপুরুষগণ ঋদ্ধিবলে আকাশমার্গে ভ্রমণ প্রভৃতি নানাবিধ অলৌকিক-কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিতেন, কিন্তু তীর্থকদিগের এরূপ ক্ষমতা ছিল না। এই নিমিত্ত তাঁহারা পরিণামে জনসাধারণের হাস্যাস্পদ হইয়াছিলেন।

|| ভেসজ্জ (ভৈষজ্য) বলিলে পালিভাষায় ঘৃত, নবনীত, তৈল, মধু ও গুড় এই পঞ্চ দ্রব্যও বুঝায়, এখানে এই অর্থই লইতে হইবে।

¶ মূলে "নিসজ্জ-দোসে বজ্জেত্বা" (অর্থাৎ উপবেশন-সংক্রান্ত ষড়্‌বিধ দোষ পরিহার করিয়া) এইরূপ আছে। অতি দূরে, সন্নিকটে, সম্মুখে, পশ্চাতে, উচ্চস্থানে ও বায়ুপ্রতিরোধ করিয়া উপবেশন নিষিদ্ধ।

$ ভগবান্, শাস্তা (উপদেষ্টা), দশবল, সুগত, বুদ্ধ, সম্যক্‌সম্বুদ্ধ, তথাগত ইত্যাদি গৌতমের উপাধি। পিটকে দেখা যায় গৌতম আপনাকে অনেক সময়ে 'তথাগত' নামেই অভিহিত করিতেন। বুদ্ধঘোষ এই শব্দটীর বহুবিধ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তন্মধ্যে, 'যিনি অতীত বুদ্ধগণ-প্রদর্শিত পথে গমন করিয়াছেন' এই অর্থই বোধ হয় সমীচীন। "যিনি তত্রাগত ('তথা' শব্দ 'তত্র' শব্দের অপভ্রংশ), অর্থাৎ যিনি অমুত্র বা নির্ব্বাণে উপনীত হইয়াছেন," কিংবা "যিনি অপর মানুষের ন্যায় আসিয়াছেন বা চলিয়া গিয়াছেন" এরূপ ব্যাখ্যাও অসঙ্গত নহে। শেষোক্ত ব্যাখ্যায় "তথাগত" শব্দ সকল মনুষ্যসম্বন্ধে প্রযোজ্য হইলেও বুদ্ধবাচক হইয়াছে। খ্রীষ্টানেরাও যীশুখ্রীষ্টকে মনুষ্য-পুত্র বলিয়া থাকেন।

** বৌদ্ধসাহিত্যে গৌতমের দেহ লোকাতীত সৌন্দর্য্যবিভূষিত ছিল বলিয়া বর্ণিত আছে। আকৃতি, কণ্ঠস্বর, দেহপ্রভা প্রভৃতি সমস্ত বিষয়েই তিনি ব্রহ্মার সদৃশ ছিলেন।

অনন্তর ভগবান্ তাঁহাদিগেব উপদেশার্থে মনঃশিলাসমাসীন-তরুণসিংহনিনাদসদৃশ কিংবা বর্ষাকালীন-মেঘগর্জ্জন-সদৃশ গুরুগম্ভীব অথচ অষ্টাঙ্গপরিশুদ্ধ* এবং রমনীয় ব্রহ্মস্বরে নানাবৈচিত্র্যবিভূষিত মধুব ধর্ম্মকথা আরম্ভ করিলেন, —বোধ হইতে লাগিল যেন আকাশ-গঙ্গা মর্ত্ত্যে অবতরণ কবিতেছে, কিংবা বাক্যচ্ছলে রত্নদাম গ্রথিত হইতেছে।

ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণে প্রসন্নচিত্ত হইযা তাঁহারা আসন হইতে উত্থিত হইলেন এবং দশবলেব † চরণবন্দনাপূর্ব্বক অপরাপব শরণ পবিহাব কবিয়া তাঁহাবই শরণ লইলেন। তদবধি তাঁহাবা প্রতিদিন গন্ধমাল্যাদি লইয়া অনাথপিণ্ডদেব সহিত বিহারে যাইতেন, ধর্ম্মকথা শুনিতেন, দান কবিতেন, শীলসমূহ ‡ পালন কবিতেন এবং উপোসথদিবসে যথাশাস্ত্র সংযমী হইযা থাকিতেন §।

ইহার পব শাস্তা শ্রাবস্তী ত্যাগ কবিয়া বাজগৃহে গমন কবিলেন, এবং তিনি প্রস্থান কবিবামাত্র ঐ পঞ্চশত ব্যক্তি বৌদ্ধশবণ পবিত্যাগপূর্ব্বক স্ব স্ব পূর্ব্বশবণ প্রতিগ্রহণ কবিলেন, কাজেই তাঁহাবা পূর্ব্বে যাহা ছিলেন, আবাব তাহাই হইলেন।

এদিকে ভগবান্ রাজগৃহে সাত আট মাস অবস্থিতি কবিযা জেতবনে প্রত্যাগমন করিলেন। তখন অনাথপিণ্ডদ পুনর্ব্বার সেই পঞ্চশত বন্ধুসহ শাস্তাব নিকট উপনীত হইযা গন্ধাদি দ্বারা তাঁহাব অর্চ্চনা পূর্ব্বক একান্তে উপবেশন কবিলেন। তাঁহাব বন্ধুগণও শাস্তাব চরণ বন্দনা কবিযা পূর্ব্বেব মত আসনে উপবিষ্ট হইলেন। অতঃপর ইঁহাবা কিরূপে তথাগতেব ভিক্ষাচর্য্যার সময বৌদ্ধশবণ পরিহাব কবিযাছেন এবং অন্যান্য শবণেব আশ্রয লইযা পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইযাছেন, অনাথপিণ্ডদ সেই বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক নিবেদন কবিলেন।

তচ্ছ্রবণে ভগবান্ মধুবস্ববে জিজ্ঞাসা কবিলেন, "কি হে উপাসকগণ, ‖ তোমবা ত্রিশবণ ¶ পরিহার কবিযা শরণান্তব গ্রহণ কবিয়াছ, এ কথা সত্য কি?" ভগবান্ যখন এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কবিলেন, তখন তাঁহাব মুখপদ্ম-বিনিঃসৃত দিব্যগন্ধে চতুর্দ্দিক্ আমোদিত হইল—হইবারই কথা, কারণ সে মুখমণ্ডল হইতে কোটিকল্পকাল কেবল সত্যই উচ্চাবিত হইযাছে। তাহা রত্নকবণ্ড-স্বরূপ,—উদঘাটিত হইলে উপদেশ-রত্ন লাভ কবিযা ত্রিলোক কৃতার্থ হয়।

শ্রেষ্ঠিবন্ধুগণ সত্য গোপন কবিতে অসমর্থ হইযা বলিলেন, "হাঁ ভদন্ত, $ এ কথা মিথ্যা নহে।" তাহা শুনিযা

* বিশিষ্ট মধুর, বিজ্ঞেয, শ্রবণীয, অবিসাবী, অনর্গল, গম্ভীব ও নিনাদী হইলে স্বব সর্ব্বাঙ্গসুন্দব হয।

† দশবল—ইহা বুদ্ধেব একটী উপাধি। দশবিধ বল যথা, স্থানাস্থানজ্ঞান, সর্ব্বত্রগামি-প্রতিপদাজ্ঞান অনেকধাতু-নানাধাতুজ্ঞান, সত্ত্বদিগেব নানাধিমুক্তিকতা-জ্ঞান, বিপাকবিমাত্রতা-জ্ঞান, ধ্যান, বিমোক্ষ, সমাধি ও সমাপত্তির সংক্লেশ-ব্যবদান-ব্যুত্থানজ্ঞান, ইন্দ্রিযপবাপরত্ব-বিমাত্রতাজ্ঞান, পূর্ব্বনিবাসানুস্মৃতিজ্ঞান, দিব্যচক্ষুর্জ্ঞান এবং আসবক্ষযজ্ঞান। [স্থানাস্থান = কি সম্ভবপব, কি অসম্ভব ইহা। সর্ব্বত্রগামিপ্রতিপদাজ্ঞান = মৃত্যুব পব কে কোন্ যোনিতে জন্মিবে ইহা জানিবার ক্ষমতা (প্রতিপদা = মার্গ)। ধাতু = পদার্থ। অধিমুক্তি = প্রকৃতি। বিপাক = ফল, পরিণতি। বিমাত্রতা = পার্থক্য, এই জ্ঞান দ্বাবা কে প্রাক্তন কর্ম্মফলে কোন্ কার্য্যের অধিকারী তাহা বুঝা যায। ব্যবদান = পরিশুদ্ধতা (কি কবিলে ধ্যানাদির বিঘ্ন ঘটে, বা পবিশুদ্ধতা জন্মে বা ইচ্ছামত ধ্যান ত্যাগ কবিতে পারা যায, সংক্লেশ-ব্যবদান-ব্যুত্থান জ্ঞানে তাহা জানিবাব ক্ষমতা জন্মে)। ইন্দ্রিযপবাপরত্ববিমাত্রতা-জ্ঞান = জ্ঞানার্জ্জন সম্বন্ধে কাহাব কতদূব সাধ্য ইহা জানিবাব ক্ষমতা।]—আবার কেহ কেহ বলেন, গৌতমের শবীবে দশটা হস্তীব বল ছিল বলিযা তিনি 'দশবল' আখ্যা পাইয়াছিলেন।

‡ শীল চবিত্র, চরিত্ররক্ষাব উপায। গৃহীবা প্রতিদিন পঞ্চশীল এবং উপোসথদিনে অষ্টশীল বক্ষা কবিযা থাকেন; শ্রামণেরগণ দশশীল পালন কবেন। প্রাণাতিপাত (প্রাণিহত্যা), অদত্তাদান (চৌর্য্য), কামে মিথ্যাচরণ, মৃষাবাদ ও সুবাপান এই পঞ্চবিধ পাপ হইতে বিবতি পঞ্চশীল। প্রাণাতিপাত, অদত্তাদান, অব্রহ্মচর্য্য, মৃষাবাদ, সুবাপান, বিকালভোজন (অসমযে আহাব), নৃত্যাদিদর্শন ও মাল্যগন্ধানুলেপন এবং উচ্চাসনে ও মহার্ঘাসনে শযন এই অষ্টবিধ পাপ হইতে বিবতি অষ্টশীল। দশশীল বলিলে এই আটটী ও অর্থাদান (স্বর্ণরৌপ্যাদি গ্রহণ) বুঝিতে হইবে। এস্থলে নৃত্যাদি দর্শন (বিসূথদর্শন) ও মাল্যগন্ধানুলেপন পৃথক্ বলিযা ধবা হয।

§ 'উপোসথ' বলিলে উপবাস বুঝায, কিন্তু হিন্দুরা যেমন উপবাসকালে অনাহাবে থাকেন, বৌদ্ধেবা সেরূপ থাকেন না, তাঁহারা কেবল সংযমী ও বিষযকর্ম্ম বিরত হইযা চলেন। মাসের চাবি দিন পূর্ণিমা, কৃষ্ণা অষ্টমী, অমাবস্যা ও শুক্লা অষ্টমী—উপোসথেব জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে। উপসোথ-দিবসে উপাসকেবা পবিষ্কৃত শুক্লবস্ত্র পরিধান করিয়া বিহারে সমবেত হন এবং কোন ভিক্ষুব সম্মুখে প্রতিজ্ঞা কবেন যে সে দিন তাঁহাবা অষ্টশীল বক্ষা কবিযা চলিবেন। উপবাস শব্দেবও প্রকৃতিগত অর্থ 'ভগবানের সমীপে সংযমী হইযা বাস।'

‖ গৃহী বৌদ্ধেরা 'উপাসক' নামে অভিহিত।

¶ বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ। ইহাব নামান্তর 'ত্রিবত্ন' বা 'রত্নত্রয'।

$ বৌদ্ধদিগেব মধ্যে অর্হৎ প্রভৃতি পূজনীয ভিক্ষুদিগকে সম্বোধন কবিযা কিছু বলিবাব সময এই পদ ব্যবহৃত হইত। ইহা 'আর্য্য' বা 'ভগবৎ' শব্দেব তুল্যার্থবাচক।

শাস্তা বলিলেন, "উপাসকগণ, সর্ব্বনিম্নে অবীচি হইতে সর্ব্বোপরি ভবাগ্র * পর্য্যন্ত নিখিল বিশ্বে এমন কেহই নাই যিনি শিলাদিগুণে বুদ্ধের তুল্যকক্ষ হইতে পারেন, তাঁহা হইতে উচ্চকক্ষ হওয়া ত সুদূরপরাহত।" অনন্তর তিনি ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে সূত্র আবৃত্তিপূর্ব্বক রত্নত্রয়ের গুণব্যাখ্যা করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, "যে উপাসক বা উপাসিকা এবংবিধ উত্তমগুণসম্পন্ন ত্রিরত্নের শরণ লয়, তাহাকে কখনও নরকাদিতে জন্মিতে হয় না, সে ক্লেশকর পুনর্জন্ম হইতে অব্যাহতি পাইয়া দেবলোকে গমন করে এবং সেখানে অতুল সুখের অধিকারী হয়। অতএব তোমরা এ শরণ পরিহার এবং শরণান্তর গ্রহণ করিয়া বিপথগামী হইয়াছ।"

(যাহারা মোক্ষকামনায় এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফলপ্রাপ্তির আশায় ত্রিরত্নের শরণাগত হয়, তাহারা কখনও [illegible]র জন্ম ভোগ করে না, ইহা বিশদ করিবার জন্য নিম্নলিখিত গাথাগুলি শুনাইতে হয় :—

বুদ্ধের শরণাগত নরকে না যায়,
নরলোক পরিহরি দেবলোক পায়।

ধর্ম্মের শরণাগত নরকে না যায়,
নরলোক পরিহরি দেবলোক পায়।

সঙ্ঘের শরণাগত নরকে না যায়,
নরলোক পরিহরি দেবলোক পায়।

ভূধর, কন্দর কিংবা জনহীন বন,
শান্তি-হেতু লয় লোক সহস্র শরণ।

* * * *

ত্রিরত্ন শরণ কিন্তু সর্ব্বদুঃখহর,
লভিতে ইহারে সদা হও অগ্রসর।

শাস্তা কেবল এই উপদেশ দিয়াই নিবৃত্ত হইলেন না; তিনি পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন :—"উপাসকগণ, বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্ম্মানুস্মৃতি ও সঙ্ঘানুস্মৃতি এই ত্রিবিধ কর্ম্মস্থান † দ্বারা লোকে স্রোতাপত্তিমার্গ, স্রোতাপত্তিফল, সকৃদাগামিমার্গ, সকৃদাগামিফল, অনাগামিমার্গ, অনাগামিফল, অর্হত্ত্বমার্গ ও অর্হত্ত্বফল ‡ লাভ করে।" উপাসকদিগকে এবংবিধ নানা উপদেশ দিয়া শাস্তা বলিলেন, "তোমরা ঈদৃশ শরণ পরিত্যাগ করিয়া অতি-নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়াছ।"

(বুদ্ধানুস্মৃতি প্রভৃতি কর্ম্মস্থান হইতে স্রোতাপত্তিমার্গ প্রভৃতি লাভ করা যাইতে পারে, ইহা নিম্নলিখিত শাস্ত্রবচনাদি দ্বারা সুস্পষ্টরূপে বুঝাইতে হইবে :—"ভিক্ষুগণ, জগতে একটীমাত্র ধর্ম্ম আছে, যাহার অনুষ্ঠান ও সম্প্রসারণ দ্বারা মানুষ একান্ত নির্ব্বেদ, § বৈরাগ্য, শান্তি, অভিজ্ঞা, সম্বুদ্ধি ও নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইতে পারে। সেই একমাত্র ধর্ম্ম কি? তাহা বুদ্ধানুস্মৃতি" ইত্যাদি।)

ভগবান্ নানা প্রকারে উপাসকদিগকে এই সমস্ত উপদেশ দিয়া বলিলেন, "উপাসকগণ, পূর্ব্বকালেও লোকে

---

* অবীচি-বৌদ্ধমতে অষ্টনরকের অন্যতম। ভবাগ্র—অবীচির বিপরীত, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বর্লোক নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তন। অবীচির অধিবাসীরা সৃষ্টিপর্য্যায়ের নিম্নতম এবং ভবাগ্রবাসী দেবগণ উচ্চতম স্তরে স্থাপিত।

† কর্ম্মস্থান—ধ্যানের বিষয়। এ সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত সবিস্তর বিবরণ দ্বিতীয় জাতকের টীকায় দ্রষ্টব্য।

‡ বৌদ্ধেরা নির্ব্বাণলাভের চারিটি মার্গ অর্থাৎ উপায় নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন :—সোতাপত্তিমাগ্‌গ, সকদাগামিমার্গ, অনাগামিমাগ্‌গ, অরহত্তমাগ্‌গ। পালি ভাষায় শ বা ষ নাই, কাজেই 'সোতাপত্তি' বা শোতাপত্তি' তাহা নির্ণয় করা কঠিন। 'স্রোতাপত্তি' (স্রোতস্+আপত্তি) শব্দ 'পৃষোদরাদি' সূত্র দ্বারা নিষ্পন্ন হইতে পারে, 'শোতাপত্তি' শব্দ (শ্রোতৃ+আপত্তি) শ্রোত্রাপত্তি শব্দের অপভ্রংশ। প্রথম ব্যুৎপত্তি ধরিলে যিনি বুদ্ধ-শাসনরূপ স্রোতে প্রবেশ করিয়াছেন এবং পরিণামে তাহারই সাহায্যে নির্ব্বাণ-সমুদ্রে উপনীত হইবেন, এরূপ ব্যক্তিকে বুঝাইবে। দ্বিতীয় ব্যাখ্যায় যিনি ধর্ম্ম-দেশন শ্রবণ করিয়া তাহাতে নিহিত-শ্রদ্ধ হইয়াছেন তাঁহাকে বুঝাইবে। বলা বাহুল্য যে উভয় ব্যাখ্যাতেই চরম অর্থ একরূপ। স্রোতাপন্নগণ সাতবার জন্মগ্রহণ করিবার পর কর্ম্মপাশমুক্ত হইয়া নির্ব্বাণ লাভ করেন। সকৃদাগামিগণ একবার মাত্র জন্ম গ্রহণ করেন। অনাগামিগণ আর কামলোকে জন্মেন না, ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত হইয়া সেখান হইতে নির্ব্বাণ লাভ করেন। অর্হৎেরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—তাঁহাদের সমস্ত কামনার নিবৃত্তি হইয়াছে, তাঁহারা দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই নির্ব্বাণ লাভ করেন। বৌদ্ধমতে এই অধঃপতিত যুগে অর্হত্ত্ব-লাভ অসম্ভব। উক্ত চারি শ্রেণীর লোকের পক্ষে প্রথমে মার্গ লাভ, পরে তাহার ফল প্রাপ্তি। মার্গচতুষ্টয়ের বহিঃস্থ ব্যক্তিরা "পৃথগ্‌জন' নামে বিদিত। যাহারা কর্ম্মফল মানে তাহারা কল্যাণ-পৃথগ্‌জন, যাহারা মানে না তাহারা অন্ধ পৃথগ্‌জন।

§ নির্ব্বেদ—সংসারের অসারত্ব উপলব্ধি করিয়া যে বিরক্তি জন্মে।

মিথ্যাদৃষ্টিবশে দশবলের শরণ লইয়া যক্ষসেবিত কান্তারে বিনষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু যাঁহারা ধ্রুবনয়ের আশ্রয় লইয়া অবিরুদ্ধ পথে চলিয়াছিলেন, তাঁহারা সেই কান্তারেই স্বস্তিভাজন হইয়াছিলেন।"

শাস্তা তুষ্ণীভাব অবলম্বন করিলে গৃহপতি অনাথপিণ্ড আসন হইতে উত্থিত হইলেন এবং ভগবান্‌কে প্রণিপাতপূর্ব্বক তাঁহার গুণগান করিতে করিতে অঞ্জলিপুট দ্বারা ললাট স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "প্রভু, এই উপাসকগণ যে ইহজন্মে উত্তমশরণ পরিহার করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারিতেছি, কিন্তু অতীতকালে যক্ষসেবিত কান্তারে তার্কিকদিগের বিনাশ এবং সত্যপথাবলম্বীদিগের স্বস্তিলাভের কথা আমাদের জ্ঞানের অগোচর। সে বৃত্তান্ত কেবল আপনারই জানা আছে। এখন দয়া করিয়া আমাদিগের প্রবোধের জন্য সেই কথা বলুন,—আকাশে পূর্ণচন্দ্র উদিত হইলে যেমন অন্ধকার বিদূরিত হয়, সেই অতীত কাহিনী শুনিয়া আমাদের অবিদ্যাও তদ্রূপ দূরীভূত হইবে।"

ইহা শুনিয়া ভগবান্ কহিলেন, "আমি জগতের সংশয়নিবারণার্থই কোটিকল্পকাল দানাদি দশপারমিতার * অনুষ্ঠান দ্বারা সর্ব্বজ্ঞত্ব লাভ করিয়াছি। অতএব লোকে যেমন সাবধান হইয়া সুবর্ণনালিকায় সিংহবসা † পূর্ণ করে, তোমরাও সেইরূপ এই কথা কর্ণকুহরে স্থান দাও।"

এইরূপে শ্রেষ্ঠীর শ্রবণাকাঙ্ক্ষা জন্মাইয়া শাস্তা সেই ভবান্তরপ্রতিচ্ছন্ন ‡ অতীত কথা প্রকট করিলেন—হিমগর্ভ আকাশতল হইতে যেন পূর্ণচন্দ্র প্রকাশিত হইল।]

পুরাকালে বারাণসী নগরে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার সময়ে বোধিসত্ত্ব কোন বণিকের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। বোধিসত্ত্ব বড় হইয়া বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার পাঁচ শ গরুর গাড়ী ছিল। তিনি এই সকল গাড়ীতে মাল বোঝাই করিয়া কখনও পূর্ব্বদেশে, কখনও পশ্চিম দেশে বাণিজ্য করিতে যাইতেন। তখন বারাণসীতে আরও একজন তরুণবয়স্ক বণিক্ বাস করিত। এই ব্যক্তির বুদ্ধি অতি স্থূল ছিল, সে কোন্ অবস্থায় কিরূপ উপায় অবলম্বন করিতে হয়, তাহা জানিত না।

একবার বোধিসত্ত্ব অনেক মূল্যবান্ দ্রব্যে গাড়ী বোঝাই করিয়া বিক্রয়ের জন্য কোন দূরদেশে যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন, এমন সময় শুনিতে পাইলেন, ঐ নির্ব্বোধ বণিক্‌ও পাঁচ শ গাড়ী লইয়া ঠিক সেই দেশেই যাইবার আয়োজন করিতেছে। তখন বোধিসত্ত্ব বিবেচনা করিলেন, 'আমাদের দুইজনের এক হাজার গাড়ী এক সঙ্গে এক পথে যাত্রা করিলে নানা অসুবিধা ঘটিবে। এতগুলি বোঝাই গাড়ীর চাকা লাগিয়া রাস্তা চূরমার ও ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যাইবে, এক হাজার লোক ও দুই হাজার বলদের খাদ্য ও পানীয় সংগ্রহ করাও অসম্ভব হইবে। অতএব, এক জন অগ্রে এবং অপর জন কিছু দিন পরে যাত্রা করিলে ভাল হয়।' মনে মনে এইরূপ আন্দোলন করিয়া তিনি সেই নির্ব্বোধ বণিক্‌কে ডাকাইলেন এবং সমস্ত বুঝাইয়া দিয়া বলিলেন, "যখন আমাদের এক সঙ্গে যাওয়া উচিত নহে, তখন ভাবিয়া দেখ, তুমি অগ্রে যাইবে, কি পশ্চাতে যাইবে।" সে মনে করিল, 'অগ্রে যাওয়াই ভাল, কারণ, রাস্তা এখনও ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যায় নাই। কাজেই গাড়ী চালাইবার সুবিধা হইবে; বলদগুলিও বাছিয়া বাছিয়া ভাল ঘাস খাইতে পারিবে, আমাদের আহারের জন্য উৎকৃষ্ট ফলমূলাদির অভাব হইবে না; স্নান ও পানের জন্য নির্ম্মল জল পাওয়া যাইবে এবং আমি ইচ্ছামত মূল্যে ক্রয়-বিক্রয় করিতে পারিব।' ইহা স্থির করিয়া সে বলিল, "মহাশয়, আমিই অগ্রে যাইব।"

বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "বেশ কথা, তুমিই প্রথমে রওনা হও।" তিনি ভাবিলেন, 'শেষে

---

* দশ পারমিতা যথা, দান, শীল, নৈষ্ক্রম্য, প্রজ্ঞা বীর্য্য, ক্ষান্তি, সত্য, অধিষ্ঠান, মৈত্রী ও উপেক্ষা। নৈষ্ক্রম্য=সংসারত্যাগ, অধিষ্ঠান=দৃঢ় সঙ্কল্প, উপেক্ষা=বাহ্যবস্তুতে অনাস্থা)।

† সিংহবসার যে উপযোগিতা কি এবং লোকে কি জন্য যে ইহা এত যত্নসহকারে রক্ষা করিত, তাহা বুঝা কঠিন। তবে উপমাটির ফলিতার্থ এই যে তোমরা অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর।'

‡ নানা জীবের জন্মান্তর গ্রহণ দ্বারা প্রতিচ্ছন্ন অর্থাৎ অগোচরীভূত হইয়াছে।

§ মূলে 'অনুপায়কুসল' এই পদ আছে।

গেলেই সুবিধা, এই নির্ব্বোধ বণিকের গাড়ীর চাকায় অসমান পথ সমান হইবে, ইহার বলদগুলি পাকা ঘাস খাইয়া যাইবে, কিন্তু ঐ সকল ঘাসের কাণ্ড হইতে যে কচি পাতা বাহির হইবে, আমার বলদগুলি তাহাই খাইবে; আমরা আহারের জন্যও টাট্‌কা ফলমূল পাইব, কোথাও জলের অভাব হইলে, ইহারা যে সকল কূপ খনন করিয়া যাইবে, আমরা তাহাদের জল ব্যবহার করিতে পারিব, অধিকন্তু লোকের সহিত দরদস্তুর করিয়া আমাকে জ্বালাতন হইতে হইবে না; এ ব্যক্তি যে দ্রব্যের যে মূল্য স্থির করিয়া যাইবে, আমি তাহাতেই ক্রয়-বিক্রয় করিব।'

অনন্তর সেই নির্ব্বোধ বণিক্ পাঁচ শ গাড়ী বোঝাই করিয়া যাত্রা করিল এবং কয়েক দিন পরে লোকালয় ছাড়িয়া এক কান্তারের নিকট উপস্থিত হইল। * এই কান্তার অতি ভীষণ স্থান। ইহা অতিক্রম করিবার সময় ষাট যোজনের মধ্যে কোথাও বিন্দুমাত্র জল পাওয়া যাইত না, অপিচ, এখানে যক্ষেরা † বাস করিত। বণিকের অনুচরেরা ইহাতে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভাণ্ড জলপূর্ণ করিয়া গাড়ীতে তুলিয়া লইল। কিন্তু তাহারা যখন কান্তারের মধ্যভাগে পৌঁছিল, তখন যক্ষরাজ ভাবিল, 'এই নির্ব্বোধ বণিক্‌কে বুঝাইতে হইবে যে জল বহিয়া লইয়া যাওয়া অনাবশ্যক। তাহা হইলে এ সমস্ত জল ফেলিয়া দিবে এবং যখন মানুষ গরু সকলেই পিপাসায় কাতর হইয়া পড়িবে, তখন আমরা অনায়াসে এই সকল লোকের প্রাণনাশ করিয়া মনের সাধে মাংস খাইব।'

এই দুরভিসন্ধি করিয়া যক্ষরাজ মায়াবলে এক মনোহর শকট সৃষ্টি করিল। দুইটী তুষারধবল ষণ্ড উহা টানিতেছে; যক্ষরাজ বিভবশালী পুরুষের বেশে উহাতে উপবেশন করিয়া আছে। তাহার মস্তক নীল ও শ্বেত পদ্মের মালায় মণ্ডিত, কেশ ও বস্ত্র জলসিক্ত, শকটের চক্র কর্দ্দমাক্ত। অগ্রে ও পশ্চাতে [illegible] অনুচরবেশে কার্ম্মুক, তীর, অসি, চর্ম্ম, প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র লইয়া চলিয়াছে; তাহাদেরও কেশ ও বস্ত্র আর্দ্র, মস্তকে নীলোৎপল ও শ্বেত-পদ্মগুচ্ছ, মুখে মৃণালখণ্ড, চরণে কর্দ্দম।

সার্থবাহদিগের মধ্যে এই প্রথা আছে যে, চলিবার সময় যখন সম্মুখ দিক্ হইতে বায়ু বহিতে থাকে, তখন দলপতি ধূলা এড়াইবার জন্য সর্ব্বাগ্রে অবস্থিতি করেন, আর যখন পশ্চাৎ হইতে বায়ু চলে, তখন তিনি সকলের পশ্চাতে থাকেন। যে সময়ের কথা হইতেছে, তখন বায়ু সম্মুখদিক্ হইতে বহিতেছিল। সুতরাং সেই নির্ব্বোধ বণিক্ দলের অগ্রে অগ্রে যাইতেছিল। তাহার নিকবর্ত্তী হইয়া যক্ষরাজ নিজের শকটখানি এক পার্শ্বে সরাইয়া লইল এবং অতি মধুরভাবে সম্ভাষণ করিয়া জিজ্ঞাসিল, "মহাশয় কোথা হইতে আসিতেছেন?" বণিক্‌ও যক্ষরাজের শকটখানিকে পথ দিবার জন্য নিজের শকট এক পার্শ্বে সরাইয়া রাখিল এবং কহিল, "মহাশয়, আমরা বারাণসী হইতে আসিতেছি। আপনার মস্তকে ও হস্তে পদ্ম দেখিতেছি, আপনার অনুচরেরা মৃণাল চর্ব্বণ করিতেছেন; আপনাদের বস্ত্র জলসিক্ত, শকট কর্দ্দমাক্ত। পথে বৃষ্টি হইয়াছে কি এবং আপনি আসিবার সময় পদ্মবনশোভিত জলাশয় দেখিতে পাইয়াছেন কি?"

যক্ষরাজ উত্তর করিল, "বলেন কি, মহাশয়?" ঐ যে কিয়দ্দূরে নীলতরুরাজি দেখিতে পাইতেছেন, ঐ স্থান হইতে সমস্ত বনে কেবল জল। ওখানে সর্ব্বদাই বৃষ্টি হইতেছে;

---

* মূলে এখানে পঞ্চবিধ কান্তারের উল্লেখ আছে:—চৌরকান্তার অর্থাৎ যেখানে দস্যুভয় আছে, ব্যালকান্তার অর্থাৎ যেখানে সিংহব্যাঘ্রাদির উপদ্রব আছে, নিরুদককান্তার অর্থাৎ যেখানে জল নাই, অমনুষ্যকান্তার অর্থাৎ যেখানে যক্ষরক্ষোভূতপ্রেতাদি অপদেবতার ভয় আছে, অল্পভক্ষ্যকান্তার অর্থাৎ যেখানে খাদ্যাভাব। বণিক যে কান্তারে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা নিরুদক ও অমনুষ্য।

† যক্ষেরা বৌদ্ধসাহিত্যে রাক্ষসস্থানীয়—মায়াবী ও আমমাংসাদ।

তড়াগাদি জলপূর্ণ বহিয়াছে; পথেব দুই পার্শ্বে পদ্মপবিশোভিত শত শত সবোবব বহিয়াছে। এই বলিয়া সে শকটপবিচালকদিগেব সহিত আলাপ কবিতে কবিতে চলিতে আবম্ভ কবিল।

"আপনাবা কোথায় যাইবেন?" "আমবা অমুক স্থানে যাইব।" "এ গাড়ীখানিতে কি মাল আছে?" "অমুক মাল।" "এই যে, শেষেব গাড়ীখানি খুব বোঝাই হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়, উহাতে কি আছে?" "উহাতে জল আছে।"

"জল আনিয়া ভালই কবিয়াছিলেন, কাবণ এতক্ষণ জলেব প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এখন আব জল আবশ্যক হইবে না, সম্মুখে প্রচুব জল পাওয়া যাইবে। এখন ভাণ্ডেব জল ফেলিয়া দিন; তাহা হইলে বোঝা কম হইবে; গাড়ী শীঘ্র শীঘ্র চলিতে পাবিবে।"

তাহার পব যক্ষবাজ বলিল, "আপনাবা অগ্রসব হউন, আমবাও যাই, কথায় কথায় অনেক সময় গিয়াছে দেখিতেছি।" অনন্তব সে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইল এবং যেমন দেখিল, বণিকেব দল দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইয়াছে, অমনি যক্ষপুবে ফিবিয়া গেল।

এদিকে নির্ব্বোধ বণিক্ যক্ষরাজেব পবামর্শমত জলভাণ্ডগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিল, পানেব জন্য গণ্ডূষমাত্র জল বাখিল না। এইরূপে বোঝা কমাইয়া সে পুনর্ব্বাব পথ চলিতে আবম্ভ কবিল, কিন্তু বহুদূব অগ্রসব হইয়াও কুত্রাপি জলেব লেশমাত্র দেখিতে পাইল না। ক্রমে সকলে পিপাসায় কাতব হইয়া পড়িল। অবশেষে সূর্য্যাস্তেব পব গাড়ী থামাইয়া তাহাবা বলদগুলি খুলিয়া লইল, তাহাদিগকে দড়ি দিয়া চাকাব সহিত বান্ধিয়া ও গাড়ীগুলি চাবিদিকে সাজাইয়া স্কন্ধাবাব প্রস্তুত কবিল এবং নিজেবা তাহাব মধ্যভাগে বহিল। কিন্তু মনুষ্য ও পশু কাহাবও ভাগ্যে বিশ্রামসুখ ঘটিল না। বলদগুলি জল খাইতে পাইল না, মনুষ্যেবাও জলাভাবে ভাত বাঁধিতে পাবিল না, সকলেই ক্ষুধায় ও পিপাসায় অবসন্ন হইয়া ভূতলে আশ্রয় লইল।

ইহাব পব অন্ধকাব হইলে, যক্ষেবা নগব হইতে বাহিব হইয়া মানুষ গরু সমস্ত মাবিয়া ফেলিল এবং তাহাদেব মাংস খাইয়া চলিয়া গেল। এইরূপে সেই বণিকেব বুদ্ধিব দোষে তাহাব দলেব সমস্ত প্রাণী বিনষ্ট হইল; তাহাদেব কঙ্কালগুলি চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়া থাকিল। কিন্তু তাহাদেব শকট বা শকটস্থ দ্রব্য যেমন ছিল, তেমনই রহিল; কেহই সে গুলিতে হাত দিল না।

বোধিসত্ত্ব নির্ব্বোধ বণিকেব প্রায় দেড়মাস পবে নিজের পাঁচ শ গাড়ী লইয়া বাবাণসী হইতে যাত্রা কবিলেন এবং যথাসময়ে সেই কান্তাবেব নিকট গিয়া পৌছিলেন। তিনিও এখানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভাণ্ড পূর্ণ কবিয়া প্রচুর জল তুলিয়া লইলেন এবং ভেবী বাজাইয়া অনুচবদিগকে নিজেব শিবিবে আহ্বানপূর্ব্বক বলিলেন, "এখন আমাদিগকে যে কান্তাবেব ভিতব দিয়া যাইতে হইবে, তাহাব কোথাও জল পাওয়া যায় না; তাহাব মধ্যে নাকি অনেক বিষবৃক্ষও আছে। অতএব তোমবা কেহই আমাব অনুমতি বিনা অঞ্জলিমাত্র জল ব্যবহাব কবিও না, আমাকে জিজ্ঞাসা না কবিয়া কোন অজানা পাতা, ফুল বা ফলও মুখে দিও না।"

অনুচবদিগকে এইরূপে সাবধান কবিয়া বোধিসত্ত্ব এই কান্তাবেব ভিতব প্রবেশ কবিলেন। তিনি যখন উহাব মধ্যভাগে উপস্থিত হইলেন, তখন যক্ষবাজ পূর্ব্ববৎ বেশভূষা কবিয়া তাঁহাব সমীপবর্ত্তী হইল। বোধিসত্ত্ব তাহাকে দেখিয়াই বুঝিলেন, 'এ মনুষ্য নহে, যক্ষ।' তিনি ভাবিলেন, 'এই নিরুদক মরুদেশে জল কোথা হইতে আসিবে? এ ব্যক্তিব চক্ষু এত বক্তবর্ণ এবং মূর্ত্তি এত উগ্র কেন? কেনই বা ভূমিতে ইহাব ছায়া পড়ে নাই?* নির্ব্বোধ বণিক্ বেচাবি নিশ্চয় ইহাব কথায় ভুলিয়া জল ফেলিয়া দিয়াছে এবং অনুচবগণসহ যক্ষদিগেব উদবস্থ হইয়াছে। দুবাত্মা যক্ষ জানে না, আমি কেমন বুদ্ধিমান্ ও উপায়কুশল।' অনন্তর তিনি

* লোকেব বিশ্বাস ছিল যে, অপদেবতাবা স্থূলশরীরহীন বলিয়া তাহাদের ছায়া পড়ে না।

উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, “দূব হ পাপিষ্ঠ। আমরা বণিক্, আমরা স্বচক্ষে জলাশয় দেখিতে না পাইলে কখনও সঞ্চিত জল ফেলিয়া দিই না; যখন অন্য জল পাইবাব উপায় দেখিব, তখন নিজেব বুদ্ধিতেই বোঝা কমাইবাব জন্য গাড়ীব জল ঢালিয়া ফেলিব, তোব কাছে পবামর্শ লইতে যাইব না।”

উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইল দেখিয়া যক্ষবাজ কিয়দ্দূব অগ্রসব হইল এবং যখন বোধিসত্ত্বেব দৃষ্টিপথ অতিক্রম কবিল, তখন যক্ষপুবে ফিবিয়া গেল। তখন বোধিসত্ত্বেব অনুচরেরা বলিতে লাগিল, “মহাশয়, ঐ লোকটা না বলিল, অদূবে যে নীলবন দেখা যাইতেছে, ওখানে সর্ব্বদা বৃষ্টি হইতেছে? দেখিলাম, উহাব ও উহাব সহচবদিগেব মাথায় পদ্মেব মালা, হাতে পদ্মেব তোড়া, উহাদেব চুল ও কাপড ভিজা; উহাবা মৃণাল খাইতে খাইতে যাইতেছে। এ অঞ্চলে যখন এত জল পাওয়া যায়, তখন বৃথা জল বহন কবিয়া কষ্ট পাই কেন? অনুমতি দিন ত এখনই সমস্ত জল ঢালিয়া ফেলিয়া বোঝা হাল্‌কা কবিয়া লই।”

তখন বোধিসত্ত্ব গাড়ীগুলি থামাইয়া দলেব সমস্ত লোক একস্থানে সমবেত কবিলেন এবং জিজ্ঞাসিলেন, “এই মরুভূমিতে জলাশয় আছে এ কথা তোমবা পূর্ব্বে কখনও শুনিয়াছ কি?” তাহাবা বলিল, “না মহাশয়, এখানে জলাশয় নাই এবং সেই জন্য ইহাব নাম নিরুদক কান্তাব”।

উহারা বলিল, আমাদেব সম্মুখে যে নীলবন দেখা যাইতেছে, ওখানে বৃষ্টি হইতেছে। আচ্ছা, বল ত, বৃষ্টি হইলে কত দূব হইতে জলো হাওয়া টেব পাওয়া যায়?” “এক যোজন দূবে বৃষ্টি হইলেও ঠাণ্ডা বাতাস গায় লাগে।” “তোমবা ঠাণ্ডা বাতাস পাইয়াছ কি?” “না মহাশয়, ঠাণ্ডা বাতাস পাই নাই।” “যে মেঘে বৃষ্টি হয়, তাহাব অগ্রভাগ কত দূব হইতে দেখিতে পাওয়া যায়?” “এক যোজন দূব হইতে।” “আচ্ছা, তোমবা কেহ আজ মেঘেব লেশমাত্র দেখিতে পাইয়াছ কি?” “না, মহাশয়।” “কত দূব হইতে বিদ্যুতের আভা দেখিতে পাওয়া যায় বলিতে পাব কি? “চাব পাঁচ যোজন দূব হইতে।” “তোমবা কেহ আজ বিদ্যুৎ দেখিতে পাইয়াছ কি?” “না, মহাশয়।” “কত দূব হইতে মেঘগর্জ্জন শুনিতে পাওয়া যায়?’ “দুই এক যোজন দূব হইতে।” “তোমবা কেহ আজ মেঘগর্জ্জন শুনিয়াছ কি?” “না, মহাশয়।”

“এখন তোমাদিগকে প্রকৃত কথা বলিতেছি। যে সকল ব্যক্তি আমাদিগকে জল ফেলিয়া দিতে পবামর্শ দিল, তাহাবা মানুষ নহে, যক্ষ। তাহাদেব অভিসন্ধি এই যে, জল ফেলিয়া দিলে আমবা ক্লান্ত হইয়া পড়িব, তখন তাহাবা অনায়াসে আমাদিগকে নিহত কবিয়া পেট পুবিয়া মাংস খাইবে। আমাব আশঙ্কা হইতেছে, আমাদেব অগ্রে যে যুবক বণিক্ আসিয়াছিল, সে উপায়কুশল নয় বলিয়া যক্ষদিগেব কথায় ভুলিয়া জল ফেলিয়া দিয়াছে এবং অনুচরদিগেব সহিত বিনষ্ট হইয়াছে। সম্ভবতঃ আজই আমবা তাহাব সেই মালবোঝাই পাঁচ শ গাড়ী দেখিতে পাইব। তোমবা যত শীঘ্র পাব, অগ্রসর হইতে থাক; সাবধান, বিন্দুমাত্র জলও যেন ফেলা না হয়।”

তখন সকলে দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল এবং যেখানে নির্ব্বোধ বণিকেব গাড়ীগুলি পড়িয়া ছিল সেইখানে উপনীত হইল। বোধিসত্ত্ব তথায় বিশ্রাম কবিবাব সঙ্কল্প করিয়া অনুচবদিগকে বলদগুলি খুলিয়া দিতে, গাড়ীগুলি মণ্ডলাকাবে সাজাইয়া স্কন্ধাবাব প্রস্তুত কবিতে এবং শীঘ্র শীঘ্র আহাবেব ব্যবস্থা কবিতে বলিলেন। কিয়ৎক্ষণেব মধ্যে মনুষ্য ও গো সকলেবই ভোজন শেষ হইল, বোধিসত্ত্ব বলদগুলি স্কন্ধাবাবমধ্যে বাখিয়া অনুচবদিগকে তাহাদেব চতুষ্পার্শ্বে ঘিবিয়া থাকিতে বলিলেন এবং দলেব কয়েক জন বাছা বাছা লোক লইয়া তববাবি-হস্তে পাহাবা দিতে লাগিলেন। এইরূপে সমস্ত বাত্রি কাটিয়া গেল।

প্রভাত হইলে বোধিসত্ত্ব যাহা যাহা কর্ত্তব্য, তাহাব ব্যবস্থা কবিলেন, বলদগুলিকে

দাওয়াইলেন; নিজের যে সকল গাড়ী জীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, সেগুলি ত্যাগ করিয়া নির্বোধ বণিকের ভাল ভাল গাড়ী বাছিয়া লইলেন, নিজের সঙ্গে যে সমস্ত অল্পমূল্য দ্রব্য ছিল, সেগুলিও ফেলিয়া দিয়া তদপেক্ষা মূল্যবান্ দ্রব্য তুলিয়া লইলেন। অতঃপর তিনি গন্তব্য স্থানে গিয়া দ্বিগুণ, ত্রিগুণ মূল্যে পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিয়া স্বদেশে প্রতিগমন করিলেন, তাঁহার সঙ্গীদিগের এক প্রাণীও বিনষ্ট হইল না।

কথান্তে শাস্তা বলিলেন, "গৃহপতি, পূর্ব্বে তার্কিকগণ এইরূপে বিনষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু সত্যসেবিগণ যক্ষদিগের হস্ত হইতে মুক্তিলাভপূর্ব্বক নিরাপদে গন্তব্য স্থানে উপনীত হইয়াছিলেন এবং সেখান হইতে স্বদেশে ফিরিয়া গিয়াছিলেন।"

এইরূপে উপস্থিত প্রসঙ্গের সহিত অতীত কথার সম্বন্ধ প্রদর্শন করিয়া শাস্তা ধ্রুবসত্য-শিক্ষাদানার্থ অভিসম্বুদ্ধ ভাব ধারণপূর্ব্বক নিম্নলিখিত গাথা আবৃত্তি করিলেন:—

> সত্যপথ, যাহা সর্ব্ব সুখের কারণ,
> করেন পণ্ডিতজন সদা প্রদর্শন।
> তার্কিকের কাজ কিন্তু এর বিপরীত,
> কুপথে চালায়ে করে লোকের অহিত।
> অতএব বিচারিয়া বুদ্ধিমান্ নর
> সত্যের শরণ লন, সর্ব্বদুঃখ-হর।

ধ্রুবসত্য সম্বন্ধে এবংবিধ উপদেশ দিয়া শাস্তা পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন, "সত্যপথে বিচরণ করিলে যে কেবল ত্রিবিধ কুশল সম্পত্তি, ষড়্‌বিধ কামস্বর্গ এবং ব্রহ্মলোক-সম্পত্তি * লাভ করা যায় তাহা নহে, তৎসঙ্গে সঙ্গে অর্হত্বপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত ঘটে। পক্ষান্তরে অসত্যমার্গ অবলম্বন করিলে চতুর্ব্বিধ অপায় † ভোগ করিতে হয় এবং নীচকুলে জন্ম ‡ হইয়া থাকে।" অতঃপর শাস্তা ষোড়শবিধ উপায়ে § সত্যচতুষ্টয় || ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই পঞ্চশত উপাসক স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

উক্তরূপে উপদেশ ও শিক্ষাদিবার পর শাস্তা অতীত ও বর্ত্তমান বিষয়ের সাদৃশ্য বুঝাইয়া দিলেন এবং নিম্নলিখিত সমবধান দ্বারা কথার উপসংহার করিলেন:—

তখন দেবদত্ত ¶ ছিল সেই নির্ব্বোধ সার্থবাহ এবং তাহার শিষ্যেরা ছিল সেই সার্থবাহের অনুচরগণ। পক্ষান্তরে তখন বুদ্ধশিষ্যেরা ছিলেন সেই বুদ্ধিমান্ সার্থবাহের অনুচরগণ এবং আমি ছিলাম সেই বুদ্ধিমান্ সার্থবাহ।

---

* নৈষ্ক্রম্য, অব্যাপাদ ও অবিহিংসা এই তিনটী কুশলসম্পত্তি। অব্যাপাদ—দয়া। অবিহিংসা—মৈত্রী। ইহারা যথাক্রমে অলোভ, অক্রোধ ও অমোহ হইতে জাত। কামস্বর্গ—চতুর্ম্মহারাজিক, যমলোক, ত্রয়স্ত্রিংশ তুষিত প্রভৃতি ছয় স্বর্গ। ব্রহ্মলোক—ইহা দ্বিবিধ, রূপব্রহ্মলোক ও অরূপব্রহ্মলোক। রূপব্রহ্মলোক ষোল অংশে এবং অরূপব্রহ্মলোক চারি অংশে বিভক্ত। সাধুপুরুষেরা দেহান্তে স্ব স্ব কর্ম্মফলে ইহার এক এক অংশে জন্মলাভ করেন।

† নরক, তির্য্যগ্‌যোনি, প্রেতলোক ও অসুরলোক—এই চতুর্ব্বিধ অপায়।

‡ বেণ, নিষাদ, রথকার, পুক্কশ ও চণ্ডাল এই পঞ্চ নীচকুল। বেণ—ডোম, যাহারা বাঁশের ঝুড়ি ইত্যাদি প্রস্তুত করে। রথকার—যাহারা গাড়ি প্রস্তুত করে (সূত্রধর বিশেষ) ইহারাও নীচ জাতি বলিয়া পরিগণিত। পুক্কশ, পুক্কস বা পুল্কস—অন্ত্যজ জাতিবিশেষ। মহাভারতে ইহাদের উল্লেখ দেখা যায়।

§ ষোড়শবিধ উপায়—এই উপায়গুলি অভিধর্ম্মপিটকে ব্যাখ্যাত আছে; কিন্তু ব্যাখ্যাটি এত জটিল যে এ পুস্তকে তাহা সন্নিবেশিত করিলে সাধারণ পাঠকের কোন উপকার হইবে না।

|| সত্যচতুষ্টয়—ইহারা আর্য্যসত্য নামে বর্ণিত। সত্যচতুষ্টয়ের নাম যথা—দুঃখ, দুঃখ-সমুদয়, দুঃখ-নিরোধ দুঃখনিরোধ-মার্গ। দুঃখসমুদয় অর্থাৎ দুঃখের কারণ। দুঃখনিরোধ-মার্গ—যে উপায় অবলম্বন করিলে দুঃখ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। বৌদ্ধমতে ভবই দুঃখ, কারণ জন্মগ্রহণ করিলেই দুঃখ ভোগ করিতে হয়। দুঃখের কারণ তৃষ্ণা। অষ্টাঙ্গিকমার্গের অনুসরণ তৃষ্ণাদমনের উপায়। অষ্টাঙ্গিকমার্গ যথা,—সম্মা দিট্‌ঠি সম্মা সঙ্কপ্পো, সম্মা বাচা, সম্মা কম্মন্তো, সম্মা আজীবো, সম্মা বাযামো, সম্মা সতি, সম্মা সমাধি। সম্মা=সম্যক্ প্রকৃষ্ট দিট্‌ঠি=দৃষ্টি, আজীবো=জীবিকা নির্ব্বাহ, বাযামো=চেষ্টা, উদ্যোগ, সতি=স্মৃতি।

¶ দেবদত্ত গৌতমবুদ্ধের একজন বিখ্যাত প্রতিদ্বন্দ্বী। জাতকের অনেক অংশে ইঁহার নাম দেখা যায়। বৌদ্ধেরা ইঁহাকে দুরাচার ও নাস্তিক বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। ইঁহার সম্বন্ধে সবিস্তর বিবরণ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য

২—বণ্ণুপথ-জাতক।*

[শাস্তা শ্রাবস্তী নগরে অবস্থানকালে জনৈক হীনবীর্য্য † ভিক্ষুকে উপলক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। শুনা যায় তথাগত যখন শ্রাবস্তী নগরে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন তাঁহার ধর্ম্মদেশন শ্রবণ করিয়া তত্রত্য এক কুলপুত্রের ‡ প্রতীতি জন্মে যে, কামনাই দুঃখের নিদান। অতএব তিনি প্রব্রজ্যা § গ্রহণ করিলেন, অভিসম্পদা লাভার্থ পঞ্চবর্ষকাল জেতবনে অবস্থিতি করিয়া অশ্রান্ত পরিশ্রমে মাতৃকাদ্বয় || আয়ত্ত করিলেন, কি কি উপায়ে বিদর্শনা লাভ করা যায় তাহা শুনিলেন এবং শাস্তার নিকট ইচ্ছানুরূপ কর্ম্মস্থান ¶ গ্রহণ করিয়া অরণ্যে প্রস্থানপূর্ব্বক বর্ষাকাল অতিবাহিত করিলেন। কিন্তু সেখানে তিন মাস পুনঃপুনঃ চেষ্টা করিয়াও, ধ্যানফল দূরে থাকুক, তিনি তাহার আভাস বা লক্ষণমাত্রও লাভ করিতে পারিলেন না। তখন তিনি ভাবিতে লাগিলেন, 'শাস্তা চতুর্ব্বিধ মনুষ্যের $ কথা বলিয়াছেন, আমি বোধ হয় তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধম। সম্ভবতঃ এজন্মে আমার ভাগ্যে মার্গপ্রাপ্তি ও ফলপ্রাপ্তি ঘটিয়া উঠিবে না। অতএব অরণ্যে বাস করিয়া কি লাভ? আমি শাস্তার নিকট ফিরিয়া যাই তাঁহার অলৌকিক তেজোবিশিষ্ট বুদ্ধদেহ অবলোকন করিয়া নয়ন সার্থক হইবে, মধুর ধর্ম্মকথা শুনিয়া কর্ণ তৃপ্ত হইবে।" এই সঙ্কল্প করিয়া উক্ত ভিক্ষু জেতবনে প্রতিগমন করিলেন।

একদিন তাহার বন্ধুবান্ধবগণ বলিলেন, "ভাই, তুমি না শাস্তার নিকট হইতে কর্ম্মস্থান লইয়া শ্রমণধর্ম্ম আচরণ করিবার নিমিত্ত বনে গিয়াছিলে? কিন্তু এখন দেখিতেছি বিহারে ফিরিয়া ভিক্ষুদিগের সহিত সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছ। তুমি কি প্রব্রজ্যার চরম লক্ষ্য অর্হত্ত্ব-ফল লাভ করিয়াছ?" তিনি উত্তর করিলেন, 'ভ্রাতৃগণ, আমি মার্গ ও ফল কিছুই লাভ করিতে পারি নাই। আমি দেখিলাম আমার ভাগ্যে সিদ্ধিলাভ ঘটিবে না। সেইজন্য নিরুদ্যম হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছি।' "তুমি যখন দৃঢ়বীর্য্য শাস্তার শাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছ তখন নিরুদ্যম হইয়া ভাল কর নাই। চল, তোমায় শাস্তার নিকট লইয়া যাই।" ইহা বলিয়া তাহারা ঐ নিরুৎসাহ ভিক্ষুকে শাস্তার নিকট লইয়া গেলেন।

---

* বণ্ণুপথ—বালুকামার্গ।

† মূলে 'ওস্সট্ঠবিরিয়ম' (অবসৃষ্ট বীর্য্য) এই পদ আছে। অবসৃষ্টবীর্য্য অর্থাৎ যে ধ্যানাদি ধর্ম্মানুষ্ঠানে নিরুৎসাহ। এ সম্বন্ধে উৎসাহশীল পুরুষেরা 'বীর্য্যবান্', 'দৃঢ়বীর্য্য' ইত্যাদি বিশেষণে কীর্ত্তিত। বীর্য্য হিন্দুশাস্ত্রেও ঐশ্বর্য্য বিশেষ।

‡ কুলপুত্র—সদ্বংশজাত পুরুষ, ভদ্রলোকের ছেলে।

§ প্রব্রজ্যা—সন্ন্যাস, ভিক্ষুধর্ম্ম। প্রব্রজ্যা গ্রহণের পক্ষে প্রশস্ত বয়স ১৫ বৎসর, তবে বালকেরা ৭।৮ বৎসর বয়সেও (অর্থাৎ যখন তাহাদের কাক তাড়াইবার সামর্থ্য জন্মে) প্রব্রজ্যা লইয়া থাকে। অনন্তর ভিক্ষুদিগের মধ্যে একজন আচার্য্যের ও একজন উপাধ্যায়ের আশ্রয় লইয়া নবীন ভিক্ষুকে ধর্ম্মশাস্ত্র ও তন্নির্দ্দিষ্ট ক্রিয়াকলাপ অভ্যাস করিতে হয়, নচেৎ তিনি উপসম্পদা অর্থাৎ পূর্ণদীক্ষা লাভ করিতে পারেন না। উপসম্পদা প্রাপ্তির পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা ন্যূন বয়স্ বিশ বৎসর। প্রব্রজ্যা গ্রহণ ১৫ বৎসর বয়সে হইয়াছিল বলিয়াই এখানে এই ভিক্ষু পাঁচ বৎসর পরে উপসম্পদা পাইয়াছিলেন বলা হইয়াছে। উপসম্পন্ন হইবার পূর্ব্বে ভিক্ষুগণ 'শ্রামণের' বা 'শ্রমণোদ্দেশক' নামে অভিহিত। তখন ইহারা হিন্দুদিগের ব্রহ্মচারিস্থানীয়।

|| মাতৃকাদ্বয়—ভিক্ষু প্রাতিমোক্ষ ও ভিক্ষুণী-প্রাতিমোক্ষ।

¶ বিদর্শনা বা বিপশ্যনা=সূক্ষ্মদৃষ্টি, ইহা অর্হত্ত্ব প্রাপ্তির উপায়বিশেষ। কর্ম্মস্থান=ধ্যানের বিষয়। বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ এক একটী বিষয় অবলম্বন করিয়া তাহার প্রকৃতি ধ্যান করেন, এবং ক্রমশঃ একাগ্রতা বলে তাহার অনিত্যত্ব, অসারত্ব প্রভৃতি উপলব্ধ করিয়া থাকেন। বিশুদ্ধিমার্গে চল্লিশটী কর্ম্মস্থানের উল্লেখ দেখা যায়—দশ কৃৎস্ন, দশ অশুভ, দশ অনুস্মৃতি, চারি ব্রহ্মবিহার, চারি আরুপ্য, এক সংজ্ঞা, এক ব্যবস্থান। ক্ষিত্যপ্তেজঃ প্রভৃতি দশবিধ কৃৎস্নের বিবরণ বেণুক জাতকের (৪৩শ) টীকায় দ্রষ্টব্য। শবের দশবিধ অবস্থা (অর্থাৎ যখন ইহা ফুলিয়া উঠিয়াছে নীলবর্ণ হইয়াছে, কৃমি-সঙ্কুল হইয়াছে, অস্থিমাত্রসার হইয়াছে ইত্যাদি) অশুভ কর্ম্মস্থান। তান্ত্রিকদিগের সহিত বৌদ্ধদিগের অশুভ কর্ম্মস্থান-চিন্তার সাদৃশ্য দেখা যায়।

বুদ্ধ, ধর্ম্ম, সঙ্ঘ শীল, ত্যাগাদি দশটী বিষয়ের অনুস্মৃতিও কর্ম্মস্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। আরুপ্য, সংজ্ঞা ও ব্যবস্থানের বিবরণ বর্ত্তমান গ্রন্থের লক্ষ্যাতীত। ব্রহ্মবিহার চতুষ্টয়—যথা, মৈত্রী, করুণা, মুদিতা এবং উপেক্ষা (বাহ্য বস্তুতে অনাস্থা)। কাহার কি কর্ম্মস্থান হইবে এবং কিরূপে উহার ধ্যান করিতে হইবে তৎসম্বন্ধে আচার্য্যের উপদেশ লওয়া আবশ্যক।

$ চতুর্ব্বিধ মনুষ্য—তমস্তমঃ-পরায়ণ (যাহারা এজন্মে দুর্গত এবং পরজন্মেও দুর্গত হইবে), তমোজ্যোতিঃ পরায়ণ (যাহারা এজন্মে দুর্গত, কিন্তু পরজন্মে দেবলোকে যাইবে) জ্যোতিস্তমঃ-পরায়ণ (যাহারা এজন্মে সুকৃতিমান্, কিন্তু পরজন্মে অধোগতি লাভ করিবে) জ্যোতির্জ্যোতিঃ-পরায়ণ (যাহারা এজন্মে সুকৃতিমান্ এবং পরজন্মেও দেবলোক লাভ করিবে)। অথবা, আত্মহিত-প্রতিপন্ন কিন্তু পরহিত-প্রতিপন্ন নহে, পরহিত-প্রতিপন্ন কিন্তু আত্মহিত-প্রতিপন্ন নহে, আত্মহিত-প্রতিপন্নও নয় পরহিত-প্রতিপন্নও নয়, আত্মহিত-প্রতিপন্ন এবং পরহিত-প্রতিপন্ন—এরূপ শ্রেণীবিভাগও দেখিতে পাওয়া যায়।

শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, "ভিক্ষুগণ, তোমরা এই ব্যক্তিকে ইহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এখানে আনিলে কেন? এ কি করিয়াছে?" ভিক্ষুরা বলিলেন "ভদন্ত। ইনি এতাদৃশ নির্ব্বাণপ্রদ শাসনে প্রব্রজ্যাগ্রহণ করিয়াও শ্রমণধর্ম্ম আচরণ করিবার সময় নিরুদ্যম হইয়া বিহারে প্রত্যাগমন করিয়াছেন।" তখন শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিহে ভিক্ষু, তুমি সত্যই কি ভগ্নোৎসাহ হইয়াছ?" ভিক্ষু উত্তর করিলেন, "হাঁ ভদন্ত। আমি সত্য সত্যই ভগ্নোৎসাহ হইয়াছি।" "সে কি কথা? কোথায় ঈদৃশ শাসনে প্রব্রজ্যা লইয়া তুমি নিষ্কাম, সন্তুষ্ট, নির্জনবাসী ও দৃঢ়োৎসাহ হইবে, না তুমি হীনবীর্য্য হইয়া পড়িলে। তুমি ত পূর্ব্বে বিলক্ষণ বীর্য্যবান্ ছিলে। তোমারই বীর্য্যপ্রভাবে একদা মরুকান্তারে পঞ্চশত শকটের গো ও মনুষ্যগণ পানীয় পাইয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছিল। তবে এখন তোমার এ দশা ঘটিল কেন?" শাস্তার এই কথা শুনিবামাত্র উক্ত ভিক্ষুর হৃদয়ে আবার উৎসাহের সঞ্চার হইল।

শাস্তার কথা শুনিয়া ভিক্ষুরা বলিলেন, "ভদন্ত। এই ভিক্ষুর বর্ত্তমান নিরুৎসাহভাব আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, কিন্তু পূর্ব্বে কেবল ইঁহারই বীর্য্যবলে মরুকান্তারে মনুষ্যদিগের পানীয়প্রাপ্তির কথা আমাদের জ্ঞানাতীত, আপনি সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া তাহা কেবল আপনারই পরিজ্ঞাত আছে। দয়া করিয়া আমাদিগকে সেই বৃত্তান্ত বলুন।" "বলিতেছি শুন", ইহা বলিয়া ভিক্ষুদিগের শ্রবণাকাঙ্ক্ষা উৎপাদনপূর্ব্বক ভগবান্ তখন ভাবান্তর-প্রতিচ্ছন্ন সেই অতীত কথার প্রকটন করিলেন:]

পুরাকালে বারাণসীনগরে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার সময়ে বোধিসত্ত্ব এক বণিকের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। বোধিসত্ত্ব বয়ঃপ্রাপ্তির পর পঞ্চশত শকট লইয়া নানা স্থানে বাণিজ্য করিয়া বেড়াইতেন।

একদা বোধিসত্ত্ব ষষ্টিযোজন বিস্তীর্ণ এক মরুকান্তারে প্রবেশ করিয়াছিলেন। সেখানকার বালুকা এত সূক্ষ্ম ছিল যে, মুষ্টি মধ্যে রাখিতে চেষ্টা করিলে তাহা আঙ্গুলের ফাঁক দিয়া পড়িয়া যাইত। সূর্য্যোদয়ের পর এই বালুকারাশি প্রজ্বলিত অঙ্গারের ন্যায় উত্তপ্ত হইয়া উঠিত। তখন কাহার সাধ্য উহার উপর দিয়া যাতায়াত করে? এই ভীষণ মরুদেশ অতিক্রম করিবার সময় পথিকেরা রাত্রিকালে পথ চলিত, দিবাভাগে বিশ্রাম করিত। তাহারা জল, তেল, চাউল ও জ্বালাইবার কাঠ প্রভৃতি উপকরণ সঙ্গে লইয়া যাইত। যখন সূর্য্যোদয় হইত, তখন তাহারা বলদগুলি খুলিয়া দিত, গাড়ীগুলি মণ্ডলাকারে রাখিয়া মধ্যভাগে সামিয়ানা খাটাইত এবং সকাল সকাল আহার শেষ করিয়া ছায়ায় থাকিয়া দিনমান কাটাইত। অনন্তর যখন সূর্য্যাস্ত হইত, তখন তাহারা আবার শীঘ্র শীঘ্র আহার * করিয়া ভূতল শীতল হইবামাত্র পথ চলিতে আরম্ভ করিত। নাবিকেরা যেমন সমুদ্রগমনকালে নক্ষত্র দেখিয়া দিঙ্‌নির্ণয় করে, এই মরুভূমিতেও সেইরূপ পথিকদিগকে নক্ষত্র দেখিয়া পথ নির্দ্ধারণ করিতে হইত। তাহাদিগের সঙ্গে এক এক জন "স্থল-নিয়ামক" † থাকিত। উহারা নক্ষত্র দেখিয়া গন্তব্য পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিত।

বোধিসত্ত্ব যে দিন উক্ত কান্তারের ঊনষাট যোজন অতিক্রম করিয়া গেলেন, সেই দিন মনে করিলেন, "আজকার রাত্রিতেই আমরা মরুভূমির বাহিরে গিয়া পৌঁছিব।" ইহা ভাবিয়া তিনি সায়মাশের পর জল, কাঠ প্রভৃতি অনেক দ্রব্য অনাবশ্যক বোধে ফেলিয়া দিতে বলিলেন এবং এইরূপে বোঝা কমাইয়া গন্তব্য স্থানাভিমুখে যাত্রা করিলেন। যে গাড়ীখানি সর্ব্বাগ্রে চলিল, স্থল-নিয়ামক তাহাতে আসন গ্রহণ করিল এবং কোন্ দিকে গাড়ী চালাইতে হইবে, নক্ষত্র দেখিয়া বলিয়া দিতে লাগিল।

নিয়ামকটী দীর্ঘকাল সুনিদ্রা ভোগ করে নাই। আজ কিয়দ্দূর চলিবার পর সে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িল, কাজেই বলদগুলা যখন বিপরীত মুখে চলিতে আরম্ভ করিল, তখন তাহা লক্ষ্য করিতে পারিল না। গাড়ীগুলি সারারাত এইরূপে উল্টা পথে চলিল। অনন্তর অরুণোদয়ের প্রাক্কালে নিয়ামকের নিদ্রাভঙ্গ হইলে সে নক্ষত্র দেখিয়া "গাড়ী ফিরাও," "গাড়ী ফিরাও' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। কিন্তু সমস্ত গাড়ী ফিরাইয়া পুনর্ব্বার শ্রেণীবদ্ধ

---

* মূলে "সায়মাশ" এই শব্দ আছে। এইরূপ "প্রাতরাশ" বলিলে সকালের আহার (breakfast) বুঝায়।
† নিয়ামক—পথপ্রদর্শক। স্থলনিয়ামক—guide, জলনিয়ামক—pilot

করিতে না করিতেই সূর্য্য দেখা দিলেন; সকলে সভয়ে দেখিল, তাহারা সায়ংকালে যে স্থান হইতে যাত্রা করিয়াছিল, ঠিক সেইস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে। তখন "হায়, সর্ব্বনাশ হইল; আমাদের সঙ্গে জল নাই, কাঠ নাই, আজ কি উপায়ে জীবন ধারণ করিব?"—এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে তাহারা বলদগুলি খুলিয়া দিল এবং নিতান্ত হতাশ হইয়া যে যাহার গাড়ীর তলে শুইয়া পড়িল।

বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, "আমি নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলে ইহাদের এক প্রাণীরও জীবন রক্ষা হইবে না। ভোরের সময় ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় একবার চারিদিকে ঘুরিয়া দেখি, কোথাও জল পাওয়া যায় কি না।" অনন্তর তিনি ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে একস্থানে একগুচ্ছ কুশ দেখিতে পাইলেন। ইহাতে তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন ঐ স্থানের নিম্নে নিশ্চয় জল আছে; নচেৎ মরুক্ষেত্রে কখনও কুশ জন্মিতে পারিত না। তখন তিনি অনুচরদিগকে কোদাল দিয়া ঐ স্থান খনন করিতে বলিলেন। তাহারা খনন করিতে প্রবৃত্ত হইল, কিন্তু যখন ষাট হাত নিম্নেও জল পাওয়া গেল না, অপিচ পাষাণে কোদাল লাগিয়া ঠং ঠং করিয়া উঠিল, তখন তাহারা নিতান্ত নিরুদ্যম হইয়া পড়িল। কিন্তু বোধিসত্ত্ব আশা ছাড়িলেন না। তিনি কূপমধ্যে অবতরণ করিয়া পাষাণের উপর কাণ পাতিলেন এবং নিম্নে জলপ্রবাহের শব্দ শুনিতে পাইলেন। তখন তিনি উপরে উঠিয়া নিজের বালক ভৃত্যকে* বলিলেন, তুমি নিরুদ্যম হইলে সকলেই মারা যাইবে। তুমি সাহসে ভর করিয়া এই বড় হাতুড়িটা † লইয়া নীচে নাম এবং পাথরে ঘা মার।

বালক ভৃত্যটী বিলক্ষণ উৎসাহবান্ ছিল। অন্য সকলে উদ্যমহীন হইয়াছে দেখিয়াও সে নিরুদ্যম হইল না। সে দ্বিরুক্তি না করিয়া প্রভুর আদেশ পালন করিল; অমনি পাষাণ বিদীর্ণ হইয়া গেল। তখন অবরুদ্ধ জলরাশি তালপ্রমাণ উচ্চে উত্থিত হইল এবং সকলে মহানন্দে স্নান করিতে লাগিল। সঙ্গে যে সকল প্রয়োজনাতিরিক্ত ধুরা প্রভৃতি ছিল, সেইগুলি চিরিয়া তাহারা জ্বালানি কাঠের যোগাড় করিয়া লইল এবং ভাত রান্ধিয়া খাইল। শেষে গরুগুলিকে খাওয়াইয়া এবং কূপপার্শ্বে একটা ধ্বজা তুলিয়া তাহারা সন্ধ্যার পর অভীষ্ট দেশাভিমুখে যাত্রা করিল। সেখানে তাহারা দ্বিগুণ, চতুর্গুণ মূল্যে পণ্য বিক্রয় করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া গেল এবং আয়ুঃশেষ হইলে স্ব স্ব কর্ম্মফলভোগার্থ দেহত্যাগ করিল। বোধিসত্ত্বও দানাদি পুণ্য কর্ম্মে জীবন যাপন করিয়া দেহত্যাগান্তে কর্ম্মানুরূপ ফলভোগ করিতে গেলেন।

[কথা শেষ হইলে সম্যক্সম্বুদ্ধ অভিসম্বুদ্ধ-ভাব ধারণপূর্ব্বক এই গাথা পাঠ করিলেন:—

সুগভীর কূপ করিল খনন অক্লান্ত বণিক্দল,
তাই তারা পে'ল ভীম মরুস্থলে প্রচুর শীতল জল।
সেইরূপ জে'ন, জ্ঞানিজন যত বিচরেণ ভূমণ্ডলে,
হৃদয়ের শান্তি লভেন তাঁহারা অধ্যবসায়ের বলে।

অনন্তর শাস্তা আর্য্যসত্যচতুষ্টয় ব্যাখ্যা করিলেন। তচ্ছ্রবণে সেই হীনবীর্য্য ভিক্ষু চরম ফল অর্থাৎ অর্হত্ত্ব লাভ করিল।

সমবধান—‡ তখন এই হীনবীর্য্য ভিক্ষু ছিল সেই বালক-ভৃত্য,—যে প্রস্তর বিদীর্ণ করিয়া সঙ্গীদিগের পানার্থ জল উত্তোলন করিয়াছিল। তখন বুদ্ধশিষ্যেরা ছিল সেই সার্থবাহের অনুচরগণ এবং আমি ছিলাম সেই সার্থবাহ]

---

* মূলে 'চূলূপট্ঠাপ' এই শব্দ আছে।

† মূলে 'অয়কূট' এইশব্দ আছে।

‡ প্রায় সমস্ত জাতকের শেষেই দেখা যায়, "অতীত ও বর্ত্তমান কথার সম্বন্ধ দেখাইলেন এবং নিম্নলিখিত সমবধান দ্বারা জাতকের উপসংহার করিলেন।" পুনঃ পুনঃ এরূপ বলা অনাবশ্যক বলিয়া অতঃপর এই অংশ কেবল "সমবধান" শব্দ দ্বারাই ব্যক্ত হইবে।

৩—সেরিববাণিজ-জাতক।

[শাস্তা শ্রাবস্তীনগরে অবস্থানকালে জনৈক হীনবীর্য্য ভিক্ষুসম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি সাধনা ত্যাগ করিয়া বিহারে ফিরিলে অপর ভিক্ষুগণ তাঁহাকে শাস্তার নিকট লইয়া গেলেন। শাস্তা বলিলেন, "এই মার্গফলপ্রদ শাসনে প্রবিষ্ট হইয়া যদি তুমি উৎসাহ পরিত্যাগ কর, তাহা হইলে লক্ষ মুদ্রা মূল্যের সুবর্ণ পাত্র হইতে বঞ্চিত হইয়া সেরিব বণিকের যে দুর্দ্দশা হইয়াছিল, তোমারও সেইরূপ হইবে।" অনন্তর ভিক্ষুগণ শাস্তাকে সেই কথা সবিস্তর বলিবার জন্য অনুরোধ করিলেন, শাস্তাও তাঁহাদের অবগতির জন্য ভবান্তর-প্রতিচ্ছন্ন অতীত বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে লাগিলেন :—]

পুরাকালে, বর্ত্তমান সময়ের চারিকল্প পূর্ব্বে বোধিসত্ত্ব, সেরিব নামক রাজ্যে ফেরিওয়ালার কাজ* করিতেন। তখন তাঁহার নাম ছিল 'সেরিবান্'। সেরিবরাজ্যে সেরিবা নামে আরও এক ব্যক্তি ঐ কারবার করিত। উহার বড় অর্থলালসা ছিল। একদা বোধিসত্ত্ব তাহাকে সঙ্গে লইয়া তেলবাহনদের অপরপারে অন্ধপুরনগরে বাণিজ্য করিতে গিয়াছিলেন। সেখানে তাঁহারা কে কোন্ রাস্তায় ফেরি করিয়া বেড়াইবেন তাহা ভাগ করিয়া লইলেন, কথা হইল এক জন যে রাস্তায় এক বার ফেরি করিয়া গিয়াছেন, অপর জন তাহার পরে সেখানেও ফেরি করিতে পারিবেন।

অন্ধপুরে পূর্ব্বে এক অতুলসম্পত্তিশালী শ্রেষ্ঠিপরিবার বাস করিত। কালে কমলার কোপে পড়িয়া তাহারা নির্ধন হয়, একে একে পুরুষেরাও মারা যায়। যে সময়ের কথা হইতেছে, তখন ঐ বংশে কেবল একটী বালিকা ও তাহার বৃদ্ধা পিতামহী জীবিতা ছিলেন। তাঁহারা অতিকষ্টে প্রতিবেশীদিগের বাড়ীতে কাজকর্ম্ম করিয়া দিনপাত করিতেন। বাড়ীর কর্ত্তা সৌভাগ্যের সময় যে সুবর্ণপাত্রে ভোজন করিতেন, সেটী তখনও ছিল, কিন্তু দীর্ঘকাল ব্যবহৃত না হওয়ায় এবং ভগ্নপাত্রাদির মধ্যে পড়িয়া থাকায় উহার উপর এত ময়লা জমিয়াছিল, যে সহসা উহা সোণার বাসন বলিয়া বোধ হইত না।

একদিন লোভী ফেরিওয়ালা "কলসী কিনিবে", "কলসী কিনিবে" বলিতে বলিতে ঐ শ্রেষ্ঠীদিগের বাড়ীর পাশ দিয়া যাইতেছিল। তাহা শুনিয়া বালিকাটী বলিল, আমায় একখানা গহনা কিনিয়া দাওনা, দিদিমা।" দিদিমা বলিলেন, "বাছা, আমরা গরিব লোক, পয়সা পাইব কোথায়?" তখন বালিকা সেই সোণার বাসনখানি আনিয়া বলিল, "এইখানা বদল দিলে হয় না কি? ইহা ত আমাদের কোন কাজে লাগে না।" বৃদ্ধা ইহাতে আপত্তি না করিয়া ফেরিওয়ালাকে ডাকিলেন এবং তাহাকে বসিতে বলিয়া বাসনখানি দিয়া বলিলেন, "মহাশয়, ইহার বদলে আপনার এই বোনটীকে যাহা হয় একটা জিনিস দিন।"

বাসনখানি দুই একবার উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিয়া ফেরিওয়ালার সন্দেহ হইল, সম্ভবতঃ উহা স্বর্ণনির্ম্মিত। এই অনুমান প্রকৃত কি না তাহা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত সে সূচী দিয়া উহার পিঠে দাগ কাটিল এবং উহা যে সোণার বাসন সে সম্বন্ধে তখন আর তাহার কিছুমাত্র সংশয় রহিল না। কিন্তু মেয়েমানুষ দুইটাকে ঠকাইয়া ইহা বিনামূল্যে লইব, এই দুরভিসন্ধি করিয়া সে বলিল, "ইহার আবার দাম কি? ইহা সিকি পয়সায় † কিনিলেও ঠকা হয়।" অনন্তর সে নিতান্ত অবজ্ঞার ভাণ করিয়া বাসনখানি ভূমিতে ফেলিয়া সে স্থান হইতে চলিয়া গেল।

ইহার ক্ষণকাল পরেই বোধিসত্ত্ব সেই পথে ফেরি করিতে আসিলেন এবং "কলসী কিনিবে", "কলসী কিনিবে" বলিতে বলিতে দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে লাগিলেন। তাহা শুনিয়া বালিকাটী তাহার পিতামহীকে আবার সেই প্রার্থনা জানাইল। বৃদ্ধা কহিলেন, "যে বাসন

---

* মূলে 'কচ্ছপুটবাণিজো' এই পদ আছে। সম্ভবতঃ ইহার অর্থ 'যে বণিক্ পণ্যভাণ্ড কক্ষে লইয়া ফেরি করিয়া বেড়ায়।' এইরূপ অর্থ গ্রহণ না করিলে পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় না, কারণ, বোধিসত্ত্ব ফেরি করিবার সময় 'কলসী কিনিবে' বলিয়া হাঁকিয়াছিলেন, অথচ বালিকা তাহা শুনিয়া গহনা (সম্ভবতঃ পিত্তলের) কিনিতে চাহিয়াছিল। ইহাতে বুঝিতে হইবে যে এখানের ফেরিওয়ালের ন্যায় তাহারও ভাণ্ডে বিক্রয়ের জন্য নানারূপ দ্রব্য ছিল।

† মূলে 'অর্দ্ধমাসক" এই শব্দ আছে। ১৩শ পৃষ্ঠে 'কাহণ' শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।

বদল দিতে গিয়াছিলে তাহার ত কোন দামই নাই শুনিলে। আমাদের আর কি আছে, বোন্, যাহা দিয়া তোমার সাধ পূরাইতে পারি?"

বালিকা কহিল, 'সে ফেরিওয়ালা বড় খারাপ লোক, দিদিমা। তাহার কথা শুনিলে গা জ্বালা করে। কিন্তু এ লোকটী দেখতে কত ভাল, ইহার কথাও কেমন মিষ্ট। এ বোধ হয় ঐ ভাঙ্গা বাসন লইতে আপত্তি করিবে না।" তখন বৃদ্ধা বোধিসত্ত্বকে ডাকাইয়া বসিতে বলিলেন এবং বাসনখানি তাঁহার হাতে দিলেন। বোধিসত্ত্ব দেখিবামাত্রই বুঝিলেন উহা সুবর্ণনির্ম্মিত। তিনি বৃদ্ধাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মা, এ বাসনের দাম লক্ষমুদ্রা। আমার নিকট এত অর্থ নাই।"

বৃদ্ধা কহিলেন, "মহাশয়, এই মাত্র আর একজন ফেরিওয়ালা আসিয়াছিল। সে বলিল ইহার মূল্য সিকি পয়সাও নহে। বোধ হয় আপনার পুণ্যবলেই বাসনখানি এখন সোণা হইয়াছে। আমরা ইহা আপনাকেই দিব, ইহার বিনিময়ে আপনি যাহা ইচ্ছা দিয়া যান।" বোধিসত্ত্বের নিকট তখন নগদ পাঁচ শ কাহণ* এবং ঐ মূল্যের পণ্যদ্রব্য ছিল। তিনি ইহা হইতে কেবল নগদ আট কাহণ এবং দাঁড়িপাল্লা ও থলিটী লইয়া অবশিষ্ট সমস্ত বৃদ্ধার হস্তে অর্পণ করিলেন এবং তাঁহার অনুমতি লইয়া বাসন খানি গ্রহণ করিয়া যত শীঘ্র পারিলেন নদীতীরে উপস্থিত হইলেন। সেখানে একখানি নৌকা ছিল। তিনি ইহাতে আরোহণ করিয়া মাঝির হাতে আট কাহণ দিয়া বলিলেন, "আমাকে শীঘ্র পার করিয়া দাও।"

এদিকে লোভী বণিক্ শ্রেষ্ঠীদিগের গৃহে ফিরিয়া বাসনখানি আবার দেখিতে চাহিল। সে বলিল, "ভাবিয়া দেখিলাম তোমাদিগকে ইহার বদলে একেবারে কিছু না দিলে ভাল দেখায় না।" তাহা শুনিয়া বৃদ্ধা কহিলেন, "সে কি কথা, বাপু? তুমি না বলিলে উহার দাম সিকি পয়সাও নয়। এই মাত্র একজন সাধু বণিক্ আসিয়াছিলেন। বোধ হয় তিনি তোমার মনিব হইবেন। তিনি আমাদিগকে হাজার কাহণ দিয়া উহা কিনিয়া লইয়া গিয়াছেন।"

এই কথা শুনিবামাত্র সেই লোভী বণিকের মাথা ঘুরিয়া গেল। সে পাগলের মত ছুটাছুটি করিতে লাগিল, সঙ্গে যে সকল মুদ্রা ও পণ্যদ্রব্য ছিল তাহা চারিদিকে ছড়াইয়া ফেলিল। অনন্তর উলঙ্গ হইয়া, "হায়, সর্ব্বনাশ হইয়াছে, দুরাত্মা ছল করিয়া আমার লক্ষ মুদ্রার সুবর্ণ পাত্র লইয়া গিয়াছে," এইরূপ প্রলাপ করিতে করিতে এবং তুলাদণ্ডটী মুদ্গরের ন্যায় ঘুরাইতে ঘুরাইতে সে বোধিসত্ত্বের অনুসন্ধানে নদীতীরে ছুটিল। সেখানে গিয়া দেখে নৌকা তখন নদীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত গিয়াছে। সে "নৌকা ফিরাও" "নৌকা ফিরাও" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল, কিন্তু বোধিসত্ত্ব নিষেধ করায় মাঝি নৌকা ফিরাইল না। বোধিসত্ত্ব অপর পারাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন; দুষ্টবুদ্ধি বণিক্ একদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল, অনন্তর, সূর্য্যের তাপে জলহীন তড়াগের তলদেশস্থ কর্দ্দম যেমন শতধা বিদীর্ণ হয়, দারুণ যন্ত্রণায় তাহার হৃৎপিণ্ডও সেইরূপ বিদীর্ণ হইল, তাহার মুখ দিয়া রক্ত উঠিতে লাগিল এবং সেই মুহূর্ত্তেই সে প্রাণত্যাগ করিল। ইহার পর বোধিসত্ত্ব দানাদি সৎকার্য্যে জীবন যাপন করিয়া কর্ম্মফলভোগের জন্য লোকান্তর গমন করিলেন।

[কথান্তে সম্যক্সম্বুদ্ধ হইয়া শাস্তা এই গাথা পাঠ করিলেন :—

মুক্তি-মার্গ প্রদর্শক বুদ্ধের শাসন,
লভিতে সুফল তাহে কর প্রাণপণ।
নিরুৎসাহ অনুতাপ ভুঞ্জে চিরদিন,
বণিক্ সেরিবা যথা ধর্ম্মজ্ঞানহীন।

---

* সংস্কৃত কার্ষাপণ, পালি কহাপণ। ইহার অর্থ (১) এক কর্ষ (কর্ষ=১৬ মাষা=৮০ কিংবা ১২৮ রতি); (২) ঐ ওজনের স্বর্ণ, রৌপা বা তাম্রমুদ্রা। রৌপ্যকার্ষাপণ=১২৮০ কড়া, তাম্রকার্ষাপণ ৮০ কড়া।

এইরূপে অর্হত্ব লাভের উপায় প্রদর্শন করিয়া শাস্তা সত্যচতুষ্টয় ব্যাখ্যা করিলেন, তাহা শুনিয়া সেই হীনবীর্য্য ভিক্ষু অর্হত্বরূপ সর্ব্বোত্তম ফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান তখন দেবদত্ত * ছিল সেই ধূর্ত্ত বণিক্, এবং আমি ছিলাম সেই সুবুদ্ধি ও ধর্ম্মপরায়ণ বণিক্।]

৪—চুল্লকশ্রেষ্ঠি-জাতক। †

[শাস্তা রাজগৃহের নিকটবর্ত্তী জীবকাম্রবনে ‡ অবস্থান করিবার সময় স্থবির চুল্লপন্থকের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। রাজগৃহের কোন বিভবশালী শ্রেষ্ঠিকন্যা পিত্রালয়ে এক দাসের প্রণয়াসক্ত হইয়াছিল। এ কথা প্রকাশ পাইলে নির্য্যাতন ভোগ করিতে হইবে ভাবিয়া একদিন শ্রেষ্ঠিকন্যা তাহার প্রণয়ীকে বলিল, "এখানে আর থাকা যায় না, মাতাপিতা এই গুপ্ত প্রণয়ের কথা জানিতে পারিলে আমাদিগকে খণ্ডবিখণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিবেন। চল, এখন বিদেশে আত্মীয় বন্ধুদিগের অগোচরে কোথাও গিয়া বাস করি।" অনন্তর শ্রেষ্ঠিকন্যা একদিন রাত্রিকালে ঐ দাসের সহিত বস্ত্রালঙ্কারাদি হস্তে লইয়া প্রধান দ্বার দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইল এবং বহুদূরবর্ত্তী কোন গ্রামে গিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল।

কিয়ৎকাল পরে শ্রেষ্ঠিকন্যা সসত্ত্বা হইল এবং প্রসবকাল আসন্ন জানিয়া একদিন তাহার স্বামীকে বলিল, "দেখ, এরূপ নির্ব্বান্ধবস্থানে প্রসববেদনা উপস্থিত হইলে আমাদিগকে বড় অসুবিধায় পড়িতে হইবে, অতএব, ভাগ্যে যাহাই হউক না কেন, চল আমার পিত্রালয়ে ফিরিয়া যাই।" তাহার স্বামী কিন্তু আজ না কাল করিয়া দিন কাটাইতে লাগিল। তখন শ্রেষ্ঠিকন্যা ভাবিল, "এই মূর্খ দণ্ডের ভয়ে যাইতে চাহিতেছে না, আমার কিন্তু মাতাপিতাই পরমবন্ধু, এ যাউক বা না যাউক, আমাকে তাঁহাদের নিকট যাইতেই হইবে।" অনন্তর সে একদিন স্বামীর অনুপস্থিতিকালে সমস্ত গৃহ-সামগ্রী যথাস্থানে সাজাইয়া রাখিল এবং পার্শ্বস্থ প্রতিবেশীকে "আমি পিত্রালয়ে চলিলাম," এই কথা বলিয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিল।

দাস গৃহে ফিরিয়া শুনিল তাহার পত্নী পিত্রালয়ে গিয়াছে। সে কাল বিলম্ব না করিয়া রুদ্ধশ্বাসে ছুটিয়া তাহার অনুসরণ করিতে লাগিল এবং কিয়ৎক্ষণ পরে তাহার সমীপে উপনীত হইল। তন্মুহূর্ত্তেই শ্রেষ্ঠিকন্যার প্রসববেদনা উপস্থিত হইল, সে পথিমধ্যে এক পুত্র প্রসব করিল।

প্রসবকালে পিত্রালয়ে থাকিবার জন্যই শ্রেষ্ঠিকন্যা পতিগৃহ হইতে বাহির হইয়াছিল, কিন্তু পথিমধ্যে যখন প্রসব হইল, তখন সে দেখিল সেখানে যাওয়া অনাবশ্যক। সুতরাং তাহারা স্বস্থানে প্রতিগমন করিল। পুত্রটী পথে প্রসূত হইয়াছিল বলিয়া তাহারা তাহার 'পন্থক' এই নাম রাখিল।

ইহার পর শ্রেষ্ঠিকন্যা আবার গর্ভধারণ করিল। প্রথমবারে যেরূপ ঘটিয়াছিল, এবারও ঠিক সেইরূপ ঘটিল এবং এবারও তাহারা নবজাত শিশুর "পন্থক" নাম রাখিল। তদবধি লোকে প্রথম পুত্রটীকে 'মহাপন্থক" এবং দ্বিতীয় পুত্রটীকে 'চুল্লপন্থক' বলিত।

পন্থকদ্বয় শুনিত অন্য বালকেরা কেহ খুড়া, জ্যাঠার, কেহ ঠাকুর মা, ঠাকুর দাদার কথা বলে। তাহারা একদিন জননীকে জিজ্ঞাসা করিল, 'মা, আমাদের কি ঠাকুর মা, ঠাকুরদাদা নাই?' মাতা বলিল, "আছেন বৈ কি। তোমাদের ঠাকুর দাদা রাজগৃহের একজন বড় বণিক, তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্য। সেখানে তোমাদের আরও কত আপন লোক আছেন।" বালকেরা বলিল, "তবে আমরা সেখানে থাকি না কেন?" মাতা পুত্রদ্বয়কে যথাসম্ভব কারণ বুঝাইয়া দিলেন, কিন্তু তাহারা প্রবোধ মানিল না, তাহারা রাজগৃহে যাইবার জন্য পুনঃপুনঃ এরূপ ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতে লাগিল যে শ্রেষ্ঠিকন্যা অগত্যা স্বামীকে বলিল, "ছেলেরা আমাকে পাগল করিয়া তুলিয়াছে। চল, ইহাদিগকে মাতামহালয় দেখাইয়া আনি। বাপ মা কি আমাদিগকে খাইয়া ফেলিবেন?" "ইহাদিগকে সেখানে লইয়া যাইতে আমার আপত্তি নাই, কিন্তু আমি তোমার মা বাপের কাছে মুখ দেখাইতে পারিব না।" "তা নাই দেখাইলে। কোন না কোন উপায়ে ছেলেরা তাহাদের দাদা মহাশয়কে দেখিতে পাইলেই হইল।"

অনন্তর তাহারা পুত্রদ্বয় সঙ্গে লইয়া রাজগৃহে গমন করিল এবং নগরদ্বারে একটা বাসা লইল। পরদিন শ্রেষ্ঠিকন্যা পুত্র দুইটীকে লইয়া মাতাপিতার নিকট নিজের আগমনবার্ত্তা জানাইল। তাঁহারা বলিলেন, "সংসারী

---

* দেবদত্ত গৌতমবুদ্ধের এক জন প্রতিদ্বন্দ্বী। সবিস্তর বিবরণ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

† চুল্ল—ছোট (সংস্কৃত 'খুল্ল' শব্দের অনুরূপ 'খুল্ল' শব্দ আবার 'ক্ষুদ্র' শব্দেরই রূপান্তর)।

‡ জীবক রাজগৃহের একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক, ইনি বিম্বিসারের রাজবৈদ্য ছিলেন। বুদ্ধদেবও দুই এক বার পীড়াক্রান্ত হইয়া ইঁহার সুচিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব কিয়ৎকাল ইঁহার আম্রকাননে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। জীবক সম্বন্ধে সবিস্তর বিবরণ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

লোকের নিকট পুত্রকন্যা পরম প্রীতির পাত্র, কিন্তু আমাদের কন্যা ও তাহার স্বামী এমন গুরুতর অপরাধ করিয়াছে, যে তাহাদের মুখ দর্শন করিতে নাই। এই ধন লও, ইহা লইয়া তাহারা যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যাউক, তবে ছেলে দুইটীকে আমাদের কাছে রাখিয়া যাইতে পারে।" শ্রেষ্ঠিকন্যা দূতদিগের হস্ত হইতে পিতৃপ্রেরিত ধন গ্রহণ করিল এবং তাহাদিগেরই সঙ্গে পুত্রদ্বয়কে পাঠাইয়া দিল। তদবধি এই বালক দুইটী মাতামহালয়ে প্রতিপালিত হইতে লাগিল।

চুল্লপন্থক তখন নিতান্ত শিশু। মহাপন্থক অপেক্ষাকৃত অধিকবয়স্ক বলিয়া সে মাতামহের সঙ্গে দশবলের নিকট ধর্ম্মকথা শুনিতে যাইত। প্রতিদিন ধর্ম্মকথা শুনিয়া তাহার মনে প্রব্রজ্যা গ্রহণের বাসনা জন্মিল এবং একদিন সে মাতামহকে বলিল, "দাদা মহাশয়, যদি অনুমতি করেন, তাহা হইলে আমি প্রব্রজ্যা অবলম্বন করি।" বৃদ্ধ বলিলেন "কি বলিলি, ভাই। সমস্ত জগৎ প্রব্রজ্যা লইলে আমার যে সুখ হইবে, তুই প্রব্রজ্যা লইলে তাহার শতগুণ সুখ হইবে। যদি পারিবি বুঝিস্, তবে স্বচ্ছন্দে প্রব্রজ্যা গ্রহণ কর্।" ইহা বলিয়া বৃদ্ধ তাহাকে শাস্তার নিকট লইয়া গেলেন।

বৃদ্ধকে দেখিয়া শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশ্রেষ্ঠিন, তোমার সেই দৌহিত্রটীকে সঙ্গে আনিয়াছ ত।" "হাঁ ভগবন্, তাহাকে সঙ্গে আনিয়াছি। সে আপনার নিকট প্রব্রজ্যা লইতে চায়।" ইহা শুনিয়া শাস্তা একজন স্থবিরকে ডাকাইয়া বলিলেন, "এই বালককে প্রব্রজ্যা দান কর।" স্থবির পঞ্চকর্ম্মস্থান আবৃত্তি করিয়া তাহাকে প্রব্রজ্যা দিলেন। সে যত্নসহকারে বহু বুদ্ধবচন শিক্ষা করিয়া যথাকালে উপসম্পন্ন হইয়া ধ্যান-ধারণার প্রভাবে ক্রমশঃ অর্হত্ব পর্য্যন্ত লাভ করিল।

মহাপন্থক ধ্যানসুখ ও মার্গসুখ অনুভব করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'চুল্লপন্থককে ইহার আস্বাদ পাওয়াইতে হইবে।' তখন তিনি মাতামহের নিকট গিয়া প্রার্থনা করিলেন, "দাদা মহাশয়, অনুমতি দিন ত আমি চুল্লপন্থককে প্রব্রজ্যা দান করি।' দাদা মহাশয় বলিলেন, "স্বচ্ছন্দে দান কর, আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই।" ইহা শুনিয়া মহাপন্থক চুল্লপন্থককে প্রব্রজ্যা দান করিলেন এবং দশশীল শিক্ষা দিলেন।

কিন্তু প্রব্রজ্যা লাভের পর চুল্লপন্থকের বুদ্ধির জড়তা প্রকাশ পাইল; সে ক্রমাগত চারি মাস চেষ্টা করিয়াও নিম্নলিখিত একটী মাত্র গাথা আয়ত্ত করিতে পারিল না:—

অনাঘ্রাতগন্ধ যথা প্রফুল্ল কমল
প্রভাতে তড়াগবক্ষে করে টলমল,
কিংবা অন্তরীক্ষে যথা শোভার আকর
বিতরে সহস্ররশ্মি দেব দিবাকর,
সেই মত তথাগত ভবকর্ণধার;
উজলিছে দশদিক্ প্রভায় তাঁহার।

শুনা যায় সম্যক্‌সম্বুদ্ধ কাশ্যপের সময় এই চুল্লপন্থক প্রব্রজ্যাগ্রহণ পূর্ব্বক প্রজ্ঞাবান্ হইয়াছিলেন, কিন্তু একদিন কোন জড়বুদ্ধি ভিক্ষুকে ধর্ম্মশাস্ত্রের কিয়দংশ কণ্ঠস্থ করিতে দেখিয়া তাহাকে উপহাস করিয়াছিলেন এবং তন্নিবন্ধন ঐ ব্যক্তি এত লজ্জিত হইয়াছিল যে অতঃপর সে কখনও উক্ত অংশ অভ্যাস করিতে সমর্থ হয় নাই। এই পাপে ইহজন্মে চুল্লপন্থক নিজেই এত জড়বুদ্ধি হইয়াছিল যে নূতন একটী পঙ্‌ক্তি শিখিতে গিয়া পূর্ব্বে যে পঙ্‌ক্তি শিখিয়াছে তাহা ভুলিয়া যাইত এবং চারি মাস চেষ্টা করিয়াও একটী মাত্র গাথা কণ্ঠগত করিতে পারে নাই।

চুল্লপন্থকের জড়তা দেখিয়া মহাপন্থক বলিল, "ভাই, তুমি বুদ্ধশাসনের অধিকারী নহ, তুমি যখন চারি মাসে একটী গাথা শিখিতে পারিলে না, তখন ভিক্ষুজীবনের চরমফল লাভ করা তোমার পক্ষে একান্তই অসম্ভব। তুমি বিহার হইতে চলিয়া যাও।" কিন্তু চুল্লপন্থক বুদ্ধশাসনে এত অনুরক্ত হইয়াছিল যে এইরূপে বিদূরিত হইয়াও সে পুনরায় গৃহস্থ-ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে ইচ্ছা করিল না।

এই সময় মহাপন্থকের উপর ভিক্ষুদিগের খাদ্যবণ্টন করিবার ভার ছিল। একদিন জীবক কৌমারভৃত্য আম্রকাননে গিয়া শাস্তাকে নানাবিধ গন্ধমাল্য উপহার দিলেন ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণপূর্ব্বক আসন ত্যাগ করিয়া ও শাস্তাকে প্রণাম করিয়া মহাপন্থকের নিকট গেলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, আজ কাল শাস্তার নিকট কত জন ভিক্ষু আছেন?" মহাপন্থক বলিলেন, "পাঁচ শ"। "আগামী কল্য বুদ্ধপ্রমুখ এই পঞ্চশত ভিক্ষু লইয়া অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার গৃহে আহার করিবেন কি?" "ইহাদের মধ্যে একজন ভিক্ষু বড় জড়মতি। সে ধর্ম্মপথে কিঞ্চিন্মাত্র অগ্রসর হইতে পারে নাই। অতএব তাহাকে ব্যতীত অপর সকলের জন্য আপনার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলাম"।

ইহা শুনিয়া চুল্লপন্থক ভাবিল, "নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিবার সময় দাদা আমায় বাদ দিলেন। ইহাতে বোধ হইতেছে তিনি আমার প্রতি সম্পূর্ণরূপে মমতাশূন্য হইয়াছেন। অতএব বুদ্ধশাসন লইয়া আমি কি করিব? পুনর্ব্বার গৃহী হইয়া দানাদি পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করি গিয়া।" অনন্তর পরদিন প্রত্যুষে সে পুনর্ব্বার গৃহী হইবার অভিপ্রায়ে কুটীর ত্যাগ করিতে উদ্যত হইল।

এদিকে রজনীপ্রভাত হইবামাত্র শাস্তা জগতের কোথায় কি হইতেছে, সমস্ত অবলোকন করিতেছিলেন। চুল্ল-পন্থকের চেষ্টিত তাঁহার জ্ঞানগোচর হইল এবং সে কুটীর হইতে বাহির হইবার পূর্ব্বেই তিনি সেখানে উপস্থিত হইয়া তাহার দ্বারদেশে পদচারণ করিতে লাগিলেন। চুল্লপন্থক বাহির হইয়াই তাঁহাকে দেখিতে পাইল এবং প্রণিপাতপূর্ব্বক সম্মুখে দাঁড়াইল। শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, "চুল্লপন্থক, তুমি এত ভোরে কোথায় যাইতেছ?" "দাদা আমাকে বিহার হইতে তাড়াইয়া দিয়াছেন, সেই জন্য যেখানে হয় পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইব স্থির করিয়াছি।" "চুল্লপন্থক, তুমি আমার নিকট প্রব্রজ্যা পাইয়াছ। তোমার দাদা যখন তোমায় তাড়াইয়া দিল, তখন তুমি আমার নিকট আসিলে না কেন? তুমি ফিরিয়া আইস, গৃহী হইয়া কি করিবে? এখন অবধি তুমি আমার নিকট থাকিবে।' ইহা বলিয়া শাস্তা চুল্লপন্থককে লইয়া গন্ধকুটীরের দ্বারে উপবেশন করিলেন এবং স্বীয় প্রভাববলে একখণ্ড পরিশুদ্ধ বস্ত্র সৃষ্টি করিয়া উহা চুল্লপন্থকের হস্তে দিয়া বলিলেন, "তুমি পূর্ব্বাস্যে উপবেশন কর এবং এই বস্ত্র খণ্ড হস্ত দ্বারা পরিমার্জন করিতে করিতে "রজোহরণ," "রজোহরণ" মন্ত্র জপ করিতে থাক।" অনন্তর শাস্তা যথাসময়ে ভিক্ষুসঙ্ঘপরিবৃত হইয়া জীবক-গৃহে গমন পূর্ব্বক নির্দ্দিষ্ট আসন গ্রহণ করিলেন।

এদিকে চুল্লপন্থক সেই বস্ত্রখণ্ড পরিমার্জ্জন করিতে করিতে সূর্য্যের দিকে বদ্ধদৃষ্টি হইয়া "রজোহরণ," "রজোহরণ" মন্ত্র জপ আরম্ভ করিল। সে যতই জপ করিতে লাগিল, ঐ বস্ত্রখণ্ড ততই মলিন হইতে লাগিল। সে ভাবিল, এই মাত্র বস্ত্রখণ্ড অতি নির্ম্মল ছিল কিন্তু আমার স্পর্শে ইহার স্বাভাবিক বিশুদ্ধতা বিনষ্ট হইল ইহা এখন মলিন হইয়া গেল। অতএব দেখা যাইতেছে জগতে বিমিশ্র বস্তু মাত্রেই অনিত্য।" এইরূপ চিন্তাদ্বারা তাহার মনে ক্ষয় ও বিনাশের জ্ঞান জন্মিল এবং সে বিদর্শনা লাভ করিল। শাস্তা জীবকগৃহে থাকিয়াই জানিতে পারিলেন চুল্লপন্থকের বিদর্শনা লাভ হইয়াছে, তখন তিনি দেহ হইতে নিজের একটী প্রভাময়ী প্রতিমূর্ত্তি বাহির করিয়া তাহার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন এবং বলিতে লাগিলেন "চুল্লপন্থক, এই বস্ত্রখণ্ড যে মলসংসর্গে কলুষিত হইয়াছে তাহা ভাবিয়া হতাশ হইও না। তোমার হৃদয়ে কাম ক্রোধাদি কত মল আছে, তুমি সেইগুলি বিদূরিত কর। অনন্তর তিনি এই গাথাগুলি পাঠ করিলেন :—

> ধূলি, স্বেদজল, মল বল যারে, প্রকৃত তা মল নয়,
> কামরূপ মল হৃদয়ের সদা পবিত্রতা করে ক্ষয়।
> যে জন যতনে এই কামমল মন হ'তে দূর করে,
> পুণ্যাত্মা সেজন বিমল অন্তরে শুদ্ধিমার্গে সদা চরে।
>
> ধূলি, স্বেদজল, মল বল যারে, প্রকৃত তা মল নয়;
> ক্রোধরূপ মল হৃদয়ের সদা পবিত্রতা করে ক্ষয়।
> যে জন যতনে এই ক্রোধমল মন হ'তে দূর করে,
> পুণ্যাত্মা সে জন বিমল অন্তরে শুদ্ধিমার্গে সদা চরে।
>
> ধূলি, স্বেদজল, মল বল যারে, প্রকৃত তা মল নয়,
> মোহরূপ মল, হৃদয়ের সদা পবিত্রতা করে ক্ষয়।
> যে জন যতনে, এই মোহ মল মন হ'তে দূর করে,
> পুণ্যাত্মা সে জন বিমল অন্তরে শুদ্ধিমার্গে সদা চরে।

এই গাথাগুলি শুনিয়া চুল্লপন্থক পিটকাদি সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ হইলেন। প্রবাদ আছে তিনি কোন অতীতজন্মে রাজা ছিলেন এবং একদিন নগর প্রদক্ষিণ করিবার সময় এক খণ্ড পরিষ্কৃত বস্ত্র দ্বারা কপালের ঘাম মুছিয়াছিলেন। তাহাতে ঐ বস্ত্র খণ্ড মলিন হইয়া যায় দেখিয়া তিনি ভাবিয়াছিলেন, "আমার অপবিত্র দেহস্পর্শেই এই শুদ্ধ বস্ত্রখানির স্বাভাবিক শুক্লতা বিনষ্ট হইল, অতএব জগতের সমস্ত যৌগিক পদার্থই অনিত্য।" এইরূপে তাঁহার মনে অনিত্যত্বজ্ঞান সঞ্চারিত হইয়াছিল এবং সেই জ্ঞানের ফলে এখন মন হইতে অপবিত্রতা দূর করিবামাত্র তাঁহার মুক্তির পথ প্রশস্ত হইল।

এখন দেখা যাউক জীবকের আলয়ে কি হইতেছিল। ভিক্ষুগণ সমবেত হইলে জীবক দশবলকে ভোজ্য দ্রব্য

উৎসর্গ করিবার নিমিত্ত দক্ষিণাজল * আনয়ন করিলেন, কিন্তু শাস্তা হাত দিয়া ভিক্ষাপাত্রের মুখ বন্ধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিহারের সমস্ত ভিক্ষুই আসিয়াছে কি ?" মহাপন্থক উত্তর দিলেন, "সকলেই আসিয়াছেন ; বিহারে কেহই নাই।" শাস্তা বলিলেন, "আছে বৈ কি , বিহারে এখনও অনেক ভিক্ষু আছে।" ইহা শুনিয়া জীবক কৌমারভৃত্য † বলিলেন, "কে আছিস্‌রে এখানে? একবার দৌড়িয়া বিহারে গিয়া দ্যাখ্, সেখানে কতজন ভিক্ষু আছেন।"

এদিকে চুল্লপন্থক ধ্যানবলেই বুঝিতে পারিলেন যে মহাপন্থক বলিয়াছেন বিহারে কোন ভিক্ষু নাই। এই কথা যে সত্য নহে এবং বিহারে যে তখনও ভিক্ষু আছেন, ইহা দেখাইবার জন্য তিনি প্রভাববলে সমস্ত আম্র-কানন ভিক্ষুপূর্ণ করিয়া ফেলিলেন , তাঁহারা কেহ চীবর সীবন করিতেছেন, কেহ বস্ত্র রঞ্জিত করিতেছেন, কেহ বা ধর্ম্মশাস্ত্র আবৃত্তি করিতেছেন। এইরূপে সহস্র ভিক্ষুর আবির্ভাব হইল,—তাঁহারা এক এক জন যেন এক এক কাজে ব্যস্ত এবং প্রত্যেকের আকার অপর সকলের আকার হইতে ভিন্ন। বিহারে এত ভিক্ষু দেখিয়া জীবকের ভৃত্য ফিরিয়া গিয়া বলিল, "সমস্ত উদ্যান ভিক্ষুপূর্ণ।" প্রকৃতপক্ষে কিন্তু

একাকী পন্থক চুল্ল সহস্র বিগ্রহ ধরি
ছিলা সেই আম্রবণে আহ্বান প্রতীক্ষা করি।

শাস্তা ঐ ভৃত্যকে বলিলেন, "তুমি আবার যাও , বল গিয়া যাঁহার নাম চুল্লপন্থক, শাস্তা তাঁহাকে লইয়া যাইতে বলিয়াছেন।" ভৃত্য আম্রকাননে গিয়া এই কথা বলিল , অমনি সহস্র মুখ হইতে 'আমি চুল্লপন্থক,' 'আমি চুল্লপন্থক' এই বাক্য নির্গত হইল। তখন সে পুনরায় জীবকের গৃহে গিয়া বলিল, "ভগবন্, তাঁহারা সকলেই বলিলেন "আমি চুল্লপন্থক।" শাস্তা বলিলেন, "আচ্ছা, বাপু, তুমি আরও একবার যাও এবং সর্ব্বপ্রথম যে বলিবে 'আমি চুল্লপন্থক' তাহার হাত ধরিয়া ফেল। তাহা করিলেই অন্য সকলের অন্তর্দ্ধান হইবে।" ভৃত্য আদেশ মত কার্য্য করিল এবং তৎক্ষণাৎ সেই মায়া-ভিক্ষুগণ অন্তর্হিত হইল। স্থবির ‡ চুল্লপন্থক তাহার সহিত জীবকের আলয়ে উপনীত হইলেন।

ভোজন শেষ হইলে শাস্তা বলিলেন, "জীবক, তুমি চুল্লপন্থকের হস্ত হইতে ভিক্ষাপাত্র গ্রহণ কর , ইনিই অদ্য তোমার এই ভোজের অনুমোদন করিবেন।" § জীবক তাহাই করিলেন , অমনি চুল্লপন্থক সিংহনাদে সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র আবৃত্তি করিতে করিতে অনুমোদনে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহার পর শাস্তা আসন ত্যাগ করিয়া সঙ্ঘসহ বিহারে প্রতিগমন করিলেন, ভিক্ষুদিগের কাহার কি কর্ত্তব্য তাহা নির্দ্দেশপূর্ব্বক গন্ধকুটীরের || দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া বুদ্ধোচিত গাম্ভীর্য্যের সহিত ধর্ম্মব্যাখ্যা করিলেন, কাহার কি কর্ম্মস্থান তাহা স্থির করিয়া দিলেন এবং অবশেষে গন্ধকুটীরে প্রবেশপূর্ব্বক দক্ষিণ পার্শ্বে ভর দিয়া সিংহের ন্যায় শয়ন করিলেন।

সন্ধ্যার সময় ভিক্ষুগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে ধর্ম্ম-সভায় সমবেত হইয়া শাস্তার গুণকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন—আসনস্থ ব্যক্তির চতুর্দ্দিকে রক্তকম্বলশাণী ¶ প্রলম্বিত করিলে তাহার যেমন শোভা বর্দ্ধিত হয়, ভিক্ষুদিগের গুণগানে শাস্তার মহিমাও যেন সেইরূপ উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন "দেখ, মহাপন্থক চুল্লপন্থকের প্রবৃত্তি বুঝিতে পারেন নাই , চুল্লপন্থক চারিমাসে একটীমাত্র গাথা অভ্যাস করিতে পারেন নাই দেখিয়া তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন ইঁহার বুদ্ধি অতি স্থূল। সেই জন্য তিনি ইঁহাকে বিহার হইতে দূর করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু সম্যক্‌সম্বুদ্ধের অলৌকিক ধর্ম্মজ্ঞানপ্রভাবে এই জড়মতি ব্যক্তি এক দিনে—আহারের আয়োজনে যতটুকু সময় লাগে তাহারই মধ্যে—চতুর্ব্বিধ প্রতিসম্ভিদাসহ $ অর্হত্ত্ব লাভ করিলেন। এখন তিনি সর্ব্বশাস্ত্র-পারদর্শী। অহো! বুদ্ধের কি মহিয়সী শক্তি।"

---

* দাতা মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক ভৃঙ্গার হইতে জল ঢালিয়া দাতব্য বস্তু উৎসর্গ করেন। ইহাকে দক্ষিণাজল বলে।

† কৌমারভৃত্য বা কুমারভৃত্যা আয়ুর্ব্বেদের একটী অংশ। ধাত্রীবিদ্যা ও শিশুচিকিৎসা ইহার অঙ্গ। জীবক ইহাতে সুনিপুণ ছিলেন বলিয়া 'কৌমারভৃত্য' উপাধি পাইয়াছিলেন।

‡ পালি 'থের' (স্ত্রীং 'থেরী')। স্থবির ত্রিবিধ—জাতিস্থবির অর্থাৎ যাঁহারা বার্দ্ধক্যহেতু স্থবিরপদবাচ্য , ধর্ম্মস্থবির অর্থাৎ যাঁহারা ধর্ম্মজ্ঞানে উন্নত , সম্মতিস্থবির অর্থাৎ যাঁহারা উপসম্পদা লাভের দশ বৎসর পরে 'স্থবির' আখ্যা পাইয়া সম্মানিত হইয়াছেন। চুল্লপন্থক ধর্ম্মস্থবির হইয়াছেন বুঝিতে হইবে।

§ অনুমোদন করা, অর্থাৎ 'এই ভোজ অতি উত্তম হইয়াছে' এবংবিধ বাক্যদ্বারা দাতার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং দাতাকে আশীর্ব্বাদ করা।

|| গন্ধকুটীর—বিহারের যে কক্ষে বুদ্ধদেব স্বয়ং ধ্যানাদি করিতেন, তাহাকে গন্ধকুটীর বলা যাইত। সাধারণতঃ এই শব্দটী জেতবনস্থ মহাবিহারের বুদ্ধকক্ষ সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইত।

¶ শাণী শণসূত্রনির্ম্মিত বস্ত্র, পর্দ্দা। 'ছানি' শব্দটী ইহারই অপভ্রংশ কি ?

$ বিশ্লেষপূর্ব্বক বিচারক্ষমতা। ইহা চতুর্ব্বিধ—অর্থপ্রতিসম্ভিদা, ধর্ম্মপ্রতিসম্ভিদা, নিরুক্তিপ্রতিসম্ভিদা ও প্রতিভানপ্রতিসম্ভিদা, অর্থাৎ শব্দের অর্থজ্ঞান, শাস্ত্রবাক্যজ্ঞান শব্দের উৎপত্তিজ্ঞান এবং ধ্রুবজ্ঞান। এই চারি প্রকার জ্ঞান না জন্মিলে অর্হত্ত্বপ্রাপ্তি ঘটে না।

ধর্ম্মশালায় যে কথোপকথন হইতেছিল ভগবান্ তাহা বুঝিতে পারিলেন এবং ভিক্ষুদিগকে দেখা দিবার অভিপ্রায়ে বুদ্ধশয্যা পরিত্যাগপূর্ব্বক বেশবিন্যাসে প্রবৃত্ত হইলেন। রক্তবর্ণ দোপাট্টার উপর বিদ্যুল্লতার ন্যায় কায়বন্ধ সংযোজিত হইল, সর্ব্বোপরি রক্তকম্বল-সদৃশ বুদ্ধোচিত মহাচীবর শোভা পাইতে লাগিল। যখন তিনি গন্ধকুটীর হইতে বাহির হইলেন, তখন তাঁহার অনন্ত বুদ্ধলীলা-শোভিত গতি দেখিয়া বোধ হইল যেন কোন কেশরী বা প্রমত্ত গজেন্দ্র চলিয়া যাইতেছে। তিনি সেই অলঙ্কৃত ধর্ম্মমণ্ডপে প্রভাময় বুদ্ধাসনে অধিরোহণ করিলেন, তাঁহার দেহনিঃসৃত ষড়্‌বর্ণ রশ্মিজাল উদয়াচল-শিখরারূঢ় * বালসূর্য্যের অর্ণববক্ষঃপ্রতিফলিত অংশুমালার ন্যায় চতুর্দ্দিক্ উদ্ভাসিত করিল। সম্যক্‌সম্বুদ্ধকে সমাগত দেখিয়া ভিক্ষুসঙ্ঘ তৎক্ষণাৎ তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। শাস্তা সকরুণ দৃষ্টিতে সেই সভা অবলোকন করিয়া ভাবিলেন, 'এই পরিষৎ অতীব সুন্দর, কেহই অসম্ভাবিত ভাবে হস্তপদ বিক্ষেপ করিতেছে না, হাঁচি, উৎকাসন পর্য্যন্ত শুনা যাইতেছে না। ইহারা বুদ্ধমাহাত্ম্যে এত শ্রদ্ধান্বিত এবং বুদ্ধতেজে এত অভিভূত যে আমি সমস্ত জীবন নিস্তব্ধ থাকিলেও, যতক্ষণ কথা না বলিব, ততক্ষণ অন্য কাহারও বাক্যস্ফূর্ত্তি হইবে না।' অনন্তর তিনি সুমধুর ব্রহ্মভাষে ভিক্ষুদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, তোমরা সভাস্থ হইয়া কি আলোচনা করিতেছিলে এবং আমাকে দেখিয়া কি বলিতে ক্ষান্ত হইলে ?"

তাঁহারা বলিলেন, ভগবন্, আমরা এখানে বসিয়া কোন অনাবশ্যক কথা বলি নাই, আমরা আপনারই গুণকীর্ত্তন করিতেছিলাম। মহাপন্থক তাঁহার কনিষ্ঠের প্রবৃত্তি বুঝিতে পারেন নাই, আপনার শক্তি অলৌকিক, আমরা এই সকল কথা বলিতেছিলাম।" তাহা শুনিয়া শাস্তা কহিলেন "ভিক্ষুগণ, চুল্লপন্থক এ জন্মে আমার প্রভাবে পারত্রিক ঐশ্বর্য্যলাভ করিল, পূর্ব্ব এক জন্মেও সে আমারই প্রভাবে ঐহিক ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছিল।"

ভিক্ষুরা তখন ভগবানকে ইহার অর্থ ব্যাখ্যা করিতে অনুরোধ করিলেন, ভগবান্‌ও নিম্নলিখিত কথায় ভবান্তর প্রতিচ্ছন্ন সেই বৃত্তান্ত প্রকট করিয়া দিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসী নগরে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার সময় বোধিসত্ত্ব শ্রেষ্ঠিকুলে জন্ম গ্রহণ করেন এবং বয়ঃপ্রাপ্তির পর শ্রেষ্ঠিপদে নিযুক্ত হইয়া "চুল্লশ্রেষ্ঠী" এই উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি পরম বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ ছিলেন এবং নিমিত্ত † দেখিয়া শুভাশুভ গণনা করিতে পারিতেন। একদিন বোধিসত্ত্ব রাজদর্শনে যাইবার সময় পথে একটী মৃত মূষিক দেখিতে পাইলেন। তৎকালে আকাশে গ্রহ ও নক্ষত্রগণের যেরূপ সংস্থান ছিল তাহা গণনা করিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, "যদি কোন বুদ্ধিমান্ সদ্‌বংশজ ব্যক্তি এই মৃত ইন্দুরটা তুলিয়া লইয়া যায়, তাহা হইলে সে ব্যবসায় করিয়া পরিবার-পোষণে সমর্থ হইবে।"

ঐ সময়ে এক ভদ্রবংশীয় অথচ নিঃস্ব যুবক সেই পথ দিয়া যাইতেছিল। সে বোধিসত্ত্বের কথা শুনিয়া ভাবিল, 'ইনি ত কখনও না জানিয়া শুনিয়া কোন কথা বলেন না। মরা ইন্দুরটা লইয়া গিয়া দেখি কপাল ফিরে কিনা।' অনন্তর সে ইন্দুরটা তুলিয়া লইয়া গেল। নিকটে এক দোকানদার তাহার পোষা বিড়ালের জন্য খাবার খুঁজিতেছিল। সে যুবকের নিকট হইতে এক পয়সা ‡ দামে ইন্দুরটা কিনিল। যুবক তখন ঐ পয়সা দিয়া গুড় কিনিল এবং এক কলসী জল লইয়া, যে পথে মালাকারেরা বন হইতে পুষ্প চয়ন করিয়া ফিরে, সেইখানে গিয়া বসিল। অনন্তর মালাকারেরা যখন পুষ্প লইয়া ক্লান্তভাবে সেখানে উপস্থিত হইল, তখন যুবক তাহাদিগের প্রত্যেককে একটু একটু গুড় ও এক এক গুড়ং § জল খাইতে দিল। মালাকারেরা তৃপ্ত হইয়া তাহাকে এক এক মুষ্টি ফুল দিয়া গেল। সে উহা বেচিয়া যে পয়সা পাইল তাহা দিয়া পর দিন বেশী গুড় কিনিল এবং ফুলের বাজারে গিয়া মালাকারদিগকে আবার খাওয়াইল। মালাকারেরা সে দিন তাহাকে কতকগুলি ফুটন্ত ফুলের গাছ দিয়া গেল। এইরূপে ফুল ও ফুলগাছ বেচিয়া দুই চারি দিনের মধ্যে তাহার আট কাহণ পুঁজি হইল।

---

* মূলে 'যুগন্ধর' শব্দ আছে। ইহা 'উদয়াচলের' প্রতিশব্দ। † নিমিত্ত—লক্ষণ, যেমন বামে শব, শিবা, কুম্ভ এবং দক্ষিণে গো, মৃগ ও দ্বিজ, ইহারা শুভফলপ্রদ। ‡ মূলে "কাকিণিক" এই শব্দ আছে। ইহা তৎকাল প্রচলিত একপ্রকার তাম্রমুদ্রা = ২০ কপর্দ্দক। § পালি 'উলুঙ্ক' (সংস্কৃত 'উদঙ্ক')।

অনন্তর এক দিন খুব বড় বৃষ্টি হইল এবং রাজার বাগানে বিস্তর শুক্‌না ও কাঁচা ডালপালা ভাঙ্গিয়া পড়িল। মালী বেচারি কি উপায়ে এই আবর্জ্জনারাশি সরাইবে ইহা ভাবিতেছে, এমন সময় ঐ যুবক তাহার নিকট গিয়া বলিল, "যদি তুমি এ সমস্ত আমাকে বিনামূল্যে ছাড়িয়া দাও, তাহা হইলে এখনই আমি বাগান পরিষ্কার করিয়া দিতে পারি।" মালী তৎক্ষণাৎ এই প্রস্তাবে সম্মত হইল। তখন যুবক, পাড়ার ছেলেরা যেখানে খেলা করিত সেইখানে গেল এবং ছেলেদিগকে একটু একটু গুড় খাইতে দিয়া বলিল, "ভাই সকল, তোমরা আমার সঙ্গে আইস, রাজার বাগানটী পরিষ্কার করিতে হইবে।" ছেলেরা গুড় পাইয়া বড় খুসি হইয়াছিল, তাহারা সন্তুষ্টচিত্তে ডালপালা সমস্ত তুলিয়া আনিয়া রাস্তার উপর গাদা করিয়া রাখিল।

সে দিন রাজার কুম্ভকারের কাঠের অনটন হইয়াছিল। সে হাঁড়ি কলসী পোড়াইবার জন্য কাঠ কিনিতে গিয়া ডালের গাদা দেখিতে পাইল এবং নগদ ষোল কাহণ ও কয়েকটী হাঁড়ি দিয়া সমস্ত কিনিয়া লইল।

সমস্ত খরচখরচা বাদে যুবকের হাতে এইরূপে চব্বিশ কাহণ মজুত হইল। সে তখন একটা নূতন ফিকির বাহির করিল। বারাণসীতে পাঁচ শ ঘেসেড়া* ছিল। তাহারা প্রতিদিন মাঠে ঘাস আনিতে যাইত। যুবক নগরের বাহিরে এক স্থানে বড় বড় জালায় জল পূরিয়া রাখিল এবং উহা হইতে ঘেসেড়াদিগকে পিপাসার সময় জল দিতে লাগিল। ঘেসেড়ারা তৃপ্ত হইয়া বলিল, "আপনি আমাদের এত উপকার করিতেছেন; বলুন, আমরা কোন প্রত্যুপকার করিতে পারি কি না।" যুবক কহিল, "তাহার জন্য এত ব্যস্ত কেন? যখন প্রয়োজন হইবে তোমাদিগকে জানাইব।"

এই সময়ে যুবকের সহিত এক স্থলপথ-বণিক্ ও এক জলপথ-বণিকের বেশ বন্ধুত্ব জন্মিল। একদিন স্থলপথ-বণিক্ তাহাকে সংবাদ দিল, "ভাই, কাল একজন অশ্ববিক্রেতা এই নগরে পাঁচ শত অশ্ব লইয়া আসিবে।" এই কথা শুনিয়া যুবক ঘেসেড়াদিগকে বলিল, "ভাই সকল, তোমরা প্রত্যেকে কাল আমায় এক আঁটি ঘাস দিবে এবং আমার ঘাস বেচা শেষ না হইলে তোমাদের ঘাস বেচিবে না।" ঘেসেড়ারা 'যে আজ্ঞা' বলিয়া তাহাই করিল। অশ্ববণিক্ আর কোথাও ঘাস না পাইয়া যুবকের নিকট হইতে হাজার কাহণ মূল্যে পাঁচ শ আঁটি ঘাস কিনিয়া লইল।

ইহার কয়েক দিন পরে যুবক জলপথ-বণিকের নিকট জানিতে পারিল পট্টনে† একখানি বড় জাহাজ মাল লইয়া আসিয়াছে। তখন সে আর একটা মতলব আঁটিল। সে কালবিলম্ব না করিয়া দিন ভাড়ায়‡ একখানি গাড়ী আনিল এবং উহাতে চড়িয়া মহাসমারোহে পট্টনে গিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে সে জাহাজের সমস্ত মালের দর ঠিক করিয়া নিজের নামাঙ্কিত অঙ্গুরি দিয়া বায়না§ করিল, পরে তাঁবু খাটাইয়া তাহার মধ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিল এবং অনুচরদিগকে বলিয়া দিল, "কোন বণিক্ আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলে তাহাকে যেন একে একে তিনজন আরদালি সঙ্গে দিয়া ভিতরে আনা হয়।"

এদিকে পট্টনে বড় জাহাজ আসিয়াছে শুনিয়া বারাণসীর প্রায় একশত বণিক্ উহার মাল কিনিবার জন্য সেখানে গমন করিল, কিন্তু যখন শুনিল কোন মহাজন একাই সমস্ত মাল বায়না করিয়াছেন, তখন তাহারা অনুসন্ধান করিতে করিতে সেই যুবকের শিবিরে উপস্থিত হইল।

---

* মূলে "তৃণহারক" এই শব্দ আছে।

† পট্টন—বন্দর (port)

‡ মূলে "তাবৎকালিক রথ" আছে। ইহার অর্থ, যাহা নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য অর্থাৎ ঘণ্টা, দিন প্রভৃতি হিসাবে ভাড়া করা যায়।

§ মূলে 'সত্যকার' (সত্যঙ্কার) এই শব্দ আছে।

সেখানে শিবিরের ঘটা এবং আবদালী, চোপদার প্রভৃতির ছড়াছড়ি দেখিয়া তাহারা মনে করিল এই যুবক নিশ্চিত অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী। তাহারা এক এক করিয়া যুবকের সহিত সাক্ষাৎ করিল এবং মালের এক এক অংশ পাইবার জন্য এক এক হাজার মুদ্রা লাভ দিতে অঙ্গীকার করিল। অনন্তর যুবকের নিজের যে অংশ রহিল, তাহাও কিনিবার জন্য তাহারা আর এক লক্ষ মুদ্রা লাভ দিল। এইরূপে যুবক দুই লক্ষ মুদ্রা লাভ করিয়া বারাণসীতে ফিরিয়া গেল।

যুবক দেখিল বোধিসত্ত্বের পরামর্শ মত কাজ করাতেই তাহার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইয়াছে। অতএব কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ সে একলক্ষ মুদ্রা লইয়া বোধিসত্ত্বকে উপহার দিতে গেল। বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এত অর্থ কোথায় পাইলে?" তখন যুবক, মরা ইন্দুর তুলিয়া লওয়া অবধি কিরূপে চারি মাসের মধ্যে সে বিপুল বিভবশালী হইয়াছে, সমস্ত বৃত্তান্ত খুলিয়া বলিল। তাহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বিবেচনা করিলেন, 'এই বুদ্ধিমান্ যুবক যাহাতে অন্য কাহারও হাতে গিয়া না পড়ে তাহা করিতে হইবে।' অনন্তর তিনি তাহার সহিত নিজের প্রাপ্তবয়স্কা কন্যার বিবাহ দিলেন। বোধিসত্ত্বের অন্য কোন সন্তান ছিল না, কাজেই যুবক তাঁহার সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হইল এবং বোধিসত্ত্ব নিজকর্ম্মানুরূপ ফলভোগার্থ লোকান্তর গমন করিলে স্বয়ং বারাণসীর মহাশ্রেষ্ঠিপদ লাভ করিল।

[কথাবসানে সম্যক্‌সম্বুদ্ধ অভিসম্বুদ্ধভাব ধারণপূর্ব্বক এই গাথা পাঠ করিলেন :—

ল'য়ে অল্প মূলধন প্রচুর ঐশ্বর্য্য লভে বুদ্ধিমান্ বিচক্ষণ জন,
লইয়া স্ফুলিঙ্গমাত্র, ফুৎকারে পোষণ করি, করে লোক মহাগ্নি সৃজন।

সমবধান—তখন চুল্লপন্থক ছিলেন সেই শ্রেষ্ঠীর শিষ্য এবং আমি ছিলাম চুল্লমহাশ্রেষ্ঠী।]

☞ কথাসরিৎসাগরেও এইরূপ একটী আখ্যায়িকা আছে।

৫—তণ্ডুলনালী-জাতক।*

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে স্থবির লালুদায়ীর † সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই সময়ে মল্ল জাতীয় স্থবির দর্ব্ব ভিক্ষুসংঘের ভক্তোদ্দেশক ছিলেন। তিনি প্রাতঃকালে যে শলাকা দিতেন ‡ তাহা দেখাইয়া স্থবির উদায়ী কোন দিন উৎকৃষ্ট, কোন দিন বা নিকৃষ্ট তণ্ডুল পাইতেন। উদায়ী যে যে দিন নিকৃষ্ট তণ্ডুল পাইতেন, সেই সেই দিন শলাকাগারে § গণ্ডগোল করিতেন। তিনি বলিলেন, "দর্ব্ব ভিন্ন কি আর কেহ শলাকা বিতরণ করিতে জানে না? আমরা কি এ কাজ করিতে পারি না?" এক দিন তাঁহাকে এইরূপ গণ্ডগোল করিতে দেখিয়া, অন্য সকলে তাঁহার সম্মুখে শলাকার ঝুড়ি রাখিয়া বলিল, "বেশ কথা, আজ আপনিই শলাকা বিতরণ করুন।" তদবধি উদায়ীই সংঘের মধ্যে শলাকা বিতরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু বণ্টন করিবার সময় তিনি কোন্ তণ্ডুল উৎকৃষ্ট, কোন্ তণ্ডুল নিকৃষ্ট তাহা বুঝিতে পারিতেন না, কত দিনের ভিক্ষু হইলে উৎকৃষ্ট তণ্ডুল পায়, কত দিনের ভিক্ষুকে নিকৃষ্ট তণ্ডুল দিতে হয়, তাহাও তাঁহার জানা ছিল না। শলাকাগৃহে ভিক্ষুদিগের নাম ডাকিবার সময়েও কাহাকে অগ্রে ডাকিতে হইবে, কাহাকে পশ্চাতে ডাকিতে হইবে, তাহা তিনি জানিতেন না। কাজেই ভিক্ষুরা যখন শলাকাগৃহে উপবেশন করিতেন, তখন উদায়ী ভূমিতে বা ভিত্তিতে দাগ দিয়া স্থির করিয়া লইতেন এখানে অমুক দল ছিল, এখানে অমুক দল ছিল ইত্যাদি। কিন্তু পর দিন হয়ত এক

---

* নালী—এক প্রকার পরিমাপক পাত্র (যেমন আমাদের পালি ইত্যাদি)।

† লালুদায়ী—স্থূলবুদ্ধি উদায়ী। 'উদায়ী' এই ব্যক্তির নাম।

‡ বিহারস্থ ভিক্ষুদিগকে প্রতিদিন ভোজ্য বণ্টন করিয়া দেওয়া ভক্তোদ্দেশকের কার্য্য। ভিক্ষুরা কোন কোন দিন উপাসকদিগের গৃহে নিমন্ত্রিত হইতেন, সে দিন বিহার হইতে কোন ভোজ্য দিবার প্রয়োজন হইত না। অন্যান্য দিন বিহারের ভাণ্ডার হইতে তণ্ডুলাদি বিতরণ করিতে হইত। ভিক্ষুরা প্রাতঃকালে এক একটী শলাকা পাইতেন। এই শলাকা বর্ত্তমান কালের টিকেটস্থানীয়। ইহা দেখাইয়া তাঁহারা স্ব স্ব প্রাপ্য খাদ্য লইতেন।

যাঁহারা বণ্টন কার্য্যে অভিজ্ঞ, ন্যায়পরায়ণ, বুদ্ধিমান, নির্ভীক্ এবং ধীরপ্রকৃতি, ঈদৃশ প্রবীণ ভিক্ষুরাই ভক্তোদ্দেশকের পদে বৃত হইতেন।

§ যে গৃহে শলাকা বিতরণ করা হইত।

দলের অল্প লোক ও অন্য দলের অধিক লোক উপস্থিত হইত। এরূপ ঘটিলে দাগ অল্প দলের জন্য নিম্নে এবং অধিক দলের জন্য উপরে পড়িবার কথা, কিন্তু উদায়ী তাহা গ্রাহ্য করিতেন না। তিনি পূর্ব্বদিনের দাগ দেখিয়াই শলাকা বণ্টন করিতেন। অপিচ কোন্ দলকে কি দিতে হইবে তাহাও তিনি বুঝিতেন না।

ভিক্ষুরা বলিতেন, "ভাই উদায়ী, দাগটা বড় উপরে উঠিয়াছে অথচ ভিক্ষুর সংখ্যা কম", কিংবা "দাগটা বড় নীচে আছে, অথচ ভিক্ষুর সংখ্যা বেশী" কিংবা "এত বৎসরের ভিক্ষুদিগকে ভাল চাউল দিতে হইবে; এত বৎসরের ভিক্ষুদিগকে মন্দ চাউল দিতে হইবে" ইত্যাদি। কিন্তু উদায়ী তাঁহাদের কথায় কাণ দিতেন না। তিনি বলিতেন, "যেখানকার দাগ সেখানেই আছে। আমি তোমাদের কথা বিশ্বাস করিব, না আমার দাগ বিশ্বাস করিব?"

এইরূপে জ্বালাতন হইয়া একদিন বালক ভিক্ষু* ও শ্রামণেরগণ উদায়ীকে শলাকাগার হইতে বাহির করিয়া দিল। তাহারা বলিল, "ভাই লালুদায়ী, তুমি শলাকা বিতরণ করিলে ভিক্ষুরা স্ব স্ব প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত হয়। তুমি এ কাজের অনুপযুক্ত, অতএব এখান হইতে চলিয়া যাও।" ইহাতে শলাকাগারে মহা কোলাহল উপস্থিত হইল। শাস্তা স্থবির আনন্দকে† জিজ্ঞাসা করিলেন, "শলাকাগারে কোলাহল হইতেছে কেন?"

আনন্দ তথাগতকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলেন। তাহা শুনিয়া তথাগত বলিলেন, "উদায়ী নির্ব্বুদ্ধিতা বশতঃ এখনই যে কেবল অপরের প্রাপ্যহানি করিতেছে তাহা নহে পূর্ব্বেও সে ঠিক এইরূপ করিয়াছিল।"

আনন্দ বলিলেন "প্রভু, দয়া করিয়া ইহার অর্থ বুঝাইয়া দিন।" তখন ভগবান্ ভবান্তর-প্রতিচ্ছন্ন সেই অতীত কথা প্রকট করিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসী নগরে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। বোধিসত্ত্ব তাঁহার অর্ঘকারকের‡ কাজ করিতেন। তিনি হস্তী, অশ্ব, মণি, মুক্তা প্রভৃতির মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া বিক্রেতাদিগের, যাহার যাহা প্রাপ্য, তাহা চুকাইয়া দিতেন।

রাজা ব্রহ্মদত্ত অতি অর্থলোলুপ ছিলেন। এক দিন তাঁহার মনে হইল 'এই অর্ঘকারক যে ভাবে মূল্য নিরূপণ করিতেছে, তাহাতে অচিরে আমার ভাণ্ডার শূন্য হইবে। আমি ইহাকে পদচ্যুত করিয়া অপর কোন ব্যক্তিকে অর্ঘকারকের কাজ দিব।' অনন্তর তিনি জানালা§ খুলিয়া দেখিলেন একটা পাড়াগেঁয়ে লোক উঠান দিয়া হাঁটিয়া যাইতেছে। ঐ ব্যক্তি নিতান্ত নির্ব্বোধ অথচ লোভী ছিল। কিন্তু ব্রহ্মদত্ত তাহা জানিতেন না, তিনি ভাবিলেন এইরূপ লোককেই অর্ঘকারক করা উচিত। তিনি তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আমার অর্ঘকারকের কাজ করিতে পারিবে কি?" সে বলিল, "হাঁ মহারাজ, আমি এ কাজ করিতে পারিব।" ব্রহ্মদত্ত তদ্দণ্ডেই সেই লোকটাকে নিযুক্ত করিয়া ভাণ্ডাররক্ষা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইলেন। অতঃপর সে, যখন যেমন খেয়াল হইত, হস্তী, অশ্ব প্রভৃতির মূল্য নির্দ্ধারণ করিত, কোন্ দ্রব্যের প্রকৃত মূল্য কত হইতে পারে তাহা একবারও ভাবিত না। কিন্তু রাজার অর্ঘকারক বলিয়া কেহই তাহার প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইত না; সে যে মূল্য অবধারণ করিয়া দিত, বিক্রেতাদিগকে তাহাই লইতে হইত।

এক দিন উত্তরাঞ্চল হইতে এক অশ্ববণিক্ পাঁচশত অশ্ব লইয়া বারাণসীতে উপনীত হইল। রাজা নূতন অর্ঘকারককে সেই সকল অশ্বের মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে বলিলেন। সে গিয়া স্থির করিল পাঁচশ ঘোড়ার দাম এক পালি চাউল, এবং অশ্ব-বণিক্‌কে ঐ মূল্য দিয়াই ঘোড়াগুলিকে রাজার আস্তাবলে লইয়া যাইতে হুকুম দিল। অশ্ববণিক্ হতবুদ্ধি হইয়া বোধিসত্ত্বের নিকট গেল এবং যেরূপ ঘটিয়াছিল সমস্ত বলিয়া এখন কি কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা করিল। বোধিসত্ত্ব

---

* মূলে "দহর ভিক্ষু" এই পদ আছে। 'দহর' শব্দ সংস্কৃত 'দভ্র' শব্দের রূপান্তর, ইহার অর্থ 'অল্পবয়স্ক'। আট নয় বৎসরের বালকেরাও ভিক্ষু হইত।

† আনন্দ—বুদ্ধদেবের একজন প্রধান শিষ্য। ইনি 'ধর্ম্মভাণ্ডাগারিক' এই উপাধি পাইয়াছিলেন। সবিস্তর বিবরণ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

‡ রাজা যে সকল দ্রব্য ক্রয় করিতেন, অর্ঘকারক সেই গুলির মূল্য স্থির করিত।

§ মূলে 'সিংহপঞ্জর' এই শব্দ আছে।

সেই ভাণ্ডার ঘৃততণ্ডুলাদি দ্বারা পরিপূর্ণ হয় নাই, ততদিন তিনি প্রব্রাজক হন নাই। প্রব্রাজক হইবার পরেও তিনি ভৃত্যদিগকে ডাকাইয়া ইচ্ছানুরূপ খাদ্য পাক করাইয়া আহার করিতেন। তাঁহার আসবাবেরও * অভাব ছিল না। তিনি দিনের জন্য এক প্রস্থ এবং রাত্রির জন্য এক প্রস্থ পরিচ্ছদ রাখিতেন এবং বিহারের প্রত্যন্ত অংশে একাকী অবস্থান করিতেন।

একদা ঐ ব্যক্তি পরিচ্ছদ ও শয্যা বাহির করিয়া প্রকোষ্ঠ মধ্যে শুকাইতে দিয়াছেন, এমন সময়ে কতকগুলি জনপদবাসী ভিক্ষু নানা অঞ্চলের বিহার পরিদর্শন করিতে করিতে সেখানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা ঐ ভিক্ষুর শয্যা ও পরিচ্ছদের ঘটা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ সমস্ত কাহার"? ভিক্ষু বলিলেন "এ সমস্ত আমার।" "সে কি? এই এক বহির্ব্বাস, এই এক বহির্ব্বাস। এই এক অন্তর্ব্বাস, এই এক অন্তর্ব্বাস। আর এই শয্যা - এ সমস্তই কি আপনার?" "হাঁ, এসমস্তই আমার, অন্য কাহারও নহে।" "মহাশয় ভগবান্ ভিক্ষুদিগের জন্য কেবল ত্রিচীবরের ব্যবস্থা করিয়াছেন। আপনি যে বুদ্ধের শাসনে প্রবেশ করিয়াছেন, তিনি কেমন নিঃস্পৃহ, আর আপনি ভোগের জন্য এত উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। চলুন, আপনাকে দশবলের নিকট লইয়া যাই"। ইহা বলিয়া তাঁহারা সেই ভিক্ষুকে লইয়া শাস্তার নিকট গেলেন।

তাঁহাদিগকে দেখিয়া শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভিক্ষুগণ, তোমরা এই ভিক্ষুকে ইহার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও এখানে আনিলে কেন?" "ভগবন্, এই ব্যক্তি বিভবশালী। ইনি পরিচ্ছদাদি বহু উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন।" "কি হে ভিক্ষু, ইহারা বলিতেছে, তুমি বহু উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছ, একথা সত্য কি?" "হাঁ ভগবন্, একথা সত্য।" "তুমি পরিচ্ছদাদি উপকরণের এত ঘটা করিয়াছ কেন? আমি কি নিয়ত নিঃস্পৃহতা, সন্তুষ্টচিত্ততা, নির্জ্জনবাস, দৃঢ়বীর্য্যতা প্রভৃতির প্রশংসা করি না?"

শাস্তার এই কথায় ক্রুদ্ধ হইয়া সেই ভিক্ষু বলিলেন, "তবে আমি এইভাবে বিচরণ করিব" এবং বহির্ব্বাস ফেলিয়া দিয়া সভামধ্যে একচীবর মাত্র পরিধান করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহাকে উপদেশ দ্বারা ধর্ম্মপথে পরিচালিত করিবার অভিপ্রায়ে শাস্তা বলিলেন, "তুমি না পূর্ব্বে উদকরাক্ষসরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াও লজ্জাশীলতা অর্জ্জন করিবার জন্য দ্বাদশ বৎসর বহু যত্ন করিয়াছিলে? তবে এখন কিরূপে গৌরবময় বুদ্ধশাসনে প্রবিষ্ট হইয়াও নির্লজ্জভাবে বহির্ব্বাস পরিহারপূর্ব্বক দাঁড়াইয়া আছ?" এই কথায় উক্ত ভিক্ষুর লজ্জাশীলতা ফিরিয়া আসিল, তিনি পুনর্ব্বার বহির্ব্বাস গ্রহণ করিলেন এবং শাস্তাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক একান্তে উপবেশন করিলেন।

তখন ভিক্ষুরা উদকরাক্ষস-সংক্রান্ত বৃত্তান্ত জানিবার নিমিত্ত ব্যগ্রতা প্রকাশ করিলেন। তাহা দেখিয়া শাস্তা ভবান্তরপ্রতিচ্ছন্ন সেই অতীত কথা প্রকট করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসী রাজ্যে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। বোধিসত্ত্ব তাঁহার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া মহিংসাসকুমার এই নাম প্রাপ্ত হন। বোধিসত্ত্ব যখন দুই তিন বৎসর বয়সে হাঁটিতে ও ছুটাছুটি করিতে শিখিয়াছেন, তখন তাঁহার একটী সহোদর জন্মিল। রাজা এই পুত্রের নাম রাখিলেন চন্দ্রকুমার। অনন্তর চন্দ্রকুমার যখন হাঁটিতে ও ছুটিতে শিখিলেন, তখন মহিষীর প্রাণবিয়োগ হইল এবং ব্রহ্মদত্ত পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহ করিয়া নবীনা মহিষীকে জীবনের সর্ব্বস্ব করিয়া লইলেন।

কিয়ৎকাল পরে নবীনা মহিষীও একটী পুত্র প্রসব করিলেন, ইঁহার নাম রাখা হইল সূর্য্য-কুমার। রাজা নবকুমার লাভ করিয়া অতিমাত্র আহ্লাদিত হইলেন এবং মহিষীকে বলিলেন, "প্রিয়ে, এই বালকের জন্য তুমি যে বর প্রার্থনা করিবে, আমি তাহাই দিব।" কিন্তু মহিষী তখন কোন বর চাহিলেন না, তিনি বলিলেন, "মহারাজ, যখন প্রয়োজন হইবে, তখন আপনাকে একথা স্মরণ করাইয়া দিব।"

---

* মূলে 'পরিষ্কার' এই শব্দ আছে। বৌদ্ধ ভিক্ষু কেবল ভিক্ষাপাত্র, ত্রিচীবর, কায়বন্ধন, সূচি, বাসি, ক্ষুর এবং পরিস্রাবণ (জল ছাঁকিবার যন্ত্র) এই অষ্ট পরিষ্কার রাখিতে পারেন। ত্রিচীবর—সংঘাটী, উত্তরাসঙ্গ এবং অন্তরবাসক। সংঘাটী বহির্বাস, ইহা দ্বিপুট এবং স্কন্ধ হইতে সমস্ত দেহ আবৃত করে। ভিক্ষুরা বাহিরে যাইবার সময় ইহা ব্যবহার করেন। উত্তরাসঙ্গ একপুট, ইহাও স্কন্ধ হইতে সর্ব্বশরীর আবৃত করে এবং বিহারের ভিতরে বাহিরে সর্ব্বত্রই ব্যবহৃত হয়। অন্তরবাসককে এক প্রকার লুঙ্গী বা ছোট ধুতি বলা যাইতে পারে, পরিলে কোচা অল্প থাকে কাছা থাকেনা। সংঘাটী, উত্তরাসঙ্গ ও অন্তরবাসক প্রত্যেকেই অন্ততঃ ১০ খানি টুকরা সেলাই করিয়া প্রস্তুত হয়। কায়বন্ধন অর্থাৎ কটিবন্ধ। বুদ্ধদেব নগ্নসন্ন্যাসীদিগকে নির্লজ্জ বলিয়া ঘৃণা করিতেন। তাঁহার মতে ভিক্ষুদিগের পক্ষেও সুন্দররূপে গাত্র আবৃত রাখা আবশ্যক।

কালসহকারে সূর্য্যকুমার বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন। তখন একদিন মহিষী রাজাকে বলিলেন, "মহারাজ এই বালক যখন ভূমিষ্ঠ হয়, তখন আপনি অঙ্গীকার করিয়াছিলেন ইহাকে একটী বর দিবেন। অতএব এখন ইহাকে রাজপদ দান করুন।" রাজা উত্তর করিলেন, "আমার প্রথম দুইপুত্র প্রজ্জলিত অগ্নির ন্যায় তেজস্বী। আমি তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া তোমার পুত্রকে রাজ্য দিতে পারি না"। কিন্তু মহিষী এ কথায় নিরস্ত হইলেন না। তিনি এই প্রার্থনা পূরণের জন্য রাজাকে দিবারাত্র জ্বালাতন করিতে লাগিলেন। তখন রাজার আশঙ্কা হইল পাছে মহিষী কুচক্রে করিয়া সপত্নী-পুত্রদিগের কোন অনিষ্ট করেন। তিনি মহিংসাসকুমার ও চন্দ্রকুমারকে ডাকিয়া বলিলেন, "বৎসগণ, যখন সূর্য্যকুমারের জন্ম হয়, তখন আমি তোমাদের বিমাতাকে একটী বর দিতে চাহিয়াছিলাম। সেই বরে এখন তিনি সূর্য্যকুমারকে রাজ্য দিতে বলিতেছেন। কিন্তু সূর্য্যকুমার রাজা হয় এ ইচ্ছা আমার একেবারেই নাই। তথাপি স্ত্রী-বুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী; আশঙ্কা হয় রাণী হয়ত তোমাদের সর্ব্বনাশসাধনের চেষ্টা করিবেন। অতএব তোমরা এখন বনে গিয়া আশ্রয় লও। আমার মৃত্যু হইলে শাস্ত্রানুসারে এ রাজ্য তোমাদিগেরই প্রাপ্য, তোমরা তখন আসিয়া ইহা গ্রহণ করিও।" অনন্তর অশ্রুপূর্ণনয়নে বিলাপ করিতে করিতে তিনি পুত্রদ্বয়ের মুখচুম্বন করিয়া তাঁহাদিগকে বনে পাঠাইলেন।

রাজকুমারদ্বয় পিতার চরণবন্দনা করিয়া যখন প্রাসাদ হইতে বাহির হইলেন, তখন সূর্য্যকুমার প্রাঙ্গণে ক্রীড়া করিতেছিলেন। অগ্রজদ্বয়ের বনগমন-কারণ জানিতে পারিয়া তিনিও তাঁহাদের অনুগমন করিতে সঙ্কল্প করিলেন। এইরূপে তিন ভাই একসঙ্গে বনবাস করিতে গেলেন।

রাজকুমারেরা চলিতে চলিতে অবশেষে হিমবন্ত পর্বতে উপনীত হইলেন। সেখানে বোধিসত্ত্ব একদিন এক তরুমূলে উপবেশন করিয়া সূর্য্যকুমারকে বলিলেন, "ভাই, ছুটিয়া একবার ঐ সরোবরে গিয়া স্নান কর্ ও জল খা, শেষে ফিরিবার সময় আমাদের জন্য পদ্ম-পাতায় কিছু জল আনিস্।"

ঐ সরোবর পূর্ব্বে কুবেরের অধিকারে ছিল্। তিনি উহা এক উদক-রাক্ষসকে দান করিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন "দেবধর্ম্ম-জ্ঞানহীন যে ব্যক্তি ইহার জলে অবতরণ করিবে সে তোমার ভক্ষ্য হইবে। যাহারা জলে অবতরণ করিবে না, তাহাদের উপর কিন্তু তোমার কোন অধিকার থাকিবে না।" তদবধি সেই উদক-রাক্ষস, কেহ জলে অবতরণ করিলেই, তাহাকে 'দেবধর্ম্ম কি?' এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিত এবং সে উত্তর দিতে না পারিলে তাহাকে খাইয়া ফেলিত। সূর্য্যকুমার এ বৃত্তান্ত জানিতেন না। তিনি নিঃশঙ্কমনে যেমন জলে নামিয়াছেন, অমনি উদক-রাক্ষস তাঁহাকে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দেবধর্ম্ম কাহাকে বলে জান কি?" সূর্য্যকুমার বলিলেন, "জানি বৈকি, লোকে সূর্য্য ও চন্দ্রকে দেবতা বলে।" রাক্ষস বলিল, "মিথ্যাকথা; তুমি দেবধর্ম্ম জান না।" অনন্তর সে সূর্য্যকুমারকে টানিয়া গভীর্ জলের ভিতর লইয়া গেল এবং নিজের আগারে আবদ্ধ করিয়া রাখিল।

সূর্য্যকুমারের ফিরিতে বিলম্ব দেখিয়া বোধিসত্ত্ব চন্দ্রকুমারকে তাঁহার অনুসন্ধানে পাঠাইলেন। রাক্ষস চন্দ্রকুমারকেও ধরিয়া ফেলিল এবং সেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল। চন্দ্রকুমার উত্তর দিলেন, "দিক্‌চতুষ্টয় দেবধর্ম্ম-বিশিষ্ট।" রাক্ষস বলিল, "মিথ্যাকথা, তুমি দেবধর্ম্ম জান না।" সে চন্দ্রকুমারকেও টানিয়া গভীর জলের ভিতর লইয়া গেল এবং নিজের আগারে আবদ্ধ করিয়া রাখিল।

চন্দ্রকুমারও ফিরিয়া আসিলেন না দেখিয়া বোধিসত্ত্বের আশঙ্কা হইল হয়ত দুই ভ্রাতারই কোন বিপদ্ ঘটিয়াছে। তিনি তাঁহাদিগের অনুসন্ধানে ছুটিলেন এবং পদচিহ্ন দেখিয়া বুঝিলেন

তাঁহারা দুই জনেই সরোবরে অবতরণ করিয়াছেন। তখন তাঁহার সন্দেহ হইল ঐ সরোবরে কোন উদকরাক্ষস আছে। অতএব তরবারি খুলিয়া ও ধনুর্ব্বাণ হাতে লইয়া তিনি রাক্ষসের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

উদকরাক্ষস দেখিল বোধিসত্ত্ব জলে অবতরণ করিতেছেন না। তখন সে তাঁহার নিকট বনেচরের বেশে আবির্ভূত হইয়া বলিল, "ভাই, তুমি, দেখিতেছি, পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়াছ। জলে নামিয়া অবগাহন কর, মৃণাল ও জল খাও, পদ্মের মালা পর, তাহা হইলে শরীর শীতল হইবে, আবার পথ চলিতে পারিবে।" বোধিসত্ত্ব তাহাকে দেখিয়াই রাক্ষস বলিয়া চিনিতে পারিয়াছিলেন। তিনি কহিলেন, "তুমিই না আমার ভাই দুইটীকে ধরিয়া রাখিয়াছ?" রাক্ষস বলিল, "হাঁ"।

"কেন ধরিলে?"

"যাহারা এই জলে নামে তাহারা আমার ভক্ষ্য।"

"সকলেই তোমার ভক্ষ্য?"

"কেবল যাহারা দেবধর্ম্ম জানে তাহারা নহে। তাহারা ব্যতীত আর সকলেই আমার ভক্ষ্য।"

"দেবধর্ম্ম কি জানিতে চাও?"

"হাঁ, জানিতে চাই।"

"তবে দেবধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতেছি, শ্রবণ কর।"

"বল, দেবধর্ম্ম কি তাহা শুনিব।"

"বলিব বটে, কিন্তু পথশ্রমে বড় ক্লান্ত হইয়াছি।"

তখন রাক্ষস তাঁহাকে স্নান করাইল, ফল ও পানীয় জল দিল, গন্ধফুল দিয়া সাজাইল, গন্ধদ্রব্য অনুলিপ্ত করিল এবং তাঁহার শয়নের নিমিত্ত বিচিত্র মণ্ডপের মধ্যে পর্য্যঙ্ক স্থাপিত করিল। বোধিসত্ত্ব পর্য্যঙ্কে উপবেশন করিলেন, রাক্ষস তাঁহার পাদমূলে বসিল। বোধিসত্ত্ব তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দেবধর্ম্ম কি শ্রবণ কর,—

> হিরত্রপাযুক্তচিত্ত, সত্যপরায়ণ
> নিরত শুক্লধর্ম্মে সদা যেই জন,
> হেন সাধুজন আছে যত ভবে
> দেবধর্ম্মা বলি তুমি জানিবে সে সবে।

এই ব্যাখ্যা শুনিয়া রাক্ষস সন্তুষ্ট হইল এবং বোধিসত্ত্বকে কহিল, "পণ্ডিতবর, আমি তোমার কথায় শ্রদ্ধান্বিত হইলাম। আমি তোমার একজন ভ্রাতাকে প্রত্যর্পণ করিতেছি, বল, কাহাকে আনিব।"

"আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে আন।"

"তুমি দেবধর্ম্ম জান বটে, কিন্তু তদনুসারে কাজ কর না।"

"এ কথা বলিতেছ কেন?"

"যে বড় তাহাকে ছাড়িয়া, যে ছোট তাহাকে বাঁচাইতে চাও কেন? ইহাতে জ্যেষ্ঠের মর্য্যাদা রাখা হইল কি?"

"আমি দেবধর্ম্ম জানি, তদনুসারে কাজও করি। কনিষ্ঠটী আমাদের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। ইহারই জন্য আমরা বনবাসী হইয়াছি। বিমাতা ইহাকে রাজা করিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু পিতা তাহাতে অসম্মত হইয়া আমাকে ও আমার সহোদরকে বনে আশ্রয় লইতে বলেন। আমরা বনে আসিতেছি দেখিয়া এ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমাদের অনুগমন করিয়াছে, একদিনও গৃহে ফিরিবার কথা ভাবে নাই। অধিকন্তু, আমি যদি বলি ইহাকে রাক্ষসে খাইয়াছে, তাহা

হইলে কেহই সে কথা বিশ্বাস করিবে না। অতএব লোকনিন্দার ভয়েও আমি তোমার নিকট উহারই জীবন ভিক্ষা করিতেছি।"

বোধিসত্ত্বের কথা শুনিয়া রাক্ষস "সাধু, সাধু" বলিয়া উঠিল। সে কহিল "এখন বুঝিলাম তুমি দেবধর্ম্ম জান এবং তদনুসারে কাজও কর।" অনন্তর সে প্রসন্ন হইয়া বোধিসত্ত্বের উভয় ভ্রাতাকেই আনিয়া দিল। তখন বোধিসত্ত্ব রাক্ষসকে বলিলেন, "ভদ্র, অতীতকালে তুমি যে পাপকার্য্য করিয়াছ তাহারই ফলে রাক্ষসজন্ম গ্রহণ করিয়া এখন তোমাকে অপর প্রাণীর রক্তমাংসে দেহ ধারণ করিতে হইতেছে। কিন্তু ইহাতেও তোমার শিক্ষা হয় নাই। তুমি এজন্মেও পাপসঞ্চয় করিতেছ, ইহার ফলে তোমাকে চিরদিন নিরয়গমন, নীচ যোনিতে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ প্রভৃতি যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। অতএব এই সময় হইতে নীচপ্রবৃত্তি পরিহার করিয়া সৎপথে বিচরণ কর।"

এইরূপে রাক্ষসকে ধর্ম্মপথে আনিয়া বোধিসত্ত্ব সেই বনে অনুজদিগের সহিত বাস করিতে লাগিলেন। রাক্ষস তাঁহাদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার লইল। অনন্তর একদিন নক্ষত্র পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বোধিসত্ত্ব জানিতে পারিলেন তাঁহার পিতা মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন। তখন তিনি ভ্রাতৃদ্বয় ও উদক-রাক্ষসকে সঙ্গে লইয়া বারাণসীতে প্রতিগমন পূর্ব্বক রাজ্য গ্রহণ করিলেন। বোধিসত্ত্ব চন্দ্রকুমারকে উপরাজ * ও সূর্য্যকুমারকে সেনাপতি নিযুক্ত করিলেন। উদক-রাক্ষসের জন্য তিনি এক রমণীয়স্থানে বাসভবন নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন এবং তাহার ব্যবহারার্থ উৎকৃষ্ট পুষ্প, মালা, খাদ্য প্রভৃতি দিবার ব্যবস্থা করিলেন। এইরূপে যথাসাধ্য রাজ্যপালন করিয়া বোধিসত্ত্ব কর্ম্মানুরূপ ফলভোগার্থ লোকান্তর গমন করিলেন।

[কথা শেষ হইলে ভগবান সত্যসমূহ প্রকাশ করিলেন এবং তাহা শুনিয়া সেই ভিক্ষু স্রোতাপত্তি-ফল লাভ করিল।]

সমবধান—তখন এই ঐশ্বর্য্যশালী ভিক্ষু ছিল পূর্ব্বকালের সেই উদকরাক্ষস, আনন্দ † ছিল সূর্য্যকুমার সারীপুত্র ছিল চন্দ্রকুমার এবং আমি ছিলাম মহিংসাসকুমার।]

দ্রষ্টব্য—দেবধর্ম্ম জাতকের প্রথমাংশের সহিত দশরথজাতকের (৪৬১) প্রথমাংশের এবং শেষাংশের সহিত মহাভারত বর্ণিত বকরূপী যক্ষকর্তৃক যুধিষ্ঠিরের চরিত্র পরীক্ষা বৃত্তান্তের সৌসাদৃশ্য আছে।

৭—কাষ্ঠহারি-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে বাসব ক্ষত্রিয়ার প্রসঙ্গে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্ন বস্তু দ্বাদশ নিপাতে ভদ্রশাল জাতকে (৪৬৫) সবিস্তর বলা হইবে। ‡

প্রবাদ আছে, বাসব ক্ষত্রিয়া মহানামা শাক্যের ঔরসে এবং নাগমুণ্ডা নাম্নী এক দাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যৌবনোদয়ে তিনি কোশল রাজের মহিষী হন এবং বিরূঢ়ক নামে এক পুত্র প্রসব করেন। শেষে কোশলরাজ জানিতে পারেন, মহিষী নীচকুলজাতা। অতএব তিনি বালক ও তাহার গর্ভধারিণী উভয়কেই প্রাসাদ হইতে দূর করিয়া দেন।

এই সংবাদ শুনিয়া শাস্তা একদিন প্রত্যূষে পঞ্চশত ভিক্ষু সঙ্গে লইয়া রাজভবনে উপনীত হইলেন এবং আসন গ্রহণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "বাসব ক্ষত্রিয়া কোথায়?" তখন রাজা তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত খুলিয়া বলিলেন। তাহা শুনিয়া শাস্তা কহিলেন, "বাসব ক্ষত্রিয়ার জন্ম রাজকুলে, তাহার বিবাহ হইয়াছে রাজার সহিত, সে প্রসব করিয়াছে রাজপুত্র। এরূপ পুত্র পৈতৃক রাজ্য হইতে বঞ্চিত হইলে চলিবে কেন? প্রাচীন কালে কোন রাজা এক কাষ্ঠহারিণীর গর্ভজাত পুত্রকেও রাজ্য দান করিয়াছিলেন। অনন্তর শাস্তা সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন।]

---

* আমরা যাঁহাকে রাজপ্রতিনিধি (viceroy) বলি, প্রাচীন ভারতবর্ষে তাঁহাকে "উপরাজ" এবং তদীয় অধিকারকে "উপরাজ্য" বলা যাইত।

† আনন্দ—গৌতমবুদ্ধের পিতৃব্যপুত্র এবং তাঁহার প্রধান শিষ্যদিগের অন্যতম। ইনি 'ধর্ম্মভাণ্ডাগারিক' এই উপাধি পাইয়াছিলেন। সারীপুত্র (শারীপুত্র, শারিপুত্র, সারিপুত্র) গৌতমবুদ্ধের অপর একজন প্রধান শিষ্য। ইঁহার উপাধি ছিল 'ধর্ম্মসেনাপতি।' সবিস্তর বিবরণ ৪২ পৃষ্ঠের টীকায় এবং পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

‡ উদীচ্য বৌদ্ধসাহিত্যে বিরূঢ়কের গর্ভধারিণীর নাম মল্লিকা, মালিকা বা মালিনী।

পুরাকালে বারাণসী-রাজ ব্রহ্মদত্ত একদিন উদ্যানবিহারে গিয়াছিলেন। সেখানে তিনি ফলপুষ্পাদির আহরণের নিমিত্ত ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছেন, এমন দেখিতে পাইলেন, একটী রমণী গান করিতে করিতে কাষ্ঠসংগ্রহ করিতেছে। ব্রহ্মদত্ত তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়া তদ্দণ্ডেই তাহাকে গান্ধর্ব্ববিধানে বিবাহ করিলেন। অনন্তর বোধিসত্ত্ব এই রমণীর গর্ভে প্রবেশ করিলেন। রমণীকে গর্ভবতী জানিয়া রাজা তাহার হস্তে স্বনামাঙ্কিত একটী অঙ্গুরী দিয়া বলিলেন, "যদি কন্যা প্রসব কর, তবে ইহা বিক্রয় করিয়া তাহার ভরণ পোষণ করিবে, আর যদি পুত্র প্রসব কর, তবে তাহাকে এই অঙ্গুরিসহ আমার নিকট লইয়া যাইবে।

রমণী যথাকালে বোধিসত্ত্বকে প্রসব করিল। বোধিসত্ত্ব যখন ছুটাছুটি করিতে শিখিয়া পাড়ার ছেলেদের সহিত খেলা আরম্ভ করিলেন, তখন অনেকে তাঁহাকে "নিষ্পিতৃক" বলিয়া উপহাস করিতে লাগিল। কেহ বলিত "দেখ, নিষ্পিতৃক আমাকে মারিয়া গেল," কেহ বলিত, "নিষ্পিতৃক আমাকে ধাক্কা দিল।" ইহাতে বোধিসত্ত্বের মনে দারুণ আঘাত লাগিল। তিনি একদিন জননীকে জিজ্ঞাসিলেন, "আমার বাবা কে, মা ?

রমণী বলিল, "বাছা, তুমি রাজার ছেলে।"

"আমি যে রাজার ছেলে তাহার প্রমাণ কি, মা ?"

"বাছা, রাজা যখন আমায় ছাড়িয়া যান, তখন এই অঙ্গুরি দিয়া গিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার নাম আছে। তিনি বলিয়াছিলেন, 'যদি কন্যা জন্মে, তবে ইহা বেচিয়া তাহার ভরণ পোষণ করিবে, আর যদি পুত্র জন্মে, তবে অঙ্গুরিসহ তাহাকে আমার নিকট লইয়া যাইবে'।"

"তবে তুমি আমাকে বাবার কাছে লইয়া যাওনা কেন ?"

রমণী দেখিল, বালক পিতৃদর্শনের জন্য অতিশয় ব্যগ্র হইয়াছে। সুতরাং সে তাহাকে লইয়া রাজভবনে উপনীত হইল এবং রাজাকে আপনাদের আগমনবার্ত্তা জানাইল। অনন্তর রাজসকাশে যাইবার অনুমতি পাইয়া সে সিংহাসনপার্শ্বে গিয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক বলিল, "মহারাজ, এই আপনার পুত্র।"

সভার মধ্যে লজ্জা পাইতে হয় দেখিয়া, রাজা প্রকৃত বৃত্তান্ত জানিয়াও না জানার ভাণ করিলেন। তিনি বলিলেন "সে কি কথা ? এ আমার পুত্র হইবে কেন ?" রমণী কহিল, "মহারাজ, এই দেখুন আপনার নামাঙ্কিত অঙ্গুরি। ইহা দেখিলেই বালক কে জানিতে পারিবেন।" রাজা এবারও বিস্ময়ের চিহ্ন দেখাইয়া বলিলেন, "এ অঙ্গুরি ত আমার নয়।" তখন রমণী নিরুপায় হইয়া বলিল, "এখন দেখিতেছি, একমাত্র ধর্ম্ম ভিন্ন আমার আর কোন সাক্ষী নাই। অতএব আমি ধর্ম্মের দোহাই দিয়া বলিতেছি, যদি এ বালক প্রকৃতই আপনার পুত্র হয়, তবে যেন এ মধ্যাকাশে স্থির হইয়া থাকে, আর যদি আপনার পুত্র না হয়, তবে যেন ভূতলে পড়িয়া বিনষ্ট হয়।" ইহা বলিয়া সে দুই হাতে বোধিসত্ত্বের দুই পা ধরিল এবং তাঁহাকে ঊর্দ্ধদিকে ছুড়িয়া দিল।

বোধিসত্ত্ব মধ্যাকাশে উঠিয়া বীরাসনে উপবেশন করিলেন এবং মধুর স্বরে ধর্ম্মকথা বলিতে বলিতে এই গাথা পাঠ করিলেন,—

> আমি তব পুত্র, শুন মহারাজ, ধর্ম্মপত্নীগর্ভজাত,
> পোষণের ভার লও হে আমার, এ মিনতি করি, তাত।
> কত শত জন ভরণ-পোষণ লভে নৃপতির ঠাঁই,
> তাঁহার তনয় যেই জন হয়, তার ত কথাই নাই।

আকাশস্থ বোধিসত্ত্বের মুখে এই ধর্ম্ম-সঙ্গত বাক্য শুনিয়া রাজা বাহুবিস্তার পূর্ব্বক বলিলেন, "এস, বৎস, এস, এখন অবধি আমিই তোমার ভরণ পোষণ করিব।" তাঁহার দেখাদেখি

আরও শত শত লোকে বোধিসত্ত্বকে ক্রোড়ে লইবার জন্য বাহু তুলিল, কিন্তু বোধিসত্ত্ব রাজারই বাহুযুগলের উপর অবতরণ করিয়া তাঁহার ক্রোড়ে উপবেশন করিলেন। রাজা তাঁহাকে ঔপরাজ্যে নিযুক্ত করিলেন এবং তাঁহার জননীকে মহিষী করিলেন। কালক্রমে রাজার যখন মৃত্যু হইল, তখন বোধিসত্ত্ব "মহারাজ কাষ্ঠবাহন" এই উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক সিংহাসনারোহণ করিলেন এবং দীর্ঘকাল যথাধর্ম্ম রাজ্যশাসন করিয়া কর্ম্মানুরূপ ফলভোগার্থ লোকান্তরে চলিয়া গেলেন।

সমবধান :—তখন মহামায়া ছিলেন সেই বনবাসিনী রমণী, শুদ্ধোদন ছিলেন রাজা ব্রহ্মদত্ত এবং আমি হইয়াছিলাম মহারাজ কাষ্ঠবাহন।

☞ মহাভারত বর্ণিত দুষ্মন্ত-শকুন্তলার আখ্যায়িকার সহিত এই জাতকের আংশিক সাদৃশ্য বিবেচ্য।

৮—গ্রামণী-জাতক

[শাস্তা জেতবনে জনৈক হীনবীর্য্য ভিক্ষুকে উপলক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্ন ও অতীত বস্তু একাদশ নিপাতে সম্বর জাতকে (৪৬২) সবিস্তর বলা হইবে। উভয় জাতকের গাথাগুলি কিন্তু এক নহে।

রাজকুমার গ্রামণী তদীয় পিতার শতপুত্রের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ, তথাপি তিনি বোধিসত্ত্বের উপদেশানুসারে চলিয়া রাজচ্ছত্র এবং অগ্রজদিগের আনুগত্য লাভ করিয়াছিলেন। তিনি সিংহাসনে আসীন হইয়া নিজের যশঃসম্পত্তির কথা ভাবিয়া বলিয়াছিলেন, "আমার এই সৌভাগ্য সমস্তই আচার্য্যের প্রসাদাৎ।' অনন্তর মনের আবেগে তিনি নিম্নলিখিত গাথাটী পাঠ করিয়াছিলেন :—

ধীর, স্থিরভাবে স্বকার্য্যে নিরত নহে অতি ত্বরান্বিত,
ইচ্ছামত ফল অগ্রে বা পশ্চাতে লভে সেই সুনিশ্চিত।
গুরু-উপদেশ করিয়া নির্ভর গ্রামণীর অভ্যুদয়
রাজ্য, যশ আদি বিবিধ সম্পত্তি লভিল সে সমুদয়।

গ্রামণীর রাজ্যপ্রাপ্তির সাত আট দিন পরেই তাহার সহোদরগণ স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গিয়াছিলেন। অতঃপর গ্রামণী যথাধর্ম্ম রাজ্যপালন করিয়াছিলেন, বোধিসত্ত্বও দানাদি পুণ্যানুষ্ঠান করিয়াছিলেন, এবং উভয়েই দেহান্তে স্ব স্ব কর্ম্মানুরূপ ফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই হীনবীর্য্য ভিক্ষু অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইলেন। অতঃপর শাস্তা বর্ত্তমান ও অতীত বস্তুর সম্বন্ধ নির্দ্দেশ পূর্ব্বক জাতকের সমবধান করিলেন।]

৯ - মখাদেব জাতক।

[শাস্তা মহানিষ্ক্রমণ-প্রসঙ্গে * জেতবনে এই কথা বলিয়াছিলেন। একদিন ভিক্ষুগণ ধর্ম্মশালায় বসিয়া মহানিষ্ক্রমণের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছিলেন। এমন সময়ে শাস্তা সেখানে গিয়া আসনগ্রহণপূর্ব্বক জিজ্ঞাসিলেন, "ভিক্ষুগণ, তোমরা কোন্ বিষয়ের আলোচনা করিতেছ?" তাঁহারা বলিলেন, "প্রভু, আমরা আপনারই মহা-নিষ্ক্রমণ সম্বন্ধে কথা বলিতেছিলাম।' শাস্তা বলিলেন, "কেবল বর্ত্তমান যুগে নয়, অতীত যুগেও তথাগত এইরূপ নিষ্ক্রমণ করিয়াছিলেন। জন্মান্তর গ্রহণ করিয়া তোমাদের স্মৃতি বিলুপ্ত হইয়াছে, অতএব পূর্ব্বকথা বলিতেছি, শুন।"

পুরাকালে বিদেহের অন্তঃপাতী মিথিলা নগরীতে মখাদেব নামক এক ধর্ম্মপরায়ণ রাজা ছিলেন। প্রথমে কুমার, পরে উপরাজ, শেষে মহারাজভাবে তিনি একাদিক্রমে বিরাশি হাজার বৎসর পরমসুখে অতিবাহিত করেন। একদিন তিনি নাপিতকে বলিলেন, "আমার মাথায় যখন পাকা চুল দেখিতে পাইবে, তখন আমায় জানাইবে।" ইহার বহুবৎসর পরে একদিন নাপিত রাজার কজ্জল-কৃষ্ণ কেশরাশির মধ্যে একগাছি পলিত কেশ দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে জানাইল। রাজা বলিলেন, "চুলগাছি তুলিয়া আমার হাতে দাও।" তখন নাপিত সোণার সন্না দিয়া ঐ চুলগাছি তুলিয়া রাজার হাতে দিল।

---

* বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির জন্য সিদ্ধার্থ স্ত্রী, পুত্র রাজ্য প্রভৃতি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া যান। ইহা 'মহানিষ্ক্রমণ' নামে অভিহিত।

মখাদেবের তখনও চুরাশি হাজার বৎসর পরমায়ুঃ অবশিষ্ট ছিল, কিন্তু একগাছি মাত্র পাকা চুল দেখিয়া তাঁহার চিত্ত-বৈকল্য জন্মিল। তিনি ভাবিলেন, মৃত্যুরাজ যেন তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন, অথবা তিনি দহ্যমান পর্ণশালার মধ্যে অবরুদ্ধ হইয়াছেন। তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন, 'মূর্খ মখাদেব! পাপবৃত্তি পরিহার করিবার পূর্ব্বেই পলিত কেশ হইলে!' তিনি পলিত কেশের সম্বন্ধে যতই ভাবিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার অন্তর্দাহ হইতে লাগিল, শরীর হইতে ঘর্ম্ম ছুটিল; রাজবেশ ও রাজাভরণ দুর্ব্বিষহ বোধ হইতে লাগিল। তিনি স্থির করিলেন, 'অদ্যই সংসার ত্যাগ পূর্ব্বক প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিব।'

মখাদেব নাপিতকে, এক লক্ষ মুদ্রা আয় হয়, এমন একখানি গ্রাম দান করিলেন এবং নিজের জ্যেষ্ঠপুত্রকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "বৎস, আমার কেশ পলিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে, আমি বৃদ্ধ হইয়াছি। আমি এতদিন পূর্ণমাত্রায় মনুষ্যকাম্য ভোগ করিয়াছি, এখন দেবকাম্য ভোগ করিব। আমার নিষ্ক্রমণ-কাল উপস্থিত হইয়াছে। অতএব তুমি রাজ্য গ্রহণ কর; আমি মখাদেবাম্রকাননে অবস্থিতি করিয়া শ্রমণ-বৃত্তি অবলম্বন করিব।"

রাজাকে প্রব্রজ্যাবলম্বনে কৃতোদ্যোগ দেখিয়া অমাত্যগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, আপনি সংসার ত্যাগ করিতেছেন কেন?" রাজা সেই পলিত কেশটী হাতে লইয়া বলিলেন,—

"দেবদূত আসিয়াছে করিতে আয়ুর শেষ,
মস্তক উপরি ধরি পলিত কেশের বেশ।
আর কেন থাকি মিছা বদ্ধ হ'যে মায়াপাশে?
প্রব্রজ্যা লইব আজি মুকতি-লাভের আশে।"

অনন্তর সেই দিনই তিনি রাজ্যত্যাগ করিয়া প্রব্রাজক হইলেন এবং উক্ত আম্রকাননে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সেখানে চুরাশি হাজার বৎসর তপস্যা করিতে করিতে মখাদেব পূর্ণজ্ঞানে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইলেন। অতঃপর ব্রহ্মলোক ত্যাগ করিয়া মিথিলার রাজরূপে জন্মগ্রহণ-পূর্ব্বক তিনি "নিমি" নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। আত্মকুলের সকলকে একত্র করিয়া এ জন্মেও তিনি প্রব্রজ্যা অবলম্বন করেন এবং সেই আম্রকাননে বাস করিয়া ব্রহ্মবিহার * ধ্যান করিতে করিতে পুনর্ব্বার ব্রহ্মলোকে চলিয়া যান।

[কথা শেষ হইলে শাস্তা সত্যচতুষ্টয় ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া কেহ স্রোতাপত্তিমার্গে, কেহ সকৃদাগামি-মার্গে, কেহ অনাগামিমার্গে, কেহ বা অর্হত্ত্বমার্গে উপনীত হইলেন।

সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন সেই নাপিত, রাহুল ছিলেন রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং আমি ছিলাম রাজা মখাদেব।]

১০—সুখবিহারি-জাতক। †

[শাস্তা অনুপিয় নগরের ‡ নিকটবর্ত্তী আম্রকাননে অবস্থিতিকালে ভদ্রিক নামক স্থবিরকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলেন। ইনি পূর্ব্বে শাক্যজাতীয় রাজা ছিলেন, পরে আনন্দ প্রভৃতি ছয় জন ক্ষত্রিয়-কুমার এবং নাপিত উপালির সহিত প্রব্রজ্যা অবলম্বন করেন। এই সাত জনের মধ্যে ভদ্রিক, কিম্বিল, ভৃগু ও উপালি উত্তর-কালে অর্হত্ত্ব, এবং আনন্দ স্রোতাপত্তি ফললাভ করেন। অনিরুদ্ধ দিব্যচক্ষুঃ-সম্পন্ন এবং দেবদত্ত ধ্যানবলী হইয়াছিলেন। অনুপিয়াম্রকাননে সমাগম পর্য্যন্ত এই ছয় জন ক্ষত্রিয়কুমারের কথা খণ্ডহাল-জাতকে (৫৪২) সবিস্তর বলা যাইবে। §

---

* মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা, এই চারিটী ব্রহ্মবিহার নামে বিদিত।

† সুখবিহারী—যে আনন্দে আছে।

‡ অনুপিয়—ইহা মল্লদেশের অন্তঃপাতী, কপিলবস্তু হইতে রাজগৃহে যাইবার পথে, এবং রাজগৃহ হইতে প্রায় ৪৮০ মাইল দূরে। মহানিষ্ক্রমণের পর গৌতম এখানে ছয় দিন অবস্থিতি করিয়া রাজগৃহে গিয়াছিলেন এবং উত্তরকালে বুদ্ধত্বলাভ করিয়া এখানেই তিনি ভদ্রিক প্রভৃতিকে প্রব্রজ্যা দান করিয়াছিলেন।

§ এ বৃত্তান্ত কিন্তু খণ্ডহাল জাতকে দেখা যায় না।

ভদ্রিক যখন রাজা ছিলেন, তখন প্রাসাদে বাস করিয়াও তাঁহাকে সর্ব্বদা সশঙ্ক থাকিতে হইত, তাহার জীবন রক্ষার জন্য সশস্ত্র প্রহরীর প্রয়োজন হইত, তিনি দুগ্ধফেননিভ শয্যাকেও কণ্টকতুল্য মনে করিতেন। কিন্তু এখন অর্হত্ত্ব লাভ করিয়া তিনি অরণ্যে, কান্তারে যেখানে ইচ্ছা নিঃশঙ্কভাবে বিচরণ করেন। একদা এই অবস্থাদ্বয়ের তুলনা করিয়া তিনি "অহো কি সুখ। অহো কি সুখ।" বারংবার উচ্চৈঃস্বরে এই কথা বলিতে লাগিলেন। ইহা শুনিয়া ভিক্ষুগণ শাস্তার নিকট গিয়া বলিলেন, "ভদ্রিক যে অপার আনন্দ লাভ করিয়াছেন, তাহা এখন প্রকাশ করিতেছেন।" শাস্তা বলিলেন, "ইনি অতীত জীবনেও এইরূপ আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন।]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব কোন উদীচ্য ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। কাম দুঃখকর এবং নৈষ্ক্রম্য সুখকর, ইহা বিবেচনা করিয়া তিনি কামপরিহারপূর্ব্বক হিমালয়ে গমন করিলেন এবং প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়া ধ্যানাদি অষ্টসমাপত্তির * অধিকারী হইলেন। পঞ্চ শত তপস্বী তাঁহার শিষ্য হইলেন।

একবার বর্ষাকালে বোধিসত্ত্ব শিষ্যগণ-পরিবৃত হইয়া হিমালয় হইতে অবতরণ করিলেন এবং নগরে ও জনপদে ভিক্ষাচর্য্যা করিতে করিতে বারাণসীতে উপনীত হইলেন। সেখানে তিনি রাজোদ্যানে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া বর্ষার চারিমাস অতিবাহিত করিলেন। অনন্তর তিনি বিদায় গ্রহণ করিবার জন্য রাজসকাশে উপস্থিত হইলে রাজা বলিলেন, "আপনি বৃদ্ধ হইয়াছেন, এখন হিমালয়ে ফিরিয়া যাইবেন কেন? শিষ্যদিগকে আশ্রমে পাঠাইয়া দিন এবং এখন হইতে এই খানেই অবস্থিতি করুন।"

রাজার অনুরোধে বোধিসত্ত্ব জ্যেষ্ঠ শিষ্যকে বলিলেন, "তোমার উপর এই পঞ্চশত শিষ্যের রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পণ করিলাম। তুমি ইহাদিগকে লইয়া হিমালয়ে যাও; আমি এখন এখানেই অবস্থিতি করি।"

বোধিসত্ত্বের জ্যেষ্ঠ শিষ্য পূর্ব্বে রাজা ছিলেন, পরে রাজ্যত্যাগ পূর্ব্বক প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং ধ্যান-ধারণার বলে অষ্টসমাপত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। তপস্বীদিগের সহিত হিমালয়ে বাস করিতে করিতে এক দিন আচার্য্যকে দেখিবার নিমিত্ত তাঁহার মন বড় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি তপস্বীদিগকে বলিলেন, "তোমরা এইখানে সন্তুষ্টচিত্তে বাস কর, আমি একবার আচার্য্যের চরণ বন্দনা করিয়া আসি।" অনন্তর তিনি বারাণসীতে গিয়া প্রণিপাতাদি দ্বারা আচার্য্যের অর্চ্চনা করিলেন এবং তাঁহার পার্শ্বে একটা মাদুর পাড়িয়া উহাতে শয়ন করিলেন

এ দিকে ঠিক ঐ সময়ে উক্ত তপস্বীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত রাজা সেখানে উপনীত হইলেন এবং প্রণিপাতপূর্ব্বক এক পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। কিন্তু রাজাকে উপস্থিত দেখিয়াও তপস্বী শয্যা হইতে উঠিলেন না, শয়ান থাকিয়া নিতান্ত আবেগের সহিত "অহো কি সুখ। অহো কি সুখ।" এই কথা বলিতে লাগিলেন।

রাজা মনে করিলেন, তপস্বী বোধ হয় তাঁহাকে অবজ্ঞা করিতেছেন। তিনি একটু বিরক্ত হইয়া বোধিসত্ত্বকে বলিলেন, 'প্রভু, এই তপস্বী বোধ হয় আকণ্ঠ আহার করিয়াছেন, নচেৎ এ ভাবে শুইয়া থাকিয়া 'অহো কি সুখ। অহো কি সুখ।' এরূপ চীৎকার করিবার কারণ কি?"

বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "মহারাজ, এই তপস্বী পূর্ব্বে আপনারই ন্যায় রাজপদে আসীন ছিলেন। কিন্তু ইনি এখন যে সুখের আস্বাদ পাইয়াছেন, রাজ্য-শ্রী-সম্পন্ন এবং প্রহরি-পরিরক্ষিত হইয়াও

---

* অষ্টবিধ ধ্যানফল যথা চারিপ্রকার ধ্যানসমাপত্তি (৫) আকাশের অনন্তত্ব জ্ঞান (৬) বিজ্ঞানের অনন্তত্ব জ্ঞান, (৭) অকিঞ্চন্য অর্থাৎ শূন্যত্বের উপলব্ধি (৮) নৈব-সংজ্ঞা না সংজ্ঞা ভাব অর্থাৎ যে অবস্থায় সংজ্ঞাও নাই অসংজ্ঞাও নাই, এবং চিত্ত সর্ব্বদা সমাহিত থাকে।

পূর্ব্বে সেরূপ সুখ ভোগ করিতে পান নাই। এখন ইনি প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক ধ্যানজনিত বিমল আনন্দ ভোগ করিতেছেন, সেই জন্যই হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে ওরূপ বলিতেছেন।" অনন্তর বোধিসত্ত্ব রাজাকে ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা দিবার নিমিত্ত এই গাথা পাঠ করিলেন :—

'রক্ষকের প্রয়োজন নাহি যার হয়,
অপরের রক্ষা হেতু বিব্রত যে নয়,
কামনা-অতীত সেই পুরুষ-প্রবর
অপার সুখের স্বাদ পায় নিরন্তর।'

কামাতীত পুরুষেরাই প্রকৃত সুখী; তাঁহারা কাহারও রক্ষণাপেক্ষী নহেন, কিছু রক্ষা করিবার জন্যও বিব্রত হন না।"

এই ধর্ম্মোপদেশ শুনিয়া রাজা সন্তুষ্ট হইলেন এবং প্রণিপাত পূর্ব্বক প্রাসাদে ফিরিয়া গেলেন। তপস্বীও আচার্য্যের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া হিমালয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। বোধিসত্ত্ব বারাণসীতে রহিলেন এবং পূর্ণজ্ঞানে দেহত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইলেন।

[সমবধান—তখন স্থবির ভদ্রিক ছিলেন পুরাকালের সেই জ্যেষ্ঠ তপস্বী এবং আমি ছিলাম তপস্বীদিগের আচার্য্য।]

১১—লক্ষণ-জাতক।

[শাস্তা রাজগৃহের নিকটবর্ত্তী বেণুবনে* অবস্থিতি-কালে দেবদত্ত সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। দেবদত্ত প্রথমে বুদ্ধদেবের শিষ্য ছিলেন, পরে ঈর্ষা-বশতঃ তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছিলেন। তিনি যে বুদ্ধ অপেক্ষাও শুদ্ধাচারী, ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য দেবদত্ত পাঁচটী নূতন নিয়ম প্রস্তাব করেন :—(১) ভিক্ষুগণ চিরজীবন বনে থাকিবেন ও (২) তরুতলে বাস করিবেন, (৩) আশ্রমের বাহিরে গিয়া যে ভিক্ষা পাইবেন, শুদ্ধ তদ্দ্বারা জীবন ধারণ করিবেন, অর্থাৎ আশ্রমে বসিয়া থাকিয়া উপাসকগণের নিকট হইতে কোনরূপ উপঢৌকন গ্রহণ করিতে পারিবেন না, (৪) লোকালয়ের আবর্জ্জনা-স্তূপে যে সকল ছিন্ন বস্ত্র পাওয়া যাইবে, কেবল সেই গুলিই পরিধান করিবেন এবং (৫) কখনও মৎস্য মাংস খাইবেন না। বুদ্ধ এই সকল নিয়ম গ্রহণ করিতে অসম্মতি দেখাইলে দেবদত্ত সঙ্ঘত্যাগ পূর্ব্বক পঞ্চশত ভিক্ষুসহ গয়শির (ব্রহ্মযোনি) পর্ব্বতে চলিয়া যান এবং সেখানে বুদ্ধের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া নূতন সম্প্রদায় স্থাপিত করেন। কিয়দ্দিন পরে শাস্তা জানিতে পারিলেন, ঐ পঞ্চশত শিষ্যের জ্ঞান এমন পরিপক্ক হইয়াছে যে, প্রকৃষ্ট উপদেশ পাইলেই তাঁহারা পুনর্ব্বার ত্রিরত্নের অর্থাৎ বুদ্ধশাসনের শরণ লইবেন। তখন তিনি সারীপুত্রকে বলিলেন, "তোমার যে পঞ্চশত শিষ্য দেবদত্তের সহিত বিপথে গিয়াছে, এখন তাহাদের সুমতি হইয়াছে। তুমি কতকগুলি ভিক্ষু সঙ্গে লইয়া ব্রহ্মযোনিতে যাও, তাহাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দাও, মার্গ-চতুষ্টয় ও তাহাদের ফল ব্যাখ্যা কর এবং তাহাদিগকে ফিরাইয়া আন।"

সারীপুত্র এই আদেশ মত কার্য্য করিলেন এবং পরদিন প্রত্যূষে ঐ পঞ্চশত ব্যক্তিকে বেণুবনে ফিরাইয়া আনিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া বেণুবনস্থ ভিক্ষুগণ জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন এবং বলিতে লাগিলেন "আমাদের ধর্ম্মসেনাপতি সারীপুত্রের কি অদ্ভুত ক্ষমতা। তিনি দেবদত্তের সমস্ত শিষ্য লইয়া আসিয়াছেন।"

ইহা শুনিয়া শাস্তা কহিলেন, "সারীপুত্র পূর্ব্বজন্মেও এইরূপ অদ্ভুত কর্ম্ম করিয়াছিলেন। দেবদত্তও যে কেবল এই জন্মে গণ-পরিহীন হইল, তাহা নহে, পূর্ব্বজন্মেও সে এরূপ লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছিল।" অনন্তর শাস্তা অতীত জন্মের সেই বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন।]

পুরাকালে মগধের অন্তঃপাতী রাজগৃহ নগরে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার সময়ে বোধিসত্ত্ব মৃগযোনিতে জন্ম গ্রহণ করেন। যখন তিনি বড় হইলেন, তখন সহস্র মৃগে পরিবৃত হইয়া বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার দুইটী পুত্র জন্মিল, তাহাদের বড়টীর নাম লক্ষণ এবং

* বেণুবন—রাজগৃহের নিকটবর্ত্তী উদ্যান, এখানে বুদ্ধদেব কিয়ৎকাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন।

ছোটটীর নাম কালু। বোধিসত্ত্ব যখন বৃদ্ধ হইলেন, তখন তিনি প্রত্যেক পুত্রকে পঞ্চশত মৃগের রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিলেন।

মগধরাজ্যে ফসলের সময় মৃগদিগের বড় বিপদ্ হইত। ফসল খাইত বলিয়া তাহাদিগকে মারিবার জন্য লোকে কোথাও গর্ত্ত খুঁড়িত, কোথাও শূল পুতিত, কোথাও পাথরের যন্ত্র রাখিয়া দিত, * কোথাও জাল পাতিত। এইরূপে বহু মৃগ বিনষ্ট হইত।

একদিন বোধিসত্ত্ব দেখিলেন, ফসলের সময় আসিয়াছে। তিনি পুত্রদ্বয়কে ডাকাইয়া বলিলেন, "এখন মাঠে ফসল হইয়াছে। এ সময় প্রতিবৎসর অনেক মৃগ মারা যায়। আমরা বৃদ্ধ হইয়াছি, কাজেই বহুদর্শিতার গুণে কোন না কোন উপায়ে এখানে আত্মরক্ষা করিতে পারিব। কিন্তু তোমাদের অভিজ্ঞতা নাই, তোমরা আপন আপন অনুচর লইয়া পাহাড়ে যাও, যখন মাঠের ফসল উঠিয়া যাইবে, তখন ফিরিয়া আসিও। তাহারা "যে আজ্ঞা" বলিয়া অনুচরগণ-সহ পর্ব্বতাভিমুখে যাত্রা করিল।

মৃগদিগের গমন-পথে-যে সকল লোক বাস করিত, তাহারা জানিত, কোন্ সময়ে মৃগেরা পাহাড়ে উঠে, কোন্ সময়েই বা নামিয়া আইসে। তাহারা এই সকল সময়ে প্রতিচ্ছন্ন স্থানে থাকিয়া অনেক মৃগ মারিয়া ফেলিত।

কোন্ সময়ে চলিতে হয়, কোন্ সময়ে বিশ্রাম করিতে হয়, কালুর সে জ্ঞান ছিল না। সে অনুচরদিগকে লইয়া সকালে বিকালে, প্রত্যূষে ও সায়ংকালে, যখন ইচ্ছা লোকালয়ের নিকট দিয়াই চলিতে লাগিল, লোকেও, কখনও প্রচ্ছন্ন থাকিয়া, কখনও বা তাহাদের সম্মুখে আসিয়া বহু মৃগ মারিতে আরম্ভ করিল। এইরূপ কালুর নির্ব্বুদ্ধিতায় অনেক মৃগ মারা গেল, সে যখন পাহাড়ে গিয়া পৌঁছিল, তখন তাহার অনুচরদিগের অতি অল্পই জীবিত রহিল।

লক্ষণ বুদ্ধিমান্ ও উপায়কুশল ছিল। সে লোকালয়ের ধার দিয়াও যাইত না, দিবাভাগে চলিত না, প্রত্যূষে বা সায়ংকালেও চলিত না। সে নিশীথ সময়ে পথ চলিত, কাজেই তাহার একটীমাত্র অনুচরও মারা গেল না; সে পঞ্চশত মৃগ লইয়া পাহাড়ে পৌঁছিল।

কালু ও লক্ষণ চারি মাস পাহাড়ে অতিবাহিত করিল। অনন্তর মাঠের ফসল উঠিয়া গেলে তাহারা পাহাড় হইতে নামিয়া আসিল। কিন্তু কালু এবারও পূর্ব্ববৎ নির্ব্বোধের মত চলিতে লাগিল, কাজেই তাহার অবশিষ্ট অনুচরেরাও নিহত হইল এবং সে একাকী প্রত্যাবর্ত্তন করিল। পক্ষান্তরে লক্ষণের একটী অনুচরেরও প্রাণবিয়োগ হইল না; তাহার যে পাঁচশ, সেই পাঁচশই রহিল। বোধিসত্ত্ব পুত্রদ্বয়কে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া এই গাথা পাঠ করিলেন:—

সদাচার, সুশীল, সদয়, বিচক্ষণ,
সংসারে সর্ব্বত্র হয় কল্যাণভাজন।
লক্ষণ ফিরিছে, হের, জ্ঞাতিগণ সাথে,
হয়নি বিনষ্ট কেহ পথে যাতায়াতে।
কালু কিন্তু অর্ব্বাচীন, অতি দুরাচার,
নাহিক একটী সঙ্গী জীবিত তাহার।

বোধিসত্ত্ব এই বলিয়া লক্ষণকে অভিনন্দন করিলেন। অনন্তর তিনি পরিণত বয়সে যথাকর্ম্ম লোকান্তরে প্রস্থান করিলেন।

[সমবধান:—তখন দেবদত্ত ছিল সেই কালু, তাহার শিষ্যগণ ছিল কালুর অনুচর, সারীপুত্র ছিল লক্ষণ, তাঁহার অনুচরগণ ছিল আমার শিষ্য, রাহুলের মাতা ছিলেন কালুর ও লক্ষণের গর্ভধারিণী আর আমি ছিলাম তাহাদের জনক।]

---

* মূলে 'পাসাণযন্ত্র' আছে। ইহা মৃগ ধরিবার একপ্রকার ফাঁদ।

১২—ন্যগ্রোধমৃগ-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে স্থবির কুমার কাশ্যপের জননী-সম্বন্ধে এই কথা বলেন। কুমার কাশ্যপের জননী রাজগৃহ-নগরের কোন বিভবশালী শ্রেষ্ঠীর কন্যা। এই রমণী শৈশব হইতেই অতীব ধর্ম্মপরায়ণা ছিলেন, কোনরূপ সুখ-ভোগে তাঁহার মন আকৃষ্ট হইত না। বয়োবৃদ্ধি-সহকারে তিনি অর্হত্ত্ব লাভের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন এবং মাতা পিতার নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু শ্রেষ্ঠিদম্পতীর অন্য কোন সন্তান ছিল না বলিয়া তাঁহারা এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না, তাঁহারা কন্যার বিবাহ দিলেন, ভাবিলেন, 'এখন হইতে ইহার সংসারে আসক্তি জন্মিবে।

শ্রেষ্ঠিকন্যা পতিগৃহে গমন করিলেন, তাঁহার রূপে গুণে পতিকুলের সকলেই মুগ্ধ হইলেন, কিন্তু তাঁহার মন হইতে বৈরাগ্য দূর হইল না। একবার কোন পর্ব্বাহে নগরবাসী সকলে নানারূপ বেশ ভূষা করিয়া উৎসবে প্রবৃত্ত হইল, কিন্তু শ্রেষ্ঠিকন্যা অন্যান্য দিনের ন্যায় সামান্য বেশেই রহিলেন। তাঁহার স্বামী ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর দিলেন, "আর্য্যপুত্র, এই শরীর দ্বাত্রিংশৎ শবোপাদানে পূর্ণ। ইহাকে সাজাইলে কি হইবে? ইহা দেবনির্ম্মিত নহে, ব্রহ্মনির্ম্মিত নহে, স্বর্ণ, মাণিক্য কিংবা হরিচন্দন দ্বারাও গঠিত হয় নাই। ইহা পদ্মযোনি নহে, অমৃতগর্ভও নহে। ইহা পাপপুষ্ট, মরণশীল জনকজননী হইতে উৎপন্ন। ইহা ক্ষণভঙ্গুর, উৎসাদ, পরিমর্দ্দন, ক্ষয় ও বিনাশই ইহার স্বভাব। ইহা কদাচারনিরত, দুঃখের আকর, পরিদেবনার হেতু, ব্যাধির মন্দির, কর্ম্মের ক্ষেত্র, কৃমির আলয়। শ্মশান-ভস্মের পরিমাণবৃদ্ধিই ইহার কার্য্য। ইহা মলপূর্ণ, নবদ্বার, দিয়া সেই মল নিরত বাহিরে আসিতেছে। মরণান্তে শ্মশানে নিক্ষিপ্ত হইলেই ইহার প্রকৃত ধর্ম্ম সর্ব্বলোকের দৃষ্টিগোচর হয়।

> বীভৎস জীবের দেহ অস্থিস্নায়ুময়,
> ত্বক মাংসে আচ্ছাদিত কিন্তু সমুদয়।
> ভিতরে ঘৃণাই যাহা, চর্ম্ম-আবরণে
> ঢাকা থাকে বলি দৃষ্ট না হয় নয়নে।

> দেহের ভিতরে দ্রব্য রয়েছে যতেক,
> দেখিলে নয়নে হয় ঘৃণার উদ্রেক।
> হৃৎপিণ্ড, ফুস্ফুস, বৃক্ক * প্লীহা ও যকৃৎ,
> কফ, লালা, স্বেদ, মেদ, লসীকা, † শোণিত,
> পিত্ত, বসা আদি যত দেহমধ্যে রয়,
> ভাবিলে সে সব হয় ঘৃণার উদয়।
>
> নবদ্বারে সদা হয় মলের নিঃসার,
> চক্ষুতে পিচুটি, কর্ণে কর্ণমল আর,
> নাসিকার কফ, মুখে, কখন কখন,
> হয় ভুক্ত, পিত্ত কিংবা শ্লেষ্মার বমন,
> লোমকূপে স্বেদজল বাহিরায় ছুটি,
> মস্তিষ্কে রয়েছে পূর্ণ সচ্ছিদ্র করোটি।
>
> অবিদ্যা-প্রভাবে মূর্খ হেন কলেবরে
> মঙ্গল-আলয় বলি আস্ফালন করে।
>
> বিষবৃক্ষ-সমুপম জীব-কলেবর,
> দুঃসহ ক্লেশের ইহা অনন্ত আকর,
> সকল ব্যাধির ইহা প্রিয় নিকেতন,
> পুঞ্জীকৃত দুঃখ ইহা বলে সাধুজন।

---

* বৃক্ক—kidneys, অর্থাৎ বস্তিমধ্যস্থ আম্রফলাকার মূত্রযন্ত্রদ্বয়। অনেক ইংরাজী-বাঙ্গালা অভিধানে kidney কে 'মূত্রাশয়' বলা হইয়াছে। কিন্তু মূত্রাশয় শব্দটী ইংরাজী bladder শব্দের প্রতিশব্দ।

† লসীকা—শরীরস্থ রস।

দেহ-অভ্যন্তর ভাগ সুস্পষ্ট দেখিতে
থাকিত সুবিধা যদি বাহির হইতে,
কাক-কুক্কুরাদি জীব করিতে তাড়ন
দণ্ডহস্তে থাকা সদা হ'ত প্রয়োজন।

দুর্গন্ধ, অশুচি দেহ, শবের মতন,
কিংবা বিষ্ঠাতুল্য অতি ঘৃণার ভাজন।
নিন্দে এরে অনুক্ষণ চক্ষু যার আছে,
আদরের বস্তু ইহা মূর্খদের কাছে।

ভাবিয়া দেখুন ত, আর্য্যপুত্র, এরূপ দেহ সুসজ্জিত করিলে কি লাভ। ইহা সুসজ্জিত করা যে কথা, মলভাণ্ডকে বাহিরে চিত্রিত করিয়া রাখাও সে কথা।"

ইহা শুনিয়া তাঁহার স্বামী বলিলেন "প্রিয়ে, যদি দেহকে এত দোষযুক্ত মনে কর, তবে প্রব্রজ্যা গ্রহণ কর না কেন?"

"স্বামিন্। প্রব্রজ্যা পাইলে আজই গ্রহণ করিতে পারি।"

"আচ্ছা, আমি এখনই তোমার প্রব্রজ্যা গ্রহণের উপায় করিয়া দিতেছি।"

ইহা বলিয়া সেই ব্যক্তি বহুবিধ উপহারসহ ভার্য্যাকে সঙ্গে লইয়া দেবদত্ত-প্রতিষ্ঠিত উপাশ্রয়ে * উপনীত হইলেন। শ্রেষ্ঠিকন্যা এই সময়ে সসত্ত্বা ছিলেন, কিন্তু তিনি নিজে বা তাঁহার পতি কেহই তাহা বুঝিতে পারেন নাই।

এতকালে তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ হইল ভাবিয়া শ্রেষ্ঠিকন্যা অতীব আহ্লাদিত হইলেন। কিন্তু ক্রমে যখন গর্ভলক্ষণ সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল, তখন তাঁহার বড় অশান্তির কারণ হইল। শেষে এ কথা দেবদত্তের কর্ণগোচর হইল। দেবদত্তের হৃদয়ে দয়া, ক্ষান্তি প্রভৃতি কোমল বৃত্তিনিচয়ের অভাব ছিল, তিনি বুদ্ধের ন্যায় সর্ব্বজ্ঞও ছিলেন না। তিনি ভাবিলেন, 'লোকে মনে করিতে পারে যে, শ্রেষ্ঠিকন্যা উপাশ্রয়ে প্রবেশ করিবার পরেই গর্ভধারণ করিয়াছে। অতএব ইহাকে আশ্রয় দিলে আমার কলঙ্ক রটিবে।' সুতরাং কোন অনুসন্ধান না করিয়াই তিনি ঐ গর্ভবতী রমণীকে দূর করিয়া দিবার আদেশ দিলেন।

শ্রেষ্ঠিকন্যার ইচ্ছা ছিল যে, প্রব্রজ্যা গ্রহণের পর তিনি বুদ্ধদেবের আশ্রয় লইবেন, কিন্তু পতি অন্যরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি তখন কোন আপত্তি করেন নাই। এখন দেবদত্তের আদেশ শুনিয়া তিনি ভিক্ষুণীদিগকে বলিলেন, "আপনারা দয়া করিয়া আমাকে জেতবনে ভগবানের নিকট লইয়া যান, তিনি সর্ব্বজ্ঞ আমি দোষী, কি নির্দ্দোষ তাহা তাঁহার অগোচর থাকিবে না।" ভিক্ষুণীরা তাহাই করিলেন। রাজগৃহ হইতে জেতবন পঁয়তাল্লিশ যোজন। শ্রেষ্ঠিকন্যা তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারে এই সুদীর্ঘ পথ চলিয়া জেতবনে উপনীত হইলেন।

তথাগত সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া মনে করিলেন, "এই রমণী ভিক্ষুণী হইবার পূর্ব্বেই গর্ভিণী হইয়াছেন সন্দেহ নাই, তথাপি দেবদত্ত যখন ইঁহাকে তাড়াইয়া দিয়াছে, তখন হঠাৎ ইঁহাকে আশ্রমে স্থান দিলে বিরুদ্ধমতাবলম্বীরা আমার নিন্দা করিবে। অতএব এ সম্বন্ধে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয়ের ভার রাজার উপর সমর্পণ করা যাউক।" ইহা স্থির করিয়া ভগবান্ পর দিবস রাজা প্রসেনজিৎ, মহা অনাথপিণ্ডদ, চুল্ল অনাথপিণ্ডদ, মহোপাসিকা বিশাখা † প্রভৃতি প্রধান প্রধান শিষ্য ও শিষ্যাকে জেতবনে উপস্থিত হইতে বলিয়া পাঠাইলেন।

সন্ধ্যার সময় সভার কার্য্যারম্ভ হইল। ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, উপাসক, উপাসিকা, এই চতুর্ব্বিধ বৌদ্ধ স্ব স্ব আসন গ্রহণ করিলেন। ভগবান স্থবির উপালিকে ‡ বলিলেন, 'তুমি ইঁহাদিগকে শ্রেষ্ঠিকন্যার ইতিবৃত্ত বল এবং তাঁহার সম্বন্ধে এখন কি কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা কর।" উপালি "যে আজ্ঞা" বলিয়া উপাসিকা বিশাখাকে শ্রেষ্ঠিদুহিতার দেহ পরীক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেন। বিশাখা যবনিকার অন্তরালে তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমূহ দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণের পূর্ব্বেই গর্ভবতী হইয়াছিলেন। তখন সকলেই শ্রেষ্ঠিকন্যাকে নিষ্পাপ বলিয়া মত দিলেন।

* ভিক্ষুণীদিগের থাকিবার স্থান—nunnery.

† বিশাখা—মগধদেশীয় প্রসিদ্ধ ধনী ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীর কন্যা এবং শ্রাবস্তীবাসী মৃগার নামক শ্রেষ্ঠীর পুত্রবধূ। বৌদ্ধ সাহিত্যে উপাসকদিগের মধ্যে যেমন অনাথপিণ্ডদের, উপাসিকাদিগের মধ্যে তেমনি বিশাখার ভূয়সী প্রশংসা দেখা যায়। সবিস্তর বিবরণ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

‡ উপালি—গৌতমবুদ্ধের একজন প্রধান শিষ্য, এবং বিনয়পিটকের সংগ্রাহক বলিয়া 'বিনয়ধর' নামে প্রসিদ্ধ। ইনি জাতিতে নাপিত ছিলেন। সবিস্তর বিবরণ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

শ্রেষ্ঠিকন্যা অতঃপর বৌদ্ধ উপাশ্রয়ে বাস করিতে লাগিলেন এবং যথাকালে এক পুত্র প্রসব করিলেন। সন্তান পালন করিতে হইলে ভিক্ষুণীদিগের ধর্ম্মচর্য্যার ব্যাঘাত ঘটে বলিয়া প্রসেনজিৎ এই শিশুকে রাজভবনে লইয়া গেলেন এবং রাণীদিগের হস্তে সমর্পণ করিলেন। তাঁহারা অপত্য নির্ব্বিশেষে ইহার লালন পালন করিতে লাগিলেন এবং "কাশ্যপ" এই নাম রাখিলেন। রাজপুত্রের ন্যায় প্রতিপালিত হইয়াছিলেন বলিয়া অনেকে তাহাকে কুমার কাশ্যপও বলিত।

কুমার কাশ্যপ সপ্তম বর্ষ বয়সেই ভগবানের আদেশে প্রব্রজ্যা লাভ করেন, এবং বয়ঃপ্রাপ্তির পর ভিক্ষুসঙ্ঘে প্রবিষ্ট হন। ইনি ধর্ম্মব্যাখ্যায় অদ্বিতীয় ছিলেন। শাস্তা বলিতেন, ভিক্ষুদিগের মধ্যে কুমার কাশ্যপ সর্ব্বাপেক্ষা বাক্‌পটু। উত্তরকালে কুমার কাশ্যপ বল্মীকসূত্র শুনিয়া অর্হত্ত্ব লাভ করেন এবং গগনতলস্থ পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় বৌদ্ধশাসনে প্রকটিত হন। তাঁহার জননীও বিদর্শনা লাভ করিয়া অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

একদিন সায়ংকালে জেতবনস্থ ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া কুমার কাশ্যপ ও তাঁহার জননীর কথা তুলিলেন। তাঁহারা বলাবলি করিতে লাগিলেন, "দেবদত্ত বুদ্ধ নহেন; তাঁহার দয়ামায়াও নাই, সেইজন্যই তিনি স্থবির কুমার কাশ্যপ ও তাঁহার গর্ভধারিণীর সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের গুরু ধর্ম্মরাজ, তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও পরমকারুণিক, তাই তিনি ইঁহাদের উভয়ের উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন।" এই সময়ে শাস্তা গন্ধকুটীর হইতে বাহির হইয়া সেখানে দেখা দিলেন এবং তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ তোমরা কোন্ বিষয়ের আলোচনা করিতেছ?" তাঁহারা বলিলেন, "আমরা আপনারই গুণকীর্ত্তন করিতেছি। আপনি কুমার কাশ্যপের জননীসম্বন্ধে যে সদয় ব্যবহার করিয়াছিলেন, সেই কথা বলিতেছি।" শাস্তা কহিলেন, "আমি অতীত জন্মেও এই দুইজনের উদ্ধার করিয়াছিলাম। দেবদত্ত তখনও ইঁহাদের সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিল।" অনন্তর তিনি ভিক্ষুদিগের অবগতির জন্য সেই পূর্ব্ব কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন:]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব হরিণজন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার দেহ হেমবর্ণ, শৃঙ্গ রজতবর্ণ, মুখ রক্তকম্বলবর্ণ এবং চক্ষুর্দ্বয় মণিগোলকবৎ উজ্জ্বল ছিল। তাঁহার খুরগুলি যেন লাক্ষাসংযোগে চিত্রিত হইয়াছে বলিয়া মনে হইত। ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই তাঁহার পুচ্ছ হইয়াছিল চমরী-পুচ্ছের ন্যায়, শরীর হইয়াছিল অশ্বশাবক-প্রমাণ। তিনি 'ন্যগ্রোধ-মৃগরাজ' নাম গ্রহণ করিয়া পঞ্চ শত মৃগসহ অরণ্যে বিচরণ করিতেন। অনতিদূরে তাহারই ন্যায় হেমবর্ণ আর একটী মৃগেরও পঞ্চশত অনুচর ছিল। তাহার নাম ছিল 'শাখামৃগ।'

রাজা ব্রহ্মদত্ত অত্যন্ত মৃগয়াসক্ত ছিলেন, মৃগমাংস না পাইলে তাঁহার আহার হইত না। তিনি প্রতিদিন পুরবাসী ও জনপদবাসী বহু প্রজা সঙ্গে লইয়া মৃগয়া করিতে যাইতেন। ইহাতে তাহাদিগের সাংসারিক কাজকর্ম্মের এত ব্যাঘাত হইত যে, শেষে জ্বালাতন হইয়া তাহারা পরামর্শ করিল, "চল ভাই, রাজার উদ্যানে মৃগদিগের আহারার্থ তৃণ রোপণ এবং পানার্থ জলের আয়োজন করি। তাহার পর আমরা বন হইতে মৃগ তাড়াইয়া আনিয়া উদ্যানের ভিতর পুরিব এবং রাজাকে সমস্ত অবরুদ্ধ মৃগ দেখাইয়া দিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিব।"

ইহা স্থির করিয়া তাহারা রাজোদ্যানে তৃণ রোপণ ও কূপ, পুষ্করিণী খনন করিল এবং মুদ্গর প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র লইয়া সকলে একসঙ্গে মৃগান্বেষণে বাহির হইল। তাহারা বনে প্রবেশ করিয়া এক যোজন বেষ্টন করিয়া ফেলিল, ন্যগ্রোধমৃগ এবং শাখামৃগ উভয়েরই বিচরণ-ক্ষেত্র ঐ চক্রের মধ্যে পড়িল। অনন্তর বেষ্টনকারীরা মৃগ দেখিতে পাইয়া বৃক্ষ, গুল্ম প্রভৃতির উপর মুদ্গরের আঘাত করিতে লাগিল। ইহাতে মৃগগণ নিতান্ত ভীত হইয়া স্ব স্ব গহনস্থান হইতে বাহির হইয়া পড়িল। তখন ঐ সকল লোকে তরবারি, শক্তি, ধনুর্ব্বাণ প্রভৃতি আস্ফালনপূর্ব্বক বিকট শব্দ আরম্ভ করিল এবং মৃগগুলিকে তাড়াইয়া উদ্যানের অভিমুখে লইয়া চলিল। উদ্যানের দ্বার পূর্ব্ব হইতেই উন্মুক্ত ছিল। ভয়বিহ্বল মৃগগুলি উহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। তাহার পর লোকে অর্গল দিয়া তাহাদিগকে অবরুদ্ধ করিয়া ফেলিল।

এইরূপে বহুমৃগ সংগ্রহপূর্ব্বক তাহারা ব্রহ্মদত্তের নিকট গিয়া বলিল, "মহারাজ, আপনি

* মধ্যম নিকায়ের ২৩শ সূত্র।

প্রতিদিন মৃগয়ায় গিয়া আমাদের কার্য্যহানি করেন। আজ আমরা আপনার উদ্যান মৃগপূর্ণ করিয়া রাখিলাম! এখন হইতে ঐ সকল বধ করিয়া ভোজন করুন।"

ব্রহ্মদত্ত উদ্যানে গিয়া দেখিলেন, উহাতে বাস্তবিকই শত শত মৃগ রহিয়াছে। তিনি হেমবর্ণ মৃগ দুইটী দেখিয়া বলিলেন, "তোমাদিগকে অভয় দিলাম, তোমরা নিঃশঙ্কচিত্তে বাস কর।" ইহার পর কোন দিন তিনি নিজে, কোন দিন বা তাঁহার পাচক উদ্যানে গিয়া এক একটী মৃগ শরবিদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ধনুকের টঙ্কার শুনিবামাত্র মৃগগণ প্রাণভয়ে এরূপ ছুটাছুটি করিত, যে প্রতিদিনই একটীর স্থলে বহুমৃগ শরাহত হইত।

বোধিসত্ত্ব দেখিলেন অনেক মৃগ নিরর্থক নিহত হইতেছে এবং সকলকেই নিয়ত সন্ত্রস্ত থাকিতে হইতেছে। ইহার প্রতিবিধান করিবার নিমিত্ত এক দিন তিনি শাখামৃগের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, তাঁহাদের দুই দল হইতে পর্য্যায়ক্রমে এক এক দিন এক একটী মৃগ স্ব স্ব বারানুসারে ধর্ম্মগণ্ডিকার * উপর গ্রীবা স্থাপন করিবে এবং রাজপাচক সেখানে গিয়া উহার শিরশ্ছেদ করিবে। তাহা হইলে যেদিন যে মৃগের বার আসিবে, সেদিন কেবল তাহারই প্রাণ যাইবে, অপর কেহ আহত বা উদ্বিগ্ন হইবে না। তদবধি এই নিয়মানুসারে কাজ হইতে লাগিল; যে মৃগ ধর্ম্মগণ্ডিকার উপর গ্রীবা রাখিয়া থাকিত, রাজপাচক তাহারই প্রাণ সংহার করিত, অন্য কাহারও উপর কোন উপদ্রব করিত না।

অনন্তর একদিন শাখামৃগের দলভুক্ত এক গর্ভিণী হরিণীর বার উপস্থিত হইল। সে শাখামৃগের নিকট গিয়া বলিল, "প্রভু, আমি এখন সসত্ত্বা, প্রসবের পর আমরা একজনের জায়গায় দুই জন হইব, পালামত দুই জনেই প্রাণ দিতে পারিব। অতএব এবার আমায় ছাড়িয়া দিতে অনুমতি করুন।" শাখামৃগ উত্তর দিল, "তাহা হইতে পারে না, তোমার অদৃষ্টফল তোমাকেই ভোগ করিতে হইবে, আমি অন্য কাহারও স্কন্ধে তোমার পালা চাপাইতে পারিব না।" তখন হরিণী নিরুপায় হইয়া বোধিসত্ত্বের নিকট গেল এবং তাঁহাকে সমস্ত কথা বলিল। বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "আচ্ছা, তুমি দলে ফিরিয়া যাও, যাহাতে এবার তোমার প্রাণরক্ষা হয়, আমি তাহার উপায় করিতেছি।" অতঃপর তিনি নিজেই পশু-বধক্ষেত্রে গিয়া গণ্ডিকার উপর মস্তক স্থাপনপূর্ব্বক শুইয়া রহিলেন।

যথাসময়ে পাচক গণ্ডিকার নিকট উপস্থিত হইল। সে বোধিসত্ত্বকে দেখিয়া বিস্মিত হইল, কারণ রাজা তাঁহাকে অভয় দিয়াছিলেন। সে দৌড়াইয়া রাজাকে বলিতে গেল, রাজা শুনিবামাত্র পাত্রমিত্রসহ রথারোহণে সেখানে উপনীত হইলেন এবং বোধিসত্ত্বকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "সখে মৃগরাজ। আমি ত তোমায় অভয় দিয়াছি। তবে তুমি কেন গণ্ডিকার উপর মাথা রাখিয়াছ?"

বোধিসত্ত্ব কহিলেন, "মহারাজ আজ যে মৃগীর বার হইয়াছিল সে সসত্ত্বা, সে যখন আমার সাহায্য প্রার্থনা করিল, তখন দেখিলাম একের প্রাণ-রক্ষার্থ অন্যের প্রাণ বিনাশ করিতে পারি না। কাজেই ভাবিলাম, নিজের প্রাণ দিয়া তাহার প্রাণ বাঁচাইব—তাহার পরিবর্ত্তে আমিই মরিব। ইহার ভিতর আর কোন কথা নাই, মহারাজ।"

"মৃগরাজ, আজ আপনি যে মৈত্রী, প্রীতি ও দয়ার পরিচয় দিলেন, তাহা ত মানুষের মধ্যেও দেখা যায় না। আপনি উঠুন, আমি প্রসন্নমনে আপনাকে ও সেই মৃগীকে অভয় দিলাম।"

"দুইটী মাত্র মৃগ অভয় পাইল, নরনাথ? অবশিষ্ট মৃগদিগের ভাগ্যে কি হইবে?"

"অবশিষ্ট মৃগদিগকেও অভয় দিলাম।"

"আপনার উদ্যানস্থিত সমস্ত মৃগ নিঃশঙ্ক হইল বটে, কিন্তু অপর মৃগদিগের কি দশা হইবে?"

* ধর্ম্মগণ্ডিকা—যে কাষ্ঠখণ্ডের উপর হন্তব্য প্রাণীর গ্রীবা রাখিয়া তাহার শিরশ্ছেদ করা হয়।

"তাহাদিগকেও অভয় দিলাম।"

"মৃগকুল নিস্তার পাইল বটে, কিন্তু অপর চতুষ্পদদিগের ভাগ্যে কি ঘটিবে?"

"তাহাদিগকেও অভয় দিলাম।"

"চতুষ্পদ প্রাণিমাত্রের ভয় রহিল না বটে, কিন্তু বিহঙ্গগণের কি গতি হইবে?"

"বিহঙ্গদিগকেও অভয় দিলাম।"

"বিহঙ্গেরা অভয় পাইল বটে, কিন্তু মৎস্যাদি জলচরদিগের কি হইবে?"

"মৎস্যাদি জলচরদিগকেও অভয় দিলাম।"

এইরূপে রাজার নিকট হইতে সর্ব্ববিধ প্রাণীর জন্য অভয় পাইয়া বোধিসত্ত্ব ধর্ম্মগণ্ডিকা হইতে মস্তক উত্তোলন করিলেন এবং রাজাকে পঞ্চশীল শিক্ষা দিয়া বলিতে লাগিলেন, "মহারাজ, ধর্ম্মপথে চলুন, মাতাপিতা, পুত্রকন্যা, গৃহী সন্ন্যাসী, পৌর জানপদ, সকলের সহিত যথাধর্ম্ম নিরপেক্ষভাবে ব্যবহার করুন, তাহা হইলে যখন দেহত্যাগ করিবেন, তখন দেবলোকে যাইতে পারিবেন।" এইরূপে বুদ্ধোচিত গাম্ভীর্য্য ও মাধুর্য্যের সহিত রাজাকে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া বোধিসত্ত্ব ঐ উদ্যানে আরও কিয়ৎকাল অবস্থানপূর্ব্বক অনুচরগণসহ অরণ্যে চলিয়া গেলেন।

বোধিসত্ত্বের কৃপায় জীবন লাভ করিয়া সেই হরিণী যথাকালে পদ্মকোরকসদৃশ এক পরম সুন্দর শাবক প্রসব করিল। শাবকটী ক্রমে বড় হইয়া শাখামৃগের সহিত খেলা করিয়া বেড়াইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া একদিন হরিণী তাহাকে বলিল, "বাছা, শাখামৃগের সংসর্গে থাকিও না, তুমি এখন অবধি ন্যগ্রোধমৃগের দলের সহিত মিশিবে।" অনন্তর সে এই গাথা পাঠ করিল :—

> ন্যগ্রোধ-মৃগের সঙ্গে কর বিচরণ
> [illegible]
> ঘটে যদি মৃত্যু, থাকি ন্যগ্রোধের সাথে,
> খেদের কারণ কিছু দেখি না তাহাতে।
> শাখামৃগ দেয় যদি অনন্ত জীবন,
> তথাপি তাহারে সদা করিবে বর্জ্জন।

এদিকে রাজদত্ত অভয় পাইয়া মৃগেরা লোকের বড় অনিষ্ট করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা শস্য খাইয়া বেড়াইত, রাজার ভয়ে কেহই তাহাদিগকে মারিতে বা তাড়াইতে পারিত না। অনন্তর প্রজারা একদিন সমবেত হইয়া রাজাকে আপনাদের দুঃখের কথা জানাইল। রাজা বলিলেন, "আমি প্রসন্ন হইয়া ন্যগ্রোধমৃগকে বর দিয়াছি। আমার রাজ্য যায় যাউক, তথাপি প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিব না। তোমরা চলিয়া যাও, আমার রাজ্য মধ্যে কেহই মৃগদিগের কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না।"

কিন্তু এই কথা যখন বোধিসত্ত্বের কর্ণগোচর হইল, তখন তিনি অনুচরদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, "অদ্য হইতে তোমরা লোকের শস্য খাইতে পারিবে না।" অনন্তর তিনি লোকালয়ে সংবাদ পাঠাইলেন, "কৃষকগণ, তোমরা এখন হইতে ক্ষেত্রের চারি দিকে বেড়া দিও না, কেবল পাতার মালা দিয়া ঘিরিয়া কাহার কোন্ ক্ষেত ঠিক করিয়া রাখিও।" প্রবাদ আছে যে পাতার মালা দিয়া ক্ষেত ঘিরিবার প্রথা এইরূপে উৎপন্ন হইয়াছিল। কোন মৃগ কখনও শস্যের লোভে ঐ মালার বেষ্টনী অতিক্রম করে না, কারণ বোধিসত্ত্ব তাহাদিগকে উহা উল্লঙ্ঘন করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন।

এইরূপে বোধিসত্ত্ব অনুচরদিগকে বহুদিন সদাচার শিক্ষা দিয়া অবশেষে কর্ম্মানুরূপ ফলভোগার্থ লোকান্তরে প্রস্থান করিলেন, রাজা ব্রহ্মদত্তও বোধিসত্ত্বের উপদেশমত চলিয়া বহুবিধ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে দীর্ঘজীবন যাপন পূর্ব্বক কর্ম্মানুরূপ গতি প্রাপ্ত হইলেন।

[অনন্তর শাস্তা ভিক্ষুদিগকে সত্যচতুষ্টয় শিক্ষা দিয়া এইরূপে কথার সমবধান করিলেন :—তখন দেবদত্ত ছিল শাখামৃগ তাহার শিষ্যগণ ছিল শাখামৃগের অনুচরবর্গ তখন এই ভিক্ষুণী ছিলেন সেই হরিণী, কুমার কাশ্যপ ছিলেন তাহার শাবক, তখন আনন্দ ছিল সেই রাজা এবং আমি ছিলাম ন্যগ্রোধমৃগ।]

১৩—কণ্ডিন-মৃগ জাতক। *

[কোন কোন ভিক্ষু সংসার ত্যাগ করিয়াও কান্তাবিরহ-যন্ত্রণায় অভিভূত হইতেন। এতৎসম্বন্ধে সবিস্তর বিবরণ ইন্দ্রিয়জাতকে (৪২৩) প্রদত্ত হইবে। শাস্তা এইরূপ একজন ভিক্ষুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তুমি এই রমণীর জন্য পূর্ব্বজন্মেও নিহত হইয়াছিলে এবং লোকে অঙ্গারে দগ্ধ করিয়া তোমার মাংস ভক্ষণ করিয়াছিল।' ইহা শুনিয়া ভিক্ষুরা ভগবানকে উক্ত বৃত্তান্ত ব্যাখ্যা করিতে অনুরোধ করিলেন এবং ভগবান্ ভাবান্তর-প্রতিচ্ছন্ন সেই কথা প্রকট করিলেন। (অতঃপর 'ভাবান্তর প্রতিচ্ছন্ন কথা প্রকট করিবার জন্য ভিক্ষুদিগের প্রার্থনা' এই অংশ আর দেখা হইবে না, তৎপরিবর্ত্তে কেবল "সেই অতীত বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন" এই বাক্য থাকিবে। ইহা দেখিয়াই 'মেঘ হইতে চন্দ্রের মুক্তি' প্রভৃতি উপমা এবং 'ভাবান্তর-প্রতিচ্ছন্ন কথা প্রকট করিলেন' ইত্যাদি উহ্য আছে মনে করিতে হইবে।)]

পূর্ব্বে মগধের অধিপতিরা রাজগৃহনগরে অবস্থিতি করিয়া রাজ্যশাসন করিতেন। তখন শস্যের সময় নগরবাসী মৃগদিগের বড় বিপত্তির আশঙ্কা ছিল। এই নিমিত্ত তাহারা মাঠে শস্য জন্মিলে পাহাড়ে উঠিয়া বনে জঙ্গলে আশ্রয় লইত। † একবার একটী পার্ব্বত্য মৃগ এক সমতলবাসিনী মৃগীর প্রণয়াসক্ত হইয়াছিল। যখন সমতলবাসী মৃগেরা পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিবার আয়োজন করিল, তখন সেই পার্ব্বত্য মৃগও তাহার অনুগামী হইতে চাহিল। কিন্তু মৃগী ইহাতে আপত্তি করিল। সে বলিল, "গ্রামের নিকটে আমাদের নানারূপ বিপদের আশঙ্কা। পাহাড়ে থাক বলিয়া তোমাদের বুদ্ধিশুদ্ধি নাই বলিলেই হয়, সুতরাং আমার সঙ্গে গেলে তুমি বিপদে পড়িবে।" কিন্তু প্রণয়মুগ্ধ পার্ব্বত্য মৃগ কিছুতেই নিরস্ত হইল না।

নগরবাসীরা যখন দেখিল মৃগদিগের পাহাড় হইতে নামিবার সময় আসিয়াছে, তখন তাহারা উহাদিগকে মারিবার জন্য নানা স্থানে প্রতিচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিল। যে পথ দিয়া পার্ব্বত্য মৃগ ও তাহার প্রণয়িনী আসিতেছিল, তাহার পার্শ্বে এক ব্যাধ লুক্কায়িত ছিল। মৃগী মনুষ্যগন্ধ অনুভব করিয়া বুঝিল তাহাদের প্রাণসংহারের জন্য নিকটে কেহ লুকাইয়া আছে। তখন সে পার্ব্বত্য মৃগকে অগ্রে যাইতে দিয়া নিজে কিছু দূরে দূরে রহিল।

পার্ব্বত্য মৃগ যেমন নিকটে আসিয়াছে, অমনি ব্যাধ একটীমাত্র শর নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে ভূতলশায়ী করিল। তাহা দেখিয়া মৃগী বায়ুবেগে পলাইয়া গেল। অনন্তর ব্যাধ মৃগের ধড় হইতে চামড়া খুলিয়া ফেলিল, আগুন জ্বালিয়া উহার মধুর মাংসের কিয়দংশ নিজে পাক করিয়া খাইল এবং অবশিষ্ট পুত্রকন্যাদিগের জন্য গৃহে লইয়া গেল।

ঐ সময়ে বোধিসত্ত্ব এক বৃক্ষদেবতা হইয়া উক্ত স্থানে বাস করিতেছিলেন। তিনি, যাহা যাহা ঘটিল, সমস্ত দেখিয়া ভাবিলেন, "হায়! এই নির্ব্বোধ মৃগ কামান্ধ হইয়া মারা গেল। কামের প্রারম্ভ সুখকর হইলেও পরিণামে ইহা হইতে বন্ধনাদি নানা দুঃখের উৎপত্তি হয়। এ সংসারে পরের প্রাণসংহার নিন্দনীয়, যে দেশে রমণীদিগের আধিপত্য সে দেশ নিন্দনীয়, যে সকল ব্যক্তি রমণীদিগের বশীভূত তাহারাও নিন্দনীয়।" এই কথাগুলি শুনিয়া বনবাসী অন্যান্য দেবতারা "সাধু" "সাধু" বলিয়া গন্ধপুষ্পাদিদ্বারা তাঁহার অর্চনা করিলেন, তিনিও মধুরস্বরে বনস্থলী নিনাদিত করিয়া গাইতে লাগিলেন

অতি ভয়ঙ্কর, মদনের শর, ধিক্ তারে শতবার;
রমণী যে দেশে শাসে দাম্ভবেশে, ধিক্ সেই দেশে আর,
স্ত্রীবশে যেজন, থাকে অনুক্ষণ, ধিক্ ধিক্ ধিক্ তারে,
মানবসমাজে, পুরুষের মাঝে মুখ দেখাইতে নারে।

---

* কাণ্ড (= তীর) শব্দজ।

† লক্ষণ-জাতক (১১) দ্রষ্টব্য।

[কথা শেষ হইলে ভগবান্ ধর্ম্মোপদেশ দিয়া সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু স্রোতাপত্তি ফল লাভ করিলেন। অতঃপর ভগবান্ এইরূপে কথার সমবধান করিলেন:—তখন এই বনিতা-বিরহবিধুর ভিক্ষু ছিল সেই পার্ব্বত্য মৃগ, ইহার পত্নী ছিল সেই মৃগী এবং আমি ছিলাম সেই বনদেবতা।]

১৪—বাতমৃগ-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে "চুল্লপিণ্ডপাতিক" স্থবির তিষ্যের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। প্রবাদ আছে শাস্তা যখন রাজগৃহের নিকটবর্ত্তী বেণুবনে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই সময়ে কোন বিভবশালী শ্রেষ্ঠীর তিষ্যকুমার নামক পুত্র তাঁহার নিকট ধর্ম্মোপদেশ শুনিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণের অভিলাষ করেন, কিন্তু মাতাপিতার অসম্মতি-নিবন্ধন প্রথমে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। অনন্তর তিনি স্থবির রাষ্ট্রপালের * পন্থা অবলম্বন পূর্ব্বক সপ্তাহকাল অনশনে থাকিয়া মাতাপিতার অনুমতি লাভ করেন এবং প্রব্রজ্যা প্রাপ্ত হন।

তিষ্যকে প্রব্রজ্যা দিবার মাসার্দ্ধ পরে শাস্তা জেতবনে চলিয়া যান, তিষ্যও তাঁহার অনুগমন করেন। সেখানে তিনি ত্রয়োদশ প্রকার ধুতাঙ্গ † অবলম্বন করিয়া গৃহে গৃহে ভিক্ষা করিতেন। এই নিমিত্ত সকলে তাঁহাকে 'চুল্লপিণ্ডপাতিক এই আখ্যা দিয়াছিল। তখন তিনি নিষ্ঠাবলে বৌদ্ধশাসনাকাশে পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় দীপ্তিমান্ ছিলেন।

এদিকে রাজগৃহ নগরে তিষ্যের মাতাপিতা পুত্রের বিরহে নিতান্ত কাতর হইলেন। একদা কোন পর্ব্বের দিন তাঁহারা তিষ্যের পরিত্যক্ত অলঙ্কারপূর্ণ রৌপ্যের কৌটাটী বুকের উপর রাখিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন, 'বাছা আমাদের পর্ব্বের সময় এই সকল অলঙ্কার পরিতে কত ভাল বাসিত। সে আমাদের একমাত্র পুত্র। গৌতম তাহাকে শ্রাবস্তীতে লইয়া গিয়াছিলেন। সে এখন কোথায় আছে কে বলিবে?"

শ্রেষ্ঠিদম্পতী এইরূপ আক্ষেপ করিতেছেন এমন সময়ে এক দাসীকন্যা তাঁহাদিগের গৃহে উপস্থিত হইল। সে তাঁহাদের বিলাপের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে গৃহিণী তাহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। সে আবার জিজ্ঞাসা করিল 'আপনাদের ছেলে কোন্ কোন্ গহনাগুলি খুব ভাল বাসিতেন।" শ্রেষ্ঠিগৃহিণী সেগুলি দেখাইলেন। তখন দাসীকন্যা বলিল, "আপনারা যদি আমার হাতে সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব ছাড়িয়া দেন, তাহা হইলে আমি আপনাদের ছেলে ফিরাইয়া আনিতে পারি।" তিষ্যের জননী তৎক্ষণাৎ এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং দাসীকন্যাকে প্রচুর পাথেয় ও অনেক দাসদাসী সঙ্গে দিয়া শ্রাবস্তীতে পাঠাইলেন।

---

* রাষ্ট্রপাল—কুরুরাজ্যের অন্তঃপাতী স্থূলকোট্ঠিতম্ নামক নগরবাসী এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পুত্র। ইনি মাতা পিতার অগোচরে বুদ্ধদেবের নিকট প্রব্রজ্যাগ্রহণের ইচ্ছা করিলে ভগবান্ তাহাতে আপত্তি করেন। তিনি বলেন, তুমি মাতা পিতার অনুমতি লইয়া আইস। কিন্তু রাষ্ট্রপালের মাতাপিতা অনুমতি দিতে আপত্তি করেন। তখন রাষ্ট্রপাল আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া আত্মহত্যায় উদ্যত হন। কাজেই তাঁহার মাতাপিতা তাহাকে অনুমতি দিতে বাধ্য হন। উত্তরকালে রাষ্ট্রপাল অর্হত্ব লাভ করিয়াছিলেন। মধ্যম নিকায়, মহারাষ্ট্র-পাল সূত্র (৮২) এবং বিনয় পিটক (৩য় খণ্ড) দ্রষ্টব্য।

† ধুতাঙ্গ—রিপুদমনের নানাবিধ উপায়। ইহা ত্রয়োদশ প্রকার—পাংশুকুলিকাঙ্গ, ত্রৈচীবরিকাঙ্গ, পিণ্ডপাতি-কাঙ্গ সপদানচারিকাঙ্গ, একাসনিকাঙ্গ, পাত্রপিণ্ডিকাঙ্গ, খলুপশ্চাদ্ভক্তিকাঙ্গ, আরণ্যকাঙ্গ, বৃক্ষমূলিকাঙ্গ, আভ্যা-কাশিকাঙ্গ, শ্মাশানিকাঙ্গ, যথাসংস্তৃতিকাঙ্গ, নিষঙ্গিকাঙ্গ। পাংশুকুলিক আবর্জ্জনাস্তূপে নিক্ষিপ্ত ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড মাত্র পরিধান করেন, ত্রৈচীবরিক কদাচ ত্রিচীবরের অতিরিক্ত বস্ত্র রাখেন না, পিণ্ডপাতিক ভিক্ষার্থ উপাসকদিগের দ্বারে উপস্থিত হন, কিন্তু কদাচ ভিক্ষা চাহেন না, লোকে ইচ্ছাপূর্ব্বক যাহা দেয় তাহা খাইয়াই জীবন ধারণ করেন, সপদানচারিক প্রতিদিন যথানিয়মে ভিক্ষা করেন, কোন গৃহ বাদ দেন না; একাসনিক এক আসনে বসিয়া আহার শেষ করেন, আহার করিতে করিতে এক আসন ত্যাগ করিয়া আসনান্তর গ্রহণ করেন না, পাত্রপিণ্ডিক একমাত্র পাত্রে ভোজন শেষ করেন, খলুপশ্চাদ্ভক্তিক নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের অতিরিক্ত খাদ্য ভোজন করেন না, যাহা অকল্প্য অর্থাৎ ভিক্ষুদিগের অখাদ্য তাহা দেখিবার পরও অন্য খাদ্য উদরস্থ করেন না, আরণ্যক বনে থাকেন, বৃক্ষমূলিক তরুমূলে থাকেন, আভ্যাকাশিক উন্মুক্ত স্থানে থাকেন, শ্মাশানিক শ্মশানে থাকিয়া দেহের অনিত্যতা উপলব্ধি করেন, যথাসংস্তৃতিক যখন যে আসন পান তাহাতেই উপবেশন করেন, নিষঙ্গিক নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য শুইতে পারেন না, ঘুমাইতে হইলে তাঁহাকে বসিয়া বসিয়াই ঘুমাইতে হয়।

দ্বারে দ্বারে মুষ্টিভিক্ষা গ্রহণকে বৈষ্ণবেরা "মাধুকরী বৃত্তি" বলেন। নিষ্ঠাবান্ বৌদ্ধ ভিক্ষুরাও প্রতিদিন দ্বারে দ্বারে মুষ্টিভিক্ষা লইয়া জীবন ধারণ করেন, একগৃহ হইতে অধিক ভিক্ষা গ্রহণ করেন না, অথবা এক দিনের ভিক্ষালব্ধ অন্ন পরদিনের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখেন না।

দাসীকন্যা শিবিকারোহণে শ্রাবস্তীতে উপনীত হইল এবং যে পথে তিষ্য ভিক্ষা করিতে যাইবেন তাহার পার্শ্বে বাসা লইল। সেখানে সে নূতন নূতন ভৃত্য নিযুক্ত করিল, তিষ্যের পৈতৃক ভৃত্যদিগের একজনও যাহাতে তাঁহার নয়নগোচর না হয় তাহার ব্যবস্থা করিল এবং এইরূপে সাবধান হইয়া তিষ্যের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। অনন্তর তিষ্য যখন তাহার বাসায় ভিক্ষা করিতে গেলেন, তখন সে তাঁহার পাত্রে উৎকৃষ্ট ভোজ্য ও পানীয় আনিয়া দিল। এই সকল দ্রব্যের আস্বাদ পাইয়া তিষ্য লালসাবন্ধনে আবদ্ধ হইলেন এবং কিয়দ্দিন পরে সেখানে উপবেশন করিতে লাগিলেন।*

দাসীকন্যা যখন দেখিল তিষ্য ভোজ্য পানীয়ের লোভে সম্পূর্ণরূপে তাহার আয়ত্ত হইয়াছেন, তখন একদিন পীড়ার ভাণ করিয়া সে অভ্যন্তরস্থ একটী প্রকোষ্ঠে শয়ন করিয়া রহিল। তিষ্য যথাসময়ে তাহার আলয়ে উপনীত হইলেন, ভৃত্যেরা সসম্ভ্রমে তাঁহার হস্ত হইতে ভিক্ষাপাত্র নামাইয়া রাখিল এবং তাঁহাকে বসিবার জন্য আসন দিল। তিনি উপবেশন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ উপাসিকা কোথায়?" তাহারা কহিল, "তাঁহার অসুখ করিয়াছে, আপনি তাঁহাকে একবার দেখিয়া গেলে ভাল হয়।" এই কথায় সেই লোভান্ধ স্থবির ব্রতভঙ্গ করিয়া দাসীকন্যার শয্যাপার্শ্বে গেলেন। তখন দাসীকন্যা কি জন্য শ্রাবস্তীতে আসিয়াছে তাঁহাকে তাহা খুলিয়া বলিল, এবং প্রলোভন দেখাইয়া তাঁহাকে এমন বশীভূত করিল যে তিনি বুদ্ধশাসন ত্যাগ করিলেন। অনন্তর সে তাঁহাকে শিবিরে তুলিয়া রাজগৃহ নগরে প্রতিগমন করিল।

এই ব্যাপার রাষ্ট্র হইলে ভিক্ষুরা বলাবলি করিতে লাগিলেন, 'শুনিতেছি এক দাসীকন্যা না কি স্থবির তিষ্যকে রসতৃষ্ণার আবদ্ধ করিয়া পুনরায় গৃহী করিয়াছে।' তাঁহাদের এই কথা শুনিয়া শাস্তা কহিলেন, "স্থবির তিষ্য পূর্ব্ব জন্মেও এই দাসীকন্যারই প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন :—}

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সঞ্জয় নামে এক উদ্যানপালক ছিল। এক দিন এক বাতমৃগ চরিতে চরিতে রাজার উদ্যানে প্রবেশ করিয়াছিল। সঞ্জয় তাহাকে তাড়া করিল না, তথাপি সেদিন তাহাকে দেখিবামাত্র সে ছুটিয়া পলাইল। কিন্তু তাড়া না পাইয়া ক্রমে মৃগের সাহস বাড়িল, সে তদবধি পুনঃ পুনঃ উদ্যানে গিয়া বিচরণ করিতে লাগিল।

সঞ্জয় প্রতিদিন্ নানা প্রকার ফল ও পুষ্প চয়ন করিয়া রাজার নিকট লইয়া যাইত। এক দিন রাজা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদ্র, উদ্যানে কখনও বিস্ময়কর কিছু লক্ষ্য করিয়াছ কি?" সে কহিল, "মহারাজ, বিস্ময়কর কিছু দেখি নাই, তবে কয়েক দিন হইল. একটী বাতমৃগ বাগানে চরিতে আসিতেছে।"

"ঐ মৃগটাকে ধরিতে পারিবে?"

"যদি কিছু মধু পাই, তাহা হইলে বোধ হয় উহাকে ধরিয়া আনিতে পারি।"

রাজা উদ্যানপালককে এক কলসী মধু দিলেন। সে উহা লইয়া বাগানে গেল, এবং যেখানে বাতমৃগ চরিতে আসিত, সেখানে ঘাসে মধু মাখাইয়া নিজে প্রচ্ছন্নভাবে রহিল। মৃগ আসিয়া ঐ মধুমাখা ঘাস খাইল এবং উহার আস্বাদে এত প্রলুব্ধ হইল যে অতঃপর আর কোনও স্থানে না গিয়া প্রতিদিন সেই উদ্যানেই চরিতে আরম্ভ করিল। ঔষধ ধরিয়াছে দেখিয়া সঞ্জয় ক্রমে ক্রমে মৃগের আশে পাশে দেখা দিতে লাগিল। প্রথম প্রথম মৃগ তাহাকে দেখিয়া পলায়ন করিত, কিন্তু ক্রমে তাহার ভয় ভাঙ্গিল এবং শেষে সে সঞ্জয়ের হাত হইতেই মধুমাখা ঘাস খাইতে আরম্ভ করিল।

এইরূপে মৃগের বিশ্বাস জন্মাইয়া এক দিন সঞ্জয় সমস্ত পথের উপর ছোট ছোট ডালপালা ভাঙ্গিয়া গালিচার মত সাজাইয়া রাখিল, একটা তুম্ব পূর্ণ মধু লইয়া নিজের গলদেশে ঝুলাইল, কোঁচড়ে ঘাস লইয়া এক এক গুচ্ছে মধু মাখাইয়া মৃগকে দিতে দিতে চলিল, এবং মৃগও তাহার অনুসরণ করিতে করিতে রাজভবনের অভ্যন্তরে উপস্থিত হইল। তখন রাজভৃত্যেরা

* ভিক্ষা করিবার সময় কোন গৃহস্থালয়ে উপবেশন করা নিষিদ্ধ ছিল, ভিক্ষুরা দ্বারদেশে উপস্থিত হইতেন মাত্র, "ভিক্ষা দাও" এ কথাও বলিতে পারিতেন না।

দরজা বন্ধ করিয়া ফেলিল, মৃগ প্রাণভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে ছুটাছুটি করিতে লাগিল, কিন্তু পলাইবার পথ পাইল না।

রাজা এই সময়ে দ্বিতলের প্রকোষ্ঠে ছিলেন। তিনি নামিয়া আসিয়া বাতমৃগকে কাঁপিতে দেখিয়া বলিলেন, "জগতে রসতৃষ্ণার ন্যায় অনিষ্টকর রিপু দ্বিতীয় নাই। বাতমৃগ স্বভাবতঃ এমন ভীরু যে কোথাও মানুষ দেখিলে সপ্তাহের মধ্যে সে দিকে যায় না, কোথাও ভয় পাইলে যাবজ্জীবন তাহার ত্রিসীমায় পা দেয় না। কিন্তু জিহ্বার এমনই লালসা যে এই নিভৃতবনবাসী প্রাণীও রাজবাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়াছে।" ইহা বলিয়া তিনি নিম্নলিখিত গাথাদ্বারা ধর্ম্ম-দেশন করিলেন :—

গৃহে কিংবা বন্ধুমাঝে প্রলোভিতে মন
জিহ্বার লালসা সম পাপ নাহি আর,
ভীরু বাতমৃগ ছাড়ি গহন কানন
মধুলোভে বন্দী এবে প্রাসাদ মাঝার।

অনন্তর তিনি মৃগটীকে ছাড়িয়া দিতে বলিলেন, সে মুক্তি লাভ করিয়া বনে চলিয়া গেল।

[সমবধান—তখন এই দাসীকন্যা ছিল সঞ্জয়, চুল্ল-পিণ্ডিপাতিক ছিল বাতমৃগ এবং আমি ছিলাম বারাণসীর রাজা।]

১৫—খরাদিয়া-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে জনৈক অবাধ্য ভিক্ষু সম্বন্ধে এই কথা বলেন। সেই ভিক্ষু নাকি অতি অবাধ্য ছিলেন; তিনি কোনরূপ উপদেশ শুনিতেন না। একদিন শাস্তা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে, তুমি না কি বড় অবাধ্য এবং কোনরূপ উপদেশ শুনিতে চাও না?" সে বলিল, "হাঁ ভগবন্।" শাস্তা বলিলেন, "তুমি পূর্ব্বজন্মেও বড় অবাধ্য ছিলে এবং পণ্ডিতজনের উপদেশে কর্ণপাত না করিয়া পাশবদ্ধ হইয়া প্রাণ হারাইয়াছিলে।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব মৃগজন্ম গ্রহণপূর্ব্বক এক মৃগযূথের অধি-পতি হইয়া বনে বনে বিচরণ করিতেন। এক দিন তাঁহার ভগিনী স্বীয় পুত্রসহ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, "ভাই, এটী তোমার ভাগিনেয়। ইহাকে মৃগমায়া সমস্ত * শিক্ষা দাও।" বোধিসত্ত্ব ভাগিনেয়কে বলিলেন, "বৎস, তুমি অমুক অমুক সময়ে আমার নিকট আসিও, আমি তোমাকে মৃগমায়া শিখাইব।" কিন্তু মৃগপোতক নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হইত না, সে এক দিন নয়, দুই দিন নয়, সাত দিন পর্য্যন্ত বোধিসত্ত্বের নিকটেও গেল না, কাজেই সে কিছুই শিখিতে পাইল না।

অনন্তর একদিন চরিতে গিয়া সেই মৃগপোতক পাশে আবদ্ধ হইল। তাহা শুনিয়া তাহার গর্ভধারিণী বোধিসত্ত্বের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ভাই, তোমার ভাগিনেয়কে কি মৃগমায়া শিখাও নাই?" ভাগিনেয়ের ব্যবহারে বোধিসত্ত্ব এত বিরক্ত হইয়াছিলেন যে এই ভয়ানক বিপদের সময়েও তাহাকে কোন উপদেশ দিতে ইচ্ছা না করিয়া তিনি এই গাথা পাঠ করিলেন :—

আট খানি খুর আছে চারি পায়ে, রয়েছে মস্তক'পর
বক্র, অতি বক্র, অতীব কঠিন শৃঙ্গদ্বয় ভয়ঙ্কর, †
থাকিতে সুবিধা এইরূপ সব, মৃগের কি আছে ভয়,
গুরু উপদেশ শুনিয়া যতনে যদি সে চালিত হয়?

* মৃগেরা যে কৌশল দ্বারা ব্যাধ প্রভৃতি শত্রু হইতে আত্মরক্ষা করে। পরবর্ত্তী জাতকে এই সকল কৌশল সবিস্তর বর্ণিত হইবে।

† মৃগের খুর খণ্ডিত, সুতরাং প্রতিপদে দুই খানি করিয়া আট খানি খুর। তাহাতে ভর দিয়া তাহারা বায়ুবেগে পলায়ন করিতে পারে, সুদৃঢ় শৃঙ্গদ্বারাও তাহারা আত্মরক্ষায় সমর্থ। কিন্তু তোমার তনয় এত সুবিধা থাকিতেও প্রাণ হারাইল, কারণ সে আমার উপদেশে কর্ণপাত করে নাই।

সপ্ত মৃগমায়া, যদি খরাদিয়া, * শিখিত তনয় তোর,
তবে কি এখন হইত তাহার এ দুর্দ্দশা অতিঘোর ?
অবাধ্য যে জন, সেই পাবশেষে বৃথা উপদেশ-দান ,
গুরুর বচন অবহেলা করি হারায় সে নিজ প্রাণ।

এ দিকে যে ব্যাধ জাল পাতিয়াছিল সে ঐ অবাধ্য মৃগপোতকের প্রাণনাশ করিয়া তাহার মাংস লইয়া চলিয়া গেল।

সমবধান—তখন এই অবাধ্য ভিক্ষু ছিল সেই মৃগপোতক, উৎপলবর্ণা † ছিলেন খরাদিয়া এবং আমি ছিলাম বৌদ্ধদিগের উপদেষ্টা।

১৬—ত্রিপর্য্যস্ত-জাতক।

[শাস্তা কৌশাম্বী ‡ নগরস্থ বদরিকারামে অবস্থিতিকালে স্থবির রাহুল সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। রাহুল ইহার অতি অল্পদিন পূর্ব্বে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং নিতান্ত আগ্রহের সহিত সঙ্ঘের নিয়মাবলী শিক্ষা করিতেছিলেন।

শাস্তা যখন আলবী নগরের নিকটবর্ত্তী অগ্গালব চৈত্যে বাস করিতেছিলেন, তখন প্রথম প্রথম দিবাভাগে বহু উপাসিকা ও ভিক্ষুণী ধর্ম্মকথা শুনিবার জন্য সেখানে সমবেত হইতেন। কিয়ৎকাল পরে উপাসিকা ও ভিক্ষুণীরা আর আসিতেন না, কেবল উপাসক ও ভিক্ষুগণ উপস্থিত হইতেন। তদবধি সন্ধ্যার পর ধর্ম্মকথা হইত, উহা শেষ হইলে স্থবির ভিক্ষুরা স্ব স্ব বাসস্থানে যাইতেন, দহর ভিক্ষুরা এবং উপাসকেরা উপস্থান শালায় § শুইয়া থাকিতেন। নিদ্রিত হইবার পর তাঁহাদের কাহারও কাহারও নাকের ঘড়্ ঘড়ানি ও দাঁতের কিড়্মিড়িতে সেই গৃহে বিকট শব্দ হইত, ইহাতে অনেকের মুহূর্ত্ত মধ্যে ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইত। ইঁহারা একদিন ভগবানের নিকট আপনাদের অসুবিধার কথা জানাইলেন। তখন ভগবান ব্যবস্থা করিলেন যে ভিক্ষুরা অনুপ সম্পন্নদিগের ‖ সহিত একশয্যায় শয়ন করিলে তাঁহাদিগকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। ইহার পর ভগবান শিষ্যগণসহ কৌশাম্বীতে চলিয়া গেলেন।

সেখানে একদিন ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান্ রাহুলকে বলিলেন, "ভগবান্ যেরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে এখন হইতে আপনাকে নিজের বাসস্থান দেখিয়া লইতে হইবে।" রাহুল অতি যত্নের সহিত সঙ্ঘের নিয়ম অভ্যাস করিতেন, বিশেষতঃ তিনি বুদ্ধের পুত্র, এই নিমিত্ত ইতিপূর্ব্বে ভিক্ষুগণ তাঁহার সহিত এরূপ ব্যবহার করিতেন যে তাঁহার মনে হইত যেন তিনি নিজের গৃহেই আছেন। তাঁহারা তাঁহার শয্যারচনা করিয়া দিতেন এবং তাঁহার উপধানের জন্য একখণ্ড বস্ত্র দিয়াছিলেন। কিন্তু পাছে নিয়মভঙ্গ হয় এই আশঙ্কায় সে দিন তাঁহারা রাহুলকে শয়নস্থান পর্য্যন্ত দিলেন না। রাহুল অতি সুশীল ছিলেন। স্বয়ং দশবল তাঁহার পিতা; ধর্ম্ম সেনাপতি সারীপুত্র তাঁহার উপাধ্যায়; মহামৌদ্গল্যায়ন তাঁহার আচার্য্য ¶, স্থবির আনন্দ

---

* খরাদিয়া সেই মৃগীর নাম।

† উৎপলবর্ণা—শ্রাবস্তী নগরের সম্ভ্রান্তবংশীয়া রমণী। ইনি ভিক্ষুণী হইয়া অর্হত্ত্ব পর্য্যন্ত লাভ করিয়াছিলেন। সবিস্তর বিবরণ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

‡ কৌশাম্বী এলাহাবাদের নিকটবর্ত্তী যমুনাতীরস্থ প্রাচীন নগর। ইহা বর্ত্তমান সময়ে কোশম নামক গ্রামে পরিণত হইয়াছে।

§ বিহারের যে গৃহে বুদ্ধ ধর্ম্মোপদেশ দিতেন, তাহার নাম উপস্থান-শালা।

‖ অর্থাৎ যাহারা ২০ বৎসরের ন্যূনবয়স্ক বলিয়া উপসম্পন্ন হয় নাই।

¶ সারীপুত্র ও মহামৌদ্গল্যায়ন বুদ্ধের দুই জন প্রধান শিষ্য। সারীপুত্রের প্রকৃত নাম উপতিষ্য, ইনি 'ধর্ম্মসেনাপতি' এই আখ্যা পাইয়াছিলেন। ইঁহার গর্ভধারিণী 'সারীর' নামানুসারে লোকে ইঁহাকে সারীপুত্রও বলিত। মৌদ্গল্যায়ন গোত্রনাম, ইঁহার প্রকৃত নাম কোলিত। উভয়ের সম্বন্ধে সবিস্তর বিবরণ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

মনুসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ১৪০।১৪১ শ্লোকে আচার্য্য ও উপাধ্যায়ের লক্ষণ নির্দ্দেশ আছে। তদনুসারে যিনি শিষ্যের উপনয়ন দিয়া তাহাকে বেদ অধ্যয়ন করান তিনি আচার্য্য', আর যিনি উপজীবিকার জন্য বেদ কিংবা ব্যাকরণাদি বেদাঙ্গ শিক্ষা দেন তিনি উপাধ্যায়। এই লক্ষণ ধরিলে বৌদ্ধ মতে যিনি ধর্ম্মশাস্ত্রের উপদেষ্টা তাঁহাকে 'আচার্য্য' এবং যিনি অন্যান্য শিক্ষা দেন তিনি উপাধ্যায় পদবাচ্য। Childers কিন্তু ইহাদের বিপরীত অর্থ করিয়াছেন।

তাঁহার খুল্লতাত, কিন্তু তিনি কাহারও নিকট না গিয়া সেই রাত্রিতে দশবলের বর্চ্চঃকুটীরে * শয়ন করিয়া রহিলেন। ভক্তির আধিক্যবশতঃ ঐ স্থানই তাঁহার নিকট স্বর্গবৎ সুখকর বোধ হইল। ঐ বর্চ্চঃকুটীরের দ্বার সর্ব্বদা রুদ্ধ থাকিত, উহার কুট্টিম সুগন্ধ মৃত্তিকাদ্বারা নির্ম্মিত, উহার পথের দুইধারে পুষ্প ও মাল্য প্রলম্বিত থাকিত এবং উহার মধ্যে সমস্ত রাত্রি দীপ জ্বলিত। কিন্তু এই সকল সুখের সামগ্রী ছিল বলিয়া যে রাহুল সেখানে রাত্রিযাপন করিয়াছিলেন তাহা নহে। ভিক্ষুরা তাঁহাকে নিজের শয়নস্থান ঠিক করিয়া লইতে বলিয়াছিলেন, তিনি নিজেও সঙ্ঘের নিয়ম প্রতিপালন করিতেন এবং সর্ব্বদা উপদেশলাভার্থ ব্যগ্র ছিলেন। এই জন্যই অন্য কোথাও স্থানের সুবিধা না দেখিয়া তিনি বর্চ্চঃকুটীরেই রহিলেন।

ইহার পূর্ব্বেও ভিক্ষুরা রাহুলের প্রকৃতি পরীক্ষার জন্য, যাহাতে তাঁহার বিরক্তি জন্মিতে পারে, সময়ে সময়ে এমন কাজ করিতেন। দূর হইতে, তিনি আসিতেছেন দেখিয়া, কেহ হয়ত সম্মার্জ্জনী, কেহ বা আবর্জ্জনা পথে ফেলিয়া রাখিতেন এবং রাহুল আসিবামাত্র জিজ্ঞাসা করিতেন, "এ সব ওখানে কে ফেলিয়া দিয়াছে?" তখন আর এক জন বলিতেন, "রাহুল ত ঐ পথে আসিলেন, [উনি ছাড়া আর কে ফেলিবে?]। রাহুল সঙ্ঘের নিয়মাবলী এত শ্রদ্ধার সহিত পালন করিতেন যে তিনি কখনও 'আমি ফেলি নাই,' বা 'আমি ইহার কিছুই জানি না' এরূপ বলিতেন না, অপিচ স্বহস্তে সেই আবর্জ্জনা পরিষ্কার করিয়া ভিক্ষুদিগের নিকট ক্ষমা চাহিতেন এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত, তাঁহারা ক্ষমা করিলেন ইহা নিশ্চিত জানিতে না পারিতেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সেস্থান হইতে চলিয়া যাইতেন না। ফলতঃ সঙ্ঘের নিয়ম সম্বন্ধে অচলা শ্রদ্ধাবশতঃই তিনি সেই রাত্রিতে বর্চ্চঃকুটীরে শয়ন করিয়াছিলেন।

এদিকে শাস্তা অরুণোদয়ের পূর্ব্বেই বর্চ্চঃকুটীরের দ্বারে দাঁড়াইয়া গলা খেঁকারি দিলেন; তাহা শুনিয়া রাহুলও ভিতর হইতে গলা খেঁকারি দিলেন। শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে ওখানে"? রাহুল উত্তর দিলেন, "আজ্ঞা, আমি রাহুল," এবং তখনই বাহিরে আসিয়া শাস্তাকে প্রণাম করিলেন। "তুমি এখানে শুইয়াছিলে কেন, রাহুল?" "থাকিবার স্থান পাই নাই বলিয়া। এতদিন ভিক্ষুরা আমার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ দেখাইতেন, কিন্তু এখন, পাছে সঙ্ঘের নিয়মভঙ্গ হয় এই আশঙ্কায়, তাঁহারা আর স্থান দিতে চান না। বর্চ্চঃকুটীরে কাহারও সংসর্গের সম্ভাবনা নাই, এই ভাবিয়া এখানেই রাত্রিযাপন করিয়াছি।"

তখন শাস্তা ভাবিতে লাগিলেন, "ভিক্ষুরা যদি রাহুলের সঙ্গে এমন ব্যবহার করে, তাহা হইলে অন্য কোন ভদ্রসন্তান প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলে তাহাকে না জানি, কতই অসুবিধাতে পড়িতে হইবে।" অনন্তর ধর্ম্মের কথা চিন্তা করিয়া তাঁহার মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি প্রাতঃকালে ভিক্ষুদিগকে সমবেত করাইয়া ধর্ম্ম-সেনাপতি সারীপুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সারীপুত্র, আর কেহ না জানুক, অন্ততঃ তুমি বোধ হয় জান যে রাহুল এখন কোথায় বাসা পাইয়াছে?" সারীপুত্র উত্তর দিলেন, "না, ভগবন্, আমি তাহা জানি না।" "রাহুল আজ বর্চ্চঃ-কুটীরে শুইয়াছিল। দেখ, তুমি যদি রাহুলেরই সঙ্গে এইরূপ ব্যবহার কর, তবে না জানি অন্য কোন ভদ্রসন্তান প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলে তাহাকে কি অসুবিধাতেই ফেলিবে। এরূপ করিলে যাহারা এই শাসনে প্রব্রজ্যা লইবে, তাহারা তিষ্ঠিতে পারিবে না। অদ্যাবধি তুমি অনুপসম্পন্নদিগকে একদিন বা দুইদিন নিজের বাসায় রাখিবে, তৃতীয় দিবসে তাহারা বাসা ঠিক করিয়া লইবে, কিন্তু কে কোথায় বাসা লইল, তাহা তোমাকে জানিতে হইবে।" শাস্তা এইরূপে পূর্ব্বোক্ত নিয়মে একটী অতিরিক্ত বিধি যোগ করিয়া দিলেন।

তখন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া রাহুলের গুণকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "দেখ, রাহুল সঙ্ঘের নিয়মশিক্ষায় কেমন যত্নশীল। যখন তাঁহাকে বাসা খুঁজিয়া লইতে বলা হইল, তখন তিনি বলিতে পারিতেন, "আমি দশবলের পুত্র, আমার বাসা লইয়া তোমার মাথা ব্যথা কেন? তুমি এখান হইতে চলিয়া যাও।" কিন্তু তিনি সেরূপ ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিলেন না, একটী ভিক্ষুকেও তাহার বাসা হইতে বাহির করিয়া দিলেন না, নিজে গিয়া বর্চ্চঃকুটীরে শয়ন করিয়া রহিলেন।" ভিক্ষুরা এইরূপ আলোচনা করিতেছেন, এমন সময়ে শাস্তা ধর্ম্মসভায় প্রবেশপূর্ব্বক অলঙ্কৃত আসনে উপবেশন করিলেন এবং জিজ্ঞাসিলেন, "ভিক্ষুগণ, তোমরা কি সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা বলিতেছ?" তাঁহারা উত্তর দিলেন, "ভগবন্, রাহুল নিয়মশিক্ষা সম্বন্ধে কেমন যত্নশীল, আমরা তাহাই বলিতেছিলাম। আর কিছুর সম্বন্ধে নহে।" তাহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, রাহুল যে কেবল এ জন্মেই নিয়ম শিক্ষা সম্বন্ধে আগ্রহাতিশয় দেখাইয়াছে তাহা নহে', পূর্ব্বে যখন সে পশুযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তখনও এইরূপ একাগ্রতার সহিত নিয়ম শিক্ষা করিয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

* পায়খানা।

মগধের রাজারা যখন রাজগৃহে থাকিতেন, সেই সময়ে বোধিসত্ত্ব মৃগজন্ম গ্রহণপূর্ব্বক মৃগযূথের অধিনায়ক হইয়া বনে বনে বিচরণ করিতেন। একদিন তাঁহার ভগিনী নিজের পুত্রসহ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, "ভাই, তোমার ভাগিনেয়কে মৃগমায়াগুলি শিক্ষা দাও।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "নিশ্চয় শিখাইব, যাও বাবাজি, এখন খেলা কর গিয়া; অমুক অমুক সময়ে আমার নিকট আসিয়া উপদেশ লইবে।" মাতুল যেরূপ সময় নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন, ভাগিনেয় ঠিক সেই মত তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া মৃগমায়া শিখিতে লাগিল।

এক দিন মৃগপোতক বনভূমিতে বিচরণ করিবার সময় পাশবদ্ধ হইয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। তাহা শুনিয়া তাহার সঙ্গীরা তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া গিয়া তাহার জননীকে সংবাদ দিল। তখন সেই মৃগী বোধিসত্ত্বের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসিল, "ভাই, তুমি আমার ছেলেকে সমস্ত মৃগমায়া শিখাইয়াছ কি?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "ভগিনি, তোমার পুত্রের কোনরূপ অনিষ্টাশঙ্কা করিও না। সে সমস্ত মৃগমায়া সুন্দররূপে আয়ত্ত করিয়াছে। তুমি নিশ্চিন্ত থাক, সে এখনই ফিরিয়া আসিয়া তোমার আনন্দবর্দ্ধন করিবে।" অনন্তর বোধিসত্ত্ব এই গাথা পাঠ করিলেন:—

> ষড়্‌বিধ মৃগমায়া জানে ভাগিনেয়
> বঞ্চিতে ব্যাধেরে, উভ পার্শ্বে কিংবা পৃষ্ঠে
> দিয়া ভর মৃতবৎ বিস্তারি শরীর
> পারে সে শুইতে, খুর আট খানি তার
> জানে প্রয়োজন মত করিতে প্রয়োগ,
> পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ, তবু নাহি করে
> মধ্যরাত্রি বিনা অন্য কালে জলপান,
> ঊর্দ্ধ অর্দ্ধনাসারন্ধ্রে বায়ু নিরোধিয়া
> শ্বাসক্রিয়া করে শুধু নিম্ন অর্দ্ধ দিয়া।*

ভাগিনেয় মৃগমায়ায় সিদ্ধ-হস্ত হইয়াছে ইহা বুঝাইয়া বোধিসত্ত্ব উক্তরূপে ভগিনীকে আশ্বাস দিতে লাগিলেন। এদিকে সেই পাশবদ্ধ মৃগপোতক একপার্শ্বে ভর দিয়া দেহবিস্তারপূর্ব্বক ভূমিতে শুইয়া পড়িল, পা গুলি বিস্তার করিল, পায়ের নিকট যে স্থান ছিল খুরের আঘাতে তাহা হইতে ঘাস ও ধূলি খুঁড়িয়া চারিদিকে ছড়াইয়া রাখিল, মলমূত্র ত্যাগ করিল, মাথাটা এমন ভাবে রাখিল যেন ঘাড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, জিহ্বা বাহির করিল, সর্ব্বশরীর লালায় প্লাবিত করিল; চক্ষু উল্টাইয়া রাখিল, নাসারন্ধ্রের ঊর্দ্ধদেশ দিয়া বাতরোধ পূর্ব্বক কেবল নিম্নার্দ্ধদ্বারা শ্বাসক্রিয়া চালাইতে লাগিল; বায়ুদ্বারা উদর স্ফীত করিয়া রাখিল,—ফলতঃ সে এমন স্তব্ধভাবে রহিল যে দেখিলেই বোধ হইল যেন মরিয়া গিয়াছে। নীল মক্ষিকারা আসিয়া তাহার গা ছাইয়া ফেলিল, কোন কোন অঙ্গে দুই একটা কাকও আসিয়া বসিল।

মৃগপোতক এই ভাবে পড়িয়া আছে এমন সময়ে ব্যাধ আসিল। সে উহার পেটের উপর দুই একটা চাপড় দিয়া ভাবিল, 'বোধ হয় ভোর বেলা ফাঁদে পড়িয়াছে; মাংস হয় ত পচিতে আরম্ভ করিয়াছে।' তখন সে বন্ধন খুলিয়া দিল এবং 'এখনই ইহাকে কাটিয়া মাংস (খাইব ও) লইয়া যাইব' মনে করিয়া (আগুন জ্বালাইবার জন্য) নিঃসন্দেহচিত্তে কাষ্ঠ ও শুষ্ক পত্র সংগ্রহ করিতে লাগিল। এই সুযোগে মৃগপোতক পায়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইল, গা ঝাড়া দিল এবং গ্রীবা বিস্তারপূর্ব্বক বাতবিতাড়িত মেঘখণ্ডবৎ অতিবেগে মায়ের কোলে ফিরিয়া গেল।

[সমবধান—"তখন রাহুল ছিল সেই মৃগ-শাবক, উৎপলবর্ণা ছিলেন তাহার গর্ভধারিণী, এবং আমি ছিলাম সেই মৃগপোতকের মাতুল।]

☞ এই গল্পের সহিত হিতোপদেশ-বর্ণিত কাক, মৃগ ও ক্ষুদ্রবুদ্ধিনামা শৃগালের কথার সাদৃশ্য আছে।

---

* অর্থাৎ এই সময়ে তাহাকে সম্পূর্ণ মৃত বলিয়া মনে হয়।

১৭—মারুত-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে দুইজন বৃদ্ধ ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলেন। ইঁহারা নাকি পূর্ব্বে কোশলরাজ্যের এক অরণ্যে বাস করিতেন। তাঁহাদের একজনের নাম ছিল কাল স্থবির, অপর জনের নাম ছিল জ্যোৎস্না স্থবির। একদিন জ্যোৎস্না কালকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, শীত কখন হয়?" কাল বলিলেন, "কৃষ্ণপক্ষে"। আর একদিন কাল জ্যোৎস্নাকে জিজ্ঞাসিলেন, "মহাশয়, শীত কখন হয়?" জ্যোৎস্না বলিলেন, "শুক্লপক্ষে।" তখন উভয়ে মীমাংসার জন্য শাস্তার নিকট গমন করিলেন এবং প্রণিপাতপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবন্, শীত কোন সময় হয়?" তাঁহাদের যাঁহার যে বক্তব্য ছিল সমস্ত শুনিয়া শাস্তা কহিলেন, "আমি অতীত কালেও তোমাদের এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলাম।" অনন্তর তিনি সেই কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে কোন পর্ব্বতের পাদদেশে এক সিংহ ও এক ব্যাঘ্র বন্ধুভাবে একই গুহায় বাস করিত; বোধিসত্ত্বও তখন ঋষি-প্রব্রজ্যা অবলম্বন পূর্ব্বক তাহার নিকটে আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

এক দিন ঐ দুই বন্ধুর মধ্যে শীত কখন হয় ইহা লইয়া বিবাদ হইয়াছিল। ব্যাঘ্র বলিয়াছিল কৃষ্ণপক্ষে শীত পড়ে, সিংহ বলিয়াছিল শুক্লপক্ষে শীত পড়ে। তখন তাহারা সন্দেহভঞ্জনার্থ বোধিসত্ত্বের নিকট উপস্থিত হইল। বোধিসত্ত্ব তাহাদের প্রশ্নের উত্তরে এই গাথা পাঠ করিলেন :—

শুক্ল কিংবা কৃষ্ণপক্ষে, যখনি বাতাস বয়,
তখনি কাঁপায়ে হাড় শীত অনুভূত হয়।
[illegible]
এ বিবাদে উভয়েরি হয়নিক পরাজয়।

এইরূপে বোধিসত্ত্ব উভয়ের বিবাদ মিটাইয়া দিলেন।

[অনন্তর শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া উভয় ভিক্ষুই স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

সমবধান—"তখন কাল স্থবির ছিল সেই ব্যাঘ্র, জ্যোৎস্না স্থবির ছিল সেই সিংহ, এবং আমি ছিলাম তাহাদের প্রশ্নের উত্তরদাতা।]

১৮—মৃতকভক্ত-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে মৃতকভক্ত* সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। তখন লোকে বিস্তর ছাগ-মেষ প্রভৃতি পশুবধ করিয়া পরলোকগত জ্ঞাতিবন্ধুদিগের উদ্দেশে মৃতকভক্ত দিত। তাহা দেখিয়া এক দিন ভিক্ষুগণ শাস্তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবন্, এই যে লোকে বহু প্রাণী বধ করিয়া মৃতকভক্ত দেয়, ইহাতে কোন সুফল হয় কি?" শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, মৃতকভক্তে কোন সুফল নাই, ইহার জন্য প্রাণিবধ করিলেও কোন সুফল নাই। পূর্ব্বেও পণ্ডিতেরা আকাশে উপবেশন করিয়া এই কুপ্রথার দোষকীর্ত্তন পূর্ব্বক ইহা সমস্ত জম্বুদ্বীপ হইতে উঠাইয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু পুনর্জ্জন্মগ্রহণ করিয়া লোকের অতীতস্মৃতি লোপ পাইয়াছে, কাজেই ইহা পুনর্ব্বার প্রাদুর্ভূত হইয়াছে।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় কোন লোকবিখ্যাত ত্রিবেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ অধ্যাপক মৃতকভক্ত দিবার অভিপ্রায়ে একটী ছাগ আনয়ন করিয়া শিষ্যদিগকে বলিলেন, "বৎসগণ,

---

* মৃত ব্যক্তিদিগের প্রেতাত্মার তৃপ্তিসাধনার্থ যে অন্নাদি উৎসর্গ করা যায়। মাংসাষ্টকা প্রভৃতি শ্রাদ্ধে বহুবিধ মাংস দিবার ব্যবস্থা ছিল। মনুসংহিতার তৃতীয় অধ্যায় ও অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

ইহাকে লইয়া নদীতে স্নান করাও এবং গলায় মালা পরাইয়া, পঞ্চাঙ্গুলিক * দিয়া ও সাজাইয়া লইয়া আইস। তাহারা "যে আজ্ঞা" বলিয়া ছাগ লইয়া নদীতে গেল এবং উহাকে স্নান করাইয়া ও সাজাইয়া তীরে রাখিয়া দিল। তখন অতীতজন্মসমূহের বৃত্তান্ত ছাগের মনে পড়িল এবং 'আজই আমার দুঃখের অবসান হইবে' ভাবিয়া সে অতীব হর্ষের সহিত অট্টহাস্য করিয়া উঠিল; কিন্তু পরক্ষণেই "আহা, আমি এত দিন যে দুঃখভোগ করিলাম, আমার প্রাণবধ করিয়া এই ব্রাহ্মণও অতঃপর সেই দুঃখ ভোগ করিবে" ইহা ভাবিয়া সে করুণা-পরবশ হইয়া চীৎকার করিয়া কান্দিতে লাগিল। তখন শিষ্যগণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ভাই, ছাগ, তুমি হাসিবার সময়েও বিকট শব্দ করিলে, কান্দিবার সময়েও বিকট শব্দ করিলে! বল ত, তুমি হাসিলেই বা কেন, কান্দিলেই বা কেন?" ছাগ বলিল, "তোমাদের অধ্যাপকের নিকট গিয়া আমাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিও।"

শিষ্যেরা ছাগ লইয়া অধ্যাপকের নিকট ফিরিয়া গেল এবং যাহা যাহা ঘটিয়াছিল সমস্ত নিবেদন করিল। তাহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ নিজেই ছাগকে হাসিবার ও কান্দিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ছাগ তখন জাতিস্মর হইয়াছিল। সে বলিল, "দ্বিজবর, এক সময়ে আমিও আপনার মত ত্রিবেদ-পারদর্শী ব্রাহ্মণ ছিলাম, কিন্তু একবার একটা ছাগ বধ করিয়া মৃতকভক্ত দিয়াছিলাম বলিয়া সেই পাপে চারি শত নিরনব্বই বার ছাগজন্ম গ্রহণ করিয়া শিরশ্ছেদ-যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছি। এই আমার পঞ্চশততম ও শেষ জন্ম। এখনই চিরকালের মত দুঃখের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইব ভাবিয়া আমি হাসিয়াছি। আবার দেখিলাম, আমি ত পাঁচ শত বার শিরশ্ছেদ ভোগ করিয়া মুক্ত হইতে চলিলাম, কিন্তু আপনাকে আমার প্রাণবধজনিত পাপে ঠিক এইরূপে পাঁচ শত বার শিরশ্ছেদ-দণ্ড পাইতে হইবে। কাজেই আপনার প্রতি করুণাপরবশ হইয়া কান্দিয়াছি।"

এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ বলিলেন, "তোমার কোন ভয় নাই, আমি তোমার প্রাণনাশ করিব না।"

"আপনি মারুন, আর নাই মারুন, আজ আমার নিস্তার নাই।"

"কোন চিন্তা নাই, আমি সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তোমায় রক্ষা করিব।"

"দ্বিজবর, আপনি যে রক্ষার চেষ্টা করিবেন তাহা দুর্ব্বলা, আর আমার কৃতপাপের শক্তি প্রবলা।"

এইরূপ কথোপকথনের পর ব্রাহ্মণ ছাগকে বন্ধনমুক্ত করিয়া দিলেন এবং "দেখিব, কে এই ছাগকে মারে" এই সঙ্কল্প করিয়া শিষ্যগণের সহিত উহার সঙ্গে সঙ্গে রহিলেন। ছাগ বন্ধনমুক্ত হইবামাত্র এক খণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরের উপর আরোহণ পূর্ব্বক গ্রীবা প্রসারিত করিয়া গুল্মপত্র খাইতে আরম্ভ করিল। ঠিক সেই সময়ে পাষাণের উপর বজ্রপাত হইল। তাহার আঘাতে পাষাণ বিদীর্ণ হইয়া গেল এবং উহার এক খণ্ড এমন বেগে ছাগের প্রসারিত গ্রীবায় লাগিল যে তৎক্ষণাৎ তাহার দেহ হইতে মস্তক বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল।

এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া সেখানে বিস্তর লোক সমবেত হইল। তখন বোধিসত্ত্ব বৃক্ষ-দেবতা হইয়া সেখানে বাস করিতেছিলেন। দৈবশক্তি প্রভাবে তিনি আকাশে বীরাসনে উপবেশন করিলেন, সকলে সবিস্ময়ে তাহা দেখিতে লাগিল। বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, 'আহা,

* ইংরাজী অনুবাদক "পঞ্চাঙ্গুলিক" শব্দের অর্থ করিয়াছেন 'এরমুষ্টি শস্য'। কিন্তু ইহা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। লোকে সিন্দূর, চন্দন বা তদ্রূপ কোন রঞ্জনদ্রব্য হাতে মাখাইয়া গবাদি পশুর অঙ্গ-সৌষ্ঠবার্থ তাহাদের গায়ে ছাপ দিত। বোধ হয় ইহাকেই পঞ্চাঙ্গুলিক বলা হইত। যে পশু বলি দেওয়া যাইত, সম্ভবতঃ তাহাকেও এরূপ সজ্জিত করিবার প্রথা ছিল। এখনও দেখা যায়, বলি দিবার পূর্ব্বে ছাগের কপালে সিন্দূরের দাগ দেওয়া হইয়া থাকে। নন্দীবিলাস জাতকে (২৮) "গন্ধেন পঞ্চাঙ্গুলিম্ দত্ত্বা" এই ব্যাখ্যারই সমর্থন করে।

এই হতভাগ্যেরা যদি দুষ্ক্রিয়ার ফল জানিতে পারে, তাহা হইলে বোধ হয় কখনও প্রাণিহিংসা করে না।' অনন্তর তিনি অতি মধুর স্বরে এই সত্য শিক্ষা দিলেন :—

জানে যদি জীব, কি কঠোর দণ্ড জন্মে জন্মে ভোগ করে
হিংসার কারণ, তবে কি সে কভু জীবের জীবন হরে?

এইরূপে সেই মহাসত্ত্ব শ্রোতাদিগের মনে নরকভয় জন্মাইয়া ধর্ম্মোপদেশ দিতে লাগিলেন। তাহা শুনিয়া সকলে এত ভীত হইল যে তদবধি তাহারা প্রাণিহত্যা পরিত্যাগ করিল এবং বোধিসত্ত্বের শিক্ষাবলে সকলে দশবিধশীলসম্পন্ন হইল। অনন্তর বোধিসত্ত্ব কর্ম্মানুরূপ ফল-ভোগার্থ লোকান্তরে প্রস্থান করিলেন, সেই সকল লোকও আমরণ দানধর্ম্মাদি সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া অবশেষে ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করিল।

সমবধান—তখন আমি ছিলাম সেই বৃক্ষদেবতা।

১৯—আযাচিত-ভক্ত-জাতক।*

[লোকে বাণিজ্যার্থ দূরদেশে যাইবার সময় দেবতাদিগকে পশুবলি দিত এবং "যদি লাভ করিয়া ফিরিতে পারি তাহা হইলে আপনাকে আবার পশুবলি দিয়া পূজা করিব" দেবতার নিকট এইরূপ মানত করিয়া যাত্রা করিত। অনন্তর যদি তাহারা লাভ করিয়া স্বদেশে ফিরিত, তাহা হইলে দেবতাদিগের অনুগ্রহেই এই সুবিধা ঘটিয়াছে ভাবিয়া অঙ্গীকার হইতে নিষ্কৃতিলাভার্থ আবার পশুর প্রাণী বধ করিত।

এক দিন জেতবনস্থ ভিক্ষুরা শাস্তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবন, দেবতাদিগকে পশুবলি দিলে কি কোন উপকার হয়?" তদুত্তরে শাস্তা এই অতীত বৃত্তান্ত বলিয়াছিলেন :—]

পুরাকালে কাশীরাজ্যের কোন পল্লীভূস্বামী গ্রামদ্বারস্থ বটবৃক্ষবাসী দেবতাকে পশুবলি দিবার মানত করিয়া বিদেশে গিয়াছিলেন এবং সেখান হইতে ফিরিবার পর বহুপ্রাণিবধ দ্বারা মানত শোধ দিবার জন্য সেই বৃক্ষমূলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তখন বৃক্ষদেবতা তরুস্কন্ধে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে এই উপদেশ দিয়াছিলেন :—

মুক্তি যদি চাও, জীব, পরলোক-কথা যেন থাকে তব মনে অনুক্ষণ,
এ মুক্তি তোমার শুধু, শুন ওহে মূঢ়মতি, দৃঢ়তর বন্ধনকারণ।
জ্ঞানী, ধর্ম্মপরায়ণ, এহেন মানবগণ, আত্মমুক্তি লভে সমতনে,
অজ্ঞান, পাষণ্ড যারা, হিংসি জীবে অহরহ, মুক্তিভ্রমে লভিছে বন্ধনে।"

তদবধি লোকে এইরূপ প্রাণিহত্যা হইতে বিরত হইয়া ধর্ম্মপথে বিচরণপূর্ব্বক দেবলোকের অধিবাসিসংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছিল।

সমবধান—তখন আমি ছিলাম সেই বৃক্ষদেবতা।

২০—নলপান-জাতক।

[শাস্তা কোশলরাজ্যে ভ্রমণ করিবার সময় "নলকপান" গ্রামে উপনীত হইয়া "নলকপান" সরোবরের নিকটবর্ত্তী কেতকবনে বাস করিতেছিলেন। সেই সময়ে তিনি একচ্ছিদ্র নলসম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন।

ভিক্ষুরা নলকপান সরোবরে অবগাহন করিয়া শ্রামণেরদিগকে বলিলেন "তোমরা পুষ্করিণীর পাহাড় হইতে নল কাটিয়া আন, সূচী রাখিবার আধার প্রস্তুত করিতে হইবে।" তাহারা কতকগুলি নল কাটিয়া আনিলে দেখা গেল, উহাদের আগাগোড়া ফাঁপা, কোথাও গাঁট নাই।" তাঁহারা শাস্তার নিকট এই বিষয় জানাইলে তিনি বলিলেন, "পুরাকালে এখানকার নলসম্বন্ধে এইরূপ ব্যবস্থাই হইয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীতকথা বলিতে লাগিলেন :—]

---

* আযাচন—প্রার্থনা বা মানত।

অতি প্রাচীনকালে এই স্থানে এক নিবিড় অবণ্য ছিল এবং এই পুষ্কবিণীতে এক উদক-বাক্ষস বাস কবিত। তখন বোধিসত্ত্ব কপিরূপে জন্মগ্রহণ কবিয়াছিলেন, তাঁহাব দেহ বক্তবর্ণ মৃগপোতকেব ন্যায় প্রতীয়মান হইত। তিনি আশি হাজাব বানব সঙ্গে লইয়া এই অবণ্যে বাস কবিতেন।

বোধিসত্ত্ব বানবদিগকে উপদেশ দিয়াছিলেন, "বাপ সকল, এই বনে বিষবৃক্ষ আছে, এমন অনেক সবোববও আছে, যাহাব জলে উদকবাক্ষস থাকে। সাবধান, আমাকে জিজ্ঞাসা না কবিয়া কোন অজানা ফল খাইওনা, পূর্ব্বে যেখানকাব জল পান কব নাই, এমন জলাশয়েব জলও মুখে দিও না। তাহাবা "যে আজ্ঞা" বলিয়া তাঁহাব উপদেশানুসাবে চলিতে অঙ্গীকাব কবিল।

একদিন বানবেবা ঐ অবণ্যের এমন একস্থানে গিয়া পৌছিল, যাহা তাহাবা পূর্ব্বে কখনও দেখে নাই। সাবাদিন চলিবাব পব জল খুঁজিতে খুঁজিতে তাহাবা এক সবোবরেব তীবে উপস্থিত হইল, কিন্তু বোধিসত্ত্বেব আগমন প্রতীক্ষায় জলপান না কবিয়া তীবে বসিয়া বহিল। অতঃপব বোধিসত্ত্ব গিয়া জিজ্ঞাসা কবিলেন 'তোমবা জল খাইতেছ না কেন ?" তাহাবা বলিল, "আপনাব আগমনপ্রতীক্ষায় বসিয়া আছি।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "বেশ কবিয়াছ।"

ইহাব পব বোধিসত্ত্ব এই সবোবব প্রদক্ষিণ কবিয়া পদচিহ্ন দর্শনে বুঝিলেন, প্রাণিগণ জল-পানার্থ উহাতে অবতবণ কবিয়াছে বটে, কিন্তু কেহই উহা হইতে উত্তবণ কবে নাই। অতএব ঐ সবোবব যে বাক্ষস-সেবিত, তৎসম্বন্ধে নিঃশংসয় হইয়া তিনি বলিলেন, "বাপ সকল, তোমবা জলে না নামিয়া ভালই কবিয়াছ, কাবণ ইহাব ভিতব বাক্ষস বাস কবে।"

উদকবাক্ষস দেখিল বানবদিগের কেহই অবতবণ কবিতেছে না। তখন সে ভীষণ মূর্ত্তি ধাবণ পূর্ব্বক জলরাশি ভেদ কবিয়া তাহাদেব সম্মুখে আবির্ভূত হইল। তাহাব উদব নীলবর্ণ, মুখ পাণ্ডুবর্ণ, হস্তপাদ উজ্জ্বল বক্তবর্ণ। সে বলিল, "তোমবা যে এখানে বসিয়া আছ ? নামিয়া জল খাওনা ?" বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসা কবিলেন, "তুমি এই পুষ্কবিণীবাসী বাক্ষস নও কি ?" সে বলিল "হাঁ"।

"যাহাবা এই জলে নামে সকলেই তোমাব খাদ্য ?"

"হাঁ, যাহাবা জলে নামে সকলেই আমাব খাদ্য ; ছোট ছোট পাখী হইতে বড় বড় চতুষ্পদ পর্য্যন্ত কেহই এই জলে নামিলে আমাব কবল হইতে নিস্তাব পায় না। তোমাদিগকেও আমাব উদবস্থ হইতে হইবে।"

"আমবা তোমাব উদবস্থ হইতেছি না।"

"এক বাব জল পান কবিয়া দেখ, হও কি না ,"

"আমবা জলও পান কবিব, অথচ তোমাব আয়ত্ত হইব না।"

"আচ্ছা দেখি, তোমবা কেমন কবিয়া জল পান কব।"

"বটে, তুমি ভাবিয়াছ আমবা জল পান কবিবাব জন্য সবোববে নামিব। কিন্তু আমবা আদৌ নামিব না, অথচ আমাদেব এই আশি হাজাব বানবেব সকলেই এক একটী নল লইয়া তাহা দ্বাবা জল পান কবিবে। লোকে যেমন পদ্মনাল দ্বাবা জল চুষিয়া লয়, আমবাও সেইরূপ এই নলদ্বাবা জল চুষিব। কাজেই তুমি আমাদিগকে ছুঁইতে পাবিবে না।"

এই কথা বলিয়া শাস্তা অভিসম্বুদ্ধ হইয়া নিম্নলিখিত গাথাটীব প্রথমার্দ্ধ পাঠ কবিলেন :—

বুঝিলাম পদচিহ্নে, কত প্রাণী, হায়, হায়, পশিয়াছে বনেব ভিতব,
বুঝিলাম পদচিহ্নে, একটী তাহার কিন্তু যায় নাই ফিরি নিজ ঘর।
[আমবা বানব সব নামিবনা কিছুতেই জলমাঝে জলপান তরে,
নলেব সাহায্যে মোরা চুষিয়া লইব বাবি থাকি এই তীব-ভূমি'পরে।]

অনন্তর বোধিসত্ত্ব একটা নল আনাইলেন এবং "আমি যদি দশ-পারমিতা লাভ করিয়া থাকি, তাহা হইলে এই নল গ্রন্থিরহিত এবং সর্ব্বত্র একচ্ছিদ্র হউক" এই শপথ* করিয়া উহাতে ফুঁ দিলেন। তন্মুহূর্ত্তেই ঐ নল গ্রন্থিশূন্য এবং সর্ব্বত্র সচ্ছিদ্র হইল। তাহার পর বোধিসত্ত্ব আরও কয়েকটী নল একচ্ছিদ্র করিলেন। (কিন্তু এরূপে একটী একটী করিয়া আশি হাজার নল একচ্ছিদ্র করা বহুকাল-সাপেক্ষ বলিয়া অতঃপর) তিনি এই পুষ্করিণী প্রদক্ষিণ করিয়া বলিলেন "এই স্থানে যত নল জন্মে সমস্তই গ্রন্থিশূন্য ও একচ্ছিদ্র হউক।" বোধিসত্ত্বদিগের পরহিতব্রতের এমনই মাহাত্ম্য, যে তাঁহাদের আদেশ কখনও নিষ্ফল হয় না। কাজেই তদবধি এই স্থানে যত নল জন্মে সমস্তই অগ্র হইতে মূল পর্য্যন্ত একচ্ছিদ্র হয়। †

অনন্তর বোধিসত্ত্ব একটী নল হাতে লইয়া সরোবরের তীরে বসিলেন; তাঁহার অনুচরেরাও সেইরূপ করিল, এবং তাঁহার দেখাদেখি নলদ্বারা জল পান করিতে লাগিল, কাহাকেও জলে নামিতে হইল না। কাজেই রাক্ষস তাহাদের এক প্রাণীকেও স্পর্শ করিতে না পারিয়া নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া স্বস্থানে চলিয়া গেল, বোধিসত্ত্বও নিজের দলবল লইয়া অরণ্যে প্রবেশ করিলেন।

[সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল সেই উদকরাক্ষস, আমার শিষ্যেরা ছিল সেই আশিহাজার বানর, এবং আমি ছিলাম সেই উপায়-কুশল বানররাজ।]

২১—কুরঙ্গমৃগ-জাতক।

[শাস্তা বেণুবনে থাকিবার সময় দেবদত্তকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। দেবদত্ত বুদ্ধের প্রাণবধ করিবার জন্য অনেক চক্রান্ত করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে গোপনে নিহত করিবার জন্য তীরন্দাজ নিযুক্ত করিয়াছিলেন, একদিন এক প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, আর একবার ধনপালক নামক এক মত্ত হস্তী পাঠাইয়াছিলেন। ‡ একদা ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া দেবদত্তের এই সকল গর্হিত আচরণ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন এমন সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার জন্য যে আসন প্রস্তুত ছিল তাহাতে উপবেশন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভিক্ষুগণ, তোমরা এখানে বসিয়া কি সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছ?" তাঁহারা উত্তর দিলেন, "ভগবন্, দেবদত্ত আপনার জীবননাশের চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেই জন্য আমরা তাঁহার অগুণ কীর্ত্তন করিতেছি।" তচ্ছ্রবণে শাস্তা বলিলেন, "দেবদত্ত পূর্ব্ব জন্মেও আমার প্রাণবধের চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই।' অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন:—]

---

* মূলে 'সত্যক্রিয়া' এই শব্দ আছে। কেহ ইহজন্মের বা পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি-সমূহ উল্লেখ করিয়া বলে, "আমি যদি এই এই রূপ করিয়া থাকি, তাহা হইলে এইরূপ হউক", এবং সে যদি প্রকৃতই সুকৃতিমান্ হয়, তাহা হইলে তাহার আকাঙ্ক্ষিত বিষয় যতই দুঃসাধ্য হউক না কেন, তৎক্ষণাৎ সুসাধ্য হয়।

† বৌদ্ধেরা বলেন চারিটী প্রাতিহার্য্য অর্থাৎ লোকোত্তর বিষয় (miracle) বর্ত্তমান কল্পের শেষ পর্য্যন্ত স্থায়ী হইবে:—(১) চন্দ্রমণ্ডলে শশকচিহ্ন, (২) বর্ত্তকজাতকে (৩৫ সংখ্যক) যে স্থানে অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়াছিল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে সেই স্থানের চিরকাল অগ্নিস্পর্শশূন্য থাকা, (৩) যেখানে ঘটীকারের গৃহ ছিল, সেখানে কখনও বৃষ্টিপাত না হওয়া এবং (৪) নলকপান-পুষ্করিণীর তীরজাত নলগুলির সর্ব্বত্র একচ্ছিদ্র হওয়া।

চন্দ্রমণ্ডলে শশকচিহ্নের বৃত্তান্ত শশজাতকে (৩১৬) দ্রষ্টব্য। ঘটীকারের বৃত্তান্ত মধ্যম নিকায়ে ৮১ সূত্রে বর্ণিত আছে। ইনি জাতিতে কুম্ভকার, কোশলরাজ্যের অন্তঃপাতী বেভলিঙ্গম্ নামক গণ্ডগ্রামের অধিবাসী এবং শীলগুণে সম্যক্-সম্বুদ্ধ কাশ্যপের অগ্রোপস্থায়ক ছিলেন। একবার বর্ষাকালে কাশ্যপের কুটীরে জল পড়িয়াছিল; কাশ্যপ তখন ভিক্ষুদিগকে ঘটীকারের বাড়ী হইতে খড় আনিতে বলেন; কিন্তু ভিক্ষুরা তাঁহাকে গিয়া জানান "ঘটীকারের বাড়ীতে উদ্বৃত্ত খড় নাই, তবে তাঁহার চালে খড় আছে বটে।" ইহা শুনিয়া কাশ্যপ আদেশ দেন, "বেশ, তাহার চাল হইতেই খড় লইয়া আইস।" ভিক্ষুরা তাহাই করেন এবং ঘটীকার উহা জানিতে পারিয়া ক্ষুণ্ণ হওয়া দূরে থাকুক, পরম আহ্লাদের সহিত বলেন, "আমি ধন্য যে আমার এই খড় সম্যক্‌সম্বুদ্ধের প্রয়োজনে লাগিল।" ইহার পর কাশ্যপের বরে ঘটীকারের কুটীরের উপর বর্ষার তিন মাস বিন্দুমাত্র বৃষ্টি পড়ে নাই, এখনও, যেখানে সেই কুটীর ছিল, সেখানে কোন সময়েই বৃষ্টিপাত হয় না।

‡ এই সকল বৃত্তান্ত পরিশিষ্টে দেবদত্ত-প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব কুরঙ্গমৃগজন্ম গ্রহণ করিয়া বনে বনে ফল খাইয়া বেড়াইতেন। তিনি একবার সপ্তপর্ণী-ফল খাইবার জন্য একটা সপ্তপর্ণী বৃক্ষের মূলে যাইতে লাগিলেন। তখন নিকটবর্ত্তী গ্রামে এক ব্যাধ বাস করিত, সে পদচিহ্ন দেখিয়া মৃগদিগের গমনাগমন-পথ বুঝিত এবং তাহারা যখন যে বৃক্ষের ফল খাইতে যাইত, তাহার উপর মাচা বান্ধিয়া তাহাদের আগমন-প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিত। মৃগেরা না জানিয়া তাহার সন্নিকটবর্ত্তী হইলেই সে শক্তিদ্বারা তাহাদিগকে বিদ্ধ করিত। এইরূপে যে মাংস পাওয়া যাইত, তাহা বিক্রয়-দ্বারা তাহার জীবিকা নির্ব্বাহ হইত।

ব্যাধ উক্ত সপ্তপর্ণী বৃক্ষমূলে বোধিসত্ত্বের পদচিহ্ন দেখিয়া উহার শাখার অন্তরালে মাচা বান্ধিল এবং সকাল সকাল আহার শেষ করিয়া শক্তিহস্তে সেখানে বসিয়া রহিল। বোধিসত্ত্ব সপ্তপর্ণী-ফল খাইবার জন্য প্রাতঃকালে আবাসস্থান হইতে বাহির হইলেন, কিন্তু হঠাৎ বৃক্ষমূলে না গিয়া একটু দূরে দূরে রহিলেন,—ভাবিলেন, সময়ে সময়ে ব্যাধেরা গাছের উপর মাচা বান্ধিয়া বসিয়া থাকে, এখানে সেরূপ কিছু ঘটিল কি না দেখা আবশ্যক।" অনন্তর তিনি কিছু দূরে থামিয়া কোন আশঙ্কার কারণ আছে কি না দেখিতে লাগিলেন।

ব্যাধ দেখিল বোধিসত্ত্ব তরুমূলে আসিতেছেন না। সে সপ্তপর্ণী-ফল ছিঁড়িয়া তাঁহার সম্মুখে নিক্ষেপ করিল। তখন বোধিসত্ত্ব মনে করিলেন, "এই ফলগুলি আমার কাছে আসিয়া পড়িতেছে, ইহাতে বোধ হইতেছে যে, গাছে ব্যাধ আছে।" অনন্তর তিনি পুনঃ পুনঃ অবলোকন করিয়া শাখার মধ্যে ব্যাধকে দেখিতে পাইলেন, কিন্তু যেন দেখেন নাই এইরূপ ভাণ করিয়া বলিলেন, "ওহে বৃক্ষ, এতকাল ত তুমি ফলগুলি সোজা ভাবে ফেলিয়া দিতে, ছুঁড়িয়া ফেলিতে না, কিন্তু আজ তুমি বৃক্ষের মত আচরণ করিতেছ না কেন? বেশ, তুমি যখন বৃক্ষধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে, তখন আমিও অন্য কোন বৃক্ষতলে গিয়া আহারের উপায় দেখিতেছি।" ইহা বলিয়া তিনি নিম্নলিখিত গাথাটী পাঠ করিলেন :—

> ফেলিছ যে ফল আজি, ওহে সপ্তপর্ণী ভাই,
> কুরঙ্গ-মৃগের কাছে তাহা অবিদিত নাই।
> চলিলাম সেই হেতু অন্য সপ্তপর্ণী-তলে,
> কিছুমাত্র রুচি মম নাহি তব এই ফলে।

তখন, "দূর হ, আজ আমার হাত এড়াইলি" বলিয়া সেই ব্যাধ মাচা হইতে শক্তি নিক্ষেপ করিল; বোধিসত্ত্বও মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "আমি তোমার হাত এড়াইলাম বটে, কিন্তু তুমি ত তোমার কর্ম্মফল এড়াইতে পারিবে না; তোমাকে ত অষ্ট মহানরকে এবং ষোড়শ উৎসাদ নরকে * থাকিতে হইবে, তুমি ত পঞ্চবিধ বন্ধনযাতনা † ভোগ করিবে!" অনন্তর বোধিসত্ত্ব পলায়নপূর্ব্বক অভীষ্ট স্থানে চলিয়া গেলেন, ব্যাধও বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিল।

[সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল সেই ব্যাধ এবং আমি ছিলাম সেই কুরঙ্গ মৃগ।]

২২—কুক্কুর-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে জ্ঞাতিজনের হিতানুষ্ঠান সম্বন্ধে এই কথা বলেন। তৎসম্বন্ধে সবিস্তর বিবরণ ভদ্রশাল জাতকে (৪৬৫ সংখ্যক) দ্রষ্টব্য। সেই উপদেশ সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম করাইবার উদ্দেশ্যেই তিনি নিম্নলিখিত অতীত কথা বলিয়াছিলেন।]

---

* অষ্ট মহানরক যথা, সঞ্জীব, কালসূত্র, সঙ্ঘাত, রৌরব, মহারৌরব, তপন, প্রতাপন, অবীচি। বৌদ্ধমতে আরও বহু নরক আছে, তন্মধ্যে কতকগুলি 'লোকান্তরিক', কতকগুলি 'উৎসাদ' নামে অভিহিত।

† পঞ্চবন্ধন বা পঞ্চক্লেশ যথা—লোভ, দোষ, মোহ, মান এবং ঔদ্ধত্য। দোষ—ক্রোধ বা ঘৃণা।

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব প্রাক্তনকর্ম্মফলে কুক্কুরজন্ম লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বহু শত কুক্কুরপরিবৃত হইয়া মহাশ্মশানে বাস করিতেন।

এক দিন রাজা সিন্ধুদেশজাত শ্বেতঘোটকযুক্ত এবং সর্ব্বালঙ্কারভূষিত রথে আরোহণ করিয়া উদ্যানভ্রমণে গিয়াছিলেন। সেখানে সমস্ত দিন বিহার করিয়া তিনি সূর্য্যাস্তের পর নগরে ফিরিয়া আসিলেন। রথের যে চর্ম্মনির্ম্মিত সজ্জা ছিল, তাহা আর সে রাত্রিতে কেহ খুলিয়া লইল না, সাজ সুদ্ধ রথ প্রাঙ্গণেই রহিল। তাহার পর বৃষ্টি হইল। সাজগুলি ভিজিয়া গেল এবং রাজার * কুক্কুরেরা দোতালা হইতে নামিয়া সমস্ত চামড়া খাইয়া ফেলিল। পরদিন ভৃত্যেরা রাজাকে জানাইল, "মহারাজ, নর্দ্দামার মুখ দিয়া কুকুর আসিয়া গাড়ীর সাজ খাইয়া ফেলিয়াছে।" ইহাতে রাজা কুক্কুরদিগের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া আদেশ দিলেন, "যেখানে কুক্কুর দেখিতে পাইবে, মারিয়া ফেলিবে।" তখন ভয়ানক কুক্কুর-হত্যা আরম্ভ হইল। যেখানে যায়, সেখানেই নিহত হয় দেখিয়া শেষে হতাবশিষ্ট কুক্কুরেরা শ্মশানে বোধিসত্ত্বের নিকট উপনীত হইল। বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা এতগুলি এক সঙ্গে আসিলে কেন?" তাহারা কহিল, "কুক্কুরেরা রাজভবনে প্রবেশ করিয়া রথের সাজ খাইয়াছে। তাহা শুনিয়া রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া সমস্ত কুক্কুর মারিতে আজ্ঞা দিয়াছেন। ইহাতে শত শত কুক্কুর মারা যাইতেছে, আমরা অত্যন্ত ভীত হইয়াছি।"

বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, "রাজভবন যেমন সুরক্ষিত, তাহাতে বাহিরের কোন কুক্কুর তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। পুরীর মধ্যে যে সকল কৌলেয় কুক্কুর আছে, এ তাহাদেরই কার্য্য। কিন্তু যাহারা অপরাধী, তাহারা নির্ভয়ে আছে, আর যাহারা নিরপরাধ, তাহারা মারা যাইতেছে। এরূপ অবস্থায় রাজাকে প্রকৃত অপরাধী দেখাইয়া দিয়া জ্ঞাতিবন্ধুজনের প্রাণরক্ষা করি না কেন?" অনন্তর তিনি জ্ঞাতিবর্গকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "তোমাদের ভয় নাই, আমি তোমাদের রক্ষার উপায় করিতেছি। যতক্ষণ আমি রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ না করি ততক্ষণ তোমরা অপেক্ষা কর।"

অনন্তর বোধিসত্ত্ব মৈত্রীভাব-প্রণোদিত হইয়া দানাদি-দশপারমিতা স্মরণপূর্ব্বক "পথে যেন আমার উপর কেহ ঢিল বা লাঠি না মারে" এই ইচ্ছা করিয়া একাকী রাজভবনের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই নিমিত্ত কেহই তাঁহাকে দেখিয়া ক্রোধের চিহ্ন প্রদর্শন করিল না।

রাজা কুক্কুরবধাজ্ঞা দিয়া বিচারালয়ে আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। বোধিসত্ত্ব সেখানেই উপস্থিত হইয়া এক লম্ফে রাজাসনের নিম্নে প্রবেশ করিলেন। রাজার ভৃত্যেরা তাঁহাকে তাড়াইয়া বাহির করিতে গেল, কিন্তু রাজা তাহাদিগকে নিষেধ করিলেন। বোধিসত্ত্ব একটু ভরসা পাইয়া আসনের অধোভাগ হইতে বাহিরে আসিলেন এবং রাজাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনিই কি কুক্কুরদিগকে মারিয়া ফেলিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন?" "হাঁ, আমিই এই আদেশ দিয়াছি।" "কুক্কুরদিগের অপরাধ কি, মহারাজ?" "তাহারা আমার রথের আচ্ছাদন-চর্ম্ম ও অন্যান্য চর্ম্মনির্ম্মিত সজ্জা খাইয়া ফেলিয়াছে।" "কোন্ কুক্কুরে খাইয়াছে, তাহা জানিয়াছেন কি?" "না, তাহা আমি জানি নাই।" "মহারাজ, যদি প্রকৃত অপরাধী কে তাহা না জানেন, তবে কুকুর দেখিলেই মারিতে হইবে এরূপ আদেশ দেওয়া উচিত হয় নাই।" "কুক্কুরে রথের চর্ম্ম খাইয়াছে, কাজেই সব কুক্কুর মারিতে আজ্ঞা দিয়াছি।" আপনার লোকে সব কুক্কুরই মারিতেছে, না কোন কোন কুক্কুর না মারিবারও ব্যবস্থা আছে?" "আমার গৃহে কৌলেয় কুক্কুর আছে; তাহাদিগকে মারা হইতেছে না। "মহারাজ, এই মাত্র বলিলেন, আপনার রথের চর্ম্ম খাইয়াছে বলিয়া সব কুক্কুরই মারিবার আদেশ দিয়াছেন; এখন

* মূলে "কৌলেয়" এই বিশেষণ আছে। কৌলেয় কুক্কুর অর্থাৎ সৎকুলজাত কুক্কুর,—ইংরাজীতে যাহাকে 'pedigree dog' বা thoroughbred dog বলা যায়, সেই অর্থে ব্যবহৃত।

বলিতেছেন, কৌলেয় কুক্কুরদিগকে মারা হইবে না। ইহা আপনার পক্ষে অগতিপ্রাপ্তির * কারণ হইয়াছে। অগতিপ্রাপ্তি বাঞ্ছনীয় নহে, রাজোচিতও নহে। বিচারকার্য্যে রাজাদিগকে তুলাসদৃশ নিরপেক্ষ থাকিতে হয়। উপস্থিত ব্যাপারে কৌলেয় কুক্কুরেরা নিরুদ্বেগে আছে, কিন্তু দুর্ব্বল কুক্কুরেরা নিহত হইতেছে। অতএব ইহাকে সর্ব্বকুক্কুর সম্বন্ধে নিরপেক্ষ দণ্ড বলা যায় না, ইহা দুর্ব্বলকুক্কুরধ্বংস-ব্যাপার ভিন্ন আর কিছুই নহে। মহারাজ, আপনি যাহা করিতেছেন তাহা নিতান্ত ন্যায়বিরুদ্ধ।" অনন্তর বোধিসত্ত্ব রাজাকে ধর্ম্ম বুঝাইবার জন্য এই গাথা পাঠ করিলেন :—

রাজার ভবনে আদরে যতনে পালিত কুক্কুর যারা
অতি পুষ্টকায়, বিচিত্র রোমশ—অভয় পাইল তারা।
আমরা দুর্গত, বধ্য অতএব, এ কেমন রাজনীতি?
এ নহে ধরম; অত্যাচার ইহা শুধু দুর্ব্বলের প্রতি।

বোধিসত্ত্বের কথা শুনিয়া রাজা কহিলেন, "কুক্কুরবর, কোন্ কুক্কুরে রথচর্ম্ম খাইয়াছে, আপনি তাহা জানেন কি?" "জানি মহারাজ।" "কাহারা খাইয়াছে?" "যে সকল কৌলেয় কুক্কুর আপনার প্রাসাদে বাস করে, তাহারাই খাইয়াছে।" "তাহারাই যে খাইয়াছে তাহা কিরূপে বুঝিব?" "আমি তাহার প্রমাণ দিতেছি।" "দিন্ দেখি।" "আপনি কুকুরগুলা আনিতে পাঠান এবং একটু ঘোল ও কিছু কুশ আনিতে বলুন।" রাজা তাহাই করিতে আদেশ করিলেন।

ইহার পর মহাসত্ত্ব ঐ কুশ তক্রের সহিত মর্দ্দন করাইয়া কুক্কুরদিগকে খাওয়াইতে বলিলেন, রাজা তাহাই করাইলেন। তখন কুক্কুরেরা চর্ম্মখণ্ডসমূহ বমন করিয়া ফেলিল! ইহাতে রাজা অতিমাত্র তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "এ দেখিতেছি সর্ব্বজ্ঞবুদ্ধোচিত ব্যবস্থা!" এবং তিনি স্বকীয় শ্বেতচ্ছত্র † উপহার দিয়া বোধিসত্ত্বের পূজা করিলেন। বোধিসত্ত্ব "ধর্ম্মং চর মহারাজ মাতাপিতৃষু ক্ষত্রিয়" ইত্যাদি দশটী গাথা ‡ পাঠ করিয়া রাজাকে ধর্ম্মোপদেশ দিলেন এবং তাঁহাকে পঞ্চশীল শিক্ষা দিয়া, "মহারাজ, এখন হইতে অপ্রমত্ত হইয়া চলুন" এই উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক শ্বেতচ্ছত্র প্রত্যর্পণ করিলেন।

মহাসত্ত্বের § ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিয়া রাজা সমস্ত প্রাণীকে অভয় দিলেন, বোধিসত্ত্বাদি সমস্ত কুক্কুরের জন্য প্রতিদিন রাজভোগ দিবার ব্যবস্থা করিলেন এবং বোধিসত্ত্বের উপদেশানুসারে দানাদি পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানে জীবনযাপনপূর্ব্বক দেহান্তে দেবলোকে পুনর্জ্জন্ম লাভ করিলেন। কুক্কুররূপী বোধিসত্ত্বের উপদেশ দশ সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত অব্যাহত ছিল।

বোধিসত্ত্বও পরিণতবয়সে কুক্কুরলীলাসংবরণপূর্ব্বক কর্ম্মানুরূপ ফলভোগার্থে লোকান্তরে প্রস্থান করিলেন।

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন 'ভিক্ষুগণ, বুদ্ধ কেবল এজন্মে জ্ঞাতিগণের উপকার করিতেছেন তাহা নহে, পূর্ব্বজন্মেও তিনি এইরূপ করিয়াছিলেন।

সমবধান—তখন আনন্দ ছিল সেই রাজা, বুদ্ধশিষ্যেরা ছিল সেই সামান্য কুক্কুরসমূহ এবং আমি ছিলাম সেই শ্মশানবাসী কুক্কুররাজ।]

---

* ছন্দ (লোভ), দোষ (ঘৃণা), মোহ (অজ্ঞান) এবং ভয়।

† শ্বেতচ্ছত্র রাজচিহ্ন।

‡ ত্রিশকুনজাতক (৫২১) দ্রষ্টব্য।

§ বোধিসত্ত্বগণ অনেকস্থলে 'মহাসত্ত্ব' নামে বর্ণিত হইয়া থাকেন।

২৩—ভোজাজানেয়-জাতক। *

[শাস্তা জেতবনে অবস্থান করিবার সময় কোন নিরুৎসাহ ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "ভিক্ষুগণ, পুরাকালে পণ্ডিতেরা নানারূপ বিপদের মধ্যেও নিরুৎসাহ হন নাই, আহত হইয়াও বীর্য্য দেখাইয়াছেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব এক অতি উৎকৃষ্টজাতীয় সিন্ধু দেশীয় ঘোটক রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বারাণসীরাজের মঙ্গলাশ্ব † হইয়াছিলেন। তাঁহার আদরযত্নের সীমা পরিসীমা ছিল না, তিনি লক্ষমুদ্রা মূল্যের সুবর্ণপাত্রে নানাবিধ উৎকৃষ্ট রসযুক্ত ত্রিবার্ষিক ‡ তণ্ডুল আহার করিতেন, তাহার মন্দুরার ভূমি চতুর্ব্বিধ গন্ধ দ্বারা অনুলিপ্ত হইত। উহার চতুর্দ্দিকে রক্তকম্বলের পর্দ্দা ও উপরে সুবর্ণতারকা-খচিত চন্দ্রাতপ ঝুলিত। উহার দেয়ালে সুগন্ধি পুষ্পগুচ্ছ ও মাল্য প্রলম্বিত থাকিত এবং অভ্যন্তরে নিয়ত গন্ধ-তৈলের প্রদীপ জ্বলিত।

বারাণসীর চতুষ্পার্শ্বস্থ রাজারা ঐ রাজ্যের প্রতি বড় লোভ করিতেন। একবার সাতজন রাজা মিলিত হইয়া বারাণসী অবরোধ পূর্ব্বক ব্রহ্মদত্তকে পত্র লিখিলেন, "হয় আমাদিগকে রাজ্য ছাড়িয়া দাও, নয় আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর।" ব্রহ্মদত্ত অমাত্যদিগকে সমবেত করিয়া তাঁহাদিগকে এই কথা জানাইলেন এবং কি কর্ত্তব্য তাহা অবধারণ করিতে বলিলেন। অমাত্যেরা বলিলেন "মহারাজ, প্রথমেই আপনি নিজে যুদ্ধে যাইবেন না। আপনি অমুক অশ্বারোহীকে যুদ্ধ করিতে প্রেরণ করুন; তিনি যদি পরাস্ত হন, তবে যাহা কর্ত্তব্য হয় স্থির করা যাইবে।"

ব্রহ্মদত্ত সেই অশ্বারোহীকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, তুমি কি এই সাত রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে পারিবে?" অশ্বারোহী বলিলেন, "দেব, যদি আজানেয় ঘোটকটী পাই, তাহা হইলে সাত রাজা দূরে থাকুক, জম্বুদ্বীপের সমস্ত রাজা একত্র হইলেও তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে পারি। রাজা কহিলেন, "বাবা, আজানেয় ঘোটক বা অন্য যে ঘোটক ইচ্ছা হয়, গ্রহণ কর এবং যুদ্ধ করিতে যাও।" অশ্বারোহী "যে আজ্ঞা" বলিয়া রাজাকে প্রণিপাত পূর্ব্বক প্রাসাদ হইতে অবতরণ করিলেন, বোধিসত্ত্বকে বাহিরে আনিয়া তাঁহাকে বর্ম্ম পরাইলেন, নিজে আপাদমস্তক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইলেন এবং কটিদেশে তরবারি বন্ধন করিয়া লইলেন। অনন্তর তিনি বোধিসত্ত্বের পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, বিদ্যুদ্বেগে প্রথম বলকোষ্ঠক ভেদ করিয়া একজন রাজাকে জীবিত অবস্থায় ধরিয়া আনিলেন এবং তাঁহাকে নগরাভ্যন্তরস্থ সৈন্যদিগের হস্তে সমর্পণ করিলেন। অনন্তর তিনি আবার গিয়া দ্বিতীয় বলকোষ্ঠক ভেদপূর্ব্বক অপর এক রাজাকে ধরিয়া আনিলেন। এইরূপে একে একে সেই অশ্বারোহী পাঁচজন রাজাকে বন্দী করিলেন, কিন্তু ষষ্ঠ বলপ্রকোষ্ঠ ভেদপূর্ব্বক ষষ্ঠ রাজাকে বন্দী করিবার সময় বোধিসত্ত্ব আহত হইলেন। তখন অশ্বারোহী আহত অশ্বকে রাজদ্বারে রাখিয়া সাজ খুলিয়া লইলেন এবং অপর একটী অশ্বকে উহা পরাইতে লাগিলেন। অশ্বরূপী বোধিসত্ত্ব এক পার্শ্বে ভর দিয়া সমস্ত দেহ বিস্তারপূর্ব্বক ভূতলে পড়িয়াছিলেন। তিনি চক্ষু উন্মীলন করিয়া যোদ্ধবর কি করিতেছেন তাহা বুঝিতে পারিলেন। তিনি ভাবিলেন, 'এই যোদ্ধা অপর একটী

---

* আজানেয়—উৎকৃষ্ট বংশজাত (অশ্বসম্বন্ধে)—ইংরাজী 'thoroughbred' or 'good breed' এই অর্থে ব্যবহৃত।

† সুলক্ষণযুক্ত অশ্ব (যাহা পুষিলে অশ্বস্বামীর মঙ্গল হয়)। সচরাচর রাজার ব্যবহার্য্য দ্রব্যের নামের পূর্ব্বে 'মঙ্গল' শব্দ ব্যবহৃত হইত, যেমন মঙ্গলহস্তী, মঙ্গলাসন ইত্যাদি।

‡ তিন বৎসরের পুরাতন চাউল।

অশ্ব সজ্জিত কবিতেছেন বটে, কিন্তু এই অশ্ব কখনও সপ্তম ব্যূহ ভেদ কবিয়া সপ্তম বাজাকে বন্দী কবিতে পাবিবে না। কাজেই আমি এতক্ষণ যাহা কবিলাম তাহা পণ্ড হইবে, এই অদ্বিতীয় যোদ্ধা নিহত হইবেন, বাজাও শত্রুহস্তে পডিবেন। আমি ভিন্ন অন্য কোন অশ্বই সপ্তম ব্যূহভেদ কবিতে ও সপ্তম বাজাকে বন্দী কবিতে সমর্থ নহে।' অনন্তব তিনি শুইয়া শুইয়াই যোদ্ধাকে ডাকিয়া বলিলেন, "যোদ্ধৃবব, আমি ভিন্ন অন্য কোন অশ্বই সপ্তম বলপ্রকোষ্ঠ ভেদ পূর্ব্বক সপ্তম বাজাকে বন্দী কবিতে সমর্থ নহে; আমি যে কার্য্য কবিয়াছি তাহা পণ্ড হইতে দিব না। আমাকে উঠাইয়া দাঁড কবাইয়া দিন এবং পুনর্ব্বাব সজ্জিত করুন।" ইহা বলিয়া তিনি নিম্নলিখিত গাথাটী পাঠ কবিলেন :—

> বয়েছি আহত হ'যে ভূতলে শুইযা,
> শবসব শল্লকীব কণ্টক সদৃশ
> বিদ্ধ আছে দেহে মোব, তথাপি, হে বীব,
> সামান্য ঘোটক হ'তে শ্রেষ্ঠ আজানেয়
> জানিবে নিশ্চয, তুমি সাজাও আবাব
> মোবে; অন্য অশ্বে তব নাহি প্রযোজন।

ইহা শুনিয়া সেই অশ্বাবোহী বোধিসত্ত্বকে ধবিয়া তুলিলেন, তাঁহাব আহতস্থান বন্ধন কবিলেন, পুনর্ব্বাব তাঁহাকে সুসজ্জিত কবিলেন এবং তদীয় পৃষ্ঠে আবোহণপূর্ব্বক সপ্তম বাজাকে বন্দী কবিয়া স্বীয় সৈন্যেব হস্তে সমর্পণ কবিলেন। বোধিসত্ত্বও বাজদ্বাবে নীত হইলেন এবং বাজা তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। তখন মহাসত্ত্ব বাজাকে সম্বোধন কবিয়া কহিলেন, "মহাবাজ, বাজা সাতজনের প্রাণবধ কবিবেন না, তাঁহাদিগকে শপথ কবাইয়া ছাডিয়া দিন, আমি এবং এই অশ্বাবোহী, উভয়েব প্রাপ্য পুবস্কাব এই অশ্বাবোহীকেই দান করুন, কাবণ যিনি সাত জন বাজাকে বন্দী কবিয়া আনিয়াছেন তাঁহাব মর্য্যাদাব ত্রুটি হওয়া অসঙ্গত। আপনি নিজেও দানাদি পুণ্য কর্ম্ম কবিবেন, শীলব্রত পালন কবিবেন এবং যথাধর্ম্ম নিবপেক্ষভাবে বাজ্য শাসন কবিবেন।" বোধিসত্ত্ব বাজাকে এইরূপ উপদেশ দিলে উপস্থিত ব্যক্তিবা তাঁহাব সাজ খুলিতে আবম্ভ কবিল; কিন্তু যখন তাহাবা এক একটী কবিয়া সাজগুলি খুলিতে লাগিল, তখন বোধিসত্ত্ব প্রাণত্যাগ কবিলেন।

বোধিসত্ত্বেব শবীবকৃত্য সম্পাদনানন্তব বাজা অশ্বাবোহীকে নানা সম্মানে ভূষিত কবিলেন, এবং বাজাদিগেব নিকট অদ্রোহ-শপথ * গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে স্ব স্ব বাজ্যে পাঠাইয়া দিলেন। অনন্তব তিনি যথাশাস্ত্র নিবপেক্ষভাবে বাজ্যশাসনপূর্ব্বক আয়ুঃক্ষয়ান্তে কর্ম্মানুরূপ ফললাভার্থ লোকান্তবে প্রস্থান কবিলেন।

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, অতীতকালে পণ্ডিতেবা বিপদে পডিযা, আহত হইযাও বীর্য্যহীন হন নাই; আব তোমবা এবংবিধ নির্ব্বাণপ্রদ শাসনেব আশ্রযে থাকিযাও নিরুৎসাহ হইবে।" অনন্তব তিনি চতুর্ব্বিধ সত্যেব মাহাত্ম্য কীর্ত্তন কবিলেন, তাহা শুনিযা সেই নিরুৎসাহ ভিক্ষু অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—তখন আনন্দ ছিল বাবাণসীবাজ, সাবীপুত্র ছিল সেই অশ্বাবোহী এবং আমি ছিলাম সেই আজানেয় ঘোটক।]

২৪—আজন্ন-জাতক।†

[শাস্তা জেতবনে কোন নিরুৎসাহ ভিক্ষুকে লক্ষ্য কবিযা এই কথা বলেন। শাস্তা তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, "পূর্ব্বে পণ্ডিতেরা আহত হইযাও বীর্য্য ত্যাগ কবেন নাই।" অনন্তব তিনি সেই অতীত কথা আবম্ভ করিলেন।]

---

* অদ্রোহ শপথ—অর্থাৎ তাঁহাবা আব কখনও শত্রুতা কবিবেন না এইরূপ শপথ।

† আজন্ন (আজানীয)—আজানেয।

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় এক বার সাতজন রাজা মিলিত হইয়া তাঁহার রাজধানী অবরোধ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মদত্তের একজন রথী নিজের রথে একই অশ্বীর গর্ভজাত দুইটী সৈন্ধব ঘোটক সংযোজিত করিয়া নগর হইতে নিষ্ক্রমণ পূর্ব্বক একে একে বিপক্ষদিগের ছয়টী বলপ্রকোষ্ঠ ভেদ করেন এবং ছয় জন রাজাকে বন্দী করিয়া আনেন। ঠিক এই সময়ে জ্যেষ্ঠ ঘোটকটী আহত হয়। তখন রথী রাজদ্বারে প্রতিগমনপূর্ব্বক তাহাকে রথ হইতে খুলিয়া দেন এবং সে এক পার্শ্বে ভর দিয়া শয়ন করিলে তাহার শরীর হইতে বর্ম্মাদি উন্মোচনপূর্ব্বক অপর একটী অশ্বকে সজ্জিত করিতে আরম্ভ করেন। তদ্দর্শনে আহত অশ্বরূপী বোধিসত্ত্ব, ভোজাজানেয় জাতকে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে সেইরূপ চিন্তা করিয়া রথীকে আহ্বানপূর্ব্বক এই গাথা পাঠ করিলেনঃ—

> যেথা সেথা সর্ব্বস্থানে, যখন তখন
> আজানেয় করে নিজ বীর্য্যপ্রদর্শন।
> ইতর ঘোটক যারা, কি সাধ্য তাদের
> বিপদ্‌ সঙ্কুল স্থানে তিষ্ঠিতে রণের?

এই কথা শুনিয়া রথী বোধিসত্ত্বকে ধরিয়া তুলিলেন, তাহাকে পুনর্ব্বার রথে সংযোজন পূর্ব্বক সপ্তম বলপ্রকোষ্ঠ ভেদ করিলেন, সপ্তম রাজাকে বন্দী করিয়া রাজদ্বারে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং সেখানে বোধিসত্ত্বকে বন্ধনমুক্ত করাইয়া দিলেন। অনন্তর বোধিসত্ত্ব একপার্শ্বে ভর দিয়া শয়ন করিলেন এবং ভোজাজানেয় জাতকে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে সেই ভাবে রাজাকে উপদেশ দিতে দিতে প্রাণত্যাগ করিলেন। রাজা তাহার শরীরকৃত্য সম্পাদনপূর্ব্বক রথীকে নানা সম্মানে ভূষিত করিলেন এবং যথাধর্ম্ম প্রজাপালন পূর্ব্বক কর্ম্মানুরূপ ফলভোগার্থ লোকান্তরে চলিয়া গেলেন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন, তাহা শুনিয়া ঐ ভিক্ষু অর্হত্ত্ব লাভ করিলেন।
সমবধান—তখন স্থবির আনন্দ ছিল রাজা ব্রহ্মদত্ত এবং সম্যক্‌সম্বুদ্ধ ছিলেন সেই জ্যেষ্ঠ অশ্ব।]

২৫—তীর্থ-জাতক।

এক ব্যক্তি পূর্ব্বে স্বর্ণকারের ব্যবসায় করিত, পরে প্রব্রজ্যা-গ্রহণপূর্ব্বক ধর্ম্মসেনাপতি সারীপুত্রের সার্দ্ধবিহারিক * ভাবে বাস করিত। তাহাকে লক্ষ্য করিয়া শাস্তা জেতবনে এই কথা বলিয়াছিলেন।

পরের চিত্ত, পরের মনোভাব বুঝিবার ক্ষমতা কেবল বুদ্ধদিগের পক্ষেই সম্ভব। ধর্ম্মসেনাপতির এ ক্ষমতা ছিল না, তিনি সার্দ্ধবিহারিকের চিত্ত জানিতে পারেন নাই, কাজেই তাহাকে ধ্যানশিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে প্রথমে "অশুভ" অর্থাৎ দেহের অপবিত্রতা চিন্তা করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। † কিন্তু ইহাতে ঐ ভিক্ষুর কিছুমাত্র উপকার হয় নাই। না হইবারই কথা, কারণ, সে নাকি একাদিক্রমে পাঁচ শতবার স্বর্ণকারই হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, কাজেই এত দীর্ঘকাল বিশুদ্ধ-সুবর্ণদর্শনের সঞ্চিত-ফলে তাহার পক্ষে 'অশুভ' চিন্তা কার্য্যকরী হইল না। সে চারিমাসকাল "অশুভ" চিন্তা করিয়াও ইহার কোন মর্ম্ম বুঝিতে পারিল না। নিজের সার্দ্ধবিহারিকের অর্হত্ত্ব-সম্পাদনে অসমর্থ হইয়া ধর্ম্মসেনাপতি ভাবিতে লাগিলেন, "এরূপ লোক, দেখিতেছি, বুদ্ধ ব্যতীত আর কাহারও নিকট শিক্ষালাভ করিতে পারে না। অতএব আমি ইহাকে বুদ্ধের নিকটই লইয়া যাই।" ইহা স্থির করিয়া তিনি পরদিন প্রত্যূষে সেই ভিক্ষুকে সঙ্গে লইয়া শাস্তার সকাশে উপনীত হইলেন।

শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হে সারীপুত্র! তুমি এই ভিক্ষুকে লইয়া আসিলে কেন?" সারীপুত্র বলিলেন, "প্রভু, আমি এই ব্যক্তিকে একটী কর্ম্মস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলাম, কিন্তু চারিমাস কাল চেষ্টা করিয়াও এ তাহার কিছুমাত্র মর্ম্মোদ্‌ঘাটন করিতে পারিল না। তাই ইহাকে আপনার নিকট লইয়া আসিলাম, কারণ, বুদ্ধ ব্যতীত আর কেহই ইহার শিক্ষাবিধানে সমর্থ নহে। "ইহাকে তুমি কি কর্ম্মস্থান দিয়াছিলে, সারীপুত্র?" "আমি ইহাকে 'অশুভ' ভাবিতে বলিয়াছিলাম।" "সারীপুত্র! অপরের চিত্ত

* সার্দ্ধ বিহারিক—যে এক সঙ্গে একই বিহারে বাস করে। স্থবিরদিগের শিষ্যগণ এই নামে অভিহিত হইত।
† দশবিধ "অশুভ" সম্বন্ধে ৯ম পৃষ্ঠের টীকায় "কর্ম্মস্থান" দ্রষ্টব্য।

জানিতে ও মনোভাব বুঝিতে তোমার সাধ্য নাই। তুমি একাকী ফিরিয়া যাও, সন্ধ্যার সময় আসিয়া তোমার সার্দ্ধবিহারিককে লইয়া যাইও।"

সারীপুত্রকে এইরূপে বিদায় দিয়া শাস্তা সেই ভিক্ষুকে মনোজ্ঞ বিশ্রামস্থান দিলেন চীবর পরাইলেন, ভিক্ষাচর্য্যার সময় সঙ্গে লইয়া গেলেন, এবং উৎকৃষ্ট ভোজ্য দেওয়াইলেন। অনন্তর শিষ্যপরিবৃত হইয়া বিহারে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক তিনি দিবাভাগ গন্ধকুটীরে অতিবাহিত করিলেন এবং সায়ংকালে ঐ ভিক্ষুর সঙ্গে বিহারে বিচরণ করিবার সময় স্বীয় প্রভাববলে আম্রবণে এক পুষ্করিণীর আবির্ভাব ঘটাইলেন। ঐ পুষ্করিণীর একাংশে পদ্মগুচ্ছ এবং তন্মধ্যে একটী বৃহৎ পদ্ম বিরাজ করিতেছিল। "তুমি এখানে বসিয়া এই পদ্ম অবলোকন করিতে থাক"—ভিক্ষুকে এই কথা বলিয়া শাস্তা নিজে গন্ধকুটীরে ফিরিয়া গেলেন।

ভিক্ষু একদৃষ্টিতে পদ্ম অবলোকন করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে ভগবান্ ঐ পদ্মের বিনাশ আরম্ভ করিলেন। ভিক্ষু দেখিতে পাইল, উহা ক্রমে বিবর্ণ হইয়া গেল, প্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া একে একে পত্রগুলি ঝরিতে লাগিল, শেষে কেশরগুলিও বিচ্যুত হইল, কেবল কর্ণিকটী অবশিষ্ট রহিল। ইহা দেখিয়া ভিক্ষু ভাবিতে লাগিল, "এই মাত্র এই পদ্ম-পুষ্পটী কেমন নয়নাভিরাম ছিল, কিন্তু দেখিতে দেখিতে ইহা বিবর্ণ হইয়া গেল, ইহার না আছে এখন পত্র, না আছে কেশর, অবশিষ্ট রহিয়াছে কেবল কর্ণিকটী। ইহার যেরূপ বিনাশ হইল, আমার শরীরেরই বা সেরূপ হইবে না কেন? জগতে সমস্ত মিশ্রবস্তুই অনিত্য।" এইরূপ চিন্তা করিয়া সে ব্যক্তি অন্তর্দৃষ্টি * লাভ করিল।

এই ভিক্ষু অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিয়াছে জানিতে পারিয়া শাস্তা গন্ধকুটীরে থাকিয়াই নিজের দেহ হইতে এক আভাময়ী প্রতিমূর্ত্তি বিনির্গত করিয়া নিম্নলিখিত গাথা উচ্চারণ করিলেন :—

শরতের শতদল, জলে করে টলমল,
চয়ন তাহারে কর বৃন্ত হ'তে ছিঁড়িয়া।
সেইরূপ সযতনে, ওহে জীব, একমনে,
আত্মস্নেহ ফেল দূরে মন হ'তে টানিয়া।
শান্তিমার্গ এই সার, ইহা ভিন্ন নাহি আর,
এই পথে যাবে সদা, অন্য পথে যেও না,
নির্ব্বাণ-লাভের হেতু, এই একমাত্র সেতু,
দেখা যার নাহি মিলে, বিনা বুদ্ধ-করুণা।

এই গাথা শুনিয়া উক্ত ভিক্ষু অর্হত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তখন 'আমি মুক্ত হইলাম, আর জন্মগ্রহণ-রূপ বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইবে না,' এই বিশ্বাসে তিনি অতিমাত্র আহ্লাদে মন খুলিয়া নিম্নলিখিত গাথাগুলি উচ্চারণ করিলেন :—

জীবনের অবসানে নির্ম্মল-হৃদয়,
পরিক্ষীণ হয় যার কুপ্রবৃত্তিচয়,
আর না জন্মিবে যেবা সংসার-মাঝারে,
জরাদি অশেষ দুঃখ ভোগ করিবারে;
শুদ্ধশীল, জিতেন্দ্রিয় সেই নরবর,
শোভে যথা রাহুমুক্ত দেব শশধর।

ভীষণ পাপের পঙ্কে হইয়া মগন,
মোহ-অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল এই মন,
ভেদি সে অবিদ্যা-জাল জ্ঞানপ্রভাকর
আলোকিত করে মম মানস-অন্তর।

হর্ষভরে এইরূপ গাথা পাঠ করিতে করিতে তিনি ভগবানের নিকট গিয়া তাঁহার চরণ-বন্দনা করিলেন।

অতঃপর স্থবির সারীপুত্রও সেখানে উপস্থিত হইয়া শাস্তাকে প্রণিপাত করিলেন এবং শিষ্যকে লইয়া স্বীয় আগারে চলিয়া গেলেন।

এই সংবাদ শুনিয়া ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া দশবলের গুণকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "দেখ, লোকের চিত্ত ও প্রবৃত্তি জানিবার ক্ষমতা না থাকায় সারীপুত্র তাঁহার শিষ্যের প্রকৃতি বুঝিতে পারেন নাই, কিন্তু শাস্তার কি মহীয়সী ক্ষমতা! তাঁহার নিকট কিছুই অপরিজ্ঞাত নাই, তাই তিনি ইহাকে এক দিনের মধ্যে শাস্ত্রজ্ঞান ও অর্হত্ত্ব দান করিলেন।"

* মূলে 'বিপস্সনম্' এই পদ আছে। ইহা সংস্কৃত 'বিদর্শন' শব্দের অনুরূপ।

এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া আসন গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিয়া কহিলেন, "ভিক্ষুগণ। আমি বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া যে এই ব্যক্তির প্রকৃতি বুঝিতে পারিয়াছি, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, পূর্ব্বকালেও ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলাম।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব তাঁহার অমাত্য ছিলেন। তিনি রাজাকে ধর্ম্ম ও অর্থ সম্বন্ধে মন্ত্রণা দিতেন।

একদিন রাজার অশ্বপালকেরা মঙ্গলাশ্বের স্নান করিবার ঘাটে একটা সামান্য অশ্বকে স্নান করাইয়াছিল। তাহার পর যখন মঙ্গলাশ্বপালক নিজের ঘোটককে সেই জলের নিকট লইয়া গেল, তখন সে নিতান্ত ঘৃণার চিহ্ন দেখাইয়া কিছুতেই অবতরণ করিল না। তখন অশ্বপালক রাজার নিকট গিয়া বলিল, 'মহারাজ, আপনার মঙ্গলাশ্ব স্নান করিতে চাহিতেছে না।" রাজা বোধিসত্ত্বকে অনুরোধ করিলেন, "পণ্ডিতবর, আপনি গিয়া দেখুন ত, কেন ইহারা চেষ্টা করিয়াও মঙ্গলাশ্বকে জলে নামাইতে পারিতেছে না। বোধিসত্ত্ব "যে আজ্ঞা, মহারাজ" বলিয়া নদীতীরে গমন করিলেন এবং যখন পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন মঙ্গলাশ্বের কোন পীড়া হয় নাই, তখন কেন সে জলে অবতরণ করিতেছে না, তাহার কারণ চিন্তা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর তিনি স্থির করিলেন, 'নিশ্চিত লোকে অন্য কোন অশ্বকে এই ঘাটে স্নান করাইয়াছে এবং সেই নিমিত্তই মঙ্গলাশ্ব ঘৃণাপরবশ হইয়া জলে অবতরণ করিতে চাহিতেছে না।' ইহা ভাবিয়া তিনি অশ্বপালদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা ইহার পূর্ব্বে অন্য কোন অশ্বকে এই ঘাটে স্নান করাইয়াছ কি?" তাহারা বলিল, "হাঁ মহাশয়, একটা সামান্য ঘোটককে স্নান করাইয়াছি।" ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, "ইহার আত্মাভিমানে আঘাত লাগিয়াছে বলিয়াই এ ঘৃণার বশ হইয়া এখানে স্নান করিতে চাহিতেছে না। ইহাকে অন্য কোন ঘাটে স্নান করাইলেই ভাল হয়।" এইরূপে মঙ্গলাশ্বের অভিপ্রায় বুঝিয়া তিনি অশ্বপালদিগকে বলিলেন, "দেখ ঘৃত, মধু, গুড় প্রভৃতিমিশ্রিত পায়সও প্রতিদিন ভক্ষণ করিলে অরুচি জন্মে। এই অশ্ব বহুবার এ ঘাটে স্নান করিয়াছে। আজ তোমরা ইহাকে অন্য ঘাটে লইয়া স্নান করাও ও জল খাওয়াও।" ইহা বলিয়া তিনি নিম্নলিখিত গাথা পাঠ করিলেন :—

> নিত্য নব তীর্থে এরে করাইবে জলপান,
> তা' হলে স্ফূর্ত্তিতে সদা থাকিবে ইহার প্রাণ।
> মধুর পায়স অন্ন, তাও খেলে বার বার
> বৈচিত্র্য-বিহনে ক্লেশ হয় শুধু রসনার।

অশ্বপালেরা এই উপদেশানুসারে মঙ্গলাশ্বকে অন্য ঘাটে লইয়া গেল এবং সেখানে তাহাকে স্নান ও পান করাইল। জলপানান্তে যখন তাহারা অশ্বের গাত্র ধৌত করিতে আরম্ভ করিল, তখন বোধিসত্ত্ব রাজার নিকট ফিরিয়া গেলেন। রাজা জিজ্ঞাসিলেন, "মঙ্গলাশ্ব স্নান ও জলপান করিয়াছে ত?" "হাঁ মহারাজ।" "সে প্রথমে অনিচ্ছা দেখাইয়াছিল কেন?" বোধিসত্ত্ব রাজাকে তাহার অনিচ্ছার কারণ বুঝাইয়া দিলেন। রাজা ভাবিলেন, 'অহো, ইঁহার কি পাণ্ডিত্য! ইনি ইতর প্রাণীদিগের পর্য্যন্ত মনোবৃত্তি বুঝিতে পারেন।' অনন্তর তিনি বোধিসত্ত্বের বহু সম্মান করিলেন।

ইহার পর রাজা ও বোধিসত্ত্ব উভয়েই স্ব স্ব কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্য লোকান্তর গমন করিলেন।

[সমবধান—তখন এই ভিক্ষু ছিল সেই মঙ্গলাশ্ব, সারীপুত্র ছিল রাজা এবং আমি ছিলাম তাহার বিচক্ষণ অমাত্য।]

২৬—মহিলামুখ-জাতক।

[শাস্তা বেণুবনে দেবদত্ত সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। দেবদত্ত কুমার অজাতশত্রুর মনস্তুষ্টি-সম্পাদন-পূর্ব্বক তাঁহার নিকট হইতে প্রচুর উপহার ও সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। অজাতশত্রু তাঁহার জন্য গয়শিরে একটী বিহার নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন এবং প্রতিদিন তাঁহার ব্যবহারার্থ পঞ্চশত স্থালীপূর্ণ নানামধুর-রসযুক্ত ত্রিবার্ষিক সুগন্ধি তণ্ডুলের অন্ন প্রেরণ করিতেন। এই সমস্ত উপহার ও সম্মানের মাহাত্ম্যে দেবদত্তের বহু শিষ্য হইল; তিনি ইহাদিগকে লইয়া নিয়ত বিহারের অভ্যন্তরেই থাকিতেন, কদাচ বাহিরে যাইতেন না।

এই সময় রাজগৃহবাসী দুই বন্ধুর মধ্যে এক জন শাস্তার নিকট এবং অপর জন দেবদত্তের নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিল। তাহারা কখনও বাহিরে, কখনও বা বিহারে গিয়া পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ করিত। একদিন দেবদত্তের শিষ্য শাস্তার শিষ্যকে বলিল, "ভাই, তুমি প্রতিদিন মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়াও কেন? দেখ ত দেবদত্ত কেমন গয়শিরে বসিয়া থাকিয়াই নানাবিধ উৎকৃষ্টরসযুক্ত অন্ন ভোজন করিতেছেন। ইহার চেয়ে সুবিধা আর কি হইতে পারে? নিজের দুঃখ বাড়াও কেন? প্রতিদিন প্রাতঃকালে প্রথমেই গয়শিরে আসিয়া আহার করিলে ভাল হয় না কি? সেখানে প্রথমে যাগু* পান করিবে; তাহার যে কি স্বাদ তাহা বলিবার নয়। অনন্তর অষ্টাদশ প্রকার শুষ্কখাদ্য এবং মধুর রসযুক্ত কোমল খাদ্য দ্বারা রসনা পরিতৃপ্ত করিতে পারিবে।" †

পুনঃপুনঃ এইরূপে অনুরুদ্ধ হইয়া শাস্তার শিষ্য শেষে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিবার ইচ্ছা করিল এবং তদবধি গয়শিরে যাইতে লাগিল। সেখানে সে আকণ্ঠ আহার করিত, কিন্তু যথাসময়ে বেণুবনে প্রতিগমন করিতে ভুলিত না। কিন্তু ব্যাপারটা চিরদিন গোপন থাকিল না; কিয়ৎকাল পরেই প্রকাশ পাইল যে সে গয়শিরে গিয়া দেবদত্তের অন্নে উদর পূর্ণ করে। একদিন তাহার সতীর্থগণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি না কি দেবদত্তের জন্য যে খাদ্য প্রেরিত হয় তাহা ভোজন করিয়া থাক? এ কথা সত্য কি?" "এ কথা কে বলে?" "অমুকে অমুকে বলে।" "হাঁ, এ কথা মিথ্যা নহে। আমি গয়শিরে গিয়া আহার করি, কিন্তু দেবদত্ত আমায় খাইতে দেন না, অন্যে দেয়।" "দেখ, দেবদত্ত বৌদ্ধদিগের শত্রু। সেই দুরাত্মা অজাতশত্রুকে প্রসন্ন করিয়া অধর্ম্মবলে সম্মান ও সৎকার লাভ করিয়াছে। তুমি নির্ব্বাণপ্রদ শাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াও দেবদত্তের অধর্ম্মোপার্জ্জিত অন্ন গ্রহণ করিতেছ। চল, তোমাকে শাস্তার নিকট লইয়া যাই।" এই বলিয়া ভিক্ষুগণ ঐ ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া ধর্ম্মসভায় উপনীত হইল।

তাহাদিগকে দেখিয়া শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা এই ভিক্ষুকে ইহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এখানে আনিয়াছ কি?" "হাঁ প্রভু। এই ব্যক্তি আপনার নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াও দেবদত্তের অধর্ম্মলব্ধ অন্ন গ্রহণ করে।" "কি হে, তুমি দেবদত্তের অধর্ম্মলব্ধ অন্ন গ্রহণ কর, একথা সত্য কি?" "মহাশয়, আমি যে অন্ন আহার করি, তাহা দেবদত্ত দেন না, অপরে দেয়।" "দেখ ভিক্ষু, ওসব হেঁয়ালির কথা ছাড়িয়া দাও। দেবদত্ত অনাচার ও দুঃশীল, তুমি আমার নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছ, আমার শাসনে বাস করিতেছ; অথচ এরূপ লোকের অন্ন খাইতেছ। কেবল এ জন্মে নয়, চিরদিনই তুমি বিপথগামী হইয়াছ এবং যখন যাহাকে দেখিতে পাইয়াছ, তখনই তাহার অনুসরণ করিয়াছ।" অনন্তর শাস্তা সেই অতীত কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বোধিসত্ত্ব বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের অমাত্য ছিলেন। রাজার মহিলামুখ নামে এক শীলবান্ ও আচারসম্পন্ন মঙ্গলহস্তী ছিল। সে কখনও কাহার শরীরে আঘাত করিত না।

একদা রাত্রিকালে কয়েকজন চোর আসিয়া হস্তিশালার নিকট উপবেশন করিল এবং মন্ত্রণা করিতে লাগিল—'এই স্থানে সিঁদ ‡ কাটিতে হইবে, প্রাচীরের এই অংশ ফাঁক করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে হইবে, অপহৃত দ্রব্যসমূহ লইয়া নিষ্ক্রান্ত হইবার পূর্ব্বে সিঁদ ও ফাঁক রাজপথ বা নদীতীর্থের ন্যায় পরিষ্কৃত ও প্রশস্ত করিতে হইবে। চুরি করিবার সময় প্রয়োজন হইলে নরহত্যা করিতেও কুণ্ঠিত হইব না। তাহা হইলে কেহই আমাদিগকে বাধা দিতে

---

* যাগু—সংস্কৃত 'যবাগূ', বাঙ্গালা 'যাউ'।

† খজ্জ—খাদ্য। এই শব্দটী সাধারণতঃ খাজা, গজা ইত্যাদি শুষ্ক খাদ্য সম্বন্ধে প্রযুক্ত। কোমল খাদ্য (যথা, অন্ন, পায়স ইত্যাদি) সুভোজন নামে অভিহিত। খজ্জ শব্দটী হইতেই বোধ হয় "খাজা" শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে।

‡ মূলে 'উম্মার্গ' এই শব্দ আছে।

সমর্থ হইবে না। যে চোর, সে শীলাচারসম্পন্ন হইলে চলিবে না, তাহাকে নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী হইতে হইবে।" চোরেরা পরস্পরকে এইরূপ উপদেশ দিয়া সে রাত্রির মত প্রস্থান করিল। পররাত্রিতেও তাহারা তথায় আসিয়া ঐরূপ পরামর্শ করিল এবং তাহার পর ক্রমাগত আরও কয়েক রাত্রি যাতায়াত করিল।

প্রতি রজনীতে তাহাদের এই পরামর্শ শুনিয়া হস্তী স্থির করিল, 'ইহারা আমাকেই উপদেশ দিতেছে, অতএব আমাকেই নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী হইতে হইবে।' তখন সে ঐরূপ প্রকৃতিই অবলম্বন করিল এবং পর দিন প্রাতঃকালে মাহুত আসিবামাত্র তাহাকে শুণ্ডদ্বারা উত্তোলনপূর্ব্বক ভূতলে আঘাত করিয়া মারিয়া ফেলিল। এইরূপে এক একটী করিয়া যে তাহার নিকটে আসিল, সে তাহারই প্রাণসংহার করিল।

ক্রমে রাজার কর্ণগোচর হইল যে মহিলামুখ উন্মত্ত হইয়া যাহাকে দেখিতেছে নিহত করিতেছে। তখন তিনি বোধিসত্ত্বকে বলিলেন, "পণ্ডিতবর, আপনি গিয়া দেখুন সে কি কারণে এরূপে দুষ্ট হইয়াছে।"

বোধিসত্ত্ব গিয়া দেখিলেন হাতীর শরীরে কোন রোগ নাই। অথচ কেন তাহার এরূপ প্রকৃতি-পরিবর্ত্তন ঘটিল ইহা চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার মনে হইল, 'নিশ্চয় দুষ্ট লোকে ইহার নিকটে কথাবার্ত্তা বলিয়াছে, তাহা শুনিয়া এ ভাবিয়াছে ইহারা আমাকেই উপদেশ দিয়াছে, কাজেই ইহার এইরূপ বিকার ঘটিয়াছে।" অনন্তর তিনি একজন হস্তিপালককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইতিপূর্ব্বে কেহ হস্তিশালার সমীপে কোন কথাবার্ত্তা বলিয়াছে কি?" সে বলিল, "হাঁ প্রভু, কয়েকজন চোর আসিয়া কথাবার্ত্তা বলিয়াছিল বটে।" তখন বোধিসত্ত্ব রাজার নিকট গিয়া বলিলেন, "মহারাজ, হস্তীর শরীরের কোন বিকার হয় নাই, চোরদিগের কথা শুনিয়া তাহার মতিচ্ছন্ন ঘটিয়াছে।" "যদি তাহাই হইয়া থাকে, তবে এখন কর্ত্তব্য কি?" "শীলবান্ ও জ্ঞানী ব্রাহ্মণ আনাইয়া হস্তিশালায় বসাইয়া দিন এবং তাঁহাদিগকে শীলব্রতের মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করিতে বলুন।" রাজা বলিলেন, "আপনি তাহার ব্যবস্থা করুন।" বোধিসত্ত্ব তাহাই করিলেন। তিনি শীলবান্ শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আনয়নপূর্ব্বক হস্তিশালায় বসাইলেন এবং বলিলেন "আপনারা শীলকথা বলুন।" তখন তাঁহারা হস্তীর নিকট বসিয়া "কাহারও পীড়ন করিও না, শীলাচার সম্পন্ন হও, ক্ষান্তি, মৈত্রী প্রভৃতি গুণোপেত হও" এইরূপ সদুপদেশ দিতে লাগিলেন। তাহা শুনিয়া হস্তী ভাবিল, ইহারা আমাকেই উপদেশ দিতেছে, অতএব এখন হইতে আমাকে শীলবান্ হইয়া চলিতে হইবে।' অনন্তর সে পুনর্ব্বার শীলবান্ হইল। রাজা বোধিসত্ত্বকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হস্তীটা পুনর্ব্বার শীলবান্ হইয়াছে কি?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "হাঁ মহারাজ এই সকল মহাত্মাদিগের মুখে সদুপদেশ শুনিয়া দুষ্ট হস্তী পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ প্রকৃতিস্থ হইয়াছে।"

ইহা বলিয়া বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত গাথা পাঠ করিলেন :—

> শুনি নিত্য চোর-বাণী মহিলামুখের
> প্রবৃত্তি জন্মিয়াছিল পরপীড়নের।
> কিন্তু পরে জ্ঞানিবাক্যে করি কর্ণদান
> দুষ্প্রবৃত্তি যত সব হ'ল অন্তর্দ্ধান।

ইহা শুনিয়া রাজা ভাবিলেন, 'কি আশ্চর্য্য! ইনি, দেখিতেছি, ইতরপ্রাণীদিগেরও মনোভাব বুঝিতে পারেন!' তখন তিনি বোধিসত্ত্বের বহু সম্মান করিলেন।

অনন্তর আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইলে তিনি ও বোধিসত্ত্ব উভয়েই কর্ম্মানুরূপ ফলভোগের জন্য লোকান্তর গমন করিলেন।

[সমবধান—তখন এই বিশ্বাসঘাতক ভিক্ষু ছিল মহিলামুখ, আনন্দ ছিল রাজা ব্রহ্মদত্ত এবং আমি ছিলাম তাঁহার অমাত্য।]

২৭—অভীক্ষ্ণ-জাতক।*

[শাস্তা জেতবনে জনৈক উপাসক এবং জনৈক বৃদ্ধ স্থবিরকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলেন। শ্রাবস্তী নগরে দুই বন্ধুর মধ্যে এক জন প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রতিদিন অপরের গৃহে গমন করিতেন। সেই ব্যক্তি তাঁহাকে ভিক্ষা দিত, আহারান্তে তাঁহার সহিত বিহারে আসিত, সমস্ত দিন বসিয়া গল্প-সল্প করিত এবং সূর্য্যাস্ত হইলে নগরে ফিরিয়া যাইত। ভিক্ষুটী নগরদ্বার পর্য্যন্ত তাহার অনুগমন করিয়া বিহারে ফিরিয়া আসিতেন।

এই দুই ব্যক্তির ঘনিষ্ঠতার কথা অপর ভিক্ষুদিগের মধ্যে রাষ্ট্র হইল। তাঁহারা একদিন ধর্ম্মসভায় বসিয়া এই কথার আলোচনা করিতে লাগিলেন। শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "পূর্ব্বজন্মেও এই দুইজনের মধ্যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা ছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন।]

পুরাকালে বোধিসত্ত্ব বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের অমাত্য ছিলেন। একটা কুকুর রাজার হস্তিশালায় গিয়া মঙ্গলহস্তীর ভোজনস্থানে যে সকল অন্নপিণ্ড পড়িয়া থাকিত সেই গুলি খাইত। এইরূপে খাদ্যান্বেষণে সেখানে অবিরত গমন করিতে করিতে সে ক্রমে মঙ্গলহস্তীর নিতান্ত প্রীতিভাজন হইল, এবং তাহারই সহিত দৈনিক ভোজন ব্যাপার সম্পাদন করিতে লাগিল। তাহাদের এক প্রাণী অপর প্রাণীকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিত না। কুকুরটা হাতীর শুঁড়ের উপর উঠিয়া দোল খাইত।

একদিন কোন গ্রামবাসী এক ব্যক্তি মাহুতকে মূল্য দিয়া ঐ কুকুর ক্রয় করিয়া নিজের গ্রামে লইয়া গেল। তদবধি মঙ্গলহস্তী কুকুরকে দেখিতে না পাইয়া স্নান, পান ও ভোজন ত্যাগ করিল। এই কথা রাজার কর্ণগোচর হইলে তিনি বোধিসত্ত্বকে বলিলেন, "পণ্ডিতবর, আপনি গিয়া দেখুন হাতীটা এরূপ করিতেছে কেন?" বোধিসত্ত্ব হস্তিশালায় গিয়া দেখিলেন হস্তী অতি বিমর্ষভাবে আছে, অথচ উহার শরীরে কোন রোগ নাই। তখন তিনি ভাবিলেন, 'বোধ হয় ইহার সহিত কাহারও বন্ধুত্ব আছে, তাহাকে না দেখিয়া এ শোকাভিভূত হইয়াছে।' অনন্তর তিনি মাহুতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই হস্তীর সঙ্গে আর কোন প্রাণী থাকিত কি?" মাহুত বলিল, "হাঁ মহাশয়, একটা কুকুরের সহিত ইহার খুব ভাব ছিল।" "সে কুকুর এখন কোথায়?" "একজন লোকে তাহাকে লইয়া গিয়াছে।" "সে লোক কোথায় থাকে জান কি?" "না মহাশয়, সে কোথায় থাকে জানি না।" বোধিসত্ত্ব রাজার নিকট বলিলেন, "মহারাজ, আপনার হস্তীর কোন পীড়া হয় নাই। একটা কুকুরের সহিত ইহার গাঢ় বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল, এখন তাহাকে দেখিতে না পাইয়া এ আহারাদি ত্যাগ করিয়াছে।" ইহা বলিয়া তিনি নিম্নলিখিত গাথাটী পাঠ করিলেন:—

> কবল, তণ্ডুলপিণ্ড, তৃণগুচ্ছ আর,
> কিছুতেই কোন রুচি দেখি না ইহার।
> না লভে স্নানেতে তৃপ্তি পূর্ব্বের মতন,
> সর্ব্বদা মঙ্গলহস্তী বিষণ্ণবদন।
> কারণ ইহার এই মোর মনে লয়,
> কুক্কুরের প্রতি এর মমতা নিশ্চয়।
> পুনঃপুনঃ দেখি তারে স্নেহ করেছিল,
> এবে অদর্শনে তার বিষণ্ণ হইল।

ইহা শুনিয়া রাজা কহিলেন, "পণ্ডিতবর, এখন তবে কর্ত্তব্য কি?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন "মহারাজ, ভেরী বাজাইয়া এই ঘোষণা করিয়া দিন, 'আমাদের মঙ্গলহস্তীর সহিত একটী কুকুরের সৌহার্দ্দ জন্মিয়াছিল, শুনা যাইতেছে কোন এক ব্যক্তি না কি সেই কুকুর লইয়া গিয়াছে। অতএব যাহার ঘরে ঐ কুক্কুর পাওয়া যাইবে, তাহার এইরূপ এইরূপ দণ্ড হইবে।'

---

* অভীক্ষ্ণ—পুনঃপুনঃ।

রাজা তাহাই করিলেন। যে লোকটা কুকুর লইয়া গিয়াছিল সে এই ঘোষণা শুনিয়া তখনই উহাকে ছাড়িয়া দিল; কুকুরও ছুটিয়া গিয়া হস্তীর নিকট উপস্থিত হইল। হস্তী উহাকে দেখিবামাত্র শুণ্ডদ্বারা তুলিয়া নিজের মস্তকের উপর রাখিল, আনন্দে অশ্রুবিসর্জ্জন ও বৃংহণ করিতে লাগিল, পুনর্ব্বার উহাকে মস্তক হইতে নামাইয়া মাটিতে রাখিল, এবং উহার আহার শেষ হইলে নিজে আহার করিল।

রাজা দেখিলেন বোধিসত্ত্ব ইতরপ্রাণীদিগের পর্য্যন্ত মনের ভাব বুঝিতে পারেন। অতএব তিনি তাঁহার প্রতি প্রভূত সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যচতুষ্টয় ব্যাখ্যা করিলেন।

সমবধান—তখন এই উপাসক ছিল উক্ত কুক্কুর, এই বৃদ্ধ স্থবির ছিল সেই হস্তী এবং আমি ছিলাম বারাণসীরাজের বিজ্ঞ অমাত্য।]

২৮—নন্দিবিলাস জাতক।

[জেতবনের ভিক্ষুদিগের মধ্যে ছয়জন সাতিশয় কটুভাষী ও কলহপ্রিয় ছিল। * তাহারা সঙ্ঘের নিয়ম ভঙ্গ করিত, শ্রদ্ধাস্পদ ভিক্ষুদিগের সহিত মতভেদ ঘটিলে তাঁহাদিগকে দুর্ব্বাক্য বলিত, বিদ্রূপ করিত, উপহাস করিত এবং দশবিধ উপদ্রবে † বিব্রত করিত। ভিক্ষুগণ আর সহ্য করিতে না পারিয়া শাস্তাকে এই কথা জানাইলেন। শাস্তা উক্ত ছয়জন ভিক্ষুকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে, তোমাদের নামে যে অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা সত্য কি?" তাহারা আত্মদোষ স্বীকার করিলে শাস্তা তাহাদিগকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, "দেখ, পরুষবাক্যে ইতর প্রাণীরা পর্য্যন্ত মনঃকষ্ট পায়, অতীত যুগে একটা ইতর প্রাণীর মন পরুষবাক্যে এত ব্যথিত হইয়াছিল যে, প্রতিশোধ গ্রহণার্থ সে পরুষভাষীর এক সহস্র মুদ্রা অর্থদণ্ড করাইয়াছিল।" অনন্তর শাস্তা সেই অতীত যুগের কথা আরম্ভ করিলেন।]

পুরাকালে গান্ধাররাজগণ তক্ষশিলায় রাজত্ব করিতেন। তখন বোধিসত্ত্ব গোজন্ম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বোধিসত্ত্ব যখন অতি তরুণবয়স্ক বৎস ছিলেন, সেই সময়েই জনৈক ব্রাহ্মণ তাঁহাকে কোন গোদক্ষিণাদাতার নিকট হইতে দক্ষিণাস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ বোধিসত্ত্বের 'নন্দিবিলাস' এই নাম রাখিলেন এবং যাগু, অন্ন প্রভৃতি খাদ্য দিয়া পুত্রনির্ব্বিশেষে তাঁহার লালন-পালন করিতে লাগিলেন। বোধিসত্ত্ব বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, 'এই ব্রাহ্মণ অতি কষ্টে আমায় পালন করিয়াছেন। সমস্ত জম্বুদ্বীপে এমন কোন গো নাই, যে আমার মত ভার টানিতে পারে। অতএব বলের পরিচয় দিয়া ইহাকে আমার লালনপালনের কিছু প্রতিদান করা যাউক না কেন।' ইহা স্থির করিয়া তিনি একদিন ব্রাহ্মণকে বলিলেন, "ঠাকুর, যাঁহার অনেক গরু আছে এমন কোন শ্রেষ্ঠীর ‡ নিকট গিয়া এক হাজার মুদ্রা পণ রাখিয়া বলুন 'আমার বলদ একসঙ্গে এক শ বোঝাই গাড়ী টানিতে পারে'।"

---

* বিনয়পিটকানুসারে ইহাদের নাম অশ্বজিৎ, পুনর্ব্বসু, মৈত্রেয়, ভূমিজক, পাণ্ডুক ও লোহিতক। সূত্রপিটকে কিন্তু ইহাদের নাম অশ্বক, পুনর্ব্বসু, নন্দ, উপনন্দ, চন্দ্র ও উদায়ী বলিয়া লিখিত আছে। ইহাতে বোধ হয় ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি এই অবাধ্য ভিক্ষুদিগের নেতা হইয়াছিল। ইহারা বৌদ্ধসাহিত্যে 'ষড্‌বর্গীয়' বা 'ষড্‌বর্গিক' নামে অভিহিত।

† (১) জাতি, (২) নাম, (৩) গোত্র, (৪) কর্ম্ম, (৫) শিল্প (অর্থাৎ ব্যবসায়), (৬) আবাধ (অর্থাৎ শারীরিক পীড়া), (৭) লিঙ্গ (অর্থাৎ শারীরিক চিহ্ন, যথা খর্ব্বতা), (৮) ক্লেশ (অর্থাৎ রাগ, দ্বেষ, মান, মোহ প্রভৃতি মানসিক পাপ), (৯) আপত্তি (অর্থাৎ নিয়মলঙ্ঘনজনিত দোষ) এবং (১০) হীনতা সূচক অপবাদ উল্লেখ করিয়া গালি দেওয়া বা বিদ্রূপ করা। সূত্রপিটকে শেষোক্ত অপবাদেরও দশটী বিভাগ করা হইয়াছে। তুই চোর, তুই মূর্খ, তুই মূঢ়, তোর আকার উষ্ট্রের ন্যায় তুই গরু, তুই গাধা, তুই নারকী, তুই তির্য্যগ্‌যোনি প্রাপ্ত হইবি, তোর কখনও সুগতি হইবে না, তোর যেন দুর্গতি হয়, এই দশ প্রকারে লোককে হীনাপবাদ দেওয়া যাইতে পারে।

‡ মূলে "গোবিত্তক" এই পদ আছে।

এই কথামত ব্রাহ্মণ এক শ্রেষ্ঠীর নিকট গিয়া নগরের কাহার গরু বেশ বলবান্ এই কথা উত্থাপিত করিলেন। শ্রেষ্ঠী কহিলেন "অমুকের, অমুকের, কিন্তু তাহাদের কোনটাই আমার গরু অপেক্ষা বলবান্ নহে।" ব্রাহ্মণ কহিলেন, "আমার একটা গরু আছে; সে এক সঙ্গে এক শ বোঝাই গাড়ী টানিতে পারে"। শ্রেষ্ঠী হাসিয়া বলিলেন, "এরূপ গরু কোথায় থাকে?" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আমারই বাড়ীতে থাকে।" "আচ্ছা, তবে বাজি ফেলুন।" "বেশ, তাহাই হউক," বলিয়া ব্রাহ্মণ সহস্র মুদ্রা পণ করিলেন। অনন্তর ব্রাহ্মণ বালি, কাঁকর ও পাথর দিয়া এক শ গাড়ি বোঝাই করিলেন, সেগুলি শ্রেণীবদ্ধ করিয়া যোত দিয়া এক সঙ্গে বান্ধিলেন, নন্দিবিলাসকে স্নান করাইলেন, মালা পরাইলেন ও গন্ধদ্বারা পঞ্চাঙ্গুলি দিলেন, এবং শুদ্ধ তাহাকে পুরোবর্ত্তী শকটের ধুরায় যুতিয়া এবং নিজে ধুরার উপর বসিয়া প্রতোদ আস্ফালনপূর্ব্বক "ওরে বদ্‌মাইস্, জোরে টান্, বদমাইস্" বারংবার এই কথা বলিতে লাগিলেন।

বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, 'আমি বদ্‌মাইস্ নহি, তবু ইনি আমাকে বদ্‌মাইস্ বলিতেছেন।' তখন তিনি পা চারিখানি স্তম্ভের মত নিশ্চল করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, এক পদও অগ্রসর হইলেন না।

শ্রেষ্ঠী সেই দণ্ডেই ব্রাহ্মণের নিকট হইতে পণের সহস্র মুদ্রা আদায় করিলেন। ব্রাহ্মণ সহস্র মুদ্রা দণ্ড দিয়া নন্দিবিলাসকে বন্ধনমুক্ত করিলেন এবং গৃহে প্রতিগমনপূর্ব্বক নিতান্ত দুঃখিত হইয়া শয়ন করিয়া রহিলেন। নন্দিবিলাস চরিয়া আসিবার পর ব্রাহ্মণকে তদবস্থ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি নিদ্রা যাইতেছেন?" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "যাহার সহস্র মুদ্রা বিনষ্ট হইল, সে কি আর ঘুমাইতে পারে?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "ঠাকুর, আমি দীর্ঘকাল আপনার আশ্রয়ে বাস করিতেছি, ইহার মধ্যে কি কখনও আপনার কোন দ্রব্যের অপচয় করিয়াছি, না একটা ভাণ্ড পর্য্যন্ত ভাঙ্গিয়াছি, না কাহাকেও আঘাত করিয়াছি, না অস্থানে মলমূত্র ত্যাগ করিয়াছি?" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "না, বৎস, তুমি আমার কোন অনিষ্ট কর নাই।" "তবে আপনি আমায় বদ্‌মাইস বলিলেন কেন? অতএব আপনার যে ক্ষতি হইল তাহা আপনার দোষেই ঘটিয়াছে, আমার দোষে নহে। আপনি আবার সেই শ্রেষ্ঠীর নিকট গমন করুন এবং এবার দুই সহস্র মুদ্রা পণ রাখুন। কিন্তু, সাবধান, আমায় আর কখনও বদ্‌মাইস্ বলিবেন না।" এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ আবার সেই শ্রেষ্ঠীর নিকট গিয়া দুই সহস্র মুদ্রা পণ রাখিলেন। অনন্তর তিনি এবারও পূর্ব্বের ন্যায় শকটগুলি বোঝাই করিয়া ও পরস্পর দৃঢ়রূপে বান্ধিয়া সালঙ্কৃত নন্দিবিলাসকে পুরোবর্ত্তী শকটের ধুরায় যুতিয়া লইলেন। কিরূপে যুতিলেন শুন। প্রথমতঃ তিনি যুগের সহিত ধুরা বান্ধিলেন; অনন্তর যুগের এক প্রান্তে নন্দিবিলাসকে যুতিলেন এবং এক খণ্ড কাষ্ঠ লইয়া উহার এক দিক্ যুগের অপর প্রান্তের সহিত ও অন্য দিক্ অক্ষের সহিত এমন দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করিলেন যে যুগ আর কোন দিকে নড় চড় হইতে পারিল না, গাড়ি খানি একটী মাত্র বলীবর্দ্দেরই বহনোপযোগী হইল। এইরূপ আয়োজন করিয়া ব্রাহ্মণ ধুরার উপর চড়িলেন এবং নন্দিবিলাসের পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে "সোণা আমার, যাদু আমার, এক বার টান ত, বাপ" এইরূপ মিষ্টবাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। বোধিসত্ত্ব তখন এক টানেই সেই এক শ বোঝাই গাড়ি লইয়া চলিলেন, মুহূর্ত্ত মধ্যে যেখানে প্রথম গাড়ি খানি ছিল, সেইখানে শেষ গাড়ি খানি আসিয়া দাঁড়াইল। তখন বাজি হারিয়া সেই গোবিত্তক শ্রেষ্ঠী ব্রাহ্মণকে দুই সহস্র মুদ্রা দান করিলেন, অন্যান্য লোকেও বোধিসত্ত্বকে বহু ধন দান করিল এবং তৎসমস্ত ব্রাহ্মণই প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপে বোধিসত্ত্বের চেষ্টায় ব্রাহ্মণ প্রচুর ঐশ্বর্য্য লাভ করিলেন।

[ষড়্‌বর্গীয়দিগকে ভর্ৎসনা করিয়া শাস্তা দেখাইলেন যে রূঢ়বাক্য কাহারও প্রীতিকর নহে। অনন্তর অভিসম্বুদ্ধ হইয়া তিনি এই গাথা পাঠ করিলেন :—

হও মিষ্টভাষী,—তুষ্ট হবে সর্ব্বজন,
রূঢ়ভাষে কষ্ট কারও করিও না মন।
বলীবর্দ্দ মিষ্টবাক্যে হয়ে হৃষ্ট-চিত
করেছিল পুরাকালে ব্রাহ্মণের হিত।
অতি গুরুভার সেই করিল বহন,
লভিল বিভব বিপ্র তাহারি কারণ।

সমবধান—তখন আনন্দ ছিল সেই ব্রাহ্মণ এবং আমি ছিলাম নন্দিবিলাস।]

২৯—কৃষ্ণ-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে যমকপ্রাতিহার্য্য * সম্বন্ধে এই কথা বলেন। যমকপ্রাতিহার্য্য ও দেবলোক হইতে অবরোহণ সংক্রান্ত সবিস্তর বিবরণ শরভঙ্গমৃগজাতকে (৪৮৩) দ্রষ্টব্য।

সম্যক্ সম্বুদ্ধ যমকপ্রাতিহার্য্য সম্পাদনানন্তর কিয়দ্দিন দেবলোকে অবস্থান করিয়াছিলেন, অনন্তর মহা প্রবারণের † দিন তিনি সাঙ্কাশ্যানগরে ‡ অবতরণ পূর্ব্বক বহুসংখ্যক শিষ্যপরিবৃত হইয়া জেতবনে গমন করেন। সেখানে ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া তাঁহার গুণকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, "তথাগত অতুল্যপ্রতিদ্বন্দী, তিনি যে ভার বহন করেন, অন্য কেহই তাহা বহন করিতে পারে না। দেখ, আচার্য্য ছয় জন § "আমরা প্রাতিহার্য্য করিব", "আমরা প্রাতিহার্য্য করিব" বলিয়া কত আস্ফালন করিলেন, কিন্তু একটী মাত্র প্রাতিহার্য্যও সম্পাদিত করিতে সমর্থ হইলেন না। কিন্তু শাস্তার কি অসাধারণ ক্ষমতা।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভিক্ষুগণ, তোমরা কোন্ বিষয়ের আলোচনা করিতেছ?" তাঁহারা উত্তর দিলেন "ভদন্ত, আমরা আপনারই গুণবর্ণন করিতেছি।" তচ্ছ্রবণে শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, আমি ইদানীং যেরূপ ভার বহন করিতেছি, অন্য কাহারও সাধ্য নাই যে তাহা বহন করিতে পারে। পূর্ব্বকালে তির্য্যগ্‌যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াও আমি ভারবাহী পশুদিগের অগ্রণী ছিলাম।" অনন্তর তিনি সেই অতীত বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন। :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব গো-যোনিতে জন্ম লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার বয়স যখন অতি অল্প, সেই সময়েই তাঁহার অধিস্বামিগণ এক বৃদ্ধার গৃহে বাস করিয়া ভাড়ার || পরিবর্ত্তে তাঁহাকে দিয়া গিয়াছিল। বৃদ্ধা তাঁহাকে অপত্যবৎ পালন করিত, তাঁহাকে ফেন, ভাত প্রভৃতি উৎকৃষ্ট দ্রব্য খাইতে দিত। লোকে তাঁহাকে আর্য্যকা কালক ¶ এই নামে ডাকিত।

বয়ঃপ্রাপ্তির পর বোধিসত্ত্বের শরীর কজ্জলের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ হইল। তিনি গ্রামস্থ অন্যান্য গরুর সহিত চরিয়া বেড়াইতেন এবং শীলব্রত পালন করিতেন। গ্রামবাসী বালকেরা কেহ তাঁহার শিং ধরিয়া, কেহ তাঁহার কাণ ধরিয়া, কেহ তাঁহার গলকম্বল ধরিয়া ঝুলিয়া থাকিত, কেহ বা খেলিতে খেলিতে তাহার লেজ ধরিয়া টানিত, কেহ কেহ পিঠেও চড়িত।

---

* প্রাতিহার্য্য—অলৌকিক কার্য্য, miracle, প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে 'প্রাতিহার' শব্দের অর্থ 'ইন্দ্রজালিক', কিন্তু ললিতবিস্তর, দিব্যাবদান প্রভৃতি বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থে 'প্রাতিহার্য্য শব্দ miracle অর্থে ব্যবহৃত।

† বৌদ্ধপর্ব্ববিশেষ, এই উৎসব বর্ষাবসানে সম্পাদিত হয়। উপাসকগণ এই সময়ে ভিক্ষুদিগকে নানাবিধ উপহার প্রদান করেন।

‡ বর্ত্তমান নাম সঙ্কিশ। ফারুক্কাবাদ জেলায় কালীনদীর তীরে অবস্থিত। প্রবাদ আছে সাঙ্কাশ্য জনকের ভ্রাতা কুশধ্বজের রাজধানী ছিল।

§ পুরাণকাশ্যপ প্রভৃতি। ১ম পৃষ্ঠের টীকা দ্রষ্টব্য।

|| মূলে 'নিবাসবেতন' এই শব্দ আছে। ইহার অর্থ 'ঘরভাড়া'।

¶ আর্য্যকা—ঠাকুরমা (পিতামহী বা মাতামহী)। এই শব্দ হইতে বোধ হয় বাঙ্গালা "আই" শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে।

একদিন বোধিসত্ত্ব ভাবিতে লাগিলেন, 'আমাব মাতা দুঃখিনী, অতি কষ্টে আমাকে নিজেব পুত্রেব ন্যায পালন কবিবাছেন, আমি অর্থ উপার্জ্জন কবিয়া ইঁহাব দুঃখমোচন কবি না কেন ?' তদবধি তিনি কোন কাজেব অনুসন্ধানে বিচবণ কবিতে লাগিলেন।

কিছুদিন পবে কোন সার্থবাহ-পুত্র পাঁচ শ গাড়ী লইযা নদীব গোপ্রতাব স্থানে উপনীত হইলেন। ঐ পথেব তলদেশ এমন বন্ধুব ছিল যে গরুগুলি কিছুতেই গাড়ী টানিযা অপব পাবে লইনা যাইতে পাবিল না। শেষে সেই হাজাব গরু একত্র যুতিয়া দেওয়া হইল, কিন্তু তাহাবা সকলে একসঙ্গে টানিয়াও একখানিমাত্র গাড়ী নদী পাব কবিতে সমর্থ হইল না। বোধিসত্ত্ব এই স্থানেব অনতিদূবে অন্যান্য গরুব সহিত চবিতেছিলেন। সার্থবাহপুত্র গরু দেখিযা বুঝিতে পাবিতেন কোন্‌টা উৎকৃষ্টজাতীয, কোন্‌টা নিকৃষ্ট জাতীয। তাঁহাব গাড়ী টানিতে পাবে এমন কোন উৎকৃষ্টজাতীয গরু ঐ পালে আছে কি না জানিবাব নিমিত্ত তিনি উহাব দিকে দৃষ্টিপাত কবিলেন এবং বোধিসত্ত্বকে দেখিবামাত্র বুঝিতে পাবিলেন 'ইহা দ্বাবাই আমাব কার্য্যসিদ্ধি হইবে।' তখন তিনি বাখালদিগকে জিজ্ঞাসা কবিলেন, "এ গরুটী কাহাব ? আমি ইহাকে যুতিবা গাড়ীগুলি পাব কবিতে পাবিলে তাহাকে উপযুক্ত ভাড়া দিতে সম্মত আছি।" তাহাবা বলিল "আপনি ইহাকে লইয়া যুতিযা দিন, এখানে ইহাব কোন মালেক নাই।"

কিন্তু সার্থবাহপুত্র যখন বোধিসত্ত্বেব নাকে দড়ি পবাইযা টানিযা লইতে চেষ্টা কবিলেন, তখন তিনি এক পাও নড়িলেন না। 'আগে ভাড়া ঠিক না কবিলে যাইব না' তিনি না কি এইরূপ সঙ্কল্প কবিয়াছিলেন। তাঁহাব অভিপ্রায বুঝিতে পাবিয়া সার্থবাহপুত্র বলিলেন, স্বামিন্, আপনি যদি এই পাঁচ শ গাড়ী পাব কবিযা দেন তাহা হইলে আমি গাড়ী প্রতি দুই মুদ্রা অর্থাৎ সর্ব্বশুদ্ধ এক সহস্র মুদ্রা দিব।" তখন আব বোধিসত্ত্বকে জোব কবিয়া লইযা যাইতে হইল না, তিনি নিজেই শকটগুলিব দিকে গেলেন। সার্থবাহেব অনুচবেরা তাঁহাকে এক একখানি গাড়ীব সঙ্গে যুতিযা দিতে লাগিল, তিনি এক এক টানে ঐ গুলি পব পাবে লইয়া শুষ্কভূমিতে বাখিতে লাগিলেন। এইরূপ বোধিসত্ত্ব এক এক কবিযা বণিকেব পাঁচ শত শকটই পাব কবিয়া দিলেন।

অনন্তব সার্থবাহপুত্র প্রতি শকটে এক মুদ্রা হাবে পাঁচশত মুদ্রা একটী থলিতে পূবিযা বোধিসত্ত্বেব গলদেশে বান্ধিযা দিলেন। বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন 'এ ব্যক্তি, যেরূপ চুক্তি হইয়াছে, সেরূপ পাবিশ্রমিক দিতেছে না, অতএব ইহাকে যাইতে দিব না।' ইহা স্থিব কবিয়া তিনি পুবোবর্ত্তী শকটেব সম্মুখে পথবোধ কবিয়া দাঁড়াইয়া বহিলেন, বণিকেব অনুচবেবা কত চেষ্টা কবিল, কিছুতেই তাঁহাকে সবাইতে পাবিল না। তখন বণিক্ মনে কবিলেন, 'আমি যে ইহাকে অঙ্গীকৃত পাবিতোষিক অপেক্ষা অল্প দিয়াছি তাহা বোধ হয় এ বুঝিতে পাবিয়াছে। অনন্তব তিনি একটী থলিতে সহস্র মুদ্রা বাখিয়া উহা বোধিসত্ত্বেব গলদেশে বান্ধিয়া বলিলেন, "এই লউন, আপনাব সমস্ত পাবিতোষিক বুঝিযা দিলাম।" বোধিসত্ত্ব তখন ঐ সহস্র মুদ্রা লইয়া তাঁহাব 'মাতাব' নিকট চলিয়া গেলেন।

তাঁহাকে দেখিয়া গ্রামেব বালকেবা, "বুড়ীব কালক গলায় কি লইযা যাইতেছে" বলিয়া চীৎকাব কবিতে কবিতে ছুটিযা আসিল। বোধিসত্ত্ব তাহাদিগকে তাড়া করিয়া দূব কবিযা দিলেন এবং মাতৃসমীপে উপনীত হইলেন। পাঁচ শ গাড়ী টানিয়া তিনি ক্লান্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাবই চক্ষু দুইটী বক্তবর্ণ হইয়াছিল। দয়াবতী বৃদ্ধা তাঁহাব গলদেশবদ্ধ সহস্র মুদ্রা পাইযা বলিল, "বাছা, একি, ইহা কোথায় পাইলি ?" তখন বাখালদিগেব মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ঐ বৃদ্ধা বলিল, "আমি কি কখনও তোব উপার্জ্জনে জীবনধাবণেব ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছি, বাপ! তুই কিসেব জন্য এত কষ্ট পাইতে গেলি, বল্।" তাহাব পর সে বোধিসত্ত্বকে গবমজলে স্নান কবাইল, তাঁহাব সর্ব্বশবীবে তৈল মাখাইল এবং তাঁহাকে উৎকৃষ্ট ভোজ্য ও পানীয় দিল।

কালক্রমে বৃদ্ধা ও বোধিসত্ত্ব উভয়েই আয়ুঃশেষে স্ব স্ব কর্ম্মানুরূপ ফলভোগার্থ লোকান্তরে প্রস্থান করিলেন।

[শাস্তা বলিলেন, "অতএব তোমরা দেখিলে তথাগত কেবল এ জন্মে নহে, অতীত কালেও ধুরন্ধরদিগের অগ্রণী ছিলেন। অনন্তর তিনি অভিসম্বুদ্ধ হইয়া এই গাথা পাঠ করিলেন :—

যুতিবে কালুরে সদা গুরুভার করিতে বহন
অতি অসমান পথে, গর্ত্ত যাহে আছে অগণন।
কালু নিজ বীর্য্যবলে অবহেলে নদী পার করি
পঞ্চশত গো-শকট রাখি দিবে তটের উপরি।

[সমবধান—তখন উৎপলবর্ণা * ছিলেন সেই বৃদ্ধা এবং আমি ছিলাম আর্য্যকা-কালক]।

৩০—মুণিক-জাতক।

[এক স্থূলাঙ্গী কুমারীর প্রণয়াসক্ত ভিক্ষুর সম্বন্ধে শাস্তা জেতবনে এই কথা বলেন। তৎসম্বন্ধে সবিস্তর বিবরণ ত্রয়োদশ নিপাতে চুল্লনারদকাশ্যপ-জাতকে (৪৭৭) প্রদত্ত হইবে। শাস্তা সেই ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি সত্য সত্যই প্রণয়াসক্ত ও উৎকণ্ঠিত হইয়াছ ?" ভিক্ষু বলিলেন, "হাঁ প্রভু, একথা মিথ্যা নহে।" "কাহার প্রণয়ে পড়িলে ?" "প্রভু, অমুক স্থূলাঙ্গী কুমারীর প্রণয়ে।" "দেখ, সে তোমার বড় অনিষ্টকারিণী। সে অতীত জন্মেও তোমার সর্ব্বনাশের কারণ হইয়াছিল, কারণ তাহারই বিবাহের সময় নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগের উদরপূর্ত্তির জন্য লোকে তোমার প্রাণবধ করিয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন।]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব গোজন্ম ধারণপূর্ব্বক এক গ্রাম্যভূস্বামীর গৃহে অবস্থিতি করিতেছিলেন ; তখন তাঁহার নাম ছিল মহালোহিত। ঐ গৃহে তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর চুল্ললোহিতও বাস করিত।

উক্ত ভূস্বামীর এক কুমারী কন্যা ছিল। নগরবাসী এক ভদ্রলোক নিজের পুত্রের সহিত তাহার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করিলেন। বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রীদিগের আহারের আয়োজনে কোন ত্রুটি না হয় এই জন্য কন্যার মাতা মুণিক নামক এক শূকরকে ভাত খাওয়াইয়া পুষ্ট করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া চুল্ললোহিত তাহার অগ্রজকে বলিল, "দেখ দাদা, আমরা উভয়ে এই গৃহস্থের সমস্ত বোঝা বহিয়া মরি, কিন্তু এত কষ্ট করিয়াও সামান্য ঘাস, বিচালি মাত্র খাইতে পাই, আর এই শূকরের জন্য ভাতের ব্যবস্থা। ইহাকে এমন উৎকৃষ্ট খাদ্য দিবার কারণ কি, দাদা ?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "ভাই, এই শূকরের খাদ্য দেখিয়া ঈর্ষ্যা করিও না, কারণ এ এখন মরণ-খাদ্য খাইতেছে। গৃহস্বামীর কন্যার বিবাহে যে সকল লোক নিমন্ত্রিত হইবে, তাহাদিগের রসনেন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত করিবার উদ্দেশ্যেই ইহাকে এত যত্নসহকারে আহার দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। দুই চারি দিন অপেক্ষা কর, দেখিতে পাইবে, যখন নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা আসিতে আরম্ভ করিবে, তখন গৃহস্থের লোকজন ইহার চারি পা ধরিয়া টানিতে টানিতে মঞ্চের নিম্নভাগ † হইতে লইয়া যাইবে, এবং ইহাকে কাটিয়া কুটিয়া সূপ-ব্যঞ্জনে পরিণত করিবে। অতএব হতভাগা মুণিকের আশু সুখ দেখিয়া ঈর্ষ্যান্বিত হইও না।" অনন্তর তিনি এই গাথা পাঠ করিলেন :—

মুণিকের সুখ দেখি করিও না ঈর্ষ্যা মনে,
আতুরান্ন সেবা সেই করিতেছে এইক্ষণে।
ভুসি ‡ যাহা পাও তুমি খাও তাই তৃপ্ত হয়ে,
আয়ুর্বৃদ্ধিকর ইহা বলিলাম নিঃসংশয়ে।

---

* শ্রাবস্তী নগরের কোন সম্ভ্রান্তবংশীয়া রমণী। ইনি ভিক্ষুণী হইয়া অর্হত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন। সবিস্তর বিবরণ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

† মূলে 'হেথামঞ্চতো' এই পদ আছে। ইহার অর্থ 'মঞ্চের অধোদেশ হইতে।' শূকর পালকেরা সচরাচর মাচা বান্ধিয়া নিজেরা তাহার উপরে শোয়, শূকরগুলি মঞ্চের নীচে থাকে।

‡ মূলে 'ভুস' এই পদ আছে ; ইহা সংস্কৃত 'বুস' শব্দজাত।

ইহার অল্পদিন পরেই নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা সমবেত হইল এবং কন্যাপক্ষের লোক মুণিককে নিহত করিয়া তাহার মাংসে সূপব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিল। তখন বোধিসত্ত্ব চুল্ললোহিতকে বলিলেন, "দেখিলে ত মুণিকের দশা! তাহার ভূরিভোজনের পরিণাম প্রত্যক্ষ করিলে ত? আমরা ঘাস, বিচালি ও ভুসি খাই বটে, কিন্তু ইহা মুণিকের খাদ্য অপেক্ষা শত, সহস্র গুণে উত্তম; ইহাতে আমাদের ক্ষতি হয় না, বরং আয়ুর্বৃদ্ধি হয়।"

[অনন্তর শাস্তা ধর্ম্মোপদেশ দিলেন; তাহা শুনিয়া সেই মদনপীড়িত ভিক্ষু স্রোতাপত্তি-ফল লাভ করিল।
সমবধান—তখন এই কামুক ভিক্ষু ছিল মুণিক; এই কুমারী ছিল সেই ভূস্বামীর কন্যা; আনন্দ ছিল চুল্ললোহিত এবং আমি ছিলাম মহালোহিত।]

☞ঈষপের গল্প প্রভৃতি পাশ্চাত্য গ্রন্থেও এই জাতকের অনুরূপ আখ্যায়িকা দেখা যায়। শালুক জাতকের (২৮৬) আখ্যায়িকার সহিত এই জাতকের প্রভেদ অতি অল্প।

৩১—কুলায়ক-জাতক।

[শ্রাবস্তীর দুই দহর* ভিক্ষু কোশলের অন্তঃপাতী কোন পল্লীগ্রামে গিয়া বাস করিতেছিলেন। একদিন তাঁহারা সম্যক্‌সম্বুদ্ধের দর্শনাশায় জেতবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পাছে কোন প্রাণী উদরস্থ হয় এই আশঙ্কায় ভিক্ষুদিগকে জলপান করিবার কালে উহা ছাঁকিয়া লইতে হইত এবং তজ্জন্য তাঁহারা এক একখানা ছাঁকনি † সঙ্গে রাখিতেন। দহর ভিক্ষুদিগের মধ্যে কেবল একজনের নিকট ছাঁকনি ছিল, তাঁহারা উভয়েই উহা দ্বারা রাস্তায় জল ছাঁকিয়া লইতে লাগিলেন। কিন্তু একদিন তাঁহাদের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইল, তখন যাঁহার ছাঁকনি ছিল, তিনি অপরকে তাহা ব্যবহার করিতে দিলেন না। কাজেই সেই ব্যক্তি যখন পিপাসায় কাতর হইয়া পড়িল, তখন না ছাঁকিয়াই জল খাইল।

ভিক্ষুদ্বয় যথাসময়ে জেতবনে উপনীত হইয়া শাস্তাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক আসন গ্রহণ করিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, "কেমন হে, পথে ত তোমাদের মধ্যে কোন বিবাদ হয় নাই।" তখন তাঁহারা সমস্ত বৃত্তান্ত খুলিয়া বলিলেন। অনন্তর শাস্তা, যে ভিক্ষু না ছাঁকিয়া জল খাইয়াছিলেন তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ছি, তুমি জানিয়া শুনিয়া বড় গর্হিত কাজ করিয়াছ। পুরাকালে যখন দেবতারা অসুরদিগের নিকট পরাস্ত হইয়া সমুদ্র-পৃষ্ঠের উপর দিয়া পলায়ন করিতেছিলেন, তখন সুপর্ণপোতকদিগের ‡ প্রাণহানি হয় দেখিয়া তাঁহারা রথের গতি ফিরাইয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহাদের অনিষ্টের আশঙ্কা ছিল, তথাপি তাঁহারা প্রাণিহত্যা হয় বলিয়া আপনাদের অসুবিধার দিকে ভ্রূক্ষেপ করেন নাই।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন।]

বহুযুগের কথা,—তখন মগধরাজেরা রাজগৃহ নগরে বাস করিতেন। সেই সময়ে বোধিসত্ত্ব মগধের অন্তঃপাতী মচল নামক গ্রামে এক উচ্চ ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। নামকরণ সময়ে তাঁহার নাম হইয়াছিল মঘকুমার; কিন্তু যখন তিনি বড় হইলেন, তখন লোকে তাঁহাকে "মঘমাণবক" § নামে ডাকিতে লাগিল। তাঁহার মাতা পিতা এক কুলকন্যাসংগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহার সহিত বিবাহ দিলেন। অনন্তর বোধিসত্ত্ব পুত্রকন্যা-পরিবৃত হইয়া দানাদি সৎকার্য্যে এবং পঞ্চশীল-পালনে জীবনযাপন করিতে লাগিলেন।

মচলগ্রামে কেবল ত্রিশঘর লোক বাস করিত। একদিন গ্রামস্থ লোকে কোন গ্রাম্যকর্ম্ম সমাধানার্থ একস্থানে সমবেত হইল। বোধিসত্ত্ব যেখানে দাঁড়াইয়া ছিলেন, তিনি পা দিয়া তথাকার ধূলি সরাইয়া একটু স্থান পরিষ্কার করিয়া লইলেন। কিন্তু অপর এক ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত হইলে বোধিসত্ত্ব তাহাকে নিজের স্থান ছাড়িয়া দিয়া আর একটী স্থান

* দহর—দভ্র অর্থাৎ অল্পবয়স্ক বা ছোট।

† ছাঁকা জলকে "পরিস্রুত জল" এবং ছাঁকনিকে "পরিস্রাবণ" বলা যাইত।

‡ 'সুপর্ণ' দেবলোকের পক্ষিবিশেষ, ইহা গরুড়েরও একটী নাম।

§ 'মাণবক' শব্দটী ছেলে মানুষ, ছোকরা প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত, ব্রাহ্মণ বালকেরাও এই নামে অভিহিত হইত। এই অর্থে ইহার সহিত 'বটু' শব্দের কোন প্রভেদ নাই।

ঐরূপে পবিষ্কাব কবিলেন। এবাবও আব এক ব্যক্তি তাঁহাব সেই স্থানে আসিয়া দাঁড়াইল। এইরূপে তিনি সমবেত প্রত্যেক লোকেবই সুবিধাব জন্য তাহাদেব দাঁড়াইবাব স্থান পবিষ্কাব কবিয়া দিলেন।

আব একবাব বোধিসত্ত্ব লোকেব সুবিধাব জন্য প্রথমে একটী মণ্ডপ এবং শেষে উহাও ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া একটী ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ কবাইয়াছিলেন। সেখানে লোকেব বসিবাব জন্য আসন এবং পানার্থ জলপূর্ণ ভাণ্ড থাকিত। অতঃপব বোধিসত্ত্বেব প্রযত্নে ঐ গ্রামবাসী সমস্ত পুরুষ তাঁহাবই ন্যায় পবোপকাব-পবায়ণ হইল; তাহাবা পঞ্চশীল-সম্পন্ন হইয়া তাঁহার সঙ্গে সৎকার্য্য সম্পাদন কবিতে লাগিল। তাহাবা প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ কবিত, বাসী, কুঠাব, মুদ্গাব প্রভৃতি হস্তে লইয়া বাহিব হইত, বাস্তায় যে সকল ইট পাট্‌কেল দেখিতে পাইত সেগুলি দূবে সবাইয়া ফেলিত, বাস্তাব ধাবে কোন গাছে গাড়ীব চাকা আটকাইয়া যাইতেছে দেখিলে তাহা কাটিয়া দিত, অসমান স্থান সমান করিত, সেতু প্রস্তুত কবিত, পুষ্কবিণী খনন কবিত, ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ কবিত, দানাদি পুণ্যকর্ম্ম কবিত, এবং বোধিসত্ত্বেব উপদেশানু-সাবে শীলব্রত পালন কবিত।

একদিন গ্রামেব মণ্ডল চিন্তা কবিতে লাগিল, 'যখন এই সকল লোকে মদ খাইয়া মাবামাবি কাটাকাটি কবিত, তখন মদেব শুল্কে এবং লোকেব যে অর্থদণ্ড হইত তদ্দ্বাবা আমাব বেশ আয় হইত। কিন্তু এখন এই মঘ মাণবক ইহাদিগকে শীলব্রত শিক্ষা দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইযাছে বলিয়া নবহত্যা প্রভৃতি অপবাধ উঠিয়া গিয়াছে।' এই ভাবিতে ভাবিতে সে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, 'আচ্ছা, আমি ইহাদিগকে শীলব্রত দেখাইতেছি।'

অনন্তব ঐ মণ্ডল বাজাব নিকট গিয়া বলিল, "মহাবাজ, গ্রামে একদল ডাকাত জুটিয়াছে; তাহাবা লুঠপাট ও অন্যান্য উপদ্রব কবিয়া বেড়াইতেছে।" বাজা বলিলেন, "তাহাদিগকে ধবিয়া আন।" তখন সে বোধিসত্ত্ব ও তাঁহাব অনুচবদিগকে বন্দী কবিয়া বাজাব নিকট উপনীত হইল। বাজা কিছুমাত্র অনুসন্ধান না কবিয়া আদেশ দিলেন, "ইহাদিগকে হস্তিপদতলে মর্দ্দিত কব।"

বাজভৃত্যেবা বন্দীদিগকে প্রাসাদেব পুবোবর্ত্তী প্রাঙ্গণে লইয়া গেল এবং সেখানে তাহাদেব হাত পা বান্ধিয়া ভূমিতে ফেলিয়া বাখিল। অনন্তব তাহাবা হাতী আনিতে পাঠাইল। বোধিসত্ত্ব তাঁহাব সঙ্গীদিগকে বলিতে লাগিলেন, "ভ্রাতৃগণ, শীলব্রতেব কথা ভুলিও না; পিশুনকাবক,* বাজা ও হস্তী সকলেই আমাদেব নিকট আত্মবৎ প্রীতিব পাত্র এই কথা মনে বাখিও।"

এ দিকে তাঁহাদিগকে মর্দ্দিত কবিবাব জন্য হস্তী আনীত হইল, কিন্তু মাহুত পুনঃপুনঃ চেষ্টা কবিয়াও উহাকে বন্দীদিগের নিকটে লইতে পাবিল না, হস্তী বন্দীদিগকে দেখিবামাত্রই বিকট বব কবিতে কবিতে পলায়ন কবিল। তাহাব পব একটা একটা কবিযা আবও হাতী আনা হইল, কিন্তু তাহাবাও পলাইয়া গেল। বাজা ভাবিলেন, বন্দীদিগেব নিকট হয়ত এমন কোন ঔষধ আছে, যাহাব গন্ধে হাতীগুলা উহাদেব কাছে যাইতে পবিতেছে না। কিন্তু অনুসন্ধান কবিয়া কাহাবও নিকট কোন ঔষধ পাওযা গেল না। তখন বাজাব মনে হইল, সম্ভবতঃ ইহাবা কোন মন্ত্র জানে, তিনি ভৃত্যদিগকে বলিলেন, জিজ্ঞাসা কব ত, ইহাবা কোন মন্ত্র জানে কি না। ভৃত্যেবা জিজ্ঞাসা কবিলে বোধিসত্ত্ব বলিলেন,—"হাঁ, আমরা মন্ত্র জানি বটে।" ভৃত্যেবা বাজাকে এই কথা জানাইলে তিনি বন্দীদিগকে নিকটে আনাইয়া বলিলেন, "কি মন্ত্র জান বল।"

---

* যে ঈর্ষ্যাপরায়ণ হইয়া কাহারও নিন্দা করে বা কাহারও নামে অভিযোগ করে।

বোধিসত্ত্ব বলিলেন, মহারাজ, আমরা প্রাণিহত্যা করি না; কেহ কোন দ্রব্য না দিলে তাহা গ্রহণ করি না, কুপথে চলি না, মিথ্যা কথা বলি না, সুরা পান করি না, আমরা সর্ব্বভূতে দয়া ও মৈত্রী প্রদর্শন করি, অসমান পথ সমান করিয়া দিই, পুষ্করিণী খনন করি, এবং ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করি। ইহাই আমাদের মন্ত্র, ইহাই আমাদের কবচ, ইহাই আমাদের বল।

এই কথা শুনিয়া রাজা অতিমাত্র প্রসন্ন হইলেন। তিনি ঐ পিশুনকারকের সমস্ত সম্পত্তি বোধিসত্ত্ব ও তাঁহার অনুচরদিগকে দান করিলেন এবং উহাকে তাঁহাদের দাসত্বে নিয়োজিত করিলেন। তাঁহাদিগকে মর্দ্দিত করিবার জন্য প্রথম যে হস্তী আনীত হইয়াছিল এবং তাঁহারা যে গ্রামে বাস করিতেন, তাহাও রাজার আদেশে তাঁহাদিগেকে প্রদত্ত হইল।

তদবধি এই সকল ব্যক্তি ইচ্ছামত পুণ্যকর্ম্ম করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সূত্রধর * ডাকাইয়া চৌমাথার নিকট একটী বৃহৎ ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করাইবার ব্যবস্থা করিলেন, কিন্তু স্ত্রীজাতির প্রতি বিরাগবশতঃ তাঁহারা এই সকল পুণ্যানুষ্ঠানে গ্রামবাসিনী রমণীদিগকে সঙ্গিনী করিলেন না।

বোধিসত্ত্বের গৃহে চারিজন রমণী ছিলেন:—একজনের নাম সুধর্ম্মা, একজনের নাম চিত্রা, একজনের নাম নন্দা এবং একজনের নাম সুজাতা। একদিন সুধর্ম্মা সূত্রধরকে নিভৃতে পাইয়া তাহাকে মিঠাই খাইবার জন্য কিছু পয়সা দিয়া বলিলেন, "ভাই, যাহাতে আমি এই ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পুণ্যভাগিনী হইতে পারি, তোমাকে এমন কোন উপায় করিতে হইবে।"

সূত্রধর বলিল, "এর জন্য ভাবনা কি?" সে ঐ ধর্ম্মশালার অন্য কোন কাজ করিবার পূর্ব্বে একখানা কাঠ কাটিয়া, শুকাইয়া, চাঁচিয়া ছুলিয়া ও ছেঁদা করিয়া একটী সুন্দর চূড়া প্রস্তুত করিল এবং বস্ত্রে আবৃত করিয়া উহা সুধর্ম্মার গৃহে রাখিয়া দিল। অনন্তর যখন ধর্ম্মশালার অন্যান্য কাজ শেষ হইল এবং চূড়া বসাইবার সময় আসিল, তখন সে বলিল, "ভাইসব, এখনও যে একটা কাজ বাকী আছে।" গ্রামবাসীরা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি কাজ?" "আর কি কাজ? চূড়াই যে হয় নাই; চূড়া বিনা কি ধর্ম্মশালা হয়!" "একটা চূড়া গড় না কেন?" "চূড়া ত কাঁচা কাঠে হইবে না। আগেই কাঠ কাটিয়া চাঁচিয়া ছুলিয়া ঠিক ঠাক করা উচিত ছিল।" "এখন তবে কি করিতে চাও?" "খুঁজিয়া দেখিতে হইবে, কাহারও বাড়ীতে তৈয়ারী চূড়া কিনিতে পাওয়া যায় কি না।"

তখন সকলেই খুঁজিতে আরম্ভ করিলেন এবং সুধর্ম্মার ঘরে সেই চূড়া দেখিতে পাইলেন। সুধর্ম্মা কিন্তু কোন মূল্যেই উহা বিক্রয় করিতে চাহিলেন না, তিনি বলিলেন যদি তোমরা আমাকে পুণ্যের ভাগিনী কর তবে বিনামূল্যেই তোমাদিগকে এই চূড়া দিব।" তাঁহারা বলিলেন, "সেও কি কখন হয়! আমরা স্ত্রীলোককে পুণ্যের ভাগ দিই না।" ইহা শুনিয়া সূত্রধর বলিল, "আপনারা এ কি আজ্ঞা করিতেছেন? ব্রহ্মাণ্ডে কেবল ব্রহ্মলোক বিনা আর কোথাও কি স্ত্রীজাতি-রহিত স্থানে আছে? আসুন, আমরা এই চূড়া লইয়াই কাজ শেষ করি।" তখন গ্রামবাসীরা অগত্যা এই চূড়া গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মশালার নির্ম্মাণ শেষ করিলেন। তাঁহারা উহার ভিতর ফলকাসন † এবং জলপূর্ণ ভাণ্ড রাখিয়া দিলেন এবং যাহাতে সর্ব্বদাই অতিথিরা অন্ন পাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিলেন। ধর্ম্মশালার চতুর্দ্দিকে একটী প্রাচীর নির্ম্মিত হইল; উহার এক পার্শ্বে একটী দ্বার রহিল, প্রাচীরের ভিতরে সমস্ত ভূমি বালুকাকীর্ণ করা হইল; বাহিরে একসারি তালবৃক্ষ রোপিত হইল। চিত্রা সেখানে একটী উদ্যান-রচনা করাইয়া দিলেন, তাহাতে যাবতীয় পুষ্প ও ফলের বৃক্ষ রোপিত হইল। নন্দাও একটী পুষ্করিণী খনন করাইলেন, উহা পঞ্চবর্ণের পদ্মে পরিশোভিত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিল। কেবল সুজাতা কিছু করিলেন না।

* মূলে 'বর্দ্ধক' শব্দ আছে। 'ইষ্টক-বর্দ্ধক' বলিলে রাজমিস্ত্রী বুঝায়।

† ফলকাসন—বেঞ্চ।

অতঃপর বোধিসত্ত্ব সপ্তবিধ ব্রত পালন করিতে লাগিলেন। তিনি মাতা পিতার সেবা করিতেন, কুলজ্যেষ্ঠদিগের সম্মান করিতেন, সত্যকথা কহিতেন, কদাচ রূঢ়বাক্য প্রয়োগ করিতেন না, পর-পরীবাদ করিতেন না ও মাৎসর্য্য দেখাইতেন না।

জনক জননী সদা সেবে কায়মনে,
ভক্তি শ্রদ্ধা করে যত কুলজ্যেষ্ঠ জনে,
সত্যভাষী, মিষ্টভাষী, জিতক্রোধ আর,
পর-পরীবাদে রত রসনা না যার,—
এ হেন নির্ম্মলচেতা সাধু সদাশয়
ত্রিদশনন্দন, ইহা জানিবে নিশ্চয়।

এইরূপে সকলের প্রশংসাভাজন হইয়া বোধিসত্ত্ব যথাকালে দেহত্যাগ পূর্ব্বক ত্রিদশালয়ে জন্মগ্রহণ করিয়া ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার অনুচরগণও ইহলোক ত্যাগ করিয়া দেবজন্ম লাভ করিলেন।

তখন ত্রিদশালয়ে অসুরেরা বাস করিত। একদিন দেবরাজ ভাবিলেন, যে রাজ্য অনন্যশাসন নহে তাহা বিফল। অনন্তর তিনি অসুরদিগকে দেবসুরা পান করাইলেন এবং যখন তাহারা প্রমত্ত হইল তখন এক এক জনের পা ধরিয়া সুমেরুপর্ব্বতের পাদদেশে নিক্ষেপ করিলেন। তাহারা অসুর লোকে গিয়া পড়িল। উহা সুমেরুর নিম্নতন অংশে অবস্থিত এবং আয়তনে ত্রিদশালয়ের তুল্য। দেবলোকে যেমন পারিজাত বৃক্ষ, * অসুর-লোকে সেইরূপ কল্পস্থায়ী চিত্রপাটলি বৃক্ষ আছে। অসুরেরা চিত্রপাটলির পুষ্প দেখিয়া বুঝিল তাহারা দেবলোকে নাই, কারণ দেবলোকে পারিজাত প্রস্ফুটিত হয়। তখন তাহারা চীৎকার করিয়া উঠিল, "বৃদ্ধ ইন্দ্র আমাদিগকে প্রমত্ত করিয়া রসাতলে ফেলিয়া দিয়াছে, আর নিজে দেবলোক অধিকার করিয়াছে। চল, আমরা তাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আবার দেবনগর অধিকার করিয়া লই।" অনন্তর পিপীলিকা যেমন স্তম্ভে আরোহণ করে, অসুরগণ সেইরূপ সুমেরুপর্ব্বতে আরোহণ করিতে লাগিল।

অসুরেরা দেবনগর আক্রমণ করিতে আসিতেছে শুনিয়া ইন্দ্র রসাতলেই গিয়া তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিলেন, কিন্তু পরাজিত হইয়া পৃষ্ঠভঙ্গ দিলেন। তাঁহার সার্দ্ধশতযোজন দীর্ঘ বৈজয়ন্তরথ দক্ষিণ সমুদ্রের তরঙ্গসমূহের মস্তকোপরি প্রবলবেগে ছুটিতে লাগিল। এইরূপে সমুদ্র-পৃষ্ঠের উপর চলিতে চলিতে শেষে দেবতারা শাল্মলিবন দেখিতে পাইলেন। শাল্মলি তরুগুলি রথবেগে উন্মূলিত হইয়া সমুদ্রগর্ভে পড়িতে লাগিল, সুপর্ণশাবকেরা সমুদ্রে পড়িয়া মহা কোলাহল আরম্ভ করিল। তাহা শুনিয়া ইন্দ্র জিজ্ঞাসিলেন "সখে মাতলে! ও কিসের শব্দ। উহা যে অতিকরুণ বোধ হইতেছে!" মাতলি কহিলেন, "দেবরাজ, আপনার রথবেগে শাল্মলি বৃক্ষগুলি উন্মূলিত হইতেছে; সেই জন্য সুপর্ণ-পোতকেরা প্রাণভয়ে আর্ত্তনাদ করিতেছে।" ইহা শুনিয়া মহাসত্ত্ব ইন্দ্র বলিলেন, "মাতলে, ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তির জন্য এই সকল প্রাণীকে কষ্ট দেওয়া কর্ত্তব্য নহে, আমাকে যেন ঐশ্বর্য্যের লোভে জীবহিংসা করিতে না হয়। ইহাদের জন্য অসুরহস্তে আমার জীবননাশ হয়, সেও ভাল। তুমি রথ ফিরাও।" ইহা বলিয়া দেবরাজ নিম্নলিখিত গাথা পাঠ করিলেন:—

যাহাতে শাল্মলি-বাসী সুপর্ণ-পোতকগুলি,
না পলায় রথবেগে কর তাহা হে মাতলি।
অসুরের হাতে যদি যায় আজ এ জীবন,
তবু যেন নাহি করি ইহাদের উৎপীড়ন।

* মূলে "পারিচ্ছত্রক" শব্দ আছে। Childer সাহেব ইহার "প্রবাল বৃক্ষ" এই নামান্তর দিয়াছেন। কিন্তু "পারিজাত" নামই বোধ হয় সমীচীন।

সারথি মাতলি তখন রথ ফিরাইয়া অন্যপথে দেবনগরাভিমুখে চলিলেন। অসুরেরা রথ ফিরিতে দেখিয়া মনে করিল, "অন্যান্য ব্রহ্মাণ্ড হইতে আরও ইন্দ্র আসিয়া ত্রিদশ-পতির বলবৃদ্ধি করিয়াছেন; সেইজন্যই তিনি রথ ফিরাইয়াছেন।" ইহা ভাবিয়া তাহারা প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়া অসুরলোকে আশ্রয় লইল। ইন্দ্রও দেবনগরে প্রবেশ করিলেন; সেখানে দেবলোকের ও ব্রহ্মলোকের অধিবাসিগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। সেই সময়ে পৃথিবী ভেদ করিয়া সহস্রযোজন উচ্চ এক প্রাসাদ উত্থিত হইল। বিজয়-সময়ে আবির্ভূত হইল বলিয়া ইহার নাম হইল বৈজয়ন্ত"। অনন্তর ইন্দ্র অসুরদিগের আক্রমণ-নিরোধার্থ সুমেরুর পঞ্চস্থানে বল বিন্যাস করিলেন। তৎসম্বন্ধে এইরূপ কথিত আছে:—

এক দিকে দেবপুরী, বিপরীত দিকে
বিরাজে অসুরপুরী—অজেয় নগর
দুটী। রোধিবার তরে দ্বন্দ্ব ইহাদের
মধ্যভাগে সন্নিবিষ্ট পঞ্চ মহাবল:—
সর্ব্বনিম্নে নাগগণ; তদূর্দ্ধে সুপর্ণ;
ততঃপর কুম্ভাণ্ড*, ভীষণ-দরশন,
চতুর্থ অলিন্দে থাকে যক্ষ অগণন;
সর্ব্বোপরি অধিষ্ঠিত চতুর্মহারাজ, †
পঞ্চম অলিন্দ রক্ষা করেন যাঁহারা।

ইন্দ্র যখন এইরূপে দিব্য সম্পত্তি ভোগ করিতে লাগিলেন, তখন সুধর্ম্মা মানবী-দেহত্যাগ করিয়া তাঁহারই পাদচারিকা হইয়া পুনর্জন্ম লাভ করিলেন। তিনি ধর্ম্মশালার চূড়া দান করিয়া যে পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহার বলে তদীয় বাসার্থ পঞ্চশত যোজন উচ্চ সুধর্ম্মা-নামক দিব্যমণিময় এক অপূর্ব্ব সভাগৃহ সমুত্থিত হইল। সেখানে কাঞ্চনপর্য্যঙ্কে দিব্যশ্বেতচ্ছত্র-তলে উপবেশন করিয়া ইন্দ্র দেবলোকের ও নরলোকের শাসন করিতে লাগিলেন।

কালক্রমে চিত্রা ইহলোক ত্যাগ করিয়া ইন্দ্রের পাদচারিকারূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। তিনি উদ্যান উৎসর্গ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার বাসার্থ চিত্রলতাবন নামে এক পরম রমণীয় উদ্যানের উৎপত্তি হইল। সর্ব্বশেষে নন্দাও মৃত্যুর পর ইন্দ্রের পাদচারিকা হইলেন এবং পুষ্করিণী-দানরূপ পুণ্যফলে ত্রিদশালয়ে নন্দা নামক এক মনোহর সরোবর লাভ করিলেন।

সুজাতা কোনরূপ কুশল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন নাই; এই নিমিত্ত মৃত্যুর পর তিনি বকরূপে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক কোন বনকন্দরে বাস করিতে লাগিলেন। একদিন ইন্দ্র চিন্তা করিলেন, 'সুজাতা কোথায়, কি ভাবে জন্মলাভ করিল জানি না; একবার তাহার অনুসন্ধান করিতে হইবে।' অনন্তর বকরূপিণী সুজাতাকে দেখিতে পাইয়া তিনি তাঁহাকে লইয়া দেবলোকে গেলেন এবং দেবপুরীর রমণীয় শোভা, সুধর্ম্মা-সভা, চিত্রলতাবন, নন্দা সরোবর প্রভৃতি দেখাইয়া বলিলেন, "দেখ, সুধর্ম্মা, চিত্রা ও নন্দা কুশলকর্ম্ম-সম্পাদন হেতু এখন আমার পাদচারিকা হইয়াছে, আর কুশল কর্ম্ম কর নাই বলিয়া তুমি তির্য্যগ্‌যোনি লাভ করিয়াছ। এখন হইতে ভূলোকে গিয়া শীলব্রত পালন কর।" অনন্তর তিনি সুজাতাকে সেই অরণ্যে রাখিয়া গেলেন।

সুজাতা তদবধি শীলব্রত পালন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য ইন্দ্র একদিন মৎস্যরূপ ধারণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে পড়িয়া রহিলেন। মৎস্যটীকে মৃত বিবেচনা করিয়া সুজাতা চঞ্চুদ্বারা উহার মস্তক ধরিল, কিন্তু সেই সময়ে উহা পুচ্ছ সঞ্চালন

* কুম্ভাণ্ড বা কুষ্মাণ্ড—দেবযোনি বিশেষ।

† চতুর্মহারাজ—ইঁহারা পুরাণবর্ণিত দিক্‌পালদিগের স্থানীয়। ইহাদের নাম ধৃতরাষ্ট্র, বিরূঢ়, বিরূপাক্ষ এবং বৈশ্রবণ।

করিল। তখন সুজাতা উহাকে জীবিত জানিয়া ছাড়িয়া দিল, ইন্দ্রও "সাধু সুজাতে! তুমি শীলব্রত পালন করিতে পারিবে" বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

বক জন্মের পর সুজাতা বারাণসীনগরে এক কুম্ভকারগৃহে জন্মান্তর লাভ করিলেন। এই সময়ে ইন্দ্র আর একবার তাঁহার কথা মনে করিলেন এবং তিনি বারাণসীতে সেই কুম্ভকার গৃহে আছেন জানিতে পারিয়া এক গাড়ী সোণার শশা লইয়া বৃদ্ধ শকটচালকের বেশ ধারণপূর্ব্বক "শশা কিনিবে, শশা কিনিবে" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে ঐ পল্লীতে উপস্থিত হইলেন। লোকে কিনিতে চাহিলে তিনি বলিতে লাগিলেন, "এ শশা যাকে তাকে দিই না; যে শীলব্রত পালন করে সেই ইহা পায়। তোমরা শীলব্রত পালন কর কি?" তাহারা বলিল, "আমরা তোমার শীলব্রত ট্রত বুঝি না, পয়সা দিব, শশা কিনিব, এই জানি।" "আমি পয়সা লইয়া শশা বেচি না, যে শীলব্রত পালন করে তাহাকে অমনিই দিই।" এই কথা শুনিয়া "কোথাকার কিট্‌কিলে বুড়ো" বলিয়া গালি দিতে দিতে তাহারা যে যাহার কাজে চলিয়া গেল। এই কথা সুজাতার কর্ণগোচর হইলে তিনি মনে করিলেন, 'হয়ত শশাগুলি আমার জন্যই আসিয়া থাকিবে।' তখন তিনি শকটচালকের নিকট গিয়া কয়েকটা শশা চাহিলেন। ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদ্রে, তুমি শীলব্রত পালন কর কি।" সুজাতা বলিলেন, "হাঁ, করি।" "তবে এই শশাগুলি তোমারই জন্য আনিয়াছি,' বলিয়া ইন্দ্র গাড়ীসুদ্ধ সমস্ত শশা তাহার দরজায় রাখিয়া প্রস্থান করিলেন।

এই বিপুলসম্পত্তি লাভ করিয়া সুজাতা দীর্ঘকাল শীলব্রত পালন করিলেন, এবং দেহান্তে অসুররাজ বিপ্রচিত্তের কন্যারূপে জন্মলাভ করিলেন। পূর্ব্বজন্মের সুকৃতির বলে এবার তিনি অনুপম রূপলাবণ্যবতী হইলেন। তিনি যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন তখন অসুররাজ স্বয়ংবরের আয়োজন করিয়া অসুরদিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন। ইন্দ্র অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছিলেন সুজাতা অসুররাজের কন্যা হইয়াছেন। তিনি অসুর-বেশ ধারণ করিয়া স্বয়ংবর সভায় উপনীত হইলেন, ভাবিলেন, 'সুজাতা যদি মনোমত পতিবরণ করে, তাহা হইলে আমারই গলে বরমাল্য অর্পণ করিবে।'

যথাসময়ে সালঙ্কৃতা সুজাতা সভামণ্ডপে আনীত হইলেন; গুরুজনেরা বলিলেন, "বৎসে তুমি ইচ্ছামত পতিবরণ কর"। তিনি ইতস্ততঃ দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া ইন্দ্রকে দেখিতে পাইলেন এবং ভাবান্তর-জাত স্নেহবশতঃ "ইনিই আমার পতি হউন" বলিয়া তাঁহাকে বরণ করিলেন। তখন ইন্দ্র তাঁহাকে লইয়া দেবলোকে চলিয়া গেলেন এবং সেখানে তাঁহাকে সার্দ্ধদ্বিকোটি নর্ত্তকীর অধীনেত্রীপদে নিয়োজিত করিলেন। অনন্তর ইন্দ্রের আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইলে তিনি কর্ম্মানুরূপ ফলভোগার্থ জন্মান্তর লাভ করিলেন।

[কথা শেষ হইলে শাস্তা সেই ভিক্ষুকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, "দেখিলে, দেবতারা আপনাদের জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়াও প্রাণিহত্যা হইতে বিরত হইয়াছিলেন; আর তুমি পরম পবিত্র বুদ্ধশাসনে প্রবেশ করিয়া অপরিস্রুত প্রাণিসঙ্কুল পানীয় উদরস্থ করিলে।"

সমবধান—তখন আনন্দ ছিল সারথি মাতলি এবং আমি ছিলাম ইন্দ্র।]

৩২—নৃত্য-জাতক।

[এই কথার প্রত্যুৎপন্ন বস্তু সম্বন্ধে দেবধর্ম্মজাতক (৬) দ্রষ্টব্য। শাস্তা জনৈক বহুভাণ্ডিক ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এত গৃহসামগ্রী রাখ কেন?" এই কথাতেই সে ক্রুদ্ধ হইয়া নিজের পরিচ্ছদ ছিন্ন করিয়া ফেলিল এবং শাস্তার সম্মুখেই সম্পূর্ণ বিবস্ত্র হইয়া বলিল, "এখন হইতে এই বেশে রহিব।" তদ্দর্শনে সকলে ধিক্, ধিক্ করিয়া উঠিল। সে লোকটা বুদ্ধশাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিল। অনন্তর ভিক্ষুগণ ধর্ম্মশালায় সমবেত হইয়া উহার নির্লজ্জতা সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করিলেন, তাহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "এই ব্যক্তি নির্লজ্জতাহেতু আজ যেমন ত্রিরত্ন হারাইল, সেইরূপ পূর্ব্ব জন্মেও একবার স্ত্রীরত্ন হারাইয়াছিল।" অতঃপর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন।]

পৃথিবীর প্রথম কল্পে চতুষ্পদগণ সিংহকে, মৎস্যগণ আনন্দনামক মহামৎস্যকে এবং পক্ষিগণ সুবর্ণহংসকে স্ব স্ব রাজপদে অভিষিক্ত করিয়াছিল। সুবর্ণহংসের এক পরমসুন্দরী যুবতী কন্যা ছিল, তিনি তাহাকে বলিলেন তোমার যাহা ইচ্ছা প্রার্থনা কর; আমি তাহা পূরণ করিব।" কন্যা বলিল, "আমাকে মনোমত পতি বরণ করিয়া লইবার অনুমতি দিন।" তদনুসারে হংসরাজ হংস-ময়ূরাদি যাবতীয় পক্ষী নিমন্ত্রণ করিয়া হিমালয়ে আনয়ন করিলেন; তাহারা সমবেত হইয়া এক বিশাল পাষাণতলে উপবেশন করিল। তখন হংসরাজ কন্যাকে ডাকাইয়া বলিলেন, "বৎসে, তুমি ইঁহাদের মধ্য হইতে যথারুচি পতি গ্রহণ কর।"

হংসরাজকন্যা চতুর্দ্দিকে অবলোকন করিতে লাগিল এবং রত্নোজ্জ্বলগ্রীব বিচিত্রপুচ্ছ ময়ূরকে দেখিতে পাইয়া "ইনিই আমার পতি হউন" এই কথা বলিল। অপর পক্ষীরা এই শুভ সমাচার দিবার নিমিত্ত ময়ূরের নিকট গিয়া বলিল, "ভাই, রাজদুহিতা এত পক্ষীর মধ্যে তোমাকেই মনোনীত করিয়াছেন।" এই কথা শুনিয়া ময়ূর আহ্লাদে অধীর হইয়া বলিল, তবু ত তোমরা এখনও আমার বলের পরিচয় পাও নাই"; এবং তৎক্ষণাৎ লজ্জার মাথা খাইয়া সর্ব্বসমক্ষে পক্ষবিস্তার পূর্ব্বক নৃত্য আরম্ভ করিল। তাহাতে তাহার নগ্নশরীর দেখা যাইতে লাগিল।

ইহা দেখিয়া হংসরাজ অতিমাত্র লজ্জিত হইয়া ভাবিলেন, 'কি আপদ্। ইহার দেখিতেছি ভিতরে বাহিরে এক; ইহার না আছে লজ্জাভয়, না আছে শিষ্টাচার। এরূপ নির্লজ্জ ও অশিষ্ট পাত্রে আমি কখনই কন্যা সম্প্রদান করিব না।' অনন্তর তিনি বিহঙ্গমসভায় এই গাথা পাঠ করিলেন:—

সুমধুর কেকারব, পৃষ্ঠ দেশ মনোহর,
গ্রীবার বৈদূর্য্যচ্ছবি নয়নের তৃপ্তিকর,

ব্যামপ্রমিত পক্ষ শোভে তব অনুপম,
একমাত্র নৃত্যদোষে পাইলে না কন্যা মম।

ইহা বলিয়া হংসরাজ সেই স্বয়ংবরসভাতেই নিজের ভাগিনেয়কে কন্যাদান করিলেন; ময়ূর নিরাশ হইয়া লজ্জাবনতমুখে পলায়ন করিল; হংসরাজও স্বকীয় বাসস্থানে চলিয়া গেলেন।

[সমবধান—তখন এই বহুভাণিক ছিল সেই নির্লজ্জ ময়ূর এবং আমি ছিলাম সুবর্ণহংসরাজ।]

৩৩—সম্মোদমান-জাতক।

[চুম্বটক, অর্থাৎ মুটেরা যে বিড়া ব্যবহার করে তাহা, লইয়া কপিলবস্তুতে একবার বিবাদ হইয়াছিল। ইহার সবিস্তর বিবরণ কুণাল জাতকে (৫৩৬) দ্রষ্টব্য। শাস্তা তখন নগরোপকণ্ঠে ন্যগ্রোধারামে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি জ্ঞাতিদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মহারাজগণ, জ্ঞাতিবিরোধ নিতান্ত গর্হিত। পূর্ব্বে ইতর প্রাণীরাও যতদিন মিলিয়া মিশিয়া ছিল, ততদিন তাহারা শত্রুকে পরাজিত করিতে পারিয়াছিল, কিন্তু যখন তাহারা পরস্পর বিবাদ আরম্ভ করিল, তখনই তাহাদের সর্ব্বনাশ ঘটিল।" অনন্তর জ্ঞাতিগণের অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন।]

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব বর্ত্তকরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বহু সহস্র বর্ত্তকপরিবৃত হইয়া বনে বাস করিতেন। একদা এক শাকুনিক সেই বনে উপস্থিত হইল; বর্ত্তক ধরাই তাহার ব্যবসায় ছিল। সে বর্ত্তকদিগের স্বরের অনুকরণ করিয়া ডাকিত এবং যখন দেখিত ঐ ডাক শুনিয়া অনেক বর্ত্তক একস্থানে সমবেত হইয়াছে, তখন জাল ফেলিয়া তাহাদিগকে আবদ্ধ করিত। তাহার পর সে জালের চারিদিকে ঘা দিতে দিতে সবগুলিকে মাঝখানে জড় করিত এবং ঝুড়িতে পুরিয়া বেচিতে লইয়া যাইত। এই রূপে তাহার জীবিকা নির্ব্বাহ হইত।

একদিন বোধিসত্ত্ব বর্ত্তকদিগকে বলিলেন, "দেখ, এই শাকুনিক আমাদের জ্ঞাতিবন্ধুদিগকে নির্ম্মূল করিতে বসিয়াছে। আমি একটা উপায় জানি, তাহা অবলম্বন করিলে সে আমাদিগকে ধরিতে পারিবে না। এখন হইতে তোমাদের উপর জাল ফেলিবা মাত্র তোমরা প্রত্যেকে জালের ছিদ্র দিয়া মুখ বাহির করিবে এবং সকলে মিলিয়া জাল শুদ্ধ উড়িয়া গিয়া ইচ্ছামত স্থানে কণ্টকগুল্মের উপর অবতরণ করিবে।" এই প্রস্তাব উত্তম বলিয়া সকলেই তদনুসারে কাজ করিতে সম্মত হইল।

পরদিন শাকুনিক জাল ফেলিল, কিন্তু বর্ত্তকেরা বোধিসত্ত্বের উপদেশানুসারে জাল লইয়া উড়িয়া গেল এবং উহা এক কণ্টকগুল্মে আবদ্ধ করিয়া নিজেরা নিম্নদেশ হইতে পলাইয়া গেল। ঐ গুল্ম হইতে জাল উদ্ধার করিতে শাকুনিকের সমস্ত দিন কাটিয়া গেল। সে সন্ধ্যার সময় রিক্তহস্তে গৃহে ফিরিল। ইহার পর প্রতিদিনই বর্ত্তকেরা এইরূপ করিতে লাগিল; শাকুনিকও সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত জাল-মোচন ব্যাপারে নিরত থাকিয়া সায়ংকালে রিক্তহস্তে গৃহে ফিরিতে লাগিল। ইহাতে শাকুনিকের ভার্য্যা কুপিত হইয়া বলিল, "তুমি রোজই খালি হাতে ফের; অন্য কোথাও বুঝি তোমার পোষ্য কোন লোক আছে?" শাকুনিক বলিল, "ভদ্রে, আমার অন্য কোথাও পোষ্য নাই; ব্যাপারটা কি শুন। বর্ত্তকেরা এখন এক সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া চলিতেছে; আমি যেমন উহাদের উপর জাল ফেলি, অমনি উহারা তাহা লইয়া কণ্টকগুল্মের উপর উড়িয়া পড়ে ও সেখানে জাল আটকাইয়া নিজেরা পলাইয়া যায়। তবে ভরসার মধ্যে এই যে চিরদিন কিছু উহাদের মধ্যে এমন একতা থাকিবে না; উহারা যখনই কলহ আরম্ভ করিবে তখনই সবগুলাকে ধরিয়া আনিয়া আবার তোমার মুখে হাসি দেখিতে পাইব।" ইহা বলিয়া সে নিম্নলিখিত গাথা বলিল :—

থাকিয়া সম্প্রীতি ভাবে বিহঙ্গচয়,
জাল তুলি অনায়াসে করয়ে গমন।
কলহ-নিরত কিন্তু হবে যে সময়,
তখন আমার বশে আসিবে নিশ্চয়।

ইহার পর একদিন বিচরণ-স্থানে অবতরণ করিবার সময় একটা বর্ত্তক না দেখিয়া হঠাৎ আর একটা বর্ত্তকের মাথার উপর পড়িল। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া শেষোক্ত বর্ত্তক জিজ্ঞাসা করিল, "কে আমার মাথায় পা দিল রে?" প্রথম বর্ত্তক কহিল, "ভাই, হঠাৎ অন্যায় করিয়া ফেলিয়াছি; তুমি রাগ করিও না।" কিন্তু এই উত্তর শুনিয়াও দ্বিতীয় বর্ত্তকের ক্রোধোপশম হইল না। কাজেই দুইজনে কথা কাটাকাটি করিতে লাগিল এবং "বড় যে আস্পর্দ্ধা দেখিতেছি! বোধ হয় তুমি একাই জাল লইয়া উড়িয়া যাও!" এই বলিয়া পরস্পরকে বিদ্রূপ করিতেও ছাড়িল না। তাহা দেখিয়া বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, "যে কলহপ্রিয়, তাহার সঙ্গে থাকিলে ভদ্রস্থতা নাই, দেখিতেছি এখন হইতে আর ইহারা জাল লইয়া উড়িবে না, কাজেই শাকুনিক অবকাশ পাইবে, ইহাদেরও সর্ব্বনাশ হইবে। অতএব এখানে থাকা কর্ত্তব্য নহে।" ইহা স্থির করিয়া তিনি নিজ পরিজনবর্গসহ অন্যত্র প্রস্থান করিলেন।

বোধিসত্ত্ব যাহা ভাবিয়াছিলেন, ঠিক তাহাই ঘটিল, শাকুনিক কয়েক দিন পরে আবার সেখানে উপস্থিত হইল, বর্ত্তকদিগের রবের অনুকরণ করিয়া তাহাদিগকে প্রথমে একস্থানে সমবেত করিল এবং পরে তাহাদের উপর জাল ফেলিয়া দিল। তখন একটা বর্ত্তক আর একটাকে বলিল, "শুনি নাকি জাল তুলিতে তুলিতে তোমার মাথার লোম উঠিয়া গিয়াছে; এখন একবার ক্ষমতার পরিচয় দাও না?" দ্বিতীয় বর্ত্তক উত্তর দিল, "আমি ত শুনিতে পাই জাল লইয়া যাইতে যাইতে তোমার পক্ষ দুইখানি পালকশূন্য হইয়াছে; এখন তবে তুমিই জাল তুলিয়া লইয়া যাও না।"

এইরূপে যখন বর্ত্তকেরা পরস্পরকে জাল তুলিবার জন্য বলিতে লাগিল, তখন শাকুনিক

নিজেই উহা তুলিতে আরম্ভ করিল এবং আবদ্ধ বর্ত্তকদিগকে একত্র করিয়া ঝুড়িতে পূরিয়া গৃহে লইয়া গেল। তাহা দেখিয়া তাহার ভার্য্যার মুখে আবার হাসি দেখা দিল।

[সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল সেই নির্ব্বোধ ও কলহপরায়ণ বর্ত্তক এবং আমি ছিলাম সেই উপায়কুশল ও পরিণামদর্শী বর্ত্তক।]

☞ এই জাতকের সহিত হিতোপদেশ-বর্ণিত কপোতরাজ চিত্রগ্রীবের কথার সাদৃশ্য বিবেচ্য।

৩৪—মৎস্য-জাতক।

[জনৈক ভিক্ষু সংসার ত্যাগ করিয়াও পত্নীর কথা ভুলিতে পারেন নাই। শাস্তা যখন জেতবনে ছিলেন, তখন তিনি এই কথা শুনিতে পাইয়া বলিলেন, "দেখ এই নারীর জন্য তুমি পূর্ব্ব জন্মেও প্রাণ হারাইতেছিলে, তখন আমি তোমার উদ্ধার করিয়াছিলাম।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন ঃ—]

পূর্ব্বকালে বোধিসত্ত্ব বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের পুরোহিত ছিলেন। সেই সময়ে এক দিন কৈবর্ত্তেরা নদীতে জাল ফেলিয়াছিল। তখন এক বৃহৎ মৎস্য তাহার পত্নীর সহিত প্রণয়ালাপ করিতে করিতে সেই দিকে আসিতেছিল। মৎসী অগ্রে অগ্রে যাইতেছিল, সে জালের গন্ধ পাইয়া পাশ কাটিয়া চলিয়া গেল, কিন্তু তাহার কামান্ধ ভর্ত্তা জালের ঠিক মাঝখানে গিয়া পড়িল। কৈবর্ত্তেরা টান অনুভব করিয়া বুঝিল, জালে মাছ পড়িয়াছে। কাজেই তাহারা জাল তুলিয়া মৎস্যকে বাহির করিয়া লইল, কিন্তু উহাকে তখনই না মারিয়া সৈকত ভূমিতে ফেলিয়া রাখিল। তাহারা স্থির করিল, মাছটাকে অঙ্গারে পাক করিয়া ভোজনব্যাপার নির্ব্বাহ করিতে হইবে। অতএব তাহারা কাঠ কুটিয়া শূল ঠিক করিতে প্রবৃত্ত হইল। এদিকে সেই মৎস্য পরিদেবন করিতে লাগিল, "অগ্নির জ্বালা, শূলবেধের যন্ত্রণা বা অন্যবিধ কষ্টের আশঙ্কায় আমার তত দুঃখ হইতেছে না, কিন্তু পাছে আমার পত্নী মনে করে আমি অন্য কোন মৎসীর সহিত চলিয়া গিয়াছি, এই চিন্তায় বড় ব্যাকুল হইয়াছি।" এইরূপ পরিদেবন করিতে করিতে নির্ব্বোধ মৎস্য নিম্নলিখিত গাথা বলিল,—

> শীতে কষ্ট পাই, কিংবা অগ্নিদগ্ধ হই,
> তাহাতে দুঃখিত আমি কিছুমাত্র নই।
> যে যন্ত্রণা ভুগিতেছি জালের বন্ধনে,
> সেও অতি তুচ্ছ বলি ভাবি আমি মনে।
> অপর মৎসীর প্রেমে আবদ্ধ হইয়া
> ছাড়িয়াছি তারে, পাছে ভাবে ইহা প্রিয়া—
> এই বড় দুঃখ মনে রহিল আমার,
> এর কাছে অন্য সব দুঃখ কিবা ছার।

ঠিক এই সময়ে বোধিসত্ত্ব ভৃত্যপরিবৃত হইয়া নদীর উল্লিখিত স্থানে স্নান করিতে গেলেন। তিনি সমস্ত ইতর প্রাণীর ভাষা জানিতেন। কাজেই মৎস্যের পরিদেবন শুনিয়া তিনি প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন এবং ভাবিলেন, 'এই মৎস্য কামের কান্না কান্দিতেছে, যদি মনের এইরূপ অপবিত্র ভাব লইয়া ইহার প্রাণবিয়োগ হয়, তাহা হইলে ইহাকে নরকে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে। অতএব আমি ইহার উদ্ধার করিব।' এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি কৈবর্ত্তদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওহে বাপু সকল, তোমরা কি আমাকে ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিবার জন্য এক দিনও একটা মাছ দিবে না।" তাহারা বলিল, "সে কি মহাশয়, আপনার যেটা ইচ্ছা লইয়া যান।" তখন বোধিসত্ত্ব সেই বৃহৎ মৎস্যটা দেখাইয়া বলিলেন, "এইটা ছাড়া অন্য কোন মাছ চাই না। আমাকে এইটা দাও না কেন?" "এটা আপনারই জানিবেন।"

তখন দুই হাতে ঐ মৎস্য ধারণ করিয়া বোধিসত্ত্ব নদীতীরে উপবেশন করিলেন এবং বলিলেন, "ভাই মৎস্য, আজ আমি যদি তোমায় দেখিতে না পাইতাম, তাহা হইলে তোমার নিশ্চয় মরণ হইত। অতঃপর কামপ্রবৃত্তি পরিহার কর।" এই উপদেশ দিয়া তিনি মৎস্যটাকে নদীতে ছাড়িয়া দিলেন এবং নগরে ফিরিয়া গেলেন।

[সমবধান—হে কামমোহিত ভিক্ষু, তখন তোমার পত্নী ছিলেন সেই মৎসী, তুমি ছিলে সেই মৎস্য এবং আমি ছিলাম রাজপুরোহিত।]

৩৫—বর্ত্তক-জাতক।

[শাস্তা মগধরাজ্যে ভিক্ষাচর্য্যা করিবার সময় দাবাগ্নিনির্ব্বাণ উপলক্ষে এই কথা বলেন।

মগধরাজ্যে ভিক্ষাচর্য্যা করিবার সময় এক দিন প্রাতঃকালে শাস্তা কোন গ্রামে ভিক্ষা করিতে গিয়াছিলেন। তথা হইতে ফিরিবার পর আহারান্তে তিনি পুনর্ব্বার ভিক্ষুগণ-পরিবৃত হইয়া পথে বহির্গত হইলেন। এই সময়ে ভয়ঙ্কর দাবাগ্নি উত্থিত হইল। শাস্তার অগ্রে ও পশ্চাতে বহু ভিক্ষু ছিলেন। দাবানল চতুর্দ্দিকে ভীষণ ধূমজ্বালা বিস্তার করিয়া অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া কতিপয় পৃথগ্‌জন ভিক্ষু * প্রাণভয়ে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িল এবং বলিতে লাগিল, "এস আমরা প্রত্যগ্নি দ্বারা কতক স্থান দগ্ধ করিয়া রাখি, তাহা হইলে দাবানল সেখানে ব্যাপ্ত হইতে পারিবে না।" অনন্তর এই উদ্দেশ্যে তাহারা অরণি দ্বারা † অগ্নি উৎপাদন করিতে প্রবৃত্ত হইল।

ইহা দেখিয়া অপর ভিক্ষুরা কহিলেন, "তোমরা কি করিতেছ? যাহারা গগনমধ্যস্থ চন্দ্র দেখিতে পায় না, পূর্ব্বমুখে থাকিয়াও উদীয়মান সহস্ররশ্মিকে দেখিতে পায় না, বেলাভূমিতে দাঁড়াইয়াও সমুদ্র দেখিতে পায় না, কিংবা সুমেরুর নিকটে অবস্থিত হইয়াও সুমেরু দেখিতে পায় না, তাহাদের যে দশা, তোমাদেরও দেখিতেছি সেই দশা, নচেৎ যিনি দেব ও মানবের মধ্যে অগ্রগণ্য এমন সম্যক্‌সম্বুদ্ধের সঙ্গে বিচরণ করিবার সময়েও "প্রত্যগ্নি প্রজ্বালিত কর" বলিবে কেন? তোমরা দশবলের শক্তি জান না। চল, সকলে তাঁহার নিকট যাই।" তখন অগ্র ও পশ্চাতের সমস্ত ভিক্ষু একত্র হইয়া দশবলকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইলেন।

ভিক্ষুদিগকে সমবেত দেখিয়া শাস্তা এক স্থানে স্থির হইয়া রহিলেন। এদিকে তাঁহাদিগকে গ্রাস করিবার নিমিত্তই যেন সেই দাবানল ভীষণ গর্জ্জন করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিল; কিন্তু তিনি যেখানে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তাহার ষোল করীষ ‡ নিকটে আসিবামাত্র উহা থামিল এবং তৃণোল্কা জ্বালাইয়া উহা যেমন জলে ডুবাইলে তৎক্ষণাৎ নির্ব্বাপিত হয়, ঐ অগ্নিও সেইরূপ নিমেষের মধ্যে নিবিয়া গেল; তথাগতের চতুষ্পার্শ্বস্থ বত্রিশ করীষ পরিমিত ক্ষেত্রে ইহার কোন প্রভাবই লক্ষিত হইল না।

এই অদ্ভুত ঘটনা দেখিয়া ভিক্ষুগণ শাস্তার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, "অহো, বুদ্ধের কি মহিয়সী শক্তি, অচেতন অগ্নি পর্য্যন্ত ইঁহার মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিল না। জলনিমগ্ন তৃণোল্কার ন্যায় পলকের মধ্যে নিবিয়া গেল।" তাহাদিগের কথা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, এই স্থানে আসিয়া যে দাবাগ্নির নির্ব্বাণ হইল, তাহা আমার বর্ত্তমান ক্ষমতাজনিত নহে। ইহা আমার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সত্যবলের ফল। বর্ত্তমান কল্পে এই স্থান কখনও অগ্নিদগ্ধ হইবে না; ইহা একটী কল্পস্থায়ী প্রাতিহার্য্য।" §

এই কথা শুনিয়া আয়ুষ্মান্ আনন্দ সংঘাটী চারি ভাঁজ করিয়া শাস্তার জন্য সেই স্থানে আসন করিয়া দিলেন; শাস্তা তদুপরি পর্য্যঙ্কবন্ধে উপবেশন করিলেন, ভিক্ষুরা তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া বসিলেন এবং "দয়া করিয়া আমাদের অবগতির জন্য এই বৃত্তান্ত বলুন" এই প্রার্থনা করিলেন। তখন শাস্তা সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

পুরাকালে মগধরাজ্যের ঠিক এই স্থানেই বোধিসত্ত্ব বর্ত্তকরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অণ্ড ভেদ করিয়া বহির্গত হইবামাত্রই তাঁহার দেহ বৃহৎকন্দুকপ্রমাণ হইয়াছিল। তাঁহাকে

---

* যাহাদের কোনরূপ আধ্যাত্মিক উন্নতি হয় নাই, এবংবিধ ভিক্ষুরা "পৃথগ্‌জন" নামে অভিহিত হইত।

† যে কাষ্ঠখণ্ডদ্বয় ঘর্ষণ করিলে অগ্নি উৎপন্ন হয়। এই উদ্দেশ্যে অশ্বত্থ বা গণিয়ারি কাষ্ঠ ব্যবহৃত হইত। ইহার এক খণ্ডকে অধরারণি ও অপর খণ্ডকে উত্তরারণি বলে।

‡ ধান্যাদি মাপিবার এক প্রকার পাত্র, (এখানে) ঐ পরিমাণে ধান্য যতটা ভূমিতে বপন করা যায়। ৪ অম্মণে এক করীষ; এক অম্মণ ধান প্রায় ৩ মণ হইবে।

§ নলপান জাতক (২০) দ্রষ্টব্য। চরিয়া পিটকেও এই আখ্যায়িকা দেখা যায়।

কুলায়ে বাখিয়া তদীয় জনকজননী চবিতে যাইত এবং চঞ্চু দ্বাবা খাদ্য আনয়ন কবিয়া তাঁহাকে আহাব কবাইত। যে সময়েব কথা হইতেছে তখন তাঁহাব পক্ষবিস্তাবপূর্ব্বক আকাশে উড়িবার বা পাদবিক্ষেপ পূর্ব্বক ভূতলে চলিবাব শক্তি জন্মে নাই।

এই স্থান তখন প্রতিবৎসব দাবানলে দগ্ধ হইত। বোধিসত্ত্বেব যখন উক্তরূপ অসহায় অবস্থা, তখন একদিন দাবানল আবির্ভূত হইয়া ভয়ঙ্কব গর্জ্জন কবিতে কবিতে তাঁহাব কুলায়াভিমুখে অগ্রসব হইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া বিহঙ্গগণ প্রাণভয়ে আর্ত্তনাদ কবিতে কবিতে স্ব স্ব কুলায় হইতে নির্গত হইয়া পলায়ন আবম্ভ কবিল, বোধিসত্ত্বেব মাতা-পিতাও মবণ ভয়ে তাঁহাকে ফেলিযা বাখিয়াই পলাইয়া গেল। বোধিসত্ত্ব কুলায় হইতে গ্রীবা বাহিব কবিয়া দেখিলেন অগ্নি শীঘ্র শীঘ্র বিস্তারিত হইয়া তাঁহাবই অভিমুখে ধাবিত হইতেছে। তখন তিনি ভাবিলেন, "যদি আমি পক্ষ বিস্তাব কবিয়া উড়িতে পাবিতাম, তাহা হইলে এখনই অন্যত্র গিয়া পবিত্রাণ পাইতাম, যদি পাদক্ষেপ কবিবাব শক্তি থাকিত তাহা হইলেও হাঁটিয়া গিয়া আত্মবক্ষা কবিতে পাবিতাম। মাতাপিতা স্ব স্ব প্রাণ বাঁচাইবাব জন্য আমাকে একাকী ফেলিযা পলায়ন কবিলেন, এখন আমি সম্পূর্ণ অসহায, আমাকে বক্ষা কবিবাব কেহই নাই; এখন আমি কবি কি?"

অনন্তব বোধিসত্ত্ব আবাব ভাবিলেন, "ইহলোকে শীলব্রত পালনেব ফল আছে, সত্যব্রত পালনেব ফল আছে। অতীতকালে পাবমিতা লাভ কবিয়া বোধিদ্রুমতলে অভিসম্বুদ্ধ হইয়াছেন, এরূপ ব্যক্তিও আছেন। তাঁহাবা শীলবলে, সমাধিবলে এবং প্রজ্ঞাবলে বিমুক্তি লাভ কবিয়াছেন, তাঁহাবা সত্যকারুণ্যসম্পন্ন, সর্ব্বভূতে মৈত্রীভাবযুক্ত এবং সর্ব্বজ্ঞ বুদ্ধ নামে অভিহিত। তাঁহারা যে বিভূতি লাভ কবিয়াছেন তাহা কদাচ নিষ্ফল নহে। আমিও একমাত্র সত্যকেই আশ্রয় কবিয়া আছি, কাবণ সত্যই স্বভাবজ ধর্ম্ম। অতএব অতীত বুদ্ধদিগকে স্মবণ কবি; তাঁহাদেব গুণেব এবং নিজেব স্বভাবজ ধর্ম্মেব উপব নির্ভব কবিয়া শপথপূর্ব্বক অগ্নিকে প্রতিনিবৃত্ত কবা যাউক। তাহা হইলে আমাব নিজেব এবং অপব পক্ষীদিগের জীবন বক্ষা হইবে।" সেইজন্যই কথিত আছে:—

জগতে শীলেব গুণ সর্ব্বত্র বিদিত,
সত্য, শুচি, দয সর্ব্বজন-সমাদৃত,
শীল, সত্য, দযা শুচি কবিযা স্মবণ
অমোঘ শপথ আমি কবিব এখন।
ধর্ম্মেব অসীমবল স্মবণ কবিযা,
ভূতপূর্ব্ব জিনগণ-চবণে নমিযা,
সর্ব্বাংশে নির্ভব কবি সত্যেব উপবে,
শপথ কবিনু আমি অগ্নি বোধিবাবে।

তখন বোধিসত্ত্ব অতীত বুদ্ধদিগেব গুণগ্রাম স্মবণ কবিলেন এবং নিজেব হৃদয়ে যে সত্যজ্ঞান নিহিত ছিল তাহাব উপব নির্ভব কবিয়া শপথপূর্ব্বক এই গাথা বলিলেন:—

পক্ষ আছে কিন্তু তাহা উড়িতে না পাবে,
পাদদ্বয় পাবে না ক বহিতে আমাবে,
মাতা পিতা ফেলি গেল মোরে অসহায,
তুমি না রক্ষিলে বল কে বক্ষে আমায?
ভাবিযা এ সব, তাই, ওহে হুতাশন,
কব তুমি এস্থান হইতে নিবর্ত্তন।

এই শপথেব পব অগ্নি তৎক্ষণাৎ ষোল ব্যাম হঠিয়া গেল, বনভূমিতে আর ব্যাপ্ত হইল না; উল্কা জলে ডুবাইলে উহাব শিখা যেমন নির্ব্বাপিত হয়, দাবানল-শিখাও সেইরূপ নির্ব্বাপিত হইল। এই জন্যই কথিত আছে

কবিনু শপথ আমি, শুনি মোব বাণী,
প্রজ্বলিত হুতাশন থামিল অমনি।
ষোল ব্যাম স্থান র'ল অদগ্ধ পড়িয়া,
জলে যেন অগ্নি কেহ দিল নিবাইয়া।

তদবধি এই স্থান বর্ত্তমান কল্পে আব কখনও অগ্নি-দগ্ধ হইবে না এই নিয়ম হইয়াছে। এই অদ্ভুত ব্যাপাব কল্পস্থায়ী প্রাতিহার্য্য নাম অভিহিত।

[অনন্তব শাস্তা ধর্ম্মোপদেশ দিতে লাগিলেন; তাহা শুনিয়া ভিক্ষুদিগেব মধ্যে কেহ স্রোতাপত্তিফল, কেহ সকৃদাগামিফল, কেহ অনাগামিফল, কেহ বা অর্হত্ত্ব লাভ কবিলেন।

সমবধান—তখন আমি ছিলাম সেই বর্ত্তক-পোতক এবং আমাব মাতাপিতা ছিলেন উহাব মাতাপিতা।]

৩৬—শকুন-জাতক।

[এক ভিক্ষুব পর্ণশালা দগ্ধ হইয়াছিল। তাহাকে উপলক্ষ কবিয়া শাস্তা জেতবনে এই কথা বলেন।

ঐ ভিক্ষু শাস্তাব নিকট কর্ম্মস্থান গ্রহণপূর্ব্বক কোশল রাজ্যেব এক প্রত্যন্তগ্রামেব * সন্নিকটস্থ অবণ্যে বাস করিয়াছিলেন। কিন্তু এক মাসের মধ্যেই তাঁহার পর্ণশালা দগ্ধ হইয়া গেল। তিনি গ্রামবাসীদিগকে বলিলেন, "দেখ আমার কুটীর দগ্ধ হইয়া গেল; বাসেব পক্ষে বড অসুবিধা হইতেছে।" তাহাবা বলিল "বৃষ্টিব অভাবে আমাদের ক্ষেত শুকাইয়া গিয়াছে; জল-সেচনেব পব আমবা আপনাব কুটীব নির্ম্মাণ কবিয়া দিব।" কিন্তু যখন জল-সেচন হইল, তখন তাহাবা বীজ বুনিবাব কথা তুলিল, পবে বীজ বুনা হইলে 'বেড়া' দেওয়া, বেডা দেওয়া হইলে নিড়ান, নিড়ান হইলে ফসল কাটা, ফসল কাটা হইলে মলন, † এইরূপ একটা না একটা ওজর দেখাইয়া তাহাবা ক্রমে ক্রমে তিন মাস কাটাইয়া দিল।

অনাবৃত স্থানে অতি কষ্টে তিন মাস অতিবাহিত কবিয়া ঐ ভিক্ষু কর্ম্মস্থানে লব্ধপ্রবেশ হইলেন বটে, কিন্তু আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। অনন্তর প্রবারণ-পর্ব্ব শেষ হইলে তিনি শাস্তার নিকট প্রতিগমনপূর্ব্বক প্রণিপাত করিয়া একপার্শ্বে আসন গ্রহণ কবিলেন। শাস্তা স্বাগত-সম্ভাষণেব পব জিজ্ঞাসিলেন, "কেমন হে, বর্ষায় ত কোন কষ্ট পাও নাই, কর্ম্মস্থানে ত সিদ্ধি লাভ কবিযাছ?"

ভিক্ষু আনুপূর্ব্বিক সমস্ত নিবেদন কবিয়া কহিলেন, "উপযুক্ত স্থানাভাবে কর্ম্মস্থানসম্বন্ধে সম্পূর্ণ সিদ্ধি লাভ কবিতে পাবি নাই।" শাস্তা কহিলেন, কি আশ্চর্য্য, প্রাচীনকালে ইতব প্রাণীবা পর্য্যন্ত কোন্ স্থান বাসেব যোগ্য বা অযোগ্য তাহা বুঝিতে পারিত, আর তুমি তাহা বুঝিতে পারিলে না।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ কবিলেন :—]

বারাণসীবাজ ব্রহ্মদত্তেব সময় বোধিসত্ত্ব পক্ষিজন্ম গ্রহণপূর্ব্বক বহুসংখ্যক পক্ষিপবিবৃত হইয়া অরণ্যমধ্যস্থ শাখাপ্রশাখাসম্পন্ন এক মহাবৃক্ষে বাস কবিতেন। একদিন ঐ বৃক্ষেব এক শাখাব সহিত অন্য শাখাব ঘর্ষণ দ্বাবা প্রথমে ধূলিব মত সূক্ষ্মকণা পতিত হইল, পবে ধূম উত্থিত হইল। তাহা দেখিয়া বোধিসত্ত্ব চিন্তা করিলেন, 'এই শাখাদ্বয় যদি অধিকক্ষণ পবস্পর ঘর্ষণ কবিতে থাকে তাহা হইলে অগ্নিব উৎপত্তি হইবে এবং সেই অগ্নি যদি পুবাতন পত্রের উপব পতিত হয় তাহা হইলে এই বৃক্ষও ভস্মীভূত হইবে। অতএব এ বৃক্ষে আব বাস করা কর্ত্তব্য নহে; এখান হইতে পলায়ন কবিয়া যত শীঘ্র পাবি অন্যত্র যাইতে হইবে।' তখন তিনি পক্ষীদিগকে সম্বোধন-পূর্ব্বক এই গাথা বলিলেন :—

এই মহীরুহ, যাহা আমা সবাকার
ছিল এত দিন বড় সুখেব আগাব,
কবিতেছে অগ্নিকণা আজি বরষণ,
চল যাই পলাইয়া, হে বিহগগণ।
যাহার শরণ লযে ছিনু এত কাল,
সেই হ'যে ভয়স্থান ঘটাল জঞ্জাল।

---

* প্রত্যন্ত—অর্থাৎ দূরবর্ত্তী বা সীমা-সন্নিহিত। † 'মর্দ্দন' শব্দের অপভ্রংশ।

যে সকল পক্ষীর বুদ্ধি ছিল তাহারা বোধিসত্ত্বের পরামর্শ মত কার্য্য করিল এবং তাঁহার সঙ্গে তখনই আকাশে উড়িয়া স্থানান্তরে চলিয়া গেল। কিন্তু নির্ব্বোধ পক্ষীরা বলিল, "উহার স্বভাবই এই রকম; ও বিন্দুমাত্র জলেও কুম্ভীর দেখে।" তাহারা তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া সেই বৃক্ষেই রহিয়া গেল।

বোধিসত্ত্ব যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলেন, অচিরে তাহাই ঘটিল, পুরাতন পত্রে অগ্নি প্রজ্বলিত হইল এবং সেই বৃক্ষ দগ্ধ হইতে লাগিল। যখন অগ্নিশিখা নির্গত হইল, তখন পক্ষীরা ধূমান্ধ হইয়া আর পলায়ন করিতে পারিল না, অগ্নিতে পড়িয়া ভস্মীভূত হইল।

[কথান্তে শাস্তা ধর্ম্মোপদেশ দিতে লাগিলেন, তাহা শুনিয়া ঐ ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফল লাভ করিলেন।

সমবধান—তখন আমার শিষ্যেরা ছিল বোধিসত্ত্বের অনুগামী সেই বিহঙ্গগণ, এবং আমি ছিলাম সেই বুদ্ধিমান্ ও দূরদর্শী বিহঙ্গ।]

৩৭—তিত্তির-জাতক।

[শ্রাবস্তীতে যাইবার কালে স্থবির সারীপুত্র একদা বাসস্থানাভাবে সমস্ত রাত্রি বাহিরে কাটাইয়াছিলেন। উক্ত ঘটনা উপলক্ষে শাস্তা এই কথা বলেন।

অনাথপিণ্ডিক, বিহার নির্ম্মাণ হইয়াছে এই সংবাদ, দূতমুখে প্রেরণ করিলে শাস্তা রাজগৃহ হইতে যাত্রা করিয়া প্রথমে বৈশালীতে গমন করিলেন এবং সেখানে কিয়দ্দিন যাপন করিয়া শ্রাবস্তী নগরাভিমুখে চলিলেন। এই সময়ে ষড়্বর্গীয়দিগের শিষ্যগণ * অগ্রে গিয়া স্থবিরদিগের বাসোপযোগী সমস্ত গৃহ অধিকারপূর্ব্বক "এখানে আমাদের উপাধ্যায়েরা থাকিবেন, এখানে আমাদের আচার্য্যেরা থাকিবেন, এখানে আমরা থাকিব" এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছিল। কাজেই পরে যখন স্থবিরেরা আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহারা রাত্রিযাপনের জন্য কোন আশ্রয় পাইলেন না। [illegible] সারীপুত্রের শিষ্যেরা পর্য্যন্ত বিস্তর অনুসন্ধান করিয়াও তাঁহার জন্য কোন স্থান লাভ করিতে পারিলেন না। সারীপুত্র আশ্রয়াভাবে শাস্তার বাসগৃহের অনতিদূরে একটা বৃক্ষের মূলে, কখনও ইতস্ততঃ পাদচারণ করিয়া, কখনও বসিয়া থাকিয়া সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করিলেন।

অতি প্রত্যূষে শাস্তা বাসস্থান হইতে বহির্গত হইয়া গলা খেঁকারি দিলেন; সারীপুত্রও খেঁকারি দিলেন। শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন "কে ও"। সারীপুত্র বলিলেন "আজ্ঞা, আমি সারীপুত্র।" "তুমি এত ভোরে এখানে কেন?" সারীপুত্র সমস্ত বৃত্তান্ত খুলিয়া বলিলেন। তাহা শুনিয়া শাস্তা ভাবিলেন, "আমি জীবিত থাকিতেই ভিক্ষুরা পরস্পরের গৌরব রক্ষা করিয়া ও মর্য্যাদা বুঝিয়া চলে না, আমার পরিনির্ব্বাণের পর না জানি কি ভয়ঙ্কর বিশৃঙ্খলতা ঘটিবে।' তখন ধর্ম্মের পরিণাম চিন্তা করিয়া তাঁহার বড় উদ্বেগ হইল। তিনি প্রভাত হইবামাত্র ভিক্ষুসংঘ সমবেত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "শুনিতেছি, ষড়্বর্গীয়গণ অগ্রে আসিয়া স্থবিরদিগের বাসোপযোগী সমস্ত স্থান আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছিল; এ কথা সত্য কি?" তাঁহারা বলিলেন, 'হাঁ' ভগবন্, একথা সত্য।" তখন শাস্তা ষড়্বর্গীয়দিগকে ভৎর্সনা করিয়া সকলকে উপদেশ দিবার অভিপ্রায়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বলত, কে সর্ব্বাগ্রে বাসস্থান, ভোজ্য ও পানীয় পাইবার অধিকারী?"

ইহার উত্তরে যাহার যেরূপ অভিরুচি সে তাহা বলিতে লাগিল। কেহ বলিল, "যিনি প্রব্রজ্যাগ্রহণের পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ ছিলেন"; কেহ বলিল "যিনি ক্ষত্রিয় ছিলেন", কেহ বলিল, "যিনি বিত্তশালী কুলে জাত" ইত্যাদি। আবার কেহ বলিল "যিনি বিনয়ধর, †" কেহ বলিল "যিনি ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতে পটু"; কেহ বলিল "যিনি ধ্যানের প্রথম সোপানে অধিরোহণ করিয়াছেন", কেহ বলিল "যিনি ধ্যানের দ্বিতীয় সোপানে অধিরোহণ করিয়াছেন" ইত্যাদি। পুনশ্চ কেহ বলিল "যিনি স্রোতাপন্ন"; কেহ বলিল "যিনি সকৃদাগামী"; কেহ বলিল "যিনি অনাগামী", কেহ বলিল "যিনি অর্হন্", কেহ বলিল "যিনি ত্রৈবিদ্য", ‡ কেহ বলিল "যিনি ষড়ভিজ্ঞ।"

---

* ৬১ পৃষ্ঠের টীকা দ্রষ্টব্য।

† অর্থাৎ 'বিনয়' নামক ধর্ম্মশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন।

‡ ত্রৈবিদ্য অর্থাৎ ত্রিবিদ্যায় (অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম এই ত্রিবিধ জ্ঞানে) ভূষিত। ষড়ভিজ্ঞ অর্থাৎ যাঁহার দিব্যচক্ষু, দিব্যকর্ণ, পরচিত্তবিজ্ঞান প্রভৃতি ষড়্বিধ অভিজ্ঞা আছে। ধ্যানের অষ্টবিধ ফল সম্বন্ধে ৩০ পৃষ্ঠের টীকা দ্রষ্টব্য।

তখন শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, ব্রাহ্মণাদি উচ্চকুলে জন্ম, বিনয়, সূত্র ও অভিধর্ম্মে পারদর্শিতা, প্রথমাদি ধ্যানফল প্রাপ্তি, স্রোতাপত্তি প্রভৃতি মার্গলাভ ইহার কোনটীই মৎপ্রবর্ত্তিত শাসনে অগ্রাসনাদি পাইবার কারণ নহে। যাঁহারা বয়োবৃদ্ধ তাঁহারাই পূজনীয়। তাঁহাদিগকে দেখিয়া অভিবাদন করিতে হইবে, প্রত্যুত্থান করিতে হইবে, কৃতাঞ্জলিপুটে নমস্কার করিতে হইবে, সর্ব্বতোভাবে তাঁহাদের সম্বর্দ্ধনা করিতে হইবে। যাঁহারা বয়োবৃদ্ধ তাহারাই অগ্রাসন, অগ্রোদক ও অগ্রভক্ষ্য পাইবার অধিকারী। ইহাই আমার নিয়ম এবং এই নিয়মানুসারে সর্ব্বাগ্রে বৃদ্ধভিক্ষুদিগের সুবিধা দেখিতে হইবে। কিন্তু যিনি অনুধর্ম্মচক্রের * প্রবর্ত্তক, আমার পরেই যিনি আসনাদি পাইবার উপযুক্ত, আমার সর্ব্বপ্রধান শিষ্য সেই সারীপুত্র নিরাশ্রয়ে বৃক্ষমূলে সমস্ত রাত্রি কাটাইয়াছেন। যদি তোমরা এখনই এমন লঘুগুরুজ্ঞানহীন হও, তাহা হইলে শেষে না জানি কতই দুরাচার হইবে। দেখ প্রাচীনকালে ইতর জন্তুরা পর্য্যন্ত স্থির করিয়াছিল যে পরস্পরের মর্য্যাদা রক্ষা না করিয়া বাস করা অবিধেয়। এইজন্য তাহারা আপনাদের মধ্যে কে প্রাচীন তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া অভিবাদনাদি দ্বারা তাঁহার মর্য্যাদা রক্ষা করিত সেই পুণ্যের ফলে তাহারা দেহান্তে দেবলোকে গমন করিয়াছিল।" অনন্তর শাস্তা সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে হিমালয়ের পার্শ্বে এক প্রকাণ্ড ন্যগ্রোধ বৃক্ষের নিকটে এক তিত্তির, এক মর্কট ও এক হস্তী বন্ধুভাবে বাস করিত। কিন্তু তাহাদের মধ্যে কোন লঘুগুরু পর্য্যায় না থাকায় পরস্পরের প্রতি কে কিরূপ মর্য্যাদা প্রদর্শন করিবে তাহা অবধারিত ছিল না। তাহারা বুঝিতে পারিল, এরূপ ভাবে বিচরণ করা অন্যায়। তখন তাহারা আপনাদের মধ্যে কে সর্ব্বাপেক্ষা বয়োবৃদ্ধ তাহা স্থির করিয়া তাহার প্রতি অভিবাদনাদি সম্মানচিহ্ন প্রদর্শন করিবার সংকল্প করিল।

আপনাদের মধ্যে কে বয়সে বড় ইহা ভাবিতে ভাবিতে একদিন তাহারা ইহা নির্ণয় করিবার এক উপায় বাহির করিল। তাহারা ন্যগ্রোধ তরুর মূলে উপবেশন করিয়া আছে, এমন সময় তিত্তির ও মর্কট হস্তীকে জিজ্ঞাসা করিল, "ভাই হস্তী, এই ন্যগ্রোধ বৃক্ষ যখন তুমি প্রথম দেখিয়াছ মনে হয়, তখন ইহা কত বড় ছিল?" হস্তী বলিল, "আমার শৈশব সময়ে এই গাছ এত ছোট ছিল যে আমি ইহার উপর দিয়া চলিয়া যাইতাম, ইহাকে পেটের নীচে রাখিয়া দাঁড়াইলে ইহার অগ্রশাখা আমার নাভিদেশ স্পর্শ করিত।"

ইহার পর মর্কট ও হস্তী মর্কটকে ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল। সে কহিল, "আমি ছেলে বেলা মাটিতে বসিয়া গলা বাড়াইয়া ইহার আগডালের কচি পাতা খাইয়াছি বলিয়া মনে হয়।"

শেষে মর্কট ও হস্তী তিত্তিরকেও ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল। তিত্তির বলিল, "পূর্ব্বে অমুক স্থানে একটা প্রকাণ্ড ন্যগ্রোধ বৃক্ষ ছিল। আমি তাহার ফল খাইয়া এই স্থানে মলত্যাগ করিয়াছিলাম; তাহা হইতে এই বৃক্ষ জন্মিয়াছে। কাজেই ইহার জন্মিবার পূর্ব্ব হইতেই আমি ইহাকে জানিয়াছি একথা বলিলেও দোষ হয় না। অতএব আমি বয়সে তোমাদের অনেক বড়।"

তখন মর্কট ও হস্তী সেই প্রবীণ তিত্তিরকে বলিল, "আপনি আমাদের অপেক্ষা বয়সে বড়। বয়োবৃদ্ধের প্রতি যেরূপ সৎকার, সম্মান ইত্যাদি প্রদর্শন করিতে হয় এখন হইতে আপনার প্রতি আমরা সেইরূপ দেখাইব। আমরা আপনাকে অভিবাদনাদি করিব এবং আপনার উপদেশানুসারে চলিব। আপনিও দয়া করিয়া আমাদিগকে প্রয়োজনমত সদুপদেশ দিবেন।"

তদবধি তিত্তির তাহাদিগকে উপদেশ দিতে আরম্ভ করিল। সে তাহাদিগকে শীলব্রত শিক্ষা দিল, নিজেও শীলব্রত পালন করিতে লাগিল। এইরূপে পঞ্চশীলসম্পন্ন হইয়া সেই প্রাণিত্রয় পরস্পরের মর্য্যাদা রক্ষাপূর্ব্বক যথোচিত-রূপে জীবনযাপন করিয়া দেহান্তে দেবলোকবাসের উপযুক্ত হইল।

[এই প্রাণিত্রয়ের কার্য্য "তিত্তির ব্রহ্মচর্য্য" নামে বিদিত। ইহারা যখন লঘুগুরু-ভেদ

---

* ধুতাঙ্গ প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত সহজধর্ম্ম অনুধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত। এই গুলি অভ্যাস করিলে শেষে লোকোত্তর ধর্ম্মে অধিকার জন্মে। বুদ্ধ লোকোত্তরধর্ম্মচক্রের প্রবর্ত্তক।

মানিয়া চলিতে পারিয়াছিল, তখন তোমরা ধর্ম্ম ও বিনয় শিক্ষা করিয়া কেন পরম্পরের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিবে না ? আমি আদেশ দিতেছি এখন হইতে তোমরা বয়োবৃদ্ধ দেখিলে তাঁহার অভিবাদন করিবে, প্রত্যুত্থান করিয়া তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবে, কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে নমস্কার করিবে। বয়োবৃদ্ধগণই অগ্রাসনাদি পাইবেন। প্রবীণদিগকে বাহিরে রাখিয়া নবীনেরা গৃহাভ্যন্তরে থাকিতে পারিবে না ; যদি কেহ এরূপ করে তবে সে প্রত্যবায়ভাগী হইবে :—

প্রবীণের রাখে মান ধর্ম্মজ্ঞ যে জন ;
ইহামুত্র হয় সেই সুখের ভাজন।]

[সমবধান :—তখন মৌদ্‌গল্যায়ন ছিল সেই হস্তী, সারীপুত্র ছিল সেই মর্কট এবং আমি ছিলাম সেই সুবুদ্ধি তিত্তির।]

৩৮—বক-জাতক।

[জেতবনের জনৈক ভিক্ষু চীবর প্রস্তুত করিতে সিদ্ধহস্ত ছিল। কিরূপে কাপড় কাটিয়া জোড়া দিতে হয়, কোথায় কিরূপ সাজাইতে হয়, কিরূপে সেলাই করিতে হয়, ইত্যাদি কার্য্যে তাহার বিলক্ষণ নৈপুণ্য ছিল। এই নৈপুণ্যবশতঃ সে অনেকেরই চীবর প্রস্তুত করিয়া দিত এবং লোকে তাহাকে "চীবর-বর্দ্ধক" বলিত। সে জীর্ণবস্ত্রখণ্ড সকল সংগ্রহ করিয়া হস্তকৌশলে তদ্দ্বারা সুন্দর ও সুখস্পর্শ চীবর প্রস্তুত করিত ; ঐ চীবর প্রথমতঃ রঞ্জিত করিত ; পরে বর্ণের ঔজ্জ্বল্য সম্পাদনার্থ পিষ্টমিশ্রিত জলে ভিজাইয়া শুকাইয়া লইত এবং শঙ্খ দ্বারা ঘষিত। ইহাতে চীবরগুলি অতি উজ্জ্বল ও মনোজ্ঞ হইত। যে সকল ভিক্ষু চীবর প্রস্তুত করিতে জানিতেন না, তাঁহারা নূতন বস্ত্র * লইয়া ঐ ব্যক্তির নিকট যাইতেন এবং বলিতেন, "আমরা চীবর প্রস্তুত করিতে পারি না, আপনি আমাদিগকে চীবর প্রস্তুত করিয়া দিন।" সে বলিত, "ভাই সকল, চীবর প্রস্তুত করিতে অনেক সময় আবশ্যক। এই একটী চীবর প্রস্তুত আছে ; যদি ইচ্ছা হয় তবে শাটক বদল দিয়া এইটী লইতে পার"। ইহা বলিয়া সে ঐ চীবর বাহির করিয়া দেখাইত। ভিক্ষুরা বাহিরের চটক দেখিয়া ভুলিয়া যাইতেন, ভিতরে কি আছে, তাহা জানিতেন না, তাঁহারা চীবর-বর্দ্ধককে আপনাদের নূতন বস্ত্র দিয়া তাহার বিনিময়ে সেই জীর্ণবস্ত্রনির্ম্মিত চীবরই লইয়া যাইতেন। কিন্তু যখন উহা ময়লা হইয়া যাইত এবং ভিক্ষুরা উহা গরম জলে ধুইতে যাইতেন, তখন উহার প্রকৃত অবস্থা বুঝা যাইত,—তখন এখানে ওখানে ছেঁড়া, ফাটা, জোড়া, তালি বাহির হইয়া পড়িত। তখন তাঁহারা দেখিতেন, নববস্ত্রের বিনিময়ে এইরূপ চীবর লইয়া তাঁহারা নিতান্ত প্রতারিত হইয়াছেন। ক্রমে সর্ব্বত্রই প্রচারিত হইল, চীবর-বর্দ্ধক জীর্ণবস্ত্র দ্বারা চীবর প্রস্তুত করিয়া ভিক্ষুদিগকে প্রবঞ্চিত করিতেছে।

ঐ সময়ে নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামেও এক সুনিপুণ চীবর-বর্দ্ধক ভিক্ষু বাস করিত এবং জেতবনবাসী ভিক্ষুর ন্যায় সেও গ্রামবাসীদিগকে প্রতারিত করিত। জেতবনের ভিক্ষুদিগের মধ্যে এই ব্যক্তির কয়েকজন বন্ধু ছিলেন। তাঁহারা একদিন তাহাকে বলিলেন, "লোকে বলে জেতবনে এক জন চীবর-বর্দ্ধক আছে, সেও তোমার ন্যায় সকলকে ঠকাইয়া থাকে।" তাহা শুনিয়া গ্রাম্য চীবর-বর্দ্ধক ভাবিল, "আচ্ছা, আমি সেই নগরবাসীকেই প্রতারিত করিব"। অনন্তর সে অতি জীর্ণবস্ত্রখণ্ডসমূহ লইয়া একটী সুন্দর চীবর প্রস্তুত করিল এবং উহা উজ্জ্বল রক্তবর্ণে রঞ্জিত করিয়া পরিধানপূর্ব্বক জেতবনে উপস্থিত হইল। জেতবনের চীবর-বর্দ্ধক উহা দেখিবামাত্র লোভপরবশ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এই চীবর কি আপনি প্রস্তুত করিয়াছেন ?" "হাঁ মহাশয়, আমিই ইহা প্রস্তুত করিয়াছি।" "এই চীবরটী আমায় দিন না। আমি আপনাকে ইহার পরিবর্ত্তে অন্য কিছু দিতেছি।" "আমরা গ্রামবাসী ভিক্ষু ; গ্রামে ভিক্ষুদিগের ব্যবহার্য্য বস্ত্র সহজে মিলে না। আপনাকে এই চীবর দিলে আমি কি পরিব ?" "আমার নিকট নূতন বস্ত্র আছে, আপনি তাহা লইয়া আর একটী চীবর প্রস্তুত করিয়া লইবেন।" "মহাশয়, ইহাতে আমি নিজের হস্তকৌশলের পরিচয় দিয়াছি ; কিন্তু আপনি যখন এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন, তখন আমি আর কি বলিতে পারি ? আপনি এই চীবর গ্রহণ করুন।" এইরূপে গ্রাম্য ভিক্ষু নগরবাসী ভিক্ষুকে প্রতারিত করিয়া জীর্ণবস্ত্রনির্ম্মিত চীবরের বিনিময়ে নববস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক সে স্থান হইতে চলিয়া গেল।

* মূলে 'শাটক' এই শব্দ আছে। শাট বা শাটক 'বস্ত্র খণ্ড' 'থান ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হইত। ইহা হইতে 'শাড়ী' হইয়াছে।

জেতবনের ভিক্ষু ঐ চীবর কিয়ৎকাল ব্যবহার করিবার পর এক দিন গরম জলে ধুইতে গেল এবং উহা জীর্ণবস্ত্র-নির্ম্মিত বুঝিতে পারিয়া অপ্রতিভ ও লজ্জিত হইল। গ্রামবাসী চীবর-বর্দ্ধক নগরবাসী চীবরবর্দ্ধককে প্রতারিত করিয়াছে এই সংবাদ অচিরে সজ্ঘমধ্যেও রাষ্ট্র হইয়া পড়িল।

একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় এই কথার আলোচনা করিতেছেন, এমন সময় শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া বলিলেন, "জেতবনবাসী ভিক্ষু পূর্ব্বজন্মেও এইরূপ প্রতারণা করিত, এবং এবার যেমন নিজে প্রতারিত হইয়াছে, পূর্ব্বজন্মেও সেইরূপ প্রতারিত হইয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন।]

পুরাকালে বোধিসত্ত্ব কোন বনমধ্যবর্ত্তী পদ্মসরোবরের নিকটস্থ বৃক্ষে বৃক্ষদেবতা হইয়া বাস করিয়াছিলেন। তখন একটী অনতি বৃহৎ পুষ্করিণীতে প্রতিবৎসর গ্রীষ্মকালে জল বড় কমিয়া যাইত। এই পুষ্করিণীতে মৎস্য থাকিত। এক দিন এক বক মৎস্যদিগকে দেখিয়া মনে করিল, 'ইহাদিগকে কোন রূপে প্রতারিত করিয়া খাইবার উপায় করিতে হইবে'। অনন্তর সে যেন নিতান্ত চিন্তাবিষ্ট হইয়াছে এই ভাবে জলের ধারে বসিয়া রহিল।

মৎস্যেরা বককে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আর্য্য, আপনি এত চিন্তিত হইয়া বসিয়া আছেন কেন?" বক কহিল, "আমি তোমাদের কথাই চিন্তা করিতেছি।" "আমাদের জন্য কিসের চিন্তা, আর্য্য?" "এই পুষ্করিণীর জল কমিয়া নীচে নামিয়াছে, খাদ্য দ্রব্যের অভাব ঘটিয়াছে, ভয়ানক গরমও পড়িয়াছে, তাই বসিয়া ভাবিতেছি, মাছ বেচারীরা এখন কি করিবে।" "বলুন ত আর্য্য, এখন তবে আমাদের কর্ত্তব্য কি?" "তোমরা যদি আমায় বিশ্বাস কর, তাহা হইলে এক কাজ করা যাইতে পারে। কিছু দূরে একটী সরোবর আছে, তাহাতে পঞ্চ বর্ণের পদ্ম জন্মে। আমি তোমাদিগের এক একটীকে চঞ্চু দ্বারা ধরিয়া তাহার জলে ছাড়িয়া দিতে পারি।" "আর্য্য, পৃথিবীর প্রথম কল্প হইতে এ পর্য্যন্ত কখনও কোন বক মৎস্যদিগের ভাবনা ভাবে নাই। বলুন দেখি, আপনি আমাদিগকে এক একটী করিয়া উদরস্থ করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন কি না?" "না, না; তোমরা যদি আমায় বিশ্বাস কর, তবে তোমাদিগকে কখনও খাইব না। আমি যে সরোবরের কথা বলিলাম, তাহা আদৌ আছে কি না যদি তোমাদের এরূপ সন্দেহ হয়, তাহা হইলে বরং তোমাদের একটী মৎস্যকে আমার সঙ্গে দাও; সে স্বচক্ষে দেখিয়া আসুক।" মৎস্যেরা বকের কথামত এক প্রকাণ্ড কাণা মাছকে আনিয়া বলিল "ইহাকে লইয়া যান।" তাহারা ভাবিল, 'বক জলে স্থলে কোথাও এই কাণা মাছকে আঁটিয়া উঠিতে পারিবে না।'

বক কাণা মাছকে লইয়া সেই বৃহৎ সরোবরের জলে ছাড়িয়া দিল এবং তাহাকে উহার বিশাল আয়তন দেখাইয়া পুনর্ব্বার মৎস্যদিগের নিকট আনয়ন করিল। কাণা মাছ জ্ঞাতি-বন্ধুদিগকে নূতন সরোবরের শোভা সম্পত্তির কথা জানাইল। তাহা শুনিয়া সমস্ত মৎস্যই সেখানে যাইবার জন্য ব্যগ্র হইল এবং বককে বলিল, "আর্য্য, আপনি অতি সুন্দর উপায় স্থির করিয়াছেন। আমাদিগকে সেই বৃহৎ সরোবরে লইয়া চলুন।"

তখন বক প্রথমেই সেই কাণা মাছকে লইয়া যাত্রা করিল এবং তাহাকে সরোবরের তীরে লইয়া প্রথমে জল দেখাইল, পরে তীরদেশস্থ এক বরুণ বৃক্ষের উপর অবতরণ করিয়া তাহাকে শাখান্তরে নিক্ষেপ পূর্ব্বক চঞ্চুর আঘাতে মারিয়া ফেলিল এবং মাংস খাইয়া কাঁটাগুলি বৃক্ষমূলে ফেলিয়া দিল। তাহার পর সে পুনর্ব্বার সেই পুষ্করিণীতে গিয়া বলিল, "তাহাকে জলে ছাড়িয়া দিয়া আসিলাম; এখন তোমরা আর কে যাবে চল।" এইরূপে বক এক একটী করিয়া মৎস্য লইয়া যাইতে লাগিল, পুষ্করিণী ক্রমে মৎস্যশূন্য হইল। শেষে থাকার মধ্যে সেখানে কেবল একটা কর্কট রহিল। বক তাহাকেও খাইতে ইচ্ছা করিয়া বলিল, "ওহে কর্কট, আমি সমস্ত মৎস্য লইয়া পদ্মসম্পন্ন সরোবরে রাখিয়া আসিলাম। চল এবার তোমাকেও সেখানে

লইয়া যাই।" কর্কট জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে কিরূপে লইয়া যাইবে?" "কেন, ঠোঁটে ধরিয়া লইয়া যাইব।" "না, তাহা হইতে পারে না। তুমি হয় ত আমায় পথে ফেলিয়া দিবে, তাহা হইলে আমার হাড়গোড় ভাঙ্গিয়া যাইবে। আমি তোমার সঙ্গে যাইব না।" "ভয় নাই, আমি তোমাকে বেশ শক্ত করিয়া ধরিব।" কর্কট ভাবিল, 'ধূর্ত্ত বক হয় ত মাছগুলিকে জলে ছাড়িয়া দেয় নাই, দেখা যাউক আমাকে লইয়া কি করে। যদি আমাকে সত্য সত্যই জলে ছাড়িয়া দেয়, তাহা হইলে উত্তম। আর যদি তাহা না করে, নাই করুক, আমি উহার গলা কাটিয়া ফেলিব।' ইহা স্থির করিয়া সে বককে বলিল, "দেখ মামা, তুমি আমাকে বেশ শক্ত করিয়া ধরিয়া রাখিতে পারিবে না, কিন্তু আমরা কর্কট, আমরা খুব শক্ত করিয়া ধরিতে পারি। আমার যদি শিঙ্ দিয়া তোমার গলা ধরিতে দাও তাহা হইলে আমি নির্ভয়ে তোমার সঙ্গে যাইতে পারি।"

কর্কটের দুরভিসন্ধি বুঝিতে না পারিয়া বক এই প্রস্তাবে সম্মত হইল। তখন কামার যেমন সাঁড়াশি * দিয়া ধরে, কর্কটও সেইরূপ নিজের শিঙ্ দিয়া বকের গলা বেশ শক্ত করিয়া ধরিয়া বলিল, "এখন আমরা রওনা হইতে পারি।" বক তাহাকে লইয়া প্রথমে সেই সরোবর দেখাইল, তাহার পর গাছের দিকে চলিল।

কর্কট কহিল, "একি মামা! সরোবর রহিল এদিকে, আর তুমি আমায় লইয়া চলিলে উল্টা দিকে।" "বেটা কি সাধের মামা পাইয়াছে রে! বেটা যেন আমার প্রাণের ভাগিনেয়! আমি কি তোর বাবার কালের গোলাম যে তোকে ঘাড়ে করিয়া বেড়াইব? বরুণ গাছের তলায় এক রাশ কাঁটা দেখিতে পাইতেছিস্ না? মাছগুলিকে যেমন খাইয়াছি, তোকেও তেমনি খাইব।" ইহা শুনিয়া কর্কট বলিল, "মাছগুলা বোকা, তাই তোমার উদরস্থ হইয়াছে, আমায় কিন্তু কিছুতেই খাইতে পারিতেছ না। আমাকে খাওয়া ত দূরের কথা, আজ তুমি নিজেই মরিবে। মূর্খ, আমি যে তোমায় প্রতারিত করিয়াছি, তাহা ত তুমি বুঝিতে পার নাই। যদি মরিতে হয়, দু'জনেই মরিব। আমি তোমার গলা কাটিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিব।" এই কথা বলিয়া সে সন্দংশের ন্যায় শক্তিশালী শৃঙ্গ দ্বারা বকের গ্রীবা নিপীড়ন করিতে লাগিল। বক যন্ত্রণায় মুখ ব্যাদান করিল, তাহার নয়নযুগল হইতে অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। সে প্রাণভয়ে বলিল, "প্রভু! আমি আপনাকে খাইব না, অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমায় প্রাণে মারিবেন না।"

কর্কট বলিল, "বেশ কথা, যদি প্রাণ বাঁচাইতে চাও, তবে সরোবরের তীরে চল এবং আমাকে জলে ছাড়িয়া দাও।" তখন বক সরোবরের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিল এবং কর্কটের আদেশমত তাহাকে জলের ধারে কর্দ্দমমধ্যে ছাড়িয়া দিল। কিন্তু কর্কট জলে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে, লোকে যেমন কাটারি দিয়া কুমুদনল কাটে, সেইরূপ অবলীলাক্রমে বকের মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিল।

বরুণবৃক্ষের অধিদেবতা এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখিয়া সাধু! সাধু! বলিয়া উঠিলেন এবং মধুরস্বরে নিম্নলিখিত গাথা বলিলেন :—

প্রবঞ্চনাপরায়ণ সতত যে জন,
অবিচ্ছিন্ন সুখ তার না হয় কখন।
তার সাক্ষী দেখ, এই বক প্রবঞ্চক
কর্কট-দংশনে মরি লভিল নরক।

[সমবধান :—তখন জেতবনের চীবর-বর্দ্ধক ছিল সেই বক, গ্রাম্য চীবর-বর্দ্ধক ছিল সেই কর্কট, এবং আমি ছিলাম সেই বৃক্ষদেবতা।]

☞ এই জাতক পঞ্চতন্ত্র-বর্ণিত বককুলীরকের কথার বীজ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে।

---

* সন্দংশ, সাঁড়াশি, ইহা হইতে সন্না' শব্দ হইয়াছে।

৩৯—নন্দ-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে সারীপুত্রের জনৈক সার্দ্ধবিহারিকের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন।

শুনা যায় এই ভিক্ষু প্রথমে বেশ মিষ্টভাষী ও আজ্ঞাবহ ছিল, এবং অতি উৎসাহের সহিত স্থবিরের পরিচর্য্যা করিত। অনন্তর স্থবির একবার শাস্তার অনুমতিগ্রহণ পূর্ব্বক ভিক্ষাচর্য্যার নিমিত্ত দক্ষিণগিরি জনপদে * গমন করিয়াছিলেন। সেখানে হঠাৎ ইহার একপ উদ্ধত্য জন্মে যে স্থবিরের কোন আদেশ পালন করিত না। এমন কি যদি তাহাকে কেহ বলিত "এটী কর", তাহা হইলেই সে স্থবিরের সহিত বিবাদ আরম্ভ করিত। কেন যে সে একপ করিত স্থবির তাহা বুঝিতে পারিতেন না।

স্থবির ভিক্ষাচর্য্যাবসানে জেতবনে ফিরিয়া আসিলেন, সেখানে আসিবামাত্র কিন্তু সেই ভিক্ষু পূর্ব্বের ন্যায় শান্ত শিষ্ট হইল। ইহা দেখিয়া স্থবির একদিন শাস্তাকে বলিলেন, "ভগবন্, আমার এক সার্দ্ধবিহারিক এক স্থানে এমন বিনীতভাবে চলে যে, মনে হয় যেন তাহাকে শত মুদ্রায় ক্রয় করা হইয়াছে †। কিন্তু অন্য স্থানে একপ উদ্ধত হয় যে, কিছু করিতে বলিলেই বিবাদ আরম্ভ করে।"

শাস্তা বলিলেন, "সারীপুত্র, এ ব্যক্তি পূর্ব্ব জন্মেও কোথাও অতি বিনীত এবং কোথাও অতি উদ্ধত ভাবে চলিত।" অনন্তর স্থবিরের অনুরোধক্রমে তিনি সেই অতীত বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন।]

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব এক ভূম্যধিকারীর বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার আত্মীয় অপর এক বৃদ্ধ ভূম্যধিকারীর এক তরুণী ভার্য্যা ছিলেন। এই রমণীর গর্ভে বৃদ্ধের এক পুত্র জন্মে। বৃদ্ধ একদিন চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'আমার স্ত্রী যুবতী, আমার মৃত্যু হইলে না জানি অন্য কোন্ পুরুষকে আশ্রয় করিবে। তাহা হইলে সে সমস্ত ধন আমার পুত্রকে না দিয়া নিজেই ব্যয় করিয়া ফেলিবে। অতএব এখনই এই ধন পৃথিবীগর্ভে কোথাও নিহিত করিয়া রাখা যাউক।' ইহা স্থির করিয়া সেই বৃদ্ধ নন্দ নামক এক দাসকে সঙ্গে লইয়া বনে গেলেন এবং তথায় এক স্থানে সমস্ত ধন প্রোথিত করিয়া বলিলেন, "বাবা নন্দ, আমার মৃত্যুর পর তুমি আমার পুত্রকে এই ধন দেখাইয়া দিবে। দেখিবে ধন তাহার হস্তগত হইবার পূর্ব্বে যেন কেহ এই জঙ্গল বিক্রয় না করে।"

ইহার পর বৃদ্ধ দেহত্যাগ করিলেন; যথাকালে তাঁহার পুত্রও বয়ঃপ্রাপ্ত হইল। তখন এক দিন তাহার গর্ভধারিণী বলিলেন, "বাছা, তোমার পিতা নন্দকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার সমস্ত ধন বনমধ্যে পুতিয়া রাখিয়াছিলেন। তুমি তাহা তুলিয়া লইয়া আইস এবং কুলসম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণে মন দাও। এই কথা শুনিয়া বিধবার পুত্র নন্দকে জিজ্ঞাসা করিল, "নন্দমামা, বাবা কি কোথাও ধন পুতিয়া রাখিয়া গিয়াছেন?" নন্দ কহিল, "হাঁ প্রভু।" "কোথায় পোতা আছে?" "জঙ্গলের মধ্যে"। "চল না, আমরা সেখানে গিয়া ধন লইয়া আসি।" ইহা বলিয়া সে কোদালি ও ঝুড়ি লইয়া নন্দের সঙ্গে বনে প্রবেশ করিল এবং জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় ধন আছে, মামা?" নন্দ যেখানে ধন প্রোথিত ছিল ঠিক সেখানে গিয়া দাঁড়াইল; কিন্তু তখন হঠাৎ তাহার মনে এমন গর্ব্ব জন্মিল যে, সে প্রভুকে, "দাসীপুত্র, এখানে ধন পাইবি কোথায়?" ইত্যাদি দুর্ব্বাক্য বলিতে আরম্ভ করিল। কুমার এই সকল পরুষবাক্য শুনিয়াও যেন শুনিল না। সে কেবল বলিল, "তবে আর এখানে থাকিয়া কি লাভ? চল আমরা ফিরিয়া যাই।" ইহার দুই দিন পরে সে আবার নন্দকে লইয়া বনে গেল, কিন্তু এবারও নন্দ তাহাকে পূর্ব্বের ন্যায় দুর্ব্বাক্য বলিল। কুমার তখনও কোন প্রত্যুত্তর না দিয়া গৃহে ফিরিয়া ভাবিতে লাগিল, 'এই দাস যাইবার সময় বলে ধন দেখাইয়া দিব; কিন্তু বনমধ্যে গিয়া পরুষবাক্য প্রয়োগ করিতে থাকে। ইহার কারণ ত কিছুই স্থির করিতে পারি না। গ্রামের ভূম্যধিকারী মহাশয় বাবার বন্ধু ছিলেন; তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি ব্যাপারখানা

---

* মগধের দক্ষিণাংশ।

† পূর্ব্বে দাস ক্রয় বিক্রয়ের প্রথা ছিল। যে দাসকে অধিক মূল্যে ক্রয় করা হইত তাহার পক্ষে প্রভুর সমধিক আজ্ঞাবহ হইয়া চলিবার কথা।

কি।" অনন্তব সে বোধিসত্ত্বেব নিকট গিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বলিল এবং জিজ্ঞাসা কবিল, "আপনি ইহাব কাবণ বলিতে পাবেন কি?"

বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "বনেব যে স্থানে দাঁড়াইয়া নন্দ তোমাব প্রতি দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ কবিতে আবম্ভ কবে সেই স্থানেই তোমাব পিতৃধন নিহিত আছে। অতএব আবাব যখন সে তোমায় গালি দিবে, তখন "তবে বে দাস, তোব যত বড় মুখ, তত বড় কথা" বলিযা তাহাকে সেখান হইতে টানিযা ফেলিবে, কোদাল লইযা ঐ যায়গা খুঁড়িবে এবং পৈতৃক ধন তুলিয়া উহা তাহাবই কাঁধে চাপাইয়া গৃহে ফিবিবে।" ইহা বলিয়া বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত গাথা বলিলেন:—

নন্দ দাস গর্জ্জে যথা পরুষ বচনে
সেখানেই ধন আছে এই লয মনে।
পাইবে তথায তুমি কবিলে খনন
সুবর্ণ মাণিক্য আদি পৈতৃক যে ধন।

কুমাব বোধিসত্ত্বকে প্রণাম কবিয়া গৃহে প্রতিগমন কবিল, নন্দকে সঙ্গে লইয়া যে স্থানে ধন নিহিত ছিল, পুনবায় সেখানে গেল, বোধিসত্ত্ব যেরূপ পবামর্শ দিয়াছিলেন তদনুসাবে চলিয়া পৈতৃক ধন প্রাপ্ত হইল এবং কুলসম্পত্তিব বক্ষণাবেক্ষণ কবিতে লাগিল। তদবধি সে বোধিসত্ত্বেব উপদেশানুসারে দানাদি পুণ্যকর্ম্মেব অনুষ্ঠানে বত হইল এবং জীবনান্তে কর্ম্মানুরূপ ফল লাভ কবিল।

সমবধান—তখন সারীপুত্রের সার্দ্ধবিহাবিক ছিল নন্দ এবং আমি ছিলাম সেই বুদ্ধিমান্ ভূম্যধিকাবী।

৪০—খদিরাঙ্গার-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অনাথপিণ্ডদকে লক্ষ্য কবিযা এই কথা বলিযাছিলেন:—

অনাথপিণ্ডদ বুদ্ধশাসনেব হিতকল্পে কেবল জেতবন বিহাবনির্ম্মাণেব জন্যই মুক্তহস্তে চুয়ান্ন কোটি স্বর্ণ ব্যয় কবিযাছিলেন। তিনি ত্রিবত্ন ভিন্ন অন্য কোন বত্নকে বত্ন বলিয়াই মনে কবিতেন না। শাস্তা যখন জেতবনে বাস কবিতেন, তখন তিনি প্রতিদিন মহা উপস্থানেব * সময় উপস্থিত থাকিতেন—একবাব প্রাতঃকালে, একবাব প্রাতবাশেব পব এবং একবাব সাযংকালে। তিনি মধ্যে মধ্যে অন্তবুপস্থানেও যাইতেন। কিন্তু অনাথপিণ্ডদ কখনও রিক্তহস্তে বিহারে যাইতেন না, কাবণ তিনি উপস্থিত হইলে শ্রামণেব ও দহবেরা তিনি কি আনিয়াছেন দেখিবাব জন্য ছুটিযা আসিত। তিনি প্রাতঃকালে যাগু লইযা যাইতেন, প্রাতবাশের পব ঘৃত, নবনীত, মধু ও গুড় লইয়া যাইতেন, সাযংকালে গন্ধ, মাল্য ও বস্ত্র লইযা যাইতেন। এইরূপে প্রতিদিন তাঁহাব যে কত ব্যয় হইত তাহাব সীমা পবিসীমা ছিল না। ইহাব উপর আবাব অন্য কতিপয় কারণেও তাঁহার অর্থহানি হইযাছিল। অনেক বণিক্ সমযে সমযে পর্ণ † দিয়া তাঁহাব নিকট হইতে অষ্টাদশ কোটি স্বর্ণ ঋণ লইযাছিল, কিন্তু মহাশ্রেষ্ঠী কখনও তাহাদিগকে সেই অর্থ প্রত্যর্পণ কবিতে বলেন নাই। তিনি পিত্তল পাত্র পূর্ণ কবিযা পৈতৃক ধনের অষ্টাদশ কোটি নদীতীবে প্রোথিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু প্রবল ঝটিকায তটদেশ বিধ্বস্ত হওয়ায ঐ পাত্রগুলি নদীগর্ভে পড়িযা গিযাছিল। সেগুলিব মুখেব বন্ধন ও মুদ্রা যেমন, তেমনই ছিল, তাহাবা সেই অবস্থায স্রোতোবেগে গড়াইতে গড়াইতে শেষে অর্ণবকুক্ষিগত হইয়াছিল। তাঁহার গৃহেও নিয়ত পঞ্চশত ভিক্ষুব উপযোগী অন্ন প্রস্তুত থাকিত। চতুর্ম্মহাপথসঙ্গমে পুষ্কবিণী খনন কবিলে উহা যেমন শত শত পথিকেব তৃষ্ণানিবারণ করে, অনাথপিণ্ডদেব গৃহও সেইরূপ ভিক্ষুসঙ্ঘেব অভাব মোচন করিত—তিনি

---

* কাহাবও নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাব পবিচর্য্যাব নাম উপস্থান বা পূজা। ভিক্ষুবা সকলে সমবেত হইযা প্রতিদিন তিনবাব তথাগতেব পবিচর্য্যা কবিতেন ও তাঁহার নিকট ধর্ম্মোপদেশ শুনিতেন। এই পবিচর্য্যাব নাম ছিল মহা উপস্থান। এতদ্ভিন্ন মধ্যে মধ্যে আবও পবিচর্য্যাব ব্যবস্থা হইত, সেগুলিকে অন্তরুপস্থান বলা হইত।

† পর্ণ—খত। মনুসংহিতায় 'করণ' শব্দও এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। "পত্র" (চিঠি) এই অর্থেও 'পর্ণ' শব্দেব ব্যবহাব দেখা যায়।

ভিক্ষুদিগের মাতাপিতৃস্থানীয় ছিলেন। এই নিমিত্তই স্বয়ং সম্যকসম্বুদ্ধ এবং অশীতি মহাস্থবির * পর্যন্ত তাঁহার গৃহে যাইতেন, অন্য যে সকল ভিক্ষু যাতায়াত করিত তাহাদের ত সংখ্যাই ছিল না।

অনাথপিণ্ডদের বাসভবন সপ্তভূমিক † এবং সপ্তদ্বার-কোষ্ঠপরিশোভিত ছিল। ইহার চতুর্থ দ্বারকোষ্ঠে এক মিথ্যাদৃষ্টিকা ‡ দেবতা বাস করিতেন। যখন সম্যক্‌সম্বুদ্ধ ঐ ভবনে প্রবেশ করিতেন, তখন উক্ত দেবতা স্বকীয় উর্দ্ধস্থ বাসস্থানে তিষ্ঠিতে পারিতেন না, তাঁহাকে পুত্রকন্যাসহ ভূতলে অবতরণ করিতে হইত। অশীতি মহাস্থবির বা অন্য কোন স্থবির উপস্থিত হইলেও তিনি এইরূপ বিড়ম্বনা ভোগ করিতেন; কাজেই জ্বালাতন হইয়া তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'যতদিন শ্রমণ গৌতম ও শ্রাবকেরা এখানে আসিবে, ততদিন আমার শান্তি নাই। চিরকাল একবার উপরে যাওয়া, একবার নীচে নামিয়া আসা, এ কষ্ট আর সহ্য করা যায় না। অতএব যাহাতে তাহারা আর এ মুখো না হ'তে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।' এই সঙ্কল্প করিয়া ঐ দেবতা একদিন যখন শ্রেষ্ঠীর প্রধান কর্ম্মচারী শয়ন করিয়াছেন, তখন তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া দেখা দিলেন। প্রধান কর্ম্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে?" দেবতা কহিলেন, "আমি দেবতা, এই প্রাসাদের চতুর্থ দ্বারকোষ্ঠে বাস করি।" "আপনার অনুমতি কি?" "শ্রেষ্ঠী কি করিতেছেন তাহা আপনি একবারও দেখিতেছেন না। তিনি পরিণাম চিন্তা না করিয়া সঞ্চিত ধনের অপচয় করিতেছেন, তাহাতে কেবল শ্রমণ গৌতমেরই ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধি হইতেছে। শ্রেষ্ঠী ব্যবসায় বাণিজ্য ছাড়িয়া দিয়াছেন, বিষয়কার্য্য দেখেন না। আপনি তাঁহাকে নিজের কাজকর্ম্ম দেখিতে বলুন এবং যাহাতে শ্রমণ গৌতম ও তাহার শিষ্যগণ আর কখনও এ গৃহে প্রবেশ করিতে না পারে তাহার উপায় করুন।"

ইহা শুনিয়া প্রধান কর্ম্মচারী বলিলেন, "অয়ি নির্ব্বোধ দেবতে। শ্রেষ্ঠী তাঁহার অর্থ ব্যয় করিতেছেন সত্য, কিন্তু তাহা কেবল নির্ব্বাণপ্রদ বুদ্ধশাসনের উন্নতিবিধানার্থ। শ্রেষ্ঠী যদি আমাকে চুল ধরিয়া লইয়া গিয়া দাসরূপেও বিক্রয় করেন, তথাপি আমি তাঁহাকে এরূপ কোন কথা বলিতে পারিব না। তুমি এখনই এখান হইতে দূর হইয়া যাও।"

আর একদিন ঐ দেবতা শ্রেষ্ঠীর জ্যেষ্ঠ পুত্রের নিকট গিয়া তাঁহাকেও উক্তরূপ পরামর্শ দিলেন এবং সেখানেও ঐরূপ প্রত্যাখ্যাত হইলেন। স্বয়ং শ্রেষ্ঠীকে কিন্তু এ সম্বন্ধে কিছু বলিতে তাঁহার সাহসে কুলাইল না।

এদিকে নিরন্তর দান এবং বিষয় কর্ম্মের প্রতি অমনোযোগ প্রযুক্ত দিন দিন শ্রেষ্ঠীর আয় হ্রাস হইতে লাগিল, তাঁহার সম্পত্তিও ক্ষয় প্রাপ্ত হইল। শেষে তিনি দারিদ্র্যগ্রস্ত হইলেন; তাঁহার অশন, বসন ও শয়ন আর পূর্ব্ববৎ রহিল না। কিন্তু এরূপ দীনদশাপন্ন হইয়াও তিনি ভিক্ষুসঙ্ঘকে দান করিতে বিরত হইলেন না; তবে পূর্ব্বের মত চর্ব্ব্যচূষ্যাদি রসনা-তৃপ্তিকর খাদ্য সংগ্রহ করিতে পারিতেন না।

একদিন অনাথপিণ্ড শাস্তাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক আসন গ্রহণ করিলে শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, "গৃহপতি, তোমার গৃহে ভিক্ষা দেওয়া হইতেছে ত?" "দেওয়া হইতেছে বটে, প্রভু, কিন্তু (তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর); পূর্ব্বদিন যে কাঞ্জিক § প্রস্তুত হয়, পরদিন তাহারই অবশেষ মাত্র দিয়া থাকি।" "গৃহপতি, তুমি রসনাতৃপ্তিকর খাদ্য দিতে পারিতেছ না বলিয়া সঙ্কোচ বোধ করিও না; যদি চিত্তের প্রসন্নতা থাকে, তাহা হইলে প্রত্যেক-বুদ্ধ ‖ এবং শ্রাবকদিগকে যে খাদ্য প্রদত্ত হয় তাহা কখনও অরুচিকর হইতে পারে না। ইহার কারণ এই যে এরূপ দানের মহাফল। যে নিজের চিত্তকে গ্রহণযোগ্য করিতে পারে তাহার দানও গ্রহণযোগ্য হইয়া থাকে।

ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে করে যাহা দান
বুদ্ধে কিংবা সঙ্ঘে, তাহা তুচ্ছ কভু নয়,
বুদ্ধ-পরিচর্য্যা বহু কল্যাণ-নিদান,
নহে কভু তুচ্ছ তাহা জানিবে নিশ্চয়।
লভিল অপূর্ব্ব ফল ভক্ত একজন
বিতরি কুল্মাষপিণ্ড ¶ শুষ্ক, অলবণ।

* অশীতি মহাস্থবির, বুদ্ধদেবের মৌদ্গল্যায়ন প্রভৃতি আশিজন প্রধান শিষ্য। প্রথম সঙ্গীতিতে যে পঞ্চশত স্থবির সমবেত হইয়াছিলেন, তাঁহারাও "মহাস্থবির" নামে অভিহিত।

† সপ্তভূমিক, সাততালা।

‡ মিথ্যাদৃষ্টিকা অর্থাৎ ধর্ম্ম সম্বন্ধে যাঁহার সংস্কার ভ্রমদূষিত।

§ কাঁজি অর্থাৎ আমানি। ইহা কোন কোন অঞ্চলে লোকের অতি প্রিয় পানীয়।

‖ প্রত্যেক-বুদ্ধ, যিনি স্বীয় ক্ষমতাবলে নির্ব্বাণোপযোগী জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, কিন্তু জনসাধারণকে ধর্ম্মোপদেশ দেন না। তিনি সর্ব্বজ্ঞ নহেন এবং সম্যক্ সম্বুদ্ধ অপেক্ষা সর্ব্বাংশে অধস্তন।

¶ কুল্মাষ, যে অন্ন অনেক ক্ষণ থাকিয়া অম্লরসযুক্ত হইয়াছে।

গৃহপতি, তুমি যে খাদ্য বিতরণ করিতেছ তাহা সামান্য হইলেও অষ্টবিধ * সাধুপুরুষদিগের সেবায় নিয়োজিত হইতেছে। আমি যখন বোধিসত্ত্বরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া 'বেলাম' নামে † অভিহিত হইয়াছিলাম, তখন এরূপ অকাতরে সপ্তরত্ন ‡ দান করিয়াছিলাম যে সমস্ত জম্বুদ্বীপে হলকর্ষণ করিয়া শস্যোৎপাদনের প্রয়োজন ছিল না §। পঞ্চ মহানদীর || জলপ্রবাহ এক সঙ্গে মিশিলে যেমন প্রবল স্রোতের উৎপত্তি হয়, আমার দানস্রোতও সেইরূপ প্রবল হইয়াছিল। তথাপি আমি এমন কোন দানের পাত্র পাই নাই, যিনি ত্রিশরণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বা পঞ্চশীল রক্ষা করিয়া চলিতেন। না পাইবারই কথা, কারণ দানের উপযুক্ত সৎপাত্র অতি দুর্লভ। অতএব, তুমি যে ভক্ষ্য বিতরণ করিতেছ তাহা রসনার রুচিকর নয় বলিয়া ক্ষোভ করিও না।" ইহা বলিয়া শাস্তা বেলামক সূত্র বলিলেন।

অনাথপিণ্ডদের ঐশ্বর্য্যের সময়ে মিথ্যা-দৃষ্টিকা দেবতা তাঁহাকে কোন কথা বলিতে সাহস করেন নাই। কিন্তু তাঁহাকে দৈন্যগ্রস্ত দেখিয়া তিনি মনে করিলেন, 'শ্রেষ্ঠী এখন আমার উপদেশমত কাজ করিবেন।' ইহা ভাবিয়া তিনি একদা নিশীথ সময়ে শ্রেষ্ঠীর শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া আকাশে আসন গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাকে দেখা দিলেন। অনাথপিণ্ডদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি নিমিত্ত আসিয়াছেন?" "আপনাকে কিছু উপদেশ দিতে আসিয়াছি।" "কি উপদেশ দিবেন বলুন" "শ্রেষ্ঠিবর, আপনি পরিণাম চিন্তা করেন না, পুত্র কন্যার মুখপানে চান না; আপনি শ্রমণ গৌতমের শাসনের উন্নতিকল্পে বহু অর্থ নষ্ট করিয়াছেন, অথচ বিত্তোপার্জ্জনের চেষ্টা ছাড়িয়া দিয়াছেন। কাজেই শ্রমণ গৌতমই আপনার বর্ত্তমান দীনদশার কারণ। অথচ আপনি তাঁহার সংসর্গ ত্যাগ করিতেছেন না। অদ্যাপি শ্রমণেরা পূর্ব্ববৎ আপনার গৃহে আসিতেছে। তাহারা যাহা আত্মসাৎ করিয়াছে তাহা ফিরিয়া পাইবেন না সত্য, কিন্তু এখন হইতে আপনি আর গৌতমের নিকট যাইবেন না, শ্রমণদিগকেও বাটীতে প্রবেশ করিতে দিবেন না, গৌতমের দিকে কখনও মুখ ফিরাইয়াও তাকাইবেন না। আপনি নিজের ব্যবসায় বাণিজ্যে মন দিন, কুলসম্পত্তির পুনরুদ্ধারের পথ দেখুন।"

ইহা শুনিয়া অনাথপিণ্ডদ কহিলেন, "তুমি কি আমাকে এই উপদেশ দিতে আসিয়াছ?" "হাঁ আমি এই উপদেশ দিব বলিয়াই আসিয়াছি।" "দশবল আমাকে এরূপ শক্তি দিয়াছেন যে তোমার ন্যায় শত সহস্র দেবতাও আমাকে সঙ্কল্পচ্যুত করিতে পারিবে না। আমার শ্রদ্ধা সুমেরুর ন্যায় অচল ও সুপ্রতিষ্ঠিত। যে রত্নশাসনে নির্ব্বাণ লাভ হয় আমি তাহার জন্য অর্থব্যয় করিয়াছি। হে দুঃশীলে, হে কালকর্ণিকে ¶ তোমার বাক্য সম্পূর্ণ যুক্তিবিরুদ্ধ, বুদ্ধশাসনের অনিষ্টসাধনই ইহার উদ্দেশ্য। অতঃপর তোমার সঙ্গে আর এক গৃহে বাস করা অসম্ভব, অতএব তুমি এখনই আমার বাটী ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাও।"

অনাথপিণ্ডদ স্রোতাপন্ন ও আর্য্যশ্রাবক, কাজেই ঐ দেবতা তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করিতে পারিলেন না; তিনি বাসস্থানে গিয়া পুত্রকন্যাদি লইয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন, কিন্তু ভাবিলেন, 'যদি অন্যত্র বাসের সুবিধা না ঘটে, তাহা হইলে শ্রেষ্ঠীর নিকট ক্ষমা চাহিয়া এখানেই ফিরিয়া আসিব।' এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া তিনি নগরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। পুরদেবতা জিজ্ঞাসিলেন, "তুমি কি মনে করিয়া আসিলে?" বিতাড়িত দেবতা কহিলেন, "প্রভু, আমি না বুঝিয়া অনাথপিণ্ডদকে একটা কথা বলিয়াছিলাম, তাহাতে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে গৃহ হইতে দূর করিয়া দিয়াছেন। আপনি আমাকে তাঁহার নিকট লইয়া চলুন এবং যাহাতে তিনি আমার ক্ষমা করেন ও পূর্ব্ববৎ তাঁহার গৃহে অবস্থিতি করিতে অনুমতি দেন তাহার উপায় করুন।" "তুমি শ্রেষ্ঠীকে এমন কি কথা বলিয়াছ যে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়াছেন?" "আমি বলিয়াছি যে ভবিষ্যতে গৌতম বা তাঁহার সঙ্ঘের সেবা করিবেন না এবং শ্রমণ গৌতমকে গৃহে প্রবেশ করিতে দিবেন না।

---

* যাঁহারা চতুর্মার্গে উপনীত হইয়াছেন এবং যাঁহারা ঐ সকল মার্গের ফল লাভ করিয়াছেন, এই অষ্টবিধ সাধু।

† বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া 'বেলাম' নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। তিনি ব্রহ্মদত্তের সহিত তক্ষশিলায় গিয়া একই গুরুর নিকট বিদ্যাশিক্ষা করেন এবং এরূপ প্রতিভার পরিচয় দেন যে, গুরু তাঁহাকে নিজের সহকারিরূপে নিযুক্ত করেন। এই সময়ে জম্বুদ্বীপের প্রায় সমস্ত রাজপুত্রই তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন। অতঃপর তিনি ব্রহ্মদত্তের পুরোহিত হইয়াছিলেন। বেলামের প্রচুর পৈতৃক সম্পত্তি ছিল। তিনি ব্রহ্মদত্তের অনুমতি লইয়া উহা দীন দুঃখীকে দান করেন। সাত বৎসর সাত মাস কাল অকাতরে এই দান চলিয়াছিল। ধর্ম্মপদার্থকথা ও সুমঙ্গলবিলাসিনীতে বেলামক সূত্র দেখা যায়। ইহার উদ্দেশ্য দানধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া। বৌদ্ধ-সাহিত্যে 'জম্বুদ্বীপ' শব্দে ভারতবর্ষ বুঝায়।

‡ সপ্তরত্ন যথা—সুবর্ণ, রজত, মুক্তা, মণি (মরকত, পদ্মরাগ প্রভৃতি), বৈদুর্য্য, বজ্র (হীরক) এবং প্রবাল।

§ মূলে 'উদ্রঙ্গলম্ কত্বা' এইরূপ আছে। ইংরাজী অনুবাদক ইহার অর্থ করিয়াছেন surred up এই অর্থ, কিন্তু সমীচীন নহে।

|| পঞ্চ মহানদী বলিলে পালি সাহিত্যে গঙ্গা, যমুনা, অচিরবতী, সরযূ ও মাহী এই পাঁচটীকে বুঝায়।

¶ কালকর্ণী—লক্ষ্মীছাড়া, অলক্ষ্মী।

ইহা ছাড়া আমি আর কিছু বলি নাই, প্রভু।" "একথা বলা নিতান্ত গর্হিত হইয়াছে। ইহার অর্থ কেবল বুদ্ধ-শাসনের অনিষ্ট করা। আমি তোমাকে শ্রেষ্ঠীর নিকট লইয়া যাইতে পারিব না।"

পুরদেবতার নিকট বিফলমনোরথ হইয়া সেই মিথ্যাদৃষ্টিকা দেবতা মহারাজ-চতুষ্টয়ের * নিকট গমন করিলেন; কিন্তু সেখানেও প্রত্যাখ্যাত হইয়া অবশেষে দেবরাজ শক্রের শরণ লইলেন এবং আত্মকাহিনী বর্ণন পূর্ব্বক অতি কাতরভাবে বলিলেন, "দেখুন, আমি নিরাশ্রয় হইয়া পুত্রকন্যাদের হাত ধরিয়া পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি; দয়া করিয়া আমাকে বাসোপযোগী একটু স্থান দিন।"

শক্র বলিলেন, "তোমার কাজ অতি গর্হিত হইয়াছে, কারণ ইহা জিনশাসনের† অনিষ্টকর। আমি তোমার হইয়া শ্রেষ্ঠীকে কিছু বলিতে পারিব না, তবে তোমায় একটা উপায় বলিয়া দিতেছি, তাহা অবলম্বন করিলে তুমি ক্ষমা পাইবে।"

দেবতা বলিলেন "দয়া করিয়া তাহাই বলুন।"

"লোকে মহাশ্রেষ্ঠীর নিকট পর্ণ দিয়া অষ্টাদশ কোটি স্বর্ণ ঋণ লইয়াছে। তুমি তাঁহার কর্ম্মচারীর (আয়ুক্তকের) বেশ ধারণ করিয়া অজ্ঞাতভাবে যক্ষবালক-পরিবৃত হইয়া ঐ সকল পর্ণসহ তাহাদের গৃহে গমন কর। এক হাতে পর্ণ ও একহাতে লেখন ‡ লইবে এবং গৃহের ঠিক মাঝখানে দাঁড়াইয়া যক্ষোচিত প্রভাবের সহিত ভয়প্রদর্শন পূর্ব্বক বলিবে, 'এই তোমাদের ঋণ-পর্ণ, শ্রেষ্ঠী ঐশ্বর্য্যের সময় তোমাদিগকে কিছু বলেন নাই, এখন তাঁহার দীনদশা, অতএব তোমাদিগকে ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে।' এইরূপে যক্ষ-প্রভাব প্রদর্শন করিয়া তুমি উক্ত অষ্টাদশ কোটি সুবর্ণ সমস্ত সংগ্রহ পূর্ব্বক শ্রেষ্ঠীর শূন্য ভাণ্ডার পূর্ণ করিবে। শ্রেষ্ঠী অচিরবতী নদীর তীরে ধন নিহিত করিয়াছিলেন, তীরভূমি বিধ্বস্ত হওয়াতে উহা সমুদ্রে গিয়া পড়িয়াছে। তুমি গিয়া দৈবপ্রভাব বলে উহাও উদ্ধার কর এবং শ্রেষ্ঠীর ধনাগারে রাখিয়া দাও। অপিচ, অমুক স্থানে অষ্টাদশ কোটি সুবর্ণ আছে, তাহা অস্বামিক, অর্থাৎ ন্যায়তঃ এখন কেহই তাহার অধিকারী নহে। তুমি উহাও আহরণ করিয়া শ্রেষ্ঠীর ভাণ্ডারে রক্ষা কর। এইরূপে চুয়ান্ন কোটি সুবর্ণ সংগ্রহ করিলে তোমার দণ্ডকর্ম্ম § সম্পন্ন হইবে, তখন তুমি বলিবে 'মহাশ্রেষ্ঠিন্, আমায় ক্ষমা করুন।'"

দেবতা "যে আজ্ঞা" বলিয়া প্রস্থান করিলেন এবং শক্র যেরূপ যেরূপ বলিয়াছিলেন, ঠিক সেই সেই মত কাজ করিলেন। অনন্তর সমস্ত ধন সংগৃহীত হইলে তিনি নিশীথ কালে শ্রেষ্ঠীর শয়নকক্ষে গিয়া পূর্ব্ববৎ আকাশাসীন হইয়া দেখা দিলেন।

শ্রেষ্ঠী জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কে?" দেবতা কহিলেন, "মহা-শ্রেষ্ঠিন্, আমি আপনার চতুর্থ দ্বারকোষ্ঠস্থ সেই অল্পবুদ্ধি দেবতা। আমি মহামোহবশতঃ বুদ্ধের গুণ জানিতে না পারিয়া সে দিন আপনাকে অন্যায় পরামর্শ দিয়াছিলাম, এখন ক্ষমা প্রার্থনা করিতে আসিয়াছি। দেবরাজ শক্রের পরামর্শ মতে আমি পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছি—আপনার খাদকদিগের নিকট হইতে অষ্টাদশ কোটি সুবর্ণ আদায় করিয়াছি, সমুদ্র-গর্ভ হইতে অষ্টাদশ কোটি সুবর্ণের উদ্ধার করিয়াছি এবং অমুক স্থান হইতে অষ্টাদশ কোটি অস্বামিক ধন আনিয়াছি; সমুদায়ে চুয়ান্ন কোটি ধন এখন আপনার ভাণ্ডারস্থ হইয়াছে। ফলতঃ আপনি জেতবনস্থ বিহারনির্ম্মাণে যে ব্যয় করিয়াছেন এইরূপে তাহা আপনার গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছে। বাসস্থানের অভাবে আমার বড় কষ্ট হইতেছে। আমি অজ্ঞতাবশতঃ যাহা বলিয়াছিলাম তাহা মনে করিবেন না; আমায় ক্ষমা করুন।"

এই কথা শুনিয়া অনাথপিণ্ড ভাবিলেন, এ দেবতা কৃতাপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে বলিতেছে, নিজের দোষও স্বীকার করিতেছে। শাস্তা ইহার বিচার করিবেন এবং ইহার নিকট নিজের গুণেরও পরিচয় দিবেন। অতএব আমি ইহাকে সম্যক্‌সম্বুদ্ধের নিকট লইয়া যাইব।' অনন্তর তিনি বলিলেন, "দেবি। যদি ক্ষমা করিতে বল, তবে শাস্তার সমক্ষে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইবে।" দেবতা বলিলেন, "উত্তম কথা, তাহাই করিব, আমাকে শাস্তার নিকট লইয়া চলুন।" "বেশ, তাহাই হইবে।"

অতঃপর রাত্রি প্রভাত হইলে শ্রেষ্ঠী দেবতাকে সঙ্গে লইয়া শাস্তার নিকট গেলেন এবং সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। তাহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "গৃহপতি, তুমি দেখিতে পাইলে যে যতদিন পাপের পরিণাম উপস্থিত না হয়, ততদিন পাপিষ্ঠেরা পাপকে পুণ্য বলিয়া মনে করে, কিন্তু যখন পরিণতি জন্মে, তখন তাহাকে পাপ বলিয়া বুঝিতে পারে। সেইরূপ, যতদিন সৎক্রিয়ার পরিণাম দেখা না যায়, ততদিন সৎক্রিয়াশীল লোকে সৎক্রিয়াকেও পাপ বলিয়া মনে করে, কিন্তু পরিণাম দেখিতে পাইলে উহা পুণ্য বলিয়া জানে।"

---

* ইঁহারা সর্ব্বনিম্নস্থ দেবলোকের শাসনে নিযোজিত। ৭০ পৃষ্ঠের টীকা দ্রষ্টব্য।

† জিন, জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষ, এ অর্থে ইহা বুদ্ধাদি মহাপুরুষ সম্বন্ধেও প্রযোজ্য।

‡ লেখন, রসিদ।

§ শাস্তি।

অনন্তর তিনি ধর্ম্মপদের এই দুইটী গাথা বলিলেন :—

> যতদিন পাপের না পরিণতি হয়,
> পুণ্যজ্ঞানে পাপ করে পাপী অতিশয়,
> কিন্তু পাপ-পরিণাম দিলে দরশন,
> বুঝে তারা কত পাপে ছিল নিমগন।
>
> পুণ্যাত্মার মনে এই শঙ্কা অবিরত,
> পুণ্যজ্ঞানে পাপ বুঝি করিতেছি কত;
> কিন্তু যবে পুণ্য ফল দেখা দেয় আসি,
> নিঃসংশয় হন তাঁরা আনন্দেতে ভাসি।

এই উপদেশে উক্ত দেবতা স্রোতাপত্তি ফল লাভ করিলেন এবং শাস্তার চক্রলাঞ্ছিত পাদমূলে পতিত হইয়া বলিলেন, "আমি নিপুণবতত্র, পাপাসক্ত, মোহাচ্ছন্ন এবং অবিদ্যান্ধ, এই জন্য আপনার গুণ জানিতে পারি নাই, আপনার সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠীকেও কুপরামর্শ দিয়াছিলাম। এখন আমায় ক্ষমা করুন।" তখন শাস্তা ও শ্রেষ্ঠী উভয়েই তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন।

অতঃপর অনাথপিণ্ডদ শাস্তার সমক্ষে নিজেই নিজের গুণ কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন, "ভগবন্, এই দেবতা আমাকে 'বুদ্ধের সেবা করিও না' বলিয়া কত বুঝাইয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই আমার মতি ফিরাইতে পারেন নাই; 'দান করিও না' বলিয়াছিলেন, তথাপি আমি দান হইতে বিরত হই নাই। ইহা কি আমার পক্ষে গুণের পরিচায়ক নহে?"

শাস্তা বলিলেন, "গৃহপতি, তুমি স্রোতাপন্ন ও আর্য্য শ্রাবক; তোমার শ্রদ্ধা অচলা, তোমার জ্ঞান বিশুদ্ধ। অতএব এই অল্পশক্তিসম্পন্ন দেবতা যে তোমাকে বিপথে লইতে পারেন নাই ইহা বিচিত্র নহে। কিন্তু যখন বুদ্ধের আবির্ভাব ঘটে নাই, যখন জ্ঞান পরিপক্ব হয় নাই, সেই অতীত কালেও পণ্ডিতেরা যে শ্রদ্ধার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা অতীব বিস্ময়কর। তখন কামলোকেশ্বর মার * মধ্যাকাশে অবস্থিত হইয়া অশীতি হস্ত পরিমিত জ্বলদঙ্গারপূর্ণ অগ্নিকুণ্ড দেখাইয়া বলিয়াছিল, 'সাবধান, যদি দান কর, তবে এই অগ্নিতে দগ্ধ হইবে।' কিন্তু ইহাতেও তাঁহারা ভীত হন নাই।" অনন্তর অনাথপিণ্ডদের অনুরোধে শাস্তা সেই অতীতকথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব শ্রেষ্ঠিকুলে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক রাজপুত্রবৎ লালিত পালিত হইয়াছিলেন। তাঁহার বয়স যখন ষোল বৎসর মাত্র, তখনই তিনি সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন।

পিতার মৃত্যুর পর বোধিসত্ত্ব শ্রেষ্ঠিপদে নিয়োজিত হইলেন এবং নগরে ছয়টী দানশালা প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তন্মধ্যে চারিটী নগরের দ্বার-চতুষ্টয়ের নিকট, একটী নগরের মধ্যভাগে এবং একটী তাঁহার নিজ বাসভবনের পার্শ্বে নির্ম্মিত হইল। তিনি এই সকল স্থানে প্রচুর দান করিতেন এবং শীলসমূহের পালন ও যথাশাস্ত্র প্রাতিমোক্ষ † শ্রবণ করিয়া চলিতেন।

একদিন এক প্রত্যেক-বুদ্ধ সপ্তাহস্থায়ি-সমাধিভঙ্গের পর ভিক্ষাচর্য্যাবেলা সমাগত দেখিয়া ভাবিলেন, আজ বারাণসীবাসী শ্রেষ্ঠির গৃহে ভিক্ষা করা যাউক। তখন তিনি তাম্বুল-লতাখণ্ড

---

* মার বা বশবর্ত্তী মার বৌদ্ধ মতে সর্ব্ববিধ পাপপ্রবৃত্তির উত্তেজক। বৌদ্ধেরা তিন জন প্রধান দেবতার কথা বলেন—শক্র, মহাব্রহ্মা এবং মার। ইঁহাদের মধ্যে শক্র ও মার কামদেবলোকের অধিপতি। পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত দান ধর্ম্মের ফলে এই উচ্চপদ লাভ করিয়াও মার মনুষ্যকে পাপ পথে লইতেই আনন্দ বোধ করে। ইহার তিন কন্যা—তৃষ্ণা, রতি ও অরতি অর্থাৎ ক্রোধ। ইহাদের অত্যাচারে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিব্রত। সিদ্ধার্থ যখন বুদ্ধত্ব লাভ করেন, তখন মার তাঁহার প্রতিকূলাচরণ করিয়াছিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। ভিক্ষুরা গ্রামে প্রবেশ করিলে মার গ্রামবাসীদিগের হৃদয় কঠোর করিয়া তুলে, তাহারা ভিক্ষা দেওয়া দূরে থাকুক, অনেক সময়ে দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিয়া ভিক্ষুদিগকে তাড়াইয়া দেয়। ফলতঃ খ্রীষ্টান ও মুসলমানদিগের পক্ষে যেমন সয়তান, বৌদ্ধদিগের পক্ষে সেইরূপ মার। সংস্কৃত ভাষায় মদনদেবের নামান্তর 'মার'।

† প্রাতিমোক্ষ, বিনয়পিটকের অংশবিশেষ এবং ভিক্ষুদিগের অবশ্যপ্রতিপাল্য নিয়মসমষ্টি। ইহা বিহারে প্রতি উপোসথ দিনে পঠিত হইয়া থাকে। প্রত্যেক নিয়ম পাঠ করা হইলে ভিক্ষুদিগকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তাহারা কেহ ইহার ব্যতিক্রম করিয়াছেন কি না।

দ্বারা দন্তধাবন করিলেন, অনবতপ্তহ্রদে * মুখ প্রক্ষালন করিলেন, মনঃশিলাতলে দণ্ডায়মান হইলেন, কটিবন্ধ গ্রহণ করিলেন, চীবর পরিধান করিলেন এবং যোগবলে মৃন্ময়পাত্র আহরণ পূর্ব্বক, যখন বোধিসত্ত্বের প্রাতরাশের জন্য নানাবিধ উপাদেয় ও মুখরুচিকর খাদ্য আনীত হইতেছিল, ঠিক সেই সময়ে আকাশপথে তাঁহার দ্বারদেশে উপনীত হইলেন।

তাঁহাকে দেখিবামাত্র বোধিসত্ত্ব আসন হইতে উত্থিত হইয়া পার্শ্বস্থ ভৃত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন; ভৃত্য কহিল, "আমায় কি করিতে হইবে আদেশ করুন।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "আর্য্যের হস্ত হইতে ভিক্ষাপাত্র লইয়া আইস।"

তন্মুহূর্ত্তেই পাপিষ্ঠ মার নিতান্ত ব্যস্ত ও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। সে ভাবিল, 'এই প্রত্যেক-বুদ্ধ সপ্তাহকাল কিছুই ভক্ষণ করে নাই, আজ যদি অনাহারে থাকে তাহা হইলে নিশ্চিত মারা যাইবে। অতএব শ্রেষ্ঠী যাহাতে ইহাকে খাদ্য দিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।' এই সঙ্কল্প করিয়া দুরাত্মা তখনই মায়াবলে বোধিসত্ত্বের গৃহে অশীতি হস্ত বিস্তৃত এক প্রকাণ্ড কূপ আবির্ভাবিত করিয়া উহা প্রজ্বলিত খদিরাঙ্গারে পূর্ণ করিয়া রাখিল। উহা হইতে এমন ভীষণ জ্বালার উৎপত্তি হইল যে বোধ হইল সেখানে অবীচির আবির্ভাব হইয়াছে। এই কূপ সমাপ্ত হইলে মার আকাশে বসিয়া রহিল।

এ দিকে যে ভৃত্য প্রত্যেক-বুদ্ধের হস্ত হইতে ভিক্ষাপাত্র আনিতে যাইতেছিল সে ঐ কূপ দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইল, এবং বোধিসত্ত্বের নিকট ফিরিয়া গেল। বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি ফিরিলে কেন, বাপু?" সে কহিল, "প্রভু, পথে এক ভয়ঙ্কর জলদঙ্গারপূর্ণ কূপের আবির্ভাব হইয়াছে, তাহার এমন ভীষণ জ্বালা যে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব।" তাহার পর অন্যান্য ভৃত্যেরাও যাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু অগ্নিকুণ্ড দেখিয়া এত ভয় পাইল যে তাহারা ছুটিয়া পলায়ন করিল।

তখন বোধিসত্ত্ব চিন্তা করিলেন, "আজ কূটকর্ম্মা মার আমার দানের অন্তরায় হইয়াছে। কিন্তু দেখিতে হইবে, শত, সহস্র মারেও আমাকে কিরূপে সঙ্কল্পচ্যুত করিতে পারে। দেখিতে হইবে কাহার ক্ষমতা অধিক, আমার না মারের।" অনন্তর পার্শ্বে যে অন্নপাত্র ছিল তাহাই হাতে লইয়া তিনি নিজে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া অগ্নিকুণ্ডের ধারে উপনীত হইলেন, এবং ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক মারকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে হে তুমি?" "আমি মার।" 'তুমিই কি এই প্রজ্বলিত অঙ্গারকুণ্ড প্রস্তুত করিয়াছ?" "হাঁ, আমিই করিয়াছি।" "কেন করিলে?" "তোমার দানে বাধা দিবার জন্য এবং এই প্রত্যেক-বুদ্ধের জীবননাশের জন্য।" "আমি তোমাকে দানে বাধা দিতে দিব না, এই প্রত্যেকবুদ্ধের জীবনও নাশ করিতে দিব না। আজ দেখিতে হইবে আমাদের মধ্যে কাহার প্রভাব অধিক, তোমার না আমার।"

অনন্তর বোধিসত্ত্ব কুণ্ডের ধারেই দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, "ভগবন্ প্রত্যেক-বুদ্ধ, এই কুণ্ডের মধ্যে অধঃশিরে পড়িতে হয় তাহাও স্বীকার্য্য, তথাপি আমি ফিরিয়া যাইব না। আমার কেবল এই প্রার্থনা আপনার জন্য যে ভোজ্য আনিয়াছি তাহা গ্রহণ করুন।"

অনন্তর তিনি এই গাথা বলিলেন :—

> ঊর্দ্ধপাদে অধঃশিরে নরকে পতন—
> সেও ভাল, মন যেন তবু নাহি ধায়
> কখন(ও) অনার্য্যপথে, ত্যজি দানব্রত।
> অতএব দয়া করি লও প্রভু, তুমি
> এই ভক্ষ্য ভোজ্য, যাহা এনেছি যতনে।
> হউক সার্থক আজি দাসের জীবন।

---

* অনবতপ্তহ্রদ—হিমালয়স্থ হ্রদ বিশেষ, ইহার জলের বিচিত্র শক্তি সম্বন্ধে বৌদ্ধগ্রন্থে অনেক উল্লেখ দেখা যায়। 'হ্রদ' শব্দ হইতে বাঙ্গালা 'দহ' হইয়াছে।

এই বলিয়া বোধিসত্ত্ব অন্নভাণ্ডহস্তে অকুতোভয়ে সেই অঙ্গারের উপর পাদ-বিক্ষেপ করিলেন; অমনি অশীতিহস্ত পরিমিত কুণ্ডের তল হইতে এক অপূর্ব্ব মহাপদ্ম উত্থিত হইল। উহার বেণু বাশি তাঁহার মস্তকোপরি প্রক্ষিপ্ত হইয়া স্বর্ণচূর্ণের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল; তিনি (সেই প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর) দাঁড়াইয়া প্রত্যেক-বুদ্ধের ভাণ্ডে ভোজ্য ঢালিয়া দিলেন।

প্রত্যেক-বুদ্ধ অন্ন গ্রহণ করিয়া বোধিসত্ত্বকে ধন্যবাদ দিলেন এবং ভাণ্ডটী আকাশে উৎক্ষিপ্ত করিয়া সর্ব্বজনসমক্ষে স্বয়ং আকাশমার্গে হিমালয়ে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার গমন-পথটী নানা আকারযুক্ত মেঘপঙ্‌ক্তিবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

মারও পরাস্ত হইয়া ক্ষুণ্ণমনে স্বস্থানে চলিয়া গেল। তখন বোধিসত্ত্ব সেই পদ্মোপরি দণ্ডায়মান থাকিয়া সমবেত জনসমূহকে শীলাদি ধর্ম্ম শিক্ষা দিলেন এবং শেষে সকলকে সঙ্গে লইয়া বাসগৃহে প্রতিগমন করিলেন। অতঃপর তিনি যতকাল জীবিত ছিলেন, দানাদি পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেন এবং দেহান্তে কর্ম্মানুরূপ ফলপ্রাপ্তির জন্য লোকান্তর প্রস্থান করেন।

[কথাবসানে শাস্তা বলিলেন, "তবেই দেখিতেছ তোমার মত বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি যে দেবতার কথায় কর্ণপাত করে নাই, ইহা তত আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। অতীত যুগের জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক পুরুষদিগের কার্য্য ইহা অপেক্ষা অধিক বিস্ময়কর।"

সমবধান—ঐ প্রত্যেক-বুদ্ধ দেহত্যাগ করিয়া নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন, কাজেই তাঁহার আর জন্ম হয় নাই। তখন আমি ছিলাম বারাণসীর সেই শ্রেষ্ঠী।]

৪১—লোশক-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে লোশক তিষ্য নামক জনৈক স্থবির সম্বন্ধে এই কথা বলেন।

লোশক তিষ্য কোশলদেশস্থ কোন কৈবর্ত্তের কুলবর্দ্ধক পুত্র। তিনি এমনই দুরদৃষ্ট ছিলেন যে, প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবার পরেও তাঁহার ভাগ্যে ভিক্ষা মিলিত না। তিনি যে গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেখানে হাজার কৈবর্ত্তের বাস ছিল, তাহারা প্রতিদিন জাল লইয়া নদীবিলভাগাদিতে মৎস্য ধরিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত; কিন্তু যে দিন লোশক জননী-জঠরে প্রবেশ করেন, সে দিন কাহারও ভাগ্যে চুণাপুঁটিটা পর্য্যন্ত জালে পড়ে নাই। তদবধি তাহাদের মুহুর্মুহুঃ বিপদ্ ঘটিতে লাগিল; লোশক ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বেই গ্রামখানি সাত বার অগ্নিদগ্ধ হইল, সাত বার রাজার কোপে পড়িয়া দণ্ড ভোগ করিল। কাজেই অধিবাসীদিগের দুর্দ্দশার আর সীমা পরিসীমা রহিল না। তাহারা ভাবিতে লাগিল, "পূর্ব্বে ত আমরা বেশ ছিলাম; এখন আমাদের এরূপ দুর্গতি হইল কেন? নিশ্চিত আমাদের মধ্যে কোন কালকর্ণী প্রবেশ করিয়াছে। এস, আমরা দুই দলে ভাগ হইয়া দেখি, কোন্ দলে সে অধিষ্ঠান করে।" ইহা স্থির করিয়া তাহারা দুই দলে বিভক্ত হইল; প্রত্যেক দলে রহিল পঞ্চশত কৈবর্ত্ত-পরিবার। অতঃপর যে দলে লোশকের জনক ও গর্ভধারিণী থাকিল, তাহাদেরই বিপত্তি ঘটিল। তখন সেই দুর্দ্দশাপন্ন পাঁচ শ ঘর আবার দুই দলে বিভক্ত হইল। এইরূপে ক্রমে ভাগ করিতে করিতে তাহারা অবশেষে লোশকের জনক ও গর্ভধারিণীকে অপর সকল পরিবার হইতে পৃথক্ করিল এবং বুঝিতে পারিল তাহাদেরই ঘরে কালকর্ণীর আবির্ভাব হইয়াছে। অতএব তাহারা ঐ কৈবর্ত্তদম্পতীকে প্রহার করিয়া দূর করিয়া দিল।

লোশকের গর্ভধারিণী অতিকষ্টে দিনপাত করিতে লাগিল এবং যথাকালে লোশককে প্রসব করিল। যাঁহারা কর্ম্মফল-ভোগার্থ চরম জন্ম লাভ করেন, তাঁহাদের অস্বাভাবিক উপায়ে প্রাণনাশ অসম্ভব, কারণ কলসীর গর্ভে প্রদীপ রাখিলে যেমন উহা বাহির হইতে লক্ষ্য না হইলেও ভিতরে দীপ্তিমান্ থাকে, তাঁহাদের মনেও সেইরূপ অর্হত্ত্বলাভের বাসনা বলবতী থাকে, কিন্তু কেহ তাহা বাহির হইতে উপলব্ধি করিতে পারে না। লোশকের জননী পুত্রের লালনপালন করিতে লাগিল, কিন্তু তিনি যখন বড় হইয়া ছুটাছুটি করিতে শিখিলেন, তখন একদিন তাঁহার হাতে একখানা খাপরা দিয়া "ঐ বাড়ীতে ভিক্ষা করিতে যা" বলিয়া তাঁহাকে এক গৃহস্থের বাড়ীতে পাঠাইয়া দিল, এবং নিজে সেই অবসরে পলাইয়া গেল। এইরূপে লোশক সম্পূর্ণ অসহায় হইয়া পড়িলেন; তিনি উচ্ছিষ্ট কুড়াইয়া ক্ষুধা শান্তি করিতেন, যখন যেখানে পারিতেন নিদ্রা যাইতেন; তাঁহার স্নান ছিল না, শরীর মলে আচ্ছন্ন থাকিত। ফলতঃ তিনি পাংশুপিশাচের * ন্যায় অতি কষ্টে জীবন ধারণ করিতেন। লোকে

---

* পুরীষাশী প্রেত। ইহাদের জঠর গুহার ন্যায় বৃহৎ, অথচ মুখবিবর সূচীবৎ সঙ্কীর্ণ; কাজেই ইহাদের কখনও ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় না।

হাঁড়ি ধুইয়া গৃহের বাহিরে জল ফেলিত; উহার সঙ্গে যে দুই একটা ভাত থাকিত, তাহাই তিনি কাকের ন্যায় একটী একটী করিয়া খুঁটিয়া খাইতেন।

এইরূপে ক্রমে লোশকের সাত বৎসর বয়স হইল। একদিন ধর্ম্ম-সেনাপতি সারীপুত্র শ্রাবস্তী নগরে ভিক্ষাচর্য্যায় বিচরণ করিবার সময় তাঁহাকে ঐ অবস্থায় দেখিতে পাইয়া ভাবিলেন, 'অহো, এই হতভাগ্যের বাড়ী কোথায়?' এবং করুণাপরবশ হইয়া বলিলেন, "এস বৎস, আমার নিকট এস।" লোশক তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণিপাত পূর্ব্বক সম্মুখে দাঁড়াইলেন। ধর্ম্ম সেনাপতি জিজ্ঞাসিলেন, "তোমার মাতা পিতা কে, বাড়ী কোথায়?" "মহাশয়, আমি নিতান্ত অসহায়। মা বাপ আমাকে লইয়া জ্বালাতন হইয়াছিলেন; তাঁহারা আমায় ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছেন।" "তুমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে চাও?" "চাইব না কেন? কিন্তু আমার মত হতভাগাকে কে প্রব্রজ্যা দিবে?" "আমি দিব।" "তবে দয়া করিয়া আমাকে প্রব্রজ্যা দান করুন।" তখন সারীপুত্র লোশককে খাওয়াইলেন, সঙ্গে করিয়া বিহারে ফিরিলেন, স্বহস্তে স্নান করাইয়া দিলেন এবং প্রথমে প্রব্রজ্যা, পরে যথাকালে উপসম্পদা দান করিলেন।

বৃদ্ধবয়সে এই বালক "স্থবির লোশক তিষ্য" নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার অদৃষ্টের এমনই দোষ ছিল যে, তিনি কখনও পর্য্যাপ্ত ভিক্ষা পাইতেন না। যেস্থানে প্রভূত দানের ঘটা হইত, সেখানেও তাঁহার পেট পুরিয়া আহার জুটিত না; যাহা নহিলে দেহরক্ষা অসম্ভব, তিনি কেবল তাহাই পাইতেন। তাঁহার ভিক্ষাপাত্রে এক হাতা যাগু দিলেই বোধ হইত যেন উহা পূর্ণ হইয়াছে; কাজেই উহাতে আর ধরিবে না বলিয়া লোকে অবশিষ্ট যাগু তাঁহার পার্শ্বস্থ অপর ভিক্ষুকে দান করিত। এরূপও শুনা যায়, তাঁহাকে যাগু দিবার সময় পরিবেষণকারীর পাত্র হইতে সহসা অবশিষ্ট যাগু অন্তর্হিত হইত। লুচি, কচুরি প্রভৃতি চর্ব্ব্য খাদ্য বণ্টন করিবার সময়ও ঠিক এইরূপ ঘটিত। লোশক বয়োবৃদ্ধি-সহকারে ক্রমশঃ তত্ত্বদর্শী হইলেন অর্হত্ত্ব লাভ করিলেন, কিন্তু ভিক্ষা-প্রাপ্তি সম্বন্ধে তাঁহার অদৃষ্ট-দোষ খণ্ডিল না।

অবশেষে লোশকের কালপূর্ণ হইল, যে কর্ম্মফলে তিনি এত কাল জন্ম গ্রহণ করিয়া আসিতেছিলেন, তাহার পর্য্যবসান হইল, তাঁহার পরিনির্ব্বাণের সময় সমাগত হইল। ধর্ম্ম-সেনাপতি ধ্যানযোগে বুঝিতে পারিলেন, লোশক সেই দিনই নির্ব্বাণ লাভ করিবেন। তাঁহার ইচ্ছা হইল, 'আজ ইঁহাকে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আহার করাইতে হইবে।' তিনি লোশককে সঙ্গে লইয়া ভিক্ষার্থ শ্রাবস্তী নগরে প্রবেশ করিলেন। স্বয়ং সারীপুত্র ভিক্ষাপাত্রহস্তে সেই বহুজনাকীর্ণ নগরের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু লোশক সঙ্গে ছিলেন বলিয়া সে দিন ভিক্ষা দেওয়া দূরে থাকুক, কেহ তাঁহার অভিবাদন পর্য্যন্ত করিল না। তখন সারীপুত্র লোশককে বলিলেন, "আপনি বিহারে প্রতিগমন পূর্ব্বক আসনশালায় * অবস্থিতি করুন, আমি কিয়ৎক্ষণ পরে ফিরিব।" লোশক বিহারে ফিরিয়া গেলেন, সারীপুত্র আবার ভিক্ষা আরম্ভ করিলেন, এবং যাহা পাইলেন তাহা "লোশককে দিও" বলিয়া বিহারে পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু যাহারা ঐ খাদ্য লইয়া গেল, তাহারা লোশকের কথা ভুলিয়া গেল এবং নিজেরাই সমস্ত খাইয়া ফেলিল।

এদিকে সারীপুত্র বিহারে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক লোশকের নিকট গমন করিলেন। লোশক তাঁহাকে প্রণিপাত করিলে সারীপুত্র জিজ্ঞাসিলেন, "আপনার জন্য যে ভোজ্য পাঠাইয়াছিলাম, তাহা পাইয়াছেন কি?" লোশক বলিলেন, "যথাসময়ে পাইব বৈ কি।" ইহা শুনিয়া সারীপুত্র অতিমাত্র দুঃখিত হইলেন এবং বেলা কত হইয়াছে তাহা দেখিতে লাগিলেন। তখন মধ্যাহ্ন অতীত হইয়াছিল; সারীপুত্র লোশককে আসনশালাতেই অবস্থিতি করিতে অনুরোধ করিয়া কোশলরাজের প্রাসাদাভিমুখে যাত্রা করিলেন। রাজা পরিচারকদিগকে তাঁহার হস্ত হইতে ভিক্ষাপাত্র লইতে আদেশ দিলেন এবং মধ্যাহ্ন অতিক্রান্ত হইয়াছে, সুতরাং অন্ন আহার করিবার সময় নাই দেখিয়া উহা মধু, ঘৃত, নবনীত ও শর্করা দ্বারা পূর্ণ করাইয়া দিলেন। † সারীপুত্র তাহা লইয়া আশ্রমে প্রতিগমন করিলেন এবং "আসুন মহাশয়, এই চতুর্ম্মধুর ‡ ভোজন করুন" বলিয়া লোশকের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। ভক্তিভাজন সারীপুত্র তাঁহার জন্য এত কষ্ট স্বীকার করিয়া ভোজ্য সংগ্রহ করিয়াছেন এই চিন্তায় লোশকের বড় লজ্জা হইল, তিনি খাইতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে সারীপুত্র বলিলেন, "আসুন, বিলম্ব করিবেন না, আমাকে এই পাত্র হস্তে করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে; আপনি উপবেশন করিয়া আহারে প্রবৃত্ত হউন, আমার হাত ছাড়া হইলে পাত্রস্থ ভোজ্য অদৃশ্য হইবে।"

* অর্থাৎ ভিক্ষুদিগের উপবেশন করিবার ঘর।

† মধ্যাহ্নের পর বৌদ্ধভিক্ষুদিগের পক্ষে অন্ন বা তৎসদৃশ সজল খাদ্য নিষিদ্ধ। পূর্ব্বকালে ভিক্ষুগণ ভূতলে লম্বভাবে দণ্ড প্রোথিত করিয়া তাহার ছায়া দর্শনে সময় নিরূপণ করিতেন।

‡ মধু, ঘৃত, নবনীত এবং শর্করা এই চারি দ্রব্যকে চতুর্ম্মধুর বলে। ইহার সহিত "পঞ্চামৃত" শব্দটীর তুলনা করা যাইতে পারে।

তখন মহাত্মা ধর্ম্ম-সেনাপতি পাত্র হস্তে লইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, স্থবির তিষ্য তাহা হইতে আহার আরম্ভ করিলেন। ধর্ম্ম-সেনাপতির পুণ্যবলে সে দিন পাত্রস্থ ভোজ্য অদৃশ্য হইতে পারিল না, স্থবির তিষ্য জন্মের মধ্যে একবার তৃপ্তির সহিত উদর পূর্ণ করিলেন। অনন্তর সেই দিনই তিনি পরিনির্ব্বাণ লাভ করিয়া পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ হইতে অব্যাহতি পাইলেন। সম্যক্‌সম্বুদ্ধ স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার অগ্নিক্রিয়া সম্পাদন করাইলেন, এবং ভিক্ষুগণ তাঁহার চিতাভস্ম সংগ্রহ পূর্ব্বক তদুপরি এক চৈত্য নির্ম্মাণ করিলেন।

তদনন্তর ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "ভ্রাতৃগণ, লোশকের ন্যায় হতভাগ্য দ্বিতীয় দেখা যায় না। তিনি একদিনও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ভিক্ষা লাভ করেন নাই। কিন্তু এত মন্দভাগ্য হইয়াও তিনি অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইলেন ইহা অতি বিস্ময়ের বিষয়।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া ভিক্ষুদিগের কথা শুনিতে পাইলেন। তিনি বলিলেন, "লোশক নিজ কর্ম্মফলেই পর্য্যাপ্ত ভিক্ষা লাভ করেন নাই, আবার নিজ কর্ম্মফলেই অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতীত জন্মে তিনি অন্যের প্রাপ্তির ব্যাঘাত ঘটাইয়াছিলেন, সেই পাপে তিনি এ জন্মে এত অল্প পাইয়াছেন, কিন্তু অতীত জন্মে তিনি সংসার দুঃখময় এবং অনিত্য, কোন পদার্থের স্থায়িভাব নাই ইত্যাদি তত্ত্ব দর্শন করিয়াছিলেন, এই পুণ্যবলে এ জন্মের অবসানে অর্হত্ত্ব লাভ করিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন।]

পুরাকালে সম্যক্‌সম্বুদ্ধ কাশ্যপের * সময়ে কোন গ্রামে এক শীলবান্, ধর্ম্মপরায়ণ ও সূক্ষ্মতত্ত্বদর্শী স্থবির বাস করিতেন। ঐ গ্রামের ভূস্বামী তাঁহার ভরণ পোষণের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন অন্যত্র একজন অর্হন্ ছিলেন; তিনি সঙ্ঘস্থ সমস্ত ভিক্ষুর সহিত সমভাবে বাস করিতেন, 'আমি প্রধান' কখনও একরূপ ভাবিতেন না। একদিন এই মহাত্মা উল্লিখিত ধর্ম্মনিষ্ঠ ভূস্বামীর আলয়ে উপস্থিত হইলেন। ইতিপূর্ব্বে আর কখনও তিনি ঐ গ্রামে পদার্পণ করেন নাই, তথাপি তাঁহার আকার প্রকার দেখিয়াই ভূস্বামী এত মুগ্ধ হইলেন যে, তাঁহার হস্ত হইতে সসম্মানে ভিক্ষাপাত্র গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাকে গৃহাভ্যন্তরে লইয়া গেলেন এবং আহারগ্রহণার্থ অনুরোধ করিলেন। অনন্তর তাঁহার মুখে কিয়ৎক্ষণমাত্র ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিয়া ভূস্বামী বলিলেন, "প্রভু, দয়া করিয়া অদূরে আমাদের যে বিহার আছে সেখানে গিয়া বিশ্রাম করুন; আমি অপরাহ্নে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব।" অর্হন্ তাহাই করিলেন এবং বিহারবাসী স্থবিরকে অভিবাদন পূর্ব্বক অতি শিষ্টভাবে আসন গ্রহণ করিলেন। স্থবিরও পরমসমাদরে তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন এবং আহার হইয়াছে কি না জিজ্ঞাসিলেন। অর্হন্ বলিলেন, "হাঁ, আহার হইয়াছে।" "কোথায় আহার করিলেন?" "এই গ্রামেই, ভূস্বামীর গৃহে।" অনন্তর আগন্তুক কোথায় অবস্থিতি করিবেন জিজ্ঞাসা করিলেন; নির্দ্দিষ্ট প্রকোষ্ঠে প্রবেশ পূর্ব্বক ভিক্ষাপাত্র ও চীবর ত্যাগ করিলেন এবং আসনগ্রহণান্তে ধ্যানমগ্ন হইয়া অন্তর্দৃষ্টি ও চতুর্মার্গ-ফলপ্রাপ্তিজনিত আনন্দ ভোগ করিতে লাগিলেন।

বেলাবসানে ভূস্বামী ভৃত্যগণসহ গন্ধ, মাল্য ও সতৈল প্রদীপ লইয়া বিহারে উপনীত হইলেন এবং বিহারবাসী স্থবিরকে প্রণিপাত পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ এখানে-এক অর্হনের অতিথি হইবার কথা ছিল; তিনি আসিয়াছেন কি?" স্থবির বলিলেন, "হাঁ, তিনি

---

* ইনি গৌতমের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী বুদ্ধ। "বুদ্ধ" বলিলে অসীম ও অমোঘজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিকে বুঝায়। তিনি সংসারার্ণবের কাণ্ডারী এবং নির্ব্বাণদাতা। বুদ্ধত্বপ্রাপ্তির জন্য তাঁহাকে কোটিকল্পকাল জন্ম-জন্মান্তর গ্রহণ করিয়া শীলাদি রক্ষাপূর্ব্বক চরিত্রের চরমোৎকর্ষ সাধন করিতে হয়। শেষে বুদ্ধরূপে আবির্ভূত হইয়া তিনি ধর্ম্মচক্রের প্রবর্ত্তন করেন, জনসাধারণে তাঁহার শাসনানুসারে পরিচালিত হয়। মৃত্যুর পর বুদ্ধের আর অস্তিত্ব থাকে না; তিনি পরিনির্ব্বাণ লাভ করেন; কালসহকারে লোকে তাঁহার শাসনও ভুলিয়া যায়। তখন আবার নূতন বুদ্ধের আবির্ভাব ঘটে। এইরূপে যুগে যুগে বহু বুদ্ধের আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়াছে এবং হইবে। বৌদ্ধ মতে গৌতমের পূর্ব্ববর্ত্তী চব্বিশ জন বুদ্ধের নাম এই:—দীপঙ্কর, কৌণ্ডিন্য, মঙ্গল, সুমনা, রেবত, শোভিত, অনবদর্শী, পদ্ম, নারদ, পদ্মোত্তর, সুমেধা, সুজাত, প্রিয়দর্শী, অর্থদর্শী, ধর্ম্মদর্শী, সিদ্ধার্থ, তিষ্য, পুষ্য, বিপস্সী (বিদর্শী), শিখী বিশ্বভূ, ক্রকুচ্ছন্দ, কোণাগমন ও কাশ্যপ। অতঃপর যে বুদ্ধের আবির্ভাব হইবে, তাঁহার নাম মৈত্রেয়।

আসিয়াছেন।” “তিনি কোথায়?” “অমুক প্রকোষ্ঠে।” তাহা শুনিয়া ভূস্বামী অর্হনের নিকট গেলেন, তাঁহাকে প্রণাম করিয়া একপার্শ্বে উপবেশন করিলেন এবং ধর্ম্মকথা শুনিলেন। শেষে সন্ধ্যার পর যখন ঠাণ্ডা হইল, তখন তিনি চৈত্যে ও বোধিদ্রুমে পূজা দিলেন, প্রদীপ জ্বালিলেন এবং অর্হন্ ও স্থবির উভয়কেই পরদিন ভোজনার্থ নিমন্ত্রণ করিয়া গৃহে ফিরিলেন।

বিহারবাসী স্থবির ভাবিলেন, “ভূস্বামী দেখিতেছি আমার হাতছাড়া হইবার উপক্রম হইয়াছেন। যদি এই অর্হন্ এখানে অবস্থিতি করেন, তাহা হইলে আমার কোন প্রতিপত্তি থাকিবে না।” এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি মনে মনে বড় অসন্তুষ্ট হইলেন এবং যাহাতে আগন্তুক ঐ বিহারে চিরদিন বাস করিবার সঙ্কল্প না করেন, তাহার উপায় দেখিতে লাগিলেন। উপস্থান-সময়ে অর্হন্ যখন তাঁহাকে আসিয়া অভিবাদন করিলেন, তখন স্থবির তাঁহার সহিত বাক্যালাপ পর্য্যন্ত করিলেন না। আগন্তুক তাঁহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া ভাবিলেন, “এই স্থবির বুঝিতে পারিতেছেন না যে ভূস্বামীর নিকট বা ভিক্ষুসঙ্ঘে ইঁহার যে প্রতিপত্তি আছে, আমি কখনই তাহার অন্তরায় হইব না।” অনন্তর তিনি প্রকোষ্ঠে প্রতিগমন পূর্ব্বক ধ্যানস্থ হইয়া অন্তর্দৃষ্টি ও চতুর্ম্মার্গ-ফলপ্রাপ্তি জনিত সুখসুধা পান করিতে লাগিলেন।

প্রভাত হইলে বিহারবাসী স্থবির আস্তে আস্তে কাঁসরে ঘা দিয়া এবং নখপৃষ্ঠ দ্বারা দ্বারে আঘাত করিয়া একাকী ভূস্বামী-গৃহে চলিয়া গেলেন। * ভূস্বামী তাঁহার হস্ত হইতে ভিক্ষা-পাত্র গ্রহণ পূর্ব্বক জিজ্ঞাসিলেন, “আগন্তুক কোথায়?” স্থবির বলিলেন, “আমি আপনার বন্ধুর কোন সংবাদ রাখি না। আমি কাঁসর বাজাইলাম, দরজার ঘা দিলাম, কিন্তু কিছুতেই তাঁহাকে জাগাইতে পারিলাম না। বোধ হইতেছে কল্য তিনি এখানে যে সমস্ত চর্ব্ব্যচূষ্য উদরস্থ করিয়াছিলেন, তাহা এখনও জীর্ণ করিতে পারেন নাই; কাজেই এত বেলা পর্য্যন্ত নিদ্রাক্রান্ত রহিয়াছেন। এরূপ লোকের প্রীতিসাধন করিতে পারিলেই, দেখিতেছি, আপনি নিজেও প্রীতিলাভ করেন।”

এদিকে সেই অর্হন্ ভিক্ষাচর্য্যাকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া স্নানান্তে বেশ পরিবর্ত্তন করিলেন এবং ভিক্ষাপাত্র ও চীবরসহ আকাশপথে অন্যত্র চলিয়া গেলেন।

ভূস্বামী বিহারবাসী স্থবিরকে ঘৃত, মধু, শর্করা ও ঘৃতমিশ্রিত পরমান্ন ভোজন করাইলেন এবং সুগন্ধি চূর্ণ দ্বারা তাঁহার পাত্র পরিষ্কার পূর্ব্বক পুনর্বার উহা পায়স পূর্ণ করিয়া বলিলেন, “মহাশয়, বোধ হয় অর্হন্ পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, আপনি তাঁহার জন্য এই পায়স লইয়া যান।” স্থবির কোন আপত্তি না করিয়া উহা হাতে লইলেন এবং চলিবার সময় ভাবিতে লাগিলেন, “এই অর্হন্ যদি একবার এরূপ পরমান্নের আস্বাদ পান, তাহা হইলে গলাধাক্কা বা লাথি ঝাঁটা খাইলেও এস্থান পরিত্যাগ করিবেন না। কিন্তু কি করিয়াই বা ইঁহাকে তাড়াইতে পারা যায়? এই পায়স যদি অপর কাহাকেও খাইতে দি, তাহা হইলে কথা প্রকাশ হইয়া পড়িবে, জলে ঢালিয়া ফেলিলে উপরে ঘি ভাসিয়া উঠিবে, ভূমিতে নিক্ষেপ করিলে দেশসুদ্ধ কাক আসিয়া জুটিবে।” মনে মনে এইরূপ তোলপাড় করিতে করিতে কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি এক দগ্ধক্ষেত্র দেখিতে পাইলেন। তখন তিনি উহার এক প্রান্তে অঙ্গার রাশীকৃত করিয়া তন্মধ্যে ঐ পায়স ঢালিয়া দিলেন এবং তদুপরি আরও অঙ্গার চাপা দিয়া বিহারে ফিরিয়া গেলেন। সেখানে অর্হন্‌কে দেখিতে না পাইয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন ঐ মহাত্মা তাঁহার মনের ভাব জানিতে পারিয়াই আপনা হইতে অন্যত্র চলিয়া গিয়াছেন।

---

* বিহারস্থ ভিক্ষুদিগকে যথাসময়ে প্রবুদ্ধ করিবার নিমিত্ত কাঁসর বাজাইবার ও দ্বারে আঘাত করিবার ব্যবস্থা ছিল। আশ্রমবাসী স্থবিরের ইচ্ছা নয় যে, অর্হন্ জাগরিত হন, অথচ বিহারের নিয়ম পালন না করিলেও চলে না। এই জন্য তিনি যথাসম্ভব নিঃশব্দে কাঁসর বাজাইয়া ও দ্বারে আঘাত করিয়া দুই দিক্‌ই রক্ষা করিলেন।

তখন, "হায়, উদরের জন্য কি পাপ করিলাম!" বলিয়া তিনি আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার এরূপ অনুতাপ জন্মিল যে অল্পদিনের মধ্যেই তিনি প্রেতবৎ অস্থিচর্ম্মসার হইলেন এবং মৃত্যুর পর নিরয়গমনপূর্ব্বক শতসহস্র বৎসর যন্ত্রণা ভোগ করিলেন। অনন্তর সেই পরিপক্ব পাপফলে তিনি পঞ্চশতবার উপর্য্যুপরি যক্ষযোনি লাভ করিলেন। ঐ সকল জন্মে তিনি কেবল এক এক বার উদর পূর্ণ করিয়া গর্ভমল ভক্ষণ করিয়াছিলেন, জীবনের অবশিষ্ট কালে কোন দিনই তাঁহার ভাগ্যে পর্য্যাপ্ত আহার জুটে নাই। ইহার পর তাঁহাকে আবার পঞ্চশতবার কুক্কুররূপে জন্মিতে হইয়াছিল। কুক্কুর জন্মেও তিনি একদিন মাত্র বমিত অন্নে উদরপূর্ণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কুক্কুরলীলাবসানে তিনি পুনর্ব্বার নরত্ব লাভ করিয়া কাশীরাজ্যে এক ভিক্ষুকের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন এবং 'মিত্রবিন্দক' এই নামে অভিহিত হন। মিত্রবিন্দকের অদৃষ্টদোষে সেই দুর্গত পরিবারের দুর্গতি শতগুণে বর্দ্ধিত হয়; কাজেই দেহধারণের জন্য তাঁহার ভাগ্যে কাঞ্জিক ভিন্ন আর কিছু জুটিত না; তাহাও এত অল্প পরিমাণে পাওয়া যাইত, যে কোন দিনই উদরস্থ খাদ্য নাভির উপরে উঠিত না। তাঁহার মাতা পিতা আর ক্ষুধার যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া এক দিন তাঁহাকে "দূর হ, কালকর্ণী" বলিয়া প্রহার করিয়া তাড়াইয়া দিল।

এই সময়ে বোধিসত্ত্ব বারাণসী নগরের একজন দেশবিখ্যাত অধ্যাপক ছিলেন; পঞ্চশত শিষ্য তাঁহার নিকট শিল্প শিক্ষা করিত। বারাণসী-বাসীদিগের মধ্যে প্রথা ছিল যে তাঁহারা দরিদ্র বালকদিগের ভরণপোষণ ও শিক্ষাবিধানের ব্যবস্থা করিতেন। পিতৃপরিত্যক্ত মিত্রবিন্দক যখন ঘুরিতে ঘুরিতে বারাণসীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন তিনি এই প্রথার মাহাত্ম্যে বোধিসত্ত্বের পুণ্যশিষ্যরূপে * বিদ্যাভ্যাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু মিত্রবিন্দকের প্রকৃতি অতি পরুষ ও দুর্দ্দান্ত ছিল; তিনি সর্ব্বদা সহাধ্যায়ীদিগের সহিত মারামারি করিতেন, দণ্ডভর্ৎসনায় ভ্রূক্ষেপ করিতেন না। এরূপ ছাত্র থাকায় বোধিসত্ত্বের পাঠশালার নিন্দা হইল, তাঁহার আয়ও কমিল। এ দিকে মিত্র-বিন্দক বালকদিগের সহিত বিবাদ করিয়া এবং গুরূপদেশ তুচ্ছজ্ঞান করিয়া শেষে একদিন পলায়ন করিলেন এবং নানাস্থানে বিচরণ করিতে করিতে এক প্রত্যন্ত গ্রামে † উপনীত হইলেন। সেখানে তিনি মজুর খাটিয়া দিনপাত করিতে লাগিলেন এবং এক অতি দরিদ্রা নারীর পাণিগ্রহণ করিলেন। তাহার গর্ভে তাঁহার দুইটী সন্তান জন্মিল।

অতঃপর গ্রামবাসীরা সুশাসন কাহাকে বলে, ‡ দুঃশাসন কাহাকে বলে, ইহা ব্যাখ্যা করিবার নিমিত্ত মিত্রবিন্দককে শিক্ষক নিযুক্ত করিল। তাহারা তাঁহার গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য বেতনের ব্যবস্থা করিল এবং বাসের জন্য গ্রামদ্বারে একখানি কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দিল। কিন্তু মিত্রবিন্দক সেখানে বাস করিতেছেন, এই একমাত্র কারণে গ্রামবাসীরা অচিরে রাজার কোপভাজন হইল এবং একবার নয়, দুইবার নয়, সাতবার দণ্ডভোগ করিল। তাহাদের গৃহগুলিও সাতবার ভস্মীভূত হইল এবং জলাশয়গুলি সাতবার শুকাইয়া গেল।

তখন তাহারা চিন্তা করিতে লাগিল, "মিত্রবিন্দকের আগমনের পূর্ব্বে ত আমরা বেশ সুখে ছিলাম, কিন্তু তিনি আসিয়াছেন অবধি আমাদের নিত্য নূতন বিপদ্ ঘটিতেছে।" এই সিদ্ধান্ত করিয়া তাহারা মিত্রবিন্দককে লগুড়প্রহারে গ্রাম হইতে দূর করিয়া দিল। মিত্রবিন্দক সপরিবারে বিচরণ করিতে করিতে এক রাক্ষসসেবিত বনে উপনীত হইলেন।

* ইংরাজীতে যাহাকে charity scholar বলা যায়। এরূপ ছাত্রের ব্যয়ভার তাহার আত্মীয় স্বজন বহন করে না, দান ভাণ্ডার হইতে প্রদত্ত হয়। মিত্রবিন্দকের শিক্ষাবিধানের ব্যবস্থা দেখিয়া বুঝিতে পারা যায়, প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে অনাথাশ্রম অবিদিত ছিল না।

† রাজ্যের সীমানিহিত গ্রাম (frontier village)।

‡ শাসন অর্থাৎ ধর্ম্ম।

সেখানে রাক্ষসেরা তাঁহার স্ত্রী ও পুত্রদ্বয়কে মারিয়া খাইল, তিনি নিজে পলায়নপূর্ব্বক প্রাণরক্ষা করিলেন এবং বহুস্থানে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে সাগরতীরবর্ত্তী গম্ভীরা নামক পট্টনে উপনীত হইলেন। সে দিন ঐ পট্টন হইতে একখানি অর্ণবপোত ছাড়িবার উদ্যোগ করিতেছিল। মিত্রবিন্দক উহার একজন কর্ম্মচারী হইয়া পোতে আরোহণ করিলেন। পোতখানি পট্টন ছাড়িবার পর সপ্তাহকাল বেশ চলিল; কিন্তু তাহার পর সাগরবক্ষে এমন নিশ্চল হইয়া রহিল যে, বোধ হইল যেন উহা কোন মগ্ন শৈলে সংলগ্ন হইয়া অবরুদ্ধ হইয়াছে। কোন কালকর্ণীর অদৃষ্টদোষে এরূপ দুর্দ্দৈব সংঘটন হইয়াছে নিশ্চয় করিয়া, পোতারোহিগণ সেই কালকর্ণী কে, তাহা জানিবার জন্য গুটিকাপাত * করিল। এই গুটিকাপাতে সাতবারই মিত্রবিন্দকের নাম উঠিল। তখন তাহারা একখানি বাঁশের ভেলার সহিত মিত্রবিন্দককে সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করিল, পর মুহূর্ত্তেই পোতখানি নির্ব্বিঘ্নে চলিতে লাগিল।

মিত্রবিন্দক অতিকষ্টে ভেলায় চড়িয়া বসিলেন এবং তরঙ্গের সঙ্গে ভাসিয়া চলিলেন। সম্যক্‌সম্বুদ্ধ কাশ্যপের সময় শীলাদি পালন করিয়া তিনি যে পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছিলেন, এখন তাহারই প্রভাবে তিনি সমুদ্রবক্ষে এক স্ফটিক-বিমানে † চারি জন দেবকন্যা দেখিতে পাইয়া তাহাদের সহিত এক সপ্তাহ সুখে বাস করিলেন। বিমানবাসী প্রেতেরা পর্য্যায়ক্রমে সপ্তাহ কাল সুখ ও সপ্তাহ কাল দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে, কাজেই সপ্তাহান্তে তাহাদিগকে দুঃখ ভোগার্থ অন্যত্র গমন করিতে হইল। তাহারা মিত্রবিন্দককে বলিয়া গেল, "আমরা প্রতিগমন না করা পর্য্যন্ত তুমি এইখানে অবস্থিতি কর।" কিন্তু তাহারা প্রস্থান করিবামাত্রই মিত্রবিন্দক ভেলায় চড়িয়া এক রজত বিমানের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং সেখানে আটজন দেবকন্যা দেখিতে পাইলেন। অনন্তর সেখান হইতেও যাত্রা করিয়া তিনি অগ্রে মণিময় বিমানে ষোলজন এবং পরে কাঞ্চনময় বিমানে চব্বিশ জন দেবকন্যা দৃষ্টিগোচর করিলেন। কিন্তু তিনি তাহাদের কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া ভেলা চালাইতে লাগিলেন এবং পরিশেষে দ্বীপপুঞ্জমধ্যস্থ এক যক্ষপুরীতে উপনীত হইলেন। সেখানে এক যক্ষিণী ছাগীর দেহ ধারণ করিয়া বিচরণ করিতেছিল। মিত্রবিন্দক তাহাকে যক্ষিণী বলিয়া চিনিতে পারিলেন না, ছাগী ভাবিয়া মাংসলোভে মারিবার আশায় তাহার পা ধরিয়া ফেলিলেন। সে যক্ষিণী-সুলভ প্রভাববলে তাঁহাকে এমন বেগে উৎক্ষেপণ করিল যে, তিনি আকাশমার্গে সমুদ্র পার হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে বারাণসী নগরের কণ্টকসমাকীর্ণ এক পরিখাপৃষ্ঠের উপর গিয়া পড়িলেন এবং সেখান হইতে গড়াইতে গড়াইতে ভূতলে গিয়া থামিলেন।

ঐ পরিখার নিকট রাজার ছাগল চরিত। যে সময়ের কথা হইতেছে, তখন তস্করেরা সুবিধা পাইলেই উহাদিগের দুই একটী অপহরণ করিত। কাজেই ছাগপালকেরা চোর ধরিবার নিমিত্ত প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করিত।

মিত্রবিন্দক দাঁড়াইয়া ঐ সমস্ত ছাগ দেখিতে পাইলেন এবং ভাবিলেন 'সমুদ্র-গর্ভস্থ দ্বীপে একটা ছাগের পা ধরিয়াছিলাম বলিয়া নিক্ষিপ্ত হইয়া এখানে আসিয়া পড়িয়াছি; হয় ত ইহাদের একটার পা ধরিলে পুনর্ব্বার নিক্ষিপ্ত হইয়া সেই বিমানবাসিনী দেবকন্যাদিগের নিকট গিয়া পড়িব।' এই চিন্তা করিয়া তিনি কালবিলম্ব-ব্যতিরেকে একটা ছাগের পা ধরিলেন; ছাগটা ভ্যা ভ্যা করিয়া উঠিল; অমনি চারিদিক্ হইতে ছাগপালকেরা ছুটিয়া আসিল এবং "ব্যাটা, এতকাল চুরি করিয়া রাজার ছাগল খাইয়াছ" বলিয়া তাহাকে বাঁধিয়া ফেলিল ও মারিতে মারিতে রাজার নিকট লইয়া চলিল।

* ঠিক গুটিকাপাত নহে, ইহা এক প্রকার কাষ্ঠশলাকা দ্বারা সম্পাদিত হইত।

† বিমান বলিলে দেবরথ এবং সপ্তভূমিক দেবনিকেতন, উভয়ই বুঝায়। ইহা স্বয়ংগতি; রাবণের বিমান পুষ্পকনামে প্রসিদ্ধ। এখানে যে দেবকন্যাদিগের উল্লেখ দেখা যায়, তাহারা প্রেতভাবাপন্না মায়াবিনী বিশেষ।

এমন সময় বোধিসত্ত্ব পঞ্চশত ব্রাহ্মণশিষ্যপরিবৃত হইয়া স্নানার্থ নগরের বাহির হইতে ছিলেন। তিনি দেখিবামাত্রই মিত্রবিন্দককে চিনিতে পারিলেন এবং ছাগপালকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিহে বাপু সকল, এ ব্যক্তি যে আমার শিষ্য; তোমরা ইহাকে ধরিয়াছ কেন?" তাহারা বলিল "ঠাকুর, এ ব্যাটা চোর, একটা ছাগলের পা ধরিয়া লইয়া যাইতে-ছিল, এমন সময় ধরা পড়িয়াছে।" "আচ্ছা, ইহাকে আমায় দাও না কেন? এ আমার দাস হইয়া থাকিবে।" "বেশ কথা, তাহাতে আপত্তি কি?" বলিয়া, তাহারা মিত্রবিন্দককে বোধিসত্ত্বের হস্তে সমর্পণপূর্ব্বক প্রস্থান করিল। তখন বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, "মিত্র-বিন্দক, তুমি এতদিন কোথায় ছিলে?" মিত্রবিন্দক তাঁহার নিকট আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "হিতৈষীদিগের উপদেশ না শুনিয়াই এ হতভাগ্যের এইরূপ দুর্দশা হইয়াছে।

হিতকাম সুহৃদের মধুর বচন
তুচ্ছ করি উড়াইয়া দেয় যেইজন,
নিশ্চয় সে মূঢ় হয় লাঞ্ছনা-ভাজন,
অজপদ ধরি, দেখ, মিত্রক যেমন।"

অতঃপর অধ্যাপক ও মিত্রবিন্দক উভয়েই স্ব স্ব কর্ম্মানুরূপ ফলভোগার্থ লোকান্তর গমন করিলেন।

[সমবধান—তখন স্থবির তিষ্য ছিলেন মিত্রবিন্দক ও আমি ছিলাম সেই লোকবিখ্যাত অধ্যাপক।]

☞ মিত্রবিন্দকের ভ্রমণবৃত্তান্তের সহিত হোমার-বর্ণিত ওডিসিযুসের এবং আরবদেশীয় নৈশ উপাখ্যানাবলী বর্ণিত সিন্দবাদের আখ্যায়িকার কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য দেখা যায়। ইহাতে কেহ কেহ অনুমান করেন যে, মিত্রবিন্দকের কথাই উল্লিখিত আখ্যায়িকাদ্বয়ের বীজস্বরূপ, তৎপরিদৃষ্ট দেবকন্যাগণ হোমার বর্ণিত সার্সি, সাইরেণ, ক্যালিপ্‌সো প্রভৃতি মায়াবিনীদিগের আদিপ্রকৃতি। সিন্দবাদ যেরূপে বহুবার সমুদ্রে যাত্রা করিয়াছিলেন এবং এক একবার এক এক রূপ বিপদে পতিত হইয়াছিলেন মিত্রবিন্দকের সম্বন্ধেও সেইরূপ বর্ণনা দেখা যায় (৮২, ১০৪, ৩৬৯ ও ৪৩৯ সংখ্যক জাতক দ্রষ্টব্য)।

৪২—কপোত জাতক।

[শাস্তা জেতবনে জনৈক লোভী ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। অন্যান্য ভিক্ষুরা একদিন শাস্তার নিকট গিয়া বলিলেন, "ভগবন্, এই ভিক্ষু বড় লোভী।" শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, "কেমন হে, এ কথা সত্য না কি?" সে বলিল, "হাঁ প্রভু।" "তুমি অতীতকালেও লোভহেতু প্রাণ হারাইয়াছিলে এবং তোমার দোষে যাঁহারা বুদ্ধিমান্, তাঁহারাও স্বকীয় আবাস স্থান হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন।" ইহা বলিয়া শাস্তা সেই অতীত বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব পারাবতরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন বারাণসীবাসীরা পুণ্যকামনায় পক্ষীদিগের সুবিধা ও আশ্রয়ের জন্য স্থানে স্থানে খড় দিয়া ঝুড়ি প্রস্তুত করিয়া ঝুলাইয়া রাখিত। বারাণসীর প্রধান শ্রেষ্ঠীর পাচকও রন্ধনশালায় এইরূপ একটী ঝুড়ি ঝুলাইয়া রাখিয়াছিল। বোধিসত্ত্ব সেই ঝুড়িতে বাস করিতেন। তিনি প্রতিদিন প্রাতঃকালে আহারান্বেষণে চলিয়া যাইতেন এবং সায়ংকালে ফিরিয়া আসিয়া ঝুড়ির ভিতর শুইয়া থাকিতেন।

একদিন এক কাক ঐ রন্ধনশালার উপর দিয়া উড়িয়া যাইবার সময় অম্লযুক্ত ও নিরম্ল মৎস্যমাংসের গন্ধ পাইয়া উহা খাইবার জন্য লোলুপ হইল এবং কিরূপে অভিলাষ পূরণ করিবে ইহা চিন্তা করিতে করিতে অদূরে বসিয়া রহিল। অনন্তর সন্ধ্যার সময় বোধিসত্ত্বকে রন্ধন-

শালায় প্রবেশ করিতে দেখিয়া সে স্থির করিল, এই পারাবতকে অবলম্বন করিয়াই কার্য্যসিদ্ধি করিতে হইবে।

পরদিন কাক প্রাতঃকালেই সেই রন্ধনশালার নিকট উপস্থিত হইল এবং বোধিসত্ত্ব বাহির হইয়া আহারসংগ্রহার্থ যাত্রা করিলে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদ্র, তুমি আমার সঙ্গে চরিতেছ কেন?" কাক বলিল, "স্বামিন্, আপনার চাল-চলন আমার বড় ভাল লাগিয়াছে; আমি এখন হইতে আপনার অনুচর হইয়া থাকিব।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "সৌম্য, আমার খাদ্য এক রূপ, তোমার খাদ্য এক রূপ, আমার অনুচর হইলে তোমায় অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে।" "স্বামিন্, আপনি যখন আপনার আহার অন্বেষণ করিবেন, আমি তখন আমার আহার সংগ্রহ করিব এবং নিয়ত আপনার সঙ্গে সঙ্গে থাকিব।" "বেশ তাহাই হউক, কিন্তু তোমাকে খুব সাবধান হইয়া চলিতে হইবে।"

এইরূপে কাককে সতর্ক করিয়া বোধিসত্ত্ব বিচরণ করিতে করিতে তৃণবীজাদি খাইতে লাগিলেন, কাকও সেই সময়ে গোময়পিণ্ডসমূহ উল্টাইয়া কীটাদি ক্ষুদ্র প্রাণী খাইতে খাইতে উদর পূর্ণ করিল এবং তাহার পর বোধিসত্ত্বের নিকট আসিয়া বলিল, "স্বামিন্ আপনি অনেকক্ষণ ধরিয়া ভোজন করেন, অতিভোজন করা ভাল নয়।" অতঃপর বোধিসত্ত্বের আহার শেষ হইলে তিনি যখন সন্ধ্যার সময় বাসস্থানাভিমুখে চলিলেন, তখন কাকও তাঁহার অনুগামী হইল এবং শেষে সেই রন্ধনশালায় প্রবেশ করিল। পাচক ভাবিল, 'কপোত আর একটী পক্ষী সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে'; সুতরাং সে উহারও জন্য একটা ঝুড়ি ঝুলাইয়া দিল। তদবধি ঐ পক্ষিদ্বয় রন্ধনশালায় একত্র বাস করিতে লাগিল।

ইহার পর একদিন শ্রেষ্ঠী প্রচুর মৎস্য ও মাংস আনয়ন করিলেন. পাচক সেগুলি রন্ধন-শালার নানাস্থানে ঝুলাইয়া রাখিল। তাহা দেখিয়া কাকের বড় লোভ জন্মিল, সে স্থির করিল, কাল চরায় না গিয়া দিনমানে এখানেই থাকিতে হইবে, এবং এই মৎস্যমাংস খাইতে হইবে। অনন্তর সে সমস্ত রাত্রি (পীড়ার ভাণ করিয়া) আর্ত্তনাদ করিতে করিতে কাটাইল। প্রভাত হইলে বোধিসত্ত্ব বলিলেন, 'চল, বন্ধু, চরায় যাই।' কাক বলিল, "আজ আপনি একাই যান, আমার কুক্ষিতে বড় ব্যথা হইয়াছে।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "সৌম্য, কাকের যে কুক্ষিরোগ হয় ইহা ত কখনও শুনা যায় নাই। তাহারা রাত্রিকালে প্রতি প্রহরে নাকি এক একবার (ক্ষুধায়) অবসন্ন হইয়া পড়ে, কিন্তু দীপবর্ত্তিকা খাইয়া সেই সেই মুহূর্ত্তেই ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া থাকে। তুমি নিশ্চিত এই রন্ধনশালার মৎস্যমাংস খাইবার জন্য লালায়িত হইয়াছ। তুমি আমার সঙ্গে চল, মনুষ্যের খাদ্য তোমার পক্ষে দুষ্পাচ্য। এরূপ লোভের বশীভূত হইও না, আমার সঙ্গে গিয়া খাদ্য অন্বেষণ করিয়া লইবে, এস।" কাক বলিল, "না প্রভু, আমার চলিবার সাধ্য নাই।" "বেশ, তোমার ব্যবহারেই উদ্দেশ্যের পরিচয় পাওয়া যাইবে। তবে সাবধান, যেন লোভের বশবর্ত্তী হইয়া কোন অসঙ্গত কাজ করিও না।" কাককে এইরূপ উপদেশ দিয়া বোধিসত্ত্ব নিজের আহারসংগ্রহার্থ চলিয়া গেলেন।

এদিকে পাচক মৎস্যমাংস লইয়া তাহা নানা প্রকারে পাক করিতে আরম্ভ করিল এবং রন্ধন-পাত্রগুলি হইতে বাষ্পনির্গমনার্থ উহাদের মুখ একটু খুলিয়া দিয়া এবং একটা পাত্রের উপর ঝাঁঝরি * রাখিয়া বাহিরে গিয়া ঘাম মুছিতে লাগিল। কাকও ঠিক সেই সময়ে ঝুড়ি হইতে নিজের মাথা বাড়াইয়া দিল এবং দেখিতে পাইল পাচক বাহিরে গিয়াছে। তখন সে ভাবিল,

* মূলে "পরিস্সাবনকরোটি" এই শব্দ আছে। ইহা ঝোল প্রভৃতি ছাঁকিবার জন্য ছিদ্রযুক্ত এক প্রকার বৃহৎ পাত্র।

মাংস খাইয়া মনোরথ পূর্ণ করিবার এই সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। তবে একটা বড় মাংস-পিণ্ড খাই, বা চূর্ণমাংস খাই তাহা বিবেচনার বিষয়। চূর্ণমাংস দ্বারা শীঘ্র উদরপূর্ণ করা অসম্ভব; অতএব একটা বড় পিণ্ড লইয়া ঝুড়ির ভিতর বসিয়া খাওয়াই সঙ্গত।' এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া সে উড়িয়া গিয়া ঝাঁঝরির উপর পড়িল; অমনি ঝাঁঝরিখানি ঝনাৎ করিয়া উঠিল। পাচক ঐ শব্দ শুনিয়া ব্যাপার কি জানিবার জন্য ছুটিয়া রন্ধনশালায় প্রবেশ করিল এবং কাককে দেখিতে পাইয়া বলিল, "বটে, এই ধূর্ত্ত কাক প্রভুর জন্য যে মাংস রান্ধিয়াছি তাহা খাইতে আসিয়াছে। আমি প্রভুরই চাকর, এ ধূর্ত্তের চাকর নহি। ইহার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি?" অনন্তর পাচক দ্বার রুদ্ধ করিয়া কাককে ধরিল, তাহার সর্ব্ব শরীর হইতে পালকগুলি উৎপাটিত করিয়া ফেলিল, আদার সঙ্গে লবণ ও জীরা বাটিয়া এবং উহা টক ঘোলের সহিত মিশাইয়া তাহার গায়ে মাখাইল এবং এই অবস্থায় তাহাকে ঝুড়ির মধ্যে ফেলিয়া রাখিল। সে অতিমাত্র বেদনায় অভিভূত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। বোধিসত্ত্ব সায়ংকালে ফিরিয়া আসিয়া তাহার এই দুরবস্থা দর্শনে ভাবিতে লাগিলেন, 'লোভী কাক আমার কথা না শুনিয়া মহা দুঃখ পাইয়াছে।' অনন্তর তিনি এই গাথা বলিলেন:—

> হিতপরায়ণ বন্ধুর বচন
> স্বেচ্ছাচারী যেই না করে শ্রবণ,
> বিপত্তি তাহার, জেনো দুর্নিবার;
> এই দেখ কাক প্রমাণ তাহার।

বোধিসত্ত্ব এই গাথা আবৃত্তি করিয়া বলিলেন, 'অতঃপর আমিও এখানে থাকিতে পারি না।' অনন্তর বোধিসত্ত্ব অন্যত্র চলিয়া গেলেন, কাক সেখানেই তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। পাচক তাহাকে ঝুড়িসুদ্ধ আবর্জ্জনারাশির উপর ফেলিয়া দিল।

[কথান্তে শাস্তা সত্যচতুষ্টয় প্রকটিত করিলেন; তাহা শুনিয়া সেই ভিক্ষু অনাগামিফল লাভ করিল।
সমবধান—তখন এই লোভী ভিক্ষু ছিল সেই কাক, এবং আমি ছিলাম সেই পারাবত।]

৪৩—বেণুক-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে কোন অবাধ্য ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন।

ভগবান্ সেই ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "লোকে বলে তুমি অবাধ্য; একথা সত্য কি?" ভিক্ষু নিজের দোষ স্বীকার করিলে শাস্তা বলিলেন, "তুমি অতীত কালেও এইরূপ অবাধ্য ছিলে এবং তন্নিবন্ধন পণ্ডিতদিগের উপদেশ অবহেলা করিয়া সর্পদংশনে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলে।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব কাশীরাজ্যে কোন মহাবিভবশালী কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। জ্ঞানোদয়ের পর তিনি বুঝিতে পারিলেন যে কামনাতেই দুঃখ এবং নৈষ্কাম্যে প্রকৃত সুখ। অতএব তিনি কামনা পরিহারপূর্ব্বক হিমালয়ে গিয়া * ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ

---

* মূলে 'হিমবন্ত' এই পদ আছে। ইতিপূর্ব্বে আরও কয়েকটী জাতকে 'হিমবন্ত' শব্দের প্রয়োগ পাওয়া গিয়াছে। হিমবন্ত বলিলে পালি সাহিত্যে কেবল 'হিমালয়' বুঝায় না। কৈলাস, গন্ধমাদন, চিত্রকূট, সুদর্শন ও কালকূট পর্ব্বত ইহার অন্তর্ব্বর্ত্তী। ইহাতে সাতটী মহাসরোবর আছে, তাহা হইতে পঞ্চ মহানদীর উদ্ভব হইয়াছে। প্রত্যেকবুদ্ধ, অর্হন্, দেবতা, ঋষি, যক্ষ প্রভৃতি এখানে অবস্থিতি করেন।

করিলেন এবং ধ্যানবলে * পঞ্চ অভিজ্ঞা ও অষ্ট সমাপত্তি † প্রাপ্ত হইলেন। তিনি ধ্যানসুখে থাকিতেন বলিয়া ক্রমে পঞ্চশত তপস্বী তাঁহার শিষ্য হইলেন। তিনি এই সকল শিষ্যপরিবৃত হইয়া তাঁহাদিগকে শিক্ষা দিতেন।

একদিন এক বিষধর সর্প-শাবক স্বধর্ম্মানুসারে বিচরণ করিতে করিতে ইহাঁদের জনৈক তপস্বীর আশ্রমে উপস্থিত হইল। ঐ সর্পশাবকে উক্ত তপস্বীর পুত্রস্নেহ সঞ্জাত হইল; তিনি উহাকে একটী বেণুপর্ব্বের মধ্যে রাখিয়া দিয়া উহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। বেণুপর্ব্বে শুইয়া থাকিত বলিয়া লোকে ঐ সর্পকে "বেণুক" এবং উহাকে পুত্রবৎ পালন করিতেন বলিয়া ঐ তপস্বীকে "বেণুক পিতা" বলিত।

তপস্বীদিগের মধ্যে একজন সর্প পোষণ করিতেছেন শুনিয়া বোধিসত্ত্ব তাঁহাকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি সর্প পুষিতেছ একথা সত্য কি?" তপস্বী বলিলেন, "হাঁ গুরুদেব।" "সর্পকে বিশ্বাস করিতে নাই। তুমি উহাকে আর রাখিও না।" "শিষ্য যেমন আচার্য্যের, এই সর্পও সেইরূপ আমার স্নেহভাজন। আমি তাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না।" "তবে দেখিতেছি এই সর্পেরই দংশনে তোমার জীবনান্ত হইবে।" তপস্বী কিন্তু বোধিসত্ত্বের কথায় কর্ণপাত করিলেন না, সর্পটাকেও ছাড়িয়া দিতে পারিলেন না।

ইহার কিয়দ্দিন পরে সেই আশ্রমবাসী সমস্ত তপস্বী বন্যফল আহরণার্থ যাত্রা করিলেন এবং এক স্থানে প্রচুর ফল পাওয়া যায় দেখিয়া সেখানে দুই তিন দিন অবস্থান করিলেন। বেণুকের পিতাও বেণুককে বেণুপর্ব্বে আবদ্ধ রাখিয়া অন্যান্য তপস্বীদিগের সঙ্গে গিয়াছিলেন। দুই তিন দিন পরে আশ্রমে ফিরিয়া তিনি বেণুককে খাওয়াইতে গেলেন। কিন্তু যেমন পর্ব্বের মুখ খুলিয়া "এস, বৎস, তোমার বড় ক্ষুধা পাইয়াছে" বলিয়া হাত বাড়াইয়া দিলেন, অমনি উপবাস-ক্রুদ্ধ আশীবিষ উহাতে দংশন করিল এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রাণসংহারপূর্ব্বক অরণ্যে প্রস্থান করিল।

বেণুক-পিতাকে বিগতপ্রাণ দেখিয়া তপস্বীরা বোধিসত্ত্বকে সংবাদ দিলেন। তিনি শবদাহ করিবার আদেশ দিলেন এবং দাহান্তে ঋষিগণপরিবৃত হইয়া আসনগ্রহণ-পুরঃসর তাঁহাদের উপদেশার্থ এই গাথা বলিলেন:—

> হিতপরায়ণ বন্ধুর বচন
> স্বেচ্ছাচারী যেই না করে শ্রবণ,
> জানিবে তাহার নিধন নিশ্চয়;
> বেণুকের পিতা তার সাক্ষী হয়।

বোধিসত্ত্ব ঋষিগণকে এইরূপ উপদেশ দিলেন। ক্রমে তিনি ব্রহ্মবিহার ‡ লাভ করিলেন এবং আয়ুঃশেষে ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন।

---

* মূলে 'কসিণপরিকম্মং কত্বা' এইরূপ আছে। কৃৎস্ন বলিলে ধ্যানাভ্যাস করিবার উপায়বিশেষ বুঝায়। বৌদ্ধগ্রন্থে দশবিধ কৃৎস্নের উল্লেখ দেখা যায়—ক্ষিতি কৃৎস্ন, তেজঃ কৃৎস্ন, পরিচ্ছিন্নাকাশ কৃৎস্ন ইত্যাদি। ধ্যানশিক্ষার্থী ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, নীল, পীত, লোহিত, শ্বেত, আলোক ও পরিচ্ছিন্নাকাশ ইহার যে কোন একটী পদার্থ লইয়া একাগ্রচিত্তে তাহার পরিদর্শন ও প্রকৃতি চিন্তা করিবেন। ক্ষিতিকৃৎস্ন পরিকর্ম্মে একটী মৃদ্গোল সম্মুখে রাখিয়া ক্ষিতিরূপ ভূতের প্রকৃতি ভাবিতে হইবে, ইহার ভিন্ন ভিন্ন নাম আবৃত্তি করিতে হইবে, ইহা যে নিজের দেহের একটী প্রধান উপাদান তাহা চিন্তা করিতে হইবে। এইরূপ চিন্তার ফলে শেষে "নিমিত্ত" জন্মিবে, অর্থাৎ তখন বস্তু নয়নগোচর না করিলেও তাহার স্বরূপ মানসপটে সুস্পষ্ট প্রতিফলিত হইবে। পরিচ্ছিন্নাকাশ কৃৎস্নে কুটীরের কোন ছিদ্র দিয়া আকাশখণ্ড অবলোকন করিতে হইবে। এইরূপ অন্যান্য কৃৎস্নেও এক একটী নিয়মানুসারে ধ্যানাভ্যাস করিবার ব্যবস্থা আছে।

† অভিজ্ঞা—অলৌকিক জ্ঞান বা ক্ষমতা; বিভূতি। পঞ্চ অভিজ্ঞা যথা ঋদ্ধি (আকাশমার্গে বিচরণাদি ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা), দিব্যশ্রোত্র, পরচিত্তজ্ঞান, জাতিস্মরত্ব, দিব্যচক্ষু।

সমাপত্তি সম্বন্ধে ৩০শ পৃষ্ঠের টীকা দ্রষ্টব্য।

‡ ৯ম পৃষ্ঠের টীকা দ্রষ্টব্য।

[সমবধান—তখন এই অবাধ্য ভিক্ষু ছিলেন বেণুক-পিতা ; আমার শিষ্যেরা ছিলেন সেই তপস্বিগণ এবং আমি ছিলাম তাহাদের শাস্তা।]

☞ এই জাতক এবং ১৭১ সংখ্যক জাতক প্রায় একই রূপ।

৪৪—মশক-জাতক।

[শাস্তা মগধরাজ্যে ভিক্ষাচর্য্যা করিবার সময় কোন পল্লীগ্রামবাসী কতিপয় মূর্খ ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন।

প্রবাদ আছে তথাগত একবার শ্রাবস্তী হইতে যাত্রা করিয়া মগধরাজ্যে ভিক্ষাচর্য্যা করিতে করিতে কোন গ্রামে উপনীত হইয়াছিলেন। ঐ গ্রামের অধিকাংশ লোকই নিতান্ত নির্ব্বোধ ছিল। তাহারা একদিন সমবেত হইয়া এইরূপ পরামর্শ করিয়াছিল :—"দেখ, বনে গিয়া কাজ করিবার সময় আমাদিগকে মশায় খায়। তাহাতে আমাদের কাজের ব্যাঘাত ঘটে। অতএব চল, ধনুক ও অস্ত্র লইয়া মশকদিগের সহিত যুদ্ধ করি, এবং তাহাদিগকে তীরবিদ্ধ করিয়া ও খণ্ডবিখণ্ড করিয়া বিনাশ করি।" ইহা স্থির করিয়া তাহারা বনে গিয়াছিল, "মশা মার, মশা মার" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে পরস্পরকে বিদ্ধ ও আহত করিয়াছিল, এবং অত্যন্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক, কেহ গ্রামদ্বারে, কেহবা গ্রামমধ্যে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল।

ভিক্ষুসঙ্ঘ-পরিবৃত শাস্তা ভিক্ষার্থ এই গ্রামে উপনীত হইলেন। তত্রত্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা ভগবান্‌কে দেখিয়া গ্রামদ্বারে এক মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিলেন এবং বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে প্রচুর উপহার দান করিয়া শাস্তাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক আসন গ্রহণ করিলেন। চারিদিকে আহত লোক দেখিয়া শাস্তা উপাসকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে বহু আহত লোক দেখিতেছি। ইহাদের কি হইয়াছে?" উপাসকেরা বলিলেন, "ইহারা মশকদিগের সহিত যুদ্ধ করিব বলিয়া বনে গিয়াছিল, কিন্তু পরস্পরকে শরবিদ্ধ করিয়া নিজেরাই আহত হইয়াছে।" শাস্তা বলিলেন, "মূর্খেরা এজন্মে মশক মারিতে গিয়া কেবল নিজেদের শরীর ক্ষতবিক্ষত করিয়াছে, অতীত কালে লোকে মশা মারিতে গিয়া মানুষই মারিয়াছিল।" অনন্তর গ্রামবাসিগণকর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া শাস্তা সেই অতীত বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন :—]

পূর্ব্বকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব বাণিজ্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। তখন কাশীরাজ্যের এক প্রত্যন্তগ্রামে অনেক সূত্রধর বাস করিত। সেখানে এক পলিতকেশ সূত্রধর একদিন একখণ্ড কাঠ কাটিয়া চৌরস করিতেছিল এমন সময় একটা মশক তাহার তাম্রস্থালীর ন্যায় উজ্জ্বল মস্তকোপরি উপবিষ্ট হইয়া শল্যসদৃশ তুণ্ড বিদ্ধ করিয়া দিল। সূত্রধরের পুত্র নিকটে বসিয়াছিল। সে পুত্রকে বলিল, "বৎস, আমার মস্তকে মশক বসিয়া শল্যসম হুল ফুটাইয়া দিয়াছে ; তুমি তাড়াইয়া দাও ত।" পুত্র বলিল, "বাবা আপনি স্থির হইয়া থাকুন ; আমি এক আঘাতেই মশক মারিতেছি।" এই সময়ে বোধিসত্ত্ব নিজের পণ্যভাণ্ড লইয়া উক্ত গ্রামে গমনপূর্ব্বক সেই সূত্রধরের আলয়ে উপবেশন করিলেন। (তিনি উপবেশন করিলে) সূত্রধর আবার বলিল, "বৎস, মশাটা তাড়াইয়া দাও।" তখন তাহার পুত্র "তাড়াইতেছি" বলিয়া এক প্রকাণ্ড তীক্ষ্ণধার কুঠার উত্তোলন করিল এবং পিতার পৃষ্ঠদিকে অবস্থান করিয়া "মশা মারি", "মশা মারি" বলিতে বলিতে এক আঘাতে বৃদ্ধের মস্তক দ্বিখণ্ডিত করিল। বৃদ্ধের তখনই প্রাণবিয়োগ হইল।

বোধিসত্ত্ব এই কাণ্ড দেখিয়া ভাবিলেন, 'এরূপ বন্ধু অপেক্ষা পণ্ডিত শত্রুও ভাল, কারণ যে বুদ্ধিমান্ সে অন্ততঃ দণ্ডভয়েও নরহত্যা হইতে বিরত হয়।' অনন্তর তিনি এই গাথা আবৃত্তি করিলেন :—

> বুদ্ধিমান্ শত্রু, সেও মোর ভাল ;
> নির্ব্বোধ মিত্রে কি কাজ?
> মশক মারিতে বধিল পিতারে
> মহামূর্খ পুত্র আজ।

অনন্তর বোধিসত্ত্ব সেস্থান হইতে অন্য যেখানে তাঁহার কাজ ছিল সেখানে চলিয়া গেলেন, সূত্রধরের জ্ঞাতিবন্ধুগণ তাহার মৃতদেহের সৎকার করিল।

[সমবধান :—তখন আমি ছিলাম সেই বুদ্ধিমান্ বণিক্, যিনি গাথা পাঠ করিয়া সূত্রধরের গৃহ হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন।]

৪৫—রোহিণী-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অনাথপিণ্ডদের এক দাসীকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন।

অনাথপিণ্ডদের রোহিণীনাম্নী এক দাসী ছিল। সে একদিন ধান ভানিতেছিল, এমন সময় তাহার বৃদ্ধা মাতা সেখানে গিয়া শয়ন করিয়া রহিল। অনন্তর ঝাঁকে ঝাঁকে মাছি পড়িয়া বৃদ্ধার গায়ে সূচীর মত হুল ফুটাইতে লাগিল। তখন সে কন্যাকে বলিল, "বাছা, আমাকে মাছিতে খাইয়া ফেলিল, মাছিগুলা তাড়াইয়া দে না।" রোহিণী তাড়াইতেছি বলিয়া মুষল উত্তোলন করিল এবং "মাছি মারি" "মাছি মারি" বলিতে বলিতে বৃদ্ধার শরীরে এমন আঘাত করিল যে তাহাতেই সে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল রোহিণী "কি করিলাম" ভাবিয়া "মা মা" বলিয়া কান্দিতে লাগিল।

অচিরে এই ঘটনা অনাথপিণ্ডদের কর্ণগোচর হইল। তিনি বৃদ্ধার সৎকারের ব্যবস্থা করিয়া বিহারে গেলেন এবং শাস্তাকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলেন। শাস্তা বলিলেন 'গৃহপতি, রোহিণী অতীত জন্মেও মক্ষিকা বিনষ্ট করিতে গিয়া জননীর জীবন নাশ করিয়াছিল।" অনন্তর অনাথপিণ্ডদের অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন।]

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব শ্রেষ্ঠিকুলে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক পিতৃবিয়োগের পর শ্রেষ্ঠিপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাহারও রোহিণীনাম্নী এক দাসী ছিল, সেই রোহিণীর জননীও ধান ভানিবার স্থানে শুইয়া কন্যাকে বলিয়াছিল, "বাছা, মাছিগুলা তাড়াইয়া দে", এবং সেই রোহিণীও এইরূপ মুষলাঘাত দ্বারা জননীর প্রাণসংহার পূর্ব্বক "মা মা" বলিয়া কান্দিয়াছিল। বোধিসত্ত্ব এই ব্যাপার শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "পৃথিবীতে পণ্ডিত শত্রুও ভাল।" অনন্তর তিনি এই গাথা বলিয়াছিলেন :—

> হিতে করে বিপরীত, মূর্খ যদি মিত্র হয়,
> সুবুদ্ধি যে শত্রু, তারে করি না ক তত ভয়।
> তার সাক্ষী দেখ এই নির্ব্বোধ রোহিণী দাসী
> হবে শিরে করাঘাত মায়ের জীবন নাশি।

এই গাথাদ্বারা পণ্ডিতজনের প্রশংসা করিয়া বোধিসত্ত্ব ধর্ম্মোপদেশ দিয়াছিলেন।

[সমবধান—তখন এই বৃদ্ধা ছিল সেই বৃদ্ধা, এই রোহিণী ছিল সেই রোহিণী, এবং আমি ছিলাম বোধিসত্ত্ব।]

৪৬—আরামদূষক-জাতক।

[কোশলরাজ্যের এক বালক একটী উদ্যানের কিয়দংশ নষ্ট করিয়াছিল। তাহাকে লক্ষ্য করিয়া শাস্তা এই কথা বলিয়াছিলেন।

শুনা যায় শাস্তা একদিন ভিক্ষাচর্য্যা করিতে করিতে কোশলরাজ্যের এক গ্রামে উপনীত হইয়াছিলেন। সেখানে গ্রাম্য ভূস্বামী তথাগতকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজের উদ্যানে লইয়া যান এবং বুদ্ধপ্রমুখ সঙ্ঘকে উপহার প্রদানপুরঃসর বলেন, "মহাশয়েরা যথারুচি এই উদ্যানে বিচরণ করুন।" তখন ভিক্ষুরা আসনত্যাগ পূর্ব্বক উদ্যানপালকে সঙ্গে লইয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং একস্থানে কিয়দংশ বৃক্ষশূন্য দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "উপাসক, এই উদ্যানের অন্যান্য অংশ নিবিড়চ্ছায়া-যুক্ত কিন্তু এ অংশ তরুগুল্মশূন্য, ইহার কারণ কি? উদ্যানপাল বলিল, 'এই উদ্যানরোপণ কালে (এ অংশে) জলসেচন করিবার জন্য এক পল্লিগ্রামবাসী বালককে

নিযুক্ত করা হইয়াছিল। এখানে যে সকল চারাগাছ বসান হইয়াছিল ঐ বালক সেগুলি উপড়াইয়া দেখিয়াছিল, কোনটার শিকড় কত বড় এবং তাহা দেখিয়া কোন্‌টায় কত জল দিতে হইবে তাহা স্থির করিয়াছিল। সেই কারণে চারা গাছগুলি সমস্তই মরিয়া গিয়াছিল।"

ভিক্ষুরা শাস্তার নিকট গিয়া এই কথা জানাইলেন। শাস্তা বলিলেন, "ঐ পল্লিগ্রামবাসী বালক অতীতজন্মেও এক বার ঠিক এইরূপে একটা উদ্যান নষ্ট করিয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন :—]

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় একদা কোন পর্ব্বোপলক্ষে উৎসব হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল। ভেরীর শব্দ শুনিবামাত্র সমস্ত নগরবাসী উৎসবে যোগ দিবার জন্য ধাবিত হইল।

তখন রাজার উদ্যানে অনেক মর্কট বাস করিত। উদ্যানপাল ভাবিল, "নগরে পর্ব্বোপলক্ষে আমোদ প্রমোদ হইতেছে; আমি এই মর্কটদিগের উপর জলসেচনের ভার দিয়া একটু আমোদ করিয়া আসি।" অনন্তর সে মর্কটদলপতির নিকট গিয়া বলিল, "মর্কটরাজ, এই উদ্যানে তোমরা নানারূপ সুবিধা ভোগ করিতেছ—ইহার পুষ্প, ফল ও পল্লব খাইতেছ। আজ নগরে আমোদ আহ্লাদ হইবে বলিয়া ঘোষণা হইয়াছে; আমি তাহা দেখিতে যাইব। যতক্ষণ আমি না ফিরির, তোমরা চারাগাছগুলিতে জল দিতে পারিবে ত?" মর্কট বলিল, "তা পারিব বৈ কি।" "দেখিও, যেন ভুল না হয়।"

অনন্তর উদ্যানপাল জলসেচনার্থ মর্কটদিগকে চর্ম্মনির্ম্মিত ও কাষ্ঠনির্ম্মিত পাত্র দিয়া গেল; মর্কটেরা সেইগুলি লইয়া চারা গাছগুলিতে জল দিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া মর্কটরাজ বলিল, "দেখ, জলের অপচয় করা হইবে না; জল ঢালিবার আগে গাছগুলি উপড়াইয়া দেখ কোনটার শিকড় কত বড়। যেগুলির শিকড় গভীর সেগুলিতে বেশী করিয়া, এবং যেগুলির শিকড় অগভীর সেগুলিতে কম করিয়া জল দাও। যে জল আছে তাহা ফুরাইলে অন্য জল পাওয়া কঠিন হইবে।" "এ অতি উত্তম পরামর্শ" এই বলিয়া অপর মর্কটেরা তাহাই করিতে প্রবৃত্ত হইল। সেই সময়ে এক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি রাজোদ্যানে মর্কটদিগের এই কার্য্য দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা এক একটা করিয়া গাছ তুলিয়া তাহার মূলে শিকড়ের পরিমাণ-মত জল দিতেছ কেন?" তাহারা বলিল, "আমাদের দলপতি এইরূপ করিতে আদেশ দিয়াছেন।" এই উত্তর শুনিয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন, 'যাহারা মূর্খ তাহারা ভাল করিবার ইচ্ছা থাকিলেও শেষে মন্দ করিয়া ফেলে।' অনন্তর তিনি এই গাথা বলিলেন :—

> হিত চেষ্টা করি মূর্খ, অনর্থ ঘটায় তবু;
> করিওনা মূর্খেরে বিশ্বাস,
> নির্ব্বোধ মর্কটগণ, জলসেক-ভার লয়ে,
> উদ্যানের করিছে বিনাশ।

পণ্ডিতপুরুষ এইরূপে মর্কটরাজকে ভর্ৎসনা করিয়া অনুচরদিগের সহিত উদ্যান হইতে প্রস্থান করিলেন।

[সমবধান—তখন এই আরামদূষক পল্লীবালক ছিল সেই মর্কটরাজ এবং আমি ছিলাম সেই পণ্ডিতপুরুষ।]

(৪৭) বারুণি-জাতক।

[এক ব্যক্তি জল মিশাইয়া সুরা নষ্ট করিয়াছিল। তাহাকে লক্ষ্য করিয়া শাস্তা জেতবনে এই কথা বলিয়াছিলেন।

অনাথপিণ্ডদের এক বন্ধু মদ্যব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি সুবর্ণ-রৌপ্যের বিনিময়ে তীক্ষ্ণ বারুণি * বিক্রয় করিতেন। তাঁহার দোকানে বহু সুরাপায়ীর সমাগম হইত। তিনি একদিন স্নানে যাইবার সময় চেলাকে †

---

* উগ্রবীর্য্য সুরা।

† মূলে "অন্তেবাসিক" এই শব্দ আছে এবং বিপণিস্বামীকে "আচার্য্য" বলা হইয়াছে। ইহাতে মদ্যবিক্রয়ের সম্বন্ধে যে শুদ্র শ্লেষের আভাস আছে, তাহা যথাক্রমে "চেলা" ও "গুরু" শব্দদ্বারা কথঞ্চিৎ ব্যক্ত হইতে পারে।

বলিয়া গেলেন, "তুমি সুরা বিক্রয় কর, মূল্য না লইয়া কাহাকেও সুরা দিওনা।" চেলা বিক্রয় করিবার সময় দেখিল, সুরাপায়ীরা মধ্যে মধ্যে লবণ ও গুড় খাইতেছে। সে ভাবিল, 'আমাদের মদে ত লবণ নাই; (ইহাতে কিছু লবণ মিশাইয়া দিই, তাহা হইলে বেশী কাট্তি হইবে)। ইহা স্থির করিয়া সে সুরাভাণ্ডে এক নালি লবণ ঢালিয়া দিয়া তাহা হইতে সুরা বিক্রয় করিতে লাগিল। ক্রেতারা এক এক চুমুক মুখে লইয়া তৎক্ষণাৎ 'থু' 'থু' করিয়া ফেলিয়া দিল এবং "করিয়াছ কি?" জিজ্ঞাসা করিল। চেলা কহিল, "তোমরা মদ খাইবার সময় লবণ আনাইতেছিলে দেখিয়া আমি নিজেই লবণ মিশাইয়া দিয়াছি।" "ওরে মূর্খ, তাই তুই এমন ভাল মদ নষ্ট করিয়াছিস্"। এই বলিয়া গালি দিতে দিতে তাহারা দোকান হইতে চলিয়া গেল।

গুরু দোকানে ফিরিয়া দেখিলেন সেখানে ক্রেতাদিগের জনপ্রাণী নাই। তিনি কারণ জিজ্ঞাসা করিলে চেলা যাহা যাহা ঘটিয়াছে সমস্ত জানাইল। গুরুও চেলাকে গালি দিলেন এবং অনাথপিণ্ডদের সহিত দেখা হইলে তাঁহাকে উহার নির্বুদ্ধিতার কথা জানাইলেন। অনাথপিণ্ডদ দেখিলেন কাণ্ডটা বিচিত্র বটে, তিনি জেতবনে গিয়া শাস্তাকে এই কথা শুনাইলেন। শাস্তা বলিলেন, "গৃহপতি, এই ব্যক্তি অতীত জন্মেও একবার ঠিক এইরূপে মদ্য নষ্ট করিয়াছিল।" অনন্তর অনাথপিণ্ডদের অনুরোধে তিনি সেই পূর্ব্ববৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন:—]

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব বারাণসীর শ্রেষ্ঠী ছিলেন। এক সুরাবিক্রেতা তাঁহার আশ্রয়ে বাস করিত। এই ব্যক্তিও তীক্ষ্ণ সুরা বিক্রয় করিত। একদিন সে স্নানে যাইবার সময় কৌণ্ডিন্য নামক এক চেলার উপর সুরা বিক্রয়ের ভার দিয়া গিয়াছিল এবং ঐ ব্যক্তি ঠিক এইরূপেই লবণ মিশাইয়া সুরা নষ্ট করিয়াছিল। অনন্তর গুরু আসিয়া ঐ ব্যাপার জানিতে পারিল এবং সেই দিনই বোধিসত্ত্বকে উহা শুনাইল। বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "যাহারা অজ্ঞ ও মূর্খ, তাহারা হিত করিতে গিয়াও অহিত সম্পাদন করে।

হিতাকাঙ্ক্ষী মূর্খ করে অহিত সাধন;
কৌণ্ডিন্য দূষিল সুরা মিশায়ে লবণ।"

বোধিসত্ত্ব উল্লিখিত গাথা দ্বারা ধর্ম্মশিক্ষা দিলেন।

[সমবধান—তখন এই বারুণি-দূষক ছিল কৌণ্ডিন্য এবং আমি ছিলাম বারাণসীর সেই শ্রেষ্ঠী।]

৪৮—বেদব্ভ-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে কোন অবাধ্য ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। শাস্তা সেই ভিক্ষুকে বলিলেন, "কেবল এ জন্মে নহে, অতীত জন্মেও তুমি এইরূপ অবাধ্য ছিলে; পণ্ডিতদিগের পরামর্শ শুনিতে না এবং সেই জন্য তীক্ষ্ণ তরবারি দ্বারা দ্বিখণ্ডিত হইয়া পথিমধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলে। তোমারই বুদ্ধির দোষে আরও এক সহস্র লোকের প্রাণবিনাশ হইয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন।]

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে কোন গ্রামে 'বেদব্ভ'-মন্ত্রজ্ঞ এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। এই মন্ত্রের নাকি এক অদ্ভুত শক্তি ছিল। নক্ষত্রযোগবিশেষে ইহা পাঠ করিয়া ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র আকাশ হইতে সপ্তরত্নবৃষ্টি হইত। বোধিসত্ত্ব বিদ্যাশিক্ষার্থ এই ব্রাহ্মণের শিষ্য হইয়াছিলেন।

একদা কোন কার্য্যোপলক্ষে উক্ত ব্রাহ্মণ বোধিসত্ত্বকে সঙ্গে লইয়া চেতিয়রাজ্যে গমন করিবার অভিপ্রায়ে গৃহ হইতে যাত্রা করিলেন। পথে একটা বন ছিল, সেখানে 'প্রেষণক' নামক পঞ্চশত দস্যুর উপদ্রবে পথিকেরা প্রায় সর্ব্বদাই বিপন্ন হইত। ইহাদিগের 'প্রেষণক' নাম হইবার কারণ এই:—ইহারা দুই জন পথিক ধরিলে এক জনকে নিষ্ক্রয় আহরণ করিবার নিমিত্ত প্রেষণ অর্থাৎ প্রেরণ করিত। পিতা ও পুত্রকে ধরিলে পিতাকে বলিত, "তুমি গিয়া ধন আহরণ পূর্ব্বক পুত্রের মুক্তি-সম্পাদন কর"; এইরূপ মাতা ও কন্যাকে ধরিলে মাতাকে

পাঠাইয়া দিত; জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ সহোদরকে ধরিলে জ্যেষ্ঠকে পাঠাইয়া দিত; আচার্য্য ও শিষ্যকে ধরিলে শিষ্যকে পাঠাইয়া দিত।

প্রেষণকেরা ব্রাহ্মণ ও বোধিসত্ত্বকে ধরিয়া ফেলিল এবং সম্প্রদায়ের প্রথানুসারে ব্রাহ্মণকে আবদ্ধ রাখিয়া বোধিসত্ত্বকে নিষ্ক্রয় আহরণ করিবার জন্য ছাড়িয়া দিল। বোধিসত্ত্ব আচার্য্যকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "আমি দুই এক দিনের মধ্যে নিশ্চিত ফিরিয়া আসিব। আমি যেরূপ বলিতেছি, যদি সেইরূপে চলেন, তাহা হইলে আপনার কোন ভয়ের কারণ নাই। অদ্য রত্ন-বর্ষণের যোগ আছে; সাবধান। বিপদে অভিভূত হইয়া যেন মন্ত্রপাঠ-পূর্ব্বক রত্নবর্ষণ না ঘটান। রত্নবর্ষণ করাইলে আপনার এবং এই পঞ্চশত দস্যুর বিনাশ হইবে।" আচার্য্যকে এইরূপে সতর্ক করিয়া বোধিসত্ত্ব নিষ্ক্রয় সংগ্রহ করিবার জন্য প্রস্থান করিলেন।

সন্ধ্যাকালে দস্যুরা ব্রাহ্মণকে বন্ধন করিয়া ফেলিয়া রাখিল। এ দিকে ক্ষিতিজের প্রাচীমূলে পূর্ণচন্দ্র উদিত হইল। ব্রাহ্মণ নক্ষত্র দেখিয়া বুঝিলেন, মহাযোগ উপস্থিত হইয়াছে। তখন তিনি ভাবিলেন, "বৃথা এত বিড়ম্বনা ভোগ করি কেন? মন্ত্রপাঠ-পূর্ব্বক রত্নবর্ষণ করাইয়া দস্যুদিগকে নিষ্ক্রয় দান করা যাউক; তাহা হইলে, যেখানে ইচ্ছা স্বাধীনভাবে যাইতে পারিব।" এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি দস্যুদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা আমায় আবদ্ধ করিয়াছ কেন হে?" তাহারা বলিল, "মহাশয়, আমরা ধন পাইবার নিমিত্ত আপনাকে আবদ্ধ করিয়াছি।" "যদি ধনলাভই তোমাদের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে এখনই বন্ধন খুলিয়া আমাকে স্নান করাও এবং নব বস্ত্র পরিধান করাইয়া, গন্ধদ্বারা অনুলিপ্ত করিয়া ও পুষ্পদ্বারা ভূষিত করিয়া একাকী অবস্থান করিতে দাও।" দস্যুরা এই কথা শুনিয়া তদনুরূপ কার্য্য করিল। ব্রাহ্মণ নক্ষত্রযোগ সমাগত জানিয়া মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক আকাশের দিকে তাকাইলেন, অমনি রাশি রাশি রত্নবৃষ্টি হইল। দস্যুরা তাহা সংগ্রহপূর্ব্বক স্ব স্ব উত্তরীয়-বস্ত্রে পুটুলি বাঁধিয়া যাত্রা করিল। ব্রাহ্মণও তাহাদের অনুসরণ করিলেন।

কিন্তু অদৃষ্টের কি বিচিত্র খেলা! কিয়ৎক্ষণ পরে অন্য পঞ্চশত দস্যু আসিয়া প্রেষণক-দিগকে ধরিয়া ফেলিল। প্রেষণকেরা জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা আমাদিগকে আবদ্ধ করিলে কেন?" তাহারা বলিল "ধন পাইবার জন্য"। "যদি ধন পাইতে চাও, তবে এই ব্রাহ্মণকে ধর। ইনি আকাশের দিকে তাকাইলেই রত্নবৃষ্টি হয়। আমাদের নিকট যে ধন আছে, তাহা ইনিই দিয়াছেন।" ইহা শুনিয়া দ্বিতীয় দস্যুদল প্রেষণকদিগকে ছাড়িয়া ব্রাহ্মণকে ধরিল এবং বলিল, "আমাদিগকে ধন দাও।" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "ভদ্রগণ, তোমাদিগকে ধন দিতে কিছুমাত্র আপত্তি নাই, কিন্তু যে যোগে রত্নবর্ষণ হইয়া থাকে, তাহা ফিরিতে এক বৎসর লাগিবে। যদি তোমরা সেই পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর, তাহা হইলে আমি তোমাদেরও জন্য রত্নবর্ষণ করাইব।"

ইহা শুনিয়া দস্যুরা অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "তুমি বড় ধূর্ত্ত! তুমি এই মাত্র প্রেষণক দিগকে ধন দিলে, আর আমাদিগকে এক বৎসর অপেক্ষা করিতে বলিতেছ!" অনন্তর তাহারা তীক্ষ্ণ তরবারির আঘাতে ব্রাহ্মণকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া রাস্তায় ফেলিয়া গেল এবং ত্বরিতবেগে প্রেষণকদিগের অনুধাবন করিল। যুদ্ধে দ্বিতীয় দলের জয় হইল; তাহারা প্রেষণকদিগকে নিহত করিয়া তাহাদের ধন আত্মসাৎ করিল; কিন্তু পরক্ষণেই নিজেরা দুই দলে বিভক্ত হইয়া কাটাকাটি আরম্ভ করিল এবং ক্রমে দুই শত পঞ্চাশ জন পঞ্চত্ব লাভ করিল। অনন্তর হতাবশিষ্টেরা আবার দুই দলে বিভক্ত হইয়া বিবাদে প্রবৃত্ত হইল। এইরূপে কাটাকাটি করিতে করিতে শেষে তাহাদের দুই জন মাত্র জীবিত রহিল। সহস্র দস্যুর মধ্যে অপর সকলেই জীবলীলা সংবরণ করিল।

হতাবশিষ্ট দস্যুদ্বয় তখন সমস্ত ধন লইয়া কোন গ্রামের নিকটবর্ত্তী জঙ্গলে লুকাইয়া

রাখিল। অনন্তর এক জন উহা রক্ষা করিবার জন্য অসিহস্তে বসিয়া রহিল এবং অপর জন তণ্ডুল ক্রয় করিয়া অন্ন প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে গ্রামে প্রবেশ করিল।

লোভই বিনাশের মূল। যে ব্যক্তি ধন রক্ষা করিবার জন্য বসিয়া ছিল, সে ভাবিল, 'আমার সঙ্গী ফিরিয়া আসিয়া এই ধনের অর্দ্ধেক লইবে। তাহা না দিয়া সে আসিবামাত্র তাহাকে এই তরবারির আঘাতে কাটিয়া ফেলি না কেন?' ইহা স্থির করিয়া সে তরবারি নিষ্কোষিত করিয়া সঙ্গীর প্রত্যাবর্ত্তন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। এ দিকে যে অন্ন প্রস্তুত করিতে গিয়াছিল, 'সে ভাবিল অর্দ্ধেক ধন ত দেখিতেছি, আমার সঙ্গী লইবে। কিন্তু ভাতে যদি বিষ মিশাইয়া দিই, তাহা হইলে সে খাইবামাত্র মরিয়া যাইবে, আমি একাই সমস্ত ধন ভোগ করিব।' ইহা স্থির করিয়া সে নিজের অংশ আহার করিল এবং অবশিষ্ট অন্নে বিষ মিশ্রিত করিয়া সঙ্গীর নিকট প্রতিগমন করিল। সে হাত হইতে অন্নপাত্র নামাইবামাত্রই অপর দস্যু তরবারির আঘাতে তাহার দেহ দুই খণ্ড করিয়া ফেলিল এবং উহা কোন নিভৃত স্থানে লুকাইয়া রাখিল, কিন্তু অতঃপর সেই বিষাক্ত অন্ন আহার করিয়া সে নিজেও প্রাণত্যাগ করিল। এইরূপে ধনের জন্য একা ব্রাহ্মণ নয়, সহস্র দস্যুও বিনষ্ট হইল।

বোধিসত্ত্ব অঙ্গীকারমত দুই চারি দিন পরে ধন সংগ্রহপূর্ব্বক প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখিলেন, আচার্য্য সেখানে নাই, চারিদিকে রত্ন বিকীর্ণ রহিয়াছে। ইহাতে তাঁহার আশঙ্কা হইল, আচার্য্য সম্ভবতঃ তাঁহার উপদেশ লঙ্ঘন করিয়া রত্নবর্ষণ করাইয়াছেন এবং তাহাতেই সকলের বিনাশ হইয়াছে। তিনি রাজপথ দিয়া চলিতে লাগিলেন এবং আচার্য্যের দ্বিখণ্ডীকৃত দেহ দেখিতে পাইলেন। তখন "হায়, আমার কথা অবহেলা করিয়া ইনি জীবন হারাইলেন", এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে তিনি কাষ্ঠ-সংগ্রহপূর্ব্বক চিতা প্রস্তুত করিলেন এবং তাহাতে আচার্য্যের অগ্নিক্রিয়া সম্পাদনান্তর বনকুসুম দ্বারা তৎপূজা করিলেন। অনন্তর অগ্রসর হইয়া তিনি ক্রমে প্রেষণকদিগের পঞ্চশত শব, অপর দস্যুদলের সার্দ্ধ দ্বিশত শব প্রভৃতি দেখিতে দেখিতে অবশেষে যেখানে শেষ দুই জনের প্রাণবিয়োগ হইয়াছিল, তাহার নিকট উপনীত হইলেন। তখন তিনি ভাবিলেন, 'সহস্র লোকের মধ্যে দেখিতেছি, দুই জন ব্যতীত আর সকলেই মারা গিয়াছে। তাহারাও যে পরস্পর বিবাদ না করিয়াছে, এমন নয়, দেখা যাউক, তাহারা কোথায় গেল।" এই চিন্তা করিয়া তিনি কিয়দ্দূর চলিয়া দেখিতে পাইলেন, রাজপথ হইতে আর একটী পথ বাহির হইয়া গ্রামসন্নিহিত জঙ্গলের দিকে গিয়াছে। এই পথ অবলম্বন করিয়া তিনি জঙ্গলমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং সেখানে দেখিতে পাইলেন, এক স্থানে রাশি রাশি রত্ন পড়িয়া রহিয়াছে,—অদূরে একজন দস্যুর মৃতদেহ এবং তাহার পার্শ্বে একটী বিপর্য্যস্ত অন্নপাত্র। দেখিবামাত্র বোধিসত্ত্ব সমস্ত বৃত্তান্ত বুঝিতে পারিলেন এবং অপর ব্যক্তির অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। সেই নিভৃতস্থানে তাহারও দ্বিখণ্ডীকৃত শব দেখিতে পাইয়া তিনি ভাবিলেন, 'তবেই দেখিতেছি, আমার বচন লঙ্ঘন করিয়া আচার্য্য নিজেও মারা গিয়াছেন, আর এক সহস্র দস্যুরও প্রাণহানি ঘটাইয়াছেন। যাহারা অনুপায় দ্বারা আপনাদের সুবিধা করিতে চায়, তাহারা এইরূপেই নিজেদের ও অপরের সর্ব্বনাশ সাধন করে।' অনন্তর বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত গাথা বলিলেন :—

> অনুপায়-বলে ইষ্টসাধনে প্রয়াস
> করিলে তাহাতে শুদ্ধ ঘটে সর্ব্বনাশ।
> চেতিয়ের দস্যুগণ বেদব্ভে মারিল,
> কিন্তু শেষে নিজেরাও বিনষ্ট হইল।

ইহার পর বোধিসত্ত্ব বলিতে লাগিলেন :—"আমার আচার্য্য যেরূপ আত্মপরাক্রমপ্রদর্শনার্থ ধনবর্ষণ ঘটাইয়া নিজের প্রাণ হারাইলেন এবং অপর বহুলোকেরও বিনাশের কারণ হইলেন, সেইরূপ অন্য লোকেও স্বার্থসিদ্ধির জন্য অনুপায় প্রয়োগ করিলে নিজেদের ও অপরের

সর্ব্বনাশ ঘটাইয়া থাকে।" বোধিসত্ত্বের এই বাক্যে বনভূমি নিনাদিত হইল। উল্লিখিত গাথা দ্বারা তিনি যখন ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন তখন বনদেবতারা সাধুবাদ দিয়াছিলেন।

অনন্তর বোধিসত্ত্ব সমস্ত বস্ত্র নিজ গৃহে লইয়া গেলেন এবং দানাদি পুণ্যব্রতের অনুষ্ঠানে জীবনযাপন-পূর্ব্বক যথাকালে স্বর্গলোকে প্রস্থান করিলেন।

[সমবধান—তখন এই অবাধ্য ভিক্ষু ছিল সেই বেদত্ত্বমন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ এবং আমি ছিলাম সেই ব্রাহ্মণের শিষ্য।]

☞ এই জাতক রূপান্তরিত হইয়া ইংল্যাণ্ডের প্রাচীন কবি চসার (Chaucer) প্রণীত Pardoner's Tale নামক আখ্যায়িকায় পরিণত হইয়াছে।

৪৯—নক্ষত্র-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে জনৈক আজীবক * সম্বন্ধে এই কথা বলেন। কিংবদন্তী এই যে কোন জনপদবাসী ভদ্রলোক শ্রাবস্তীবাসিনী এক সদ্বংশজাতা কুমারীর সহিত নিজ পুত্রের বিবাহের প্রস্তাব করিয়া "অমুক দিনে আসিয়া বিবাহ দিব" বলিয়া দিন স্থির করেন। এক আজীবক তাঁহার কুলগুরু ছিলেন। নির্দ্দিষ্ট দিন সমাগত হইলে তিনি গুরুর নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করেন, "প্রভু, অদ্য আমার পুত্রের বিবাহ; অনুগ্রহপূর্ব্বক দেখুন শুভলগ্ন আছে কি না।" 'ইনি যখন বিবাহের দিন স্থির করিয়াছিলেন তখন আমায় জিজ্ঞাসা করেন নাই, এখন যেন শিষ্টতার অনুরোধে জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছেন' এইরূপ চিন্তা করিয়া আজীবক বড় বিরক্ত হইলেন এবং স্থির করিলেন এ ব্যক্তিকে শিক্ষা দিতে হইবে। অনন্তর তিনি বলিলেন, "অদ্য অতি অশুভ লগ্ন; এ লগ্নে বিবাহাদি মঙ্গলকার্য্য নিষিদ্ধ, ইহাতে বিবাহ দিলে মহা বিপদ্ ঘটিবে।" বরকর্ত্তা আজীবককে শ্রদ্ধা করিতেন; কাজেই সে দিন কন্যা আনয়ন করিতে যাত্রা করিলেন না।

এদিকে শ্রাবস্তী নগরে কন্যাপক্ষের লোকে সমস্ত মাঙ্গলিক কার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক বরাগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল; কিন্তু বর আসিল না দেখিয়া বলিতে লাগিল, "এ কেমন ভদ্রতা। তাহারা নিজেরাই দিন স্থির করিল, এখন আসিল না। অনর্থক আমাদের এত ব্যয় হইল! এস আমরা অন্য পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করি।" অনন্তর তাহারা সেই দিনই অন্য পাত্র স্থির করিয়া কন্যার বিবাহ দিল। পর দিন সেই জনপদবাসী বরপক্ষ কন্যাকর্ত্তার আলয়ে উপস্থিত হইয়া পাত্রী সম্প্রদান করিতে বলিল। তাহাদিগকে দেখিয়া শ্রাবস্তী-বাসীরা এইরূপ তিরস্কার করিতে লাগিল:—"পাড়াগেঁয়ে লোক বড় অসভ্য, তোমরা নিজেরাই দিন স্থির করিয়াছিলে, কিন্তু শেষে না আসিয়া আমাদের অপমান করিলে। আমরা অপর পাত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দিয়াছি। তোমরা ভালয় ভালয় যে পথে আসিয়াছ সেই পথে ফিরিয়া যাও।" ইহা শুনিয়া জনপদ-বাসীরা কলহ আরম্ভ করিল, কিন্তু শেষে নিরুপায় হইয়া যে পথে আসিয়াছিল, সেই পথেই প্রতিগমন করিল।

আজীবক বিবাহবিভ্রাট ঘটাইয়াছেন এই কথা ক্রমে ভিক্ষুদিগের কর্ণগোচর হইল এবং তাঁহারা ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া একদিন এ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন। তাহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "এই ব্যক্তি অতীত জন্মেও একবার ক্রোধবশে একটা বিবাহ পণ্ড করিয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই পূর্ব্ব বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন:—]

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় কতিপয় নগরবাসী কোন জনপদবাসিনী কন্যার সহিত আপনাদের এক পাত্রের বিবাহের প্রস্তাব করিয়া দিন স্থির করিয়াছিল, এবং বিবাহের দিনে আপনাদের কুলগুরু এক আজীবকের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "প্রভু, আজ অমুকের বিবাহের উদ্যোগ করিয়াছি, দেখুন ত শুভলগ্ন আছে কি না।" 'ইহারা আপন ইচ্ছায় দিন স্থির করিয়া এখন আমায় লগ্নের কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছে' এই ভাবিয়া আজীবক মনে মনে বিরক্ত হইলেন এবং স্থির করিলেন 'অদ্যকার আয়োজন পণ্ড করিব।' অনন্তর তিনি বলিলেন, "আজ অতি অশুভলগ্ন; ইহাতে বিবাহ হইলে মহা বিপদ্ ঘটিবে।" বরপক্ষের লোকে আজীবকের কথা বিশ্বাস করিয়া সে দিন কন্যালয়ে গেল না। এদিকে জনপদবাসীরা বর আসিল না দেখিয়া বলিতে লাগিল, "এরা কিরূপ লোক? নিজেরাই

---

* আজীবক বা আজীবিক = মক্খলিপুত্র গোশাল কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়।

স্থির করিল আজ বিবাহ হইবে, অথচ আসিল না।” অনন্তর তাহারা সেই দিন অপর একটী পাত্র নির্ব্বাচন করিয়া কন্যা সম্প্রদান করিল।

পরদিন নগরবাসীরা কন্যাকর্ত্তার গৃহে উপস্থিত হইয়া পাত্রী সম্প্রদান করিতে বলিল। তাহা শুনিয়া জনপদবাসীরা বলিল, “নগরবাসী লোকগুলা দেখিতেছি অতি নির্লজ্জ! তোমরা নিজেরাই দিন স্থির করিলে, অথচ যথাসময়ে আসিলে না! কাজেই আমরা অন্য পাত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দিয়াছি।” “আমরা আজীবককে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম কাল শুভলগ্ন ছিল না; সেই জন্যই আসি নাই; আজ পাত্র লইয়া আসিয়াছি; কন্যা সম্প্রদান করুন।” “তোমরা আসিলে না দেখিয়া আমরা অন্য পাত্রে কন্যা দান করিয়াছি। এখন দত্তা কন্যাকে আবার কিরূপে দান করিব?” দুই পক্ষে যখন এইরূপ বাদানুবাদ করিতেছে, তখন নগরবাসী এক পণ্ডিত কোন কার্য্যোপলক্ষে সেই জনপদে উপস্থিত হইলেন। নগরবাসীরা কুলগুরুর উপদেশানুসারে অশুভনক্ষত্রহেতু যথাসময়ে পাত্রীর আলয়ে উপনীত হয় নাই শুনিয়া তিনি বলিলেন, “নক্ষত্রের ভালমন্দে কি আসে যায়? কন্যালাভ করা কি শুভগ্রহের ফল নহে?

মূর্খ যেই সেই বাছে শুভাশুভক্ষণ,
অথচ সে শুভ ফল না লভে কখন।
সৌভাগ্য নিজেই শুভগ্রহ আপনার,
আকাশের তারা—তার শক্তি কোন ছার?”

নগরবাসীদের বিবাদ করাই সার হইল, তাহারা বিফল মনোরথ হইয়া নগরে ফিরিয়া গেল।

[সমবধান—তখন এই স্থবিরক ছিল সেই ক্রুদ্ধ আজীবক; এই বরপক্ষ ছিল সেই বরপক্ষ এবং আমি ছিলাম সেই পণ্ডিত পুরুষ।]

৫০—দুর্ম্মেধা-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে লোকহিতকর ব্রত সম্বন্ধে এই কথা বলেন। ইহার সবিস্তর বৃত্তান্ত দ্বাদশ নিপাতে মহাকৃষ্ণ জাতকে (৪৬৯) বর্ণিত হইবে।]

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব রাজমহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ভূমিষ্ঠ হইবার পর নামকরণ দিবসে তাঁহার নাম হইল ব্রহ্মদত্তকুমার। ষোল বৎসর বয়সেই তিনি তক্ষশিলা নগরে বিদ্যাভ্যাস শেষ করিয়া বেদত্রয় এবং অষ্টাদশ কলায় ব্যুৎপন্ন হইলেন। ব্রহ্মদত্ত তাঁহাকে ঔপরাজ্যে নিযুক্ত করিলেন।

এই সময়ে বারাণসীবাসীরা পর্ব্বাহে মহা ঘটায় দেবদেবীর পূজা করিত। তাহারা শত শত ছাগ-মেষ-কুক্কুট-শূকরাদি প্রাণী বধ করিত এবং গন্ধ পুষ্পের সহিত এই সকল নিহত পশুর রক্তমাংস বলি দিয়া দেবতাদিগের অর্চ্চনা করিত। ইহা দেখিয়া বোধিসত্ত্ব চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'ইদানীং লোকে দেবার্চ্চনা করিতে গিয়া বহু প্রাণী বধ করিতেছে; অধিকাংশ লোকেই অধর্ম্ম-পথে চলিতেছে; পিতার মৃত্যুর পর রাজপদ লাভ করিলে আমি এমন কোন উপায় অবলম্বন করিব, যাহাতে এই নিষ্ঠুর প্রথা উঠিয়া যাইবে, অথচ লোকেও কোন ক্ষতি বোধ করিবে না।” হৃদয়ে এইরূপ সঙ্কল্প পোষণ করিয়া একদিন কুমার রথারোহণে নগর হইতে বাহির হইলেন। তিনি পথে দেখিতে পাইলেন একটা প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের নিকট বিস্তর লোক সমবেত হইয়াছে। ঐ বৃক্ষে কোন দেবতার আবির্ভাব হইয়াছে এই বিশ্বাসে তাহারা সেখানে কেহ পুত্র, কন্যা, কেহ যশ, ধন, যাহার যেরূপ ইচ্ছা কামনা করিতেছে। বোধিসত্ত্ব রথ হইতে অবতরণ করিয়া ঐ বৃক্ষের নিকট গেলেন, গন্ধপুষ্প দ্বারা উহার পূজা করিলেন, উহার মূলে

জলসেচন কবিলেন, এবং প্রদক্ষিণ ও প্রণিপাতপূর্ব্বক বথাবোহণে নগবে প্রতিগমন কবিলেন। তদবধি তিনি মধ্যে মধ্যে ঐ বৃক্ষেব নিকট যাইতেন এবং প্রকৃত দেবভক্তেব ন্যায় উক্ত নিয়মে উহাব পূজা কবিতেন।

কালক্রমে পিতাব মৃত্যু হইলে বোধিসত্ত্ব সিংহাসনাবোহণ কবিলেন। তিনি চতুর্ব্বিধ অগতি পবিহাব কবিয়া এবং দশবিধ বাজধর্ম্ম পালন কবিয়া * যথাশাস্ত্র বাজ্যপালনে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তব তিনি চিন্তা কবিতে লাগিলেন, 'আমাব একটী অভিলাষ পূর্ণ হইল—আমি বাজপদ লাভ কবিলাম; এখন অপব অভিলাষটী পূর্ণ কবিতে হইবে।' তখন তিনি অমাত্য, ব্রাহ্মণ ও গৃহপতিদিগকে † সমবেত কবিয়া জিজ্ঞাসা কবিলেন, "আপনাবা জানেন কি আমি কি কাবণে বাজপদ প্রাপ্ত হইয়াছি ?" তাঁহাবা বলিলেন, "না মহাবাজ, আমবা তাহা জানি না।" "আমি যে অমুক বটবৃক্ষকে গন্ধপুষ্পদ্বাবা পূজা কবিতাম এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রণাম কবিতাম তাহা কেহ লক্ষ্য কবিয়াছেন কি ?" "হাঁ মহাবাজ, তাহা আমবা দেখিযাছি।' "তখন আমি প্রার্থনা কবিতাম, যদি কখনও বাজপদ পাই তাহা হইলে বৃক্ষস্থ দেবতাব পূজা দিব। সেই দেবতাব কৃপাতেই এখন আমি বাজা হইয়াছি। অতএব তাঁহাকে পূজা দিতে হইবে। আপনাবা কালবিলম্ব না কবিয়া যত শীঘ্র পাবেন, পূজাব আয়োজন করুন।" "কি আয়োজন কবিতে হইবে, মহাবাজ ?" "আমি অঙ্গীকাব কবিয়াছিলাম যে আমাব বাজ্যে যাহাবা জীবসংহাব প্রভৃতি পঞ্চদুঃশীলকর্ম্মে এবং দশবিধ অকুশলকর্ম্মে ‡ আসক্ত, তাহাদিগেব হৃৎপিণ্ড, মাংস ও বক্ত প্রভৃতি দিয়া দেবতাব পূজা কবিব। আপনাবা এখন ভেবী বাজাইয়া এইরূপ ঘোষণা করুন :—'আমাদেব বাজা যখন উপবাজ ছিলেন তখন দেবতাব নিকট অঙ্গীকাব কবিযাছিলেন যে বাজপদ লাভ কবিলে সমস্ত দুঃশীল প্রজাকে বলি দিবেন। এখন তিনি ইচ্ছা কবিয়াছেন, যাহাবা প্রাণাতিপাতাদি পঞ্চবিধ দুঃশীল কর্ম্মে এবং দশবিধ অকুশল কর্ম্মে নিবত, তাহাদের মধ্য হইতে সহস্র ব্যক্তিব হৃৎপিণ্ড ও মাংসাদি দ্বাবা দেবতাব তৃপ্তিসাধন কবিবেন। অতএব নগববাসীদিগকে জানাইতেছি যে অতঃপব যাহাবা এইরূপ পাপাচাবে প্রবৃত্ত হইবে, বাজা সেইরূপ দুর্মেধা ব্যক্তিদিগেব মধ্য হইতে সহস্র লোকেব প্রাণসংহাব পূর্ব্বক যজ্ঞ সম্পাদন কবিয়া দেবঋণ হইতে মুক্ত হইবেন'।" অনন্তব তাঁহাব উদ্দেশ্য সুব্যক্ত কবিবাব জন্য বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত গাথা বলিলেন :—

ছিনু যবে উপরাজ, কবিনু প্রানত আমি
ভক্তিভবে দেবতাব ঠাঁই,
সহস্র পাষণ্ডে বধি কবিব বৃহৎ যজ্ঞ,
বাজ্য যদি লভিবাবে পাই।
হইল কামনা পূর্ণ, ভাবিলাম তবে আমি
সহস্র পাষণ্ড কোথা পাব ?
এবে দেখি অগণন বয়েছে পাষণ্ড জন;
দেবঋণে শীঘ্র মুক্ত হব।

* দান, শীল, পবিত্যাগ, অক্রোধ, অবিহিংসা, ক্ষান্তি, আর্জব, মার্দব (মৃদুতা), তপ, অবিরোধনা এই দশবিধ গুণ।

† জাতকে অনেক স্থানে 'ব্রাহ্মণ' ও 'গৃহপতি' এই দুই শব্দের একত্র প্রয়োগ দেখা যায়। 'গৃহপতি' বলিলে যিনি পরিজন লইযা গৃহধর্ম্ম পালন কবিতেছেন এমন ব্যক্তিকে বুঝায়। ইহা ইংরাজী householder শব্দের তুল্য। এ অর্থে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সমস্ত বর্ণের লোকেই গৃহপতি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। অতএব এরূপ স্থানে 'ব্রাহ্মণ' শব্দ দ্বারা 'বেদজ্ঞ, অধ্যাপন-নিবত ব্রাহ্মণ' বুঝিতে হইবে, যাহাবা ব্রাহ্মণকুলজাত এবং শুদ্ধ গৃহধর্ম্ম পবায়ণ তাহাদিগকে বুঝাইবে না। এইরূপ 'ক্ষত্রিয় ও গৃহপতি' প্রয়োগে 'ক্ষত্রিয়' শব্দ দ্বারাও ক্ষাত্র-ধর্ম্মপবায়ণ অর্থাৎ বাজ্যশাসনে বা যুদ্ধাদিতে বত ব্যক্তিকে বুঝাইবে, ক্ষত্রিয়কুলজাত গৃহস্থমাত্রকে বুঝাইবে না।

‡ শীলের বিপবীতাচাব দুঃশীলকর্ম্ম, যথা প্রাণাতিপাত ইত্যাদি। দশ অকুশলকর্ম্ম যথা :—ত্রিবিধ কায়কর্ম্ম (প্রাণঘাত, অদত্তাদান, কাম-মিথ্যাচাব); চতুর্ব্বিধ বাক্‌কর্ম্ম। মৃষাবাদ, পিশুন বাক্য, পরুষ বাক্য, সম্ফপ্রলাপ

অমাত্যগণ "যে আজ্ঞা" বলিয়া দ্বাদশযোজনব্যাপী বারাণসী নগরের সর্ব্বত্র ভেরী বাজাইয়া এই আদেশ প্রচার করিলেন। তাহা শুনিয়া সকলেই সর্ব্ববিধ দুঃশীল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিল। বোধিসত্ত্ব যতদিন রাজত্ব করিয়াছিলেন, ততদিন তাঁহার প্রজাদিগের মধ্যে কাহাকেও দুঃশীলতা-পরাধে অপরাধী হইতে দেখা যায় নাই। এইরূপে বোধিসত্ত্ব কাহাকেও কোনরূপ দণ্ড না দিয়া সমস্ত প্রজাকে শীলবান্ করিয়াছিলেন। তিনি নিজেও দানাদি পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেন এবং দেহান্তে পারিষদবর্গসহ দেবনগরে গমন করিয়াছিলেন।

[সমবধান—তখন বুদ্ধের শিষ্যগণ ছিলেন বারাণসীরাজের পারিষদগণ এবং আমি ছিলাম বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তকুমার।

৫১—মহাশীলবজ্‌-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে কোন বীর্য্যভ্রষ্ট ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি নাকি নিরুৎসাহ হইয়াছ?" ভিক্ষু উত্তর করিল, "হাঁ ভগবন্।" "সে কি কথা? এরূপ নির্ব্বাণপ্রদ শাসনে থাকিয়াও তুমি উৎসাহহীন হইলে। প্রাচীনকালে পণ্ডিতেরা রাজ্যভ্রষ্ট হইয়াও অদম্য উৎসাহবলে প্রনষ্টসৌভাগ্য পুনর্লাভ করিয়াছিলেন।" অনন্তর শাস্তা সেই অতীত কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব রাজমহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। নামকরণের সময় তাঁহার "শীলবান্ কুমার" এই নাম হয়। ষোড়শ বৎসর বয়সের সময়েই তিনি সর্ব্ববিদ্যায় সুশিক্ষিত হন এবং পিতার মৃত্যুর পর রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যথাধর্ম্ম প্রজাপালন-পূর্ব্বক "মহাশীলবান্ রাজা" এই নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি নগরের চতুর্দ্বারে চারিটী, মধ্যভাগে একটী এবং প্রাসাদের প্রবেশদ্বারে একটী দানশালা স্থাপিত করিয়া অনাথ ও আতুর-দিগকে অন্ন বিতরণ করিতেন। তিনি শীলপরায়ণ এবং দয়াক্ষান্তিমৈত্রীপ্রভৃতি গুণসম্পন্ন ছিলেন, উপোসথাদি ব্রতপালন করিতেন এবং অপত্যনির্ব্বিশেষে সর্ব্বভূতের পরিতোষ সাধন করিতেন।

রাজা মহাশীলবানের এক অমাত্য অন্তঃপুরনিবাসিনী এক রমণীর সহিত অবৈধ প্রণয়ে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। এই কথা রাষ্ট্র হইয়া ক্রমে রাজার কর্ণগোচর হইল। রাজা অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন অমাত্যের অপরাধ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। তখন তিনি তাঁহাকে ডাকাইয়া বলিলেন, "মূঢ়! তুমি অতি গর্হিত কার্য্য করিয়াছ; অতএব তোমাকে এ রাজ্যে আর থাকিতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। তুমি স্ত্রীপুত্র ও ধনসম্পত্তি লইয়া অন্যত্র প্রস্থান কর।"

কাশী হইতে এইরূপে নির্ব্বাসিত হইয়া উক্ত অমাত্য কোশলরাজ্যে গমন করিলেন এবং কালক্রমে তত্রত্য রাজার পরম বিশ্বাসভাজন হইলেন। একদিন তিনি কোশলরাজকে বলিলেন, "মহারাজ, কাশীরাজ্য মক্ষিকাবিহীন মধুচক্রসদৃশ, তত্রত্য রাজার প্রকৃতি অতি মৃদু, সামান্য সেনাবল লইয়াই এ রাজ্য অধিকার করিতে পারা যায়।" এই কথা শুনিয়া কোশলরাজ ভাবিলেন, 'কাশী একটী বিস্তীর্ণ রাজ্য, অথচ এ ব্যক্তি বলিতেছে, অতি অল্প সেনাবলেই ইহা অধিকার করিতে পারা যায়। এ তবে কোন গুপ্তচর নাকি?' অনন্তর তিনি ঐ নির্ব্বাসিত অমাত্যকে বলিলেন, "আমার বোধ হইতেছে তুমি কাশীরাজের গুপ্তচর।" "মহারাজ! আমি গুপ্তচর নহি, আমি সত্য কথাই বলিয়াছি; যদি প্রত্যয় না করেন তবে কাশীরাজ্যের কোন প্রত্যন্তগ্রামবাসীদিগের প্রাণসংহারার্থ লোক প্রেরণ করুন, দেখিবেন এই সকল লোক ধৃত হইয়া কাশীরাজের নিকট নীত হইলে, তিনি ইহাদিগকে দণ্ড দেওয়া দূরে থাকুক, বরং ধন দিয়া বিদায় করিবেন।"

অর্থাৎ বাচালতা), ত্রিবিধ মনঃকর্ম্ম (অভিধ্যা অর্থাৎ তৃষ্ণা বা লোভ, ব্যাপাদ অর্থাৎ ক্রোধ, মিথ্যাদৃষ্টি)। অথবা দশ অকুশলকর্ম্ম বলিলে দান, শীল, ভাবনা ইত্যাদি দশপুণ্যকর্ম্মের বিপরীতানুষ্ঠানও বুঝাইতে পারে।

কোশলবাজ দেখিলেন লোকটী অতি দৃঢ়তাব সহিত কথা বলিতেছে। তখন তিনি ঐ পবামর্শ মতই কার্য্য কবিবাব সঙ্কল্প কবিলেন এবং কতগুলি লোক পাঠাইয়া কাশীবাজেব একখানি প্রত্যন্ত গ্রাম আক্রমণ কবাইলেন। এই পাষণ্ডেরা ধৃত হইয়া কাশীবাজেব নিকট নীত হইলে তিনি জিজ্ঞাসা কবিলেন, "বাপু সকল! তোমবা গ্রামবাসীদিগেব প্রাণবধ কবিলে কেন?" তাঁহাবা উত্তব দিল, "দেব! আমাদেব জীবিকানির্ব্বাহেব অন্য কোন উপায় নাই।" "যদি তাহাই হয়, তবে আমাব নিকট আসিলে না কেন? যাও, এই ধন লইয়া গৃহে ফিবিয়া যাও; আব কখনও এমন কাজ কবিও না।" তাহাবা কোশলে গিযা তথাকাব বাজাকে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন কবিল। কিন্তু এরূপ প্রমাণ পাইয়াও কোশলবাজ কাশী আক্রমণ কবিতে সাহসী হইলেন না; তিনি কাশীবাজ্যেব মধ্যভাগস্থ কোন গ্রামে অত্যাচাব কবিবার জন্য পুনর্ব্বাব লোক পাঠাইলেন। তাহাবাও কাশীবাজেব সমীপে নীত হইয়া পূর্ব্ববৎ সদয় ব্যবহাব প্রাপ্ত হইল। অনন্তব ইহাতেও সম্পূর্ণরূপে নিঃসন্দেহ না হইয়া কোশলবাজ একদল লোককে বাবাণসী নগবেব বাজপথসমূহে লুণ্ঠন কবিতে পাঠাইলেন, কিন্তু ইহাবাও ধৃত হইয়া দণ্ডেব পবিবর্ত্তে ধনলাভ কবিল। তখন কোশলবাজেব প্রতীতি জন্মিল যে, কাশীরাজ অতীব নিবীহ ও ধর্ম্মপবায়ণ। তিনি বলবাহনাদি সঙ্গে লইয়া কাশী অধিকাব কবিবাব জন্য যাত্রা কবিলেন।

এই সময়ে কাশীবাজেব এক সহস্র মহাযোদ্ধা ছিলেন। তাঁহাবা প্রত্যেকেই অসাধাবণ বীর্য্যবান্। তাঁহাবা মত্তমাতঙ্গকর্তৃক আক্রান্ত হইলেও পৃষ্ঠভঙ্গ দিতেন না, মস্তকে বজ্রপাত হইলেও বিচলিত হইতেন না, শীলবান্ মহাবাজেব অনুমতি পাইলে তাঁহাবা জম্বুদ্বীপেব সমস্ত বাজ্য জয় কবিতে সমর্থ ছিলেন। কোশলবাজ বাবাণসী জয় কবিতে আসিতেছেন শুনিয়া উক্ত বীরপুরুষেবা কাশীবাজেব নিকট গিয়া এই সংবাদ দিলেন এবং প্রার্থনা করিলেন, "অনুমতি দিন, আমাদেব বাজ্যসীমা অতিক্রম কবিবামাত্রই কোশলরাজকে বন্দী কবিয়া আনি।" কাশীরাজ তাঁহাদিগকে নিবাবণ কবিয়া বলিলেন, "বাপ সকল, আমাব জন্য যেন অপবেব কোন অনিষ্ট না হয়। যাহাদেব বাজ্যলোভ আছে, তাহাবা ইচ্ছা কবে ত আমাব বাজ্য অধিকাব করুক।" এদিকে কোশলরাজ কাশীবাজ্যেব সীমা অতিক্রম পূর্ব্বক জনপদে প্রবেশ কবিলেন, এবং অমাত্যেবা কাশীবাজেব নিকট গিয়া যুদ্ধ কবিবার জন্য অনুমতি চাহিলেন; কিন্তু কাশীবাজ ইঁহাদিগকেও নিবাবণ কবিলেন। অতঃপর কোশলরাজ বাজধানীব পুবোভাগে উপনীত হইয়া কাশীবাজকে দূতমুখে বলিয়া পাঠাইলেন, "হয় যুদ্ধ কব, নয় বাজ্য ছাড়িয়া দাও।" কাশীবাজ উত্তব দিলেন, "যুদ্ধ করিব না; ইচ্ছা হয় আপনি বাজ্য গ্রহণ কবিতে পাবেন।" অমাত্যেবা তখনও তাঁহাকে বলিলেন, "দেব, আজ্ঞা দিন, কোশলবাজকে নগবে প্রবেশ কবিতে দিব না, বাহিবে যুদ্ধ কবিয়াই তাঁহাকে বন্দী কবিয়া আনিব।" কিন্তু বাজা মহাশীলবান্ ইহাতে সম্মত হইলেন না; অপিচ নগব-দ্বাব খুলিয়া দিলেন এবং অমাত্য-সহস্র-পবিবেষ্টিত হইয়া সিংহাসনে বসিয়া বহিলেন।

কোশলবাজ বিপুল বলবাহনসহ পুবমধ্যে প্রবেশ কবিলেন; এক প্রাণীও তাঁহাব গতিবোধ কবিল না। তিনি বাজভবনে উপস্থিত হইয়া সভামণ্ডপে প্রবেশ কবিলেন, এবং নিবপবাধ কাশীবাজ ও তাঁহাব সহস্র অমাত্যকে বন্দী কবিয়া আদেশ দিলেন, "ইহাদিগকে পিঠমোড়া কবিয়া বাঁধ, আমক শ্মশানে * গর্ত্ত খুঁড়িয়া গলা পর্য্যন্ত মাটিব মধ্যে পোত; গর্ত্তেব মাটি চাবিপাশে এমন কবিয়া পিটিয়া দেও, যেন ইহাবা হাত নাড়িতে না পাবে, তাহা হইলে রাত্রিকালে ইহাদিগকে শিয়াল কুকুবে খাইয়া ফেলিবে।" চোববাজেব † ভৃত্যেবা

* আমক-শ্মশান—যেখানে শব দগ্ধ করা হয় না, পচিযা গলিযা শৃগাল কুকুবেব ভক্ষ্য হয়।

† যে ব্যক্তি রাজ্য অপহরণ করিয়াছে (ইংরাজীতে usurper)। এখানে এই শব্দে কোশলবাজকে বুঝাইতেছে।

এই নিষ্ঠুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া কাশীরাজ ও তাঁহার অমাত্যদিগকে পিঠমোড়া করিয়া বান্ধিয়া লইয়া গেল।

এত অত্যাচারেও কাশীরাজের মনে চোররাজের প্রতি কোনরূপ ক্রোধের উদ্রেক হইল না। তাঁহার পার্শ্বচরগণও এমন সুবিনীত ছিলেন যে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়াও তাঁহাদিগের মধ্যে কেহই প্রভুর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কথা বলিলেন না। চোররাজের ভৃত্যেরা তাঁহাদিগকে শ্মশানে লইয়া গেল; সেখানে গর্ত্ত খনন করিয়া মধ্যভাগে রাজাকে এবং উভয় পার্শ্বে অমাত্য দিগকে আকণ্ঠ মৃত্তিকায় প্রোথিত করিল এবং গর্ত্তের মধ্যে মাটি ফেলিয়া এমন করিয়া পিটিল যে কাহারও নড়িবার চড়িবার সাধ্য রহিল না। এ অবস্থাতেও শীলবান্ রাজার মনে চোররাজের উপর অণুমাত্র ক্রোধের সঞ্চার হইল না। চোর-রাজের ভৃত্যেরা চলিয়া গেলে তিনি অমাত্যদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বন্ধুগণ, হৃদয়ে মৈত্রী পোষণ কর; অন্য কোন ভাবকে স্থান দিও না।"

নিশীথ সময়ে শৃগালেরা মনুষ্যমাংস আহার করিবার জন্য সেখানে উপস্থিত হইল। তাহাদিগকে দেখিয়া রাজা ও অমাত্যগণ এক সঙ্গে এমন বিকট চীৎকার করিলেন যে শৃগালেরা ভয় পাইয়া পলায়ন করিল। কিন্তু তাহারা কিয়দ্দূর গিয়া যখন পশ্চাতে মুখ ফিরাইয়া দেখিল কেহই তাহাদের অনুধাবন করিতেছে না, তখন তাহারা ফিরিয়া আসিল। রাজা ও তাঁহার অমাত্যগণ পুনর্ব্বার চীৎকার করিলেন, শৃগালেরাও পুনর্ব্বার পলায়ন করিল এবং পুনর্ব্বার ফিরিল। এইরূপে একে একে তিনবার পলাইয়া শৃগালেরা যখন দেখিতে পাইল কেহই তাহাদিগকে তাড়া করিতেছে না, তখন তাহাদের সাহস বাড়িল, তাহারা বুঝিল যে, এ সকল লোক প্রাণদণ্ডের আজ্ঞায় নিবদ্ধ; অতএব তাহারা আর পলায়ন করিল না। পালের প্রধান শৃগাল রাজাকে খাইতে গেল, অন্যান্য শৃগাল অমাত্যদিগকে খাইতে গেল।

উপায়কুশল কাশীরাজ শৃগালকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া গলা বাড়াইয়া দিলেন। শৃগাল ভাবিল তিনি যেন তাহার দংশনেরই সুবিধা করিয়া দিতেছেন। কিন্তু সে যেমন দংশন করিতে উদ্যত হইল, অমনি তিনি তাহারই গ্রীবা দংশন করিয়া ধরিলেন। তাঁহার হনুতে যন্ত্রের মত এবং দেহে হস্তীর মত বল ছিল, কাজেই শৃগাল তাঁহার দশনপঙ্‌ক্তি হইতে মুক্তিলাভ করিতে না পারিয়া মরণভয়ে বিকট রব করিয়া উঠিল। তাহার আর্ত্তনাদ শুনিয়া অপর শৃগালেরা মনে করিল, তাহাদের দলপতি নিশ্চিত কোন মানুষের হাতে ধরা পড়িয়াছে। তখন তাহারা সকলেই অমাত্যদিগকে পরিত্যাগ করিয়া প্রাণভয়ে পলাইয়া গেল।

রাজা যে শৃগালকে হনুদ্বারা ধরিয়া রাখিয়াছিলেন, সে লাফালাফি করিতে করিতে তাঁহার চতুষ্পার্শ্বের মৃত্তিকা শিথিল করিয়া দিল। চতুষ্পার্শ্বের মৃত্তিকা শিথিল হইয়াছে জানিয়া রাজা শৃগালকে ছাড়িয়া দিলেন এবং গজোপম বলপ্রয়োগপূর্ব্বক এ পার্শ্বে ও পার্শ্বে দেহ চালিত করিয়া হাত দুইখানি উপরে তুলিলেন। অনন্তর গর্ত্তের দুই ধার ধরিয়া তিনি বিবর হইতে বাতবিচ্ছিন্ন মেঘখণ্ডবৎ নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং একে একে অমাত্যদিগের উদ্ধার সাধন করিলেন।

ঐ শ্মশানে যে সকল যক্ষ থাকিত তাহাদের প্রত্যেকের জন্য এক একটী অংশ নির্দ্দিষ্ট ছিল। যে দিনের কথা হইতেছে, সে দিন কতিপয় লোক দুই যক্ষের সীমার উপর একটা শব ফেলিয়া গিয়াছিল। যক্ষদ্বয় এই শব বিভাগ করিতে না পারিয়া বলিল, "চল, ঐ শীলবান্ রাজার নিকট যাই। উনি ধার্ম্মিক; এই শব বিভাগ করিয়া আমাদের যাহার যতটুকু প্রাপ্য তাহা ঠিক করিয়া দিবেন।" অনন্তর তাহারা সেই শবের পা ধরিয়া টানিতে টানিতে রাজার নিকট গেল এবং শব ভাগ করিয়া দিতে অনুরোধ করিল। রাজা বলিলেন, "ভাগ করিয়া দিব বটে, কিন্তু আমি অশুচি অবস্থায় আছি। অগ্রে আমাকে স্নান করাও।" চোররাজের জন্য যে সুবাসিত জল ছিল, যক্ষদ্বয় প্রভাববলে তাহা আহরণ করিয়া শীলবান্ রাজাকে স্নান করাইল;

স্নান হইলে চোররাজের জন্য যে পরিচ্ছদ ছিল তাহা আনিয়া তাঁহাকে পরাইল; চতুর্ব্বিধগন্ধসমন্বিত * সুবর্ণপেটিকা আনিয়া তাঁহাকে অনুলেপন করিতে দিল, সুবর্ণপেটিকার অভ্যন্তরে মণিখচিত তালবৃন্তের উপর পুষ্প ছিল, তাহা আনিয়া তাঁহাকে সাজাইল, এবং জিজ্ঞাসা করিল "মহারাজ! আর কিছু অনুমতি করেন কি?" রাজা বলিলেন, "আমি ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছি।" ইহা শুনিয়া যক্ষদ্বয় চোররাজের জন্য যে নানারসসমন্বিত অন্ন প্রস্তুত ছিল তাহা লইয়া আসিল। স্নাত, অনুলিপ্ত ও কৃতবেশবিন্যাস রাজা সেই উৎকৃষ্ট অন্ন আহার করিলেন। চোররাজের জন্য সুবর্ণভৃঙ্গারে সুগন্ধ পানীয় জল ছিল, যক্ষদ্বয় সুবর্ণময় পানপাত্রসহ উহাও আনয়ন করিল। কাশীরাজ জলপান করিয়া মুখ প্রক্ষালন পূর্ব্বক হাত ধুইতে লাগিলেন, এদিকে যক্ষদ্বয় চোররাজের জন্য প্রস্তুত পঞ্চসুগন্ধযুক্ত † তাম্বুল আনিয়া দিল। কাশীরাজ তাম্বুল খাইতে লাগিলেন; যক্ষেরা বলিল, "আর কি করিতে হইবে আদেশ করুন।" কাশীরাজ বলিলেন, "চোররাজের উপধানের নিম্নে আমার মঙ্গল খড়্গ আছে, তাহা লইয়া আইস।" যক্ষেরা মুহূর্ত্ত মধ্যে সেই খড়্গ লইয়া উপস্থিত হইল।

রাজা খড়্গ গ্রহণ করিয়া শবটাকে দাঁড় করাইলেন, উহার মস্তকে আঘাত করিয়া সমান দুই ভাগে চিরিয়া যক্ষদ্বয়কে এক এক অংশ দিলেন এবং খড়্গ ধুইয়া কোষের মধ্যে রাখিলেন। যক্ষেরা মনুষ্য মাংস খাইয়া পরিতৃপ্ত হইল এবং "মহারাজ আমাদিগকে আর কি করিতে হইবে?" জিজ্ঞাসা করিল। রাজা বলিলেন, "তোমরা আমাকে স্বীয় প্রভাববলে চোর-রাজের শয়নকক্ষে এবং এই অমাত্যদিগকে ইঁহাদের নিজ নিজ গৃহে রাখিয়া আইস।" তাহারা "যে আজ্ঞা" বলিয়া তাহাই করিল।

চোররাজ বিচিত্র শয়নকক্ষে বিচিত্র শয্যায় নিদ্রা যাইতেছিলেন। কাশীরাজ খড়্গতল দ্বারা তাহার উদরে আঘাত করিলেন। চোররাজ মহা ভীত হইয়া জাগিয়া উঠিলেন এবং দীপালোকে দেখিতে পাইলেন শীলবান্ রাজা তাঁহার শয়নপার্শ্বে দণ্ডায়মান। তিনি তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া সাহসে ভর করিয়া শয্যা হইতে উত্থিত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, এখন নিশীথকাল, চতুর্দ্দিকে প্রহরী রহিয়াছে, দ্বারগুলি অর্গলনিরুদ্ধ; আমার শয়নগৃহে জনপ্রাণীর প্রবেশ করিবার সাধ্য নাই, এরূপ অবস্থায় আপনি কিরূপে বিচিত্র পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া খড়্গহস্তে এখানে আগমন করিলেন?" কাশীরাজ নিজের আগমন-বৃত্তান্ত সবিস্তর বর্ণন করিলেন। তাহা শুনিয়া চোররাজের অনুতাপ জন্মিল। তিনি কহিলেন, 'অহো! রক্তমাংসাশী, ভীষণ ও নিষ্ঠুর রাক্ষসেরা পর্য্যন্ত আপনার মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিল, আর আমি মানুষ হইয়াও তাহা বুঝিতে পারিলাম না! অতঃপর আমি আর কখনও আপনার ন্যায় শীলসম্পন্ন ব্যক্তির বিরুদ্ধাচরণ করিব না।" অনন্তর তিনি খড়্গাস্পর্শপূর্ব্বক শপথ করিলেন, ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া কাশীরাজকে রাজশয্যায় শয়ন করাইলেন এবং নিজে একটী সামান্য শয্যায় শুইয়া রহিলেন।

ক্রমে রজনী প্রভাত হইল, কোশলরাজ ভেরীবাদন দ্বারা সমস্ত সৈন্য, অমাত্য, ব্রাহ্মণ ও গৃহপতিদিগকে সমবেত করাইয়া তাঁহাদের সমক্ষে পূর্ণচন্দ্রনিভ শীলবান্ রাজার গুণগ্রাম কীর্ত্তন করিলেন, সভামধ্যে পুনর্ব্বার তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাঁহাকে স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন এবং বলিলেন, "মহারাজ, অদ্যাবধি এই রাজ্যের বিদ্রোহীদিগের দমন করিবার ভার আমি লইলাম; আমি আপনার রাজ্য রক্ষা করিব, আপনি

---

* চতুর্ব্বিধ গন্ধ যথা, কুঙ্কুম, যবনপুষ্প (কুন্দুরু বা লোবান্; ইংরাজী frankincense); তগরক (এক প্রকার সুগন্ধ চূর্ণ) এবং তুরুষ্ক (শিলারস)। ইহা হইতে বুঝা যায়, অতি প্রাচীন কালেই তুরুষ্ক প্রভৃতি দেশ হইতে ভারতবর্ষে নানাবিধ বিলাসসামগ্রী আনীত হইত।

† লবঙ্গ, কর্পূর ইত্যাদি।

প্রজাপালন করুন।" অনন্তর তিনি সেই বিশ্বাসঘাতক অমাত্যের দণ্ডবিধান করিলেন এবং সৈন্য সামন্ত লইয়া স্বরাজ্যে ফিরিয়া গেলেন।

মহাশীলবান্ রাজা মৃগপাদযুক্ত স্বর্ণসিংহাসনে উপবেশন করিলেন, তাঁহার মস্তকোপরি শ্বেতচ্ছত্র বিরাজ করিতে লাগিল। তিনি নিজের মহিমা স্মরণ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন:—"আমি যদি নিরুৎসাহ হইয়া পড়িতাম, তাহা হইলে এই ঐশ্বর্য্য পুনর্লাভ করিতে পারিতাম না, আমার অমাত্যদিগেরও জীবনরক্ষা হইত না। উৎসাহ-বলেই আমি আবার রাজপদ পাইলাম, অমাত্যদিগেরও প্রাণরক্ষা হইল। অহো! উৎসাহের কি অদ্ভুত ফল! সকলেরই আশায় বুক বান্ধিয়া নিরন্তর উৎসাহশীল হওয়া কর্ত্তব্য।" অনন্তর তিনি হৃদয়ের আবেগে এই গাথা বলিলেন:—

> ছাড়িও না আশা, মন, কর চেষ্টা অনিবার,
> অবশ্য জীবনে তবে পূর্ণ হবে মনস্কাম।
> উৎসাহের গুণে, দেখ, সর্ব্বস্ব ফিরিল
> মন যাহা চায় তাহা লভিয়াছি সব আমি।

হৃদয়ের আবেগে বোধিসত্ত্ব এইরূপে উৎসাহের গুণ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, "শীলসম্পন্ন বীর্য্য কখনও বিফল হয় না।" অতঃপর বোধিসত্ত্ব যাবজ্জীবন পুণ্যানুষ্ঠান করিয়া কর্ম্মানুরূপ ফলভোগার্থ লোকান্তরে গমন করিলেন।

[কথা শেষ হইলে শাস্তা সত্যচতুষ্টয় ব্যাখ্যা করিলেন, তাহা শুনিয়া সেই বীর্য্যভ্রষ্ট ভিক্ষু অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল সেই বিশ্বাসঘাতক অমাত্য, বুদ্ধের শিষ্যেরা ছিল সেই সহস্র বিনয়ী অমাত্য, আর আমি ছিলাম মহাশীলবান।]

৫২—চুলজনক-জাতক।*

[শাস্তা জেতবনে অপর একজন উৎসাহভ্রষ্ট ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার সমস্ত বৃত্তান্ত মহাজনক-জাতকে (৫৩৯) বর্ণিত হইবে।]

রাজা শ্বেতচ্ছত্রতলে উপবেশন করিয়া এই গাথা পাঠ করিয়াছিলেন:—

> ছাড়িও না আশা, কর চেষ্টা অনিবার,
> অবশ্য উদ্যমে পূর্ণ হবে মনস্কাম।
> চেষ্টাবলে উত্তরিয়া দুস্তর সাগরে
> পাইলাম কূল পুনঃ প্রহৃষ্টঅন্তরে।

[ইহা শুনিয়া সেই নিরুৎসাহ ভিক্ষু অর্হত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তখন সম্যক্সম্বুদ্ধ ছিলেন জনক রাজা।]

৫৩—পূর্ণপাত্রী-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে বিষমিশ্রিত খাদ্যসম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন।

একদিন শ্রাবস্তী নগরের কতিপয় সুরাপায়ী একস্থানে সমবেত হইয়া বলিতে লাগিল, "আজ মদ কিনিবার পয়সা নাই; কি উপায়ে পয়সা যোগাড় করা যায়?" ইহা শুনিয়া একটা গুণ্ডা বলিল, "তাহার জন্য ভাবনা কি? আমি একটা উপায় বলিয়া দিতেছি।" "কি উপায় বলিবে?" "অনাথপিণ্ডদ রাজদর্শনে যাইবার সময় মূল্যবান্ পরিচ্ছদ ও অঙ্গুরীয়ক পরিধান করিয়া যান। এস, আমরা অনাথপিণ্ডদের আগমনকালে সুরাপাত্রে বিসংজ্ঞীকরণ ভৈষজ্য মিশাইয়া আপানভূমি সাজাইয়া রাখি, যখন তিনি আসিবেন তখন বলিব, 'আসুন,

---

* চুল=চুল্ল (সংস্কৃত ক্ষুল্ল বা ক্ষুদ্র, ইহা সম্ভবতঃ 'ক্ষুদ্র' শব্দজাত।)

মূলে "ককথলধুত্তো" এই পদ আছে। 'কক্খল' শব্দ সংস্কৃত 'কর্কশ' শব্দজাত।

মহাশ্রেষ্ঠিন্‌, একপাত্র পান করুন।' অনন্তর, বিষাক্ত মদ্য পান করিয়া তিনি যখন অচেতন হইয়া পড়িবেন, তখন তাঁহার অঙ্গুরীয়ক ও পরিচ্ছদ লইয়া সুরার মূল্য যোগাড় করিব।"

"এ অতি উত্তম পরামর্শ" এই কথা বলিয়া মদ্যপায়ীরা তখনই সমস্ত আয়োজন করিয়া রাখিল এবং অনাথপিণ্ডদের আগমনকালে পথে গিয়া বলিল, "প্রভু, দয়া করিয়া একবার আমাদের আপান-ভূমিতে পায়ের ধূলা দিন। আমরা আজ অতি উৎকৃষ্ট সুরা সংগ্রহ করিয়াছি, আপনি তাহার একটু পান করিয়া যাইবেন।"

অনাথপিণ্ডদ ভাবিলেন, "কি! যে আর্য্যশ্রাবক শ্রোতাপত্তিমার্গ লাভ করিয়াছে, সে কি কখনও সুরাস্পর্শ করিতে পারে! কিন্তু সুরাপানের ইচ্ছা না থাকিলেও আমাকে ইহাদের ধূর্ত্ততা প্রকাশ করিয়া দিতে হইবে।" তিনি আপান-ভূমিতে প্রবেশ করিলেন এবং তাহাদের ভাবভঙ্গী দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন, সুরা বিষমিশ্রিত হইয়াছে। তখন যাহাতে দস্যুরা পলায়ন করে তাহার উপায় উদ্ভাবন করিয়া তিনি বলিলেন, "অরে ধূর্ত্তগণ, তোরা এইরূপ বিষমিশ্রিত সুরা পান করাইয়া পথিকদিগের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিস্‌। তোরা তোদের আপান-ভূমিতে বসিয়া কেবল সুরার প্রশংসাই করিস্‌, কিন্তু নিজেরা কেহ উহা পান করিস্‌ না। যদি এই সুরা সত্যই বিষবর্জ্জিত হয়, তবে নিজেরা পান করিস্‌ না কেন?" চালাকি ধরা পড়িয়াছে দেখিয়া ধূর্ত্তেরা তখনই সেস্থান হইতে পলায়ন করিল। অনাথপিণ্ডদও শাস্তাকে এই কথা জানাইবার জন্য জেতবনে গেলেন।

শাস্তা বলিলেন, "গৃহপতি, ধূর্ত্তেরা এজন্মে তোমায় বঞ্চনা করিতে গিয়াছিল; অতীত জন্মে তাহারা পণ্ডিতদিগকেও বঞ্চনা করিতে চেষ্টা করিয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব রাজশ্রেষ্ঠীর পদে নিযুক্ত ছিলেন। কতিপয় সুরাপায়ী তখনও তাঁহাকে ঠিক এইরূপে বিষমিশ্রিত সুরাপান করাইয়া অচেতন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। বোধিসত্ত্বের সুরাপানের ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু তাহাদের ধূর্ত্ততা প্রকাশ করিবার জন্য তিনি আপানভূমিতে গিয়াছিলেন এবং তাহাদের ভাবভঙ্গী দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে সুরা বিষমিশ্রিত। অনন্তর তাহারা যাহাতে পলায়ন করে এরূপ উপায় স্থির করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "রাজভবনে গমনকালে সুরাপান করা বিধেয় নহে; তোমরা এখানে বসিয়া থাক; আমি ফিরিবার সময় ভাবিয়া দেখিব, পান করিতে পারি কি না।

বোধিসত্ত্ব যখন রাজভবন হইতে প্রতিগমন করিতেছিলেন তখন ধূর্ত্তেরা তাঁহাকে পুনর্ব্বার আহ্বান করিল। তিনি আপানভূমিতে গিয়া বিষমিশ্রিত সুরাপাত্র দেখিয়া বলিলেন, "অরে ধূর্ত্তগণ, তোদের আকার প্রকার ত আমার কাছে ভাল বোধ হইতেছে না। আমি যাইবার সময় পানপাত্রগুলি যেমন পূর্ণ দেখিয়াছিলাম, এখনই সেগুলি তেমনি আছে; তোরা সুরার গুণ কীর্ত্তন করিতেছিস্‌ বটে, কিন্তু নিজেরা এক বিন্দুও পান করিস্‌ নাই। এ সুরা যদি ভাল হইবে তবে তোরা পান করিলি না কেন? ইহা নিশ্চিত বিষমিশ্রিত।" এইরূপে ধূর্ত্তদিগের দুরভিসন্ধি ব্যর্থ করিয়া বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত গাথা বলিলেন:—

মুখে বলিস্‌ সুরা মোদের অতি চমৎকার;
একটী বিন্দু তবু কেন পান করিস্‌নি তার?
পূর্ব্বমত পাত্রগুলি পূর্ণ দেখ্‌তে পাই;
বিষমিশান সুরা তোদের বুঝ্‌লাম আমি তাই।

বোধিসত্ত্ব যাবজ্জীবন সৎকার্য্য করিয়া কর্ম্মানুরূপ ফলভোগার্থ লোকান্তর গমন করিয়াছিলেন।

[সমবধান—তোমার সহিত যে সকল ধূর্ত্তের দেখা হইয়াছিল তখন তাহারা ছিল সেই সকল ধূর্ত্ত এবং আমি ছিলাম বারাণসীর শ্রেষ্ঠী।]

৫৪—ফল-জাতক।

[এক উপাসক কোন্‌ ফল ভাল, কোন্‌ ফল মন্দ ইহা অতি সুন্দর বুঝিতে পারিত।* এ সম্বন্ধে অন্য কেহই তাহার সমকক্ষ ছিল না। একদিন তাহাকে লক্ষ্য করিয়া শাস্তা জেতবনে এই কথা বলিয়াছিলেন:—

* মূলে 'ফলকুশল' এই পদ আছে।

একদিন শ্রাবস্তী নগরের জনৈক সম্ভ্রান্ত লোক বুদ্ধপ্রমুখ সঙ্ঘকে নিমন্ত্রণ করিয়া উদ্যানমধ্যে তাঁহাদের আসন করিয়া দেন এবং খাগু ও খজ্জ দ্বারা পরিতোষ পূর্ব্বক আহার করান। তদনন্তর তিনি উদ্যানপালককে বলেন, 'ভিক্ষুদিগের সঙ্গে যাও, ইঁহারা আম্রাদি ফল যে যাহা চাহিবেন, পাড়িয়া দিবে।' সে 'যে আজ্ঞা' বলিয়া ভিক্ষু-দিগের সহিত উদ্যানে বেড়াইতে লাগিল এবং গাছের দিকে তাকাইয়া কোন্ ফলটা বেশ পাকিয়াছে, কোনটা আধ পাকা কোনটা কাঁচা এইরূপ বলিতে লাগিল। সে যে ফলটা সম্বন্ধে যাহা বলিল, পাড়িলে দেখা গেল তাহাই ঠিক। ভিক্ষুরা শাস্তার নিকট ফিরিয়া উদ্যানপালকের ফলকুশলতার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। শাস্তা বলিলেন "ভিক্ষুগণ কেবল এই উপাসকই যে একা ফলকুশল তাহা মনে করিওনা; পুরাকালে পণ্ডিতেরাও এরূপ ফলকুশলতার পরিচয় দিয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়, বোধিসত্ত্ব শ্রেষ্ঠিকুলে জন্মগ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি পঞ্চশত শকট লইয়া বাণিজ্য করিয়া বেড়াইতেন। একদিন তিনি কোন বৃহৎ অরণ্যের নিকট উপস্থিত হইলেন। গন্তব্য স্থানে পৌছিবার জন্ম তাহাকে ঐ অরণ্যের ভিতর দিয়া যাইতে হইবে দেখিয়া তিনি অনুচরদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, "শুনিয়াছি এই বনে নাকি বিষবৃক্ষ আছে। অতএব সাবধান, আমাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া অদৃষ্টপূর্ব্ব কোন ফল, ফুল বা পত্র আহার করিও না।" তাহারা সকলেই তাঁহার উপদেশমত কার্য্য করিবে বলিয়া স্বীকার করিল। অনন্তর সকলে বনমধ্যে প্রবেশ করিল।

এই বনের সীমাসন্নিধানেই একখানি গ্রাম এবং ঐ গ্রামের পুরোভাগে একটী কিম্ফল* বৃক্ষ ছিল। কাণ্ড, শাখা, পত্র, পুষ্প ও ফল সকল বিষয়েই সেই কিম্ফলবৃক্ষ আম্রবৃক্ষের অনুরূপ ছিল। কেবল দেখিতে নয়, আস্বাদে ও গন্ধেও, কাঁচা হউক, পাকা হউক, কিম্ফলে ও আম্রফলে কোন প্রভেদ দেখা যাইত না; কিন্তু উদরস্থ হইলে ইহা হলাহলের স্থায় জীবনান্ত ঘটাইত।

বোধিসত্ত্বের কয়েকজন লোভী অনুচর দলের আগে আগে যাইতেছিল। তাহাদের কেহ কেহ কিম্ফলকে আম্রফল বিবেচনা করিয়া কয়েকটা খাইয়া ফেলিল, কিন্তু অনেকে বিবেচনা করিল 'বোধিসত্ত্বকে না জিজ্ঞাসা করিয়া খাওয়া ভাল নহে।' তাহারা ফল হাতে করিয়া বসিয়া রহিল। বোধিসত্ত্ব আসিয়া উপস্থিত হইলে তাহারা বলিল, "আর্য্য, আমরা এই আম্রফল খাইব কি?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "ইহা আম্রফল নহে, কিম্ফল, ইহা খাইতে নাই।" অনন্তর, যাহারা ফল খাইয়াছিল, তিনি তাহাদিগকে বমন করাইলেন এবং চতুর্ম্মধুর খাওয়াইলেন। এইরূপে তাহারা আরোগ্য লাভ করিল।

ইহার পূর্ব্বে সার্থবাহেরা বহুবার এই বৃক্ষের তলে অবস্থিতি করিয়া আম্রফল ভ্রমে কিম্ফল খাইয়াছিল এবং মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। পরদিন গ্রামবাসীরা আসিয়া তাহাদের মৃতদেহ দেখিতে পাইত, পা ধরিয়া টানিয়া শবগুলি কোন নিভৃতস্থানে ফেলিয়া দিত এবং শকট সুদ্ধ সমস্ত দ্রব্য আত্মসাৎ করিয়া চলিয়া যাইত।

এ দিনও প্রভাত হইবামাত্র তাহারা লুণ্ঠনের আশায় বৃক্ষাভিমুখে আসিল; কেহ কেহ বলিতে লাগিল "আমরা বলদগুলা লইব", কেহ কেহ বলিতে লাগিল "আমরা গাড়ীগুলা লইব," কেহ কেহ বলিতে লাগিল "আমরা মাল লইব।" কিন্তু বৃক্ষমূলে আসিয়া দেখে এক প্রাণীও মরে নাই, সকলেই বেশ সুস্থ আছে! গ্রামবাসীরা তখন নিরাশ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এটা যে আম গাছ নয় তাহা তোমরা কিরূপ বুঝিলে?" বোধিসত্ত্বের লোকেরা বলিল, "আমরা বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু সার্থবাহ বুঝিতে পারিয়াছিলেন।"

তখন গ্রামবাসীরা বোধিসত্ত্বের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "পণ্ডিতবর, এটা যে আম গাছ নয় তাহা আপনি কিরূপে স্থির করিলেন?"

---

* যাহার ফল কিরূপ তাহা জানা নাই।

বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "দুই কারণে তাহা বুঝিয়াছি :—

গ্রামদ্বারে শোভে বৃক্ষ, দুরারোহ নয়,
ফলভারে কিন্তু সদা অবনত রয়।
ইহাতে বুঝিনু, শুন, গ্রামবাসিগণ,
এফল সুফল নহে, খাইলে মরণ।"

অনন্তর সমবেত লোকদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া বোধিসত্ত্ব নিরাপদে গন্তব্য দেশে চলিয়া গেলেন।

[সমবধান—তখন বুদ্ধের শিষ্যেরা ছিল সেই সার্থবাহের অনুচরগণ এবং আমি ছিলাম সেই সার্থবাহ।]

৫৫—পঞ্চায়ুধ-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে জনৈক বীর্য্যভ্রষ্ট ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন।]

শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিহে ভিক্ষু, তুমি নাকি নিতান্ত নিরুদ্যম হইয়া পড়িয়াছ?" ভিক্ষু উত্তর দিল, "হাঁ ভগবন্।" "অতীত যুগে পণ্ডিতেরা উপযুক্তকালে বীর্য্য প্রয়োগ করিয়া রাজসম্পত্তি লাভ করিয়াছিলেন।" অনন্তর শাস্তা সেই প্রাচীন কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন :—]

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব মহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নামকরণ দিবসে তদীয় জনক জননী অষ্টশত দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণকে যথেষ্ট উপহার দিয়া পুত্রের অদৃষ্ট কিরূপ হইবে জিজ্ঞাসা করিলেন। দৈবজ্ঞেরা বোধিসত্ত্বকে সুলক্ষণসম্পন্ন দেখিয়া উত্তর করিলেন, "মহারাজ, এই কুমার আপনার মৃত্যুর পর রাজপদ লাভ করিয়া সর্ব্বগুণোপেত ও প্রবলপ্রতাপান্বিত হইবেন; পঞ্চবিধ আয়ুধের * প্রভাবে ইঁহার যশঃ সর্ব্বত্র বিকীর্ণ হইবে; সমস্ত জম্বুদ্বীপে ইঁহার সমকক্ষ কেহ থাকিবে না।" এই ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়া বোধিসত্ত্বের জনক জননী তাঁহার নাম রাখিলেন 'পঞ্চায়ুধ কুমার'।

বোধিসত্ত্ব যখন ষোড়শ বর্ষে উপনীত হইয়া হিতাহিত বিবেচনা করিবার ক্ষমতা লাভ করিলেন, তখন ব্রহ্মদত্ত একদিন তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "বৎস, এখন বিদ্যা শিক্ষা কর।" বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাহার নিকট বিদ্যাশিক্ষা করিব, বাবা?" রাজা বলিলেন, "গান্ধার-রাজ্যে তক্ষশিলা নগরে এক দেশবিখ্যাত আচার্য্য আছেন, তাঁহার নিকট গিয়া বিদ্যাভ্যাস কর। তাঁহাকে এই সহস্রমুদ্রা দক্ষিণা দিও।"

বোধিসত্ত্ব তক্ষশিলায় গমন করিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিলেন। অনন্তর, যখন তিনি বারাণসীতে প্রতিগমন করিতে চাহিলেন, তখন আচার্য্য তাঁহাকে পঞ্চবিধ আয়ুধ দিলেন। বোধিসত্ত্ব সেই পঞ্চায়ুধ লইয়া আচার্য্যকে প্রণিপাতপূর্ব্বক বারাণসীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে এক বন ছিল; সেখানে শ্লেষলোম নামে এক যক্ষ বাস করিত। বোধিসত্ত্ব এই বনের নিকটবর্তী হইলে যাহারা তাঁহাকে দেখিতে পাইল, তাহারা তাঁহাকে আর অগ্রসর হইতে বারণ করিল। তাহারা বলিল, "ঠাকুর, এই বনে প্রবেশ করিও না; ইহার মধ্যে শ্লেষলোম নামে এক যক্ষ আছে; সে যাহাকে দেখিতে পায়, তাহাকেই মারিয়া ফেলে। বোধিসত্ত্ব আত্মবল বুঝিতেন, তিনি নির্ভীক সিংহের ন্যায় বনে প্রবেশ করিলেন এবং উহার মধ্যভাগে উপনীত হইলেন। তখন যক্ষ ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইল। তাহার শরীর তালতরুর ন্যায়, মস্তক একটা কূটাগারের † ন্যায়, চক্ষুদুইটী দুইটা গামলার মত, উপরের দুইটা দাঁত দুইটা মূলার মত, মুখ বাজপাখীর মুখের মত, উদর নানা বর্ণে চিত্রিত, হস্ত ও পাদ নীলবর্ণ। সে বোধিসত্ত্বকে বলিল, "কোথায় যাচ্ছ? থাম, তুমি আমার খাদ্য।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "দেখ যক্ষ, আমি নিজের বল বুঝিয়া সুঝিয়াই এই বনে প্রবেশ করিয়াছি। তুমি আমার সম্মুখীন হইয়া বুদ্ধিমানের কাজ কর নাই,

* খড়্গ, শক্তি, ধনুঃ, পরশু ও চর্ম্ম।

† কূটাগার = চিলা কোঠা।

কারণ আমি বিষাক্ত শর নিক্ষেপ করিয়া, তুমি যেখানে দাঁড়াইয়া আছ সেইখানেই, তোমায় নিপাত করিব।" এই বলিয়া তিনি শরাসনে হলাহলযুক্ত শরসন্ধান করিয়া যক্ষের উপর নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু উহা যক্ষের লোমে আবদ্ধ হইয়া ঝুলিতে লাগিল। তাহার পর বোধিসত্ত্ব একে একে পঞ্চাশটী শর নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু সমস্তই যক্ষের লোমে আবদ্ধ হইয়া রহিল, শরীর বিদ্ধ করিতে পারিল না। যক্ষ একবার গা ঝাড়া দিয়া সমস্ত বাণ নিজের পাদমূলে ফেলিয়া দিল, এবং বোধিসত্ত্বকে ধরিবার জন্য অগ্রসর হইল। বোধিসত্ত্ব হুঙ্কার ছাড়িয়া খড়্গ নিষ্কোষিত করিয়া আঘাত করিলেন। ঐ খড়্গখানা তেত্রিশ অঙ্গুলি দীর্ঘ ছিল, কিন্তু ইহাও যক্ষের লোমস্পর্শ করিবামাত্র আবদ্ধ হইয়া রহিল। তাহার পর বোধিসত্ত্ব শক্তি নিক্ষেপ করিলেন, মুদ্গর দ্বারা প্রহার করিলেন; কিন্তু সমস্তই অন্যান্য অস্ত্রের ন্যায় যক্ষের লোমে আবদ্ধ হইয়া রহিল। তখন বোধিসত্ত্ব সিংহনিনাদে বলিলেন, "যক্ষ! আমার নাম যে পঞ্চাযুধকুমার তাহা বোধ হয় তোমার জানা নাই। আমি যে কেবল ধনুর্ব্বাণাদি অস্ত্রের উপর নির্ভর করিয়াই তোমার বনে প্রবেশ করিয়াছি তাহা মনে করিও না, আমার দেহেও বিলক্ষণ বল আছে। আমি এক মুষ্ট্যাঘাতে তোমার শরীর চূর্ণ বিচূর্ণ করিতেছি।" কিন্তু তিনি যেমন দক্ষিণ হস্তদ্বারা যক্ষকে প্রহার করিলেন, অমনি উহা তাহার লোমে আবদ্ধ হইল। তিনি বামহস্তদ্বারা আঘাত করিলেন, বামহস্তও আবদ্ধ হইল, দক্ষিণ পাদদ্বারা আঘাত করিলেন, দক্ষিণ পাদও আবদ্ধ হইল; বামপাদদ্বারা আঘাত করিলেন, বামপাদও আবদ্ধ হইল। কিন্তু তখনও বোধিসত্ত্ব নির্ব্বীর্য্য হইলেন না। "তোমাকে এখনই চূর্ণ বিচূর্ণ করিব" বলিয়া এবার তাহাকে মস্তক দ্বারা আঘাত করিলেন, কিন্তু মস্তকও লোমজালে আবদ্ধ হইয়া রহিল।

এইরূপে পঞ্চাঙ্গে আবদ্ধ হইয়া বোধিসত্ত্ব যক্ষের দেহের উপর ঝুলিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার মানসিক তেজ পূর্ব্ববৎ অক্ষুণ্ণ রহিল। যক্ষ ভাবিল, "এই ব্যক্তি দেখিতেছি অদ্বিতীয় পুরুষসিংহ, আমার ন্যায় যক্ষের হাতে পড়িয়াও ইহার কিছুমাত্র সন্ত্রাস জন্মে নাই। আমি এত দিন এই বনে মানুষ ধরিয়া খাইতেছি, কিন্তু কখনও এরূপ নির্ভীক লোক দেখি নাই। এ যে কিছুমাত্র ভয় পাইতেছে না, ইহার কারণ কি?" সে বোধিসত্ত্বকে তখনই খাইয়া ফেলিতে সাহস করিল না, সে জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুর, তোমার মরণভয় নাই কেন?"

বোধিসত্ত্ব উত্তর দিলেন, "যক্ষ! ভয় করিব কেন? একবার জন্মিলে একবার মরণ ইহা ত অবধারিত। অধিকন্তু আমার উদরে বজ্রাযুধ * আছে, তুমি আমাকে খাইতে পার, কিন্তু ঐ আয়ুধ জীর্ণ করিতে পারিবে না; উহা তোমার অন্ত্রগুলি খণ্ডবিখণ্ড করিবে; সুতরাং আমার মরণে তোমারও মরণ হইবে। এখন বুঝিলে আমার মরণভয় নাই কেন?"

ইহা শুনিয়া যক্ষ ভাবিতে লাগিল, "এই ব্রাহ্মণকুমার সত্যই বলিয়াছে। এরূপ পুরুষসিংহের শরীরের মুদ্গবীজমাত্র মাংসও আমি জীর্ণ করিতে পারিব না। ইহাকে ছাড়িয়া দেওয়া যাউক।" এইরূপে নিজমরণভয়ে ভীত হইয়া সে বোধিসত্ত্বকে ছাড়িয়া দিয়া বলিল, "ব্রাহ্মণকুমার, তুমি পুরুষসিংহ, তুমি আমার হস্ত হইতে রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায় মুক্তিলাভ করিয়া জ্ঞাতিবর্গের ও স্বজনের আনন্দবর্দ্ধনার্থ স্বদেশে গমন কর।"

বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "যক্ষ! আমি ত চলিলাম, কিন্তু তোমার কি গতি হইবে? তুমি পূর্ব্বজন্মকৃত অকুশল কর্ম্মের ফলে অতিলোভী, হিংসাপরায়ণ, পররক্তমাংসভুক্ যক্ষরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। যদি ইহ জীবনেও এইরূপ অকুশল কর্ম্মেই নিরত থাক, তাহা হইলে তোমাকে এক অন্ধকার হইতে অপর অন্ধকারে গতি লাভ করিতে হইবে। কিন্তু যখন আমার দর্শন লাভ করিয়াছ, তখন আর অকুশল কর্ম্মে আসক্ত থাকিতে পারিবে না। প্রাণিহত্যা মহাপাপ,

* জ্ঞানরূপ তরবারি। বাইবেলে ও বৌদ্ধশাস্ত্রে জ্ঞান, আস্তিক্য-বুদ্ধি প্রভৃতি আত্মার রক্ষাসাধক গুণগুলি অস্ত্রশস্ত্রাদিরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

নিরয়গমন, তীর্য্যগ্‌যোনিলাভ, প্রেত বা অসুররূপে পুনর্জ্জন্মগ্রহণ প্রভৃতি ইহার অপরিহার্য্য পরিণাম। যদি দৈবাৎ নররূপেও পুনর্জ্জন্ম লাভ হয়, তাহা হইলেও প্রাক্তনফলে আয়ুষ্কাল অতীব অল্প হইয়া থাকে। *

এবংবিধ উপদেশ পরম্পরায় বোধিসত্ত্ব পঞ্চদুঃশীল কর্ম্মের অশুভ ফল এবং পঞ্চশীলের শুভ ফল প্রদর্শন করিলেন। এইরূপে নানা উপায়ে তিনি যক্ষের মনে পারলৌকিক ভয় উৎপাদিত করিলেন এবং তাহাকে সংযমী ও পঞ্চশীলপরায়ণ করিয়া তুলিলেন। অনন্তর তাহাকে ঐ বনের দেবত্বপদে স্থাপিত করিয়া, পূজোপহার গ্রহণ করিবার অধিকার দিয়া এবং অপ্রমত্ত থাকিতে বলিয়া বোধিসত্ত্ব বন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। পথে যে সকল লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল, তাহাদিগকে তিনি যক্ষের প্রকৃতি-পরিবর্ত্তনের সংবাদ দিয়া গেলেন।

অবশেষে পঞ্চায়ুধ-কুমার বারাণসীতে প্রতিগমনপূর্ব্বক মাতাপিতাকে প্রণাম করিলেন। উত্তরকালে স্বয়ং রাজপদ লাভ করিয়া তিনি যথাধর্ম্ম প্রজাপালন করিয়াছিলেন এবং দানাদি পুণ্যব্রতের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক কর্ম্মানুরূপ ফলভোগার্থ পরিণত বয়সে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

[কথাবসানে ভগবান অভিসম্বুদ্ধ হইয়া এই গাথা পাঠ করিলেন :—

বিষয়-বাসনাহীন চিত্ত আর মন,
ধর্ম্ম-অনুষ্ঠান সদা নির্ব্বাণ-কারণ,
এরূপ লক্ষণযুত সাধু সদাশয়
সর্ব্ববন্ধ-বিনির্ম্মুক্ত জানিবে নিশ্চয়।

এইরূপে অর্হত্ত্ব-ফলোপযোগী ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়া শাস্তা সত্যচতুষ্টয় ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই ভিক্ষু অর্হত্ত্ব লাভ করিলেন।

সমবধান—তখন অঙ্গুলিমাল † ছিল সেই যক্ষ, এবং আমি ছিলাম পঞ্চায়ুধ কুমার।]

৫৬—কাঞ্চনখণ্ড-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে জনৈক ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। শ্রাবস্তীবাসী কোন ভদ্রলোক শাস্তার মুখে ধর্ম্মোপদেশ শুনিয়া রত্নশাসনে ‡ শ্রদ্ধাযুক্ত হন এবং প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। যে সকল আচার্য্য ও উপাধ্যায়ের উপর তাঁহার শিক্ষাবিধানের ভার বিন্যস্ত হইয়াছিল, তাহারা তাঁহাকে অল্প সময়ের মধ্যে বহুবিষয় শিখাইবার চেষ্টা করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। এইটী প্রথম শীল, এইটী দ্বিতীয় শীল ইত্যাদি বলিয়া তাঁহারা দশশীল ব্যাখ্যা করিলেন, কোন গুলি চুল্লশীল, কোন গুলি মধ্যমশীল, কোন্ গুলি মহাশীল, § তাহা বুঝাইতে লাগিলেন, প্রাতিমোক্ষসংবরশীল, ‖ ইন্দ্রিয়সংবরশীল, আজীবপরিশুদ্ধিশীল, প্রত্যয়প্রতিসেবনশীল,

---

* বৌদ্ধমতে অকালমৃত্যু পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত দুষ্কৃতির ফল। যে ব্যক্তি দুর্লভ মানবজন্ম লাভ করিয়া মানবের কৃত্যসমূহ সম্পাদন করিবার পূর্ব্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহাকে নিতান্ত দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে।

† অঙ্গুলিমাল বা অঙ্গুলিমালক। এই ব্যক্তি ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও ঘটনাক্রমে একজন ভীষণ দস্যু হইয়াছিলেন। প্রবাদ আছে ইনি একে একে ৯৯৯ জন পথিকের প্রাণসংহারপূর্ব্বক তাহাদের অঙ্গুলি ছেদন করিয়া লইয়াছিলেন। পরিশেষে বুদ্ধের কৃপায় ইঁহার মতি পরিবর্ত্তন ঘটে এবং ইনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হন। সবিস্তর বিবরণ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

‡ উৎকৃষ্ট শাসন অথবা ত্রিরত্ন শাসন। শাসন = ধর্ম্ম।

§ বৌদ্ধদিগের শীলস্কন্ধ তিন অংশে বিভক্ত :—চুল্ল, মধ্যম ও মহান্। চুল্লশীল বলিলে যে সকল সদাচার সহজেই প্রতিপালন করা যায় সেই গুলিকে বুঝায়, যেমন অহিংসা, অচৌর্য্য ইত্যাদি। মহাশীল বলিলে দৈবগণনা প্রভৃতি গর্হিত বৃত্তির পরিহার বুঝায়। সর্ব্ববিধ গর্হিত বৃত্তির পরিহার অনেকের পক্ষে সুকর নহে, এই জন্যই এই সকল নিয়ম মহাশীল নামে অভিহিত। মধ্যমশীলগুলি রক্ষা করা তত সহজও নহে, তত কঠিনও নহে।

‖ 'প্রাতিমোক্ষ' শব্দে বিনয়পিটকের অন্তর্গত ভিক্ষুদিগের প্রতিপাল্য নিয়মাবলী বুঝিতে হইবে। এ সম্বন্ধে ৮৮ পৃষ্ঠের টীকা দ্রষ্টব্য। ইন্দ্রিয়সংবরশীল = ব্রহ্মচর্য্যসংক্রান্ত নিয়মাবলী। আজীবপরিশুদ্ধিশীল = যাবজ্জীবন বিশুদ্ধিমার্গে বিচরণসংক্রান্ত নিয়মাবলী। প্রত্যয়প্রতিসেবনশীল = ভিক্ষুদিগের প্রত্যয় অর্থাৎ চীবর, খাদ্য, শয্যা ও ভৈষজ্য এই চতুর্ব্বিধ ব্যবহার্য্য বস্তুসংক্রান্ত নিয়মাবলী।

এসকলও প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করিলেন না। ক্রমাগত এই সকল উপদেশ শুনিয়া ঐ ভিক্ষু ভাবিতে লাগিলেন, "শীল ত দেখিতেছি অশেষপ্রকার, আমি কখনই ইহাদের সমস্তগুলি প্রতিপালন করিয়া চলিতে পারিব না। তাহাই যদি না পারিলাম, তবে ভিক্ষু হইয়া ফল কি? অতএব আমার পক্ষে পুনর্ব্বার গৃহী হওয়াই ভাল। গৃহী হইলে আমি দানাদি পুণ্যকার্য্য করিতে পারিব, স্ত্রী পুত্রেরও মুখ দেখিতে পাইব।" অনন্তর তিনি আচার্য্য ও উপাধ্যায়দিগকে বলিলেন, "মহাশয়গণ, আমি শীলব্রত সম্পাদনে অসমর্থ, আমার প্রব্রজ্যা বিফল, কাজেই পুনর্ব্বার গার্হস্থ্যরূপ হীনাশ্রমে প্রবেশ করিব স্থির করিয়াছি; আপনারা আমায় যে চীবর ও ভিক্ষাপাত্র দিয়াছিলেন তাহা প্রতিগ্রহণ করুন।" তাঁহারা উত্তর দিলেন, "যদি এইরূপই সঙ্কল্প করিয়া থাক, তবে দশবলের নিকট বিদায় লইয়া যাও।" অনন্তর তাঁহারা এই ভিক্ষুকে লইয়া ধর্ম্ম সভায় দশবলের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।

তাঁহাদিগকে দেখিয়া শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা এই ভিক্ষুকে ইঁহার অনিচ্ছাসত্ত্বেও এখানে আনয়ন করিলে কেন?" তাঁহারা উত্তর দিলেন, "ভগবন্, এই ভিক্ষু সমস্ত শীলরক্ষা করিয়া চলিতে পারিবেন না বলিয়া পাত্র ও চীবর ফিরাইয়া দিতে চাহিয়াছেন, তাই আমরা ইঁহাকে আপনার নিকট লইয়া আসিয়াছি।" ইহা শুনিয়া শাস্তা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন," তোমরা ইঁহাকে এককালে এত গুলি শীল শিক্ষা দিতে গেলে কেন? ইঁহার যতদূর শীলরক্ষার শক্তি আছে ততদূরই রক্ষা করিবেন; তাহার অতিরিক্ত কিরূপে রক্ষা করিবেন? অতঃপর যেন তোমাদের এরূপ ভ্রম না ঘটে। এই ব্যক্তির সম্বন্ধে কি কর্ত্তব্য তাহা আমি নির্ণয় করিয়া দিতেছি।" অনন্তর তিনি সেই ভিক্ষুর দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "তোমায় এক সঙ্গে বহুশীল অভ্যাস করিতে হইবে না; তুমি তিনটী শীল রক্ষা করিয়া চলিতে পারিবে কি?" হাঁ ভগবন্, আমি তিনটী শীল পালন করিতে পারিব।" "বেশ কথা। তুমি এখন হইতে কায়দ্বার, বাক্যদ্বার এবং মনোদ্বার এই তিনটী পাপপ্রবেশ পথ রক্ষা করিয়া চল। কায়ে কখনও কুকার্য্য করিও না, মনে কখনও কুচিন্তা করিও না, বাক্যে কখনও কুকথা প্রয়োগ করিও না। তুমি হীন গার্হস্থ্য দশায় প্রতিগমন করিও না, এখানে অবস্থিতি করিয়া উক্ত শীলত্রয় পালন করিতে থাক।" এই উপদেশ লাভ করিয়া ভিক্ষুর বড় আনন্দ হইল, তিনি "হাঁ ভগবন্, আমি এই শীলত্রয় পালন করিব" বলিয়া শাস্তাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক আচার্য্য ও উপাধ্যায়দিগের সহিত স্বীয় আবাসে ফিরিয়া গেলেন। এই শীলত্রয় পালন করিতে করিতে তাঁহার মনে হইল, 'আচার্য্য ও উপাধ্যায়গণ আমাকে এত শীলের কথা বলিলেন, কিন্তু তাঁহারা কেহ বুদ্ধ নহেন বলিয়া এই তিনটী শীলেরও মর্ম্ম আমায় হৃদয়ঙ্গম করাইতে পারিলেন না। কিন্তু সম্যক্‌সম্বুদ্ধ নিজের অলৌকিক শক্তিপ্রভাবে পাপদ্বার নিরোধক তিনটী মাত্র নিয়মদ্বারা আমাকে সর্ব্বশীলে প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন। অহো! শাস্তা আশ্রয় দিয়া আমার কি উপকারই না করিলেন!' এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে কতিপয় দিনের মধ্যে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিয়া তিনি অর্হত্ত্বে উপনীত হইলেন। যখন ভিক্ষুরা এই বৃত্তান্ত জানিতে পারিলেন, তখন তাঁহারা একদিন ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "অহো বুদ্ধের কি অদ্ভুত ক্ষমতা। যে ব্যক্তি শীল রক্ষা করিতে পারিবে না ভাবিয়া হীনাশ্রমে প্রতিগমন করিতেছিল, তাহাকে তিনি তিনটী মাত্র নিয়ম দ্বারা সর্ব্বশীল শিক্ষা দিলেন এবং অর্হত্ত্ব প্রদান করিলেন।" ইহা শুনিয়া শাস্তা কহিলেন, অতি গুরুভারও খণ্ডশঃ বহন করিলে লঘু হইয়া থাকে। পুরাকালে পণ্ডিতেরা অতি বৃহৎ এক খণ্ড সুবর্ণ পাইয়া প্রথমে উহা উত্তোলন করিতে পারেন নাই, শেষে উহা খণ্ড খণ্ড করিয়া অনায়াসে লইয়া গিয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন।]

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব কোন গ্রামে কর্ষকরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি এক দিন এক ক্ষেত্র কর্ষণ করিতেছিলেন, যেখানে পূর্ব্বে একটা গ্রাম ছিল। সেই গ্রামের এক শ্রেষ্ঠী উরুপ্রমাণস্থূল চতুর্হস্ত দীর্ঘ এক কাঞ্চনখণ্ড মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়া পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বোধিসত্ত্বের লাঙ্গল সেই কাঞ্চনখণ্ডে প্রতিহত হইল। বোধিসত্ত্ব মনে করিলেন মৃত্তিকা মধ্যে বিস্তৃত কোন বৃক্ষমূলে তাহার লাঙ্গল আবদ্ধ হইয়াছে; কিন্তু খনন করিয়া দেখেন উহা কাঞ্চনখণ্ড। উহাতে ময়লা লাগিয়াছিল, তাহা তিনি সযত্নে ছাড়াইয়া রাখিলেন। অনন্তর সমস্ত দিন ক্ষেত্রকর্ষণ করিয়া সূর্য্যাস্তের পর বোধিসত্ত্ব যুগ ও লাঙ্গল এক পাশে রাখিয়া দিয়া ঐ কাঞ্চনখণ্ড লইয়া গৃহে ফিরিতে ইচ্ছা করিলেন; কিন্তু তিনি উহা তুলিতে পারিলেন না। তখন তিনি ঐ সুবর্ণদ্বারা কি কি কাজ করিবেন বসিয়া তাহাই ভাবিতে লাগিলেন এবং স্থির করিলেন, "এক অংশ দ্বারা গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ করিব, এক অংশ মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়া রাখিব, এক অংশ লইয়া বাণিজ্য করিব এবং এক অংশ দ্বারা দানাদি

পুণ্যকার্য্য করিব।" অনন্তর তিনি সেই কাঞ্চনখণ্ডকে চারি টুকরা করিয়া কাটিলেন এবং এক একটী করিয়া গৃহে লইয়া গেলেন। ইহার পর বোধিসত্ত্ব দানাদি সৎকার্য্যে জীবনযাপন পূর্ব্বক কর্ম্মানুরূপ ফলভোগার্থ দেহত্যাগ করিলেন।

[কথাশেষে শাস্তা অভিসম্বুদ্ধ হইয়া এই গাথা পাঠ করিলেন :—

পূর্ণানন্দচিত্ত আর পূর্ণানন্দমন,
নিয়ত কুশলকর্ম্মী নির্ব্বাণ-কারণ,
ভবপাশ-মুক্ত সেই সাধুসদাশয়
ধর্ম্মযুদ্ধে জয়ী সদা জানিবে নিশ্চয়।

সমবধান—তখন আমিই ছিলাম সেই কর্ষক, যে কাঞ্চনখণ্ড লাভ করিয়াছিল।]

☞ কাঞ্চনখণ্ড-জাতক, সুজাতা-জাত, শ্রমণ্যফল-সূত্র প্রভৃতি হইতে দেখা যায় জনসাধারণকে শিক্ষাদান সম্বন্ধে বুদ্ধদেব কি অলৌকিক ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার শিক্ষাদান-পদ্ধতি দেশকালপাত্রের উপযোগী ছিল; তাঁহার অপূর্ব্ব ব্যাখ্যার গুণে অতি জটিল বিষয়ও সরল হইত, পাষণ্ডেরও হৃদয় গলিত। বুদ্ধের কোন কোন উপদেশ পাঠ করিলে পাশ্চাত্য শিক্ষাগুরু সক্রেটিসের কথা মনে পড়ে। প্রাচ্য প্রতীচ্য উভয় উপদেষ্টাই অনেক সময় পুনঃ পুনঃ প্রশ্নদ্বারা আলোচ্য বিষয়ের সারাংশ বাহির করিয়া পরিশেষে তাহা বিশদরূপে হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিতেন।

৫৭—বানরেন্দ্র-জাতক।

[দেবদত্ত শাস্তাকে বধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তদুপলক্ষে তিনি বেণুবনে এই কথা বলিয়াছিলেন। দেবদত্ত তাঁহার প্রাণবধের চেষ্টা করিয়াছিল শুনিয়া শাস্তা কহিলেন, "কেবল এ জন্মে নহে, অতীত জন্মেও দেবদত্ত আমার প্রাণনাশের চক্রান্ত করিয়াছিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই।" অনন্তর তিনি সেই পূর্ব্বকথা বলিতে লাগিলেন :—]

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব বানররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পূর্ণবয়সে তিনি অশ্বশাবক প্রমাণ ও অসাধারণ বলবান্ হইয়াছিলেন। তিনি একচর হইয়া কোন নদীতীরে বাস করিতেন। ঐ নদীর মধ্যে আম্রপনসপ্রভৃতি ফলবৃক্ষ সম্পন্ন এক দ্বীপ বিরাজ করিত। বোধিসত্ত্ব যে পারে থাকিতেন সেখান হইতে দ্বীপ পর্য্যন্ত ঠিক অর্দ্ধপথে নদীগর্ভে একটী শৈল অবস্থিত ছিল। হস্তিবলসম্পন্ন বোধিসত্ত্ব প্রতিদিন নদীতীর হইতে এক লম্ফে সেই শৈলের উপর এবং সেখান হইতে আর এক লম্ফে দ্বীপে গিয়া পড়িতেন। সেখানে তিনি দ্বীপজাত নানাবিধ ফল আহার করিয়া সন্ধ্যার সময় ঠিক ঐরূপে নদী পার হইয়া বাসস্থানে ফিরিতেন।

ঐ নদীতে সস্ত্রীক এক কুম্ভীর বাস করিত। বোধিসত্ত্বকে প্রতিদিন এপার ওপার হইতে দেখিয়া তাহার অন্তঃসত্ত্বা ভার্য্যার সাধ হইল যে বানরের হৃৎপিণ্ড খায়। সে কুম্ভীরকে বলিল, "আর্য্যপুত্র, আমার সাধের জন্য এই বানরেন্দ্রের হৃদয়মাংস আনিয়া দিন।" কুম্ভীর বলিল, "আচ্ছা, তোমার সাধ পূরাইতেছি, এই বানর আজ যখন সন্ধ্যার সময় ফিরিবে তখন ইহাকে ধরিব।" ইহা স্থির করিয়া সে শৈলোপরি উঠিয়া থাকিল।

বোধিসত্ত্ব নাকি প্রতিদিন নদীর জল কতদূর উঠিত এবং পাহাড়টা কতদূর জাগিয়া থাকিত, তাহা মনোযোগ সহকারে দেখিয়া লইতেন। অদ্য সমস্ত দিন বিচরণপূর্ব্বক সন্ধ্যাকালে শৈলের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন যে যদিও নদীর জল কমেও নাই, বাড়েও নাই, তথাপি পাষাণের অগ্রভাগ উচ্চতর বোধ হইতেছে। তাঁহার সন্দেহ হইল হয়ত তাঁহাকে ধরিবার জন্য ওখানে কুম্ভীর অবস্থিতি করিতেছে। অনন্তর ব্যাপারটা কি জানিবার নিমিত্ত যেন সেখানে থাকিয়াই পাষাণের সহিত কথা বলিতেছেন এই ছলে, উচ্চৈঃস্বরে "ওহে পাষাণ"

বলিয়া চীৎকার করিলেন এবং কোন উত্তর না পাইয়া তিন বার "ওহে পাষাণ" বলিয়া ডাকিলেন। অনন্তর ইহাতেও কোন সাড়া না পাইয়া তিনি বলিলেন, "কিহে ভাই পাষাণ, আজ কোন উত্তর দিতেছ না কেন ?"

কুম্ভীর ভাবিল, "তাই ত, এই পাষাণ প্রতিদিন বানরেন্দ্রের ডাকে সাড়া দিয়া থাকে। আজ তবে আমিই পাষাণের পরিবর্তে সাড়া দিই। তখন সে "কেও, বানরেন্দ্র না কি ? এই বলিয়া উত্তর দিল। বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে গো ? সে বলিল, "আমি কুম্ভীর।" "ওখানে বসিয়া আছ কেন ?" "তোমাকে ধরিতে ও তোমার কলিজা খাইতে।" বোধিসত্ত্ব দেখিলেন দ্বীপ হইতে ফিরিবার অন্য পথ নাই; অতএব কুম্ভীরকে বঞ্চনা করিতে হইবে। তিনি বলিলেন, "কুম্ভীর ভাই, আমি তোমায় ধরা দিতেছি; তুমি হাঁ কর, আমি যেমন লাফাইয়া পড়িব, অমনি তুমি আমায় ধরিয়া ফেলিবে।

কুম্ভীরেরা যখন মুখ ব্যাদান করে তখন তাহাদের চক্ষুর্দ্বয় নিমীলিত হয়। * বোধিসত্ত্ব যে প্রবঞ্চনা করিতেছেন কুম্ভীরের মনে এ সন্দেহ হয় নাই। কাজেই সে তাঁহার কথামত মুখ ব্যাদান ও চক্ষু নিমীলিত করিয়া রহিল। বোধিসত্ত্ব তাহাকে তদবস্থ জানিতে পারিয়া এক লম্ফে তাহার মস্তকের উপর এবং অপর লম্ফে বিদ্যুদ্‌বেগে নদীতীরে আসিয়া উপনীত হইলেন। কুম্ভীর এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখিয়া বলিল, "বানরেন্দ্র, চারিটী গুণ থাকিলে সর্ব্ব শত্রু দমন করিতে পারা যায়। তোমার দেখিতেছি সে চারিটী গুণই আছে।

সত্য, † ধৃতি, ত্যাগ, বিচারক্ষমতা,—এই চারিগুণে সবে
বিষম সঙ্কটে পায় পরিত্রাণ, রিপুগণ পরাভবে।

এইরূপে বোধিসত্ত্বের প্রশংসা করিয়া কুম্ভীর স্বস্থানে চলিয়া গেল।

[সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল সেই কুম্ভীর, চিঞ্চাব্রাহ্মণী ‡ ছিল সেই কুম্ভীরের ভার্য্যা এবং আমি ছিলাম সেই বানরেন্দ্র।]

☞ এই জাতকের প্রথমাংশের সহিত পঞ্চতন্ত্র-বর্ণিত গুহাশায়ী সিংহের এবং শেষাংশের সহিত সাগরতীরস্থ জম্বুবৃক্ষবাসী মর্কটের কথার সাদৃশ্য আছে। পঞ্চতন্ত্রকারের হাতে গল্পাংশের যে সমধিক উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে তাহা পাঠকেরা তুলনা করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

৫৮—ত্রয়োধর্ম্ম-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে প্রাণিহত্যার চেষ্টা সম্বন্ধে এই কথা বলেন]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় দেবদত্ত বানররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। সে আত্মজ বানরযূথ-পরিবৃত হইয়া হিমাচলের পাদদেশে বিচরণ করিত। 'ইহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে আমার আধিপত্য নষ্ট করিতে পারে' এই আশঙ্কায় সে দন্তদ্বারা দংশন করিয়া আত্মজদিগকে ছিন্নমুষ্ক করিয়া দিত। দেবদত্তের ঔরসে বোধিসত্ত্ব যখন জননীজঠরে প্রবেশ করিলেন, তখন তাঁহার গর্ভধারিণী ভাবী অনিষ্টের আশঙ্কায় পর্ব্বতপার্শ্বস্থ এক অরণ্যে পলাইয়া রহিল এবং যথাকালে বোধিসত্ত্বকে প্রসব করিল। যখন বোধিসত্ত্বের বয়ঃপ্রাপ্তি হইল ও বোধ জন্মিল তখন তিনি অসাধারণ বীর্য্যবান্ হইলেন।

বোধিসত্ত্ব একদিন জননীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার বাবা কোথায় থাকেন মা ?"

---

* প্রাণিতত্ত্ববিদেরা কিন্তু একথা স্বীকার করেন না।

† এখানে 'সত্য' বাক্যে, কার্য্যে নহে এইরূপ বুঝিতে হইবে। বানর কুম্ভীরের নিকট যাইবে বলিয়াছিল, গিয়াও ছিল; কুম্ভীর যে ধরিতে পারিল না তাহা তাহার নিজের দোষ।

‡ চিঞ্চাব্রাহ্মণী একজন অসামান্য রূপবতী ভিক্ষুণী। গৌতমের শত্রুরা ইহাকে গর্ভিণী সাজাইয়া তাঁহার চরিত্রের কলুষতা প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কিরূপে এই প্রতারণা ধরা পড়ে তাহা ধর্ম্মপদে বর্ণিত আছে। চিঞ্চাসম্বন্ধে বন্ধনমোক্ষজাতক (১২০) এবং মহাপদ্মজাতকও (৪৭২) দ্রষ্টব্য।

বানরী কহিল, "তিনি অমুক পর্ব্বতের পাদদেশে এক বানরযূথের উপর আধিপত্য করেন।" "আমাকে তাঁহার নিকট লইয়া চল"। "না বাছা, তোমার সেখানে যাওয়া হইবে না, তিনি আধিপত্যলোপের ভয়ে নিজের সন্তানদিগকে দন্তদ্বারা ছিন্নমুষ্ক করিয়া দেন।" "তাহা করুন; তুমি আমায় লইয়া চল; কিরূপে আত্মরক্ষা করিতে হয় তাহা আমার জানিতে কষ্ট হইবে না।"

বোধিসত্ত্বের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে বানরী তাঁহাকে দেবদত্তের নিকট লইয়া গেল। দেবদত্ত পুত্রকে দেখিয়াই ভাবিল, "এ বড় হইলে আমার আধিপত্য কাড়িয়া লইবে, অতএব এখনই আলিঙ্গনচ্ছলে ইহাকে নিষ্পেষিত করিয়া নিহত করা যাউক।" অনন্তর, "এস, বাপ আমার, এত দিন কোথায় ছিলে?" বলিয়া আলিঙ্গন করিবার ছলে সে বোধিসত্ত্বকে নিষ্পীড়ন করিতে প্রবৃত্ত হইল। নাগবলসম্পন্ন বোধিসত্ত্বও জনককে নিষ্পীড়িত করিতে লাগিলেন। তাহাতে বৃদ্ধ বানরের অস্থিপঞ্জর চূর্ণবিচূর্ণপ্রায় হইল। তখন দেবদত্তের ধ্রুব বিশ্বাস হইল বোধিসত্ত্ব বড় হইলে তাহার জীবনান্ত করিবেনই করিবেন। অতএব কি উপায়ে বোধিসত্ত্বকেই অগ্রে মারিয়া ফেলিতে পারে সে সেই চিন্তা করিতে লাগিল। অদূরে রাক্ষসনিষেবিত একটী সরোবর ছিল, দেবদত্ত স্থির করিল বোধিসত্ত্বকে সেখানে পাঠাইতে পারিলে রাক্ষস তাঁহাকে খাইয়া ফেলিবে। অতএব সে বোধিসত্ত্বকে বলিল, 'বৎস, আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, আমার ইচ্ছা তোমাকে এই বানরযূথের আধিপত্য প্রদান করি, আজই তোমাকে বানররাজ-পদে অভিষিক্ত করিব। অমুক স্থানে একটী সরোবর আছে, সেখানে দুই প্রকার কুমুদ, তিন প্রকার উৎপল * এবং পাঁচ প্রকার পদ্ম জন্মে। যাও, সেখান হইতে কয়েকটী ফুল লইয়া আইস।' বোধিসত্ত্ব "যে আজ্ঞা" বলিয়া তখনই সেই সরোবরে চলিয়া গেলেন।

বোধিসত্ত্ব সহসা সেই সরোবরের জলে অবতরণ না করিয়া তটদেশ পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি পদচিহ্ন দেখিয়া বুঝিলেন, প্রাণিগণ জলে অবতরণ করিয়াছে বটে, কিন্তু কেহই সেখান হইতে প্রতিগমন করে নাই। তখন তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন 'এই সরোবরে রাক্ষস আছে; পিতা নিজে আমাকে বধ করিতে অসমর্থ হইয়া রাক্ষসের উদরসাৎ হইবার জন্য এখানে প্রেরণ করিয়াছেন। যাহা হউক আমি জলে অবতরণ না করিয়াই পদ্মচয়ন করিতেছি।' অনন্তর তিনি তীরস্থ নিরুদক স্থানে গিয়া বেগগ্রহণ-পূর্ব্বক লম্ফ দিলেন এবং আকাশপথে সরোবর লঙ্ঘন করিবার সময় জলের উপরে যে সকল পদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়াছিল তাহার দুইটী ছিঁড়িয়া লইয়া অপর পারে উত্তীর্ণ হইলেন; ফিরিবার সময়ও তিনি এইরূপে আর দুইটী পদ্ম তুলিয়া লইলেন। এইরূপে একবার এপারে, একবার ওপারে লাফাইয়া গিয়া তিনি সরোবরের উভয় পার্শ্বে পদ্মরাশি সংগ্রহ করিলেন, অথচ একবারও তাঁহাকে জলে অবতরণ করিতে হইল না। শেষে ইহার অধিক পুষ্প বহন করিতে পারিব না মনে করিয়া তিনি অবচিত পুষ্পগুলি একপারে রাশি করিতে লাগিলেন। রাক্ষস ভাবিতে লাগিল, 'আমি এত কাল এখানে বাস করিতেছি; কিন্তু কখনও এরূপ প্রজ্ঞাবান্ ও অদ্ভুতকর্ম্মা পুরুষ দেখি নাই। এই বানর যত ইচ্ছা পুষ্প চয়ন করিল, অথচ জলে অবতরণ করিল না।' অনন্তর সে জলরাশি দ্বিধা বিভক্ত করিয়া সরোবর হইতে উত্থিত হইল এবং বোধিসত্ত্বের নিকট গিয়া বলিল, "বানরেন্দ্র, জগতে যাহার তিনটী গুণ আছে সে শত্রু দমন করিয়া থাকে। আমার বোধ হইতেছে আপনাতে সেই তিনটী গুণই বিদ্যমান আছে:—

দক্ষ, শৌর্য্যবান্, উপায়কুশল যেই জন এ সংসারে
সদাজয়ী সেই, সকল সংগ্রামে, শত্রুকুল সংহার করে।"

এইরূপে বোধিসত্ত্বের স্তুতি করিয়া উদকরাক্ষস জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি এই সকল পুষ্প

* এখানে 'উৎপল' শব্দে নীল বা রক্তপদ্ম বুঝিতে হইবে।

চয়ন করিলেন কেন?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "বাবা আমাকে আজ রাজপদ দিবেন, সেই জন্য পুষ্প লইতে আসিয়াছি।" "আপনার মত মহাত্মা পুষ্প বহন করিয়া লইয়া যাইবেন ইহা ভাল দেখাইবে না, আমি বহন করিয়া লইয়া যাইতেছি।" এই বলিয়া রাক্ষস সমস্ত ফুল কুড়াইয়া লইয়া বোধিসত্ত্বের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

দূর হইতে এই দৃশ্য দেখিয়া দেবদত্ত বুঝিতে পারিল তাহার চক্রান্ত ব্যর্থ হইয়াছে। সে ভাবিল, 'আমি ছেলেকে পাঠাইলাম রাক্ষসকর্তৃক ভক্ষিত হইবে বলিয়া, কিন্তু এখন দেখিতেছি রাক্ষসই বিনীতভাবে ইহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ পুষ্প বহন করিয়া আনিতেছে। অহো! এতদিনে আমার সর্ব্বনাশ হইল!' এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তাহার হৃৎপিণ্ড শতধা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল এবং সে তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। অনন্তর অপর সমস্ত বানর সমবেত হইয়া বোধিসত্ত্বকে রাজপদে বরণ করিল।

[সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল সেই বানররাজ এবং আমি ছিলাম তাহার পুত্র।]

৫৯—ভেরীবাদ-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে কোন অবাধ্য ভিক্ষুসম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন 'ওহে ভিক্ষু, লোকে বলে তুমি বড় অবাধ্য; ইহা সত্য কি?" ভিক্ষু বলিল, "হাঁ ভগবন্, সত্য।" শাস্তা বলিলেন, "তুমি যে কেবল এ জন্মেই অবাধ্য হইয়াছ তাহা নহে, পূর্ব্বজন্মেও তোমার এই দোষ ছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব কোন ভেরীবাদকের কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া এক গ্রামে বাস করিতেন। একদা তিনি শুনিতে পাইলেন বারাণসী নগরে কোন যোগ উপলক্ষে মহাসমারোহ হইবে। সমাগত লোকের নিকট ভেরী বাজাইলে বিলক্ষণ অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে ভাবিয়া তিনি নিজের পুত্রসহ সেখানে গমন করিলেন।

ভেরী বাজাইয়া বোধিসত্ত্ব বহু ধন লাভ করিলেন এবং পর্ব্বশেষ হইলে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে একটা বন ছিল; সেখানে দস্যুরা উপদ্রব করিত। বোধিসত্ত্বের পুত্র পথ চলিবার সময় অবিরত ভেরী বাজাইতেছিল; তিনি তাহাকে নিরস্ত করিবার অভিপ্রায়ে বলিলেন, "বৎস, নিরন্তর বাজাইও না, বড় লোকের পথ চলিবার সময় যেরূপ মধ্যে মধ্যে ভেরী বাজে, সেইরূপ বাজাও।" কিন্তু পিতার নিষেধ সত্ত্বেও সেই বালক ক্ষান্ত হইল না, সে ভাবিল ভেরীর শব্দ শুনিয়া দস্যুরা পলায়ন করিবে। প্রথমে ভেরীর বাদ্য শুনিয়া দস্যুরা বাস্তবিকই পলায়ন করিল, কারণ তাহারা ভাবিল কোন বড় লোক হয়ত বিস্তর অনুচর সঙ্গে লইয়া যাইতেছেন। কিন্তু যখন নিরন্তর ভেরীর ধ্বনি হইতে লাগিল, তখন তাহারা নিজেদের ভ্রম বুঝিতে পারিল এবং ফিরিয়া দেখিল দুইটী মাত্র লোক যাইতেছে। অনন্তর তাহারা বোধিসত্ত্ব ও তাঁহার পুত্রকে প্রহার করিয়া সমস্ত ধন কাড়িয়া লইল। তখন বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "হায়, এত কষ্টে যাহা উপার্জ্জন করিলাম, ক্রমাগত ভেরী বাজাইয়া তুমি তাহা সমস্তই বিনষ্ট করিলে।" অনন্তর তিনি এই গাথা পাঠ করিলেন :—

কিছুতেই বাড়াবাড়ি করো না কখন,
শিখিবে 'অত্যন্ত সর্ব্ব' করিতে বর্জ্জন।
ভেরী বাজাইয়া ধন, করেছিনু উপার্জ্জন,
কিন্তু পুনঃপুনঃ করি ভেরীর বাদন
দস্যুহস্তে করে মূঢ় সব বিসর্জ্জন।

[সমবধান—তখন এই অবাধ্য ভিক্ষু ছিল সেই ভেরীবাদকের পুত্র এবং আমি ছিলাম তাহার পিতা।]

৬০—শঙ্খধ্ম-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে অপর একজন অবাধ্য ভিক্ষুসম্বন্ধে এই কথা বলেন।]

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব এক শঙ্খধ্ম-কুলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কোন যোগের সময় পিতার সহিত রাজধানীতে গিয়া শঙ্খ বাজাইয়া বিস্তর অর্থলাভপূর্ব্বক গৃহাভিমুখে ফিরিলেন। পথে একটা বন ছিল এবং সেই বনে দস্যুরা উপদ্রব করিত। তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া বোধিসত্ত্ব পিতাকে শঙ্খ বাজাইতে নিষেধ করিলেন। বৃদ্ধ ভাবিল শঙ্খধ্বনি শুনিলে দস্যুরা পলায়ন করিবে, কাজেই সে নিষেধ না শুনিয়া নিরন্তর শঙ্খ বাজাইতে লাগিল। তাহা শুনিয়া (ঊনষষ্টিতম জাতকে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে) দস্যুরা সেখানে আসিয়া তাঁহাদের সমস্ত ধন কাড়িয়া লইল। বোধিসত্ত্ব বলিলেন—

কিছুতেই বাড়াবাড়ি করো না কখন,
শিখিবে 'অত্যন্ত সর্ব্ব' করিতে বর্জ্জন।
শঙ্খ বাজাইয়া ধন, করেছিনু উপার্জ্জন,
কিন্তু পুনঃপুনঃ করি শঙ্খের স্বনন
দস্যুহস্তে করে মূঢ় সব বিসর্জ্জন।

[সমবধান—তখন এই অবাধ্য ভিক্ষু ছিল সেই বৃদ্ধ শঙ্খধ্ম এবং আমি ছিলাম তাহার পুত্র।]

৬১—অশাতমন্ত্র-জাতক।*

[শাস্তা জেতবনে জনৈক উৎকণ্ঠিত ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার সবিস্তর বৃত্তান্ত উন্মদয়ন্তী-জাতকে (৫২৭) বর্ণিত হইবে। শাস্তা ঐ ভিক্ষুকে বলিলেন, "দেখ, রমণীরা কামপরায়ণা, অসতী, হেয়া ও নীচমনা। তুমি এইরূপ জঘন্যপ্রকৃতি নারীর জন্য কেন উৎকণ্ঠিত হইলে?" অনন্তর তিনি অতীত যুগের একটী কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসী-রাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব গান্ধার রাজ্যে তক্ষশিলা নগরে এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। জ্ঞানোদয়ের পর তিনি বেদত্রয়ে এবং অপর সর্ব্ববিধ বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন এবং নিজেই অধ্যাপন আরম্ভ করিয়াছিলেন। অচিরে সর্ব্বত্র তাঁহার যশ বিকীর্ণ হইয়াছিল।

এই সময়ে বারাণসী-নগরের কোন ব্রাহ্মণকুলে একটী পুত্রের জন্ম হইয়াছিল। তাহার ভূমিষ্ঠ হইবার সময় তদীয় পিতা যে অগ্নিস্থাপন করিয়াছিলেন,† তাহা এক দিনের জন্যও নির্ব্বাপিত হইতে দেন নাই। বালকটীর বয়স যখন ষোল বৎসর হইল, তখন তাহার জনকজননী বলিলেন, "বৎস, যে দিন তোমার জন্ম হয় সেই দিন এই অগ্নি স্থাপিত হইয়াছে। তদবধি ইহা কখনও নির্ব্বাপিত হয় নাই। যদি তোমার ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা থাকে, তবে এই অগ্নি লইয়া বনে যাও, এবং সেখানে একাগ্রচিত্তে ভগবান্ অগ্নিদেবের অর্চ্চনা করিয়া

* শাত = সুখ, মঙ্গল, অশাত = অসুখ, অমঙ্গল। ৬১ হইতে ৭০ পর্য্যন্ত দশটী জাতক "স্ত্রীবর্গ" নামে অভিহিত। এই সকল উপাখ্যানে নারীজাতির প্রতি উৎকট ঘৃণা প্রদর্শিত হইয়াছে। কামিনী ও কাঞ্চনের অপকারিশক্তি সম্বন্ধে পরস্পর বিবদমান ধর্ম্মমতেরও ঐক্য দেখা যায় বটে; কিন্তু তাহা বলিয়া অন্য কোন শাস্ত্রকার সমগ্র নারীসমাজকে এত ঘৃণার্হ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন নাই। উত্তর কালে স্বয়ং বুদ্ধদেবও যে রমণীসম্বন্ধে যথেষ্ট উদারতার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা ভিক্ষুণীসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা এবং বিশাখা, উৎপলবর্ণা প্রভৃতি উপাসিকা ও স্থবিরাদিগের কথা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়।

† এই অগ্নিকে জাতাগ্নি বা প্রগল্ভাগ্নি বলে। অগ্নিহোত্রীরা, বিবাহের সময় যে অগ্নি প্রজ্বালিত হয়, যাবজ্জীবন তাহারই সেবা করিয়া থাকেন।

ব্রহ্মলোকপরায়ণ হও; কিন্তু যদি গার্হস্থ্যজীবন যাপন করিতে অভিলাষ হয়, তাহা হইলে তক্ষশিলায় গমনপূর্ব্বক তত্রত্য সুবিখ্যাত আচার্য্যের নিকট বিদ্যাশিক্ষা করিয়া সংসারধর্ম্ম পালন কর।" ব্রাহ্মণকুমার বলিল, "আমি বনে গিয়া অগ্নিপূজা করিতে অশক্ত; অতএব সংসার-ধর্ম্মই পালন করিব।" অনন্তর সে মাতাপিতার চরণ বন্দনা করিয়া এবং গুরুদক্ষিণার জন্য সহস্র মুদ্রা লইয়া তক্ষশিলায় গমন করিল এবং কিয়ৎকালের মধ্যে সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী হইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিল। কিন্তু তাহার মাতাপিতার ইচ্ছা ছিল না যে সে এই অনর্থজনক সংসারে প্রবিষ্ট হয়। সে বনে গিয়া অগ্নির উপাসনা করিবে তাঁহাদের মনে এই বাসনাই বলবতী হইল। মাতা স্থির করিলেন, 'স্ত্রীচরিত্রের দোষপ্রদর্শন দ্বারা ইহার মনে বৈরাগ্য উৎপাদিত করিতে হইবে।' তিনি ভাবিলেন, 'ইহার আচার্য্য প্রসিদ্ধ পণ্ডিত, তিনি নিশ্চয় ইহাকে নারীজাতির হীনচরিত্রতা বুঝাইতে পারিবেন।' এই সিদ্ধান্ত করিয়া ঐ রমণী পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, তুমি কি সমস্ত বিদ্যাই আয়ত্ত করিয়াছ?" ব্রাহ্মণকুমার উত্তর দিল, "হাঁ, মা, তোমার আশীর্ব্বাদে সমস্ত বিদ্যাই শিক্ষা করিয়াছি।" "তাহা হইলে তুমি অশাতমন্ত্র শিখিয়াছ সন্দেহ নাই।" "না, মা, সে মন্ত্রত শিখি নাই।" "তবে তোমার শিক্ষা সমাপ্ত হইল কি রূপে? তুমি তক্ষশিলায় ফিরিয়া যাও এবং অশাতমন্ত্র শিখিয়া আইস।" পুত্র "যে আজ্ঞা" বলিয়া পুনর্ব্বার তক্ষশিলায় গেল।

তক্ষশিলার সেই আচার্য্যের (বোধিসত্ত্বের) জননী তখনও জীবিত ছিলেন। তাঁহার বয়স হইয়াছিল এক শ বিশ বৎসর। আচার্য্য অতি যত্নসহকারে এই জরতীর শুশ্রূষা করিতেন। তিনি তাঁহাকে স্বহস্তে স্নান করাইতেন, স্বহস্তে পান ও ভোজন করাইতেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে বৃদ্ধা জননীর এইরূপে সেবা শুশ্রূষা করিতেন বলিয়া প্রতিবেশীরা তাঁহাকে বড় ঘৃণা করিত। সেই কারণে তিনি শেষে সঙ্কল্প করিলেন, 'বনে গিয়া সেখানে জননীর সেবা শুশ্রূষা করিব।' যেখানে জলের সুবিধা আছে বনমধ্যে এমন একটী নিভৃত ও মনোরম স্থান দেখিয়া তিনি সেখানে পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিলেন, তথায় ঘৃত, তণ্ডুল প্রভৃতি উপকরণ সংগ্রহ করিয়া রাখিলেন এবং মাতাকে লইয়া ঐ কুটীরে গিয়া তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন।

বারাণসীর ব্রাহ্মণকুমার আচার্য্যকে তক্ষশিলায় দেখিতে না পাইয়া অনুসন্ধান করিতে করিতে সেই বনে উপস্থিত হইল এবং তাঁহাকে প্রণাম করিল। বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, তুমি এত শীঘ্র ফিরিয়া আসিলে কেন?" ব্রাহ্মণকুমার বলিল, "আমি আপনার নিকট অশাতমন্ত্র গ্রহণ করি নাই; এখন তাহা শিখিতে আসিয়াছি।" "কে তোমাকে অশাতমন্ত্র শিখিবার কথা বলিয়াছেন?" "মা বলিয়াছেন।" বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, 'অশাতমন্ত্র নামে ত কোন মন্ত্র নাই, ইহার মাতার বোধ হয় ইচ্ছা যে ইহাকে স্ত্রীচরিত্রের দোষ বুঝাইয়া দেওয়া হয়।' তিনি ব্রাহ্মণকুমারকে বলিলেন, "বেশ, তোমাকে অশাতমন্ত্র শিখাইব। তুমি অদ্য হইতে আমার স্থান গ্রহণ করিয়া আমার জননীর সেবাশুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হও; তাঁহাকে স্বহস্তে স্নান করাইবে, স্বহস্তে পান ও ভোজন করাইবে, এবং তাঁহার হাত পা, মাথা ও পিট টিপিয়া দিবার সময় বলিবে, 'আর্য্যে, জরাগ্রস্ত হইয়াও আপনার কি অপরূপ দেহকান্তি; না জানি যৌবনকালে আপনি কীদৃশী রূপলাবণ্যসম্পন্না ছিলেন!' যখন তাঁহার হস্ত ও পাদ প্রক্ষালন করিবে তখনও তাঁহার হস্ত ও পাদের সৌন্দর্য্য কীর্ত্তন করিবে। আমার মাতা তোমাকে যাহা বলিবেন, তাহা আমাকে জানাইবে; কিছুই গোপন করিও না বা বলিতে লজ্জা করিও না। এইরূপ করিলে তুমি অশাতমন্ত্র লাভ করিবে, নচেৎ উহা শিখিতে পারিবে না।"

ব্রাহ্মণকুমার আচার্য্যের উপদেশানুসারে পুনঃ পুনঃ বৃদ্ধার রূপ কীর্ত্তন করিতে লাগিল। তাহা শুনিয়া বৃদ্ধার মনে হইল, 'আমি দেখিতেছি এই যুবকের প্রণয়ভাজন হইয়াছি।'

তাহার দৃষ্টিশক্তি ছিল না, শরীব জবাজীর্ণ হইয়াছিল। তথাপি এইরূপ বিশ্বাসে তাহাব মনে কামভাবের উদ্রেক হইল। একদিন ব্রাহ্মণকুমার তাহাব রূপের ব্যাখ্যা করিতেছে শুনিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "সত্য সত্যই কি আমাতে তোমাব আসক্তি জন্মিয়াছে?" ব্রাহ্মণকুমাব বলিল, "আর্য্যে, আমি সত্য সত্যই আপনাব প্রেমে আবদ্ধ হইয়াছি; কিন্তু আমাব মনে ভয় হয় কাবণ আচার্য্য অতি কঠোব প্রকৃতির লোক।" "তুমি যদি আমাকে ভালবাস, তবে আমার পুত্রকে মাবিয়া ফেল না কেন?" "সে কি হয়? আমি আচার্য্যেব নিকট এত বিদ্যা শিক্ষা কবিলাম, এখন কামবশে কিরূপে তাঁহাব প্রাণ সংহার কবি?" "তবে বল যে আমাকে ত্যাগ কবিবে না; তাহা হইলে আমিই তাহাকে বধ করিব।"

স্ত্রী জাতি এমনই অসতী, হেয়া ও নীচাশয়া যে এত অধিকবয়স্কা বৃদ্ধাও কামভাবেব বশবর্ত্তী হইয়া বোধিসত্ত্বেব ন্যায় ভক্তিশীল ও শুশ্রূষাপবায়ণ পুত্রেব প্রাণসংহাবেব জন্য প্রস্তুত হইল। এদিকে ব্রাহ্মণকুমাব বোধিসত্ত্বকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইল। বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "বৎস, আমাকে সমস্ত ব্যাপাব জানাইয়া ভালই কবিয়াছ।" অনন্তব তিনি নিজেব গর্ভধাবিণীব আয়ুষ্কাল আব কত অবশিষ্ট আছে তাহা দেখিতে লাগিলেন এবং যখন বুঝিতে পাবিলেন, সেই দিনই তাঁহাব মৃত্যু ঘটিবে, তখন ব্রাহ্মণকুমাবকে বলিলেন, "এস বৎস, আমাব মাতাব সঙ্কল্প পবীক্ষা কবা যাউক।" অনন্তব তিনি একটা উডুম্বব বৃক্ষ ছেদন কবিয়া উহা কাটিয়া নিজেব দেহপ্রমাণ এক দারুময়ী মূর্ত্তি প্রস্তুত করিলেন, উহাকে আপাদমস্তক বস্ত্রদ্বাবা আচ্ছাদিত কবিলেন, উহাতে এক গাছি বজ্জু বাঁধিলেন, নিজেব শয্যায় এই অবস্থায় মূর্ত্তিটীকে উত্তানভাবে শয়ান কবিয়া বাখিলেন এবং বজ্জুর অপব প্রান্ত শিষ্যেব হস্তে দিয়া বলিলেন, "কুঠার লইয়া যাও এবং মার হাতে এই সঙ্কেত-বজ্জু দাও।" *

ব্রাহ্মণকুমার বৃদ্ধাব নিকট গিয়া বলিল, "আর্য্যে, আচার্য্য পর্ণশালাব ভিতর নিজেব শয্যায় শয়ন কবিয়া আছেন। আমি তাঁহাব দেহে এই বজ্জুব এক প্রান্ত বান্ধিয়া বাখিয়া আসিয়াছি। যদি শক্তি থাকে তবে এই কুঠাব লইয়া গিয়া তাঁহাব প্রাণসংহাব করুন।" বৃদ্ধা বলিল, "দেখিও, তুমি ত আমাকে পবিত্যাগ কবিবে না?" "আপনাকে পবিত্যাগ কবিব কেন?" ইহা শুনিয়া বৃদ্ধা কুঠাব লইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া দাঁড়াইল, বজ্জুব সাহায্যে হাতড়াইতে হাতড়াইতে সেই শয্যাব নিকট উপস্থিত হইল, 'এই আমাব পুত্র' মনে কবিয়া কাষ্ঠমূর্ত্তিব মুখ হইতে আববণখানি সবাইল এবং কুঠাব উত্তোলন কবিয়া 'এক আঘাতেই বধ কবিব' এই উদ্দেশ্যে উহার গ্রীবাদেশে প্রহাব কবিল। অমনি 'ঠক্‌' কবিয়া শব্দ হইল। তাহা শুনিয়া বৃদ্ধা বুঝিতে পাবিল মূর্ত্তিটা কাষ্ঠনির্ম্মিত। বোধিসত্ত্ব অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা কবিলেন, "কি কবিতেছ, মা?" বৃদ্ধা তাবস্বরে বলিল "আমি প্রতাবিত হইয়াছি" এবং তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ কবিয়া ভূতলে পতিত হইল। কিংবদন্তী আছে যে সেই মুহূর্ত্তে নিজেব পর্ণশালাতেই প্রাণত্যাগ করিবে, ইহাই তাহাব নিয়তি ছিল।

মাতাব প্রাণবিয়োগ হইয়াছে দেখিয়া বোধিসত্ত্ব তাঁহার সৎকার কবিলেন এবং চিতানল নির্ব্বাপণ কবিয়া বনপুষ্পদ্বাবা প্রেতপূজা কবিলেন। অতঃপব ব্রাহ্মণকুমাবেব সহিত পর্ণশালাব দ্বাবে উপবেশনপূর্ব্বক তিনি বলিতে লাগিলেন, "বৎস, অশাতমন্ত্র নামে কোন স্বতন্ত্র মন্ত্র নাই। স্ত্রীজাতি অসতী। তোমাব মাতা যে তোমাকে অশাতমন্ত্র শিক্ষাব নিমিত্ত আমাব নিকট প্রেবণ কবিয়াছেন ইহার উদ্দেশ্য এই যে, তুমি স্ত্রীচরিত্রেব দোষ জানিতে পারিবে। আমাব মাতাব চরিত্রে কি দোষ ছিল তাহা তুমি স্বচক্ষে দেখিতে পাইলে। ইহা হইতেই বুঝিতে পাবিবে বমণীবা কীদৃশী অসতী ও হেয়া।" এইরূপ উপদেশ দিয়া বোধিসত্ত্ব ব্রাহ্মণকুমাবকে গৃহে প্রতিগমন কবিতে বলিলেন।

* বৃদ্ধা অন্ধ; বজ্জু ধবিয়া কাষ্ঠমূর্ত্তির নিকট অগ্রসর হইতে পাবিবে এই অভিপ্রায়।

ব্রাহ্মণকুমার বোধিসত্ত্বকে প্রণিপাতপূর্ব্বক মাতাপিতার নিকট প্রতিগমন করিলেন। তাহার মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন বৎস, এবার অশাতমন্ত্র গ্রহণ করিয়াছ কি?" "হাঁ মা, এবার অশাতমন্ত্র শিখিয়াছি।" "এখন তবে তুমি কি করিবে বল—প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া অগ্নির পূজা করিবে, না গৃহী হইবে?" "আমি স্বচক্ষে যখন স্ত্রীজাতির দোষ দেখিয়াছি তখন গৃহী হইবার সাধ গিয়াছে, আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব।" তিনি নিম্নলিখিত গাথা দ্বারা নিজের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন :—

নারীর চরিত্র, হায়, কে বুঝিতে পারে?
অসতী প্রগল্ভা বলি জানি সবাকারে।
কামিনী কামাগ্নি-তাপে যবে দগ্ধ হয়,
উচ্চে নীচে সমভাবে বিতরে প্রণয়।
খাদ্যের বিচার নাই আগুনের ঠাঁই।
নারীপ্রেমে পাত্রাপাত্র-ভেদজ্ঞান নাই।
অতএব ত্যজি হেন জঘন্য সংসার
সন্ন্যাসী হইব এই সঙ্কল্প আমার।
ধ্যানবলে বিবেকের হবে উপচয়
ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তি শেষে হবে নিঃসংশয়।

এইরূপে নারীজাতির দোষ কীর্ত্তন করিয়া সেই ব্রাহ্মণকুমার মাতাপিতার চরণবন্দনাপূর্ব্বক প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিলেন এবং উক্তবিধ ধ্যানবলে বিবেকের উপচয় জন্মাইয়া ব্রহ্মলোক-পরায়ণ হইলেন।

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন "দেখিলে, ভিক্ষু, নারীজাতি কেমন হীনচরিত্রা ও দুঃখদায়িকা।" তিনি নারীদিগের আরও অনেক দোষ প্রদর্শন করিলেন এবং সত্যচতুষ্টয় ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। তাহা শুনিয়া সেই ভিক্ষু স্রোতাপত্তি ফল লাভ করিল।

সমবধান—তখন কাপিলানী * ছিল সেই ব্রাহ্মণকুমারের মাতা, মহাকাশ্যপ † ছিল তাহার পিতা, আনন্দ ছিল সেই ব্রাহ্মণকুমার এবং আমি ছিলাম সেই আচার্য্য।]

৬২—অন্ধভূত-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি করিবার সময় এই কথাও জনৈক উৎকণ্ঠিত ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন। শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, "কিহে, ভিক্ষু, তুমি কি সত্য সত্যই উৎকণ্ঠিত হইয়াছ?" ভিক্ষু উত্তর দিল, "হাঁ ভদন্ত, আমি সত্য সত্যই উৎকণ্ঠিত হইয়াছি।" তাহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "দেখ রমণীরা নিতান্ত অরক্ষণীয়া। পুরাকালে জনৈক পণ্ডিত কোন রমণীকে তাহার ভূমিষ্ঠ হইবার সময়াবধি রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াও সৎপথে রাখিতে পারেন নাই।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব অগ্রমহিষীর গর্ভে জন্মপরিগ্রহ করেন। বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তিনি সর্ব্ববিদ্যার পারদর্শী হইয়াছিলেন এবং পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। রাজ্য লাভ করিয়া তিনি যথাধর্ম্ম প্রজাপালন করিতে লাগিলেন।

---

* কাপিলানী—বা ভদ্রা কাপিলানী। ইনি গৃহস্থাবস্থায় মহাকাশ্যপের সহধর্ম্মিণী ছিলেন। স্বামী, স্ত্রী উভয়েই চিরজীবন ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়াছিলেন। মহাপ্রজাপতী গৌতমী, ক্ষেমা, উৎপলবর্ণা, পটাচারা, ধম্মদিন্না (ধর্ম্মদত্তা), নন্দা, শোণা, সকুলা, ভদ্রা কাপিলানী, ভদ্রা কুণ্ডলকেশা, ভদ্রা কচ্চনা, কিসা গোতমী (কৃশা গৌতমী) এবং শৃগালকমাতা এই তের জন ভিক্ষুণী সাক্ষাৎ সম্বন্ধে গৌতমের শিষ্য ছিলেন এবং অর্হত্ত্বলাভ করিয়া জাতিস্মর হইয়াছিলেন। জাতিস্মরত্ব সম্বন্ধে গৌতম ভদ্রা কাপিলানীকেই প্রধান আসন দিয়াছিলেন।

† মহাকাশ্যপ—ইনি বুদ্ধের একজন প্রধান শিষ্য। প্রবাদ আছে যে ইনি যতক্ষণ উপস্থিত হইতে পারেন নাই ততক্ষণ কিছুতেই বুদ্ধের চিতায় অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছিল না। ইঁহার চেষ্টায় সপ্তপর্ণী গুহায় প্রথম সঙ্গীতির অধিবেশন হয়।

বোধিসত্ত্ব তাঁহার পুরোহিতের সঙ্গে দ্যূতক্রীড়া করিতেন এবং রজতফলকের উপর স্বর্ণ-পাশক ফেলিবার সময় জিতিবার আশায় এই গীত গাইতেন :—

যাহার স্বভাব যেই সেই মত চলে সেই,
কি সাধ্য কাহার, করে প্রকৃতি লঙ্ঘন ?
বনভূমি পায় যথা, তরুরাজি জন্মে তথা,
আঁকা বাঁকা পথে সদা নদীর গমন।
পাপাচার পরায়ণ জানিবে রমণীগণ,
স্বভাব তাদের এই নাহিক সংশয় ;
যখন(ই) সুবিধা পায়, কুপথে ছুটিয়া যায়,
ধর্ম্মে মতি তাহাদের কভু নাহি হয়।

এই মন্ত্রের প্রভাবে প্রতি বাজিতেই রাজা জিতিতেন এবং পুরোহিত হারিতেন। ক্রমাগত হারিতে হারিতে পুরোহিত নিঃস্বপ্রায় হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'প্রতিদিন এইরূপ হারিলে শেষে আমি কপর্দ্দকশূন্য হইব।' অনন্তর তিনি স্থির করিলেন, 'কখনও পুরুষের মুখ দেখে নাই, ঈদৃশী একটী কন্যা আনিয়া গৃহে রাখিতে হইবে। অন্য পুরুষের সহিত যাহার সাক্ষাৎ হইয়াছে এমন কন্যার চরিত্র রক্ষা করা অসম্ভব। অতএব মাতৃগর্ভ হইতে সদ্যঃ ভূমিষ্ঠ হইয়াছে এরূপ কন্যা আনা চাই। তাহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এমন ব্যবস্থা করিব যে কখনও সে পুরুষান্তরের মুখ দেখিতে না পায়। তাহা হইলেই সে বয়ঃপ্রাপ্তির পর সম্পূর্ণরূপে আমার বশীভূত হইবে এবং (রাজার মন্ত্র মিথ্যা হইবে বলিয়া) আমিও রাজপুরী হইতে ধনলাভ করিতে পারিব।"

পুরোহিত অঙ্গবিদ্যায় * নিপুণ ছিলেন। তিনি এক গর্ভবতী দুঃখিনী নারীকে দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে সে কন্যাপ্রসব করিবে। তিনি কিছু অর্থ দিয়া তাহাকে নিজের গৃহে আনয়ন করিলেন এবং প্রসবান্তে কন্যাটিকে রাখিয়া প্রসূতিকে কিছু উপহার দিয়া বিদায় করিলেন। এই কন্যার লালনপালনের ভার শুদ্ধ স্ত্রীলোকদিগের উপর অর্পিত হইল। সে কখনও পুরোহিত ভিন্ন অন্য কোন পুরুষের মুখ দেখিতে পাইত না। কাজেই যখন সে বয়ঃ-প্রাপ্তা হইল, তখন সম্পূর্ণরূপে পুরোহিতেরই বশবর্ত্তিনী হইয়া চলিতে লাগিল।

উক্ত কন্যাটী যতদিন পূর্ণবয়স্কা না হইল, ততদিন পুরোহিত রাজার সহিত আবার দ্যূত ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন না। কিন্তু যখন সে যৌবনে উপনীত হইয়া তাঁহার বশবর্ত্তিনী হইল, তখন তিনি রাজাকে ক্রীড়ায় আহ্বান করিলেন। রাজা বলিলেন "উত্তম কথা।" অনন্তর তিনি ক্রীড়া আরম্ভ করিলেন, কিন্তু যখন তিনি সেই মন্ত্রটী গান করিলেন, তখন পুরোহিত বলিলেন, "কেবল আমার গৃহিণী ছাড়া।" তদবধি পুরোহিতের জয় এবং রাজার পরাজয় হইতে লাগিল। ইহাতে বোধিসত্ত্বের সন্দেহ হইল যে পুরোহিতের গৃহে এমন কোন রমণী আছে যে পতিভিন্ন পুরুষান্তরে আসক্ত হয় নাই। তিনি অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন এই অনুমানই সত্য। তখন বোধিসত্ত্ব স্থির করিলেন এই রমণীর চরিত্রভ্রংশ ঘটাইতে হইবে। তিনি এক ধূর্ত্তকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন রে, তুই পুরোহিত-পত্নীর চরিত্রনাশ করিতে পারিবি কি ?" সে বলিল, "হাঁ মহারাজ, নিশ্চয় পারিব।" বোধিসত্ত্ব তাহাকে ধন দিয়া এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য প্রেরণ করিলেন—বলিয়া দিলেন, ক্ষিপ্রতার সহিত কার্য্যসম্পাদন করিতে হইবে।

ধূর্ত্ত রাজদত্ত ধন দ্বারা গন্ধ, ধূপ, চূর্ণ, † কর্পূর প্রভৃতি ক্রয় করিয়া পুরোহিতের গৃহের অতিদূরে এক গন্ধদ্রব্যের দোকান খুলিল। পুরোহিতের বাসভবন সপ্তভূমিক এবং সপ্তদ্বার-কোষ্ঠযুক্ত ছিল। প্রতি দ্বারকোষ্ঠে রমণী প্রহরিণী থাকিত ; পুরোহিত ব্যতীত অন্য কোন

* যে বিদ্যার বলে কাহারও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের লক্ষণ দেখিয়া ভবিষ্যৎ গণা যাইতে পারে।
† চন্দন প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্যের চূর্ণ, ইহা toilet powder রূপে ব্যবহৃত হইত।

পুরুষই সেই গৃহে প্রবেশ করিতে পারিত না। যে সকল ঝুড়িতে পুরিয়া আবর্জ্জনা ফেলিয়া দেওয়া যাইত, সে গুলিও তন্ন তন্ন করিয়া না দেখিয়া কেহ বাড়ীর ভিতর লইয়া যাইতে দিত না। ফলতঃ একা পুরোহিত ব্যতীত অন্য কোন পুরুষেরই তাঁহার পত্নীকে দেখিবার সাধ্য ছিল না।

পুরোহিত-পত্নীর এক জন মাত্র পরিচারিকা ছিল। সে প্রতিদিন অর্থ লইয়া গন্ধপুষ্পাদি কিনিতে যাইত। এই উপলক্ষে তাহাকে সেই ধূর্ত্তের দোকানের নিকট দিয়া যাতায়াত করিতে হইত। ধূর্ত্ত বুঝিল সে পুরোহিত-পত্নীর দাসী। সে একদিন সেই দাসীকে আসিতে দেখিয়া তাহার পাদমূলে পড়িয়া দুই হাতে তাহার পা দুখানি দৃঢ়রূপে ধরিল এবং "মা, এতদিন তুমি কোথায় ছিলে?" বলিয়া কান্দিতে লাগিল।

ঐ ধূর্ত্ত পূর্ব্ব হইতেই আরও কয়েকজন ধূর্ত্তকে ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল। তাহারা একপাশে দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিল, "কি আশ্চর্য্য, মাতা ও পুত্র দুই জনেরই এক চেহারা। হাত, পা, মুখ ও শরীরের গড়ন, এমন কি পোষাকেও কোন তফাৎ নাই।" পুনঃ পুনঃ নানা জনের মুখে এই কথা শুনিয়া দাসীর মতিভ্রম ঘটিল; 'এই যুবক হয়ত প্রকৃতই আমার পুত্র' ইহা ভাবিয়া সেও কান্দিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে তাহারা দুইজনেই কান্দিতে কান্দিতে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া রহিল। অতঃপর ধূর্ত্ত জিজ্ঞাসা করিল, "মা, তুমি এখন কোথায় আছ?" পরিচারিকা বলিল, "বাবা, রাজপুরোহিতের এক যুবতী পত্নী আছেন; তাঁহার রূপের কথা কি বলিব? দেখিতে যেন বিদ্যাধরীর ন্যায়। আমি তাঁহার দাসী।" "এখন কোথায় যাইতেছ, মা?" "তাঁহার জন্য গন্ধমাল্য ইত্যাদি কিনিতে যাইতেছি।" "ইহার জন্য অন্যত্র যাইবে কেন? আমার দোকান হইতে লইবে।" ইহা বলিয়া সে তাহাকে বিনামূল্যে বহু তাম্বুল, তকোল * প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য এবং নানাবিধ পুষ্প দিল। পুরোহিত-পত্নী প্রচুর গন্ধপুষ্প প্রভৃতি পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি মা, ব্রাহ্মণ যে আজ আমাদের প্রতি এত প্রসন্ন হইয়াছেন ইহার কারণ কি?" দাসী বলিল, "আপনি একথা বলিতেছেন কেন?" "এত গন্ধদ্রব্য এবং রাশি রাশি পুষ্প দেখিয়া।" "ব্রাহ্মণ যে অন্য দিন অপেক্ষা অধিক দাম দিয়াছেন তাহা নহে। আমি এ সকল আমার ছেলের দোকান হইতে আনিয়াছি।" সেই দিন হইতে ব্রাহ্মণ যে দাম দিতেন, দাসী তাহা আত্মসাৎ করিত এবং সেই ধূর্ত্তের নিকট হইতে গন্ধপুষ্পাদি লইয়া যাইত।

ধূর্ত্ত কতিপয় দিন পরে পীড়া হইয়াছে ভাণ করিয়া শুইয়া রহিল। দাসী দোকানের দরজায় আসিয়া তাহাকে না দেখিতে পাইয়া "আমার ছেলে কোথায় গেল?" জিজ্ঞাসা করিল। এক ব্যক্তি উত্তর দিল, "বাছা, তোমার ছেলের বড় অসুখ করিয়াছে।" ইহা শুনিয়া সে, ধূর্ত্ত যেখানে শুইয়া ছিল সেই খানে, গেল এবং তাহার পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে জিজ্ঞাসা করিল, "বাছা, তোর কি অসুখ করিয়াছে?" ধূর্ত্ত চুপ করিয়া রহিল; দাসী আবার জিজ্ঞাসা করিল, "আমার কথার উত্তর দিতেছিস্ না কেন রে বাপ?" "প্রাণ যায়, মা, সেও ভাল, তবু তোমার কথার উত্তর দিতে পারিব না।" "আমায় না বলিলে কাকে বলিবি?" "বলিতে কি, মা, আমার অন্য কোন অসুখ করে নাই, তোমার মুখে পুরোহিত-পত্নীর রূপের কথা শুনিয়া আমি সেই যুবতীতে প্রতিবদ্ধচিত্ত হইয়াছি। তাহাকে পাই ত প্রাণ বাঁচিবে; নচেৎ আমার মরণ ঘটিবে।" "আচ্ছা, বাবা, সে ভার আমার উপর থাকিল। তুই এর জন্য কোন চিন্তা করিস্ না।" এই বলিয়া তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া দাসী প্রচুর গন্ধপুষ্পাদি লইয়া পুরোহিত-পত্নীর নিকট গিয়া বলিল, "মা ঠাকুরুণ, আমার ছেলেটা তোমার রূপের কথা শুনিয়া পাগল হইয়াছে; এখন কর্ত্তব্য কি?" "আমি তোকে অনুমতি দিলাম, পারিস্ ত তাহাকে এখানে লইয়া আসিস্।"

এই আদেশ পাইয়া দাসী বাড়ীর যেখানে যে আবর্জ্জনা ছিল সমস্ত ঝাঁট দিয়া বড় বড় ফুলের

* এক প্রকার গন্ধদ্রব্য অথবা অগুরু (?)।

ঝুড়িতে রাখিল, এবং একদিন উহার একটা লইয়া বাহিরে যাইবার সময়, একজন প্রহরিণী যেমন উহাতে কি আছে পরীক্ষা করিতে আসিল, অমনি সমস্ত আবর্জ্জনা তাহার মাথার উপর ঢালিয়া দিল। প্রহরিণী এই অত্যাচারে পলাইয়া গেল। অন্য প্রহরিণীরাও যখন দাসী কি লইয়া যাইতেছে পরীক্ষা করিতে চাহিত, তখন সে তাহাদের মাথায় ঐরূপে আবর্জ্জনা ফেলিয়া দিত। কাজেই ইহার পর সে যখন কিছু লইয়া আসিত বা যাইত তখন উহা পরীক্ষা করিতে কাহারও সাহসে কুলাইত না। অতএব সে তাহার ইচ্ছানুরূপ সুযোগ পাইল। সে ধূর্ত্তকে একটা ফুলের ঝুড়ীর মধ্যে বসাইয়া পুরোহিত-পত্নীর নিকট লইয়া গেল।

এইরূপে পুরোহিত-পত্নীর চরিত্রস্খলন হইল। ধূর্ত্ত দুই একদিন সেই প্রাসাদেই অবস্থিতি করিল; পুরোহিত যখন বাহিরে যাইতেন, সে তখন তাঁহার পত্নীর সহিত আমোদপ্রমোদ করিত; তিনি যখন গৃহে ফিরিতেন, সে তখন লুকাইয়া থাকিত। দুই একদিন অতিবাহিত হইলে একদিন পুরোহিত-পত্নী বলিল, "সখে, এখন তোমার যাইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।" ধূর্ত্ত বলিল, "যাইব বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণকে কিছু উত্তম মধ্যম দিয়া যাইতে হইবে।" "বেশ, তাহাই হইবে।" ইহা বলিয়া সেই রমণী ধূর্ত্তকে লুকাইয়া রাখিল এবং ব্রাহ্মণ গৃহে ফিরিলে বলিল, "স্বামিন্, আমার ইচ্ছা হইতেছে যে আপনি বীণা বাজাইবেন এবং আমি সেই সঙ্গে নৃত্য করিব।" "ভদ্রে, এ অতি উত্তম কথা; তুমি নৃত্য কর"। ইহা বলিয়া পুরোহিত বীণা বাজাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। যুবতী কহিল, "নাচিব বটে, কিন্তু আপনি আমার দিকে তাকাইয়া থাকিলে লজ্জা করিবে। আপনার সুন্দর মুখখানি শাড়ী দিয়া বান্ধিয়া নাচিব।" "আচ্ছা, লজ্জা হয়ত তাহাই কর।" যুবতী তখন একখানা মোটা কাপড় দিয়া তাঁহার চক্ষু ঢাকিয়া মুখ বান্ধিয়া দিল। ব্রাহ্মণ আচ্ছাদিত মুখে বীণা বাজাইতে লাগিলেন। যুবতী ক্ষণকাল নৃত্য করিয়া বলিল, "আর্য্যপুত্র, আমার ইচ্ছা হইতেছে আপনার মাথায় একটা কিল দেই।" স্ত্রৈণ ব্রাহ্মণ তাহার দুরভিসন্ধি বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন, "দাও না।" যুবতী তখন ধূর্ত্তকে সঙ্কেত করিল; সে যবনিকার অন্তরাল হইতে নিঃশব্দে অগ্রসর হইয়া ব্রাহ্মণের পৃষ্ঠদেশে দাঁড়াইয়া তাঁহার মাথার খুলিতে কিল মারিল। কিলের চোটে ব্রাহ্মণের চক্ষু দুইটী যেন ছুটিয়া বাহির হইবে বলিয়া মনে হইল এবং আহত স্থান তৎক্ষণাৎ ফুলিয়া উঠিল। ব্রাহ্মণ আঘাতের যন্ত্রণায় বলিলেন, "প্রিয়ে, তোমার হাত দাও দেখি।" যুবতী নিজের হাত তুলিয়া তাঁহার হস্তোপরি রাখিল। ব্রাহ্মণ বলিলেন, "কল্যাণি, তোমার হস্ত এত কোমল, কিন্তু ইহার আঘাত ত অতি দারুণ!"

এ দিকে সেই ধূর্ত্ত ব্রাহ্মণকে প্রহার করিবার পরেই লুকাইয়া ছিল। সে লুক্কায়িত হইলে যুবতী ব্রাহ্মণের মুখ হইতে কাপড় খুলিয়া লইল এবং তৈল আনিয়া তাঁহার মাথায় দিতে লাগিল। অতঃপর ব্রাহ্মণ বাহিরে গেলে দাসী ধূর্ত্তকে ঝুড়ির ভিতর পুরিয়া প্রাসাদের বাহির করিয়া দিল। ধূর্ত্ত তৎক্ষণাৎ রাজার নিকট গিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইল।

অনন্তর ব্রাহ্মণ যখন সভায় উপস্থিত হইলেন, তখন রাজা বলিলেন, "আসুন, পুরোহিত মহাশয়, দ্যূতক্রীড়া করা যাউক।" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "যে আজ্ঞা, মহারাজ।" রাজা দ্যূতমণ্ডল সাজাইয়া পূর্ব্বের মত দ্যূতগীতি গান করিয়া পাশক নিক্ষেপ করিলেন। ব্রাহ্মণ তাঁহার পত্নীর দুষ্টাচরণের কথা জানিতেন না, তিনি পূর্ব্ববৎ বলিলেন, "কেবল আমার যুবতী ভার্য্যা ছাড়া।" কিন্তু ইহা বলিয়াও তিনি পরাজিত হইলেন।

রাজা সমস্ত ব্যাপার জানিতেন। তিনি বলিলেন, "ব্রাহ্মণ, আপনার স্ত্রীকে বাদ দিতেছেন কেন? তাহার পবিত্রতা নষ্ট হইয়াছে। এই রমণী যখন গর্ভে ছিল তদবধি আপনি ইহাকে সপ্ত দ্বারে প্রহরিণী-বেষ্টিত করিয়া রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, ভাবিয়াছিলেন এইরূপ করিলে ইহার চরিত্রভ্রংশ ঘটিবে না। কিন্তু আপনার সে চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। রমণী-

দিগকে নিজের কুক্ষির অভ্যন্তরে রাখিয়া নিয়ত সঙ্গে লইয়া বেড়াইলেও রক্ষা করা অসম্ভব। জগতে বোধ হয় এমন স্ত্রী নাই যে স্বামিভিন্ন পুরুষান্তরের সংসর্গে আইসে নাই। আপনার পত্নী নৃত্য করিতে অভিলাষ করিয়াছিল, আপনি যখন বীণা বাজাইতেছিলেন, তখন সে আপনার মুখ বান্ধিয়া দিয়াছিল, নিজের জারের দ্বারা আপনার মস্তকে আঘাত করাইয়াছিল এবং শেষে তাহাকে গোপনে গৃহের বাহির করিয়া দিয়াছিল। অতএব তাহার খেলা ব্যতিক্রম করিলে চলিবে কেন?" ইহা বলিয়া রাজা নিম্নলিখিত গাথা পাঠ করিলেন:—

শাটক-আচ্ছন্নমুখে বাজাইলে বীণা তুমি
কি হেতু তা জান কি, ব্রাহ্মণ?
আগর্ভ রক্ষিয়া ভার্য্যা লভিলে কি ফল, দেখ,
নারী নহে বিশ্বাস-ভাজন।

বোধিসত্ত্ব এই রূপে পুরোহিতকে নারীধর্ম্ম শিক্ষা দিলেন। ব্রাহ্মণ বোধিসত্ত্বের ধর্ম্মদেশন শুনিয়া গৃহে গিয়া পত্নীকে জিজ্ঞাসিলেন, "তুই নাকি এইরূপ পাপকার্য্য করিয়াছিস্?" যুবতী বলিল, "আর্য্যপুত্র, কে এমন কথা মুখে আনে? আমি কোন দোষ করি নাই। আমিই আপনার মস্তকে আঘাত করিয়াছিলাম, আর কেহ নয়। যদি আপনার অবিশ্বাস হয়, তবে 'আপনি ভিন্ন অন্য পুরুষের হস্তস্পর্শ অনুভব করি নাই' এই সত্যক্রিয়া দ্বারা অগ্নিপ্রবেশ পূর্ব্বক আপনার বিশ্বাস জন্মাইতে প্রস্তুত আছি।" "বেশ, তাহাই কর্," বলিয়া ব্রাহ্মণ কাষ্ঠরাশি সংগ্রহপূর্ব্বক তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিলেন এবং পত্নীকে ডাকাইয়া বলিলেন, "তুই যদি সত্য বলিতেছিস্ বলিয়া বিশ্বাস করিস্, তবে এই অগ্নির মধ্যে যা।"

ব্রাহ্মণপত্নী পূর্ব্ব হইতেই পরিচারিকাকে শিখাইয়া রাখিয়াছিল, "ঝি মা, তোমার পুত্রকে গিয়া বল, আমি যখন অগ্নিপ্রবেশ করিতে উদ্যত হইব, তখন সে যেন গিয়া আমার হাত ধরিয়া ফেলে।" পরিচারিকা গিয়া সেই রূপই ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিল; এবং ধূর্ত্ত আসিয়া সমবেত লোকদিগের মধ্যে দাঁড়াইয়াছিল। যুবতী ব্রাহ্মণকে বঞ্চনা করিবার অভিপ্রায়ে সেই জনসঙ্ঘের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল, "ব্রাহ্মণ, আমি জীবনে আপনি ভিন্ন অন্য পুরুষের হস্তস্পর্শ অনুভব করি নাই, এ কথা যদি সত্য হয় তবে এই অগ্নি যেন আমাকে দগ্ধ করিতে না পারে।" ইহা বলিয়া সে অগ্নিতে প্রবেশ করিতে অগ্রসর হইল; অমনি, "দেখত পুরোহিত ঠাকুরের অবিচার, তিনি এমন সুন্দরী স্ত্রীকে জীবিত অবস্থায় অগ্নিদগ্ধ করিতে যাইতেছেন," এই বলিয়া সেই ধূর্ত্ত গিয়া যুবতীর হাত ধরিয়া ফেলিল। যুবতী তখন হাত ছাড়াইয়া পুরোহিতকে বলিল, "আর্য্য-পুত্র, আমার সত্যক্রিয়া ব্যর্থ হইল; আমি এখন অগ্নিতে প্রবেশ করিতে অসমর্থা।" "কেন অসমর্থা?" "আমি আজ সত্যক্রিয়া করিয়াছিলাম আমার স্বামিব্যতীত অন্যপুরুষের হস্তস্পর্শ অনুভব করি নাই; কিন্তু এখন এই পুরুষ আসিয়া আমাকে স্পর্শ করিল।" ব্রাহ্মণ বুঝিতে পারিলেন তাঁহার দুষ্টা ভার্য্যা তাঁহাকে বঞ্চনা করিতেছে। তিনি তাহাকে প্রহার করিতে করিতে দূর করিয়া দিলেন।

রমণীজাতি এমনই অধর্ম্মপরায়ণা! তাহারা কি গুরু পাপই না করে এবং পাপ করিয়া স্ব স্ব স্বামীকে বঞ্চনা করিবার অভিপ্রায়ে শেষে "আমি একাজ করি নাই" বলিয়া দিনে দুপহরে কি শপথই না করিয়া থাকে। তাহাদের চিত্ত কত পুরুষের দিকেই না ধাবিত হয়। সেই জন্যই কথিত আছে:—

নারীর স্বভাব এই দেখিবারে পাই,
চৌরী, বহুবুদ্ধি তারা, সত্যজ্ঞান নাই।
জলমধ্যে যাতায়াত করে মৎস্যগণ,
কে পারে তাদের পথ করিতে দর্শন?

রমণী-হৃদয়-ভাব তেমতি দুর্জ্ঞেয়,
মিথ্যা তারা সত্য করে, সত্য করে হেয়।
নিত্য নব তৃণ খোঁজে গাভীগণ যথা,
কামিনী নূতন বর নিত্য চায় তথা।
ভুজঙ্গিনী খলতায় মানে পরাজয়,
চাপল্যে বালুকা ভয়ে দূরে স'রে যায়।
পুরুষ-চরিত্রজ্ঞানে অদ্বিতীয়া নারী;
নখদর্পণেতে আছে সংসার তাহারি।

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন, "রমণীরা এইরূপই অরক্ষণীয়া।" অনন্তর ধর্ম্মদেশন সমাপ্ত করিয়া তিনি সত্য-সমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইল।

সমবধান—তখন আমি ছিলাম বারাণসীর সেই রাজা।]

৬৩—তক্ক (তক্র) জাতক।*

[শাস্তা জেতবনে জনৈক উৎকণ্ঠিত ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। শাস্তা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কিহে, "তুমি সত্যসত্যই কি উৎকণ্ঠিত হইয়াছ?" সে উত্তর দিল, "হাঁ, প্রভু!" তখন শাস্তা বলিলেন, "স্ত্রীজাতি অকৃতজ্ঞ ও মিত্রদ্রোহী, তাহাদের জন্য কেন উৎকণ্ঠিত হইতেছ?" অনন্তর তিনি একটী অতীত ঘটনা বলিতে আরম্ভ করিলেন :—

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক গঙ্গাতীরে আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া সেখানে সমাপত্তি ও অভিজ্ঞা লাভ করিয়াছিলেন এবং ধ্যানসুখে নিমগ্ন থাকিতেন।

ঐ সময়ে বারাণসীর শ্রেষ্ঠী মহাশয়ের দুষ্টকুমারী নাম্নী এক প্রচণ্ডা ও পরুষভাষিণী দুহিতা ছিল। সে দাসদাসীদিগকে নিয়ত কটু কথা বলিত, সময়ে সময়ে প্রহারও করিত। তাহারা একদিন জলকেলি করিবার লোভ দেখাইয়া দুষ্টকুমারীকে গঙ্গায় লইয়া গিয়াছিল। তাহারা কেলি করিতেছে, এমন সময়ে সূর্য্যাস্তকাল উপস্থিত হইল এবং আকাশে ঝড় উঠিল। লোকে ঝড় আসিল দেখিয়া যে যেদিকে পারিল ছুটিয়া পলাইল। শ্রেষ্ঠিকন্যার দাসীরা বলিল, "যাহাতে আর কখনও এ আপদের মুখ না দেখিতে হয়,† আজ তাহা করিবার অতি সুন্দর সুযোগ ঘটিয়াছে।" অনন্তর তাহারা দুষ্টকুমারীকে নদীগর্ভে নিক্ষেপ করিয়া নগরে ফিরিয়া গেল।

এদিকে মুষলধারে বৃষ্টি হইতে লাগিল; সূর্য্য অস্ত গেল, চারিদিক্ অন্ধকারে ঘিরিল। দাসীরা প্রভুকন্যাকে না লইয়াই গৃহে উপস্থিত হইল। সেখানে লোকে জিজ্ঞাসা করিল, "কুমারী কোথায়?" তাহারা উত্তর করিল, "আমরা তাঁহাকে গঙ্গাতীরে উঠিতে দেখিয়াছি; কিন্তু শেষে তিনি কোথায় গিয়াছেন জানি না।" তখন আত্মীয় বন্ধুগণ নানাদিকে অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কোথাও তাঁহার খোঁজ পাইলেন না।

এদিকে দুষ্টকুমারী চীৎকার করিতে করিতে জলপ্রবাহে ভাসিয়া চলিল এবং নিশীথকালে বোধিসত্ত্বের আশ্রমের নিকট উপনীত হইল। বোধিসত্ত্ব তাহার আর্ত্তনাদ শুনিয়া ভাবিলেন,

* ইংরাজী অনুবাদে 'তক্ক' শব্দের খর্জ্জুর এই অর্থ ধরা হইয়াছে, পালিভাষায় 'তক্র' (ঘোল) এবং 'তর্ক' এই শব্দ দুইটীও 'তক্ক' হইয়াছে। এস্থলে 'ঘোল' অর্থই গ্রহণ করা গেল। কিন্তু 'তক্ক' শব্দে যে তর্ক' শব্দেরও ধ্বনি আছে তাহা নিশ্চিত। 'তক্ক পণ্ডিত' অর্থাৎ তক্রবিক্রয়কারী পণ্ডিত কিংবা তর্কপণ্ডিত (যেমন তর্কবাগীশ ইত্যাদি)। বোধিসত্ত্বের পক্ষে খর্জ্জুর বিক্রয় করা অপেক্ষা তক্র বিক্রয় করাই অধিক সম্ভবপর, কেননা ভারতবর্ষে খর্জ্জুর তত সুলভ নহে।

† মূলে "এতস্সা পিট্‌ঠিং পসসিতুন্" আছে। ইহার অর্থ "ইহার পৃষ্ঠদেশ দেখিতে" অর্থাৎ মুখ না দেখিতে।

'এ যে বামাকণ্ঠের স্বব! এই বমণীকে উদ্ধাব কবিতে হইবে।' অনন্তব তিনি তৃণের উল্কা হস্তে লইয়া নদীতীবে গেলেন এবং দুষ্টকুমাবীকে দেখিতে পাইয়া 'ভয় নাই', 'ভয় নাই' বলিয়া আশ্বাস দিলেন। তাঁহাব শরীবে হস্তীর মত বল ছিল। তিনি নদীতে অবতরণপূর্ব্বক দুষ্ট কুমাবীকে তুলিয়া আনিলেন এবং আশ্রমে লইয়া গিয়া তাহাব সেবাব জন্য অগ্নি জ্বালিয়া দিলেন। ইহাব পর তাহাব শীত ভাঙ্গিলে বোধিসত্ত্ব তাহাকে নানাবিধ মধুব ফল খাইতে দিলেন; এবং তাহাব আহার শেষ হইলে জিজ্ঞাসা কবিলেন, "তোমার বাড়ী কোথায়? তুমি গঙ্গায় পড়িলে কিরূপে?" দুষ্টকুমাবী যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সমস্ত বলিল। তখন বোধিসত্ত্ব "তুমি এইখানে অবস্থিতি কব" বলিযা তাহাকে পর্ণশালায় রাখিয়া নিজে বাহিরে গেলেন এবং দুই তিন দিন খোলা যায়গায় থাকিলেন। অতঃপব একদিন তিনি শ্রেষ্ঠি-কন্যাকে বলিলেন, "এখন তুমি বাড়ী যাও।" কিন্তু সে বাড়ী গেল না; সে ভাবিল, 'প্রণয়পাশে আবদ্ধ কবিয়া এই তপস্বীব চবিত্রভ্রংশ ঘটাইতে হইবে।'

অনন্তব কিয়ৎকালমধ্যে দুষ্টকুমাবী স্ত্রীজনসুলভ কুটিলতা ও বিলাস-বিভ্রম প্রয়োগ করিয়া বোধিসত্ত্বের চবিত্রস্খলন সম্পাদন কবিল, তাঁহাব ধ্যানবল অন্তর্হিত হইল; তিনি ঐ বমণীকে লইয়া অরণ্যে বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু সে একদিন বলিল, "আর্য্য, বনবাস কবিয়া কি হইবে? চলুন আমবা লোকালয়ে যাই।" বোধিসত্ত্ব তদনুসাবে তাহাকে লইয়া এক প্রত্যন্ত গ্রামে উপনীত হইলেন এবং সেখানে তক্রবিক্রয় দ্বাবা তাহাব ভবণপোষণ নির্ব্বাহ কবিতে লাগিলেন। তিনি তক্র বিক্রয় কবিতেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে তক্রপণ্ডিত বলিতে লাগিল। ইহাব পব গ্রামবাসীরা গ্রামদ্বাবে তাঁহাকে একখানি কুটীর দান কবিয়া বলিল, "আপনি এখানে বাস করুন; আমাদিগকে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে পবামর্শ দিবেন; আমবা আপনাব গ্রাসাচ্ছাদনেব ব্যয় বহন কবিব।"

কিয়ৎকাল পরে দস্যুবা পর্ব্বত হইতে অবতবণ কবিয়া প্রত্যন্ত প্রদেশে উপদ্রব আবম্ভ কবিল। তাহাবা একদিন তক্রপণ্ডিতের গ্রামে আসিয়া পড়িল এবং হতভাগ্য গ্রামবাসীদিগের দ্বাবাই তাহাদের সমস্ত সম্পত্তি বহন কবাইয়া চলিল; দুষ্টকুমাবীকেও মোট লইয়া ইহাদেব সঙ্গে যাইতে হইল। অতঃপব দস্যুরা আপনাদেব আবাসস্থলে গিয়া অপব সকলকে ছাড়িয়া দিল, কিন্তু দুষ্টকুমাবীকে ছাড়িল না। দস্যুদলপতি তাহাব রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে নিজের ভার্য্যারূপে গ্রহণ কবিল।

গ্রামবাসীবা ফিরিয়া আসিলে তক্রপণ্ডিত জিজ্ঞাসিলেন "আমাব স্ত্রী কোথায়?" তাহাবা বলিল, "দস্যুদলপতি তাঁহাকে নিজেব ভার্য্যা কবিয়া লইয়াছেন।" ইহা শুনিয়া তক্রপণ্ডিত ভাবিলেন, "সে আমায় ছাড়িয়া কখনই থাকিতে পাবিবে না, নিশ্চিত পলাইয়া আসিবে।" এই আশায় দুষ্টকুমাবীব প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় তিনি সেই গ্রামেই বাস কবিতে লাগিলেন।

এদিকে দুষ্টকুমাবী ভাবিল, "আমি এখানে বেশ সুখে আছি, কিন্তু যদি কখনও তক্র-পণ্ডিত কোন সূত্রে এখানে আসিয়া আমায় লইয়া যায়, তাহা হইলে এ সুখ থাকিবে না। অতএব প্রণয়েব ভাণ দেখাইয়া তাহাকে এখানে আনাইয়া নিহত কবাইতে হইবে।" এই অভিসন্ধি কবিয়া সে একজন লোকদ্বাবা তক্রপণ্ডিতকে জানাইল, "আমি এখানে বড় কষ্ট পাইতেছি; আপনি আসিয়া যেন আমায় লইয়া যান।" তক্রপণ্ডিত এই কথায় বিশ্বাস কবিলেন এবং দস্যুদিগেব গ্রামদ্বাবে গিয়া দুষ্টকুমাবীকে আপনাব আগমন বার্ত্তা জানাইলেন। সে আসিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া বলিল, "আর্য্য, আমবা এখনই চলিয়া গেলে দস্যু-দলপতি ধবিয়া ফেলিবে এবং দুই জনকেই বধ কবিবে। অতএব এখন অপেক্ষা করুন; আমরা বাত্রিকালে পলায়ন কবিব।" ইহা বলিয়া সে তক্রপণ্ডিতকে গৃহে লইয়া ভোজন করাইল এবং একটী প্রকোষ্ঠে লুকাইয়া রাখিল।

সায়ংকালে দস্যুদলপতি গৃহে ফিরিল, এবং সুরাপান করিয়া প্রমত্ত হইল। তখন দুষ্টকুমারী বলিল, "স্বামিন্, এখন যদি আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী আমার সেই পূর্ব্ব পতিকে * হাতে পান ত কি করেন বলুন ত।" দলপতি "তাহাকে ইহা করিব, তাহা করিব" † ইত্যাদি বলিতে লাগিল। "আপনি মনে করিয়াছেন সে বুঝি দূরে আছে! তাহা নহে, সে পাশের ঘরে রহিয়াছে।" ইহা শুনিয়া দস্যুদলপতি একটা মশাল লইয়া সেই ঘরে গেল এবং তক্রপণ্ডিতকে দেখিতে পাইয়া তাহাকে ধরিল ও মেজের উপর ফেলিয়া মনের সুখে লাথি, কিল মারিতে লাগিল। কিন্তু এইরূপে প্রহৃত হইয়াও তক্রপণ্ডিত আর্ত্তনাদ করিলেন না, কেবল বলিতে লাগিলেন, "অহো! কি নিষ্ঠুরা, কি অকৃতজ্ঞা, কি পরিবাদকারিণী, কি মিত্রদ্রোহিণী।" দস্যুদলপতি প্রহারান্তে তক্রপণ্ডিতের পায়ে দড়ি বাঁধিয়া তাঁহাকে অধোমুখে ঝুলাইয়া রাখিল, নিজে সায়মাশ সম্পাদন করিয়া শয়ন করিল এবং প্রাতঃকালে যখন নেশা ভাঙ্গিয়া গেল, তখন শয্যাত্যাগপূর্ব্বক পুনর্ব্বার প্রহার আরম্ভ করিল। তখনও কিন্তু তক্রপণ্ডিত পূর্ব্ববৎ কেবল ঐ চারিটী শব্দ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। ইহাতে দস্যুপতির বিস্ময় জন্মিল, সে ভাবিল, 'এ ব্যক্তি এত মা'র খাইয়াও আর কিছু বলিতেছে না, পুনঃ পুনঃ এই চারিটী শব্দ উচ্চারণ করিতেছে; ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি।' তখন সে তক্রপণ্ডিতকে জিজ্ঞাসিল, "ওহে তুমি এত মা'র খাইতেছ, অথচ আর কিছু না বলিয়া বার বার কেবল 'অহো নিষ্ঠুরা! অহো অকৃতজ্ঞা! এই কথা বলিতেছ, ইহার মানে কি?" তক্রপণ্ডিত উত্তর দিলেন "বলিতেছি শুন।" অনন্তর তিনি আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন—"আমি পূর্ব্বে অরণ্যে বাস করিতাম; তপস্যাদ্বারা ধ্যানফল লাভ করিয়াছিলাম; এই রমণী গঙ্গার স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছিল; আমি ইহাকে উদ্ধার করিয়াছিলাম; শেষে ইহার কুহকে পড়িয়া আমার তপোবল বিনষ্ট হয়, আমি ইহার সঙ্গে অরণ্য ছাড়িয়া এক প্রত্যন্ত গ্রামে বাস করি এবং সেখানে ইহার ভরণ পোষণের জন্য তক্রবিক্রয়াদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হই। তাহার পর দস্যুরা ইহাকে লইয়া যায়। এ আমায় সংবাদ দেয় যে বড় কষ্টে আছে, আমি আসিয়া যেন ইহাকে লইয়া যাই। এখন এ আমাকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছে। এই সমস্ত ভাবিয়া আমি ওরূপ বলিতেছি।"

দস্যুদলপতি ভাবিল, 'যে এইরূপ গুণবান্ ও উপকারী ব্যক্তির এতাদৃশ অনিষ্ট করে, সে আমার না জানি কতই বিপদ্ ঘটাইতে পারে। অতএব মৃত্যুই ইহার উপযুক্ত দণ্ড।' তখন সে তক্রপণ্ডিতকে আশ্বাস দিয়া দুষ্টকুমারীকে জাগাইল এবং 'চল, আমরা গ্রামের বাহিরে গিয়া এই লোকটার প্রাণসংহার করি' এই কথা বলিয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়া খড়্গহস্তে বাহির হইল। গ্রামদ্বারে গিয়া সে দুষ্টকুমারীকে বলিল তুমি এই ব্যক্তির হাত ধরিয়া থাক। সে তাহাই করিল। তখন দস্যুদলপতি খড়্গ উত্তোলনপূর্ব্বক যেন তক্রপণ্ডিতকেই আঘাত করিতে যাইতেছে এই ভাব দেখাইয়া এক আঘাতে পাপিষ্ঠাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিল। ইহার পর সে তক্রপণ্ডিতকে স্নান করাইয়া গৃহে লইয়া গেল, সেখানে তাঁহাকে কয়েকদিন পরিতোষের সহিত আহার করাইল এবং শেষে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি এখন কোথায় যাইবেন?" তক্রপণ্ডিত বলিলেন, "গৃহবাসে আর আমার অভিরুচি নাই; আমি পুনর্ব্বার ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক অরণ্যেই অবস্থিতি করিব।" তাহা শুনিয়া দস্যুনায়ক বলিল, "তবে আমিও প্রব্রাজক হইব।"

---

* মূলে 'সপত্ত' এই শব্দ আছে। ইহা সংস্কৃত 'সপত্ন'। এখানে আদৌ স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ হইতে পুংলিঙ্গ শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। ইহার অর্থ প্রতিদ্বন্দ্বী বা শত্রু।

† অর্থাৎ তাহার মাথা ভাঙ্গিব, ঘাড় ছিঁড়িব, হাত গুঁড়া করিব, এইরূপ।

অতঃপর তাঁহারা দুই জনেই প্রব্রজ্যা লইলেন, বনমধ্যস্থ এক আশ্রমে তপস্যাপূর্ব্বক অভিজ্ঞা ও সমাপত্তি লাভ করিলেন এবং জীবিতক্ষয়ান্তে ব্রহ্মলোকবাসের উপযুক্ত হইলেন।

[অনন্তর শাস্তা কথাদ্বয়ের সম্বন্ধ প্রদর্শনপূর্ব্বক নিম্নলিখিত গাথাটী আবৃত্তি করিলেন :—

ক্রোধপরায়ণা, কৃতজ্ঞতাহীনা, নিন্দারতা, অনুক্ষণ,
কলহের বীজ বপনে নিপুণা, রমণীর এ লক্ষণ ,
অতএব লহ ব্রহ্মচর্য্যব্রত ; ছাড়িও না সে আশ্রয় ;
যে সুখ তাহাতে ভুঞ্জিবে নিশ্চয়, নাহিক তাহার ক্ষয়।

কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন , তাহা শুনিয়া সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফল লাভ করিল।
সমবধান—তখন আনন্দ ছিল সেই দস্যুদলপতি ; এবং আমি ছিলাম সেই তরুণপণ্ডিত।]

৬৪—দুরাজান-জাতক।*

[শাস্তা জেতবনে কোন উপাসককে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন।

শ্রাবস্তীবাসী এক উপাসক ত্রিশরণে প্রতিষ্ঠাপিত হইয়া পঞ্চশীলসম্পন্ন হইয়াছিল। বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের প্রতি তাহার সাতিশয় অনুরাগ জন্মিয়াছিল। এই ব্যক্তির এক অতি দুঃশীলা ও পাপপরায়ণা ভার্য্যা ছিল। সে যে দিন কোন অন্যায় কার্য্য করিত সে দিন শত মুদ্রায় ক্রীত দাসীর ন্যায়, এবং যেদিন কোন অন্যায় কার্য্য করিত না সেদিন প্রচণ্ডা ও পরুষভাষিণী গৃহিণীর ন্যায় ব্যবহার করিত। উপাসক ভার্য্যার এই প্রকৃতি-বৈষম্যের কারণ বুঝিতে পারিত না। শেষে সেই রমণী তাহাকে এমন জ্বালাতন করিতে লাগিল যে সে আর প্রতিদিন বুদ্ধের অর্চনার্থ বিহারে যাইতে পারিত না।

ইহার পর একদিন সে গন্ধপুষ্পাদি লইয়া বিহারে গমন করিল এবং শাস্তাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক আসনে উপবিষ্ট হইল। তাহাকে দেখিয়া শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, "কিহে উপাসক, তুমি যে সাত আট দিন আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আস নাই ?" উপাসক বলিল, 'ভগবন্‌, আমার স্ত্রী এক এক দিন শতমুদ্রাক্রীতা দাসীর ন্যায় বিনীতা ও আজ্ঞাবহা হয়, এক এক দিন মুখরা ও প্রচণ্ডা গৃহিণীর ন্যায় তর্জ্জন গর্জ্জন করে। আমি তাহার প্রকৃতি বুঝিতে পারি না। তাহারই জ্বালায় এতদিন আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিতে আসিতে পারি নাই।'

এই কথা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "উপাসক, পণ্ডিতেরা তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন, স্ত্রীচরিত্র দুর্জ্ঞেয় , কিন্তু পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত এখন তোমার মানসপটে সুস্পষ্ট উদিত হইতেছে না।" অনন্তর উপাসককর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া শাস্তা সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব একজন দেশবিখ্যাত আচার্য্য ছিলেন। পঞ্চশত শিষ্য তাঁহার নিকট বিদ্যাভ্যাস করিত। এই সকল শিষ্যের মধ্যে এক বিদেশী ব্রাহ্মণযুবক কোন রমণীর প্রণয়াসক্ত হইয়া তাহার পাণিগ্রহণ করিয়াছিল। অতঃপর সে বারাণসী নগরেই অবস্থিতি করিতে লাগিল বটে, কিন্তু দুই তিন বার যথাসময়ে আচার্য্যের নিকট উপস্থিত হইতে পারিল না। তাহার কারণ এই যে উক্ত রমণী অতি দুঃশীলা ও পাপচারিণী ছিল ; সে যে দিন দুষ্কার্য্য করিত সে দিন দাসীর ন্যায়, এবং যে দিন দুষ্কার্য্য করিত না, সে দিন প্রচণ্ডা ও কটুভাষিণী গৃহিণীর ন্যায় আচরণ করিত। তাহার স্বামী তাহার এই বিচিত্র প্রকৃতির রহস্যোদ্ভেদ করিতে পারিত না , সে স্ত্রীর অত্যাচারে এত ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিল যে শেষে যথাসময়ে আচার্য্যসকাশেও উপস্থিত হইতে পারিত না। অনন্তর সে সাত আট দিন পরে একবার আচার্য্যের নিকট গেল। আচার্য্য জিজ্ঞাসিলেন "কিহে মাণবক, এ কয়দিন তোমায় দেখি নাই কেন ?" শিষ্য কহিল, "আচার্য্য, আমার স্ত্রীই ইহার কারণ। সে এক এক দিন দাসীর ন্যায় বিনীতা হয়, এক একদিন মুখরা ও প্রচণ্ডাগৃহিণীর ন্যায় তর্জ্জন গর্জ্জন করে , আমি তাহার প্রকৃতি বুঝিতে অসমর্থ। তাহার এই 'ক্ষণে রুষ্ট ক্ষণে তুষ্ট' ভাব দেখিয়া আমি এত জ্বালাতন হইয়াছি যে যথারীতি আপনার পাদপদ্ম দর্শনেও অবহেলা করিয়াছি।"

* দুরাজান—দুর্জ্ঞেয়।

আচার্য্য কহিলেন, "এইরূপই হইবার কথা। রমণীগণ যে দিন দুষ্কার্য্য করে সে দিন স্বামীর অনুবর্ত্তন করে, দাসীর ন্যায় বিনীত হইয়া চলে; কিন্তু যে দিন দুষ্কার্য্য করে না, সে দিন তাহারা মদোদ্ধতা হইয়া স্বামীকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে। দুঃশীলা ও পাপপরায়ণা রমণীদের এইরূপই স্বভাব। তাহাদের প্রকৃতি দুর্জ্ঞেয়। তাহারা তুষ্ট হউক, বা রুষ্ট হউক, সে দিকে ভ্রূক্ষেপ করা কর্ত্তব্য নহে।" অনন্তর আচার্য্য শিষ্যের প্রবোধের জন্য এই গাথা পাঠ করিলেন:—

ভাল যদি বাসে নারী, হইও না হৃষ্ট তায়,
যদি ভাল নাহি বাসে, তাতেই কি আসে যায়?
নারীর চরিত্র বুঝে হেন সাধ্য আছে কার?
বারিমাঝে চরে মাছ, কে দেখিবে পথ তার?

আচার্য্য শিষ্যকে এইরূপে উপদেশ দিলেন। তদবধি সে তাহার স্ত্রীর আচরণসম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন রহিল। সেই রমণীও যখন জানিতে পারিল যে তাহার দুঃশীলতার কথা আচার্য্যের জ্ঞানগোচর হইয়াছে, তখন সে দুষ্কার্য্য পরিহার করিল।

[এই উপাসকের পত্নীও যখন জানিতে পারিল যে তাহার দুশ্চরিত্রতা সম্যক্সম্বুদ্ধের অগোচর নহে তখন সে পাপাচার ত্যাগ করিল।

অনন্তর শাস্তা ধর্ম্মোপদেশ দিয়া সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই উপাসক স্রোতাপত্তিফল লাভ করিল।

সমবধান—তখন এই উপাসক-দম্পতী ছিলেন সেই শিষ্য ও তাহার ঘরণী, এবং আমি ছিলাম সেই আচার্য্য।]

৬৫—অনভিরতি-জাতক।

[পূর্ব্বে (৬৪ সংখ্যক জাতকে) যে উপাসকের কথা বলা হইয়াছে সেইরূপ অপর একজন উপাসককে লক্ষ্য করিয়া শাস্তা জেতবনে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি অনুসন্ধান দ্বারা ভার্য্যার দুশ্চরিত্রতার বিষয় জানিতে পারিয়া তাহার সহিত কলহ করিয়াছিল এবং তন্নিবন্ধন তাহার চিত্ত এত বিক্ষুব্ধ হইয়াছিল যে সাত আট দিন সে শাস্তার নিকট উপস্থিত হইতে পারে নাই। অনন্তর একদিন সে বিহারে গিয়া শাস্তাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক আসন-গ্রহণ করিলে শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, "তুমি এতদিন আস নাই কেন?" সে বলিল, "ভগবন্! আমার ভার্য্যা দুঃশীলা; সেই জন্য ব্যাকুলচিত্ত হইয়া আমি আসিতে পারি নাই।" শাস্তা বলিলেন, "উপাসক! তোমাকে পণ্ডিতেরা পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন যে স্ত্রী দুঃশীলা হইলেও তজ্জন্য কোপাবিষ্ট হইতে নাই; পরন্তু চিত্তের স্থৈর্য্য রক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু এখন দেখিতেছি জন্মান্তর পরিগ্রহ করিয়া তুমি সেই উপদেশ ভুলিয়া গিয়াছ।" অনন্তর উপাসক-কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া শাস্তা সেই অতীত বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব (পূর্ব্বে যেরূপ বলা হইয়াছে সেইরূপ) একজন দেশবিখ্যাত আচার্য্য ছিলেন। তাঁহার এক ছাত্র ভার্য্যার দুঃশীলতা জানিতে পারিয়া এমন বিক্ষুব্ধচিত্ত হইয়াছিল যে কয়েকদিন সে আচার্য্যের সহিত সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত করে নাই।

আচার্য্য তাহাকে অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে পূর্ব্বে যেরূপ বলা হইয়াছে সেইরূপ উত্তর দিল। তাহা শুনিয়া আচার্য্য বলিলেন, "বৎস, নারীগণ সাধারণ ধন এবং তাহারা স্বভাবতঃ দুঃশীলা; এই জন্য পণ্ডিতেরা তাহাদের উপর ক্রুদ্ধ হন না।" অনন্তর বোধিসত্ত্ব শিষ্যের উপদেশার্থ এই গাথাটী আবৃত্তি করিলেন:—

নদী, রাজপথ, পানের আগার, * উৎস, সভাস্থল আর,
এই পঞ্চস্থানে অবাধে সকলে ভুঞ্জে সম অধিকার।
তেমতি রমণী ভোগ্যা সকলের, কুপথে তাহার মন;
চরিত্রস্খলন দেখিলে তাহার, রোষে না পণ্ডিত জন।

---

* পানাগার—শুঁড়ির দোকান, যেখানে সকলে মদ খায়।

বোধিসত্ত্ব অন্তেবাসিককে এইরূপ উপদেশ দিলেন। তদবধি ভার্য্যার চরিত্র সম্বন্ধে তাহার ঔদাসীন্য জন্মিল, তাহার ভার্য্যাও, 'আচার্য্য আমার দুষ্কার্য্য জানিতে পারিয়াছেন' এই বিশ্বাসে পাপকর্ম্ম পরিহার করিল।

[সেই উপাসকের ভার্য্যাও 'শাস্তা আমার দুষ্কার্য্য জানিতে পারিয়াছেন' ভাবিয়া পাপ হইতে বিরত হইল। কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই উপাসক স্রোতাপত্তিফল লাভ করিল।

সমবধান—তখন এই দম্পতী ছিল সেই দম্পতী এবং আমি ছিলাম সেই আচার্য্য।]

৬৬—মৃদুলক্ষণা-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে কামভাবসম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন।

শুনা যায় শ্রাবস্তীবাসী এক কুলপুত্র শাস্তার ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া ত্রিরত্নশাসনে প্রব্রজিত হইয়াছিলেন। তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক ধর্ম্মপথে বিচরণ করিতেন, যোগাভ্যাসে রত থাকিতেন, কখনও কর্ম্মস্থান ধ্যান করিতে অবহেলা করিতেন না। একদিন শ্রাবস্তী নগরে ভিক্ষাচর্য্যার সময় তিনি নানালঙ্কারভূষিতা এক রমণীকে দেখিতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ নীতিভ্রষ্ট হইলেন এবং তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন। পরশুচ্ছিন্ন ক্ষীরবৃক্ষ * যেমন ভূতলে পতিত হয়, হৃদয়ে দুষ্প্রবৃত্তির সঞ্চারবশতঃ তিনিও সেইরূপ পাপপঙ্কে পতিত হইলেন। রিপুর তাড়নায় তিনি দেহের ও মনের স্ফূর্ত্তি হারাইলেন এবং মরীচিকা-ভ্রান্ত মৃগের ন্যায় বুদ্ধশাসনে বীতরাগ হইলেন। তাঁহার নখ ও কেশ বৃদ্ধি হইল; চীবরগুলি মলিন হইল।

এই ব্যক্তির ভিক্ষুসহচরগণ তাঁহার ইন্দ্রিয়বিকার ঘটিয়াছে জানিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই, তোমার খড়্গেন্দ্রিয়গুলি পূর্ব্বের মত প্রসন্ন বোধ হইতেছে না, ইহার কারণ কি?" তিনি উত্তর দিলেন, "বন্ধুগণ, আমার আর সুখ নাই।" অনন্তর ভিক্ষুরা তাঁহাকে শাস্তার নিকট লইয়া গেলেন। শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, "তোমরা এ ব্যক্তিকে ইহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এখানে আনিলে কেন?" "ভগবন্, ইনি বলিতেছেন, যে জীবনে ইঁহার আর সুখ নাই।" "কি হে ভিক্ষু, এ কথা সত্য কি?" "হাঁ ভগবন্, একথা সত্য।" "তোমার উদ্বেগের কারণ কি বল ত?" "ভগবন্, আমি ভিক্ষাচর্য্যাকালে এক রমণীদর্শনে নীতিমার্গপতিত হইয়া তাহাকে বিলোকন করিয়াছিলাম। তাহাতে হৃদয়ে কামনার উদ্রেক হইয়া আমাকে উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছে।" "তুমি ধর্ম্মনীতিলঙ্ঘনপূর্ব্বক নিজের তৃপ্তিসাধনার্থ নিষিদ্ধ পদার্থ দৃষ্টিগোচর করিয়াছিলে এবং তন্নিবন্ধন রিপুর তাড়না ভোগ করিতেছ ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। অতীতকালে যাঁহারা পঞ্চ অভিজ্ঞা ও অষ্ট সমাপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, যাঁহারা ধ্যানবলে সমগ্র রিপুদমনপূর্ব্বক বিশুদ্ধচিত্ত হইয়াছিলেন, যাঁহারা আকাশমার্গে বিচরণ করিতে পারিতেন, এবংবিধ বোধিসত্ত্বগণও নিষিদ্ধ পদার্থ অবলোকন করিয়া ধ্যানভ্রষ্ট ও রিপুতাড়িত হইয়া অশেষ দুঃখ পাইয়াছিলেন। যে বায়ু সুমেরুপর্ব্বত উৎপাটিত করিতে পারে, সে হস্তিপ্রমাণ শিলাখণ্ড গ্রাহ্য করিবে কেন? যে বায়ু জম্বুবৃক্ষ উন্মূলিত করিয়া বলের পরিচয় দেয়, সে ছিন্নতটস্থিত গুল্মকে ধর্ত্তব্যের মধ্যে আনে না; যে বায়ু মহাসমুদ্রশোষণক্ষম, তাহার নিকট ক্ষুদ্র তড়াগ অতি তুচ্ছ বিষয়। রিপুগণ যখন উত্তমবুদ্ধিসম্পন্ন এবং বিশুদ্ধচিত্ত বোধিসত্ত্বদিগেরও অজ্ঞানতা উৎপাদন করে, তখন তাহারা তোমায় দেখিয়া কি লজ্জিত হইবে? রিপুবলে বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিরাও বিপথগামী হন, যশস্বী ব্যক্তিরাও কলঙ্কভাগী হইয়া থাকেন। ইহা বলিয়া শাস্তা অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব কাশীরাজ্যের কোন বিভবশালী ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি জ্ঞানোদয়ের পর সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী হইয়া বিষয়বাসনা পরিহারপূর্ব্বক ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। অনন্তর তিনি সর্ব্ববিধ কৃৎস্নপরিকর্ম্ম সমাধান করিয়া অভিজ্ঞা ও সমাপত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং হিমাচলের এক নিভৃত প্রদেশে ধ্যানসুখে নিমগ্ন থাকিতেন।

একদা বোধিসত্ত্ব লবণ ও অম্লসংগ্রহার্থ † হিমালয় হইতে অবতরণ করিয়াছিলেন। তিনি বারাণসীতে গমন করিয়া রাজার উদ্যানে অবস্থিতি করিলেন এবং পরদিন শারীরকৃত্য

* ক্ষীরবৃক্ষ বা ক্ষীরতরু বলিলে ন্যগ্রোধ, উড়ুম্বর, অশ্বত্থ ও মধুক এই চারি প্রকারের যে কোন প্রকার বৃক্ষ বুঝায়।

† পালি 'অম্বিলো'—আমানি বা অম্লজল (Vinegar)

সমাগমনানন্তর নগর মধ্যে ভিক্ষায় বাহির হইলেন। তাহার পরিধান রক্তবসন, স্কন্ধের একদেশে মৃগচর্ম্ম, মস্তকে সুবিন্যস্ত জটামণ্ডল, স্কন্ধে কাচ।* তিনি এই বেশে ভিক্ষা করিতে করিতে রাজদ্বারে উপনীত হইলেন। বোধিসত্ত্বের আকার প্রকার দেখিয়া রাজার বড় ভক্তি জন্মিল। তিনি তাঁহাকে আহ্বান করিয়া মহার্হ আসনে বসাইলেন এবং প্রণিপাতপূর্ব্বক ভোজনার্থ প্রচুর সুমধুর খাদ্য দান করিলেন। বোধিসত্ত্ব ইহাতে নিতান্ত আপ্যায়িত হইয়া রাজাকে ধন্যবাদ দিলেন। তখন রাজা প্রার্থনা করিলেন, 'ভগবন্, আপনি এখন হইতে এই উদ্যানেই অবস্থিতি করুন।" বোধিসত্ত্ব ইহাতে সম্মত হইয়া রাজোদ্যানে বাস করিতে লাগিলেন। তিনি রাজকুলস্থ ব্যক্তিদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিতেন এবং রাজভোগ আহার করিতেন। এইরূপে ষোড়শ বৎসর অতিবাহিত হইল।

অতঃপর কাশীরাজ্যের প্রত্যন্ত প্রদেশে বিদ্রোহ দেখা দিল; তাহা দমন করিবার জন্য একদিন রাজাকে বারাণসী হইতে প্রস্থান করিতে হইল। যাত্রাকালে তিনি অগ্রমহিষী মৃদুলক্ষণাকে বলিয়া গেলেন, "তুমি অতি সাবধানে সন্ন্যাসী ঠাকুরের পরিচর্য্যা করিবে।" রাজার প্রস্থানের পরেও বোধিসত্ত্ব পূর্ব্ববৎ যখন ইচ্ছা রাজভবনে যাইতে লাগিলেন।

একদিন মহিষী মৃদুলক্ষণা যথাসময়ে বোধিসত্ত্বের আহার প্রস্তুত করিলেন; কিন্তু সে দিন তাঁহার আসিতে বিলম্ব হইল। মৃদুলক্ষণা সেই অবসরে স্নানাদি শারীরকৃত্য শেষ করিয়া লইলেন। তিনি সুবাসিত জলে স্নান করিলেন, সর্ব্বালঙ্কারে বিভূষিত হইলেন এবং একটী বিস্তীর্ণ প্রকোষ্ঠের মধ্যে ক্ষুদ্র শয্যায় শয়ন করিয়া বোধিসত্ত্বের আগমন প্রতীক্ষায় পথ চাহিয়া রহিলেন।

বোধিসত্ত্ব ধ্যানস্থ ছিলেন। ধ্যানশেষ হইলে তিনি দেখিলেন অনেক বেলা হইয়াছে। তখন তিনি আকাশপথেই রাজভবনে উপনীত হইলেন। তাঁহার বল্কল ও চীবরের শব্দ শুনিতে পাইয়া মৃদুলক্ষণা "আর্য্য আসিয়াছেন" বলিয়া সসম্ভ্রমে শয্যা হইতে উত্থিত হইলেন। ব্যস্ততাবশতঃ তাঁহার উৎকৃষ্ট শাটকখানি ঈষৎ স্খলিত হইল; কাজেই বাতায়নপথে প্রবেশ করিবার সময় বোধিসত্ত্ব তদীয় অলোকসামান্য রূপলাবণ্য নয়নগোচর করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ ধর্ম্মনীতিলঙ্ঘনপূর্ব্বক নয়নের তৃপ্তিসাধনার্থ তাহা অবলোকন করিতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয়ে কামনা জন্মিল; তিনি পরশুচ্ছিন্ন ক্ষীরবৃক্ষবৎ পাতিত্য প্রাপ্ত হইলেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ধ্যানফলও বিনষ্ট হইল এবং তিনি ছিন্নপক্ষ কাকের ন্যায় নিতান্ত নির্বীর্য্য হইয়া পড়িলেন। তিনি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই ভোজ্য গ্রহণ করিলেন এবং কিঞ্চিন্মাত্র আহার না করিয়া বিপুপ্রকম্পিত দেহে প্রাসাদ হইতে অবতরণপূর্ব্বক উদ্যানে ফিরিয়া গেলেন। সেখানেও পর্ণশালায় প্রবেশ করিয়া তিনি ফলকশয্যার নিম্নে ভোজ্য রাখিয়া দিলেন এবং অভুক্ত অবস্থাতেই শুইয়া পড়িলেন। মহিষীর অসামান্যরূপের ভাবনায় তাঁহার হৃদয় বাসনানলে দগ্ধ হইতে লাগিল; তিনি সপ্তাহকাল সেই ফলকশয্যায় অনাহারে পড়িয়া রহিলেন।

সপ্তমদিবসে রাজা বিদ্রোহ প্রশমিত করিয়া প্রত্যন্ত প্রদেশ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তিনি রাজধানী প্রদক্ষিণ করিয়া প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন এবং ভাবিলেন, "একবার সন্ন্যাসী ঠাকুরকে দেখিয়া আসি।" ইহা স্থির করিয়া তিনি উদ্যানে গিয়া দেখিলেন বোধিসত্ত্ব পর্ণশালায় শয্যাশায়ী। তিনি ভাবিলেন, হয়ত ইনি অসুস্থ হইয়াছেন। তিনি তৎক্ষণাৎ পর্ণশালা পরিষ্কৃত করাইলেন এবং বোধিসত্ত্বের পায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার অসুখ করিয়াছে কি?" বোধিসত্ত্ব উত্তর দিলেন, "মহারাজ, আমার অন্য কোন অসুখ নাই, কিন্তু আমার চিত্ত কামনা-প্রতিবদ্ধ হইয়াছে।" "কাহার জন্য কামনা?" "মৃদুলক্ষণার জন্য।" "বেশ কথা! আমি মৃদুলক্ষণাকে আপনাকেই দান করিতেছি।" এই

* কাচ (পালি 'কাজো বা কাচো') = বাঁক। ইহাতে বাঁকের শিকাগুচ্ছ (শিক্য) বুঝায়।

বলিয়া রাজা তপস্বিসহ গৃহে প্রতিগমন করিলেন এবং মহিষীকে সর্ব্বালঙ্কারে বিভূষিত করিয়া দান করিলেন। কিন্তু সঙ্কেত দ্বারা তাঁহাকে বলিয়া দিলেন, "প্রিয়ে, তুমি স্বীয় প্রভাবে এই তপস্বীকে রক্ষা করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিও।" মৃদুলক্ষণা বলিলেন, "যে আজ্ঞা, মহারাজ, চেষ্টার ত্রুটি হইবে না।"

ইহার পর বোধিসত্ত্ব মৃদুলক্ষণাকে লইয়া রাজভবনের বাহির হইলেন; কিন্তু তাঁহারা যখন সিংহদ্বারের নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন মৃদুলক্ষণা বলিলেন, "প্রভো, আমাদের বাসোপযোগী কোন গৃহ নাই। আপনি রাজার নিকট গিয়া একটা বাসগৃহ প্রার্থনা করুন। বোধিসত্ত্ব তদনুসারে রাজার নিকট গৃহ প্রার্থনা করিলেন। রাস্তার ধারে একখানি জীর্ণ কুটীর ছিল; পথিকেরা তাহাতে মলত্যাগ করিত। রাজা বোধিসত্ত্বকে ঐ কুটীর দান করিলেন।

বোধিসত্ত্ব মহিষীকে লইয়া সেই কুটীরে গেলেন; কিন্তু মহিষী উহা দেখিয়াই বলিলেন "আমি ইহার ভিতর যাইব না।" বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন যাইবে না?" "অশুচি বলিয়া।" "তবে এখন কি করিতে হইবে বল।" "ঘর পরিষ্কার করুন; রাজার নিকট গিয়া কোদাল ও ঝুড়ি লইয়া আসুন।" এই বলিয়া মহিষী বোধিসত্ত্বকে পুনর্ব্বার রাজার নিকট পাঠাইলেন। তাহার পর তিনি বোধিসত্ত্বের দ্বারা ঘরের মল ও আবর্জ্জনা ফেলাইলেন, গোবর আনাইয়া মেজে ও বেড়া লেপাইলেন; "আবার যান, খাটিয়া আনুন, পিঁড়ি আনুন, বিছানা আনুন, জালা আনুন, ঘটি আনুন" বলিয়া এক একবার এক একটী দ্রব্য আনাইলেন, এবং শেষে তাঁহাকে জল ও অন্যান্য উপকরণ আনিতে বলিলেন। বোধিসত্ত্ব ঘটে করিয়া জল আনিয়া জালায় পূরিলেন, মহিষীর স্নানের জন্য জল আনিলেন এবং শয্যা প্রস্তুত করিলেন।

এই সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ হইলে বোধিসত্ত্ব মহিষীর সহিত শয্যায় উপবেশন করিলেন। "তুমি না ব্রাহ্মণ? তুমি না শ্রমণ? তুমি কি সব কথা ভুলিয়া গিয়াছ?" বলিতে বলিতে মহিষী তাঁহার দাড়ি * ধরিয়া নিজের মুখের সম্মুখে তদীয় মুখ টানিয়া আনিলেন। মহিষীর কথায় বোধিসত্ত্বের চৈতন্য হইল; এতক্ষণ তিনি অজ্ঞানে ডুবিয়াছিলেন।

["ভিক্ষুগণ, কামরিপু ধর্ম্মের বিঘ্নজনক † এবং ক্লেশ বলিয়া পরিগণিত কেন না অবিদ্যা হইতে ইহার উৎপত্তি এবং অবিদ্যাজাত সমস্তই জীবকে অন্ধ করিয়া ফেলে" ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্য এখানে বলা আবশ্যক।]

চৈতন্যলাভের পর বোধিসত্ত্ব চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'এই কুপ্রবৃত্তি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইলে আমি আর চতুর্ব্বিধ অপায় হইতে মস্তক উত্তোলন করিতে পারিব না। আমি অদ্যই মহিষীকে রাজার হস্তে প্রত্যর্পণ করিব এবং হিমালয়ে চলিয়া যাইব।' অনন্তর তিনি মহিষীকে লইয়া রাজার নিকট উপনীত হইলেন এবং বলিলেন, "মহারাজ, আপনার মহিষীতে আর আমার প্রয়োজন নাই, ইঁহারই জন্য আমার মনে কুপ্রবৃত্তির উদ্রেক হইয়াছিল।" অনন্তর বোধিসত্ত্ব এই গাথা বলিলেন :—

> মৃদুলক্ষণার তরে একমাত্র অভিলাষ
> ছিল মম পূর্ব্বে হে রাজন্,
> কিন্তু সেই বিশালাক্ষী লভি এবে, এক ইচ্ছা
> ইচ্ছান্তরে করে উৎপাদন।

এই গাথা আবৃত্তি করিবামাত্র বোধিসত্ত্ব পুনর্ব্বার ধ্যানবল লাভ করিলেন এবং আকাশে সমাসীন হইয়া রাজাকে ধর্ম্মকথা শুনাইতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি হিমালয়ে প্রতিগমন-

* সংস্কৃত 'দাটিকা', পালি 'দাঠিকা', বাঙ্গালা 'দাড়ি'।

† মূলে 'কামচ্ছন্দ-নীবরণা' এই পদ আছে। নীবরণ = ধর্ম্মপরিপন্থক। বৌদ্ধশাস্ত্রে কাম, ব্যাপাদ (ঈর্ষা), স্ত্যানমিদ্ধ (অলসতা), ঔদ্ধত্য, কৌকৃত্য, বিচিকিৎসা (সংশয়), ঋণ, রোগ বন্ধনাগার, দাসত্ব প্রভৃতি নানা প্রকার নীবরণের নাম দেখা যায়।

কোলে ছেলে পথে পতি, সহজেই পাই,
কিন্তু কোথা, মহারাজ, মিলিবেক ভাই?

রাজা দেখিলেন রমণী সত্য কথাই বলিতেছে। তিনি প্রীত হইয়া তিন জনকেই বন্ধনাগার হইতে আনয়ন করিয়া মুক্তি দিলেন; রমণী তাহাদিগকে লইয়া চলিয়া গেল।

[অতএব দেখিতে পাইলে ঐ রমণী এই তিন ব্যক্তিকে পূর্ব্বেও বিপদ্ হইতে মুক্ত করিয়াছিল।

সমবধান—তখন এই রমণী ও এই ব্যক্তিত্রয় ছিল সেই রমণী এবং সেই ব্যক্তিত্রয় এবং আমি ছিলাম সেই রাজা।]

☞ ইহাতে বিধবাদিগের পত্যন্তর গ্রহণের প্রথা লক্ষিত হয়। তবে প্রত্যুৎপন্নবস্তু ও অতীতবস্তু উভয়ত্রই রমণী নীচজাতীয়া। হিন্দুসমাজের নীচজাতীয় লোকের মধ্যে (বিশেষতঃ পশ্চিমাঞ্চলে) বিধবাবিবাহ এখনও প্রচলিত আছে।

৬৮—সাকেত-জাতক।

[শাস্তা অঞ্জনবনে অবস্থিতি কালে কোন ব্রাহ্মণসম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন।

শুনা যায় শাস্তা যখন ভিক্ষুসঙ্ঘপরিবৃত হইয়া সাকেত * নগরে প্রবেশ করিতেছিলেন, সেই সময়ে সাকেতবাসী জনৈক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ নগর হইতে বাহিরে যাইতেছিলেন। তিনি দ্বারদেশে দশবলের দর্শনলাভ করিয়া তাঁহার পাদমূলে পতিত হইলেন এবং দৃঢ়রূপে তদীয় গুল্ফদ্বয় ধারণপূর্ব্বক বলিলেন, "বৎস, মাতাপিতার বৃদ্ধাবস্থায় তাঁহাদের সেবা করা কি পুত্রের ধর্ম্ম নয়? তুমি এতকাল আমাদিগকে দেখা দাও নাই কেন? আমি ত এখন তোমায় দেখিতে পাইলাম। চল, তোমার মাতাকে দেখা দিয়া যাও।" ইহা বলিয়া ব্রাহ্মণ শাস্তাকে নিজ গৃহে লইয়া গেলেন। এখানে তাঁহার জন্য যে আসন প্রস্তুত হইয়াছিল শাস্তা ভিক্ষুসঙ্ঘসহ তদুপরি উপবেশন করিলেন। তখন ব্রাহ্মণী আসিয়া তাঁহার পাদমূলে পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন, "বাবা, এতকাল কোথায় ছিলি? বুড়া মা বাপের কি সেবা করিতে নাই রে, বাপ?" অনন্তর তিনি পুত্রকন্যাদিগকে "তোরা শীঘ্র আয়, তোদের দাদাকে প্রণাম কর্" বলিয়া ডাকিয়া আনিলেন এবং তাহাদিগের দ্বারা শাস্তাকে প্রণাম করাইলেন।

ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী পরম সন্তোষ লাভ করিয়া অতিথি সৎকার করিলেন। আহার শেষ হইলে শাস্তা বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাকে জরাসূত্র † শুনাইলেন; তাহাতে ঐ দম্পতি অনাগামিফল প্রাপ্ত হইলেন। অতঃপর আসন হইতে উত্থিত হইয়া শাস্তা অঞ্জনবনে ফিরিয়া গেলেন।

ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভায় সমাসীন হইয়া এই ঘটনা সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা কহিলেন, "দেখ তথাগতের পিতা শুদ্ধোধন এবং মাতা মহামায়া, এ কথা ব্রাহ্মণ নিশ্চিত জানেন; তথাপি তিনি ও তাঁহার পত্নী উভয়েই শাস্তাকে পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিলেন; শাস্তাও তাহার প্রতিবাদ করিলেন না। ইহার কারণ কি?" ভিক্ষুদিগের কথা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, ইঁহারা দুইজনে পুত্রকেই পুত্র বলিয়াছেন।" অনন্তর তিনি অতীত কথা বলিতে লাগিলেন:—]

এই ব্রাহ্মণ অতীতকালে নিরন্তর উপর্য্যুপরি পঞ্চশত জন্ম আমার পিতা, পঞ্চশত জন্ম খুল্লতাত, ‡ এবং পঞ্চশত জন্ম পিতামহ ছিলেন। এই ব্রাহ্মণীও অতীতকালে নিরন্তর পঞ্চশত জন্ম আমার মাতা, পঞ্চশত জন্ম পিতৃব্য-পত্নী এবং পঞ্চশত জন্ম পিতামহী ছিলেন। এইরূপে সার্দ্ধসহস্র জন্ম আমি এই ব্রাহ্মণের হস্তে এবং সার্দ্ধসহস্র জন্ম এই ব্রাহ্মণীর হস্তে প্রতিপালিত হইয়াছি।

এইরূপে ত্রিসহস্র জন্ম বৃত্তান্ত বলিয়া অভিসম্বুদ্ধ শাস্তা নিম্নলিখিত গাথা পাঠ করিলেন:—

---

* অযোধ্যার অন্তঃপাতী প্রাচীন নগরবিশেষ।

† জরাসূত্র—সুত্ত নিপাতের সূত্রবিশেষ।

‡ মূলে চুল্লপিতা (খুল্লতাত), মহাপিতা (পিতামহ, মাতামহ), চুল্লমাতা (পিতৃব্য পত্নী), মহামাতা (পিতামহী, মাতামহী) এই কয়েকটী শব্দ দেখা যায়। 'মহাপিতা' ইংরাজী grandfather শব্দের অবিকল অনুরূপ।

দরশন মাত্র মন যাবে চায়,
দরশনে যার প্রসন্ন অন্তর,
প্রাক্তন বান্ধব জানিবে তাহায়,
বিশ্বাসের পাত্র সেই মিত্রবর।

[সমবধান—এই ব্রাহ্মণদম্পতি উক্ত সমস্ত অতীত জন্মেই দাম্পত্যবন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন এবং আমি তাঁহাদের সন্তান ছিলাম।]

৬৯—বিষবান্ত-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে ধর্ম্মসেনাপতি সারীপুত্র সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন।

এই স্থবির যখন পিষ্টক ভক্ষণ করিতেন তখন একদিন লোকে ভিক্ষুসঙ্ঘের আহারার্থ বিহারে এত পিষ্টক লইয়া গিয়াছিলেন যে ভিক্ষুদিগের আহারান্তেও বিস্তর উদবৃত্ত ছিল। তাহা দেখিয়া দাতারা বলিলেন, "মহাশয়গণ, যাঁহারা ভিক্ষাচর্য্যার্থ গ্রামে গিয়াছেন, তাঁহাদের জন্যও কিছু পিষ্টক রাখিয়া দিন।"

এই সময়ে সারীপুত্রের এক সার্দ্ধবিহারিকও কোন গ্রামে ভিক্ষা করিতে গিয়াছিল। তাহার জন্য পিষ্টকের এক অংশ রাখিয়া দেওয়া হইল; কিন্তু তিনি ফিরিতেছেন না দেখিয়া বিহারবাসীরা মনে করিল ভোজন-বেলা অতিক্রান্ত হইতে চলিল, (ইহার পর পিষ্টক ভক্ষণের সময় থাকিবে না।)* অতএব তাহারা ঐ অংশ স্থবিরকে আহার করিতে দিল। তিনি উহা আহার করিয়াছেন এমন সময় সার্দ্ধবিহারিক বিহারে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। তাহাকে দেখিয়া স্থবির বলিলেন, "বৎস, তোমার জন্য যে পিষ্টক রাখা হইয়াছিল তাহা আমি আহার করিয়াছি। সার্দ্ধবিহারিক বলিল, "তাহা করিবেন না কেন? মধুর দ্রব্য কি কাহারও নিকট অপ্রিয় হইতে পারে?"

এই কথায় মহাস্থবিরের মনে বড় অশান্তি জন্মিল। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, "অদ্য হইতে পিষ্টক ভোজন ত্যাগ করিলাম।" শুনা যায় ইহার পর নাকি সারীপুত্র আর কখনও পিষ্টক ভক্ষণ করেন নাই।

সারীপুত্র পিষ্টক ত্যাগ করিয়াছেন এ কথা প্রচিরে বিহারবাসীদিগের বিদিতগোচর হইল। তাহারা এক দিন ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া এই কথার আন্দোলন করিতেছে এমন সময় শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, "ভিক্ষুগণ, তোমরা কি আলোচনা করিতেছ?" তাহারা আলোচনার বিষয় নিবেদন করিলে শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, সারীপুত্র একবার যাহা পরিত্যাগ করিয়াছে, প্রাণ গেলেও তাহা পুনর্ব্বার গ্রহণ করিবে না।" অতঃপর তিনি অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব বিষবৈদ্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি এই ব্যবসায় দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন।

ঘটনাক্রমে একদিন কোন জনপদবাসী সর্পকর্ত্তৃক দষ্ট হইয়াছিল। তাহার আত্মীয় বন্ধুগণ বিপত্তির আশঙ্কা করিয়া তখনই বোধিসত্ত্বকে আনাইল। বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঔষধ প্রয়োগে বিষ বাহির করিব, না যে সাপে ইহাকে কামড়াইয়াছে, তাহাকেই আনিয়া তাহার দ্বারা বিষ চুষাইয়া লইব?" গ্রামবাসীরা বলিল "সাপ আনিয়াই বিষ বাহির করান।" তখন বোধিসত্ত্ব সর্পকে আনয়ন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি এই ব্যক্তিকে দংশন করিয়াছ?" সর্প বলিল, "হাঁ, আমিই ইহাকে দংশন করিয়াছি।" "তবে এখন ক্ষতস্থান হইতে বিষ চুষিয়া বাহির কর।" "আমি একবার যে বিষ ঢালিয়াছি, তাহা পূর্ব্বেও কখন পুনর্গ্রহণ করি নাই, এখনও করিব না।" এই উত্তর শুনিয়া বোধিসত্ত্ব কাষ্ঠ আনাইয়া অগ্নি জ্বালাইলেন এবং সর্পকে বলিলেন, "হয় বিষ চুষিয়া লও, নয় এই অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া পুড়িয়া মর।" সর্প কহিল, "পুড়িয়া মরি সেও ভাল, তথাপি পরিত্যক্ত বিষ পুনর্ব্বার গ্রহণ করিব না।

ঢালি একবার প্রাণভয়ে পুনঃ গিলিতে যাহারে হয়,
ধিক হেন বিষে, ইহাতে আমার নাহি কোন ফলোদয়।
নীচতা স্বীকারে লভিলে জীবন, কেমনে দেখাব মুখ?
তার চেয়ে আমি তেজ দেখাইয়া মরণে পাইব সুখ।

* কেন না মধ্যাহ্নের পর পিষ্টকাদি চর্ব্ব্য খাদ্য নিষিদ্ধ।

ইহা বলিয়া সর্প অগ্নিতে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইল, কিন্তু বোধিসত্ত্ব তাহাকে বাধা দিয়া ঔষধ ও মন্ত্রবলেই বিষ বাহির করিলেন। এইরূপে উক্ত ব্যক্তি আরোগ্য লাভ করিলে বোধিসত্ত্ব সর্পকে শীলব্রত শিখাইলেন এবং "অতঃপর কাহারও অনিষ্ট করিওনা" বলিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন।

[সারীপুত্র যখন একবার কোন দ্রব্য পরিত্যাগ করে, তখন কখনও তাহা প্রাণান্তে পুনর্ব্বার স্পর্শ করে না।

সমবধান—তখন সারীপুত্র ছিল সেই সর্প এবং আমি ছিলাম সেই বৈদ্য।]

৭০—কুদ্দাল-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে চিত্রহস্ত সারীপুত্র নামক স্থবিরকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন।

চিত্রহস্ত সারীপুত্র শ্রাবস্তী নগরের কোন ভদ্রবংশীয় যুবক।* তিনি একদিন হলকর্ষণান্তে † গৃহে প্রতিগমন করিবার সময় কোন বিহারে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং জনৈক স্থবিরের পাত্র হইতে স্নিগ্ধমধুর ভোজ্যপেয়ের আস্বাদ পাইয়া ভাবিয়াছিলেন, 'আমি দিবারাত্র স্বহস্তে নানা কার্য্য সম্পাদন করি, অথচ কখনও এরূপ মধুর খাদ্য পাই না। অতএব আমিও শ্রমণ হইব।' ইহা স্থির করিয়া তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ পূর্ব্বক দেড় মাস কাল একাগ্রচিত্তে ধর্ম্মচিন্তা করিলেন, কিন্তু শেষে রিপুপরতন্ত্র হইয়া সঙ্ঘত্যাগ করিয়া গেলেন। অতঃপর অন্নকষ্টে তিনি পুনর্ব্বার প্রব্রাজক হইয়া অভিধর্ম্ম ‡ শিক্ষা করিলেন। এইরূপে তিনি উপর্য্যুপরি ছয় বার প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন এবং ছয় বার সংসারী হইলেন। অনন্তর সপ্তম বার সংসার ত্যাগ করিবার পর তিনি অভিধর্ম্মের সাতটী প্রকরণই কণ্ঠস্থ করিলেন এবং বহুবার ভিক্ষুধর্ম্ম আবৃত্তি করিতে করিতে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া অর্হত্ত্বে উপনীত হইলেন। তখন তাঁহার ভিক্ষুবন্ধুগণ পরিহাসপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, "কিহে ভায়া, তোমার চিত্তে পূর্ব্বের ন্যায় রিপুগণের প্রাদুর্ভাব হয় না কি?" তিনি বলিলেন, "বন্ধুগণ, পার্থিব গৃহিভাব আর আমায় অভিভূত করিতে পারে না।"

চিত্রহস্ত সারীপুত্র এইরূপে অর্হত্ত্ব লাভ করিলে ধর্ম্মসভায় তৎসম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হইল। ভিক্ষুরা বলিতে লাগিলেন, যদিও চিত্রহস্ত সারীপুত্র ভাগ্যবলে অর্হত্ত্ব লাভ করিয়াছেন, তথাপি (এ কথা বলিতে হইবে যে) তিনি ছয়বার সঙ্ঘত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। যাহারা পৃথগ্জন (অর্থাৎ যাহারা ত্রিরত্নের শরণ না লইয়া কেবল পার্থিব বিষয়ই লইয়া থাকে) তাহাদের বহু দোষ।

এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিয়া বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, বিষয়াসক্ত ব্যক্তির চিত্ত লঘু ও দুর্দ্দমনীয়। বিষয়বাসনা এরূপ চিত্তকে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিয়া রাখে। চিত্ত একবার আবদ্ধ হইলে সহসা মুক্তিলাভ করিতে পারে না। এরূপ চিত্তের বশীকরণ অতীব প্রশংসার্হ ও বশীভূত হইলে ইহা পরম সুখাবহ ও কল্যাণসাধক হয়।

বিষয়ীর চিত্ত রিপু-পরায়ণ,
অসার বিষয়ে রত অনুক্ষণ।
হেন চিত্ত যেই বশীভূত করে,
প্রশংসা তাহার করে সব নরে।
চিত্তের দমন সুখের কারণ,
কল্যাণ তাহাতে লভে সর্ব্বজন।

চিত্তের এই দুর্দ্দমনীয়তা বশতঃ পণ্ডিতেরাও লোভপরবশ হইয়া একখানি কুদ্দাল পর্য্যন্ত ফেলিয়া দিতে পারেন নাই এবং সেই সামান্য বস্তুর মায়ায় ছয় বার প্রব্রজ্যা পরিত্যাগপূর্ব্বক সংসারী হইয়াছিলেন। কিন্তু সপ্তমবারে প্রব্রজ্যা গ্রহণের পর তাঁহারা ধ্যানফল লাভ করিয়াছিলেন এবং লোভ-দমনে সমর্থ হইয়াছিলেন।" ইহা বলিয়া শাস্তা সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

---

* যাঁহারা অর্হত্ত্ব লাভ করিতেন তাঁহারা বয়োবৃদ্ধ না হইলেও "স্থবির" উপাধি পাইতেন। এই নিমিত্ত চিত্রহস্ত সারীপুত্র যুবক হইয়াও "স্থবির" আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন।

† ভদ্রবংশীয়দিগের পক্ষে স্বহস্তে হলকর্ষণ প্রাচীনকালে দোষাবহ ছিল না।

‡ অর্থাৎ তৃতীয় পিটক।

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব পর্ণিককুলে * জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পর "কুদ্দালপণ্ডিত" নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। তিনি কুদ্দালদ্বারা একখণ্ড ভূমি পরিষ্কৃত করিয়া তাহাতে শাক, লাউ, কুমড়া, শশা প্রভৃতি উৎপাদন করিতেন এবং সেই সমস্ত বিক্রয় করিয়া অতিকষ্টে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। সংসারে সেই একখানি কোদালি ভিন্ন তাঁহার অন্য কোন সম্বল ছিল না। একদিন তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'গৃহে থাকিয়া আমার কি সুখ? আমি সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইব।' এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি কোদালিখানি লুকাইয়া রাখিয়া ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন।

কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই বোধিসত্ত্বের মনে সেই ভোঁতা কোদালির লোভ প্রবল হইয়া উঠিল, তিনি পুনরায় সংসারে আসিলেন। এইরূপ পুনঃ পুনঃ ঘটিতে লাগিল,—তিনি ছয়বার কোদালি লুকাইয়া রাখিয়া প্রব্রাজক হইলেন এবং ছয়বারই গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। অনন্তর সপ্তমবারে তিনি এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন:—"আমি এই কুণ্ঠ কুদ্দালের মায়াতেই পুনঃ পুনঃ গৃহে আসিতেছি; এবার ইহা মহানদীর মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া প্রব্রজ্যা লইব।" তখন তিনি নদীতীরে গিয়া, পাছে কুদ্দালের পতনস্থান দৃষ্টিগোচর হইলে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক উহা উদ্ধার করিবার ইচ্ছা হয় এই আশঙ্কায়, চক্ষুর্দ্বয় নিমীলন করিলেন, বাঁট ধরিয়া হস্তিসমবলে মস্তকোপরি তিনবার ঘুরাইয়া কুদ্দালখানি নদীর মধ্যভাগে নিক্ষেপ করিলেন এবং "আমি জিতিয়াছি! আমি জিতিয়াছি!" বলিয়া তিনবার সিংহনাদ করিলেন।

ইতঃপূর্ব্বে বারাণসীরাজ্যের প্রত্যন্তবাসী প্রজারা বিদ্রোহী হইয়াছিল। তাহাদিগকে দমন করিয়া বারাণসীপতি রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন। দৈবগত্যা ঐ সময়ে তিনি সেই নদীতেই অবগাহন পূর্ব্বক সর্ব্বালঙ্কারভূষিত এবং গজস্কন্ধারূঢ় হইয়া গমন করিতেছিলেন, এমন সময়ে বোধিসত্ত্বের জয়ধ্বনি তাঁহার কর্ণগোচর হইল। তিনি বলিলেন, "এ লোকটা 'জিতিয়াছি জিতিয়াছি' বলিতেছে। কাহাকে জিতিল? উহাকে আমার নিকট আনয়ন কর ত।"

বোধিসত্ত্ব উপস্থিত হইলে রাজা জিজ্ঞাসিলেন, "ভদ্র, আমি সংগ্রামে বিজয়ী হইয়া রাজধানীতে ফিরিতেছি। তুমি কিসে বিজয়ী হইলে?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "মহারাজ, যদি চিত্তনিহিত রিপুগণকে জয় করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ সংগ্রামে জয়লাভ করাও বৃথা। আমি অন্ত লোভদমনপূর্ব্বক রিপুজয়ী হইয়াছি।" ইহা বলিতে বলিতে তিনি মহানদী অবলোকন করিতে লাগিলেন, এবং জলকৃৎস্ন ধ্যান করিয়া তত্ত্বদর্শী হইলেন। তখন তাঁহার লোকাতীত ক্ষমতা জন্মিল, তিনি আকাশে আসীন হইয়া রাজাকে নিম্নলিখিত গাথায় ধর্ম্মশিক্ষা দিলেন:—

> সে জয়ে কি ফল, পশ্চাতে যাহার আছে পরাজয়ভয়?
> যে জয়ের কভু নাই পরাজয়, সেই সে প্রকৃত জয়।

ধর্ম্মোপদেশ শুনিতে শুনিতে রাজার মোহান্ধকার দূর এবং রিপুনিচয় প্রশমিত হইল। তাঁহার রাজ্যাভিলাষ দূরে গেল, প্রব্রজ্যালাভের বাসনা জন্মিল। তিনি বোধিসত্ত্বকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এখন কোথায় যাইবেন? বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "মহারাজ, আমি এখন হিমাচলে গিয়া তপস্বিভাবে বাস করিব।" "তবে আমিও প্রব্রাজক হইব" বলিয়া রাজাও বোধিসত্ত্বের সঙ্গে যাত্রা করিলেন। তদ্দর্শনে রাজার সমস্ত সৈন্য এবং সমভিব্যাহারী ব্রাহ্মণাদি অপর সকলেও তাঁহার অনুগামী হইলেন।

বারাণসীবাসীরা যখন শুনিল কুদ্দালপণ্ডিতের উপদেশবলে রাজা প্রব্রজ্যাভিমুখী হইয়াছেন এবং সসৈন্যে তাঁহার অনুগমন করিতেছেন, তখন তাহারা ভাবিল, "আমরা ঘরে থাকিয়া কি

* যাহারা শাকসবুজি উৎপাদন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত তাহারা পর্ণিক নামে অভিহিত হইত। বঙ্গদেশে পুণ্ড্রীক নামক জাতিরও এই ব্যবসায়। পুণ্ড্রীকেরা সাধারণতঃ পুঁড়া নামে পরিচিত।

করিব ?" অনন্তর দ্বাদশ যোজন বিস্তীর্ণ বারাণসী নগর হইতে সমস্ত অধিবাসী তাঁহাদের সঙ্গে যোগ দিল এবং দ্বাদশ যোজন দীর্ঘ জনস্রোত বোধিসত্ত্বের সঙ্গে হিমাচলে প্রবেশ করিল।

এদিকে দেবরাজ শক্রের আসন উত্তপ্ত * হইল। তিনি ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া জানিতে পারিলেন, কুদ্দালপণ্ডিত মহাভিনিষ্ক্রমণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এত লোকের বাসস্থানের কি কি সুবিধা করা যায় ভাবিয়া তিনি বিশ্বকর্ম্মাকে ডাকিয়া বলিলেন, "কুদ্দালপণ্ডিত মহাভিনিষ্ক্রমণ করিতেছেন। ইঁহার বাসস্থানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। তুমি এখনই হিমাচলে গিয়া দৈবশক্তিপ্রভাবে সমতল ভূভাগে ত্রিংশদ্‌যোজনদীর্ঘ এবং পঞ্চদশযোজন বিস্তৃত আশ্রমপদ প্রস্তুত কর।" বিশ্বকর্ম্মা "যে আজ্ঞা" বলিয়া তখনই চলিয়া গেলেন এবং দেবরাজের আদেশমত আশ্রমপদ প্রস্তুত করিলেন।

[অতঃপর সংক্ষেপে বলা যাইতেছে; সবিস্তর বিবরণ হস্তিপালক জাতকে (৫০৯) প্রদত্ত হইবে। এই জাতক এবং হস্তিপালজাতক প্রকৃতপক্ষে একই আখ্যায়িকার ভিন্ন ভিন্ন অংশ।]

বিশ্বকর্ম্মা আশ্রমপদে পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিলেন; সেখান হইতে বিকটরাবী পশু, পক্ষী ও রাক্ষসাদি দূর করিয়া দিলেন এবং চারিদিকে চারিটী একপদিক মার্গ † প্রস্তুত করিয়া স্বস্থানে প্রতিগমন করিলেন। সানুচর কুদ্দাল পণ্ডিত হিমাচলে উপনীত হইয়া শক্রদত্ত আশ্রমে প্রবেশ করিলেন এবং বিশ্বকর্ম্ম-নির্ম্মিত প্রব্রাজকোচিত কুটীর ও উপকরণাদি গ্রহণ করিলেন। তিনি প্রথমে নিজে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন, পরে অনুচরদিগকে প্রব্রজ্যা দিলেন এবং আশ্রমপদ ভাগ করিয়া কে কোন্ অংশে থাকিবেন তাহা নির্দ্দেশ করিলেন।

এইরূপে বারাণসী-বাসীরা ইন্দ্রতুল্য বিভব পরিহার করিলেন—ত্রিংশদ্‌যোজনব্যাপী সমস্ত আশ্রমপদ প্রব্রাজকপূর্ণ হইল। কুদ্দালপণ্ডিত অবশিষ্ট সমস্ত কৃৎস্ন ধ্যান করিয়া ‡ ব্রহ্মবিহার প্রাপ্ত হইলেন এবং অনুচরদিগের জন্য যথাযোগ্য কর্ম্মস্থান নির্দ্দেশ করিয়া শিক্ষা দিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহারা সকলেই অষ্টসমাপত্তি লাভপূর্ব্বক ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি-সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হইলেন এবং যাহারা তাঁহাদের পরিচর্য্যা করিল, তাহারাও দেবলোকবাসের উপযুক্ত হইল।

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, রিপুপরবশ চিত্তের মুক্তিসম্পাদন অতি দুষ্কর। লোভ জন্মিলে তাহা সহজে দূর করিতে পারা যায় না। কুদ্দালপণ্ডিতের ন্যায় বিজ্ঞলোকেও তখন অজ্ঞের মত আচরণ করিয়া থাকেন।

এই উপদেশ শুনিয়া ভিক্ষুদিগের মধ্যে কেহ স্রোতাপত্তি-ফল, কেহ সকৃদাগামি-ফল, কেহ অনাগামিফল লাভ করিলেন, কেহ কেহ বা অর্হন্ হইলেন।

[সমবধান—তখন আনন্দ ছিল রাজা, বুদ্ধশিষ্যেরা ছিল কুদ্দালপণ্ডিতের অনুচর, এবং আমি ছিলাম কুদ্দালপণ্ডিত।]

৭১—বরুণ-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে তিষ্যনামক জনৈক স্থবিরকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি একজন ভূম্যধিকারীর পুত্র ছিলেন। §

একদিন শ্রাবস্তীবাসী বন্ধুত্বসূত্রাবদ্ধ ত্রিশজন ভদ্রবংশীয় যুবক বহুসংখ্যক অনুচরসহ গন্ধপুষ্পবস্ত্রাদি উপঢৌকন লইয়া শাস্তার নিকট ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণার্থ জেতবনে গমন করিয়াছিলেন। সেখানে তাঁহারা নাগ-

---

* বৌদ্ধগ্রন্থে দেখা যায় সাধুপুরুষদিগের কোন বিপদ্ ঘটিলে শক্রের আসন উত্তপ্ত হয়; হিন্দুশাস্ত্রে দেখা যায় ভক্তের বিপদে দেবতার আসন টলে।

† সঙ্কীর্ণপথ—যাহাতে একবারে একজন মাত্র লোক চলিতে পারে। তপোবনে প্রধানতঃ এইরূপ সঙ্কীর্ণ পথেরই উল্লেখ দেখা যায়।

‡ অর্থাৎ জল ব্যতীত অন্য সমস্ত কৃৎস্ন। ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে তিনি জলকৃৎস্ন ধ্যান করিয়া অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিয়াছিলেন।

§ মূলে "কুটুম্বিয়-পুত্ত' এই পদ আছে। কুটুম্বী = সম্পন্ন গৃহস্থ, ভূম্যধিকারী।

মালক, শালমালক * প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন উদ্যানাংশে কিয়ৎক্ষণ অবস্থিতি করিলেন; অনন্তর সায়ংকালে শাস্তা যখন সুরভিগন্ধবাসিত গন্ধকুটীর হইতে বাহির হইয়া ধর্ম্মসভায় প্রবেশপূর্ব্বক অলঙ্কৃত বুদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইলেন, তখন তাঁহারা সানুচর সেখানে গিয়া তাঁহার অর্চ্চনা করিলেন এবং তদীয় চক্রলাঞ্ছিত পাদপদ্মে প্রণিপাতপুরঃসর একান্তে আসন গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মকথা শুনিতে লাগিলেন।

ধর্ম্মকথা সমাপ্ত হইলে তাঁহারা স্থির করিলেন যে ভগবানের ব্যাখ্যানুসারে তাঁহাদের পক্ষে প্রব্রজ্যাগ্রহণ করাই কর্ত্তব্য। তদনুসারে, শাস্তা যখন ধর্ম্মসভা ত্যাগ করিলেন, তখন তাঁহারা তাঁহার সম্মুখে গিয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক প্রার্থনা করিলেন, "ভগবন্, আমাদিগকে প্রব্রজ্যা দিন।" শাস্তা তাহাদের অভিলাষ পূরণ করিলেন।

এই যুবকগণ আচার্য্য ও উপাধ্যায়গণের সেবা করিয়া যথাসময়ে উপসম্পদা লাভ করিলেন। তাঁহারা পাঁচ বৎসর ইঁহাদের সংসর্গে থাকিয়া মাতৃকাদ্বয় † আয়ত্ত করিলেন, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যজ্ঞান সম্পন্ন হইলেন, ত্রিবিধ অনুমোদন ‡ অভ্যাস করিলেন এবং তৎপরে চীবর সীবন ও রঞ্জন করিয়া, শ্রমণধর্ম্ম পালনার্থ ব্যগ্র হইলেন। তাঁহারা আচার্য্য ও উপাধ্যায়দিগের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক শাস্তার নিকট গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং বিনীতভাবে বলিলেন, "ভগবন্, আমরা পুনর্জ্জন্মভয়ে ব্যাকুল এবং জরাব্যাধিমরণভয়ে সন্ত্রস্ত। আমাদিগের জন্য এমন এক একটী কর্ম্মস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিন, যাহা ধ্যান করিয়া আমরা সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারি।" শাস্তা মনে মনে অষ্টত্রিংশ কর্ম্মস্থান পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক তাঁহাদের জন্য এক একটী উপযুক্ত কর্ম্মস্থান নির্ব্বাচিত করিলেন এবং তাহার মর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়া দিলেন।

কর্ম্মস্থানলাভান্তে এই ভিক্ষুগণ শাস্তাকে বন্দনা ও প্রদক্ষিণ করিয়া স্ব স্ব পরিবেণে § গমন করিলেন এবং আচার্য্য ও উপাধ্যায়দিগের নিকট বিদায় লইয়া শ্রমণধর্ম্ম-পালনার্থ পাত্র ও চীবর গ্রহণপূর্ব্বক বিহার হইতে যাত্রা করিলেন।

এই যুবকদিগের মধ্যে কুটুম্বিপুত্র তিষ্য স্থবির অতি অলস, হীনবীর্য্য ও বিলাসপরায়ণ ছিলেন। তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'আমি কখনও বনে বাস করিতে, কঠোর তপস্যা করিতে বা ভিক্ষালব্ধ অন্নে জীবন ধারণ করিতে পারিব না। অতএব ইহাদের সঙ্গে যাইবার প্রয়োজন কি? আমি বিহারে ফিরিয়া যাই।' এইরূপে নিরুৎসাহ হইয়া তিনি সহচরদিগের সহিত কিয়দ্দূর যাইবার পরেই প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। অপর উনত্রিশ জন যুবক কোশলরাজ্যে ভিক্ষাচর্য্যা করিতে করিতে এক প্রত্যন্ত গ্রামে উপনীত হইলেন এবং তাহার নিকটবর্ত্তী এক অরণ্যমধ্যে বর্ষাযাপন করিলেন। সেখানে পুনঃ পুনঃ কঠোর চেষ্টা করিয়া তাঁহারা অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন হইলেন এবং অর্হত্ত্ব লাভ করিলেন। তাঁহাদের সিদ্ধিলাভে সমস্ত পৃথিবী আনন্দধ্বনিতে নিনাদিত হইল।

ক্রমে বর্ষা শেষ হইল; ভিক্ষুগণ প্রবারণ সমাপনপূর্ব্বক শাস্তাকে সিদ্ধিলাভবার্ত্তা জানাইবার অভিপ্রায়ে জেতবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা যথাসময়ে জেতবনে উপনীত হইলেন, একস্থানে পাত্র ও চীবর রাখিয়া দিলেন, আচার্য্য ও উপাধ্যায়দিগের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং তথাগতের দর্শনলাভার্থ তাঁহার নিকট গিয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক একান্তে উপবেশন করিলেন। শাস্তা মধুরস্বরে তাঁহাদিগকে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারাও সিদ্ধিলাভের কথা জানাইলেন এবং শাস্তার নিকট প্রশংসাবাদ পাইলেন। ইহা শুনিয়া কুটুম্বিপুত্র তিষ্য একাকীই শ্রমণধর্ম্মপালনার্থ পুনর্ব্বার বিহারত্যাগের সঙ্কল্প করিলেন। তাঁহার ভূতপূর্ব্ব সহচর সেই উনত্রিশ জন ভিক্ষুও পুনর্ব্বার অরণ্যবাসে যাইবার জন্য শাস্তার অনুমতি চাহিলেন। শাস্তা কহিলেন, "উত্তম কথা। তোমরা অরণ্যেই ফিরিয়া যাও।" অনন্তর তাঁহারা শাস্তাকে বন্দনা করিয়া সেদিনকার মত স্ব স্ব পরিবেণে ফিরিয়া গেলেন।

এ দিকে কুটুম্বিপুত্র তিষ্য স্থবিরের মনে সেই রাত্রিতেই তপস্যা আরম্ভ করিবার জন্য উৎকট আকাঙ্ক্ষা জন্মিল এবং তিনি শ্রমণধর্ম্ম অভ্যাস করিবার অভিপ্রায়ে তক্তাপোষের পাশে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া নিদ্রা যাইতে লাগিলেন। কিন্তু মধ্যমযামের অবসানে তিনি ঘুরিয়া পড়িয়া গেলেন এবং সেই আঘাতে তাঁহার উরুদেশের অস্থি ভগ্ন হইল। তখন তিনি ভয়ানক যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার শুশ্রূষা করিবার জন্য উল্লিখিত ভিক্ষুদিগের অরণ্যবাস-গমনে বাধা জন্মিল। পরদিন উপস্থানকালে তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইয়া শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে, তোমরা না বলিয়াছিলে, আজই যাইবে।" "তাহাই বলিয়াছিলাম বটে; কিন্তু আমাদের বন্ধু কুটুম্বিপুত্র তিষ্য স্থবির অসময়ে অতি উৎকটভাবে শ্রমণধর্ম্ম পালন করিতে গিয়া নিদ্রিত

---

* মালক = বৃক্ষবেষ্টিত স্থান, নিকুঞ্জ (arbour)। 'শাল' সম্ভবতঃ নাগকেশর বৃক্ষকে বুঝাইতেছে।

† অর্থাৎ ভিক্ষু প্রাতিমোক্ষ ও ভিক্ষুণী প্রাতিমোক্ষ। 'মাতৃকা' বলিলে সংক্ষিপ্তসার বুঝায়।

‡ দানানুমোদন, শীলানুমোদন ও ভাবনানুমোদন; অর্থাৎ কেহ দান করিলে, পঞ্চশীল প্রতিপালন করিলে বা ধ্যানাদি করিলে তাহাকে প্রশংসাদি দ্বারা উৎসাহিত করা।

§ পরিবেণ = ভিক্ষুদিগের অবস্থানার্থ বিহারস্থ ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ (cell)।

অবস্থায় পড়িয়া গিয়াছিলেন; তাহাতে তাঁহার উরুর অস্থি ভগ্ন হইয়াছে, তাঁহার শুশ্রূষা করিতে হইতেছে বলিয়া যাইতে পারি নাই।" শাস্তা বলিলেন, "এই ব্যক্তি এ জন্মেই যে কেবল প্রথমে হীনবীর্য্যতা দেখাইয়া এবং শেষে অতিবীর্য্য দেখাইতে গিয়া তোমাদের গমনে বাধা দিয়াছে তাহা নহে; অতীত জন্মেও এ তোমাদের গমনান্তরায় হইয়াছিল।" অনন্তর তিনি ভিক্ষুদিগের অনুরোধে সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে গান্ধার রাজ্যে তক্ষশিলা নগরে বোধিসত্ত্ব একজন সুবিখ্যাত আচার্য্য ছিলেন। পঞ্চশত শিষ্য তাঁহার নিকট বিদ্যাভ্যাস করিত। এক দিন এই শিষ্যেরা কাষ্ঠ আহরণ করিবার জন্য অরণ্যে প্রবেশ করিল এবং কাষ্ঠ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইল। ইহাদের মধ্যে এক জন বড় অলস ছিল; সে একটা প্রকাণ্ড বরুণ বৃক্ষ দেখিয়া ভাবিল, 'এই গাছটা বোধ হইতেছে শুষ্ক, অতএব ক্ষণকাল একটু তন্দ্রা ভোগ করিয়া শেষে ইহাতেই আরোহণপূর্ব্বক কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া চলিয়া যাইব।' এই সঙ্কল্প করিয়া সে উত্তরীয় বস্ত্র প্রসারণপূর্ব্বক নাক ডাকাইয়া * নিদ্রা যাইতে লাগিল। অন্য শিষ্যেরা কাঠের আঁটি বান্ধিয়া গুরুগৃহে ফিরিবার সময় তাহাকে তদবস্থায় দেখিতে পাইল। তখন তাহারা তাহার পৃষ্ঠে পদাঘাত করিয়া তাহাকে জাগাইয়া দিল এবং নিজেরা চলিয়া গেল। অলস শিষ্য উত্তরীয়-শয্যা হইতে উঠিয়া কিছুকাল চোক রগড়াইতে লাগিল, কারণ তখনও তাহার ঘুম ভালরূপে ভাঙ্গে নাই। অনন্তর ঘুমের ঘোরেই যে গাছে চড়িতে আরম্ভ করিল, কিন্তু যেমন একখানা ডাল ধরিয়া টানিল অমনি উহা ভাঙ্গিয়া গেল এবং ভগ্নপ্রান্ত ছুটিয়া গিয়া তাহার চোখে লাগিল। তখন সে এক হস্তে আহত চক্ষুটী আবৃত করিয়া এবং অন্য হস্তে কাঁচা ডালগুলি ভাঙ্গিয়া নীচে ফেলিল, এবং শেষে গাছ হইতে নামিয়া সেই গুলিই আঁটি বান্ধিল। তাহার সহাধ্যায়ীরা যে শুক্‌না কাঠ আনিয়াছিল, গুরুগৃহে সে তাহারই উপর নিজের কাঁচা কাঠ ফেলিয়া রাখিল।

ইহার পর দিন কোন জনপদবাসীর গৃহে ব্রাহ্মণভোজনের উপলক্ষে আচার্য্যের নিমন্ত্রণ ছিল। তিনি শিষ্যদিগকে বলিলেন, "বৎসগণ, কল্য অমুক গ্রামে যাইতে হইবে, কিন্তু তোমরা কিছু আহার না করিয়া যাইতে পারিবে না। অতএব ভোরে উঠিয়া যাগু পাক করিবে এবং উহা খাইয়া রওনা হইবে। সেখানে তোমাদের নিজেদের জন্য এবং আমার জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভোজ্য পাইবে। সে সমস্ত লইয়া ফিরিয়া আসিও।"

আচার্য্যের আদেশে শিষ্যেরা পর দিন প্রত্যূষে দাসীকে জাগাইয়া বলিল, "আমাদের জন্য শীঘ্র যাগু পাক কর।" দাসী কাঠ আনিতে গিয়া উপরে যে কাঁচা কাঠ ছিল তাহাই লইয়া উনানে দিল, কিন্তু বার বার ফুঁ দিয়াও আগুন জ্বালিতে পারিল না। এদিকে সূর্য্য উঠিল। তাহা দেখিয়া শিষ্যেরা বলিল, "বেলা হইয়াছে, এখন আর রওনা হইবার সময় নাই।" অনন্তর তাহারা আচার্য্যের নিকট গেলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে, তোমরা যে এখনও যাও নাই?" "না, গুরুদেব, আমরা এখনও যাইতে পারি নাই।" "কেন যাইতে পার নাই?" "অমুক অলস ছাত্র আমাদের সঙ্গে কাঠ আনিতে গিয়া প্রথমে একটা বরুণ বৃক্ষের মূলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল; শেষে তাড়াতাড়ি গাছে চড়িতে গিয়া চক্ষুতে আঘাত পাইয়াছে এবং আমরা যে কাঠ আনিয়াছিলাম তাহারই উপর কাঁচা কাঠ আনিয়া ফেলিয়া রাখিয়াছে। পাচিকা ভাবিয়াছে, সমস্তই শুক্‌না কাঠ; এই নিমিত্ত শুক্‌না বলিয়া কাঁচা কাঠ উনানে দিয়াছে এবং সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে আগুন জ্বালিতে পারে নাই। কাজেই আমাদের যাইবার ব্যাঘাত ঘটিয়াছে।" অলস ছাত্রের কার্য্য জানিতে পারিয়া আচার্য্য বলিলেন, "একটা মূর্খের দোষেই তোমাদের কার্য্যহানি হইল।" অনন্তর তিনি এই গাথা আবৃত্তি করিলেন।

---

* মূলে 'কাকচ্ছমানো' এই পদ আছে।

অগ্রে যাহা করণীয়, পশ্চাতে করিতে চায়।
এ হেন অলস লোকে বহু অনুতাপ পায়।
তার সাক্ষী দেখ এই নির্ব্বোধ শিষ্যের কাজ ;
আনিয়া বরুণ কাষ্ঠ শেষে কত পায় লাজ।"

বোধিসত্ত্ব এইরূপে ছাত্রদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিলেন এবং দানাদি পুণ্য কর্ম্ম করিয়া দেহান্তে কর্ম্মানুরূপ ফলভোগার্থ লোকান্তরে প্রস্থান করিলেন।

[সমবধান—এখন যে ভিক্ষুর উরু ভগ্ন হইয়াছে তখন সে ছিল সেই আহতচক্ষু অলস ছাত্র ; বুদ্ধের শিষ্যেরা ছিল সেই আচার্য্যের শিষ্য এবং আমি ছিলাম সেই ব্রাহ্মণাচার্য্য।]

৭২—শীলবন্-নাগ-জাতক।

[শাস্তা বেণুবনে দেবদত্তকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন।]

একদিন ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া বলিতেছিলেন, "দেবদত্ত বড় অকৃতজ্ঞ ; সে তথাগতের গুণ বুঝিতে পারিল না।" শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিয়া বলিলেন, দেবদত্ত পূর্ব্বজন্মেও অকৃতজ্ঞ ছিল এবং আমার গুণ বুঝিতে পারে নাই।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন :—]

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব হিমবন্ত প্রদেশে হস্তিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মাতৃকুক্ষি হইতে বিনির্গত হইবার পরই তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ রজতপুঞ্জবৎ শুভ্র হইয়াছিল। তাঁহার মণিগোলকসদৃশ চক্ষুর্দ্বয় হইতে প্রসন্নচিত্ততার মধুররশ্মি বিনির্গত হইত। তাঁহার মুখ ছিল রক্তকম্বলোপম, শুণ্ড ছিল রক্তসুবর্ণ-প্রতিমণ্ডিত রজতদামবৎ, তাঁহার পদচতুষ্টয়ের ঔজ্জ্বল্য দেখিলে মনে হইত যেন সেগুলি লাক্ষাদ্বারা রঞ্জিত হইয়াছে। ফলতঃ তাঁহার দেহ দানশীলাদি দশপারমিতাযুক্ত হইয়া সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। বোধিসত্ত্ব যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন, তখন হিমাচলবাসী অপর সমস্ত হস্তী তাঁহাকে অধিনেতা করিয়া তাঁহার সঙ্গে বিচরণ করিতে লাগিল। বোধিসত্ত্ব এইরূপে ষষ্টি সহস্র হস্তীর আধিপত্য লাভ করিলেন ; কিন্তু যখন দেখিলেন দলের মধ্যে পাপ প্রবিষ্ট হইয়াছে, তখন তিনি তাহাদিগের সংসর্গ ত্যাগপূর্ব্বক একাকী অরণ্যে বাস করিতে লাগিলেন। চরিত্রগুণে তিনি "শীলবান্ গজরাজ" এই নাম প্রাপ্ত হইলেন।

একদিন বারাণসীবাসী এক বনচর নিজের জীবিকানির্ব্বাহের উপযোগী উপকরণ সংগ্রহার্থে হিমালয়ে প্রবেশ করিয়াছিল। সে অভীষ্ট দ্রব্যের অনুসন্ধান করিতে করিতে দিগভ্রান্ত হইয়া পথ হারাইল এবং প্রাণভয়ে ব্যাকুল হইয়া বাহুদ্বয় উত্তোলনপূর্ব্বক বিলাপ করিতে লাগিল। তাহার বিলাপধ্বনি বোধিসত্ত্বের কর্ণগোচর হইলে তিনি করুণাপরবশ হইয়া তাহার দুঃখমোচনার্থ সেখানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া বনচর ভয় পাইয়া পলায়ন করিল, তদ্দর্শনে বোধিসত্ত্ব তাহার অনুধাবন না করিয়া যেখানে ছিলেন, সেখানেই দাঁড়াইয়া রহিলেন। বোধিসত্ত্বকে থামিতে দেখিয়া বনচরও থামিল। তখন বোধিসত্ত্ব আবার তাহার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, কিন্তু বনচরও আবার পলায়নপর হইল। এইরূপ অনেকক্ষণ চলিতে লাগিল—বোধিসত্ত্ব অগ্রসর হইলেই বনচর পলায়, বোধিসত্ত্ব থামিলেই সে থামে। অনন্তর বনচর ভাবিতে লাগিল, 'এই হস্তী আমাকে পলাইতে দেখিলেই থামে ; আবার থামিতে দেখিলেই অগ্রসর হয় ; ইহাতে বোধ হইতেছে এ অনিষ্টকামী নয়, সম্ভবতঃ আমার দুঃখমোচনই ইহার অভিপ্রায়।' তখন সে সাহসে ভর করিয়া স্থির হইয়া রহিল ; বোধিসত্ত্ব তাহার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "তুমি বিলাপ করিয়া বেড়াইতেছ কেন ?" সে কহিল "প্রভু, আমার দিগ্‌ভ্রম হইয়াছে ; পথ হারাইয়া প্রাণভয়ে বিলাপ করিতেছি।"

তখন বোধিসত্ত্ব তাহাকে নিজের বাসস্থানে লইয়া গেলেন এবং নানাবিধ ফল দ্বারা কয়েক দিন তাহার পরিচর্য্যা করিলেন। অনন্তর "ভয় নাই, আমি তোমাকে লোকালয়ে পৌঁছাইয়া দিতেছি" বলিয়া তিনি তাহাকে পৃষ্ঠে তুলিয়া লোকালয়াভিমুখে চলিলেন। কিন্তু সেই মিত্র-দ্রোহী ব্যক্তি ভাবিল, 'যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে (কোথায় ছিলে বা কোন পথে আসিলে), তাহা হইলে ত উত্তর দেওয়া চাই।' এই জন্য সে বোধিসত্ত্বের পৃষ্ঠে বসিয়া পার্শ্বস্থ বৃক্ষ ও ও শৈলসমূহ লক্ষ্য করিতে লাগিল। অবশেষে বোধিসত্ত্ব বনভূমি অতিক্রমপূর্ব্বক তাহাকে বারাণসীর পথে স্থাপন করিয়া বলিলেন, "তুমি এই পথে চলিয়া যাও, কেহ জিজ্ঞাসা করুক বা না করুক, কাহাকেও আমার বাসস্থানের কথা জানাইও না।" এইরূপে বিদায় লইয়া বোধিসত্ত্ব স্বস্থানে প্রতিগমন করিলেন।

বারাণসীবাসী বনচর নগরে বিচরণ করিতে করিতে একদিন দন্তকারবীথিতে * প্রবেশ করিল। লোকে গজদন্ত কাটিয়া নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করিতেছে দেখিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা জীবিত হস্তীর দন্ত পাইলে ক্রয় কর কি?" দন্তকারেরা বলিল, "তুমি বল কি? মৃত হস্তীর দন্ত অপেক্ষা জীবিত হস্তীর দন্ত অনেক অধিক মূল্যবান্।" "তবে আমি জীবিত হস্তীর দন্ত আহরণ করিতেছি"। এই বলিয়া সে কিছু পাথেয় ও একখানি সুতীক্ষ্ণ করাত লইয়া বোধিসত্ত্বের বাসাভিমুখে যাত্রা করিল।

বোধিসত্ত্ব তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি ফিরিয়া আসিলে যে?" সে বলিল, "প্রভু, আমি এমন দুর্দ্দশাগ্রস্ত যে জীবিকানির্ব্বাহে অসমর্থ হইয়া আপনার দন্তের কিয়দংশ ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি। যদি সফলকাম হই, তাহা হইলে দেখিব উহা বিক্রয় করিয়া গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় হয় কি না।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "যদি তোমার নিকট যেমন তেমন এক খান করাত থাকে, তবে দন্ত দান করিতে প্রস্তুত আছি।" সে বলিল, "আমি করাত সঙ্গে লইয়াই আসিয়াছি।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "বেশ করিয়াছ; তবে দুইটী দন্তই কর্ত্তন করিয়া লইয়া যাও।" অনন্তর তিনি পাগুলি গুটাইয়া, গরু যেমন মাটিতে বসিয়া থাকে, সেইভাবে বসিলেন; লোকটা তাহার দুইটী দন্তেরই অগ্রভাগ কাটিয়া ফেলিল। কাটা শেষ হইলে বোধিসত্ত্ব শুঁড় দিয়া সেই খণ্ডদ্বয় তুলিয়া লইলেন এবং বলিলেন, "দেখ ভাই, তুমি মনে করিও না যে এই দাঁত দুইটীর প্রতি আমার কোন মমতা নাই বলিয়াই তোমায় দিতেছি। কিন্তু সর্ব্বধর্ম্মপ্রতিবেধন-সমর্থ সর্ব্বজ্ঞতারূপ দন্ত আমার নিকট সহস্রগুণে, শত-সহস্র-গুণে প্রিয়তর। অতএব এই দন্তদানক্রিয়াদ্বারা যেন আমার সর্ব্বজ্ঞতা লাভ ঘটে।" অনন্তর তিনি সর্ব্বজ্ঞতার মূল্য স্বরূপ দন্তখণ্ডযুগল সেই বনচরকে দান করিলেন। সে উহা লইয়া বিক্রয় করিল এবং তল্লব্ধ অর্থ নিঃশেষ হইলে পুনর্ব্বার বোধিসত্ত্বের নিকট গিয়া বলিল, "স্বামিন্, আপনার দন্ত বিক্রয় দ্বারা যে অর্থ পাইয়াছিলাম, তাহাতে আমার ঋণমাত্র শোধ হইয়াছে; আপনার দন্তের অবশিষ্ট যে অংশ আছে তাহা দিতে আজ্ঞা হউক।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "বেশ, তাহাই দিতেছি।" তিনি দন্তদ্বয়ের অবশিষ্টও পূর্ব্ববৎ কাটাইয়া ঐ ব্যক্তিকে দান করিলেন। সে উহা বিক্রয় করিয়া পূর্ব্ববৎ আবার তাঁহার নিকট গিয়া বলিল, "স্বামিন্, আমার সংসার ত আর চলে না। অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমায় দন্ত দুইটীর মূলভাগটুকু দান করুন।" বোধিসত্ত্ব "তথাস্তু" বলিয়া পূর্ব্বের মত উপবেশন করিলেন। তখন্ পাপিষ্ঠ মহাসত্ত্বের রজতদামসন্নিভ শুণ্ড মর্দ্দন করিয়া কৈলাসকূটবৎ কুম্ভে আরোহণ করিল এবং পদাঘাতে দন্তকোটী হইতে মাংস বিশ্লিষ্ট করিয়া তীক্ষ্ণ করপত্র দ্বারা মূলদন্ত ছেদন করিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু সে বোধিসত্ত্বের দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিতে না

* বাজারে যেখানে লোকে গজদন্ত দ্বারা নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করে ('হাড়কাটা গলি')।

করিতেই সুমেরুযুগন্ধরাদি * পর্ব্বতের এবং দুর্গন্ধযুক্ত-মলমূত্রাদির মহাভারবহনসমর্থা বিপুলা † পৃথিবী যেন তাহার পাপভার বহনে অক্ষম হইয়া বিদীর্ণ হইয়া গেল, সেই বিদীর্ণ স্থল দিয়া অবীচিমহানিরয় হইতে ভীষণ জ্বালা নির্গত হইল এবং নিজের নিত্য-ব্যবহার্য্য কম্বলের ‡ ন্যায় পাপাত্মাকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক রসাতলে লইয়া গেল। সে যখন ভূগর্ভে প্রবেশ করিল, তখন বনবাসিনী বৃক্ষদেবতা চতুর্দ্দিক্ নিনাদিত করিয়া বলিতে লাগিলেন, "রাজচক্রবর্ত্তীর পদ দান করিয়াও অকৃতজ্ঞ ও মিত্রদ্রোহী ব্যক্তির তৃপ্তি সম্পাদন করিতে পারা যায় না।" অনন্তর সেই বৃক্ষদেবতা নিম্নলিখিত গাথা পাঠ করিয়া ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিলেন :—

যত পায় তত চায় অকৃতজ্ঞ জন,
বিশাল সাগরাম্বরা পায় যদি বসুন্ধরা,
তবু দুরাকাঙ্ক্ষা তার না পূরে কখন,
পাপীর লালসা, হায়, প্রবল এমন!

সেই বৃক্ষদেবতা উক্তরূপে বনভূমি নিনাদিত করিয়া ধর্ম্মোপদেশ দিয়াছিলেন। বোধিসত্ত্ব, যতদিন আয়ুঃ ছিল, ততদিন পৃথিবীতে বাস করিয়া শেষে যথাকর্ম্ম লোকান্তরে প্রস্থান করিয়াছিলেন।

[ভিক্ষুগণ, দেবদত্ত কেবল এ জন্মে নহে, পূর্ব্বজন্মেও নিতান্ত অকৃতজ্ঞ ছিল।

সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল সেই মিত্রদ্রোহী পুরুষ, সারীপুত্র ছিল সেই বৃক্ষদেবতা এবং আমি ছিলাম সেই শীলবান্ গজরাজ।]

৭৩—সত্যং-কিল জাতক।§

[শাস্তা বেণুবনে অবস্থিতিকালে প্রাণিহত্যা সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। একদিন ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভায় উপবেশন করিয়া বলিতেছিলেন, "দেখ, দেবদত্ত কি পাপিষ্ঠ। সে শাস্তার মাহাত্ম্য বুঝিল না, তাঁহার প্রাণবধের পর্য্যন্ত চেষ্টা করিল।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিয়া কহিলেন, "দেবদত্ত পূর্ব্বজন্মেও আমার প্রাণবধের চেষ্টা করিয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের দুষ্টকুমার নামে এক পুত্র ছিল। তাহার স্বভাব এমন ভীষণ ও নিষ্ঠুর ছিল যে, লোকে তাহাকে আহত বিষধরবৎ ভয় করিত। কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিতে হইলে সে হয় তাহাকে গালি দিত, নয় তাহাকে প্রহার করিত। এই কারণে সে অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গ সকলেরই চক্ষুঃশূল হইয়াছিল, তাহাকে দেখিলেই লোকে মনে করিত যেন একটা রাক্ষস তাহাদিগকে গ্রাস করিতে আসিতেছে।

দুষ্টকুমার একদিন জলক্রীড়া করিবার জন্য বহু অনুচর সঙ্গে লইয়া নদীতীরে গিয়াছিল। সকলে ক্রীড়ায় মত্ত হইয়াছে, এমন সময় ঝড় উঠিল, চারিদিক্ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। তাহা দেখিয়া দুষ্টকুমার পরিচারকদিগকে বলিল, "আমাকে নদীর মাঝখানে লইয়া চল্, এবং সেখান

---

* যুগন্ধর—বৌদ্ধমতে সপ্ত কুলাচলের অন্যতম। সাতটী পর্ব্বতশ্রেণী সুমেরুকে বৃত্তাকারে বেষ্টন করিয়া আছে। তাহাদের নাম যুগন্ধর, ঈষাধরা, করবীক, সুদর্শন, নেমিন্ধর, বিনতক ও অশ্বকর্ণ।

† মূলে 'চতুনহুতাধিকানি যোজনশতসহস্রানি বহল-ঘন-পথবী' এইরূপ আছে। 'নহুতরং=১,০০,০০,০০০' অর্থাৎ ১এর পিঠে আটাশটী শূন্য বসাইলে যে সংখ্যা হয় তাহা।

‡ ফস্‌বোল-প্রকাশিত মূলে কুশলান্তক কম্বল' আছে, ইংরাজী অনুবাদক ইহাকে shroud of destiny করিয়াছেন। কিন্তু 'কুশলান্তক' শব্দ অভিধানে দেখা যায় না। বস্তুতঃ 'কুলসান্তক' এই পাঠ হইবে। কুলসান্তক অর্থাৎ যাহা কুলের বা পরিবারের দ্রব্য—ঘরের জিনিস। ফলিতার্থ "তাহাকে সর্ব্বতঃ পরিবেষ্টন করিয়া।"

§ এই জাতকের মধ্যে যে গাথা আছে তাহার প্রথম শব্দদ্বয় "সত্যং কির"।

হইতে স্নান করাইয়া আন্।" পরিচারকেরা তাহাকে নদীর মধ্যভাগে লইয়া গিয়া পরামর্শ করিল, 'এস, আমরা এই পাপিষ্ঠকে মারিয়া ফেলি; রাজা আমাদের কি করিবেন?" অনন্তর "আপদ্, নিপাত যাও" * বলিয়া তাহারা রাজকুমারকে জলে ফেলিয়া দিল এবং নিজেরা তীরে ফিরিয়া আসিল। সেখানে কুমারের নর্ম্মসচিবেরা জিজ্ঞাসা করিল, "কুমার কোথায়?" তাহারা বলিল "কই, তাঁহাকে ত দেখিতে পাইতেছি না। বোধ হয় তিনি ঝড় জল দেখিয়া আগেই উঠিয়া আসিয়াছেন এবং বাড়ী গিয়াছেন।"

তাহারা সকলে রাজবাড়ীতে ফিরিয়া গেল। রাজা জিজ্ঞাসিলেন "কুমার কোথায়?" তাহারা বলিল "আমরা জানি না, মহারাজ! মেঘ উঠিয়াছে দেখিয়া ভাবিলাম তিনি আগেই চলিয়া আসিয়াছেন; কাজেই আমরাও ফিরিয়া আসিলাম।" রাজা তৎক্ষণাৎ পুরদ্বার খুলিয়া নদীর তীরে গমন করিলেন এবং তন্ন তন্ন করিয়া পুত্রের অনুসন্ধান করাইতে লাগিলেন; কিন্তু কোথাও তাঁহার খোঁজ খবর পাইলেন না।

এদিকে কুমারের কি দশা হইল শুন। সে মেঘান্ধকারে দিশা হারা হইয়া স্রোতে গা ঢালিয়া দিল; শেষে একটা গাছের গুঁড়ি ভাসিয়া যাইতেছে দেখিয়া তাহার উপর চাপিয়া বসিল এবং মরিবার ভয়ে "রক্ষা কর", "রক্ষা কর" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল।

[ক্রমে রাজপুত্রের তিনটী সঙ্গী জুটিল।] বারাণসীর এক ধনশালী বণিক্ ঐ নদীর ধারে চল্লিশ কোটি স্বর্ণমুদ্রা পুতিয়া রাখিয়াছিলেন। অত্যধিক অর্থলালসা-নিবন্ধন মৃত্যুর পর তিনি সর্পরূপে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক ঐ গুপ্ত ধনের নিকটস্থ একটী বিবরে বাস করিতেছিলেন। এইরূপ অপর এক বণিক্‌ও ত্রিশ কোটি সুবর্ণ রাখিয়াছিলেন এবং ধনতৃষ্ণার প্রবলতাবশতঃ ইন্দুররূপে পুনর্জন্ম লাভ করিয়া পূর্ব্বসঞ্চিত অর্থ পাহারা দিতেছিলেন। [যখন অতিবৃষ্টিবশতঃ নদীতে বান আসিল], তখন সর্প ও ইন্দুর উভয়েরই গর্ত্তে জল প্রবেশ করিল, এবং তাহারা বাহির হইয়া সাঁতার দিতে দিতে চলিল। অনন্তর সেই কাষ্ঠখণ্ড পাইয়া উহার এক প্রান্তে সাপ ও অন্য প্রান্তে ইন্দুর আরোহণ করিল। [তাহার পর একটা শুকপাখী আসিয়াও উহার উপর আশ্রয় লইল]। ঐ শুক নদীর ধারে একটা শিমুল গাছে বাস করিত। বন্যার বেগে গাছটা উৎপাটিত হইয়া নদীগর্ভে পড়িল; শুক উড়িয়া পলাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু কিয়দ্দূর উড়িতে না উড়িতেই বৃষ্টির বেগে সেই প্রবমান কাষ্ঠখণ্ডের উপর গিয়া পড়িল। এইরূপে চারিটী প্রাণী এক খণ্ড কাষ্ঠ আশ্রয় করিয়া ভাসিতে ভাসিতে চলিল। [ক্রমে রাত্রি হইল।]

যে সময়ের কথা হইতেছে, তখন বোধিসত্ত্ব উদীচ্য ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়া ঐ নদীর এক নিবর্ত্তন-স্থানে † পর্ণকুটীরে বাস করিতেন। তিনি নিশীথকালে ইতস্ততঃ পাদচারণ করিতেছেন, এমন সময়ে রাজপুত্রের আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইলেন। "আমার ন্যায় দয়া-দাক্ষিণ্য-ব্রত মুনি নিকটে থাকিতে এই মহাপ্রাণী মারা গেলে বড় পরিতাপের কারণ হইবে, আমি জল হইতে উদ্ধার করিয়া উহার প্রাণ বাঁচাইব" এই সঙ্কল্প করিয়া বোধিসত্ত্ব তাহাকে "ভয় নাই", "ভয় নাই" বলিয়া আশ্বাস দিলেন এবং নদীগর্ভে লাফাইয়া পড়িলেন। তাঁহার শরীরে হস্তীর মত বল ছিল; তিনি এক টানে গুঁড়িটাকে তীরের নিকট আনিলেন এবং রাজপুত্রকে তুলিয়া উপরে রাখিলেন। অনন্তর সর্প, ইন্দুর ও শুকের দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। তিনি সকলকেই আশ্রমে লইয়া গেলেন এবং আগুন জ্বালিয়া প্রথমে ইতর প্রাণী তিনটীর, পরে রাজপুত্রের শরীরে সেক দিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন, 'ইতর প্রাণীরা দুর্ব্বল; অতএব ইহাদেরই অগ্রে পরিচর্য্যা করা উচিত।' অতিথিচতুষ্টয়ের আহারার্থ ফলাদি পরিবেষণ করিবার সময়ও তিনি প্রথমে সর্প, ইন্দুর ও শুককে খাওয়াইলেন, পরে রাজপুত্রকে

* মূলে "এথ গচ্ছ কালকণ্ণী" এইরূপ আছে।

† বাঁকের মোড়ে।

খাইতে দিলেন। ইহা দেখিয়া দুষ্টকুমারের বড় ক্রোধ হইল। সে ভাবিল, 'আমি রাজপুত্র, অথচ এই ভণ্ডতপস্বী আমা অপেক্ষা ইতর জন্তুগুলার অধিক আদর অভ্যর্থনা করিতেছে!' এইরূপে রাজপুত্রের হৃদয়ে বোধিসত্ত্বের প্রতি বিকট ঘৃণার উদ্রেক হইল।

বোধিসত্ত্বের শুশ্রূষার গুণে কয়েকদিনের মধ্যে রাজপুত্র ও সর্পাদি সকলেই সুস্থ ও সবল হইল, বন্যার জলও কমিয়া গেল। বিদায় লইবার সময় সর্প বোধিসত্ত্বকে বলিল, "বাবা, আপনি আমার বড় উপকার করিলেন। আমি নির্ধন নহি; কারণ অমুক স্থানে আমার চল্লিশ কোটি স্বর্ণমুদ্রা আছে। যদি আপনার কখনও প্রয়োজন ঘটে, তবে ঐ ধন আপনারই জানিবেন। আপনি সেখানে গিয়া "দীঘা" বলিয়া ডাকিবেন; আমি বাহির হইয়া উহা আপনাকে দিব।" ইন্দুরও বলিল, 'আপনি আমার বিবরের নিকট গিয়া "ইন্দুর" বলিয়া ডাকিবামাত্র আমি বাহিরে আসিয়া আমার ত্রিশ কোটি স্বর্ণ আপনাকে দিব।' শুক বলিল, "বাবা, আমার সোণা রূপা নাই; কিন্তু যদি আপনার কখনও ভাল ধানের দরকার হয়, তবে অমুক গাছের নিকট গিয়া "শুক" বলিয়া ডাকিবেন। আমি জ্ঞাতিবন্ধুর সাহায্যে আপনার জন্য গাড়ীগাড়ী ভাল ধান যোগাড় করিয়া দিব।" মিত্রদ্রোহী রাজপুত্র ভাবিয়াছিল, 'বেটাকে নিজের কোঠে পাইলে মারিয়া ফেলিব'; কিন্তু বিদায় লইবার সময় সে মনের ভাব গোপন করিয়া কহিল, "আমি রাজা হইলে একবার আমার বাড়ীতে পায়ের ধূলা দিবেন; আমি অন্ন, বস্ত্র, শয্যা ও ভৈষজ্য এই চতুর্ব্বিধ উপচার দিয়া আপনার পূজা করিব।" ইহার কিছুদিন পরেই দুরাত্মা বারাণসীর রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইল।

এক দিন বোধিসত্ত্বের ইচ্ছা হইল ইহারা প্রতিজ্ঞামত কাজ করে কি না দেখি। তিনি প্রথমে সর্পের বিবরের নিকট গিয়া "দীঘা" বলিয়া ডাকিলেন। সে শুনিবামাত্র এক ডাকেই বাহিরে আসিল এবং প্রণিপাতপূর্ব্বক বলিল, "বাবা, এইখানে চল্লিশ কোটি স্বর্ণ আছে; আপনি সমস্ত তুলিয়া লইয়া যান।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "তাহাই হইবে, যখন প্রয়োজন হইবে, তখন এ কথা স্মরণ করিব।" অনন্তর সেখান হইতে বিদায় লইয়া তিনি ইন্দুরের গর্ত্তের নিকট গেলেন এবং 'ইন্দুর' বলিয়া ডাকিলেন। ইন্দুরও সর্পের ন্যায় বাহিরে আসিয়া নিজের গুপ্তধন সমর্পণ করিতে চাহিল। তাহার পর বোধিসত্ত্ব শুকের বাসার নিকট গেলেন এবং "শুক" বলিয়া ডাকিলেন। শুক বৃক্ষের অগ্রে বসিয়াছিল; সে ডাক শুনিবামাত্র উড়িয়া নীচে আসিল এবং সসম্মানে জিজ্ঞাসা করিল "বাবা, জ্ঞাতি বন্ধু লইয়া হিমালয়ের পাদদেশ হইতে আপনার জন্য স্বয়ংজাত ধান্য সংগ্রহ করিয়া আনিব কি?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "যখন প্রয়োজন হইবে, তখন তোমার এই কথা ভুলিব না। এখন তুমি বাসায় ফিরিয়া যাও।"

শুকের নিকট হইতে বিদায় লইয়া বোধিসত্ত্ব রাজার অঙ্গীকার পরীক্ষার্থ বারাণসীতে গিয়া রাজোদ্যানে উপস্থিত হইলেন এবং পরদিন ভিক্ষাচর্য্যার জন্য তপস্বিজনোচিত বেশে নগরে প্রবেশ করিলেন। তখন সেই মিত্রদ্রোহী রাজা নানালঙ্কার-শোভিত গজপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া অনুচরবৃন্দসহ নগর প্রদক্ষিণ করিতে বাহির হইয়াছিল। বোধিসত্ত্বকে দূর হইতে দেখিয়াই পাপিষ্ঠ মনে করিল, 'ঐ সেই ভণ্ডতপস্বী আমার স্কন্ধে চাপিয়া চর্ব্ব্যচূষ্য ভোজন করিতে আসিতেছে। ও যে আমার উপকার করিয়াছে তাহা লোকের নিকট বলিবার অবসর দেওয়া হইবে না, তাহার পূর্ব্বেই উহার শিরশ্ছেদের ব্যবস্থা করিতে হইবে।" এই সঙ্কল্প করিয়া সে অনুচরদিগের দিকে তাকাইল। তাহারা "মহারাজের কি আজ্ঞা" বলিয়া সসম্ভ্রমে আদেশ প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। সে কহিল, "ঐ ভণ্ড তপস্বীটা ভিক্ষার জন্য আমাকে জ্বালাতন করিতে আসিতেছে। দেখিস্, ও যেন আমার কাছে ঘেঁষিতে না পাবে। উহাকে এখনই বান্ধিয়া ফেল্, প্রত্যেক চৌমাথায় দাঁড় করাইয়া প্রহার কর্, নগরের বাহিরে মশানে লইয়া যা, সেখানে আগে উহার মাথাটা কাট্; তার পর ধড়টা শূলে চাপাইয়া দে।"

আজ্ঞাবহ রাজভৃত্যগণ "যে আজ্ঞা" বলিয়া নিরপরাধ বোধিসত্ত্বকে মশানের দিকে লইয়া চলিল এবং প্রতি চৌমাথায় দাঁড় করাইয়া তাঁহাকে নিদারুণরূপে কশাঘাত করিতে লাগিল। কিন্তু বোধিসত্ত্ব একবারও "বাপরে, মারে" বলিয়া আর্ত্তনাদ করিলেন না, কেবল মধ্যে মধ্যে এই গাথা বলিতে লাগিলেন :—

মানুষ আর কাঠ যাচ্ছে দু'রে ভেসে বানের জলে;
কাঠ তুলি লও মানুষ ছাড়ি, লোকে ইহা বলে।
সত্য সত্য সত্য ইহা বুঝ্‌লাম আমি আজ,
মানুষ তোমার শত্রু হবে, কাঠে হবে কাজ।

রাজভৃত্যেরা যখনই বোধিসত্ত্বকে প্রহার করিতে লাগিল, তখনই তিনি কেবল এই কথা বলিতে লাগিলেন। [তখন রাস্তায় বিস্তর লোক জমিয়াছিল।] ইহাদের মধ্যে যাঁহারা বিজ্ঞ, তাঁহারা বোধিসত্ত্বকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কখনও আমাদের রাজার কোন উপকার করিয়াছিলেন কি?" তখন বোধিসত্ত্ব আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া কহিলেন, "অতএব দেখা যাইতেছে, তোমাদের রাজাকে ভীষণ প্লাবন হইতে উদ্ধার করিয়া আমি দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছি। তখন আমি প্রবীণদিগের উপদেশমত কাজ করি নাই বলিয়া এখন এইরূপ আক্ষেপ করিতেছি।"

বোধিসত্ত্বের মুখে প্রকৃত কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি সমস্ত নগরবাসী একবাক্যে চীৎকার করিয়া উঠিল—"আঃ! রাজা কি পাপিষ্ঠ! এই ধর্ম্মপরায়ণ তপস্বী উহার জীবন দিয়াছেন; কোথা ইঁহাকে পূজা করিবে, তাহা না করিয়া ইঁহার এত নিগ্রহ করিতেছে! এমন রাজা দ্বারা আমাদের কি উপকার হইবে? ধর্, নরাধমকে এখনই মার্।" তখন তাহারা ক্রোধভরে চারিদিক্ হইতে তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিল এবং তীর, অস্ত্র, মুদ্গর, প্রস্তর, যে যাহা হাতে পাইল নিক্ষেপ করিয়া তাহার প্রাণবধ করিল। তাহার পর পা ধরিয়া টানিতে টানিতে রাজার মৃতদেহ রাস্তার ধারে একটা খানায় ফেলিয়া দিল এবং বোধিসত্ত্বকে সিংহাসনে বসাইল।

বোধিসত্ত্ব রাজপদ পাইয়া যথাধর্ম্ম প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। অনন্তর একদিন তাঁহার ইচ্ছা হইল সর্প, ইন্দুর ও শুকের মনের ভাব আর একবার পরীক্ষা করা যাউক। তখন তিনি বিস্তর অনুচর সঙ্গে লইয়া সর্পের বিবরসমীপে উপনীত হইলেন এবং "দীর্ঘ" বলিয়া ডাকিলেন। সর্প ঐ ডাক শুনিবামাত্র বাহিরে আসিয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক নিবেদন করিল, "প্রভু, এই আপনার ধন রহিয়াছে; গ্রহণ করিতে আজ্ঞা হউক।" বোধিসত্ত্ব ঐ চল্লিশ কোটি সুবর্ণ লইয়া অনুচরদিগের নিকট রাখিলেন এবং ইন্দুরের বিবরের নিকট গেলেন। সেখানেও তিনি যেমন 'ইন্দুর' বলিয়া ডাকিলেন, অমনি ইন্দুর বাহিরে আসিয়া প্রণাম করিয়া ত্রিশ কোটি সুবর্ণ মুদ্রা দিল। এই অর্থও অনুচরগণের নিকট রাখিয়া বোধিসত্ত্ব শুকের বাসার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং 'শুক' বলিয়া ডাকিলেন। শুকও তাহা শুনিতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল এবং জিজ্ঞাসা করিল, "মহারাজের জন্য ধান্য সংগ্রহ করিব কি?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন "প্রয়োজন হইলে সংগ্রহ করিও; এখন চল তোমাদিগকে রাজধানীতে লইয়া যাই।" অনন্তর সত্তর কোটি সুবর্ণমুদ্রাসহ সর্প, ইন্দুর ও শুককে সঙ্গে লইয়া তিনি বারাণসীতে প্রতিগমন করিলেন, এক মনোরম প্রাসাদের উর্দ্ধতলে আরোহণ করিয়া সেখানে ঐ ধন রক্ষা করিলেন, এবং সর্পের বাসার্থ সুবর্ণনালিকা, ইন্দুরের বাসার্থ স্ফটিক গুহা, শুকের বাসার্থ সুবর্ণপিঞ্জর নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন। তিনি প্রতিদিন সুবর্ণপাত্রে সর্প ও শুকের আহারার্থ মধুমিশ্রিত লাজ * এবং ইন্দুরের জন্য গন্ধশালীতণ্ডুল দিবার আদেশ দিলেন এবং দানাদি পুণ্যকর্ম্ম

* খই।

করিতে লাগিলেন। এইরূপে বোধিসত্ত্ব এবং সর্প প্রভৃতি ইতর প্রাণিত্রয় পরস্পর সম্প্রীতভাবে কালযাপন করিয়া যথাসময়ে স্ব স্ব কর্ম্মফলভোগার্থ ভবলীলা সংবরণ করিলেন।

[সমবধান :—তখন দেবদত্ত ছিল দুষ্টকুমার; সারীপুত্র ছিল সেই সর্প; মৌদ্গল্যায়ন ছিল সেই ইন্দুর; আনন্দ ছিল সেই শুক; এবং আমি ছিলাম সেই তপস্বী, যিনি পুণ্যবলে শেষে রাজপদ লাভ করিয়াছিলেন।]

৭৪—বৃক্ষধর্ম্ম-জাতক।

[রোহিণী নদীর জল লইয়া নিজের জ্ঞাতিদিগের মধ্যে কুলক্ষয়কর কলহ উপস্থিত হইলে শাস্তা এই কথা বলিয়াছিলেন। কলহ সংঘটিত হইয়াছে জানিয়া শাস্তা আকাশপথে গমনপূর্ব্বক রোহিণীর ঊর্দ্ধদেশে পর্য্যঙ্ক-বন্ধনে উপবেশন করেন। তাঁহার দেহ হইতে তখন নীলরশ্মি নির্গত হইয়াছিল এবং তদ্দর্শনে তাঁহার জ্ঞাতিগণ সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলেন। অনন্তর তিনি আকাশ হইতে অবতরণপূর্ব্বক নদীতীরে আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং কলহ উপলক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। এখানে সমস্ত সংক্ষেপে বলা হইল; সবিস্তর বিবরণ কুণালজাতকে (৫৩৬) দ্রষ্টব্য।

শাস্তা জ্ঞাতিদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন, "মহারাজগণ, আপনারা জ্ঞাতিবিরোধ ত্যাগ করুন; জ্ঞাতিজনের পক্ষে পরস্পর সম্প্রীতভাবে বাস করাই কর্ত্তব্য। জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে একতা থাকিলে শত্রুপক্ষ বৈরসাধনের অবসর পায় না। মানুষের কথা দূরে থাকুক, চেতনাহীন বৃক্ষদিগের মধ্যেও একতা থাকা আবশ্যক। পুরাকালে হিমালয় প্রদেশে এক শালবনে প্রবল ঝঞ্ঝাবাত হইয়াছিল, কিন্তু বৃক্ষ, গুচ্ছ, গুল্ম, লতা পরস্পর ধরাধরি করিয়া ছিল বলিয়া, প্রভঞ্জন যদিও তাহাদের মাথার উপর দিয়া গিয়াছিল তথাপি, একটী বৃক্ষও পাতিত করিতে পারে নাই। ঐ প্রদেশেই কোন অঙ্গনে একটী বহুশাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট মহাবৃক্ষ ছিল; ঐ বৃক্ষ কিন্তু অন্য বৃক্ষদিগের সহিত একতাবদ্ধ ছিল না বলিয়া উন্মূলিত ও ভূপাতিত হইয়াছিল। অতএব আপনাদেরও কর্ত্তব্য পরস্পর মিলিয়া মিশিয়া বাস করেন।" অনন্তর জ্ঞাতিদিগের অনুরোধে শাস্তা সেই অতীত কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন :—]

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় প্রথম বৈশ্রবণের * মৃত্যু হয় এবং শক্র অপর এক দেবতাকে তাঁহার রাজ্যভার প্রদান করেন। নূতন বৈশ্রবণ রাজপদ গ্রহণ করিয়া তরু-গুচ্ছ-লতা-গুল্মবাসিনী দেবতাদিগকে আদেশ দিলেন "তোমরা স্ব স্ব মনোমত স্থানে বিমান নির্ম্মাণ করিয়া বাস কর।"

এই সময়ে বোধিসত্ত্ব হিমালয়স্থ এক শালবনে বৃক্ষদেবতা হইয়া বাস করিতেছিলেন। তিনি জ্ঞাতিদিগকে পরামর্শ দিলেন, 'তোমরা বিমান নির্ম্মাণ করিবার সময় অঙ্গনস্থ বৃক্ষ পরিহার করিবে? আমি এই শালবনে বিমান প্রস্তুত করিলাম; তোমরা ইহারই চতুষ্পার্শ্বে বাস কর।" বৃক্ষদেবতাদিগের মধ্যে যাঁহারা বুদ্ধিমান্, তাঁহারা বোধিসত্ত্বের কথামত কাজ করিলেন; কিন্তু যাঁহারা নির্ব্বোধ, তাঁহারা বলিলেন, "আমরা বনে বাস করিব কেন? লোকালয়ে গ্রাম, নগর, রাজধানী প্রভৃতির বহির্ভাগে থাকিলে কত সুবিধা! যে সকল দেবতা এরূপ স্থানে বাস করেন, তাঁহারা ভক্তদিগের নিকট কত উপহার পাইয়া থাকেন!" সুতরাং নির্ব্বোধ দেবতারা লোকালয় সমীপে গমনপূর্ব্বক অঙ্গনস্থ মহাবৃক্ষসমূহে বাস করিতে লাগিলেন।

ঘটনাক্রমে একদিন সেই অঙ্গনে ভীষণ ঝঞ্ঝাবাত উপস্থিত হইল। প্রাচীন বৃক্ষগুলি দৃঢ়মূল এবং বহু শাখাপ্রশাখা সমন্বিত ছিল বটে, কিন্তু তাহারা ঐ ঝটিকার বেগ সহ্য করিতে পারিল না; তাহাদের শাখা প্রশাখা ছিন্ন ভিন্ন এবং কাণ্ড প্রকাণ্ড ভগ্ন হইল, অনেকে বা বায়ুবেগে উন্মূলিত হইয়া পড়িল; কিন্তু এই ঝটিকা যখন পরস্পরসম্বদ্ধ শালবৃক্ষ-

---

* কুবেরের নামান্তর। বৌদ্ধমতে দেবতারাও মরণশীল; এক দেবতার প্রাণবিয়োগের পর অপর একজন তাঁহার নাম গ্রহণপূর্ব্বক তৎপদে অভিষিক্ত হন।

সমূহের বনে উপস্থিত হইল তখন পুনঃপুনঃ আঘাত করিয়াও সেখানকার একটী বৃক্ষেরও কোন অনিষ্ট করিতে পারিল না।

ভগ্নবিমান দেবগণ নিরাশ্রয় হইয়া পুত্রকন্যাদিসহ হিমাচলে গমন করিলেন এবং তত্রত্য শালবনবাসিনী দেবতাদিগের নিকট আপনাদের দুঃখকাহিনী জানাইলেন। তাঁহারা আবার বোধিসত্ত্বের নিকট ইঁহাদের আগমনবার্ত্তা বিজ্ঞাপন করিলেন। বোধিসত্ত্ব বলিলেন "আমার সৎপরামর্শ গ্রহণ না করাতেই ইঁহাদের এরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে।" অনন্তর বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত গাথা পাঠ করিয়া ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিলেন :—

বনমাঝে তরুরাজি পরস্পরে আলিঙ্গিয়া
ভয় নাহি করে প্রভঞ্জনে;
একাকী থাকে যে বৃক্ষ, নিস্তার তাহার কিন্তু
অসম্ভব হেরি সর্ব্বক্ষণে।
সেইরূপ জ্ঞাতিগণ, মিলিয়া মিশিয়া থাকি
শত্রুভয়ে ভীত কভু নয়;
কিন্তু যবে বুদ্ধিদোষে কলহ আসিয়া পশে,
ফল তার ধ্রুব কুলক্ষয়।

বোধিসত্ত্ব এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন। অনন্তর জীবনাবসানে তিনি কর্ম্মানুরূপ ফলভোগ করিবার জন্য লোকান্তরে প্রস্থান করেন।

[কথান্তে শাস্তা বলিতে লাগিলেন, "মহারাজগণ, আপনারা ভাবিয়া দেখুন যে উপায়েই হউক জ্ঞাতিগণের পক্ষে একতাবদ্ধ হইয়া ও সম্প্রীতভাবে বাস করা কত আবশ্যক।

সমবধান—তখন বুদ্ধের শিষ্যেরা ছিলেন সেই সকল বৃক্ষদেবতা এবং আমি ছিলাম তাঁহাদিগের মধ্যে পণ্ডিত দেবতা।]

৭৫—মৎস্য-জাতক।

[শাস্তা একবার বারিবর্ষণ ঘটাইয়াছিলেন। সেই উপলক্ষ্যে তিনি জেতবনে এই কথা বলিয়াছিলেন।

শুনা যায় একবার কোশলরাজ্যে অনাবৃষ্টিবশতঃ শস্য বিনষ্ট ও হ্রদ, তড়াগ, পুষ্করিণী প্রভৃতি শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল। জেতবন-দ্বারপ্রকোষ্ঠের নিকট যে পুষ্করিণী ছিল, তাহা পর্য্যন্ত জলহীন হইয়াছিল। মৎস্য কচ্ছপগণ কর্দ্দমের ভিতর লুকাইয়াছিল; কাক ও শ্যেনগণ অনুক্ষণ শল্যসদৃশ তুণ্ডদ্বারা তাহাদিগকে ধরিয়া খাইত। কর্দ্দম হইতে উত্তোলিত হইবার সময় এই সকল হতভাগ্য প্রাণীর শরীর ভয়ে ও যন্ত্রণায় স্পন্দিত হইত।

মৎস্যকচ্ছপদিগকে বিনষ্ট হইতে দেখিয়া শাস্তার হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হইল; তিনি বলিয়া উঠিলেন, "আমি অদ্যই বারিবর্ষণ করাইব।" অনন্তর রাত্রি প্রভাত হইলে তিনি প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিলেন এবং ভিক্ষাচর্য্যার সময় সমাগত হইলে বহুসংখ্যক ভিক্ষুপরিবৃত হইয়া ভিক্ষা সংগ্রহার্থ বুদ্ধলীলাবশে শ্রাবস্তী নগরে প্রবেশ করিলেন।

ভিক্ষা শেষ হইলে অপরাহ্নে বিহারে প্রতিগমনসময়ে শাস্তা জেতবনস্থ পুষ্করিণীর সোপানে অবস্থান করিয়া স্থবির আনন্দকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "আমার স্নানবস্ত্র লইয়া আইস; আমি এই পুষ্করিণীতে স্নান করিব।" আনন্দ বলিলেন, "প্রভো, এই পুষ্করিণীর সমস্ত জলই যে শুকাইয়া গিয়াছে; এখন কর্দ্দমমাত্র রহিয়াছে।" শাস্তা বলিলেন, "আনন্দ, বুদ্ধের অসীম বল; তুমি স্নানবস্ত্র আনয়ন কর না।" তখন আনন্দ গিয়া স্নানবস্ত্র আনিলেন; শাস্তা তাহার এক প্রান্তে কটি বেষ্টন করিলেন এবং অন্য প্রান্তে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া সোপানে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "জেতবনস্থ পুষ্করিণীতে স্নান করিব।"

সেই মুহূর্ত্তে শক্রের পাণ্ডুবর্ণ শিলাসন উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি ইহার কারণ জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ বর্ষক মেঘরাজকে ডাকাইয়া বলিলেন, "দেখ, শাস্তা জেতবনস্থ পুষ্করিণীতে স্নানের অভিলাষে সর্ব্বোচ্চ সোপানে দাঁড়াইয়া আছেন। তুমি শীঘ্র গিয়া সমগ্র কোশলরাজ্যে মুষলধারে বারিবর্ষণ কর। বর্ষক মেঘরাজ শক্রের আদেশে একখণ্ড মেঘ অন্তর্ব্বাস এবং অপর একখণ্ড মেঘ বহির্ব্বাস রূপে পরিধানপূর্ব্বক মেঘগীতি গান করিতে

করিতে পূর্ব্বাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি প্রথমে পূর্ব্বাকাশে খলমণ্ডলপ্রমাণ * হইয়া দেখা দিলেন, পরে শতগুণে, সহস্রগুণে বৃহদাকার ধারণ করিলেন; বিদ্যুৎস্ফুরণ ও গর্জ্জন করিতে লাগিলেন এবং অধোমুখে স্থাপিত জলকুম্ভের ন্যায় এরূপ বেগে বারিবর্ষণ আরম্ভ করিলেন যে ক্ষণকালের মধ্যে সমস্ত কোশলরাজ্য প্লাবিত হইল। অবিচ্ছিন্ন ধারায় প্রচুর বর্ষণ হওয়াতে জেতবনস্থ পুষ্করিণী মুহূর্ত্তের মধ্যে পূর্ণ হইয়া উঠিল; যতক্ষণ না সর্ব্বোচ্চ সোপান পর্য্যন্ত জল উঠিল, ততক্ষণ বৃষ্টির বিরাম হইল না।

পুষ্করিণী পূর্ণ হইলে শাস্তা তাহাতে অবগাহন করিলেন এবং তীরে উঠিয়া বেশ পরিবর্ত্তন করিলেন। তিনি রক্তদ্বিপট্ট পরিধান করিলেন, কায়বন্ধ † ধারণ করিলেন এবং বুদ্ধোচিত মহাচীবর এমন ভাবে বিন্যাস করিলেন যে, স্কন্ধের একাংশ অনাবৃত রহিল।

ভিক্ষুগণপরিবৃত শাস্তা এই বেশে বিহারে প্রবেশপূর্ব্বক গন্ধকুটীরের নিকট উপস্থিত হইলেন। সেখানে তিনি বুদ্ধাসনে উপবেশন করিলেন এবং ভিক্ষুগণ স্ব স্ব কার্য্য সমাপন করিলে মণিসোপানের উপর দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিলেন। অনন্তর ভিক্ষুরা বিদায় লইলেন, শাস্তা সুরভি গন্ধকুটীরে প্রবেশ করিয়া দক্ষিণপার্শ্বে ভর দিয়া সিংহশয্যায় শয়ন করিলেন।

সন্ধ্যাকালে ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া শাস্তার অলৌকিক ক্ষান্তি ও দয়াদাক্ষিণ্যের কথা আলোচনা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "দেখ, শস্য বিনষ্ট হইতেছিল, জলাশয়সমূহ বিশুষ্ক হইয়াছিল, মৎস্য-কচ্ছপাদির দুর্দ্দশার সীমা পরিসীমা ছিল না; কিন্তু শাস্তা করুণাবলে সকলের দুঃখমোচন করিলেন। তিনি স্নানবাস পরিধান করিয়া জেতবনস্থ পুষ্করিণীর উচ্চতম সোপানে দাঁড়াইলেন এবং নিমেষের মধ্যে আকাশ হইতে এমন বেগে বারিবর্ষণ হইল যে সমস্ত কোশলদেশ প্লাবিত হইয়া গেল। এইরূপে সর্ব্বজীবের কায়িক ও মানসিক দুঃখের অবসান করিয়া তিনি বিহারে প্রতিগমন করিলেন।"

ভিক্ষুরা এইরূপ বলাবলি করিতেছেন এমন সময়ে ভগবান্ গন্ধকুটীর হইতে বাহির হইয়া ধর্ম্মশালায় উপনীত হইলেন এবং আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিয়া বলিলেন, "তথাগত যে এই জন্মেই বারিবর্ষণ করাইয়া বহুপ্রাণীর ক্লেশমোচন করিলেন এমন নহে; অতীত জন্মে যখন তিনি ইতর যোনিতে মৎস্যরূপে জন্মলাভ করিয়াছিলেন; তখনও তিনি এবংবিধ বিস্ময়কর কার্য্য করিয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

এই কোশলরাজ্যে এবং এই শ্রাবস্তীনগরে, যেখানে এখন জেতবন-সরোবর রহিয়াছে সেই খানে, লতাবিতানপরিবৃত একটী সরোবর ছিল। বোধিসত্ত্ব মৎস্যরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া সেই সরোবরে বাস করিতেন। বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় তখনও অনাবৃষ্টি বশতঃ তড়াগাদি জলহীন হইয়াছিল, মৎস্যকচ্ছপগণ পঙ্কের ভিতর আশ্রয় লইয়াছিল; তখনও কাক প্রভৃতি পক্ষিগণ আসিয়া পঙ্কমধ্যগত মৎস্যাদিকে তুণ্ড দ্বারা তুলিয়া উদরসাৎ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। জ্ঞাতিবন্ধুগণ বিনষ্ট হইতেছে দেখিয়া বোধিসত্ত্ব বিবেচনা করিলেন, "আমি ভিন্ন অন্য কেহই ইহাদিগকে এই বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিতে পারিবে না। অতএব আমি ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া শপথপূর্ব্বক বারি বর্ষণ করাইব, তাহা হইলে ইহাদের দুঃখ মোচন হইবে।" এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি কৃষ্ণবর্ণ কর্দ্দম ভেদ করিয়া উত্থিত হইলেন। তাহার বিশাল দেহ কজ্জললিপ্ত চন্দনকাষ্ঠনির্ম্মিত পেটিকাবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। তিনি নয়নদ্বয় উন্মীলিত করিয়া আকাশের দিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক পর্জ্জন্যদেবের উদ্দেশে বলিতে লাগিলেন, "পর্জ্জন্য! আমি জ্ঞাতিগণের দুর্দ্দশায় বড় ব্যথিত হইয়াছি। আমি শীলবান্, অথচ জ্ঞাতিজনের দুর্দ্দশায় দুঃখিত, ইহা দেখিয়াও তুমি যে বারিবর্ষণ করিতেছ না এ বড় আশ্চর্য্যের বিষয়। আমি যে জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তাহার মধ্যে একে অপরের মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে। কিন্তু আমি কখনও তণ্ডুলপ্রমাণ মৎস্যও উদরস্থ করি নাই, অন্য কোন জীবেরও প্রাণহানি করি নাই। যদি আমার এই শপথ সত্য হয় তবে তুমি এখনই বারিবর্ষণ করিয়া আমার জ্ঞাতিগণকে বিপন্মুক্ত কর।" এইরূপে, প্রভু যেমন ভৃত্যকে আদেশ করে, বোধিসত্ত্বও সেইরূপ দেবরাজ পর্জ্জন্যকে আদেশ দিয়া এই গাথা আবৃত্তি করিলেন :—

* খল—ধান্যাদির মর্দ্দনস্থান, খামার।

† কটিবন্ধ।

এস হে পর্জ্জন্য, কর গরজন,
কাকের আশায় পড়ুক ছাই;
কর কর তুমি বারি বরষণ,
বাঁচুক আমার জ্ঞাতিবন্ধুভাই।

এইরূপ, প্রভু যেমন ভৃত্যকে আদেশ করে, বোধিসত্ত্বও সেই ভাবে পর্জ্জন্যকে আদেশ দিলেন। তখন প্রচুর বৃষ্টি হইল, বহুপ্রাণী মরণভয় হইতে পরিত্রাণ পাইল। কালক্রমে বোধিসত্ত্বের জীবন শেষ হইল; তিনি কর্ম্মানুরূপ ফললাভার্থ লোকান্তরে প্রস্থান করিলেন।

[সমবধান—তখন বুদ্ধশিষ্যেরা ছিল সেই সরোবরের মৎস্যকচ্ছপগণ, আনন্দ ছিল দেবরাজ পর্জ্জন্য এবং আমি ছিলাম মৎস্যরাজ।]

৭৬—অশঙ্ক্য-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে শ্রাবস্তীবাসী জনৈক উপাসককে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন।

প্রবাদ আছে শ্রাবস্তীবাসী জনৈক স্রোতাপন্ন আর্য্যশ্রাবক কার্য্যবশতঃ এক শকটসার্থবাহের সঙ্গে পথভ্রমণ করিতে করিতে একদা অরণ্যমধ্যে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেখানে লোকে বলীবর্দ্দগুলি খুলিয়া স্কন্ধাবার প্রস্তুত করিয়া বিশ্রাম করিতে বসিল; শ্রাবকটী সার্থবাহের অবিদূরে একটী বৃক্ষতলে পাদচারণ করিতে লাগিলেন।

পঞ্চশত দস্যু অবসর প্রতীক্ষা করিতেছিল; তাহারা এই স্কন্ধাবার লুণ্ঠন করিবার অভিপ্রায়ে ধনু, মুদ্গর প্রভৃতি প্রহরণহস্তে ঐ স্থান পরিবেষ্টন করিল; কিন্তু শ্রাবক তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়াও পাদচারণ হইতে বিরত হইলেন না। দস্যুরা ভাবিয়াছিল তাহারা অতর্কিতভাবে স্কন্ধাবার আক্রমণ করিবে; কিন্তু তাঁহাকে পাদচারণ করিতে দেখিয়া তাহারা সে আশা পরিত্যাগ করিল। তাহারা ভাবিল এ ব্যক্তি স্কন্ধাবারের প্রহরী; অতএব এ নিদ্রিত হইলে আক্রমণ করিতে হইবে। তখন তাহারা যে যেখানে ছিল, সে সেইখানে থাকিয়াই অপেক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু উপাসক প্রথম প্রহরে, মধ্যম প্রহরে, শেষ প্রহরে, সমস্ত রাত্রিই পাদচারণ করিলেন। ক্রমে প্রভাত হইল, তথাপি দস্যুরা আক্রমণের সুযোগ পাইল না। তখন তাহারা নিরাশ হইয়া প্রস্তর, মুদ্গরাদি ফেলিয়া পলায়ন করিল।

কিয়দ্দিন পরে এই উপাসক নিজের কার্য্য সমাধা করিয়া শ্রাবস্তীতে প্রতিগমন করিলেন এবং শাস্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "ভগবন্, লোকে আত্মরক্ষা করিবার সময়েও পরের রক্ষক হইতে পারে কি?" শাস্তা বলিলেন, "পারে বৈ কি, উপাসক। মানুষ যখন নিজের রক্ষাবিধানে নিরত থাকে, তখনও সে অপরের রক্ষা করিতে সমর্থ, আবার অপরের রক্ষাদ্বারাও আত্মরক্ষা সম্পাদিত হইয়া থাকে।" "আহা, প্রভু কি সুন্দর কথাই বলিলেন। আমি এক সার্থবাহের সঙ্গে ভ্রমণ করিবার সময় একদিন আত্মরক্ষার্থ বৃক্ষতলে পাদচারণ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, তাহার ফলে সমস্ত সার্থেরই রক্ষাবিধান হইয়াছিল।" শাস্তা বলিলেন, "অতীত কালেও লোকে আত্মরক্ষা করিতে গিয়া পরের রক্ষা করিয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি দেখিতে পাইলেন কামনাই দুঃখের মূল, এই জন্য তিনি ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক হিমালয় প্রদেশে বাস করিতে লাগিলেন। কোন সময়ে লবণ ও অম্ল সংগ্রহার্থ তিনি জনপদে অবতরণ পূর্ব্বক জনৈক সার্থবাহের সঙ্গে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। একদা ঐ সার্থবাহ অনুচরগণসহ বনমধ্যে বিশ্রামার্থ অবস্থিতি করিলেন; বোধিসত্ত্ব অদূরে এক বৃক্ষতলে ধ্যানসুখে নিমগ্ন হইয়া পাদচারণে প্রবৃত্ত হইলেন। সায়মাশের পর পঞ্চশত দস্যু লুণ্ঠনার্থ সেই স্কন্ধাবার বেষ্টন করিল; কিন্তু তাহারা বোধিসত্ত্বকে দেখিতে পাইয়া ভাবিল "এ ব্যক্তি আমাদিগকে দেখিতে পাইলে সার্থবাসীদিগকে সংবাদ দিবে; অতএব এ নিদ্রিত হইলেই আক্রমণ করিব।" ইহা স্থির করিয়া তাহারা অবসর প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। তপস্বী কিন্তু রাত্রির মধ্যে একবারও পাদচরণে ক্ষান্ত হইলেন না, কাজেই দস্যুরা সুযোগ না

পাইয়া মুদ্গরপাষাণাদি ফেলিয়া প্রস্থান করিল—চীৎকার করিয়া বলিয়া গেল, "ওহে সার্থবাসি-গণ, আজ যদি বৃক্ষমূলে ঐ তপস্বী পাদচারণ না করিতেন, তাহা হইলে তোমাদের সকলেরই প্রাণক্ষয় হইত। অতএব কল্য তোমরা ইঁহাকে পরিতোষসহকারে ভোজন করাইবে।"

রজনী প্রভাত হইলে সার্থবাসিগণ দস্যুপরিত্যক্ত মুদ্গরপাষাণাদি দেখিয়া মহাভীত হইল এবং বোধিসত্ত্বের নিকট গিয়া তাঁহার চরণবন্দনা পূর্ব্বক বলিল, "প্রভো, আপনি কি দস্যুদিগকে দেখিতে পাইয়াছিলেন ?" বোধিসত্ত্ব উত্তর দিলেন, "হাঁ, আমি তাহাদিগকে দেখিয়াছিলাম।" "আপনি কি এত দস্যু দেখিয়াও ভীত ও সন্ত্রস্ত হন নাই ?" "না, আমি ভীত হই নাই। দস্যুদর্শনে ভয়নামক পদার্থের উৎপত্তি ধনবান্‌দিগের পক্ষেই সম্ভবে। আমি নির্ধন, আমার ভয় হইবে কেন ? গ্রামেই থাকি কিংবা অরণ্যেই থাকি আমার কখনও ভয়ের কারণ নাই।" অনন্তর ধর্ম্মোপদেশ দিবার জন্য তিনি এই গাথা আবৃত্তি করিলেন :—

লভেছি নির্ব্বাণপথ মৈত্রী-করুণার বলে ;
কি ভয় গ্রামেতে মোর, কি বা ভয় বনস্থলে ?

বোধিসত্ত্ব এই গাথা দ্বারা সার্থবাসীদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিলে তাহাদের অন্তঃকরণ আনন্দে পূর্ণ হইল এবং তাহারা তাঁহাকে পরমভক্তি সহকারে পূজা করিতে লাগিল। বোধিসত্ত্ব যাবজ্জীবন চতুর্ব্বিধ ব্রহ্মবিহারে ধ্যান করিয়া দেহত্যাগের পর ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইলেন।

[সমবধান—তখন বুদ্ধশিষ্যেরা ছিল সেই সার্থবাসিগণ; এবং আমি ছিলাম সেই তপস্বী।]

৭৭—মহাস্বপ্ন-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে ষোলটী অদ্ভুত স্বপ্ন সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন।]

প্রবাদ আছে যে, একদা কোশলরাজ সমস্ত রাত্রি নিদ্রাভোগ করিয়া শেষ প্রহরে ষোলটী মহাস্বপ্নদর্শনে এরূপ ভীত হইয়াছিলেন যে, তাহাতেই তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হয়। এরূপ দুঃস্বপ্নের না জানি কি কুফলই ঘটিবে এই ভাবিয়া তিনি মরণভয়ে নিতান্ত অভিভূত হইয়াছিলেন, এবং চলচ্ছক্তিরহিত হইয়া শয্যার উপরই জড়-সড়ভাবে পড়িয়া রহিয়াছিলেন। অনন্তর রাত্রি প্রভাত হইলে পুরোহিত ও অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা তাঁহার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজের সুষুপ্তি হইয়াছিল ত ?" রাজা কহিলেন—"আচার্য্যগণ, কিরূপে সুষুপ্তি ভোগ করিব বলুন ? আমি অদ্য ষোলটী অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়া তদবধি নিতান্ত ভয়ব্যাকুল হইয়াছি। আপনারা দয়া করিয়া এই স্বপ্নগুলির ব্যাখ্যা করুন।" ব্রাহ্মণেরা বলিলেন, "আপনি কি কি স্বপ্ন দেখিয়াছেন শুনিতে পাইলে আমরা তাহাদের ফল নির্ণয় করিয়া দিতেছি।"

রাজা একে একে স্বপ্নবৃত্তান্তগুলি নিবেদন করিয়া তাহাদের ফল জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাহ্মণেরা স্বপ্ন শুনিয়া হস্ত নিপীড়ন করিতে লাগিলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিপ্রগণ। আপনারা হস্ত নিপীড়ন করিতেছেন কেন ?" তাঁহারা বলিলেন, "মহারাজ। এগুলি অতীব দুঃস্বপ্ন।" "এরূপ দুঃস্বপ্নের ফল কি ?" হয় রাজ্যনাশ, নয় প্রাণনাশ, নয় অর্থনাশ, এই তিনটীর একটী না একটী।" "এ ফল প্রতিবিধেয়, না অপ্রতিবিধেয় ?" "এমন দুঃস্বপ্ন অপ্রতিবিধেয় হইবারই কথা ; তথাপি আমরা প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করিব ; ইহার যদি প্রতিবিধান করিতে না পারিলাম, তবে আমাদের শাস্ত্রজ্ঞানের কি ফল ?" "আপনারা তবে কি প্রতি-বিধানের ব্যবস্থা করিতেছেন অনুমতি করুন।" "মহারাজ ! আমরা প্রতি চতুষ্পথে যজ্ঞ করিব।" ভয়-বিহ্বল রাজা নিতান্ত ব্যগ্রতার সহিত বলিলেন, "আচার্য্যগণ ! দেখিবেন, আমার প্রাণ আপনাদের হাতে ; আমি যাহাতে অচিরে নিরাময় হইতে পারি তাহার উপায় করুন।" রাজার কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণদিগের আনন্দের সীমা-পরিসীমা রহিল না। তাঁহারা ভাবিলেন, 'এই উপলক্ষে আমরা বহুধন ও চর্ব্ব্যচূষ্য প্রচুর খাদ্য লাভ করিব।' তাঁহারা "কোন চিন্তা নাই, মহারাজ !" এই আশ্বাস দিয়া প্রাসাদ হইতে চলিয়া গেলেন ; নগরের বহির্ভাগে যজ্ঞকুণ্ড খনন করিয়া সেখানে বহুসংখ্যক সর্ব্বাঙ্গসুন্দর চতুষ্পদ জন্তু এবং শত শত পক্ষী আনয়ন করাইলেন এবং তাহার পরেও ইহা চাই, তাহা চাই বলিয়া পুনঃ পুনঃ রাজার নিকট যাইতে আরম্ভ করিলেন। রাজমহিষী মল্লিকাদেবী ব্রাহ্মণদিগের গতিবিধি দেখিয়া রাজার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্রাহ্মণেরা আজ এত ঘন ঘন যাতায়াত করিতেছেন কেন ?"

রাজা কহিলেন, "তুমি কি সুখেই আছ! কর্ণমূলে আশীবিষ বিচরণ করিতেছে, অথচ তুমি কিছুই জানিতে পারিতেছ না।" "মহারাজ। আপনি কি বলিতেছেন, বুঝিতে পারিতেছি না।" "আমি ভয়ানক দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছি,—ব্রাহ্মণেরা বলিতেছেন যে, তজ্জন্য হয় রাজ্যনাশ, নয় প্রাণনাশ, নয় অর্থনাশের আশঙ্কা আছে। ইহার প্রতিবিধানার্থ যজ্ঞ করিবেন বলিয়া তাঁহারা উপকরণ সংগ্রহের জন্য বার বার যাতায়াত করিতেছেন।" "যিনি নরলোকের ও দেবলোকের ব্রাহ্মণাগ্রগণ্য, তাঁহাকে স্বপ্নের প্রতিকারার্থ কিছু জিজ্ঞাসা করিয়াছেন কি?" "ভদ্রে। নরলোকে ও দেবলোকে ব্রাহ্মণাগ্রগণ্য বলিয়া কাহাকে মনে করিয়াছ?" "সে কি, মহারাজ। যিনি ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ, সর্ব্বজ্ঞ, বিশুদ্ধ ও নিষ্কলঙ্ক, আপনি কি সেই ব্রাহ্মণাগ্রগণ্য মহাপুরুষকে জানেন না? সেই ত্রিকালজ্ঞ ভগবান্ নিশ্চয় আপনার স্বপ্ন ব্যাখ্যা করিবেন। আপনি গিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করুন।" রাজা বলিলেন, "দেবি! এ অতি উত্তম পরামর্শ" এবং তখনই বিহারে গিয়া শাস্তাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক আসন গ্রহণ করিলেন। শাস্তা মধুরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মহারাজ যে এত ভোরে আসিয়াছেন ইহার কারণ কি?" "প্রভাত হইবার প্রাক্কালে ষোলটী অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়া এমন ভীত হইয়াছিলাম যে, ব্রাহ্মণদিগের নিকট তাহার প্রতিবিধানের প্রার্থনা জানাইয়াছিলাম। তাঁহারা বলিলেন যে, স্বপ্নগুলি নিতান্ত অমঙ্গলসূচক এবং স্বস্ত্যয়নের জন্য সমস্ত চতুষ্পথ-সঙ্গমে যজ্ঞ সম্পাদন করিতে হইবে। তাঁহারা এখন যজ্ঞের আয়োজন করিতেছেন; তদুপলক্ষে বহু প্রাণী মরণভয়ে ব্যাকুল হইয়াছে। সেই জন্য আপনার শরণ লইলাম। আপনি ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ; ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় আপনার জ্ঞানগোচর। দয়া করিয়া আমার স্বপ্নফল ব্যাখ্যা করিতে আজ্ঞা হয়।" "মহারাজ। ত্রিভুবনে আমি ব্যতীত আর কেহ যে এই সকল স্বপ্নের মর্ম্ম বুঝিতে ও ফল বলিতে পারিবে না, ইহা সত্য। আমি আপনাকে সমগ্র বিষয় বুঝাইয়া দিতেছি। আপনি যে যে স্বপ্ন দেখিয়াছেন, যথাক্রমে বলুন।" "যে আজ্ঞা, প্রভো" বলিয়া রাজা স্বপ্নসমূহের এই তালিকা * দিলেন:—

বৃষ, বৃক্ষ, ধেনু, বৎস, তুরগ, কাংস্যের পাত্র, †
একে একে করি দরশন;
শৃগাল, কলসী, পুনঃ পুষ্করিণী শোভাময়ী,
তারপর তক্রে চন্দন,
অলাবু ডুবিল জলে, কিন্তু ভাসে শিলা তথা,
ভেকে করে কৃষ্ণসর্প গ্রাস;
সুবর্ণ-পালকে শোভে যত কাক-পক্ষিজন,
ছাগভয়ে বৃক পায় ত্রাস।"

প্রথম স্বপ্ন ও তাহার ফল—

"প্রথম স্বপ্ন এইরূপ:—বোধ হইল যেন চারিটা কজ্জলকৃষ্ণ বৃষ চারিদিক হইতে যুদ্ধার্থ রাজপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করিল; বৃষ-যুদ্ধ দেখিবে বলিয়া সেখানে বহুলোক সমবেত হইল; বৃষগণ যুদ্ধের ভাব দেখাইল বটে, কিন্তু কেবল নিনাদ ও গর্জ্জন করিতে লাগিল এবং শেষে যুদ্ধ না করিয়াই চলিয়া গেল। এই আমার প্রথম স্বপ্ন। বলুন ত, প্রভু, এমন স্বপ্ন কেন দেখিলাম এবং ইহার ফলই বা কি।"

শাস্তা কহিলেন, "মহারাজ, এই স্বপ্নের ফল আপনার বা আমার জীবদ্দশায় ফলিবে না, কিন্তু অতঃপর দেখা যাইবে। তখন রাজারা অধার্ম্মিক ও কৃপণস্বভাব হইবেন, মনুষ্য অসৎপথে বিচরণ করিবে, জগতের অধোগতি হইতে থাকিবে; তখন কুশলের ক্ষয়, অকুশলের উপচয় ঘটিবে। জগতের সেই অধঃপতন-সময়ে আকাশ হইতে পর্য্যাপ্ত বারিবর্ষণ হইবে না, মেঘের পা খঞ্জ হইয়া যাইবে, শস্য শুষ্ক হইবে, দুর্ভিক্ষের হাহাকার উঠিবে। তখন চারি দিক্ হইতে মেঘ উঠিবে বটে, লোকে মনে করিবে কতই যেন বৃষ্টি হইবে; গৃহিণীগণ যে ধান্যাদি রৌদ্রে দিয়াছেন তাহা আর্দ্র হইবে আশঙ্কায় গৃহের অভ্যন্তরে লইয়া যাইবেন; পুরুষেরা কোদালি ও ঝুড়ি হাতে লইয়া আলি বান্ধিবার জন্য বাহির হইবে; কিন্তু সে মেঘ বর্ষণের ভাবমাত্র দেখাইবে; তাহাতে গর্জ্জন হইবে, বিদ্যুৎ খেলিবে; কিন্তু আপনার স্বপ্নদৃষ্ট বৃষগণ যেমন যুদ্ধ না করিয়া প্রস্থান করিয়াছে, উহাও সেইরূপ বর্ষণ না করিয়া পলাইয়া যাইবে। আপনার স্বপ্নের এই ফল জানিবেন; কিন্তু ইহাতে আপনার কোন ভয়ের কারণ নাই; ইহা সুদূর ভবিষ্যৎসম্বন্ধে প্রযোজ্য বুঝিতে হইবে। ব্রাহ্মণেরা কেবল নিজেদের উপজীবিকার অনুরোধেই আপনাকে ভয় প্রদর্শন করিয়াছেন।" এইরূপে প্রথম স্বপ্নের নিষ্পত্তি করিয়া শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, "বলুন মহারাজ, আপনার দ্বিতীয় স্বপ্ন কি?"

* মূলে "মাতিকা" (মাতৃকা) এই শব্দ আছে।

† এখানে কাংস্যপাত্রের উল্লেখ থাকিলেও স্বপ্ন-বিবরণে স্বর্ণপাত্র দেখা যায়।

দ্বিতীয় স্বপ্ন ও তাহার ফল—

রাজা কহিলেন, "ভগবন্, আমার দ্বিতীয় স্বপ্ন বলিতেছি, শ্রবণ করুন। আমার বোধ হইল পৃথিবী ভেদ করিয়া শত শত ক্ষুদ্র বৃক্ষ ও গুল্ম উত্থিত হইল এবং কোন কোনটী বিতস্তি প্রমাণ, কোন কোনটী বা হস্তপ্রমাণ হইয়াই পুষ্পিত ও ফলিত হইল। এ স্বপ্নের ফল কি বলুন।"

শাস্তা কহিলেন, "মহারাজ, যখন জগতের অবনতির সময়ে মনুষ্যেরা স্বল্পায়ুঃ হইবে, তখনই এ স্বপ্নের ফল দেখা যাইবে। সেই অনাগতকালে প্রাণিগণ তীব্ররিপুপরবশ হইবে, অপ্রাপ্তবয়স্কা কন্যাগণ পুরুষ-সংসর্গে ঋতুমতী পূর্ণবয়স্কাদিগের ন্যায় গর্ভধারণ পূর্ব্বক পুত্রকন্যা প্রসব করিবে। আপনি যে ক্ষুদ্র বৃক্ষগুল্মাদির পুষ্প দেখিয়াছেন তাহা অকালজাত-রজঃবলা-ভাবসূচক এবং যে ফল দেখিয়াছেন তাহা বালদম্পতীজাত-পুত্রকন্যা-সূচক। কিন্তু মহারাজ, স্বপ্নের এ ফলে আপনার কোন ভয়ের কারণ দেখা যায় না। এখন বলুন, আপনার তৃতীয় স্বপ্ন কি?"

তৃতীয় স্বপ্ন ও তাহার ফল—

রাজা কহিলেন, "আমি দেখিলাম ধেনুগণ সদ্যোজাত বৎসগণের ক্ষীর পান করিতেছে। ইহার কি ফল হইবে?"

"ইহারও ফল অনাগতকালগর্ভে; তখন মনুষ্যেরা বয়োজ্যেষ্ঠদিগের প্রতি সম্মান দেখাইতে বিরত হইবে। মাতা, পিতা, শ্বশ্রূ, শ্বশুর প্রভৃতিকে উপেক্ষা করিয়া নিজেরাই সংসারে কর্ত্তৃত্ব করিবে, বৃদ্ধদিগকে ইচ্ছা হইলে গ্রাসাচ্ছাদন দিবে, ইচ্ছা না হইলে দিবে না। তখন অনাথ ও অসহায় বৃদ্ধগণ সদ্যোজাত বৎসক্ষীরপায়িনী ধেনুর ন্যায় সর্ব্বতোভাবে স্ব স্ব সন্তানসন্ততির অনুগ্রহারভোজী হইবে। তবে ইহাতে আপনার ভীত হইবার কি আছে? আপনার চতুর্থ স্বপ্ন কি বলুন।"

চতুর্থ স্বপ্ন ও তাহার ফল—

"দেখিলাম লোকে ভার-বহনক্ষম বলিষ্ঠ বলীবর্দ্দদিগকে খুলিয়া দিয়া তাহাদের স্থানে তরুণ বলীবর্দ্দ যুগবদ্ধ করিল; কিন্তু তাহারা ভার বহন করিতে অসমর্থ হইয়া পাদমাত্রও চলিল না, এক স্থানেই স্থির হইয়া রহিল, কাজেই শকটগুলি যেখানে ছিল, সেখানে পড়িয়া থাকিল। এ স্বপ্নের কি ফল, প্রভো?"

"ইহারও ফল অনাগত কালে দেখা যাইবে। তখন রাজারা অধর্ম্মপরায়ণ হইয়া প্রবীণ, সুপণ্ডিত, কার্য্যকুশল এবং রাজ্যপরিচালনক্ষম মহামাত্যদিগের মর্য্যাদা রক্ষা করিবেন না; ধর্ম্মাধিকরণে এবং মন্ত্রভবনেও বিচক্ষণ, ব্যবহারজ্ঞ বয়োবৃদ্ধদিগকে নিযুক্ত করিবেন না; পক্ষান্তরে ইঁহাদের বিপরীতলক্ষণযুক্ত তরুণবয়স্ক ব্যক্তিদিগেরই আদর বৃদ্ধি হইবে; এইরূপ অর্ব্বাচীনেরাই ধর্ম্মাধিকরণে উচ্চাসন পাইলে, কিন্তু বহুদর্শিতার অভাবে এবং রাজকর্ম্মে অনভিজ্ঞতাবশতঃ তাহারা পদগৌরব রক্ষা করিতে পারিবে না, রাজকর্ম্মও সম্পন্ন করিতে পারিবে না; তাহারা কর্ম্মভার পরিহার করিবে। বয়োবৃদ্ধ বিচক্ষণ মহামাত্যগণ সর্ব্ববিধকার্য্যনির্ব্বাহসমর্থ হইলেও পূর্ব্বকৃত অপমান স্মরণ করিয়া রাজার সাহায্যে পরাঙ্মুখ হইবেন; তাঁহারা ভাবিবেন, আমাদের ইহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি কি? আমরা ত এখন বাহিরের লোক; ছেলে ছোকরারা ক্ষমতা লাভ করিয়াছে, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য তাহারাই জানে।" এইরূপে অধার্ম্মিক রাজাদিগের সর্ব্বতোভাবে অনিষ্ট ঘটিবে। ধুর-বহনক্ষম বলিষ্ঠ বলীবর্দ্দদিগের স্কন্ধ হইতে যুগ অপসারিত করিয়া ধুরবহনে অসমর্থ তরুণ বলীবর্দ্দদিগের স্কন্ধে স্থাপিত করাতে যাহা হয়, তখনও তাহাই হইবে—রাজ্যরূপ শকট অচল হইয়া থাকিবে। কিন্তু ইহাতে আপনার কোন ভয়ের সম্ভাবনা নাই। আপনার পঞ্চম স্বপ্ন বলুন।"

পঞ্চম স্বপ্ন ও তাহার ফল—

"দেখিলাম, একটা অশ্বের দুই দিকে দুই মুখ; লোকে দুই মুখেই ঘাস ও দানা দিতেছে এবং অশ্ব দুই মুখেই তাহা আহার করিতেছে। এই আমার পঞ্চম স্বপ্ন। ইহার ফল কি বলুন।"

"ইহারও ফল অনাগতকালে, অধার্ম্মিক রাজাদিগের রাজ্যে সংঘটিত হইবে। তখন অবোধ ও অধার্ম্মিক রাজগণ অধার্ম্মিক ও লোভী ব্যক্তিদিগকে বিচারকের পদে নিযুক্ত করিবেন। আপনার স্বপ্নদৃষ্ট অশ্ব যেমন উভয় মুখদ্বারাই আহার গ্রহণ করিয়াছে, পাপপুণ্যজ্ঞানশূন্য মূর্খ বিচারকগণ ধর্ম্মাধিকরণে উপবেশন করিয়া বিচার করিবার সময় সেইরূপে অর্থী প্রত্যর্থী উভয় পক্ষের হস্ত হইতেই উৎকোচ গ্রহণ করিবে। কিন্তু মহারাজ, ইহাতেও আপনার কোন ভয়হেতু দেখা যায় না। আপনার ষষ্ঠ স্বপ্ন কি বলুন।"

ষষ্ঠ স্বপ্ন ও তাহার ফল—

"দেখিলাম লোকে লক্ষ মুদ্রা মূল্যের একটা সুমার্জ্জিত সুবর্ণ পাত্র লইয়া একটি বৃদ্ধ শৃগালকে তাহাতে মূত্র ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিল এবং শৃগাল তাহাই করিল। এ স্বপ্নের কি ফল বলুন।"

"ইহারও ফল বহুকাল পরে ফলিবে। তখন রাজকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াও রাজারা অধার্ম্মিক হইবেন; অভিজাতদিগকে অবিশ্বাস করিবেন, তাঁহাদের প্রতি অসম্মান দেখাইবেন; এবং অকুলীনদিগকে উচ্চপদ দিবেন। এইরূপে সদ্বংশীয়দিগের দুর্গতি এবং নীচকুলোদ্ভবদিগের উন্নতি হইবে। কুলীনেরা তখন জীবিকানির্ব্বাহের উপায়ান্তর না দেখিয়া অকুলীনদিগের আশ্রয় লইবেন এবং তাহাদিগকে কন্যাদান করিবেন। বৃদ্ধ শৃগালের মূত্র-স্পর্শে স্বর্ণ পাত্রের অপবিত্রীভাবও যে কথা, অকুলীনের সংসর্গে কুলকন্যার বাসও সেই কথা। কিন্তু ইহাতেও আপনার কোন ভয় নাই। এখন আপনার সপ্তম স্বপ্ন বলুন।"

সপ্তম স্বপ্ন ও তাহার ফল—

"দেখিলাম একব্যক্তি চৌকীর উপর বসিয়া রজ্জু প্রস্তুত করিতেছে এবং যতটুকু পাকান হইতেছে তাহা নীচে ছাড়িয়া দিতেছে; চৌকীর তলদেশে এক ক্ষুধার্ত্তা শৃগালী বসিয়া ঐ রজ্জু খাইতেছে; লোকটা তাহার কিছুই জানিতে পারিতেছে না। এই আমার সপ্তম স্বপ্ন; ইহার কি ফল বলুন।"

"ইহারও ফল সুদূর ভবিষ্যতে দেখা যাইবে। তখন রমণীগণ পুরুষ-লোলুপ, সুরালোলুপ, অলঙ্কারলোলুপ, পরিভ্রমণলোলুপ এবং প্রমোদপরায়ণা হইবে; পুরুষেরা কৃষি, গোরক্ষা প্রভৃতি দ্বারা অতি কষ্টে যে ধন উপার্জ্জন করিবে, এই দুঃশীলা ও দুশ্চরিত্রা রমণীরা তাহা জারের সহিত সুরাপানে এবং মাল্যগন্ধানুলেপ সংগ্রহে উড়াইয়া দিবে; গৃহে নিতান্ত অনটন হইলেও তাহারা সে দিকে ভ্রূক্ষেপ করিবে না; বহিঃপ্রাচীরের উপরি ভাগে যে সকল ছিদ্র আছে, তাহার ভিতর দিয়াও তাহারা উদ্গ্রীব হইয়া নিয়ত জারাগমন প্রতীক্ষায় দৃষ্টিপাত করিতে থাকিবে; পর দিন যে বীজশস্য বপন করিতে হইবে তাহা পর্য্যন্ত চূর্ণ করিয়া অন্ন ও কাঞ্জিক প্রস্তুত করিবে। ফলতঃ শৃগালী যেমন চৌকীর তলে বসিয়া স্বপ্নদৃষ্ট ব্যক্তির অগোচরে তাহার প্রস্তুত রজ্জু উদরসাৎ করিতেছিল, এই সকল স্ত্রীও সেইরূপ ভর্ত্তাদিগের অগোচরে তাহাদের বহুকষ্ট-লব্ধ ধনের অপচয় করিবে। কিন্তু ইহাতে আপনার ভীত হইবার কোন কারণ নাই। আপনার অষ্টম স্বপ্ন বলুন।"

অষ্টম স্বপ্ন ও তাহার ফল—

"দেখিলাম রাজদ্বারে একটী বৃহৎ পূর্ণ কলসের চারিদিকে অনেকগুলি শূন্য কলস সজ্জিত রহিয়াছে, চারিদিক্ এবং চারি অনুদিক্ হইতে চতুর্ব্বর্ণের জনস্রোত আসিয়া জল আনিয়া সেই পূর্ণ কলসে ঢালিতেছে, উপক্রত জল স্রোতের আকারে চলিয়া যাইতেছে, তথাপি তাহারা পুনঃ পুনঃ ঐ কলসীতেই জল ঢালিতেছে, ভ্রমেও একবার শূন্য কলসীগুলির দিকে তাকাইতেছে না। বলুন, প্রভো, এ স্বপ্নের কি ফল।"

"এ স্বপ্নের ফলও বহুদিন পরে দেখা যাইবে। তখন পৃথিবীর বিনাশকাল আসন্ন হইবে, রাজারা দুর্গত ও কৃপণ হইবেন; তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা ঐশ্বর্য্যশালী হইবেন, তাঁহাদেরও ভাণ্ডারে লক্ষাধিক মুদ্রা সঞ্চিত থাকিবে না। এই অভাবগ্রস্ত নৃপতিগণ জনপদবাসীদিগকে আপনাদের বপনকার্য্যে নিযোজিত করিবেন; উপদ্রুত প্রজারা নিজ নিজ কাজ ছাড়িয়া রাজাদেরই কাজ করিবে, তাঁহাদের জন্য ধান্য, যব, গোধূম, মুদ্গ-মাষাদি বপন করিবে, তৎসমস্ত রক্ষা করিবে, ক্ষেত্র হইতে কাটিয়া আনিবে, মর্দ্দন করিবে, এবং রাজভাণ্ডারে তুলিয়া রাখিবে। তাহারা ইক্ষুক্ষেত্র প্রস্তুত করিবে, যন্ত্র প্রস্তুত করিবে ও চালাইবে, রস পাক করিয়া গুড় প্রস্তুত করিবে; তাহারা পুষ্পোদ্যান ও ফলোদ্যান রচনা করিবে। এই সকল উৎপন্ন দ্রব্যদ্বারা তাহারা রাজা-দিগের কোষ্ঠাগারই পুনঃ পুনঃ পূর্ণ করিবে; কিন্তু নিজেদের কোষ্ঠাগারগুলি যে শূন্য রহিয়াছে সেদিকে একবারও দৃষ্টিপাত করিবে না—শূন্য কুম্ভের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া পূর্ণকুম্ভেই পুনঃ পুনঃ জল ঢালিবে। কিন্তু মহারাজ ইহাতেও আপনার কোন ভয় নাই। এখন আপনার নবম স্বপ্ন বলুন।"

নবম স্বপ্ন ও তাহার ফল—

"দেখিলাম একটী পঞ্চবিধ পদ্মসম্পন্ন গভীর পুষ্করিণীর চারিধারেই স্নানের ঘাট; তাহাতে জলপান করিবার জন্য চতুর্দ্দিক্ হইতে দ্বিপদ ও চতুষ্পদগণ অবতরণ করিতেছে, কিন্তু এই পুষ্করিণীর জল সুগভীর মধ্যভাগে পঙ্কিল, অথচ তীরসমীপে দ্বিপদ, চতুষ্পদাদির অবতরণ-স্থানে স্ফটিকবৎ স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল। এ স্বপ্নের পরিণাম কি?"

"ইহারও পরিণাম সুদূর ভবিষ্যদ্গর্ভে। তখন রাজারা অধর্ম্মপরায়ণ হইবেন; যথেচ্ছভাবে অন্যায়রূপে রাজ্যশাসন করিবেন, বিচার করিবার সময় ধর্ম্মের মর্য্যাদা রাখিবেন না। তাঁহারা অর্থলালসায় উৎকোচ গ্রহণ করিবেন, প্রজাদিগের প্রতি দয়া, ক্ষান্তি ও প্রীতি প্রদর্শনে বিমুখ হইবেন, লোকে যেমন ইক্ষুযন্ত্রে ফেলিয়া ইক্ষু নিষ্পেষণ করে, তাঁহারাও সেইরূপ অতি নিষ্ঠুর ও ভীষণ ভাবে প্রজাদিগের পীড়নপূর্ব্বক নানা প্রকার কর গ্রহণ করিয়া ধনসংগ্রহ করিবেন। করভার-প্রপীড়িত প্রজাগণ অবশেষে করদানে অসমর্থ হইয়া

গ্রাম নগরাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক রাজ্যের প্রত্যন্ত প্রদেশে আশ্রয় লইবে। এইরূপে রাজ্যের মধ্যম জনপদসমূহ জনশূন্য এবং প্রত্যন্ত ভাগ বহুজন-সমৃদ্ধ হইবে, অর্থাৎ রাজ্যরূপ পুষ্করিণীর মধ্যভাগ আবিল এবং তীরসন্নিহিত ভাগ অনাবিল হইবে। তবে ইহাতেও আপনার কোন ভয়ের কারণ নাই। আপনার দশম স্বপ্ন কি বলুন।"

দশম স্বপ্ন ও তাহার ফল—

"দেখিলাম একটা পাত্রে তণ্ডুল পাক হইতেছে; কিন্তু তাহা সুসিদ্ধ হইতেছে না। সুসিদ্ধ হইতেছে না বলিবার তাৎপর্য্য এই যে তণ্ডুলগুলি যেন পরস্পর সম্পূর্ণরূপ পৃথক্ থাকিয়া যাইতেছে—একই পাত্রে একসঙ্গে তিন প্রকার পাক হইতেছে—কতকগুলি তণ্ডুল গলিয়া গিয়াছে, কতকগুলি তণ্ডুলই রহিয়াছে, কতকগুলি সুপক্ক রহিয়াছে। এ স্বপ্নের ফল বলিতে আজ্ঞা হয়।"

"ইহারও ফল বহুকাল পরে ভবিতব্য। তখন রাজারা অধার্ম্মিক হইবেন, তাঁহাদের পারিপার্শ্বিকগণ, এবং ব্রাহ্মণ, গৃহপতি, পৌর ও জানপদবর্গও অধার্ম্মিক হইবে। ফলতঃ তখন সকল মনুষ্যই অধর্ম্মাচারী হইবে। শ্রমণ, ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত ধর্ম্মপথে চলিবে না। তদনন্তর তাহাদের বলিপ্রতিগ্রাহী বৃক্ষদেবতা, আকাশ-দেবতা প্রভৃতি উপাস্য দেবদেবীগণ পর্য্যন্ত অধর্ম্মমার্গে বিচরণ করিবেন। অধার্ম্মিক রাজার রাজ্যে বায়ু খর ও বিষম বেগে প্রবাহিত হইবে এবং আকাশস্থ বিমানকে কম্পিত করিবে, বিমান-প্রকম্পন হেতু দেবতারা কুপিত হইয়া বারিবর্ষণে বাধা দিবেন, বর্ষণ হইলেও সমস্ত রাজ্যে এক সময়ে হইবে না, তদ্দ্বারা ক্ষেত্র-কর্ষণ ও বীজবপনেরও সুবিধা ঘটিবে না। রাজ্যের ন্যায় নগরের ও জনপদেরও সর্ব্বত্র এক সময়ে বৃষ্টিপাত হইবে না; তড়াগাদির উপরিভাগে বৃষ্টি হইবে ত নিম্নভাগে হইবে না, নিম্নভাগে বৃষ্টি হইবে ত উপরিভাগে হইবে না। রাজ্যের এক অংশে অতিবৃষ্টি-নিবন্ধন শস্যহানি হইবে, অংশান্তরে অনাবৃষ্টিতে শস্য শুকাইয়া যাইবে; কচিৎ কচিৎ বা সুবৃষ্টি বশতঃ শস্যোৎপত্তি হইবে। এইরূপ একই রাজ্যের উপ্ত শস্য একপাত্রে পচ্যমান স্বপ্নদৃষ্ট তণ্ডুলের ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন দশা প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু ইহাতেও আপনার কোন শঙ্কার কারণ নাই। আপনার একাদশ স্বপ্ন কি বলুন।"

একাদশ স্বপ্ন ও তাহার ফল—

"দেখিলাম পূতি-তক্রের * বিনিময়ে লক্ষমুদ্রা মূল্যের চন্দন বিক্রীত হইতেছে। ইহার কি ফল বলুন।"

"যখন সৎপ্রতিষ্ঠিত শাসনের অবনতি ঘটিবে, সেই সুদূর ভবিষ্যতে ইহার ফল পরিদৃষ্ট হইবে। তখন ভিক্ষুগণ নির্লজ্জ ও লোভপরায়ণ হইবে; আমি লোভের নিন্দা করিয়া যে সকল কথা বলিয়াছি, তাহারা চীবরাদি পাইবার লোভে লোকের নিকট সেই সকল কথাই বলিবে; তাহারা লোভবশে বুদ্ধশাসন পরিহারপূর্ব্বক বিরুদ্ধমতাবলম্বীদিগের সম্প্রদায়-ভুক্ত হইবে, কাজেই মনুষ্যদিগকে নির্ব্বাণাভিমুখে লইতে পারিবে না। কিরূপে মধুরস্বরে ও মিষ্টবাক্যে লোকের নিকট হইতে চীবরাদি লাভ করা যাইতে পারে, এবং ঐ সকল দান করিবার জন্য লোকের মতি উৎপাদন করিতে পারা যায়, ধর্ম্মোপদেশ দিবার সময় তাহারা কেবল ইহাই চিন্তা করিবে। অনেকে হাটে, বাজারে ও রাজদ্বারে বসিয়া কার্ষাপণ, অর্দ্ধকার্ষাপণ প্রভৃতি মুদ্রাপ্রাপ্তির আশাতেও ধর্ম্মকথা শুনাইতে কুণ্ঠিত হইবে না। ফলতঃ যে ধর্ম্মের মূল্য নির্ব্বাণরূপ মহারত্ন, এই সকল ব্যক্তি তাহা চীবরাদি উপকরণ, কিংবা কার্ষাপণাদি মুদ্রারূপ অকিঞ্চিৎকর পদার্থের বিনিময়ে বিক্রয় করিতে প্রবৃত্ত হইবে—পূতিতক্রের বিনিময়ে লক্ষমুদ্রা মূল্যের চন্দন দান করিবে। কিন্তু ইহাতেও আপনার কোন ভয়ের কারণ নাই। আপনার দ্বাদশ স্বপ্ন কি বলুন।"

দ্বাদশ স্বপ্ন ও তাহার ফল—

"দেখিলাম যেন একটী শূন্যগর্ভ অলাবুপাত্র জলে ডুবিয়া গেল। ইহার ফল কি হইবে, প্রভো?"

"ইহারও ফল বহুকাল পরে দেখা দিবে। তখন রাজারা অধার্ম্মিক হইবেন, পৃথিবী বিপথে চলিবে। তখন রাজারা সদ্বংশজাত কুলপুত্রদিগের প্রতি অবজ্ঞা দেখাইবেন এবং অকুলীনদিগের সম্মান করিবেন। অকুলীনেরা প্রভুত্ব লাভ করিবে; কুলীনেরা দরিদ্র হইবেন। রাজসম্মুখে, রাজদ্বারে, মন্ত্রভবনে ও বিচারস্থানে সর্ব্বত্রই অলাবু-পাত্র-সদৃশ অকুলীনদিগের কথা প্রবল হইবে—যেন তাহারাই কেবল সর্ব্ববিষয়ে তলস্পর্শী হইয়া সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। ভিক্ষুসঙ্ঘেও পাত্র, চীবর, বাসস্থানাদির সম্বন্ধে কোন মীমাংসার প্রয়োজন হইলে দুঃশীল ও পাপিষ্ঠ ভিক্ষুদিগের বাক্যই বলবৎ বলিয়া পরিগণিত হইবে, সুশীল ও বিনয়ী ভিক্ষুদিগের কথায় কেহ কর্ণপাত করিবে না। ফলতঃ সমস্ত বিষয়েই অলাবুপাত্রসদৃশ অন্তঃসারহীন ব্যক্তিদিগের সারবত্তা প্রতিপন্ন হইবে। তবে ইহাতেও আপনার কোন ভয় নাই। আপনি ত্রয়োদশ স্বপ্ন কি বলুন।"

---

* পচা ঘোল।

ত্রয়োদশ স্বপ্ন ও তাহার ফল—

"দেখিলাম, গৃহপ্রমাণ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিলাখণ্ডসমূহ নৌকার ন্যায় ভাসিয়া যাইতেছে। ইহার ফল কি বলুন।"

"ইহারও ফল পূর্ব্বোক্ত সময়ে দেখা যাইবে। তখন অধার্ম্মিক নৃপতিগণ অকুলীনদিগের সম্মান করিবেন, অকুলীনেরা প্রভুত্ব লাভ করিবে, কুলীনদিগের দুর্দ্দশার সীমা পরিসীমা থাকিবে না। তখন লোকে কুলীনদিগকে তুচ্ছ জ্ঞান করিবে, অকুলীনদিগের সম্মান করিবে। রাজসম্মুখে, মন্ত্রভবনে, বিচারস্থানে, কুত্রাপি শিলাখণ্ডসদৃশ-সারবান্, বিচারকুশল কুলপুত্রদিগের কথা লোকের হৃদয় স্পর্শ করিতে পারিবে না; তাহা বৃথা ভাসিয়া যাইবে; তাঁহারা কোন কথা বলিতে চাহিলে অকুলীনেরা পরিহাস সহকারে বলিবে, "এরা আবার কি বলে?" ভিক্ষু-সঙ্ঘেও এইরূপে শ্রদ্ধার্হ ভিক্ষুর কথার আদর থাকিবে না; উহা কাহারও হৃদয়ের তলদেশ স্পর্শ করিবে না; আবর্জ্জনার ন্যায় ভাসিয়া যাইবে। কিন্তু ইহাতেও আপনার কোন ভয় নাই। এখন আপনার চতুর্দ্দশ স্বপ্ন বলুন।"

চতুর্দ্দশ স্বপ্ন ও তাহার ফল—

দেখিলাম মধুকপুষ্প-প্রমাণ * ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মণ্ডূকেরা মহাবেগে একটা প্রকাণ্ড কৃষ্ণ সর্পের অনুধাবন করিয়া তাহাকে উৎপলনালের ন্যায় খণ্ড খণ্ড করিয়া খাইয়া ফেলিল। এ স্বপ্নের কি ফল হইবে বলুন।"

"ইহার ফল বহুকাল পরে ঘটিবে। তখন লোকক্ষয় আরব্ধ হইবে; লোকে প্রবল রিপুর তাড়নায় তরুণী-ভার্য্যাদিগের বশীভূত হইয়া পড়িবে, গৃহের ভৃত্য ও দাসদাসী, গোমহিষাদি প্রাণী এবং স্বর্ণরজতাদি ধন, সমস্তই এই সকল রমণীদিগের আয়ত্ত হইবে, স্বামীরা যখন জিজ্ঞাসা করিবেন, 'অমুক পরিচ্ছদ বা অমুক স্বর্ণ রৌপ্য কোথায় আছে', তখন তাহারা উত্তর দিবে 'যেখানে খুসি সেখানে থাকুক, তোমরা তোমাদের আপন কাজ কর; আমাদের ঘরে কি আছে না আছে, তাহা তোমরা জানিতে চাও কেন?" ফলতঃ রমণীগণ নানাপ্রকারে ভর্ত্তাদিগকে ভর্ৎসনা করিবে, বাক্যবাণে জর্জ্জরিত করিবে এবং ক্রীতদাসের ন্যায় আয়ত্ত করিয়া আপনাদের আধিপত্য স্থাপন করিবে। এরূপ হওয়াও যে কথা, মধুকপুষ্পপ্রমাণ-মণ্ডূককর্ত্তৃক কৃষ্ণসর্পভক্ষণও সেই কথা। কিন্তু ইহাতেও আপনার কোন আশঙ্কা নাই। আপনার পঞ্চদশ স্বপ্ন কি বলুন।"

পঞ্চদশ স্বপ্ন ও তাহার ফল—

"দেখিলাম দশবিধ অসদ্ধর্ম্মবিশিষ্ট † এক গ্রাম্য কাক কাঞ্চনবর্ণপক্ষযুক্ত-সুবর্ণরাজহংসপরিবৃত হইয়া বিচরণ করিতেছে। ইহার কি ফল হইবে?

"ইহারও ফল বহুদিন পরে হইবে। তখন রাজারা নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িবেন, এবং গজশাস্ত্রাদিতে ও যুদ্ধবিদ্যায় অনভিজ্ঞ হইবেন। তাঁহারা রাজ্যভ্রষ্ট হইবার আশঙ্কায় স্বজাতীয় কুলপুত্রদিগের হস্তে কোনরূপ প্রভুত্ব রাখিবেন না; পরন্তু নীচ জাতীয় দাস, নাপিত প্রভৃতিকে উচ্চ উচ্চ পদে নিযুক্ত করিবেন। এইরূপে জাতিগোত্রসম্পন্ন কুলপুত্রগণ রাজপ্রসাদে বঞ্চিত হইয়া জীবিকানির্ব্বাহের নিমিত্ত কাক-পরিচর্য্যা নিরত স্বর্ণ রাজহংসদিগের ন্যায় জাতিগোত্রহীন অকুলীনদিগের উপাসনা করিবেন। কিন্তু ইহাতেও আপনার কোন আশঙ্কা নাই। আপনার ষোড়শ স্বপ্ন কি বলুন।"

ষোড়শ স্বপ্ন ও তাহার ফল—

"এতকাল দেখিয়াছি বৃকেরাই ছাগ বধ করিয়া আহার করিয়াছে; কিন্তু স্বপ্নে দেখিলাম ছাগে বৃকদিগের অনুধাবন করিতেছে এবং তাহাদিগকে ধরিয়া মুর্মুর্ করিয়া খাইতেছে। বৃকগণ দূর হইতে ছাগ দেখিবামাত্র নিতান্ত ভীত হইয়া পলায়ন করিতেছে এবং গুল্মগহনে আশ্রয় লইতেছে। এ স্বপ্নের ফল কি বলুন।"

"ইহারও ফল সুদূর ভবিষ্যতে অধার্ম্মিক রাজাদিগের সময়ে দেখা যাইবে। তখন অকুলীনগণ রাজানুগ্রহে প্রভুত্বভোগ করিবে এবং কুলীনেরা অবজ্ঞাত ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইবেন। রাজার প্রিয়পাত্রগণ ধর্ম্মাধিকরণেও ক্ষমতাশালী হইবে, এবং প্রাচীন কুলীনদিগের ভূমি ও পরিচ্ছদাদি সমস্ত সম্পত্তি আত্মসাৎ করিবে। কুলীনেরা ইহার প্রতিবাদ করিলে তাহারা তাঁহাদিগকে বেত্রদ্বারা প্রহার করিবে এবং গ্রীবা ধরিয়া বহিষ্কৃত করিয়া বলিবে, "তোমরা নিজেদের পরিমাণ বুঝনা যে আমাদের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছ। রাজাকে বলিয়া তোমাদের হস্তপদাদি ছেদন করাইয়া দুর্দ্দশার চূড়ান্ত ঘটাইব।" ইহাতে ভয় পাইয়া কুলীনগণ বলিবেন, 'এ সকল দ্রব্য আমাদের নহে, আপনাদের; আপনারাই এ সমস্ত গ্রহণ করুন'। অনন্তর তাঁহারা স্ব স্ব গৃহে গমন করিয়া

* মহুয়ার ফুল। 'মধুক' শব্দে অশোকও বুঝায়। কিন্তু এখানে সে অর্থ ধরা যাইবে না।

† নির্লজ্জতা প্রভৃতি দোষ। সচরাচর সাতটী অসদ্ধর্ম্মের উল্লেখ দেখা যায়। অথবা ইহাতে দশ অকুশল কর্ম্মও বুঝাইতে পারে (১০৮ পৃষ্ঠের টীকা দ্রষ্টব্য)।

প্রাণভয়ে লুকাইয়া থাকিবেন। ভিক্ষুসমাজেও এইরূপ বিশৃঙ্খলতা ঘটিবে, কুমতি ভিক্ষুগণ ধার্ম্মিক ভিক্ষুদিগকে যথারুচি উপদ্রুত করিবে, ধার্ম্মিক ভিক্ষুগণ অশরণ হইয়া বনে পলায়ন করিবেন। ফলতঃ স্বপ্নদৃষ্ট ছাগভয়ে বৃকগণ যেমন পলায়ন করিয়াছে, সেইরূপ অভিজাতগণ নীচবংশীয় লোকের ভয়ে এবং ধার্ম্মিক ভিক্ষুগণ অধার্ম্মিক ভিক্ষুদিগের ভয়ে পলায়নপর হইবেন। কিন্তু ইহাতেও আপনার কোন অমঙ্গলের আশঙ্কা নাই, কারণ এ স্বপ্নের লক্ষ্য ভবিষ্যৎ। ব্রাহ্মণেরা যে বহু বিপত্তি ঘটিবে বলিয়া আপনাকে ভয় দেখাইয়াছেন তাহা শাস্ত্রসঙ্গত নহে, আপনার প্রতি স্নেহসম্ভূতও নহে; অত্যন্ত অর্থলালসাবশতঃই তাঁহারা এইরূপ বলিয়াছেন।"

শাস্তা উক্তরূপে ষোড়শ মহাস্বপ্নের ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আপনিই যে প্রথম এই সকল স্বপ্ন দেখিলেন তাহা নহে, অতীত কালের রাজারাও এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন এবং তখনও ব্রাহ্মণেরা তদুপলক্ষে যজ্ঞানুষ্ঠানের ছল পাইয়াছিলেন। কিন্তু শেষে পণ্ডিতদিগের পরামর্শে রাজারা বোধিসত্ত্বের নিকট গিয়া স্বপ্নবৃত্তান্ত বলিয়াছিলেন এবং আমি যেমন ব্যাখ্যা করিলাম, বোধিসত্ত্বও তখন সেইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।" অনন্তর শাস্তা রাজার অনুরোধে সেই অতীত কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন :—]

অতীতকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব উদীচ্য ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি ঋষিপ্রব্রজ্যা অবলম্বনপূর্ব্বক অভিজ্ঞা ও সমাপত্তি লাভ করিলেন এবং হিমালয়ে অবস্থান করিয়া ধ্যানসুখ ভোগ করিতে লাগিলেন।

আপনি যেমন স্বপ্ন দেখিয়াছেন, রাজা ব্রহ্মদত্তও একদিন সেইরূপ স্বপ্ন দেখিয়া ব্রাহ্মণদিগের নিকট তাহার ফল জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাহ্মণেরা স্বস্ত্যয়নার্থ যজ্ঞানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিলেন। এই সকল ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে এক জন তরুণবয়স্ক মেধাবী অন্তেবাসিক ছিলেন। তিনি আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি আমাকে বেদত্রয় শিক্ষা দিয়াছেন। একের প্রাণসংহারদ্বারা অপরের মঙ্গল সম্পাদন অসম্ভব, বেদে এই মর্ম্মের একটা বচন আছে বলিয়া মনে হয় না কি?" আচার্য্য বলিলেন, "বৎস, এই উপায়ে আমাদের বহুধনপ্রাপ্তি ঘটিবে। তুমি দেখিতেছি রাজার ধন রক্ষার জন্য ব্যস্ত হইয়াছ।" অন্তেবাসিক বলিলেন, "আচার্য্য, আপনাদের যেরূপ অভিপ্রায় হয় করুন, আমার এখানে থাকিয়া ফল কি?" এই বলিয়া তিনি সেই স্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক রাজার উদ্যানে চলিয়া গেলেন।

সেই দিন বোধিসত্ত্ব ধ্যানযোগে সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া ভাবিতে লাগিলেন—'আমি অদ্য লোকালয়ে গেলে অনেককে বন্ধনমুক্ত করিতে পারিব।" অনন্তর তিনি আকাশপথে বিচরণ করিয়া রাজোদ্যানে অবতরণ করিলেন এবং মঙ্গলশিলাতলে উপবিষ্ট হইলেন—সেখানে তাহার দেহ হিরণ্ময়ী প্রতিমার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। অন্তেবাসিক বোধিসত্ত্বের নিকট গিয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক একান্তে বিশ্রব্ধভাবে উপবেশন করিলেন। অনন্তর উভয়ে মধুরালাপ আরম্ভ করিলেন। বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজা যথাধর্ম্ম রাজ্যপালন করিতেছেন কি?" অন্তেবাসিক উত্তর দিলেন, "রাজা নিজে ধার্ম্মিক, কিন্তু ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে বিপথে লইয়া যাইতেছেন। তিনি ষোলটী স্বপ্ন দেখিয়া ব্রাহ্মণদিগের উপদেশ প্রার্থনা করিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণেরা এই সুযোগে যজ্ঞের ঘটা আরম্ভ করিয়াছেন। আপনি যদি দয়া করিয়া রাজাকে প্রকৃত স্বপ্নফল বুঝাইয়া দেন, তাহা হইলে বহু প্রাণীর ভয় বিমোচন হইতে পারে।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন "তাহা সত্য বটে; কিন্তু আমি রাজাকে চিনি না, রাজাও আমাকে চিনেন না। তবে রাজা যদি এখানে আসিয়া আমায় জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে স্বপ্নফল ব্যাখ্যা করিতে পারি।" অন্তেবাসিক বলিলেন, "আমি এখনই গিয়া রাজাকে আনয়ন করিতেছি, আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার প্রত্যাবর্ত্তন পর্য্যন্ত মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা করুন।" বোধিসত্ত্ব এই প্রস্তাবে সম্মত হইলে অন্তেবাসিক রাজসমীপে গিয়া বলিলেন. "মহারাজ, এক ব্যোমচারী তপস্বী আসিয়া উদ্যানে অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি আপনার স্বপ্নফল ব্যাখ্যা করিতে সম্মত হইয়া আপনাকে সেখানে যাইতে বলিয়াছেন।"

এই কথা শুনিয়া রাজা তৎক্ষণাৎ বহু অনুচরের সহিত সেই উদ্যানে গিয়া তপস্বীর চরণ বন্দনা করিলেন এবং একান্তে উপবেশনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবন্, আপনি আমার স্বপ্নফল বলিতে পারিবেন একথা সত্য কি ?" "পারিব বৈ কি, মহারাজ। আপনি কি কি স্বপ্ন দেখিয়াছেন বলুন।" রাজা "যে আজ্ঞা" বলিয়া স্বপ্ন বর্ণন আরম্ভ করিলেন :—

বৃষ, বৃক্ষ, ধেনু, বৎস...ইত্যাদি।

ফলতঃ আপনি এখন যে পর্য্যায়ে স্বপ্নগুলি বলিলেন, ব্রহ্মদত্তও ঠিক সেই পর্য্যায়ে বলিয়াছিলেন।"

স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "মহারাজ, আর বলিবার প্রয়োজন নাই। ইহার কোন স্বপ্ন হইতেই আপনার কোন আশঙ্কার কারণ নাই।" এইরূপে রাজাকে আশ্বস্ত করিয়া এবং বহুপ্রাণীর বন্ধন মোচন করিয়া সেই মহাপুরুষ পুনর্ব্বার আকাশে উত্থিত হইলেন এবং সেখানে আসীন হইয়া ধর্ম্মোপদেশ দিতে দিতে রাজাকে পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন। তিনি উপসংহার কালে বলিলেন, "মহারাজ, অতঃপর ব্রাহ্মণদিগের সহিত মিলিয়া কখনও পশুঘাতকর্ম্মে লিপ্ত হইবেন না।" ইহার পর বোধিসত্ত্ব আকাশপথেই নিজ বাসস্থানে ফিরিয়া গেলেন। ব্রহ্মদত্ত তদীয় উপদেশানুসারে চলিলেন এবং দানাদি পুণ্যকর্ম্ম সম্পাদন পূর্ব্বক কর্ম্মানুরূপ ফলভোগার্থ যথাকালে দেহত্যাগ করিলেন।

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন, "কোশলরাজ, আপনার কোন ভয় নাই।" অনন্তর শাস্তার আদেশে যজ্ঞ বন্ধ এবং পশুপক্ষিগণ বন্ধনবিমুক্ত হইল।

সমবধান—তখন আনন্দ ছিল রাজা ব্রহ্মদত্ত, সারীপুত্র ছিল সেই অন্তেবাসিক এবং আমি ছিলাম সেই তপস্বী।]

৭৮—ইল্লীস-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে জনৈক কৃপণ শ্রেষ্ঠীর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন।

শুনা যায় রাজগৃহের নিকট শর্করানিগম নামে একটী নগর ছিল। সেখানে অশীতিকোটিস্বর্ণের অধিপতি মৎসরী কৌশিক নামে এক অতি কৃপণ শ্রেষ্ঠী বাস করিতেন। তিনি কাহাকে তৃণাগ্রে করিয়াও তৈলবিন্দু দান করিতেন না; নিজেও কিছু ভোগ করিতেন না। কাজেই বিপুল ঐশ্বর্য্য দ্বারা তাঁহার নিজের পুত্রকন্যা কিংবা শ্রমণ, ব্রাহ্মণ কাহারও কোন উপকার হইত না; উহা রাক্ষসপরিগৃহীত পুষ্করিণীবৎ সকলেরই অস্পৃশ্য ছিল।

একদিন প্রত্যূষে শাস্তা শয্যাত্যাগপূর্ব্বক, ত্রিভুবনে কে কোথায় বুদ্ধশাসনে প্রবেশ করিবার উপযুক্ত হইয়াছে মহাকরুণাপরবশ হইয়া তাহা অবলোকন করিতে করিতে জানিতে পারিলেন, পঞ্চচত্বারিংশদ্ যোজন দূরস্থ সস্ত্রীক মৎসরী কৌশিকের স্রোতাপত্তি-ফল-প্রাপ্তির সময় উপস্থিত হইয়াছে।

ইহার পূর্ব্বদিন ঐ শ্রেষ্ঠী রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত রাজগৃহে গমন করিয়াছিলেন। গৃহে প্রতিগমন করিবার সময় তিনি দেখিতে পাইলেন এক ক্ষুধার্ত্ত জনপদবাসী কাঞ্জিকসিক্ত পিষ্টক ভক্ষণ করিতেছে। ইহাতে তাঁহার হৃদয়েও ঐরূপ পিষ্টক খাইবার বাসনা জন্মিল। কিন্তু তিনি ভাবিলেন, "আমি যদি পিষ্টক খাইব বলি, তাহা হইলে বাড়ীসুদ্ধ সকলেই খাইতে চাহিবে এবং অনেক তণ্ডুল, ঘৃত ও গুড় নষ্ট করিতে হইবে। অতএব মনের ইচ্ছা মনেই লয় করিতে হইল, কাহারও নিকট প্রকাশ করিব না।" ইহা স্থির করিয়া তিনি ইচ্ছা নিরুদ্ধ করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু ক্রমে যতই সময় যাইতে লাগিল, তাঁহার শরীর ততই পাণ্ডুবর্ণ হইতে আরম্ভ করিল, এবং শীর্ণদেহের উপর ধমনিগুলি রজ্জুর ন্যায় ভাসিয়া উঠিল। মনের ভাব গোপন করিতে অসমর্থ হইয়া তিনি শয়নকক্ষে গিয়া শয্যায় পড়িয়া রহিলেন। কিন্তু তখনও ভাণ্ডারের অপচয়ভয়ে তিনি কাহারও নিকট কোন কথা প্রকাশ করিলেন না। শেষে তাঁহার ভার্য্যা আসিয়া তাঁহার পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর্য্যপুত্র, আপনার কোন অসুখ করিয়াছে কি ?"

শ্রেষ্ঠী বলিলেন, "না, আমার কোন অসুখ করে নাই।" "তবে রাজা কুপিত হইয়াছেন কি ?" "না, রাজা কুপিত হইবেন কেন ?" "ছেলেরা বা চাকর চাকরাণীরা কি আপনার কোন অপ্রীতিকর কার্য্য করিয়াছে ?"

"তাহাও কেহ করে নাই।" "তবে আপনার কোন দ্রব্য খাইতে ইচ্ছা হইয়াছে কি?" এ প্রশ্নে কিন্তু শ্রেষ্ঠী নিরুত্তর রহিলেন, কারণ মনের কথা প্রকাশ করিলেই ধনহানি হইবার সম্ভাবনা। গৃহিণী বুঝিলেন "মৌনং সম্মতিলক্ষণম," কাজেই আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "বলুন না, আর্য্যপুত্র, আপনার কি খাইতে ইচ্ছা হইয়াছে।" শ্রেষ্ঠী গিলিতে গিলিতে উত্তর দিলেন, "একটা জিনিষ খাইতে ইচ্ছা হয় বটে।" "কোন্ জিনিষ, আর্য্যপুত্র? "ইচ্ছা হয় আমানিতে ভিজান পিঠে খাই।"

"এতক্ষণ একথা বলেন নাই কেন? আপনার অভাব কি? আমি আমানিতে ভিজান এত পিঠা তৈয়ার করিয়া দিতেছি যাহা ঐ শর্করানিগমের সমস্ত লোকেও খাইয়া শেষ করিতে পারিবে না।"

"নগরের লোককে দিয়া কি হইবে? তাহারা যে যাহা পাবে নিজেরা খাটিয়া খাইবে।" "তাহা না হয়, আমাদের এই গলিতে যে সকল লোক আছে তাহাদের জন্যই তৈয়ার করিব।" "তোমার ভাণ্ডারে ধন রাখিবার স্থান নাই?" "আচ্ছা, আমাদের বাড়ীর লোকজনদিগের জন্যই আয়োজন করিব।" "তুমিত দেখিতেছি কল্পতরু হইয়া বসিয়াছ।" "তবে কেবল ছেলেদের জন্য তৈয়ার করি।" "ছেলেদিগকে এর মধ্যে টানিয়া আন কেন?" "তাহাতেও যদি আপত্তি হয় তবে, কেবল আমাদের স্বামিস্ত্রীর পরিমাণে প্রস্তুত করা যাউক।" "তুমি বুঝি ভাগ না লইয়া ছাড়িবে না?" "বেশ, আমিও চাই না। কেবল আপনার জন্যই আয়োজন করিতেছি।" "এখানে পিঠা তৈয়ার করিলে বহুলোকে দেখিতে পাইবে। তুমি কিছু খুদ চাহিয়া লও, তাহার সঙ্গে যেন একটীও গোটা চাউল না থাকে, তাহার পর উনন, কড়া ও একটু একটু দুধ, ঘি, মধু ও গুড় লইয়া সাততলায় গিয়া পিঠা রান্ধ; আমি সেখানে বিরলে বসিয়া আহার করিব।"

শ্রেষ্ঠিগৃহিণী "তাহাই করিতেছি" বলিয়া নিজেই সমস্ত উপকরণ বহন করিয়া সপ্তমতলে আরোহণ করিলেন এবং দাসদাসীদিগকে বিদায় দিয়া স্বামীকে ডাকিতে গেলেন। শ্রেষ্ঠী সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিবার সময় প্রত্যেক তলের দ্বারগুলি অর্গলবদ্ধ করিয়া গেলেন এবং সপ্তমতলে উঠিয়া সেখানকারও দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন। অনন্তর তিনি উপবেশন করিলেন, গৃহিণী উনন জ্বালিলেন, কড়া চাপাইয়া দিলেন এবং পিষ্টক পাক করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

এদিকে প্রত্যূষে শাস্তা স্থবির মৌদ্গল্যায়নকে বলিলেন, "রাজগৃহের অনতিদূরবর্ত্তী শর্করা-নিগমবাসী মৎসরী শ্রেষ্ঠী একাকী পিষ্টক ভক্ষণ করিবার অভিপ্রায়ে, পাছে অন্য কেহ জানিতে পাবে এই আশঙ্কায়, সপ্তমতলে রন্ধনের ব্যবস্থা করিয়াছে। তুমি সেখানে গিয়া ঐ ব্যক্তিকে আত্মসংযম শিক্ষা দাও এবং স্বীয় বিভূতিবলে দুগ্ধ, ঘৃত, মধু, গুড়, পিষ্টক প্রভৃতি সহ স্ত্রীপুরুষ উভয়কে জেতবনে আনয়ন কর। আমি আজ পঞ্চশত ভিক্ষুসহ বিহারেই অবস্থিতি করিব এবং ঐ পিষ্টক দ্বারা সকলকেই ভোজন করাইব।

স্থবির মৌদ্গল্যায়ন আজ্ঞাপ্রাপ্তিমাত্র শর্করানিগমে শ্রেষ্ঠিভবনে উপনীত হইলেন এবং সুবিন্যস্ত অন্তর্ব্বাস ও বহির্ব্বাসে পরিশোভিত হইয়া সপ্তমতলের বাতায়নসমীপে মণিময় মূর্ত্তির ন্যায় আকাশে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহাকে অকস্মাৎ এই ভাবে আবির্ভূত দেখিয়া মহাশ্রেষ্ঠীর হৃৎকম্প হইল। তিনি ভাবিলেন "লোকের ভয়ে সাততলায় উঠিয়া আসিলাম; কিন্তু এখানেও নিস্তার নাই, শ্রমণটা আসিয়া জানালার কাছে দাঁড়াইয়া আছে।" শ্রেষ্ঠীকে সেই দিনই যাহা বুঝিতে হইবে, তিনি তখন পর্য্যন্ত তাহা বুঝিতে পারিলেন না; কাজেই তিনি তেলেবেগুণে জ্বলিয়া উঠিয়া * বলিলেন, "কিহে শ্রমণ, আকাশে দাঁড়াইয়া থাকিলে কি লাভ হইবে বল। দাঁড়ান দূরে থাকুক বার বার পাচারি করিয়া পথহীন আকাশে পথ প্রস্তুত করিলেও এখানে ভিক্ষা মিলিবে না।"

এই কথা শুনিবামাত্র স্থবির আকাশেই ইতস্ততঃ পাদচারণ আরম্ভ করিলেন। শ্রেষ্ঠী কহিলেন, "পাদচারণ করিয়া কি লাভ, পদ্মাসনে বসিয়া থাকিলেও কিছু পাইবে না।" স্থবির তৎক্ষণাৎ আকাশে পদ্মাসনেই সমাসীন হইলেন। শ্রেষ্ঠী কহিলেন, "ওখানে বসিয়া থাকিলে কি হইবে? বাতায়নের দেহলীতে আসিয়া দাঁড়াইলেও কোন ফল নাই।" স্থবির তখন দেহলীর উপরেই আসিয়া দাঁড়াইলেন। শ্রেষ্ঠী আবার কহিলেন, "দেহলীতে দাঁড়াইলে কি হবে বল? মুখ হইতে ধূম উদ্গিরণ করিলেও ভিক্ষা পাইতেছ না।" স্থবির ধূমই উদ্গিরণ আরম্ভ করিলেন, সমস্ত প্রাসাদ ধূমপূর্ণ হইল, শ্রেষ্ঠীর চক্ষুর্দ্বয়ে যেন সূচী বিদ্ধ হইতে লাগিল। পাছে বাড়ী পুড়িয়া যায় এই আশঙ্কাতেই বোধ হয় তিনি বলিলেন না যে মুখ দিয়া আগুন বাহির করিলেও ভিক্ষা পাইবে না। তিনি দেখিলেন স্থবির নিতান্ত নাছোড়, কিছু না কিছু আদায় না করিয়া ছাড়িবেন না। অতএব একখান পিষ্টক দিতে হইবে। তিনি পত্নীকে বলিলেন, "ভদ্রে, একখানা ক্ষুদ্র পিষ্টক পাক কর এবং তাহা দিয়া

* মূলে আছে 'লবণ কিংবা শর্করা অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে যেমন চিট্‌মিট্ করিয়া চারিদিকে ছুটিতে থাকে সেই ভাবে।"

উহাকে বিদায় হইতে বল।" শ্রেষ্ঠিপত্নী অল্পমাত্র পিঠালি লইয়া কড়াতে দিলেন, কিন্তু উহা ফুলিয়া বড় হইতে হইতে সমস্ত কড়া পূরিয়া উঠিল। এত প্রকাণ্ড পিষ্টক দেখিয়া শ্রেষ্ঠী বলিলেন "করিয়াছ কি? কত পিঠালি দিয়াছ?" অনন্তর তিনি হাতার ডগায় বিন্দুমাত্র পিঠালি লইয়া কড়ায় দিলেন, কিন্তু ইহাও ফুলিয়া পূর্ব্বাপেক্ষাও বড় একখানা পিঠা হইল। ইহার পর শ্রেষ্ঠী আরও অনেকবার ক্ষুদ্র পিষ্টক প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ছোট হওয়া দূরে থাকুক সেগুলি উত্তরোত্তর বড়ই হইতে লাগিল। ইহাতে শ্রেষ্ঠী নিতান্ত বিরক্ত হইয়া * পত্নীকে বলিলেন, "ভদ্রে, যাহা প্রস্তুত হইয়াছে তাহা হইতেই উহাকে একখানা পিষ্টক দাও।" কিন্তু শ্রেষ্ঠিপত্নী যেমন চুপড়ি হইতে একখানা পিষ্টক তুলিতে গেলেন অমনি অন্য পিষ্টকগুলি তাহার গায়ে লাগিয়া গেল। তিনি বলিলেন, "আর্য্যপুত্র! সমস্ত পিষ্টক এক সঙ্গে লাগিয়া গিয়াছে; ছাড়াইতে পারিতেছি না।" শ্রেষ্ঠী বলিলেন' "আমি ছাড়াইয়া দিতেছি"; কিন্তু তিনিও ছাড়াইতে পারিলেন না। তখন স্বামী স্ত্রী দুইজনে পিষ্টকপুঞ্জের দুই পাশ ধরিয়া টানাটানি আরম্ভ করিলেন, কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হইল না। পিষ্টকের সঙ্গে এইরূপ ব্যায়াম করিতে করিতে শেষে শ্রেষ্ঠীর শরীর দিয়া ঘাম ছুটিল এবং তাহার ভয়ঙ্কর পিপাসা পাইল। তিনি পত্নীকে বলিলেন, "ভদ্রে, আমার পিষ্টকে প্রয়োজন নাই; চুপড়িসুদ্ধ সমস্তই এই ভিক্ষুকে দান কর।"

শ্রেষ্ঠিপত্নী চুপড়ি লইয়া স্থবিরের দিকে অগ্রসর হইলেন। তখন স্থবির উভয়কে ধর্ম্মোপদেশ দিলেন এবং ত্রিরত্নের মাহাত্ম্য শুনাইলেন। 'দানই প্রকৃত যজ্ঞ' এই তত্ত্ব শিক্ষা দিয়া তিনি দানফলকে গগনতলস্থ চন্দ্রমার ন্যায় প্রকটিত করিলেন। তচ্ছ্রবণে প্রসন্নচিত্ত হইয়া শ্রেষ্ঠী বলিলেন, "ভগবন্, আপনি ভিতরে আসুন এবং পর্য্যঙ্কে বসিয়া পিষ্টক ভক্ষণ করুন।"

স্থবির বলিলেন, "মহাশ্রেষ্ঠিন্! সম্যক্সম্বুদ্ধ পঞ্চশত ভিক্ষুসহ বিহারে অবস্থিতি করিতেছেন, যদি অভিরুচি হয় চল, এই সকল পিষ্টক ও ক্ষীরাদিসহ তোমাকে সস্ত্রীক তাঁহার নিকট লইয়া যাই।" "শাস্তা এখন কোথায় অবস্থিতি করিতেছেন?" "এখান হইতে পঞ্চচত্বারিংশদ্যোজন-দূরস্থ জেতবন-বিহারে।" "এত পথ অতিক্রম করিতে যে বহু সময় লাগিবে।" "তোমার যদি ইচ্ছা হয়, মহাশ্রেষ্ঠিন্, তাহা হইলে আমি ঋদ্ধিবলে তোমাদিগকে এখনই সেখানে লইয়া যাইতেছি। তোমার প্রাসাদের সোপানাবলীর শীর্ষভাগ যেখানে আছে সেখানেই রহিবে, কিন্তু ইহার অপরপ্রান্ত জেতবনের দ্বারকোষ্ঠে থাকিবে। তোমরা প্রাসাদের উপরিভাগ হইতে নিম্নতন তলে অবতরণ করিতে যতটুকু সময় আবশ্যক তাহারি মধ্যেই আমি তোমাকে জেতবনে লইয়া যাইব।" শ্রেষ্ঠী বলিলেন, "বেশ, তাহাই করুন।"

তখন স্থবির সোপানাবলীর অগ্রভাগ সেখানেই রাখিয়া আদেশ দিলেন, "ইহার পাদমূল জেতবনের দ্বারদেশ স্পর্শ করুক।" তন্মুহূর্ত্তে তাহাই ঘটিল। এইরূপে স্থবির শ্রেষ্ঠিদম্পতীকে, যতক্ষণে তাঁহারা প্রাসাদ হইতে অবতরণ করিতে পারিতেন, তদপেক্ষাও অল্প সময়ে জেতবনে লইয়া গেলেন।

শ্রেষ্ঠিদম্পতী শাস্তার সমীপে উপনীত হইয়া নিবেদন করিলেন, "ভোজনের সময় উপস্থিত হইয়াছে।' শাস্তা ভোজনাগারে প্রবেশপূর্ব্বক ভিক্ষুসঙ্ঘপরিবৃত হইয়া বুদ্ধাসনে উপবেশন করিলেন; মহাশ্রেষ্ঠী বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুদিগের হস্তে দক্ষিণোদক জল ঢালিয়া দিলেন, তাঁহার সহধর্ম্মিণী তথাগতের ভিক্ষাপাত্রে একখানি পিষ্টক রাখিলেন। তথাগত তাহা হইতে প্রাণধারণমাত্রোপযোগী কিয়দংশ গ্রহণ করিলেন; পঞ্চশত ভিক্ষুও তন্মাত্র আহার করিলেন। অতঃপর শ্রেষ্ঠী ঘৃত-মধু-শর্করামিশ্রিত দুগ্ধ পরিবেষণ করিলেন। পঞ্চশত শিষ্যসহ শাস্তার ভোজন শেষ হইল। মহাশ্রেষ্ঠীও সস্ত্রীক পরিতোষসহকারে আহার করিলেন, তথাপি পিষ্টক নিঃশেষ হইল না। বিহারবাসী অন্য সমস্ত ভিক্ষু এবং উচ্ছিষ্টভোজীরা † পর্য্যন্ত উদরপূর্ণ করিয়া আহার করিল। তখন সকলে শাস্তাকে বলিলেন, "ভগবন্, পিষ্টকের ত হ্রাসের কোন চিহ্ন দেখা যাইতেছে না।" শাস্তা বলিলেন, "এখন তবে যাহা আছে, বিহারদ্বারে ফেলিয়া দাও।" তখন তাহারা বিহারদ্বারের অনতিদূরবর্ত্তী একটী গহ্বরের ভিতর উহা ফেলিয়া দিল। অদ্যাপি লোকে সেই গহ্বরের এক প্রান্তকে "কপল্লপূব" নামে নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। ‡

অতঃপর মহাশ্রেষ্ঠী ও তাঁহার পত্নী শাস্তার সমীপে গিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। শাস্তা তাঁহাদিগের দানের অনুমোদন করিলেন; তচ্ছ্রবণে সেই দম্পতী স্রোতাপত্তি-ফল প্রাপ্ত হইলেন এবং শাস্তার চরণ বন্দনা করিয়া

---

* মূলে 'নিব্বিন্নো" আছে। সংস্কৃত 'নির্ব্বিণ্ণ'।
† মূলে "বিঘাসাদো" এই পদ আছে। সংস্কৃত 'বিঘসাদ' বা 'বিঘসাশ'।
‡ কপল্ল=খাপড়া; পূব (পূপ)=পিষ্টক।

বিহারদ্বারে সোপানারোহণপূর্ব্বক স্বভবনে উপনীত হইলেন। অতঃপর মহাশ্রেষ্ঠী বুদ্ধশাসনের উন্নতিকল্পে নিজের অশীতিকোটি সুবর্ণের সমস্তই মুক্তহস্তে ব্যয় করিলেন।

পরদিন সম্যক্‌সম্বুদ্ধ ভিক্ষাচর্য্যান্তে জেতবনে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক ভিক্ষুদিগকে বুদ্ধোচিত উপদেশ দিয়া গন্ধকুটীরে প্রবেশ করিলেন। সায়ংকালে ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "স্থবির মৌদ্গল্যায়ন কি মহানুভব! তিনি মুহূর্ত্তমধ্যে মৎসরী শ্রেষ্ঠীর প্রকৃতি পরিবর্ত্তন করিয়া তাঁহাকে পরহিতব্রত শিক্ষা দিলেন, পিষ্টকাদিসহ সস্ত্রীক জেতবনে আনয়ন করিয়া শাস্তার সমীপে উপস্থাপিত করিলেন, এবং স্রোতাপত্তি ফল লাভ করাইলেন।" তাঁহারা এইরূপে মৌদ্গল্যায়নের গুণকীর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময় শাস্তা সেখানে আগমনপূর্ব্বক তাঁহাদের আলোচ্যমানবিষয় জানিতে পারিয়া বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, মধুকর যেমন পুষ্পের কোন পীড়ন না করিয়া তাহা হইতে মধু আহরণ করে, সেইরূপ যে ভিক্ষু কোন গৃহস্থকে ধর্ম্মপথে আনয়ন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে ঐ গৃহস্থের কোনরূপ পীড়া বা ক্লেশ না জন্মাইয়া উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে হইবে। বুদ্ধগুণ প্রচার করিতে হইলে গৃহীদিগের নিকট এই ভাবেই অগ্রসর হওয়া উচিত।

না করি পুষ্পের বর্ণের ব্যত্যয়,
না করি তাহার গন্ধ অপচয়,
অলি যথা করে মধু আহরণ,
তুমিও তেমতি গ্রামবাসিজনে
শিখাইবে ধর্ম্ম অতি সন্তর্পণে
হ'য়ো না তাদের বিরাগ ভাজন। *]

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় অশীতিকোটী সুবর্ণের অধিপতি ইল্লীস নামে এক শ্রেষ্ঠী ছিলেন। মনুষ্যের যত কিছু দোষ হইতে পারে, ইল্লীসের দেহে ও চরিত্রে তাহাদের প্রায় কোনটীরই অভাব ছিল না। তিনি খঞ্জ, কুব্জ ও তির্য্যগ্‌দৃষ্টি ছিলেন, তিনি ধর্ম্মে শ্রদ্ধা করিতেন না, কিছুতেই দান করিতেন না। তিনি এতদূর কৃপণ ছিলেন যে, অপরকে দান করা দূরে থাকুক, নিজেও কপর্দ্দকপ্রমাণ ভোগ করিতেন না। এই নিমিত্ত লোকে তাঁহার গৃহকে রাক্ষসপরিগৃহীত-পুষ্করিণীবৎ মনে করিত। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইঁহার পিতৃ-পিতামহগণ সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত অকাতরে দান করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু ইনি শ্রেষ্ঠিপদ লাভ করিয়াই কুলাচার পরিহার করিয়াছিলেন। ইঁহার আদেশে দানশালা ভস্মীভূত এবং যাচকগণ প্রহৃত ও বিতাড়িত হইয়াছিল। ইনি নিয়ত ধনই সঞ্চয় করিতেন।

একদিন ইল্লীস রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গৃহে ফিরিতেছেন এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন পরিশ্রমক্লান্ত এক জনপদবাসী সুরাভাণ্ড হস্তে লইয়া টুলের উপর বসিয়া আছে, পাত্র পূরিয়া অম্লসুরা পান করিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে এক এক কবল দুর্গন্ধ শুষ্ক মৎস্য অতি তৃপ্তির সহিত আহার করিতেছে। এই জুগুপ্সিত দৃশ্য দেখিয়াও কিন্তু ইল্লীসের মনে সুরা-পানের বাসনা জন্মিল। কিন্তু তিনি ভাবিতে লাগিলেন, "আমি সুরা পান করিলে দেখাদেখি বাড়ীর অন্য সকলেও সুরাপান করিতে চাহিবে, তাহা হইলেই ধনক্ষয় হইবে।" কাজেই তিনি তথনকার মত তৃষ্ণা চাপা দিয়া চলিয়া গেলেন।

---

* এই গাথা ধর্ম্মপদ হইতে গৃহীত। দীক্ষা উপদেশবলে সাধিত হইবে, পীড়ন দ্বারা নহে, গৌতমের এই মহামন্ত্র তাঁহার শিষ্যগণ কথনও ভুলেন নাই। ইহার প্রভাবেই অশোক প্রভৃতি বৌদ্ধভূপালগণ বিপুলপ্রভাব-সম্পন্ন হইয়াও ধর্ম্মসম্বন্ধে অসাধারণ ঔদার্য্য প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। পৃথিবীর প্রাচীন ইতিবৃত্তে আর কুত্রাপি এরূপ সাম্যনীতির উদাহরণ নিতান্ত বিরল।

এক চুপড়ি পিষ্টক দ্বারা শতশত লোকের ভূরিভোজনসম্পাদন গৌতমের লোকাতীত শক্তির পরিচায়ক। মথিলিখিত সুসমাচারে, যীশুখ্রীষ্টও দুইবার অতি অল্পমাত্র খাদ্য লইয়া বহুলোককে ভোজন করাইয়াছিলেন এরূপ দেখা যায়। আর্থার লীলি প্রভৃতি পণ্ডিতগণ প্রচুরপ্রমাণপ্রয়োগদ্বারা প্রদর্শন করিয়াছেন যে খ্রীষ্টীয় সুসমাচারগুলির অনেক কথা গৌতমের জীবনবৃত্তান্তের পুনরুক্তি মাত্র। সুতরাং উল্লিখিত ঘটনাদ্বয়ের বর্ণনাপ্রসঙ্গে মথি যে বৌদ্ধ কিংবদন্তীর নিকট ঋণ গ্রহণ করেন নাই তাহা কে বলিতে পারে?

কিন্তু ইল্লীসের সুরাপানেচ্ছা অধিকক্ষণ নিরুদ্ধ থাকিল না। তাঁহার শরীর পুরাতন কার্পাসের ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ হইয়া উঠিল, শীর্ণ দেহের উপর ধমনিগুলি দেখা দিল; তিনি শয়নকক্ষে গিয়া মঞ্চের উপর শুইয়া পড়িলেন। তাঁহার ভার্য্যা তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া তাঁহার পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার অসুখ করিয়াছে কি?" অনন্তর (প্রত্যুৎপন্ন বস্তুতে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে সেইরূপ অনেক সাধ্যসাধনার পর) স্বামীর প্রকৃত মনোভাব বুঝিতে পারিয়া তিনি বলিলেন, "আপনি একা যতটুকু সুরাপান করিতে পারিবেন, আমি তাহাই প্রস্তুত করিয়া দিতেছি।" ইল্লীস বলিলেন, "গৃহে সুরা প্রস্তুত করিলে অনেকেই তাহা দেখিতে পাইবে; অন্য স্থান হইতে আনিয়া এখানে পান করাও অসম্ভব।" শেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি একটী মুদ্রা বাহির করিয়া শৌণ্ডিকালয় হইতে একভাণ্ড সুরা ক্রয় করাইয়া আনাইলেন এবং উহা একজন দাসের স্কন্ধে দিয়া নগরের বাহিরে রাজপথের অনতিদূরে নদীতীরবর্ত্তী একটী গুল্মের মধ্যে লইয়া গেলেন। অনন্তর তিনি দাসকে বিদায় দিয়া পাত্র পূরিয়া সুরাপান আরম্ভ করিলেন।

ইল্লীসের পিতা দানাদিপুণ্যফলে দেবলোকে শক্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইল্লীস যখন সুরাপানে নিরত, তখন শক্রের মনে হইল, "আমি নরলোকে যে দানব্রত পালন করিতাম তাহা এখনও অনুষ্ঠিত হইতেছে কি না দেখি।" তিনি প্রভাববলে জানিতে পারিলেন তাঁহার কুলাঙ্গার পুত্র কুলধর্ম্ম পরিহার পূর্ব্বক দানশালা ভস্মীভূত করিয়াছে, যাচকদিগকে প্রহার করিয়া তাড়াইয়াছে এবং এতই কৃপণ হইয়াছে যে পাছে কাহাকেও অংশ দিতে হয়, এই আশঙ্কায় একাকী এক গুল্মের ভিতর বসিয়া মদ্যপান করিতেছে। ইহাতে শক্র বড় দুঃখিত হইলেন এবং সঙ্কল্প করিলেন 'আমি এখনই ভূতলে যাইব এবং উপদেশবলে যাহাতে আমার পুত্রের মতিপরিবর্ত্তন ঘটে, সে কর্ম্মফল বুঝিতে পারে এবং পুণ্যানুষ্ঠান দ্বারা দেবত্ব লাভে সমর্থ হয় তাহার উপায় করিব।'

শক্র তখনই ভূতলে অবতরণ করিয়া মানবস্বভাব পরিগ্রহণ পূর্ব্বক ইল্লীসের বিগ্রহ ধারণ করিলেন। সেইরূপ খঞ্জ, সেইরূপ কুব্জ, সেইরূপ তির্য্যগ্‌দৃষ্টি—উভয়ের আকারে কিঞ্চিন্মাত্র প্রভেদ রহিল না। তিনি এই বেশে বারাণসী নগরে প্রবেশ করিলেন, রাজদ্বারে উপনীত হইয়া রাজাকে নিজের আগমনবার্ত্তা জানাইলেন, অনন্তর রাজার অনুমতি পাইয়া সভামণ্ডপে প্রবেশ করিলেন এবং রাজাকে অভিবাদন পূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

রাজা জিজ্ঞাসিলেন "শ্রেষ্ঠিন্, তুমি এখন অসময়ে আসিলে কেন?" শ্রেষ্ঠিরূপী শক্র বলিলেন, "মহারাজ আমার চুরাশি কোটি সুবর্ণ আছে। আপনি দয়া করিয়া তাহা নিজের ভাণ্ডারে লইয়া আসুন।" "তাহা আনিব কেন? আমার ভাণ্ডারে যে ইহা অপেক্ষাও অনেক অধিক ধন আছে।" "আপনার যদি এই ধনে প্রয়োজন না থাকে, তবে অনুমতি দিন আমি ইহা যথারুচি দান করিব।" "নিশ্চয় করিবে, মহাশ্রেষ্ঠিন্!" তখন শক্র "যে আজ্ঞা মহারাজ" বলিয়া রাজাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক ইল্লীসের গৃহে গমন করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া চারিদিক্ হইতে ভৃত্যেরা ছুটিয়া আসিল; তিনিই যে ইল্লীস এ সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ রহিল না। তিনি দেহলীর নিকট দাঁড়াইয়া দ্বারবান্‌কে ডাকাইয়া বলিলেন, "দেখ, আমারই মত দেখ্‌তে, এমন যদি কেহ 'এ বাড়ী আমার' বলিয়া ঢুকিতে যায় তাহা হইলে তাহাকে উত্তম মধ্যম দিয়া দূর করিয়া দিবে। ইহার পর শক্র প্রাসাদে আরোহণ করিয়া শয়নকক্ষের অভ্যন্তরে মহার্ঘ আসনে উপবেশন করিলেন এবং ইল্লীসের পত্নীকে ডাকাইয়া সহাস্যবদনে বলিলেন "ভদ্রে, এস আমরা এখন হইতে দানশীল হই।"

এই কথা শুনিয়া শ্রেষ্ঠিপত্নী এবং তাঁহার পুত্র-কন্যা-ভৃত্য-দাস সকলেই ভাবিল, 'এতকাল ত ইঁহার দান করিতে ইচ্ছা হয় নাই; আজ বুঝি মদ খাইয়া মন খুলিয়া গিয়াছে এবং সেই

জন্য দান করিবার ইচ্ছা হইয়াছে।' শ্রেষ্ঠিপত্নী উত্তর দিলেন "স্বামিন্, আপনার ধন আপনি যথেচ্ছ দান করুন।" শক্র বলিলেন, "তবে এখনই একজন ভেরীবাদক ডাকাইয়া সমস্ত নগরে প্রচার করিতে বল, যে কেহ স্বর্ণ-রৌপ্য-মণি-মুক্তাদি পাইতে অভিলাষী, সে যেন এখনই ইল্লীস শ্রেষ্ঠীর গৃহে উপস্থিত হয়। শ্রেষ্ঠিপত্নী তাহাই করিলেন এবং অল্পক্ষণের মধ্যে সহস্র সহস্র লোক ঝুড়ি, চুপড়ি, বস্তা প্রভৃতি হাতে লইয়া ইল্লীসের দ্বারে সমবেত হইল। তখন শক্র সপ্তরত্নপূর্ণ ভাণ্ডার খুলিয়া দিলেন এবং উপস্থিত লোকদিগকে বলিলেন, "এই ধন তোমাদিগকে দান করিলাম, যাহার যত ইচ্ছা লইয়া যাও।" এই কথা শুনিবামাত্র উহারা প্রথমে যে যত পারিল ধন বাহির করিয়া সুবিস্তীর্ণ কক্ষতলে রাশি রাশি করিয়া সাজাইয়া রাখিল; পরে স্ব স্ব ভাণ্ড পূর্ণ করিয়া চলিয়া গেল।

সমবেত লোকদিগের মধ্যে এক জনপদবাসী ইল্লীসের একখানি রথ বাহির করিয়া উহা সপ্তরত্নে পূর্ণ করিয়াছিল। গোশালা হইতে গরু আনিয়া সে ঐ রথে যুতিল এবং হাঁকাইতে হাঁকাইতে নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া রাজপথ অবলম্বনে চলিল। ইল্লীস যে গুল্মের ভিতর সুরাপান করিতেছিল জনপদবাসী তাহার সমীপবর্তী হইয়া এইরূপে তাঁহার গুণকীর্তন আরম্ভ করিল: "আমার প্রভু ইল্লীস শ্রেষ্ঠীর একশত বৎসর পরমায়ুঃ হউক। তিনি যাহা দান করিলেন তাহা পাইয়া আমি পায়ের উপর পা রাখিয়া যাবজ্জীবন সুখে কাটাইতে পারিব। এ গরু তাঁহার, এ রথ তাঁহার, এ রত্নরাশিও তাঁহার। এ সকল আমার মাও আমায় দেন নাই, আমার বাবাও আমায় দেন নাই।"

জনপদবাসীর কথা কর্ণগোচর করিয়া ইল্লীস ভীত ও ত্রস্ত হইলেন। তিনি ভাবিলেন, "ব্যাপারটা কি? এ লোকটা দেখিতেছি আমারই নাম করিয়া এই সকল কথা বলিতেছে। রাজা কি আমার সমস্ত বিত্ত প্রজাদিগের মধ্যে বাঁটিয়া দিলেন?" তিনি নিমিষের মধ্যে গুল্মের বাহিরে আসিয়া দেখিলেন সত্য সত্যই গরু ও রথ তাঁহার। তখন "অরে ধূর্ত! আমার গরু, আমার রথ লইয়া কোথায় যাচ্ছিস্?" বলিয়া তিনি গরুর নাসারজ্জু ধরিয়া ফেলিলেন। জনপদবাসীও রথ হইতে লাফাইয়া পড়িল। সে বলিল, "কি বল্লিরে জুয়াচোর, ইল্লীস শ্রেষ্ঠী সমস্ত নগরবাসীকে ধন দান করিতেছেন, তুই কথা বলিবার কে রে?" তাহার পর সে ইল্লীসকে আক্রমণ করিয়া তাহার মস্তকে বজ্রমুষ্টি প্রহার করিল এবং রথ হাঁকাইয়া চলিল; ইল্লীস কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং গায়ের ধূলা ঝাড়িয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়া আবার রথ ধরিলেন। জনপদবাসীও রথ হইতে নামিল, ইল্লীসের চুল ধরিয়া মাথাটা মাটিতে টানিয়া বেশ করিয়া ঠুকিল, গলাধাক্কা দিয়া তিনি যে দিক্ হইতে আসিয়াছিলেন, সেই দিকে তাঁহাকে ঠেলিয়া দিল এবং পুনর্ব্বার রথে চড়িয়া প্রস্থান করিল।

প্রহারের চোটে ইল্লীসের নেশা ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে গৃহাভিমুখে ছুটিলেন এবং লোকে তাঁহার ধন লইয়া যাইতেছে দেখিয়া একে তাকে ধরিয়া "ব্যাপার কি? রাজা কি আমার ভাণ্ডার লুঠ করিতে আদেশ দিয়াছেন?" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি যাহাকে ধরিলেন সেই তাঁহাকে প্রহার করিয়া ভূতলে ফেলিয়া দিল। তিনি ক্ষত বিক্ষত দেহে গৃহে প্রবেশ করিতে গেলেন, কিন্তু দ্বাররক্ষেরা তাঁহাকে "কোথায় যাস্, ধূর্ত?" বলিয়া বংশযষ্টি দ্বারা প্রহার করিল এবং গলাধাক্কা দিয়া দরজার বাহির করিয়া দিল। ইল্লীস দেখিলেন গতিক বড় খারাপ। এখন রাজার শরণ লওয়া ভিন্ন অন্য উপায় নাই। অনন্তর তিনি রাজদ্বারে গিয়া "দোহাই মহারাজ, আপনি কি অপরাধে আমার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠনের আদেশ দিয়াছেন?" বলিয়া আর্ত্তনাদ আরম্ভ করিলেন।

রাজা বলিলেন, "সে কি মহাশ্রেষ্ঠিন্। আমি তোমার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠনের আদেশ দিব কেন? এই মাত্র তুমিই না বলিয়া গেলে আমি তোমার ধন গ্রহণ না করিলে তুমি উহা যথাভিরুচি

দান করিবে। তাহার পর তুমিই নাকি ভেরী পিটাইয়া নগরবাসীদিগকে সংবাদ দিয়া কথামত কাজ করিয়াছ!" ইল্লীস কহিলেন, "মহারাজ, আমি কখনও আপনার নিকট এমন কথা বলিতে আসি নাই। আমি যে কেমন কৃপণ তাহা আপনার অবিদিত নাই। আমি ত কাহাকে তৃণাগ্রে করিয়াও কিছু দান করি না। যে আমার ধন দান করিতেছে, আপনি দয়া করিয়া তাহাকে এখন আনাইয়া বিচার করুন।"

রাজা শ্রেষ্ঠিরূপী শক্রকে ডাকাইলেন। তিনি আগমন করিলে সকলে দেখিয়া বিস্মিত হইল যে ইল্লীসের সহিত তাঁহার আকারে কোন প্রভেদ নাই। কাজেই রাজা ও তাঁহার অমাত্যগণ কেহই স্থির করিতে পারিলেন না যে প্রকৃত ইল্লীস কে। ইল্লীস বলিতে লাগিলেন, "মহারাজ আমিই ইল্লীস"। রাজা বলিলেন, "আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। এই দুই জনের মধ্যে প্রকৃত ইল্লীস কে, তাহা আর কেহ নিশ্চিত বলিতে পারে কি? ইল্লীস বলিলেন, "আমার ভার্য্যাই নির্দেশ করিতে পারিবেন।" কিন্তু তাঁহার ভার্য্যা শক্রকেই নিজপতি স্থির করিয়া তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। অতঃপর ইল্লীসের পুত্র, কন্যা, ভৃত্য ও দাসদিগকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইল এবং তাহারা সকলেই একবাক্যে শক্রকে মহাশ্রেষ্ঠী বলিয়া স্বীকার করিল। তখন ইল্লীস ভাবিলেন, 'আমার মাথার চুলের মধ্যে একটী চর্ম্মকীল * আছে; নাপিত ভিন্ন অন্য কেহ তাহা জানে না। অতএব নাপিতকে ডাকাইয়া আমার স্বরূপ নির্ণয় করিতে বলি।'

এই সময় বোধিসত্ত্ব ইল্লীসের নাপিত ছিলেন। রাজার আদেশে তাঁহাকে আনয়ন করা হইল এবং রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন "এই দুই ব্যক্তির মধ্যে প্রকৃত ইল্লীস কে বলিতে পার কি?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "মহারাজ ইঁহাদের মাথা পরীক্ষা করিয়া দেখিলে বলিতে পারিব।" রাজা বলিলেন, "আচ্ছা, দুই জনেরই মস্তক পরীক্ষা করিয়া দেখ।" কিন্তু শক্র তম্মুহূর্ত্তেই নিজের মস্তকে একটী চর্ম্মকীল উৎপাদন করিলেন। বোধিসত্ত্ব দুইজনের মাথা দেখিয়া বলিলেন "না মহারাজ, ইহাদের দুইজনের মাথাতেই দেখিতেছি এক রকম আঁচিল; কাজেই কে প্রকৃত শ্রেষ্ঠী, কে ছদ্মবেশী, তাহা আমার বলিবার সাধ্য নাই।

দুই'ই টেরা, দুই'ই কুঁজো, দুয়েরই খোঁড়া পা;
দুয়ের মাথায় সমান আঁচিল, কিছু বুঝতে পারি না।"

বোধিসত্ত্বের কথায় ইল্লীস ধনশোকে বিহ্বল হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন শক্র মহাপ্রভাববলে আকাশে উত্থিত হইয়া বলিলেন, "মহারাজ, আমি ইল্লীস নহি"। এদিকে লোকে ইল্লীসের মুখে ও শরীরে জলসেচন করিয়া তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিল। তিনি সংজ্ঞা লাভ করিয়া দাঁড়াইলেন এবং দেবরাজ শক্রকে প্রণাম করিলেন। তখন শক্র তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, "শুন ইল্লীস, এই প্রচুর বিভব আমার ছিল, তোমার নহে; আমি তোমার পিতা, তুমি আমার পুত্র। আমি জীবিতকালে দানাদি পুণ্যকার্য্য করিয়া শক্রত্ব লাভ করিয়াছি; তুমি কিন্তু পিতৃপন্থা পরিহার করিয়াছ, দান কাহাকে বলে জান না, কেবল কার্পণ্য শিখিয়াছ, দানশালা বন্ধ করিয়াছ, যাচকদিগকে নিরাশ করিয়া তাড়াইয়া দিতেছ এবং একমনে কেবল ধনসঞ্চয় করিতেছ। এ ধনে তোমার ভোগ নাই, অন্যেরও নাই। এ ধন রাক্ষস-পরিগৃহীত পুষ্করিণীর ন্যায়; কেহই ইহার কণামাত্র স্পর্শ করিতে পারে না। যদি প্রতিজ্ঞা কর যে দানশালা পুনর্নির্ম্মাণ করিবে, এবং দীন দুঃখীর পোষণ করিবে, তাহা হইলে এ সমস্ত তোমার সৎকার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইবে; নচেৎ তোমার সমস্ত ধন অন্তর্হিত হইয়া যাইবে এবং অশনিপাতে মস্তক চূর্ণ হইয়া তোমার প্রাণান্ত ঘটিবে।"

* চর্ম্মকীল—আঁচিল।

ইল্লীস প্রাণভয়ে বলিয়া উঠিলেন "আমি এখন হইতে দানশীল হইব।" শক্র তাঁহার প্রতিজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক আকাশে আসীন থাকিয়াই তাঁহাকে ধর্ম্মোপদেশ দিলেন এবং তাঁহাকে শীলাদি শিক্ষা দিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। অতঃপর ইল্লীস দানাদি পুণ্যকর্ম্মে রত হইয়া মৃত্যুর পর দেবলোক লাভ করিলেন।

[সমবধান :—তখন এই কৃপণ শ্রেষ্ঠী ছিল ইল্লীস, মৌদ্গল্যায়ন ছিল দেবরাজ শক্র, আনন্দ ছিল সেই রাজা এবং আমি ছিলাম সেই নাপিত।]

৭৯—খরস্বর-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে কোন অমাত্যকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন।

শুনা যায় এই ব্যক্তি কোশলরাজের মনোরঞ্জন করিয়া কোন প্রত্যন্ত গ্রামের অধ্যক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি রাজকরসংগ্রহান্তে দস্যুদিগের সহিত এই নিয়ম করিলেন যে একদিন তিনি গ্রামবাসীদিগকে সঙ্গে লইয়া বনে প্রবেশ করিবেন; দস্যুরা সেই সুযোগে গ্রামলুণ্ঠন করিবে এবং লুণ্ঠনলব্ধ ধনের অর্দ্ধাংশ তাঁহাকে দিবে।

অনন্তর একদিন প্রাতঃকালে গ্রামখানি যখন এই কৌশলে অরক্ষিত অবস্থায় রহিল, তখন দস্যুরা আসিয়া লুণ্ঠন আরম্ভ করিল; তাহারা গবাদি পশু বধ করিয়া মাংস খাইল এবং গ্রামবাসীদিগের সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিয়া চলিয়া গেল। ইহার পর সেই অমাত্য সায়ংকালে বহু লোকজন সঙ্গে লইয়া গ্রামে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু অচিরে তাঁহার দুষ্কার্য্যের কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল। তখন রাজা তাঁহাকে রাজধানীতে উপস্থিত হইতে আদেশ দিলেন। তাঁহার অপরাধ সম্বন্ধে কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না; কাজেই রাজা তাঁহাকে কোন নিম্নপদে অবনমিত করিয়া অপর এক ব্যক্তিকে সেই প্রত্যন্ত গ্রামের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন।

একদিন রাজা জেতবনে গিয়া শাস্তার নিকট অমাত্যের এই কুকীর্ত্তির কথা জানাইলেন। তাহা শুনিয়া ভগবান্ কহিলেন, "মহারাজ, এই ব্যক্তি পূর্বজন্মেও এবংবিধ প্রকৃতির পরিচয় দিয়াছিল।" অনন্তর রাজার অনুরোধে তিনি সেই অতীত বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন :]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্ত এক অমাত্যকে কোন প্রত্যন্ত গ্রামের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। আপনি যেরূপ বলিলেন, এই ব্যক্তিও সেখানে গিয়া অবিকল সেইরূপই করিয়াছিল। তখন বোধিসত্ত্ব বাণিজ্যার্থ প্রত্যন্তগ্রামসমূহে ভ্রমণ করিতেছিলেন এবং ঘটনাক্রমে উক্ত দিবসে সেই গ্রামেই অবস্থিতি করিতেছিলেন। যখন গ্রামাধ্যক্ষ সন্ধ্যাকালে বহু লোকজন সঙ্গে লইয়া ভেরী বাজাইতে বাজাইতে গ্রামে ফিরিয়া আসিতেছিল, তখন তিনি বলিয়াছিলেন, "এই দুষ্ট অধ্যক্ষ দস্যুদিগের সহিত মিলিয়া গ্রাম লুণ্ঠন করাইয়াছে; এখন দস্যুরা পলাইয়া বনে প্রবেশ করিয়াছে দেখিয়া ভেরী বাজাইতে বাজাইতে ফিরিয়া আসিতেছে—যেন কি ঘটিয়াছে তাহার বিন্দুবিসর্গও জানে না।" অনন্তর তিনি এই কথা আবৃত্তি করিলেন :—

হরিতে গোধন, করিতে দহন লোকের আলয় যত,
শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া লইতে গ্রামবাসী শত শত,
দস্যুগণে হের, দিল অবসর; কিন্তু তাহে লজ্জা নাই,
ঢক্কার নিনাদে প্রকম্পিত করে দশদিক্ এবে তাই।
এমন নির্লজ্জ তনয় যাহার অপুত্রক বলি তারে,
এমন পুত্রের পিতা যেন কেহ নাহি হয় এ সংসারে।

বোধিসত্ত্ব এই গাথা দ্বারা অধ্যক্ষের দোষ কীর্ত্তন করিলেন। অচিরাৎ তাহার কুকীর্ত্তি রাষ্ট্র হইল এবং রাজা তাহার দোষানুরূপ দণ্ডবিধান করিলেন।

[সমবধান—তখন এই গ্রামাধ্যক্ষ ছিল সেই গ্রামাধ্যক্ষ এবং আমি ছিলাম সেই গাথাপাঠক পণ্ডিত পুরুষ।]

৮০—ভীমসেন-জাতক।

[ভিক্ষুদিগের মধ্যে এক ব্যক্তি বড় আত্মশ্লাঘা করিত। তাহাকে লক্ষ্য করিয়া শাস্তা জেতবনে এই কথা বলেন।

প্রবাদ আছে এই ব্যক্তি প্রাচীন, প্রৌঢ়, নব্য, সমস্ত ভিক্ষুকে নিজের বংশমর্য্যাদা সম্বন্ধে নানারূপ বিকত্থন দ্বারা প্রতারিত করিত। সে বলিত, "দেখ ভাই, জাতি ও গোত্রে কেহই আমার সমকক্ষ নহে; আমার জন্ম মহাক্ষত্রিয় কুলে। বংশমর্য্যাদাতেই বল, আর কুলসম্পত্তিতেই বল, আমার সমান কে আছে? আমাদের সুবর্ণ রজতের অন্ত নাই, আমাদের দাস দাসীরা পর্য্যন্ত উৎকৃষ্ট অন্ন ও মাংস আহার করে, বারাণসীর বস্ত্র পরিধান করে এবং বারাণসীর গন্ধবিলেপন ব্যবহার করে। কিন্তু আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া এই কদর্য্য অন্ন আহার ও এই কদর্য্য চীবর পরিধান করিতেছি।"

অনন্তর এক ভিক্ষু অনুসন্ধান দ্বারা এই ব্যক্তির কুলসম্পত্তির প্রকৃত অবস্থা জানিতে পারিয়া অন্য ভিক্ষুদিগের নিকট ইহার মিথ্যা গৌরবের কথা প্রকাশ করিয়া দিলেন। তখন সকলে ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া এই বিষয় আন্দোলন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "দেখ অমুক ভিক্ষু এরূপ নিষ্কাম শাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াও আমাদিগকে বিকত্থন দ্বারা প্রতারিত করিতেছিলেন।" ভিক্ষুরা এইরূপে উক্ত ব্যক্তির দোষ প্রদর্শন করিতেছিলেন এমন সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিয়া বলিলেন, "এ ব্যক্তি পূর্ব্বেও এইরূপ বিকত্থন করিত।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:-]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব কোন নিগম গ্রামে * উদীচ্য ব্রাহ্মণ-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি তক্ষশিলা নগরে এক সুবিখ্যাত আচার্য্যের নিকট শিক্ষালাভ করেন। তিনি তিন বেদ ও অষ্টাদশ বিদ্যাস্থানে ব্যুৎপন্ন হইয়া সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন। লোকে তাঁহাকে "চুল্ল ধনুর্গ্রহ পণ্ডিত" এই নাম দিয়াছিল।

বোধিসত্ত্ব অধীত বিদ্যাসমূহ কার্য্যে প্রয়োগ করিবার অভিপ্রায়ে তক্ষশিলা ত্যাগ করিয়া অন্ধ্ররাজ্যে † গমন করিলেন। বোধিসত্ত্বের যে জন্মের বৃত্তান্ত বলা হইতেছে, তখন তিনি ঈষৎ কুব্জ ও খর্ব্বাকার ছিলেন। তিনি মনে করিলেন, "আমি কোন রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইলে তিনি নিশ্চয় জিজ্ঞাসা করিবেন, "তোমার মত বামন দ্বারা কি কাজ হইতে পারে?" অতএব লম্বা চওড়া কোন একটা লোক খুঁজিয়া তাঁহাকে মুখপাত্র ‡ করিতে হইবে। সেরূপ করিলে তাহারই ছায়ায় আমার জীবিকানির্ব্বাহের সুবিধা হইবে।" ইহা স্থির করিয়া তিনি ঐরূপ পুরুষের অনুসন্ধান করিতে করিতে তন্তুবায়-পল্লীতে গমন করিলেন এবং ভীমসেন নামক এক মহাকায় তন্তুবায়কে দেখিতে পাইয়া তাহাকে সম্ভাষণপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন "সৌম্য, তোমার নাম কি?" সে বলিল, "আমার নাম ভীমসেন।" "তোমার দেহ এমন সুন্দর ও বিশাল, তুমি কেন তন্তুবায়ের ব্যবসায় করিতেছ?" "না করিলে চলে না।" "আর তোমায় এ কাজ করিতে হইবে না। আমি সমস্ত জম্বুদ্বীপে অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর; অথচ রাজার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি আমার ক্ষুদ্রকায় দেখিয়া মনে করিবেন আমি কোন কাজের লোক নহি। তুমি আমার সঙ্গে চল; রাজার নিকট উপস্থিত হইলে আস্ফালন করিবে যে তুমিই মহাধনুর্দ্ধর। তাহা হইলে রাজা একটা বেতন নির্দ্দিষ্ট করিয়া তোমায়

---

* নিগমগ্রাম—যেখানে হাটবাজার আছে এমন গণ্ডগ্রাম।

† মূলে "মহীংসকরট্‌ঠ" আছে; ইহা প্রাচীন অন্ধ্ররাজ্যের নামান্তর।

‡ মূলে 'ফলক' এই শব্দ আছে।

নিযুক্ত করিবেন এবং তোমায় কি করিতে হইবে তাহাও বলিয়া দিবেন। আমি তোমার পশ্চাতে থাকিব এবং যখন যে কাজ উপস্থিত হইবে সম্পাদিত করিয়া দিব। এইরূপে তোমার আড়ালে থাকিয়া আমারও জীবিকানির্ব্বাহের সুবিধা হইবে। আমি যাহা বলিলাম তাহা কর; তাহা হইলে আমরা উভয়েই সুখে থাকিতে পারিব।" ভীমসেন বলিল, "উত্তম কথা! তাহাই করা যাইবে।"

অনন্তর বোধিসত্ত্ব ভীমসেনকে সঙ্গে লইয়া বারাণসীতে উপনীত হইলেন। তখন ভীমসেন থাকিল সম্মুখে, বোধিসত্ত্ব রহিলেন তাহার পশ্চাতে এবং তাহারই বাল-ভৃত্য-ভাবে। রাজদ্বারে উপস্থিত হইয়া বোধিসত্ত্ব ভীমসেনের দ্বারা রাজাকে আপনাদের আগমন বার্ত্তা জানাইলেন।

রাজার অনুমতি পাইয়া বোধিসত্ত্ব ও ভীমসেন উভয়েই সভামণ্ডপে প্রবেশ করিলেন এবং রাজাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক দাঁড়াইয়া রহিলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কি জন্য আসিয়াছ?" ভীমসেন বলিল, "মহারাজ, আমি ধনুর্দ্ধর; সমস্ত জম্বুদ্বীপে ধনুর্বিদ্যায় কেহই আমার তুল্যকক্ষ নহে।" "আমার কর্ম্মচারী হইলে কি বেতন চাও বল?" "প্রতি পক্ষে সহস্র মুদ্রা।" "তোমার সঙ্গে এ লোকটী কে?" "এ আমার বালক ভৃত্য।" "বেশ, তোমাকে নিযুক্ত করা গেল।

এই রূপে ভীমসেন রাজকর্ম্মচারী হইল; কিন্তু বোধিসত্ত্বই তাহার সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে কাশীরাজ্যের কোন বনে একটা ব্যাঘ্র বড় উপদ্রব করিতেছিল; তজ্জন্য একটী বহুজনসঞ্চরণ পথ একেবারে নিরুদ্ধ হইয়াছিল, বহু মনুষ্যও প্রাণ হারাইয়াছিল। এই ব্যাপার রাজার কর্ণগোচর হইলে তিনি ভীমসেনকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি বাঘটা ধরিতে পারিবে কি?" ভীমসেন বলিল, "মহারাজ, যদি বাঘটা ধরিতে না পারিব, তবে ধনুর্দ্ধর নাম ধারণে কি ফল?" রাজা তাহাকে পাথেয় দিয়া বাঘ ধরিতে পাঠাইলেন।

ভীমসেন গৃহে গিয়া বোধিসত্ত্বকে এই কথা জানাইল। বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "বেশ কথা, বাঘ ধরিতে যাও।" "তুমি যাইবে না কি?" "আমি যাইব না, কিন্তু তোমাকে একটা উপায় বলিয়া দিতেছি।" "কি উপায় বল।" "তুমি সহসা একাকী ব্যাঘ্রের গহন-স্থানে প্রবেশ করিও না, তুমি জনপদ হইতে সেখানে দুই হাজার তীরন্দাজ সমবেত কর; অনন্তর যখন বুঝিবে বাঘটা গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়াছে, তখন পলাইয়া ঝোপের মধ্যে যাইবে এবং উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িবে। এ দিকে জনপদবাসীরা প্রহার দ্বারা বাঘটা মারিয়া ফেলিবে। যখন বুঝিবে বাঘটা মরিয়াছে তখন ঝোপের মধ্য হইতে দাঁত দিয়া একটা লতা কাটিয়া লইবে এবং উহার একদিক্ ধরিয়া টানিতে টানিতে মড়া বাঘের কাছে গিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বলিবে 'কে বাঘ মারিল? আমি ভাবিয়াছিলাম বাঘটাকে ধরিয়া, এই লতা দিয়া বান্ধিয়া গরুর মত টানিতে টানিতে রাজার কাছে লইয়া যাইব; সেই জন্য লতা আনিতে ঝোপের মধ্যে গিয়াছিলাম; কিন্তু লতা আনিবার আগেই বাঘটাকে মারিয়া ফেলিল! কে এমন কাজ করিল বল।' তোমার কথা শুনিয়া জনপদবাসীরা ভীত হইবে এবং 'প্রভু, একথা রাজাকে জানাইবেন না' বলিয়া তোমায় প্রচুর ধন দিবে। রাজা জানিবেন তুমিই বাঘ মারিয়াছ; কাজেই তিনিও তোমায় বহু ধন পুরস্কার দিবেন।"

ভীমসেন বলিল, "বা, এ অতি উত্তম পরামর্শ!" অনন্তর সে বোধিসত্ত্ব যেরূপ বলিলেন, সেই উপায়ে ব্যাঘ্রবিনাশপূর্ব্বক পথ নিরাপৎ করিল, বহুজনপরিবেষ্টিত হইয়া বারাণসীতে ফিরিয়া আসিল এবং রাজার নিকট গিয়া বলিল, "মহারাজ ব্যাঘ্র নিহত হইয়াছে; সেই বনে পথিকদিগের আর উপদ্রবের সম্ভাবনা নাই।" রাজা সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে বহুধন দান করিলেন।

আর একদিন সংবাদ আসিল একটা মহিষ কোন রাজপথে বড় উপদ্রব করিতেছে। রাজা ভীমসেনকে ডাকাইয়া মহিষ মারিতে পাঠাইলেন। এবারও সে বোধিসত্ত্বের উপদেশমত চলিয়া পূর্ব্বের ন্যায় কৌশলপ্রয়োগে মহিষবধ করিল এবং রাজার নিকট আসিয়া পুনর্ব্বার প্রচুর ধন প্রাপ্ত হইল।

ভীমসেন এইরূপে প্রচুর ঐশ্বর্য্যশালী হইল। সে ঐশ্বর্য্য-মদে মত্ত হইয়া বোধিসত্ত্বকে অবজ্ঞা করিতে লাগিল, তাঁহার পরামর্শগ্রহণে বিরত হইল, "তুমি না হইলে আমার চলিবে, তুমি কি ভাব, তোমা ভিন্ন আর লোক নাই?" এইরূপ কটু কথাও বলিতে লাগিল।

ইহার কিছুকাল পরে এক শত্রুরাজ বারাণসী অবরোধপূর্ব্বক ব্রহ্মদত্তকে বলিয়া পাঠাইলেন, "হয় রাজ্য ছাড়, নয় যুদ্ধ কর।" ব্রহ্মদত্ত ভীমসেনকে এই রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে পাঠাইলেন। ভীমসেন আপাদ মস্তক সৈনিকবেশে সুসজ্জিত হইয়া সুসন্নদ্ধ গজপৃষ্ঠে আসীন হইল। বোধিসত্ত্ব আশঙ্কা করিলেন ভীমসেন পাছে নিহত হয়। এই জন্য তিনিও সর্ব্বসন্নদ্ধসম্পন্ন হইয়া তাহার পশ্চাতে উপবেশন করিলেন। অনন্তর সেই হস্তী সৈন্যপরিবৃত হইয়া নগর দ্বার দিয়া বহির্গমনপূর্ব্বক শত্রুসৈন্যের পুরোভাগে উপস্থিত হইল। কিন্তু রণভেরীর শব্দ শুনিবামাত্র ভীমসেন কাঁপিতে আরম্ভ করিল। বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "তুমি এখন হস্তিপৃষ্ঠ হইতে পড়িয়া গেলে নিশ্চিত মারা যাইবে," এবং যাহাতে সে পড়িয়া না যায় সেই জন্য তাহাকে রজ্জুদ্বারা বান্ধিয়া ধরিয়া রাখিলেন। কিন্তু ভীমসেন রণভূমির দৃশ্যে মরণভয়ে এমন ভীত হইল যে মলত্যাগপূর্ব্বক হস্তিপৃষ্ঠ দূষিত করিয়া ফেলিল। তখন বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "রা, পশ্চাতের সহিত অগ্রের ঐক্য রহিল কোথা? পূর্ব্বে তুমি মহাবীর বলিয়া আস্ফালন করিতে, এখন কি না হস্তীর পৃষ্ঠে মলত্যাগ করিলে!" অতঃপর বোধিসত্ত্ব এই গাথা আবৃত্তি করিলেন :—

> [illegible] চমৎকার,
> রণক্ষেত্রে বীর্য্য তব মলত্যাগমাত্র সার।
> পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছ, পরে যা করিলে ভাই,
> সামঞ্জস্য তার মধ্যে কিছু না দেখিতে পাই।

বোধিসত্ত্ব ভীমসেনকে এইরূপে ভর্ৎসনা করিয়া তাহাকে আশ্বাস দিবার জন্য বলিলেন, "ভয় নাই, আমি থাকিতে কাহার সাধ্য তোমার প্রাণনাশ করে?" তিনি ভীমসেনকে হস্তিপৃষ্ঠ হইতে নামাইয়া দিলেন এবং বলিলেন, তুমি স্নান করিয়া বাড়ীতে ফিরিয়া যাও।"

অনন্তর "আমি অদ্য যশস্বী হইব" এই সঙ্কল্প করিয়া বোধিসত্ত্ব রণে প্রবৃত্ত হইলেন এবং সিংহনাদ করিতে করিতে শত্রুব্যূহ ভেদ পূর্ব্বক শত্রুরাজকে জীবিতাবস্থায় বন্দী করিয়া বারাণসীরাজের নিকট লইয়া গেলেন। তাহা দেখিয়া ব্রহ্মদত্ত অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইলেন এবং বোধিসত্ত্বকে প্রচুর পুরস্কার দান করিলেন। তদবধি সমস্ত জম্বুদ্বীপে চুল্লধনুর্গ্রহ পণ্ডিতের যশোগাথা গীত হইতে লাগিল। তিনি ভীমসেনকে প্রচুর অর্থ দিয়া বিদায় করিলেন এবং যাবজ্জীবন দানাদি পুণ্যানুষ্ঠান পূর্ব্বক কর্ম্মফললাভার্থ লোকান্তরে প্রস্থান করিলেন।

[সমবধান—তখন এই বিকত্থনকারী ভিক্ষু ছিল ভীমসেন এবং আমি ছিলাম চুল্ল ধনুর্গ্রহ পণ্ডিত।]

৮১—সুরাপান-জাতক।

[শাস্তা কৌশাম্বী নগরের নিকটবর্ত্তী ঘোষিতারামে অবস্থিতিকালে স্থবির স্বাগতকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন।

শাস্তা শ্রাবস্তী নগরে বর্ষাকাল যাপন করিয়া ভিক্ষাচর্য্যা করিতে করিতে ভদ্রবাটিকা নামক নগরে উপস্থিত হইলে তত্রত্য গোপাল, অজপাল, কৃষক ও পথিকেরা তাঁহাকে প্রণিপাত পূর্ব্বক বলিল, "প্রভু, আপনি আম্রতীর্থে যাইবেন না, কারণ সেখানে জটাধারী তপস্বীদিগের আশ্রমসন্নিধানে আম্রতীর্থক নামধারী এক অতি উগ্রবিষ

নাগ বাস করে; সে আপনার অনিষ্ট করিতে পারে।" তাহারা এইরূপে তিন বার নিষেধ করিল, কিন্তু ভগবান্ যেন সে কথা শুনিয়াও শুনিলেন না; তিনি অভীষ্ট স্থানাভিমুখে চলিয়া গেলেন। অনন্তর ভগবান্ যখন ভদ্রবাটিকার নিকটবর্ত্তী একটা উদ্যানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, তখন পৃথগ্‌জনলভ্য ঋদ্ধিসম্পন্ন বুদ্ধোপস্থাগক স্থবির স্বাগত জটাধারীদিগের সেই আশ্রমে গিয়া নাগরাজের বাসস্থানে তৃণাসন বিস্তার পূর্ব্বক তদুপরি পর্য্যঙ্ক বন্ধনে উপবেশন করিয়া রহিলেন। নাগরাজ নিজের দুঃস্বভাব গোপন রাখিতে অসমর্থ হইয়া ধূম উদ্গিরণ করিতে লাগিল; তাহা দেখিয়া স্থবির ও ধূম উদ্গিরণ করিলেন। তখন নাগ অগ্নিশিখা বাহির করিল, স্থবিরও তাহাই করিলেন। নাগের তেজে স্থবিরের কোন যন্ত্রণা হইল না; কিন্তু স্থবিরের তেজে নাগের বড় যন্ত্রণা হইল। তিনি এইরূপে ক্ষণকাল মধ্যে নাগকে দমন করিয়া ফেলিলেন এবং তাহাকে ত্রিশরণে ও শীলব্রতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া শাস্তার নিকট ফিরিয়া গেলেন।

শাস্তা যতদিন ইচ্ছা ভদ্রবাটিকায় অবস্থান করিয়া কৌশাম্বীতে চলিয়া গেলেন। স্থবির স্বাগতকর্তৃক নাগদমন বার্ত্তা সমস্ত জনপদে প্রচারিত হইয়াছিল। কৌশাম্বীবাসীরা প্রত্যুদ্‌গমন পূর্ব্বক শাস্তার চরণ বন্দনা করিল। তাহার পর তাহারা স্থবির স্বাগতের নিকট গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল এবং একান্তে উপবেশন করিয়া বলিল, "মহাশয়, আপনার কি প্রয়োজন বলুন, আমরা তাহা সংগ্রহ করিয়া দিতেছি।" স্থবির তূষ্ণীভাবে রহিলেন; কিন্তু ষড়্‌বর্গীয়েরা উত্তর দিল, "মহাশয়গণ, প্রব্রাজকদিগের পক্ষে কাপোতিকা সুরা দুর্লভও বটে, মনোজ্ঞও বটে; * যদি পারেন তবে স্থবিরের জন্য কিঞ্চিৎ উৎকৃষ্ট কাপোতিকা সুরা সংগ্রহ করিয়া দিন।" তাহারা "যে আজ্ঞা" বলিয়া শাস্তাকে পর দিনের জন্য নিমন্ত্রণ পূর্ব্বক স্ব স্ব গৃহে ফিরিয়া গেল।

নগরবাসীরা স্থির করিল প্রতি গৃহেই স্থবিরের নিমিত্ত কাপোতিকা সুরা রাখিতে হইবে। অনন্তর তাহারা সেইরূপ ব্যবস্থা করিয়া স্থবিরকে নিমন্ত্রণ পূর্ব্বক গৃহে গৃহে সুরাপান করাইতে লাগিল। ইহাতে স্থবির সুরামদে মত্ত হইলেন এবং বহির্গমন-কালে নগরদ্বারে নিপতিত হইয়া প্রলাপ বলিতে লাগিলেন। আহারান্তে নগর হইতে প্রতিগমন সময়ে শাস্তা তাঁহাকে তদবস্থায় দেখিতে পাইলেন এবং "ভিক্ষুগণ, তোমরা স্বাগতকে তুলিয়া লইয়া যাও" এই বলিয়া আবাসে ফিরিয়া গেলেন। ভিক্ষুরা স্থবিরের মস্তক বুদ্ধের পাদমূলে রাখিয়া তাঁহাকে শোওয়াইলেন; কিন্তু স্থবির ঘুরিয়া তথাগতের দিকেই পা রাখিয়া শুইয়া রহিলেন। তখন শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, "কিহে ভিক্ষুগণ, স্বাগত পূর্ব্বে আমার প্রতি যেরূপ শ্রদ্ধা দেখাইত, এখন সেরূপ দেখাইতেছে কি?" তাঁহারা বলিলেন, "না প্রভু।" "ভিক্ষুগণ, আম্রতীর্থক নাগকে কে দমন করিয়াছিল?" "স্বাগত দমন করিয়াছিলেন, প্রভু।" "স্বাগত বর্ত্তমান অবস্থায় একটা উদক ডুণ্ডুভও † দমন করিতে পারে কি?" "সাধ্য কি, প্রভু।" "তবে দেখ দেখি, যাহা পান করিলে বিসংজ্ঞ হইতে হয়, তাহা কি পান করা উচিত।" "তাহা পান করা নিতান্ত অনুচিত।" এই রূপে স্থবিরের দোষপ্রদর্শনপূর্ব্বক শাস্তা ভিক্ষুদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, সুরাপানরূপ অপরাধে প্রায়শ্চিত্ত আবশ্যক।" এই শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত করিয়া তিনি গন্ধকুটীরে প্রবেশ করিলেন।

ভিক্ষুগণ ধর্ম্ম সভায় সমবেত হইয়া সুরাপানের দোষ সম্বন্ধে কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, "আহা! সুরাপান কি দোষাবহ! দেখ ইহার প্রভাবে স্বাগতের ন্যায় প্রজ্ঞাসম্পন্ন এবং ঋদ্ধিমান্ স্থবির পর্য্যন্ত শাস্তার মর্য্যাদারক্ষায় অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছেন।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভিক্ষুগণ, তোমরা কোন্ বিষয়ের আলোচনা করিতেছ?" তাঁহারা আলোচ্যমান বিষয়ের উল্লেখ করিলেন। তচ্ছ্রবণে শাস্তা বলিলেন, "প্রব্রাজকেরা এ জন্মে যেমন সুরাপানে বিসংজ্ঞ হয়, পূর্ব্ব জন্মেও সেইরূপ হইত।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন:—]

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব উদীচ্য ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণপূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পর ঋষিপ্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং অভিজ্ঞা ও সমাপত্তি লাভ করিয়া হিমালয়ে ধ্যানসুখে নিমগ্ন থাকিতেন। পঞ্চ শত শিষ্য তাঁহার নিকট তত্ত্ববিদ্যা শিক্ষা করিতেন।

একদা বর্ষাকাল উপস্থিত হইলে শিষ্যেরা বলিলেন, "গুরুদেব, যদি অনুমতি পাই, তাহা হইলে লোকালয়ে গিয়া লবণ ও অম্ল সংগ্রহ করিয়া আনি।" আচার্য্য বলিলেন, "বৎসগণ, আমি এখানেই থাকিব; তোমরা শরীররক্ষার্থ লোকালয়ে যাইতে পার; বর্ষাশেষ হইলে ফিরিয়া আসিবে।"

---

* মদ্যবিশেষ। সম্ভবতঃ ইহা কপোতের ন্যায় ধূসরবর্ণবিশিষ্ট ছিল; কিংবা কপোত নামক উদ্ভিদ্ ইহার একটী উপাদানরূপে ব্যবহৃত হইত।

† ঢোঁড়া সাপ।

তাঁহারা "যে আজ্ঞা" বলিয়া আচার্য্যকে প্রণিপাতপূর্ব্বক যাত্রা করিলেন এবং বারাণসীতে গিয়া রাজোদ্যানে অবস্থিতি করিলেন। পরদিন তাঁহারা ভিক্ষাচর্য্যায় বাহির হইয়া নগরদ্বারের বহিঃস্থ এক গ্রামে উপস্থিত হইলেন এবং সেখানে প্রচুর খাদ্য পাইলেন। তাহার পরদিন তাঁহারা নগরে প্রবেশ করিলেন, সেখানেও লোকে সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহাদিগকে ভিক্ষা দিতে লাগিল এবং কিয়দ্দিন পরে রাজাকে জানাইল, "হিমালয় হইতে পঞ্চশত ঋষি আগমন করিয়া উদ্যানে বাস করিতেছেন। তাঁহারা মহাতপা, জিতেন্দ্রিয় এবং শীলবান্।" রাজা তাঁহাদের গুণের কথা শুনিয়া উদ্যানে গমন করিলেন এবং প্রণিপাতপূর্ব্বক স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, "আপনারা দয়া করিয়া এই চারি মাস এখানেই অবস্থিতি করুন।" তপস্বীরা ইহাতে সম্মত হইলে রাজা প্রাসাদে ফিরিয়া গেলেন। তদবধি তাঁহারা রাজভবনে আহার এবং রাজোদ্যানে বাস করিতে লাগিলেন।

অনন্তর একদিন নগরে পানোৎসব হইল; রাজা বিবেচনা করিলেন, প্রব্রাজকদিগের ভাগ্যে সুরা দুর্লভ। অতএব তিনি তপস্বীদিগের পানার্থ প্রচুর সুপেয় মদ্য দান করিলেন। তাঁহারা সুরাপান করিয়া উদ্যানে ফিরিয়া গেলেন এবং উন্মত্ত হইয়া কেহ নাচিতে লাগিলেন, কেহ গাইতে লাগিলেন, কেহ কেহ বা নাচিতে নাচিতে ও গাইতে গাইতে চাউলের ঝুড়ি প্রভৃতি উল্টাইয়া ফেলিলেন। ইহার পর অবসন্ন হইয়া সকলে নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। শেষে যখন নেশা ভাঙ্গিল তখন তাঁহারা জাগিয়া শুনিতে পাইলেন, রাত্রিকালে কি দুষ্কার্য্য করিয়াছেন; তাহার নিদর্শনও চারিদিকে দেখা গেল। ইহাতে অনুতপ্ত হইয়া তাঁহারা কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "আমরা যে কাজ করিয়াছি তাহা পরিব্রাজকের পক্ষে নিতান্ত গর্হিত। আচার্য্যের নিকট না থাকাতেই আমরা এইরূপ পাপকার্য্য করিয়াছি।" তাঁহারা কালবিলম্ব না করিয়া হিমাচলে ফিরিয়া গেলেন এবং ভিক্ষাপাত্র প্রভৃতি যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া আচার্য্যকে প্রণিপাতপূর্ব্বক আসন গ্রহণ করিলেন। আচার্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎসগণ, লোকালয়ে গিয়া তোমাদের ত কোন কষ্ট হয় নাই? ভিক্ষাচর্য্যার সময় ত কোন অসুবিধা ভোগ কর নাই? তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ত বেশ সম্প্রীতি ছিল?'

তাঁহারা বলিলেন, "হাঁ গুরুদেব, আমরা বেশ সুখে ছিলাম। কিন্তু আমরা অপেয় পান করিয়া বিসংজ্ঞ হইয়াছিলাম; আমাদের স্মৃতি পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছিল; আমরা সুরামদে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য ও গান করিয়াছিলাম।" অনন্তর তাঁহারা মনোভাব সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিবার উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত গাথা রচনা করিয়া পাঠ করিলেন:

করিলাম সুরাপান, গাইলাম কত গান,
কতবার নাচিলাম, কাঁদিলাম আর;
পরম সৌভাগ্য এই, হেন সংজ্ঞাহর যেই,
পান করি সেই বিষ, হইনি বানর!

বোধিসত্ত্ব তপস্বীদিগকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, "যাহারা গুরুর শাসনে বাস না করে, তাহাদের এইরূপই দুর্দ্দশা হয়! সাবধান, আর কখনও এমন দুষ্কার্য্য করিও না।" অতঃপর বোধিসত্ত্ব পূর্ব্ববৎ ধ্যানসুখভোগ করিতে লাগিলেন এবং যথাকালে ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন।

[সমবধান—তখন বুদ্ধশিষ্যেরা ছিল সেই সকল তপস্বী এবং আমি ছিলাম তাঁহাদের গুরু]

৮২—মিত্রবিন্দক-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে জনৈক অবাধ্য ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। এই জাতকের ঘটনা সম্যক্‌সম্বুদ্ধ কাশ্যপের সময় হইয়াছিল। তাহার বিবরণ মহামিত্রবিন্দক জাতকে (৪৩৯) প্রদত্ত হইবে। তখন বোধিসত্ত্ব এই গাথা পাঠ করিয়াছিলেন:

স্ফটিক-রজত-মণিনির্ম্মিত সুন্দর
কোথা তব সেই সব প্রাসাদ নিকর?
উরশ্চক্র * পরি এবে যাবৎ জীবন
নরকেতে প্রায়শ্চিত্ত কর সম্পাদন।

এই গাথা পাঠ করিয়া বোধিসত্ত্ব দেবলোকস্থ নিজ বাসস্থানে চলিয়া গেলেন। মিত্রবিন্দক উরশ্চক্র পরিধানপূর্ব্বক পাপক্ষয় পর্য্যন্ত মহাদুঃখ ভোগ করিতে লাগিল এবং কর্ম্মানুরূপ গতি প্রাপ্ত হইল।

সমবধান—তখন এই অবাধ্য ভিক্ষুক ছিল মিত্রবিন্দক এবং আমি ছিলাম দেবরাজ।]

৮৩—কালকর্ণী-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে অনাথপিণ্ডদের কোন মিত্রকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ব্যক্তির নাম ছিল কালকর্ণী। সে অনাথপিণ্ডদের সহিত শৈশবে ধূলাখেলা করিয়াছিল এবং এক গুরুর নিকট বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিল। কিন্তু কালক্রমে সে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয় এবং জীবিকানির্ব্বাহে অসমর্থ হইয়া অনাথপিণ্ডদের শরণ লয়। শ্রেষ্ঠী তাহাকে আশ্বাস দিয়া বেতন নির্দ্দেশপূর্ব্বক নিজের সম্পত্তির তত্ত্বাবধারকের পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তদবধি সে তাঁহার কর্ম্মচারী হইয়া সমস্ত কাজ করিতে লাগিল।

কালকর্ণী শ্রেষ্ঠীর গৃহে আসিবার পর সেখানে 'দাঁড়াও, কালকর্ণী,' 'বসো কালকর্ণী', 'খাও, কালকর্ণী' সর্ব্বদা প্রায় এইরূপ কথা শুনিতে পাওয়া যাইত। ইহাতে শ্রেষ্ঠীর বন্ধুবান্ধবগণ একদিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, "মহাশ্রেষ্ঠিন্, আপনার গৃহে একপ হইতে দেওয়া ভাল দেখায় না। 'দাঁড়াও কালকর্ণী', 'বসো, কালকর্ণী', 'খাও কালকর্ণী' এই সকল শব্দ শুনিলে যক্ষ পর্য্যন্ত পলাইয়া যায়। এ লোকটা কিছু আপনার সমশ্রেণীর নয়; এ নিতান্ত দুর্গত; অলক্ষ্মী ইহার সর্ব্বদা অনুসরণ করিতেছে। আপনি ইহার সহিত সংস্রব রাখেন কেন?" কিন্তু অনাথপিণ্ডদ এ সকল কথায় কাণ দিলেন না। তিনি উত্তর করিলেন, 'দেখ, নাম কেবল বস্তুনির্দ্দেশের জন্য; পণ্ডিতেরা কখনও নামদ্বারা কাহারও গুণাগুণ নির্ণয় করেন না। অতএব কেবল নাম শুনিয়াই অমঙ্গলাশঙ্কা করা যুক্তিযুক্ত নহে। আমি নামের উপর নির্ভর করিয়া ধূলাখেলার সাথী এই বাল্যবন্ধুকে সাহায্য করিতে বিমুখ হইব না।"

অনাথপিণ্ডদের একখানি ভোগগ্রাম † ছিল। একদা তিনি কালকর্ণীর হস্তে গৃহরক্ষার ভার দিয়া সেখানে গমন করিলেন। তস্করেরা ভাবিল, 'শ্রেষ্ঠী গ্রামে গিয়াছেন; এই সুযোগে তাঁহার গৃহে গিয়া সর্ব্বস্ব অপহরণ করিব।' অনন্তর তাহারা নানা অস্ত্র শস্ত্র লইয়া রাত্রিকালে অনাথপিণ্ডদের গৃহ বেষ্টন করিল। কালকর্ণী সন্দেহ করিয়াছিল যে তস্করেরা আসিতে পারে। সুতরাং সে নিদ্রা না গিয়া বসিয়া রহিল। অনন্তর দস্যুরা সমাগত হইয়াছে বুঝিয়া সে লোকজন জাগাইবার জন্য "তোমরা শাঁখ বাজাও, দামামা বাজাও" এইরূপ চীৎকার করিতে করিতে সমস্ত বাড়ী তোলপাড় করিয়া তুলিল—তস্করদিগের ধারণা হইল, সে যেন কত লোকই সমবেত করিতেছে। তাহারা মনে করিল, 'তাই ত, বাড়ীতে যে কোন লোক নাই শুনিয়াছিলাম, তাহা ত ঠিক নহে। বোধ হয় শ্রেষ্ঠী ফিরিয়া আসিয়াছেন।' তখন তাহারা পাষাণ, মুদ্গর প্রভৃতি সমস্ত প্রহরণ রাখিয়া পলায়ন করিল।

পরদিন লোকে ঐ সমস্ত প্রহরণ দেখিয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিল এবং শতমুখে কালকর্ণীর প্রশংসা আরম্ভ করিল। তাহারা বলিল, "এরূপ বুদ্ধিমান্ লোকে যদি গৃহরক্ষা না করিতেন, তাহা হইলে তস্করেরা অনায়াসে যথারুচি প্রবেশলাভ করিয়া সর্ব্বস্ব অপহরণ করিত। শ্রেষ্ঠীর পরম সৌভাগ্য যে এমন বিশ্বাসী বন্ধু পাইয়াছেন।" এই সময়ে শ্রেষ্ঠী গ্রাম হইতে ফিরিয়া আসিলেন, এবং উহারা তাঁহাকে সমস্ত ঘটনা জানাইল। তাহা শুনিয়া শ্রেষ্ঠী কহিলেন, "কেমন, তোমরা না এইরূপ গৃহরক্ষক বন্ধুকে তাড়াইবার পরামর্শ দিয়াছিলে? যদি তোমাদের কথামত ইহাকে দূর করিয়া দিতাম তাহা হইলে আজ পথের ভিখারী হইতাম। নামের গুণে মনুষ্যত্ব জন্মে না; মনুষ্যত্বের মূল হৃদয়।" অনন্তর তিনি কালকর্ণীর বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিলেন, এবং শাস্তাকে এই কথা জানাইতে হইবে, ইহা স্থির করিয়া তাঁহার নিকট গিয়া আমূল সমস্ত বৃত্তান্ত

---

* পাপীর দণ্ডবিধানার্থ ব্যবহৃত পাষাণময় চক্রবিশেষ। ইহা দেখিতে মনোজ্ঞ হারের ন্যায়, কিন্তু পাপীর গলে পরাইয়া দিলে ইহা ঘুরিতে থাকে এবং ইহার তীক্ষ্ণ ধারে তাহার দেহ ক্ষতবিক্ষত হয়।

† ভোগগ্রাম—কাহারও ভোগের জন্য রাজদত্ত গ্রাম, যেমন দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর ইত্যাদি।

নিবেদন করিলেন। শাস্তা বলিলেন, "গৃহপতি, কালকর্ণী নামক মিত্র যে কেবল এই জন্মে তস্কর হইতে মিত্রের সম্পত্তি রক্ষা করিয়াছে তাহা নহে; পূর্ব্ব জন্মেও সে এইরূপ করিয়াছিল। অনন্তর তিনি অনাথ পিণ্ডদের অনুরোধে সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব একজন দেশবিখ্যাত শ্রেষ্ঠী ছিলেন। তাঁহার কালকর্ণী নামে এক মিত্র ছিল। [উপরে যাহা যাহা বলা হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধেও ঠিক সেই সেই রূপ ঘটিয়াছিল।] বোধিসত্ত্ব ভোগগ্রাম হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া এই বৃত্তান্ত শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি যদি তোমাদের কথা শুনিয়া এইরূপ বন্ধুকে দূর করিয়া দিতাম তাহা হইলে অদ্য আমার সর্ব্বস্ব অপহৃত হইত।" অনন্তর তিনি এই গাথা পাঠ করিয়াছিলেন:—

"সপ্ত পদ যার সঙ্গে হয় বিচরণ,
মিত্র বলি সেই জনে করি সম্ভাষণ।
থাকিব দ্বাদশ দিন এক সঙ্গে যার,
সহায় বলিয়া তারে জানিব আমার।
এক পক্ষ কিংবা মাস কাটে যার সাথে,
জ্ঞাতিসম সেই, নাহি সন্দেহ ইহাতে।
ততোধিক কাল যারে রাখি নিজ ঠাঁই,
আত্মসম ভাবি তারে, যেন মোর ভাই।
কালকর্ণী বন্ধু মম শৈশব হইতে;
আত্মসুখহেতু তারে পারি কি বর্জ্জিতে?

[শাস্তা এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিলেন।

সমবধান—তখন আনন্দ ছিল সেই কালকর্ণী এবং আমি ছিলাম সেই বারাণসী-শ্রেষ্ঠী।]

৮৪—অর্থস্যদ্বার-জাতক।*

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এক অর্থকুশল† বালককে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। শ্রাবস্তীনগরবাসী কোন বিভবশালী শ্রেষ্ঠীর পুত্র ষষ্ঠ বর্ষ বয়সেই প্রজ্ঞাবান্ ও অর্থকুশল হইয়াছিল। সে একদিন পিতার নিকট গিয়া অর্থের দ্বার কি এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। পিতা কিন্তু ইহা জানিতেন না। তিনি পুত্রকে বলিলেন, "এ অতি সূক্ষ্ম প্রশ্ন। সর্ব্বজ্ঞ বুদ্ধ ব্যতীত ঊর্দ্ধে ভবাগ্র হইতে নিম্নে অবীচি পর্য্যন্ত কোথাও এমন কেহ নাই যে এই প্রশ্নের উত্তরদানে সমর্থ।" অনন্তর তিনি বহুমাল্যগন্ধবিলেপন লইয়া পুত্রসহ জেতবনে গমনপূর্ব্বক শাস্তার অর্চ্চনা ও বন্দনা করিলেন এবং একান্তে উপবেশন করিয়া নিবেদন করিলেন, "ভগবন্, আমার এই পুত্রটী প্রজ্ঞাবান্ ও অর্থকুশল; এ, অর্থের দ্বার কি, আমাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছে। আমি ইহার অর্থ জানি না বলিয়া আপনার নিকট আসিয়াছি। দয়া করিয়া ইহার সদুত্তর দিন।" শাস্তা বলিলেন, "উপাসক, এই বালক পূর্ব্বেও আমাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল এবং আমি তাহার উত্তর দিয়াছিলাম। তখন এ উহা শিক্ষা করিয়াছিল; কিন্তু জন্মান্তর-পরিগ্রহনিবন্ধন এখন তাহা স্মৃতিগোচর করিতে পারিতেছে না।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব এক মহাবিভবশালী শ্রেষ্ঠী ছিলেন। তাঁহার একটী পুত্র ষড়্‌বর্ষ বয়সেই বিলক্ষণ প্রজ্ঞাবান্ ও অর্থকুশল হইয়াছিল। সে একদিন বোধিসত্ত্বের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "পিতঃ, অর্থের দ্বার কি বলুন।" তিনি অর্থদ্বার-প্রশ্নের উত্তরে এই গাথা পাঠ করিয়াছিলেন:—

* অর্থের দ্বার অর্থাৎ পরমার্থ লাভের উপায়।

† 'অর্থ' শব্দ এখানে পরমার্থবাচক।

"আরোগ্য—যাহার তুল্য নিধি নাই আর।
লভিতে তাহারে সদা হইবে তৎপর,
সদাচার, বৃদ্ধবাক্যে শ্রদ্ধাপরায়ণ,
শাস্ত্রানুশীলনে রত হও অনুক্ষণ,
চল ধর্ম্মপথে, ত্যজ বিষয়-বাসনা,
তা হলে তোমার আর কিসের ভাবনা?
পরমার্থ লভিবারে, জে'ন তুমি সার,
রহিয়াছে সদা মুক্ত এই ছয় দ্বার।"

বোধিসত্ত্ব এইরূপে পুত্রের অর্থদ্বার-প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেন। সেই বালক তদবধি উক্ত ষড়্‌বিধ ধর্ম্মের আচরণ করিত। বোধিসত্ত্ব দানাদি পুণ্যকার্য্য করিয়া কর্ম্মানুরূপ গতি লাভ করিয়াছিলেন।

[সমবধান—তখন এই বালক ছিল সেই বালক এবং আমি ছিলাম সেই শ্রেষ্ঠী।]

৮৫ কিংপক্ক-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে জনৈক উৎকণ্ঠিত ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন।]

কোন কুলপুত্র বৌদ্ধশাসনে নিহিতশ্রদ্ধ হইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি একদিন শ্রাবস্তী নগরে ভিক্ষাচর্য্যা করিবার সময় এক অলঙ্কৃতা রমণীকে দেখিয়া উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন। ইহা শুনিয়া আচার্য্য ও উপাধ্যায়গণ ঐ ভিক্ষুকে শাস্তার নিকট লইয়া গেলেন। শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, "কিহে, তুমি কি সত্য সত্যই উৎকণ্ঠিত হইয়াছ?" সে উত্তর দিল, "হাঁ প্রভু।" তখন শাস্তা বলিলেন, "দেখ, রূপরসাদি পঞ্চ কামগুণ পরিভোগকালে রমণীয় বটে; কিন্তু ইহাদের পরিভোগ নিরয়গমন প্রভৃতি অগতির হেতু বলিয়া কিংপক্ক ফলের পরিভোগসদৃশ। কিংপক্কফল শুনিয়াছি বর্ণগন্ধরসসম্পন্ন; কিন্তু উদরস্থ হইলেই অন্ত্রসমূহ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া জীবননাশ করিয়া থাকে। পূর্ব্বে অনেক লোকে এই ফলের দোষ জানিত না; তাহারা ইহার বর্ণগন্ধরসে মুগ্ধ হইয়াছিল এবং ইহা আহার করিয়া পঞ্চত্ব পাইয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব একজন সার্থবাহ ছিলেন। তিনি একদা পঞ্চশত শকটসহ পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমদিকে যাইবার সময় এক বনপ্রান্তে উপনীত হইলেন। সেখানে তিনি অনুচরদিগকে সমবেত করিয়া বলিলেন, "শুনিয়াছি এই বনে বিষবৃক্ষ আছে। সাবধান, আমায় না জিজ্ঞাসা করিয়া কেহ কোন অনাস্বাদিতপূর্ব্ব ফল আহার করিও না।" অতঃপর বনভূমি অতিক্রম করিয়া সকলে অপরপ্রান্তে ফলভারনমিতশাখ এক কিংপক্ক বৃক্ষ দেখিতে পাইল। স্কন্ধ, শাখা, পত্র, ফল, আকার, বর্ণ, গন্ধ, রস সর্ব্ববিষয়েই এই বৃক্ষ অবিকল আম্রবৃক্ষের ন্যায় দেখাইত। সার্থবাহদলের কেহ কেহ বর্ণরসগন্ধে ভ্রান্ত হইয়া উহাকে আম্র বৃক্ষ বলিয়াই মনে করিল এবং উহার ফল খাইল। কিন্তু অপর সকলে বলিল, "সার্থবাহকে জিজ্ঞাসা করিয়া খাইব।" সুতরাং তাহারা ফল পাড়িয়া বোধিসত্ত্বের আগমন প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিল। বোধিসত্ত্ব সেখানে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে ফলগুলি ফেলিয়া দিতে বলিলেন এবং যাহারা খাইয়াছিল তাহাদিগকে বমন করাইলেন ও ঔষধ দিলেন। ইহাদের কেহ কেহ আরোগ্যলাভ করিল; কিন্তু যাহারা প্রথমে খাইয়াছিল তাহারা রক্ষা পাইল না। অনন্তর বোধিসত্ত্ব নিরাপদে গন্তব্য স্থানে উপনীত হইলেন, পণ্যবিক্রয় দ্বারা বহু লাভ করিলেন, গৃহে প্রতিগমন করিলেন এবং দানাদি পুণ্যানুষ্ঠানপূর্ব্বক জীবনান্তে কর্ম্মানুরূপ গতি প্রাপ্ত হইলেন।

[কথান্তে শাস্তা অভিসম্বুদ্ধ হইয়া এই গাথা পাঠ করিলেন :—

কামপরিণাম অতি দুঃখ কর :
জানে না ক তাই কাম সেবে নর।
কিংপক্ক খাইয়া শমনসদন
গিয়াছিল, হায়! শত শত জন।

কামাদি রিপু যে পরিভোগকালে মনোজ্ঞ হইলেও পরিণতির সময় সর্ব্বনাশ সাধন করে, এইরূপে তাহা প্রদর্শন করিয়া শাস্তা সত্যচতুষ্টয় ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু স্রোতাপত্তি ফল লাভ করিলেন। অপর সকলের কেহ স্রোতাপন্ন, কেহ সকৃদাগামী, কেহ অনাগামী, কেহ বা অর্হন্ হইলেন।

সমবধান—তখন বুদ্ধশিষ্যগণ ছিল সেই সার্থবাহের অনুচরগণ এবং আমি ছিলাম সেই সার্থবাহ।]

৮৬—শীলমীমাংসা-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে জনৈক শীলমীমাংসক * ব্রাহ্মণকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন।

এই ব্রাহ্মণ কোশলরাজের অন্নে প্রতিপালিত হইতেন। তিনি ত্রিশরণের আশ্রয় লইয়াছিলেন, পঞ্চশীল পালন করিতেন এবং বেদত্রয়ে ব্যুৎপন্ন ছিলেন। রাজাও তাঁহাকে শীলবান্ বলিয়া জানিতেন এবং যথেষ্ট সম্মান করিতেন। এক দিন তিনি ভাবিতে লাগিলেন, 'রাজা অন্য ব্রাহ্মণ অপেক্ষা আমার প্রতি অধিক সম্মান প্রদর্শন করেন; তিনি আমাকে এত শ্রদ্ধা করেন যে আমাকে নিজের গুরুর পদে বরণ করিয়াছেন। এখন আমার মীমাংসা করিতে হইবে যে এত অনুগ্রহ আমার জাতি, গোত্র, কুল, দেশ ও বিদ্যার জন্য, কিংবা আমার চরিত্রের জন্য।' অনন্তর তিনি একদিন রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গৃহে ফিরিবার সময় ধনপালের † ফলক হইতে না বলিয়া একটী কার্ষাপণ লইয়া গেলেন। ঐ ধনপাল তাঁহাকে এত শ্রদ্ধা করিতেন যে ইহা দেখিতে পাইয়াও তিনি নীরব রহিলেন।

ইহার পরদিন ব্রাহ্মণ উক্তরূপে দুই কার্ষাপণ অপহরণ করিলেন; কিন্তু তাহা দেখিয়াও ধনপাল কিছু বলিলেন না। অতঃপর তৃতীয়দিন ব্রাহ্মণ এক মুষ্টি কার্ষাপণ তুলিয়া লইলেন। তখন ধনপাল বলিলেন, "আর্য্য, অদ্য পর্য্যন্ত আপনি তিন দিন উপর্য্যুপরি রাজার ধন অপহরণ করিলেন।" ইহা বলিয়া তিনি, "রাজধনাপহারককে ধরিয়াছি" এইরূপ তিনবার চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তচ্ছ্রবণে চতুর্দ্দিক্ হইতে লোক ছুটিয়া আসিল এবং বলিতে লাগিল, "কেমন ঠাকুর, তুমি না এতকাল নিজেকে শীলবান্ বলিয়া পরিচয় দিতে! চল তোমায় রাজার নিকট লইয়া যাই।" অনন্তর তাহারা ব্রাহ্মণকে বন্ধন করিল এবং অল্প স্বল্প প্রহার করিতে করিতে রাজার হস্তে সমর্পণ করিল। রাজা ইহাতে অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্রাহ্মণ, তুমি এমন দুঃশীলকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে কেন?" ইহার পর তিনি ব্রাহ্মণকে উপযুক্ত দণ্ড দিবার আদেশ দিলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন, "মহারাজ, আমি চোর নহি।" "যদি চোর না হইবে তবে ফলকস্থ রাজধনে হাত দিলে কেন?" "আপনি আমায় বড় সম্মান করেন; ভাবিলাম একবার পরীক্ষা করিয়া দেখি এই রাজদত্ত সম্মান আমার জাতিগোত্রাদির ফল, কিংবা আমার চরিত্রের ফল। এই প্রশ্নেরই মীমাংসার জন্য আমি ফলক হইতে স্বর্ণমুদ্রা তুলিয়া লইয়াছি। এখন বুঝিতে পারিলাম চরিত্রগুণেই আমার এরূপ সম্মান হইয়াছে, জাতিগোত্রাদির জন্য নহে, বুঝিলাম যে চরিত্রই ইহলোকে সর্ব্বোত্তম। কিন্তু গৃহে থাকিয়া বিষয় ভোগ করিলে জীবনে কখনও চরিত্রবান্ হইতে পারিব না; অতএব অদ্যই জেতবনে গিয়া শাস্তার নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব।" অনন্তর রাজার অনুমতিক্রমে সেই ব্রাহ্মণ জেতবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহার জ্ঞাতিবন্ধুরা তাঁহাকে সঙ্কল্প হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না।

ব্রাহ্মণ শাস্তার নিকট প্রার্থনা করিয়া প্রব্রজ্যালাভ করিলেন। অতঃপর তিনি যথাকালে উপসম্পদা প্রাপ্ত হইলেন এবং ধ্যানবলে ক্রমশঃ তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া অর্হত্ত্ব লাভ করিলেন। তখন তিনি শাস্তার নিকট গিয়া বলিলেন, "ভগবন্, আমি প্রব্রজ্যার সর্ব্বোত্তম ফল প্রাপ্ত হইয়াছি।"

ব্রাহ্মণের অর্হত্ত্বলাভের কথা অচিরে সঙ্ঘমধ্যে রাষ্ট্র হইল। তখন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া বলিতে

---

* যিনি শীল অর্থাৎ চরিত্রের কি বল তাহার মীমাংসা করিয়াছিলেন।

† ধনপাল—যিনি রাজার ভাণ্ডার হইতে লোকের প্রাপ্য দিয়া থাকেন। মূলে 'হিরণ্যক' এই শব্দ আছে। ইনি বেষ্টনীর ভিতর থাকিয়া যাহার যাহা প্রাপ্য সম্মুখস্থ কাষ্ঠফলকের উপর গণিয়া রাখেন, লোকে সেখান হইতে তুলিয়া লইয়া যায়।

লাগিলেন, "দেখ অমুক ব্রাহ্মণ পূর্ব্বে রাজার উপস্থাপক ছিলেন; তিনি নিজের চরিত্রবল মীমাংসা করিতে গিয়া শেষে রাজসভা পরিত্যাগপূর্ব্বক অর্হত্বে উপনীত হইয়াছেন।" তাঁহারা এইরূপে উক্ত ব্রাহ্মণের গুণকীর্ত্তন করিতেছেন এমন সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাহা শুনিতে পাইলেন এবং বলিলেন, "কেবল এই ব্রাহ্মণই যে নিজের চরিত্রবল মীমাংসাপূর্ব্বক প্রব্রজ্যাগ্রহণ দ্বারা মুক্তিলাভ করিলেন তাহা নহে, পণ্ডিতেরাও পুরাকালে এইরূপ করিয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব তাঁহার পুরোহিত ছিলেন। তিনি দানাদি সৎকার্য্য করিতেন এবং যথানিয়মে পঞ্চশীল পালন করিয়া চলিতেন। এই জন্য রাজা অন্য সমস্ত ব্রাহ্মণ অপেক্ষা তাঁহার প্রতি অধিক সম্মান প্রদর্শন করিতেন। [এই ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে যাহা যাহা ঘটিয়াছে শুনিয়াছ, বোধিসত্ত্ব সম্বন্ধেও ঠিক সেই সেই রূপ ঘটিয়াছিল।]

রাজপুরুষেরা যখন বোধিসত্ত্বকে বন্ধন করিয়া রাজার নিকট লইয়া যাইতেছিল, তখন তিনি দেখিতে পাইলেন পথে একস্থানে অহিতুণ্ডিকেরা সর্প লইয়া ক্রীড়া করিতেছে এবং তাহারা একটা সর্পের লাঙ্গুল ও গ্রীবা ধরিয়া নিজেদের গ্রীবাদেশে জড়াইতেছে। তাহা দেখিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "বাপু সকল, সাপটাকে এমন করিয়া ধরিও না, নিজেদের গলাতেও জড়াইও না; কি জানি কখন হঠাৎ তোমাদিগকে দংশন করিবে; তাহা হইলে তোমরা মারা যাইবে।" অহিতুণ্ডিকেরা বলিল, "ঠাকুর, আমাদের সর্প শীলবান্ ও আচারসম্পন্ন, তোমার ন্যায় দুঃশীল নহে। তুমি দুঃশীলতাবশতঃ রাজার ধন অপহরণ করিয়াছ এবং সেই জন্য ইহারা তোমাকে বন্ধন করিয়া রাজার নিকট লইয়া যাইতেছে।"

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, "সর্পেও যদি দংশন বা আঘাত না করে, তাহা হইলে লোকে তাহাকে শীলবান্ বলে; মানুষের ত কথাই নাই। ইহলোকে শীলই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কিছুই হইতে পারে না।"

বোধিসত্ত্ব রাজার নিকট নীত হইলে রাজা জিজ্ঞাসিলেন, "ভদ্রগণ, এ কি ব্যাপার?" রাজপুরুষেরা বলিল, "মহারাজ, এই ব্রাহ্মণ রাজভাণ্ডার হইতে ধন অপহরণ করিয়াছে।" রাজা বলিলেন, "যাও, ইহাকে লইয়া উপযুক্ত শাস্তি দাও।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "মহারাজ, আমি চোর নহি।" "তবে কার্ষাপণ গ্রহণ করিয়াছিলে কেন?" বোধিসত্ত্বও এই ব্রাহ্মণের ন্যায় উত্তর দিলেন। তিনি বলিলেন, "অতএব বুঝিলাম জগতে শীলই সর্ব্বোৎকৃষ্ট; শীলের তুল্য আর কিছুই নাই। যাহাই হউক, যখন সর্পেও দংশন না করিলে "শীলবান্" এই বিশেষণে ভূষিত হয়, তখন স্পষ্টই দেখা যাইতেছে শীলই সর্ব্বোৎকৃষ্ট গুণ।" অনন্তর তিনি শীলের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া নিম্নলিখিত গাথা পাঠ করিলেন :—

কায়মনোবাক্যে শীল-অনুষ্ঠান অশেষ কল্যাণকর;
শীলসম গুণ নাহি ত্রিভুবনে; হও সদা শীলপর।
এই বিষধর, মৃত্যুর কিঙ্কর, দেখিলে তরাস পাই;
তথাপি ইহারে শীলবান্ দেখি নাহি বধে কেহ তাই।

বোধিসত্ত্ব এই গাথা দ্বারা রাজাকে ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা দিয়া সর্ব্ববিধ বিষয়বাসনা পরিহারপূর্ব্বক ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন, হিমালয়ে গিয়া পঞ্চ অভিজ্ঞা ও অষ্ট সমাপত্তির অধিকারী হইলেন এবং তাহার বলে ব্রহ্মলোকবাসের সামর্থ্য লাভ করিলেন।

[সমবধান—তখন আমার শিষ্যেরা ছিল সেই রাজপুরুষগণ এবং আমি ছিলাম সেই রাজপুরোহিত।]

৮৭—মঙ্গল-জাতক।

[রাজগৃহবাসী একজন ব্রাহ্মণ কোন বস্ত্র পরিধান করিলে মঙ্গল হয়, কোন বস্ত্র পরিধান করিলে অমঙ্গল হয় এইরূপ বিশ্বাস করিতেন।* তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া শাস্তা বেণুবনে এই কথা বলেন।

প্রবাদ আছে যে এই ব্রাহ্মণ প্রচুর বিভবসম্পন্ন ছিলেন; কিন্তু তিনি রত্নত্রয়ে শ্রদ্ধাস্থাপন করেন নাই। তিনি ধর্ম্মসম্বন্ধে মিথ্যামত পোষণ করিতেন এবং নিমিত্তসম্বন্ধে সাতিশয় কৌতূহলপরায়ণ ছিলেন। একবার একটা ইন্দুর তাঁহার পেটিকাভ্যন্তরস্থ বস্ত্রযুগল কাটিয়াছিল। একদিন তিনি স্নানান্তে ঐ বস্ত্রযুগল আনয়ন করিতে বলিলে ভৃত্যেরা তাঁহাকে সেই কথা জানাইল। তাহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ চিন্তা করিতে লাগিলেন, মূষিকদষ্ট বস্ত্র গৃহে থাকিলে মহা অনিষ্ট ঘটিবে। অমঙ্গল দ্রব্য কালকর্ণীসদৃশ; ইহা নিজের পুত্র, কন্যা কিংবা দাসদাসীদিগকেও দিতে পারি না, কারণ যে ইহা পরিধান করিবে, সে নিজেও মারা যাইবে, অন্যেরও মৃত্যু ঘটাইবে। অতএব ইহা আমকশ্মশানে নিক্ষেপ করা যাউক। কিন্তু নিক্ষেপই বা করা যায় কিরূপে? দাসদাসীদিগের হাতে দিতে পারি না, কারণ তাহারা হয়ত লোভবশে নিজেরাই রাখিয়া দিবে এবং নিজেদের ও আমাদের সর্ব্বনাশ ঘটাইবে। অতএব পুত্রের হাত দিয়াই নিক্ষেপ করাই।" ইহা স্থির করিয়া ব্রাহ্মণ পুত্রকে ডাকাইয়া সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলেন এবং সাবধান করিয়া দিলেন, "তুমি ইহা হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিও না, যষ্টির অগ্রে করিয়া লইয়া যাও এবং শ্মশানে ফেলিয়া দিয়া স্নান করিয়া ফিরিয়া আইস।"

সেই দিন শাস্তা সূর্য্যোদয়ের প্রাক্কালে শয্যাত্যাগপূর্ব্বক ত্রিভুবনে কে কোথায় সত্যপথে চলিবার উপযুক্ত হইয়াছে ইহা অবলোকন করিতেছিলেন। তিনি দেখিলেন ঐ ব্রাহ্মণ ও তাঁহার পুত্রের ভাগ্যে স্রোতাপত্তিফল-লাভের সময় সমুপাগত। তখন তিনি মৃগয়াগমনোদ্যত ব্যাধবেশধারণপূর্ব্বক আমকশ্মশানে গমন করিলেন এবং উহার দ্বারদেশে বসিয়া রহিলেন। তাঁহার দেহ হইতে বুদ্ধত্বব্যঞ্জক ষড়বিধ রশ্মি বিকীর্ণ হইতে লাগিল।

এ দিকে ব্রাহ্মণপুত্র তাহার পিতা যেরূপ বলিয়া দিয়াছিলেন ঠিক সেই ভাবে উক্ত বস্ত্রযুগল যষ্টির অগ্রে বহন করিতে করিতে সেইখানে উপস্থিত হইল—তাহার সতর্কতা দেখিয়া মনে হইল যেন সে দুর্লক্ষণ বস্ত্র আনে নাই, গৃহবাসী কালসর্প লইয়া আসিয়াছে।

শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, "কি হে মাণবক। কি করিতেছ?" ব্রাহ্মণপুত্র বলিল, "ওহে গৌতম," † এই বস্ত্রযুগল মূষিকদষ্ট হওয়াতে কালকর্ণী-সদৃশ হইয়াছে, ইহা হলাহলের ন্যায় পরিত্যাজ্য। ভৃত্যদিগকে বলিলে পাছে তাহারা লোভপরবশ হইয়া আত্মসাৎকরে, কাজেই ইহা ফেলিয়া দিবার জন্য পিতা আমাকেই পাঠাইয়াছেন। আমি বলিয়া আসিয়াছি বস্ত্র ফেলিয়া দিবার পর অবগাহন করিয়া গৃহে ফিরিব। সেইজন্যই এখানে আসিয়াছি।" শাস্তা বলিলেন, "বেশ, এখন তবে ফেলিয়া দাও।" ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণপুত্র সেই বস্ত্রযুগল ফেলিয়া দিল। "ইহা তবে এখন আমার হইল" এই বলিয়া শাস্তা ব্রাহ্মণপুত্রের সাক্ষাতেই সেই অমঙ্গলকর বস্ত্রযুগল গ্রহণ করিলেন। "উহা কালকর্ণী সদৃশ, উহা স্পর্শ করিও না" বলিয়া ব্রাহ্মণকুমার কত নিষেধ করিল; কিন্তু শাস্তা তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া বেণুবনাভিমুখে চলিয়া গেলেন।

তখন ব্রাহ্মণকুমার ছুটিয়া পিতার নিকট গিয়া বলিল, "বাবা, আমি আমকশ্মশানে বস্ত্রযুগল নিক্ষেপ করিলে শ্রমণ গৌতম, 'যা, এ বস্ত্র এখন আমার হইল' বলিয়া উহা তুলিয়া লইয়া বেণুবনে চলিয়া গেলেন, আমি বারণ করিলাম, কিন্তু তিনি তাহা শুনিলেন না। ব্রাহ্মণ ভাবিলেন, "এই বস্ত্রযুগল অমঙ্গলজনক এবং কালকর্ণীসদৃশ; উহা পরিধান করিলে শ্রমণ গৌতমেরও বিনাশ ঘটিবে। তাহা হইলে আমার অযশ হইবে। আমি তাঁহাকে অন্য বহু বস্ত্র দান করিয়া এই বস্ত্র পরিত্যাগ করাইব।" এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি বহু বস্ত্র সঙ্গে লইয়া সপুত্র বেণুবনে গমন করিলেন এবং শাস্তাকে অবলোকন করিয়া একান্তে অবস্থান-পূর্ব্বক বলিলেন, "দেখ গৌতম, তুমি আমকশ্মশানে হইতে বস্ত্রযুগল গ্রহণ করিয়াছ এ কথা সত্য কি?" "হাঁ, এ কথা সত্য।" "শুন, গৌতম, এ বস্ত্রযুগল অমঙ্গলজনক। ইহা ব্যবহার করিলে তুমি নিজেও মারা যাইবে; বিহারবাসী অপর সকলেরও মৃত্যু ঘটিবে। যদি তোমার অন্তর্ব্বাস বা বহির্ব্বাসের অভাব হইয়া

---

* মূলে 'সাটকলক্ষণ' এই পদ আছে।

† বৌদ্ধগ্রন্থে দেখা যায় ব্রাহ্মণেরা বুদ্ধকে "ভগবন্" এই সম্ভ্রমসূচক সম্বোধন না করিয়া, "ভো গৌতম" এই সাধারণ সম্বোধন-পদে অভিভাষণ করিতেন।

থাকে, তাহা হইলে এই বস্ত্রগুলি গ্রহণ করিয়া ঐ দুর্লক্ষণ বস্ত্র ত্যাগ কর।" ইহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "ব্রাহ্মণ, আমি প্রব্রাজক; আমকশ্মশানে, হাটে বাজারে, আবর্জ্জনা-স্তূপে, স্নানতীর্থে, রাজপথে বা তদ্রূপস্থানে পরিত্যক্ত চীবরখণ্ডই আমার উপযুক্ত পরিচ্ছদ। তুমি দেখিতেছি পূর্ব্বজন্মের ন্যায় এ জন্মেও কুসংস্কারজালে আবদ্ধ রহিয়াছ।" অনন্তর ব্রাহ্মণের অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে মগধের অন্তঃপাতী রাজগৃহ নগরে এক ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন। সেই সময়ে বোধিসত্ত্ব এক উদীচ্য ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি জ্ঞানলাভের পর ঋষি-প্রব্রজ্যা গ্রহণ পূর্ব্বক অভিজ্ঞা ও সমাপত্তি লাভ করেন এবং হিমালয়ে আশ্রম নির্ম্মাণ করেন। তিনি একদা হিমালয় হইতে অবতরণ করিয়া রাজগৃহের পুরোবর্ত্তী রাজোদ্যানে উপনীত হইলেন এবং দ্বিতীয় দিবসে ভিক্ষার্থ নগরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া রাজা তাঁহাকে ডাকাইয়া আনিলেন এবং আসন ও ভোজ্য দিয়া তাঁহাদ্বারা অঙ্গীকার করাইয়া লইলেন যে অতঃপর তিনি ঐ উদ্যানেই অবস্থিতি করিবেন। তদবধি বোধিসত্ত্ব রাজভবনে আহার এবং রাজোদ্যানে বাস করিতে লাগিলেন।

তখন রাজগৃহে দুস্সলক্ষণ * নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তোমার বস্ত্রযুগল-সম্বন্ধে যাহা যাহা ঘটিয়াছে, সেই ব্রাহ্মণের পেটিকাস্থিত বস্ত্রযুগলেরও তাহাই হইয়াছিল। ব্রাহ্মণপুত্র যখন শ্মশানাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিল, তাহার পূর্ব্বেই বোধিসত্ত্ব শ্মশানদ্বারে আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মণপুত্র গিয়া বস্ত্র নিক্ষেপ করিলে তিনি উহা গ্রহণপূর্ব্বক উদ্যানে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণপুত্র পিতাকে এই কথা জানাইলে বৃদ্ধ বলিয়াছিলেন, "রাজার প্রিয়পাত্র এই তপস্বী এবার বিনষ্ট হইবেন।" অনন্তর তিনি বোধিসত্ত্বের নিকট গিয়া অনুরোধ করিলেন, 'তপস্বিন্, যদি প্রাণের ভয় থাকে তবে এখনই ঐ বস্ত্র পরিত্যাগ করুন।" তাহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, শ্মশানচীবরই আমাদের পরিধেয়। আমরা নিমিত্তে বিশ্বাস করি না; নিমিত্তে আস্থা স্থাপন করা বুদ্ধ, প্রত্যেক বুদ্ধ এবং বোধিসত্ত্বগণের অনুমোদিত নহে। এই নিমিত্ত সুধীগণও নিমিত্তে বিশ্বাস করেন না।" বোধিসত্ত্ব এইরূপে ব্রাহ্মণকে উপদেশ দিয়াছিলেন; তাহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ নিজের ভ্রম-পূর্ণ সংস্কার ছিন্ন করিয়া বোধিসত্ত্বের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। বোধিসত্ত্ব যাবজ্জীবন ধ্যানবল অক্ষুণ্ণ রাখিয়া দেহান্তে ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছিলেন।

মঙ্গলামঙ্গল লক্ষণ বিচারি ভীত নয় যাঁর মন,
উল্কাপাত আদি উৎপাত নেহারি অকুণ্ঠিতচিত্ত যে জন,
দুঃস্বপ্ন দেখিয়া কাঁপে না কহিয়া, পণ্ডিত তাঁহারে বলি;
কুসংস্কার জালে ভেদি জ্ঞানবলে মুক্তিমার্গে যান চলি।
না পারে তাঁহারে স্পর্শিতে কখন যমজ যে সব পাপ, †
পুনর্জন্ম তাঁর কভু নাহি হয় ভুঞ্জিতে ত্রিবিধ তাপ।

শাস্তা উক্ত গাথাদ্বারা ব্রাহ্মণকে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সপুত্র ব্রাহ্মণ স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—তখন এই পিতাপুত্র ছিল সেই পিতাপুত্র এবং আমি ছিলাম সেই তাপস।

---

* পালিভাষায় দুস্স শব্দের অর্থ বস্ত্র।

† যমজ পাপ, যথা, ক্রোধ ও হিংসা, ম্রক্ষ (আত্মদোষগোপন) ও প্রলাপ। ইহাদের একটীর উৎপত্তি হইলেই অপরটী আসিয়া দেখা দেয়।

৮৮—সারম্ভ-জাতক।

[শাস্তা শ্রাবস্তী নগরে রূঢ়বাক্যপ্রয়োগের অনৌচিত্য-শিক্ষাদান-প্রসঙ্গে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্ন বস্তু ও অতীত বস্তু নন্দিবিশাল জাতকের (২৮) বস্তুসদৃশ; প্রভেদের মধ্যে এই যে এই জাতকে বোধিসত্ত্ব গান্ধার রাজ্যের অন্তঃপাতী তক্ষশিলা নগরবাসী জনৈক ব্রাহ্মণের গৃহে সারম্ভ নামক বলীবর্দরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অতীত বস্তু বলিবার পর শাস্তা এই গাথা পাঠ করিয়াছিলেন:—

মিষ্টবাক্যে তুষ্ট কর সকলের মন,
ভ্রমেও ব'লোনা কভু অপ্রিয় বচন।
মিষ্ট ভাবে অনায়াসে পরচিত্ত হরে,
পরুষে অশেষ ক্লেশ আনয়ন করে।

সমবধান—তখন আনন্দ ছিল সেই ব্রাহ্মণ, উৎপলবর্ণা ছিল তাহার পত্নী এবং আমি ছিলাম সারম্ভ।]

৮৯—কুহক-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে জনৈক ধূর্ত্তসম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার ধূর্ত্ততাসম্বন্ধে সবিশেষ বিবরণ উদ্দাল-জাতকে (৪৮৭) প্রদত্ত হইবে।]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে কোন গ্রামে এক জটাধারী ধূর্ত্ত তপস্বী বাস করিত। ঐ গ্রামের এক ভূম্যধিকারী তাহার বাসের জন্য বনমধ্যে এক পর্ণশালা নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন এবং তাহার আহারের জন্য নিজের গৃহ হইতে উৎকৃষ্ট খাদ্য যোগাইতেন। ভূস্বামীর প্রতীতি হইয়াছিল ঐ ভণ্ড তপস্বী পরম শীলবান্; সেই নিমিত্ত তিনি দস্যুভয়ে একশত সুবর্ণমুদ্রা উক্ত পর্ণশালার ভূগর্ভে প্রোথিত করিলেন এবং তপস্বীকে বলিলেন, "প্রভু, আপনি এদিকে একটু দৃষ্টি রাখিবেন।" তপস্বী বলিল, "বৎস, আমরা প্রব্রাজক, আমাদিগকে আবার একথা বলিতে হইবে কেন? পরের দ্রব্যে আমাদের কখনও লোভ জন্মে না।" ভূস্বামী তপস্বীর কথা বিশ্বাস করিয়া এবং তাহাকে সাধুবাদ দিয়া গৃহে প্রতিগমন করিলেন।

তখন ধূর্ত্ত তপস্বী ভাবিতে লাগিল, 'এই সুবর্ণে এক জনের সমস্ত জীবনের জন্য গ্রাসাচ্ছাদনের সুবিধা হইতে পারে।' অনন্তর কয়েক দিন পরে সে উহা তুলিয়া লইয়া পথপার্শ্বে একস্থানে পুতিয়া রাখিল এবং পর্ণশালায় গিয়া পূর্ব্ববৎ বাস করিতে লাগিল। পরদিন ভূস্বামীর গৃহে আহার করিয়া তপস্বী বলিল, "বৎস, আমি দীর্ঘকাল তোমার অন্নে প্রতিপালিত হইতেছি। বহুদিন একস্থানে অবস্থিতি করিলেই মনুষ্যের সংসর্গে আসিতে হয়, কিন্তু মনুষ্যসংসর্গ প্রব্রাজকদিগের পক্ষে নিষিদ্ধ। অতএব আমি অন্যত্র গমন করিব।" ভূস্বামী তাহাকে থাকিবার জন্য পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাহার সঙ্কল্প পরিবর্ত্তন করিতে পারিলেন না। তখন তিনি বলিলেন, "প্রভু, যদি নিতান্তই থাকিতে না চান, তবে অভীষ্ট স্থানে গমন করুন"। অনন্তর তিনি গ্রামদ্বার পর্য্যন্ত অনুগমন করিয়া তাহাকে বিদায় দিলেন।

কিয়দ্দূর গিয়া তপস্বী ভাবিল, "এই ভূস্বামীকে প্রবঞ্চিত করা যাউক।" তখন সে জটার মধ্যে এক গাছি তৃণ রাখিয়া ভূস্বামীর গৃহে ফিরিয়া গেল। ভূস্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি ফিরিলেন কেন?" "বৎস, তোমার চালের একগাছা খড় আমার জটায় লাগিয়া রহিয়াছে। প্রব্রাজকদিগের পক্ষে অদত্তাদান নিষিদ্ধ; সেইজন্য তোমাকে সেই খড়গাছটী দিতে আসিলাম।" ভূস্বামী বলিলেন "খড় গাছটা ফেলিয়া দিয়া যান।" তাহার পর তিনি ভাবিতে লাগিলেন, "অহো! আর্য্যের কি সূক্ষ্ম ধর্ম্মজ্ঞান! পরের দ্রব্য বলিয়া ইনি কুটা গাছটী পর্য্যন্ত স্পর্শ করেন না!" তিনি তপস্বীর চরিত্রে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক বিদায় দিলেন।

এই সময়ে ঘটনাক্রমে বোধিসত্ত্ব প্রত্যন্ত প্রদেশে পণ্য বিক্রয় করিতে গিয়া সেই গ্রামেই বাসা লইয়াছিলেন। তপস্বীর কথা শুনিয়া তাঁহার সন্দেহ হইল যে ধূর্ত্ত নিশ্চিত ভূস্বামীর কিছু অপহরণ করিয়াছে। তিনি ভূস্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদ্র, তুমি এই তপস্বীর নিকট কখনও কিছু গচ্ছিত রাখিয়াছিলে কি?" "হাঁ মহাশয়, ইঁহার নিকট আমার একশত সুবর্ণ মুদ্রা ছিল।" "তবে এখনই গিয়া তাহা লইয়া আইস।" ভূস্বামী পর্ণশালায় গিয়া দেখেন সেখানে সুবর্ণ নাই। তিনি দ্রুতবেগে বোধিসত্ত্বের নিকট ফিরিয়া বলিলেন, "না মহাশয়, সেখানে সুবর্ণ পাইলাম না।" "তোমার সুবর্ণ অন্যে লয় নাই, সেই ধূর্ত্ত তপস্বীই লইয়াছে। চল, তাহাকে অনুধাবন করিয়া ধরি।" অনন্তর তাঁহারা বেগে ছুটিয়া গেলেন এবং ভণ্ডকে ধরিয়া লাথি ও কিলের চোটে সুবর্ণ আদায় করিলেন। সুবর্ণ দেখিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, 'তাইত, একশত সুবর্ণ মুদ্রা হরণ করিতে পারিলে, অথচ তৃণমাত্র লইলে পাপ হইবে ভাবিলে।" অনন্তর তিনি তাহাকে ভৎ'সনা করিয়া এই গাথা পাঠ করিলেন:—

অতীব বিশ্বাসযোগ্য বলেছিলে কথা,
অদত্ত-গ্রহণ নহে প্রব্রাজক-প্রথা।
পাপভয়ে তৃণমাত্র পরশ না কর;
তবে কোন্ যুক্তিবলে শতমুদ্রা হর?

এইরূপে ভৎ'সনা করিয়া বোধিসত্ত্ব সেই কূটতপস্বীকে বলিলেন, "সাবধান, আর কখনও এমন ধূর্ত্ততা করিও না।" ইহার পর বোধিসত্ত্ব যথাকালে কর্ম্মফলভোগার্থ ইহলোক ত্যাগ করিলেন।

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, এখন দেখিতে পাইতেছ, এই ভিক্ষু এখনও যেমন ধূর্ত্ত, পূর্ব্বজন্মেও সেইরূপ ছিল।

সমবধান—তখন এই ধূর্ত্ত ভিক্ষু ছিল সেই ভণ্ডতপস্বী এবং আমি ছিলাম সেই পণ্ডিত পুরুষ।]

৯০—অকৃতজ্ঞ-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অনাথপিণ্ডদকে এই কথা বলিয়াছিলেন। শুনা যায় প্রত্যন্তবাসী এক শ্রেষ্ঠীর সহিত অনাথপিণ্ডদের বন্ধুত্ব ছিল; কিন্তু উভয়ের মধ্যে পরস্পর কখনও দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই। প্রত্যন্তবাসী শ্রেষ্ঠী একদা স্থানীয় পণ্যে পঞ্চশত শকট বোঝাই করিয়া কর্ম্মচারীদিগকে বলিলেন, "তোমরা এই পণ্য লইয়া শ্রাবস্তী নগরে যাও। সেখানে মহাশ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডদ আমার পরম বন্ধু। তাঁহার সাক্ষাতে ইহা বিক্রয় করিয়া বিনিময়ে অন্য পণ্য লইয়া আসিবে।" তাহারা "যে আজ্ঞা" বলিয়া তাঁহার আদেশানুসারে শ্রাবস্তীতে গিয়া অনাথপিণ্ডদের সহিত দেখা করিল এবং যথারীতি উপঢৌকন দিয়া আপনাদের উদ্দেশ্য জানাইল। মহাশ্রেষ্ঠী বলিলেন, "এস, এস, পথে ত কোন কষ্ট হয় নাই? আমার বন্ধু ত ভাল আছেন?" অনন্তর তিনি তাহাদিগের বাসের জন্য স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন, আহারাদির ব্যয় দিলেন এবং তাহাদিগের পণ্য বিক্রয় করিয়া বিনিময়ে অন্য পণ্য দেওয়াইলেন। তাহারা প্রত্যন্ত অঞ্চলে ফিরিয়া গেল এবং নিজেদের প্রভুকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইল।

ইহার কিয়দ্দিন পরে অনাথপিণ্ডদও সেই প্রত্যন্ত প্রদেশে পণ্যপূর্ণ পঞ্চশত শকট প্রেরণ করিলেন। তাঁহার কর্ম্মচারীরা সেখানে গিয়া উপঢৌকন লইয়া সেই প্রত্যন্তবাসী শ্রেষ্ঠীর সহিত সাক্ষাৎ করিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কোথা হইতে আসিলে?" তাহারা বলিল, "আমরা শ্রাবস্তী হইতে আসিতেছি। আপনার বন্ধু অনাথপিণ্ডদ আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন।" তাহা শুনিয়া তিনি পরিহাস-সহকারে বলিলেন, "অনাথপিণ্ডদ নাম ত যার ইচ্ছা সেই গ্রহণ করিতে পারে।" তিনি উপঢৌকন গ্রহণপূর্ব্বক তাহাদিগকে চলিয়া যাইতে বলিলেন, কিন্তু তাহাদিগের বাসস্থান বা আহারাদির ব্যয়ের কোন ব্যবস্থা করিলেন না। কাজেই তাহারা আপনারা যেরূপ পারিল সেই রূপে পণ্য বিক্রয় করিল এবং অন্য পণ্য ক্রয়পূর্ব্বক শ্রাবস্তীতে ফিরিয়া মহাশ্রেষ্ঠীকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইল।

অতঃপর প্রত্যন্তবাসী সেই শ্রেষ্ঠী পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ পঞ্চশত পণ্যপূর্ণ শকট শ্রাবস্তীনগরে প্রেরণ করিলেন এবং তাঁহার কর্ম্মচারীরা উপঢৌকন লইয়া অনাথপিণ্ডদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল। কিন্তু অনাথপিণ্ডদের

কর্ম্মচারীরা তাহাদিগকে দেখিবামাত্র বলিয়া উঠিল, "দেখিব, আমাদের প্রভু কেমন করিয়া ইহাদিগকে বাসস্থান ও ভোজনাদির ব্যয় দেন।" তাহারা আগন্তুকদিগকে নগরের বহির্ভাগে লইয়া গেল এবং মনোমত একটী স্থান দেখিয়া বলিল, 'তোমরা এখানে গাড়ী খুলিয়া দাও; আমাদের প্রভুর গৃহ হইতে তোমাদের আহারের জন্য অন্ন ও অন্যান্য দ্রব্যের জন্য অর্থ আসিবে।" অনন্তর মধ্যরাত্রিকালে তাহারা অনেক দাস ও ভৃত্য সঙ্গে লইয়া ঐ পঞ্চশত শকট লুণ্ঠন করিল, আগন্তুকদিগের বস্ত্রাবরণ পর্য্যন্ত কাড়িয়া লইল, বলদগুলি তাড়াইয়া দিল। শকট-চক্রগুলি খুলিয়া ফেলিল এবং শকটগুলি ভূমিতে ফেলিয়া চলিয়া গেল। প্রত্যন্তবাসীরা অত্যন্ত ভীত হইয়া প্রায় বিবস্ত্র অবস্থায় দ্রুতবেগে স্বদেশে পলায়ন করিল। তখন অনাথপিণ্ডদের কর্ম্মচারীরা তাঁহাকে সমস্ত ঘটনা জানাইল। অনাথপিণ্ডদ ভাবিলেন, 'এই অপূর্ব্ব কথা শাস্তাকে উপহার দিতে হইবে।' তিনি শাস্তার নিকট গিয়া সমস্ত ঘটনা আমূল নিবেদন করিলেন।

তাহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "গৃহপতি, সেই প্রত্যন্তবাসী শ্রেষ্ঠী যে এখনই এরূপ প্রকৃতির পরিচয় দিয়াছেন এমন নহে, পূর্ব্বেও তিনি এইরূপ নীচ ব্যবহার করিয়াছিলেন।" অনন্তর মহাশ্রেষ্ঠীর অনুরোধে শাস্তা সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব ঐ নগরে একজন মহাবিভবশালী শ্রেষ্ঠী ছিলেন। তাঁহারও প্রত্যন্ত প্রদেশে একজন শ্রেষ্ঠিবন্ধু ছিলেন; কিন্তু উক্ত বন্ধুর সহিত কখনও তাঁহার দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই। [প্রত্যুৎপন্ন বস্তুতে যেরূপ ঘটিয়াছিল বলা হইল, এক্ষেত্রেও ঠিক সেইরূপ ঘটিয়াছিল]।

বোধিসত্ত্বের লোকেরা, যখন তাঁহাকে আপনারা যাহা যাহা করিয়াছিল তাহা জানাইল, তখন তিনি বলিলেন, "ইহারা পূর্ব্বকৃত উপকার ভুলিয়া গিয়াছিল বলিয়াই এরূপ প্রতিফল পাইয়াছে।" অনন্তর তিনি সমবেত জনসমূহকে এই গাথা পাঠ করিয়া ধর্ম্মশিক্ষা দিলেন :—

অগ্রকৃত উপকার করিয়া স্মরণ
কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন না করে যেজন,
পুনর্ব্বার অকুশল দেখা দেয় যবে
পায় না সে সহায়ক কুত্রাপি এ ভবে।

[সমবধান—বর্ত্তমান সময়ের এই প্রত্যন্তশ্রেষ্ঠী ছিল অতীতকালের সেই প্রত্যন্তশ্রেষ্ঠী এবং আমি ছিলাম বারাণসীর সেই বিভবশালী শ্রেষ্ঠী।]

৯১—লিপ্ত-জাতক।

[সম্যক্ বিবেচনা না করিয়া কোন দ্রব্যভোগ-সম্বন্ধে শাস্তা জেতবনে এই কথা বলিয়াছিলেন।

সে সময়ে নাকি ভিক্ষুগণ উপাসকপ্রদত্ত বহু চীবরাদি পাইয়া তৎসমস্ত যদৃচ্ছ ব্যবহার করিতেন। নিরঙ্কুশভাবে উপকরণচতুষ্টয় সম্ভোগ করায় তাঁহারা নিরয়গমন বা তির্য্যগ্‌যোনি-প্রাপ্তিরূপ বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইতে পারিতেন না। তাহা দেখিয়া শাস্তা ভিক্ষুদিগকে নানা পর্য্যায়ে ধর্ম্মকথা শুনাইলেন এবং অসংযতভাবে দ্রব্যসম্ভোগের দোষ বুঝাইয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, 'ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুরা চতুর্ব্বিধ উপকরণ পাইয়া তাহা যদি নিতান্ত অবিবেচনার সহিত পরিভোগ করে, তবে বড় অন্যায় হয়। অতএব এখন হইতে সম্যক্‌-বিবেচনাসহকারে ঐ সমস্ত পরিভোগ করিবে।" অনন্তর তিনি পরিভোগ-সম্বন্ধে এই নিয়ম নির্দ্দেশ করিলেন :— সুবিবেচক ভিক্ষু যখন চীবর ব্যবহার করিবেন, তখন তাহার একটী নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকিবে—ঐ উদ্দেশ্য শীত নিবারণ। এইরূপ অন্যান্য উপকরণ সম্বন্ধেও নিয়ম নির্দ্দেশ করিয়া শাস্তা বলিলেন, "উপকরণ চারিটির পরিভোগ সম্বন্ধে কিরূপ বিবেচনা করা আবশ্যক তাহা বলিলাম, তাহাদিগকে সম্যগ্‌বিবেচনা না করিয়া পরিভোগ করাও যে কথা, হলাহল সেবন করাও সেই কথা। পুরাকালে অসমীক্ষ্যকারীরা না জানিয়া বিষ গ্রহণ করিয়া পরিণামে মহাদুঃখ ভোগ করিয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব কোন সঙ্গতিপন্ন বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি সাতিশয় দ্যূতপরায়ণ হইয়াছিলেন। একজন অক্ষধূর্ত্ত বোধিসত্ত্বের সহিত খেলা করিত। সে যতক্ষণ জয়লাভ করিত ততক্ষণ ক্রীড়া ভঙ্গ করিত না, কিন্তু পরাজয় আরম্ভ হইলেই একখানি অক্ষ মুখের ভিতর ফেলিয়া দিয়া বলিত, "একখানা পাশ্‌টী যে পাওয়া যাইতেছে না।" ইহা বলিয়া সে খেলা ভাঙ্গিয়া চলিয়া যাইত। বোধিসত্ত্ব তাহার ধূর্ত্ততা বুঝিতে পারিয়া ভাবিলেন, "আচ্ছা দেখিতেছি, তোমার ধূর্ত্ততা ঘুচাইতে পারি কি না।" তিনি পাশ্‌টি গুলি নিজের গৃহে লইয়া গেলেন এবং হলাহল দ্বারা লিপ্ত করিলেন। অনন্তর সেগুলি বার বার শুকাইয়া ঐ ধূর্ত্তের নিকট গিয়া বলিলেন, "এস ভাই, পাশা খেলি।" সে বলিল, "আচ্ছা ভাই" এবং তখনই দ্যূতফলক সাজাইয়া ক্রীড়া আরম্ভ করিল; কিন্তু যেমন তাহার পরাজয় আরম্ভ হইল এমনি একখানি পাশ্‌টি মুখের ভিতর ফেলিয়া দিল। বোধিসত্ত্ব তাহাকে এইরূপ করিতে দেখিয়া বলিলেন, "গিলিয়া ফেল; শীঘ্রই টের পাইবে এ কি জিনিস্।" অনন্তর তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া তিনি এই গাথা পাঠ করিলেন :—

> হলাহল লিপ্ত এই অক্ষ তুই মুখে দিলি,
> গিলিলে যে ফল হবে কিন্তু তাহা না বুঝিলি?
> এখনি গিলিয়া ফেল্, বুঝিবিরে ক্ষণপরে
> কত উগ্র হলাহল পশিয়াছে ধূর্ত্তোদরে।

বোধিসত্ত্বের কথা শেষ হইতে না হইতেই সেই ধূর্ত্ত বিষবেগে মূর্চ্ছিত হইল, তাহার চক্ষু দুইটা ঘুরিতে লাগিল, ঘাড় ভাঙ্গিয়া পড়িল এবং সে ভূতলে পড়িয়া গেল। বোধিসত্ত্ব দেখিলেন লোকটার প্রাণ রক্ষা করিতে হইবে। তিনি তাহাকে বমনকারক ঔষধ সেবন করাইলেন এবং বমন করাইয়া ঘৃত, মধু, শর্করা প্রভৃতি একত্র মিশাইয়া খাইতে দিলেন। এই উপায়ে সে আরোগ্য লাভ করিলে বোধিসত্ত্ব তাহাকে সাবধান করিয়া দিলেন যেন আর কখনও এরূপ ধূর্ত্ততা না করে। অতঃপর বোধিসত্ত্ব দানাদি পুণ্যানুষ্ঠানপূর্ব্বক যথাকালে কর্ম্মানুরূপ ফলভোগার্থ লোকান্তরে গমন করিলেন।

[শাস্তা এই ধর্ম্মোদেশনের পর বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, সম্যক্ বিবেচনা না করিয়া উপকরণ পরিভোগ এবং না বুঝিয়া বিষ-সেবন একইরূপ।"

সমবধান—তখন আমি ছিলাম সেই বুদ্ধিমান্ অক্ষক্রীড়ক।

☞ সমবধানে ধূর্ত্ত অক্ষক্রীড়কের উল্লেখ নাই, কারণ তৎসময়ে তাহার স্থানীয় কোন ব্যক্তির সম্বন্ধে কথা হইতেছিল না।]

৯২—মহাসার-জাতক।*

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে আয়ুষ্মান্ আনন্দের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। একদা কোশলরাজের অন্তঃপুরচারিণীগণ আক্ষেপ করিতে লাগিলেন, "আহা! আমাদের কি দুরদৃষ্ট। জগতে বুদ্ধের আবির্ভাব সুদুর্লভ, পূর্ণেন্দ্রিয়সম্পন্ন* মানবজন্মও দুর্লভ। এখন বুদ্ধ দেখা দিয়াছেন, আমরাও মানবশরীর প্রাপ্ত হইয়াছি, অথচ ইচ্ছামত বিহারে যাইতে পারি না, ধর্ম্মকথা শুনিতে পাই না, ভগবান্‌কে বন্দনা করিতে পারি না, দানাদি ব্রতানুষ্ঠানেরও অবসর পাই না। আমরা যেন মঞ্জুষায় প্রক্ষিপ্ত হইয়া আছি। চল আমরা রাজার নিকট বলি, তিনি আমাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিবার নিমিত্ত একজন উপযুক্ত ভিক্ষু আনয়ন করুন। আমরা

---

* মহাসার—মহামূল্য।

† মূলে 'পরিপুণ্নায়তনা' এই শব্দ আছে। বৌদ্ধ দর্শনে আয়তন বারটী—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, মন এই ছয়টী আধ্যাত্মিক আয়তন এবং রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ ও ধর্ম্ম এই ছয়টী বহিরায়তন। মনুষ্যজন্মেই এই দ্বাদশ আয়তনের পূর্ণতা পরিলক্ষিত হয়।

তাঁহার নিকট ধর্ম্মকথা শুনিয়া ও তদীয় উপদেশানুসারে চলিয়া দানাদি পুণ্যকর্ম্ম করিব; তাহা হইলে আমাদের এই শুভযোগে জন্মগ্রহণ সফল হইবে।" অনন্তর তাঁহারা সকলে রাজার নিকট গিয়া আপনাদের প্রার্থনা জানাইলেন, রাজাও "উত্তম কথা" বলিয়া এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন।

এই সময়ে একদিন রাজা উদ্যানে গিয়া আমোদপ্রমোদ করিবার অভিলাষ করিলেন। তিনি উদ্যানপালকে ডাকাইয়া বলিলেন, উদ্যান পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন কর।

উদ্যানপালক উদ্যান পরিষ্কৃত করিবার সময় দেখিতে পাইল, শাস্তা একটী বৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া আছেন। সে তখনই রাজার নিকট গিয়া বলিল, "মহারাজ, উদ্যান পরিষ্কৃত করা হইয়াছে; কিন্তু সেখানে ভগবান্ একটী বৃক্ষমূলে বসিয়া আছেন।" রাজা বলিলেন "সে ত আরও উত্তম হইয়াছে; শাস্তার নিকট ধর্ম্মকথা শুনিতে পাইব।" তিনি অলঙ্কৃত রথারোহণে উদ্যানে গমন করিয়া শাস্তার নিকট উপস্থিত হইলেন। তখন ছত্রপাণি নামক এক অনাগামী উপাসক শাস্তার মুখে ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিতেছিলেন। উপাসককে দেখিয়া রাজা ক্ষণকাল অগ্রসর হইতে ইতস্ততঃ করিলেন, কিন্তু শেষে ভাবিলেন, 'এ ব্যক্তি পাপকর্ম্মা নহে, কারণ পাপ-কর্ম্মা হইলে কখনও শাস্তার নিকট বসিয়া ধর্ম্মকথা শুনিত না।' অতএব দ্বিধাবোধ না করিয়া তিনি শাস্তার নিকট গিয়া তাঁহার চরণ বন্দনাপূর্ব্বক একান্তে আসন গ্রহণ করিলেন। বুদ্ধের সম্মুখে অন্য কাহারও প্রতি সম্মানপ্রদর্শন অসঙ্গত মনে করিয়া উপাসক রাজাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইলেন না, তাঁহাকে অভিবাদনও করিলেন না। ইহাতে রাজা সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন।

রাজা ক্রুদ্ধ হইয়াছেন ইহা বুঝিতে পারিয়া শাস্তা উপাসকের গুণকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, "মহারাজ, এই উপাসক সুপণ্ডিত, আগমবিশারদ * এবং বিষয়বিরক্ত।" ইহা শুনিয়া রাজা ভাবিলেন, 'শাস্তা যখন ইঁহার এত প্রশংসা করিতেছেন, তখন ইনি নিশ্চিত একজন অসাধারণ ব্যক্তি।' তিনি বলিলেন, উপাসক, আপনার যদি কোন অভাব থাকে ত আমায় বলুন।" উপাসক রাজাকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, "না মহারাজ, আমার কোন অভাব নাই।" ইহার পর রাজা ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিলেন এবং শাস্তাকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

কিয়দ্দিন পরে রাজা দেখিতে পাইলেন, সেই উপাসক প্রাতরাশান্তে ছত্রহস্তে জেতবনাভিমুখে যাইতেছেন। তখন তিনি তাঁহাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "মহাশয়, শুনিয়াছি আপনি সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ। আমার অন্তঃপুরবাসিনীরা ধর্ম্মকথা শুনিবার ও ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন। আপনি যদি তাঁহাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দেন, তাহা হইলে আমি বড় প্রীত হই।" উপাসক কহিলেন, "গৃহিগণ রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া ধর্ম্মদেশন করিবেন ও ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা দিবেন ইহা যুক্তিযুক্ত নহে। এরূপ কার্য্যে আর্য্যদিগেরই † অধিকার।"

রাজা দেখিলেন উপাসক সত্য কথাই বলিয়াছেন। তিনি তাঁহাকে বিদায় দিয়া রাণীদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "দেখ তোমাদিগকে ধর্ম্মকথা শুনাইবার এবং ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা দিবার জন্য শাস্তার নিকট গিয়া একজন ভিক্ষু প্রার্থনা করিব। সেখানে অশীতিজন মহাশ্রাবক আছেন; তাঁহাদের মধ্যে কাহাকে প্রার্থনা করিব বল।" রাণীরা সকলে পরামর্শ করিয়া বলিলেন, "আপনি ধর্ম্মভাণ্ডাগারিক স্থবির আনন্দকে ‡ আনয়ন করুন।

রাজা শাস্তার নিকট গমন করিলেন এবং প্রণিপাতপূর্ব্বক একান্তে উপবেশন করিয়া বলিলেন, "ভগবন্, আমার অন্তঃপুরবাসিনীগণ স্থবির আনন্দের নিকট ধর্ম্মকথা শুনিতে ও ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা করিতে অভিলাষ করিয়াছেন। তিনি যদি আমার গৃহে ধর্ম্মোপদেশন করেন, তাহা হইলে বড় উত্তম হয়।" শাস্তা ইহাতে সম্মত হইয়া আনন্দকে অনুমতি দিলেন। তদবধি রাজমহিলারা স্থবির আনন্দের নিকট ধর্ম্মোপদেশ শুনিতে, ও ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর একদিন রাজার চূড়ামণি হারাইয়া গেল। মণিহরণ-বার্ত্তা শুনিয়া রাজা অমাত্যদিগকে আজ্ঞা দিলেন, "যাহারা অন্তঃপুরে যায় তাহাদের সকলকে অবরুদ্ধ করিয়া মণি উদ্ধার কর।" এই আদেশ পাইয়া অমাত্যগণ স্ত্রীপুরুষ যাহাকে পাইলেন ধরিয়া মণির অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন। তাহাতে সকলে জ্বালাতন হইল, কিন্তু মণি পাওয়া গেল না। সেই দিন আনন্দ রাজভবনে গিয়া দেখিলেন রমণীদিগের বিষণ্ণ ভাব। অন্যদিন স্থবিরকে দেখিয়া তাঁহারা কত হর্ষোৎফুল্ল হইবা ধর্ম্মকথা শুনিতেন ও ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা করিতেন; কিন্তু

* আগম—বৌদ্ধধর্ম্মশাস্ত্র।

† আর্য্য—ভিক্ষুদিগের মধ্যে যাহারা সাধুতার উচ্চসোপানে অধিরোহণ করিয়াছেন।

‡ বৌদ্ধশাসনে নারীজাতির অধিকার প্রধানতঃ আনন্দের চেষ্টাসম্ভূত। তাঁহারই অনুরোধে গৌতম ভিক্ষুণী-সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করিতে সম্মত হইয়াছিলেন।

আর কেহই সেরূপ করিতেছেন না। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "অদ্য আপনাদিগকে এরূপ দেখিতেছি কেন?" তাহারা বলিলেন, 'মহাশয়, মহারাজের চূড়ামণি অপহৃত হইয়াছে, অমাত্যগণ সে জন্য স্ত্রীলোকদিগকে পর্য্যন্ত ধরিয়া পীড়ন আরম্ভ করিয়াছেন, সমস্ত অন্তঃপুর মথিত করিয়া তুলিয়াছেন। আমাদের ভাগ্যেই বা কি ঘটে ইহা ভাবিয়া আমরা বিমর্ষ হইয়া বসিয়া আছি।" আনন্দ তাঁহাদিগকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, আপনারা কোন চিন্তা করিবেন না।"

অনন্তর তিনি রাজার নিকট গিয়া নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, আপনার মণি নাকি অপহৃত হইয়াছে?" রাজা বলিলেন, "হাঁ, মহাশয়।" "উহা কি পাওয়া যাইবে না বোধ হয়?" "মহাশয়, অন্তঃপুরের সমস্ত লোক আবদ্ধ করিয়া পীড়ন করা হইতেছে, তথাপি পাওয়া যায় নাই।" "মহারাজ, কাহারও পীড়ন না করিয়াও ইহার পুনঃপ্রাপ্তির একটী উপায় আছে।" "কি উপায়, মহাশয়?" "মহারাজ, যে যে ব্যক্তির প্রতি আপনার সন্দেহ হয়, তাহাদিগকে একত্র সমবেত করিয়া প্রত্যেকের হস্তে এক একটী পলালপিণ্ড * বা মৃৎপিণ্ড দিন, এবং বলুন যে তাহারা যেন প্রত্যূষে সে সমস্ত অমুক স্থানে রাখিয়া দেয়। যে মণি চুরি করিয়াছে সে উহা ঐ পিণ্ডের মধ্যে রাখিয়া আনয়ন করিবে। সে যদি প্রথম দিবসেই মণি আনিয়া দেয় ভাল; নচেৎ দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিবসেও এই অনুষ্ঠান করিতে হইবে। এই উপায় অবলম্বন করিলে অনেক লোক উৎপীড়ন হইতে অব্যাহতি পাইবে, আপনিও মণি পাইবেন।" রাজাকে এই পরামর্শ দিয়া স্থবির প্রস্থান করিলেন।

আনন্দের উপদেশানুসারে রাজা উপর্য্যুপরি তিন দিন পিণ্ড বিতরণ করিলেন; কিন্তু মণি পাওয়া গেল না। তৃতীয় দিবসে আনন্দ আসিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "কেমন মহারাজ, মণি পাইয়াছেন কি?" "না মহাশয়, এখনও পাওয়া যায় নাই।" "তবে মহাপ্রাঙ্গণের এক নিভৃত অংশে জলপূর্ণ এক বৃহৎ ভাণ্ড রাখিয়া উহার সম্মুখে পর্দ্দা খাটাইয়া দিন, এবং আদেশ করুন যে অন্তঃপুরচর স্ত্রী-পুরুষ সকলে উত্তরীয় বস্ত্র ত্যাগপূর্ব্বক একে একে পর্দ্দার ভিতর যাইয়া হাত ধুইয়া আসুক।" এই পরামর্শ দিয়া স্থবির সেদিনকার মত চলিয়া গেলেন। রাজাও তাহাই করিলেন।

তখন মণিচোর ভাবিতে লাগিল: 'ধর্ম্মভাণ্ডাগারিক এই ব্যাপার লইয়া যেরূপ উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন, তাহাতে মণি না পাওয়া পর্য্যন্ত কখনই নিরস্ত হইবেন না; অতএব আর গোল না বাড়াইয়া মণি ফিরাইয়া দিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।' ইহা স্থির করিয়া সে বস্ত্রের অভ্যন্তরে মণি লুকায়িত রাখিয়া পর্দ্দার ভিতর প্রবেশ করিল এবং উহা জলভাণ্ডের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া বাহিরে আসিল। অনন্তর সকলে চলিয়া যাইবার পর ভাণ্ডস্থ জল ঢালিয়া ফেলিয়া মণি পাওয়া গেল। স্থবিরের পরামর্শে কাহারও পীড়ন না করিয়া মণির উদ্ধার হইল দেখিয়া রাজা পরম প্রীতি লাভ করিলেন। অন্তঃপুরের লোকেও আহ্লাদে বলিতে লাগিল, "স্থবিরের কৃপাতেই আমরা মহাদুঃখ হইতে অব্যাহতি পাইলাম।"

আনন্দের অলৌকিক ক্ষমতাবলে রাজা অপহৃত মণি ফিরিয়া পাইয়াছেন, অচিরে এই কথা নগরে ও ভিক্ষুসঙ্ঘে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভায় আসীন হইয়া তাঁহার গুণ বর্ণন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "স্থবির আনন্দ বহুশাস্ত্রজ্ঞ, পণ্ডিত ও উপায়কুশল; সেই জন্যই বহুলোকে পীড়ন হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে, রাজাও তাঁহার নষ্টমণি ফিরিয়া পাইয়াছেন।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, "ভিক্ষুগণ, আজ তোমরা কি আলোচনা করিতেছ?" ভিক্ষুরা বলিলেন, "স্থবির আনন্দের বিষয়।" তাহা শুনিয়া শাস্তা কহিলেন, "ভিক্ষুগণ, পরহস্তগত ধন যে এই প্রথম পাওয়া গেল এবং আনন্দই যে একা ইহার উপায় উদ্ভাবন করিলেন তাহা নহে; অতীত কালেও পণ্ডিতেরা বহুলোককে পীড়ন হইতে অব্যাহতি দিয়া ইতরপ্রাণীর হস্তগত ধন বাহির করিয়াছিলেন।" অনন্তর শাস্তা সেই প্রাচীন কথা বলিতে লাগিলেন :—

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব সর্ব্ববিদ্যা বিশারদ হইয়া তাঁহার অমাত্যপদ লাভ করিয়াছিলেন। একদা রাজা বহু অনুচর সঙ্গে লইয়া উদ্যান-বিহারে গিয়াছিলেন। সেখানে বিচরণ করিতে করিতে তাঁহার জলকেলি করিবার বাসনা হইল এবং তিনি মঙ্গল-পুষ্করিণীতে অবতরণপূর্ব্বক রাণীদিগকে আনাইবার জন্য লোক পাঠাইলেন। রাণীরা আসিয়া স্ব স্ব মস্তক ও গ্রীবা হইতে আভরণ উন্মোচন এবং উত্তরীয় বসন পরিত্যাগপূর্ব্বক পেটিকার

---

* পলালপিণ্ড অর্থাৎ খড়ের গুলি।

ভিতর রাখিলেন এবং সেই সমস্ত দাসীদিগের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া পুষ্করিণীতে অবতরণ করিলেন।

এই সময়ে উদ্যানবাসিনী এক মর্কটী একটা বৃক্ষের শাখায় বসিয়াছিল। যখন অগ্রমহিষী আভরণ উন্মোচন করিয়া উত্তরীয় বস্ত্রের সহিত পেটিকায় রাখিয়াছিলেন, তখন সে তাহা দেখিয়াছিল। তাহার ইচ্ছা হইল মহিষীর মুক্তাহারটী নিজের গলায় পরে। এই নিমিত্ত সে, দাসী কখন অন্যমনস্কা হইবে, তাহা প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। দাসী প্রথমে চারিদিকে দৃষ্টি রাখিয়া আভরণগুলি রক্ষা করিয়াছিল, কিন্তু শেষে তন্দ্রাভিভূত হইয়া ঢুলিতে লাগিল। মর্কটী যেমন তাহার অনবধানভাব বুঝিতে পারিল, অমনি বায়ুবেগে বৃক্ষ হইতে অবতরণপূর্ব্বক ঐ গজ-মুক্তাহার গলায় পরিল, এবং বায়ুবেগে বৃক্ষে আরোহণ করিয়া শাখার অন্তরালে বসিয়া রহিল। অনন্তর পাছে অন্য কোন মর্কট দেখিতে পায় এই আশঙ্কায়, সে হারগাছটী তরুকোটরে লুকাইয়া রাখিল, এবং মুখখানি এমন করিয়া সেখানে বসিয়া পাহারা দিতে লাগিল যে কাহার সাধ্য বুঝিতে পারে সে এই ব্যাপারের বিন্দুবিসর্গ জানে?

এদিকে দাসীর যখন ঘুম ভাঙ্গিল, তখন সে দেখিল হার নাই। সে ভয়ে কাঁপিতে লাগিল এবং উপায়ান্তর না দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, "ওগো, তোমরা কে কোথায় আছ? চোরে মহিষীর মুক্তামালা লইয়া পলাইয়া গেল।" এই কথা শুনিয়া চারিদিক্ হইতে প্রহরিগণ ছুটিয়া আসিল এবং দাসীর কথামত রাজাকে সংবাদ দিল। রাজা বলিলেন, "চোর ধর।" তদনুসারে প্রহরীরা উদ্যান হইতে বাহির হইল এবং "চোর ধর" "চোর ধর" বলিয়া ইতস্ততঃ অবলোকন করিতে লাগিল। এই সময় এক জনপদবাসী কর দিতে আসিয়াছিল; সে গণ্ডগোল শুনিয়া ভয় পাইয়া পলাইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া প্রহরীরা মনে করিল, এই লোকটাই চোর। তখন তাহারা পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিল এবং প্রহার করিতে করিতে বিদ্রূপসহকারে জিজ্ঞাসা করিল, "ওরে ধূর্ত্ত চোর, তুই এমন মূল্যবান্ হার চুরি করিলি কেন?"

জনপদবাসী ভাবিল, "আমি যদি বলি হার চুরি করি নাই, তাহা হইলে আজ আমার প্রাণ বাঁচিবে না; ইহারা প্রহার করিতে করিতেই আমায় মারিয়া ফেলিবে। অতএব চুরি করিয়াছি বলিয়া অপরাধ স্বীকার করাই ভাল।" ইহা স্থির করিয়া সে বলিল, "আমিই হার চুরি করিয়াছি বটে।" তখন প্রহরীরা তাহাকে বন্ধন করিয়া রাজার নিকট লইয়া গেল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি ঐ মহামূল্য হার অপহরণ করিয়াছ?" "হাঁ, মহারাজ।" "হার কোথায়?" "দোহাই মহারাজ! আমি বড় গরীব, হারই বলুন, আর খাটপালঙ্গই বলুন, আমার বাবার বয়সেও কখনও এ সব জিনিস দেখি নাই। শ্রেষ্ঠী মহাশয় বলিলেন, হারগাছটা আনিয়া দে; তাই আমি উহা লইয়া তাঁহাকে দিয়াছি। উহা এখন কোথায় আছে তিনিই বলিতে পারেন, আমি জানি না।" তখন রাজা শ্রেষ্ঠীকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি এই ব্যক্তির হস্ত হইতে হার গ্রহণ করিয়াছ কি?" "হাঁ, মহারাজ!" "হার কোথায়?" "পুরোহিত মহাশয়কে দিয়াছি।" অনন্তর পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, "গন্ধর্ব্বকে দিয়াছি" এবং গন্ধর্ব্বকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, "পুরোহিত মহাশয় হার দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু আমি উহা প্রণয়োপহার স্বরূপ অমুক বারবিলাসিনীকে দান করিয়াছি।" তখন সেই বারবিলাসিনীকে আনয়ন করা হইল। সে কিন্তু বলিল, "আমি কোন হার পাই নাই।"

এই পাঁচটী লোককে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিতে করিতে সূর্য্যাস্ত হইল। তখন রাজা বলিলেন, "অদ্য আর সময় নাই; কল্য দেখা যাইবে।" অনন্তর তিনি বন্দীদিগকে জনৈক অমাত্যের হস্তে সমর্পণপূর্ব্বক নগরে প্রতিগমন করিলেন।

বোধিসত্ত্ব ভাবিতে লাগিলেন, 'হার হারাইল উদ্যানের অভ্যন্তরে, জনপদবাসী ছিল উদ্যানের বাহিরে। উদ্যানদ্বারে বহু প্রহরী আছে। কাজেই ভিতর হইতে কেহ যে হার লইয়া বাহিরে পলায়ন করিয়াছে তাহা অসম্ভব। ফলতঃ ভিতর হইতেই হউক কিংবা বাহির হইতেই হউক, হার চুরি যাইবার উপায় দেখা যায় না। তবে যে এই হতভাগ্য জনপদবাসী বলিতেছে যে হার চুরি করিয়া শ্রেষ্ঠীকে দিয়াছি, তাহা কেবল নিজেকে বাঁচাইবার জন্য; শ্রেষ্ঠী ভাবিয়াছেন পুরোহিতকে জড়াইতে পারিলে সহজে নিষ্কৃতি পাইবেন; তাই তিনি পুরোহিতের নাম করিয়াছেন। কারাগৃহে গন্ধর্ব্বকে লইতে পারিলে আমোদ-প্রমোদের সুবিধা হইবে, সেইজন্য পুরোহিত মহাশয় গন্ধর্ব্বকেও ইহার মধ্যে ফেলিয়াছেন; আর বারবনিতা সঙ্গে থাকিলে কারাযন্ত্রণার উপশম হইবে আশা করিয়া গন্ধর্ব্বও এই রমণীকে দলভুক্ত করিয়া লইয়াছে। আমার অনুমান হয় এই পাঁচ জনের একজনও চোর নহে, উদ্যানে বহু মর্কট বাস করে; তাহাদের মধ্যে কোন মর্কটই এ কাজ করিয়াছে।'

এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া বোধিসত্ত্ব রাজার নিকট গিয়া বলিলেন, "মহারাজ, চোর-দিগকে আমার হস্তে সমর্পণ করিতে আজ্ঞা হউক। আমি নিজে তাহাদিগকে এ সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করিব।" রাজা বলিলেন, "এ অতি উত্তম প্রস্তাব, পণ্ডিতবর! আপনি তাহাদিগের পরীক্ষা করুন।" তখন বোধিসত্ত্ব ভৃত্যদিগকে ডাকিয়া আদেশ দিলেন, "বন্দী পাঁচজনকে একই স্থানে আবদ্ধ করিয়া রাখ এবং চারিদিকে পাহারা দাও। তাহারা পরস্পর কে কি বলে কাণ পাতিয়া শুনিবে এবং আমায় জানাইবে।" ভৃত্যেরা আজ্ঞামত কার্য্য করিল।

বন্দীরা একত্র উপবেশন করিবার পর কথোপকথন আরম্ভ করিল। শ্রেষ্ঠী জনপদ-বাসীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "অরে জনপদবাসী ধূর্ত, তুই কি পূর্ব্বে কখনও আমায় দেখিয়াছিলি, না আমি তোকে দেখিয়াছিলাম? তুই কখন্ হার দিলি বল্?" সে কহিল, "শেঠজি, মহামূল্য হার ত দূরের কথা, আমি ভাঙ্গা খাটিয়াখানা পর্য্যন্ত চক্ষে দেখি নাই। আপনার দোহাই দিয়া যদি বাঁচিতে পারি এই আশাতেই ও কথা বলিয়াছি।" তখন পুরোহিত ঠাকুর বলিলেন, "মহাশ্রেষ্ঠিন্, যে দ্রব্য তুমি নিজেই ইহার নিকট পাও নাই, তাহা আমায় দিয়াছ কি প্রকারে বলিলে?" শ্রেষ্ঠী উত্তর দিলেন, "ভাবিলাম আমরা দুই জনেই যখন উচ্চপদস্থ লোক, তখন একসঙ্গে মিলিলে এ বিপদ্ হইতে উদ্ধারের একটা পথ হইতে পারে।" গন্ধর্ব্ব বলিল, "ঠাকুর, তুমি তবে আমায় কখন হার দিয়াছিলে?" "ওহে ভায়া, তোমায় এখানে আনিতে পারিলে সময়টা সুখে অতিবাহিত হইবে, তাই তোমায় জড়াইয়াছি।" সর্ব্বশেষে বারাঙ্গনা বলিল, "তবে রে গন্ধর্ব্ব! তুই বা কখন্ আমার কাছে আসিয়াছিলি, আর আমিই বা কখন তোর কাছে গিয়াছিলাম, যে তুই বলিলি আমায় হার দিয়াছিস্?" গন্ধর্ব্ব বলিলেন, "এত রাগ কেন, ভাই? তুমি কাছে থাকিলে বেশ ঘরকন্না চলিবে, মনে কোন উদ্বেগ থাকিবে না, সময়টা সুখে কাটিবে, বোধ হইবে যেন বাড়ীতেই আছি; সেই জন্য তোমার নাম করিয়াছি।"

নিয়োজিত মনুষ্যদিগের মুখে এই সকল কথা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব নিশ্চিত বুঝিলেন ইহারা চোর নহে, কোন মর্কটই হার লইয়াছে। তিনি স্থির করিলেন এমন কোন উপায় করিতে হইবে যে মর্কট ঐ হার ফিরাইয়া দেয়। তিনি পদ্মবীজ দ্বারা অনেকগুলি হার প্রস্তুত করাইলেন এবং কয়েকটা মর্কটী ধরাইয়া তাহাদের কাহারও হাতে, কাহারও গলে সেইগুলি পরাইয়া ছাড়িয়া দিলেন। যে মর্কটী মুক্তাহার অপহরণ করিয়াছিল, সে বৃক্ষে বসিয়া তাহাই পাহারা দিতেছিল। বোধিসত্ত্ব উদ্যানস্থ লোকদিগকে বলিলেন, "তোমরা গিয়া বাগানের সমস্ত মর্কটীর উপর দৃষ্টি রাখিবে এবং যাহার গলে মুক্তার হার দেখিতে পাইবে তাহাকে ভয় দেখাইয়া উহা লইয়া আসিবে।"

এদিকে, যে মর্কটীরা পদ্মবীজহার পাইয়াছিল তাহারা প্রহৃষ্টচিত্তে বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে বিচরণ করিতে করিতে সেই মুক্তাহারাপহারিণী মর্কটীর নিকট গিয়া বলিল, "দেখত, আমরা কেমন অলঙ্কার পাইয়াছি।" ইঁহাদের আস্ফালন তাহার অসহ্য হইল; সে বলিল, "ভারী ত হার! পদ্মবীজের হার পরিয়াই এত অহঙ্কার।" ইহা বলিয়া সে মুক্তার হার বাহির করিল। নিয়োজিত পুরুষেরা তাহা দেখিতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ তাড়া করিল; মর্কটী ভয়ে হার ফেলিয়া পলাইয়া গেল; তাহারা উহা বোধিসত্ত্বকে আনিয়া দিল। বোধিসত্ত্ব হার লইয়া রাজার নিকট গিয়া বলিলেন, "মহারাজ, এই আপনার হার আনিয়াছি; এই পাঁচ জন নিরপরাধ; উদ্যানের একটা মর্কটী ইহা চুরি করিয়াছিল।" রাজা জিজ্ঞাসিলেন, "পণ্ডিত-বর, মর্কটী যে হার লইয়াছিল তাহা আপনি কি প্রকারে জানিলেন এবং কি উপায়েই বা ইহা প্রাপ্ত হইলেন?" তখন বোধিসত্ত্ব সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। তচ্ছ্রবণে রাজা অতীব প্রীত হইয়া বলিলেন, "সংগ্রামের পুরোভাগেই বীরের প্রয়োজন।" অনন্তর তিনি বোধি-সত্ত্বের স্তুতিবাদ করিয়া এই গাথা পাঠ করিলেন :—

> সংগ্রামের পুরোভাগে চাই মহাবীর;
> মন্ত্রণায় যেই জন মন্ত্রণায় ধীর;
> পানাশনোৎসবকালে তুষিবারে মন
> নর্মসচিবের শুধু হয় প্রয়োজন;
> কিন্তু লভিবারে সূক্ষ্মবিচারের ফল
> পণ্ডিতের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি কেবল সবল।

রাজা এইরূপে বোধিসত্ত্বের প্রশংসা ও স্তুতি করিয়া, মহামেঘে যেমন বারিবর্ষণ করে সেইরূপ, তাঁহার উপর সপ্তরত্ন বর্ষণপূর্ব্বক পূজা করিলেন এবং যাবজ্জীবন তদীয় উপদেশানুসারে চলিয়া দানাদি পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানপুরঃসর কর্ম্মানুরূপ ফলভোগার্থ দেহত্যাগ করিলেন।

[শাস্তা উক্ত ধর্ম্মোপদেশনের পর স্থবিরের গুণকীর্ত্তন করিয়া এইরূপে জাতকের সমবধান করিলেন :—তখন আনন্দ ছিল রাজা এবং আমি ছিলাম তাহার পণ্ডিতামাত্য।]

৯৩—বিশ্বাসভোজন-জাতক।

[শুদ্ধ বিশ্বাসবলে অন্যপ্রদত্ত ভোজ্যাদি গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে, এই সম্বন্ধে শাস্তা জেতবনে নিম্নলিখিত কথা বলিয়াছিলেন।

প্রবাদ আছে যে তৎকালে প্রায় সমস্ত ভিক্ষুই জ্ঞাতিবন্ধুপ্রদত্ত বস্ত্রভোজ্যাদি চতুর্ব্বিধ উপকরণ * গ্রহণ করি-তেন। তাঁহারা বলিতেন, "ইহা আমার মাতা দিয়াছেন, ইহা ভ্রাতা দিয়াছেন, ইহা ভগিনী দিয়াছেন, ইহা খুড়া দিয়াছেন, ইহা খুড়ী দিয়াছেন, ইহা মামা দিয়াছেন, ইহা মামী দিয়াছেন। আমরা যখন গৃহী ছিলাম তখনও ইঁহারা এই সকল দ্রব্য দিতেন, এখনও দিতেছেন; অতএব এ সমুদয় গ্রহণ করিতে বাধা কি?" ভিক্ষুদিগের এই আচরণ লক্ষ্য করিয়া শাস্তা দেখিলেন ইঁহাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। অনন্তর তিনি সকলকে ডাকাইয়া বলিলেন, "দেখ, জ্ঞাতি বন্ধুই হউক বা অপরেই হউক, কেহ উপহার দিলে তাহা গ্রহণ-যোগ্য কিনা বিবেচনা করিতে হইবে; যদি তাহা গ্রহণযোগ্য হয় তাহা হইলে ভোগ করা যায়; কিন্তু যে বিবেচনা না করিয়া গ্রহণাযোগ্য দ্রব্য ভোগ করে সে মৃত্যুর পর যক্ষ-প্রেতাদিরূপে পুনর্জ্জন্মগ্রহণ করে। সম্যক্ বিবেচনা না করিয়া কোন বস্তু ভোগ এবং বিষপান উভয়ই একরূপ। বিশ্বাসী (পরিচিত) লোকেই দিউক, কিংবা অবিশ্বাসী (অপরিচিত) লোকেই দিউক, বিষ সকল অবস্থাতেই প্রাণহানিকর। পুরাকালেও কেহ কেহ আত্মীয়প্রদত্ত বিষপান করিয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

---

* মূলে 'পচ্চয়ো' (প্রত্যয়) এই শব্দ আছে। ইহার অর্থ উপকরণ। ভিক্ষুর পক্ষে ইহা চতুর্ব্বিধ—চীবর, পিণ্ডপাত (খাদ্য), শয্যা ও ভৈষজ্য।

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব একজন মহাবিভবশালী শ্রেষ্ঠী ছিলেন। যখন মাঠে শস্য জন্মিত, তখন তাঁহার গোপালক সমস্ত গোপাল সঙ্গে লইয়া অরণ্যে প্রবেশ করিত, সেখানে গোপল্লী নির্ম্মাণপূর্ব্বক তাহাদিগকে চরাইত, এবং মধ্যে মধ্যে দুগ্ধ প্রভৃতি আনিয়া বোধিসত্ত্বকে দিয়া যাইত। অরণ্যমধ্যস্থ ঐ গোপল্লীর অনতিদূরে এক সিংহ বাস করিত। গবীগণ সিংহের ভয়ে এত ভীত হইত যে তাহাদের দুধ কমিয়া যাইত। একদিন গোপালক ঘৃত লইয়া উপস্থিত হইলে বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদ্র, ঘৃত এত কম কেন?" গোপালক তাঁহাকে ইহার কারণ জানাইল। তাহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "এই সিংহ অন্য কোন প্রাণীর প্রতি অনুরক্ত হইয়াছে কি না বলিতে পার?" "হাঁ, ধর্ম্মাবতার, এই সিংহ একটা মৃগীর প্রণয়াসক্ত।" "তুমি ঐ মৃগীকে ধরিতে পারিবে কি?" "হাঁ মহাশয়, ধরিতে পারিব।" "তবে তাহাকে ধর, তাহার ললাট হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বশরীরের লোমে বিষ মাখ এবং দুই দিন আবদ্ধ রাখিবার পর, বিষ যখন বেশ শুকাইয়া যাইবে, তখন ছাড়িয়া দাও। সিংহ স্নেহবশতঃ তাহার শরীর লেহন করিবে এবং তাহা হইলেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবে। তখন তুমি উহার চর্ম্ম, নখ, দন্ত ও বসা লইয়া আমার নিকট আসিবে।" ইহা বলিয়া বোধিসত্ত্ব গোপালককে হলাহল দিয়া বনে পাঠাইলেন।

গোপালক বনে গিয়া জাল পাতিয়া মৃগীকে ধরিল এবং বোধিসত্ত্ব যেরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন তাহাই করিল। সিংহ মৃগীকে পুনর্ব্বার দেখিতে পাইয়া প্রগাঢ় স্নেহের প্রভাবে তাহার শরীর লেহন করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিল; গোপালকও তাহার চর্ম্মাদি গ্রহণ করিয়া বোধিসত্ত্বের নিকট উপনীত হইল। তাহা দেখিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "স্নেহপরবশ হওয়া নিতান্ত অকর্ত্তব্য। দেখ, এবংবিধ বলসম্পন্ন মৃগরাজও মৃগীর প্রেমে আসক্ত হইয়া তাহার দেহ লেহন করিতে করিতে বিষপান করিল এবং তাহাতেই ইহার মৃত্যু ঘটিল।" অনন্তর তিনি সমবেত লোকদিগের উপদেশার্থ এই গাথা পাঠ করিলেন :—

এজন বিশ্বাসী, এই অবিশ্বাসী জন,
ভাবি ইহা করো' নাক বিশ্বাস স্থাপন।
বিশ্বাসে বিপদ্ ঘটে, তার সাক্ষী হের,
বিশ্বাসে বিনষ্ট প্রাণ হইল সিংহের।

বোধিসত্ত্ব সমবেত মনুষ্যদিগকে এইরূপ উপদেশ দিলেন। অনন্তর চিরজীবন দানাদি সৎকার্য্যে ব্রতী থাকিয়া তিনি কর্ম্মানুরূপফলভোগার্থ লোকান্তরে প্রস্থান করিলেন।

[সমবধান—তখন আমি ছিলাম সেই বিভবশালী শ্রেষ্ঠী।]

৯৪—লোমহর্ষ-জাতক।

[শাস্তা বৈশালীর অবিদূরস্থ পাটিকারামে সুনক্ষত্র নামক একব্যক্তি-সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন।

এই সুনক্ষত্র বুদ্ধশাসনে প্রবেশপূর্ব্বক পাত্রচীবর গ্রহণ করিয়া ভিক্ষাচর্য্যাকালে ক্ষত্রিয়কুলজাত কোর* নামক তীর্থিকের ধর্ম্মমতে শ্রদ্ধা স্থাপন করিয়াছিল। এই কোরক্ষত্রিয় তখন দেহত্যাগ করিয়া কালকঞ্জক অসুর রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। সুনক্ষত্র তৎপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া দশবলকে পাত্র ও চীবর ফিরাইয়া দিয়া পুনর্ব্বার গৃহী হইল এবং বৈশালীর প্রাকারত্রয়ের অন্তরে বিচরণ করিতে করিতে এইরূপে শাস্তার প্রতি অবজ্ঞা সূচক কথা বলিতে লাগিল :—"শ্রমণ গৌতমের কোন লোকোত্তর গুণ নাই, তিনি যাহাতে অন্য মনুষ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন এমন কোন পরমা বিদ্যার অধিকারী নহেন; তাঁহার ধর্ম্ম তাঁহার নিজেরই চিন্তা ও তর্কপ্রসূত, যে উদ্দেশ্যে তিনি ইহা শিক্ষা দেন তাহা কখনও এতদ্দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে না, কারণ ইহা কখনও দুঃখক্ষয়ের সম্যক্ উপযোগী নহে।"

আয়ুষ্মান্ সারীপুত্র ভিক্ষাচর্য্যায় বিচরণ করিবার সময় সুনক্ষত্রের এই সকল অবজ্ঞাসূচক বাক্য শ্রবণ

* সুনক্ষত্র বৈশালীর রাজকুলজাত। কালকঞ্জক এক প্রকার প্রেত বা অসুর। সংস্কৃত সাহিত্যেও ইহাদের উল্লেখ দেখা যায়। বোধিসত্ত্ব ব্যতীত অন্য সমস্ত প্রাণীকেই একবার না একবার এই [illegible] করিতে হয়। কোর ক্ষত্রিয়সম্বন্ধে সবিস্তর বিবরণ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

করিয়া আশ্রমে প্রতিগমনপূর্ব্বক শাস্তাকে জানাইলেন। শাস্তা বলিলেন, "দেখ শারীপুত্র, সুনক্ষত্র ক্রোধপরায়ণ ও মন্দমতি। সে ক্রোধবশেই এরূপ বলিয়াছে এবং আমার ধর্ম্ম যে সম্যক্‌দুঃখক্ষয়কর ইহা অস্বীকার করিয়াছে। কিন্তু ইহাতে সে অজ্ঞানবশাৎ আমার গুণই কীর্ত্তন করিয়াছে। 'অজ্ঞানবশাৎ' বলিতেছি, কেন না সে মূঢ় নিশ্চিত আমার গুণ জানে না। আমি ষড়্‌বিধ অভিজ্ঞাসম্পন্ন*; অতএব আমি অতিমানুষধর্ম্মবান্। আমি দশবল এবং চতুর্বৈশারদ্য।† জীবের যে চতুর্যোনিতে জন্ম হইতে পারে এবং পঞ্চবিধ গতি ঘটে‡ তাহা আমার সুবিদিত। এ সমস্তও লোকাতীত জ্ঞান। তথাপি যে বলিবে শ্রমণ গৌতমের লোকাতীত জ্ঞান নাই, সে যদি তাহার কথার প্রত্যাহার করিবে, মতিপরিবর্ত্তন করিবে এবং ভ্রমদূষিত বিশ্বাস পরিহার করিবে, নচেৎ নিশ্চিত নরকে নিক্ষিপ্ত হইবে।" এইরূপে নিজের অতিমানুষ গুণ ও বীর্য্যের ব্যাখ্যা করিয়া শাস্তা বলিতে লাগিলেন, "দেখ, সারীপুত্র, সুনক্ষত্র কোরক্ষত্রিয়ের দুঃখজনক মিথ্যা তপস্যা দেখিয়া ভুলিয়া গিয়াছে, সেই জন্য সে আমার ধর্ম্মে বীতশ্রদ্ধ হইয়াছে। একনবতি কল্প অতীত হইল, আমিও তপস্যায় কোন ফলোদয় হয় কি না দেখিবার জন্য বাহ্য মিথ্যাতপস্যার মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়া চতুরঙ্গবিশিষ্ট § ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবলম্বন করিয়াছিলাম। আমি তপস্বীদিগের মধ্যে পরম তপস্বী হইয়াছিলাম; তখন কেহই আমার ন্যায় অস্থিচর্ম্মসার ছিল না, কেহই আমার ন্যায় জুগুপ্সিত ছিল না, কেহই আমার ন্যায় বিবিক্ত ‖ ছিল না।" অনন্তর স্থবিরের অনুরোধে তিনি সেই অতীতকথা আরম্ভ করিলেন।]

একনবতি কল্প অতীত হইল বোধিসত্ত্ব বাহ্য তপস্যার পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি আজীবক-প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক নগ্ন থাকিতেন। তাঁহার সর্ব্বশরীর ধূলিধূসরিত হইয়াছিল। তিনি একাকী নির্জ্জনে বাস করিতেন, মনুষ্য দেখিলে হরিণের ন্যায় চকিত হইয়া পলায়ন করিতেন। তিনি ক্ষুদ্র মৎস্য, গোময়াদি অতি বিকট খাদ্যে দেহ ধারণ করিতেন; পাছে তপস্যার কোন ব্যাঘাত ঘটে এই আশঙ্কায় অরণ্যের এক ভীষণ অংশে থাকিতেন। যখন হিমবায়ু প্রবাহিত হইত, তখন তিনি রাত্রিকালে গহনস্থান হইতে বাহির হইয়া উন্মুক্ত স্থানে বিচরণ করিতেন এবং সূর্য্যোদয় হইলে গহন স্থানে প্রবেশ করিতেন। কাজেই তিনি রাত্রিকালে যেমন হিমোদকে সিক্ত হইতেন, দিবাভাগেও সেইরূপ বৃক্ষশাখাচ্যুত বারিবিন্দু দ্বারা সিক্ত হইতেন, এবং অহোরাত্র শীতদুঃখ ভোগ করিতেন। আবার যখন গ্রীষ্মকাল আসিত, তখন তিনি দিবাভাগে উন্মুক্ত স্থানে বিচরণপূর্ব্বক রাত্রিকালে গহন স্থানে প্রবেশ করিতেন, কাজেই যেমন দিবাভাগে উন্মুক্ত স্থানে থাকিয়া আতপক্লিষ্ট হইতেন, সেইরূপ রাত্রিকালেও নির্ব্বাত বনসন্ধিতে থাকিয়া দাহযন্ত্রণা ভোগ করিতেন; এবং তাঁহার দেহ হইতে নিয়ত স্বেদধারা নির্গত হইত। অনন্তর তাঁহার মনে এই অশ্রুতপূর্ব্ব গাথা উদিত হইল:—

মুক্তিলাভ তরে ভীষণ কাননে একাকী বসতি করি,
দুঃসহ উত্তাপে কভু ক্লেশ পাই, কিন্তু তাহে নাহি ডরি।
কখনও বা পুনঃ শীতের প্রকোপে কাঁপে অঙ্গ থরথরি,
নগ্নদেহ তবু ভ্রমেও কখন অগ্নিসেবা নাহি করি।
মৌন ব্রত সদা, বাক্যালাপ কভু না করি কাহার সনে,
হেন তপস্যায় মুক্তি যদি পাই এই আশা সদা মনে।

কিন্তু সমস্ত জীবন এইরূপ কঠোর তপশ্চর্য্যায় অতিবাহিত করিয়াও বোধিসত্ত্ব মরণসময়ে

---

* সচরাচর পঞ্চ অভিজ্ঞার উল্লেখ দেখা যায় (৯০ পৃষ্ঠের টীকা)। কিন্তু কেহ কেহ 'আস্রবক্ষয়করণ' অর্থাৎ অর্হত্ত্ব নামে ষষ্ঠ অভিজ্ঞারও উল্লেখ করেন।

† বুদ্ধের চারি প্রকার বৈশারদ্য (আত্মপ্রত্যয়) ছিল, অর্থাৎ তিনি জানিতেন যে আমি সর্ব্বজ্ঞ, আমি রাগমোহাদিমুক্ত, আমি সমস্ত বন্ধন ছেদন করিয়াছি এবং আমি নির্ব্বাণপথ প্রদর্শন করিয়াছি।

‡ চতুর্যোনি—অণ্ডজযোনি, জরায়ুজযোনি, স্বেদজযোনি এবং ঔপপাতিক যোনি। ঔপপাতিক যোনিতে জাত জীব প্রেত, পিশাচ, দেবতা প্রভৃতি হয়। এরূপ জন্মের জন্য স্ত্রীপুরুষসংসর্গের প্রয়োজন নাই। পঞ্চগতি যথা—নরক, তির্য্যগ্‌যোনি, প্রেত, মনুষ্য ও দেব।

§ অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য গার্হস্থ্য-বানপ্রস্থ-ভৈক্ষ্যাত্মক।

‖ নির্জ্জনবাসী।

নরকের দৃশ্য দেখিয়া বুঝিলেন তপস্যা নিরর্থক। সেই অন্তিম মুহূর্ত্তেও তাঁহার ভ্রম দূর হইল বলিয়া তিনি প্রকৃত তথ্য জানিতে পারিলেন এবং তন্নিমিত্ত দেবলোকে জন্মগ্রহণ করিলেন।

[সমবধান—আমি তখন ছিলাম সেই আজীবক।]

৯৫—মহাসুদর্শন-জাতক।

[শাস্তা পরিনির্ব্বাণমঞ্চে শয়ান হইলে স্থবির আনন্দ বলিয়াছিলেন, "ভগবন্, আপনি এরূপ নগণ্য নগরে দেহত্যাগ করিবেন না।" তাহা শুনিয়া শাস্তা এই কথা বলিয়াছিলেন।

তথাগত যখন জেতবনে ছিলেন তখন নালগ্রাম-জাত স্থবির সারীপুত্র কার্ত্তিকী পূর্ণিমার দিন বরক নামক নামক স্থানে পরিনির্ব্বাণ লাভ করেন। ইহার অর্দ্ধমাসান্তে ঐ মাসেরই কৃষ্ণপক্ষে মহামৌদ্গল্যায়নের পরিনির্ব্বাণ হয়। উপর্য্যুপরি দুই জন অগ্রশ্রাবক ইহলোক ত্যাগ করিলেন দেখিয়া শাস্তা স্থির করিলেন, 'আমিও কুশীনগরে পরিনির্ব্বাণ লাভ করিব।' অনন্তর তিনি ভিক্ষাচর্য্যা করিতে করিতে কুশীনগরে উপনীত হইলেন এবং শালবৃক্ষদ্বয়ের অন্তর্ব্বর্ত্তী উত্তরশীর্ষ মঞ্চকে 'আর এখান হইতে উঠিব না' এই সঙ্কল্প করিয়া শয়ন করিলেন। তখন স্থবির আনন্দ বলিতে লাগিলেন, "ভগবন্, এ নগর অতি ক্ষুদ্র, অতি বন্ধুর; ইহা বনমধ্যে অবস্থিত, ইহা বৃহৎ নগরের একটী শাখা বলিয়াও পরিগণিত হইবার উপযুক্ত নহে, আপনি এখানে পরিনির্ব্বাণ গ্রহণ করিবেন না। রাজগৃহ প্রভৃতি কোন বৃহৎ নগরেই ভগবানের পরিনির্ব্বাণ-প্রাপ্তি হওয়া উচিত।"

তাহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "আনন্দ, তুমি ইহাকে ক্ষুদ্র নগর, বন্য নগর বা শাখানগর বলিও না, অতীত যুগে আমি যখন সুদর্শন নামে রাজচক্রবর্ত্তী হইয়াছিলাম, তখন আমি এই নগরেই বাস করিতাম। তখন ইহা দ্বাদশযোজন বিস্তীর্ণ বপ্রপ্রাকার-পরিবেষ্টিত মহানগর ছিল।" অনন্তর স্থবিরের অনুরোধে শাস্তা সেই অতীত কথা প্রকট করিবার জন্য মহাসুদর্শনসূত্র বলিতে আরম্ভ করিলেন :—]

যখন মহাসুদর্শন* ধর্ম্মপ্রাসাদ হইতে অবতরণ করিয়া তালবনে, তাঁহার জন্য যে সপ্তরত্নময় মঞ্চক প্রস্তুত হইয়াছিল তাহাতে অন্তিম শয্যায় দক্ষিণ পার্শ্বে ভর দিয়া শয়ন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার মহিষী সুভদ্রা বলিয়াছিলেন, "স্বামিন্, আপনি রাজধানী কুশাবতী-প্রমুখ চতুরশিতি সহস্র নগরের অধিপতি; তাহাদের কোন একটীতে চলুন।" ইহা শুনিয়া সুদর্শন বলিয়াছিলেন, "প্রিয়ে, এমন কথা বলিও না; বরং বল যে এই নগরের প্রতি যেন আমার চিত্ত প্রসন্ন থাকে এবং অন্য নগরের জন্য উৎকণ্ঠা না জন্মে।" "ইহার কারণ কি দেব?" "কারণ আমি অদ্যই দেহত্যাগ করিব।" তখন গলদশ্রুলোচনা মহিষী নয়নযুগল অবমার্জন করিতে করিতে, রাজা যাহা বলিতে বলিলেন, অতিকষ্টে সেই কথাগুলি বলিলেন। তাহার পর তিনি বিলাপ ও ক্রন্দন করিতে লাগিলেন; অন্তঃপুরের চতুরশিতি সহস্র মহিলা রোদন ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন; অমাত্যেরাও শোকসংবরণ করিতে পারিলেন না, সকলেই কান্দিতে লাগিলেন।

বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "তোমরা কেহই গোল করিও না।" তাঁহার কথায় সকলে ক্রন্দন বন্ধ করিল, অনন্তর তিনি মহিষীকে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন, "দেবি, আপনি ক্রন্দন বা পরিদেবন করিবেন না; জগতে অতিবৃহৎ পদার্থ হইতে তিলবীজাদি অতি ক্ষুদ্র পদার্থ পর্য্যন্ত চরাচর সমস্তই অনিত্য, সমস্তই ভঙ্গুর।" অতঃপর মহিষীর সান্ত্বনার জন্য তিনি এই গাথা পাঠ করিলেন :—

> অনিত্য নিশ্চয় সংস্কার-নিচয়; †
> প্রকৃতি এদের উৎপত্তি-বিলয়।
> এই দেখা দেয় জনম লভিয়া,
> এই লীন হয় বিনাশ পাইয়া।

---

* বোধিসত্ত্বই মহাসুদর্শন হইয়াছিলেন।

† সংস্কার বলিলে চরাচর, স্থাবর, জঙ্গম সমস্ত সৃষ্ট পদার্থই বুঝায়। বৌদ্ধমতে কেবল আকাশ ও নির্ব্বাণ এই দুইটী নিত্য পদার্থ, আর সমস্তই অনিত্য।

মরণ(ই) পরম সুখের আকর,
না ভুলিলে আর ভব-কারাগার।

এইরূপে মহাসুদর্শন ধর্ম্মোপদেশ দিয়া অমৃতোপম নির্ব্বাণ লাভের উপায় পর্য্যন্ত প্রদর্শন করিলেন। সমবেত অন্য সমস্ত ব্যক্তিকেও তিনি দানপরায়ণ, শীলচার ও উপোসথসম্পন্ন হইতে উপদেশ দিয়া দেবলোকগমনার্হ হইলেন।

[সমবধান—তখন রাহুলজননী ছিল সুভদ্রা দেবী, রাহুল ছিল পরিনায়ক *, বুদ্ধশিষ্যগণ ছিল সুদর্শনের মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে সমবেত জনসঙ্ঘ এবং আমি ছিলাম মহাসুদর্শন।]

৯৬—তৈলপাত্র-জাতক।

[শাস্তা যখন শুম্ভরাজ্যের † অন্তঃপাতী দেশক নামক নগরের অনতিদূরে একটী বনে বাস করিতেছিলেন, তখন জনপদকল্যাণী ‡ সূত্র সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, মনে কর কোথাও বহুলোক সমবেত হইয়া 'জনপদকল্যাণী', 'জনপদকল্যাণী' বলিয়া চীৎকার করিতেছে এবং তাহার পর জনতা আরও বৃদ্ধি হইয়া, 'জনপদকল্যাণী গান করিতেছে', 'জনপদকল্যাণী নৃত্য করিতেছে' এইরূপে বলিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই সময়ে প্রাণের মায়া রাখে, মরণে ভয় করে, সুখের অন্বেষণ করে, দুঃখ এড়াইতে চায় এমন কোন পুরুষ যদি সেখানে উপস্থিত হয় এবং তাহাকে বলা যায়, 'তুমি এই তৈলপূর্ণ পাত্র লইয়া জনপদকল্যাণী এবং জনসঙ্ঘের অন্তর দিয়া চলিয়া যাও; একজন লোক নিষ্কোষিত অসি উত্তোলন করিয়া তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিবে এবং তুমি যদি বিন্দুমাত্র তৈল ফেলিয়া দাও, তবে তৎক্ষণাৎ তোমার মুণ্ডপাত করিবে, তাহা হইলে সেই হতভাগ্য কি তৈলপাত্র বহন করিবার সময় অনবধান ও অন্যমনস্ক হইবে?" ভিক্ষুরা বলিলেন "কখনই নহে, কখনই নহে।" শাস্তা বলিলেন, "আমি নিজের মনোভাব বুঝাইবার ও জানাইবার জন্য এই উপমা প্রয়োগ করিতেছি। আমার মনোভাব এই:—লোকের কায়গতা স্মৃতি § তৈলপূর্ণপাত্রস্থানীয়, ইহা হইতে বুঝিতে হইবে যে কায়গতা স্মৃতি যত্নসহকারে অভ্যাস ও আয়ত্ত করা আবশ্যক। তোমরা ইহাতে অবহেলা করিও না।" অতঃপর শাস্তা জনপদকল্যাণীসূত্র ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিলেন।

সূত্র ও তাহার ব্যাখ্যা শুনিয়া ভিক্ষুরা বলিলেন, "ভগবন্, জনপদকল্যাণীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিয়া তৈলপূর্ণ পাত্র বহন করা সেই ব্যক্তির পক্ষে অতীব দুষ্কর হইয়াছিল।" শাস্তা বলিলেন, 'ইহা তাহার পক্ষে দুষ্কর হয় নাই, বরং সুকরই হইয়াছিল, কারণ অপর একব্যক্তি অসি উত্তোলন পূর্ব্বক তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে গিয়া তর্জ্জন করিয়াছিল। কিন্তু অতীত যুগে পণ্ডিতেরা যখন অপ্রমত্ত ভাবে স্মৃতিবলপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়দমনে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং অকলঙ্ক দিব্যরূপের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা প্রকৃতই দুষ্কর করিয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বোধিসত্ত্ব বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের শতপুত্রের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কালসহকারে তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত ও হিতাহিতজ্ঞান সম্পন্ন হইলেন। এই সময়ে প্রত্যেকবুদ্ধগণ রাজভবনে ভোজন করিতে যাইতেন এবং বোধিসত্ত্ব তাঁহাদের পরিচর্য্যা করিতেন।

একদিন বোধিসত্ত্ব চিন্তা করিতে লাগিলেন, "আমার বহু ভ্রাতা বিদ্যমান, এই নগরে আমার পক্ষে পিতৃপৈতামহিক রাজ্যপ্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে কি? দেখি, প্রত্যেকবুদ্ধদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া কিছু জানিতে পারি কি না।" পরদিন প্রত্যেকবুদ্ধগণ যথাসময়ে রাজভবনে উপস্থিত হইলেন, পবিত্র জলভাণ্ড গ্রহণ করিলেন, জল ছাঁকিয়া পা ধুইলেন, পা পুঁছিয়া আহার করিলেন এবং আহারান্তে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। এই সময়ে বোধিসত্ত্ব তাঁহাদের নিকট গিয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক একান্তে উপবেশন করিয়া সেই কথা

* Crown prince, ইনি রাজার অন্যতম বন্ধু বলিয়া গণ্য হইতেন।

† শুম্ভ বা শুম্ভপুর, নামান্তর একচক্র। কেহ কেহ বলেন ইহা বর্ত্তমান সম্ভলপুর।

‡ জনপদকল্যাণী যশোধারার নামান্তর। কিন্তু এখানে ইহার অর্থ "অনবদ্যাঙ্গী রমণী।" জনপদ-কল্যাণীসূত্র কোথায় আছে তাহা এখনও নির্ণীত হয় নাই।

§ কায়গতা স্মৃতি অর্থাৎ দেহ অনিত্য ইত্যাদি চিন্তা।

জিজ্ঞাসা করিলেন। বুদ্ধগণ উত্তর দিলেন, "রাজকুমার, তুমি এ নগরে রাজত্ব লাভ করিতে পারিবে না। এখান হইতে বিংশতি যোজন দূরে গান্ধার দেশে তক্ষশিলা নামে এক নগর আছে। যদি সেখানে যাইতে সমর্থ হও, তবে অদ্য হইতে সপ্তম দিবসে রাজ্যলাভ করিবে। পথে কিন্তু একটা মহাবনের ভিতর দিয়া যাইবার সময় বড় ভয়ের কারণ আছে। সেই বন পরিহার করিয়া অন্যপথে গেলে যদি একশত যোজন চলিবার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে উহার ভিতর দিয়া ঋজুভাবে গেলে পঞ্চাশ যোজন মাত্র চলিতে হয়। কিন্তু উহা যক্ষদিগের বাসস্থান। যক্ষিণীরা মায়াবলে পথপার্শ্বে গ্রাম ও পান্থশালা সৃষ্টি করে, তাঁহারা সুবর্ণতারকা-খচিত চন্দ্রাতপের নিম্নে বিচিত্রবর্ণ-রঞ্জিত পট্টশাণ-পরিবৃত মহার্হ শয্যা প্রস্তুত করিয়া রাখে এবং স্ব স্ব দেহ দিব্যালঙ্কারে সুশোভিত করিয়া গৃহদ্বার হইতে পথিকদিগকে মধুর বচনে প্রলোভন দেখাইতে থাকে। তাহারা বলে, 'পান্থ, তুমি বোধ হয় নিতান্ত ক্লান্ত হইয়াছ, এস, এখানে উপবেশন কর, সুশীতল জল পান করিয়া পুনর্ব্বার পথ চলিবে।' তাহারা পথিকদিগকে এইরূপে ভুলাইয়া গৃহাভ্যন্তরে লইয়া যায়, বসিবার আসন দেয়; এবং আপনাদের অলৌকিক-রূপ ও হাবভাব দ্বারা মুগ্ধ করিয়া ফেলে। অনন্তর হতভাগ্যেরা ইন্দ্রিয়পরবশ হইয়া যেমন পাপাচারে প্রবৃত্ত হয়, অমনি যক্ষিণীগণ তাহাদিগকে নিহত করিয়া, তাহাদের দেহ হইতে নিঃশেষে রক্ত নিঃসৃত হইয়া যাইবার পূর্ব্বেই, উদরস্থ করিয়া ফেলে। যক্ষিণীরা লোকের সমস্ত ইন্দ্রিয়ই মুগ্ধ করিতে পারে। তাহারা যে রূপপ্রিয়, তাহাকে রূপের ছটায়, যে শব্দমাধুর্য্যপ্রিয় তাহাকে গীতবাদ্যে, যে সৌরভপ্রিয় তাহাকে দিব্যগন্ধে, যে সুরসপ্রিয় তাহাকে অমৃতোপম ভোজ্যে, যে স্পর্শসুখপ্রিয় তাহাকে দুগ্ধফেননিভ দেবদুর্লভ রক্তাস্তরণযুক্ত উপধান দ্বারা পরিতৃপ্ত করিয়া থাকে। তবে যদি তুমি ইন্দ্রিয়দমনে সমর্থ হও এবং কিছুতেই ইহাদের মুখাবলোকন করিব না, এই সঙ্কল্পপূর্ব্বক মনকে সংযত রাখিয়া যাইতে পার, তাহা হইলে সপ্তম দিবসে নিশ্চিত রাজ্য লাভ করিবে।

বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "যাহাই হউক না কেন, আপনাদের এই উপদেশ শুনিবার পর কি তাহাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে পারি?" অনন্তর তিনি প্রত্যেকবুদ্ধদিগের নিকট প্রার্থনা করিলেন, "আপনারা আমার এমন কোন মন্ত্রপূত দ্রব্য দিন, যাহার প্রভাবে পথে আমার কোন বিপদ্ ঘটিবে না।" প্রত্যেক বুদ্ধগণ তাঁহাকে মন্ত্রপূত সূত্র ও বালুকা দিলেন, তিনি উহা গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগকে এবং জনকজননীকে প্রণিপাতপূর্ব্বক নিজের বাসভবনে গেলেন। সেখানে তিনি অনুচরদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "দেখ, আমি রাজ্যলাভার্থ তক্ষশিলায় যাইতেছি, তোমরা এখানেই অবস্থিতি কর।" কিন্তু তাহাদের মধ্যে পাঁচজন বলিল, "আমরাও যাইব।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "তোমরা আমার সঙ্গে যাইতে পারিবে না, পথে নাকি অনেক যক্ষিণী আছে, তাহারা রূপাদি প্রলোভন দ্বারা মনুষ্যদিগের ইন্দ্রিয়সমূহ মুগ্ধ করিয়া ফেলে এবং যাহারা প্রলুব্ধ হয় তাহাদিগকে নিহত করে। এ বড় ভয়ের কথা। আমি আত্মনির্ভর করিয়াই যাইব স্থির করিয়াছি।" "যদি আপনার সঙ্গে যাই, তাহা হইলে আমরাই কি আত্মপ্রীতির জন্য তাহাদের রূপাদি অবলোকন করিব? আপনি যাহাই বলুন, আমরাও তক্ষশিলায় যাইব।" "চল, তবে সাবধান যেন কোনরূপ প্রমাদ না ঘটে।" ইহা বলিয়া বোধিসত্ত্ব সেই পঞ্চ ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিলেন।

যক্ষিণীরা পথে গ্রাম নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থিতি করিতেছিল। বোধিসত্ত্বের অনুচরদিগের মধ্যে একজন রূপপ্রিয় ছিল, সে যক্ষিণীদিগকে অবলোকন করিয়া মুগ্ধ হইল এবং সঙ্গীদিগের একটু পশ্চাতে পড়িল। বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিহে, তুমি পিছনে পড়িলে কেন?" সে বলিল, "দেব, পায়ে বড় ব্যথা হইয়াছে; এই পান্থশালায় একটু বিশ্রাম করিয়া, আসিতেছি।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "দেখ বাপু, উহারা যক্ষিণী; উহাদের ফাঁদে পা দিও না।"

"যাহাই হউক না কেন, কুমার, আমি আর অগ্রসর হইতে পারিতেছি না।" "আচ্ছা, এখনই দেখা যাইবে তুমি কেমন লোক।" ইহা বলিয়া বোধিসত্ত্ব অন্য চারিজন অনুচরের সহিত চলিতে লাগিলেন।

এদিকে সেই রূপপ্রিয় ব্যক্তি যক্ষিণীদিগের নিকট উপস্থিত হইল, কিন্তু সে যেমন তাহাদের সহিত পাপাচারে প্রবৃত্ত হইল, অমনি তাহারা হতভাগ্যের প্রাণসংহার করিয়া বোধিসত্ত্বের পুরোভাগে অপর এক পান্থশালা নির্মাণ করিল এবং সেখানে নানাবিধ বাদ্যযন্ত্রসংযোগে গান আরম্ভ করিল। সেখানে শব্দমাধুর্য্যপ্রিয় ব্যক্তি পশ্চাদ্‌বর্ত্তী হইয়া পড়িল নিহত ও খাদিত হইল। ইহার পর যক্ষিণীরা আবার পুরোভাগে গিয়া নানাবিধগন্ধকরণ্ডপূর্ণ দোকান সাজাইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল এবং সেখানে সৌরভপ্রিয় ব্যক্তি পশ্চাতে পড়িয়া গেল। যক্ষিণীরা তাহাকেও খাইয়া পুনর্ব্বার পুরোভাগে গিয়া দিব্যরসযুক্তভোজ্যপরিপূর্ণ বহুপাত্র দ্বারা দোকান সাজাইল। সেখানে সুরসপ্রিয় ব্যক্তি পশ্চাতে পড়িয়া রহিল এবং যক্ষিণীদিগের উদরস্থ হইল। সর্ব্বশেষে যক্ষিণীরা আবার পুরোভাগে গিয়া দিব্য শয্যা রচনা করিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। সেখানে স্পর্শসুখপ্রিয় ব্যক্তি পশ্চাতে পড়িয়া গেল এবং যক্ষিণীরা তাহাকেও ভোজন করিল।

তখন একা বোধিসত্ত্ব জীবিত রহিলেন এবং একজন যক্ষিণী তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিল। সে মনে মনে ভাবিল, 'এ ব্যক্তি যতই দৃঢ়চেতা হউক না কেন, আমি ইহাকে না খাইয়া ফিরিতেছি না।' বনের এক অংশে বনচরেরা কাজ করিতেছিল। তাহারা যক্ষিণীকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ওগো, ঐ যে তোমার আগে আগে পুরুষটী যাইতেছে, ও তোমার কে?" যক্ষিণী কহিল, "মহাশয়গণ, উনি আমার স্বামী।" ইহা শুনিয়া বনচরেরা বোধিসত্ত্বকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিল, "ওগো মহাশয়, এমন পুষ্পদামসদৃশী তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা সুকুমারী তোমার জন্য পিতৃকুল পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছে, আর তোমার এমনই কঠিন হৃদয় যে যাহাতে এ বেচারি সুখ স্বচ্ছন্দে তোমার সঙ্গে যাইতে পারে তাহা করিতেছ না। (তুমি ইহাকে পশ্চাতে ফেলিয়াই ছুটিয়াছ!)" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "এ রমণী আমার ভার্য্যা নহে; এ যক্ষিণী; এ আমার পাঁচজন সঙ্গীকে খাইয়া ফেলিয়াছে।" তখন যক্ষিণী বলিল, "হায়, হায়! পুরুষে ক্রোধকালে নিজের সহধর্ম্মিণীকেও যক্ষিণী বলিতে কুণ্ঠিত হয় না।"

কিয়ৎক্ষণ যাইবার পর যক্ষিণী প্রথমে গর্ভিণীর বেশে এবং পরে একটী মাত্র সন্তান প্রসব করিয়াছে এইরূপ রমণীর বেশে, পুত্র কোলে লইয়া বোধিসত্ত্বের অনুগমন করিতে লাগিল। পথে যে এই দুই জনকে দেখিতে পাইল, সেই বনচরদিগের ন্যায় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল এবং বোধিসত্ত্ব পূর্ব্ববৎ উত্তর দিলেন। অবশেষে বোধিসত্ত্ব তক্ষশিলায় উপনীত হইলেন। তখন যক্ষিণী মায়াবলে পুত্রের অন্তর্দ্ধান ঘটাইয়া একাকিনী তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে রহিল। বোধিসত্ত্ব নগরদ্বারে গিয়া একটা পান্থশালায় আশ্রয় লইলেন; তাঁহার তেজোবলে যক্ষিণী ঐ গৃহে প্রবেশ করিতে পারিল না; সে দিব্যরূপ ধারণ করিয়া দ্বারদেশে বসিয়া রহিল।

সেই সময়ে তক্ষশিলার রাজা উদ্যানাভিমুখে যাইতেছিলেন, তিনি যক্ষিণীর রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং একজন অনুচরকে বলিলেন, "গিয়া জানত, ঐ রমণীর স্বামী আছে, কি না।" সে ব্যক্তি যক্ষিণীর নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ভদ্রে, আপনার স্বামী আছেন কি?' যক্ষিণী বোধিসত্ত্বকে দেখাইয়া বলিল, "ঐ যে আমার স্বামী গৃহের অভ্যন্তরে বসিয়া রহিয়াছেন।" তাহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "ঐ রমণী আমার স্ত্রী নহে, ও যক্ষিণী; ও আমার পাঁচজন অনুচরকে খাইয়া ফেলিয়াছে।" যক্ষিণী পূর্ব্ববৎ বলিল, "হায় হায়! পুরুষে রাগের বশে যাহা মুখে আসে তাহাই বলে।"

রাজপুরুষ রাজার নিকট গিয়া দুই জনের মুখে যাহা যাহা শুনিয়াছিল, নিবেদন করিল।

রাজা বলিলেন, "অস্বামিক ধন রাজার প্রাপ্য।" তিনি যক্ষিণীকে আনাইয়া নিজের হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করাইলেন, নগর প্রদক্ষিণপূর্ব্বক প্রাসাদে প্রতিগমন করিলেন, এবং তাহাকে অগ্রমহিষীর পদে স্থাপিত করিলেন। অনন্তর রাজা স্নাত ও গন্ধানুলিপ্ত হইলেন এবং সায়মাশ সম্পাদনপূর্ব্বক রাজশয্যায় শয়ন করিলেন। যক্ষিণীও নিজের আহার প্রস্তুত করিয়া ভোজন করিল এবং মনোহর বেশ ধারণ করিয়া রাজার পার্শ্বে শয়ন করিল; কিন্তু রাজা যখন অনুরাগের আধিক্যনিবন্ধন তাহার গাত্র স্পর্শ করিলেন, তখন সে পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিয়া ক্রন্দন আরম্ভ করিল। রাজা অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, "ভদ্রে, তুমি রোদন করিতেছ কেন?" "মহারাজ, আপনি আমায় রাস্তায় দেখিতে পাইয়া লইয়া আসিয়াছেন। আপনার অন্তঃপুরে বহু রমণী আছেন। সপত্নীদিগের সহিত বাস করিবার সময় যদি কেহ বলে, 'তোকে ত রাজা পথে কুড়াইয়া পাইয়াছেন; তোর মা বাপ, জাতি গোত্র কেহই জানে না', তাহা হইলে লজ্জায় ও ক্ষোভে আমার মাথা কাটা যাইবে। কিন্তু আপনি আমায় সমস্ত রাজ্যের উপর প্রভুত্ব ও ক্ষমতা প্রদান করিলে কেহই আমার চিত্তের অসন্তোষকর কোন কথা বলিতে সাহস করিবে না।"

রাজা বলিলেন, "ভদ্রে, সমস্ত রাজ্যের উপর আমার নিজেরই কোন প্রভুত্ব নাই; * আমি সমস্ত প্রজার প্রভু নহি; যাহারা রাজদ্রোহী কিংবা দুরাচার, কেবল তাহাদিগেরই দণ্ডবিধান করিতে পারি। আমি যখন সমস্ত প্রজার প্রভু নহি, তখন তোমাকে তাহাদের উপর আধিপত্য কিরূপে দিব?"

"আচ্ছা, যদি আমাকে সমস্ত রাজ্যবাসীর বা নগরবাসীর উপর প্রভুত্ব না দিতে পারেন, তবে অন্ততঃ আপনার অন্তঃপুরের উপর প্রভুত্ব প্রদান করুন; তাহা হইলেও আমি অন্তঃপুর-বাসীদিগকে শাসনে রাখিতে পারিব।"

রাজা যক্ষিণীর রূপে এমনই বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন, যে কিছুতেই তাহার প্রার্থনা লঙ্ঘন করিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন, "ভদ্রে, তোমাকে অন্তঃপুরের উপর আধিপত্য দিলাম; তুমি অন্তঃপুরবাসীদিগকে পালন কর।" যক্ষিণী "যে আজ্ঞা" বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিল এবং রাজা নিদ্রিত হইলে যক্ষনগরে গিয়া সেখান হইতে সমস্ত যক্ষসহ রাজভবনে ফিরিয়া আসিল। অনন্তর সে নিজে রাজাকে নিহত করিয়া কেবল অস্থিগুলি ব্যতীত তাঁহার দেহের স্নায়ু, চর্ম্ম, মাংস, রক্ত সমস্ত উদরসাৎ করিল; অন্যান্য যক্ষেরাও সিংহদ্বার দিয়া প্রবেশ পূর্ব্বক রাজভবনে যাহাকে দেখিতে পাইল, শুদ্ধ অস্থিমাত্র ত্যাগ করিয়া সমস্ত গ্রাস করিল—কুক্কুর কুক্কুট পর্য্যন্ত নিস্তার পাইল না।

পরদিন পুরবাসীরা রাজভবনের দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া পরশুদ্বারা কবাটে আঘাত করিতে লাগিল এবং ভিতরে গিয়া দেখিল সর্ব্বত্র অস্থি বিকীর্ণ রহিয়াছে। তখন তাহারা বলিতে লাগিল, "সে লোকটা ত সত্যই বলিয়াছিল যে ঐ রমণী তাহার স্ত্রী নহে, যক্ষিণী। রাজা কিন্তু না জানিয়া তাহাকে নিজের গৃহে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন; সেই নিশ্চয় অন্যান্য যক্ষ আনিয়া অন্তঃপুরবাসীদিগকে আহার করিয়া চলিয়া গিয়াছে।"

বোধিসত্ত্ব এই মন্ত্রপূত বালুকা মস্তকে রাখিয়া, মন্ত্রপূত সূত্র কপালে জড়াইয়া এবং খড়্গ হস্তে লইয়া অরুণোদয়ের প্রতীক্ষায় পান্থশালায় বসিয়া ছিলেন। পুরবাসীরা রাজভবন ধুইয়া পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন করিল, মেঝেগুলি নূতন করিয়া সাজাইল, তাহাদের উপর গন্ধদ্রব্যের বিলেপ দিল, চতুর্দ্দিকে পুষ্প ছড়াইল, স্থানে স্থানে পুষ্পমালা ঝুলাইয়া দিল, প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে ধুনা গুগ্‌গুল পোড়াইতে লাগিল এবং তোরণাদি পুষ্পদামে সুসজ্জিত করিল। অনন্তর তাহারা পরামর্শ করিয়া স্থির করিল:—

* রাজার সীমাবদ্ধ ক্ষমতাসম্বন্ধে মলিন্দ প্রশ্ন (৩৫৯) দ্রষ্টব্য।

"যে পুরুষ এরূপ জিতেন্দ্রিয় যে তাদৃশ দিব্যলাবণ্যবতী রমণী পশ্চাতে পশ্চাতে আসিতেছে জানিয়াও তাহার দিকে দৃষ্টিপাত পর্য্যন্ত করেন নাই, তিনি নিশ্চিত অতি উদারসত্ত্ব, ধীমান্ ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন। তাদৃশ ব্যক্তি রাজপদ গ্রহণ করিলে সমস্ত রাজ্যের পরম সুখ হইবে। অতএব আমরা তাঁহাকেই রাজা করিব।"

এই প্রস্তাবে সমস্ত অমাত্য ও নগরবাসী একমত হইল এবং তাহারা বোধিসত্ত্বের নিকট বলিল, "দেব, আপনি আমাদের রাজপদ গ্রহণ করুন।" অনন্তর তাহারা বোধিসত্ত্বকে নগরাভ্যন্তরে লইয়া গিয়া নানা রত্নে অলঙ্কৃত করিল এবং তক্ষশিলার রাজপদে অভিষিক্ত করিল। তিনিও চতুর্ব্বিধ অগতি পরিহারপূর্ব্বক দশরাজধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে লাগিলেন এবং শাস্ত্রানুসারে প্রজাপালন করিয়া ও দানাদি পুণ্যব্রত সম্পাদন করিয়া কর্ম্মানুরূপ ফলভোগার্থ যথাকালে লোকান্তরে প্রস্থান করিলেন।

[কথান্তে শাস্তা অভিসম্বুদ্ধ হইয়া এই গাথা পাঠ করিলেন :—

তৈলপূর্ণ পাত্র করিতে বহন অতি সতর্কতা চাই;
নচেৎ উছলি পড়িবে ভূমিতে তৈল তব, শুন ভাই।
ঠিক সেইমত বিদেশে যদ্যপি প্রবাস করিতে হয়,
চিত্তের রক্ষণে অপ্রমত্ত ভাব আবশ্যক নাতিশয়।

শাস্তা এইরূপে ধর্ম্মদেশনদ্বারা নির্ব্বাণরূপ চরমফল প্রদর্শনপূর্ব্বক জাতকের সমবধান করিলেন:—তখন বুদ্ধের শিষ্যগণ ছিল তক্ষশিলারাজের অমাত্য প্রভৃতি এবং আমি ছিলাম সেই রাজ্যপ্রাপ্ত কুমার।]

৯৭—নামসিদ্ধিক-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে জনৈক নামসিদ্ধিক * ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন।

প্রবাদ আছে, পাপক নামে এক কুলপুত্র বৌদ্ধশাসনে শ্রদ্ধান্বিত হইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। অন্যান্য ভিক্ষুরা তাঁহাকে 'এস পাপক' 'বসো পাপক' সর্ব্বদা এইরূপ বলিতেন। ইহাতে তিনি একদিন চিন্তা করিতে লাগিলেন, "যখন 'পাপক' এই নাম লোকে নীচ ও দুর্লক্ষণ বলিয়া মনে করে, তখন আমার কোন মঙ্গলশংসী নাম গ্রহণ করিতে হইবে।" অনন্তর তিনি আচার্য্য ও উপাধ্যায়দিগের নিকটে গিয়া বলিলেন, "মহাশয়গণ, আমার নামটী অমঙ্গলসূচক, আপনারা আমার অন্য কোন নাম রাখুন।" তাঁহারা বলিলেন, "বৎস, নাম কেবল কোন্ ব্যক্তি কে, তাহা চিনিবার জন্য; ইহাতে অন্য কোন ইষ্টাপত্তি নাই। অতএব তোমার যে নাম আছে, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাক।" কিন্তু ভিক্ষু ইহাতে ক্ষান্ত হইলেন না; তিনি পুনঃ পুনঃ নামপরিবর্ত্তনের প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তিনি নামপরিবর্ত্তনের জন্য অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়াছেন, একথা শেষে ভিক্ষুসঙ্ঘে রাষ্ট্র হইল। একদিন ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভায় সমাসীন হইয়া বলাবলি করিতে লাগিলেন, "দেখ ভাই, অমুক ভিক্ষু নাকি, নামের উপর লোকের ভাগ্য নির্ভর করে, এই বিশ্বাসে নিজে একটী শুভশংসী নামগ্রহণের জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন।" শাস্তা সেই সময়ে ধর্ম্মসভায় আগমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভিক্ষুগণ, তোমরা কি বলিতেছিলে?" তাঁহারা উত্তর দিলেন, "এই কথা দেব।" শাস্তা বলিলেন, "এখন যেমন দেখিতেছ, এই লোকটী পূর্ব্বেও সেইরূপ নামসিদ্ধিক ছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন:—]

পুরাকালে বোধিসত্ত্ব তক্ষশিলা নগরে একজন সুবিখ্যাত আচার্য্য ছিলেন; পঞ্চশত ব্রাহ্মণবালক তাঁহার নিকট বিদ্যাভ্যাস করিত। এই সকল ছাত্রের মধ্যে এক জনের নাম ছিল পাপক। অন্যান্য ছাত্রেরা নিয়ত তাহাকে 'এস, পাপক', 'যাও, পাপক' এইরূপ বলিত। তাহাতে পাপক চিন্তা করিতে লাগিল, "আমার নামটা অমঙ্গলশংসী; অতএব আমি অন্য একটী নাম গ্রহণ করিব।" সে আচার্য্যের নিকট গিয়া বলিল, "গুরুদেব, আমার বর্ত্তমান

* যে মনে করে যে নাম ভাল হইলেই অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হয়।

নামটী অমঙ্গলসূচক, আমার অন্য একটী নাম রাখুন।" আচার্য্য বলিলেন, "যাও, তুমি জনপদে বিচরণপূর্ব্বক নিজের অভিরুচিমত মঙ্গলশংসী নাম নির্ব্বাচন করিয়া আইস। তুমি ফিরিয়া আসিলে বর্ত্তমান নাম পরিবর্ত্তন করিয়া অন্য নাম রাখিব।"

সে "যে আজ্ঞা" বলিয়া পাথেয়সহ যাত্রা করিল এবং গ্রামে গ্রামে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক এক নগরে উপস্থিত হইল। সেখানে সে দিন জীবক নামে এক ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছিল। জ্ঞাতি-বন্ধুগণে তাহাকে সৎকারের জন্য লইয়া যাইতেছে দেখিয়া পাপক জিজ্ঞাসিল, "এই ব্যক্তির নাম কি ছিল?" তাহারা বলিল, "ইহার নাম ছিল জীবক।" "কি! জীবকের মরণ হইল?' "জীবকও মরে, অজীবকও মরে। মরা বাঁচা কি নামের উপর নির্ভর করে? নাম কেবল কোন্ পদার্থকে কি বলিতে হইবে, তাহা জানিবার উপায়। তুমি ত দেখিতেছি বড় স্থূলবুদ্ধি।"

এই কথা শুনিয়া পাপক তখন নিজের নামসম্বন্ধে মধ্যমভাব অবলম্বন করিল (অর্থাৎ তাহার বিরক্তিও রহিল না, অনুরক্তিও জন্মিল না)। সে নগরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, এক দাসী উপার্জ্জন দ্বারা বেতন আনিতে পারে নাই‡ বলিয়া তাহার প্রভু ও প্রভুপত্নী তাহাকে দ্বারদেশে ফেলিয়া রজ্জু দ্বারা প্রহার করিতেছে। এই দাসীর নাম ছিল ধনপালী। পাপক পথ দিয়া যাইবার সময়, তাহাকে মারিতেছে দেখিয়া, জিজ্ঞাসা করিল, "আপনারা ইহাকে প্রহার করিতেছেন কেন?" "এ আজ কিছুই উপার্জ্জন করিয়া আনিতে পারে নাই।" "ইহার নাম কি?" "ধনপালী।" "সে কি! ইহার নাম হইল ধনপালী, অথচ ইহার এক দিনেরও বেতন দিবার সাধ্য নাই।" "নাম ধনপালীই হউক, আর অধন-পালীই হউক, দুরদৃষ্টকে কে এড়াইতে পারে? নামে কি আসে যায়? নামে শুধু কোন্ ব্যক্তি কে, এই পরিচয় পাওয়া যায়। তুমি দেখিতেছি অতি স্থূলবুদ্ধি।"

এই কথা শুনিয়া পাপক নিজ নামের প্রতি বিদ্বেষ ভাব ত্যাগ করিল এবং নগর হইতে বাহির হইয়া পথ ধরিয়া চলিতে লাগিল। কিয়দ্দূর গিয়া সে দেখে এক ব্যক্তি পথ হারাইয়াছে। পাপক জিজ্ঞাসা করিল, "আর্য্য, আপনি কি করিতেছেন?" "আমি পথ হারাইয়াছি, তাই কোন্ পথে যাইব, খুঁজিতেছি।" আপনার নাম কি?" "আমার নাম পন্থক।" "সে কি! যে পন্থক, সে আবার পথ হারায় কি রূপে?" "পন্থকই হউক, আর অপন্থকই হউক, সকলেই পথ হারাইয়া থাকে। নামে কি করিবে বাপু? নাম কেবল, কোন্ ব্যক্তি কে, তাহা জানিবার উপায়। তুমি ত দেখিতেছি বড় স্থূলবুদ্ধি।"

এবার পাপক নিজ নামের প্রতি সম্পূর্ণরূপে বিদ্বেষহীন হইল এবং আচার্য্যের নিকট ফিরিয়া গেল। আচার্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বৎস, নাম নির্ব্বাচন করিয়া আসিলে কি?" পাপক উত্তর দিল, "গুরুদেব, যাহার নাম জীবক, সেও মরে, যাহার নাম অজীবক, সেও মরে, ধনপালীও দরিদ্রা হয়, অধনপালীও দরিদ্রা হয়; যে পন্থক সেও পথ হারায়, যে অপন্থক সেও পথ হারায়; ফলতঃ নামের কোনই সারবত্তা নাই; নাম দ্বারা কেবল পদার্থ-নির্দ্দেশ চলে, সিদ্ধিলাভ হয় না, সিদ্ধির নিদান কর্ম্ম। অতএব আমার নামান্তরে প্রয়োজন নাই; আমার যে নাম আছে, তাহাই থাকুক।"

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব, শিষ্য যাহা বলিল এবং যাহা দেখিয়াছে, একত্র সন্নিবেশিত করিয়া নিম্নলিখিত গাথা পাঠ করিলেন :—

জীবকের জীবনান্ত, এ বড় অদ্ভুত কথা,
ধনপালী নাহি পায় ধন;

‡ পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষেও ক্রীতদাস রাখিবার প্রথা ছিল। ইহারা যাহা উপার্জ্জন করিত, দাসস্বামীরা তাহা পাইত।

পশুক তাহার নাম, হারাইয়া পথ সেই
বনে বনে করিছে ভ্রমণ,
হেরি এই সব কাণ্ড পাপক ফিরিল ঘরে,
নিজ নামে ঘৃণা নাহি তার ;
নামে কি করিতে পারে? একমাত্র সিদ্ধিদাতা
কর্ম, এই জেন সত্য সার।

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন, "তবেই দেখিতেছ এই ভিক্ষু বর্ত্তমান জন্মের ন্যায় অতীত জন্মেও ভাবিয়াছিল যে, নামের উপর ভাগ্য নির্ভর করে।"

সমবধান—তখন এই নামসিদ্ধিক ভিক্ষু ছিল সেই নামসিদ্ধিক ভিক্ষু ; বুদ্ধশিষ্যগণ ছিল সেই আচার্য্যের শিষ্য এবং আমি ছিলাম সেই আচার্য্য।]

৯৮-কূট-বাণিজ (বণিক্)-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে জনৈক কূট বণিকের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন।

শুনা যায়, শ্রাবস্তীবাসী এক সাধু ও এক অসাধু বণিক্ একযোগে মিলিয়া বাণিজ্য করিবার অভিপ্রায়ে পণ্যদ্রব্য ও শকটাদি সংগ্রহপূর্ব্বক জনপদে গিয়াছিল এবং সেখানে বহু লাভ করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল। তাহার পর কূট বণিক্ ভাবিল, 'আমার অংশী বহুদিন কদন্ন ভোজন করিয়াছে, অপর স্থানে বাস করিয়া কষ্ট পাইয়াছে, এখন গৃহে আসিয়া যত ইচ্ছা সুমধুর খাদ্য উপভোগ করিবে ; তাহাতেই অজীর্ণ রোগে মারা যাইবে। তখন আমি লভ্যদ্রব্য তিন ভাগ করিয়া এক ভাগ তাহার পুত্রদিগকে দিব এবং দুই ভাগ নিজে লইব।' ইহা স্থির করিয়া সে 'আজ ভাগ করিব', 'কাল ভাগ করিব' বলিয়া বিলম্ব করিতে লাগিল।

সাধু বণিক্ দেখিল, লাভ বিভাগের জন্য ইহাকে পীড়াপীড়ি করিলে কোন ফল হইবে না। সে একদিন বিহারে গিয়া শাস্তাকে প্রণিপাত করিল। শাস্তা তাহাকে সস্নেহে সম্ভাষণ করিলেন এবং বসিতে বলিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "তোমায় ত অনেক দিন দেখি নাই ; এত দিন বুদ্ধের অর্চ্চনা করিতে আস নাই কেন?" সে শাস্তার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। তাহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "এই গৃহপতি যে কেবল এ জন্মেই প্রবঞ্চক হইয়াছে, তাহা নহে ; এ পূর্ব্বেও প্রবঞ্চনাপরায়ণ ছিল। এ এখন তোমায় বঞ্চনা করিতে চাহিতেছে, পূর্ব্বে পণ্ডিতদিগকে বঞ্চিত করিয়াছিল।" অনন্তর সাধু বণিকের অনুরোধক্রমে তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব এক বণিকের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। নামকরণ দিবসে তাঁহার নাম রাখা হইয়াছিল "পণ্ডিত।" তিনি বয়ঃপ্রাপ্তির পর অপর এক বণিকের সহিত মিলিত হইয়া ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। এই ব্যক্তির নাম ছিল "অতিপণ্ডিত।" ইঁহারা দুই জনে পঞ্চশত পণ্যপূর্ণ শকটসহ জনপদে গিয়া ক্রয় বিক্রয় দ্বারা বিলক্ষণ লাভবান্ হইয়া বারাণসীতে ফিরিয়া আসিলেন। অনন্তর লাভ-বিভাগকালে অতিপণ্ডিত বলিলেন, 'আমি দুই অংশ লইব (তুমি এক অংশ লইবে)।" পণ্ডিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি দুই অংশ পাইবে কেন?" অতিপণ্ডিত বলিলেন, "তুমি পণ্ডিত, আমি অতিপণ্ডিত। যে পণ্ডিত, সে এক ভাগ এবং যে অতিপণ্ডিত সে দুই ভাগ পাইবার উপযুক্ত।" "সে কি কথা? পণ্যের মূল্যই বল, আর গাড়ী বলদই বল, আমরা দুই জনেই ত সমান সমান দিয়াছি, তবে তুমি কিরূপে দুই ভাগ পাইবে?" "অতিপণ্ডিত বলিয়া।" এই রূপে কথা বাড়াইয়া শেষে তাঁহারা কলহ আরম্ভ করিল। অনন্তর অতিপণ্ডিত ভাবিলেন, "আচ্ছা ইহার মীমাংসার এক উপায় করিতেছি।" তিনি তাঁহার পিতাকে এক তরুকোটরে লুকাইয়া রাখিয়া বলিলেন, "আমরা আসিয়া যখন জিজ্ঞাসা করিব, তখন আপনি বলিবেন, অতিপণ্ডিত দুই ভাগ পাইবে।" তাহার পর তিনি বোধিসত্ত্বের নিকট গিয়া বলিলেন, "ভাই, আমাদের কাহার কি ভাগ প্রাপ্য, তাহা বৃক্ষদেবতার জানা আছে, চল তাঁহাকে গিয়া জিজ্ঞাসা করি।"

তদনুসারে তাঁহারা দুই জনে সেই তরুতলে উপস্থিত হইলেন এবং অতিপণ্ডিত প্রার্থনা করিলেন, "ভগবতি বৃক্ষদেবতে! আমাদের বিবাদ মীমাংসা করিয়া দিন।" তখন অতিপণ্ডিতের পিতা স্বর-পরিবর্ত্তন করিয়া বলিলেন, "তোমাদের বিবাদ কি বল।" অতিপণ্ডিত বলিলেন, "ভগবতি, এ ব্যক্তি পণ্ডিত; আর আমি অতিপণ্ডিত; আমরা একসঙ্গে ব্যবসায় করিয়াছিলাম; তাহার লাভের অংশ কে কত পাইব।" তরুকোটর হইতে উত্তর হইল, "পণ্ডিত এক ভাগ এবং অতিপণ্ডিত দুই ভাগ পাইবেন।" বোধিসত্ত্ব এই বিচার শুনিয়া ভাবিলেন, "এখানে দেবতা আছে কি না আছে, তাহা জানিতে হইতেছে।" তিনি পলাল সংগ্রহ করিয়া কোটরে পূরিলেন এবং তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিলেন। ধক্ ধক্ করিয়া অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল; অতিপণ্ডিতের পিতা অর্দ্ধদগ্ধশরীরে তাহা হইতে বাহির হইলেন এবং শাখাবলম্বনে ঝুলিতে ঝুলিতে ভূতলে অবতরণ পূর্ব্বক এই গাথা পাঠ করিলেন :—

সার্থক পণ্ডিত নাম ধর তুমি, সাধুবর,
নাহি ইথে সন্দেহের লেশ;
অতিপণ্ডিতের নাম নিরর্থক, হায় হায়।
তারি দোষে এত মোর ক্লেশ।

ইহার পর তাঁহারা সমান অংশে লাভ ভাগ করিয়া লইলেন এবং যথাকালে স্ব স্ব কর্ম্মানুরূপ ফলভোগার্থ লোকান্তরে গমন করিলেন।

[অতএব তোমার অংশী পূর্ব্বেও কূট বণিক্ ছিল।
সমবধান—তখন এই অসাধু বণিক ছিল সেই অসাধু বণিক এবং আমি ছিলাম সেই পণ্ডিত বণিক্।]
☞ এই জাতকের সহিত পঞ্চতন্ত্র-বর্ণিত ধর্ম্মবুদ্ধি ও পাপবুদ্ধির কথার সাদৃশ্য বিবেচনীয়।

৯৯—পরসহস্র-জাতক।*

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে পৃথগ্জনপৃষ্ট প্রশ্ন উপলক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। তৎ-সংক্রান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত শরভঙ্গ জাতকে (৫২২) বলা যাইবে।

একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "দেখ ভাই, ভগবান্ দশবল যাহা সংক্ষেপে বলেন, ধর্ম্মসেনাপতি সারীপুত্র তাহা সবিস্তর ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন।" তাঁহারা বসিয়া এইরূপে সারীপুত্রের গুণ-কীর্ত্তন করিতেছিলেন, এমন সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিয়া বলিলেন, "সারীপুত্র কেবল এ জন্মেই যে আমার সংক্ষিপ্তোক্তির সবিস্তর ব্যাখ্যা করিতেছেন, তাহা নহে, পূর্ব্বেও তিনি এইরূপ করিয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব উদীচ্য ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক তক্ষশিলা নগরে সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন। তিনি বিষয়বাসনা পরিহার করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং পঞ্চ অভিজ্ঞা ও অষ্ট সমাপত্তি লাভপূর্ব্বক হিমালয়ে অবস্থিতি করিতেন। সেখানে পঞ্চশত তপস্বী তাঁহার শিষ্য হইয়াছিল।

একবার বর্ষাকালে তাঁহার প্রধান শিষ্য সার্দ্ধদ্বিশত তপস্বিসহ লবণ ও অম্ল সংগ্রহার্থ লোকালয়ে অবতরণ করিয়াছেন, এমন সময়ে বোধিসত্ত্বের দেহত্যাগকাল সমাগত হইল। তখন উপস্থিত শিষ্যগণ, তিনি কি আধ্যাত্মিক জ্ঞান† লাভ করিয়াছেন তাহা জানিবার অভিপ্রায়ে প্রশ্ন করিলেন, "আপনি কি গুণ লাভ করিয়াছেন?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "নাস্তি কিঞ্চিৎ"

---

* পরসহস্র—সহস্রেরও অধিক।
† মূলে 'অধিগম' এই শব্দ আছে।

এবং ক্ষণকাল পরেই তনুত্যাগ করিয়া আভাস্বর ব্রহ্মলোকে * জন্মগ্রহণ করিলেন। তাঁহার উত্তর শুনিয়া তপস্বিগণ স্থির করিলেন, 'আচার্য্য কিঞ্চিন্মাত্র জ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই।' অতএব তাঁহারা তাঁহার শ্মশান-সৎকার করিলেন না।

কিয়দ্দিন পরে প্রধান শিষ্য আশ্রমে প্রত্যাগমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচার্য্য কোথায়?" তাঁহারা বলিলেন, "আচার্য্য উপরত হইয়াছেন।" "তোমরা আচার্য্যকে অধিগমসম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে কি?" "জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম।" তিনি কি উত্তর দিয়াছিলেন?" 'তিনি বলিয়াছিলেন, 'নাস্তি কিঞ্চিৎ।' এইজন্যই আমরা তাঁহার শ্মশান সৎকার করি নাই।" "তোমরা আচার্য্যের কথার অর্থ বুঝিতে পার নাই। 'নাস্তি কিঞ্চিৎ' বলায় তাঁহার এই অভিপ্রায় ছিল যে, তিনি অকিঞ্চন্যায়তন-সমাপত্তি† লাভ করিয়াছেন।" প্রধান শিষ্য সতীর্থদিগকে এই কথা বুঝাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহারা তাহা বিশ্বাস করিলেন না।

তপস্বীদিগকে সংশয়মান দেখিয়া বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, 'ইহারা কি মূর্খ; আমার প্রধান শিষ্যের কথাতেও শ্রদ্ধা স্থাপন করিতেছে না! আমাকেই দেখিতেছি, প্রকৃত ব্যাপার প্রকট করিতে হইল।' অনন্তর তিনি ব্রহ্মলোক হইতে আগমন করিয়া মহানুভব-বলে আশ্রমপাদের উপরিভাগে আকাশে অধিষ্ঠান করিয়া প্রধান শিষ্যের প্রজ্ঞাবল প্রশংসা করিতে করিতে এই গাথা পাঠ করিলেন,—

> মূর্খ শিষ্য আচার্য্যের ক্লেশমাত্র হয় সার,
> শ্রুতিমাত্র অর্থগ্রহ না হয় কখন তার।
> হউক সহস্রাধিক হেন শিষ্য সমাগর,
> [illegible] শিষ্যাধম;
> তার চেয়ে প্রজ্ঞাবান্ এক শিষ্য প্রিয়তর,
> বুঝিতে শ্রবণমাত্র হয় যদি শক্তিধর।

এইরূপে মহাসত্ত্ব মধ্যাকাশে থাকিয়া সত্য ব্যাখ্যা করিলেন এবং তাহাদিগকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি ব্রহ্মলোকে প্রতিগমন করিলেন এবং ঐ সকল তপস্বীও ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তির উপযোগী উৎকর্ষ লাভ করিলেন।

[সমবধান—তখন সারীপুত্র ছিল সেই প্রধান শিষ্য এবং আমি হইয়াছিলাম মহাব্রহ্মা।]

১০০—অশাতরূপ-জাতক।

[শাস্তা কুণ্ডিয় নগরের নিকটবর্ত্তী কুণ্ডধানবনে অবস্থিতি করিবার সময় কোলিয় রাজদুহিতা সুপ্রবাসা নাম্নী উপাসিকার সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন।

এই রমণী সপ্তবর্ষকাল গর্ভধারণ করিয়া এক সপ্তাহ প্রসববেদনা ভোগ করিতেছিলেন। তাঁহার ভয়ানক যন্ত্রণা হইতে লাগিল, কিন্তু এত কষ্টের মধ্যেও তিনি ভাবিতে লাগিলেন—'সেই ভগবান্ সম্যক্‌সম্বুদ্ধ, কারণ

---

* ব্রহ্মলোক, ব্রহ্মদেবসমূহের নিকেতন। ইহা প্রধানতঃ দুই অংশে বিভক্ত:—নিম্নে রূপব্রহ্মলোক; তদূর্দ্ধে অরূপব্রহ্মলোক। রূপ-ব্রহ্মলোকের দেবতাগণ শরীরী; অরূপ-ব্রহ্মলোকের দেবতাগণ অশরীরী—শুদ্ধ জ্যোতির্ম্ময়। রূপ ব্রহ্মলোক আবার ষোলটী অংশে বিভক্ত; তন্মধ্যে একটীর নাম আভাস্বর ব্রহ্মলোক। অরূপ-ব্রহ্মলোকের চারি অংশ। বোধিসত্ত্বগণ সমাপত্তি-সম্পন্ন হইলেও অরূপব্রহ্মলোকে জন্মগ্রহণ করিতে পারেন না। এই জাতকে যাঁহার কথা বলা হইয়াছে, তিনি অকিঞ্চন্যায়তন-সমাপত্তিশালী ছিলেন বলিয়া তৃতীয় অরূপ-ব্রহ্মলোকের অধিকারী; কিন্তু বোধিসত্ত্ব বলিয়া তাঁহাকে রূপব্রহ্মলোকেই জন্মিতে হইয়াছিল। (৮ম পৃষ্ঠের টীকা দ্রষ্টব্য)।

† ধ্যানফলবিশেষ—ইহা সপ্তম সমাপত্তি। এ অবস্থায় কিছুই সত্য নহে, সমস্ত মায়াময়, এই জ্ঞান জন্মে (৩০ পৃষ্ঠের টীকা দ্রষ্টব্য)।

এবংবিধ দুঃখ হইতে পরিত্রাণপ্রদানার্থই তিনি ধর্ম্মদেশন করিয়া থাকেন; তাঁহার শ্রাবকসঙ্ঘই সুপ্রতিপন্ন, কারণ তাঁহারাই এবংবিধ দুঃখনিবৃত্তির জন্য সন্মার্গে বিচরণ করেন; আর নির্ব্বাণই পরমসুখস্বরূপ, কারণ তাহা লাভ করিলে আর এবংবিধ দুঃখ ভোগ করিতে হয় না।' এইরূপ চিন্তা দ্বারা সুপ্রবাসা প্রসবযন্ত্রণার মধ্যেও উপশম অনুভব করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি শাস্তার নিকট নিজের প্রণাম জানাইবার ও অবস্থা বিজ্ঞাপন করাইবার জন্য স্বামীকে ডাকাইয়া বিহারে পাঠাইলেন।

সুপ্রবাসার ভক্তিপূর্ণ বার্ত্তা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "কোলীয়দুহিতা সুপ্রবাসা সুখী ও নিরাময় হউন এবং সুস্থকায় পুত্র প্রসব করুন।" ভগবান্ এই কথা বলিবামাত্র সুপ্রবাসা সুখী ও নিরাময় হইলেন এবং এক সুস্থকায় পুত্র প্রসব করিলেন। তাঁহার স্বামী গৃহে ফিরিয়া যখন পত্নীকে সুপ্রসবা দেখিতে পাইলেন, তখন তথাগতের অলৌকিক প্রভাব প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার চিত্ত বিস্ময়াভিভূত হইল।

পুত্রপ্রসবের পর সুপ্রবাসা বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুদিগকে ভক্ষ্যভোজ্যাদি উপহার দিবার অভিলাষ করিলেন এবং তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য ভর্ত্তাকে পুনর্ব্বার পাঠাইয়া দিলেন। সেই সময়ে মহামৌদ্গল্যায়নের উপস্থাপক এক উপাসকও বুদ্ধপ্রমুখসঙ্ঘকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। শাস্তা বিবেচনা করিলেন সুপ্রবাসাকেই অগ্রে দানানুষ্ঠানের অবকাশ দেওয়া কর্ত্তব্য; সুতরাং তিনি লোক পাঠাইয়া স্থবির মহামৌদ্গল্যায়নকে সমস্ত ব্যাপার বুঝাইয়া দিলেন এবং ভিক্ষুসঙ্ঘসহ সপ্তাহকাল সুপ্রবাসার গৃহে দানগ্রহণ করিলেন। সপ্তম দিবসে সুপ্রবাসা পুত্রকে (ইহার শীবলি এই নাম রাখা হইয়াছিল) সুসজ্জিত করিয়া শাস্তা ও ভিক্ষুসঙ্ঘকে প্রণাম করাইলেন। প্রণামকালে শিশুটী যখন স্থবির সারীপুত্রের সম্মুখে আনীত হইল, তখন তিনি মধুরস্বরে জিজ্ঞাসিলেন, "শিবলী, তুমি সুখে আছত?" শিশু উত্তর করিল, "সুখ কিরূপে হইবে, মহাশয়? আমাকে যে সপ্তবর্ষ রক্তপূর্ণ কুম্ভে বাস করিতে হইয়াছে?" সপ্তাহমাত্রবয়স্ক শিশু এইরূপে স্থবিরের সহিত কথা বলিতে লাগিল।

ইহাতে সুপ্রবাসার আহ্লাদের সীমা রহিল না। তিনি বলিলেন, "আমার এই পুত্রের বয়স সপ্তাহমাত্র; অথচ এ ধর্ম্মসেনাপতির সহিত ধর্ম্মালোচনা করিতেছে!" তাহা শুনিয়া শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন সুপ্রবাসা, তুমি এইরূপ আর একটী পুত্র চাও কি?" সুপ্রবাসা বলিলেন, "ভগবন্, যদি সকলেই এইরূপ হয়, তবে আর একটী কেন, সাতটী চাই।" অনন্তর তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য যে আয়োজন হইয়াছিল, তাহা প্রশংসা করিয়া শাস্তা সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

এই শীবলি সপ্তমবর্ষবয়সে বৌদ্ধশাসনে শ্রদ্ধান্বিত হইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি পরিপূর্ণ বয়সে * উপসম্পদা প্রাপ্ত হন। তিনি সর্ব্বদা পুণ্যপথে চলিতেন এবং কালে পুণ্যশীলজনলভ্য অর্হত্ত্বরূপ অগ্রস্থানে উপনীত হইয়াছিলেন। তখন সমস্ত পৃথিবী পুলকিত হইয়া আনন্দধ্বনি করিয়াছিল।

একদিন ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া বলিতেছিলেন, "দেখ আয়ুষ্মান্ স্থবির শীবলি এখন অনাগামি-মার্গে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, কিন্তু ইনি সপ্তবর্ষ শোণিতকুম্ভে বাস করিয়াছিলেন এবং প্রসূত হইবার সময় সপ্তাহকাল যন্ত্রণা পাইয়াছিলেন। অহো। তখন প্রসূতি ও পুত্রের কতই না ক্লেশ হইয়াছিল। না জানি কি কর্ম্মের ফলে ইঁহারা এরূপ কষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিয়া বলিলেন; "ভিক্ষুগণ, মহাপুণ্যবান্ শীবলি নিজ কর্ম্মফলেই সপ্তবর্ষ মাতৃকুক্ষিতে বাস করিয়াছিলেন এবং প্রসূত হইবার সময় সপ্তাহ যন্ত্রণা পাইয়াছিলেন; সুপ্রবাসাও নিজ কর্ম্মফলে সপ্তবর্ষব্যাপী গর্ভধারণক্লেশ ও সপ্তাহব্যাপিনী প্রসববেদনা ভোগ করিয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব অগ্রমহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং বয়ঃপ্রাপ্তির পর তক্ষশিলায় সর্ব্ববিদ্যাপারদর্শী হইয়াছিলেন। অনন্তর পিতার মৃত্যুর পর তিনি যথাধর্ম্ম রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হইলেন।

এই সময় কোশলরাজ বিপুল সেনা লইয়া বারাণসী নগর অধিকার করিলেন, তত্রত্য রাজাকে নিহত করিলেন এবং তাঁহার অগ্রমহিষীকে নিজের অগ্রমহিষী করিয়া লইলেন। বারাণসীরাজের পুত্র পিতার নিধনকালে একটী নর্দ্দামা দিয়া পলায়নপূর্ব্বক প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি কিয়ৎকাল পরে সেনাসংগ্রহপূর্ব্বক বারাণসীর

---

* অর্থাৎ ২০ বৎসর বয়সে।

পুরোভাগে শিবির সন্নিবেশিত করিলেন এবং রাজাকে লিখিয়া পাঠাইলেন, "হয় রাজ্য ছাড়িয়া দাও, নয় যুদ্ধ কর।" রাজা উত্তর দিলেন, "যুদ্ধই করিব।" রাজকুমারের গর্ভধারিণী এই কথা শুনিতে পাইয়া পুত্রকে লিখিয়া পাঠাইলেন, "যুদ্ধে প্রয়োজন নাই; বারাণসী বেষ্টনপূর্ব্বক সর্ব্বদিকে সঞ্চরণ-পথ রুদ্ধ কর, তাহা হইলে ইন্ধন, খাদ্য ও পানীয়ের অভাবে নগরবাসীরা ক্লিষ্ট হইবে, তুমি বিনাযুদ্ধেই নগর অধিকার করিতে পারিবে।" জননীর পরামর্শমত রাজকুমার সপ্তাহকাল বারাণসীর সমস্ত আগম-নিগম-পথ অবরুদ্ধ করিলেন; নগরবাসীরা গত্যন্তর না দেখিয়া রাজার মাথা কাটিয়া তাহা কুমারের নিকট পাঠাইয়া দিল। তখন কুমার নগরে প্রবেশপূর্ব্বক রাজ্যগ্রহণ করিলেন এবং জীবনান্তে যথাকর্ম্ম গতি প্রাপ্ত হইলেন।

[সপ্তাহকাল নগর অবরোধ করিবার ফলে শীবলি সপ্তবর্ষ মাতৃকুক্ষিতে ছিলেন এবং প্রসূত হইবার সময় সপ্তাহকাল যন্ত্রণাভোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি পদ্মোত্তর বুদ্ধের পাদমূলে পতিত হইয়া, "আমি যেন অর্হত্ত্ব লাভ করি" এই বরপ্রার্থনাপূর্ব্বক মহাদান করিয়াছিলেন এবং বিপশ্যী বুদ্ধের সময়েও নগরবাসীদিগের সহিত সহস্র সহস্র মুদ্রা মূল্যের গুড় ও দধি বিতরণ করিয়া ঐ বরই প্রার্থনা করিয়াছিলেন। সেই পুণ্যবলে তিনি এখন অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। অপিচ, সুপ্রবাসাও পত্রদ্বারা পুত্রকে নগর অবরোধ করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন বলিয়া সপ্তবর্ষ গর্ভধারণ এবং সপ্তাহ প্রসববেদনা ভোগ করিয়াছিলেন।

কথান্তে শাস্তা অভিসম্বুদ্ধ ভাব ধারণপূর্ব্বক এই গাথা পাঠ করিলেন :—

অমধুর আসি মধুরের বেশে,
প্রিয়মূর্ত্তি করি অপ্রিয় গ্রহণ;
অগ্রে সুখ, হায়, দুঃখ হ'য়ে শেষে,
অভিভূত করে প্রমত্ত যে জন।*

সমবধান—তখন শীবলি ছিল সেই নগরাবরোধক, যে পরে রাজা হইয়াছিল; সুপ্রবাসা ছিল তাহার জননী এবং আমি ছিলাম তাহার জনক।]

☞ সুপ্রবাসার আখ্যান হইতে পুরাকালে ভদ্রসমাজেও বিধবাবিবাহের আভাস পাওয়া যায়।

১০১—পরশত-জাতক।

মূর্খ শিষ্য আচার্য্যের ক্লেশমাত্র হয় সার,
শ্রুতিমাত্র অর্থগ্রহ না হয় কখন তার।
থাকুক এ হেন শিষ্য শত কিংবা ততোধিক,
করুক তাহারা ধ্যান শতবর্ষ, তবু ধিক্।
তার চেয়ে প্রজ্ঞাবান্ এক শিষ্য প্রিয়তর,
বুঝিতে শ্রবণমাত্র হয় যদি শক্তিধর।

এই জাতক এবং পরসহস্র জাতক (৯৯) প্রায় সর্ব্বাংশে একরূপ; পার্থক্যের মধ্যে কেবল গাথায় 'কাঁদুক' এই পদের পরিবর্ত্তে 'ধ্যান করুক' এই পদ দেখা যায়।

১০২—পর্ণিক-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে জনৈক পর্ণিক জাতীয় উপাসক-সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি নানাবিধ শাক, মূল, অলাবু, কুষ্মাণ্ড প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। ইহার একটী রূপবতী, সুশীলা সদাচারপরায়ণা এবং পাপপরাঙ্মুখী কন্যা ছিল; কিন্তু সেই কন্যা সর্ব্বদাই হাস্য করিত। একদিন পর্ণিকের

* যাহারা প্রমত্ত (অনবধানচিত্ত), দুঃখকর অমধুর ও অপ্রিয় বিষয় মনোহর মূর্ত্তি ধরিয়া তাহাদিগকে অভিভূত করে। পূর্ব্বে নগরের অবরোধ ইত্যাদি মধুর, প্রিয় ও সুখকর বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল; কিন্তু তাহাদেরই ফলে শেষে গর্ভযন্ত্রণাদি দুঃখ দেখা দিয়াছিল।

সমানকুলজাত কোন পাত্রের সহিত ঐ কন্যার বিবাহ-সম্বন্ধ উপস্থিত হইলে সে ভাবিল, 'এখন ইহার বিবাহ দেওয়াই কর্ত্তব্য; কিন্তু এ যে সর্ব্বদাই হাসে ইহার কারণ কি? কুমারীরা যদি অসতী হয় তাহা হইলে স্বামিগৃহে গিয়া মাতাপিতার লজ্জার কারণ হইয়া থাকে। অতএব দেখিতে হইতেছে এ কুমারীধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছে কি না।'

ইহা স্থির করিয়া সে একদিন কন্যার হাতে একটা চুবড়ি দিয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়া শাকাহরণার্থ অরণ্যে প্রবেশ করিল এবং যেন কাম মোহিত হইয়াছে এই ভাণ করিয়া তাহার কাণে কাণে কি বলিয়া হাত চাপিয়া ধরিল। এই অসম্ভাবিত ব্যাপারে কন্যাটী তখনই ক্রন্দন করিয়া উঠিল। সে বলিল, "পিতঃ, করেন কি? এ যে জল হইতে অগ্নির উৎপত্তির ন্যায় প্রকৃতিবিরুদ্ধ কাণ্ড! ছি! এরূপ করিবেন না।" তখন পর্ণিক বলিল, "আমি তোমার চরিত্র পরীক্ষার জন্যই হাত ধরিয়াছি। বলত; তুমি কুমারীধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছ কি?" সে উত্তর দিল, "আমি কুমারীভাবেই আছি; কখনও কোন পুরুষের দিকে লোভবশে দৃষ্টিপাত করি নাই।" তখন পর্ণিক দুহিতাকে আশ্বাস দিয়া গৃহে লইয়া গেল এবং মহাসমারোহে তাহাকে গোত্রান্তরিত করিল। অতঃপর "শাস্তাকে প্রণাম করিয়া আসি" এই সঙ্কল্পে সে গন্ধমাল্যাদি সহ জেতবনে গমন করিল এবং শাস্তাকে প্রণাম ও অর্চ্চনা করিয়া একান্তে উপবিষ্ট হইল। শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, "তুমি এতদিন আস নাই কেন?" সে তখন তাঁহার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। তাহা শুনিয়া শাস্তা কহিলেন, "দেখ উপাসক, এই কন্যাটী চিরকালই আচারশীলসম্পন্না; তুমিও যে কেবল এই একবার ইহার চরিত্র পরীক্ষা করিলে তাহা নহে; পূর্ব্বেও এইরূপ পরীক্ষা করিয়াছিলে?" অনন্তর পর্ণিকের অনুরোধক্রমে তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব অরণ্যমধ্যে বৃক্ষদেবতারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে বারাণসীবাসী এক পর্ণিক তাহার কন্যার চরিত্রসম্বন্ধে সন্দিহান হইয়াছিল। অতঃপর তুমি যেরূপ করিয়াছিলে, সেও তাহার কন্যাসম্বন্ধে ঠিক সেই মত করিয়াছিল। পিতা যখন তাহার হাত ধরিয়াছিল, তখন রোরুদ্যমানা বালিকা এই গাথাটী পাঠ করিয়াছিল:—

যেজন রক্ষার কর্ত্তা সেই পিতা মম
বনমাঝে দুঃখ দেন অতীব বিষম।
বনমধ্যে কেবা মোর পরিত্রাতা হবে?
রক্ষক ভক্ষক হয়, কে শুনেছে কবে?

তখন পিতা তাহাকে আশ্বাস দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কুমারীধর্ম্ম রক্ষা করিতেছ কি?" সে উত্তর দিল, "আমি কুমারীধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছি।" ইহা শুনিয়া সে কন্যাকে লইয়া গৃহে ফিরিয়া গেল এবং যথারীতি উৎসব করিয়া তাহার বিবাহ দিল।

[কথান্তে শাস্তা ধর্ম্মদেশন ও সত্যচতুষ্টয় ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই উপাসক স্রোতাপত্তি-ফল লাভ করিল।

সমবধান—তখন এই পিতা ছিল সেই পিতা; এই কন্যা ছিল সেই কন্যা, এবং আমি ছিলাম সেই বৃক্ষদেবতা, যিনি সমস্ত ব্যাপার দর্শন করিয়াছিলেন।]

☞ প্রাচীনকালে কন্যারা যে যৌবনোদয়ের পূর্ব্বে পাত্রস্থা হইত না, এই জাতক তাহার অন্যতম প্রমাণ।

১০৩—বৈরি-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অনাথপিণ্ডদ সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। অনাথপিণ্ডিদ ভোগগ্রাম হইতে প্রতিগমন করিবার সময় পথে দস্যুদিগকে দেখিতে পাইয়াছিলেন। তখন তিনি ভাবিলেন, 'পথে আর বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নহে, ত্বরায় শ্রাবস্তীতে যাইতে হইবে।' তিনি বলদগুলিকে যথাসাধ্য তাড়াইয়া শ্রাবস্তীতে ফিরিয়া আসিলেন এবং পরদিন বিহারে গিয়া শাস্তাকে এই বৃত্তান্ত জানাইলেন। শাস্তা বলিলেন, "গৃহপতি, পূর্ব্বেও পণ্ডিতেরা পথে দস্যু দেখিয়া সেখানে আর বিলম্ব করেন নাই, যতশীঘ্র পারিয়াছিলেন, নিজেদের বাসস্থানে ফিরিয়া গিয়াছিলেন।" অনন্তর অনাথপিণ্ডদের অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব একজন সমৃদ্ধিশালী শ্রেষ্ঠী ছিলেন। তিনি একদিন কোন গ্রামে নিমন্ত্রণ-ভোজনে গিয়াছিলেন এবং প্রত্যাগমনকালে পথে দস্যু দেখিতে পাইয়াছিলেন। তখন ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া তিনি বলদগুলি হাঁকাইতে লাগিলেন এবং নিরাপদে গৃহে ফিরিলেন। অনন্তর সুরস খাদ্য আহারপূর্ব্বক পর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন, 'আমি দস্যুহস্ত এড়াইয়া নিরাপদে গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছি।' এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি নিম্নলিখিত গাথাটী বলিলেন :—

চৌদিকে বেষ্টিয়া আছে শত্রু অগণন,
পণ্ডিতেরা হেন স্থান করুন বর্জ্জন।
এক রাত্রি, দুই রাত্রি, শত্রুমধ্যে বাস,
জানিবে তাহার পর ধ্রুব সর্ব্বনাশ।

বোধিসত্ত্ব এইরূপে উদান পাঠ করিলেন। ইহার পর তিনি দানাদি পুণ্যকার্য্যে জীবন-যাপনপূর্ব্বক কর্ম্মানুরূপ গতিলাভার্থ দেহত্যাগ করিলেন।

[সমবধান—তখন আমি ছিলাম সেই বারাণসীশ্রেষ্ঠী।]

১০৪—মিত্রবিন্দক-জাতক (২)।

[শাস্তা জেতবনে কোন অবাধ্য ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্ন বস্তু লোশক জাতকে (৪১) সবিস্তর বলা হইয়াছে। এই জাতকে লিখিত বৃত্তান্ত কাশ্যপবুদ্ধের সময় সংঘটিত হইয়াছিল।]

তখন এক ব্যক্তি উরশ্চক্র ধারণ করিয়া নরকে পচিতেছিল। সে বোধিসত্ত্বকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "ভগবন্, আমি কি পাপ করিয়াছি?" বোধিসত্ত্ব তৎকৃত পাপসমূহ শুনাইয়া এই গাথা বলিয়াছিলেন :

চারি, আট, ষোল, শেষে বত্রিশ রমণী
লভিলে, তথাপি তব প্রলোভ এমনি,
ছুটিলে আরও সুখ পাইবার তরে;
সেই হেতু বহ চক্র মস্তক-উপরে।
পৃথিবীতে আছে যত দুরাকাঙ্ক্ষজন,
ক্ষুরধার চক্র করে মস্তকে বহন।

এই কথা বলিয়া বোধিসত্ত্ব দেবলোকে চলিয়া গেলেন, সেই নরকবাসী ব্যক্তিও পাপ-ক্ষয়ান্তে কর্ম্মানুরূপফলভোগার্থ লোকান্তরে প্রস্থান করিল।

১০৫—দুর্ব্বলকাষ্ঠ-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে জনৈক অতিভীরু ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ভিক্ষু শ্রাবস্তী নগরে এক সম্ভ্রান্তকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ধর্ম্মোপদেশশ্রবণে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন, কিন্তু দিবারাত্র মরণভয়ে শশব্যস্ত থাকিতেন। তরুপল্লবে বায়ুর শব্দ, তালবৃন্তের ব্যজনশব্দ, কাষ্ঠখণ্ডাদির পতনশব্দ, পশু-পক্ষীর রব—এইরূপ যে কোন শব্দ হঠাৎ কর্ণগোচর হইলেই ঐ ভিক্ষু মরণভয়ে বিকট চীৎকার করিতে করিতে পলাইয়া যাইতেন। একদিন যে মরিতেই হইবে, তিনি কখনও এ চিন্তা করিতেন না। যাহারা এরূপ চিন্তা করে, তাহারা কখনও মৃত্যুকে ভয় করে না। যাহারা মরণস্মৃতিরূপ কর্ম্মস্থানের অনুধ্যান করে না, তাহারাই মরণের নামে কাঁপিয়া উঠে।

এই ভিক্ষুর মরণসম্বন্ধে অস্বাভাবিক ভয়ের কথা ক্রমে সঙ্ঘমধ্যে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল এবং একদিন ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া সেই কথা উত্থাপনপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, "ভ্রাতৃগণ, অমুক ভিক্ষু একান্ত মরণভীত। মরণস্মৃতির অনুধ্যান করা, অর্থাৎ আমাকে একদিন না একদিন মরিতেই হইবে এই চিন্তা করা, সকল

---

* ১৭৮ পৃষ্ঠের টীকা দ্রষ্টব্য।

ভিক্ষুরই কর্তব্য।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভিক্ষুগণ, তোমরা কি সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছ?" তাঁহারা শাস্তাকে সেই ভিক্ষুর কথা বলিলেন। তখন শাস্তা তাঁহাকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিহে, তুমি কি প্রকৃতই মরণকে এত ভয় কর?" ভিক্ষু বলিলেন, "হাঁ প্রভু।" "ভিক্ষুগণ, তোমরা এই ভিক্ষুর উপর রাগ করিও না। এ যে কেবল এই জন্মেই মরণভয়ে ভীত তাহা নহে, পূর্ব্বেও এইরূপ ছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব বৃক্ষদেবতারূপে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক হিমালয়ে বাস করিতেন। ঐ সময়ে রাজা তাঁহার মঙ্গলহস্তীকে নিশ্চল ও নির্ভয় থাকিতে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত গজাচার্য্যদিগের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা উহাকে আলানের সহিত দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিতেন, এবং তোমর-হস্তে উহাকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক নিশ্চল থাকা শিখাইতেন। এই শিক্ষাপ্রাপ্তির সময় যে দারুণ যন্ত্রণা হইত তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া গজবর একদিন আলান ভাঙ্গিয়া গজাচার্য্যদিগকে দূর করিয়া দিল এবং হিমালয়ে চলিয়া গেল। গজাচার্য্যেরা তাহাকে ধরিতে না পারিয়া ফিরিয়া আসিলেন।

মঙ্গলহস্তী হিমালয়ে গিয়াও সর্ব্বদা মরণভয়ে কম্পিত হইত। সামান্য বায়ুর শব্দেও তাহার ত্রাস জন্মিত এবং সে উহা শুনিবামাত্র ইতস্ততঃ শুণ্ড সঞ্চালন করিতে করিতে মহাবেগে পলায়ন করিত। সে ভাবিত বুঝি আলানেই নিবদ্ধ আছি এবং নিশ্চলতা শিক্ষা করিতেছি। এইরূপ উদ্বেগে তাহার শরীরের বল গেল, চিত্তের স্ফূর্ত্তি গেল, সে নিয়ত কম্পমান দেহে বিচরণ করিতে লাগিল। তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া একদিন বৃক্ষদেবতা বিটপস্কন্ধে সমাসীন হইয়া এই গাথা পাঠ করিলেন:—

> শুষ্ক শাখা শত শত ভাঙ্গিতেছে অবিরত
> বায়ুবেগে এই বনমাঝে;
> তাতে যদি পাও ভয়, হবে রক্তমাংস-ক্ষয়;
> এ ভীরুতা তোমায় না সাজে।

বৃক্ষদেবতা হস্তীকে এই বলিয়া উপদেশ দিয়াছিলেন। তদবধি সে নির্ভয়ে বিচরণ করিত।

[কথান্তে এই ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন।
সমবধান—তখন এই ভিক্ষু ছিল সেই গজ এবং আমি ছিলাম সেই বৃক্ষদেবতা।]

১০৬—উদঞ্চনি-জাতক।*

[এক ভিক্ষু কোন স্থূলাঙ্গী কুমারীর প্রেমে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। [তদ্বৃত্তান্ত চুল্লনারদকাশ্যপ-জাতকে (৪৭৭) বর্ণিত হইবে]। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া শাস্তা জেতবনে এই কথা বলেন। শাস্তা ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিহে, তুমি প্রণয়াসক্ত হইয়াছ একথা সত্য কি?" ভিক্ষু বলিলেন, "হাঁ ভগবন্।" "কোন্ রমণী তোমার প্রণয়পাত্রী?" "অমুক স্থূলাঙ্গী কুমারী।" "সে তোমার অনিষ্টকারিণী; তাহারই জন্য পূর্ব্বে তোমার চরিত্রস্খলন হইয়াছিল এবং তুমি কামাতুর হইয়া বিচরণ করিয়াছিলে। কিন্তু শেষে পণ্ডিতদিগের কৃপায় তুমি পুনরায় শান্তিলাভ করিয়াছিলে।" অনন্তর শাস্তা সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

চুল্লনারদকাশ্যপ-জাতকে অতীত বস্তু যেরূপ বিবৃত হইবে, পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় ঠিক সেইরূপ ঘটিয়াছিল। বোধিসত্ত্ব সায়ংকালে ফলসহ তপোবনে প্রত্যাগমন করিয়া কুটীরের দ্বারোদ্ঘাটনপূর্ব্বক পুত্রকে বলিলেন "বৎস, তুমি অন্যদিন কাষ্ঠ আহরণ কর, খাদ্য ও পানীয় সংগ্রহ করিয়া থাক, অগ্নি জ্বালিয়া রাখ; অদ্য কিন্তু ইহার কিছুই কর নাই; বিষণ্ণবদনে বসিয়া কি যেন ভাবিতেছ। ইহার কারণ কি?"

---

* উদঞ্চনি=ঘটিকা বা ছোট বালতি (সংস্কৃত 'উদঞ্চন')।

তাপসবালক বলিল, "পিতঃ, আপনি যখন বন্যফল সংগ্রহের জন্য গিয়াছিলেন, তখন এক রমণী আসিয়া আমাকে প্রলোভন দ্বারা তাহার সঙ্গে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু আপনার অনুমতি বিনা যাইতে পারি না বলিয়া তাহাকে অমুক স্থানে বসাইয়া রাখিয়াছি। এখন অনুমতি দেন ত তাহার সঙ্গে যাই।" বোধিসত্ত্ব দেখিলেন পুত্রের প্রেমরোগ সহজে প্রশমিত হইবার নহে। তিনি বলিলেন, "বেশ, যাইতে পার; কিন্তু ঐ রমণীর যখন মৎস, মাংস খাইবার অভিলাষ জন্মিবে, কিংবা ঘৃত, লবণ, তণ্ডুল প্রভৃতির প্রয়োজন হইবে, এবং 'ইহা আন', 'উহা আন' বলিয়া সে তোমায় বিব্রত করিয়া তুলিবে, তখন এই শান্তিময় তপোবনের কথা স্মরণ করিবে এবং এখানে ফিরিয়া আসিবে।"

পিতার অনুমতি পাইয়া তাপসকুমার সেই রমণীসহ লোকালয়ে গমন করিল। তাহাকে আপন বশে পাইয়া রমণী আজ "মাংস আন", কাল "মৎস্য আন" বলিয়া যখন যাহা আবশ্যক হইত আনয়নের জন্য আদেশ করিতে লাগিল। তখন তাপসকুমার ভাবিল, 'এই রমণী আমাকে নিজের ভৃত্য বা ক্রীতদাসের ন্যায় পীড়ন করিতেছে।' সে একদিন পলায়ন করিয়া তপোবনে ফিরিয়া গেল এবং পিতাকে বন্দনা করিয়া এই গাথা পাঠ করিল :—

> যে সুখে ছিলাম পূর্ব্বে তোমার চরণতলে
> হরিল সে সব মম, মায়াবিনী মায়াবলে।
> নামে সে বনিতা মোর, কাজে কিন্তু প্রভু হয়,
> দাসবৎ পালি আজ্ঞা হয়েছে শরীরক্ষয়।
> রমণী ঘটিকাসমা, তুলি জল বারবার,
> ঘটিকা নিঃশেষ করে কূপ আদি জলাধার,
> সেইরূপ বামাগণ রাগে কুহকের বলে
> পুরুষের পুরুষত্ব হরে নিত্য অবহেলে।

তখন বোধিসত্ত্ব পুত্রকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "বৎস যাহা হইবার তাহা হইয়াছে। এখন এস, মৈত্রী ও করুণা ভাবনা কর।" অনন্তর তিনি পুত্রকে চতুর্ব্বিধ ব্রহ্মবিহার এবং কৃৎস্ন-পরিকর্ম্ম শিক্ষা দিলেন; তাহার বলে সে অচিরে অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ লাভ করিল এবং দেহান্তে পিতার সহিত ব্রহ্মলোকে বাস করিতে লাগিল।

[শাস্তা এই ধর্ম্মদেশনা শেষ করিয়া সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই ভিক্ষু স্রোতাপত্তি ফল লাভ করিলেন।

সমবধান—তখন এই স্থূলাঙ্গী কুমারী ছিল সেই কুহকিনী এবং এই প্রেমাসক্ত ভিক্ষু ছিল সেই তাপস-কুমার।]

১০৭—সালিত্তক-জাতক।*

[এক ভিক্ষু লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিয়া একটা হংস নিহত করিয়াছিলেন। তদুপলক্ষে শাস্তা জেতবনে এই কথা বলিয়াছিলেন।

ঐ ভিক্ষু শ্রাবস্তীর এক সম্ভ্রান্তকুলজাত। তিনি অব্যর্থ সন্ধানে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিতে পারিতেন। একদিন তিনি ধর্ম্মোপদেশ শুনিয়া বৌদ্ধশাসনে শ্রদ্ধান্বিত হন এবং প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক যথাকালে উপসম্পদা লাভ করেন। কিন্তু শিক্ষা কিংবা আচার অনুষ্ঠান কিছুতেই তাঁহার উন্নতি ঘটে নাই। একদা তিনি এক দহর ভিক্ষুকে সঙ্গে লইয়া অচিরবতী নদীতে† গিয়াছিলেন। অবগাহনান্তে তাঁহারা নদীপুলিনে দাঁড়াইয়া আছেন, এমন সময়ে দুইটী শ্বেত হংস উড়িয়া যাইতেছিল। তাহা দেখিয়া উপসম্পন্ন ভিক্ষু দহর ভিক্ষুকে বলিলেন, "আমি পশ্চাতের হংসটিকে লোষ্ট্র দ্বারা চক্ষুতে বিদ্ধ করিয়া ভূতলে পাতিত করিতেছি।" দহর ভিক্ষু বলিলেন, "পাতিত করিলে আর কি! তুমি উহাকে আহত করিতেও পারিবে না।" "আচ্ছা দেখ, আমি উহার এক পার্শ্বের চক্ষুতে

---

* পালিটীকাকার ইহার এই অর্থ করেন :—সালিত্ত=শর্করাক্ষেপণ। শর্করা=উপলখণ্ড, লোষ্ট্র। পাঠান্তর 'সালিত্তক'।

† অযোধ্যা দেশস্থ নদী—বর্ত্তমান নাম রাপ্তী বা ঐরাবতী।

লোষ্ট্র বিদ্ধ করিয়া অপর পার্শ্বের চক্ষুর ভিতর দিয়া বাহির করিতেছি।" "মিছামিছি প্রলাপ বলিতেছ কেন?" "তুমি দাঁড়াইয়া দেখনা আমি কি করি।" অনন্তর তিনি অঙ্গুলি দ্বারা একটী ত্রিকোণ প্রস্তরখণ্ড লইয়া সেই হংসটীকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। প্রস্তরখণ্ড বন্ করিয়া ছুটিল; হংসটা বিপত্তির আশঙ্কা করিয়া থামিল। অনন্তর উড্ডনবিরত হংস কিসের শব্দ জানিবার নিমিত্ত যেমন অন্যদিকে দৃষ্টিপাত করিল, অমনি সেই ভিক্ষু একটা মসৃণ লোষ্ট্র লইয়া উহার চক্ষু লক্ষ্য করিয়া এমন বেগে নিক্ষেপ করিলেন যে তাহা ঐ চক্ষু ভেদ করিয়া অপর চক্ষু দিয়া বাহির হইয়া গেল। হংসটী তখন আর্ত্তনাদ করিতে করিতে তাঁহার পাদমূলে পতিত হইল। দহর ভিক্ষু তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, "তুমি বড় অন্যায় কাজ করিলে। চল তোমাকে শাস্তার নিকটে লইয়া যাই।" অনন্তর দহর ভিক্ষু শাস্তার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। শাস্তা প্রবীণ ভিক্ষুকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, "তুমি অতীত কালেও এইরূপ লোষ্ট্রনিক্ষেপে নিপুণ ছিলে।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব তাঁহার একজন অমাত্য ছিলেন। তখন রাজপুরোহিত এমন মুখর ও বহুভাষী ছিলেন, যে তিনি কথা বলিতে আরম্ভ করিলে অন্য কাহারও বাঙ্‌নিষ্পত্তির অবসর জুটিত না। ইহাতে রাজা বিরক্ত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, "এই ব্রাহ্মণের মুখ বন্ধ করিতে পারে এমন একটী লোক পাইলে ভাল হয়।" তদবধি তিনি সেইরূপ একটী লোক অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

ঐ সময়ে বারাণসীতে লোষ্ট্রনিক্ষেপনিপুণ এক খঞ্জ বাস করিত। ছেলেরা তাহাকে এক ক্ষুদ্র রথে চড়াইয়া নগরদ্বারে টানিয়া লইয়া যাইত। সেখানে শাখাপল্লবযুক্ত এক প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ ছিল। ছেলেরা তাহার তলে খঞ্জকে ঘিরিয়া দাঁড়াইত, এবং তাহার হস্তে কাকিণী * প্রভৃতি দিয়া বলিত, "একটা হাতী কর," "একটা ঘোড়া কর" ইত্যাদি। খঞ্জ ক্রমান্বয়ে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিয়া যে, যেরূপ বলিত, পাতাগুলি সেই আকারে কাটিয়া দেখাইত। এই কারণে উক্ত বৃক্ষটীর প্রায় সমস্ত পত্রই ছিদ্রবিচ্ছিদ্রযুক্ত হইয়াছিল।

একদিন রাজা উদ্যানগমনকালে সেইখানে উপস্থিত হইলেন। রাজার রথ আসিতেছে দেখিয়া ছেলেরা পলাইয়া গেল। খঞ্জ বেচারি একাকী সেখানে পড়িয়া রহিল। রাজা যখন বৃক্ষমূলে উপনীত হইলেন, তখন দেখিতে পাইলেন পত্রসমূহের সচ্ছিদ্রতাবশতঃ বটচ্ছায়া শবলীকৃত হইয়াছে। অনন্তর তিনি ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক দেখিলেন, প্রায় সমস্ত পত্রই সচ্ছিদ্র। তিনি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন এক খঞ্জ লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিয়া পাতাগুলির উক্তরূপ দুর্দ্দশা করিয়াছে। তখন তিনি ভাবিলেন, 'সম্ভবতঃ এই লোকটীর দ্বারা ব্রাহ্মণের মুখ বন্ধ করা যাইতে পারে।' রাজা জিজ্ঞাসিলেন, "সে খঞ্জ কোথায়?" রাজপুরুষেরা চারিদিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক তাহাকে বৃক্ষমূলে দেখিতে পাইল এবং রাজার নিকট বলিল, মহারাজ, "এই সেই খঞ্জ।" রাজা তাহাকে নিজের নিকট আনাইয়া সহচরদিগকে সরিয়া যাইতে আদেশ দিলেন এবং বলিলেন, "আমার সভায় একজন অতিমুখর ব্রাহ্মণ আছেন। তুমি তাঁহার মুখ বন্ধ করিতে পার কি?"

খঞ্জ উত্তর দিল, "মহারাজ, যদি শুষ্ক অজবিষ্ঠাপূর্ণ একটা নালী পাই তাহা হইলে তাঁহার মুখ বন্ধ করিতে পারি।" ইহা শুনিয়া রাজা সেই খঞ্জকে প্রাসাদে লইয়া গিয়া তাহাকে যবনিকার অন্তরালে রাখিয়া দিলেন। ঐ যবনিকায় একটী ছিদ্র রহিল, রাজা তদভিমুখে ব্রাহ্মণের আসন স্থাপন করাইলেন।

ব্রাহ্মণ যথাসময়ে রাজদর্শনে আগমন করিয়া উক্ত আসনে উপবেশন করিয়া আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি এমন অনর্গল ভাবে কথা বলিতে লাগিলেন, যে অন্য কাহার একটী মাত্র শব্দ উচ্চারণ করিবার অবসর রহিল না। এই সময়ে খঞ্জ যবনিকার ছিদ্রপথে এক

---

* একপ্রকার ক্ষুদ্র তাম্রমুদ্রা (১৮শ পৃষ্ঠের টীকা দ্রষ্টব্য)।

একটী অজবিষ্ঠাপিণ্ড নিক্ষেপ করিতে লাগিল। সেগুলি ব্রাহ্মণের তালুর ভিতর গিয়া মক্ষিকার
একটী অজবিষ্ঠাপিণ্ড নিক্ষেপ করিতে লাগিল। সেগুলি ব্রাহ্মণের তালুর ভিতর গিয়া মক্ষিকার
মত পড়িতে লাগিল, এবং যেমন পড়িতে লাগিল, ব্রাহ্মণ সেগুলি এক একটী করিয়া তৈলবিন্দুর ন্যায় উদরসাৎ করিলেন। এইরূপ নালীস্থ সমস্ত অজবিষ্ঠাই ব্রাহ্মণের কুক্ষিগত হইল।

এক নালী অজবিষ্ঠা ব্রাহ্মণের উদরস্থ হইয়া ক্রমে ফুলিয়া অর্দ্ধ আঢকপ্রমাণ হইল।* রাজা সমস্ত দেখিতেছিলেন। তিনি অজবিষ্ঠার পরিমাণ ভাবিয়া ব্রাহ্মণকে বলিলেন, "মহাশয়, আপনি এমনই মুখর যে কথা বলিতে বলিতে একনালী অজবিষ্ঠা গিলিয়া ফেলিলেন, অথচ ইহার কিছুই জানিতে পারিলেন না! একবারে বোধ হয় ইহার অধিক জীর্ণ করিতে পারিবেন না। এখন গৃহে যাউন, প্রিয়ঙ্গু-জল † খাইয়া বমন করুন, তাহা হইলে সুস্থ হইতে পারিবেন।"

তদবধি সেই ব্রাহ্মণের মুখ যেন একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। কেহ তাঁহার সহিত কথা বলিতে চাহিলেও তিনি কথা বলিতেন না। রাজা ভাবিলেন, 'এই খঞ্জের কৌশলবলেই আমার কাণ জুড়াইয়াছে।' অতএব তিনি ঐ ব্যক্তিকে লক্ষমুদ্রা আয়ের চারিখানি গ্রাম দান করিলেন। ঐ গ্রামগুলির এক এক খানি বারাণসী রাজ্যের এক এক দিকে অবস্থিত ছিল।

বোধিসত্ত্ব একদিন রাজার নিকট গিয়া বলিলেন, "মহারাজ, পৃথিবীতে কোন না কোন কাজে নৈপুণ্যলাভ করা পণ্ডিতদিগের কর্ত্তব্য। দেখুন, কেবল লোষ্ট্রনিক্ষেপ নৈপুণ্যের বলেই এই খঞ্জ বিপুল সম্পত্তি লাভ করিয়াছে।" অনন্তর তিনি এই গাথা পাঠ করিলেন :—

যাহার যে কাজ, তাহাতেই তার নৈপুণ্য কল্যাণ-কর ;
লোষ্ট্রনিক্ষেপণে নিপুণ বলিয়া খঞ্জ চতুর্গ্রামেশ্বর।

[সমবধান—তখন এই ভিক্ষু ছিল সেই খঞ্জ, আনন্দ ছিল সেই রাজা এবং আমি ছিলাম তাহার পণ্ডিত অমাত্য।]

১০৮—বাহ্য-জাতক।

[শাস্তা বৈশালীর নিকটবর্ত্তী মহাবনস্থ কূটাগারশালায় অবস্থিতিকালে জনৈক লিচ্ছবিরাজ ‡ সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন।

এই ব্যক্তি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া বৌদ্ধশাসনে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তিনি একদা বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজের গৃহে লইয়া গিয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগকে ভক্ষ্যভোজ্যাদি বহু উপহার দান করিয়াছিলেন। ইঁহার ভার্য্যা এত স্থূলাঙ্গী ছিলেন যে তাঁহাকে দেখিলে স্ফীতশব বলিয়া মনে হইত, তাহার বেশবিন্যাসও অতি কদর্য্য ছিল।

ভোজনাবসানে শাস্তা লিচ্ছবিরাজকে ধন্যবাদ দিয়া বিহারে ফিরিয়া গেলেন এবং ভিক্ষুদিগকে উপদেশ দান করিবার পর গন্ধকুটীরে প্রবেশ করিলেন। তখন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া কথাবার্ত্তায় প্রবৃত্ত হইলেন। কেহ কেহ বলিলেন, "দেখ, লিচ্ছবিরাজ কেমন সুপুরুষ ; তিনি কিরূপে এই স্থূলাঙ্গী ও হীনবেশা ভার্য্যার সংসর্গে সুখী হইতে পারেন?" এই সময়ে শাস্তা সেখানে আগমনপূর্ব্বক তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিয়া বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, লিচ্ছবিরাজ পূর্ব্বেও এইরূপ এক স্থূলাঙ্গীর প্রণয়াসক্ত ছিলেন।" অনন্তর ভিক্ষুদিগের অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব তাঁহার একজন অমাত্য ছিলেন। তখন জনপদবাসিনী হীনবেশা এক স্থূলাঙ্গী রমণী গৃহস্থদিগের বাটীতে কাজকর্ম্ম করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। সে একদিন রাজভবনের প্রাঙ্গণের নিকট দিয়া যাইবার সময় মলবেগে

---

* আঢক—৪০৯৬ মাষা অর্থাৎ প্রায় ৪ সের।

† প্রিয়ঙ্গু—কাঙ্নি, পিপ্পলি। এখানে বোধ হয় 'পিপ্পলি' অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে।

‡ বৈশালীতে কুলতন্ত্র শাসন প্রবর্ত্তিত ছিল। যে সকল ক্ষত্রিয় সমবেত হইয়া শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন, তাঁহারা সকলেই 'রাজা' উপাধি ভোগ করিতেন।

পীড়িত হইল এবং অবনতদেহে নিজের পরিচ্ছদটী চারি পাশে বিস্তার পূর্ব্বক নিমেষের মধ্যে মলত্যাগ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার উঠিয়া দাঁড়াইল। সেই সময়ে রাজা একটা বাতায়নের ভিতর দিয়া প্রাঙ্গণের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন। তিনি জনপদবাসিনীর এই সুকৌশলসম্পন্ন কার্য্য দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, "যে রমণী রাজপ্রাঙ্গণসমীপে মলত্যাগ করিবার সময় এইরূপে লজ্জাশীলতা রক্ষাপূর্ব্বক নিজের পরিচ্ছদে প্রতিচ্ছন্ন হইয়া পলকের মধ্যে বেগপীড়া হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে, সে নিশ্চিত নীরোগ; তাহার বাসস্থানও পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন। যে পুত্রের জন্ম পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন গৃহে, সে নিজেও পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন এবং পুণ্যবান্ হইয়া থাকে। অতএব ইহাকে আমার অগ্রমহিষী করিতে হইবে।" অনন্তর রাজা যখন অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন যে ঐ রমণীর বিবাহ হয় নাই, তখন তিনি তাহাকে রাজভবনে আনাইয়া অগ্রমহিষীর পদে প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন। রমণী অচিরে রাজার অতিপ্রিয়া ও মনোজ্ঞা হইলেন এবং এক পুত্র প্রসব করিলেন। এই পুত্র উত্তরকালে রাজচক্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন।

বোধিসত্ত্ব জনপদবাসিনীর সৌভাগ্য দেখিয়া এক দিন রাজাকে বলিলেন, "মহারাজ, যখন এই পুণ্যবতী রমণী লজ্জাশীলতা রক্ষাপূর্ব্বক প্রতিচ্ছন্নভাবে মলত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া আপনার প্রণয়ভাগিনী হইয়াছেন এবং ঈদৃশ সৌভাগ্য ভোগ করিতেছেন, তখন লোকে শিক্ষিতব্য বিষয় কেন শিক্ষা করিবে না?" অনন্তর বোধিসত্ত্ব শিক্ষিতব্য বিষয়ের প্রশংসা কীর্ত্তন করিয়া এই গাথা পাঠ করিলেন :—

> নিজে যাহা জানে তাহা ভাল ভাবি মনে
> শিখিতে বিরত আছে কত শত জনে।
> না চলি তাদের পথে বুদ্ধিমান্ জন
> শিক্ষিতব্য শিখি লয় করি প্রাণপণ।
> যাহা-জনপদজাতা রমণীরতন,
> লজ্জাশীলতায় তোষে নৃমণির মন।

যাহারা শিক্ষিতব্য বিষয় শিক্ষা করে, মহাসত্ত্ব এইরূপে তাহাদের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

[সমবধান—তখন এই দম্পতী ছিল সেই দম্পতী এবং আমি ছিলাম সেই পণ্ডিত অমাত্য।]

১০৯—কুণ্ডক-পূপ-জাতক।*

[শাস্তা শ্রাবস্তীনগরে অবস্থিতিকালে জনৈক নিতান্ত দরিদ্র ব্যক্তির সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন।

বুদ্ধপ্রমুখ সঙ্ঘের খাদ্যাদির জন্য শ্রাবস্তীনগরে এক এক সময়ে এক এক ব্যবস্থা হইত। কখনও এক এক গৃহস্থ একাকীই ঐ ভার লইতেন; কখনও তিন চারি জন গৃহস্থ, কখনও এক একটী সম্প্রদায়, কখনও কোন রাজপথপার্শ্ববর্ত্তী সমস্ত অধিবাসী, কখনও বা সমস্ত নগরবাসী চাঁদা তুলিয়া ভিক্ষুদিগকে ভক্ষ্যভোজ্যাদিদানে পরিতুষ্ট করিতেন। যে সময়ের কথা হইতেছে, তখন কোন রাজপথপার্শ্ববর্ত্তী লোকে সম্মিলিত হইয়া ভোজের আয়োজন করিয়াছিলেন। তত্রত্য অধিবাসীরা সঙ্কল্প করিল, বুদ্ধপ্রমুখ সঙ্ঘকে প্রথমে যাগু পান করাইয়া পরে পিষ্টক দিতে হইবে।

ঐ পথের পার্শ্বে এক অতি নিঃস্ব ব্যক্তির বাস ছিল। সে মজুরি করিয়া অতিকষ্টে দিনপাত করিত। সে ভাবিল, 'আমার যাগু দিবার সাধ্য নাই; অতএব আমি পিষ্টক দিব।" সে তুষ হইতে কিছু মিহি কুঁড়া যোগাড় করিল, উহা জলে ভিজাইল, আকন্দের পাতা দিয়া জড়াইল এবং উত্তপ্ত ভস্মের মধ্যে রাখিয়া পাক করিল। এইরূপে পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া সে স্থির করিল এই পিষ্টক স্বয়ং বুদ্ধকে দান করিতে হইবে। সে উহা হাতে লইয়া বুদ্ধের পার্শ্বে দাঁড়াইল।

অনন্তর যেমন পিষ্টক পরিবেষণের কথা হইল, অমনি সে সর্ব্বপ্রথমে বুদ্ধের পাত্রে নিজের পিষ্টক দান

---

* কুণ্ডক=কুঁড়া।

করিল। অপর সকলেও বুদ্ধকে পিষ্টক দিতে অগ্রসর হইল; কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ না করিয়া সেই কুণ্ডক-পিষ্টকই আহার করিলেন।

সম্যকসম্বুদ্ধ প্রসন্নচিত্তে এক অতিদরিদ্রপ্রদত্ত কুণ্ডক-পিষ্টক আহার করিয়াছেন, অচিরে এই কথা মহা কোলাহলে সমস্ত নগরে রাষ্ট্র হইল। দৌবারিক হইতে মহামাত্য ও রাজা পর্য্যন্ত সকলে সেখানে সমবেত হইয়া শাস্তাকে বন্দনা করিলেন এবং সেই দরিদ্র ব্যক্তিকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, "ওহে, এই খাদ্য লও", "এই দুই শত মুদ্রা লও", "এই পঞ্চশত মুদ্রা লও" এবং ইহার বিনিময়ে আমাদিগকে তোমার সুকৃতির অংশ দান কর।* সে ভাবিল, "শাস্তাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি কি কর্ত্তব্য।" সে তাঁহার নিকটে গিয়া পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিল। শাস্তা বলিলেন, "ধন গ্রহণ কর এবং সর্ব্বপ্রাণীকে তোমার সুকৃতির ফল দাও।" এই আদেশ পাইয়া সে ধন গ্রহণ আরম্ভ করিল। তখন উপস্থিত জনসঙ্ঘ মুক্তহস্তে ধনবর্ষণ করিতে লাগিল। এক জনে এক মুদ্রা দিল ত আর একজনে দুই মুদ্রা, আর একজনে চার মুদ্রা, আর একজনে অষ্টমুদ্রা এই ভাবে—উত্তরোত্তর একে অপরকে অতিক্রমপূর্ব্বক অর্থদান করিল এবং ক্ষণকালমধ্যে সেই দুর্গত ব্যক্তি নবকোটি সুবর্ণের অধিপতি হইল।

এদিকে শাস্তা নগরবাসীদিগকে ভোজনের ব্যবস্থা অতি উত্তম হইয়াছে ইহা জানাইয়া বিহারে ফিরিয়া গেলেন এবং ভিক্ষুদিগকে ধর্ম্মপথ প্রদর্শন করিয়া ও বুদ্ধোচিত উপদেশ দিয়া, গন্ধকুটীরে প্রবেশ করিলেন। রাজা সায়ংকালে ঐ দুঃখী ব্যক্তিকে ডাকাইয়া শ্রেষ্ঠীর পদে নিয়োজিত করিলেন।

অনন্তর ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "মহাদুর্গতপ্রদত্ত কুণ্ডক-পিষ্টক ঘৃণা করা দূরে থাকুক, শাস্তা উহা অমৃতজ্ঞানে ভোজন করিলেন, মহাদুর্গত প্রচুর বিভব লাভ করিয়া শ্রেষ্ঠীর পদে প্রতিষ্ঠিত হইল।" এই সময় শাস্তা সেখানে উপনীত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এ জন্মে নহে, পূর্ব্বেও আমি যখন বৃক্ষদেবতা ছিলাম তখন এই ব্যক্তির কুণ্ডকপিষ্টক প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করিয়াছিলাম এবং আমার প্রসাদে এ শ্রেষ্ঠিপদ লাভ করিয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন:—

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব এক এরণ্ড বৃক্ষে বৃক্ষদেবতারূপে বাস করিতেছিলেন। তখন গ্রামবাসীরা ইষ্টসিদ্ধি-কামনায় দেবদেবীর পূজা করিত। একদিন কোন পর্ব্বাহে তাহারা উপাস্য বৃক্ষদেবতাদিগকে পূজা দিতে আরম্ভ করিল। এক দুর্গত ব্যক্তি অন্য সকলকে স্ব স্ব বৃক্ষদেবতাকে পূজা করিতে দেখিয়া নিজে এক এরণ্ড বৃক্ষকে পূজা করিবার সঙ্কল্প করিল। অন্য সকলে দেবতাদিগের জন্য মাল্য, গন্ধ, বিলেপন ও নানাবিধ মিষ্টান্নাদি লইয়া আসিয়াছিল; দুর্গত ব্যক্তি কেবল একখানি কুণ্ডকপিষ্টক ও এক ওড়ং জল আনয়ন করিল এবং এরণ্ড তরুর অদূরে দাঁড়াইয়া চিন্তা করিতে লাগিল, 'দেবতারা নাকি উৎকৃষ্ট খাদ্য আহার করেন? আমার দেবতা কখনও এই কুণ্ডকপিষ্টক আহার করিবেন না। অতএব বৃক্ষমূলে সমর্পণ করিলে ইহা কেবল নষ্ট করা হইবে। তাহা না করিয়া বরং আমি নিজেই ইহা খাইয়া ফেলি।' এই স্থির করিয়া সে গৃহাভিমুখে যাইবার জন্য ফিরিয়া দাঁড়াইল। তখন বোধিসত্ত্ব তরুস্কন্ধ হইতে বলিলেন, 'ভদ্র, ঐশ্বর্য্য থাকিলে তুমি আমাকে নিশ্চিত মধুর খাদ্য দান করিতে। কিন্তু তুমি দরিদ্র। আমি যদি তোমার পিষ্টক না খাই, তবে আর কি খাইব! আমাকে আমার প্রাপ্য বলি হইতে বঞ্চিত করিও না।' অনন্তর তিনি এই গাথা পাঠ করিলেন:—

ভক্তের জুটিবে যাহা, দেবতারা লন তাহা,
তার চেয়ে ভাল আর পাইবেন কেমনে?
কুণ্ডক-পিষ্টক তব, পাইলে প্রসন্ন হব,
ওই মোর প্রাপ্য বলি, এনেছ যা যতনে।

---

* পুণ্যবিক্রয়ের কথা খ্রীষ্টীয় সাহিত্যেও দেখা যায়। রোমের পোপ সেন্টপিটারের স্থলাভিষিক্ত বলিয়া অর্থের বিনিময়ে Indulgence নামক যে পুণ্যবিক্রয়ের পত্রী দান করিতেন তাহা ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের ইতিহাসে দ্রষ্টব্য।

ইহা শুনিয়া দুর্গত ব্যক্তি ফিরিল এবং বোধিসত্ত্বকে দেখিতে পাইয়া পূজা দিল। বোধিসত্ত্ব সেই সুখাদ্য পিষ্টক আহার করিয়া বলিলেন, "বৎস, তুমি কি মানসে আমায় পূজা দিলে বল।" সে বলিল, "প্রভু, আমি অতি দরিদ্র; যাহাতে দুঃখ ঘুচে, সেই নিমিত্ত পূজা দিয়াছি।" "তোমার চিন্তা নাই; তুমি যাঁহাকে পূজা করিলে তিনি কৃতজ্ঞ। এই এরণ্ড বৃক্ষের চতুর্দ্দিকে নিধিপূর্ণ অনেকগুলি কলস নিহিত আছে। তাহাদের সংখ্যা এত অধিক যে একটার গলার সহিত আর একটা গলা ঠেকিয়াছে। তুমি গিয়া রাজাকে এই কথা জানাও এবং সমস্ত ধন শকট বহন করিয়া রাজভবনের অঙ্গনে পুঞ্জ করিয়া রাখ। তাহাতে রাজা অতিমাত্র প্রীত হইয়া তোমাকে শ্রেষ্ঠীর পদে নিয়োজিত করিবেন।" ইহা বলিয়া বোধিসত্ত্ব অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর দুর্গত ব্যক্তি তাঁহার উপদেশমত কার্য্য করিল এবং রাজা তাঁহাকে শ্রেষ্ঠিপদে প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন। এইরূপে বোধিসত্ত্বের প্রসাদে সেই দুর্গত ব্যক্তি মহাসম্পত্তির অধিপতি হইল এবং জীবনান্তে কর্ম্মানুরূপ গতি লাভ করিল।

[সমবধান—তখন এই দুর্গত ব্যক্তি ছিল সেই দুর্গত ব্যক্তি এবং আমি ছিলাম সেই এরণ্ডবৃক্ষদেবতা।]

১১০—সর্ব্বসংহারক-প্রশ্ন।

এই প্রশ্নবৃত্তান্ত উন্মার্গ-জাতকে (৫৪৬) সবিস্তর বর্ণিত হইবে।

১১১—গর্দ্দভ-প্রশ্ন।

এই প্রশ্নবৃত্তান্ত উন্মার্গজাতকে বর্ণিত হইবে।

১১২—অমরাদেবী-প্রশ্ন *

এই প্রশ্নবৃত্তান্ত উন্মার্গ-জাতকে বর্ণিত হইবে।

১১৩—শৃগাল-জাতক।

[শাস্তা বেণুবনে দেবদত্তসম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। একদিন ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া বলিতেছিলেন, "দেখ, দেবদত্ত পঞ্চশত ভিক্ষু লইয়া গয়শিরে চলিয়া গিয়াছেন; 'শ্রমণ গৌতম যাহা করেন তাহা ধর্ম্ম নহে, আমি যাহা করি তাহাই ধর্ম্ম, এইরূপ মিথ্যা বাক্যে তাহাদিগকে বিপথে লইয়া যাইতেছেন। তিনি সঙ্ঘ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন, সপ্তাহে দুই দিন উপোসথের জন্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন।" তাঁহারা এইরূপে দেবদত্তের দোষ কীর্ত্তন করিতেছিলেন, এমন সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া সেই কথা শুনিতে পাইলেন। তখন শাস্তা কহিলেন, "দেবদত্ত কেবল এজন্মে নহে, পূর্ব্বেও মিথ্যাবাদী ছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন।]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব কোন শ্মশানবনে বৃক্ষদেবতা হইয়া বাস করিতেন। একদা বারাণসী নগরে কোন পর্ব্বোপলক্ষে উৎসব হইবে বলিয়া ঘোষণা হইল এবং নগরবাসীরা যক্ষদিগকে পূজা দিবার সঙ্কল্প করিল। তাহারা চত্বরে ও রাজপথে মৎস্য মাংস ছড়াইয়া ও সুরাপূর্ণ ভাণ্ড রাখিয়া দিল।†

নিশীথ সময়ে এক শৃগাল পয়ঃপ্রণালী দিয়া নগরে প্রবেশপূর্ব্বক ঐ মৎস্য মাংস খাইল, সুরাপান করিল এবং এক গুল্মের ভিতর প্রবেশ করিয়া অরুণোদয় পর্য্যন্ত নিদ্রিত হইয়া রহিল। নিদ্রাভঙ্গ হইলে শৃগাল দেখিল রৌদ্র উঠিয়াছে, আর বাহির হইয়া যাইবার সময় নাই।

* অমরাদেবী রাজা মহৌষধের মহিষী। বোধিসত্ত্ব একবার মানবজন্ম পরিগ্রহ করিয়া মহারাজ মহৌষধ নামে খ্যাত হইয়াছিলেন।

† এখনও চড়কপূজা উপলক্ষে পিশাচাদিকে এইরূপে বলি দিবার ব্যবস্থা দেখা যায়।

কাজেই সে পথের ধারে লুকাইয়া রহিল। সে অনেক লোককে ঐ পথ দিয়া যাতায়াত করিতে দেখিল, কিন্তু কাহারও সঙ্গে কোন কথা বলিল না। অনন্তর এক ব্রাহ্মণ মুখ ধুইতে যাইতেছেন দেখিয়া শৃগাল চিন্তা করিল, 'ব্রাহ্মণেরা ধনলোভী; ইহাকে ধনের লোভ দেখাইয়া যাহাতে আমাকে কোছড়ে করিয়া ও উড়ানী ঢাকা দিয়া নগরের বাহিরে লইয়া যায়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইতেছে।' ইহা স্থির করিয়া সে মনুষ্যভাষায় "ওহে ব্রাহ্মণ", এইরূপ সম্বোধন করিল।

ব্রাহ্মণ মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "কে আমায় ডাকে?" শৃগাল বলিল, "আমি ডাকিয়াছি।" "কেন?" "দেখুন, আমার দুইশত কাহণ ধন আছে। আপনি যদি আমায় কোছড়ে করিয়া ও উড়ানী ঢাকা দিয়া এমন ভাবে নগরের বাহিরে লইয়া যান যে কেহ দেখিতে না পায়, তাহা হইলে ঐ ধন আপনাকে দিব।" ব্রাহ্মণ ধনলোভে বলিলেন, "উত্তম কথা।" তিনি শৃগালকে সেইভাবে বহন করিয়া নগরের বাহির হইলেন।

কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে শৃগাল জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুর, এ কোন যায়গা?" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "অমুক যায়গা।" "আরও একটু যাইতে হইবে।" এইরূপে পুনঃ পুনঃ অগ্রসর হইতে হইতে শৃগাল শেষে মহাশ্মশানের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, "এইখানে আমায় নামাইয়া দিন।" ব্রাহ্মণ তাহাকে সেখানে নামাইয়া দিলেন। তখন শৃগাল কহিল, "ব্রাহ্মণ, এখন ভূমির উপর আপনার উত্তরীয় খানি বিস্তৃত করুন।" ব্রাহ্মণ ধনলোভে উত্তরীয় বিস্তৃত করিলে শৃগাল আবার কহিল "এই বৃক্ষমূল খনন করুন।" ব্রাহ্মণ তদনুসারে ভূমিখননে প্রবৃত্ত হইলেন; ইত্যবসরে শৃগাল উত্তরীয় বস্ত্রের উপর উঠিয়া উহার চতুষ্কোণে ও মধ্যভাগে মলমূত্রত্যাগপূর্ব্বক উহা মলাক্ত ও মূত্রসিক্ত করিয়া শ্মশানে চলিয়া গেল। তদ্দর্শনে বোধিসত্ত্ব বৃক্ষশাখা হইতে এই গাথা বলিলেন:—

> একে শিবা, তাহে মত্ত সুরাপান করি;
> বিশ্বাস করিলে তারে, বুদ্ধি বলিহারি।
> দুই শত কার্ষাপণ, সেত বড় কথা;
> কপর্দ্দক শতমাত্র পাবে না ক হেথা।

এই গাথা পাঠ করিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "ব্রাহ্মণ, এখন যাও, উত্তরীয় ধুইয়া ও স্নান করিয়া গৃহে গমন কর এবং নিজের কাজকর্ম্ম দেখ।" অনন্তর বোধিসত্ত্ব অন্তর্হিত হইলেন; ব্রাহ্মণও 'কি ঠকাই ঠকিলাম' ভাবিতে ভাবিতে বিমর্ষভাবে স্নানাদি শেষ করিয়া গৃহে ফিরিলেন।

সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল সেই শৃগাল এবং আমি ছিলাম সেই শ্মশানবাসী বৃক্ষ-দেবতা।]

১১৪—মিতচিন্তি-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে দুইজন বৃদ্ধ 'স্থবির'-সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। তাঁহারা কোন জনপদের নিকটস্থ অরণ্যে বর্ষাবাস করিয়া শাস্তার দর্শনলাভার্থ যাত্রা করিবার সঙ্কল্প করিলেন এবং পাথেয় সংগ্রহপূর্ব্বক 'আজ যাইব', 'কাল যাইব' করিতে করিতে এক মাস কাটাইলেন। তাহার পর আবার পাথেয় সংগ্রহ হইল, পূর্ব্ববৎ আরও একমাস কাটিয়া গেল। এইরূপে ক্রমে ক্রমে তিন মাস অতিবাহিত হইল।

অলসতাবশতঃ নিবাসন-স্থানে একাদিক্রমে তিনমাস কাটাইয়া অবশেষে তাঁহারা সেখানে হইতে সত্য সত্যই যাত্রা করিলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া বিহারস্থ ভিক্ষুগণ জিজ্ঞাসিলেন, "আজ অনেক দিন হইল আপনারা বুদ্ধোপাসনা করিয়া গিয়াছিলেন। এবার এত বিলম্ব হইল কেন?" স্থবিরদ্বয় যাহা যাহা ঘটিয়াছিল খুলিয়া বলিলেন। তচ্ছ্রবণে সঙ্ঘস্থ সকলে তাঁহাদের অলসতার কথা জানিতে পারিল; ধর্ম্মসভাতেও এ সম্বন্ধে আলোচনা হইল। শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া এই কথা শুনিলেন এবং স্থবিরদ্বয়কে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা সত্যই কি আলস্য-পরতন্ত্র হইয়াছিলে?" স্থবিরদ্বয় বলিলেন, "হাঁ ভগবন্, আমরা প্রকৃতই

নিতান্ত অলস হইয়া পড়িয়াছিলাম।" শাস্তা বলিলেন, "তোমরা পূর্ব্বেও এইরূপ আলস্যবশতঃ বাসস্থান-পরিহারে বিরত হইয়াছিলে।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—)

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বারাণসীর নিকটস্থ নদীতে বহুচিন্তী, অল্পচিন্তী ও মিতচিন্তী নামে তিনটী মৎস্য উপনীত হইয়াছিল। তাহারা পূর্ব্বে বন্য অঞ্চলে বাস করিত, পরে নদীর স্রোতোবেগে লোকালয়-সমীপস্থ এই প্রদেশে আসিয়া পড়িয়াছিল। ইহাতে ভীত হইয়া মিতচিন্তী অপর মৎস্যদ্বয়কে বলিল, "দেখ, লোকালয়সমীপস্থ স্থান বিপজ্জনক ও ভয়োৎপাদক। এখানে কৈবর্ত্তেরা নানারূপ জাল ও ঘোনা প্রভৃতি যন্ত্রের সাহায্যে মাছ ধরিয়া থাকে। চল, আমরা আরণ্যপ্রদেশে ফিরিয়া যাই।" কিন্তু অপর দুইটী মৎস্য আলস্যের ও খাদ্যলোভের বশবর্ত্তী হইয়া আজ না কাল করিতে করিতে তিন মাস কাটাইল। অতঃপর একদিন কৈবর্ত্তেরা আসিয়া নদীতে জাল ফেলিল। বহুচিন্তী ও অল্পচিন্তী খাদ্যানুসন্ধানে অগ্রে অগ্রে বিচরণ করিতেছিল। তাহারা নিতান্ত মূর্খ ও অন্ধের ন্যায় জাল দেখিতে না পাইয়া উহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। মিতচিন্তী পশ্চাতে আসিতেছিল; সে জালগ্রন্থি দেখিয়া বুঝিতে পারিল যে তাহার সঙ্গিদ্বয় জালকুক্ষিগত হইয়াছে। তখন সে এই আলস্যান্ধ মৎস্যদ্বয়ের জীবন-রক্ষার সঙ্কল্প করিল। অনন্তর সে জালের এক পাশ দিয়া সম্মুখ ভাগে উপস্থিত হইয়া জল আলোড়ন করিল, তাহাতে বোধ হইল যে সে যেন জাল ভেদ করিয়া সেখানে গিয়াছে। তাহার পরে সে জালের পশ্চাদ্ভাগে গিয়াও জল আলোড়ন করিল, তাহাতে বোধ হইল যেন সে জাল ছিঁড়িয়া গিয়াছে। ইহা দেখিয়া কৈবর্ত্তেরা সিদ্ধান্ত করিল, মাছগুলা জাল ছিঁড়িয়া পলাইতেছে। তাহারা জালরক্ষা করিবার জন্য উহার দুই প্রান্ত ধরিয়া তুলিতে লাগিল এবং এই অবসরে বহুচিন্তী ও অল্পচিন্তী মুক্তিলাভ করিয়া জলে পতিত হইল। মিতচিন্তীর কৌশলবলে এইরূপে তাহাদের জীবনরক্ষা হইল।

[শাস্তা অতীত কথা শেষ করিয়া অভিসম্বুদ্ধভাবে নিম্নলিখিত গাথা পাঠ করিলেন :—

বহুচিন্তী, অল্পচিন্তী পড়ি কৈবর্ত্তের জালে
লভিল জীবন শেষে মিতচিন্তি-বুদ্ধিবলে।

অতঃপর শাস্তা সত্যচতুষ্টয় ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া স্থবিরদ্বয় স্রোতাপত্তি ফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

সমবধান—তখন এই স্থবিরদ্বয় ছিল বহুচিন্তী ও অল্পচিন্তী; এবং আমি ছিলাম মিতচিন্তী।]

☞ এই জাতকের সহিত পঞ্চতন্ত্রবর্ণিত অনাগতবিধাতা, প্রত্যুৎপন্নমতি এবং যদ্ভবিষ্য নামধেয় মৎস্যত্রয়ের আখ্যায়িকার তুলনা আবশ্যক।]

১১৫—অনুশাসক-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে এক অনুশাসিকা * ভিক্ষুণীকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। এই রমণী শ্রাবস্তী নগরের এক সম্ভ্রান্ত কুলজাতা। তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণের পর যথাসময়ে উপসম্পদা লাভ করেন; কিন্তু তদবধি তিনি শ্রমণধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেন না, কেবল খাদ্যলালসায় ব্যস্ত থাকিতেন। নগরের যে অংশে অন্য ভিক্ষুণীরা যাইতেন না, তিনি সেই অংশে ভিক্ষাচর্য্যায় বাহির হইতেন। সেখানে লোকে তাঁহাকে উৎকৃষ্ট খাদ্য দান করিত। উদরসর্ব্বস্বা ভিক্ষুণী মনে করিতেন, 'যদি অন্য ভিক্ষুণীরা এখানে আগমন করে তাহা হইলে আমার প্রাপ্তির ব্যাঘাত ঘটিবে। অতএব এমন কোন কৌশল অবলম্বন করা আবশ্যক, যাহাতে অন্য কেহ নগরের এ অংশে ভিক্ষাচর্য্যায় না আসিতে পারে।' এই উদ্দেশ্যে তিনি ভিক্ষুণীদিগের উপাশ্রয়ে গিয়া বলিতেন, "অমুক স্থানে একটা পাগলা হাতী, অমুক স্থানে একটা ক্ষেপা ঘোড়া, অমুক স্থানে একটা খেঁকী কুকুর আছে; এ সকল অতি ভয়ানক স্থান। সাবধান, তোমরা কেহ এরূপ স্থানে ভিক্ষা করিতে যাইও না।" এ কথা শুনিয়া কোন ভিক্ষুণী সে অঞ্চলের দিকে মুখ ফিরাইয়াও তাকাইতেন না।

---

* যে সর্ব্বদা অপরকে সতর্ক হইয়া চলিতে উপদেশ দেয়।

উদরসেবারতা ভিক্ষুণী একদিন নগরের এই অংশে ভিক্ষা করিতে গিয়া যেমন তাড়াতাড়ি এক বাটীতে প্রবেশ করিয়াছেন, অমনি একটা প্রকাণ্ড ভেড়া ঢু মারিয়া তাহার উরুদেশের অস্থি ভাঙ্গিয়া ফেলিল। তখন লোকজন জুটিয়া তাঁহার ভাঙ্গা হাড় যোড়া দিয়া বাঁধিল এবং তাঁহাকে মাচায় তুলিয়া উপাশ্রয়ে লইয়া গেল। ভিক্ষুণীরা তখন পরিহাস করিয়া বলিতে লাগিলেন, "ইনি আমাদিগকে এত সাবধান করিতেন; অথচ নিজে নিষিদ্ধস্থানে ভিক্ষা করিতে গিয়া পা ভাঙ্গিয়া আসিলেন।"

অচিরে এই কথা ভিক্ষুসমাজে রাষ্ট্র হইল এবং ভিক্ষুরা একদিন ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া সেই ভিক্ষুণীর নিন্দা আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "এই ভিক্ষুণী অন্য ভিক্ষুণীদিগকে সতর্ক করিয়া দিতেন, অথচ নিজেই সেই নিষিদ্ধ স্থানে ভিক্ষা করিতে গিয়া মেষশৃঙ্গ-প্রহারে ভগ্নপদা হইলেন।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "এই ভিক্ষুণী পূর্ব্বেও অপরকে সাবধান করিয়া দিত, কিন্তু নিজে তদনুসারে চলিত না এবং সেইজন্য দুঃখ ভোগ করিয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব পক্ষিরূপে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পর পক্ষীদিগের রাজা হইয়াছিলেন এবং সহস্র সহস্র পক্ষিপরিবৃত হইয়া হিমালয়ে বিচরণ করিতে গিয়াছিলেন। এই সময়ে এক প্রচণ্ডা পক্ষিণী খাদ্যান্বেষণে এক রাজপথে চরিতে আরম্ভ করিল। সেখানে শকট হইতে ধান, মুগ প্রভৃতি শস্য পড়িয়া যাইত। সেই সমস্ত পাইয়া সে ভাবিল, 'এমন কোন উপায় করিতে হইবে যে এখানে অন্য কোন পক্ষী চরিতে না আইসে।'

ইহা স্থির করিয়া সে অন্যান্য পক্ষীদিগকে সাবধান করিয়া দিল, "দেখ, রাজপথে নানা আশঙ্কা। সেখান দিয়া হাতী ঘোড়া যাইতেছে, ভয়ানক ষাঁড়গুলা গাড়ী টানিতেছে। হঠাৎ উড়িয়া যাওয়াও সহজ নহে; অতএব সাবধান, তোমরা সেখানে চরিতে যাইও না।" সে প্রতিদিন পক্ষীদিগকে এইরূপ সতর্ক করিত বলিয়া তাহারা তাহার "অনুশাসিকা" এই নাম রাখিয়াছিল।

একদিন অনুশাসিকা রাজপথে চরিবার সময় শব্দ শুনিয়া বুঝিতে পারিল অতিবেগে একখানি শকট আসিতেছে। সে মুখ ফিরাইয়া সেদিকে তাকাইল এবং ভাবিল, 'এখনও অনেক দূরে আছে; আরও কিছুক্ষণ চরা যাউক।' সে পুনর্ব্বার চরিতে আরম্ভ করিল, এদিকে শকটখানি বায়ুবেগে আসিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইল। অনুশাসিকা উড়িয়া যাইবার অবসর পাইল না; শকটচক্র তাহার দেহ দ্বিধা ছিন্ন করিয়া চলিয়া গেল।

বোধিসত্ত্ব যখন সমাগত পক্ষীদিগকে গণিতে লাগিলেন, তখন অনুশাসিকাকে না দেখিতে পাইয়া তাহার অনুসন্ধানার্থ আদেশ দিলেন। পক্ষীরা অনুসন্ধান করিতে করিতে রাজপথে তাহার দ্বিখণ্ডীকৃত দেহ দেখিতে পাইল এবং বোধিসত্ত্বকে জানাইল। বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "তাই ত! সে অন্য পক্ষীদিগকে বারণ করিত; আর নিজেই নিষিদ্ধ স্থানে চরিতে গিয়া প্রাণ হারাইল!" অনন্তর তিনি এই গাথা বলিলেন :—

> অন্যেরে সতর্ক করে, নিজে কিন্তু লোভবশে
> নানা বিঘ্নসমাকুল নিষিদ্ধ স্থানেতে পশে।
> অনুশাসিকার প্রাণ চক্রাঘাতে গেল, হায়,
> ছিন্ন দেহ রাজপথে পড়ি গড়াগড়ি যায়।

[সমবধান—তখন এই অনুশাসিকা ভিক্ষুণী ছিল সেই অনুশাসিকা পক্ষিণী এবং আমি ছিলাম পক্ষীদিগের রাজা।]

১১৬—দুর্ব্বচ-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে জনৈক অবাধ্য ভিক্ষুসম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্ন বস্তু গৃধ্রজাতকে (৪২৭) বলা যাইবে। শাস্তা সেই ভিক্ষুকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, "তুমি যে কেবল এ জন্মেই অবাধ্য হইয়াছ তাহা নহে; পূর্ব্বেও অবাধ্যতাবশতঃ পণ্ডিতদিগের কথায় কর্ণপাত কর নাই এবং তন্নিবন্ধন শক্তির আঘাতে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলে।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :-

---

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব লঙ্ঘন-নর্ত্তককুলে * জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি অতি প্রজ্ঞাবান্ ও উপায়কুশল হইয়াছিলেন।

বোধিসত্ত্ব এক আচার্য্যের নিকট শক্তিলঙ্ঘন-বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সহিত শক্তিলঙ্ঘনক্রীড়াদি প্রদর্শন করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতেন। ঐ আচার্য্য নৃত্যকালে চারিটী শক্তি লঙ্ঘন করিতে পারিতেন; কিন্তু কিরূপে পাঁচটী শক্তি লঙ্ঘন করিতে হয় তাহা জানিতেন না। একদিন কোন গ্রামে ক্রীড়া প্রদর্শন করিবার সময় তিনি কিন্তু নেশার ঝোঁকে পাঁচটা শক্তি লঙ্ঘন করিবেন বলিয়া পাঁচটা শক্তিই যথাস্থানে রাখিয়া দিলেন। তাহা দেখিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "আচার্য্য, আপনি ত পাঁচটা শক্তি লঙ্ঘন করার কৌশল জানেন না। অতএব একটা তুলিয়া লউন। পাঁচটাই লঙ্ঘন করিতে গেলে আপনি পঞ্চম শক্তি দ্বারা বিদ্ধ হইবেন; তাহাতে আপনার অপমৃত্যু ঘটিবে।"

আচার্য্য তখন প্রমত্ত হইয়াছিলেন। তিনি বোধিসত্ত্বের কথা না শুনিয়া বলিলেন, "তুমি আমার ক্ষমতা জান না।" অনন্তর তিনি চারিটী শক্তি লঙ্ঘন করিয়া যেমন পঞ্চমটী লঙ্ঘন করিতে চেষ্টা করিলেন, অমনি উহার অগ্রভাগে বিদ্ধ হইয়া, মধুকপুষ্প যেমন বৃন্ত হইতে ঝুলিতে থাকে সেই ভাবে, ঝুলিতে ঝুলিতে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। তাহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "পণ্ডিতদিগের উপদেশ লঙ্ঘন করিয়াই আপনি প্রাণ হারাইলেন।" অনন্তর বোধিসত্ত্ব এই গাথা বলিলেন :—

> করিনু নিষেধ তবু দিলেনা ক কাণ,
> অসাধ্য সাধিতে গিয়া হারাইলে প্রাণ।
> লঙ্ঘিলে চারিটী শক্তি,—সাধ্য ছিল এই,
> পঞ্চত্ব, পঞ্চম চেষ্টা লঙ্ঘিবারে যেই।

বোধিসত্ত্ব ইহা বলিয়া আচার্য্যকে শক্তি হইতে উত্তোলনপূর্ব্বক তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করিলেন।

[সমবধান—তখন এই অবাধ্য ভিক্ষু ছিল সেই আচার্য্য এবং আমি ছিলাম তাঁহার অন্তেবাসিক।

১১৭—তিত্তির-জাতক। (২)

[শাস্তা জেতবনে কোকালিকের † সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। যাহারা দেবদত্তের কুপরামর্শে বুদ্ধশাসন পরিত্যাগ করিয়াছিল, কোকালিক তাহাদের অন্যতম। এই জাতকের প্রত্যুৎপন্নবস্তু তর্কারিয়-জাতকে (৪৮১) বলা হইবে। শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কোকালিক কেবল এজন্মেই যে নিজের মুখের দোষে বিনষ্ট হইয়াছে, এমন নহে, পূর্ব্বেও সে এই কারণে বিনষ্ট হইয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

---

* লঙ্ঘননর্ত্তক, যাহারা রজ্জু প্রভৃতির উপর শারীরকৌশলসাধ্য নৃত্যাদি দেখায়, বাজিকর (acrobat)।

† কোকালিক দেবদত্তের সম্প্রদায়ভুক্ত জনৈক পাষণ্ড। পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্বকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব উদীচ্যব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া তক্ষশিলানগরে সর্ব্ববিদ্যায় সুশিক্ষিত হইয়াছিলেন এবং বিষয়বাসনা পরিহারপূর্ব্বক ঋষি-প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া পঞ্চ অভিজ্ঞা ও অষ্টসমাপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। হিমালয়ের পাদদেশে যত ঋষি ছিলেন, তাঁহারা সমবেত হইয়া বোধিসত্ত্বকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। বোধিসত্ত্ব পঞ্চশত ঋষির গুরু হইয়া হিমালয়ে অবস্থিতিপূর্ব্বক ধ্যানসুখ ভোগ করিতেন।

একদা পাণ্ডুরোগগ্রস্ত এক তপস্বী কুঠার দ্বারা কাঠ চিরিতেছিলেন। এক বাচাল তপস্বী তাঁহার নিকটে বসিয়াছিলেন। তিনি 'এখানে এক কোপ মার,' 'ওখানে এক কোপ মার' এইরূপ অযাচিত পরামর্শ দিয়া রুগ্‌ণ তপস্বীর ক্রোধোদ্রেক করিলেন। রুগ্‌ণ তপস্বী ক্রোধ-ভরে বলিয়া উঠিলেন, "তুমি এখন কাঠচেরা কাজে আমার আচার্য্য হইলে নাকি?" ইহা বলিয়াই তিনি সেই তীক্ষ্ণকুঠার উত্তোলনপূর্ব্বক এক আঘাতে মুখর তপস্বীকে নিহত ও ধরাশায়ী করিলেন। অনন্তর বোধিসত্ত্ব তাহার শারীরকৃত্য সম্পন্ন করিলেন।

এই সময়ে আশ্রমের অবিদূরে কোন বল্মীকপাদে একটা তিত্তির থাকিত। সে সকালে ও সন্ধ্যায় বল্মীকাগ্রে বসিয়া নিয়ত টী, টী শব্দ করিত। তাহা শুনিয়া এক ব্যাধ বুঝিল এখানে তিত্তির আছে। সে শব্দানুসরণে অগ্রসর হইয়া তিত্তিরটাকে মারিয়া লইয়া গেল। বোধিসত্ত্ব আর তিত্তিরের ডাক শুনিতে না পাইয়া তপস্বীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অমুক স্থানে যে একটী তিত্তির ছিল, তাহার আর ডাক শুনা যায় না কেন?" তপস্বীরা তাঁহাকে তিত্তিরবধবৃত্তান্ত জানাইলেন।

তখন বোধিসত্ত্ব উল্লিখিত ঘটনাদ্বয় একত্র করিয়া ঋষিদিগের নিকট এই গাথা পাঠ করিলেন:—

> অসময়ে উচ্চরবে বাচাল হইয়া
> পরশু-প্রহারে প্রাণ গেল দুর্ম্মেধের;
> সারাদিন উচ্চরবে ডাকিয়া ডাকিয়া
> আনিল শমনে ডাকি তিত্তির নিজের।

অতঃপর বোধিসত্ত্ব চতুর্ব্বিধ ব্রহ্মবিহার ধ্যান করিয়া ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করিলেন।

[সমবধান—তখন কাকোলিক ছিল সেই অনধিকারচর্চ্চী তাপস, আমার শিষ্যগণ ছিল অপর সকল তাপস এবং আমি ছিলাম তাহাদের শাস্তা।]

১১৮—বর্ত্তক-জাতক। (২)

[শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে উত্তর-শ্রেষ্ঠিপুত্রকে * লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। উত্তরশ্রেষ্ঠী শ্রাবস্তীনগরের এক মহাবিভবশালী ব্যক্তি। এক পুণ্যবান্ পুরুষ ব্রহ্মলোক পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার পত্নীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি ব্রহ্মার ন্যায় মনোহর বপু ধারণ করিয়াছিলেন।

একদা শ্রাবস্তী নগরে কার্ত্তিকোৎসব † ঘোষিত হইল এবং সমস্ত নগরবাসী উৎসবে মাতিল। উত্তর-শ্রেষ্ঠিপুত্রের সহচর অন্যান্য শ্রেষ্ঠিপুত্রগণ বিবাহ করিয়াছিল; কিন্তু তিনি এতকাল ব্রহ্মলোকে বাস করিয়াছিলেন যে কামাদি কোন রিপুই তাঁহার চিত্তকে কলুষিত করিতে পারিত না। তাঁহার সহচরগণ স্থির করিল, এই উৎসবের জন্য তাঁহাকেও একটী রমণী আনিয়া দিতে হইবে। তাহারা তাঁহার নিকট গিয়া বলিল, "বন্ধু, কার্ত্তিকমহোৎসব আরব্ধ হইয়াছে; আমাদের একান্ত ইচ্ছা তোমার জন্য এক জন রমণী আনয়ন করি। তাহা হইলে সকলেই একসঙ্গে বেশ আমোদ প্রমোদ করিতে পারিব।" তিনি বলিলেন, "রমণীতে আমার কোন প্রয়োজন নাই।" কিন্তু বন্ধুগণ নির্ব্বন্ধাতিশয়সহকারে অবশেষে তাঁহাকে এই প্রস্তাবে সম্মত করাইলেন, এক

* উত্তরশ্রেষ্ঠি = প্রধানশ্রেষ্ঠী।

† ১৫০ সংখ্যক জাতকেও এই উৎসবের উল্লেখ দেখা যায়। এই উৎসব কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসীতে অনুষ্ঠিত হইত।

বর্ণদাসীকে * সর্ব্বালঙ্কারে বিভূষিত করিয়া তাহার গৃহে লইয়া গেলেন। এবং শ্রেষ্ঠিপুত্রের নিকট যাও বলিয়া তাহাকে শয়নকক্ষে পাঠাইয়া দিয়া স্ব স্ব আবাসে ফিরিয়া গেলেন।

রমণী শ্রেষ্ঠিপুত্রের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল ; কিন্তু তিনি একবারও তাহার দিকে দৃকপাত করিলেন না তাহার সহিত একটী কথা পর্য্যন্ত বলিলেন না। তখন সে চিন্তা করিতে লাগিল, 'এই ব্যক্তি আমার ন্যায় পরম রূপবতী ও রসবতী রমণীকে পাইয়াও একবার মাত্র এদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন না। দেখা যাউক নারীসুলভ বিলাস-বিভ্রম দ্বারা ইঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারি কি না। অনন্তর সে মুনি-মনোহর হাবভাব প্রকটিত করিয়া এবং মুক্তাপঙ্‌ক্তিনিভ দন্তরাজি বিকশিত করিয়া স্মিতমুখে তাঁহার সম্মুখবর্ত্তিনী হইল। কিন্তু তাহার দন্ত দেখিয়া শ্রেষ্ঠিপুত্রের মনে অস্থি-ভাবনার উদয় হইল। তিনি অস্থিসম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং ক্রমে সেই রমণীর লাবণ্যময় দেহ তাঁহার নিকট কেবল অস্থিবিনির্ম্মিত বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। তিনি তাহাকে কিছু অর্থ দিয়া বলিলেন, "তুমি এখান হইতে চলিয়া যাও।" রমণী তাঁহার গৃহ হইতে চলিয়া যাইতেছে এমন সময় এক ধনশালী ব্যক্তি রাজপথে তাহাকে দেখিতে পাইলেন এবং তাহাকে অর্থ দিয়া নিজ ভবনে লইয়া গেলেন।

সপ্তাহান্তে কার্ত্তিকোৎসব শেষ হইল। কন্যা তখনও ফিরিল না দেখিয়া সেই বর্ণদাসীর মাতা শ্রেষ্ঠিপুত্রদিগের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমার মেয়ে কোথায় ?" তাহার উত্তরশ্রেষ্ঠিপুত্রের গৃহে গিয়া ঐ রমণীর কথা জিজ্ঞাসা করিল। উত্তরশ্রেষ্ঠিপুত্র বলিলেন, "আমি তাহাকে তখনই বিদায় দিয়াছি।"

বর্ণদাসীর মাতা বলিল, "আমার মেয়েকে দেখিতে পাইতেছি না। তাহাকে শীঘ্র আনিয়া দাও।" ইহা বলিতে বলিতে সে উত্তরশ্রেষ্ঠিপুত্রকে লইয়া রাজার নিকট উপস্থিত হইল। রাজা বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া উত্তরশ্রেষ্ঠিপুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই শ্রেষ্ঠিপুত্রগণ সেই রমণীকে লইয়া তোমার গৃহে দিয়াছিল কি না ?" তিনি উত্তর দিলেন, "হাঁ, মহারাজ।" "তবে এখন সে কোথায় ?" "তাহা আমি জানি না। আমি সেই মুহূর্ত্তেই তাহাকে বিদায় দিয়াছিলাম।" "তুমি এখন তাহাকে আনয়ন করিতে পার কি ?" "না মহারাজ আমার সে সাধ্য নাই।" তখন রাজা কর্ম্মচারীদিগকে আদেশ দিলেন, "এ যদি সেই কন্যাকে আনিয়া দিতে না পারে তাহা হইলে ইহার প্রাণদণ্ড কর।"

তখন রাজপুরুষেরা "ইহার প্রাণদণ্ড করিব' বলিয়া শ্রেষ্ঠিপুত্রের হস্তদ্বয় পৃষ্ঠের দিকে বন্ধন করিল এবং তাঁহাকে শ্মশানে লইয়া চলিল। শ্রেষ্ঠিপুত্র এক বর্ণদাসীকে উপস্থাপিত করিতে পারেন নাই বলিয়া রাজাজ্ঞায় তাঁহার প্রাণদণ্ড হইবে এই সংবাদে অচিরে সমস্ত নগরে তুমুল কোলাহল হইল। সমবেত জনসঙ্ঘ বক্ষঃস্থলে হস্ত স্থাপিত করিয়া বিলাপ করিতে লাগিল "প্রভু, এ কি হইল ? আপনি বিনা অপরাধে দণ্ডভোগ করিলেন।"

শ্রেষ্ঠিপুত্র ভাবিলেন "গৃহস্থাশ্রমে ছিলাম বলিয়াই এই কষ্ট পাইলাম। যদি ইহা হইতে অব্যাহতি লাভ করি তাহা হইলে সম্যক্‌সম্বুদ্ধ মহাগৌতমের নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব।"

এদিকে সেই বর্ণদাসীও কোলাহল শুনিতে পাইল এবং কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইল। তখন সে, "সরে যাও, সরে যাও, রাজপুরুষদিগকে আমায় দেখিতে দাও" ইহা বলিতে বলিতে দ্রুতবেগে শ্মশানের দিকে ছুটিল এবং রাজপুরুষদিগের নিকট উপস্থিত হইল। রাজপুরুষেরা তাহাকে তাহার মাতার হস্তে সমর্পণ করিলেন এবং শ্রেষ্ঠিপুত্রকে বন্ধনমুক্ত করিয়া স্ব স্ব গৃহে চলিয়া গেলেন।

উত্তরশ্রেষ্ঠিপুত্র বন্ধুজন-পরিবৃত হইয়া নদীতে গিয়া স্নান করিলেন এবং গৃহে প্রতিগমনপূর্ব্বক প্রাতরাশান্তে জনকজননীকে প্রব্রজ্যা গ্রহণের বাসনা জানাইলেন। অনন্তর তাঁহাদের অনুমতি লইয়া তিনি ভিক্ষুজনোচিত চীবরাদি গ্রহণপূর্ব্বক বহু অনুচরের সহিত শাস্তার নিকট গমন করিলেন এবং প্রণিপাতপূর্ব্বক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। ইহার পর তিনি যথাকালে উপসম্পন্ন হইয়া একাগ্রচিত্তে বন্ধনরূপ কর্ম্মস্থান ধ্যান করিতে করিতে অচিরে অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন ও অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

একদিন ধর্ম্মসভায় সমবেত ভিক্ষুগণ উত্তরশ্রেষ্ঠিপুত্রের গুণাবলী কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "ইনি আপৎকালে ত্রিরত্নশাসনের উৎকর্ষ উপলব্ধ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যে মুক্তি লাভ করিলে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবেন। সেই সুচিন্তার ফলেই ইনি আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়াছেন, এবং প্রব্রাজক হইয়া এখন সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল লাভ করিয়াছেন।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, 'ভিক্ষুগণ, উত্তরশ্রেষ্ঠিপুত্র আপৎকালে 'মুক্তিলাভ করিলে প্রব্রাজক হইব' এই চিন্তা দ্বারা মরণভয় হইতে বিমুক্ত হইয়াছিল। অতীতকালেও পণ্ডিতেরা আপৎকালে এই উপায়েই দুঃখ-সাগর অতিক্রম করিয়াছিলেন।' অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

* বর্ণদাসী=গণিকা।

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব জন্মান্তরগ্রহণরূপ নিয়মবশাৎ বর্ত্তক যোনিতে শরীর পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। এই সময় এক বর্ত্তক ব্যাধ বনে গিয়া বর্ত্তক ধরিত, তাহাদিগকে গৃহে লইয়া গিয়া ভাল করিয়া খাওয়াইত এবং যখন তাহারা বেশ মোটা সোটা হইত তখন বিক্রয় করিয়া সেই অর্থে জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। সে একদিন বহুবর্ত্তকের সহিত বোধিসত্ত্বকে ধরিয়া গৃহে লইয়া গিয়াছিল। বোধিসত্ত্ব চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'এই ব্যক্তি আমায় যে খাদ্য ও পানীয় দিবে, আমি যদি তাহা গ্রহণ করি তাহা হইলে এ আমায় বিক্রয় করিবে। কিন্তু আমি যদি সে সব স্পর্শ না করি, তাহা হইলে এত কৃশ হইব যে কেহই আমায় ক্রয় করিবে না; তখন বোধ হয় আমার উদ্ধারের পথ হইবে। অতএব আমার পক্ষে এই উপায় অবলম্বন করাই কর্ত্তব্য।' এই সঙ্কল্প করিয়া বোধিসত্ত্ব পানাহার হইতে বিরত হইলেন এবং অস্থিচর্ম্মসার হইয়া পড়িলেন। কেহই তাঁহাকে ক্রয় করিতে চাহিল না। ব্যাধ অন্য সমস্ত বর্ত্তক বিক্রয় করিয়া খাঁচা খানি আনিয়া দ্বারদেশে রাখিল এবং বোধিসত্ত্বকে হস্তে লইয়া তাঁহার কি অসুখ করিয়াছে দেখিতে লাগিল। বোধিসত্ত্ব যখন দেখিলেন ব্যাধ একটু অন্যমনস্ক হইয়াছে, তখন পক্ষদ্বয় বিস্তার পূর্ব্বক উড্ডয়ন করিয়া বনে প্রস্থান করিলেন। তাঁহাকে প্রত্যাগমন করিতে দেখিয়া অন্য সকল বর্ত্তক জিজ্ঞাসা করিল, "এত দিন তোমায় দেখিতে পাই নাই কেন? কোথা গিয়াছিলে?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "এক ব্যাধ আমায় ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল।" "কিরূপে মুক্তিলাভ করিলে?" "সে আমায় যে খাদ্য দিয়াছিল তাহার কণামাত্র স্পর্শ করি নাই; যে পানীয় দিয়াছিল তাহার বিন্দুমাত্র পান করি নাই। এই উপায়েই আমি মুক্তি লাভ করিয়াছি।" অনন্তর তিনি এই গাথা বলিলেন:—

পরিণামচিন্তা বিনা সুফল না ঘটে;
পরিণামচিন্তা বলে উত্তরি সঙ্কটে।
পরিণাম ভাবি আমি অন্নজল ত্যজি
ব্যাধবন্ধমুক্ত হয়ে ফিরিয়াছি আজি।

বোধিসত্ত্ব এইরূপে নিজের কৃতকার্য্যের ব্যাখ্যা করিলেন।

[সমবধান—তখন আমি ছিলাম সেই মৃত্যুমুখ হইতে বিমুক্ত বর্ত্তক।]

১১৯—অকালরাবি-জাতক।

[এক ভিক্ষু অসময়ে চীৎকার করিতেন। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া শাস্তা জেতবনে এই কথা বলেন। এই ভিক্ষু শ্রাবস্তীনগরে এক সম্ভ্রান্ত কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বুদ্ধশাসনে প্রবেশ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কর্ত্তব্য অবহেলা করিতেন, উপদেশও গ্রহণ করিতেন না। কখন কোন্ কৃত্য সম্পাদন করিতে হইবে, কখন তথাগতের অর্চ্চনা করিতে হইবে, কখন শাস্ত্র পাঠ করিতে হইবে, তিনি এসব কিছুই জানিতেন না। প্রথম যামে, মধ্যম যামে, শেষ যামে, সমস্ত রাত্রি, এমন কি যখন লোকে জাগিয়া থাকিত তখনও, তিনি কেবল বিকট চীৎকার করিতেন; তজ্জন্য অন্য ভিক্ষুরা নিদ্রা যাইতে পারিতেন না। এই নিমিত্ত ভিক্ষুগণ একদিন ধর্ম্মসভায় তাঁহার নিন্দা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "অমুক ভিক্ষু এবংবিধ রত্নশাসনে প্রবেশ করিয়াও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ও কালাকাল সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে পারিলেন না।" শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিয়া কহিলেন, "ভিক্ষুগণ, এইব্যক্তি পূর্ব্বকালেও অকালরাবী ছিল এবং কালাকাল না জানিয়া চীৎকার করিত বলিয়া গ্রীবাদেশে দৃঢ়রূপে ধৃত হইয়া শ্বাসরোধবশতঃ প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব উদীচ্য ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পর সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিয়া একজন সুবিখ্যাত অধ্যাপক হইয়াছিলেন।

পঞ্চশত শিষ্য তাঁহার নিকট বিদ্যাভ্যাস করিত। এই শিষ্যদিগের এক কুক্কুট ছিল; সে যথাকালে ডাকিত। তাহা শুনিয়া শিষ্যগণ নিদ্রাত্যাগ পূর্ব্বক পাঠ অভ্যাস করিত।

কিয়ৎকাল পরে ঐ কুক্কুট মরিয়া গেল। তখন শিষ্যেরা আর একটা কুক্কুটের অনুসন্ধান করিতে লাগিল। অনন্তর এক শিষ্য শ্মশানবনে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে গিয়া একটা কুক্কুট দেখিতে পাইল এবং তাহাকে ধরিয়া আনিয়া পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া রাখিল। ঐ কুক্কুট শ্মশানে বর্দ্ধিত হইয়াছিল বলিয়া কোন্ সময়ে ডাকা উচিত তাহা জানিত না; কাজেই কখনও নিশীথকালে, কখনও বা অরুণোদয় সময়ে ডাকিয়া উঠিত। তাহার ডাক শুনিয়া নিশীথ সময়ে নিদ্রা ভঙ্গ হইলে শিষ্যেরা পাঠ আরম্ভ করিত; কিন্তু প্রভাত হইতে না হইতেই তাহারা ক্লান্ত হইয়া পড়িত এবং নিদ্রালস্যহেতু পাঠেও মনঃসংযোগ করিতে পারিত না। আবার কুক্কুট যখন প্রভাত হইবার পর ডাকিত তখন তাহারা পাঠের জন্য আদৌ অবসর পাইত না। এইরূপে কুক্কুটের অকালরব-নিবন্ধন তাহাদের পাঠের মহা বিঘ্ন ঘটিল দেখিয়া শিষ্যেরা একদিন তাহাকে ধরিয়া গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিল এবং আচার্য্যকে সেই কথা জানাইল।

আচার্য্য তাহাদের উপদেশার্থ বলিলেন এই কুক্কুট প্রকৃষ্টরূপে বর্দ্ধিত ও শিক্ষিত হয় নাই বলিয়াই বিনষ্ট হইল। অনন্তর তিনি এই গাথা বলিলেন:—

মাতাপিতা কিংবা আচার্য্যোপাধ্যায়
করে নাই এর শিক্ষার বিধান;
সেই হেতু এই কুক্কুটের, হায়,
জন্মে নাই কভু কালাকালজ্ঞান।

বোধিসত্ত্ব এইরূপে শিষ্যদিগকে উপদেশ দিলেন এবং পৃথিবীতলে আয়ুষ্কাল অতিবাহিত করিয়া কর্ম্মানুরূপ গতি প্রাপ্ত হইলেন।

[সমবধান—তখন এই ভিক্ষু ছিল সেই অকালরাবী কুক্কুট; বুদ্ধশিষ্যগণ ছিল সেই আচার্য্যের শিষ্যবৃন্দ এবং আমি ছিলাম সেই আচার্য্য।

১২০—বন্ধনমোক্ষ-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে ব্রাহ্মণকুমারী চিঞ্চা সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। চিঞ্চার বৃত্তান্ত মহাপদ্ম-জাতকে (৪৭২) সবিস্তর বলা হইবে।

শাস্তা বলিলেন,—"ভিক্ষুগণ চিঞ্চা যে এ জন্মেই আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপিত করিয়াছে, তাহা নহে; অতীতকালেও সে আমার উপর অমূলক দোষারোপ করিয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই পূর্ব্ববৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন।]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব রাজপুরোহিতের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বোধিসত্ত্বের বয়ঃপ্রাপ্তির পর যখন তাঁহার পিতার মৃত্যু হইল, তখন তিনি নিজেই রাজপুরোহিত হইলেন।

একদা বারাণসীরাজ অগ্রমহিষীকে একটী বর দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন,— "ভদ্রে! তোমার যাহা ইচ্ছা হয় প্রার্থনা কর।" মহিষী বলিয়াছিলেন, "মহারাজ! আমি কোন দুর্লভ বর চাহি না; আপনি এখন হইতে অনুরাগভরে অন্য কোন রমণীকে অবলোকন করিবেন না এইমাত্র প্রার্থনা করি।" রাজা প্রথমে এই অঙ্গীকার করিতে সম্মত হন নাই, কিন্তু মহিষী এরূপ নির্ব্বন্ধাতিশয় দেখাইয়াছিলেন যে শেষে তাঁহাকে অগত্যা ঐ অনুরোধ রক্ষা করিতে হইয়াছিল। তাঁহার অন্তঃপুরে ষোড়শ সহস্র নর্ত্তকী ছিল; কিন্তু তদবধি তিনি তাহাদের কাহারও দিকে সানুরাগ দৃষ্টিপাত করিতেন না।

ইহার কিছুদিন পরে বারাণসীরাজ্যের প্রত্যন্ত প্রদেশে অশান্তি উপস্থিত হইল। প্রত্যন্ত-স্থিত সৈনিকেরা দস্যুদিগের সহিত দুই তিনবার যুদ্ধ করিয়া রাজাকে লিখিয়া পাঠাইল, "আমরা দুর্বৃত্তদিগকে দমন করিতে পারিতেছি না।" তখন রাজা স্বয়ং সেখানে যাইবার সঙ্কল্প করিয়া এক বৃহৎ বাহিনী সুসজ্জিত করিলেন। যাত্রা করিবার পূর্ব্বে তিনি মহিষীকে বলিলেন, "প্রিয়ে! আমি প্রত্যন্ত প্রদেশে যাইতেছি; সেখানে যুদ্ধ হইবে, তাহাতে কাহারও জয়, কাহারও বা পরাজয় ঘটিবে। তাদৃশ স্থান রমণীদিগের বাসের অনুপযুক্ত। অতএব তুমি রাজধানীতেই অবস্থিতি কর।"

মহিষী পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন, "মহারাজ আপনাকে ছাড়িয়া আমি থাকিতে পারিব না;" কিন্তু রাজার নিতান্ত অমত দেখিয়া শেষে বলিলেন, "তবে অঙ্গীকার করুন যে এক এক যোজন গিয়া আমার কুশলাকুশল জিজ্ঞাসার্থ এক এক জন লোক পাঠাইবেন?" রাজা বলিলেন, "বেশ, তাহাই করিব।" অতঃপর তিনি বোধিসত্ত্বের উপর রাজধানী রক্ষার ভার দিয়া সেই মহতী সেনার সহিত যাত্রা করিলেন, এবং এক এক যোজন যাইবার পর মহিষীর নিকট এক একজন লোক পাঠাইতে লাগিলেন। তিনি তাহাদিগকে বলিয়া দিতেন, "যাও, আমার কুশল বিজ্ঞাপন করিয়া মহিষী কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করিয়া আইস।" এই সকল লোকের প্রত্যেকে যখন রাজধানীতে উপস্থিত হইত তখন মহিষী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন, "কি হে, রাজা তোমায় কি নিমিত্ত পাঠাইয়াছেন?" সে বলিত, "আপনি কেমন আছেন জানিবার নিমিত্ত।" মহিষী বলিতেন "তবে এস," এবং তাহাকে লইয়া পাপাচরণ করিতেন। রাজা বত্রিশ যোজন গমন করিয়াছিলেন, সুতরাং মহিষীর সকাশে একে একে বত্রিশ জন লোক পাঠাইয়াছিলেন। মহিষী তাহাদের সকলের সঙ্গেই ঐরূপ আচরণ করিয়াছিলেন।

রাজা প্রত্যন্ত প্রদেশে গিয়া দস্যুদমনপূর্ব্বক তত্রত্য অধিবাসীদিগের ভয়াপনোদন করিলেন এবং রাজধানীতে প্রতিগমন করিবার সময়েও মহিষীর নিকট পূর্ব্ববৎ বত্রিশ জন লোক পাঠাইলেন। মহিষী ইহাদেরও সহিত পাপাচরণ করিলেন। এদিকে রাজা নগরের পুরোভাগে উপনীত হইয়া জয়স্কন্ধাবার স্থাপন করিলেন এবং বোধিসত্ত্বকে বলিয়া পাঠাইলেন,— "নগরবাসীদিগকে আমার অভিনন্দনার্থ প্রস্তুত হইতে আদেশ দিন।" বোধিসত্ত্বের চেষ্টায় সমস্ত নগরে রাজার অভিনন্দনার্থ উদ্যোগ হইল; অতঃপর তিনি রাজভবনেও যথোচিত আয়োজন করিবার অভিপ্রায়ে সেখানে গমন করিয়া মহিষীর কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যসম্পন্ন দেহ অবলোকন করিয়া মহিষী নিতান্ত অধীর হইলেন এবং বলিলেন, "এস, ব্রাহ্মণ! আমরা আমোদপ্রমোদ করি।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "দেবি, এমন কথা মুখে আনিবেন না। রাজা পিতৃস্থানীয়; আমিও পাপকে ভয় করি, অতএব আমি আপনার অভিলাষ পূর্ণ করিতে অক্ষম।" মহিষী বলিলেন, "চৌষট্টি জন বার্ত্তাবহ ত রাজাকে গুরু বলিয়া মনে করে নাই, পাপের ভয়েও ভীত হয় নাই। তবে তুমিই বা কেন রাজাকে পিতৃস্থানীয় মনে করিয়া পাপের ভয় করিতেছ?"

"আমি যেরূপ ভাবিতেছি, তাহারাও যদি সেইরূপ ভাবিত, তবে কখনও পাপে প্রবৃত্ত হইত না। আমি জানিয়া শুনিয়া এরূপ দুষ্কার্য্য করিতে পারিব না।"

"কেন এত প্রলাপ বকিতেছ? যদি আমার কথামত কাজ না কর, তাহা হইলে তোমার ঘাড়ে মাথা থাকিবে না।"

"মাথাই কাটুন। এ জন্মে মাথা কাটা যাউক, আর শতসহস্র জন্মেই মাথা কাটা যাউক, আমি কিছুতেই এরূপ পাপে লিপ্ত হইব না।"

"আচ্ছা, দেখা যাবে।"

বোধিসত্ত্বকে এইরূপে ভয় দেখাইয়া মহিষী শয়নকক্ষে গিয়া নখদ্বারা নিজের শরীর ক্ষত বিক্ষত করিলেন, সর্ব্বাঙ্গে তৈল মাখিলেন এবং মলিন বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক পীড়ার ভাণ করিয়া শুইয়া রহিলেন। তিনি দাসীদিগকে বলিয়া দিলেন, "রাজা আমার কথা জিজ্ঞাসা করিলে বলিস্ যে আমার অসুখ করিয়াছে।"

ইতিমধ্যে বোধিসত্ত্ব রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত প্রত্যুদ্গমন করিলেন। অনন্তর রাজা নগর প্রদক্ষিণ করিয়া প্রাসাদে আরোহণ করিলেন, এবং মহিষীকে দেখিতে না পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেবী কোথায়?" পরিচারিকা উত্তর দিল, "তাঁহার অসুখ করিয়াছে।" তখন রাজা শয়নাগারে গিয়া মহিষীর পৃষ্ঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "ভদ্রে! তোমার নাকি অসুখ করিয়াছে?" মহিষী প্রথমে নীরব রহিলেন; কিন্তু রাজা একবার, দুইবার, তিনবার ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিলে শেষে তাঁহার মুখের দিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক বলিলেন, "মহারাজ! আপনি জীবিত থাকিতেই কি আমার ন্যায় হতভাগিনীকে পরপুরুষের মন যোগাইয়া চলিতে হইবে?" "প্রিয়ে। তুমি কি বলিতেছ বুঝিতে পারিতেছি না।" "আপনি যে পুরোহিতের উপর নগররক্ষার ভার দিয়া গিয়াছিলেন, তিনি প্রাসাদপর্য্যবেক্ষণের ছলে এখানে আসিয়া আমার নিকট যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহা মুখে আনা যায় না। আমি তাহাতে সম্মত হই নাই বলিয়া তিনি আমায় মনের সাধে প্রহার করিয়া চলিয়া গিয়াছেন।"

অগ্নির মধ্যে লবণ বা শর্করা ফেলিয়া দিলে তাহা যেমন চিট্‌মিট্ করিয়া চারিদিকে ছুটিতে থাকে, মহিষীর কথা শুনিয়া রাজাও ক্রোধবশে সেইরূপ করিতে লাগিলেন। তিনি শয়নাগার হইতে বাহির হইয়া দ্বারবান্ ও অন্যান্য ভৃত্যদিগকে আহ্বান করিলেন এবং আদেশ দিলেন, "এখনই পুরোহিতকে পিঠমোড়া করিয়া বান্ধিয়া প্রাণদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগকে যেরূপ করা হয় সেইভাবে নগরের বাহিরে বধ্যভূমিতে লইয়া যাও এবং সেখানে তাহার শিরশ্ছেদ কর।" ভৃত্যগণ তখনই ছুটিয়া গেল এবং বোধিসত্ত্বকে পিঠমোড়া দিয়া বান্ধিয়া বধ্যভেরী বাজাইতে আরম্ভ করিল।

বোধিসত্ত্ব ভাবিতে লাগিলেন, "দুষ্টা মহিষী পূর্ব্ব হইতেই নিশ্চিত আমার সম্বন্ধে রাজার মন ভাঙ্গাইয়াছেন। এখন আমাকে নিজের বলেই নিজের উদ্ধার সাধন করিতে হইবে।" অতঃপর তিনি রাজভৃত্যদিগকে বলিলেন, "তোমরা আমাকে প্রথমে রাজার নিকট লইয়া চল, পরে আমায় বধ করিবে।" তাহারা বলিল, "কেন, এরূপ করিতে যাইব কেন?" "আমি রাজার কর্ম্মচারী; রাজার কার্য্যে বহু পরিশ্রম করিয়াছি; এক স্থানে প্রচুর গুপ্তধন আছে; তাহা কেবল আমিই জানি; ঐ ধন রাজার প্রাপ্য; কিন্তু তোমরা আমায় রাজার নিকট না লইয়া গেলে উহা তাঁহার হস্তগত হইবে না। অগ্রে রাজাকে ঐ ধনের কথা বলিতে দাও, তাহার পর তোমরা তোমাদের কাজ করিও।"

ইহা শুনিয়া তাহারা বোধিসত্ত্বকে রাজার সমীপে লইয়া গেল। রাজা তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, "কি হে ব্রাহ্মণ! তোমার কি লজ্জা হইল না? তুমি এমন দুষ্কার্য্য করিলে কেন?" বোধিসত্ত্ব উত্তর দিলেন, "মহারাজ! আমি শ্রোত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। আমি কখনও পিপীলিকাটীর পর্য্যন্ত প্রাণহানি করি নাই, কেহ দান না করিলে পরের তৃণশলাকাটী পর্য্যন্ত গ্রহণ করি নাই, লোভবশে চক্ষু মেলিয়া পরস্ত্রীর দিকেও দৃষ্টিপাত করি নাই। আমি কখনও মিথ্যাকথা বলি নাই; কুশাগ্রেও মদ্য স্পর্শ করি নাই। মহারাজ! আমি এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরপরাধ। সেই চপলা রমণীই লোভবশে আমার হস্তধারণ করিয়াছিলেন এবং প্রত্যাখ্যাত হইয়া আমাকে শাসাইয়া শয়নাগারে প্রবেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু যাইবার পূর্ব্বে আমাকে নিজের পূর্ব্বকৃত পাপের কথাও বলিয়া গিয়াছিলেন। মহারাজ! আবার বলিতেছি আমি নিরপরাধ। আপনার পত্র লইয়া যে চৌষট্টি জন লোক আসিয়াছিল, তাহারাই

অপরাধী। আপনি তাহাদিগকে ডাকাইয়া প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করুন, তাহারা মহিষীর আদেশমত কার্য্য করিয়াছিল কি না।"

রাজা তখন সেই চৌষট্টি জন পত্রবাহককে বন্ধন করাইয়া মহিষীকে ডাকাইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি ইহাদের সহিত ব্যভিচারিণী হইয়াছিলে কি না সত্য বল।" মহিষী দোষ স্বীকার করিলেন। তখন রাজা আজ্ঞা দিলেন, "পিঠমোড়া দিয়া বান্ধিয়া এই চৌষট্টি জনের মুণ্ডপাত কর।"

তখন বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "মহারাজ, ইহাদেরই বা দোষ কি? ইহারা দেবীর আদেশমত তাঁহারই অভিলাষ পূর্ণ করিয়াছে। অতএব ইহারা নিরপরাধ ও ক্ষমার যোগ্য। আবার ভাবিয়া দেখিলে দেবীরও দোষ দেখা যায় না, কারণ স্ত্রীজাতির দুষ্প্রবৃত্তি দুর্দ্দমনীয়া, যাহা জাতিস্বভাব তাহা দুরতিক্রম, অতএব মহারাজ, তাঁহাকেও ক্ষমা করুন।" এইরূপে রাজাকে নানাপ্রকার বুঝাইয়া বোধিসত্ত্ব সেই চৌষট্টি জন পুরুষ ও মহিষীকে বন্ধনমুক্ত করিলেন এবং তাহাদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। অনন্তর তিনি রাজার নিকট গিয়া বলিলেন, "মহারাজ! পণ্ডিতেরা বন্ধনের অযোগ্য হইলেও মূর্খদিগের অসার অভিযোগে বন্ধনদশা প্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু পণ্ডিতদিগের যুক্তিগর্ভ বাক্যে মূর্খেরা বন্ধনমুক্ত হইল। অতএব মূর্খের কাজ হইতেছে বন্ধনের অযোগ্য ব্যক্তিকে বন্ধন করা, পণ্ডিতের কাজ হইতেছে মূর্খকে বন্ধন হইতে মুক্তি দেওয়া।

মূর্খ বক্তা যথা, পণ্ডিতের তথা সদা বন্ধনের ভয়;
পণ্ডিত-বচনে কিন্তু মূর্খ জনে বন্ধনবিমুক্ত হয়।

মহাসত্ত্ব এই গাথা দ্বারা রাজাকে ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা দিয়া বলিলেন, "আমি সংসারে রহিয়াছি বলিয়াই এই দুঃখ পাইলাম। আমার আর সংসারে কাজ নাই; এখন আমাকে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে অনুমতি দিন।" অনন্তর রাজার অনুমতি লইয়া তিনি ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ পূর্ব্বক হিমালয়ে চলিয়া গেলেন, জ্ঞাতিজনের সাশ্রুনয়ন, নিজের বিপুল বৈভব, কিছুরই দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন না।

হিমালয়ে অবস্থিতি করিয়া বোধিসত্ত্ব ক্রমে অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ লাভ করিলেন এবং ব্রহ্মলোকবাসের উপযুক্ত হইলেন।

[সমবধান—তথন চিঞ্চা মাণবিকা ছিল সেই দুষ্টা মহিষী, আনন্দ ছিল রাজা, এবং আমি ছিলাম সেই রাজপুরোহিত।]

১২১—কুশনালী-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অনাথপিণ্ডদের এক বন্ধুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। অনাথপিণ্ডদের বন্ধুবান্ধব ও জ্ঞাতিগণ পুনঃপুনঃ বলিতেন, "মহাশ্রেষ্ঠিন্, এই ব্যক্তি জাতিগোত্রধনধান্যাদি কোন বিষয়েই আপনার তুল্যকক্ষ নহে; উচ্চকক্ষ হওয়া ত দূরের কথা। ইহার সঙ্গে মিত্রতা করিবার হেতু কি? আপনি ইহার সংস্রব ত্যাগ করুন।" অনাথপিণ্ডদ এই সকল কথায় কর্ণপাত করিতেন না, তিনি বলিতেন, "নীচকক্ষ, তুল্যকক্ষ, উচ্চকক্ষ, সকলের সঙ্গেই মিত্রতা করা যাইতে পারে।" তিনি একবার সেই বন্ধুর উপর গৃহরক্ষার ভার দিয়া ভূসম্পত্তি পরিদর্শনার্থ শ্রাবস্তী হইতে চলিয়া গেলেন। অনন্তর, কালকর্ণী-জাতকে (৮৩) যেরূপ বলা হইয়াছে সেইরূপ সমস্ত ঘটিল। অনাথপিণ্ডদ গৃহে ফিরিয়া শাস্তাকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলে শাস্তা বলিলেন, "গৃহপতি, যে প্রকৃত মিত্র, সে কখনও নীচকক্ষ হইতে পারে না। মিত্রধর্ম্মপ্রতিপালন করিবার ক্ষমতাই মিত্রতার প্রমাণ। যে প্রকৃত মিত্র, সে জাতিগোত্রাদি সম্বন্ধে নীচকক্ষ হউক বা তুল্যকক্ষ হউক, সর্ব্বাবস্থাতেই সবিশেষ সম্মানের পাত্র, কারণ তাহার উপর যে ভারই সমর্পণ করা যাউক না কেন, সে তাহা সযত্নে বহন করিয়া থাকে। এই ব্যক্তি তোমার প্রকৃত মিত্র বলিয়াই তোমার সম্পত্তি রক্ষা করিয়াছে। পুরাকালেও এক প্রকৃত মিত্র দেববিমান রক্ষা করিয়াছিলেন।" অনন্তর অনাথপিণ্ডদের অনুরোধে শাস্তা সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব রাজোদ্যানে এক কুশগুচ্ছের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হইয়া বাস করিতেছিলেন। সেই উদ্যানেই মঙ্গলশিলার * নিকটে একটী সরল কাণ্ড ও শাখাপ্রশাখা-পরিশোভিত অতিসুন্দর রুচিবৃক্ষ † ছিল। (ঐ বৃক্ষের নামান্তর মুখ্যক)। রাজা এই বৃক্ষের বড় আদর করিতেন। এই বৃক্ষেও এক দেবতা বাস করিতেন। তিনি পূর্ব্বজন্মে প্রভূত ক্ষমতাশালী কোন দেবরাজ ছিলেন। ‡ বোধিসত্ত্বের সহিত এই দেবতার মিত্রতা জন্মিয়াছিল।

বারাণসীরাজ এক একস্তম্ভ প্রাসাদে বাস করিতেন। যে সময়ের কথা হইতেছে তখন স্তম্ভটী বড় জীর্ণ হইয়াছিল। রাজভৃত্যগণ যখন দেখিল স্তম্ভটী নড়িতেছে চড়িতেছে, তখন তাহারা রাজাকে জানাইল। রাজা সূত্রধরদিগকে ডাকাইয়া বলিলেন, "বাপ সকল, আমার মঙ্গলপ্রাসাদের স্তম্ভটী নড়িতেছে। একটী সারবান্ স্তম্ভ আনিয়া প্রাসাদ নিশ্চল কর। তাহারা 'যে আজ্ঞা' বলিয়া রাজার আদেশ গ্রহণ করিল এবং উপযুক্ত বৃক্ষের অনু-সন্ধান করিতে লাগিল; কিন্তু কোথাও তদনুরূপ বৃক্ষ না পাইয়া শেষে উদ্যানে প্রবেশ করিল এবং সেই মুখ্যক বৃক্ষ দেখিয়া রাজার নিকট ফিরিয়া গেল। রাজা জিজ্ঞাসিলেন, "কিহে, স্তম্ভের উপযুক্ত বৃক্ষ পাইলে কি?" "তাহারা বলিল, হাঁ মহারাজ, একটা পাইয়াছি বটে, কিন্তু উহা আমরা কাটিতে চাই না।" "কাটিতে চাও না কেন?" "আমরা-অন্য কোথাও উপযুক্ত বৃক্ষ না পাইয়া উদ্যানে গিয়াছিলাম; সেখানেও মঙ্গলবৃক্ষ ভিন্ন অন্য এমন কোন বৃক্ষ পাইলাম না যাহাতে আমাদের কাজ হইতে পারে। কিন্তু সেটা যখন মঙ্গলবৃক্ষ, তখন কাটি কি প্রকারে?" "যাও, সেই বৃক্ষই কাট এবং প্রাসাদ স্থির কর। আমি অন্য মঙ্গল বৃক্ষের ব্যবস্থা করিব।" তাহারা 'যে আজ্ঞা' বলিয়া পূজোপহার লইয়া পুনর্ব্বার উদ্যানে গেল এবং বৃক্ষের অর্চ্চনা করিয়া, "কাল আসিয়া কাটিব" এই বলিয়া চলিয়া গেল।

বৃক্ষদেবতা এই কথা শুনিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, "হায়, কালই আমার বিমান নষ্ট হইবে। আমি পুত্রকন্যাদিগকে লইয়া কোথায় যাইব?" তিনি যাইবার কোন স্থান না পাইয়া সন্তানদিগের গলা ধরিয়া কান্দিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার বন্ধু বান্ধবগণ আসিয়া ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বৃক্ষদেবতার বিপদের কথা শুনিলেন, কিন্তু সেই সূত্রধরদিগকে নিরস্ত করিবার কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে না পারিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক নিজেরাও কান্দিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময় বোধিসত্ত্ব ঐ বৃক্ষদেবতার সহিত দেখা করিবার মানসে সেখানে গিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে পারিলেন এবং তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "কোন চিন্তা নাই; আমি এই বৃক্ষ ছেদন করিতে দিব না। কাল যখন সূত্রধরেরা আসিবে তখন দেখিবে আমি কি করি।"

এইরূপে বৃক্ষদেবতাকে আশ্বাস দিয়া বোধিসত্ত্ব পরদিন সূত্রধরদিগের আগমনসময়ে বহুরূপের § বেশ ধারণ করিলেন, তাহারা আসিবার পূর্ব্বেই মঙ্গলবৃক্ষের নিকট গমন করিলেন এবং উহার মূলের মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক ক্রমে উপরে উঠিয়া শাখার মধ্যে উপনীত হইলেন। তখন বৃক্ষের কাণ্ডটা বহু ছিদ্রযুক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। অনন্তর বোধিসত্ত্ব শাখার মধ্যে সমাসীন হইয়া ইতঃস্ততঃ শিরঃসঞ্চালন করিতে লাগিলেন। এদিকে সূত্রধরেরা সেখানে গমন করিয়া শাখার মধ্যে বহুরূপ দেখিতে পাইল এবং তাহাদের দলপতি

* মঙ্গলশিলা—রাজার বসিবার শিলা অর্থাৎ রাজা যে শিলায় উপবেশন করেন।

† 'রুচিবৃক্ষ' কি বুঝা কঠিন। ইংরাজী অনুবাদক ইহাকে wishing tree করিয়াছেন। বোধ হয় এই শব্দটী রাজার প্রিয় কোন বৃক্ষের অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। পাঠান্তরেও 'মঙ্গলরুক্খো' দেখা যায়।

‡ মূলে 'মহেসক্খদেবরাজা' এই পদ আছে। মহেশাখ্য = মহা + ঈশ + আখ্যা (প্রভূত-ক্ষমতাশালী)।

§ মূলে 'ককণ্টক' এই পদ আছে। ইহা সংস্কৃত 'কৃকলাস' শব্দের অপভ্রংশ।

হস্তদ্বারা আঘাত করিয়া ও আঘাতজনিত শব্দ শুনিয়া বলিল, "এ বৃক্ষ যে বহুছিদ্রযুক্ত ও সারহীন! কাল ভালরূপ না দেখিয়াই আমরা ইহার পূজা দিয়াছি।" এই বলিয়া তাহারা সেই সারবান্ ও একঘন * মহাবৃক্ষের নিন্দা করিতে করিতে চলিয়া গেল।

বোধিসত্ত্বের কৃপায় এইরূপে বৃক্ষদেবতার বিমান অক্ষুণ্ণ রহিল। অতঃপর তাঁহার বন্ধু-দেবগণ † বৃক্ষদেবতার সহিত পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। বিমান রক্ষা পাইয়াছে বলিয়া বৃক্ষদেবতা সানন্দচিত্তে তাঁহাদের সমক্ষে বোধিসত্ত্বের গুণগান করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, "আমরা মহেশাখ্য দেবতা বটে, কিন্তু বুদ্ধির জড়তাবশতঃ বিমানরক্ষার কোন উপায় করিতে পারি নাই, অথচ এই কুশগুচ্ছ দেবতা অদ্ভুত বুদ্ধিবলে আমার বিমান রক্ষা করিয়া দিলেন। উচ্চপদস্থ, তুল্যপদস্থ বা নিম্নপদস্থ সকলের সঙ্গেই মিত্রতা স্থাপন করা যাইতে পারে, কারণ সকলেই স্ব স্ব ক্ষমতানুসারে সাহায্য করিয়া আমাদের দুঃখমোচন ও সুখবিধান করিতে সমর্থ।" অনন্তর তিনি মিত্রধর্ম্ম বর্ণন করিয়া এই গাথা বলিলেন:—

জাতিগোত্রকুলে শ্রেষ্ঠ কিংবা সম,
অথবা হউক সর্ব্বাংশে অধম,
প্রকৃত বান্ধব বলি সেই জনে,
বিপদে যে রক্ষা করে প্রাণপণে।
বৃক্ষের দেবতা আমি শক্তিমান্,
নাই সাধ্য কিন্তু রক্ষিতে বিমান।
কুশের দেবতা, ক্ষুদ্র বল যারে,
বিপদে উদ্ধার করিল আমারে।

এইরূপে সমাগত দেবতাদিগকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়া বৃক্ষদেবতা আবার বলিতে লাগিলেন, "অতএব যাহারা দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করিতে চায় তাহারা, অমুক আমার তুল্যকক্ষ বা উচ্চকক্ষ এরূপ বিচার না করিয়া, বুদ্ধিমান্ নীচকক্ষস্থ ব্যক্তিদিগেরও সহিত মিত্রতা করিবে।" অতঃপর বৃক্ষদেবতা সেখানে বাস করিতে লাগিলেন এবং যথাকালে কর্ম্মানুরূপ ফলভোগার্থ কুশগুচ্ছ দেবতার সহিত লোকান্তরে প্রস্থান করিলেন।

[সমবধান—তখন আনন্দ ছিল সেই বৃক্ষের দেবতা এবং আমি ছিলাম সেই কুশগুচ্ছের দেবতা।]

১২২—দুর্ম্মেধা-জাতক। (২)

[শাস্তা বেণুবনে দেবদত্ত-সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। একদা ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া বলিতে-ছিলেন, "দেখ, দেবদত্ত তথাগতের পূর্ণচন্দ্রনিভ মুখমণ্ডল এবং ব্যামপ্রমপ্রভাবলয়পরিলক্ষিত ও সর্ব্ববিধ-মহাপুরুষ-লক্ষণযুক্ত ‡ দিব্য দেহ দেখিয়া ঈর্ষানলে দগ্ধ হইতেছে। বুদ্ধের এমন রূপ, এমন শীল, এমন সমাধি, এমন প্রজ্ঞা, এমন বিমুক্তি, এমন মুক্তিজ্ঞান-সামর্থ্য—এ সকল কথা তাহার কর্ণে বিষ বর্ষণ করে; সে সর্ব্বদাই অসূয়া প্রদর্শন করিতেছে।" ভিক্ষুরা এইরূপে দেবদত্তের নিন্দা করিতেছেন এমন সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, দেবদত্ত যে কেবল এ জন্মেই আমার গুণকীর্ত্তন শুনিয়া অসূয়া প্রদর্শন করিতেছে তাহা নহে; পূর্ব্বজন্মেও সে এইরূপ করিয়াছিল। অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন।]

---

* একঘন = আগাগোড়া নিরেট।

† মূলে 'সন্দিট্‌ঠসম্ভট্‌টা' এই পদ আছে। সন্দৃষ্ট = দর্শন মাত্রেই যাহার সহিত বন্ধুত্ব জন্মে। সম্ভক্ত = একান্ত হিতকামী।

‡ এই রূপের সহিত প্রথম জাতকে বর্ণিত রূপের তুলনা করিতে হইবে। উভয়ত্রই প্রায় একই ভাবায় বুদ্ধের রূপ বর্ণনা করা হইয়াছে (১ম পৃষ্ঠ)।

পুরাকালে মগধরাজ্যের রাজগৃহ নগরে এক রাজা ছিলেন। বোধিসত্ত্ব তখন হস্তিকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ শ্বেতবর্ণ হইয়াছিল। ফলতঃ শীলাবনাগ জাতকে (৭২) যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, এ জন্মেও তিনি সেইরূপ রূপসম্পত্তি-সম্পন্ন হইয়াছিলেন। সর্ব্বসুলক্ষণযুক্ত দেখিয়া রাজা তাঁহাকে মঙ্গলহস্তীর পদে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছিলেন।

একদা কোন পর্ব্বোপলক্ষে রাজগৃহ নগর দেবনগরের ন্যায় অলঙ্কৃত হইল; রাজা সর্ব্বালঙ্কার-পরিশোভিত মঙ্গলহস্তীতে আরোহণ করিয়া রাজোচিত আড়ম্বরসহ নগর প্রদক্ষিণ করিতে বাহির হইলেন। পথপার্শ্বস্থ সমস্ত জনসঙ্ঘ মঙ্গলহস্তীর অদ্ভুত রূপ দেখিয়া এতদূর মুগ্ধ হইল যে তাহারা একবাক্যে বলিতে লাগিল, "অহো, কি সুন্দর রূপ। কি সুন্দর গতি, কি সুন্দর অঙ্গভঙ্গী! কি সুন্দর সুলক্ষণাবলী! এমন সর্ব্বশ্বেত বারণ রাজচক্রবর্ত্তীদিগেরই উপযুক্ত বাহন।" ফলতঃ তাহারা কেবল মঙ্গল হস্তীরই গুণগান করিতে লাগিল, রাজার নামটী পর্য্যন্ত মুখে আনিল না। ইহা কিন্তু রাজার পক্ষে অসহ্য হইল। তিনি অসূয়াপরবশ হইয়া ভাবিলেন, 'এই হস্তীটাকে পর্ব্বতপ্রপাত * হইতে পাতিত করিয়া নিহত করাইতে হইবে।' অনন্তর তিনি গজাচার্য্যকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এই হস্তীকে সুশিক্ষিত বলিয়া মনে কর কি?" তিনি বলিলেন, "হাঁ মহারাজ, এই হস্তী অতি সুশিক্ষিত।" "না, এ সুশিক্ষিত নহে, বরং দুঃশিক্ষিত।" "না মহারাজ, এ সুশিক্ষিত।" "এ যদি সুশিক্ষিত হয়, তাহা হইলে তুমি ইহাকে বৈপুল্য পর্ব্বতের শিখরদেশে আরোহণ করাইতে পার কি?" "হাঁ মহারাজ, নিশ্চয় পারি।" "আচ্ছা, তবে এস দেখি।" ইহা বলিয়া রাজা নিজে হস্তিপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিলেন এবং গজাচার্য্যকে আরোহণ করাইয়া পর্ব্বতের পাদদেশ পর্য্যন্ত গেলেন। গজাচার্য্যও গজপৃষ্ঠে বৈপুল্য পর্ব্বতের শিখরে উঠিলেন। অতঃপর রাজা পাত্রমিত্রসহ শিখরোপরি আরোহণ করিয়া মঙ্গলহস্তীকে প্রপাতাভিমুখে দাঁড় করাইয়া বলিলেন, "তুমি বলিতেছ এই হস্তী সুশিক্ষিত, অতএব ইহাকে তিন পায়ে ভর দিয়া দাঁড় করাও। গজাচার্য্য গজস্কন্ধে বসিয়াই অঙ্কুশদ্বারা সঙ্কেত করিলেন, "গজবর, তুমি তিন পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াও।" বোধিসত্ত্ব তাহাই করিলেন। তখন রাজা বলিলেন, "সম্মুখের দুই পায়ের উপর ভর দিয়া দাঁড় করাও।" মহাসত্ত্ব পশ্চাতের দুই পা তুলিয়া সম্মুখের দুই পায়ের উপর দাঁড়াইলেন। তাহার পর রাজা বলিলেন, "পশ্চাতের দুই পায়ে ভর দিয়া দাঁড় করাও।" গজবরও সম্মুখের দুই পা তুলিয়া পশ্চাতের দুই পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইলেন। অতঃপর আদেশ হইল এক পায়ে ভর দিয়া দাঁড় করাইতে হইবে, গজরাজও তিন পা তুলিয়া এক পায়েই দাঁড়াইলেন।

রাজা যখন দেখিলেন মঙ্গলহস্তী কিছুতেই পড়িয়া যাইতেছে না, তখন তিনি গজাচার্য্যকে বলিলেন, "যদি সাধ্য থাকে তবে আকাশে দাঁড়াইতে বল।" ইহা শুনিয়া আচার্য্য চিন্তা করিলেন, "সমস্ত জম্বুদ্বীপে ইহার ন্যায় সুশিক্ষিত হস্তী আর নাই। রাজা নিশ্চিত ইহাকে প্রপাত হইতে পাতিত করিয়া বিনষ্ট করিবার অভিসন্ধি করিয়াছেন।" অনন্তর তিনি হস্তীর কর্ণমূলে বলিলেন, "বৎস, এই রাজা তোমাকে পর্ব্বত হইতে ফেলিয়া দিয়া বিনষ্ট করিতে কৃত সঙ্কল্প। এমন পামরও কখনও তোমার ন্যায় হস্তীর উপযুক্ত প্রভু নহে। যদি তোমার আকাশ-গমনশক্তি থাকে, তবে আমাকে পৃষ্ঠে লইয়া ব্যোমপথে বারাণসীতে চল।" পূর্ণর্দ্ধিসম্পন্ন মহাসত্ত্ব সেই মুহূর্ত্তেই আকাশে উত্থিত হইলেন। তখন গজাচার্য্য বলিতে লাগিলেন, "মহারাজ, এই হস্তী পূর্ণমাত্রায় ঋদ্ধিমান্, তোমার ন্যায় নির্ব্বোধ ও পাপাচার রাজা ইহার অধিপতি হইবার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। পুণ্যবান্ পণ্ডিত রাজারাই এরূপ হস্তিরাজের যোগ্য। তোমার ন্যায় ক্রূর-কর্ম্মা ব্যক্তিরা এবংবিধ বাহন পাইলে ইহার মর্য্যাদা বুঝে না। তাহারা বাহন হইতে বঞ্চিত

* প্রপাত = ভৃগু (precipice)

হয় এবং তাহাদের যে কিছু যশ ও মর্য্যাদা থাকে তাহাও বিনষ্ট হয়।" অনন্তর গজস্কন্ধারূঢ় আচার্য্য এই গাথা পাঠ করিলেন :—

যশঃপ্রাপ্তি মূর্খদের অনর্থের হেতু হয় ;
আত্মদ্রোহী, পরদ্রোহী হেন জন নিঃসংশয়।

এই গাথা দ্বারা রাজাকে ধর্ম্মকথা শুনাইয়া, "তবে মহারাজ, আপনি এখানে থাকুন" বলিয়া গজাচার্য্য মঙ্গলহস্তিস্কন্ধে আকাশপথে উত্থিত হইয়া বারাণসীতে গমনপূর্ব্বক রাজাঙ্গনের উপরিভাগে উপনীত হইলেন এবং আকাশেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন তাহা দেখিয়া সমস্ত নগরবাসী সংক্ষুব্ধ হইয়া মহা কোলাহল করিয়া উঠিল, যে বারাণসীরাজের জন্য এক উৎকৃষ্ট বাহন আসিয়া রাজাঙ্গনের ঊর্দ্ধস্থ আকাশে অবস্থিতি করিতেছে। অনেকে ছুটিয়া গিয়া রাজাকেও এই সংবাদ দিল। রাজা বাহিরে আসিয়া বলিলেন, "যদি তুমি আমার উপভোগের জন্য আসিয়া থাক, তবে ভূতলে অবতরণ কর।" তখন বোধিসত্ত্ব ভূতলে অবতরণ করিলেন, গজাচার্য্যও অবরোহণপূর্ব্বক রাজাকে প্রণিপাত করিলেন। রাজা জিজ্ঞাসিলেন, "বাপ আমার, তোমরা কোথা হইতে আসিলে?" গজাচার্য্য উত্তর দিলেন, "রাজগৃহ হইতে।" অনন্তর তিনি রাজার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। রাজা কহিলেন, "তুমি এখানে আসিয়া বড় ভাল করিয়াছ।" তিনি মনের আহ্লাদে নগর সুসজ্জিত করাইলেন এবং বোধিসত্ত্বকে মঙ্গলহস্তীর পদ দিলেন। অতঃপর তিনি রাজ্য তিন ভাগ করিয়া একভাগ বোধিসত্ত্বকে দান করিলেন, একভাগ গজাচার্য্যকে দান করিলেন এবং একভাগ নিজের জন্য রাখিলেন। বোধিসত্ত্বের আগমনের পর তাঁহার রাজশ্রী উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, তিনি ক্রমে সমস্ত জম্বুদ্বীপের রাজচক্রবর্ত্তী হইয়া দানাদি পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন এবং জীবনান্তে কর্ম্মানুরূপ ফলপ্রাপ্ত হইলেন।

[সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল সেই মগধরাজ; সারীপুত্র ছিল সেই বারাণসীরাজ; আনন্দ ছিল সেই গজাচার্য্য এবং আমি ছিলাম সেই মঙ্গলহস্তী।

১২৩—লাঙ্গলেষা-জাতক।*

[শাস্তা জেতবনে স্থবির লালুদায়ীকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন :

এই স্থবির ধর্ম্মসম্বন্ধে কোন কথা বলিবার সময় কখন্ কি বক্তব্য, কখন্ কি অবক্তব্য ইহা জানিতেন না। তিনি মাঙ্গল্যকার্য্যে অমঙ্গলসূচক বচন আবৃত্তি করিতেন, হয়ত বলিয়া ফেলিতেন, "প্রাচীরের বহির্ভাগে, প্রতি চৌমাথায় তারা, লুকাইয়া আছে অনুক্ষণ"†; আবার কোন অমঙ্গল কার্য্যে তিনি মাঙ্গল্য গাথা পাঠ করিতেন, হয়ত বলিয়া ফেলিতেন, "দেবতা, মানব সর্ব্বে পুলকিত-মন" কিংবা "হেন শুভসংঘটন, হয় যেন পুনঃ পুনঃ ভাগ্যে তব, করি আশীর্ব্বাদ।"

একদিন ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "স্থবির লালুদায়ীর উচিত্যানৌচিত্য জ্ঞান নাই, তিনি সর্ব্বদাই যাহা বলা উচিত নয় তাহা বলিয়া থাকেন।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, লালুদায়ী যে কেবল এ জন্মেই তত্ত্রাবশে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-বোধহীন হইয়া অযুক্তবাক্য বলিতেছে তাহা নহে, পূর্ব্বেও সে এইরূপ করিয়াছিল। সে চিরকালই হ্রস্বদীর্ঘজ্ঞানহীন।" অনন্তর শাস্তা সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব এক মহৈশ্বর্য্যশালী ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পর তক্ষশিলানগরে সর্ব্ববিদ্যা শিক্ষা করেন, এবং সুবিখ্যাত অধ্যাপক হইয়া বারাণসী নগরে পঞ্চশত ব্রাহ্মণকুমারের শিক্ষাবিধানে প্রবৃত্ত হন। এই সকল

* লাঙ্গল+ঈষা।
† ক্ষুদ্রকপাঠ, ১১।

শিষ্যের মধ্যে একজন অতি জড়মতি ছিল। সে ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিত; কিন্তু বুদ্ধির জড়তা বশতঃ কিছুমাত্র শিখিতে পারিত না। তথাপি তাহাদ্বারা বোধিসত্ত্বের বড় উপকার হইত, কারণ সে নিয়ত দাসবৎ তাঁহার পরিচর্য্যা করিত।

একদিন বোধিসত্ত্ব সায়মাশ নির্ব্বাহ করিয়া শয়ন করিলেন। ঐ শিষ্য তাঁহার হস্তপাদ পৃষ্ঠাদি টিপিয়া বাহিরে যাইতেছে এমন সময় বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "বৎস, আমার খাটের পায়াগুলি ঠিক করিয়া দিয়া যাও।" শিষ্য একদিকের পায়া ঠিক করিয়া দেখে, অন্যদিকের পায়া নাই; তখন সে নিজের উরুর উপর সেই দিক্ স্থাপিত করিয়া সমস্ত রাত্রি বসিয়া কাটাইল। বোধিসত্ত্ব প্রত্যূষে নিদ্রাত্যাগ করিয়া তাহাকে তদবস্থায় দেখিতে পাইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, তুমি এভাবে বসিয়া আছ কেন?" শিষ্য বলিল, "গুরুদেব, খাটের এদিকে পায়া নাই বলিয়া উরুতে রাখিয়া বসিয়া আছি।" এই কথায় বোধিসত্ত্বের অন্তঃকরণ বিচলিত হইল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, "এই শিষ্য আমার অতীব উপকারী, কিন্তু দুঃখের বিষয়, এত শিষ্যের মধ্যে ইহারই বুদ্ধি জড়; সেই কারণে এ বিদ্যা শিক্ষা করিতে পারিতেছে না। ইহাকে পণ্ডিত করিবার কি কোন উপায় নাই?" অনন্তর তাঁহার মনে হইল, "এক উপায় আছে। এ যখন কাষ্ঠ ও পত্র সংগ্রহ করিয়া ফিরিবে, তখন ইহাকে জিজ্ঞাসা করিব, তুমি কি দেখিয়াছ ও কি করিয়াছ। এ উত্তর দিবে, এই দেখিয়াছি এবং এই করিয়াছি; তাহা হইলে আমি আবার জিজ্ঞাসা করিব, যাহা দেখিলে বা যাহা করিলে তাহা কিসের মত। এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলেই ইহাকে উপমা প্রয়োগ করিতে হইবে, কার্য্য কারণসম্বন্ধও ভাবিতে হইবে। এইরূপে নূতন নূতন উপমা প্রয়োগ ও কার্য্যকারণনির্ণয় করাইয়া ইহার পাণ্ডিত্য জন্মাইতে পারিব।"

মনে মনে এই যুক্তি করিয়া বোধিসত্ত্ব সেই শিষ্যকে ডাকিয়া বলিলেন, "বৎস, এখন হইতে তুমি যখন কাষ্ঠ ও পত্র সংগ্রহের জন্য বনে যাইবে, তখন যাহা দেখিবে, খাইবে বা পান করিবে, আমায় আসিয়া জানাইবে।" সে "যে আজ্ঞা" বলিয়া তাঁহার আদেশ গ্রহণ করিল। অনন্তর একদিন সে সতীর্থগণের সহিত কাষ্ঠ আহরণ করিবার জন্য বনে গিয়া একটা সর্প দেখিতে পাইল এবং চতুষ্পাঠীতে ফিরিয়া বোধিসত্ত্বকে বলিল, "আর্য্য, আমি একটা সাপ দেখিয়াছি।" বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন "সর্প কীদৃশ?" শিষ্য উত্তর দিল "ঠিক যেন লাঙ্গলের ঈষ্।" বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, 'উপমাটী সুন্দর হইয়াছে, সর্প দেখিতে অনেক অংশে লাঙ্গলের ঈষার ন্যায়ই বটে। বোধ হইতেছে ইহাকে ক্রমে পণ্ডিত করিয়া তুলিতে পারিব।'

অপর একদিন ঐ শিষ্য বনমধ্যে হস্তী দেখিতে পাইয়া বোধিসত্ত্বের নিকট সেই কথা জানাইল। বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসিলেন, "হস্তী কীদৃশ?" শিষ্য উত্তর দিল "ঠিক যেন লাঙ্গলের ঈষ্।" বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, হস্তীর শুণ্ড লাঙ্গলেষার ন্যায় বটে; দন্ত দুইটীও তৎসদৃশ; এ বুদ্ধির জড়তাবশতঃ হস্তীর সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পৃথক্ পৃথক্ বর্ণনা করিতে পারিতেছে না, কেবল শুণ্ডটাকেই লক্ষ্য করিয়া উত্তর দিতেছে।" এই সিদ্ধান্ত করিয়া বোধিসত্ত্ব ভালমন্দ কিছুই বলিলেন না।

আর একদিন ঐ শিষ্য নিমন্ত্রণে ইক্ষু খাইতে পাইয়া বোধিসত্ত্বকে বলিল, "আচার্য্য, আমি আজ আখ খাইয়াছি" বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইক্ষু কীদৃশ?" শিষ্য উত্তর দিল "ঠিক যেন লাঙ্গলের ঈষ্।" বোধিসত্ত্ব দেখিলেন, উপমাটীতে সাদৃশ্যের বড় অভাব, তথাপি তিনি সেদিন কোন কথা বলিলেন না।

পরিশেষে একদিন শিষ্যেরা নিমন্ত্রণে গিয়া দধি ও দুগ্ধের সহিত গুড় খাইল। জড়মতি শিষ্য আসিয়া বোধিসত্ত্বকে বলিল, "গুরুদেব, আজ আমি দধি ও দুগ্ধের সহিত গুড় খাইয়াছি।" আচার্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন, 'দধি, দুগ্ধ কীদৃশ বলত।' শিষ্য উত্তর দিল, "ঠিক যেন লাঙ্গলের ঈষ্।" ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব ভাবিতে লাগিলেন, "তাই ত; এ যখন সর্প লাঙ্গলের সদৃশ

বলিয়াছিল, তখন উপমাটী সুন্দর হইয়াছিল; হস্তী লাঙ্গলেষাসদৃশ, একথা বলাতেও শুণ্ড সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ সাদৃশ্য ছিল। তাহার পর বলিল ইক্ষু লাঙ্গলেষাসদৃশ; ইহাতেও যে সাদৃশ্যের লেশমাত্র ছিল না একথা বলা যায় না। কিন্তু দধি, দুগ্ধ শুক্লবর্ণ; এই দুই দ্রব্য যে পাত্রে থাকে তাহারই আকার প্রাপ্ত হয়; এখানে ত উপমাটী সর্ব্বাংশেই অপ্রযোজ্য। এ স্থূলবুদ্ধির শিক্ষাবিধান অসম্ভব। অনন্তর তিনি এই গাথা পাঠ করিলেন :—

অতি জড় বুদ্ধি এর ; অসর্ব্বতোগামিবাক্য
সর্ব্বত্র প্রয়োগ করে তাই ;
দধি বল, দুগ্ধ বল, কিংবা লাঙ্গলের ঈষা,
কিছুর(ই) সম্বন্ধে জ্ঞান নাই।
সেই হেতু বলে মূর্খ, দধি যেন লাঙ্গলেষা,
শুনি আমি হইনু হতাশ ;
হেন জনে শিক্ষা দিতে নাহি কেহ পৃথিবীতে,
গুরুগৃহে বৃথা এর বাস।

[সমবধান—তখন লালুদায়ী ছিল সেই জড়বুদ্ধি শিষ্য এবং আমি ছিলাম সেই সুবিখ্যাত আচার্য্য।]

১২৪—আম্র-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে শ্রাবস্তীবাসী জনৈক সম্ভ্রান্তবংশীয় ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি বৌদ্ধশাসনে শ্রদ্ধাবান্ হইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং যথানিয়মে ধর্ম্মনির্দ্দিষ্ট সমস্ত কর্ত্তব্য নির্ব্বাহ করিতেন।* কি আচার্য্য ও উপাধ্যায়দিগের শুশ্রূষায়, কি পান ভোজনে, কি উপোসথাগারে, কি স্নানাগারে সমস্ত কার্য্যে এবং সর্ব্বত্র তিনি নির্দ্দিষ্ট নিয়মের তিলমাত্র ব্যতিক্রম করিতেন না। ফলতঃ তিনি ভিক্ষুদিগের প্রতিপাল্য চতুর্দ্দশ প্রধান নিয়ম এবং অশীতি খণ্ড নিয়ম অবহিতচিত্তে প্রতিপালন করিয়া চলিতেন। তিনি বিহার, ভিক্ষুদিগের প্রকোষ্ঠ, উপস্থানশালা প্রভৃতি বিহারাঙ্গণ সম্মার্জ্জন করিতেন, পিপাসার্ত্ত-দিগকে পানীয় দিতেন। তাঁহার নিষ্ঠাপরায়ণতায় মুগ্ধ হইয়া লোকে প্রতিদিন যথানিয়মে পঞ্চশত ভিক্ষুর ভোজ্য দান করিত। এইরূপে একের গুণে বহুজনের উপকার হইত, বিহারের আয় বৃদ্ধি হইল মর্য্যাদাও বৃদ্ধি হইত।

একদিন ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া এই ভিক্ষুর কথা বলিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "অমুক ভিক্ষুর নিষ্ঠাবলে আমাদের কত লাভ ও সুনাম হইয়াছে; তাঁহার একার গুণে আমরা বহুজনে পরমসুখে আছি।" এই সময় শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিয়া বলিলেন, "এই ভিক্ষু কেবল এ জন্মে নহে, পূর্ব্বেও নিষ্ঠাবান্ ছিলেন। ইঁহারই গুণে তখন পঞ্চশত ঋষিকে বন্যফলমূলসংগ্রহার্থ বাহিরে যাইতে হইত না, তাঁহারা আশ্রমে বসিয়াই আহারার্থ ফলমূল প্রাপ্ত হইতেন।" অনন্তর শাস্তা সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব উদীচ্য ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া বয়ঃপ্রাপ্তির পর ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। তিনি পঞ্চশত ঋষিপরিবৃত হইয়া হিমালয়ের পাদদেশে বাস করিতেন

একবার হিমালয়ে ভয়ানক অনাবৃষ্টি হইল; সমস্ত জলাশয় শুকাইয়া গেল; পানীয়ের অভাবে পশুপক্ষীরা যৎপরোনাস্তি ক্লেশ পাইতে লাগিল। ইহাদের পিপাসাযন্ত্রণা দেখিয়া একজন তাপসের হৃদয় বিগলিত হইল। তিনি একটা বৃক্ষ ছেদন করিয়া দ্রোণী প্রস্তুত করিলেন এবং উহা জলপূর্ণ করিয়া তাহাদিগকে পান করিতে দিলেন। ক্রমে এত প্রাণী জলপান করিতে আসিতে লাগিল যে তাপসের নিজের আহারার্থ ফলমূলাদি সংগ্রহ করিবার অবকাশ রহিল না; কিন্তু তিনি অনাহারে থাকিয়াও তাহাদিগকে জল যোগাইতে লাগিলেন।

* মূলে 'বত্তসম্পন্নো' এই পদ আছে। 'বর্ত্ত' (বত্ত) বলিলে ভিক্ষুদিগের কর্ত্তব্য বুঝায়। চতুর্দ্দশ মহাবত্ত যথা, আগন্তুক বত্ত (অতিথিসৎকার), আবাসিক বত্ত (বিহারবাসী ভিক্ষুদিগের কর্ত্তব্য), পিণ্ডচারিক বত্ত (ভিক্ষাচর্য্যাসংক্রান্ত কর্ত্তব্য), আরণ্যবত্ত, ইত্যাদি। এতদ্ভিন্ন বহুবিধ খণ্ডবত্ত আছে, যথা ভিক্খাচরিয়বত্ত, ভোজনসালাবত্ত ইত্যাদি।

তাহা দেখিয়া পশুগণ চিন্তা করিতে লাগিল, "এই মহাত্মা আমাদিগকে জল দিবার জন্য নিজের খাদ্যসংগ্রহের অবসর পাইতেছেন না, অনাহারে অতীব কষ্ট পাইতেছেন। এস, আমরা এক ব্যবস্থা করি, আজ হইতে আমরা যখন জলপান করিতে আসিব, তখন ইঁহার জন্য স্ব স্ব বলানুসারে ফল আনয়ন করিব।" ইহার পর প্রত্যেক পশুই নিজের সাধ্যমত মধুর, অমধুর, আম্র, জম্বু, পনস প্রভৃতি ফল লইয়া আসিতে লাগিল। এইরূপে প্রতিদিন একজন তপস্বীর জন্য এত ফল আসিতে লাগিল যে তাহাতে সার্দ্ধদ্বিশত শকট পূর্ণ হইতে পারিত। আশ্রমস্থ পঞ্চশত তপস্বীও উহা ভোজন করিয়া নিঃশেষ করিতে পারিতেন না; যাহা উদ্বৃত্ত থাকিত, তাহা ফেলিয়া দিতেন। ইহা দেখিয়া একদিন বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "সৎকার্য্যের কি অদ্ভুত ফল! এই একব্যক্তির ব্রতের বলে এতগুলি তপস্বীকে আর ফলমূল সংগ্রহ করিতে যাইতে হয় না, তাঁহারা আশ্রমে থাকিয়াই পর্য্যাপ্ত আহার পাইতেছেন। অতএব সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে সকলেরই উদ্যমশীল হওয়া কর্ত্তব্য।" অনন্তর তিনি এই গাথা বলিলেন :—

ছাড়িও না আশা কভু, কর চেষ্টা প্রাণপণে;
নিরুৎসাহ কোন কালে হয় না পণ্ডিত জনে।
নিজে থাকি অনাহারে এই ঋষি নিষ্ঠাবান্
জল দিয়া রক্ষিলেন অসংখ্য জীবের প্রাণ;
সেই পুণ্যে হেথা এবে পুঞ্জীকৃত এত ফল;
ভুঞ্জি সুখে নাশে ক্ষুধা এই তাপসের দল।*

মহাসত্ত্ব শিষ্যদিগকে এইরূপ উপদেশ দান করিলেন।

[সমবধান—তখন এই ভিক্ষু ছিল সেই নিষ্ঠাবান তপস্বী এবং আমি ছিলাম তাহাদের গুরু।]

১২৫—কটাহক-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে জনৈক বিকত্থী ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্নবস্তু পূর্ব্বে যেরূপ বলা হইয়াছে তৎসদৃশ। †]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব এক মহাবিভবশালী শ্রেষ্ঠী ছিলেন। তাঁহার ভার্য্যার গর্ভে এক পুত্র জন্মে; ঠিক সেই দিন তাঁহার এক দাসীর গর্ভেও এক পুত্র জন্মিয়াছিল। শিশু দুইটী এক সঙ্গে লালিত-পালিত হইতে লাগিল। শ্রেষ্ঠীর পুত্র যখন পাঠশালায় লিখিতে যাইত, দাসীর পুত্র তখন ফলক ‡ বহন করিয়া তাহার অনুগমন করিত এবং এইরূপে নিজেও লিখিতে শিখিত। অতঃপর দাসীর পুত্র দুই তিনটী শিল্পও শিক্ষা করিল এবং কালক্রমে এক জন বচনকুশল ও প্রিয়দর্শন যুবক হইয়া উঠিল। তাহার নাম হইল কটাহক। সে শ্রেষ্ঠীর গৃহে ভাণ্ডারীর পদে নিযুক্ত হইল।

এক দিন কটাহক চিন্তা করিতে লাগিল, "চিরকাল ভাণ্ডারী হইয়া থাকিলে চলিবে না, সামান্য একটু দোষ দেখিলেই প্রভু আমায় হয় মারিবেন, নয় কারাগারে পাঠাইবেন, নয় দাগা দিবেন এবং আমাকে সারাজীবন ক্রীতদাসের ন্যায় কদন্নে প্রাণধারণ করিতে হইবে। প্রত্যন্ত-প্রদেশে নাকি আমার প্রভুর বন্ধু এক শ্রেষ্ঠী বাস করেন। একবার তাঁহার কাছেই গিয়া দেখি না কেন? এখান হইতে প্রভুর কৃত্রিম স্বাক্ষরযুক্ত এক পত্র লইয়া যাই, পরিচয় দিব যে আমি প্রভুর পুত্র; তাহা হইলে সেই শ্রেষ্ঠীর কন্যাকে বিবাহ করিয়া সুখে কাল কাটাইতে পারিব।"

* মহাশীলবজ্-জাতকে (৫১) এবং শরভঙ্গমৃগ-জাতকেও (৪৮৩) ও এই মর্ম্মের গাথা আছে।

† সম্ভবতঃ ভীমসেন-জাতকে (৮০)।

‡ কাষ্ঠফলক বা তক্তি, ইহা শ্লেটের কাজ করিত।

এইরূপ স্থির করিয়া কটাহক নিজেই এক পত্র লিখিল—"আমার পুত্র অমুক আপনার নিকট যাইতেছে। আপনার ও আমার পরিবারের মধ্যে আদান প্রদান সম্বন্ধ বাঞ্ছনীয়। আমার একান্ত ইচ্ছা, আমার এই পুত্রকে আপনার কন্যা সম্প্রদান করিয়া নবদম্পতীকে আপাততঃ আপনার নিকট রাখুন। আমি অবকাশ পাইলেই নিজে আপনার আলয়ে উপস্থিত হইব।" অনন্তর এই পত্র শ্রেষ্ঠীর মুদ্রাঙ্কিত করিয়া, সে, যত ইচ্ছা পাথেয় এবং গন্ধবস্ত্রাদিসহ প্রত্যন্ত-প্রদেশে উপস্থিত হইল এবং তত্রত্য শ্রেষ্ঠীর নিকট গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। শ্রেষ্ঠী জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, তুমি কোথা হইতে আসিতেছ?" কটাহক বলিল, "বারাণসী হইতে।" "তুমি কাহার পুত্র?" "আমি বারাণসী-শ্রেষ্ঠীর পুত্র।" "কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছ?" "এই পত্র পাঠ করিলে জানিতে পারিবেন।" ইহা বলিয়া কটাহক শ্রেষ্ঠীর হস্তে সেই পত্র দিল। শ্রেষ্ঠী পত্র পড়িয়া বলিলেন, "আঃ, এখন আমি বাঁচলাম।" তিনি মনের উল্লাসে কটাহকের হস্তে কন্যাসম্প্রদান করিলেন। তাঁহার ব্যবস্থার গুণে নবদম্পতী বিস্তর দাস-দাসী লইয়া বাস করিতে লাগিল।

কিন্তু ঐশ্বর্য্যমদে শীঘ্রই কটাহকের মাথা ঘুরিয়া গেল। সে ভক্ষ্যভোজ্য, বস্ত্র, গন্ধ সমস্ত দ্রব্যেরই দোষ ধরিতে লাগিল। "এই অন্ন প্রত্যন্তবাসীদিগের মুখেই ভাল লাগে, এ মিষ্টান্নে কেবল প্রত্যন্তবাসীদিগেরই রুচি হইতে পারে" ইহা বলিয়া সে ভক্ষ্যভোজ্যের নিন্দা করিত। "মূর্খ প্রত্যন্তবাসীরা কি বস্ত্রের ভাল মন্দ বুঝিতে পারে? প্রত্যন্তবাসীরা কি গন্ধ পিষিতে জানে বা ফুলের মালা গাঁথিতে পারে?" এইরূপ বলিয়া সে বস্ত্রগন্ধাদিরও দোষ ধরিত।

এদিকে বোধিসত্ত্ব দাসকে দেখিতে না পাইয়া বলিলেন, "কটাহককে ত দেখিতেছি না, সে কোথায় গেল?" অনন্তর তিনি তাঁহার অনুসন্ধানের জন্য চারিদিকে লোক পাঠাইলেন। তাহাদের মধ্যে এক জন প্রত্যন্ত অঞ্চলে গিয়া কটাহককে চিনিতে পারিল এবং বোধিসত্ত্বকে আসিয়া জানাইল। কটাহক কিন্তু ঐ ব্যক্তিকে চিনিতে পারিল না।

কটাহকের কীর্ত্তি শুনিয়া বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, "কটাহক বড় অন্যায় কাজ করিয়াছে; আমি গিয়া তাহাকে ফিরাইয়া আনিতেছি।" অনন্তর তিনি রাজার অনুমতি লইয়া বিস্তর অনুচরসহ প্রত্যন্ত অঞ্চলে যাত্রা করিলেন। বারাণসী-শ্রেষ্ঠী প্রত্যন্ত অঞ্চলে যাইতেছেন, এই সংবাদ অচিরে চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। তচ্ছ্রবণে কটাহক কি করিবে চিন্তা করিতে লাগিল। সে ভাবিল, 'তাঁহার আসিবার অন্য কোন কারণ হইতে পারে না; তিনি নিশ্চয় আমারই জন্য আসিতেছেন। আমি যদি এখন পলায়ন করি, তাহা হইলে আর কখনও এখানে ফিরিতে পারিব না। এ সঙ্কটে একমাত্র উপায় এই যে, আমি প্রত্যুদ্গমন করিয়া তাঁহার শরণ লই এবং পূর্ব্ববৎ দাসরূপে তাঁহার সেবাশুশ্রূষা করি।' তদবধি সে সভাসমিতিতে এইরূপ বলিতে আরম্ভ করিল, "আজকালকার ছেলেছোক্‌রারা পিতামাতার মর্য্যাদা রক্ষা করে না; তাহারা ভোজনকালে তাঁহাদের সুবিধা অসুবিধা দেখিবার জন্য অপেক্ষা না করিয়া নিজেরাও তাঁহাদের সঙ্গে আহার করিতে বসে। যখন আমার মাতাপিতা আহারে বসেন, তখন আমি তাঁহাদিগকে থালা, বাটী, গেলাশ, ডাবর, জল ও পান আনিয়া দিই। কদাচ ইহার ব্যতিক্রম করি না।"

প্রভুর সম্বন্ধে দাসের যাহা কর্ত্তব্য, এমন কি, প্রভু শৌচের জন্য প্রতিচ্ছন্ন স্থানে গেলে দাস কিরূপে জলের কলস লইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে, কটাহক এ সমস্তও সকলকে বুঝাইয়া দিতে লাগিল। জনসাধারণকে এইরূপ শিক্ষা দিয়া কটাহক যখন বুঝিল বোধিসত্ত্ব প্রত্যন্ত অঞ্চলের নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন, তখন সে শ্বশুরকে বলিল, "পিতঃ! শুনিতেছি, আমার জনক আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছেন। আপনি তাঁহার ভোজনাদির উদ্যোগ আরম্ভ করুন;

আমি কিছু উপঢৌকন লইয়া পথেই গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করি।" শ্বশুর বলিলেন, "অতি উত্তম কথা বলিয়াছ।" তখন কটাহক বহুবিধ উপঢৌকন ও বিস্তর অনুচরসহ অগ্রসর হইল এবং বোধিসত্ত্বকে প্রণিপাতপূর্ব্বক তৎসমস্ত তাঁহাকে দান করিল। বোধিসত্ত্ব ঐ সমস্ত গ্রহণ করিলেন, মিষ্টবাক্যে তাহার অভিভাষণ করিলেন এবং প্রাতরাশকালে স্কন্ধাবার স্থাপিত করিয়া মলত্যাগার্থ কোন নিভৃত স্থানে প্রবেশ করিলেন। তাহা দেখিয়া কটাহক নিজের অনুচরদিগকে আর অগ্রসর হইতে বারণ করিল, নিজে জলের কলস লইয়া বোধিসত্ত্বের নিকট গেল এবং তাঁহার উদককৃত্য শেষ হইলে তদীয় পাদমূলে পতিত হইয়া বলিল, "প্রভু, আপনি যত ইচ্ছা ধন গ্রহণ করুন, কিন্তু এখানে আমার যে প্রতিপত্তি জন্মিয়াছে, তাহার বিলোপ করিবেন না।"

বোধিসত্ত্ব তাহার কর্ত্তব্যপরায়ণতায় প্রীত হইয়াছিলেন। তিনি তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "তোমার ভয় নাই, আমা হইতে তোমার কোন অনিষ্ট হইবে না।" অনন্তর তিনি প্রত্যন্ত নগরে প্রবেশ করিলেন। তত্রত্য শ্রেষ্ঠী মহা আড়ম্বরের সহিত তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। কটাহক তখনও দাসবৎ তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিল।

এক দিন বোধিসত্ত্ব সুখাসীন হইলে প্রত্যন্তবাসী শ্রেষ্ঠী বলিলেন, "মহাশ্রেষ্ঠিন্, আমি আপনার পত্র পাইয়াই আমার কন্যাকে আপনার পুত্রের হস্তে সমর্পণ করিয়াছি।" কটাহক যেন প্রকৃতই তাঁহার পুত্র, এই ভাবে বোধিসত্ত্ব যথোচিত প্রিয়বচন দ্বারা প্রত্যন্তশ্রেষ্ঠীর মনস্তুষ্টি করিলেন। কিন্তু তদবধি তিনি কটাহকের মুখদর্শন পর্য্যন্ত ত্যাগ করিলেন।

এক দিন বোধিসত্ত্ব শ্রেষ্ঠিকন্যাকে ডাকাইয়া বলিলেন, "এস মা, আমার মাথার উকুন মার।" শ্রেষ্ঠিকন্যা উকুন মারিলে বোধিসত্ত্ব মধুরবচনে জিজ্ঞাসা করিলেন "আমার পুত্রটী সুখ দুঃখ সকল অবস্থাতেই অপ্রমত্ত থাকে ত? তুমি তাহার সহিত সুখে সম্প্রীতিতে সংসার নির্ব্বাহ করিতেছ ত?

শ্রেষ্ঠিদুহিতা বলিল, "আর্য্য, আমার স্বামীর অন্য কোন দোষ নাই, কিন্তু তিনি ভোজ্যদ্রব্যমাত্রেরই নিন্দা করেন।"

"মা, তাহার এই দোষ চিরকালই আছে। কিন্তু আমি তোমাকে তাহার মুখবন্ধন করিবার মন্ত্র দিতেছি। তুমি এই মন্ত্র অবধান সহকারে অভ্যাস কর; আমার পুত্র ভোজনকালে যখন খাদ্যদ্রব্যের নিন্দা করিবে, তখন তুমি তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া, আমি যে ভাবে বলিতেছি, ঠিক সেই ভাবে ইহা পাঠ করিবে।" অনন্তর বোধিসত্ত্ব শ্রেষ্ঠিদুহিতাকে সেই মন্ত্র শিক্ষা দিয়া কয়েক দিন পরে বারাণসীতে প্রতিগমন করিলেন। কটাহক বহু উপহার লইয়া কিয়দ্দূর তাঁহার অনুগমন করিয়াছিল এবং তাঁহাকে সে সমস্ত দান করিয়া ও প্রণাম করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল।

বোধিসত্ত্ব প্রস্থান করিলে কটাহকের দম্ভ আরও বাড়িয়া উঠিল। একদিন শ্রেষ্ঠিদুহিতা স্বামীর জন্য উৎকৃষ্ট ভোজ্য প্রস্তুত করাইয়া স্বহস্তে চমস দ্বারা পরিবেষণ করিতেছিলেন। কিন্তু কটাহক সেই ভোজ্যেরও নিন্দা আরম্ভ করিল। তখন শ্রেষ্ঠীকন্যা বোধিসত্ত্বের উপদেশ স্মরণ করিয়া এই গাথা পাঠ করিলেন :—

পরবাসীর বড়াই বেশী, যা খুশী তাই কয়,
আসলে আমার মনিব যখন, দেখব কিবা হয়।
জারিজুরি কটাহক তোমার নাহি সাজে,
চুপ্ টি ক'রে খাবার খেয়ে যাওগো নিজ কাজে।*

* বোধিসত্ত্ব সম্ভবতঃ এই গাথা সংস্কৃতভাষায় বলিয়াছিলেন এবং শ্রেষ্ঠিকন্যা অর্থ না বুঝিয়া উহা আবৃত্তি করিতে শিখিয়াছিলেন। তিনি অর্থ বুঝিতে পারেন নাই, অথচ কটাহক বুঝিয়াছিল, এরূপ না হইলে আখ্যায়িকাটী নিতান্ত অসঙ্গত হইয়া পড়ে।

কটাহক ভাবিল, "সর্ব্বনাশ। শ্রেষ্ঠী, দেখিতেছি, ইহাকে আমার নাম ও কুলের কথা বলিয়া গিয়াছেন।" তদবধি তাহার দর্প চূর্ণ হইল। সে কখনও ভোজ্যদ্রব্যের নিন্দা করিত না, যাহা পাইত, নীরবে আহার করিত। অনন্তর জীবনাবসানে সে কর্ম্মানুরূপ ফলভোগার্থ লোকান্তরে প্রস্থান করিল।

সমবধান—তখন এই বিকত্থী ভিক্ষু ছিল কটাহক এবং আমি ছিলাম সেই বারাণসীশ্রেষ্ঠী।

১২৬—অসিলক্ষণ-জাতক।

[কোশলরাজের সভায় এক ব্রাহ্মণ ছিল; সে বলিত যে কোন্ তরবারি সুলক্ষণ, কোন্ তরবারি দুর্লক্ষণ, তাহা সে জানিতে পারে। এই ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া শাস্তা জেতবনে নিম্নলিখিত কথা বলিয়াছিলেন।

কর্ম্মকারেরা যখন রাজার জন্য কোন তরবারি প্রস্তুত করিত, তখন ঐ ব্রাহ্মণ নাকি কেবল আঘ্রাণ লইয়াই উহার লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে পারিত। বস্তুতঃ কিন্তু সে যাহাদের নিকট উৎকোচ পাইত, তাহাদেরই তরবারি সুলক্ষণ ও মঙ্গলজনক বলিয়া প্রশংসা করিত; যাহাদের নিকট উৎকোচ পাইত না, তাহাদের তরবারি অমঙ্গলের নিদান বলিয়া রাজাকে ভয় দেখাইত।

একদিন কোন কর্ম্মকার একখানি তরবারি প্রস্তুত করিয়া উহার কোষের ভিতর কিঞ্চিৎ সূক্ষ্ম মরিচ-চূর্ণ প্রক্ষেপ করিল এবং রাজাকে উহা আনিয়া দিল। রাজা ব্রাহ্মণকে ডাকাইয়া বলিলেন, "এই তরবারি পরীক্ষা করিয়া দেখুন।" ব্রাহ্মণ তরবারি খুলিয়া যেমন আঘ্রাণ লইল, অমনি মরিচচূর্ণ তাহার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া হাঁচির বেগ জন্মাইল এবং ব্রাহ্মণ এমন জোরে হাঁচি দিল যে তরবারির ধারে প্রতিহত হইয়া তাহার নাক দুই খান হইয়া গেল।

ব্রাহ্মণের নাসাচ্ছেদবৃত্তান্ত ভিক্ষুসঙ্ঘে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। তাঁহারা একদা ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "শুনিলাম রাজার অসিলক্ষণ-পাঠক ব্যক্তি অসিলক্ষণ পাঠ করিতে গিয়া নিজের নাক কাটিয়া ফেলিয়াছে।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এজন্মে নহে, পূর্ব্বেও এই ব্রাহ্মণ ঘ্রাণ লইতে গিয়া নিজের নাসিকাচ্ছেদন করিয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় তাঁহার একজন অসিলক্ষণ-পাঠক ব্রাহ্মণ ছিল। উপরে প্রত্যুৎপন্ন বস্তুতে যাহা বলা হইল, এই ব্রাহ্মণের সম্বন্ধেও ঠিক তাহাই ঘটিয়াছিল। রাজা বৈদ্য দ্বারা ব্রাহ্মণের জন্য একটী কৃত্রিম নাসাগ্র প্রস্তুত করাইয়াছিলেন এবং উহা লাক্ষাদ্বারা এমন রঞ্জিত করাইয়াছিলেন যে কেহই উহাকে কৃত্রিম বলিয়া মনে করিত না। এই কৃত্রিম নাসাগ্রসম্পন্ন হইয়া ব্রাহ্মণ আবার রাজসভায় পূর্ব্ববৎ কাজ করিতে লাগিল।

রাজা ব্রহ্মদত্তের পুত্র ছিল না; এক কন্যা ও এক ভাগিনেয় ছিল। তিনি এই দুই জনকেই নিজের কাছে রাখিয়া লালনপালন করিতেন। নিয়ত একসঙ্গে থাকায় কুমার ও কুমারী পরস্পরের প্রতি নিরতিশয় অনুরক্ত হইয়াছিলেন। একদিন রাজা অমাত্যদিগকে ডাকাইয়া বলিলেন, "আমার ভাগিনেয়ই এই রাজ্যের উত্তরাধিকারী; আমি ইহাকে কন্যাদান করিয়া রাজপদে অভিষিক্ত করিব।"*

কিন্তু ইহার পর রাজা আবার ভাবিতে লাগিলেন, "ভাগিনেয় ত একপ্রকার আত্মজস্থানীয়। অন্য কোন রাজকুমারী আনিয়া ইহার সহিত বিবাহ দেওয়া যাউক; তাহার পর ইহাকে রাজপদে অভিষিক্ত করিব; এবং অন্য কোন রাজার সহিত কন্যার বিবাহ দিব। তাহা হইলে আমার অনেক নাতিপুতি হইবার সম্ভাবনা; তাহারা দুইটী রাজ্যে আধিপত্য করিবে।" অতঃপর অমাত্যদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া রাজা স্থির করিলেন, এখন হইতে এই দুইজনকে

---

* ভাগিনেয়ের সহিত কন্যাদি বিবাহ দেওয়া ক্ষত্রিয় রাজাদিগের মধ্যে অসঙ্গত ছিলনা। মৃদুপাণি-জাতক (২৬২), বর্দ্ধকিশূকর-জাতক (২৮৩) প্রভৃতি আরও কয়েকটী আখ্যায়িকায় এই প্রথার উল্লেখ দেখা যায়।

পৃথক্ রাখিতে হইবে। তিনি ভাগিনেয়ের জন্য একটী এবং কন্যার জন্য একটী স্বতন্ত্র বাসভবন নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। কুমার ও কুমারী উভয়েরই বয়স তখন ষোল বৎসর; এবং উভয়েরই মধ্যে গাঢ় অনুরাগের সঞ্চার হইয়াছিল।* পৃথক্ হইবার পর, কি উপায়ে মাতুলকন্যাকে তাঁহার পিতৃগৃহ হইতে বাহির করিয়া লইয়া যাইবেন, কুমার একমনে কেবল তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি এক উপায় স্থির করিলেন; তিনি এক দৈবজ্ঞাকে† ডাকাইয়া তাহাকে সহস্র মুদ্রা উপহার দিলেন। সে জিজ্ঞাসা করিল, "আমার কি করিতে হইবে, বাবা?" "মা, আপনি না করিতে পারেন এমন কাজ নাই। এমন একটী উপায় বলিয়া দিন যাহা অবলম্বন করিলে মাতুলরাজকন্যাকে অন্তঃপুর হইতে বাহির করিয়া আনা যাইতে পারে।" দৈবজ্ঞা বলিল, "উপায় করিয়া দিতেছি, বাবা; আমি রাজার নিকট গিয়া বলিব, 'আপনার কন্যার উপর কালকর্ণীর দৃষ্টি পড়িয়াছে; ঐ কালকর্ণী এত দিন ধরিয়া তাহার ঘাড়ে চাপিয়া আছে যে আপনি তাহা দেখিয়াও দেখিতেছেন না; আমি অমুক দিন রাজকন্যাকে রথে তুলিয়া শ্মশানে লইয়া যাইব। বহুসংখ্যক লোক অস্ত্র শস্ত্র লইয়া তাঁহার রক্ষাবিধানে নিযুক্ত থাকিবে, বিস্তর দাস দাসীও সঙ্গে যাইবে। সেখানে মণ্ডল প্রস্তুত করিয়া একটা শবের উপর শয্যা প্রস্তুত করিব এবং রাজকন্যাকে ঐ শয্যায় শোওয়াইয়া অষ্টোত্তর-শতঘট গন্ধজলে স্নান করাইব; তাহা হইলেই কালকর্ণী বিদূরিত হইবে।' এই বলিয়া আমি একদিন রাজকন্যাকে শ্মশানে লইয়া যাইব। আপনিও সেই দিন কিঞ্চিৎ মরিচচূর্ণ লইয়া এবং সায়ুধ অনুচরগণ সঙ্গে করিয়া রথারোহণে, আমাদের পৌঁছিবার পূর্ব্বেই, শ্মশানে উপস্থিত হইবেন, রথখানি শ্মশানদ্বারের একপার্শ্বে রাখিয়া দিবেন, অনুচরদিগকে শ্মশানবনে লুক্কায়িত থাকিতে বলিবেন এবং নিজে শ্মশানে গিয়া মণ্ডলোপরি মৃতবৎ পড়িয়া থাকিবেন। আমি সেখানে গিয়া আপনার দেহোপরি শয্যা রাখিয়া রাজকন্যাকে শোওয়াইব, আপনি তখন নাসিকায় মরিচচূর্ণ দিয়া দুই তিন বার হাঁচিবেন। আপনি হাঁচিবামাত্র আমরা সকলে রাজকন্যাকে ফেলিয়া রাখিয়া সেখান হইতে পলায়ন করিব। সেই অবসরে আপনি উঠিয়া রাজকন্যাকে গ্রহণ করিবেন, এবং তাঁহাকে অবগাহন করাইয়া ও নিজে অবগাহন করিয়া গৃহে ফিরিয়া যাইবেন।" ইহা শুনিয়া কুমার বলিলেন, "চমৎকার! এ অতি সুন্দর উপায়।"

দৈবজ্ঞা রাজার নিকট গিয়া ঐরূপ বলিল; রাজাও তাহার প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন। অনন্তর নিষ্ক্রমণ-দিবসে দৈবজ্ঞা রাজকুমারীকে সমস্ত চক্রান্ত খুলিয়া বলিল এবং তাঁহার রক্ষণ-বিধানার্থ যে বহুসংখ্যক যোদ্ধা যাইতেছিল তাহাদিগকে ভয় দেখাইবার জন্য কহিল, "আমি যখন রাজকন্যাকে মঞ্চের উপর তুলিব তখন মঞ্চের নিম্নে যে শব আছে সে হাঁচিবে এবং হাঁচিবার পর মঞ্চতল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যাহাকে প্রথমে দেখিতে পাইবে, তাহাকেই ধরিবে। অতএব তোমরা সকলে সাবধান থাকিবে।

কুমার ইহার পূর্ব্বেই শ্মশানে গিয়া দৈবজ্ঞার উপদেশমত মঞ্চতলে মৃতবৎ পড়িয়া ছিলেন। দৈবজ্ঞা রাজকুমারীকে লইয়া মণ্ডলপৃষ্ঠে উঠিল এবং তাঁহাকে "ভয় নাই" এই আশ্বাস দিয়া মঞ্চোপরি তুলিয়া দিল। কুমারও সেই সময়ে নাসিকায় মরিচচূর্ণ দিয়া হাঁচিলেন। ঐ হাঁচি শুনিবামাত্র সর্ব্বপ্রথমে দৈবজ্ঞা বিকট চীৎকার করিতে করিতে রাজকুমারীকে ফেলিয়া রাখিয়া পলায়ন করিল। তাহাকে পলাইতে দেখিয়া এক প্রাণীরও সেখানে থাকিতে সাহস হইল না, তাহারা অস্ত্রশস্ত্র ফেলিয়া যে, যে দিকে পারিল, ছুটিয়া গেল। তখন কুমার পূর্ব্বে যেরূপ মন্ত্রণা হইয়াছিল সেই মত সমস্ত করিয়া রাজকন্যাকে লইয়া গৃহে গেলেন। দৈবজ্ঞাও রাজভবনে গিয়া ব্রহ্মদত্তকে সংবাদ দিল।

* ইহাতে এবং অন্যান্য আখ্যায়িকা হইতে দেখা যায় তৎকালে যৌবনোদয়ের পূর্ব্বে বিবাহ হইত না।

† মূলে 'ইক্খণিকা' এই পদ আছে। ইক্খণিক = দৈবজ্ঞ—ইংরাজী seer শব্দের স্থানীয়।

রাজা ভাবিলেন, "আমি বাস্তবিকই ভাগিনেয়কে কন্যা সম্প্রদান করিব স্থির করিয়াছিলাম। একত্র লালিত পালিত হইয়া ইহারা দুই জনে পায়সে প্রক্ষিপ্ত ঘৃতের ন্যায় যেন এক হইয়া গিয়াছে।" সুতরাং তিনি ক্রুদ্ধ হইলেন না। তিনি যথাকালে ভাগিনেয়কে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া কন্যাকে তাঁহার মহিষী করিয়া দিলেন। কুমার রাজপদ লাভ করিয়া মহিষীর সহিত পরমসুখে বাস করিতে লাগিলেন এবং যথাধর্ম্ম প্রজাপালনে প্রবৃত্ত হইলেন।

সেই অসিলক্ষণপাঠক ব্রাহ্মণ নবীন ভূপতিরও সভাসদ্ হইল। সে একদিন রাজদর্শনে আসিয়া কিয়ৎক্ষণ সূর্য্যাভিমুখে দাঁড়াইয়াছিল বলিয়া তাহার কৃত্রিম নাসাগ্রের লাক্ষা দ্রবীভূত হইল এবং উহা ভূমিতে পড়িয়া গেল। ব্রাহ্মণ লজ্জায় অধোমুখ হইয়া রহিল। তাহা দেখিয়া রাজা পরিহাসপূর্ব্বক বলিলেন, "আচার্য্য, কোন চিন্তা করিবেন না, হাঁচি দ্বারা কাহারও কল্যাণ, কাহারও বা অকল্যাণ ঘটিয়া থাকে। আপনি হাঁচিয়া নিজের নাসিকা ছেদন করিয়াছেন, আমি হাঁচিয়া রাজকন্যা ও রাজত্ব পাইয়াছি।" অনন্তর রাজা এই গাথা পাঠ করিলেন :—

> একের যাহাতে হয় কল্যাণসাধন,
> তাহাতেই অপরের অনিষ্টঘটন।
> "ইহাতে নিয়ত শুভ", "ইহাতে শুধু অশুভ",
> মূঢ় মনে এই রূপ বিশ্বাসকারণ
> হ'য়ে থাকে বহুবিধ অশান্তি-ভাজন।

রাজা এই গাথা দ্বারা শুভাশুভ লক্ষণ সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য বলিয়া দিলেন। অনন্তর তিনি দানাদি পুণ্যকর্ম্ম করিয়া দেহান্তে কর্ম্মানুরূপ ফলভোগার্থ লোকান্তরে প্রস্থান করিলেন।

[শাস্তা এই দেশনদ্বারা বুঝাইয়া দিলেন যে, কোন লক্ষণ নিরবচ্ছিন্ন শুভসূচক বা অশুভসূচক, লোকের এ বিশ্বাস নিতান্ত ভ্রমমূলক।

সমবধান—তখন এই অসিলক্ষণ পাঠক ছিল সেই অসিলক্ষণ পাঠক এবং আমি ছিলাম ব্রহ্মদত্তের ভাগিনেয়।]

১২৭—কলন্দুক-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে জনৈক বিকত্থী ভিক্ষু সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্ন বস্তু ও অতীত বস্তু কটাহক-জাতকের (১২৫) প্রত্যুৎপন্ন বস্তু ও অতীত বস্তুর ন্যায়।]

এই জাতকে বারাণসীশ্রেষ্ঠীর এক দাসের নাম কলন্দুক। সে পলায়নপূর্ব্বক প্রত্যন্ত-শ্রেষ্ঠীর কন্যাকে বিবাহ করিয়া যখন বহু দাসদাসী লইয়া মহাসুখে বাস করিতেছিল, এবং বারাণসী শ্রেষ্ঠী বিস্তর চেষ্টা করিয়াও যখন তাহার সন্ধান পান নাই, তখন তিনি তাহার অনুসন্ধানার্থ নিজের একটী পোষা শুক পাখী ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। শুক নানা দিকে বিচরণ করিয়া অবশেষে কলন্দুক যে নগরে বাস করিতেছিল সেখানে উপস্থিত হইয়াছিল। সেই সময়ে কলন্দুক পত্নীর সহিত নদীতে জলকেলি করিতেছিল। সে প্রচুর মাল্যগন্ধবিলেপন ও ভক্ষ্যভোজ্য লইয়া নৌকায় আরোহণপূর্ব্বক নদীবক্ষে আমোদ প্রমোদে মগ্ন ছিল। সে দেশে ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তিরা নদীকেলি করিবার সময় কটুভৈষজ্যমিশ্রিত দুগ্ধ পান করিতেন, ইহার গুণে সমস্ত দিন জলক্রীড়া করিলেও তাঁহাদের সর্দ্দি হইত না। কলন্দুক এই ভৈষজ্য-মিশ্রিত ক্ষীরের এক গণ্ডূষ গ্রহণ করিয়াই মুখ ধুইয়া থু থু করিয়া ফেলিল এবং ঐ থূৎকার শ্রেষ্ঠিদুহিতার মস্তকোপরি পতিত হইল। শুকপক্ষী সেই নদীতীরে গিয়া এক উড়ুম্বুর বৃক্ষের শাখায় বসিয়াছিল। সে কলন্দুককে চিনিতে পারিয়া এবং শ্রেষ্ঠিকন্যার মস্তকে নিষ্ঠীবন দেখিয়া বলিল, "অরে কলন্দুক দাস, নিজের জাতি ও অবস্থা স্মরণ করিয়া দেখ্, ক্ষীর-গণ্ডূষ গ্রহণ করিয়া মুখ ধুইয়া সদ্যাগুবংশীয়া সুখবর্দ্ধিতা শ্রেষ্ঠিদুহিতার মস্তকে নিষ্ঠীবন ফেলিস্ না, নিজের ওজন বুঝিয়া চলিস্।" অনন্তর শুক এই গাথা পাঠ করিল :—

> আমি বনের পাখী, তবু জানি কুলের কথা তোর,
> এখন বল্‌ব গিয়া, শীঘ্র ধরা পড়বি, ওরে চোর।

তাই বল্‌ছি ভাল, কলন্দুক, কথা আমার রাখ্ :
খেয়ে দুধ একটু, মুখ বাকিয়ে' দেখাস্ নাক জাঁক।

[সমবধান—তখন এই বিকথী ভিক্ষু ছিল কলন্দুক এবং আমি ছিলাম সেই বারাণসীশ্রেষ্ঠী।]

১২৮—বিড়াল-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে জনৈক ভণ্ড ভিক্ষুর * সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। শাস্তা যখন তাহার ভণ্ডামির কথা জানিতে পারিলেন, তখন তিনি বলিলেন, "এ ব্যক্তি কেবল এ জন্মে নহে, পূর্ব্বেও ভণ্ড ছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব মূষিকযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বুদ্ধিমান্ ও শূকরশাবকের ন্যায় বৃহদাকার ছিলেন এবং বহুশত মূষিকপরিবৃত হইয়া অরণ্যে বিচরণ করিতেন।

একদিন এক শৃগাল ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে ঐ মূষিকযূথ দেখিয়া ভাবিতে লাগিল, 'ইহাদিগকে প্রতারিত করিয়া খাইতে হইবে।' সে মূষিকদিগের বিবরের অবিদূরে একপায়ে ভর দিয়া ও সূর্য্যের দিকে মুখ রাখিয়া বায়ু পান করিতে লাগিল। বোধিসত্ত্ব আহারান্বেষণে বিচরণ করিবার সময় তাহাকে দেখিতে পাইয়া মনে করিলেন, "এই শৃগাল বোধ হইতেছে সদাচারসম্পন্ন।" অতএব তিনি তাহার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, আপনার নাম কি?" শৃগাল উত্তর দিল "আমার নাম ধার্ম্মিক।" "ভূমিতে চারি পা না রাখিয়া কেবল এক পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন কেন?" "আমি ভূমিতে চারি পা দিলে পৃথিবী সে ভার বহন করিতে পারিবে না; সেই জন্য এক পায়ের উপর দাঁড়াইয়া আছি।" "আপনি মুখ ব্যাদান করিয়া আছেন কেন?" আমি অন্ন ভক্ষণ করি না, বায়ু মাত্র সেবন করি, সেই জন্য।" "সূর্য্যের দিকে মুখ রাখিয়া আছেন কেন?" "সূর্য্যকে নমস্কার করিবার জন্য।" শৃগালের কথা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব মনে করিলেন, 'অহো! এই শৃগালের কি অপূর্ব্ব সাধুতা!' তিনি তদবধি নিজের সমস্ত অনুচরসহ সায়ংপ্রাতঃ এই শৃগাল-সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিবার জন্য যাইতে লাগিলেন। কিন্তু মূষিকেরা প্রণিপাতান্তে ফিরিয়া যাইবার সময় শৃগাল তাহাদের সর্ব্ব-পশ্চাদ্বর্ত্তীকে ধরিয়া তাহার মাংস কতক চর্ব্বণ করিয়া, কতক গিলিয়া খাইয়া মুখ পুছিয়া দেখাইত যেন সে কিছুই জানে না। এইরূপে ক্রমে মূষিকদিগের সংখ্যা হ্রাস হইতে লাগিল। তাহা লক্ষ্য করিয়া মূষিকেরা ভাবিতে লাগিল, 'পূর্ব্বে আমাদিগের এই বিবরে স্থান-সঙ্কুলন হইত না; আমাদিগকে ঠেসাঠেসি করিয়া থাকিতে হইত; কিন্তু এখন এত ফাঁক হইল কেন? বিবর ত এখন পূর্ব্বের ন্যায় পূর্ণ হয় না। ইহার কারণ কি?' অনন্তর তাহারা বোধিসত্ত্বকে এই কথা জানাইল। বোধিসত্ত্বও চিন্তা করিতে লাগিলেন কি হেতু মূষিকদিগের দলক্ষয় হইতেছে। শৃগালের উপর তাঁহার সন্দেহ জন্মিল। তখন, 'ইহার মীমাংসা করা আবশ্যক' ইহা স্থির করিয়া তিনি শৃগালকে প্রণাম করিয়া ফিরিবার সময় অন্যান্য মূষিককে অগ্রে রাখিয়া স্বয়ং সকলের পশ্চাতে রহিলেন। শৃগাল বোধিসত্ত্বের উপর লাফাইয়া পড়িল। বোধিসত্ত্ব তাহার চেষ্টিত লক্ষ্য করিতেছিলেন; তিনি মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "অরে শৃগাল, তোর ব্রতানুষ্ঠান দেখিতেছি ধর্ম্মের জন্য নহে; তুই প্রাণিহিংসার জন্য ধর্ম্মের ধ্বজা তুলিয়া বিচরণ করিতেছিস্।" অনন্তর তিনি এই গাথা পাঠ করিলেন :—

তুলিয়া ধর্ম্মের ধ্বজা বকে সর্ব্বজনে,
পাপাচারে রত কিন্তু গোপনে গোপনে;

---

* মূলে 'কুহকভিক্খু' এই পদ আছে।

মনে বিষ মুখে কিন্তু মধুর বচন,
জানিবে বিড়াল-ব্রত-লক্ষণ * এমন।

মূষিকরাজ ইহা বলিতে বলিতে লম্ফ দিয়া শৃগালের গ্রীবার উপরি পতিত হইলেন এবং তাহার হনুর নিম্নে গলনালীতে দংশন করিয়া উহা ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। ইহাতে শৃগাল তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। তখন অন্য সকল মূষিক ফিরিয়া মুব্ মুব্ করিয়া শৃগালের মাংস খাইয়া চলিয়া গেল। বলা আবশ্যক যে, যাহারা প্রথমে ফিরিয়াছিল তাহারাই মাংস খাইতে পাইয়াছিল, যাহারা পশ্চাতে ফিরিয়াছিল তাহারা কিছুমাত্র পায় নাই।

ইহার পর মূষিকেরা নির্ভয়ে বাস করিতে লাগিল।

[সমবধান—তখন এই ভণ্ড তপস্বী ছিল সেই শৃগাল এবং আমি ছিলাম সেই মূষিকরাজ।]

১২৯—অগ্নিক-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অন্য একজন ভণ্ডের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন।]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব মূষিকরাজ হইয়া অরণ্যে বাস করিতেন। একদা দাবানল উপস্থিত হইলে এক শৃগাল পলায়ন করিতে অসমর্থ হইয়া কোন বৃক্ষকাণ্ডে মস্তক সংলগ্ন করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ইহাতে তাহার সমস্ত শরীরের লোম দগ্ধ হইয়া গেল; কেবল মস্তকের যে অংশ বৃক্ষের সহিত সংলগ্ন ছিল সেখানে শিখার ন্যায় এক গুচ্ছ লোম রহিল। সে একদিন এক পার্ব্বত্য হ্রদে জলপান করিবার সময় নিজের প্রতিবিম্বে রোমগুচ্ছ দেখিয়া ভাবিল, 'এতদিনে আমার জীবিকানির্ব্বাহের উপায় হইল।' অনন্তর বিচরণ করিতে করিতে সে মূষিকদিগের গুহা দেখিয়া স্থির করিল, 'ইহাদিগকে প্রতারিত করিয়া মারিব ও খাইব।' এই সঙ্কল্প করিয়া পূর্ব্বের জাতকে যেরূপ বলা হইয়াছে সে সেইভাবে মূষিক-গুহার অবিদূরে অবস্থিতি করিতে লাগিল।

বোধিসত্ত্ব আহারান্বেষণে বিচরণ করিতে গিয়া শৃগালকে তদবস্থায় দেখিতে পাইলেন এবং ভাবিলেন, 'এই শৃগাল সম্ভবতঃ সাধুস্বভাব।' তিনি তাহার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়ের নাম কি?" শৃগাল বলিল, "আমার নাম অগ্নি ভরদ্বাজ।" † "এখানে কি অভিপ্রায়ে আসিয়াছেন?" "তোমাদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত।" "আমাদিগকে কি উপায়ে রক্ষা করিবেন?" "আমি অঙ্গুলি দ্বারা গণনা করিতে পারি। তোমরা যখন প্রাতঃকালে ‡ গুহা হইতে বাহির হইয়া চরায় যাইবে, তখন একবার তোমাদের সংখ্যা গণিব; আবার সন্ধ্যাকালে যখন ফিরিবে তখনও গণিব। এই উপায়ে তোমাদিগকে রক্ষা করিব।" "আপনি উত্তম ব্যবস্থা করিয়াছেন, মামা! এখন হইতে আপনি আমাদের রক্ষক হইলেন।" "বেশ তাহাই হইব।"

অনন্তর যখন মূষিকগণ প্রাতঃকালে গুহা হইতে বাহির হইত তখন শৃগাল তাহাদিগকে গণিত—এক, দুই, তিন ইত্যাদি। সন্ধ্যার সময় তাহারা ফিরিয়া আসিলেও সে এইরূপ গণিত। ইহার পর যাহা ঘটিল তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী জাতকে বলা হইয়াছে। প্রভেদের মধ্যে এই যে মূষিকরাজ শৃগালের অভিমুখে ফিরিয়া বলিলেন, "অহে অগ্নি ভরদ্বাজ, তুমি শিখা রাখিয়াছ ধর্ম্মের জন্য নহে, উদরপূর্ত্তির জন্য।" অনন্তর তিনি এই গাথা পাঠ করিলেন:—

---

* এই জাতকের প্রথমাংশে শৃগালের কথা থাকিলেও গাথার বিড়ালের উল্লেখ আছে এবং সেই জন্যই ইহার বিড়ালজাতক নাম হইয়াছে। মহাভারতেও এই গল্প দেখা যায়।

† ঋগ্বেদের ষষ্ঠ মণ্ডলের সূক্তগুলির দেবতা অগ্নি এবং ঋষিগণ ভরদ্বাজগোত্রীয়।

‡ ইন্দুর কিন্তু রাত্রিকালেই খাদ্যান্বেষণ করিয়া থাকে।

শিখা তোমার পেটের তরে, পুণ্যহেতু নয়;
আঙ্গুল গণি দলের হানি করছ মহাশয়।
পরিচয়টা ভালমতে পেয়েছি তোমার;
ভণ্ডামিতে আমরা কভু ভুলব নাক আর।

[সমবধান—তখন এই ভণ্ড ভিক্ষু ছিল সেই শৃগাল এবং আমি ছিলাম সেই মূষিক-রাজ।]

১৩০—কৌশিকী-জাতক।*

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি করিবার সময় শ্রাবস্তীবাসিনী এক রমণীর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই রমণীর স্বামী একজন সাধু ও শ্রদ্ধাবান্ ব্রাহ্মণ জাতীয় উপাসক, কিন্তু সে নিজে অতি দুঃশীলা ও পাপরতা ছিল। সে সমস্ত রাত্রি অভিসারে অতিবাহিত করিত এবং দিনমানে পীড়ার ভাণ করিয়া শুইয়া থাকিত; সংসারের কোন কাজকর্ম্ম করিত না। ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিতেন, "ভদ্রে, তোমার কি অসুখ করিয়াছে?" সে বলিত, "পেটে বায়ু হইয়া কষ্ট দিতেছে।" "কি খাইলে ভাল হইবে বল।" "স্নিগ্ধ, মধুর, সুস্বাদু খাদ্য, অম্ল, তৈল ইত্যাদি।" রমণী যখন যে দ্রব্য খাইতে ইচ্ছা করিত, ব্রাহ্মণ তাহাই আনিয়া দিতেন। সে কিন্তু, ব্রাহ্মণ যতক্ষণ গৃহে থাকিতেন ততক্ষণ, শয্যায় পড়িয়া থাকিত; আবার তিনি গৃহের বাহিরে গেলেই জারদিগের সহিত সময় অতিবাহিত করিত। ব্রাহ্মণ দেখিলেন কিছুতেই গৃহিণীর উদরবায়ুর উপশম হইতেছে না। তখন তিনি শাস্তার শরণ লইলেন। তিনি একদিন গন্ধমাল্য প্রভৃতি উপহারসহ জেতবনে গিয়া শাস্তাকে প্রণিপাতপুরঃসর একান্তে উপবেশন করিলেন। শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্রাহ্মণ, তোমায় এতদিন দেখিতে পাই নাই কেন?" ব্রাহ্মণ উত্তর দিলেন, "আমার ব্রাহ্মণী বলেন যে তিনি বাতশূলে বড় কষ্ট পাইতেছেন। তাঁহার জন্য আমাকে ঘৃত, তৈল এবং উৎকৃষ্ট ভোজ্য সংগ্রহ করিতে হয়। তাঁহার শরীর এখন বেশ স্থূল হইয়াছে; বর্ণও উজ্জ্বল; অথচ বাতশূলের কোন উপশম দেখা যায় না। ভার্য্যার পরিচর্য্যায় ব্যস্ত থাকায় এখানে আসিবার অবসর পাই নাই।"

শাস্তা এই ব্রাহ্মণীর পাপভাব জানিতেন। তিনি বলিলেন, "ব্রাহ্মণ, রমণীদিগের এইরূপ রোগ উপশম না হইলে কি ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়, পূর্ব্বকালে পণ্ডিতেরা তাহা তোমায় বলিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু জন্মান্তর পরিগ্রহবশতঃ তাহা তোমার বেশ স্মরণ হইতেছে না।" অনন্তর ব্রাহ্মণের অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন:—]

পূর্ব্বকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব কোন উচ্চ ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি তক্ষশিলায় সর্ব্বশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া বারাণসীতে অধ্যাপকতা করিতেন। তাঁহার যশ সর্ব্বত্র বিকীর্ণ হইয়াছিল। রাজধানীর সমস্ত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়কুমার তাঁহার নিকট বিদ্যাশিক্ষা করিত।

এক জনপদবাসী ব্রাহ্মণ বোধিসত্ত্বের নিকট তিন বেদ ও অষ্টাদশ বিদ্যাস্থান† শিক্ষা করিয়া নিজের সম্পত্তির তত্ত্বাবধানার্থ বারাণসীতেই অবস্থিতি করিতেন এবং প্রতিদিন দুই তিন বার বোধিসত্ত্বের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। ইঁহার ব্রাহ্মণী নিতান্ত দুঃশীলা ও পাপরতা ছিল। ফলতঃ প্রত্যুৎপন্ন বস্তুতে যাহা বলা হইল, এ ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিয়াছিল। যখন ব্রাহ্মণ বলিলেন, "এই কারণে অবকাশাভাবে আপনার নিকট উপদেশলাভার্থ আসিতে পারি না।" তখন বোধিসত্ত্ব বুঝিলেন রমণী পীড়ার ভাণ করিয়া শুইয়া থাকে। তিনি শিষ্যকে রোগের অনুরূপ ঔষধ বলিয়া দিবার সংকল্প করিলেন। তিনি বলিলেন, "বৎস, এখন হইতে তুমি তাহাকে ঘৃত, দুগ্ধ ইত্যাদি দিওনা। গোমূত্রে পাঁচ প্রকার ফল প্রভৃতি ভিজাইয়া তাহা একটা নূতন তামার পাত্রে এতক্ষণ রাখিয়া দিবে যে সমস্ত দ্রব্য তাম্রগন্ধবিশিষ্ট হয়। তাহার

* ২২৬ সংখ্যক জাতকেরসহিত ইহার সাদৃশ্য দ্রষ্টব্য। "কৌশিকী গোত্রনাম।

† চারি বেদ, ছয় বেদাঙ্গ, পুরাণ, মীমাংসা, ন্যায়, ধর্ম্মশাস্ত্র এবং উপবেদচতুষ্টয় অষ্টাদশ বিদ্যাস্থান বলিয়া গণ্য। উপবেদ চতুষ্টয় যথা, আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গন্ধর্ব্ববেদ এবং শস্ত্রশাস্ত্র বা স্থাপত্যবেদ বা শিল্পশাস্ত্র।

পর, দড়ি, যোত বা লাঠি, যাহা পাব হাতে লইয়া গৃহিণীকে গিয়া বল, 'এই তোমার রোগের অমোঘ ঔষধ ; হয় ইহা পান কর, নয় উঠিয়া তুমি প্রতিদিন যে অন্নধ্বংস কর, তাহার অনুরূপ কাজ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও।' এই কথা বলিয়া, আমি তোমাকে যে গাথা শিখাইতেছি তাহাও পাঠ করিবে। যদি সে ঔষধ সেবনে আপত্তি করে, তাহা হইলে দড়ি, যোত বা লাঠি দিয়া দুই চারিবার প্রহার করিবে, চুল ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইবে, কনুই দিয়া মধ্যে মধ্যে দুই একবার প্রহারও দিবে। তুমি দেখিবে সে তখনই উঠিয়া গৃহকর্ম্মে মন দিবে।" ব্রাহ্মণ 'যে আজ্ঞা' বলিয়া গৃহে প্রতিগমন করিলেন, উক্ত নিয়মে ঔষধ প্রস্তুত করিলেন, এবং ব্রাহ্মণীকে বলিলেন, 'ভদ্রে, এই ঔষধ পান কর।" সে জিজ্ঞাসিল, "কে এই ঔষধের ব্যবস্থা করিয়াছেন?" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আচার্য্য।" "ইহা লইয়া যাও, আমি পান করিব না।" "ইচ্ছাপূর্ব্বক খাইবেনা বটে!" এই বলিয়া ব্রাহ্মণ দড়ি হাতে লইলেন এবং আবার বলিলেন, "হয় রোগের অনুরূপ ঔষধ পান কর, নয় প্রতিদিন যে অন্নধ্বংস কর তদনুরূপ কাজ কর্ম্ম কর।" অনন্তর তিনি এই গাথা পাঠ করিলেন :—

যাহা তুমি বল মুখে সত্য যদি হয়,
করিতে হইবে পান ঔষধ নিশ্চয়।
সুমধুর ভক্ষ্য কিন্তু করিলে ভোজন,
কর্ম্মশীলা তুমি নাহি হবে কি কারণ?
বল দেখি, হে কৌশিকী বলগো আমায়,
বাক্যে ও ভোজনে তব সমতা কোথায়?

ইহাতে ব্রাহ্মণী ভীতা হইল। সে দেখিল আচার্য্য যখন এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তখন আর তাঁহাকে প্রতারিত করিবার সাধ্য নাই। সুতরাং সে উঠিয়া গৃহকার্য্যে মন দিল। "আচার্য্য আমার দুঃশীলতা জানিতে পারিয়াছেন; এখন হইতে আর এরূপ পাপাচার করিতে পারিব না" ইহা ভাবিয়া আচার্য্যের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাবশতঃ সে পাপকর্ম্ম হইতেও বিরতা এবং ক্রমশঃ শুদ্ধচারিণী হইল।

[শ্রাবস্তীবাসিনী সেই ব্রাহ্মণীও "সম্যক্সম্বুদ্ধ আমায় জানিতে পারিয়াছেন" এই জ্ঞানে শাস্তার প্রতি শ্রদ্ধানিবন্ধন অনাচার ত্যাগ করিল।

সমবধান—তখন এই দম্পতী ছিল সেই দম্পতী এবং আমি ছিলাম সেই আচার্য্য।]

১৩১—অসম্পদান-জাতক।*

[শাস্তা বেণুবনে দেবদত্তের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্ম সভায় বসিয়া বলিতেছিলেন, "দেখ, দেবদত্ত কি অকৃতজ্ঞ! সে তথাগতের গুণ বুঝে না!" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিয়া কহিলেন, "ভিক্ষুগণ, দেবদত্ত পূর্ব্ব জন্মেও অকৃতজ্ঞ ছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে মগধরাজ্যে রাজগৃহ নগরে বোধিসত্ত্ব এক মগধরাজের শ্রেষ্ঠী ছিলেন। অশীতিকোটি ধনের অধিপতি বলিয়া তাঁহার নাম ছিল 'শঙ্খশ্রেষ্ঠী'। তখন বারাণসী নগরেও অশীতিকোটি ধনের অধিপতি পিলিয় নামে আর এক শ্রেষ্ঠী বাস করিতেন। ইঁহার সহিত শঙ্খশ্রেষ্ঠীর বিশিষ্ট বন্ধুত্ব ছিল। কালক্রমে কোন কারণবশতঃ পিলিয় শ্রেষ্ঠীর মহা বিপত্তি ঘটিল; তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি বিনষ্ট হইল; তিনি দারিদ্র্যগ্রস্ত ও অসহায় হইয়া, শঙ্খশ্রেষ্ঠীর নিকট সাহায্য পাইবেন এই আশায়, ভার্য্যাসহ বারাণসী হইতে পদব্রজে চলিয়া রাজগৃহনগরে বন্ধুর

* অসম্পদান—অগ্রহণ।

আলয়ে উপস্থিত হইলেন। শঙ্খশ্রেষ্ঠী তাঁহাকে দেখিবামাত্র "এসহে বন্ধু" বলিয়া আলিঙ্গন করিলেন এবং যথারীতি তাঁহার সৎকার ও সম্মান করিতে লাগিলেন। এইরূপে কতিপয় দিবস অতিবাহিত হইলে একদিন শঙ্খশ্রেষ্ঠী জিজ্ঞাসিলেন, "বন্ধু, তুমি কি অভিপ্রায়ে আসিয়াছ বল।" পিলিয় শ্রেষ্ঠী বলিলেন, "আমার বড় বিপদ্; আমি সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছি; এখন তুমি সাহায্য না করিলে আমার দাঁড়াইবার উপায় নাই।"

"সাহায্য করিব বৈকি। তুমি নিশ্চিন্ত হও।" এই বলিয়া শঙ্খশ্রেষ্ঠী ভাণ্ডাগার খুলিয়া তাহা হইতে পিলিয় শ্রেষ্ঠীকে চল্লিশ কোটি সুবর্ণ দিলেন। অতঃপর তাঁহার স্থাবর, অস্থাবর, দাসদাসী প্রভৃতি সমস্ত অবশিষ্ট সম্পত্তিও দুই সমান ভাগ করিয়া এক ভাগ বন্ধুকে দান করিলেন। পিলিয় শ্রেষ্ঠী এই বিপুল বিভব লাভ করিয়া, বারাণসীতে প্রতিগমন করিলেন এবং সেখানেই বাস করিতে লাগিলেন।

ইহার পর শঙ্খশ্রেষ্ঠীরও সেইরূপ বিপত্তি উপস্থিত হইল। এই সঙ্কট হইতে কিরূপে উদ্ধার পাইব চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার মনে হইল, "আমিত একবার বন্ধুর মহা উপকার করিয়াছিলাম; তাঁহাকে আমার সমস্ত বিভবের অর্দ্ধাংশ দিয়াছিলাম, তিনি কখনও আমায় প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবেন না; অতএব তাঁহারই নিকটে যাই।" এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি ভার্য্যাসহ পদব্রজে বারাণসী যাত্রা করিলেন এবং সেখানে উপস্থিত হইয়া ভার্য্যাকে বলিলেন,— "ভদ্রে, তুমি আমার সঙ্গে রাজপথে হাঁটিয়া গেলে ভাল দেখাইবে না। আমি গিয়া তোমাকে লইয়া যাইবার জন্য যানাদি পাঠাইতেছি। তুমি তাহাতে আরোহণ করিয়া বহু অনুচর সঙ্গে লইয়া নগরে প্রবেশ করিবে। যতক্ষণ যান না পাঠাই ততক্ষণ এখানে অপেক্ষা কর।" ইহা বলিয়া তিনি ভার্য্যাকে একটী ধর্ম্মশালায় রাখিয়া দিলেন, একাকী নগরে প্রবেশ করিয়া পিলিয়ের আলয়ে উপস্থিত হইলেন এবং শ্রেষ্ঠীর নিকট সংবাদ পাঠাইলেন, "রাজগৃহ নগর হইতে আপনার বন্ধু শঙ্খশ্রেষ্ঠী আগমন করিয়াছেন।"

পিলিয় বলিলেন, তাঁহাকে আসিতে বল; কিন্তু আগন্তুকের অবস্থা দেখিয়া তিনি আসন হইতে উত্থিত হইলেন না, অভ্যর্থনাও করিলেন না, কেবল জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি মনে করিয়া আসিয়াছেন?" শঙ্খশ্রেষ্ঠী উত্তর দিলেন, "আপনার দর্শনলাভার্থ।" "বাসা কোথায় লইয়াছেন?" "এখন পর্য্যন্ত বাসা ঠিক হয় নাই; আমার পত্নীকে ধর্ম্মশালায় রাখিয়া বরাবর এখানে আসিয়াছি।" "এখানে ত আপনাদের থাকার সুবিধা হইবে না। কোথাও বাসা ঠিক করুন গিয়া। সেখানে পাক করিয়া আহার করিবেন এবং যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যাইবেন। কিন্তু আমার সঙ্গে আর কখনও দেখা করিবেন না।" ইহা বলিয়া তিনি এক ভৃত্যকে আজ্ঞা দিলেন, "আমার বন্ধুর কাপড়ের খোঁটে এক আঢ়া মোটা ভুসি দাও।" সেই দিনই নাকি পিলিয় সহস্রশকট-প্রমাণ উৎকৃষ্ট ধান্য ঝাড়াইয়া গোলায় পূরিয়াছিলেন। অথচ সেই মহাচোর এমনই অকৃতজ্ঞ যে যাঁহার নিকট হইতে চল্লিশকোটি সুবর্ণ পাইয়াছিলেন সেই বন্ধুকে এখন এক আঢ়া মাত্র ভুসি দিলেন।

পিলিয়ের ভৃত্য এক আঢ়া ভুসি মাপিয়া উহা একটা ধামায় ফেলিয়া বোধিসত্ত্বের নিকট উপস্থিত হইল। বোধিসত্ত্ব চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'এই পাপাত্মা আমার নিকট চল্লিশ কোটি সুবর্ণ পাইয়া এখন আমায় কেবল এক আঢ়া ভুসি দিতেছে! ইহা আমি গ্রহণ করিব বা গ্রহণ করিব না?' অনন্তর তিনি ভাবিলেন, এই অকৃতজ্ঞ ও মিত্রদ্রোহী ব্যক্তি আমার বিনষ্টসর্ব্বস্ব জানিয়া বন্ধুত্ববন্ধন উচ্ছিন্ন করিল; কিন্তু আমি যদি এই এক আঢ়া ভুসি অতি তুচ্ছ বলিয়া গ্রহণ না করি, তাহা হইলে আমারও বন্ধুত্ববন্ধচ্ছেদনের অপরাধ হইবে। যাহারা মূঢ় ও নীচমনা তাহারাই লব্ধবস্তু অল্প বলিয়া গ্রহণ করিতে পরাঙ্মুখ হয় এবং ইরূপে বন্ধুত্ব বিনাশ করে। অতএব এ যে এক আঢ়া ভুসি দিল তাহাই গ্রহণ-

পূর্ব্বক আমার যতটুকু সাধ্য মিত্রধর্ম্ম রক্ষা করি।' ইহা স্থির করিয়া তিনি কাপড়ের খোঁটে সেই ভুসি বান্ধিয়া পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মশালায় ফিরিয়া গেলেন। তাঁহার ভার্য্যা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর্য্যপুত্র, বন্ধুর নিকট কি পাইলেন বলুন।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন "ভদ্রে, আমার বন্ধু পিলিয় শ্রেষ্ঠী এক আঢা ভুসি দিয়া আজই আমাকে বিদায় করিয়া দিয়াছেন।" "আপনি ইহা গ্রহণ করিলেন কেন? ইহাই কি চল্লিশ কোটি ধনের অনুরূপ প্রতিদান?" এই বলিয়া বোধিসত্ত্বের ভার্য্যা রোদন করিতে লাগিলেন।

বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "ভদ্রে, তুমি ক্রন্দন করিও না। পাছে তাঁহার সহিত মিত্রভাবের ভেদ হয় এই আশঙ্কাতেই ইহা গ্রহণ করিয়াছি। তাহাতে তুমি দুঃখ করিতেছ কেন?" অনন্তর তিনি এই গাথা পাঠ করিলেন:—

মিত্রদত্ত বস্তু যদি তুচ্ছ হয়,
তথাপি গ্রহণ করিবে তাহায়।
যে মূর্খ সে দান না করে গ্রহণ,
ছিন্ন করে সেই মিত্রতা বন্ধন।
দিল মোরে বন্ধু ভুসি অর্দ্ধমান *,
তথাপি তাহার রাখিতে সম্মান
লইলাম উহা সানন্দঅন্তরে,
মিত্রতা কি কেহ বিনষ্ট করে?
অবশ্য বৈগুণ্য চিরস্থায়ী নয়,
মিত্রতা শাশ্বতী সর্ব্বজনে কয়।

কিন্তু ইহা শুনিয়াও তাঁহার ভার্য্যার ক্রন্দননিবৃত্তি হইল না।

শঙ্খশ্রেষ্ঠী পিলিয়কে যে সমস্ত দাস দিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে এক কৃষাণ ছিল। সে ধর্ম্মশালার নিকট দিয়া যাইবার সময় শ্রেষ্ঠিপত্নীর ক্রন্দন শুনিয়া গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল এবং ভূতপূর্ব্ব প্রভু ও প্রভুপত্নীকে দেখিতে পাইয়া এবং তাঁহাদের পাদমূলে পতিত হইয়া, ক্রন্দন করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনারা এখানে কেন?" বোধিসত্ত্ব তাহার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত খুলিয়া বলিলেন। তাহা শুনিয়া দাস বলিল, "কোন চিন্তা নাই, প্রভু; যাহা হইবার তাহা ত হইয়া গিয়াছে।" ইহা বলিয়া সে তাঁহাদিগকে নিজের আলয়ে লইয়া গেল, গন্ধোদক দ্বারা স্নান করাইল, এবং উৎকৃষ্ট খাদ্য ভোজন করাইল। অনন্তর সে অন্যান্য দাসদিগকেও জানাইল, "আমাদের ভূতপূর্ব্ব প্রভু এখানে আসিয়াছেন।" এইরূপে কতিপয় দিবস অতিবাহিত হইলে সে একদিন সমস্ত দাস সঙ্গে লইয়া রাজাঙ্গণে গেল এবং "দোহাই মহারাজ" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। রাজা তাহাদিগকে ডাকাইয়া ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা রাজার নিকট সমস্ত ঘটনা নিবেদন করিল। তাহাদিগের কথা শুনিয়া রাজা উভয় শ্রেষ্ঠীকেই আহ্বান করাইলেন এবং শঙ্খশ্রেষ্ঠীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কি সত্য সত্যই পিলিয়কে চল্লিশ কোটি স্বর্ণ দিয়াছিলে?' তিনি উত্তর দিলেন, "মহারাজ, আমার বন্ধু যখন অভাবগ্রস্ত হইয়া রাজগৃহ নগরে আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে যে কেবল চল্লিশ কোটি ধন দিয়াছিলাম তাহা নহে; তাহার সঙ্গে আমার স্থাবর, অস্থাবর, দাস, দাসী প্রভৃতি অপর সমস্ত সম্পত্তির অর্দ্ধ পরিমাণও দান করিয়াছিলাম।"

"কেমন হে, পিলিয়, একথা সত্য কি?"

"হাঁ মহারাজ, একথা সত্য।"

"আচ্ছা, এই ব্যক্তি যখন অভাবে পড়িয়া তোমার নিকট সাহায্যের আশায় উপস্থিত হইয়াছিল, তখন তুমি ইহার উপযুক্ত সৎকার ও সম্মান করিয়াছিলে কি?"

* আট নালিকায় এক মান; চারি নালিকায় এক আঢা বা তুম্ব।

এই প্রশ্ন শুনিয়া পিলিয় নিরুত্তর রহিলেন। তখন রাজা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি না ইহার খোঁটে এক আঁটা ভুসি বাঁধিয়া দিয়া বিদায় করিয়াছিলে?" পিলিয় এখনও নিরুত্তর। অতঃপর রাজা কর্ত্তব্যনির্ণয়ার্থ অমাত্যদিগের সহিত মন্ত্রণা করিলেন এবং পিলিয়ের দণ্ডস্বরূপ এই আদেশ দিলেন:—"তোমরা পিলিয়ের গৃহে গিয়া তাহার সমস্ত সম্পত্তি শঙ্খশ্রেষ্ঠীকে দাও।"

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "মহারাজ, আমি পরের ধন চাই না; আমি যাহা দিয়াছিলাম তাহাই প্রতিদান করাইতে আজ্ঞা হউক।" তখন রাজা আদেশ দিলেন, বোধিসত্ত্বকে তাঁহার পূর্ব্বদত্ত অর্থ ফিরাইয়া দিতে হইবে। বোধিসত্ত্ব পূর্ব্বপ্রদত্ত সমস্ত বিভব পাইয়া দাসদাসীগণে পরিবৃত হইয়া রাজগৃহে প্রতিগমনপূর্ব্বক বিষয়-সম্পত্তির সুব্যবস্থা করিলেন। অনন্তর দানাদি সৎকর্ম্ম করিয়া তিনি জীবনান্তে কর্ম্মানুরূপ ফল ভোগার্থ লোকান্তরে প্রস্থান করিলেন।

[সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল পিলিয় শ্রেষ্ঠী এবং আমি ছিলাম শঙ্খশ্রেষ্ঠী।]

১৩২—পঞ্চগুরু-জাতক।*

[শাস্তা জেতবনে প্রলোভনসূত্র অবলম্বন করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। অজপাল-ন্যগ্রোধ তরুমূলে† মারদুহিতারা তাঁহাকে যে প্রলোভন দেখাইয়াছিলেন, ঐ সূত্র তদবলম্বনে রচিত। ভগবান্ প্রথমে সূত্রপাঠ আরম্ভ করিলেন; উহার প্রথমাংশ এই:—

ধরি মনোহর বেশ, ভুলাইতে মন,
আসিল অরতি, রতি, তৃষ্ণা, তিন জন।‡
শাস্তার প্রভাবে কিন্তু পলাইয়া গেল;
তুলা যেন বায়ুবেগে বিদূরিত হ'ল।

শাস্তা আদ্যোপান্ত সমস্ত সূত্র পাঠ করিলে ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া এই কথার আলোচনা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "অহো, বুদ্ধের কি অদ্ভুত ক্ষমতা! মারকন্যাগণ তাঁহার প্রলোভনার্থ শতসহস্র দিব্যরূপ ধারণ করিয়া উপস্থিত হইয়াছিল; কিন্তু তিনি তাহাদিগের দিকে দৃষ্টিপাত পর্য্যন্ত করেন নাই।" অতঃপর শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিয়া বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, আমি এজন্মে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া সর্ব্বজ্ঞত্ব লাভ করিয়াছি; সুতরাং মারকন্যাদিগের দিকে যে দৃকপাত করি নাই তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; যখন আমি কেবল জ্ঞানপথের পথিক ছিলাম, যখন পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারি নাই, সেই অতীত জন্মেও আমি ইন্দ্রিয়সংযম করিতাম এবং সম্মুখে দিব্যলাবণ্যবতী রমণী উপস্থিত হইলেও কোনরূপ অসদভিপ্রায়ে তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করি নাই। সেই জিতেন্দ্রিয়তার বলেই আমি তখন মহারাজ্য লাভ করিয়াছিলাম।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব রাজার শতপুত্রের মধ্যে সর্ব্ব কনিষ্ঠ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল তৎসমস্ত ইতিপূর্ব্বে

---

* এই জাতকের 'পঞ্চগুরু' নাম কি জন্য হইল বুঝা যায় না। হস্তলিখিত একখানি পালিগ্রন্থে ইহার নাম "ভিরুক জাতক" বলিয়া লিখিত আছে।

† ইহা বুদ্ধগয়ার নিকটবর্ত্তী একটি বটবৃক্ষ। অজপালকেরা এখানে বসিয়া বিশ্রাম করিত বলিয়া ইহার এইরূপ নাম হইয়াছিল। বুদ্ধত্ব-প্রাপ্তির প্রায় পাঁচ সপ্তাহ পরে গৌতম এখানে যান। এই সময়ে মারকন্যারা তাঁহাকে প্রলোভন দেখাইয়া ধর্ম্মভ্রষ্ট করিতে চেষ্টা করে। মার বুদ্ধকে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, শয়তানও খ্রীষ্টকে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। বুদ্ধচরিত ও খ্রীষ্টচরিত উভয়ের মধ্যে এইরূপ আরও কতকগুলি সাদৃশ্য দেখা যায়।

‡ অরতি=হিংসা, ঘৃণা, ক্রোধ ইত্যাদি। রতি=অনুরাগ, আসক্তি; ইহার নামান্তর রগা। তৃষ্ণা=বাসনা, আকাঙ্ক্ষা, ভোগেচ্ছা।

তক্ষশিলা-জাতকে * বলা হইয়াছে। তখন তক্ষশিলাবাসীরা নগরের বহির্ভাগস্থ ধর্ম্মশালায় উপস্থিত হইয়া বোধিসত্ত্বকে রাজ্যগ্রহণ করিতে অনুরোধ করিল এবং তিনি সম্মতি প্রকাশ করিলে তাঁহার অভিষেক-সম্পাদনপূর্ব্বক নগর সুসজ্জিত করিল। তক্ষশিলা নগর অমরাবতীর ন্যায় এবং রাজভবন ইন্দ্রভবনের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। বোধিসত্ত্ব নগরে প্রবেশ করিয়া রাজভবনস্থ বৃহৎ কক্ষে নানারত্নখচিত পালঙ্কে উপবেশন করিলেন; তাঁহার মস্তকোপরি শ্বেতচ্ছত্র বিরাজ করিতে লাগিল। তখন তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইল যেন দেবরাজ মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার অমাত্যগণ, ব্রাহ্মণ, গৃহপতি প্রভৃতি প্রজাবৃন্দ এবং ক্ষত্রিয় কুমারগণ সর্ব্বালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া সিংহাসনের চতুষ্পার্শ্বে সমবেত হইলেন, বিদ্যাধরী-সদৃশী ও নৃত্যগীতবাদ্য-কুশলা ষোড়শসহস্র নর্ত্তকী নৃত্য, গান ও বাদ্য করিতে লাগিল; তাহার শব্দে রাজভবন মেঘগর্জ্জননিনাদিত অর্ণবকুক্ষিবৎ এক-নিনাদ হইয়া উঠিল। বোধিসত্ত্ব নিজের শ্রী ও সৌভাগ্য অবলোকন করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, "আমি যদি যক্ষিণীদিগের দিব্যরূপে প্রমুগ্ধ হইতাম তাহা হইলে আমার নিশ্চিত বিনাশ ঘটিত, আমি এ শ্রী ও সৌভাগ্য ভোগ করিতে পারিতাম না। প্রত্যেকবুদ্ধদিগের উপদেশানুসারে চলিয়াছিলাম বলিয়াই আমার এই অভ্যুদয় হইয়াছে।" পুনঃ পুনঃ এইরূপ চিন্তা করিয়া শেষে তিনি মনের আবেগে নিম্নলিখিত গাথা পাঠ করিলেন :—

প্রাণ-পণে পালিয়াছি প্রত্যেকবুদ্ধের
কুশল বচন আমি ; হই নাই ভীত
ভয়হেতু শত শত করি নিরীক্ষণ ;
পশি নাই মায়াবিনী যক্ষিণী-আগারে।
তাই [illegible] পরিত্রাণ
আনন্দ সাগরে মম ভাসিতেছে প্রাণ।

মহাসত্ত্ব এইরূপে উক্ত গাথা দ্বারা ধর্ম্মব্যাখ্যা করিলেন এবং যথাশাস্ত্র রাজ্যশাসন ও দানাদি পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া কর্ম্মানুরূপ ফল লাভার্থ লোকান্তরে প্রস্থান করিলেন।

[সমবধান—আমিই তখন তক্ষশিলায় গিয়া রাজ্যলাভ করিয়াছিলাম।]

১৩৩—ঘৃতাশন-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে জনৈক ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ভিক্ষু শাস্তার নিকট হইতে কর্ম্মস্থান গ্রহণ করিয়া প্রত্যন্ত প্রদেশে গিয়াছিলেন এবং বর্ষা যাপন করিবার অভিপ্রায়ে কোন গ্রামের নিকটবর্ত্তী অরণ্যে বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রথম মাসেই তিনি একদিন ভিক্ষায় বাহির হইলে পর্ণশালাখানি পুড়িয়া গেল। তিনি উপাসকদিগকে জানাইলেন যে বাসস্থানাভাবে তাঁহার বড় কষ্ট হইতেছে। তাহারা বলিল, "সেজন্য চিন্তা কি? আমরা আর একখানি পর্ণশালা প্রস্তুত করিয়া দিতেছি।" কিন্তু মুখে এরূপ বলিলেও তাহারা তিনমাসের মধ্যে কিছুই করিল না। শয়ন, আসনের স্থানাভাবে এই ভিক্ষু কর্ম্মস্থান-ধ্যানে কিছুমাত্র ফল লাভ করিতে পারিলেন না,—সিদ্ধিপ্রাপ্তি দূরে থাকুক, তাহার চিহ্ন পর্য্যন্তও দেখিতে পাইলেন না। অনন্তর বর্ষাশেষে তিনি জেতবনে প্রতিগমনপূর্ব্বক শাস্তাকে প্রণিপাত করিয়া একান্তে আসন গ্রহণ করিলেন। শাস্তা স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, "কেমন, তুমি কর্ম্মস্থানধ্যানে সিদ্ধিলাভ করিয়াছ ত?" তখন ভিক্ষু ঐ কয়েকমাস যে যে সুখ দুঃখ ভোগ করিয়াছিলেন সমস্ত আদ্যোপান্ত নিবেদন করিলেন। তাহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "পূর্ব্বকালে ইতর প্রাণীরা পর্য্যন্ত তাহাদের পক্ষে কি সুবিধাজনক এবং কি অসুবিধাজনক তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল এবং যত দিন সুবিধা ছিল ততদিন নিজেদের বাসস্থানে থাকিয়া, অসুবিধা উপস্থিত হইবামাত্র অন্যত্র চলিয়া গিয়াছিল। যাহা ইতর প্রাণীরা করিয়াছিল, তুমি মানুষ হইয়া তাহা করিতে পারিলে না কেন? নিজের সুবিধা বা অসুবিধা বুঝিতে পারিলেনা কেন?" অনন্তর উক্ত ভিক্ষুর অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন :—]

---

* ৯৬ সংখ্যক। ইহার নাম সেখানে "তৈলপাত্র-জাতক" বলা হইয়াছে।

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব পক্ষিযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বুদ্ধিসঞ্চারের পর তাঁহার সৌভাগ্যোদয় হয় এবং তিনি পক্ষীদিগের রাজপদ লাভ করেন। তিনি বনমধ্যস্থ কোন হ্রদের তীরবর্ত্তী শাখাপ্রশাখাসম্পন্ন নিবিড়পত্র এক মহাবৃক্ষে সানুচর বাস করিতেন। উদকোপরিস্থিত শাখাবাসী বহুপক্ষী যে মলত্যাগ করিত তাহা ঐ হ্রদের জলে নিপতিত হইত। সেই হ্রদে চণ্ড নামে এক নাগরাজ বাস করিত। জল নষ্ট হইতেছে দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া সে এক দিন ভাবিতে লাগিল, 'পক্ষীরা আমার বাসস্থানে মলত্যাগ করিতেছে; জল হইতে অগ্নি উত্থাপিত করিয়া এই বৃক্ষ দগ্ধ করিতে হইবে; তাহা হইলেই ইহারা পলাইয়া যাইবে।' অনন্তর যখন রাত্রি হইল এবং সমস্ত পক্ষী আসিয়া স্ব স্ব শাখায় বসিল, তখন সে প্রথমে হ্রদের জল আলোড়িত করিল, তাহার পর ধূম উদ্গিরণ করিল এবং পরিশেষে তালস্কন্ধ প্রমাণ অগ্নিশিখা উত্থাপিত করিল।

জল হইতে অগ্নিশিখা উঠিতে দেখিয়া বোধিসত্ত্ব পক্ষীদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে জলদ্বারা নির্ব্বাপিত হয়; কিন্তু এখন দেখিতেছি, জলই প্রজ্বলিত হইতেছে; এখানে আর থাকা যাইতে পারে না, চল আমরা অন্যত্র যাই।" ইহা বলিয়া তিনি নিম্নলিখিত গাথা পাঠ করিলেন :—

> নিরাপদ্ ভাবিয়াছ যেই বাসস্থান,
> সেখানে প্রবল শত্রু হেরি বিদ্যমান।
> উদকের মধ্যে দেখ জ্বলে হুতাশন;
> এই বৃক্ষ ছাড়ি কর অন্যত্র গমন।
> নির্ভয় ভাবিয়া যার লইলে আশ্রয়,
> অদৃষ্টের দোষে সেই ভয়হেতু হয়।

ইহা বলিয়া বোধিসত্ত্ব নিজের আজ্ঞানুবর্ত্তী পক্ষীদিগকে লইয়া অন্যত্র উড়িয়া গেলেন। যাহারা তাহার কথা না শুনিয়া সেখানে রহিল, তাহারা বিনষ্ট হইল।

[কথান্তে শাস্তা সত্যচতুষ্টয় ব্যাখ্যা করিলেন; তাহা শুনিয়া ঐ ভিক্ষু অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইলেন।
সমবধান—তখন বুদ্ধশিষ্যেরা ছিল সেই আজ্ঞাবহ পক্ষিগণ এবং আমি ছিলাম পক্ষীদিগের রাজা।]

১৩৪—ধ্যানশোধন-জাতক।

[সাঙ্কাশ্য নগরের দ্বারে শাস্তা সংক্ষেপে যে প্রশ্নের মর্ম্ম বলেন, ধর্ম্ম সেনাপতি সারীপুত্র তাহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। সেই উপলক্ষে শাস্তা জেতবনে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার অতীতবস্তু এই :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব যখন অরণ্যমধ্যস্থ আশ্রমে দেহত্যাগ করেন, তখন তিনি "নৈবসংজ্ঞা নাসংজ্ঞা" এই বাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন। বোধিসত্ত্বের প্রধান শিষ্য এই বাক্যের যে ব্যাখ্যা করিলেন, অন্যান্য তপস্বীরা তাহা গ্রহণ করিলেন না। তখন বোধিসত্ত্ব আভাস্বর স্বর্গ হইতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক আকাশে আসীন হইয়া এই গাথা পাঠ করিলেন :—

> সংজ্ঞা দুঃখময়, দুঃখ অসংজ্ঞায়।
> ছাড় এই দুয়ে ভাই;
> কলুষবিহীন ধ্যানসুখ যাহা,
> সুখের আগার তাই।

এই উপদেশ দিয়া বোধিসত্ত্ব প্রধান শিষ্যের প্রশংসা করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। অতঃপর অন্য তাপসগণ প্রধান শিষ্যের বাক্যে শ্রদ্ধা স্থাপন করিল।

[সমবধান—তখন সারীপুত্র ছিল সেই প্রধান শিষ্য; এবং আমি ছিলাম মহাব্রহ্ম।]

১৩৫—চন্দ্রাভা-জাতক।

[শাস্তা সাঙ্কাশ্য নগরের দ্বারে সংক্ষেপে যে প্রশ্নের মর্ম্ম বলেন, স্থবির সারীপুত্র তাহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। তদুপলক্ষে শাস্তা জেতবনে এই কথা বলিয়াছিলেনঃ—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব যখন তপোবনে দেহত্যাগ করেন, তখন তিনি শিষ্যদিগের প্রশ্নের উত্তরদানকালে 'চন্দ্রাভা সূর্য্যাভা' এই বাক্য বলিয়া আভাস্বর লোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রধান শিষ্য এই বাক্যের যে ব্যাখ্যা করিলেন, তাহা অন্য শিষ্যদিগের মনঃপূত হইল না। তখন বোধিসত্ত্ব প্রত্যাগমনপূর্ব্বক আকাশে আসীন হইয়া এই গাথা পাঠ করিলেন :—

জ্যোৎস্না, রৌদ্র * এই কৃৎস্নদ্বয় সদা একমনে চিন্তা করি
অবিতর্ক ধ্যানে যায় ব্রহ্মলোকে নরলোক পরিহরি।

বোধিসত্ত্ব তাপসদিগকে এই উপদেশ দিয়া এবং প্রধান শিষ্যকে প্রশংসা করিয়া ব্রহ্মলোকে প্রতিগমন করিলেন।

সমবধান—তখন সারীপুত্র ছিল সেই প্রধান শিষ্য, এবং আমি ছিলাম মহাব্রহ্ম।

১৩৬—সুবর্ণহংস-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে স্থূলনন্দা নাম্নী ভিক্ষুণীকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন।

শ্রাবস্তীবাসী জনৈক উপাসক ভিক্ষুণীদিগকে রশুন দান করিবেন স্থির করিয়া ক্ষেত্রপালকে বলিয়াছিলেন, "যদি ভিক্ষুণীরা রশুন চাহিতে আসেন তাহা হইলে প্রত্যেককে দুই তিন গণ্ডা † দিবে।" তদবধি ভিক্ষুণীরা রশুনের জন্য কখনও তাহার গৃহে, কখনও তাহার ক্ষেত্রে যাইতেন।

একবার কোন পর্ব্বাহে এই উপাসকের গৃহে রশুন ফুরাইয়া গিয়াছিল ভিক্ষুণী স্থূলনন্দা দলবল লইয়া রশুনের জন্য উপস্থিত হইয়া শুনিল, গৃহে আর রশুন নাই, সমস্ত নিঃশেষ হইয়াছে, কাজেই তাহাদিগকে ক্ষেত্রে যাইতে হইবে। তদনুসারে স্থূলনন্দা ক্ষেত্রে গিয়া প্রচুর পরিমাণে রশুন তুলিয়া লইল। তাহা দেখিয়া ক্ষেত্রপাল বিরক্ত হইয়া বলিল, "ভিক্ষুণীরা কিরূপ প্রকৃতির লোক? পরিমাণ বিবেচনা না করিয়া যত পারিল রশুন লইয়া গেল!" ইহাতে, যে সকল ভিক্ষুণী অল্পেই সন্তুষ্ট, তাঁহারা বড় ক্ষুণ্ণ হইলেন এবং তাঁহাদিগের কথা শুনিয়া ভিক্ষুরাও বিরক্ত হইলেন। অনন্তর ভিক্ষুরা ভগবান্‌কে এই বৃত্তান্ত জানাইলেন। ভগবান্ স্থূলনন্দাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, 'ভিক্ষুগণ, যে দুরাকাঙ্ক্ষ সে নিজের গর্ভধারিণীর প্রতিও রূঢ় ও অপ্রিয় ব্যবহার করিয়া থাকে। এরূপ লোকে অদীক্ষিতদিগকে দীক্ষা দিতে পারে না, দীক্ষিতদিগকেও বীর্য্যসম্পন্ন করিতে পারে না; ইহাদের বুদ্ধির দোষে ভিক্ষা দুর্লভ হয়, লব্ধভিক্ষাও স্থায়ী হয় না। পক্ষান্তরে যাহারা অল্পেই সন্তুষ্ট, তাহারা অদীক্ষিতদিগকে দীক্ষিত এবং দীক্ষিতদিগকে বীর্য্যসম্পন্ন করিতে পারে। যেখানে ভিক্ষা দুর্লভ সেখানেও তাহারা ভিক্ষা পায়, এবং লব্ধভিক্ষাদ্বারা তাহারা অনেক দিন চালায়।" এইরূপে ভিক্ষুদিগকে ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা দিয়া শাস্তা বলিলেন, "স্থূলনন্দা যে এবারই অতিলোভ দেখাইয়াছে, এমন নহে; পূর্ব্বেও সে এই প্রকৃতির পরিচয় দিয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব কোন ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর সমকুলজাত এক ব্রাহ্মণকন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। এই রমণীর গর্ভে নন্দা, নন্দবতী ও সুন্দরীনন্দা নামে তাঁহার তিনটী কন্যা জন্মে। অতঃপর

---

* জ্যোৎস্না অবদাত কৃৎস্ন এবং রৌদ্র পীতি কৃৎস্ন (৯৯ পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য)। ধ্যানের যে অবস্থায় বিতর্ক অর্থাৎ যুক্তিপ্রয়োগ থাকেনা তাহার নাম অবিতর্কধ্যান।

† 'গণ্ডিকা' ('গণ্ডক') শব্দজাত।

বোধিসত্ত্বের মৃত্যু হয় ; কাজেই তাঁহার পত্নী ও কন্যাত্রয় প্রতিবেশীদিগের গৃহে কাজকর্ম্ম করিয়া জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন।

মানবদেহ ত্যাগ করিয়া বোধিসত্ত্ব সুবর্ণহংসরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন এবং জাতিস্মর হইলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর একদিন তিনি নিজের সুবর্ণপক্ষাবৃত পরম রমণীয় বিশালদেহ দেখিয়া ভাবিতে লাগিলেন, 'আমি পূর্ব্বজন্মে কি ছিলাম ?' অমনি তাঁহার স্মরণ হইল তিনি পূর্ব্বজন্মে মনুষ্য ছিলেন। তখন, তাঁহার ব্রাহ্মণী ও কন্যারা কি উপায়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে ইহা চিন্তা করিয়া তিনি জানিতে পারিলেন তাঁহারা পরগৃহে দাসীবৃত্তি দ্বারা অতিকষ্টে কাল কাটাইতেছেন। তিনি ভাবিলেন, 'আমার পালকগুলি কুট্টিত সুবর্ণের* ন্যায় ; আমি স্ত্রী ও কন্যাদিগকে এক একটী পালক দিব ; তাহারা ইহা বিক্রয় করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিবে।' এই সঙ্কল্প করিয়া বোধিসত্ত্ব উড়িয়া গিয়া তাহাদের কুড়ে ঘরের মাঝের আড়ার এক পাশে গিয়া বসিলেন।† তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু, আপনি কোথা হইতে আসিলেন ?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "আমি তোমাদের পিতা ; মৃত্যুর পর সুবর্ণহংস হইয়া জন্মলাভ করিয়াছি। আমি তোমাদিগকে দেখিতে আসিয়াছি ; এখন হইতে তোমাদিগকে আর পরগৃহে দাসীবৃত্তি করিয়া দিনপাত করিতে হইবে না ; আমি এক একটী পালক দিব , তাহা বিক্রয় করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিবে।" ইহা বলিয়া তিনি তাঁহাদিগকে একটী পালক দিয়া চলিয়া গেলেন।

তদবধি বোধিসত্ত্ব মধ্যে মধ্যে ফিরিয়া আসিতেন এবং তাঁহাদিগকে এক একটী পালক দিয়া যাইতেন। তাহাতে ব্রাহ্মণীর প্রচুর অর্থলাভ হইত এবং তিনি পরমসুখে জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন। কিন্তু একদিন ব্রাহ্মণী কন্যাদিগকে বলিলেন, "ইতর প্রাণীদিগের চরিত্র বুঝা ভার ; তোদের পিতা যে কখনও আসা বন্ধ করিবে না তাহা কে বলিতে পারে ? তাই বলি, সে এবার যখন আসিবে, তখন আমরা তাহার সবগুলি পালক ছিঁড়িয়া লইব।" কিন্তু পিতার যন্ত্রণা হইবে ভাবিয়া কন্যারা এ জঘন্য প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন না। ব্রাহ্মণী কিন্তু কিছুতেই নিজের দুরাকাঙ্ক্ষা দমন করিতে পারিল না। অতঃপর একদিন বোধিসত্ত্ব তাঁহাদের কুটীরে উপস্থিত হইলে তিনি বলিলেন, "আর্য্যপুত্র, একবার আমার কাছে আসুন।" বোধিসত্ত্ব তাঁহার নিকটে গেলেন ; তিনি তাঁহাকে দুই হাতে ধরিয়া সমস্ত পালক উপাড়িয়া লইলেন। কিন্তু বোধিসত্ত্বের ইচ্ছার বিরুদ্ধে লইল বলিয়া কোন পালকই হিরণ্ময় রহিল না, তৎক্ষণাৎ বকের পালকের ন্যায় হইয়া গেল।

ইহার পর বোধিসত্ত্ব চলিয়া যাইবার জন্য পক্ষ বিস্তার করিলেন , কিন্তু উড়িতে পারিলেন না। তখন ব্রাহ্মণী তাঁহাকে একটা বড় জালার মধ্যে ফেলিয়া দিয়া খাবার দিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিন পরে বোধিসত্ত্বের নূতন পালক উঠিল, কিন্তু সেগুলি সমস্ত শাদা হইল। অনন্তর তিনি উড়িয়া স্বস্থানে চলিয়া গেলেন, আর কখনও পত্নী ও কন্যাদিগকে দেখিতে আসিলেন না।

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, তোমরা দেখিতে পাইলে যে স্থূলনন্দা এজন্মের ন্যায় পূর্ব্বেও দুরাকাঙ্ক্ষা-পরায়ণা ছিল। সেই দুরাকাঙ্ক্ষাবশতঃ পূর্ব্বজন্মে সে সুবর্ণ হইতে বঞ্চিত হইয়াছিল, এজন্মেও রসুন হইতে বঞ্চিত হইবে। কেবল তাহাই নহে, তাহার লোভাতিশয্যে সমস্ত ভিক্ষুণী-সম্প্রদায়ের ভাগ্যেই আর রসুনপ্রাপ্তি ঘটিবে না। ইহা দেখিয়া তোমরা লোভ সংযত করিতে শিখ, ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য যতই অল্প হউক না কেন, তাহাতেই সন্তুষ্ট হইতে অভ্যাস কর।" অনন্তর তিনি এই গাথা বলিলেন :—

যাহা পাও তাহাতেই তুষ্ট রাখ মন,
পাপাচারে রত সদা অতিলোভী জন।

---

* পেটা সোনা।

† মূলে 'পিট্ঠিবংসকোটি' এই পদ আছে।

সোণার পালক পেয়ে প্রয়োজন মত
হয়েছিল ব্রাহ্মণীর স্বচ্ছলতা কত ;
সমস্ত পালক কিন্তু যুগপৎ হরি,
পুনঃ কষ্ট পেল সেই দাসীবৃত্তি করি।

শাস্তা স্থূলনন্দাকে বিস্তর ভর্ৎসনা করিয়া এই ব্যবস্থা করিলেন যে রসুন খাইলে ভিক্ষুণীদিগকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

[সমবধান—তখন স্থূলনন্দা ছিল সেই ব্রাহ্মণী, তাহার ভগিনীরা ছিল ব্রাহ্মণীর কন্যা এবং আমি ছিলাম সেই সুবর্ণরাজহংস।]

[ঈষপের গ্রন্থে সুবর্ণডিম্বপ্রসূতি হংসীর কথা আছে; লা ফন্টেনের গ্রন্থেও সুবর্ণপর্ণবিশিষ্ট হংসের কথা আছে। সুবর্ণহংস-জাতকই বোধ হয় এই কথাদ্বয়ের বীজ।]

১৩৭—বব্রু-জাতক।*

[কাণা নাম্নী এক রমণীর মাতার সম্বন্ধে ভিক্ষুদিগকে যে উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল, তদুপলক্ষে শাস্তা জেতবনে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই রমণী একজন শ্রাবস্তীবাসিনী স্রোতাপন্না আর্য্যশ্রাবিকা; কন্যার নামানুসারে লোকে ইঁহাকে কাণার মাতা বলিয়া ডাকিত। তিনি গ্রামান্তরবাসী সজাতীয় এক পুরুষকে কন্যা দান করিয়াছিলেন। একদা কাণা কোন কার্য্যোপলক্ষে তাহার মাতার নিকট আসিয়াছিল, কয়েক দিন পরে তাহার স্বামী লোক পাঠাইয়া সংবাদ দিল, "আমার ইচ্ছা কাণা এখন ফিরিয়া আইসে।" দূতমুখে এই কথা শুনিয়া কাণা তাহার মাতার অনুমতি চাহিল। মাতা বলিলেন, "এতদিন এখানে থাকিয়া এখন কিরূপে খালি হাতে যাইবি? একটু অপেক্ষা কর, কিছু পিঠা তৈয়ার করিয়া দিতেছি।" কাণার মাতা পিষ্টক প্রস্তুত করিতেছেন এমন সময়ে এক ভিক্ষু ভিক্ষাচর্য্যায় গিয়া তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হইলেন। উপাসিকা তাঁহাকে বসাইয়া পাত্রপূর্ণ করিয়া পিষ্টক দান করিলেন। তিনি বাহিরে গিয়া অন্য একজন ভিক্ষুকে এই সংবাদ দিলেন। তখন দ্বিতীয় ভিক্ষুও উপাসিকার গৃহে উপস্থিত হইলেন এবং একপাত্র পিষ্টক পাইলেন। আবার দ্বিতীয় ভিক্ষুও সে স্থান হইতে গিয়া তৃতীয় এক ভিক্ষুকে এই কথা জানাইলেন, এবং তিনিও আসিয়া পূর্ব্ববৎ পিষ্টক পাইলেন। এইরূপে উপাসিকা একে একে চারিজন ভিক্ষুকে দান করিলেন বলিয়া তাঁহার সমস্ত পিষ্টক নিঃশেষ হইল; কাজেই সে দিন কাণার পতিগৃহে গমন হইল না। তাহার পর কাণার স্বামী একে একে আরও দুই দূত পাঠাইল, শেষের দূতকে বলিয়া দিল, "কাণা যদি না আইসে তাহা হইলে আমি অন্য স্ত্রী বিবাহ করিব।" কিন্তু এবারও ঠিক উক্তরূপে কাণার গমনে বাধা পড়িল। তখন কাণার স্বামী ভার্য্যান্তর গ্রহণ করিল এবং তাহা শুনিয়া কাণা রোদন করিতে লাগিল। এই বৃত্তান্ত শুনিয়া শাস্তা পূর্ব্বাহ্নে পাত্রচীবর গ্রহণ পূর্ব্বক কাণার মাতার গৃহে গমন করিলেন এবং নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসিলেন, "কাণা কাঁদিতেছে কেন?" কাণার মাতা তাঁহার নিকট সমস্ত ঘটনা নিবেদন করিলেন। তাহা শুনিয়া শাস্তা সেই উপাসিকাকে আশ্বাস দিয়া ধর্ম্মকথা শুনাইলেন এবং আসন ত্যাগ করিয়া বিহারে ফিরিয়া গেলেন।

এদিকে ভিক্ষুসঙ্ঘে রাষ্ট্র হইল যে সেই চারিজন ভিক্ষু প্রস্তুত পিষ্টক গ্রহণ করিয়া তিন তিনবার কাণার পতিগৃহগমন বন্ধ করিয়াছেন। একদিন সমস্ত ভিক্ষু ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া এই কথার আলোচনা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "শুনিতেছি, চারিজন ভিক্ষু, কাণার মাতা যে পিষ্টক প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহা খাইয়া, তিন তিনবার কাণার পতিগৃহগমনের অন্তরায় হইয়াছেন এবং তন্নিবন্ধন কাণার স্বামী কাণাকে পরিত্যাগ করিয়াছে বলিয়া সেই মহোপাসিকা অত্যন্ত মনঃকষ্ট পাইয়াছেন।" এই সময় শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং কহিলেন, "এই ভিক্ষুচতুষ্টয় যে কেবল এজন্মে কাণার মাতার পিষ্টক খাইয়া তাহার কষ্টের কারণ হইয়াছে তাহা নহে, পূর্ব্বেও ইহারা এইরূপ হইয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব পাষাণকুট্টককুলে† জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পর সেই ব্যবসায়ে বিলক্ষণ নৈপুণ্য লাভ করিয়াছিলেন।

* বব্রু=বিড়াল।
† পাষাণ কুট্টক=যে পাথর কাটিয়া নানারূপ দ্রব্য প্রস্তুত করে।

কাশীরাজ্যের কোন গ্রামে এক মহাবিভবশালী শ্রেষ্ঠী ছিলেন। তাঁহার ভাণ্ডারে চল্লিশ কোটি সুবর্ণ সঞ্চিত হইয়াছিল। তাঁহার ভার্য্যা মৃত্যুর পর ধনস্নেহবশতঃ মূষিকরূপে পুনর্জন্ম লাভ করিয়া ঐ ধনের উপর বাস করিত। কালক্রমে একে একে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় সেই শ্রেষ্ঠিকুল লয় প্রাপ্ত হইয়াছিল ; শ্রেষ্ঠী নিজে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, সে গ্রামও উজাড় হইয়াছিল। যে সময়ের কথা হইতেছে তখন বোধিসত্ত্ব এই পুরাতন গ্রামস্থানে প্রস্তর তুলিয়া কাটিতেছিলেন। ধনরক্ষিণী সেই মূষিকা আহারার্থ ইতস্ততঃ বিচরণকালে বোধিসত্ত্বকে পুনঃ পুনঃ দর্শন করিয়া তাঁহার প্রতি অনুরক্তা হইল এবং চিন্তা করিতে লাগিল, 'আমার বহু ধন অকারণ নষ্ট হইতেছে, এই ব্যক্তির সহিত মিলিত হইয়া উহা ভোগ করা যাউক।' ইহা স্থির করিয়া সে এক দিন একটী কাহণ * মুখে লইয়া বোধিসত্ত্বের সম্মুখে উপস্থিত হইল। বোধিসত্ত্ব তাহাকে দেখিয়া মধুরবচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা,—তুমি কাহণ মুখে লইয়া আসিয়াছ কেন?" সে বলিল, "সৌম্য, ইহা লইয়া তোমার নিজের ভোজ্য সংগ্রহ কর; আমার জন্যও মাংস ক্রয় করিয়া আন।" "বেশ, তাহাই করিব" বলিয়া বোধিসত্ত্ব কাহণটী লইয়া গৃহে গেলেন এবং এক মাষার মাংস আনিয়া মূষিকাকে দিলেন। মূষিকা উহা লইয়া নিজের বিবরে গেল এবং যথারুচি ভোজন করিল। তদবধি মূষিকা প্রতিদিন বোধিসত্ত্বকে এক একটী কাহণ দিতে লাগিল; তিনিও তাহার জন্য মাংস আনিতে লাগিলেন।

অতঃপর একদিন এক বিড়াল ঐ মূষিকাকে ধরিল। মূষিকা বলিল, "সৌম্য, আমায় মারিও না।" বিড়াল জিজ্ঞাসিল, "কেন মারিব না? আমি যে ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছি এবং মাংস খাইতে ইচ্ছা করিয়াছি।" "এক দিনই মাংস খাইতে ইচ্ছা হয়, না নিত্য খাইতে ইচ্ছা হয়?" "পাইলে ত নিত্যই খাইতে ইচ্ছা হয়।" "যদি তাহাই হয় তবে তোমাকে প্রত্যহ মাংস দিব, আমাকে ছাড়িয়া দাও"। "আচ্ছা, ছাড়িয়া দিলাম, কিন্তু সাবধান, মাংস দিতে যেন ত্রুটি না হয়।" ইহা বলিয়া বিড়াল মূষিকাকে ছাড়িয়া দিল। মূষিকা তদবধি নিজের জন্য আনীত মাংস দুই ভাগ করিয়া এক ভাগ বিড়ালকে দিত এবং এক ভাগ নিজে খাইত।

ইহার পর একদিন অন্য এক বিড়ালে সেই মূষিকাকে ধরিল এবং সে তাহাকেও ঐরূপ বুঝাইয়া মুক্তি লাভ করিল। তখন হইতে মাংস তিন ভাগ করিয়া মূষিকা তাহার এক ভাগ খাইত। অনন্তর আর এক বিড়ালে তাহাকে ধরিল, এবং সে তাহারও সহিত উক্তরূপ নিয়ম করিয়া মুক্তিলাভ করিল। তখন মাংস চারি ভাগ হইতে লাগিল। তাহার পর আবার আর এক বিড়ালে তাহাকে ধরিল এবং তাহারও সহিত ঐ নিয়ম করিয়া সে মুক্তি লাভ করিল। তখন হইতে মাংস পাঁচ ভাগ হইতে লাগিল। পাঁচ ভাগের এক ভাগ মাত্র মাংস খাইয়া অল্পাহার-বশতঃ মূষিকার রক্তমাংস শুষ্ক হইল, সে নিতান্ত কৃশ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। বোধিসত্ত্ব তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, তুমি এত কৃশ হইতেছ কেন?" মূষিকা তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিল। বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "তুমি এতদিন আমায় এ কথা বল নাই কেন? ইহার যে প্রতীকার আছে তাহা আমি জানি।" ইহা বলিয়া মূষিকাকে আশ্বাস দিয়া বোধিসত্ত্ব স্বচ্ছস্ফটিক পাষাণ দ্বারা † এক গুহা প্রস্তুত করিলেন এবং উহা আনিয়া মূষিকাকে বলিলেন, "মা, তুমি এই গুহায় প্রবেশ করিয়া যে আসিবে তাহাকেই পরুষবচন দ্বারা উত্তেজিত করিবে।" ইহা শুনিয়া মূষিকা সেই গুহার ভিতর গিয়া রহিল। অনন্তর এক বিড়াল আসিয়া বলিল, "আমায় মাংস দাও।" মূষিকা বলিল, "অরে ধূর্ত্ত বিড়াল, আমি কি তোর মাংস যোগাইবার চাকর? মাংস খাবি ত নিজের পুতের মাংস খা।" বিড়াল জানিত না যে মূষিকা স্ফটিক-

* কাহণ—কহাপণ (কার্ষাপণ)। ইহা তৎকালপ্রচলিত এক প্রকার মুদ্রা; স্বর্ণ-রৌপ্যাদি উপাদানের তারতম্য বশতঃ ইহার মূল্যেরও তারতম্য ছিল। (১৩শ পৃষ্ঠের টীকা দ্রষ্টব্য)।

† অর্থাৎ অতি নির্ম্মল স্ফটিক।

গুহার ভিতর আছে; সে কোপবশে, 'মূষিকাকে এখনই খাইয়া ফেলিব' মনে করিয়া সহসা এমন লম্ফ দিল যে স্ফটিক গুহায় লাগিয়া বক্ষঃস্থলে দারুণ আঘাত পাইল; তাহার হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ হইয়া গেল, চক্ষু দুইটা কোটর হইতে বাহির হইয়া পড়িল, সে তৎক্ষণাৎ মার্জারলীলা সংবরণ করিয়া এক প্রতিচ্ছন্ন স্থানে পড়িয়া গেল। এই উপায়ে একে একে চারিটা বিড়ালই বিনষ্ট হইল এবং তদবধি মূষিকা নির্ভয় হইয়া বোধিসত্ত্বকে প্রতিদিন দুই তিন কাহণ দিতে লাগিল। এইরূপে ক্রমে সে সমস্ত ধনই বোধিসত্ত্বকে দান করিল। বোধিসত্ত্ব ও মূষিকা যাবজ্জীবন মিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া দেহান্তে কর্ম্মানুরূপ গতি প্রাপ্ত হইলেন।

[কথান্তে শাস্তা অভিসম্বুদ্ধ হইয়া এই গাথা পাঠ করিলেন :—

লোভ পাইলে প্রথম আসে একটা বিড়াল,
দুই, তিন, চার তাহার পরে ক্রমে পালে পাল—
আসলো যেমন বিড়ালের দল মাংস খাবার তরে,
স্ফটিকগুহার চোটে কিন্তু সবাই শেষে মরে।

সমবধান—তখন এই চারি ভিক্ষু ছিল সেই চারি বিড়াল, মূষিকা ছিল সারিপুত্র এবং আমি ছিলাম সেই পাষাণকুট্টক মণিকার।]

১৩৮—গোধা-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে এক ভণ্ডকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্ন বস্তু, পূর্ব্বে বিড়াল-জাতকে (১২৮) যেরূপ বলা হইয়াছে, তাহার সদৃশ।*]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব গোধাযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে পঞ্চবিধ অভিজ্ঞাসম্পন্ন এক তাপস কোন প্রত্যন্ত গ্রামের নিকটবর্ত্তী বনমধ্যে পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাস করিতেন। গ্রামবাসীরা তাঁহাকে যথেষ্ট ভক্তি শ্রদ্ধা করিত। বোধিসত্ত্ব ঐ তাপসের চঙ্ক্রমণ স্থানের এক প্রান্তে এক বল্মীকে বাস করিতেন। তিনি প্রতিদিন দুই তিন বার ধর্ম্মশাস্ত্রের আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতেন এবং তাঁহাকে বন্দনা করিয়া বাসস্থানে ফিরিয়া যাইতেন।

কিয়ৎকাল পরে এই তাপস গ্রামবাসীদিগের নিকট বিদায় লইয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন। কিন্তু এই শীলবান্ তাপস চলিয়া গেলে এক কপট তাপস আসিয়া সেই আশ্রমপদে বাস করিতে লাগিল। বোধিসত্ত্ব ইহাকেও শীলসম্পন্ন মনে করিয়া পূর্ব্ববৎ যাতায়াত করিতে লাগিলেন।

নিদাঘকালে একদিন অকস্মাৎ দুর্য্যোগ হওয়ায় ঐ বল্মীক হইতে পুত্তিকাসমূহ বাহির হইয়া পড়িল এবং তাঁহাদিগকে খাইবার জন্য চারিদিক্ হইতে বিস্তর গোধা আসিয়া জুটিল। এই সময়ে গ্রামবাসীরাও বাহির হইয়া অনেক গোধা ধরিল এবং অম্লপক্ব স্নিগ্ধসম্ভারযুক্ত গোধামাংস আনিয়া তাপসকে আহার করিতে দিল। গোধামাংসের আস্বাদ পাইয়া তাপসের লালসা জন্মিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "এই মাংস অতি মধুর; এ কিসের মাংস?" তাহারা বলিল "এ গোধার মাংস।" ইহা শুনিয়া তাপস ভাবিল, 'আমার কাছে ত একটা বড় গোধা আসিয়া থাকে। তাহাকে মারিয়া মাংস খাইতে হইবে।' ইহা স্থির করিয়া সে পাকপাত্র, ঘৃত, লবণাদি সংগ্রহ করিয়া একস্থানে রাখিয়া দিল এবং নিজের কাষায় বস্ত্রের মধ্যে মুদ্গর লুকাইয়া রাখিয়া বোধিসত্ত্বের আগমন প্রতীক্ষায় অতি প্রশান্তভাবে বসিয়া রহিল। সেদিন বোধিসত্ত্ব সায়াহ্নকালে তাপসের নিকট আসিবেন স্থির করিয়াছিলেন। তিনি সায়াহ্নে

* ৩২৫ সংখ্যক জাতকও দ্রষ্টব্য।

আশ্রমাভিমুখে যাত্রা করিলেন, কিন্তু তাপসের নিকটবর্ত্তী হইয়াই তাহার ইন্দ্রিয়বিকার লক্ষ্য করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, 'এই তাপস অন্যদিন যে ভাবে বসিয়া থাকে, আজ ত সেভাবে নাই। আজ আমাকে দেখিয়াই যেন মনে কোন দুরভিসন্ধি আছে এই ভাবে তাকাইতেছে। দেখিতে হইবে ব্যাপার কি?' তখন আশ্রমপাদ হইতে বায়ু বহিতেছিল, বোধিসত্ত্ব তাহা পরীক্ষা করিয়া গোধামাংসের গন্ধ পাইলেন। ইহাতে তিনি বুঝিলেন, 'এই ভণ্ড তপস্বী বুঝি আজ গোধামাংস খাইয়াছে এবং তাহার রস পাইয়া আজ আমি নিকটে গেলেই আমাকে মুদ্গরের আঘাতে নিহত করিয়া মাংস পাক করিয়া খাইবে মনে করিয়াছে।' তখন তিনি আর তাপসের নিকট গেলেন না, ফিরিয়া চলিলেন। বোধিসত্ত্ব অগ্রসর হইলেন না দেখিয়া তাপস চিন্তা করিল, 'তবে কি এ টের পাইয়াছে যে আমি ইহাকে মারিবার জন্য বসিয়া আছি, সেই কারণে আসিতেছ না? কিন্তু না আসিলেই কি অব্যাহতি পাইবে?' এই ভাবিয়া সে মুদ্গর বাহির করিয়া নিক্ষেপ করিল, কিন্তু উহা বোধিসত্ত্বের লাঙ্গুলের অগ্রভাগ মাত্র স্পর্শ করিল। বোধিসত্ত্ব অতিবেগে বল্মীকে প্রবেশ করিলেন এবং অন্য স্থান দিয়া মস্তক বাহির করিয়া বলিলেন, "ভো ভণ্ড তপস্বিন্, তোমাকে শীলবান্ মনে করিয়াই আমি এতদিন তোমার নিকট যাইতাম, এখন তোমার কপটতা বুঝিতে পারিলাম। তোমার ন্যায় মহাচোরের পক্ষে কি জটাজূটাদি প্রব্রাজকচিহ্ন সাজে?" অনন্তর তিনি এই গাথা বলিলেন :—

> শিরে জটাজূট ধরি অজিন বসন পরি
> সন্ন্যাসীর বেশ তুমি ধরিয়াছ বেশ;
> কিন্তু এই সাধু ভাব কেবল বাহিরে তব,
> অন্তরে খলতা সদা পুষিছ অশেষ।

এইরূপে কূটতাপসকে তর্জ্জনা করিয়া বোধিসত্ত্ব বল্মীকের ভিতর চলিয়া গেলেন। অতঃপর কূটতাপসও সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল।

[সমবধান—তখন এই ভণ্ড ভিক্ষু ছিল সেই কূট তাপস; সারীপুত্র ছিল সেই শীলবান্ তাপস এবং আমি ছিলাম সেই গোধা।]

১৩৯—উভতোভ্রষ্ট-জাতক।

[শাস্তা বেণুবনে দেবদত্তসম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। একদিন ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "দেখ, দুই প্রান্তে দগ্ধ, মধ্যভাগে বিষ্ঠালিপ্ত শ্মশান-কাষ্ঠ খণ্ডের যে দশা, দেবদত্তেরও ঠিক সেই দশা। ঈদৃশ কাষ্ঠখণ্ড আরণ্য কাষ্ঠরূপেও জ্বলে না, গ্রাম্য কাষ্ঠরূপেও জ্বলে না। দেবদত্তও এবংবিধ নির্ব্বাণপ্রদ শাসনে প্রবেশ করিয়া উভয়তঃ ভ্রষ্ট ও ক্ষতিগ্রস্ত হইল। তাহার ভাগ্যে না হইল গার্হস্থ্যসুখভোগ, না হইল শ্রমণধর্ম্ম পালন।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিয়া বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, পূর্ব্বেও দেবদত্ত "ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্টঃ" হইয়াছিল। অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব এক বৃক্ষদেবতা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন কোন গ্রামে কতকগুলি বড়িশজীবী কৈবর্ত্ত বাস করিত। ইহাদের মধ্যে এক ব্যক্তি একদিন বড়িশ লইয়া এবং একটী ছোট ছেলে সঙ্গে করিয়া মাছ ধরিতে গেল। অন্যান্য বড়িশজীবীরা যে যে জলাশয়ে বড়িশ ফেলিয়া মাছ ধরিত, সেও সেই সেই খানে বড়িশ ফেলিল। জলের মধ্যে প্রচ্ছন্ন একটা গাছের গুঁড়ি ছিল। তাহার বড়িশ সেই গুঁড়িতে আবদ্ধ হইল। বড়িশজীবী বড়িশ টানিয়া তুলিতে না পারিয়া ভাবিল, 'খুব বড় একটা মাছে আমার বড়িশ গিলিয়াছে। ছেলেটাকে এখন বাটীতে পাঠাইয়া বলিয়া দিই, উহার মাতা যেন

প্রতিবেশীদিগের সহিত ঝগড়া বাধায়, তাহা হইলে কেহই এখানে আসিয়া ভাগ চাহিবে না।' এই বুদ্ধি আটিয়া সে ছেলেকে বলিল, "বাবা, ছুটিয়া বাড়ীতে যা। তোর মাকে গিয়া বল, ছিপে খুব বড একটা মাছ পড়িয়াছে, সে প্রতিবেশীদিগের সঙ্গে ঝগড়া আরম্ভ করিয়া দিউক।" এই বলিয়া পুত্রকে পাঠাইয়া বড়িশজীবী পুনর্ব্বার বড়িশ তুলিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু পারিল না। পাছে সূতা ছিঁড়িয়া যায় এই ভয়ে সে জামা খুলিয়া স্থলে রাখিয়া জলে নামিল এবং মৎস্যলোভে গাছের গুঁড়ি ধরিতে গিয়া দুইটা চক্ষুতেই দারুণ আঘাত পাইল। এদিকে স্থলে সে যে জামা রাখিয়াছিল তাহাও চোরে লইয়া গেল। সে নিরতিশয় যাতনায় কাতর হইয়া আহত চক্ষু দুইটী ধরিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে জল হইতে উঠিল এবং জামা খুঁজিতে লাগিল।

এদিকে তাহার ভার্য্যা ইচ্ছাপূর্ব্বক কলহ ঘটাইয়া প্রতিবেশীদিগকে ব্যাপৃত রাখিব মনে করিয়া এক কাণে তালপাতা গুঁজিয়া দিল, একটা চক্ষুতে হাঁড়ির কালী মাখিল এবং একটা কুকুর কোলে লইয়া এক প্রতিবেশীর গৃহে গেল। ইহা দেখিয়া তাহার একজন সখী বলিল, "মরণ আর কি! এক কাণে তালপাতা গুঁজিয়াছিস্, এক চোকে জল দিয়াছিস্, একটা কুকুর কোলে লইয়াছিস্—ওটা যেন তোর কত আদরের ছেলে! তুই পাগল হইলি না কি?" "আ মর্! আমি পাগল হইব কেন? তুই আমার বিনা কারণে গালি দিলি; চল্ আমার সঙ্গে; মণ্ডলের কাছে গিয়া অকারণে গালি দিবার জন্য তোর আট কাহণ* জরিমানা করাইব।"

এইরূপে কলহ করিতে করিতে উভয়েই মণ্ডলের গৃহে উপস্থিত হইল। কিন্তু বিচারকালে বড়িশজীবীর পত্নীই দণ্ডভোগ করিল। মণ্ডলের ভৃত্যগণ তাহাকে বন্ধন করিল এবং 'দে, জরিমানার টাকা ফেল' বলিয়া প্রহার করিতে লাগিল। গ্রামে পত্নীর এবং অরণ্যে পতির দুর্দ্দশা দেখিয়া বৃক্ষদেবতা তরুস্কন্ধে অবস্থিত হইয়া বলিলেন, "অহে বড়িশজীবী, জলে স্থলে উভয়ত্রই তোমার চেষ্টা ব্যর্থ হইল।" অনন্তর তিনি এই গাথা পাঠ করিলেন:—

পতির গেল চক্ষু দুটী পত্নী খায় মার;
জলে স্থলে দুই দিকেতে বিপত্তি এবার।

[সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল সেই বড়িশজীবী এবং আমি ছিলাম সেই বৃক্ষদেবতা।]

১৪০—কাক-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে জনৈক সুবিজ্ঞ পরামর্শদাতার সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্ন বস্তু ভদ্রশাল-জাতকে (৪৬৫) বলা হইবে।]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব কাকযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। একদিন রাজপুরোহিত নগরের বাহিরে নদীতে গমন করিলেন, সেখানে স্নান করিয়া গাত্রে গন্ধ বিলেপন করিলেন ও মালা ধারণ করিলেন এবং উৎকৃষ্ট বসন পরিধান করিয়া নগরে প্রবেশ করিলেন। তখন নগরদ্বার তোরণে দুইটী কাক বসিয়াছিল। তাহাদের একটা অপরটাকে বলিল, "আমি এই ব্রাহ্মণের মস্তকে বিষ্ঠা ত্যাগ করিব।" দ্বিতীয় কাক বলিল, "তোমার এ বুদ্ধি ভাল নয়; কারণ এই ব্রাহ্মণ ক্ষমতাবান্ লোক, ক্ষমতাবানের সহিত শত্রুতা করা অশুভকর। এ ক্রুদ্ধ হইয়া সমস্ত কাক মারিয়া ফেলিবে।" প্রথম কাক বলিল, "আমি যাহা বলিয়াছি তাহা না করিয়া পারিব না।" "কর, কিন্তু ধরা পড়িবে", ইহা বলিয়া দ্বিতীয় কাক সেখান হইতে উড়িয়া গেল। এদিকে ব্রাহ্মণ যেমন তোরণের নিম্নে উপস্থিত হইয়াছেন,

* এই কাহণ বোধ হয় তৎকালপ্রচলিত তাম্রমুদ্রা হইবে। ইতিপূর্ব্বে আমরা সোণার কাহণেরও উল্লেখ পাইয়াছি (বক-জাতক, ১৩৭-সংখ্যক), কিন্তু বড়িশজীবীরা দরিদ্র; তাহাদের পক্ষে আটটা সোণার কাহণ দণ্ড দেওয়া অসম্ভব।

অমনি, ঊর্দ্ধ হইতে যেমন ফুলের মালা পড়ে, সেই ভাবে তাঁহার মস্তকে কাকবিষ্ঠা পতিত হইল। ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া সমস্ত কাকজাতির উপর জাতক্রোধ হইলেন।

এই সময়ে এক দাসী গোলার ধান বাহির করিয়া রৌদ্রে দিয়াছিল, কিন্তু উহা রক্ষা করিতে বসিয়া মাঝে মাঝে ঘুমাইতেছিল। তাহাকে নিদ্রিত দেখিয়া এক দীর্ঘলোম ছাগ আসিয়া ধান খাইতে আরম্ভ করিল; কিন্তু সে জাগিয়াছে দেখিলেই পলাইতে লাগিল। এইরূপে ছাগটা তিনবার আসিয়া দাসীকে নিদ্রিত পাইয়া ধান খাইল। দাসী তিনবার ছাগ তাড়াইয়া ভাবিতে লাগিল, "ছাগটা যদি বার বার আসিয়া খাইতে থাকে, তাহা হইলে অর্দ্ধেক ধান নিকাশ করিবে। তাহাতে আমার বড় ক্ষতি হইবে। অতএব এমন একটা উপায় করিতে হইবে যে এ আর এখানে আসিতে না পারে।" অনন্তর সে একটা প্রজ্বলিত উল্কা হাতে লইয়া নিদ্রার ভাণ করিয়া বসিয়া রহিল এবং ছাগ যখন আবার ধান খাইতে আরম্ভ করিল, তখন হঠাৎ উঠিয়া ঐ উল্কাদ্বারা উহার পৃষ্ঠে আঘাত করিল। তাহাতে উহার লোম জ্বলিয়া উঠিল। ছাগ অগ্নি নির্ব্বাণ করিবার আশায় হস্তিশালার নিকটস্থ এক তৃণকুটীরের মধ্যে ছুটিয়া গেল। তখন তৃণকুটীরেও আগুন ধরিল এবং ঐ অগ্নির শিখা হস্তিশালায় গিয়া লাগিল। হস্তিশালা জ্বলিতে আরম্ভ করিলে হস্তীরা পুড়িতে লাগিল এবং বহু হস্তীর শরীর এমন দগ্ধ হইল যে বৈদ্যেরা তাহাদের আরোগ্যসাধন না করিতে পারিয়া রাজাকে জানাইলেন। রাজা পুরোহিতকে বলিলেন, "আচার্য্য, হস্তিবৈদ্যেরা হস্তীদিগের চিকিৎসা করিতে পারিতেছেন না, আপনি কোন ঔষধ জানেন কি?" পুরোহিত বলিলেন, "হাঁ মহারাজ, আমি এক ঔষধ জানি।" "কি আয়োজন করিতে হইবে, বলুন।" "কাকবসা।" রাজা অমনি আজ্ঞা দিলেন, "কাক মারিয়া বসা সংগ্রহ কর।" তদবধি কাক মারা আরম্ভ হইল, কিন্তু বসা পাওয়া গেল না; যেখানে সেখানে রাশি রাশি মৃত কাক পড়িয়া রহিল। ইহাতে কাককুলে মহা ভয় উপস্থিত হইল।

তখন বোধিসত্ত্ব অশীতিসহস্র-কাকপরিবৃত হইয়া মহাশ্মশানবনে বাস করিতেন। এক কাক সেখানে গিয়া তাঁহার নিকট কাকদিগের বিপত্তির বার্তা জানাইল। তাহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, 'আমি ছাড়া আর কেহই আমার জ্ঞাতিগণের উপস্থিত ভয় নিবারণ করিতে পারিবে না; অতএব আমাকেই এভার গ্রহণ করিতে হইল।' তখন তিনি দশ পারমিতা স্মরণ করিলেন এবং তন্মধ্য হইতে মৈত্রীপারমিতা সহায় করিয়া একবেগে উড়িয়া গিয়া উন্মুক্তবাতায়ন পথে রাজার আসনের নিম্নে প্রবেশ করিলেন। একজন রাজভৃত্য তাঁহাকে ধরিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু রাজা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাহাকে নিষেধ করিলেন।

মহাসত্ত্ব ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া মৈত্রীপারমিতা স্মরণপূর্ব্বক আসনতল হইতে বাহিরে আসিয়া রাজাকে বলিলেন, "মহারাজ, স্বেচ্ছাচারপ্রভৃতি* পরিহার করিয়া প্রজাপালন করাই রাজধর্ম্ম। কোন কাজ করিবার পূর্ব্বে সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া শুনা ও দেখা উচিত। এইরূপে যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্ণীত হইবে রাজারা তাহাই করিবেন, অকর্ত্তব্য করিবেন না। রাজা যদি অকর্ত্তব্য করেন তাহা হইলে শত সহস্র প্রাণীর মহাভয়, এমন কি মৃত্যুভয় পর্য্যন্ত সমুপস্থিত হয়। আপনার পুরোহিত শত্রুতাবশতঃ মিথ্যাকথা বলিয়াছেন; কাকের কখনও বসা থাকে না।" বোধিসত্ত্বের কথা শুনিয়া রাজা প্রসন্ন হইলেন। তিনি বোধিসত্ত্বকে কাঞ্চনভদ্রপীঠে বসাইলেন, তাঁহার পক্ষান্তরে শতপাক, সহস্রপাক তৈল মাখাইয়া দিলেন, কাঞ্চনপাত্রে রাজভোগ আনাইয়া আহার করাইলেন এবং পানীয় পান করাইলেন। অনন্তর মহাসত্ত্ব যখন পর্য্যাপ্ত আহার করিয়া বিগতক্লম হইলেন, তখন রাজা বলিলেন, "পণ্ডিতবর, আপনি বলিলেন যে কাকের বসা নাই। কেন ইহাদের বসা নাই বলুন।" বোধিসত্ত্ব

* ছন্দাদি অগতি অর্থাৎ ছন্দ, দোষ, মোহ ও ভয়ের বশবর্ত্তী হওয়া।

উত্তর দিলেন, "বলিতেছি, শুনুন।" অনন্তর সমস্ত রাজভবন একস্বরে নিনাদিত করিয়া তিনি এই গাথা পাঠ করিলেন :—

উদ্‌বিগ্ন হৃদয়ে থাকে নিরন্তর,
সর্ব্বজনে তারে শত্রু মনে করে ;
এ দুই কারণে, শুন নরেশ্বর,
বসা নাহি জন্মে কাক-কলেবরে।

এইরূপে কারণ ব্যাখ্যা করিয়া মহাসত্ত্ব রাজাকে উপদেশ দিতে লাগিলেন :—"মহারাজ, সমস্ত বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা না করিয়া রাজাদিগের পক্ষে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য নহে।" রাজা মহাসন্তুষ্ট হইয়া সমস্ত রাজ্য দান করিয়া বোধিসত্ত্বের পূজা করিলেন। বোধিসত্ত্ব রাজাকে তাঁহার রাজ্য প্রতিদানপূর্ব্বক তাঁহাকে পঞ্চশীল শিক্ষা দিলেন এবং সমস্ত প্রাণীর জন্য অভয় প্রার্থনা করিলেন। ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণে রাজার মন পরিবর্ত্তিত হইল ; তিনি সর্ব্বপ্রাণীকে অভয় দিলেন, বিশেষতঃ কাকদিগের আহারার্থ প্রচুর দানের ব্যবস্থা করিলেন। তিনি প্রতিদিন কাকভোজনের জন্য এক মান তণ্ডুলের অন্ন নানাবিধ মধুর রসে মিশ্রিত করাইতেন এবং মহাসত্ত্বের জন্য রাজভোগের অংশ দিতেন।

[সমবধান—তখন আনন্দ ছিল বারাণসীর সেই রাজা, এবং আমি ছিলাম সেই কাকরাজ।

১৪১—গোধা-জাতক। (২)

[শাস্তা বেণুবনে এক বিপক্ষসেবী ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্ন বস্তু মহিলামুখ-জাতকের (২৬) প্রত্যুৎপন্নবস্তুসদৃশ।]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব গোধাযোনিতে জন্মগ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি নদীতীরস্থ এক বৃহৎ বিবরে বহুসহস্রগোধা-পরিবৃত হইয়া বাস করিতেন। বোধিসত্ত্বের এক পুত্র ছিল ; সে এক বহুরূপের সহিত বন্ধুত্ব করিয়া সর্ব্বদা আমোদ প্রমোদ করিত এবং "তোমাকে আলিঙ্গন করি" বলিয়া তাহার উপর পতিত হইত। বোধিসত্ত্ব উভয়ের মধ্যে এই প্রণয়ের কথা জানিতে পারিয়া একদিন পুত্রকে ডাকাইয়া বলিলেন, "বৎস, তুমি অস্থানে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছ, বহুরূপেরা নীচজাতীয় ; তাহাদিগকে বিশ্বাস করিতে নাই ; যদি তুমি ঐ বহুরূপের সহিত বন্ধুত্বরক্ষা কর তাহা হইলে তাহারই জন্য এই গোধাকুল বিনষ্ট হইবে। সাবধান, তুমি অদ্যাবধি তাহার সংসর্গ ত্যাগ কর।" কিন্তু তাঁহার পুত্র সে কথা শুনিল না। বোধিসত্ত্ব পুনঃ পুনঃ বলিয়াও তাহার মতি ফিরাইতে পারিলেন না। তখন তিনি ভাবিলেন, "এই বহুরূপ হইতে, দেখিতেছি, আমাদের বিপত্তি ঘটিবে ; অতএব ভয়ের কারণ উপস্থিত হইলে যাহাতে পলায়ন করিতে পারি তাহার উপায় করিয়া রাখা কর্ত্তব্য।" ইহা স্থির করিয়া তিনি বহির্নির্গমনের জন্য একপার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র বিবর প্রস্তুত করাইয়া রাখিলেন।

এদিকে বোধিসত্ত্বের পুত্র ক্রমে ক্রমে বৃহৎকায় হইয়া উঠিল। বহুরূপ কিন্তু পূর্ব্ববৎ ক্ষুদ্রকায়ই রহিল। বোধিসত্ত্বের পুত্র যখন 'বহুরূপকে আলিঙ্গন করি' বলিয়া তাহার উপর নিপতিত হইত তখন বহুরূপের মনে হইত যেন তাহার উপর একটা পর্ব্বত আসিয়া পড়িল। সে এইরূপে উৎপীড়িত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, "এ যদি আমাকে আরও কয়েকদিন এই ভাবে আলিঙ্গন করে, তাহা হইলে প্রাণ ত থাকিবে না, অতএব কোন ব্যাধের সহিত যোগ দিয়া গোধাকুল নাশ করিতে হইবে।"

গ্রীষ্মকালে একদিন খুব ঝড় জল হইল এবং পুত্তিকারা বল্মীকের উপর উঠিল।

গোধারাও বিবর হইতে বাহির হইয়া ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিয়া তাহাদিগকে খাইতে লাগিল। এই সময়ে এক ব্যাধ গোধাবিবর খনন করিবার জন্য কোদালি হাতে ও কুকুর সঙ্গে লইয়া বনে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়া বহুরূপ ভাবিল, "আজ আমার মনোরথ পূর্ণ হইল।" সে অগ্রসর হইয়া ব্যাধের অদূরে দাঁড়াইল এবং "ওগো মহাশয়, কি জন্য এই বনে আসিয়াছেন?" এই কথা জিজ্ঞাসা করিল। ব্যাধ উত্তর দিল, "গোধা ধরিবার জন্য।" "আমি এমন একটা স্থান জানি যেখানে বহুশত গোধা আছে। আপনি অগ্নি ও পলাল লইয়া আসুন।" অনন্তর সে ব্যাধকে গোধাবিবরের নিকট লইয়া বলিল, "এই খানে পলাল রাখুন, তাহাতে অগ্নি দিয়া ধূম উৎপাদন করুন, আপনার কুকুরগুলি চারিদিকে রাখিয়া দিন এবং নিজে একটা বৃহৎ মুদ্গর হস্তে লইয়া দাঁড়াইয়া থাকুন। যখন গোধারা ধূমের জ্বালায় বাহির হইয়া পড়িবে তখন মুদ্গরের আঘাতে তাহাদিগকে বধ করিবেন এবং মৃত গোধাদিগকে রাশীকৃত করিয়া রাখিবেন।" ইহা বলিয়া বহুরূপ অদূরে একান্তে মস্তক উত্তোলন করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল; সে ভাবিল, আজ আমি শত্রুকুলের বিনাশ দেখিতে পাইব।*

ব্যাধ বহুরূপের পরামর্শ মত গোধাবিবরে ধূম প্রবেশ করাইল, গোধারা ধূমে অন্ধ হইয়া এবং মরণভয়ে ব্যাকুল হইয়া বিবর হইতে বাহির হইতে আরম্ভ করিল কিন্তু তাহারা যেমন বাহিরে আসিতে লাগিল, অমনই ব্যাধ মুদ্গরাঘাতে তাহাদের প্রাণ নাশ করিতে লাগিল, যাহারা ব্যাধের হাত এড়াইল, তাহারাও কুকুরদিগের দংশনে প্রাণ হারাইল। এইরূপে বহু গোধা বিনষ্ট হইল। বোধিসত্ত্ব বুঝিলেন ইহা বহুরূপেরই কর্ম্ম। তিনি বলিলেন, "দুষ্টদিগের সহিত বন্ধুত্ব করা অতি গর্হিত; কারণ এরূপ বন্ধুত্ব কেবল দুঃখেরই নিদান। একটা দুষ্ট বহুরূপের জন্য আজ এতগুলি গোধার প্রাণনাশ হইল।" ইহা বলিয়া তিনি নিম্নলিখিত গাথা পাঠ করিতে করিতে পূর্ব্বকথিত ক্ষুদ্র বিবরদ্বারা পলায়ন করিলেন:—

কুসংসর্গে কভু কারো হয়না ক শুভোদয়
বহুরূপে বন্ধু করি গোধাবংশ ধ্বংস হয়।

[সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল সেই বহুরূপ; এই বিপক্ষসেবী ভিক্ষু ছিল সেই অনববাদক† গোধারাজকুমার এবং আমি ছিলাম সেই গোধারাজ।]

১৪২—শৃগাল-জাতক। (২)

[দেবদত্ত শাস্তার প্রাণবধের চেষ্টা করিয়াছিল। তদুপলক্ষে শাস্তা বেণুবনে এই কথা বলিয়াছিলেন। ধর্ম্মসভায় যখন ভিক্ষুগণ দেবদত্তের এই জঘন্য আচরণসম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন, তখন শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এ জন্মে নহে, পূর্ব্বেও দেবদত্ত আমার প্রাণবধের চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই, বরং নিজেই মনস্তাপ ভোগ করিয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব শৃগালরূপে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক শৃগালদিগের রাজা হইয়াছিলেন এবং বহুশৃগাল-পরিবৃত হইয়া এক শ্মশানবনে বাস করিতেন। এই সময়ে একদা রাজগৃহ নগরে এক মহোৎসব হইয়াছিল; তাহাকে পানোৎসব বলিলেও চলে, কারণ তদুপলক্ষে অনেক লোকেই অত্যধিক পরিমাণে সুরাপান করিয়াছিল। একদল ধূর্ত্ত প্রচুর মদ্য ও মাংস সংগ্রহ করিয়া এবং উৎকৃষ্ট বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া উৎসবে মত্ত হইয়াছিল, তাহারা কখনও গান করিতেছিল, কখনও সুরাপান করিতেছিল, কখনও মাংস ভক্ষণ করিতে

* মূলে 'পৃষ্ঠ দেখিতে পাইব' এইরূপ আছে। ইহার অর্থ 'তাহারা পলায়ন করিবে।' কিন্তু এস্থলে 'পলায়ন করিবে' অপেক্ষা 'বিনষ্ট হইবে' অর্থই সঙ্গত।

† যে অববাদ অর্থাৎ উপদেশ অগ্রাহ্য করে।

ছিল। এইরূপে আমোদ প্রমোদ করিতে করিতে প্রথম যামাবসানে তাহাদের মাংস ফুরাইয়া গেল, কিন্তু তখনও প্রচুর মদ্য অবশিষ্ট রহিল। এই সময়ে একজন বলিল, "আমায় মাংস দাও।" অন্য সকলে বলিল, "মাংস নাই, সব ফুরাইয়াছে।" "আমি থাকিতে কি মাংস ফুরাইতে পারে? আমক শ্মশানে শব ভক্ষণ করিবার জন্য শৃগাল আসিয়া থাকে; তাহাদেরই একটা মারিয়া মাংসের যোগাড় করিতেছি।" এই বলিয়া সে একটা মুদ্গর লইয়া নর্দ্দামা দিয়া নগর হইতে বাহির হইল এবং আমক শ্মশানে গিয়া মুদ্গর হস্তে মৃতবৎ উত্তান হইয়া শয়ন করিল। ঠিক এই সময়ে বোধিসত্ত্ব অন্য অনেক শৃগালসহ সেখানে উপস্থিত হইয়া তাহাকে দেখিতে পাইলেন। তিনি সন্দেহ করিলেন, 'এ লোকটা বোধ হয় মৃত নহে। একবার ভালরূপ পরীক্ষা করিতে হইবে।' অনন্তর তিনি তাহার অধোবাত স্থানে গিয়া ঘ্রাণদ্বারা বুঝিতে পারিলেন যে লোকটা প্রকৃতই মৃত নহে। তখন বোধিসত্ত্ব স্থির করিলেন, 'লোকটাকে একটু জব্দ করিয়া যাইতে হইবে।' তিনি উহার নিকটবর্ত্তী হইয়া দন্তদ্বারা মুদ্গরের একপ্রান্ত ধরিয়া টানিতে লাগিলেন। লোকটা মুদ্গর ছাড়িল না, কিন্তু বোধিসত্ত্ব যে তাহার নিকটেই উপস্থিত হইয়াছেন তাহাও বুঝিতে পারিল না; সে মুদ্গরটাকে পূর্ব্বাপেক্ষাও দৃঢ়রূপে ধারণ করিল। তাহা দেখিয়া বোধিসত্ত্ব একটু পশ্চাতে সরিয়া গেলেন এবং ধূর্ত্তকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ওগো ধূর্ত্তরাজ, তুমি যদি সত্য সত্যই মৃত হইতে, তাহা হইলে, আমি যখন মুদ্গর টানিয়াছিলাম, তখন তুমি উহা আরও জোরে ধরিয়া রাখিতে না। এই এক পরীক্ষা দ্বারাই তুমি মৃত কি জীবিত টের পাওয়া গিয়াছে।" অনন্তর তিনি এই গাথা পাঠ করিলেন:—

> বুঝ্‌ব কিসে মড়া কি না তুমি, মহাশয়?
> মড়ার মত আছ পড়ি, কেনই বা সংশয়?
> কিন্তু মুদ্গর ছাড়লে নাক হাতের মুঠো হ'তে;
> তখন তুমি মড়া কিনা বুঝ্‌তে পেরেছি।

ধূর্ত্ত দেখিল তাহার বিদ্যা ধরা পড়িয়াছে। সে তখনই উঠিয়া বোধিসত্ত্বকে লক্ষ্য করিয়া মুদ্গর নিক্ষেপ করিল, কিন্তু উহা বোধিসত্ত্বের দেহে লাগিল না। ধূর্ত্ত বলিল, "যা ব্যাটা শেয়াল, এবার তোকে মারিতে পারিলাম না।" বোধিসত্ত্ব মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "আমায় পাইলে না বটে, কিন্তু অষ্ট মহানরকে এবং ষোড়শ উৎসাদ নরকে যন্ত্রণা পাইবে, তাহাতে কিছু-মাত্র সন্দেহ নাই।"

ধূর্ত্ত কিছুই না পাইয়া শ্মশান হইতে বাহির হইল এবং একটা পরিখায় স্নান করিয়া, যে পথে আসিয়াছিল সেই পথেই নগরে ফিরিয়া গেল।

[সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল সেই ধূর্ত্ত এবং আমি ছিলাম সেই শৃগালরাজ।]

১৪৩—বিরোচন-জাতক।*

[দেবদত্ত গয়শিরে গিয়া দ্বিতীয় সুগত হইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তদুপলক্ষে শাস্তা বেণুবনে এই কথা বলিয়াছিলেন। দেবদত্তের যখন ধ্যান-বল অস্ত হত এবং লাভ ও প্রতিপত্তি বিনষ্ট হয়, তখন তিনি ইহার প্রতিকারার্থ শাস্তার নিকট পাঁচটী নূতন নিয়মের প্রবর্ত্তন প্রার্থনা করেন; কিন্তু তাঁহার সে প্রার্থনা ব্যর্থ হয়। অতঃপর তিনি বৌদ্ধসঙ্ঘ উচ্ছিন্ন করিতে প্রবৃত্ত হন। অগ্রশ্রাবকদ্বয়ের† পঞ্চশত সার্দ্ধবিহারিক ছিল; তাহারা অতি অল্পদিন পূর্ব্বে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া তখনও ধর্ম্ম ও বিনয়ে ব্যুৎপন্ন হইতে পারে নাই। দেবদত্ত তাহাদিগকে ভুলাইয়া গয়শিরে লইয়া যান এবং একই সীমার মধ্যে স্বতন্ত্র এক সঙ্ঘ গঠন করেন। অনন্তর শাস্তা যখন দেখিলেন সেই পঞ্চশত ভিক্ষুর জ্ঞানপরিপাক-কাল উপস্থিত হইয়াছে, তখন তিনি অগ্রশ্রাবকদ্বয়কে গয়শিরে পাঠাইলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া দেবদত্ত সন্তুষ্ট হইয়া অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ধর্ম্মদেশন করিলেন;

---

* এই জাতকের প্রত্যুৎপন্ন বস্তুর সহিত লক্ষণ-জাতকের (১১) প্রত্যুৎপন্ন বস্তুর সাদৃশ্য দ্রষ্টব্য।

† অগ্রশ্রাবকদ্বয়, সারীপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন।

তিনি ভাবিলেন, 'আমি বুদ্ধের মতই উপদেশ দিতেছি।' অনন্তর নিজেই যেন বুদ্ধ এই ভাব দেখাইয়া দেবদত্ত বলিলেন, "মহাত্মন্ সারীপুত্র। এই ভিক্ষুসঙ্ঘ এখনও অলস বা নিদ্রালু হয় নাই; ইহাদিগকে বলিবার জন্য আপনি কোন ধর্ম্মকথা ভাবিয়া দেখুন; আমার পিঠ ব্যথা করিতেছে। আমি একটু শয়ন করিব।" ইহা বলিয়া দেবদত্ত নিদ্রিত হইলেন। তখন অগ্রশ্রাবকদ্বয় সেই পঞ্চশত ভিক্ষুকে ধর্ম্মকথা শুনাইতে আরম্ভ করিলেন, তাঁহাদিগকে মার্গফলসমূহ বুঝাইয়া দিলেন এবং সকলকে সঙ্গে লইয়া বেণুবনে প্রতিগমন করিলেন। বিহার শূন্য দেখিয়া কোকালিক দেবদত্তের নিকট গমনপূর্ব্বক বলিল, "ওগো দেবদত্ত, অগ্রশ্রাবক দুই জন তোমার দল ভাঙ্গিয়া বিহার শূন্য করিয়া গিয়াছে, আর তুমি নিদ্রা যাইতেছ!" ইহা বলিয়া সে তাঁহার উত্তরাসঙ্গ খুলিয়া লইয়া, লোকে যেমন ভিত্তির মধ্যে কীলক প্রোথিত করে সেইরূপ বলে, পার্ষ্ণি দ্বারা তাঁহার বক্ষঃস্থলে আঘাত করিল। তাহাতে দেবদত্তের মুখ দিয়া রক্ত বাহির হইল এবং তদবধি তিনি এই আঘাতজনিত পীড়ায় কষ্ট পাইতে লাগিলেন।

শাস্তা স্থবিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সারীপুত্র, তোমরা যখন দেবদত্তের বিহারে গিয়াছিলে তখন সে কি করিতেছিল?" সারীপুত্র বলিলেন, "ভগবন্, দেবদত্ত আমাদিগকে দেখিয়া বুদ্ধলীলা করিতে গিয়াছিলেন; কিন্তু বুদ্ধের মত আচরণ করিতে গিয়া তিনি ভীষণ দণ্ড পাইয়াছেন।" শাস্তা বলিলেন, "সারীপুত্র, দেবদত্ত যে কেবল এ জন্মেই আমার অনুকরণ করিতে গিয়া ভীষণ দণ্ড ভোগ করিল তাহা নহে; পুরাকালেও সে এইরূপ করিতে গিয়া বিনষ্ট হইয়াছিল।" অনন্তর স্থবিরের অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব সিংহজন্মগ্রহণ করিয়া হিমালয়ের পাদদেশে কাঞ্চনগুহায় বাস করিতেন। তিনি একদিন কাঞ্চনগুহা হইতে বিজৃম্ভণপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে অবলোকন করিলেন এবং সিংহনাদ করিয়া মৃগয়ায় বাহির হইলেন। অনন্তর তিনি এক প্রকাণ্ড মহিষ মারিয়া তাহার সমস্ত উৎকৃষ্ট মাংস আহার করিলেন এবং এক সরোবরে অবতরণপূর্ব্বক মণিসদৃশস্বচ্ছ জলপান দ্বারা কুক্ষি পূর্ণ করিয়া গুহাভিমুখে চলিলেন। এই সময়ে এক শৃগাল আহার অন্বেষণ করিতেছিল, সে সহসা সিংহ দেখিয়া এবং পলায়নের পথ না পাইয়া তাঁহার সম্মুখে গিয়া পায়ে লুঠাইয়া পড়িল। বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিহে, শৃগাল, তুমি কি চাও?" শৃগাল বলিল, "আমি ভৃত্য হইয়া প্রভুর পদসেবা করিতে যাই।" "বেশ, আমার সঙ্গে এস, আমার সেবা শুশ্রূষা কর, আমি তোমাকে উৎকৃষ্ট মাংসাদি খাওয়াইব।" অনন্তর বোধিসত্ত্ব শৃগালকে সঙ্গে লইয়া কাঞ্চনগুহায় ফিরিয়া গেলেন। শৃগাল তদবধি সিংহের প্রসাদ পাইতে লাগিল এবং কয়েকদিনের মধ্যে হৃষ্টপুষ্ট হইয়া উঠিল।

একদিন গুহায় অবস্থানকালে বোধিসত্ত্ব শৃগালকে বলিলেন, "তুমি গিয়া পর্ব্বতশিখরে দাঁড়াও। পর্ব্বতপাদে হস্তী, অশ্ব, মহিষ প্রভৃতি প্রাণী বিচরণ করে। ইহাদের মধ্যে তুমি যে প্রাণীর মাংস খাইতে ইচ্ছা কর তাহাকে দেখিলেই আমায় আসিয়া জানাইবে অমুককে খাইতে চাই এবং আমাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক বলিবে, 'প্রভু, আপনার তেজ প্রদর্শন করুন।' * আমি তাহাকে বধ করিয়া মাংস খাইব, তোমাকেও খাওয়াইব।" শৃগাল তদনুসারে পর্ব্বতশিখরে উঠিয়া নানা প্রকার পশু অবলোকন করিত, যখন যাহার মাংস খাইতে ইচ্ছা হইত, কাঞ্চনগুহায় গিয়া বোধিসত্ত্বকে জানাইত এবং তাঁহার পায়ে পড়িয়া "বিরোচ সামি" এই বাক্য বলিত, তিনিও মহাবেগে লম্ফ দিয়া, মহিষই হউক, আর মত্তহস্তীই হউক, ঐ প্রাণীকে তৎক্ষণাৎ সংহার করিয়া তাহার মাংসের উৎকৃষ্ট অংশ স্বয়ং খাইতেন এবং অবশিষ্ট শৃগালকে খাইতে দিতেন। শৃগাল উদর পূর্ণ করিয়া মাংস খাইত এবং ঐ গুহার ভিতর নিদ্রা যাইত। এইরূপে অনেক দিন অতিবাহিত হইলে শৃগালের দর্প বাড়িয়া উঠিল। সে ভাবিল, 'আমিও ত চতুষ্পদ, তবে কেন প্রতিদিন পরপ্রদত্ত অন্নে জীবন ধারণ করিব? এখন হইতে আমিও হস্তী প্রভৃতি মারিয়া মাংস খাইব। সিংহ যে হস্তী বধ করে তাহা কেবল "বিরোচ সামি"

---

* "বিরোচ সামি" মূলে এইরূপ আছে। ইহা হইতেই এই জাতকের "বিরোচন জাতক" নাম হইয়াছে। বিরোচন = উজ্জ্বল, দীপ্তিশীল।

এই মন্ত্রের গুণে। আমিও এই সিংহ দ্বারা "বিরোচ জম্বুক" এই মন্ত্র বলাইব। তাহার পর একটা প্রকাণ্ড হস্তী মারিয়া মাংস খাইব। অনন্তর সে সিংহের নিকট গিয়া বলিল, "প্রভু, আপনি যে বরাহবারণাদি বধ করিয়াছেন, তাহাদের মাংস আমি বহুকাল আহার করিয়া আসিতেছি। আমিও একটা হস্তী মারিয়া মাংস খাইতে মানস করিয়াছি। আপনি কাঞ্চনগুহায় যেখানে অবস্থিতি করেন, আমিও সেই খানে থাকিব; আপনি গিয়া 'পর্ব্বতপাদে বিচরণকারী বরাহবারণাদি অবলোকন পূর্ব্বক আমার নিকট আসিয়া 'বিরোচ জম্বুক' এই কথা বলিবেন। দয়া করিয়া এই অনুগ্রহটুকু দেখাইতে কৃপণতা করিবেন না।" ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব কহিলেন, "শৃগাল, হস্তিবধ করা কেবল সিংহদিগেরই সাধ্য; জম্বুকে হস্তী মারিয়া তাহার মাংস খাইবে একথা কেহ কখনও শুনে নাই। তুমি এরূপ অসঙ্গত ইচ্ছা করিও না। আমি যে বরাহ-বারণাদি সংহার করিব তুমি তাহাদেরই মাংস খাইয়া এখানে অবস্থিতি কর।" কিন্তু বোধিসত্ত্বের একথা শুনিয়াও শৃগাল তাহার উদ্দেশ্য ত্যাগ করিল না; সে তাঁহার নিকট পুনঃ পুনঃ সেই প্রার্থনা জানাইতে লাগিল। বোধিসত্ত্ব তাহাকে নিবারণ করিতে অসমর্থ হইয়া তাহার প্রার্থনাপূরণে সম্মত হইলেন এবং তাহাকে কাঞ্চনগুহায় রাখিয়া পর্ব্বতশিখরে আরোহণপূর্ব্বক এক মত্ত মাতঙ্গ দেখিতে পাইলেন। তখন তিনি গুহাদ্বারে গিয়া "বিরোচ জম্বুক" এই কথা বলিলেন। অমনি শৃগাল কাঞ্চনগুহা হইতে লম্ফ দিয়া বাহির হইল এবং বিজৃম্ভণপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে অবলোকন করিয়া ও তিনবার উচ্চরব করিয়া, 'মত্ত মাতঙ্গের কুম্ভের উপরে গিয়া পড়িব' এই সঙ্কল্পে লম্ফ দিল, কিন্তু কুম্ভের উপর না পড়িয়া সে তাহার পাদমূলে পতিত হইল। হস্তী তখন দক্ষিণ পাদ তুলিয়া তাহার মাথা চাপিয়া ধরিল; তাহাতে তাহার মস্তকের অস্থিগুলি চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। অনন্তর হস্তী শৃগালের ধড়টা পা দিয়া মর্দ্দিত করিয়া পিণ্ডাকারে পরিণত করিল এবং তদুপরি মলত্যাগ করিয়া বৃংহণ করিতে করিতে বনে প্রবেশ করিল। বোধিসত্ত্ব ইহা দেখিয়া, 'বিরোচ জম্বুক' এই কথা বলিয়া, নিম্ন- লিখিত গাথা পাঠ করিলেন :—

করিপদাঘাতে করোটির অস্থি চূর্ণীকৃত সব হ'ল;
মস্তিষ্ক তোমার বাহিরে আসিয়া কাদায় মিশিয়ে গেল।
সাবাস তোমায়, শৃগালপুঙ্গব,
সাবাস তোমার বীরত্ব গৌরব
ভাল তেজ আজি দেখাইলে তুমি, বাখানি সৌভাগ্য তব।

বোধিসত্ত্ব এই গাথা পাঠ করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি, যত দিন আয়ুঃ ছিল তত দিন ইহলোকে থাকিয়া জীবনান্তে কর্ম্মানুরূপ গতি লাভ করিয়াছিলেন।

[সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল সেই শৃগাল এবং আমি ছিলাম সেই সিংহ।]

১৪৪—লাঙ্গুষ্ঠ-জাতক।*

[শাস্তা জেতবনে আজীবকদিগের মিথ্যা তপস্যার সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। সেই সময়ে নাকি আজীবকেরা জেতবনের পশ্চাদ্বর্ত্তী ভূভাগে নানাবিধ মিথ্যা তপশ্চর্য্যা করিত।† তাহারা জঙ্ঘার উপর ভর দিয়া বসিয়া থাকিত, বাদুড়ের ন্যায় অধোমুখে ঝুলিত, কণ্টকের উপর শুইত এবং পঞ্চাগ্নি সেবন করিত। তাহাদিগের এইরূপ মিথ্যা তপস্যা দেখিয়া ভিক্ষুরা ভগবান্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু! এইরূপ মিথ্যা তপস্যায় কি কোন লাভ আছে?" শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ! এবংবিধ মিথ্যা তপস্যায় কিছুমাত্র ইষ্টাপত্তি নাই। পুরাকালে পণ্ডিতেরা এইরূপ মিথ্যা তপস্যায় কল্যাণ হইবে মনে করিয়া জাতাগ্নি‡ লইয়া বনে গিয়াছিলেন;

---

* লাঙ্গুষ্ঠ=লাঙ্গুল, এইরূপ 'অঙ্গুল' হইতে 'অঙ্গুষ্ঠ' পদ নিষ্পন্ন।

† মধ্যম নিকায়ে (৭৭—৭৮ পৃষ্ঠ) এই মিথ্যা তপশ্চর্য্যার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। বৌদ্ধেরা ইহার নিতান্ত বিরোধী ছিলেন।

‡ শিশুর জাতকর্ম্মের সময় যে অগ্নি প্রজ্বালিত হয়। ইহার অপর নাম প্রগল্‌ভাগ্নি।' [অশাত-মন্ত্র জাতক (৬১) দেখ]।

কিন্তু হোমাদি ক্রিয়ায় কোন ইষ্টাপত্তি ঘটে নাই বলিয়া শেষে জলদ্বারা অগ্নি নির্ব্বাপিত করিয়াছিলেন এবং পরিণামে কৃৎস্ন-পরিকর্ম্মের বলে অভিজ্ঞা ও সমাপত্তি লাভ করিয়া ব্রহ্মলোকপরায়ণ হইয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব উদীচ্য ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি যেদিন ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন সেই দিনই তাঁহার মাতাপিতা জাতাগ্নি গ্রহণ করিয়া অগ্নিশালায় স্থাপন করিয়াছিলেন। অনন্তর বোধিসত্ত্বের বয়স যখন ষোল বৎসর হইল তখন তাঁহারা বলিলেন, "আমরা তোমার জাতাগ্নি রক্ষা করিতেছি। যদি তুমি গৃহধর্ম্ম করিতে চাও, তাহা হইলে বেদত্রয় অধ্যয়ন কর, আর যদি ব্রহ্মলোকে গমন করিবার অভিলাষী হও, তাহা হইলে এই অগ্নিসহ অরণ্যে গমনপূর্ব্বক অগ্নির পরিচর্য্যা দ্বারা মহাব্রহ্মের আরাধনা করিয়া ব্রহ্মলোকপরায়ণ হও।" বোধিসত্ত্ব উত্তর দিলেন "গৃহধর্ম্মে আমার প্রয়োজন নাই।" ইহা বলিয়া তিনি ঐ অগ্নি লইয়া বনে গেলেন এবং সেখানে আশ্রমপদ প্রস্তুত করিয়া অগ্নির পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন।

বোধিসত্ত্ব কোন একদিন এক প্রত্যন্তগ্রামে দক্ষিণাস্বরূপ একটী গো লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ঐ গরুটীকে আশ্রমে আনিয়া ভাবিতে লাগিলেন, 'ভগবান্ অগ্নিকে গোমাংস খাওয়াইব।' কিন্তু ইহার পরেই তাঁহার মনে হইল, 'আশ্রমে ত লবণ নাই, ভগবান্ বিনা লবণে আহার করিতে পারিবেন না। অতএব গ্রাম হইতে লবণ আনিয়া ভগবান্ অগ্নিকে সলবণ খাদ্য দিতে হইবে।' তখন তিনি গরুটীকে একস্থানে বান্ধিয়া রাখিয়া লবণ আনিবার জন্য কোন গ্রামে গমন করিলেন।

বোধিসত্ত্ব চলিয়া যাইবার পর কতিপয় ব্যাধ সেখানে উপস্থিত হইয়া গরুটীকে দেখিতে পাইল এবং উহাকে বধ করিয়া মাংস রান্ধিয়া খাইল। তাহারা যে মাংস খাইতে পারিল না, তাহাও লইয়া গেল, সেখানে কেবল গরুটার লাঙ্গুল, জঙ্ঘা ও চর্ম্ম পড়িয়া রহিল। বোধিসত্ত্ব আশ্রমে আসিয়া এই তিন দ্রব্য দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'তাই ত, ভগবান্ অগ্নি, দেখিতেছি, নিজের সম্পত্তি রক্ষা করিতেও অসমর্থ। তিনি তবে আমায় কিরূপে রক্ষা করিবেন? এরূপ অগ্নির পূজা করা নিরর্থক। ইহাতে কিছুমাত্র ইষ্টাপত্তি নাই।' এইরূপে অগ্নি-পরিচর্য্যা সম্বন্ধে হতশ্রদ্ধ হইয়া বোধিসত্ত্ব অগ্নিকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন,—"ভো ভগবন্ অগ্নে! আপনি যখন নিজের সম্পত্তি রক্ষা করিতে অসমর্থ, তখন আমায় কিরূপে রক্ষা করিবেন? মাংস ত নাই; এখন ইহা খাইয়াই পরিতোষ লাভ করুন।" ইহা বলিয়া তিনি লাঙ্গুলাদি যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহা অগ্নিতে নিক্ষেপপূর্ব্বক এই গাথা বলিলেন :—

"ছি ছি অগ্নি! হেয় তুমি বুঝিলাম আজ,
নিত্য নিত্য পূজি তোমা কিবা হয় কাজ?
দিতেছি লাঙ্গুল এই, খাও যদি পার;
ইহাই তোমার পক্ষে পর্য্যাপ্ত আহার।
জানি আমি মাংসপ্রিয় তুমি সাতিশয়,
তবে না রক্ষিলে কেন মাংস, মহাশয়?
মাংস নাই আছে মাত্র লেজ, হাড়, চাম,
ইহাই খাইয়া কর ক্ষুধার বিরাম।"

[ইহা বলিয়া বোধিসত্ত্ব জলদ্বারা অগ্নি নির্ব্বাপণ করিলেন এবং ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক অভিজ্ঞা ও সমাপত্তি লাভানন্তর ব্রহ্মলোক-পরায়ণ হইলেন।

সমবধান—তখন আমি ছিলাম সেই তাপস, যিনি জলদ্বারা অগ্নি নির্ব্বাপিত করিয়াছিলেন।]

১৪৫—রাধা-জাতক।

[এক ভিক্ষু তাঁহার স্ত্রীর সহিত পুনর্ব্বার মিলিত হইবার জন্য উৎসুক হইয়াছিলেন। তদুপলক্ষে শাস্তা জেতবনে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্ন বস্তু ইন্দ্রিয়জাতকে (৪২৩) বলা হইবে।

শাস্তা ঐ ভিক্ষুকে বলিলেন, "স্ত্রীজাতি অরক্ষণীয়া; ইহাদিগকে রীতিমত প্রহরীর ব্যবস্থা করিয়া রক্ষার চেষ্টা পাইলেও রক্ষা করিতে পারা যায় না। তুমিও পূর্ব্বে প্রহরী রাখিয়া এই স্ত্রীকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলে; কিন্তু রক্ষা করিতে পার নাই। এ জন্মেও যে কৃতকার্য্য হইবে তাহা কিরূপে বুঝিলে?" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব শুকযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কাশীরাজ্যের এক ব্রাহ্মণ বোধিসত্ত্ব এবং তাহার কনিষ্ঠভ্রাতাকে পুত্ররূপে পালন করিতেন। বোধিসত্ত্বের নাম ছিল প্রোষ্ঠপাদ এবং তাঁহার ভ্রাতার নাম ছিল রাধা। সেই ব্রাহ্মণের ভার্য্যা অতি দুঃশীলা ও অনাচারিণী ছিল। একদা ব্রাহ্মণ কোন কার্য্যোপলক্ষে বিদেশে যাইবার সময় শুক দুইটীকে বলিলেন, "বৎসদ্বয়, যদি তোমাদের মাতা কোনরূপ অনাচার করিতে উদ্যত হন, তাহা হইলে তাঁহাকে নিষেধ করিও।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "যে আজ্ঞা পিতঃ; যদি বারণ করিবার সাধ্য থাকে তবে নিশ্চিত করিব। কিন্তু যদি সাধ্য না থাকে, তাহা হইলে তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিব।"

এইরূপে ব্রাহ্মণীকে শুকদ্বয়ের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া ব্রাহ্মণ তাঁহার কার্য্যোপলক্ষে বিদেশে গেলেন। কিন্তু তিনি যে দিন গৃহ হইতে যাত্রা করিলেন, সেই দিন হইতে সে অত্যাচার আরম্ভ করিল। কত জার যে আসিতে যাইতে লাগিল তাহার ইয়ত্তা ছিল না। তাহার কার্য্য দেখিয়া রাধা বোধিসত্ত্বকে বলিল, "দাদা, বাবা বলিয়া গিয়াছেন মা যদি কোন অনাচার করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে নিষেধ করিতে হইবে। এখন দেখিতেছি ইনি ঘোর অনাচার করিতেছেন; এস্ আমরা তাঁহাকে বারণ করি।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "ভাই, তুমি বালক, কিছু বুঝনা, তাই এরূপ বলিতেছ। রমণীদিগকে সঙ্গে সঙ্গে বহন করিয়া লইয়া বেড়াইলেও রক্ষা করিতে পারা যায় না। যে কার্য্য সম্পন্ন করিবার সাধ্য নাই, তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া অকর্ত্তব্য।" অনন্তর তিনি এই গাথা পাঠ করিলেন:—

> রাধা তুমি নাহি জান আর(ও) কত জন
> না হইতে অর্দ্ধ রাত্রি দিবে দরশন।
> নিতান্ত অবোধ তুমি, তাহার(ই) কারণ
> বলিলে করিতে মোরে অসাধ্যসাধন।
> কামিনীর কুপ্রবৃত্তি, পতিভক্তি বিনা
> দমিতে যে পারে কেহ, আমিত দেখিনা।
> কিন্তু সেই পতিভক্তি, হায়, হায়, হায়,
> মাতার হৃদয়ে কিছু নাহি দেখা যায়।

এই কারণ বুঝাইয়া তিনি রাধাকে কোন কথা বলিতে দিলেন না। যতদিন ব্রাহ্মণ না ফিরিলেন, ব্রাহ্মণী মনের সুখে অনাচার করিতে লাগিল। অতঃপর ব্রাহ্মণ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া প্রোষ্ঠপাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, তোমাদের মাতা কিরূপ আচরণ করিয়াছিলেন?" বোধিসত্ত্ব ব্রাহ্মণকে সমস্ত বৃত্তান্ত যথাযথ শুনাইলেন এবং বলিলেন, "পিতঃ, এমন দুঃশীলা ভার্য্যায় আপনার কি প্রয়োজন?" অতঃপর তিনি আবার বলিলেন, "পিতঃ, আমরা যখন

মাতার দোষের কথা বলিলাম, তখন অদ্যাবধি আর এখানে থাকিতে পারিব না।" ইহা বলিয়া তিনি ব্রাহ্মণের চরণবন্দন পূর্ব্বক বাধার সহিত উড়িতে উড়িতে অরণ্যে চলিয়া গেলেন।

[এই ধর্ম্মদেশনের পর শাস্তা সত্যচতুষ্টয় ব্যাখ্যা করিলেন; তাহা শুনিয়া পত্নীর সম্বন্ধে উৎকণ্ঠিত চিত্ত সেই ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন।]

সমবধান—তখন এই ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী ছিলে সেই ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী। আনন্দ ছিল রাধা এবং আমি ছিলাম প্রোষ্ঠপাদ।]

১৪৬—কাক-জাতক। (২)

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে অনেকগুলি বৃদ্ধ ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইঁহারা সকলেই শ্রাবস্তী নগরের সম্ভ্রান্তকুলজ। ইঁহারা যখন গৃহস্থাশ্রমে ছিলেন, তখন ইঁহাদের প্রচুর বিভব ছিল। ইঁহারা পরস্পর বন্ধুভাবে বাস করিয়া এক যোগে পুণ্যাদির অনুষ্ঠান করিতেন। ইঁহারা শাস্তার ধর্ম্মদেশন শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "আমরা এখন বৃদ্ধ হইয়াছি; এখন আর গৃহবাসে ফল কি? চল, আমরা শাস্তার নিকট গিয়া রমণীয় বুদ্ধশাসনে প্রব্রজ্যাগ্রহণপূর্ব্বক দুঃখের হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করি।" এই সঙ্কল্প করিয়া ইঁহারা সমস্ত সম্পত্তি পুত্রকন্যাদিগকে দান করিয়া এবং সাশ্রুমুখ জ্ঞাতিজনকে পরিত্যাগ করিয়া শাস্তার নিকট প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং শাস্তা ইঁহাদিগকে প্রব্রজ্যা দিয়াছিলেন।

বৃদ্ধেরা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা প্রব্রজ্যানুরূপ শ্রমণধর্ম্ম পালন করিতেন না, বার্দ্ধক্যবশতঃ ধর্ম্মও আয়ত্ত করিতে পারিলেন না। তাঁহারা বিহারের এক প্রান্তে পর্ণশালা নির্ম্মাণপূর্ব্বক একত্র বাস করিতে লাগিলেন, ভিক্ষাচর্য্যায় গিয়া অন্যত্র যাইতেন না, স্ব স্ব স্ত্রীপুত্রদিগের গৃহে গিয়া ভোজন ব্যাপার সম্পন্ন করিতেন। এই সকল বৃদ্ধ ভিক্ষুর মধ্যে এক জনের ভার্য্যা বিশিষ্টভাবে তাঁহাদের সাহায্য করিতেন। তিনি এই ভিক্ষুদিগকে সূপব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিয়া দিতেন। এই নিমিত্ত তাঁহারা অন্যত্র ভিক্ষাদ্বারা যে যাহা পাইতেন, তাহাও ঐ বৃদ্ধার গৃহে আনিয়া আহার করিতেন।

কিয়ৎকাল পরে এই বৃদ্ধা রোগাক্রান্তা হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। তাহাতে ঐ বৃদ্ধ ভিক্ষুগণ বিহারে গিয়া পরস্পরের গলা ধরিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন, "হায়, মধুরহস্তরসা উপাসিকা আর ইহলোকে নাই।" বিহারপ্রান্তে তাঁহাদের এই আক্ষেপোক্তি শুনিয়া নানা দিক্ হইতে অন্যান্য ভিক্ষু সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাদের শোকের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "আমাদের বন্ধু অমুকের পূর্ব্বতন ভার্য্যা মধুরহস্তরসার মৃত্যু হইয়াছে। তিনি আমাদের অতীব উপকারিণী ছিলেন; এখন কে আমাদিগের সেরূপ যত্ন করিবে ইহা ভাবিয়া আমরা রোদন করিতেছি।'

বৃদ্ধ ভিক্ষুদিগের এই শ্রমণবিগর্হিত কার্য্য দেখিয়া ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "ছি, এই কারণে বৃদ্ধ স্থবিরেরা বিহারপ্রান্তে পরস্পরের গলা ধরিয়া কান্দিতেছেন!" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপনীত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, এই স্থবিরেরা যে কেবল ইহ জন্মেই ঐ রমণীর মৃত্যুনিবন্ধন রোদন করিয়া বেড়াইতেছে তাহা নহে; পূর্ব্বেও যখন ইহারা সকলে কাকরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তখন এই রমণী সমুদ্রগর্ভে নিমগ্ন হইলে ইহারা তাহার উদ্ধারের জন্য সমুদ্রের জলসেচনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, কিন্তু শেষে পণ্ডিতদিগের কৃপায় রক্ষা পাইয়াছিল।" ইহা বলিয়া শাস্তা সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব সমুদ্র-দেবতা হইয়াছিলেন। একদা এক কাক নিজের ভার্য্যাসহ আহারান্বেষণে সমুদ্রতীরে গমন করিয়াছিল। সেই সময়ে কতকগুলি লোকে ক্ষীর, পায়স, মৎস্য, মাংস ও সুরা প্রভৃতি দ্বারা সমুদ্র তীরে নাগপূজা করিতেছিল। কাকদ্বয় সেই পূজা স্থানে গিয়া ক্ষীরপায়সমাংসাদি ভোজন ও প্রচুর সুরা পান করিল এবং উভয়েই সুরামদে মত্ত হইয়া সমুদ্রজলে ক্রীড়া করিবার উদ্দেশ্যে বেলান্তে উপবেশনপূর্ব্বক স্নান করিতে আরম্ভ করিল। এই সময়ে একটা তরঙ্গ আসিয়া কাকীকে সমুদ্রগর্ভে লইয়া গেল, এবং একটা মৎস্য ঐ কাকীর মাংস খাইয়া ফেলিল। কাক স্ত্রীবিয়োগে কাতর হইয়া ক্রন্দন আরম্ভ করিল; তাহার বিলাপ শুনিয়া সেখানে বহু কাক

সমবেত হইল এবং ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিল। সে বলিল, "আমার ভার্য্যা বেলান্তে বসিয়া স্নান করিবার সময় নিহত হইয়াছেন।" তাহা শুনিয়া সমস্ত কাকই একরবে রোদন আরম্ভ করিল। অনন্তর তাহারা স্থির করিল, সমুদ্র তাহাদের নিকট অতি তুচ্ছ; তাহারা জল সেচন করিয়া সমুদ্রকে শুষ্ক করিয়া ফেলিবে এবং এইরূপে সেই কাকীর উদ্ধার সাধন করিবে। তদনুসারে তাহারা মুখ পূরিয়া জল তুলিতে প্রবৃত্ত হইল। লবণোদকে যখন তাহাদের কণ্ঠ শুষ্ক হইত তখন তাহারা স্থলে বিশ্রাম করিত। এইরূপ বহুদিন লবণজল মুখে বহন করিয়া তাহাদের কণ্ঠে অসহ্য যন্ত্রণা হইল, চক্ষু রক্তবর্ণ হইল। তাহারা তন্দ্রাবেশে পড়ে ত মরে এই দশা প্রাপ্ত হইল। তখন তাহারা হতাশ হইয়া পরস্পরকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিল, "দেখ, আমরা সমুদ্র হইতে জল তুলিয়া বাহিরে ফেলিতেছি বটে, কিন্তু এক জল তুলিতে না তুলিতেই অন্য জল আসিয়া তাহার স্থান পূরণ করিতেছে। অতএব আমরা সমুদ্র জলহীন করিতে পারিব না।" অনন্তর তাহারা নিম্নলিখিত গাথা বলিল:—

লোণাজলে মুখ পুড়িল, কণ্ঠ শুকাইল,
সাগর কিন্তু যাহা ছিল তাহাই রহিল।

তখন সমস্ত কাক মৃত কাকীর রূপ বর্ণনা করিয়া বিলাপ করিতে লাগিল। তাহারা বলিল, "তাঁহার পুচ্ছ কি সুন্দর ছিল। তাঁহার চক্ষু, তাঁহার দেহ, তাঁহার মধুর কণ্ঠস্বর, সমস্তই মনোহর ছিল! এই সমস্ত গুণ দেখিয়াই চোর সমুদ্র তাঁহাকে অপহরণ করিয়াছে।" কাকেরা এইরূপে বিলাপ প্রলাপ করিতেছে শুনিয়া সমুদ্র-দেবতা ভৈরবরূপ ধারণ করিয়া তাহাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। তদ্দর্শনে তাহারা পলাইয়া গেল এবং তাহাতেই তাহাদের জীবনরক্ষা হইল (নচেৎ তাহারাও তরঙ্গাঘাতে জলমগ্ন হইত)।

[সমবধান—তখন এই বৃদ্ধ ভিক্ষুর স্ত্রী ছিল সেই কাকী; এই বৃদ্ধ ভিক্ষু ছিল সেই কাক; অপর বৃদ্ধ ভিক্ষুগণ ছিল অপর সমস্ত কাক এবং আমি ছিলাম সমুদ্রদেবতা।]

১৪৭—পুষ্পরক্ত-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অনেক উৎকণ্ঠিত ভিক্ষুসম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, "কি হে ভিক্ষু, তুমি নাকি বড় উৎকণ্ঠিত হইয়াছ?" ভিক্ষু উত্তর দিলেন, "হাঁ ভগবন্"। "কে তোমার উৎকণ্ঠার কারণ?" "পূর্ব্বে যিনি আমার ভার্য্যা ছিলেন তিনি এমনই মধুরহস্তরসিকা যে আমি তাঁহাকে ছাড়িয়া কিছুতেই থাকিতে পারিতেছি না।" "এই রমণী তোমার অনর্থকারিণী; পূর্ব্বেও তুমি ইহারই জন্য শূলে চড়িয়াছিলে এবং মৃত্যুকালে ইহার জন্য পরিদেবনা করিয়া নিরয়গামী হইয়াছিলে। এখন আবার ইহাকে পাইবার জন্য এত উৎকণ্ঠিত হইলে কেন?" ইহা বলিয়া শাস্তা সেই অতীত বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব আকাশদেবতা হইয়াছিলেন। একবার বারাণসীতে কার্ত্তিকরাত্রির উৎসবোপলক্ষে সমস্ত নগরী সুসজ্জিত হইয়া দেবনগরীর ন্যায় শোভাধারণ করিয়াছিল এবং সমগ্র অধিবাসী আমোদ প্রমোদে মত্ত হইয়াছিল। ঐ সময়ে এক দুঃস্থ ব্যক্তির দুইখানি মাত্র মোটা কাপড় ছিল। সে বস্ত্র দুইখানি সুন্দররূপে ধোওয়াইয়া শত সহস্র ভাঁজে চোনাট করাইয়া আনিল।

অনন্তর তাহার ভার্য্যা বলিল, "স্বামিন্, আমার ইচ্ছা হইতেছে যে কুসুম্ভরঞ্জিত * একখানি বস্ত্র পরিধান করিয়া এবং অন্য একখানি গায়ে দিয়া, তোমার গলা ধরিয়া, কার্ত্তিকোৎসব দেখিতে যাই।" সে বলিল, "ভদ্রে, আমাদের ন্যায় দরিদ্রলোকে কুসুম্ভফুল কোথায় পাইবে?

* কুসুম্ভ—'কুসুম' ফুল (Safflower)।

এই শাদা ধোওয়া কাপড় পরিয়াই উৎসব দেখিতে চল।" "আমি কুসুম্ভে রঞ্জিত বস্ত্র না পাইলে উৎসবে যাইব না, তুমি অন্য স্ত্রী লইয়া আমোদ কর গিয়া।" "ভদ্রে, বৃথা কেন জ্বালাতন করিতেছ? আমরা কুসুম্ভ পাইব কোথায়?" "স্বামিন্, পুরুষের যদি ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে কিসের অভাব থাকে? রাজার কুসুম্ভবাস্তুতে নাকি বহু কুসুম্ভফুল আছে?" "আছে বটে, কিন্তু তাহা যে রাক্ষস-পরিগৃহীত সরোবরসদৃশ; শত শত বলবান্ প্রহরী তাহার রক্ষা-বিধানে নিযুক্ত রহিয়াছে। সেখানে আমার যাইবার সাধ্য নাই। তুমি এ অসঙ্গত ইচ্ছা ত্যাগ কর; নিজের যাহা আছে তাহাতেই সন্তুষ্ট থাক।" "স্বামিন্, রাত্রিকালে যখন অন্ধকার হয়, তখন কোন স্থান কি পুরুষের অগম্য থাকে?"

ভার্য্যাকর্ত্তৃক এইরূপে পুনঃ পুনঃ অনুরুদ্ধ হইয়া এবং তাহার প্রতি অত্যধিক প্রণয়বশতঃ সেই দুর্গত ব্যক্তি শেষে, "আচ্ছা; তাহাই করা যাইবে, তুমি কোন চিন্তা করিও না" বলিয়া তাহাকে আশ্বাস দিয়া রাত্রিকালে প্রাণের মায়া পরিত্যাগপূর্ব্বক নগর হইতে বহির্গত হইল এবং রাজার কুসুম্ভবাস্তুর নিকট গিয়া বৃতি ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। রক্ষিগণ বৃতিভঙ্গের শব্দ শুনিয়া "চোর, চোর" বলিয়া তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিল, গালি দিতে দিতে ও মারিতে মারিতে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিল, এবং রাত্রি প্রভাত হইলে রাজার নিকট লইয়া গেল। রাজা আদেশ দিলেন, "যাও, ইহাকে নিয়া শূলে চড়াও।" তখন তাহারা সেই হতভাগ্যের হাত দুইখানি পিঠের দিকে টানিয়া বান্ধিল, এবং ভেরী বাজাইতে বাজাইতে তাহাকে নগরের বাহিরে লইয়া গিয়া শূলে চাপাইল। একে শূলের অসহ্য যন্ত্রণা, তাহাতে আবার কাক আসিয়া তাহার মস্তকোপরি বসিয়া শল্যসদৃশ সুতীক্ষ্ণ তুণ্ডদ্বারা চক্ষু ঠোকরাইতে লাগিল। কিন্তু এত দুঃখের মধ্যেও সে নিজের কষ্ট ভুলিয়া গিয়া ভার্য্যার কথাই স্মরণ করিল এবং ভাবিতে লাগিল, 'হায় প্রিয়ে! তুমি কুসুম্ভরঞ্জিত বস্ত্র পরিধান করিয়া, বাহুযুগলদ্বারা আমার কণ্ঠবেষ্টনপূর্ব্বক কার্ত্তিকোৎসব দেখিতে যাইবে ইচ্ছা করিয়াছিলে, কিন্তু দগ্ধবিধি আমাদিগকে এ সুখ হইতে বঞ্চিত করিল।' ইহা চিন্তা করিয়া সে নিম্নলিখিত গাথা পাঠ করিল :—

> পুষ্পরাগ-সুরঞ্জিত বসনযুগল পরি,
> বাহুলতা দিয়া বেষ্টি কণ্ঠ মোর প্রাণেশ্বরী
> উৎসব দেখিতে যাবে, ছিল বড় সাধ মনে;
> সে আশা পূরণ কিন্তু হইল না এ জীবনে।
> এই দুঃখ বড় মোর, এর সঙ্গে তুলনায়,
> শূল, কাকতুণ্ডাঘাত তুচ্ছ বলি মনে হয়।

স্ত্রীর জন্য এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে সেই ব্যক্তি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল এবং নরকে গমন করিল।

[সমবধান—তখন এই দম্পতী ছিল সেই দম্পতী, এবং আমি ছিলাম সেই আকাশদেবতা যিনি উক্ত বৃত্তান্ত প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।]

১৪৮—শৃগাল-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে কামাদিরিপুদমন সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। শুনা যায়, শ্রাবস্তীবাসী পঞ্চশত বিভব শালী শ্রেষ্ঠীপুত্র শাস্তার ধর্ম্মদেশন শুনিয়া বৌদ্ধশাসনে নিহিতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন এবং জেতবনের যে অংশ অনাথ-পিণ্ড কোটি সুবর্ণদ্বারা মণ্ডিত করিয়াছিলেন, সেই অংশে বাস করিতেছিলেন।

একদা নিশীথকালে তাঁহাদের অন্তঃকরণে কামাদি রিপু প্রবল হইয়া উঠিল; তাঁহারা যে রিপু পরিহার করিয়াছিলেন, এখন উৎকণ্ঠিতচিত্তে পুনর্ব্বার তাহারই বশীভূত হইবার সঙ্কল্প করিলেন। ঠিক এই সময়ে জেতবনস্থ ভিক্ষুদিগের মধ্যে কাহার হৃদয়ে কিরূপ প্রবৃত্তির সঞ্চার হইয়াছে, ইহা জানিবার নিমিত্ত শাস্তা

সর্ব্বজ্ঞতারূপ দণ্ডদীপিকা * উত্তোলিত করিলেন এবং ঐ পঞ্চশত ভিক্ষুর মনে যে কামভাবের উদ্রেক হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারিলেন। একপুত্রিকা জননী যেমন পুত্রের, কিংবা একচক্ষু ব্যক্তি যেমন চক্ষুর রক্ষাবিধানে যত্নপর, শাস্তাও সেইরূপ শ্রাবকদিগের রক্ষাবিধানে যত্নশীল ছিলেন। পূর্ব্বাহ্ণে হউক, অপরাহ্ণে হউক, যখনই শ্রাবকদিগের মনে কুপ্রবৃত্তির উদয় হইত, তখনই তিনি সেই প্রবৃত্তিকে আর বৃদ্ধি পাইতে দিতেন না, উপদেশবলে দমন করিতেন। এই শিষ্যহিতৈষণাবশতঃই তিনি এখন চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'চক্রবর্ত্তী রাজার নগরে চোর প্রবেশ করিলে যেমন হয়, এও সেইরূপ। আমি এখনই উপদেশ বলে এই ভিক্ষুদিগকে কুপ্রবৃত্তির আক্রমণ হইতে রক্ষা করিব এবং ইহাদিগকে অর্হত্ব প্রদান করিব।'

এই সংকল্প করিয়া তিনি সুরভি গন্ধকুটীর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ধর্ম্মভাণ্ডাগারিক স্থবির আনন্দকে অতি মধুর-স্বরে "আনন্দ" বলিয়া ডাকিলেন। আনন্দ আসিয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক তাঁহার আদেশ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। শাস্তা বলিলেন, "অনাথপিণ্ডদকর্ত্তৃক সুবর্ণমণ্ডিত অংশে যত ভিক্ষু আছে সকলকে আহ্বান করিয়া গন্ধকুটীরে সমবেত হইতে বল।" শাস্তা ভাবিয়াছিলেন, 'শুদ্ধ ঐ পঞ্চশত ভিক্ষুকে আহ্বান করিলে তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, আমি তাঁহাদের মনোভাব জানিতে পারিয়াছি। এরূপ বিশ্বাস জন্মিলে তাঁহাদের মন উদ্বিগ্ন হইবে; সুতরাং তাঁহারা ধর্ম্মদেশনার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিবেন না।' এই কারণেই তিনি সমস্ত ভিক্ষু আহ্বান করিবার আদেশ দিলেন। আনন্দ "যে আজ্ঞা" বলিয়া চাবি † লইয়া প্রতি পরিবেণে গমনপূর্ব্বক ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন। এইরূপে সমস্ত ভিক্ষু গন্ধকুটীরে সমবেত হইলে আনন্দ সেখানে বুদ্ধাসন স্থাপিত করিলেন। তখন শাস্তা আসিয়া সেই আসনে পর্য্যঙ্কবন্ধনে উপবেশন করিলেন; তাঁহার দেহ ঠিক ঋজুভাবে অবস্থিত রহিল, বোধ হইল যেন শিলাময়ী ধরিত্রীর উপর সুমেরু পর্ব্বত বিরাজ করিতেছে। তিনি দেহ হইতে ষড়্‌বর্ণের রশ্মি বিকিরণ করিলেন; মনে হইল যেন তাঁহার মস্তকোপরি স্তরে স্তরে কুসুমদাম সজ্জিত রহিয়াছে। সেই রশ্মিমালা বিভক্ত হইয়া ক্ষুদ্র পাত্রের আকারে, ছত্রের আকারে, কূটাগার-কুক্ষির আকারে গগনতলে বিদ্যুল্লতার ন্যায় সঞ্চরণ করিতে লাগিল। অর্ণবকুক্ষি বিক্ষুব্ধ করিয়া যেমন অরুণের উদয় হয়, ভগবানের আবির্ভাবও সেইরূপ প্রতীয়মান হইল। ভিক্ষুসঙ্ঘ শাস্তাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক শ্রদ্ধান্বিতচিত্তে তাঁহাকে রক্তকম্বলবৎ পরিবেষ্টন করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। তখন শাস্তা ব্রহ্মস্বরে ভিক্ষুদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "ভিক্ষুরা কাম, ব্যাপাদ ‡ ও বিহিংসা এই ত্রিবিধ চিন্তা হৃদয়ে পোষণ করিবে না; কারণ এগুলি অকুশলজনক বিতর্ক বলিয়া পরিগণিত। যখন এই সকল কুপ্রবৃত্তি হৃদয়ে আবির্ভূত হইবে, তখন তাহাদিগকে তুচ্ছ মনে করিও না, কারণ কুপ্রবৃত্তি মাত্রেই শত্রু এবং শত্রু কখনও তুচ্ছ পাত্র নহে, সে অবকাশ পাইলেই বিনাশসাধন করে। অল্পমাত্র কুপ্রবৃত্তিও আবির্ভাবের পর উত্তরোত্তর বৃদ্ধিলাভ করিয়া বিনাশের হেতু হইয়া থাকে। কুপ্রবৃত্তি হলাহলোপম, কিংবা চর্ম্মকণ্ডূনিভ, কিংবা আশীবিষসদৃশ, কিংবা বিদ্যুদগ্নিকল্প, অতএব সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য ও শঙ্কনীয়। যখনই কুপ্রবৃত্তির সঞ্চার হইবে, তখনই উহা জ্ঞানবলে, যুক্তিবলে হৃদয় হইতে উৎপাটিত করিতে হইবে। যেমন পদ্মপত্রে বারিবিন্দু পড়িলে উহা তাহাতে সংলগ্ন থাকিতে পারে না, তৎক্ষণাৎ বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়, উক্তরূপ যত্ন করিলে কুপ্রবৃত্তিও সেইরূপ অচিরাৎ মন হইতে অপসারিত হইতে পারে। পুরাকালে পণ্ডিতেরা অল্পমাত্র চিত্তবিকারকেও এরূপ ঘৃণা করিয়াছিলেন যে তাঁহারা উহাকে বৃদ্ধি পাইবার অবসর না দিয়া অঙ্কুরেই উন্মূলিত করিয়াছিলেন। ইহা বলিয়া শাস্তা সেই অতীত কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব শৃগাল-যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া এক নদীতীরস্থ অরণ্যে বাস করিতেন। একদা এক বৃদ্ধ হস্তী গঙ্গাতীরে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। বোধিসত্ত্ব খাদ্যান্বেষণে বাহির হইয়া ঐ মৃতহস্তী দেখিয়া ভাবিলেন, 'অদ্য আমার প্রচুর খাদ্যের উপায় হইল।' তিনি প্রথমে হস্তীর শুণ্ডে দংশন করিলেন; কিন্তু দেখিলেন উহা লাঙ্গলের ঈষার ন্যায় কঠিন। অতএব সেখানে আহারের কোন সুবিধা না দেখিয়া তিনি উহার দন্তে দংশন করিলেন, কিন্তু দেখিলেন, উহা কেবল হাড়; অতএব এখানে দংশন করিয়াও কোন

---

* মশাল (torch)।

† মূলে "অবাপুরণ" এই শব্দ আছে। ইহা সংস্কৃত 'অপাবরণ' এইরূপ হইবে। আবরণ—তাল, তালা। অপাবরণ—কুঞ্চিকা, চাবি। 'চাবি' শব্দটী পর্ত্তুগীজ ভাষা হইতে গৃহীত। তালার আর একটী সংস্কৃত নাম 'কুড়্ণ'; ইহা হইতে বাঙ্গালা 'কুলুপ' হইয়াছে।

‡ পরের অনিষ্টচিন্তা।

ফল পাওয়া যাইবে না। অতঃপর তিনি কর্ণে দংশন করিলেন, কিন্তু দেখিলেন উহা শূর্পের ন্যায় নীরস; উদরে দংশন করিলেন, উহা যেন একটা ধানের গোলা; পায়ে দংশন করিলেন, উহা যেন উদূখল; লাঙ্গুলে দংশন করিলেন, উহা যেন মুষল। এইরূপে কোথাও কিছু খাইবার সুবিধা না পাইয়া অবশেষে তিনি মলদ্বারে দংশন করিলেন; এবার তাঁহার বোধ হইল যেন সুমিষ্ট পিষ্টক আহার করিতেছেন। তখন তিনি ভাবিলেন, 'এতক্ষণ পরে আমি ইহার শরীরে সুমধুর খাদ্য পাইবার স্থান লাভ করিলাম।' তদবধি তিনি খাইতে খাইতে হস্তীর কুক্ষির ভিতর প্রবেশ করিলেন; সেখানে বৃক্ক খাইলেন, হৃৎপিণ্ড খাইলেন, পিপাসা পাইলে রক্তপান করিলেন এবং শয়নকালে উদর বিস্তৃত করিয়া শয়ন করিয়া রহিলেন। তিনি ভাবিলেন, "এই হস্তীর দেহের অভ্যন্তরে বাস করা কি সুখকর! অতএব ইহাই আমার গৃহ; আহারের ইচ্ছা হইলেও এখানে বসিয়াই প্রভূত মাংস পাইব। অতএব ইহা ছাড়িয়া অন্যত্র যাইবার প্রয়োজন কি?" এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি হস্তিকুক্ষিতেই বাস করিতে ও মাংস খাইতে লাগিলেন।

এইরূপে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে গ্রীষ্ম দেখা দিল; নিদাঘবাতে ও সূর্য্যরশ্মিতে মৃত হস্তীর চর্ম্ম শুষ্ক ও আকুঞ্চিত হইল, বোধিসত্ত্বের প্রবেশদ্বার রুদ্ধ হইয়া গেল; কুক্ষিবিবর অন্ধকারপূর্ণ হইল, বোধিসত্ত্ব যেন ইহলোকের ও পরলোকের সন্ধিস্থানে বাস করিতে লাগিলেন। ক্রমে চর্ম্মের পর মাংসও শুষ্ক হইল, রক্ত নিঃশেষ হইল; বাহির হইবার পথ না পাইয়া বোধিসত্ত্ব অত্যন্ত ভীত হইলেন। তিনি পথ পাইবার আশায় এদিকে ওদিকে ধাবিত হইলেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার শরীরই আহত হইতে লাগিল, নির্গমের পথ পাওয়া গেল না। হণ্ডীতে যেমন পিষ্টকপিণ্ড সিদ্ধ হইতে থাকে, বোধিসত্ত্ব সেইরূপ হস্তিকুক্ষিতে সিদ্ধ হইতে লাগিলেন।

সৌভাগ্যক্রমে কয়েক দিন পরে মহামেঘ দেখা দিল ও প্রচুর বর্ষণ হইল। তাহাতে হস্তীর মৃতদেহ ভিজিয়া পূর্ব্ববৎ ফুলিয়া উঠিল, হস্তীর মলদ্বারও খুলিয়া গেল এবং তাহার ভিতর দিয়া নক্ষত্রের ন্যায় আলোক দেখা দিল। বোধিসত্ত্ব সেই ছিদ্র দেখিতে পাইয়া বলিলেন, 'এতদিনে আমার প্রাণরক্ষা হইল।' তিনি হস্তীর মস্তকের দিকে ছুটিয়া গিয়া এক লম্ফে নিজের মস্তক-দ্বারা মলদ্বার ভেদ করিয়া বাহিরে আসিয়া পড়িলেন; কিন্তু আসিবার সময় রন্ধ্রপথে তাঁহার শরীরের লোম উৎপাটিত হইয়া গেল।

বোধিসত্ত্ব হস্তিকুক্ষি হইতে মুক্তিলাভ করিয়া প্রথমে মুহূর্ত্তকাল ছুটিলেন, পরে থামিলেন, এবং শেষে উপবেশন করিয়া নিজের তালস্কন্ধতুল্য মসৃণ শরীর অবলোকনপূর্ব্বক ভাবিলেন, "হায়, আমার এই দুর্দ্দশা অন্যকৃত নহে; লোভের জন্যই আমি এত কষ্ট পাইলাম। এখন হইতে আর লোভের বশবর্ত্তী হইব না; হস্তিশরীরেও প্রবেশ করিব না।" অনন্তর তিনি উদ্‌বিগ্নচিত্তে এই গাথা পাঠ করিলেন:—

> হস্তীর কুক্ষিতে পশি পাইয়াছি শিক্ষা বেশ;
> লোভবশে আর কভু পাব না ক হেন ক্লেশ।

এই প্রতিজ্ঞা করিয়া বোধিসত্ত্ব সে স্থান হইতে পলায়ন করিলেন; অতঃপর তিনি আর কখনও সেই মৃতহস্তীর বা অন্য কোন মৃত হস্তীর দিকে দৃক্‌পাতও করিতেন না, লোভেরও বশবর্ত্তী হইতেন না।

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, হৃদয়ে কখনও কুপ্রবৃত্তি পোষণ করিও না; যখনই চিত্তবিকার হইবে তখনই উহা দমন করিবে।" অনন্তর তিনি সত্য চতুষ্টয় ব্যাখ্যা করিলেন; তাহা শুনিয়া সেই পঞ্চশত ভিক্ষু অর্হত্ত্বে উপনীত হইলেন এবং অবশিষ্ট ভিক্ষুরাও কেহ স্রোতাপন্ন, কেহ সকৃদাগামী এবং কেহ অনাগামী হইলেন।

সমবধান—তখন আমি ছিলাম সেই শৃগাল।]

১৪৯—একপর্ণ জাতক।

[শাস্তা বৈশালীর নিকটবর্তী মহাবনস্থ কূটাগারশালায় অবস্থিতিকালে বৈশালীর কোন দুষ্ট লিচ্ছবিকুমারকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। তৎকালে বৈশালী নগরীর সমৃদ্ধির সীমা ছিল না। ইহা এক এক গব্যূতি * অন্তরে তিনটী প্রাকার দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল এবং ইহার দ্বারত্রয় অট্টালক † দ্বারা বর্দ্ধিত হইত। সাত হাজার সাত শত সাত জন রাজা ‡ নিয়ত ইহার শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। উপরাজ, সেনাপতি এবং ভাণ্ডাগারিকের সংখ্যাও এই পরিমাণ ছিল।

বৈশালীর রাজকুমারদিগের মধ্যে একজনকে লোকে 'দুষ্ট লিচ্ছবিকুমার' এই নাম দিয়াছিল। তিনি ক্রোধন, উগ্র ও নিষ্ঠুর ছিলেন এবং দণ্ডাহত আশীবিষের ন্যায় সর্ব্বদা পরের অনিষ্ট করিতেন। তাঁহার প্রকৃতি এতই কোপন ছিল যে, কেহই তাঁহার সমক্ষে দুই তিনটীর অধিক বাক্য বলিতে পারিত না। মাতা, পিতা, জ্ঞাতি বন্ধু কেহই তাঁহার স্বভাব পরিবর্ত্তন করিতে পারেন নাই। একদিন তাঁহার মাতাপিতা ভাবিলেন, এই কুমার অতি নিষ্ঠুর ও কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানশূন্য; সম্যক্-সম্বুদ্ধ ব্যতীত অন্য কেহই ইহাকে বিনয় শিখাইতে সমর্থ হইবে না; একমাত্র বুদ্ধই বোধ হয় ইহার প্রকৃতির কোমলতা সাধন করিতে পারিবেন।' ইহা ভাবিয়া তাঁহারা ঐ কুমারকে সঙ্গে লইয়া শাস্তার নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "ভগবন্, আমাদের এই পুত্রটী ক্রোধন, উগ্র ও নিষ্ঠুর; সর্ব্বদাই যেন অগ্নির মত প্রজ্বলিত থাকে। আপনি দয়া করিয়া ইহাকে কিছু উপদেশ দিন।"

শাস্তা কুমারকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "দেখ, কাহারও ক্রোধন নিষ্ঠুর, কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানশূন্য ও পরপীড়ক হওয়া কর্ত্তব্য নহে। ক্রোধন ব্যক্তি নিজের গর্ভধারিণী, পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, ভগিনী ভার্য্যা, মিত্র, বন্ধু—সকলেরই অপ্রিয় হয়; সে দংশনোদ্যত সর্পের ন্যায়, আক্রমণোদ্যত বনদস্যুর ন্যায়, গ্রাসোদ্যত রাক্ষসের ন্যায় সকলেরই ভয়াবহ। এরূপ ব্যক্তি মৃত্যুর পর নরকাদি যন্ত্রণাগারে বাস করে, ইহ জীবনেও, বিচিত্র বসন-ভূষণে সুসজ্জিত হইলেও সে অতি ভীষণাকাররূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। তাহার মুখমণ্ডল পূর্ণচন্দ্রনিভ হইলেও উত্তাপম্লান পদ্মের ন্যায়, কিংবা মলাচ্ছন্ন কাঞ্চনমুকুরমণ্ডলের ন্যায় বিশ্রী ও বিরূপ। ক্রোধের বশেই লোকে কখনও ভৃগুস্থান হইতে পতনে, কখনও শস্ত্রাঘাতে, কখনও বিষপানে, কখনও উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করে এবং ক্রোধ-বশতঃ নিজের জীবনান্ত করিয়া নরকাদিতে গমন করে। যাহারা পরপীড়ক, তাহারাও ইহলোকে ঘৃণিত এবং দেহত্যাগের পর নিরয়গামী ও দণ্ডভোগী হইয়া থাকে। অতঃপর যখন তাহারা পুনর্ব্বার মানবশরীর লাভ করে, তখনও জন্মরোগী হয়, জন্মাবধি চক্ষুরোগ, কর্ণরোগ ও অন্যান্য রোগে কষ্ট পায়; নিয়ত রোগভোগ করায় তাহাদের দুঃখের সীমা পরিসীমা থাকে না। এজন্য সকলেরই মৈত্রীভাবাপন্ন ও পরহিতপরায়ণ হওয়া কর্ত্তব্য। এরূপ লোক নরকাদির ভয় হইতে বিমুক্ত।"

এই উপদেশ শ্রবণ করিয়া কুমারের প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইল। তাঁহার দম্ভ, ক্রোধ ও স্বার্থপরতার দমন হইল, তিনি মৈত্রীভাবাপন্ন ও মৃদুচিত্ত হইলেন। অতঃপর তিনি কাহাকেও গালাগালি দিতেন না, বা প্রহার করিতেন না। তিনি ভগ্নদন্ত বিষধরের, কিংবা ভগ্নশৃঙ্গ কর্কটের, কিংবা ভগ্নবিষাণ বৃষের ন্যায় নিরীহ হইলেন।

লিচ্ছবিকুমারের প্রকৃতিসম্বন্ধে এই পরিবর্ত্তন দেখিয়া এক দিন ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "দেখ, দুষ্ট লিচ্ছবিকুমারের চরিত্র তাহার মাতা, পিতা এবং জ্ঞাতিবন্ধুগণ দীর্ঘকাল চেষ্টা করিয়াও সংশোধন করিতে পারেন নাই; কিন্তু সম্যকসম্বুদ্ধ একবার মাত্র উপদেশ দিয়াই তাহাকে বিনীত ও স্বার্থ-পরতাশূন্য করিলেন। এরূপ লোকের দুষ্প্রবৃত্তি-দমন এবং যুগপৎ ছয়টী মত্তহস্তীর দমন, উভয় কার্য্যই একবিধ অসাধ্যসাধন। শাস্ত্রকারেরা সত্যই বলিয়াছেন, 'হস্তিদমকেরা দম্য হস্তীকে ইচ্ছামত একই দিকে পরিচালিত করে—হয় পুরোভাগে, নয় পশ্চাতে, হয় উত্তরে, নয় দক্ষিণে, যখন যে দিকে ইচ্ছা, তাহাকে সেইদিকে চালায়। অশ্বদমক এবং গোদমকদিগের সম্বন্ধেও এই কথা। সম্যক্ সম্বুদ্ধ তথাগতও যাহাকে বিনয়ী করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে অষ্টদিকের যে দিকে ইচ্ছা, সেই দিকে পরিচালিত করিতে পারেন, তাঁহার অনুগ্রহে শিষ্যগণ বাহ্যবস্তুর প্রকৃতি জানিতে পারে। বুদ্ধ এবংবিধ গুণসম্পন্ন, তিনি ব্যতীত অন্য

* গব্যূতি—এক ক্রোশ।

† অট্টালক—প্রহরীদিগের জন্য দুর্গ-প্রাকারোপরিস্থ কূটাগার বিশেষ (watch tower)

‡ বৈশালীতে কুলতন্ত্র শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত ছিল। সম্ভ্রান্ত ক্ষত্রিয়েরা সমবেত হইয়া ইহার রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহাদের সকলেরই উপাধি ছিল 'রাজা'।]

কাহারও এ ক্ষমতা নাই...যিনি বিনেতাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং পুরুষদম্যদিগের সারথি * বলিয়া পরিকীর্ত্তিত।' বস্তুতঃ সম্যক্‌সম্বুদ্ধের ন্যায় পুরুষদম্য-সারথি দ্বিতীয় দেখা যায় না।"

ভিক্ষুগণ এইরূপ কথাবার্ত্তা বলিতেছেন, এমন সময়ে শাস্তা সেখানে উপনীত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, আমি যে কেবল এই প্রথম একবারমাত্র উপদেশ দিয়া কুমারের চরিত্র-সংশোধন করিলাম, তাহা নহে; পূর্ব্বেও এরূপ করিয়াছিলাম।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব উদীচ্য ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বয়ঃপ্রাপ্তির পর তক্ষশিলা নগরীতে তিন বেদ এবং অন্যান্য সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়নপূর্ব্বক কিয়ৎকাল গৃহবাস করেন, পরে মাতাপিতার মৃত্যু হইলে ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া হিমালয়ে চলিয়া যান। এখানে ধ্যানাদি দ্বারা তিনি অভিজ্ঞতা ও সমাপত্তিসমূহ লাভ করিয়াছিলেন।

হিমালয়ে দীর্ঘকাল বাস করিবার পর লবণ, অম্ল প্রভৃতি কতিপয় প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব বশতঃ বোধিসত্ত্বকে জনপদে আগমন করিতে হইয়াছিল। এই সময়ে তিনি বারাণসীতে উপস্থিত হইয়া রাজার উদ্যানে বাস করিতে লাগিলেন। বারাণসীতে আসিবার পরদিন তিনি যত্নসহকারে তাপসজনোচিত বেশ ধারণ করিয়া ভিক্ষার্থ নগরে প্রবেশ-পূর্ব্বক রাজদ্বারে উপনীত হইলেন। রাজা বাতায়ন হইতে তাঁহাকে নয়নগোচর করিলেন এবং তদীয় গমনভঙ্গী দেখিয়া প্রীত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, 'এই তাপসের ইন্দ্রিয়সমূহ কেমন শান্ত! ইঁহার মনেও কি অপূর্ব্ব শান্তি! সম্মুখভাগে ইঁহার দৃষ্টি শুদ্ধ যুগপ্রমাণ † স্থানে নিবদ্ধ রহিয়াছে। ইনি যেরূপ সিংহবিক্রমে ও সতর্কতার সহিত অগ্রসর হইতেছেন, তাহাতে মনে হয় যেন, প্রতিপাদবিক্ষেপে ইনি সহস্র মুদ্রার এক একটী স্থবিকা ‡ রাখিয়া আসিতেছেন। যদি কোথাও সদ্ধর্ম্ম থাকে, তাহা হইলে তাহা ইঁহার হৃদয়ে বিরাজ করিতেছে।' এইরূপ চিন্তা করিয়া রাজা পার্শ্বস্থ এক অমাত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। অমাত্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি আজ্ঞা করিতেছেন?" রাজা বলিলেন, "ঐ তাপসকে এখানে আনয়ন করুন।" অমাত্য "যে আজ্ঞা" বলিয়া বোধিসত্ত্বের নিকট উপনীত হইলেন এবং তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক তদীয় হস্ত হইতে ভিক্ষাপাত্র গ্রহণ করিলেন। বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসিলেন, "ধার্ম্মিকবর, আপনি কি চান?" অমাত্য উত্তর করিলেন, "রাজা আপনাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন।" "আমি হিমালয়ে বাস করি; আমার ত কখনও রাজভবনে গতিবিধি নাই।"

অমাত্য রাজাকে গিয়া এই কথা জানাইলেন। রাজা বলিলেন, "আমার কোন কুলোপগ তাপস নাই §। ঐ তাপসকে আনয়ন কর; উনি আমার কুলোপগ হইবেন।" তদনুসারে অমাত্য পুনর্ব্বার গমন করিয়া বোধিসত্ত্বকে প্রণিপাতপূর্ব্বক রাজার প্রার্থনা জানাইলেন এবং তাঁহাকে রাজভবনে লইয়া গেলেন।

রাজা সসম্মানে বোধিসত্ত্বকে অভিবাদন করিলেন। তিনি তাঁহাকে শ্বেতচ্ছত্রযুক্ত সুবর্ণ-সিংহাসনে উপবেশন করাইলেন এবং নিজের জন্য যে ভোজ্য প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহা ভোজন করাইলেন। বোধিসত্ত্ব বিশ্রাম করিলে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার আশ্রম কোথায়?"

---

* পুরুষরূপ দম্য অর্থাৎ দামড়া; তাহাদিগের সারথি অর্থাৎ বিনেতা। অজ্ঞ লোক দামড়ার মত স্বভাবতঃ উচ্ছৃঙ্খল; তাহাদিগকে শিক্ষা দিয়া সংযত করিতে হয়। খ্রীষ্টানদিগের মধ্যে প্রাকৃত জন flock এবং যাজক pastor নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। খ্রীষ্ট নিজেও Good Shepherd নামে বর্ণিত।

† যুগ—পরিমাণ-বিশেষ, লাঙ্গলের যুগ যত দীর্ঘ, তত। তপস্বী ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত না করিয়া কেবল সম্মুখের দুই চারি পা পথ দেখিয়া অগ্রসর হইতেছেন এই অর্থ।

‡ স্থবিকা = থলি।

§ যিনি গৃহে নিয়ত ভিক্ষা করিতে আসেন এবং সকলকে ধর্ম্মোপদেশ দেন।

বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "মহারাজ, আমি হিমালয়ে থাকি।" "এখন কোথায় যাইবেন?" "আমি এখন বর্ষাবাসের উপযুক্ত স্থান অনুসন্ধান করিতেছি।" "তবে অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার উদ্যানেই অবস্থিতি করুন।" বোধিসত্ত্ব এই প্রস্তাবে সম্মত হইলে, রাজা নিজেও আহার করিলেন এবং তাঁহাকে লইয়া উদ্যানে গেলেন। অনন্তর তিনি বোধিসত্ত্বের জন্য পর্ণশালা নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন এবং তাহার এক অংশ দিবাভাগের ও এক অংশ রাত্রিকালের বাসোপযোগী করাইলেন। প্রব্রাজকদিগের যে অষ্টবিধ পরিষ্কার * আবশ্যক, রাজা সে গুলিরও ব্যবস্থা করিলেন এবং উদ্যানপালকের উপর বোধিসত্ত্বের তত্ত্বাবধানের ভার দিয়া প্রাসাদে ফিরিয়া গেলেন। বোধিসত্ত্ব তদবধি রাজোদ্যানে বাস করিতে লাগিলেন। রাজা প্রতিদিন দুই তিনবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন।

এই রাজার অতীব দুষ্টস্বভাব, ক্রোধন, উগ্র ও নিষ্ঠুর এক পুত্র ছিল; রাজা নিজে এবং তাঁহার জ্ঞাতিবন্ধুগণ কেহই উহাকে দমন করিতে পারিতেন না। অমাত্যবর্গ, ব্রাহ্মণ ও গৃহপতিগণ সমবেত হইয়া রাজকুমারকে ক্রোধভরে বলিয়াছিলেন, 'আপনি এরূপ কুব্যবহার করিবেন না, এরূপ আচরণ নিতান্ত গর্হিত।" কিন্তু ইহাতেও কোন ফলোদয় হয় নাই। বোধিসত্ত্বকে পাইয়া রাজা ভাবিলেন, 'এই শীলসম্পন্ন পরমপূজ্য তপস্বী ভিন্ন অন্য কেহই আমার পুত্রের মতিপরিবর্ত্তন করিতে পারিবে না, অতএব ইহাঁরই উপর পুত্রের উদ্ধারের ভার দিই।' এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি একদিন কুমারকে সঙ্গে লইয়া বোধিসত্ত্বের নিকটে গেলেন, এবং বলিলেন, "মহাশয়, আমার এই পুত্রটী অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও উগ্রস্বভাব। আমি কিছুতেই ইহাকে দমন করিতে পারিলাম না। আপনি ইহার শিক্ষাবিধানের কোন উপায় করুন।' এই প্রার্থনা করিয়া তিনি কুমারকে বোধিসত্ত্বের হস্তে সমর্পণপূর্ব্বক চলিয়া গেলেন। তখন বোধিসত্ত্ব তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া উদ্যানে বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং দেখিতে পাইলেন, এক স্থানে একটা নিমের চারা বাহির হইয়াছে; তাহার দুই পার্শ্বে দুইটী মাত্র পাতা দেখা দিয়াছে।

বোধিসত্ত্ব বলিলেন, 'কুমার, এই চারার একটা পাতা খাইয়া দেখ ত ইহার আস্বাদ কিরূপ।" কুমার উহা মুখে দিয়াই "ছ্যা ছ্যা" করিয়া ভূমিতে থুথু ফেলিল। বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে কুমার?" কুমার বলিল, "মহাশয়, এখনি এই বৃক্ষ হলাহল বিষের মত; বড় হইলে না জানি ইহার দ্বারা কত লোকের প্রাণনাশ ঘটিবে।" ইহা বলিয়া সে নিমের চারাটা উপড়াইয়া হস্তের দ্বারা মর্দ্দন করিতে করিতে নিম্নলিখিত গাথা পাঠ করিল :—

> অঙ্কুরে যে বৃক্ষ হেন বিষোপম, বর্দ্ধিত হইবে যবে,
> ফল খেয়ে তার শত শত জীব, নিশ্চিত বিনষ্ট হবে।

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "কুমার এই নিম্ববৃক্ষ এখনই এমন তিক্ত, বড় হইলে না জানি আরও কি হইবে, ইহা ভাবিয়া তুমি ইহাকে উৎপাটিত ও মর্দ্দিত করিলে। তুমি এই চারাটার সম্বন্ধে যাহা করিলে, এই রাজ্যের অধিবাসীরাও তোমার সম্বন্ধে তাহাই করিবে। তাহারা ভাবিবে, 'এই কুমার বাল্যকালেই যখন এমন উগ্রস্বভাব ও নিষ্ঠুর হইল, তখন বড় হইয়া রাজপদ পাইলে ইহার প্রকৃতি আরও ভীষণ হইবে। ইহা দ্বারা আমাদের কোনও উন্নতি হইবে না' অতএব তাহারা তোমাকে রাজ্য দিবে না, এই নিম্ববৃক্ষের মত উৎপাটিত করিয়া রাজ্য হইতে দূর করিয়া দিবে। সেই নিমিত্ত বলিতেছি এই নিম্ববৃক্ষের দৃষ্টান্ত দ্বারা সাবধান হইতে শিক্ষা কর, অতঃপর ক্ষান্তিমান্ ও মৈত্রীসম্পন্ন হও।"

বোধিসত্ত্বের এই উপদেশ শুনিয়া কুমারের মতি ফিরিয়া গেল। তিনি তদবধি ক্ষান্তিমান

* পাত্র, ত্রিচীবর, কায়বন্ধন, বাসি, সূচি ও পরিস্রাবণ।

ও মৈত্রীসম্পন্ন হইলেন এবং পিতার মৃত্যুর পর রাজপদ লাভ করিয়া দানাদি পুণ্যানুষ্ঠানপূর্ব্বক কর্ম্মানুরূপ গতি লাভ করিলেন।

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন, ভিক্ষুগণ, আমি যে কেবল এ জন্মেই দুষ্ট লিচ্ছবিকুমারের চরিত্র সংশোধন করিলাম, তাহা নহে; পূর্ব্বেও এরূপ করিয়াছিলাম।

সমবধান—তখন এই লিচ্ছবিকুমার ছিল সেই দুষ্ট কুমার, আনন্দ ছিল সেই রাজা এবং আমি ছিলাম সেই উপদেষ্টা।]

১৫০—সঞ্জীব-জাতক

মহারাজ অজাতশত্রু অসৎসংসর্গে লিপ্ত হইয়াছিলেন। তদুপলক্ষে শাস্তা বেণুবনে এই কথা বলিয়াছিলেন।

অজাতশত্রু বৌদ্ধবিদ্বেষী, দুঃশীল ও পাপ-কর্ম্মা দেবদত্তকে শ্রদ্ধা করিতেন, সেই ক্রূরমতি নরাধমকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত বহুঅর্থব্যয়ে গয়শিরে এক বিহার নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন এবং তাহারই কুমন্ত্রণায় নিজের জনক ধার্ম্মিকবর স্রোতাপন্ন বিম্বিসারের প্রাণবধ করিয়াছিলেন। এবংবিধ দুষ্কার্য্য-পরম্পরায় সেই নৃপ-কুলাঙ্গারের স্রোতাপত্তি-মার্গ রুদ্ধ ও সদ্গতির আশা বিনিষ্ট হইয়াছিল।

অজাতশত্রু যখন শুনিলেন যে, পৃথিবী বিদীর্ণ হইয়া দেবদত্তকে গ্রাস করিয়াছে, তখন তাঁহারও আশঙ্কা হইল পাছে নিজেও ঐ পথের পথিক হন। এই দুশ্চিন্তায় রাজত্বে তিনি আর সুখ পাইতেন না, শয়নে শান্তিলাভ করিতেন না; তীব্রযন্ত্রণাভিভূত হস্তিশাবকের ন্যায় নিয়ত কম্পমানদেহে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেন। তাঁহার মনে হইত যেন পৃথিবী বিদীর্ণ হইয়াছে, অবীচি হইতে ভীষণ জ্বালা উত্থিত হইতেছে, পৃথিবী তাঁহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে; যেন তিনি আদীপ্ত লৌহশয্যায় উত্তানভাবে শয়ন করিয়া আছেন এবং লৌহশূল-সমূহে তাঁহার শরীর বিদ্ধ হইতেছে। ফলতঃ এই ভয়বিহ্বল হতভাগ্য নৃপতি আহত কুক্কুটবৎ ক্ষণমাত্রও শান্তিভোগ করিতে পারিতেন না। অবশেষে তাঁহার ইচ্ছা হইল, 'সম্যক্‌সম্বুদ্ধের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিব এবং তাঁহারই উপদেশ মত অবশিষ্ট জীবন যাপন করিব।' কিন্তু কৃত অপরাধের গুরুত্ব স্মরণ করিয়া তিনি বুদ্ধ-সমীপে উপস্থিত হইতে সাহস করিলেন না।

এই সময়ে রাজগৃহ নগরে কার্ত্তিকোৎসব আরম্ভ হইল; পৌরজন রাত্রিকালে সমস্ত নগর এমন সুসজ্জিত করিল যে, উহা ইন্দ্রালয়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। অজাতশত্রু অমাত্যগণ-পরিবৃত হইয়া সভাগৃহে কাঞ্চনাসনে সমাসীন ছিলেন। তিনি অদূরে জীবক কুমারভৃত্যকে উপবিষ্ট দেখিয়া ভাবিলেন, "ইঁহাকে সঙ্গে লইয়া সম্যক্‌সম্বুদ্ধের সাক্ষাৎ লাভ করিতে হইবে। কিন্তু হঠাৎ কি করিয়া বলি যে 'আমি একাকী তাঁহার নিকটে যাইতে পারিব না, এস আমাকে সঙ্গে লইয়া চল?' তাহা না করিয়া বরং রাত্রির শোভা বর্ণনপূর্ব্বক বলা যাউক 'আমি অদ্য কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণের পর্য্যুপাসনা করিব।' অতঃপর অমাত্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিব, কাহার পর্য্যুপাসনা করিলে শান্তি লাভ করা যাইতে পারে। অমাত্যেরা ইহার উত্তরে নিশ্চিত স্ব স্ব গুরুর নাম করিবেন, জীবকও সম্যক্‌সম্বুদ্ধের গুণ-কীর্ত্তন করিবেন। তখন আমি ইঁহাকে সঙ্গে লইয়া শাস্তার নিকট যাইব।" এই সঙ্কল্প করিয়া অজাতশত্রু নিম্নলিখিত পঞ্চপদী গাথা দ্বারা রাত্রির বর্ণনা করিলেন:—

"দেখ কি অপূর্ব্ব বেশ পরিধান করি,
পাইতেছে শোভা এই চারু বিভাবরী।
নির্ম্মল নভস্তল, বহে বায়ু সুশীতল,
রমণীয় দৃশ্য হেরি জুড়ায় নয়ন;
উত্তপ্ত হৃদয়ে হয় শান্তির সিঞ্চন।

আপনারা বলুন দেখি অদ্য কোন্ শ্রমণ বা ব্রাহ্মণের নিকট গেলে তাঁহার উপদেশসুধা পান করিয়া শান্তি লাভ করিতে পারিব?"

ইহা শুনিয়া কোন অমাত্য পূরণ কাশ্যপের, কোন অমাত্য মস্করী গোশালীপুত্রের, কেহ কেহ বা অজিত কেশ কম্বল, ককুদ কাত্যায়ন, সঞ্জয় বৈরট্টীপুত্র বা নির্গ্রন্থ জ্ঞাতি পুত্রের নাম করিলেন।* কিন্তু রাজা তাঁহাদের কথার কোন উত্তর দিলেন না, মহামাত্য জীবক কি বলেন শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। জীবক

* ইঁহারা বৌদ্ধশাসন বিদ্বেষী এবং তীর্থক বা তৈর্থিক নামে পরিচিত। পালি ভাষায় ইঁহাদের নাম যথাক্রমে, পূরণ কস্সপ, মক্খলি গোসাল অজিত কেসকম্বলী, পকুধ কচ্চায়ন, নিগণ্ঠ নাতপুত্ত এবং সঞ্জয় বেলট্ঠিপুত্ত (১ম পৃষ্ঠের টীকা দ্রষ্টব্য।)

অবিদূরে নীরব হইয়া বসিয়াছিলেন; কারণ তিনি ভাবিয়াছিলেন, 'রাজা আমাদ্বারা কিছু বলাইতে চান কিনা তাহা নিশ্চিত জানা আবশ্যক।' রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সৌম্য জীবক, আপনি নীরব রহিলেন যে?" এই কথা শুনিয়া জীবক মণ্ডলমাল† হইতে যে দিকে ভগবান্ বুদ্ধ অবস্থিতি করিতেছিলেন তদভিমুখে কৃতাঞ্জলি-পুটে উদ্দেশে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "মহারাজ, পরমপূজ্য সম্যক্‌সম্বুদ্ধ সার্দ্ধত্রিশতাধিকসহস্র ভিক্ষুসহ ঐ স্থানে মদীয় আম্রকাননে বাস করিতেছেন। ইহাতেই বুঝা যায় তাঁহার সুযশঃ কতদূর বিস্তীর্ণ হইয়াছে। তিনি অর্হত্ত্বাদি নবগুণসম্পন্ন।*" অতঃপর জীবক ভগবানের নবগুণ কীর্ত্তন করিলেন; তিনি রাজাকে বুঝাইয়া দিলেন, যে পূর্ব্বে নিমিত্তাদি দ্বারা যে সকল মহাপুরুষলক্ষণ সূচিত হইয়াছিল, বুদ্ধ জন্মাবধি অনুভাববলে তদপেক্ষাও অধিকতর উৎকর্ষের পরিচয় দিয়াছেন। উপসংহার-কালে জীবক বলিলেন, "মহারাজ, আপনি সেই ভগবানের শরণ লউন, তাঁহারই নিকট ধর্ম্মকথা শ্রবণ করুন, তাঁহাকেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া সংশয়াপনোদন করুন।"

এতক্ষণে মনোরথ পূর্ণ হইল দেখিয়া অজাতশত্রু জীবককে বলিলেন, "বেশ, তাহাই করা যাউক; আপনি হস্তিযান সুসজ্জিত করিবার আদেশ দিন।" মুহূর্ত্তের মধ্যে যান প্রস্তুত হইল; অজাতশত্রু রাজোচিত আড়ম্বরের সহিত জীবকের আম্রকাননে উপনীত হইলেন, এবং দেখিলেন তথাগত ভিক্ষুসঙ্ঘে পরিবৃত হইয়া গন্ধমণ্ডলমালে বীচিবিক্ষোভবিহীন মহার্ণবের ন্যায় নিশ্চলভাবে বিরাজ করিতেছেন। রাজা যেদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, সেই দিকেই শত শত ভিক্ষু দেখিতে পাইলেন। তাহাতে অতীব বিস্মিত হইয়া তিনি ভাবিলেন, 'আমি ইতঃপূর্ব্বে আর কোথাও এত সাধুপুরুষের একত্র সমাগম দেখি নাই।' তিনি ভিক্ষুদিগের বিনীত, প্রশান্ত ও পবিত্র ভাব প্রত্যক্ষ করিয়া অতিমাত্র প্রীত হইলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে সঙ্ঘের স্তুতি করিলেন। অতঃপর তিনি ভগবান্‌কে প্রণিপাত করিয়া একান্তে আসন গ্রহণপূর্ব্বক শ্রামণ্যফল-প্রশ্ন ‡ জিজ্ঞাসা করিলেন। ইহার উত্তরে ভগবান্ তাঁহার নিকট অংশদ্বয়বিশিষ্ট শ্রামণ্যফল সূত্র § ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শ্রবণ করিয়া অজাতশত্রু পরম প্রীত হইলেন এবং ভগবানের নিকট ক্ষমা লাভ করিয়া ও তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রাসাদে ফিরিয়া গেলেন।

রাজা প্রস্থান করিবার অল্পক্ষণ পরেই শাস্তা ভিক্ষুদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, "দেখ, এই রাজা নিজেই নিজের সর্ব্বনাশ করিয়াছেন। ইনি যদি রাজ্যলোভে ধর্ম্মরাজ-কল্প পরম ধার্ম্মিক পিতার প্রাণবধ না করিতেন, তাহা হইলে অদ্য ঐ আসনে বসিয়াই বিরজ ও বীতমল ধর্ম্মচক্ষু লাভ করিতে পারিতেন। কিন্তু কুমতি দেবদত্তের অসাধু সংস্রবে থাকিয়া অর্হত্ত্ব দূরে থাকুক, ইনি স্রোতাপত্তি-ফলও প্রাপ্ত হইতে পারিলেন না।"

পরদিন ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভায় এই কথার আলোচনা আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "দেখ, দুঃশীল ও দুরাচার দেবদত্তকে অনুগ্রহ দেখাইতে গিয়া অজাতশত্রু পিতৃহত্যারূপ মহাপাপে লিপ্ত হইয়াছেন; সেই নিমিত্ত তিনি স্রোতাপত্তি ফল পর্য্যন্ত লাভ করিতে অসমর্থ হইলেন। অহো, রাজার কি সর্ব্বনাশই হইয়াছে!" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিয়া বলিলেন, "ভিক্ষুগণ! অজাতশত্রু যে কেবল এ জন্মেই পাপের সহায়তা করিতে গিয়া নিজের সর্ব্বনাশ ঘটাইয়াছেন তাহা নহে, পূর্ব্বেও তিনি এইরূপ অনুষ্ঠান করিয়া প্রাণ হারাইয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন:—]

---

* নবগুণসম্পন্ন=ভগবান্, অর্হন্, বুদ্ধ, সম্যক্‌সম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তরপুরুষদম্যসারথী ও দেবনরগণের শাস্তা।

† মণ্ডলমাল=গোলাকার একচূড়াবিশিষ্ট মণ্ডপ।

‡ বৌদ্ধশাস্ত্রে ইহা একটী প্রসিদ্ধ প্রশ্ন এবং গৌতম উহার যে উত্তর দিয়াছিলেন তাহা সংশয়-নিরাকারক বলিয়া পরিগণিত। প্রশ্নটার তাৎপর্য্য এই:—লোকে যে সমস্ত শিল্প কর্ম্ম করে, তাহার এক একটী প্রত্যক্ষ ফল প্রাপ্ত হয়। কুম্ভকার ঘট গড়ে; ঘট মনুষ্যের কাজে লাগে; ইহা বিক্রয় করিয়া কুম্ভকারের অর্থপ্রাপ্তি হয়; অতএব কুম্ভকারের কার্য্যের উপযোগিতা সুস্পষ্ট ও অচিরলব্ধ। এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে যাঁহারা সংসার ত্যাগ করিয়া শ্রমণ হন, তাঁহাদের ভাগ্যে এরূপ কোন ধ্রুব, অচিরলভ্য ও প্রত্যক্ষ ফল আছে কি?" এই প্রশ্নের উত্তরে গৌতম বলিয়াছিলেন, "মহারাজ, মনে করুন এক ব্যক্তি আপনার দাসত্ব করিয়াছে। সে ভাবিল, 'আমি পূর্ব্বকৃত পাপের ফলে এই দুর্দ্দশা ভোগ করিতেছি। এখন যদি সংসার ত্যাগপূর্ব্বক সৎপথে চলিয়া পুণ্য সঞ্চয় করি, তাহা হইলে পরকালে আমার সদ্‌গতি হইবে।' ইহা স্থির করিয়া সে আপনার গৃহ হইতে পলাইয়া গেল এবং প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক হিংসাচৌর্য্যাদি পরিহার করিয়া সাধুভাবে চলিতে লাগিল। এখন বলুন ত, এই ব্যক্তিকে আবার দেখিতে পাইলে আপনি তাহাকে দণ্ড দিয়া পুনর্ব্বার দাসত্বে নিয়োজিত করিবেন কি?" অজাতশত্রু বলিলেন, "কখনই না, আমি বরং তাহাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করিব এবং তাহার ভরণ-পোষণের ভার লইব।" "তবেই দেখা যাইতেছে, মহারাজ শ্রামণ্যধর্ম্মের প্রত্যক্ষফলও আছে।" অজাতশত্রু এই যুক্তির যাথার্থ্য স্বীকার করিলেন এবং তদবধি বৌদ্ধশাসনে নিহিতশ্রদ্ধ হইলেন।

§ দীঘনিকায় দ্রষ্টব্য।

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব এক মহাবিভবশালী ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি তক্ষশিলায় গিয়া সর্ব্বশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লাভ করেন এবং বারাণসীতে প্রত্যাগমন করিয়া এক সুবিখ্যাত অধ্যাপক হন। পঞ্চশত ব্রাহ্মণকুমার তাঁহার নিকট বিদ্যাভ্যাস করিত। এই সকল শিষ্যের মধ্যে একজনের নাম ছিল সঞ্জীব। বোধিসত্ত্ব তাহাকে মৃতকোত্থাপন মন্ত্র * দান করিয়াছিলেন। সে উত্থাপনমন্ত্র শিখিয়াছিল বটে, কিন্তু প্রতিবাহন মন্ত্র গ্রহণ করে নাই।

একদিন সঞ্জীব সতীর্থদিগের সঙ্গে কাষ্ঠাহরণার্থ অরণ্যে গমন করিয়া এক মৃত ব্যাঘ্র দেখিয়া বলিল, "আমি এই মৃত ব্যাঘ্রে জীবন সঞ্চার করিতেছি।" তাহার সঙ্গিগণ বলিল, "করিলে আর কি? মৃতদেহে কি জীবনসঞ্চার হইতে পারে?" "তোমরা দাঁড়াইয়া দেখ না, আমি এই ব্যাঘ্রকে এখনই বাঁচাইব।" "পার ত বাঁচাও।" ইহা বলিয়া তাহারা একটা বৃক্ষে আরোহণ করিল।

অনন্তর সঞ্জীব মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক একখণ্ড খর্পর দ্বারা মৃত ব্যাঘ্রকে আঘাত করিল। ব্যাঘ্র তখনই জীবিত হইয়া ভীমবিক্রমে সঞ্জীবের অভিমুখে ধাবিত হইল এবং তাহার গলনালীতে দংশন করিল। তাহাতে সঞ্জীবের প্রাণবিয়োগ ঘটিল; ব্যাঘ্রও পুনর্ব্বার গতাসু হইয়া ভূতলে পতিত হইল; উভয়ের মৃতদেহ পাশাপাশি পড়িয়া রহিল।

শিষ্যগণ কাষ্ঠসংহরণপূর্ব্বক আচার্য্যগৃহে ফিরিয়া গেল এবং তাঁহাকে এই বৃত্তান্ত জানাইল। আচার্য্য তাহাদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "বৎসগণ! সঞ্জীব খলের উপকার করিতে গিয়া, অযুক্ত স্থানে সম্মান দেখাইয়া, নিজের প্রাণ হারাইল। সাবধান, তোমরা কেহ যেন এরূপ ভ্রমে পতিত না হও।" অনন্তর তিনি এই গাথা পাঠ করিলেন :—

"খলের যদ্যপি তুমি কর উপকার,
প্রতিদানে পাবে তার শুধু অপকার।
অসতের সেবা যদি করে কোন জন,
নিশ্চিত তাহার হয় অনিষ্ট-ঘটন।
মৃত ব্যাঘ্র পড়ি' ছিল বনের মাঝারে,
সঞ্জীব মন্ত্রের বলে বাঁচাইল তারে;
কিন্তু খল নিজ প্রাণ লভিল যখনি,
সঞ্জীবের জীবনান্ত করিল তখনি।"

[বোধিসত্ত্ব শিষ্যদিগকে এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন। অনন্তর তিনি দানাদি পুণ্যানুষ্ঠান পূর্ব্বক যথাকর্ম্ম গতি লাভ করিয়াছিলেন।

সমবধান—তখন অজাতশত্রু ছিলেন সেই মৃতব্যাঘ্র-পুনরুজ্জীবক শিষ্য এবং আমি ছিলাম সেই সুবিখ্যাত আচার্য্য]।

☞ পঞ্চতন্ত্রেও এইরূপ একটী গল্প আছে। এক ব্রাহ্মণের চারি পুত্র—তিন জন শাস্ত্রজ্ঞ কিন্তু নির্ব্বোধ একজন শাস্ত্রপরাঙ্মুখ কিন্তু সুবোধ। বনপথে যাইবার সময় ইহাদের একজন একটা মৃতসিংহের অস্থি সঙ্ঘ করিল, একজন তাহাতে চর্ম্মমাংসরুধির সংযোজন করিল এবং এক জন প্রাণ সঞ্চার করিল। সিংহ তাহাদের তিন জনেরই প্রাণসংহার করিল, কিন্তু সুবুদ্ধি পূর্ব্বেই বৃক্ষে আরোহণ করিয়াছিল বলিয়া রক্ষা পাইল।

---

* মৃতক+উত্থাপন অর্থাৎ যাহার বলে মৃতদেহে জীবনসঞ্চার হয়। প্রতিবাহন মন্ত্র—যে মন্ত্রের বলে উজ্জীবিত প্রাণীকে পুনর্ব্বার নিশ্চেষ্ট করিতে পারা যায়।

পরিশিষ্ট।

জাতকোক্ত প্রধান প্রধান ব্যক্তি ও স্থানসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

অঙ্গুলিমাল—ইনি প্রথমে নরহত্যা ও দস্যুবৃত্তি করিতেন; পরে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া অর্হত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহার পিতা ভার্গব কোশলরাজের পুরোহিত ছিলেন। যে মুহূর্ত্তে ইনি ভূমিষ্ঠ হন, তখন নাকি রাজধানীর সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র হইতে অগ্নিশিখা বাহির হইয়াছিল এবং তাহা দেখিয়া দৈবজ্ঞেরা বলিয়াছিলেন যে ইনি কালে এক জন ভয়ানক দস্যু হইবেন। ভার্গবের ইচ্ছা ছিল এরূপ পুত্রের প্রাণনাশ করিবেন; কিন্তু কোশলরাজের আদেশে তিনি এই নৃশংস সংকল্প হইতে বিরত হইয়াছিলেন। অঙ্গুলিমালের প্রকৃত নাম 'অহিংসক'।

অহিংসক বয়ঃপ্রাপ্তির পর বিদ্যাশিক্ষার্থ তক্ষশিলা নগরে গমন করেন। তাঁহার এমনই বুদ্ধি ও অধ্যবসায় ছিল যে সহাধ্যায়ীদিগের কেহই তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারে নাই। ইহাতে তাহারা ঈর্ষ্যাপরতন্ত্র হয় এবং তাহাদের চক্রান্তে অধ্যাপকের মনে অযথা ধারণা জন্মে যে অহিংসক তাঁহার পত্নীর সহিত গুপ্তপ্রেমে আবদ্ধ। একদিন অধ্যাপক বলিলেন, "বৎস অহিংসক, অতঃপর যদি তুমি এক সহস্র লোকের প্রাণবধ করিয়া নিদর্শনস্বরূপ তাহাদের প্রত্যেকের এক একটী অঙ্গুলি আনিয়া আমায় দেখাইতে পার, তাহা হইলেই তোমাকে বিদ্যাদান করিব, নচেৎ তোমাকে এই বিদ্যালয় ত্যাগ করিতে হইবে।" বিদ্যাশিক্ষার ব্যাঘাত হইবে এই আশঙ্কায় অহিংসক একটা বনে গিয়া নরহত্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ বনের ভিতর আটটী ভিন্ন ভিন্ন রাজপথ আসিয়া মিলিত হইয়াছিল, অতএব বধের জন্য প্রথম প্রথম লোকাভাব ঘটিত না। নিহত ব্যক্তিদিগের অঙ্গুলি ছেদন করিয়া লইতেন বলিয়া লোকে অহিংসককে 'অঙ্গুলিমাল (ক)' বলিত।

অঙ্গুলিমালের অত্যাচারে অচিরে সমস্ত কোশলরাজ্য সন্ত্রস্ত হইল; প্রসেনজিৎ স্বয়ং সসৈন্যে গিয়া তাঁহাকে বিনষ্ট করিবার সঙ্কল্প করিলেন। পুরোহিত বুঝিতে পারিলেন এ দস্যু আর কেহ নহে, তাঁহারই পুত্র। কিন্তু তিনি পুত্রের উদ্ধারের জন্য কোন চেষ্টা করিলেন না, ভাবিলেন, 'আমি গেলে হয়ত আমাকেও মারিয়া ফেলিবে।' তাঁহার পত্নী কিন্তু পুত্রের বিপদে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না; তিনি পুত্রকে বাঁচাইবার জন্য নিজেই যাইবেন স্থির করিলেন।

বুদ্ধ এই সময়ে জেতবনে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বুঝিতে পারিলেন, 'এজন্মে যাহাই হউক, অঙ্গুলিমালের পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত এমন সুকৃতি আছে যে তাঁহার বলে একবার মাত্র ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিলেই তিনি অর্হত্ত্ব পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারিবেন। অথচ বর্ত্তমান অবস্থায় তিনি সুবিধা পাইলে নিজের গর্ভধারিণীকেও বধ করিতে পশ্চাৎপদ হইবেন না।' এই রমণীর প্রাণরক্ষা এবং পাতকীর উদ্ধার এই উভয় উদ্দেশ্যে করুণাবতারের করুণাসিন্ধু উদ্বেলিত হইল; তিনি সামান্য ভিক্ষুর বেশে অঙ্গুলিমালের বনে গমন করিলেন। পথে গোপালেরা তাঁহাকে কত নিষেধ করিল, বলিল, "ঠাকুর এপথে যাইবেন না; অঙ্গুলিমাল ভয়ঙ্কর দস্যু; লোকে ৪০।৫০ জন একত্র না হইয়া কখনও এ পথে যাতায়াত করিতে পারে না।" কিন্তু বুদ্ধ তাহাদের কথায় কর্ণপাত করিলেন না।

সেই দিন পর্য্যন্ত অঙ্গুলিমাল ৯৯৯ জন লোকের প্রাণসংহার করিয়াছেন। আর একটী লোক মারিলেই নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা পূর্ণ হইবে এই বিবেচনায় তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, আজই নরহত্যাব্রতের উদ্‌যাপন করিব। কিন্তু বহুক্ষণ প্রতীক্ষা করিয়াও তিনি সফলকাম হইলেন না, কারণ পথিকেরা সচরাচর তাঁহার ভয়ে হয় অন্য পথে যাতায়াত করিত, নয় অনেকে এক সঙ্গে যাইত। অবশেষে ভিক্ষুবেশধারী বুদ্ধকে একাকী আসিতে দেখিয়া তিনি তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন, কিন্তু ক্রমাগত ৩ ক্রোশ দৌড়াইয়াও বুদ্ধকে ধরিতে পারিলেন না। অঙ্গুলিমাল ইতিপূর্ব্বে অশ্ব, হরিণ প্রভৃতি কত দ্রুতগামী প্রাণীকে বেগে অতিক্রম করিয়াছেন, কিন্তু আজ একজন ভিক্ষুকে ধরিতে পারিলেন না ইহা ভাবিয়া অতিমাত্র বিস্মিত হইলেন। তিনি উচ্চৈঃস্বরে

ভিক্ষুকে থামিতে বলিলেন। বুদ্ধ থামিলেন, কিন্তু অঙ্গুলিমালকে বলিলেন, "তুমিও যেখানে আছ সেই খানেই থাক, আমার দিকে অগ্রসর হইওনা।" অঙ্গুলিমাল মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তখনই থামিলেন; তখন বুদ্ধ তাঁহাকে সদুপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। তাহা শুনিয়া পাষাণ গলিয়া গেল; বুদ্ধও দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক 'এহি ভিক্খো' বলিয়া বলিয়া তাঁহাকে প্রব্রজ্যা প্রদান করিলেন। অতঃপর অঙ্গুলিমাল জেতবনের বিহারে গমন করিলেন। তাঁহার জনক জননীও তদীয় অনুসন্ধানে বাহির হইয়াছিলেন; তাঁহারা এসকল বৃত্তান্ত জানিতেন না, কাজেই নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন।

এদিকে কোশলরাজ দেখিলেন অঙ্গুলিমালকে দমন না করিতে পারিলে বড় লজ্জার কারণ হইবে; অথচ লোকটার যেরূপ বলবীর্য্য তাহাতে তাহাকে দমন করিতে যাওয়া নিতান্ত নিরাপদও নহে। তিনি বুদ্ধের পরামর্শ গ্রহণ করিবার অভিপ্রায়ে জেতবনে গমন করিলেন। বুদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে, মহারাজ? বিম্বিসার কি আপনার সহিত শত্রুতা আরম্ভ করিয়াছেন, অথবা আপনি বৈশালীর লিচ্ছবিরাজগণ হইতে ভয় পাইয়াছেন?" প্রসেনজিৎ বলিলেন, না প্রভু, সেরূপ কিছু ঘটে নাই; তবে অঙ্গুলিমাল নামক এক দুর্দ্ধর্ষ দস্যুকে দমন করিবার প্রয়োজন হইয়াছে।" "মনে করুন, অঙ্গুলিমাল ভিক্ষু হইয়াছে; বলুন ত আপনি তাহা হইলে তাহার সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা করিবেন?" "সে যদি ভিক্ষু হইয়া থাকে, তবে আমি তাহাকে সমুচিত ভক্তিশ্রদ্ধা করিব।"

প্রসেনজিৎ স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে বুদ্ধ অঙ্গুলিমালের ন্যায় পাষণ্ডকে নিজের শিষ্য করিতে পারিবেন; কিন্তু যখন শুনিলেন, সেই ভীষণ দস্যু বিহারেই অবস্থিতি করিতেছেন, তখন তাঁহার মহা আতঙ্ক হইল। বুদ্ধ তাঁহাকে অভয় দিয়া অঙ্গুলিমালের নিকট লইয়া গেলেন। প্রসেনজিৎ নিজের মণিখচিত কটিবন্ধ খুলিয়া উহা অঙ্গুলিমালকে উপহার দিলেন। কিন্তু অঙ্গুলিমাল এখন বিষয়বাসনাহীন; তিনি উহা গ্রহণ করিলেন না। তদ্দর্শনে কোশলরাজ অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "অহো, কি অদ্ভুত ব্যাপার! আজ পাষাণে কর্দ্দম দেখা দিয়াছে, লোভী দানশীল হইয়াছে, পাপী পুণ্যবান্ হইয়াছে, প্রভো, এ তোমারই মহিমা! আমি রাজদণ্ডদ্বারা লোকের দেহ চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে পারি; কিন্তু তাহাতে তাহাদের চরিত্র সংশোধিত হয় না।"

ইহার কয়েকদিন পরে অঙ্গুলিমাল পাত্রহস্তে নিজের পল্লীতে ভিক্ষা করিতে গেলেন। কিন্তু লোকে তাঁহার নাম শুনিয়াই ভয়ে পলায়ন করিল। তিনি ভিক্ষা না পাইয়া ক্ষুধায় কাতর হইয়া পড়িলেন; ফিরিবার সময় দেখিলেন, এক রমণী প্রসব-যন্ত্রণায় নিতান্ত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে। ইহাতে তাঁহার মনে বড় কষ্ট হইল। যিনি ৯৯৯ জন মনুষ্যের জীবনান্ত করিয়াছেন, ত্রিরত্নের মাহাত্ম্যে আজ তাঁহারই হৃদয় এক রমণীর কষ্টে বিগলিত হইল। তিনি বিহারে গিয়া বুদ্ধকে এই কথা জানাইলেন। বুদ্ধ বলিলেন "তুমি ফিরিয়া যাও; বল গিয়া, 'আমি জন্মাবধি ইচ্ছাপূর্ব্বক কোন প্রাণিহিংসা করি নাই। আমার সেই পুণ্যবলে এই রমণীর প্রসবযন্ত্রণার উপশম হউক'।" ইহা শুনিয়া অঙ্গুলিমাল বলিলেন, "সে কি কথা, প্রভো! আমি যে শত শত লোকের প্রাণবধ করিয়াছি।" বুদ্ধ বলিলেন, "করিয়াছ বটে, কিন্তু তখন তুমি পৃথগ্জন ছিলে; ভিক্ষুসঙ্ঘে প্রবিষ্ট হইয়া এখন তুমি নবজীবন লাভ করিয়াছ।" অঙ্গুলিমাল তখন সেই রমণীর গৃহে গমন করিলেন এবং যবনিকার অন্তরালে বসিয়া বুদ্ধ যেরূপ বলিয়াছিলেন সেই রূপ সত্যক্রিয়া করিলেন। অমনি সেই রমণী বিনাক্লেশে এক পুত্র প্রসব করিয়া যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাইল।

অঙ্গুলিমালের নাম শুনিলেই লোকে ভয় পাইত; এইজন্য তাঁহার ভিক্ষাপ্রাপ্তির ব্যাঘাত ঘটিত। অতীত পাপ স্মরণ করিলেও তাঁহার বড় অনুতাপ হইত। কিন্তু বুদ্ধ তাঁহাকে সস্নেহে সান্ত্বনা দিতেন, বলিতেন, 'ও সব তোমার পূর্ব্ব জন্মের বৃত্তান্ত। এখন তুমি আর সে অঙ্গুলিমাল নও; এখন তোমার পুনর্জ্জন্ম হইয়াছে।" নিজের সাধনা এবং বুদ্ধের কৃপাবলে অঙ্গুলিমাল অচিরে অর্হত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

অচিরবতী—জম্বুদ্বীপের নদীবিশেষ, পঞ্চমহানদীর অন্যতম। ইহার বর্ত্তমান নাম রাপ্তী বা ঐরাবতী। ইহা ঘর্ঘরার একটী উপনদী। শ্রাবস্তী নগর এই নদীর তীরে অবস্থিত ছিল।

অজপালন্যগ্রোধতরু—বুদ্ধগয়ার একটী বিখ্যাত বটবৃক্ষ। বুদ্ধত্ব লাভের পঞ্চম সপ্তাহে বুদ্ধদেব এখানে আসিয়া অবস্থিতি করিয়াছিলেন। এই সময়ে মারের কন্যাত্রয়—তৃষ্ণা, অরতি ও রগা তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য বৃথা প্রয়াস পাইয়াছিল। এখানে এক সপ্তাহ যাপন করিবার পর বুদ্ধ এক মুচিলিন্দ বৃক্ষমূলে গমন করেন।

অজাতশত্রু—মগধরাজ বিম্বিসারের পুত্র। ইনি কোশলরাজ প্রসেনজিতের ভাগিনেয়; কিন্তু ইঁহার 'বৈদেহীপুত্র' এই উপাধি দেখিলে মনে হয় সম্ভবতঃ ইঁহার গর্ভধারিণী বিদেহরাজের কন্যা ছিলেন। পক্ষান্তরে

জাতকের কোন কোন প্রত্যুৎপন্ন বস্তু পাঠ করিলে মনে হয় কোশলরাজকন্যাই ইঁহার জননী। প্রবাদ আছে ইনি যখন গর্ভে ছিলেন তখন মহিষীর সাধ হইয়াছিল যে রাজার স্বন্ধনিঃসৃত রক্ত পান করেন। তিনি এই অস্বাভাবিক অভিলাষ অনেক দিন গোপন রাখিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে তাঁহার শরীর দিন দিন ক্ষীণ হইতে লাগিল। অবশেষে রাজার সনির্বন্ধ অনুরোধে তিনি মনের কথা খুলিয়া বলিলেন; রাজাও প্রফুল্ল-চিত্তে তাঁহার সাধ পূর্ণ করিলেন। দৈবজ্ঞেরা কিন্তু এই ব্যাপার শুনিয়া বলিলেন যে মহিষীর গর্ভজাত সন্তান পিতৃদ্রোহী ও পিতৃহন্তা হইবে। এই কথা শুনিয়া মহিষী পুনঃ পুনঃ গর্ভনাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু রাজার সতর্কতানিবন্ধন কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

অজাতশত্রু ষোড়শবর্ষ বয়সে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হন। দেবদত্ত যখন বুদ্ধের বিরোধী হইয়াছিলেন, তখন অজাতশত্রু তাঁহার কুহকে পড়িয়া পিতার প্রাণবধের সঙ্কল্প করেন। একদিন বিম্বিসার সভায় বসিয়া আছেন এমন সময় অজাতশত্রু শস্ত্রহস্তে সেখানে উপস্থিত হইলেন; কিন্তু পিতাকে দেখিবামাত্র তাঁহার মহা আতঙ্ক জন্মিল এবং সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। বিম্বিসার তাঁহার অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, তুমি আমার প্রাণবধের ইচ্ছা করিয়াছ কেন?" অজাতশত্রু বলিলেন, "আমি রাজপদ চাই, আপনি আরও কত কাল বাঁচিবেন জানিনা, আমি তত দিন বাঁচিব কিনা সন্দেহ।" ইহা শুনিয়া বিম্বিসার বলিলেন, "বেশ, তুমি এখনই রাজপদ গ্রহণ কর।" অনন্তর তিনি নিজে সিংহাসন ত্যাগ করিয়া পুত্রের হস্তে রাজ্য সমর্পণের আয়োজন করিলেন। কিন্তু দেবদত্ত ইহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি অজাতশত্রুকে বুঝাইলেন, 'বিম্বিসার জীবিত থাকিলে তিনি পুনর্ব্বার রাজ্যাধিকার পাইবার চেষ্টা না করিয়া নিরস্ত থাকিবেন না। অতএব অচিরে তাঁহাকে নিহত করাই যুক্তিযুক্ত।' অজাতশত্রু অস্ত্রাঘাতে পিতার প্রাণবিনাশ করিতে অসম্মতি প্রকাশ করিলে দেবদত্ত পরামর্শ দিলেন, 'তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়া অনশনে বিনষ্ট করা হউক।'

অজাতশত্রু এই পথই অবলম্বন করিলেন। কারাগৃহে রাজমহিষী ভিন্ন অন্য কাহারও প্রবেশ করিবার অনুমতি ছিল না। মহিষী গোপনে কিঞ্চিৎ অন্ন লইয়া যাইতেন; বিম্বিসার তাহা ভক্ষণ করিতেন। অজাতশত্রু ইহা বুঝিতে পারিয়া মহিষী যাহাতে কোনরূপ খাদ্য লইয়া যাইতে না পারেন এইরূপ আদেশ দিলেন। তখন মহিষী নিজের কেশপাশের মধ্যে খাদ্য লুকায়িত রাখিয়া যাইতে লাগিলেন। অজাতশত্রু ক্রমে ইহাও জানিতে পারিলেন এবং মহিষীকে বেণী বাঁধিতে নিষেধ করিলেন। অতঃপর মহিষী নিজের সুবর্ণনির্ম্মিত পাদুকার অভ্যন্তরে খাদ্য লুকায়িত রাখিতেন; কিন্তু তাহা ধরা পড়িল। তখন তিনি নিজের শরীরে মধু ও অন্যান্য পুষ্টিকর দ্রব্য মাখিয়া যাইতেন, বিম্বিসার তাঁহার দেহ লেহন করিয়া জীবন ধারণ করিতেন। পরিশেষে ইহাও প্রকাশ পাইল এবং অজাতশত্রু মহিষীর কারাগৃহে গমন বন্ধ করিলেন। যিনি মগধ রাজ্যের অধিপতি ছিলেন, যিনি অঙ্গদেশ জয় করিয়া ঐ রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, এই রূপে খাদ্যাভাবে তাঁহার জীবনান্ত ঘটিল।

যেদিন বিম্বিসারের প্রাণবিয়োগ হইল, সেই দিনই অজাতশত্রুর এক পুত্র জন্মিল। পুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়াছে শুনিয়া অজাতশত্রু অপত্য-স্নেহের আস্বাদ পাইলেন এবং ভাবিলেন, 'আমি যখন ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলাম, তখন আমার জনকেরও এইরূপ হর্ষ হইয়াছিল।' তিনি পিতাকে কারামুক্ত করিবার সঙ্কল্প করিলেন, কিন্তু তন্মুহূর্ত্তেই সংবাদ পাইলেন বিম্বিসারের প্রাণবিয়োগ হইয়াছে। তখন অজাতশত্রুর মনে অনুতাপ জন্মিল; কিন্তু দেবদত্তের চক্রান্তে সে অনুতাপ প্রথমে স্থায়ী হইল না।

দেবদত্ত বুদ্ধের প্রাণনাশার্থ নানারূপ চক্রান্ত করিতে লাগিলেন; অজাতশত্রু তাঁহার সহায় হইলেন। কিন্তু দেবদত্তের সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইল; পৃথিবী আর তাঁহার পাপভার বহন করিতে পারিলেন না। তিনি বিদীর্ণ হইয়া দেবদত্তকে অবীচিতে লইয়া গেলেন।

বিম্বিসারের সহিত যখন কন্যার বিবাহ দেন তখন কোশলরাজ কাশী প্রদেশ যৌতুক দিয়াছিলেন। বিম্বিসারের নিধনের পর প্রসেনজিৎ ঐ প্রদেশ অধিকার করিয়া লন। তদুপলক্ষ্যে অজাতশত্রুর সহিত তাঁহার বিরোধ ঘটে। দীর্ঘকাল যুদ্ধের পর শেষে উভয় পক্ষে সন্ধি স্থাপন করেন। বর্দ্ধকি-শূকর জাতকের (২৮৩) প্রত্যুৎপন্ন বস্তুতে এই বৃত্তান্ত দেখা যায়।

দেবদত্তের বিনাশের পর অজাতশত্রুর মনে পিতৃবধজনিত অনুতাপানল শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। তীর্থিকেরা তাঁহাকে শান্তি দিতে পারেন নাই। অবশেষে জীবকের পরামর্শে তিনি বুদ্ধের শরণ লইয়াছিলেন, বুদ্ধও তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া উপাসকশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন। এই সমস্ত বৃত্তান্ত সঞ্জীব-জাতকের (১৫০) প্রত্যুৎপন্ন বস্তু পাঠ করিলে জানা যায়।

বুদ্ধের বয়স যখন ৭৯ বৎসর, তখন অজাতশত্রুর সহিত বৈশালীর বৃজি (লিচ্ছবি) দিগের বিবাদ

ঘটিবার সম্ভাবনা হয়। কিন্তু হঠাৎ যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইয়া অজাতশত্রু বুদ্ধের উপদেশগ্রহণার্থ তাঁহার নিকট বর্ষকার নামক এক ব্রাহ্মণকে প্রেরণ করেন। বুদ্ধ তাঁহাকে বুঝাইয়া দেন যে বৃজিগণ যতদিন একতাবদ্ধ ও ধর্ম্মপরায়ণ থাকিবে, ততদিন তাহাদের পরাভব ঘটিতে পারে না। শুনা যায় অতঃপর অজাতশত্রু বৃজিদিগের মধ্য আত্মবিচ্ছেদ ঘটাইয়া তাহাদের পরাভব সাধন করিয়াছিলেন।

ইহার অল্পদিন পরেই বুদ্ধ নালন্দা হইতে বৈশালীতে যাইবার সময় পাটলি নামক স্থানে কিয়ৎকালের জন্য বিশ্রাম করিয়াছিলেন। পাটলি তখন একখানি গণ্ডগ্রাম মাত্র ছিল; বৃজিদিগের আক্রমণ-নিরোধার্থ সুনীথ ও বর্ষকার নামক অজাত শত্রুর দুইজন কর্ম্মচারী এখানে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিতেছিলেন। বুদ্ধ প্রস্থান করিবার সময় বলিয়া যান যে এই গ্রাম কালে একটী মহানগরে পরিণত হইবে; কিন্তু ত্রিবিধ উপদ্রবে পরিণামে ইহার বিনাশ ঘটিবে।' এই পাটলি উত্তরকালীন মগধসাম্রাজ্যের রাজধানী সুপ্রসিদ্ধ পাটলিপুত্র। জলপ্লাবন, অগ্নিদাহ এবং শকদিগের আক্রমণে ইহার যে ধ্বংস সাধিত হইয়াছিল তাহা প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দিগের সুবিদিত। পাঠানরাজ সের সাহের সময় পাটলিপুত্রের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হয়।

পর বৎসর কুশিনগরে বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণ হইলে অজাতশত্রু শোকে নিতান্ত অভিভূত হইয়াছিলেন। অবিলম্বে তদীয় শারীরিক ধাতু সংগ্রহের নিমিত্ত তিনি দূত প্রেরণ করিলেন এবং পাছে কুশিনগরবাসীরা উহা না দেয় এই আশঙ্কায় নিজেও সসৈন্যে দূতদিগের অনুগমন করিলেন। অনন্তর তিনি যে অংশ পাইলেন তাহা সসম্মানে রাজগৃহে আনয়ন করিয়া তদুপরি এক বিশাল স্তূপ নির্ম্মাণ করিলেন।

অজিতকেশকম্বল—(পালি 'অজিত কেসকম্বলী'); ইনি একজন তীর্থিক অর্থাৎ বৌদ্ধশাসনবিরোধী সন্ন্যাসী। ইনি পূর্ব্বে ক্রীতদাস ছিলেন; প্রভুর নিকট হইতে পলায়নপূর্ব্বক গত্যন্তরাভাবে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ইনি ঊর্ণানির্ম্মিত মলিনবস্ত্র পরিধান করিতেন, মস্তক মুণ্ডিত রাখিতেন এবং শিক্ষা দিতেন যে জীব ও উদ্ভিদ্ উভয়ের জীবন নাশ করাই তুল্য পাপ।

অনাথপিণ্ডদ—(পালি 'অনাথপিণ্ডিক'); শ্রাবস্তীবাসী শ্রেষ্ঠিকুলজাত অনাথপিণ্ডদ একজন উপাসক (বা মহোপাসক); ইঁহার প্রকৃত নাম সুদত্ত। ইনি যেমন বিভবশালী, তেমনই দানশীল ছিলেন এবং দানশীলতার জন্যই "অনাথপিণ্ডদ" আখ্যা পাইয়া বৌদ্ধ সাহিত্যে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। বাহুল প্রভৃতিকে প্রব্রজ্যা দিবার পর বুদ্ধ যখন রাজগৃহে ফিরিয়া শীতবনে অবস্থিতি করিয়াছিলেন, সেই সময়ে অনাথপিণ্ডদের সহিত তাঁহার প্রথম পরিচয় হয়। অনাথপিণ্ডদ তখন বাণিজ্যার্থ পণ্যপূর্ণ পঞ্চশত শকট লইয়া রাজগৃহে গমন করিয়াছিলেন। গৌতম বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছেন এবং তাঁহার অমৃতায়মান উপদেশবলে শতসহস্র নরনারী মুক্ত হইতেছে শুনিয়া অনাথপিণ্ডদ তাঁহার সহিত দেখা করিলেন এবং ধর্ম্মোপদেশ শুনিয়া উপাসক-শ্রেণীভুক্ত হইলেন। বুদ্ধও অনাথপিণ্ডদের সৌজন্যে এমন প্রীত হইলেন যে তাঁহার অনুরোধে শ্রাবস্তীতে গিয়া কিয়দ্দিন বাস করিতে অঙ্গীকার করিলেন।

অনাথপিণ্ডদ শ্রাবস্তীতে ফিরিয়া বুদ্ধের বাসোপযোগী মহাবিহার নির্ম্মাণের আয়োজন করিলেন শ্রাবস্তীবাসী জেতকুমার নামক জনৈক ক্ষত্রিয় রাজকুলজ ব্যক্তির সহস্র হস্ত দীর্ঘ ও সহস্র হস্ত বিস্তৃত একটা উদ্যান ছিল। অনাথপিণ্ডদ বিহার-নির্ম্মাণার্থ উহা ক্রয় করিতে চাহিলে তিনি বলিলেন, যদি সমস্ত ভূমি স্বর্ণমুদ্রামণ্ডিত করিয়া সেই মুদ্রাগুলি মূল্যস্বরূপ দিতে পার, তাহা হইলেই বিক্রয় করিব। অনাথপিণ্ডদ তাহাতেই সম্মত হইয়া অষ্টাদশকোটি স্বর্ণে ভূমি ক্রয় করিলেন। বিহারনির্ম্মাণেও অষ্টাদশ কোটি ব্যয় হইল। উহার মধ্যভাগে বুদ্ধের গন্ধকুটীর, তাহার চতুর্দ্দিকে অশীতি মহাস্থবিরের বাসভবন, ধর্ম্মশালা, আসনশালা, ভিক্ষুদিগের আশ্রম, চঙ্ক্রমণ-স্থান, পুষ্করিণী প্রভৃতি যাহা যাহা আবশ্যক সমস্তই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার নিমিত্ত শ্রেষ্ঠিপুঙ্গব অসামান্য মুক্তহস্ততার পরিচয় দিলেন। রাজগৃহ হইতে শ্রাবস্তী পঁয়তাল্লিশ যোজন। এই সুদীর্ঘপথে যাতায়াত করিবার সময় বুদ্ধের কোন কষ্ট না হয় এ উদ্দেশ্যে তিনি উহারও প্রতি-যোজনে লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে এক একটী বিশ্রামাগার নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন।

সমস্ত সম্পন্ন হইলে অনাথপিণ্ডদ বুদ্ধকে আনয়ন করিবার জন্য রাজগৃহে দূত পাঠাইলেন; বুদ্ধও শিষ্যগণপরিবৃত হইয়া যথাসময়ে শ্রাবস্তীতে পদার্পণ করিলেন। অনন্তর বিহারোৎসর্গের আয়োজন হইতে লাগিল। উৎসর্গের দিন যে শোভাযাত্রা বাহির হইল তাহার আড়ম্বর বর্ণনাতীত। সমস্ত মহাবিহার পতাকাপুষ্পমালায় সুসজ্জিত হইল; শ্রেষ্ঠিপুত্র বিচিত্র বেশভূষা ধারণ করিয়া পঞ্চশত শ্রেষ্ঠিকুমার সহ পতাকাহস্তে প্রত্যুদ্গমন করিলেন; শ্রেষ্ঠিকন্যা মহাসুভদ্রা ও চুলসুভদ্রা পঞ্চশত কুমারীসহ পূর্ণকুম্ভ মস্তকে লইয়া তাঁহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন; সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা শ্রেষ্ঠিগৃহিণী পঞ্চশত পুরস্ত্রীসহ পূর্ণপাত্র বহন করিয়া কুমারীদিগের অনুগমন করিলেন; সর্ব্বপশ্চাতে স্বয়ং মহাশ্রেষ্ঠী

পঞ্চশত শ্রেষ্ঠিসহ নববস্ত্র পরিধান করিয়া বুদ্ধের অভ্যর্থনা করিতে চলিলেন। এদিকে বুদ্ধও জেতবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন; তাঁহার পুরোভাগে সহস্র সহস্র উপাসক, চতুষ্পার্শ্বে সহস্র সহস্র শ্রাবক। পথিমধ্যে দুই দলে দেখা হইল; সকলে একসঙ্গে জেতবনে প্রবেশ করিলেন, বুদ্ধের অলৌকিক দেহপ্রভায় সমগ্র জেতবন স্বর্ণ-রেণুসমাকীর্ণ বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

অতঃপর মহাশ্রেষ্ঠী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবন্! এই মহাবিহার সম্বন্ধে কি করিব, অনুমতি দিন।" বুদ্ধ বলিলেন, "তুমি এই বিহার ভিক্ষুসঙ্ঘকে দান কর।" তখন অনাথপিণ্ডদ "যে আজ্ঞা" বলিয়া স্বর্ণ ভৃঙ্গার গ্রহণপূর্ব্বক দশবলের হস্তে জল ঢালিয়া দিলেন এবং "সর্ব্বদেশীয় বুদ্ধপ্রমুখ আগত অনাগত সঙ্ঘকে এই বিহার দান করিলাম" বলিয়া উৎসর্গক্রিয়া সমাপ্ত করিলেন। খদিরাঙ্গার-জাতকে (৪০) দেখা যায় এই মহাবিহারের নির্ম্মাণে ও উৎসর্গক্রিয়ায় অনাথপিণ্ডদের চুয়ান্ন কোটি স্বর্ণ ব্যয় হইয়াছিল।

বুদ্ধ হইবার পর গৌতম কিয়ৎকাল বারাণসীর নিকটবর্ত্তী ঋষিপত্তনে (বর্ত্তমান সারনাথে) অবস্থিতি করিয়াছিলেন; অনন্তর তিনি রাজগৃহের নিকটবর্ত্তী লট্‌ঠি উদ্যানে বাস করেন; কিন্তু শেষে বিম্বিসারের অনুরোধে বেণুবনস্থ বিহার গ্রহণ করিয়া সেখানে থাকিতেন। এখন অনাথপিণ্ডদের অনুরোধে জেতবনও তাঁহার অন্যতম বাসস্থান হইল। অধিকাংশ জাতকই জেতবনে প্রোক্ত।

অনিরুদ্ধ—শুদ্ধোদনের সহোদর অমৃতোদনের পুত্র*; ইঁহার সহোদরের নাম মহানাম। ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত অনিরুদ্ধের কোনরূপ সাংসারিক অভিজ্ঞতা জন্মে নাই। অনন্তর মহানামের চক্রান্তে ইনি বুদ্ধের শিষ্যসম্প্রদায়ভুক্ত হন এবং অর্হত্ত্ব লাভ করেন। অনিরুদ্ধের সঙ্গে আনন্দ, ভদ্রিক, ভৃগু, কিম্বিল এবং নাপিত উপালিও প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। বুদ্ধ অনিরুদ্ধকে অঙ্গদেশে ধর্ম্মপ্রচার করিতে নিয়োজিত করিয়াছিলেন।

অনুপিয়—মল্লদেশস্থ স্থানবিশেষ এখানেই অনিরুদ্ধ প্রভৃতি বুদ্ধের নিকট প্রব্রজ্যা লাভ করেন।

অমরাদেবী—মহারাজ মহৌষধের পত্নী। বোধিসত্ত্ব কোন অতীত যুগে মহৌষধ নাম গ্রহণ করিয়া রাজপদ লাভ করিয়াছিলেন। মহাউমঙ্গ-জাতক (৫৪৬) দ্রষ্টব্য।

আনন্দ—বুদ্ধের পিতৃব্যপুত্র। ইনি ও বুদ্ধ একই দিনে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অনিরুদ্ধ, আনন্দ প্রভৃতি একসঙ্গে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। বুদ্ধের যখন ৫ বৎসর বয়স, তখন আনন্দ তাঁহার উপস্থায়ক নিযুক্ত হন। শারীপুত্র, মৌদ্গল্যায়ন প্রভৃতি আরও অনেকে এই পদের প্রার্থী ছিলেন, কিন্তু বুদ্ধ বলিয়াছিলেন যে যাঁহারা অর্হত্ত্বে উপনীত হইয়াছেন তাঁহাদের পক্ষে ইহা অমর্য্যাদাকর হইবে। তদবধি পরিনির্ব্বাণ পর্য্যন্ত আনন্দ নিয়ত বুদ্ধের সঙ্গে থাকিতেন এবং কায়মনোবাক্যে তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেন। তিনি একাগ্রচিত্তে বুদ্ধের উপদেশ শুনিতেন এবং অতি মধুরভাবে অপরকে সেই সকল তত্ত্ব বুঝাইয়া দিতে পারিতেন। তথাপি তিনি বুদ্ধের জীবদ্দশায় অর্হত্ত্ব লাভ করিতে পারেন নাই।

দাক্ষিণাত্য বৌদ্ধদিগের মতে পরিনির্ব্বাণের পর রাজগৃহের নিকটবর্ত্তী সপ্তপর্ণী গুহায় যে প্রথম সঙ্গীতি হয়, তাহাতে বিনয়পিটকের সঙ্কলনসম্বন্ধে উপালি এবং সূত্রপিটকের সঙ্কলনসম্বন্ধে আনন্দ সবিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। আনন্দ বৌদ্ধ সাহিত্যে "ধর্ম্মভাণ্ডাগারিক" উপাধিতে বিভূষিত।

বুদ্ধ প্রথমে নারীজাতিকে প্রব্রজ্যা দিতেন না। শুদ্ধোদনের মৃত্যুর পর গৌতমী (মহাপ্রজাপতী) প্রব্রজ্যাগ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন; কিন্তু বুদ্ধ প্রথমে ইহাতে সম্মতি দেন নাই। অনন্তর আনন্দের সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনায় তিনি নারীদিগকেও সঙ্ঘে লইবার ব্যবস্থা করেন। ফলতঃ আনন্দের প্রযত্নেই ভিক্ষুণী-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হয়।

আম্রপালী—(পালি 'অম্বপালী') বৈশালী নগরের প্রধান বারাঙ্গনা। কেহ কেহ বলেন বিম্বিসারের ঔরসে ইঁহার গর্ভে অভয়ের জন্ম হয় (জীবকের বৃত্তান্ত দ্রষ্টব্য)।

যে বৎসর বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণ হয় সেই বৎসর তিনি রাজগৃহ হইতে কুশিনগরে যাইবার সময় বৈশালী নগরে আম্রপালীর আম্রবনে কিয়দ্দিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তিনি আসিয়াছেন শুনিয়া আম্রপালী সেখানে গিয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করিলেন এবং তাঁহাকে আহারের নিমন্ত্রণ করিয়া গেলেন। ইহার ক্ষণকাল পরে লিচ্ছবিরাজেরাও তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিতে গেলেন; কিন্তু তথাগত বলিলেন, "আমি

* আবার আনন্দও অমৃতোদনের পুত্র এরূপ দেখা যায়। শুদ্ধোদনের সহোদর—অমৃতোদন, ধৌতোদন, শুক্লোদন এবং ঘটিতোদন। Kern বলেন যে ধৌতোদন ও শুদ্ধোদন সম্ভবতঃ একই ব্যক্তি; কিন্তু এরূপ অনুমানের কোন ভিত্তি দেখা যায় না।

আপনাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে পারিলাম না, কারণ কল্য আম্রপালীর গৃহে গিয়া ভোজন করিব এই অঙ্গীকার করিয়াছি।" অনন্তর তথাগত যথাসময়ে আম্রপালীর গৃহে উপস্থিত হইলেন। আম্রপালী ভক্তিভরে তাঁহার সৎকার করিলেন এবং আহার শেষ হইলে আম্রবণটী বুদ্ধপ্রমুখ সঙ্ঘকে দান করিয়া চরিতার্থ হইলেন। থেরীগাথায় আম্রপালীরচিত কয়েকটী অতি সুন্দর ও কবিত্বপূর্ণ গাথা দেখা যায়।

আলবী—(সংস্কৃত 'আটবী') শ্রাবস্তী হইতে রাজগৃহের পথে এবং শ্রাবস্তী হইতে ৩৫ যোজন দূরে গঙ্গাতীর-বর্ত্তী নগর। এখানে এক নরমাংসাদ যক্ষ বাস করিত। বুদ্ধ তাহাকে ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা দিয়া সৎপথে আনয়ন করেন। পালি সাহিত্যে এই যক্ষ 'আলাবক' নামে অভিহিত।

উৎপলবর্ণা—শ্রাবস্তী নগরের কোন সম্ভ্রান্তবংশীয়া রমণী। ইনি এমন অলৌকিক রূপলাবণ্যবতী ছিলেন যে অনেক রাজা ও ধনবান্ ব্যক্তি ইঁহাকে বিবাহ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন। তাঁহাদের একজনের সঙ্গে বিবাহ দিলে অপর সকলের কোপভাজন হইতে হইবে এই আশঙ্কায় উৎপলবর্ণার পিতা তাঁহাকে ভিক্ষুণীসম্প্রদায়ে প্রবেশিত করেন। ভিক্ষুণী হইবার অল্পদিন পরেই উৎপলবর্ণা অর্হত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তিনি অনেক সময়ে শ্রাবস্তীর নিকটবর্ত্তী অন্ধবনে একটী গুহার মধ্যে একাকিনী ধ্যানমগ্না থাকিতেন। এখানে ইঁহার মাতুলপুত্র নন্দ ইঁহার ধর্ম্ম নষ্ট করিয়াছিল এবং তন্নিবন্ধন অবীচিতে গিয়াছিল। উৎপলবর্ণা ও ক্ষেমা 'অগ্রশ্রাবিকা' নামে পরিকীর্ত্তিতা।

উপালি—কপিলবস্তুর রাজকুলের নাপিত। যখন অনিরুদ্ধ, আনন্দ দেবদত্ত প্রভৃতি রাজপুত্রগণ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবার জন্য যাত্রা করেন তখন তাঁহারা উপালিকে সঙ্গে লইয়াছিলেন। কপিলবস্তু হইতে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া তাঁহারা মূল্যবান্ বসন ভূষণ প্রভৃতি উন্মোচনপূর্ব্বক উপালির হস্তে দিয়া বলিলেন, "এই সকল তোমায় দিলাম, তুমি ফিরিয়া যাও।" কিন্তু উপালি বিবেচনা করিলেন, আমি একাকী কপিলবস্তুতে ফিরিয়া গেলে শাক্যেরা আমার জীবনান্ত করিবেন। বিশেষতঃ আমি নাপিত; এ সমস্ত মহামূল্য দ্রব্যও আমার উপযুক্ত নহে। রাজপুত্রেরা যখন বিপুল ঐশ্বর্য্য পরিহার করিয়া প্রব্রজ্যা লইতে যাইতেছেন, তখন আমার পক্ষে প্রব্রাজক হওয়া আরও সঙ্গত। এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি ঐ বস্ত্র অলঙ্কার প্রভৃতি একটা বৃক্ষের শাখায় ঝুলাইয়া রাখিয়া রাজপুত্রদিগের অনুগমন করিলেন। শাস্তা ইঁহাদিগকে প্রব্রজ্যা দিতে অগ্রসর হইলে রাজপুত্রেরা বলিলেন, "অগ্রে উপালিকে প্রব্রজ্যা দিন। তাহা হইলে আমরা ইঁহাকে প্রণাম করিব এবং নাপিতকে প্রণাম করিয়াছি বলিয়া পরে ইচ্ছা থাকিলেও আর কখনও সংসারাশ্রমে ফিরিতে পারিব না।" উপালি ক্রমে অর্হত্ত্ব লাভ করেন। বিনয়ে তাঁহার অসামান্য ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল এবং এই জন্য তিনি 'বিনয়ধর' উপাধি পাইয়াছিলেন। সপ্তপর্ণী সঙ্গীতিতে ইঁহারই সাহায্যে বিনয়পিটকের সঙ্কলন সুসম্পন্ন হয়।

ককুদকাত্যায়ন—(পালি, 'পকুধ কচ্চায়ন')—তীর্থিকদিগের অন্যতম, ইনি কোন ভদ্রবংশীয় বিধবার পুত্র। শৈশবে এক ব্রাহ্মণ ইঁহাকে পালন করেন। ইনি এবং ইঁহার শিষ্যগণ কখনও শীতল জল ব্যবহার করিতেন না, কারণ ইনি বলিতেন শীতল জলে অনেক প্রাণী থাকে।

কপিলবস্তু—বারাণসীর প্রায় পঞ্চাশ ক্রোশ উত্তরে নেপাল প্রদেশে রোহিণী নদীর তীরে অবস্থিত। প্রবাদ আছে যে বোধিসত্ত্ব কোন অতীত জন্মে 'কপিল' নাম গ্রহণ করিয়া এখানে আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তদনুসারে ইহার 'কপিলবস্তু' এই নাম হয়। কপিলবস্তুর শাক্যেরা ইক্ষ্বাকুবংশীয় বলিয়া পরিচয় দেন। তাঁহারা বলেন ইক্ষ্বাকুবংশীয় অম্ব নামক এক রাজার চারি পুত্র এবং চারি কন্যা নির্ব্বাসিত হইয়া এখানে বাস করেন। এই রাজকুমারেরা সহোদরাদিগকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বংশধরেরাই 'শাক্য' বলিয়া পরিচিত। সহোদরের সহিত সহোদরার বিবাহ দশরথ জাতকেও (৪৬১) দেখা যায়। বুদ্ধের যখন ৭৯ বৎসর বয়স্ সেই সময়ে প্রসেনজিতের পুত্র বিরূঢ়ক তত্রত্য শাক্যদিগের বিনাশ সাধন করেন।

কাপিলানী—১২৭ পৃষ্ঠের টীকা দ্রষ্টব্য।

কালুদায়ী—(কৃষ্ণবর্ণ উদায়ী; অথবা কালোদায়ী অর্থাৎ যিনি যথাসময়ে প্রবুদ্ধ হন।; সিদ্ধার্থ ও ইনি একই সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। সিদ্ধার্থ বুদ্ধ হইবার পর তাঁহাকে কপিলবস্তুতে লইয়া যাইবার জন্য শুদ্ধোদন উদায়ীকে রাজগৃহে প্রেরণ করেন। ইনি বুদ্ধশাসনে প্রবেশ করিয়া অচিরে অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হন। বুদ্ধের শিষ্যদিগের মধ্যে উদায়ী নামে আর একজন ভিক্ষু ছিলেন। বুদ্ধির স্থূলতাবশতঃ তিনি 'লালুদায়ী' আখ্যা পাইয়াছিলেন (লালক=স্থূলবুদ্ধি, বোকা)।

কিম্বিল—যে সকল শাক্যরাজপুত্র অনুপিয় নামক স্থানে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন তাঁহাদের অন্যতম।

কুশাবতী—কুশিনগরের পূর্ব্বনাম। তখন বোধিসত্ত্ব "মহাসুদর্শন" নাম ধারণ করিয়া এখানে রাজত্ব করিতেন।

কুশিনগর—(পালি 'কুসিনারা'; নামান্তর 'কুশনগর'); মল্লদেশস্থ নগর (বর্ত্তমান নাম 'কাশিয়া'; গোরক্ষপুরের ৩৫ মাইল পূর্ব্বে)। এখানে বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণ হয়। আনন্দ বলিয়াছিলেন, চম্পা, রাজগৃহ, শ্রাবস্তী, সাকেত, কৌশাম্বী ও বারাণসী এই ছয়টী মহানগরের যে কোনটীতে তথাগতের পরিনির্ব্বাণ হইলে ভাল হইত। কিন্তু তথাগত ইহার উত্তরে বলিয়াছিলেন, 'এও অতি পবিত্র স্থান, আনন্দ; পূর্ব্বে ইহা অতি সমৃদ্ধিশালী ছিল এবং আমি এখানে মহাসুদর্শন নাম ধারণ করিয়া রাজত্ব করিয়াছিলাম [মহাসুদর্শন জাতক (৯৫)]।

কূটদন্ত—মগধরাজ্যের একজন বিখ্যাত ব্রাহ্মণ। ইঁহার পঞ্চশত শিষ্য ছিল। বিম্বিসার ইঁহাকে অতি সম্মান করিতেন। একদা ইনি যজ্ঞসম্পাদনের জন্য বহু শত গো, ছাগ, হরিণ প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, এমন সময় বুদ্ধ ইঁহার বাসস্থানের অবিদূরস্থ আম্রবণে উপস্থিত হন। কূটদন্ত এই সংবাদ পাইয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতে যান এবং জিজ্ঞাসা করেন, "যথাশাস্ত্র যজ্ঞসম্পাদন করিতে হইলে কি কি করিতে হয়?" বুদ্ধ উত্তর দেন, "প্রকৃত যজ্ঞ পশুবধ নহে; প্রকৃত যজ্ঞ বলিলে দান বুঝিতে হইবে। যিনি যথাশক্তি পরের অভাব মোচন করেন তিনিই প্রকৃত যজ্ঞ সম্পাদন করেন।" অতঃপর কূটদন্ত ত্রিরত্নের শরণ লইয়া স্রোতাপত্তি-ফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

কোকালিক—শাক্যবংশী বৌদ্ধ। দেবদত্তের প্ররোচনায় ইনি এবং কটমোরক তিষ্য, খণ্ডদেবপুত্র ও সাগরদত্ত (সমুদ্রদত্ত) বুদ্ধের নিকট ভিক্ষুদিগের চরিত্রসংশোধনার্থ কতিপয় উৎকট নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিবার প্রস্তাব করেন। বুদ্ধ তাহাতে অসম্মত হইলে ইনি দেবদত্তের সহিত সঙ্ঘত্যাগ পূর্ব্বক স্বতন্ত্র সম্প্রদায় গঠন করিয়াছিলেন। যখন শারীপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন দেবদত্তের দল ভাঙ্গিবার জন্য গয়াশিরে যান, তখন কোকালিক দেবদত্তকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু দেবদত্ত তাঁহার পরামর্শ না শুনিয়া ঐ দুই মহাস্থবিরকে ধর্মব্যাখ্যা করিতে বলেন; তচ্ছ্রবণে কোকালিক প্রভৃতি দুই চারি জন ব্যতীত অপর সকলে বৌদ্ধশাসনে প্রত্যাবর্ত্তন করে। [বিরোচন জাতক (১৪৩) দ্রষ্টব্য]।

কোর ক্ষত্রিয়—ইনি একজন তীর্থিক। ইনি সর্বদা অঙ্গ আচ্ছাদিত থাকিতেন, ভোজ্য পানীয় হস্তদ্বারা গ্রহণ করিতেন না, গবাদি পশু যেরূপে খায় সেইরূপে খাইতেন। লিচ্ছবিবংশীয় সুনক্ষত্র নামক এক ভিক্ষু বুদ্ধের প্রতি বিরক্ত হইয়া এই ব্যক্তির শিষ্য হইতে ইচ্ছা করেন। ইহা বুঝিতে পারিয়া বুদ্ধ বলেন, "সপ্তাহ মধ্যে কোর ক্ষত্রিয়ের মৃত্যু হইবে এবং সে কালকঞ্জক প্রেতরূপে জন্মলাভ করিবে। তখন তাহার দেহ সার্দ্ধ যোজন দীর্ঘ হইবে; উহাতে রক্তমাংস থাকিবে না; তাহার চক্ষুর্দ্বয় কর্কটচক্ষুর ন্যায় মস্তকের উপরিভাগে থাকিবে, কাজেই তাহাকে দেহ অবনত করিয়া খাদ্য অন্বেষণ করিতে হইবে।" এই ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ করিবার নিমিত্ত সুনক্ষত্র কোর ক্ষত্রিয়কে গিয়া বলেন, "বুদ্ধ বলিয়াছেন, অদ্য হইতে সপ্তাহ মধ্যে আপনার মৃত্যু হইবে। অতএব আপনি খাদ্য সম্বন্ধে সাবধান হইয়া চলিবেন।" কোর এই কথা শুনিয়া ৬ দিন অনাহারে থাকিলেন; কিন্তু সপ্তম দিবসে ক্ষুধার জ্বালায় বরাহমাংস খাইলেন এবং তাহা জীর্ণ করিতে না পারিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

কোলি—রোহিণী নদীতীরস্থ নগর; ইহা কপিলবস্তুর অপর পারে অবস্থিত ছিল। ইহার অন্য নাম দেবহ্রদ, দেবদহ ও ব্যাঘ্রপুর। দেবদত্ত ও যশোধরা কোলির রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রবাদ এই যে ইক্ষ্বাকুবংশীয় যে রাজপুত্রচতুষ্টয় কপিলবস্তু স্থাপিত করেন তাঁহাদের এক জনের প্রিয়া নাম্নী পত্নী শ্বেতকুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন বলিয়া পতিকর্তৃক বনে নির্ব্বাসিতা হন। ঐ সময়ে বারাণসীরাজ রামও শ্বেতকুষ্ঠগ্রস্ত হইয়া প্রাণত্যাগের অভিপ্রায়ে উক্ত বনে উপস্থিত হন এবং দৈবযোগে একটা বৃক্ষের পুষ্প ও ফল খাইয়া আরোগ্য লাভ করেন। অতঃপর প্রিয়াকে দেখিতে পাইয়া তিনি তাঁহাকেও ঐ ঔষধে ব্যাধিমুক্ত করেন এবং তাঁহাকে বিবাহ করিয়া একটা কোলিকদম্ব (কোলি) বৃক্ষের কোটরে বাস করিতে থাকেন। এখানে প্রিয়া প্রতিবারে দুইটী দুইটী করিয়া ৩২টী পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন এবং তাহাদের সহিত কপিলবস্তুর ৩২ জন রাজ-কুমারীর বিবাহ হইয়াছিল। রাম বারাণসীতে ফিরিয়া যান নাই; ঐ বনেই এক নগর নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার আশ্রয়দাতা বৃক্ষের নামে ঐ নগরের নাম হয় কোলি।

কৌশাম্বী—(৫২ পৃষ্ঠের টীকা দ্রষ্টব্য)। কানিংহামের মতে ইহা বর্ত্তমান কোশম—এলাহাবাদের ৩০ মাইল উত্তরপশ্চিমে যমুনাতীরে অবস্থিত। প্রবাদ আছে যে এই নগর কুশের পুত্র কুশাম্ব কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। ইহা বৎসরাজ উদয়নের রাজধানী। বাসবদত্তা, রত্নাবলী প্রভৃতি নাটকের মহিমায় কৌশাম্বী সংস্কৃত সাহিত্যে চিরপ্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। উদয়নের মন্ত্রী ঘোষিত (ঘোষিল) বুদ্ধপ্রমুখ সঙ্ঘকে কৌশাম্বীর উপকণ্ঠবর্ত্তী

একটী উদ্যান দান করিয়াছিলেন। এই উদ্যান ঘোষিতারাম বা ঘোষাবতারাম নামে পরিচিত। উদয়ন বুদ্ধের জীবদ্দশায় রক্তচন্দন কাষ্ঠ দ্বারা তাঁহার এক মূর্ত্তি গঠন করাইয়াছিলেন। হাইয়ন্থ সাং বলেন তিনি ঐ মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন।

ক্ষেমা—বিম্বিসারের অন্যতমা রাজ্ঞী। ইনি বড় রূপগর্ব্বিতা ছিলেন। এই দর্প চূর্ণ করিবার নিমিত্ত একদিন বুদ্ধ ইঁহার সমক্ষে এক দেবীমূর্ত্তি আবির্ভূত করাইয়া তাহাকে যৌবন, বার্দ্ধক্য প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন দশায় প্রদর্শন করাইয়াছিলেন। এমন সুন্দরী মূর্ত্তির বিকট পরিণাম দেখিয়া ক্ষেমার গর্ব্ব মন্দীভূত হয়, এবং তিনি বৌদ্ধশাসনে শ্রদ্ধাস্থাপন করেন। মার তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ক্ষেমা শেষে অর্হত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন। যেমন শারীপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়ন 'অগ্রশ্রাবক', সেইরূপ ক্ষেমা ও উৎপলবর্ণা 'অগ্রশ্রাবিকা' নামে পরিকীর্ত্তিতা।

গয়াশির—(গয়াশীর্ষ বা ব্রহ্মযোনি); গয়ার নিকটবর্ত্তী শৈল। বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির কিয়দ্দিন পরে বুদ্ধ এখানে "আদিত্ত-পরিয়ায়" (আদীপ্তপর্য্যায়) সূত্র বলিয়াছিলেন। দেবদত্ত বৌদ্ধসঙ্ঘ পরিত্যাগ করিয়া এখানেই বিহার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

গান্ধার—বর্ত্তমান পেশাওর ও তন্নিকটবর্ত্তী অঞ্চল পূর্ব্বে গান্ধার নামে প্রসিদ্ধ ছিল। গান্ধারের রাজধানী তক্ষশিলা নগর তখন নানাবিষয়িণী বিদ্যাশিক্ষার জন্য ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান স্থান বলিয়া পরিগণিত হইত। নানা দেশ হইতে বিদ্যার্থিগণ এখানে সমবেত হইয়া উপযুক্ত আচার্য্যের নিকট শিক্ষালাভ করিত।

চিঞ্চা মাণবিকা—তীর্থিকদিগের একজন শিষ্যা। বুদ্ধ যখন জেতবনে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই সময়ে তীর্থিকেরা তাঁহার চরিত্রে কলঙ্কারোপণ করিবার নিমিত্ত চিঞ্চাকে নিয়োজিত করেন। চিঞ্চা জনসাধারণের সন্দেহ জন্মাইবার নিমিত্ত, প্রতিদিন যেন বুদ্ধের সহিত রাত্রিযাপন করিতে যাইতেছে এইভাব দেখাইতে লাগিল [মণিশূকর জাতকে (২৮৫) সুন্দরী সম্বন্ধেও এইরূপ দেখা যায়]; এবং গর্ভবতী হইয়াছে এইরূপ ভাণ করিল। অনন্তর নবম মাসে, একদিন বুদ্ধ যখন ধর্ম্মশালায় বসিয়া ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা দিতেছিলেন, তখন চিঞ্চা সেখানে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বসমক্ষে বলিল, "আপনিই গর্ভস্থ সন্তানের জনক, আমার প্রসবকাল আগতপ্রায় তজ্জন্য যেরূপ ব্যবহার প্রয়োজন তাহা করুন।" এই কথা শুনিয়া বুদ্ধ সিংহস্বরে বলিলেন, "ভিক্ষুণি, তোমার কথা সত্য কি মিথ্যা তাহা তুমি এবং আমি ব্যতীত আর কেহ জানে না।" তন্মুহূর্ত্তেই শক্র মূষিকশাবকের বেশ ধারণ করিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং যে সূত্র দ্বারা চিঞ্চা তাহার উদরে কাষ্ঠপিণ্ড বন্ধন করিয়াছিল তাহা ছেদন করিলেন। কাষ্ঠ পিণ্ডটা পতিত হইয়া পাপিষ্ঠার পদাস্থি চূর্ণ বিচূর্ণ করিল এবং অবীচি হইতে ভীষণ জ্বালা উত্থিত হইয়া তাহাকে গ্রাস করিল। বুদ্ধের নিন্দাবাদ করিয়া দেবদত্ত, নন্দ (উৎপলবর্ণার মাতুলপুত্র), নন্দক যক্ষ এবং সুপ্রবুদ্ধ (যশোধারার পিতা) এই চারিজনেও উক্তরূপে দণ্ডগ্রস্ত হইয়াছিলেন।

জনপদকল্যাণী—পালি সাহিত্যে এই নামের অন্ততঃ চারিজন রমণীর উল্লেখ দেখা যায়:—(১) যশোধারার নামান্তর; (২) যাঁহার সহিত বুদ্ধের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নন্দের বিবাহ স্থির হইয়াছিল; (৩) আনন্দের মাতা; (৪) একজন বারবনিতা [তৈলপাত্র-জাতক (৯৬)]। বোধ হয় 'জনপদকল্যাণী' নাম নহে, রূপবর্ণনাত্মক উপাধি মাত্র।

জম্বুদ্বীপ—চতুর্মহাদ্বীপের অন্যতম; ইহা সর্ব্বদক্ষিণে। ভারতবর্ষ এই মহাদ্বীপের অন্তর্ব্বর্ত্তী। হিন্দু শাস্ত্রে সপ্তদ্বীপের উল্লেখ দেখা যায় (জম্বু, প্লক্ষ বা গোমেদক, শাল্মলী, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক, পুষ্কর); আবার চতুর্দ্বীপেরও উল্লেখ আছে (ভদ্রাশ্ব, কেতুমাল, জম্বু, উত্তরকুরু)। চতুর্মহাদ্বীপের বৌদ্ধ নাম উত্তরকুরু পূর্ব্ব বিদেহ, অপর গোদান ও জম্বুদ্বীপ; ইহারা যথাক্রমে মহামেরুর উত্তরে, পূর্ব্বে, পশ্চিমে ও দক্ষিণে অবস্থিত। জম্বুদ্বীপ ত্রিকোণ বলিয়া বর্ণিত। ফলতঃ বৌদ্ধ সাহিত্যে জম্বুদ্বীপ বলিলে ভারতবর্ষকেই বুঝায়।

জীবক—প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ও শল্যকর্ত্তা এবং বুদ্ধের একজন প্রিয় উপাসক। কেহ কেহ বলেন তিনি বিম্বিসারের উপপত্নী-গর্ভজাত, কেহ কেহ বলেন তিনি বিম্বিসারের পুত্র অভয়ের ঔরসে এবং শালবতী নাম্নী এক বারবিলাসিনীর গর্ভে জন্মিয়াছিলেন। অভয় নিজেও বিম্বিসারের এক উপপত্নী-গর্ভজাত পুত্র। বৈশালী নগরে আম্রপালী নাম্নী এক পরমসুন্দরী ও নানাগুণবতী বারবিলাসিনী ছিল।* ইহাতে বিম্বিসারের মনে ঈর্ষা জন্মে এবং রাজগৃহ নগরেও যাহাতে ঐরূপ একজন বারাঙ্গনা থাকে তন্নিমিত্ত তিনি সাতিশয়

* প্রাচীন গ্রীসেও এইরূপ বারবিলাসিনীদিগের যথেষ্ট আদর ছিল। Pericles-এর প্রিয়া Aspasia নাম্নী বারাঙ্গনার নাম পুরাবৃত্তপাঠকের সুপরিচিত।

যত্নবান্ হন। অনেক চেষ্টার পর তিনি শালবতী নাম্নী এক রমণীকে এই পদের উপযুক্ত স্থির করিয়া তাহার বাসের জন্য রাজগৃহ নগরে এক উৎকৃষ্ট প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। এই শালবতী অভয়ের সহবাসে গর্ভবতী হইয়া এক পুত্র প্রসব করে এবং বারাঙ্গনাদিগের প্রথানুসারে তাহাকে বনমধ্যে ফেলিয়া দেয়। শালবতীর কৌশলে অভয় তাহার গর্ভধারণবৃত্তান্ত বা পুত্রপ্রসব ইত্যাদি কিছুই জানিতে পারেন নাই। তিনি বনমধ্যে বিচরণ করিবার সময় দেখিলেন একস্থানে অনেকগুলি কাক বসিয়াছে এবং সেখানে গিয়া দেখেন একটী সদ্যোজাত শিশু পড়িয়া রহিয়াছে। শিশুটী তখনও জীবিত ছিল বলিয়া তিনি উহার 'জীবক' নাম রাখিলেন এবং দয়াপরবশ হইয়া উহাকে নিজগৃহে লইয়া লালন পালন করিতে লাগিলেন।

জীবকের বাল্যসহচরেরা তাহাকে 'নির্ম্মাতৃক' বলিয়া উপহাস করিত। তিনি এক দিন মনের ক্ষোভে অভয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পিতঃ, আমার মা কে?" অভয় বলিলেন, "বৎস, আমি তাহা জানি না; আমি তোমাকে বনমধ্যে পাইয়া পালন করিতেছি।" জীবক বুঝিলেন, তিনি অভয়ের পুত্র নহেন, অতএব তাঁহার সম্পত্তিরও উত্তরাধিকারী হইতে পারিবেন না; তাঁহাকে জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় দেখিতে হইবে। তিনি মনে মনে অষ্টাদশ বিদ্যাস্থান এবং চতুঃষষ্টি কলা পর্য্যালোচনা করিয়া বুঝিতে পারিলেন, আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিতে পারিলেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুবিধা হইতে পারে। অনন্তর তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষার্থ তক্ষশিলা নগরে চলিয়া গেলেন এবং সেখানে এক আচার্য্যের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রার্থনা করিলেন, "আমায় বিদ্যা দান করুন; আমি মগধরাজ বিম্বিসারের পৌত্র এবং রাজকুমার অভয়ের পুত্র।" আচার্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কি দক্ষিণা আনিয়াছ?' জীবক উত্তর দিলেন, "কপর্দ্দকও না। আমি আত্মীয়-স্বজনের অগোচরে আসিয়াছি। তবে প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আমি বিদ্যাশিক্ষান্তে আজীবন আপনার দাস হইয়া থাকিব।" জীবকের আগ্রহ দেখিয়া আচার্য্যের মনে করুণার সঞ্চার হইল; তিনি তাঁহার শিক্ষাবিধানে প্রবৃত্ত হইলেন। উত্তর কালে যাঁহার চিকিৎসাগুণে বুদ্ধদেব আরোগ্য লাভ করিবেন, দেবতারা তাঁহার সহায় হইলেন। অধ্যাপনকালে স্বয়ং শক্র আসিয়া আচার্য্যের জিহ্বাগ্রে অবস্থিত করিতে লাগিলেন; জীবকও অসাধারণ অভিনিবেশের সহিত শাস্ত্রাভ্যাসে প্রবৃত্ত হইলেন এবং অন্যে যাহা চৌদ্দ বৎসরে শিখিতে পারে, তিনি তাহা সাত বৎসরে আয়ত্ত করিলেন। অনন্তর তিনি এক দিন আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবন্, আমাকে আর কতকাল শিক্ষা করিতে হইবে, বলুন।" আচার্য্য বলিলেন, "তোমায় চারিদিন সময় দিতেছি। তুমি এই নগরের চতুর্দ্দিকে দুই যোজনের মধ্যে যত তরুলতা, ফল মূল ইত্যাদি দেখিতে পাও সমস্ত পরীক্ষা করিয়া আসিয়া আমায় বল, তাহাদের মধ্যে কোন্ কোন্টী ভৈষজ্যরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে না।" জীবক 'যে আজ্ঞা' বলিয়া প্রস্থান করিলেন এবং চারিদিন পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "গুরুদেব, ঔষধে না লাগে এমন কোন উদ্ভিদই দেখিতে পাইলাম না; জগতে কুত্রাপি একরূপ উদ্ভিদ পাওয়া যাইবে না।" ইহা শুনিয়া আচার্য্য বলিলেন, "বৎস, তোমার শিক্ষা সম্পূর্ণ হইয়াছে; তোমাকে আর শিক্ষা দিতে পারে এমন লোক পৃথিবীতে নাই। আমি তোমার ব্যবহারে প্রীত হইয়াছি। তোমায় দক্ষিণা দিতে হইবে না; পাথেয় দিতেছি; লইয়া স্বদেশে প্রতিগমন কর।"

গুরুর নিকট বিদায় লইয়া জীবক স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং পথে সাকেত নগরে কয়েক দিনের জন্য বিশ্রাম করিলেন। সেখানে এক সম্ভ্রান্তবংশীয়া মহিলা সাত বৎসর শিরঃপীড়ায় দারুণ যন্ত্রণা পাইতেছিলেন। কত দেশ হইতে কত বৈদ্য আসিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা অর্থ লইয়াই চলিয়া গিয়াছিলেন, রোগের কিছু মাত্র উপশম করিতে পারেন নাই। এই কথা শুনিয়া জীবক স্থির করিলেন, 'এই মহিলাকে নীরোগ করিয়া আমার চিকিৎসা-নৈপুণ্যের পরিচয় দিতে হইবে।' কিন্তু মহিলা তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন, "তুমি বালক, তুমি কি করিতে পারিবে বল?" ইহাতে জীবক উত্তর দিলেন, "মা, বিদ্যার নিকট বয়সের নবীনত্ব বা প্রাচীনত্ব নাই; বয়স্ বেশী হইলেই যে জ্ঞান বেশী হয় তাহা নহে। আপনি বয়স্ দিয়া কি করিবেন? আমার যে জ্ঞান আছে তাহাতেই আপনার উপকার হইবে। আপনার রোগের শান্তি না হইলে আমি কপর্দ্দকমাত্র গ্রহণ করিব না।" অনন্তর জীবক তাঁহাকে এক প্রকার নস্য টানিতে দিলেন এবং তাহার গুণে অল্প সময়ের মধ্যে রোগের সম্পূর্ণ উপশম হইল। মহিলা জীবককে প্রচুর পুরস্কার দিলেন। তিনি রাজগৃহে গিয়া তৎসমস্ত অভয়কে দিয়া বলিলেন, "পিতঃ, আপনি অতি যত্নে আমায় প্রতিপালন করিয়াছিলেন, তাহার যৎকিঞ্চিৎ প্রতিদানস্বরূপ এই উপহার গ্রহণ করুন।" কিন্তু অভয় ইতিপূর্ব্বে জানিতে পারিয়াছিলেন, জীবক তাঁহারই পুত্র। তিনি তাঁহাকে এই কথা জানাইয়া বলিলেন, "বৎস, তুমি এখানেই থাক এবং আমার ঐশ্বর্য্য ভোগ কর।"

এই সময়ে বিম্বিসার ভগন্দর রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন। জীবক একবার মাত্র বিন্দুপ্রমাণ প্রলেপ দিয়া তাঁহাকে ব্যাধিমুক্ত করিলেন। অতঃপর বিম্বিসার ভাবিলেন, 'জীবক যদি সদাশয় লোক হন, তাহা

হইলে ইঁহার উপযুক্ত সম্বর্দ্ধনা করা কর্তব্য; কিন্তু যদি ইঁহার কোন দুরভিসন্ধি থাকে, তবে এতাদৃশ বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে রাজধানীতে রাখা নিরাপদ নহে।' অতএব জীবকের অভিপ্রায়-পরীক্ষার্থ তিনি রাজ্ঞী-দিগকে বলিবেন, "জীবক আমায় রোগমুক্ত করিয়াছেন; তোমরা সকলে ইঁহাকে উপযুক্ত পুরস্কার দান কর।" রাজ্ঞীরা তখন প্রত্যেকে জীবককে এক একটী মহামূল্য রাজপরিচ্ছেদ উপঢৌকন দিলেন। কিন্তু জীবক সেগুলি গ্রহণ করিলেন না; তিনি বলিলেন, "আমার ন্যায় অকিঞ্চিনের পক্ষে রাজপরিচ্ছদ ব্যবহার করা ধৃষ্টতামাত্র। মহারাজের অনুগ্রহ লাভ করিতে পারিলেই আমি আপনাকে ধন্য মনে করিব। আমি অন্য পুরস্কার চাই না।" ইহাতে বিম্বিসার বুঝিতে পারিলেন, জীবকের কোন দুরভিসন্ধি নাই। তিনি জীবককে রাজবৈদ্য করিলেন এবং তাঁহার ভরণপোষণের জন্য অনেক গ্রাম ও উদ্যান নিয়োজিত করিয়া দিলেন।

ইহার পর রাজগৃহের এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির দারুণ শিরঃপীড়া জন্মিল। তাঁহার বোধ হইতে লাগিল যেন কেহ তীক্ষ্ণ ছুরিকাদ্বারা তাহার মস্তিষ্ক বিদীর্ণ করিতেছে। দুইজন প্রসিদ্ধ বৈদ্য রোগ নির্ণয় করিতে আসিয়া বলিলেন, তিনি অল্পদিনের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন। ইহা শুনিয়া বিম্বিসার জীবককে ঐ ব্যক্তির নিকট পাঠাইলেন। জীবক তীক্ষ্ণধার শস্ত্রদ্বারা তাহার কপোটি ভেদ করিয়া মস্তিষ্ক হইতে দুইটী কীট বাহির বাহির করিলেন এবং ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিয়া তিন সপ্তাহের মধ্যে তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ করিলেন।

বারাণসীর এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পুত্র একদিন লম্ফ দিবার সময় নিজের অন্ত্রের এক অংশ গ্রন্থিবদ্ধ করিয়াছিলেন। ইহার জন্য তিনি কোনরূপ কঠিন দ্রব্য উদরস্থ করিতে পারিতেন না; অল্পমাত্র তরল পথ্য খাইয়া কোনরূপে জীবন ধারণ করিতেন। তাহার শরীর অল্পদিনের মধ্যে অস্থিচর্ম্মসার হইয়াছিল। রোগীর পিতা বিম্বিসারকে বলিয়া জীবককে বারাণসীতে লইয়া গেলেন। জীবক রোগ ও তাহার নিদান নির্ণয় পূর্ব্বক রোগীর বস্তিদেশ বিদীর্ণ করিয়া অন্ত্রটীকে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিলেন। লোকে তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল।

আর একবার উজ্জয়িনীরাজ চণ্ড প্রদ্যোত কামলরোগগ্রস্ত হইয়া জীবককে পাঠাইবার জন্য বিম্বিসারকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। প্রদ্যোতের এক অদ্ভুত দোষ ছিল:—তিনি তৈল, ঘৃত প্রভৃতি কোনরূপ স্নিগ্ধদ্রব্যের গন্ধ পর্য্যন্ত সহ্য করিতে পারিতেন না। জীবক দেখিলেন ভৈষজ্য-মিশ্রিত ঘৃত না দিলে প্রদ্যোতের রোগোপশম হইবে না। অথচ তাহা দিতে গেলে হয়ত তাঁহার নিজেরই জীবনান্ত হইবে। পরে কৌশলে রাজাকে ভৈষজ্যমিশ্রিত ঘৃত সেবন করাইয়া তিনি উজ্জয়িনী হইতে পলায়ন করিলেন। রাজা যখন এই বৃত্তান্ত জানিতে পারিলেন তখন জীবকের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে ধরিবার জন্য লোক পাঠাইলেন; কিন্তু শেষে যখন তাহার ব্যাধির উপশম হইল, তখন কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ জীবকের জন্য দুইটী বহুমূল্য পরিচ্ছদ প্রেরণ করিলেন।

ইহার কিছুদিন পরে বুদ্ধ কোষ্ঠকাঠিন্য রোগে আক্রান্ত হন। জীবক তিনটী পদ্মের মধ্যে অতি মৃদুবীর্য্য ঔষধ রাখিয়া বুদ্ধকে উহার ঘ্রাণ করিতে বলেন। তাহাতেই বুদ্ধের কোষ্ঠকাঠিন্য দূরীভূত হয়। অতঃপর দেবদত্ত যখন বুদ্ধকে মারিবার জন্য পাষাণ নিক্ষেপ করেন এবং ঐ পাষাণের একখণ্ড লাগিয়া বুদ্ধের পায়ে ক্ষত জন্মে, তখনও জীবকের চিকিৎসায় ঐ ক্ষত ভাল হইয়াছিল।

বুদ্ধের উপদেশ শুনিয়া জীবক স্রোতাপত্তিমার্গে উপনীত হইয়াছিলেন। তিনি এমনই বুদ্ধভক্ত ছিলেন যে দিনের মধ্যে তিনবার তাঁহাকে না দেখিলে শান্তি পাইতেন না। বেণুবন তাঁহার গৃহ হইতে কিছুদূরে অবস্থিত ছিল, এই জন্য তিনি বুদ্ধের বাসের জন্য অপেক্ষাকৃত নিকটবর্ত্তী নিজের আম্রবণে একটী বিহার নির্ম্মাণ করিয়া দেন। তদবধি বুদ্ধ সময়ে সময়ে এই আম্রকাননস্থ বিহারেও অবস্থিতি করিতেন।

জীবকের উপাধি কৌমারভৃত্য (পালি 'কোমারভচ্চ')।

জেতবন—(জেতৃবন) শ্রাবস্তীনগরের নিকটবর্ত্তী একটী উদ্যান। ইহা পূর্ব্বে জেত (জেতৃ) কুমার নামক এক ব্যক্তির সম্পত্তি ছিল; শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডদ তাঁহার নিকট হইতে অষ্টাদশ কোটি সুবর্ণে ইহা ক্রয় করিয়া এখানে বুদ্ধের বাসের নিমিত্ত এক মহাবিহার নির্ম্মাণ করেন (অনাথপিণ্ডদের বৃত্তান্ত দ্রষ্টব্য)। প্রবাদ আছে যে জেতকুমার অনাথপিণ্ডদের নিকট হইতে অন্যায় মূল্য গ্রহণ করিয়া শেষে অনুতপ্ত হইয়াছিলেন এবং বুদ্ধসেবায় পুণ্যসঞ্চয়ের অভিপ্রায়ে ঐ অর্থে উদ্যানের চারি পার্শ্বে চারিটী সপ্তভূমিক প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন।

দক্ষিণগিরি— রাজগৃহের দক্ষিণস্থ পার্ব্বত্য জনপদ। এখানে একনালা গ্রামে বুদ্ধ কাশী-ভরদ্বাজ নামক এক ব্রাহ্মণকে দীক্ষা দান করেন।

দেবদত্ত—গৌতম বুদ্ধের প্রধান বিরোধী; কেবল তর্কে নহে, নানারূপ অসদুপায় প্রয়োগ করিয়াও তিনি বুদ্ধকে অপদস্থ করিবার চেষ্টা করিতেন। তিনি দুই তিন বার তাঁহার প্রাণনাশের পর্যন্ত অভিসন্ধি করিয়াছিলেন। ফলতঃ যুধিষ্ঠিরের সম্বন্ধে যেমন দুর্যোধন, বুদ্ধের সম্বন্ধেও সেইরূপ দেবদত্ত।

দেবদত্ত যে তাহা লইয়া মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন তিনি শুদ্ধোদনের ভ্রাতুষ্পুত্র; মতান্তরে তিনি কোলিয়রাজ সুপ্রবুদ্ধের পুত্র, যশোধারার সহোদর এবং বুদ্ধের মাতুলপুত্র। তাহা হইলে, বুদ্ধ মাতুল কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন বলিতে হয়। এরূপ বিবাহ কিন্তু তৎকালে রাজকুলে, বিশেষতঃ শাক্যবংশে দোষাবহ ছিল না।*

গৌতমের বুদ্ধত্বলাভের দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় বর্ষে দেবদত্ত, আনন্দ, অনিরুদ্ধ প্রভৃতি শাক্য রাজকুমারগণ এক সঙ্গে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। দেবদত্ত ধ্যানবলে ঋদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেন; তিনি কামরূপ হইলেন এবং আকাশমার্গে বিচরণের ক্ষমতা লাভ করিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রকৃতি নিরতিশয় ক্রূর ছিল বলিয়া তিনি এই ঋদ্ধিবল কেবল অসদুদ্দেশ্য-সাধনেই নিয়োজিত করিতেন। তিনি পরিণামে বুদ্ধশাসনের বিরোধী হইয়া নিজেই একটী সম্প্রদায় গঠনের অভিপ্রায় করিলেন। তখন বুদ্ধের বয়স ৭২ বৎসর এবং মগধরাজ বিম্বিসার এবং কোশলরাজ প্রসেনজিৎ উভয়েই তাঁহার শিষ্য। কাজেই ইঁহাদের নিকট কোন সাহায্য পাইবার আশা না দেখিয়া দেবদত্ত বিম্বিসারের পুত্র অজাতশত্রুকে হাত করিলেন। অজাতশত্রু তখন যুবরাজ। তিনি দেবদত্তের বাসার্থ একটী বিহার নির্মাণ করাইয়া দিলেন এবং সেখানে পঞ্চশত শিষ্যের জন্য প্রতিদিন ভক্ষ্য ভোজ্য পাঠাইতে লাগিলেন। প্রবাদ আছে এই সময় হইতেই দেবদত্তের ঋদ্ধিবল বিনষ্ট হয়।

অতঃপর দেবদত্ত বুদ্ধের সহিত সদ্ভাবস্থাপনের চেষ্টা করিলেন; কিন্তু গৌতম তাঁহাকে শারীপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন অপেক্ষা উচ্চমর্যাদা দিতে অসম্মত হইলেন বলিয়া ঐ চেষ্টা ব্যর্থ হইল; দেবদত্তের প্রকৃতিও ইহার পর ভীষণতর হইয়া উঠিল। তিনি কুপরামর্শ দিয়া অজাতশত্রুকে পিতৃহত্যায় প্রবর্তিত করিলেন। অজাতশত্রু প্রথমে অস্ত্রাঘাতে পিতৃবধ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন; কিন্তু পিতার নিকট গিয়া অস্ত্র চালাইতে পারেন নাই। শেষে দেবদত্তের বুদ্ধিতে তিনি পিতাকে কারারুদ্ধ করিয়া অনশনে মারিবার ব্যবস্থা করেন।

অজাতশত্রু রাজা হইলে দেবদত্ত তাঁহার সাহায্যে বুদ্ধের প্রাণনাশের সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন। প্রথমে তিনি রাজার নিকট হইতে কতিপয় সুনিপুণ ধানুষ্ক চাহিয়া আনিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, 'ইহাদের দ্বারা বুদ্ধের প্রাণবধ করাইয়া শেষে ইহাদিগকেও নিহত করাইব, তাহা হইলে কেহই আমার দুষ্কার্য্যের কথা জানিতে পারিবে না।' কিন্তু ধানুষ্কদিগের নেতা বুদ্ধকে লক্ষ্য করিয়া যে তীর নিক্ষেপ করিল, তাহা তদভিমুখে না গিয়া বিপরীত দিকে ছুটিল। এই অলৌকিক ব্যাপারে ধানুষ্কদিগের চৈতন্য হইল। তাহারা বুদ্ধের নিকট ক্ষমা চাহিয়া তদীয় শাসনে প্রবেশ করিল।

ইহার পর দেবদত্ত স্থির করিলেন বুদ্ধ যখন গৃধ্রকূটের নিকট দিয়া গমন করিবেন, তখন পাহাড়ের উপর হইতে যন্ত্রবলে প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার প্রাণনাশ ঘটাইতে হইবে। সঙ্কল্পমত কার্য্যও হইল, কিন্তু শিলাখণ্ড পতিত হইবার কালে ভাঙ্গিয়া গেল; উহার এক অংশমাত্র বুদ্ধের পায়ের উপর আসিয়া পড়িল। জীবকের চিকিৎসার গুণে বুদ্ধ এই ক্ষত হইতে আরোগ্য লাভ করিলেন।

তখন দেবদত্ত আর এক বুদ্ধি বাহির করিলেন। অজাতশত্রুর "নালাগিরি" নামে এক প্রকাণ্ড হস্তী ছিল। একদিন দেবদত্ত স্থির করিলেন, 'কল্য বুদ্ধ যখন ভিক্ষাচর্য্যায় বাহির হইবেন, তখন এই হস্তীকে মদ খাওয়াইয়া রাজপথে ছাড়িয়া দিলে এ তাঁহাকে পদতলে নিষ্পেষিত করিয়া ফেলিবে।' এ কথা বুদ্ধের কর্ণগোচর হইল; তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহাকে সে দিন ভিক্ষাচর্য্যায় বাহির হইতে নিষেধ করিলেন; কিন্তু তিনি কোন নিষেধ শুনিলেন না। তিনি অষ্টাদশ বিহারের ভিক্ষুগণসহ যথাসময়ে ভিক্ষায় বাহির হইলেন, নিজে সর্ব্বাগ্রে চলিলেন। এদিকে নালাগিরি শুণ্ড আস্ফালন করিতে করিতে উভয় পার্শ্বস্থ গৃহাদি ভগ্ন করিয়া সচল গণ্ডশৈলের ন্যায় তাঁহার অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। এক দুঃখিনী রমণী তাহার শিশু সন্তান লইয়া উহার সম্মুখে পড়িল। মত্তহস্তী তাহাদিগকে শুণ্ড দ্বারা ধরিতে যাইতেছে দেখিয়া বুদ্ধ বলিলেন,

"আমাকে মারিবার জন্যই দেবদত্ত তোমায় মদ খাওয়াইয়াছে, আমি যখন উপস্থিত আছি, তখন এই অনাগার উপর আক্রোশ কেন?" এই কথা শুনিবামাত্র নালাগিরির মত্ততা বিদূরিত হইল; সে অতি শান্তভাবে অগ্রসর হইয়া শুণ্ডদ্বারা গৌতমের চরণ বন্দনা করিল। অমনি সমবেত জনসমুদ্র হইতে মহান্ জয়ধ্বনি উত্থিত হইল; যাহার অঙ্গে যে আভরণ ছিল, সে তাহা উন্মোচন করিয়া নালাগিরিকে উপহার দিল; তদবধি নালাগিরির নাম "ধনপালক" হইল।

ক্রমে দেবদত্তের প্রতিপত্তি গেল; রাজভবন হইতে প্রতিদিন পঞ্চ শত ভিক্ষুর ভক্ষ্য ভোজ্য আসা বন্ধ হইল; দেবদত্তের শিষ্যগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল। তিনি নিজে ভিক্ষায় বাহির হইলেন, কিন্তু নগরবাসীরা তাঁহার ভিক্ষাপাত্র ভাঙ্গিয়া ফেলিল। তখন দেবদত্ত বুদ্ধের নিকট গিয়া বিবাদ নিষ্পত্তির প্রস্তাব করিলেন। তিনি বলিলেন, "আপনি ভিক্ষুদিগের জন্য ছয়টী নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তিত করুন, তাহা হইলে আমি পুনর্ব্বার আপনার সম্প্রদায়ভুক্ত হইব।" এই ছয়টীর মধ্যে এখানে দুইটী নিয়ম সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতে পারে। দেবদত্ত বলিলেন, "ভিক্ষুরা শ্মশানলব্ধ বস্ত্রখণ্ড ব্যতীত অন্য কোন বস্ত্র ব্যবহার করিতে পারিবেন না এবং কদাচ মাংস আহার করিবেন না।" বস্ত্রসম্বন্ধে বুদ্ধ উত্তর দিলেন, "আমার শিষ্যদিগের মধ্যে অনেকেই ভদ্রবংশীয়; শ্মশানে যাইতে তাহাদের প্রবৃত্তি হইবে না; বিশেষতঃ তাহারা যদি বস্ত্রদান গ্রহণ না করে, তাহা হইলে উপাসকদিগের মধ্যেও দানধর্ম্মানুষ্ঠানের ব্যাঘাত ঘটিবে। অতএব এ নিয়ম চলিতে পারে না।" মাংসত্যাগের প্রস্তাব সম্বন্ধে বুদ্ধ দেখাইলেন যে ভিক্ষালব্ধ খাদ্যের কোন বিচার হইতে পারে না। উপাসকগণ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যাহা দিবে, ভিক্ষুরা সন্তুষ্টচিত্তে তাহাই আহার করিবে। যদি কেহ মাংস দেয়, তবে প্রাণিবধজনিত পাপ দাতার, ভোক্তার নহে। বিশেষতঃ দেশভেদে যখন খাদ্যভেদ দেখা যায়, তখন এ খাদ্য গ্রাহ্য, এ খাদ্য অগ্রাহ্য, এরূপ নিয়ম অসম্ভব।

অনন্তর দেবদত্ত বুদ্ধের দল ভাঙ্গিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার প্ররোচনায় পঞ্চশত ভিক্ষু কিয়ৎকালের জন্য বুদ্ধশাসন পরিহারপূর্ব্বক তদীয় সম্প্রদায় ভুক্ত হইল বটে, কিন্তু শারীপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন আসিয়া তাহাদিগকে বুদ্ধশাসনে ফিরাইয়া লইয়া গেলেন। তখন দেবদত্ত নিতান্ত নিরুপায় হইয়া পড়িলেন; দারুণ মনস্তাপে এবং সম্ভবতঃ কোষ্ঠকাঠিন্যের পীড়াতে তাঁহার কঠিন পীড়া হইল। তিনি শয্যাগত হইলেন। এই সময়ে তিনি স্থির করিলেন, 'জেতবনে গিয়া বুদ্ধের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তাঁহারই শরণ লই।' তিনি শিবিকারোহণে জেতবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। বুদ্ধ লোকমুখে এই সংবাদ জানিতে পারিয়া বলিলেন, "দেবদত্ত শত চেষ্টা করিলেও আমার দর্শন পাইবে না।" প্রকৃতপক্ষেও তাহাই ঘটিল; দেবদত্ত জেতবন-বিহারের নিকট শিবিকা হইতে অবতরণ পূর্ব্বক পদব্রজে যাইবার সঙ্কল্পে যেমন ভূতলে পদার্পণ করিয়াছেন, অমনি পৃথিবী বিদীর্ণ হইল এবং অবীচি হইতে ভীষণ বহ্নিশিখা উত্থিত হইয়া তাঁহার সর্ব্বশরীর বেষ্টিত করিল। "আমি বুদ্ধের শ্যালক, আমাকে তাঁহার নিকট লইয়া যাও; হে বুদ্ধ, আমায় রক্ষা কর", বলিয়া দেবদত্ত কত চীৎকার করিলেন; কিন্তু তিনি রক্ষা পাইলেন না, নরকেই গেলেন। বৌদ্ধেরা বলেন, দেবদত্ত মৃত্যুকালে বুদ্ধের শরণ কামনা করিয়াছিলেন বলিয়া, পরিণামে যখন পাপক্ষয় হইবে, তখন তিনি পুনর্ব্বার কুশলভাজন হইতে পারিবেন এবং প্রত্যেকবুদ্ধত্ব লাভ করিবেন।

নন্দ—এই নামে তিন ব্যক্তির উল্লেখ পাওয়া যায়:—(১) বুদ্ধের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। সিদ্ধার্থ ও নন্দ প্রায় সমবয়স্ক এবং উভয়েই মহাপ্রজাপতী-কর্ত্তৃক পালিত। বুদ্ধত্বলাভের পর সিদ্ধার্থ যখন প্রথম কপিলবস্তুতে যান, সেই সময়ে জনপদকল্যাণীর সহিত নন্দের বিবাহের আয়োজন হইতেছিল। বুদ্ধ বিবাহের দিনই নন্দকে প্রব্রজ্যা দান করেন; কিন্তু প্রব্রজ্যাগ্রহণের পরও নন্দ কিছুদিন পর্য্যন্ত জনপদকল্যাণীর রূপ ভুলিতে পারেন নাই। অনন্তর একদিন বুদ্ধ ঋদ্ধিবলে তাঁহাকে ইন্দ্রালয়ে লইয়া যান। যাইবার সময় পথে তাঁহারা একটা দগ্ধমুখী প্রাচীনা মর্কটী দেখিতে পাইয়াছিলেন। ইন্দ্রালয়ে দেবকন্যাগণ তাঁহাদের সম্মুখে নৃত্য আরম্ভ করিলে তাঁহাদিগকে দেখাইয়া বুদ্ধ নন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বল নন্দ, এই দেবকন্যারা সুন্দরী, না তোমার জনপদকল্যাণী সুন্দরী?" নন্দ বলিলেন, "জনপদকল্যাণীর সঙ্গে তুলনায় সেই মর্কটীটা যেরূপ, ইঁহাদের সঙ্গে তুলনায় জনপদকল্যাণীও সেইরূপ।" তখন বুদ্ধ বলিলেন, "যদি তুমি এইরূপ দেব-কন্যা পাইবার অভিলাষী হও তবে আমার উপদেশানুসারে চল।" তদবধি নন্দ একমনে বুদ্ধের নির্দেশানু-বর্ত্তী হইয়া চলিতে লাগিলেন এবং কিয়দ্দিনপরে অর্হত্বলাভ করিলেন। (২) উৎপলবর্ণার মাতুলপুত্র (উৎপলবর্ণার বিবরণ দ্রষ্টব্য)। (৩) ষড়্‌বর্গীয়দিগের অন্যতম।

নির্গ্রন্থ জ্ঞাতিপুত্র—(পালি 'নিগণ্ঠ নাতপুত্ত') একজন তীর্থিক। বিশাখার শ্বশুর মৃগার প্রথমে ইঁহার শিষ্য ছিলেন।

ন্যগ্রোধারাম—কপিলবস্তুর উপকণ্ঠবর্ত্তী উদ্যান। বুদ্ধ যখন কপিলবস্তুতে যাইতেন, তখন তিনি সশিষ্যে এই উদ্যানে অবস্থিতি করিতেন।

পটাচারা—(১২৭ পৃষ্ঠ) শ্রাবস্তী নগরের শ্রেষ্ঠিবংশজাতা বিদুষী রমণী। পতি, পুত্র, পিতা, মাতা প্রভৃতির বিয়োগে সংসারে ইঁহার বৈরাগ্য জন্মে এবং ইনি ভগবান্ বুদ্ধের শিষ্যা হন। পঞ্চশত রমণী ইঁহার উপদেশে সংসার ত্যাগ করিয়া ভিক্ষুণীসঙ্ঘে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। পটাচারা-কর্ত্তৃক রচিত কতকগুলি উৎকৃষ্ট গাথা আছে।

পূরণকাশ্যপ—একজন তীর্থিক। বৌদ্ধেরা বলেন ইনি কোন সম্রান্ত ব্যক্তির দাসীপুত্র; বাল্যে প্রভুর গৃহে ভারবহনকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন; সেখান হইতে পলায়ন করিয়া সন্ন্যাসী হন। ইনি বস্ত্র ব্যবহার করিতেন না, বলিতেন, "বস্ত্র লজ্জা আবৃত রাখিবার উপায়, লজ্জা পাপজ; আমি অর্হৎ, আমার মনে পাপ নাই; অতএব আমার বস্ত্রেরও প্রয়োজন নাই।" অনেকে ইঁহাকেই 'বুদ্ধ' বলিয়া বিবেচনা করিত। ইঁহার অশীতি সহস্র শিষ্য ছিল। যখন তীর্থিকেরা বৌদ্ধদিগের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে গিয়া অলৌকিক ক্ষমতাপ্রদর্শনে অসমর্থ হয়, তখন লোকে পূরণকাশ্যপ প্রভৃতির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করে। ইহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া পূরণকাশ্যপ জলে ডুবিয়া প্রাণত্যাগ করেন।

প্রসেনজিৎ—(পালি 'পসেনদি') কোশলের রাজা। কেহ কেহ বলেন, মগধরাজ বিম্বিসার, কোশলরাজ প্রসেনজিৎ, উজ্জয়িনীরাজ প্রদ্যোত, কৌশাম্বীরাজ উদয়ন এবং বুদ্ধদেব একই দিনে জন্মগ্রহণ করেন। বিম্বিসারের সহিত প্রসেনজিতের এক ভগিনীর বিবাহ হয়। বিম্বিসারের ন্যায় ইনিও বুদ্ধদেবের শিষ্য হইয়াছিলেন। অজাতশত্রুর সহিত ইঁহার যে বিবাদ ঘটে তাহা 'অজাতশত্রু' বৃত্তান্তে বলা হইয়াছে।

কোশল রাজ্যের রাজধানী শ্রাবস্তী নগরে কোন মালাকারের এক পরমসুন্দরী কন্যা ছিল। একদা প্রসেনজিৎ কোন যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া পলায়নপূর্ব্বক রাজধানীতে প্রবেশ করিবার সময় এই কন্যা দেখিয়া তাহার রূপে মুগ্ধ হন এবং তাহাকে বিবাহ করিয়া নিজের প্রধানা মহিষী করেন। এই রমণী বৌদ্ধ সাহিত্যে কোশল-মল্লিকা (মল্লিকা) দেবী নামে পরিচিতা [কুম্মাসপিণ্ড-জাতক (৪১৫)]। প্রসেনজিৎ কপিলবস্তুর শাক্য রাজবংশীয় কোন কন্যার পাণিগ্রহণ করিবার ইচ্ছায় দূত পাঠাইয়াছিলেন। শাক্যেরা নিজ সম্প্রদায় ভিন্ন অন্য কাহারও সহিত কন্যাদান প্রদান করিতেন না; অথচ প্রসেনজিতের ন্যায় পরাক্রমশালী রাজার প্রস্তাবে কর্ণপাত না করিলে শাক্যকুলের বিপদ্ ঘটিতে পারে ইহাও বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কাজেই তাঁহারা প্রতারণাপূর্ব্বক দুই দিক্ বজায় রাখিতে চেষ্টা করিলেন। তখন শুদ্ধোদনের মৃত্যু হইয়াছিল এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র মহানাম কপিলবস্তুর সিংহাসনে আসীন ছিলেন। নাগমুণ্ডা নাম্নী এক দাসীর গর্ভে মহানামের বাসবক্ষত্রিয়া নাম্নী এক কন্যা জন্মিয়াছিল। তিনি প্রসেনজিৎকে এই কন্যা দিয়া ভুলাইলেন। বিবাহের পর বাসবক্ষত্রিয়া এক পুত্র প্রসব করিলেন। তাহার নাম হইল বিরূঢক (বিড়ূডভ)। অতঃপর শাক্যদিগের চাতুরী প্রকাশ পাইল। তাঁহারা বিরূঢককেও অপমানিত করিলেন। তখন বিরূঢক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। তিনি দীর্ঘচারায়ণ (পালি 'দীঘকারায়ন') নামক সেনানীর সাহায্যে প্রসেনজিৎকে সিংহাসনচ্যুত করিলেন। প্রসেনজিৎ শ্রাবস্তী হইতে পলাইয়া গেলেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। অতঃপর বিরূঢক কপিলবস্তু আক্রমণ করিয়া তত্রত্য শাক্যদিগকে নির্ম্মূল করিলেন; কিন্তু প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময় তিনিও আকস্মিক জলপ্লাবনে সসৈন্যে নিহত হইলেন। এই ঘটনা বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের এক বৎসর পূর্ব্বে সংঘটিত হইয়াছিল।

বাসবক্ষত্রিয়া—'প্রসেনজিৎ' প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

বিম্বিসার—(বা শ্রেণিক বিম্বিসার) মগধের রাজা; কেহ কেহ বলেন, যে বিম্বিসার ১৬ বৎসর বয়সে সিংহাসনারোহণ করেন, ২৯ বৎসর বয়সে উপাসক হন, ৩৬ বৎসর কাল নানা প্রকারে বৌদ্ধধর্ম্মের সহায়তা করেন এবং ৭০ বৎসর বয়সে নির্ব্বাণ লাভ করেন। সিদ্ধার্থের বুদ্ধত্বপ্রাপ্তি ৩৫ বৎসর বয়সে ঘটে। সুতরাং এ হিসাবে তিনি বুদ্ধের ছয় বৎসর পরে জন্মিয়াছিলেন এইরূপ দাঁড়ায়। পক্ষান্তরে অপর কেহ কেহ বলেন তিনি ও বুদ্ধ একই দিনে জন্মিয়াছিলেন। বুদ্ধের যখন ৭২ বৎসর বয়স্ তখন বিম্বিসারের সিংহাসনচ্যুতি ও মৃত্যু ঘটে। বিম্বিসার সম্বন্ধে অন্যান্য বিবরণ অজাতশত্রুপ্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য। তিনিই বুদ্ধকে বেণুবন দান করেন।

বিরূঢক—প্রসেনজিৎ-প্রসঙ্গ এবং ভদ্রশাল-জাতক (৪৬৫) দ্রষ্টব্য।

বিশাখা—কোশলরাজ্যের রাজধানী শ্রাবস্তী নগরবাসী মৃগার নামক শ্রেষ্ঠীর পুত্রবধূ। ইনি "মহোপাসিকা" নামে কীর্ত্তিকা।

বিশাখার পিতামহ মেণ্ডক এবং পিতা ধনঞ্জয় অঙ্গদেশস্থ ভদ্রবয় নামক স্থানের বিপুল ধনশালী শ্রেষ্ঠী ছিলেন। বুদ্ধ যখন অঙ্গদেশে প্রথম ধর্ম্মপ্রচার করিতে যান তখন বিশাখার বয়স ৭ বৎসর; কিন্তু এই সময়েই তিনি বুদ্ধের উপদেশ শুনিয়া স্রোতাপত্তিমার্গে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

তখন মগধে অনেক ধনী শ্রেষ্ঠী বাস করিতেন; কিন্তু কোশলে এরূপ লোকের কিছু অভাব ছিল; এই জন্য প্রসেনজিৎ বিম্বিসারকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, রাজগৃহ হইতে একজন ধনী শ্রেষ্ঠীকে যেন কোশলে বাস করিবার জন্য প্রেরণ করা হয়। মগধের প্রধান শ্রেণীর শ্রেষ্ঠীদিগের মধ্যে কেহই কোশলে যাইতে সম্মত হইলেন না; ধনঞ্জয় দ্বিতীয় শ্রেণীর ধনী ছিলেন; বিম্বিসার তাঁহাকেই কোশলে পাঠাইলেন। ধনঞ্জয় কোশলরাজ্যে গিয়া সাকেত নগরে বাস করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে শ্রাবস্তীনগরে মৃগার নামক এক শ্রেষ্ঠী বাস করিতেন। ইঁহার পুত্র পূর্ণবর্দ্ধন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে তিনি পঞ্চকল্যাণী কন্যা না পাইলে বিবাহ করিবেন না। পঞ্চকল্যাণী যথা:—(১) কেশকল্যাণী অর্থাৎ যাহার কেশদাম ময়ূরপুচ্ছের ন্যায়; (২) মাংসকল্যাণী অর্থাৎ যাহার অধরোষ্ঠ সর্ব্বদা পক্ব বিম্বফলের ন্যায়; (৩) অস্থিকল্যাণী অর্থাৎ যাহার দন্তসমূহ মুক্তাফলের ন্যায় শুভ্র, উজ্জ্বল, ঘনবিন্যস্ত ও সমদীর্ঘ। (৪) ছবিকল্যাণী অর্থাৎ যাহার দেহের বর্ণ সর্ব্বত্র একরূপ; কোথাও কোন কলঙ্ক নাই; (৫) বয়ঃকল্যাণী অর্থাৎ বিংশতি সন্তানের প্রসূতি হইলেও যে স্থিরযৌবনা থাকিবে, শতবর্ষ বয়সেও যে পলিতকেশা হইবে না। অনেক অনুসন্ধানের পর পূর্ণবর্দ্ধনের আত্মীয়েরা বিশাখাকে এইরূপ সর্ব্বসুলক্ষণযুক্তা পাত্রী বলিয়া স্থির করেন।

বিশাখার বয়স্ তখন ১৫ বৎসর। ধনঞ্জয়ের গৃহে মহাসমারোহে এই উদ্বাহ সম্পাদিত হয়। স্বয়ং কোশলরাজ পাত্রমিত্র-সৈন্যসামন্তসহ বরযাত্রিরূপে বিবাহসভায় উপস্থিত ছিলেন। শুনা যায় তখন বর্ষাকাল বলিয়া শুষ্ককাষ্ঠের অভাব হওয়াতে ধনঞ্জয় শেষে চন্দনকাষ্ঠ দ্বারা সমাগত ব্যক্তিদিগের খাদ্য রন্ধন করাইয়াছিলেন। বিবাহের সময় বিশাখার পিতা তাঁহাকে যে সমস্ত অলঙ্কার দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে মস্তকের জন্য একটী কৃত্রিম ময়ূরের উল্লেখ দেখা যায়। ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের মণিমুক্তাদ্বারা উহা এরূপ সুকৌশলে নির্ম্মিত হইয়াছিল যে উহা প্রকৃত ময়ূর বলিয়া ভ্রম হইত; এবং বায়ু প্রবাহিত হইলে উহার মুখ হইতে কেকা রব নিঃসৃত হইত।

কন্যাকে পতিগৃহে প্রেরণের সময় ধনঞ্জয় তাঁহাকে প্রহেলিকার ভাষায় দশটী উপদেশ দিয়াছিলেন। মৃগার অন্তরালে থাকিয়া এই উপদেশগুলি শুনিতে পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাদের অর্থ কি বুঝিতে পারেন নাই।*

মৃগার নির্গ্রন্থ জ্ঞাতিপুত্র নামক তীর্থিকের শিষ্য ছিলেন। তিনি বিশাখাকে লইয়া গুরুপূজা করিতে গেলেন। বিশাখা দেখিলেন গুরুদেব সম্পূর্ণ নগ্ন। ইহাতে তিনি অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করিলেন। নির্গ্রন্থ তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া মৃগারকে বলিলেন, "এই অলক্ষণা রমণী গৌতমের শিষ্যা; ইহাকে গৃহ হইতে দূর না করিলে তোমার সর্ব্বনাশ হইবে।" মৃগার কাতরবচনে বলিলেন, "আমার পুত্রবধূ বালিকা, আপনি দয়া করিয়া উহার দোষ ক্ষমা করিবেন।"

একদিন এক অর্হন্ ভিক্ষাপাত্রহস্তে মৃগারের দ্বারে উপনীত হইলে বিশাখা তাঁহাকে বলিলেন, "আপনি অন্যত্র যান; এ বাড়ীর কর্ত্তা "পুরাণ" ভক্ষণ করেন। "পুরাণ" শব্দের একটী অর্থ পর্য্যুষিত খাদ্য। সুতরাং মৃগার যখন এই কথা শুনিতে পাইলেন, তখন তিনি বিশাখাকে দূর করিয়া দিবার সঙ্কল্প করিলেন। ইহা জানিতে পারিয়া বিশাখা বলিলেন, "আমি ত ক্রীতদাসী নহি যে ইচ্ছা করিলেই আমায় দূর করিয়া দিতে

* (১) ঘরের আগুন বাহিরে দিওনা (অর্থাৎ গৃহের গুপ্ত কথা অপরের নিকট প্রকাশ করিও না); (২) বাহিরের আগুন ঘরে আনিও না (অর্থাৎ ভৃত্যগণ যে সমস্ত আলোচনা করে, সে সব কথা শ্বশুর প্রভৃতি গুরুজনের কর্ণগোচর করিও না); (৩) যে দেয় তাহাকে দান করিবে; (৪) যে দেয় না তাহাকে দান করিবে (অর্থাৎ নিঃস্ব আত্মীয়স্বজনকে দান করিবে); (৫) যে দেয় বা দেয় না তাহাকেও দান করিবে (অর্থাৎ দরিদ্রদিগকে দান করিবে) (৬) সুখে উপবেশন করিবে (অর্থাৎ উচ্চাসনে বসিবে না, কারণ গুরুজন উপস্থিত হইলে উহা ত্যাগ করিতে হইবে; (৭) সুখে আহার করিবে (অর্থাৎ গুরুজন ও ভৃত্যাদির আহারান্তে নিজে নিশ্চিন্ত মনে ভোজনে বসিবে; (৮) সুখে শয়ন করিবে (অর্থাৎ গুরুজন নিদ্রিত হইলে নিজে শয়ন করিবে) (৯) অগ্নির (অর্থাৎ পতি, শ্বশুর প্রভৃতির) পূজা করিবে; (১০) গৃহাগত দেবতাদিগের (অর্থাৎ প্রব্রাজক, অতিথি প্রভৃতির) অর্চ্চনা করিবে।

পারিবেন। আমার রক্ষার্থ পিতা আট জন সম্ভ্রান্ত লোক দিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আসিতে বলুন।" অনন্তর সেই আট জন লোক সমবেত হইলে বিশাখা বলিলেন, "আমার শ্বশুর 'পুরাণ' খাইতেছেন বলায় আমার অভিপ্রায় এই ছিল যে তিনি পূর্ব্বজন্মার্জিত কর্ম্মফল ভোগ করিতেছেন।"

আর একদিন বিশাখা রাত্রিকালে একটা আলোক লইয়া গৃহের বাহিরে গিয়াছিলেন। মৃগার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, "একটা উৎকৃষ্ট অশ্বী শাবক প্রসব করিয়াছে; তাহা দেখিবার জন্য অশ্বশালায় গিয়াছিলাম।" ইহাতে মৃগার বলিলেন, "তোমার পিতা না গৃহের অগ্নি বাহিরে লইতে নিষেধ করিয়াছিলেন।" "হাঁ, নিষেধ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি নিন্দা, কুৎসা ইত্যাদিকে লক্ষ্য করিয়াই অগ্নিশব্দ প্রয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহার উপদেশ মত আমি নিজগৃহের নিন্দা গ্লানি বাহিরে যাইতে দেই না।" অনন্তর বিশাখা তাঁহার পিতৃদত্ত অন্যান্য উপদেশগুলিরও ব্যাখ্যা করিলেন। তখন মৃগার নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিলেন; বিশাখাও বলিলেন, "তবে আমি এখন পিতৃগৃহে যাইতে প্রস্তুত।" কিন্তু মৃগার নিজের দোষ স্বীকার করিয়া তাঁহাকে থাকিতে অনুরোধ করিলেন। বিশাখা বলিলেন, "আপনি তীর্থিকদিগের মতাবলম্বী; আমি ত্রিরত্নের উপাসিকা, যদি আমাকে ইচ্ছামত দান করিতে এবং ধর্ম্মোপদেশ শুনিতে অনুমতি দেন তাহা হইলেই আমি এখানে থাকিতে পারি; নচেৎ পারি না।" মৃগার ইহাতেই সম্মত হইলেন।

ইহার অল্পদিন পরে বিশাখা বুদ্ধপ্রমুখ সমস্ত সঙ্ঘকে নিমন্ত্রণ করিয়া গৃহে আনিলেন; মৃগার বুদ্ধকে দেখিয়া ও তাঁহার উপদেশ শুনিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং বিশাখাকে বলিলেন, "মা, এতদিনে তুমি এই সন্তানের উদ্ধার করিলে।" তদবধি বিশাখা 'মৃগারমাতা' এই উপাধি পাইলেন। মৃগার বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতিকল্পে ৪০ কোটি ধন ব্যয় করিলেন।

বিশাখা প্রত্যহ তিন বার ভক্ষ্য ভোজ্য মাল্যগন্ধাদি লইয়া বিহারে যাইতেন। তিনি বুদ্ধের নিকট আটটী বর লইয়াছিলেন:—(১) বুদ্ধের নিকট কোন ভিক্ষু উপস্থিত হইলে তিনি তাহাকে বিশাখার নিকট পাঠাইবেন; বিশাখা ঐ ভিক্ষুকে ভক্ষ্য দ্রব্য দিবেন; (২) বিশাখা আজীবন প্রতিদিন পঞ্চশত ভিক্ষুর আহার যোগাইবেন; (৩) কোন ভিক্ষুর পীড়া হইলে তাহার পথ্যাদির জন্য যাহা আবশ্যক বিশাখা তাহা সমস্ত নির্ব্বাহ করিবেন; (৪) যাহারা পীড়িতের শুশ্রূষা করে বিশাখা তাহাদের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করিবেন; (৫) বিশাখা পঞ্চশত ভিক্ষুর জন্য যে খাদ্য দিবেন, বুদ্ধ নিজে তাহার অংশ গ্রহণ করিবেন; (৬) প্রতি বৎসর বর্ষাকালে বিশাখা পঞ্চশত ভিক্ষুর প্রত্যেককে চীবরাদি অষ্ট পরিষ্কার দান করিবেন; (৭) বিহারের জন্য যত ঔষধের প্রয়োজন সমস্ত বিশাখার নিকট হইতে আনিতে হইবে; (৮) বিশাখা প্রতিবৎসর সমস্ত ভিক্ষুকে 'কণ্ডুপ্রতিচ্ছাদন' নামক পরিচ্ছদ দান করিবেন।

বিশাখার গর্ভে ১০টী পুত্র এবং ১০টী কন্যা জন্মে। ইহাদের প্রত্যেকের আবার ১০টী করিয়া সন্তান হয়। এই চারিশত পৌত্রদৌহিত্রাদির প্রত্যেকের আবার ২০টী করিয়া সন্তান হইয়াছিল। ইহারা সকলেই নীরোগ ও সুশীল ছিল। বিশাখার দেহে এত বল ছিল যে তিনি মত্তহস্তীকেও শুণ্ডে ধরিয়া নিশ্চল রাখিতে পারিতেন।

পরিণতবয়সে বিশাখা তাঁহার পিতৃদত্ত সমস্ত অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া তল্লব্ধ অর্থে শ্রাবস্তীর পূর্ব্বপার্শ্বে একটী উদ্যান ক্রয়পূর্ব্বক সেখানে বিহার নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, এবং উহা বুদ্ধপ্রমুখ সঙ্ঘকে দান করিয়াছিলেন। এই বিহারের নাম পূর্ব্বারাম।

বুদ্ধ (অতীত)—কল্পে কল্পে বহু বুদ্ধ আবির্ভূত হইয়াছেন ও হইবেন, বৌদ্ধদিগের এই বিশ্বাস ৯২ পৃষ্ঠের টীকায় সংক্ষেপে উল্লেখ করা হইয়াছে। বুদ্ধবংশ, জাতকের ভূমিকা, ললিতবিস্তর প্রভৃতি গ্রন্থে এই সকল বুদ্ধের অনেকের বিবরণ দেখা যায়। কোন কোন পণ্ডিত উক্ত গ্রন্থসমূহ হইতে ১৪৩ জন বুদ্ধের নাম সংগ্রহ করিয়াছেন।

বুদ্ধত্বলাভের জন্য জীবকে কোটি কোটি কল্পে বুদ্ধাঙ্কুর (বোধিসত্ত্ব) রূপে নানা যোনিতে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক পারমিতাসমূহের অনুষ্ঠান করিতে হয়। এইরূপে পূর্ণপ্রজ্ঞাসম্পন্ন হইলে বোধিসত্ত্ব অভিসম্বুদ্ধ হন এবং ধর্ম্মচক্রের প্রবর্ত্তনপূর্ব্বক পরিনির্ব্বাণ লাভ করেন। নির্দিষ্ট কালের জন্য এই ধর্ম্ম প্রচলিত থাকে; পরে ইহার বিলোপ হয়। তখন নষ্টসত্যের পুনরুদ্ধার দ্বারা জগতের পরিত্রাণহেতু নূতন বুদ্ধের আবির্ভাব ঘটে।

বুদ্ধদিগের আবির্ভাবকাল বুঝিবার জন্য বৌদ্ধসাহিত্যের কালগণনা-প্রণালী জানা আবশ্যক। পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি ও প্রলয় হইতেছে। কোন চক্রবালের প্রলয়ের সূত্রপাত হইতে পুনঃসৃষ্টি পর্য্যন্ত যে অত্যতিদীর্ঘকাল, তাহার নাম কল্প বা মহাকল্প। মনুষ্যের পরমায়ুঃ দশবৎসর হইতে ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া এক

অসংখ্যেয় * বৎসর পর্য্যন্ত হইতে এবং তৎপরে ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া পুনর্ব্বার দশ বৎসরে পরিণত হইতে যত বৎসর লাগে তাহাকে এক অন্তরকল্প বলে। বিশ অন্তরকল্পে এক অসংখ্যেয় কল্প এবং চারি অসংখ্যেয় কল্পে এক মহাকল্প। মহাকল্পের এই চারি অংশের নাম যথাক্রমে সংবর্ত্ত, সংবর্ত্তস্থায়ী, বিবর্ত্ত, বিবর্ত্তস্থায়ী। ইহার প্রথম অংশে অগ্নি, জল ইত্যাদি দ্বারা প্রলয়ঘটন, দ্বিতীয়ে প্রলয়ের স্থিতি, তৃতীয়ে নূতন সৃষ্টি, চতুর্থে সৃষ্টির স্থিতি। এইরূপে পর্য্যায়ক্রমে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় অনাদি কাল হইতে চলিতেছে এবং অনন্তকাল পর্য্যন্ত চলিবে।

যে কল্পে কোন বুদ্ধের আবির্ভাব হয় না তাহার নাম শূন্যকল্প; যে কল্পে বুদ্ধের আবির্ভাব ঘটে তাহার নাম অশূন্য কল্প। যে কল্পে একজন মাত্র বুদ্ধ দেখা দেন তাহাকে সারকল্প, যে যুগে দুই জন, তাহাকে মণ্ডকল্প, যে যুগে তিন জন, তাহাকে বরকল্প, যে যুগে চারিজন, তাহাকে সারমণ্ডকল্প এবং যে যুগে পাঁচজন তাহাকে ভদ্র (বা মহাভদ্র) কল্প বলে। বর্ত্তমান কল্প মহাভদ্র। ইহাতে চারি জন বুদ্ধের আবির্ভাব হইয়াছে এবং একজনের হইবে। ইহার অতীত বুদ্ধদিগের নাম ককুসন্ধ (ক্রকুচ্ছন্দ), কোণাগমন (কনকমুনি), কস্‌সপ (কাশ্যপ) এবং গোতম (গৌতম)। ভবিষ্যদ্‌বুদ্ধের নাম হইবে মেত্তেয্য (মৈত্রেয়)।

সচরাচর গৌতমের পূর্ব্ববর্ত্তী ২৭ জন বুদ্ধের নাম দেখা যায়। ইহার প্রথম চারি জনের নাম তণ্‌হঙ্কর, মেধঙ্কর, শরণঙ্কর ও দীপঙ্কর। গৌতমের পূর্ব্ববর্ত্তী ২৪ জন বুদ্ধগণনা দীপঙ্কর হইতে আরম্ভ করা হয়, কারণ ইনিই সর্ব্বপ্রথম গৌতমবোধিসত্ত্বকে বলেন যে তিনি উত্তরকালে সম্যক্‌সম্বুদ্ধ হইবেন।

এক বুদ্ধকল্প হইতে অন্য বুদ্ধকল্পের বহু ব্যবধান থাকে। তণ্‌হঙ্করাদি বুদ্ধচতুষ্টয়ের পর দশটী বুদ্ধ কল্প অতীত হইয়াছে এবং তত্তৎকল্পে নিম্নলিখিত বুদ্ধগণ দেখা দিয়াছেন:—

সারকল্পে	কৌণ্ডিন্য।
সারমণ্ডকল্পে	মঙ্গল, সুমনা, রেবত ও শোভিত।
বরকল্পে	অনবদর্শী (অনোমদস্‌সী), পদ্ম ও নারদ।
সারকল্পে	পদ্মোত্তর।
মণ্ডকল্পে	সুমেধা ও সুজাত।
বরকল্পে	প্রিয়দর্শী, অর্থদর্শী ও ধর্ম্মদর্শী।
সারকল্পে	সিদ্ধার্থ।
মণ্ডকল্পে	তিষ্য ও পুষ্য।
সারকল্পে	বিদর্শী (বিপস্‌সী)।
মণ্ডকল্পে	শিখী ও বিশ্বভূ।

অতঃপর ২৯ শূন্যকল্প অতীত হইলে বর্ত্তমান মহাভদ্র কল্পের আরম্ভ হইয়াছে।

বিপস্‌সী হইতে গোতম পর্য্যন্ত ৭ জন সপ্তসম্যক্‌সম্বুদ্ধ নামে বিশিষ্ট ভাবে অর্চ্চিত হইয়া থাকেন। উদীচ্য বৌদ্ধ গ্রন্থে ইঁহারা 'মানুষি বুদ্ধ' নামে অভিহিত।

বৌদ্ধ ধর্ম্ম ভারতবর্ষে নূতন নহে। প্রাচীন কালে যে সকল জ্ঞানী আবির্ভূত হইয়াছিলেন গৌতম বুদ্ধ তাঁহাদেরই পথ অনুসরণ করিয়াছিলেন। এই জন্যই বোধ হয় অতীত যুগসমূহের বহুবুদ্ধের কল্পনা হইয়াছে। যাহা প্রকৃত জ্ঞান তাহা সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে একরূপ, কাজেই বৌদ্ধদিগের মতে এক বুদ্ধের ধর্ম্মের সহিত অন্য বুদ্ধের ধর্ম্মের কোন প্রভেদ হইতে পারে না। তবে যুগভেদে বুদ্ধদিগের মধ্যে কেহ কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ কেহ বা ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করেন; তাঁহাদের পরমায়ুঃ এবং দেহের আয়তনেরও তারতম্য ঘটে। কাশ্যপ বুদ্ধের দেহ বিংশতি হস্তপরিমিত এবং পরমায়ু বিংশতি সহস্রবর্ষ পরিমিত ছিল। বুদ্ধ মাত্রেই দশবল, তাঁহাদের দেহ ৩২টী মহাপুরুষলক্ষণ এবং ৮০টী অনুব্যঞ্জনে শোভিত।

বুদ্ধগণের সাধারণ উপাধি:—বুদ্ধ, জিন, সুগত, তথাগত, অর্হন্, ভগবান্, শাস্তা, দশবল, লোকবিদ্, পুরুষদম্যসারথি, সর্ব্বজ্ঞ, ষড়ভিজ্ঞ, অনুত্তর, নরোত্তম, দেবাতিদেব, ত্রিকালজ্ঞ, ত্রিপ্রাতিহার্য্যসম্পন্ন, নির্ভয়, নিরবদ্য ইত্যাদি।

বৌদ্ধসাহিত্যে প্রত্যেকবুদ্ধ (পচ্চেকবুদ্ধ) নামে আর শ্রেণীর বুদ্ধ দেখা যায়। বুদ্ধের ন্যায় প্রত্যেকবুদ্ধও ধ্যানবলে নির্ব্বাণলাভোপযোগী জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছেন, কিন্তু তিনি সর্ব্বজ্ঞ নহেন, ধর্ম্মদেশনও করেন না। বুদ্ধের জীবিতাবস্থায় কোন প্রত্যেকবুদ্ধের অস্তিত্ব অসম্ভব। প্রত্যেকবুদ্ধগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—খড়্গবিষাণকল্প ও বর্গচারী। প্রথম শ্রেণীর প্রত্যেকবুদ্ধ গণ্ডারের ন্যায় একচর অর্থাৎ নির্জ্জনে থাকেন; দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রত্যেকবুদ্ধ জনসমাজের সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া চলেন।

* এক কোটির বিংশতিঘাত অর্থাৎ একের পিঠে ১৪০টী শূন্য দিলে যাহা হয় সেই সংখ্যা।

বুদ্ধ (গৌতম)—জন্মজন্মান্তরে ত্রিংশৎ পারমিতার * অনুষ্ঠানদ্বারা সম্যক্‌সম্বুদ্ধ হইবার ক্ষমতালাভ—বিশ্বন্তর-লীলা সংবরণের পর ৫৭ কোটি ৬০ লক্ষ বৎসর তুষিতস্বর্গে বাস—দেবতাদিগের অনুরোধে মানবগণের পরিত্রাণহেতু ভূতলে জন্মগ্রহণ করিবার অঙ্গীকার—অতীতবুদ্ধগণ জম্বুদ্বীপের অন্তর্গত মধ্যদেশে † হয় ব্রাহ্মণ, নয় ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; অতএব এ জন্মেও সেইরূপ করিবার ইচ্ছা—তখন ক্ষত্রিয়েরাই প্রধান; অতএব কপিলবস্তুরাজ শাক্যবংশীয় শুদ্ধোদনের পুত্রত্ব স্বীকারপূর্ব্বক তদীয় মহিষী মহামায়ার গর্ভে প্রবেশ—মহামায়ার স্বপ্নদর্শন:—যেন একটী শ্বেত হস্তী তাঁহার কুক্ষিমধ্যে প্রবেশ করিল—দৈবজ্ঞদিগের গণনা:—"মহিষী হয় রাজচক্রবর্ত্তী, নয় বুদ্ধ প্রসব করিবেন"—সশস্ত্র দেবপুত্রচতুষ্টয়কর্ত্তৃক গর্ভরক্ষণ।

পূর্ণগর্ভাবস্থায় মহামায়ার দেবহৃদ (ব্যাঘ্রপুর) নামক স্থানে গিয়া তাঁহার পিত্রালয়দর্শনেচ্ছা—পথে লুম্বিনী নামক উদ্যানে প্রবেশ—সেখানে এক শালবৃক্ষমূলে বৈশাখী পূর্ণিমায় বিনা যন্ত্রণায় পুত্রপ্রসব—ভূমিষ্ঠ হইবার পরেই শিশুর সপ্তপদ ভ্রমণ এবং "আমি এ জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ" ‡ এই উক্তি:—ঐ দিন যশোধারা, সারথি ছন্দক, কালোদায়ী, আনন্দ এবং অশ্ববর কণ্ঠকেরও জন্মলাভ—সপুত্র মহামায়ার কপিলবস্তুতে প্রত্যাবর্ত্তন।

বোধিসত্ত্বের জন্মে দেবলোকে উল্লাস—তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত ত্রিকালদর্শী অসিতদেবলের আগমন—শিশুকর্ত্তৃক অসিতদেবলের জটায় পদার্পণ—অসিতদেবল এবং শুদ্ধোদন কর্ত্তৃক শিশুকে প্রণিপাত—শিশু ৩৫ বৎসর বয়সে বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইবেন অসিতদেবলের এই প্রতীতি—তিনি নিজে তখন জীবিত থাকিবেন না বলিয়া ক্রন্দন—নিজের ভাগিনেয় নালককে বুদ্ধের শিষ্য হইবার জন্য উপদেশ।

পঞ্চমদিবসে শিশুর 'সিদ্ধার্থ' এই নামকরণ—নামকরণদিবসে মন্দিরস্থ দেবমূর্ত্তিসমূহ কর্ত্তৃক সিদ্ধার্থকে প্রণিপাত—দৈবজ্ঞ কৌণ্ডিন্য কর্ত্তৃক শিশুর বুদ্ধত্বপ্রাপ্তিগণনা—প্রসবের সপ্তম দিবসে মহামায়ার প্রাণত্যাগ §—তাঁহার ভগিনী শুদ্ধোদনের অন্যতমা পত্নী মহাপ্রজাপতী (মহাগৌতমী) কর্ত্তৃক সিদ্ধার্থের লালন পালন—হলকর্ষণোৎসব ‖ দেখিতে গিয়া জম্বুবৃক্ষমূলে সিদ্ধার্থের ধ্যাননিমজ্জন—পূর্ব্বের সূর্য্য পশ্চিমে হেলিয়া পড়িলেও ঐ বৃক্ষের ছায়ার নিশ্চলীভবন—তদ্দর্শনে শুদ্ধোদন কর্ত্তৃক সিদ্ধার্থকে দ্বিতীয় বার প্রণিপাত।

বিশ্বামিত্র নামক আচার্য্যের নিকট সিদ্ধার্থের বিদ্যালাভ ও নানাবিধ অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন—ষোড়শবর্ষ বয়সে সুপ্রবুদ্ধের কন্যা যশোধারার সহিত বিবাহ—ধনুর্ব্বিদ্যা প্রভৃতিতে অসামান্য নৈপুণ্য-প্রদর্শন—তাঁহার সহিত প্রতিযোগিতায় দেবদত্ত প্রভৃতির পরাভব—দেবদত্তের মনে ঈর্ষ্যার সঞ্চার।

সারথি ছন্দকের সহিত নগরপরিভ্রমণ কালে জরা, মৃত্যু প্রভৃতি দর্শনে মনে বৈরাগ্যের সঞ্চার—ভিক্ষু দর্শনে সংসারত্যাগের সঙ্কল্প—রাহুলের জন্ম—উনত্রিশ বৎসর বয়সে আষাঢ়ী পূর্ণিমায় নিশীথকালে কণ্ঠকা-রোহণে ছন্দকের সমভিব্যাহারে অভিনিষ্ক্রমণ—পথে বিবিধ প্রলোভন দ্বারা তাঁহাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য মারের বৃথা চেষ্টা—ত্রিশ যোজন পরিভ্রমণ করিবার পর অনোমা নদীর তীরে কেশচ্ছেদন, আভরণত্যাগ ও সন্ন্যাসগ্রহণ—ছন্দকের প্রত্যাবর্ত্তন—শোকাতুর কণ্ঠকের প্রাণত্যাগ।

মল্লদেশস্থ অনুপিয় নামক স্থানের আম্রবণে সপ্তাহ বাস—মগধের রাজধানী রাজগৃহে গমন—তাঁহাকে পুনর্ব্বার গৃহী করিবার জন্য শ্রেণিক বিম্বিসারের বিফল চেষ্টা—আরাড় কালাম ও রুদ্রক রামপুত্র নামক দুই জন আচার্য্যের নিকট যোগাভ্যাস—তাঁহাদের উপদেশে অনাস্থা—উরুবিল্বায় গমন—কৌণ্ডিন্য প্রভৃতি পঞ্চ-বর্গীয়দিগের (ভদ্রবর্গীয়দিগের) সহিত মিলন—ক্রমাগত ছয় বৎসর কঠিন তপশ্চর্য্যা—তপস্যায় অনাস্থা—তদ্দর্শনে পঞ্চবর্গীয়দিগের বারাণসীর নিকটবর্ত্তী ঋষিপতন ¶ নামক বনে প্রস্থান।

---

* প্রকৃতপক্ষে পারমিতার সংখ্যা দশ। কিন্তু প্রত্যেক পারমিতা ক্রমোন্নতির নিয়মে তিন অংশে বিভক্ত বলিয়া 'ত্রিংশৎপারমিতার' উল্লেখ দেখা যায়।

† প্রকৃতপক্ষে প্রাগ্‌দেশ। ইহা প্রকৃত 'মধ্যদেশের' পূর্ব্বে অবস্থিত।

‡ "অগ্‌গোহহম্‌ অস্মি লোকস্‌স"।

§ বৌদ্ধেরা বলেন বুদ্ধজননীর গর্ভ পবিত্র করণ্ডস্বরূপ; পাছে অন্য কেহ বাস করিয়া উহার পবিত্রতা নষ্ট করে এই নিমিত্ত তাঁহারা ভাবিবুদ্ধপ্রসবের সপ্তাহান্তে দেহত্যাগ করিয়া তুষিত স্বর্গে চলিয়া যান।

‖ ইহাকে 'বপ্‌প-মঙ্গল' বলিত। বপ্‌পো = বপ্র, বপন।

¶ বারাণসীর নিকটবর্ত্তী মৃগদাবের অংশবিশেষ। হিমালয় হইতে আকাশপথে বারাণসীতে আসিবার সময় ঋষিরা এই স্থানে অবতরণ করিতেন বলিয়া ইহার নাম ঋষিপতন হইয়াছিল। মৃগদাব বর্ত্তমান সারনাথ। এখানে মৃগগণ রক্ষিত হইত; কেহ তাহাদিগকে বধ করিতে পারিত না।

বৈশাখী পূর্ণিমা—নৈরঞ্জনায় অবগাহনান্তে পূর্ণা নাম্নী দাসীর হস্তে সুজাতা কর্তৃক সুবর্ণপাত্রে প্রেরিত পায়সান্ন ভক্ষণ—বোধিদ্রুমমূলে আসন স্থাপন ও উপবেশন—মারের সহিত যুদ্ধ—সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই মারের পরাভব—পূর্ব্বনিবাসজ্ঞান লাভ, * দিব্যচক্ষুঃ প্রাপ্তি, ও বুদ্ধত্ব লাভ" (বয়স্ ৩৫ বৎসর)। †

বুদ্ধত্বলাভের পর প্রথম সাত সপ্তাহ—বোধিদ্রুমমূলে ও তাহার নিকটে অবস্থিতি, চঙ্ক্রমণ; ধ্যান; মনে মনে অভিধর্ম্ম-পিটকের গঠন—পঞ্চম সপ্তাহে অজপাল ন্যগ্রোধ তরুমূলে গমন এবং তৃষ্ণা, অরতি ও রগা (রতি) নাম্নী মারকন্যাত্রয়ের প্রলোভনদমন—ষষ্ঠ সপ্তাহে মুচিলিন্দ (মুচুকুন্দ) বৃক্ষমূলে গমন—সপ্তম সপ্তাহে রাজায়তন (রাজাতন বা রাজাদন=পিয়াল) বৃক্ষমূলে গমন—উৎকল দেশীয় ত্রপুষ ও ভল্লিক নামক দুইজন বণিকের বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ (ইঁহারা দ্বেবাচিক উপাসক হইলেন, কারণ তখনও সঙ্ঘ গঠিত হয় নাই)।

অজপাল ন্যগ্রোধ তরুমূলে পুনরাগমন—স্বীয়মত প্রচারের সঙ্কল্প—আষাঢ়ী পূর্ণিমার দিন পঞ্চবর্গীয়-দিগকে স্বমতে দীক্ষিত করিবার অভিপ্রায়-ঋষিপতনাভিমুখে প্রস্থান—মৃগদাবে গমন—পঞ্চবর্গীয়দিগের নিকট ধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তন—মধ্যমপথের (মধ্যমা প্রতিপদার) মাহাত্ম্য বর্ণন—আর্য্যসত্যচতুষ্টয়-ব্যাখ্যা—অষ্টাঙ্গিক-মার্গব্যাখ্যা ‡—কৌণ্ডিন্যের স্রোতাপত্তিমার্গলাভ—দ্বিতীয় দিনে বাপ্পকে, এবং তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম দিনে যথাক্রমে ভদ্রিক, মহানাম ও অশ্বজিৎকে প্রব্রজ্যাদান—পঞ্চমদিনে পঞ্চবর্গীয়দিগের অর্হত্ব প্রাপ্তি।

বারাণসীবাসী যশ নামক শ্রেষ্ঠিপুত্রের সংসারে বিরাগ, বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষাগ্রহণ ও অর্হত্বলাভ—(যশের পিতাও 'উপাসক' হইলেন। এই সময়ে সঙ্ঘ গঠিত হইয়াছিল; অতএব যশের পিতা প্রথম 'তেবাচিক' হইলেন)। যশের মাতার ও পত্নীর দীক্ষা—যশের ৫৪ জন বন্ধুর দীক্ষাগ্রহণ ও অর্হত্বলাভ।

প্রবারণান্তে ধর্ম্মপ্রচারার্থ শিষ্যদিগকে নানা দেশে প্রেরণ :—"চরথ ভিক্খবে চারিকম্" অর্থাৎ "হে ভিক্ষুগণ, তোমরা দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হও।' উরুবিল্বায় প্রত্যাবর্ত্তন—পথে "ভদ্রবর্গীয়"দিগকে দীক্ষাদান।

---

* অর্থাৎ কোন প্রাণী পূর্ব্ব জন্মে কি ছিল তাহা জানিবার ক্ষমতা।

† বুদ্ধত্বপ্রাপ্তির পর তথাগতের মুখ হইতে নিম্নলিখিত উদান বিনিঃসৃত হইয়াছিল :—

অনেকজাতিসংসারম্ সন্ধাবিস্সং অনিব্বিসম্
গহকারকং গবেসন্তো দুক্খা জাতি পুনপ্পুনম্।

গহকারক। দিট্ঠোহসি, পুন গেহং ন কাহসি,
সব্বা তে ফাসুকা ভগ্গা, গহকূটং বিসঙ্খিতম্,
বিসঙ্খারগতং চিত্তম্ তণ্হানং খযমজ্ঝগা।

গৃহনির্ম্মাতারে করি অন্বেষণ
করিলাম কত জনম গ্রহণ।
দেখা কিন্তু কভু পাই নাই তার।
পুনঃ পুনঃ জন্ম দুঃখের আগার।

পেয়েছি তোমার দেখা, গৃহকার;
পারিবে না গৃহ নির্ম্মিতে আবার।
ভগ্ন তব এবে পার্শুকা সকল
চূর্ণ গৃহকূট; কি করিবে বল?
নির্ব্বাণ-অমৃত পানে মম মন
সর্ব্ব তৃষ্ণা ক্ষয় করেছে এখন।

[জীবদেহ গৃহ, সংস্কারাদি তাহার নির্ম্মাতা; এবং তৃষ্ণা তাহার উপাদান। যেমন পার্শুকা প্রভৃতি কাষ্ঠখণ্ড ব্যতিরেকে গৃহ নির্ম্মিত হইতে পারে না, সেইরূপ তৃষ্ণা না থাকিলেও জীবকে দেহ ধারণ করিতে হয় না। অতএব তৃষ্ণাক্ষয়ই নির্ব্বাণলাভের উপায়। (পার্শুকা, পঞ্জরাস্থি, গৃহের এড়ো কাঠ। গৃহকূট বলিলে মটকার নিম্নস্থ অবলম্বন কাষ্ঠখণ্ড বুঝিতে হইবে; এড়ো কাঠগুলি উহার সঙ্গে যোড়া থাকে।)]

‡ অষ্টাঙ্গিক মার্গ—সম্মা-দিট্ঠি (right view), সম্মা-সঙ্কপ্পো (right thoughts), সম্মা-বাচা (righ speech), সম্মা-কম্মন্তো (right actions), সম্মা-আজীবো (right living), সম্মা-বাযামো (right exertion), সম্মা সতি (right recollection), সম্মা-সমাধি (right meditation)। দিট্ঠি=দৃষ্টি; আজীবো=জীবিকা নির্ব্বাহ, বাযামো=চেষ্টা, উদ্যোগ, সতি=স্মৃতি। এই সকল মার্গের অনুসরণ তৃষ্ণাদমনের উপায়।

উরুবিল্ব কাশ্যপ, নদীকাশ্যপ এবং গয়াকাশ্যপনামক অগ্নিহোত্রী সহোদরত্রয়কে দীক্ষাদান—গয়াশীর্ষে গমন—তথায় 'আদিত্ত পরিয়ায়' ভণন—রাজগৃহের নিকটস্থ লট্ঠিবনে (যষ্টিবনে) গমন—তথায় বিম্বিসারের আগমন ও স্রোতাপত্তি ফললাভ—মহানারদকাশ্যপ জাতক কথন (৫৪৪)—বিম্বিসার কর্ত্তৃক বুদ্ধপ্রমুখ সঙ্ঘকে বেণুবন দান—শারীপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়নের দীক্ষাগ্রহণ।

বুদ্ধকে কপিলবস্তুতে লইয়া যাইবার জন্য শুদ্ধোদনকর্ত্তৃক প্রেরিত দূতদিগের পুনঃ পুনঃ আগমন—দূতদিগের বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ ও অর্হত্ত্বলাভ।

বারাণসীর নিকট বর্ষাবাস—উরুবিল্বে প্রত্যাবর্ত্তন ও তিন মাস অবস্থিতি—পৌষী পূর্ণিমায় রাজগৃহে গমন এবং তথায় দুই মাস অবস্থিতি—ফাল্গুনী পূর্ণিমার পরে উদায়ীর অনুরোধে কপিলবস্তু যাইবার জন্য যাত্রা (উদায়ী আকাশপথে গিয়া শুদ্ধোদনকে এই শুভ সংবাদ জানাইলেন)।

কপিলবস্তুর সন্নিহিত ন্যগ্রোধারামে অবস্থিতি—সেখানে বুদ্ধের সংবর্দ্ধনার জন্য শাক্যদিগের আগমন—(শুদ্ধোদন অন্যান্য শাক্যের সহিত বুদ্ধকে প্রণিপাত করিলেন)—বুদ্ধের অনুভাববলে সভাস্থলে বৃষ্টিপাত (যাহারা ইচ্ছা করিল তাহারা সিক্ত হইল; যাহারা ইচ্ছা করিল না, তাহাদের শরীরে বিন্দুমাত্র জল লাগিল না।)

ভিক্ষার্থ কপিলবস্তু নগরে প্রবেশ—বাতায়ন হইতে যশোধারার বুদ্ধদর্শন (রাজপুত্রের পক্ষে ভিক্ষা শোভা পায় না বলিয়া তিনি শুদ্ধোদনের নিকট নিজের আপত্তি জানাইলেন. কিন্তু বুদ্ধ তাহা শুনিলেন না, বলিলেন, ভিক্ষাই বুদ্ধের জীবনধারণোপায়)—মহাধর্ম্মপাল-জাতক (৪৪৭) শ্রবণে শুদ্ধোদনের স্রোতাপত্তি-ফল প্রাপ্তি (মৃত্যু সময়ে শুদ্ধোদন অর্হত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন)।

শুদ্ধোদনের সঙ্গে রাজভবনে গিয়া ভোজন—শারীপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়নকে সঙ্গে লইয়া যশোধারার প্রকোষ্ঠে গমন—শুদ্ধোদনের মুখে যশোধারার পাতিব্রত্য ধর্ম্মের প্রশংসা*; চন্দ্র-কিন্নর জাতক (৪৮৫) কথন।

পরদিন নন্দের যৌবরাজ্যে অভিষেকের এবং জনপদকল্যাণীর সহিত বিবাহের আয়োজন—নন্দকে লইয়া বুদ্ধের ন্যগ্রোধারামে গমন—তৃতীয় দিবসে নন্দের প্রব্রজ্যা গ্রহণ।

সপ্তম দিবসে যশোধারার শিক্ষায় রাহুল কর্ত্তৃক পৈতৃক ধনপ্রার্থনা—বুদ্ধের আদেশে শারীপুত্রকর্ত্তৃক রাহুলকে শ্রামণের-প্রব্রজ্যা দান—শুদ্ধোদনের আক্ষেপ—আর কখনও মাতা-পিতার অনুমোদন ব্যতিরেকে সন্তানকে প্রব্রজ্যা দিবেন না বলিয়া বুদ্ধের অঙ্গীকার।

কপিলবস্তু হইতে রাজগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন—পথে মল্লদেশস্থ অনুপিয় নামক স্থানে অনিরুদ্ধ, ভদ্রিক, আনন্দ, ভৃগু, কিম্বিল, দেবদত্ত প্রভৃতি শাক্যরাজপুত্র এবং উপালি নামক নাপিতকে প্রব্রজ্যা দান—রাজগৃহ নগরস্থ শীতবন নামক উদ্যানে বাস—এখানে শ্রাবস্তীবাসী সুদত্ত (অনাথপিণ্ডদ) নামক শ্রেষ্ঠীর সহিত পরিচয়—অনাথপিণ্ডদের স্রোতাপত্তিমার্গ-প্রাপ্তি—বুদ্ধকে শ্রাবস্তীতে লইয়া যাইবার প্রস্তাব—জেতবনে মহাবিহার নির্ম্মাণ—বুদ্ধের শ্রাবস্তীতে গমন—অনাথপিণ্ডদকর্ত্তৃক বুদ্ধপ্রমুখ সঙ্ঘকে সেই বিহারদান (ইহার কয়েক বৎসর পর বিশাখা শ্রাবস্তীর নিকট পূর্ব্বারাম নামক আর একটী বিহার নির্ম্মাণ করিয়া তাহাও বৌদ্ধদিগকে দান করেন; তৎসম্বন্ধে বিশাখার বৃত্তান্ত দ্রষ্টব্য)।

তৃতীয় কিংবা চতুর্থ বর্ষায় রাজগৃহের নিকটস্থ বেণুবনে "কলন্দক নিবাপে" বাস—জীবকের সহিত পরিচয়—জীবকের চিকিৎসাগুণে বুদ্ধের কোষ্ঠকাঠিন্য রোগের উপশম।

বৈশালীতে মহামারী—উহার উপশম করিতে তীর্থিকদিগের অক্ষমতা—লিচ্ছবিগণ কর্ত্তৃক বুদ্ধের শরণ গ্রহণ—বুদ্ধের বৈশালীতে গমন—মড়ক শান্তি—লিচ্ছবিগণের বৌদ্ধশাসন গ্রহণ।

রাজগৃহে প্রত্যাগমন—উপর্য্যুপরি তিন বৎসর বেণুবনে বাস—পঞ্চম বর্ষায় বৈশালীর নিকটস্থ মহাবনে কূটাগার শালায় বাস (মহাবন একটী প্রকাণ্ড শালবন; গোশৃঙ্গিনামক এক ব্যক্তি উহা বুদ্ধকে দান করেন)।

রোহিণী নদীর জল লইয়া শাক্য ও কোলীয়দিগের মধ্যে মনোমালিন্য—যুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা—ইহা জানিতে পারিয়া বুদ্ধের আকাশপথে বিবাদের স্থানে গমন—সদুপদেশে বিবদমান পক্ষদ্বয়ের মধ্যে শান্তি স্থাপন [বৃক্ষধর্ম্ম জাতক (৭৪), স্পন্দনজাতক (৪৭৫) এবং কুণাল-জাতক (৫৩৬) দ্রষ্টব্য।]

---

* এই সময়ে শুদ্ধোদন যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা হইতে বুঝা যায় যে সিদ্ধার্থ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলে অনেকে যশোধারার পাণিগ্রহণার্থী হইয়াছিলেন; কিন্তু যশোধারা এমনই পতিব্রতা ছিলেন যে তিনি কাহারও প্রস্তাবে কর্ণপাত করেন নাই। অতএব দেখা যাইতেছে যে তৎকালে পরাশরসংহিতার "নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাম্ পতিরন্যো বিধীয়তে" এই ব্যবস্থানুসারে কাজ হইত। প্রাচীন গ্রীসেও পতি দীর্ঘকাল নিরুদ্দেশ থাকিলে পত্নীর পক্ষে পত্যন্তর গ্রহণ দোষাবহ ছিল না। পেনেলোপির উপাখ্যানই ইহার প্রমাণ।

ইহার অল্পদিন পরে শুদ্ধোদনের কঠিন পীড়ার সংবাদ পাইয়া সানুচর বুদ্ধের আকাশপথে কপিলবস্তুতে গমন—মুমূর্ষু পিতার নিকট অনিত্যত্ব ব্যাখ্যা—তচ্ছ্রবণে শুদ্ধোদনের অর্হত্ত্ব লাভ এবং বুদ্ধকে প্রণিপাত-পূর্ব্বক নির্ব্বাণ প্রাপ্তি।

মহাগৌতমীর সংসারত্যাগের বাসনা—বুদ্ধের অনুমতিলাভার্থ তাঁহার ন্যগ্রোধারামে গমন—নারী-জাতিকে সঙ্ঘে স্থান দিতে বুদ্ধের অনিচ্ছা—বৈশালীতে প্রত্যাবর্ত্তন।

মহাগৌতমী ও তাঁহার সহচরীগণের প্রব্রজ্যাগ্রহণার্থ দৃঢ় সংকল্প (তাঁহারা কেশ ছেদন করিয়া হীনবেশে পদব্রজে বৈশালীতে উপস্থিত হইলেন এবং আনন্দের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে সঙ্ঘে প্রবিষ্ট হইবার অনুমতি পাইলেন।)—বুদ্ধের শ্রাবস্তীতে গমন এবং তথায় ষষ্ঠবর্ষা যাপন—প্রবারণান্তে রাজগৃহে গমন ও বেণুবনে অবস্থিতি—বিম্বিসারের অন্যতমা রাজ্ঞী ক্ষেমার বৌদ্ধশাসনে প্রবেশ (ক্ষেমা উত্তরকালে অর্হত্ত্ব লাভ করিয়া অগ্রশ্রাবিকা হইয়াছিলেন।)

তীর্থিকদিগের প্রতিযোগিতা—শ্রাবস্তী নগরে কোশলরাজ প্রসেনজিতের সমক্ষে পরীক্ষা—তীর্থিক-দিগের পরাভব—তীর্থিক পূরণকাশ্যপের জলনিমজ্জন দ্বারা আত্মহত্যা ও অবীচিতে গমন।

বুদ্ধের ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গে গমন এবং সেখানে মহামায়ার নিকট অভিধর্ম্ম ব্যাখ্যা—স্বর্গে তিন মাস কাল অবস্থিতি—সাঙ্কাশ্য নগরের নিকট শক্রদত্ত সোপানের সাহায্যে অবরোহণ—জেতবনে প্রত্যাবর্ত্তন—তীর্থিকগণ কর্ত্তৃক চিঞ্চা মাণবিকার সাহায্যে বুদ্ধের চরিত্রে কলঙ্কারোপ চেষ্টা—চিঞ্চার অবীচিতে গমন [মহাপদ্ম-জাতক (৪৭২) দ্রষ্টব্য]।

অষ্টমবর্ষায় ভর্গদেশস্থ ভেসকলাবনে শিশুমার নামক স্থানে অবস্থিতি। অত্রত্য রাজা বোধির 'কোকনদ' নামক প্রাসাদে গিয়া ভোজন—শ্রাবস্তীতে গমন।

কৌশাম্বীর নিকটবর্ত্তী ঘোষিতারামে নবমবর্ষা বাস—শিষ্যদিগের মধ্যে বিনয়সম্বন্ধে মতভেদ—মীমাংসার জন্য বৃথা চেষ্টা—বিরক্ত হইয়া বালকলোণকার নামক গ্রামে গমন—স্থবির ভৃগুর সহিত প্রাচীন বংশদায়ে গমন—অনিরুদ্ধ, নন্দীয় ও কিম্বিলের সহিত মিলন—পারিলেয্যক নামে স্থানে গমন এবং তথায় রক্ষিতারামে ভদ্রশালবৃক্ষমূলে অবস্থিতি।

শ্রাবস্তীতে প্রত্যাবর্ত্তন—কৌশাম্বীর বিবদমান ভিক্ষুদিগের অনুতাপ, শ্রাবস্তীতে গমন ও শাস্তার নিকট ক্ষমালাভ।

রাজগৃহের নিকট দশমবর্ষা বাস—দক্ষিণগিরিতে একনালা গ্রামে ভরদ্বাজ নামক কৃষিজীবী ব্রাহ্মণের সহিত পরিচয় (ভরদ্বাজ বলিলেন, "আমি ভূমিকর্ষণ করি, বীজ বপন করি এবং তলব্ধ শস্যে জীবন ধারণ করি; তুমিও সেইরূপ কর না কেন?" ইহার উত্তরে বুদ্ধ বলিলেন, "আমিও ভূমিকর্ষণ করি, বীজ বপন করি এবং তদ্দারা খাদ্য সংগ্রহ করিয়া থাকি। আমি শ্রদ্ধারূপ বীজ বপন করি, ধ্যান আমার বৃষ্টি, বিনয় আমার লাঙ্গলেষা, মন আমার যুগ, ধারণা আমার ফলক; সত্যপরায়ণতা আমার ক্ষেত্র; বীর্য্য আমার বলীবর্দ্দ, নির্ব্বাণ আমার শস্য।" ইহা শুনিয়া ভরদ্বাজ বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন)।

বৈরঞ্জী নগরের নিকট দ্বাদশ বর্ষা বাস—অনন্তর তক্ষশিলা পর্য্যন্ত পর্য্যটন—সেখান হইতে ফিরিবার কালে সাঙ্কাশ্য, কান্যকুব্জ, প্রয়াগ প্রভৃতি স্থান দর্শন—প্রথমে বারাণসী, পরে বৈশালীতে পুনরাগমন এবং কূটাগার শালায় অবস্থিতি।

শ্রাবস্তী ও চালিকা নামক স্থানে ত্রয়োদশ বর্ষাবাস—চতুর্দ্দশ বর্ষায় জেতবনে অবস্থিতি এবং রাহুলকে উপসম্পদাদান—কপিলবস্তুতে পুনর্ব্বার গমন— সুপ্রবুদ্ধের দুর্ব্ব্যবহার ও দণ্ড (সুপ্রবুদ্ধ বৃত্তান্ত দ্রষ্টব্য)।

জেতবনে প্রত্যাগমন—আলবীতে গমন ও তত্রত্য যক্ষকে দমন—রাজগৃহে গমন এবং বেণুবনে সপ্তদশ বর্ষা বাস—চালিয়ার নিকটস্থ পর্ব্বতে অষ্টাদশ বর্ষাবাস—বেণুবনে উনবিংশবর্ষা বাস—জেতবনে বিংশবর্ষা বাস (এই সময়ে আনন্দ বুদ্ধের 'উপস্থায়ক' নিযুক্ত হইলেন)—অঙ্গুলিমালকে দীক্ষাদান—তীর্থিকগণকর্ত্তৃক বুদ্ধচরিত্রে পুনর্ব্বার কলঙ্কারোপ চেষ্টা (তাঁহারা সুন্দরী নাম্নী বারাঙ্গনাকে নিহত করিয়া তাহার শব জেতবনস্থ বিহারের নিকট এক আবর্জ্জনাস্তূপের উপর ফেলিয়া দেন এবং প্রকাশ করেন, গৌতমই নিজের দুষ্কীর্ত্তি গোপন করিবার জন্য এই কার্য্য করিয়াছেন)—তীর্থিকদিগের চাতুরীপ্রকাশ ও অপমান [মণিশূকর জাতক (২৮৫) দ্রষ্টব্য]।

অঙ্গদেশস্থ এক শ্রেষ্ঠীর সহিত অনাথপিণ্ডদের কন্যার বিবাহ (ঐ কন্যার পতিকুলস্থ সকলে আজীবক-দিগের শিষ্য ছিলেন) নববধূর চেষ্টায় তাঁহার পতিকুলস্থ সকলের বৌদ্ধমতে শ্রদ্ধাস্থাপন—শাস্তার পঞ্চশত শিষ্যসহ আকাশপথে গমন এবং সেই সকল ব্যক্তিকে দীক্ষাদান—অনিরুদ্ধকে অঙ্গদেশে রাখিয়া শ্রাবস্তীতে পুনরাগমন)।

[অতঃপর ২৩ বৎসরের ঘটনার কোন উল্লেখ দেখা যায় না।]

বুদ্ধের বয়স ৭২ বৎসর—দেবদত্তের বিদ্রোহ—দেবদত্তের প্ররোচনায় অজাতশত্রু কর্তৃক পিতৃহত্যা—বুদ্ধের প্রাণসংহার চেষ্টা—দেবদত্তের চক্রান্তে কোকালিক প্রভৃতির সঙ্ঘত্যাগ—শারীপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়নের চেষ্টায় কোকালিক ব্যতীত অপর সকলের পুনর্ব্বার বৌদ্ধশাসনে প্রবেশ—দেবদত্তের দণ্ড—অজাতশত্রুর অনুতাপ ও বুদ্ধের শরণগ্রহণ—বিরূঢক কর্তৃক প্রসেনজিতের সিংহাসনচ্যুতি এবং কপিলবস্তু-ধ্বংস।

বুদ্ধের বয়স ৭৯ বৎসর—রাজগৃহের নিকটস্থ গৃধ্রকূটে অবস্থিতি—রাজগৃহ ও নালন্দার মধ্যবর্ত্তী আম্রলট্‌ঠিকায় গমন—নালন্দায় গমন—তত্রত্য পাবারিক আম্রবণে অবস্থিতি—পাটলিগ্রামে গমন—এই স্থানের ভাবী উন্নতি ও ধ্বংসের কথা—শিষ্যগণসহ আকাশমার্গে গঙ্গার অপরপারে গমন—কোটিগ্রামে গমন—নাড়িকায় গমন—বৈশালীতে গমন—আম্রপালী নাম্নী বারাঙ্গনার আম্রকাননে অবস্থিতি—আম্রপালীর গৃহে আহারের নিমন্ত্রণ গ্রহণ—আম্রপালীকর্তৃক বুদ্ধপ্রমুখ সঙ্ঘকে ঐ উদ্যানদান—বৈশালীর নিকটবর্ত্তী বেলুব নামক স্থানে শেষ বর্ষা বাস—এখানে কঠিন পীড়া—বয়স ৮০ বৎসর—তিন মাস পরে পরিনির্ব্বাণলাভ করিবেন, চাপালতীর্থে মারের নিকট এই অভিপ্রায়প্রকাশ—মহাবনস্থ কূটাগারশালায় গমন—শারীপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়নের নির্ব্বাণপ্রাপ্তি—পাবা নামক স্থানে চুন্দ নামক কর্ম্মকারের আম্রবণে অবস্থিতি—চুন্দের গৃহে ভোজন—অতিসার—কুশিনগর যাইবার সময় সাতিশয় দুর্ব্বলতা—আরাড় কালামের শিষ্য পুক্কুসকে দীক্ষা দান—ককুত্থা নদীতে অবগাহন—হিরণ্যবতীর অপর পারে কুশিনগরের উপবর্ত্তনস্থ শালবৃক্ষদ্বয়ের মধ্যে অন্তিমশয্যায় উত্তর শীর্ষে শয়ন—আনন্দকে বিবিধ উপদেশদান—চতুস্তীর্থের (কপিলবস্তু, বুদ্ধগয়া, বারাণসী ও কুশিনগরের) মাহাত্ম্যবর্ণন—সুভদ্র নামক তীর্থিককে দীক্ষাদান—সুভদ্রের নির্ব্বাণলাভ—অন্তিম উপদেশ: "বয়ধম্মা, ভিক্‌খবে, সঙ্খারা, অপ্পমাদেন সম্পাদেথ"—ধ্যানবলে পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্তি—ভূকম্প ও অশনিপাত—মল্লদিগের প্রযত্নে সৎকারের আয়োজন (কিন্তু সপ্তাহকাল কিছুতেই চিতা প্রজ্বলিত হইল না; অনন্তর মহাকাশ্যপ সেখানে উপস্থিত হইলে চিতা আপনা হইতেই জ্বলিয়া উঠিল)—ভক্তদিগের মধ্যে শারীরিক ধাতুবিভাগ—ভক্তগণকর্তৃক নানা স্থানে এই সকল ধাতুর উপর স্তূপনির্ম্মাণ।

গৌতম বুদ্ধের ভিন্ন ভিন্ন নাম যথা:—শাক্যসিংহ, শাক্যমুনি, শাক্য, শৌদ্ধোদনি, আদিত্যবন্ধু (মার কৃষ্ণবন্ধু নামে অভিহিত), সুগত, জিন, সর্ব্বার্থসিদ্ধ, আঙ্গিরস, গৌতম; শুদ্ধ 'গৌতম' নাম কতকটা অবজ্ঞাসূচক। ব্রাহ্মণেরা বুদ্ধকে শ্রমণ গৌতম এই নামে সম্বোধন করিতেন।

বেণুবন—রাজগৃহের নিকটবর্ত্তী একটী উদ্যান। বুদ্ধ প্রথমে যষ্টিবনে থাকিতেন। ঐ স্থান রাজগৃহ হইতে প্রায় ১২ মাইল দূরে। বিম্বিসার যখন বৌদ্ধশাসনে প্রবেশ করিলেন, তখন তিনি বলিলেন, "আমি বুদ্ধকে অধিক ক্ষণ না দেখিয়া থাকিতে পারিব না। তিনি যষ্টিবনে (লট্‌ঠিবনে) থাকিলে সর্ব্বদা দেখা শুনার অসুবিধা; অতএব তিনি রাজধানীর নিকটে বেণুবন নামে আমার যে উদ্যান আছে সেখানেই অবস্থিতি করুন। ইহা আমি বুদ্ধপ্রমুখ সঙ্ঘকে দান করিলাম।" বুদ্ধ দান গ্রহণ করিলেন এবং এই সময় হইতে বেণুবনই মগধরাজ্যে তাঁহার প্রধান বাসস্থান হইল। বেণুবনের প্রাচীন নাম "কলণ্ডক নিবাপ।"

বৈশালী—(পালি 'বেসালী')—গঙ্গার উত্তরতীরস্থ নগর ও জনপদ। বৈশালী নগর বোধ হয় হিরণ্যবাহসঙ্গমের ঠিক অপর পারে অবস্থিত ছিল। কানিংহাম সাহেবের মতে হাজিপুরের দশক্রোশ উত্তরে বেশার নামে যে স্থান আছে তাহাই প্রাচীন বৈশালী। বৈশালী রাজ্য বলিলে মোটামুটি বর্ত্তমান মজিঃফরপুর, ত্রিহুত, দ্বারভাঙ্গা ও পূর্ণিয়া জেলাকে বুঝাইত। ইহার দক্ষিণে গঙ্গা, পশ্চিমে গণ্ডক এবং পূর্ব্বে মহানন্দা। প্রাচীন কালে আর্য্যাবর্ত্তে বিশালা নামে যে আর একটী নগরের উল্লেখ দেখা যায় তাহা মালব দেশের অন্তঃপাতী এবং অবন্তীর (উজ্জয়িনীর) নামান্তর।

বৈশালীর উৎপত্তিসম্বন্ধে পালি সাহিত্যে এই আখ্যায়িকা দেখা যায়:—প্রাচীনকালে কাশীর কোন রাজ্ঞী একটা মাংসপিণ্ড প্রসব করেন এবং উহা পাত্রের মধ্যে রাখিয়া নদীর জলে ভাসাইয়া দেন। এক মুনি এই ভাণ্ড পাইয়া নিজের আশ্রমে লইয়া যান। সেখানে উহা দ্বিধা বিভক্ত হইয়া একটী পরমসুন্দর কুমার ও একটী পরমসুন্দরী কুমারীতে পরিণত হয়। ইহারা মাতৃস্তনের পরিবর্ত্তে মুনির অঙ্গুলি চুষিয়াছিল এবং তাহা হইতেই দুগ্ধ পাইয়াছিল। কুমার ও কুমারীর আকৃতি অবিকল একরূপ ছিল বলিয়া তাহারা 'লিচ্ছবি' নাম পাইয়াছিল। ইহাদের পিতামাতা কে তাহা অপরিজ্ঞাত থাকায় আশ্রম-সন্নিহিত জনপদবাসীরা ইহাদিগকে বর্জ্জন করিয়াছিল। এইজন্য ইহাদের নামান্তর 'বৃজি।' ইহারা বয়ঃপ্রাপ্তির পর স্বামি-স্ত্রী-ভাবে বাস করিত। ক্রমে ইহাদের ১৬টী পুত্র এবং ১৬টী কন্যাজন্মে। কালসহকারে এই সকল পুত্রকন্যার আবার বহু সন্তান সন্ততি হয় এবং তাহারা যে নগরে বাস করিত তাহা বিশাল আয়তন ধারণ করে। এই জন্য ইহার নাম 'বৈশালী' হয়।

গৌতম বুদ্ধের সময় বৈশালী অতি সমৃদ্ধিশালী ছিল [একপর্ণ জাতক (১৪৯) দ্রষ্টব্য]। লিচ্ছবিগণ

সম্প্রীতভাবে শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন এবং সকলেই 'রাজা' নামে অভিহিত হইতেন। ফলতঃ বৈশালীর শাসনপ্রণালী কুলতন্ত্র ছিল ;-রাজকীয় ক্ষমতা ব্যক্তিবিশেষের হস্তে থাকিত না।

বুদ্ধের পরেও দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত লিচ্ছবিগণের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ ছিল। কোন কোন গ্রন্থে দেখা যায় অজাতশত্রু বৈশালী জয় করিয়াছিলেন; কিন্তু ইহা বোধ হয় সত্য নহে (অজাতশত্রুর বৃত্তান্ত দ্রষ্টব্য)। ইহার বহুকাল পরেও গুপ্তবংশীয় সমুদ্রগুপ্ত আপনাকে লিচ্ছবিরাজকুমারীর গর্ভজাত বলিয়া গর্ব্ব করিতেন। প্রবাদ আছে যে তিব্বতের প্রথম রাজাও লিচ্ছবিকুলজাত ছিলেন (২৫০ খ্রীঃ পূঃ)।

বুদ্ধের সময় একবার বৈশালীতে মহামারী উপস্থিত হয় এবং লিচ্ছবিরা অনন্যোপায় হইয়া বুদ্ধের শরণ লন। বুদ্ধ তাহাদের রাজ্যে পদার্পণ করিলেই মহামারী প্রশমিত হয়। এইজন্য লিচ্ছবিরা বৌদ্ধশাসনের পক্ষপাতী হন।

বৃজিগণ অষ্টকুলে বিভক্ত ছিল। ত্রিকাণ্ডশেষে লিচ্ছবি, বৈদেহ ও তীরভুক্তি এই শব্দত্রয় একার্থবাচকরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। সম্ভবতঃ ইহারা উক্ত অষ্টকুলের তিনটী।

ভদ্রিক—(১) একজন উপাসক; পঞ্চবর্গীয়দিগের অন্যতম; ইনি মৃগদাবে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হন। (২) শাক্যরাজপুত্র; আনন্দ প্রভৃতির সহিত এক দিনে অনুপিয় নামক স্থানে বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। (৩) অঙ্গ দেশস্থ একটী নগর; ইহার নামান্তর ভদ্রঙ্কর (বিশাখার পিতা ধনঞ্জয়ের আদি বাসস্থান)।

ভৃগু—(পালি 'ভগু'); শাক্যবংশীয় রাজকুমার। ইনিও অনিরুদ্ধ প্রভৃতির সহিত একসঙ্গে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন।

মস্করিগোশালি-পুত্র—(পালি 'মক্খলি গোশাল') ইনি একজন তীর্থিক। বৌদ্ধেরা বলেন ইঁহারও জন্ম দাসীগর্ভে, গোশালায় প্রসূত হইয়াছিলেন বলিয়া ইনি 'গোশালি-পুত্র নামে অভিহিত হইয়াছেন। একদা ইনি নিজের প্রভুর জন্য এক ভাণ্ড ঘৃত মস্তকে লইয়া যাইবার সময় পিচ্ছিল পথে স্খলিতপদ হইয়া পড়িয়া যান এবং ঐ ঘৃত নষ্ট হয়। ইহাতে ইনি ভয়ে পলাইয়া যান এবং সন্ন্যাসী সাজিয়া লোককে প্রতারিত করিতে আরম্ভ করেন।

মহানাম—অমৃতোদনের পুত্র এবং অনিরুদ্ধের সহোদর। শুদ্ধোদন নির্ব্বাণ লাভ করিলে ইনিই কপিলবস্তুর অধিপতি হইয়াছিলেন। ইঁহার উপপত্নী-গর্ভজাত কন্যা বাসবক্ষত্রিয়ার বৃত্তান্ত প্রসেনজিৎ প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে।

মহামায়া—(মায়াদেবী) বুদ্ধের জননী। মহামায়া ও মহাপ্রজাপতী গৌতমী উভয়েই শুদ্ধোদনের পিতৃষ্বস্রুহতা ও ভার্য্যা। ইঁহার পিতা অঞ্জশাক্য রোহিণী নদীর অপর পারবর্ত্তী দেবদহ (দেবহ্রদ, ব্যাঘ্রপুর, বা কোলি) নামক স্থানে রাজত্ব করিতেন।

মহামায়া ও মহাপ্রজাপতী ইন্দ্রাণীর ন্যায় রূপবতী ছিলেন। তাঁহারা কখনও মাদক দ্রব্য স্পর্শ করিতেন না, মিথ্যা বলিতেন না এবং পিপীলিকাটীর পর্য্যন্ত প্রাণনাশ করিতেন না।

সিদ্ধার্থ ভূমিষ্ঠ হইবার সপ্তাহ পরেই মহামায়া জীবলীলা সংবরণপূর্ব্বক তুষিতস্বর্গে পুংদেবতা হইয়াছিলেন এবং বুদ্ধ জীবদ্দশায় সেখানে গিয়া তাঁহার নিকট অভিধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।

মহাপ্রজাপতী—মহামায়ার সপত্নী এবং সহোদরা। মহামায়ার মৃত্যুর পর ইনিই সিদ্ধার্থকে পালন করিয়াছিলেন। নন্দ ইঁহার গর্ভজাত সন্তান। শুদ্ধোদনের মৃত্যুর পর ইনি বুদ্ধকে বলিলেন, "নন্দ ও রাহুল প্রব্রাজক হইয়াছে; আমি এখন বিধবা হইলাম। অতএব আমাকেও প্রব্রজ্যা প্রদান কর।" কিন্তু বুদ্ধ নারীজাতিকে সঙ্ঘে স্থান দিতে সম্মত হইলেন না; তিনি কপিলবস্তু ত্যাগ করিয়া বৈশালীনগরের নিকটস্থ কূটাগারশালায় অবস্থিত করিতে লাগিলেন। মহাপ্রজাপতী ইহাতে নিরস্ত হইলেন না, তিনি শাক্যবংশীয় আরও অনেক মহিলাকে সঙ্গে লইয়া ভিক্ষা করিতে করিতে পদব্রজে বৈশালীর দিকে যাত্রা করিলেন। যে সকল অসূর্য্যম্পশ্যা রমণী কখনও গৃহের বাহির হন নাই, ধর্ম্মের জন্য তাঁহারা এই কষ্ট স্বীকার করিলেন। দীর্ঘ পথ—৫১ যোজন—চলিতে চলিতে তাহাদের পদে স্ফোটক জন্মিল, কিন্তু তাঁহারা সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন না। ইহা দেখিয়া আনন্দের হৃদয় গলিয়া গেল। অনেক তর্কবিতর্কের পর ভিক্ষুণীসঙ্ঘ গঠনের জন্য তিনি বুদ্ধের অনুমতি লাভ করিলেন। ভিক্ষুণীদিগের জন্য বুদ্ধ কয়েকটী কঠোর নিয়ম করিলেন; মহাপ্রজাপতী প্রভৃতি বিরক্তি না করিয়া তৎসমস্ত প্রতিপালন করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। মহাপ্রজাপতী ধ্যানবলে অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং ১২০ বৎসর বয়সে বুদ্ধের সমক্ষেই নির্ব্বাণলাভ করিয়াছিলেন।

মহাবন—ইহা গোশৃঙ্গিনামক জনৈক উপাসককর্তৃক প্রদত্ত বৈশালীর অবিদূরস্থ একটী শালবন। বুদ্ধ কখনও কখনও অত্রত্য 'কূটাগারশালায়' বাস করিতেন।

মার—(৮৮ পৃষ্ঠের টীকা দ্রষ্টব্য)। সংস্কৃত ভাষায় 'মার' মদনের নামান্তর ; বৌদ্ধ 'মারের' সহিত হিন্দু 'মারের' (স্মরের) কতকটা সাধর্ম্ম্যও আছে। বৌদ্ধ মারের বাহন 'গিরিমেখল' নামক হস্তী।

মৃগার—(পালি 'মিগার') শ্রাবস্তীর একজন শ্রেষ্ঠী এবং বিশাখার শ্বশুর। সবিস্তর বিবরণ বিশাখার বৃত্তান্তে দ্রষ্টব্য। (ইনি কোন কোন গ্রন্থে 'মৃগধর' নামেও বর্ণিত হইয়াছেন।)

মৌদ্গল্যায়ন—(মহামৌদ্গল্যায়ন, পালি 'মোগ্গল্লান')। ইনি এবং শারীপুত্র বুদ্ধের অগ্রশ্রাবক বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। ইঁহার নামান্তর কোলিত। ইনি এবং শারীপুত্র উভয়েই প্রথমে রাজগৃহ নগরে সঞ্জয়ী বৈরট্টীপুত্রের শিষ্য ছিলেন। কিরূপে ইঁহারা শেষে বৌদ্ধশাসনে প্রবেশ করেন তাহা শারীপুত্রের প্রসঙ্গে বলা হইবে।

মৌদ্গল্যায়ন ঋদ্ধিবলে আকাশমার্গে গমন এবং অন্যান্য অলৌকিক ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ইচ্ছামত দেবলোকে ও নরকে যাইতে পারিতেন; কি কারণে দেবতারা সুখ এবং নরকবাসীরা দুঃখ ভোগ করেন তাহা জানিতেন এবং লোকে তাঁহার কথা বিশ্বাস করিয়া বৌদ্ধশাসন গ্রহণ করিত। এই নিমিত্ত তীর্থিকেরা অনেক সময়ে বৌদ্ধদিগের নিকট অপদস্থ হইতেন।

শেষে তীর্থিকেরা মৌদ্গল্যায়নের প্রাণবধের সঙ্কল্প করিলেন, কারণ তাঁহারা ভাবিলেন মৌদ্গল্যায়ন নিহত হইলে বুদ্ধের প্রভাব কমিয়া যাইবে। তাঁহারা কতিপয় উপাংশুঘাতক নিযুক্ত করিয়া বলিলেন, "অমুক গুহায় মৌদ্গল্যায়ন থাকিবেন। তোমরা তাঁহার প্রাণবধ করিলে প্রচুর পুরস্কার পাইবে।" ঘাতকেরা গিয়া ঐ গুহা বেষ্টন করিল; কিন্তু মৌদ্গল্যায়ন সে দিন কুঞ্চিকার রন্ধ্রপথে পলায়ন করিলেন। পরদিনও এইরূপ হইল এবং মৌদ্গল্যায়ন আকাশমার্গে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু শেষে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পাপফল ভোগ করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। অতীত এক জন্মে তিনি অন্ধ মাতাপিতাকে বনমধ্যে সিংহশার্দ্দূলাদির মুখে ফেলিয়া আসিয়াছিলেন; এখন তাহার ফল ভোগ করিতে হইবে; স্বয়ং বুদ্ধও তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারিবেন না। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি আর পলায়নের চেষ্টা করিলেন না; ঘাতকেরা গুহায় প্রবেশ করিয়া তাঁহার অস্থিগুলি চূর্ণ বিচূর্ণ করিল এবং তিনি মরিয়াছেন স্থির করিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু মৌদ্গল্যায়ন তখনও মরেন নাই। লোকে যেরূপ কর্দ্দমনির্ম্মিত ভগ্ন পাত্রের অংশগুলি জোড়ে, তিনিও ঋদ্ধিবলে সেইরূপ নিজের ভগ্নাস্থিগুলি যুড়িলেন এবং আকাশপথে বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "প্রভো, আমার নির্ব্বাণপ্রাপ্তির সময় উপস্থিত হইয়াছে।" বুদ্ধ বলিলেন, "বেশ, তুমি নির্ব্বাণ লাভ কর; তবে আমাকে একবার ভণন শুনাইয়া যাও, কারণ অতঃপর আর কাহারও মুখে এরূপ মধুর কথা শুনিতে পারিব না।" শারীপুত্রের পরিনির্ব্বাণ লাভের এক পক্ষ পরে কার্ত্তিকী অমাবস্যায় মৌদ্গল্যায়নের পরিনির্ব্বাণ ঘটে। [মহাসুদর্শন জাতক (৯৫) দ্রষ্টব্য।]

যশোধারা—কোলিয়রাজ সুপ্রবুদ্ধের কন্যা, দেবদত্তের অনুজা এবং গৌতমবুদ্ধের সহধর্ম্মিণী। সিদ্ধার্থ ও যশোধারা একই দিনে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। সিদ্ধার্থ প্রব্রাজক হইবেন এই ভবিষ্যদ্বাণী ছিল; এ জন্য যখন যশোধারার সহিত তাঁহার বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপিত হয় তখন সুপ্রবুদ্ধ সম্মত হন নাই। কিন্তু যশোধারা বলিয়াছিলেন, "সিদ্ধার্থ প্রব্রাজক হউন বা না হউন, আমি তাঁহাকে ভিন্ন অন্য কাহাকেও পতিত্বে বরণ করিব না।" কোলিয়রাজ শুদ্ধোদনের সামন্তশ্রেণীভুক্ত ছিলেন, কাজেই শুদ্ধোদন যখন নিজে কোলিতে গিয়া যশোধারাকে লইয়া আসিলেন তখন তিনি বাধা দিতে পারিলেন না। অতঃপর যখন যশোধারার অনুচরী হইবার জন্য পঞ্চশত রাজকন্যার প্রয়োজন হইল, তখন শাক্যরাজেরা বলিলেন, "সিদ্ধার্থ বালক ও দুর্ব্বল; এ পর্য্যন্ত তাঁহার কোন বিদ্যালাভ ঘটে নাই; তিনি কিরূপে নিজের পরিবার রক্ষা করিবেন?" এই কথা শুনিয়া সিদ্ধার্থ নিজের বিদ্যার পরিচয় দিবার সঙ্কল্প করিলেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে দেবদত্ত প্রভৃতি শত শত শাক্যরাজপুত্র তাঁহার সহিত প্রতিযোগিতা করিতে অগ্রসর হইলেন; কিন্তু তাঁহার অসাধারণ বলবীর্য্য, অস্ত্রপ্রয়োগনৈপুণ্য এবং সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শিতার নিকট সকলকেই মস্তক অবনত করিতে হইল।

সিদ্ধার্থ সংসার ত্যাগ করিলে যশোধারা পতিব্রতা রমণীর ন্যায় প্রোষিতভর্তৃকা-ধর্ম্ম পালন করিয়াছিলেন। তিনি যখন শুনিলেন সিদ্ধার্থ মস্তক মুণ্ডন করিয়াছেন তখন নিজেও মুণ্ডিতমস্তক হইলেন; যখন শুনিলেন সিদ্ধার্থ চীর বসন পরিধান করিয়াছেন, তখন নিজেও উৎকৃষ্ট বসন পরিত্যাগ করিয়া চীরধারিণী হইলেন, যখন শুনিলেন সিদ্ধার্থ আর মাল্যগন্ধাদি ব্যবহার করেন না, তখন নিজেও ঐ সকল বিলাসের দ্রব্য ত্যাগ করিলেন। সিদ্ধার্থের ন্যায় তিনিও একাহারী হইলেন। তিনি ভূমিশয্যায় শয়ন করিতেন এবং মৃৎপাত্র ভিন্ন অন্য কোন ভোজনপাত্র ব্যবহার করিতেন না। এই সময়ে অনেক রাজকুমার তাঁহার পাণিগ্রহণার্থী হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি সিদ্ধার্থ ভিন্ন অন্য পুরুষের কথা হৃদয়ে স্থান দেন নাই।

বৌদ্ধেরা বলেন বিশ্বন্তর প্রভৃতি অতীত জন্মেও তিনি বোধিসত্ত্বের সহধর্ম্মিণী ছিলেন বলিয়া এ জন্মে পতির প্রতি এত আসক্ত হইয়াছিলেন।

কালক্রমে শুদ্ধোদন তনুত্যাগ করিলেন, নন্দ, রাহুল, দেবদত্ত ও মহাপ্রজাপতী সংসার ত্যাগ করিলেন। এ অবস্থায় পতিকুলের ও পিতৃকুলের প্রায় সমস্ত সম্পত্তিই যশোধারার হইল; কিন্তু মহাপ্রজাপতী যে পথে গিয়াছেন তিনিও সেই পথে যাইবার জন্য ব্যগ্র হইলেন এবং এক সহস্র শাক্যরাজকন্যা-পরিবৃত হইয়া কপিলবস্তু ত্যাগ করিলেন। কোলি ও কপিলবস্তুর লোকে তাঁহাকে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। তাহারা তাঁহার বাহনের জন্য রথ ইত্যাদি দিতে চাহিল; তিনি তাহাও লইলেন না; ৪৫ যোজন পদব্রজে চলিয়া বৈশালীতে উপস্থিত হইয়া মহাপ্রজাপতীর সঙ্গে দেখা করিলেন এবং তাঁহার নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক শ্রাবস্তীতে গিয়া বুদ্ধকে প্রণাম করিলেন। বুদ্ধ তাঁহাকে উপসম্পদা দিলেন।

ইহার পর যশোধারা অর্হত্ত্ব লাভ করিলেন এবং শ্রাবস্তীতেই অবস্থিতি করিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু এখানে ভারতবর্ষের নানা স্থান হইতে লোকে তাঁহাকে এত উপহার পাঠাইতে লাগিল যে তিনি পুনর্ব্বার বৈশালীতে চলিয়া গেলেন। সেখানেও এইরূপ ঘটিল; তখন তিনি রাজগৃহে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

যশোধারা ৭৮ বৎসর বয়সে নির্ব্বাণলাভ করেন।

রাজগৃহ—(বর্ত্তমান রাজগিরি; প্রাচীন নামান্তর গিরিব্রজ বা কুশাগারপুর; বুদ্ধগয়া হইতে বিহারে যাইবার পথে পাটনা জেলায় অবস্থিত)। মগধের প্রাচীন রাজধানী: বিম্বিসার ও অজাতশত্রু এখানেই বাস করিতেন। রাজগৃহের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী পঞ্চশৈলের নাম বিপুলগিরি (বৈপুল্য পর্ব্বত), রত্নগিরি, উদয়গিরি, শোণগিরি ও বৈভারগিরি। বৈভারগিরিতে সুপ্রসিদ্ধ সপ্তপর্ণী গুহা। রাজগৃহের ২॥ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে গৃধ্রকূট, ইহার বর্ত্তমান নাম শৈলগিরি।

রাহুল—গৌতম বুদ্ধের পুত্র।* ইঁহার জন্মের অব্যবহিত পরেই সিদ্ধার্থ সংসার ত্যাগ করেন। রাহুলের যখন সাত বৎসর বয়স্ তখন গৌতম বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া কপিলবস্তুতে প্রতিগমন করিয়াছিলেন। যশোধারা পুত্রকে উৎকৃষ্ট বসন ভূষণে সজ্জিত করিয়া বলিলেন, "বৎস, ঐ যে তেজঃপূর্ণ ভিক্ষু দেখিতে পাইতেছ, উনি তোমার জনক। যাও, উঁহার নিকট গিয়া বল, 'পিতঃ, পুত্রে পিতার নিকট যে ধন পায়, আমায় তাহা দিন।' রাহুল নির্ভয়ে পিতার নিকট গিয়া ধন প্রার্থনা করিলেন। তখন যশোধারার ভয় হইল পাছে তথাগত রাহুলকেও প্রব্রজ্যা দেন, কারণ ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বেই তিনি নন্দকে প্রব্রজ্যা দিয়াছিলেন।

যশোধারা যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলেন তাহাই ঘটিল। বুদ্ধ শারীপুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'রাহুল পৈতৃক ধন চাহিতেছে। যে ধন দুঃখের নিদান তাহা আমি ইহাকে দিতে পারিব না। অতএব ইহাকে প্রব্রজ্যা প্রদান কর।" অনন্তর শারীপুত্র রাহুলকে প্রব্রজ্যা দিলেন। ২০ বৎসর বয়সে রাহুলের উপসম্পদা হয়। কালে তিনি অর্হত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন। যশোধারা এবং বুদ্ধের নির্ব্বাণলাভের পূর্ব্বেই রাহুলের নির্ব্বাণপ্রাপ্তি ঘটে।

রোহিণী—নেপালের পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন নদী। ইহা প্রথমে মহানন্দার সহিত মিশিয়াছে; পরে এই সম্মিলিত প্রবাহ গোরক্ষপুরের নিকট রাপ্তীতে পড়িতেছে। রোহিণীর এক পারে কপিলবস্তু এবং অন্য পারে কোলি (দেবহ্রদ) নগর অবস্থিত ছিল।

শুদ্ধোদন—কপিলবস্তুর রাজা, সিংহহনুর পুত্র। সিদ্ধার্থ অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন এবং পরিণামে বুদ্ধ হইবেন জানিয়া শুদ্ধোদন তাঁহাকে চারিবার প্রণিপাত করিয়াছিলেন:—প্রথমবার যখন শিশু সিদ্ধার্থ অসিত দেবলের মস্তকে পদার্পণ করেন, দ্বিতীয়বার যখন সিদ্ধার্থ সমস্ত দিন জম্বুবৃক্ষমূলে ধ্যানস্থ হইয়া বসিয়াছিলেন এবং তাঁহার কষ্ট হইবে বলিয়া ঐ বৃক্ষের ছায়া নিশ্চল হইয়াছিল; তৃতীয়বার যখন বুদ্ধত্বলাভের পর সিদ্ধার্থ কপিলবস্তুতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন; চতুর্থবার মৃত্যুকালে।

বুদ্ধত্বপ্রাপ্তির পর তথাগত যখন বেণুবনে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন শুদ্ধোদন এই সংবাদ প্রাপ্ত হন। তিনি তথাগতকে কপিলবস্তুতে লইবার জন্য নয় বার দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু দূতগণ তথাগতের উপদেশ শুনিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং কপিলবস্তুর কথা ভুলিয়া যান। অতঃপর

* পুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়াছে শুনিয়া সিদ্ধার্থ নাকি বলিয়াছিলেন "রাহুল জন্মিয়াছে" অর্থাৎ "আমার একটী নূতন বন্ধন হইল।" বৌদ্ধেরা বলেন, এই জন্যই কুমারের নাম 'রাহুল' হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন সে দিন বৈশাখী পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণ হইয়াছিল, সেই জন্যই কুমারের নাম রাহুল হইতে পারে। কোন কোন গ্রন্থে 'রাতুল' এই নামও দেখা যায়। রাতুল সংস্কৃত শব্দ; সম্ভবতঃ 'রাহুল' ইহারই অপভ্রংশ।

তিনি তথাগতের বাল্য সহচর কালোদায়ীকে প্রেরণ করেন। উদায়ীও প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক অর্হত্ব লাভ করিলেন, কিন্তু তিনি নিজের দৌত্যের উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইলেন না। তিনি তথাগতকে কপিলবস্তুতে লইয়া গেলেন; শুদ্ধোদন ৭ বৎসর পরে পুনরায় সিদ্ধার্থকে দেখিতে পাইলেন। কপিলবস্তুতে গিয়া যখন তথাগত প্রথম ভিক্ষাচর্য্যায় বাহির হইয়াছিলেন তখন শুদ্ধোদন তাঁহাকে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তথাগত নিবৃত্ত হন নাই; তিনি বলিয়াছিলেন, "পিতঃ আপনি রাজবংশে জন্মিয়াছেন, কিন্তু আমি বুদ্ধবংশে জন্মিয়াছি; অতীত বুদ্ধগণ সকলেই ভিক্ষা করিতেন।" অতঃপর শুদ্ধোদন তথাগতের উপদেশ এবং ধর্ম্মপালজাতক (৪৪৭) শুনিয়া অনাগামিমার্গ-ফল লাভ করেন।

যখন তথাগত নন্দ ও রাহুলকে প্রব্রজ্যা দেন তখন শুদ্ধোদন দেখিলেন রাজবংশ প্রায় নিঃশেষ হইবার উপক্রম হইল। তিনি নিজের অসন্তোষ বিজ্ঞাপন করিলে তথাগত অঙ্গীকার করিলেন যে অতঃপর মাতাপিতার অনুমোদন বিনা কেহই প্রব্রাজক হইতে পারিবে না।

ইহার কয়েকবৎসর পরে শুদ্ধোদন মৃত্যুশয্যায় শয়ন করেন; তথাগত তখন বৈশালীর নিকটস্থ কূটাগারশালায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি পিতার পীড়ার সংবাদ শুনিবামাত্র তৎক্ষণাৎ আকাশমার্গে গমন করিয়া কপিলবস্তুতে উপনীত হইলেন এবং পিতাকে তত্ত্বকথা শুনাইয়া অর্হত্ত্ব প্রদান করিলেন। তিনি শুদ্ধোদনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময়ও উপস্থিত ছিলেন।

শ্রাবস্তী—(বর্ত্তমান সেট মহেঠ; অযোধ্যা প্রদেশে গোণ্ডা জেলায়, বলরামপুর হইতে দশ মাইল দূরে)। উত্তরকোশলরাজ্যের রাজধানী। প্রবাদ আছে যে যুবনাশ্বের পুত্র শ্রাবস্ত এই নগর স্থাপন করেন। ইহা অচিরবতী নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। অচিরবতীর বর্ত্তমান নাম রাপ্তী বা ইরাবতী।

সঞ্জয়ী বৈরট্টীপুত্র—(পালি 'সঞ্জয় বেলট্ঠিপুত্ত') একজন তীর্থিক। ইনিও দাসীগর্ভজাত বলিয়া বর্ণিত। ইঁহার মস্তকে একটা বড় আব ছিল। ইনি বলিতেন পুনর্জ্জন্মলাভ নীচ কিংবা উচ্চ যোনিতে হইবে না; এখন যে যে জীব, পরজন্মেও সে সেই জীব হইবে। শারীপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়ন প্রথমে ইহার শিষ্য ছিলেন।

সাকেত—(নামান্তর অযোধ্যা বা বিশাখা)। ইহা বর্ত্তমান ফৈজাবাদ জেলার অন্তঃপাতী সরযূতীরস্থ সুপ্রসিদ্ধ নগর। বিশাখার পিতা ধনঞ্জয় রাজগৃহ হইতে গিয়া এখানেই বাস করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেবের সময় চম্পা, রাজগৃহ, শ্রাবস্তী, সাকেত, কৌশাম্বী এবং বারাণসী এই ছয়টী নগর আর্য্যাবর্ত্তের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান বলিয়া পরিগণিত ছিল।

সাঙ্কাশ্য—(পালি 'সঙ্কিস্স') ৬৩ পৃষ্ঠে মুদ্রিত টীকা দ্রষ্টব্য।

সারীপুত্র—(শারীপুত্র, শারীসুত, পালি 'সারিপুত্ত')—অগ্রশ্রাবকদ্বয়ের অন্যতর এবং 'ধর্ম্মসেনাপতি' নামে অভিহিত। ইঁহার নামান্তর উপতিষ্য। যে গ্রামে ইঁহার জন্ম হয় তাহারও নাম উপতিষ্য (বা কলাপিণাক বা নাল *)। ইহা নালন্দা ও ইন্দ্রশিলার মধ্যবর্ত্তী। শারীপুত্র জাতিতে ব্রাহ্মণ, মাতার নাম 'শারী' বা 'সারী' বলিয়া 'শারীপুত্র' (সারীপুত্র) আখ্যা পাইয়াছিলেন। সংসারে থাকিবার সময় ইঁহার প্রচুর ঐশ্বর্য্য ছিল, কিন্তু ইনি এবং ইঁহার বন্ধু মৌদ্‌গল্যায়ন নির্ব্বাণ প্রাপ্তির আশায় সংসার ত্যাগপূর্ব্বক রাজগৃহ নগরস্থ সঞ্জয়ী বৈরট্টীপুত্রের শিষ্য হন। সঞ্জয়ীর শিক্ষায় ইঁহারা তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন নাই; কাজেই তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য পরিশেষে সমস্ত জম্বুদ্বীপে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতেও ইঁহাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হয় নাই। অতঃপর একদিন প্রাতঃকালে শারীপুত্র দেখিতে পাইলেন স্থবির অশ্বজিৎ ভিক্ষায় বাহির হইয়াছেন। তাঁহার আকার প্রকার দেখিয়া শারীপুত্রের মনে শ্রদ্ধা জন্মিল এবং তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কাহার শিষ্য?" অশ্বজিৎ উত্তর দিলেন, "আমি শাক্যবংশীয় মহাশ্রমণের শিষ্য। তাঁহার সমস্ত ধর্ম্মমত ব্যক্ত করিবার সাধ্য আমার এখনও জন্মে নাই; তবে সংক্ষেপে এই বলিতে পারি যে—

যে ধম্মা হেতুপ্পভবা,
তেসং হেতুং তথাগতো আহ,
তেসঞ্চ যো নিরোধো
এবং বদী মহাসমণো।
কারণ হইতে এই বিশ্বমাঝে উৎপাদিত যাহা হয়,
কারণ তাহার প্রভু তথাগত করেছেন সুনির্ণয়।

---

* মহাসুদর্শন জাতকে (৯৫) নাল বা নালন্দা নামক স্থানই শারীপুত্রের জন্মস্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

সে কারণ পুনঃ কিরূপে নিবদ্ধ করিবে মানবগণ,
সে মহাশ্রমণ নিজ প্রজ্ঞাবলে করেছেন প্রদর্শন।"

উক্ত গাথা শুনিবামাত্র শারীপুত্র স্রোতাপত্তিফল লাভ করিলেন। অতঃপর তিনি এই কথা জানাইলে মোদ্গল্যায়নও বুদ্ধশাসনে প্রবেশ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। তখন উভয়েই সঞ্জয়ীর আশ্রম ছাড়িয়া দিলেন।

মৌদ্গল্যায়ন সপ্তাহমধ্যে এবং শারীপুত্র এক পক্ষে অর্হত্ত্ব লাভ করেন। তখন বুদ্ধ ইঁহাদিগকে অগ্র-শ্রাবকের পদ * প্রদান করেন। ইহাতে অন্যান্য ভিক্ষুদিগের মনে ঈর্ষ্যা জন্মে। কিন্তু তথাগত তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দেন যে অতীত বুদ্ধেরাও এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। শারীপুত্র যেরূপ সুকৌশলে বিবদ্ধ বাদীদিগের কূটতর্ক খণ্ডন করিতে পারিতেন, অন্য কোন স্থবির সেরূপ পারিতেন না।

ইহার অল্পদিন পরেই তথাগত নিম্নলিখিত প্রসিদ্ধ গাথাটী বলিয়াছিলেন :—

সব্ব পাপস্স অকরণম্
কুসলস্স উপসম্পদা,
সচিত্ত পরিয়োদপনম্ ;
এতং বুদ্ধানসাসনম্।

সর্ব্ববিধ পাপ হতে সতত বিরতি,
পুণ্যের সঞ্চয়ে সদা মনের আসক্তি,
স্বচিত্তের সযতনে নির্ম্মলীকরণ, ;
এই সারধর্ম্ম শিক্ষা দেন বুদ্ধগণ।

বুদ্ধের যখন ৭৯ বৎসর বয়স্ সেই সময়ে শারীপুত্র বরক নামক গ্রামে কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় নির্ব্বাণলাভ করেন। ইহার এক পক্ষ পরে মৌদ্গল্যায়নেরও প্রাণবিয়োগ ঘটে।

সুপ্রবুদ্ধ—দেবদহরাজ অনুশাক্যের পুত্র, মহামায়ার ভ্রাতা এবং দেবদত্ত ও যশোধারার পিতা। বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির বিংশতি বর্ষ পরে শাস্তা কপিলবস্তুর নিকটবর্ত্তী ন্যগ্রোধারামে অবস্থিতি করিতেছিলেন। সেই সময়ে একদিন তিনি ভিক্ষাচর্য্যায় বাহির হইলে সুপ্রবুদ্ধ প্রচুর মদ্যপান করিয়া তাঁহার পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন এবং মুখে যত আসিয়াছিল গালি দিয়াছিলেন। শাস্তা প্রশান্তভাবে আনন্দের দিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন, "অহো! সুপ্রবুদ্ধ জানেন না যে, অদ্য হইতে সপ্তাহের মধ্যে পৃথিবী বিদীর্ণ হইয়া ইঁহাকে গ্রাস করিবে।" সুপ্রবুদ্ধ তখন এ কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন; তিনি সাত দিন গৃহ হইতে বাহির হন নাই। কিন্তু পাপী কি কখনও পাপের দণ্ড এড়াইতে পারে? নির্দ্দিষ্টদিনে তাঁহার পদতলে পৃথিবী বিদীর্ণ হইল এবং তিনি অবীচিতে গিয়া কুকর্ম্মের ফল ভোগ করিতে লাগিলেন।

হিমবা—(সংস্কৃত 'হিমবান্')—হিমালয় পর্ব্বত। 'হিমবন্ত-প্রদেশ' বলিলে জম্বুদ্বীপের উত্তরস্থ পার্ব্বত্য অঞ্চল বুঝায়। বর্ত্তমান তিব্বত, কাশ্মীর, নেপাল, ভোটান প্রভৃতি ইহার অন্তর্ভুক্ত। এই অঞ্চল বৌদ্ধদিগের দেবভূমি—দেবতা, যক্ষ, কিন্নর প্রভৃতির বাসস্থান এবং অর্হন্, প্রত্যেকবুদ্ধ প্রভৃতির ধ্যানস্থান। কৈলাস, চিত্রকূট, গন্ধমাদন, সুদর্শন ও কালকূট এখানকার প্রধান পর্ব্বত এবং অনবতপ্ত, কর্ণমুণ্ড, রথকার, ষড়্দন্ত, কুণাল, সিংহপ্রতাপ ও মন্দাকিনী এখানকার প্রধান সরোবর। এই সকল পর্ব্বতে কোথাও কাঞ্চনগুহা, কোথাও রজতগুহা প্রভৃতি বিচিত্র গুহা আছে।

যে অতিবিশাল বৃক্ষের নামানুসারে আমাদের এই মহাদ্বীপের নামকরণ হইয়াছে সেই জম্বুবৃক্ষও হিমবন্ত প্রদেশে অবস্থিত। এই বৃক্ষ শত যোজন উচ্চ; শাখা-প্রশাখাসহ ইহার পরিধি তিনশত যোজন। ইহার ফল সুবর্ণময়; নদীর জলে ঐ সকল ফল পড়ে এবং স্রোতোবেগে চূর্ণীকৃত হইয়া স্বর্ণরেণুতে পরিণত হয়।

হিমবন্ত সর্ব্ববিধ প্রাণীর আবাসভূমি। এখানে চারি প্রকার সিংহ আছে :- তৃণ, কাল, পাণ্ডু ও কেশরী। প্রথম দুই প্রকার সিংহ উদ্ভিজ্জাশী। কেশরী সিংহের দেহ শ্বেতবর্ণ। তিন যোজন দূর হইতে ইহার গর্জ্জন শুনিতে পাওয়া যায়।

* ক্ষেমা ও উৎপলবর্ণা 'অগ্রশ্রাবিকা' নামে অভিহিত হইতেন।

অর্থাৎ গৌতমবুদ্ধের অতীত জন্মসমূহের বৃত্তান্ত

ফৌসবোল-সম্পাদিত জাতকার্থবর্ণনা-নামক মূল পালিগ্রন্থ হইতে

শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষ

অনূদিত

দ্বিতীয় খণ্ড

করুণা প্রকাশনী। কলিকাতা ৯

বিজ্ঞাপন।

এত দিনে জাতকের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত এবং তৃতীয় খণ্ড যন্ত্রস্থ হইল। কাগজের দুষ্প্রাপ্যতাই বিলম্বের প্রধান কারণ। এখন যেমন দেখা যাইতেছে, তাহাতে মনে হয়, অন্ততঃ আরও দুই বৎসর এ অসুবিধা বাড়িবে ভিন্ন কমিবে না। দ্বিতীয় খণ্ডে ১৫১ম হইতে ৩০০ম পর্য্যন্ত ১৫০টী জাতক আছে, তৃতীয় খণ্ডে ১৩৮টী থাকিবে।

আমার অনভিজ্ঞতাবশতঃ প্রথম খণ্ডে কোথাও কোথাও ভ্রমপ্রমাদ ছিল। সমালোচকদিগের অনুগ্রহে এবং পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি ভাষার অন্যতম অধ্যাপক বিনয়াচার্য্য শ্রীমান্ সিদ্ধার্থ প্রভৃতি কতিপয় বন্ধুর সাহায্যে এ খণ্ডে সে সমস্ত যথাসাধ্য পরিহার করিবার চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিতে পারি না। গাথার সংখ্যানুসারে জাতকগুলির যে সকল অধ্যায় নির্দ্দিষ্ট আছে, Childers সাহেবের অনুসরণ করিয়া আমি তাহাদিগকে প্রথম খণ্ডে "নিপাঠ" নামে অভিহিত করিয়াছিলাম; শাস্ত্রী মহাশয়ের এবং শ্রীমান্ সিদ্ধার্থের উপদেশে এ খণ্ডে তৎপরিবর্ত্তে "নিপাত" শব্দ ব্যবহার করিলাম। এক নিপাত বলিলে যে সকল জাতকে একটা মাত্র গাথা আবৃত্তি করিতে হয়, তাহাদের সমষ্টি বুঝায়; এইরূপ দ্বি-নিপাত, ত্রি-নিপাত ইত্যাদি। দ্বিতীয় খণ্ডে দুইটী নিপাত এবং পনরটী বর্গ আছে। ১৫১ম হইতে ২৫০ম পর্য্যন্ত একশতটী জাতকে দুক-নিপাত এবং ২৫১ম হইতে ৩০০ম পর্য্যন্ত পঞ্চাশটী জাতকে তিক-নিপাত। প্রতি নিপাতের দশ দশটী জাতক লইয়া এক একটী বর্গ।

প্রথম খণ্ডের উপক্রমণিকায় বলা হইয়াছে যে গাথাগুলি জাতকের বীজ। খুদ্দকনিকায়ের যে অংশ 'জাতক' নামে অভিহিত, তাহাতে কেবল গাথাই আছে, গদ্য নাই। কিন্তু অনেক স্থানে, বিশেষতঃ সংখ্যায় নিতান্ত অল্প হইলে, কেবল গাথাদ্বারা আখ্যায়িকাটী বুঝিতে পারা যায় না। অতএব গদ্যে গল্প রচনা করিয়া তাহার সঙ্গে গাথাগুলি সংযোজিত করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। এইরূপেই জাতকার্থকথা ও জাতকার্থবর্ণনার উৎপত্তি হয়। বিহুট ও সাঁচীর স্তূপে যখন কোন কোন জাতকের নাম এবং গদ্যময় অংশের ঘটনা উৎকীর্ণ রহিয়াছে, তখন স্বীকার করিতে হইবে যে গদ্যপদ্যাত্মক জাতকের রচনা খ্রীষ্টের অন্ততঃ দুই তিন শত বৎসর পূর্ব্বেই সম্পাদিত হইয়াছিল।

অনেক জাতকে [যেমন মূকপঙ্গু (৫৩৮), ভূরিদত্ত (৫৪৩), মহানারদকাশ্যপ (৫৪৪), বিদুরপণ্ডিত (৫৪৫), বিশ্বন্তর (৫৪৭)] গাথার ভাগ এত বেশী যে গদ্যাংশ না থাকিলেও চলে; কোথাও কোথাও গদ্যাংশ গাথারই পুনরুক্তি মাত্র। সম্ভবতঃ এই সকল প্রথমে কাব্যাকারেই রচিত হইয়াছিল।

সদ্ধর্ম্মপুণ্ডরীক নামক গ্রন্থে জাতকের উৎপত্তিসম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে:—"বুদ্ধদেব তাঁহার বহুশিষ্যের অধিকার-ভেদ বিবেচনাপূর্ব্বক ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ধর্ম্মদেশন করিতেন। এই জন্য তাঁহাকে অনেক সময়ে চিত্তরঞ্জক অথচ সদুপদেশমূলক গল্প করিতে হইত; লোকে তাহা শুনিয়া ধর্ম্মের মর্ম্ম বুঝিত ও সন্নীতি-পরায়ণ হইয়া ঐহিক ও পারত্রিক সুখ লাভ করিত।" বুদ্ধের শিষ্যপ্রশিষ্যগণও এই উপায় অবলম্বন করিতেন এবং গাথাগুলিকে বর্ণনাত্মক গদ্যের সহিত ইচ্ছামত সাজাইয়া মনোহর গল্পের সৃষ্টি করিতেন। গল্পের সাহায্যব্যতিরেকে,

পাত্রাপাত্র বিবেচনা না করিয়া অভিধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতে গেলে বৌদ্ধেরা কখনও এত কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন না।

জাতকের প্রধান উদ্দেশ্য পারমিতাসমূহের মহিমাকীর্ত্তন। বোধিসত্ত্ব কোন জন্মে দান, কোন জন্মে শীল, কোন জন্মে প্রজ্ঞা, কোন জন্মে সত্য, কোন জন্মে মৈত্রী ইত্যাদি পারমিতার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন এবং সেই সঞ্চিত পুণ্যবলে অন্তিমকালে অভিসম্বুদ্ধ হইয়া পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উপাসকেরাও স্ব স্ব সাধ্যানুসারে এই সমস্ত পারমিতার অনুষ্ঠান করুন; তাহা হইলে তাঁহারাও জন্ম-জন্মান্তরে উন্নতি লাভ করিয়া শেষে নির্ব্বাণ লাভ করিবেন;—সরল ভাষায় এই তত্ত্ব ব্যাখ্যা করাই জাতকের মুখ্য উদ্দেশ্য।

প্রথমে স্থির করিয়াছিলাম জাতকের দ্বিতীয় খণ্ডের উপক্রমণিকায় মহাভারতের জাতক-সাদৃশ্যযুক্ত আখ্যায়িকাসমূহের একটা তালিকা দিব, এবং পরবর্ত্তী খণ্ডসমূহে পঞ্চতন্ত্র, কথাসরিৎসাগর প্রভৃতি গ্রন্থ লইয়াও এইরূপ আলোচনা করিব। কিন্তু শেষে ভাবিয়া দেখিলাম, এরূপ তালিকার উপযোগিতা তত অধিক নহে, পাঠকেরা নিজেরাই অনেক স্থানে সাদৃশ্য অনুভব করিতে পারেন; অনুবাদকের যাহা বক্তব্য, তাহা পাদটীকাকারে দিলেও চলে। জাতকপাঠে পুরাকালীন সমাজ, আচারব্যবহার, শাসনপ্রণালী ইত্যাদির সম্বন্ধে যাহা জানা যায়, তাহা একত্র সন্নিবদ্ধ করিতে পারিলে বরং পাঠকদিগের পক্ষে সুবিধা হইতে পারে, এই বিশ্বাসে আমি শেষে সেই দুঃসাহসিক কাজে হাত দিয়াছি। কেহ হয়ত বলিবেন, সমস্ত জাতকের অনুবাদ শেষ হইবার পরেই এরূপ আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য। এ আপত্তি যুক্তিসঙ্গত বটে, কিন্তু ততদিন পর্য্যন্ত নীরব থাকা এ বয়সে আমার সাহসে কুলায় না। আমি এ পর্য্যন্ত প্রায় ৪৪০টী জাতকের অনুবাদ করিয়াছি, অবশিষ্ট শতাধিক জাতকও মোটামুটি পড়িয়াছি। ইহার ফলে আমার যে প্রতীতি জন্মিয়াছে, এ খণ্ডে তাহাই লিপিবদ্ধ করিলাম। ভিত্তি স্থাপিত হইল; উত্তরকালে অন্য কেহ অপেক্ষাকৃত অল্পায়াসে ইহার উপর গঠন করিতে পারিবেন। এখানে স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, জাতকপ্রদত্ত সমাজ-চিত্র প্রাধানতঃ আর্য্যাবর্ত্তের প্রাচ্যখণ্ডের; তাহা দেখিয়া প্রাচীন ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশসম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সমীচীন নহে। অধিকাংশ জাতকেই কাশী, কোশল, বিদেহ, বৈশালী প্রভৃতি প্রাচ্য-রাজ্যসমূহের কথা; পশ্চিমে গান্ধার ও পূর্ব্বে অঙ্গের বাহিরে কোন অঞ্চলের রীতিনীতির বড় উল্লেখ নাই। গান্ধার, কলিঙ্গ প্রভৃতি কতিপয় দূরবর্ত্তী দেশের নাম আছে বটে, কিন্তু সে কেবল প্রসঙ্গক্রমে, আখ্যায়িকার মূল অংশের সহিত সে উল্লেখের সম্বন্ধ খুব অল্প। আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্বার্দ্ধেই বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তি ও অভ্যুদয়, এবং প্রথম দুইশত বৎসর ইহা এই অঞ্চলেই নিবদ্ধ ছিল। কাজেই বৌদ্ধেরা জাতককথা-গুলিকে সর্ব্বজনীন করিতে গিয়াও তাহাদিগকে উৎপত্তিস্থানগত বৈশিষ্ট্যহীন করিতে পারেন নাই। এই কারণেই জার্ম্মাণ পণ্ডিত ডাক্তার ফিক্ জাতকের প্রথম পাঁচ খণ্ডের আলোচনা করিয়া যে গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহার Social Organisation in North-east India in Buddha's Time এই নাম দিয়াছেন। * আমি এই পুস্তক হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছি। কিন্তু ইহাতে যে যে বিষয়ের আলোচনা আছে, তাহার অতিরিক্ত দুই একটী বিষয়েও হাত দিয়াছি, যেমন নারীজাতির অবস্থা, বিবাহের বয়স্, বিধবার পত্যন্তর গ্রহণ। ফিকের গ্রন্থ প্রথম ৫৩৭টী জাতক অবলম্বন করিয়া রচিত। আমি পরবর্ত্তী দশটী জাতক হইতেও উপাদান সংগ্রহ করিয়াছি।

---

* সম্প্রতি ডাক্তার শিশিরকুমার মৈত্র, এম. এ. মহোদয় ইংরাজী ভাষায় এই গ্রন্থের অতি উৎকৃষ্ট অনুবাদ করিয়াছেন।

প্রথম খণ্ডের উপক্রমণিকায় কয়েকটী বাঙ্গালা শব্দের উৎপত্তিসম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছিল। নিম্নে আরও কয়েকটী শব্দ প্রদত্ত হইল :—

কুল—বদরি ফল। পালি 'কোল'; সংস্কৃত 'কোল' বা 'কুবল'। 'বদরি' হইতে পূর্ব্ববঙ্গের 'বরই'।

কুলো—শূর্পের (শূপের) প্রাদেশিক নাম ('ছাই ফেল্‌তে ভাঙ্গা কুলো')। পালি 'কুল্লক'।

গূ—(বিষ্ঠা)। পালি ও সংস্কৃতে 'গূথ'। বাঙ্গালা 'ঘুটে' শব্দটী ইহারই রূপান্তর কি না, তাহা বিবেচ্য।

জুজু—পালি 'জূজক'—বিশ্বন্তর-জাতকবর্ণিত এক নিষ্ঠুর (অতিবিয়ো ফরুসো) এবং ভীষণাকার ('অট্‌ঠাবস পুরিসদোস'-যুক্ত) বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। এ ব্যক্তি বিশ্বন্তরের পুত্র জালি-কুমার এবং কন্যা কৃষ্ণাজিনাকে লইয়া গিয়াছিল এবং পথে তাহাদিগকে বড় কষ্ট দিয়াছিল। এখনও আমরা ছোট ছেলেদিগকে "জুজু আসিতেছে" বলিয়া ভয় দেখাই। ইহাতে বুঝা যাইতেছে, পূর্ব্বে এদেশের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই বিশ্বন্তরের কাহিনী জানিত।

টাট—দেবপূজায় ব্যবহৃত তাম্রপাত্রবিশেষ। পালি 'তট্টক'। ইহার সংস্কৃত প্রতিশব্দ পাই নাই।

থলি—পালি 'থবিকা'; সংস্কৃত 'স্থবিকা' (?)।

পলিতা (পল্‌তে)—পালি 'পিলোতিকা', সংস্কৃত 'প্লোতিকা' বা 'প্রোতিকা'।

ভস্তা—পালি 'ভস্তা', সংস্কৃত 'ভস্ত্রা'। সতুভস্তা = ছাতুর বস্তা।

বাড়া (ভাত)—পালি 'বড়্‌ঢন'। বৃহদ্-পাত্র হইতে পরিবেষণের জন্য ভাত তোলার নাম ভাত বাড়া। ইহা সম্ভবতঃ বৃধ্-ধাতুজ।

শাড়ী—পালি 'শাটক', সংস্কৃত 'শাট', 'শাটক'।

পূর্ব্বপ্রচলিত যে সকল শব্দ এখন অচল হইয়াছে, সেগুলিকে আবার চালাইতে পারিলে ভাষার শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে, একথাও প্রথম খণ্ডের উপক্রমণিকায় বলা হইয়াছিল। দ্বিতীয় খণ্ডের অনুবাদকালে আমি এইরূপ আরও কয়েকটী শব্দ পাইয়াছি। তন্মধ্যে 'আজ্ঞাসম্পন্ন' (of commanding presence—চেহারা দেখিলেই যাহার আদেশ মানিয়া চলিতে হয়), উত্তান (চিৎ), গণদান (চাঁদা তুলিয়া যে দান করা হয়), পন্থঘাতক (বাটপাড়, highwayman), সংবহুল (করা) অর্থাৎ মতভেদ ঘটিলে vote লইয়া মীমাংসা করা, সন্ধিচ্ছেদক (সিঁদেল চোর) প্রভৃতি শব্দ উল্লেখযোগ্য।

বৈদ্যনাথ ধাম
৩০শে কার্ত্তিক ১৩২১

শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষ

বিশেষ দ্রষ্টব্য

☞ ৬২ম পৃষ্ঠে ৩৬ পঙ্‌ক্তিতে 'মন্ত্র' শব্দে বেদ বুঝিতে হইবে।

১০৭ম পৃষ্ঠে 'ভরু'-জাতক লেখা হইয়াছে। সংস্কৃত 'ভৃগু' শব্দ পালিতে 'ভরু'। সংস্কৃত 'ভৃগু-কচ্ছ'; পালি 'ভরুকচ্ছ'।

২১৫ম পৃষ্ঠের পাদটীকায় ষষ্টিবৎসর বয়স্ক হস্তীব কথা বলা হইয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্যেও ষষ্টিহায়ন কুঞ্জরের উৎকর্ষ বর্ণিত আছে (রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, ৬৭।২০)।

জাতকে পুরাতত্ত্ব।

[এই অংশে মধ্যে মধ্যে যে সকল অঙ্ক আছে, সেগুলি জাতকের সংখ্যানির্দ্দেশক]

(ক) জাতিভেদ।

পালি সাহিত্যে জাতিভেদের উল্লেখ।

বৌদ্ধেরা কর্ম্মফলবাদী; তাঁহাদের মতে কর্ম্মশুদ্ধিই নির্ব্বাণলাভের একমাত্র উপায়; তাঁহাদের সঙ্ঘে নাপিতজাতীয় উপালি বিনয়ধর হইয়াছিলেন, কৈবর্ত্ত-কুলজ লোসক (৪১) এবং দাসের ঔরসে শ্রেষ্ঠিকন্যার গর্ভজাত মহাপন্থক ও চুল্লপন্থক [চুল্লশ্রেষ্ঠী (৪)] অর্হত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন। স্বয়ং বুদ্ধদেবই বলিয়াছিলেন, "যেমন গঙ্গা, যমুনা, সরযূ, অচিরবতী প্রভৃতি মহানদীসকল সমুদ্রে পড়িয়া নিজ নিজ নাম হারায় এবং সমুদ্রেরই অংশীভূত হয়, সেইরূপ ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্র সঙ্ঘে প্রবিষ্ট হইলে তাহাদের আর জাতিগত পার্থক্য থাকে না; তখন তাহারা সকলেই 'শ্রমণ' পদবাচ্য হয়।" কিন্তু এ ব্যবস্থা ছিল কেবল ভিক্ষুদিগের সম্বন্ধে; সঙ্ঘের বাহিরে, গৃহীদিগের মধ্যে, জাতিভেদ যে অপরিহার্য্য, বৌদ্ধেরাও তাহা মানিতেন এবং নীচজাতিতে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পাপের ফল বলিয়া মনে করিতেন।

ভিক্ষুরাও যে পুরুষ-পরম্পরাগত জাত্যভিমান সহসা পরিত্যাগ করিতে পারিতেন, তাহা নহে। ভীমসেন-জাতকের (৮০) বর্ত্তমান বস্তুতে দেখা যায়, জেতবন-বিহারের একজন ভিক্ষু আস্পর্দ্ধা করিতেন যে জাতি ও গোত্রে কেহই তাঁহার তুল্যকক্ষ নহে, কেন না তাঁহার জন্ম মহাক্ষত্রিয় কুলে। দেবদত্ত এবং কোকালিকও [জম্বুখাদক (২৯৪)] পরস্পরের সম্বন্ধে বিকত্থন করিয়া বেড়াইতেন; কোকালিক বলিতেন, "দেবদত্ত ইক্ষ্বাকুকুলের ধুরন্ধর"; দেবদত্ত বলিতেন, "কোকালিক উদীচ্য ব্রাহ্মণ।" অদ্যাপি সিংহলের বিহারসমূহে উচ্চ-জাতীয় ভিক্ষুরা নিম্নজাতীয় ভিক্ষুদিগের সহিত সমানভাবে মিশেন না।

আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্বখণ্ডে ক্ষত্রিয়প্রাধান্য।

যখন বুদ্ধদেবের আবির্ভাব হয়, তখন আর্য্যাবর্ত্তের প্রাচ্যখণ্ডে বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে ক্ষত্রিয়দিগেরই প্রাধান্য ছিল। প্রাচীন ব্রহ্মাবর্ত্ত, ব্রহ্মর্ষি ও মধ্যদেশে ব্রাহ্মণেরা সমাজে যে শীর্ষস্থান লাভ করিয়াছিলেন, পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইয়া তাঁহারা তাহা রক্ষা করিতে পারেন নাই। জাতকের নিদানকথায় এবং ললিতবিস্তরে দেখা যায়, গৌতমবুদ্ধ ধরাধামে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিতেই কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন, কেন না তখন ক্ষত্রিয়েরাই জনসমাজে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। এই সংস্কারবশতঃ, পালি গ্রন্থসমূহে যেখানে যেখানে ভিন্ন ভিন্ন জাতির নামোল্লেখ আছে, প্রায় সেই সেই খানেই প্রথমে 'ক্ষত্রিয়', পরে 'ব্রাহ্মণ' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে [বিনয়পিটক (৯।১, ৪), শীলমীমাংসা (৩৬২); উদ্দালক (৪৮৭) ইত্যাদি]। তৎকালে আর্য্যাবর্ত্তের প্রাচ্যখণ্ডবাসী ক্ষত্রিয়েরা এমনই জাত্যভিমানী

হইয়াছিলেন যে তাঁহারা ব্রাহ্মণদিগকে অবজ্ঞার চক্ষেও দেখিতেন। কোশলরাজ প্রসেনজিৎ ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারীদিগকে তাঁহার মুখ দর্শন করিতে দিতেন না [দিঘ-নিকায় (৩।২৬)]। শাক্যদিগের সম্বন্ধে কথিত আছে যে একদা ব্রাহ্মণ অম্বষ্ঠ তাঁহাদের সভাগৃহে প্রবেশ করিলে তাঁহারা তাঁহাকে কেবল আসন না দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাঁহারা স্ব স্ব উচ্চাসনে উপবিষ্ট থাকিয়া এমন অট্টহাস্য করিয়াছিলেন যে ব্রাহ্মণকে অপ্রতিভ হইয়া নিষ্ক্রান্ত হইতে হইয়াছিল। বারাণসীরাজ অরিন্দম প্রত্যেকবুদ্ধ শোণককে "অয়ং ব্রাহ্মণো হীনজচ্চো" বলিয়া অবজ্ঞা করিয়াছিলেন [শোণক (৫২৯)]। প্রাচ্যক্ষত্রিয়েরা কি জন্য এইরূপ জাত্যভিমানী হইয়াছিলেন, নিম্নে তাহার আলোচনা করা যাইতেছে।

ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে ব্রহ্ম-বিদ্যার চর্চ্চা।

অতি প্রাচীন কালেও জ্ঞানে ও মর্য্যাদায় ক্ষত্রিয়েরা ব্রাহ্মণদিগের প্রায় তুল্যকক্ষ ছিলেন। উনপঞ্চাশৎ প্রবরপ্রবর্ত্তক ঋষির মধ্যে ২১ জন ব্রাহ্মণ, ১৯ জন ক্ষত্রিয় এবং ৯ জন বৈশ্য। যে সাবিত্রী বেদের মাতা বলিয়া পরিকীর্ত্তিতা, তিনি প্রথমে এক ক্ষত্রিয় মহর্ষিকেই দেখা দিয়াছিলেন। ঋগ্বেদের সমস্ত তৃতীয় মণ্ডলটী এবং আরও বহু সূক্ত তাঁহার ও তদীয় বংশধরদিগের নামেই প্রচলিত হইয়াছে। যে উপনিষদ্-গুলি আর্য্যজাতির প্রধান গৌরবের বিষয়, ক্ষত্রিয়েরাও তাহাদের আলোচনায় সমধিক প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়াছিলেম। যিনি উপনিষদ্রূপ কামধেনু দোহন করিয়া-ছিলেন এবং যিনি দোহনকালে বৎসরূপে নিয়োজিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা উভয়েই ক্ষত্রিয়। সমগ্র হিন্দুজাতি যাঁহাদিগকে ভগবানের অবতার বলিয়া পূজা করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রধান তিন জনই ক্ষত্রিয়কুলজাত। আর্য্যেরা যতই পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন, ক্ষত্রিয়দিগের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ ততই পরিস্ফুটিত হইয়াছিল। মিথিলার ক্ষত্রিয় রাজর্ষি জনক যে ব্রহ্মবিদ্যায় গুরুস্থানীয় ছিলেন, ব্রাহ্মণেরাও একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। উত্তরকালে যে দুই মহাপুরুষ মোক্ষলাভের যে দুইটী প্রকৃষ্ট পথ প্রদর্শন করেন, তাঁহারাও প্রাচ্য ক্ষত্রিয়—বৈশালীর লিচ্ছবিকুলজ মহাবীর এবং কপিলবস্তুর শাক্যকুলজ সিদ্ধার্থ।

ক্ষত্রিয়দিগের বেদাধ্যয়ন ও বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-পালন।

জাতকপাঠেও দেখা যায়, বিদ্যাশিক্ষায় ও বেদাধ্যয়নে ক্ষত্রিয়েরা ব্রাহ্মণদিগের অপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিলেন না। কাশী প্রভৃতি স্থানের রাজপুত্রেরা ষোড়শবর্ষ বয়সে বিদ্যালাভার্থ তক্ষশিলার ন্যায় দূরবর্ত্তী স্থানে গিয়া গুরুগৃহে অবস্থানপূর্ব্বক কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেন। তাঁহাদের শিক্ষার প্রধান বিষয় ছিল অষ্টাদশ শিল্প বা বিদ্যা। এই অষ্টাদশ বিদ্যার মধ্যে চতুর্ব্বেদের নাম আছে। কোন কোন জাতকে ইহার সঙ্গে বেদত্রয় (তয়ো বেদো) বিশিষ্টরূপেও উল্লিখিত হইয়াছে। দুর্মেধোজাতকের (৫০) ব্রহ্মদত্তকুমার তক্ষশিলায় গিয়া তিন বেদ ও অষ্টাদশ বিদ্যাস্থানে পারগ হইয়াছিলেন। বারাণসীরাজপুত্র অসদৃশকুমার [অসদৃশ (১৮১)] তক্ষশিলায় গিয়া তিন বেদ ও অষ্টাদশ শিল্পে ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন; ধোনসাখ-জাতকে (৩৫৩) যে অধ্যাপকের কথা আছে, তিনি জম্বুদ্বীপের বহু ক্ষত্রিয়-কুমার ও ব্রাহ্মণকুমারকে বেদত্রয় শিক্ষা দিতেন। গ্রামণিচণ্ড-জাতক-

বর্ণিত (২৫৭) রাজপুত্র আদর্শমুখ তক্ষশিলায় যান নাই, গৃহে থাকিয়াই পিতার নিকটে বেদত্রয় আয়ত্ত করিয়াছিলেন। ফলতঃ জাতকের বহু আখ্যায়িকায় ক্ষত্রিয়দিগের, বিশেষতঃ রাজপুত্রদিগের, এইরূপ বেদাধ্যয়নের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহারা শিক্ষা-সমাপ্তির পর গৃহে ফিরিতেন এবং পরিণত বয়সে প্রকৃত ব্রাহ্মণের ন্যায় প্রব্রজ্যাগ্রহণ-পূর্ব্বক বানপ্রস্থ হইতেন। ইহাতে বোধ হয়, ক্ষত্রিয়েরাও অক্ষরে অক্ষরে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালন করিয়া চলিতেন। কেশ পলিত হইতেছে দেখিয়া মিথিলারাজ মখাদেব [মখাদেব (৯)] এবং বারাণসীরাজ শ্রুতসোম [চুল্লশ্রুতসোম (৫২৫)] সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন, বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্ত কুদ্দালপণ্ডিতের [কুদ্দাল (৭০)] রিপুবিজয়োল্লাস দেখিয়া প্রব্রাজক হইয়াছিলেন। জাতকের আরও অনেক আখ্যায়িকায় রাজাদিগের এইরূপ মুনিবৃত্তি অবলম্বনের কথা আছে। কোন কোন রাজকুমার গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালন না করিয়াও আরণ্যক হইতেন। যুবরাজ যুবঞ্জয় [যুবঞ্জয় (৪৬০)] পিতার জীবদ্দশাতেই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন; তেমিয় কুমার ত জন্মাবধিই ভোগে অনাসক্ত ছিলেন এবং ষোড়শবর্ষ বয়সে প্রব্রাজক হইয়াছিলেন [মূকপঙ্গু (৫৩৮)]।

পালি সাহিত্যে ক্ষত্রিয় শব্দে কি বুঝায়?

পালি সাহিত্যে যে ক্ষত্রিয়দিগের উল্লেখ আছে, কেবল যোদ্ধা বলিলে তাঁহাদের প্রকৃত পরিচয় দেওয়া হয় না, কারণ অন্যান্য বর্ণের লোকেও যুদ্ধবৃত্তি অবলম্বন করিত এবং 'যোধ' নামে অভিহিত হইত। জাতকের ক্ষত্রিয়েরা 'রাজন্য', অর্থাৎ তাঁহারা রাজা না হইলেও রাজকার্য্যনির্ব্বাহের জন্য রাজার দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন। এইজন্যই বোধ হয় জাতকের কোন কোন আখ্যায়িকায় "রাজা" ও "ক্ষত্রিয়" শব্দ একার্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে [সোমদত্ত (২১১), রথলট্‌ঠি (৩৩২), মণিকুণ্ডল (৩৫১), কুল্মাষপিণ্ড (৪১৫), সুমঙ্গল (৪২০), গণ্ডতিণ্ড (৫২০), ত্রিশকুন (৫২১)]। পালি অভিধানে 'রাজা' শব্দের যে ব্যাখ্যা দেখা যায়, তাহাতেও এই প্রয়োগেরই সমর্থন হয়। "রাজানো নাম পঠব্যা রাজা পদেশরাজা মণ্ডলিকরাজা অন্তরভোগিকা, অক্‌খদস্‌সা মহামত্তা যে বা পন ছেজ্জভেজ্জং অনুসাসন্তি এতে রাজানো নাম"—অর্থাৎ 'রাজা' শব্দে পৃথিবীপতি, প্রদেশপতি, মণ্ডল, প্রত্যন্তের শাসনকর্ত্তা, বিচারকর্ত্তা, মহামাত্র এবং যাঁহারা প্রাণদণ্ডবিধান করিতে পারেন, এই সকল ব্যক্তিকে বুঝায়। রাজা বা রাজন্যগণ দেশের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন, বিদ্যার্জ্জনে ও শীলরক্ষণেও পশ্চাৎপদ ছিলেন না; কাজেই তাঁহারা সমাজে উচ্চস্থান লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে অন্ন-সংস্থানের জন্য কোনরূপ হীনবৃত্তির আশ্রয় লইতে হইত না।

আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্বখণ্ডে ব্রাহ্মণের অবনতি।

এদিকে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে অনেক অনাচার দেখা দিয়াছিল। তাঁহাদের কেহ কেহ অসিজীবী হইয়া সৈনাপত্য প্রভৃতি উচ্চ সৈনিকপদ লাভ করিতেন [শরভঙ্গ (৫২২)]। ইহা তত দোষাবহ নহে, কারণ পূর্ব্বে দ্রোণাচার্য্য প্রভৃতি এ পথ দেখাইয়া গিয়াছিলেন; কিন্তু এই অসি লইয়াই জাতকবর্ণিত অনেক ব্রাহ্মণ অটবি-আরক্ষিকের কাজ করিতেন, অর্থাৎ সার্থবাহদিগের দস্যুভয় নিরাকরণ

করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতেন [দশব্রাহ্মণ (৪৯৫)], কখনও বা নিজেরাই পথিকদিগের সর্ব্বস্বাপহরণ ও প্রাণান্ত করিতেন [মহাবৃক্ষ (৪৬৯)]। তাঁহাদের কেহ কেহ অত্যন্ত অর্থলোভী ছিলেন [শৃগাল (১১৩), সুসীম (১৬৩), জ্যোৎস্না (৪৫৬)]; কেহ কেহ বৈশ্যদিগের ন্যায় স্বহস্তে হলকর্ষণ করিতেন [সোমদত্ত (২১১), উবগ (৩৫৪)]; পণ্যভাণ্ড মাথায় লইয়া গ্রামে গ্রামে ফিরি করিয়া বেড়াইতেন [গর্গ (১৫৫)]; বিক্রয়ের জন্য ছাগ ও মেষ পালন করিতেন [ধূমকারী (৪১৩), দশ-ব্রাহ্মণ (৪৯৫)]; সূত্রধারের কাজ করিতেন [স্পন্দন (৪৭৫)], অহিতুণ্ডিক হইয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন [চাম্পেয় (৫০৬)], ব্যাধবৃত্তি অবলম্বন করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না [চুল্লনন্দিক (২২২)]। * তবে এই সকল হীনকর্ম্মা ব্রাহ্মণ বর্ত্তমানকালের বর্ণব্রাহ্মণদিগের স্থানীয় ছিলেন কি না তাহা বিবেচ্য।

ফলিত জ্যোতিষ, সামুদ্রিক বিদ্যা, ইন্দ্রজাল বিদ্যা প্রভৃতির ব্যবহার বা অপব্যবহার করিয়াও ব্রাহ্মণেরা ধনোপার্জ্জন করিতেন। তখন লোকের বিশ্বাস ছিল যে বাস্তুবিদ্যাবলে বাস্তুভূমির কোন অংশে অমঙ্গলকর শল্য প্রোথিত আছে কি না জানিতে পারা যায় [গ্রামণিচণ্ড (২৫৭), সুরুচি (৪৮৯)], অসির আঘ্রাণ লইয়া উহার ব্যবহারে শুভ বা অশুভ হইবে বলিতে পারা যায় [অসিলক্ষণ (১২৬)]; গ্রহাদির অবস্থান দেখিয়া কিংবা অঙ্গলক্ষণ পরীক্ষা করিয়া ভাগ্য গণিতে পারা যায় [পঞ্চায়ুধ (৫৫), অলীনচিত্ত (১৫৬), নানাচ্ছন্দ (২৮৯)]। ব্রাহ্মণেরা এই সকল বিদ্যা শিখিতেন, কেহ কেহ উৎকোচ পাইলে, কিংবা অন্য কোন স্বার্থসিদ্ধির জন্য, জানিয়া শুনিয়াও মিথ্যা গণনা করিতেন [নক্ষত্র (৪৯), অসিলক্ষণ (১২৬), কুণাল (৫৩৬)], এবং ধনী লোকে দুঃস্বপ্ন দেখিলে শান্তি-স্বস্ত্যয়নের ঘটা করিয়া প্রচুর অর্থ পাইতেন [মহাস্বপ্ন (৭৭), লৌহকুম্ভি (৩১৪)]। † ব্রাহ্মণেরা যে সকল হীনবৃত্তি অবলম্বন করিতেন, দশব্রাহ্মণ-জাতকে (৪৯৫) তাহার এক সুদীর্ঘ তালিকা আছে। যাঁহারা রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন, তাঁহারাও অর্থলোভে কিংবা ঈর্ষ্যাবশে সময়ে সময়ে নানারূপ দুষ্কার্য্য করিতেন [পদকুশল-মাণব (৪৩২), খণ্ডহাল (৫৪২), মহাউন্মার্গ (৫৪৬)]। এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিলে মনে হয় যে, তখন আর্য্যাবর্ত্তের প্রাচ্য-খণ্ডে অনেক ব্রাহ্মণ ঘোর বিষয়ী হইয়াছিলেন এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি অপেক্ষা ঐহিক ঐশ্বর্য্যেই অধিক আসক্তি দেখাইতেন।

ব্রহ্মবন্ধু ও প্রকৃত ব্রাহ্মণ, উদীচ্য ব্রাহ্মণ।

ব্রাহ্মণ-চরিত্রের অপকর্ষসম্বন্ধে উপরে যাহা বলা হইল, তাহা বৌদ্ধদিগের হাতে অতিরঞ্জিত হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু অতিরঞ্জনের মধ্যেও যে সত্যের আভাস

---

* বৃহৎকটিকে আনরা একজন চৌরবিদ্যাবিশারদ ব্রাহ্মণকেও দেখিতে পাই।

† যাহারা স্বপ্নের ফলাফল গণনা করিত, তাহাদের নাম ছিল স্বপ্ন-পাঠক [কুণাল (৫৩৬)]।

পাওয়া যায় না, এমন নহে। সম্ভবতঃ মগধ প্রভৃতি প্রাচ্য অঞ্চলের ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেই এইরূপ চরিত্রভ্রংশ দেখা দিয়াছিল। ইঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ না বলিয়া 'ব্রহ্মবন্ধু' বলা উচিত। 'ব্রহ্মবন্ধুভূমি' বলিয়া প্রাচীনকালেই মগধের একটা দুর্নাম রটিয়াছিল। বৌদ্ধ লেখকেরা এই সকল ব্রহ্মবন্ধুরই চরিত্রহীনতার প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন; যাঁহারা প্রকৃত ব্রাহ্মণ-লক্ষণ-যুক্ত, তাঁহাদিগের নিন্দাবাদ করেন নাই, বরং প্রশংসাই করিয়াছেন। পালি সাহিত্যে প্রশংসার্হ ব্রাহ্মণদিগের অনেকে উদীচ্য অর্থাৎ উত্তরদেশের ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত [সত্যংকিল (৭৩), মহাস্বপ্ন (৭৭), ভীমসেন (৮০), সুরাপান (৮১), মঙ্গল (৮৭), পরসহস্র (৯৯), তিত্তির (১১৭), অকালরাবী (১১৯), আম্র (১২৪), লাঙ্গুষ্ঠ (১৪৪), একপর্ণ (১৪৯), শতধর্ম্মা (১৭৯), শ্বেতকেতু (৩৭৭), নলিনীকা (৫২৬), মহাবোধি (৫২৮)]। উত্তরদেশ বলিলে উত্তরের নহে, উত্তরপশ্চিমের অর্থাৎ ব্রহ্মাবর্ত্তাদি পবিত্রভূমির বুঝিতে হইবে। জাতকের উদীচ্য ব্রাহ্মণেরা কুরু, পঞ্চাল প্রভৃতি দেশ হইতে আসিয়া কাশী, কোশল, মগধ প্রভৃতি অঞ্চলে বাস করিয়াছিলেন, এবং শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট বর্ণাশ্রমধর্ম্ম যথানিয়মে পালন করিতেন। বৌদ্ধেরা শুদ্ধাচার ব্রাহ্মণদিগকে সম্মান করিতেন; শ্রমণ, ব্রাহ্মণ উভয়েই তাঁহাদের নিকট সমান শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন [মহিলামুখ (২৬), মৃদুলক্ষণা (৬৬)]। ধর্ম্মপদের ব্রাহ্মণবর্গে শুদ্ধাচার ব্রাহ্মণের লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। জাতকে যত অধ্যাপকের বর্ণনা আছে, তাঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণ; কোথাও কোন ক্ষত্রিয় অধ্যাপক দেখা যায় না।

গুরুতর অপরাধে ব্রাহ্মণের প্রাণদণ্ড।

পুরাকালে ব্রাহ্মণদিগের যে চারিটী বিশিষ্ট অধিকার ছিল, তাহাদের মধ্যে একটীর নাম 'অবধ্যতা।' জাতকে কিন্তু দেখা যায়, অপরাধ-বিশেষে ব্রাহ্মণদিগেরও প্রাণদণ্ড হইত [বন্ধনমোক্ষ (১২০), পদকুশল-মাণব (৪৩২)]। ব্রাহ্মণদিগের এই অধিকারলোপ বৌদ্ধ প্রভাবের ফল কি না ইহা বিবেচনার বিষয়। মৃচ্ছকটিকনায়ক চারুদত্তের বিচারকালে বিচারপতি রাজাকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন যে, ব্রাহ্মণ অবধ্য; তথাপি রাজা তাঁহার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা দিয়াছিলেন।

সবর্ণে বিবা

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে রক্তের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য সবিশেষ যত্ন ছিল। অনেক আখ্যায়িকাতে অন্যান্য জাতির মধ্যেও সমজাতিকুল হইতে পাত্রীগ্রহণের প্রথা দেখা যায় [শৃগাল (১৫২), অসিতাভূ (২৩৪), উরগ (৩৫৪), সুবর্ণমৃগ (৩৫৯), কাত্যায়নী (৪১৭) ইত্যাদি]। তবে অসবর্ণ-বিবাহ যে একেবারেই ছিল না, ইহা বলা যায় না। কোন কোন জাতকের বর্ত্তমান ও অতীত বস্তু উভয় অংশেই এই প্রথার উল্লেখ আছে। ব্রাহ্মণের ঔরসে গণিকাগর্ভজাত উদ্দালক ব্রাহ্মণত্ব পাইয়াছিলেন [উদ্দালক (৪৮৭)], রাজারাও সময়ে সময়ে "স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি" সংগ্রহ করিতেন। কোশলরাজ প্রসেনজিৎ মালাকার-কন্যা মল্লিকাকে বিবাহ করিয়াছিলেন [কুল্মাষপিণ্ড (৪১৫)]; বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্ত এক কাষ্ঠহারিণীকে মহিষী করিয়াছিলেন [কাষ্ঠহারী (৭)]। বাহ্য (১০৮) ও সুজাত (৩০৬) জাতকেও রাজাদিগের এইরূপ খামখেয়ালির কথা আছে। কিন্তু

লোকে যে এরূপ বিবাহ-জাত সন্তানকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিত, ভদ্রশাল জাতকের (৪৬৫) প্রত্যুৎপন্ন বস্তু হইতে তাহা বেশ বুঝা যায়। শাক্যবংশীয় মহানামার ঔরসে নাগমুণ্ডা নাম্নী দাসীর গর্ভে বাসভ-ক্ষত্রিয়ার জন্ম হয় এবং প্রসেনজিৎ ঐ কন্যাকে শাক্যকুলজাতা মনে করিয়া বিবাহ করেন। বাসভক্ষত্রিয়ার পুত্র বিরূঢক যখন কপিলবস্তুতে মাতুলকুলের সঙ্গে দেখা করিতে যান, তখন তিনি যে আসনে বসিয়াছিলেন, তাহা অপবিত্র হইয়াছে মনে করিয়া শাক্যেরা উহা দুগ্ধ-মিশ্রিত জলে ধৌত করাইয়াছিলেন।* বাসভক্ষত্রিয়া যে দাসীকন্যা, এই ঘটনা হইতেই প্রসেনজিৎ তাহা প্রথম জানিতে পারেন এবং তিনি বাসভক্ষত্রিয়া ও বিরূঢক উভয়কেই পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হন। বুদ্ধদেব তাঁহাকে বুঝাইয়াছিলেন, "মহারাজ, মাতৃকুলের উৎকর্ষাপকর্ষে কিছু আসিয়া যায় না, পিতার জাতিগোত্রই আভিজাত্যের পরিচায়ক।" কিন্তু বুদ্ধদেবের এই উদারনীতি সমাজে পরিগৃহীত হয় নাই। যাঁহারা "অসম্ভিন্নক্ষত্রিয়বংশজাত" [শোণক (৫২৯)], অর্থাৎ যাঁহাদের পিতৃকুল ও মাতৃকুল উভয়ই বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় (মাতাপিতুসু খত্তিয়), তাঁহারাই ক্ষত্রিয়সমাজে শ্রেষ্ঠ কুলীন বলিয়া বিদিত ছিলেন [কুক্কুর (২২), ত্রিশকুন (৫২১)]। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেও যাঁহাদের পিতৃকুলে ও মাতৃকুলে ঊর্দ্ধতন সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত জাতিগত কোন কলঙ্ক স্পর্শে নাই, তাঁহারাই শ্রেষ্ঠকুলীন বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেন।

জাত্যভিমান। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দিগের জাত্যভিমান সম্বন্ধে কোন কোন আখ্যায়িকা বেশ কৌতুকাবহ। উপসাঢ় নামক এক ব্রাহ্মণ, পাছে যেখানে কোন শূদ্রের শব দগ্ধ করা হইয়াছে, এমন কোথাও তাঁহার সৎকার হয়, এই ভয়ে উদ্বিগ্ন থাকিতেন এবং পবিত্র শ্মশান খুঁজিয়া বেড়াইতেন [উপসাঢ় (১৬৬)]। শাক্যবংশীয় মহানামা যে কৌশলে নিজের ঔরসজাতা কন্যা বাসভক্ষত্রিয়ার সহিত একপাত্রে অন্ন গ্রহণ করা হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিলেন, তাহাও বেশ হাস্যজনক [ভদ্রশাল (৪৬৫)]।

গৃহপতি। কোন কোন জাতকে 'ব্রাহ্মণ' শব্দের পর 'গৃহপতি' শব্দের প্রয়োগ আছে [দুর্মেধা (৫০), পঞ্চগুরু (১৩২), মহাপিঙ্গল ২৪০)]। যিনি গৃহস্থ—স্ত্রীপুত্র লইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন, 'গৃহপতি' শব্দের এই অর্থ ধরিলে সর্ব্ববর্ণের লোকেই গৃহপতি-শ্রেণীভুক্ত হইতে পারেন। কিন্তু পালি-সাহিত্যে গৃহপতি শব্দটী বোধ হয় বিশিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডদ গৃহপতি। সৌমনস্য-জাতকে (৫০৫) এক বণিক্ গৃহপতির পরিচয় পাওয়া

---

* এইরূপে অপমানিত হইয়া বিরূঢক যে ভীষণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন—আমি রাজা হইলে এই আসন তোমাদের কণ্ঠরক্তে আবার ধোওয়াইব—তাহা তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিলেন। Tarentum নগরের গ্রীক্ অধিবাসীরা যখন রোমকদূত Postumius এর শুভ্র বস্ত্রে মল নিক্ষেপ করিয়াছিল, তখন সেই বীরপুরুষও প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, "এই পরিচ্ছদ তোমাদেরই রক্তস্রোতে ধৌত হইবে।" কিরূপে Beneventumএর যুদ্ধে এই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হয়, তাহা পুরাবৃত্ত-পাঠকের সুবিদিত।

যায়; সুতনো-জাতক-বর্ণিত গৃহপতি এমন দুঃস্থ ছিলেন যে তাঁহার পুত্রকে মজুর খাটিয়া সংসার চালাইতে হইত। ইহাতে মনে হয় 'গৃহপতি'পদ কুলক্রমাগত ছিল এবং গৃহপতিদিগের মধ্যে ধনী, দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত সর্ব্বাবস্থার লোকই দেখা যাইত। যাঁহারা 'শ্রেষ্ঠী' নামে বিদিত, তাঁহারাই গৃহপতিসমাজে সর্ব্বপ্রধান ছিলেন। ইঁহারা যে বৈশ্যদিগের স্থানীয়, এ অনুমানও অসঙ্গত নহে, কারণ ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণদিগের পরেই 'গৃহপতি'দিগের উল্লেখ দেখা যায়। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দিগকে বোধ হয় রাজকর দিতে হইত না; গৃহপতিরা কর দিতেন।

কুটুম্বিক।

আর এক শ্রেণীর লোক 'কুটুম্বিক' নামে বর্ণিত। কুটুম্বিকেরা গৃহপতি-দিগেরই স্থানীয় ছিলেন বলিয়া মনে হয়। যাঁহারা নগরবাসী, তাঁহারা সম্ভবতঃ কুসীদজীবী ছিলেন [শতপত্র (২৭৯), সুত্যজ (৩২০)]; এবং কেহ কেহ ধান্যাদি শস্য ক্রয় বিক্রয় করিতেন [শ্যালক (২৪৯)]। মুনিক-জাতকে (৩০) দেখা যায় কোন নগরবাসী কুলপুত্র নিজের এক পুত্রের সহিত এক পল্লীবাসী কুটুম্বিকের কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। পল্লীবাসী কুটুম্বিকেরা বোধ হয় বর্ত্তমান-কালের তালুকদার বা যোতদারদিগের স্থানীয় ছিলেন।

শূদ্র।

হিন্দুসমাজের চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদিগের কথা বলা হইল। জাতকে 'বৈশ্য' শব্দের প্রয়োগের ন্যায় 'শূদ্র' শব্দের প্রয়োগও নিতান্ত বিরল। যতদূর স্মরণ হয় তাহাতে কেবল দুইটী জাতকে 'বৈশ্য' শব্দ পাইয়াছি:—দশব্রাহ্মণ-জাতকে (৪৯৫) বৈশ্য ও অম্বষ্ঠেরা কৃষি, বাণিজ্য ও ছাগ পালন করে এবং সুবর্ণ-লোভে আপনাদের কন্যাদিগকে অন্যের ভোগে নিয়োজিত করে এই কথা বলা হইয়াছে, এবং বিশ্বন্তর-জাতকে (৫৪৭) একটা বৈশ্য-বীথির উল্লেখ আছে। শূদ্র শব্দের প্রয়োগ ত একেবারেই নাই, দুই একটী আখ্যায়িকায় [যেমন উপসাঢ়-জাতকে (১৬৬)] 'বৃষল' শব্দ দেখা যায়। কিন্তু 'বৃষল' শব্দে শূদ্র এবং চণ্ডাল প্রভৃতি অন্ত্যজ জাতিও বুঝায়। বেণ, পুক্কস, চণ্ডাল প্রভৃতি নীচজাতি মনুর মতে শূদ্র নহে, বর্ণসঙ্কর। ফলতঃ খাঁটি শূদ্র বলিলে যে কি বুঝাইত, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। এখনও যাহারা শূদ্র-পদবাচ্য, তাহারা প্রায় সকলেই 'অন্তরপ্রভব'।

নীচ জাতি।

সুত্তবিভঙ্গে নলকার, কুম্ভকার, তন্তুবায় (পালি 'পেসকার'), চর্ম্মকার, নাপিত, বেণ, রথকার, চণ্ডাল, নিষাদ ও পুক্কস এই কয়েকটী অন্ত্যজ জাতির নাম আছে। ইহাদের মধ্যে প্রথম পাঁচটী হীনশিল্পী এবং শেষের পাঁচটী হীনজাতি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। বিজয়ী আর্য্যেরা যখন সভ্য ও সঙ্গতিপন্ন হইয়াছিলেন, তখন 'হীন' ব্যবসায়গুলি অনার্য্যদিগের দ্বারাই সম্পাদিত হইত এবং লোকে সাধারণতঃ বংশানুক্রমে এক একটী ব্যবসায় করিত বলিয়া জাতিবিভাগ ব্যবসায়মূলক হইয়াছিল। কাজে কাজেই হীন জাতির ব্যবসায় হীন ব্যবসায় এবং হীনব্যবসায়ী হীনজাতি বলিয়া গণ্য হইয়াছে। বস্তুতঃ কোন ব্যবসায়ই

যে স্বভাবতঃ হীন, ইহা বলিবার কোন কারণ নাই, কারণ সমাজরক্ষার জন্য সকল ব্যবসায়েরই একটা না একটা উপযোগিতা আছে।

উল্লিখিত জাতিনিচয়ের মধ্যে নলকার, চর্ম্মকার ও চণ্ডাল এখনও সমাজের নিম্নতম স্তরে অবস্থিত। কুম্ভকার, তন্তুবায় ও নাপিত উন্নতিলাভ করিয়া আচরণীয় শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে। অপর কয়েকটী জাতির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নিরূপণ করা বর্ত্তমান সময়ে সহজ নহে। মনুর মতে বেণদিগের বৃত্তি 'ভাণ্ডবাদনম্', অর্থাৎ ইহারা খোল, করতাল ইত্যাদি লইয়া বাদ্য করিয়া বেড়াইত। ভেরীবাদ (৫৯) ও শঙ্খধ্ম (৬০) জাতকে আমরা এই শ্রেণীর লোক দেখিতে পাই। মনু বলিয়াছেন (১০।৪৯) পুক্কসেরা 'বিলৌকবধবন্ধন' দ্বারা, অর্থাৎ যে সকল জন্তু গর্ত্তে থাকে (যেমন গোধা, শল্লকী), তাহাদিগকে ধরিয়া ও মারিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ইহা নিষাদ-বৃত্তিরই রূপান্তর। আমার মনে হয় বেণ, পুক্কস, নিষাদ ও চণ্ডাল বর্ত্তমানকালে এক সাধারণ পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া চণ্ডাল নামেই পরিচিত হইয়া আসিতেছে। মনুসংহিতায় এবং জাতকে চণ্ডালের স্থান অতি নীচ। ইহারা গ্রামের বাহিরে থাকিবে, সাধুরা ইহাদিগকে সাক্ষাৎ অন্ন দিবেন না, ভৃত্য দ্বারা ভগ্ন পাত্রে অন্ন দেওয়াইবেন, দৈবকর্ম্মাদির অনুষ্ঠানকালে ইহাদের মুখদর্শন করিতে নাই; ইহারা রাত্রিকালে কদাচ গ্রামে বা নগরে প্রবেশ করিতে পারিবে না, ইহারা নগরাদি হইতে অনাথ শব বাহির করিবে, প্রাণদণ্ড-গ্রস্ত ব্যক্তিদিগের শূলারোপণাদি করিবে—চণ্ডালের সম্বন্ধে মনুর এই সকল উৎকট ব্যবস্থা। জাতকেও দেখা যায় চণ্ডালেরা 'বহির্নগরে' বাস করে [আম্র (৪৭৪), মাতঙ্গ (৪৯৭), চিত্তসম্ভূত (৪৯৮)]। চণ্ডালপুত্র চিত্ত ও সম্ভূত বাঁশ নাচান * দেখাইতে গিয়াছিল, তাহাও উজ্জয়িনীর প্রাকারের বাহিরে থাকিয়া। চণ্ডাল-স্পৃষ্ট বায়ু স্পর্শ করিলে দেহ অপবিত্র হইবে, এই আশঙ্কায় উদীচ্য ব্রাহ্মণ শ্বেতকেতু বলিয়াছিলেন, "নস্স চণ্ডাল কালকণ্ণি, অধোবাতং যাহি" [শ্বেতকেতু (৩৭৭)]। নিতান্ত দায়ে পড়িয়াও চণ্ডালান্ন গ্রহণ করিলে ব্রাহ্মণেরা মনের দুঃখে প্রাণ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতেন। বারাণসীর ষোল হাজার ব্রাহ্মণ একবার না জানিয়া চণ্ডালের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়াছিলেন। ইহাতেই তাঁহাদিগকে চিরদিনের জন্য সমাজচ্যুত করা হইয়াছিল [মাতঙ্গ (৪৯৭)]। চণ্ডালান্নের এইরূপ দোষের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই বুদ্ধদেব শ্বেতকেতু-জাতকের প্রত্যুৎপন্ন বস্তুতে বলিয়াছিলেন, ভিক্ষুদিগের পক্ষে নিষিদ্ধ উপায়ে অন্নলাভ ও চণ্ডালের উচ্ছিষ্ট-ভোজন উভয়ই তুল্য।

চণ্ডালের সংস্পর্শে আসা দূরে থাকুক, তাহার দর্শনেও মহা অমঙ্গল সূচিত

---

* বংশ-ধোপনং—ইহা একপ্রকার ক্রীড়া। ইহাতে এমন কৌশলে আঙ্গুলের আগায় বাঁশ দাঁড় করান হয় যে, এক আঙ্গুল হইতে আর এক আঙ্গুলে কিংবা এক হাত হইতে অন্য হাতে লইবার কালে বাঁশখানি পড়িয়া যায় না, ঠিক সোজাভাবেই দাঁড়াইয়া থাকে।

হইত। দৃষ্টমঙ্গলিকা * শ্রেষ্ঠিকন্যা [মাতঙ্গ (৪৯৭)] উদ্যানকেলির জন্য বাহিরে যাইবার কালে পথে চণ্ডালকুলজ মাতঙ্গকে দেখিয়া অমঙ্গল-নিবারণের জন্য গন্ধোদক দিয়া চক্ষু ধুইয়া গৃহে ফিরিয়াছিলেন এবং তাঁহার অনুচরেরা মাতঙ্গকে দারুণ প্রহার করিয়া নিঃসংজ্ঞ অবস্থায় ফেলিয়া গিয়াছিল। এই মাতঙ্গই শেষে শ্রেষ্ঠীর দ্বারে ধর্ণা দিয়া দৃষ্টমঙ্গলিকাকে পত্নীরূপে লাভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহা করিতে পারিয়াছিলেন কেবল তিনি বোধিসত্ত্ব বলিয়া, কেন না বৌদ্ধদিগের বিশ্বাস যে বোধিসত্ত্বদিগের কোন সঙ্কল্পই ব্যর্থ হয় না। চিত্ত ও সম্ভূতকে (৪৯৮) দেখিয়াও উজ্জয়িনীর এক শ্রেষ্ঠিকন্যা ও এক পুরোহিতকন্যা গন্ধোদক দিয়া চক্ষু ধুইয়াছিলেন, এবং চণ্ডালে দেখিয়াছিল বলিয়া তাঁহাদের জন্য যে খাদ্য-পানীয় যাইতেছিল, তাহা অপবিত্র ও অগ্রাহ্য হইয়াছিল। আম্র-জাতকে (৪৭৪) লিখিত আছে, এক ব্রাহ্মণকুমার ইন্দ্রজাল বিদ্যা শিখিবার জন্য কোন চণ্ডালের দাসত্ব স্বীকার করিয়াছিল; কিন্তু শেষে লজ্জাবশতঃ লোকের নিকট গুরুর নাম গোপন করায় তাহার সেই অধীত বিদ্যা বিলুপ্ত হইয়াছিল। উপরে যে শ্বেতকেতুর কথা বলা হইয়াছে, তিনি চণ্ডালের নিকটে বিচারে পরাস্ত হইয়া তাহার দুই পায়ের ভিতর দিয়া গলিয়া গিয়াছিলেন এবং লোকের নিকট মুখ দেখাইতে না পারিয়া বারাণসী ছাড়িয়া তক্ষশিলায় গিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন। শবক-জাতকে (৩০৯) কিন্তু দেখা যায়, চণ্ডালদিগের মধ্যেও পাণ্ডিত্য থাকিলে লোকে তাহাদের গুণ গ্রহণ করিত।

চণ্ডাল ভাষা।

চণ্ডালেরা নগরের বাহিরে থাকিত, শিক্ষিত লোকের সহিত মিশিতে মিশিতে পারিত না; এই জন্য তাহাদের ভাষাও ভদ্র-সমাজের ভাষা হইতে পৃথক্ ছিল। চিত্ত ও সম্ভূত ব্রাহ্মণ সাজিয়া তক্ষশিলায় এক ব্রাহ্মণাচার্য্যের গৃহে বিদ্যাভ্যাস করিতেছিল; কিন্তু একদিন অসাবধানতাবশতঃ চণ্ডালভাষায় কথা বলায় ধরা পড়িয়াছিল।

কুম্ভকার, তন্তুবায় ও নাপিত।

কুম্ভকার-শিল্পের হীনতাসম্বন্ধে জাতকে কোন উল্লেখ নাই। ভীমসেন-জাতকে (৮০) বোধিসত্ত্ব তন্তুবায়শিল্পকে "লামক কম্ম" বলিয়াছেন। শৃগাল-জাতকে (১৫২) বৈশালীর এক নাপিত আপনাকে 'হীনজাতি' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে। গঙ্গমাল-জাতকে (৪২১) দেখা যায়, নাপিত গঙ্গমাল প্রত্যেকবুদ্ধ হইয়াও, রাজা উদয়কে নাম ধরিয়া ডাকিয়াছিল বলিয়া রাজমাতা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন এবং "হীন জচ্চো মলমজ্জনো নহাপিতপুত্তো" বলিয়া তাহাকে গালি দিয়াছিলেন। শৃগাল-জাতকে বর্ণিত নাপিতের এই সকল কাজ দেখা যায়;—সে রাজা, রাজার অন্তঃপুরচারিণী, রাজপুত্র ও রাজকন্যা-

---

* দৃষ্টমঙ্গলিক বা দৃষ্টমঙ্গলিকা প্রকৃত পক্ষে কোন নাম নহে। মহামঙ্গল-জাতকে (৪৫৩) দেখা যায়, যাহারা নিমিত্তের শুভাশুভ ফলে বিশ্বাস করে, তাহারা তিন শ্রেণীতে বিভক্তঃ— দৃষ্টমঙ্গলিক, শ্রুতমঙ্গলিক ও মৃষ্টমঙ্গলিক, অর্থাৎ যাহারা দৃষ্ট পদার্থ হইতে শুভ আশা করে, যাহারা শ্রুত শব্দ হইতে শুভ আশা করে এবং যাহারা মৃষ্ট বা স্পৃষ্ট দ্রব্য হইতে শুভ আশা করে।

দিগের, কাহারও দাড়ি কামাইত, কাহারও চুল ছাটিত, কাহারও বেণী প্রস্তুত করিয়া দিত। 'নাপিত' শব্দটী স্না ধাতু হইতে উৎপন্ন। সংস্কৃত 'স্না', পালিতে 'নহা' (বাঙ্গালা নাওয়া)। ণিজন্ত করিলে ইহা হইতে 'নহাপিত' পদ সিদ্ধ হয়। ইহার অর্থ যে স্নান করায়। এখনও হিন্দু সমাজে বিবাহাদি মাঙ্গলিক কার্য্যে স্নান করাইবার জন্য নাপিতের প্রয়োজন হয়; পশ্চিমাঞ্চলে 'নৌয়ারা' এখনও লোকের গায়ে তেল মাখায় ও হাত পা টিপিয়া দেয়।

এই প্রকরণের প্রারম্ভেই বলা হইয়াছে জাতিভেদ গৃহীর পক্ষে; প্রব্রাজকদিগের মধ্যে জাতিবিচার ছিল না। পরবর্ত্তী প্রকরণে প্রব্রাজকদিগের কথা আলোচনা করা যাইতেছে।

(খ) প্রব্রাজক।

প্রব্রজ্যা।

ধর্ম্মের জন্য সর্ব্বস্বত্যাগ, এমন কি পুত্রকলত্রাদির মায়াবন্ধনচ্ছেদন প্রধানতঃ ভারতবর্ষেই দেখা যায়। যখন ধর্ম্মের জন্য প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত, তখন লোকে বিপুল ঐশ্বর্য্য, রাজসম্পৎ পর্য্যন্ত পরিহার করিয়া বানপ্রস্থ আশ্রমে প্রবেশ করিত। চিরজীবন গৃহে থাকিলে ধর্ম্মার্জ্জনে ব্যাঘাত ঘটে, ঘৃতসংযোগে অগ্নির ন্যায় ভোগের সঙ্গে সঙ্গে বিষয়বাসনা উত্তরোত্তর উদ্দীপিত হইয়া আত্মাকে অধোগামী করে, এই জন্যই শাস্ত্রকারেরা দ্বিজাতির, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণদিগের, জন্য শেষজীবনে বানপ্রস্থ ও ভৈক্ষ্য আশ্রমের নির্দ্দেশ করিয়াছেন।* জাতক-পাঠে প্রতীতি হয়, চতুরাশ্রমাবলম্বন-প্রথা কেবল ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে নহে, ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যেও অত্যন্ত বলবতী ছিল। ইঁহাদের অনেকে ষোল বৎসর বয়স্ পর্য্যন্ত গৃহে থাকিয়া লেখাপড়া শিখিতেন, তাহার পর বেদ, বেদাঙ্গ প্রভৃতির অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইতেন। এই উচ্চশিক্ষা সমাপ্ত হইলে ব্রহ্মচারী গৃহস্থ হইতেন এবং দেবঋণ, ঋষিঋণ ও পিতৃঋণ পরিশোধানন্তর গৃহত্যাগপূর্ব্বক বনে যাইতেন। বনমধ্যে আশ্রম নির্ম্মিত হইত, ঋষিরা কখনও একাকী, কখনও অনেকে এক সঙ্গে আশ্রমে থাকিতেন এবং তপস্যানিরত হইয়া ব্রহ্মবিদ্যার চর্চ্চা করিতেন। যাঁহারা ঋষিসমাজে প্রধান হইতেন, লোকে তাঁহাদিগকে কুলপতি বা "গণশাস্তা" বলিত। তাঁহারা উঞ্ছবৃত্তি ছিলেন এবং বন্য ফলমূলেই জীবনধারণ করিতেন। হিমালয় পর্ব্বতে গঙ্গাতীরবর্ত্তী স্থানই আশ্রমনির্ম্মাণের পক্ষে প্রশস্ত বলিয়া পরিগণিত হইত।

নারীদিগের প্রব্রজ্যা।

নারীরাও সন্ন্যাস গ্রহণ করিতেন [ন্যগ্রোধ-মৃগ (১২), অনুশোচীয় (৩২৮) কুম্ভকার (৪০৮), চুল্লবোধি (৪৪৩), হস্তিপাল (৫০৯), শোণনন্দ (৫৩২), শ্যাম (৫৪০)]। শোণ-নন্দ জাতকে কথিত আছে যে এক অশীতিকোটি-বিভবসম্পন্ন ব্রাহ্মণদম্পতী পুত্রদ্বয়কে প্রব্রজ্যাগ্রহণে কৃতসঙ্কল্প দেখিয়া সমস্ত ধন বিতরণপূর্ব্বক নিজেরাও তাহাদের অনুগামী হইয়াছিলেন।

---

* সংস্কৃত সাহিত্যে ক্ষত্রিয়দিগেরও গৃহত্যাগ ও মুনিবৃত্তিগ্রহণের অনেক দৃষ্টান্ত আছে।

কিয়ৎকাল বানপ্রস্থ ধর্ম্ম পালন করিবার পর ভিক্ষাবৃত্তিগ্রহণের প্রথা খা যায়, ঋষিরা "লবণ ও অম্লসেবনার্থ" পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিতেন, এবং ভিক্ষাচর্য্যা করিতে করিতে বারাণসী প্রভৃতি নগরে উপনীত হইতেন। লোকালয় প্রব্রাজকের পক্ষে নিষিদ্ধ বলিয়া তাঁহারা এই সময়ে সচরাচর নগর বা গ্রামের বহিঃস্থ কোন উদ্যানে অবস্থিতি করিতেন। লোকের বিশ্বাস ছিল যে তপস্যা ও ধ্যানবলে ঋষিদিগের অনেক অলৌকিক ক্ষমতা জন্মিত, তাঁহারা ঋদ্ধি-সম্পন্ন হইয়া আকাশমার্গে যাতায়াত করিতে পারিতেন। কেহ কোন প্রত্যেক-বুদ্ধের প্রতি অবজ্ঞা দেখাইলে তাহার রক্ষা ছিল না, সে তৎক্ষণাৎ নিরয়গমন করিত [ধর্ম্মধ্বজ (২২০)]।

মিগাস্থিনিসের বিবরণীতে সন্ন্যাসীদিগের উল্লেখ।

বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের বহু পূর্ব্বেই ভারতবর্ষে অনেক সন্ন্যাসি-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ভিক্ষুসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইলে সন্ন্যাসীদিগের সংখ্যা হঠাৎ আরও বৃদ্ধি হয়। গ্রীক্‌দূত মিগাস্থিনিস্ সন্ন্যাসীদিগের সংখ্যাধিক্য দেখিয়া মনে করিয়াছিলেন, ভারতবর্ষের অধিবাসিগণ যে কয়েকটী প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত, Sophistai অর্থাৎ পণ্ডিত সম্প্রদায় তাহাদের অন্যতম। তিনি এই সম্প্রদায়কে আবার 'ব্রাহ্মণ' ও 'শ্রমণ' এই দুই শাখায় পৃথক্ করিয়া যথাক্রমে হিন্দু ও বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদিগকে নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন।

অল্পবয়সে প্রব্রজ্যাগ্রহণ।

পিতৃঋণ পরিশোধের পূর্ব্বে প্রব্রজ্যাগ্রহণ নিষিদ্ধ থাকিলেও সময়ে সময়ে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিত। কোন কোন ক্ষত্রিয় রাজকুমার যে অল্পবয়সেই গৃহত্যাগ করিতেন, পূর্ব্বে তাহা বলা হইয়াছে। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেও শিক্ষাসমাপ্তির পরেই প্রব্রজ্যাগ্রহণের বহু উদাহরণ দেখা যায় [সমৃদ্ধি (১৬৭), লোমশকাশ্যপ (৪৩৩), কৃষ্ণ (৪৪০), শোণনন্দ (৫৩২)]। বংশধরদিগের মধ্যে কেহ প্রব্রাজক হইলে বংশ পবিত্র হয়, এই বিশ্বাসে মাতা, পিতা ও অন্যান্য অভিভাবকেরা, আপত্তি করা দূরে থাকুক, বরং কোন কোন সময়ে উৎসাহ দিয়া বালকদিগকে গৃহত্যাগে প্রবর্ত্তিত করিতেন [চুল্লশ্রেষ্ঠী (৪), অশাতমন্ত্র (৬১), সংস্তব (১৬২)]। সিংহলদ্বীপের ভদ্রলোকদিগের মধ্যে এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, বংশের একটী সন্তানকে ভিক্ষুসঙ্ঘে প্রবেশ করাইতে পারিলে গৃহস্থ আপনাকে কৃতার্থ মনে করেন। প্রব্রজ্যাগ্রহণে পুণ্য হয় বলিয়া লোকে উৎকট ব্যাধিগ্রস্ত হইলে সময়ে সময়ে মানত করিত যে তাহারা আরোগ্য লাভ করিলে প্রব্রাজক হইবে [কায়নির্ব্বিণ্ণ (২৯৩)]।

আচার্য্যগৃহেও সময়ে সময়ে গুরুশিষ্যের মধ্যে প্রব্রজ্যা-সম্বন্ধে আলোচনা হইত। লাভগর্হ-জাতকে (২৮৭) দেখা যায় শিষ্য আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, লাভের উপায় কি? এবং আচার্য্য যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া বলিয়াছিল

> ত্যজি গৃহ, ভিক্ষাপাত্র করিয়া ধারণ
> নিশ্চয় লইব আমি প্রব্রজ্যা-শরণ।
> ভিক্ষাবৃত্তি করি খাব, তাও ভাল বলি;
> অধর্ম্মের পথে যেন কভু নাহি চলি।

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ভিন্ন অন্যান্য জাতিও প্রব্রজ্যা লইতেন। কল্যাণ-ধর্ম্ম-জাতকের (১৭১) বোধিসত্ত্ব বারাণসী-শ্রেষ্ঠী ও বন্ধনাগার-জাতকের (২০১) বোধিসত্ত্ব একজন দরিদ্র গৃহপতি ছিলেন এবং ইঁহারা উভয়েই সংসার ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। সুধাভোজন-জাতকের (৫৩৫) মৎসরিশ্রেষ্ঠী মহাবিভবসম্পন্ন হইয়াও প্রব্রজ্যা লইয়াছিলেন।

নীচজাতির প্রব্রজ্যা।

জাতকবর্ণিত প্রব্রাজকদিগের মধ্যে নীচজাতীয় লোকেরও অভাব নাই। কুদ্দালপণ্ডিত (৭০) ছিলেন পর্ণিক; মাতঙ্গ (৪৯৭), চিত্ত ও সম্ভূত (৪৯৮) ছিলেন চণ্ডাল এবং দুকূলক [শ্যাম (৫৪০)] ছিলেন নিষাদ।

(গ) রাজা।

রাজার অভিষেকে প্রজার অনুমোদন।

পুরাবৃত্তবিদেরা বলেন অতি প্রাচীনকালে রাজপদ বংশগত ছিল না; লোকে যাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত মনে করিত, সমাজরক্ষার জন্য তাঁহাকেই আপনাদের 'বিশ্‌পতি' বা 'বিশাম্পতি' রূপে নির্ব্বাচিত করিত। উলূক জাতকের (২৭০) অতীতবস্তুতে যে জনশ্রুতি লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, তাহা এই মতেরই সমর্থন করে। তদনুসারে পৃথিবীর আদি রাজা "মহাসম্মত" অর্থাৎ যাঁহাকে সর্ব্বসাধারণে বরণ করিয়াছিল। উত্তর কালে রাজপদ বংশগত হইয়াছিল; রাজারা সময়ে সময়ে অত্যাচারও করিতেন; কিন্তু কি রামায়ণ ও মহাভারত, কি জাতকের আখ্যায়িকাবলী, হিন্দু, বৌদ্ধ, উভয় সম্প্রদায়ের সাহিত্যেই দেখা যায় নূতন রাজার অভিষেক-কালে প্রকৃতিপুঞ্জের, বিশেষতঃ অমাত্য প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের, অনুমোদন আবশ্যক হইত।* পাদাঞ্জলি (২৪৭) এবং গ্রামণীচণ্ড (২৫৭) জাতকে বর্ণিত আছে যে অমাত্যেরা অভিষেকের পূর্ব্বে রাজপুত্রদিগের পরীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। পাদাঞ্জলি এই পরীক্ষায় অনুপযুক্ত প্রতিপন্ন হইয়াছিলেন বলিয়া অমাত্যেরা ভূতপূর্ব্ব রাজার অর্থধর্ম্মানুশাসককে রাজপদে বরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু রাজকুমার আদর্শমুখ শিশু হইলেও অসামান্য বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছিলেন, এজন্য তাঁহার অভিষেকে কাহারও আপত্তি হয় নাই।

---

* সগর রাজার মৃত্যু হইলে প্রজারাই অংশুমানকে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়াছিল (রামায়ণ, বাল, ৪২), দশরথ যখন রামকে যৌবরাজ্য দিবার সঙ্কল্প করেন, তখন তিনি "ব্রাহ্মণ, বলমুখ্য, পৌর ও জানপদবর্গের" মত লইয়াছিলেন (রামায়ণ, অযোধ্যা, ২)। দশরথের মৃত্যু হইলে "রাজকর্তৃগণ" সভাস্থ হইয়া তখনই ইক্ষ্বাকুবংশীয় যে কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে সিংহাসনে বসাইবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন (রামায়ণ, অযোধ্যা, ৬৭)। মহাভারতেও দেখা যায়, যযাতি প্রজার অভিপ্রায় বিনা পুরুকে রাজ্য দান করিতে পারেন নাই। প্রজারা প্রথমে আপত্তি করিয়াছিল যে জ্যেষ্ঠ যদু ও অন্যান্য অগ্রজ বিদ্যমান থাকিতে সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুরু রাজা হইতে পারেন না (মহাভারত, আদি, ৮৫), কিন্তু যযাতি পুরুর গুণ ও অন্যান্য পুত্রদিগের দোষ প্রদর্শন করিয়া এবং শুক্রাচার্য্যের বরের দোহাই দিয়া তাহাদিগকে নিরস্ত করিয়াছিলেন। প্রতীপের জ্যেষ্ঠপুত্র দেবাপি কুষ্ঠরোগগ্রস্ত ছিলেন বলিয়া প্রজারা তাঁহার রাজ্যাভিষেকে যে আপত্তি করিয়াছিল, প্রতীপ তাহা খণ্ডন করিতে পারেন নাই। (মহাভারত, উদ্যোগ, ১৪৯)

জাতকে রাজধর্ম্ম।

ধার্ম্মিক রাজা দশবিধ সদ্‌গুণে অলঙ্কৃত ছিলেন—দান, শীল, পরিত্যাগ, অক্রোধ, অবিহিংসা, ক্ষান্তি, আর্জ্জব, মার্দ্দব, তপঃ, অবিরোধন [দুর্মেধো (৫০), রাজাববাদ (১৫১), কুরুধর্ম্ম (২৭৬)]। যাঁহার এতগুলি গুণ থাকে, তাঁহার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করিবার জন্য কোন বিধিব্যবস্থার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু রাজচরিতে বিশ্বাস নাই, সময়বিশেষে কোন রাজা হয়ত রাজা মহাপিঙ্গলের ন্যায় "অতি অধর্ম্মচারী ও অন্যায়পরায়ণ হইতেন, নিয়ত ইচ্ছামত পাপকার্য্যে রত থাকিতেন, এবং লোকে যেমন ইক্ষুযন্ত্রে ইক্ষু পেষণ করে, সেইরূপ নানা অত্যাচারে প্রজাদিগকে পেষণ করিতেন—তাহাদিগের নিকট অতিমাত্রায় কর আদায় করিতেন, সামান্য অপরাধে লোকের জঙ্ঘাদি অঙ্গচ্ছেদন করিতেন, এবং তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিতেন" [মহাপিঙ্গল (২৪০)]। গণ্ডতিন্দুজাতকেও (৫২০) অধার্ম্মিক রাজা ও তাঁহার অধার্ম্মিক অমাত্যদিগের অতি হৃদয়বিদারক অত্যাচারের কথা আছে।

রাজশক্তি সীমাবদ্ধ।

রাজশক্তির উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণেরও অনেক উপায় ছিল। ধর্ম্মশাস্ত্রের নির্দ্দেশ, * গুরু, পুরোহিত, আচার্য্য প্রভৃতির উপদেশ—রাজাদিগকে এ সমস্ত মানিয়া চলিতে হইত। তৈলপাত্র-জাতকে (৯৬) দেখা যায়, তক্ষশিলারাজ তাঁহার যক্ষিণী রাণীকে বলিয়াছিলেন, "ভদ্রে, সমস্ত রাজ্যের উপর আমার নিজেরই কোন প্রভুত্ব নাই ; আমি সমস্ত প্রজার প্রভু নহি; যাহারা রাজদ্রোহী বা দুরাচার, আমি কেবল তাহাদিগেরই দণ্ডবিধান করিতে পারি।" কিন্তু সকল রাজা শাস্ত্রের নির্দ্দেশ মানিয়া চলিতেন না, হিতৈষীর উপদেশেও কর্ণপাত করিতেন না। ইঁহাদিগকে কুমন্ত্রণা দিবার লোকেরও অভাব ছিল না ; কাজেই প্রজারা সময়ে সময়ে উৎপীড়িত হইত। বুদ্ধদেবের সময়েই কৌশাম্বীরাজ উদয়ন এমন মদ্যাসক্ত ছিলেন যে একদা তিনি কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানশূন্য হইয়া নিরীহ স্থবির পিণ্ডোলভরদ্বাজকে যন্ত্রণা দিবার জন্য তাঁহার মস্তকে একটা তাম্রপিপীলিকার বাসা ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন [মাতঙ্গ (৪৯৭)]। কোশলরাজ প্রসেনজিৎ উৎকোচ পাইয়া অবিচার করিতেন ; তাঁহাকে উপদেশ দিবার জন্য বুদ্ধদেব উৎকোচগ্রাহী ভৃগুরাজের সমুদ্রপ্লাবনে বিনাশের কথা বলিয়াছিলেন [ভৃগু (২১৩)]। জাতকের অতীত বস্তুতেও আমরা অর্থলোভী [তণ্ডুলনালী (৫)], মদ্যাসক্ত [ধর্ম্মধ্বজ (২২০), ক্ষান্তিবাদী (৩১৩), চুল্লধর্ম্মপাল (৩৫৮)], মিথ্যাবাদী [চেদি (৪২২)] প্রভৃতি অনেক অধার্ম্মিক রাজার পরিচয় পাই। মন্ত্রীদিগের সৎপরামর্শে কাহারও কাহারও চরিত্র সংশোধন হইত [তণ্ডুলনালী (৫), রথলট্‌ঠি (৩৩২), কুক্কু (৩৯৬)], কিন্তু কখনও কখনও সর্ষপই ভূতাবিষ্ট হইত, কোন দুষ্ট অমাত্য বা পুরোহিত, সদুপদেশ দেওয়া দূরে থাকুক, রাজাকে বরং অধর্ম্মের পথেই

---

* মনুসংহিতায় (৮। ৩৩৬) অপরাধী রাজাকে দণ্ড দিবার ব্যবস্থা আছে। মনু বলেন, যে অপরাধে ইতর ব্যক্তির যে দণ্ড হইবে, সেই অপরাধে রাজা তাহার শতগুণ দণ্ড ভোগ করিবেন।

পরিচালিত করিতেন [ধর্ম্মধ্বজ (২২০), পাদকুশলমাণব (৪৩২)]। রাজার অত্যাচার নিতান্ত দুর্ব্বহ হইলে প্রজারা কখনও কখনও বিদ্রোহী হইত এবং তাঁহার প্রাণনাশ করিয়া নূতন রাজা নির্ব্বাচন করিত [সত্যংকিল (৭৩), মণিচোর (১৯৪), পাদকুশলমাণব (৪৩২)]। এ প্রসঙ্গে পাঠকেরা মৃচ্ছকটিক-বর্ণিত "পালক" রাজার কথা স্মরণ করিয়া দেখিবেন। * সত্যংকিল ও পাদকুশলমাণব জাতকে অত্যাচারীদিগের প্রাণনাশের পর যাঁহারা রাজা হইয়াছিলেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ। ধার্ম্মিক রাজারা সময়ে সময়ে উত্তরকালীন বিক্রমাদিত্য ও হারুণ-উর-রসিদের ন্যায় ছদ্মবেশে প্রজার অবস্থা দেখিয়া বেড়াইতেন এবং প্রজারা তাঁহাদের চরিত্রসম্বন্ধে কিরূপ আলোচনা করে, স্বকর্ণে শুনিয়া তাহা বুঝিতে পারিতেন [রাজাববাদ (১৫১), নানাচ্ছন্দ (২৮৯)]। লোকের বিশ্বাস ছিল, যে ধার্ম্মিক রাজদর্শনে পুণ্য হয় [দূত (২৬০)], কিন্তু রাজা অধার্ম্মিক হইলে "অকালে অতিবৃষ্টি হয়, অথচ যথাকালে বর্ষণ হয় না, রাজ্যে দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর হাহাকার উঠে, লোকে দস্যুতস্করদিগের উপদ্রবে বিব্রত হইয়া পড়ে [মণিচোর (১৯৪), কুরুধর্ম্ম (২৭৬ ।]

প্রজাবিদ্রোহ। রাজদর্শনে পুণ্য।

রাজপদ শেষে বংশগত (কুলসন্তক) হইয়াছিল [তৈলপাত্র (৯৬), চুল্লপদ্ম (১৯৩) ইত্যাদি]। কোন প্রতিবন্ধক না থাকিলে শিক্ষাসমাপ্তির পর রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্রই পিতার জীবদ্দশায় 'উপরাজ' এবং দেহান্তে রাজা হইতেন [দুর্মেধো (৫০), তুষ (৩৩৮), কুল্মাষপিণ্ড (৪১৫)]। পুত্র না থাকিলে ভ্রাতাকেও 'উপরাজ' করিবার প্রথা ছিল [দেবধর্ম্ম (৬), অসদৃশ (১৮১), কামনীত (২২৮)]।† জাতকের উপরাজ এবং সংস্কৃত সাহিত্যের 'যুবরাজ' বোধ হয় এক।

রাজপদ বংশগত। উপরাজ।

রাজারা বহুবিবাহ করিতেন; কোন কোন রাজার ষোড়শসহস্র পত্নীর উল্লেখ আছে [দশরথ (৫৬১), মহাপদ্ম (৪৭২), কুশ (৫৩১)]; ইঁহাদের মধ্যে যিনি প্রধানা (অগ্রমহিষী) ও ক্ষত্রিয় কুলোদ্ভবা, সাধারণতঃ তাঁহারই গর্ভজাতপুত্র রাজপদ পাইতেন। কিন্তু সময়বিশেষে অন্তঃপুরের ষড়্যন্ত্রে বা অন্যান্য কারণে এই নিয়মের যে ব্যতিক্রম না হইত তাহা নহে [দেবধর্ম্ম (৬), কাষ্ঠহারী (৭), দশরথ (৪৬১)]। বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল বলিয়া সকল সময়ে অন্তঃপুরের বিশুদ্ধতা রক্ষিত হইত না। মহাশীলবান্ (৫১), শ্রেয়ঃ (২৮২) প্রভৃতি জাতকে আমরা ভ্রষ্টা রাজপত্নীদিগকে দেখিতে পাই। রাজা অপুত্রক হইলে তাঁহার

রাজকুলে বহু[illegible]।

---

* বর্ত্তক-জাতকের (১১৮) বর্ত্তমানবস্তুতে বর্ণিত বধ্যভূমিতে নীয়মান শ্রেষ্ঠিপুত্রের আকস্মিক উদ্ধার এবং ঠিক সেই অবস্থায় ও সেই উপায়ে মৃচ্ছকটিক-নায়ক চারুদত্তের উদ্ধার স্মরণ করিলে অনুমান হয় যে শূদ্রক কবি জাতককারের নিকট কিয়ৎ পরিমাণে ঋণী ছিলেন।

† রাজার পুত্র না জন্মিলে প্রজারা কখনও কখনও বড় উদ্বিগ্ন হইত [সুরুচি (৪৮৯), কুশ (৫৩১)]। এ সম্বন্ধে কুশ-জাতকে একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায়। রাজা প্রজাদিগের অনুরোধে রাণীদিগকে অলঙ্কার পরাইয়া স্বচ্ছন্দবিহারের জন্য ছাড়িয়া দিতেন এবং এই উপায়ে কোন রাণীর গর্ভে যদি কোন পুত্র জন্মিত, তাহা হইলে তাহাকেই রাজপদ দেওয়া হইত। প্রাচীনকালে হিন্দুসমাজেও ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদন করিবার প্রথা ছিল। কুশ জাতকের বৃত্তান্ত বোধ হয় তাহারই অতিরঞ্জন।

জামাতাকেও রাজপদ দেওয়া হইত [মৃদুপাণি (২৬২), মহাজনক (৫৩৯)]। জাতকে এরূপ অবস্থায় রাজার ভাগিনেয়ের বা ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত কন্যার বিবাহের উল্লেখ আছে [অসিলক্ষণ (১২৬), মৃদুপাণি (২৬২), মহাজনক (৫৩৯)]। ইহাতে মনে হয়, 'অসপিণ্ডা তু যা মাতুরসগোত্রা চ যা পিতুঃ, সা প্রশস্তা দ্বিজাতীনাং দারকর্ম্মণি মৈথুনে,' মনুর এই ব্যবস্থা রাজকুলে অবশ্যপ্রতিপাল্য বলিয়া গৃহীত হইত না। কেবল অপুত্রক রাজার কন্যার সম্বন্ধে নহে, অন্যত্রও এরূপ বিবাহ হইত। বিশ্বন্তর তাঁহার মাতুল-কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বর্দ্ধকিশূকর (২৮৩) এবং তক্ষকশূকরজাতকের (৪৯২) বর্ত্তমানবস্তুতে লিখিত আছে, অজাতশত্রুর সহিত তাঁহার মাতুলকন্যা বজ্রা দেবীর বিবাহ হইয়াছিল। *

রাজকুলে মাতুলকন্যার বিবাহ।

উদয়জাতকে (৪৫৮) বর্ণিত আছে, রাজা উদয়ের সহিত তাঁহার বৈমাত্রেয় ভগিনীর বিবাহ হইয়াছিল এবং তাঁহার মৃত্যু হইলে এই রমণীই রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। রাম যখন বনগমনে কৃতসঙ্কল্প হন, তখন বসিষ্ঠ সীতাকেই সিংহাসনে বসাইবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন; কিন্তু সীতা পতির অনুগমনে স্থিরপ্রতিজ্ঞা ছিলেন বলিয়া এই সঙ্কল্প পরিত্যক্ত হয় (রামায়ণ, অযোধ্যা, ৩৭)। ইহাতে মনে হয় প্রাচীন ভারতবর্ষে রমণীরাও সময়ে সময়ে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেন।

রমণীদিগের সিংহাসন-প্রাপ্তি।

মৃতরাজা নির্ব্বংশ হইলে বংশান্তর হইতে রাজা নির্ব্বাচন করা হইত। কোন কোন জাতকে এ সম্বন্ধে একটা অদ্ভুত প্রথা দেখা যায়। মৃতরাজার সৎকার সমাপ্ত হইলে পুরোহিত ভেরি বাজাইয়া ঘোষণা করিতেন, "আগামী কল্য নূতন রাজার অনুসন্ধানে 'পুষ্পরথ' প্রেরিত হইবে" [দরীমুখ (৩৭৮); ন্যগ্রোধ (৪৪৫), শোণক (৫২৯), মহাজনক (৫৩৯)]। পরদিন রাজধানী অলঙ্কৃত হইত, পুষ্পরথে চারিটী কুমুদশুভ্র তুরঙ্গ যোজিত হইত, রথের মধ্যে খড়্গ, ছত্র, উষ্ণীষ, পাদুকা ও চামর, এই পঞ্চরাজচিহ্ন স্থাপিত হইত; অনন্তর চতুরঙ্গিণী সেনা-পরিবৃত হইয়া মহাবাদ্যধ্বনির সহিত রথ নগরের বাহিরে যাইত। বর্ণনার ভঙ্গীতে মনে হয় অশ্বগণ যেন ইচ্ছামতই ছুটিত এবং যেখানে রাজপদ পাইবার উপযুক্ত কোন সুলক্ষণ পুরুষ থাকিত সেখানে থামিত। পুষ্পরথবৃত্তান্ত প্রকৃত হইলে এইরূপ রাজনির্ব্বাচনে পুরোহিতেরই ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়, কারণ তিনিই ইহার প্রধান উদ্যোক্তা। ইহা যে সম্পূর্ণরূপে আখ্যায়িকাকারের কল্পনাপ্রসূত, এ অনুমানও অসঙ্গত নহে। ক্ষত্রিয় না হইলেও যে লোকে রাজপদ পাইতে পারিত,

বংশান্তর হইতে রাজনির্ব্বাচন; পুষ্পরথ।

ক্ষত্রিয়েতর বর্ণের রাজ্যপ্রাপ্তি।

* কেহ কেহ বলেন অজাতশত্রু প্রসেনজিতের ভগিনীর সপত্নীপুত্র—এক লিচ্ছবিরাজ-কন্যার গর্ভজাত। কিন্তু পালি সাহিত্যে তিনি কোশলরাজকন্যার গর্ভজাত বলিয়াই বর্ণিত।

মাতুলকন্যাকে বিবাহ করিবার আরও অনেক উদাহরণ আছে। যশোধরা বুদ্ধদেবের এক পক্ষে মাতুলকন্যা, অন্যপক্ষে পিতৃষ্বস্রসুতা। মহামায়ার সহিত শুদ্ধোদনেরও এইরূপ একাধিক নিকট সম্বন্ধ ছিল। অতএব দেখা যাইতেছে যে পুরাকালে হিন্দুসমাজে খুড়তত, জেঠতত, পিষতত ও মামাত ভাই ভগিনীর বিবাহ দোষাবহ ছিল না। উদয়জাতকে (৪৫৮) বৈমাত্রেয় ভগিনীকে এবং দশরথজাতকে (৪৬১) সহোদরাকে বিবাহ করিবার কথা আছে; [illegible] বোধ হয় সমাজের অতি প্রাচীন অবস্থার স্মৃতিমূলক। ঐতিহাসিক সময়ে সহো[illegible] করার প্রথা কেবল মিশরদেশের গ্রীক্ রাজাদিগের মধ্যেই প্রচলিত ছিল।

এ প্রথায় তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ন্যগ্রোধ-জাতকে যে ব্যক্তি রাজা হইয়াছিলেন, তিনি এক অজ্ঞাতকুলা দুঃখিনী রমণীর শরণিনিক্ষিপ্ত পুত্র। পূর্ব্বে সত্যংকিল ও পাদকুশলমাণব জাতকবর্ণিত দুই জন ব্রাহ্মণের রাজ্যপ্রাপ্তির কথা বলা হইয়াছে। ঐতিহাসিক প্রসঙ্গেও আমরা শূদ্রকুলজাত নন্দ এবং ব্রাহ্মণকুলজাত কাণ্বদিগের রাজ্যপ্রাপ্তি দেখিতে পাই।

অত্যাচারী রাজপুত্রদিগের নির্ব্বাসন।

এ দেশের প্রাচীন সাহিত্যে দেখা যায়, কোন কোন রাজপুত্র রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হইতেন। নির্ব্বাসনের একটী কারণ ছিল তাঁহাদের চরিত্রের উচ্ছৃঙ্খলতা। রাঢ়রাজ সিংহবাহুর পুত্র বিজয়ের নির্ব্বাসন পুরাবৃত্তপাঠকের সুবিদিত। সূর্য্যবংশীয় সগররাজার পুত্র অসমঞ্জ নগরবাসীদিগের সন্তানগুলি সরযূর জলে ফেলিয়া দিয়া মজা দেখিতেন। ইহাতে নগরবাসীরা ক্রুদ্ধ হইয়া সগরকে বলিয়াছিল, "মহারাজ, হয় আমাদিগকে, নয় অসমঞ্জকে, রাজ্য হইতে দূর করিয়া দিন।" সগর প্রজাদিগকে তুষ্ট করিবার জন্য অসমঞ্জকে তদ্দণ্ডে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন; পাছে তিনি যাইতে বিলম্ব করেন, এই আশঙ্কায় সগর নিজেই রথ আনাইয়া তাঁহাকে ও তাঁহার ভার্য্যাকে তুলিয়া দিয়াছিলেন; নির্ব্বাসিত রাজকুমার কন্দমূলাদি সংগ্রহের নিমিত্ত কেবল একখানি কোদালি ও একটা ঝুড়ি সঙ্গে লইতে পারিয়াছিলেন, তিনি এতদ্ভিন্ন অন্য কোন পাথেয় পান নাই (রামায়ণ, অযোধ্যা, ৩৬; মহাভারত, বন, [illegible])। জাতকেও অত্যাচারী রাজপুত্রের নির্ব্বাসনের কথা আছে [দদ্দর (৩০৪)]। সত্যংকিল-জাতকে (৭৩) দেখা যায়, প্রজারা এক দুষ্ট রাজকুমারকে গোপনে বধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। রাজকুমার বিশ্বন্তর অতিদানে রাজভাণ্ডার শূন্য করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন বলিয়া প্রজারা এত অসন্তুষ্ট হইয়াছিল যে তাহারা রাজাকে বলিয়া তাঁহাকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করাইয়াছিল [বিশ্বন্তর (৫৪৭)।]

রাজকুলে পিতৃদ্রোহ।

নির্ব্বাসনের আর একটী কারণ ছিল রাজপুত্রদিগের পিতৃদ্রোহ। সংস্কৃত, পালি, উভয় সাহিত্য হইতেই বুঝা যায়, রাজাদিগকে গৃহশত্রুর ভয়ে সর্ব্বদা সশঙ্ক থাকিতে হইত। গৃহশত্রুর মধ্যে মহিষী ও পুত্রেরাই প্রধান ছিলেন। মহিষী দুষ্টা হইলে সময়ে সময়ে যে রাজার উপাংশুহত্যা হইত, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে তাহার উল্লেখ আছে, মেধাতিথিও মনুর ৭ম অধ্যায়ের ১৫৩ম শ্লোকের ভাষ্যে এই কথারই সমর্থন করিয়াছেন।* পরন্তপজাতকে (৪১৬) অসতী মহিষীর চক্রান্তে এক সিংহাসনচ্যুত রাজার উপাংশু হত্যার কথা আছে; ইহা ছাড়া অন্য কোন জাতকে মহিষীকর্তৃক রাজার প্রাণনাশের উল্লেখ নাই। কিন্তু রাজকুমারেরা যে সময়ে সময়ে সিংহাসনলাভের জন্য পিতৃহত্যা করিতেন, তাহার বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। অজাতশত্রু-কর্ত্তৃক বিম্বিসারের নিধন [সঞ্জীব (১৫০)] এবং বিরূঢ়ককর্ত্তৃক

---

* দেবীগৃহে লীনো হি ভ্রাতা ভদ্রসেনং জঘান। লাজান্মধুনেতি বিষেণ পর্য্যস্য দেবী কাশীরাজম্। বিষদিগ্ধেন নূপুরেণাবস্ত্যং মেখলামণিনা সৌবীরং জালূথমাদর্শেন বেণ্যাং গূঢ়ং শস্ত্রং কৃত্বা দেবী বিদূরথং জঘান [অর্থশাস্ত্র, ৪১ পৃঃ]।

প্রসেনজিতের সিংহাসনচ্যুতি [ভদ্রশাল (৪৬৫)] ঐতিহাসিক সত্য। সংকৃত্য-জাতকের (৫৩০) অতীতবস্তুতে যে রাজকুমারের কথা আছে, তিনিও পিতৃহত্যা করিয়া রাজপদ লাভ করিয়াছিলেন। তুষ-জাতকে (৩৩৮) এবং মূষিক-জাতকে (৩৭৩) দেখা যায়, রাজপুত্রেরা পিতার উপাংশু হত্যার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এই সকল কারণে রাজারা আত্মরক্ষার জন্য পুত্রদিগকে সময়ে সময়ে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিতেন [চুল্লপদ্ম (১৯৩), অসিতাভূ (২৩৪) ইত্যাদি]। † কোন কোন উপরাজেরও এই সন্দেহে নির্ব্বাসন হইত [অসদৃশ (১৮১), সুত্যজ (৩২০), ভূরিদত্ত (৫৪৩)]। পরন্তপ-জাতকে (৪১৬) দেখা যায় এক রাজা তাঁহার পুত্রকে ঔপরাজ্য দিয়া শেষে তাঁহার প্রাণনাশের চেষ্টা করিয়াছিলেন।

কুলতন্ত্র শাসনপ্রণালী।

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে অনেক প্রদেশেই রাজতন্ত্রশাসন ছিল বটে; কিন্তু কোথাও কোথাও কুলতন্ত্রশাসনও (oligarchy) প্রচলিত দেখা যায়। কুলতন্ত্র-শাসনে এবং সাধারণতন্ত্র (গণতন্ত্র) শাসনে পার্থক্য আছে। সাধারণতন্ত্রে জনসাধারণে যে কোন ব্যক্তিকে নির্দ্দিষ্টকালের জন্য প্রধান শাসনকর্ত্তার পদে নির্ব্বা-

---

† কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে রাজপুত্ররক্ষণ প্রকরণে যে সকল ব্যবস্থার উল্লেখ দেখা যায়, সেগুলি পাঠ করিলে মনে হয় জাতকের কথা অতিরঞ্জিত নহে, এবং পিতৃদ্রোহ কেবল মোগলদিগের মধ্যে নহে, প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজকুলসমূহেও, নিতান্ত বিরল ছিল না। কৌটিল্য বলেন, "জন্মপ্রভৃতি রাজপুত্রান্ রক্ষেৎ, কর্কটসধর্ম্মাণো হি জনকভক্ষা রাজপুত্রাঃ"—রাজপুত্রদিগকে জন্মাবধি রক্ষা করিতে হইবে, কারণ তাঁহারা কর্কটের ন্যায় পিতৃভক্ষ। [illegible] ভরদ্বাজ ব্যবস্থা দিয়াছেন, "তেষামজাতস্নেহে পিতরি উপাংশুদণ্ডঃ শ্রেয়ান্"-অর্থাৎ পিতার মনে স্নেহ সঞ্জাত হইবার পূর্ব্বেই রাজপুত্রদিগকে গুপ্তভাবে নিহত করা বিধেয়। কিন্তু বিশালাক্ষ ইহাতে আপত্তি করিয়াছেন, তিনি বলেন, এ অতি নিষ্ঠুর ব্যবস্থা এবং ইহাতে ক্ষত্রিয়দিগের কুলক্ষয় ঘটে। ইহা না করিয়া রাজপুত্রদিগকে একস্থানে আবদ্ধ রাখা ভাল। পরাশর বলেন, ইহাও সমীচীন নহে, এ যেন ঘরে সাপ পুষিয়া রাখা। ইহার পরিবর্ত্তে রাজকুমারদিগকে কোন প্রত্যন্ত দুর্গের মধ্যে রক্ষিপরিবৃত করিয়া রাখা যাইতে পারে। পিশুন ইহাতেও আপত্তি করেন, তিনি বলেন, এ হইবে যেন মেষপালের মধ্যে বৃক পুষিয়া রাখা, কারণ অবরুদ্ধ রাজকুমার অনায়াসে রক্ষীদিগের সহিত সখ্যস্থাপন করিয়া পিতার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিতে পারেন; অতএব তাঁহাকে কোন সামন্তরাজার অধিকারস্থ দুর্গে রাখা উচিত। কৌণপদন্তের মতে ইহাও যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ ইহা করিলে সামন্তরাজ অবরুদ্ধ কুমারকে বৎসরূপে প্রয়োগ করিয়া তাঁহার পিতার সর্ব্বস্ব দোহন করিতে পারেন। অতএব কুমারদিগকে মাতৃবন্ধুগণের তত্ত্বাবধানে রাখা ভাল। কিন্তু এ ব্যবস্থাও বাতব্যাধির (উদ্ধবের) মনঃপূত হয় নাই। তিনি বলেন, রাজপুত্রদিগকে অশিক্ষিত ও বিলাসপরায়ণ করা ভাল, কারণ এরূপ পুত্র কখনও পিতৃদ্রোহী হয় না। কৌটিল্য এরূপ কূটনীতির অনুমোদন করেন না; তিনি বলেন, ইহা ত জীবন্মরণম্। রাজপুত্রেরা বিলাসী হইলে ঘুণজগ্ধ কাষ্ঠের ন্যায় রাজকুলের বিনাশ অপরিহার্য্য। ইহা না করিয়া কুমারদিগের দশবিধ সংস্কার যথাশাস্ত্র সম্পাদিত করিতে হইবে এবং যাহাতে তাঁহাদের পাপে বিরাগ ও পুণ্যে অনুরাগ জন্মে, উপযুক্ত শিক্ষক রাখিয়া তাহার ব্যবস্থা করিলে সুফল পাওয়া যাইবে।

ভরত ও শত্রুঘ্নের বিবাহের পরেই তাঁহাদের মাতুল যুধাজিৎ তাঁহাদিগকে কেকয়রাজ্যে লইয়া যান (রামায়ণ, আদি)। ইহার ১২ বৎসর পরে রামের যৌবরাজ্যে অভিষেকের আয়োজন; কিন্তু এমন উৎসবের সময়েও তাঁহাদিগকে অযোধ্যায় আনয়ন করিবার কথা উঠে নাই। যখন রামের নির্ব্বাসন হইল এবং দশরথ দেহত্যাগ করিলেন, তখনই অমাত্যেরা ভরতকে অযোধ্যায় আনাইলেন। ভরত শত্রুঘ্নের মাতুলালয়ে এই সুদীর্ঘ প্রবাস কি কৌণপদন্তের নীতিমূলক?

মৌর্য্যরাজদিগের সময়েও রাজাদিগকে অন্তঃপুরের ষড়্‌যন্ত্রে নিয়ত ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হইত। মিগাস্থিনিস্ বলেন যে চন্দ্রগুপ্ত উপাংশুহত্যার ভয়ে কখনও এক শয়নকক্ষে উপর্য্যুপরি দুই রাত্রি যাপন করিতেন না।

চন করে, কুলতন্ত্রশাসনে কোন কোন নির্দ্দিষ্টকুলজাত বহুলোকে সমবেত হইয়া শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। যে সকল প্রদেশে কুলতন্ত্রশাসন প্রচলিত ছিল, তন্মধ্যে বৈশালী প্রধান। লিচ্ছবিবংশীয় সাতহাজার সাতশত সাতজন ক্ষত্রিয় এই প্রদেশের শাসন করিতেন। ইঁহাদের সকলেরই উপাধি ছিল 'রাজা'। [একপর্ণ (১৪৯), চুল্লকলিঙ্গ (৩০১)]। ভদ্রশালজাতকে (৪৬৫) ইঁহাদিগকে "গণরাজ" বলা হইয়াছে। ইঁহারা নিতান্ত সাক্ষিগোপাল ছিলেন না; সময়ে সময়ে মতভেদ ঘটিলে সভাগৃহে বেশ তর্কবিতর্ক উঠিত এবং শেষে অধিকাংশের মত লইয়া কার্য্য নির্ব্বাহ হইত। এই নিমিত্তই জাতককার বৈশালীরাজদিগকে 'পটিপুচ্ছাবিতক্ক' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। লিচ্ছবিরা যতদিন মিলিয়া মিশিয়া চলিয়াছিলেন, ততদিন অজাতশত্রু তাঁহাদের কোন অনিষ্ট করিতে পারেন নাই; কিন্তু শেষে তাঁহারা একতাভ্রষ্ট হইয়া স্বাধীনতা হারাইয়াছিলেন।

বৈশালী ভিন্ন আরও কোন কোন অঞ্চলে কুলতন্ত্রশাসন প্রবর্ত্তিত ছিল। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে কাম্বোজ ও সুরাষ্ট্রদেশীয় ক্ষত্রিয়শ্রেণীদ্বয় "বার্ত্তা-শস্ত্রোপজীবী" এবং লিচ্ছবি, বৃজি, মল্ল, মদ্র, কুকুর, কুরু ও পাঞ্চাল, এই সকল ক্ষত্রিয়শ্রেণী "রাজশব্দোপজীবী" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ইহাতে মনে হয়, তাঁহার সময়ে শেষোক্ত শ্রেণীসমূহের কেহই জাত্যভিমানবশতঃ কৃষিকর্ম্মাদি করিতেন না; সকলেই রাজোপাধি গ্রহণ করিয়া রাজকার্য্যে জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন।* কপিলবস্তুর শাক্যদিগের শাসনপ্রণালী কিরূপ ছিল নিশ্চয় বলা যায় না, বুদ্ধের আবির্ভাবকালে শুদ্ধোদন তাঁহাদের রাজা ছিলেন বলিয়া দেখা যায়; কিন্তু শুদ্ধোদনই যে কপিলবস্তুর একাধীশ্বর ছিলেন, এরূপ নাও হইতে পারে। প্রসেনজিৎ যখন একজন শাক্যকুমারী চাহিয়া পাঠান [ভদ্রশাল (৪৬৫)], তখন কর্ত্তব্যা-বধারণের জন্য সমস্ত প্রধান শাক্যই সমবেত হইয়াছিলেন। বিরূঢকের অভ্যর্থনার জন্যও তাঁহাদের সকলকেই সংস্থাগারে সমবেত দেখা যায়। মহানামার কন্যা বাসভক্ষত্রিয়াকে বুদ্ধদেব রাজকন্যা বলিয়াই পরিচিত করাইয়াছিলেন। রোহিণীর জল লইয়া শাক্য ও কোলীয়দিগের মধ্যে বিবাদ হইলে, অমাত্যেরা গিয়া "রাজকুল-দিগকে" এই সংবাদ দিয়াছিলেন। বুদ্ধ যখন এই কলহ মিটাইতে গিয়াছিলেন, তখন যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের সকলেই 'রাজা' নামে বর্ণিত হইয়াছেন এবং বুদ্ধ তাঁহাদিগকে "মহারাজ" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন [কুণাল (৫৩৬)]। ইহাতে মনে হয়, ভদ্রশাল-জাতকে যেমন একজন মহালিচ্ছবির উল্লেখ আছে, শুদ্ধোদনও সেইরূপ মহাশাক্য অর্থাৎ শাক্যকুলের প্রধান কিংবা সভাপতি-স্থানীয় ছিলেন। সত্য বটে, শাক্যেরা কোশলপতির সামন্ত (আজ্ঞাপ্রবৃত্তিস্থ) রূপে বর্ণিত হইয়াছেন; কিন্তু তাঁহারা বোধ হয় সাধারণতঃ স্বাতন্ত্র্যই ভোগ করিতেন। ভদ্রশাল-জাতকেই দেখা যায়, একটা প্রকাণ্ড বটবৃক্ষদ্বারা কোশল

* এই প্রসঙ্গে ।৶০ পৃষ্ঠবর্ণিত 'রাজন্' শব্দের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

ও কপিলবস্তুর সাধারণ সীমা নির্দ্দিষ্ট ছিল। তবে যে শাক্যেরা প্রসেনজিতের আদেশে বাসভক্ষত্রিয়াকে মহানামার ধর্ম্মপত্নীগর্ভসম্ভূত কন্যা সাজাইয়া পাঠাইয়াছিলেন, তাহা কেবল প্রবল প্রতিবেশীর মনস্তুষ্টির জন্য।

উপরে যাহা বলা হইল তাহাতে বুঝা যায় যে, বৌদ্ধযুগের প্রারম্ভে ভারতবর্ষের কোন কোন অঞ্চলে কুলতন্ত্রশাসন প্রচলিত ছিল। পরে প্রদর্শিত হইবে যে, পল্লীবাসীরাও অনেক বিষয়ে স্ব স্ব পল্লীর শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিত। এই সমস্ত দেখিয়াই বোধ হয় গ্রীক্ দূত মিগাস্থিনিস্ মনে করিয়াছিলেন যে, প্রাচীন গ্রীসের ন্যায় প্রাচীন ভারতবর্ষেরও অনেক স্থানে শাসনপ্রণালী সাধারণতন্ত্র ছিল।

(ঘ) রাজকর।

রাজকর-সম্বন্ধে জাতকে কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থার উল্লেখ নাই। কোন কোন জাতকে দেখা যায়, রাজা ইচ্ছামত করবৃদ্ধি করিতেন [মহাশ্বরোহ (৩২০)]। লোকে যে সময়-বিশেষে নগদ টাকা না দিয়া উৎপন্ন শস্যের একটা নির্দ্দিষ্ট অংশ রাজকরস্বরূপ দিত, কুরুধর্ম্ম জাতকে (২৭৬) তাহার উল্লেখ আছে। যে কর্ম্মচারী রাজার পক্ষ হইতে এই শস্য মাপিয়া লইতেন, তাঁহার উপাধি ছিল দ্রোণমাপক। কুলায়ক জাতকে (৩১) মাদক দ্রব্যের উপর শুল্কগ্রহণের কথা আছে। সম্ভবতঃ উহা রাজারই প্রাপ্য ছিল, তবে গ্রামভোজক নামক কর্ম্মচারী উহার কিয়দংশ আত্মসাৎ করিতেন, ইহা বেশ বুঝা যায়। অস্বামিক ধন রাজার প্রাপ্য ছিল [তৈলপাত্র (৯৬), নদীয়ক (৩৯০), হস্তিপাল (৫০৯)]। বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় তখনও লোকে শুল্কসংগ্রহকারীদিগকে যমদূতের ন্যায় ভয় করিত। গর্গজাতকে (১৫৫) কথিত আছে যে একটা যক্ষের চরিত্র সংশোধন হইলে রাজা তাহাকে শুল্কসংগ্রাহকের পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

(ঙ) রাজকর্ম্মচারী।

জাতকে পুরোহিত, অর্থধর্ম্মানুশাসক, সর্ব্বার্থচিন্তক, সর্ব্বকৃত্যকার, বিনিশ্চয়ামাত্য, অর্ঘকার, সেনাপতি, ভাণ্ডাগারিক, ছত্রগ্রহ, অসিগ্রহ, রজ্জুক (surveyor), শ্রেষ্ঠী (banker or treasurer), দ্রোণমাতা, (measurer of corn), হিরণ্যক (খাজাঞ্চী বা পোদ্দার), সারথি, দৌবারিক, হস্তিমঙ্গলকারক, গজাচার্য্য, গ্রামভোজক, বলিপ্রতিগ্রাহক (শুল্কসংগ্রাহক), নগর-গুপ্তিক, রাজবৈদ্য, প্রভৃতি বহু রাজকর্ম্মচারীর নাম আছে [তণ্ডুলনালী, (৫), তীর্থ (২৫), সুহনু (১৫৮), কূটবাণিজ (২১৮), কুরুধর্ম্ম (২৭৬), কণবের (৩১৮) ইত্যাদি]। ইঁহাদের মধ্যে গ্রামভোজক, বলিপ্রতিগ্রাহক, গন্ধর্ব্ব ও নগরগুপ্তিক ব্যতীত প্রায় অন্য সকলেই অমাত্য নামে অভিহিত। সারথি ও দৌবারিকের অমাত্য-পদবি কিছু বিস্ময়ের কথা; কিন্তু বোধ হয় প্রাচীনকালে বিচক্ষণ লোকেরাই এই দুই পদে নিযুক্ত হইতেন। সংস্কৃত সাহিত্যে 'কঞ্চুকী' নামধেয় যে অন্তঃপুরচর কর্ম্মচারীর কথা আছে, তিনি ত ব্রাহ্মণই ছিলেন। সারথিরাও বর্ত্তমান কালের কোচম্যানের ন্যায়

সামান্য ভৃত্য ছিলেন না। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জ্জুনেব সারথি হইয়াছিলেন, দশরথও সারথি সুমন্ত্রকে বন্ধুব ন্যায় সম্মান করিতেন। যুদ্ধকালে সারথিব নৈপুণ্যেব উপবেই বাজাব জীবন মবণ নির্ভর করিত, কাজেই তিনি কর্ম্মচাবীদিগেব মধ্যে উচ্চাসন প্রাপ্ত হইতেন।

পুরোহিত। পুবোহিত ব্রাহ্মণ। অর্থধর্ম্মানুশাসক, সর্ব্বার্থচিন্তক, সর্ব্বকৃত্যকার ও বিনিশ্চয়ামাত্য, ইঁহাবাও সাধাবণতঃ ব্রাহ্মণজাতীয় ছিলেন। রাজসংসারে পুরোহিতের বিলক্ষণ প্রতিপত্তি ছিল। ক্ষত্রিয়েরা জাত্যভিমানী হইলেও পুরোহিতের প্রাধান্য স্বীকাব না কবিয়া পাবিতেন না। রাজা দুঃস্বপ্ন দেখিলে পুবোহিত শান্তিস্বস্ত্যয়নের ব্যবস্থা কবিতেন [মহাস্বপ্ন (৭৭), বাজ্যে দুর্নিমিত্ত দেখা দিলে পুবোহিত তাহাব প্রতিকাব কবিতেন [লোহকুম্ভি (৩১৪)], গর্ভাধানাদি সংস্কার পুবোহিতেব দ্বারাই সম্পাদিত হইত; বাজাব অভিষেকেব ও সংকাবেব সময়েও পুবোহিত না হইলে চলিত না, একটা হস্তীকে বাজাব বাহক-রূপে নির্দিষ্ট কবিতে হইবে, তাহার জন্যও পুবোহিত আবশ্যক হইত [সুসীম (১৬৩)]; গ্রহসংস্থান দেখিয়া বা অঙ্গলক্ষণ পাঠ করিয়া শুভাশুভ গণনা করিবার ক্ষমতাও ছিল পুবোহিতেব হাতে। ফলতঃ বাজাব ঐহিক ও পাবত্রিক মঙ্গলেব জন্য যে কোন দৈবকার্য্য অনুষ্ঠিত হইত, তাহাতেই পুরোহিতেব সর্ব্বতোমুখী কর্ত্তৃত্ব ছিল। তিনি একাধারে গুরু, পুরোহিত ও আচার্য্য। বাজা অনেক সময়ে তাঁহাকে আচার্য্য নামেই সম্বোধন কবিতেন [কুরুধর্ম্ম (২৭৬), শরভমৃগ (৪৮৩), শবভঙ্গ (৫২২)]। তিলমুষ্টি-জাতকে (২৫২) দেখা যায়, যিনি পূর্ব্বে বাজাব আচার্য্য ছিলেন, তিনি শেষে তাঁহাব পুবোহিত-পদে বৃত হইয়া তাঁহাকে ধর্ম্মপথে পরিচালিত করিতে লাগিলেন। শবক-জাতকে (৩০৯) বারাণসী-বাজ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াও পুবোহিতেব নিকট বেদ (মন্ত্র) শিক্ষা কবিতেন।

পুবোহিতেব পদ সাধাবণতঃ বংশগত ছিল [বন্ধনমোক্ষ (১২০), সুসীম (১৬৩), সুসীম (৪১১), চেদি (৪২২)]। কাজেই রাজবংশের সহিত পুবোহিত-বংশেব কুলক্রমাগত প্রীতিব বন্ধন থাকিত। বাজা ও পুরোহিত সমবয়স্ক হইলে তাঁহাদেব মধ্যে বন্ধুত্ব জন্মিত। সম্ব-জাতকে (৩১০) দেখা যায়, বাজপুত্র ও পুবোহিতপুত্র বাজসংসাবে সমান আদবে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, বয়ঃপ্রাপ্তির পব একসঙ্গে লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন, রাজপুত্র ঔপরাজ্যলাভ কবিবাব পরেও পুবোহিত-পুত্রেব সহিত এক সঙ্গে আহার করিতেন এবং এক শয্যায় শয়ন কবিতেন। অন্ধভূত-জাতকে (৬২) কথিত আছে, রাজা ও পুবোহিত এক সঙ্গে দ্যূতক্রীডা কবিতেন। বাজা গজাবোহণে নগর প্রদক্ষিণ কবিতে বাহিব হইলে পুবোহিত অনেক সময়ে তাঁহাব পশ্চাতে বসিয়া থাকিতেন। অধিকন্তু রাজবংশের সঞ্চিতধন কোথায় লুক্কায়িত থাকিত, পুবোহিতেরাই বোধ হয় তাহা জানিতেন [বন্ধনমোক্ষ (১২০)]। বাজা পুবোহিতকে নানা সময়ে গোহিরণ্যাদি দান কবিতেন [কুরুধর্ম্ম (২৭৬), নানাচ্ছন্দ (২৮৯), সুসীম (১৬৩)]। কোন কোন

জাতকে পুরোহিতদিগের ব্রহ্মোত্তরেরও (ভোগগ্রামের) উল্লেখ দেখা যায় [রথলট্ঠি (৩৩২), হস্তিপাল (৫০৯)]।

রাজকুলে এতদূর প্রতিপত্তি থাকিলে সকল সময়ে লোভ সংবরণ করা কঠিন। এইজন্য আমরা দুষ্ট পুরোহিতেরও উল্লেখ দেখিতে পাই। পাদকুশল-মাণব জাতকে (৪৩২) দেখা যায়, প্রজাপীড়নে পুরোহিতই রাজার দক্ষিণহস্ত-স্বরূপ ছিলেন। পুরোহিত অর্থলালসায় রাজার অর্থ-ধর্ম্মানুশাসকের পদও গ্রহণ করিতেন [খণ্ডহাল (৫৪২)] এবং উৎকোচ-লাভের জন্য বিচারকার্য্যে হাত দিতেন। কিংছন্দ-জাতকের (৫১১) পুরোহিত পৃষ্ঠমাংসাদ, উৎকোচগ্রাহক ও অবিচারক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন; খণ্ডহাল জাতকের পুরোহিত উৎকোচ পাইয়া অবিচার করিতেন, রাজকুমার চন্দ্র তাঁহার অসাধুতা প্রতিপন্ন করিলে তিনি প্রতিহিংসা-পরায়ণ হইয়া চন্দ্রের ও অপর রাজপুত্রদিগের প্রাণনাশের আয়োজন করিয়াছিলেন,—রাজাকে বুঝাইয়াছিলেন যে পুত্রবধ করিয়া যজ্ঞ সম্পাদন করিলে তিনি স্বর্গলাভ করিবেন। কিন্তু তাঁহার এই চক্রান্ত ব্যর্থ হইয়াছিল এবং তিনি নিজেই নিহত হইয়াছিলেন। সুখের বিষয় এই যে, এরূপ অসাধু পুরোহিত কদাচিৎ দেখা যাইত, জাতকবর্ণিত অনেক পুরোহিতই রাজাদিগকে সুমন্ত্রণা দিতেন এবং সৎপথে চালাইতেন।

শ্রেষ্ঠী।

গৃহপতি-প্রসঙ্গে শ্রেষ্ঠীদিগের কথা বলা হইয়াছে। ইঁহাদের কেহ কেহ উত্তরকালীন 'জগৎশেঠের' ন্যায় রাজকীয় ধনাধ্যক্ষ (banker) হইতেন। জাতকের কোন কোন আখ্যায়িকায় রাজকীয় শ্রেষ্ঠীদিগের উপাধির পূর্ব্বে রাজধানীর নাম সংযুক্ত দেখা যায়, যেমন রাজগৃহ-শ্রেষ্ঠী, বারাণসী-শ্রেষ্ঠী [চুল্ল-শ্রেষ্ঠী (৪), পীঠ (৩৩৭), ন্যগ্রোধ (৪৪৫)] *। শ্রেষ্ঠিস্থান অর্থাৎ শ্রেষ্ঠীর পদ সাধারণতঃ কুলক্রমাগত ছিল। চুল্ল-শ্রেষ্ঠী জাতকে দেখা যায়, বারাণসীশ্রেষ্ঠীর পুত্র ছিল না বলিয়া তাঁহার জামাতাই শেষে শ্রেষ্ঠিস্থান লাভ করিয়াছিলেন।

রাজকীয় শ্রেষ্ঠীদিগকে কি কি কাজ করিতে হইত, তাহার কোন উল্লেখ দেখা যায় না। সম্ভবতঃ তাঁহারা রাজ্যের আয়ব্যয়-সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়েই রাজার সাহায্য করিতেন, কোষে অর্থের অভাব হইলে রাজাকে ঋণও দিতেন। তাঁহাদিগকে রাজদরবারে উপস্থিত থাকিতে হইত [পূর্ণপাত্রী (৫৩), ইল্লীশ (৭৮), পীঠ (৩৩৭), মদীয়ক (৩৯০)]। কেহ কেহ প্রতিদিন দুই তিনবারও রাজদর্শনে যাইতেন [অস্থান (৪২৫)]। তাহাদের এক এক জন সহকারী থাকিতেন। সহকারীর উপাধি ছিল 'অনুশ্রেষ্ঠী' [সুধাভোজন (৫৩৫)]। কল্যাণধর্ম্ম-জাতকে (১৭১) দেখা যায়, শ্রেষ্ঠীরা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবার ইচ্ছা করিলে রাজার অনুমতি লইতেন।

---

* জাতকে 'জনপদ শ্রেষ্ঠী' প্রভৃতির উল্লেখ আছে। ইঁহারা রাজকীয় শ্রেষ্ঠী ছিলেন না. জনপদে বা প্রত্যন্ত প্রদেশে থাকিয়া ব্যবসায় বাণিজ্য করিতেন।

গ্রামভোজক। অন্যান্য রাজকর্ম্মচারীদিগের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার নাই। কেবল গ্রাম-ভোজকের সহিত একটু পরিচয় আবশ্যক; কারণ প্রাচীন পল্লীসমিতিগুলির সহিত এই কর্ম্মচারীর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। ইনি মনুবর্ণিত 'মণ্ডল'স্থানীয়। গ্রামভোজকেরা রাজার আদেশে নিযুক্ত হইতেন, রাজকর সংগ্রহ করিয়া পাঠাইতেন, সামান্য সামান্য বিবাদের বিচার করিতেন, অপরাধীর অর্থদণ্ড হইলে তাহার অন্ততঃ কিয়দংশ নিজেরা পাইতেন, মাদক দ্রব্যের উপর যে শুল্ক আদায় হইত, তাহারও ভাগ লইতেন [কুলায়ক (৩১)]। ইঁহারা শান্তিরক্ষার জন্য দায়ী ছিলেন এবং দস্যুতস্করাদির উপদ্রবনিবারণের ব্যবস্থা করিতেন। উৎকট অপরাধীদিগের বিচার রাজধানীতে হইত, গ্রামভোজকেরা তাহাদিগকে রাজার নিকট চালান দিতেন। রাজধানী হইতে দূরবর্ত্তী অঞ্চলের গ্রামভোজকেরা অত্যাচার করিবার সুবিধা পাইতেন, এবং দস্যু দমন করা দূরে থাকুক, সময়ে সময়ে বরং তাহাদের সহায়তাই করিতেন [খরস্বর (৭৯)]। তাঁহাদের আরও কোন কোন অত্যাচারের কথা শুনা যায় [গৃহপতি (১৯৯)]। কিন্তু গ্রামের শাসন-সম্বন্ধে গ্রামবাসীদিগেরও কতক ক্ষমতা ছিল। পানীয়-জাতকে (৪৫৯) দেখা যায়, দুইজন গ্রামভোজক প্রাণিহত্যা ও সুরাপান নিষেধ করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষে গ্রামবাসীদিগের আপত্তিবশতঃ তাঁহাদিগকে সেই আদেশ প্রত্যাহার করিতে হইয়াছিল। কোন গ্রামভোজক নিতান্ত অত্যাচারী হইলে রাজা তাঁহাকে পদচ্যুত করিতেন। আজকের নগরগুপ্তিক সম্ভবতঃ চণ্ডালজাতীয়।

রাজকর্ম্মচারীদিগের কথা বলা হইল। দেখা গেল যে বর্ত্তমানকালের ন্যায় তখনও অবিচার ও অত্যাচার যে একেবারে হইত না এমন নহে। তখনও কর্ম্মচারীরা উৎকোচ লইতেন, অবিচার করিতেন এবং শান্তিরক্ষকেরা অপরাধী ধরিতে গিয়া সময়ে সময়ে 'উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে' চাপাইতেন [মহাসার (৯২), কৃষ্ণদ্বৈপায়ন (৪৪৪)]। কণবের-জাতকের (৩১৮) নগরগুপ্তিক উৎকোচ পাইয়া প্রকৃত অপরাধীকে ছাড়িয়া দিয়াছিল এবং তাহার পরিবর্ত্তে এক নিরপরাধ ব্যক্তির প্রাণবধ করিয়াছিল।

অত্যাচারী রাজকর্ম্মচারীর দণ্ড। রাজা অত্যাচারী হইলে বিদ্রোহ হইত; কর্ম্মচারীরা অত্যাচারী হইলে, কখনও কখনও প্রজারা এমন উত্তেজিত হইত যে রাজবিচারের অপেক্ষা না করিয়াই স্বহস্তে অত্যাচারীর প্রাণদণ্ড করিত [ধর্ম্মধ্বজ (২২০)]। ফলতঃ পাশ্চাত্যখণ্ডে যাহাকে Lynch law বলে, এ দেশেও প্রাচীনকালে তাহা অপরিজ্ঞাত ছিল না।

(চ) বিচার।

রাজধানীতে রাজার প্রধান কর্ম্ম ছিল বিনিশ্চয় করা অর্থাৎ মকদ্দমা-মামলা-সম্বন্ধে চূড়ান্ত আদেশ দেওয়া। বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য আরও অনেক কর্ম্মচারী ছিলেন বটে, কিন্তু বিচারের প্রতিবিচার অর্থাৎ আপিল হইত এবং কোন কোন

বিবাদে লোকে রাজসমীপে গিয়াও প্রতিবিচার প্রার্থনা করিতে পারিত। মহা-পরিনির্ব্বাণ সূত্রে বৈশালী রাজ্যে মনুষ্যকৃত ব্যবহারের বিচারপদ্ধতি সম্বন্ধে দেখা যায়, কোন ব্যক্তি গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত হইলে প্রথমে বিনিশ্চয় মহামাত্রেরা তাহার বিচার করিতেন এবং তাঁহারা তাহাকে নির্দ্দোষ স্থির করিলে ছাড়িয়া দিতেন। কিন্তু যদি তাঁহারা তাহাকে দোষী মনে করিতেন, তাহা হইলে তাহাকে 'ব্যবহারিক' নামধেয় আর এক শ্রেণীর কর্ম্মচারীর নিকট পাঠাইতে হইত। ইহাতে মনে হয় বিনিশ্চয়-মহামাত্রগণ বর্ত্তমান কালের ঊর্দ্ধতন পুলিশ কর্ম্মচারী-দিগের স্থানীয় ছিলেন।* ব্যবহারিকদিগের উপরে যথাক্রমে সূত্রধার, অষ্টকুলক (আটটি কুলের লোক লইয়া গঠিত অর্থাৎ বর্ত্তমান 'জুরী' স্থানীয়), সেনাপতি, উপরাজ এবং রাজা এই সমস্ত ঊর্দ্ধতন বিচারক ছিলেন। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অপরাধী মনে করিলে রাজারা প্রবেণিপুস্তকের (book of precedents) ব্যবস্থা-মত তাহার দণ্ড বিধান করিতেন। জাতকে সূত্রধার ও অষ্টকুলক নামক কোন বিচারকের নাম নাই, কিন্তু সেনাপতিকে [ধর্ম্মধ্বজ (২২০), পুরোহিতকে [কিংছন্দ (৫১১), খণ্ডহাল (৫৪২)] এবং উপরাজকে বিচার করিতে দেখা যায়। ধর্ম্মধ্বজ-জাতকের সেনাপতি অবিচার করিয়াছিলেন; তাহার প্রতিবিচার করিয়াছিলেন পুরোহিত; খণ্ডহাল-জাতকে পুরোহিত অবিচার করিয়াছিলেন, তাহার প্রতিবিচার করিয়াছিলেন উপরাজ। জাতকের বিচারকদিগের মধ্যে সর্ব্বনিম্নস্থানে ছিলেন গ্রামভোজক [কুলাবক (৩১), উভতোভ্রষ্ট (১৩৯)]। ইনি গ্রামবাসীদিগের ছোটখাট মকদ্দমার বিচার করিতেন; এবং উৎকট অপরাধী-দিগকে বিচারার্থ রাজধানীতে পাঠাইতেন। কখনও কখনও কোন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি অভিযোক্তা হইলে রাজা নিজেই প্রথম বিচারে প্রবৃত্ত হইতেন [বর্থলট্‌ঠি (৩৩২)]। এই জাতকেই দেখা যায় রাজা যখন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়াই তাহার দণ্ডাজ্ঞা দিয়াছিলেন, তখন বিনিশ্চয়ামাত্য বলিয়া-ছিলেন, "কাজটা ভাল হইল না, লোকে অনেক সময়ে মিথ্যা অভিযোগও করিয়া থাকে। কাজেই অভিযোক্তা ও অভিযুক্ত উভয়েরই কথা শুনিয়া ও তথ্যানুসন্ধান করিয়া বিচার করা আবশ্যক।" অনন্তর রাজা এই পরামর্শানুসারে পুনর্ব্বিচার করিয়া দণ্ডাজ্ঞা প্রত্যাহার করিয়াছিলেন। বর্ত্তক-জাতকের (১১৮) প্রত্যুৎপন্ন-বস্তুতে এবং কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-জাতকে (৪৪৪) রাজা স্বয়ং বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং প্রকৃষ্টরূপে বিনিশ্চয় করেন নাই বলিয়া অন্যায় দণ্ড দিয়াছিলেন।

অপরাধীকে গ্রামবাসীরা [অবাধ্য (৩৭৬)] কিংবা রাজকর্ম্মচারীরা গ্রেপ্তার করিত। গ্রামণীচণ্ড জাতকে (২৫৭) অপরাধীকে রাজদ্বারে লইয়া যাইবার এক অদ্ভুত প্রথার উল্লেখ আছে:—লোকে একটা ঢিল বা একখানা

* জাতকে 'বিনিশ্চয়ামাত্য' শব্দটী 'বিচারক' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে [কূটবাণিজ (২১৮), গ্রামণীচণ্ড (২৫৭)]।

খাপরা তুলিয়া অপরাধীকে বলিত, "এই দেখ রাজার দূত। এস, তোমাকে রাজার নিকট যাইতে হইবে।" এই কথা শুনিয়া যদি কেহ রাজদ্বারে না যাইত, তাহা হইলে সে অতিরিক্ত দণ্ডভোগ করিত।

প্রাণদণ্ড।

রাজা ভিন্ন অন্য কেহ বোধ হয় প্রাণদণ্ডাজ্ঞা দিতে পারিতেন না। অন্যান্য অপরাধীর মধ্যে কুসুম্ভপুষ্প-চোরের [পুষ্পরক্ত (১৪৭)], মণিচোরের [মণিচোর (১৯৪), [কৃষ্ণদ্বৈপায়ন (৪৪৪] * এবং ব্যভিচারিণীর [গ্রামণীচণ্ড (২৫৭), কুণাল (৫৩৬)] প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা দেখা যায়। যাহারা রাত্রিকালে সিঁদ কাটিয়া চুরি করে, যাহারা মণিহরণ করে, যাহারা প্রথম ও দ্বিতীয় বারে দণ্ডভোগ করিয়াও আবার গাঁইট কাটিয়া সুবর্ণ চুরি করে, মনুও তাহাদিগকে বধদণ্ড দিতে বলিয়াছেন। মনুর এই বিধান স্মরণ করিয়াই বিদূষক বিক্রমোর্ব্বশী-নায়ক পুরুরবাকে মণিহারক শকুনের প্রাণনাশ করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন।

প্রাণদণ্ডগ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে কখনও জীবিতাবস্থায় ভূগর্ভে প্রোথিত [মহাশীলবান্ (৫১)], কখনও শূলে আরোপিত [পুষ্পরক্ত (১৪৭)], কখনও ছিন্নমস্তক [কণবের (৩১৮)], কখনও বা ভৃগুস্থান হইতে নিক্ষিপ্ত [কুণাল (৫৩৬)] করা হইত। † যম দক্ষিণদিক্‌পাল, এই জন্যই বোধ হয় বধ্যভূমি (শ্মশান) নগরের দক্ষিণ দিকে থাকিত। প্রাণদণ্ডগ্রস্ত ব্যক্তির গলে রক্তকরবীরের মালা পরাইবার প্রথা ছিল। মৃচ্ছকটিক নাটকে এবং রামায়ণেও (সুন্দরকাণ্ড, ২৭) এই প্রথার উল্লেখ আছে।

প্রবেণি-পুস্তক।

বিচার-প্রসঙ্গে লিচ্ছবিরাজদিগের প্রবেণি-পুস্তকের কথা বলা হইয়াছে। জাতকের আরও কোন কোন অংশে ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবার প্রথা দেখা যায় [তুণ্ডিল (৩৮৮), ত্রিশকুন (৫২১)]। প্রবেণি' বর্তমানকালের 'নজির' স্বরূপ। এখন আইন যথেষ্টই আছে, তথাপি ক্ষেত্রবিশেষে নজিরের প্রয়োজন হয় এবং সেই নিমিত্ত 'নজির' সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হয়। পূর্ব্বেও সেইরূপ 'প্রবেণি' সংগ্রহ করিতে হইত।

(ছ) যুদ্ধ।

তখন দেশে ঘোর অশান্তি ছিল। অনেক জাতকের অতীতবস্তুতে কাশী ও কোশল রাজ্যের এবং বর্তমানবস্তুতে কোশল ও মগধরাজ্যের মধ্যে বিবাদের কথা আছে। প্রত্যন্ত প্রদেশেও বিদ্রোহ হইত। প্রত্যন্তে শান্তিরক্ষার জন্য যে সকল যোদ্ধা থাকিত, তাহারা কখনও কখনও বিদ্রোহ দমন করিতে পারিত না; কাজেই রাজা স্বয়ং বিদ্রোহ দমন করিতে যাইতেন এবং সময়বিশেষে পরাস্ত হইয়া প্রত্যাবর্তন করিতেন [মহাশ্বারোহ (৩০২)]। রাজারা চতুরঙ্গিণী সেনা

* শতবর্ষের অধিক হইবে না, ইংল্যাণ্ডে সামান্য চৌর্য্যেও লোকের প্রাণদণ্ড হইত। মনুসংহিতায় ইহা অপেক্ষাও নিষ্ঠুর দণ্ড দেখা যায়, যেমন, অপরাধীকে জলে ডুবাইয়া মারা (৯।২৭৯) বা তীক্ষ্ণধার ক্ষুর দিয়া টুকরা টুকরা করিয়া কাটা (৯।২৯২) ইত্যাদি।

† প্রাচীন রোমেও প্রাণদণ্ডগ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে Tarpeian Rock হইতে ফেলিয়া দেওয়া হইত।

লইয়া রথে বা গজারোহণে যুদ্ধে যাইতেন এবং মনু-বর্ণিত প্রথানুসারে ব্যূহরচনা করিতেন [বর্দ্ধকিশূকর (২৮৩), তক্ষকশূকর (৪৯২)]

পুরাকালে আগ্নেয়াস্ত্রের প্রচলন ছিল না, কাজেই নগর প্রাকার-বেষ্টিত থাকিলে কোন বহিঃশত্রু আসিয়া হঠাৎ উহা অধিকার করিতে পারিত না। বৈশালীর বর্ণনায় দেখা যায় [একপর্ণ (১৪৯)], ঐ নগরের চতুর্দ্দিকে এক এক ক্রোশ অন্তর তিনটী প্রাকার ছিল এবং উহার গোপুরগুলি অট্টালক (watch tower) দ্বারা সুরক্ষিত থাকিত। যুদ্ধকালে শত্রুপক্ষ সময়ে সময়ে রাজধানী অবরুদ্ধ করিত এবং আগমনিগম বন্ধ করিয়া নগরবাসীদিগের ক্লেশ জন্মাইত। নগরবাসীরাও সুবিধা পাইলে প্রাকারের বাহিরে গিয়া আততায়ীদিগকে হঠাইবার চেষ্টা করিত।

(জ) রাজভবন।

রাজভবনের বর্ণনা-প্রসঙ্গে কোন কোন জাতকে [যেমন, কুশনালী (১২১)] একস্তম্ভ প্রাসাদের উল্লেখ আছে। মহাভারতের আদিপর্ব্বেও শৃঙ্গিশাপগ্রস্ত পরীক্ষিতের জন্য একস্তম্ভ প্রাসাদনির্ম্মাণের কথা দেখা যায়। যাঁহারা ফতেপুর শিকরির দরবার গৃহ দেখিয়াছেন, তাঁহারা অনুমান করিতে পারিবেন যে এই একস্তম্ভ প্রাসাদগুলি কিরূপ ছিল। তবে প্রভেদের মধ্যে এই যে প্রাচীন ভারতবর্ষে সম্ভবতঃ এই সকল প্রাসাদ দারুময় ছিল, কিন্তু শেষে কাঠের পরিবর্ত্তে ইষ্টক ও প্রস্তর ব্যবহৃত হইত। কুশনালী ও ভদ্রশাল-জাতকে বারাণসী-রাজের যে প্রাসাদের উল্লেখ আছে, তাহার স্তম্ভ দারুময় করিবার কথা ছিল। সম্প্রতি প্রাচীন পাটলিপুত্রের যে ধ্বংসাবশেষ উৎখাত হইতেছে, তাহাতেও দেখা যায়, তখন প্রাসাদনির্ম্মাণে প্রধানতঃ কাঠের স্তম্ভই ব্যবহৃত হইত।

(ঞ) নারীজাতি।

নারীচরিত্র।

অনেকগুলি জাতকে নারীচরিত্রের প্রতি উৎকট ঘৃণা প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রথম খণ্ডের স্ত্রীবর্গের প্রায় সমস্ত জাতকে, উদঞ্চনি (১০৬), বন্ধনমোক্ষ (১২০), ও রাধজাতকে (১৪৫) *, দ্বিতীয় খণ্ডের চুল্লপদ্ম (১৯৩), উচ্ছিষ্টভক্ত (২১২) প্রভৃতি জাতকে, তৃতীয় খণ্ডের সমুদ্গ-জাতকে (৪৩৬) † এবং পঞ্চম খণ্ডের কুণাল-জাতকে (৫৩৬) এই ভাব বিশিষ্টরূপে প্রকটিত দেখা যায়। রমণীরা অরক্ষণীয়া, সাধারণভোগ্যা, অকৃতজ্ঞা, মোক্ষলাভের অন্তরায়স্বরূপা, পুনঃ পুনঃ এইরূপ কটূক্তির প্রয়োগ দেখিয়া আপাততঃ মনে হয়, বুদ্ধদেব ও তাঁহার শিষ্যগণ স্ত্রীজাতির প্রতি অতি অবিচার করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন দেখা যায়, ইঁহারাই মুক্তকণ্ঠে যশোধরা, ক্ষেমা, উৎপলবর্ণা, বিশাখা প্রভৃতি রমণী-রত্নের গুণকীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, এবং অনুতপ্তা আম্রপালী প্রভৃতি গণিকাকেও অর্হত্ত্ব প্রদান করিয়াছেন, তখন মনে

---

* আরব্য নৈশোপাখ্যানমালাতেও দেখা যায় এক ব্যক্তি একটা শুকপক্ষীর উপর নিজের স্ত্রীর চরিত্রপরীক্ষার ভার দিয়া বিদেশে গিয়াছিলেন।

† সমুদ্গ জাতকটী আরব্য নৈশোপাখ্যানমালায় প্রায় অবিকৃতভাবে গৃহীত হইয়াছে।

হয় ইঁহারা স্ত্রীজাতির অনাদর করিতেন না। হিন্দু, বৌদ্ধ প্রভৃতি অনেক সম্প্রদায়ের সাধকেই কামিনী ও কাঞ্চনকে বিষবৎ পরিত্যাজ্য বলেন। যে হিন্দুর মনুসংহিতায় (৩য় অধ্যায়, ৫৫-৬২) রমণীগণ দেবতার ন্যায় পূজনীয় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, সেই হিন্দুরই মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বে (কালীপ্রসন্ন সিংহ, ৩৮শ ও ৩৯শ অধ্যায়) ভগবান্ ব্যাসদেব ভীষ্মের মুখে নারীজাতির অশেষ দোষ কীর্ত্তন করাইয়াছেন। নারীচরিত্রের অপকর্ষ-সম্বন্ধে এই দুই অধ্যায়ের কোন কোন শ্লোকে এবং জাতকের কোন কোন গাথায় প্রায় অক্ষরে অক্ষরে মিল দেখা যায়। ফলতঃ নারীর নিন্দাবাদ ভিক্ষু ও সন্ন্যাসীদিগের উপকারার্থ, গৃহীদিগের বিরাগোৎপাদনের জন্য নহে, ইহা মনে করিলেই আর কোন বিরোধভাব থাকে না। ভিক্ষুর পক্ষে স্ত্রীমুখ-দর্শন ব্রহ্মচর্য্যহানিকর, এই আশঙ্কা করিয়াই বুদ্ধদেব নারী-দিগকে সঙ্ঘমধ্যে স্থান দিতে চান নাই, কিন্তু শেষে মহাপ্রজাপতী গৌতমী প্রভৃতির আগ্রহাতিশয়ে এবং আনন্দের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে তাঁহাকে নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত এই সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। ভিক্ষুণীসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইলে ইহার পবিত্রতারক্ষার জন্য তাঁহাকে সময়ে সময়ে যে নূতন নূতন ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল, প্রাতিমোক্ষদ্বয়ে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

নারীচরিত্রের নিন্দা এতদ্দেশীয় সাহিত্যেরই নিজস্ব নহে। 'Frailty, thy name is woman' প্রভৃতি বাক্যে পাশ্চাত্ত্য দেশবাসীদিগের ধারণাও বেশ বুঝিতে পারা যায়। মধ্যযুগে য়ুরোপখণ্ডে যে সকল পুস্তক রচিত হয়, তাহাদের অনেকগুলিতেই নারীদিগের প্রতি অত্যন্ত ঘৃণা প্রদর্শিত হইয়াছে।

ব্যভিচারিণীর দণ্ড।

"অবধ্যো ব্রাহ্মণো বালঃ স্ত্রী তপস্বী চ রোগভাক্, বিহিতা ব্যঙ্গিতা তেষাম-পরাধে মহত্যপি" এইরূপ নীতির অনুসরণ করিয়া চুল্লপদ্ম-জাতকের (১৯৩) গাথায় ব্যভিচারিণীর 'না করিয়া প্রাণ অন্ত' নাক-কাণ কাটিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু গ্রামণীচণ্ড-জাতকে (২৫৭) ও কুণাল-জাতকে (৫৩৬) ব্যভিচারিণীদিগকে "ভর্ত্তারং লঙ্ঘয়েদ্ যা তু স্ত্রী জ্ঞাতিগুণদর্পিতা, তাং শ্বভিঃ খাদয়েদ্ রাজা সংস্থানে বহুসংস্থিতে," ভগবান্ মনুর এই ব্যবস্থার অনুরূপ ভয় প্রদর্শন করা হইয়াছে। আবার কোন কোন জাতকে দেখা যায়, ব্যভিচারিণীকে প্রহার করিয়া তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে, কোথাও বা ধিগ্‌দণ্ড বা বাগ্‌দণ্ড মাত্র যথেষ্ট মনে করা হইয়াছে। ইহাতে মনে হয়, এই সকল আখ্যায়িকা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে রচিত হইয়াছিল এবং তত্তৎ কালের প্রথা প্রদর্শন করিতেছে।

নারীদিগের বিবাহের বয়স্।

কন্যারা সাধারণতঃ যৌবনোদয় পর্য্যন্ত পিতৃগৃহে অবিবাহিত অবস্থায় থাকিতেন [চুল্লশ্রেষ্ঠী (৪), পর্ণিক (১০২), অসিলক্ষণ (১২৬), বেণুগুপ্ত (২১৭), মৃদুপাণি (২৬২)]। মালাকার-কন্যা মল্লিকা যখন কোশলরাজ প্রসেনজিতের মন মুগ্ধ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার বয়স্ ষোল বৎসর [কুল্মাষপিণ্ড (৪১৫)]। মহানামা শাক্যের কন্যা বাসভক্ষত্রিয়াও ষোল বৎসর পর্য্যন্ত অবিবাহিত ছিলেন [ভদ্রশাল (৪৬৫)]। কেবল ক্ষত্রিয়কুলে নহে, নিম্ন শ্রেণীর লোকের

মধ্যেও বোধ হয় বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল না। সংস্কৃত সাহিত্যেও নায়িকারা বিবাহকালে প্রায় সকলেই যুবতী ছিলেন এরূপ বর্ণনা দেখা যায়। ইহাতে মনে হয়, "ত্রিংশদ্বর্ষোদ্বহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীং, ত্র্যষ্টবর্ষোঽষ্টবর্ষাং বা ধর্ম্মে সীদতি সত্বরঃ" মনুর এই বচনে (৯।৯৪) বরকন্যার বয়সের অনুপাতমাত্র নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, কন্যাদিগকে যে আট হইতে বার বৎসরের মধ্যে বিবাহ দিতেই হইবে, এমন কোন নিয়ম করা হয় নাই। মেধাতিথি ও কুল্লুক এই অর্থেই উক্ত বচনের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অপ্রাপ্তবয়স্কার বিবাহ বিধিসঙ্গত বলা দূরে থাকুক, মনু বরং উপদেশ দিয়াছেন, "কামমামরণাত্তিষ্ঠেদ্ গৃহে কন্যর্ত্তুমত্যপি, নচৈবৈনাং প্রযচ্ছেত্তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ" (৯।৮৯)। তবে উপযুক্ত পাত্র পাইলে কন্যাকর্ত্তা অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্কা তনয়ার বিবাহ না দিতেন এমন নহে। রামায়ণে দেখা যায় (বালকাণ্ড, ২০), বিবাহের সময়ে রামের বয়স্ "ঊনষোড়শ বর্ষ" অর্থাৎ ষোল বৎসরের কিছু কম ছিল, সম্ভবতঃ সীতা তখন দ্বাদশবর্ষীয়া। পরিণয়ের পূর্ব্বেই তাঁহার "স্তনৌ চাবিরলৌ পীনৌ মগ্নচুচুকৌ" হইয়াছিল (লঙ্কাকাণ্ড, ৪৮)। অতএব তখন যে তাঁহার যৌবনের উন্মেষ হইতেছিল, এ অনুমান অসঙ্গত নহে। কৌটিল্যও তাঁহার অর্থশাস্ত্রে "দ্বাদশবর্ষা স্ত্রী প্রাপ্তব্যবহারা ভবতি, ষোড়শবর্ষঃ পুমান্" এই ব্যবস্থা দিয়াছেন। এই সকল বিবেচনা করিলে বলা যাইতে পারে যে প্রাচীন সময়ে দ্বাদশ হইতে ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত বয়সই কন্যাদানের প্রশস্ত কাল বলিয়া গণ্য হইত। ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে পুরুষের বিবাহ আরও অধিক বয়সে হইত; কারণ তাঁহারা সচরাচর ষোড়শ বর্ষে বেদাধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইতেন এবং বেদাধ্যয়ন সমাপ্ত না হইলে দার পরিগ্রহ করিতেন না। বরের বয়সের সম্বন্ধে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এরূপ একটা নিয়ম করিলে বোধ হয় মন্দ হয় না।

পত্যন্তর-গ্রহণ।

"নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে"—পরাশর-সংহিতার এই বচনে কি কি অবস্থায় নারীরা পত্যন্তর গ্রহণ করিতে পারেন তাহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। মনুসংহিতার নবম অধ্যায়ের ৭৬ শ্লোকের ভাষ্যে মেধাতিথি পরাশরের এই বচনই তুলিয়াছেন। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও দেখা যায়, "দীর্ঘপ্রবাসিনঃ, প্রব্রজিতস্য, প্রেতস্য বা ভার্য্যা সপ্ততীর্থান্যাকাঙ্ক্ষেত। সংবৎসরং প্রজাতা। ততঃ পতিসোদর্য্যং গচ্ছেৎ, বহুষু প্রত্যাসন্নং ধার্ম্মিকং কনিষ্ঠমভার্য্যং বা। তদভাবেঽপ্যসোদর্য্যং সপিণ্ডং কুল্যং বা।" "তীর্থোপরোধো হি ধর্ম্মবধঃ।" * জাতকরচনা-কালে

---

* কৌটিল্যের মতে কেবল প্রব্রাজকের বা প্রেতের পত্নী নহে, হ্রস্বপ্রবাসীর পত্নীও অবস্থা-বিশেষে পুরুষান্তর আশ্রয় করিতে পারে:—হ্রস্বপ্রবাসিনাং শূদ্র-বৈশ্য-ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণানাং ভার্য্যাঃ সংবৎসরোত্তরং কালং আকাঙ্ক্ষেরন্ অপ্রজাতাঃ; সংবৎসরাধিকং প্রজাতাঃ, প্রতিবিহিতা দ্বিগুণং কালং, অপ্রতিবিহিতাঃ সুখাবস্থা বিভৃযুঃ পরং চত্বারি বর্ষাণ্যষ্টৌ বা জ্ঞাতয়ঃ, ততো যথাদত্ত মাদায় প্রমুঞ্চেয়ুঃ (৫৯ প্র০)।

মনুর নবম অধ্যায়ের ৭৬ম শ্লোকেও এই ব্যবস্থার আভাস পাওয়া যায়।

সমাজে যে এই সকল নিয়মই প্রচলিত ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। চন্দ্রকিন্নর-জাতকের (৪৮৫) প্রত্যুৎপন্ন বস্তুতে দেখা যায় সিদ্ধার্থ গৃহত্যাগ করিলে অনেকে যশোধরার পাণিগ্রহণার্থী হইয়াছিলেন। উৎসঙ্গ-জাতকে (৬৭) লেখা আছে এক জনপদবাসিনীর পতি, পুত্র ও ভ্রাতা রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইলে সে সর্ব্বাগ্রে ভ্রাতার মুক্তি প্রার্থনা করিয়াছিল, কেন না,—

কোলে ছেলে, পথে পতি সহজেই পাই;
কিন্তু কোথা, মহারাজ, মিলিবেক ভাই?

কোন কোন জাতকে এরূপও বর্ণনা আছে যে এক রাজা অন্য রাজাকে নিহত করিয়া তাহার সগর্ভা মহিষীকে পর্য্যন্ত নিজের মহিষী করিয়াছিলেন [কুণাল (৫৩৬)]

কেবল বৌদ্ধ সাহিত্যে নহে, হিন্দু সাহিত্যেও উচ্চজাতীয়া রমণীদিগের মধ্যেও যে অবস্থাবিশেষে পত্যন্তর-গ্রহণ বিধিসঙ্গত ছিল, তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। দময়ন্তী নলকে পাইবার জন্য স্বয়ংবরের কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং ইক্ষ্বাকুবংশীয় মহারাজ ঋতুপর্ণ তাঁহাকে পাইবার লোভে অযোধ্যা হইতে বিদর্ভে ছুটিয়া গিয়াছিলেন। প্রব্রাজক-পত্নীর পুনর্ব্বিবাহ অশাস্ত্রীয় হইলে ঋতুপর্ণ এতটা পণ্ডশ্রম করিতেন না, নলও এ সংবাদে দময়ন্তীর পাতিব্রত্য-সম্বন্ধে সন্দেহাকুল হইতেন না। যশোধরা ও দময়ন্তী উভয়েই পুত্রবতী ছিলেন। অতএব পত্যন্তর-গ্রহণ প্রথা যে অন্ত্যজাতিদিগের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, এমনও বোধ হয় না। কৌটিল্যের ব্যবস্থায় দেখা যায়, ব্রাহ্মণ, শূদ্র সর্ব্ববর্ণের মধ্যেই এই প্রথা প্রচলিত ছিল।

এককালে একাধিক পতিগ্রহণ।

জাতকে এক রমণীর একসঙ্গে একাধিক পতিগ্রহণের দৃষ্টান্তও আছে। কুণাল-জাতকে (৫৩৬) কৃষ্ণার সম্বন্ধে যে আখ্যায়িকা আছে তাহা ত দ্রৌপদীর কাহিনীরই রূপান্তর। ঐ জাতকেই পঞ্চপাপা নাম্নী আর এক রমণীর পরিচয় পাওয়া যায়। সে যুগপৎ দুইজন রাজার ভোগ্যা হইয়াছিল।

(ট) শিক্ষা।

সাধারণ শিক্ষা।

লোশক জাতকে (৪১) কথিত আছে, বারাণসীবাসীদিগের মধ্যে এই প্রথা ছিল যে তাঁহারা দরিদ্র বালকদিগের ভরণপোষণ ও শিক্ষাবিধানের ব্যবস্থা করিতেন। এইরূপ ছাত্রেরা 'পুণ্যশিষ্য' নামে অভিহিত হইত। গ্রামবাসীরাও স্ব স্ব সন্তান-দিগের শিক্ষাবিধানের জন্য শিক্ষক নিযুক্ত করিত এবং তাঁহাকে বেতন ও বাসস্থান দিত [লোশক (৪১), তক্ক (৬৩)]। ইহাতে বুঝা যায় যে প্রাচীনকালে দেশের জনসাধারণে কিছু না কিছু লেখাপড়া শিখিত। গর্ভদাস কটাহক [কটাহক (১২৫)] প্রভুপুত্রের ফলকাদি * বহন করিয়া পাঠশালায় যাইত এবং নিজেও

* ফলক=তক্তি, ইহা পশ্চিমাঞ্চলে এখনও ব্যবহৃত হয়। একখানা ছোট তক্তায় কালি মাখাইয়া তাহার উপর খড়ি দিয়া লিখিতে হয়। ইহা স্লেটের কাজ করে। তক্তিখানার একদিকে একটা ছিদ্র থাকে, তাহাতে দড়ি বাঁধিয়া ছেলেরা ঝুলাইয়া লইয়া যায়। জাতকে কাগজ, কলম, কালী প্রভৃতি কোন লেখনোপকরণের উল্লেখ পাই নাই। চিঠিকে 'পর্ণ' বলা হইয়াছে;

লেখাপড়া শিখিত। অনীল-চিত্ত জাতকের (১৫৬) সূত্রধারেরা গৃহনির্ম্মাণকালে মিলাইয়া যথাস্থানে ব্যবহার করিবার সুবিধার জন্য কাষ্ঠখণ্ডগুলিতে এক, দুই ইত্যাদি অঙ্ক তক্ষণ করিত।

উচ্চ শিক্ষা।

উচ্চজাতীয় লোকের, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দিগের, মধ্যে উচ্চশিক্ষার বেশ আদর ছিল। উচ্চশিক্ষার বিষয় ছিল "তিন বেদ ও অষ্টাদশ শিল্প।" জাতকে শিল্প শব্দটী 'বিদ্যা' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অষ্টাদশ শিল্প বলিলে বেদ, বেদাঙ্গ, দর্শনশাস্ত্র, পুরাণ, স্মৃতি, আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গান্ধর্ব্ববেদ, অর্থশাস্ত্র, গজশাস্ত্র প্রভৃতি বুঝাইত, কিন্তু ঋক্, সাম ও যজুর্ব্বেদের প্রাধান্য-দ্যোতনার্থ এই তিনটী আবার স্বতন্ত্রভাবে উল্লিখিত হইত। উচ্চশিক্ষার জন্য বারাণসী, তক্ষশিলা প্রভৃতি বৃহৎ নগরসমূহে চতুষ্পাঠী ছিল। তন্মধ্যে তক্ষশিলার চতুষ্পাঠীগুলিই সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। তৎকালে তক্ষশিলায় গিয়া বিদ্যাশিক্ষা না করিলে কাহারও শিক্ষা সমাপ্ত হইত না। বারাণসী প্রভৃতি নানা দেশের রাজ-পুত্রেরা ও ব্রাহ্মণ-পুত্রেরা প্রথমে গৃহে থাকিয়া মোটামুটি লেখাপড়া শিখিতেন; তাহার পর ষোল-বৎসর বয়সে তক্ষশিলায় শিক্ষালাভ করিতে যাইতেন [তিলমুষ্টি (২৫২), তুর (৩৩৮) ইত্যাদি] এখন আমাদের দেশেও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার বয়স্ ষোলবৎসর। পূর্ব্বে নিয়ম ছিল, উচ্চশিক্ষা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বে উচ্চজাতীয় লোকে বিবাহ করিতেন না এবং বিষয়কর্ম্মেও হাত দিতেন না।

গুরুগৃহে বাস; গুরুদক্ষিণা।

শিষ্যেরা সাধারণতঃ গুরুগৃহে বাস করিত। যাহারা দরিদ্র, তাহারা কেবল শুশ্রূষাদ্বারাই গুরুকে সন্তুষ্ট করিত [বরুণ (৭১), লাঙ্গলীষা (১২৩)]। ইহাদিগকে 'ধর্ম্মান্তেবাসিক' বলা হইত। ধনী লোকের পুত্রেরা বিদ্যারম্ভের সময়েই আচার্য্যভাগ (গুরুদক্ষিণা) দিত [সুসীম (১৬৩), তিলমুষ্টি (২৫২)]। ইহাদের নাম ছিল 'আচার্য্যভাগদায়ক।' যাহারা দরিদ্র, তাহারা বরতন্তুশিষ্য কৌৎস্যের ন্যায়, শিক্ষাসমাপনান্তে ভিক্ষা করিয়াও গুরুদক্ষিণা সংগ্রহ করিত [দূত (৪৭৮)]।

শিষ্যেরা স্ব স্ব অবস্থানুসারে সময়ে সময়ে গুরুগৃহে তিলতণ্ডুলতৈলবস্ত্রাদি লইয়া যাইত; তাহাদের জ্ঞাতিবন্ধুগণও তণ্ডুলাদি পাঠাইতেন; অন্যান্য লোকেও কেহ তণ্ডুল, কেহ কাষ্ঠ, কেহ অন্য কোন উপকরণ, কেহ বা পয়স্বিনী গবী দিতেন [তিত্তির (৪৩৮)]। এই সকল উপায়ে চতুষ্পাঠীর ব্যয় নির্ব্বাহ হইত।

শিষ্যের শাসন; আচার্য্যমুষ্টি।

শিষ্য অশিষ্ট আচরণ করিলে গুরু তাহাকে কখনও কখনও শারীরিক দণ্ড দিতেন। [তিলমুষ্টি (২৫২)]। † পাছে শিষ্যের 'গুরুমারা বিদ্যা' জন্মে, এই আশঙ্কায় বোধ হয় কোন কোন আচার্য্য সমস্ত বিদ্যা দান করিতেন না,

---

আমরাও পত্র বলি; কিন্তু ইহা দেখিয়া, তখন কাগজ ছিল কি না, বলা যায় না। রাজকীয় আদেশ প্রভৃতি ধাতুফলকে খোদিত হইত।

† বর্ত্তমান কালের কলেজের ছাত্রেরা হয়ত এই ব্যবস্থাকে নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ ও অপমানকর বলিবেন।

একটা না একটা অংশ ব্যাসকূটের ন্যায় অব্যাখ্যাত রাখিতেন। এরূপ অব্যাখ্যাত অংশ 'আচার্য্যমুষ্টি' নামে বিদিত [উপানহ্ (২৩১), গুপ্তিল (২৪৩)]। প্রধান ছাত্রেরা অধ্যাপনকার্য্যে আচার্য্যদিগের সাহায্য করিতেন; তখন তাঁহাদের নাম হইত 'পৃষ্ঠাচার্য্য' [অনভিরতি (১৮৫), মহাশ্রুতসোম (৫৩৭)]। আচার্য্য বৃদ্ধ হইলে এরূপ ছাত্রকে সময়ে সময়ে সমস্ত চতুষ্পাঠীরই অধ্যক্ষতা দান করিতেন।

দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত। শিক্ষাসমাপ্তির পর কেহ কেহ খ্যাতিলাভের আশায় নানা স্থানে গিয়া অপর পণ্ডিতদিগের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইতেন। [পলাযি (২২৯), বীতচ্ছ (২৪৪)]। এরূপ বিচারে উভয় পক্ষেই সাধারণতঃ একটা না একটা পণে বদ্ধ থাকিতেন। চুল্লকলিঙ্গ-জাতকের (৩০১) প্রত্যুৎপন্নবস্তু-বর্ণিত বিদুষীরা পণ করিয়াছিলেন, গৃহীর নিকটে পরাস্ত হইলে তাঁহার পত্নী হইবেন, আর প্রব্রাজকের নিকটে পরাস্ত হইলে তাঁহার শিষ্যা হইবেন। উত্তরকালে শঙ্করাচার্য্যের সহিত মণ্ডনমিশ্র ও তৎপত্নী উভয়ভারতীর যে বিচার হইয়াছিল, তাহাতেও শেষোক্ত পণের কথা শুনা যায়। মহাভারতের বনপর্ব্বে (১৩২ম অধ্যায়) মিথিলাবাসী বাদবেত্তা বন্দী অষ্টাবক্রের পিতা কহোড়কে বাদে পরাস্ত করিয়া জলে ডুবাইয়াছিলেন, কারণ তাঁহার পণই এই ছিল যে বিচারে যিনি পরাস্ত হইবেন তাঁহাকেই এই দণ্ড স্বীকার করিতে হইবে। জাতকে এরূপ কঠোর পণের উল্লেখ নাই বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণবংশীয় শ্বেতকেতুকে এক চণ্ডালের নিকট পরাস্ত হইয়া তৎকালপ্রচলিত প্রথানুসারে তাহার পাদদ্বয়ের ভিতর দিয়া গলিয়া যাইতে হইয়াছিল [শ্বেতকেতু (৩৭৭)]।

স্ত্রী-শিক্ষা। নারীরাও যে বিবিধ বিদ্যায় সুশিক্ষিতা হইতেন, চুল্লকলিঙ্গজাতক-বর্ণিত বৈশালীর বিদুষীদিগের এবং ক্ষেমা, উৎপলবর্ণা, পটাচারা, আম্রপালী প্রভৃতি 'থেরী' দিগের জীবনবৃত্তান্ত হইতে তাহা বেশ বুঝা যায়।

(ঠ) শিল্প।

জাতকে যে সকল শিল্পের উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটী প্রধান :—

বস্ত্রবয়ন। ভীমসেন-জাতকের (৮০) বর্ত্তমান বস্তুতে দেখা যায় এক জন ভিক্ষু বড়াই করিতেন যে তাঁহার গৃহে দাসদাসীরা পর্য্যন্ত বারাণসীর বস্ত্র পরিধান করে। গুণ-জাতকে (১৫৭) লিখিত আছে যে কোশলরাজ রাণীদিগকে যে শাড়ী দিয়াছিলেন, তাহার এক এক খানির মূল্য সহস্র মুদ্রা। এ মুদ্রা কোন্ মুদ্রা তাহা জানা যায় না। তাহা হইলেও শাড়ীগুলি যে বহুমূল্য ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। মদীয়ক-জাতকের (৩৯০) বর্ত্তমান বস্তুতেও কাশীর বস্ত্রের প্রশংসা আছে। এই বস্ত্র বোধ হয় কার্পাস-নির্ম্মিত, কেননা তুণ্ডিল-জাতকে (৩৮৮) বারাণসীর নিকটবর্ত্তী কার্পাস ক্ষেত্রের উল্লেখ দেখা যায়। বিনয়পিটকে (মহাবগ্গ ৮।১) শিবি রাজ্যের কার্পাস বস্ত্রও উৎকৃষ্ট বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

গজদন্ত-শিল্প।

বারাণসীতে লোকে গজদন্ত কাটিয়া বলয়, ক্রীড়নক প্রভৃতি প্রস্তুত করিত [শীলবনাগ (৭২), কাষায় (২২১)]। বারাণসীর একটা গলিতে কেবল এই ব্যবসায়ী লোকেরই বাস ছিল বলিয়া উহার 'দন্তকার-বীথি' নাম হইয়াছিল।

শৃঙ্গদ্বারা ধনু-নির্ম্মাণ।

শৃঙ্গ দ্বারা চাপ নির্ম্মিত হইত বলিয়াই ধনুকের আর একটী নাম শার্ঙ্গ। প্রাচীন গ্রীসেও লোকে ibex নামক একপ্রকার পর্ব্বতীয় ছাগের শৃঙ্গে চাপ প্রস্তুত করিত। চাপ সন্ধিযুক্ত ছিল এবং পর্ব্বগুলি খুলিয়া অল্পায়তন থলির মধ্যে রাখা যাইত [অসদৃশ (১৮১), শরভঙ্গ (৫২২)]।

লৌহশিল্প।

দশার্ণ দেশের তরবারি অতি উৎকৃষ্ট ছিল। চাপের ন্যায় তরবারিও সন্ধিযুক্ত হইত এবং পর্ব্বগুলি খুলিয়া অল্পায়তন কোষের মধ্যে রাখা যাইত। সূচী-জাতকে (৩৮৭) দেখা যায়, এক কর্ম্মকার এমন সূক্ষ্ম সূচীকোষ প্রস্তুত করিতে পারিত যে তাহাদের একটীর মধ্যে একটী এইরূপে সাতটী কোষ সাজাইলেও বাহিরের কোষটী একটী সূক্ষ্ম সূচী বলিয়াই প্রতীয়মান হইত। অথচ এই কোষগুলি এমন কঠিন ছিল যে হাতুড়ির আঘাতে লৌহপিণ্ডও বেধ করিয়া যাইত।

জাতকে কামার (কম্মার) শব্দটীতে লৌহকার ও স্বর্ণকার উভয় শ্রেণীর শিল্পীকেই বুঝায়। কুশ-জাতকে (৫৩১) দেখা যায় এক কর্ম্মকার সোণা দিয়া অবিকল মানুষের মত এক প্রতিমা গড়িয়াছিল।

সূত্রধরের কাজ।

তথন অধিকাংশ গৃহই কাষ্ঠনির্ম্মিত ছিল, এজন্য সূত্রধারের ব্যবসায় বেশ উন্নতিলাভ করিয়াছিল। বারাণসীর নাতিদূরস্থ সূত্রধারেরা বনে গিয়া গৃহ-নির্ম্মাণোপযোগী আড়া, তক্তা ইত্যাদি চিরিত, সেখানেই একতালা, দোতালা ইত্যাদি ঘরের কাঠাম তৈয়ার করিত, এবং প্রত্যেক খণ্ড এক, দুই ইত্যাদি অঙ্কদ্বারা এমনভাবে চিহ্নিত করিত, যে সেগুলি গৃহনির্ম্মাণের সময়ে যথাস্থানে সাজাইতে কোন অসুবিধা হইত না। অনন্তর তাহারা সমস্ত কাঠ নৌকায় বোঝাই করিত, অনুকূল স্রোতের সাহায্যে নগরে ফিরিত এবং যাহার যেমন গৃহের প্রয়োজন, তাহার জন্য সেইরূপ গৃহ প্রস্তুত করিয়া দিত [অলীনচিত্ত (১৫৬)]। কাষ্ঠময় একস্তম্ভ প্রাসাদের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। দূরদেশগামী অর্ণবপোত-নির্ম্মাণেও সূত্রধারেরা বেশ নৈপুণ্য লাভ করিয়াছিল [সমুদ্রবাণিজ (৪৬৬)]।

পাথরের কাজ।

ইষ্টক ও প্রস্তরের প্রাসাদও যে না ছিল এমন নহে। অশোকের সময়ে এদেশের লোকে প্রস্তরতক্ষণে যে অসামান্য নৈপুণ্য লাভ করিয়াছিল, সাঁচী ও সারনাথের ধ্বংসাবশেষে তাহার বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। বব্রু জাতকে (১৩৭) এক পাষাণকুট্টকের কথা আছে; সে স্ফটিক পাষাণ দিয়া একটা গুহা প্রস্তুত করিয়াছিল। শূকর-জাতকের (১৫৩) প্রত্যুৎপন্নবস্তুতে জেতবনস্থ গন্ধ-কুটীর মণিসোপানে সুশোভিত ছিল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। মণি-সোপান বলিলে মার্ব্বল পাথরের সিঁড়ি বুঝায়। রাজমিস্ত্রীদের নাম ছিল 'ইষ্টকবর্দ্ধকী'।

চিত্রশিল্প ও তক্ষণ।

মহা উন্মার্গ-জাতকে (৫৪৬) চিত্রশিল্পের উল্লেখ আছে। ঔষধকুমার ক্রীড়াশালা-নির্ম্মাণের পর চিত্রকর ডাকাইয়া উহা রমণীয় চিত্রকর্ম্ম দ্বারা সুশোভিত করিয়াছিলেন। সুধাভোজন-জাতকে (৫৩৫) ইন্দ্ররথবর্ণন প্রসঙ্গে দেখা যায়:—

পশু পক্ষী কত
সর্ব্বাঙ্গে খচিত তার বিবিধ রতনে।
হেথা নৃত্যশীল শিখী; পুচ্ছে জ্বলে তার
বিবিধবরণ-মণি-বিন্যাসরচিত
চন্দ্রকসহস্র অই, নীলকণ্ঠ হোথা,
গো, ব্যাঘ্র, বারণ, দ্বীপী, মৃগ নানা জাতি—
বৈদূর্য্যে রচিত কেহ, কেহ মরকতে।
সকলি জীবন্ত বলি ভ্রম হয় মনে—
যেন সবে নিজ নিজ প্রতিদ্বন্দ্বিসহ
রণে মত্ত হইয়াছে অরণ্যের মাঝে।

ইহা কবিকল্পনা সন্দেহ নাই, কিন্তু কল্পনার মধ্যেও সত্যের আভাস আছে। যাঁহারা আগরার তাজমহলে প্রস্তরে ক্ষোদিত আফিমের ফুল দেখিয়াছেন এবং সাজাহানের ময়ূরতক্তের বর্ণনা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা উল্লিখিত বর্ণন দেখিয়া ভাবিতে পারেন যে বৌদ্ধ যুগেও এদেশে এরূপ সূক্ষ্ম শিল্প অপরিজ্ঞাত ছিল না। সারনাথে অশোকস্তম্ভের চূড়ায় সিংহচতুষ্টয়ের যে মূর্ত্তি ছিল, তাহাও এই অনুমানের সমর্থক।

(ড) বাণিজ্য।

বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাবকালে প্রধানতঃ বণিকেরাই ইহার পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। * বুদ্ধদেবের প্রথম দুইজন শিষ্য ত্রপুষ ও ভল্লিক উৎকলদেশীয় বণিক্। তাঁহার সপ্তম শিষ্য শ্রেষ্ঠিপুত্র যশ। যশ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলে তাঁহার মাতা পিতাও বৌদ্ধ শাসনে উপাসক শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন। অতঃপর অনাথপিণ্ডদ, ধনঞ্জয়, মৃগধর প্রভৃতি ধনকুবেরগণ বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতিকল্পে অসাধারণ মুক্তহস্ততা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এই কারণেই বোধ হয় অনেক জাতক বণিক্ ও বাণিজ্যের কথা লইয়া গঠিত।

পণ্যদ্রব্য।

কোন্ দেশে কোন্ দ্রব্যের কাট্‌তি হইত, জাতক পাঠে তাহা ভাল বুঝা যায় না। দশার্ণের তরবারি, শিবি ও বারাণসীর কার্পাস বস্ত্র, বারাণসীর গজদন্তনির্ম্মিত বলয়াদি, এই সকল দ্রব্যের বোধ হয় সর্ব্বত্রই আদর ছিল। সিন্ধুদেশে উৎকৃষ্ট ঘোটক জন্মিত; উত্তরাপথ হইতে অশ্ববণিকেরা এই সকল আনয়ন করিয়া

---

* বাঙ্গালা দেশে তিলি, সাহা, সুবর্ণবণিক্ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোকেই চৈতন্য-দেবের এবং গুজরাট অঞ্চলে প্রায় সমস্ত বণিক্ই বল্লভ স্বামীর শিষ্য। জৈনদিগেরও অনেকেই বাণিজ্য ব্যবসায়ী।

বারাণসীতে বিক্রয় করিত [তণ্ডুলনালী (৫), সুহনু (১৫৮), কুণ্ডককুক্ষি-সৈন্ধব (২৫৪)]। বাবেরুজাতকে (৩৩৯) লিখিত আছে, এদেশের লোকে ময়ূরাদি পক্ষী লইয়া ব্যাবিলনে বিক্রয় করিত। বাইবলেও দেখা যায়, য়িহুদিরাজ সলোমনের সময়ে ভারতবর্ষ হইতে যে সকল দ্রব্য প্যালেষ্টাইনে যাইত; 'তুকেই' বা শিখী তাহাদের অন্যতম।

স্থলপথে বাণিজ্য।

জলপথে সর্ব্বত্র যাতায়াতের সুবিধা ছিল না; কাজেই অন্তর্ব্বাণিজ্যে পণ্য-বহনের জন্য অনেক সময়ে গোশকট ব্যবহৃত হইত। শ্রাবস্তীবাসী অনাথপিণ্ডদ পঞ্চশত গোশকট লইয়া রাজগৃহে পণ্য বিক্রয় করিতে গিয়াছিলেন। বারাণসীর বণিকেরা গোশকটে উজ্জয়িনী পর্য্যন্ত [গুত্তিল (২৪৩)] এবং বিদেহের বণিকেরা গান্ধার পর্য্যন্ত [গান্ধার (৪০৬)] বাণিজ্য করিতে যাইতেন, এরূপ বর্ণনা দেখা যায়। পথে দস্যুভয় ছিল, শত্তিগুল্মজাতকে (৫০৩) এক গ্রামের কথা আছে, সেখানকার পাঁচ শ ঘর লোকে সকলেই দস্যুবৃত্তি করিত। দস্যুরা অনেকে দল বান্ধিয়া থাকিত এবং সুবিধা পাইলে পথিক ও বণিকদিগকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিত, জীবনাশও করিত [বেদব্ভ (৪৮), শতপত্র (২৭৯) ইত্যাদি]। এজন্য বহু বণিক্ এক সঙ্গে যাত্রা করিতেন, যিনি দলের নেতা হইতেন, তাহার নাম ছিল সার্থবাহ। উজ্জয়িনী, ভৃগুকচ্ছ, গান্ধার প্রভৃতি স্থানে যাইতে হইলে মরুকান্তার অতিক্রম করিতে হইত। বনভূমির ও মরু-কান্তারের ভিতর দিয়া যাইবার কালে বণিকেরা অটব্যারক্ষিক (forest guard) এবং স্থলনিয়ামক ("land pilot") নিযুক্ত করিতেন। আরক্ষিকেরা অস্ত্রশস্ত্র লইয়া পাহারা দিত এবং দস্যুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে বণিক্দিগকে রক্ষা করিত [ক্ষুরপ্র (২৬৫)]। ইহাদের সর্দ্দারকে আরক্ষিকজ্যেষ্ঠক বলা হইত। দশব্রাহ্মণ-জাতকে (৪৯৫) দেখা যায়, ব্রাহ্মণেরাও এই বৃত্তি অবলম্বন করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতেন। সার্থবাহগণ দিনমানে রৌদ্রের ভয়ে স্কন্ধাবার প্রস্তুত করিয়া বিশ্রাম করিতেন এবং রাত্রিকালে গন্তব্য পথে পুনর্ব্বার অগ্রসর হইতেন। তখন স্থল-নিয়ামকেরা নক্ষত্র দেখিয়া পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিত [বণ্ণুপথ (২)]।

ছোট ছোট ব্যবসায়ীরা কখনও গাধার পিঠে চাপাইয়া, কখনও নিজেরাই মোট লইয়া গ্রামে গ্রামে ফেরি করিয়া বেড়াইত [সেরিবাণিজ (৩), গর্গ (১৫৫), সিংহচর্ম্ম (১৮৯)]।

সমুদ্রবাণিজ্য।

জাতকে সমুদ্রবাণিজ্যের কথাও আছে। বণিকেরা অর্ণবপোতের সাহায্যে দ্বীপান্তরে যাইতেন। পোতগুলি ভৃগুকচ্ছ প্রভৃতি পট্টন (বন্দর) * হইতে পণ্য

* জাতকে সমুদ্রতীরবর্ত্তী আরও কয়টী নগরের উল্লেখ আছে। ঘট-জাতকে (৪৫৪) এবং মহাউম্মার্গ-জাতকে (৫৪৬) দ্বারাবতী এবং আদীপ্ত-জাতকে (৪২৪) সৌবীর রাজ্যস্থ রৌরব নগরের নাম দেখা যায়।' দিব্যাবদানে রৌরবের নাম 'রোরুক'। কেহ কেহ বলেন, সৌবীর এবং বাইবল-বর্ণিত Ophir এক। 'পণ্ডর-জাতকে (৫১৮) করম্বিক পট্টন নামক এক সমুদ্রতীরবর্ত্তী নগরের উল্লেখ আছে। এই নগর কাল্পনিক, কি প্রকৃত, ইহা বলা যায় না। কেহ কেহ বলেন, জাতকবর্ণিত কলিঙ্গদেশস্থ দন্তপুর ও মেদিনীপুর জেলার দাঁতন এক।

লইয়া যাত্রা করিত এবং পণ্যের বিনিময়ে সুবর্ণরৌপ্যপ্রবালাদি লইয়া ফিরিয়া আসিত। জাতকে 'পট্টন' শব্দে নদীতীরবর্ত্তী এবং সাগরতীরবর্ত্তী উভয়বিধ বন্দরই বুঝায়। চুল্লশ্রেষ্ঠি-জাতকের (৪) নায়ক যে পট্টনে গিয়া জাহাজ কিনিয়াছিল, তাহা বারাণসীর নিকটবর্ত্তী গঙ্গাতীরস্থ কোন নগর। বারাণসী, চম্পা প্রভৃতি গঙ্গাতীরবর্ত্তী নগরের সমুদ্রবণিকেরা পোতারোহণে গঙ্গানদী দিয়া সাগরে অবতরণ করিত [মহাজনক (৫৩৯)]। প্রত্যেক পোতে এক জন নিয়ামক (pilot ?) থাকিত। পথে ঝটিকায় আক্রান্ত হইলে নাবিকেরা মনে করিত যে, আরোহীদিগের মধ্যে কাহারও দুরদৃষ্টবশতঃ এই বিপদ্ ঘটিয়াছে। তখন তাহারা গুটিকাপাত করিত এবং ইহাতে যাহাকে 'কালকর্ণী' অর্থাৎ অপয়া বলিয়া বুঝা যাইত, তাহাকে একখানা ভেলায় চড়াইয়া সমুদ্রে ছাড়িয়া দিত। এইরূপ হতভাগ্যেরা এবং ভগ্নপোত নাবিকেরা কখনও কখনও কোন জনহীন দ্বীপে উপনীত হইয়া উত্তরকালীন রবিন্‌সন ক্রুসোর ন্যায় দীর্ঘকাল একাকী বন্যফলমূলে জীবন ধারণ করিত এবং দৈবযোগে সেখানে কোন অর্ণবপোত উপস্থিত হইলে উদ্ধার পাইত [লোশক (৪১), শীলানিশংস (১৯০), বালাহাশ্ব (১৯৬), ধর্ম্মধ্বজ (৩৮৪), চতুর্দ্বার (৪৩৯), সুপ্পারক (৪৬৩), সমুদ্রবাণিজ্য (৪৬৬), পণ্ডর (৫১৮) ইত্যাদি]। তখন লোকে সমুদ্রপথে কতদূর পর্য্যন্ত যাইত, তাহা বলা কঠিন। বালাহশ্ব-জাতকে তাম্রপর্ণী দ্বীপের কল্যাণীগঙ্গার নাম আছে; সিংহল যক্ষদিগের বাসভূমি বলিয়া বর্ণিত। বাবেরু-জাতকে (৩৩৯) ব্যাবিলনের নাম পাওয়া যায়; শঙ্খ- (৪৪২) ও মহাজনক-জাতকে (৫৩৯) লিখিত আছে, বণিকেরা ধনপ্রাপ্তির আশায় সুবর্ণভূমিতে যাইত।

কিন্তু কলিঙ্গরাজ্যকে, কেবল গোদাবরীর নহে, উৎকলিঙ্গেরও উত্তরে টানিয়া আনা যুক্তিসঙ্গত কি, না, বলিতে পারি না. বিশেষতঃ দাঁতনের লুপ্তগৌরবেরও কোন নিদর্শন নাই। তবে জাতককারেরা যে রাষ্ট্রনগরাদির স্থাননির্দ্দেশে অভ্রান্ত ছিলেন, ইহাও বলা যায় না। কুরুধর্ম্ম-জাতকে (২৭৬) কথিত আছে, কলিঙ্গরাজের ব্রাহ্মণ দূতেরা কতিপয় দিনের মধ্যে দন্তপুর হইতে ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত হইয়াছিলেন। অশ্বক-জাতকে (২০৭) দেখা যায়, অশ্বকরাজ্য ও পোতলি নগর কাশীরাজ্যের অংশ; অথচ চুল্লকালিঙ্গ-জাতকে (৩০১) লিখিত আছে, কলিঙ্গরাজকন্যাকে পোতলিতে উপনীত হইবার পূর্ব্বে সমস্ত জম্বুদ্বীপ বিচরণ করিতে হইয়াছিল। দক্ষিণাপথের কতদূর পর্য্যন্ত যে জাতককারদিগের পরিজ্ঞাত ছিল, তাহাও নিশ্চিত বলা কঠিন। আমরা দক্ষিণাপথ বলিলে নর্ম্মদার দক্ষিণস্থ অঞ্চল বুঝি, কিন্তু শরভঙ্গ-জাতকে (৫২২) অবন্তীরাজ্যকে দক্ষিণাপথে স্থাপন করা হইয়াছে। ঐ জাতকে গোদাবরী নদী এবং দণ্ডকারণ্যের নামও দেখা যায়। শঙ্খপাল-জাতকে (৫২৪) মহিংসক রাজ্য এবং তত্রত্য কৃষ্ণবর্ণা নদীর নাম আছে। কৃষ্ণবর্ণা যদি কৃষ্ণা হয়, তাহা হইলে মহিংসক রাজ্যকে প্রাচীন অন্ধ্র রাজ্য বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। চুল্লহংস-জাতকে (৫৩৩) মহিংসক শব্দের পরিবর্ত্তে 'মহিসর' এই পাঠান্তর আছে। এই পাঠ শুদ্ধ হইলে মহিংসক, মহিসর এবং মহীশূর একই রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন নাম, এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে। জাতকে ইহার রাজধানীর নাম 'সকুল' বা 'সাগল'। মহাভারতে শাকল নগরের নাম আছে; কিন্তু তাহা মদ্রদেশে। কালিঙ্গবোধি-জাতকেও (৪৭৯) সাগল নগর মদ্রদেশস্থ বলিয়াই বর্ণিত। তবে এক নামের একাধিক নগর থাকা বিচিত্র নহে—যেমন মথুরা ও মদুরা। অকীর্ত্তি-জাতকে (৪৮০) দ্রাবিড় রাজ্যের, তত্রত্য কাবীরপট্টন নামক বন্দরের এবং তৎসন্নিহিত সাগরগর্ভস্থ নাগদ্বীপ ও কারদ্বীপের নাম দেখা যায়। নাগদ্বীপ জাফনার নিকটবর্ত্তী। ইহা সিংহলেরই অংশ। কিন্তু শেষোক্ত স্থানটী কি, তাহা জানিতে পারা যায় না।

সুবর্ণভূমি (Golden Chersonese) পূর্ব্ব উপদ্বীপের (অর্থাৎ ব্রহ্ম, শ্যাম, মালয় ও আনাম প্রভৃতি দেশের) নামান্তর। ইহাতে অনুমান করা যাইতে পারে যে তৎকালে এদেশের বণিকেরা জলপথে পশ্চিমে পারস্য উপসাগর, দক্ষিণে লঙ্কাদ্বীপ, দক্ষিণ-পূর্ব্বে মালয় এবং পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত যাইতেন। তাঁহারা সাধারণতঃ উপকূলের অনতিদূরে পোতচালন করিতেন এবং দিবাভাগে সূর্য্য এবং রাত্রিকালে নক্ষত্র দেখিয়া দিঙ্‌নির্ণয় করিতেন [বন্নুপথ (২)]। প্রতিকূল বায়ুবেগে উপকূল হইতে অধিক দূরে নীত হইলে, কোন্ দিকে স্থল পাওয়া যাইবে তাহা স্থির করিবার জন্য পোষা কাক ছাড়িয়া দেওয়া হইত। কাক যে দিকে উড়িয়া যাইত, নাবিকেরা মনে করিতেন সেই দিকে পোত চালাইলে স্থল পাওয়া যাইবে। এইরূপ পোষা কাককে 'দিশাকাক' অর্থাৎ দিক্‌প্রদর্শক কাক বলা হইত [বাবেরু (৩৩৯), ধর্ম্মধ্বজ (৩৮৪)]। ঝটিকায় আক্রান্ত হইয়া কখনও কখনও পোতগুলি সুমাত্রা, যবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানেও উপনীত হইত এবং নাবিকেরা তৎসন্নিহিত সাগরগর্ভে বাড়বানল-দর্শনে ভয় পাইত [সুপ্পারক (৪৬৩)]।

আরব্য নৈশোপাখ্যানমালায় সিন্দবাদের কাহিনীতে এবং যুরোপবাসীদিগের প্রাচীন ভ্রমণ-বৃত্তান্তসমূহে যেমন বিদেশের সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত বৃত্তান্ত দেখা যায়, জাতক-রচনাকালেও লোকের সেইরূপ নানাবিধ অলীক ধারণা ছিল।

অর্ণবপোত।

অর্ণবপোতগুলির আয়তন নিতান্ত ক্ষুদ্র ছিল না। সমুদ্রবাণিজ-জাতকে যে পোতের কথা আছে, তাহাতে চড়িয়া এক সহস্র সূত্রধার-পরিবার দ্বীপান্তরে গিয়াছিল বলা হইয়াছে। ইহা নিশ্চিত অত্যুক্তি। শীলানিশংস-জাতকে দেখা যায় অর্ণবপোতে তিনটী মাস্তুল থাকিত। যুরোপবাসীদিগের যে সকল জাহাজ পা'ল তুলিয়া সমুদ্র পার হয়, সেগুলিরও তিনটী মাস্তুল। মাস্তুলগুলি রজ্জুদ্বারা দৃঢ়রূপে বদ্ধ থাকিত এবং পা'ল খাটাইবার জন্য উহাদের গায়ে অনেক এড়োকাঠ (লকার অর্থাৎ yard) যোড়া হইত।

সম্ভূয়সমুত্থান।

বাণিজ্যে সম্ভূয়সমুত্থান প্রচলিত ছিল [সুহনু (১৫৮), জরুদপান (২৫৬)]। কখনও দুই চারি জনে, কখনও বা বহুজনে সমবেত হইয়া মূলধন সংগ্রহপূর্ব্বক পণ্যক্রয় করিত, ইহা শকটে বা অর্ণবযানে তুলিয়া দেশান্তরে লইয়া যাইত এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ বণ্টন করিয়া লইত। মনুসংহিতায় এবং কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে সম্ভূয়সমুত্থান-সম্বন্ধে ব্যবস্থা দেখা যায়। কেহ কেহ নিজের বিষয়বুদ্ধির উৎকর্ষ দেখাইয়া বেশী লইতে চাহিত, কিন্তু সকল সময়ে সে দাবি টিকিত না। কূটবাণিজ-জাতকের (৯৮) অতিপণ্ডিত অতিবুদ্ধি দেখাইতে গিয়া ঠকিয়াছিল এবং শেষে সমান ভাগ লইয়াই সন্তুষ্ট হইয়াছিল।

(ঢ) ক্রয়বিক্রয়—মুদ্রা। *

মনুসংহিতায় দেখা যায় (৮।৪০১, ৪০২) রাজা প্রতি পক্ষে বা প্রতি পঞ্চম দিবসে পণ্যদ্রব্যের মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিতেন। জাতকবর্ণিত কালে কিন্তু এ

* Journal of the Royal Asiatic Society নামক পত্রিকায় ১৯০১ অব্দে Mrs.

প্রথার কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। তখন লোকে দ্রব্যের উৎকর্ষাপকর্ষ, সুলভতা অসুলভতা ইত্যাদি দেখিয়া মূল্য স্থির করিত, তজ্জন্য দর কষাকষিও বিলক্ষণ চলিত [অপণ্ণক (১), সেরিবাণিজ (৩), কৃষ্ণ (২৯), মৎস্যদান (২৮৮) ইত্যাদি]। রাজার 'অর্ঘকারক' নামক একজন কর্ম্মচারী থাকিতেন বটে, কিন্তু ঐ ব্যক্তি বোধ হয়, রাজা যে সকল দ্রব্য ক্রয় করিতেন, তাহাদেরই মূল্য স্থির করিতেন এবং উৎকোচের লোভে সময়ে সময়ে উপযুক্ত মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটাইতেন [তণ্ডুল নালী (৫)]।

বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় তখনও পাইকারি ও খুচরা উভয়বিধ ক্রয়বিক্রয়ই চলিত। খুচরা বিক্রয়ের জন্য দোকান থাকিত, কোন দোকানে বস্ত্র, কোথাও গন্ধ, কোথাও মাল্য ইত্যাদি বিক্রীত হইত, লোকে ফেরি করিয়াও বেড়াইত। ফেরিওয়ালারা পণ্যবস্তু কখনও নিজেরাই বহন করিয়া যাইত, কখনও বা গর্দ্দভাদির পৃষ্ঠে চাপাইত। পাইকারী ক্রয়বিক্রয়ের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা ছিল। চুল্লশ্রেষ্ঠি-জাতকের (৪) বণিক্ ত এক পট্টনে গিয়া জাহাজসুদ্ধ সমস্ত মাল খরিদ করিয়াছিল। জনপদে যে সকল স্থানে পাইকারি ক্রয়বিক্রয় হইত, সেগুলির নাম ছিল 'নিগমগ্রাম'।

দ্রব্যের মূল্য স্থির হইলে লোকে বায়না (সত্যঙ্কার) দিত। বায়না লইলে সওদা 'পাকা' হইত। শেষে ঐ দ্রব্যের মূল্য শতগুণ বৃদ্ধি হইলেও সত্যঙ্কার-গ্রহীতা কোন আপত্তি করিতে পারিত না [চুল্ল-শ্রেষ্ঠী (৪)]।

মুদ্রা।

অতি প্রাচীন কালে মুদ্রা ছিল না। তখন পণ্যের বিনিময়ে পণ্যের আদান প্রদান হইত। এমন এক সময় গিয়াছে, যখন কোন অপরাধ করিলে রাজপুরুষেরা নির্দ্দিষ্টসংখ্যক 'পশু' দণ্ড করিতেন, কারণ তখন পশুই বিনিময়ের প্রধান সাধন ছিল। এই কারণেই পশুবাচক pecus শব্দ হইতে উত্তরকালে লাটিন ভাষায় ধনবাচক pecunia শব্দের উৎপত্তি হইয়াছিল। অস্মদ্দেশেও বৈদিক-যুগে অপরাধবিশেষে নির্দ্দিষ্টসংখ্যক গোদণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। জাতকের সময়ে দেখিতে পাই, তখন সমাজে মুদ্রার প্রচলন হইয়াছিল, তবে পণ্যের বিনিময়ে পণ্য দিবার প্রথাও যে না ছিল, এমন নহে।† তণ্ডুলনালী-জাতকে (৫) নির্দ্দিষ্ট-প্রমাণ তণ্ডুল দ্বারা দ্রব্য ক্রয় করিবার আভাস পাওয়া যায়। শুনক-জাতকে (২৪২) লিখিত আছে, এক ব্যক্তি নিজের উত্তরীয় বস্ত্র ও নগদ এক কাহণ দিয়া একটা কুকুর কিনিয়াছিল। রাজপুত্র বিশ্বন্তর (৫৪৭) এক ব্যাধকে যে একটা স্বর্ণ-সূচী দিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় বকসিস্, ব্যাধদত্ত খাদ্যের মূল্য নহে।

জাতকরচনাকালে নির্দ্দিষ্ট ভারবিশিষ্ট ধাতুখণ্ডসমূহেই প্রধানতঃ দ্রব্যের মূল্য নির্দ্ধারিত, প্রদত্ত ও গৃহীত হইত, কড়িরও প্রচলন ছিল। তবে এই সকল

Rhys Davids M. A নাম্নী বিদুষী Notes on Early Economic Conditions in Northern India নামক যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, এই অংশের রচনাকালে তাহা হইতে কোন কোন বিষয় সংগ্রহ করিয়াছি।

† এখনও সহরে পুরাতন বস্ত্রের বিনিময়ে বাসন এবং পল্লীগ্রামে মোমের বিনিময়ে লবণ ও তণ্ডুলাদির বিনিময়ে তামাকাদি ক্রয় করিবার প্রথা আছে।

ধাতুখণ্ড রাজকীয় আদেশে মুদ্রিত হইত, কিংবা যে কেহ ঐ সকল প্রস্তুত করিয়া গোরখপুরী চেপুয়ার ন্যায় চালাইত, তাহা বলা যায় না। বিনয়পিটকে 'রূপিয়' শব্দটার প্রয়োগ দেখিয়া মনে হয়, ধাতুখণ্ডসমূহ মুদ্রিত করিবার প্রথা ছিল, কারণ কোন কোন পণ্ডিতের মতে 'রূপিয' বলিলে রূপাঙ্কিত (অর্থাৎ যাহাতে রাজাদির মুখ মুদ্রিত হইয়াছে) স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র—সর্ব্ববিধ ধাতুখণ্ডই বুঝাইত। জাতকে মুদ্রার বা মুদ্রারূপে ব্যবহৃত বস্তুসমূহের এই নামগুলি পাওয়া যায়:—নিক্‌খ (নিষ্ক), সুবন্ন (সুবর্ণ), হিরণ্য, কহাপণ (কার্ষাপণ), কংস (কর্ষ বা কাংস্য), পাদ, মাসক (মাষা), কাকণিকা (কাকিণী), সিপ্পিকা।

সিপ্পিকা=কপর্দ্দক [শৃগাল (১১৩)]। কাকণিকা=এক পণের চতুর্থাংশ অর্থাৎ ২০ কপর্দ্দক। মাষা প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট ভারজ্ঞাপক। মনুর মতে (৮। ১৩৪—১৩৭) ১ মাষা=৫ রতি, ৪ মাষা=১ পাদ (অর্থাৎ এক কর্ষের চারি ভাগের এক ভাগ); ৪ পাদ বা ৮০ রতি=১ কর্ষ। এ নিয়ম হইল তাম্রের সম্বন্ধে। মনু বলেন যে, তাম্র কার্ষিক, তাম্র কার্ষাপণ ও পণ একার্থবাচক। রৌপ্যের সম্বন্ধে ১ মাষা=২ রতি, ১৬ মাষা বা ৩২ রতি=১ ধরণ। স্বর্ণের ভার-নির্ণয়-পদ্ধতি তাম্রের সদৃশ। এক স্বর্ণকর্ষ (৮০ রতি)=১ সুবর্ণ; ৪ সুবর্ণ=১ পল=১ নিষ্ক=৩২০ রতি। ১০ পল অর্থাৎ ৩২০০ রতি=১ স্বর্ণ ধরণ। কিন্তু মনুর এই পদ্ধতি যে সর্বত্র অনুসৃত হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। বর্ত্তমান সময়েই পণ ও কাহণ শব্দদ্বয় ভিন্নার্থে ব্যবহৃত হয়, কেন না ১ পণ=৮০ কপর্দ্দক; ১৬ পণ=১২৮০ কপর্দ্দক বা এক কাহণ। মনুর পদ্ধতি গ্রহণ করিলে এবং স্বর্ণের মূল্য ২৪ টাকা ভরি ধরিলে ১ স্বর্ণ মাষা প্রায় ১।০; এক সুবর্ণ প্রায় ২০৲ এবং এক নিষ্ক প্রায় ৮০৲ হয়। রৌপ্যের বর্ত্তমান মূল্য প্রতি ভরি এক টাকা ধরিলে এক রৌপ্যধরণের মূল্য ।/৪ পাই হয়। কিন্তু তাম্র সম্বন্ধে এরূপ কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কঠিন, কারণ এক কর্ষ তাম্র এক ভরিরও কম এবং এক ভরি তাম্রের মূল্য প্রতি সের দুই টাকা ধরিলেও দুই পয়সার কম। এক কর্ষের মূল্য যখন এত অল্প, তখন এক মাষার মূল্য কিছুই থাকে না বলিতে হয়। অতএব অনুমান করা যাইতে পারে যে, তাম্র কর্ষের মূল্য স্বর্ণ রৌপ্যাদির আপেক্ষিক ছিল না, উহা কেবল বিনিময়ের সুবিধার জন্য নিদর্শন(token)-রূপে ব্যবহৃত হইত। বর্ত্তমান সময়েও একটা পয়সায় যে পরিমাণ তামা থাকে, শুদ্ধ ধাতুখণ্ড মাত্র মনে করিলে তাহার মূল্য এক পয়সা হয় না।* এখন আমাদের মুদ্রাগুলি রৌপ্য-ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, পূর্ব্বে বোধ হয় স্বর্ণ-ভিত্তি ছিল, কারণ বৌদ্ধসাহিত্যে রৌপ্যের উল্লেখ অতি বিরল, পক্ষান্তরে বিনিময়ের জন্য সুবর্ণের ব্যবহার অনেক স্থানেই দেখা যায়। ভারতবর্ষে রৌপ্যের খনি নাই বলিলেই হয়, কিন্তু স্বর্ণ বহু-স্থানে পাওয়া যায়। বুদ্ধের সময়েই পারস্যরাজ দারা পাঞ্জাব অঞ্চল হইতে যে কর

* ইদানীং নিকেল-নির্ম্মিত যে সকল আধুলি, সিকি, দুয়ানি ও আনি প্রচলিত হইয়াছে, সেগুলির সম্বন্ধেও এই কথা।

পাইতেন, তাহা সুবর্ণে প্রদত্ত হইত। মনুও ধরণের অর্থাৎ ৩২ রতির ঊর্দ্ধে রৌপ্যের ভার-জ্ঞাপক অন্য কোন সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করেন নাই।

কার্ষাপণ। জাতকে 'কহাপণ' শব্দের পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ দেখা যায়; শতাধিক সংখ্যক হইলে ইহা উহ্য আছে বলিয়া ধরিতে হয়। কিন্তু এ কহাপণ সোণার কি তামার, এবং রূপার কহাপণও ছিল কি না, সর্ব্বত্র তাহা নিশ্চয় বলা যায় না। যখন দেখা যায়, কোশলের এক ব্রাহ্মণ "হেরঞ্ঞিকের" ফলক হইতে কার্ষাপণ অপহরণ করিয়াছিলেন, তখন মনে করিতে হইবে, তাহা সোণার [শীলমীমাংসা (৮৬)]। কিন্তু যখন দেখা যায়, রাজা একজন তীরন্দাজকে দৈনিক সহস্র কার্ষাপণ বেতন দিতেন, কিংবা গ্রামভোজক এক ধীবরপত্নীর সামান্য অপরাধে আট কাহণ জরিমানা করিয়াছিলেন [উভতোভ্রষ্ট (১৩৯)], তখন তাম্রকার্ষাপণ ধরাই সুসঙ্গত। আবার যখন দেখি এক জন দাসের মূল্য শত কার্ষাপণ ছিল [নন্দ (৩৯), দুরাজান (৬৪)], তখন সন্দেহ হয় সম্ভবতঃ রৌপ্যকার্ষাপণও চলিত। এই কার্ষাপণকে বর্ত্তমানকালের 'কাহণ' (ষোল পণ) বা এক টাকা মনে করিলে দাসের মূল্যসম্বন্ধে কিছুমাত্র অসঙ্গতি-দোষ থাকে না।

আপেক্ষিক তারতম্য। মাষা, পাদ, কার্ষাপণ প্রভৃতির আপেক্ষিক মূল্যও সকল সময়ে সমান থাকিত না। শব্দের অর্থানুসারে ধরিতে হইলে ৪ মাষায় ১ পাদ অর্থাৎ কার্ষাপণের সিকি। কিন্তু বিনয়পিটকে দেখা যায়, বিম্বিসারের সময়ে রাজগৃহ নগরে ৫ মাষায় এক পাদ ধরা হইত। তাহা হইলে ২০ মাষায় এক কার্ষাপণ হয়। মনুর মতে ৪ সুবর্ণে এক নিষ্ক; কিন্তু পালিসাহিত্যে দেখা যায় ৫ সুবর্ণে এক নিষ্ক।* সুবর্ণকে মুদ্রা এবং নিষ্ককে ভারনির্দ্দেশক মাত্র মনে করিলে শেষোক্ত প্রভেদের একটা ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে; ৪ সুবর্ণ এক নিষ্কের সমান হইলে সুবর্ণ গালাইয়া নিষ্কে পরিণত করায় এবং ৫ সুবর্ণে এক নিষ্ক হইলে নিষ্ক গালাইয়া মেকী সুবর্ণ প্রস্তুত করার প্রলোভন অনিবার্য্য।

মুদ্রাসমূহের আপেক্ষিক মূল্য কত ছিল এবং একই নামে অভিহিত ভিন্ন ভিন্ন ধাতুনির্ম্মিত মুদ্রার কোথায় কোন্‌টী গ্রহণযোগ্য, এ সম্বন্ধে প্রাচীন গ্রন্থকারেরাও ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। গঙ্গমাল-জাতকে (৪২১) কহাপণ, অর্দ্ধ, পাদ, চারিমাষা, মাষা এই মুদ্রাগুলির নাম আছে; কিন্তু লেখক ভাবিয়া দেখেন নাই যে পাদ ও চারিমাষা একই।

কংস। কর্ষ-ও কাংস্য উভয় শব্দই পালিতে 'কংস'। Childers কৃত অভিধানে বলা হইয়াছে ১ কংস = ৪ কার্ষাপণ; কিন্তু জাতকার্থবর্ণনাকার 'কংস' ও 'কহাপণ' শব্দ একার্থবাচক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন [শৃগাল (১১৩)]।

হিরণ্য। অনাথপিণ্ডদ অষ্টাদশ কোটি 'হিরণ্য' দ্বারা জেতবন ক্রয় করিয়াছিলেন। এই হিরণ্য কি সুবর্ণের তুল্যার্থবাচক? কেহ কেহ অনুমান করেন যে পূর্ব্বে

* নিষ্ক শব্দটী বেদেও দেখা যায় (ঋগ্বেদ ৪।৩৭।৪)। কিন্তু উহা স্বর্ণমুদ্রা বা স্বর্ণনির্ম্মিত আভরণবিশেষ, তাহা বলা কঠিন।

'সুবর্ণ' বলিলে মুদ্রা এবং 'হিরণ্য' বলিলে অমুদ্রিত সুবর্ণ (স্বর্ণরেণু বা স্বর্ণপিণ্ড) বুঝাইত; শেষে 'হিরণ্য' শব্দে 'সুবর্ণও' বুঝাইয়াছে। পরবর্তী পালি সাহিত্যে দেখা যায়, অনাথপিণ্ডদ জেতবনক্রয়ের জন্য অষ্টাদশ কোটি 'হিরণ্য' দেন নাই, 'সন্থান' দিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতেও অর্থ-নিষ্পত্তির কোন সুবিধা হয় না, কেন না 'সন্থান' বলিলে কি বুঝায়, তাহা স্থির করা যায় না। সম্ভবতঃ শ্রেষ্ঠিপুঙ্গব অষ্টাদশ কোটি তাম্রকার্ষাপণই দিয়াছিলেন; উত্তরকালে তাহা অতিরঞ্জিত হইয়া স্বর্ণমুদ্রায় পরিণত হইয়াছিল। জাতকে যে সকল অশীতি-কোটি বিভবসম্পন্ন ধনকুবেরের উল্লেখ আছে, তাঁহাদের সম্বন্ধেও, বোধ হয়, তাম্রকার্ষাপণকে পরিমাণের একক ধরিলে সম্ভাব্যের মর্য্যাদা রক্ষিত হইবে।

কতকগুলি দ্রব্যের মূল্যের তালিকা।

বহু জাতকে বহু দ্রব্যের বহুরূপ মূল্যের উল্লেখ দেখা যায়। সহস্রকার্ষাপণ মূল্যের পাদুকা ইত্যাদি লেখকের কল্পনাসম্ভূতই বলা যাইতে পারে। পঞ্চশত, সহস্র, অশীতিকোটি ইত্যাদি সংখ্যাবাচক শব্দ পালি লেখকদিগের হাতে মামুলি বিশেষণস্বরূপ। তবে নিম্নলিখিত তালিকার যাথার্থ্যসম্বন্ধে বোধ হয় তত সন্দেহের কারণ নাই :—

এক পাত্র সুরার মূল্য এক মাষা [ইল্লীশ (৭৮)]।

একটা বড় রুই মাছের মূল্য সাত মাষা [মৎস্যদান (২৮৮)]।

একটা কৃকলাসের ভোজনোপযোগী মাংসের মূল্য আধ মাষা [মহাউন্মার্গ (৫৪৬)]।

একটা গর্দ্দভের মূল্য আট কাহণ (রৌপ্য কি?) [ঐ]।

দুইটা বলদের মূল্য চব্বিশ কাহণ [গ্রামণীচণ্ড (২৫৭)]* [কৃষ্ণ (২৯)]।

গাড়ী টানিয়া নদী পার করিবার জন্য বলদের ভাড়া গাড়ী প্রতি ২ কাহণ (তাম্র কি?) [কৃষ্ণ (২৯)]।

একবার কামাইবার জন্য নাপিতের দক্ষিণা আট কাহণ (তাম্র?) [সুপ্-পারক (৪৬৩)]।

সুরা তীক্ষ্ণ ও উৎকৃষ্ট হইলে অধিক মূল্যে বিক্রীত হইত। বারুণি-জাতকের (৪৭) বর্ত্তমান বস্তুতে লিখিত আছে, অনাথপিণ্ডদের আশ্রিত এক শৌণ্ডিক স্বর্ণের বিনিময়ে তীক্ষ্ণ মদ্য বিক্রয় করিত। সুরাপান-জাতক-বর্ণিত (৮১) কাপোতিকা সুরাও বোধ হয় মহার্ঘ ছিল। পক্ষান্তরে পচুই, তাড়ি ইত্যাদি মাদক দ্রব্য খুব সুলভ ছিল এবং দরিদ্রেরা তাহাই পান করিয়া মত্ততাসুখ ভোগ করিত। শাক-সবুজি প্রভৃতির মূল্যও খুব কম ছিল। সৌমনস্য-জাতকে (৫০৫) দেখা যায়, এক ভণ্ড তপস্বী এই ব্যবসায়ে মাষা প্রভৃতি ক্ষুদ্র মুদ্রায় তাহার ভাণ্ড পূর্ণ করিয়াছিল। চুল্লক-শ্রেষ্ঠি-জাতকের (৪) নায়ক বারাণসীতে (হোরা কি প্রহর হিসাবে বলা যায় না) আট কাহণে একখানা গাড়ী ভাড়া করিয়াছিল। চন্দন অতি মহার্ঘ ছিল [(মহাস্বপ্ন) (৭৭); কুরুধর্ম্ম (২৭৬)]। শেষোক্ত জাতকে চন্দনসারের মূল্য লক্ষ মুদ্রা এবং

* স্মার্ত্তদিগের মতে একটা পয়স্বিনী ধেনুর পারিভাষিক মূল্য তিন কাহণ মাত্র।

কাঞ্চনহারের মূল্য সহস্র মুদ্রা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। আচার্য্যভাগ অর্থাৎ অগ্রিম গুরুদক্ষিণার জন্য সহস্রকার্ষাপণ নির্দ্দিষ্ট ছিল। দূতজাতক (৪৭৮)-বর্ণিত ব্রাহ্মণ-কুমার গুরুদক্ষিণা দিবার জন্য ভিক্ষা করিয়া সাত নিষ্ক সংগ্রহ করিয়াছিল। সাত নিষ্ক(=২৮ সুবর্ণ বা স্বর্ণ কার্ষাপণ) অগ্রে দেয় সহস্রকার্ষাপণের তুলনায় অতি তুচ্ছ। তবে স্মরণ রাখিতে হইবে, ইহা দরিদ্র শিষ্যের ভিক্ষোপার্জ্জিত অর্থ। আর যদি সহস্রকার্ষাপণকে সহস্র রৌপ্য কার্ষাপণ মনে করা যায়, তাহা হইলে উভয়বিধ দক্ষিণার অন্তর তত বেশি থাকে না।

গুরুদক্ষিণা।

জাতকে দীনারের উল্লেখ দেখা যায় না। "দীনার" গ্রীক্ শব্দ এবং যখন গ্রীকেরা এ দেশের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, তাহার পর এখানে এই স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন হইয়াছিল। জাতকের প্রাচীনত্বসম্বন্ধে দীনারের অনুল্লেখ একটী গৌণ-প্রমাণরূপে ধরা যাইতে পারে।*

দীনার।

চোর, অরি, রাজা, জল ও অগ্নি এই উপদ্রবপঞ্চকে ধন নাশ হইত বলিয়া লোকে উদ্বৃত্ত অর্থ ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া রাখিত [নন্দ (৩৯), খদিরাঙ্গার (৪০) সতংকিল (৭৩), বক্র (১৩৭) ইত্যাদি]। এখন সেভিংস্ ব্যাঙ্ক ইত্যাদিতে টাকা খাটাইবার এত সুবিধা হইয়াছে; তথাপি কেহ কেহ এ অভ্যাস একেবারে ছাড়িতে পারে নাই।

ধনরক্ষা।

পালি সাহিত্যে ঋণদান প্রথার উল্লেখ আছে, কিন্তু বৃদ্ধির (সুদের) হার কি ছিল তাহা জানা যায় না। গৌতমের স্মৃতিশাস্ত্রে সাধারণ সুদের মাসিক হার বিশ কাহণে ৫ মাষা, অর্থাৎ শতকরা বার্ষিক প্রায় ১৮৮০। যে ইহার অতি-রিক্ত বৃদ্ধি গ্রহণ করিত, সে বার্দ্ধুষিক বা কুসীদ অর্থাৎ হীনকর্ম্মা বলিয়া নিন্দিত হইত। ঋণ দুই ভাবে গৃহীত হইত—পর্ণ অর্থাৎ খত বা handnote দিয়া এবং আধি অর্থাৎ বন্ধক রাখিয়া। থেরীগাথাতে দেখা যায়, কেহ ঋণ শোধ করিতে না পারিলে উত্তমর্ণ তাহার সন্তানদিগকে দাসত্বে নিয়োগ করিতে পারিত। স্থবিরা ঋষিদাসী নিজের এক অতীতজন্মকাহিনীতে বলিয়াছেন—

ঋণদান।

শকটচালক দরিদ্রের
কন্যা হয়ে জন্মিলাম, ঋণগ্রস্ত বহু বণিকের।
অনেক সুদের দায়ে শ্রেষ্ঠী এক একদা বান্ধিয়া
ধরে নিয়ে গেল মোরে। . ... .. †

ঋণ পরিশোধ করিবার কালে অধমর্ণ উত্তমর্ণের নিকট হইতে লেখন অর্থাৎ রসিদ পাইত এবং পর্ণখানি ফিরাইয়া লইত [খদিরাঙ্গার (৪০)]।

* মহাভারতে বিশ্বামিত্র, কণ্ব ও নারদের শাপে যদুবংশের ধ্বংস হইয়াছিল এইরূপ বর্ণনা আছে। কিন্তু ঘট-জাতকে ৪৫৪) ইঁহাদের পরিবর্ত্তে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের নাম দেখা যায়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও লেখা আছে, "বৃষ্ণিসঙ্ঘশ্চ দ্বৈপায়নমত্যাসাদয়ন্" (৩য় প্রঃ)। সম্ভবতঃ পুরাকালে দ্বৈপায়নের ক্রোধই যদুবংশের নাশের কারণ বলিয়া বিদিত ছিল, শেষে দ্বৈপায়নের পরিবর্ত্তে অন্যান্য ঋষির স্কন্ধে দোষারোপ করা হইয়াছে। জাতকের প্রাচীনত্বের ইহাও অন্যতম প্রমাণ।

† শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্রমজুমদারসম্পাদিত থেরীগাথা হইতে উদ্ধৃত।

ঋণদান বৌদ্ধদিগের মধ্যে দোষাবহ ছিল না, রোহন্তমৃগ-জাতকে (৫০১) দেখা যায়, কৃতজ্ঞ রাজা ব্যাধকে কৃষি, বাণিজ্য, ঋণদান কিংবা উঞ্ছচর্য্যা, এই চারিটী শুদ্ধবৃত্তির যে কোন একটা অবলম্বনপূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। তবে বার্দ্ধুষিক সর্ব্ব সমাজেই ঘৃণার্হ। মহাকৃষ্ণ-জাতকে (৪৬৯) কুসীদজীবী ভণ্ড তপস্বীদিগকে নিন্দা করা হইয়াছে। ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিরা ভিক্ষু হইতে পারিত না। মনু একটা সুন্দর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন যে, বৃদ্ধির পরিমাণ কখনও মূল ঋণের পরিমাণকে অতিক্রম করিতে পারিবে না। বর্ত্তমান সময়েও বিচারকেরা সুদের পরিমাণ আসল টাকার বেশী হইতে দেন না। এ ব্যবস্থায় অর্থগৃধ্নু উত্তমর্ণদিগের অত্যাচার যে অনেক পরিমাণে দমন হইত ও হইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

রুরুজাতকে (৪৮২) বর্ণিত আছে, এক অধমর্ণ দেউলিয়া হইয়া উত্তমর্ণদিগের নিকট ঋণমুক্ত হইবার এক অপূর্ব্ব উপায় অবলম্বন করিয়াছিল। সে জলে ঝাঁপ দিয়া আত্মহত্যা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া উত্তমর্ণদিগকে বলিয়া পাঠাইয়াছিল, আপনারা খতগুলি লইয়া অমুক সময়ে নদীতীরে অমুক স্থানে উপস্থিত হইবেন। সেখানে ভূগর্ভে আমার ধন প্রোথিত আছে, আমি তাহা উত্তোলন করিয়া আপনাদের সমস্ত প্রাপ্য চুকাইয়া দিব। উত্তমর্ণেরা তাহাই করিয়াছিল, এবং সে সকলের সমক্ষে নদীগর্ভে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইহাতেও তাহার প্রাণ যায় নাই; সে উদ্ধার পাইয়া আবার কত পাপে লিপ্ত হইয়াছিল।

(গ) ব্যবসায়িসমিতি—শ্রেণী, গণ, সঙ্ঘ।

সচরাচর একব্যবসায়ী বহুলোকে একস্থানে বাস করিত। অলীনচিত্ত (১৫৬) এবং সমুদ্রবাণিজ-জাতকে (৪৬৬) 'কুলসহস্রনিবাস' সূত্রধার-গ্রামের কথা আছে। সূচী-জাতকে (৩৮৭) যে 'কর্ম্মার গ্রাম' দেখা যায়, তাহাতে সহস্র ঘর কর্ম্মকার থাকিত। লোশক-জাতকের (৪১) কৈবর্ত্তগ্রামে হাজার ঘর কৈবর্ত্তের বসতি ছিল। বারাণসীর দন্তকারেরা একটা স্বতন্ত্র মহল্লায় থাকিত, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এইরূপ চোরগ্রাম, চণ্ডালগ্রাম, নিষাদগ্রাম প্রভৃতিরও উল্লেখ দেখা যায়।

একব্যবসায়ী এত লোক এক সঙ্গে থাকিত বলিয়া তাহারা স্ব স্ব ব্যবসায়ের পরিচালনার্থ কতকগুলি সাধারণ নিয়ম পালনপূর্ব্বক সমিতিবদ্ধ হইত। এই সকল সমিতির নাম ছিল শ্রেণী, গণ বা সঙ্ঘ। জাতকে 'শ্রেণী' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। প্রত্যেক সমিতির একজন নেতা থাকিতেন; তাঁহার উপাধি ছিল 'জেট্‌ঠক' অর্থাৎ জ্যেষ্ঠ।* যিনি কর্ম্মকারশ্রেণীর নায়ক, তাঁহাকে বলা হইত 'কম্মারজেট্‌ঠক' [সূচী (৩৮৭), কুশ (৫৩১)]। এইরূপ মালাকারজেট্‌ঠক [কুল্মাষপিণ্ড (৪১৫)], বদ্ধকিজেট্‌ঠক [সমুদ্রবাণিজ (৪৬৬)], সথবাহজেট্‌ঠক

* কোন কোন স্থানে দেখা যায় 'মহা' ও 'চুল' বিশেষণ দ্বারা ব্যবসায়ীদিগের মর্য্যাদা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যেমন মহাশ্রেষ্ঠী, চুল্লশ্রেষ্ঠী, মহাবর্দ্ধকী ইত্যাদি।

[জরুদ্পান (২৫৬)]*, এমন কি চোরজেট্‌ঠক (চোরের সর্দ্দার) পর্য্যন্ত দেখা যায় [শতপত্র (২৭৯), শক্তিগুল্ম (৫০৩)]। যিনি শ্রেষ্ঠীদিগের প্রধান, তাঁহাকে বর্ত্তক-জাতকে (১১৮) 'উত্তরশ্রেষ্ঠী' বলা হইয়াছে।

সম্প্রদায়বিশেষের জ্যেষ্ঠেরা রাজসভায় বেশ প্রতিপত্তিভাজন ছিলেন। উরগ-জাতকের (১৫৪) শ্রেণীনায়কদ্বয় কোশলরাজের মহামাত্র বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। সূচী-জাতকের কর্ম্মকারজ্যেষ্ঠ 'রাজবল্লভ' ছিলেন। রাজসভায় 'ভাণ্ডাগারিক' নামধেয় যে অমাত্য থাকিতেন, ন্যগ্রোধ-জাতকে (৪৪৫) তিনি "সর্ব্বশ্রেণীর বিচারণার্হ" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। যখন 'সেনিভণ্ডন' অর্থাৎ এক শ্রেণীর সহিত অন্য শ্রেণীর, কিংবা একই শ্রেণীর মধ্যে কলহ হইত [উরগ (১৫৪), নকুল (১৬৫)] সর্ব্বশ্রেণীর বিচারণার্হ অমাত্য বোধ হয় তখন তাহা মিটাইয়া দিতেন। সর্ব্বশ্রেণী বলিলে কতটী শ্রেণী বুঝিতে হইবে, তাহা বলা যায় না। কোন কোন জাতকে [মূকপঙ্গু (৫৩৮), মহাউম্মার্গ (৫৪৬)] অষ্টাদশ শ্রেণীর উল্লেখ আছে। এই 'অষ্টাদশ' শব্দটী একটা মামুলি বিশেষণ, কিংবা নির্দ্দিষ্ট সংখ্যাবাচক, তাহা বলা কঠিন। মহাউম্মার্গ-জাতকে অষ্টাদশ শ্রেণীর বর্ণনায় "বদ্ধকি-কম্মার-চম্মকার-চিত্তকারাদিনানাশিপ্পকুসলা" এই বিশেষণটী ব্যবহৃত হইয়াছে।

'শ্রেণী' ছিল ; কিন্তু তাহার মাহাত্ম্যে বর্ত্তমানকালের ন্যায় ধর্ম্মঘট হইয়া সমাজ ওলট পালট হইত বলিয়া মনে হয় না। কেবল সমুদ্র-বাণিজ জাতকে কথিত আছে, সূত্রধারেরা তাহাদের উত্তরকালীন বংশধরদিগের ন্যায় লোকের নিকট অগ্রিম টাকা লইয়াও কাজ দিত না। লোকে পুনঃ পুনঃ তাগাদা করায় শেষে তাহারা গ্রামসুদ্ধ লোকে পলায়ন করিয়া অন্যত্র গমন করিয়াছিল।

সন্ন্যাসিজীবনে, বিশেষতঃ বৌদ্ধদিগের মধ্যে সঙ্ঘের নিয়মপালন-সম্বন্ধে খুব বান্ধাবান্ধি দেখা যায়। বিহারগুলি বৌদ্ধ সঙ্ঘের সাধারণ সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত ছিল। কেহ উদ্যানাদি কোন সম্পত্তি দান করিলে তাহা ব্যক্তিবিশেষকে দিতেন না, 'বুদ্ধপ্রমুখ' সঙ্ঘকে দিতেন। ভাণ্ডারে ভক্তপ্রদত্ত দ্রব্য থাকিত ; ভিক্ষুমাত্রেই স্ব স্ব প্রয়োজনমত তাহা হইতে পাত্র-চীবর-তণ্ডুলাদি প্রাপ্ত হইতেন। এই সকল দ্রব্য বণ্টন করিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মচারী থাকিতেন। ভাণ্ডারের অধ্যক্ষকে 'ভাণ্ডাগারিক' বলা হইত। যিনি তণ্ডুল বণ্টন করিতেন, তাঁহার নাম ছিল 'ভক্তোদ্দেশক'। যাঁহারা কার্য্যে অভিজ্ঞ, ন্যায়পরায়ণ, বুদ্ধিমান্, নির্ভীক ও ধীরপ্রকৃতি, ঈদৃশ প্রবীণ ব্যক্তিরাই ভক্তোদ্দেশকের পদে বৃত হইতেন [তণ্ডুলনালী (৫)]। অনেক লোক এক সঙ্গে থাকিলে মতভেদ ও বিবাদ অপরিহার্য্য। কৌশাম্বী-জাতকে (৪২৮) দেখা যায়, একবার তত্রত্য ঘোষিতারামে ভিক্ষুদিগের মধ্যে এমন কলহ ঘটিয়াছিল যে, স্বয়ং বুদ্ধদেবও তাহা মিটাইতে পারেন নাই।

গ্রামীসমিতি। শিল্পী ও ভিক্ষুদিগের সমিতি বা সঙ্ঘের কথা বলা হইল। এতদ্ভিন্ন

* এখানে 'সার্থবাহ' শব্দের অর্থ বণিক।

পল্লীসমিতিও ছিল। গ্রামবাসীরা জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে একত্র হইয়া সাধারণ-হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিত। কুলায়ক-জাতকে (৩১) কথিত হইয়াছে যে, গ্রামস্থ লোকেরা গ্রাম্যকর্ম্মসাধনার্থ একস্থানে সমবেত হইত, বোধিসত্ব প্রভৃতি কতিপয় গ্রামবাসী মিলিত হইয়া ধর্ম্মশালা প্রতিষ্ঠা, সেতু নির্ম্মাণ, পুষ্করিণী খনন প্রভৃতি করিতেন। লোশক (৪১) ও তক্কজাতকে (৬৩) দেখা যায়, গ্রামবাসীরা পাঠশালা স্থাপন করিত এবং শিক্ষকের বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিত। রাজা মৃগয়ার সময়ে বেগার ধরিতেন বলিয়া লোকের অসুবিধা হইত; এইজন্য পল্লীবাসীরা কখনও কখনও সমবেত হইয়া নানা দিক্ হইতে মৃগ তাড়াইয়া আনিয়া রাজার সুবিধার জন্য এক স্থানে আবদ্ধ করিয়া রাখিত [ন্যগ্রোধমৃগ (১২), নন্দিকমৃগ (৩৮৫)]। গৃহপতি-জাতকে (১৯৯) লিখিত আছে, একবার দুর্ভিক্ষের সময়ে গ্রামের সমস্ত লোকে গ্রামভোজকের নিকট হইতে যৌথ ঋণ গ্রহণ করিয়াছিল। মহা-উন্মার্গ জাতকের (৫৪৬) ঔষধকুমার চাঁদা তুলিয়া ক্রীড়াশালা, পান্থশালা, বিচারগৃহ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এই সমস্ত বিবেচনা করিলে অনুমান হয় যে, যদিও গ্রামভোজক রাজার প্রতিনিধিভাবে করসংগ্রহ ইত্যাদি কতকগুলি কার্য্যনির্ব্বাহ করিতেন, তথাপি অনেক কার্য্য গ্রামবাসীরা আপনারাই সম্পন্ন করিত। ধর্ম্মশালা-প্রভৃতি গ্রামবাসীদিগের সাধারণ সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইত।

সমিতির মধ্যে মতভেদ ঘটিলে সময়ে সময়ে সংখ্যাধিক্য দ্বারা অর্থাৎ vote লইয়া তাহার মীমাংসা হইত [সুনীল (১৬৩); কাবায় (২২১)]। কোন বৃহদ্ব্যাপারের অনুষ্ঠান করিলে কখনও এক একটী শ্রেণীর লোকে, কখনও সমস্ত নগরবাসী বা গ্রামবাসী চান্দা তুলিত এবং তাহাদের সমবেত চেষ্টায় কার্য্যটী সুসম্পন্ন করিত।

অন্তেবাসিক।

ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে অন্তেবাসিক (অন্তেবাসী, apprentice) রাখিবার পদ্ধতি ছিল। সাধারণতঃ ব্যবসায়মাত্রই বংশগত হইলেও কেহ কেহ নৈপুণ্যলাভের জন্য কোন না কোন বিচক্ষণ ব্যবসায়ীর অন্তেবাসী হইত এবং তাহার তত্ত্বাবধানে খাটিয়া কাজ শিখিত। বারুণি-জাতকে (৪৭) অনাথপিণ্ডদের আশ্রিত এক সুরাবিক্রেতার অন্তেবাসিকের কথা আছে এবং আপানস্বামীকে 'আচার্য্য' বলা হইয়াছে। কেহ কেহ অনুমান করেন, এই আখ্যায়িকায় অন্তেবাসিক ও আচার্য্য শব্দে একটু শ্লেষ,—একটু বিদ্রূপের ভাব আছে, কারণ তাঁহাদের মতে, এই শব্দদ্বয় কেবল বিদ্যাদাতা ও বিদ্যার্থীর সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু কুশজাতক (৫৩১) পাঠ করিলে দেখা যায়, এ অনুমান ভিত্তিহীন। ইক্ষ্বাকুরাজ কুশ নিজের পত্নী প্রভাবতীকে পাইবার জন্য শ্বশুরালয়ে ছদ্মবেশে একে একে মদ্ররাজের কুম্ভকার, নলকার, মালাকার ও পাচক, এই সকলের 'অন্তেবাসিক' হইয়াছিলেন এবং ইহাদের সকলকেই 'আচার্য্য' বলিয়াছিলেন। ব্যুৎপত্তিগত অর্থ গ্রহণ করিলে মনে হয়, অন্তেবাসীরা স্ব স্ব প্রভুর গৃহেই বাস করিত।

(ত) দাসত্ব।

ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর দাস। দাসদিগের অবস্থা।

পূর্ব্বে অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারতবর্ষেও দাস রাখিবার প্রথা ছিল। মনু-সংহিতায় (৮।৪১৫) সপ্তবিধ দাসের উল্লেখ আছে—ধ্বজাহৃত (অর্থাৎ যাহারা যুদ্ধে দাসীকৃত), ভক্তদাস (অর্থাৎ যাহারা গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য দাসত্ব স্বীকার করিয়াছে), গৃহজ [অর্থৎ দাসীর গর্ভজ , ইহাদিগকে গর্ভদাসও (born slaves) বলা যায়], দণ্ডদাস (অর্থাৎ যাহারা রাজাদিষ্ট ধনদণ্ড শোধ করিতে অসমর্থ হইয়া দাসত্ব করে), ক্রীত, দত্রিম ও পৈতৃক। শেষের তিনটীকে এক শ্রেণীভুক্ত করিলে মনুর গ্রন্থে আমরা পাঁচ প্রকার দাস দেখিতে পাই। বিদুরপণ্ডিত-জাতকে (৫৪৫) কিন্তু চারিপ্রকার দাসের নাম আছে:—(১) আমায় দাস অর্থাৎ গর্ভদাস, (২) ক্রীত দাস, (৩) যাহারা গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য ইচ্ছাপূর্ব্বক দাসত্ব করে এবং (৪) যাহারা দস্যুভয়ে অন্যের আশ্রয় লইয়া তাহার দাস হয়। বলা বাহুল্য, শেষোক্ত দুই প্রকার দাস ভক্তদাসের ভিন্ন ভিন্ন শাখা। কুলায়ক-জাতকে (৩১) কথিত আছে, রাজা এক অত্যাচারী গ্রামভোজককে দাসত্বে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। এরূপ দাসকে মনুর 'দণ্ডদাসের' মধ্যে ফেলা যাইতে পারে। আরাব তক (৬৩), চুল্লনারদ (৪৭৭) প্রভৃতি কয়েকটী জাতকে দেখা যায়, দস্যুরা প্রত্যন্ত গ্রামসমূহ লুণ্ঠন করিয়া তত্রত্য অধিবাসীদিগকে লইয়া যাইত। পালিসাহিত্যে এইরূপ ধৃত হতভাগোরা 'করমর' নামে অভিহিত। ইহারা মনুর ধ্বজাহৃতদিগেরই অনুরূপ।

মনুর মতে দাসেরা 'অধন'। * নামসিদ্ধিক-জাতকে (৯৭) দেখিতে পাই, ধনপালী নাম্নী এক দাসীর প্রভু ও প্রভুপত্নী তাহাকে অপরের গৃহে খাটাইয়া ধনোপার্জ্জন করাইত এবং একদিন সে কিছুই উপার্জ্জন করিতে পারে নাই বলিয়া তাহারা তাহাকে দ্বারদেশে ফেলিয়া প্রহার করিয়াছিল। কিন্তু ইহাতে দাসদাসী যে সম্পূর্ণ 'অধন', তাহা বুঝা যায় না। কারণ প্রভুর আদেশে অন্যের বাড়ীতে খাটা এবং প্রভুর কর্ম্মে অবহেলা না করিয়া অবসরকালে অর্থ অর্জ্জন করা এক নহে। কৌটিল্যের মতে দাস "আত্মাধিগতং স্বামিকর্ম্মাবিরুদ্ধং লভেত, পিত্র্যং চ দায়ং" অর্থাৎ স্বামীর কর্ম্মে অবহেলা না করিয়া বিত্ত উপার্জ্জন করিতে পারে, পৈতৃক সম্পত্তিও প্রাপ্ত হয়। কেবল ইহাই নহে, তিনি আরও ব্যবস্থা দিয়াছেন যে, "দাসস্য বিত্তাপ-হারিণোঽর্দ্ধদণ্ডঃ" অর্থাৎ দাসস্বামী দাসের বিত্তহরণ করিলে অর্দ্ধদণ্ড ভোগ করিবেন। তিনি বলেন, "দাসদ্রব্যস্য জ্ঞাতয়ো দায়াদাঃ, তেষামভাবে স্বামী" অর্থাৎ দাসের জ্ঞাতিরা তাহার ত্যক্ত সম্পত্তির অধিকারী, জ্ঞাতি না থাকিলে স্বামী। ফলতঃ দাসের অবস্থা যে মনুর সময় অপেক্ষা কৌটিল্যের সময়ে অনেক ভাল ছিল,

---

* ভার্য্যা পুত্রশ্চ দাসশ্চ ত্রয় এবাধনাঃ স্মৃতাঃ।
যত্তে সমধিগচ্ছন্তি যস্য তে তস্য তদ্ধনম্॥ (মনু, ৮।৪১৬)

অর্থশাস্ত্র পড়িলে তাহা বেশ বুঝা যায়। * জাতক-পাঠেও প্রতীতি হয় যে, দাস-স্বামীরা দাসদাসীদিগকে সাধারণতঃ সদয়ভাবেই পালন করিতেন। নন্দদাস [নন্দ (৩৯)] তাহার প্রভুর এত বিশ্বাসভাজন ছিল যে, কোথায় তাঁহার ধন প্রোথিত আছে, মৃত্যুকালে তিনি নন্দকেই তাহা বলিয়া গিয়াছিলেন। কটাহক-জাতকের (১২৫) নায়ক গর্ভদাস ছিল, সে প্রভুপুত্রের সহিত পাঠশালায় যাইত এবং এইরূপে বেশ লেখাপড়া শিখিয়াছিল। তাহার আশঙ্কা হইত বটে যে, কোনদিন সামান্য একটু দোষ পাইলেই হয়ত প্রভু তাহাকে প্রহার করিবেন, দাগা দিবেন বা বন্দী করিয়া রাখিবেন, এবং এই জন্যই সে পলাইয়া গিয়াছিল। কিন্তু সে যখন ধরা পড়িয়াছিল, তখন প্রভু তাহাকে কোন দণ্ড দেন নাই, তাহাকে পুনর্ব্বার দাসত্বেও নিয়োজিত করেন নাই। নানাচ্ছন্দ-জাতকের (২৮৯) ব্রাহ্মণ রাজার নিকট কি বর চাহিবেন ইহা স্থির করিবার জন্য, যেমন নিজের পুত্রকলত্রের, সেইরূপ পূর্ণানাম্নী দাসীরও সঙ্গে পরামর্শ করিয়াছিলেন। উরগ-জাতকে (৩৫৪) যে ব্রাহ্মণের কথা আছে, তিনি পত্নী, পুত্র, পুত্রবধূ ও একজন দাসী লইয়া গৃহস্থালী করিতেন। ইঁহাদের সকলের মধ্যেই বেশ প্রীতির বন্ধন ছিল, অন্য সকলের ন্যায় দাসীও পঞ্চ শীল পালন করিত এবং যথালব্ধ-নিয়মে দান করিত। এই ব্রাহ্মণের পুত্র যখন সর্পদংশনে মারা যায়, তখন ব্রাহ্মণের শিক্ষাগুণে কেহই অশ্রুপাত করে নাই। ইহা দেখিয়া ছদ্মবেশী শক্র দাসীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "এই মৃতব্যক্তি বোধ হয় তোমার উপর অত্যাচার করিত। তাই [illegible] কাঁদিতেছ না?" দাসী উত্তর দিয়াছিল, "অমন কথা বলিবেন না, মহাশয়! আমি বাছাকে কোলে পিঠে মানুষ করিয়াছিলাম। তাহার মত লোকে কি কখনও অত্যাচার করিতে পারে? তবে যে কান্দিতেছি না, তাহার কারণ এই যে, যেমন জলের কলসী ভাঙ্গিয়া গেলে তাহা যোড়া দেওয়া যায় না, সেইরূপ যে মরিয়াছে, কান্দিয়া কেহ তাহাকে ফিরাইতে পারে না।" শ্রীকালকর্ণী (৩৮২) এবং গঙ্গমাল-জাতকেও (৪২১) দেখা যায়, শুচিপরিবার শ্রেষ্ঠীর গৃহে দাসকর্ম্মকারাদি পরিজন সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিত ও ধর্ম্মপথে চলিত।

দাসের মূল্য।

পূর্ব্বকালে একজন দাস বা দাসীর মূল্য কত ছিল, বলা যায় না। সম্ভবতঃ বয়স, কার্য্যক্ষমতা ইত্যাদির তারতম্যানুসারে মূল্যেরও তারতম্য ঘটিত। নন্দ-জাতক (৩৯) এবং দুরাজান-জাতকে (৬৪) দেখা যায়, শতকার্ষাপণ যেন খুব উচ্চ মূল্য বলিয়া বিবেচিত হইত। শক্তুভস্ত্রা-জাতকে (৪০২) কথিত আছে, এক ব্রাহ্মণ দাসক্রয়ের জন্য ভিক্ষায় বাহির হইয়াছিলেন এবং যখন সাত শত কার্ষাপণ

* "প্রেতবিণ্মূত্রোচ্ছিষ্টগ্রাহিণামাহিতস্য নগ্নস্থাপনং দণ্ডপ্রেষণমতিক্রমণং চ স্ত্রীণাং মূল্যনাশকরম্"—যেহ দাসের দ্বারা শব, বিষ্ঠা, মূত্র ও উচ্ছিষ্ট বহন করাইলে, তাহাদিগকে নগ্ন অবস্থায় রাখিলে, প্রহার করিলে বা অযথা গালি দিলে, কিংবা কোন দাসীর সতীত্ব নাশ করিলে, তিনি যে মূল্যে ঐ দাস বা দাসীকে ক্রয় করিয়াছিলেন তাহা নষ্ট হইবে, অর্থাৎ উৎপীড়িত দাস নিষ্ক্রয় না দিয়াই মুক্তিলাভ করিবে। "স্বামিনস্তস্যাং দাস্যাং জাতং সমাতৃকম্ অদাসং বিদ্যাৎ"—দাসস্বামীর ঔরসে দাসীর গর্ভে সন্তান জন্মিলে দাসী ও তাহার সন্তান উভয়েই অদাস হইবে। যে প্রকার দাসই হউক না কেন, নিষ্ক্রয় দিলে তৎক্ষণাৎ আর্য্যত্ব অর্থাৎ স্বাধীনতা পাইবে (অর্থশাস্ত্র, ৬৫ প্রকরণ)।

পাইয়াছিলেন, তখন ভাবিয়াছিলেন, ইহাই পর্য্যাপ্ত হইবে। বিশ্বন্তর-জাতকে (৫৪৭) আছে, জূজক এক দাসী ক্রয় করিবাব উদ্দেশ্যে ভিক্ষা করিয়া কোন ব্রাহ্মণের নিকট একশত কার্ষাপণ গচ্ছিত রাখিয়াছিল; কিন্তু ব্রাহ্মণ ঐ ধন নিজে খরচ করে এবং জূজক যখন উহা ফেরত চায়, তখন উহার বিনিময়ে তাহাকে নিজের কন্যা অমিত্রতাপনাকে দান করে। বিশ্বন্তর নিজের পুত্র ও কন্যাকে জূজকের দাসত্বে নিয়োজিত করিবার কালে পুত্রকে বলিয়াছিলেন, "তুমি ব্রাহ্মণকে সহস্র কার্ষাপণ নিষ্ক্রয় দিলে দাসত্বমুক্ত হইবে, তোমার ভগিনী সুন্দরী ও রাজকুমারী, দাস, দাসী, হস্তী, অশ্ব, গো ও নিষ্ক, এই সমস্ত প্রত্যেকটী শতপরিমাণে না দিলে তাহার নিষ্ক্রয় পর্য্যাপ্ত হইবে না। রাজা ভিন্ন অন্য কাহাবও এত মূল্য দিবাব সাধ্য নাই; কাজেই মুক্তিলাভ কবিতে পাবিলে সে রাজমহিষী হইবে।" বাজপুত্র ও বাজকন্যার মূল্য যত ইচ্ছা তত বেশী বলা যাইতে পাবে, কিন্তু অন্য দাস দাসীব সম্বন্ধে কি মূল্য অনুমান কবা সঙ্গত? পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, কার্ষাপণ বলিলে যে কি বুঝায়, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। রৌপ্যকার্ষাপণে ১২৮০ কড়া—এক টাকা। যদি উল্লিখিত জাতক-গুলিব কার্ষাপণ এই অর্থে ধবা যায়, তাহা হইলে বলা যাইতে পারে প্রাচীনকালে সাধাবণতঃ কোন দাসদাসীব মূল্য একশত টাকাব অধিক ছিল না।

কর্ম্মকর। যাহারা নির্দিষ্ট বেতন পাইয়া পরের খাটিত, তাহাদের নাম ছিল ভৃতিক (পালি 'ভাতক') ও কর্ম্মকর। কর্ম্মকরেবা নগত বেতন লইত [সুতনো (৩৯৮), কুল্মাষপিণ্ড (৪১৫), কখনও বা পেটভাতে খাটিত [গঙ্গমাল (৪২১)]। কোন কোন জাতকে দাস ও কর্ম্মকব উভয় শ্রেণীর শ্রমজীবীবই উল্লেখ দেখা যায়। মনুব সপ্তম অধ্যায়ে (১২৬) কর্ম্মকবদিগেব বেতন নির্দ্দেশ কবা আছে। যাহাবা অপকৃষ্ট ভৃত্য অর্থাৎ গৃহাদির সম্মার্জ্জনকাবী ও জলবাহক, তাহাবা প্রতিদিন একপণ, প্রতিমাসে এক দ্রোণ ধান্য এবং প্রতি ছয় মাসে এক যোড়া কাপড় পাইত। আট মুষ্টি ধানে এক কুঞ্চি, আট কুঞ্চিতে এক পুষ্কল, চারি পুষ্কলে এক আঢক এবং চাবি আঢ়কে এক দ্রোণ হয়। যদি এক মুষ্টিকে এক ছটাক ধবা যায়, তাহা হইলে ১ কুঞ্চি = আধ সেব, ১ পুষ্কল = /৪, ১ আঢক = ।৬ এবং ১ দ্রোণ = ১৷৷৪। ইহাতে দেখা যায়, বর্ত্তমান সময়ের সঙ্গে তুলনা কবিলে সে কালে শ্রমজীবীদিগেব অবস্থা অপকৃষ্ট ছিল না।

(থ) আমোদ, উৎসব।

জাতকে নকৃখত্ত (নক্ষত্র) এবং ছণ (ক্ষণ) এই দুইটী শব্দে পর্ব্ব বা উৎসব বুঝায়। ইহাতে মনে হয়, নির্দ্দিষ্ট মাসে বাবতিথিনক্ষত্রাদিবিশেষেব সংযোগে অর্দ্ধোদয়াদি যোগসংঘটনেব ন্যায় উৎসবেবও সময় নির্দ্ধারিত করিবার রীতি ছিল, উহা সর্ব্বসাধারণকে জানাইবাব জন্য ভেরীবাদনাদি দ্বারা ঘোষণা কবা হইত। সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান উৎসব হইত কার্ত্তিক মাসে। উন্মাদয়ন্তীজাতকে (৫২৭) লিখিত আছে যে, এই উৎসব কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় আবদ্ধ হইত এবং

বর্ত্তকজাতক (১১৮)-পাঠে বুঝা যায় ইহা সপ্তাহকাল স্থায়ী ছিল। বর্ত্তমান সময়ে কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় রাসযাত্রা হইয়া থাকে; জাতকবর্ণিতকালে তদানীন্তন ধর্ম্মকর্ম্মের সহিত কার্ত্তিকোৎসবের কিরূপ সম্বন্ধ ছিল, তাহা বলা যায় না।

কার্ত্তিকোৎসব।

কার্ত্তিকোৎসব ব্যতীত সময়ে সময়ে আরও অনেক উৎসব হইত। উৎসবে নৃত্য, গীত ও বাদ্য হইত [ভেরীবাদক (৫৯), গুত্তিল (২৪৩), পাদকুশলমাণব (৪৩২)], এবং সাপুড়েরা সাপ ও বানর লইয়া খেলা দেখাইত [শালক (২৪৯), অহিতুণ্ডিক (৩৬৫)]। অতি দরিদ্রলোকেও সুরঞ্জিত বস্ত্র পরিধান করিয়া ও গন্ধমাল্যাদি দ্বারা সুসজ্জিত হইয়া উৎসবে যোগ দিত [পুষ্পরক্ত (১৪৭), গন্ধমাল (৪২১)]। উৎসবের একটা প্রধান উপসর্গ ছিল সুরাপান [তুণ্ডিল (৩৮৮), পাদকুশলমাণব (৪৩২)]। সুরাপান-জাতকে (৮১) এক উৎসব সুরোৎসব (সুরানক্ষত্ত) নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহাতে প্রাচীন গ্রীকদিগের Dionysia এবং রোমকদিগের Bacchanalia নামক বীভৎস উৎসবের কথা মনে পড়ে। গন্ধমাল-জাতকে (৪২১) দেখা যায়, এক মজুরের ও তাহার রক্ষিতা স্ত্রীর এক মাষক মাত্র সম্বল ছিল, অথচ তাহারা স্থির করিয়াছিল যে উৎসবে গিয়া ইহারই এক অংশে মাল্য, এক অংশে গন্ধ ও এক অংশে সুরা ক্রয় করিবে। মাষক বলিলে কার্ষাপণের ষোল ভাগের একভাগ বুঝায়। যদি রৌপ্যকার্ষাপণও ধরা যায়, তাহা হইলেও দেখা যাইতেছে, সর্ব্বসুদ্ধ এক আনা মাত্র পুঁজি লইয়াই তাহাদের এতদূর ফুর্ত্তি হইয়াছিল! কুর্ম্মি, কাহার, বাউরি প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর শ্রমজীবীদিগের মধ্যে এখনও দারিদ্র্য ও অপরিণামদর্শি-বিলাসের এইরূপ অদ্ভুত সমবায় পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। বর্ত্তমানকালের শৌণ্ডিকালয়ের ন্যায় তখনও নানা স্থানে পানাগার (আপান) ছিল। সুরাপায়ীরা সেখানে গিয়া পিপাসা নিবৃত্তি করিত।

সুরাপান।

নট; ঐন্দ্রজালিক

উৎসব ব্যতীত অন্যত্রও লোকে ভোজবাজি প্রভৃতি দেখাইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। চণ্ডালেরা বাঁশ নাচাইত [চিত্তসম্ভূত (৪৯৮)], লঙ্ঘননটেরা শক্তিলঙ্ঘনাদি ক্রীড়া দেখাইত [দুর্ব্বচ (১১৬)] এবং সুতীক্ষ্ণ তরবারি গিলিয়া লোকের বিস্ময় জন্মাইত [দশার্ণক (৪০১)]। জাতকে যে সকল নটের উল্লেখ আছে, তাহারা নৃত্যগীত ও ইন্দ্রজালবিদ্যা প্রভৃতিতে বেশ নিপুণ ছিল। মনুর মতে (১০।২২) নটেরা ব্রাত্যক্ষত্রিয়; কিন্তু জাতকবর্ণিত সময়ে ইহাদের ব্যবসায় জাতিগত হইয়াছিল কি না বলা যায় না। যাহারা 'ভবঘুরে', তাহারা ভোজবাজি প্রভৃতি দেখাইয়া দিনপাত করিয়া বেড়াইত।* তিত্তির-জাতকে (৪৩৮) একটা ভবঘুরের সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা আছে:—

ভ্রমিল কলিঙ্গ দেশে করিয়া বহন
বণিকের পণ্যভাণ্ড; নিজেই আবার
সাজিয়া বণিক্ গেল দেশ দেশান্তরে।

---

* রত্নাবলী নাটকে যে ঐন্দ্রজালিকের কথা আছে, বিদূষক তাহাকে একাধিক বার দাস্যাঃ পুত্রঃ বলিয়াছে।

* * * * *

মিলিয়া নটের দলে কিছুদিন তরে
দেখাইল দণ্ডযুদ্ধ দর্শকসমাজে।
আবার ব্যাধের সঙ্গে মিলিত হইয়া
ধরিল বনের পশু বিস্তারি বাগুরা।

* * * * *

আজীবক হ'ল শেষে, প্রব্রজ্যার কালে
তপ্তপিণ্ডে হস্ত দগ্ধ হ'ল পাপাত্মার।

উচ্ছৃঙ্খল ধনিপুত্রদিগকে 'কাপ্তেন ধরা' এবং অল্পে অল্পে তাহাদের সর্ব্বস্ব শোষণ করা—ইহাও নটদিগের জীবিকানির্ব্বাহের একটা সহজ উপায় ছিল। ভদ্রঘট-জাতকে (২৯১) লিখিত আছে, বোধিসত্ত্বের পুত্র তাঁহার মৃত্যুর পর মদ্যাসক্ত হইয়াছিল, সে লঙ্ঘননট, ধাবক, গায়ক, নট প্রভৃতিকে সহস্র সহস্র মুদ্রা দিত, কোথায় গীত, কোথায় নৃত্য, কোথায় বাদ্য, উন্মত্তের ন্যায় অবিরত কেবল ইহাই খুঁজিয়া বেড়াইত এবং এইরূপে অচিরে চল্লিশ কোটি ধন ও অন্যান্য সম্পত্তি উড়াইয়া দিয়াছিল।

কিন্তু এত করিয়াও নটেরা বোধ হয় সঙ্গতিশালী হইতে পারিত না। উচ্ছিষ্ট-ভক্ত (২১২) জাতকে বর্ণিত আছে, বোধিসত্ত্ব যে নটকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা ভিক্ষোপজীবী ছিল।

জাতকে নাটকাভিনয়ের উল্লেখ নাই, কিন্তু নটেরা যে হাস্যোদ্দীপক অঙ্গভঙ্গী ও নৃত্যাদি দ্বারা দর্শকদিগের চিত্তরঞ্জন করিত, তাহা বেশ বুঝা যায়। সুরুচি-জাতকে (৪৮৯) দেখিতে পাই, তাহারা বর্ত্তমান যাত্রার দলসমূহের 'কালুয়া ভুলুয়ার' ন্যায় বিকট নৃত্যাদি দ্বারা রাজকুমার মহাপ্রণাদকে হাসাইতে চেষ্টা করিয়াছিল। এতাদৃশ অনুষ্ঠানের বিবর্ত্তন হইতেই উত্তরকালে দৃশ্যকাব্যাভিনয়ের প্রচলন হইয়াছিল কিনা তাহা প্রত্নতত্ত্ববেত্তাদিগের বিবেচ্য।

দুইটী বিস্ময়কর ঐন্দ্রজালিক ক্রীড়া।

প্রাগুক্ত সুরুচি-জাতকে ভণ্ডুকর্ণ ও পণ্ডুকর্ণ নামক দুইজন নটের দুইটী অতি বিস্ময়কর ঐন্দ্রজালিক ক্রীড়ার বর্ণনা আছে। ভণ্ডুকর্ণ মুহূর্ত্তের মধ্যে একটা বিশাল আম্রবৃক্ষ জন্মাইয়া তাহার কোন শাখা লক্ষ্য করিয়া একটা সূত্রপিণ্ড ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করিল; সূত্রের একপ্রান্ত ঐ শাখায় সংলগ্ন হইলে সে উহা ধরিয়া উপরে উঠিল, সেখানে যক্ষেরা তাহার দেহ খণ্ড বিখণ্ড করিয়া নিম্নে ফেলিয়া দিল, অন্যান্য নটেরা ঐ খণ্ডগুলি যথাস্থানে রাখিয়া জল ছিটাইল; এবং ভণ্ডুকর্ণ তৎক্ষণাৎ পুষ্পাবরণে আচ্ছাদিত হইয়া পুনর্ব্বার আবির্ভূত হইল ও নৃত্য করিতে লাগিল। ইহার পর পণ্ডুকর্ণ অনুচরগণসহ জলন্ত কাষ্ঠস্তূপের ভিতর প্রবেশ করিল, এবং যখন কাষ্ঠগুলি নিঃশেষে পুড়িয়া গেল, তখন ভস্মরাশির উপর জল ছিটাইবা মাত্র তাহারা পুষ্পাবরণে ভূষিত হইয়া পুনর্ব্বার দেখা দিল ও নাচিতে লাগিল। শরভমৃগ-জাতকের (৪৮৩) বর্ত্তমান বস্তুতেও লিখিত আছে যে, স্বয়ং বুদ্ধদেব লোকোত্তর শক্তির প্রভাবে নিমিষের মধ্যে একটা বিশাল ও

ফলবান্ আম্রবৃক্ষ উৎপাদন করিয়াছিলেন। শেষোক্ত ঘটনাটীকে ইন্দ্রজাল-বিদ্যার ফলরূপে গ্রহণ না করিলেও সুরুচিজাতক-বর্ণিত উল্লিখিত আখ্যায়িকাদ্বয় হইতে বুঝা যায়, তৎকালে নটেরা ভোজবাজিতে বেশ নৈপুণ্য লাভ করিয়াছিল। এরূপ বাজিকর যে এখনও আছে এরূপ শুনা যায়, কিন্তু আমার ভাগ্যে কখনও তাহাদের দর্শনলাভ ঘটে নাই। * ফিক্ সাহেব বলেন, দেহচ্ছেদ ও আম্র-বৃক্ষোৎপত্তি প্রভৃতি দেখাইতে হইলে ন্যুব্জপৃষ্ঠ দর্পণের সাহায্যে দর্শকদিগের দৃষ্টিভ্রম জন্মাইতে হয়। অতএব জাতকরচনাকালে এ দেশে যে তাদৃশ দর্পণ প্রচলিত ছিল, এ অনুমান অসঙ্গত নহে।

অক্ষক্রীড়া। জাতকে অক্ষক্রীড়ার বর্ণনাও দেখিতে পাওয়া যায় [অন্ধভূত (৬২), লিপ্ত (৯১), বিদুরপণ্ডিত (৫৪৫)]। লোকের বিশ্বাস ছিল, মন্ত্রবিশেষ আবৃত্তি করিলে ক্রীড়ায় জয়লাভ হয় [অন্ধভূত (৬২)]। লোকে পণ রাখিয়া খেলিত; এবং পণে হারিয়া সময়ে সময়ে সর্ব্বস্বান্ত হইত [কক্ (৪৮২), বিদুরপণ্ডিত (৫৪৫)]।

(ঘ) খাদ্যাখাদ্য।

জাতক পাঠ করিলে বোধ হয় 'যাগুভত্ত'ই (যবাগূ ও ভক্ত) তখন জনসাধারণের প্রধান আহার ছিল। পূপ (পিষ্টক), পায়স ইত্যাদি উৎসবাদির সময়ে প্রস্তুত হইত, পায়সে প্রচুর ঘৃত, মধু ও শর্করা মিশ্রিত করিবার রীতি ছিল [সংস্তব (১৬২)]। 'ভোজ্য' ও 'খাদ্য' এই শব্দ দুইটী একার্থবোধক ছিল না। যাহা নরম—বেশী না চিবাইয়াই গিলিতে পারা যায়, তাহার নাম ছিল 'ভোজ্য', যেমন ভাত, মোদকাদির নাম ছিল খাদ্য (পালি 'খজ্জ')।† যবাগু বা যাউ বলিলে বহুফেনযুক্ত গলাভাত বুঝায়, কিন্তু ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ধরিলে ইহাতে আদৌ যবের মণ্ডই বুঝাইত। জাতকে পুনঃ পুনঃ 'যাগুভত্ত' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। সংস্কৃত সাহিত্যেও 'ব্রীহিযব' পদ সুপরিচিত। পঞ্চশস্যের মধ্যে যব ও ধান স্থান পাইয়াছে, কিন্তু গোধূমের অস্তিত্ব নাই, শ্রাদ্ধেও যব লাগে, কিন্তু গোধূমের প্রয়োজন হয় না। ইহাতে মনে হয়, পূর্ব্বে এদেশে যব ও ধানই প্রধান খাদ্য ছিল এবং গোধূম অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে প্রচলিত হইয়াছে। জাতকে যেখানে যেখানে পিষ্টক প্রস্তুত করিবার কথা আছে [ইল্লীস (৭৮), সুধাভোজন (৫৩৫)], সেই সেই খানেই দেখা যায় তণ্ডুলচূর্ণ ব্যবহৃত হইয়াছে; কুত্রাপি গোধূমচূর্ণের নাম নাই। লোকের আর একটী প্রিয় খাদ্য ছিল কাঞ্জিক বা আমানি।

মাংসভক্ষণ। বৌদ্ধেরা অহিংসাপরায়ণ হইলেও মৎস্যমাংস গ্রহণ করিতেন। বুদ্ধদেব

* মাধাবলে অগ্নিদাহের উৎপত্তির কথা রত্নাবলী নাটকেও বর্ণিত আছে, কিন্তু রত্নাবলী জাতকের বহুশত বর্ষ পরে রচিত।

† বাঙ্গালা 'খাজা' শব্দ খজ্জ শব্দের রূপান্তর। 'খাজা' এক প্রকার শুষ্ক মিষ্টান্ন এবং বিশেষণভাবে নিরেট, কঠিন বা চর্ব্ব্য, যেমন 'খাজা মূর্খ'; 'খাজা কাঁটাল'। এ সম্বন্ধে দ্বিতীয় খণ্ডের ১৩২শ পৃষ্ঠের ৪র্থ পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

বলিতেন, ভিক্ষুরা ভিক্ষালব্ধ অন্ন গ্রহণ করিবেন, গৃহীরা যাহা দিবে তাহাই খাইবেন; তাঁহাদের খাদ্যাখাদ্য বিচারে অধিকার নাই। যদি কেহ মাংস দেয়, তবে তজ্জনিত পাপ দাতার, গ্রহীতার নহে। বিশেষতঃ আমার শিষ্য-প্রশিষ্যগণ ধর্ম্মদেশনের জন্য সময়বিশেষে এমন স্থানে যাইবে, যেখানে মাংস না খাইলে জীবনরক্ষাই অসম্ভব হইবে। তবে কোন গৃহস্থ আমারই সেবার জন্য পশুবধ করিয়াছে, ইহা জানিয়া শুনিয়া সেই মাংস গ্রহণ করিলে পাপ হইবে [চুল্লবগ্‌গ, (৭); তেলোবাদ (২৪৬)]। মনুসংহিতাতেও দেখা যায়, আপনার জন্য পশু মারিয়া খাওয়া রাক্ষসী প্রবৃত্তির লক্ষণ (৫।৩১)।

কুক্কুট মাংস। মনুর মতে পারাবতাদি গ্রামবাসী পক্ষীর মাংস নিষিদ্ধ; তিনি গ্রাম্য কুক্কুট ও গ্রাম্য বরাহের মাংস একেবারে নিষেধ করেন নাই; কেবল বলিয়াছেন যে এই সকল এবং লশুন ও পলাণ্ডু ইচ্ছাপূর্ব্বক বার বার খাইলে পাতিত্য জন্মে (৫।১৯)। এ ব্যবস্থা কেবল দ্বিজাতির পক্ষে। জাতকে দেখা যায়, কুক্কুটমাংস নিষিদ্ধ ছিল না; কুক্কুট অস্পৃশ্য প্রাণী বলিয়াও গণ্য হইত না। বারাণসীর এক অধ্যাপকের ছাত্রেরা প্রত্যূষে প্রবোধিত হইবার জন্য একটা কুক্কুট পুষিয়াছিল [অকালরাবী (১১৯)]; শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডদের গৃহে স্বর্ণপঞ্জরে ধৌতশঙ্খনিভ সর্ব্বাঙ্গশ্বেত একটা কুক্কুট ছিল [শ্রী (২৮৪)]।* এই শ্রী-জাতকেই দেখা যায়, এক গজাচার্য্য, তাহার পত্নী ও এক তপস্বী একটা বন্য কুক্কুটের মাংস খাইয়াছিলেন; ন্যগ্রোধজাতকে (৪৪৫) দুইজন শ্রেষ্ঠিপুত্রকে বন্য কুক্কুটের মাংস খাইতে দেখা যায়। রোমক-জাতকের (২৭৭) তপস্বী যে পারাবত-মাংস খাইয়াছিল, তাহা গ্রাম্য কি আরণ্য ছিল বলা যায় না।

শূকর-মাংস। মুনিকজাতকে (৩০) ও শালূকজাতকে (২৮৬) মাংসের জন্য শূকর পুষিবার এবং তুণ্ডিলজাতকে (৩৮৮) গ্রাম্য শূকরের মাংস খাইবার কথা আছে। এই মুনিকজাতকের শূকরপালক একজন 'কুটুম্বিক' অর্থাৎ গ্রাম্য ভূস্বামী ছিলেন। ইহাতে মনে হয়, গ্রাম্যশূকরের মাংসভক্ষণ যে কেবল অন্ত্যজ জাতির মধ্যেই প্রচলিত ছিল, তাহা নহে।

অনেক ভিক্ষুণী লশুনভক্ত ছিলেন। সুবর্ণহংস-জাতকের (১৩৬) বর্ত্তমান বস্তুতে কথিত আছে, তাঁহাদের বাড়াবাড়ি দেখিয়া শেষে বুদ্ধদেব আদেশ দিয়াছিলেন যে, কেহ লশুন খাইলে তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। মহাকপি-জাতকে (৪০৭) দেখা যায়, বারাণসীরাজ অন্নের সহিত বানরমাংস খাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। মহাবোধি-জাতকেও (৫২৮) মর্কটমাংস খাইবার কথা আছে। কিন্তু মনুর মতে (৫।১৭) বানরাদি সমুদয় পঞ্চনখ জীবের মাংস অভক্ষ্য। শুষ্কমাংস (বল্লূর) মনু নিষেধ করিয়াছেন; কিন্তু সর্ব্বদংষ্ট্র-জাতকে (২৪১) লিখিত আছে যে, প্রাচীনকালে লোকে ইহা অখাদ্য মনে করিত না।

---

* মার্কণ্ডেয় পুরাণে ভগবতী ভবানী 'ময়ূরকুক্কুটবৃতা'রূপে বর্ণিতা হইয়াছেন।

গোমাংস।

ব্যাধ প্রভৃতি নীচজাতীয় লোকে গোমাংস খাইত। লাঙ্গুষ্ঠ-জাতকের (১৪৪) ব্যাধেরা এক তপস্বীর গরু মারিয়া খাইয়াছিল। তপস্বী ইহাতে অগ্নির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া তাঁহাকে সেই গরুর লাঙ্গুলটা আহুতি দিয়াছিলেন। গৃহপতি-জাতকে (১৯৯) দেখা যায়, একবার কোন গ্রামে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে গ্রামবাসীরা দুই মাস পরে ধান্য দিয়া মূল্য শোধ করিবে এই অঙ্গীকারে গ্রামভোজকের নিকট হইতে একটা বুড়া গরু ধার করিয়া উহার মাংসে কয়েকদিন জীবনধারণ করিয়াছিল। যজ্ঞবিশেষে গোবধ করা হইত, একথা পরে বলা হইবে; কিন্তু গোমাংসভক্ষণ যে অন্ত্যজ জাতিদিগের মধ্যেই প্রচলিত ছিল, তাহাতে বোধ হয় কোন সন্দেহ নাই।

নরমাংস।

মহাশ্রুতসোমজাতকে (৫৩৭) এক নৃমাংসাশী রাজার কথা আছে। এই আখ্যায়িকার সহিত মহাভারত-বর্ণিত কল্মাষপাদ রাজার বৃত্তান্ত তুলনীয়। কল্মাষপাদ ঋষিশাপে নরমাংসভুক্ হইয়াছিলেন (আদিপর্ব্ব, ১৭৬ম অধ্যায়)।

(ধ) বিবিধ।

নিমিত্ত।

ব্রাহ্মণেরা ফলিতজ্যোতিষ প্রভৃতি শিখিয়া কিরূপে ধনোপার্জ্জন করিতেন, পূর্ব্বে তাহা বলা হইয়াছে। মহামঙ্গল-জাতকের (৪৫৩) প্রত্যুৎপন্ন বস্তুতে শুভশংসী নিমিত্ত-সমূহের এক সুদীর্ঘ তালিকা আছে—প্রভাতে উঠিবার পর সর্ব্বশ্বেত বৃষ, গর্ভিণী স্ত্রী, রোহিত মৎস্য, পূর্ণঘট, সদ্য সর্পিঃ, নব-বস্ত্র, পায়স প্রভৃতি দেখিলে শুভফল-প্রাপ্তি হইবে, লোকের এরূপ বিশ্বাস ছিল। চণ্ডালের মুখদর্শন যে অমঙ্গলজনক বলিয়া বিবেচিত হইত, ইহাও আমরা দেখিয়াছি। মঙ্গলজাতকে (৮৭) দেখা যায়, লোকে মনে করিত যে, কেহ মূষিক-দষ্ট বস্ত্র পরিধান করিলে সপরিবারে মারা যাইবে। যাঁহারা এই সকল নিমিত্ত ব্যাখ্যা করিতেন, তাঁহাদের নাম ছিল নিমিত্ত-পাঠক। আর এক শ্রেণীর লোকে অঙ্গবিদ্যায় নিপুণ ছিলেন, তাঁহারা অঙ্গলক্ষণ দেখিয়া লোকের ভাবী শুভাশুভ গণিয়া বলিতেন। এইরূপ বহুবিধ সংস্কার সকল দেশে এবং সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বীর মধ্যেই ছিল এবং এখনও যে না আছে, এমন বলা যায় না। বুদ্ধদেব কিন্তু নিজে এ সমস্ত মানিতেন না। তিনি নক্ষত্র-জাতকে (৪৯) স্পষ্ট বলিয়াছেন—

মূর্খ যেই সেই বাছে শুভাশুভক্ষণ,
অথচ সে শুভ ফল না লভে কখন।
সৌভাগ্য নিজেই শুভগ্রহ আপনার;
আকাশের তারা—তার শক্তি কোন্ ছার?

মঙ্গল-জাতকে (৮৭) এবং মহামঙ্গল-জাতকেও নিমিত্তাদির অসারতা প্রদর্শিত হইয়াছে। মঙ্গল-জাতকে দেখা যায়—

মঙ্গলামঙ্গল লক্ষণ নেহারি ভীত নয় যাঁর মন,
উল্কাপাত আদি উৎপাত নেহারি অক্ষুব্ধচিত্ত যে জন,
দুঃস্বপ্ন দেখিয়া কাঁপে না ক হিয়া, পণ্ডিত তাঁহারে বলি;
কুসংস্কার জাল ভেদি জ্ঞানবলে মুক্তিমার্গে যান চলি।

তবে কোন কোন লোকাচার অযৌক্তিক বুঝিলেও বুদ্ধদেব সেগুলির বিরুদ্ধে যাইতেন না। গর্গজাতকে (১৫৫) তিনি ভিক্ষুদিগকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলে এ সম্বন্ধে তাঁহার উদারতা ও দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি একদিন ধর্ম্মসভায় হাঁচিলে ভিক্ষুরা চতুর্দ্দিক্ হইতে 'জীবতু সুগত' বলিয়া এমন মহা চীৎকার করিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে বিরক্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে হইয়াছিল, "কেহ হাঁচিলে যদি 'জীব' বলা যায়, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তির আয়ুর্বৃদ্ধি হয় কি? আর 'জীব' না বলিলেই কি উহার আয়ুঃক্ষয় হয়?" ইহার পর তিনি আদেশ দিয়াছিলেন, "তোমরা এখন অবধি কাহাকেও হাঁচিতে শুনিলে 'জীব' বলিও না, কিংবা কেহ তোমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া 'জীব' বলিলেও তোমরা 'চিরং জীব' বলিয়া প্রত্যাশীর্ব্বাদ করিও না।" কিন্তু এই আদেশ পালন করিতে গিয়া ভিক্ষুরা লোকসমাজে অসভ্য বলিয়া নিন্দিত হইলেন। তখন বুদ্ধদেব পূর্ব্বের আদেশ প্রত্যাহার করিয়া বলিলেন, গৃহীরা ইষ্টমঙ্গলিক (অর্থাৎ তাহারা নিমিত্তাদি হইতে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করে); অতএব আমি অনুমতি দিলাম, তোমরা হাঁচিলে যখন তাহারা 'জীবথ ভন্তে' বলিবে, তখন তোমরাও 'চিরং জীব' বলিয়া প্রত্যাশীর্ব্বাদ করিবে। *

স্বস্ত্যয়ন।

জাতকে গ্রহবৈগুণ্য-শান্তির কোন উল্লেখ নাই; কিন্তু দুঃস্বপ্ন-দর্শনের নানারূপ প্রতীকারের [illegible] জাতকের পক্ষে দুঃস্বপ্নকে সুস্বপ্নে পরিণত করিবার প্রধান উপায় ছিল সর্ব্বচতুষ্ক-যজ্ঞসম্পাদন [মহাস্বপ্ন (৭৭), লৌহকুম্ভি (৩১৪), অষ্টশব্দ (৪১৮)]। লৌহকুম্ভি-জাতকের বর্ত্তমান বস্তুতে দেখা যায়, এই যজ্ঞে হস্তী, অশ্ব, বৃষ, মনুষ্য হইতে চটক পক্ষী পর্য্যন্ত সমস্ত প্রাণীর চারি চারিটী বধ করিয়া আহুতি দেওয়া হইত।

নরবলি।

সর্ব্বচতুষ্ক যজ্ঞে নরবলি দিবার কথা বলা হইল। খণ্ডহাল-জাতকেও (৫৪২) দেখা যায়, পুরোহিত রাজার স্বর্গপ্রাপ্তির জন্য যে সর্ব্বচতুষ্ক যজ্ঞের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার পুত্র ও মহিষীদিগের পর্য্যন্ত নিধনের ব্যবস্থা হইয়াছিল। তর্কারি-জাতকে (৪৮১) কথিত আছে, রাজধানীর দক্ষিণদ্বার-নির্ম্মাণকালে মঙ্গলাচরণের জন্য পুরোহিত রাজাকে পরামর্শ দিয়াছিলেন, "পিতৃকুলে ও মাতৃকুলে বিশুদ্ধ, পিঙ্গলবর্ণ ও দন্তহীন, কোন ব্রাহ্মণকে মারিয়া তাহার রক্তে ভূতবলি দিতে হইবে এবং দেহটা গর্ত্তে ফেলিয়া তদুপরি দ্বার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।" ইহাতে বুঝা যায়, পূর্ত্তকার্য্যে বিঘ্ননিবারণের জন্য যে নরবলি আবশ্যক, লোকের এ ধারণা নূতন নহে। ইতর লোকের মধ্যে এই ধারণা এখনও চলিয়া আসিতেছে বলিয়া তাহারা বৃহৎ সেতু প্রভৃতির নির্ম্মাণসময়ে কোথাও কোথাও এমন ভয়বিহ্বল হয় যে, নিরীহ লোককেও 'ছেলেধরা' মনে করিয়া তাহাদের প্রাণান্ত পর্য্যন্ত করে।

---

* কৌতুকের বিষয় এই যে, হাঁচি আমাদের দেশে 'বাধা' বলিয়া গণ্য; কিন্তু প্রাচীন গ্রীসের লোকে ইহাকে ইষ্টাপত্তির সূচক মনে করিত।

আর একটী ভ্রমাত্মক সংস্কার ছিল সর্পবিষচিকিৎসার মন্ত্রপ্রয়োগের উপযোগিতা। এ বিশ্বাসও এখন পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। বিষবান্ত-জাতকে (৬৯) দেখা যায়, বিষবৈদ্য উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ঔষধপ্রয়োগে বিষ বাহির করিব, না, যে সাপে কামড়াইয়াছে, তাহাকেই আনিয়া বিষ চুষাইয়া লইব? অনন্তর তিনি মন্ত্রবলে সাপটাকে আনিয়া বিষ চুষিয়া লইতে বলিলেন, কিন্তু সাপটা কিছুতেই সম্মত হইল না; কাজেই শেষে তিনি মন্ত্র ও ঔষধ প্রয়োগ করিয়া বিষ বাহির করিলেন। কাননীত-জাতকেও (২২৮) কথিত আছে, লোকের বিশ্বাস ছিল যে, ভূতাবিষ্ট লোকে মন্ত্রবলে নিরাময় হইত। লোকে মনে করিত, মন্ত্রবলে আরও অনেক অসাধ্য সাধন করিতে পারা যায়। মন্ত্রবলে আকাশ হইতে রত্ন বর্ষিত হইত [বেদব্ভ-জাতক (৪৮)], পৃথিবী জয় করা যাইত [সর্ব্বদংষ্ট্র (২৪১)], গুপ্তধনের অনুসন্ধান পাওয়া যাইত [বৃহচ্ছত্র (৩৩৬)], ইতর প্রাণীর ভাষা বুঝা যাইত [খরপুত্র (৩৮৬), পরন্তপ (৪১৬)]।

মন্ত্রের ক্ষমতা; বিষ বৈদ্য; ভূত বৈদ্য।

চিকিৎসা-প্রসঙ্গে, পাণ্ডুরোগে দধি-সেবনের ব্যবস্থা [দধিবাহন (১৮৬)], কেহ বিষ খাইলে তাহাকে বমন করাইবার এবং বমনানন্তর ঘৃত, মধু ও শর্করা খাওয়াইবার ব্যবস্থা উল্লেখযোগ্য। প্রিয়ঙ্গু (পিপ্পলি) মিশ্রিত জল পান করাইয়া বমন করান হইত, [লিপ্ত (৯১), শালিত্তক (১০৭)]।

চিকিৎসা।

কোথাও কোন সংক্রামক রোগ দেখা দিলে আর একটী উৎকৃষ্ট নিয়ম ছিল গৃহ ও গ্রাম ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন। কচ্ছপ-জাতকে (২৭৩) ও মিত্র-জাতকে (৪৭৪) যে অহিবাতরোগের বর্ণনা আছে, তাহা সম্ভবতঃ তত্রাই অঞ্চলের 'প্লেগ'। লোকে মনে করিত, ভিত্তিতে সুরঙ্গ খনন করিয়া তাহার ভিতর দিয়া পলায়ন করাই এই রোগ হইতে অব্যাহতি পাইবার একমাত্র উপায়। বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় তখনও ইতর লোকে ভাবিত যে, সংক্রামক ব্যাধি অপদেবতারই কার্য্য; অপদেবতা গৃহের দ্বার আশ্রয় করিয়া থাকিত; কাজেই সুরঙ্গ খনন করিয়া পশ্চাদ্ভাগ হইতে নিষ্ক্রান্ত না হইলে নিস্তার ছিল না। এ বিশ্বাস যতই ভ্রমাত্মক হউক না কেন, মহামারীর সময়ে গৃহ ও গ্রাম ত্যাগ করায় যে সুফল হইত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

মহামারীর সময়ে গ্রামত্যাগ।

ক্রোড়পত্র।

ইতঃপূর্ব্বে ৸০ পৃষ্ঠে ব্রাহ্মণদিগের বিষয়াসক্তির কথা বলা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে শৃগাল-জাতকের (১১৩) "ব্রাহ্মণা ধনলোলা" এই প্রবাদবাক্যটী দ্রষ্টব্য। এখনও লোকে বলে "হাজার টাকায় বামুণ ভিখারী।"

৸/০ পৃষ্ঠে রাজকুলে অসবর্ণ বিবাহের কথা বলা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে মহা-উন্মার্গ জাতকে (৫৪৬) একটা অদ্ভুত কিংবদন্তী দেখা যায়। জাতককার বলেন, বাসুদেব এক চণ্ডালকন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং এই রমণীর গর্ভজাত পুত্র শিবি রাজা হইয়াছিলেন।

শূদ্র প্রকরণে ৬৴০ পৃষ্ঠে বলা হইয়াছে, জাতকে "বৈশ্য শব্দের প্রয়োগের ন্যায় শূদ্র শব্দের প্রয়োগও নিতান্ত বিরল।" আম্র-জাতকে (৪৭৪) একটী গাথায় ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র, চণ্ডাল ও পুক্কশ এই কয়েকটী জাতির নাম পাওয়া যায়। ভূরিদত্ত-জাতকেও (৫৪৩) দুইটী গাথায় বৈশ্য ও শূদ্রদিগের সম্বন্ধে নীচ-বর্ণধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়াছেন বলিয়া ব্রাহ্মণদিগকে গালি দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু উভয়ত্রই 'শূদ্র' শব্দে দ্বিজেতর জাতিকে বুঝাইতেছে। আমার বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, খাঁটি শূদ্র কাহারা তাহা বুঝা যায় না; কারণ মন্বাদির গ্রন্থে যাহারা বর্ণসঙ্কর, তাহারাই এখন শূদ্র নামে অভিহিত।

কেহ প্রব্রাজক হইলে বংশ পবিত্র হয় (১৶০ পৃষ্ঠ), এ বিশ্বাস হিন্দুদিগের মধ্যেও আছে। বিশ্বম্ভর বলিয়াছিলেন, "ভাল হইল, বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিল। পিতৃকুল মাতৃকুল দুই উদ্ধারিল॥"—চৈতন্যচরিতামৃত, আদি, ১৫।

১॥৶০ পৃষ্ঠে রাজকরপ্রসঙ্গে সুরুচিজাতক-বর্ণিত (৪৮৯) "থীবমূলের" কথা উল্লেখযোগ্য। 'থীবমূল' শব্দের অর্থ দুগ্ধের মূল্য। পুরোহিতের পুত্র জন্মিয়াছে শুনিয়া রাজা ব্রহ্মদত্ত তাহার জন্য সহস্র কার্ষাপণ ক্ষীরমূল্য দিয়াছিলেন [শরভঙ্গ (৫২২)]। কিন্তু সুরুচি-জাতকে দেখা যায়, যখন রাজা সুরুচির পুত্র জন্মিয়াছিল, তখন প্রজারা আনন্দিত হইয়া প্রত্যেকে রাজাঙ্গনে এক একটী কার্ষাপণ নিক্ষেপ-পূর্ব্বক বলিয়াছিল, "মহারাজ, নবজাত শিশুর জন্য এই ক্ষীরমূল্য গ্রহণ করুন।" যদিও সুরুচি উহা গ্রহণ করিতে চান নাই, তথাপি মনে হয়, বর্ত্তমান সময়ে জমিদারেরা যেমন পিতৃশ্রাদ্ধ, পুত্রের বিবাহ প্রভৃতি উপলক্ষ্যে প্রজাদিগের নিকট চাঁদা আদায় করেন, পূর্ব্বকালেও সেইরূপ প্রথা ছিল। পশ্চিমাঞ্চলের কোন কোন নগরে চুঙ্গী (octroi) কর আছে; মহাউন্মার্গ(৫৪৬)-জাতকে এই করেরও উল্লেখ আছে। ঐ আখ্যায়িকায় দেখা যায়, এক রাজা কোন পণ্ডিতের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে নগরের দ্বারচতুষ্টয়ে সংগৃহীত শুল্ক দান করিয়াছিলেন।

১৸৵০ পৃষ্ঠে গ্রামভোজকের মাদকদ্রব্যের উপর সংগৃহীত শুল্কপ্রাপ্তির কথা বলা হইয়াছে। ঐ শুল্কের নাম ছিল "ছাটিকহাপণ" অর্থাৎ প্রতি কলসের উপর যে কাহণ শুল্করূপে নির্দ্দিষ্ট হইত।

২৶০ পৃষ্ঠে বলা হইয়াছে যে, পুরাকালে প্রাসাদগুলি প্রধানতঃ কাষ্ঠনির্ম্মিত ছিল। কিন্তু প্রস্তরনির্ম্মিত প্রাসাদও অপরিজ্ঞাত ছিল না। বিশ্বকর্ম্মা রাজকুমার মহাপ্রণাদের জন্য যে সপ্তভূমিক প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা রত্নময় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ঋগ্বেদেও (৪।৩০।২০) দেখা যায়, ইন্দ্র দিবোদাসকে শতসংখ্যক পাষাণময়ী পুরী প্রদান করিয়াছিলেন। জাতকে "বর্দ্ধকী" শব্দে সূত্রধার এবং রাজমিস্ত্রী উভয়কেই বুঝায়।

☞ "জাতকে পুরাতত্ত্ব" প্রকরণ মুদ্রিত হইবার সময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাবৃত্তের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় আমাকে যে সাহায্য করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি তাঁহার নিকট চিরদিন ঋণী রহিলাম। প্রায় সমস্ত জাতককথাই তাঁহার নখদর্পণে আছে।

সূচীপত্র।

দ্বি নিপাত।

(দৃঢ়-বর্গ) পৃষ্ঠ

(সংস্তব-বর্গ)

(ন-তং-দৃঢ় বর্গ)

(বীরণস্তম্ভক-বর্গ)

(উপানহ-বর্গ)

ত্রিংশনিপাত।

(সঙ্কল্প-বর্গ)

(কৌশিক-বর্গ)

(অরণ্য-বর্গ)

(অভ্যন্তর-বর্গ)

☞ অতিরিক্ত শুদ্ধিপত্র :—(পৃষ্ঠ ১৬৫, পঙ্‌ক্তি ২৭) 'গৃহীতা' না হইয়া 'গ্রহীতা' হইবে।

জাতক

দ্বি-নিপাত

১৫১—রাজাববাদ-জাতক।*

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি করিবার সময় কোশলরাজকে উপদেশ দিবার জন্য এই কথা বলিয়াছিলেন। তৎসম্বন্ধে সবিস্তর বিবরণ ত্রিশকুন-জাতকে (৫২১) প্রদত্ত হইবে।]

একদা কোশলরাজকে অগতি-সংক্রান্ত † একটী অতি জটিল বিবাদের মীমাংসা করিতে হইয়াছিল। ইহাতে বিলম্ব ঘটায় তিনি প্রাতরাশ সমাপনপূর্ব্বক ধৌত হস্তের জল শুকাইতে না শুকাইতে অলঙ্কৃত রথে আরোহণ করিয়া শাস্তার নিকট উপনীত হইলেন। তিনি শাস্তার প্রফুল্লকমল-রমণীয় পাদবন্দনা করিয়া একান্তে উপবেশন করিলে, শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ যে আজ এ সময়ে আগমন করিলেন?" রাজা বলিলেন, "ভগবন্, অদ্য অগতি-সংক্রান্ত একটী জটিল বিবাদের মীমাংসা করিতে হইয়াছিল বলিয়া অবকাশ পাই নাই; অনন্তর যেমন বিচার শেষ করিলাম, অমনি আহারান্তে প্রক্ষালিত হস্ত শুষ্ক হইতে না হইতেই আপনার অর্চ্চনার্থ এখানে উপস্থিত হইয়াছি।" "মহারাজ, ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে এবং নিরপেক্ষভাবে বিচার করিতে পারিলে রাজার কুশল হয়, তিনি স্বর্গলোকের অধিকারী হইয়া থাকেন। আমার ন্যায় সর্ব্বজ্ঞ পুরুষের নিকট উপদেশ গ্রহণ করিয়া আপনি যে যথাধর্ম্ম নিরপেক্ষভাবে বিচার করিবেন, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, কিন্তু পুরাকালে রাজগণ অসর্ব্বজ্ঞ পণ্ডিতদিগের উপদেশানুসারে পরিচালিত হইয়াও যে নিরপেক্ষভাবে যথাধর্ম্ম বিবাদনিষ্পত্তি করিতে পারিতেন, চতুর্ব্বিধ অগতিগমন পরিহার করিয়া দশবিধ রাজধর্ম্ম পালনে ‡ সমর্থ হইতেন এবং শাস্ত্রানুসারে রাজ্যপালন-পূর্ব্বক দেহান্তে স্বর্গলোক লাভ করিতেন, ইহা বিস্ময়কর সন্দেহ নাই।" অতঃপর শাস্তা সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব তাঁহার অগ্রমহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজা মহিষীর গর্ভরক্ষার্থ শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট ক্রিয়াদির অনুষ্ঠান করিলেন, এবং বোধিসত্ত্ব যথাকালে বিনাকষ্টে ভূমিষ্ঠ হইলেন। নামকরণ দিবসে আত্মীয় বান্ধবেরা তাঁহার "ব্রহ্মদত্ত-কুমার" এই নাম রাখিলেন। তিনি কালক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তক্ষশিলানগরে গমন-পূর্ব্বক সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিলেন এবং পিতার দেহত্যাগের পর রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যথাধর্ম্ম নিরপেক্ষভাবে প্রজা পালন করিতে লাগিলেন। বিচার করিবার সময় তিনি কখনও ক্রোধলোভাদির বশীভূত হইতেন না।

রাজা যথাধর্ম্ম শাসন করিতেন বলিয়া তাঁহার অমাত্যেরাও ন্যায়ানুসারে বিবাদ নিষ্পত্তি করিতেন; আবার অমাত্যেরা সূক্ষ্মবিচার করিতেন বলিয়া কূটার্থকারকও § দেখা যাইত না। কাজেই রাজাঙ্গণে আর অর্থিপ্রত্যর্থীর কোলাহল শুনা যাইত না, অমাত্যেরা সমস্ত দিন ধর্ম্মাসনে বসিয়া থাকিতেন, কিন্তু বিচারপ্রার্থী কোন জনপ্রাণী দেখিতে না পাইয়া সন্ধ্যার সময় গৃহে ফিরিয়া যাইতেন। ফলতঃ এইরূপ সুব্যবস্থার গুণে অচিরে ধর্ম্মাধিকরণ জনহীন স্থানের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

---

* অববাদ—উপদেশ।

† চতুর্ব্বিধ অগতি, যথা ছন্দ (অতিলোভ ইত্যাদি), দ্বেষ, মোহ (অবিদ্যা) এবং ভয়। 'অগতিসংক্রান্ত' বলিলে 'চরিত্রদোষমূলক' বুঝা যাইতে পারে।

‡ দশবিধ রাজধর্ম্ম, যথা দান, শীল, পরিত্যাগ, অক্রোধ, অবিহিংসা, ক্ষান্তি, আর্জব, মার্দব, তপঃ, অবিরোধন।

§ কূটার্থকারক—যাহারা মিথ্যা মকদ্দমা করে।

অনন্তর একদিন বোধিসত্ত্ব চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'আমি যথাধর্ম্ম রাজ্য শাসন করিতেছি বলিয়া এখন আর কোন বিচারপ্রার্থী দেখা যায় না; অর্থিপ্রত্যর্থীর কোলাহল শ্রুতিগোচর হয় না; ধর্ম্মাধিকরণ নির্জ্জন হইয়াছে। কিন্তু আমার কি কি দোষ আছে, তাহা একবার দেখিতে হইতেছে। আমার কি কি দোষ ইহা জানিতে পারিলে সে গুলি পরিহারপূর্ব্বক অতঃপর নিরবচ্ছিন্ন গুণেরই আশ্রয় লইতে পারিব।' তদবধি কে তাঁহার দোষ প্রদর্শন করিবে, সর্ব্বদা তিনি তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু যাহারা রাজভবনে বাস করিত, তাহাদের মধ্যে কাহাকেও তিনি নিজের অগুণবাদী দেখিতে পাইলেন না, পক্ষান্তরে সকলের মুখেই আপনার গুণকীর্ত্তন শুনিতে লাগিলেন। তখন তিনি ভাবিলেন, 'এই সকল লোক হয়ত ভয়বশতঃ আমার দোষের উল্লেখ না করিয়া কেবল গুণই গান করিতেছে।' অতঃপর তিনি প্রাসাদের বহিঃস্থ লোকদিগের মধ্যে অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু সেখানেও নিজের নিন্দাকারক কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। শেষে তিনি ক্রমে নগরবাসীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যাহারা নগরের চতুর্দ্বারের বাহিরে, উপকণ্ঠভাগে, বাস করে তাহাদিগকেও জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু কাহারও মুখে নিজের দোষ শুনিতে পাইলেন না; সকলেই তাঁহার গুণের প্রশংসা করিতে লাগিল। তখন তিনি একবার জনপদ অনুসন্ধান করিবার সঙ্কল্প করিলেন এবং অমাত্যদিগের হস্তে রাজ্যরক্ষার ভার দিয়া একমাত্র সারথিসহ রথারোহণে অজ্ঞাতবেশে নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তিনি এইরূপে প্রত্যন্ত ভূমি পর্য্যন্ত গেলেন, কিন্তু কুত্রাপি অগুণবাদী কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না, পরন্তু সকলের মুখেই নিজের গুণকীর্ত্তন শুনিলেন। কাজেই তিনি রাজপথ অবলম্বন করিয়া পুনর্ব্বার নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

কোশলপতি মল্লিকও যথাধর্ম্ম প্রজাপালন করিতেন, এবং কেহ তাঁহার দোষ কীর্ত্তন করে কি না, ইহা জানিবার জন্য তিনিও রাজভবনাদি কুত্রাপি অগুণবাদী দেখিতে না পাইয়া এবং সর্ব্বত্র নিজের প্রশংসাবাদই শুনিয়া পরিশেষে জনপদে ভ্রমণ করিতে করিতে ঘটনাক্রমে সেই সময়ে উক্ত অঞ্চলে উপনীত হইয়াছিলেন। এই দুই নরপতি বিপরীত দিক্ হইতে অগ্রসর হইতে হইতে শকটমার্গের এক নিম্ন অংশে পরস্পরের সম্মুখীন হইলেন। সে স্থান এত অপ্রশস্ত যে রথদ্বয়ের পাশাপাশি যাইবার উপায় ছিল না।

কোশলরাজের সারথি বারাণসীরাজের সারথিকে বলিল, "তোমার রথ ফিরাইয়া পথ ছাড়িয়া দাও।"

সে বলিল, "তোমারই রথ ফিরাও; আমার রথে বারাণসী-রাজ ব্রহ্মদত্ত রহিয়াছেন।"

"আমার রথেও কোশলরাজ মল্লিক আছেন। তোমার রথ ফিরাইয়া ইঁহার রথ যাইতে দাও।"

বারাণসীর সারথি ভাবিল, 'তাই ত, ইনিও যে একজন রাজা। এখন উপায় কি করি? আচ্ছা, কোশলরাজের বয়স্ কত জানিয়া উভয়ের মধ্যে যিনি ছোট তাঁহার রথ খোলা যাউক, এবং যিনি বড় তাঁহাকে অগ্রসর হইতে অবসর দেওয়া হউক।' ইহা স্থির করিয়া সে কোশল-সারথিকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাদের রাজার বয়স্ কত?" সে যে উত্তর দিল তাহাতে দেখা গেল উভয় রাজাই সমবয়স্ক। অতঃপর বারাণসীরাজের সারথি কোশলপতির রাজ্যপরিমাণ, সেনাবল, ঐশ্বর্য্য, যশ, কুলমর্য্যাদা প্রভৃতির সম্বন্ধেও প্রশ্ন করিল এবং জানিতে পারিল, দুই জনেরই রাজ্য তিনশত যোজন বিস্তীর্ণ; এবং দুই জনেরই সেনাবল, ঐশ্বর্য্য, যশ, গোত্র, কুল প্রভৃতি তুল্যরূপ। তখন সে স্থির করিল, 'ইঁহাদের মধ্যে যিনি চরিত্রগুণে মহত্তর, তাঁহাকেই পথ ছাড়িয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।' অতএব সে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাদের রাজার শীলাচার কীদৃশ?" ইহার উত্তরে "আমাদের রাজা অতীব শীলবান্" এই বলিয়া কোশল-সারথি নিম্ন-লিখিত গাথা দ্বারা স্বীয় প্রভুর গুণ বর্ণনা করিতে লাগিল:—

"কঠোরে কঠোর, কোমলে কোমল, কোশলরাজের রীতি;
সাধুজনে তাঁর সাধু ব্যবহার, শঠে শাঠ্য এই নীতি।
বর্ণিতে কি পারি চরিত্র তাঁহার? সঙ্ক্ষেপে বলিনু তাই,
অতএব রথ ফিরায়ে তোমার ছাড়ি দেহ পথ, ভাই।"

ইহা শুনিয়া বারাণসীর সারথি জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাদের রাজার কি কেবল এই সকল গুণ?" "হাঁ, আমাদের রাজার এই সকল গুণ।" "এই সকল যদি গুণ হয়, তবে দোষ কাহাকে বলে?" "এগুলি যদি অগুণ হয়, তবে না জানি, তোমাদের রাজার কেমন গুণ।" "বলিতেছি শুন।" অনন্তর বারাণসীর সারথি নিম্নলিখিত গাথায় ব্রহ্মদত্তের গুণগান করিল:—

"অক্রোধের বলে শাসেন ক্রোধীরে, অসাধুরে সাধুতায়,
কৃপণ যে জন, হেরি তাঁর দান, মানে নিজ পরাজয়,
সত্যের প্রভাবে মিথ্যারে দমিতে এমন দ্বিতীয় নাই
তাই বলি রথ ফিরায়ে তোমার ছাড়ি দেহ পথ, ভাই।"

ইহা শুনিয়া কোশলরাজ এবং তাঁহার সারথি উভয়ে রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক অশ্ব খুলিয়া লইলেন এবং রথ ফিরাইয়া বারাণসীরাজকে পথ ছাড়িয়া দিলেন। অনন্তর বারাণসীরাজ কোশলরাজকে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া রাজধানীতে ফিরিয়া গেলেন এবং জীবনান্তে স্বর্গলাভ করিলেন। কোশলরাজও তদীয় উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া জনপদ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন এবং সেখানে কোন অগুণবাদী দেখিতে না পাইয়া স্বকীয় নগরে প্রতিগমন করিলেন। অনন্তর দানাদি পুণ্যানুষ্ঠান পূর্ব্বক তিনিও জীবনাবসানে স্বর্গবাসী হইলেন।

[সমবধান—তখন মৌদ্গল্যায়ন ছিলেন কোশল-সারথি, আনন্দ ছিলেন কোশল রাজ। সারিপুত্র ছিলেন বারাণসীর সারথি এবং আমি ছিলাম বারাণসীরাজ।]

☞ এই জাতকের সহিত মহাভারত-বর্ণিত কুরুবংশীয় সুহোত্র এবং উশীনরের পুত্র শিবি, এই নৃপতিদ্বয়-সংক্রান্ত আখ্যায়িকার সাদৃশ্য দেখা যায় [বনপর্ব্ব ১৯৪ম অধ্যায়, কালীপ্রসন্ন সিংহ; ১৯৭ম অধ্যায়, South Indian Text]। ইঁহাদের রথদ্বয় পরস্পর সম্মুখীন হইলে উভয়েই পরস্পরের বয়ঃক্রমানুরূপ সম্মান রক্ষা করিলেন, কিন্তু গুণবিষয়ে উভয়েই তুল্য মনে করিয়া কেহ কাহাকে পথ প্রদান করিতে চাহিলেন না। তখন নারদ সেখানে উপস্থিত হইয়া শিবিকেই গুণসম্বন্ধে উৎকৃষ্টতর বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন, কেননা তিনি "জয়েৎ কদর্য্যং দানেন, সত্যেনানৃতবাদিনম্, ক্ষময়া ক্রূরকর্ম্মাণমসাধুং সাধুনা জয়েৎ" এই উত্তম নীতি অবলম্বন করিয়া চলেন।

১৫২—শৃগাল-জাতক।

[শাস্তা কূটাগারশালায় অবস্থিতিকালে বৈশালীবাসী অনৈক নাপিতের পুত্র সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন।

এই নাপিত বৈশালীর রাজগণ, রাজাদিগের অন্তঃপুরবাসিনীগণ, রাজকুমারগণ ও রাজকুমারীগণ—ইহাদের কাহারও দাড়ি কামাইত, কাহারও চুল ছাটিত, কাহারও বেণী প্রস্তুত করিয়া দিত। ফলতঃ নাপিতে যে যে কাজ করে সে তাহার সমস্তই করিত। অধিকন্তু সে ধর্ম্মে শ্রদ্ধাবান্, ত্রিরত্নের শরণাগত ও পঞ্চশীলপরায়ণ ছিল* এবং অবসর পাইলে মধ্যে মধ্যে শাস্তার নিকট গিয়া ধর্ম্মকথা শুনিত।

একদা কোন রাজভবনে কাজ করিতে যাইবার সময় এই নাপিত তাহার পুত্রকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল। নাপিতপুত্র সেখানে নানালঙ্কারপরিশোভিতা বিদ্যাধরীসদৃশী এক লিচ্ছবিকুমারীকে † দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিল এবং প্রাসাদ হইতে বহির্গমন কালে তাহার পিতাকে বলিয়াছিল, "এই কুমারীকে লাভ করিতে পারিলেই আমি জীবনধারণ করিব; ইহাকে না পাইলে আমার মরণ নিশ্চিত।" সে গৃহে ফিরিয়া আহার ত্যাগ করিল এবং

---

* প্রথম খণ্ডের ২য় পৃষ্ঠের টীকা দ্রষ্টব্য।

† লিচ্ছবিরা বৈশালীর রাজকুল, ইহাদের নামান্তর বৃজি। মনুবর্ণিত 'নিচ্ছিবি' ও বৌদ্ধ সাহিত্যের লিচ্ছবি বোধ হয় এক। উভয়েই ব্রাত্যক্ষত্রিয়। বৈশালীর শাসনপ্রণালী কুলতন্ত্র ছিল এবং শাসনকর্ত্তারা সকলেই 'রাজা' নামে অভিহিত হইতেন।

মঞ্চের উপর শুইয়া রহিল। তাহার পিতা তাহার নিকট গিয়া অনেক বুঝাইল,—বলিল, "বাবা, দুর্লভ পদার্থে লোভ করিও না; তুমি নাপিতের পুত্র—অতি হীনজাতীয়, কিন্তু এই লিচ্ছবিকুমারী সম্ভ্রান্ত ক্ষত্রিয়কুলসম্ভবা। তুমি কোন অংশেই ইহার অনুরূপ নহ। আমি তোমাকে জাতিগোত্রে তুল্যকক্ষা কোন কন্যা অনুসন্ধান করিয়া আনিয়া দিতেছি।" কিন্তু যুবক পিতার এই হিতগর্ভ কথায় কর্ণপাত করিল না। তাহার মাতা, ভগিনী, খুড়ী, খুড়া প্রভৃতি জ্ঞাতিবন্ধুগণ যে প্রবোধ দিলেন তাহাও বিফল হইল। সে ক্রমে শীর্ণ বিশীর্ণ হইয়া প্রাণত্যাগ করিল।

নাপিত যথাকালে পুত্রের প্রেতকৃত্য সম্পাদন করিল এবং শোকবেগ মন্দীভূত হইলে শাস্তাকে বন্দনা করিবার অভিপ্রায়ে প্রচুর গন্ধমাল্যবিলেপন-সহ মহাবনে * গমন করিল। সেখানে সে পূজান্তে প্রণিপাতপূর্ব্বক একান্তে আসন গ্রহণ করিলে শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, "উপাসক, তুমি এতদিন দেখা দেও নাই কেন?" নাপিত তখন তাঁহার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। তাহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "উপাসক, তোমার পুত্র কেবল এ জন্মে নহে, পূর্ব্বজন্মেও দুর্লভ বস্তু কামনা করিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল।" অনন্তর নাপিতের অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব হিমবন্তপ্রদেশে সিংহরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার কয়েকটী কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও এক ভগিনী ছিল। বোধিসত্ত্বের মাতাপিতা সন্তানগুলি লইয়া এক কাঞ্চনগুহায় বাস করিতেন। ঐ গুহার অবিদূরে রজতপর্ব্বতে এক স্ফটিক গুহা ছিল; সেখানে এক শৃগাল থাকিত।

কালসহকারে বোধিসত্ত্বের মাতাপিতার বিয়োগ হইল। তদবধি সিংহেরা ভগিনীকে গুহায় রাখিয়া মৃগয়ায় যাইত এবং মাংস সংগ্রহ করিয়া তাহাকে আনিয়া দিত।

সেই শৃগাল তরুণসিংহীকে দেখিয়া মোহিত হইয়াছিল, কিন্তু যতদিন সিংহীর মাতাপিতা জীবিত ছিল ততদিন কিছু বলিবার অবকাশ পায় নাই। সে এখন দেখিল বেশ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। একদিন সিংহসহোদরগণ মৃগয়ায় বাহির হইলে সে স্ফটিকগুহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া কাঞ্চনগুহায় গমনপূর্ব্বক সিংহকুমারীর মন ভুলাইবার নিমিত্ত এবংবিধ চাতুর্য্যপূর্ণ মিষ্ট বাক্য বলিতে আরম্ভ করিল:—সিংহকন্যে, আমিও চতুষ্পদ, তুমিও চতুষ্পদ; এস, তুমি আমার পত্নী হও, আমি তোমার পতি হই। তাহা হইলে আমরা পরমসুখে বাস করিব, তুমি এখন হইতে আমার প্রণয়িনী হইবে।"

শৃগালের কথা শুনিয়া সিংহকন্যা ভাবিল, 'এই শৃগাল চতুষ্পদদিগের মধ্যে অতি হীন, জঘন্য ও চণ্ডালসদৃশ। পক্ষান্তরে আমি রাজকুলে জাতা বলিয়া সমাদৃতা। এ যে আমার সঙ্গে এরূপ বাক্যালাপ করিতেছে ইহা কিন্তু অসভ্য ও অনুপযুক্ত। এরূপ কথা শুনিয়া আমি কি আর প্রাণধারণ করিতে পারি? আমি নাসাবাত রুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করিব।' কিন্তু ইহার পরেই সে আবার চিন্তা করিল, 'এরূপে প্রাণত্যাগ করাও আমার পক্ষে অসঙ্গত। আমার সহোদরেরা শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবে, তাহাদিগকে সমস্ত কথা বলিয়া মরিব।' শৃগাল সিংহকুমারীর নিকট কোন উত্তর না পাইয়া মনে করিল, 'ইহার দেখিতেছি আমার প্রতি কোন অনুরাগ নাই।' সে নিতান্ত বিষণ্ণ হইয়া স্ফটিক গুহায় ফিরিয়া গিয়া শয়ন করিয়া রহিল।

এদিকে একটা তরুণ সিংহ মহিষ অথবা হস্তী বা অন্য কোন প্রাণী বধ করিয়া নিজে তাহার কিছু মাংস আহার করিল এবং এক অংশ ভগিনীর জন্য লইয়া আসিয়া বলিল, "তুমি এই মাংস খাও।" সে বলিল, "না ভাই, আমি মাংস খাইব না, আমি প্রাণত্যাগের সঙ্কল্প করিয়াছি।" "কেন, কি হইয়াছে?" সিংহকুমারী তখন ভ্রাতার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত খুলিয়া বলিল। তরুণসিংহ জিজ্ঞাসিল, "সে শৃগাল এখন কোথায়?" সিংহকুমারী স্ফটিকগুহায় শয়ান শৃগালকে দেখিয়া ভাবিল সে বুঝি আকাশে অবস্থিতি করিতেছে। সে উত্তর দিল, "দেখিতে পাইতেছ

* বৈশালীর নিকটস্থ শালবন। কূটাগার শালা এই বনে অবস্থিত ছিল। ১ম খণ্ডের ২৭৬ পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য।

না, ভাই ? ঐ যে রজতপর্ব্বতের উপর আকাশে শুইয়া রহিয়াছে।" সিংহ বুঝিল না যে শৃগাল স্ফটিক গুহায় রহিয়াছে, সে ভাবিল শৃগাল প্রকৃতই আকাশে রহিয়াছে; অতএব তাহাকে বধ করিবার জন্য সিংহ বেগে লম্ফ দিল এবং স্ফটিক গুহার উপর গিয়া পড়িল। সেই আঘাতে তাহার হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ হইয়া গেল এবং সে তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিয়া পর্ব্বতপাদে পতিত হইল। তাহার পর আর একটা তরুণসিংহ মৃগয়া হইতে ফিরিয়া আসিলে সিংহকুমারী তাহাকেও নিজের অপমান-বার্ত্তা জানাইল, এবং সেও উল্লিখিতরূপে শৃগালকে আক্রমণ করিতে গিয়া প্রাণ হারাইয়া পর্ব্বতপাদে পতিত হইল।

এইরূপে একে একে ছয়টী তরুণ সিংহের প্রাণত্যাগ ঘটিলে, সর্ব্বশেষে বোধিসত্ত্ব গুহায় আসিলেন। সিংহকুমারী তাঁহাকেও নিজের দুঃখকাহিনী জানাইল। বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, "শৃগাল এখন কোথায় ?" সিংহী বলিল, "রজতপর্ব্বতের শিখরোপরি আকাশে।" বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, 'শৃগাল আকাশে, এ যে বড় অদ্ভুত কথা! শৃগাল নিশ্চিত স্ফটিক গুহায় রহিয়াছে।' অনন্তর তিনি পর্ব্বতপথে অবতরণপূর্ব্বক সোদরদিগের মৃতদেহ দেখিয়া বুঝিলেন, তাহারা নির্ব্বোধ এবং বিচারমূঢ় বলিয়া স্ফটিক গুহার অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারে নাই; সেইজন্য ইহার উপর নিপতিত হইয়া হৃৎপিণ্ড বিদারণপূর্ব্বক স্ব স্ব প্রাণ হারাইয়াছে। যাহারা অসমীক্ষ্যতা-হেতু সহসা কোন কাজ করে তাহাদের এইরূপ দুর্দ্দশাই হইয়া থাকে। এইরূপ চিন্তা করিয়া বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত প্রথম গাথা পাঠ করিলেন :—

না ভাবিয়া পরিণাম কার্য্যেতে প্রবৃত্ত হয়
অকস্মাৎ, মূর্খ যেই জন ;
স্বকার্য্যে দহিবে সেই, মুখ দহে যে প্রকার
তপ্ত খাদ্য করিলে গ্রহণ।

এই গাথা পাঠ করিয়া বোধিসত্ত্ব বিবেচনা করিলেন, 'আমার সহোদরগণ শৃগালকে মারিতে চাহিয়াছিল; কিন্তু কি কৌশলে মারিতে হইবে তাহা বুঝে নাই; কাজেই অতিবেগে লম্ফ দিয়া নিজেরাই মারা গিয়াছে। আমি কিন্তু সেরূপ করিতেছি না। আমি স্ফটিকগুহাশায়ী শৃগালেরই হৃৎপিণ্ড বিদারণ করিবার উপায় দেখিতেছি।" অনন্তর তিনি শৃগালের আরোহণের ও অবরোহণের পথ লক্ষ্য করিয়া সেইদিকে মুখ ফিরাইলেন, তিনবার এমন উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিলেন যে সমস্ত পৃথিবী ও আকাশ কম্পিত হইয়া উঠিল এবং তাহা শুনিয়া ভয়ে সেই স্ফটিকগুহাশায়ী শৃগালের হৃৎপিণ্ড ফাটিয়া গেল। এইরূপে শৃগাল সেখানেই পড়িয়া তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইল।

[শৃগাল উক্তরূপে সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া প্রাণত্যাগ করিল, এই কথা বলিবার পর শাস্তা অভিসম্বুদ্ধ হইয়া নিম্নলিখিত গাথা পাঠ করিলেন :—

কাঁপায়ে দর্দ্দর ভূমি * সিংহ করে ভীমনাদ,
শুনি সে নির্ঘোষ শিবা গণে মনে পরমাদ,
কাঁপে অঙ্গ থর থর মরণের ভয়ে হায়।
হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ হয়ে' শৃগাল পঞ্চত্ব পায়।]

বোধিসত্ত্ব এইরূপে শৃগালের প্রাণনাশ করিয়াছিলেন। অনন্তর তিনি সোদরগণের মৃত-দেহগুলি একস্থানে সমাহিত করিয়া ভগিনীকে তাহাদের মরণবৃত্তান্ত জানাইলেন এবং তাহাকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। ইহার পর তিনি যাবজ্জীবন সেই সুবর্ণগুহাতেই বাস করিয়া মৃত্যুর পর কর্ম্মানুরূপ গতি লাভ করিলেন।

---

* দর্দ্দর—পর্ব্বত বা পর্ব্বতীয় নালার পথ।

কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া উপাসকগণ স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইল।

[সমবধান—তখন এই নাপিতপুত্র ছিল সেই শৃগাল, এই লিচ্ছবিকুমারী ছিলেন সেই তরুণসিংহী, বর্ত্তমান সময়ের প্রধান স্থবির ছয়জন ছিলেন সেই ছয়টী তরুণসিংহ এবং আমি ছিলাম তাহাদের জ্যেষ্ঠ।]

১৫৩—শূকর-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে এক অতিবৃদ্ধ 'স্থবিরের' সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। একদা রাত্রিকালে ধর্ম্মদেশন হইতেছিল। শাস্তা গন্ধকুটীর-দ্বারস্থ মণিসোপানফলকে * অবস্থিত হইয়া ভিক্ষুদিগকে বুদ্ধোচিত উপদেশ দিবার পর কুটীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন এবং ধর্ম্মসেনাপতি সারিপুত্র তাঁহাকে প্রণাম করিয়া নিজের পরিবেণে † চলিয়া গেলেন। মহামৌদ্‌গল্যায়নও স্বীয় পরিবেণে প্রস্থান করিলেন, কিন্তু মুহূর্ত্তমাত্র বিশ্রাম করিয়া পুনর্ব্বার স্থবির সারিপুত্রের সহিত দেখা করিলেন এবং তাঁহাকে ধর্ম্মসংক্রান্ত একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসিলেন। ধর্ম্মসেনাপতি উহার উত্তর দিলে মহামৌদ্‌গল্যায়ন পুনঃ পুনঃ আরও প্রশ্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; ধর্ম্মসেনাপতিও অতি বিশদরূপে সে সমুদয়ের উত্তর ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন—বোধ হইল যেন তিনি গগনমণ্ডলে চন্দ্রমার আবির্ভাব ঘটাইলেন।

চতুর্ব্বিধ বৌদ্ধগণ ‡ তদ্‌গতচিত্তে এই ধর্ম্ম কথা শুনিতেছিল। তাহা দেখিয়া এক অতিবৃদ্ধ 'স্থবির' চিন্তা করিলেন, 'আমি যদি এই সভায় কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া সারিপুত্রের ধাঁধা লাগাইতে পারি, তাহা হইলে সকলে আমাকে অসাধারণ পণ্ডিত বলিয়া মনে করিবে, আমার মানমর্য্যাদাও বৃদ্ধি হইবে।' ইহা ভাবিয়া তিনি দণ্ডায়মান হইয়া সারিপুত্রের দিকে অগ্রসর হইলেন এবং তাঁহার পার্শ্বে গিয়া বলিলেন, "বন্ধু সারিপুত্র, আমার একটা জিজ্ঞাসা আছে। আমাকে বলিতে অবকাশ দিবে কি? আবেধিক ও নির্ব্বেধিক, নিগ্রহ ও প্রতিনিগ্রহ, বিশেষ ও প্রতিবিশেষ ইহাদের মধ্যে কোন্‌টী কি, তাহার মীমাংসা করিয়া দাও।" § প্রশ্ন শুনিয়া সারিপুত্র অবাক্ হইয়া তাঁহার দিকে তাকাইয়া রহিলেন। তিনি ভাবিলেন, 'এই বৃদ্ধ এখনও বিজিগীষু, অথচ ইনি অজ্ঞান ও অন্তঃসারশূন্য।' তিনি বৃদ্ধের ধৃষ্টতায় নিজেই অতিমাত্র লজ্জিত হইলেন ও বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া ব্যজনী রাখিয়া আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন এবং স্বীয় শয়নকক্ষে চলিয়া গেলেন। স্থবির মহামৌদ্‌গল্যায়নও তাহাই করিলেন। তদ্দর্শনে সভাস্থ অপর সকলে এক সঙ্গে উঠিয়া বলিতে লাগিল, "এই নির্লজ্জ বৃদ্ধকে ধর ত! ইহার জন্য আমরা মধুর ধর্ম্মকথা-শ্রবণে বঞ্চিত হইলাম।" তাহারা তাড়া করিতেছে দেখিয়া বৃদ্ধ পলায়ন করিলেন।

বিহারের বাহিরে একটা পায়খানার উপরিস্থ তক্তা ভাঙ্গা ছিল। দৌড়াইয়া যাইবার সময় বৃদ্ধ সেই রন্ধ্র দিয়া নিম্নে পড়িয়া গেলেন এবং সর্ব্বশরীরে বিষ্ঠালিপ্ত হইয়া উপরে উঠিলেন। অনুসরণকারীরা তাঁহার এই দুর্দ্দশা দেখিয়া অনুতপ্ত হইল এবং সকলে শাস্তার নিকট গেল। শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, "তোমরা অসময়ে আসিলে কেন?" তাহারা তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইল। তখন শাস্তা বলিলেন, "উপাসকগণ, এই বৃদ্ধ যে কেবল এ জন্মেই গর্ব্বভরে নিজের শক্তি না জানিয়া বলবানের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে গিয়াছে এবং লাভের মধ্যে বিষ্ঠালিপ্তদেহে সকলের হাস্যাস্পদ হইয়াছে তাহা নহে; এ পূর্ব্ব এক জন্মেও দর্পবশতঃ নিজের ক্ষমতা না বুঝিয়া মহাবলশালীদিগের সহিত বিবাদে অগ্রসর হইয়াছিল এবং তাহার ফলে সর্ব্বশরীরে বিষ্ঠা মাখিয়াছিল।" অনন্তর উপাসকদিগের অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীতে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। বোধিসত্ত্ব তখন সিংহরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া হিমালয় পর্ব্বতে একটা গুহার মধ্যে বাস করিতেন। অদূরে এক সরোবরের

---

* মণিসোপান বলিলে বোধ হয় 'মার্ব্বল' প্রস্তরের সোপান বুঝাইত। সংস্কৃত সাহিত্যেও 'স্ফটিকমণি-সোপান', 'মণিহর্ম্ম্যতল' মণিময়ভূ' ইত্যাদির বর্ণনা দেখা যায়। মার্ব্বল প্রস্তর এদেশে প্রচুর পাওয়া যায়, অথচ সংস্কৃত ভাষায় যে ইহার একটা নাম ছিল না ইহা অসম্ভব নয় কি? অধুনা 'মর্ম্মর' শব্দ মার্ব্বল অর্থে প্রচলিত হইয়াছে; কিন্তু প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে মর্ম্মর শব্দের এ অর্থে প্রয়োগ নাই। লাটিন ভাষায় কিন্তু marmor শব্দের অর্থ মার্ব্বল। 'রুচি প্রস্তর', 'চারু প্রস্তর' প্রভৃতি প্রতিশব্দ হাতগড়া বলিয়া মনে হয়।

† ভিক্ষুদিগের অবস্থানার্থ বিহারস্থ ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ (cell).

‡ উপাসক, উপাসিকা, ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী।

§ এই প্রশ্নের কোনই অর্থ নাই। Vicar of Wakefield নামক উপাখ্যানেও Mr. Thornhill নামক এক চরিত্রহীন যুবক Mosesকে এইরূপ শব্দাড়ম্বরবিশিষ্ট নিরর্থক তর্ক দ্বারা নিরুত্তর করিয়াছিলেন।

ধারে এক পার্শ্বে এক পাল শূকর থাকিত এবং অপর পার্শ্বে কতিপয় তপস্বী পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেন।

একদিন সিংহ একটা মহিষ, হস্তী বা অন্য কোন বৃহৎ পশু বধ করিয়া তাহার মাংস ভোজন করিল এবং জলপান করিবার জন্য সরোবরে অবতরণ করিল। ঐ সময়ে একটা স্থূলকায় শূকর উহার তীরে চরিতেছিল। সিংহ জল পান করিয়া উপরে উঠিবার সময় তাহাকে দেখিতে পাইল এবং ভাবিল 'ইহাকেও একদিন খাইতে হইবে।' কিন্তু পাছে তাহাকে দেখিতে পাইলে শূকর আর কখনও সেখানে না আইসে এই আশঙ্কায়, সিংহ সঙ্গোপনে তাহার পাশ কাটাইয়া যাইতে লাগিল। শূকর কিন্তু তাহাকে দেখিতে পাইল এবং মনে করিল 'সিংহ আমাকে দেখিয়া ভয় পাইয়াছে, কাজেই আমার কাছে আসিতেছে না, পলাইয়া যাইতেছে। আজ আমাকে ইহার সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে।' এই সঙ্কল্প করিয়া শূকর মাথা তুলিয়া নিম্নলিখিত গাথা দ্বারা সিংহকে যুদ্ধে আহ্বান করিল :—

চতুষ্পদ আমি, চতুষ্পদ তুমি; তবু কেন ভয় পাও?
ফের, সিংহবর, ফের এই দিকে, পলাইয়া কেন যাও?

সিংহ গাথা শুনিয়া বলিল, "সৌম্য শূকর, তোমার সহিত অদ্য আমার যুদ্ধ হইবে না। অদ্য হইতে সপ্তম দিনে আমরা এই স্থানেই আসিয়া যুদ্ধ করিব।" ইহা বলিয়া সিংহ প্রস্থান করিল। সিংহের সহিত যুদ্ধ করিবে ইহা ভাবিয়া শূকরের বড় হর্ষ জন্মিল এবং সে জ্ঞাতি-বন্ধুদিগকে এই কথা জানাইল। কিন্তু তাহারা ইহা শুনিয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। তাহারা বলিল, "তুমি, দেখিতেছি, নিজেও মরিলে, আমাদিগকেও মারিলে। তুমি নিজের বল না বুঝিয়া সিংহের সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ। সিংহ আসিয়া আমাদিগের সকলকেই বিনষ্ট করিবে। তুমি এমন দুঃসাহসের কাজে প্রবৃত্ত হইও না।" তখন সেই নির্ব্বোধ শূকরেরও বড় ভয় হইল। সে জ্ঞাতিবন্ধুদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, "এখন উপায় কি?" তাহারা বলিল, "তুমি এই তপস্বীদিগের মলত্যাগভূমিতে গিয়া গলিত বিষ্ঠায় সাত দিন গড়াগড়ি দাও এবং বেশ করিয়া শরীর শুকাও। অনন্তর সপ্তম দিনে শিশিরজলে শরীর ভিজাইয়া সিংহের আসিবার পূর্ব্বেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইবে, সেখানে পরীক্ষা করিয়া দেখিবে কোন্ দিক্ হইতে বায়ু বহিতেছে, এবং এমন স্থানে দাঁড়াইবে যেন বায়ু প্রথমে তোমার গায়ে লাগিয়া পরে সিংহের দিকে যায়।* সিংহ অতি শুচিপ্রিয়, সে তোমার শরীরগন্ধ অনুভব করিয়াই পরাজয় স্বীকার করিবে।"

শূকর এই পরামর্শমত কার্য্য করিয়া সপ্তম দিনে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইল। সিংহ তাহার দেহবিনির্গত পূতিমল-গন্ধ অনুভব করিয়া বলিল, "সৌম্য শূকর, তুমি অতি সুন্দর কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছ। তুমি যদি সর্ব্বাঙ্গে মললিপ্ত না হইতে, তাহা হইলে এই মুহূর্ত্তেই তোমার প্রাণান্ত করিতাম। কিন্তু এখন তোমার যে অবস্থা, তাহাতে আমি তোমাকে মুখ দিয়া দংশন করিতে পারি না, পাদ দ্বারাও প্রহার করিতে পারি না। অতএব তোমারই জয় হইল।" অনন্তর সিংহ নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথাটী বলিল :—

মলেতে সর্ব্বাঙ্গ লিপ্ত হয়েছে তোমার,
দুর্গন্ধে নিকটে তব তিষ্ঠা হল ভার।
হেন বেশে যুদ্ধে যদি হও অগ্রসর,
মানিলাম পরাজয়, শুন হে শূকর।

* মূলে "উপরিবাতে তিট্‌ঠ" এইরূপ আছে। 'উপরিবাতে' ইংরাজী 'to the windward' এই পদসমষ্টির অনুরূপ। 'অধোবাত' বলিলে leeward বুঝাইবে। 'প্রতিবাত' এবং 'অনুবাত' শব্দও যথাক্রমে 'উপরিবাত' এবং 'অধোবাত' শব্দের সদৃশ।

অনন্তর সিংহ মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেল এবং ভোজনব্যাপার নির্ব্বাহ করিয়া ও সরোবর হইতে জল পান করিয়া গুহায় প্রবেশ করিল। শূকরও "সিংহকে পরাজিত করিয়াছি" বলিয়া আস্ফালন করিতে লাগিল। কিন্তু সকল শূকরেরই ভয় হইল, পাছে সিংহ পুনর্ব্বার সেখানে আসিয়া তাহাদের প্রাণসংহার করে। সেই জন্য তাহারা পলায়ন করিয়া স্থানান্তরে চলিয়া গেল।

[সমবধান—তখন এই বৃদ্ধ স্থবির ছিল সেই শূকর এবং আমি ছিলাম সেই সিংহ।]

১৫৪—উরগ-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে শ্রেণীভণ্ডন*-সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। কোশলরাজের মহামাত্র-পদবীভুক্ত দুইজন শ্রেণীমুখ্য পরস্পরের প্রতি এরূপ জাতবিদ্বেষ ছিলেন যে, দেখা হইবামাত্রই তাঁহারা কলহ আরম্ভ করিতেন। নগরবাসী সকলেই তাঁহাদের এই বৈরভাব জানিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু কি রাজা, কি জ্ঞাতিবন্ধুগণ, কেহই তাঁহাদের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন করিতে পারেন নাই।

একদিন শাস্তা প্রত্যূষে তাঁহার বন্ধুবর্গের মধ্যে কে কে বুদ্ধশাসনে প্রবেশের উপযুক্ত হইয়াছেন ইহা পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে বুঝিতে পারিলেন, উল্লিখিত মহামাত্রদ্বয় অচিরেই স্রোতাপত্তিমার্গ লাভ করিবেন। তদনুসারে পরদিন তিনি পিণ্ডচর্য্যার্থ একাকী শ্রাবস্তী নগরে প্রবেশপূর্ব্বক তাঁহাদের একজনের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র ঐ মহামাত্র বাহিরে আসিয়া তাঁহার হস্ত হইতে ভিক্ষাপাত্র গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাকে ভিতরে লইয়া গিয়া আসনে বসাইলেন। শাস্তা আসনগ্রহণানন্তর ঐ ব্যক্তিকে মৈত্রী-ভাবনা-সম্বন্ধে † উপদেশ দিলেন এবং যখন দেখিলেন তাঁহার চিত্ত তত্ত্বজ্ঞানলাভোপযোগী হইয়াছে, তখন সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। ইহাতে তিনি স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন।

এই মহামাত্র স্রোতাপন্ন হইয়াছেন জানিয়া শাস্তা তাঁহার হস্তে পাত্র দিয়া আসনত্যাগপূর্ব্বক অপর মহামাত্রের গৃহদ্বারে গমন করিলেন। তিনিও গৃহের বাহিরে আসিয়া শাস্তাকে বন্দনা করিলেন এবং "ভিতরে আসিতে আজ্ঞা হউক" বলিয়া গৃহাভ্যন্তরে লইয়া গিয়া আসনে বসাইলেন। প্রথম মহামাত্রও পাত্র লইয়া শাস্তার সঙ্গে প্রবেশ করিলেন। অতঃপর শাস্তা দ্বিতীয় মহামাত্রের নিকট মৈত্রীর একাদশবিধ সুফল বর্ণনা করিলেন এবং যখন দেখিলেন, তাঁহারও চিত্ত তত্ত্বজ্ঞানলাভোপযোগী হইয়াছে, তখন সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। তাহাতে এই ব্যক্তিও স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন।

এইরূপে উভয় মহামাত্রই স্রোতাপন্ন হইয়া পরস্পরের নিকট অপরাধ স্বীকার ও ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তাঁহারা শত্রুতা ভুলিয়া গেলেন এবং বন্ধুত্বসূত্রে বদ্ধ হইলেন; তাঁহাদের মতি গতি এখন একবিধ হইল। তাঁহারা সেই দিনই ভগবানের সম্মুখে একত্র বসিয়া আহার করিলেন।

আহারান্তে শাস্তা বিহারে ফিরিয়া গেলেন; মহামাত্রদ্বয়ও প্রচুর মাল্যগন্ধবিলেপন এবং ঘৃতমধুগুড় লইয়া তাঁহার অনুগমন করিলেন। অনন্তর শাস্তা ভিক্ষুসঙ্ঘকে কর্ত্তব্য প্রদর্শন করিয়া এবং বুদ্ধোচিত উপদেশ দিয়া গন্ধকুটীরে প্রবেশ করিলেন।

সায়াহ্নসময়ে ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "ভ্রাতৃগণ, শাস্তা অদম্য-দমক, যে মহামাত্রদ্বয় চিরকাল বিবাদ করিয়া আসিতেছিলেন, জ্ঞাতিবন্ধুগণ, এমন কি রাজা পর্য্যন্ত যাঁহাদের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন করিতে পারেন নাই, তথাগত এক দিনেই তাঁহাদিগকে দমন করিয়াছেন।" ভিক্ষুগণ এইরূপ আলোচনা করিতেছেন, এমন সময়ে শাস্তা সেখানে উপনীত হইয়া তাহা শুনিতে পাইলেন এবং বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, পূর্ব্বে এক জন্মেও আমি এই দুইজনের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন করিয়াছিলাম।" অনন্তর তিনি সেই অতীত বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন :—]

---

* শ্রেণী অর্থাৎ ব্যবসায়ি-সমিতি (Guild)। শ্রেণীভণ্ডন—এক শ্রেণীর সহিত অন্য শ্রেণীর বিবাদ।

† মৈত্রীভাবনা অর্থাৎ আমি শত্রুহীন হই, আমার আত্মীয়স্বজন, শত্রুমিত্র, সকল প্রাণী সুখে থাকুক এইরূপ চিন্তা। ইহা দ্বারা একাদশবিধ ফল লাভ করা যায় অর্থাৎ (১) সুখনিদ্রা হয়, (২) সুখজাগরণ হয়, (৩) দুঃস্বপ্ন দেখিতে হয় না, (৪) মনুষ্যের প্রিয় হওয়া যায়, (৫) ভূতপ্রেতাদির প্রিয় হওয়া যায়, (৬) দেবতাগণের রক্ষাভাজন হওয়া যায়, (৭) অগ্নি, বিষ বা অস্ত্রে দেহের কোন ক্ষতি হয় না, (৮) সত্বর সমাধিলাভ করা যায়, (৯) মুখমণ্ডল প্রসন্ন থাকে, (১০) সজ্ঞানে মৃত্যু হয় এবং (১১) ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি ঘটে। ব্রহ্মলোকবাসীদের কেবল মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা এই চতুর্ব্বিধ ভাবনার বস্তু, তাঁহাদের অন্য চিন্তা নাই। ইহলোকেও কোন কোন লোক মৈত্রী প্রভৃতির ভাবনা দ্বারা এই অবস্থা প্রাপ্ত হন। তখন তাঁহারা "ব্রহ্মবিহারী" নামে অভিহিত।

পুরাকালে বারাণসীতে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার সময়ে একদা কোন উৎসবোপলক্ষ্যে বারাণসীতে মহাসমারোহ হইয়াছিল, তাহা দেখিবার জন্য সেখানে বহু মনুষ্য, দেবতা, নাগ ও সুপর্ণ* সমবেত হইয়াছিল এবং এক পার্শ্বে এক নাগ ও এক সুপর্ণ পাশাপাশি দাঁড়াইয়া সমারোহ দেখিতেছিল। নাগ সুপর্ণকে সুপর্ণ বলিয়া জানিতে পারে নাই; সেই জন্য সে তাহার স্কন্ধে হস্ত দিয়াছিল। কে তাহার স্কন্ধে হস্ত দিল তাহা দেখিবার জন্য সুপর্ণ মুখ ফিরাইল এবং দেখিয়াই তাহাকে নাগ বলিয়া চিনিতে পারিল। নাগও তাহার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বুঝিল, সে সুপর্ণ, সুতরাং সে মরণভয়ে পলায়ন করিয়া নগর হইতে বাহির হইল এবং নদীর পৃষ্ঠোপরি ছুটিয়া যাইতে লাগিল। সুপর্ণ তাহাকে ধরিবার জন্য অনুধাবন করিল।

তখন বোধিসত্ত্ব তাপসবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক নদীতীরে এক পর্ণশালায় বাস করিতেন। তিনি এই সময়ে রৌদ্রের উত্তাপ-নিবারণার্থ বল্কল ত্যাগ করিয়া স্নানবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক নদীতে অবগাহন করিতেছিলেন। নাগ বিবেচনা করিল, 'দেখি, এই তপস্বীর আশ্রয় লইয়া যদি প্রাণ বাঁচাইতে পারি।' অনন্তর সে নিজের প্রকৃত রূপ পরিত্যাগ করিয়া মণির আকার ধারণপূর্ব্বক তপস্বীর বল্কলের মধ্যে প্রবেশ করিল। সুপর্ণ তখনও তাহার অনুধাবন করিতেছিল। সে তাহাকে সেখানে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, পাছে তপস্বীর গৌরব-হানি হয়, এই আশঙ্কায় বল্কল স্পর্শ না করিয়া বোধিসত্ত্বকে বলিল, "প্রভু, আমি ক্ষুধার্ত্ত; আপনার বল্কল গ্রহণ করুন; আমি এই নাগকে খাইব।" সে মনের ভাব সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করিবার জন্য নিম্নলিখিত প্রথম গাথা বলিল:—

আত্মরক্ষা লাগি মণির আকারে
প্রবিষ্ট হয়েছে তব বল্কলমাঝারে।
ব্রাহ্মণ, বল্কল আমি স্পর্শ যদি করি,
অপমান হবে তব এই ভয়ে ডরি।
সে হেতু গ্রাসিতে এরে না হয় শকতি,
যদিও হয়েছি আমি ক্ষুধাতুর অতি।

বোধিসত্ত্ব জলের মধ্যে দাঁড়াইয়াই সুপর্ণরাজের মনস্তুষ্টির জন্য নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথা বলিলেন:—

ব্রহ্মার কৃপায় চিরজীবী হও, করি এই আশীর্ব্বাদ,
যত ইচ্ছা হয়, দিব্য খাদ্য লভি পূরাও মনের সাধ।
যদিও ক্ষুধার্ত্ত, তথাপি, সুপর্ণ, রাখ ব্রাহ্মণের মান,
নাগমাংস-লোভে নিষ্ঠুর-হৃদয়ে হ'রো না ইহার প্রাণ।

বোধিসত্ত্ব এইরূপে জলের মধ্যে অবস্থিত রহিয়াই সুপর্ণকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। অনন্তর তিনি তীরে উঠিয়া বল্কল পরিধান করিলেন এবং সুপর্ণ ও নাগ উভয়কেই আশ্রমে লইয়া গিয়া তাহাদিগকে মৈত্রীভাবনার গুণ বলিতে লাগিলেন। তাহা শুনিয়া উভয়েই বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইল এবং তদবধি নির্ব্বিবাদে ও পরমসুখে এক সঙ্গে বাস করিতে লাগিল।

[সমবধান—তখন এই দুই মহামাত্র ছিলেন সেই নাগ ও সেই সুপর্ণ এবং আমি ছিলাম সেই তাপস।]

---

* পুরাণবর্ণিত গরুড়জাতীয় পক্ষিবিশেষ।

১৫৫—গর্গ-জাতক।

[রাজা প্রসেনজিৎ জেতবনের সমীপে রাজকারাম নামে একটী উদ্যান প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। সেখানে অবস্থিতি করিবার সময় শাস্তা হাঁচির সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন।

একদিন শাস্তা রাজকারামে বসিয়া ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, উপাসক ও উপাসিকা এই চতুর্ব্বিধ শিষ্যগণের সহিত ধর্ম্মালাপ করিতেছেন, এমন সময়ে তিনি হাঁচিলেন। অমনি ভিক্ষুগণ "জীবতু ভন্তে ভগবা, জীবতু সুগতো" বলিয়া মহা চীৎকার করিতে লাগিলেন। তাহাতে ধর্ম্মকথার অন্তরায় ঘটিল। তখন ভগবান্ ভিক্ষুদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দেখ, কেহ হাঁচিলে যদি 'জীব' বলা যায়, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তির আয়ুর্বৃদ্ধি হয় কি? আর 'জীব' না বলিলেই উহার আয়ুঃক্ষয় হয় কি?" ভিক্ষুরা উত্তর দিলেন, "না, ভগবন্, তাহা কখনই হইতে পারে না।" শাস্তা বলিলেন, "হাঁচি শুনিয়া কাহারও 'জীব' বলা উচিত নহে। যে বলে, তাহার বিনয়ভঙ্গজনিত পাপ হয়।"

তৎকালে ভিক্ষুরা হাঁচিলে লোকে 'জীবথ ভন্তে' এইরূপ বলিত। কিন্তু ভিক্ষুরা শাস্তার উল্লিখিত আদেশ স্মরণ করিয়া পাপের ভয়ে ইহার কোন উত্তর দিতেন না। ইহাতে লোকে বড় বিরক্ত হইতে লাগিল এবং বলাবলি আরম্ভ করিল, "শাক্যপুত্রীয় শ্রমণেরা কি অসভ্য? আমরা তাহাদিগকে 'জীব' বলিলেও তাহারা ইহার উত্তরে আমাদিগের সহিত বাক্যালাপ পর্যন্ত করে না।"

ক্রমে এই বৃত্তান্ত ভগবানের কর্ণগোচর হইল। তখন তিনি বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, গৃহীরা মঙ্গলকামী।* অতএব আমি অনুমতি দিলাম যে, তোমরা হাঁচিলে, যখন তাহারা 'জীবথ ভন্তে' বলিবে, তখন তোমরাও 'চির জীব' এই বলিয়া তাহাদিগকে প্রত্যভিবাদন করিবে।" ইহা শুনিয়া ভিক্ষুরা ভগবান্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু, কেহ 'জীব' বলিলে যে তাহাকে 'চিরজীবী হও' বলিয়া প্রত্যাশীর্ব্বাদ করিতে হইবে, এ প্রথা কখন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে?" শাস্তা উত্তর দিলেন, "এই প্রথা অতি প্রাচীন সময় হইতে চলিতেছে।" অনন্তর তিনি এতৎ সংক্রান্ত অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীতে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার সময়ে বোধিসত্ত্ব কাশী-রাজ্যে এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা কেনা বেচা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। বোধিসত্ত্বের বয়স্ যখন ষোল বৎসর, তখন তাঁহার পিতা একদিন তাহার মাথায় একটা ঘটের মোট দিয়া অনেক গ্রামে ও নিগমে ফেরি করিতে করিতে বারাণসীতে উপনীত হইলেন এবং সেখানে দৌবারিকের গৃহে অন্নপাক করিয়া আহার করিলেন। কিন্তু তাঁহারা রাত্রিবাপনের জন্য স্থান পাইলেন না। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসিলেন, "যে সকল আগন্তুক অবেলায় উপস্থিত হয়, তাহারা কোথায় অবস্থান করে?" বারাণসীবাসীরা বলিল, "নগরের বাহিরে একটা বাড়ী আছে; কিন্তু উহাতে যক্ষ থাকে; যদি ইচ্ছা কর, তবে সেখানেই আজকার মত রাত কাটাইতে পার।" ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "চলুন বাবা, সেখানেই যাই, যক্ষের ভয় করিবেন না। আমি যক্ষকে দমন করিয়া আপনার চরণের দাস করিয়া দিব।" বৃদ্ধ পুত্রের কথায় সম্মতি দিলেন এবং তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া সেই যক্ষসেবিত গৃহে গমনপূর্ব্বক নিজে একখানি ফলকাসনে শয়ন করিলেন। বোধিসত্ত্ব তাঁহার পদদ্বয় মর্দ্দন করিতে লাগিলেন।

ঐ গৃহে যে যক্ষ থাকিত, সে বার বৎসর কুবেরের সেবা করিয়া তাঁহার নিকট হইতে উহার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিল। কুবের বলিয়া দিয়াছিলেন, "এই গৃহে কাহারও হাঁচি শুনিয়া যদি কেহ 'জীব' বলে, এবং যে হাঁচিবে সেও যদি 'জীব' এই উত্তর দেয়, তাহা হইলে তুমি এইরূপ জীবপ্রতিজীববাদীদিগকে খাইতে

* ইট্‌ঠমঙ্গলিকা (ইষ্টমঙ্গলিক)—অর্থাৎ তাহারা মঙ্গলকামনার নানারূপ কুসংস্কারের বশীভূত।

† মূলে 'বোহারং কত্বা' আছে। ইংরাজী অনুবাদক ইহার অর্থ করিয়াছেন "ব্যবহারাজীবের বৃত্তি দ্বারা"। 'বোহার' (ব্যবহার) শব্দের অর্থ আইন বটে, কিন্তু 'বোহারং করোতি' বলিলে ব্যবসায়-বাণিজ্য করিতেছে, ইহাই বুঝায়। ইংরাজী অনুবাদে 'মণিকভণ্ড' শব্দটার অর্থও ঠিক হয় নাই। মণিকভণ্ড শব্দে 'ঘটের বোঝা' বুঝাইতেছে, রত্নাভরণ নহে।

পারিবে না। তদ্ভিন্ন অপর যে সকল লোক এই গৃহে থাকিবে তাহারা তোমার ভক্ষ্য।" এই নিয়মে গৃহের অধিকার লাভ করিয়া সেই যক্ষ উহার পৃষ্ঠবংশ-স্থূণায় বাস করিত। *

যক্ষ বোধিসত্ত্বের পিতাকে হাঁচাইবার জন্য নিজের প্রভাববলে চারিদিকে সূক্ষ্ম চূর্ণ বিকিরণ করিল। ঐ কণাগুলি ফলকাসন-শয়ান বৃদ্ধের নাসিকায় প্রবেশ করিবামাত্র তিনি হাঁচিলেন। বোধিসত্ত্ব ইহা শুনিয়াও 'জীব' বলিলেন না। তখন যক্ষ তাঁহাকে খাইবার জন্য স্থূণা হইতে অবতরণ করিল। বোধিসত্ত্ব তাহাকে অবতরণ করিতে দেখিয়া ভাবিলেন, 'এই যক্ষই আমার পিতাকে হাঁচাইয়াছে, শুনিয়াছি কেহ হাঁচিলে যদি অন্য কোন ব্যক্তি "জীব" না বলে, তাহা হইলে এক যক্ষ, যে "জীব" না বলে তাহাকে খাইয়া ফেলে। এ বোধ হয় সেই যক্ষ।' এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি পিতাকে সম্বোধন পূর্ব্বক নিম্নলিখিত প্রথম গাথা পাঠ করিলেন:—

> শত কিংবা বিংশত্যধিক শত বর্ষ
> থাকিয়া জীবিত যেন এই মহীতলে
> অন্তিমে লভেন স্বর্গ গর্গ পিতা মম—
> করিনু কামনা এই। নাহি পারে যেন
> গ্রাসিতে আমারে হেথা যক্ষ দুরাচার।

বোধিসত্ত্বের কথা শুনিয়া যক্ষ বিবেচনা করিল, 'এ লোকটা যখন "জীব" বলিল, তখন আমি ইহাকে খাইতে পারিব না, অতএব ইহার পিতাকেই খাওয়া যাউক।' ইহা স্থির করিয়া সে বৃদ্ধের দিকে অগ্রসর হইল। তাহাকে আসিতে দেখিয়া বৃদ্ধ ভাবিলেন, 'এই যক্ষ বোধ হয়, যাহারা "জীব" এই বাক্যের উত্তরে "জীব" না বলে তাহাদিগকে গ্রাস করিয়া থাকে। অতএব "জীব" এই প্রত্যাশীর্ব্বাদ করিতেছি।' এই সিদ্ধান্ত করিয়া তিনি পুত্রকে সম্বোধনপূর্ব্বক নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথাটি পাঠ করিলেন:—

> করি আশীর্ব্বাদ, বৎস, হও আয়ুষ্মান্;
> শত কিংবা বিংশত্যধিক-শত বর্ষ
> থাকিয়া জীবিত তুমি হও কীর্ত্তিমান্।
> হউক যক্ষের ভক্ষ্য বিষ হলাহল,
> জীবিত থাকহ তুমি শতবর্ষ কাল।

বৃদ্ধের বচন শুনিয়া যক্ষ ভাবিল, 'এই দুই জনের কেহই আমার ভক্ষ্য নহে;' কাজেই সে নিবৃত্ত হইল। তখন বোধিসত্ত্ব তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই গৃহে যে সকল লোক প্রবেশ করে, তুমি যে তাহাদিগকে খাইয়া ফেল ইহার কারণ কি?" যক্ষ উত্তর দিল, "আমি দ্বাদশ বৎসর কুবেরের পরিচর্য্যা করিয়া এই অধিকার লাভ করিয়াছি।" "তুমি কি সকলকেই খাইতে পার?" "যাহারা জীবপ্রতিজীববাদী কেবল তাহাদিগকে খাইতে পারি না। তদ্ভিন্ন অপর সকলেই আমার ভক্ষ্য।" "দেখ যক্ষ, তুমি পূর্ব্বজন্মের পাপাচারবশতঃ এইরূপ ভীষণ, নিষ্ঠুর ও পরবিহিংসক হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছ। যদি এ জন্মেও তুমি পূর্ব্ববৎ পাপরত হও, তাহা হইলে তুমি তমস্তমঃপরায়ণ † হইবে। অতএব অদ্যাবধি তুমি প্রাণিহিংসা হইতে বিরত হও।" এইরূপে সেই যক্ষকে দমন করিয়া তিনি তাহার মনে নরকের ভয় জন্মাইলেন এবং তাহাকে পঞ্চশীলে ‡ প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন। ফলতঃ তাঁহার উপদেশের গুণে সে প্রেষণ-কারকের § ন্যায় আজ্ঞাবহ হইল।

---

* গৃহের মট্‌কার নিম্নদেশস্থ মধ্যভাগের দীর্ঘ কাষ্ঠখণ্ড; ইহা হইতে দুইদিকে পাশাপাশি আড়কাঠ বা পার্শুকা দেওয়া হয়।

† প্রথম খণ্ডের ৯ম পৃষ্ঠে 'চতুর্ব্বিধমনুষ্য' সংক্রান্ত টীকা দ্রষ্টব্য।

‡ প্রথম খণ্ডের ২য় পৃষ্ঠের টীকা দ্রষ্টব্য।

§ প্রেষণকারক—যে বালকভৃত্য সংবাদাদি লইয়া যায়—errand boy.

পরদিন লোকে যাতায়াত করিবার সময় যক্ষকে দেখিয়া জানিতে পারিল, বোধিসত্ত্ব তাহাকে দমন করিয়াছেন। তাহারা এই কথা রাজার কর্ণগোচর করিল। তাহারা বলিতে লাগিল, "মহারাজ, এক ব্রাহ্মণবালক সেই যক্ষকে দমন করিয়া তাহাকে এখন প্রেষণকারকের ন্যায় আজ্ঞাবহ করিয়াছেন।" ইহা শুনিয়া রাজা বোধিসত্ত্বকে ডাকাইয়া তাঁহাকে সেনাপতির পদে নিয়োজিত করিলেন এবং তাঁহার পিতাকেও যথেষ্ট সম্মানিত করিলেন। তিনি সেই যক্ষকে শুল্কসংগ্রাহকের পদ দিলেন এবং তাহাকে বোধিসত্ত্বের উপদেশানুসারে চলিতে শিক্ষা দিলেন। এইরূপে চিরদিন দানাদি পুণ্যানুষ্ঠান পূর্ব্বক সেই রাজা জীবনান্তে দেবত্বপ্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে বাস করিতে লাগিলেন।

[সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন সেই রাজা, কাশ্যপ ছিলেন বোধিসত্ত্বের পিতা এবং আমি ছিলাম বোধিসত্ত্ব।]

☞ এই জাতকপাঠে দেখা যায় বুদ্ধদেব যথাসম্ভব লোকাচার মানিয়া চলিতেন; ইহাতে সঙ্ঘের উপকার হইত, ধর্ম্মপ্রচারেরও সুবিধা ঘটিত। কোন কোন সংস্কারক কিন্তু এরূপ দূরদর্শিতার পরিচয় দিতে পারেন না; যাহা অযৌক্তিক তাহাই তাঁহাদের মতে পরিত্যাজ্য। পক্ষান্তরে সমাজ আকস্মিক পরিবর্ত্তনের বিরোধী। কাজেই এরূপ সংস্কারকের সহিত সমাজের অহিনকুল-সম্বন্ধ জন্মে।

হাঁচির সম্বন্ধে এই জাতকে যাহা দেখা যায়, বিনয়পিটকেও ঠিক সেইরূপ বর্ণনা আছে।

১৫৬—অলীনচিত্ত-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে জনৈক বীর্য্যভ্রষ্ট ভিক্ষুকে উপলক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্নবস্তু একাদশ নিপাতে সংবরজাতকে (৪৬২) প্রদত্ত হইবে। শাস্তা সেই ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি সত্য সত্যই নিরুৎসাহ হইয়াছ?" সে উত্তর দিল "হাঁ ভগবন্।" ইহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "সে কি কথা! তুমিই না পূর্ব্বে নিজ বীর্য্যবলে দ্বাদশযোজন বিস্তীর্ণ বারাণসীরাজ্য রক্ষা করিয়া সদ্যঃপ্রসূত মাংসপিণ্ডসদৃশ রাজকুমারকে উহা দান করিয়াছিলে? তবে এখন কেন এবংবিধ নির্ব্বাণপ্রদ শাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াও বীর্য্যপ্রদর্শনে পরাঙ্মুখ হইলে?" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে ব্রহ্মদত্ত বারাণসীতে রাজত্ব করিতেন। তখন বারাণসীর অবিদূরে এক সূত্রধার-গ্রাম ছিল। সেখানে পঞ্চশত সূত্রধার বাস করিত। তাহারা নৌকায় চড়িয়া নদী উজাইয়া * বনে যাইত, সেখানে কাঠ কাটিয়া গৃহনির্ম্মাণোপযোগী আড়া, তক্তা ইত্যাদি চিরিত, সেখানেই একতালা, দোতালা প্রভৃতি ঘরের † কাঠাম তৈয়ার করিত, এবং খুঁটি, আড়া ইত্যাদি সমস্ত কাঠে এক, দুই ইত্যাদি অঙ্ক চিহ্নিত করিয়া রাখিত। অনন্তর তাহারা সে সমস্ত নদীতীরে লইয়া যাইত, নৌকায় বোঝাই করিত, অনুকূল স্রোতের সাহায্যে ‡ নগরে ফিরিয়া আসিত এবং সেখানে যাহার যেমন গৃহের প্রয়োজন হইত, তাহার জন্য সেইরূপ গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া মূল্য গ্রহণ করিত। তাহার পর সূত্রধারেরা আবার বনে গিয়া গৃহনির্ম্মাণোপযোগী কাষ্ঠসংগ্রহ করিত। এই উপায়ে তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ হইত।

একবার ঐ সূত্রধারেরা বনমধ্যে স্কন্ধাবার প্রস্তুত করিয়া কাঠ কাটিতেছে ও চিরিতেছে, এমন সময়ে একদিন একটা হাতী বনের ভিতর দিয়া যাইবার কালে খয়ের কাঠের একখানা চেলার উপর পা দিয়াছিল। তাহাতে উহার পায়ের তলদেশ বিদ্ধ হইল; ক্রমে

---

* উপরিসোতং গন্তা। † একভূমিক দ্বিভূমিক। ‡ অনুসোতেন আগন্তা।

পা ফুলিয়া উঠিল, মধ্যে পূঁজ জন্মিল এবং দারুণ যন্ত্রণা হইতে লাগিল। এই অবস্থায় হস্তী একদিন সূত্রধারদিগের কাঠ কাটিবার শব্দ শুনিতে পাইল। তখন সে ভাবিল, "ইহাদিগের সাহায্যেই আমি স্বস্তিলাভ করিব।" অনন্তর সে তিন পায়ে ভর দিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে তাহাদিগের নিকট গিয়া শুইয়া পড়িল। সূত্রধারেরা তাহার ফোলা পা দেখিয়া নিকটে গেল এবং মাংসের মধ্যে খয়ের কাঠের কুচিখানি দেখিতে পাইল। তখন তাহারা তীক্ষ্ণধার শস্ত্র লইয়া যেখানে কুচিখানি বিদ্ধিয়াছিল তাহার চারিদিকে চিরিয়া দিল, সূতা দিয়া উহা বান্ধিয়া টানিয়া বাহির করিল, পূঁজ বাহির করিয়া গরম জলে ঘা ধুইল এবং অবস্থার অনুরূপ ঔষধ লাগাইল। ইহাতে অল্প দিনের মধ্যেই ঘা শুকাইয়া গেল।

হস্তী আরোগ্যলাভ করিয়া চিন্তা করিল, 'এই সূত্রধারেরাই আমার প্রাণ বাঁচাইয়াছে। এখন ইহাদের প্রত্যুপকার করা আবশ্যক।' ইহা স্থির করিয়া সে তদবধি সূত্রধারদিগের সহিত কাঠ টানিয়া আনিত, যখন তাহারা কাঠ ছিলিত, তখন গুঁড়িগুলি প্রয়োজনমত উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দিত, তাহাদিগের যন্ত্রপাতি বহিয়া আনিত। সে সমস্ত দ্রব্যই শুণ্ডদ্বারা এমন বেষ্টন করিয়া ধরিত যে কিছুই পড়িয়া যাইত না।* সূত্রধারেরাও হস্তীর ভোজনবেলায় এক এক জনে এক একটা অন্নপিণ্ড দান করিত। এইরূপে সেই হস্তী প্রতিদিন পঞ্চশত অন্নপিণ্ড আহার করিত।

এই হস্তীর আজানেয় ও সর্ব্বশ্বেত এক পুত্র ছিল।† একদিন সে চিন্তা করিল, 'আমি এখন বৃদ্ধ হইয়াছি। এখন আমার পুত্রকেই সূত্রধারদিগের কর্ম্মসম্পাদনে নিয়োজিত করা যাউক। তাহা হইলে আমি নিজে স্বচ্ছন্দে চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে পারিব।' এই সঙ্কল্প করিয়া সে একদিন সূত্রধারদিগকে কিছু না জানাইয়া বনে চলিয়া গেল এবং পুত্রকে সঙ্গে আনিয়া বলিল, "এইটী আমার পুত্র। আপনারা চিকিৎসা করিয়া আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন, আমি বৈদ্যবেতনস্বরূপ আপনাদিগকে এই পুত্রটী দান করিলাম। এ অদ্যাবধি আপনাদের পরিচর্য্যা করিবে।" অনন্তর সে পুত্রকেও উপদেশ দিল, "বৎস, আমি এতদিন ইঁহাদের যে যে কাজ করিতাম, আজ হইতে তুমিও সেই সকল করিবে।" ইহা বলিয়া সে পুত্রকে সূত্রধারদিগের নিকট রাখিয়া বনে চলিয়া গেল। তদবধি সেই হস্তিপোতক সূত্রধারদিগের আজ্ঞাবহ হইয়া তাহাদের যাবতীয় কর্ম্মসম্পাদনে প্রবৃত্ত হইল, তাহারাও উহার ভোজনার্থ প্রতিদিন পঞ্চশত অন্নপিণ্ড দান করিতে লাগিল। যখন সমস্ত কাজ শেষ হইত, তখন হস্তিপোতক নদীতে গিয়া জলকেলি করিয়া আসিত। সূত্রধারদিগের ছেলে মেয়েরা তাহার শুঁড়, কাণ, লেজ, প্রভৃতি ধরিয়া টানিত এবং জলে স্থলে তাহার সহিত নানারূপ খেলা করিত।

সৎকুলজাত হস্তী, অশ্ব বা মনুষ্য কেহই জলে মলমূত্র ত্যাগ করে না। এই হস্তিপোতকও মলমূত্র ত্যাগের প্রয়োজন হইলে জল হইতে উঠিয়া উপরে আসিত, কখনও জল অপবিত্র করিত না।

একদিন নদীর উচ্চতর অঞ্চলে প্রচুর বারিবর্ষণ হইয়াছিল। উক্ত হস্তীর একখণ্ড অর্দ্ধশুষ্ক মল এই বৃষ্টির জলে ধুইয়া নদীগর্ভে আসিয়া পড়িল এবং ভাসিতে ভাসিতে বারাণসীর ঘাটে গিয়া এক গুল্মে সংলগ্ন হইল। ঐ সময়ে রাজার হস্তিপালেরা স্নান করাইবার জন্য পঞ্চশত হস্তী আনয়ন করিয়াছিল। আজানেয় হস্তীর মলগন্ধ পাইয়া ইহাদের একটা হস্তীও ভয়ে নদীতে অবতরণ করিতে চাহিল না; সকলেই ঊর্দ্ধপুচ্ছে পলায়ন আরম্ভ করিল। মাহুতেরা গজাচার্য্যদিগকে এই বৃত্তান্ত জানাইলে তাঁহারা বলিলেন, "জলের বোধ হয় কোন দোষ ঘটিয়াছে;

* কালসুত্তকোটিয়ং গণ্হাতি অর্থাৎ যমের সূত্রের ন্যায় ধরিত—এমন ভাবে ধরিত যে কিছুতেই ফস্কিয়া যাইত না। † আজানেয়—উৎকৃষ্ট কুলজাত (২৩শ জাতক দ্রষ্টব্য)। সর্ব্বশ্বেত অর্থাৎ সর্ব্বত্র শ্বেতবর্ণ।

জল শোধন কর।" জল শোধন করিতে গিয়া যাদুতেরা দেখিতে পাইল গুল্মের ভিতর আজানেয় হস্তীর সেই মলখণ্ড রহিয়াছে। তখন তাহারা প্রকৃত ব্যাপার বুঝিল, একটা কলসী আনিয়া তাহাতে জল পূরিল এবং তাহাতে সেই মলখণ্ড গুলিয়া হস্তীদিগের গায়ে ছিটাইয়া দিল। ইহাতে তাহাদের শরীর সুগন্ধ হইল এবং তাহারা নদীতে অবতরণ করিয়া স্নান করিল। গজাচার্য্যেরা রাজাকে এই ব্যাপার জানাইয়া পরামর্শ দিলেন, "মহারাজ, এই আজানেয় হস্তীটী অনুসন্ধান করিয়া আনাইয়া আপনার ব্যবহারে লাগাইলে ভাল হয়।"

এই পরামর্শানুসারে রাজা যত শীঘ্র পারিলেন নৌকারোহণে * যাত্রা করিলেন এবং নদী উজাইতে উজাইতে সূত্রধারদিগের কর্ম্মস্থানে উপনীত হইলেন। হস্তিপোতক তখন জলকেলি করিতেছিল। সে ভেরীর শব্দ শুনিয়া সূত্রধারদিগের নিকট গিয়া দাঁড়াইল; সূত্রধারেরা রাজার প্রত্যুদ্‌গমন করিয়া জিজ্ঞাসিল, "মহারাজ, যদি কাঠের প্রয়োজন হইয়া থাকে তবে এত কষ্ট পাইয়া এখানে আসিলেন কেন? আপনি লোক পাঠাইলেই ত রাজধানীতে বসিয়া পাইতেন।" রাজা বলিলেন, "না হে, আমি কাঠের জন্য আসি নাই; এই হস্তীর জন্য আসিয়াছি।"

"এ হস্তী ত আপনারই; স্বচ্ছন্দে লইয়া যান।"

সূত্রধারেরা রাজাকে হস্তী দান করিল বটে, কিন্তু হস্তী রাজার সঙ্গে যাইতে সম্মত হইল না। তখন রাজা হস্তীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "কি হে হস্তিপোতক, তুমি আমায় কি করিতে বল?" হস্তী বলিল, "এই সূত্রধারেরা এত দিন আমার জন্য যাহা ব্যয় করিয়াছে, ইহাদিগকে তাহা দিবার ব্যবস্থা করুন।" রাজা বলিলেন, "বেশ, তাহাই করিতেছি।" অনন্তর তিনি হস্তীর শুণ্ড, পাদচতুষ্টয় ও লাঙ্গুলের নিকট এক এক লক্ষ কার্ষাপণ রাখিয়া দিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু ইহাতেও হস্তী তাঁহার সঙ্গে অগ্রসর হইল না। অতঃপর রাজা প্রত্যেক সূত্রধারকে এক এক যোড়া কাপড় দিলেন, তাহাদের পত্নীদিগের ব্যবহারার্থ এক একখানি শাড়ী দিলেন, সূত্রধারদিগের যে সকল সন্তানসন্ততি হস্তিপোতকের সহিত ক্রীড়া করিত, তাহাদেরও ভরণপোষণের ও শিক্ষাবিধানের ব্যবস্থা করিলেন। তখন হস্তিবর, সূত্রধারগণ, তাহাদের পত্নীগণ ও সন্তানসমূহের সহিত দেখা করিয়া রাজার সঙ্গে প্রস্থান করিল।

রাজা হস্তী লইয়া নগরে ফিরিয়া গেলেন। তাঁহার আদেশে সমস্ত রাজধানী ও হস্তিশালা সুশোভিত হইল। তিনি হস্তীকে নগর প্রদক্ষিণ করাইয়া সর্ব্বালঙ্কারভূষিত হস্তিশালায় প্রবেশ করাইলেন, এবং তাহাকে বিচিত্রভূষণে বিভূষিত করিয়া নিজের প্রধান বাহনের পদে অভিষিক্ত করিলেন। তিনি উহাকে নিজের বন্ধুর ন্যায় দেখিতে লাগিলেন এবং উহার জন্য অর্দ্ধরাজ্য নিয়োজিত করিয়া দিলেন। ফলতঃ তিনি নিজের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যেরূপ যত্ন করিতেন, হস্তিসম্বন্ধেও তাহার অণুমাত্র ব্যতিক্রম করিলেন না। আজানেয় হস্তী আসিবার পর তিনি সমস্ত জম্বুদ্বীপের আধিপত্য লাভ করিলেন।

এইরূপে কিছুদিন অতীত হইলে, বোধিসত্ত্ব রাজমহিষীর গর্ভে প্রবেশ করিলেন। যখন মহিষীর প্রসবকাল আসন্ন হইল তখন রাজা মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। আজানেয় হস্তী যদি রাজার মৃত্যুসংবাদ পায় তাহা হইলে উহার হৃদয় বিদীর্ণ হইবে, এই আশঙ্কায় কেহ উহাকে

* মূলে "নাবসঙ্ঘাটেহি" এই পদ আছে। Childers সাহেব নাবসঙ্ঘাট শব্দের অর্থ ভেলক (raft) নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু সঙ্ঘাট শব্দে সমূহ অর্থও বুঝায় এবং তাহা হইলে নাবসঙ্ঘাটো বলিলে পোতমালা বা পোতসমূহ বুঝাইতে পারে। অথবা দুই তিন খানা নৌকা পাশাপাশি যুড়িলে এক একটা নাবসঙ্ঘাট হইতে পারে যেমন কয়েকখানা বস্ত্র যুড়িলে সঙ্ঘাটী হয়। এরূপ নৌকা সহসা টলে না। রাজার পক্ষে ভেলকে আরোহণ করা সম্ভবপর নহে।

এ কথা জানাইল না। রাজভৃত্যগণ পূর্ব্ববৎ তাহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিল। এদিকে বারাণসীর অব্যবহিত পার্শ্ববর্ত্তী কোশলরাজ্যের অধিপতি রাজার মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া ভাবিলেন, 'বেশ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। বারাণসী অধিকার করা ত এখন অতি তুচ্ছ কার্য্য।' অনন্তর তিনি বিপুলসেনাসহ বারাণসী নগর অবরোধ করিলেন। অধিবাসীরা নগরদ্বার রুদ্ধ করিয়া কোশলরাজকে বলিয়া পাঠাইল, "আমাদের মহিষী এখন পরিপূর্ণগর্ভা; অঙ্গবিদ্যা-পাঠকেরা * বলিয়াছেন, অদ্য হইতে সপ্তম দিবসে তিনি এক পুত্র প্রসব করিবেন। যদি বাস্তবিক তিনি পুত্র প্রসব করেন তাহা হইলে আমরা সপ্তমদিনে আপনার সহিত যুদ্ধ করিব; নচেৎ আপনাকে এই রাজ্য দিব। আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক এই কয় দিন অপেক্ষা করুন।" কোশলরাজ তাহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

সাত দিন পরে মহিষী এক পুত্র প্রসব করিলেন। কুমার জন্মগ্রহণ করিয়া বহুলোকের চিত্ত অধিকার করিয়াছিলেন বলিয়া নামকরণ-দিবসে রাজপুরুষেরা তাঁহার "অলীনচিত্ত" এই নাম রাখিলেন।

কুমার ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র নগরবাসীরা কোশলরাজের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু বিপুল সেনাসম্পন্ন হইয়াও কেবল অধিনায়কের অভাবে তাহারা অল্পে অল্পে পরাভূত হইতে লাগিল। তখন অমাত্যেরা মহিষীকে এই সংবাদ দিয়া বলিলেন, "আমরা যখন হটিতেছি, তখন ভয় হইতেছে পাছে আমরা সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হই। স্বর্গীয় মহারাজের প্রিয় সুহৃৎ মঙ্গলহস্তী তাঁহার দেহত্যাগ, কুমারের জন্ম এবং কোশলরাজের আক্রমণ ইহার কোন সংবাদই এপর্য্যন্ত পায় নাই; তাহাকে এই সকল কথা জানাইব কিনা, আপনার নিকট শুনিতে আসিলাম।"

মহিষী বলিলেন, "এ অতি উত্তম প্রস্তাব।" অনন্তর তিনি কুমারকে অলঙ্কার পরাইয়া ও ক্ষৌমবস্ত্রের স্থূলাস্তরণের উপর ধরিয়া প্রাসাদ হইতে অবতরণপূর্ব্বক অমাত্যগণ-পরিবৃত হইয়া হস্তিশালায় গমন করিলেন। সেখানে তিনি বোধিসত্ত্বকে মঙ্গলহস্তীর পাদমূলে রাখিয়া বলিলেন, "প্রভু, আপনার সখা ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন, পাছে আপনার হৃদয় বিদীর্ণ হয় এই ভয়ে আমরা এতদিন আপনাকে এ দুঃসংবাদ জানাই নাই। এই শিশুটী আপনার সখার পুত্র; কোশলরাজ আসিয়া নগর অবরোধপূর্ব্বক আপনার এই পুত্রের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন। আমাদের সৈন্যগণ ক্রমে পশ্চাৎপদ হইতেছে; এখন হয় আপনি নিজেই আপনার পুত্রকে মারিয়া ফেলুন, নয় রাজ্য রক্ষা করিয়া ইহাকে দান করুন।"

মঙ্গলহস্তী তখনই স্নেহবশে শুঁড় দিয়া আস্তে আস্তে বোধিসত্ত্বের গা চাপড়াইল, তাঁহাকে নিজের মস্তকোপরি তুলিয়া লইল, কিয়ৎক্ষণ রোদন ও পরিবেদনের পর তাঁহাকে নামাইয়া মহিষীর হস্তে দিল এবং 'আমি কোশলরাজকে এখনই ধরিয়া আনিতেছি' বলিয়া হস্তিশালা হইতে বাহির হইল। অমাত্যেরা তাহাকে বর্ম্ম ও অলঙ্কার পরাইলেন, নগরের দ্বার খুলিয়া দিলেন এবং তাহাকে বেষ্টন করিয়া নিজেরাও বহির্গত হইলেন। নগরের বাহির হইবামাত্র হস্তী ক্রৌঞ্চের ন্যায় বৃংহণ করিল; তাহা শুনিয়া কোশলরাজের সমস্ত সৈন্য সুত্রস্ত হইয়া পলায়ন করিল। অনন্তর সে শিবির ভেদ করিয়া কোশলপতির কেশ ধরিয়া ফেলিল এবং তাঁহাকে তুলিয়া আনিয়া বোধিসত্ত্বের পাদমূলে রাখিয়া দিল। তখন কেহ কেহ কোশলরাজের প্রাণসংহারে উদ্যত হইল; কিন্তু হস্তী ইহা নিষেধ করিয়া তাঁহাকে এই উপদেশ দিয়া ছাড়িয়া দিল:—"মহারাজ এখন হইতে সতর্ক হইয়া চলিবেন। কাশীরাজকুমার শিশু বলিয়া মনে করিবেন না যে এই রাজ্য আপনি অধিকার করিতে পারিবেন।"

* যাহারা লোকের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের লক্ষণ দেখিয়া তাহাদের ভাবী শুভাশুভ বলিতে পারে।

অতঃপর সমস্ত জম্বুদ্বীপের আধিপত্য বোধিসত্ত্বের হস্তগত হইল। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া শত্রুতাচরণ করিতে পারে এমন কেহই রহিল না। তখন তাঁহার নাম হইল "অলীনচিত্তরাজ।" তিনি যথাধর্ম্ম রাজ্য পালন করিয়া জীবনাবসানে স্বর্গারোহণ করিলেন।

[কথান্তে শাস্তা অভিসম্বুদ্ধ হইয়া নিম্নলিখিত গাথা বলিলেন :—

কুমার অলীনচিত্ত, আশ্রয় তাঁহার
লভি হৃষ্টমতি অতি কাশীসৈন্যগণ
কোশলরাজেরে আনে জীয়ন্ত ধরিয়া—
অতৃপ্ত আপন রাজ্যে ছিল যাঁর মন।

এইরূপ দৃঢ়বীর্য্য ভিক্ষু বিচক্ষণ
লভিয়া সৌভাগ্যবলে ত্রিরত্নশরণ,
নির্ব্বাণ লাভের তরে সর্ব্বদা ভাবনা করে
কুশল ধর্ম্মের কথা, হ'য়ে একমন,
ক্রমে ছিন্ন হয় তার সংসার-বন্ধন।

এইরূপে ভগবান্ ধর্ম্মদেশনার জন্য অমৃতকল্প মহানির্ব্বাণরূপ উচ্চশিখরে অধিরোহণ করিয়া সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। সত্যব্যাখ্যা শুনিয়া সেই হীনবীর্য্য ভিক্ষু অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—এখন যিনি মহামায়া, তখন ছিলেন তিনি সেই জননী; শুদ্ধোদন ছিলেন সেই জনক; এই হীনবীর্য্য ভিক্ষু ছিল সেই হস্তী, যে রাজ্য জয় করিয়া কুমারকে দান করিয়াছিল; সারিপুত্র ছিলেন সেই হস্তীর জনক এবং আমি ছিলাম অলীনচিত্ত কুমার।]

১৫৭—গুণ-জাতক।

[একবার স্থবির আনন্দ বিহারস্থ ভিক্ষুদিগের জন্য এক সহস্র শাটক* উপহার পাইয়াছিলেন। তদুপলক্ষ্যে শাস্তা জেতবনে এই কথা বলিয়াছিলেন।

আনন্দ কোশলরাজের অন্তঃপুরচারিণীদিগের নিকট ধর্ম্মদেশন করিতেন। তদ্বৃত্তান্ত ইতঃপূর্ব্বে মহাসার-জাতকে (৯২) বলা হইয়াছে। যখন আনন্দ পূর্ব্বকথিতরূপ ধর্ম্মব্যাখ্যা করিতেছিলেন, সেই সময়ে একদিন রাজার নিকট একসহস্র শাটক আনীত হইয়াছিল। তাহার প্রত্যেক খানির মূল্য সহস্র মুদ্রা। রাজা সেগুলি হইতে পঞ্চশত রাজ্ঞীকে পঞ্চশত শাটক দান করিলেন; কিন্তু রাজ্ঞীরা সে সমুদয় ব্যবহার না করিয়া তুলিয়া রাখিলেন এবং পরদিন আনন্দকে দান করিলেন। প্রাতরাশের সময় রাজ্ঞীরা পুরাতন শাটক পরিধান করিয়া উপস্থিত হইলে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কি? আমি তোমাদিগকে সহস্র মুদ্রা মূল্যের এক একখানি শাটক দিলাম; তোমরা তাহা পরিয়া আসিলে না কেন?" রাজ্ঞীরা বলিলেন, "স্বামিন্, আমরা সেগুলি স্থবিরকে দিয়াছি।" "স্থবির কি সবগুলিই লইয়াছেন?" "হাঁ প্রভু।" "সম্যক্‌সম্বুদ্ধ ভিক্ষুদিগের পক্ষে কেবল ত্রিচীবরের ব্যবস্থা করিয়াছেন, কিন্তু আমার বোধ হইতেছে স্থবির আনন্দ রীতিমত বস্ত্রের ব্যবসায় চালাইতেছেন।" ফলতঃ আনন্দ অতিবহু শাটক গ্রহণ করিয়াছেন এই বিশ্বাসে কোশলরাজ একটু বিরক্ত হইলেন এবং প্রাতরাশ সমাপনান্তে বিহারে গিয়া পরিবেণ-মধ্যে তাঁহার সহিত দেখা করিলেন। তিনি স্থবিরকে প্রণিপাত করিয়া আসনগ্রহণপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদন্ত, আমার অন্তঃপুরচারিণীগণ আপনার নিকট ধর্ম্মকথা শ্রবণ ও ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা করিতেছেন ত?" "হাঁ মহারাজ; তাঁহারা যাহা শিক্ষিতব্য তাহা শিক্ষা এবং যাহা শ্রোতব্য তাহা শ্রবণ করেন।" "কেবল শুনেন, না আপনাকে মধ্যে মধ্যে নিবাসন, প্রাবরণ † প্রভৃতিও দান করেন?" "মহারাজ, তাঁহারা অদ্য আমাকে পঞ্চশত শাটক দান করিয়াছেন; তাহাদের এক একখানির মূল্য সহস্র মুদ্রা।" "আপনি কি সে সমস্তই গ্রহণ করিয়াছেন?" "আমি সমস্তই গ্রহণ করিয়াছি।" "শাস্তা না ভিক্ষুদিগের জন্য কেবল ত্রিচীবরের ব্যবস্থা করিয়াছেন?" "একজন ভিক্ষু নিজের জন্য ত্রিচীবরমাত্র ব্যবহার করিতে পারিবে বটে, কিন্তু কেহ কিছু

---

* শাটক—বস্ত্র, বড় জামা বা ঘাগরা। এখানে বোধ হয় ইহা 'শাড়ী' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। 'শাড়ী' শব্দটি শাটকেরই অপভ্রংশ।

† নিবাসন ও প্রাবরণ—পরিচ্ছদ-বিশেষ; প্রাবরণ সঙ্ঘাটিস্থানীয় এবং নিবাসন অন্তরবাসক-স্থানীয়।

দান করিলে তাহা গ্রহণ করা যাইবে না এমন কোন নিষেধাজ্ঞা নাই। যে সকল ভিক্ষুর চীবর জীর্ণ হইয়াছে, আমি তাহাদেরই জন্য এই শাটকগুলি গ্রহণ করিয়াছি।" "এই ভিক্ষুরা যখন আপনার নিকট শাটক পাইবেন, তখন জীর্ণ চীবরগুলি দিয়া কি করিবেন?" "তাহারা পুরাতন চীবরদ্বারা উত্তরাসঙ্গ প্রস্তুত করিবে।" "পুরাতন উত্তরাসঙ্গগুলি দিয়া কি হইবে?" "সেগুলি দিয়া অন্তরবাসক প্রস্তুত হইবে।" "পুরাতন অন্তরবাসকগুলি দিয়া কি হইবে?" "সেগুলি দিয়া শয্যার আস্তরণ হইবে।" "পুরাতন শয্যাস্তরণ দিয়া কি হইবে?" "সেগুলি দিয়া মাটিতে বসিবার আসন প্রস্তুত হইবে।" "পুরাতন আসনগুলি দিয়া কি হইবে?" "সেগুলি দিয়া পা-পোষ * হইবে।" "পুরাতন পা পোষগুলি দিয়া কি হইবে?" "মহারাজ! লোকে যাহা দান করে, তাহা নষ্ট করা যায় না। সেইজন্য আমরা পুরাতন পা পোষগুলি বাসী দিয়া টুকরা টুকরা করিয়া মাটির সঙ্গে মিশাইয়া লই এবং গৃহ নির্ম্মাণ করিবার সময় তাহা দিয়া লেপ দিই।" "ভদন্ত, আপনাদিগকে কোন বস্তু দান করিলে কখনও কি তাহা বিনষ্ট হয় না? পুরাতন পা পোষগুলি পর্য্যন্ত কাজে লাগে?" "মহারাজ, আমরা যাহা পাই, তাহার কিছুই নষ্ট করি না; সমস্তই কোন না কোন কাজে লাগাই।"

স্থবিরের এই উত্তরে রাজা অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইয়া, গৃহে যে পঞ্চশত শাটক ছিল তাহাও আনাইয়া তাঁহাকে দান করিলেন। অনন্তর অনুমোদন বাক্য শুনিয়া এবং স্থবিরকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া তিনি গৃহে ফিরিয়া গেলেন।

আনন্দ প্রথমে যে পঞ্চশত শাটক পাইয়াছিলেন সেগুলি, যে সকল ভিক্ষুর চীবর জীর্ণ হইয়াছিল, তাহাদিগকে দান করিলেন। তাঁহার সার্দ্ধবিহারিকদিগের সংখ্যাও ঠিক পঞ্চশত ছিল। তাহাদের মধ্যে এক দহর ভিক্ষু আনন্দের বড় সেবা করিত। সে তাঁহার পরিবেণ সম্মার্জ্জন করিত, খাদ্য ও পানীয় আনিয়া দিত, দন্তকাষ্ঠ ও মুখোদক সংগ্রহ করিয়া রাখিত, বর্চঃকুটীর, স্নানাগার ও শয়নগৃহের তত্ত্বাবধান করিত, এবং তাঁহার হাত, পা ও পিঠের আরামের জন্য যাহা যাহা আবশ্যক সমস্ত করিত। "এই বালক আমার বড় উপকারক" ইহা বিবেচনা করিয়া স্থবির শেষের পঞ্চশত শাটক সমস্তই তাহাকে দান করিলেন। সে আবার ঐ সমস্ত নিজের সহাধ্যায়ীদিগের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিল। তাহারা সেগুলি কাটিয়া কর্ণিকারপুষ্পবর্ণে † রঞ্জিত করিল, তদ্দ্বারা নব চীবর প্রস্তুত করিল, তাহা পরিধানপূর্ব্বক শাস্তার নিকট গেল এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া একান্তে আসনগ্রহণপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিল, "ভদন্ত, যিনি স্রোতাপন্ন আর্য্যশ্রাবক, তাঁহার পক্ষে পাত্রের মুখাবলোকন করিয়া দানের তারতম্য করা উচিত কি?" শাস্তা বলিলেন, "না, ভিক্ষুগণ, যিনি স্রোতাপন্ন আর্য্যশ্রাবক, তিনি দানসম্বন্ধে পক্ষপাত করিতে পারেন না।" "ভদন্ত, আমাদের উপাধ্যায় ধর্ম্মভাণ্ডাগারিক স্থবির মহাশয় এক দহর ভিক্ষুকে পঞ্চশত শাটক দান করিয়াছিলেন; উহাদের প্রত্যেক শাটকের মূল্য সহস্র মুদ্রা। সেই ব্যক্তি কিন্তু তৎসমস্ত আমাদিগের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিয়াছেন।" "ভিক্ষুগণ, তোমরা মনে করিও না যে আনন্দ সেই ভিক্ষুর মুখাবলোকন করিয়া দান করিয়াছিলেন। সে আনন্দের বহু সেবা করে; তৎকৃত উপকার স্মরণ করিয়া, তাহার গুণে বশীভূত হইয়া, সেই পাইবার উপযুক্ত ইহা ভাবিয়া, উপকারীর প্রত্যুপকার অবশ্যকর্ত্তব্য ইহা বিবেচনা করিয়া আনন্দ তাহাকে শাটকগুলি দিয়াছিলেন। কৃতজ্ঞতা-প্রকাশের ইচ্ছাই তাঁহাকে এই দানে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল। প্রাচীন কালেও পণ্ডিতেরা উপকারীর প্রত্যুপকার করিয়া গিয়াছেন।" অনন্তর শাস্তা সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব সিংহ-জন্ম পরিগ্রহণ করিয়া কোন পর্ব্বত-গুহায় বাস করিতেন। একদিন তিনি গুহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পর্ব্বতের পাদদেশ অবলোকন করিতেছিলেন। ঐ পর্ব্বতপাদ বেষ্টন করিয়া এক বৃহৎ সরোবর ছিল। তাহার তটবর্ত্তী এক উন্নত ভূখণ্ডের উপরিভাগস্থ কর্দ্দম এতটুকু কঠিন হইয়াছিল যে সেখানে হরিদ্বর্ণ কোমল তৃণ জন্মিত এবং শশক, হরিণ ও অন্যান্য লঘুকায় পশু বিচরণপূর্ব্বক ঐ তৃণ খাইত। সেদিনও সেখানে একটা হরিণ চরিতেছিল।

সিংহরূপী বোধিসত্ত্ব ঐ হরিণকে ধরিবার জন্য পর্ব্বতশিখর হইতে সিংহবেগে ধাবিত হইলেন। হরিণটা মরণভয়ে আর্ত্তনাদ করিতে করিতে পলায়ন করিল; বোধিসত্ত্ব বেগসংবরণ

---

* মূলে "পাদপুঞ্ছনং" এই পদ আছে।
† কর্ণিকার—কনক চাঁপা। ইহা পীতবর্ণ পুষ্প।

করিতে না পারিয়া কর্দ্দমে নিপতিত হইলেন এবং সেখানে তাঁহার বিশালদেহ এমন ভাবে প্রোথিত হইল যে তাঁহার আর উঠিয়া যাইবার শক্তি রহিল না। তিনি পদচতুষ্টয় স্তম্ভের মত নিশ্চল করিয়া সপ্তাহকাল অনাহারে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

অনন্তর এক শৃগাল আহারান্বেষণে বাহির হইয়া বোধিসত্ত্বকে ঐ অবস্থায় দেখিতে পাইল এবং প্রাণভয়ে পলায়নের উপক্রম করিল। বোধিসত্ত্ব তাহাকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া বলিলেন, "ওহে শৃগাল, তুমি পলায়ন করিও না। আমি এখানে কর্দ্দমে আবদ্ধ হইয়া আছি; তুমি আমার প্রাণরক্ষার উপায় কর।" এই কথা শুনিয়া শৃগাল তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইয়া বলিল, "আমি আপনাকে উদ্ধার করিতে পারি বটে, কিন্তু ভয় হয় উদ্ধার পাইলেই পাছে আপনি আমাকে খাইয়া ফেলেন।" "তুমি কোন ভয় করিও না, আমি তোমায় খাইব না; খাওয়া দূরে থাকুক, আমি বরং তোমার যথেষ্ট উপকার করিব। যে কোন উপায়ে আমার প্রাণ বাঁচাও।" এই প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়া শৃগাল সিংহের পদচতুষ্টয়ের চারিদিকে যে কর্দ্দম ছিল তাহা অপনয়ন করিল, প্রত্যেক পদ যেখানে প্রোথিত হইয়াছিল সেখান হইতে জল পর্য্যন্ত কুল্যা খনন করিল এবং তাহা দিয়া জল আনিয়া কাদা নরম করিল। তাহার পর বোধিসত্ত্বের পেটের নীচে গিয়া "প্রভু! এইবার উঠিতে চেষ্টা করুন ত" বলিয়া উচ্চরব করিতে করিতে নিজের মস্তক দিয়া তাঁহার পেটে আঘাত করিতে লাগিল। বোধিসত্ত্বও যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া কর্দ্দম হইতে উত্থিত হইলেন এবং এক লম্ফে শুষ্ক ভূমির উপর গিয়া পড়িলেন। সেখানে মুহূর্ত্তকাল বিশ্রাম করিয়া তিনি সরোবরে অবরোহণপূর্ব্বক গাত্র হইতে কর্দ্দম প্রক্ষালন করিলেন এবং অবগাহনান্তে উঠিয়া গিয়া একটা মহিষ বধ করিলেন। অনন্তর তিনি তীক্ষ্ণদন্ত দ্বারা উহার কিয়ৎপরিমাণ মাংস ছেদন পূর্ব্বক শৃগালের সম্মুখে রাখিয়া বলিলেন, "বন্ধু, তুমি আহার কর।" যতক্ষণ শৃগালের আহার শেষ না হইল, ততক্ষণ তিনি নিজে আহার করিলেন না।

উভয়ের আহার হইলে শৃগাল একখণ্ড মাংস তুলিয়া লইল। বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, "বন্ধু! এ মাংস দিয়া কি করিবে?" "আপনার এক দাসী আছে, তাহাকে দিব।" "বেশ, তাঁহাকে দাও গিয়া।" অনন্তর বোধিসত্ত্ব নিজেও সিংহীর জন্য একখণ্ড মাংস তুলিয়া লইলেন এবং বলিলেন, "চল বন্ধু, আমাদের পর্ব্বতশিখরস্থিত বাসস্থানে ক্ষণকাল বিশ্রাম করিবে। তাহার পর আমরা উভয়েই সখীর নিকট যাইব।" ইহা বলিয়া বোধিসত্ত্ব শৃগালকে সঙ্গে লইয়া গেলেন এবং কিয়ৎক্ষণপরে নিজেই শৃগালীর নিকট গিয়া তাহাকে মাংস খাওয়াইলেন। তিনি শৃগাল ও শৃগালী উভয়কেই আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন, "অদ্য হইতে আমি তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার লইলাম", এবং নিজের গুহাদ্বারের নিকটবর্ত্তী অন্য একটী গুহায় তাহাদের বাসের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

তদবধি বোধিসত্ত্ব মৃগয়ায় যাইবার সময় শৃগালকে সঙ্গে লইয়া যাইতেন; সিংহী ও শৃগালী গুহায় থাকিত। তাঁহারা নানা মৃগ বধ করিতেন এবং ভোজনব্যাপার সমাধানপূর্ব্বক স্ব স্ব পত্নীর জন্য মাংস লইয়া ফিরিতেন।

এইরূপে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে সিংহী ও শৃগালী উভয়েরই দুই দুইটী পুত্র জন্মিল এবং সকলে এক সঙ্গে সম্প্রীতভাবে বাস করিতে লাগিল। কিন্তু শেষে একদিন সিংহীর মনে হঠাৎ ভাবান্তর জন্মিল। সে ভাবিল, 'সিংহ শৃগাল শৃগালী ও তাহাদের শাবকদ্বয়কে বড় ভাল বাসে। নিশ্চিত এ শৃগালীর প্রেমাসক্ত হইয়াছে, নচেৎ এরূপ স্নেহ প্রদর্শন করিবে কেন? অতএব ইহাদিগকে পীড়ন করিয়া ও ভয় দেখাইয়া এখান হইতে তাড়াইতে হইবে।' এইরূপ স্থির করিবার পর, একদিন যখন বোধিসত্ত্ব শৃগালকে লইয়া মৃগয়ায় বহির্গত হইলেন, সেই সময়ে সিংহী শৃগালীকে ভয় দেখাইতে আরম্ভ করিল। সে বলিল, "তোরা এখানে

রহিয়াছিস্ কেন রে? পলাইয়া যা না!” সিংহীর শাবক দুইটীও শৃগাল শাবকদিগকে উক্তরূপে উৎপীড়ন করিতে প্রবৃত্ত হইল। শৃগালী ভীত হইয়া শৃগালকে এই বৃত্তান্ত জানাইল। সে বলিল, “বোধ হয় সিংহের পরামর্শেই সিংহী এইরূপ দুর্ব্ব্যবহার করিতেছে। আমরা এখানে অতি দীর্ঘকাল অবস্থিতি করিয়াছি; এখন বোধ হয় ইহারা আমাদের প্রাণবধ করিবে। চল, আমরা পূর্ব্ব বাসস্থানে ফিরিয়া যাই।”

ইহা শুনিয়া শৃগাল সিংহের নিকট গিয়া বলিল, “প্রভু! আমরা দীর্ঘকাল আপনার আশ্রয়ে বাস করিয়াছি। যাহারা অতি দীর্ঘকাল আশ্রয় ভোগ করে, তাহারা গলগ্রহ হয়। আজ আমরা যখন মৃগয়ায় গিয়াছিলাম, তখন সিংহী শৃগালীকে বলিয়াছিলেন, “তোরা এখানে রহিয়াছিস্ কেন? পলাইয়া যা না!” আপনার পুত্রেরাও আমার পুত্রদিগকে এইরূপ তর্জ্জন করিয়াছিলেন। কাহারও অবস্থিতি অপ্রীতিকর হইলে তাহাকে ‘চলিয়া যাও’ বলিয়া বিদায় দেওয়া কর্ত্তব্য, উৎপীড়ন করিবার প্রয়োজন কি?” ইহা বলিয়া শৃগাল নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটী পাঠ করিল:—

বলীর স্বভাব এই করি দরশন,
ইচ্ছামত আশ্রিতের করে উৎপীড়ন।
বিকটদশনা তব পত্নী, মহাশয়,
জানেন এ বলিধর্ম্ম নাহিক সংশয়।
লয়েছিনু এতকাল যাহার শরণ,
ভাগ্যদোষে সেই হ'ল ভয়ের কারণ।

শৃগালের কথা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব সিংহীকে বলিলেন, “ভদ্রে! তোমার মনে পড়ে কি, অমুক সময় আমি মৃগয়ায় গিয়া সপ্তম দিবসে এই শৃগাল ও শৃগালীর সহিত গুহায় ফিরিয়াছিলাম?” সিংহী বলিল, “হাঁ, তাহা আমার মনে আছে।” “আমি সপ্তাহকাল ফিরিতে পারি নাই, তাহার কারণ জান ত?” “না, তাহা আমি জানি না।” “ভদ্রে! আমি একটা মৃগ ধরিবার অভিপ্রায়ে প্রমাদবশতঃ কর্দ্দমে প্রোথিত হইয়াছিলাম; সেখান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে না পারিয়া এক সপ্তাহ অনাহারে ছিলাম; পরে এই শৃগালের অনুগ্রহে মুক্তিলাভ করিয়াছিলাম। বন্ধুবর এই শৃগালই আমার প্রাণদাতা। দুর্ব্বল হউক, কিংবা সবল হউক, যে মিত্রধর্ম্ম পালন করে সেই প্রকৃত মিত্র। সাবধান, অদ্য হইতে আমার সখা, সখী ও তাঁহাদের পুত্রদিগকে এরূপ অবমানিত করিও না।” পত্নীকে এইরূপে শাসন করিয়া বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথাটী পাঠ করিলেন:—

বিপদের কালে, মিত্রধর্ম্ম পালে,
মিত্রে করে সংরক্ষণ,
হউক সবল, অথবা দুর্ব্বল,
প্রকৃত মিত্র সে জন।
সেই জ্ঞাতি মোর, সেই প্রিয়বন্ধু,
মিত্র, সখা তারে বলি;
তুচ্ছ জ্ঞান করি, ভ্রমেও কখন,
নাহি তারে আমি চলি।
প্রাণদাতা এই শৃগাল আমার,
জানিও তীক্ষ্ণদশনে! *
দিও না আঘাত হৃদয়ে ইঁহার
কখন(ও) রুক্ষ বচনে॥

* গাথা দুইটীতে সিংহী-সম্বন্ধে যথাক্রমে ‘উন্নদন্তী’ এবং ‘দাঠিনী’ এই দুইটী বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে। উভয় পদই সিংহীর সৌন্দর্য্যজ্ঞাপক;—মানবী-সম্বন্ধে ‘কুন্দদশনা’ বিশেষণের তুল্য।

সিংহের কথা শুনিয়া সিংহী শৃগালীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল এবং তদবধি তাহার ও তাহার পুত্রদিগের সহিত সদ্ভাবে বাস করিতে লাগিল। তাহার শাবকদ্বয়ও শৃগাল-শাবকদ্বয়ের সহিত ক্রীড়া করিত। মাতাপিতার প্রাণবিয়োগের পরেও তাহারা এই বন্ধুত্ব-বন্ধন অবিচ্ছিন্ন রাখিয়া পরস্পর সখ্যভাবে বাস করিয়াছিল। শুনা যায় এই পরিবারদ্বয়ের মধ্যে সাতপুরুষ পর্য্যন্ত মৈত্রীভাব স্থায়ী হইয়াছিল।

[কথান্তে শাস্তা সত্যচতুষ্টয় ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া কেহ প্রথম মার্গে, কেহ দ্বিতীয় মার্গে, কেহ তৃতীয় মার্গে, কেহ বা চতুর্থ মার্গে প্রবেশ করিল।

সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন সেই শৃগাল এবং আমি ছিলাম সেই সিংহ।]

১৫৮—সুহনু-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে দুইজন কোপনস্বভাব ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন।

তখন জেতবনে একজন অতি কোপন, নিষ্ঠুর ও উগ্র ভিক্ষু থাকিতেন; জনপদেও ঠিক ঐ প্রকৃতির একজন ভিক্ষু থাকিত। একদা জনপদবাসী ভিক্ষু কোন কার্য্যবশতঃ জেতবনে উপস্থিত হইয়াছিল। শ্রামণের ও দহরগণ তাহাদের উভয়েরই উগ্র স্বভাবের কথা জানিত। পরস্পরের দেখা পাইলে এই দুই ব্যক্তি কিরূপ ঝগড়া করে, এই মজা দেখিবার জন্য তাহারা জনপদবাসী ভিক্ষুকে জেতবনবাসী ভিক্ষুর পরিবেণে লইয়া গেল। কিন্তু ঐ উগ্রস্বভাব ভিক্ষুদ্বয় পরস্পরের দেখা পাইয়া পরস্পরকে আলিঙ্গন করিবার জন্য ছুটিল এবং উভয়ে উভয়ের হস্ত, পাদ ও পৃষ্ঠ সংবাহন করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া অন্যান্য ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় সমবেত হইবার পরেই বলাবলি করিতে লাগিলেন, "দেখিলে, এই কোপনস্বভাব ভিক্ষুদ্বয় অন্যের সম্বন্ধে ক্রোধান্বিত, পরুষ ও উগ্র, কিন্তু পরস্পরের মধ্যে ইহাদের কেমন প্রীতি, সৌহার্দ ও অভিন্নভাব!" এই সময় শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভিক্ষুগণ, তোমরা এখানে বসিয়া কি প্রসঙ্গের আলোচনা করিতেছ?" এবং তাঁহাদের উত্তর শুনিয়া বলিলেন, "কেবল এ জন্মে নহে, পূর্ব্ব জন্মেও ইহারা অপরের সম্বন্ধে কোপন, [illegible]ষ ও উগ্রপ্রকৃতির পরিচয় দিত, কিন্তু পরস্পরের মধ্যে অভিন্নহৃদয়ে, উভয়ে উভয়ের সুখাকাঙ্ক্ষী হইয়া [illegible]তভাবে বাস করিত।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বোধিসত্ত্ব বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সর্ব্বার্থচিন্তকের পদে নিয়োজিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে ধর্ম্মার্থ-সম্বন্ধে পরামর্শ দিতেন।

রাজা ব্রহ্মদত্ত বড় অর্থলোলুপ ছিলেন। তাঁহার মহাশোণ নামক একটা অতি দুষ্টপ্রকৃতি অশ্ব ছিল।

একদা উত্তরাপথ হইতে অশ্ব-বণিকেরা পঞ্চশত অশ্ব লইয়া বারাণসীতে বিক্রয় করিতে আসিয়াছিল। রাজপুরুষেরা ব্রহ্মদত্তকে এই সংবাদ জানাইলেন।

এত দিন বোধিসত্ত্ব অশ্বাদির মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া বিক্রেতাদিগকে সমস্ত চুকাইয়া দিতেন; কখনও কিছু বাদ দিতেন না। কিন্তু এখন ব্রহ্মদত্ত তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হইয়া অন্য এক অমাত্যকে ডাকাইয়া বলিলেন, "তুমি গিয়া অশ্বগুলির মূল্য স্থির কর। তাহার পর মহাশোণকে এমন ভাবে ছাড়িয়া দিবে যেন সে ঐ সকল অশ্বের মধ্যে গিয়া পড়ে এবং উহাদিগকে দংশন দ্বারা ক্ষত বিক্ষত করে। তাহা হইলে অশ্বগুলি দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে, আমরাও সেই জন্য নির্দ্ধারিত মূল্য অপেক্ষা অল্প মূল্যে ক্রয় করিবার সুবিধা পাইব। অমাত্য "যে আজ্ঞা" বলিয়া রাজা যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, ঠিক সেইরূপ করিল। অশ্ব-বণিকেরা ইহাতে নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইয়া বোধিসত্ত্বকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইল। বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসিলেন, "তোমাদের দেশে কি এমন কোন দুষ্ট ঘোড়া নাই?" তাহারা উত্তর দিল,

"আছে বৈ কি, মহাশয়! আমাদের নগরে সুহনু নামে একটা বড় দুষ্ট ঘোড়া আছে। সে অতি উগ্র ও উদ্ধত।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "ভালই হইয়াছে, তোমরা আবার যখন আসিবে, তখন ঐ ঘোড়াটাকে সঙ্গে আনিও।"

অশ্ব-বণিকেরা "যে আজ্ঞা" বলিয়া দেশে ফিরিয়া গেল এবং পুনর্ব্বার যখন বারাণসীতে আসিল, তখন সেই কূটাশ্বকে সঙ্গে আনিল। তাহারা ফিরিয়া আসিয়াছে, এই সংবাদ শুনিয়া রাজা বাতায়ন খুলিয়া নূতন ঘোড়াগুলি দেখিতে লাগিলেন এবং মহাশোণকে ছাড়িয়া দেওয়াইলেন। অশ্ব-বণিকেরাও মহাশোণকে আসিতে দেখিয়া সুহনুকে ছাড়িয়া দিল। কিন্তু এই অশ্বদ্বয় পরস্পরকে দেখিবামাত্র গা-চাটাচাটি আরম্ভ করিল।

ইহা দেখিয়া রাজা বোধিসত্ত্বকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বয়স্য! ইহার কারণ কি? এই কূটাশ্ব দুইটী অন্য অশ্বসম্বন্ধে রুক্ষ, নিষ্ঠুর ও উগ্রস্বভাবের পরিচয় দিয়া থাকে; তাহাদিগকে দংশন দ্বারা অবসন্ন করে। কিন্তু নিজেদের মধ্যে ইহাদের কেমন সম্প্রীতভাব! ইহারা কেমন শান্ত হইয়া পরস্পরের গাত্রলেহন করিতেছে! ইহার কারণ কি বল ত।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "মহারাজ, এই অশ্বদ্বয়ের প্রকৃতগত কোন পার্থক্য নাই। ইহারা সমপ্রকৃতিবিশিষ্ট— একই ধাতু দ্বারা গঠিত। অনন্তর তিনি এই গাথা দুইটী বলিলেন :—

মহাশোণে সুহনুতে ভেদ কিছু নাই,
একের প্রকৃতি যাহা অপরের(ও) তাই।

উভয়েই উগ্র অতি, উভয়েই দুষ্টমতি,
স্যন্দনের রজ্জু নিত্য উভয়েই খায়,
সমানে সমানে প্রীতি, সর্ব্বস্থানে এই রীতি,
পাপে পাপ, দুষ্টে দুষ্ট সাদৃশ্য পায়।

অতঃপর বোধিসত্ত্ব আবার বলিলেন, "মহারাজ, রাজাদিগের পক্ষে অতিলোভী হওয়া, কিংবা পরের বিত্ত বিনষ্ট করা নিতান্ত গর্হিত।" রাজাকে এইরূপ উপদেশ দিয়া তিনি অশ্বগুলির প্রকৃত মূল্য নির্দ্ধারণ করিলেন এবং বণিক্‌দিগকে তাহা দেওয়াইলেন। তাহারা উপযুক্ত মূল্য পাইয়া হৃষ্টচিত্তে চলিয়া গেল।

তদবধি রাজা বোধিসত্ত্বের উপদেশমত চলিতেন এবং জীবনাবসানে যথাধর্ম্ম গতিলাভ করিয়াছিলেন।

[সমবধান—তখন এই দুষ্ট ভিক্ষু দুইজন ছিল সেই কূটাশ্বদ্বয়, আনন্দ ছিলেন সেই রাজা এবং আমি ছিলাম সেই পণ্ডিতামাত্য।]

১৫৯—ময়ূরজাতক।

[শাস্তা জেতবনে জনৈক উৎকণ্ঠিত ভিক্ষুসম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ভিক্ষুরা ঐ ব্যক্তিকে শাস্তার নিকট উপস্থিত করিলে তিনি জিজ্ঞাসিলেন, "কিহে, তুমি কি সত্য সত্যই উৎকণ্ঠিত হইয়াছ?" সে উত্তর করিল, "হাঁ ভদন্ত!" "কাহাকে দেখিয়া উৎকণ্ঠিত হইলে?" "নানালঙ্কার-ভূষিতা এক রমণীকে দেখিয়া।" "রমণীরা তোমার ন্যায় ব্যক্তির চিত্ত বিক্ষুব্ধ করিবে ইহা আর বিচিত্র কি? পুরাকালে পণ্ডিতেরা শত শত বর্ষকাল নিষ্পাপভাবে জীবন যাপন করিয়াও রমণীর কণ্ঠস্বর শুনিবামাত্র মুহূর্ত্তমধ্যে চরিত্রভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। রমণীর কুহকে পুণ্যশীল ব্যক্তিও পাপরত হন, উত্তম যশস্বীরাও কলঙ্কিত হইয়া থাকেন। যাহারা পাপমতি তাহাদের ত কথাই নাই।" ইহা বলিয়া তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব ময়ূররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি যে অণ্ডের মধ্যে ছিলেন, তাহার বর্ণ কর্ণিকার কোরকের ন্যায় ছিল। যখন তিনি

অণ্ডভেদ করিয়া বহির্গত হইলেন, তখন তাঁহার মনোহর কান্তি দেখিলে চক্ষু জুড়াইত। তাঁহার বর্ণ সুবর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল ছিল এবং পক্ষদ্বয়ের নিম্নে পরম রমণীয় লোহিত রেখা বিরাজ করিত। তিনি জীবনরক্ষার্থ তিনটী পর্ব্বতশ্রেণী অতিক্রম পূর্ব্বক চতুর্থ পর্ব্বত শ্রেণীর অন্তর্গত দণ্ডকহিরণ্য নামক শৈলের অধিত্যকা প্রদেশে বাস করিতে লাগিলেন। তিনি রাত্রি প্রভাত হইলে শৈল-শিখরে উপবেশন করিয়া উদীয়মান সূর্য্য অবলোকন করিতেন এবং গোচরক্ষেত্রে আত্মরক্ষার্থ 'উদিলেন ওই' ইত্যাদি ব্রহ্মমন্ত্র পাঠ করিতেন :—

উদিলেন ওই দেব দিবাকর,
জগতের চক্ষু, গ্রহকুলেশ্বর,
সুবর্ণ কিরণে স্নাত হ য়ে যাঁর
হাসিছে ধরণীতল।

প্রণমি তোমারে, হে হেম-বরণ।
তুমিই বিশ্বের প্রকাশ কারণ।
লইয়া তোমার চরণে শরণ
লভিব বাঞ্ছিত ফল।

বোধিসত্ত্ব এইরূপে উল্লিখিত গাথা দ্বারা সূর্য্যকে নমস্কারপূর্ব্বক দ্বিতীয় গাথায় অতীত বুদ্ধগণকে* প্রণাম ও তাঁহাদের গুণগান করিতেন :—

বেদ পারদর্শী ধর্ম্মপরায়ণ, প্রকৃত ব্রাহ্মণ যাঁরা,
তাঁহাদের পায় করি নমস্কার, পালুন আমারে তাঁরা।
বুদ্ধগণপদে প্রণতি আমার, বুদ্ধিকেও নমস্কার,
বিমুক্ত বিমুক্তি, চরণে দোঁহার নমি শত শত বার।

এইরূপে আপনারে করি সুরক্ষিত
শিখী সেথা ইচ্ছামত আহার খুঁজিত। †

সমস্ত দিন বিচরণের পর বোধিসত্ত্ব সায়ংকালে শৈলশিখরে ফিরিয়া আসিতেন, সেখানে উপবেশন পূর্ব্বক অস্তগামী সূর্য্য অবলোকন করিতেন এবং বুদ্ধগুণ স্মরণ করিয়া, নিবাসস্থানে আত্মরক্ষার্থ "অস্তমিত হন" ইত্যাদি ব্রহ্মমন্ত্র পাঠ করিতেন :—

অস্তমিত হন দেব দিবাকর,
জগতের চক্ষু, গ্রহকুলেশ্বর,
উদ্ভাসিত ধরা পাইয়া যাঁহার
সোণার কিরণভাতি।

প্রণমি তোমারে, হে হেমবরণ।
তুমিই বিশ্বের প্রকাশ কারণ।
লইয়া তোমার চরণে শরণ
নিঃশঙ্কে যাপিব রাতি।

বেদ পারদর্শী, ধর্ম্মপরায়ণ, প্রকৃত ব্রাহ্মণ যাঁরা,
তাঁহাদের পদে করি নমস্কার, পালুন আমারে তাঁরা।
বুদ্ধগণপদে প্রণতি আমার, বুদ্ধিকেও নমস্কার,
বিমুক্ত বিমুক্তি, চরণে দোঁহার নমি শত শত বার।
এইরূপে আপনারে করি সুরক্ষিত
ময়ূর আবাসে গিয়া যামিনী যাপিত। ‡

* অতীত বুদ্ধগণ সম্বন্ধে ১ম খণ্ডের ২৮৯ম পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য। † এই দুই পংক্তি অভিসম্বুদ্ধ গাথা।
‡ এই দুই পংক্তি অভিসম্বুদ্ধ গাথা।

একদা বারাণসীর নিকটবর্ত্তী কোন নিষাদ-গ্রামবাসী এক নিষাদ হিমবন্ত প্রদেশে বিচরণ করিতে করিতে দণ্ডকহিরণ্য-পর্ব্বতশিখরে সমাসীন বোধিসত্ত্বকে দেখিতে পাইল এবং গৃহে ফিরিয়া নিজের পুত্রকে এই কথা জানাইল। ইহার পর একদিন বারাণসী-রাজের ক্ষেমানাম্নী পত্নী স্বপ্ন দেখিলেন যেন একটী সুবর্ণময়ূর ধর্ম্মদেশন করিতেছে। তিনি রাজাকে এই বৃত্তান্ত জানাইয়া বলিলেন, "মহারাজ আমার বড় ইচ্ছা হইতেছে, সেই ময়ূরের মুখে ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করি।" রাজা অমাত্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, (সুবর্ণ ময়ূর কোথায় পাওয়া যায়?)। অমাত্যেরা বলিলেন, "ব্রাহ্মণেরা জানেন।" ব্রাহ্মণেরা বলিলেন, "সুবর্ণ ময়ূর আছে বটে।" কিন্তু "কোথায় আছে" জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা উত্তর দিলেন, "নিষাদেরা বলিতে পারে।" ইহা শুনিয়া রাজা নিষাদদিগকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন সেই নিষাদপুত্র বলিল, "মহারাজ, হিমবন্তপ্রদেশে দণ্ডকহিরণ্য নামে এক পর্ব্বত আছে; সেখানে একটা সুবর্ণময়ূর বাস করে।" রাজা বলিলেন, "আচ্ছা, তুমি গিয়া তাহাকে বন্ধন করিয়া এখানে আনয়ন কর, কিন্তু সাবধান, তাহার প্রাণবিনাশ করিও না।"

নিষাদপুত্র গিয়া বোধিসত্ত্বের গোচর-ভূমিতে ফাঁদ পাতিল; কিন্তু বোধিসত্ত্ব ঐ ফাঁদে পা দিলেও উহা তাঁহাকে আবদ্ধ করিল না, নিশ্চল হইয়া রহিল। নিষাদপুত্র বোধিসত্ত্বকে ধরিবার জন্য একাদিক্রমে সাত বৎসর চেষ্টা করিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। অতঃপর সে হিমবন্ত দেশেই প্রাণত্যাগ করিল। রাণী ক্ষেমাও অতৃপ্ত বাসনা লইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

একটা ময়ূরের জন্য রাণীর প্রাণ গেল দেখিয়া রাজার বড় ক্রোধ হইল। তিনি সুবর্ণ পট্টে এই বাক্য ক্ষোদিত করাইলেন যে হিমবন্তের অন্তঃপাতী দণ্ডকহিরণ্য পর্ব্বতে এক সুবর্ণ ময়ূর বাস করে। যে তাহার মাংস খাইবে সে অজর ও অমর হইবে। অনন্তর তিনি পট্টলিপি খানি একটা মঞ্জুষার ভিতর আটকাইয়া রাখিলেন।

কালক্রমে এই রাজার মৃত্যু হইল। তাঁহার উত্তরাধিকারী সুবর্ণ পট্ট পাঠ করিয়া অজর ও অমর হইবার আশায় অন্য এক নিষাদকে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু প্রথম নিষাদের ন্যায় এ ব্যক্তিও বোধিসত্ত্বকে ধরিতে পারিল না। সেও কিয়ৎকাল পরে হিমবন্তে প্রাণত্যাগ করিল। এইরূপে একে একে ছয়জন রাজার রাজত্ব কাল অতিবাহিত হইল।

সপ্তম রাজাও সিংহাসনলাভের পর এক নিষাদ প্রেরণ করিলেন। সে দেখিল, বোধিসত্ত্ব ফাঁদে পা দিয়াও আবদ্ধ হইতেছেন না; যন্ত্র নিশ্চল হইয়া রহিয়াছে; অপিচ তিনি খাদ্যানুসন্ধানে বাহির হইবার পূর্ব্বে একটী মন্ত্র পাঠ করেন। এই সমস্ত চিন্তা করিয়া সে প্রত্যন্তপ্রদেশে অবতরণপূর্ব্বক একটা ময়ূরী ধরিল; তাহাকে হাততালি দিলে নাচিতে এবং তুড়ি দিলে শব্দ করিতে শিখাইল এবং সঙ্গে লইয়া পুনর্ব্বার দণ্ডকহিরণ্যকে গেল। একদিন সে অতি প্রত্যূষে, বোধিসত্ত্ব মন্ত্রপাঠ করিবার পূর্ব্বেই, ফাঁদের খুঁটিগুলি পুতিল এবং জাল ফেলিয়া ময়ূরী দ্বারা শব্দ করাইতে লাগিল। এই অশ্রুতপূর্ব্ব রমণী-কণ্ঠস্বর শ্রবণগোচর করিয়া বোধিসত্ত্ব কামাতুর হইলেন এবং মন্ত্রপাঠ না করিয়াই যেমন সেইদিকে অগ্রসর হইলেন অমনি পাশবদ্ধ হইলেন। তখন নিষাদ তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া বারাণসীরাজকে দান করিল।

রাজা বোধিসত্ত্বের অলৌকিক রূপ দেখিয়া পরম প্রীত হইলেন এবং তাঁহার জন্য আসন দেওয়াইলেন। বোধিসত্ত্ব নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ আমাকে ধরাইয়া আনিলেন কেন?" রাজা বলিলেন, "শুনিতে পাই যাহারা তোমার মাংস খাইবে তাহারা নাকি অজর-ও অমর হইবে। আমি অজর ও অমর হইবার আশায় তোমার

মাংস খাইব। সেইজন্য তোমায় ধরাইয়া আনিয়াছি।" "আচ্ছা মহারাজ, স্বীকার করিলাম যে যাহারা আমার মাংস খাইবে তাহারা অজর ও অমর হইবে। কিন্তু আমার ত প্রাণ যাইবে?" "তোমার প্রাণ যাইবে বৈ কি।" "যদি আমিই মরিলাম, তবে যাহারা আমার মাংস খাইবে তাহারা কিরূপে অজর ও অমর হইবে?" "তোমার বর্ণ সুবর্ণের ন্যায়; সেই জন্যই না কি তোমার মাংস খাইলে অজর ও অমর হইতে পারা যায়।"* "মহারাজ, আমি বিনা কারণে সুবর্ণবর্ণ হই নাই। পুরাকালে আমি এই নগরেই চক্রবর্ত্তী রাজা ছিলাম। তখন আমি নিজে পঞ্চশীল রক্ষা করিতাম এবং পৃথিবীর অপর লোকের দ্বারাও সেগুলি রক্ষা করাইতাম। তাহার পর দেহত্যাগ করিয়া আমি ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গে জন্মলাভ করিয়াছিলাম। সেখানে আমার যতদিন পরমায়ু ছিল ততদিন অতিবাহিত করিবার পর আমাকে পূর্ব্বকৃত পাপের ফলে ময়ূরজন্ম গ্রহণ করিতে হইয়াছে। তবে পূর্ব্ব জন্মের শীলপালনজনিত পুণ্যবলে আমার সুবর্ণবর্ণ হইয়াছে।" "বল কি? তুমি রাজচক্রবর্ত্তী ছিলে, শীলপালন করিতে এবং সেই পুণ্যে সুবর্ণবর্ণ হইয়াছ, এসব কথা আমি কিরূপে বিশ্বাস করিব? ইহার কোন সাক্ষী আছে কি?" "সাক্ষী আছে, মহারাজ।" "কে সাক্ষী?" "মহারাজ, যখন আমি চক্রবর্ত্তী ছিলাম তখন এক রত্নময় রথে আরোহণ করিয়া আকাশে বিচরণ করিতাম। আপনার মঙ্গল পুষ্করিণীর † তলদেশে ভূগর্ভে সেই রথ প্রোথিত আছে। আপনি পুষ্করিণীর তলভাগ খুঁড়িয়া সেই রথ তুলিতে আদেশ দিন। তাহাই আমার সাক্ষী।" রাজা বলিলেন, "উত্তম কথা।" অনন্তর তিনি পুষ্করিণীর জল বাহির করাইয়া দিলেন এবং তাহার তলদেশ খনন করাইয়া সেই রথ পাইলেন। তখন তিনি বোধিসত্ত্বের কথা বিশ্বাস করিলেন।

বোধিসত্ত্ব বলিলেন "মহারাজ, অমৃতরূপ মহানির্ব্বাণ ব্যতীত সংসারের যাবতীয় পদার্থ অসার, অনিত্য ও ক্ষয়ব্যয়-ধর্ম্মশীল।" এইরূপে ধর্ম্মশিক্ষা দিয়া বোধিসত্ত্ব রাজাকে পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন, রাজাও পরিতুষ্ট হইয়া বোধিসত্ত্বের মহাসংবর্দ্ধনা করিলেন এবং তাঁহার চরণে সমস্ত রাজ্য সমর্পণ করিলেন। বোধিসত্ত্ব তাঁহাকে রাজ্য প্রত্যর্পণ করিলেন এবং কতিপয় দিন অবস্থিতি করিয়া "মহারাজ, সর্ব্বদা অপ্রমত্তভাবে চলিবেন," এই উপদেশ দিয়া আকাশে উড্ডীন হইয়া দণ্ডকহিরণ্য পর্ব্বতে প্রতিগমন করিলেন। রাজা বোধিসত্ত্বের উপদেশ মত চলিয়া এবং দানাদি পুণ্যানুষ্ঠান করিয়া আয়ুঃশেষে যথাকর্ম্ম ফল প্রাপ্ত হইলেন।

[এইরূপে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া শাস্তা সত্যচতুষ্টয় ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু অর্হত্ত্বে উপনীত হইলেন।

সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন সেই রাজা এবং আমি ছিলাম সেই সুবর্ণ ময়ূর।]

১৬০—বিনীলক-জাতক।

[দেবদত্ত সুগতের অনুকরণ করিতেন (অর্থাৎ তাঁহার মত চালচলন ধরিয়াছিলেন)। তদুপলক্ষ্যে, শাস্তা বেণুবনে এই কথা বলিয়াছিলেন।

অগ্রশ্রাবকদ্বয় ‡ গয়শিরে গমন করিলে দেবদত্ত তাঁহাদিগের সমক্ষে সুগতের ন্যায় চালচলন দেখাইয়াছিলেন। সেইজন্য তাঁহার পতন ঘটে। অগ্রশ্রাবকেরা ধর্ম্মোপদেশ দ্বারা আপনাদের শিষ্যদিগকে লইয়া বেণুবনে প্রতিগমন করেন। তখন শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, "সারিপুত্র, তোমাদিগকে দেখিয়া দেবদত্ত কি করিয়াছিল?"

* চীন দেশের লোকে বিশ্বাস করিত যে সুবর্ণ ভোজন করিলে, যতকাল দেহে সুবর্ণ থাকিবে, ভোক্তারা ততকাল জীবিত থাকিবেন।—ইংরাজী অনুবাদক লিখিত টীকা।

† রাজার নিজ ব্যবহার্য্য পুষ্করিণী। এইরূপ, মঙ্গলাশ্ব, মঙ্গল হস্তী ইত্যাদি।

‡ মৌদ্গল্যায়ন ও সারিপুত্র। লক্ষণ জাতকের (১১) প্রত্যুৎপন্ন বস্তু দ্রষ্টব্য।

সারিপুত্র বলিলেন, "ভদন্ত, তিনি সুগতের অনুকরণ করিতে গিয়া মহাবিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছেন।" ইহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "দেবদত্ত যে কেবল এ জন্মেই আমার অনুক্রিয়া দ্বারা পতিত হইয়াছে তাহা নহে; পূর্ব্বেও তাহার এই দশা ঘটিয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বিদেহরাজ্যের অন্তঃপাতী মিথিলা নগরে বিদেহ নামে এক রাজা ছিলেন। বোধিসত্ত্ব তাঁহার অগ্রমহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বয়ঃপ্রাপ্তির পর তক্ষশিলায় গিয়া সর্ব্বশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লাভ করেন এবং পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন।

ঐ সময়ে এক সুবর্ণ হংস তাহার গোচরভূমিতে একটা কাকীর সহবাস করিত। তাহাতে কাকীর গর্ভে এক পুত্র জন্মিয়াছিল। ঐ শাবকটী না হইয়াছিল মাতার ন্যায়, না হইয়াছিল পিতার ন্যায়। তাহার দেহের নীলকৃষ্ণ বর্ণ দেখিয়া সকলে তাহার 'বিনীলক' এই নাম রাখিয়াছিল। হংসরাজ বার বার এই পুত্রকে দেখিতে আসিত।

হংসরাজের আরও দুইটী পুত্র ছিল; তাহারা হংসীর গর্ভে জন্মিয়াছিল। পিতাকে পুনঃ পুনঃ লোকালয়ে যাইতে দেখিয়া তাহারা একদিন জিজ্ঞাসা করিল, "পিতঃ, আপনি বার বার লোকালয়ে যান কেন?" হংসরাজ বলিল, "বৎসগণ, কোন কাকীর সহবাসে আমার একটী পুত্র জন্মিয়াছে; তাহার নাম বিনীলক, আমি তাহাকেই দেখিতে যাই।" "সে কোথায় থাকে?" "বিদেহ রাজ্যের অন্তঃপাতী মিথিলা নগরের অনতিদূরে অমুকস্থানে একটা তালবৃক্ষের অগ্রভাগে।" "পিতঃ, লোকালয়ে (আমাদের) নানাভয় ও বিপদের সম্ভাবনা। আপনি সেখানে আর যাইবেন না। আমরা গিয়া তাহাকে এখানে লইয়া আসিতেছি।"

ইহা বলিয়া হংসপোতদ্বয় পিতার নির্দ্দেশানুসারে সেখানে গেল, বিনীলককে একখানি যষ্টির উপর বসাইল এবং চঞ্চুদ্বারা দুই ভ্রাতা উহার দুই প্রান্ত ধরিয়া মিথিলা নগরের উপর দিয়া চলিল। ঐ সময়ে বিদেহরাজ সর্ব্বশ্বেত-তুরগচতুষ্টয়যুক্ত রথবরে আরোহণ করিয়া নগর প্রদক্ষিণ করিতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া বিনীলক ভাবিতে লাগিল, "বিদেহরাজে এবং আমাতে কি প্রভেদ? ইনি অশ্বচতুষ্টয়যুক্ত রথে নগর ভ্রমণ করিতেছেন, আমিও হংসযুক্ত রথে উপবেশন করিয়া যাইতেছি।" অনন্তর সে আকাশমার্গে যাইতে যাইতে নিম্নলিখিত প্রথম গাথা বলিল :—

> মিথিলা নিবাসী বিদেহ-রাজে উৎকৃষ্ট অশ্বে করে বহন;
> তেমতি আমারে যাইতেছে বহি সুবর্ণ হংস-পোতক দু'জন।

বিনীলকের কথা শুনিয়া হংস-পোতকেরা ক্রুদ্ধ হইল। তাহারা একবার ভাবিল 'এখনই ইহাকে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া যাই।' কিন্তু আবার ভাবিল, তাহা করিলে পিতা কি বলিবেন? শেষে ভর্ৎসনার ভয়ে তাহারা বিনীলককে লইয়া পিতার নিকট উপস্থিত হইল এবং পথে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল সমস্ত জানাইল। তাহাতে হংসরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "সে কি কথা, বিনীলক! তুমি কি আমার পুত্রদিগের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর যে তুমি তাহাদের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে গিয়াছিলে এবং তাহারা যেন তোমার রথবাহী অশ্ব এইরূপ মনে করিয়াছিলে? তুমি নিজের ওজন বুঝিয়া চল না! তুমি এস্থানে বিচরণ করিবার উপযুক্ত নও, নিজের মাতৃ-বাসস্থানে ফিরিয়া যাও।" এইরূপে বিনীলককে তর্জ্জন করিয়া হংসরাজ নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথা বলিল :—

> বিনীলক, তব পক্ষে এ অতি কঠোর
> স্থান, উপযুক্ত নহ থাকিতে এখানে
> কভু, যাও ত্বরাকরি গ্রামপ্রান্তে, যথা

মাতার আলয় তব ; শব মাংস আদি
খাও গিয়া সেথা যত ইচ্ছা মনে লয়।

এইরূপে বিনীলককে তর্জ্জন করিয়া হংসরাজ পুত্রদিগকে আজ্ঞা দিল, "ইহাকে মিথিলা নগরের মলস্তূপসন্নিধানে রাখিয়া আইস।" পুত্রেরা তাহাই করিল।

[সমবধান :—তখন দেবদত্ত ছিল বিনীলক, অগ্রশ্রাবকদ্বয় ছিলেন হংসপোতক দুইটী ; আনন্দ ছিলেন তাহাদের পিতা ; এবং আমি ছিলাম সেই বিদেহরাজ।]

১৬১—ইন্দ্রসমানগোত্র-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে জনৈক অবাধ্য ব্যক্তির সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্ন বস্তু নব নিপাতে গৃধ্রজাতকে (৪২৭) বলা যাইবে। শাস্তা সেই ভিক্ষুকে বলিলেন, "তুমি পূর্ব্বেও অবাধ্যতাবশতঃ পণ্ডিতদিগের বচনে কর্ণপাত না করিয়া মত্তহস্তীর পাদনিষ্পেষণে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়াছিলে।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ঋষি-প্রব্রজ্যা অবলম্বন করেন। তিনি পঞ্চশত ঋষির আচার্য্য হইয়া হিমবন্ত প্রদেশে বাস করিতেন। এই শিষ্যদিগের মধ্যে ইন্দ্রসমানগোত্র নামে এক ব্যক্তি অতি অবাধ্য ছিল। সে কোনরূপ উপদেশে কর্ণপাত করিত না।

ইন্দ্রসমানগোত্র একটা হস্তিশাবক পুষিয়াছিল। বোধিসত্ত্ব এই কথা শুনিয়া একদিন তাহাকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি একটা হস্তিপোতক পুষিয়াছ, একথা সত্য কি ?" ইন্দ্রসমানগোত্র বলিল, "হাঁ আচার্য্য, একথা মিথ্যা নহে। আমি একটা মাতৃহীন হস্তিশাবকের লালনপালন করিতেছি।" "শুনা যায় হস্তিশাবকেরা বড় হইলে পোষককে পর্য্যন্ত মারিয়া থাকে, অতএব তুমি উহাকে আর পুষিও না।" "কিন্তু, আচার্য্য, আমি যে তাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারি না।" "বেশ, না পার ত শেষে টের পাইবে।"

হস্তিশাবক ইন্দ্রসমানগোত্রের লালনপালনে ক্রমে একটা মহাকায় মাতঙ্গে পরিণত হইল। একদা ঋষিগণ বন্য ফলমূলাদি সংগ্রহ করিবার জন্য বহুদূরে গমন করিলেন এবং বহুদিন আশ্রম হইতে অনুপস্থিত রহিলেন। এদিকে দক্ষিণবায়ু বহিতে আরম্ভ করিল এবং তাহার সংস্পর্শে হস্তীটার মদস্রাব হইল। সে স্থির করিল, 'এই পর্ণশালা ধ্বংস করিব, জলের কলসী চূর্ণ বিচূর্ণ করিব, পাষাণ ফলকখানি দূরে নিক্ষেপ করিব ; শয্যাফলকখানি উৎপাটিত করিব, এই তাপসের প্রাণসংহার করিব, তাহার পর বনে চলিয়া যাইব।' এইরূপ দুরভিসন্ধি করিয়া সে বনমধ্যে একস্থানে লুক্কায়িত থাকিয়া তাপসদিগের আগমনপথ দেখিতে লাগিল।

এদিকে ইন্দ্রসমানগোত্র হস্তীর জন্য খাদ্য লইয়া সকলের অগ্রে অগ্রে যাত্রা করিল। সে হস্তীকে দেখিতে পাইয়া মনে করিল সে পূর্ব্বে যেমন ছিল এখনও তেমন আছে। কাজেই সে (নিঃশঙ্কভাবে) তাহার নিকটবর্ত্তী হইল। কিন্তু হস্তী তাহাকে দেখিবামাত্র গহনস্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল, তাহাকে শুণ্ডদ্বারা ভূতলে ফেলিল, পদাঘাতে তাহার মস্তক চূর্ণ করিয়া প্রাণনাশ করিল, বারংবার তাহার দেহ মর্দ্দিত করিল এবং ক্রৌঞ্চনাদ করিতে করিতে বনের মধ্যে চলিয়া গেল। অন্যান্য তাপসেরা গিয়া আচার্য্যকে এই সংবাদ জানাইলেন। "দুর্জ্জনদিগের সংসর্গ নিতান্ত অকর্ত্তব্য" ইহা বলিয়া বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত গাথা পাঠ করিলেন :—

হিতাহিত জ্ঞানবান্ যেই সাধুজন,
মিত্রতা দুর্জ্জনসঙ্গে করে না কখন।
অনর্থ ঘটায় দুষ্ট অগ্রে বা পশ্চাতে,
হস্তী যথা মারে ইন্দ্রে শুণ্ডের আঘাতে।

বিদ্যায়, প্রজ্ঞায় আর চরিত্রে যে জনে
তুলাকক্ষ তব ইহা বুঝিয়াছ মনে,
কর মৈত্রী তার সঙ্গে হ'য়ে নিঃসংশয়,
সাধুসঙ্গ সুখাবহ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।

বোধিসত্ত্ব এইরূপে ঋষিদিগকে শিক্ষা দিলেন যে গুরুজনের কথায় অবহেলা করা অন্যায় এবং তাঁহাদের আদেশ পালন করিয়া চলা কর্ত্তব্য। অনন্তর তিনি ইন্দ্রসমানগোত্রের সৎকার সম্পাদন করাইলেন এবং ব্রহ্মবিহার ধ্যান করিতে করিতে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইলেন।

[সমবধান:—তখন এই অবাধ্য ব্যক্তি ছিল ইন্দ্রসমানগোত্র এবং আমি ছিলাম সেই ঋষিগণ-শাস্তা।]

☞ এই জাতকের সহিত বেণুক-জাতকের (৪৩) সাদৃশ্য আছে। পঞ্চতন্ত্রের ব্রাহ্মণ ও কৃষ্ণসর্প এবং ঈষপের কৃষক ও তুষারক্লিষ্ট সর্প এই আখ্যায়িকাদ্বয়ের সঙ্গে সাদৃশ্যও বিবেচ্য।

১৬২—সংস্তব-জাতক।*

[শাস্তা জেতবনে অগ্নিহবন সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার বর্ত্তমান বস্তু ইতঃপূর্ব্বে লাঙ্গুষ্ঠ জাতকে (১৪৪) বলা হইয়াছে। অগ্নিহোত্রীদিগকে দেখিয়া একদিন ভিক্ষুগণ শাস্তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদন্ত, জটিলেরা নানা প্রকার মিথ্যা তপস্যা করে, এরূপ তপস্যার কি কোন ফল আছে?" শাস্তা উত্তর দিলেন, "ভিক্ষুগণ, এরূপ তপস্যা নিষ্ফল। পূর্ব্বকালে পণ্ডিতেরা, অগ্নিহবনে সিদ্ধিলাভ হয় এই বিশ্বাসে, বহুদিন অগ্নির পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষে যখন দেখিতে পাইয়াছিলেন যে উহাতে অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্ট নাই, তখন অগ্নি জলে নির্ব্বাপিত এবং যষ্টি প্রভৃতি দ্বারা নিষ্পেষিত করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, আর কখনও অগ্নির দিকে ফিরিয়াও চান নাই।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মাতাপিতা তদীয় প্রগলভাগ্নি * সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। বোধিসত্ত্বের বয়স্ যখন ষোল বৎসর, তখন তাঁহার মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, তুমি প্রগলভাগ্নি লইয়া বনগমনপূর্ব্বক সেখানে অগ্নির পরিচর্য্যা করিবে, না বেদাধ্যয়নের পর পরিজনসহ সংসারধর্ম্ম পালন করিবে?" বোধিসত্ত্ব উত্তর দিলেন, "গৃহবাসে আমার প্রবৃত্তি নাই; আমি অরণ্যে গিয়া অগ্নির পরিচর্য্যা দ্বারা ব্রহ্মলোকপরায়ণ হইব।" অনন্তর তিনি প্রগলভাগ্নি লইয়া মাতাপিতার চরণ বন্দনাপূর্ব্বক অরণ্যে প্রবেশ করিলেন এবং সেখানে পর্ণকুটীরে অবস্থান করিয়া অগ্নির পরিচর্য্যায় নিরত হইলেন।

একদিন বোধিসত্ত্ব নিমন্ত্রণে গিয়া ঘৃতমিশ্রিত পায়সান্ন প্রাপ্ত হইলেন। তখন তাঁহার ইচ্ছা হইল এই পায়স দ্বারা মহাব্রহ্মের তৃপ্তিসাধনার্থ যজ্ঞ করা যাউক। তিনি পায়স লইয়া আশ্রমে ফিরিলেন, সেখানে অগ্নি জ্বালিলেন এবং "অগ্নিং তাবৎ ভগবন্তং সর্পির্যুক্তং পায়সং পায়য়ামি"। এই মন্ত্র দ্বারা উহা আহুতি দিলেন। ঐ পায়সে প্রচুর ঘৃত মিশ্রিত ছিল, কাজেই ইহা অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র অত্যুগ্র শিখা নির্গত হইয়া পর্ণশালা দগ্ধ করিল। বোধিসত্ত্ব ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া বাহিরে পলাইয়া গেলেন এবং সেখানে বসিয়া বলিতে লাগিলেন, "দুর্জনের সহিত সংসর্গ

---

* সংস্তব = বন্ধুত্ব।

বাধা অকর্ত্তব্য; দেখ, অগ্নি আমার অতিকষ্টে নির্ম্মিত পর্ণশালাখানি নষ্ট করিয়া ফেলিল।" অনন্তর তিনি এই গাথা বলিলেন :—

দুর্জনসংসর্গ তুল্য বিপত্তি-আকর
অন্য কিছু নাই দেখি সংসার ভিতর।
ঘৃতযুক্ত পরমান্নে হ'যে সন্তর্পিত
অগ্নি দেখ কত মোর করিল অহিত।
বহুকষ্টে পর্ণশালা করিনু নির্ম্মাণ,
দহিলেক অগ্নি তাহা ঘৃত করি পান।

অনন্তর "তোমার মত মিত্রদ্রোহীতে আমার কোন প্রয়োজন নাই" এই বলিয়া বোধিসত্ত্ব জল দ্বারা অগ্নি নির্ব্বাণ করিলেন, বৃক্ষশাখাদ্বারা অঙ্গারগুলি চূর্ণ বিচূর্ণ করিলেন এবং হিমাচলের অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক দেখিতে পাইলেন, এক শ্যামা মৃগী, এক সিংহ, এক ব্যাঘ্র ও এক দ্বীপী পরস্পরের মুখাবলেহন করিতেছে। তখন তাঁহার মনে হইল সৎপুরুষের সহিত বন্ধুত্ব অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কোন বন্ধুত্ব নাই। তিনি নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথাটীতে এই ভাব ব্যক্ত করিলেন :—

সকল বন্ধুত্ব হ'তে শ্রেষ্ঠ বলি তারে,
সৎপুরুষ-সঙ্গ যাহা সংসার মাঝারে।
সিংহ, ব্যাঘ্র দ্বীপী হিংস্র, তবু এই তিনে
বেন্ধেছে শ্যামারে কিবা মিত্রতা বন্ধনে।
তাই সে নিঃশঙ্কভাবে করিছে লেহন
স্বভাব-নিষ্ঠুর এই তিনের বদন।

অতঃপর বোধিসত্ত্ব হিমালয়ের অভ্যন্তরে অবস্থিতি করিয়া ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন এবং অভিজ্ঞা ও সমাপত্তি প্রাপ্ত হইয়া জীবনাবসানে ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করিলেন।

[সমবধান—তখন আমি ছিলাম সেই তাপস।]

১৬৩—সুসীম-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে ছন্দক দান * সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। শ্রাবস্তী নগরে কখনও এক একটী পরিবার কোন দিন বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে, কোন দিন বা তীর্থিকদিগকে নানাবিধ দ্রব্য দান করিতেন। কখনও বহু নগরবাসী সম্মিলিত হইয়া দান করিতেন, কখনও কোন রাজপথের পার্শ্ববর্ত্তী অধিবাসীরা এই উদ্দেশ্যে একত্র হইতেন, কখনও বা নগরের সমস্ত অধিবাসী এক সঙ্গে চাঁদা তুলিয়া দানের ব্যবস্থা করিতেন। যে সময়ের কথা হইতেছে তখন সমস্ত নগরবাসীই একত্র হইয়া চাঁদা তুলিয়াছিলেন এবং দানের জন্য নানারূপ দ্রব্য সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু শেষে তাঁহারা দুই দলে বিভক্ত হইলেন। এক দলের লোকে বলিতে লাগিলেন 'সমস্ত দ্রব্য তীর্থিকদিগকে দিব', অপর দলের লোকে বলিতে লাগিলেন, 'বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে দিব।' এইরূপে পুনঃপুন বাদানুবাদ হইতে লাগিল, কিন্তু সঞ্চিত দ্রব্য সমস্ত তীর্থিকদিগকে দেওয়া হইবে, অথবা বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে দেওয়া হইবে ইহার কিছুই মীমাংসা হইল না। তাহা দেখিয়া শেষে স্থির হইল যে "সংবহুল" † করা যাউক।

অতঃপর সর্ব্বসাধারণের মত লইয়া দেখা গেল বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে দান করাই অধিক লোকের ইচ্ছা। তদনুসারে বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে সংবাদ প্রেরিত হইল, তীর্থিক-শ্রাবকেরা বৌদ্ধদিগকে দাতব্য দানের অন্তরায় হইতে পারিল না।

---

* ছন্দক, ইচ্ছাপূর্ব্বক যাহা দেয়, অর্থাৎ চাঁদা। সম্ভবতঃ 'ছন্দক' হইতেই 'চাঁদা'র উৎপত্তি হইয়াছে। এইরূপ দান করা সম্বন্ধে ১০৯ম ও ২২১ম জাতকের প্রত্যুৎপন্ন বস্তু দ্রষ্টব্য।

† 'সংবহুল', 'সংবহুলিক' বলিলে সমস্ত লোকের মতামতগ্রহণ করা বুঝায়। সংবহুলং করিস্সাম= we shall put it to the vote. (তুঃ 'যেভুয্যসিকা')।

শ্রাবস্তীবাসীরা বুদ্ধপ্রমুখ সঙ্ঘকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাদিগকে প্রচুর দান করিলেন। সপ্তাহকাল এই দান চলিল। সপ্তম দিনে দানক্রিয়া সমাপ্ত হইলে শাস্তা যথারীতি অনুমোদন করিয়া সমবেত জনসমূহকে মার্গফল বুঝাইয়া দিলেন এবং জেতবন-বিহারে প্রতিগমন পূর্ব্বক গন্ধকুটীরাভিমুখে চলিলেন। ভিক্ষুসঙ্ঘ তাঁহাকে পথ দেখাইয়া অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিল। শাস্তা গন্ধকুটীরের দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া সুগতোচিত উপদেশ প্রদানানন্তর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন।

সায়াহ্নে ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "দেখ, তীর্থিক শ্রাবকেরা বৌদ্ধদিগকে দাতব্য দানের ব্যাঘাত ঘটাইতে কত চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিল না; সমস্ত দাতব্য বস্তুই বৌদ্ধদিগের পাদমূলে আসিয়া পড়িল। অহো! বুদ্ধদেবের কি অপূর্ব্ব শক্তি!" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং প্রশ্নদ্বারা তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিয়া বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বকালেও তীর্থিকেরা আমার প্রাপ্যে ব্যাঘাত ঘটাইতে চেষ্টার ত্রুটি করে নাই, কিন্তু দাতব্য বস্তুসমূহ আমারই পাদমূলে আসিয়া পড়িয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীতে সুসীম নামে এক রাজা ছিলেন। বোধিসত্ত্ব তাঁহার পুরোহিত-পত্নীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে পিতৃবিয়োগ ঘটে। বোধি-সত্ত্বের পিতা জীবদ্দশায় রাজার হস্তিমঙ্গলকারক ছিলেন।* মঙ্গলকরণ স্থানে যে সমস্ত উপকরণ আনীত হইত এবং হস্তীদিগকে যে সমস্ত আভরণ প্রদত্ত হইত, সেগুলি তাঁহার প্রাপ্য ছিল। এইরূপে এক একটী মঙ্গলকার্য্যে তিনি কোটি কোটি মুদ্রা উপার্জ্জন করিতেন।

যে সময়ের কথা হইতেছে তখন হস্তিমঙ্গল যোগ হইয়াছিল। বোধিসত্ত্ব ব্যতীত বারাণসীর যাবতীয় ব্রাহ্মণ রাজসমীপে গিয়া বলিলেন, "মহারাজ, হস্তিমঙ্গল যোগ উপস্থিত হইয়াছে; অতএব আপনি মঙ্গলোৎসব সম্পাদন করুন। আপনার পুরোহিত-পুত্র নিতান্ত বালক, সে তিন বেদ ও হস্তিসূত্র† জানে না; অতএব এবার আমরাই মঙ্গলকার্য্য নির্ব্বাহ করিব। ইহা শুনিয়া রাজা উত্তর দিলেন, "বেশ, তাহাই হইবে।" 'পুরোহিত-পুত্রকে মঙ্গলকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে দিলাম না; আমরাই উহা নির্ব্বাহ করিয়া প্রচুর ধন লাভ করিব' ইহা ভাবিয়া ব্রাহ্মণেরা অতীব আহ্লাদিত হইয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন।

বোধিসত্ত্বের মাতা শুনিতে পাইলেন তিন দিন পরে হস্তিমঙ্গলোৎসব হইবে। তিনি ভাবিলেন, 'সাত পুরুষ পর্য্যন্ত মঙ্গল কার্য্যের সম্পাদন-ভার আমাদের কুলগত ছিল। এখন দেখিতেছি বংশের গৌরব বিলুপ্ত হইল, ক্রমে ধনক্ষয়ও হইবে।' এই দুঃখে তিনি ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসিলেন, "মা, তুমি কান্দিতেছ কেন?" অনন্তর মাতার মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া তিনি বলিলেন, "মা, আমিই হস্তিমঙ্গলকার্য্য সম্পাদন করিব।" "বাবা, তুমি ত তিন বেদ ও হস্তিসূত্র জান না। তুমি কিরূপে এ কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে?" "হস্তিমঙ্গলকার্য্য কবে হইবে, মা?" "আজ হইতে তিন দিন পরে।" "তিন বেদ কণ্ঠস্থ করিয়াছেন এবং হস্তিসূত্র জানেন এমন আচার্য্য কোথায় থাকেন মা?" "বাবা, এরূপ একজন সুবিখ্যাত আচার্য্য গান্ধাররাজ্যে তক্ষশিলা নগরে বাস করেন, কিন্তু ঐ স্থান এখান হইতে দুই হাজার যোজন দূর।" "তা যাহাই হউক, মা, কিছুতেই আমাদের বংশগৌরব নষ্ট হইতে দিব না। আমি কল্য এক দিনেই তক্ষশিলায় যাইব, এক রাত্রির মধ্যে তিন বেদ ও

---

* হস্তিমঙ্গল—গজোৎসববিশেষ; ইহাতে সুশোভিত হস্তিসমূহের শোভাযাত্রা বাহির হইত। হস্তিসূত্র-বিশারদ ব্রাহ্মণেরা ইহার তত্ত্বাবধান করিতেন।

† হস্তিসূত্র—গজশাস্ত্র। রঘুবংশে (৬ষ্ঠ সর্গ, ২৭শ শ্লোক) অঙ্গরাজ "বিনীতনাগঃ কিল সূত্রকারৈঃ" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। মল্লিনাথের ব্যাখ্যায় 'সূত্রকারৈঃ=গজশাস্ত্রকৃদ্ভিঃ পালকাদিভির্মহর্ষিভিঃ'।

হস্তিসূত্র কণ্ঠস্থ করিয়া পরদিন এখানে ফিরিব এবং চতুর্থ দিবসে মঙ্গলকার্য্য সম্পাদন করিব। কোন চিন্তা নাই, তুমি আর চোখের জল ফেলিও না।"

মাতাকে এইরূপ আশ্বাস দিয়া বোধিসত্ত্ব পরদিন প্রত্যূষেই আহার শেষ করিয়া একাকী যাত্রা করিলেন; এক দিনেই তক্ষশিলায় উপনীত হইয়া সেই আচার্য্যের চরণ বন্দনা করিলেন এবং একান্তে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহার আদেশ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। আচার্য্য জিজ্ঞাসিলেন, "বৎস, তুমি কোথা হইতে আসিতেছ?" বোধিসত্ত্ব উত্তর দিলেন, "প্রভু, আমি বারাণসী হইতে আসিতেছি।" "কি নিমিত্ত আসিয়াছ?" "আপনার নিকট বেদত্রয় ও হস্তি-সূত্র কণ্ঠস্থ করিতে।" "বেশ, বৎস, কণ্ঠস্থ করিতে আরম্ভ কর।" "কিন্তু, প্রভু, আমার বিলম্ব করিলে চলিবে না।" অনন্তর তিনি আচার্য্যের নিকট সমস্ত ব্যাপার নিবেদন করিয়া বলিলেন, "আমি এক দিনেই দ্বি-সহস্র যোজন চলিয়া আসিয়াছি; অদ্য রাত্রিকালটা দয়া করিয়া আমার শিক্ষার্থ নিয়োজিত করুন। আর দুই দিন পরেই হস্তিমঙ্গল কার্য্য হইবে। একবার পাঠ দিলেই আমি সমস্ত কণ্ঠস্থ করিতে পারিব।"

এইরূপ বলিয়া বোধিসত্ত্ব আচার্য্যের সম্মতি গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহার পাদপ্রক্ষালন পূর্ব্বক দক্ষিণার্থ সহস্র-মুদ্রা-পূর্ণ একটী থলি * রাখিয়া দিলেন। অনন্তর তিনি আচার্য্যকে প্রণাম করিয়া এক পার্শ্বে উপবেশন করিলেন, প্রণিধানের সহিত পাঠগ্রহণে প্রবৃত্ত হইলেন এবং অরুণোদয় হইতে না হইতেই বেদত্রয় ও হস্তিসূত্রসমূহ আয়ত্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "গুরুদেব আমার আর কিছু শিক্ষণীয় আছে কি?" আচার্য্য কহিলেন, "না বৎস, তুমি সমস্তই শিক্ষা করিয়াছ।" "অমুক গ্রন্থে অমুক শ্লোকটী পূর্ব্বে না বলিয়া পরে বলা হইয়াছে, অমুক শ্লোকটী আদৌ আবৃত্তি করা হয় নাই; ভবিষ্যতে শিষ্যদিগকে এই এই ভাবে শিক্ষা দিবেন," ইত্যাদি বলিয়া বোধিসত্ত্ব আচার্য্যের ত্রুটি সংশোধন করিয়া দিলেন, এবং প্রাতঃকালেই আহার শেষ করিয়া তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি এক দিনের মধ্যে বারাণসীতে প্রতিগমন করিয়া মাতার চরণ বন্দনা করিলেন। তাঁহার মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, তুমি ঈপ্সিত বিদ্যা কণ্ঠস্থ করিতে পারিয়াছ কি?" বোধিসত্ত্ব উত্তর দিলেন, "হাঁ, মা।" ইহা শুনিয়া তাঁহার মাতা পরম পরিতোষ লাভ করিলেন।

পরদিন হস্তিমঙ্গলোৎসবের আয়োজন হইল। একশত হস্তী সুবর্ণালঙ্কারে, সুবর্ণধ্বজে, সুবর্ণজালে সুসজ্জিত হইল এবং রাজপ্রাঙ্গণ পতাকাপুষ্পমালাদিতে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। "আজ আমরাই হস্তিমঙ্গলোৎসব সম্পাদন করিব" এই বিশ্বাসে ব্রাহ্মণেরা উৎকৃষ্ট বেশ ধারণ করিয়া উৎসবক্ষেত্রে সমবেত হইলেন। মহারাজ সুসীমও সর্ব্ববিধ অলঙ্কারে বিভূষিত হইয়া আভরণভাণ্ডসহ সেখানে উপনীত হইলেন।

এদিকে বোধিসত্ত্বও রাজকুমারের ন্যায় পরিচ্ছদ পরিধানপূর্ব্বক নিজের অনুচরদিগকে সঙ্গে লইয়া রাজার সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ সত্য সত্যই কি আপনি আমার বংশগত বৃত্তি বিলুপ্ত করিয়া অন্য ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা মঙ্গলকার্য্য সম্পন্ন করাইতে এবং তদুপলক্ষ্যে যে সকল উপকরণ ব্যবহৃত হইবে সে সমস্ত তাঁহাদিগকে দিতে অভিপ্রায় করিয়াছেন?" এই প্রশ্ন করিবার সময় বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত গাথাটী বলিলেন :—

শ্বেত দন্ত কৃষ্ণকায়, অপরূপ শোভা পায়,
মণ্ডিত সুবর্ণজালে শতাধিক করী;
অন্য বিপ্রে এ সকল, দিবে কি? সুসীম, বল;
কুলপ্রথা আমাদের দেখত বিচারি।

---

* পালি 'থবিকা'; সংস্কৃত স্থবি বা স্থবিকা।

বোধিসত্ত্বের কথা শুনিয়া মহারাজ সুসীম নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :—

শ্বেতদন্ত কৃষ্ণকায়, অপরূপ শোভা গায়,
মণ্ডিত সুবর্ণ-জালে শতাধিক করী।
অগ্য বিপ্রে সমুদয়, দিব আমি নিঃসংশয়,
কুলপ্রথা, মাণবক, যদিও বিচারি।

তখন বোধিসত্ত্ব আবার বলিলেন, "মহারাজ, আপনি আমাদের উভয়েরই কুলক্রমাগত রীতি জানিতেছেন; অথচ আমাকে ত্যাগ করিয়া হস্তিমঙ্গল কার্য্য করাইবেন!" রাজা বলিলেন, "আমি শুনিয়াছি তুমি বেদত্রয় ও হস্তিসূত্রগুলি জান না; সেই জন্যই অপর ব্রাহ্মণ দ্বারা এই উৎসব সম্পাদন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।" ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব সিংহনাদে বলিলেন, "আচ্ছা মহারাজ, এই যে এখানে এত ব্রাহ্মণ উপস্থিত আছেন, ইঁহাদের মধ্যে যে কেহ, বেদত্রয় ও হস্তিসূত্রসমূহের একাংশও আবৃত্তি করিতে আমার সঙ্গে প্রতিযোগক্ষম, তাঁহাকে উঠিতে বলুন। ইঁহাদের কথা দূরে থাকুক, সমস্ত জম্বুদ্বীপেও আমা ব্যতীত এমন কেহ নাই যিনি বেদত্রয় ও হস্তিসূত্রসমূহের সাহায্যে এই মঙ্গলকার্য্য সম্পাদন করিতে পারেন।" সমবেত ব্রাহ্মণমণ্ডলীর একপ্রাণীও বোধিসত্ত্বের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইতে সাহস করিলেন না। কাজেই বোধিসত্ত্ব নিজের বংশগত অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিলেন এবং মঙ্গলকার্য্য সম্পাদনানন্তর প্রচুর ধনলাভ করিয়া গৃহে ফিরিয়া গেলেন।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া কেহ কেহ স্রোতাপন্ন, কেহ কেহ সকৃদাগামী, কেহ কেহ অনাগামী, কেহ কেহ বা অর্হৎ পর্য্যায় হইলেন।]

[সমবধান—তখন মহামায়া ছিলেন সেই ব্রাহ্মণী, শুদ্ধোদন ছিলেন বোধিসত্ত্বের জনক, আনন্দ ছিলেন রাজা সুসীম, সারিপুত্র ছিলেন সেই সুবিখ্যাত আচার্য্য এবং আমি ছিলাম সেই মাণবক।]

১৬৪—গৃধ্র-জাতক।

[জেতবনের এক ভিক্ষু তাঁহার মাতার ভরণপোষণ করিতেন। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া শাস্তা এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্ন বস্তু শ্যামজাতকে (৫৩২) সবিস্তর বর্ণিত হইবে। শাস্তা ঐ ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি প্রকৃতই গৃহীদিগকে পোষণ করিতেছ?" ভিক্ষু উত্তর দিলেন, "হাঁ ভদন্ত, একথা মিথ্যা নহে।" "যাঁহাদিগকে পোষণ কর, তাঁহাদের সহিত তোমার কি সম্পর্ক?" "তাঁহারা আমার মাতা ও পিতা"। ইহা শুনিয়া শাস্তা "সাধু, সাধু" বলিয়া ঐ ব্যক্তিকে সাধুবাদ দিলেন এবং অপর ভিক্ষুদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তোমরা ইহার উপর রাগ করিও না। পুরাকালে পণ্ডিতেরা নিঃসম্পর্কীয়দিগেরও সাহায্য করিয়াছিলেন, ঐ ব্যক্তি ত নিজের মাতাপিতার ভরণপোষণ করিতেছে।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব গৃধ্রপর্ব্বতে গৃধ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে তাঁহার মাতাপিতার ভরণপোষণ করিতে হইত।

একবার একদিন খুব ঝড়বৃষ্টি হইয়াছিল। শকুনেরা ঝড়বৃষ্টি সহ্য করিতে অশক্ত হইল। তাহারা শীতে অবসন্ন হইয়া বারাণসী নগরে উড়িয়া গেল এবং সেখানে প্রাকার ও পরিখার নিকট পড়িয়া কাঁপিতে লাগিল। সেই সময়ে বারাণসীশ্রেষ্ঠী স্নানার্থ নগরের বাহিরে যাইতেছিলেন। তিনি শকুনদিগের দুর্দ্দশা দেখিয়া তাহাদের সেবার জন্য এক শুষ্ক স্থানে আগুন জ্বালাইলেন, ভাগাড়ে* লোক পাঠাইয়া গোমাংস আনাইয়া তাহাদিগকে খাইতে দিলেন এবং তাহাদিগের রক্ষাবিধানার্থ লোক নিয়োজিত করিয়া গেলেন।

---

* মূলে "গো-সুসান" এই শব্দ আছে।

ঝড়বৃষ্টি থামিলে শকুনেরা শরীরে আবার বল পাইল এবং পর্ব্বতে ফিরিয়া গেল। সেখানে সমবেত হইয়া তাহারা পরামর্শ করিল, "বারাণসীশ্রেষ্ঠী আমাদের বড় উপকার করিয়াছেন। শাস্ত্রে বলে, উপকারীর প্রত্যুপকার করা কর্ত্তব্য, অতএব এখন হইতে আমরা কেহ কোন বস্ত্র বা আভরণ পাইলে তাহা লইয়া বারাণসীশ্রেষ্ঠীর খোলা উঠানে * ফেলিয়া দিব।"

ঐ দিন হইতে লোকে কোথাও রৌদ্রে বস্ত্র শুকাইতে দিয়া বা আভরণ খুলিয়া রাখিয়া অন্যমনস্ক হইয়াছে দেখিলেই শকুনেরা, বাজপাখীতে যেমন ছোঁ মারিয়া মাংস লইয়া যায়, সেইমত সে সমস্ত নিমেষের মধ্যে লইয়া যাইত এবং শ্রেষ্ঠীব উঠানে ফেলিয়া দিত। শকুনেবা ফেলিয়া দিয়াছে জানিয়া শ্রেষ্ঠী সেগুলি পৃথক্ করিয়া রাখাইতেন।

ক্রমে রাজাব কর্ণগোচর হইল যে শকুনেরা নগর লুঠ করিতেছে। তিনি আদেশ দিলেন, "একটা শকুন ধর। তাহা করিলেই আমি যাহার যে দ্রব্য হারাইয়াছে সমস্ত আনাইয়া দিব।" ইহা শুনিয়া লোকে নানাস্থানে ফাঁদ ও জাল পাতিল। মাতৃপোষক বোধিসত্ত্ব ইহার একটায় আবদ্ধ হইলেন। লোকে তাঁহাকে ধরিয়া বলিল, "চল, ইহাকে রাজার নিকট লইয়া যাই"। এই সময়ে বারাণসীশ্রেষ্ঠী রাজার সহিত দেখা করিতে যাইতেছিলেন। তিনি দেখিলেন লোকে শকুনটীকে ধরিয়া রাজার নিকট লইয়া যাইতেছে। পাছে, তাহারা উহাব প্রাণবধ করে এই আশঙ্কায় তিনি তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

বোধিসত্ত্ব রাজসমীপে আনীত হইলে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমিই না নগর হইতে বস্ত্র ও আভরণ লুণ্ঠন করিতেছ?" বোধিসত্ত্ব উত্তর দিলেন, "হাঁ মহারাজ!" "ঐ সকল দ্রব্য কাহাকে দিতেছ?" "বারাণসী-শ্রেষ্ঠীকে দিতেছি।" "তাঁহাকে দিবার কারণ কি?" "তিনি আমাদেব প্রাণরক্ষা করিয়াছেন; উপকারীর প্রত্যুপকার অবশ্যকর্ত্তব্য; সেইজন্য দিতেছি।" "গৃধ্রেবা নাকি একশত যোজন দূর হইতেও শব দেখিতে পায়; অথচ তোমাকে ধরিবার জন্য যে ফাঁদ পাতা হইয়াছিল তাহা তুমি দেখিতে পাইলে না, ইহার কারণ কি?" এই কথা বলিয়া রাজা নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটী পাঠ করিলেন :—

> শতেক যোজন দূরে শব যদি থাকে,
> তবু নাকি পারে গৃধ্র দেখিতে তাহাকে।
> কি মোহে পড়িলে পাশে, বুঝিতে না পারি,
> বিস্তৃত আছিল যাহা নিকটে তোমারি।†

রাজার কথা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথাটী বলিলেন :—

> মরণ আসন্ন যবে, শিয়রে শমন,
> নয়ন থাকিতে অন্ধ হয় জীবগণ।
> রয়েছে সম্মুখে কত জাল আর পাশ,
> তবু না দেখিতে পায় নিয়তির দাস।

বোধিসত্ত্বের কথা শুনিয়া বাজা শ্রেষ্ঠীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশ্রেষ্ঠিন্! শকুনেরা আপনার গৃহে বস্ত্রাদি আনয়ন করে একথা সত্য কি?" শ্রেষ্ঠী উত্তর দিলেন, "হাঁ মহাবাজ! একথা সত্য।" "সে সব কোথায়?" "মহাবাজ! আমি সে সমুদয় পৃথক্ কবিয়া বাখিয়া দিয়াছি। যাহার যে দ্রব্য, তাহাকে তাহা প্রত্যর্পণ কবিব। আপনি দয়া করিয়া এই শকুনকে মুক্তি দিন।" অনন্তর গৃধ্রের মুক্তি লাভ করাইয়া মহাশ্রেষ্ঠী, যাহার যে দ্রব্য অপহৃত হইয়াছিল, তাহাকে তাহা ফিবাইয়া দিলেন।

---

* মূলে "আকাসঙ্গণ" এই শব্দ আছে।

† যোঽধিকাৎ যোজনশতাৎ পশ্যতীহামিষং খগ
সএব প্রাপ্তকালস্তু পাশবন্ধং ন পশ্যতি।—হিতোপদেশ।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশনা করিয়া শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই মাতৃপোষক ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন সেই রাজা, সারিপুত্র ছিলেন সেই বারাণসীশ্রেষ্ঠী, এবং আমি ছিলাম সেই মাতৃপোষক গৃধ্র।]

১৬৫—নকুল-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে একই সম্প্রদায়ভুক্ত লোকের বিরোধ-সম্বন্ধে * এই কথা বলিয়াছিলেন। ইতঃপূর্ব্বে উরগজাতকে (১৫৪) যে প্রত্যুৎপন্ন বস্তু বিবৃত হইয়াছে ইহার প্রত্যুৎপন্ন বস্তুও তৎসদৃশ। এসময়েও শাস্তা পূর্ব্ববৎ বলিয়াছিলেন, "ভিক্ষুগণ, আমি যে কেবল এবারই এই মহামাত্রদ্বয়ের মধ্যে সৌহার্দ্দ স্থাপন করিলাম তাহা নহে; পূর্ব্বেও আমি ইঁহাদের বিবাদ ভঞ্জন করিয়াছিলাম।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব কোন গ্রামে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি তক্ষশিলায় গিয়া সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং তদনন্তর গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া অভিজ্ঞা ও সমাপত্তি প্রাপ্ত হন। তিনি হিমবন্ত প্রদেশে বাস করিতেন এবং উঞ্ছশিল দ্বারা বন্য ফল মূল আহার করিতেন।

বোধিসত্ত্বের পাদচারণ-পথের একপ্রান্তে একটা বল্মীক ছিল; তাহার মধ্যে এক নকুল থাকিত, এবং উহারই নিকটে বৃক্ষের মূলে একটা সর্প অবস্থিতি করিত। এই অহি ও নকুলের মধ্যে নিয়ত কলহ হইত। ইহা দেখিয়া বোধিসত্ত্ব তাহাদিগকে কলহের অপকারিতা এবং মৈত্রীর উপকারিতা বুঝাইতে লাগিলেন। তিনি বলিতেন, "তোমরা কলহ না করিয়া পরস্পর সৌহার্দ্দের সহিত বাস কর।" এইরূপ উপদেশ পাইয়া তাহারা বৈরভাব পরিহার করিল।

একদিন সর্প বাহিরে চরিতে গিয়াছে এমন সময় নকুল পাদচারণ-পথপ্রান্তবর্ত্তী বল্মীক-বিবরের ভিতর দিয়া মস্তক উত্তোলন পূর্ব্বক নিদ্রিত হইল এবং মুখব্যাদান-পূর্ব্বক নিঃশ্বাস প্রশ্বাস চালাইতে লাগিল। বোধিসত্ত্ব তাহাকে সেই অবস্থায় নিদ্রা যাইতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন তুমি কিসের ভয় কর।" ইহা বলিয়া তিনি নিম্নলিখিত প্রথম গাথা পাঠ করিলেন :—

> জরায়ুজ, একি তব হেরি ব্যবহার?
> বিকাশি সুতীক্ষ্ণ দন্ত নিদ্রা কেন আর?
> অণ্ডজ যে শত্রু, তারে সন্ধির বন্ধনে
> বান্ধিয়া এখন তব ভয় কিবা মনে?

বোধিসত্ত্বের এই প্রশ্ন শুনিয়া নকুল বলিল, "আর্য্য, যে পূর্ব্বে শত্রু ছিল, তাহাকে কখনও উপেক্ষা করিতে নাই, সর্ব্বদাই তাহার নিকট হইতে অনিষ্টের আশঙ্কা করা উচিত।" অনন্তর সে নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথাটী বলিল :—

> অমিত্র যেজন সেই শঙ্কার ভাজন;
> মিত্রেও বিশ্বাস নাহি করিবে স্থাপন।
> যা' হতে নাহিক ভয় জান তুমি সুনিশ্চয়,
> সে যদি কখন হয় ভয়ের কারণ।
> সমূলে হইবে তব বিনাশ-সাধন।†

---

* মূলে 'সেণিভণ্ডনং' এই পদ আছে। একই ব্যবসায়ের লোক একটী শ্রেণী (guild.)

† শত্রুণা নহি সন্দধ্যাৎ সুশ্লিষ্টেনাপি সন্ধিনা,
সুতপ্তমপি পানীয়ং শময়ত্যেব পাবকম্।—হিতোপদেশ।

তখন বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "না হে, তোমার কোন ভয় নাই, আমি যে ব্যবস্থা করিয়াছি, তাহাতে সর্প কখনও তোমার অনিষ্ট করিবে না। তুমি এখন তাহা হইতে কোন আশঙ্কা করিও না।" নকুলকে এইরূপ উপদেশ দিবার পর বোধিসত্ত্ব ব্রহ্মবিহারচতুষ্টয় ভাবনা করিয়া ব্রহ্মলোকবাসের উপযুক্ত হইলেন, সর্প ও নকুলও কালক্রমে কর্ম্মানুরূপ গতি প্রাপ্ত হইল।

[সমবধান—তখন এই মহামাত্র দুইজন ছিলেন সেই সর্প ও নকুল এবং আমি ছিলাম সেই তাপস।]

১৬৬—উপসাঢ়-জাতক।

[উপসাঢ় নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। কোন্ শ্মশান পবিত্র, কোন্ শ্মশান অপবিত্র ইহা লইয়া তিনি বড় মাথা ঘামাইতেন।* তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া শাস্তা জেতবনে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি অতীব সম্পত্তিপন্ন ও মহাবিভবশালী, কিন্তু নিতান্ত পাষণ্ড ছিলেন, সেইজন্য বিহারের পুরোভাগে বাস করিয়াও তিনি কখনও বৌদ্ধদিগের প্রতি দয়ামায়া দেখাইতেন না। ইঁহার পুত্র কিন্তু পণ্ডিত ও জ্ঞানবান্ ছিলেন।

ব্রাহ্মণের যখন বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইল, তখন একদিন তিনি পুত্রকে বলিলেন, "দেখ বৎস, যে শ্মশানে কোন বৃষলের † শব দগ্ধ করা হইয়াছে, সেখানে যেন আমার সৎকার করা না হয়। তুমি কোন অনুচ্ছিষ্ট শ্মশানে আমার শবদাহ করিও।" ব্রাহ্মণের পুত্র বলিলেন, "পিতঃ, কোন্ স্থান যে আপনার শবদাহের উপযুক্ত, তাহা আমি জানি না, এইজন্য প্রার্থনা করিতেছি, আপনি আমাকে সঙ্গে লইয়া দেখাইয়া দিন কোন্ স্থানে আপনার সৎকার হইবে।" "বেশ বৎস, তাহাই করিতেছি" বলিয়া ব্রাহ্মণ পুত্রকে সঙ্গে লইয়া নগরের বাহিরে গেলেন এবং গৃধ্রকূটের শিখরে আরোহণপূর্ব্বক একটী স্থান দেখাইয়া বলিলেন, "এই স্থানে কোন বৃষলের শবদাহ করা হয় নাই; এইখানেই আমার সৎকার করিও।" অনন্তর তিনি পুত্রের সহিত পর্ব্বত হইতে অবতরণ আরম্ভ করিলেন।

ঐ দিন প্রত্যূষে শাস্তা তাঁহার বন্ধুবান্ধবদিগের মধ্যে কে কে বৌদ্ধশাসনে প্রবেশ করিবার উপযুক্ত হইয়াছে, জ্ঞান-নেত্রে ইহা অবলোকন করিবার সময় দেখিতে পাইয়াছিলেন যে ঐ ব্রাহ্মণ ও তাঁহার পুত্রের স্রোতাপত্তিমার্গপ্রাপ্তির সময় উপস্থিত হইয়াছে। এইজন্য তিনি উক্ত ব্রাহ্মণদ্বয়ের পথ অনুসরণপূর্ব্বক, ব্যাধ যেমন মৃগের জন্য বসিয়া থাকে সেইভাবে, গৃধ্রকূটের পাদদেশে বসিয়া রহিলেন এবং শিখরদেশ হইতে তাঁহাদের অবতরণ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

ব্রাহ্মণ ও তাঁহার পুত্র পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া শাস্তাকে দেখিতে পাইলেন। শাস্তা অভিবাদনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় যাইবেন, ঠাকুর?" ব্রাহ্মণকুমার শাস্তার নিকট নিজেদের উদ্দেশ্য নিবেদন করিলেন। তাহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "তবে আমার সঙ্গে এস, তোমার পিতা যে স্থান দেখাইয়াছেন, আমি সেখানে যাইব।" তিনি পিতাপুত্র উভয়কেই সঙ্গে লইয়া পর্ব্বতশিখরে আরোহণ করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে স্থান কোথায়?" ব্রাহ্মণকুমার বলিলেন, "ভদন্ত, এই যে তিনটী পর্ব্বতের মধ্যে ভূখণ্ড রহিয়াছে, পিতা এই স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন।" শাস্তা বলিলেন, "মাণবক, তোমার পিতা যে কেবল এজন্মেই শ্মশানশুদ্ধিক তাহা নহে, পূর্ব্বেও ইনি এইরূপ ছিলেন, আর ইনি যে কেবল এবারই বলিয়াছেন, আমাকে এখানে দাহন করিও, তাহা নহে, পূর্ব্বেও নিজের সৎকারার্থ এই স্থানই প্রদর্শন করিয়াছিলেন।" অনন্তর ব্রাহ্মণকুমারের প্রার্থনানুসারে তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে এই ব্রাহ্মণই উপসাঢ় নাম গ্রহণপূর্ব্বক এই রাজগৃহ নগরে বাস করিতেন এবং এই মাণবকই তাঁহার পুত্র ছিল। তখন বোধিসত্ত্ব মগধরাজ্যে কোন ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া সর্ব্ববিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন এবং ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল হিমবন্তপ্রদেশে ধ্যানসুখে নিমগ্ন ছিলেন,

---

* মূলে 'সুসানসুদ্ধিক' এই বিশেষণ পদ আছে।

† শূদ্র, অন্ত্যজ জাতি।

শেষে লবণ ও অম্ল সেবনের জন্য (হিমালয় ত্যাগ করিয়া) গৃধ্রকূটে এক পর্ণশালায় অবস্থিতি করিয়াছিলেন। একদিন বোধিসত্ত্ব পর্ণশালায় ছিলেন না এমন সময় সেই ব্রাহ্মণ, তুমি এখন যেমন বলিলে সেইভাবে, পুত্রকে নিজের সৎকার-সম্বন্ধে শ্মশান-নির্ব্বাচনের কথা বলিয়াছিলেন; তাঁহার পুত্রও তোমারই ন্যায় বলিয়াছিল, "পিতঃ আপনি নিজেই স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিন।" তখন ব্রাহ্মণ এই স্থানই নির্দ্দেশ করিয়া পুত্রের সহিত অবতরণ করিতেছিলেন এমন সময়ে বোধিসত্ত্বের সহিত তাঁহার দেখা হয়। সপুত্র ব্রাহ্মণ বোধিসত্ত্বের নিকট উপস্থিত হইলে, আমি তোমাকে যেরূপ জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তিনিও সেইরূপ প্রশ্ন দ্বারা মাণবকের মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া বলিয়াছিলেন, "এস তবে, দেখা যাউক, তোমার পিতা যেস্থান প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা উচ্ছিষ্ট কি অনুচ্ছিষ্ট।" অনন্তর তিনি দুইজনকেই সঙ্গে লইয়া পর্ব্বতশিখরে আরোহণ করিলেন। তখন মাণবক বলিল, "এই যে তিনটী পর্ব্বতের মধ্যে স্থান রহিয়াছে ইহা অনুচ্ছিষ্ট।" তাহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "মাণবক, এখানে যে কত নরদেহের দাহন হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। একা তোমারই পিতা এই রাজগৃহনগরে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া উপসাঢ়ক নাম ধারণপূর্ব্বক এই স্থানে চতুর্দ্দশ সহস্র জন্মে ভস্মীভূত হইয়াছিলেন। এস্থান বলিয়া কেন, সমগ্র পৃথিবীতে কুত্রাপি এমন স্থান পাইবে না, যেখানে কখনও শবদাহ হয় নাই, যেস্থান শ্মশানভূমি নহে, যেস্থান নরকপালে আবৃত হয় নাই।" বোধিসত্ত্ব অতীত জন্মসমূহের জ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন বলিয়া এইরূপ নির্দ্ধারণ করিতে পারিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি নিম্নলিখিত গাথাদ্বয় বলিয়াছিলেন :—

চতুর্দ্দশ সহস্র ব্রাহ্মণ এইখানে—
বিদিত যাহারা ছিল উপসাঢ় নামে—
কত যুগ-যুগ ধরে শ্মশান-অনলে
হয়েছিল ভস্মীভূত তাহারা সকলে।
বারেক শ্মশানভূমি হয়নি কখন
হেন স্থান ধরাতলে পাবে কোন্ জন?

সত্যচতুষ্টয় যথা জানে সর্ব্বজন,
সতত ধর্ম্মের পথে করে বিচরণ,
যেখানে সংযম, দম দেখিবারে পাই,
যেখানে প্রাণীর হিংসা কোন কালে নাই,
হেন দেশে শমনের নাহি অধিকার,
আর্য্যেরা করেন সেথা আনন্দে বিহার।

বোধিসত্ত্ব পিতা-পুত্রকে এইরূপ ধর্ম্মশিক্ষা দিয়া ব্রহ্মবিহার চারিটী ভাবিতে ভাবিতে ব্রহ্মলোক-পরায়ণ হইলেন।

[শাস্তা এইরূপে ধর্ম্মদেশনা করিয়া সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া পিতাপুত্র উভয়েই স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—তখন এই পিতাপুত্র ছিলেন সেই পিতাপুত্র এবং আমি ছিলাম সেই তাপস।]

১৬৭—সমৃদ্ধি-জাতক।

[শাস্তা রাজগৃহের নিকটবর্ত্তী তপোদারামে অবস্থিতি-কালে সমৃদ্ধি-নামক স্থবিরকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। আয়ুষ্মান্ সমৃদ্ধি একদা রিপুদমনার্থ সমস্ত রাত্রি যথাশক্তি আয়াস করিয়া অরুণোদয় কালে অবগাহনপূর্ব্বক নিজের হেমবর্ণ শরীর রৌদ্রে শুকাইতেছিলেন, তাঁহার পরিধানে তখন কেবল অন্তর্বাসখানি ছিল, তিনি উত্তরাসঙ্গখানি হস্তে ধারণ করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন।

সমৃদ্ধির দেহ অতি সুগঠিত সুবর্ণপ্রতিমার ন্যায় ছিল এবং এই জন্যই তিনি 'সমৃদ্ধি' নাম পাইয়াছিলেন। তাঁহার অপরূপ সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া এক দেবকন্যা তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, "ভিক্ষু, তুমি তরুণবয়স্ক—যুবক—তোমাকে বালক বলিলেও চলে। তোমার কি সুন্দর কৃষ্ণবর্ণ কেশ। তোমার নবযৌবনসম্পন্ন সুগঠিত দেহ দেখিলে চক্ষু জুড়ায়, চিত্ত প্রসন্ন হয়। এ অবস্থায় তুমি কেন ভোগলালসা পরিহারপূর্ব্বক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছ? অগ্রে কামাদি-বৃত্তি চরিতার্থ কর, তাহার পর প্রব্রজ্যা লইয়া শ্রমণধর্ম্ম পালন করিবে।" ইহা শুনিয়া স্থবির বলিলেন, "দেবকন্যে, কখন আমার মরণ হইবে তাহা জানি না, আমি বলিতে পারি না যে অমুক দিনে মরিব। মৃত্যুকাল আমার জ্ঞানের অগোচর। সেই জন্যই তরুণবয়সে শ্রমণধর্ম্মপালনপূর্ব্বক আমাকে দুঃখের অবসান করিতে হইবে।"

দেবকন্যা স্থবিরের নিকট কোনরূপ উৎসাহ না পাইয়া অন্তর্হিত হইলেন। স্থবিরও শাস্তার সমীপে গিয়া এই ব্যাপার জানাইলেন। তাহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "সমৃদ্ধে, দেবকন্যাকর্ত্তৃক মনুষ্যকে প্রলোভিত করিবার চেষ্টা কেবল যে তোমাতেই প্রথম হইল তাহা নহে, পুরাকালে দেবকন্যারা তপস্বীদিগকেও লোভ দেখাইয়াছিলেন।" অনন্তর সমৃদ্ধির অনুরোধে শাস্তা সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব কাশীগ্রামের এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পর সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছিলেন এবং ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ লাভ করিয়াছিলেন। তিনি হিমবন্ত প্রদেশে এক দেবখাতের অদূরে বাস করিতেন। বোধিসত্ত্ব একদা রিপুদমনার্থ সমস্ত রাত্রি যথাশক্তি আয়াস করিয়া অরুণোদয় কালে অবগাহনপূর্ব্বক দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেহের জল শুকাইতেছিলেন। তখন তাঁহার পরিধানে একখানি মাত্র বল্কল ছিল, অপর বল্কলখানি তিনি হস্তে ধারণ করিয়াছিলেন।

বোধিসত্ত্বের অলৌকিক রূপলাবণ্যসম্পন্ন দেহ দেখিয়া এক দেবকন্যা তাঁহাতে আসক্তচিত্তা হইলেন এবং তাঁহাকে প্রলোভিত করিবার জন্য নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটী বলিলেন :—

> ইন্দ্রিয়ের সুখ না করি সেবন
> যৌবনে সন্ন্যাস!—এ বুদ্ধি কেমন?
> ভুঞ্জি সুখ, শেষে সন্ন্যাসগ্রহণ,
> না দেখি তোমাতে তাহার লক্ষণ।
> অগ্রে সুখ, শেষে জপ, তপ, ধ্যান,
> ইহাই ত করে যারা বুদ্ধিমান্।
> অস্থায়ী যৌবন, গেলে একবার
> ফিরিয়া কখন(ও) আসিবে না আর।

দেবকন্যার কথা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথায় নিজের স্থির সঙ্কল্প ব্যক্ত করিলেন :—

> জানি না কখন আসিবে শমন,
> মরণের কাল প্রচ্ছন্ন আমার।
> না ভুঞ্জিয়া সুখ তেঁই সে কারণ
> হয়েছি সন্ন্যাসী ত্যজিয়া সংসার।
> অদ্য বিদ্যমান করতলে মোর,
> কল্য যে পাইব সে সংশয় ঘোর।

দেবকন্যা বোধিসত্ত্বের কথা শুনিয়া সেখানেই অন্তর্হিত হইলেন।

[সমবধান—তখন এই দেবকন্যা ছিলেন সেই দেবকন্যা, এবং আমি ছিলাম সেই তাপস।]

১৬৮—শকুনঘ্নী-জাতক।*

[শকুনাববাদ সূত্রের † কি অভিপ্রায় তৎসম্বন্ধে, শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি করিবার সময়, এই কথা বলিয়াছিলেন।

একদিন শাস্তা ভিক্ষুদিগকে সম্বোধন করিয়া, "ভিক্ষুগণ, ভিক্ষাচর্য্যার সময় তোমরা স্ব স্ব পৈতৃক চক্রের ‡ বাহিরে যাইও না" মহাবর্গ হইতে বক্তব্য বিষয়ের উপযোগী এই সূত্রাংশ আবৃত্তিপূর্ব্বক বলিলেন, "তোমাদের কথা দূরে থাকুক, পূর্ব্বে তির্য্যগ্‌যোনিসম্ভূত প্রাণীরাও স্ব স্ব পৈতৃক চক্র পরিত্যাগ করিয়া অপরের অধিকারে চরিতে গিয়া শত্রুহস্তে পতিত হইয়াছিল, কিন্তু শেষে নিজবুদ্ধিবলে ও উপায়কুশলতায় মুক্তিলাভ করিয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব বর্ত্তকপক্ষী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এক ক্ষেত্রে লোকে লাঙ্গল দিয়া চাষ দিয়াছিল, তাহাতে মাটি ভাঙ্গিয়া বড় বড় ঢিল হইয়াছিল। বোধিসত্ত্ব সেই ক্ষেত্রে বাস করিতেন। তিনি একদিন নিজের বিচরণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া অপরের বিচরণক্ষেত্রে খাদ্য অন্বেষণ করিবার জন্য বনের ধারে গিয়াছিলেন। সেখানে তাঁহাকে খাদ্যগ্রহণ করিতে দেখিয়া একটা বাজপাখী হঠাৎ ছোঁ মারিয়া তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল।

শ্যেনকর্ত্তৃক ধৃত হইয়া বোধিসত্ত্ব পরিদেবন করিতে লাগিলেন, "হায়, আমি কি হতভাগ্য। আমার কি কিছুমাত্র বুদ্ধি আছে? আমি পরের অধিকারে কেন চরিতে আসিলাম? আমি যদি আজ নিজের পৈতৃক অধিকারে চরিতাম, তাহা হইলে এই বাজপাখীটা, 'এস, যুদ্ধ কর' বলিয়া আসিলেও আমার সঙ্গে পারিয়া উঠিত না।"

ইহা শুনিয়া শ্যেন জিজ্ঞাসা করিল, "অরে বর্ত্তক-পোতক, তোর চরিবার স্থান কোথায়? তোর পৈতৃক অধিকার কোথায়, বল্‌ত।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "একখানা চষা জমি, সেখানে কেবল বড় বড় ঢিল।" ইহা শুনিয়া শ্যেন নিজের বল সংবরণ করিয়া বোধিসত্ত্বকে ছাড়িয়া দিয়া বলিল, "যা তুই তোর পৈতৃক অধিকারে, সেখানেও তোর নিষ্কৃতি নাই।"

বোধিসত্ত্ব উড়িয়া সেই চষা ক্ষেতে গেলেন এবং সেখানে খুব একটা বড় ঢিলের উপর বসিয়া, "এখন এস দেখি, একবার", বলিয়া বাজ পাখীকে যুদ্ধে আহ্বান করিতে লাগিলেন। তাহা শুনিয়া শ্যেন পক্ষদ্বয় বিস্তার পূর্ব্বক বর্ত্তককে ধরিবার জন্য সমস্ত বলপ্রয়োগ করিয়া ছোঁ মারিল। বোধিসত্ত্ব যখন বুঝিলেন, শ্যেন সত্যসত্যই ভীমবেগে তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে, তখন তিনি ডিগবাজি খাইয়া সেই ঢিলটার আড়ালে গেলেন। এদিকে শ্যেন নিজের বেগ সামলাইতে না পারিয়া উহার উপর আসিয়া পড়িল। তাহাতে তাহার বুকে এমন আঘাত লাগিল যে হৃৎপিণ্ডটা ফাটিয়া গেল, চক্ষু দুইটা কোটর হইতে বাহির হইয়া পড়িল এবং সে তখনই মারা গেল।

[অনন্তর শাস্তা বলিলেন, "তবেই দেখিতেছ, নিজের চক্র ছাড়িয়া গিয়া পশুপক্ষীরাও শত্রুহস্তে পড়ে; কিন্তু স্ব স্ব পৈতৃক অধিকারের মধ্যে থাকিলে তাহারা শত্রুদমনে সমর্থ হয়। অতএব তোমরাও কখনও অপরের

---

* পালি "সকুণগ্‌ঘি"—শ্যেন পক্ষী অন্য পক্ষী মারে বলিয়া এই নামে অভিহিত। childers সাহেব এই শব্দ ঈকারান্ত ও স্ত্রীলিঙ্গ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু এই জাতকে ইহা ই-কারান্ত পুংলিঙ্গ রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে (যথা "এবং সো ভিনেন হদয়েন জীবতক্‌খয়ং পাপুণি।)

† এই সূত্র কোথায় আছে তাহা নির্ণয় করা গেল না। ইংরাজী অনুবাদক বলেন, সম্ভবতঃ এতদ্দ্বারা, বুদ্ধদেব কোন অতীত জন্মে শকুন হইয়া যে উপদেশ দিয়াছিলেন (যেমন গৃধ্রজাতকে) তাহাই বুঝাইতেছে। এ অনুমান অসঙ্গত নহে।

‡ এখানে পৈতৃক বলিলে 'নিজের' অর্থাৎ 'বুদ্ধানুমোদিত' এই অর্থ গ্রহণ করাই সুসঙ্গত।

চক্রে ভিক্ষা করিতে যাইও না। ভিক্ষুরা পরাধিকারে ভিক্ষাচর্য্যায় গেলে মার প্রবেশের দ্বার পায়, তাহার দাঁড়াইবার সুবিধা ঘটে। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে ভিক্ষুদিগের পক্ষে পরচক্র কাহাকে বলা যাইবে? কোন্ স্থানে ভিক্ষা করা তাহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ? যদি বল সেই স্থান, যেখানে পঞ্চবিধ ইন্দ্রিয়সুখ পাওয়া যায় * তবে সেই পঞ্চেন্দ্রিয় সুখ কি কি? চক্ষুর বিজ্ঞেয় রূপ, কর্ণের বিজ্ঞেয় শব্দ ইত্যাদি। এই সমস্তই ভিক্ষাচর্য্যার পক্ষে পরকীয় বিষয় এবং পরিত্যাজ্য স্থান।" অনন্তর শাস্তা অভিসম্বুদ্ধ হইয়া নিম্নলিখিত প্রথম গাথা বলিলেন:—]

> বর্ত্তকের বাসস্থানে ধরিবারে তায়
> এসেছিল ভীমবেগে শ্যেন দুরাশয়,
> বর্ত্তক অক্ষত দেহে করে বিচরণ,
> বুক ফাটি হল কিন্তু শ্যেনের মরণ।

শ্যেনকে পঞ্চত্বগত দেখিয়া বোধিসত্ত্ব মৃৎপিণ্ডের অন্তরাল হইতে বাহির হইলেন এবং "আজ আমি ভাগ্যবলে শত্রুর পৃষ্ঠদেশ দেখিতে পাইলাম" † ইহা বলিয়া তাহার বক্ষঃস্থলে আরোহণ পূর্ব্বক হর্ষের আবেগে নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথা পাঠ করিলেন:—

> বুদ্ধির কৌশলে নিজ অধিকারে ফিরিতে পারিনু, তাই
> শত্রুহীন এবে, নিঃশঙ্ক হৃদয়ে অপার আনন্দ পাই।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশনা করিয়া শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া বহু ভিক্ষু স্রোতাপত্তি-ফলাদি প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল সেই শ্যেনপক্ষী এবং আমি ছিলাম সেই বর্ত্তক।]

১৬৯—অরক-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি-কালে মৈত্রীসূত্র সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন।

একদিন শাস্তা ভিক্ষুদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, যাঁহারা চিত্তবিমুক্তির সহিত ‡ মৈত্রীর অনুষ্ঠান, ধ্যান ও উপচয়সাধন করেন, মৈত্রীই যাঁহাদের নির্ব্বাণলাভের যানস্বরূপ এবং জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, যাঁহারা প্রকৃষ্টরূপে মৈত্রীর অনুষ্ঠান আরম্ভ করেন এবং প্রকৃষ্টরূপেই উহার অনুষ্ঠান করিয়া চলেন, তাঁহারা একাদশবিধ কুশলভাজন হইয়া থাকেন। সেই একাদশ কুশল এই:—তাঁহারা সুষুপ্তি ভোগ করেন এবং সুখে নিদ্রাত্যাগ করেন, তাঁহারা কখনও দুঃস্বপ্ন দেখেন না, তাঁহারা সর্ব্বজনপ্রিয়, দেবতারা তাঁহাদের রক্ষাবিধানে নিরত, অগ্নি, বিষ ও শস্ত্র তাঁহাদের কোন অনিষ্ট করিতে পারে না; তাঁহারা নিমিষের মধ্যে চিত্তবৃত্তির নিরোধ করিতে পারেন, তাঁহাদের মুখমণ্ডলে শান্তির ছবি, তাঁহারা সজ্ঞানে প্রাণত্যাগ করেন এবং আর কিছু লাভ না করুন, অন্ততঃ ব্রহ্মলোকে চলিয়া যান। § নিষ্কামভাবে ও উল্লিখিত অন্যান্য প্রকারে মৈত্রীর অনুষ্ঠান করিলে এই একাদশ সুফল পাওয়া যায়। এবংবিধ একাদশ সুফলপ্রদ মৈত্রীর মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন এবং কেহ উপদেশ দিউক না দিউক, সর্ব্বভূতে মৈত্রী-প্রদর্শন ভিক্ষুমাত্রেরই কর্ত্তব্য। যে হিতকামী তাহার হিতসাধন করিবে, যে অহিতকামী তাহারও হিতসাধন করিবে; যে হিতকামীও নয়, অহিতকামীও নয়, অর্থাৎ মধ্যম ভাবাপন্ন তাহারও হিতসাধন করিবে। ফলতঃ শাস্ত্রের বিধান থাকুক বা না থাকুক, পাত্রনির্ব্বিশেষে সর্ব্বভূতে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য। অর্থাৎ মনুষ্যকে চতুর্ব্বিধ ব্রহ্মবিহারে অধিষ্ঠিত থাকিয়া স্ব স্ব কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে হইবে। তাহা পারিলে মার্গ ও ফললাভ না

---

* অর্থাৎ আমার শত্রু নিপাত হইল।

† "পঞ্চকামগুণা"। যেখানে ইন্দ্রিয়সমূহের প্রলোভন বস্তু আছে, সে স্থান ভিক্ষুদিগের পরিত্যাজ্য, এই অর্থ।

‡ অর্থাৎ নিষ্কামভাবে।

§ মৈত্রীভাবনার একাদশবিধ ফল-সম্বন্ধে এই খণ্ডের ৮ম পৃষ্ঠের টীকা দ্রষ্টব্য। এখানে দশটী মাত্র ফল দেওয়া হইয়াছে, অমনুষ্য অর্থাৎ যক্ষাদির প্রিয় হওয়া যায় এই ফলটীর উল্লেখ নাই।

করিয়াও ব্রহ্মলোকে গমন করা যায়। পুরাকালেও পণ্ডিতেরা সপ্তবর্ষ মৈত্রী-ভাবনা করিয়া সপ্তসংবর্ত্ত-বিবর্ত্ত কল্প * ব্রহ্মলোকে বাস করিয়াছিলেন।' ইহা বলিয়া তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

এক অতীতকল্পে বোধিসত্ত্ব ব্রাহ্মণকুলে জন্মপরিগ্রহপূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পর কামপ্রবৃত্তি পরিহার করিয়া ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ব্রহ্মবিহার-চতুষ্টয় লাভ করিয়া অরক নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি হিমবন্ত প্রদেশে বাস করিয়া বহু শত ঋষিকে তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা দিতেন। তিনি ঋষিদিগকে উপদেশ দিবার সময় বলিতেন, "মৈত্রীর ভাবনা করিবে, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষার ভাবনা করিবে, যে দৃঢ়চিত্তে মৈত্রীর অনুষ্ঠান করে সে ব্রহ্মলোকবাসের উপযুক্ত হয়।" তিনি মৈত্রীর সুফল বুঝাইবার সময় এই গাথা দুইটী বলিয়াছিলেন :—

স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলে যেখানে যে আছে,
অপার করুণালাভ করে যাঁর কাছে,
কিরূপে জীবের হিত অনুষ্ঠিত হয়,
এ শুভচিন্তায় পূর্ণ যাঁহার হৃদয়।
হেন মহাত্মার মনে অনুদারতার
কস্মিন্ কালেও কোন নাহি অধিকার।

বোধিসত্ত্ব শিষ্যদিগকে এইরূপে মৈত্রীভাবনার সুফল বুঝাইয়া দিয়াছিলেন এবং ধ্যানবল অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সপ্ত সংবর্ত্তবিবর্ত্ত কল্প ব্রহ্মলোকে বাস করিয়াছিলেন। ঐ সুদীর্ঘ সময়ে তাঁহাকে আর ইহলোকে ফিরিতে হয় নাই।

[সমবধান—তখন বুদ্ধশিষ্যেরা ছিলেন সেই ঋষিগণ এবং আমি ছিলাম সেই শাস্তা অরক।]

১৭০—ককণ্টক-জাতক। †

[মহা উম্মার্গ জাতকে (৫৩৮) ককণ্টক-জাতকের বৃত্তান্ত বলা হইবে।]

১৭১—কল্যাণ-ধর্ম্ম-জাতক।

[এক ব্যক্তির এক বধিরা শ্বশ্রূ ছিল। তাহাকে লক্ষ্য করিয়া শাস্তা জেতবনে এই কথা বলিয়াছিলেন।

শ্রাবস্তীবাসী এক ভূম্যধিকারী না কি প্রসন্নচিত্ত ও শ্রদ্ধান্বিত হইয়া ত্রিশরণের আশ্রয় লইয়াছিলেন। তিনি পঞ্চশীল পালন করিয়া চলিতেন। একদিন তিনি প্রচুর ঘৃত প্রভৃতি ভৈষজ্য ‡ এবং পুষ্পগন্ধাদি বস্তু লইয়া শাস্তার উপদেশ শ্রবণার্থ জেতবনে গিয়াছেন, এমন সময়ে তাঁহার শ্বশ্রূ কন্যাকে দেখিবার মানসে নানাবিধ ভক্ষ্য ভোজ্যসহ জামাতার গৃহে উপস্থিত হইলেন। এই বৃদ্ধা কাণে একটু কম শুনিতেন।

বৃদ্ধা কন্যার সহিত একত্র আহার করিলেন এবং আহারজনিত তন্দ্রা দূর করিবার অভিপ্রায়ে কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, জামাতার সঙ্গে নির্ব্বিবাদে ঘরকন্না করিতেছিস্ ত? তোদের মধ্যে কোন বিবাদ বিসংবাদ হয় না ত?" কন্যা উত্তর দিল, "কি বলিতেছ, মা? অপরের কথা দূরে থাকুক, প্রব্রাজকদিগের মধ্যেও তোমার জামাতার ন্যায় শীলবান্ ও সদাচারসম্পন্ন লোক দুর্লভ।" বৃদ্ধা উপাসিকা কন্যার সমস্ত কথা বুঝিতে পারিলেন না, কেবল 'প্রব্রাজক' শব্দটী তাঁহার কাণে গেল এবং "বলিস্ কি? জামাই প্রব্রাজক হইল কেন?" বলিয়া মহা চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহা শুনিয়া বাড়ীর অপর সকলেও চীৎকার করিতে লাগিল, "শুনিয়াছ কি, আমাদের প্রভু প্রব্রাজক হইয়াছেন।" ইহাতে দরজায় অনেক লোক জমিল এবং ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। সকলের মুখে সেই এক কথা—"এ বাড়ীর কর্ত্তা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছেন।"

---

* সংবর্ত্তকল্প বিশ্বের ধ্বংসকাল। এই সময়ে অগ্নি, জল বা বায়ুর প্রভাবে সমস্ত পদার্থের বিনাশ হয়। বিবর্ত্তকল্পে পুনর্ব্বার সৃষ্টির সূত্রপাত হয়। অনাদি কাল হইতে এইরূপ সৃষ্টি ও প্রলয় হইয়া আসিতেছে। প্রথম খণ্ডের ২৮৯ পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য।

† ককণ্টক = বহুরূপ (chameleon)।

‡ ভৈষজ্য—ঔষধ; কিন্তু সর্পিঃ, নবনীত, তৈল, মধু এবং গুড়ও পঞ্চ ভৈষজ্য নামে অভিহিত হয়।

এদিকে ভূম্যধিকারী দশবলের মুখে ধর্ম্মব্যাখ্যা শুনিয়া বিহার হইতে বাহির হইয়া নগরে প্রবেশ করিলেন। পথে এক ব্যক্তি তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সৌম্য, তুমি নাকি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছ? গৃহে তোমার পুত্রকলত্র প্রভৃতি পরিজন কত বিলাপ করিতেছে।" ইহা শুনিয়া ভূম্যধিকারী চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করি নাই, অথচ লোকে বলিতেছে যে আমি প্রব্রাজক হইয়াছি। কল্যাণজনক শব্দ উপেক্ষা করা অকর্ত্তব্য। অতএব অদ্যই আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব।' ইহা স্থির করিয়া তিনি সেখান হইতেই ফিরিয়া আবার শাস্তার নিকট উপস্থিত হইলেন। শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে উপাসক, তুমি না এই মাত্র বুদ্ধের অর্চনা করিয়া গেলে, এখনই আবার ফিরিলে কেন?" ভূম্যধিকারী যাহা যাহা ঘটিয়াছিল সমস্ত নিবেদন পূর্ব্বক বলিলেন, "ভদন্ত, যখন কল্যাণজনক কথা উঠিয়াছে, তখন ইহাকে উপেক্ষা করা বিহিত নহে; সেই জন্যই প্রব্রজ্যাগ্রহণের অভিলাষ করিয়া আসিলাম।" অনন্তর তিনি প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করিলেন, এবং একান্ত নিষ্ঠার সহিত ভিক্ষুধর্ম্ম পালনপূর্ব্বক অচিরে অর্হত্ত্বে উপনীত হইলেন।

ভূস্বামীর প্রব্রজ্যাগ্রহণাদির কথা ভিক্ষুসঙ্ঘে প্রচারিত হইল। ভিক্ষুরা একদিন ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া এই কথা তুলিলেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, "দেখ, অমুক ভূম্যধিকারী, কল্যাণজনক কোন কথা শুনিতে পাইলে তাহা উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে, এই বিশ্বাসে, প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক এখন অর্হত্ত্ব লাভ করিয়াছেন।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া প্রশ্নদ্বারা তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, পূর্ব্বকালেও পণ্ডিতেরা, কোন কল্যাণজনক কথা শুনিলে তাহা উপেক্ষা করা অনুচিত ইহা ভাবিয়া, প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব শ্রেষ্ঠিকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বোধিসত্ত্ব যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন, তখন তাঁহার পিতার মৃত্যু হইল এবং তিনি নিজেই শ্রেষ্ঠীর পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তিনি একদিন গৃহ হইতে বাহির হইয়া রাজার সহিত দেখা করিতে গিয়াছেন, এমন সময়ে তাঁহার এক আত্মীয়া তাঁহার ভার্য্যাকে দেখিবার নিমিত্ত তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইলেন। এই রমণী ঈষৎ বধির ছিলেন। প্রত্যুৎপন্ন বস্তুতে যেরূপ বলা হইল বোধিসত্ত্বের গৃহেও অবিকল সেইরূপ ঘটিয়াছিল। রাজদর্শনান্তে বোধিসত্ত্ব যখন গৃহে ফিরিতেছিলেন, তখন এক ব্যক্তি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি নাকি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছেন? আপনার বাটীতে সেজন্য অত্যন্ত বিলাপ পরিতাপ হইতেছে।" ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বিবেচনা করিলেন, 'মঙ্গলজনক কোন কথা শুনিলে তাহা উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে।' অতএব তিনি সেখান হইতেই ফিরিয়া পুনর্ব্বার রাজার সকাশে উপনীত হইলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে মহাশ্রেষ্ঠিন্, এখনই গেলে, আবার এখনই যে ফিরিয়া আসিলে?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "দেব, আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করি নাই, তথাপি না কি আমার বাটীর লোকে, আমি প্রব্রাজক হইয়াছি বলিয়া বিলাপ করিতেছে। মঙ্গলজনক কোন কথা উঠিলে তাহা উপেক্ষা করা অনুচিত। এই জন্য প্রব্রজ্যাগ্রহণের সঙ্কল্প করিয়াছি, আপনি দয়া করিয়া অনুমতি দিন। তিনি নিম্নলিখিত গাথা দুইটী দ্বারা নিজের অবস্থা ব্যক্ত করিলেন :—

> পুণ্যবান্ বলি খ্যাতি হইলে রটন
> পুণ্যশীল হয় লোকে, শুন হে রাজন।
> সুবুদ্ধির সুযশ কখন(ও) যদি রটে,
> সন্মার্গস্খলন তার কদাপি না ঘটে।
> ইচ্ছায় না হোক, লোক-লজ্জার কারণ,
> পুণ্যভার সযতনে করে সে বহন।
>
> পুণ্যাত্মার প্রাপ্য যশ লভিয়াছি আজ,—
> সবে মোরে প্রব্রাজক বলে, মহারাজ।
> প্রব্রজ্যা সে হেতু আমি করিব গ্রহণ,
> কামভোগে রত আর নহে মোর মন।

এইরূপ বলিয়া বোধিসত্ত্ব রাজার নিকট হইতে প্রব্রজ্যাগ্রহণের অনুমতি লাভ করিলেন, হিমবন্ত প্রদেশে গিয়া ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন এবং সেখানে অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ লাভ করিয়া ব্রহ্মলোকপরায়ণ হইলেন।

[সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন সেই রাজা, এবং আমি ছিলাম সেই বারাণসী শ্রেষ্ঠী]।

☞ জাতকমালায় এই গল্পটী শ্রেষ্ঠিজাতক নামে অভিহিত।

১৭২—দর্দ্দর-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে কোকালিকের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। সেই সময়ে অনেক বহুশাস্ত্রবিশারদ ভিক্ষু মনঃশিলাতলে অবস্থিতি করিতেন। তাঁহারা যখন তরুণসিংহ-নিনাদ-সদৃশ গম্ভীরস্বরে সঙ্ঘমধ্যে পদ পাঠ করিতেন, তখন বোধ হইত যেন আকাশগঙ্গা মর্ত্ত্যে অবতরণ করিতেছে। কোকালিক নিজের অসারতা জানিত না, সে ভিক্ষুদিগের পদপাঠ শুনিয়া মনে করিল, "আমিও ইহাদের ন্যায় পাঠ করিব।" অনন্তর সে সঙ্ঘমধ্যে গিয়া ব্যক্তিবিশেষের দিকে লক্ষ্য না করিয়া সগর্ব্বে বলিতে লাগিল, "আমি যে কেমন পদপাঠ করিতে পারি, তাহা ত কেহ শুনে নাই; যদি শুনিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে আমিও পাঠ করি।" সঙ্ঘস্থ ভিক্ষুগণ এই কথা শুনিতে পাইলেন এবং পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে একদিন বলিলেন, "ভাই কোকালিক, আজ তুমি ভিক্ষুসঙ্ঘের নিকট পদ পাঠ কর।" সে নিজের শক্তি বুঝিত না; কাজেই স্বীকার করিল, "বেশ কথা, অদ্যই পাঠ করিব।"

অনন্তর কোকালিক নিজের রুচির অনুরূপ যবাগূ পান করিল, খাদ্য ভোজন করিল এবং সুরস সূপ আহার করিল। ক্রমে সূর্য্যাস্ত হইল, ধর্ম্মশ্রবণের সময় ঘোষিত হইল এবং ভিক্ষুগণ সমবেত হইলেন। তখন কোকালিক কণ্টকুরণ্ড * পুষ্পবর্ণ কাষায় বস্ত্র পরিধান করিয়া এবং কর্ণিকার-পুষ্পবর্ণ প্রাবরণ গ্রহণ করিয়া সঙ্ঘমধ্যে প্রবেশ করিল, সেখানে স্থবিরদিগকে প্রণিপাত-পূর্ব্বক অলঙ্কৃত রত্নমণ্ডপে নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মাসনে অধিরোহণ করিল এবং বিচিত্র বীজনহস্তে পদপাঠার্থ উপবেশন করিল। কিন্তু তখনই তাহার শরীর হইতে স্বেদ নির্গত হইতে লাগিল, সে, 'পাছে অপদস্থ হই', এই ভয়ে কাঁপিতে আরম্ভ করিল। সে প্রথম গাথার প্রথম পদ আবৃত্তি করিল বটে, কিন্তু পরবর্ত্তী পদগুলি ভুলিয়া গেল। কাজেই সে কাঁপিতে কাঁপিতে আসন হইতে অবতরণ করিল এবং সলজ্জভাবে সঙ্ঘ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পরিবেণে চলিয়া গেল। বহুশাস্ত্রবিৎ একজন ভিক্ষু ধর্ম্মাসনে গিয়া সে দিন পদপাঠ করিতে লাগিলেন। তদবধি সকল ভিক্ষুই কোকালিকের অসারতা জানিতে পারিলেন।

ইহার পর একদিন ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভায় কোকালিকের এই কাণ্ডের কথা তুলিলেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, "দেখিলে ভাই, কোকালিক যে নিতান্ত অপদার্থ ইহা ত আমরা প্রথমে সহজে বুঝিতে পারি নাই। এখন কিন্তু সে নিজের কথায় নিজেই ধরা পড়িয়াছে।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া প্রশ্ন দ্বারা তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন, এবং বলিলেন, "কোকালিক যে কেবল এ জন্মেই নিজের কথায় নিজে ধরা পড়িয়াছে তাহা নহে, অতীত জন্মেও তাহার এইরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব হিমবন্তপ্রদেশে সিংহযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বহুসিংহের উপর রাজত্ব করিতেন এবং বহুসিংহ-পরিবৃত হইয়া রজত-গুহায় বাস করিতেন। তাহার অদূরে অন্য একটী গুহায় এক শৃগাল থাকিত।

একদিন বৃষ্টি হইবার পর সিংহগণ সিংহরাজের গুহাদ্বারে সমবেত হইয়া সিংহনাদপূর্ব্বক সিংহক্রীড়া করিতেছিল। তাহারা খেলিবার সময় যে নিনাদ করিতেছিল তাহা শুনিয়া সেই শৃগালও ডাকিতে আরম্ভ করিল। সিংহগণ শৃগালরব শুনিয়া বলিল, "তাই ত, এই শৃগালও দেখিতেছি আমাদের সঙ্গে সঙ্গে নিনাদ করিতে লাগিল।" অনন্তর তাহারা লজ্জায় নীরব হইয়া রহিল। তাহারা সিংহনাদ হইতে বিরত হইলে বোধিসত্ত্বের পুত্র জিজ্ঞাসা করিল, "পিতঃ, এই সিংহগণ এতক্ষণ নিনাদ করিতে করিতে ক্রীড়া করিতেছিল, কিন্তু ঐ গুহাবাসী

* কাঁটা জাতী (কাঁটা কুমুরে ?)—ইহার পুষ্প উজ্জ্বল নীলবর্ণ।

প্রাণীর রব শুনিয়া এখন লজ্জায় নীরব হইয়াছে। ও কোন্ প্রাণী, পিতঃ, যে এইরূপ বিকট স্বর দ্বারা নিজের পরিচয় দিতেছে?" ইহা জিজ্ঞাসা করিয়া সিংহ-পোতক নিম্নলিখিত প্রথম গাথা বলিল :—

যে বিকট স্বর করি কাঁপায় দর্দর ভূমি, *
মৃগরাজ, শুধাই তোমায়।
কেন বল, হে রাজন্, নীরব কেশরিগণ
প্রতিনাদে তোষে না তাহায়?

পুত্রের কথা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :—

পশুকুলাধম শিবা রয়েছে ওখানে,
নিকৃষ্ট ইহার জাতি সকলেই জানে।
এর সঙ্গে সখ্য করা লজ্জার কারণ;
নীরবে বসিয়া তাই আছে সিংহগণ।

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, অতএব বুঝিতে পারিলে যে কোকালিক যে কেবল এখনই নিনাদ করিতে গিয়া নিজের অসারতার পরিচয় দিল তাহা নহে, পূর্ব্বেও সে এই কাণ্ড করিয়াছিল।"

সমবধান—তখন কোকালিক ছিল সেই শৃগাল, রাহুল ছিল সেই সিংহপোতক এবং আমি ছিলাম সেই সিংহরাজ।]

☞ এই গল্পের সহিত পঞ্চতন্ত্রের সিংহশাবক ও শৃগালশাবক নামক আখ্যায়িকার ঈষৎ সাদৃশ্য আছে।

১৭৩—মর্ক্কট-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে জনৈক ভণ্ড ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্ন বস্তু প্রকীর্ণক নিপাতে উদ্দাল-জাতকে (৪৮৭) প্রদত্ত হইবে। তখন শাস্তা বলিয়াছিলেন, "এই ভিক্ষু কেবল এখনই যে ভণ্ড হইয়াছে তাহা নহে; অতীত জন্মেও মর্কটরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া অগ্নির জন্য ভণ্ড সাজিয়াছিল।" অতঃপর তিনি সেই প্রাচীন কথা বলিয়াছিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব কাশীগ্রামের এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বয়ঃপ্রাপ্তির পর তক্ষশিলানগরে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করেন।

বোধিসত্ত্বের ব্রাহ্মণী এক পুত্র প্রসব করেন; কিন্তু ঐ শিশুটী যখন ছুটাছুটি করিতে শিখিল, সেই সময়েই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। বোধিসত্ত্ব পত্নীর প্রেতকৃত্য সম্পাদন করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, "এখন আমার সংসারাশ্রমে প্রয়োজন কি? আমি পুত্রটাকে সঙ্গে লইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব।" তাঁহার এই সঙ্কল্প জানিতে পারিয়া জ্ঞাতিবন্ধুগণ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন; কিন্তু তিনি তাঁহাদিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক পুত্রসহ হিমালয়ে চলিয়া গেলেন এবং সেখানে ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণানন্তর বন্যফলমূলে জীবনধারণ করিতে লাগিলেন।

একদিন বর্ষাকালে খুব বৃষ্টি হইয়াছিল, বোধিসত্ত্ব খদিরকাষ্ঠে অগ্নি জ্বালিয়া এক ফলকাসনে শুইয়া তাপসেবন করিতে ছিলেন; তাঁহার পুত্র একপ্রান্তে বসিয়া তাঁহার পা টিপিতেছিল, এমন সময়ে এক বন্য মর্কট শীতে কাতর হইয়া সেই কুটীরের মধ্যে অগ্নি দেখিতে পাইল। সে ভাবিল, 'আমি যদি কুটীরে প্রবেশ করি তাহা হইলে 'মর্কট', 'মর্কট' বলিয়া ইহারা আমাকে তাড়াইয়া দিবে; আমি অগ্নিসেবন করিতে পারিব না। তবে একটা উপায় আছে। আমি তাপসের বেশ গ্রহণ করি এবং সেই ছলে কুটীরের ভিতর যাই।' এইরূপ সঙ্কল্প

* দর্দর = পর্ব্বত (৫ম পৃষ্ঠের পাদটীকা দ্রষ্টব্য)।

করিয়া সে এক মৃত তপস্বীর বল্কল পরিধান করিল, তাহার ভিক্ষার ঝুড়ি ও অঙ্কুশযষ্টি † হাতে লইল এবং কুটীরদ্বারে একটা তালগাছে ঠেস দিয়া নিতান্ত জড়সড় ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

বোধিসত্ত্বের পুত্র তাহাকে দেখিতে পাইল, কিন্তু সে যে মর্কট তাহা বুঝিতে পারিল না। সে ভাবিল, 'কোন বৃদ্ধ তাপস বুঝি শীতে কাতর হইয়া অগ্নিসেবা করিতে আসিয়াছেন। অতএব পিতাকে বলিয়া ইঁহাকে কুটীরের ভিতর আনি এবং ইঁহার অগ্নিসেবার সুবিধা করিয়া দিই।' এইরূপ চিন্তা করিয়া সে বোধিসত্ত্বকে সম্বোধনপূর্ব্বক নিম্নলিখিত প্রথম গাথা বলিল :—

তালমূলে শীতে কাঁপে বৃদ্ধ একজন,
নিকটে রয়েছে এই বাসের ভবন।
বৃদ্ধেরে দেখিলে দুখে বুক ফেটে যায়,
দিব কি আশ্রয়, পিতঃ, উঁহারে হেথায়?

পুত্রের কথা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব শয্যা হইতে উঠিয়া কুটীরদ্বারে গেলেন এবং সেখান হইতে দেখিয়াই বুঝিলেন, তালমূলে মর্কট দাঁড়াইয়া আছে, মনুষ্য নহে। তখন তিনি পুত্রকে বলিলেন, "বৎস, মানুষের কখনও এমন মুখ হয় না, এ মর্কট, ইহাকে কুটীরের মধ্যে আনা কর্ত্তব্য নহে।" অনন্তর তিনি নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথাটী বলিলেন :—

পশিতে কুটীরে এরে বলো'না কখন,
পশিলে এ হবে ঘোর অনর্থ ঘটন।
সদাচার-পরায়ণ ব্রাহ্মণ যে হবে,
হেন কদাচার মুখ তার কি সম্ভবে?

পুত্রকে এইরূপ উপদেশ দিয়া বোধিসত্ত্ব অগ্নি হইতে একখণ্ড জ্বলৎকাষ্ঠ তুলিয়া লইলেন এবং "তুই এখানে দাঁড়াইয়া কেন" এই বলিয়া উহা মর্কটকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। তাহাতে মর্কট পলায়ন করিল, বল্কল ফেলিয়া দিল, বৃক্ষে আরোহণ করিল এবং নিবিড়বনে প্রবেশ করিল।

অতঃপর বোধিসত্ত্ব ব্রহ্মবিহার-চতুষ্টয় ধ্যান করিয়া ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করিলেন।

[সমবধান—তখন এই কুহকী ভিক্ষু ছিল সেই মর্কট, রাহুল ছিল সেই তাপস-কুমার এবং আমি ছিলাম সেই তাপস।]

এই জাতকে এবং কপি জাতকে (২৫০) কেবল গাথায় পার্থক্য দেখা যায়; উপাখ্যানাংশ উভয়ত্রই এক।

১৭৪—দ্রোহি-মর্কট-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে দেবদত্তের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া দেবদত্তের অকৃতজ্ঞতা ও মিত্রদ্রোহিতার কথা আলোচনা করিতেছিলেন। তাহা শুনিয়া শাস্তা বলিয়াছিলেন, "দেবদত্ত যে কেবল এ জন্মেই অকৃতজ্ঞ ও মিত্রদ্রোহী হইয়াছে তাহা নহে, পূর্ব্বেও সে এইরূপ ছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব কাশীগ্রামে এক ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। ঐ সময়ে কাশীরাজ্যের প্রধান রাজপথের ধারে একটা গভীর কূপ ছিল; উহাতে অবতরণ করিবার কোন উপায় ছিল না। ঐ পথে যে সকল লোক যাতায়াত করিত তাহারা পুণ্যকামনায়

† সন্ন্যাসীরা যে আঁকা বাঁকা লাঠি ব্যবহার করেন তাহা।

দীর্ঘ রজ্জু ও ঘটের সাহায্যে জল তুলিয়া পশুদিগের পানার্থ একটা দ্রোণি পূর্ণ করিয়া রাখিত, ইহা হইতে পশুরা জলপান করিত। ঐ কূপের চতুর্দ্দিকে বিশাল অরণ্য ছিল; তাহাতে বহু মর্কট বাস করিত।

একবার ঘটনাক্রমে দুই তিন দিন পর্য্যন্ত, ঐ পথ দিয়া কোন মনুষ্য যাতায়াত করিল না; কাজেই পশুরাও পানের জন্য জল পাইল না। তখন এক মর্কট পিপাসাতুর হইয়া জলের অন্বেষণে সেই কূপের ধারে বিচরণ করিতে লাগিল। বোধিসত্ত্ব সেই সময়ে কোন কারণে ঐ পথে যাইতেছিলেন, তিনি কূপ হইতে জল তুলিয়া পান করিলেন, হাত পা ধুইলেন এবং তাহার পর উক্ত মর্কটকে দেখিতে পাইলেন। মর্কট পিপাসায় নিতান্ত কাতর হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া তিনি কূপ হইতে আবার জল তুলিয়া দ্রোণিতে ঢালিয়া দিলেন এবং বিশ্রাম করিবার অভিপ্রায়ে একটা বৃক্ষমূলে শয়ন করিলেন।

এদিকে মর্কট জলপান করিয়া বোধিসত্ত্বের অবিদূরে উপবেশন করিল এবং তাঁহাকে ভয় দেখাইবার জন্য মুখ ভেঙ্গ্‌চাইতে লাগিল। তাহার এই কাণ্ড দেখিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "অরে দুষ্ট মর্কট, তুই পিপাসায় কষ্ট পাইতেছিলি দেখিয়া আমি তোর পানের জন্য প্রচুর জল দিলাম, আর তুই এখন আমাকে মুখ ভেঙ্গ চাইতেছিস্! এখন বুঝিলাম যাহারা খল তাহাদের উপকার করা নিরর্থক"। অনন্তর তিনি নিম্ন লিখিত প্রথম গাথাটী বলিলেন,—

> রৌদ্রে পুড়ি পিপাসায় ওষ্ঠাগতপ্রাণ
> হয়েছিলি, দেখি তাই করি বারিদান
> রাখিনু জীবন তোর, এখন আমারে
> 'কিকি কিকি' শব্দে চাস্ ভয় দেখাবারে।
> বুঝিলাম, তুমি তোর দুষ্ট আচরণ,
> পাপীর সংসর্গে সুখ না হয় কখন।

ইহা শুনিয়া সেই মিত্রদ্রোহী মর্কট বলিল, "তুমি মনে করিও না যে আমি কেবল মুখভঙ্গী করিয়াই নিবৃত্ত হইব, আমি তোমার মস্তকে মলত্যাগ করিয়া যাইব।" এই উদ্দেশ্য সে নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথায় ব্যক্ত করিল:—

> শুনেছ, দেখেছ কিংবা জীবনে কখন
> মর্কটে হইয়া থাকে শীলপরায়ণ?
> করিব মস্তকে তব মলত্যাগ এবে
> মর্কটের ধর্ম্ম এই, জানে ইহা সবে।

এই কথা শুনিবামাত্র বোধিসত্ত্ব সেস্থান হইতে চলিয়া যাইবার নিমিত্ত উঠিয়া দাঁড়াইলেন; কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই মর্কট বৃক্ষে আরোহণ করিয়া এক শাখায় বসিল, সেখান হইতে তাঁহার মস্তকোপরি মালার আকারে মলরাশি নিক্ষেপ করিল এবং বিকট শব্দ করিতে করিতে বনমধ্যে চলিয়া গেল। বোধিসত্ত্ব স্নান করিয়া গৃহে ফিরিলেন।

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন, "কেবল এ জন্মে নহে, পূর্ব্বজন্মেও দেবদত্ত মৎকৃত উপকারের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে নাই।"

সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল সেই মর্কট এবং আমি ছিলাম সেই ব্রাহ্মণ।]

১৭৫—আদিত্যোপস্থান-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে জনৈক ভণ্ডকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন।]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব কাশীরাজ্যে এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ

করিয়াছিলেন। তিনি বয়ঃপ্রাপ্তির পর তক্ষশিলানগরে সর্ব্বশাস্ত্রে নৈপুণ্যলাভ করেন এবং ঋষিপ্রব্রজ্যা অবলম্বনপূর্ব্বক অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ প্রাপ্ত হন। তাঁহার বহু শিষ্য ছিল। তিনি ইহাদের সঙ্গে হিমালয়ে বাস করিতেন।

হিমালয়ে দীর্ঘকাল অবস্থিতির পর বোধিসত্ত্ব একবার লবণ ও অম্ল সেবনের জন্য পর্ব্বত হইতে অবতরণপূর্ব্বক কোন প্রত্যন্ত গ্রামে এক পর্ণশালায় বাস করিতে লাগিলেন। ঋষিগণ যখন ভিক্ষাচর্য্যায় বাহিরে যাইতেন, তখন এক দুষ্ট মর্কট আশ্রমে প্রবেশ করিয়া পর্ণশালার তৃণ তুলিয়া ফেলিত, কলসীগুলি হইতে জল ফেলিয়া দিত, কমণ্ডলুগুলি ভাঙ্গিত এবং অগ্নিশালায় মলত্যাগ করিত।

বর্ষাবসানে তাপসেরা ভাবিলেন, 'এখন হিমালয় পুষ্পফলাদিতে রমণীয় হইয়াছে; অতএব সেখানেই ফিরিয়া যাই।' তাঁহারা প্রত্যন্ত গ্রামবাসীদিগকে এই সঙ্কল্প জানাইলেন। তাহারা বলিল, "প্রভুগণ, আমরা কল্য ভিক্ষা লইয়া আপনাদের আশ্রমে আসিব; আপনারা তাহা ভক্ষণ করিয়া যাইবেন।"

পরদিন গ্রামবাসীরা প্রভূত ভক্ষ্য ভোজ্য লইয়া আশ্রমে উপস্থিত হইল। তাহা দেখিয়া সেই মর্কট চিন্তা করিতে লাগিল, 'আমি কুহকদ্বারা এই লোকগুলাকে প্রসন্ন করিতেছি। তাহা হইলে আমাকেও ইহারা এই সমস্ত ভক্ষ্যভোজ্যের অংশ দিবে।' ইহা স্থির করিয়া, সে পুণ্যশীল তপস্বীর বেশ ধারণ করিল এবং যেন সূর্য্যদেবকে নমস্কার করিতেছে এই ভাবে তপস্বীদিগের অবিদূরে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহাকে দেখিয়া গ্রামবাসীরা ভাবিল, 'আহা, পুণ্যাত্মাদিগের সংসর্গে থাকিলে সকলেই পুণ্যবান্ হয়!' তাহারা নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটী পাঠ করিল;—

বহুবিধ জীব বাস করে ধরাতলে,
প্রত্যেক জাতির মাঝে কোন কোন প্রাণী আছে,
প্রশংসার যোগ্য যারা নিজ শীলবলে।
প্রমাণ ইহার ভাই, কর দরশন,
নির্ব্বোধ মর্কটে করে সূর্য্যের অর্চ্চন।

গ্রামবাসীরা এইরূপে মর্কটের গুণ গান করিতেছে দেখিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "তোমরা এই দুষ্ট মর্কটের প্রকৃত চরিত্র জান না; কাজেই এই অপাত্রকে প্রশংসা করিতেছ।" অনন্তর তিনি নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথাটী পাঠ করিলেন;—

জাননা কিরূপ দুষ্ট প্রকৃতি ইহার,
কাজেই প্রশংসা এত কর বার বার।
মলত্যাগ করে পাপী অগ্নির শালায়,
কমণ্ডলু ভাঙ্গি সব পলাইয়া যায়।

গ্রামবাসীরা তখন মর্কটের ভণ্ডতা বুঝিতে পারিয়া লোষ্ট্র ও যষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে প্রহার করিল এবং ঋষিদিগকে ভিক্ষা দিয়া চলিয়া গেল। ঋষিরাও অতঃপর হিমালয়ে প্রস্থান করিলেন এবং সেখানে একাগ্রচিত্তে ধ্যান করিয়া ব্রহ্মলোকপরায়ণ হইলেন।

[সমবধান—তখন এই ভণ্ড ছিল সেই মর্কট, বুদ্ধশিষ্যেরা ছিল সেই সমস্ত ঋষি এবং আমি ছিলাম তাহাদের শাস্তা।]

১৭৬—কলায়মুষ্টি-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে কোশলরাজকে এই কথা বলিয়াছিলেন। একবার বর্ষাকালে কোশল-রাজ্যের প্রত্যন্তভাগে বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল। সেই অঞ্চলে যে সৈন্য ছিল তাহারা দুই তিন বার যুদ্ধ করিয়াও

যখন বিদ্রোহীদিগকে দমন করিতে পারিল না, তখন রাজার নিকট সংবাদ পাঠাইল। বর্ষাকাল যুদ্ধযাত্রার পক্ষে অনুপযোগী; তাহাতে আবার অবিরত বর্ষণ হইতেছিল; তথাপি রাজা রাজধানী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া জেতবনসমীপে স্কন্ধাবার স্থাপিত করিলেন। অনন্তর তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'আমি অকালে যুদ্ধযাত্রা করিলাম, খাল বিল সমস্ত এখন জলে পূর্ণ, পথ অতি দুর্গম হইয়াছে। আচ্ছা, শাস্তার সঙ্গে দেখা করা যাউক; তিনি নিশ্চয় জিজ্ঞাসা করিবেন, মহারাজ কোথায় যাইতেছেন? তখন আমি তাঁহার নিকট এই বৃত্তান্ত নিবেদন করিব। তিনি যে কেবল পারলৌকিক ব্যাপার-সম্বন্ধেই অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন তাহা নহে, ইহলোকে যে সকল বিষয় আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, তৎসম্বন্ধেও সদুপদেশ দিয়া থাকেন। যদি এই যুদ্ধযাত্রায় কোন অমঙ্গলের আশঙ্কা থাকে, তাহা হইলে তিনি বলিবেন, মহারাজ, এখন অকাল, আর যদি মঙ্গলের আশা থাকে তাহা হইলে তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিবেন।' এইরূপ স্থির করিয়া তিনি জেতবনে প্রবেশ করিলেন এবং শাস্তাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক একান্তে উপবিষ্ট হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, "একি মহারাজ, এই অসময়ে কোথা হইতে আসিলেন?" রাজা বলিলেন, "ভদন্ত, আমি প্রত্যন্ত প্রদেশের বিদ্রোহদমনার্থ যাত্রা করিয়াছি। তাই ভাবিলাম, একবার আপনাকে প্রণাম করিয়া যাই।" "পূর্ব্বকালেও মহারাজগণ সদৈন্যে অভিযান করিবার পূর্ব্বে পণ্ডিতদিগের উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং অসাময়িক অভিযান হইতে বিরত হইয়াছিলেন।" ইহা বলিয়া শাস্তা রাজার অনুরোধে সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব তাঁহার সর্ব্বার্থক অমাত্য ছিলেন এবং তাঁহাকে ধর্ম্ম ও অর্থ সম্বন্ধে সৎপরামর্শ দিতেন। একবার রাজ্যের প্রত্যন্তবাসীরা বিদ্রোহী হইলে তত্রত্য রাজসৈনিক পুরুষেরা রাজাকে সংবাদ দিলেন। তখন বর্ষাকাল, তথাপি রাজা রাজপুরী ত্যাগ করিয়া উদ্যানের ভিতর স্কন্ধাবার স্থাপন করিলেন। এখানে, বোধিসত্ত্ব রাজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন এমন সময়ে, অশ্বপালেরা অশ্বদিগের জন্য কলায় সিদ্ধ করিয়া তাহা দ্রোণির মধ্যে নিক্ষেপ করিল।

উদ্যানে বহু মর্কট বাস করিত। তন্মধ্যে একটা মর্কট বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া সেই দ্রোণি হইতে কলায় লইয়া মুখে পূরিল, দুই হাতেও যত পারিল লইয়া লাফাইতে লাফাইতে গাছে চড়িল এবং সেখানে বসিয়া কলায় খাইতে আরম্ভ করিল।

এই সময়ে তাহার হাত হইতে একটা কলায় ভূমিতে পতিত হইল। ইহাতে সে মুখের ও হাতের সমস্ত কলায় ফেলিয়া দিয়া বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিল এবং সেই কলায়টী খুঁজিতে লাগিল; কিন্তু তাহা না পাইয়া পুনর্ব্বার বৃক্ষে আরোহণ করিল, এবং নিতান্ত বিষণ্ণমুখে শাখার উপর বসিয়া রহিল—যেন উহার সহস্র মুদ্রা বিনষ্ট হইয়াছে।

রাজা এতক্ষণ মর্কটের কাণ্ড দেখিতেছিলেন; এখন বোধিসত্ত্বকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বয়স্য, উহাকে দেখিয়া তোমার কি বোধ হইতেছে?' বোধিসত্ত্ব উত্তর দিলেন, "মহারাজ, যাহারা নির্ব্বোধ ও কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানশূন্য তাহারাই এরূপ করিয়া থাকে।" অনন্তর তিনি নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটী বলিলেন;—

> মূর্খ শাখামৃগ, এর বুদ্ধি কিছুমাত্র নাই;
> মুষ্টিপ্রমাণ কলায়ফেলি একটী দানা খোঁজে তাই।

ইহা বলিয়া বোধিসত্ত্ব রাজার নিকট গেলেন * এবং তাঁহাকে পুনর্ব্বার সম্বোধন করিয়া নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথা পাঠ করিলেন;—

> কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানহীন অতিলোভী জন,
> অল্প হেতু করে তারা বহু বিসর্জ্জন।
> খুঁজিবার তরে মাত্র একটী কলায়
> এক মুষ্টি কলায় ফেলিল কপি, হায়!

---

* অর্থাৎ এত কাছে গেলেন যে কথাগুলি যেন রাজা ভিন্ন অন্য কাহারও কর্ণগোচর না হয়।

আমরাও তায়(ই) মত নির্ব্বোধ, রাজন্,
দুরন্ত বর্ষায় করি যুদ্ধ-আয়োজন। *

রাজা বোধিসত্ত্বের কথা শুনিয়া সেই স্থান হইতেই প্রত্যাবর্তনপূর্ব্বক বারাণসীতে ফিরিয়া আসিলেন। এদিকে বিদ্রোহী দস্যুরা শুনিতে পাইয়াছিল যে রাজা তাহাদিগের দমনার্থ রাজধানী হইতে নিক্রান্ত হইয়াছেন; কাজেই তাহারা (তাঁহার আগমন পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়াই) প্রত্যন্ত প্রদেশ হইতে পলাইয়া গেল।

[কোশলের প্রত্যন্তবাসী দস্যুরাও, রাজা তাহাদিগকে দমন করিতে যাইতেছেন শুনিয়া পলায়ন করিয়া গেল। রাজা শাস্তার ধর্ম্মদেশনা শ্রবণ করিয়া আসন হইতে উত্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া শ্রাবস্তীতে প্রতিগমন করিলেন।

সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন সেই রাজা, এবং আমি ছিলাম সেই পণ্ডিত অমাত্য।]

১৭৭—তিন্দুক-জাতক। †

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে প্রজ্ঞাপারমিতা-সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। মহাবোধি জাতকের (৫২৮) এবং উম্মার্গজাতকের (৫৩৮) ন্যায় এই জাতকেও তিনি নিজের প্রজ্ঞার প্রশংসা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "ভিক্ষুগণ, তথাগত যে কেবল এজন্মেই প্রজ্ঞাবান্ হইয়াছেন তাহা নহে; পূর্ব্বেও তিনি প্রজ্ঞাবান্ ও উপায়-কুশল ছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব বানরযোনিতে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক অশীতি সহস্র বানরপরিবৃত হইয়া হিমবন্ত প্রদেশে বাস করিতেন। তাঁহার অদূরে একখানি প্রত্যন্ত গ্রাম ছিল। সেখানে কখনও লোকে বাস করিত, কখনও বা করিত না। এই গ্রামের মধ্যে শাখা-পল্লবযুক্ত মধুরফলবিশিষ্ট একটী তিন্দুক বৃক্ষ ছিল। যখন গ্রামে লোক থাকিত না, তখন বানরেরা আসিয়া উহার ফল খাইত।

একবার তিন্দুকের যখন ফল হইয়াছিল, সেই সময়ে অনেক লোকে ঐ গ্রামে বাস করিতেছিল। তাহারা বৃক্ষটীর চারিদিকে বাঁশের বেড়া দিয়া দ্বারদেশে প্রহরী রাখিয়া দিয়াছিল। বৃক্ষে তখন এত ফল হইয়াছিল যে, তাহাদের ভারে শাখাগুলি অবনত হইয়া পড়িয়াছিল।

এদিকে বানরেরা চিন্তা করিতে লাগিল, 'আমরা অমুক গ্রামে গিয়া তিন্দুক ফল খাইয়া থাকি। সেই বৃক্ষে এখন ফল হইয়াছে কি না, আর সেই গ্রামেই বা এখন লোক আছে কি না?' এইরূপ ভাবিয়া তাহারা বৃক্ষের ও গ্রামের অবস্থা জানিবার জন্য একটা বানরকে প্রেরণ করিল। সে ফিরিয়া গিয়া সংবাদ দিল বৃক্ষে ফল হইয়াছে এবং গ্রামে বহু লোক বাস করিতেছে। বৃক্ষে ফল হইয়াছে শুনিয়া বানরেরা বলিয়া উঠিল, "আমরা ঐ মধুর ফলগুলি খাইব" এবং অনেকে গিয়া মহোৎসাহে বানরেন্দ্রকে ঐ কথা জানাইল। বানরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "গ্রামে এখন লোক আছে কি না?" তাহারা উত্তর দিল, "গ্রামে এখন লোক আছে।" ইহা শুনিয়া বানরেন্দ্র বলিলেন, "অতএব আমাদিগের সেখানে যাওয়া যুক্তিসঙ্গত

---

* অর্থাৎ প্রত্যন্তপ্রদেশ-রক্ষার্থ এখন যুদ্ধযাত্রা করিলে পথের দুর্গমতা হেতু হস্তী, অশ্ব, রথ প্রভৃতি বিনষ্ট হইবার আশঙ্কা।

† তিন্দুক—গাবগাছ অথবা আবলুশ গাছ। 'গাব' শব্দটী 'গালব' শব্দ-জাত কি?

নহে, মনুষ্যের মায়ার শেষ নাই।" বানরেরা বলিল, "নিশীথকালে মনুষ্যেরা যখন শয়ন করিতে যাইবে আমরা তখন গিয়া খাইব।" এইরূপে বহু বানরে বানরেন্দ্রের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া হিমালয় হইতে অবতরণ করিল, মনুষ্যদিগের শয়নকালের প্রতীক্ষায় সেই গ্রামের অবিদূরে একটা প্রকাণ্ড পাষাণখণ্ডের উপর শুইয়া রহিল এবং নিশীথসময়ে লোকে যখন নিদ্রাভিভূত হইল, তখন বৃক্ষে আরোহণ করিয়া ফল খাইতে প্রবৃত্ত হইল।

এদিকে একটা লোক শৌচের জন্য * গৃহ হইতে বাহির হইয়া গ্রামের মধ্যভাগে গেল এবং বানরদিগকে দেখিতে পাইয়া অপর সকলকে জানাইল। তখন বিস্তর লোক ধনু, তূণীর, যষ্টি, লোষ্ট্র প্রভৃতি, যে যাহা হাতে পাইল, অস্ত্র শস্ত্র লইয়া ছুটিয়া গেল এবং সেই বৃক্ষ পরিবেষ্টনপূর্ব্বক বলিতে লাগিল, রাত্রি প্রভাত হইলে বানরগুলাকে শিক্ষা দিতে হইবে। তাহাদিগকে দেখিয়া সেই অশীতি সহস্র বানর মৃত্যুভয়ে কাঁপিতে লাগিল। তাহারা ভাবিল, 'বানরেন্দ্র ভিন্ন অন্য কেহই আমাদিগকে এই বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ করিতে পারিবেন না।' তাহারা তাঁহার নিকট গিয়া নিম্নলিখিত প্রথম গাথা বলিল ;—

ধনু, তূণ, খড্‌গ হস্তে লয়ে অগণন
শত্রু আসি করিয়াছে চৌদিকে বেষ্টন।
মুক্তির উপায় এবে দেখিতে না পাই,
সেই হেতু শরণ লইনু তব ঠাঁই।

তাহাদিগের কথা শুনিয়া বানরেন্দ্র বলিলেন, "ভয় নাই, মানুষের কত কাজ রহিয়াছে। এখন রাত্রি দ্বিপ্রহর মাত্র, লোকগুলা দাঁড়াইয়া ভাবিতেছে, 'বানরদিগকে মারিয়া ফেলিব।' কিন্তু আমরা ইহাদের জন্য এমন একটা কাজের ব্যবস্থা করিব, যাহা এই কাজের অন্তরায় হইবে।' বানরদিগকে এইরূপ আশ্বাস দিয়া বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথা বলিলেন ;—

মানুষের বহুকাজ, কার্য্যান্তর তরে
অন্যত্র এখন(ই) এরা ছুটে যেতে পারে।
এখনও রয়েছে ফল পড়ি শত শত,
খাওগে তোমরা তাহা, যার ইচ্ছা যত।

মহাসত্ত্ব কপিদিগকে এইরূপে আশ্বস্ত করিলেন। তাহারা যদি এই আশ্বাসটুকু না পাইত তাহা হইলে সকলেই বিদীর্ণহৃদয়ে প্রাণত্যাগ করিত। মহাসত্ত্ব তাহাদিগকে আশ্বাস দিবার পর বলিলেন, "বানরদিগকে এক স্থানে সমবেত হইতে বল।" যখন বানরেরা সমবেত হইল, তখন দেখা গেল, তাঁহার ভাগিনেয় সেনক নামক বানর সেখানে নাই। তাহারা বোধিসত্ত্বকে এই কথা জানাইল। বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "সেনক যদি নাই আইসে, তথাপি তোমরা ভীত হইও না। সে এখনই তোমাদের পরিত্রাণের কোন উপায় করিবে।"

বানরেরা যখন গ্রামের অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিল, তখন সেনক ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। যখন তাহার ঘুম ভাঙ্গিল, তখন কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া সে বানরদিগের মার্গ অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইল। সেই সময়ে সে দেখিতে পাইল মনুষ্যেরা ছুটিয়া যাইতেছে। সে বুঝিল যে বানরযূথের মহা বিপত্তির আশঙ্কা। সে দেখিতে পাইল গ্রামপ্রান্তে এক কুটীরের ভিতর এক বৃদ্ধা অগ্নি জ্বালিয়া নিদ্রা যাইতেছে। তখন, সে যেন ঐ গ্রামেরই বালক, মাঠে (শস্য রক্ষা করিতে) যাইতেছে এই ভাবে, একখণ্ড দহ্যমান কাষ্ঠ গ্রহণ করিয়া, যে দিক্ হইতে বায়ু বহিতেছিল সেই দিকে গিয়া, গ্রামে আগুন লাগাইয়া দিল। কাজেই মনুষ্যেরা মর্কটদিগকে ছাড়িয়া অগ্নি নির্ব্বাপণ করিবার জন্য ধাবিত হইল। বানরেরাও পলাইবার সময় সেনকের জন্য প্রত্যেকে এক একটা ফল লইয়া গেল।

* মূলে 'সরীরকিচ্চেন (শরীরকৃত্যেন) এই পদ আছে। 'শরীরকৃত্য বলিলে মৃতদেহের সৎকারও বুঝায়

[সমবধান—তখন মহানাম নামক শক্য ছিলেন বোধিসত্ত্বের ভাগিনেয় সেই সেনক; বুদ্ধশিষ্যেরা ছিল সেই সকল বানর এবং আমি ছিলাম তাহাদের রাজা।]

১৭৮—কচ্ছপ-জাতক।

[একব্যক্তি অহিবাতক রোগে * আক্রান্ত হইয়া তাহা হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছিল। তাহাকে লক্ষ্য করিয়া শাস্তা জেতবনে এই কথা বলিয়াছিলেন।

শুনা যায় শ্রাবস্তীনগরের এক পরিবারে এই রোগ দেখা দেয়। বাড়ীর কর্ত্তা ও কর্ত্রী পুত্রকে বলিলেন, "বাবা, এ বাড়ীতে আর থাকিও না; গৃহের ভিত্তি ভেদ করিয়া † যেখানে পার পলাইয়া প্রাণ বাঁচাও; শেষে ফিরিয়া আসিবে। এখানে প্রভূত ধন প্রোথিত আছে; তাহা তুলিয়া লইয়া পুনর্ব্বার সুখে স্বচ্ছন্দে গৃহধর্ম্ম করিবে।" পুত্র তাঁহাদের আদেশানুসারে ভিত্তিভেদপূর্ব্বক পলায়ন করিল এবং যখন তাহার রোগ প্রশমিত হইল, তখন ফিরিয়া সেই প্রোথিত বিপুল ধন উত্তোলনপূর্ব্বক গৃহবাস করিতে লাগিল।

এই ব্যক্তি একদিন সর্পিঃ, তৈল, বস্ত্র, আচ্ছাদন প্রভৃতি উপহারসহ জেতবনে গিয়া শাস্তাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক আসনগ্রহণ করিল। শাস্তা তাহাকে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, "শুনিয়াছি, তোমাদের বাড়ীতে অহিবাতক রোগ হইয়াছিল; কি উপায়ে উহা হইতে মুক্তিলাভ করিলে বল।" ইহার উত্তরে সে যাহা যাহা করিয়াছিল তাহা জানাইল। তাহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "পূর্ব্বেও কোন কোন প্রাণী ভয় উপস্থিত দেখিয়াও অত্যন্ত আসক্তিবশতঃ বাসস্থান পরিত্যাগ করে নাই; তজ্জন্য তাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল; পক্ষান্তরে যাহারা তাদৃশ আপৎকালে অন্যত্র গিয়াছিল, তাহাদের প্রাণরক্ষা হইয়াছিল।" ‡ অনন্তর সেই উপাসকের অনুরোধে শাস্তা উক্ত অতীত কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব এক গ্রামে কুম্ভকারকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি কুম্ভকারের ব্যবসায় করিয়া স্ত্রীপুত্রের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করিতেন।

ঐ সময়ে বারাণসীর নিকটবর্ত্তী মহানদীর অবিদূরে একটা প্রকাণ্ড হ্রদ § ছিল। যখন জল অধিক হইত তখন এই সরোবর নদীর সহিত এক হইয়া যাইত; জল কমিলে কিন্তু পৃথক্ হইয়া পড়িত।

মৎস্য ও কচ্ছপগণ বুঝিতে পারে কোন্ বৎসর সুবৃষ্টি, কোন্ বৎসর অনাবৃষ্টি ঘটিবে। যে সময়ের কথা হইতেছে তখন, যে সকল মৎস্য ও কচ্ছপ উক্ত সরোবরে জন্মিয়াছিল তাহারা বুঝিতে পারিয়াছিল যে ঐ বৎসর অনাবৃষ্টি হইবে; অতএব যখন সরোবরের ও নদীর জল মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছিল সেই সময়ে তাহারা সরোবর হইতে বাহির হইয়া নদীর মধ্যে আশ্রয় লইয়াছিল। সকলেই গিয়াছিল, কেবল যায় নাই একটা কচ্ছপ। সে ভাবিয়াছিল, এই

---

* অহিবাতক রোগ যে কি তাহা বুঝা কঠিন। ইংরাজী অনুবাদক মনে করেন যে ইহা এক প্রকার ম্যালেরিয়া জ্বর, কারণ তরাই অঞ্চলের লোকের নাকি বিশ্বাস যে বিষধর সর্পের নিঃশ্বাস হইতেই এই রোগের উৎপত্তি। অহি শব্দের আরও অনেক অর্থ আছে—যথা মেঘ, জল, নাভি ইত্যাদি। অতএব 'অহিবাতক' রোগে হয় বর্ষাকালীন কোনপ্রকার জ্বর, নয় ওলাউঠা প্রভৃতি কোন সংক্রামক পীড়া, বুঝাইবে এইরূপ সিদ্ধান্ত অসঙ্গত নহে। ধর্ম্মপদার্থকথায় ইহার এইরূপ বর্ণনা দেখা যায়:—"ইহা আবির্ভূত হইলে প্রথমে মক্ষিকা মরে, তাহার পর ক্রমে মূষিক, কুক্কুট, শূকর, গো ও দাসদাসী এবং সর্ব্বশেষে গৃহস্বামী আক্রান্ত হয়। ভিত্তিতে সুরঙ্গ প্রস্তুত করিয়া তাহার ভিতর দিয়া পলাইয়া যাওয়াই এই রোগ হইতে অব্যাহতি পাইবার একমাত্র উপায়।" তবে কি বুঝিতে হইবে ইহা প্লেগ বা তৎসদৃশ কোন মহামারী?

† এই উপদেশ কুসংস্কারমূলক। লোকে সংক্রামক পীড়া অপদেবতার কার্য্য বলিয়া মনে করে; অপদেবতা যেন গৃহের দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া আছে; কাজেই তাহার অগোচরে পলায়ন করিবার জন্য ভিত্তিভেদ করিয়া যাইবার ব্যবস্থা।

‡ ইহাতে বোধ হয় যে মহামারীর সময় বাসগৃহ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গেলে যে জীবন রক্ষা হইতে পারে, অতি প্রাচীন সময়েও লোকের এ সংস্কার ছিল।

§ জাতস্সরো—স্বাভাবিক সরোবর; দেবখাত।

স্থানেই আমার জন্ম হইয়াছে, এখানেই আমি বড় হইয়াছি, এখানেই আমার মাতা পিতা বাস করিয়া গিয়াছেন; এস্থান আমি পরিত্যাগ করিতে পারিব না।"

অতঃপর গ্রীষ্মকাল উপস্থিত হইল, সেই সরোবরের সমস্ত জল শুকাইয়া গেল। বোধিসত্ত্ব যেখান হইতে মাটি তুলিয়া লইতেন, কচ্ছপ সেখানে এক গর্ত্ত করিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিল। অতঃপর বোধিসত্ত্ব সেখান হইতে একদিন মাটি লইতে আসিলেন। তিনি বৃহৎ এক খণ্ড কুদ্দাল দ্বারা মৃত্তিকা খনন আরম্ভ করিলেন; তাহার আঘাতে কচ্ছপের পৃষ্ঠাস্থি ভগ্ন হইল; বোধিসত্ত্ব কুদ্দাল দ্বারা যেমন মৃত্তিকাপিণ্ড তুলিতে ছিলেন, কচ্ছপকেও এখন তেমনি ভাবে তুলিয়া গর্ত্তের উপরে ফেলিলেন। কচ্ছপ তখন দারুণ যন্ত্রণায় অভিভূত হইয়া ভাবিল, 'হায়, আমি বাসস্থানের মায়া ত্যাগ করিতে পারি নাই বলিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলাম।' সে নিম্নলিখিত দুইটী গাথা দ্বারা নিজের দুঃখ প্রকাশ করিল:—

হেথা জন্ম লভিলাম, হেথা বড় হইলাম,
অতি প্রিয় সেই হেতু এই সরোবর;
শুকাইয়া গেল বারি, তবু এরে নাহি ছাড়ি!
কর্দ্দম আশ্রয়ে থাকি ঢাকি কলেবর।
এবে কিন্তু সে কর্দ্দম নাশিল জীবন মম;
ছিলনা অন্যত্র মোর যাইতে শকতি।
হেরি মোর পরিণাম, হও নিজে সাবধান;
শুনহে ভার্গব, * তুমি আমার যুকতি:—
গ্রাম কিংবা বনভূমি, যেথা সুখ পাও তুমি,
সেই স্থলস্থান, সেই যোগ্য বাসস্থান;
প্রাণ যেথা রক্ষা পাবে, সেখানেই চলি যাবে,
না গেলে হইবে তব অতি অকল্যাণ।
নিতান্ত নির্ব্বোধ যারা, স্থানের মায়ায়
পৈতৃক আবাসে থাকি মৃত্যুমুখে যায়।

বোধিসত্ত্বের সহিত এইরূপ কথা বলিতে বলিতে কচ্ছপের প্রাণবিয়োগ হইল। বোধিসত্ত্ব তাহার মৃতদেহ লইয়া গিয়া সকল গ্রামবাসীকে এক স্থানে আনয়ন করিলেন এবং তাহাদিগকে উপদেশ দিবার নিমিত্ত বলিলেন, "এই মৃত কচ্ছপটা দেখিতেছ; যখন অন্য সমস্ত মৎস্য ও কচ্ছপ মহানদীতে চলিয়া গিয়াছিল, তখন এ নিজের বাসস্থানের মায়া ত্যাগ করিতে না পারিয়া তাহাদের অনুগামী হয় নাই; আমি যে স্থান হইতে মৃত্তিকা খনন করি, সেখানে গিয়া, মৃত্তিকার মধ্যে শরীর প্রোথিত করিয়াছিল। আজ আমি মৃত্তিকা আনিতে গিয়া প্রকাণ্ড কুদ্দালের আঘাতে ইহার পৃষ্ঠাস্থি ভগ্ন করিয়াছিলাম, এবং গর্ত্ত হইতে কুদ্দাল দ্বারা যেরূপ মৃত্তিকা উত্তোলন করি, ঠিক সেই ভাবেই ইহাকে গর্ত্তের উপরে তুলিয়া ফেলিয়াছিলাম। এ নিজের কৃতকর্ম্ম স্মরণ করিয়া দুইটী গাথা দ্বারা নিজের দুঃখ প্রকাশপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিয়াছে। এইরূপে, নিজের বাসভূমির প্রতি অত্যন্ত আসক্তিবশতঃই, এ জীবলীলা সংবরণ করিল। সাবধান, তোমরা কেহই এ কচ্ছপের ন্যায় আচরণ করিও না। আমার রূপ দেখিবার জন্য চক্ষু আছে, শব্দ শুনিবার জন্য কর্ণ আছে, গন্ধ অনুভব করিবার জন্য নাসিকা আছে, রস আস্বাদ করিবার জন্য জিহ্বা আছে, স্পর্শ করিবার জন্য ত্বক্ আছে, আমার পুত্র আছে, কন্যা আছে, আমার দাসদাসী ও অন্যান্য পরিজন আছে, আমার সুবর্ণ আছে, এইরূপ ভাবিয়া কখনও তৃষ্ণাবশতঃ এই সকল বিষয়ে আসক্ত হইও না। প্রাণিমাত্রেই ত্রিবিধ জীবন ভোগ

* 'ভার্গব' কুম্ভকাররূপী বোধিসত্ত্বের নাম।

করে।"* এইরূপে বোধিসত্ত্ব বুদ্ধোচিত কৌশলের সহিত সেই সমবেত বৃহৎ জনসঙ্ঘকে উপদেশ দিলেন। এই উপদেশ সমস্ত ভারতবর্ষে পরিব্যাপ্ত হইয়া সপ্ত সহস্র বৎসর বলবান্ ছিল। সমস্ত লোকেও বোধিসত্ত্বের উপদেশ মত চলিয়া এবং দানাদি পুণ্যানুষ্ঠান করিয়া পরিণামে স্বর্গগামী হইয়াছিল।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ বুঝাইয়া দিলেন : তাহা শুনিয়া সেই কুলপুত্র স্রোতাপত্তি-ফল প্রাপ্ত হইল। সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন সেই কচ্ছপ এবং আমি ছিলাম সেই কুম্ভকার।]

১৭৯—শতধর্ম্মা-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি-কালে একবিংশতিবিধ অবৈধ উপায়-সম্বন্ধে † এই কথা বলিয়াছিলেন। কোন সময়ে বহু ভিক্ষু বৈদ্যকর্ম্ম, দৌত্য, বার্ত্তাবহন, পদাতিকত্ব, পিণ্ডপ্রতিপিণ্ড ‡ প্রভৃতি একবিংশতিবিধ নিষিদ্ধ উপায়ে জীবনধারণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সাকেত-জাতকে (২৩৭) এই সকল নিষিদ্ধ উপায়ের সবিস্তর বিবরণ প্রদত্ত হইবে। §

ভিক্ষুরা একপ নিষিদ্ধ উপায়ে জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছেন, ইহা জানিতে পারিয়া শাস্তা বিবেচনা করিলেন, 'বহু ভিক্ষু অসদুপায়ে জীবন ধারণ করিতেছে ; যাহারা এই ভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহারা দেহান্তে হয় যক্ষ বা প্রেত হইবে, নয় ধুরবাহী গো হইবে বা নরকে জন্মগ্রহণ করিবে। ইহাদের হিতকামনায় ও সুখ কামনায় একবার এমন ধর্ম্মদেশনা আবশ্যক যেন সহজেই ইহারা তাহার উদ্দেশ্য ও অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে।' এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি ভিক্ষুদিগকে সমবেত করাইয়া বলিলেন, 'ভিক্ষুগণ, তোমরা কখনও একবিংশতিবিধ নিষিদ্ধ উপায় দ্বারা স্ব স্ব প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ করিও না। নিষিদ্ধ উপায়ে লব্ধ অন্ন উত্তপ্ত লৌহগোলকসদৃশ। ইহা হলাহলের ন্যায় অনিষ্টকর। যাঁহারা বুদ্ধ ও প্রত্যেক বুদ্ধদিগের শ্রাবক, তাঁহারা সকলেই এই সমস্ত নিষিদ্ধ উপায় অতীব গর্হিত ও হীন বলিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি নিষিদ্ধ উপায়ে অন্নলাভ করে, তাহার মুখে হাসি দেখা যায় না, অন্তঃকরণে স্ফূর্ত্তি থাকে না। আমার শাসনে থাকিয়া এবংবিধ নিষিদ্ধ উপায়ে অন্নলাভ করা চণ্ডালের উচ্ছিষ্টভোজন সদৃশ। শতধর্ম্মা নামক ব্রাহ্মণকুমার চণ্ডালের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া যে দশা প্রাপ্ত হইয়াছিল, নিষিদ্ধোপায়লব্ধ অন্নগ্রহণ করিলে তোমরাও সেইরূপ দুর্দ্দশায় পড়িবে।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব চণ্ডালকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর একদিন কোন কারণে তিনি একটা পাত্রে কিছু পাথেয় তণ্ডুল ¶ লইয়া পথ চলিতেছিলেন।

তৎকালে বারাণসীতে কোন বিপুলবিত্তশালী উদীচ্য ব্রাহ্মণকুলে শতধর্ম্মা নামে এক ব্রাহ্মণকুমার ছিল। সেও কোন কারণে উক্ত সময়ে ঐ পথ দিয়া যাইতেছিল; কিন্তু তাহার সঙ্গে তণ্ডুল বা কোন অন্নপাত্র ছিলনা। বোধিসত্ত্বের সহিত ব্রাহ্মণকুমারের এক

---

* অর্থাৎ কামলোকে, রূপলোকে ও অরূপলোকে।

† "একবিসতিবিধং অনেসনং"। অনেসন=(অনেষণ) অবৈধ, বিধিবিরুদ্ধতা। এই একুশটী কি কি তাহা স্থির করিতে পারিলাম না।

‡ পিণ্ডপ্রতিপিণ্ড অর্থাৎ ভিক্ষালব্ধ অন্নের বিনিময়। সময়ে সময়ে ভিক্ষুরা ভিক্ষাচর্য্যার কষ্ট কমাইবার জন্য দুই তিন জনে মিলিয়া পরস্পরের মধ্যে এরূপ ব্যবস্থা করিতেন যে, এক এক দিন এক এক জন ভিক্ষায় যাইতেন। তিনি ভিক্ষা করিয়া যাহা পাইতেন, অপরে বিহারে বসিয়া থাকিয়াও সে দিন তাহার অংশ লাভ করিতেন। এইরূপ ভিক্ষা-বিনিময় শাস্ত্রানুসারে নিষিদ্ধ ছিল।

§ সাকেত জাতকে কিন্তু কোন সবিস্তর বিবরণ নাই। উহাতে শুদ্ধ প্রথম সাকেত-জাতকের (৬৮) উল্লেখ দেখা যায়।

¶ 'পাথেয় তণ্ডুল' বলিলে ভাত কিংবা চিড়া মুড়ি এইরূপ কিছু বুঝাইবে। শেষে কিন্তু ভাতেরই উল্লেখ দেখা যায়।

প্রান্তে রাজপথে দেখা হইল। ব্রাহ্মণকুমার বোধিসত্ত্বকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কোন্ জাত্?" বোধিসত্ত্ব উত্তর দিলেন, "আমি চণ্ডাল" এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কোন্ জাত্?" সে উত্তর দিল, "আমি উদীচ্য ব্রাহ্মণ। তোমাকে পাইয়া ভালই হইল; চল আমরা এক সঙ্গে যাই।" অনন্তর তাঁহারা দুইজনে একসঙ্গে চলিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে প্রাতরাশের সময় উপস্থিত হইল। বোধিসত্ত্ব একস্থানে নির্ম্মল জল দেখিয়া সেখানে উপবেশন করিলেন, হাত ধুইয়া পাত্র খুলিয়া বলিলেন, "খাইবে, এস"। ব্রাহ্মণকুমার বলিল, "তবে রে বেটা চাঁড়াল! তোর ভাত আমি খাইতে যাইব কেন?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "বেশ, নাই খাইলে।" অনন্তর পাত্রের অন্ন উচ্ছিষ্ট না করিয়া তিনি একটী পাতায় নিজের যতটা আবশ্যক সেই পরিমাণ লইলেন, আহারান্তে জল খাইলেন ও হাত পা ধুইলেন এবং অন্নপাত্রটী হস্তে লইয়া বলিলেন, "তবে উঠ ঠাকুর, এখন যাওয়া যাউক।" অনন্তর তাঁহারা আবার পথ চলিতে লাগিলেন।

সমস্ত দিন পথ হাটিয়া দুইজনে সায়ংকালে একস্থানে নির্ম্মল জল দেখিয়া তাহাতে স্নান করিলেন এবং তীরে উঠিয়া বোধিসত্ত্ব এক পরিষ্কৃত স্থানে বসিয়া পাত্র খুলিয়া খাইতে আরম্ভ করিলেন; এবার তিনি ব্রাহ্মণকুমারকে খাইতে অনুরোধ করিলেন না। ব্রাহ্মণকুমার কিন্তু সমস্ত দিন পর্য্যটন করিয়া পথশ্রমে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়াছিল, ক্ষুধার জ্বালায় তাহার পেট পুড়িয়া যাইতেছিল। সে বোধিসত্ত্বের দিকে তাকাইয়া ভাবিতে লাগিল, "এ লোকটা এখন যদি আবার অন্ন দিতে চায়, তাহা হইলে খাই।" কিন্তু বোধিসত্ত্ব কোন কথাই বলিলেন, না, নীরবে ভোজন করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণকুমার ভাবিল, "চাঁড়াল বেটা কোন কথা না বলিয়া সমস্ত অন্নই খাইয়া ফেলিল। এখন দেখিতেছি, কিছু চাহিয়া না লইলে চলিবে না। যাহা দিবে তাহার উপরের ভাতগুলি ইহার স্পর্শদোষে অপবিত্র হইয়াছে বলিয়া ফেলিয়া দিব, ভিতরে যাহা থাকে তাহা খাইব।" অনন্তর ক্ষুধার তাড়নে সে তাহাই করিল—চণ্ডালের উচ্ছিষ্ট খাইল। কিন্তু উহা উদরস্থ হইবার পরেই তাহার মনে হইল, 'হায়, কি করিলাম, আজ নিজের জাতি, গোত্র, বংশ সকলের মুখে কালি দিলাম। ছি! ছি! চণ্ডালের উচ্ছিষ্ট খাইলাম!' তখন তাহার ভয়ানক নির্ব্বেদ জন্মিল, সে ভুক্ত অন্নের সহিত রক্ত বমন করিয়া ফেলিল, "হায়, আমি তুচ্ছ দুটা অন্নের লোভে আজ কি গর্হিত কাজই করিলাম" এইরূপে পরিদেবন করিতে লাগিল এবং নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটী বলিল :—

মুষ্টিমাত্র অন্ন, তাহাও উচ্ছিষ্ট,
অনিচ্ছায় তাহা দিল;
বিপ্রবংশে জন্মি খাই আমি তাহা—
তাও পেটে না রহিল।

এইরূপে পরিদেবন করিতে করিতে ব্রাহ্মণকুমার স্থির করিল, "যখন এমন গর্হিত কাজ করিয়াছি, তখন এ প্রাণ আর রাখিব না।" সে অরণ্যে চলিয়া গেল, যতদিন জীবিত রহিল কাহাকেও মুখ দেখাইল না এবং শেষে নিতান্ত অসহায় অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হইল।

[শাস্তা এইরূপে অতীত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, ব্রাহ্মণকুমার শতধর্ম্মা চণ্ডালের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া 'অখাদ্য খাইলাম' এই জ্ঞানে অনুতপ্ত হইয়াছিল, তাহার মুখে হাসা ছিলনা, মনে স্ফূর্ত্তি ছিলনা। সেইরূপ, যাহারা আমার শাসনে প্রব্রজ্যাগ্রহণের পর নিষিদ্ধ উপায়ে জীবিকানির্ব্বাহ ও চীবরাদি উপকরণ ভোগ করিবে, তাহারা বুদ্ধবর্ণিত নিন্দিত ও গর্হিত উপায়ে জীবিকানির্ব্বাহ-হেতু চিরদিন ম্রিয়মাণ ও স্ফূর্ত্তিহীন রহিবে।" অনন্তর তিনি অভিসম্বুদ্ধ হইয়া নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথাটি বলিলেন :—

ধর্ম্মপথ পরিহরি অধর্ম্মের পথে চরি
করে যেবা জীবন ধারণ,
লব্ধ দ্রব্য ভোগ করি সুখের কণিকামাত্র
কভু নাহি পায় সেইজন।
জান নাকি শতধর্ম্মা, কুলধর্ম্ম পরিহরি,
চণ্ডালের উচ্ছিষ্ট খাইল ;
সেই পাপে পরিণামে পুড়ি অনুতাপানলে
বনে গিয়া প্রাণ ত্যেজিল।

অনন্তর শাস্তা সত্য চতুষ্টয় ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া বহু ভিক্ষু স্রোতাপত্তি-ফল প্রভৃতি প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—তখন আমি ছিলাম সেই চণ্ডালপুত্র।]

১৮০—দুর্দ্দদজাতক।*

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি-কালে গণদান-সম্বন্ধে † এই কথা বলিয়াছিলেন। শুনা যায় একবার শ্রাবস্তী-বাসী সম্রান্তকুলজাত দুই বন্ধু চাঁদা তুলিয়া দানের জন্য ভিক্ষু-ব্যবহার্য্য পাত্রচীবরাদি সর্ব্ববিধ দ্রব্য সংগৃহীত করিয়াছিলেন এবং বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে নিমন্ত্রণপূর্ব্বক সপ্তাহকাল মহাদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। স্থির হইয়াছিল যে সপ্তম দিনে ভিক্ষুদিগকে তাঁহাদের ব্যবহার্য্য সর্ব্ববিধ দ্রব্য প্রদত্ত হইবে। ঐ দিন দাতাদিগের মধ্যে যিনি সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, তিনি শাস্তাকে প্রণাম করিয়া এবং একান্তে উপবিষ্ট হইয়া বলিলেন, 'ভদন্ত, এই দান-কর্ম্মে কেহ বহু অর্থ দিয়াছে ; কেহ বা অল্প দিয়াছে, কিন্তু দানের ফল যেন সকলেই তুল্যরূপে পায়।" এই প্রার্থনা করিয়া তিনি দানক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। শাস্তা বলিলেন, "উপাসকগণ, তোমরা বুদ্ধপ্রমুখ সঙ্ঘকে এই সমস্ত দান করিয়া মহাপুণ্যের কাজ করিলে। পুরাকালে পণ্ডিতেরাও গণদান করিয়াছিলেন এবং এইরূপেই দানক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ-পূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পর তক্ষশিলায় গিয়া সর্ব্ববিদ্যায় ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন ; কিন্তু তিনি গৃহস্থাশ্রম গ্রহণ না করিয়া ঋষি-প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি বহুসংখ্যক ঋষিকে ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা দিতেন এবং হিমবন্ত প্রদেশে বাস করিতেন।

দীর্ঘকাল হিমবন্তে বাস করিবার পর বোধিসত্ত্ব লবণ ও অম্ল সেবনার্থ জনপদে বিচরণ করিতে করিতে একদা বারাণসীতে উপনীত হইলেন এবং রাজকীয় উদ্যানে অবস্থিতি করিয়া পরদিন ভিক্ষাচর্য্যার্থ অনুচরবর্গসহ নগরদ্বারের বাহিরে কোন গ্রামে প্রবেশ করিলেন। গ্রামবাসীরা তাঁহাদিগকে ভিক্ষা দিল। তৃতীয় দিনে বোধিসত্ত্ব বারাণসী নগরে ভিক্ষা করিতে গেলেন। নগরবাসীরা অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত তাঁহাদিগকে ভিক্ষা দিল এবং দলে দলে চাঁদা তুলিয়া ঋষিদিগকে মহাদান দিবার আয়োজন করিল। এখন তোমাদের অগ্রণী যে কথা বলিলেন, তখন তাহাদের অগ্রণীও দানীয় দ্রব্য নিবেদন করিবার সময় সেইরূপ বলিয়াছিলেন। তাহাতে বোধিসত্ত্ব উত্তর দিয়াছিলেন, "ভাই, যেখানে চিত্তপ্রসাদ আছে, সেখানে কোন দানই অল্প হইতে পারে না।" অনন্তর দান অনুমোদন করিবার সময় তিনি এই গাথা দুইটী বলিয়াছিলেন :—

---

* প্রথম গাথার প্রথম শব্দ 'দুর্দ্দদং' হইতে এই জাতকের নাম হইয়াছে। টীকাকার, 'দুর্দ্দদ' শব্দের 'দান' এই অর্থ করিয়াছেন, কারণ কৃপণেরা দানে কাতর।

† গণদান—অর্থাৎ দুই বা ততোধিক লোকে একত্র (চাঁদা তুলিয়া) যে দান করে।

সাধুজন যেই পথে করে বিচরণ,
অসতের গম্য তাহা নহে কদাচন।
সাধু যথা করে দান, কিংবা ধর্ম্ম অনুষ্ঠান,
অসতে সেরূপ কভু পারে না করিতে,
দান-জাত ফল তারা না পারে লভিতে।

সাধু আর অসাধুর হয় এ কারণ
দেহ-অন্তে ভিন্ন ভিন্ন পথেতে গমন।
ভুঞ্জিতে অশেষ সুখ সাধু স্বর্গে যায়,
অসাধু নরকে পড়ি করে হায় হায়।

বোধিসত্ত্ব এইরূপে অনুমোদন করিয়া বর্ষার চারি মাস সেখানেই বাস করিলেন এবং বর্ষান্তে হিমবন্তে ফিরিয়া গেলেন। সেখানে তিনি ধ্যানস্থ হইলেন এবং ধ্যানবল অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করিলেন।

[সমবধান—তখন বুদ্ধের শিষ্যেরা ছিল সেই সকল ঋষি, এবং আমি ছিলাম তাহাদের শাস্তা।]

১৮১—অসদৃশ-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে মহাভিনিষ্ক্রমণ-সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন,—"ভিক্ষুগণ! তথাগত যে কেবল এজন্মেই মহাভিনিষ্ক্রমণ করিয়াছেন তাহা নহে, পূর্ব্বেও তিনি শ্বেতচ্ছত্র পরিহার পূর্ব্বক নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন,—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব তাঁহার অগ্রমহিষীর জঠরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। মহিষী সুপ্রসবা হইবার পর বালকের নামকরণ-দিবসে তাঁহার নাম রাখা হইয়াছিল 'অসদৃশ-কুমার'। বোধিসত্ত্ব যখন ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে শিখিলেন, তখন মহিষী আবার অপর এক পুণ্যবান্ সত্ত্বকে গর্ভে ধারণ করিলেন। এবারও তিনি সুপ্রসবা হইলেন, এবং নামকরণ-দিবসে নবজাত পুত্রটীর 'ব্রহ্মদত্ত কুমার' এই নাম রাখা হইল।

অসদৃশ-কুমার ষোড়শবর্ষে উপনীত হইয়া বিদ্যাশিক্ষার্থ তক্ষশিলায় গমন করিলেন। সেখানে তিনি এক সুবিখ্যাত আচার্য্যের শিষ্য হইয়া তিন বেদ ও অষ্টাদশ বিদ্যা * আয়ত্ত করিলেন এবং ধনুর্ব্বেদে অসাধারণ নৈপুণ্যলাভ করিয়া বারাণসীতে ফিরিয়া আসিলেন। রাজা ব্রহ্মদত্ত মৃত্যুকালে বলিয়া গেলেন, 'অসদৃশ কুমার রাজপদ এবং ব্রহ্মদত্ত কুমার উপরাজ্য পাইবেন।' রাজার অমাত্যেরা অসদৃশ কুমারকে রাজপদ দিতে চাহিলেন, কিন্তু তিনি বলিলেন, 'রাজ্যে আমার কোন প্রয়োজন নাই।' কাজেই ব্রহ্মদত্ত কুমার রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন। অসদৃশ-কুমার যশের আকাঙ্ক্ষা করিতেন না; কোন বিষয়েই তাঁহার কিছুমাত্র স্পৃহা ছিল না।

কনিষ্ঠ রাজত্ব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, জ্যেষ্ঠও রাজোচিত সুখে বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাজভৃত্যেরা ক্রমশঃ বোধিসত্ত্বকে রাজার বিরাগভাজন করিতে লাগিল; তাহারা বলিত, "অসদৃশ-কুমার রাজপদের প্রার্থী।" তাহাদের কথা বিশ্বাস করিয়া রাজার মন ভাঙ্গিয়া গেল;

* সচরাচর বিদ্যাস্থান চৌদ্দটী বলিয়া প্রসিদ্ধ:—অঙ্গানি বেদাশ্চত্বারো মীমাংসা ন্যায়বিস্তরঃ পুরাণং ধর্ম্মশাস্ত্রঞ্চ বিদ্যাহ্যেতাশ্চতুর্দ্দশ। ইহার সঙ্গে উপবেদ ৪টী অর্থাৎ আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গান্ধর্ব্ববেদ এবং অর্থশাস্ত্র (কিংবা স্থাপত্যবেদ ও শিল্পশাস্ত্র) যোগ করিলে ১৮টী পাওয়া যায়। 'তিন বেদ' অষ্টাদশ বিদ্যারই অন্তর্ভূত।

তিনি ভ্রাতাকে বন্দী করিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। বোধিসত্ত্বের একজন অনুচর এই ষড়যন্ত্র জানিতে পারিয়া যথাসময়ে তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলেন। ইহাতে বোধিসত্ত্ব কনিষ্ঠের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া অন্য এক রাজার অধিকারে চলিয়া গেলেন। তিনি তত্রত্য রাজাকে সংবাদ দিলেন, "একজন ধনুর্দ্ধর আসিয়া আপনার দ্বারে অবস্থিতি করিতেছেন।" রাজা জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন, "সে কত বেতন চায়?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন "প্রতিবৎসর লক্ষমুদ্রা।" রাজা আদেশ দিলেন, "বেশ, তাহাই দেওয়া যাইবে; তাহাকে আসিতে বল।"

অসদৃশ কুমার রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া আদেশ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। রাজা জিজ্ঞাসিলেন "তুমিই কি ধনুর্দ্ধর?" অসদৃশকুমার বলিলেন,—"হাঁ মহারাজ!" "বেশ; তুমি এখন হইতে আমার কাজে প্রবৃত্ত হও।" অসদৃশ-কুমার ধনুর্দ্ধরের পদ গ্রহণ করিলেন; কিন্তু তাঁহার বেতনের পরিমাণ জানিতে পারিয়া রাজার প্রাচীন ধনুর্দ্ধরেরা অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিল। তাহারা বলিত, "লোকটা বড় বেশী বেতন পাইতেছে।"

একদিন রাজা উদ্যানদর্শনে গেলেন। একটা আম্রবৃক্ষের মূলে মঙ্গল-শিলাপট্টের নিকট পর্দ্দা খাটান ছিল। তিনি সেখানে মহার্হ শয্যায় অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বৃক্ষের অগ্রভাগে এক থলো আম * দেখিতে পাইলেন। তিনি ভাবিলেন, 'ফলগুলি এত উচ্চে আছে যে কেহ ওখানে উঠিয়া পাড়িতে পারিবে না।' অনন্তর তিনি ধনুর্দ্ধরদিগকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমরা তীরদ্বারা ছেদন করিয়া ঐ আম্রপিণ্ডটা পাড়িতে পার কি?' তাহারা বলিল, "মহারাজ! এ যে আমাদের পক্ষে বড় কঠিন কাজ তাহা নহে; আপনিও বহুবার স্বচক্ষে আমাদের শরনিক্ষেপ-নৈপুণ্য দেখিয়াছেন; কিন্তু সম্প্রতি যে ধনুর্দ্ধর আসিয়াছেন, তিনি আমাদের অপেক্ষা বহু অধিক বেতন পান; অতএব বোধ হয়, মহারাজ, তাঁহাদ্বারাই ফলগুলি পাড়াইতে পারিবেন।"

এই কথা শুনিয়া রাজা অসদৃশ কুমারকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসিলেন, "কিহে, তুমি ঐ ফলগুলি পাড়িতে পারিবে কি?" অসদৃশ কুমার বলিলেন, "মহারাজ, যদি দাঁড়াইবার জন্য উপযুক্ত স্থান পাই তাহা হইলে পারিব।" "কোথায় দাঁড়াইতে চাও?" "যেখানে আপনার শয্যা রহিয়াছে।" রাজা তখনই শয্যা সরাইয়া তাঁহার জন্য উপযুক্ত স্থানের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

বোধিসত্ত্বের ধনু তখন তাঁহার হস্তে ছিল না; তিনি উহা পরিচ্ছদের ভিতর লুকাইয়া রাখিয়া যাতায়াত করিতেন। কাজেই তিনি বলিলেন, "মহারাজ, আমার জন্য একটা পর্দ্দার ব্যবস্থা করিতে আদেশ দিন। "করিতেছি" বলিয়া রাজা তখনই পর্দ্দা আনাইয়া তাহা সেখানে খাটাইলেন। বোধিসত্ত্ব তখন পর্দ্দার আড়ালে গিয়া শ্বেতবর্ণ বহির্ব্বাস ত্যাগ করিলেন, রক্তবস্ত্র ও কটিবন্ধ † পরিধান করিলেন, আর একখানি রক্তবস্ত্র দ্বারা পেট বান্ধিলেন, চামড়ার থলি ‡ হইতে সন্ধিযুক্ত খড়্গ বাহির করিলেন, উহা কটিবন্ধের সহিত বামদিকে বদ্ধ করিলেন, সুবর্ণরঞ্জিত কঞ্চুক পরিধান করিলেন, পৃষ্ঠোপরি তূণীর § রাখিলেন, মেষশৃঙ্গ-নির্ম্মিত সন্ধিযুক্ত মহাধনু গ্রহণ করিলেন ¶, তাহাতে প্রবালবর্ণ জ্যা আরোপণ করিলেন, মস্তকে উষ্ণীষ

---

* অম্বপিণ্ডি (আম্রপিণ্ড বা আম্রস্তবক)।

† মূলে 'কচ্ছং বন্ধিত্বা' আছে। 'কচ্ছ' কটিবন্ধন হইতে পারে, কাছাও হইতে পারে। শেষের অর্থে 'কোমর বান্ধিয়া' বা মালকাছা পরিয়া, বুঝা যাইতে পারে।

‡ মূলে 'পসিব্বকতো' আছে। প্রসেবক—থলি (bag); চর্ম্মপ্রসেবক=চামড়ার ব্যাগ।

§ মূলে 'চাপনালি', আছে। এখনও দেখা যায় লোকে বাঁশের পাবে তীর রাখিয়া থাকে।

¶ ইলিয়ডে দেখা যায় গ্রীকেরা আইবেক্স্ (ibex) নামক এক প্রকার পার্ব্বতীয় ছাগের শৃঙ্গে চাপ নির্ম্মাণ করিতেন। ধনুঃ, খড়্গ প্রভৃতি অনেক সময়ে সন্ধিযুক্ত থাকিত। যুদ্ধের সময় পর্ব্বগুলি যুড়িয়া লওয়া হইত; অন্য সময়ে খুলিয়া শস্ত্রখানি ছোট করিয়া থলির মধ্যে রাখা হইত।

পরিধান করিলেন, তীক্ষ্ণ শরগুলি নখদ্বারা ঘুরাইতে লাগিলেন এবং পর্দাটা তুলিয়া, বিদীর্ণ ভূগর্ভোত্থিত সালঙ্কার নাগকুমারবৎ আবির্ভূত হইয়া শরনিক্ষেপ স্থানে গমন করিলেন। তিনি ধনুকে শরস্থাপন করিয়া রাজাকে বলিলেন, "মহারাজ! শর যখন উর্দ্ধে উঠিবে, তখনও ঐ আম্রপিণ্ড কাটা যাইতে পারে, আবার শর যখন নিম্নে পড়িবে তখনও কাটা যাইতে পারে। আপনি উহা কি ভাবে কাটাইতে ইচ্ছা করেন বলুন।" রাজা বলিলেন,—"বৎস! শর উর্দ্ধে উঠিবার সময় লক্ষ্য কাটিয়া পাড়িয়াছে ইহা আমি পূর্ব্বে অনেকবার দেখিয়াছি, কিন্তু নিম্নে পড়িবার সময়ও যে এরূপ করিতে পারে তাহা কখনও দেখি নাই। অতএব তুমি নিম্নপাতন-ক্রমেই নৈপুণ্য প্রদর্শন কর।" "মহারাজ! এই শর অতি উর্দ্ধে উঠিবে; ইহা চতুর্ম্মহারাজদিগের * ভবন পর্য্যন্ত গিয়া সেখান হইতে আপনিই অবতরণ করিবে; আপনাকে ইহার অবতরণ কাল পর্য্যন্ত দয়া করিয়া এখানে অপেক্ষা করিতে হইবে।" রাজা বলিলেন, "বেশ, তাহাই করিব।" তখন অসদৃশ-কুমার আবার বলিলেন, "মহারাজ! এই শর উর্দ্ধে উঠিবার সময় আম্রপিণ্ডের বৃন্তটীর ঠিক মধ্যভাগ বেধ করিয়া যাইবে; আর যখন অবতরণ করিবে, তখন কেশাগ্র মাত্রও এদিকে ওদিকে না গিয়া ঠিক সেই রন্ধ্র দিয়া পড়িবে এবং পড়িবার সময় আম্রপিণ্ডটা গ্রহণ করিয়া ভূতলে আসিবে। এখন অনুগ্রহপূর্ব্বক দেখুন।" ইহা বলিয়া অসদৃশ-কুমার সবেগে শর নিক্ষেপ করিলেন; উহা আম্রপিণ্ডের বৃন্তটার ঠিক মধ্যভাগ বেধ করিয়া উর্দ্ধে উঠিল। বোধিসত্ত্ব যখন বুঝিলেন যে উহা চতুর্ম্মহারাজের ভবন পর্য্যন্ত উঠিয়াছে, তখন তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বেগে আরও একটী শর নিক্ষেপ করিলেন। এই শরটা প্রথম শরের পুঙ্খে আঘাত করিয়া উহাকে ফিরাইয়া দিল এবং নিজে ত্রয়স্ত্রিংশ ভবন পর্য্যন্ত উত্থিত হইল। সেখানে দেবতারা উহাকে ধরিয়া রাখিয়া দিলেন।

এদিকে প্রথম শরটা বায়ু ভেদ করিয়া পড়িবার সময় বজ্রধ্বনির ন্যায় শব্দ হইতে লাগিল। সমবেত জনসঙ্ঘ তাহা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ও কিসের শব্দ?" বোধিসত্ত্ব উত্তর দিলেন, "যে শরটা ফিরিয়া আসিতেছে, উহা তাহারই শব্দ।" তখন সকলেরই ভয় হইল পাছে উহা তাহাদের শরীরে আসিয়া পড়ে। বোধিসত্ত্ব তাহাদিগকে মহাভীত দেখিয়া আশ্বাস দিলেন, "তোমাদের কোন ভয় নাই। আমি ঐ শরটাকে ভূমিতে পড়িতে দিব না।"

পতনশীল শরটা কেশাগ্র মাত্র ব্যতিক্রম না করিয়া নিম্নাভিমুখে আসিতে লাগিল এবং আম্রপিণ্ডের বৃন্তটীকে পূর্ব্বাপেক্ষা একটু অধিক পরিমাণে কাটিল। বোধিসত্ত্ব তখন এক হস্তে শরটা এবং অপর হস্তে আম্রপিণ্ডকে ধরিয়া ফেলিলেন। কাজেই ফলগুলি এবং শরটা ভূতলে পড়িতে পারিল না। উপস্থিত জনসঙ্ঘ এই বিস্ময়কর কার্য্য দেখিয়া ধন্য ধন্য করিতে লাগিল এবং বলিল, "আমরা জীবনে কখনও এরূপ অদ্ভুত কাণ্ড দেখি নাই।" তাহারা শতমুখে বোধিসত্ত্বের প্রশংসা করিতে লাগিল; আনন্দের বেগে মহা কল ধ্বনি করিয়া উঠিল, অঙ্গুলি ছোটন করিতে লাগিল এবং শত শত বস্ত্রখণ্ড আকাশে দোলাইতে লাগিল। তাহারা বোধিসত্ত্বকে যে ধন দান করিল, তাহার পরিমাণ প্রায় এক কোটি হইবে। রাজাও তাঁহার উপর দান বর্ষণ করিলেন। এইরূপে বোধিসত্ত্ব বিপুল ধন ও মহাযশ প্রাপ্ত হইলেন।

বোধিসত্ত্ব যখন এইরূপ রাজসম্মান ভোগ করিয়া সেখানে বাস করিতেছিলেন, তখন বারাণসী রাজ্যের ঘোর বিপদ্ উপস্থিত হইল। 'অসদৃশ-কুমার এখন বারাণসীতে নাই' এই সুবিধা দেখিয়া সাতজন রাজা আসিয়া ঐ নগর অবরোধ করিলেন এবং ব্রহ্মদত্ত কুমারকে

* চতুর্ম্মহারাজ—বৌদ্ধদিগের লোকপাল। উত্তরে ধৃতরাষ্ট্র, দক্ষিণে বিরূঢ়ক, পশ্চিমে বিরূপাক্ষ এবং পূর্ব্বে বৈশ্রবণ।

পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন, "হয় যুদ্ধ কর, নয় রাজ্য ছাড়িয়া দাও।" ব্রহ্মদত্ত কুমার মরণভয়ে ভীত হইয়া অমাত্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার জ্যেষ্ঠ এখন কোথায় আছেন?" এবং যখন শুনিলেন তিনি কোন সামন্তরাজের ধনুর্দ্ধর-পদ গ্রহণ করিয়াছেন, তখন দূতদিগকে বলিলেন, "দাদা না আসিলে আমার প্রাণ রক্ষার উপায় নাই, তোমরা এখনই যাও; আমার হইয়া তাঁহার পায়ে পড় গিয়া; ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাঁহাকে এখানে লইয়া আইস।" দূতেরা তাঁহার আদেশানুসারে বোধিসত্ত্বের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইল। বোধিসত্ত্ব তখন সেই রাজার নিকট বিদায় লইয়া বারাণসীতে ফিরিয়া গেলেন এবং "কোন ভয় নাই" বলিয়া ব্রহ্মদত্তকুমারকে আশ্বাস দিলেন। তিনি একটা শরের ফলকে এই অক্ষরগুলি ক্ষোদিত করাইলেন, "আমি অসদৃশ-কুমার ফিরিয়া আসিয়াছি। আমি একটী মাত্র শর নিক্ষেপ করিয়া তোমাদের প্রাণ সংহার করিব। যাহারা প্রাণ রক্ষা করিতে চাও, তাহারা এখনই পলায়ন কর।" অনন্তর তিনি সেই শর নিক্ষেপ করিলেন। তখন উক্ত সাতজন রাজা একটা স্বর্ণপাত্রে এক সঙ্গে ভোজন করিতেছিলেন; শরটা গিয়া ঠিক সেই পাত্রের উপর পড়িল। তাঁহারা ঐ উৎকীর্ণ লিপি পাঠ করিয়া সকলেই মরণভয়ে সে স্থান হইতে পলায়ন করিলেন।

মহাসত্ত্ব এইরূপে আততায়ী সাতজন রাজাকে দূরীভূত করিলেন; ক্ষুদ্র একটা মক্ষিকায় যে রক্তটুকু পান করিতে পারে, তাঁহাকে সে টুকু পর্য্যন্ত পাত করিতে হইল না! অনন্তর কনিষ্ঠের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি সর্ব্ববিধ কাম পরিত্যাগ করিলেন, ঋষি-প্রব্রজ্যা গ্রহণ পূর্ব্বক অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ লাভ করিলেন এবং দেহান্তে ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন।

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, অসদৃশ কুমার সাতজন রাজাকে পরাভূত করিয়া ও সংগ্রামজয়ী হইয়া শেষে নিজে ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি অভিসম্বুদ্ধ হইয়া এই গাথা দুইটী বলিলেন :—

রাজপুত্র, ধনুর্দ্ধর, অসদৃশ বীরবর
দূরবেধী, অব্যর্থসন্ধান,
বজ্রসম বাণ যাঁর দেখি মহারথিগণ
প্রাণভয়ে পলাইয়া যান।

দমিলেন শত্রুগণে নাহি বধি একজনে,
ধন্য ধনুর্ব্বেদশিক্ষা তাঁর,
সোদরে নিঃশঙ্ক করি দিব্যজ্ঞান পরিশেষে
লভিলেন ছাড়িয়া সংসার।

সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন সেই অনুজ এবং আমি ছিলাম সেই অগ্রজ।]

১৮২—সংগ্রামাবচর-জাতক।*

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে স্থবির নন্দের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। (বুদ্ধত্বপ্রাপ্তির পর) শাস্তা যখন প্রথমে কপিলবস্তুতে প্রতিগমন করিয়াছিলেন, সেই সময় তিনি নিজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাজপুত্র নন্দকে † প্রব্রজ্যা দান করেন এবং তৎপরে কপিলবস্তু হইতে বাহির হইয়া যথাসময়ে শ্রাবস্তীতে ফিরিয়া যান ও সেখানে অবস্থিতি করেন। আয়ুষ্মান্ নন্দ যখন ভিক্ষাপাত্র হস্তে লইয়া তথাগতের সঙ্গে কপিলবস্তু হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেছিলেন, তখন জনপদকল্যাণী ‡ তাঁহার দর্শন প্রতীক্ষায় অর্দ্ধবিন্যস্তকেশে বাতায়নসমীপে দাঁড়াইয়া ছিলেন এবং তাঁহাকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "আর্য্যপুত্র নন্দকুমার, আপনিও শাস্তার সহিত চলিলেন! আপনি শীঘ্রই যেন ফিরিয়া আসেন।" জনপদকল্যাণীর এই কথা স্মরণ করিয়া নন্দ নিয়ত

---

* সংগ্রাম—যুদ্ধ, যুদ্ধক্ষেত্র, অবচর—বাসস্থান। সংগ্রামাবচর=যে নিয়তই যুদ্ধক্ষেত্রে থাকে।

† গৌতমবুদ্ধের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা—গৌতমীর গর্ভজাত।

‡ এই রমণীর সহিত নন্দের বিবাহ হইবার কথা ছিল। বিবাহের রাত্রিতেই নন্দ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন।

বিষণ্ণ থাকিতেন; কিছুতেই তাঁহার স্ফূর্ত্তি ও রুচি দেখা যাইতনা, তাঁহার শরীর ক্রমশঃ পাণ্ডুবর্ণ হইল এবং ধমনিগুলি চর্ম্মের উপর ভাসিয়া উঠিল।

নন্দের এই দশা জানিতে পারিয়া শাস্তা স্থির করিলেন, 'নন্দকে অর্হত্ত্বে প্রতিষ্ঠাপিত করিতে হইবে।' তিনি নন্দের পরিবেণে গিয়া নির্দিষ্ট আসন গ্রহণপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "নন্দ, এই শাসনে প্রবেশ করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছ ত?" নন্দ উত্তর করিলেন, "ভদন্ত, আমার চিন্তা জনপদকল্যাণীতে নিবদ্ধ, সেই জন্য আমি সন্তোষ লাভ করিতে পারিতেছি না।" "নন্দ, তুমি কখনও হিমালয় প্রদেশে তীর্থদর্শন করিতে গিয়াছিলে কি?" "না, ভদন্ত, আমি সেখানে কখনও যাই নাই।" "তবে এখন চল না কেন?" "আমার ত ঋদ্ধিবল নাই, ভদন্ত। আমি সেখানে কিরূপে যাইব?" "আমিই তোমাকে নিজের ঋদ্ধিবলে সেখানে লইয়া যাইব।" ইহা বলিয়া শাস্তা নন্দের হস্ত ধারণ করিয়া আকাশমার্গে গমন করিলেন।

পথে একটা দগ্ধারণ্য ছিল। তাঁহারা দেখিতে পাইলেন, সেখানে একটা দগ্ধ বৃক্ষকাণ্ডের উপর এক মর্কটী বসিয়া আছে। তাহার নাসিকা ও লাঙ্গুল ছিন্ন, রোম দগ্ধ, চর্ম্ম ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত। শাস্তা বলিলেন, "নন্দ, ঐ মর্কটীটা দেখিতে পাইতেছ কি?" নন্দ বলিলেন, "হাঁ, ভদন্ত।" "বেশ করিয়া দেখিয়া রাখ।" অনন্তর তিনি নন্দকে লইয়া হিমালয়, ষষ্টিযোজন বিস্তীর্ণ মনঃশিলাতল, অনবতপ্তহ্রদ, সপ্তমহাসরোবর, পঞ্চমহানদী, * সুবর্ণপর্ব্বত, রজতপর্ব্বত, মণিপর্ব্বত এবং অন্যান্য শত শত রমণীয় স্থান প্রদর্শন করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "নন্দ, তুমি কখনও ত্রয়স্ত্রিংশস্বর্গ দেখিয়াছ কি?" নন্দ বলিলেন, "না ভদন্ত, তাহা আমি কখনও দেখি নাই।" "আচ্ছা এস, আমি তোমাকে ত্রয়স্ত্রিংশভবন দেখাইতেছি।" অনন্তর তিনি নন্দকে লইয়া শক্রের পাণ্ডুবর্ণ শিলাসনে উপবেশন করিলেন। দেবরাজ শক্র উভয় দেবলোকের † দেবগণসহ সেখানে আগমন করিয়া তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক একান্তে উপবিষ্ট হইলেন। তাঁহার সার্দ্ধদ্বিকোটি পরিচারিকা এবং পঞ্চশত কপোতপাদা ‡ অপ্সরাও আসিয়া শাস্তাকে প্রণিপাত করিয়া একপার্শ্বে আসন গ্রহণ করিলেন। শাস্তার প্রভাবে আয়ুষ্মান্ নন্দ এই পঞ্চশত অপ্সরার দিকে পুনঃ পুনঃ সস্পৃহ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, "কি হে নন্দ, এই কপোতপাদা অপ্সরাদিগকে দেখিতে পাইতেছ কি?" নন্দ উত্তর দিলেন "হাঁ ভদন্ত।" "বল দেখি ইহারাই অধিক সুন্দরী, না জনপদকল্যাণী সুন্দরী?" "জনপদকল্যাণীর তুলনায় সেই বিকলাঙ্গী মর্কটী যেরূপ, ইহাদের তুলনায় জনপদকল্যাণীও সেইরূপ।" "এখন তবে তুমি কি করিতে চাও?" "বলুন ত ভদন্ত, কি কর্ম্ম করিলে এইরূপ অপ্সরা লাভ করিতে পারা যায়?" "শ্রমণ-ধর্ম্ম পালন করিলে এইরূপ অপ্সরা লাভ করা যাইতে পারে।" "ভগবান্ যদি প্রতিভূ হন, তাহা হইলে আমি শ্রমণ-ধর্ম্মই পালন করিব।" "আচ্ছা, আমি প্রতিভূ হইলাম, তুমি শ্রমণ-ধর্ম্ম পালন কর।" দেবসঙ্ঘমধ্যে এইরূপে তথাগতের অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়া নন্দ বলিলেন, "তবে আর বিলম্বে প্রয়োজন কি? চলুন এখান হইতে,—আমি অতঃপর শ্রমণ-ধর্ম্ম পালন করিব।"

তখন শাস্তা তাঁহাকে লইয়া জেতবনে ফিরিয়া আসিলেন, নন্দও শ্রমণ-ধর্ম্ম পালনে প্রবৃত্ত হইলেন। শাস্তা ধর্ম্মসেনাপতিকে ডাকিয়া বলিলেন, "সারিপুত্র, আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ত্রয়স্ত্রিংশলোকে দেবগণের সভায় অপ্সরা-লাভের জন্য § আমার নিকট হইতে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়াছে।" অতঃপর একে একে তিনি মৌদ্গল্যায়ন, স্থবির মহাকাশ্যপ, স্থবির অনিরুদ্ধ, ধর্ম্মভাণ্ডাগারিক আনন্দ প্রভৃতি অশীতি মহাস্থবির এবং অন্যান্য বহু ভিক্ষুকেও এই কথা জানাইলেন। ধর্ম্মসেনাপতি স্থবির সারিপুত্র নন্দের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে নন্দ, তুমি নাকি ত্রয়স্ত্রিংশ লোকে অপ্সরা লাভ করিবার ইচ্ছায় শ্রমণ ধর্ম্ম পালন করিবে, এই প্রতিজ্ঞা করিয়া দেবসভামধ্যে দশবলের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়াছ? যদি তাহা করিয়া থাক, তাহা হইলে তোমার ব্রহ্মচর্য্য কি স্ত্রীভোগেচ্ছাসম্ভূত ও কামজনিত নহে? যদি তুমি শুদ্ধ রমণীর জন্য শ্রমণ-ধর্ম্ম পালন কর, তাহা হইলে তোমাতে এবং একজন বেতনভোগী ভৃত্যে কি পার্থক্য রহিল?" সারিপুত্রের কথায় নন্দ লজ্জিত হইলেন, তাঁহার কামানলও মন্দীভূত হইল। অশীতি মহাস্থবির এবং অপর সমস্ত ভিক্ষুও এইরূপে আয়ুষ্মান্ নন্দকে লজ্জা দিতে লাগিলেন। "আমি বড় অন্যায় কাজ করিয়াছি" ইহা ভাবিয়া নন্দের লজ্জা ও অনুতাপ জন্মিল, তিনি চিত্তের দৃঢ়তা সম্পাদন করিয়া অন্তর্দৃষ্টির বৃদ্ধিসাধনে যত্নবান্ হইলেন এবং পরিশেষে অর্হত্ত্ব লাভ

* মনঃশিলাতল—হিমবন্তের অংশবিশেষ। সপ্ত মহাসরোবরের জন্য প্রথম খণ্ডের ৩০০ম পৃষ্ঠ এবং পঞ্চ মহানদীর জন্য ৮৩ম পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য। অনবতপ্ত সপ্ত মহাসরোবরেরই একটী।

† অন্তরীক্ষ ও স্বর্লোক।

‡ কপোতপাদা—সংস্কৃত ভাষাতেও এই শব্দ দেখা যায়। ইহার সার্থকতা কি তাহা বুঝা যায় না।

§ সংস্কৃত ভাষায় অপ্সরস্ ও অপ্সরা উভয় শব্দই দেখা যায়।

করিয়া শাস্তার নিকট গিয়া বলিলেন, "ভগবন্ আমি আপনাকে সেই প্রতিশ্রুতি হইতে মুক্তি দিতেছি।" শাস্তা বলিলেন, "নন্দ, তুমি যদি অর্হত্ব লাভ করিয়া থাক, তবেই আমি প্রতিশ্রুতি হইতে অব্যাহতি পাইয়াছি।"

এই বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া ভিক্ষুরা একদিন ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া এসম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাহারা বলিতে লাগিলেন, "দেখ, আমাদের বন্ধু নন্দস্থবির উপদেশগ্রহণে এমনই পটু যে একবার মাত্র উপদেশ শুনিতে পাইয়াই তিনি লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়াছেন এবং শ্রমণ-ধর্ম্ম পালনপূর্ব্বক অর্হত্ত্বলাভ করিয়াছেন।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে গিয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "দেখ, কেবল এ জন্মে নহে, পূর্ব্বজন্মেও নন্দ উপদেশ গ্রহণ করিতে সমর্থ ছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব গজাচার্য্যকুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পর গজবিদ্যায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন এবং বারাণসীরাজের শত্রু অপর একজন রাজার রাজ্যে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। তিনি ঐ রাজার মঙ্গলহস্তীকে অতি যত্নসহকারে শিক্ষা দিতেন। অনন্তর ঐ রাজার ইচ্ছা হইল যে, বারাণসীরাজ্য গ্রহণ করিতে হইবে। তিনি বোধিসত্ত্বকে সঙ্গে লইয়া মঙ্গলহস্তীতে আরোহণপূর্ব্বক সুবৃহৎ সেনাসহ বারাণসীতে গমন করিলেন এবং নগর অবরোধ করিয়া তত্রত্য রাজার নিকট পত্র পাঠাইলেন, "হয় যুদ্ধ করুন, নয় রাজ্যত্যাগ করুন।" ব্রহ্মদত্ত উত্তর দিলেন, "যুদ্ধই করিব।" তিনি প্রাকার, তোরণ, অট্টালক, গোপুর * প্রভৃতিতে বলবিন্যাসপূর্ব্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।

অবরোধকারী রাজা বর্ম্মাচ্ছাদিত হইয়া ও মঙ্গলহস্তীকে বর্ম্ম পরাইয়া তীক্ষ্ণ অঙ্কুশ গ্রহণপূর্ব্বক উহার স্কন্ধে আরোহণ করিলেন, এবং নগরদ্বার ভেদ করিয়া শত্রুর প্রাণনাশ এবং তাঁহার রাজ্য হস্তগত করিবেন এই অভিপ্রায়ে হস্তীকে নগরাভিমুখে চালাইলেন। কিন্তু নগররক্ষকেরা উষ্ণ কর্দ্দম ও নানাপ্রকার অস্ত্র নিক্ষেপ করিতেছে এবং যন্ত্রবলে বড় বড় পাষাণ ছুঁড়িতেছে দেখিয়া মঙ্গলহস্তী মরণভয়ে ভীত হইয়া অগ্রসর হওয়া দূরে থাকুক, পশ্চাৎপদ হইল। ইহা দেখিয়া গজাচার্য্য তাহার নিকট গিয়া বলিলেন, "বৎস, তুমি বীর; যুদ্ধক্ষেত্রই তোমার বিচরণ-স্থান, এরূপ স্থান হইতে পৃষ্ঠভঙ্গ দেওয়া তোমার পক্ষে শোভা পায় না।" ইহা বলিয়া তিনি নিম্নলিখিত গাথা দুইটী পাঠ করিলেন,—

'বলী তুমি, বীর্য্যবান্; তব বিচরণ স্থান
যুদ্ধক্ষেত্র, জানে সর্ব্বজনে,
তবে কেন, হে বারণ, পৃষ্ঠভঙ্গ এই ক্ষণ
দেও তুমি আসিয়া তোরণে ?
কর স্তম্ভ ভূমিসাৎ অর্গল ভাঙ্গিয়া ফেল,
বিলম্ব না সয়, গজবর।
মস্তক-আঘাতে তুমি ভাঙ্গি ফেল দ্বার যত,
পশ শীঘ্র নগর ভিতর।

মঙ্গলহস্তী গজাচার্য্যের এই কথা শুনিল; তাহাকে ফিরাইবার জন্য দ্বিতীয়বার উপদেশ দিবার প্রয়োজন হইল না। সে স্তম্ভগুলি শুণ্ডদ্বারা বেষ্টনপূর্ব্বক, সেগুলি যেন অহিচ্ছত্রক † মাত্র, এই ভাবে অবলীলাক্রমে উৎপাটিত করিল, অর্গলগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিল, তোরণ ভূমিসাৎ করিল, নগরদ্বার ভেদ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল এবং রাজ্য অধিকার করিয়া প্রভুকে দান করিল।

[সমবধান—তখন নন্দ ছিল সেই হস্তী, আনন্দ ছিলেন সেই রাজা এবং আমি ছিলাম সেই গজাচার্য্য।]

---

* অট্টালক = Watch tower। গোপুর = পুরদ্বার।

† ব্যাঙের ছাতা। এক প্রকার ব্যাঙের ছাতা বিষাক্ত বলিয়া বোধ হয় এই নামে অভিহিত হইয়াছে।

১৮৩—বালোদক-জাতক *

[শাস্তা জেতবনে পঞ্চশত উচ্ছিষ্টভোজীদিগের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। গৃহবাস করা ধর্ম্মচর্য্যার অন্তরায় মনে করিয়া শ্রাবস্তী নগরের পঞ্চশত উপাসক পুত্রকন্যাদিগের উপর সংসারের ভার দিয়া, শাস্তার ধর্ম্মদেশনা শ্রবণার্থ জেতবনে অবস্থিতি করিতেন এবং তাঁহার সঙ্গেই থাকিতেন। ইঁহাদের মধ্যে কেহ স্রোতাপন্ন, কেহ সকৃদাগামী, কেহ কেহ বা অনাগামী হইয়াছিলেন; কেহই পৃথগ্জন ছিলেন না। † যাহারা শাস্তাকে নিমন্ত্রণ করিত, তাহারা ইঁহাদিগকেও নিমন্ত্রণ করিত। দন্তকাষ্ঠ, মুখপ্রক্ষালনের জল, গন্ধমাল্য প্রভৃতি আনিয়া দিবার জন্য ইঁহাদিগের পঞ্চশত বালকভৃত্য ছিল। তাহারা ইঁহাদিগের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিত। তাহারা প্রাতরাশের পর ঘুমাইত, তাহার পর অচিরবতী নদীর তীরে গিয়া মল্লদিগের ন্যায় ‡ ব্যায়ামে প্রবৃত্ত হইত এবং সেই সময়ে ভয়ানক চীৎকার করিত। কিন্তু তাহাদের প্রভু সেই পঞ্চশত উপাসক অতি শান্ত শিষ্ট ছিলেন, কোনরূপ গণ্ডগোল করিতেন না, নির্জ্জনে থাকিতে ভাল বাসিতেন।

একদিন শাস্তা সেই উচ্ছিষ্টভোজীদিগের চীৎকার শুনিয়া স্থবির আনন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও কিসের গোল।" আনন্দ বলিলেন, "ভদন্ত, উচ্ছিষ্টভোজীরা গণ্ডগোল করিতেছে।" "দেখুন, উচ্ছিষ্টভোজীরা যে এজন্মেই উচ্ছিষ্ট-ভোজনের পর এরূপ বিকট চীৎকার করে তাহা নহে, পূর্ব্বেও ইহারা এইরূপই করিয়াছিল, আর এই উপাসকগণও যে শুধু এখনই এমন শান্তশিষ্ট তাহা নহে, পূর্ব্বজন্মেও ইহারা শান্তশিষ্ট ছিল।" অনন্তর আনন্দের অনুরোধক্রমে শাস্তা সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব তাঁহার অমাত্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর, তিনি রাজার অর্থ ধর্ম্ম উভয়েরই অনুশাসকের পদে নিযুক্ত হইলেন। § একবার প্রত্যন্ত প্রদেশে বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে, এই সংবাদ পাইয়া রাজা ব্রহ্মদত্ত পঞ্চশত অশ্ব সজ্জিত করিবার আদেশ দিলেন এবং চতুরঙ্গিণী সেনাসহ প্রত্যন্তপ্রদেশে গিয়া সেখানে শান্তিস্থাপন করিলেন। অনন্তর তিনি বারাণসীতে ফিরিয়া আসিলেন।

রাজধানীতে আসিয়া ব্রহ্মদত্ত আদেশ দিলেন, "দেখ, অশ্বগুলি বড় ক্লান্ত হইয়াছে। ইহাদিগকে কিছু সরস খাদ্য, কিছু দ্রাক্ষারস দাও।" ঘোটকগুলি সুগন্ধি রস পান করিল; তাহার পর অশ্বশালায় গিয়া স্ব স্ব স্থানে নীরব হইয়া রহিল।

ঘোটকদিগকে দ্রাক্ষারস দিবার পর, বহুপরিমাণ অল্পরসযুক্ত দ্রাক্ষাফলের ছোব্‌ড়া রহিয়া গেল। উহা দিয়া কি করা হইবে, রাজভৃত্যেরা রাজাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিল। রাজা আদেশ দিলেন, "ঐ সমস্ত পদার্থে জল মিশাইয়া মর্দ্দিত কর এবং ছাঁকনিতে ¶ ছাঁকিয়া, সেই রস, যে সকল গর্দ্দভ অশ্বের খাদ্য বহন করিয়াছিল, তাহাদিগকে পান করিতে দাও।" গর্দ্দভেরা এই জঘন্য রস পান করিল; পরে উন্মত্ত হইয়া রাজাঙ্গণের সর্ব্বত্র বিকট চীৎকার করিতে করিতে ছুটিল।

রাজা মহাবাতায়নের নিকট দাঁড়াইয়া এই কাণ্ড দেখিতেছিলেন; বোধিসত্ত্ব তাঁহার নিকটেই ছিলেন। রাজা বোধিসত্ত্বকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "দেখুন দেখি, এই গাধাগুলি কষায় রস পান করিয়াই উন্মত্ত হইয়াছে এবং বিকট চীৎকার, ছুটাছুটি ও লাফালাফি

---

* বাল—চুল,—কেশনির্ম্মিত ছাকনি দিয়া রস ছাঁকিয়া গর্দ্দভদিগকে খাইতে দেওয়া হইয়াছিল।

† অর্থাৎ সকলেই মুক্তিপথের পথিক হইয়াছিলেন।

‡ তৎকালে মল্লনামে একটী জাতি ছিল। ডন ফেলা, কুস্তি করা প্রভৃতি ব্যায়ামে ইহাদের বিশেষ নৈপুণ্য ছিল। মল্লদেশের একটী নগরের নাম পাবা।

§ অর্থাৎ কি করিলে রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি এবং রাজার পুণ্যসঞ্চয় হয় তিনি সেই উপদেশ দিতেন।

¶ মূলে 'মকৃথি পিলোতিকাহি' এই পদ আছে, কিন্তু ইহার অর্থ ভাল বুঝা যায় না। হয়ত ইহা মক্ষিকা ইত্যাদি কীট পতঙ্গ ছাঁকিয়া লইবার জন্য বস্ত্রখণ্ড। পাঠান্তরে 'মকৃথি' শব্দের পরিবর্ত্তে 'মকচি' দেখা যায়। মকচি একপ্রকার শণ; ইহার পলিতা অর্থাৎ ছাঁকনি। পলিতার সাহায্যে দুধছাঁকা এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

করিতেছে। কিন্তু সৈন্ধবঘোটকগুলি উৎকৃষ্ট দ্রাক্ষারস পান করিয়াও নিঃশব্দে ও শান্তভাবে রহিয়াছে, কিছুমাত্র লাফালাফি করিতেছে না। ইহার কারণ কি বলুন ত?" ইহা বলিয়া রাজা নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটী পাঠ করিলেন,—

অতি অল্পরসযুক্ত পরিস্রুত জল,
পান করি হয় মত্ত গর্দ্দভের দল,
রসের সারাংশ কিন্তু করিয়া গ্রহণ
সিন্ধু-অশ্ব প্রশান্ত রয়েছে কেমন!

অতঃপর বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথায় ইহার কারণ ব্যাখ্যা করিলেন :—

নীচকুলে জন্ম যার, অল্পেই তাহার
ঘটে পানে, নরনাথ, মত্ততা বিকার।
উচ্চকুলে জাত যেই, কুল ধুরন্ধর,
সুপ্রশান্ত, নির্ব্বিকার রহে নিরন্তর।
রসের সারাংশ যদি করে সে গ্রহণ,
তথাপি না দেখাইবে মত্ততা লক্ষণ।

রাজা বোধিসত্ত্বের কথা শুনিয়া গর্দ্দভদিগকে অঙ্গন হইতে দূর করাইয়া দিলেন এবং যাবজ্জীবন তাঁহার উপদেশানুসারে চলিয়া দানাদি পুণ্যানুষ্ঠানপূর্ব্বক কর্ম্মানুরূপ গতি লাভ করিলেন।

[সমবধান—তখন এই পঞ্চশত ভিক্ষু ছিল সেই পঞ্চশত গর্দ্দভ, এই পঞ্চশত উপাসক ছিল সেই পঞ্চশত উৎকৃষ্টজাতীয় অশ্ব, আনন্দ ছিলেন সেই রাজা এবং আমি ছিলাম তাঁহার সেই পণ্ডিত অমাত্য।]

১৮৪—গিরিদত্ত-জাতক।

[শাস্তা বেণুবনে অবস্থিতিকালে এক বিপক্ষসেবী ব্যক্তির সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার অতীতবস্তু ইতঃপূর্ব্বে মহিলামুখ-জাতকে (২৬) বলা হইয়াছে। শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, এ ব্যক্তি যে কেবল এখনই বিপক্ষসেবী হইয়াছে তাহা নহে, এ পূর্ব্বেও এইরূপ ছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীতে শ্যামরাজ নামে এক রাজা ছিলেন। বোধিসত্ত্ব তাঁহার অমাত্য-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বয়ঃপ্রাপ্তির পর তাঁহার ধর্ম্মার্থানুশাসকের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

বারাণসীরাজের পাণ্ডব নামে এক মঙ্গলাশ্ব ছিল, গিরিদত্ত নামে এক খঞ্জ ইহার সহিসের কাজ করিত। গিরিদত্ত যখন উহার মুখরজ্জু ধরিয়া অগ্রে অগ্রে যাইত, তখন পাণ্ডব ভাবিত, এ বুঝি আমাকে কিরূপে চলিতে হইবে তাহা শিক্ষা দিতেছে। এই বিশ্বাসে সহিসের অনুকরণ করিতে করিতে অশ্বও খঞ্জ হইল। লোকে রাজাকে জানাইল, "মহারাজ, আপনার মঙ্গলাশ্ব খঞ্জ হইয়াছে।" রাজা অশ্ববৈদ্য পাঠাইলেন, কিন্তু তাহারা অশ্বের শরীরে কোন রোগ দেখিতে না পাইয়া রাজাকে জানাইল, 'আমরা উহার কোন রোগ দেখিলাম না।' তখন রাজা বোধিসত্ত্বকে প্রেরণ করিলেন, বলিয়া দিলেন, "বয়স্য, তুমি গিয়া ইহার কারণ নির্ণয় করিয়া আইস।" বোধিসত্ত্ব গিয়া বুঝিতে পারিলেন খঞ্জ অশ্বরক্ষকের সংসর্গে থাকিয়াই অশ্বটা খঞ্জ হইয়াছে। সংসর্গ দোষেই এরূপ ঘটিয়াছে, রাজাকে ইহা বুঝাইয়া দিবার সময় তিনি নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটী বলিলেন :—

খঞ্জ গিরিদত্ত, তার সংসর্গে থাকিয়া
পাণ্ডব গিয়াছে নিজ প্রকৃতি ভুলিয়া,
তাহার চলন দেখি শিখেছে চলন;
বিনা রোগে খঞ্জ তাই হয়েছে এখন।

তখন রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বয়স্য, এখন কর্তব্য কি?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "অবিকলাঙ্গ অশ্বনিবন্ধিক পাইলে মঙ্গলাশ্বটী পূর্ব্বে যেরূপ ছিল, আবার সেইরূপ হইবে।" অনন্তর তিনি নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথা বলিলেন:—

যেমন সুন্দর অশ্ব, অনুরূপ তার
অশ্ব নিবন্ধিক এক দিন্ নিয়োজিয়া;
মুখরজ্জু ধরি সেই চালনা ইহার
করুক কয়েক দিন; তুরগমণ্ডলে
ঘুরাইয়া চক্রে চক্রে প্রদর্শন এরে
করুক সে কিরূপে মঙ্গল অশ্ব চলে।
তাহ'লে, রাজন্, শীঘ্র যাইবে ভুলিয়া
মঙ্গলাশ্ব খঞ্জভাব, অনুসরি তারে।

রাজা এইরূপই ব্যবস্থা করিলেন, অশ্বও তাহার স্বাভাবিক গতি লাভ করিল। বোধিসত্ত্ব ইতর প্রাণীদিগেরও স্বভাব জানেন দেখিয়া রাজা অতিমাত্র বিস্মিত ও তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহার মহাসম্মান করিলেন।

[সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল গিরিদত্ত, এই বিপক্ষসেবী ভিক্ষু ছিল সেই অশ্ব, আনন্দ ছিলেন সেই রাজা এবং আমি ছিলাম সেই পণ্ডিত অমাত্য।]

১৮৫—অনভিরতি-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এক ব্রাহ্মণকুমারকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন।

শুনা যায় শ্রাবস্তীবাসী এক ব্রাহ্মণকুমার বেদত্রয়ে ব্যুৎপন্ন হইয়া বহু ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় বালককে বেদমন্ত্র শিক্ষা দিতেন। কালক্রমে তিনি গৃহধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন এবং বস্ত্র, অলঙ্কার, দাস, দাসী, ভূমি, সম্পত্তি, গো, মহিষ, পুত্রদারাদির চিন্তায় রাগ*, দ্বেষ, ও মোহের বশীভূত হইয়া পড়িলেন। এই কারণে তিনি মন্ত্রসমূহ আর পরিপাটিক্রমে আবৃত্তি করিতে পারিতেন না, মধ্যে মধ্যে সেগুলি স্মরণ করিতেও সমর্থ হইতেন না। তিনি একদিন বহু গন্ধ, মাল্য প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া জেতবনে গমনপূর্ব্বক শাস্তার অর্চ্চনা করিলেন, এবং তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক একান্তে আসীন হইলেন। শাস্তা তাঁহার সঙ্গে মধুর আলাপ করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, "কিহে মাণবক, তুমি কি মন্ত্র শিক্ষা দেও? মন্ত্রগুলি তোমার কণ্ঠস্থ আছে ত?" ব্রাহ্মণকুমার উত্তর দিলেন, "ভদন্ত, মন্ত্রগুলি পূর্ব্বে আমার কণ্ঠস্থই ছিল, কিন্তু যেদিন হইতে দারপরিগ্রহ করিয়া সংসারী হইয়াছি, তদবধি আমার চিত্ত আবিল হইয়াছে; সেই নিমিত্ত মন্ত্রগুলিও আর আমার কণ্ঠস্থ নাই।" ইহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "দেখ, কেবল এজন্মেই নহে, পূর্ব্বজন্মেও প্রথমে চিত্তের অনাবিলতাবশতঃ মন্ত্রগুলি তোমার কণ্ঠস্থ ছিল, কিন্তু রাগাদির ছায়ায় তোমার চিত্ত যখন আবিল হইয়াছিল, তখন তুমি তাহাদিগকে স্মরণ করিতে পারিতে না।" অনন্তর উক্ত ব্রাহ্মণকুমারের অনুরোধক্রমে তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব এক বিভবশালী ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি তক্ষশিলায় গিয়া মন্ত্র শিক্ষা করেন এবং একজন সুবিখ্যাত আচার্য্য হইয়া বারাণসীনগরে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় কুমারদিগকে মন্ত্র শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হন।

---

* আসক্তি। দ্বেষ ও মোহ অগতিচতুষ্টয়ের দুইটী।

এক ব্রাহ্মণকুমার বোধিসত্ত্বের নিকট বেদত্রয় কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন; বেদ আবৃত্তি করিবার সময় একটীমাত্র পদেও তাহার ভ্রম হইতনা। তিনিও আচার্য্যের সহকারী হইয়া অন্যান্য ছাত্রদিগকে মন্ত্র শিক্ষা দিতেন। কালক্রমে এই ব্যক্তি বিবাহ করিয়া সংসারধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু সংসার-চিন্তায় তাঁহার চিত্তের আবিলতা জন্মিল বলিয়া, তিনি পূর্ব্ববৎ মন্ত্র আবৃত্তি করিতে অসমর্থ হইলেন।

একদিন তিনি বোধিসত্ত্বের নিকট উপস্থিত হইলে বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিহে মাণবক, মন্ত্রগুলি ত কণ্ঠস্থ আছে;" "গুরুদেব, সংসার গ্রহণ করিবার পর হইতে আমার চিত্ত আবিল হইয়াছে; এখন আর আমি মন্ত্রসকল আবৃত্তি করিতে পারিনা।" তাহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "বৎস, চিত্ত আবিল হইলে কণ্ঠস্থ মন্ত্রও স্মৃতিপথে প্রকটিত হয়না, কিন্তু চিত্তের অনাবিলভাব থাকিলে কিছুতেই বিস্মরণ ঘটিতে পারেনা।" অনন্তর তিনি নিম্নলিখিত গাথা দুইটী পাঠ করিলেন :—

মীন-শুক্তি-শম্বূকাদি জলচরগণ
বারিমধ্যে করে তারা সদা বিচরণ;
বালুকা, উপলখণ্ড থাকে জলতলে,
কিন্তু কি দেখিতে কেহ পারে এ সকলে
সলিলের আবিলতা ঘটে যে সময়?
অপ্রসন্ন জলে কিছু দৃষ্ট নাহি হয়।

সেইরূপ চিন্তাবিল চিত্তে মানবের,
শুভ যাহা আপনার কিংবা অপরের
প্রতিভাত নাহি হয়; সংসার চিন্তায়
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, সব লয় পায়।
অনাবিল সুপ্রসন্ন সলিল-ভিতর
শুক্তি, মৎস্যগণ হয় দৃষ্টির গোচর।
অনাবিল চিত্তে তথা আত্মপরহিত
সর্ব্বদা সুস্পষ্টভাবে হয় প্রতিভাত।

[শাস্তা অতীত কথার এইরূপ উপসংহার করিয়া সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই ব্রাহ্মণ-কুমার স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

সমবধান—তখন এই মাণবক ছিল সেই মাণবক, এবং আমি ছিলাম সেই আচার্য্য।]

১৮৬—দধিবাহন জাতক।

[শাস্তা বেণুবনে অবস্থিতি করিবার সময় কুসংসর্গ সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার সবিস্তর বৃত্তান্ত পূর্ব্ববর্ত্তী জাতকে (১৮৪) দ্রষ্টব্য।

শাস্তা কুসংসর্গী ভিক্ষুকে বলিলেন, "দেখ, অসাধুর সহিত বাস পাপজনক ও অনর্থকর। কুসংসর্গের প্রভাব যে কেবল লোক-চরিত্রের উপরি পরিলক্ষিত হয় তাহা নহে। পুরাকালে অমধুর নিম্ববৃক্ষের সংসর্গে পড়িয়া দেবভোগ্য-সুমধুর-ফলবিশিষ্ট অচেতন আম্রবৃক্ষও তিক্তরসযুক্ত হইয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন।]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় কাশীবাসী চারিজন ব্রাহ্মণ সহোদর প্রব্রজ্যাগ্রহণ করিয়া হিমাচলের পাদদেশে পর্ণশালা নির্ম্মাণপূর্ব্বক বাস করিয়াছিলেন। কালসহকারে ইঁহাদের মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠ, তিনি দেহত্যাগ করিয়া দেবলোকে শক্ররূপে জন্মগ্রহণ করিলেন।

কিন্তু শক্র হইয়াও তিনি মর্ত্তাজন্মবৃত্তান্ত স্মরণপূর্ব্বক সাত আট দিন অন্তর এক এক বার নরলোকবাসী ভ্রাতাদিগের সহিত দেখা করিতে আসিতেন এবং নানাপ্রকারে তাঁহাদের সাহায্য করিতেন।

একদিন শক্র জ্যেষ্ঠ তপস্বীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া অভিভাষণানন্তর একান্তে আসন গ্রহণ করিলেন এবং জিজ্ঞাসিলেন, "ভ্রাতঃ তুমি কি চাও বল।" ঐ তপস্বী তখন পাণ্ডুরোগে কষ্ট পাইতেছিলেন। তিনি উত্তর করিলেন, "আমি অগ্নি চাই।" তচ্ছ্রবণে শক্র তাঁহাকে একখানি বাসী-পরশু * দিলেন। তপস্বী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহা দিয়া আমি কি করিব? কে আমায় কাষ্ঠ আহরণ করিয়া আনিয়া দিবে?" শক্র বলিলেন, "তোমার যখন কাষ্ঠের ও অগ্নির প্রয়োজন হইবে, তখন এই কুঠারে হস্ত দ্বারা আঘাত করিয়া বলিবে, 'কাষ্ঠসংগ্রহ করিয়া অগ্নি প্রস্তুত কর।' তাহা হইলেই কুঠার কাষ্ঠ আনয়ন করিবে ও অগ্নি জ্বালিয়া দিবে।"

জ্যেষ্ঠ তপস্বীকে বাসী-পরশু দিয়া শক্র মধ্যম তপস্বীর নিকট গেলেন এবং তাঁহাকেও জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কি চাও?' এই তপস্বীর পর্ণশালার নিকট দিয়া হস্তীদিগের যাতায়াতের পথ ছিল। হস্তীরা সময় সময় বড় উপদ্রব করিত বলিয়া তিনি বলিলেন, "হস্তীরা আমায় বড় দুঃখ দেয়, যাহাতে তাহারা পলাইয়া যায় তাহার উপায় করুন।" শক্র তাঁহাকে একটি ভেরী দিয়া বলিলেন, "ইহার এই তলে আঘাত করিলে তোমার শত্রুগণ পলায়ন করিবে, অপর তলে আঘাত করিলে সেই শত্রুরাই পরম মিত্র হইবে এবং চতুরঙ্গসেনায় পরিণত হইয়া তোমায় পরিবেষ্টন করিয়া দাঁড়াইবে।"

মধ্যম সহোদরকে ভেরী দিয়া শক্র কনিষ্ঠ সহোদরের নিকট গেলেন এবং তাঁহাকেও জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি চাও বল।" এই ব্যক্তিও পাণ্ডুরোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। তিনি বলিলেন "আমি দধি চাই।" শক্র তাঁহাকে একটা দধিভাণ্ড দিয়া বলিলেন, "যখন ইচ্ছা এই ভাণ্ড উল্টা করিয়া ধরিলে তৎক্ষণাৎ ইহা হইতে (দধির) মহানদী নির্গত হইয়া চতুর্দ্দিক্ প্লাবিত করিবে। ইহার প্রভাবে তুমি রাজ্য লাভ করিতে পারিবে।" ইহা বলিয়া শক্র অন্তর্হিত হইলেন।

তদবধি জ্যেষ্ঠ তপস্বী বাসী-পরশু দ্বারা আগুন জ্বালাইতেন, মধ্যম তপস্বী ভেরী বাজাইয়া হাতী তাড়াইতেন এবং কনিষ্ঠ তপস্বী মনের সুখে দই খাইতেন।

এই সময় একটা বন্যবরাহ একদিন কোন প্রাচীন গ্রামে বিচরণ করিবার সময় অদ্ভুতশক্তি-সম্পন্ন একখণ্ড মণি পাইয়াছিল। সে মণি মুখে তুলিয়া লইবামাত্র উহার অনুভাববলে আকাশে উত্থিত হইল, এবং সমুদ্রগর্ভে একটা দ্বীপ দেখিতে পাইয়া 'অদ্যাবধি এখানেই বাস করিব' এই সঙ্কল্পপূর্ব্বক উহার এক রমণীয় অংশে উড়ুম্বর বৃক্ষতলে অবস্থিতি করিতে লাগিল। অনন্তর একদিন সে মণিখণ্ড সম্মুখে রাখিয়া তরুমূলে নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

তৎকালে কাশীরাজ্যে একজন নিতান্ত অকর্ম্মা লোক ছিল। তাহাদ্বারা সংসারের কোন উপকার হইবে না দেখিয়া তাহার মাতা পিতা তাহাকে গৃহ হইতে তাড়াইয়া দেয়। সে ঘুরিতে ঘুরিতে এক পট্টনে † উপস্থিত হয় এবং সেখানে নাবিকদিগের ভৃত্য হইয়া সমুদ্র যাত্রা করে। কিন্তু সমুদ্রমধ্যে পোতভঙ্গ ঘটায় সে একখানি ফলক অবলম্বন করিয়া ভাসিতে ভাসিতে ঐ দ্বীপে উপনীত হয়। আহারার্থে বন্যফল অন্বেষণ করিতে করিতে সে ঐ নিদ্রিত

* ইহা ফলক খুলিয়া দণ্ডে একভাবে পরাইলে বাসীর, অন্যভাবে পরাইলে পরশুর কাজ করে বলিয়া ইহাকে বাসী-পরশু বলা হইয়াছে। আমাদের দেশের সূত্রধরদিগের বাঁস বাসীপরশু।

† বন্দর।

শূকরকে দেখিতে পাইল এবং নিঃশব্দে উহার নিকটবর্ত্তী হইয়া মণিখণ্ড গ্রহণ করিল। মণির ঐন্দ্রজালিক গুণে সে তৎক্ষণাৎ আকাশে উত্থিত হইতে লাগিল। তখন সে উডুম্বর বৃক্ষের শাখায় উপবেশন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিল, "এই মণির প্রভাবেই শূকরটা আকাশ চর হইতে শিখিয়াছে এবং তাহাতেই বোধ হয় এই দ্বীপে আসিতে পারিয়াছে। আমি অগ্রে ইহাকে মারিয়া মাংস খাইব, পরে এখান হইতে চলিয়া যাইব।" ইহা স্থির করিয়া সে একখানি ডাল ভাঙ্গিয়া শূকরের মস্তকোপরি নিক্ষেপ করিল। শূকর প্রবুদ্ধ হইয়া দেখে মণি নাই। তখন সে কম্পমানদেহে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি আরম্ভ করিল; লোকটা বৃক্ষোপরি বসিয়া হাসিতে লাগিল। অনন্তর শূকর তাহাকে দেখিতে পাইয়া এমন বেগে মস্তক দ্বারা বৃক্ষে আঘাত করিল যে তাহাতে নিজেই তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। তখন লোকটা অবতরণ করিয়া অগ্নি জ্বালিল, শূকরের মাংস পাক করিয়া আহার করিল এবং আকাশে আরোহণ করিয়া চলিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ চলিয়া সেই ব্যক্তি হিমালয়ের পাদদেশস্থ পূর্ব্ববর্ণিত আশ্রমগুলি দেখিতে পাইল। তখন সে জ্যেষ্ঠ তপস্বীর আশ্রমে অবতরণ করিয়া সেখানে দুই তিন দিন অবস্থিতি করিল। জ্যেষ্ঠ তপস্বী তাহার যথাযোগ্য সৎকার করিলেন; সেও নানারূপে তাঁহার মনস্তুষ্টি সম্পাদন করিল। অনন্তর সে বাসী-পরশুর গুণ জানিতে পারিয়া সঙ্কল্প করিল, 'যেরূপে পারি ইহা হস্তগত করিতে হইবে।' সেও তপস্বীকে মণির প্রভাব দেখাইল এবং উহার সহিত বাসী-পরশুর বিনিময় করিবার প্রস্তাব করিল। তপস্বীর অনেকদিন হইতেই আকাশমার্গে বিচরণ করিবার ইচ্ছা হইয়াছিল। তিনি সানন্দচিত্তে সম্মতি দিলেন এবং মণির পরিবর্ত্তে বাসী-পরশু দান করিলেন। লোকটা পরশু লইয়া [illegible] গিয়াই তাহাতে আঘাত করিয়া বলিল, "পরশু, তুমি ঐ তপস্বীর মাথা কাটিয়া মণিখণ্ড লইয়া আইস।" পরশু তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া গিয়া জ্যেষ্ঠ তপস্বীর মস্তকচ্ছেদনপূর্ব্বক মণিসহ প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

লোকটা তখন কোন প্রতিচ্ছন্নস্থানে কুঠার খানি লুক্কায়িত রাখিয়া মধ্যম তপস্বীর কুটীরে উপস্থিত হইল। এখানেও কিয়দ্দিন অবস্থিতি করিয়া সে তাঁহার ভেরীর অদ্ভুত গুণ জানিতে পারিল; মণির পরিবর্ত্তে উহা হস্তগত করিল এবং পূর্ব্ববৎ তপস্বীর শিরশ্ছেদ করাইল। সর্ব্বশেষে সে কনিষ্ঠ তপস্বীর কুটীরে গিয়া দধিভাণ্ডের অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিল এবং মণির বিনিময়ে দধিভাণ্ড লইয়া ঐ তপস্বীরও মস্তক ছেদন করাইল। এইরূপে সে একে একে মণি, বাসীপরশু, ভেরী ও দধিভাণ্ড এই চারিটী দৈবশক্তিসম্পন্ন পদার্থই আত্মসাৎ করিল।

অনন্তর সে আকাশে উঠিয়া বারাণসীর নিকট গমন করিল এবং 'হয় যুদ্ধ কর, নয় রাজ্য ছাড়িয়া দাও' এই মর্ম্মে এক পত্র লিখিয়া উহা রাজার নিকট পাঠাইয়া দিল। রাজা এই আস্পর্দ্ধাসূচক কথায় অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া, 'চোর বেটাকে বন্দী কর' বলিয়া তৎক্ষণাৎ নগর হইতে বহির্গত হইলেন। কিন্তু ঐ ব্যক্তি ভেরীর এক তল বাজাইয়া নিমিষের মধ্যে আপনাকে চতুরঙ্গবলে পরিবেষ্টিত করিল। তদনন্তর রাজা নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন দেখিয়া সে দধিভাণ্ড বিপর্য্যস্ত ভাবে ধরিল; অমনি মহানদী নিঃসৃত হইল এবং সহস্র সহস্র লোক সেই দধিস্রোতে নিমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। পরিশেষে সে পরশুতে আঘাত করিয়া বলিল, 'রাজার মাথা কাটিয়া ফেল।' এই কথায় পরশু ছুটিয়া গেল এবং রাজার মস্তক ছেদন করিয়া তাহার পাদমূলে রাখিয়া দিল,—কাহারও সাহস হইল না যে তাহাকে বাধা দেয় বা তাহার উপর অস্ত্র নিক্ষেপ করে। সে বহুজনপরিবৃত হইয়া নগরে প্রবেশ করিল এবং অভিষেককালে 'দধিবাহন' নাম গ্রহণপূর্ব্বক যথাধর্ম্ম রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হইল।

একদিন রাজা দধিবাহন নদীগর্ভে জাল ফেলিয়া ক্রীড়া করিতেছেন, এমন সময়ে একটা

আম্রফল আসিয়া তাঁহার জালে সংলগ্ন হইল। ঐ ফলটী দেবতাদিগের ভোগ্য; উহা কর্ণমুণ্ড হ্রদ * হইতে ভাসিয়া আসিয়াছিল। উহার আকার ঘটের ন্যায় বৃহৎ; বর্ণ স্বুবর্ণের ন্যায় পীতোজ্জ্বল। রাজভৃত্যেরা জাল তুলিয়া ফল দেখিতে পাইল এবং রাজাকে দিল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এটা কি ফল?" অনুচরেরা বলিল, "মহারাজ, এটা আম্র ফল।" তখন রাজা ইহা ভক্ষণ করিয়া অষ্টিটী নিজের উদ্যানে রোপণ করিলেন এবং প্রতিদিন উহাতে দুগ্ধমিশ্রিত জলসেচন করাইতে লাগিলেন।

ক্রমে অষ্টি হইতে বৃক্ষ জন্মিল এবং তৃতীয় বৎসরে ঐ বৃক্ষ ফলবান্ হইল। রাজা বৃক্ষটীর নিরতিশয় যত্ন করিতে লাগিলেন। তিনি উহার মূলে ক্ষীরোদক সেচন করাইতেন, কাণ্ডে গন্ধপঞ্চাঙ্গুলিক † এবং শাখায় পুষ্পমাল্য পরাইতেন। তিনি রেশমীবস্ত্রের পর্দা দিয়া উহার চতুর্দিক্ বেষ্টন করাইয়া দিয়াছিলেন এবং রাত্রিকালে উহার মূলে গন্ধ তৈলের প্রদীপ জ্বালাইতেন। উহার ফলগুলি অতীব মধুর হইয়াছিল। অন্য রাজাদিগকে এই ফল উপহার পাঠাইবার সময়, পাছে তাঁহারা অষ্টিরোপণপূর্ব্বক বৃক্ষ জন্মান এই আশঙ্কায়, রাজা দধিবাহন অষ্টিগুলিকে অঙ্কুরোদ্‌গমস্থানে কণ্টকবিদ্ধ করিয়া দিতেন। তাঁহারা আম্র ভোজন করিয়া অষ্টি রোপণ করিতেন বটে, কিন্তু তাহা হইতে বৃক্ষ জন্মিত না। ইহার কারণ কি জানিবার জন্য তাঁহারা অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন এবং প্রকৃত বৃত্তান্ত বুঝিতে পারিলেন। তখন একজন রাজা নিজের উদ্যানপালকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কোন উপায়ে দধিবাহনের আম্রফল বিরস ও তিক্ত করিতে পার কি?" সে বলিল, "হাঁ মহারাজ, আমি এরূপ করিতে পারি।" তাহা শুনিয়া ঐ রাজা তাহাকে সহস্র মুদ্রা দিয়া বলিলেন, "বেশ, তুমি গিয়া এই কার্য্য সাধন কর।" সে বারাণসীতে গিয়া দধিবাহনকে জানাইল, 'একজন সুনিপুণ উদ্যানপাল আসিয়াছে।' দধিবাহন তাঁহাকে ডাকাইলে সে তাঁহার সমীপে গিয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক দণ্ডায়মান রহিল। দধিবাহন জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি উদ্যানপাল?" সে "হাঁ মহারাজ," এই উত্তর দিয়া নিজের নৈপুণ্যখ্যাপনে প্রবৃত্ত হইল। দধিবাহন বলিলেন, "আচ্ছা, তুমি গিয়া আমার উদ্যানপালের সহকারী হও।" তদবধি এই দুই ব্যক্তি দধিবাহনের উদ্যানের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিল।

নূতন উদ্যানপালের কৌশলে অকালপুষ্প ও অকালফল জন্মিয়া রাজোদ্যানের পরম রমণীয়তা সম্পাদিত করিল। ইহাতে দধিবাহন পরমপ্রীতি লাভ করিয়া প্রথম উদ্যানপালকে কার্য্যচ্যুত করিলেন এবং নবাগত ব্যক্তির উপর উদ্যানের সমস্ত ভার দিলেন। সে উদ্যানসম্বন্ধে সমস্ত ক্ষমতা স্বহস্তে পাইবামাত্র পূর্ব্বকথিত আম্রতরুর চতুর্দ্দিকে নিম্ব বৃক্ষ ও অগ্রবল্লী ‡ রোপণ করিল।

যথাকালে নিম্ববৃক্ষগুলি বড় হইয়া উঠিল; তাহাদের মূলের সহিত আম্রতরুর মূল এবং শাখার সহিত আম্রতরুর শাখা সংলগ্ন হইল। এইরূপে নিম্বসংসর্গে পড়িয়া সেই মধুর আম্র নিম্বপত্রসদৃশ তিক্ত হইয়া উঠিল। উদ্যানপাল যখন দেখিল আম্রফল তিক্তরসাপন্ন

* হিমবন্ত দেশের সপ্ত মহাসরোবরের অন্যতম।

† গন্ধপঞ্চাঙ্গুলিক শব্দের অর্থ কি তৎসম্বন্ধে মতভেদ দেখা যায়। ইংরাজী অনুবাদক ইহার "সুবাসিত পঞ্চপল্লবযুক্ত মাল্য" এই ব্যাখ্যা করেন। নন্দিবিলাস জাতকে (২৮ সংখ্যক) "গন্ধেন পঞ্চাঙ্গুলিকং দত্বা" এইরূপ প্রয়োগ আছে। ইহার অর্থ বোধ হয় চন্দনাদির দ্বারা পঞ্চাঙ্গুলির ছাপ দেওয়া। মৃতকভক্তজাতকে (১৮) ছাগকে "মালাং পরিক্খিপিত্বা পঞ্চাঙ্গুলিকং দত্বা মণ্ডেত্বা" আনিবার কথা আছে। সেখানে ইংরাজী অনুবাদক 'একমুষ্টি খাবার দিয়া' এই অর্থ করিয়াছেন; ইহাও সমীচীন নহে।

‡ পাঠান্তর "পগ্‌গ-বল্লী।" পালি অভিধানে ইহার কোন শব্দেরই উল্লেখ নাই। ইংরাজী অনুবাদে ইহার অর্থ শুদ্ধ "লতা" ধরিয়া লইয়াছেন, কিন্তু বোধ হয় ইহা গুলঞ্চ বা তৎসদৃশ কোন তিক্তরসযুক্ত লতা হইবে।

হইয়াছে, তখন সে ঐস্থান হইতে পলায়ন করিল। অনন্তর দধিবাহন একদিন উদ্যানে গিয়া আম্র মুখে দিয়া দেখিলেন উহার রস নিম্বরসের ন্যায় তিক্ত। তিনি উহা গলাধঃকরণে অসমর্থ হইয়া "থু থু" করিয়া ফেলিয়া দিলেন।

এই সময়ে বোধিসত্ত্ব দধিবাহনের ধর্ম্মার্থানুশাসক * ছিলেন। দধিবাহন তাঁহাকে সম্ভাষণপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "পণ্ডিতবর, এই বৃক্ষের পূর্ব্বে যেরূপ যত্ন করা হইত, এখনও সেইরূপ করা হইতেছে, অথচ ইহার ফল তিক্ত হইল কেন?" ইহা বলিয়া তিনি প্রথম গাথা পাঠ করিলেন :—

> সুরস, সুগন্ধি ছিল এই আম্র ফল,
> কাঞ্চনের মত ছিল বরণ উজ্জ্বল।
> পূর্ব্বাপর হইতেছে সমান যতন,
> তবু তিক্ত হ'ল ফল, না বুঝি কারণ।

বোধিসত্ত্ব দ্বিতীয় গাথা বলিয়া ইহার কারণ বুঝাইয়া দিলেন :—

> নিম্ব-পরিবৃত, ভূপ, তব সহকার।
> নিম্ব-মূলে এর মূল, নিম্বশাখে এর শাখা,
> সংযুক্ত হইয়া এবে ঘটায় বিকার।
> জগতের এই রীতি জানিবে, রাজন্,
> অসৎ সংসর্গে হয় সতের পতন।

এই কথাগুলি শুনিয়া রাজা সমস্ত নিম্ববৃক্ষ ও অগ্রলতা ছেদন করাইলেন, তাহাদের মূল উৎপাটিত করাইয়া ফেলিলেন, চতুর্দ্দিকের দূষিত মৃত্তিকা তুলাইয়া মধুর মৃত্তিকা দেওয়াইলেন এবং উহাতে মিষ্টোদক, দুগ্ধোদক ও শর্করোদক সেচন করাইলেন। তদনন্তর এই সমস্ত মধুর রস গ্রহণ করিয়া পুনর্ব্বার মধুর ফল দান করিতে আরম্ভ করিল। দধিবাহন সেই পুরাণ উদ্যানপালকে পুনর্ব্বার উদ্যানের রক্ষক নিযুক্ত করিলেন এবং জীবনান্তে যথাকর্ম্ম লোকান্তরে প্রস্থান করিলেন।

[সমবধান—তখন আমি ছিলাম সেই পণ্ডিতামাত্য।]

☞ এই জাতকের সহিত গ্রীম্ ভ্রাতৃদ্বয়ের সঙ্কলিত জার্ম্মাণ উপাখ্যানাবলীর The Table, the Ass and the Stick এবং The Knapsack, the Hat and the Horn (৩৬ ও ৫৪ সংখ্যক গল্প) এই আখ্যায়িকদ্বয়ের সাদৃশ্য আছে। টেবল পাতিয়া আদেশ করিবামাত্র উহা নানাবিধ ভোজ্যে সুশোভিত হইত, বেহ ঐন্দ্রজালিক শব্দবিশেষ উচ্চারণ করিবামাত্র গর্দ্দভ স্বর্ণমুদ্রা উদ্গিরণ করিত। যষ্টিকে আদেশ দিবামাত্র উহা থলি হইতে বাহির হইয়া আদেষ্টার শত্রুদিগকে প্রহার করিত; ঝোলায় আঘাত করিবামাত্র সশস্ত্র যোদ্ধা আবির্ভূত হইত, টুপিতে চাপ দিলে কামানের গোলা ছুটিত, শৃঙ্গনিনাদ করিলে দুর্গপ্রাকারাদি চূর্ণ বিচূর্ণ হইত।

১৮৭—চতুমৃ্ষ্ট-জাতক।†

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এক বৃদ্ধ ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এক দিন স্থবির অগ্রশ্রাবকদ্বয় ‡ উপবেশন করিয়া পরস্পর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও উত্তর দিতেছিলেন, এমন সময় এক বৃদ্ধ ভিক্ষু তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া তৃতীয় আসন গ্রহণ করিলেন এবং বলিলেন "ভদন্তদ্বয়, আমারও আপনাদিগকে একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার আছে। আপনাদেরও যদি কোন বিষয়ে সন্দেহ থাকে, তবে আমায় জিজ্ঞাসা করিতে

---

* অর্থাৎ তিনি একাধারে গুরু, পুরোহিত ও মন্ত্রীর কাজ করিতেন।

† শরীর, জাতি, স্বর, গুণ এই চারি বিষয়ে মার্জ্জিত, শুদ্ধ ও সুন্দর।

‡ সারিপুত্র ও মোদ্গল্যায়ন।

গাবেন।" দুবিরদ্বয় বৃদ্ধের এই কথায় বিরক্ত হইয়া সেখান হইতে উঠিয়া গেলেন। যাহারা তাঁহাদের মুখে ধর্ম্মকথা শুনিবার জন্য বসিয়াছিল তাহারাও সভাভঙ্গ হইল বলিয়া শাস্তার নিকট চলিয়া গেল। শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, "তোমরা যে অসময়ে আসিলে?" তাহারা তাঁহার নিকট সমস্ত ব্যাপার নিবেদন করিল। তাহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, সারিপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়ন যে কেবল এখনই এই ব্যক্তির উপর বিরক্ত হইয়া এবং কোন উত্তর না দিয়া চলিয়া গিয়াছেন তাহা নহে, অতীতজন্মেও তাঁহারা এইরূপ করিয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই পুরাতন কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব অরণ্যপ্রদেশে বৃক্ষদেবতারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। দুইটী হংসপোতক চিত্রকূট পর্ব্বত হইতে চরায় যাইবার সময় ঐ বৃক্ষে বিশ্রাম করিত এবং ফিরিবার সময়েও সেখানে ক্ষণকাল উপবেশন করিয়া চিত্রকূটে যাইত। কিয়ৎকাল এইরূপে অতীত হইলে বোধিসত্ত্বের সহিত তাহাদের বন্ধুত্ব জন্মিল; যাইবার ও আসিবার সময় তাহারা পরস্পর প্রীতি-সম্ভাষণ করিত এবং বোধিসত্ত্বের সহিত ধর্ম্মকথা বলিয়া কুলায়ে ফিরিয়া আসিত।

একদিন হংসপোতকদ্বয় বৃক্ষাগ্রে বসিয়া বোধিসত্ত্বের সহিত কথাবার্ত্তা বলিতেছে, এমন সময় এক শৃগাল বৃক্ষতলে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে নিম্নলিখিত গাথায় সম্বোধন করিল :—

উচ্চ তরুশাখে বসি কি আলাপ সঙ্গোপনে
করিতেছ তোমরা দুজন;
নামি এস তরুতলে, মধুর আলাপ কর,
মৃগরাজ করুক শ্রবণ।

এই কথা শুনিয়া হংসপোতকদ্বয় অত্যন্ত ঘৃণার সহিত সেস্থান হইতে উত্থিত হইয়া চিত্রকূটে চলিয়া গেল। তাহারা প্রস্থান করিলে বোধিসত্ত্ব শৃগালকে নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :—

সুপর্ণ সুপর্ণসনে, দেবসনে দেবগণে
সদালাপ করে চমৎকার,
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর তুমি, কি কাজে আসিলে হেথা?
পশ গিয়া বিবরে তোমার।

[সমবধান—তখন এই বৃদ্ধ ছিল সেই শৃগাল, সারিপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়ন ছিলেন সেই হংসপোতকদ্বয় এবং আমি ছিলাম সেই বৃক্ষদেবতা।

১৮৮—সিংহক্রোষ্টুক-জাতক।*

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে কোকালিকের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। একদিন বহু বিজ্ঞব্যক্তি ধর্ম্মকথা বলিতেছেন দেখিয়া কোকালিকও নাকি ধর্ম্মকথা বলিতে ইচ্ছা করিয়াছিল। অতঃপর যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী জাতকে† বলা হইয়াছে। শাস্তা এই বৃত্তান্ত শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "ভিক্ষুগণ, কোকালিক যে কেবল এ জন্মেই কথা বলিতে গিয়া নিজের বিদ্যা ধরা দিয়াছে তাহা নহে, পূর্ব্বেও এইরূপে সে নিজের অসারত্ব প্রকটিত করিয়াছিল। অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব হিমবন্ত প্রদেশে সিংহরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেখানে তাঁহার ঔরসে এক শৃগালীর গর্ভে এক পুত্র জন্মিয়াছিল। এই শাবকটী অঙ্গুলি, নখ, কেশর, বর্ণ ও আকার এই গুলির সম্বন্ধে পিতৃসদৃশ, কিন্তু রবে মাতৃসদৃশ হইয়াছিল।

* ক্রোষ্টু, ক্রোষ্টুক—শৃগাল।

† দদ্দর জাতক (১৭২)। কোকালিক সম্বন্ধে ১১৭, ১৮৯ এবং ৪৮১ সংখ্যক জাতকও দ্রষ্টব্য।

একদিন বৃষ্টি হইবার পর সিংহগণ নিনাদ করিয়া সিংহকেলি করিতেছিল। ইহাতে বোধিসত্ত্বের শৃগালীগর্ভজাত শাবকটী তাহাদের মধ্যে গিয়া নিনাদ করিতে ইচ্ছা করিল, কিন্তু সে সিংহনাদ করিতে পারিবে কেন? তাহার মুখ হইতে শৃগাল রব নির্গত হইল। তাহার শব্দ শুনিয়া সিংহগণ তৎক্ষণাৎ নীরব হইল। বোধিসত্ত্বের সিংহীগর্ভজাত আর এক পুত্র ছিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "পিতঃ, এই সিংহ বর্ণাদিতে আমাদেরই মত, কিন্তু ইহার শব্দ অন্যরূপ। এ কে, বলুন ত।" এই প্রশ্ন করিবার সময় সে নিম্নলিখিত গাথাটী বলিল :—

আকার, নখর, চরণ ইহার
সকলি সিংহের ন্যায়,
কণ্ঠস্বর কেন সিংহের সমাজে
অন্যরূপ শুনা যায়?

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন "বৎস, তোমার এই ভ্রাতা শৃগালীর গর্ভজাত;—দেখিতে আমার মত, কিন্তু শব্দে মাতার ন্যায়।" অনন্তর তিনি শৃগালীপুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন, "বাছাধন, তুমি যতদিন এখানে থাকিবে, বেশী ডাক হাঁক করিও না; তুমি ফের যদি ডাকিবে, তাহা হইলে সকলেই তোমাকে শেয়াল বলিয়া জানিবে।" এই উপদেশ দিবার সময় তিনি নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথাটী পাঠ করিলেন :—

নিনাদে তোমার নাহি প্রয়োজন,
নীরব হয়ে থাক, বাছাধন।
নিনাদ তোমার করিলে শ্রবণ
বুঝিবে কে তুমি, যেথা সর্ব্বজন।
সিংহতুল্য যদি দেখি আকার,
সিংহস্বর কিন্তু না আছে তোমার।

এই উপদেশ শুনিবার পর সেই শৃগালশাবকের পুনর্ব্বার কখনও নিনাদ করিতে সাহস হয় নাই।

[সমবধান—তখন কোকালিক ছিল সেই শৃগালী পোতক, রাহুল ছিল সেই সিংহশাবক এবং আমি ছিলাম সেই মৃগরাজ।]

☞ চুল্লবগ্‌গে কাকের ঔরসে এবং কুক্কুটীর গর্ভে জাত একটী পক্ষীর সম্বন্ধেও এইরূপ একটী গল্প আছে।

১৮৯—সিংহচর্ম্ম-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি করিবার সময় কোকালিকের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। কোকালিক এই সময়ে স্বরসংযোগে ধর্ম্মশাস্ত্র আবৃত্তি করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল। ইহা শুনিয়া শাস্তা নিম্নলিখিত অতীত বৃত্তান্ত প্রকটিত করিয়াছিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব কর্ষককুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পর কৃষিবৃত্তিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। এই সময়ে এক বণিক্ একটা গর্দ্দভের পৃষ্ঠে বোঝা চাপাইয়া পণ্য বিক্রয় করিয়া বেড়াইত। সে যেখানে যাইত, সেখানে বোঝা নামাইয়া গাধাটাকে একখানা সিংহচর্ম্ম পরাইত এবং লোকের ধান, যব প্রভৃতির ক্ষেতে ছাড়িয়া দিত। ক্ষেত্ররক্ষকেরা তাহাকে সিংহ মনে করিয়া তাহার কাছে যাইতে সাহস করিত না।

একদিন এই বণিক্ কোন গ্রামদ্বারে বাসা লইয়া প্রাতরাশ পাক করিবার সময় গর্দ্দভকে সিংহচর্ম্মে আবৃত করিয়া এক যবক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিয়া আসিল। ক্ষেত্ররক্ষকেরা তাহাকে

সিংহ মনে করিয়া তাহার কাছে যাইতে সাহস করিল না, গ্রামের ভিতর গিয়া লোকজনকে সংবাদ দিল। গ্রামবাসীরা নানারূপ অস্ত্রশস্ত্র লইয়া, শঙ্খধ্বনি করিতে করিতে ও ভেরী বাজাইতে বাজাইতে ক্ষেত্রাভিমুখে ছুটিয়া গেল এবং সেখানে উপস্থিত হইয়া বিকট কোলাহল করিতে লাগিল। গর্দ্দভ তখন প্রাণভয়ে ডাকিয়া উঠিল। তখন সে যে (সিংহ নহে), গর্দ্দভ, ইহা বুঝিতে পারিয়া বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত প্রথম গাথা বলিলেন :—

এ নহে সিংহের নাদ, অথবা ব্যাঘ্রের,
অথবা দ্বীপীর, কিবা ভয় আমাদের?
সিংহচর্ম্মে বটে মূর্খ দেহ আবরিল,
স্বরে কিন্তু শেষে আত্ম পরিচয় দিল।

গ্রামবাসীরা যখন দেখিল সে গর্দ্দভ, তখন তাহারা প্রহার দ্বারা তাহার অস্থিগুলি চূর্ণ করিল এবং সিংহচর্ম্মখানি লইয়া চলিয়া গেল। অতঃপর সেই বণিক্ আসিয়া গর্দ্দভের দুর্দ্দশা দেখিয়া নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথা বলিল :—

সিংহচর্ম্ম পরি পাইতে খাইতে
কাঁচা যব চিরদিন,
করিলে নিনাদ, হ'ল পরমাদ,
তুমি বড় বুদ্ধিহীন।

বণিকের কথা শেষ হইতে না হইতেই গর্দ্দভ প্রাণত্যাগ করিল, বণিক্ তাহাকে সেইখানেই ফেলিয়া অন্যত্র চলিয়া গেল।

[সমবধান—তখন কোকালিক ছিল সেই গর্দ্দভ, এবং আমি ছিলাম সেই পণ্ডিত কর্ষক।]

☞ তন্ত্রাখ্যায়িকায় দ্বীপিচর্ম্মের এবং পঞ্চতন্ত্রে (লব্ধপ্রণাশ তন্ত্রে) ব্যাঘ্রচর্ম্মের উল্লেখ আছে। ইহাতে বোধ হয় প্রথম গ্রন্থখানি কাশ্মীর বা তন্নিকটস্থ কোন অঞ্চলে এবং দ্বিতীয় গ্রন্থখানি অপেক্ষাকৃত দক্ষিণস্থ কোন স্থানে সঙ্কলিত হইয়াছিল। এই জাতকের প্রথম গাথাটিতে সিংহ, ব্যাঘ্র ও দ্বীপী এই তিন প্রাণীরই উল্লেখ দেখা যায়। পঞ্চতন্ত্রের গর্দ্দভ রজকপালিত—বণিকের নহে।

প্রসিদ্ধ গ্রীক্ দার্শনিক প্লেটোর গ্রন্থে এই আখ্যায়িকার প্রথম উল্লেখ দেখা যায়।

১৯০—শীলানিশংস-জাতক।*

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে জনৈক শ্রদ্ধাবান্ উপাসকের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। শুনা যায় এই উপাসক একজন অতি ভক্তিশ্রদ্ধাবান্ আর্য্যশ্রাবক ছিলেন। একদিন তিনি জেতবনে যাইবার সময় অচিরবতী নদীর তীরে উপস্থিত হইয়া দেখেন পারঘাটে নৌকা নাই; কারণ তখন পাটনি ধর্ম্মকথা শুনিতে গিয়াছিল এবং যাইবার পূর্ব্বে খেয়া নৌকাখানি টানিয়া তীরে তুলিয়া রাখিয়াছিল। বুদ্ধচিন্তায় উপাসকের মনে এমনই স্ফূর্তির সঞ্চার হইয়াছিল তিনি নৌকার অপেক্ষা না করিয়া নদীতে অবতরণ করিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তাঁহার পাদদ্বয় জলে মগ্ন হইল না, যেন ভূপৃষ্ঠেই হাঁটিতেছেন এইভাবে তিনি নদীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত চলিয়া গেলেন। কিন্তু এখানে তরঙ্গ দেখিয়া তাঁহার বুদ্ধচিন্তাজনিত আনন্দ মন্দীভূত হইল, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পদদ্বয়ও জলমগ্ন হইতে লাগিল। অনন্তর তিনি বুদ্ধচিন্তাজনিত আনন্দ আবার দৃঢ় করিলেন এবং জলপৃষ্ঠের উপর দিয়াই চলিয়া নদী অতিক্রম করিলেন।†

উপাসক জেতবনে উপস্থিত হইয়া শাস্তাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক একান্তে আসন গ্রহণ করিলে শাস্তা তাঁহার সহিত মধুরবচনে আলাপ আরম্ভ করিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে উপাসক, আসিবার সময় পথে কোন কষ্ট হয় নাই ত?" উপাসক বলিলেন, "ভদন্ত, বুদ্ধচিন্তাজনিত আনন্দে আজ আমি উদকপৃষ্ঠে দাঁড়াইতে

---

* আনিশংস = সুফল।

† এই উপাসকের পদব্রজে নদী পার হওয়া এবং সেণ্ট পিটারের পদব্রজে গ্যালিলী হ্রদ পার হওয়া, এই উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য দেখা যায়।

সমর্থ হইয়াছি এবং লোকে যেমন শুষ্ক ভূমির উপর দিয়া চলিয়া যায়, সেইভাবে নদী পার হইয়াছি।" ইহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "দেখ উপাসক, বুদ্ধগুণ ধ্যান করিয়া কেবল তুমিই যে একা রক্ষা পাইয়াছ তাহা নহে, পূর্ব্বে লোকে সমুদ্রগর্ভে ভগ্নপোত হইয়াও বুদ্ধগুণস্মরণদ্বারা রক্ষা পাইয়াছিল।" অনন্তর উপাসকের প্রার্থনানুসারে তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :-]

পুরাকালে সম্যক্‌সম্বুদ্ধ কাশ্যপের সময় কোন স্রোতাপন্ন আর্য্যশ্রাবক এক সঙ্গতিপন্ন নাপিতের সহিত পোতারোহণে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের যাত্রার সময় নাপিতের ভার্য্যা তাহার স্বামীকে উপাসকের হস্তে সমর্পণ করিয়া বলিয়াছিল, "আর্য্য, আপনি সুখ দুঃখ সর্ব্বাবস্থায় আমার স্বামীর ভার গ্রহণ করিবেন।"

সপ্তম দিবসে তাঁহাদের পোতখানি সমুদ্রগর্ভে ভগ্ন হইয়া গেল। তাঁহারা দুই জনে একখানি ফলক অবলম্বন করিয়া একটা দ্বীপে নিক্ষিপ্ত হইলেন। নাপিত সেখানে কয়েকটা পাখী মারিয়া রন্ধন করিল এবং আহার করিবার সময় উপাসককে তাহার এক অংশ দিল। উপাসক বলিলেন, "আমার ইহাতে প্রয়োজন নাই।" তিনি উহা ভক্ষণ করিলেন না। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, 'এখানে ত্রিশরণ ব্যতীত আমাদের অন্য কোন অবলম্বন নাই।' অনন্তর তিনি ত্রিরত্নের গুণ স্মরণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

উপাসক যখন বারংবার ত্রিরত্নের মাহাত্ম্য স্মরণ করিতে লাগিলেন, তখন ঐ দ্বীপে জাত নাগরাজ নিজের দেহকে মহানৌকায় পরিণত করিলেন। এক সমুদ্রদেবতা উহার নিয়ামক হইলেন এবং উহা সপ্তরত্নে পরিপূর্ণ হইল। উহার মাস্তুল তিনটা* ইন্দ্রনীলমণি দ্বারা, বাতপট্টদণ্ড † সুবর্ণদ্বারা, রজ্জুগুলি রৌপ্যদ্বারা এবং ফলকগুলি সুবর্ণ দ্বারা গঠিত হইল। সমুদ্রদেবতা উহাতে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন, "তোমরা কেহ জম্বুদ্বীপে যাইতে চাও কি?" উপাসক বলিলেন, "আমরা জম্বুদ্বীপে যাইব।" "তবে এস, এই পোতে আরোহণ কর।" উপাসক পোতে উঠিয়া নাপিতকে ডাকিলেন। সমুদ্রদেবতা বলিলেন, "তুমি আসিতে পার; কিন্তু ও আসিতে পারিবে না।" "কেন, ইহার কারণ কি?" "ও ত শীলগুণসম্পন্ন নয়; কাজেই উহাকে উঠিতে দিব না। আমি এ নৌকা তোমারই জন্য আনিয়াছি, উহার জন্য নহে।" "যদি তাহাই হয় তবে আমি যে দান করিয়াছি, যে শীল রক্ষা করিয়াছি, যে ধ্যানবল লাভ করিয়াছি, সে সমুদয়ের ফল ইহাকে দান করিলাম।" নাপিত বলিল, "স্বামিন্, আমি কৃতজ্ঞহৃদয়ে আপনার এই দান গ্রহণ করিলাম।" তখন সমুদ্রদেবতা বলিলেন, "এখন আমি উহাকে নৌকায় তুলিতে পারি।" অনন্তর তিনি দুইজনকেই নৌকায় তুলিলেন এবং সমুদ্র অতিক্রম করিয়া বারাণসীতে উপস্থিত হইলেন। সেখানে তিনি নিজের অনুভাব-বলে তাঁহাদের উভয়েরই গৃহে ধন স্থাপিত করিলেন এবং বলিলেন, "পণ্ডিতদিগের সংসর্গে থাকাই কর্ত্তব্য; যদি এই নাপিত এই উপাসকের সংসর্গে না থাকিত, তাহা হইলে নিশ্চিত ইহার বিনাশ ঘটিত।" পণ্ডিতসংসর্গের গুণ বর্ণনা করিতে করিতে সমুদ্রদেবতা নিম্নলিখিত গাথা দুইটী পাঠ করিলেন :—

দেখ কি আশ্চর্য্য ফল লভেন তাঁহারা,
শ্রদ্ধা-শীল-ত্যাগে হন অলঙ্কৃত যাঁরা।
নাগরাজ নৌকারূপ করিয়া ধারণ,
শ্রদ্ধাবান্ উপাসকে করেন বহন।

---

* কূপক। ইহাতে দেখা যাইতেছে পূর্ব্বকালে এদেশেও বড় বড় জাহাজে তিনটা মাস্তুল থাকিত।

† মূলে 'লকার' (পাঠান্তর লঙ্কার)। Cowell সাহেব এই শব্দটীকে লঙ্গর (নঙ্গর) শব্দের সহিত একার্থক মনে করেন। কিন্তু ইহা বোধ হয় যুক্তিসঙ্গত নহে। পর্য্যায়ক্রমে মাস্তুল ও তাহার ভিন্ন ভিন্ন অংশের উল্লেখই অধিক সঙ্গত।

সাধুর সঙ্গেতে বাস, মৈত্রী সাধুসহ,
বুদ্ধিমান্ যারা, তারা করে অহরহ।
সাধুসঙ্গে ছিল, তাই বিষম সঙ্কটে
নাপিতের পরিত্রাণ অনায়াসে ঘটে।

সমুদ্রদেবতা আকাশে থাকিয়া এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিলেন এবং সকলকে উপদেশ দিলেন। অনন্তর তিনি নাগরাজকে লইয়া নিজের বিমানে চলিয়া গেলেন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যচতুষ্টয় ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই উপাসক সকৃদাগামি-ফল প্রাপ্ত হইলেন। সমবধান—তখন সেই স্রোতাপন্ন উপাসক পরিনির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন। তখন সারিপুত্র ছিলেন সেই নাগরাজ এবং আমি ছিলাম সেই সমুদ্র-দেবতা।]

১৯১—রুহক-জাতক।

[এক ভিক্ষু তাঁহার পূর্ব্বতন পত্নীর প্রলোভনে পড়িয়াছিলেন। তদবলম্বনে শাস্তা জেতবনে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্ন বস্তু অষ্টম নিপাতে ইন্দ্রিয়জাতকে (৪২৩) সবিস্তর বলা যাইবে। শাস্তা সেই ভিক্ষুকে বলিয়াছিলেন, "দেখ, এই রমণী তোমার অনর্থকারিকা; পূর্ব্বকালেও তুমি ইহারই চক্রান্তে রাজাধিষ্ঠিত সভার মধ্যে লজ্জা পাইয়াছিলে এবং তন্নিবন্ধন ইহাকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিলে।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন,—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব তাঁহার অগ্রমহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। বোধিসত্ত্ব বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে ব্রহ্মদত্তের মৃত্যু হইল এবং তিনি স্বয়ং রাজ্যাধিকার লাভ করিয়া যথাধর্ম্ম প্রজাপালন করিতে লাগিলেন।

রুহক নামক এক ব্যক্তি বোধিসত্ত্বের পুরোহিত ছিলেন। এক প্রাচীনা রমণী রুহকের ব্রাহ্মণী ছিলেন।

একদা বোধিসত্ত্ব পুরোহিতকে প্রয়োজনীয় সর্ব্ববিধ সজ্জাসহ একটী অশ্ব দান করিলেন। ব্রাহ্মণ ঐ অশ্বে আরোহণ করিয়া রাজদর্শনে যাত্রা করিলেন। তাঁহাকে অলঙ্কৃত অশ্বের পৃষ্ঠে যাইতে দেখিয়া যেখানে সেখানে লোকে বলিতে লাগিল, "বা, ঘোড়াটার কি সুন্দর চেহারা, কি সুন্দর সাজসজ্জা!" ফলতঃ তাহারা অশ্বেরই প্রশংসা করিতে লাগিল।

ব্রাহ্মণ গৃহে ফিরিয়া প্রাসাদে আরোহণপূর্ব্বক ভার্য্যাকে বলিলেন, "ভদ্রে, আমাদের অশ্বটী অতি সুন্দর হইয়াছে। পথের দুই ধারে লোকে কত যে ইহার প্রশংসা করিয়াছে তাহা কি বলিব?" ব্রাহ্মণী অতি নির্লজ্জা ও ধূর্ত্তস্বভাবা ছিলেন। এই জন্য তিনি ব্রাহ্মণকে বলিলেন, "আর্য্য-পুত্র, কি জন্য যে অশ্বটীর এরূপ শোভা হইয়াছে তাহা আপনি জানেন না। রাজা যে সাজসজ্জা দিয়াছেন তাহাই ইহার শোভার কারণ। আপনি যদি এইরূপ শোভাসম্পন্ন হইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে নিজে অশ্বের সজ্জা পরিধান করিয়া এবং অশ্বের ন্যায় পাদবিক্ষেপ করিতে করিতে পথ চলিয়া রাজার সহিত দেখা করিবেন। তাহা হইলে রাজাও আপনার প্রশংসা করিবেন, অপর সকলেও আপনার প্রশংসা করিবে।"

ব্রাহ্মণ মতিচ্ছন্ন হইয়াছিলেন। তিনি ভার্য্যার বচনানুসারে তাহাই করিলেন; ঐ দুষ্টা রমণী তাঁহাকে কি অভিপ্রায়ে এই অদ্ভুত পরামর্শ দিলেন তাহা বুঝিলেন না; ব্রাহ্মণীর কথাই তাহার বেদমন্ত্র হইল। পথে যে যে তাঁহাকে দেখিল, সকলেই পরিহাসপূর্ব্বক বলিল, "কি চমৎকার! আচার্য্যের কি অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে!" "আপনার কি পিত্ত কুপিত হইয়াছে? আপনি কি উন্মত্ত হইয়াছেন?" ইত্যাদি বলিয়া রাজাও তাঁহাকে লজ্জা দিলেন। তখন

ব্রাহ্মণের জ্ঞান হইল যে তিনি অতি অযোগ্য কার্য্য করিয়াছেন। তিনি নিতান্ত লজ্জা পাইয়া ব্রাহ্মণীর উপর ক্রুদ্ধ হইলেন। 'এই রমণীই আমাকে আজ রাজা ও সেনার সম্মুখে লজ্জা দিল ; যাই, এখনই গিয়া ইহাকে প্রহার করিয়া বাড়ী হইতে দূর করিয়া দিই ;' এই চিন্তা করিয়া তিনি গৃহে ফিরিলেন। তাঁহার ধূর্ত্তা ভার্য্যাও বুঝিতে পারিলেন যে স্বামী অতি ক্রুদ্ধ হইয়া গৃহে ফিরিয়াছেন ; কাজেই তাঁহার সঙ্গে দেখা হইবার পূর্ব্বেই তিনি খিড়্‌কির দরজা দিয়া পলায়নপূর্ব্বক রাজভবনে উপস্থিত হইলেন এবং চারি পাঁচ দিন সেই খানে অতিবাহিত করিলেন। এই ঘটনা রাজার কর্ণগোচর হইলে তিনি ব্রাহ্মণকে ডাকাইয়া বলিলেন, "আচার্য্য, স্ত্রীলোকেরা নিয়তই দোষ করিয়া থাকে, আপনি ব্রাহ্মণীর অপরাধ ক্ষমা করুন।" ক্ষমা-প্রার্থনার্থ রাজা নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটী পাঠ করিলেন ;—

ঘা যদি ছিঁড়িয়া যায়, যোড়া তারে লোকে দেয়,
কভু নাহি তাহে মনস্তাপ ;
প্রাচীনা ভার্য্যার দোষ ক্ষম তুমি, বিপ্রবর,
ক্রোধবশ হ'ও না কখন।

ইহা শুনিয়া বহক নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথা বলিলেন ,—

থাকে যদি উপাদান*, যে করে ধনুর নির্মাণ
থাকে যদি হেন লোক আর,
দীর্ঘ ক্ষ্যাতে পরিহরি নব ধনু পাইতে পারি,
অন্যাভাবে লাভি পুনর্ব্বার।
প্রাচীনা ব্রাহ্মণী, মোর অতি দুষ্টমতি,
লভেছি তাহার তরে অশেষ দুর্গতি।

এই কথা বলিয়া ব্রাহ্মণ ঐ স্ত্রীকে দূর করিয়া দিলেন এবং ভার্য্যান্তর গ্রহণ করিলেন।

[অনন্তর শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই প্রলুব্ধ ভিক্ষু স্রোতাপত্তি-ফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—তখন এই রমণী ছিল সেই রমণী, এই ভিক্ষু ছিল বহক এবং আমি ছিলাম সেই বারাণসীরাজ।]

☞ কথাসরিৎ (নন্দপ্রণাম, ৩) দেখা যায় রাজা নন্দ তাঁহার ভার্য্যার মনস্তুষ্টির জন্য ঘোটকের মত পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়াছিলেন এবং তাঁহার সচিব বররুচিও পত্নীর অনুরোধে নিজের মস্তক মুণ্ডন করিয়াছিলেন।

১৯২—শ্রীকালকর্ণী-জাতক।

এই শ্রীকালকর্ণী-জাতক মহাউম্মার্গ-জাতকে (৫৩৮) প্রদত্ত হইবে।

১৯৩—চুল্লপদ্ম-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে জনৈক উৎকণ্ঠিত ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্ন বস্তু উম্মদন্তী-জাতকে (৫২৭) প্রদত্ত হইবে। শাস্তা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "কিহে ভিক্ষু, তুমি কি সত্য সত্যই উৎকণ্ঠিত হইয়াছ ?" ভিক্ষু উত্তর দিয়াছিলেন, "হাঁ, ভগবন্। আমি সত্য সত্যই উৎকণ্ঠিত হইয়াছি।" ইহাতে শাস্তা আবার প্রশ্ন করিলেন, "তোমার উৎকণ্ঠার হেতু কি ?" ভিক্ষু বলিলেন, "ভদন্ত, আমি নানালঙ্কার-ভূষিতা এক রমণীকে দেখিয়া প্রেমাবেশবশতঃ উৎকণ্ঠিত হইয়াছি।" অনন্তর শাস্তা বলিতে লাগিলেন, "দেখ ভিক্ষু, রমণীরা অকৃতজ্ঞা এবং মিত্রদ্রোহিণী, পুরাকালে পণ্ডিতেরা নিতান্ত নির্ব্বোধের ন্যায় আপনাদের দক্ষিণ জানু হইতে রক্ত বাহির করিয়া স্ত্রীদিগকে পান করাইয়াছিলেন ; তাহাদিগকে চিরজীবন

---

* মূলগ্রন্থে 'মুদুঙ্গ' এই শব্দ আছে। 'মূদু' শব্দের অর্থ উদ্ভিজ্জের টাটকা ছাল। তদ্দারা ধনুর ছিলা প্রস্তুত হইত।

কত উপহার দান করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহাদের মন পান নাই।" ইহা বলিয়া শাস্তা সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব তাঁহার অগ্রমহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। নামকরণ-দিবসে তাঁহার আত্মীয় স্বজন তাঁহার "পদ্মকুমার" এই নাম রাখিয়াছিলেন। ইহার পর ক্রমে ক্রমে বোধিসত্ত্বের ছয়টী কনিষ্ঠভ্রাতা জন্মগ্রহণ করিলেন। এই সাতজন রাজকুমার ক্রমশঃ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া দারপরিগ্রহপূর্ব্বক রাজার সহচররূপে বিচরণ করিতে লাগিলেন। একদিন রাজা অঙ্গনের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতে পাইলেন কুমারেরা বহু অনুচরে পরিবৃত হইয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিতেছেন। ইহাতে তাঁহার মনে হইল, "ইহারা ত আমাকে বধ করিয়া রাজ্য গ্রহণ করিতে পারে!"* এই আশঙ্কায় তিনি কুমারদিগকে ডাকাইয়া বলিলেন, "বৎসগণ, তোমাদিগের এই নগরে বাস করা হইবে না; এখন তোমরা অন্যত্র চলিয়া যাও; আমার মৃত্যুর পর ফিরিয়া আসিয়া পিতৃ-পৈতামহিক রাজ্য গ্রহণ করিও।"

কুমারেরা পিতার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া, ক্রন্দন করিতে করিতে গৃহে গমন করিলেন এবং "চল, যেখানে সেখানে গিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা যাউক" ইহা বলিয়া স্ব স্ব ভার্য্যা সঙ্গে লইয়া নগর হইতে বহির্গত হইলেন। চলিতে চলিতে তাঁহারা কিয়দ্দিন পরে এক কান্তারে প্রবেশ করিলেন। সেখানে অন্ন, পানীয় কিছুই পাওয়া যাইত না। কুমারেরা ক্ষুধা সহ্য করিতে না পারিয়া স্থির করিলেন, 'আমরা যদি বাঁচিয়া থাকি, তবে ভার্য্যার অভাব হইবে না।' অনন্তর তাঁহারা কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবধূর প্রাণসংহার করিয়া তাহার মাংস তের অংশে বিভক্ত করিয়া এক এক জনে এক এক ভাগ লইলেন। বোধিসত্ত্ব নিজে ও তাঁহার ভার্য্যা যে দুইভাগ পাইলেন তাহার একভাগ রাখিয়া দিয়া উভয়ে [illegible] একভাগমাত্র আহার করিলেন।

এইরূপে ছয় দিনে ছয় জন স্ত্রীর প্রাণবধ দ্বারা কুমারদিগের ভোজন নির্ব্বাহ হইল। বোধিসত্ত্ব প্রতিদিন এক একভাগ সঞ্চয় করিয়া সর্ব্বশুদ্ধ ছয়ভাগ রাখিয়া দিলেন। সপ্তম দিনে প্রস্তাব হইল, 'আজ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূর প্রাণবধ করা যাউক।' তখন বোধিসত্ত্ব অনুজদিগকে পূর্ব্বসঞ্চিত ছয় ভাগ দিয়া বলিলেন, "আজ তোমরা এই ভাগগুলি খাও, ইহার পর কি কর্ত্তব্য, তাহা কল্য স্থির করা যাইবে।" অনন্তর অনুজগণ মাংসভোজনান্তে যখন নিদ্রিত হইলেন, তখন বোধিসত্ত্ব ভার্য্যাকে লইয়া পলায়ন করিলেন।

কিয়দ্দূর যাইবার পর বোধিসত্ত্বের স্ত্রী বলিলেন, "স্বামিন্, আমি ত আর চলিতে পারিতেছি না।" বোধিসত্ত্ব তখন তাঁহাকে স্কন্ধে লইয়া চলিলেন এবং অরুণোদয়-কালে সেই ভীষণ কান্তার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সূর্য্যোদয় হইলে ঐ রমণী বলিলেন "স্বামিন্, বড় পিপাসা পাইয়াছে।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "ভদ্রে, এখানে কোথাও জল নাই।" কিন্তু রমণী পুনঃপুনঃ পিপাসার কথা বলায় শেষে তিনি খড়্গ দ্বারা নিজের দক্ষিণ জানুতে আঘাত করিয়া বলিলেন, "জল যখন পাওয়া যাইতেছে না, তখন বসিয়া আমার দক্ষিণ জানুর রক্ত পান কর।" রমণী তাহাই করিলেন।

অবশেষে স্বামী স্ত্রী দুইজনে মহানদী গঙ্গার তীরে উপনীত হইলেন। তাঁহারা গঙ্গার জল পান করিলেন, গঙ্গাজলে স্নান করিলেন, নানাবিধ ফল আহার করিলেন, একটী মনোরম স্থানে বসিয়া বিশ্রাম করিলেন এবং নদী-নিবর্ত্তনস্থানে আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে উপরি গঙ্গাতটে রাজদ্রোহাপরাধে এক দস্যুর হস্ত, পদ, নাসিকা ও কর্ণ

---

* পুরাকালে ভারতবর্ষে রাজ্যলোভবশতঃ পুত্রকর্ত্তৃক পিতার প্রাণবধ নিতান্ত অসম্ভব ব্যাপার ছিল বলিয়া মনে হয় না। বুদ্ধের জীবদ্দশাতেই অজাতশত্রু এইরূপ রোমহর্ষণ কাণ্ড করিয়া মগধের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন।

ছিন্ন করা হইয়াছিল এবং লোকে তাহাকে একটা ডোঙ্গায় তুলিয়া নদীতে ভাসাইয়া দিয়াছিল। ঐ লোকটা বিকট আর্ত্তনাদ করিতে করিতে এবং ভাসিতে ভাসিতে বোধিসত্ত্বের আশ্রম-সন্নিকটে উপনীত হইল।

বোধিসত্ত্ব তাহার করুণ স্বর শুনিতে পাইয়া বলিলেন, আমি জীবিত থাকিতে এই দুঃখার্ত্ত ব্যক্তির প্রাণনাশ হইতে দিব না। তিনি গঙ্গাতীরে গিয়া লোকটাকে উপরে তুলিলেন, তাহাকে আশ্রমে লইয়া গিয়া ক্ষতস্থান গুলি কাষায় ক্বাথ দ্বারা* ধৌত করিলেন এবং সেই সেই অংশে ব্রণোপশমক প্রলেপ লাগাইয়া দিলেন। তাঁহার ভার্য্যা কিন্তু ভাবিতে লাগিলেন, 'গঙ্গা হইতে এ আবার কি আপদ্ তুলিয়া আনিল! এখন এই অলস ব্যক্তির রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে!' ঐ লোকটাকে তিনি এত ঘৃণা করিতে লাগিলেন, যে তাহাকে যখন দেখিতেন, তখনই "ছ্যা ছ্যা" করিয়া থুৎকার ফেলিতেন।

ক্রমে লোকটার ক্ষতগুলি যখন শুকাইতে লাগিল, তখন বোধিসত্ত্ব তাহাকে নিজের ভার্য্যার সহিত আশ্রমে রাখিয়া ফলমূল-সংগ্রহার্থ পুনর্ব্বার বনে যাইতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে তিনি নিজের ভার্য্যা এবং সেই উপায়হীন ব্যক্তির পোষণ করিতে লাগিলেন।

একত্রবাস-নিবন্ধন বোধিসত্ত্বের পত্নী ক্রমে সেই ছিন্নাঙ্গ লোকটার প্রণয়াসক্ত হইলেন, তাহার সহিত অনাচার করিলেন এবং বোধিসত্ত্বের প্রাণনাশার্থ একদিন এইরূপ বলিলেন :— "স্বামিন্, আমি যখন আপনার স্কন্ধে উপবেশন করিয়া কান্তার অতিক্রম করিতেছিলাম, তখন ঐ পর্ব্বত দেখিয়া মানত করিয়াছিলাম, আর্য্যে পর্ব্বতাধিষ্ঠাত্রি দেবতে! † যদি আমার স্বামী ও আমি নিরাপদে ও বিনারোগে জীবিত থাকিতে পারি, তাহা হইলে আপনাকে পূজা দিব। পর্ব্বতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এখন আমায় ভয়-প্রদর্শন করিতেছেন। অতএব তাঁহাকে পূজা দিতে হইবে।" বোধিসত্ত্ব তাহার গূঢ়াভিসন্ধি বুঝিতে পারিলেন না। তিনি উক্ত প্রস্তাবে নিজের সম্মতি জানাইলেন এবং পূজোপকরণ সংগ্রহ করিয়া সেগুলি চারিটা বৃহৎপাত্রে স্থাপন-পূর্ব্বক ভার্য্যার সহিত পর্ব্বতশিখরে আরোহণ করিলেন।

পর্ব্বতশিখরে গিয়া বোধিসত্ত্বের স্ত্রী বলিলেন, "স্বামিন্, আমাদের আবার দেবতা কি? স্ত্রীলোকের পক্ষে স্বামীই প্রধান দেবতা। আমি প্রথমে আপনাকে বনপুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিয়া প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিব। তৎপরে পর্ব্বতাধিষ্ঠাত্রী দেবতার পূজা করিব।" ইহা বলিয়া তিনি বোধিসত্ত্বকে প্রপাতের অভিমুখে স্থাপন করিয়া বনপুষ্পাদি দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিলেন এবং প্রদক্ষিণপূর্ব্বক বন্দনা করিবার ছলে তাঁহার পশ্চাতে গিয়া পৃষ্ঠদেশে আঘাত করিয়া তাঁহাকে প্রপাতে ফেলিয়া দিলেন। অনন্তর "আজ আমার শত্রুর শেষ হইল" ‡ এই ভাবিয়া অতি সন্তুষ্টচিত্তে তিনি সেই অকর্ম্মা লোকটার নিকট ফিরিয়া গেলেন।

এদিকে বোধিসত্ত্ব পর্ব্বত হইতে প্রপাতাভিমুখে পতিত হইবার সময় এক উডুম্বর বৃক্ষের মস্তকস্থিত পত্রসমাচ্ছন্ন অকণ্টক গুল্মের উপর গিয়া পড়িলেন। কিন্তু তিনি সেখান হইতে পর্ব্বতের নিম্নদেশে অবতরণ করিতে পারিলেন না, কাজেই উডুম্বর ফল খাইয়া ঐ বৃক্ষেরই শাখান্তরালে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এক বৃহৎকায় গোধারাজ পর্ব্বতের পাদদেশ হইতে আরোহণ করিয়া ঐ উডুম্বর বৃক্ষের ফল খাইত। সে উক্ত দিবসে বোধিসত্ত্বকে দেখিয়া পলায়ন করিল এবং পরদিন আসিয়া একপার্শ্ব হইতে ফল খাইয়া চলিয়া গেল। এইরূপ পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করায় বোধিসত্ত্বের সহিত শেষে তাহার বন্ধুত্ব জন্মিল। সে

* মূলে 'ধোপন' (lotion) এবং 'লেপন' (ointment) এই দুই শব্দ আছে।

† মূলে 'পব্বতে নিব্বত্ত-দেবতে' এই পদ আছে। ইহার প্রকৃত অর্থ যিনি পর্ব্বতে দেবতারূপে পুনর্জ্জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন।

‡ মূলে 'আমি শত্রুর পৃষ্ঠদেশ দেখিলাম' এই ভাব আছে।

একদিন জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি হেতু এমন স্থানে আসিয়াছ?" বোধিসত্ত্ব তাহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলেন। গোধারাজ বলিল, "আচ্ছা, তোমার কোন ভয় নাই।" সে বোধিসত্ত্বকে নিজের পৃষ্ঠোপরি লইয়া অবতরণ করিল, অরণ্যের বাহিরে গিয়া তাঁহাকে এক রাজপথে নামাইয়া দিল এবং বলিল "তুমি এই পথে চলিয়া যাও।" অনন্তর সে আবার অরণ্যে প্রবেশ করিল।

বোধিসত্ত্ব এক গ্রামে গিয়া বাস করিলেন এবং কিয়ৎকাল পরে জানিতে পারিলেন তাঁহার পিতা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। তখন তিনি বারাণসীতে গিয়া পৈতৃক রাজ্য গ্রহণ করিলেন এবং "পদ্মরাজ" এই উপাধি লইয়া দশবিধ রাজধর্ম্ম পালনপূর্ব্বক যথাশাস্ত্র শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। তিনি নগরের দ্বারচতুষ্টয়ে, মধ্যভাগে এবং প্রাসাদ-সমীপে ছয়টী দানশালা নির্ম্মাণ করাইয়া প্রতিদিন ছয় লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে দান করিতেন।

এদিকে সেই পাপিষ্ঠা রমণী ব্যঙ্গিত লোকটাকে স্কন্ধে লইয়া অরণ্য হইতে বহির্গত হইল এবং লোকালয়ে ভিক্ষা করিয়া যবাগূ, অন্ন প্রভৃতি সংগ্রহপূর্ব্বক তাহার পোষণ করিতে লাগিল। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করিত, 'বাছা, এ লোকটা তোমার কে হয়?" তাহা হইলে সে বলিত, "আমি ইঁহার মামাত বোন, ইনি আমার পিষতুত ভাই। বাপ মা ইঁহারই সঙ্গে আমার বিবাহ দিয়াছিলেন। শেষে আত্মীয়-স্বজনেরা ইঁহাকে উৎপীড়ন করিতে লাগিলেন।* কিন্তু তাঁহারা উৎপীড়নই করুন, আর ইঁহাকে মারিবারই ব্যবস্থা করুন, আমি নিজের স্বামীকে কিরূপে ত্যাগ করিব? আমি ইঁহাকে স্কন্ধে লইয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছি এবং ইঁহার জীবন রক্ষা করিতেছি।"

এই কথায় লোকে তাহাকে, 'আহা, কি সতী' বলিয়া ধন্য ধন্য করিত এবং তাহাকে প্রচুর পরিমাণে যবাগূ ও অন্ন দিত। কেহ কেহ তাহাকে পরামর্শ দিত, 'এত কষ্ট করিয়া বেড়াইবে কেন? পদ্মরাজ বারাণসীতে রাজত্ব করিতেছেন, তাঁহার অজস্র দানে সমস্ত জম্বুদ্বীপ সংক্ষুব্ধ হইয়াছে। তোমায় দেখিলে তিনি নিশ্চিত সন্তুষ্ট হইবেন, তুষ্ট হইয়া বহুধন দান করিবেন, তুমি স্বামীকে এই ঝুড়ির মধ্যে লইয়া তাঁহার নিকট যাও।' ইহা বলিয়া তাহারা ঐ রমণীকে একটা বেতের ঝুড়ি দিল।

দুষ্টা রমণী ব্যঙ্গিত লোকটাকে ঐ ঝুড়ির মধ্যে রাখিয়া এবং উহা মস্তকে লইয়া বারাণসীতে গেল। সেখানে এক দানশালায় আহার করিয়া তাহারা উভয়ে দিন কাটাইতে লাগিল। একদিন বোধিসত্ত্ব অলঙ্কৃত গজস্কন্ধে আরূঢ় হইয়া সেই দানশালায় উপস্থিত হইলেন এবং স্বহস্তে আট দশ জন লোককে দান দিয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। উক্ত পাপিষ্ঠা রমণী তখন ছিন্নাঙ্গ লোকটাকে ঝুড়িতে ফেলিয়া তাহাকে মস্তকে তুলিয়া তাঁহার গমন-পথে অপেক্ষা করিতে লাগিল। তাহাকে দেখিয়া রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কে?" "মহারাজ, এই রমণী অতি পতিব্রতা।" রাজা ঐ রমণীকে ডাকাইয়া তাহাকে চিনিতে পারিলেন এবং ছিন্নাঙ্গ লোকটাকে ঝুড়ি হইতে বাহির করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ তোমার কে হয়?" "মহারাজ, ইনি আমার পিষতুত ভাই; বাপ মা ইঁহারই সহিত আমার বিবাহ দিয়াছেন।" উপস্থিত লোকেরা ভিতরের কথা জানিত না। তাহারা "অহো পতিব্রতে!" ইত্যাদি বলিয়া সেই পাপিষ্ঠার গুণকীর্ত্তন করিতে লাগিল। রাজা পাপিষ্ঠাকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই ছিন্নাঙ্গ লোকটা তোমার স্বামী? তোমার বাপ মা ইহারই সহিত তোমার বিবাহ দিয়াছে বটে?" সে রাজাকে চিনিতে না পারিয়া নির্ভয়ে বলিল, "হাঁ

* এই বাক্যটি ইংরাজী অনুবাদক পাঠান্তরে পাইয়াছেন। ইহা না হইলে লোকটার ছিন্নাঙ্গ হইবার কারণ থাকেনা।

মহারাজ!” তখন রাজা বলিলেন, “তবে এই ব্যক্তি কি বারাণসীরাজের পুত্র? তুমি না পদ্মকুমারের ভার্য্যা, অমুক রাজার কন্যা? তোমার না অমুক নাম? তুমি না আমার দক্ষিণ জানুর রক্তপান করিয়াছিলে? তুমিই না শেষে এই বিকলাঙ্গ ব্যক্তির প্রেমে আসক্ত হইয়া আমাকে প্রপাত হইতে ফেলিয়া দিয়াছিলে? তুমি ভাবিয়াছিলে আমি মরিয়াছি! সেই জন্য নিজের ললাটে মৃত্যু লিখিয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছ। কিন্তু আমি এখনও বাঁচিয়া আছি।” অনন্তর তিনি অমাত্যদিগকে সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন, ‘হে অমাত্যগণ, তোমরা যখন আমায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তখন কি উত্তর দিয়াছিলাম স্মরণ হয় কি? আমার কনিষ্ঠ ছয় জন ভ্রাতা তাহাদিগের স্ত্রীদিগকে মারিয়া খাইয়াছিল; আমি কিন্তু আমার স্ত্রীকে রক্ষা করিয়াছিলাম এবং গঙ্গাতীরে গিয়া সেখানে আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়াছিলাম। তাহার পর এক প্রাণদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যঙ্গিত ব্যক্তিকে নদী হইতে উদ্ধার করিয়া আমি তাহার শুশ্রূষা করিয়াছিলাম। আমার পাপিষ্ঠা স্ত্রী সেই ছিন্নাঙ্গ ব্যক্তিরই প্রণয়াসক্ত হইয়া আমাকে প্রপাত হইতে ফেলিয়া দিয়াছিল; কিন্তু আমি নিজের মৈত্রীভাবাপন্ন চিত্তের প্রভাবে প্রাণলাভ করিয়াছিলাম। যে আমাকে পর্ব্বত হইতে ফেলিয়া দিয়াছিল এই দুঃশীল রমণী সেই, অন্য কেহ নহে। সেই প্রাণদণ্ডপ্রাপ্ত ছিন্নাঙ্গ ব্যক্তিও আর কেহ নহে, এই লোকটা।” ইহা বলিয়া বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত গাথাদ্বয় পাঠ করিলেন :—

সেই আমি, সেই এই নারী, অন্য কেহ নয়,
ছিন্নহস্তপাদ সেই এই ব্যক্তি নিঃসংশয়।
অম্লানবদনে দুষ্টা বলে এবে সর্ব্বজনে,
বিবাহিতা হয়েছিল যৌবনে ইহার সনে।
সত্য কথা বলে কারো না জানে নারী-জাতি
প্রাণদণ্ড ইহাদের অতি উপযুক্ত শাস্তি।

অচল শবের মত, হরিবারে পরদার
অথচ লোলুপ পাপী; কি আশ্চর্য্য ব্যবহার!
দাও দণ্ড সবে এরে মুষল-প্রহারে মারি;
‘পতিব্রতা’ বল যারে, সেও অতি দুষ্টা নারী।
তাহার উচিত দণ্ড কি যে দিব বুঝা ভার;
না হরিয়া জীবনাস্ত নাসা কর্ণ কাট তার। *

বোধিসত্ত্ব ক্রোধ দমন করিতে না পারিয়া তাহাদের এইরূপ দণ্ডাদেশ দিলেন বটে, কিন্তু তদনুসারে কাজ করিলেন না। ক্রোধ মন্দীভূত হইলে তিনি সেই ঝুড়িটা পাপিষ্ঠার মস্তকে এরূপ দৃঢ়ভাবে বান্ধিয়া দিলেন যে সে শতচেষ্টা করিলেও তাহা ফেলিতে না পারে। অনন্তর সেই ছিন্নাঙ্গ পুরুষটাকে তাহার মধ্যে ফেলিয়া দিয়া তিনি তাহাদিগকে রাজ্য হইতে দূর করিয়া দিলেন।

[এইরূপ ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—তখন অত্রত্য ছয়জন স্থবির ছিলেন সেই ছয় ভ্রাতা; চিঞ্চা মাণবিকা ছিল সেই পাপিষ্ঠা রমণী; দেবদত্ত ছিল সেই ছিন্নাঙ্গ পুরুষ, আনন্দ ছিলেন সেই গোধারাজ, এবং আমি ছিলাম পদ্মরাজ।]

☞ পঞ্চতন্ত্রে (লব্ধপ্রণাশতন্ত্র, ৫ম আখ্যায়িকা) এবং কথাসরিৎসাগরেও দেখা যায় স্বামী নিজের জীবনার্দ্ধ দিয়া পত্নীকে পুনর্জ্জীবিত করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই পত্নীই শেষে ব্যভিচারিণী হইয়াছিল।

---

* পঞ্চতন্ত্রেও (১।৪) দেখা যায় পরপুরুষাভিলাষ, প্রাণদ্রোহ, চৌর্য্যকর্ম্ম প্রভৃতি দোষে নারীদিগকে নাসাকর্ণাদিচ্ছেদন দ্বারা ব্যঙ্গিত করিবার প্রথা ছিল। অবধ্যো ব্রাহ্মণো বালঃ স্ত্রী তপস্বী চ রোগভাক্, বিহিতা ব্যঙ্গিতা তেষামপরাধে মহত্যপি।

১৯৪—মণিচোর-জাতক।

[দেবদত্ত যখন শাস্তার প্রাণবধের চেষ্টা করে, সেই সময়ে তিনি বেণুবনে এই কথা বলিয়াছিলেন। দেবদত্ত তাঁহার প্রাণবধের চেষ্টায় আছে শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, দেবদত্ত যে কেবল এই জন্মেই আমার প্রাণনাশের চেষ্টা করিতেছে তাহা নহে; অতীত জন্মেও সে এইরূপ চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন।]

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব নগরের অনতিদূরস্থ কোন পল্লীবাসী গৃহস্থের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বোধিসত্ত্ব বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাঁহার বিবাহার্থ আত্মীয় স্বজন বারাণসী হইতে এক কুলকন্যা আনয়ন করিলেন। এই কন্যার নাম সুজাতা। তিনি তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা, পরমরূপবতী, অপ্সরার ন্যায় প্রিয়দর্শনা, পুষ্পলতার ন্যায় সুললিতা, এবং কিন্নরীর ন্যায় হৃদয়োন্মাদিনী ছিলেন। তিনি যেমন পতিব্রতা, তেমনি শীলাচারসম্পন্না ও কর্ত্তব্যপরায়ণা ছিলেন এবং নিয়ত পতিসেবা, শ্বশ্রূসেবা ও শ্বশুরসেবা করিতেন। কাজেই তিনি বোধিসত্ত্বের অতীব প্রিয়া ও মনোজ্ঞা হইলেন। তাঁহারা স্ত্রীপুরুষে পরম সুখে একচিত্তে বাস করিতে লাগিলেন।

একদিন সুজাতা বলিলেন, "আর্য্যপুত্র, আমার ইচ্ছা হয় যে একবার মা ও বাবাকে দেখিয়া আসি।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "ভদ্রে, ইহাতে আর আপত্তি কি? তুমি পথের উপযুক্ত খাদ্য প্রস্তুত কর।" তিনি নানাবিধ খাদ্য পাক করাইয়া শকটে তুলিলেন, নিজে শকট চালাইবার জন্য সম্মুখে বসিলেন এবং সুজাতাকে পশ্চাতে বসাইলেন। অনন্তর তাঁহারা বারাণসীর নিকটে গিয়া যান খুলিয়া দিলেন এবং স্নানান্তে আহার করিলেন।

আহারান্তে বোধিসত্ত্ব আবার গাড়ী যুতিলেন, নিজে সম্মুখে বসিয়া গাড়ী চালাইতে লাগিলেন এবং সুজাতা বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া ও অলঙ্কার পরিয়া পশ্চাতে বসিয়া রহিলেন।

এই সময়ে বারাণসীরাজ অলঙ্কৃত গজস্কন্ধে আরোহণ করিয়া নগর প্রদক্ষিণ করিতেছিলেন। বোধিসত্ত্বের শকট যখন নগরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল, তখন রাজাও সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সুজাতা সেই সময় অবতরণ করিয়া পদব্রজে শকটের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র তদীয় রূপলাবণ্যে রাজার চিত্ত এরূপ আকৃষ্ট হইল যে তিনি জনৈক অমাত্যকে বলিলেন, "যাও ত, অনুসন্ধান করিয়া জান, এই রমণীর স্বামী আছে কি না।" অমাত্য গিয়া জানিতে পারিলেন, রমণীর স্বামী আছে। তিনি রাজার নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "মহারাজ, ঐ রমণী সধবা; শকটে যে পুরুষ বসিয়া আছে, সেই উহার পতি।"

সুজাতার রূপে রাজার চিত্ত এতই প্রতিবদ্ধ হইয়াছিল যে তিনি কিছুতেই উহা দমন করিতে পারিলেন না। তাঁহার মনে কুপ্রবৃত্তির উদ্রেক হইল। তিনি সঙ্কল্প করিলেন, 'যে উপায়েই হউক এই পুরুষটাকে মারিয়া রমণীকে হস্তগত করিতে হইবে।' তিনি একজন ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন, "এই চূড়ামণি লও, তুমি যেন রাস্তা দিয়া চলিয়া যাইতেছ এই ভাবে গিয়া ইহা ঐ লোকটার শকটের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া আইস।" এই বলিয়া তিনি উহাকে চূড়ামণি দিয়া পাঠাইলেন। ভৃত্য "যে আজ্ঞা" বলিয়া চূড়ামণি লইয়া গেল এবং উহা শকটের মধ্যে নিক্ষেপপূর্ব্বক রাজাকে আসিয়া জানাইল, 'মহারাজ, চূড়ামণি শকটের ভিতর রাখিয়া আসিলাম।' তখন রাজা চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "আমার চূড়ামণি চুরি গিয়াছে।" তাহা শুনিয়া লোকে মহা কোলাহল আরম্ভ করিল। রাজা আদেশ দিলেন, "সমস্ত দ্বার রুদ্ধ কর, যাতায়াতের পথ বন্ধ কর এবং চোর ধরিবার উপায় দেখ।" রাজ-

কিঙ্করেরা তাহাই করিল। তাহাতে সমস্ত নগরের সংক্ষোভ উপস্থিত হইল। যে লোকটা চূড়ামণি রাখিয়া আসিয়াছিল সে এখন আর কয়েকজনকে সঙ্গে লইয়া বোধিসত্ত্বের নিকট গিয়া বলিল, "ওহে বাপু, গাড়ী থামাও, রাজার চূড়ামণি চুরি গিয়াছে; তোমার গাড়ী খুঁজিয়া দেখিতে হইবে।" অনন্তর সে গাড়ী খুঁজিবার ভাণ করিল এবং লুক্কায়িত মণি বাহির করিয়া "তবে রে মণি চোর!" বলিতে বলিতে বোধিসত্ত্বকে হস্ত ও পাদদ্বারা প্রহার করিতে লাগিল এবং পিঠমোড়া করিয়া বাঁধিয়া টানিতে টানিতে রাজার নিকট লইয়া বলিল, "মহারাজ, মণিচোর ধরিয়াছি।" রাজা আদেশ দিলেন, "ইহার শিরশ্ছেদ কর।" তখন রাজকিঙ্করেরা বোধিসত্ত্বকে লইয়া নগরের প্রত্যেক চতুষ্কে কশাঘাত করিতে লাগিল এবং তাঁহাকে দক্ষিণদ্বার দিয়া নগরের বাহির করিল।

এদিকে সুজাতা শকট ত্যাগ করিয়া দুই হাত তুলিয়া, "প্রভু আমার জন্যই এত দুঃখ পাইতেছেন" বলিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে বোধিসত্ত্বের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলেন। রাজপুরুষেরা যখন বোধিসত্ত্বের শিরশ্ছেদের অভিপ্রায়ে তাঁহাকে চিৎ* করিয়া ফেলিল, তখন সুজাতা নিজের শীলগুণ স্মরণপূর্ব্বক চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'হায়, যাহারা শীলবান্‌দিগের অনিষ্ট করে, তাদৃশ দুরাচারদিগকে নিষেধ করিতে সমর্থ কোন দেবতা কি এ জগতে নাই?' অনন্তর তিনি বিলাপ করিতে করিতে এই প্রথমগাথা পাঠ করিলেন :—

> দেবগণ নাহি হেথা, নাহি লোকপালগণ,
> প্রবাসে নিশ্চয় তাঁরা গিয়াছেন সর্ব্বজন।
> দুঃশীল দুরাত্মা যারা সেই হেতু অনায়াসে,
> উপনীত সাধিবারে ধার্ম্মিকের প্রাণ নাশে।

শীলসম্পন্না সুজাতা এইরূপে বিলাপ করিলে দেবরাজ শক্রের আসন উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। শক্র ভাবিতে লাগিলেন, 'কে আমাকে ইন্দ্রত্ব হইতে বিচ্যুত করিতে চেষ্টা করিতেছে?' অনন্তর সমস্ত ব্যাপার জানিতে পারিয়া তিনি দেখিলেন, বারাণসীরাজ অতি নিষ্ঠুর কর্ম্মে ব্রতী হইয়াছেন এবং শীলসম্পন্না সুজাতাকে ক্লেশ দিতেছেন। অতএব, 'আমাকে এখনই সেখানে যাইতে হইবে' এই সঙ্কল্প করিয়া, তিনি দেবলোক হইতে অবতরণ-পূর্ব্বক গজপৃষ্ঠারূঢ় পাপিষ্ঠ রাজাকে নামাইয়া ধর্ম্মগণ্ডিকার† উপর উত্তানভাবে রাখিয়া দিলেন এবং বোধিসত্ত্বকে সর্ব্বালঙ্কারে সুসজ্জিত করিয়া ও রাজবেশ পরাইয়া গজস্কন্ধে বসাইলেন। এদিকে ঘাতুক শিরশ্ছেদের জন্য যে পরশু উত্তোলন করিয়াছিল, তাহা নিক্ষেপ করিয়া সে রাজার মস্তক ছেদন করিল—মস্তক ছিন্ন হইবার পর সকলে জানিতে পারিল উহা তাহাদের রাজারই মস্তক।

তখন শক্র পরিদৃশ্যমান শরীর গ্রহণপূর্ব্বক বোধিসত্ত্বের নিকট গিয়া তাঁহাকে রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন এবং সুজাতাকে অগ্রমহিষীর পদ দিলেন। বারাণসীরাজ্যের অমাত্য, ব্রাহ্মণ, গৃহপতি প্রভৃতি সমস্ত লোক দেবরাজ শক্রকে দেখিয়া মহানন্দে বলিতে লাগিলেন, "অধার্ম্মিক রাজা নিহত হইয়াছেন, এখন আমরা শক্রদত্ত ধার্ম্মিক রাজা লাভ করিলাম।" অতঃপর শক্র আকাশে উত্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "তোমাদের এই শক্রপ্রদত্ত রাজা অদ্যাবধি যথাধর্ম্ম প্রজাপালন করিবেন। রাজা অধার্ম্মিক হইলে অকালে প্রভূত বর্ষণ হয়, কিন্তু যথাকালে বর্ষণ ঘটে না, রাজ্যে দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর হাহাকার উঠে, লোকে দস্যুতস্করাদির উপদ্রবে বিব্রত

* উত্তান।

† যে কাষ্ঠখণ্ডের উপর রাখিয়া প্রাণীদিগের শিরশ্ছেদ করা হয় তাহার নাম ধর্ম্মগণ্ডিকা।

হইয়া পড়ে। জনসঙ্ঘকে এই রূপে উপদেশ দিতে দিতে শক্র নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথা পাঠ করিলেন :—

নৃপতি যেখানে হন অধর্ম্ম-আচারী,
যথাকালে মেঘ তথা নাহি বর্ষে বারি,
অকাল প্লাবনে ঘটে শস্যের বিনাশ ;
প্রকৃতিপুঞ্জের মনে সদা মহাত্রাস।
থাকুন না স্বর্গে কেন হেন নরপতি,
পাপভারে ধ্রুব তাঁর হবে অধোগতি।
তার সাক্ষী দেখ এই রাজা পাপাচার
নিহত হইল কর্ম্মদোষে আপনার।

সমবেত জনবৃন্দকে এইরূপ উপদেশ দিয়া শক্র দেবলোকে চলিয়া গেলেন। বোধিসত্ত্বও ধর্ম্মানুসারে রাজ্য শাসনপূর্ব্বক যথাকালে স্বর্গারোহণ করিলেন।

[সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল সেই অধার্ম্মিক রাজা, অনিরুদ্ধ * ছিলেন শক্র, সুজাতা ছিলেন রাহুল-জননী এবং আমি ছিলাম সেই শক্রাভিষিক্ত রাজা।]

১৯৫—পর্ব্বতূপত্থর-জাতক।†

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে কোশলরাজকে উপলক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। কোশলরাজের এক অমাত্য নাকি রাজার অন্তঃপুরচারিণীদিগের একজনের সহিত অবৈধ প্রণয়ে আসক্ত হইয়াছিলেন। রাজা যখন অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইয়া অমাত্যের অপরাধসম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হইলেন, তখন ভাবিলেন, 'এ বৃত্তান্ত শাস্তাকে জানান যাউক।' এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি জেতবনে গমনপূর্ব্বক শাস্তাকে প্রণিপাত করিলেন, এবং জিজ্ঞাসিলেন, "ভদন্ত, আমার এক অমাত্য অন্তঃপুরের পবিত্রতা নষ্ট করিয়াছে, তৎসম্বন্ধে এখন কি করা যায়।" শাস্তা বলিলেন, "মহারাজ, সেই অমাত্য আপনার উপকারক কি? আর সেই রমণীও আপনার প্রণয়পাত্রী কি না?" রাজা বলিলেন, "হাঁ ভগবন্, সেই অমাত্য আমার অতীব উপকারক,—সমস্ত রাজকুলের ধুরন্ধর; সে রমণীও আমার প্রণয়ের পাত্রী।" "মহারাজ, যে পুরুষ নিজের উপকারী সেবক এবং যে রমণী নিজের প্রণয়ের পাত্রী, তাহাদিগের কোন অনিষ্ট করা সম্ভবপর নহে। পূর্ব্বেও রাজারা পণ্ডিতদিগের পরামর্শানুসারে এরূপ ব্যাপারে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন।" অনন্তর কোশলরাজের অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব তাঁহার অমাত্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া বয়ঃপ্রাপ্তির পর তদীয় ধর্ম্মার্থানুশাসক হইয়াছিলেন। একদা এক অমাত্য রাজান্তঃপুরের বিশুদ্ধতা নষ্ট করিয়াছিলেন। রাজা যখন তাহার অপরাধসম্বন্ধে নিঃসংশয় প্রমাণ পাইলেন, তখন ভাবিতে লাগিলেন, 'এই অমাত্য আমার অতীব উপকারক; এ রমণীও প্রীতির পাত্রী; আমি কিছুতেই এ দুইজনের প্রাণনাশ করিতে পারিব না। একবার পণ্ডিতামাত্যকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি; যদি সহ্য করিবার হয় তবে সহ্য করিব, নচেৎ সহ্য করিব না।' ইহা স্থির করিয়া তিনি বোধিসত্ত্বকে ডাকাইলেন এবং তাঁহাকে আসন দিয়া বলিলেন, "পণ্ডিত, একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব।" বোধিসত্ত্ব উত্তর দিলেন, "জিজ্ঞাসা করুন, মহারাজ। আমি উত্তর দিতেছি।" তখন রাজা নিম্নলিখিত প্রথম গাথা পাঠ করিলেন :—

---

* ইনি গৌতমের পিতৃব্য-পুত্র।

† পর্ব্বতপাদে পথারিয়া থিতে তি অথো। প্রথম গাথার প্রথম পদ হইতে এই জাতকের নাম হইয়াছে।

(প্র-সু ধাতুজ)

পর্ব্বতের পাশে শীতলসলিল
সরোবর মনোরম,
পিয়েছে কতু তায় জানি তবু তারে
দূষিল শৃগালাধম।

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, 'নিশ্চিত কোন অমাত্য ইঁহার অন্তঃপুরে অবৈধ আচরণ করিয়াছে।' এইজন্য তিনি নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :—

দ্বিপদ, চতুষ্পদ, মৎস্য আদি প্রাণিগণ
নদীজলে করে সবে পিপাসা দমন।
নদীর নদীত্ব তাতে প্রণষ্ট কি হয়?
যদি দোষমণী প্রিয়া, শুন, মহাশয়।

মহাসত্ত্ব রাজাকে এইরূপ উপদেশ দিলেন। রাজা সেই উপদেশানুসারে উভয়কেই "আর কখনও এরূপ পাপকর্ম্ম করিও না" বলিয়া সতর্ক করিয়া ক্ষমা করিলেন। তদবধি তাঁহারা অনাচার হইতে বিরত হইলেন; রাজাও দানাদি পুণ্যকর্ম্ম করিয়া জীবনান্তে স্বর্গারোহণ করিলেন।

[কোশলরাজও এই উপদেশ শুনিয়া তাঁহাদের অপরাধ সম্বন্ধে মধ্যম ভাব অবলম্বন করিলেন (অর্থাৎ কোন দণ্ডবিধান করিলেন না)।

সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন সেই রাজা, এবং আমি ছিলাম সেই পণ্ডিতামাত্য।]

১৯৬—বালাহাশ্ব-জাতক।*

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে কোনও উৎকণ্ঠিত ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "সত্যই কি তুমি উৎকণ্ঠিত হইয়াছ?" ভিক্ষু উত্তর দিলেন, "হাঁ, ভদন্ত।" "কি জন্য উৎকণ্ঠিত হইলে?" "এক অলঙ্কৃতা রমণীকে দেখিয়া চিত্তবিকার জন্মিয়াছে, এই নিমিত্ত।" "দেখ, রমণীরা রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ এবং নারীসুলভ কূটবিলাসাদি দ্বারা পুরুষদিগকে প্রলুব্ধ করে এবং আপনাদের বশ করিয়া লয়। যখন দেখে পুরুষ বশীভূত হইয়াছে, তখন তাহারা হতভাগ্যদের চরিত্র ও ধন বিনাশ করে। এই জন্যই লোকে রমণীকে দস্যুনী বলিয়া থাকে। পূর্ব্বেও যক্ষিণীরা একদল সার্থবাহকে প্রলোভন দ্বারা বশীভূত করিয়াছিল; কিন্তু যখন অন্য পুরুষদিগকে দেখিতে পাইয়াছিল, তখন প্রথমোক্ত হতভাগ্যদিগকে বিনষ্ট করিয়া খাইয়া ফেলিয়াছিল। যখন তাহারা দন্তদ্বারা মুর্মুর করিয়া সার্থবাহদিগের অস্থিচূর্ণ করিয়াছিল, তখন রক্তে তাহাদের হনুপার্শ্বদ্বয় রঞ্জিত হইয়াছিল।" ইহা বলিয়া শাস্তা সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

তাম্রপর্ণীদ্বীপে শিরীষবস্তু নামে এক যক্ষনগর আছে। সেখানে যক্ষিণীরা বাস করে। যখন কোন পোতভঙ্গ হয়, তখন যক্ষিণীরা নানা অলঙ্কার পরিধানপূর্ব্বক ভক্ষ্যভোজ্য লইয়া, দাসী-পরিবৃত হইয়া এবং সন্তানগুলি ক্রোড়ে লইয়া বণিকদিগের নিকটে গমন করে। তাহারা যে লোকালয় হইতে আসিয়াছে ইহা প্রমাণ করিবার জন্য তাহারা মায়াবলে ইতস্ততঃ কৃষি গো-রক্ষাদি কার্য্যে নিরত মনুষ্য ও গো এবং কুক্কুর প্রভৃতি প্রদর্শন করিয়া থাকে। অনন্তর বণিক্-দিগের নিকট গিয়া বলে, "আপনারা এই যবাগূ পান করুন, এই অন্ন ভক্ষণ করুন, এই খাদ্যগুলি

---

* 'বালাহ' বৌদ্ধসাহিত্য-বর্ণিত এক প্রকার অদ্ভুত শক্তিশালী অশ্ব। দিব্যাবদানে (অষ্টম ও ষট্‌ত্রিংশ আখ্যায়িকায়) বালাহ অশ্বের উল্লেখ দেখা যায়। বালাহ বা বালাহক শব্দটী 'বলাহক' (মেঘ) শব্দজ কি? বলাহকাশ্ব—যে অশ্ব মেঘলোকে বা মেঘের ন্যায় বিচরণ করিতে পারে—'পক্ষিরাজ' ঘোড়া এইরূপ অর্থ করা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। বিষ্ণুর ঘোটকচতুষ্টয়ের একটীর নাম 'বলাহক'। গ্রীক্‌পুরাণেও Pegasos নামধেয় ব্যোমচর অশ্বের বর্ণনা আছে।

আহার করুন।" বণিকেরা তাহাদের যক্ষিণীভাব জানে না, কাজেই ঐ সকল ভোজ্য পানীয় উদরস্থ করে। যখন তাহারা পানাহারান্তে বিশ্রাম করিতে থাকে, তখন যক্ষিণীরা জিজ্ঞাসা করে, "আপনাদের নিবাস কোথায়? কোন্ স্থান হইতে আসিতেছেন? কোথায় যাইবেন? এখানে কি জন্য আসিয়াছেন?" বণিকেরা উত্তর দেয়, "পোতভঙ্গ হইয়াছে বলিয়া আমরা এখানে আসিয়াছি।" যক্ষিণীরা বলে, "মহাশয়েরা অতি উত্তম কাজ করিয়াছেন। তিন বৎসর হইল, আমাদেরও স্বামীরা পোতারোহণে যাত্রা করিয়াছিলেন। তাঁহারা নিশ্চিত বিনষ্ট হইয়াছেন। আপনারাও দেখিতেছি বণিক্, আমরা এখন হইতে আপনাদের পাদপরিচারিকা হইব।" এইরূপে স্ত্রীজাতিসুলভ ভাববিলাস দ্বারা প্রলুব্ধ করিয়া তাহারা বণিক্‌দিগকে যক্ষনগরে লইয়া যায়, এবং পূর্ব্বে যাহাদিগকে এইরূপে প্রলুব্ধ করিয়া আনিয়াছিল, তাহাদের কেহ যদি তখনও জীবিত থাকে, তবে তাহাদিগকে মায়াশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া যন্ত্রণাগৃহে নিক্ষেপ করে। স্বকীয় বাসভূমিতে যদি ভগ্নপোত লোকের অপ্রাপ্তি ঘটে, তাহা হইলে, তাহারা কল্যাণী* হইতে নাগদ্বীপ পর্য্যন্ত সমস্ত উপকূলভাগে বিচরণ করিয়া বেড়ায়। উক্ত যক্ষিণীদিগের এইরূপই ব্যবহার।

একদিন পঞ্চশত ভগ্নপোত বণিক্ যক্ষিণীদিগের নগরসমীপে অবতরণ করিয়াছিল। যক্ষিণীরা তাহাদিগকে প্রলুব্ধ করিয়া নগরের মধ্যে লইয়া গেল, পূর্ব্বে যে হতভাগ্যদিগকে প্রলুব্ধ করিয়াছিল তাহাদিগকে মায়াশৃঙ্খলে নিবদ্ধ করিয়া যন্ত্রণাগারে নিক্ষেপ করিল এবং জ্যেষ্ঠা যক্ষিণী আগন্তুক জ্যেষ্ঠ বণিক্‌কে, কনিষ্ঠা যক্ষিণী আগন্তুক কনিষ্ঠ বণিক্‌কে, এইরূপে পঞ্চশত যক্ষিণী পঞ্চশত আগন্তুক বণিক্‌কে স্ব স্ব স্বামী করিয়া লইল। অনন্তর রাত্রিকালে জ্যেষ্ঠা যক্ষিণী জ্যেষ্ঠ বণিক্‌কে নিদ্রিত দেখিয়া শয্যা হইতে উত্থিত হইল এবং যন্ত্রণাগারে গিয়া কয়েকজন লোককে নিহত করিয়া তাহাদের মাংসভোজনপূর্ব্বক ফিরিয়া আসিল। অন্যান্য যক্ষিণীরাও এইরূপ করিল। মনুষ্যমাংস ভোজন করিয়া আসিবার পর জ্যেষ্ঠা যক্ষিণীর দেহ অতি শীতল হইয়াছিল। জ্যেষ্ঠ বণিক্ তাহাকে আলিঙ্গন করিবার কালে বুঝিল সে মানবী নহে, যক্ষিণী। সে ভাবিল, 'এই পাঁচশত স্ত্রীই যক্ষিণী, না পলাইলে আমাদের নিস্তার নাই।' সে পরদিন প্রভাত হইবামাত্র মুখ ধুইতে গিয়া সহচর বণিক্‌দিগকে বলিল, "এই রমণীগণ মানবী নহে, যক্ষিণী, যখন ভগ্নপোত অন্য বণিক্ এখানে আসিবে, তখন ইহারা তাহাদিগকে স্বামী করিবে এবং আমাদিগকে খাইয়া ফেলিবে। এস, আমরা পলায়ন করি।"

সার্দ্ধদ্বিশত বণিক্ বলিল, "আমরা এই রমণীদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না। ইচ্ছা হয়, তোমরা যাইতে পার; কিন্তু আমরা পলাইব না।"

যে সার্দ্ধদ্বিশত বণিক্ জ্যেষ্ঠ বণিকের পরামর্শ গ্রহণ করিল, সে তাহাদিগকে লইয়া যক্ষিণীদিগের ভয়ে পলায়ন করিল।

এ সময়ে বোধিসত্ত্ব বালাহ ঘোটকরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ শ্বেতবর্ণ, মস্তক কাক-মস্তকের ন্যায় এবং কেশর মুঞ্জসদৃশ ছিল। তিনি ঋদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন এবং আকাশপথে যাতায়াত করিতে পারিতেন। তিনি উড্ডীন হইয়া হিমবন্ত হইতে তাম্রপর্ণী দ্বীপে যাইতেন এবং তত্রত্য সরোবর ও পল্বলসমূহের নিকটে স্বয়ংজাত শালি ভক্ষণ করিতেন। এইরূপে বিচরণ করিবার সময় তিনি করুণাবশে মনুষ্যভাষায়, "কেহ জনপদে যাইতে চাও কি?" তিন বার এই বাক্য বলিতেন। বণিকেরা ইহা শুনিতে পাইল এবং বোধিসত্ত্বের সমীপবর্ত্তী হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিল, "প্রভো, আমরা জনপদে যাইতে অভিলাষী।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "তবে আমার

* কল্যাণী গঙ্গা।

পৃষ্ঠে আরোহণ কর।" তখন কেহ কেহ তাঁহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিল, কেহ কেহ তাঁহার লাঙ্গুল প্রভৃতি ধরিল, কেহ কেহ বা বদ্ধাঞ্জলি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। যাহারা বদ্ধাঞ্জলি হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, বোধিসত্ত্ব তাহাদিগকেও অর্থাৎ সেই সার্দ্ধদ্বিশত বণিকের সকলকেই স্বীয় অনুভাব-বলে জনপদে লইয়া গেলেন এবং প্রত্যেককে স্ব স্ব গৃহে রাখিয়া দিয়া নিজের বাসভূমিতে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে যক্ষিণীরা যখন অপর মনুষ্য পাইল, তখন সেই অবশিষ্ট সার্দ্ধদ্বিশত বণিক্‌কে নিহত করিয়া ভক্ষণ করিল।

[কথান্তে শাস্তা ভিক্ষুদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "দেখ, যেমন যক্ষিণীদিগের বশীভূত বণিকেরা নিহত হইয়াছিল এবং বালাহাশ্বরাজের আজ্ঞাপালক বণিকেরা স্ব স্ব গৃহে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সেইরূপ, যে সকল ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, উপাসক ও উপাসিকা বুদ্ধদিগের উপদেশে কর্ণপাত করিবে না, তাহারা চতুর্ব্বিধ অপায় * এবং পঞ্চবিধ বন্ধনস্থানে † অশেষ দুর্গতি ভোগ করিবে, কিন্তু যাহারা ঐ সকল উপদেশানুসারে পরিচালিত হইবে, তাহারা ত্রিবিধ কুশলসম্পত্তি, ‡ ষড়্‌বিধ কামস্বর্গ § এবং বিংশতি ব্রহ্মলোক লাভ করিয়া ও পরিশেষে মহানির্ব্বাণরূপ অমৃত প্রাপ্ত হইয়া মহাসুখ অনুভব করিবে।" অতঃপর শাস্তা অভিসম্বুদ্ধ হইয়া নিম্নলিখিত গাথা দুইটী বলিলেন]:—

বুদ্ধ প্রদর্শিত পথ ছাড়ে যেই বুদ্ধিদোষে,
হয় তার নিশ্চিত ব্যসন,
বিনষ্ট হইল যথা যক্ষিণীকুহকে পড়ি
বুদ্ধিহীন সার্থবাহগণ।
বুদ্ধপ্রদর্শিত পথে চলে যারা সাবধানে
হয় তারা স্বস্তির ভাজন,
লভিল জীবন যথা বালাহক তুরগের
বুদ্ধিবলে সার্থবাহগণ।

অতঃপর শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু স্রোতাপত্তি-ফল লাভ করিলেন, অন্য অনেকেও, কেহ স্রোতাপত্তি, কেহ সকৃদাগামী, কেহ অনাগামী মার্গ প্রাপ্ত হইলেন, কেহ কেহ বা অর্হত্ত্বে উপনীত হইলেন।

[সমবধান—তখন বুদ্ধ-শিষ্যেরা ছিল সেই সার্দ্ধদ্বিশত বণিক্‌, যাহারা বালাহাশ্বের পরামর্শ মত চলিয়া বিপদ্‌ হইতে উদ্ধার পাইয়াছিল, তখন আমি ছিলাম সেই বালাহাশ্ব।]

☞ যক্ষিণীদিগের উপাখ্যানের সহিত হোমার-বর্ণিত Circe ও Sirenদিগের উপাখ্যান তুলনা করিবার বিষয়।

১৯৭-মিত্রামিত্র জাতক।

[শাস্তা শ্রাবস্তীনগরে অবস্থিতিকালে জনৈক ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ভিক্ষুর নিকট তাঁহার উপাধ্যায় বিশ্বাস করিয়া এক খণ্ড বস্ত্র রাখিয়াছিলেন। ভিক্ষু মনে করিলেন, 'আমি যদি এই বস্ত্র গ্রহণ করি, তাহা হইলে উপাধ্যায় ক্রুদ্ধ হইবেন না।' এই বিশ্বাসে তিনি উহা দ্বারা জুতা রাখিবার থলি প্রস্তুত করিলেন এবং উপাধ্যায়ের নিকট বিদায় চাহিলেন। উপাধ্যায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আমার বস্ত্র লইয়া

---

* চতুর্ব্বিধ অপায় যথা,—নরক, তির্য্যগ্‌যোনি, প্রেতলোক, অসুরলোক।

† পঞ্চবিধ বন্ধনকর্ম্মকরণট্ঠানাদিসু—দুই হস্তে, দুই পায়ে ও বুকের উপর তপ্ত অয়ঃকিল রাখিয়া বান্ধা হইত।

‡ মনুষ্যসম্পত্তি, দেবলোকসম্পত্তি ও নির্ব্বাণসম্পত্তি।

§ কামলোক এগারটী—ছয় দেবলোক (এই গুলি কামস্বর্গ), মনুষ্যলোক, অসুরলোক, প্রেতলোক, তির্য্যগ্‌যোনি ও নরক। কামলোকের ঊর্দ্ধে ব্রহ্মলোক, ব্রহ্মলোকের দুই প্রধান অংশ:—রূপ ব্রহ্মলোক (ইহা ১৬টী); অরূপ ব্রহ্মলোক (ইহা ৪টী)। ব্রহ্মলোকের অধিবাসীরা কামের অতীত।

যাইতেছ কেন?" ভিক্ষু বলিলেন, "আমার বিশ্বাস ছিল যে আমি এই বস্ত্র গ্রহণ করিলে আপনি রাগ করিবেন না।" "আমার সম্বন্ধে তোমার এরূপ বিশ্বাস জন্মিবার কি হেতু আছে?" ইহা বলিয়া উপাধ্যায় লাফাইয়া উঠিয়া ভিক্ষুকে প্রহার করিলেন। উপাধ্যায়ের এই কথা ভিক্ষুদিগের মধ্যে প্রকাশ হইল এবং তাঁহারা একদিন ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া এ সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "দেখ, অমুক দহর ভিক্ষু উপাধ্যায়কে এত বিশ্বাস করিত যে তাঁহার বস্ত্রখণ্ড দ্বারা জুতা রাখিবার থলি প্রস্তুত করিয়াছিল; কিন্তু ইহাতে উপাধ্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন, 'আমার সম্বন্ধে তোমার এরূপ বিশ্বাস জন্মিবার কোন কারণ নাই।' তিনি ক্রোধবশে লাফাইয়া উঠিয়া তাহাকে প্রহার পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিহে ভিক্ষুগণ, তোমরা বসিয়া কি কথার আলোচনা করিতেছ?" ভিক্ষুরা তাঁহার নিকট সমস্ত ব্যাপার নিবেদন করিলেন। শাস্তা বলিলেন, "দেখ, এই উপাধ্যায়স্থানীয় ভিক্ষু যে কেবল এ জন্মেই নিজের সার্দ্ধবিহারিকের বিশ্বাসভঙ্গ করিয়াছে তাহা নহে, পূর্ব্বেও এইরূপ করিয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব কাশীরাজ্যে এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক অভিজ্ঞা ও সমাপত্তি-সমূহ প্রাপ্ত হন এবং শিষ্যগণসহ হিমবন্ত প্রদেশে বাস করেন। ঐ শিষ্যদিগের মধ্যে একজন বোধিসত্ত্বের কথায় কর্ণপাত না করিয়া এক মাতৃহীন হস্তিপোতককে পালন করিয়াছিলেন। এই হস্তিপোতক ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া পালকের প্রাণসংহার পূর্ব্বক বনে পলাইয়া গিয়াছিল। ঋষিগণ মৃত পালকের শারীরকৃত্য সমাপনপূর্ব্বক বোধিসত্ত্বকে পরিবেষ্টন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদন্ত, মিত্রভাব ও শত্রুভাব নির্ণয় করিবার উপায় কি"? "বলিতেছি শুন" বলিয়া বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত গাথাদ্বয় পাঠ করিলেন :—

হাসেনা আমারে করি দরশন,
না করে আমার প্রত্যভিনন্দন,
মুখ ফিরাইয়া অন্য দিকে চায়,
'না' ভিন্ন উত্তর কখনও না দেয়,—

এই সব জানি অমিত্র-লক্ষণ,
দেখে শুনে বুঝে বুদ্ধিমান্ জন।

বোধিসত্ত্ব এইরূপে মিত্রামিত্রভাব ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন এবং অতঃপর ব্রহ্মবিহার ধ্যান করিয়া ব্রহ্মলোক-পরায়ণ হইয়াছিলেন।

[সমবধান—তখন এই সার্দ্ধবিহারিক ছিল সেই হস্তিপোষক; তাহার উপাধ্যায় ছিল সেই হস্তী; বুদ্ধশিষ্যেরা ছিল সেই ঋষিগণ এবং আমি ছিলাম তাহাদের শাস্তা।]

☞ প্রথম খণ্ডের বেণুক জাতকের (৪৩) এবং দ্বিতীয় খণ্ডের ইন্দ্রসমানগোত্র জাতকের (১৬১) আখ্যায়িকাও প্রায় এইরূপ।

১৯৮—রাধ-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে জনৈক উৎকণ্ঠিত ভিক্ষুকে উপলক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে, তুমি কি প্রকৃতই উৎকণ্ঠিত হইয়াছ?" ভিক্ষু উত্তর দিলেন, "হাঁ, ভদন্ত।" "কারণ কি?" "এক অলঙ্কৃতা রমণীকে দেখিয়া বিকৃতচিত্ত হইয়াছি।" "দেখ, রমণীদিগকে শত চেষ্টা করিলেও রক্ষা করিতে পারা যায় না। পূর্ব্বে লোকে দৌবারিক নিযুক্ত করিয়াও রমণীদিগকে রক্ষা করিতে পারে নাই। এরূপ রমণীতে তোমার কি প্রয়োজন? উহাকে পাইলেও তুমি রক্ষা করিতে পারিবে না।" অনন্তর শাস্তা সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব শুকযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম হইয়াছিল 'রাধ', তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম ছিল প্রোষ্ঠপাদ। তাঁহারা উভয়েই যখন শাবক ছিলেন, তখন এক ব্যাধ তাঁহাদিগকে ধরিয়া বারাণসীবাসী এক ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিল। ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগকে পুত্রনির্ব্বিশেষে পালন করিতেন।

এই ব্রাহ্মণের পত্নী অতি অরক্ষণীয়া ও দুঃশীলা ছিলেন। একদা ব্রাহ্মণ কার্য্যোপলক্ষ্যে অন্যত্র যাইবার কালে শুকদ্বয়কে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "দেখ, আমি বিষয়কার্য্যে অন্যত্র যাইব; সময়ে অসময়ে তোমাদের মাতার কার্য্যকলাপের দিকে দৃষ্টি রাখিও, তাঁহার নিকট অন্য কোন পুরুষ সমাগমন করে কিনা তাহা লক্ষ্য করিও।" এইরূপে ব্রাহ্মণীকে শুকশাবকদ্বয়ের রক্ষণাবেক্ষণে রাখিয়া ব্রাহ্মণ বিদেশযাত্রা করিলেন।

ব্রাহ্মণ চলিয়া গেলেই ব্রাহ্মণী অনাচার আরম্ভ করিলেন। দিবারাত্র তাহার নিকট কত লোক যাতায়াত আরম্ভ করিল, তাহার ইয়ত্তা ছিল না। ইহা দেখিয়া প্রোষ্ঠপাদ রাধকে বলিল, "ব্রাহ্মণ ইঁহাকে আমাদের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া গিয়াছেন, আর ইনি এইরূপ পাপাচারে রতা হইয়াছেন। আমি ইঁহাকে এই কথা বলিতেছি।" রাধ বলিলেন, "ইঁহাকে কিছুই বলিও না।" কিন্তু প্রোষ্ঠপাদ নিষেধ না শুনিয়া ব্রাহ্মণীকে বলিল, "মা, পাপকর্ম্ম করিতেছ কেন?" ব্রাহ্মণী প্রোষ্ঠপাদের প্রাণসংহারের ইচ্ছায় বলিলেন, "বাবা, তুই আমার ছেলে; এখন হইতে আমি আর কোন কুকর্ম্ম করিব না, আয় বাপ, আমার কাছে আয়।" এইরূপ আদর দিয়া ব্রাহ্মণী প্রোষ্ঠপাদকে ডাকিলেন এবং সে যখন তাঁহার নিকটে গেল, তখন তাহাকে ধরিয়া বলিলেন, "তবেরে পাজি, তুই আমায় উপদেশ দিতে চাস্। নিজের ওজন বুঝিয়া চলিস্ না।" অনন্তর তিনি প্রোষ্ঠপাদের ঘাড় ভাঙ্গিলেন এবং তাহাকে উনানের মধ্যে ফেলিয়া দিলেন।

এদিকে ব্রাহ্মণ গৃহে ফিরিলেন এবং বিশ্রামের পর বোধিসত্ত্বকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাধ, তোমার মাতা কোন অনাচার করিয়াছেন, কি না করিয়াছেন?" এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার সময় তিনি নিম্নলিখিত গাথা বলিয়াছিলেন:—

প্রবাস হইতে এই মাত্র আমি ফিরিয়াছি নিজালয়,
জানিনা আমার অসাক্ষাতে গৃহে যে সব ঘটনা হয়।
শুধাই তোমায় সেই হেতু আমি, বলহে নির্ভয়মনে,
মাতা কি তোমার সুযোগ পাইয়া সেবিল অপর জনে?

এই প্রশ্নের উত্তরে বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "দেখুন, যাহা হইয়াছে বা হইবে, তাহা মঙ্গলজনক না হইলে পণ্ডিতেরা তৎসম্বন্ধে কোন কথা বলেন না।" এই ভাব সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য তিনি নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথা বলিলেন:—

নহে নিরাপদ্ পিতঃ সত্যের কথন,
সত্য বলি হল প্রোষ্ঠপাদের নিধন।
ভস্মে আচ্ছাদিত তার দগ্ধ কলেবর,
আমি কেন সেই দণ্ড ঘটাব আমার?

বোধিসত্ত্ব ব্রাহ্মণকে এইরূপে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া বলিলেন, "আমারও আর এ স্থানে থাকা কর্ত্তব্য নহে।" অনন্তর, ব্রাহ্মণের নিকট বিদায় লইয়া তিনি বনে চলিয়া গেলেন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন। সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন প্রোষ্ঠপাদ এবং আমি ছিলাম রাধা।]

☞ প্রথম খণ্ডের রাধজাতকের সহিত (১৪৫) এই জাতকের সাদৃশ্য ও পার্থক্য বিবেচ্য। শুকসপ্ততিতে এবং তুতিনামায় এইটীই বীজকথা।

১৯৯—গৃহপতি-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে জনৈক উৎকণ্ঠিত ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "দেখ, রমণীরা অরক্ষণীয়া; তাহারা পাপ করিয়া যে সে উপায়ে স্বামীদিগকে প্রতারিত করে।" অতঃপর তিনি এতৎসম্বন্ধে একটী অতীত কথা আরম্ভ করিলেন]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব এক গৃহপতির কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বয়ঃপ্রাপ্তির পর দারপরিগ্রহপূর্ব্বক সংসারী হইয়াছিলেন। তাঁহার পত্নী অতি দুঃশীলা ছিলেন; তিনি গ্রাম-ভোজনকের * সহিত অনাচার করিতেন। বোধিসত্ত্ব ইহার আভাস পাইয়া তথ্যনির্ণয়ে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

ঐ সময়ে বর্ষাকালে সমস্ত সঞ্চিত শস্য বিনষ্ট হওয়ায় উক্ত গ্রামে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল। ক্ষেতে যে ফসল ছিল তাহা কেবল ফুলিয়া উঠিতেছিল, পাকিতে আরও দুই মাস বাকি ছিল। গ্রামবাসী সকলে একত্র হইয়া গ্রামভোজনকের নিকট গিয়া সাহায্য প্রার্থনা করিল। তাহারা বলিল, "দুই মাস পরে আমরা ফসল কাটিব; তখন আপনাকে ধান দিয়া যাইব।" গ্রামভোজনক তাহাদিগকে একটী বৃদ্ধ গো দিল, তাহারা দুই এক দিন উহার মাংস খাইয়া জীবনধারণ করিল।

ইহার পর একদিন গ্রামভোজনক সুবিধা খুঁজিতে খুঁজিতে জানিতে পারিল বোধিসত্ত্ব গৃহে নাই। তখন সে তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিল। কিন্তু সে যেমন ঐ দুষ্টা রমণীর সহিত আমোদ প্রমোদে প্রবৃত্ত হইল, অমনি বোধিসত্ত্ব গ্রামদ্বার দিয়া প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক গৃহাভিমুখী হইলেন। তাঁহার পত্নী নগরদ্বারের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন; তিনি পতিকে দেখিয়া বলিলেন, "তাই ত, এ আবার কে আসিতেছে?" অতঃপর বোধিসত্ত্ব যখন দেহলীর উপর আসিয়া দাঁড়াইলেন, তখন তিনি বুঝিলেন, তাঁহার পতিই ফিরিয়া আসিয়াছেন। তিনি গ্রামভোজনককে এই বিপদের কথা জানাইলেন; সে ভয়ে কাঁপিতে লাগিল।

তখন ঐ দুষ্টারমণী বলিলেন, "ভয় কি? আমি এক উপায় করিতেছি। আমরা তোমার নিকট হইতে ধারে গোমাংস খাইয়াছিলাম; তুমি যেন সেই মাংসের দাম আদায় করিতে আসিয়াছ। আমি গোলায় উঠিয়া দরজার কাছে দাঁড়াইয়া বলিব, 'গোলায় ধান নাই'; তুমি মাঝখানে থাকিয়া বার বার বলিও, 'আমাদের বাড়ীতে কয়েকটী ছেলে হইয়াছে; মাংসের মূল্য না দিলে চলিবে না।'

ইহা বলিয়া রমণী গোলায় উঠিয়া দরজার কাছে বসিলেন। তাঁহার উপপতি গৃহের মধ্যে থাকিয়া 'মাংসের দাম-দাও' বলিতে লাগিল; রমণীও গোলার দরজায় থাকিয়া বলিতে লাগিলেন, "গোলায় ধান নাই; ফসল ঘরে আসিলে সব চুকাইয়া দিব। এখন আপনি ফিরিয়া যান।"

বোধিসত্ত্ব গৃহে প্রবেশ করিয়া উহাদের কাণ্ড দেখিয়া বুঝিলেন, তাঁহার পাপিষ্ঠা স্ত্রীই এই কৌশল করিয়াছে। তিনি গ্রামভোজনককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মণ্ডল মহাশয়, আমরা যখন তোমার বুড়া গরুটার মাংস খাইয়াছিলাম, তখন কথা হইয়াছিল, যে দুই মাস পরে উহার দামের পরিবর্ত্তে ধান দিব। এখন পনর দিনও যায় নাই, তবুও দাম চাহিতে আসিয়াছ ইহার অর্থ কি? তুমি দামের জন্য আইস নাই, তোমার আগমনের অন্য কোন কারণ আছে। ফলকথা তোমার ব্যবহারটা আমার ভাল লাগিতেছে না। আর এই দুষ্টা পাপিষ্ঠা নারীও ত জানে গোলায় কিছুমাত্র ধান নাই, তথাপি গোলায় উঠিয়া 'ধান নাই' বলিতেছে। অতএব তোমাদের দুইজনেরই ব্যবহার নিতান্ত

* গ্রামভোজক বা গ্রামভোজনক—গ্রামের মণ্ডল বা প্রধান পুরুষ।

সন্দেহজনক।" এই ভাব পরিস্ফুট করিবার জন্য বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত গাথা দুইটী বলিলেন :—

তোমাদের উভয়ের এই ব্যবহার
দেখিয়া সন্দেহ মনে হয়েছে আমার।
গোলায় নাহিক ধান, জানে বিলক্ষণ,
তবু দুষ্টা উঠিয়াছে সেথা কি কারণ ?
তোমাকেও বলি, গ্রামপতি-মহাশয়,
অল্প বিত্তে কষ্টে মোর দিনপাত হয়।
সেই হেতু গরু এক অস্থি চর্ম্মসার
কিনিনু তোমার ঠাঁই, করি অঙ্গীকার
দিব মূল্য দুই মাস হইলে অতীত,
এখন করিতে চাও তার বিপরীত।
পঞ্চদশ দিনমাত্র গিয়াছে চলিয়া,
এরই মধ্যে আসিয়াছ মূল্যের লাগিয়া
তোমার বিস্ময়কর এই ব্যবহার
দেখিয়া সন্দেহ মনে হয়েছে আমার।

এই কথা বলিতে বলিতে বোধিসত্ত্ব গ্রামভোজনকের টিকি ধরিয়া টানিতে টানিতে তাহাকে ঘরের মধ্যে ফেলিলেন এবং "আমি গ্রামভোজনক, তুই অপরের রক্ষিত সম্পত্তি বিনষ্ট করিয়াছিস্, অতএব তাহার ক্ষতিপূরণ দে", এইরূপ পরিহাস করিতে করিতে তাহাকে প্রহার করিতে লাগিলেন। লোকটা যখন প্রহারের চোটে দুর্ব্বল হইয়া পড়িল, তখন তিনি তাহাকে গলা ধাক্কা দিতে দিতে গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিলেন এবং নিজের দুষ্টা পত্নীকে চুল ধরিয়া গোলা হইতে নামাইয়া মাটিতে ফেলিয়া বলিলেন, "সাবধান, আবার যদি এরূপ দুষ্কর্ম্ম করিবি, তাহা হইলে এমন সাজা দিব যে জন্মে ভুলিবি না।" তদবধি সেই গ্রামভোজনক ভ্রমেও বোধিসত্ত্বের গৃহের দিকে দৃষ্টিপাত করিত না; সেই রমণীও পাপাচারের ইচ্ছা মনে স্থান দিতে পারিতেন না।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফল লাভ করিল।
সমবধান— তখন আমি ছিলাম সেই গৃহপতি, যিনি উক্ত গ্রামভোজনকের দণ্ডবিধান করিয়াছিলেন।]

২০০—সাধুশীল-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে কোন ব্রাহ্মণকে উপলক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ব্রাহ্মণের নাকি চারিটী কন্যা ছিল। চারিজন পুরুষ এই কন্যাদিগের বিবাহার্থী হইয়াছিল, তন্মধ্যে একজন দেখিতে সুন্দর, একজন প্রৌঢ় ও প্রবীণ, একজন সদ্বংশজাত এবং একজন সাধুশীল। ব্রাহ্মণ চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'বিবাহার্থীদিগের মধ্যে একজন রূপবান্, একজন প্রৌঢ় ও প্রবীণ, একজন সৎকুলজ ও একজন সচ্চরিত্র। কন্যাদিগকে পাত্রস্থা ও সংসারে সুপ্রতিষ্ঠাপিতা করিতে হইলে ইহাদের মধ্যে কাহাকে নির্ব্বাচন করা যায়?' কিন্তু পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিয়াও ব্রাহ্মণ কোন সিদ্ধান্ত করিতে পারিলেন না। অনন্তর তিনি স্থির করিলেন, 'এ সম্বন্ধে সম্যক্‌সম্বুদ্ধের পরামর্শ গ্রহণ করা যাউক। তিনি ইহাদের মধ্যে যাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা সুপাত্র মনে করেন, তাহাকেই কন্যা সম্প্রদান করিব।'

এই সঙ্কল্প করিয়া ব্রাহ্মণ গন্ধমাল্যাদি লইয়া বিহারে গেলেন, শাস্তাকে বন্দনা করিলেন, একান্তে আসন গ্রহণপূর্ব্বক আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলেন এবং প্রার্থনা করিলেন, "ভদন্ত, বলুন, এই চারিজনের মধ্যে কাহাকে কন্যাদান করা যায়?" শাস্তা বলিলেন, "পণ্ডিতেরা অতীতকালেও এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেন; কিন্তু জন্মান্তর-গ্রহণহেতু তাহা তুমি সুস্পষ্টরূপে স্মরণ করিতে পারিতেছ না।" অনন্তর ব্রাহ্মণের অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি তক্ষশিলা নগরে গমনপূর্ব্বক সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন; এবং বারাণসীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া একজন সুবিখ্যাত আচার্য্য হইয়াছিলেন।

তখন এক ব্রাহ্মণের চারিটী কন্যা ছিল এবং এইরূপ চারি ব্যক্তিই ঐ কন্যাদের বিবাহার্থী হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে কাহাকে কন্যা সম্প্রদান করিবেন বুঝিতে না পারিয়া ব্রাহ্মণ স্থির করিলেন, 'আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিয়া, যে দানের উপযুক্ত তাহারই সহিত কন্যাদিগের বিবাহ দিব।" অনন্তর তিনি আচার্য্যের নিকট গিয়া তৎসম্বন্ধে প্রশ্ন করিবার সময় নিম্নলিখিত প্রথম গাথা বলিয়াছিলেন :—

একের সুন্দর কান্তি দেখি ভুলে মন;
বয়সে প্রবীণ এক অতি বিচক্ষণ;
কুলের গৌরবে এক বড় সবাকার;
একজন সুশীল, ধার্ম্মিক সদাচার;—
বলহে, আচার্য্য, তাই জিজ্ঞাসি তোমায়,
কার সঙ্গে কন্যার বিবাহ দেওয়া যায়।

ইহা শুনিয়া আচার্য্য উত্তর দিলেন, "দেখ, শীলহীন ব্যক্তি রূপাদি থাকিলেও ঘৃণার্হ; অতএব রূপাদি দ্বারা কখনও মনুষ্যের গৌরব পরিমিত হয় না। আমি শীলবান্ ব্যক্তিদিগেরই পক্ষপাতী।" এই ভাব সুস্পষ্টরূপে বুঝাইবার জন্য আচার্য্য নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথাটী বলিলেন :—

রূপ বাঞ্ছনীয়, প্রণম্য প্রবীণ,
[illegible]
চরিত্র রতনে বিভূষিত যেই,
সেই কিন্তু শ্রেষ্ঠ নর।

বোধিসত্ত্বের উপদেশানুসারে ব্রাহ্মণ সেই শীলসম্পন্ন ব্যক্তিকেই কন্যাদান করিলেন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই ব্রাহ্মণ স্রোতাপত্তি ফল প্রাপ্ত হইলেন। সমবধান—তখন এই ব্রাহ্মণ ছিলেন সেই ব্রাহ্মণ এবং আমি ছিলাম সেই সুবিখ্যাত আচার্য্য।]

☞ এক কন্যার পাণিগ্রহণার্থী বহুবরের কথা বেতালপঞ্চবিংশতিতেও (২য় আখ্যায়িকায়) দেখা যায়।

২০১—বন্ধনাগার-জাতক।*

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে বন্ধনাগার সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। তখন কোশলরাজের নিকট বহুসংখ্যক সন্ধিচ্ছেদক †, পন্থঘাতক ‡ ও নরহন্তা আনীত হইয়াছিল। রাজার আদেশে তাহাদের কেহ কেহ শৃঙ্খলে, কেহ কেহ রজ্জুদ্বারা নিবদ্ধ হইল। § এই সময়ে জনপদবাসী ত্রিশ জন ভিক্ষু শাস্তার দর্শনলাভার্থ জেতবনে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা শাস্তার অর্চ্চনাদি করিয়া পরদিন ভিক্ষাচর্য্যায় বাহির হইলেন এবং বন্ধনাগারে গিয়া ঐ দুর্ব্বৃত্তদিগকে দেখিতে পাইলেন।

সন্ধ্যাকালে উক্ত ভিক্ষুগণ তথাগতের সমীপবর্ত্তী হইয়া বলিলেন, "ভদন্ত, অদ্য আমরা ভিক্ষাচর্য্যায় গিয়া দেখিলাম, বন্ধনাগারে বহু চৌর শৃঙ্খলাদিতে নিবদ্ধ হইয়া মহাদুঃখ ভোগ করিতেছে। হতভাগ্যদের সাধ্য নাই যে ঐ বন্ধনগুলি ছিন্ন করিয়া পলাইয়া যায়। এই সকল বন্ধন অপেক্ষাও দৃঢ়তর অন্য কোন বন্ধন আছে কি, প্রভু?"

---

* বন্ধনাগার—কারাগৃহ (Gaol)।

† সিঁধেল চোর (Burglar)।

‡ যাহারা রাহাজানী করে (Highwaymen)।

§ মূলে অন্দু, রজ্জু ও শৃঙ্খল এই ত্রিবিধ বন্ধনের কথা আছে। 'অন্দু' বোধ হয় বেড়ী।

শাস্তা উত্তর দিলেন, "ভিক্ষুগণ, তোমরা যে সমস্ত দেখিয়াছ সেগুলি বন্ধন বটে; কিন্তু ধনধান্য পুত্রকলত্রাদির জন্য যে দুর্দমা বাসনা, তাহা উহাদের অপেক্ষা শতগুণে, সহস্রগুণে দৃঢ়তর বন্ধন। তথাপি পুরাকালে পণ্ডিত ব্যক্তিরা এবংবিধ দুশ্ছেদ্য বন্ধনকেও ছিন্ন করিয়া হিমবন্তপ্রদেশে প্রবেশপূর্ব্বক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন।" ইহা বলিয়া তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব এক দরিদ্র গৃহস্থের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বয়ঃপ্রাপ্তির পর পিতৃ-বিয়োগ ঘটে। তিনি মজুর খাটিয়া মাতার ভরণ পোষণ করিতে লাগিলেন। বোধিসত্ত্বের অনিচ্ছাসত্ত্বেও তদীয় জননী, এক কুলকন্যা আনয়ন করিয়া তাঁহার সহিত বিবাহ দিলেন। কিন্তু ইহার অল্পদিন পরেই বৃদ্ধার মৃত্যু হইল। এই সময়ে বোধিসত্ত্বের পত্নী গর্ভধারণ করিয়াছিলেন; কিন্তু বোধিসত্ত্ব প্রথমে ইহা জানিতে পারেন নাই; তিনি বলিলেন, "ভদ্রে, তুমি এখন নিজে খাটিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ কর; আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব।" তাঁহার পত্নী বলিলেন, "আমি এখন গর্ভধারণ করিতেছি, আমার প্রসবান্তে সন্তানের মুখ দেখিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবেন।" বোধিসত্ত্ব এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

বোধিসত্ত্বের পত্নী যথাকালে সন্তান প্রসব করিলেন। তখন বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসিলেন, "ভদ্রে, তুমি নিরাপদে প্রসব করিয়াছ; এখন আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে পারি ত?" তাঁহার পত্নী উত্তর দিলেন, পুত্রটী যখন স্তন্যপান ত্যাগ করিবে, তখন আপনি প্রব্রজ্যা লইবেন।" কিন্তু ঐ সময় অতীত হইতে না হইতেই তিনি পুনর্ব্বার গর্ভিণী হইলেন।

তখন বোধিসত্ত্ব চিন্তা করিতে লাগিলেন, "ইহার সম্মতি গ্রহণ করিতে হইলে সংসার ত্যাগ করা অসম্ভব; অতএব ইহাকে কিছু না বলিয়াই পলায়নপূর্ব্বক প্রব্রাজক হইব।" অনন্তর স্ত্রীকে কিছু না বলিয়া রাত্রিকালে শয্যাত্যাগ-পূর্ব্বক তিনি পলায়ন করিলেন। নগর-রক্ষকেরা * তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল। তিনি বলিলেন, "দোহাই প্রভুদের, আমায় ছাড়িয়া দিন। আমাকে জননীর ভরণ-পোষণ করিতে হয়" (অর্থাৎ আমি অবরুদ্ধ থাকিলে আমার মাতার ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ হইবে না)। এইরূপে তাহাদের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া, তিনি কোন স্থানে কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত করিলেন এবং শেষে প্রধান তোরণ দ্বারা নিষ্ক্রান্ত হইয়া হিমবন্তপ্রদেশে প্রবেশপূর্ব্বক প্রব্রাজক হইলেন।

কালক্রমে বোধিসত্ত্ব অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ লাভ করিলেন এবং ধ্যান-সুখভোগে সময়াতিবাহিত করিতে লাগিলেন। এখানে অবস্থিতি করিবার সময় একদা তিনি হৃদয়ের আবেগে বলিয়াছিলেন,—

লৌহময়, দারুময় কিংবা তৃণময়,
সামান্য বন্ধন কিন্তু এই সমুদয়।
বিষয়ে অত্যন্তাসক্তি, দারাপুত্রে গাঢ় প্রীতি,
প্রকৃত বন্ধন এরা বলে সুধীজন,
দৃঢ়ভাবে বদ্ধ যাহে মানবের মন।
আশ্চর্য্য বন্ধন এরা, বান্ধে যারে, হায়,
নিরন্তর নিম্নদিকে টানি তারে লয়।
সুদৃঢ় দুশ্ছেদ্য অতি, কে আছে, ধরে শকতি,
লভিতে মুকতি কাটি এ হেন বন্ধন?
অথচ যন্ত্রণা এর না বুঝে কখন।

---

* মূলে 'নগরগুত্তিকা' এই পদ আছে। গুত্তিক—গুপ্তিক, গোপ্তা।

সেই সে প্রকৃত জ্ঞানী, যে পারে লভিতে
পরিত্রাণ হেন দৃঢ় বন্ধন হইতে।
বাসনা কামনা আদি করি পরিহার,
সদানন্দ-ধামে সদা করে সে বিহার।

বোধিসত্ত্ব এইরূপে হৃদয়ের উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করিয়া এবং ধ্যানবল অক্ষুণ্ন রাখিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া কেহ কেহ স্রোতাপন্ন, কেহ কেহ সকৃদাগামী, কেহ কেহ অনাগামী এবং কেহ কেহ অর্হৎ হইলেন।

সমবধান—তখন মহামায়া ছিলেন সেই মাতা, শুদ্ধোদন ছিলেন সেই পিতা, রাহুলজননী ছিলেন সেই ভার্য্যা, রাহুল ছিলেন সেই পুত্র এবং আমি ছিলাম সেই গৃহস্থ, যিনি দারাপুত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন।]

২০২—কেলিশীল-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে আয়ুষ্মান্ লকুণ্টক * ভদ্রিকের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই মহাত্মা বুদ্ধ-শাসনে যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার গুণাবলী কাহারও অবিদিত ছিল না। তিনি মধুরভাষী ছিলেন, অতি মধুরভাবে ধর্ম্মদেশন করিতেন; তিনি প্রতিসম্ভিদা-সম্পন্ন ছিলেন † এবং সর্ব্ববিধ বাসনাকে পরিক্ষীণ করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু আকারে তিনি অশীতি স্থবিরের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা এত ক্ষুদ্র ছিলেন যে, তাঁহাকে দেখিলে শ্রামণের বলিয়া বোধ হইত। ফলতঃ লোকে ক্রীড়ার্থ যেরূপ বামন রাখিয়া থাকে, দেহের আয়তনে তিনিও তৎসদৃশ প্রতীয়মান হইতেন।

একদিন লকুণ্টক তথাগতকে বন্দনাপূর্ব্বক বিহারদ্বারকোষ্ঠকে অবস্থিতি করিতেছিলেন, এমন সময়ে জনপদ হইতে আগত ত্রিশ জন ভিক্ষু দশবলকে বন্দনা করিব এই সংকল্পে জেতবনে প্রবেশ করিবার সময় লকুণ্টককে দেখিতে পাইয়া বিবেচনা করিলেন, 'এ ব্যক্তি শ্রামণের'। তাঁহারা স্থবিরের চীবরপ্রান্ত ধরিয়া টানিলেন, তাঁহার হাত ধরিয়া টানিলেন, নাক মলিলেন, কাণ ধরিয়া ঝাঁকি দিলেন। ফলতঃ হস্তদ্বারা এক ব্যক্তি অপরকে যতদূর পর্য্যন্ত উত্ত্যক্ত করিতে পারে, তাঁহারা তাহার কিছুই বাকী রাখিলেন না। অনন্তর স্ব স্ব পাত্র ও চীবর যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া তাঁহারা শাস্তার সঙ্গে দেখা করিলেন এবং প্রণিপাতপূর্ব্বক একান্তে উপবিষ্ট হইলেন। শাস্তাও মধুরবচনে তাঁহাদিগকে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিলেন।

তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু, শুনিয়াছি আপনার শিষ্যদিগের মধ্যে লকুণ্টক ভদ্রিক নামক এক স্থবির আছেন; তিনি নাকি অতি মধুরভাবে ধর্ম্ম-কথা বলিয়া থাকেন? তিনি এখন কোথায় আছেন?" শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, "কেন? তোমরা দ্বারকোষ্ঠকে যাঁহাকে চীবর ও কাণ ধরিয়া টানিয়া এবং অন্য বহুরূপে নিগৃহীত করিয়া আসিয়াছ, তিনিই লকুণ্টক।" ইহা শুনিয়া ভিক্ষুরা বলিলেন, "ভদন্ত, যে ব্যক্তি এমন উপাসনাপরায়ণ এবং উচ্চাভিলাষসম্পন্ন, তিনি দেখিতে এতাদৃশ হীনাকার হইলেন কেন?" "পূর্ব্বজন্মকৃত স্বীয় পাপফলে।" এই বলিয়া শাস্তা ভিক্ষুদিগের অনুরোধে সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব শক্র হইয়া দেবলোকে রাজত্ব করিতেন। ব্রহ্মদত্তের এক মহাদোষ ছিল,—তিনি জীর্ণ ও জরাগ্রস্ত হস্তী, অশ্ব, গো প্রভৃতি দেখিতে পারিতেন না। তিনি ইহাদিগকে কষ্ট দিবার জন্য নানারূপ নিষ্ঠুর আমোদ-প্রমোদ করিতেন—জীর্ণ হস্তী প্রভৃতি দেখিলে তাহাদিগকে তাড়াইয়া লইয়া যাইতেন, জীর্ণ শকট দেখিলে

---

* 'লকুণ্টক' শব্দটীর অর্থ বামন। বোধ হয় স্থবিরের নাম ভদ্রিক এবং তিনি খর্ব্বাকার ছিলেন বলিয়া 'লকুণ্টক' তাঁহার আখ্যা।

† প্রতিসম্ভিদা—তন্ন তন্ন করিয়া বিশ্লেষণপূর্ব্বক জ্ঞানার্জ্জন-ক্ষমতা। ইহা চতুর্ব্বিধ:—অর্থ-প্রতিসম্ভিদা, ধর্ম্মপ্রতিসম্ভিদা, নিরুক্তিপ্রতিসম্ভিদা এবং প্রতিভান-প্রতিসম্ভিদা (অর্থাৎ শাস্ত্রসমূহের অর্থজ্ঞান, পালিগ্রন্থসমূহে ব্যুৎপত্তি, শব্দসমূহের উৎপত্তিজ্ঞান, এবং এই ত্রিবিধ উপায়ে লব্ধ ধ্রুবজ্ঞান)।

তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিতেন, বৃদ্ধা স্ত্রীলোক দেখিলে তাহাদিগকে নিকটে ডাকাইতেন, তাহাদিগের উদরে প্রহার করিয়া ভূমিতে পাতিত করিতেন এবং পুনর্ব্বার উঠাইয়া নানারূপ ভয় দেখাইতেন। যদি এরূপ নরনারী তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত না হইত, তথাপি অমুক গৃহে একজন বৃদ্ধ আছে ইহা শুনিতে পাইলেও তিনি তাহাকে ডাকাইয়া নানারূপে তাহার বিড়ম্বনা করিতেন।

রাজার এইরূপ দুর্ব্যবহারে লোকে নিতান্ত লজ্জিত হইয়া স্ব স্ব মাতা পিতাকে রাজ্যের বাহিরে প্রেরণ করিত। তাহারা আর গৃহে থাকিয়া মাতৃপূজা বা পিতৃপূজা করিতে পারিত না। যেমন রাজা, তাঁহার পাত্রমিত্রগণও সেইরূপ নিষ্ঠুর কেলিশীল ছিলেন। কাজেই (পিতৃপূজারূপ ধর্ম্ম পালন করিতে না পারায়) লোকে মৃত্যুর পর অপায়-চতুষ্টয়েরই পুষ্টিসাধন করিতে লাগিল এবং দেবলোকের অধিবাসি-সংখ্যা ক্রমশঃ ক্ষীণ হইল।*

শক্র দেখিলেন, দেবলোকে আর অভিনব দেবপুত্রের আবির্ভাব হইতেছে না। ইহার কারণ কি অনুসন্ধান করিতে গিয়া তিনি প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন। তখন তিনি সঙ্কল্প করিলেন, 'এই রাজাকে দমন করিতে হইতেছে'। একদিন কোন পর্ব্বোপলক্ষ্যে বারাণসী-নগরী সুসজ্জিত হইয়াছিল। রাজা ব্রহ্মদত্ত এক অলঙ্কৃত হস্তী আরোহণ করিয়া নগর প্রদক্ষিণ করিতে বাহির হইয়াছেন, এমন সময় শক্র স্বীয় অনুভাববলে বৃদ্ধের বেশ ধারণ করিলেন, শতচ্ছিন্ন বস্ত্রখণ্ডে দেহ আবৃত করিলেন এবং এক জীর্ণ শকটে জীর্ণ বলীবর্দ্দদ্বয় যোজনা করিয়া ও তাহাতে দুইটী তক্রপূর্ণ কলসী রাখিয়া হাঁকাইতে হাঁকাইতে তাঁহার অভিমুখী হইলেন। জীর্ণ শকট দেখিয়াই রাজা আদেশ দিলেন, "ঐ জীর্ণ শকটখানা শীঘ্র অপসারিত কর।" শক্র নিজের অনুভাববলে উহা কেবল রাজাকেই দেখাইতেছিলেন; কাজেই তাঁহার অনুচরেরা বলিল, "কোথায় মহারাজ? আমরা ত কোন জীর্ণ শকট দেখিতে পাইতেছি না?" এদিকে শক্র বহুবার রাজার সমীপবর্ত্তী হইতে লাগিলেন এবং গাড়ী হাঁকাইতে হাঁকাইতে রাজার মস্তকোপরি একটা ঘোলের কলসী ভাঙ্গিলেন। ইহাতে রাজা যেমন মুখ ফিরাইলেন, অমনি শক্র তাঁহার মস্তকোপরি দ্বিতীয় কলসীটাও ভাঙ্গিলেন। রাজার মাথা হইতে চারিদিকে ঘোলের স্রোত বহিতে লাগিল। এবম্প্রকারে শক্রের চক্রান্তে রাজা নিতান্ত উৎপীড়িত, লাঞ্ছিত ও ঘৃণিত হইলেন।

শক্র রাজার দুর্দ্দশা দেখিয়া শকটাদি অন্তর্দ্ধাপিত করিলেন এবং পুনর্ব্বার শক্ররূপ-পরিগ্রহপূর্ব্বক বজ্রহস্তে আকাশে আসীন হইয়া বলিতে লাগিলেন, "ভো পাপিষ্ঠ নৃপকুলাপসাদ! তুমি কি কখনও বৃদ্ধ হইবে না, তোমার দেহ কি জরাগ্রস্ত হইবে না, যে তুমি বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের প্রতি উৎপীড়ন কর? এক তোমারই দোষে, শুদ্ধ তোমারই গর্হিত আচরণে লোকে মৃত্যুর পর এখন দুঃখকর যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতেছে; তাহারা স্ব স্ব মাতা পিতার সেবা-শুশ্রূষা করিতে পারিতেছে না। তুমি যদি এরূপ দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত না হও, তবে এই বজ্র দ্বারা তোমার মস্তক বিদীর্ণ করিব। সাবধান, এখন হইতে আর যেন এমন কাজ না কর।"

রাজাকে এইরূপ ভর্ৎসনা করিয়া শক্র মাতা পিতার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলেন এবং বয়োবৃদ্ধদিগের সম্মান করিলে কি উপকার হয়, তাহা বুঝাইয়া দিলেন। অনন্তর তিনি স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন, রাজাও তদবধি ঐরূপ অশিষ্ট আচরণ করিবার কথা মনেও স্থান দিলেন না।

---

* মনুষ্য সৎকার্য্য করিলে মৃত্যুর পর দেবলোকে যায়, অসৎ কার্য্য করিলে মৃত্যুর পর হয় নরকে, নয় তির্য্যগ্‌যোনিতে, নয় প্রেতলোকে, নয় অসুরলোকে গমন করে।

[কথান্তে শাস্তা অভিসম্বুদ্ধ হইয়া নিম্নলিখিত গাথাদ্বয় বলিলেন :—

হংস, ক্রৌঞ্চ ক্ষুদ্র প্রাণী, হরিণ, পৃষৎ,
মাতঙ্গ ধারণ করে শরীর বৃহৎ,
কিন্তু এরা সকলেই সিংহেরে দেখিয়া
শশব্যস্তে প্রাণভয়ে যায় পলাইয়া।

তেমতি যদ্যপি প্রজ্ঞা বালকের(ও) থাকে,
মহৎ বলিয়া পূজে সর্ব্বজনে তাকে ;
বিশাল-শরীর, কিন্তু প্রজ্ঞাহীন জন,
হয় শুধু সকলের হাস্যের ভাজন।

এই উপদেশ দিয়া শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই ভিক্ষুদিগের মধ্যে কেহ কেহ স্রোতাপন্ন, কেহ কেহ সকৃদাগামী এবং কেহ কেহ অর্হৎ হইলেন।

সমবধান—তখন লকুণ্টক ভদ্রিক ছিলেন সেই রাজা, যিনি অপরকে উপহাসাস্পদ করিতে গিয়া শেষে নিজেই উপহাসাস্পদ হইয়াছিলেন। তখন আমি ছিলাম শক্র।]

২০৩—খন্ধবত্ত-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে জনৈক ভিক্ষুসম্বন্ধে এই কথা বলিযাছিলেন। এই ভিক্ষু নাকি অগ্নিশালার দ্বারে কাষ্ঠ চিরিতেছিলেন, এমন সময়ে একটা জীর্ণবৃক্ষ হইতে একটা সর্প বাহির হইয়া তাঁহার পায়ের আঙ্গুলে দংশন করে এবং তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে। তাঁহার প্রাণবিয়োগের কথা বিহারস্থ সকলেই জানিতে পারিল এবং ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় বলাবলি করিতে লাগিলেন, 'অমুক ভিক্ষু অগ্নিশালার দ্বারে কাষ্ঠ চিরিবার সময় সর্পদংশনে মারা গিযাছেন।' অনন্তর শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া এই বৃত্তান্ত জানিয়া বলিলেন, "দেখ, সেই ভিক্ষু যদি সর্পরাজকুল-চতুষ্টয়ে মৈত্রী প্রদর্শন করিত, তাহা হইলে উহাকে কখনও সর্পে দংশন করিত না। প্রাচীনকালে যখন বুদ্ধের আবির্ভাব ঘটে নাই, তখনও তাপসেরা এই চতুর্ব্বিধ সর্পরাজকুলে মৈত্রী দেখাইয়া সর্পভয় হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব কাশীরাজ্যে এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন এবং বয়ঃপ্রাপ্তির পর সর্ব্ববিধ রিপু দমনপূর্ব্বক সংসার ত্যাগ করিয়া যান। প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া তিনি অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ লাভ করিয়াছিলেন এবং হিমালয়ের পাদদেশে গঙ্গানদীর নিবর্ত্তন-স্থানে আশ্রম নির্ম্মাণ পূর্ব্বক ঋষিগণে পরিবৃত হইয়া ধ্যানসুখে মগ্ন থাকিতেন।

এই সময়ে গঙ্গাতীরে নানাজাতীয় সর্প ছিল। তাহারা ঋষিগণের তপশ্চর্য্যার ব্যাঘাত ঘটাইত এবং অনেককে দংশনে নিহত করিত। ঋষিরা শেষে বোধিসত্ত্বকে এই ব্যাপার জানাইলেন। বোধিসত্ত্ব সমস্ত ঋষিকে একস্থানে ডাকাইয়া বলিলেন, "তোমরা যদি চতুর্ব্বিধ অহিরাজকুলে মৈত্রী প্রদর্শন কর, তাহা হইলে সর্পেরা তোমাদিগকে দংশন করিবে না। অতএব এখন হইতে অহিরাজকুল-চতুষ্টয়কে প্রীতির চক্ষে দেখিবে।" এই উপদেশ দিয়া তিনি নিম্নলিখিত গাথা পাঠ করিলেন :—

বিরূপাক্ষ, এলাপত্র, শৈব্যাপুত্র আর
কৃষ্ণ-গৌতমক এই নাগরাজ চার।
সকলেই মিত্র এরা জানিবে আমার,
কারো সঙ্গে নাহি মম শত্রু-ব্যবহার।*

* সম্ভবতঃ ইহা একটী সাপুড়ের মন্ত্র। মহাভারতের আদিপর্ব্বে (৩৫শ অধ্যায়) বহুজাতীয় সর্পের নাম আছে, তাহাদের মধ্যে এক জাতির নাম এলাপত্র। ইহাই বোধ হয় পালি—'এরাপথো'। এই গাথার অপর তিন জাতির নাম মহাভারতে নাই।

এইরূপ চারি নাগরাজকুলের নাম নির্দ্দেশপূর্ব্বক বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "যদি তোমরা এই ইহাদিগকে প্রীতির চক্ষে অবলোকন কর, তাহা হইলে সর্পজাতীয় কোন প্রাণী কখনও তোমাদিগকে দংশন করিবে না; তোমাদের অন্য কোন অনিষ্টও করিবে না।" অনন্তর তিনি নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথাটী পাঠ করিলেন :—

পদহীন, দ্বিপদ অথবা চতুষ্পদ,
কিংবা বহুপদ যারা বিচরে ভূতলে,
সকলেই হয় মম প্রীতির আস্পদ :
মৈত্রীভাব সদা আমি দেখাই সকলে।

এবম্প্রকারে নিজের মৈত্রীভাব প্রকাশ করিয়া তিনি নিম্নলিখিত গাথায় নিজের প্রার্থনা জানাইলেন :—

বহুপদ, চতুষ্পদ, দ্বিপদ জীবগণ,
পদহীন কিংবা যারা কর বিচরণ,
তোমা সবাকার কাছে, যুড়ি দুই কর,
করিওনা হিংসা মোরে, মাগি এই বর।

ইহার পর তিনি প্রাণিবিশেষের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া সাধারণভাবে এই গাথা বলিলেন :—

ধরাধামে জন্ম যারা করেছে গ্রহণ,
যত প্রাণী বিশ্বমাঝে করে বিচরণ,
সর্ব্বজীব হোক সুখী এই আমি চাই
নাহি পশে দুঃখ যেন কভু কারো ঠাঁই।*

সর্ব্বভূতে সমভাবে মৈত্রী প্রদর্শন করিতে হইবে এই উপদেশ দিয়া তিনি ঋষিদিগের দ্বারা ত্রিরত্নের গুণ স্মরণ করাইবার জন্য বলিলেন, "বুদ্ধ অপ্রমাণ, ধর্ম্ম অপ্রমাণ, সঙ্ঘ অপ্রমাণ। তোমরা এই ত্রিরত্নের গুণ সর্ব্বদা মনে রাখিবে।" রত্নত্রয় অপ্রমাণ, কিন্তু জীবগণ সপ্রমাণ ইহা বুঝাইবার জন্য তিনি বলিলেন, "সরীসৃপ, বৃশ্চিক, শতপদী, ঊর্ণনাভ, গোধিকা, মূষিক ইত্যাদি সপ্রমাণ। ইহাদিগের দেহে দ্বেষানুরাগাদি যে সকল প্রবৃত্তি আছে সেইগুলি ইহাদের সপ্রমাণতার কারণ। অতএব অপ্রমাণ রত্নত্রয়ের মাহাত্ম্যবলে আমাদিগকে দিবারাত্র এই সকল সপ্রমাণ জীব হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইবে। সেইজন্যই বলিতেছি তোমরা ত্রিরত্নের মাহাত্ম্য ভুলিও না।" অনন্তর অন্যান্য কর্ত্তব্য-নির্দ্দেশার্থ তিনি এই গাথা বলিলেন :—

সুরক্ষিত এবে আমি, লভিয়াছি পরিত্রাণ,
হিংসারত প্রাণিগণ, যাও ছাড়ি এই স্থান।

---

* এই গাথা চারিটীকে প্রকৃতপক্ষে একটী গাথা বলিয়া ধরা হইয়াছে। ইহাদের চতুর্থটীর সঙ্গে Colendge প্রণীত Rime of the Ancient Mariner নামক কাব্যের নিম্নলিখিত শ্লোকদ্বয় তুলনীয় :—

He prayeth well, who loveth well
Both man and bird and beast.

He prayeth best who loveth best
All things both great and small,
For the dear God, who loveth us;
He made and loveth all.

অপ্রমাণ ভগবান্, লইলাম নাম তাঁর ,
সপ্ত বুদ্ধে* স্মরি আমি , ভয় কিবা আছে আর ?

ঋষিগণ সপ্তবুদ্ধকে স্মরণ করিয়া যখন নমস্কার করিতেছিলেন, বোধিসত্ত্ব তখন তাঁহাদিগকে এই রক্ষাকবচ রচনা করিয়া দিয়াছিলেন। তদবধি ঋষিরা বোধিসত্ত্বের উপদেশানুবর্ত্তী হইয়া মৈত্রীভাবনা ও বুদ্ধগুণ স্মরণ করিতেন। তাঁহারা বুদ্ধগুণস্মরণ করিতেন বলিয়া সর্পজাতীয় সর্ব্ব প্রাণী সেস্থান পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিল। বোধিসত্ত্ব ব্রহ্মবিহার ধ্যান করিতে করিতে শেষে ব্রহ্মলোকপরায়ণ হইয়াছিলেন।

[সমবধান—তখন বুদ্ধশিষ্যেরা ছিল সেই সকল ঋষি এবং আমি ছিলাম তাহাদের শাস্তা।]

☞ এই জাতকের নাম খন্ধবত্ত হইল কেন তাহা সুন্দররূপে বুঝিতে পারিলাম না। 'বিরূপক্খেহি' ইত্যাদি মন্ত্রটী সূত্রপিটকে 'খন্ধ পরিত্ত' নামে অভিহিত হইয়াছে; কারণ ইহা পাঠ করিলে খন্ধের (স্কন্ধের) অর্থাৎ শরীরের পরিত্রাণ বা রক্ষা হয়। 'বত্ত' শব্দের বহু অর্থের মধ্যে, 'শ্লোক' 'কর্ত্তব্য' ইত্যাদি দেখা যায়। অতএব 'খন্ধবত্ত' বলিলে, যে শ্লোক পাঠে বা যাহার অনুষ্ঠানে সর্পাদির ভয় হইতে রক্ষা পাওয়া যায় এরূপ, কিছু বুঝা যাইতে পারে। 'খন্ধবট্ট' একটী স্বতন্ত্র শব্দ।

২০৪—বীরক জাতক।

[শাস্তা জেতবনে বুদ্ধলীলানুকরণ-সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। যখন স্থবিরদ্বয় (সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন) দেবদত্তের শিষ্যদিগকে লইয়া জেতবনে ফিরিয়া আসিলেন † তখন শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, "সারিপুত্র, দেবদত্ত তোমাদিগকে দেখিয়া কি করিল ?" "তিনি বুদ্ধের অনুকরণ করিয়াছিলেন।" ইহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "দেবদত্ত যে কেবল এ জন্মেই আমার অনুকরণ করিতে গিয়া বিনষ্ট হইল তাহা নহে ; পূর্ব্বেও তাহার এইরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল।" অনন্তর সারিপুত্রের অনুরোধে তিনি সেই অতীত বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব উদককাক-যোনিতে ‡ জন্মগ্রহণ করিয়া হিমবন্ত প্রদেশে এক সরোবরের নিকট বাস করিতেন। তাঁহার নাম ছিল বীরক।

একবার কাশীরাজ্যে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। লোকে তখন কাকবলি § দিতে পারিত না, যক্ষনাগ প্রভৃতিকেও পূজা দিতে পারিত না। দুর্ভিক্ষপীড়িত রাজ্য হইতে কাকগণ দলে দলে বনভূমিতে আশ্রয় লইয়াছিল। সেই সময়ে বারাণসীবাসী সবিষ্ঠক নামক এক কাক নিজের ভার্য্যাকে লইয়া বীরকের বাসস্থানে গমন করিল এবং সেই সরোবরেরই এক পার্শ্বে বাস করিতে লাগিল।

একদিন সরোবরের তীরে আহারার্থ বিচরণ করিবার সময় সবিষ্ঠক দেখিতে পাইল যে বীরক জলে অবতরণ করিয়া মৎস্য ভক্ষণ করিল এবং তীরে উঠিয়া পক্ষ শুষ্ক করিতে লাগিল। ইহাতে সে মনে করিল যে 'এই উদককাকের আশ্রয়লাভ করিতে পারিলে বহু মৎস্য পাইবার সম্ভাবনা। অতএব ইহারই উপাসনা করা যাউক।' এই স্থির করিয়া সে বীরকের সমীপবর্ত্তী

---

* সপ্তবুদ্ধ—বিদর্শী (বিপশ্যী) হইতে গৌতম পর্য্যন্ত সাত জন বুদ্ধ বিশিষ্টভাবে অর্চ্চিত হইয়া থাকেন (১ম খণ্ড, ২৯০ পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য)।

† লক্ষণজাতক (১১) দ্রষ্টব্য।

‡ উদককাক=পানিকৌড়ি।

§ কাকবলি-সম্বন্ধে মনু-তৃতীয় অঃ ৯২ম শ্লোক দ্রষ্টব্য।

হইল। বীবক জিজ্ঞাসিলেন, "ভদ্র, তুমি কি চাও?" সবিষ্ঠক বলিল, "আমি আপনাব সেবক হইতে ইচ্ছা করি।" বীরক বলিলেন, "বেশ! তাহাতে আমাব আপত্তি নাই।" তদবধি সবিষ্ঠক বীরকের সেবা কবিতে লাগিল। বীরক মৎস্য তুলিয়া প্রাণ রক্ষার জন্য যাহা আবশ্যক তাহা নিজে খাইতেন, অবশিষ্ট সবিষ্ঠককে দিতেন। সবিষ্ঠকও যাহা নিজের প্রাণ-রক্ষার জন্য আবশ্যক তাহা নিজে খাইত; অবশিষ্ট তাহার ভার্য্যাকে দিত।

ক্রমে সবিষ্ঠকের মনে গর্ব্ব জন্মিল। সে ভাবিল, 'এই উদককাক কৃষ্ণবর্ণ, আমিও কৃষ্ণবর্ণ, অক্ষি, তুণ্ড, পাদ প্রভৃতিতে ও ইহাতে আমাতে কোন পার্থক্য দেখা যায় না। এখন হইতে আব ইহার গৃহীত মৎস্যে আমাব কোন প্রয়োজন নাই। আমি নিজেই মৎস্য ধরিব।'

এই সঙ্কল্প করিয়া সবিষ্ঠক বীবকের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, "সৌম্য, এখন হইতে আমিও সরোবরে অবতরণ করিয়া মাছ ধরিব।" বীবক বলিলেন, "দেখ ভাই, যাহারা জলে নামিয়া মাছ ধবিতে পাবে, তুমি সে কুলে জন্ম নাই; এরূপ চেষ্টা কবিয়া মরিবে কেন?"

বীরকের নিষেধসত্ত্বে তাঁহার কথায় কর্ণপাত না কবিয়া সবিষ্ঠক সবোবরে অবতরণ করিল, কিন্তু শৈবাল ভেদ করিয়া অগ্রসব বা নিষ্ক্রান্ত হইতে পারিল না, সে শৈবালে আবদ্ধ হইয়া পড়িল; তাহার তুণ্ডেব অগ্রভাগ মাত্র জলের উপরে রহিল। কাজেই নিঃশ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হওয়ায় তাহাব প্রাণবিয়োগ হইল।

সবিষ্ঠকের ভার্য্যা স্বামীর প্রত্যাগমনে বিলম্ব দেখিয়া তাহাব সংবাদ লইবাব জন্য বীবকেব নিকট গেল এবং বলিল, "স্বামিন্, সবিষ্ঠককে দেখিতে পাইতেছি না। তিনি কোথায়?" এই প্রশ্ন কবিবাব সময় সে নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটী বলিয়াছিল :—

কলকণ্ঠ শিখিগ্রীব পতি মম সবিষ্ঠক,
কোথা তিনি, বল মোরে, দয়া করি, হে বীরক?

বীরক বলিলেন, "ভদ্রে! আমি তোমার স্বামীব গতিস্থান জানি।" অনন্তব তিনি নিম্ন-লিখিত দ্বিতীয় গাথাটী পাঠ করিলেন :—

জলে স্থলে চরে, মৎস্য ধরি খায়, পক্ষী আমাদেব মত।
অনুকরণের চেষ্টায় তাদের সবিষ্ঠক হ'ল হত।
করিনু নিষেধ, না শুনি সে কথা পশিল সে সরোবরে,
শৈবালে জড়িত হল পক্ষপাদ, স্বামী তব ডুবি মরে।

ইহা শুনিয়া কাকী বিলাপ করিয়া বারাণসীতে ফিরিয়া গেল।

[সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল সবিষ্ঠক এবং আমি ছিলাম বীরক।]

২০৫—গাঙ্গেয়-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে দুইজন দহর ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই দুই ব্যক্তি নাকি শ্রাবস্তীনগরের ভদ্রবংশোদ্ভব। ইঁহারা বৌদ্ধশাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াও জীবদেহের অশুভভাব* উপলব্ধ কবিতে না পারিয়া নিজেদের রূপের প্রশংসা করিতেন এবং রূপের গর্ব্ব করিয়া বেড়াইতেন।

রূপ লইয়া একদিন ইঁহাদের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইল। প্রত্যেকেই বলিতে লাগিলেন "তুমি সুরূপ বট, কিন্তু আমিও সুরূপ।" অনন্তর ইহারা অনতিদূরে এক বৃদ্ধ 'স্থবিরকে' উপবিষ্ট দেখিয়া স্থির করিলেন, 'এই ব্যক্তি বলিতে পারিবেন, আমাদের মধ্যে কে সুরূপ, কে কুরূপ।" ইঁহারা ঐ ব্যক্তির নিকটে গিয়া বলিলেন, "ভদন্ত, বলুন ত আমাদের মধ্যে কে সুরূপ।" স্থবির উত্তর দিলেন, "আমি তোমাদের অপেক্ষা অধিক রূপবান্।" ইহাতে দহরদ্বয় ঐ স্থবিরের নিন্দা করিতে করিতে চলিয়া গেলেন। তাঁহারা বলিলেন, "এ বুড়া আমরা যাহা জিজ্ঞাসা করিলাম তাহার উত্তর দিল না, যাহা জিজ্ঞাসা করিলাম না, তাহার উত্তর দিল।"

---

* অর্থাৎ ইহা মল, মূত্র, রক্ত, রস ইত্যাদি দ্বারা পূর্ণ [ন্যগ্রোধ মৃগ জাতকের (১২)]-প্রত্যুৎপন্ন বস্তু দ্রষ্টব্য।

তাঁহাদের এই কীর্ত্তি ভিক্ষুসঙ্ঘের গোচর হইল এবং ভিক্ষুরা একদিন ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া এই কথা তুলিলেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, "অমুক বৃদ্ধ স্থবির সেই রূপগর্ব্বিত দহরদ্বয়কে বড় লজ্জা দিয়াছেন।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিয়া বলিলেন, "দেখ, এই দহর দুইটী যে এজন্মেই রূপের গর্ব্ব করিয়া বেড়াইতেছে তাহা নহে, পূর্ব্বেও ইহাদের এই রূপই প্রকৃতি ছিল। অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব বৃক্ষদেবতা হইয়া গঙ্গাতীরে বাস করিতেন। সেই সময়ে গঙ্গাযমুনার সঙ্গমস্থানে এক গাঙ্গেয় মৎস্য ও এক যামুনেয় মৎস্য নিজেদের রূপের কথা লইয়া বিবাদ করিয়াছিল। প্রত্যেকেই বলিয়াছিল, 'তুমি সুরূপ বট, কিন্তু আমিও সুরূপ।" অদূরে গঙ্গাতটে এক কচ্ছপ শুইয়াছিল। তাহাকে দেখিয়া উভয়েই বলিল, "আমাদের মধ্যে কে সুরূপ বা কুরূপ তাহা এই কচ্ছপ বিচার করিবে।" অনন্তর তাহারা কচ্ছপের নিকট গিয়া বলিল, "সৌম্য কচ্ছপ, বলত গাঙ্গেয় মৎস্যই সুরূপ, না যামুনেয় মৎস্য সুরূপ।" কচ্ছপ উত্তর দিল, "গাঙ্গেয় মৎস্য সুরূপ, যামুনেয় মৎস্যও সুরূপ; কিন্তু আমি উভয়ের অপেক্ষাও সুরূপ।" এই উত্তর দিবার সময় সে নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটী বলিয়াছিল :—

> গঙ্গাজাত মৎস্য শ্রী, সুশ্রী মৎস্য যমুনার,
> কিন্তু এরা সমকক্ষ কিছুতে নহে আমার।
> চতুষ্পদ জীব আমি, কে আছে আমার সম ?
> ন্যগ্রোধের কাণ্ডতুল্য গোলাকার দেহ মম।
> সুপ্রশস্ত গ্রীবা মোর, ক্রমহ্রস্ব, ঈষা যথা ;
> সর্ব্বাপেক্ষা শ্রী আমি, বলিলাম সত্য কথা।

কচ্ছপের কথা শুনিয়া মৎস্যদ্বয় বলিল, "দেখ, এই পাপ কচ্ছপ আমরা যাহা জিজ্ঞাসা করিলাম তাহার উত্তর না দিয়া অন্য কথা বলিতেছে।" ইহা বলিবার সময় তাহারা নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথাটী পাঠ করিল :—

> জিজ্ঞাসিনু যাহা, উত্তর তাহার দিলনা কচ্ছপ খল ;
> জিজ্ঞাসা না করি, এ হেন প্রশ্নের উত্তরে বল কি ফল ?
> নিজের প্রশংসা নিজমুখে সদা, লোক-লজ্জা নাহি ডরে ;
> এ হেন লোকের সংসর্গে থাকিতে মন নাহি কভু সরে।

[সমবধান—তখন এই দহর ভিক্ষু দুই জন ছিল সেই মৎস্য দুইটী, এই বৃদ্ধ স্থবির ছিল সেই কচ্ছপ, এবং আমি ছিলাম গঙ্গাতীরবাসী সেই বৃক্ষদেবতা, যিনি ইহাদের উক্ত কাণ্ড প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।]

২০৬—কুরঙ্গ মৃগ-জাতক।

[শাস্তা বেণুবনে দেবদত্তের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। দেবদত্ত তাঁহার প্রাণবধের চেষ্টা করিতেছে শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "কেবল এজন্ম নহে, পূর্ব্বেও দেবদত্ত আমার প্রাণবধের চেষ্টা করিয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব কুরঙ্গমৃগরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া কোন সরোবরতীরস্থ এক গুল্মে বাস করিতেন। ঐ সরোবরের অদূরে কোন বৃক্ষের অগ্রে এক শতপত্র* এবং সরোবরের জলে এক কচ্ছপ থাকিত। এই প্রাণিত্রয় পরস্পরের সহিত সৌহার্দ্দ-সূত্রে বদ্ধ হইয়া সম্প্রীতভাবে কালযাপন করিত।

---

* শতপত্র বক। সংস্কৃতে কিন্তু এই শব্দে কাঠকুট, শুক প্রভৃতি অনেক পক্ষীকে বুঝায়।

একদিন এক ব্যাধ বনে বিচরণ করিতে করিতে সেই সরোবরের ঘাটে বোধিসত্ত্বের পদাঙ্ক দেখিয়া লৌহনিগড়সদৃশ দৃঢ় চর্ম্মপাশ বিস্তৃত করিয়া চলিয়া গেল। বোধিসত্ত্ব রাত্রির প্রথম যামে জলপান করিতে গিয়া ইহাতে বদ্ধ হইলেন এবং বন্ধনসূচক আর্ত্তনাদ করিলেন। সেই শব্দ শুনিয়া বৃক্ষাগ্র হইতে শতপত্র এবং জল হইতে কচ্ছপ আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল এবং কর্ত্তব্য-সম্বন্ধে মন্ত্রণা করিতে লাগিল। শতপত্র কচ্ছপকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "সৌম্য, তোমার দন্ত আছে, তুমি এই পাশ ছেদন কর; আমি গিয়া, যাহাতে ব্যাধ না আসিতে পারে, তাহার উপায় করি। আমরা উভয়ে এইরূপে স্ব স্ব পরাক্রম প্রদর্শন করিলে আমাদের বন্ধুর জীবন রক্ষা হইবে।" পরামর্শ দিবার সময় শতপত্র নিম্নলিখিত প্রথম গাথা বলিল :—

এস কূর্ম্ম, তীক্ষ্ণদন্তে কাট এই চর্ম্ম পাশে;
আমি গিয়া করি ব্যাধ যাতে না এখানে আসে।

তখন কচ্ছপ গিয়া চর্ম্মরজ্জুগুলি কাটিতে আরম্ভ করিল, এবং শতপত্র ব্যাধের বাসস্থানে উড়িয়া গেল। ব্যাধ প্রত্যূষেই শক্তি হস্তে লইয়া বাহির হইল। কিন্তু সে যেমন সম্মুখের দরজা দিয়া বাহির হইতেছে, অমনি শতপত্র বিরাব ও পক্ষসঞ্চালন করিতে করিতে তাহার মুখে আঘাত করিল। ব্যাধ ভাবিল, কোন দুর্লক্ষণ পক্ষী তাহার মুখে আঘাত করিয়াছে। সে গৃহে ফিরিয়া অল্পক্ষণ শুইয়া রহিল এবং পুনর্ব্বার শক্তিহস্তে শয্যাত্যাগ করিল। শতপত্র ভাবিল, 'এ প্রথমবার সামনের দরজা দিয়া বাহির হইয়াছিল; এবার পিছনের দরজা দিয়া বাহির হইবে।' অতএব সে পশ্চাতের দ্বারেই গিয়া বসিয়া রহিল। ব্যাধও ভাবিল, 'সামনের দরজা দিয়া বাহির হইবার সময় অপেয়ে পাখীটা বাধা দিয়াছে, এবার পিছনের দরজা দিয়া বাহির হই।' কিন্তু সে যেমনি পশ্চাতের দ্বার দিয়া বাহির হইল, অমনি শতপত্র পূর্ব্বের ন্যায় ডাকিতে ডাকিতে তাহার মুখে আঘাত করিল। ব্যাধ এবারও দুর্লক্ষণ পক্ষীদ্বারা প্রহত হইয়া ভাবিল, 'আজ দেখিতেছি এ পাখীটা আমাকে ঘরের বাহিরে যাইতে দিবে না।' সে ফিরিয়া গিয়া অরুণোদয় পর্য্যন্ত শুইয়া রহিল এবং অরুণোদয়ের পর শক্তি লইয়া বাহির হইল। এবার শতপত্র বেগে উড়িয়া গিয়া বোধিসত্ত্বকে বলিল, "ব্যাধ আসিতেছে।" তখন কচ্ছপ একটী রজ্জু ব্যতীত অন্য সমস্ত বন্ধন কাটিয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু রজ্জু ছেদন করিতে করিতে তাহার দাঁতে এমন ব্যথা হইয়াছিল যে সে সময়ে তাহার বোধ হইতে লাগিল যেন দন্তগুলি তখনই পড়িয়া যাইবে। তাহার মুখ রক্তাক্ত হইয়াছিল। বোধিসত্ত্ব দেখিলেন, ব্যাধপুত্র শক্তিহস্তে অশনিবেগে আগমন করিতেছে; তিনি সমস্ত বল-প্রয়োগপূর্ব্বক সেই অবশিষ্ট বন্ধনটী ছিন্ন করিয়া বনে পলাইয়া গেলেন। শতপত্র গিয়া বৃক্ষাগ্রে বসিল, কিন্তু কচ্ছপ তখন এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল যে সে ঐ স্থানেই পড়িয়া রহিল। ব্যাধ তাহাকে তুলিয়া এক থলিতে পূরিয়া একটা গাছের গুঁড়িতে বান্ধিয়া রাখিল।

বোধিসত্ত্ব পশ্চাতে দৃষ্টিপাত-পূর্ব্বক বুঝিতে পারিলেন, কচ্ছপ ধরা পড়িয়াছে। তখন বন্ধুর প্রাণরক্ষা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া, তিনি যেন অতি দুর্ব্বল হইয়াছেন এই ভাবে, ব্যাধের দৃষ্টিগোচর হইলেন। ব্যাধ তাঁহাকে দেখিয়া ভাবিল, 'এ অতি দুর্ব্বল হইয়াছে, অক্লেশে ইহাকে মারিতে পারিব।' এই আশায় সে শক্তি লইয়া তাঁহার অনুধাবন করিল, বোধিসত্ত্ব তাহা হইতে অতিদূরেও না, তাহার অতি নিকটেও না, এই রূপে যাইতে যাইতে তাহাকে লইয়া বনে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর যখন দেখিলেন অনেক পথ যাওয়া হইয়াছে, তখন তিনি তাহাকে বঞ্চনা করিয়া বাতবেগে অন্যপথে সেই গুঁড়ির কাছে গেলেন, শৃঙ্গ দ্বারা থলিটাকে তুলিলেন, উহা মাটিতে ফেলিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন এবং কচ্ছপকে বাহির করিলেন। ইহা দেখিয়া শতপত্রও বৃক্ষাগ্র হইতে অবতরণ করিল।

তখন বোধিসত্ত্ব বন্ধুদ্বয়কে উপদেশ দিবার উদ্দেশ্যে বলিলেন, "তোমাদের সাহায্যে আমার জীবন রক্ষা হইয়াছে; তোমরা আমার প্রকৃত বন্ধুর কাজ করিয়াছ। ব্যাধ আসিয়া এখনই তোমাদিগকে ধরিয়া ফেলিবে; অতএব, তুমি, ভাই শতপত্র, নিজের সন্তান সন্ততি লইয়া অন্যত্র যাও, তুমি, ভাই কচ্ছপও, জলে প্রবেশ কর।" শতপত্র ও কচ্ছপ তাহাই করিল।

[শাস্তা অভিসম্বুদ্ধ হইয়া বলিলেন :—

কচ্ছপ সলিলে পশে, কুরঙ্গ কাননে,
বৃক্ষাগ্র করি বর্জ্জন, লয়ে পুত্র পরিজন
শতপত্র দূর দেশে যায় হৃষ্টমনে।]

ব্যাধ ফিরিয়া আসিয়া দেখে সেখানে কেহই নাই; ছেঁড়া থলিটা মাত্র পড়িয়া আছে। সে উহা লইয়া বিষন্নচিত্তে গৃহে ফিরিয়া গেল। সেই বন্ধুত্রয় যাবজ্জীবন অনবচ্ছিন্ন সৌহার্দ্দে থাকিয়া পরিণামে স্ব স্ব কর্ম্মানুরূপ গতি প্রাপ্ত হইল।

[সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল সেই ব্যাধ, সারিপুত্র ছিলেন সেই শতপত্র; মৌদ্গল্যায়ন ছিলেন সেই কচ্ছপ এবং আমি ছিলাম সেই কুরঙ্গমৃগ।]

☞ পঞ্চতন্ত্রের মিত্রসংপ্রাপ্তি এবং হিতোপদেশের মিত্রলাভ প্রকরণে কাক লঘুপতনক, মূষিক হিরণ্যক, কূর্ম্ম মন্থর এবং মৃগ চিত্রাঙ্গ, এই প্রাণিচতুষ্টয়ের কথার সহিত এই জাতকের সৌসাদৃশ্য আছে।

২০৭—অশ্বক-জাতক।

[জেতবনের এক ভিক্ষু তাঁহার পত্নীর কথা স্মরণ করিয়া উৎকণ্ঠিত হইয়াছিল। তদুপলক্ষ্যে শাস্তা এই কথা বলিয়াছিলেন।

শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, "কিহে ভিক্ষু! তুমি কি সত্য সত্যই উৎকণ্ঠিত হইয়াছ?" ভিক্ষু বলিল, "হাঁ, প্রভু!" "তোমার উৎকণ্ঠার কারণ কে?" "আমার পত্নী (যাহাকে ত্যাগ করিয়া আমি ভিক্ষু হইয়াছি)।" "তুমি যে কেবল এ জন্মে এই রমণীর প্রণয়াসক্ত হইয়াছ তাহা নহে, পূর্ব্ব জন্মেও ইহার প্রণয়ে পড়িয়া মহাদুঃখ ভোগ করিয়াছিলে।" ইহা বলিয়া শাস্তা সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে কাশীরাজ্যে পোতলি নগরে অশ্বক নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি উর্ব্বরী * নাম্নী প্রধানা মহিষীকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। এই রমণী দেহের কান্তিতে দিব্যাঙ্গনাদিগের তুল্যকক্ষ না হইলেও অপর সমস্ত নারী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার নয়নাভিরাম রূপলাবণ্য দেখিলে সকলেই মোহিত হইত।

কিয়ৎকাল পরে উর্ব্বরীর মৃত্যু হইল। তখন রাজা নিতান্ত শোকাভিভূত হইলেন এবং বিষণ্নবদনে বিলাপ করিতে লাগিলেন। তিনি মহিষীর মৃতদেহে প্রলেপ দিয়া উহা তৈলপূর্ণ দ্রোণির † মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন, ঐ দ্রোণি নিজের খট্টার নিম্নে রাখিয়া শয্যায় পড়িয়া রহিলেন এবং আহার নিদ্রা পরিত্যাগপূর্ব্বক অবিরত রোদন ও পরিদেবন করিতে লাগিলেন। তাঁহার মাতা পিতা, আত্মীয়স্বজন, মিত্র, অমাত্য, ব্রাহ্মণ ও গৃহপতিগণ বলিতে লাগিলেন, "মহারাজ! শোক করিবেন না; উৎপন্ন পদার্থ মাত্রেই অনিত্য।" কিন্তু তিনি কিছুতেই প্রবোধ মানিলেন না। মৃত মহিষীর জন্য বিলাপ করিতে করিতে তিনি এইরূপে সপ্তাহকাল অতিবাহিত করিলেন।

---

* যে স্ত্রী অন্য আরও কয়েকজন স্ত্রীর সহিত পত্নীরূপে প্রদত্ত হইত, তাহাকে উর্ব্বরী বলা যাইত।

† 'ডোঙ্গা,' 'নাদা,' 'কলসী' ইত্যাদি অর্থে এই শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। দ্রুম, দারু প্রভৃতি শব্দ এবং দ্রোণি শব্দ বোধ হয় একই ধাতু হইতে উৎপন্ন। সম্ভবতঃ পূর্ব্বে 'দ্রোণি' শব্দে কাষ্ঠনির্ম্মিত পাত্রই বুঝাইত।

তৎকালে বোধিসত্ত্ব হিমবন্তপ্রদেশে বাস করিতেছিলেন। তিনি পঞ্চ অভিজ্ঞা ও অষ্ট সমাপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। একদা তিনি জ্ঞানালোক প্রসারিত করিয়া দিব্যচক্ষুদ্বারা * জম্বুদ্বীপ অবলোকন করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন, মহারাজ অশ্বক শোকবিহ্বল হইয়া পরিদেবন করিতেছেন। তখন তিনি ভাবিলেন, 'আমি এই ব্যক্তির সান্ত্বনাবিধান করিব।' † এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি ঋদ্ধিবলে আকাশে উত্থিত হইয়া বারাণসীরাজের উদ্যানে অবতরণ করিলেন এবং তত্রত্য মঙ্গলশিলাপট্টে সুবর্ণপ্রতিমার ন্যায় সমাসীন হইয়া রহিলেন।

ঐ সময়ে পোতলি নগরের এক ব্রাহ্মণকুমার রাজার উদ্যানে ভ্রমণ করিতে করিতে বোধিসত্ত্বকে দেখিতে পাইল এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া উপবেশন করিল। বোধিসত্ত্ব তাহার সহিত প্রসন্নভাবে আলাপ করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "কেমন হে, তোমাদের রাজা ধার্ম্মিক ত?" ব্রাহ্মণকুমার বলিল, "হাঁ ভদন্ত, আমাদের রাজা পরমধার্ম্মিক; কিন্তু তাঁহার পত্নীবিয়োগ হইয়াছে, তিনি পত্নীর দেহ দ্রোণির মধ্যে রাখিয়া অবিরত শুইয়া আছেন ও বিলাপ করিতেছেন। আপনি দয়া করিয়া রাজার দুঃখাপনোদন করুন না কেন? ভবাদৃশ শীলসম্পন্ন মহাপুরুষেরা তাঁহার দুঃখ অনুভব না করিলে আর কে করিবে?" "দেখ মাণবক, আমার সঙ্গে রাজার পরিচয় নাই, তবে যদি তিনি নিজে আসিয়া আমায় জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে আমি মৃতমহিষী এখন কোথায় পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন তাহা বলিয়া দিতে পারি; এমন কি, তাঁহাদ্বারা রাজার সঙ্গে কথা বলাইতেও পারি।" "যদি এরূপ হয়, ভদন্ত, তবে আমি যতক্ষণ রাজাকে লইয়া না আসি, আপনি ততক্ষণ অনুগ্রহপূর্ব্বক এখানে অবস্থিতি করুন।" বোধিসত্ত্ব এই প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ করিলে ব্রাহ্মণকুমার রাজার নিকট গিয়া সমস্ত কথা নিবেদনপূর্ব্বক বলিল, "মহারাজ, এখন সেই বিচক্ষণ মহাপুরুষের নিকট গমন করা কর্ত্তব্য।"

উর্ব্বরীকে দেখিতে পাইব ইহা ভাবিয়া রাজা অতিমাত্র হৃষ্টচিত্তে রথারোহণে উদ্যানে গেলেন এবং বোধিসত্ত্বকে প্রণিপাতপূর্ব্বক একান্তে আসন গ্রহণ করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "আপনি কি প্রকৃতই দেবীর পুনর্জ্জন্মস্থান জানিতে পারিয়াছেন?" বোধিসত্ত্ব উত্তর দিলেন, "হাঁ মহারাজ।" "তিনি কোথায় জন্মিয়াছেন?" "ঐ রমণী সৌন্দর্য্যমদে মত্ত হইয়া কর্ত্তব্যে অবহেলা করিয়াছিলেন, কোনরূপ সৎকার্য্য সম্পাদন করেন নাই, কাজেই এই উদ্যানেই গোময়কীট-যোনিতে ‡ জন্মপ্রাপ্ত হইয়াছেন।" "এ কথা ত আমার বিশ্বাস হয় না।" "বিশ্বাস না হয় ত আমি তাঁহাকে দেখাইতেছি এবং তাঁহাদ্বারা কথা বলাইতেছি।" "বেশ, তাঁহাদ্বারা কথা বলান ত।"

বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "হে কীটদ্বয়, যাহারা গোময়পিণ্ড গড়াইতে গড়াইতে লইয়া যাইতেছ, তোমরা একবার রাজার সম্মুখে এস ত।" তাঁহার তপোবলে কীট দুইটী তখনই সেখানে উপস্থিত হইল। বোধিসত্ত্ব তাহাদের একটীকে দেখাইয়া বলিলেন, "ঐ যে কীটটী গোময়পিণ্ড হইতে বাহির হইয়া দ্বিতীয় কীটটীর পশ্চাতে আসিতেছে, উহাই আপনার উর্ব্বরী দেবী। একবার দেখুন উহার এখন কি দশা হইয়াছে।" রাজা বলিলেন, "ভদন্ত, উর্ব্বরী যে গোময়কীট হইয়াছেন ইহা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না।" "মহারাজ, আমি উহা দ্বারা কথা বলাইতেছি।" "আচ্ছা, ভদন্ত, একবার কথা বলান ত।" বোধিসত্ত্ব নিজের তপোবলে ঐ কীটকে বাক্‌শক্তি দিয়া বলিলেন, "উর্ব্বরি!" উর্ব্বরী মনুষ্যভাষায় উত্তর দিল,

---

* চক্ষু ত্রিবিধ—মাংসচক্ষু, দিব্যচক্ষু, ও প্রজ্ঞাচক্ষু।

† মূলে 'আশ্রয়স্থানীয় হইব' এই ভাব আছে।

‡ গোময়কীট—গোবুরে পোকা।

"কি আজ্ঞা করিতেছেন, ভদন্ত।" "পূর্ব্বজন্মে তোমার নাম কি ছিল?" "তখন আমার নাম ছিল উর্ব্বরী। আমি অশ্বক রাজার মহিষী ছিলাম।" "এখন তোমার প্রণয়ের পাত্র কে? অশ্বক রাজা, না এই গোময়কীট?" "ভদন্ত, সে যে আমার পূর্ব্বজন্মের কথা। তখন আমি এই উদ্যানেই রাজার সহিত রূপরসগন্ধস্পর্শশব্দ-জনিত সুখভোগ করিয়া বিচরণ করিতাম। কিন্তু জন্মান্তরগ্রহণে আমার পূর্ব্বস্মৃতি লয় পাইয়াছে; অতএব সে রাজা এখন আমার কে? এখন আমি পারি ত অশ্বক রাজাকে মারিয়া ফেলি এবং তাহার কণ্ঠের রক্তে আমার বর্ত্তমান স্বামী এই গোময়কীটের পাদ রঞ্জিত করিয়া দিই।" ইহা বলিয়া সে সর্ব্বজনসমক্ষে নিম্নলিখিত গাথাগুলি বলিল :—

"অশ্বক নৃপতি পতি ছিলেন আমার;
কতই প্রণয় ছিল আমা দু'জনার;
ভাল বাসিতেন তিনি, বাসিতাম ভাল,
এক সঙ্গে সুখে মোরা যাপিতাম কাল।
এবে কিন্তু সুখ দুঃখ নূতন প্রকার;
পুরাতন সুখ দুঃখ মনে নাই আর।
অশ্বকে আমার আর নাই প্রয়োজন;
হৃদয় গোময়কীটে করেছি অর্পণ।"

ইহা শুনিয়া অশ্বকের মনে পূর্ব্বকৃত পরিদেবনের জন্য অনুতাপ জন্মিল। তিনি সেখানে থাকিয়াই শয্যার নিম্ন হইতে রাজ্ঞীর শব বাহির করাইবার আদেশ দিলেন, অবগাহনপূর্ব্বক বোধিসত্ত্বকে প্রণাম করিলেন, নগরে প্রতিগমন করিয়া অপর এক রমণীকে অগ্রমহিষী করিয়া লইলেন, এবং যথাশাস্ত্র রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। বোধিসত্ত্বও রাজাকে এইরূপে উপদেশ দিয়া ও শোকবিমুক্ত করিয়া হিমবন্ত প্রদেশে ফিরিয়া গেলেন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু স্রোতাপত্তি-ফল লাভ করিল।

সমবধান—তখন তোমার পত্নী ছিল উর্ব্বরী, যে তুমি এখন এত উৎকণ্ঠিত হইয়াছ, সেই তুমি ছিলা রাজা অশ্বক, সারীপুত্র ছিলেন সেই মাণবক, এবং আমি ছিলাম সেই তাপস।]

২০৮—শিশুমার-জাতক।*

[দেবদত্ত শাস্তার প্রাণবধের চেষ্টা করিয়াছিল। তদুপলক্ষ্যে শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এই কথা বলিয়াছিলেন। দেবদত্ত তাঁহার প্রাণবধের চেষ্টা করিতেছে শুনিয়া তিনি বলিলেন, "ভিক্ষুগণ! দেবদত্ত যে কেবল এজন্মে আমার প্রাণবধের সঙ্কল্প করিয়াছে এমন নহে, পূর্ব্বেও সে এইরূপ করিয়াছিল। কিন্তু প্রাণবধ করা দূরে থাকুক, সে আমার ভীতি পর্য্যন্ত উৎপাদন করিতে পারে নাই।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব হিমবন্ত প্রদেশে কপিযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বিশাল দেহে হস্তীর মত বল ছিল; তিনি যেমন পৌরুষবান্, তেমনই সৌভাগ্যশালী ছিলেন এবং গঙ্গার নিবর্ত্তন-স্থানে এক বনমধ্যে বাস করিতেন। ঐ সময়ে গঙ্গাতে এক শিশুমার ছিল। তাহার ভার্য্যা বোধিসত্ত্বের শরীর দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ের মাংস আহার করিতে সাধ করিল এবং শিশুমারকে বলিল, "স্বামিন্, আমার ইচ্ছা হইতেছে, ঐ কপিরাজের হৃদয়ের মাংস খাই।" শিশুমার বলিল, "ভদ্রে, আমি জলচর, সে

* শিশুমার—জলকপি (শুশুক); কিন্তু এখানে ইহা 'কুম্ভীর' অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে।

স্থলচর; আমি কিরূপে তাহাকে ধরিব বল?" "যেভাবে পার ধর; উহার হৃদয়ের মাংস না পাইলে আমি মারা যাইব।" "আচ্ছা, কোন চিন্তা নাই; একটা উপায় আছে, যাহা দ্বারা আমি তোমাকে তাহার হৃদয়ের মাংস খাওয়াইতে পারিব।"

ভার্য্যাকে এইরূপ আশ্বাস দিয়া শিশুমার গঙ্গাতীরে বোধিসত্ত্বের নিকট গমন করিল। তিনি তখন গঙ্গার জলপান করিয়া সেখানে বসিয়াছিলেন। শিশুমার বলিল, "বানর-রাজ, চিরকাল এই এক স্থানে থাকিয়া বিস্বাদ ফল খাইয়া কষ্ট পান কেন? গঙ্গার অপর পারে আম্র, লবুজ * প্রভৃতি সুমধুর ফলের অন্ত নাই; সেখানে গিয়া ঐ সমস্ত আহার করিলে কি ভাল হয় না?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "কুম্ভীররাজ, গঙ্গা অতি বিস্তীর্ণা, ইহার জলও অগাধ; আমি ইহা পার হইব কিরূপে?" "যদি যাইতে ইচ্ছা করেন, তবে আমি আপনাকে আমার পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া লইয়া যাইতে পারি।" বোধিসত্ত্ব এই কথা বিশ্বাস করিয়া বলিলেন, "বেশ; চলুন তবে, যাওয়া যাউক।" কুম্ভীর বলিল, "আসুন, আমার পৃষ্ঠে আরোহণ করুন।"

তখন বোধিসত্ত্ব কুম্ভীরের পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। কুম্ভীর কিয়দ্দূর গিয়া জলে ডুব দিল। বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "সৌম্য, আমাকে জলে ডুবাইতেছ কেন? এ কিরূপ কাজ?" কুম্ভীর বলিল, "তুমি ভাবিয়াছ আমি তোমাকে ভালবাসিয়া তোমার ভাল করিবার জন্য লইয়া যাইতেছি! তাহা নহে। আমার ভার্য্যার সাধ হইয়াছে যে, তোমার হৃদয়ের মাংস খাইবে; তাহাকে সেই মাংস খাওয়াইবার ব্যবস্থা করিয়াছি।" "সৌম্য, কথাটা খুলিয়া বলিয়া ভালই করিলে। আমাদের বুকের মধ্যে যদি হৃদয় থাকিত, তাহা হইলে ডালে ডালে লাফালাফি করিবার সময় উহা টুকরা টুকরা হইয়া যাইত।" "তবে তোমরা হৃদয়টা কোথায় রাখ?" অদূরে সুপক্ক ফলপিণ্ডসম্পন্ন একটা উডুম্বর বৃক্ষ ছিল; বোধিসত্ত্ব তাহার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিলেন,—"দেখনা, আমাদের হৃদয়গুলি ঐ উডুম্বর গাছে ঝুলিতেছে।" "দেখ বানরেন্দ্র, তুমি যদি আমায় তোমার হৃদয়টা দাও, তাহা হইলে আমি তোমায় মারিব না।" "তবে আমায় ওখানে লইয়া চল; বৃক্ষে যে হৃদয় ঝুলিতেছে, তাহা তোমাকে দিব।" তখন কুম্ভীর বোধিসত্ত্বকে লইয়া সেই বৃক্ষের নিকট গেল, বোধি-সত্ত্ব তাহার পৃষ্ঠ হইতে লম্ফ দিয়া বৃক্ষে আরোহণ করিলেন এবং শাখায় বসিয়া বলি-লেন, "মূর্খ শিশুমার! তুমি বিশ্বাস করিলে যে প্রাণীদিগের হৃদয় বৃক্ষাগ্রে থাকে। তুমি নিতান্ত বোকা; আমি তোমায় ঠকাইয়াছি বুঝিতে পারিলে? তোমার মধুর ফলগুলি তুমিই ভোগ কর। তোমার দেহটা প্রকাণ্ড, কিন্তু বুদ্ধি ত আদৌ নাই।" এই ভাবপ্রকাশার্থ বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত গাথা দুইটী বলিলেন :—

সাগরের পারে আছে, মধুর ফলের বন,
আম্র-জম্বু-পনসাদি—নাহি তাহে প্রয়োজন।
উডুম্বর বৃক্ষ এই—এই ভাল মোর কাছে,
যাহার আশ্রয় লভি আজি মোর প্রাণ বাঁচে।
বিশাল দেহটা তব, বুদ্ধি কিন্তু ক্ষীণ অতি;
ঠকিয়াছ, শিশুমার! যথা ইচ্ছা কর গতি।

সহস্র মুদ্রা নষ্ট হইলে লোকে যেমন দুঃখিত ও বিষণ্ন হয়, শিশুমারও সেইরূপ হইল এবং সাতিশয় মানসিক যাতনা ভোগ করিতে করিতে স্বীয় বাসস্থানে ফিরিয়া গেল।

---

* সংস্কৃত 'লকুচ'। ইহা কাঁটাল জাতীয় একপ্রকার বৃক্ষ। ইহার নামান্তর 'ডহু' (ডহুয়া বা বন কাঁটাল)।

[সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল সেই শিশুমার, চিঞ্চা মাণবিকা ছিল তাহার ভার্য্যা এবং আমি ছিলাম সেই কপিরাজ।]

☞ চরিয়া পিটকে, মহাবস্তুতে এবং পঞ্চতন্ত্রেও এই গল্প দেখা যায়। পঞ্চতন্ত্রে শিশুমারের পরিবর্ত্তে মকরের উল্লেখ আছে। ইংরাজী অনুবাদক রুশদেশ-প্রচলিত আর একটী গল্পেরও তাৎপর্য্য দিয়াছেন। তাহাতে বানরের পরিবর্ত্তে উদ্রমুখী স্থান পাইয়াছে—পাইবারই কথা, কারণ শীতপ্রধান দেশে বানর অপরিচিত, পরন্তু ধূর্ত্ততার জন্য 'শৃগাল' সর্ব্বত্র সুবিদিত।

ঈষপের এবং প্লেটোর গ্রন্থেও এই মর্ম্মের গল্প আছে। বানরেন্দ্রজাতকে (৫৭) হৃৎপিণ্ডের কথা নাই; বাক্‌শক্তিসম্পন্ন শিলাখণ্ডের উল্লেখ আছে। বাক্‌শক্তিসম্পন্ন শিলার কথা পড়িলে পঞ্চতন্ত্র-বর্ণিত বাক্‌শক্তিসম্পন্ন গহ্বরের কথা মনে পড়ে। প্রথম খণ্ডের কুরঙ্গমৃগজাতকে (২১) মৃগ সপ্তপর্ণী বৃক্ষকে সম্বোধন করিয়া কথা বলিয়াছিল।

২০৯—কক্কর-জাতক। *

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে ধর্ম্ম-সেনাপতি সারিপুত্রের সার্দ্ধবিহারিক জনৈক দহর ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি নাকি নিজের দেহরক্ষাবিষয়ে অতি নিপুণ ছিলেন। পাছে শরীরের কোন অসুখ হয় এই আশঙ্কায় তিনি কখনও অতি শীতল বা অতি উষ্ণ কোন বস্তু সেবন করিতেন না, শীতে বা উত্তাপে শরীরের ক্লেশ হইবে এই ভয়ে বাহিরে পর্য্যন্ত যাইতেন না, চাউল বেশি গলিয়া গেলে কিংবা সুসিদ্ধ না হইলে সে ভাতও খাইতেন না। ক্রমে তাঁহার শরীরগুপ্তি-কুশলতার কথা সঙ্ঘমধ্যে প্রকাশ পাইল এবং একদিন ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "দেখ, ভ্রাতৃগণ, অমুক দহর ভিক্ষু নাকি শরীররক্ষায় বড় নিপুণ।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিয়া বলিলেন, "এই ভিক্ষু যে কেবল বর্ত্তমান জন্মে দেহরক্ষা-সম্বন্ধে নৈপুণ্যলাভ করিয়াছে এমন নহে, পূর্ব্বেও ইহার এইরূপ প্রকৃতি ছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন :—]

পূর্ব্বকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব বনভূমিতে বৃক্ষদেবতা হইয়াছিলেন। একদা এক শাকুনিক একটা "কোট্‌না" কক্কর, † পশমের দড়ি, ও লাঠি লইয়া কক্কর ধরিবার জন্য বনে প্রবেশ করিয়াছিল। একটা বৃদ্ধ কক্কর লোকালয় হইতে পলায়ন করিয়া বনে আসিয়াছিল; শাকুনিক তাহাকে ধরিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু ঐ কক্করটা পশমের পাশ চিনিত, কাজেই ধরা দিল না, এক একবার উড়িয়া এবং এক একবার মাটিতে নামিয়া পলাইতে লাগিল। তখন শাকুনিক নিজের দেহ শাখাপল্লবদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া পুনঃ পুনঃ যষ্টি ও পাশ স্থাপন করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া তাহাকে লজ্জা দিবার অভিপ্রায়ে কক্কর মানুষী ভাষায় নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটী বলিল :—

অশ্বকর্ণ, বিভীতক, ‡ দেখিয়াছি বৃক্ষ কত,
পারে না চলিতে তারা কিন্তু হে তোমার মত।

শাকুনিককে এই কথা বলিয়া সেই কক্কর পুনর্ব্বার অন্যত্র চলিয়া গেল। তাহার পলায়ন করিয়া যাইবার সময় ব্যাধ নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথাটী বলিল :—

পুরাতন 'বাগি' এই খাঁচাভাঙ্গা পাখী,
চেনে জাল, তাই আজ দিল মোরে ফাঁকি।
পলাইল, আরও দু'টা শুনাইল কথা;
আজকার চেষ্টা মোর সব হ'ল বৃথা।

* Childers-প্রণীত অভিধানে 'কক্কর' শব্দ দেখা যায় না। সিংহলী অক্ষরে মুদ্রিত অভিধানে দেখা যায় ইহা তিত্তির জাতীয় এক প্রকার পক্ষী। সংস্কৃত ভাষায় ইহার নাম 'ক্রকর', 'ক্রকণ' বা কৃকণ। 'কক্কর' শব্দের পরিবর্ত্তে 'কুক্কুট' এই পাঠান্তরও আছে।

† মূলে 'দীপক কক্করং' এই পদ দেখা যায়। 'দীপক' শব্দের অর্থ ইংরাজী অনুবাদক 'decoy bird' করিয়াছেন। অভিধানে এতদ্বারা শ্যেনজাতীয় এক প্রকার মাংসাশী পক্ষীও বুঝায়।

‡ অশ্বকর্ণ—শাল। বিভীতক—বহেড়া।

ইহা বলিয়া ব্যাধ ঐ বনে পর্য্যটন করিয়া যাহা পাইল তাহাই লইয়া গৃহে ফিরিয়া গেল।

[সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল সেই ব্যাধ; এই শরীররক্ষা-নিপুণ দহর ভিক্ষু ছিল সেই পুরাণ কুক্কুর, আর আমি ছিলাম সেই বৃক্ষদেবতা, যিনি এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।]

২১০—কন্দগলক-জাতক।

[শাস্তা সুগতের অনুক্রিয়াসম্বন্ধে বেণুবনে এই কথা বলিয়াছিলেন। তিনি যখন শুনিতে পাইলেন যে দেবদত্ত বুদ্ধলীলার অনুকরণ করিতেছে, তখন বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, দেবদত্ত যে কেবল একালে আমার অনুকরণের চেষ্টা করিয়া বিনষ্ট হইয়াছে তাহা নহে, পূর্ব্বেও তাহার এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন :—

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব হিমবন্ত প্রদেশে কাষ্ঠকূটযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি খদিরবনে বিচরণ করিতেন বলিয়া 'খদিরবণীয়' এই নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কন্দগলক নামক এক পক্ষীর সহিত বোধিসত্ত্বের বন্ধুত্ব ছিল, ঐ পক্ষী একটী সুস্বাদুফলবহুল বনে বিচরণ করিত।

একদিন কন্দগলক বোধিসত্ত্বের নিকট উপস্থিত হইল। "আমার বন্ধু আসিয়াছে" বলিয়া বোধিসত্ত্ব তাহাকে লইয়া খদিরবণে প্রবেশ করিলেন এবং তুণ্ডের আঘাতে বৃক্ষ হইতে কীট বাহির করিয়া তাহাকে খাইতে দিলেন। বোধিসত্ত্ব এক একটী কীট দিতে লাগিলেন, কন্দগলক সেগুলি অতি তৃপ্তির সহিত উদরস্থ করিতে লাগিল,—তাহার বোধ হইল যেন সে মধুমিশ্রিত পিষ্টক খাইতেছে। এইরূপে খাইতে খাইতে তাহার মনে গর্ব্বের সঞ্চার হইল। সে ভাবিল, "এও কাষ্ঠকূটযোনিতে জন্মিয়াছে, আমিও কাষ্ঠকূটযোনিতে জন্মিয়াছি, কেন তবে ইহার অনুগ্রহান্নভোজী হই? আমিও এখন হইতে খদিরবণে বিচরণ করিব।" ইহা স্থির করিয়া সে বোধিসত্ত্বকে বলিল, "বন্ধু, তোমার আর কষ্ট পাইতে হইবে না; আমিও খদিরবণে বিচরণ করিয়া খাদ্য সংগ্রহ করিব।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "ভদ্র, তুমি যে কুলে জন্মিয়াছ, তাহারা অসার শাল্মলীর ও সুস্বাদুফলবান্ বৃক্ষের বনে খাদ্য সংগ্রহ করিয়া থাকে। খদির কাষ্ঠ সারবান্ ও অতি কঠিন। তুমি এ সঙ্কল্প ত্যাগ কর।" কন্দগলক কিন্তু তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিল না, সে বলিল, "আমি কি কাষ্ঠকূটকুলে জন্মি নাই?" অনন্তর সে বেগে ধাবিত হইয়া তুণ্ডদ্বারা খদিরকাষ্ঠে আঘাত করিল। কিন্তু তখনই তাহার তুণ্ড ভগ্ন হইয়া গেল, চক্ষুর্দ্বয় ছুটিয়া কোটর হইতে নিষ্ক্রমণোন্মুখ হইল এবং মস্তক বিদীর্ণ হইল। সে বৃক্ষের উপর থাকিতে অসমর্থ হইয়া ভূতলে পতিত হইল এবং নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটী বলিল :—

> সূক্ষ্মপত্রধর এই সকণ্টক কোন্ বৃক্ষ?
> বলবন্ধু, কি নাম ইহার,
> একটী আঘাতে মাত্র চূর্ণ হল, হায়, হায়,
> তুণ্ড আর মস্তক আমার!

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্বরূপী খদিরবণীয় দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :—

> যে বনে কেবল আছে অসার কাষ্ঠের গাছ
> করিয়াছ চিরকাল সেথা বিচরণ;
> সারবান্ খদিরের কাষ্ঠেতে আঘাত করি
> গরুড়ের* তুণ্ড, শির চূর্ণ হয় সে কারণ।

* টীকাকার বলেন 'গরুড়' শব্দটী এখানে গৌরবার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু গৌরবার্থ অপেক্ষা শ্লেষার্থই বোধ হয় অধিক সঙ্গত।

বোধিসত্ত্ব আবার বলিলেন, "ভাই কন্দগলক, যে বৃক্ষে আঘাত করিতে গিয়া তোমার মস্তক বিদীর্ণ হইল ইহার নাম খদির; ইহা অতি সারবান্।" অনন্তর কন্দগলক অবিলম্বে সেই স্থানেই প্রাণত্যাগ করিল।

[সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল সেই কন্দগলক; এবং আমি ছিলাম খদিরবণীয়।]

২১১—সোমদত্ত-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে স্থবির লালুদায়ীকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন।

অধিক লোকের কথা দূরে থাকুক, কোন স্থানে দুই তিন জন উপস্থিত থাকিলেও এই স্থবির তাহাদের সমক্ষে একটীমাত্র বাক্যও গুছাইয়া বলিতে পারিতেন না। তাঁহার এমনই সলজ্জভাব ছিল * যে তিনি এক কথা বলিতে গিয়া অন্য কথা বলিয়া ফেলিতেন। একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া লালুদায়ীর এই দোষসম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন, এমন সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে ভিক্ষুগণ, তোমরা এখন কোন বিষয় লইয়া কথোপকথন করিতেছ?" ভিক্ষুরা এই প্রশ্নের উত্তর দিলে তিনি বলিলেন, "দেখ, লালুদায়ী যে কেবল এ জীবনে এইরূপ সলজ্জ হইয়াছে এমন নহে, পূর্ব্ব জন্মেও সে এইরূপ ছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব কাশীরাজ্যে কোন এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি তক্ষশিলায় গিয়া বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন। সেখান হইতে ফিরিবার পর তিনি দেখিলেন তাঁহার মাতাপিতা নিতান্ত দীনদশায় উপনীত হইয়াছেন। তখন তিনি সেই দুঃস্থ পরিবারের উন্নতি করিবার সঙ্কল্পে পিতার অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক বারাণসীতে গিয়া তত্রত্য রাজার কর্ম্মচারী হইলেন এবং বুদ্ধিবলে অল্প দিনের মধ্যেই রাজার প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন।

বোধিসত্ত্বের পিতা দুইটী গরুদ্বারা ভূমিকর্ষণ করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন। দৈবদুর্ব্বিপাকে তাঁহার একটী গরু মরিয়া গেল। তিনি বোধিসত্ত্বের নিকট গিয়া বলিলেন, "বৎস, একটা গরু মারা গিয়াছে,—চাষবাস করা অসম্ভব হইয়াছে। তুমি গিয়া রাজার নিকট একটা গরু চাও।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "বাবা, আমি এইমাত্র রাজার সঙ্গে দেখা করিয়া আসিয়াছি। এখনই আবার গিয়া গরু চাহিলে ভাল দেখাইবে না। আপনি বরং নিজেই গিয়া তাহার নিকট একটা গরু যাচ্ঞা করুন।" বৃদ্ধ বলিলেন, "বাছা, তুমি জাননা আমি কত লজ্জাশীল। এক স্থানে দুই তিন জন লোক দেখিলেই আমার মুখ হইতে কথা বাহির হয় না। আমি যদি রাজার কাছে গরু চাহিতে যাই, তাহা হইলে যে গরুটা জীবিত আছে তাহাও বোধ হয় তাঁহাকে দান করিয়া আসিব।"

বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "বাবা, যাহা হয় হউক, আমি কিছুতেই রাজার নিকট গরু চাহিতে পারিব না। রাজার নিকট কিরূপে কথা বলিতে হইবে তাহা বরং আপনাকে শিখাইয়া দিতেছি।" বৃদ্ধ বলিলেন, "বেশ বাছা, তাহাই শিখাও।" অনন্তর বোধিসত্ত্ব পিতাকে লইয়া এক শ্মশানে গমন করিলেন। সেখানে বেণা ঘাস ছিল। তিনি উহার কয়েকটী আঁটি বান্ধিয়া স্থানে স্থানে রাখিয়া দিলেন এবং এক একটীকে লক্ষ্য করিয়া পিতাকে বলিতে লাগিলেন, "এই যেন রাজা, এই মনে করুন উপরাজ, আর এই সেনাপতি। আপনি রাজার নিকট

---

* মূলে তিনি 'সারজ্জবহুল' ছিলেন এইরূপ আছে। সারজ্জ=শারদ্য=লজ্জাশীলতা (shyness, nervousness &c)।

উপস্থিত হইয়া প্রথমে বলিবেন, 'মহারাজের জয় হউক', তাহার পর, যে গাথা শিখাইতেছি তাহা পাঠ করিয়া গরু চাহিবেন।" অনন্তর বোধিসত্ত্ব পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করাইয়া পিতাকে এই গাথা শিক্ষা দিলেন :—

দু'টী গরু ল'য়ে করিতাম চাষ,
একটী তাহার গিয়াছে মরি।
যোড়াটী পূরায়ে দিন, মহারাজ,
করযোড়ে এই মিনতি করি।

ব্রাহ্মণ এক বৎসর চেষ্টা করিয়া এই গাথা অভ্যাস করিলেন এবং তদনন্তর পুত্রকে বলিলেন, "বৎস সোমদত্ত, গাথাটী আমার কণ্ঠস্থ হইয়াছে। এখন আমি যার তার কাছে ইহা আবৃত্তি করিতে পারি। অতএব আমাকে রাজার নিকট লইয়া চল।"

বোধিসত্ত্ব 'যে আজ্ঞা' বলিয়া রাজদর্শনোপযোগী উপঢৌকন-সহ পিতাকে রাজসমীপে লইয়া গেলেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ "মহারাজের জয় হউক" বলিয়া রাজাকে সেই উপঢৌকন দান করিলেন।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে সোমদত্ত, এ ব্রাহ্মণ কে?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "মহারাজ, ইনি আমার পিতা।" "ইনি এখানে কি জন্য আসিয়াছেন?" এই প্রশ্ন শুনিয়া বৃদ্ধ গরু চাহিবার অভিপ্রায়ে গাথাটী পাঠ করিলেন :—

দু'টী গরু ল'য়ে করিতাম চাষ,
একটী তাহার গিয়াছে মরি।
দ্বিতীয়টী, ভূপ, করুন গ্রহণ
করযোড়ে এই মিনতি করি।

রাজা বুঝিলেন ব্রাহ্মণ শ্লোক আবৃত্তি করিতে গিয়া ভুল করিয়াছেন। তিনি স্মিতমুখে বলিলেন, "সোমদত্ত, তোমার বাড়ীতে বোধ হয় অনেক গরু আছে।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "মহারাজ যদি দিয়া থাকেন, তবে অনেক আছে বৈকি।" এই উত্তরে রাজা প্রসন্ন হইলেন এবং ব্রাহ্মণকে যে ভাবে দান করা উচিত সেইভাবে বোধিসত্ত্বের পিতাকে সাজসজ্জাশুদ্ধ ষোলটী গরু ও বাসের জন্য একখানি গ্রাম দান করিলেন। অনন্তর তিনি ব্রাহ্মণকে মহাসম্মানের সহিত বিদায় দিলেন। ব্রাহ্মণ সর্ব্বশ্বেত-তুরগযুক্ত রথে আরোহণপূর্ব্বক বহু অনুচরসহ সেই গ্রামে প্রবেশ করিলেন। বোধিসত্ত্বও উক্ত রথে পিতার পার্শ্বে উপবেশন করিয়াছিলেন। যাইবার সময় তিনি বলিতে লাগিলেন, "বাবা, আমি সংবৎসর ধরিয়া আপনাকে কি বলিতে হইবে শিখাইলাম, কিন্তু যখন অবসর উপস্থিত হইল, তখন আপনি কি না নিজের অবশিষ্ট গরুটাও রাজাকে দিয়া ফেলিলেন।" ইহা বলিয়া বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটী পাঠ করিলেন :—

লইয়া বেণার আঁটি সংবৎসর কাল খাটি
শিখাইনু সযতনে; পণ্ড সমুদয়।
সভামধ্যে প্রবেশিয়া অর্থ দিলে উল্টাইয়া;
বুদ্ধি না থাকিলে ঘটে অভ্যাসে কি হয়?

বোধিসত্ত্বের কথা শুনিয়া তাহার পিতা নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথাটী বলিলেন :—

যাচকের ভাগ্যে ফলে দুই ফল
অলাভ অথবা লাভ আশাতীত;
যাচ ঞার ফল, বৎস সোমদত্ত,
এই জেন তুমি সর্ব্বত্র বিদিত।

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, লালুদায়ী যে কেবল এ জন্মে শারদ্যবহুল হইযাছে তাহা নহে, পূর্ব্বেও তাহার এইরূপ স্বভাব ছিল।

সমবধান—তখন লালুদায়ী ছিল সোমদত্তের পিতা এবং আমি ছিলাম সোমদত্ত।]

২১২—উচ্ছিষ্টভক্ত-জাতক।

[এক ভিক্ষু তাঁহার গৃহস্থাশ্রম-পরিত্যক্তা স্ত্রীর বিরহে বড় কাতর হইযাছিলেন। তাঁহাকে লক্ষ্য করিযা শাস্তা জেতবনে এই কথা বলিয়াছিলেন।

শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, "কি হে ভিক্ষু, তুমি কি সত্য সত্যই বিরহব্যথায় কাতর হইয়াছ?" ভিক্ষু বলিলেন, হাঁ প্রভু, এ কথা মিথ্যা নহে।" "তোমার বিরহের কারণ কে বলত।" "গৃহস্থাশ্রমে যিনি আমার পত্নী ছিলেন।" "দেখ ভিক্ষু, এই রমণী বড় অনর্থকারিকা। পূর্ব্বজন্মে সে তোমাকে নিজের জারের উচ্ছিষ্ট ভোজন করাইয়াছিল।" অনন্তর শাস্তা সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব এক অতি দীনদশাগ্রস্ত ভিক্ষোপজীবী নটকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পরেও তাঁহার দুর্দ্দশার সীমাপরিসীমা ছিল না। তিনি ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা অতিকষ্টে দিনপাত করিতেন।

এই সময়ে কাশীরাজ্যে কোন ব্রাহ্মণের এক অতি দুঃশীলা ও দুষ্টপ্রকৃতি পত্নী ছিল। সে নিয়ত পাপপথে বিচরণ করিত। একদিন কোন কারণে ব্রাহ্মণ গৃহ হইতে বহির্গত হইলে ব্রাহ্মণীর জার অবসর পাইয়া সেখানে প্রবেশ করিল। ব্রাহ্মণী তাহার সঙ্গে আমোদপ্রমোদ করিল, তাহার পর সেই ব্যক্তি বলিল, "আরও মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা করি, কিছু আহার করিয়া যাইব।" তখন ব্রাহ্মণী তাহার জন্য সূপ, ব্যঞ্জন ও গরম ভাত প্রস্তুত করিল, 'খাও' বলিয়া গরম ভাত বাড়িয়া তাহার সম্মুখে দিল * এবং ব্রাহ্মণ আসেন কিনা দেখিবার জন্য নিজে দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া রহিল। ব্রাহ্মণীর উপপতি যেখানে বসিয়া ভোজন করিতেছিল, তাহার নিকটেই বোধিসত্ত্ব একমুষ্টি অন্ন পাইবার আশায় দাঁড়াইয়া ছিলেন।

গৃহে যখন এই কাণ্ড হইতেছিল, ব্রাহ্মণ তখন ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া ব্রাহ্মণী ছুটিয়া ঘরের মধ্যে গেল এবং "উঠ, ব্রাহ্মণ আসিয়াছে" বলিয়া উপপতিকে ভাণ্ডারগৃহে নামাইয়া দিল। অনন্তর ব্রাহ্মণ যখন গৃহে প্রবেশ করিলেন, তখন সে তাঁহাকে বসিবার জন্য পিড়ি ও হাত ধুইবার জন্য জল দিল এবং উপপতির উচ্ছিষ্ট যে ভাত একটু ঠাণ্ডা হইয়াছিল, তাহার উপর কিছু গরম ভাত দিয়া তাঁহাকে আহার করিতে বলিল।

ব্রাহ্মণ ভাতে হাত দিয়া দেখেন উপরে গরম, নীচে ঠাণ্ডা। ইহাতে তাহার সন্দেহ হইল, 'এই অন্ন সম্ভবতঃ অন্য কাহারও উচ্ছিষ্ট।' তখন ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি নিম্নলিখিত প্রথম গাথা বলিলেন :—

> ভিতরে ঠাণ্ডা বাহিরে গরম
> বাড়া ভাত কভু না হয় এমন।
> বল ত, ব্রাহ্মণি, তোমায় শুধাই,
> বিপরীত কেন দেখিবারে পাই?

ব্রাহ্মণ পুনঃ পুনঃ এই প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, কিন্তু পাছে নিজের কৃতকর্ম্ম বাহির হইয়া পড়ে, এই আশঙ্কায় ব্রাহ্মণী নিরুত্তর রহিলেন। তখন নটপুত্র ভাবিতে লাগিলেন, 'ভাণ্ডারে যে পুরুষটীকে রাখিয়া দিয়াছে, সম্ভবতঃ সে ব্রাহ্মণীর জার, আর এই ব্যক্তি গৃহস্বামী, ব্রাহ্মণী

---

* মূলে 'উণ্হত্তং বড্ঢেত্বা' আছে। নিজন্ত বৃধ ধাতুর এই রূপ হয়। ইহা হইতে আমাদের 'ভাত বাড়িয়া' হইয়াছে।

নিজের দুষ্কার্য্য প্রকাশ হইবে এই ভয়ে কোন উত্তর দিতেছে না। অতএব আমিই ব্রাহ্মণকে ইহার দুষ্কার্য্যের কথা বলি এবং ইহার উপপতি যে ভাণ্ডারে আছে তাহা জানাই।' ইহা স্থির করিয়া তিনি ব্রাহ্মণকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন—কিরূপে তিনি গৃহ হইতে বাহির হইলে ঐ ব্যক্তি প্রবেশ করিয়াছিল, কিরূপে তাঁহার পত্নী উহার সহিত আমোদপ্রমোদ করিয়াছিল, কিরূপে সে আগভাত খাইয়াছিল, কিরূপে ব্রাহ্মণী দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া পথের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াছিল, কিরূপে উপপতিকে শেষে ভাণ্ডারের মধ্যে নামাইয়া দিয়াছিল ইত্যাদি সমস্ত কথাই তাহাকে জানাইলেন এবং নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথাটী বলিলেন :—

নট আমি, ভিক্ষাহেতু আসিয়াছি তব দ্বারে।
ভাণ্ডারে রয়েছে সেই, খুঁজিতেছ তুমি যারে।

অনন্তর বোধিসত্ত্ব সেই ব্যক্তিকে টীকি ধরিয়া টানিয়া তুলিলেন এবং 'এবারকার কথা যেন মনে থাকে, আর কখনও যেন এইরূপ পাপকর্ম্ম না কর' এইরূপ সাবধান করিয়া দিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। তাহারা যেন আর কখনও এরূপ পাপকর্ম্মে প্রবৃত্ত না হয় ইহা শিক্ষা দিবার জন্য ব্রাহ্মণও দুইজনকেই বিলক্ষণ তর্জ্জন ও প্রহার করিলেন। অতঃপর তিনি যথাকালে কর্ম্মানুরূপ ফলপ্রাপ্তির জন্য দেহত্যাগ করিলেন।

[অনন্তর শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তচ্ছ্রবণে সেই পত্নীবিরহবিধুর ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—তখন এই ভিক্ষুর গৃহস্থাশ্রম-পত্নী ছিল সেই ব্রাহ্মণী, এই বিরহকাতর ভিক্ষু ছিল সেই ব্রাহ্মণ এবং আমি ছিলাম সেই নটপুত্র।]

২১৩—ভরু-জাতক।*

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে কোশলরাজ-সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। তৎকালে ভগবানের এবং ভিক্ষুসঙ্ঘের প্রচুর উপহারপ্রাপ্তি ঘটিত। কথিত আছে যে "ভগবান্ সৎকৃত, সমাদৃত, সম্মানিত, পূজিত, নিমন্ত্রিত এবং চীবর পিণ্ডপাত-শয়নাসন পথ্যৌষধ ভৈষজ্য-পরিষ্কারাদি † দ্বারা অর্চ্চিত হইতেন। ভিক্ষুসঙ্ঘও সৎকৃত, সমাদৃত ... .ইত্যাদি।‡ কিন্তু অন্যতীর্থীয় পরিব্রাজকেরা সমাদৃত, সম্মানিত . ইত্যাদি হইতেন না। লাভ ও সম্মানের হানি ঘটিতেছে দেখিয়া তাঁহারা অহোরাত্র গোপনে সমবেত হইয়া মন্ত্রণা ও বলাবলি করিতেন, "শ্রমণ গৌতমের আবির্ভাবকাল হইতে আমাদের প্রাপ্তি ও মানমর্য্যাদার ব্যাঘাত হইয়াছে, শ্রমণ গৌতমই এখন যাহা কিছু ভাল তাহা পাইতেছেন। তিনিই এখন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সম্মান ভোগ করিতেছেন। তাঁহার এ সৌভাগ্যের কারণ কি বলিতে পার?" একদা তাঁহাদের মধ্যে একজন বলিলেন, "শ্রমণ গৌতম জম্বুদ্বীপের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তমস্থানে বাস করিতেছেন, সেইজন্যই তাঁহার বহুপ্রাপ্তি ও সম্মান হইয়াছে।" ইহা শুনিয়া অপর সকলে বলিলেন, "এই যদি কারণ হয়, তবে আমরাও জেতবনে একটা আশ্রম নির্ম্মাণ করিব; তাহা হইলে আমাদেরও বিলক্ষণ প্রাপ্তি হইবে।" তখন সকলেই একবাক্যে এই যুক্তি গ্রহণ করিলেন।

কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহাদের মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল, 'আমরা যদি রাজাকে না জানাইয়া জেতবনে আশ্রম

---

* পাঠান্তরে ইহার নাম 'কুরুজাতক'। কথারম্ভেও 'ভরুরট্‌ঠে ভরু রাজা' না থাকিয়া 'কুরুরট্‌ঠে কুরুরাজা' দেখা যায়।

† পালি সাহিত্যে ভৈষজ্য বলিলে ঔষধও বুঝায়, ঘৃত, নবনীত, তৈল, মধু ও গুড় এইপঞ্চ দ্রব্যও বুঝায়। পরিষ্কার বলিলে, পাত্র, ত্রিচীবর, কায়বন্ধ, বাসি, সূচী ও পরিস্রাবণ (জল ছাঁকিবার যন্ত্র) এই অষ্ট দ্রব্য বুঝায়।

‡ দানের ব্যাখ্যা করিতে হইলে এইরূপ কোন একটী সূত্রই বোধ হয় আবৃত্তি করা হইত। দিব্যাবদানে (৮) দেখা যায় :—"সৎকৃতো গুরুকৃতো মানিতো পূজিতো রাজভীরাজমাত্রৈর্ধনিভিঃ পৌরৈর্ব্রাহ্মণৈর্গৃহপতিভিঃ শ্রেষ্ঠিভিঃ সার্থবাহৈর্দেবৈর্নাগৈর্যক্ষৈরসুরৈর্গরুড়ৈঃ কিন্নরৈর্মহোরগৈরিতি দেবনাগযক্ষাসুরগরুডকিন্নরমহোরগাভ্যর্চ্চিতো বুদ্ধো ভগবান্ লাভী চীবরপিণ্ডপাত-শয়নাসন গ্লানপ্রত্যয় ভৈষজ্যপরিষ্কারাণাম্ সশ্রাবকসঙ্ঘঃ। গ্লানপ্রত্যয় (পালি 'গিলানপচ্চয়') = রোগীর জন্য পথ্য ইত্যাদি।

নির্ম্মাণ করি, তাহা হইলে ভিক্ষুরা বাধা দিবে। কিন্তু এমন লোকই নাই যাহাকে উৎকোচ দিয়া বিপক্ষ হইতে স্বপক্ষে আনিতে পারা যায় না। অতএব রাজাকে উৎকোচ দিয়া আশ্রমনির্ম্মাণের স্থান গ্রহণ করা যাউক।'

এই পরামর্শ করিয়া তীর্থিকেরা রাজকর্ম্মচারিদিগের মধ্যস্থতায় রাজাকে লক্ষ মুদ্রা উপঢৌকন দিলেন এবং প্রার্থনা করিলেন, "মহারাজ, আমরা জেতবনে একটী আশ্রম নির্ম্মাণ করিব। যদি কোন ভিক্ষু আপনাকে আসিয়া বলে যে আশ্রম নির্ম্মাণ করিতে দিব না, তাহা হইলে আপনি যেন তাহাদিগের অনুকূলে কোন উত্তর না দেন।" রাজা উপঢৌকনের লোভে বলিলেন, "বেশ, তাহাই করা যাইবে।"

রাজাকে এইরূপে বশীভূত করিয়া তীর্থিকেরা স্থপতি ডাকাইয়া আশ্রম নির্ম্মাণ আরম্ভ করিলেন। তজ্জন্য সারাদিন ভয়ানক শব্দ হইতে লাগিল। শাস্তা আনন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এত হট্টগোল হইতেছে কেন হে?" আনন্দ বলিলেন, "ভগবন্, তীর্থিকেরা জেতবনে একটী আশ্রম নির্ম্মাণ করিতেছেন, সেইজন্য এত গোল হইতেছে।" "আনন্দ, এস্থান তীর্থিকদিগের আশ্রমোপযোগী নহে; তীর্থিকেরা গণ্ডগোল ভালবাসে; তাহাদের সঙ্গে একত্র বাস করিতে পারিব না।" অনন্তর তিনি সঙ্ঘস্থ সমস্ত ভিক্ষুকে ডাকাইয়া বলিলেন, "তোমরা গিয়া রাজাকে বলিয়া তীর্থিকদিগের আশ্রম-নির্ম্মাণ বন্ধ কর।"

ভিক্ষুরা রাজভবনে গিয়া দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইলেন। রাজা শুনিলেন যে ভিক্ষুরা আসিয়াছেন, বুঝিলেন যে তীর্থিকদিগের আশ্রম-নির্ম্মাণে বাধা দেওয়াই তাঁহাদের আগমনের হেতু, কিন্তু উৎকোচ গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি ভিক্ষুদিগকে বলিয়া পাঠাইলেন, "রাজা এখন গৃহে নাই।" ভিক্ষুরা বিহারে গিয়া শাস্তাকে এই কথা জানাইলেন। শাস্তা বুঝিতে পারিলেন যে রাজা উৎকোচপরতন্ত্র হইয়াই এরূপ করিতেছেন। অনন্তর তিনি অগ্রশ্রাবকদ্বয়কে রাজার নিকট পাঠাইলেন। কিন্তু তাঁহারা আসিয়াছেন শুনিয়াও রাজা পূর্ব্ববৎ জানাইলেন যে তিনি গৃহে নাই। কাজেই তাঁহারাও বিফলপ্রযত্ন হইয়া শাস্তাকে এই সংবাদ দিলেন। শাস্তা বলিলেন, "সারিপুত্র, দুই দুইবার এইরূপ মিথ্যা সংবাদ দিয়া রাজা কখনই গৃহে বসিয়া থাকিবেন না, তাঁহাকে শীঘ্রই প্রাসাদের বাহির হইতে হইবে।"

পরদিন পূর্ব্বাহ্ণে শাস্তা চীবর পরিধান করিয়া ও পাত্র হস্তে লইয়া পঞ্চশত ভিক্ষুসহ রাজভবনের দ্বারদেশে উপনীত হইলেন। শাস্তা আসিয়াছেন শুনিয়া রাজা প্রাসাদ হইতে অবরোহণপূর্ব্বক তাঁহার হস্ত হইতে পাত্র গ্রহণ করিলেন, তাঁহাকে ভিতরে লইয়া গেলেন, বুদ্ধপ্রমুখ সঙ্ঘকে যাগু ও খাদ্য দান করিলেন এবং শাস্তাকে প্রণাম করিয়া একান্তে উপবিষ্ট হইলেন।

তখন শাস্তা রাজাকে সুমতি দিবার জন্য ধর্ম্মদেশন আরম্ভ করিলেন:—"মহারাজ, পুরাকালে রাজারা উৎকোচগ্রহণপূর্ব্বক সাধু ও শীলবান্‌দিগকে পরস্পর কলহে প্রবৃত্ত করাইয়াছিলেন বলিয়া পরিণামে রাজ্যচ্যুত ও মহাবিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।" অনন্তর রাজার অনুরোধে তিনি সেই অতীত বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন:—]

পুরাকালে ভরুদেশে ভরু নামে এক রাজা ছিলেন। তখন বোধিসত্ত্ব পঞ্চ অভিজ্ঞা ও অষ্ট সমাপত্তি লাভ করিয়া হিমালয়ে তপস্যা করিতেন। বহু তাপস তাঁহাকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিতেন। হিমালয়ে দীর্ঘকাল অবস্থিতির পর তিনি একদা লবণ ও অম্ল-সংগ্রহার্থ পঞ্চশত শিষ্যসহ পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিলেন এবং পথে নানা স্থানে বিশ্রাম করিতে করিতে পরিশেষে ভরুনগরে উপনীত হইলেন। সেখানে ভিক্ষা করিয়া বোধিসত্ত্ব নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং উত্তর দ্বারের সন্নিকটে শাখাপল্লবসমন্বিত একটী বটবৃক্ষের মূলে আহার করিয়া সেখানেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ঋষিগণ সেখানে অর্দ্ধমাস অবস্থিতি করিলে পর অন্য এক তাপস-নায়কও পঞ্চশত শিষ্যসহ ভরুনগরে আসিয়া ভিক্ষা করিলেন এবং বাহিরে গিয়া দক্ষিণদ্বার-সন্নিকটে তাদৃশ অপর একটী বটবৃক্ষের মূলে ভোজন শেষ করিয়া সেখানেই বাস করিতে লাগিলেন।

এইরূপে ঋষিনায়কদ্বয় স্ব স্ব স্থানে যথাভিরুচি কালযাপন করিয়া হিমালয়ে প্রতিগমন করিলেন।

ইঁহারা চলিয়া গেলে দক্ষিণদ্বারের নিকটস্থ বটবৃক্ষটী শুষ্ক হইয়া গেল। অতঃপর ঋষিরা পুনর্ব্বার ভরুনগরে আগমন করিলেন; কিন্তু যাঁহারা পূর্ব্বে দক্ষিণদ্বার-সন্নিহিত বটবৃক্ষের

তলে অবস্থিতি করিয়াছিলেন তাঁহারাই প্রথমে উপস্থিত হইলেন। বৃক্ষটী শুষ্ক হইয়াছে দেখিয়া তাঁহারা নগরে প্রবেশ করিলেন এবং ভিক্ষাচর্য্যান্তে বাহির হইয়া উত্তরদ্বার-সন্নিহিত বটবৃক্ষমূলে আহার শেষ করিয়া সেখানেই বাস করিতে লাগিলেন। অনন্তর অপর দল দেখা দিলেন এবং তাঁহারাও নগরে ভিক্ষা করিয়া বাহিরে গিয়া উত্তরদ্বার-সন্নিহিত সেই বটবৃক্ষের মূলেই উপনীত হইলেন—ইচ্ছা যে সেখানেই আহারাদি করিয়া অবস্থিতি করিবেন। তাঁহারা বলিলেন, "এ গাছ তোমাদের নয়, আমাদের।" এইরূপে বৃক্ষ লইয়া দুইদলে পরস্পর কলহে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সামান্য ব্যাপার লইয়া মহা কলহ উপস্থিত হইল। একদল বলিতে লাগিলেন, "এ স্থানে আমরাই প্রথম বাস করিয়াছিলাম; ইহা তোমরা গ্রহণ করিতে পারিবে না।" অপর দল উত্তর দিলেন, "এবার আমরাই প্রথম অধিকার করিয়াছি।" বৃক্ষমূলের জন্য এইরূপ কলহ করিতে করিতে শেষে দুইদলেই রাজভবনে গমন করিলেন।

রাজা আদেশ দিলেন যাঁহারা প্রথমে বাস করিয়াছিলেন, তাঁহারাই প্রকৃত অধিকারী। ইহাতে অপর দল ভাবিলেন, "আমরা যে ইহাদের নিকট পরাজিত হইয়াছি একথা কিছুতেই বলা হইবে না।" তাঁহারা দিব্যচক্ষু দ্বারা দেখিতে পাইলেন যে একস্থানে রাজচক্রবর্ত্তীদিগের ভোগোপযোগী একটা রথপঞ্জর রহিয়াছে। তাঁহারা উহা আনয়নপূর্ব্বক রাজাকে উপঢৌকন দিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আমাদিগকেও ঐ বৃক্ষমূলের অধিকার দান করুন।" রাজা উৎকোচ গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "দুই দলেই ঐ বৃক্ষমূলে বাস করুন।" কাজেই দুই দলেই উহার অধিকারী হইলেন।

তখন অপর দল সেই রথপঞ্জরের চক্র আহরণ করিয়া রাজাকে উপঢৌকন দিলেন এবং প্রার্থনা করিলেন, "মহারাজ, কেবল আমাদিগকেই ঐ বৃক্ষের স্বামিত্ব প্রদান করুণ।" রাজা তাহাই করিলেন।

অনন্তর দুইদল তাপসই অনুতপ্ত হইলেন। তাহারা ভাবিতে লাগিলেন, 'অহো! আমরা বিষয়-ভোগবাসনা পরিহার করিয়া প্রব্রাজক হইয়াছি, অথচ একটা বৃক্ষমূলের জন্য কলহ করিতেছি, উৎকোচ দিতেছি! ধিক্ আমাদিগকে, আমরা কি অন্যায় কাজই করিয়াছি!' 'এই চিন্তা করিয়া তাঁহারা অতিবেগে পলায়ন পূর্ব্বক হিমালয়ে প্রস্থান করিলেন।

ভরুরাজ্যে যে সকল দেবতা বাস করিতেন, তাঁহারা রাজার দুর্ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতে লাগিলেন, যাঁহারা শীলবান্ তাঁহাদের মধ্যে কলহ ঘটাইয়া রাজা অতি অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন। তাঁহারা সমুদ্র উদ্‌বর্ত্তন করিয়া ত্রিশতযোজন-ব্যাপী ভরুরাজ্য নিমগ্ন করিলেন, তাহার চিহ্নমাত্র রহিল না। এইরূপে এক ভরুরাজের দোষে তাঁহার রাজ্যবাসী সকলেই বিনষ্ট হইল।

[এইরূপে অতীত বস্তু বর্ণনা করিয়া শাস্তা অভিসম্বুদ্ধ-ভাব ধারণপূর্ব্বক নিম্নলিখিত গাথাদ্বয় বলিলেন :—

শুনি লোকমুখে ভরু নরপতি
ঋষিদের মাঝে ঘটায়ে কলহ
প্রাণত্যজে সেই পাপের কারণ,
উচ্ছিন্ন হইলা প্রজাগণসহ।

এই হেতু, যবে কুপ্রবৃত্তি আসি
মনের ভিতর প্রবেশিতে চায়,
পণ্ডিত মণ্ডলী ঘৃণাসহকারে
অকল্যাণ বলি বাধা দেয় তায়।
সত্যপথে চলে পুণ্যাত্মা যে জন,
সত্যবাক্য সদা করে উচ্চারণ।

এই ধর্ম্মোপদেশ দিয়া শাস্তা বলিলেন, "মহারাজ, কুপ্রবৃত্তির বশীভূত হওয়া কর্ত্তব্য নহে; দুই প্রব্রাজক সম্প্রদায়ের মধ্যে কলহ উৎপাদিত করাও অসঙ্গত।"

সমবধান—আমি তখন ছিলাম সেই সর্ব্বপ্রধান ঋষি।

কোশলরাজ তথাগতকে ভোজন করাইলেন এবং তিনি যখন ফিরিয়া গেলেন তখন লোক পাঠাইয়া তীর্থিকদিগের আশ্রম ভাঙ্গিয়া দিলেন। তীর্থিকেরা কাজেই নিরাশ্রয় হইল।]

২১৪—পূর্ণনদী-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি-কালে প্রজ্ঞাপারমিতা-সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। একদিন ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভায় তথাগতের প্রজ্ঞার সম্বন্ধে কথোপকথন করিতেছিলেন। তাঁহারা বলিতেছিলেন "দেখ, সম্যক্ সম্বুদ্ধের কি অসাধারণ প্রজ্ঞা, ইহা মহিয়সী ও বিশ্বব্যাপিনী, যেমন রসবতী তেমনি প্রত্যুৎপন্না, যেমন তীক্ষ্ণা তেমনই অন্তস্তলদর্শিনী ও উপায়কুশলা।"* এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা দ্বারা তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও তথাগত প্রজ্ঞাবান্ ও উপায়কুশল ছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীতকথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব রাজপুরোহিতকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি তক্ষশিলা নগরে বিদ্যা শিক্ষা করেন এবং পিতার মৃত্যুর পর পৌরোহিত্যে নিয়োজিত হইয়া রাজার ধর্ম্মার্থানুশাসকের † পদ প্রাপ্ত হন।

কিয়ৎকাল পরে রাজা কর্ণেজপদিগের ‡ বাক্য বিশ্বাস করিয়া বোধিসত্ত্বের উপর ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং "আমার কাছে আর থাকিও না" বলিয়া তাঁহাকে বারাণসী হইতে নির্ব্বাসিত করিলেন। বোধিসত্ত্ব স্ত্রীপুত্র লইয়া কাশীরাজ্যের একখানি গ্রামে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু কয়েক দিন অতীত হইলেই রাজা বোধিসত্ত্বের গুণগ্রাম স্মরণ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, "আমি এখন আচার্য্যকে আনিবার জন্য লোক পাঠাইলে ভাল দেখাইবে না। একটা গাথা রচনা করিয়া § উহা বৃক্ষপত্রে লেখা যাউক, কাকমাংস পাক করাইয়া তাহা এবং ঐ পত্র শ্বেতবস্ত্র দ্বারা বান্ধা যাউক, পরে পুটুলিটাকে রাজমুদ্রিকা দ্বারা চিহ্নিত করিয়া তাঁহার নিকট পাঠাইব। যদি তিনি প্রকৃত পণ্ডিত হন, তাহা হইলে পত্র পাঠ করিয়াই, তৎসহ যে মাংস পাঠাইব তাহা কাকমাংস বলিয়া বুঝিতে পারিবেন এবং এখানে চলিয়া আসিবেন; নচেৎ আসিবেন না।" ইহা স্থির করিয়া তিনি একটা বৃক্ষপত্রে নিম্নলিখিত গাথাটী লিখিয়া দিলেন :—

> বারিপূর্ণা স্রোতস্বতী পেয় যার হয়,
> তরুণ যবের ক্ষেত্রে যে লুকায়ে রয়,
> দূরস্থ বান্ধব জন কবিবে কি আগমন
> যার রবে বুঝে লোকে, শুনহে ব্রাহ্মণ,
> প্রেরিনু তাহার(ই) মাংস; করহ ভোজন। ¶

---

* আরও কতিপয় জাতকে তথাগতের প্রজ্ঞা সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা দেখা যায়। তত্তৎস্থলেও এই বিশেষণগুলি প্রায় অবিকল একই রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে [মহা-উম্মার্গ জাতক (৫৪৬) ইত্যাদি]।

† এই ধর্ম্মচারী রাজার ঐহিক (আর্থিক) এবং পারলৌকিক উভয় বিষয়েরই তত্ত্বাবধান করিতেন।

‡ "পরিভেদকানং"—অর্থাৎ যাহারা মনোমালিন্য ঘটায় তাহাদিগের।

§ গাথাং বন্ধিত্বা—গাথা বান্ধিয়া অর্থাৎ রচনা করিয়া। বাঙ্গালাতেও আমরা 'গান বান্ধা' বলি।

¶ অর্থাৎ কাকমাংস। পূর্ণনদীকে 'কাকপেয়া' (পালি 'কাকপেয্যা') বলে, কারণ কাক তীরে বসিয়াই গলা বাড়াইয়া উহার জল পান করিতে পারে। তরুণ শস্যক্ষেত্র 'কাকগুহা' নামে অভিহিত, কারণ তাহার মধ্যে কাক লুকাইয়া থাকিতে পারে। কাকচরিত্রজ্ঞ ব্যক্তিরা কাকের ডাক শুনিয়া দূরস্থ প্রিয়জন শীঘ্র প্রত্যাবর্ত্তন করিবে কিনা তাহা নির্ণয় করিয়া থাকে।

রাজা বৃক্ষপত্রে এই গাথা লিখিয়া বোধিসত্ত্বের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। বোধিসত্ত্ব উহা পাঠ করিয়া বুঝিলেন যে রাজা তাঁহাকে দেখিতে চাহিতেছেন। তখন তিনি নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথাটী বলিলেন :—

কাক মাংস পেয়ে, মোরে করিয়া স্মরণ,
পাঠাইলা রাজা মম ভোজনকারণ।
ইহাতেই মনে হয় আশার উদয়,
স্মরিবেন রাজা মোরে আবার নিশ্চয়।
হংসক্রৌঞ্চময়ূরের মাংস যদি পান,
আমারে তাহার(ও) অংশ করিবেন দান।
আশ্রিত জনের শুভ প্রভুর স্মরণে,
বিস্মরণে নানাবিধ অকল্যাণ আনে।

অনন্তর তিনি যান সজ্জিত করিয়া যাত্রা করিলেন এবং রাজার নিকট উপস্থিত হইলেন। রাজাও তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পুনর্ব্বার পুরোহিতের পদে নিযুক্ত করিলেন।

[সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন সেই রাজা এবং আমি ছিলাম তাঁহার পুরোহিত।]

২১৫—কচ্ছপ-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে কোকালিকের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার অতীতবস্তু মহাতক্কারিজাতকে * বলা যাইবে। শাস্তা বলিয়াছিলেন, "ভিক্ষুগণ, কোকালিক যে কেবল এজন্মে কথা বলিতে গিয়া বিনষ্ট হইয়াছে তাহা নহে, পূর্ব্বেও তাহার ভাগ্যে এইরূপ ঘটিয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব অমাত্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বয়ঃপ্রাপ্তির পর রাজার ধর্ম্মার্থানুশাসকের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ঐ রাজা বড় বাচাল ছিলেন; তিনি কথা বলিতে আরম্ভ করিলে অন্য কেহ কিছু বলিবার অবসর পাইত না। বোধিসত্ত্ব রাজার বাচালতা-দোষ দূর করিবার নিমিত্ত সুযোগের অবধারণ করিতে লাগিলেন।

ঐ সময়ে হিমবন্ত প্রদেশে কোন সরোবরে এক কচ্ছপ বাস করিত। দুইটী হংসপোতক সেখানে খাদ্যান্বেষণে যাইত। তাহাদের সহিত কচ্ছপের পরিচয় হইল এবং ক্রমে সেই পরিচয় গাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হইল। তাহারা একদিন কচ্ছপকে বলিল, "সৌম্য কচ্ছপ, আমাদের বাসস্থান হিমবন্তপ্রদেশের চিত্রকূট শৈলস্থ কাঞ্চনগুহায়। উহা অতি রমণীয়; তুমি আমাদের সঙ্গে সেখানে যাইবে কি?" কচ্ছপ বলিল, "আমি কি করিয়া সেখানে যাইব?" "তুমি যদি মুখ বন্ধ করিয়া থাকিতে পার, কাহাকেও কিছু না বল, তাহা হইলে আমরাই তোমাকে লইয়া যাইব।" "মুখ বন্ধ করিতে পারিব না কেন? তোমরা আমাকে লইয়া চল।" হংসদ্বয় বলিল, "বেশ, তাহাই করিতেছি।"

তখন হংসেরা একটী দণ্ড আনিয়া কচ্ছপকে উহার মধ্যভাগ কামড়াইয়া ধরিতে বলিল এবং আপনাদের চঞ্চুদ্বারা উহার দুই প্রান্ত ধরিয়া আকাশে উড়িতে লাগিল। হংসদ্বয় কচ্ছপকে লইয়া যাইতেছে দেখিয়া গ্রাম্য বালকেরা বলিতে লাগিল, "দেখ দেখ, দুইটা হাঁস একটা লাঠি দিয়া একটা কাছিম লইয়া যাইতেছে।"

গ্রামবালকদিগের কথা শুনিয়া কচ্ছপের বলিতে ইচ্ছা হইল, "অরে দুষ্ট বালকগণ, আমার বন্ধুরা আমাকে লইয়া যাইতেছে, তাহাতে তোদের কি রে?" তাহার মনে যখন এই ভাবের

* তক্কারিয়জাতক (৪৮১)।

উদয় হইল, তখন হংসদ্বয়ের অতি দ্রুতবেগবশতঃ তাহারা বারাণসী নগরস্থ রাজভবনের ঠিক উপরিদেশে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। কচ্ছপ যেমন কথা বলিবার উপক্রম করিল, অমনি দণ্ড হইতে তাহার মুখ স্খলিত হইয়া গেল এবং সে রাজভবনের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে পড়িয়া দ্বিধা বিদীর্ণ হইল। ইহাতে রাজভবনে মহা কোলাহল হইল; সকলেই চীৎকার করিতে লাগিল 'উঠানে একটা কাছিম পড়িয়া দুই টুকরা হইয়াছে।' ইহা শুনিয়া রাজা বোধিসত্ত্বকে সঙ্গে লইয়া এবং অমাত্যগণ-পরিবৃত হইয়া সেখানে গিয়া কচ্ছপটাকে দেখিলেন এবং বোধিসত্ত্বকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পণ্ডিতবর, এ কচ্ছপটা পড়িয়া গেল কিরূপে?" বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, 'রাজাকে উপদেশ দিবার জন্য এতদিন উপায় প্রতীক্ষা করিয়া বেড়াইয়াছি। এখন দেখিতেছি উপযুক্ত অবসর উপস্থিত হইয়াছে। এই কচ্ছপের সহিত হংসদিগের বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল সন্দেহ নাই। তাহারা ইহাকে হিমবন্তপ্রদেশে লইয়া যাইবে এই উদ্দেশ্যে দণ্ড কামড়াইয়া ধরিতে বলিয়াছিল এবং সম্ভবতঃ সেই অবস্থায় ইহাকে লইয়া আকাশে উড়িয়াছিল। তাহার পর কিছু বলিবার ইচ্ছায় 'এ মুখ সামলাইতে পারে নাই, বলিতে গিয়া দণ্ড হইতে স্খলিত হইয়া আকাশ হইতে পড়িয়া গিয়াছে এবং কচ্ছপলীলা সংবরণ করিয়াছে।' এই চিন্তা করিয়া তিনি উত্তর দিলেন, "মহারাজ, যাহারা অতি মুখর, এবং জিহ্বাকে সংযত রাখিতে পারে না তাহাদের এইরূপই দুর্দ্দশা হইয়া থাকে।" অনন্তর তিনি এই গাথা দুইটী বলিলেন :—

নির্ব্বোধ কচ্ছপ কথা বলিতে চাহিয়া
নিজেই নিজের মৃত্যু আনিল ডাকিয়া।
কাষ্ঠদণ্ড দৃঢ়ভাবে ধরিয়া আকাশে যাবে
করেছিল এই আশা অন্তরে পোষণ,
কিন্তু নিজবাক্যে তার ঘটিল মরণ।
দেখি এ দৃষ্টান্ত, ওহে নৃবীরপুঙ্গব,
মিত-সত্যবাদী হ'তে শিখুক মানব।
সময় না বুঝি যেই কথা বলে, মূর্খ সেই;
বাচাল তাহারে বলি নিন্দে সর্ব্বজন,
বাচালতা দোষে ত্যজে কচ্ছপ জীবন।

রাজা বুঝিলেন বোধিসত্ত্ব তাঁহাকেই লক্ষ্য করিয়া একথা বলিতেছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "পণ্ডিতবর, আপনি কি আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন?" বোধিসত্ত্ব উত্তর দিলেন, "মহারাজ, আপনিই হউন বা অন্য কেহই হউক, অপরিমিতভাষীদিগের এইরূপ দুর্গতিই ঘটিয়া থাকে।' বোধিসত্ত্ব এইরূপে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলে রাজা তদবধি রসনা সংযত করিয়া মিতভাষী হইলেন।

[সমবধান— তখন কোকালিক ছিল সেই কচ্ছপ, মহাস্থবিরদ্বয় (সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন) ছিলেন সেই হংসপোতক দুইটী, আনন্দ ছিলেন সেই রাজা এবং আমি ছিলাম সেই পণ্ডিত অমাত্য।]

☞ এই জাতক এবং পঞ্চতন্ত্রবর্ণিত আকাশচরকূর্ম্মের কথা অবিকল একরূপ। ঈষপের আখ্যায়িকা-বলীতেও ইহার অনুরূপ একটী কথা দেখা যায়। কিংবদন্তী আছে সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক্ নাট্যকার এস্কিলাস্ উৎক্রোশমুখভ্রষ্ট একটী কচ্ছপের পতনজনিত আঘাতে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই কচ্ছপ আকাশে উঠিয়াছিল উৎক্রোশের সহিত বন্ধুতাবশতঃ নহে, তাহার খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইবার জন্য।

২১৬—মৎস্য-জাতক।*

[জনৈক ভিক্ষু তাঁহার গৃহস্থাশ্রমের পত্নীর প্রলোভনে পড়িয়াছিলেন। ইহা জানিতে পারিয়া শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে ভিক্ষু, তুমি কি সত্য সত্যই নারীর প্রেমে উৎকণ্ঠিত হইয়াছ?" ভিক্ষু উত্তর দিলেন, "হাঁ ভগবন্, এ কথা মিথ্যা নহে।" "কে তোমার উৎকণ্ঠার কারণ বল ত?" "আমার পূর্ব্ব

---

* এই জাতকে এবং প্রথমখণ্ডোক্ত মৎস্যজাতকে (৩৪) প্রভেদ অতি অল্প।

পত্নী।" "দেখ, এই রমণী বড় অনর্থকারিণী ; পূর্ব্বেও তুমি ইহার জন্য শূলে বিদ্ধ, অঙ্গারে পক্ক এবং ভক্ষিত হইতে যাইতেছিলে, কেবল একজন পণ্ডিত পুরুষের অনুগ্রহে তোমার জীবন রক্ষা পাইয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব তাঁহার পুরোহিত ছিলেন। একদিন কৈবর্ত্তদিগের জালে একটা মাছ পড়িয়াছিল। তাহারা মাছটাকে তুলিয়া উত্তপ্ত বালুকার উপর রাখিল এবং "অঙ্গারে পাক করিয়া খাইব" ইহা বলিয়া তাহারা শূলে ধার দিতে লাগিল। তখন মৎস্য মৎসীর কথা স্মরণ করিয়া বিলাপ করিতে করিতে এই গাথা বলিল :—

অগ্নির উত্তাপ, তীক্ষ্ণ শূলের যাতনা—
এ ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয় ;
মৎস্যীর মনেতে পাছে হয় এ ধারণা
অন্য মৎস্যী সনে মোর ঘটেছে প্রণয়—
ভাবি ইহা কি যে কষ্ট পাইতেছি আমি,
জানেন কেবল তিনি যিনি অন্তর্যামী।
কামরূপ অগ্নি দহে আমার অন্তর,
ছাড়ি দাও, পড়ি পায়, হে ধীবরবর।
প্রেমিকের প্রাণ নাশ করে কি কখন
কোন দেশে, কোন কালে, যারা সাধুজন ?

এই সময় বোধিসত্ত্ব নদীতীরে উপস্থিত হইলেন। তিনি মৎস্যের পরিদেবন শুনিয়া কৈবর্ত্তদিগের নিকটে গেলেন এবং তাহাদিগকে বলিয়া উহাকে মুক্ত করিয়া দিলেন।

[কথাবসানে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—তখন এই ব্যক্তির পূর্ব্বপত্নী ছিল সেই মৎস্যী, এই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু ছিল সেই মৎস্য ; এবং আমি ছিলাম রাজার অমাত্য।]

২১৭—সেগ্গু-জাতক।*

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে জনৈক পর্ণিকজাতীয় উপাসকের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্নবস্তু এক নিপাতে সবিস্তর বলা হইয়াছে [পর্ণিক-জাতক (১০২)]। শাস্তা এবারও জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে উপাসক, এতদিন তোমায় দেখিতে পাই নাই কেন ?" উপাসক বলিল, "আমার কন্যাটি সর্ব্বদা হাস্যমুখী, তাহার চরিত্র পরীক্ষা করিয়া আমি তাহাকে একটী ভদ্রবংশীয় যুবকের সহিত বিবাহ দিয়াছি। এই কর্ত্তব্যবশতঃ এতদিন আপনার দর্শনলাভের অবকাশ পাই নাই।" ইহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "তোমার কন্যাটি কেবল এজন্মেই যে শীলবতী হইয়াছে তাহা নহে, সে পূর্ব্বজন্মেও শীলবতী ছিল এবং তুমি এবার যেমন করিয়াছ, পূর্ব্বেও সেইরূপ তাহার চরিত্র পরীক্ষা করিয়াছিলে।" অনন্তর উপাসকের প্রার্থনানুসারে তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব এক বৃক্ষদেবতা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে এই পর্ণিকজাতীয় উপাসকই কন্যার চরিত্র-পরীক্ষার্থ তাহাকে লইয়া অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছিল এবং যেন কামমোহিত হইয়াছে এই ভাণ করিয়া সেখানে

---

* এই জাতক এবং প্রথম খণ্ডোক্ত পর্ণিক-জাতক (১০২) প্রায় একরূপ। দ্বিতীয় গাথাটীও উভয় জাতকেই দেখা যায়।

তাহা। হাত ধরিয়াছিল। কন্যাটী ইহাতে বিলাপ করিতে লাগিল। তখন পর্ণিক নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটী বলিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল :—

সর্ব্বত্র দেখিতে পাই নরনারীগণ
ইচ্ছামত হয় ভোগবিলাসে মগন।
তুমি কিলো সেগ্গু একা এতবড় সতী,
না জান বৃষলীধর্ম্ম হইয়া যুবতী?
বনে ধরিয়াছি হাত, কান্দ সে কারণ,
রয়েছ কুমারী যেন সারাটী জীবন।

তাহা শুনিয়া সেগ্গু বলিল, "বাবা, আমি সত্যসত্যই এখন পর্য্যন্ত কুমারীই রহিয়াছি; কখনও কোন পাপবাসনা আমার মনে স্থান পায় নাই।" অনন্তর সে বিলাপ করিতে করিতে নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথাটী বলিল :—

যে জন রক্ষার কর্ত্তা, সেই পিতা মম
বনমাঝে দুঃখ দেন অতীব বিষম।
বনমধ্যে কেবা মোর পরিত্রাতা হবে?
রক্ষক ভক্ষক হয় কে শুনেছে কবে?

পর্ণিক এইরূপে কন্যার চরিত্র পরীক্ষা করিয়া গৃহে প্রতিগমন করিল এবং এক ভদ্র-বংশীয় যুবকের হস্তে তাহাকে সম্প্রদানপূর্ব্বক যথাকালে কর্ম্মানুরূপ গতি প্রাপ্ত হইল।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ প্রকটিত করিলেন। তচ্ছ্রবণে সেই পর্ণিক স্রোতাপত্তিফল লাভ করিল।

সমবধান—তখন এই কন্যা ছিল সেই কন্যা, এই পিতা ছিল সেই পিতা; এবং আমি ছিলাম তাহার কার্য্যপ্রত্যক্ষকারিণী সেই বৃক্ষদেবতা।]

২১৮—কূট বাণিজ (বণিক্)-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এক কূট বণিক্কে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। শ্রাবস্তীতে একজন সাধুবণিক্ এবং একজন ধূর্ত্তবণিক্ ছিল। ইহারা একত্র মিলিত হইয়া পণ্যদ্রব্যে পঞ্চশত শকট পূর্ণ করিয়া বাণিজ্যার্থ পূর্ব্বাঞ্চল হইতে পশ্চিমাঞ্চলে গমন করিয়াছিল, এবং প্রচুর লাভ করিয়া শ্রাবস্তীতে ফিরিয়া আসিয়াছিল।

অনন্তর সাধুবণিক্ ধূর্ত্ত বণিক্কে বলিল, "এস বন্ধু, এখন আমরা পুঁজিপাটা ভাগ করিয়া লই।" ধূর্ত্ত বণিক ভাবিল, 'এ লোকটা দীর্ঘকাল কুখাদ্য খাইয়া ও কুস্থানে শয়ন করিয়া বড় কষ্ট পাইয়াছে। এখন বাড়ীতে ফিরিয়া নানাবিধ মধুর খাদ্য খাইয়া অজীর্ণ দোষে মারা যাইবে। তাহা হইলে যাহা কিছু পুঁজিপাটা আছে, সমস্তই আমার হইবে।' এইরূপ চিন্তা করিয়া সে উত্তর দিল, "আজ নক্ষত্র ভাল নাই; দিনটা নিতান্ত অশুভ; হয় কাল, নয় পরশু, যাহা হয় করা যাইবে।" কিন্তু এইরূপ একটা না একটা ছল করিয়া সে ক্রমাগত বিলম্ব করিতে লাগিল। তাহার পর সাধুবণিক্ নিতান্ত পীড়াপীড়ি করিয়া তাহার নিকট হইতে নিজের অংশ ভাগ করিয়া লইল এবং একদিন মাল্যগন্ধাদি লইয়া শাস্তার সহিত দেখা করিতে গেল। সে শাস্তার অর্চ্চনা করিয়া একান্তে উপবিষ্ট হইলে, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি দেশে ফিরিলে কবে?" সে উত্তর দিল, "আজ পনর দিন হইল ফিরিয়াছি।" "তবে বুদ্ধের পূজার জন্য আসিতে এত বিলম্ব করিলে কেন?" তখন সাধুবণিক্ শাস্তাকে সমস্ত ব্যাপার জানাইল। তাহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "দেখ উপাসক, এই বণিক্ যে কেবল এ জন্মে ধূর্ত্ত হইয়াছে তাহা নহে। পূর্ব্ব জন্মেও ইহার এইরূপ দুষ্প্রবৃত্তি ছিল।" অনন্তর সাধুবণিকের অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব অমাত্যকুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পর বিনিশ্চয়ামাত্যের * পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ঐ সময়ে এক গ্রামবাসী ও

* বিনিশ্চয়ামাত্য বিচারক (Judge)

এক নগরবাসী বণিকের মধ্যে সবিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। গ্রামবাসী বণিক্ নগরবাসী বণিকের নিকট পঞ্চশত লাঙ্গল-ফাল গচ্ছিত রাখিয়াছিল। নগরবাসী ঐসমস্ত বিক্রয় করিয়া তল্লব্ধ অর্থ আত্মসাৎ করিল, এবং যে স্থানে ঐ গুলি ছিল, সেখানে মূষিকবিষ্ঠা ছড়াইয়া রাখিল। অতঃপর গ্রামবাসী বণিক্ একদিন গিয়া বলিল, "বন্ধু আমার ফালগুলি * দাও ত।" ধূর্ত্ত বলিল, "ভাই, তোমার ফালগুলি ইন্দুরে খাইয়া ফেলিয়াছে" এবং নিজের উক্তি সমর্থনার্থ গ্রামবাসীকে ভিতরে লইয়া মূষিকবিষ্ঠা দেখাইল। গ্রামবাসী বলিল, "বেশ, খেয়েছে ত খেয়েছে, ইন্দুরে খাইলে তাহার কি করা যায়?" অনন্তর স্নানের সময় সে ধূর্ত্তের পুত্রকে সঙ্গে লইয়া স্নান করিতে গেল, পথে এক বন্ধুর গৃহে বালকটীকে অভ্যন্তরস্থ একটী প্রকোষ্ঠে বসাইয়া বন্ধুকে বলিল, "দেখ ভাই, এই ছেলেটীকে আটকাইয়া রাখ, কোথাও যাইতে দিওনা।" তাহার পর সে নিজে স্নান করিয়া ধূর্ত্তের গৃহে ফিরিয়া গেল। ধূর্ত্ত জিজ্ঞাসা করিল, "আমার ছেলেকে কোথায় রাখিয়া আসিলে?" গ্রামবাসী বলিল, "ভাই, ছেলেটীকে তীরে বসাইয়া আমি জলে নামিয়াছি, এমন সময়ে একটা বাজপাখী আসিয়া তাহাকে নখে ধরিয়া আকাশে উড়িয়া গেল, আমি জলে প্রহার করিলাম, চীৎকার করিলাম, কত চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কিছুতেই তোমার পুত্রের উদ্ধার করিতে পারিলাম না।" "তুমি মিথ্যা কথা বলিতেছ, বাজপাখীতে কি কখনও একটা ছেলে লইয়া যাইতে পারে?" "নাও পারিতে পারে, ভাই, কিন্তু অসম্ভব যদি ঘটেই তাহা হইলে কি করা যায়? তবে কথাটা কি জান, তোমার ছেলেটীকে বাজপাখীতেই লইয়া গিয়াছে।"

তখন ধূর্ত্ত বণিক্ গ্রামবাসীকে 'দুষ্ট', 'চোর' 'নরহন্তা' ইত্যাদি বলিয়া গালি দিতে লাগিল এবং বলিল, "আমি বিচারপতির নিকট যাইতেছি, তোমাকেও সেখানে লইয়া যাইব।" এইরূপ ভয় দেখাইয়া সে গৃহ হইতে বাহির হইল। গ্রামবাসী বলিল, "তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, ভাই, তাহাই কর", এবং সেও ধূর্ত্তের সঙ্গে সঙ্গে বিচারালয়ে উপস্থিত হইল।

ধূর্ত্ত বোধিসত্ত্বকে বলিল, "ধর্ম্মাবতার, এই লোকটা আমার ছেলেকে সঙ্গে লইয়া স্নান করিতে গিয়াছিল। এখন আমার ছেলে কোথায় জিজ্ঞাসিলে বলে যে তাহাকে বাজপাখীতে লইয়া গিয়াছে। আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক ইহার বিচার করুন।"

বোধিসত্ত্ব গ্রামবাসীর দিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক বলিলেন, "কি হে, প্রকৃত ব্যাপার কি?" "হাঁ ধর্ম্মাবতার, কথাটা সত্যই বটে। আমি ছেলেটী সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলাম। পথে একটা বাজপাখীতে ছোঁ মারিয়া তাহাকে লইয়া গিয়াছে।" "বাজপাখীতে ছোঁ দিয়া কি ছেলে লইয়া যাইতে পারে? একথা ত কোথাও শুনি নাই!"

গ্রামবাসী বলিল, "আমারও একটা জিজ্ঞাস্য আছে। বাজপাখীতে যদি একটা ছেলে লইয়া আকাশে উড়িতে না পারে, তবে মূষিকেই কি লোহার ফাল খাইতে পারে?" "একথা বলিতেছ কেন?" "ধর্ম্মাবতার, আমি ইঁহার বাড়ীতে পাঁচশ ফাল গচ্ছিত রাখিয়াছিলাম। ইনি বলিতেছেন সেগুলি ইন্দুরে খাইয়া ফেলিয়াছে এবং ইন্দুরগুলার বিষ্ঠা পর্য্যন্ত আমায় দেখাইয়াছেন। তবেই দেখুন ধর্ম্মাবতার, ইন্দুরে যদি লাঙ্গলের ফাল খায়, তবে বাজপাখীতেই বা ছেলে লইয়া যাইবে না কেন? আর ইন্দুরে যদি ফাল খাইতে না পারে, তবে বাজপাখীতেও ছেলে লইয়া যাইতে পারে না। ইনি বলিতেছেন আমার ফালগুলি ইন্দুরে খাইয়াছে। খেয়েছে কি না খেয়েছে আপনিই তাহারও বিচার করুন।" বোধিসত্ত্ব দেখিলেন,

* এখানে 'ফালম্' এই এক বচনান্ত পদ আছে। বোধ হয় আদৌ একটী ফলক লইয়াই গল্পটী রচিত হইয়াছিল। জাতককার শেষে একটীর পরিবর্ত্তে পঞ্চশত উল্লেখ করিয়াছেন। জাতককার যে শতশত সংখ্যাটীর বড় পক্ষপাতী, তাহা পাঠক বহুবার দেখিয়াছেন।

এ ব্যক্তি "শঠে শাঠ্যং" এই নীতি প্রয়োগ করিয়া জয়লাভের উপায় করিয়াছে। অনন্তর "বা! অতি সুন্দর উপায় স্থির করিয়াছ!" বলিয়া তিনি এই গাথা পাঠ করিলেন :—

শাঠ্যের প্রয়োগ শঠে, এ অতি উপায় ভাল
করিয়াছ তুমি নির্দ্ধারণ;
ধূর্ত্তকে আবদ্ধ করি তাহার(ই) ধূর্ত্ততা-জালে,
লভিবে নিজের নষ্ট ধন।
মূষিকে যদ্যপি পারে খাইতে লাঙ্গল-ফাল,
সুকঠিন, লৌহবিনির্ম্মিত,
শ্যেন শূন্যে উড়ি যায় ধূর্ত্তের কুমারে লয়ে,
ইহা আমি বুঝিনু নিশ্চিত।
ধূর্ত্তের উপরে ধূর্ত্ত, বঞ্চকের প্রবঞ্চক!
কি সুন্দর বলিহারি যাই।
নষ্টফালে ফাল দাও নষ্টপুত্র পুত্র পাও;
অন্য কোন বিনিশ্চয় নাই।

এইরূপে নষ্টপুত্র পুত্র এবং নষ্টফাল ফাল লাভ করিয়া জীবনাবসানে স্ব স্ব কর্ম্মানুরূপ গতি প্রাপ্ত হইল।

[সমবধান—তখন এই কূট বণিক্ ছিল সেই কূট বণিক্; ঐ সাধু বণিক্ ছিল সেই সাধু বণিক্ এবং আমি ছিলাম সেই বিনিশ্চয়ামাত্য।]

☞ পঞ্চতন্ত্রেও (১।২১) ইহার অনুরূপ একটী গল্প দেখা যায়। তাহাতে কূটবণিকের পরিবর্ত্তে এক শ্রেষ্ঠী, সাধুবণিকের পরিবর্ত্তে জীর্ণধন নামক এক বণিক্‌পুত্র এবং লাঙ্গলফালের পরিবর্ত্তে একটা তুলাদণ্ড দেখা যায়।

২১৯—গর্হিত-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি-কালে এক অসন্তুষ্ট ও উৎকণ্ঠিত ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি কোন বিষয়েই মনঃসংযোগ করিতে পারিত না, সর্ব্বদা অন্যমনস্ক ও অসন্তুষ্ট থাকিত। এইজন্য ভিক্ষুরা তাহাকে একদিন শাস্তার নিকট লইয়া গেলেন। শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে, তুমি সত্য সত্যই কি উৎকণ্ঠিত হইয়াছ?" সে উত্তর দিল, "হাঁ, প্রভু।" "কেন উৎকণ্ঠিত হইয়াছ?" "ইন্দ্রিয়-তাড়নায়।" "দেখ, ইন্দ্রিয়সুখভোগেচ্ছা পূর্ব্বকালে পশুরা পর্য্যন্ত নিন্দনীয় মনে করিয়াছিল আর তুমি কি না এতাদৃশ শাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া উহাকে অভিভূত হইয়াছ—যে ইন্দ্রিয়ভোগ-বাসনা পশুদিগেরও নিন্দনীয়, তাহার জন্য উৎকণ্ঠাভোগ করিতেছ!" অনন্তর শাস্তা সেই অতীত বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব হিমবন্ত প্রদেশে বানর-যোনিতে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন। এক বনেচর তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া রাজাকে উপহার দিয়াছিল। তিনি দীর্ঘকাল রাজভবনে থাকিয়া সদাচার-পরায়ণ হইয়াছিলেন এবং মনুষ্যলোকের রীতিনীতি-সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। রাজা তাঁহার শিষ্টব্যবহারে প্রীত হইয়া সেই বনেচরকে ডাকাইয়া বলিলেন, "যেখানে এই বানরটাকে ধরিয়াছিলে, সেখানে গিয়া ইহাকে ছাড়িয়া দিয়া আইস।" বনেচর রাজার আদেশমত কার্য্য করিল।

বোধিসত্ত্ব ফিরিয়া আসিয়াছেন জানিতে পারিয়া বানরগণ তাঁহাকে দেখিবার জন্য এক বিশাল শিলাতলে সমবেত হইল এবং তাহাকে অভিনন্দন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বন্ধু, তুমি এতদিন কোথায় ছিলে?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "আমি বারাণসীর রাজভবনে ছিলাম।"

"কিরূপে মুক্তিলাভ করিলে?

"রাজা আমাকে কেলিমর্কট করিয়াছিলেন, আমার শিষ্ট ব্যবহারে প্রীত হইয়া এখন আমায় ছাড়িয়া দিয়াছেন।

"তুমি তাহা হইলে মনুষ্য লোকের রীতিনীতি শিক্ষা করিয়াছ। বলত তাহারা কি করে? আমাদের শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে।

"মনুষ্যের চরিত্রের কথা জিজ্ঞাসা করিও না।

"বলনা। আমাদের যে শুনিবার ইচ্ছা হইতেছে।

"মনুষ্য ক্ষত্রিয় হউক, ব্রাহ্মণ হউক, সকলেই কেবল 'আমার', 'আমার' বলে। এই আছে, এই নাই এ অনিত্যতজ্ঞান তাহাদের মধ্যে দেখা যায় না। সেই জ্ঞানান্ধ মূর্খদিগের চরিত্র শুন।" ইহা বলিয়া বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত গাথা দুইটী পাঠ করিলেন :—

"সোণা আমার", "রতন আমার" বলে সর্ব্বক্ষণ,
মূর্খ মানুষ আর্য্যধর্ম্ম রয়েছে বর্জ্জন।
এক ঘরে দুই কর্ত্তা তাদের, বিশ্রী একজন,
দাড়ি গোঁপ তার নাইক মুখে লম্বা দুটী স্তন।
মাথায় রাখে চুলের বেণী, বেঁধা দুটী কাণ,
কথার চোটে করে সবার ওষ্ঠাগত প্রাণ।
মূর্খ মানুষ এমন রতন কিনে আনেন ঘরে
বহুধনে, সারাজীবন দুখী হবার তরে।*

ইহা শুনিয়া বানরেরা একবাক্যে বলিল, "আর বলিতে হইবে না, আর বলিতে হইবে না, যাহা শুনিলে কাণে আঙ্গুল দিতে হয়, আমরা তাহাই শুনিলাম।" ইহা বলিয়া তাহারা দুই হস্তে স্ব স্ব কর্ণ দৃঢ়রূপে বন্ধ করিল। যে স্থানে বসিয়া এই কথা শুনিয়াছিল, তাহারা সেই স্থানেরও নিন্দা করিয়া অন্যত্র চলিয়া গেল। তদবধি ঐ স্থানের নাম 'গর্হিত-পৃষ্ঠপাষাণ' হইয়াছে।

[কথাবসানে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইল। সমবধান—তখন বুদ্ধের শিষ্যেরা ছিল সেই বানরগণ, এবং আমি ছিলাম সেই বানরেন্দ্র।]

২২০—ধর্ম্মধ্বজ-জাতক।

[দেবদত্ত শাস্তার প্রাণবধের চেষ্টা করিয়াছিল, তদুপলক্ষ্যে তিনি বেণুবনে এই কথা বলিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এ জন্মে নহে, পূর্ব্বেও দেবদত্ত আমার প্রাণবধের চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে আমি কিঞ্চিন্মাত্র ভীত হই নাই।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন।]

পুরাকালে বারাণসীতে যশঃপাণি নামে এক রাজা ছিলেন। কালক নামক এক ব্যক্তি তাঁহার সেনাপতি ছিল। তখন বোধিসত্ত্ব ছিলেন রাজার পুরোহিত; তিনি ধর্ম্মধ্বজ নামে অভিহিত হইতেন। ছত্রপাণি-নামক অপর একব্যক্তি রাজার জন্য মুকুটাদি মস্তকাভরণ নির্ম্মাণ করিত।

যশঃপাণি যথাধর্ম্ম রাজ্যশাসন করিতেন, কিন্তু তাঁহার সেনাপতি উৎকোচলোভী ছিলেন। তিনি বিচারকালে উৎকোচ লইয়া একের সম্পত্তি অপরকে দিতেন। অধিকন্তু তিনি পৃষ্ঠমাংসাদ † ছিলেন।

* ইহাতে দেখা যায় পূর্ব্বকালে লোকে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া পাত্রী সংগ্রহ করিত।

† যে পরোক্ষে পরকুৎসা করে।

একদিন এক ব্যক্তি বিনিশ্চয়ে * পরাজিত হইয়া বাহু তুলিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে বিচারালয় হইতে যাইতেছিল, এমন সময় সে বোধিসত্ত্বকে দেখিতে পাইল। বোধিসত্ত্ব তখন রাজার সহিত দেখা করিতে যাইতেছিলেন। সে বোধিসত্ত্বের পায়ে পড়িয়া নিজের পরাজয়-বৃত্তান্ত জানাইল। সে বলিল, "মহাশয়! আপনার ন্যায় ধার্ম্মিকেরা রাজাকে ধর্ম্ম ও অর্থ-সম্বন্ধে পরামর্শদানে নিযুক্ত আছেন, অথচ সেনাপতি কালক উৎকোচগ্রহণপূর্ব্বক বামের ধন শ্যামকে দিতেছে।"

এই কথায় বোধিসত্ত্বের মনে দয়ার সঞ্চার হইল। তিনি বলিলেন, "চল ভদ্র, আমি তোমার জন্য পুনর্ব্বিচার করিতেছি।" অনন্তর তিনি তাহাকে সঙ্গে লইয়া বিচারগৃহে গেলেন, সেখানে বিস্তর লোকের সমাগম হইল। বোধিসত্ত্ব প্রতিবিনিশ্চয় করিয়া যাহার সম্পত্তি তাহাকেই দেওয়াইলেন। ইহাতে সমবেত জনসমূহ "সাধু, সাধু" বলিয়া উঠিল। তাহারা এত উচ্চৈঃস্বরে সাধুকার দিতে লাগিল যে সেই শব্দ রাজার কর্ণগোচর হইল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত কোলাহলের কারণ কি?" ভৃত্যেরা জানাইল, "মহারাজ, পণ্ডিতবর ধর্ম্মধ্বজ দুর্ব্বিচারের প্রতিবিচার করিয়াছেন; সেইজন্য লোকে সাধুকার দিতেছে।"

রাজা এই সংবাদে তুষ্ট হইয়া বোধিসত্ত্বকে ডাকাইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচার্য্য, আপনি নাকি একটা বিবাদের সুবিচার করিয়াছেন?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "হাঁ, মহারাজ, কালক অন্যায় বিচার করিয়াছিলেন, আমি তাহার প্রতিবিচার করিয়াছি।" "অদ্য হইতে আপনিই বিচারকের পদ গ্রহণ করুন, তাহা হইলে আমার কর্ণের তৃপ্তি হইবে, লোকেও সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিবে।" এই প্রস্তাবে বোধিসত্ত্বের নিতান্ত অনিচ্ছা ছিল; কিন্তু রাজা কিছুতেই ছাড়িলেন না; তিনি বলিলেন, "সর্ব্বপ্রাণীর প্রতি অনুকম্পা-প্রদর্শনের জন্য আপনা-কেই বিচারপতি হইতে হইবে।" কাজেই বোধিসত্ত্ব রাজার অনুরোধ এড়াইতে পারিলেন না।

তদবধি বোধিসত্ত্ব বিচারকার্য্য-নির্ব্বাহে প্রবৃত্ত হইলেন; যাহার যে সম্পত্তি, সে তাহাই পাইতে লাগিল; কালকের উৎকোচলাভ বন্ধ হইয়া গেল। লাভের পথ রুদ্ধ হইল দেখিয়া কালক তখন রাজার নিকট বোধিসত্ত্বের নিন্দা আরম্ভ করিল। সে বলিত, "মহারাজ, আমার বোধ হয় ধর্ম্মধ্বজ পণ্ডিতের মনে এই রাজ্য লাভ করিবার লোভ জন্মিয়াছে।" রাজা প্রথম প্রথম ইহা বিশ্বাস করেন নাই; তিনি বলিতেন, "আর কখনও এমন কথা মুখে আনিও না।" অনন্তর একদিন কালক বলিল, "মহারাজ, যদি আমার কথায় অবিশ্বাস হয়, তবে ধর্ম্মধ্বজের আগমনকালে বাতায়নপথ দিয়া লক্ষ্য করিবেন, দেখিতে পাইবেন সমস্ত রাজধানীই তাহার অনুগত।" এই কথানুসারে রাজা একদিন বাতায়ন হইতে দেখিলেন, বিচারগৃহের মধ্যে বহু অর্থীপ্রত্যর্থী রহিয়াছে। তিনি মনে করিলেন, 'ইহারা সকলেই ধর্ম্মধ্বজের অনুচর।' এই অমূলক আশঙ্কায় তিনি কালকের কথা বিশ্বাস করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেনাপতি, এখন উপায়?" কালক বলিল, "মহারাজ, ইহাকে বধ করিতে হইবে।" "কোন গুরুতর দোষ না পাইলে বধ করা যায় কিরূপে?" "আমি এক উপায় বলিতেছি।" "কি উপায়?" "ইহাকে কোন অসাধ্য সাধন করিতে বলুন; তাহাতে অশক্ত হইলে সেই দোষেই ইহার প্রাণদণ্ড করা যাইবে।" "ইহার অসাধ্য কি কর্ম্ম আছে?" "মহারাজ, সারবতী ভূমিতে বৃক্ষ রোপণ করিয়া বহুযত্ন করিলেও দুই চারি বৎসরের কমে উদ্যানে ফল জন্মে না। আপনি ধর্ম্মধ্বজকে ডাকাইয়া বলুন, 'কল্য কেলি করিবার জন্য আমার একটী নূতন উদ্যান আবশ্যক। তুমি উদ্যান প্রস্তুত কর।' ধর্ম্মধ্বজ ইহা করিতে পারিবে না; আমরা সেই ছলে তাহার প্রাণবধ করিব।"

* বিনিশ্চয়—মোকদ্দমা।

রাজা বোধিসত্ত্বকে ডাকাইয়া বলিলেন, "পণ্ডিত, আমি চিরদিন পুরাতন উদ্যানে কেলি করিয়া আসিতেছি, এখন কিন্তু একটা নূতন উদ্যানে কেলি করিবার ইচ্ছা হইয়াছে। আমি কালই কেলি করিব; আপনি উদ্যান প্রস্তুত করুন, যদি না পারেন, তাহা হইলে আপনার প্রাণান্ত করিব।" এই অদ্ভুত আজ্ঞা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব ভাবিতে লাগিলেন, 'কালক উৎকোচ-লাভে বঞ্চিত হইয়া রাজাকে প্রতিকূল করিয়াছে।' অনন্তর, "দেখি, মহারাজ, পারি কি না পারি," এই উত্তর দিয়া তিনি গৃহে প্রতিগমন করিলেন এবং পরিতোষসহকারে ভোজনপূর্ব্বক চিন্তান্বিতমনে শয়ন করিয়া রহিলেন। বোধিসত্ত্বের আসন্ন বিপদে শক্রভবন উত্তপ্ত হইল।[*] শক্র ভাবিয়া দেখিলেন বোধিসত্ত্ব সঙ্কটে পড়িয়াছেন। তখন তিনি দ্রুতবেগে অবতরণ-পূর্ব্বক বোধিসত্ত্বের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন এবং আকাশে সমাসীন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "পণ্ডিত, তুমি কি চিন্তা করিতেছ?" বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে?" "আমি শক্র।" "রাজা আমাকে একটা উদ্যান প্রস্তুত করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন। সেই বিষয় ভাবিতেছি।" "পণ্ডিত, তুমি কোন চিন্তা করিও না; আমি তোমার জন্য নন্দনকাননের বা চিত্রলতা-বনের সদৃশ উদ্যান প্রস্তুত করিয়া দিতেছি। কোথায় প্রস্তুত করিব বল।" "অমুক স্থানে।" তখন শক্র নির্দ্দিষ্ট স্থানে উদ্যান-রচনাপূর্ব্বক দেবলোকে প্রতিগমন করিলেন।

পরদিন বোধিসত্ত্ব উদ্যান প্রত্যক্ষ করিয়া রাজার নিকট গিয়া বলিলেন, "মহারাজ, উদ্যান প্রস্তুত; আপনি গিয়া কেলি করুন।" রাজা দেখিলেন বিচিত্র উদ্যান প্রস্তুত হইয়াছে। তাহা মনঃশিলাবর্ণের, অষ্টাদশহস্তপ্রমাণ প্রাকার দ্বারা পরিবেষ্টিত, দ্বার-তোরণপরিশোভিত এবং পুষ্পফলাবনত নানাবৃক্ষপরিপূর্ণ। তিনি অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া কালককে বলিলেন, "পণ্ডিত আমার আজ্ঞা পালন করিয়াছেন; এখন কি কর্ত্তব্য?" কালক বলিল, "মহারাজ! যে একরাত্রির মধ্যে এইরূপ উদ্যান প্রস্তুত করিতে পারে, সে কি আপনার রাজ্যও গ্রহণ করিতে পারে না?" "এখন করা যায় কি?" "আমরা ইহাকে আর একটা অসাধ্য কাজ করিতে বলিব।" "কি কাজ?" "সপ্তরত্নময়ী পুষ্করিণী প্রস্তুত করিতে আজ্ঞা দিব।" "বেশ, তাহাই করা যাউক।" অনন্তর রাজা বোধিসত্ত্বকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "আচার্য্য! আপনি উদ্যান প্রস্তুত করিয়াছেন, এখন ইহার উপযুক্ত সপ্তরত্নময়ী একটা পুষ্করিণী প্রস্তুত করুন। তাহা না পারিলে আপনার প্রাণদণ্ড হইবে।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "যে আজ্ঞা, মহারাজ, পারি ত করিব।"

শক্র বোধিসত্ত্বের হিতার্থ অপূর্ব্ব শোভাসম্পন্না, শততীর্থ ও সহস্রবঙ্কবিশিষ্টা এবং পঞ্চবিধ-পদ্মপরিশোভিতা নন্দনসরোবরসদৃশী এক পুষ্করিণী প্রস্তুত করিয়া দিলেন। বোধিসত্ত্ব পরদিন তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া রাজার নিকট বলিলেন, "মহারাজ, আপনার পুষ্করিণী প্রস্তুত।" তাহা দেখিয়া রাজা কালককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন করা যায় কি?" "মহারাজ, অনুমতি দিন যে উদ্যানের অনুরূপ একটা গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হইবে।" তখন রাজা বোধিসত্ত্বকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "আচার্য্য, এই উদ্যানের ও পুষ্করিণীর অনুরূপ সর্ব্বত্র গজদন্তময় একটী গৃহ নির্ম্মাণ করুন; তাহা না পারিলে আপনার প্রাণ যাইবে।"

শক্র গৃহও প্রস্তুত করিয়া দিলেন এবং বোধিসত্ত্ব তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া রাজাকে জানাইলেন। রাজা গৃহ দেখিয়া কালককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন কি করিতে বল?" কালক বলিল, "আজ্ঞা দিন যে গৃহের অনুরূপ একটা মণি চাই।" রাজা বোধিসত্ত্বকে

[*] বৌদ্ধসাহিত্যে ধার্ম্মিকের বিপদে শক্রের আসন বা ভবন উত্তপ্ত হয় এইরূপ দেখা যায় (জাতক ১৯২, ৩১০ ইত্যাদি)। হিন্দুদিগের মতে ভক্তের বিপদে দেবতার আসন টলে।

বলিলেন, "আচার্য্য, এই গজদন্তময় গৃহের অনুরূপ এমন একটা মণি চাই, যাহার আলোকে আমি বিচরণ করিতে পারিব। আপনি যদি ইহা সংগ্রহ করিতে না পারেন, তাহা হইলে আপনার প্রাণ যাইবে।"

শক্র রাজার আদেশমত মণিও আনিয়া দিলেন এবং বোধিসত্ত্ব পরদিন উহা প্রত্যক্ষ করিয়া রাজাকে জানাইলেন। রাজা মণি দেখিয়া কালককে জিজ্ঞসা করিলেন, "এখন উপায়?" "মহারাজ! আমার বোধ হইতেছে যে ধর্ম্মধ্বজব্রাহ্মণের ঈপ্সিতার্থদায়িনী কোন দেবতা আছেন। অতএব ইহাকে এমন কোন কাজ দিন, যাহা দেবতাদিগেরও সাধ্যাতীত। চতুর্ব্বিধ গুণযুক্ত মনুষ্য দেবতারাও সৃষ্টি করিতে পারেন না।* অতএব আপনি বলুন চতুর্ব্বিধ গুণযুক্ত এক উদ্যানপালক আবশ্যক।" তদনুসারে রাজা বোধিসত্ত্বকে ডাকিয়া বলিলেন, "আচার্য্য, আপনি আমার জন্য উদ্যান, পুষ্করিণী ও গজদন্তময় প্রাসাদ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন; তাহাতে আলোক দিবার জন্য মণির ব্যবস্থা করিয়াছেন, এখন উদ্যানরক্ষার্থে চতুর্ব্বিধগুণযুক্ত এক উদ্যানপাল দিন, নচেৎ আপনার প্রাণ থাকিবে না।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "বেশ, যদি সাধ্য হয়, দিব।" অনন্তর তিনি গৃহে গিয়া পরিতোষসহকারে আহার করিলেন এবং প্রত্যূষে নিদ্রাত্যাগ করিয়া শয্যায় উপবেশনপূর্ব্বক চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'দেবরাজ শক্র আত্মশক্তিবলে যাহা পারেন, তাহা ত সম্পন্ন করিয়াছেন, কিন্তু চতুর্ব্বিধ গুণযুক্ত উদ্যানপাল সৃষ্টি করা তাঁহার সাধ্যের অতীত। অতএব পরের হাতে পড়িয়া জীবন দেওয়া অপেক্ষা আমার পক্ষে বরং অরণ্যে গিয়া অনাথ অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া শ্রেয়স্কর।' অনন্তর তিনি কাহারও সহিত বাক্যালাপ না করিয়া প্রাসাদ হইতে অবতরণ করিলেন, এবং সিংহদ্বার দিয়া নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বনে চলিয়া গেলেন। সেখানে তিনি এক বৃক্ষমূলে ধ্যানস্থ হইয়া সাধুদিগের সমাচরিত ধর্ম্ম† চিন্তা করিতে লাগিলেন। শক্র এই ব্যাপার জানিতে পারিয়া বনেচরবেশে বোধিসত্ত্বের নিকট আবির্ভূত হইয়া বলিলেন, "ব্রাহ্মণ! তুমি সুকুমার; তুমি এই অরণ্যে বসিয়া কি করিতেছ? তোমার মুখ দেখিলে মনে হয় যেন তুমি পূর্ব্বে কখনও দুঃখ ভোগ কর নাই।" এই প্রশ্ন করিবার সময় শক্র নিম্নলিখিত গাথা বলিলেন :—

"সুখসম্বর্দ্ধিত তুমি হেন মনে লয়,
গৃহ ছাড়ি বনে কেন লয়েছ আশ্রয়?
দীনভাবে তরুমূলে একাকী বসিয়া
কি চিন্তায় মগ্ন আছে বল তব হিয়া।"

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :—

"সুখ-সম্বর্দ্ধিত আমি, নাহিক সংশয়,
রাজ্য ছাড়ি তবু বনে লয়েছি আশ্রয়।
একাকী তরুমূলে দীনভাবে বসি
সদ্ধর্ম্ম লক্ষণ† আমি ভাবি দিবানিশি।"

তখন শক্র বলিলেন, "যদি সদ্ধর্ম্মচিন্তাই তোমার উদ্দেশ্য, তবে এখানে বসিয়া কেন?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "রাজা চতুর্ব্বিধ গুণবিশিষ্ট একজন উদ্যানপাল নিযুক্ত করিতে আজ্ঞা

* Cf. "The King can make a belted knight,
A marquis, duke and a' that,
But an honest man's aboon his might,
Guid faith, he manna fa that—Burns.

† সাধুজন-সমাচরিত ধর্ম্ম অর্থাৎ লাভ, অলাভ, যশঃ, অযশঃ, নিন্দা, প্রশংসা, সুখ, দুঃখ—এই অষ্টবিধ লোকধর্ম্ম হইতে মুক্তি।

করিয়াছেন; কিন্তু আমি ঈদৃশ কোন লোক দেখিতে পাই নাই। সুতরাং ভাবিলাম রাজধানীতে থাকিয়া মনুষ্যহস্তে প্রাণত্যাগ করি কেন? অরণ্যে গিয়া একাকী প্রাণ বিসর্জ্জন করিব। সেই কারণেই এখানে আসিয়া বসিয়া আছি।" "ব্রাহ্মণ, আমি দেবরাজ শক্র। আমি ইতঃপূর্ব্বে তোমার জন্য উদ্যান প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলাম। চতুর্ব্বিধগুণযুক্ত উদ্যানপাল সৃষ্টি করা কাহারও সাধ্য নহে। কিন্তু তোমাদের দেশে ছত্রপাণি নামে এক ব্যক্তি আছেন, তিনি রাজার শিরোভূষণ প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া থাকেন; ঐ মহাত্মা চতুর্ব্বিধ গুণযুক্ত। তুমি গিয়া তাঁহাকেই উদ্যানপালের পদে নিযুক্ত করাও।" শক্র বোধিসত্ত্বকে এই কথা বলিয়া এবং অভয় দিয়া দেবনগরে প্রতিগমন করিলেন।

বোধিসত্ত্ব গৃহে ফিরিয়া প্রাতরাশ সমাপনপূর্ব্বক রাজদ্বারে গমন করিলেন এবং ছত্রপাণিকে সেখানেই দেখিতে পাইয়া তাঁহার হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি নাকি চতুর্ব্বিধগুণ-বিশিষ্ট?" ছত্রপাণি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি যে চতুর্ব্বিধগুণবিশিষ্ট এ কথা আপনাকে কে বলিল?" "দেবরাজ শক্র বলিয়াছেন।" "কেন বলিলেন?" ইহার উত্তরে বোধিসত্ত্ব আনু-পূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন। তাহা শুনিয়া ছত্রপাণি বলিলেন, "হাঁ, আমার চতুর্ব্বিধ গুণ আছে বটে।" তখন বোধিসত্ত্ব হাত ধরিয়া তাঁহাকে রাজার নিকট লইয়া গেলেন এবং বলিলেন, "মহারাজ, এই ছত্রপাণি চতুর্ব্বিধগুণবিশিষ্ট, যদি উদ্যানপালের প্রয়োজন থাকে, তবে ইঁহাকেই নিযুক্ত করুন। রাজা ছত্রপাণিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে, তুমি কি চতুর্ব্বিধ-গুণসম্পন্ন?" ছত্রপাণি বলিলেন, "হাঁ, মহারাজ।" "তোমার কি কি চারি গুণ আছে?"

"অসূয়ার বশ হই না কখন,
করি নাক আমি মাদক সেবন,
স্নেহ কিংবা ক্রোধ কিছুই আমার
না পারে করিতে চিত্তের বিকার।"

ইহা শুনিয়া রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছত্রপাণে। তুমি কি বলিতেছ যে তুমি অসূয়া-শূন্য?" ছত্রপাণি উত্তর দিলেন, "হাঁ মহারাজ, আমি অসূয়াশূন্য।" "কি দেখিয়া তুমি অসূয়া ত্যাগ করিয়াছ?" "বলিতেছি, মহারাজ।" অনন্তর ছত্রপাণি নিজের অসূয়াত্যাগের কারণ বুঝাইবার জন্য নিম্নলিখিত গাথা বলিলেন:—

পূর্ব্বজন্মে আমি ছিলাম নৃপতি, কামিনীকুহকে পড়ি
নিজ পুরোহিতে চাহিনু দণ্ডিতে নিগড়ে নিবদ্ধ করি।
কিন্তু সেই সাধু তত্ত্বজ্ঞান দিয়া ফিরাইলা মোর মন,
তদবধি আমি অসূয়া ত্যজিতে শিখিলাম, হে রাজন্! *

---

* এই গাথার প্রাচীন কথা জানিবার জন্য ১২০-সংখ্যক (বন্ধনমোক্ষ) জাতকের অতীতবস্তু দ্রষ্টব্য। পালি টীকাকার ইহার নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন:—

"পূর্ব্বজন্মে আমি এই বারাণসী নগরেই আপনার ন্যায় রাজা ছিলাম এবং এক কামিনীর চক্রান্তে পড়িয়া নিজের পুরোহিতকে বন্দী করিয়াছিলাম।

অবদ্ধ যে জন, তাহার(ও) বন্ধন হয় সংঘটন তথা,
মূর্খের বচন শুনি সর্ব্বজন পাপে রত থাকে যথা।
পণ্ডিতের বাণী অদ্ভুত এমনি, তাহার মহিমবলে
নিগড়নিবদ্ধ মুক্তিলাভ করি চলি যায় অবহেলে।"

এই জাতকে যেমন যশঃপাণি বারাণসীর রাজা ছিলেন বলিয়া উল্লেখ আছে, সেইরূপ পুরাকালে এক সময়ে এই ছত্রপাণিই বারাণসীর রাজা ছিলেন। তাঁহার মহিষী চতুঃষষ্টি রাজভৃত্যের সহিত পাপাচরণ করিয়াছিলেন এবং বোধিসত্ত্বকেও প্রলুব্ধ করিবার চেষ্টায় ছিলেন, কিন্তু বোধিসত্ত্ব তাঁহার মনোরথ পূর্ণ না করায় তিনি তাহার বিনাশসাধনার্থ রাজার নিকট মিথ্যা পরীবাদ করেন, তজ্জন্য রাজা বোধিসত্ত্বকে বন্দী করেন। কিন্তু

অতঃপর রাজা জিজ্ঞাসিলেন, "সৌম্য ছত্রপাণে, কি দেখিয়া তুমি মদ্যপান ত্যাগ করিয়াছ?" ইহার উত্তরে ছত্রপাণি নিম্নলিখিত গাথা বলিলেন :—

> সুরাপানে মত্ত হয়ে পুত্রমাংস করিনু ভক্ষণ,
> সেই শোকে, মহারাজ, করিয়াছি সুরারে বর্জ্জন। *

তখন রাজা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার স্নেহবর্জ্জনের হেতু কি?" ছত্রপাণি নিম্নলিখিত গাথা দ্বারা স্নেহবর্জ্জনের কারণ ব্যাখ্যা করিলেন :—

> ছিনু পূর্ব্বে রাজা আমি, কৃতবাসা নাম,
> অখণ্ড প্রতাপে আমি রাজ্য পালিতাম।
> প্রত্যেকবুদ্ধের পাত্র করিয়া ভঞ্জন
> পুত্র মোর চলি গেল শমন-সদন।

বোধিসত্ত্ব তাঁহাকে প্রকৃত বৃত্তান্ত বুঝাইয়া দিয়া মুক্তিলাভ করেন এবং তাঁহার অনুরোধে সেই চতুঃষষ্টি ভৃত্য ও মহিষী পর্য্যন্ত ক্ষমাপ্রাপ্ত হন। এই জন্যই ছত্রপাণি বলিয়াছিলেন—

"পূর্ব্বজন্মে আমি ছিলাম নৃপতি" ইত্যাদি।

"আমি তখন ভাবিয়াছিলাম, ষোড়শ সহস্র রমণী ত্যাগ করিয়া এই এক রমণীতে আসক্ত হইয়াছি, অথচ ইহার প্রবৃত্তি পরিতুষ্ট করিতে পারিতেছি না! রমণীদিগের ক্রোধ দুর্দ্দমনীয়। পরিহিতবস্ত্র মলিন হইলে 'ইহা কেন মলিন হইল' ভাবিয়া, কিংবা ভুক্ত অন্ন মলে পরিণত হইলে 'ইহা কেন মল হইল' ভাবিয়া ক্রুদ্ধ হওয়াও যেমন অকারণ, রমণীদিগের ক্রোধও সেইরূপ অকারণ। অতএব আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, কখনও ক্রোধের বা অসূয়ার বশীভূত হইব না, কারণ তাহা হইলে অর্হত্ত্বলাভের ব্যাঘাত ঘটিবে।' এই জন্যই ছত্রপাণি বলিয়াছিলেন, 'তদবধি আমি অসূয়া ত্যজিতে শিখিলাম, হে রাজন্।"

* পালিটীকাকার এই উক্তি কথার নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন :—

"আমি পুরাকালে আপনারই মত বারাণসীর রাজা ছিলাম। তখন আমি মদ্যপান বিনা থাকিতে পারিতাম না, মাংস বিনা আহার করিতে পারিতাম না। তখন বারাণসীতে পোষধ-দিনে পশুবধ নিষিদ্ধ ছিল। এইজন্য আমার পাচক শুক্লপক্ষের চতুর্দ্দশীর দিন কিছু মাংস সংগ্রহ করিয়াছিল, কিন্তু রাখিবার অসাবধানতা বশতঃ কুকুরে ঐ মাংস খাইয়া ফেলে। পোষধ-দিবসে পাচক দেখিল মাংস নাই; কাজেই অন্যান্য দিন যেমন নানাবিধ উৎকৃষ্ট খাদ্য প্রস্তুত করিয়া প্রাসাদে গিয়া থাকে, সেদিন সেরূপ করিবার উপায় দেখিল না। সে রাণীর নিকট গিয়া বলিল, "দেবি, আজ মাংস পাইলাম না, রাজার সম্মুখে মাংসহীন খাদ্যও লইতে সাহস হইতেছে না, বলুন এখন আমি করি কি?' রাণী বলিলেন, "দেখ বাপু, রাজা আমার ছেলেটীকে বড় ভালবাসেন, ছেলে দেখিলে তাহাকে চুম্বন ও আলিঙ্গন করিবার সময় তিনি নিজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ভুলিয়া যান। আমি তাহাকে সাজাইয়া রাজার কোলে দিব; তিনি তাহার সঙ্গে খেলা করিতে থাকিবেন। সেই সময়ে তুমি খাদ্য লইয়া উপস্থিত হইবে।" অনন্তর রাণী পুত্রটীকে সুন্দররূপে সাজাইয়া আমার কোলে দিয়া আসিলেন এবং আমি তাহার সঙ্গে ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলে পাচক খাদ্য লইয়া উপস্থিত হইল। আমি তখন সুরামদে মত্ত ছিলাম, পাত্রে মাংস দেখিতে না পাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলাম, "মাংস কোথায়?" পাচক বলিল, "মহারাজ, অদ্য পোষধ দিন, পশুবধ করিবার নিয়ম নাই বলিয়া মাংস সংগ্রহ করিতে পারি নাই।" "বটে, আমার খাবার জন্য মাংস দুর্লভ।" ইহা বলিয়া আমি ক্রোড়স্থিত পুত্রের ঘাড় ভাঙ্গিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিলাম এবং পাচকের সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া বলিলাম, "যা, এখনই পাক করিয়া আন্।" পাচক তাহাই করিল, আমি পুত্র-মাংসের সহিত অন্ন আহার করিলাম। আমার ভয়ে কেহ কাঁদিতে, বিলাপ করিতে বা একটীমাত্র কথাও বলিতে পারিল না।

আমি ভোজনান্তে শয়ন করিয়া নিদ্রা গেলাম এবং প্রত্যূষে নেশা ভাঙ্গিলে, "আমার ছেলে কোথায়? তাহাকে লইয়া আইস" এই কথা বলিলাম। তাহা শুনিয়া রাণী কাঁদিতে কাঁদিতে আমার পায়ে পড়িলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ভদ্রে, কাঁদিতেছ কেন বল।" তিনি বলিলেন, "মহারাজ, আপনি কল্য পুত্রের প্রাণসংহার করিয়া তাহার মাংস দিয়া অন্ন গ্রহণ করিয়াছেন।" তখন আমি পুত্রশোকে বহু রোদন ও বিলাপ করিলাম, বুঝিলাম সুরাপানই আমার সর্ব্বনাশের মূল। অনন্তর আমি ছাই লইয়া মুখে ঘসিয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম আর কখনও এরূপ সর্ব্বনাশিনী সুরাকে স্পর্শ করিব না, কারণ সুরাপানে আসক্ত থাকিলে আমি কখনও অর্হত্ত্ব লাভ করিতে পারিব না।"

এই অতীত কথার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই ছত্রপাণি বলিয়াছিলেন,—'সুরাপানে মত্ত হয়ে' ইত্যাদি।

তদবধি, মহারাজ, স্নেহত্যাগ করি,
জন্মজন্মান্তরে আমি সর্ব্বত্র বিচরি।*

পরিশেষে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি ক্রোধহীন হইলে কিরূপে?" ইহার উত্তরে ছত্রপাণি নিম্নলিখিত গাথা বলিলেন :—

"পূর্ব্বে এক জন্মে আমি ধরিয়া "অরক" নাম
সপ্তবর্ষ মৈত্রী চিন্তা করিছিনু অবিরাম,
সেই ফলে সপ্তকল্প ব্রহ্মলোকে বাস করি,
ক্রোধ আমি ত্যজিয়াছি মৈত্রীর মহিমা স্মরি।"

ছত্রপাণি এইরূপে নিজের চতুর্ব্বিধ গুণ ব্যাখ্যা করিলে রাজা অনুচরদিগকে ইঙ্গিত করিলেন; অমনি অমাত্য, ব্রাহ্মণ, গৃহপতি প্রভৃতি সকলে একবাক্যে বলিয়া উঠিল, "অরে উৎকোচখাদক, দুষ্ট চোর কালক! তুই উৎকোচলাভ করিতে না পারিয়া পরীবাদ দ্বারা এই পণ্ডিতের প্রাণ সংহার করিতে চা'স্।" অনন্তর তাহারা কালকের হাত পা ধরিয়া ফেলিল, তাহাকে প্রাসাদ হইতে নামাইয়া আনিল, পাষাণ, মুদ্গর প্রভৃতি যে যাহা পাইল, তদ্দ্বারা প্রহার করিয়া তাহার মস্তক ভগ্ন করিল এবং, যখন সে মরিয়া গেল, তখন পা ধরিয়া টানিতে টানিতে তাহার দেহটা আবর্জনাস্তূপের উপর ফেলিয়া দিল।

অতঃপর যশঃপাণি যথাধর্ম্ম রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন এবং জীবনান্তে কর্ম্মানুরূপ গতি লাভ করিলেন।

* পালি টীকাকার এই অতীত কথার নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা দিয়াছেন :—"মহারাজ, আমি পূর্ব্বে এই বারাণসীতেই রাজত্ব করিতাম। তখন আমার নাম ছিল কৃতবাসা। আমার একটী পুত্র জন্মিয়াছিল। দৈবজ্ঞেরা লক্ষণ পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছিলেন যে সে পানীয়ের অভাবে প্রাণত্যাগ করিবে। তাহার নাম রাখা হইয়াছিল দুষ্টকুমার। সে বয়ঃপ্রাপ্তির পর উপরাজের কাজ করিত, আমি তাহাকে হয় সম্মুখে, নয় পশ্চাতে, সর্ব্বদা সঙ্গে সঙ্গে রাখিতাম, পাছে পানীয়ের অভাবে তাহার প্রাণবিয়োগ হয়, এই আশঙ্কায় নগরের চতুর্দ্বারে ও মধ্যভাগে নানাস্থানে পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলাম, প্রতি চতুষ্কে মণ্ডপ নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে জলপূর্ণ কলসী রাখাইয়াছিলাম। সে একদিন বিচিত্র বেশভূষা গ্রহণ করিয়া নিজেই উদ্যানে যাইতেছিল, এমন সময় পথে এক জন প্রত্যেকবুদ্ধ দেখিতে পাইল। বহু লোকে প্রত্যেকবুদ্ধের দর্শন পাইয়া কেহ তাঁহাকে প্রণাম করিতেছিল, কেহ তাঁহার গুণগান করিতেছিল, এবং কেহ বা তাঁহাকে দূর হইতেই কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণাম করিতেছিল। আমার পুত্র ভাবিল, 'মাদৃশ ব্যক্তি যাইতেছে দেখিয়াও লোকে এই মুণ্ডিতমস্তক ভিক্ষুকে প্রণাম করিতেছে ও প্রশংসা করিতেছে!' সে কুপিত হইয়া হস্তিপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিল এবং প্রত্যেকবুদ্ধের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি ভিক্ষা পাইয়াছ কি?' প্রত্যেকবুদ্ধ বলিলেন, 'হাঁ কুমার, ভিক্ষা পাইয়াছি।' তখন কুমার তাঁহার হস্ত হইতে ভিক্ষাপাত্র লইয়া ভূমিতে নিক্ষেপ করিল, পদাঘাতে উহা চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিল এবং ভোজ্যের সহিত ভগ্নপাত্রখণ্ডগুলি পদমর্দ্দিত করিতে লাগিল। 'অহো, এই জীব বিনষ্ট হইল!' ইহা বলিয়া প্রত্যেকবুদ্ধ তাহার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। কুমার বলিল, 'দেখিতেছ কি? আমি মহারাজ কৃতবাসার পুত্র, আমার নাম দুষ্টকুমার। তুমি ক্রুদ্ধ হইয়া ও বিস্ফারিত-নেত্রে অবলোকন করিয়া আমার কি অনিষ্ট করিবে?'

ভোজ্যবস্তু হইতে বঞ্চিত হইয়া প্রত্যেকবুদ্ধ আকাশে উত্থিত হইলেন এবং উত্তর হিমবন্তের অন্তঃপাতী নন্দপর্ব্বতের মূলদেশস্থ এক গুহায় চলিয়া গেলেন। এদিকে সেই মুহূর্ত্তেই কুমারের পাপপরিণাম দেখা দিল; সে 'পুড়ে গেল', 'পুড়ে গেল' বলিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। তাহার সমস্ত শরীর দগ্ধ হইতে লাগিল এবং ভীষণ যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া সে পথের উপরই পড়িয়া গেল। নিকটে যেখানে যেখানে জল ছিল সমস্ত শুকাইয়া গেল, পয়ঃপ্রণালী [মূলে 'মাতিকা' (মাতৃকা) এই শব্দ আছে।] পর্য্যন্ত বিশুষ্ক হইল, কুমার নিমেষের মধ্যে সেখানেই বিনষ্ট হইয়া অবীচিতে প্রস্থান করিল।

আমি সংবাদ শুনিলাম, শোকে অভিভূত হইলাম, কিন্তু শেষে ভাবিলাম, আমার এই শোক প্রিয়বস্তু হইতে উৎপন্ন, আমি যদি স্নেহপরায়ণ না হইতাম, তাহা হইলে শোকও পাইতাম না। তদবধি আমি চেতনাচেতন কোন পদার্থেই সঞ্জাতস্নেহ হই না।"

অনন্তর সেই ব্যক্তি কাষায় বস্ত্র পরিধান করিল, মস্তকে উষ্ণীষ গ্রহণ করিল এবং প্রত্যেক-বুদ্ধের বেশে অস্ত্র লইয়া, বনভূমিতে যে পথে হস্তীরা যাতায়াত করিত, সেখানে গমন করিল। অতঃপর সে হস্তী মারিত এবং তাহাদের দন্ত সংগ্রহ করিয়া বারাণসীতে বিক্রয় করিত। এইরূপে তাহার জীবিকা নির্ব্বাহ হইত।

এইরূপে কিয়দ্দিন অতিবাহিত হইলে সে, বোধিসত্ত্বের অনুচর হস্তীদিগের মধ্যে যখন যেটা সর্ব্বপশ্চাতে থাকিত তাহাকেও মারিতে আরম্ভ করিল। প্রতিদিন নিজেদের সংখ্যা হ্রাস হইতেছে দেখিয়া হস্তীরা বোধিসত্ত্বকে জিজ্ঞাসা করিল, "আমাদের সংখ্যা কমিতেছে কেন?" বোধিসত্ত্ব চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'এক ব্যক্তি প্রত্যেকবুদ্ধের বেশ ধারণ করিয়া হস্তীদিগের গমনাগমন-পথের একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া থাকে; সেই হস্তীদিগকে নিহত করিতেছে কি? একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইতেছে।' অনন্তর একদিন তিনি দলস্থ সমস্ত হস্তী অগ্রে দিয়া নিজে পশ্চাতে রহিলেন। লোকটা বোধিসত্ত্বকে দেখিয়া অস্ত্র তুলিল। বোধিসত্ত্ব ফিরিয়া দাঁড়াইলেন এবং উহাকে ভূমিতে ফেলিয়া মারিবার অভিপ্রায়ে শুণ্ড বিস্তার করিলেন। কিন্তু তাহার পরিহিত কাষায় বস্ত্র দেখিয়া ভাবিলেন, 'ইহার না হউক, এ যে সাধুজন-চিহ্ন কাষায়বস্ত্র পরিধান করিয়াছে, তাহার মর্য্যাদা রক্ষা করা কর্ত্তব্য।' ইহা ভাবিয়া তিনি শুণ্ড প্রতিসংহার করিয়া বলিলেন, "দেখ বাপু, এই সাধুজনপরিধেয় বস্ত্র তোমার উপযুক্ত নহে। তুমি কেন এ বস্ত্র পরিধান করিয়াছ?" অনন্তর তিনি এই গাথা দুইটী বলিলেন :—

> পারে নাই করিতে যে রিপুর দমন,
> সে চায় কাষায় বস্ত্র করিতে ধারণ।
> সত্যদ্বেষী অসংযমী নরাধম যারা,
> কভু নহে কাষায়ের উপযুক্ত তারা।
>
> রিপুগণে করেছেন যাঁহারা দমন,
> দান্ত, শীলবান্, সদা সত্যপরায়ণ।
> এহেন ত্রিলোকপূজ্য সাধুজন যাঁরা,
> কাষায়ের উপযুক্ত কেবল তাঁহারা।

বোধিসত্ত্ব সেই লোকটাকে এইরূপে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, "আবার কখনও এ অঞ্চলে আসিও না, আসিলে তোমার মৃত্যু অবধারিত।" ইহাতে ভয় পাইয়া সে তখনই পলায়ন করিল।

[সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল সেই হস্তিহন্তা পুরুষ এবং আমি ছিলাম সেই যূথপতি।]

২২২—চুল্লনন্দিক-জাতক।*

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে দেবদত্তের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। একদিন ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া বলাবলি করিতে লাগিলেন, "দেখ, দেবদত্ত কি নিষ্ঠুর, পরুষ ও নির্ম্মম, সে সম্যক্‌সম্বুদ্ধকে নিহত করিবার জন্য ঘাতক নিযুক্ত করিয়াছিল, শিলা নিক্ষেপ করিয়াছিল, নালাগিরিকে † নিয়োজিত করিয়াছিল। তথাগতের সম্বন্ধে তাহার মনে বিন্দুমাত্র ক্ষান্তি, মৈত্রী ও দয়ার ভাব দেখা যায় না।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং প্রশ্নদ্বারা তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিয়া বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এ জন্মে নহে, পূর্ব্ব জন্মেও দেবদত্তের প্রকৃতি অতি নিষ্ঠুর, পরুষ ও নির্দ্দয় ছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব হিমবন্ত প্রদেশে বানররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম ছিল মহানন্দিক। তিনি এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা চুল্লনন্দিক

---

* চুল = চুল্ল = ক্ষুদ্র। এই 'ক্ষুদ্র' শব্দ হইতে 'খুল্ল' এবং বাঙ্গালা 'খুড়া' শব্দ হইয়াছে।

† নালাগিরির সম্বন্ধে প্রথম খণ্ডের ২৮৫ ম পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য।

হিমবন্ত প্রদেশে বাস করিতেন। অশীতিসহস্র বানর তাঁহাদের অনুচর ছিল। এতদ্ভিন্ন তাঁহাদিগকে নিজের অন্ধ গর্ভধারিণীর রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইত।

তাঁহারা মাতাকে শয়নগুল্মে রাখিয়া অরণ্যে প্রবেশ করিতেন এবং মধুর ফল পাইলে তাহা মাতার নিকট পাঠাইয়া দিতেন। কিন্তু যাহারা ফল লইয়া আসিত, তাহারা অন্ধ বানরীকে তাহা দিত না, কাজেই সে ক্ষুধায় পীড়িতা হইয়া অস্থিচর্ম্মাবশেষা হইয়াছিল। একদিন বোধিসত্ত্ব তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমরা প্রতিদিন তোমার জন্য সুমিষ্ট ফল পাঠাইয়া থাকি; অথচ তুমি ক্রমে ক্ষীণ হইতেছ, ইহার কারণ কি?" বানরী বলিল, "কৈ বাপ? আমি ত কোন ফল পাই না।"

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বিবেচনা করিলেন, 'আমি যদি যূথের রক্ষণাবেক্ষণে ব্যস্ত থাকি, তবে মার প্রাণ রক্ষা হইবে না; অতএব যূথ ত্যাগ করিয়া এখন হইতে কেবল মায়েরই সেবাশুশ্রূষায় নিরত থাকিতে হইবে।' ইহা স্থির করিয়া তিনি চুল্লনন্দিককে ডাকিয়া বলিলেন, "ভাই, তুমি যূথরক্ষার ভার লও, আমি মায়ের সেবাশুশ্রূষা করিব।" সে বলিল, "দাদা, আমার যূথরক্ষার প্রয়োজন নাই, আমিও মায়ের সেবা করিব।" এইরূপে দুই সহোদরে একই সঙ্কল্প করিয়া যূথত্যাগ করিলেন, মাতাকে লইয়া হিমালয় হইতে নামিয়া আসিলেন এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে, এক বটবৃক্ষতলে, বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া মাতার সেবা করিতে লাগিলেন।

বারাণসীবাসী এক ব্রাহ্মণপুত্র তক্ষশিলায় গিয়া কোন সুবিখ্যাত আচার্য্যের নিকট সর্ব্ববিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিল। সে যখন গৃহে প্রতিগমন করিবার জন্য আচার্য্যের অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিল, তখন আচার্য্য অঙ্গবিদ্যাপ্রভাবে তাঁহার চরিত্রের নিষ্ঠুরতা, পারুষ্য ও নির্ম্মমতা জানিতে পারিয়া বলিয়াছিলেন, "বৎস, তুমি অতি নিষ্ঠুর, পরুষ ও নির্ম্মম; এরূপ প্রকৃতির লোকের চিরদিন কখনও ভাল যায় না; কোন না কোন সময়ে তাহাদের মহাদুঃখ ও মহাবিনাশ অবশ্যম্ভাবী। অতএব তুমি নিষ্ঠুর স্বভাব পরিহার কর; যাহাতে অনুতাপ জন্মে কখনও সেরূপ কাজ করিও না।" এই উপদেশ দিয়া আচার্য্য তাহাকে বিদায় দিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণপুত্র আচার্য্যকে প্রণাম করিয়া বারাণসীতে ফিরিয়াছিল এবং বিবাহ করিয়া সংসারী হইয়াছিল। কিন্তু অন্য কোন বিদ্যায় জীবিকা নির্ব্বাহের সুবিধা না পাইয়া সে স্থির করিয়াছিল, যে ধনুর্ব্বিদ্যাপ্রভাবেই গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় করিয়া লইব।

ব্যাধবৃত্তিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহের সঙ্কল্প করিয়া সে বারাণসী পরিত্যাগপূর্ব্বক এক প্রত্যন্ত গ্রামে গিয়া বাস করিয়াছিল। সে ধনু ও তূণীর লইয়া বনে বনে বিচরণ করিত এবং মৃগ বধ করিয়া তাহাদের মাংসবিক্রয় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। সে একদিন বনে কিছুই না পাইয়া ফিরিবার সময় অঙ্গন-প্রান্তস্থিত* সেই বটবৃক্ষ দেখিয়া ভাবিল, 'দেখা যাউক, এই গাছে কিছু পাওয়া যায় কি না।' অনন্তর সে ঐ বটবৃক্ষের অভিমুখে গেল।

ঐ সময়ে মহানন্দিক ও চুল্লনন্দিক মাতাকে ফলমূলাদি ভোজন করাইয়া তাহার পশ্চাতে বিটপান্তরে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহারা ব্যাধকে আসিতে দেখিয়া ভাবিলেন, 'ব্যাধ যদি মাকে দেখিতেই পায়, তাহা হইলেও বোধ হয় কোন ভয়ের কারণ নাই।' এই বিশ্বাসে তাঁহারা শাখাসমূহের মধ্যে লুকাইয়া রহিলেন।

* "অঙ্গনপরিয়ন্তে ঠিতং"। এখানে 'অঙ্গন' শব্দে অরণ্যমধ্যস্থ 'খোলা যায়গা' অর্থাৎ যেখানে কোন গাছপালা নাই এরূপ স্থান বুঝিতে হইবে। ইংরাজী অনুবাদক ইহার পরিবর্ত্তে glade শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।

এদিকে সেই নিষ্ঠুর ব্যক্তি অন্ধা জরাজীর্ণা বানরীকে দেখিয়া ভাবিল, 'খালি হাতে ফিরি কেন? এই বানরীকে মারিয়া লইয়া যাই।' তখন সে বানরীকে বিদ্ধ করিবার জন্য ধনু উত্তোলন করিল। তাহা দেখিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "ভাই চুল্লনন্দিক, লোকটা দেখিতেছি আমাদের মাকে মারিবার ইচ্ছা করিয়াছে। আমি মায়ের প্রাণরক্ষা করিতেছি। আমার মৃত্যু ঘটিলে তুমি মায়ের সেবা শুশ্রূষা করিও।" ইহা বলিয়া তিনি শাখান্তরাল হইতে বাহির হইলেন এবং ব্যাধকে সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন, "মহাশয়, আমার মাতাকে শরবিদ্ধ করিবেন না। ইনি অন্ধা ও জরাজীর্ণা। আমি ইঁহার জীবনরক্ষা করিব, আপনি ইঁহাকে না মারিয়া আমাকে মারুন।"

ব্যাধ এই প্রস্তাবে সম্মত হইলে বোধিসত্ত্ব তাহার শরপথে উপবেশন করিলেন। নিষ্ঠুর ব্যাধ তাঁহাকে শরবিদ্ধ করিয়া ভূতলে পাতিত করিল এবং তাঁহার মাতাকে মারিবার জন্য পুনর্ব্বার ধনু তুলিল। তাহা দেখিয়া চুল্লনন্দিক ভাবিল, 'এ আমার মাকে মারিতে চাহিতেছে। এক দিনের জন্যও যদি মাতা জীবিত থাকেন তাহা হইলেও মনে করিব তাঁহাকে জীবন দান করিলাম। অতএব মাতা প্রাণরক্ষা করিতে হইবে।' এই সঙ্কল্প করিয়া সেও শাখান্তরাল হইতে বাহির হইয়া বলিল, "মহাশয়, আমার মাতাকে শরবিদ্ধ করিবেন না; আমি নিজের প্রাণ দিয়া মাকে প্রাণদান করিব। আপনি আমায় শরবিদ্ধ করুন এবং আমাদের দুই সহোদরকে লইয়া আমাদের মাতার প্রাণ ভিক্ষা দিন।"

ব্যাধ এবারও সম্মতি দান করিল এবং চুল্লনন্দিক তাহার শরপথে আসিয়া বসিল। ব্যাধ তাহাকে শরবিদ্ধ করিয়া ভূপাতিত করিল এবং ভাবিল, ইহাতে ছেলেদের আহারের যোগাড় হইবে। অনন্তর সে তাহাদের মাতাকেও মারিল এবং তিনটা প্রাণীরই মৃতদেহ বাঁকের শিকায় তুলিয়া গৃহাভিমুখে চলিল।*

কিন্তু এই সময়ে সেই পাপাত্মার গৃহে বজ্রপাত হইল; বজ্রাগ্নিতে তাহার স্ত্রী এবং দুই পুত্র গৃহের সহিত দগ্ধ হইল। গৃহখানির পৃষ্ঠবংশ এবং খুঁটিগুলি মাত্র অবশিষ্ট রহিল।

ব্যাধ গ্রামদ্বারে উপস্থিত হইলে এক ব্যক্তি তাহাকে দেখিতে পাইয়া এই সংবাদ জানাইল। সে দারাপুত্র-শোকে অভিভূত হইয়া সেখানেই মাংসের বাঁক ও ধনু ফেলিয়া দিল; পরিহিত বস্ত্র দূরে নিক্ষেপ করিল এবং নগ্নদেহে বাহু বিস্তার পূর্ব্বক বিলাপ করিতে করিতে গৃহে প্রবেশ করিল। এই সময়ে একটা খুঁটি ভাঙ্গিয়া তাহার মস্তকে পড়িল এবং সেই আঘাতে তাহার মস্তক বিদীর্ণ হইল। পৃথিবীও বিদীর্ণ হইল এবং অবীচি হইতে জ্বালা উত্থিত হইল। তক্ষশিলার আচার্য্য তাহাকে যে উপদেশ দিয়া দিয়াছিলেন, এতদিন পরে, পৃথিবীর গ্রাসে পতিত হইবার সময়, পাপাত্মা তাহা স্মরণ করিল। সে ভাবিল, "অহো, পরাশরগোত্রজ ব্রাহ্মণ ত আমাকে পূর্ব্বেই সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন।" সে বিলাপ করিতে করিতে নিম্নলিখিত গাথা দুইটী বলিল:—

বুঝিলাম অর্থ তার, আচার্য্য যে উপদেশ
দিলা মম মঙ্গল কারণ:—
"যাতে অনুতাপ হয়, এমন পাপের কাজ
করিওনা কভু বাছাধন।"
কর্ম্ম অনুরূপ ফল— শুভে শুভ, পাপে পাপ
নাহি এর কোন ব্যতিক্রম।
যে যেমন বপে বীজ, সে তেমন ফল পায়,
জগতের অলঙ্ঘ্য নিয়ম।

* পালি 'কাচ।'

এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে সে ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়া অবীচি নামক মহানরকে শরীর পরিগ্রহ করিল।

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, দেবদত্ত কেবল এজন্মে যে নিষ্ঠুর ও নির্ম্মম হইয়াছে তাহা নহে, পূর্ব্বেও সে অতি নিষ্ঠুর ও নির্দ্দয় ছিল।"

সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল সেই ব্রাহ্মণ-বংশজ ব্যাধ; সারিপুত্র ছিলেন সেই সুবিখ্যাত আচার্য্য, আনন্দ ছিলেন চুল্লনন্দিক, মহাপ্রজাপতী গৌতমী ছিলেন তাঁহার মাতা এবং আমি ছিলাম মহানন্দিক।]

২২৩—পুটভত্ত-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে জনৈক ভূম্যধিকারীর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। শ্রাবস্তী নগরবাসী এক ভূম্যধিকারী নাকি এক জনপদবাসী ভূম্যধিকারীর সহিত কারবার করিয়াছিলেন। জনপদবাসী তাঁহার নিকট অর্থ ধারিতেন। তিনি একদা অর্থ আদায় করিবার জন্য জনপদে গিয়াছিলেন। জনপদবাসী "এখন আমার দিবার শক্তি নাই" বলিয়া তাঁহাকে কিছুই দেয় নাই, তাহাতে শ্রাবস্তীবাসী ক্রুদ্ধ হইয়া কিছুমাত্র আহার না করিয়াই গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন। কতিপয় পথিক তাঁহাকে পথিমধ্যে নিতান্ত ক্ষুধার্ত্ত দেখিয়া একপাত্র অন্ন দিয়া বলিল, "ইহা হইতে আপনার ভার্য্যাকে দিন, নিজেও ভোজন করুন।"

ভূম্যধিকারী সেই অন্নপাত্র গ্রহণ করিয়া ভার্য্যাকে উহার অংশ হইতে বঞ্চিত করিবার অভিপ্রায়ে বলিলেন, "ভদ্রে, এখানে দস্যুদিগের বড় উপদ্রব, অতএব তুমি অগ্রসর হইতে থাক।" ভার্য্যাকে এইরূপে অগ্রে প্রেরণ করিয়া তিনি নিজেই সমস্ত অন্ন উদরসাৎ করিলেন এবং পরে ঐ রমণীর নিকটবর্ত্তী হইয়া শূন্যপাত্র দেখাইয়া বলিলেন, "ধূর্ত্তেরা অন্নহীন শূন্যপাত্র দিয়া গিয়াছে।" তাঁহার স্বামী একাই সমস্ত অন্ন খাইয়াছেন ইহা বুঝিতে পারিয়া রমণী মনে মনে নিতান্ত বিরক্ত হইলেন।

অনন্তর উভয়ে জেতবন-বিহারের নিকট দিয়া যাইবার সময় ভাবিলেন, 'এখানে গিয়া জল পান করা যাউক।' এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা বিহারে প্রবেশ করিলেন। যেমন মৃগের পথ লক্ষ্য করিয়া ব্যাধ তাহার প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকে, এইরূপ শাস্তাও সস্ত্রীক ভূম্যধিকারীর আগমনবৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া তাঁহাদের প্রতীক্ষায় গন্ধকুটীরের ছায়ায় বসিয়া রহিলেন। তাঁহারা শাস্তাকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইয়া প্রণাম করিলেন। শাস্তা মধুর-বচনে তাঁহাদিগকে সম্ভাষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "উপাসিকে, তোমার ভর্ত্তা তোমার সম্বন্ধে হিতকামী ও স্নেহশীল কি?" রমণী উত্তর দিল, "ভদন্ত, আমি ইঁহাকে ভাল বাসি বটে, কিন্তু ইনি আমায় ভাল বাসেন না। অন্য দিনের কথা থাকুক, আজই পথে অন্নপুট পাইয়া নিজে সমস্ত ভক্ষণ করিয়াছেন, আমাকে কণামাত্র দেন নাই।" শাস্তা বলিলেন "ভদ্রে, তোমাদের মধ্যে চিরদিনই এই ভাব দেখা গিয়াছে, তুমি সর্ব্বদাই ইঁহার সম্বন্ধে স্নেহশীলা, কিন্তু ইনি নিঃস্নেহ। কিন্তু যখন ইনি পণ্ডিতদিগের সাহায্যে তোমার গুণ বুঝিতে পারেন, তখন তোমাকে সমস্ত প্রভুত্ব প্রদান করেন।" ইহা বলিয়া ভূম্যধিকারীর ও তাঁহার ভার্য্যার অনুরোধে শাস্তা সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব অমাত্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বয়ঃপ্রাপ্তির পর তদীয় ধর্ম্মার্থানুশাসকের পদে নিয়োজিত হইয়াছিলেন। রাজা আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে তাঁহার পুত্র হয়ত তাঁহার অনিষ্ট করিবে। এই জন্য তিনি পুত্রকে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন।

রাজপুত্র নিজের ভার্য্যাকে সঙ্গে লইয়া রাজধানী ত্যাগ করিলেন এবং কাশীরাজ্যস্থ এক গ্রামে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। অতঃপর রাজার মৃত্যুসংবাদ পাইয়া তিনি পিতৃপৈতামহিক রাজ্য গ্রহণ করিবার অভিপ্রায়ে বারাণসীতে প্রত্যাগমনার্থ যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে একব্যক্তি তাঁহাকে একপাত্র অন্ন দিয়া বলিল, "আপনার ভার্য্যাকে এক অংশ দিয়া অবশিষ্ট অন্ন নিজে ভক্ষণ করুন;" কিন্তু রাজপুত্র ভার্য্যাকে কণামাত্র না দিয়া নিজেই সমস্ত

অন্ন উদরসাৎ করিলেন। 'অহো, এই ব্যক্তি কি নিষ্ঠুর' ইহা ভাবিয়া তাঁহার ভার্য্যা নিতান্ত বিষণ্ণ হইলেন।

রাজপুত্র বারাণসীতে গিয়া রাজপদ গ্রহণ করিলেন এবং ঐ রমণীকে অগ্রমহিষীর পদ প্রদান করিলেন, কিন্তু 'যৎকিঞ্চিৎ যাহা দিয়াছি তাহাই ইহার পক্ষে যথেষ্ট' এইরূপ মনে করিয়া তিনি মহিষীকে কখনও কিছু উপহার দিতেন না, তাঁহার প্রতি সমুচিত সম্মান প্রদর্শন করিতেন না, এমন কি, 'তুমি কেমন আছ' ইহা পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করিতেন না।

বোধিসত্ত্ব দেখিলেন মহিষী রাজার হিতকারিণী,—তিনি রাজাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ভাল বাসেন; অথচ রাজা তাঁহাকে একবারও মনে করেন না। তিনি সঙ্কল্প করিলেন, রাজা যাহাতে মহিষীর প্রতি তাঁহার পদোচিত সম্মান প্রদর্শন করেন, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া বোধিসত্ত্ব মহিষীর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া একপার্শ্বে উপবেশন করিলেন। মহিষী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বাবা, কি মনে করিয়া আসিয়াছ?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "দেবি, আপনার সেবা করিয়া কি লাভ হইবে বলুন। আপনার পিতৃস্থানীয় বৃদ্ধ সাধুপুরুষদিগকে এক এক খণ্ড বস্ত্র বা এক এক মুষ্টি অন্নও কি দিতে হয় না, মা?" "বাবা, আমি নিজেই কিছু পাই না, আপনাদিগকে কি দিব বলুন। যখন নিজে পাইতাম, তখন দানও করিতাম। এখন রাজা আমাকে কিছুই দেন না; অন্য দানের কথা দূরে থাকুক, যখন রাজ্য গ্রহণ করিতে আসিতেছিলেন, তখন পথিমধ্যে একপাত্র অন্ন পাইয়া সমস্তই নিজে আহার করিয়াছিলেন, আমায় এক মুষ্টিও দেন নাই।" "মা, আপনি রাজার সম্মুখে এ কথা বলিতে পারিবেন কি?" "পারিব না কেন?" "বেশ, তবে অদ্য আমি যখন রাজার নিকট উপস্থিত থাকিব, তখন জিজ্ঞাসা করিলে এইরূপ বলিবেন। আপনি কেমন গুণবতী রমণী, রাজা অদ্যই তাহা বুঝিতে পারিবেন।"

এইরূপ পরামর্শ দিয়া বোধিসত্ত্ব অগ্রেই রাজার নিকট গিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তৎপরে মহিষীও রাজার নিকট গমন করিলেন। বোধিসত্ত্ব তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "রাণী-মা, আপনি অতি নির্দ্দয়া, পিতৃস্থানীয় বৃদ্ধদিগকে এক এক খণ্ড বস্ত্র বা এক এক মুষ্টি অন্ন পর্য্যন্ত দান করেন না।" মহিষী উত্তর দিলেন, "বাবা, আমিও ত রাজার নিকট কিছুমাত্র পাই না, আপনাদিগকে কি দিব বলুন?" "সে কি, মা, আপনি না অগ্রমহিষীর পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন?" "যদি পদোচিত সম্মান লাভ না করিলাম, বাবা, তবে শুধু পদ পাইলে কি হইবে বলুন। আপনাদের রাজা আমাকে এখন একটী কপর্দ্দকও দান করেন না; একবার পথে একপাত্র অন্ন পাইয়াছিলেন; তাহাও সমস্ত নিজেই আহার করিয়াছিলেন, আমার কণামাত্র দেন নাই।"

বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, "একথা সত্য কি, মহারাজ?" রাজার আকারপ্রকারে বুঝা গেল কথাটা মিথ্যা নহে। বোধিসত্ত্ব তাহা জানিতে পারিয়া বলিলেন, "রাজা যখন আপনার প্রতি বিরূপ হইয়াছেন, তখন এখানে থাকিয়া লাভ কি, মা? জগতে অপ্রিয়ের সংসর্গ দুঃখকর। আপনি এখানে থাকিলে প্রতিকূল রাজার সংসর্গে দুঃখই ভোগ করিবেন। যে সম্মান করে, লোকে তাহারই প্রতিসম্মান করিয়া থাকে। যে সম্মান করে না, তাহার বিরূপভাব বুঝিবামাত্র অন্যত্র গমন করা বিধেয়। পৃথিবীতে লোকের অভাব নাই।" অনন্তর বোধিসত্ত্ব এই গাথা দুইটী বলিলেন:—

নমস্কার করে যেই, কর তারে নমস্কার,
সেবে যে, সেবিবে তারে—এই লোক-ব্যবহার।

প্রতি-উপকারে তুষ্ট রাখে উপকারী জনে,
হিতৈষীর হিতচেষ্টা করে লোকে প্রাণপণে।
ভুলেও যে করে না ক সাহায্য কারো কখন,
অপরের সহায়তা লভিবে সে কি কারণ?
যে তোমারে ত্যাগ করে, তুমি ত্যাগ কর তায়,
তাহার সংসর্গতরে মন যেন নাহি ধায়।
বিরূপ যে তব প্রতি, তাহার প্রীতির তরে
বৃথা কেন কর চেষ্টা? যাও চলি স্থানান্তরে।
তরু দেখি ফলহীন পাখীরা অন্যত্র যায়;
মনোমত সব(ই) মিলে সুবিশাল এ ধরায়।

[এই উপদেশ দিয়া শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই দম্পতী স্রোতাপত্তি ফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—তখন এই দম্পতী ছিল সেই দম্পতী এবং আমি ছিলাম সেই পণ্ডিতামাত্য।]

২২৪—কুম্ভীর-জাতক।*

[শাস্তা বেণুবনে অবস্থিতি-কালে দেবদত্তের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন।

সত্য, ধৃতি, ত্যাগ, বিচার-ক্ষমতা এই চারি গুণে সবে
বিষম সঙ্কটে পায় পরিত্রাণ, রিপুগণ পরাভবে।
সত্য, ধৃতি, ত্যাগ, বিচার-ক্ষমতা এই চারিগুণ নাই,
হেন জন পারে শত্রুকে দমিতে,— কভু না শুনিতে পাই।

[সমবধান—বানরেন্দ্র-জাতকের (৫৭) সমবধানসদৃশ।]

২২৫—ক্ষান্তিবর্ণন-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি-কালে কোশলরাজের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। কোশলরাজের এক কার্য্যকুশল অমাত্য অন্তঃপুরস্থ কোন রমণীর সহিত গুপ্ত প্রণয় করিয়াছিলেন। রাজা তাঁহাকে কাজের লোক বলিয়া জানিতেন, কাজেই এই অপরাধ সহ্য করিয়া একদিন শাস্তার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। শাস্তা বলিলেন, "পূর্ব্বকালে আরও অনেক রাজা এইরূপ অপমান সহ্য করিয়াছিলেন।" অনন্তর কোশলরাজের অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় তাঁহার এক অমাত্য রাজান্তঃপুরের পবিত্রতা নষ্ট করিয়াছিলেন; সেই অমাত্যের এক ভৃত্য আবার নিজের প্রভুর অন্তঃপুর দূষিত করিয়াছিল। অমাত্য ভৃত্যের অপরাধ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া তাহাকে লইয়া রাজার নিকট বলিলেন, "মহারাজ, এই ভৃত্য আমার সব কাজকর্ম্ম দেখে; কিন্তু এ আমার গৃহের বিশুদ্ধতা নষ্ট করিয়াছে। ইহার সম্বন্ধে এখন কি করা কর্ত্তব্য?" এই প্রশ্ন করিয়া অমাত্য নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটী বলিলেন :—

সর্ব্বকার্য্যে পটু মম ভৃত্য একজন
সতত সেবায় রত করি প্রাণপণ;
এক অপরাধে এবে দোষী দেখি তারে,
কি দণ্ড করিব দান, বলুন আমারে।

ইহা শুনিয়া রাজা নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথাটি বলিলেন :—

---

* প্রথম খণ্ডে বর্ণিত বানরেন্দ্র জাতক (৫৭) দ্রষ্টব্য। প্রথম গাথাটী উভয় জাতকেই এক।

আমার(ও) এরূপ ভৃত্য আছে এক জন।
এখানেই অবস্থিতি করিছে এখন।
সর্ব্বগুণযুত লোক দুর্লভ ধরায়;
তাই আমি লইয়াছি ক্ষান্তির আশ্রয়।

অমাত্য বুঝিতে পারিলেন যে রাজা তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াই এই কথা বলিয়াছেন। কাজেই তদবধি রাজান্তঃপুরে কোনরূপ দুষ্টাচার করিতে সাহস করিলেন না, তাঁহার ভৃত্যও, রাজার নিকট সমস্ত কথা প্রকাশ পাইয়াছে বুঝিয়া, আর কখনও দুষ্কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে সাহস করিল না।

[কোশলরাজের অমাত্য জানিতে পারিলেন যে রাজা শাস্তার নিকট তাঁহার দুষ্কার্য্যের কথা প্রকাশ করিয়াছেন। অতএব তদবধি তিনি ইহা হইতে বিরত হইলেন।

সমবধান—তখন আমি ছিলাম বারাণসীর সেই রাজা।]

২২৬—কৌশিক-জাতক।*

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে কোশলরাজকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। কোশলরাজ প্রত্যন্ত প্রদেশে শান্তিস্থাপনার্থ অকালে † যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। এই আখ্যায়িকার প্রত্যুৎপন্নবস্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ‡ শাস্তা রাজাকে এই অতীত কথা বলিয়াছিলেন:—]

মহারাজ, পুরাকালে বারাণসীরাজ অকালে যুদ্ধযাত্রা করিয়া উদ্যানে স্কন্ধাবার স্থাপন করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে একটা পেচক বেণুগুল্মে প্রবেশ করিয়া লুকাইয়া ছিল। তাহা দেখিয়া দলে দলে কাক আসিয়া ঐ স্থান ঘিরিয়া ফেলিল—তাহারা ভাবিল পেচক বাহির হইলেই উহাকে ধরিব। সূর্য্য অস্ত গিয়াছে কি না তাহা না দেখিয়াই পেচক অকালে গুল্ম হইতে বাহির হইয়া পলাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু কাকগুলা তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিল এবং তুণ্ডের আঘাতে তাহাকে ভূপাতিত করিল। রাজা বোধিসত্ত্বকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "পণ্ডিতবর, কাকগুলা এই পেচকটাকে ভূপাতিত করিল কেন?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "মহারাজ, যাহারা অকালে বাসস্থান হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হয়, তাহারা এইরূপ দুর্গতিই ভোগ করিয়া থাকে। এইজন্যই অকালে বাসস্থান হইতে বাহির হইতে নাই।" এই ভাব সুব্যক্ত করিবার জন্য বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত গাথাদ্বয় বলিলেন:—

যথাকালে § নিষ্ক্রমণ সুখের কারণ।
অকাল-নিষ্ক্রমে দুঃখ, শুনহে রাজন্।
হউক একাকী কিংবা সেনা-পরিবৃত,
অকাল-নিষ্ক্রমে দুঃখ পাইবে নিশ্চিত।
অকালে-নিষ্ক্রান্ত হল পেচক দুর্ম্মতি,
কাকসেনা হস্তে তাই এমন দুর্গতি।
কালাকাল জ্ঞানযুত, যিনি বুদ্ধিমান্,
ব্যূহাদি-রচনে যাঁর জন্মিয়াছে জ্ঞান,
বিপক্ষের ছিদ্র অগ্রে জানি লন যিনি,
দমিয়া অরাতিগণে সুখী হন তিনি।

* কৌশিক—পেচক। † অকালে অর্থাৎ বর্ষাকালে, (পক্ষান্তরে) দিবাভাগে। ‡ কলায়মুষ্টি-জাতকে (১৭৬)।
§ বর্ষাপগমে; (পক্ষান্তরে) রাত্রিকালে, যখন কাক দেখিতে পায় না, কিন্তু পেচক দেখিতে পায়।

বর্ষাকালে পেচক বাহিরে যদি আসে,
কাককুল নির্মূল সে করে অনায়াসে।

[রাজা বোধিসত্ত্বের কথা শুনিয়া রাজধানীতে ফিরিয়া গেলেন।
সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন সেই রাজা, এবং আমি ছিলাম তাঁহার সেই পণ্ডিতামাত্য।]

২২৭—গূথপ্রাণ-জাতক *

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে জনৈক ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। ঐ সময়ে জেতবন হইতে এক বা দুই ক্রোশ মাত্র দূরে † এক নিগম-গ্রামে মধ্যে মধ্যে শলাকা দ্বারা তণ্ডুল বিতরিত হইত, ‡ প্রতিপক্ষেও ভিক্ষুরা প্রচুর অন্ন পাইতেন।

উক্ত নিগমগ্রামে এক স্থূলবুদ্ধি অশিষ্ট ব্যক্তি বাস করিত, সে প্রকৃতিগত দোষবশতঃ পুনঃ পুনঃ প্রশ্নদ্বারা লোককে জ্বালাতন করিয়া তুলিত। যে সকল দহর ভিক্ষু ও শ্রামণের শলাকাভক্ত ও পাক্ষিকভক্ত পাইবার আশায় ঐ নিগমগ্রামে উপস্থিত হইত, সে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিত, "বল ত কে কঠিন দ্রব্য খাইবে, কাহারাই বা শুদ্ধ তরল দ্রব্য পান করিবে বা ভোজ্যদ্রব্য ভোজন করিবে।"§ যাহারা এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারিত, উক্ত অশিষ্ট ব্যক্তি তাহাদিগকে লজ্জা দিত। শেষে এমন হইল যে তাহার ভয়ে, কেহ শলাকা-ভক্ত ও পাক্ষিকভক্ত পাইবার সম্ভাবনা থাকিলেও ঐ গ্রামের ত্রিসীমায় প্রবেশ করিত না।

একদা এক ভিক্ষু শলাকাগৃহে ¶ প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই অমুকগ্রামে আজ শলাকাভক্ত বা পাক্ষিকভক্ত বিতরণের কোন ব্যবস্থা আছে কি?" একজন উত্তর দিল, "আছে বটে, কিন্তু সেখানে এক অশিষ্ট ব্যক্তি থাকে; সে পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিয়া ভিক্ষুদিগকে ব্যতিব্যস্ত করে এবং যাহারা উত্তর দিতে না পারে, তাহাদিগকে গালি দেয় ও দুর্ব্বাক্য বলে। তাহার ভয়ে কেহই সেখানে যাইতে চায় না।" ইহা শুনিয়া সেই ভিক্ষু বলিলেন, "সেখানেই আমাকে ভক্ত দিবার আদেশ দিন। আমি সেই অশিষ্ট ব্যক্তিকে এরূপে দমন করিব যে অতঃপর সে বিনয়ী হইবে এবং আপনাদিগকে দেখিয়া পলাইবার পথ পাইবে না।" ভিক্ষুরা এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন এবং তাঁহাকে উক্ত গ্রামে ভক্ত দিবার আদেশ দিলেন। তিনি গ্রাম-দ্বারে উপস্থিত হইয়া চীবর পরিধান করিলেন, কিন্তু তাঁহাকে দেখিবামাত্র সেই ব্যক্তি উন্মত্ত মেষের ন্যায় অতিবেগে তাঁহার নিকটে গিয়া বলিল, "ভো শ্রমণ। আমার একটী প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে।" ভিক্ষু বলিলেন, "ভো উপাসক, আমাকে গ্রামে গিয়া ভিক্ষা করিতে এবং সেখান হইতে যবাগূ সংগ্রহপূর্ব্বক আসন-শালায় ফিরিতে দাও, (তাহার পর তোমার প্রশ্ন শুনিব)।"

ভিক্ষু যখন যবাগূ লইয়া আসনশালায় ফিরিয়া আসিলেন, তখন ঐ ব্যক্তি আবার গিয়া সেই কথা উত্থাপিত করিল। ভিক্ষু উত্তর দিলেন, "অগ্রে যবাগূ পান করিতে, আসনশালা সম্মার্জ্জন করিতে ও শলাকাভক্ত আনিতে দাও, তাহার পর প্রশ্ন শুনা যাইবে।" অতঃপর তিনি শলাকাভক্ত আনিয়া ঐ লোকটার হাতেই পাত্রটী দিয়া বলিলেন, 'চল, তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতেছি।" ইহা বলিয়া তিনি উহাকে গ্রামের বাহিরে লইয়া গেলেন এবং

* গূথপ্রাণ—বিষ্ঠাভোজী কীটবিশেষ—গোবুরে পোকা। 'গূথ' শব্দ হইতে বাঙ্গালা ও সিংহলী 'গূ' (বিষ্ঠা) এবং বাঙ্গালা 'ঘুটা' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে।

† 'গাবুতাৰ্দ্ধযোজনমত্তে' অর্থাৎ হয় এক গব্যূতি, নয় অর্দ্ধযোজন মাত্র দূরে। গব্যূতি=$\frac{1}{8}$ যোজন বা এক ক্রোশ।

‡ তণ্ডুলনালী-জাতক (৫) দ্রষ্টব্য। শলাকা বর্ত্তমান সময়ের টিকেট স্থানীয়। ভিক্ষুরা এক এক জনে এক একটী নির্দ্দিষ্ট চিহ্নযুক্ত শলাকা পাইতেন। এই নিদর্শন দেখাইলে ভাণ্ডার হইতে তাঁহাদিগকে তণ্ডুলাদি দিবার ব্যবস্থা ছিল। এইরূপে লব্ধ অন্ন 'শলাকাভক্ত' নামে অভিহিত হইত।

§ 'কে খাদন্তি কে পিবন্তি কে ভুঞ্জন্তি'—এখানে খাদ্য ও ভোজ্যের মধ্যে কি পার্থক্য তাহা দেখা আবশ্যক। ভাবপ্রকাশে দেখা যায়, "আহারং ষড়্‌বিধং চূষ্যং পেয়ং লেহ্যং তথৈবচ। ভোজ্যং ভক্ষ্যং তথা চর্ব্ব্যং গুরু বিদ্যাদ্ যথোত্তরং'। ভোজ্যং, যথা ভক্তসূপাদি, ভক্ষ্যং, যথা মোদকাদি, চর্ব্ব্যম্, যথা চিপিটচণকাদি। এই 'চর্ব্ব্যং' ও 'ভক্ষ্যং এবং বৌদ্ধদিগের 'খজ্জ' (খাদ্য) এক।

¶ বিহারের যে গৃহে ভিক্ষুদিগকে শলাকা অর্থাৎ টিকেট দেওয়া হইত। উহা দেখাইলে তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে তণ্ডুলাদি পাইতেন।

উহার হস্ত হইতে পাত্র গ্রহণ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তখনও ঐ অশিষ্ট ব্যক্তি বলিল, "শ্রমণ, আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে।" 'দিচ্ছি তোমার প্রশ্নের উত্তর," বলিয়া ভিক্ষু উহাকে এক আঘাতে ভূতলে ফেলিয়া দিলেন, পুনঃ পুনঃ প্রহার করিয়া উহার অস্থিগুলি চূর্ণ করিলেন, উহার মুখে বিষ্ঠা নিক্ষেপ করিলেন এবং সতর্ক করিয়া দিলেন, "সাবধান, ভিক্ষুরা এই গ্রামে আসিলে তুই যেন আর কখনও প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাদিগকে ত্যক্ত বিরক্ত করিস্ না।' এই ঘটনার পর ঐ ব্যক্তি ভিক্ষু দেখিলেই পলাইয়া যাইত।

কিয়ৎকাল পর উক্ত ভিক্ষুর এই কীর্ত্তি সঙ্ঘমধ্যে প্রকাশিত হইল এবং একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া এ সম্বন্ধে বলাবলি করিতে লাগিলেন, "দেখ ভাই, অমুক ভিক্ষু নাকি সেই অশিষ্ট ব্যক্তির মুখে মল নিক্ষেপ করিয়াছেন।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিহে ভিক্ষুগণ, তোমরা এখানে বসিয়া কি সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছ?' ভিক্ষুরা তাঁহাকে উক্ত বৃত্তান্ত জানাইলেন। তাহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, 'এই ভিক্ষু যে ঐ অশিষ্ট ব্যক্তির মুখে কেবল এ জন্মেই মল নিক্ষেপ করিয়াছেন তাহা নহে, পূর্ব্বজন্মেও এইরূপ করিয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে অঙ্গ ও মগধের অধিবাসীরা একে অপরের দেশে গমন করিবার সময় উভয় রাজ্যের সীমান্তবর্ত্তী কোন পান্থশালায় এক রাত্রি বিশ্রাম করিত এবং সেখানে মদ্যপান ও মৎস্যমাংস আহার করিয়া প্রাতঃকালে গাড়ি যুতিয়া চলিয়া যাইত। একদা এইরূপ কতিপয় পথিক পান্থশালা হইতে প্রস্থান করিলে একটী গূথকীট মলগন্ধে আকৃষ্ট হইয়া সেখানে উপস্থিত হইল এবং আপানভূমিতে নিক্ষিপ্ত সুরা দেখিতে পাইয়া পিপাসাশান্তির নিমিত্ত উহা পান করিল। ইহাতে মত্ত হইয়া সে মলস্তূপের উপর আরোহণ করিল। মলস্তূপ তখনও কঠিন হয় নাই; কাজেই তাহার ভরে উহার এক অংশ ঈষৎ অবনত হইল। তাহাতে সে চীৎকার করিয়া উঠিল, "অহো! ধরিত্রী দেখিতেছি আমার ভারবহনে অক্ষমা!" এই সময়ে এক মদমত্ত হস্তী ঐ স্থান দিয়া যাইতেছিল; [illegible] মলগন্ধে বিরক্ত হইয়া মুখ ফিরাইয়া গেল। ইহা দেখিয়া গূথকীট ভাবিল, 'হস্তী আমায় দেখিয়া পলায়ন করিতেছে। ইহার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইবে।' অনন্তর সে নিম্নলিখিত গাথা বলিয়া হস্তীকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিল :—

তুমি বীর, আমি বীর, উভয়ে বিক্রমশালী,
উভয়েই প্রহারে নিপুণ,
ভাগ্যে যদি হল দেখা, কেন নাহি করি, সখা,
প্রদর্শন নিজ নিজ গুণ।
ফির তুমি, গজবর, হও যুদ্ধে অগ্রসর;
ভয়ে কেন কর পলায়ন?
অঙ্গ-মগধের লোক দেখুক সকলে আজি
আমাদের বিক্রম কেমন।

হস্তী কর্ণ উত্তোলন করিয়া গূথকীটের স্পর্দ্ধাসূচক এই বাক্য শ্রবণ করিল এবং প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক তাহার নিকটে গিয়া তাহাকে নিম্নলিখিত গাথা দ্বারা ভৎর্সনা করিল :—

পদ, দন্ত কিংবা শুণ্ড করিয়া প্রয়োগ
জীবনান্ত যদি তোর করিবে, অধম,
রটিবে কুকীর্ত্তি মম, মলভারে তোরে
নিষ্পেষি বধিব তাই, করিলাম স্থির।
পূতির প্রয়োগে নাশ হইবে পূতির।

ইহা বলিয়া হস্তী গূথকীটের মস্তকোপরি এক প্রকাণ্ড মলপিণ্ড ত্যাগ করিল এবং তদুপরি মূত্র বিসর্জ্জন করিয়া তখনই তাহার প্রাণসংহারপূর্ব্বক ক্রৌঞ্চনাদ করিতে করিতে চলিয়া গেল।

[সমবধান—তখন এই অশিষ্ট প্রশ্নকারক ছিল সেই পৃথকীট, ইহার দমনকর্ত্তা ছিলেন সেই হস্তী এবং আমি ছিলাম পূর্ব্ববর্ণিতবৃত্তান্ত-প্রত্যক্ষকারী বনদেবতা।]

২২৮—কামনীত-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে কামনীত নামক এক ব্রাহ্মণকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্ন ও অতীত বস্তু কাম জাতকে (৪৬৭) সবিস্তর বর্ণিত হইবে। *

বারাণসীরাজের দুই পুত্র ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠ, তিনি বারাণসীতে গিয়া রাজা হইলেন, যিনি কনিষ্ঠ তিনি উপরাজের কার্য্য করিতে লাগিলেন। যিনি রাজপদ গ্রহণ করিলেন, তিনি অতীব বিষয়াসক্ত, ইন্দ্রিয়পরায়ণ ও অর্থলোলুপ হইলেন।

এই সময়ে বোধিসত্ত্ব শক্ররূপে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক দেবলোকের অধিপতি হইয়াছিলেন। তিনি একদিন স্বর্গ হইতে জম্বুদ্বীপ অবলোকনপূর্ব্বক বুঝিতে পারিলেন, তত্রত্য রাজা বিবিধ কুপ্রবৃত্তিতে আসক্ত। অতএব তিনি সঙ্কল্প করিলেন, 'আমি এই রাজাকে এমন নিগ্রহ করিব, যে তাহাতে ইনি নিজের নীচাশয়তা বুঝিতে পারিয়া লজ্জাবোধ করিবেন।' অনন্তর তিনি এক ব্রাহ্মণ-কুমারের বেশে আবির্ভূত হইয়া রাজার সহিত দেখা করিলেন।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে ব্রাহ্মণ-কুমার, তুমি কি জন্য আসিয়াছ?" শক্র বলিলেন, "মহারাজ, আমি সমৃদ্ধিশালী, শস্যসম্পত্তিসম্পন্ন, অশ্ব-গজ-রথযুক্ত এবং সুবর্ণালঙ্কারাদি-পূর্ণ তিনটী নগরের কথা জানি। অতি অল্প সেনা দ্বারাই এই নগরত্রয় জয় করিতে পারা যায়। আমি সেগুলি অধিকার করিয়া আপনাকে দান করিব, এই অভিপ্রায়ে এখানে আগমন করিয়াছি।" "আমাদিগকে কখন যাত্রা করিতে হইবে?" "আগামী কল্য।" "তবে তুমি এখন যাইতে পার; কল্য প্রাতঃকালে আসিও।" "যে আজ্ঞা, মহারাজ; আপনি শীঘ্র শীঘ্র সেনা সুসজ্জিত করুন।" এই কথা বলিয়া শক্র দেবলোকে প্রতিগমন করিলেন।

পরদিন রাজা ভেরীবাদন-পূর্ব্বক সেনা সুসজ্জিত করাইলেন এবং অমাত্যদিগকে ডাকাইয়া বলিলেন, "কাল এক ব্রাহ্মণ-কুমার আসিয়া বলিয়াছিল, উত্তর পঞ্চাল, ইন্দ্রপ্রস্থ ও কেকয় এই নগরত্রয় জয় করিয়া আমায় দান করিবে। অতএব তাহাকে সঙ্গে লইয়া চল, আমরা ঐ সকল নগর জয় করিতে যাই। তোমরা তাহাকে শীঘ্র শীঘ্র এখানে আনয়ন কর।" অমাত্যেরা বলিলেন, "মহারাজ, আপনি ঐ ব্রাহ্মণ-কুমারের জন্য কোথায় বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া ছিলেন?" "আমি ত তাহার বাসস্থানের কোন ব্যবস্থা করিয়া দিই নাই।" "আপনি তাহার আহারের ব্যয় দিয়াছিলেন ত?" "না, তাহাও দিই নাই।" "তবে আমরা কোথায় তাহার দেখা পাইব?" "নগরের পথে পথে অনুসন্ধান কর।"

অমাত্যেরা বহু অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কুত্রাপি সেই ব্রাহ্মণ-কুমারকে দেখিতে পাইলেন না। তখন তাঁহারা রাজাকে গিয়া জানাইলেন, "মহারাজ, আমরা কোথাও সেই ব্রাহ্মণ-কুমারকে দেখিতে পাইলাম না।"

ইহা শুনিয়া রাজা অত্যন্ত মনঃকষ্ট পাইলেন। তিনি ভাবিলেন, 'হায় আমি নিজের দুর্ব্বুদ্ধিতায় বহু ঐশ্বর্য্য হইতে বঞ্চিত হইলাম।' তিনি বিলাপ করিতে লাগিলেন, কল্পিত অর্থ-শোকে তাঁহার হৃৎপিণ্ড শুষ্ক হইয়া গেল, রক্ত কুপিত হইল, তিনি রক্তাতিসার রোগে আক্রান্ত হইলেন। বৈদ্যেরা বিস্তর চিকিৎসা করিয়াও তাঁহাকে রোগমুক্ত করিতে পারিলেন না।

* কামজাতকের প্রত্যুৎপন্ন বস্তুতে যে ব্রাহ্মণ বন কাটিয়া শস্য বপন করিয়াছিলেন, তাঁহার কোন নাম দেওয়া নাই। সম্ভবতঃ 'কামনীত' নামে তাঁহাকেই বুঝাইতেছে।

এইরূপে তিন চারি দিন গত হইলে শক্র চিন্তা দ্বারা রাজার পীড়ার কথা জানিতে পারিলেন। তিনি স্থির করিলেন, 'রাজাকে রোগমুক্ত করিতে হইবে।' অনন্তর তিনি রাজদ্বারে ব্রাহ্মণ বেশে উপস্থিত হইয়া রাজাকে সংবাদ পাঠাইলেন, "মহারাজ, আমি বৈদ্য ব্রাহ্মণ; আপনাকে চিকিৎসা করিবার জন্য আসিয়াছি।" ইহা শুনিয়া রাজা বলিলেন "কত বড় বড় রাজবৈদ্য আসিয়া আমার ব্যাধির উপশম করিতে পারিলেন না। যাহা হউক, ইহাকে কিছু পাথেয় দিয়া বিদায় কর।" তাহা শুনিয়া শক্র বলিলেন, "আমি পাথেয় লইব না, দর্শনীও লইব না; আমি রাজার চিকিৎসা করিবই করিব। তোমরা আমাকে একবার রাজার সহিত দেখা করাইয়া দাও।" ইহার উত্তরে রাজা বলিলেন, "আচ্ছা, তাহাকে আসিতে বল।"

শক্র রাজসমীপে প্রবেশ করিয়া "মহারাজের জয় হউক" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং একান্তে আসন গ্রহণ করিলেন। রাজা জিজ্ঞাসিলেন, "তুমিই কি আমার চিকিৎসা করিবে?" "হাঁ, মহারাজ!" "তবে চিকিৎসা কর।" "যে আজ্ঞা। আপনি আমাকে ব্যাধির লক্ষণ বলুন। কি কারণে, কি খাইয়া বা পান করিয়া, কি দেখিয়া বা শুনিয়া ইহার উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা জানা আবশ্যক।"

"বাপু, আমার এই পীড়া শ্রবণ-জাত।" "আপনি কি শুনিয়াছিলেন?" "এক ব্রাহ্মণ-কুমার আসিয়া আমায় বলিয়াছিলেন যে তিনটী নগর জয় করিয়া আমায় দান করিবেন, আমি কিন্তু তখন তাঁহার বাসস্থানের বা আহারের কোন ব্যবস্থা করি নাই। সেই জন্যই বোধ হয় ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি অন্য কোন রাজার নিকট গিয়া থাকিবেন। তাহার পর, বিপুল ঐশ্বর্য্যলাভ হইতে বঞ্চিত হইলাম এই চিন্তা করিতে করিতে আমি ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছি। আপনি কি দুরাকাঙ্ক্ষাজনিত ব্যাধির উপশম করিতে পারেন?"* ইহা বলিয়া রাজা নিম্নলিখিত গাথা পাঠ করিলেন :—

এক রাজ্য আছে মোর, তাহে তুষ্ট নহে মন,
তিনটী নূতন রাজ্য তরে সদা উচাটন।
পঞ্চাল, কেকয়, কুরু রাজ্য করি অধিকার,
অতুল প্রভুত্ব পাব এ আকাঙ্ক্ষা দুর্নিবার।
অতি দুরাকাঙ্ক্ষ আমি, বলিতে সরম হয়,
ব্যাধি-মুক্ত অধমেরে কর তুমি, দয়াময়।

ইহা শুনিয়া শক্র বলিলেন, "মহারাজ, আপনার চিকিৎসা করিতে হইবে জ্ঞানরূপ ঔষধ প্রয়োগদ্বারা, উদ্ভিজ্জমূলাদিজাত ঔষধ দ্বারা নহে।" অনন্তর তিনি নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :—

কৃষ্ণসর্প-দষ্ট ব্যক্তি মন্ত্রৌষধিবীর্য্য-বলে
হয় নিরাময়,
ভূতাবিষ্ট যেই জন, পণ্ডিতের সুকৌশলে
সেও সুস্থ হয়।

* Cf. "Canst thou not minister to the mind diseased,
Pluck from the memory a rooted sorrow,
Raze out the written troubles of the brain,
And with some sweet oblivious antidote,
Cleanse the stuff'd bosom of that perilous stuff
Which weighs upon the heart?"—Shakespeare

কিন্তু দুরাকাঙ্ক্ষা-দাস বুদ্ধি-দোষে হয় যেবা,
উপায় কি তার ?
মনেরে ধরিলে রোগে ভৈষজ্য সেবন করি
না হয় উদ্ধার।

মহাসত্ত্ব এইরূপে নিজের অভিপ্রায় প্রকটিত করিয়া বলিতে লাগিলেন, "মহারাজ, মনে করুন, আপনি সেই নগরত্রয় লাভ করিলেন, কিন্তু আপনি যখন চারিটী নগরের অধিপতি হইবেন, তখন কি যুগপৎ বস্ত্রযুগল-চতুষ্টয় পরিধান করিতে পারিবেন ? তখন কি আপনি এক সঙ্গে চারিখানি সুবর্ণ পাত্র হইতে অন্ন ভোজন করিবেন, কিংবা চারিটী রাজশয্যায় শয়ন করিবেন ?* মহারাজ, বাসনা-পরায়ণ হওয়া কর্ত্তব্য নহে, বাসনাই সর্ব্ববিধ দুঃখের আকর। বাসনা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া মনুষ্যকে অষ্ট মহানরকে, ষোড়শ উৎসাদ নরকে,† এবং সর্ব্ববিধ অপায়ে পাতিত করে।" মহাসত্ত্ব এইরূপে রাজাকে নিরয়-গমনের ভয় প্রদর্শনপূর্ব্বক ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা দিলেন, তাহা শুনিয়া রাজার মনের বেগ অপনীত হইল; তিনি তৎক্ষণাৎ আরোগ্য লাভ করিলেন। শক্র তাঁহাকে উপদেশবলে শীলাচারসম্পন্ন করিয়া দেবলোকে প্রস্থান করিলেন, তিনিও তদবধি দানাদি পুণ্যানুষ্ঠানপূর্ব্বক জীবনাবসানে কর্ম্মানুরূপ গতি প্রাপ্ত হইলেন।

[সমবধান—তখন এই কামনীত ব্রাহ্মণ ছিল সেই রাজা, এবং আমি ছিলাম শক্র।]

২২৯—পলায়ি-জাতক।

[এক পরিব্রাজক জেতবনের দ্বারকোষ্ঠক মাত্র দেখিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এই কথা বলিয়াছিলেন।

এই পরিব্রাজক নাকি বিচারার্থ সমস্ত জম্বুদ্বীপে বিচরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কুত্রাপি উপযুক্ত প্রতিবাদী না পাইয়া শেষে শ্রাবস্তীতে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আমার সঙ্গে তর্ক করিতে সমর্থ, এমন কোন লোক এখানে আছেন কি ?" শ্রাবস্তীবাসীরা উত্তর দিয়াছিল, "জানেন না কি যে এখানে মনুজশ্রেষ্ঠ মহাগৌতম অবস্থিতি করিতেছেন ? তিনি ভবাদৃশ সহস্র ব্যক্তির সঙ্গে তর্ক করিতে সমর্থ। তিনি সর্ব্বজ্ঞ, ধর্ম্মেশ্বর এবং বিরুদ্ধবাদ-প্রমর্দ্দক। সমস্ত জম্বুদ্বীপে এমন কোন তার্কিক নাই, যিনি তাঁহাকে বিচারে অতিক্রম করিতে পারেন। যেমন ঊর্ম্মিসমূহ বেলাভূমিতে প্রতিহত হইয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়, সেইরূপ সর্ব্ববিধ বিরুদ্ধবাদ তাঁহার পাদমূলে আসিয়া বিলয় প্রাপ্ত হয়।" শ্রাবস্তীবাসীরা এইরূপে বুদ্ধের গুণ কীর্ত্তন করিলে পরিব্রাজক জিজ্ঞাসিলেন, "তিনি এখন কোথায় আছেন ?" নাগরিকেরা উত্তর দিল, "জেতবনে"। তাহা শুনিয়া পরিব্রাজক বলিলেন, "এখনই গিয়া তাঁহার সঙ্গে তর্ক করিতেছি", এবং তৎক্ষণাৎ বহুজন-পরিবৃত হইয়া জেতবনাভিমুখে চলিলেন। জেতরাজকুমার নবতিকোটি ধন ব্যয় করিয়া মহাবিহারের যে দ্বারকোষ্ঠক নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া পরিব্রাজক জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই কি শ্রমণ গৌতমের বাসস্থান ?" নাগরিকেরা উত্তর দিল, "ইহা তাঁহার বাসস্থান নহে, দ্বারকোষ্ঠক মাত্র।" "যদি দ্বারকোষ্ঠকই এইরূপ হয়, তবে বাসস্থান না জানি কীদৃশ।" "বাসস্থানের নাম গন্ধকুটীর, জগতে তাহার তুলনা নাই।" ইহা শুনিয়া তিনি বলিলেন, "এবংবিধ শ্রমণের সঙ্গে কাহার সাধ্য তর্ক করিতে পারে ?" অতঃপর তিনি আর অগ্রসর না হইয়া সেখান হইতেই পলায়ন করিলেন।

---

* Cf. "If the man gets meat and clothes, what matters it whether he buy those necessaries with seven thousand a year, or with seven million, could that be, or with seven pounds a year ? He can get meat and clothes for that, and he will find intrinsically, if he is a wise man, wonderfully little differance "—Carlyle.

† অষ্টমহানরক যথা, সঞ্জীব, কালসূত্র, সঙ্ঘাত, রৌরব, মহারৌরব, তপন, প্রতাপন, অবীচি। ১ম খণ্ডের ৫০ম পৃষ্ঠের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

নগরবাসীরা তখন আনন্দে কোলাহল করিতে করিতে জেতবনে প্রবেশ করিল। শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা অসময়ে আসিলে কেন?" তাহারা আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। তচ্ছ্রবণে শাস্তা বলিলেন, "উপাসকগণ, কেবল এখন বলিয়া নয়, পূর্ব্বেও একবার এই ব্যক্তি আমার বাসভবনের দ্বারপ্রকোষ্ঠ-মাত্র দেখিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন।" অনন্তর তাহাদের প্রার্থনানুসারে তিনি সেই অতীত কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বোধিসত্ত্ব গান্ধার রাজ্যে তক্ষশিলা নগরীতে রাজত্ব করিতেন। তখন ব্রহ্মদত্ত ছিলেন বারাণসীর রাজা। 'তক্ষশিলা জয় করিব' এই দুরাকাঙ্ক্ষায় তিনি মহতী সেনা সংগ্রহ করিয়া উহার অবিদূরে উপস্থিত হইলেন এবং "এই নিয়মে হস্তী, এই নিয়মে অশ্ব, এই নিয়মে রথ, এই নিয়মে পদাতি পরিচালিত হইবে, মেঘে যেমন বারি বর্ষণ করে, তোমরাও তেমনি অজস্র শরবর্ষণ করিবে," যোদ্ধাদিগকে এইরূপ বহুবিধ আদেশ দিতে দিতে বলবিন্যাস করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তিনি নিম্নলিখিত গাথা দুইটী বলিয়াছিলেন:—

প্রমত্ত মাতঙ্গ মম প্রলয়ের মেঘ-সম,
উচ্চৈঃশ্রবা তুল্য অশ্ব অসংখ্য আমার,
মহোর্ম্মিসদৃশ রথ আনিয়াছি শত শত,
বাণ বর্ষি করিবেক শত্রুর সংহার।
বর্ম্মাবৃত পদাতিক ছুটিবেক নানাদিক,
প্রহারিবে শত্রুবক্ষে তীক্ষ্ন তরবারি,
ল'য়ে চতুর্ব্বিধ বল, চল সবে, শীঘ্র চল,
ঘিরিব চৌদিকে মোরা তক্ষশিলাপুরী।

চল সবে পড়ি গিয়া শত্রুর উপর
ভীমনাদে পূর্ণ করি দিক্ দিগন্তর,
কাট কাট মার মার শব্দ কর অনিবার,
গজগণ ক্রৌঞ্চনাদে করুক গর্জ্জন,
হ্রেষা, তূর্য্যধ্বনি আর সঙ্গে যোগ দিক তার
সে নির্ঘোষে কম্পমান হো'ক শত্রুগণ।
বজ্রনাদে মেঘ যথা ঘিরে নভস্তলে,
সেইরূপে তক্ষশিলা বেষ্টিব সকলে।

বারাণসীরাজ এইরূপে গর্জ্জন করিতে করিতে সেনা-পরিচালনপূর্ব্বক নগরদ্বারসমীপে উপস্থিত হইলেন এবং দ্বারকোষ্ঠক দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই কি তক্ষশিলারাজের প্রাসাদ?" কিন্তু যখন শুনিলেন উহা নগরদ্বার-কোষ্ঠক মাত্র, তখন তিনি বলিলেন, "তাই ত, যদি দ্বার-কোষ্ঠকই এইরূপ হয়, তবে না জানি প্রাসাদ কিরূপ হইবে।" কেহ কেহ উত্তর দিল 'মহারাজ, তক্ষশিলাপতির প্রাসাদ বৈজয়ন্ত-সদৃশ।'* তখন ব্রহ্মদত্ত বলিলেন, "এরূপ ঐশ্বর্য্যশালী রাজার সহিত আমি যুদ্ধ করিতে অসমর্থ।" এই বলিয়া তিনি তক্ষশিলার দ্বারকোষ্ঠক মাত্র দেখিয়াই প্রতিবর্ত্তন ও পলায়ন করিলেন এবং বারাণসীতে ফিরিয়া গেলেন।

[সমবধান—তখন এই পলায়িত ভিক্ষু ছিলেন বারাণসীর সেই রাজা এবং আমি ছিলাম তক্ষশিলার সেই রাজা।]

২৩০—দ্বিতীয় পলায়ি-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এক পলায়িত পরিব্রাজক-সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এ ক্ষেত্রে সেই পরিব্রাজক বিহারে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তখন শাস্তা বহুজন-পরিবৃত হইয়া অলঙ্কৃত ধর্ম্মাসনে উপবেশন-

---

* বৈজয়ন্ত—ইন্দ্রভবন।

পূর্ব্বক, মনঃশিলাতল-সমাসীন সিংহপোতক যেরূপ নিনাদ করিতে থাকে, সেইরূপ গম্ভীরস্বরে ধর্ম্মদেশন করিতে-ছিলেন। তাঁহার ব্রহ্মকায়, পূর্ণচন্দ্রনিভ উজ্জ্বল মুখমণ্ডল এবং সুবর্ণপট্টসদৃশ প্রশস্ত ললাটদর্শনে সেই পরিব্রাজক ভাবিলেন, 'কাহার সাধ্য এরূপ মহাপুরুষের সঙ্গে তর্কে জয়লাভ করিতে পারে?' অনন্তর তিনি মুখ ফিরাইয়া সভাস্থ জনসঙ্ঘের মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং সেখান হইতে পলাইয়া গেলেন। বহুলোক তাঁহার অনুধাবন করিল এবং শেষে ফিরিয়া গিয়া শাস্তাকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইল। শাস্তা বলিলেন, "কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও এই ব্যক্তি আমার হেমাভ মুখমণ্ডল দেখিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বোধিসত্ত্ব বারাণসীতে এবং জনৈক গান্ধাররাজ তক্ষশিলায় রাজত্ব করিতেন। একদা গান্ধাররাজ সঙ্কল্প করিলেন যে বারাণসী রাজ্য জয় করিতে হইবে। তিনি চতুরঙ্গিণী সেনা লইয়া বারাণসীতে উপস্থিত হইলেন এবং রাজধানী পরিবেষ্টনপূর্ব্বক নগরদ্বারে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। নিজের বল-বাহন দেখিয়া তাঁহার মনে হইল, 'কাহার সাধ্য এত বল ও বাহন পরাজয় করিতে পারে?' তিনি নিজের সেনা বর্ণনপূর্ব্বক প্রাসাদস্থিত বোধিসত্ত্বকে লক্ষ্য করিয়া নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটী বলিলেন :—

অসংখ্য পতাকা, বিশাল বাহিনী
পারাবার-সম, পার নাহি জানি।
কাকে কি পারিবে সাগরে রোধিতে?
মলয়-অনিল গিরি উৎপাটিতে?
দুর্জ্জয় এ সেনা, শুনহে রাজন্
বিনাযুদ্ধে কর আত্মসমর্পণ।

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব তাঁহাকে নিজের পূর্ণচন্দ্রসদৃশ মুখমণ্ডল প্রদর্শনপূর্ব্বক বলিলেন, "মূর্খ, বৃথা প্রলাপ করিও না; মত্ত মাতঙ্গে যেমন নলবন লণ্ডভণ্ড করে, আমিও সেইরূপে এই মুহূর্ত্তেই তোমার বলবাহন প্রমর্দ্দিত করিতেছি।" এইরূপ তর্জ্জন করিয়া তিনি নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :—

করো'না প্রলাপ, নির্ব্বোধ রাজন্।
জয়ী তুমি যুদ্ধে হবে না কখন।
বিকারে বিকৃত মস্তক তোমার,
বিক্রম আমার দেখিবে এবার।
প্রমত্ত বারণ যবে একচর,
কে তার নিকটে হয় অগ্রসর?
মাতঙ্গ মর্দ্দন করে নলবন
পদাঘাতে যথা, সেরূপ রাজন্,
মর্দ্দিব তোমায়, বলিনু নিশ্চয়,
পলাও, যদি হে থাকে প্রাণভয়।

বোধিসত্ত্বের এই তর্জ্জন গর্জ্জন শুনিয়া গান্ধাররাজ প্রাসাদাভিমুখে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং তাঁহার কাঞ্চনপট্টসদৃশ প্রশস্ত ললাট দেখিয়া ভাবিলেন, বুঝি নিজেই বা বন্দী হন। এই ভয়ে তিনি কালবিলম্ব না করিয়া প্রতিবর্ত্তন ও পলায়নপূর্ব্বক স্বকীয় রাজধানীতে চলিয়া গেলেন।

[সমবধান—তখন এই পলায়িত পরিব্রাজক ছিলেন সেই গান্ধাররাজ এবং আমি ছিলাম সেই বারাণসীরাজ।]

২৩১—উপানজ্জাতক।*

[শাস্তা বেণুবনে অবস্থিতি কালে দেবদত্তের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। একদিন ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভায় বলাবলি করিতেছিলেন, "দেখ, দেবদত্ত আচার্য্যকে প্রত্যাখ্যান করিয়া এবং তাঁহার প্রতিপক্ষ ও প্রতিদ্বন্দী হইয়া নিজের মহাবিনাশ ঘটাইয়াছেন।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে গিয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, 'দেবদত্ত যে কেবল এ জন্মেই আচার্য্যকে প্রত্যাখ্যান করিয়া ও তাঁহার প্রতিপক্ষ হইয়া নিজের সর্ব্বনাশ ঘটাইয়াছে তাহা নহে, পূর্ব্বেও তাহার এই দুর্দ্দশা হইয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন।]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব গজাচার্য্যকুলে জন্মগ্রহণ-পূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পর গজবিদ্যায় সবিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। কাশীগ্রামবাসী এক মাণবক তাঁহার নিকট গজশাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিল। যিনি বোধিসত্ত্ব, তিনি বিদ্যাদানে কৃপণতা করেন না, নিজে যাহা জানেন, শিষ্যদিগকে সমস্তই শিক্ষা দিয়া থাকেন। এইজন্য উক্ত মাণবক বোধিসত্ত্বের নিকট নিরবশেষে সমস্ত বিদ্যা লাভ করিয়া বলিল, "গুরুদেব, আমি রাজসেবা করিব।"

বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "বেশ কথা।" তিনি রাজার নিকট গিয়া শিষ্যের প্রার্থনা জানাইলেন,—বলিলেন, "মহারাজ, আমার অন্তেবাসী আপনার সেবা করিতে চায়।" রাজা উত্তর দিলেন, "ভালই ত, তাহাকে আসিতে বলিবেন।" "তাহাকে কি বেতন দিবেন, স্থির করিলেন, মহারাজ ?" "আপনার অন্তেবাসী ত আপনার সমান বেতন পাইতে পারে না; আপনি একশত মুদ্রা পাইলে, সে পঞ্চাশ মুদ্রা পাইতে পারে, আপনি দুই মুদ্রা পাইলে সে এক মুদ্রা পাইবে।" বোধিসত্ত্ব এই কথা শুনিয়া গৃহে ফিরিয়া গেলেন এবং অন্তেবাসীকে রাজার আদেশ জানাইলেন।

অন্তেবাসী বলিল, "গুরুদেব, আপনি যাহা জানেন, আমিও ত তাহাই জানি। অতএব আপনার সমান বেতন পাইলেই রাজার সেবা করিব, নচেৎ করিব না।" বোধিসত্ত্ব রাজাকে এই কথা জানাইলেন। রাজা উত্তর দিলেন, "সে যদি আপনার তুল্য বিদ্যানৈপুণ্য দেখাইতে পারে, তবে আপনার সমান বেতন পাইবে।" বোধিসত্ত্ব ফিরিয়া গিয়া অন্তেবাসীকে এই কথা বলিলেন। সে উত্তর দিল, "আপনার তুল্য নৈপুণ্যই দেখাইব।" বোধিসত্ত্ব আবার গিয়া রাজাকে এই কথা জানাইলেন। রাজা বলিলেন, "তাহা হইলে কা'লই আপনারা স্ব স্ব নৈপুণ্যের পরীক্ষা দিন।" "যে আজ্ঞা মহারাজ, আপনি ভেরী বাজাইয়া নগরে এই সংবাদ প্রচার করুন।"

তখন রাজা ভৃত্যদিগকে ডাকিয়া অনুমতি দিলেন, "ভেরী বাজাইয়া ঘোষণা কর, আগামী কল্য আচার্য্য ও তাঁহার অন্তেবাসী স্ব স্ব গজবিদ্যার পরিচয় দিবেন। যাহারা ইচ্ছা করে, তাহারা রাজাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া ইহা দেখিতে পারে।"

বোধিসত্ত্ব গৃহে গিয়া ভাবিতে লাগিলেন, "আমার অন্তেবাসী আমার উপায়কুশলতার সম্যক্ পরিচয় পায় নাই।" অনন্তর তিনি একটা হস্তী বাছিয়া লইয়া এক রাত্রির মধ্যেই তাহাকে বিলোম-ক্রিয়া শিক্ষা দিলেন। ইহাতে সে 'চল' বলিলে পিছনে হটিতে, 'পিছনে হঠ' বলিলে অগ্রসর হইতে, 'উঠ' বলিলে শুইতে, 'শোও' বলিলে উঠিতে, (কোন দ্রব্য) 'তুলিয়া লও' বলিলে রাখিয়া দিতে, 'রাখিয়া দাও' বলিলে তুলিয়া লইতে শিখিল। অনন্তর

* উপানহ্ = পাদুকা।

পরদিন সেই হস্তীরই পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তিনি রাজাঙ্গণে গমন করিলেন। অন্তেবাসীও একটী সুন্দর হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। সেখানে বহুলোক সমবেত হইয়াছিল। উভয়েই প্রথমে তুল্যরূপে স্ব স্ব নৈপুণ্য প্রদর্শন করিলেন, কিন্তু শেষে বোধিসত্ত্ব নিজের হস্তীর দ্বারা বিলোম-ক্রিয়া করাইতে লাগিলেন। তিনি 'চল' বলিলে সে হঠিয়া গেল, 'হঠ' বলিলে অগ্রসর হইল, 'উঠ' বলিলে শুইয়া পড়িল, 'শোও' বলিলে উঠিয়া দাঁড়াইল, (কোন দ্রব্য) 'তুলিয়া লও' বলিলে রাখিয়া দিল, 'রাখিয়া দাও' বলিলে তুলিয়া লইল। ইহা দেখিয়া সেই সমবেত মহাজনসঙ্ঘ বলিয়া উঠিল, "অরে দুষ্ট অন্তেবাসিন্, তুমি আচার্য্যকে যাহা মুখে আসিয়াছে তাহাই বলিয়াছিস্, নিজের ওজন বুঝিস্ না। তুই আপনাকে আচার্য্যের তুল্যকক্ষ মনে করিস্।" ইহা বলিতে বলিতে তাহারা লোষ্ট্রদণ্ডাদির প্রহারে সেখানেই তাহার প্রাণান্ত করিল। বোধিসত্ত্ব হস্তিপৃষ্ঠ হইতে অবতরণপূর্ব্বক রাজার নিকট গিয়া বলিলেন, "মহারাজ, লোকে নিজের সুখের জন্যই বিদ্যা শিক্ষা করিয়া থাকে। কিন্তু একজনের পক্ষে অধীতবিদ্যা অপকৃষ্টরূপে নির্ম্মিত উপানহের ন্যায় মহাদুঃখের কারণ হইল।" ইহা বলিয়া তিনি নিম্নলিখিত গাথা দুইটী আবৃত্তি করিলেন :—

আরামের তরে ক্রীত পাদুকাযুগল
নির্ম্মাণের দোষে দেয় যন্ত্রণা কেবল।
বিষম উত্তাপে, ব্রণে ক্লিষ্ট পদতল,
হেন পাদুকায় মোর, বল, কিবা ফল?

নীচকুলে জন্ম যার, অনার্য্যচরিত,
তব পাশে লভি বিদ্যা তোমারই অহিত
অক্লেশে বিদ্যার বলে এই হেতু তারে
ক্লেশদ পাদুকা তুল্য লোকে মনে করে।

বোধিসত্ত্বের কথায় রাজা তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহার বহু সম্মান করিলেন।

[সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল সেই অন্তেবাসীক এবং আমি ছিলাম সেই গজাচার্য্য।]

২৩২—বীণাস্থূণা-জাতক।*

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এক কুমারীকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। এই কুমারী শ্রাবস্তীনগরের এক আঢ্য শ্রেষ্ঠীর কন্যা। শ্রেষ্ঠীর গৃহে একটা প্রকাণ্ড ষণ্ড ছিল। লোকে তাহার অত্যধিক যত্ন করিত দেখিয়া সে একদিন ধাত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল, "ধাই মা, লোকে এই ষাঁড়টার এত যত্ন করে কেন?" ধাত্রী উত্তর দিল, "এটা বৃষরাজ, সেই জন্য।"

ইহার পর একদিন শ্রেষ্ঠিকন্যা প্রাসাদে বসিয়া রাজপথে কি হইতেছে দেখিতেছিল। সেই সময়ে পথ দিয়া একজন কুব্জ যাইতেছে দেখিয়া সে ভাবিল, "গোজাতির মধ্যে যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাহার পৃষ্ঠে ককুদ্ থাকে, যে মনুষ্যকুলে শ্রেষ্ঠ তাহারও সেইরূপ কিছু থাকিবে। অতএব এই লোকটীও মনুষ্যকুলে শ্রেষ্ঠ, আমি গিয়া ইঁহার পদসেবা করিব।" তখন সে দাসী পাঠাইয়া ঐ লোকটাকে জানাইল, 'শ্রেষ্ঠিকন্যা আপনার সঙ্গে যাইতে চান, আপনি অমুক স্থানে গিয়া অপেক্ষা করুন।" অনন্তর সে অলঙ্কারাদি লইয়া ছদ্মবেশে প্রাসাদ হইতে অবতরণ করিল এবং সেই কুব্জটার সহিত পলাইয়া গেল।

ক্রমে লোকে এই কাণ্ড জানিতে পারিল; ভিক্ষুসঙ্ঘেও ইহার আলোচনা হইতে লাগিল। ভিক্ষুরা একদিন ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "দেখ, অমুক শ্রেষ্ঠিকন্যা নাকি এক কুব্জের সঙ্গে পলায়ন করিয়াছে।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া সমস্ত ব্যাপার শুনিলেন এবং বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এ জন্মে নহে, পূর্ব্বেও এই কুমারী এক কুব্জের প্রণয়পাশে বদ্ধা হইয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

* স্থূণা—স্তম্ভ। বীণাস্থূণা বলিলে বীণার কাঠামটা বুঝিতে হইবে।

পূর্বাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব এক নিগমগ্রামে শ্রেষ্ঠিকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালন করিতেন এবং বহু পুত্রকন্যা লাভ করিয়াছিলেন। বোধিসত্ত্ব তাঁহার এক পুত্রের সহিত বিবাহ দিবার নিমিত্ত বারাণসীবাসী কোন শ্রেষ্ঠীর এক কন্যা মনোনীত করিয়া বিবাহের দিন স্থির করিয়াছিলেন।

বারাণসীশ্রেষ্ঠীর ঐ কন্যা পিতৃগৃহে একটা ষণ্ডকে আদর যত্ন পাইতে দেখিয়া একদিন ধাত্রীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "লোকে এই ষাঁড়টার এত আদর যত্ন করে কেন?" ধাত্রী বলিয়াছিল, "এটা বৃষরাজ, সেইজন্য।" ইহা শুনিয়া সে একদা রাজপথে এক কুব্জকে যাইতে দেখিয়া ভাবিল, "এই লোকটী নিশ্চয় পুরুষপুঙ্গব।" অনন্তর সে অলঙ্কারাদি লইয়া সেই কুব্জের সহিত পলায়ন করিল।

এদিকে বোধিসত্ত্ব শ্রেষ্ঠিকন্যাকে নিজের বাটীতে লইয়া যাইবার জন্য বহু অনুচরসহ বারাণসীতে যাইতেছিলেন এবং যে পথে তাঁহার ভাবী পুত্রবধূ কুব্জের সহিত যাত্রা করিয়াছিল, সেই পথ দিয়াই চলিতেছিলেন।

শ্রেষ্ঠিকন্যা ও কুব্জ সমস্ত রাত্রি পথ চলিল, কুব্জ রাত্রিকালে বড় শীতভোগ করিয়াছিল, সূর্য্যোদয়ের সময় বাত কুপিত হইল, তাহার সর্ব্বাঙ্গে অসহ্য যন্ত্রণা হইল, সে বেদনায় মৃতপ্রায় হইয়া রাজপথ পরিত্যাগপূর্ব্বক একপার্শ্বে হাত পা গুটাইয়া বীণাদণ্ডের ন্যায় পড়িয়া রহিল, শ্রেষ্ঠিকন্যা তাহার পাদমূলে বসিয়া থাকিল। এই সময়ে বোধিসত্ত্ব সেখানে উপস্থিত হইলেন। তিনি কুব্জের পাদমূলে শ্রেষ্ঠিকন্যাকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন, তাহার নিকটে গেলেন এবং তাহার সঙ্গে আলাপে প্রবৃত্ত হইয়া নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটী বলিলেন:—

এ তোমার নিজবুদ্ধি, শিখাইল অন্যজনে
আসিয়াছ কি কভু তুমি এ হেন বামন সনে?
একে মূর্খ, তাহে কুব্জ, নাহিক শকতি এর,
যাতায়াত করিবারে বিনা সাহায্য অন্যের।
এর সঙ্গে তব বাস? ছি ছি এ কেমন কথা?
তোমার এ ব্যবহার দেখি মনে পাই ব্যথা।

বোধিসত্ত্বের কথা শুনিয়া শ্রেষ্ঠিকন্যা নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথাটী বলিলেন:—

পুরুষ-পুঙ্গব হবে ভাবি এই মনে মনে
প্রণয়পাশেতে বদ্ধ হয়েছিনু এর সনে।
এবে কিন্তু দেখি এরে মানবের কুলাধম,
নিপতিত পথপার্শ্বে ছিন্নতন্ত্রী বীণাসম।

বোধিসত্ত্ব বুঝিতে পারিলেন যে শ্রেষ্ঠিকন্যা ছদ্মবেশে পিতৃগৃহ হইতে বহির্গতা হইয়াছিলেন। তিনি তাহাকে স্নান করাইলেন, আভরণ পরাইলেন এবং রথে তুলিয়া লইয়া গেলেন।

[সমবধান—তখন এই শ্রেষ্ঠিকন্যা ছিল সেই শ্রেষ্ঠিকন্যা এবং আমি ছিলাম সেই নিগমগ্রামবাসী শ্রেষ্ঠী।

২৩৩—বিকর্ণক-জাতক।*

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি-কালে অনেক উৎকণ্ঠিত ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। ঐ ভিক্ষু ধর্ম্মসভায় আনীত হইলে শাস্তা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "কিহে ভিক্ষু, তুমি কি সত্য সত্যই উৎকণ্ঠিত হইয়াছ?" ইহাতে সেই ভিক্ষু উত্তর দিয়াছিলেন "হাঁ প্রভু, আমি সত্য সত্যই উৎকণ্ঠিত হইয়াছি।" "কি জন্য তোমার উৎকণ্ঠা?" "কামরিপু বশতঃ।" "দেখ, কামরিপু বিকর্ণক শল্যসদৃশ, বিকর্ণকবিদ্ধ শিশুমার যেমন বিনষ্ট হইয়াছিল, কামরিপু যে হতভাগ্যের হৃদয়ে একবার লব্ধপ্রবেশ হয়, তাহারও বিনাশ সেইরূপ অবশ্যম্ভাবী।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন:—]

* বিকর্ণ—এক প্রকার শল্য।

পুরাকালে বারাণসীতে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি একদিন উদ্যানে গিয়া পুষ্করিণীর তটে উপবেশন করিয়াছিলেন। সেখানে নৃত্যগীত-কুশল লোকে তাঁহার চিত্ত-বিনোদনার্থ নৃত্য ও গীত আরম্ভ করিয়াছিল।

ঐ পুষ্করিণীবাসী মৎস্যকচ্ছপগণ সুমধুর সঙ্গীতধ্বনি-শ্রবণলালসায় দলে দলে রাজার নিকট উপস্থিত হইল। রাজা তালস্কন্ধপ্রমাণ মৎস্যগুলি দেখিয়া পারিষদদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই মৎস্যগুলি আমার কাছে আসিয়া জুটিয়াছে কেন?" অমাত্যেরা উত্তর দিলেন, "দেব, মৎস্যগণ আপনাকে পূজা করিবার জন্য আসিয়াছে।"

মাছগুলা তাঁহার পূজা করিতে আসিয়াছে শুনিয়া রাজা বড় সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাহাদিগকে দৈনিক আহার পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন। এজন্য প্রতিদিন চারি দ্রোণ * চাউল পাক করা হইত। মাছগুলা ভাতের বেলা এক দল আসিয়া জুটিত; এক দল বা আসিত না; কাজেই অনেক ভাত নষ্ট হইত। ইহা শুনিয়া রাজা আদেশ দিলেন, "এখন হইতে ভাতের বেলা ভেরী বাজাইবে। ভেরীর শব্দ শুনিয়া সমস্ত মাছ একস্থানে আসিয়া জুটিবে; তখন ভাত দিবে।" যাহার উপর ভাত দিবার ভার ছিল, রাজার আদেশ মত সে তদবধি ভেরী বাজাইয়া মাছগুলাকে একত্র জড় করিত এবং ভাত দিত। মাছগুলাও ভেরীর শব্দ শুনিয়া একস্থানে আসিয়া জুটিত ও ভাত খাইত। কিন্তু কিয়দ্দিন পরে সেখানে এক শিশুমার দেখা দিল। মাছগুলা একস্থানে সমবেত হইয়া যখন ভাত খাইত, সে তখন মাছ খাইতে আরম্ভ করিল। ক্রমে এ কথা রাজার কর্ণগোচর হইল। তিনি সেই ভৃত্যকে আদেশ দিলেন, "শিশুমার যখন মাছ খাইতে আসিবে, তখন তাহাকে বিকর্ণদ্বারা বিদ্ধ করিয়া ধরিবে।" ভৃত্য "যে আজ্ঞা" বলিয়া চলিয়া গেল এবং শিশুমার যখন মাছ খাইতে আসিল, তখন নৌকায় চড়িয়া তাহাকে বিকর্ণবিদ্ধ করিল। শল্যটা শিশুমারের পৃষ্ঠাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল; সে বেদনায় উন্মত্ত হইয়া সেই বিকর্ণ লইয়াই পলায়ন করিল। শিশুমার বিদ্ধ হইয়াছে জানিয়া রাজভৃত্য তাহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটী বলিল:—

যথা ইচ্ছা যাও চলি, নাহিক নিস্তার;
মর্ম্মস্থানে শল্যবিদ্ধ হয়েছ এবার।
শুনিয়া ভেরীর বাদ্য আসে পাইবারে খাদ্য
মৎস্য হেথা; তাহাদের পশ্চাতে ধাবন
করি, লোভী, প্রাণ তুমি ত্যজিলে এখন।

শিশুমার নিজের বাসস্থানে গিয়া প্রাণত্যাগ করিল।

[শাস্তা এই বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া অভিসম্বুদ্ধ হইলেন এবং নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথাটী বলিলেন:

নিজ চিত্তবশে চলে, না মানে অন্যে যা বলে,
রিপু প্রলোভনে মত্ত হেন মূঢ়জন,
ইহামুত্র উভয়ত্র দুঃখের ভাজন।
জ্ঞাতিমিত্র পরিবৃত, থাকুক সে অবিরত,
নিশ্চয় বিনষ্ট হয়, নাহিক অন্যথা,
লোভবশে, শল্যবিদ্ধ শিশুমার যথা।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু স্রোতাপত্তি ফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—তখন আমিই ছিলাম বারাণসীর সেই রাজা।]

---

* ১ দ্রোণ = ½ আঢক। (বঙ্গদেশে) ১ আঢক = ২ মণ।

২৩৪—অসিতাভূ-জাতক।*

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি-কালে এক কুমারীকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। শুনা যায় যে শ্রাবস্তী নগরে অগ্রশ্রাবকদ্বয়ের কোন সেবকের এক রূপবতী ও সৌভাগ্যশালিনী কন্যা ছিল। বয়ঃপ্রাপ্তির পর সে নিজের অনুরূপকুলে পাত্রস্থা হয়। কিন্তু তাহার স্বামী কাহারও উপদেশে কর্ণপাত না করিয়া নিজের ইচ্ছামত অন্যত্র ইন্দ্রিয়সেবা করিয়া বেড়াইত। পতির অনাদরে দৃক্‌পাত না করিয়া ঐ রমণী মধ্যে মধ্যে অগ্রশ্রাবকদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যাইত, তাঁহাদিগকে প্রচুর উপহার দান করিত, এবং তাঁহাদিগের উপদেশ শুনিত। এইরূপে সে ক্রমে স্রোতাপত্তি-ফল প্রাপ্ত হইল এবং মার্গসুখের ও ফলসুখের আস্বাদ পাইয়া সময় অতিবাহিত করিতে লাগিল। অতঃপর সে ভাবিল, 'স্বামী যখন আমায় চান না, তখন গৃহে থাকিয়া আমার কি কাজ? আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব।' এই সিদ্ধান্ত করিয়া সে মাতা পিতাকে নিজের অভিপ্রায় জানাইল এবং প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়া অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইল।

এই বৃত্তান্ত ভিক্ষুদিগের জ্ঞানগোচর হইল এবং তাঁহারা একদিন ধর্ম্মসভায় এ সম্বন্ধে কথোপকথন করিতে লাগিলেন:—"দেখ ভাই, অমুক বাড়ীর কন্যাটী নাকি পরমার্থ-লাভের জন্য বড় আয়াসবতী। তাহার স্বামী তাহাকে আদর করে না বুঝিয়া সে প্রথমে অগ্রশ্রাবকদ্বয়ের নিকট ধর্ম্মতত্ত্ব শ্রবণ করে ও স্রোতাপত্তি ফল প্রাপ্ত হয়, তাহার পর মাতাপিতার অনুমতি লইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক অর্হত্ত্ব লাভ করিয়াছে। পরমার্থ লাভের জন্য কন্যাটীর এতই আগ্রহ হইয়াছিল।"

ভিক্ষুরা এইরূপ বলাবলি করিতেছেন এমন সময় শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "এই কুলকন্যা যে কেবল এ জন্মেই পরমার্থান্বেষিণী তাহা নহে; পূর্ব্বেও সে পরমার্থান্বেষণ-পরায়ণা ছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ লাভ করিয়া হিমবন্ত প্রদেশে বাস করিতেন। বারাণসীরাজ নিজের পুত্র ব্রহ্মদত্ত-কুমারের অনুচরবাহুল্য ও অস্ত্রশস্ত্র বেশভূষণাদির আড়ম্বর দেখিয়া সন্দিহান হইয়াছিলেন এবং এই জন্য পুত্রকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন।† নির্ব্বাসিত রাজকুমার এবং তাহার পত্নী অসিতাভূ, ইঁহারা দুই জনে হিমবন্ত প্রদেশে চলিয়া গেলেন এবং সেখানে পর্ণশালা নির্ম্মাণপূর্ব্বক মৎস্যমাংস ও বন্যফলাদি দ্বারা জীবনধারণ করিতে লাগিলেন।

একদিন রাজকুমার এক কিন্নরীকে দেখিতে পাইয়া কামমোহিত হইলেন এবং 'ইহাকে আমার পত্নী করিব' এই উদ্দেশ্যে অসিতাভূকে উপেক্ষা করিয়া তাহার অনুসরণ করিলেন। স্বামীকে কিন্নরীর অনুসরণ করিতে দেখিয়া অসিতাভূর বিরাগ জন্মিল। তিনি ভাবিলেন, 'ইহার সঙ্গে আর আমার সম্পর্ক কি? এই ব্যক্তি আমাকে উপেক্ষা করিয়া একটা কিন্নরীর অনুধাবন করিল।' অনন্তর তিনি বোধিসত্ত্বের নিকট গেলেন, নিজের উপযুক্ত কৃৎস্ন‡ জানিয়া অনন্যমনে তাহা দেখিতে লাগিলেন, অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ লাভ করিলেন,

---

* 'অসিতাভূ' নামের কোন অর্থ বুঝা যায় না। পাঠান্তরে 'অসিকাভূ', 'অসীতানুভূতা' ইত্যাদি রূপও দেখা যায়। 'অসিতাভা' পাঠ থাকিলে অর্থগ্রহে তত অসুবিধা হইত না।

† "পুত্রাদপি ধনভাজাং ভীতিঃ", বিশেষতঃ "পুত্রাদপি নরপতীনাং ভীতিঃ" এই নীতির যাথার্থ্য অস্মদ্দেশীয় প্রাচীন সাহিত্যে অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। পুত্র হইতে কোন বিপত্তি না ঘটে এই নিমিত্ত রাজারা যে সকল উপায় অবলম্বন করিতেন, কৌটিল্য প্রভৃতি নীতিশাস্ত্রকারেরা তাহা নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। বুদ্ধদেবের জীবদ্দশাতেই অজাতশত্রু ও বিরূঢ়ক স্ব স্ব পিতার প্রতি যে পাশব অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাহা পাঠকদিগের সুবিদিত।

‡ প্রথম খণ্ডের ৯৯ম পৃষ্ঠের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

বোধিসত্ত্বকে প্রণিপাতপূর্ব্বক আশ্রমে ফিরিয়া গেলেন এবং নিজের পর্ণশালাদ্বারে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

এদিকে ব্রহ্মদত্তকুমার কিন্নরীর অনুধাবন করিতে গিয়া তাহার দেখা পাওয়া দূরে থাকুক, সে কোন পথে গমন করিয়াছে তাহাও বুঝিতে পারিলেন না। কাজেই তিনি হতাশ হইয়া পর্ণশালাভিমুখে প্রতিগমন করিলেন। অসিতাভূ তাঁহাকে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া আকাশে উত্থিত হইলেন এবং মণিবর্ণ গগনতলে অবস্থিত হইয়া বলিলেন, "আর্য্যপুত্র, তোমার অনুগ্রহেই আমি এই ধ্যানসুখ লাভ করিয়াছি।" অতঃপর তিনি নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটী বলিলেন :—

কিন্নরীর প্রেমলোভে, দেখিলাম যবে তুমি, গেলা ছুটি, ফেলিয়া আমায়,
তব প্রতি অনুরাগ ছিল যাহা এতদিন, সেইক্ষণে পাইল বিলয়।
ক্রকচে * দ্বিখণ্ডীকৃত গজদন্ত পুনর্ব্বার যুড়িতে কি পারে কোন জন?
ছিন্ন হ'লে একবার, চিরদিন তরে তথা ঘুচে যায় প্রণয়বন্ধন।

ইহা বলিয়া, কুমার তাঁহাকে দেখিতে না দেখিতেই, তিনি আকাশে উত্থিত হইয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন। তিনি অদৃশ্য হইলে কুমার পরিদেবন করিতে করিতে নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :—

যা দেখে তা পেতে ইচ্ছা,—অতিশয় লোভ
মত্ত করি জীবগণে দেয় বড় ক্ষোভ।
দুষ্প্রাপ্য পাইতে গিয়া আমি মূঢ়মতি
হারাইনু, হায়, হায়, অসিতাভূ সতী।

এইরূপ পরিদেবন করিয়া তিনি রাজপুত্র একাকী অরণ্যবাস করিতে লাগিলেন এবং পিতার মৃত্যু হইলে বারাণসীতে গিয়া রাজপদ গ্রহণ করিলেন।

[সমবধান—তখন এই দুই ব্যক্তি ছিল সেই রাজপুত্র ও রাজদুহিতা (অসিতাভূ), এবং আমি ছিলাম সেই তাপস।]

২৩৫—বচ্ছনখ-জাতক।†

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে মল্লবংশীয় রোজকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। এই উপাসক নাকি আয়ুষ্মান্ আনন্দের বন্ধু ছিলেন। তিনি একদিন স্থবিরকে তাঁহার গৃহে গমন করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। স্থবির শাস্তার নিকট অনুমতি লইয়া বন্ধুর সহিত দেখা করিতে গেলেন, বন্ধুও তাঁহাকে নানাবিধ সুস্বাদু দ্রব্য ভোজন করাইয়া এক পার্শ্বে উপবেশন করিলেন, এবং নানারূপ মিষ্টালাপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি স্থবিরকে গার্হস্থ্য সুখের ও পঞ্চবিধ ইন্দ্রিয়তৃপ্তির প্রলোভন দেখাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি বলিলেন, "ভদন্ত আনন্দ, আমার গৃহে চেতন, অচেতন বহুবিধ ভোগের পদার্থ আছে। আমি তৎসমস্ত দুইভাগ করিয়া আপনাকে এক ভাগ দিতেছি। আসুন, আমরা দুইজনে মিলিয়া এই গৃহে বাস করি।" ইহা শুনিয়া, আনন্দ রোজকে বুঝাইয়া দিলেন যে ইন্দ্রিয় সেবা অশেষ দুঃখের নিদান। অতঃপর তিনি আসন হইতে উত্থিত হইয়া বিহারে প্রতিগমন করিলেন। তখন শাস্তা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে আনন্দ,

---

* করাত।

† মূলে এইরূপ আছে, 'বচ্ছ' শব্দ সংস্কৃতে 'বৎস', কিন্তু 'বৎসনখ' পদে কোন অর্থ হয় না। যদিও এই শব্দটী উপাখ্যান-বর্ণিত তপস্বীর নাম, তথাপি 'জরদগব', 'ভাহরক' প্রভৃতি নামের ন্যায় ইহারও একটা অর্থ থাকা সম্ভবপর। তবে কি অনুমান করিতে হইবে যে লিপিকর-প্রমাদবশতঃ 'বঙ্ক' (বক্র) শব্দের স্থানে 'বচ্ছ' হইয়াছে? তপস্বীদিগের মধ্যে কেহ কেহ নখাদি ছেদন করেন না, কাজেই তাঁহাদের নখগুলি বৃদ্ধি পাইয়া বক্র হইয়া থাকে।

রোজের সঙ্গে দেখা হইয়াছিল কি?" আনন্দ উত্তর দিলেন, "হাঁ, ভগবন্; তাহার সঙ্গে দেখা হইয়াছিল।" "রোজ তোমায় কি বলিলেন?" "ভদন্ত, রোজ আমাকে গৃহী হইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তখন আমি তাঁহাকে গৃহবাসের ও ইন্দ্রিয়-সেবার দোষ বুঝাইয়া দিয়াছি।' "দেখ, রোজ যে কেবল এ জন্মেই প্রব্রাজকদিগকে গৃহী হইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, তাহা নহে; পূর্ব্বেও তিনি এইরূপ করিয়াছিলেন।" অনন্তর শাস্তা আনন্দের অনুরোধে সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব এক নিগমগ্রামে কোন ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া বয়ঃপ্রাপ্তির পর ঋষিপ্রব্রজ্যা অবলম্বনপূর্ব্বক দীর্ঘকাল হিমবন্তপ্রদেশে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। অনন্তর তিনি লবণ ও অম্ল সেবনার্থ বারাণসীতে উপস্থিত হইয়া প্রথম দিন রাজকীয় উদ্যানে রহিলেন এবং পরদিন নগরে প্রবেশ করিলেন। সেই সময়ে বারাণসী-শ্রেষ্ঠী তাঁহার আকারপ্রকার দেখিয়া অতীব মুগ্ধ হইলেন, এবং তাঁহাকে নিজের গৃহে লইয়া গিয়া ভোজন করাইলেন। শ্রেষ্ঠীর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে বোধিসত্ত্ব অঙ্গীকার করিলেন যে তিনি তদবধি তদীয় উদ্যানেই বাস করিবেন। তখন শ্রেষ্ঠী তাঁহাকে পরমযত্নে উদ্যানে লইয়া গেলেন এবং একমনে তাঁহার সেবাশুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। এইরূপে ক্রমে উভয়ের মধ্যে বেশ বন্ধুত্ব জন্মিল।

বোধিসত্ত্বের প্রতি শ্রেষ্ঠীর এরূপ প্রেম জন্মিয়াছিল যে একদিন তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, "প্রব্রজ্যা দুঃখের আকর, আমি বন্ধু বচ্ছনখকে প্রব্রজ্যা ত্যাগ করাইব, নিজের সমস্ত বিভব দুই সমান অংশে বিভক্ত করিয়া এক অংশ তাঁহাকে দিব এবং দুই জনে একত্র বাস করিব।" অনন্তর তিনি একদা আহারান্তে বন্ধুর সহিত মধুরালাপে প্রবৃত্ত হইয়া বলিলেন, "ভদন্ত বচ্ছনখ, প্রব্রজ্যা বড়ই ক্লেশকর, গৃহবাসেই সুখ। আসুন, আমরা এক সঙ্গে থাকিয়া ইচ্ছামত কাম সম্ভোগ করি।" ইহার পর তিনি নিম্নলিখিত গাথাটী বলিলেন :—

> ধনধান্যে পরিপূর্ণ গৃহখানি হয়
> পরম সুখের স্থান, বলিনু নিশ্চয়।
> খাদ্যপেয় ভুঞ্জ হেথা যত ইচ্ছা মনে;
> নিরুদ্বেগে নিদ্রা যাও বিচিত্র শয়নে।

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "মহাশ্রেষ্ঠিন্, তুমি অজ্ঞানের প্রভাবে ইন্দ্রিয়-সুখাভিলাষী হইয়াছ এবং সেইজন্য গার্হস্থ্যজীবনের গুণ ও প্রব্রজ্যার দোষ কীর্ত্তন করিতেছ; আমি এখন তোমাকে গার্হস্থ্যজীবনের দোষ বলিতেছি, শ্রবণ কর।" অনন্তর তিনি নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথাটী বলিলেন :—

> নিয়ত উদ্বিগ্নচিত্ত সম্পত্তি-রক্ষার তরে,
> অর্থ উপার্জ্জন হেতু মিথ্যা আচরণ করে,
> স্বার্থে অন্ধ হয়ে করে অপরের উৎপীড়ন—
> গৃহীর স্বভাব এই—দেখি আমি অনুক্ষণ।
> এবংবিধ পাপে রত গৃহী যত এই ভবে;
> হেন দোষাকর গৃহে কে বল পশিবে তবে?

মহাসত্ত্ব এইরূপে গার্হস্থ্যজীবনের দোষ বর্ণন করিয়া উদ্যানে চলিয়া গেলেন।

[সমবধান—তখন রোজ মল্ল ছিলেন সেই বারাণসীশ্রেষ্ঠী এবং আমি ছিলাম সেই বচ্ছনখ তপস্বী।]

২৩৬—বক-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি-কালে জনৈক ভণ্ডকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। ভিক্ষুরা যখন এই ব্যক্তিকে তাঁহার নিকট লইয়া গিয়াছিল, তখন তিনি বলিয়াছিলেন, "এই ব্যক্তি কেবল এজন্ম নহে, পূর্ব্বেও বড় ভণ্ড ছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব মৎস্যরূপে শরীর-পরিগ্রহপূর্ব্বক হিমবন্তপ্রদেশে এক সরোবরে বাস করিতেন। বহু মৎস্য তাঁহার অনুচরভাবে বিচরণ করিত।

একদিন মৎস্যগুলি ভক্ষণ করিবার জন্য এক বকের বড় ইচ্ছা জন্মিল। সে ঐ সরোবরের নিকটে একস্থানে মস্তক অবনত ও পক্ষদ্বয় বিস্তৃত করিয়া অবস্থিতি করিল, এবং কোন মৎস্য অসাবধানভাবে বিচরণ করিলেই তাহাকে ধরিবার উদ্দেশ্যে মধ্যে মধ্যে মৎস্যগুলির দিকে একটু একটু দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। এই সময়ে বোধিসত্ত্ব অনুচরগণ-পরিবৃত হইয়া আহার অন্বেষণ করিতে করিতে সরোবরের সেই অংশে উপস্থিত হইলেন। মৎস্যগণ বককে দেখিতে পাইয়া নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটী বলিল :—

না জানি এ দ্বিজ * কত পুণ্যবান্,
শুভ্র দেহ এর কুমুদ সমান।
আহারান্বেষণে চেষ্টা আর নাই,
পক্ষদ্বয় শান্ত রহিয়াছে তাই।
মধ্যে মধ্যে চক্ষু করে উন্মিলন,
[illegible]

অনন্তর, বোধিসত্ত্ব সেই ভণ্ডকে দেখিতে পাইয়া নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথাটী বলিলেন :—

জান না ইহার চরিত্র কেমন,
তাই কর এর প্রশংসা কীর্ত্তন।
বকরূপী দ্বিজ মীনের রক্ষক
হয় নাক কভু ; এ শুধু ভক্ষক।
ভক্ষণের তরে, হের পক্ষদ্বয়
নিস্পন্দ করিয়া আছে দুরাশয়।

ইহা শুনিয়া মৎস্যগণ মহাশব্দে জল আলোড়ন করিতে লাগিল এবং তাহাতে ভীত হইয়া বক পলায়ন করিল।

[সমবধান—তখন এই ভণ্ড ছিল সেই বক এবং আমি ছিলাম সেই মৎস্যরাজ।]

২৩৭—সাকেত-জাতক।

[শাস্তা সাকেত নগরের নিকটে অবস্থিতিকালে তত্রত্য জনৈক ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার অতীত ও প্রত্যুৎপন্ন বস্তু ইতঃপূর্ব্বে এক নিপাতে বলা হইয়াছে।] †

তথাগত বিহারে প্রবেশ করিলে ভিক্ষুরা জিজ্ঞাসিলেন, "ভদন্ত, কিরূপে স্নেহ সঞ্জাত হয় ?" এবং নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটী বলিলেন :—

---

* পক্ষী। ইহার আর একটী অর্থ ব্রাহ্মণ। এখানে শেষোক্ত অর্থের দিকেও লক্ষ্য আছে।
† ৬৮ সংখ্যক জাতক।

কেন, প্রভু, কোন জনে করি দরশন
হৃদয়ে প্রীতির রস হয় নিঃসরণ?
সম্পূর্ণ অপরিচিত, অথচ তাহায়
দেখিলেই চিত্ত স্বতঃ সুপ্রসন্ন হয়?
অন্যত্র ইহার কিন্তু হেরি বিপরীত,
দৃষ্টিমাত্র ঘৃণা হয় মনেতে উদিত।

তখন শাস্তা প্রেমের কারণ বুঝাইবার জন্য নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথাটী বলিলেন :—

পুত্রকলত্রাদি-ভাবে জন্মান্তরে যার
সঙ্গে থাকি হইয়াছে স্নেহের সঞ্চার,
অথবা এজন্মে হিতকামী যেবা তব,
দেখিলে তাহারে হয় স্নেহের উদ্ভব।
এ দুই কারণে স্নেহ জনমে হৃদয়ে,
উৎপলাদি পুষ্প যথা জন্মে জলাশয়ে।

[সমবধান—তখন এই ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী ছিলেন সেই ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী এবং আমি ছিলাম তাঁহাদের পুত্র।]

২৩৮—একপদ-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে জনৈক ভূস্বামীকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ভূস্বামী নাকি শ্রাবস্তী নগরে বাস করিতেন। একদিন ইঁহার পুত্র ইঁহার ক্রোড়ে উপবেশন করিয়া "অর্থস্থ দ্বার *" (অর্থাৎ মার্গচতুষ্টয়-প্রাপ্তির উপায় কি) এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। ভূস্বামী ভাবিলেন, 'এরূপ প্রশ্নের উত্তর কেবল বুদ্ধই দিতে পারেন, আমি অজ্ঞ, আমার কি সাধ্য যে ইহার উত্তর দি [illegible]' অনন্তর তিনি পুত্রকে লইয়া জেতবনে গেলেন এবং শাস্তাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক বলিলেন, "ভদন্ত, আমার এই পুত্রটী আমার কোলে বসিয়া পরমার্থ-লাভের কি উপায়, এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছে। আমি ইহার উত্তর জানি না বলিয়া এখানে আসিলাম; আপনি দয়া করিয়া ইহার উত্তর দিন।" ইহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "দেখ, উপাসক, তোমার পুত্রটী কেবল যে এ জন্মেই পরমার্থান্বেষী তাহা নহে; পূর্ব্বেও ইহা জানিবার জন্য পণ্ডিতদিগকে এই প্রশ্ন করিয়াছিল এবং পণ্ডিতেরা ইহার উত্তর দিয়াছিলেন। এখন জন্মান্তর গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া সে কথা ইহার স্মৃতিগোচর হইতেছে না।" অনন্তর ভূস্বামীর অনুরোধে শাস্তা সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব শ্রেষ্ঠিকুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন এবং পিতার মৃত্যু হইলে শ্রেষ্ঠিপদ লাভ করিলেন। একদিন তাঁহার তরুণবয়স্ক এক পুত্র পিতৃক্রোড়ে আসীন হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, আমাকে এমন একটী মাত্র পদে এমন একটী অর্থ বলুন, যাহাতে বহু বিষয় বুঝায়।" এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার সময়ে শ্রেষ্ঠিপুত্র নিম্নলিখিত গাথাটী বলিয়াছিল :—

একরূপ একটী পদ বল পিতঃ, দয়া করি,
বহু ভাব প্রতিভাত হয় মনে যারে স্মরি।
অল্পেতে অধিক ব্যক্ত করে হেন বল পদ,
যে পদার্থে লভিবারে পারিব সর্ব্ব সম্পদ্।

বোধিসত্ত্ব এই প্রশ্নের উত্তর দিবার সময় নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথাটী বলিয়াছিলেন:—

'দক্ষতা' একটী পদ বহুগুণ-সমন্বিত,
দক্ষতা থাকিলে তব হইবে অশেষ হিত।

---

* এই প্রসঙ্গে প্রথম খণ্ডের অর্থস্যদ্বার-জাতক (৮৪) দ্রষ্টব্য।

দক্ষতার সঙ্গে যদি শীল, ক্ষান্তি যুক্ত হয়,
মিত্রে সুখ, শত্রু দুঃখ পাবে তব নিঃসংশয়।

বোধিসত্ত্ব এইরূপে প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রও পিতার উপদেশানুসারে পরিচালিত হইয়া নিজের অভীষ্ট লাভ করিয়াছিলেন এবং দেহান্তে কর্ম্মানুরূপ ফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

[শাস্তা এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন, তাহা শুনিয়া পিতাপুত্রে স্রোতাপত্তি-ফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—তখন এই পুত্র ছিল সেই পুত্র, এবং আমি ছিলাম সেই বারাণসীশ্রেষ্ঠী।]

২৩৯—হরিতমাত-জাতক।*

শাস্তা বেণুবনে অবস্থিতিকালে অজাতশত্রুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। কোশলরাজ প্রসেনজিতের পিতা মহাকোশল মগধরাজ বিম্বিসারকে কন্যাদান করিবার সময় স্নানাগারের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ নাকি কাশীগ্রাম যৌতুক দিয়াছিলেন। অজাতশত্রু পিতৃহত্যা করিলে কোশলকন্যা পতিশোকে অচিরে প্রাণত্যাগ করেন। অজাতশত্রু মাতার মৃত্যুর পরেও কাশীগ্রাম ভোগ করিতে লাগিলেন দেখিয়া প্রসেনজিৎ সঙ্কল্প করিলেন, 'পিতৃহন্তা ও চোর অজাতশত্রুকে পৈতৃক গ্রাম ভোগ করিতে দিব না।' অনন্তর তিনি অজাতশত্রুর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। এই যুদ্ধে কখনও মাতুলের, কখনও বা ভাগিনেয়ের জয় হইতে লাগিল। অজাতশত্রু যখন জয়লাভ করিতেন, তখন রথে পতাকা উড়াইয়া মহাডম্বরে নগরে ফিরিয়া আসিতেন, কিন্তু যখন পরাজিত হইতেন, তখন নিতান্ত বিষণ্ণ হইতেন, এবং কাহাকেও না জানাইয়া নগরে প্রবেশ করিতেন। একদিন ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভায় এই সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলেন, তাঁহারা বলাবলি করিতে লাগিলেন, "দেখ, ভাই, অজাতশত্রু মাতুলকে পরাস্ত করিলে উল্লসিত হন, কিন্তু নিজে পরাভূত হইলে নিতান্ত বিষণ্ণ হইয়া পড়েন।" এই সময়ে শাস্তা ধর্ম্মসভায় উপস্থিত হইয়া এবং প্রশ্ন দ্বারা তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিয়া বলিলেন, "দেখ, কেবল এ জন্মে নহে, পূর্ব্বেও এই ব্যক্তি জয়লাভ করিলে প্রফুল্ল এবং পরাজিত হইলে বিষণ্ণ হইত।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব নীলমণ্ডুক-যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন লোকে মাছ ধরিবার জন্য নদী, বিল প্রভৃতিতে 'ঘোনা'† পাতিয়া রাখিত। একদা একখানা ঘোনায় অনেক মাছ ঢুকিয়াছিল। একটা ঢোঁড়া সাপ মাছ খাইতে খাইতে সেই ঘোনার ভিতর গেল। তখন অনেকগুলা মাছ একসঙ্গে মিলিয়া তাহাকে কামড়াইতে আরম্ভ করিল; ইহাতে তাহার সর্ব্ব শরীর রক্তাক্ত হইল। সাপ প্রাণরক্ষার উপায় না দেখিয়া মরণভয়ে ঘোনার মুখ দিয়া বাহিরে গেল এবং বেদনায় অভিভূত হইয়া জলের ধারে পড়িয়া রহিল। নীলমণ্ডুকরূপী বোধিসত্ত্ব লাফ দিয়া সেই ঘোনার মুখের উপর গিয়া পড়িলেন। অন্য কাহারও নিকট নিজের দুঃখের কথা বলিতে না পারিয়া সাপ সেই ভেককেই বলিল, "বন্ধু নীলমণ্ডুক, তোমার বিবেচনায় এই মাছগুলার কাজ ভাল হইয়াছে কি?" ইহা জিজ্ঞাসা করিয়া সে নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটী বলিল :—

সাপ আমি, তবু এরা দংশিল আমায়,
প্রবেশ করিনু যবে ঘোনার ভিতর ;

---

* এই নামের কোন অর্থ বুঝা যায় না। গাথায় 'হরিতমাতা' দেখা যায়, টীকাকার ইহার ব্যাখ্যায় 'হরিত-মণ্ডুকপুত্রা' এইরূপ লিখিয়াছেন। ইহাতেও অর্থ বিশদ হইতেছে না। পাঠান্তর—"হরিতমণ্ডুক"। ইহাই বোধ হয় সমীচীন।

† পালি 'কুমিন'। মাছ ধরিবার জন্য যে সকল খাঁচা প্রস্তুত হইয়া থাকে, সেগুলি আকারভেদে ও প্রদেশ-ভেদে 'ঘোনা' 'রাবাণি', 'বেনে', 'দোহাড়' প্রভৃতি নানা নামে অভিহিত হয়।

দুর্নীতি এদের, ভাই, কি বলিব, হায় ?
বল কি মাছের সাজে হেন ব্যবহার ?

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "আমার বিবেচনায় মাছগুলা বেশ করিয়াছে। যদি বল, 'কেন ?' তাহার কারণ এই—তুমি যখন নিজের কোঠে পাইলে মাছ খাও, তখন মাছগুলিই বা আপনাদের কোঠে পাইয়া তোমাকে খাইবে না কেন ? নিজের কোঠে, নিজের অধিকারে, নিজের বিচরণক্ষেত্রে কেহই দুর্ব্বল নহে।" অনন্তর তিনি নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথাটী বলিলেন :—

যতদিন থাকে শক্তি পরস্ব-হরণে
পরস্ব-হরণে রত দেখি কতজনে।
শেষে যদি তাহাদের ঘটে শক্তিক্ষয়,
নব-শক্তিমান্ কার(ও) ঘটে অভ্যুদয়,
লুণ্ঠকের ধন তবে হয় বিলুণ্ঠিত,—
যে মূল্যে হয়েছে ক্রীত, সে মূল্যে বিক্রীত। *

বোধিসত্ত্ব এইরূপে নিজের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। এদিকে সাপটা নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়াছে দেখিয়া মাছগুলা শত্রুর শেষ রাখিতে নাই ইহা স্থির করিয়া, ঘোনার মুখ দিয়া বাহির হইল এবং তাহার প্রাণনাশ করিয়া চলিয়া গেল। †

[সমবধান—তখন অজাতশত্রু ছিলেন সেই উদকসর্প এবং আমি ছিলাম সেই নীলমণ্ডুক।]

২৪০—মহাপিঙ্গল-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে দেবদত্তের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। দেবদত্ত নয়মাস কাল শাস্তার প্রাণনাশার্থ বহু চেষ্টা করিয়াছিল এবং অবশেষে জেতবনের দ্বারকোষ্ঠকের নিকট ভূগর্ভে নিমগ্ন হইয়াছিল। ইহাতে সমস্ত জেতবনবাসী ও সমস্ত কোশলরাজ্যবাসী অতিমাত্র হৃষ্ট হইয়া বলিতে লাগিল, "এতদিনে পৃথিবী বুদ্ধ-প্রতিকণ্টক দেবদত্তকে গ্রহণ করিয়াছে, সম্যক্‌সম্বুদ্ধ এখন নিষ্কণ্টক হইলেন।" ক্রমে এই কথা লোক-মুখে সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল, তচ্ছ্রবণে সমস্ত জম্বুদ্বীপের অধিবাসী, যক্ষরক্ষোভূতাদি উপদেবতা এবং দেবগণ অপার আনন্দ লাভ করিলেন। একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় এ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তায় প্রবৃত্ত হইলেন, তাঁহারা বলিলেন, "দেখ ভাই, পৃথিবী দেবদত্তকে গ্রাস করিয়াছে শুনিয়া সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছে। তাহারা বলিতেছে, বুদ্ধ প্রতিকণ্টক দেবদত্ত ভূগর্ভে নিমগ্ন হইয়াছে।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিয়া বলিলেন, "দেখ, দেবদত্তের বিনাশে বহুলোকে কেবল এখনই যে তুষ্ট হইয়াছে ও হাসিতেছে তাহা নহে, পূর্ব্বেও তাহারা তুষ্ট হইয়াছিল ও হাসিয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীতে মহাপিঙ্গল নামে এক ব্যক্তি রাজত্ব করিতেন। তিনি অতি অধর্ম্ম-চারী ও অন্যায়পরায়ণ ছিলেন, নিয়ত নিজের ইচ্ছামত পাপকার্য্যে রত থাকিতেন, এবং লোকে যেমন ইক্ষুযন্ত্রে ইক্ষু পেষণ করে, সেইরূপ নানা অত্যাচারে প্রজাদিগকে পেষণ করিতেন। তিনি তাহাদিগকে দণ্ড দিতেন, তাহাদের নিকট অতিমাত্রায় কর আদায় করিতেন, সামান্য অপরাধে লোকের জঙ্ঘাদি অঙ্গচ্ছেদ করিতেন ও তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিতেন।

* গ্রীক্ পণ্ডিত সোলন লীডিয়ারাজ ক্রীশাস্‌কে বলিয়াছিলেন, "মহারাজ, আপনার অপেক্ষা যে ব্যক্তির অধিক লৌহ আছে, সেই আপনার এই বিপুল ধনরত্ন আত্মসাৎ করিতে পারে।"

† মাছ ঘোনায় পড়িলে আর বাহির হইতে পারে না। সাপের সম্বন্ধেও সেই কথা। কাজেই এই আখ্যায়িকায় যুক্তাযুক্ত-বিচারণার ত্রুটি দেখা যাইতেছে

ফলতঃ তিনি নিতান্ত নিষ্ঠুর, পরুষ ও ভীষণ প্রকৃতির লোক ছিলেন, অন্যের প্রতি বিন্দুমাত্র দয়াও তাঁহার হৃদয়ে স্থান পাইত না। এই নিমিত্ত কি ব্রাহ্মণ ও গৃহস্থগণ, কি তাঁহার নিজের স্ত্রীপুত্রকন্যা ও অমাত্যগণ, তিনি সকলেরই অতি অপ্রিয় ও অশ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। নেত্রপতিত রজঃকণা, অন্নপিণ্ডমধ্যস্থ কর্কর * ও পদতলপ্রবিষ্ট কণ্টক যেমন পীড়াদায়ক, রাজা মহাপিঙ্গলও সেইরূপ সকলেরই পীড়াদায়ক হইয়াছিলেন।

বোধিসত্ত্ব এই মহাপিঙ্গলের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মহাপিঙ্গল দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়া যখন মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন, তখন বারাণসীর সমস্ত অধিবাসী অতিমাত্র তুষ্ট হইল, আনন্দে হাস্য করিতে লাগিল, এক সহস্র শকটে কাষ্ঠ আনিয়া তাঁহার শব দগ্ধ করিল এবং বহু সহস্র ঘট জল দিয়া চিতাগ্নি নির্ব্বাপিত করিল। অনন্তর তাহারা বোধিসত্ত্বকে রাজপদে অভিষিক্ত করিল, এবং নগরে আনন্দভেরী বাজাইয়া, "এত দিনে আমরা ধার্ম্মিক রাজা পাইলাম" এই শুভ সংবাদ প্রচার করিল। তাহারা পতাকা তুলিয়া নগর সাজাইল, দ্বারে দ্বারে মণ্ডপ প্রস্তুত করিল; মণ্ডপের তলে লাজা ও পুষ্প ছড়াইয়া দিল এবং সেখানে বসিয়া পানভোজনে মত্ত হইল। বোধিসত্ত্বও অলঙ্কৃত বেদীর উপর শ্বেতচ্ছত্রতলে মহাপল্যঙ্কে উপবেশন করিয়া রাজশ্রীসঙ্গম অনুভব করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ, গৃহপতিগণ ও অমাত্যবর্গ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া উপবিষ্ট হইলেন।

বোধিসত্ত্বের অবিদূরে এক দৌবারিক ঘন ঘন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ক্রন্দন করিতেছিল। তাহা দেখিয়া বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসিলেন "ভদ্র দৌবারিক, আমার পিতার মৃত্যুতে সকলেই অতিমাত্র তুষ্ট হইয়াছে এবং নানারূপ উৎসব করিয়া বেড়াইতেছে, কিন্তু তুমি ওখানে দাঁড়াইয়া কান্দিতেছ! বলত, আমার পিতা কি তোমার প্রিয় ও আনন্দদায়ক ছিলেন?" এই প্রশ্ন করিবার সময় বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটী বলিয়াছিলেন :—

> মহাপিঙ্গলের নিষ্ঠুর পীড়নে হয়েছিল জ্বালাতন;
> মরণে তাঁহার লভেছে আরাম তাই আজ সর্ব্বজন।
> ছিলেন কি সেই অকৃষ্ণনয়ন † রাজা তব প্রিয়ঙ্কর?
> বল, কি কারণ করিছ ক্রন্দন তুমি দৌবারিক-বর?

বোধিসত্ত্বের কথা শুনিয়া দৌবারিক উত্তর দিল, "মহাপিঙ্গল মরিয়াছেন বলিয়া আমি যে সেই শোকে কান্দিতেছি তাহা নহে। এতকাল পরে বরং আমার মাথাটা আরামে থাকিবে। পিঙ্গলরাজ প্রাসাদে উঠিবার সময় এবং প্রাসাদ হইতে নামিবার সময় আমার মাথায় আট আটটা কিল দিতেন, সে ত যে সে কিল নয়, যেন কামারের হাতুড়ির ঘা। তিনি পরলোকে গিয়াও আমাকে মনে করিয়া নরকদ্বারে যমের মাথায় সেইরূপ কিল মারিবেন, তাহা হইলে যমদূতেরা বলিয়া উঠিবে, "এ লোকটা ত আমাদিগকে জ্বালাতন করিল", এবং তাহারা মহাপিঙ্গলকে আবার নরলোকে পাঠাইয়া দিবে। পাছে তিনি ফিরিয়া আসিয়া আমার মাথায় সেইরূপ কিল মারেন সেই ভয়েই আমি কান্দিতেছি।" এই কথা ভালরূপ বুঝাইবার জন্য দৌবারিক নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথাটী বলিল :—

> অকৃষ্ণনয়ন না ছিলা কখন সদয় আমার 'পর;
> ভয় এই মনে, পাছে ইহলোকে ফিরি আসে নরেশ্বর।
> পরলোকে তিনি যমেরে নিশ্চয় করিবেন জ্বালাতন,
> তাই পাছে যম আবার তাঁহারে করে হেথা আনয়ন।

* কর্কর বা শর্করা=কাঁকর বা কঙ্কর। 'কঙ্কর' সংস্কৃত শব্দ নহে। সম্ভবতঃ উচ্চারণ দোষে প্রথমে 'কর্কর' হইতে 'কাকর' বা 'কাঁকর', পরে 'কাঁকর' হইতে 'কঙ্কর' শব্দের উৎপত্তি হইয়া থাকিবে।

† টীকাকার বলেন যে এই রাজা বিড়ালাক্ষ ছিলেন। এই জন্য তাঁহাকে অকৃষ্ণনেত্র বলা হইয়াছে এবং এই জন্যই তাঁহার পিঙ্গল নাম হইয়াছিল।

বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "সহস্র শকট কাষ্ঠদ্বারা তাঁহার শব দগ্ধ করা হইয়াছে, শত শত ঘট জলদ্বারা তাঁহার চিতাগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়াছে, তাঁহার শ্মশানভূমির সর্ব্বাংশ খনন করা হইয়াছে। জীবের স্বভাবই এই যে যাহারা পরলোকে যায়, তাহারা গত্যন্তর লাভ করে বলিয়া কখনও পূর্ব্ব-শরীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারে না। অতএব তোমার ভয়ের কোন কারণ নাই।

শত শত ভার কাষ্ঠে শব যার হইয়াছে ভস্মীভূত,
শত শত ঘট জলেতে যাহার চিতা-অগ্নি নির্ব্বাপিত,
শ্মশান যাহার সর্ব্বত্র খুঁড়াত হইয়াছে তার পর,
সে জন ফিরিয়া আসিবেনা কভু, ভয় তুমি পরিহর।"

বোধিসত্ত্বের এই কথায় দৌবারিক তদবধি আশ্বস্ত হইল। অনন্তর বোধিসত্ত্ব যথাধর্ম্ম রাজ্যপালন করিয়া এবং দানপুণ্যাদির অনুষ্ঠান করিয়া কর্ম্মানুরূপ গতিলাভ করিলেন।

[সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল সেই পিঙ্গল এবং আমি ছিলাম তাহার পুত্র।]

২৪১—সর্ব্বদংষ্ট্র-জাতক

[শাস্তা বেণুবনে অবস্থিতি-কালে দেবদত্তের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। দেবদত্ত অজাতশত্রুকে প্রসন্ন করিয়া প্রথমে বহু উপহার ও সম্মান লাভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহা চিরস্থায়ী করিতে পারেন নাই। নালাগিরির সম্বন্ধে শাস্তা যে অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতেই দেবদত্তের প্রতিপত্তি ও উপহারাদি-প্রাপ্তি বিলুপ্ত হয়।

একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় বলাবলি করিতে লাগিলেন, "দেখ ভাই, দেবদত্ত প্রথমে উপহারাদি পাইবার ও লোকের সম্মান লাভ করিবার ব্যবস্থা করিয়াও শেষে উহা চিরস্থায়ী করিতে পারিলেন না।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে গিয়া প্রশ্ন দ্বারা তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "দেবদত্তের মানসম্ভ্রম ও অর্থাগম যে কেবল এ জন্মেই বিলুপ্ত হইল তাহা নহে, পূর্ব্বেই ঠিক এইরূপ ঘটিয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব তাঁহার পুরোহিত ছিলেন। বোধিসত্ত্ব তিন বেদ ও অষ্টাদশ বিদ্যায় * পারদর্শী ছিলেন। তিনি পৃথিবীজয়মন্ত্র জানিতেন। পৃথিবী-জয়মন্ত্রটী "আবর্জ্জনমন্ত্র" নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। †

একদিন বোধিসত্ত্ব মন্ত্র আবৃত্তি করিবার অভিপ্রায়ে এক নিভৃত স্থানে ‡ গমন করিলেন এবং শিলাপৃষ্ঠে আসীন হইয়া উহা আবৃত্তি করিলেন। [এই মন্ত্র নাকি নির্দ্দিষ্ট ক্রিয়ার অনুষ্ঠান না করিয়া অপর কাহাকেও শুনাইতে নাই, সেই জন্যই বোধিসত্ত্ব ঐরূপ স্থানে আবৃত্তি করিতে গিয়াছিলেন।]

বোধিসত্ত্ব যখন উক্ত মন্ত্র আবৃত্তি করিতেছেন, তখন একটা শৃগাল গর্ত্তে থাকিয়া উহা শুনিতে পাইল এবং কণ্ঠস্থ করিল। [এই শৃগাল নাকি কোন অতীত জন্মে ব্রাহ্মণ ছিল এবং পৃথিবী-জয়মন্ত্র আয়ত্ত করিয়াছিল।]

---

* অষ্টাদশ বিদ্যা বলিলে সংস্কৃত সাহিত্যে চারি বেদ, ছয় বেদাঙ্গ, পুরাণ, মীমাংসা, ন্যায়, ধর্ম্মশাস্ত্র এবং উপবেদ চতুষ্টয় অর্থাৎ আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গান্ধর্ব্ববেদ ও শস্ত্রশাস্ত্র (মতান্তরে স্থাপত্যবেদ ও শিল্পশাস্ত্র) বুঝায়। কিন্তু তাহা হইলে এই আখ্যায়িকায় তিন বেদ অর্থাৎ ঋক, সাম ও যজুঃ পৃথক্ বলিবার কোন হেতু দেখা যায় না।

† ইংরাজী অনুবাদক "পঠবীজয় মন্তো তি আবজ্জন মন্তো বুচ্চতি" এই বাক্যের অর্থ করিয়াছেন, "এই মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে ধ্যানপর হওয়া আবশ্যক।" কিন্তু ইহা ভ্রম। 'আবর্জ্জন' = জয়।

‡ মূলে 'অঙ্গণট্ঠানে' আছে। 'অঙ্গন' বলিলে এখানে কোন উন্মুক্ত ও নিভৃত স্থান বুঝিতে হইবে।

বোধিসত্ত্ব মন্ত্র আবৃত্তি করিবার পর আসন হইতে উঠিয়া বলিলেন, "এই মন্ত্র দেখিতেছি, আমি সুন্দররূপে কণ্ঠস্থ করিয়াছি।" তখন শৃগালও গর্ত্তের বাহির হইয়া বলিল, "ঠাকুর, এই মন্ত্র তোমা অপেক্ষা আমি আরও ভাল কণ্ঠস্থ করিয়াছি"। ইহা বলিয়াই শৃগাল সেখান হইতে ছুটিয়া পলাইল। বোধিসত্ত্ব কিয়ৎক্ষণ তাহার অনুধাবন করিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন, "কে কোথা আছ, এই শৃগালটাকে ধর, নচেৎ এ মহা অনর্থ ঘটাইবে,"। কিন্তু তাঁহার চেষ্টা বিফল হইল; শৃগাল পলায়নপূর্ব্বক অরণ্যে প্রবেশ করিল।

শৃগাল বনে গিয়া একটা শৃগালীর গাত্রে ঈষৎ দংশন করিল। শৃগালী জিজ্ঞাসিল, "কি প্রভু, কি আজ্ঞা করিতেছেন?"

"আমি কে তা জানিস্, কি জানিস্ না?"

"আমি ত আপনাকে জানি না।"

তখন শৃগাল পৃথিবীজয়মন্ত্র পাঠ করিয়া সেই বনের হস্তী, অশ্ব, সিংহ, ব্যাঘ্র, শূকর, মৃগ প্রভৃতি সমস্ত চতুষ্পদ জন্তু নিজের নিকট আনয়ন করিল, তাহাদের রাজা হইয়া "সর্ব্বদংষ্ট্র" নাম গ্রহণ করিল এবং এক শৃগালীকে অগ্রমহিষীর পদ দিল। তদবধি দুইটা হস্তীর পৃষ্ঠে একটা সিংহ চড়িত এবং শৃগালরাজ তাহার মহিষীকে সঙ্গে লইয়া সেই সিংহের পৃষ্ঠে উপবেশন করিত। অরণ্যবাসী সমস্ত পশুই তাহার মহাসম্মান করিত।

এইরূপে বহুসম্মান ভোগ করিয়া শৃগালের মনে বড় গর্ব্ব জন্মিল। সে বারাণসী রাজ্য জয় করিব, এই সঙ্কল্প করিয়া সমস্ত চতুষ্পদ জন্তু সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিল এবং বারাণসীর অদূরে গিয়া উপস্থিত হইল। তাহার অনুচরগণ দ্বাদশ যোজন স্থান অধিকার করিয়া রহিল। শৃগাল সেনাসন্নিবেশ করিয়া রাজাকে বলিয়া পাঠাইল, "হয় রাজ্য দাও, নয় যুদ্ধ দাও"। বারাণসী-বাসীরা এই আকস্মিক ব্যাপারে ভীত ও চকিত হইয়া নগরদ্বারসমূহ রুদ্ধ করিয়া রহিল।

বোধিসত্ত্ব রাজার নিকট গিয়া বলিলেন, "ভয় নাই, মহারাজ! সর্ব্বদংষ্ট্র শৃগালের সহিত যুদ্ধ করিবার ভার আমার উপর রহিল। আমা ভিন্ন অন্য কেহই তাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে না।" এইরূপে রাজাকে ও নগরবাসীদিগকে আশ্বাস দিয়া তিনি ভাবিলেন, 'সর্ব্বদংষ্ট্রকে জিজ্ঞাসা করা যাউক, সে কি উপায়ে এইরাজ্য অধিকার করিবার অভিপ্রায় করিয়াছে।" অনন্তর তিনি সিংহদ্বারের অট্টালকে আরোহণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে সর্ব্বদংষ্ট্র, বল ত তুমি কি উপায়ে এই নগর অধিকার করিবে ভাবিয়াছ?" সর্ব্বদংষ্ট্র উত্তর দিল, "আমি সিংহদিগকে গর্জ্জন করিতে বলিব, ভীষণ সিংহনাদ শুনিয়া নগরবাসীরা ভয়বিহ্বল হইবে; কাজেই আমি অনায়াসে নগর গ্রহণ করিব।"

"বটে, এই উহার অভিসন্ধি!" ইহা ভাবিয়া বোধিসত্ত্ব অট্টালক হইতে অবতরণ করিলেন এবং ভেরী বাজাইয়া দ্বাদশযোজনবিস্তীর্ণ বারাণসী নগরীর সমস্ত অধিবাসীকে আদেশ দিলেন, "তোমরা মাষপিষ্ট দ্বারা স্ব স্ব কর্ণবিবর রুদ্ধ কর।" অধিবাসীরা ভেরীনাদ দ্বারা প্রচারিত এই আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া, কুক্কুর, বিড়াল পর্য্যন্ত সমস্ত চতুষ্পদের এবং নিজের নিজের কর্ণচ্ছিদ্রগুলি মাষপিষ্ট দ্বারা এরূপ রুদ্ধ করিল যে, অপরের কোন শব্দই আর তাহাদের শ্রুতি-গোচর হইবার সম্ভাবনা থাকিল না।

তখন বোধিসত্ত্ব আবার অট্টালকে আরোহণ করিলেন এবং ডাকিলেন, "সর্ব্বদংষ্ট্র।"

"কিহে ঠাকুর, কি বলিবে বল।"

"বল ত কি উপায়ে এই রাজ্য গ্রহণ করিবার মানস করিয়াছ।"

"বুঝিতে পার নাই? সিংহদিগের দ্বারা গর্জ্জন করাইব; তাহা শুনিয়া মানুষগুলার মহা-ত্রাস জন্মিবে; তখন তাহাদিগকে মারিয়া ফেলিব ও নগর অধিকার করিব।"

"সিংহদিগের দ্বারা ত গর্জ্জন করাইতে পারিবে না। সিংহেরা সুরক্তনখ-সম্পন্ন, কেশরী ও পশুরাজ। তুমি কি ভাবিয়াছ, তাহারা তোমার মত একটা বৃদ্ধ শৃগালাধমের আজ্ঞা পালন করিবে?"

শৃগাল অতিগর্ব্বে স্ফীত হইয়াছিল। সে উত্তর দিল, "অন্য সিংহের কথা দূরে থাকুক, আমি যাহার পৃষ্ঠে আসন গ্রহণ করিয়াছি, তাহা দ্বারাই গর্জ্জন করাইব।"

"করাও দেখি, তোমার কেমন সাধ্য।"

এই কথা শুনিয়া শৃগাল পদাঘাত দ্বারা নিজের বাহন সিংহটাকে গর্জ্জন করিতে সংকেত করিল। সিংহ হস্তিকুম্ভে নিজের মুখ স্থাপন করিয়া তিনবার ঘোর নিনাদ করিল। তাহাতে হস্তী এত ভীত হইল যে সে শৃগালকে নিজের পাদমূলে ফেলিয়া দিল এবং পাদপীড়নে তাহার মস্তকটা চূর্ণ বিচূর্ণ করিল। এইরূপে সেইখানে এবং তন্মুহূর্ত্তেই সর্ব্বদংষ্ট্রের প্রাণবিয়োগ হইল। হস্তীগুলা সিংহনাদ শুনিয়া মরণভয়ে দিগ্‌বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্য হইল এবং পরস্পরকে আঘাত করিয়া সকলেই মারা গেল। ফলতঃ কেবল সিংহ ব্যতীত অন্য সমস্ত চতুষ্পদ জন্তু—মৃগশূকরাদি হইতে শশবিড়াল পর্য্যন্ত সকলেই—সেখানে এইরূপে নিহত হইল। সিংহেরা পলায়ন করিয়া বনে আশ্রয় লইল। দ্বাদশ যোজন ক্ষেত্রে কেবল মাংসরাশি পড়িয়া রহিল।

বোধিসত্ত্ব অট্টালক হইতে অবতরণপূর্ব্বক নগরদ্বারসমূহ খোলাইয়া দিলেন এবং ভেরীধ্বনি দ্বারা প্রচার করিলেন,—"এখন সকলে স্ব স্ব বর্ণবিবর হইতে মাষপিষ্ট ফেলিয়া দিউক, এবং যাহারা মাংস খাইতে ইচ্ছা করে, তাহারা মাংস সংগ্রহ করুক।" এই আদেশ পাইয়া লোকে যত পারিল টাট্‌কা মাংস খাইল এবং অবশিষ্ট মাংস শুকাইয়া বল্লূর* প্রস্তুত করিল। শুনা যায় এই সময়েই লোকে প্রথম বল্লূর প্রস্তুত করিতে শিখিয়াছিল।

[শাস্তা এইরূপে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া নিম্নলিখিত অভিসম্বুদ্ধ গাথা দুইটী বলিয়া জাতকের সমবধান করিলেন:—

বহু অনুচর পাইতে বাসনা করিল শৃগালাধম,
লভি তাহা তার গর্ব্বে স্ফীত মন, ঘটিল মতির ভ্রম।
বসি রাজপদে পশুগণ তার করিল সম্মান কত,
মদোন্মত্ত শিবা কিন্তু শেষে হ'ল করিপদাঘাতে হত।
সেইরূপ জেন', মানব সমাজে যে জন বাসনা করে,
বহু অনুচরে বেষ্টিত হইয়া রব মহা আড়ম্বরে,
লভি অনুচর, লভি বহু মান, গর্ব্বে মত্ত হ'য়ে পরে,
পরারে দুরিয়া শরাসম জ্ঞান নিজবুদ্ধি-দোষে মরে।

[সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল সেই শৃগাল, সারিপুত্র ছিলেন সেই বারাণসীরাজ এবং আমি ছিলাম তাঁহার পুরোহিত।]

২৪২—শুনক-জাতক।

[একটা কুকুর অম্বলকোট্ঠকের নিকটবর্ত্তী আসনশালায় ভাত খাইত। তাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এই কথা বলিয়াছিলেন।

শুনা যায় কতিপয় পানীয়হারক† নাকি এই কুকুরটাকে জন্মাবধি পুষিয়াছিল। ক্রমে আসনশালায় ভাত খাইতে খাইতে সে বিলক্ষণ হৃষ্টপুষ্ট হইয়াছিল। একদিন কোন গ্রামবাসী সেই কুকুর দেখিতে পাইয়া পানীয়-হারকদিগকে নগদ এক কাহণ ও একখানি উত্তরীয় বস্ত্র দিয়া তাহাকে ক্রয় করিল এবং চর্ম্মরজ্জু দ্বারা তাহার গলা বাঁধিয়া লইয়া গেল। কুকুরটা তখন কোন বাধা দিল না বা ঘেউ ঘেউ করিল না, গ্রামবাসী তাহাকে

* বল্লূর—শুষ্ক মাংস বা শূকর-মাংস। এখানে 'শুষ্ক মাংস' এই অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে।
† পানীয়হারক—যাহারা জল বহন করিয়া আনে। (তুলং)—তৃণহারক।

যাহা খাইতে দিল, তাহাই খাইয়া তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে গেল। গ্রামবাসী ভাবিল, 'কুকুরটা আমার বশে আসিয়াছে', কাজেই সে তাহার গলার বাঁধন খুলিয়া দিল। কিন্তু কুকুর যেমন বন্ধনমুক্ত হইল, অমনি এক ছুটে সেই আসনশালায় ফিরিয়া গেল। ভিক্ষুরা তাহাকে দেখিয়া বুঝিলেন, কিরূপে সে উদ্ধারলাভ করিয়াছে। তাঁহারা সন্ধ্যাকালে ধর্ম্মসভায় এ সম্বন্ধে কথোপকথন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "দেখ ভাই এই কুকুরটা আসনশালায় ফিরিয়া আসিয়াছে। বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের জন্য এ বেশ বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছে; যেমন মুক্তিলাভ করিয়াছে, অমনি ছুটিয়া এখানে আসিয়াছে।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের কথা শুনিতে পাইলেন এবং বলিলেন, "দেখ, এ কুকুরটা কেবল এ জন্মে নহে, অতীত জন্মেও বেশ বন্ধনমোক্ষ-কুশল ছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব কাশীরাজ্যে এক আঢ্যকুলে জন্মগ্রহণ করেন এবং বয়ঃপ্রাপ্তির পর গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করেন। ঐ সময়ে বারাণসীর একজন অধিবাসীর একটা পোষা কুকুর ছিল; সে প্রতিদিন অন্নপিণ্ড খাইয়া বিলক্ষণ স্থূলাঙ্গ হইয়াছিল।

একদিন এক গ্রামবাসী বারাণসীতে গিয়া ঐ কুকুর দেখিতে পাইল এবং কুকুরস্বামীকে নিজের উত্তরীয় বস্ত্রখানি ও নগদ এক কাহণ দিয়া উহা ক্রয় করিল। অনন্তর সে চর্ম্মযোত্র দ্বারা উহার গলা বান্ধিল এবং যোত্রের একপ্রান্ত ধরিয়া লইয়া চলিল। এইরূপে যাইতে যাইতে সে এক বনের ধারে উপস্থিত হইল, সেখানে একখানা ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া কুকুরটাকে বান্ধিয়া রাখিল এবং নিজে কাষ্ঠফলকের উপর শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িল। এই সময় বোধিসত্ত্ব কোন কার্য্যোপলক্ষ্যে সেই বনে গমন করিয়াছিলেন। তিনি কুকুরটাকে চর্ম্মযোত্র-বদ্ধ দেখিতে পাইয়া নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটী বলিলেন :—

কুকুর তুমি বোকা বড়, নইলে এতক্ষণ
চামের বাঁধন খেয়ে, ঘরে করতে পলায়ন।

ইহা শুনিয়া কুকুরটা নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথা বলিল :—

বল্লে যাহা বুঝ্লেম তাহা, আমিও মনে মনে
স্থির করেছি পলাইব কাটিয়া বাঁধনে।
ভাব্‌ছি কেবল সুযোগ আসি জুটিবে কখন—
লোকজন সব ঘুমে কখন হবে অচেতন।

অনন্তর রাত্রিকালে সকলে যখন গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইল, তখন কুকুর সেই চর্ম্মরজ্জু উদরস্থ করিয়া পলায়নপূর্ব্বক নিজের পালকের নিকট ফিরিয়া গেল।

[সমবধান—তখন এই কুকুর ছিল সেই কুকুর এবং আমি ছিলাম সেই পণ্ডিত পুরুষ।]

২৪৩—গুত্তিল-জাতক। *

[শাস্তা বেণুবনে অবস্থিতিকালে দেবদত্তের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই সময়ে ভিক্ষুরা একদিন দেবদত্তকে বলিয়াছিলেন, "ভাই দেবদত্ত, সম্যক্‌সম্বুদ্ধ তোমার আচার্য্য, তুমি তাঁহার প্রসাদে পিটকত্রয় আয়ত্ত করিয়াছ; চতুর্ব্বিধ ধ্যান উৎপাদন করিতে শিখিয়াছ; এরূপ আচার্য্যের সহিত শত্রুতাচরণ করা তোমার পক্ষে নিতান্ত গর্হিত।" ইহা শুনিয়া দেবদত্ত উত্তর দিয়াছিল, "সে কি কথা, ভাই? আমার আচার্য্য শ্রমণ গৌতম! কখনই নয়। তোমরা কি বলিতে চাও আমি নিজবলেই পিটকত্রয় আয়ত্ত করি নাই এবং চতুর্ব্বিধ ধ্যান উৎপাদন্ করিতে শিখি নাই?" দেবদত্ত এইরূপে নিজের আচার্য্যের প্রত্যাখান করিয়াছিল।

অনন্তর ভিক্ষুরা ধর্ম্মশালায় এই সম্বন্ধে কথোপকথন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "দেখ ভাই, দেবদত্ত আচার্য্যের প্রত্যাখ্যান করিয়া ও সম্যক্‌সম্বুদ্ধের শত্রু হইয়া মহাবিনাশ প্রাপ্ত হইল।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে গিয়া তাঁহাদের আলোচনার বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "দেবদত্ত যে কেবল এ জন্মেই আচার্য্যের প্রত্যাখ্যান দ্বারা এবং তাঁহার সহিত শত্রুতা করিয়া নিজের সর্ব্বনাশের পথ প্রশস্ত করিল, তাহা নহে; পূর্ব্বেও সে এইরূপ করিয়াছিল।" ইহা বলিয়া তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

---

* পালি "গুত্তিলজাতক।"

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব এক গন্ধর্ব্বকুলে * জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম হইয়াছিল গুপ্তিলকুমার। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি গান্ধর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়া গুপ্তিল গন্ধর্ব্ব নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। তৎকালে জম্বুদ্বীপে গান্ধর্ব্ববিদ্যায় অন্য কেহই তাঁহার সমকক্ষ ছিল না। তিনি দারপরিগ্রহ করিলেন না,—অন্ধ মাতাপিতার সেবা-শুশ্রূষায় জীবন যাপন করিতে লাগিলেন।

একদা বারাণসীবাসী কতিপয় বণিক্ বাণিজ্যার্থ উজ্জয়িনী নগরে গিয়াছিলেন। সেখানে কোন পর্ব্বোপলক্ষ্যে উৎসব হইবে শুনিয়া তাঁহারা নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলিলেন, প্রচুর মাল্যগন্ধবিলেপন ও খাদ্যপানীয় ক্রয় করিয়া উৎসব-ক্ষেত্রে সমবেত হইলেন এবং বলিলেন, "উপযুক্ত বেতন দিয়া একজন গন্ধর্ব্ব আনয়ন কর।"

তৎকালে মূসিল নামক এক ব্যক্তি উজ্জয়িনীনগরের শ্রেষ্ঠ গন্ধর্ব্ব ছিলেন। বণিকেরা তাঁহাকেই আনাইয়া নিজেদের গন্ধর্ব্বরূপে নিযুক্ত করিলেন। মূসিল বীণাবাদক ছিলেন; তিনি বীণাটীকে উত্তম মূর্চ্ছনায় তুলিয়া বাজাইতে আরম্ভ করিলেন। বারাণসীর বণিকেরা পূর্ব্বে কতবার গুপ্তিল গন্ধর্ব্বের বীণাবাদন শ্রবণ করিয়াছিলেন; তাঁহাদের কাণে মূসিলের বীণাবাদন ভাল লাগিল না, বোধ হইতে লাগিল, কে যেন মাদুরের উপর আঁচড় দিতেছে। কাজেই তাঁহারা মূসিলের বীণাবাদনে তৃপ্তির চিহ্ন দেখাইলেন না। মূসিল দেখিলেন, কেহই তাহার বাদ্যে সন্তুষ্ট হইতেছেন না। তিনি ভাবিলেন, 'খুব চড়া সুরে বাজাইতেছি বলিয়া এরূপ ঘটিয়াছে।' তখন তিনি তারগুলিকে মধ্যম মূর্চ্ছনায় নামাইয়া মধ্যম স্বরে বাজাইতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু বণিকেরা তাহাতেও সন্তোষের লক্ষণ প্রদর্শন করিলেন না—মধ্যস্থের ন্যায় বসিয়া রহিলেন। ইহাতে মূসিল বিবেচনা করিলেন, 'এ মূর্খেরা গান্ধর্ব্ববিদ্যার কিছুই বুঝে না।' তিনি তখন নিজেও যেন নিতান্ত অনভিজ্ঞ, এই ভাণ করিয়া তারগুলি শিথিল করিয়া বাজাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু ইহাতেও শ্রোতারা ভালমন্দ কিছুই বলিলেন না। তাহা দেখিয়া মূসিল জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভো বণিক্‌গণ, আমি বীণা বাজাইতেছি, অথচ আপনারা সন্তোষলাভ করিতেছেন না, ইহার কারণ কি বলুন ত।'

বণিকেরা বলিলেন, "সে কি? আপনি কি বীণা বাজাইতেছেন? আমরা ভাবিয়াছি, আপনি এতক্ষণ বীণার সুর বান্ধিতেছিলেন।"

"আপনারা কি আমার অপেক্ষা কোন ভাল বীণাবাদককে জানেন, না নিজেদের অজ্ঞতাবশতঃই সন্তোষলাভ করিতে অক্ষম হইয়াছেন?"

"যাহারা পূর্ব্বে বারাণসীতে গুপ্তিল গন্ধর্ব্বের বীণাবাদন শ্রবণ করিয়াছে তাহাদের কর্ণে আপনার বীণাবাদন ভাল লাগে না। আপনার বাদ্য শুনিয়া মনে হয়, যেন গৃহিণীরা ছেলেমেয়েদের মন ভুলাইবার জন্য গুন্ গুন্ করিতেছে।"

"শুনুন, যদি তাহাই হয়, তবে আপনারা আমাকে যে অর্থ দিয়াছেন, তাহা ফিরাইয়া লউন; ইহাতে আমার প্রয়োজন নাই। কিন্তু আপনারা যখন বারাণসীতে ফিরিবেন, তখন আমাকে সঙ্গে লইয়া যাইবেন।"

বারাণসীর বণিকেরা বলিলেন, "উত্তম কথা, তাহাই করা যাইবে।" অনন্তর বারাণসীতে প্রতিগমন করিবার সময় তাঁহারা মূসিলকে সঙ্গে লইয়া গেলেন, এবং তাঁহাকে গুপ্তিলের বাসস্থান দেখাইয়া স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন।

মূসিল গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং গুপ্তিলের সুন্দর বীণাটী একস্থানে বান্ধা রহিয়াছে দেখিয়া উহা খুলিয়া বাজাইতে লাগিলেন। বোধিসত্ত্বের মাতাপিতা অন্ধ ছিলেন, কাজেই

* গন্ধর্ব্ব=গায়ক ও বাদক (ইংরাজী musician)। গান্ধর্ব্ববিদ্যা=গানবাজনা (music)।

তাঁহারা ভাবিলেন, ইন্দুরে বুঝি বীণার তার খাইতেছে। তাঁহারা ইন্দুর তাড়াইবার জন্য "হু হু" বলিয়া উঠিলেন।

মূসিল তৎক্ষণাৎ বীণাটী রাখিয়া দিয়া গুপ্তিলের মাতাপিতাকে প্রণাম করিলেন। তাঁহারা জিজ্ঞাসিলেন, "আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন?"

মূসিল বলিলেন, "আমি আচার্য্যের নিকট বিদ্যাশিক্ষার জন্য উজ্জয়িনী হইতে আসিতেছি।"

"বেশ করিয়াছ।"

"আচার্য্য কোথায়?"

"বাবা, সে বাহিরে গিয়াছে, কিন্তু আজই ফিরিবে।"

মূসিল সেখানে বসিয়া রহিলেন। গুপ্তিল ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার সহিত শিষ্টালাপ করিলেন। অনন্তর মূসিল নিজের আগমনকারণ বলিলেন। গুপ্তিল অঙ্গ-বিদ্যায় নিপুণ ছিলেন। তিনি মূসিলের আকৃতি দেখিয়া বুঝিলেন, লোকটা অসৎ; কাজেই তিনি তাঁহাকে বলিলেন, "বাবা, তুমি দেশে ফিরিয়া যাও। এ বিদ্যা তোমার জন্য নহে।" মূসিল তখন গুপ্তিলের মাতাপিতার পা জড়াইয়া ধরিলেন, এবং তাঁহাদের সেবা করিয়া যাচ্ঞা করিলেন, "আপনারা দয়া করিয়া আমার শিক্ষালাভের উপায় করিয়া দিন।" ইহাতে বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা গুপ্তিলকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। গুপ্তিল তাহা লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া মূসিলকে শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহার পর মূসিল এক দিন গুপ্তিলের সহিত রাজভবনে গেলেন। রাজা তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচার্য্য, আপনার সঙ্গে ইনি কে?" গুপ্তিল বলিলেন "মহারাজ, ইনি আমার অন্তেবাসী।" রাজভবনে যাইতে যাইতে মূসিল ক্রমে রাজার বিশ্বাসভাজন হইলেন।

এদিকে গুপ্তিল মূসিলের শিক্ষাবিধানে কোনরূপ কার্পণ্য করিলেন না, অন্যান্য আচার্য্যেরা যেমন শিষ্যদিগকে কিঞ্চিন্মাত্র শিখাইয়া ক্ষান্ত হন, কখনও সমস্ত বিদ্যা দান করেন না, * গুপ্তিলের প্রকৃতি সেরূপ ছিল না। তিনি নিজে যাহা জানিতেন, মূসিলকে তাহার সমস্তই শিখাইয়া বলিলেন, "বাবা, এখন তোমার বিদ্যা সমাপ্ত হইল।"

মূসিল ভাবিতে লাগিলেন, 'আমি গান্ধর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়াছি; জম্বুদ্বীপের মধ্যে বারাণসী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নগরী; আমার আচার্য্য এখন বৃদ্ধ হইয়াছেন; অতএব এখন আমাকে বারাণসীতেই অবস্থিতি করিতে হইবে।' এইরূপে চিন্তা করিয়া তিনি আচার্য্যকে বলিলেন, "প্রভু, আমার ইচ্ছা যে বারাণসীরাজের সেবা করি।"

গুপ্তিল বলিলেন, "বেশ বাবা; আমি রাজাকে তোমার প্রার্থনা জানাইব।" অনন্তর তিনি রাজার নিকট গিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আমার অন্তেবাসী আপনার সেবা করিতে ইচ্ছা করে, ইহাকে কি বেতন দিবেন আজ্ঞা করুন।" রাজা বলিলেন, "আপনি যাহা পান, সে তাহার অর্দ্ধ পাইবে।" গুপ্তিল মূসিলকে এই কথা জানাইলে, তিনি বলিলেন, "আচার্য্য, যদি আপনার সমান বেতন পাই তাহা হইলেই কাজ করিব, নচেৎ করিব না।"

গুপ্তিল জিজ্ঞাসিলেন, "কেন করিবে না?"

"আপনি যে বিদ্যা জানেন, আমিও কি তাহার সমস্ত জানি না?"

"তাহা জান বৈ কি।"

"যদি তাহা হয়, তবে আমি অর্দ্ধ বেতন পাইব কেন?"

গুপ্তিল রাজাকে মূসিলের এই উত্তর জানাইলেন। রাজা বলিলেন, "সে যদি আপনার সমান বিদ্যার পরিচয় দিতে পারে, তবে সমান বেতনই পাইবে।"

গুপ্তিল মূসিলকে রাজার আদেশ জানাইলে তিনি বলিলেন, "বেশ কথা; আমি পরীক্ষা

* আচার্য্যদিগের এইরূপ প্রবৃত্তিকে 'আচরিয়মুট্‌ঠি' (আচার্য্যমুষ্টি) বলা হইয়াছে।

দিতে প্রস্তুত আছি।" রাজাও তাহা শুনিয়া বলিলেন, "তাহাই হউক, আপনারা কোন্ দিন স্ব স্ব বিদ্যার পরিচয় দিবেন স্থির করুন।" গুপ্তিল উত্তর দিলেন, "অদ্য হইতে সপ্তম দিনে।"

অতঃপর রাজা মূসিলকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি তোমার আচার্য্যের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে চাহিয়াছ, এ কথা সত্য কি?" মূসিল উত্তর দিলেন, "হাঁ মহারাজ, একথা মিথ্যা নহে।" "আচার্য্যের সহিত বিবাদ করিতে নাই, অতএব তুমি এরূপ কাজ করিও না", রাজা এইরূপে বারণ করিলেও মূসিল বলিলেন "মহারাজ, ক্ষান্ত হউন, অদ্য হইতে সপ্তম দিনে আমার ও আচার্য্যের পরীক্ষা হউক, দেখিব, আমাদের মধ্যে কে গান্ধর্ব্ব-বিদ্যায় অধিক পারদর্শিতা লাভ করিয়াছে"

রাজা বলিলেন, "আচ্ছা, তাহাই দেখ।" অনন্তর তিনি ভেরীবাদন দ্বারা প্রচার করাইলেন, "অদ্য হইতে সপ্তম দিনে আচার্য্য গুপ্তিল ও তাঁহার অন্তেবাসী মূসিল রাজদ্বারে পরস্পর প্রতিযোগিতা করিয়া স্ব স্ব বিদ্যার পরিচয় দিবেন; নগরবাসীরা যেন উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের কাহার কত বিদ্যা, দর্শন করে।"

এদিকে গুপ্তিল চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'এই মূসিল তরুণবয়স্ক ও নববীর্য্যসম্পন্ন, কিন্তু আমি বৃদ্ধ ও হীনবল। বৃদ্ধের কার্য্য ফলদায়ী হয় কি না সন্দেহ। আমার অন্তেবাসী পরাজিত হইলেও আমার কোন বিশিষ্ট গৌরব লাভ হইবে না; কিন্তু আমি যদি তাহার নিকট পরাজিত হই, তাহা হইলে বড় লজ্জার কথা। তাহা অপেক্ষা বরং বনে গিয়া প্রাণত্যাগ করাই ভাল।' এইরূপ ভাবিয়া তিনি বনে গেলেন, কিন্তু মরণভয়ে গৃহে ফিরিলেন। এইরূপে গুপ্তিল মরণভয়ে বনে এবং লজ্জাভয়ে গৃহে গতায়াত করিয়া ছয়দিন কাটাইলেন। তাঁহার যাতায়াতে ঘাস মরিয়া গেল ও পায়ের চাপে বনভূমিতে একটা পথ প্রস্তুত হইল।

ইহাতে শক্রের আসন উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি ইহার কারণ চিন্তা করিয়া জানিলেন, গুপ্তিল গন্ধর্ব্ব তাঁহার অন্তেবাসীর ক্রূরতায় অরণ্যে মহাদুঃখ ভোগ করিতেছেন। তখন তিনি ভাবিলেন, 'আমাকে গুপ্তিলের সাহায্য করিতে হইবে'। অনন্তর তিনি মহাবেগে গমন করিয়া গুপ্তিলের পুরোভাগে আবির্ভূত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচার্য্য, আপনি কি নিমিত্ত অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছেন?"

গুপ্তিল জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে?"

"আমি শক্র।"

"দেবরাজ, আমি অন্তেবাসীর নিকট পাছে পরাজিত হই এই ভয়ে বনে প্রবেশ করিয়াছি।" ইহা বলিয়া গুপ্তিল নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটা পাঠ করিলেন:—

সপ্তন্ত্রী সুমধুরা মোহিনী বীণার
বাদন শিখিল অন্তেবাসিক আমার।
রঙ্গভূমে সেই মোরে চায় পরাজিতে,
রক্ষা কর, হে কৌশিক* এই বিপত্তিতে।

ইহা শুনিয়া শক্র বলিলেন, "কোন ভয় নাই; আমিই আপনার পরিত্রাতা, আমিই আপনার শরণ হইব।" ইহা বলিয়া তিনি নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথাটা পাঠ করিলেন:—

তারিব তোমায়, সৌম্য, নাহি কোন ভয়;
আচার্য্য গৌরব রক্ষা করিব নিশ্চয়।
আচার্য্যেরে পরাজিতে শিষ্যে না পারিবে,
বিজয়ী আচার্য্য তার গর্ব্ব বিনাশিবে।

"আপনি বীণা বাজাইবার সময় একটা তার ছিঁড়িয়া ছয়টা বাজাইবেন। ইহাতেও আপ-

* প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে শক্রের নামান্তর।

ন্যায় বীণার স্বর অক্ষুণ্ণ রহিবে। মূসিলও আপনার দেখাদেখি একটা তার ছিঁড়িবে, কিন্তু তাহাতে তাহার বীণার স্বর বিকৃত হইবে। তাহা হইলে তখনই মূসিলের পরাজয় ঘটিবে। তাহাকে পরাজিত হইতে দেখিয়া আপনি ক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, এমন কি সপ্তম তার পর্য্যন্ত ছিঁড়িয়া শেষে কেবল দণ্ডটী বাজাইবেন; ছিন্ন তারগুলির প্রান্ত হইতেই স্বর নিঃসৃত হইয়া দ্বাদশযোজন-বিস্তীর্ণ সমগ্র বারাণসীনগরী পরিপূর্ণ করিবে।" অনন্তর শক্র বোধিসত্ত্বকে তিনটা পাসার গুলি দিয়া আবার বলিলেন, "যখন আপনার বীণাশব্দে সমস্ত নগর পরিপূর্ণ হইবে, তখন আপনি ইহার একটা গুটিকা আকাশে ক্ষেপণ করিবেন; তাহা হইলে তিন শত অপ্সরা অবতরণ করিয়া আপনার পুরোভাগে নৃত্য আরম্ভ করিবেন। তাঁহারা যখন নৃত্য করিতে থাকিবেন, তখন আপনি দ্বিতীয় গুটিকাটী পূর্ব্ববৎ ক্ষেপণ করিবেন; তাহা হইলে আরও তিনশত অপ্সরা আসিয়া আপনার বীণার সম্মুখে নৃত্যে প্রবৃত্ত হইবেন। অতঃপর তৃতীয়টাও নিক্ষেপ করিলে দেখিবেন, আরও তিনশত অপ্সরা রঙ্গমণ্ডলে নৃত্য করিতেছেন। আমিও তাঁহাদের সঙ্গে উপস্থিত হইব। যান, আপনার কোন ভয় নাই।"

পরদিন পূর্ব্বাহ্নে গুপ্তিল গৃহে প্রতিগমন করিলেন। তখন রাজদ্বারে মণ্ডপ প্রস্তুত হইয়াছিল এবং তন্মধ্যে রাজার আসন স্থাপিত হইয়াছিল। রাজা প্রাসাদ হইতে অবতরণ-পূর্ব্বক সেই অলঙ্কৃত মণ্ডপে পল্যঙ্কোপরি উপবেশন করিলেন। সহস্র সহস্র অলঙ্কৃত রমণী, অমাত্য, ব্রাহ্মণ এবং পৌরগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া রহিল। ফলতঃ সেখানে সমস্ত নগরবাসীই উপস্থিত হইল; ইহাদের জন্য রাজাঙ্গণে চক্রের পর চক্রাকারে, মঞ্চের উপর মঞ্চাকারে আসন প্রস্তুত হইয়াছিল। গুপ্তিল স্নাত ও অনুলিপ্ত হইয়া নানাবিধ সুরস খাদ্যগ্রহণ-পূর্ব্বক বীণাহস্তে সেখানে গিয়া নিজের নির্দ্দিষ্ট আসন গ্রহণ করিলেন। শক্রও অদৃশ্যমানশরীরে উপস্থিত হইয়া আকাশে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কেবল গুপ্তিলই তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন। এদিকে মূসিলও গিয়া নিজের আসনে উপবেশন করিলেন। তাঁহাদের চতুষ্পার্শ্বে সহস্র সহস্র লোক সমবেত হইল।

প্রথমে দুইজনেই একরূপ বাজাইলেন; সেই জনসঙ্ঘ উভয়েরই বাদ্যে পরিতুষ্ট হইল এবং পুনঃ পুনঃ বাহবা দিতে লাগিল। অতঃপর আকাশস্থ শক্র, কেবল গুপ্তিল শুনিতে পারেন এইরূপ স্বরে বলিলেন, "একটা তার ছিঁড়িয়া ফেলুন।" তখন বোধিসত্ত্ব ভ্রমর তন্ত্রী * ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। কিন্তু ছিন্ন হইলেও ইহার প্রান্ত হইতে দিব্য বাদ্যের ন্যায় মধুর স্বর নিঃসৃত হইতে লাগিল। মূসিলও ইহা দেখিয়া একটী তার ছিঁড়িলেন, কিন্তু উহা হইতে কোন স্বরই বাহির হইল না। অতঃপর আচার্য্য ক্রমে দ্বিতীয় হইতে সপ্তম পর্য্যন্ত সমস্ত তার ছিঁড়িয়া শুদ্ধ দণ্ডটী বাজাইতে লাগিলেন; তথাপি তাঁহার বীণার স্বর সমস্ত নগরে পরিব্যাপ্ত হইল। ইহা দেখিয়া সেই সহস্র সহস্র লোকে চেলক্ষেপ † করিতে ও বাহবা দিতে লাগিল। ইহার পর বোধিসত্ত্ব একটা গুটিকা আকাশে ক্ষেপণ করিলেন, অমনি তিন শত অপ্সরা অবতরণ করিয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন। অনন্তর তিনি দ্বিতীয় ও তৃতীয় গুটিকা ক্ষেপণ করিলে সর্ব্বশুদ্ধ নয় শ অপ্সরা অবতরণপূর্ব্বক. শক্র যেরূপ বলিয়াছিলেন, সেইরূপে নৃত্য করিতে লাগিলেন। তখন রাজা সমবেত জনসঙ্ঘের দিকে ইঙ্গিত করিলে তাহারা দাঁড়াইয়া মূসিলকে তর্জ্জন করিতে লাগিল, "তুমি নিজের ওজন বুঝনা; আচার্য্যের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে যাওয়া তোমার পক্ষে বড় ভুল হইয়াছে।" অনন্তর তাহারা ইষ্টক, প্রস্তর, লগুড, যে যাহা পাইল তাহার

* বীণার যে সাতটা তার থাকে তাহার প্রথমটীর নাম ভ্রমরতন্ত্র। বোধ হয় ইহা হইতে ভ্রমরের স্বরের ন্যায় গুন্ গুন্ শব্দ নিঃসৃত হয় বলিয়া এই নাম হইয়া থাকিবে।

† প্রশংসাদি দ্যোতনার্থ উত্তরীয়াদি ঊর্দ্ধে তুলিয়া বিধূনন। ইংরাজদিগের waving handkerchiefs

আঘাতে হতভাগ্য মুসিলের দেহ চূর্ণবিচূর্ণ করিল এবং তাঁহাকে নিহত করিয়া পা ধরিয়া টানিতে টানিতে একটা আবর্জ্জনাস্তূপের উপর ফেলিয়া দিল।

রাজা অতিমাত্র তুষ্ট হইয়া, মেঘে যেমন বারিবর্ষণ করে, গুপ্তিলের উপর সেইরূপ ধনবর্ষণ করিলেন; নাগরিকেরাও তাহাই করিল। শক্রও বোধিসত্ত্বকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক বলিলেন, "পণ্ডিতবর, আমি তোমার জন্য সহস্র আজানেয় অশ্বযুক্ত রথ দিয়া মাতলিকে পাঠাইতেছি। তুমি সেই সহস্র তুরগযুক্ত বৈজয়ন্ত রথে আরোহণপূর্ব্বক দেবলোকে যাইবে।" অনন্তর শক্র চলিয়া গেলেন।

শক্র স্বর্গে গিয়া পাণ্ডুকম্বলশিলাসনে * আসীন হইলে দেবকন্যারা জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, আপনি কোথা গিয়াছিলেন?" শক্র যাহা যাহা ঘটিয়াছিল সমস্ত বলিলেন এবং গুপ্তিলের গুণ ও শীল বর্ণনা করিতে লাগিলেন। তাহা শুনিয়া দেবকন্যারা বলিলেন, "আমাদের ইচ্ছা হইতেছে যে আচার্য্যকে দর্শন করি। আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাকে এখানে আনয়ন করুন।"

তখন শক্র মাতলিকে স্মরণ করিয়া বলিলেন, "বৎস, দিব্যাঙ্গনারা গুপ্তিল গন্ধর্ব্বকে দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছেন; তুমি যাও, তাঁহাকে বৈজয়ন্ত রথে আরোহণ করাইয়া এখানে আনয়ন কর।" মাতলি "যে আজ্ঞা" বলিয়া চলিয়া গেলেন এবং গুপ্তিলকে লইয়া স্বর্গে প্রতিগমন করিলেন। শক্র মিষ্টবাক্যে গুপ্তিলের অভ্যর্থনা করিলেন এবং বলিলেন "আচার্য্য, দেবকন্যারা আপনার বীণাবাদন শুনিতে চান।"

গুপ্তিল বলিলেন, "মহারাজ, আমরা গন্ধর্ব্ব, সঙ্গীতবিদ্যাই আমাদের জীবিকা-নির্ব্বাহের উপায়। পারিশ্রমিক পাইলে নিশ্চয় বাজাইব।" "আপনি বাজাইতে আরম্ভ করুন। আমি আপনাকে যথেষ্ট পুরস্কার দিব।"

"আমি অন্য কোন পুরস্কার চাই না। এই দেবকন্যারা যে যে কল্যাণ কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া স্বর্গে বাস করিতেছেন, আমার নিকট সেই সমস্ত বলুন, তাহা হইলেই আমি বাজাইব।"

ইহা শুনিয়া দেবকন্যাগণ বলিলেন, "আপনি অগ্রে বাজান, তাহার পর আমরা সন্তুষ্টচিত্তে আপনাকে স্বস্ব কল্যাণকর্ম্মের কথা জানাইব।"

গুপ্তিল দেবতাদিগের তৃপ্তির জন্য সপ্তাহকাল বীণাবাদন করিয়াছিলেন, তাঁহার বাদ্য দিব্য বাদ্যকেও অতিক্রম করিয়াছিল। সপ্তম দিবসে তিনি এক একটী করিয়া প্রথম হইতে সমস্ত দেবকন্যাকে তাঁহাদের কল্যাণকার্য্যের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। ইঁহাদের মধ্যে একজন কাশ্যপ বুদ্ধের সময় জনৈক ভিক্ষুকে উত্তম বস্ত্র দান করিয়াছিলেন বলিয়া জন্মান্তরে শক্রের পরিচারিকারূপে দেবকন্যাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এক সহস্র অপ্সরা তাঁহার সহচরী ছিলেন। বোধিসত্ত্ব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি পূর্ব্বজন্মে কি কর্ম্ম করিয়াছিলেন, যে তাহার বলে এখানে আসিয়া জন্মান্তর লাভ করিয়াছেন?" বোধিসত্ত্ব যে যে প্রশ্ন করিলেন এবং দেবকন্যা যে যে উত্তর দিলেন, সে সমস্ত বিমানবত্থুতে † বর্ণিত আছে। [তাহা হইতে প্রশ্ন ও উত্তর গুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল:—]

"শ্বেতাঙ্গী দেবতে, তুমি, রূপের ছটায়
উজলিছ দশ দিক্, উজলে যেমন
শুকতারা ‡ মনোহরা প্রভাত সময়।

* পাণ্ডুকম্বল-শিলা—মণিবিশেষ। বৌদ্ধমতে শক্রের আসন এই মণিতে নির্ম্মিত।

† সূত্রপিটকের অন্তর্গত ক্ষুদ্রক নিকায়ের অংশ।

‡ 'ওসধি তারা'—শুভ্ররশ্মিবিশিষ্ট তারা, শুকতারা। হঠাৎ মনে হয় যে ওষধিতারা শব্দের অর্থ চন্দ্র, কিন্তু এখানে সে অর্থ নহে। সুধাভোজন জাতকেও (৫৩৫) এই শব্দটীর শুকতারা অর্থেই প্রয়োগ দেখা যায়।

এ কান্তি, এ অভ্যুদয়, বল শুভাননে,
এ স্বর্গবাসের সুখ, ভুঞ্জি যাহা মন
সুমধুর শান্তিরসে হয় নিমগন,
কি কর্ম্মের ফলে তুমি লভিলা এ সব?

অপার বিভূতি তব হেরি দেবলোকে!
জিজ্ঞাসি তোমায়, দেবি, নরজন্মে তুমি
কি কর্ম্মের অনুষ্ঠানে এ পুণ্য অর্জ্জিলা,
লভিলা এ দিব্যরূপ, অগ্নিশিখাসম,
যাহার প্রভায় উদ্ভাসিত দিক্ দশ?"

"সেইধন্য নারীকুলে, নরনারীমাঝে
শ্রেষ্ঠ বলি গণি তারে, করে যেই দান
উৎকৃষ্ট বিবিধ দ্রব্য দীনে, সাধুজনে।
দানে তুমি যাচকেরে যায় সেই চলি
দিব্য মনোহর ধামে দেহ অবসানে।

কহিনু, আচার্য্য, আমি কি পুণ্যের ফলে
পেয়েছি বিমান এই, লভিয়াছি দেখ,
সুচারু অপ্সরা-দেহ, সহস্র অপ্সরা
আমার সেবায় রত! পুণ্যফল এই।

এ সৌন্দর্য্য, এ ঐশ্বর্য্য, এই স্বর্গসুখ,
উক্ত পুণ্যবলে আমি ভুঞ্জি এই ক্ষণে।

এ উজ্জ্বল রূপ দেহে এ তেজের রাশি,
উদ্ভাসিত দশদিক্ ছটায় যাহার,
সব সেই পুণ্য ফলে লভিয়াছি আমি।"

অপর এক দেবী পিণ্ডচারিক ভিক্ষুর পূজার্থ পুষ্পদান করিয়াছিলেন; কেহ বা, চৈত্যে গন্ধপঞ্চাঙ্গুলিক দাও, এইরূপে আদিষ্ট হইয়া উহা দিয়াছিলেন, কেহ মধুর ফল, কেহ উত্তম রস, কেহ বা কাশ্যপ বুদ্ধের চৈত্যে গন্ধপঞ্চাঙ্গুলিক দান করিয়াছিলেন। কেহ, ভিক্ষু বা ভিক্ষুণীবা পথে যাইতে যাইতে বা গৃহস্থালয়ে যে ধর্ম্মকথা বলিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিয়াছিলেন, কেহ জলে দাঁড়াইয়া, নৌকাস্থিত কোন ভিক্ষুর ভোজন শেষ হইলে, তাঁহার পানের জন্য জল দিয়াছিলেন, কেহ গৃহস্থাশ্রমে সতত অক্রুদ্ধচিত্তে শ্বশুর শ্বাশুড়ীর সেবাপরায়ণা ছিলেন, কোন শীলবতী নিজের লব্ধ অংশও ভাগ করিয়া অন্যকে দিয়া, যাহা অবশিষ্ট থাকিত তাহা আহার করিতেন; কোন রমণী পরগৃহে দাসী ছিলেন, যাহা পাইতেন, বিনা ক্রোধে ও বিনা গর্ব্বে অপরকে তাহার অংশ দিতেন এবং সেই পুণ্যবলে এখন দেবরাজের পরিচারিকা হইয়াছেন। ফলতঃ গুত্তিল বিমানবত্থুতে * সে সাঁইত্রিশ জন দেবকন্যার উল্লেখ আছে, তাঁহারা কি কি কর্ম্ম করিয়া দিব্যলোক লাভ করিয়াছেন, বোধিসত্ত্ব প্রত্যেককে তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন; তাঁহারাও গাথাদ্বারা তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিলেন।

তাঁহাদের উত্তর শুনিয়া গুত্তিল বলিলেন, "অহো! আজ আমার লাভ, পরম লাভ হইল! আমি এখানে আসিয়া জানিতে পারিলাম যে অতি অল্প মাত্র সৎকর্ম্ম দ্বারাও দিব্য ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমি নরলোকে ফিরিয়া এখন হইতে দানাদি কুশলকর্ম্মে রত হইব।" এই বলিয়া তিনি মনের আবেগে নিম্নলিখিত উদান পাঠ করিলেন :—

* বিমানবত্থুর একটি আখ্যায়িকা।

শুভক্ষণে করিয়াছি হেথা আগমন,
সুপ্রভাত আজ মোর ; কোন্ মহাত্মার
মুখ দেখি শয্যাত্যাগ করিয়াছি আজ ?
চর্ম্মচক্ষে দেখিলাম দেবকন্যাগণে,
সমুজ্জ্বল দশদিক্ রূপেতে যাঁদের।
শুনিলাম ইঁহাদের অপূর্ব্ব কাহিনী।
করিনু প্রতিজ্ঞা এই, অদ্যাবধি আমি
হইব কুশলকর্ম্মে রত অনুক্ষণ,
দান, দম, সংযমেতে যাপিব জীবন।
তা হ'লে আমিও শেষে ত্যজি মর্ত্ত্য দেহ
পশিব সে দেশে, যথা দুঃখ নাহি পশে।

সপ্তাহকাল অতীত হইলে দেবরাজ সারথি মাতলিকে আজ্ঞা দিয়া গুত্তিলকে রথারূঢ় করাইয়া বারাণসীতে পাঠাইয়া দিলেন। গুত্তিল বারাণসীতে ফিরিয়া, দেবলোকে স্বচক্ষে যাহা দেখিয়া আসিয়াছিলেন, মনুষ্যলোকে তাহা প্রচার করিলেন। তদবধি লোকে উৎসাহ-সহকারে পুণ্যানুষ্ঠানে কৃতসঙ্কল্প হইল।

[সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল মুসিল, অনিরুদ্ধ ছিলেন শক্র, আনন্দ ছিলেন সেই বারাণসীরাজ এবং আমি ছিলাম গুত্তিল গন্ধর্ব্ব]।

২৪৪—বীতেচ্ছ-জাতক।*

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে কোন পরিব্রাজককে উপলক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। এই পরিব্রাজক না কি সমস্ত জম্বুদ্বীপে পরিভ্রমণ করিয়া কুত্রাপি তাঁহার সহিত বিচারক্ষম কোন পণ্ডিত দেখিতে পান নাই। অনন্তর তিনি শ্রাবস্তীতে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে কে আমার সহিত বিচার করিতে সমর্থ ?" লোকে উত্তর দিল, "সম্যক্‌সম্বুদ্ধ।" তাহা শুনিয়া তিনি বহুজন পরিবৃত হইয়া জেতবনে উপস্থিত হইলেন। ভগবান্ তখন ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, উপাসক ও উপাসিকা এই চারি শ্রেণীর শিষ্যদিগকে ধর্ম্মকথা শুনাইতেছিলেন। পরিব্রাজক উপস্থিত হইয়াই, তাঁহাকে একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। ভগবান্ উহার উত্তর দিয়া তাঁহাকেও একটি প্রশ্ন করিলেন। পরিব্রাজক উহার উত্তরদানে অসমর্থ হইয়া সেখান হইতে উঠিয়া পলায়ন করিলেন। সভাস্থ ব্যক্তিগণ ইহা দেখিয়া বলিলেন, "ভদন্ত, আপনার একটী মাত্র পদপ্রয়োগে এই পরিব্রাজকের পরাজয় ঘটিল।" শাস্তা বলিলেন, "আমি এখনই যে ইহাকে একটীমাত্র পদ উচ্চারণ করিয়া পরাস্ত করিলাম, তাহা নহে, পূর্ব্বেও এইরূপে পরাস্ত করিয়াছিলাম।" অনন্তর তিনি সেই অতীত বৃত্তান্ত বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব কাশীরাজ্যবাসী এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বয়ঃপ্রাপ্তির পর কামনা পরিহারপূর্ব্বক ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া বহুকাল হিমবন্ত প্রদেশে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। অনন্তর তিনি পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া কোন গণ্ডগ্রামের নিকটে গঙ্গার একটা বাঁকের মাথায়, পর্ণশালায় বাস করিতে লাগিলেন।

একদা কোন পরিব্রাজক সমস্ত জম্বুদ্বীপে নিজের সহিত বিচারক্ষম কোন লোক না পাইয়া সেই গণ্ডগ্রামে উপস্থিত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার সহিত বিচার করিতে পারে, এখানে এমন কোন লোক আছে কি ?" গ্রামবাসীরা উত্তর দিল, "আছেন বৈ কি ?" এবং তাঁহার নিকট বোধিসত্ত্বের ক্ষমতা বর্ণন করিল। তাহা শুনিয়া তিনি বহুজন-পরিবৃত হইয়া, বোধিসত্ত্বের বাসস্থানে গেলেন এবং তাঁহাকে সম্ভাষণ করিয়া আসনে উপবিষ্ট হইলেন।

* বীতেচ্ছ—বিগতেচ্ছ, যেমন বুদ্ধাদি—কেননা তাঁহারা তৃষ্ণা দমন করিয়াছেন।

বোধিসত্ত্ব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি বনগন্ধযুক্ত গঙ্গাজল পান করিবেন কি ?" পরিব্রাজক তাঁহাকে বাগ্জালে আবদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে বলিলেন, "গঙ্গা কি ? গঙ্গা কি বালুকা, না জল ?' গঙ্গা বলিলে কি এপার বুঝায়, না ওপার বুঝায় ?" বোধিসত্ত্ব উত্তর দিলেন, "যদি বালুকা, জল, এপার ও ওপার বাদ দেন, তবে আপনি গঙ্গা পাইবেন কোথা ?" এই প্রশ্নে পরিব্রাজক নিরুত্তর হইয়া সেখান হইতে উঠিয়া পলায়ন করিলেন। তিনি পলায়ন করিলে বোধিসত্ত্ব ধর্ম্মদেশনস্থান-সমাসীন ব্যক্তিদিগকে এই গাথাদ্বয় বলিলেন :—

দেখে যাহা, পেতে তাহা ইচ্ছা নাহি হয়।
দেখিতে না পায় যাহা, পেতে ইচ্ছা তায়।*
ঈপ্সিত-লাভের তরে ভ্রমি চিরদিন
কভু না লভিবে তাহা এই মতিহীন।

লভে যাহা, তুষ্ট তাহে নহে এর মন ;
প্রার্থী যার, লভি তার করয়ে হেলন।
এরূপে ইচ্ছার কভু না হয় পূরণ, †
বীতেচ্ছের গুণ তাই করি সঙ্কীর্ত্তন।

[সমবধান—তখন এই পরিব্রাজক ছিল সেই পরিব্রাজক এবং আমি ছিলাম সেই তাপস।]

২৪৫—মূলপর্য্যায়-জাতক।

[শাস্তা যখন উক্কট্‌ঠার নিকটবর্ত্তী সুভগবনে ‡ অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন মূলপর্য্যায়সূত্রের § প্রসঙ্গে এই কথা বলিয়াছিলেন।

শুনা যায় তৎকালে ত্রিবেদ বিশারদ পঞ্চশত ব্রাহ্মণ বৌদ্ধশাসনে প্রবিষ্ট হইয়া পিটকত্রয় আয়ত্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহাতে তাঁহারা মদোন্মত্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "সম্যক্‌সম্বুদ্ধ পিটক তিনখানি জানেন, আমরাও তাহাতে ব্যুৎপন্ন হইয়াছি। আমাদের সহিত তাঁহার পার্থক্য কি ?" তাঁহারা অতঃপর বুদ্ধোপাসনা ত্যাগ করিলেন এবং নিজেরাই শিষ্যের দল গড়িয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন।

একদিন এই সকল ব্রাহ্মণ শাস্তার নিকট উপবেশন করিয়া আছেন, এমন সময় তিনি অষ্টভূমিদ্বারা ¶ সুসজ্জিত করিয়া মূলপর্য্যায়সূত্র বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু তাঁহারা উহার বিন্দুবিসর্গও বুঝিতে পারিলেন না। তখন তাঁহারা ভাবিতে লাগিলেন, "আমরা গর্ব্ব করিয়া থাকি যে কুত্রাপি আমাদের মত পণ্ডিত নাই, এখন দেখিতেছি আমরা কিছুই জানিনা। ফলতঃ কেহই বুদ্ধের সদৃশ পণ্ডিত নহে। অহো ! বুদ্ধের কি অপার গুণ !" এইরূপে উদ্ধৃতদন্ত সর্পের ন্যায় হৃতগর্ব্ব হইয়া তাঁহারা তদবধি শান্তশিষ্টভাবে চলিতে লাগিলেন।

---

* গঙ্গায় জল দেখিতেছে, অথচ জলাদি-বর্জ্জিত গঙ্গা চায় ; সেইরূপ রূপাদিবিনির্মুক্ত আত্মা খুঁজিয়া বেড়ায়।

† কেননা ইহারা কিছুতেই সন্তুষ্ট নহে, তৃষ্ণারও দমন করিতে পারে না—একটা পাইলে তাহা তুচ্ছজ্ঞান করিয়া অন্য একটার দিকে ধাবিত হয়।

‡ উক্কট্‌ঠা কোথায় ছিল তাহা নির্ণয় করিতে পারিলাম না। প্রবাদ আছে যে লোকে উল্কা (মশাল) জ্বালিয়া এক রাত্রিতে এই নগর নির্ম্মাণ করিয়াছিল বলিয়া ইহার নাম উক্কট্‌ঠা হয়।

"উক্কট্‌ঠাং নিস্সায় সুভগবনে" এইরূপ আছে। 'নিস্সায়' শব্দটীর অর্থ মোটামুটি 'নিকট' এইরূপ ধরিলেও ইহার একটু বিশিষ্টতা আছে। ভিক্ষুরা নগরে বাস করিতেন না, কিন্তু নগর বা জনপদ হইতে বহুদূরেও থাকিতে পারিতেন না, কারণ তাহা করিলে ভিক্ষাপ্রাপ্তি হইবে কিরূপে ? এই জন্য তাঁহারা নগর বা জনপদের অনতিদূরে কোন নির্জ্জন প্রদেশে অবস্থিতি করিতেন এবং ভিক্ষাচর্য্যার জন্য লোকালয়ে প্রবেশ করিতেন। অতএব নগর বা জনপদ তাঁহাদের আশ্রয়স্থানীয় ছিল। নিস্সায় শব্দটীতে এই আশ্রয়ের ভাব নিহিত আছে।

§ মূলপর্য্যায়সূত্র—মধ্যম নিকায়ের প্রথম সূত্র। ত্রিপিটকের এই সূত্রই সর্ব্বাপেক্ষা দুরূহ বলিয়া গণ্য।

¶ ভূমি অর্থাৎ ধর্ম্মজ্ঞানের স্তর। 'অষ্টভূমি' বলিলে কামাবচরভূমি, রূপাবচরভূমি, অরূপাবচরভূমি এবং প্রথম ধ্যানভূমি ইত্যাদি পঞ্চভূমি এই আটটী বুঝায়। শাস্তা অগ্রে এই সকল ভূমি ব্যাখ্যা করিয়া পরে সূত্র ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, এই অর্থ বুঝিতে হইবে।

শাস্তা উক্কট্ঠায় যথাভিরুচি বাস করিয়া বৈশালীতে গমন করিলেন এবং সেখানে গৌতম চৈত্যে অবস্থিতি করিয়া গৌতমসূত্র * বলিলেন। তচ্ছ্রবণে ভুবনসহস্র কম্পিত হইল এবং উক্ত ব্রাহ্মণভিক্ষুগণ অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

উক্কট্ঠায় অবস্থিতি-কালে শাস্তা যখন মূলপর্য্যায়সূত্রকথন শেষ করিয়াছিলেন, তখন ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভায় এইরূপ কথোপকথন করিয়াছিলেন:—"দেখ ভাই, বুদ্ধের কি অদ্ভুত ক্ষমতা! এই ব্রাহ্মণ প্রব্রাজকেরা এতদিন মদোন্মত্ত হইয়াছিল, কিন্তু মূলপর্য্যায়সূত্র শুনিয়া এখন কেমন বিনীত হইয়াছে।" ভিক্ষুরা এইরূপ কথাবার্ত্তা বলিতেছিলেন, এমন সময় শাস্তা সেখানে গিয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিয়া বলিয়াছিলেন, "দেখ ভিক্ষুগণ, কেবল এজন্মে নহে, পুরাকালেও এই সকল ব্যক্তি অহঙ্কারে উচ্চশির হইয়া বিচরণ করিত এবং আমি তাহাদের দর্পচূর্ণ করিয়াছিলাম।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিয়াছিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি বেদত্রয়ে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন এবং একজন সুবিখ্যাত আচার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। পঞ্চশত ব্রাহ্মণকুমার তাঁহার নিকট বেদমন্ত্র শিক্ষা করিত। এই পঞ্চশত শিষ্যও সাতিশয় মনোযোগের সহিত বিদ্যাধ্যয়ন করিয়া বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিল, কিন্তু তাহাদের মনে গর্ব্ব জন্মিল, তাহারা ভাবিতে লাগিল, 'আচার্য্য যাহা জানেন, আমরাও তাহা জানি, বিদ্যাসম্বন্ধে আচার্য্যের সহিত আমাদের কিছুমাত্র পার্থক্য নাই।' এই গর্ব্বভরে তাহারা আচার্য্যের নিকট যাওয়া বন্ধ করিল, গুরুগৃহে শিষ্যদিগের যে সকল কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট আছে, সমস্তই অবহেলা করিতে লাগিল।

একদিন বোধিসত্ত্ব বদরিবৃক্ষমূলে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে এই দুর্ব্বিনীত শিষ্যগণ তাঁহাকে উপহাস করিবার অভিপ্রায়ে† ঐ বৃক্ষে নখাঘাত করিয়া বলিল, "এ গাছটা নিঃসার।" ‡ বোধিসত্ত্ব বুঝিতে পারিলেন, শিষ্যগণ তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াই উপহাস করিতেছে। তিনি বলিলেন, "শিষ্যগণ, আমি তোমাদিগকে একটী প্রশ্ন করিব।" ইহাতে তাহারা অতিমাত্র হৃষ্ট হইয়া বলিল, "করুন, আমরা উত্তর দিতেছি।" আচার্য্য নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটী দ্বারা প্রশ্ন করিলেন:—

কালের কুক্ষিতে লয় সকলেই পায়,
সর্ব্বভূতে খায় কাল, নিজেকেও খায়। §
ভাবিয়া বলত দেখি, প্রিয় শিষ্যগণ,
কে পারে এ হেন কালে করিতে ভক্ষণ।

প্রশ্ন শুনিয়া শিষ্যদিগের কেহই ইহার উত্তর নির্ণয় করিতে সমর্থ হইল না। তখন বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "মনে করিও না যে এই প্রশ্নের উত্তর বেদত্রয়ে দেখিতে পাইবে। তোমরা ভাব যে আমি যাহা জানি, তোমরাও তাহা জান। এই গর্ব্বে তোমরাই বদরিবৃক্ষের দশাপন্ন হইয়াছ। তোমরা স্বপ্নেও ভাবনা যে তোমাদের অজ্ঞাত বহুবিষয় আমার জানা আছে। তোমরা এখন যাও, আমি সাত দিন সময় দিলাম। এই সময়ের মধ্যে চিন্তা করিয়া দেখ,

---

* গৌতমসূত্র—অঙ্গুত্তর নিকায়, ভরণ্ডু বগ্‌গ, তৃতীয় সুত্ত।

† মূলে 'তং বঞ্চেতুকামা' আছে। কিন্তু এখানে 'বঞ্চনা' বা 'প্রতারণা' অর্থ সুসঙ্গত নহে।

‡ বদরি বৃক্ষের না হউক, ফলের অসারতার প্রতি কটাক্ষপাত সাহিত্যে আছে:—

নারিকেলসমাকারা দৃশ্যন্তেঽপি হি সজ্জনাঃ।
অন্যে বদরিকাকারা বহিরেব মনোহরাঃ॥ (হিতোপদেশ, মিত্রলাভ, ৯৫ শ্লোক)।

বদরি ফল বাহিরে সুন্দর হইলেও ভিতরে তত সারবান্ নহে। পক্ষান্তরে নারিকেলের ইহার বিপরীতভাব। বাহ্য সৌন্দর্য্যের ও অন্তঃসারশূন্যতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ মাকাল ফল।

§ কাল বা মহাকাল স্রষ্টা ও সর্ব্বসংহারক। গ্রীক পুরাণেও Kronos নিজের সন্তানদিগকে ভক্ষণ করিতেন বলিয়া বর্ণনা আছে।

প্রশ্নের সমাধান করিতে পার কি না।" এই আদেশ পাইয়া শিষ্যগণ বোধিসত্ত্বকে প্রণাম করিয়া স্ব স্ব গৃহে গমন করিল, কিন্তু সপ্তাহকাল ভাবিয়াও প্রশ্নটীর আগাগোড়া কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। সপ্তম দিনে তাহারা পুনর্ব্বার আচার্য্যের নিকট গেল এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া উপবেশন করিল। বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিহে ভদ্রমুখগণ!* তোমরা আমার প্রশ্নের উত্তর নির্ণয় করিয়াছ কি?" তাহারা বলিল, "না মহাশয়, আমরা কিছু স্থির করিতে পারিলাম না।" বোধিসত্ত্ব তখন তাহাদিগকে ভৎ'সনা করিয়া নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথাটী বলিলেন :—

> গ্রীবায় আবদ্ধ বৃহৎ, লোমশ
> বহু নরশির দেখিবারে পাই;
> কিন্তু এই ঘোর সংশয় আমার,
> কর্ণদ্বয় † বুঝি অনেকের(ই) নাই।

"তোমরা অতি অপদার্থ, তোমাদের কর্ণচ্ছিদ্রমাত্র আছে, কিন্তু প্রজ্ঞা নাই।" অনন্তর তিনি নিজেই প্রশ্নটীর উত্তর দিলেন। শিষ্যগণ তাহা শুনিল এবং "অহো, আচার্য্যের ‡ কি অদ্ভুত ক্ষমতা"! ইহা বলিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা লাভ করিল। তদবধি তাহাদের দর্পচূর্ণ হইল এবং তাহারা যথারীতি আচার্য্যের সেবাশুশ্রূষা করিতে লাগিল।

[সমবধান—তখন এই ভিক্ষুগণ ছিল সেই পঞ্চশত শিষ্য এবং আমি ছিলাম তাহাদের আচার্য্য।

২৪৬—তেলোবাদ-জাতক।§

[শাস্তা বৈশালীর নিকটবর্ত্তী কূটাগারশালায় অবস্থিতিকালে সিংহসেনাপতিকে|| উপলক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন।

শুনা যায় এই ব্যক্তি ভগবানের শরণ লইয়া পরদিন তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে মাংস-মিশ্রিত অন্ন ভোজন করিতে দিয়াছিলেন। নিগ্রন্থেরা এই কথা শুনিতে পাইয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও অসন্তুষ্ট হইল এবং তথাগতের অনিষ্টকামনায়, "শ্রমণ গৌতম্ জানিয়া শুনিয়া নিজের উদ্দেশ্যে লব্ধ মাংস ভক্ষণ করেন" এই গ্লানি রটাইতে লাগিল। ভিক্ষুরা একদিন ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া এই বিষয়ে কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "দেখ ভাই, নিগ্রন্থ জ্ঞাতিপুত্র ¶ নিজের দলবল লইয়া শাস্তার গ্লানি রটাইয়া বেড়াইতেছেন—তিনি বলিতেছেন, শ্রমণ গৌতম জানিয়া শুনিয়া নিজের উদ্দেশ্যে নিহত পশুর মাংস ভক্ষণ করেন।" ইহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, নিগ্রন্থজ্ঞাতিপুত্র যে কেবল এজন্মেই, আমি নিজের উদ্দেশ্যে নিহত

---

* যাহার মুখ দেখিলে সুপ্রভাত হইল মনে করা যায়। এই পদটী সাধারণতঃ সম্বোধনে, কখনও বা মধ্যম পুরুষে কর্ত্তৃপদরূপে ব্যবহৃত হইত। দিব্যাবদানে ইহা নিম্নকক্ষ ব্যক্তিদিগকে সম্বোধনের সময় প্রযুক্ত হইয়াছে; কিন্তু সাহিত্যদর্পণকার বলেন যে নাটকে রাজাকে সম্বোধন করিবার সময় ইহা প্রয়োগ করা হয়।

† উপদেশ গ্রহণ করিবার ক্ষমতা, প্রজ্ঞা।

‡ এখানে আচার্য্য শব্দটী বহুবচনান্ত আছে—বোধ হয় গৌরবে।

§ এই জাতকের নাম তেলোবাদ (তৈলাববাদ) কেন হইল বুঝা যায় না। উপসংহারে টীকাকার ইহাকে বালাববাদ জাতক বলিয়াছেন। ইহা সুসঙ্গত। (বাল=মূর্খ)।

|| সিংহসেনাপতি—ইনি বৈশালীরাজ্যের একজন সেনানী; ইনি পূর্ব্বে নিগ্রন্থ জ্ঞাতিপুত্রের শিষ্য ছিলেন, পরে বৌদ্ধমতে দীক্ষিত হন। যুদ্ধ-সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের সহিত ইহার যে কথোপকথন হয়, বর্ত্তমান যুগে তাহা পাঠ করিলে বোধ হয় অনেকেরই উপকার হইতে পারে।

¶ মূলে 'নিগণ্ঠ নাথপুত্ত' আছে, কিন্তু পালিসাহিত্যে সচরাচর 'নাটপুত্ত' দেখা যায়। দিব্যাবদানে ছয়জন তীর্থিকের সংস্কৃত নাম এইরূপ আছে:—পূরণ কাশ্যপ, মস্করী গোশালীপুত্র, সঞ্জয়ী বৈরট্টীপুত্র, অজিত কেশ কম্বল, ককুদ কাত্যায়ন এবং নিগ্রন্থ জ্ঞাতিপুত্র। নিগ্রন্থ বলিলে দিগম্বর জৈন বুঝায়। জৈনসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা মহাবীর বুদ্ধদেবের সমসাময়িক। অতএব বৌদ্ধসাহিত্যের নিগ্রন্থ জ্ঞাতিপুত্র এবং মহাবীর একই ব্যক্তি।

পশুর মাংস খাইয়াছি বলিয়া আমার গ্লানি করিতেছেন তাহা নহে, পূর্ব্বেও তিনি এইরূপ করিয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পর ঋষিপ্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়াছিলেন। একদা তিনি লবণ ও অম্লের নিমিত্ত হিমালয় হইতে অবতীর্ণ হইয়া বারাণসীতে উপস্থিত হইলেন এবং পরদিন ভিক্ষার্থ নগরে প্রবেশ করিলেন। একজন সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থ তাঁহাকে উত্ত্যক্ত করিবার অভিপ্রায়ে নিজের গৃহে লইয়া গেল, একখানা আসন দেখাইয়া তাহাতে বসাইল, ভোজনের জন্য মৎস্য ও মাংস পরিবেশন করিল, এবং তাঁহার আহার শেষ হইলে একপার্শ্বে বসিয়া বলিতে লাগিল, "আপনার উদ্দেশ্যেই প্রাণী বধ করিয়া এই মাংস সংগ্রহ করা হইয়াছিল, অতএব এজন্য যে পাপ হইয়াছে তাহা আপনার, আমার নহে।" অনন্তর গৃহস্থ নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটী বলিল :—

> মারি, কাটি, বধি প্রাণী দুরাচারগণ
> মাংস দেয় অতিথিরে করিতে ভক্ষণ।
> যে মারে সেই কি শুধু পাপভাক্ হয়?
> যে খায় তারেও পাপ পরশে নিশ্চয়।

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথাটী বলিলেন :—

> দারাপুত্র বধি মাংস দুরাচারগণ
> দিতে পারে অতিথিরে করিতে ভক্ষণ।
> যদি সে অতিথি নিজে প্রজ্ঞাবান্* হয়,
> পাপ তারে পরশিতে পারে না নিশ্চয়।

বোধিসত্ত্ব এইরূপে গৃহস্থকে ধর্ম্মকথা বলিয়া আসন হইতে উঠিয়া প্রস্থান করিলেন।

[সমবধান—তখন নির্গ্রন্থজ্ঞাতিপুত্র ছিলেন সেই সম্পন্ন গৃহস্থ এবং আমি ছিলাম সেই তাপস।]

☞ দেবদত্ত বৌদ্ধসঙ্ঘের সংস্কারোদ্দেশ্যে যে সকল প্রস্তাব করেন, তন্মধ্যে ভিক্ষুদিগের মাংসাহার-পরিহার অন্যতম। বুদ্ধদেব কিন্তু দেবদত্তের অন্যান্য প্রস্তাবের ন্যায় এইটীও গ্রহণ করেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন, "ভিক্ষুরা ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য আহার করিবেন—গৃহীরা যাহা দিবে তাহাই গ্রহণ করিয়া জীবনধারণ করিবেন। তাঁহাদের খাদ্যাখাদ্য বিচার করিবার ক্ষমতা নাই। যদি কেহ মাংস দেয়, তবে তজ্জনিত পাপ দাতার, গৃহীতার নহে। বিশেষতঃ আমার শিষ্যপ্রশিষ্যগণ ধর্ম্মদেশনার জন্য সময়বিশেষে এমন দেশে যাইতে পারেন যেখানে মাংস আহার না করিলে দেহরক্ষাই অসাধ্য হয়। তবে কোন গৃহস্থ আমারই সেবার জন্য পশুবধ করিয়াছে, ইহা জানিয়া সেই মাংস গ্রহণ করিলে সে স্বতন্ত্র কথা।"

২৪৭—পাদাঞ্জলি-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে স্থবির লালুদায়ীকে উপলক্ষ্য করিয়া এইকথা বলিয়াছিলেন।

একদিন মহাশ্রাবকদ্বয় † কোন একটা প্রশ্নের বিচার করিতেছিলেন, এবং ভিক্ষুগণ তাঁহাদের বিচার শুনিয়া প্রশংসা করিতেছিলেন। স্থবির লালুদায়ীও ‡ সেই সভায় বসিয়াছিলেন, তিনি কিন্তু ওষ্ঠ আকুঞ্চিত করিয়া ভাবিতেছিলেন, 'আমি যাহা জানি, তাহার তুলনায় ইঁহাদের জ্ঞান অকিঞ্চিৎকর'। লালুদায়ীর ওষ্ঠকুঞ্চন দেখিয়া অন্যান্য স্থবিরেরা সেস্থান ত্যাগ করিলেন, কাজেই সভাভঙ্গ হইল।

ভিক্ষুরা এই ঘটনার সম্বন্ধে ধর্ম্মসভায় কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, "দেখ ভাই, লালুদায়ী অগ্রশ্রাবকদ্বয়ের প্রতি অবজ্ঞা দেখাইয়া ওষ্ঠ আকুঞ্চিত করিয়াছিলেন।" তাঁহাদের

---

* অর্থাৎ ক্ষান্তি, মৈত্রী প্রভৃতি গুণসম্পন্ন।

† সারিপুত্র ও মহামৌদ্গল্যায়ন।

‡ লালুদায়ী বা লাড়ুদায়ী [লাল (স্থূলবুদ্ধি) + উদায়ী]। তুল° কালুদায়ী। লালুদায়ীর কথা ১ম খণ্ডের তণ্ডুলনালী-জাতকে (৫), লাঙ্গলীষা জাতকে (১২৩) এবং বর্ত্তমান খণ্ডের সোমদণ্ড-জাতকেও (২১১) দেখা যায়।

কথা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এজন্মে নহে, পূর্ব্ব এক জন্মেও লালুদায়ী ওষ্ঠ আকুঞ্চন করা ব্যতীত অন্য কিছু জানিত না।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব তাঁহার ধর্ম্মার্থানুশাসক অমাত্য ছিলেন। রাজার পাদাঞ্জলি নামক এক জড়মতি ও আলস্যপরতন্ত্র পুত্র ছিলেন।

কালসহকারে ব্রহ্মদত্তের মৃত্যু হইল, অমাত্যেরা তাঁহার প্রেতকৃত্য সম্পাদনপূর্ব্বক পাদাঞ্জলিকেই রাজপদে অভিষিক্ত করিবার মন্ত্রণা করিলেন এবং তাঁহাকে একথা জানাইলেন। কিন্তু বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "লোকের বিশ্বাস, এই রাজকুমার জড়মতি ও আলস্যপরতন্ত্র। ইঁহাকে একবার ভালরূপ পরীক্ষা করিয়া রাজপদে অভিষিক্ত করা যাউক।"

এই কথামত অমাত্যেরা একটা বিবাদের বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন এবং কুমারকে আপনাদের সমীপে বসাইয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক অন্যায় বিচার করিলেন, অর্থৎ যাহার ধন তাহাকে না দিয়া অন্যকে দিবার ব্যবস্থা করিলেন। অনন্তর তাঁহারা কুমারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেখুন ত কুমার, আমরা কেমন ঠিক বিচার করিলাম।" কুমার কোন উত্তর না দিয়া কেবল ওষ্ঠ আকুঞ্চিত করিলেন। ইহা দেখিয়া বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, "বোধ হইতেছে কুমারের বুদ্ধি আছে, আমরা যে অন্যায় বিচার করিয়াছি, তাহা ইনি বুঝিতে পারিয়াছেন।" এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটী বলিলেন :—

> প্রজ্ঞাবলে পাদাঞ্জলি ধ্রুব শ্রেষ্ঠ আমা সবাকার,
> তাই ওষ্ঠ আকুঞ্চিল, বুঝিয়াছে প্রকৃত ব্যাপার।

অনন্তর আর একদিনও অমাত্যেরা অন্য একটী বিচারের আয়োজন করিলেন এবং সেদিন প্রকৃত বিচার করিয়া পাদাঞ্জলিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বলুন ত রাজপুত্র, আমরা কেমন ন্যায্য বিচার করিলাম।" পাদাঞ্জলি কোন উত্তর না দিয়া পূর্ব্ববৎ ওষ্ঠ আকুঞ্চিত করিলেন। তখন তাঁহার অজ্ঞানান্ধতা ও জড়ভাব সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথাটী বলিলেন :—

> ধর্ম্মাধর্ম্ম অর্থানর্থ বুঝিবারে নাহিক শকতি,
> ওষ্ঠ আকুঞ্চন ছাড়া নাহি কিছু জানে জড়মতি।

রাজকুমার পাদাঞ্জলি যে অতি জড়মতি, অমাত্যেরা ইহা বুঝিতে পারিয়া বোধিসত্ত্বকেই রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন।

[সমবধান—তখন লালুদায়ী ছিল পাদাঞ্জলি এবং আমি ছিলাম সেই পণ্ডিতামাত্য।]

২৪৮—কিংশুকোপম-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে কিংশুকোপমসূত্র-প্রসঙ্গে এই কথা বলিয়াছিলেন। একদা চারিজন ভিক্ষু তথাগতের নিকট গিয়া স্ব স্ব কর্ম্মস্থান * প্রার্থনা করিলেন। শাস্তা যাহার যে কর্ম্মস্থান তাহা নির্দেশ করিয়া দিলেন, ভিক্ষুরা উহা গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব রাত্রি-যাপনের ও দিবা-যাপনের স্থানে চলিয়া গেলেন। ইঁহাদের মধ্যে একজন ষড়্বিধ স্পর্শায়তন, † একজন পঞ্চস্কন্ধ, ‡ একজন মহাভূতচতুষ্টয়, § ও একজন অষ্টাদশ

---

* কর্ম্মস্থান অর্থাৎ ধ্যানের বিষয়। ১ম খণ্ডের ৯ম পৃষ্ঠের টীকা দ্রষ্টব্য।

† আয়তন—বৌদ্ধদর্শনে ছয়টী কর্ম্মেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, কায় বা ত্বক্ এবং মন) এবং ছয়টী জ্ঞানের বিষয় এই বারটী আয়তন আছে। স্পর্শায়তনের ছয়টী অঙ্গ—চক্ষুস্পর্শ, শ্রোত্রস্পর্শ, ঘ্রাণস্পর্শ, জিহ্বাস্পর্শ, কায়স্পর্শ ও মনঃস্পর্শ।

‡ পঞ্চস্কন্ধ—অর্থাৎ রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান। লোকের যখন মৃত্যু হয় তখন স্কন্ধগুলিরও বিনাশ হয়, কিন্তু কর্ম্মফলে তৎক্ষণাৎ আবার নূতন স্কন্ধের উৎপত্তি হয়। প্রাণিমাত্রেই এই পঞ্চস্কন্ধের সমষ্টি. স্কন্ধবিহীন কোন আত্মা নাই।

§ বৌদ্ধমতে মহাভূত ৪টী মাত্র—পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু। তুল "চাতুর্ভৌতিকমিত্যেকে"-সাঙ্খ্যসূ ৩।১৮।

ধাতু ধ্যান করিয়া * অর্হত্ব প্রাপ্ত হইলেন এবং তাহার পর শাস্তার নিকট গিয়া স্ব স্ব অধিগত গুণ বর্ণনা করিলেন। অনন্তর তাঁহাদের একজনের মনে বিতর্ক উপস্থিত হইল এবং তিনি শাস্তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবন্‌, সমস্ত কর্ম্মস্থানেরই চরমফল নির্ব্বাণ; ইহারা প্রত্যেকেই আবার অর্হত্ব প্রদান করে। ইহার তাৎপর্য্য কি জানিতে ইচ্ছা হয়।" শাস্তা বলিলেন, "কিংশুক বৃক্ষ দেখিয়া পুরাকালে ভ্রাতৃগণ যেরূপ নানারূপ উপলব্ধি করিয়াছিল, তোমরাও কি তাহাই করিতেছ না?" ভিক্ষুরা বলিলেন, "ভদন্ত, অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদিগকে সেই বৃত্তান্ত বলুন।" তখন শাস্তা সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের চারিটী পুত্র ছিলেন। তাঁহারা একদিন সারথিকে ডাকিয়া বলিলেন, "ভদ্র, আমরা কিংশুক বৃক্ষ দেখিব ইচ্ছা করিয়াছি, অতএব আমাদিগকে উহা দেখাও।" সারথি, "যে আজ্ঞা, দেখাইব" বলিয়া অঙ্গীকার করিল, কিন্তু চারিজনকেই এক সঙ্গে না দেখাইয়া প্রথমে জ্যেষ্ঠ রাজকুমারকে রথে লইয়া অরণ্যে গমন করিল। তখন পত্রহীন কিংশুক বৃক্ষের কোরকোদ্‌গম হইতেছিল। সারথি রাজকুমারকে উহা দেখাইয়া বলিল, "এই কিংশুকবৃক্ষ।" ইহার পর একে একে সে এক জনকে নবপত্রোদ্‌গম-কালে, একজনকে পুষ্পিত-কালে এবং একজনকে ফলিত-কালে কিংশুক বৃক্ষ দেখাইল।

অনন্তর একদিন ভ্রাতৃচতুষ্টয় একত্র উপবেশন করিয়া, কিংশুক বৃক্ষ কীদৃশ, এই সম্বন্ধে কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। জ্যেষ্ঠ রাজকুমার বলিলেন "কিংশুক বৃক্ষ অবিকল দগ্ধ স্থাণুর ন্যায়।" দ্বিতীয় কুমার বলিলেন, "উহা ঠিক ন্যগ্রোধ বৃক্ষের ন্যায়।" তৃতীয় কুমার বলিলেন, "উহা ঠিক মাংস-পেশীর ন্যায়।" চতুর্থ কুমার বলিলেন, "উহা ঠিক শিরীষ বৃক্ষের ন্যায়।" এইরূপে প্রত্যেকেই অপরের বর্ণনায় অসন্তুষ্ট হইলে, তাঁহারা পিতার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেব, কিংশুক বৃক্ষ কিরূপ?" রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কে কিরূপ বলিয়াছ?" তাঁহারা যে যাহা বলিয়াছিলেন, রাজার নিকট নিবেদন করিলেন। তখন রাজা বলিলেন, "তোমরা চারিজনেই কিংশুক বৃক্ষ দেখিয়াছ বটে, কিন্তু সারথি যখন দেখাইয়াছিল তখন, কোন্ সময়ে কিংশুক বৃক্ষ কেমন দেখায়, ইহা তন্ন তন্ন করিয়া জিজ্ঞাসা কর নাই; ইহাই তোমাদের সন্দেহের কারণ।" পুত্রদিগকে এইরূপে বুঝাইয়া রাজা নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটী বলিলেন:—

> কিংশুক দেখিলা সর্ব্বে তাতে কোন নাহিক সন্দেহ,
> কিন্তু সর্ব্বকালে ইহা কিরূপ, না জিজ্ঞাসিলা কেহ।

[শাস্তা এই রূপে ভিক্ষু-চতুষ্টয়ের সন্দেহ নিরাকরণ করিয়া বলিলেন, "যেমন রাজকুমারগণ তন্ন তন্ন করিয়া জিজ্ঞাসা না করায় কিংশুক-সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়াছিলেন, সেইরূপ তোমরাও এই ধর্ম্ম-সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়াছ। অনন্তর অভিসম্বুদ্ধ হইয়া তিনি নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথাটী বলিলেন:—

> সর্ব্ববিধ জ্ঞানসহ, তন্ন তন্ন করি শিখি
> না করিলে ধর্ম্মের অর্জ্জন
> সন্দিহান হয় লোকে, কিংশুক-সম্বন্ধে যথা
> হয়েছিল রাজপুত্রগণ। †

---

* অষ্টাদশ ধাতু যথা, চক্ষু, রূপ, চক্ষুর্বিজ্ঞান; শ্রোত্র, শব্দ, শ্রোত্রবিজ্ঞান, ঘ্রাণ, গন্ধ, ঘ্রাণবিজ্ঞান; জিহ্বা, রস, জিহ্বাবিজ্ঞান, কায়, স্প্রষ্টব্য, কায়বিজ্ঞান, মন, ধর্ম্ম, মনোবিজ্ঞান।

† অর্থাৎ এই ভিক্ষুরা স্রোতাপত্তিমার্গ ইত্যাদি পরিভ্রমণ না করিয়াই একেবারে অর্হত্বে উপনীত হইয়াছিলেন; এই নিমিত্ত ইঁহাদের মনে স্পর্শায়তনাদির উপযোগিতা-সম্বন্ধে সন্দেহ জন্মিয়াছিল।

সমবধান—তখন আমি ছিলাম সেই বারাণসীরাজ।]

☞এই গল্প অল্পাধিক মাত্রায় পরিবর্ত্তিত আকারে নানাস্থানে প্রচলিত দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ বহুরূপের গল্প, অন্ধচতুষ্টয়ের হস্তিরূপবর্ণন, দুইজন যোদ্ধার একটা চর্ম্মের বর্ণ লইয়া বিবাদ ইত্যাদি আখ্যায়িকা উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রথম খণ্ডের মারুত-জাতকও (১৭) তুলনীয়।]

২৪৯—শ্যালক-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে কোন এক মহাস্থবিরকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। প্রবাদ আছে যে এই স্থবির এক বালককে প্রব্রজ্যা দিয়া শেষে তাহাকে পীড়ন করিতেন। উক্ত শ্রামণের পীড়ন সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া প্রব্রজ্যা পরিহার করিয়া যায়। তখন স্থবির তাহার নিকট গিয়া তাহাকে প্রলোভন দেখাইয়া ভুলাইতে চেষ্টা করেন—বলেন, "দেখ বৎস, তোমার চীবর, তোমার পাত্র তোমারই হইবে; আমার আর এক প্রস্থ পাত্র ও চীবর আছে, তাহাও তোমায় দিব, এস, আবার প্রব্রাজক হও।" শ্রামণের প্রথমে বলিল, "আমি আর প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিব না," কিন্তু শেষে পুনঃ পুনঃ অনুরুদ্ধ হইয়া আবার প্রব্রজ্যা লইল। কিন্তু যে দিন সে প্রব্রাজক হইল, সেই দিন হইতেই স্থবির আবার তাহার পীড়ন আরম্ভ করিলেন, এবং পীড়ন সহ্য করিতে না পারিয়া আবারও সে সংসারাশ্রমে ফিরিয়া গেল। তখন স্থবির তাহাকে পুনর্ব্বার প্রব্রজ্যা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু সে উত্তর দিল, "আপনি আমায় দেখিতে পারেন না, অথচ আমি না থাকিলেও আপনার চলে না। আপনি চলিয়া যান, আমি আর প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব না।"

একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় এই ঘটনা-সম্বন্ধে কথোপকথন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন "দেখ ভাই, সে বালকটীত ভাল বলিয়া বোধ হয়, কেবল মহাস্থবিরের আশয় জানিয়া সে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিল না।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন এবং উহা জানিতে পাইয়া বলিলেন, "এই বালকটী যে কেবল এখনই ভাল, তাহা নহে, পূর্ব্বেও সে এই রূপই ছিল, কিন্তু একবার মাত্র এই ব্যক্তির দোষ দেখিতে পাইয়াই সে ইহার সঙ্গ ত্যাগ করিয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব এক সম্পন্ন গৃহস্থকুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পর ধান্যবিক্রয় দ্বারা * জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। ঐ সময়ে এক সাপুড়ে একটা মর্কটকে শিক্ষা দিয়া ও তাহাকে বিষপ্রতিষেধক ঔষধ খাওয়াইয়া সাপের সহিত খেলা-করাইত এবং এই উপায়ে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত।

একদা বারাণসীতে একটা উৎসব হইবে বলিয়া ঘোষণা হইল। উৎসবে গিয়া আমোদ প্রমোদ করিবে এই উদ্দেশ্যে সাপুড়ে বোধিসত্ত্বের নিকট মর্কটটা লইয়া বলিল, "ভাই, এটা তোমার নিকট রহিল, দেখিও ইহার রক্ষণাবেক্ষণে যেন কোন ত্রুটি না হয়।" অনন্তর আমোদ প্রমোদ করিয়া সে সাতদিন পরে বোধিসত্ত্বের গৃহে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমার মর্কটটা কোথায়?" মর্কট প্রভুর স্বর শুনিয়াই ধানের দোকান হইতে ছুটিয়া আসিল। সাপুড়ে এক খানা বাঁশ দিয়া তাহার পিঠে আঘাত করিল, তাহাকে লইয়া একটা বাগানের এক পাশে বান্ধিয়া রাখিল এবং নিজে ঘুমাইয়া পড়িল। সে নিদ্রিত হইয়াছে জানিয়া মর্কটটা কোনরূপে বন্ধনমুক্ত হইল, পলাইয়া একটা আমগাছে উঠিল এবং একটা আম খাইয়া আঁটিটা সাপুড়ের গায়ের উপর ফেলিয়া দিল। ইহাতে সাপুড়ের নিদ্রাভঙ্গ হইল এবং সে এদিকে ওদিকে তাকাইয়া মর্কটকে দেখিতে পাইয়া ভাবিল, 'মিষ্টকথা দ্বারা ইহাকে ভুলাইয়া গাছ হইতে নামাইতে হইবে। তাহা করিলেই ইহাকে ধরিতে পারিব।' ইহা স্থির করিয়া সে মর্কটকে প্রলোভন দেখাইবার জন্য নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটী বলিল:—

* 'ধান্য' বলিলে কেবল 'ধান' নহে, যব, গম প্রভৃতি আরও কয়েক প্রকার শস্য বুঝায়।

এস শ্যাল, * ঘরে চল, এস বৃক্ষ হ'তে নামি,
একপুত্রসম যত্নে পালিব তোমায় আমি।
যা কিছু ভোগের বস্তু রয়েছে আমার ঘরে,
একা তুমি কর ভোগ, যত ইচ্ছা অকাতরে।

ইহা শুনিয়া মর্কট নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথাটী বলিল :—

নিশ্চয় আমায় নাহি ভালবাস মনে,
প্রহারিলে বংশদণ্ডে যেই অকারণে।
পক্বাম্র হেথায় আমি যত ইচ্ছা খাই,
যথাসুখে গৃহে তুমি ফিরে যাও, ভাই।

ইহা বলিয়া মর্কট উল্লম্ফন করিতে করিতে বনের ভিতর প্রবেশ করিল, সাপুড়েও ক্ষুণ্ণমনে গৃহে ফিরিয়া গেল।

[সমবধান—তখন এই ব্রাহ্মণের ছিল সেই মর্কট, এই মহাস্থবির ছিলেন সেই সাপুড়ে, এবং আমি ছিলাম সেই ধার্ম্মিক শস্তবিক্রেতা।]

২৫০—কপি-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে জনৈক কুহকী ভিক্ষুকে উপলক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। এই লোকটার কুহকের কথা সকলেই জানিতে পারিয়াছিল। একদিন ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভায় এ সম্বন্ধে কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, "দেখ ভাই, অমুক ভিক্ষু এবংবিধ নির্ব্বাণপ্রদ শাসনে প্রবেশ করিয়াও কুহক অবলম্বন করিতে কুণ্ঠিত হন না।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিয়া বলিলেন, "দেখ, এই ব্যক্তি যে কেবল এজন্মেই কুহকী হইয়াছে তাহা নহে; এ পূর্ব্বেও কুহকী ছিল। এ যখন মর্কটজন্ম লাভ করিয়াছিল, তখনও কেবল অগ্নির উত্তাপ পাইবার জন্য কুহকের আশ্রয় লইয়াছিল।" ইহা বলিয়া তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব কাশীরাজ্যে এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার বয়ঃপ্রাপ্তির পর এবং যখন তাহার পুত্র ছুটাছুটি করিতে শিখিল, তখন তাঁহার ব্রাহ্মণীর মৃত্যু হইল। তখন তিনি পুত্রটীকে কোলে লইয়া হিমবন্ত প্রদেশে চলিয়া গেলেন এবং ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া পর্ণশালায় বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার পুত্রটীও তখন তাপসকুমাররূপে লালিত পালিত হইতে লাগিল।

একদা বর্ষাকালে অবিরাম বৃষ্টি আরম্ভ হইল। তাহাতে একটা মর্কট শীতে এত কাতর হইল যে তাহার দাঁতে দাঁত লাগিয়া কট্ কট্ ও শরীর থর্ থর্ করিতে লাগিল। এই অবস্থায় সে বেড়াইতে লাগিল।

বোধিসত্ত্ব একখানা বড় কাঠ আনিয়া আগুন জ্বালিয়া মঞ্চের উপর শুইয়া রহিলেন; পুত্রটী সেখানে বসিয়া তাহার পা টিপিতে লাগিল। এদিকে সেই মর্কট কোন মৃত তাপসের ব্যবহৃত বল্কলাদি পাইয়া তাপস সাজিল। সে অন্তরবাস ও সঙ্ঘাটি পরিল, এক স্কন্ধে অজিন ধারণ করিল, বাঁক ও কমণ্ডলু লইয়া ঋষিবেশে বোধিসত্ত্বের পর্ণশালাদ্বারে উপস্থিত হইল এবং সেখানে অগ্নি-সেবার আশায় কুহক করিতে লাগিল। তাহাকে দেখিয়া বোধিসত্ত্বের

---

* টীকাকার বলেন 'সালকা তি নামেন আলপন্ত।' বাঙ্গালা ভাষায় কাহাকেও 'শালা' বলিলে গালি দেওয়া হয়, কিন্তু প্রাচীন কালে 'শ্যালক' শব্দটী প্রীতিবোধকই ছিল। অনেক নাটকে রাজার প্রিয়পাত্র 'শ্যালক' নামে অভিহিত হইয়াছেন।

পুত্র বলিল, "বাবা, একজন তপস্বী শীতে কাতর হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহাকে ভিতরে আসিতে বলুন, তিনি আসিয়া অগ্নিসেবা করুন।" পিতার নিকট এই প্রার্থনা করিবার সময় বালক নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটী বলিল :—

প্রশান্ত, সংযমী এক শীতার্ত্ত তাপস এসে
রয়েছেন কুটীরের দ্বারে,
প্রবেশি কুটীরমাঝে শীত ক্লেশ নিবারিতে
দয়া করি বলুন উঁহারে।

পুত্রের কথা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব শয্যা হইতে উঠিলেন, বাহিরে দৃষ্টিপাত করিয়া ছদ্মবেশী তাপসকে মর্কট বলিয়া চিনিতে পারিলেন এবং নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথাটী বলিলেন :—

প্রশান্ত সংযমী তাপস এ নয়,
কপি এই, বৎস, জানিনু নিশ্চয়।
চলে গাছে গাছে, অপবিত্র করে
যখন ইহারা যেখানে বিহরে।
কোপনস্বভাব, অতি হীনমতি,
প্রবেশিলে ঘরে ঘটাবে দুর্গতি।

ইহা বলিয়া বোধিসত্ত্ব একখণ্ড জলন্ত কাষ্ঠ লইয়া মর্কটকে ভয় দেখাইলে সে লাফ দিতে দিতে চলিয়া গেল এবং বন ভাল লাগুক, নাই লাগুক, আর কখনও ঐ আশ্রমের নিকট আসিল না।

বোধিসত্ত্ব কালক্রমে অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ লাভ করিলেন এবং পুত্রকে কৃৎস্নপরিকর্ম্ম শিক্ষা দিলেন;* পুত্রও ক্রমে অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ লাভ করিল এবং পিতাপুত্র উভয়েই অপরিহীন ধ্যানদ্বারা ব্রহ্মলোকবাসের উপযুক্ত হইলেন।

[এইরূপে শাস্তা বুঝাইয়া দিলেন যে কেবল এ জন্মে নহে, পূর্ব্বেও ঐ ভিক্ষু কুহকী ছিল। অনন্তর তিনি সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিয়া জাতকের সমবধান করিলেন। সত্যব্যাখ্যা শুনিয়া ভিক্ষুদিগের কেহ কেহ স্রোতাপন্ন, কেহ কেহ সকৃদাগামী, কেহ কেহ বা অনাগামী হইলেন।

সমবধান—তখন এই কুহকী ভিক্ষু ছিল সেই মর্কট, রাহুল ছিল সেই তাপসকুমার এবং আমি ছিলাম সেই তাপস।]

☞ পূর্ব্ববর্ণিত মর্কট-জাতকে (১৭৩) এবং এই জাতকে প্রভেদ অতি অল্প।

---

* প্রথমখণ্ড, ৯৯ম পৃষ্ঠের টীকা দ্রষ্টব্য।

জাতক

ত্রি-নিপাত

২৫১ —সঙ্কল্প-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে জনৈক উৎকণ্ঠিত ভিক্ষুকে উপলক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। শ্রাবস্তীবাসী এক সম্ভ্রান্তবংশীয় ব্যক্তি রত্নশাসনে শ্রদ্ধান্বিত হইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। তিনি একদা শ্রাবস্তী নগরে ভিক্ষাচর্য্যার সময় কোন অলঙ্কৃতা রমণীকে দর্শন করিয়া মন্মথশরে ব্যথিত হইয়াছিলেন। তদবধি বিহারের কোন কার্য্যেই তাঁহার আর পূর্ব্বের ন্যায় যত্ন ছিল না। তাঁহার এই ভাব লক্ষ্য করিয়া তাঁহার আচার্য্য, উপাধ্যায় প্রভৃতি কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, এবং যখন দেখিলেন তিনি পুনর্ব্বার সংসারাশ্রম গ্রহণার্থ ব্যগ্র হইয়াছেন, তখন বলিতে লাগিলেন, "দেখ, যাহারা কামাদি রিপুর তাড়নায় প্রপীড়িত, শাস্তা তাহাদের কষ্ট নিবারণ করিয়া থাকেন। তিনি সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিয়া স্রোতাপত্তি ফল প্রভৃতি প্রদান করেন। চল, আমরা তোমাকে তাঁহার নিকট লইয়া যাই।" এই বলিয়া তাঁহারা উক্ত ভিক্ষুকে শাস্তার নিকট লইয়া গেলেন। তাঁহাকে দেখিয়া শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিহে ভিক্ষুগণ! এই ব্যক্তির এখানে আসিবার ইচ্ছা নাই, তথাপি তোমরা ইহাকে কেন এখানে লইয়া আসিলে?" ভিক্ষুরা তখন তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলেন। তচ্ছ্রবণে শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, "কিহে, তুমি কি সত্য সত্যই উৎকণ্ঠিত হইয়াছ?" ভিক্ষু উত্তর দিলেন, "হাঁ, ভদন্ত"। "ইহার কারণ কি?" উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু এই প্রশ্নের উত্তরে সমস্ত প্রকৃত ঘটনা নিবেদন করিলেন। তখন শাস্তা বলিলেন, "দেখ, যাঁহারা ধ্যানবলে সমস্ত রিপু দমন করিয়াছিলেন, এতাদৃশ পুণ্যাত্মাদিগের অন্তঃকরণেও পুরাকালে স্ত্রীদর্শনে অসাধুভাবের উৎপত্তি হইয়াছিল। অতএব, সেই রমণী যে তোমার ন্যায় তুচ্ছ ব্যক্তির চিত্তবিকার ঘটাইবে, ইহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? যখন বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিরাও কলুষতা হইতে নিষ্কৃতি পান না, যখন নিষ্কলঙ্ক-যশঃসম্পন্ন মহাত্মারাও অযশস্কর কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তখন অপবিশুদ্ধ ব্যক্তিদিগের ত কথাই নাই। যে বায়ুর বেগে সুমেরু কম্পিত হয়, তাহার আঘাতে কি শুষ্কপত্ররাশি স্থির থাকিতে পারে? যে রিপুর দ্বারা ভাবী অভিসম্বুদ্ধের হৃদয় পর্য্যন্ত আলোড়িত হইয়াছিল, তাহার প্রভাবে তোমার ন্যায় পুরুষের পক্ষে অটল থাকা নিতান্তই অসম্ভব।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীতে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার সময়ে বোধিসত্ত্ব অশীতিকোটি-ধনসম্পন্ন এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বয়ঃপ্রাপ্তির পর তক্ষশিলায় গিয়া সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইলেন এবং বারাণসীতে প্রতিগমনপূর্ব্বক দারপরিগ্রহ করিলেন। কালক্রমে যখন তাঁহার মাতাপিতার মৃত্যু হইল, তখন তিনি তাঁহাদের প্রেতকৃত্য সম্পাদন করিলেন এবং ভাণ্ডারস্থ সুবর্ণ পরিদর্শন করিতে গিয়া ভাবিতে লাগিলেন, "এই যে রাশি রাশি ধন দেখিতে পাইতেছি, যাঁহারা ইহা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে ত আর দেখিবার উপায় নাই।" এইরূপ চিন্তা দ্বারা তাঁহার অন্তঃকরণে দুঃখের উদ্রেক হইল এবং সর্ব্বশরীর হইতে স্বেদ নির্গত হইতে লাগিল।

বোধিসত্ত্ব দীর্ঘকাল সংসারে থাকিয়া মুক্তহস্তে দান করিলেন এবং শেষে বীতকাম হইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। তাঁহার জ্ঞাতিবন্ধুগণ তাঁহাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য সাশ্রুনয়নে কত বুঝাইলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। তিনি হিমবন্ত প্রদেশে প্রবেশ করিয়া এক রমণীয় স্থানে পর্ণশালা নির্ম্মাণপূর্ব্বক উঞ্ছবৃত্তিদ্বারা বন্যফলমূলে জীবন

ধারণ করিতে লাগিলেন এবং অচিরে অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ লাভ করিলেন। অতঃপর তিনি কিয়ৎকাল ধ্যানসুখে নিমগ্ন রহিলেন।

একদিন বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, 'লোকালয়ে গিয়া অম্লও লবণ সেবন করা যাউক; তাহা করিলে চলাফেরা হইবে, শরীরে বলাধান ঘটিবে। যে সকল লোকে মাদৃশ শীলবান্ ব্যক্তিকে ভিক্ষা দিবে ও অভিবাদন করিবে, তাহারাও জীবনান্তে স্বর্গে যাইবে।' এই চিন্তা করিয়া তিনি হিমালয় হইতে অবতরণ পূর্ব্বক পদব্রজে, ভিক্ষা করিতে করিতে, একদিন সূর্য্যাস্তকালে বারাণসীতে উপনীত হইলেন এবং সেখানে রাত্রিযাপনের স্থান অনুসন্ধান করিতে করিতে রাজোদ্যান দেখিতে পাইলেন। তিনি ভাবিলেন, 'এই স্থানটী নির্জ্জনবাসের উপযুক্ত; অতএব এখানেই অবস্থান করা যাউক।' তিনি ঐ উদ্যানে প্রবেশপূর্ব্বক এক বৃক্ষমূলে আশ্রয় লইলেন এবং সেখানে বসিয়া সমস্ত রাত্রি ধ্যানসুখে অতিবাহিত করিলেন।

পরদিন প্রভাত হইলে বোধিসত্ত্ব প্রাতঃকৃত্য সমাপনানন্তর জটা, অজিন ও বল্কলাদি যথারীতি বিন্যস্ত করিয়া পাত্রহস্তে ভিক্ষার্থ নগরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার ইন্দ্রিয়সমূহ ও অন্তঃকরণ প্রশান্ত, গমন মহানুভাবব্যঞ্জক, দৃষ্টি যুগমাত্রস্থানে আবদ্ধ। তাঁহার দেহ-নিঃসৃত অত্যুজ্জ্বল তেজঃপুঞ্জ সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিল।

বোধিসত্ত্ব এই বেশে ক্রমশঃ রাজদ্বারে উপনীত হইলেন। রাজা তখন প্রাসাদের মহাতলে পাদচারণ করিতেছিলেন। তিনি বাতায়নের ভিতর দিয়া বোধিসত্ত্বকে অবলোকন পূর্ব্বক তাঁহার গরিমাময়ী গমনভঙ্গী দেখিয়া প্রসন্ন হইলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন 'যদি জগতে পূর্ণশান্তি নামে কোন পদার্থ থাকে, তবে তাহা এই মহাত্মারই মনে বিদ্যমান আছে।' অনন্তর তিনি এক অমাত্যকে বলিলেন, "তুমি গিয়া ঐ মহাত্মাকে এখানে আনয়ন কর।"

অমাত্য গিয়া বোধিসত্ত্বকে প্রণিপাতপূর্ব্বক তাঁহার হস্ত হইতে ভিক্ষাপাত্র গ্রহণ করিলেন এবং বলিলেন, "ভগবন্, রাজা আপনাকে ডাকিতেছেন।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "বিজ্ঞবর, রাজা ত আমায় জানেন না।" "আচ্ছা, আমি যতক্ষণ না ফিরি, আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক এখানে অবস্থিতি করুন।" এই বলিয়া অমাত্য রাজার নিকট গিয়া বোধিসত্ত্বের কথা জানাইলেন। রাজা বলিলেন, "আমাদের কোন কুলোপগ তাপস নাই * (অতএব তাঁহাকে কুলোপগের পদে প্রতিষ্ঠাপিত করিব), তুমি আবার যাও এবং তাঁহাকে এখানে লইয়া আইস।" তদনুসারে অমাত্য চলিয়া গেলেন, রাজা নিজেও বাতায়ন হইতে হস্ত প্রসারিত করিয়া বলিলেন, "ভদন্ত, দয়া করিয়া একবার এদিকে পদার্পণ করুন।" তখন বোধিসত্ত্ব অমাত্যের হস্তে ভিক্ষাপাত্র দিয়া মহাতলে অধিরোহণ করিলেন। রাজা তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, রাজপর্য্যঙ্কে উপবেশন করাইলেন, এবং নিজের জন্য যে ভক্ষ্যভোজ্য প্রস্তুত হইয়াছিল, তাঁহার ভোজনের জন্য সেই সমস্ত আনাইয়া দিলেন। বোধিসত্ত্বের ভোজন শেষ হইলে রাজা তাঁহাকে কতিপয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন এবং সেগুলির উত্তর শুনিয়া উত্তরোত্তর এত প্রীত হইলেন, যে পুনর্ব্বার তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবন্, আপনার আশ্রম কোথায়?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "মহারাজ, আমি হিমবন্ত প্রদেশে থাকি এবং সেখান হইতেই আসিতেছি।" "কি অভিপ্রায়ে আসিয়াছেন?" "বর্ষাবাসের নিমিত্ত।" "তবে দয়া করিয়া আমার উদ্যানে অবস্থিতি করুন না কেন? তাপসদিগের যে চতুর্ব্বিধ উপকরণ † আবশ্যক, আপনি তাহার কোনটীরই অভাব বোধ করিবেন না, আমিও স্বর্গপ্রাপ্তিজনক পুণ্যসঞ্চয় করিতে পারিব।" বোধিসত্ত্ব এই প্রার্থনায় সম্মত হইলে রাজা প্রাতরাশ সমাপনপূর্ব্বক তাঁহাকে লইয়া উদ্যানে

* 'কুলূপকতাপস' বা 'কুলূপগতাপস'—কুলং উপগচ্ছতি ইতি কুলোপগঃ—যিনি প্রতিদিন বাড়ীতে আগমন করেন এবং ভিক্ষাদি লইয়া যান।

† চীবর, পিণ্ডপাত (খাদ্য), শয়নাসন (শয্যা) ও ভৈষজ্য।

গেলেন, সেখানে তাঁহার জন্য পর্ণশালা, চঙ্ক্রমণস্থান, এবং দিবাভাগে ও রাত্রিকালে অবস্থিতির জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠ প্রস্তুত করাইয়া দিলেন; প্রব্রাজকদিগের যে যে উপকরণ আবশ্যক সে সমস্তও আনাইয়া দিলেন। অনন্তর রাজা উদ্যানপালের উপর বোধিসত্ত্বের তত্ত্বাবধারণের ভার দিয়া প্রাসাদে ফিরিবার সময় বলিলেন, "ভদন্ত, আপনি এই স্থানে যথাসুখে বাস করুন।" তদবধি বোধিসত্ত্ব একাদিক্রমে দ্বাদশ বৎসর সেই উদ্যানে অবস্থিতি করিলেন।

অনন্তর রাজ্যের প্রত্যন্তবাসীরা বিদ্রোহী হইল। রাজা নিজেই তাহাদিগের দমনার্থ যাত্রা করিবার সঙ্কল্প করিলেন। তিনি মহিষীকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেবি। হয় তোমাকে, নয় আমাকে রাজধানীতে থাকিতে হইবে।" মহিষী বলিলেন, "স্বামিন্, আপনি একথা বলিতেছেন কেন?" "আমাদের গুরুস্থানীয় শীলবান্ তাপসের কথা ভাবিয়া।" "আমি তাঁহার সেবা শুশ্রূষার ক্রটি করিব না। তাঁহার ভার আমার উপর থাকিল, আপনি নিঃশঙ্কমনে যাত্রা করুন।" এই কথা শুনিয়া রাজা বিদ্রোহদমনার্থ চলিয়া গেলেন, মহিষী যথাপূর্ব্ব বোধিসত্ত্বের পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। বোধিসত্ত্ব প্রতিদিন যথাসময়ে রাজপুরীতে যাইতে লাগিলেন। তিনি ইচ্ছাগত প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া ভোজন-ব্যাপার নির্ব্বাহ করিতেন। একদিন মহিষী তাঁহার জন্য আহার প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার আসিতে কিছু বিলম্ব ঘটিল। তখন মহিষী সেই অবসরে স্নান করিয়া অলঙ্কার পরিধান করিলেন এবং অনুচ্চ শয্যা বিস্তারপূর্ব্বক পরিষ্কৃত শাটকদ্বারা দেহ আচ্ছাদিত করিয়া তদুপরি শয়ন করিয়া রহিলেন। এদিকে বোধিসত্ত্ব দেখিলেন বেলা অধিক হইয়াছে, তিনি ভিক্ষাপাত্র হস্তে লইয়া আকাশপথে মহাবাতায়নদ্বারে উপনীত হইলেন। তাঁহার বল্কলের শব্দ শুনিয়া সহসা উত্থান করিবার সময়ে মহিষীর গাত্র হইতে সেই পীতোজ্জ্বল শাটক খসিয়া পড়িল। এই অপূর্ব্ব ও রমণীয় দৃশ্য দেখিয়া বোধিসত্ত্বের চিত্তবিকার ঘটিল এবং তিনি মহিষীর দিকে সানুরাগ দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন। তখন করণ্ডকপ্রক্ষিপ্ত বিষধর যেমন ফণা বিস্তার করিয়া উত্থিত হয়, বোধিসত্ত্বের ধ্যান-নিরুদ্ধ কুপ্রবৃত্তি সেইরূপ দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিল, তিনি কুঠারচ্ছিন্ন ক্ষীর-পাদপের ন্যায় * অধঃপতিত হইলেন। দুষ্প্রবৃত্তির উদ্রেকের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ধ্যানবল বিনষ্ট ও ইন্দ্রিয়সমূহ কলুষিত হইল, তিনি ছিন্নপক্ষ কাকের ন্যায় নিতান্ত অসহায় হইয়া পড়িলেন। তাঁহার আর পূর্ব্ববৎ উপবেশন করিয়া ভোজনের সামর্থ্য রহিল না। মহিষী তাঁহাকে উপবেশন করিতে অনুরোধ করিলেও তিনি আসন গ্রহণ করিলেন না, কাজেই মহিষী সমস্ত খাদ্য তাঁহার পাত্রে ঢালিয়া দিলেন। তিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিন আহারান্তে বাতায়নের ভিতর দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া আকাশমার্গে প্রতিগমন করিতেন, কিন্তু আজ আর তাহা করিতে পারিলেন না, খাদ্য গ্রহণ করিয়া মহাসোপানপথে অবতরণ পূর্ব্বক উদ্যানে ফিরিয়া গেলেন। মহিষী বুঝিতে পারিলেন যে বোধিসত্ত্ব তাঁহার প্রতি নিবদ্ধচিত্ত হইয়াছেন।

বোধিসত্ত্ব উদ্যানে ফিরিলেন বটে, কিন্তু আহার করিতে পারিলেন না, তিনি ভোজ্যপাত্র আসনের নিম্নে ফেলিয়া রাখিলেন এবং "অহো। কি সুন্দর রমণী। ইহাঁর হস্তপদের গঠন কি সুঠাম। কটির কি অপূর্ব্ব ক্ষীণতা। উরুর কি মনোহর বিশালতা।" কেবল এই প্রলাপ করিতে লাগিলেন। তিনি সপ্তাহকাল এইভাবে পড়িয়া রহিলেন, তাঁহার খাদ্য পচিয়া গেল, ঝাঁকে ঝাঁকে নীল মক্ষিকা আসিয়া উহা ছাইয়া ফেলিল।

এদিকে রাজা প্রত্যন্ত প্রদেশে শান্তি স্থাপন করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। রাজধানী সুসজ্জিত হইল। তিনি নগর প্রদক্ষিণপূর্ব্বক প্রথমে প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন, পরে

---

* ন্যগ্রোধ উডুম্বর, অশ্বত্থ ও মধুক (মহুয়া) এই চারি জাতীয় বৃক্ষ ক্ষীরতরু নামে বিদিত।

বোধিসত্ত্বের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায়ে উদ্যানে গেলেন। সেখানে আশ্রমপাদের সর্ব্বত্র আবর্জ্জনা রহিয়াছে দেখিয়া তাঁহার মনে হইল, বোধিসত্ত্ব হয়ত অন্যত্র চলিয়া গিয়াছেন। তাহার পর তিনি কুটীরের দরজা ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন এবং দেখিলেন বোধিসত্ত্ব শুইয়া আছেন। তখন তিনি ভাবিলেন 'সম্ভবতঃ ইঁহার অসুখ করিয়াছে।' ইহা মনে করিয়া তিনি গলিত খাদ্য সমস্ত ফেলাইয়া দিলেন, পর্ণশালা পরিষ্কৃত করাইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদন্ত, আপনি কি অসুস্থ হইয়াছেন?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "মহারাজ! আমি বিদ্ধ হইয়াছি।" ইহা শুনিয়া রাজা বিবেচনা করিলেন, 'ইহা বোধ হয় আমার শত্রুপক্ষের কাজ। তাহারা আমার অন্য কোন ক্ষতি করিবার সুযোগ পায় নাই, কাজেই আমি যাঁহাকে শ্রদ্ধা করি, তাঁহারই অনিষ্ট করিবে এই সঙ্কল্পে ইঁহাকে শরবিদ্ধ করিয়াছে।" অনন্তর তিনি উল্টাইয়া পাল্টাইয়া বোধিসত্ত্বের শরীর পরীক্ষা করিলেন, কিন্তু কোথাও ক্ষত দেখিতে পাইলেন না। কাজেই তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদন্ত! আপনি দেহের কোন অংশে বিদ্ধ হইয়াছেন?" বোধিসত্ত্ব উত্তর দিলেন, "মহারাজ! আমাকে অন্যে বিদ্ধ করে নাই; আমি নিজেই নিজেকে বিদ্ধ করিয়াছি।" অনন্তর তিনি উত্থানপূর্ব্বক আসনে উপবেশন করিয়া এই গাথাগুলি আবৃত্তি করিলেন;—

> যে বাণে হৃদয় বেধ করিয়া আমার
> দহিছে সকল অঙ্গ, গড়ে নাই তারে
> বিচিত্র ময়ূরপুচ্ছে সুশোভিত করি
> ইষুকার কোন; কিংবা ধনুর্দ্ধর কেহ
> করে নাই তাহারে নিক্ষেপ, মহারাজ,
> আকর্ণ টানিয়া গুণ লক্ষি মোর দেহ।
> [illegible]
> শাণিত সে শর আমি হানিয়াছি নিজ
> বুকে, অপরের ইথে দোষ কিছু নাই।
> মোর অঙ্গে হেন ক্ষত দেখা নাহি যায়
> যা হ'তে আমার, ছুটি শোণিতের স্রাব
> করিবে দুর্ব্বল, মূঢ় আমি, হে রাজন্,
> চিত্তের দৌর্ব্বল্য হেতু, পরিহরি ধ্যান,
> ক্ষখাত সলিলে এবে ডুবিয়াছি হায়!

বোধিসত্ত্ব উল্লিখিত গাথাগুলি দ্বারা রাজাকে প্রকৃত ব্যাপার খুলিয়া বলিলেন। তাহার পর তিনি রাজাকে পর্ণশালা হইতে বাহির করিয়া দিয়া কাৎস্ন পরিকর্ম্ম দ্বারা পুনর্ব্বার ধ্যানবল লাভ করিলেন, এবং পর্ণশালা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আকাশে আসন গ্রহণপূর্ব্বক রাজাকে নানাবিধ উপদেশ দিলেন। অনন্তর তিনি বলিলেন, "মহারাজ। আমি হিমবন্তে ফিরিয়া যাইব।" রাজা বলিলেন, "আপনাকে যাইতে দিব না।" "মহারাজ। এখানে বাস করিয়া আমার যে অধঃপতন হইয়াছে তাহা ত আপনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। আমি কিছুতেই এখানে আর তিষ্ঠিতে পারিব না।" ইহা শুনিয়াও কিন্তু রাজা তাঁহাকে অনুরোধ করিতে বিরত হইলেন না, কিন্তু তিনি তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া আকাশপথে হিমবন্তে প্রতিগমন করিলেন এবং যাবজ্জীবন সেখানে অবস্থিতি করিয়া দেহান্তে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইলেন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তচ্ছ্রবণে সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইলেন এবং অন্য সকলে কেহ কেহ স্রোতাপন্ন, কেহ কেহ সকৃদাগামী, কেহ কেহ বা অনাগামী হইলেন।

সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন সেই রাজা এবং আমি ছিলাম সেই তাপস।]

---

* বিতর্ক-চিন্তা। এখানে ইহা 'অকুশল বিতর্ক' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অকুশল বিতর্ক ত্রিবিধ—কামবিতর্ক, ব্যাপাদ বিতর্ক, বিহিংসা বিতর্ক।

২৫২—তিলমুষ্টি-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অনেক ক্রোধন ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ভিক্ষু নাকি নিতান্ত কোপন ছিলেন। তাহার স্বভাব এমন রুক্ষ ছিল যে কেহ সামান্য কিছু বলিলেই তিনি ক্রুদ্ধ হইতেন ও দুর্ব্বাক্য বলিতেন এবং তাহাকে ঘৃণা ও অবিশ্বাস করিতেন।

একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া এই সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, "দেখ, অমুক ভিক্ষু বড় কোপন ও রূক্ষস্বভাব; তিনি সামান্য কারণেই চুল্লীতে প্রক্ষিপ্ত লবণের ন্যায় চতুর্দ্দিকে ছটোছুটি করেন। বুদ্ধ-শাসনে ক্রোধের স্থান নাই; অথচ ইহাতে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াও তিনি ক্রোধ দমন করিতে পারিলেন না।" এই কথা শুনিয়া শাস্তা একজন ভিক্ষু প্রেরণ করিয়া সেই ব্যক্তিকে আনাইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে, তুমি কি প্রকৃতই কোপনস্বভাব?" ভিক্ষু উত্তর দিলেন, "হাঁ ভগবন্।" তাহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, এ ব্যক্তি কেবল এ জন্মে নহে, পূর্ব্বেও অত্যন্ত কোপন ছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন।]

পুরাকালে বারাণসীতে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম ব্রহ্মদত্তকুমার। তখন এই নিয়ম ছিল যে নিজেদের রাজধানীতে সুবিখ্যাত অধ্যাপক থাকিলেও রাজারা পুত্রদিগকে বিদ্যাশিক্ষার্থ কোন দূরবর্ত্তী পররাজ্যে প্রেরণ করিতেন, কারণ তাঁহারা ভাবিতেন যে বিদেশে থাকিলে কুমারদিগের মনে দর্প ও অভিমান জন্মিতে পারিবে না, তাঁহারা শীতাতপাদি শারীরিক অসুবিধা সহ্য করিতে শিখিবেন এবং লোক চরিত্রে অভিজ্ঞ হইবেন। এই প্রথানুসারে, ব্রহ্মদত্তকুমার যখন ষোড়শবর্ষে উপনীত হইলেন, তখন রাজা তাঁহাকে ডাকাইয়া একযোড়া একতলিক পাদুকা,* একটী পত্রনির্ম্মিত ছত্র এবং সহস্র কার্ষাপণ দিয়া বলিলেন, "বৎস, তুমি এখন তক্ষশিলায় গিয়া বিদ্যাশিক্ষা কর।"

কুমার "যে আজ্ঞা" বলিয়া মাতাপিতার চরণ বন্দনাপূর্ব্বক বারাণসী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং যথাকালে তক্ষশিলায় উপনীত হইয়া আচার্য্যের গৃহ অনুসন্ধান করিয়া লইলেন। আচার্য্য তখন শিষ্যদিগকে পাঠ দিয়া গৃহদ্বারে পাদচারণ করিতেছিলেন; কুমার যেখান হইতে তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন, সেখানেই পাদুকা ও ছত্র ত্যাগ করিলেন, এবং প্রণিপাতপূর্ব্বক দণ্ডায়মান রহিলেন। তাঁহাকে ক্লান্ত দেখিয়া আচার্য্য তাঁহার আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

আহারান্তে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া কুমার পুনর্ব্বার আচার্য্যের নিকট গেলেন এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আদেশ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। আচার্য্য জিজ্ঞাসিলেন, "বৎস, তুমি কোথা হইতে আসিতেছ?" কুমার বলিলেন, "ভগবন্, আমি বারাণসী হইতে আসিয়াছি।" "তুমি কাহার পুত্র?" "আমি বারাণসী-রাজের পুত্র।" "কি জন্য আসিয়াছ?" "ভবৎসকাশে বিদ্যালাভের জন্য আসিয়াছি।" "তুমি দক্ষিণা দিয়া বিদ্যা শিখিবে কিংবা গুরুশুশ্রূষা দ্বারা বিদ্যা শিখিবে?"† "আমি দক্ষিণা আনিয়াছি।" এই বলিয়া কুমার আচার্য্যের পাদমূলে সহস্রকার্ষাপণপূর্ণ থলিটী রাখিয়া দিয়া পুনর্ব্বার প্রণাম করিলেন।

ধর্ম্মান্তেবাসীরা দিবাভাগে আচার্য্যদিগের সাংসারিক কার্য্য করিয়া রাত্রিকালে পাঠ গ্রহণ করিত, কিন্তু যাহারা দক্ষিণা দান করিত, আচার্য্যেরা তাহাদিগকে জ্যেষ্ঠপুত্রবৎ মনে করিয়া শিক্ষা দিতেন। তক্ষশিলাবাসী এই আচার্য্যও ব্রহ্মদত্তকুমারের শিক্ষাসম্বন্ধে

---

* একতলিক উপাহনা—একখানা চামড়ার তলবিশিষ্ট জুতা। মধ্যদেশের ভিক্ষুদিগের পক্ষে এইরূপ জুতা ব্যবহার করার নিয়ম ছিল। প্রত্যন্তবাসী ভিক্ষুরা "গণংগণ" অর্থাৎ একাধিক চর্ম্মের তলবিশিষ্ট জুতা ব্যবহার করিতেন।

† মূলে "কিংতে আচরিয়ভাগো আভতো উদাহু ধম্মান্তেবাসিকো হোতুকামো সি?" অর্থাৎ 'তুমি আচার্য্য-ভাগ আনয়ন করিয়াছ বা ধর্ম্মান্তেবাসিক হইবে?' এইরূপ আছে।

সাতিশয় যত্ন করিতে লাগিলেন। তিনি শুক্লপক্ষে যে যে দিন শুভযোগ পাইতেন, সেই সেই দিন তাঁহাকে পাঠ দিতেন। এইরূপে কুমারের শিক্ষাবিধান হইতে লাগিল।

একদিন কুমার আচার্য্যের সহিত স্নান করিতে গেলেন। পথে এক বৃদ্ধা তিলের খোষা ছাড়াইয়া শাঁসগুলি সম্মুখে ছড়াইয়া বসিয়াছিল। তাহা দেখিয়া কুমারের তিলশাঁস খাইতে ইচ্ছা হইল এবং তিনি একমুষ্টি তুলিয়া মুখে দিলেন। বৃদ্ধা ভাবিল, ছেলেটীর বোধ হয় বড় ক্ষুধা পাইয়াছে। সেজন্য সে কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া রহিল।

ইহার পরদিনও ঠিক ঐ সময়ে ঐরূপ ঘটিল এবং বৃদ্ধা সেদিনও বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিল না। কিন্তু তৃতীয় দিনেও কুমার যখন ঐ কাণ্ড করিলেন, তখন সে বাহু তুলিয়া ক্রন্দন আরম্ভ করিল এবং বলিতে লাগিল, "দেখ, এই দেশ-প্রমুখ আচার্য্য নিজের ছাত্রদিগের দ্বারা আমার সর্ব্বস্ব লুঠ করাইতেছেন।" ইহা শুনিয়া আচার্য্য ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে, মা?" "প্রভু, আমি তিলশাঁস শুকাইতেছি; আপনার এই ছাত্রটী আজ এক মুষ্টি খাইল, কাল একমুষ্টি খাইয়াছিল, পরশুও একমুষ্টি খাইয়াছিল। এরূপ করিলে যে শেষে আমার যথাসর্ব্বস্ব খাইয়া ফেলিবে।" "তুমি কান্দিও না; আমি তোমাকে তিলের মূল্য দেওয়াইতেছি।" "আমি মূল্য চাই না, বাবাঠাকুর। আর যাহাতে এমন কাজ না করে, এই শিক্ষা দিলেই যথেষ্ট হইবে।" "তবে দেখ, মা।" ইহা বলিয়া আচার্য্য দুই জন শিষ্য-দ্বারা কুমারের দুই হাত ধরাইলেন, এবং "সাবধান, আর কখনও এমন কাজ করিও না," এইরূপ তর্জ্জন করিতে করিতে বংশযষ্টি দ্বারা তাহার পৃষ্ঠে তিনবার আঘাত করিলেন। ইহাতে আচার্য্যের উপর কুমারের ভয়ানক ক্রোধ জন্মিল; তিনি চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া তাঁহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া আচার্য্য কুমারের ক্রোধভাব বুঝিতে পারিলেন।

অতঃপর কুমার মনোযোগবলে বিদ্যাশিক্ষা সম্পূর্ণ করিলেন; কিন্তু তিনি সেই প্রহারের কথা হৃদয়ে পোষণ করিয়া রাখিলেন এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন, দিন পাইলে আচার্য্যের প্রাণবধ করিব। তিনি বারাণসীতে প্রতিগমন করিবার সময় যখন আচার্য্যের চরণবন্দনা করিলেন, তখন বলিয়া গেলেন, "গুরুদেব, আমি রাজপদ লাভ করিলে, আপনার নিকট লোক পাঠাইব। আপনি যেন তখন দয়া করিয়া আমার রাজ্যে পদার্পণ করেন।" কুমারের ভক্তির আধিক্য দেখিয়া আচার্য্য ইহাতে সম্মত হইলেন।

কুমার বারাণসীতে গিয়া মাতাপিতার নিকট অধীত বিদ্যার পরিচয় দিলেন। রাজা বলিলেন, "বৎস, যখন ভাগ্যগুণে মরিবার পূর্ব্বে তোমার মুখচন্দ্র দেখিতে পাইলাম, তখন আমার জীবদ্দশাতেই তোমাকে রাজশ্রীসম্পন্ন দেখিতে ইচ্ছা করি।" এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি কুমারকে রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন।

কুমার রাজ্যৈশ্বর্য্য লাভ করিলেন, কিন্তু আচার্য্যের প্রতি যে ক্রোধভাব জন্মিয়াছিল তাহা ভুলিতে পারিলেন না। যখনই সেই প্রহারের কথা মনে পড়িত, তখনই তাঁহার ক্রোধ উদ্দীপ্ত হইত। তিনি আচার্য্যের প্রাণসংহার করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাকে আনয়ন করিবার জন্য দূত পাঠাইলেন।

আচার্য্য ভাবিলেন, 'এই রাজা যতদিন তরুণবয়স্ক থাকিবে, ততদিন ইঁহার ক্রোধোপশম করা যাইতে পারিবে না।' এই নিমিত্ত তখন তিনি বারাণসীতে গমন করিলেন না। অনন্তর ব্রহ্মদত্ত-কুমারের রাজত্বকালের যখন প্রায় অর্দ্ধ পরিমাণ অতীত হইল, তখন তাঁহার ক্রোধশান্তি সম্ভবপর মনে করিয়া সেই আচার্য্য তক্ষশিলা হইতে যাত্রা করিলেন এবং রাজদ্বারে উপনীত হইয়া সংবাদ পাঠাইলেন, "মহারাজকে বল যে তাঁহার আচার্য্য আসিয়াছেন।"

ইহা শুনিয়া রাজা আহ্লাদিত হইলেন এবং আচার্য্যকে স্বসমীপে আনয়ন করিবার নিমিত্ত একজন ব্রাহ্মণ পাঠাইলেন।

আচার্য্যকে দেখিয়া রাজা ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। তিনি আরক্তলোচনে অমাত্যদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "দেখ, এই আচার্য্য আমার শরীরের যে অংশে প্রহার করিয়াছিলেন, এখনও সেখানে বেদনা অনুভব করিতেছি। ইঁহার কপালে মৃত্যু আছে; ইনি মরিবেন বলিয়াই এখানে আগমন করিয়াছেন, অদ্যই ইঁহার জীবনাবসান হইবে।" এইরূপ তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে করিতে রাজা নিম্নলিখিত গাথা দুইটী বলিলেন :—

> একমুষ্টি তিল তরে যে দুঃখ দিয়াছ মোরে,
> ভুলিব না থাকিতে জীবন;
> বাহুদ্বয় ধরি, পৃষ্ঠে কশাঘাত তিনবার
> করেছিলা অতি নিদারুণ।
> জীবনে কি নাই মায়া? বলত, ব্রাহ্মণ, মোরে
> কি সাহসে আসিলে এখানে;
> পারে কি ক্ষমিতে সেই, দহিছে যাহার মন
> পূর্ব্বকৃত স্মরি অপমানে?

রাজা আচার্য্যকে এইরূপ মৃত্যুভয় দেখাইতে লাগিলেন। ইহার উত্তরে আচার্য্য নিম্নলিখিত তৃতীয় গাথা বলিলেন :—

> "আর্য্যগণ * দণ্ডদানে করেন দমন
> যাহারা অনার্য্য পথে করে বিচরণ।
> [illegible] ক্রোধের কাজ, শুন ওহে মহারাজ;
> শাসন ইহারে বলে যত জ্ঞানিজন;
> যাহার মাহাত্ম্যে হয় সমাজ-রক্ষণ।

মহারাজ, পণ্ডিতেরা যেরূপ বুঝিয়াছেন, আপনিও সেইরূপ বুঝুন। এক্ষেত্রে ক্রোধ প্রদর্শন করা আপনার অকর্ত্তব্য। আমি যদি তখন আপনাকে ঐরূপ শাসন না করিতাম, তাহা হইলে আপনি ক্রমশঃ পিষ্টক, মিষ্টান্ন, ফলমূল প্রভৃতি অপহরণ করিতে করিতে চৌর্য্য-নিপুণ হইতেন, শেষে লোকের ঘরে সিঁদ কাটিতে † শিখিতেন, রাজপথে দস্যুবৃত্তি করিতেন, গ্রামে গ্রামে নরহত্যা করিয়া বেড়াইতেন। শান্তিরক্ষকেরা আপনাকে সাধারণের শত্রু মনে করিত এবং অপহৃত দ্রব্যসহ ধরিয়া আপনাকে রাজার নিকট লইয়া যাইত, রাজাও আদেশ দিতেন, 'ইহাকে দোষানুরূপ দণ্ড দাও।' ভাবিয়া দেখুন ত তাহা হইলে আপনার কি দুর্দ্দশা ঘটিত। আপনি কি এই অতুল সম্পত্তি ভোগ করিতে পারিতেন? বলিতে কি, মহারাজ, আমি তখন দণ্ড দিয়াছিলাম বলিয়াই আজ আপনি এই ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াছেন।"

আচার্য্য রাজাকে এইরূপ প্রবোধ দিতে লাগিলেন; পার্শ্বস্থ অমাত্যেরাও তাঁহার সার-গর্ভ বাক্য শুনিয়া একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন, "মহারাজ, সত্য সত্যই এই আচার্য্যের প্রসাদে আপনি এত অভ্যুদয়শালী হইয়াছেন।" রাজা তখন আচার্য্যের গুণ গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন

---

* পালি টীকাকার আর্য্য শব্দের এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন :—আর্য্য চতুর্ব্বিধ—আচারার্য্য, দর্শনার্য্য, লিঙ্গার্য্য, প্রতিবেধার্য্য। মনুষ্য হউক বা ইতর প্রাণী হউক, যে সদাচার-সম্পন্ন, সেই আচারার্য্য। যাহার চাল চলন সভ্যজনোচিত সে দর্শনার্য্য; দুঃশীল ব্যক্তিও শ্রমণের ন্যায় পরিচ্ছদ ধারণ করিলে তাহাকে লিঙ্গার্য্য বলা যায়। বুদ্ধ, প্রত্যেকবুদ্ধ প্রভৃতি প্রতিবেধার্য্য। "প্রতিবেধ" শব্দের অর্থ সূক্ষ্মদৃষ্টি বা তত্ত্বজ্ঞান। এই অর্থের সমর্থনার্থ টীকাকার তিনটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন; অনাবশ্যক বোধে সেগুলি এখানে প্রদত্ত হইল না।

† সিঁদকাটা—সন্ধিচ্ছেদন। রাজপথে দস্যুবৃত্তি—পন্থদ্রোহ। গ্রামে প্রবেশ করিয়া নরহত্যা—গ্রামঘাত সাধারণের শত্রু—রাজাপরাধিক। বামাল গ্রেপ্তার করা—সভাণ্ডগ্রহণ।

এবং বলিলেন, "গুরুদেব, অজ্ঞানের অপরাধ ক্ষমা করুন। আমার এই রাজ্য, এই ঐশ্বর্য্য সমস্তই আপনার চরণে অর্পণ করিলাম।" আচার্য্য বলিলেন, "মহারাজ, আমার রাজ্যে প্রয়োজন নাই।"

রাজা তখন তক্ষশিলায় লোক পাঠাইয়া আচার্য্যের পত্নী ও পুত্রকন্যা প্রভৃতিকে বারাণসীতে আনয়ন করিলেন, এবং তাঁহাকে বিপুল ধন দান করিয়া পুরোহিতের পদে বরণ করিলেন। তদবধি তিনি আচার্য্যকে পিতার ন্যায় ভক্তি করিতেন এবং তাঁহার শাসনানুবর্ত্তী হইয়া চলিতেন। অনন্তর জীবনের অবশিষ্টকাল দানাদি পুণ্যানুষ্ঠানে অতিবাহিত করিয়া তিনি দেহান্তে স্বর্গলাভ করিলেন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই ক্রোধন ভিক্ষু অনাগামিফল প্রাপ্ত হইলেন; অপর অনেকে কেহ স্রোতাপত্তি, কেহ কেহ সকৃদাগামিফলও লাভ করিলেন।

সমবধান—তখন এই ক্রোধন ভিক্ষু ছিল রাজা ব্রহ্মদত্তকুমার এবং আমি ছিলাম সেই আচার্য্য।]

২৫৩—মণিকণ্ঠ-জাতক।

[শাস্তা আলবির নিকটবর্ত্তী* অগ্রালব চৈত্যে অবস্থিতি করিবার সময় কুটিকার-শিক্ষাপদসম্বন্ধে† এই কথা বলিয়াছিলেন। আলবির ভিক্ষুগণ কুটীর প্রস্তুত করিবার সময় লোকের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা এজন্য কখনও কথায়, কখনও ইঙ্গিতে অভাব জানাইয়া অতি অধিক মাত্রায় যাচ্ঞা করিয়া বেড়াইতেন। সকল ভিক্ষুর মুখেই এক কথা:—"আমাদিগকে জন দাও, মজুর খাটাইবার জন্য যাহা (দ্রব্য বা অর্থ) আবশ্যক‡ তাহা দাও" ইত্যাদি বাচ্ঞা ও বিজ্ঞপ্তি এই আতিশয্য বশতঃ লোকে বড় উপদ্রুত হইয়াছিল, এমন কি ভিক্ষু দেখিলেই শেষে তাহারা ভীত ও ত্রস্ত হইয়া পলাইয়া যাইত।

অনন্তর একদিন আয়ুষ্মান্ মহাকাশ্যপ আলবিতে গিয়া ভিক্ষার্থ নগরে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু তত্রত্য লোকে তাঁহার ন্যায় স্থবিরকে দেখিয়াও পূর্ব্ববৎ পলায়ন করিল।§ তিনি আহারান্তে ভিক্ষাচর্য্যা হইতে ফিরিয়া আসিয়া ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন এবং বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, পূর্ব্বে এই আলবিতে ভিক্ষা অতি সুলভ ছিল, কিন্তু এখন এখানে ভিক্ষা দুর্লভ হইয়াছে। ইহার কারণ কি বল ত?" ভিক্ষুরা তখন তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলেন।

এই সময়ে ভগবান্ আলবিতে গিয়া অগ্রালব চৈত্যে অবস্থিতি করিতেছিলেন। মহাকাশ্যপ তাঁহার নিকট গিয়া ভিক্ষুদিগের এই কাণ্ড নিবেদন করিলেন। তখন ইহার প্রতিবিধানার্থ শাস্তা ভিক্ষুসঙ্ঘকে সমবেত করিয়া আলবির ভিক্ষুদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভিক্ষুগণ, তোমরা লোকের নিকট বহু যাচ্ঞা করিয়া কুটীর নির্ম্মাণ করিতেছ, একথা সত্য কি?" তাঁহারা উত্তর দিলেন, "হাঁ ভদন্ত, একথা সত্য।" তখন শাস্তা ভিক্ষুদিগকে

---

* আলবি (আটবী)—শ্রাবস্তী হইতে রাজগৃহে যাইবার পথে। ১ম খণ্ডের ২৮০ম পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য।

† কুটীর নির্ম্মাণ করিতে হইলে ভিক্ষুদিগকে যে যে উপদেশ পালন করিতে হইবে (শিক্ষাপদ=উপদেশ)। এ সম্বন্ধে তৃতীয় খণ্ডের ব্রহ্মদত্ত জাতক (৩২৩) এবং অহিনের জাতক [৪০৩] দ্রষ্টব্য। এই শিক্ষাপদ বিনয়পিটকের সূত্রবিভঙ্গে দেখা যায়। বিক্রটের স্তূপে দেখা যায় এক ব্যক্তি কুটীরের সম্মুখে বসিয়া পঞ্চশীর্ষ একটা সর্পের সহিত আলাপ করিতেছে। সম্ভবতঃ উহা এই জাতক অবলম্বন করিয়া উৎকীর্ণ হইয়াছিল।

‡ মূলে 'পুরিসত্থকরম্' আছে। ইহার অর্থ—"যদ্দারা লোক খাটাইতে পারা যায়" অর্থাৎ হয় মজুর দাও, নয় মজুর খাটাইবার মজুরী দাও। যাচন—মুখ ফুটিয়া প্রার্থনা করা; বিঞ্ঞত্তি (বিজ্ঞপ্তি)—কথা না বলিয়া অভাব জানান। ভিক্ষা প্রার্থনার নাম বিজ্ঞপ্তি;—ভিক্ষু কেবল পাত্র হস্তে করিয়া গৃহস্থের দ্বারদেশে দাঁড়াইবেন; কোন কথা বলিতে বা অঙ্গসঞ্চালনাদি করিতে পারিবেন না।

§ মূলে "পটিজগ্গিংসু" ও "পটিপজ্জিংসু" এই দুই পাঠ দেখা যায়। ইহার কোনটীতেই অর্থ ভাল হয় না। পটিপজ্জিংসু এই পাঠ ভাল। ইহার অর্থ—অন্য লোকে যেরূপ করিয়াছিল, ইহারাও সেইরূপ করিল, অর্থাৎ মহাস্থবিরকে দেখিয়াই পলাইয়া গেল।

ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, 'কেহ অতিরিক্ত যাচ্ঞা করিলে সপ্তরত্নপরিপূর্ণ * নাগলোকের অধিবাসীদিগেরও বিরক্তি জন্মে; মনুষ্যদিগের পক্ষে ত আরও অধিক বিরক্তি হইবে. কারণ পাষাণ হইতে মাংস উৎপাটন করাও যেমন দুষ্কর, মানুষের নিকট হইতে একটা কার্ষাপণ আদায় করাও সেইরূপ দুষ্কর।" অনন্তর তিনি এই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব কোন মহাবিভবশালী ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি যখন ছুটাছুটি করিতে শিখিলেন, তখন অন্য এক পুণ্যবান্ সত্ত্ব তাঁহার জননীর কুক্ষি হইতে ভূমিষ্ঠ হইলেন। এই ভ্রাতৃদ্বয়ের বয়ঃপ্রাপ্তির পর তাঁহাদের মাতাপিতার মৃত্যু হইল। ইহাতে তাঁহারা এতদূর দুঃখিত হইলেন, যে ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক গঙ্গাতীরে পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিয়া সেখানে বাস করিতে লাগিলেন। জ্যেষ্ঠের পর্ণশালা গঙ্গার উজানে এবং কনিষ্ঠের পর্ণশালা গঙ্গার ভাটীতে অবস্থিত হইল। †

একদা মণিকণ্ঠ নামক নাগরাজ স্বীয় বাসস্থান হইতে বহির্গত হইয়া মানববেশে গঙ্গাতীরে বিচরণ করিতে করিতে কনিষ্ঠের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে বন্দনা করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। অনন্তর উভয়ে শিষ্টালাপ করিতে লাগিলেন এবং পরস্পরের প্রতি এমন অনুরক্ত হইলেন যে, শেষে একের পক্ষে অন্যকে ছাড়িয়া থাকা অসম্ভব হইল। অতঃপর মণিকণ্ঠ পুনঃ পুনঃ কনিষ্ঠ তাপসের নিকট আসিতেন, অনেকক্ষণ বসিয়া কথোপকথন করিতেন, যাইবার সময় স্নেহবশে প্রকৃত রূপ ধারণপূর্ব্বক নিজের দেহদ্বারা তাপসকে বেষ্টন করিয়া আলিঙ্গন করিতেন, তাঁহার মস্তকের উপর আপনার বৃহৎ ফণা বিস্তৃত করিতেন এবং এইভাবে কিছুক্ষণ থাকিয়া স্নেহ-বিনোদনান্তে তাপসের দেহ হইতে বিযুক্ত হইয়া ও তাঁহাকে বন্দনা করিয়া স্বভবনে প্রতিগমন করিতেন। কনিষ্ঠ তাপস মণিকণ্ঠের ভয়ে (অর্থাৎ তদীয় প্রকৃতরূপ দেখিয়া) ক্রমে কৃশ হইয়া পড়িলেন, তাঁহার ত্বক্ রূক্ষ ও বিবর্ণ হইল, সমস্ত শরীর দিন দিন পাণ্ডুবর্ণ হইল, বাহির হইতে ধমনিগুলি দেখা যাইতে লাগিল।

এই অবস্থায় কনিষ্ঠ তাপস একদিন অগ্রজের নিকট গমন করিলেন। অগ্রজ জিজ্ঞাসিলেন "ভাই, তুমি কৃশ হইয়াছ কেন? তোমার দেহ রূক্ষ ও বিবর্ণ, এবং চর্ম্ম পাণ্ডুর হইয়াছে, তোমার ধমনিগুলি ফুটিয়া বাহির হইয়াছে; ইহার কারণ কি?" কনিষ্ঠ তখন অগ্রজকে সমস্ত ব্যাপার জানাইলেন। তাহা শুনিয়া জ্যেষ্ঠ বলিলেন, "সত্য বলত, তুমি সেই নাগের আগমন ইচ্ছা কর, কি না কর।" "না, আমি ইচ্ছা করি না।" "সেই নাগরাজ তোমার নিকট কি আভরণ পরিধান করিয়া আসিয়া থাকে?" "তাহার কণ্ঠে এক মহামূল্য মণি থাকে।" "তাহা হইলে, যখন ঐ নাগরাজ আবার আসিবে, তখন সে বসিবার পূর্ব্বেই তুমি বলিবে, 'আমাকে ঐ মণিটা দাও।' ইহা বলিলে সে তোমাকে নিজের দেহদ্বারা বেষ্টন না করিয়াই চলিয়া যাইবে। তাহার পরদিন, তুমি আশ্রম দ্বারে দাঁড়াইয়া থাকিবে এবং তাহাকে আসিতে দেখিলেই মণিটা চাহিবে। তৃতীয় দিনে গঙ্গাতীরে থাকিয়া, সে যখন জল হইতে উপরে উঠিবে, তখন চাহিবে। পুনঃ পুনঃ এইরূপ প্রার্থনা করিলে সে আর কখনও তোমার নিকটে আসিবে না।"

কনিষ্ঠ তাপস জ্যেষ্ঠের নিকট অঙ্গীকার করিলেন, "বেশ, তাহাই করিব", এবং নিজের পর্ণশালায় ফিরিয়া গেলেন। সেখানে পরদিন নাগরাজ আসিয়া যেমন উপস্থিত হইলেন, অমনি

* সপ্তরত্ন, যথা—সুবর্ণ, রজত, মুক্তা, মণি, বৈদূর্য্য, বজ্র, প্রবাল। মণি=পদ্মরাগাদি; বৈদূর্য্য=cat's eye, বজ্র=হীরক।

† "উর্দ্ধগঙ্গায়" এবং 'অধোগঙ্গায়।"

তিনি প্রার্থনা করিলেন, "আমাকে তোমার এই আভরণখানি দান কর।" ইহা শুনিয়া নাগরাজ আসন গ্রহণ না করিয়াই পলায়ন করিলেন। অতঃপর দ্বিতীয় দিবসে তাপস আশ্রমদ্বারে দাঁড়াইয়া রহিলেন, এবং নাগরাজকে আসিতে দেখিয়া বলিলেন, "কাল আমাকে তোমার রত্নাভরণখানি দাও নাই, আজ কিন্তু দিতেই হইবে।" ইহা শুনিয়া নাগরাজ আশ্রমের ভিতর প্রবেশ না করিয়াই পলায়ন করিলেন। সর্ব্বশেষে, তৃতীয় দিনে তিনি যখন জল হইতে উত্থিত হইতেছিলেন, সেই সময়েই কনিষ্ঠ তাপস বলিলেন, "আজ লইয়া তিন দিন যাজ্ঞা করিলাম, এখন তোমার রত্নাভরণখানি আমায় দান কর।" তখন নাগরাজ জলের মধ্যে থাকিয়াই নিম্নলিখিত গাথাদ্বয়ে তাপসের প্রার্থনার প্রত্যাখ্যান করিলেন :—

প্রচুর প্রকৃষ্ট ভোজ্য পেয় আমি পাই
এ মণির গুণে সদা, শুন মোর ভাই।
বিরক্ত করিলে ইহা চাহি বার বার,
দিবনা ক, আসিব না আশ্রমে তোমার।

যুবক শাণিত অসি করি আস্ফালন,*
করে অপরের মনে ভীতি উৎপাদন,
তুমিও অস্তায়রূপে, যাচি এই মণি,
ভয় দেখাইলে, হায়, আমায় তেমনি।
বিরক্ত করিলে ইহা চাহি বার বার,
দিবনা ক, আসিব না আশ্রমে তোমার।

ইহা বলিয়া নাগরাজ জলে নিমগ্ন হইলেন এবং নিজের বাসস্থানে চলিয়া গেলেন; তিনি আর ফিরিয়া আসিলেন না।

কিন্তু কনিষ্ঠ তাপস সেই সুদর্শন নাগরাজের অদর্শনহেতু অধিকতর কৃশ, বিবর্ণ ও পাণ্ডু হইলেন, তাঁহার ধমনিগুলি পূর্ব্বাপেক্ষা আরও ফুটিয়া উঠিল। এদিকে জ্যেষ্ঠ তাপস কনিষ্ঠের অবস্থা জানিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার নিকট গিয়া দেখিলেন, তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছেন। ইহাতে বিস্মিত হইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই তোমাকে যে পূর্ব্বাপেক্ষাও অধিকতর পাণ্ডুবর্ণ দেখা যাইতেছে, ইহার কারণ কি?" কনিষ্ঠ বলিলেন, "সেই দর্শনীয় নাগরাজের অদর্শনহেতু।" ইহা শুনিয়া জ্যেষ্ঠ বুঝিতে পারিলেন যে, এই তপস্বী নাগরাজ বিনা থাকিতে পারেন না। তখন তিনি নিম্নলিখিত তৃতীয় গাথাটী বলিলেন :—

প্রীতি যার পেতে তব আকিঞ্চন,
যাচ্ঞা তার কাছে করো না কখন।
অতি যাচ্ঞায় করি জ্বালাতন
হয় লোকে শেষে বিদ্বেষ-ভাজন।
মণির লাগিয়া ব্রাহ্মণ মাগিল,
সেই হেতু নাগ অদৃশ্য হইল।

এই কথা বলিয়া জ্যেষ্ঠ তাপস কনিষ্ঠকে আশ্বাস দিলেন এবং "আর শোক করিও না" এই উপদেশ দিয়া আশ্রমে ফিরিয়া গেলেন। অতঃপর উভয় সহোদরই অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ লাভ করিয়া ব্রহ্মলোকপরায়ণ হইলেন।

---

* মূলে "সুসূ যথা সক্খরধোতপাণি" আছে। টীকাকার এখানে গোটা "অসি" শব্দটী উহ্য ধরিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, নচেৎ অর্থ হয় না। শিশু (অর্থাৎ যুবক) অসি প্রস্তরে শাণিত করিয়া ধারণ করিয়াছে, এইরূপ ভাব।

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন, "অতএব দেখিলে, ভিক্ষুগণ, যে সপ্তরত্নপরিপূর্ণ নাগলোকের অধিবাসীরাও অতি যাচ্ঞায় উত্তেজিত হইয়া থাকে, মনুষ্যদিগের ত দূরের কথা।" অনন্তর তিনি ধর্ম্মদেশনা করিয়া জাতকের সমবধান করিলেন।

সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন সেই কনিষ্ঠ তাপস এবং আমি ছিলাম সেই জ্যেষ্ঠ তাপস।]

২৫৪—কুণ্ডককুক্ষি সৈন্ধব জাতক। *

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে স্থবির সারিপুত্রের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। একদা সম্যক্‌সম্বুদ্ধ শ্রাবস্তীতে বর্ষাবাস করিয়া ভিক্ষাচর্য্যায় বাহির হইয়াছিলেন। তিনি শ্রাবস্তীতে ফিরিয়া গেলে তত্রত্য অধিবাসীরা তাঁহার সৎকারার্থ বুদ্ধপ্রমুখ সঙ্ঘকে নানাবিধ উপহারদানের আয়োজন করিয়াছিল। তাহারা এক ধর্ম্মঘোষক † ভিক্ষুকে বিহারে রাখিয়া তাঁহার উপর এই ভার দিল যে নগরবাসীদিগের যে যে আসিয়া যত জন ভিক্ষুকে দান দিতে চাহিবে, তিনি সেই সেই ব্যক্তিকে তত জন ভিক্ষু দিবেন।

শ্রাবস্তীর এক দরিদ্রা বৃদ্ধা রমণী একজন ভিক্ষুর উপযুক্ত খাদ্য প্রস্তুত করিয়াছিল। সে উষাকালে ধর্ম্মঘোষকের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, "আমায় এক জন ভিক্ষু দিন।" কিন্তু ইহার পূর্ব্বেই তিনি নগরবাসীদিগের প্রার্থনামত তাহাদের মধ্যে ভিক্ষু বণ্টন করিয়া দিয়াছিলেন; কাজেই বৃদ্ধাকে বলিলেন, আমি ত সমস্ত ভিক্ষুই বিলি করিয়া দিয়াছি, তবে স্থবির সারিপুত্র এখনও বিহারে আছেন, তুমি তাঁহাকে ভিক্ষা দাও গিয়া।" ইহা শুনিয়া সে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইল এবং "যে আজ্ঞা" বলিয়া জেতবনের দ্বার কোষ্ঠকের নিকট স্থবিরের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। অনন্তর সারিপুত্র সেখানে উপস্থিত হইলে বৃদ্ধা তাঁহাকে প্রণিপাত-পূর্ব্বক তাহার হস্ত হইতে পাত্র গ্রহণ করিল এবং তাঁহাকে নিজের গৃহে লইয়া গিয়া আসনে বসাইল।

অনেক বহু-শ্রদ্ধান্বিত গৃহস্থ শুনিতে পাইলেন যে এক বৃদ্ধা নাকি ধর্ম্মসেনাপতিকে লইয়া নিজের গৃহে উপবেশন করাইয়াছে। কোশলরাজ প্রসেনজিৎও এ কথা শুনিলেন এবং বৃদ্ধার নিকট একখানি শাটক, সহস্রমুদ্রাপূর্ণ একটী স্থবিকা ও বহুবিধ খাদ্য প্রেরণ করিয়া বলিয়া দিলেন, "স্থবিরকে পরিবেশন করিবার সময় আর্য্যা যেন এই শাটক পরিধান করেন এবং এই সহস্র কার্ষাপণ ব্যয় করেন।" রাজার দেখাদেখি অনাথপিণ্ডদ, ক্ষুদ্র অনাথপিণ্ডদ এবং মহোপাসিকা বিশাখাও বৃদ্ধার নিকট ঐরূপ উপহার পাঠাইলেন; অন্যান্য গৃহস্থ স্ব স্ব সাধ্যানুসারে কেহ একশত, কেহ দ্বিশত কার্ষাপণ প্রেরণ করিলেন। এইরূপে একদিনেই সেই বৃদ্ধা শতসহস্র কার্ষাপণ প্রাপ্ত হইল।

স্থবির সারিপুত্র বৃদ্ধাদত্ত যাগূ পান করিলেন, খাদ্য ও পক্বান্ন আহার করিলেন এবং অনুমোদনান্তে তাহাকে স্রোতাপত্তিফল প্রদান করিয়া বিহারে প্রতিগমন করিলেন। অনন্তর ধর্ম্মসভায় ভিক্ষুরা তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "দেখ ভাই, ধর্ম্মসেনাপতি এই বৃদ্ধা গৃহপত্নীর দৈন্য দূর করিলেন, তিনিই এই দরিদ্রার প্রধান আশ্রয় হইয়াছেন, তিনি তৎপ্রদত্ত খাদ্যগ্রহণে ঘৃণা প্রদর্শন করেন নাই।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া প্রশ্নদ্বারা তাহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "দেখ, সারিপুত্র যে কেবল এ জন্মেই এই বৃদ্ধার আশ্রয় হইয়াছেন এবং নির্ঘৃণ হইয়া তৎপ্রদত্ত খাদ্য গ্রহণ করিয়াছেন তাহা নহে; পূর্ব্বেও তিনি এইরূপ করিয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব উত্তরাপথে এক বণিক্‌কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন উত্তরাপথ হইতে পঞ্চশত অশ্ববণিক্ বারাণসীতে গিয়া অশ্ব বিক্রয় করিত।

একদা এক অশ্ববণিক্ পঞ্চশত অশ্ব লইয়া বারাণসীর অভিমুখে যাইতেছিল। পথে বারাণসীর অনতিদূরে এক নিগমগ্রাম ‡ ছিল। সেখানে পূর্ব্বে এক মহাবিভবশালী শ্রেষ্ঠী বাস করিতেন। যে সময়ের কথা হইতেছে তখন তাঁহার প্রকাণ্ড বাসভবনটী ছিল, কিন্তু বংশ

---

* সৈন্ধব-সিন্ধুদেশজ অশ্ব; যে কোন উৎকৃষ্ট অশ্ব। কুণ্ডককুক্ষি—যে কুঁড়া খাইয়া পুষ্ট হইয়াছে।

† যে ভিক্ষু কাঁসর বা ঘণ্টা বাজাইয়া ধর্ম্মদেশনার সময় বিজ্ঞাপন করে।

‡ Market-town, যে সহরে ক্রয়বিক্রয়াদির জন্য হাট বসে।

ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া একমাত্র বৃদ্ধা রমণীতে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। ঐ বৃদ্ধাই তখন উক্ত প্রাসাদে বাস করিতেন। অশ্ববণিক্ এই নিগমগ্রামে উপস্থিত হইয়া তাঁহার বাড়ী ভাড়া লইল এবং অশ্বগুলিকে একপার্শ্বে রাখিয়া দিল। ঘটনাক্রমে ঐ দিনই তাহার অশ্বদিগের মধ্যে এক আজানেয়ী অশ্বিনী শাবক প্রসব করিল। কাজেই বণিক্‌কে আরও দুই তিন দিন সেখানে থাকিতে হইল। অনন্তর সে রাজদর্শনার্থ যাত্রা করিল। তাহাকে যাত্রা করিতে দেখিয়া বৃদ্ধা কহিলেন, "ঘরভাড়া দিলে না ?" "দিচ্ছি, মা।" "ভাড়া দিবার সময় আমাকে এই অশ্বশাবকটা দাও এবং ভাড়া হইতে উহার দাম কাটিয়া লও।" বণিক্ তাহাই করিয়া প্রস্থান করিল।

বৃদ্ধা অশ্বশাবকটীকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতে লাগিলেন, এবং ভাত, কুঁড়া, পোড়াভাত, ও অন্য পশুরা খাইয়া যে ঘাস রাখিয়া দিত, এই সকল খাওয়াইয়া তাহার লালন পালনে প্রবৃত্ত হইলেন।

কিয়ৎকাল পরে বোধিসত্ত্ব পঞ্চশত অশ্বসহ বারাণসীতে যাইবার সময় ঐ বাড়ীতেই বাসা লইলেন, কিন্তু কুণ্ডকখাদক সৈন্ধব অশ্বপোতকের গন্ধ পাইয়া তাঁহার একটী অশ্বও ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল না। ইহা দেখিয়া বোধিসত্ত্ব বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, এ বাড়ীতে কোন ঘোড়া আছে কি ?" বৃদ্ধা বলিলেন, "বাবা, আর কোন ঘোড়া নাই; কেবল একটা বাচ্চা আছে, আমি তাহাকে নিজের পুত্রের ন্যায় পুষিতেছি।" "সে বাচ্চাটা কোথায়, মা ?" চরিতে গিয়াছে, বাবা।" "কখন ফিরিবে ?" "শীগ্‌গিরই ফিরিবে।"

বোধিসত্ত্ব ঐ অশ্বশাবকের আগমন-প্রতীক্ষায় নিজের অশ্বগুলিকে বাহিরে রাখিয়াই বসিয়া রহিলেন। এ দিকে সৈন্ধব-পোতকও চরিয়া শীঘ্রই ফিরিয়া আসিল। বোধিসত্ত্ব সেই কুণ্ডককুক্ষি সৈন্ধব-পোতককে দেখিয়া লক্ষণসমূহ বিচারপূর্ব্বক স্থির করিলেন, 'এই অশ্বশাবক মহার্ঘ রত্ন, বৃদ্ধাকে মূল্য দিয়া ইহা গ্রহণ করিতে হইতেছে।'

এ দিকে সৈন্ধব-পোতক গৃহে প্রবেশ করিয়া নিজের যায়গায় গিয়া দাঁড়াইল এবং তখনই বোধিসত্ত্বের অশ্বগুলিও প্রবেশ করিতে পারিল।

বোধিসত্ত্ব দুই তিন দিন বৃদ্ধার গৃহে অবস্থিতি করিয়া অশ্বগুলির ক্লান্তি অপনোদন করিলেন এবং যাত্রা করিবার সময় বলিলেন, "মা, আপনি দাম লইয়া এই বাচ্চাটা আমার নিকট বেচুন।" বৃদ্ধা বলিলেন, "বল কি বাবা! ছেলে কি বেচিতে আছে ?" "মা, আপনি ইহাকে কি খাওয়াইয়া পুষিতেছেন ?" "আমি ইহাকে ভাত, কাঁজি, পোড়াভাত, ও অন্য পশুরা খাইয়া যে ঘাস রাখিয়া দেয়, এই সকল দ্রব্য খাইতে দি এবং কুঁড়ার (বা ক্ষুদের) যাউ রান্ধিয়া তাহা পান করাই। এই ভাবে ইহাকে পুষিয়া আসিতেছি, বাবা।" "মা, আমি ইহাকে পাইলে খুব ভাল ভাল খাবার দিব; এ যেখানে থাকিবে তাহার উপর চান্দোয়া খাটাইব, ইহার শুইবার ও দাঁড়াইবার যায়গায় আস্তরণ দিব।" "তা যদি কর, বাবা, তাহা হইলে আমার বাছা সুখে থাকুক, তুমি ইহাকে লইয়া যাও।"

তখন বোধিসত্ত্ব অশ্বপোতকের পদচতুষ্টয়, লাঙ্গুল ও মুখের জন্য পৃথক্ পৃথক্ মূল্য স্থির করিয়া সর্ব্বসুদ্ধ ষট্‌সহস্র মুদ্রা দিলেন এবং বৃদ্ধাকে নববস্ত্রে ও আভরণে সুসজ্জিত করিয়া অশ্বপোতকের সম্মুখে অবস্থিত করাইলেন। সে চক্ষু উন্মীলিত করিয়া বৃদ্ধার দিকে তাকাইল এবং অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। বৃদ্ধাও তাহার পৃষ্ঠ পরিমার্জ্জন করিয়া বলিলেন, "আমি এতদিন যে তোমাকে পুষিয়াছিলাম, তাহার জন্য যথেষ্ট প্রতিদান পাইয়াছি; তুমি বাছা, এখন ইঁহার সঙ্গে যাও।" অনন্তর সেই অশ্বপোতক (বোধিসত্ত্বের সঙ্গে) চলিয়া গেল।

পরদিন বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, "দেখা যাউক, এই অশ্বপোতক নিজের বল জানে, কি না জানে।" এই উদ্দেশ্যে তিনি উহার জন্য খাদ্য প্রস্তুত করাইয়া দ্রোণে রাখিয়া দিলেন এবং

তাহার মধ্যে কুণ্ডক-যাগূ ছড়াইয়া উহাকে খাইতে দিলেন। কিন্তু অশ্বপোতক স্থির করিল, 'আমি এ খাদ্য খাইব না।' কাজেই সে ঐ যাগূ পান করিতে চাহিল না। তখন বোধিসত্ত্ব তাহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটী বলিলেন :—

অন্যের উচ্ছিষ্ট তৃণ, অথবা কুণ্ডক, কেন,
খাদ্য তব ছিল এত দিন,
তবে কেন নাহি খাও দিয়াছি যা খেতে আজ?
নহে এ ত কোন অংশে হীন।

ইহা শুনিয়া সৈন্ধব-পোতক নিম্নলিখিত দুইটী গাথা বলিল :—

কুল, শীল অবিদিত যেখানে তোমার,
কেন, কুঁড়া পেলে হয় প্রচুর আহার।
জান তুমি এবে মোরে, আমি হয়োত্তম,
জানি আমি, জান তুমি, এই হেতু মম
কুঁড়া আর যেন খেতে ইচ্ছা নাহি হয়,
আর না খাইব ইহা, শুন মহাশয়।

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "আমি তোমার পরীক্ষার জন্য এরূপ করিয়াছিলাম, তুমি ক্রুদ্ধ হইও না।" অনন্তর তিনি অশ্বশাবকটাকে উৎকৃষ্ট দ্রব্য খাওয়াইলেন, রাজাঙ্গণে গিয়া একপার্শ্বে পঞ্চশত অশ্ব রাখিলেন, এবং অপর পার্শ্বে বিচিত্র পর্দা খাটাইয়া, মাটির উপর গালিচা বিছাইয়া ও উপরে চান্দোয়া তুলিয়া সেখানে সৈন্ধব-পোতককে রাখিলেন। রাজা আসিয়া অশ্ব দেখিতে দেখিতে জিজ্ঞাসিলেন, "এই ঘোটকটাকে পৃথক্ রাখা হইয়াছে কেন?" বোধিসত্ত্ব উত্তর দিলেন, "মহারাজ, এই ঘোটকটা সৈন্ধব; ইহাকে অন্য অশ্ব হইতে পৃথক্ না রাখিলে এ তাহাদিগকে এখনই বন্ধনমুক্ত করিয়া বিদূরিত করিবে।" "ঘোটকটা দেখিতে ভাল ত?" "হাঁ, মহারাজ"। "তবে উহা কিরূপ বেগে চলিতে পারে দেখিতে হইবে।"

তখন বোধিসত্ত্ব অশ্বটাকে সুসজ্জিত করিয়া তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন, রাজাঙ্গণে যে সকল লোক সমবেত হইয়াছিল, তাহাদিগকে বাহির করিয়া দিলেন এবং "দেখুন, মহারাজ" বলিয়া ঘোড়া ছুটাইলেন। ঘোড়াটা এমন বেগে ছুটিতে লাগিল, যে বোধ হইল সমস্ত রাজাঙ্গণ যেন এক নিরন্তর অশ্বপঙ্‌ক্তি দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়াছে।

বোধিসত্ত্ব আবার বলিলেন, "মহারাজ, সৈন্ধব অশ্বপোতকের বেগ দেখুন।" তিনি তাহাকে এমন ভাবে ছুটাইলেন যে, সমবেত লোকের কেহই তাহাকে দৃষ্টিগোচর করিতে পারিল না। তাহার পর তিনি অশ্বের উদর রক্তবস্ত্র দ্বারা পরিবেষ্টন করিয়া ছুটাইলেন, লোকে কেবল রক্তবস্ত্রখানিই দেখিতে লাগিল।

নগরের মধ্যে কোন উদ্যানে একটা পুষ্করিণী ছিল। বোধিসত্ত্ব অশ্বটাকে সেখানে লইয়া জলের পৃষ্ঠে ছুটাইলেন। অশ্ব এমন সুকৌশলে ধাবিত হইল যে, তাহার ক্ষুরাগ্র পর্য্যন্ত ভিজিল না। তাহার পর সে পদ্মপত্রের উপর দিয়া ছুটিল; কিন্তু একটী পদ্মপত্রও তাহার ভারে জলমগ্ন হইল না।

এইরূপে অশ্বের অদ্ভুত বেগ প্রদর্শন করিয়া বোধিসত্ত্ব তাহার পৃষ্ঠ হইতে অবরোহণ করিলেন এবং করতালি দিয়া এক হস্ত প্রসারিত করিলেন। অশ্ব অমনি পদচতুষ্টয় একত্র করিয়া তাঁহার হস্ততলে দণ্ডায়মান হইল। তখন মহাসত্ত্ব রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মহারাজ, এই অশ্বপোতকের সর্ব্ববিধ বেগপ্রদর্শনার্থ আসমুদ্র ধরাতলও পর্য্যাপ্ত ক্ষেত্র নহে।" রাজা অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইয়া মহাসত্ত্বকে অর্দ্ধরাজ্য দান করিলেন, সৈন্ধবপোতককেও নিজের মঙ্গলাশ্বের পদে অভিষিক্ত করিলেন। সৈন্ধব-পোতক রাজার সাতিশয় প্রিয় ও মনোজ্ঞ হইল, রাজা তাহার সবিশেষ যত্ন করিতে লাগিলেন। তাহার বাসগৃহ রাজার নিজের বাসগৃহের ন্যায়

তাহা পড়িয়া গেল। ক্রমে সে অভ্যস্ত পথ হইতে সরিয়া পড়িল, নিম্নগামী হইয়া উদকপৃষ্ঠ স্পর্শ করিয়া উড়িতে লাগিল, এবং শেষে সমুদ্রগর্ভে পতিত হইল। তখন একটা মৎস্য তাহাকে খাইয়া ফেলিল। বোধিসত্ত্ব যখন দেখিলেন, তাহার আগমনকাল অতীত হইয়াছে, অথচ সে ফিরিয়া আসিল না, তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, সে সমুদ্রে পড়িয়া মারা গিয়াছে। অতঃপর সেই অদূরদর্শী শুক-পোতকের মাতাপিতাও আহারাভাবে শীর্ণদেহে প্রাণত্যাগ করিলেন।

কথান্তে শাস্তা অভিসম্বুদ্ধ হইয়া নিম্নলিখিত গাথাগুলি বলিলেন :—

বুঝি নিজ পরিমাণ যতদিন বিহঙ্গম
করেছিল আহার গ্রহণ,
হারায় নি পথ কভু, মাতা পিতা, উভয়ের
করেছিল ভরণ পোষণ।
কিন্তু যবে লোভবশে বহুতর আম্ররস
উদরস্থ করিল দুর্মতি,
তখনি দুর্ব্বল হয়ে ডুবিল সাগর জলে,
অমিতাচারীর এই গতি।
মিতাচার সুখাবহ, মিতাহার স্বাস্থ্যকর ;
অমিতাচারেতে বলক্ষয়,
মিতাহারী, মিতাচারী সুখে থাকে চিরদিন
হয় তার বল উপচয়।*

[শাস্তা এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া সত্যচতুষ্টয় ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া বহু লোকে স্রোতাপন্ন, সকৃদাগামী, অনাগামী ও অর্হন্ হইল।

সমবধান—তখন এই অতিভোজী ভিক্ষু ছিল সেই শুকরাজপুত্র এবং আমি ছিলাম সেই শুকরাজ।]

---

* টীকাকার এই গাথাগুলি ব্যাখ্যা করিতে গিয়া নিম্নলিখিত গাথাগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

আর্দ্র, শুষ্ক যেই দ্রব্য করিবে আহার,
সাবধানে সদা যেন হও মিতাচার।
মিতাহারী, লঘু সদা উদর যাহার,
হয় সেই ধর্ম্মনিষ্ঠ ভিক্ষু সদাচার।
চারি কিংবা পাঁচ গ্রাস করিয়া ভোজন,
তার পর জল খেয়ে কর সমাপন।
নিষ্ঠাবান্ ভিক্ষুপক্ষে পর্য্যাপ্ত ইহাই।
মিতাহারে চিরদিন সুখেতে কাটাই।
মিতাহারগুণ সদা করিয়া স্মরণ,
মিতাহারে যেই করে জীবন যাপন,
রোগের যন্ত্রণা তারে না হয় ভুঞ্জিতে
শীঘ্র আসি জরা তারে না পারে গ্রাসিতে।
আয়ুর্বৃদ্ধি হয় তার মিতাহার-গুণে,
অতএব মিতাহারী হও সর্ব্বজনে।

ইহার সঙ্গে মনু ২।৫৭

"অনারোগ্যমনায়ুষ্যমস্বর্গ্যঞ্চাতিভোজনম্
অপুণ্যং লোকবিদ্বিষ্টং তস্মাত্তৎ পরিবর্জ্জয়েৎ"

এই বচন তুলনীয়

২৫৬—জরুদপান-জাতক।*

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে শ্রাবস্তীবাসী কতিপয় বণিকের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই সকল বণিক্ নাকি একদা শ্রাবস্তীতে পণ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া সেই সমস্ত শকটে পুরিয়াছিল এবং বাণিজ্যার্থ যাত্রা করিবার সময় তথাগতকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। তাহারা তাঁহাকে বহু দান দিয়াছিল, ত্রিশরণ গ্রহণ করিয়াছিল, শীলসমূহে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং শাস্তাকে বন্দনা করিয়া বলিয়াছিল, "ভদন্ত, আমরা বাণিজ্যার্থ দূর পথ অতিক্রম করিব। পণ্যদ্রব্যগুলি বিক্রয় করিয়া যদি সফলকাম হই, এবং নির্বিঘ্নে ফিরিতে পারি, তাহা হইলে আবার আপনার অর্চনা করিব।" অনন্তর তাহারা গন্তব্য পথে যাত্রা করিয়াছিল।

একদিন তাহারা এক কান্তার অতিক্রম করিবার সময় একটা পুরাতন কূপ দেখিতে পাইয়া বলাবলি করিতে লাগিল, "এই কূপে জল নাই, আমরা কিন্তু পিপাসায় কাতর হইয়াছি। এস, ইহা খনন করা যাউক।" অনন্তর তাহারা খনন আরম্ভ করিল এবং একে একে লৌহ হইতে বৈদূর্য্য পর্য্যন্ত বহুবিধ খনিজ দ্রব্য প্রাপ্ত হইল। তাহারা ইহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া এই সকল রত্নদ্বারা শকটগুলি পূর্ণ করিল এবং নিরাপদে শ্রাবস্তীতে ফিরিয়া গেল। সেখানে আনীত ধন যথাস্থানে রক্ষিত করিয়া তাহারা স্থির করিল, "আমরা যখন এরূপ লাভবান্ হইয়াছি, তখন ভিক্ষুদিগকে ভূরিভোজন করাইতে হইবে"। এই উদ্দেশ্যে তাহারা তথাগতকে নিমন্ত্রণ করিল, তাঁহাকে বহু ধন দান করিল এবং তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক একান্তে উপবিষ্ট হইয়া, যেরূপে ধনলাভ করিয়াছিল তাহা নিবেদন করিল। তাহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "উপাসকগণ, তোমরা অল্পধনে সন্তুষ্ট হইয়াছ; তোমাদের দুরাকাঙ্ক্ষা ছিল না; এই জন্য তোমাদের প্রাণ রক্ষা হইয়াছে, ধনপ্রাপ্তিও ঘটিয়াছে। পুরাকালে কিন্তু দুরাকাঙ্ক্ষ ও অসন্তুষ্ট ব্যক্তিরা পণ্ডিতদিগের কথায় কর্ণপাত না করিয়া প্রাণ হারাইয়াছিল।" অনন্তর তিনি উক্ত উপাসকদিগের অনুরোধে সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন।]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব বণিক্‌কুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পর একজন প্রসিদ্ধ সার্থবাহ হইয়াছিলেন। তিনি একদা বারাণসীতে পণ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া শকটপূর্ণ করিয়াছিলেন, বহু বণিক্ সঙ্গে লইয়া, তোমরা যে কান্তারের কথা বলিলে, তাহারই মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং তোমরা যে কূপের কথা বলিলে, সেই কূপ, দেখিতে পাইয়াছিলেন। সেখানে বণিকেরা জল পান করিবার আশায় উক্ত কূপ খনন করিতে করিতে একে একে বৈদূর্য্য প্রভৃতি লাভ করিয়াছিল। কিন্তু এত রত্ন পাইয়াও তাহাদের সন্তোষ জন্মে নাই; তাহারা ভাবিয়াছিল আরও নিম্নে ইহা অপেক্ষা সুন্দরতর রত্ন নিহিত আছে। এইরূপ স্থির করিয়া তাহারা ভূয়োভূয়ঃ খনন করিয়াছিল। তাহাদের এই কাণ্ড দেখিয়া বোধিসত্ত্ব বলিয়াছিলেন, "বণিক্‌গণ, লোভই লোকের বিনাশমূল। আমরা বহু ধন লাভ করিয়াছি; ইহাতেই সন্তুষ্ট হও, আর খনন করিও না।" কিন্তু তাহারা নিষেধসত্ত্বেও ক্রমাগত খনন করিতে লাগিল। ঐ কূপের নিম্নে এক নাগরাজ বাস করিতেন। খননের জন্য যখন নাগরাজের বিমান ভগ্ন হইল এবং ঊর্দ্ধ হইতে লোষ্ট্র ও ধূলি পড়িতে লাগিল, তখন তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া নাসাবাত দ্বারা বোধিসত্ত্ব ব্যতীত অন্য সকলকে নিহত করিলেন। অনন্তর তিনি নাগভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া শকটগুলিতে বলদ যুতিলেন ও রত্ন বোঝাই করিলেন, বোধিসত্ত্বকে একখানি সুন্দর যানে বসাইলেন, নাগবালকদিগের দ্বারা শকটগুলি চালাইলেন, এবং বোধিসত্ত্বকে লইয়া বারাণসীতে উপস্থিত হইলেন। তিনি বোধিসত্ত্বকে তাঁহার বাসভবনে লইয়া গেলেন, এবং সেখানে সমস্ত ধন যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া নাগলোকে ফিরিয়া গেলেন। ইহার পর বোধিসত্ত্ব এমন ভাবে দান করিতে লাগিলেন যে সমস্ত জম্বুদ্বীপে কাহারও হলকর্ষণদ্বারা জীবিকা-

---

* জরু (পুরাতন) + উদপান (কূপ)।

নির্ব্বাহের প্রয়োজন রহিল না। তিনি শীলসমূহ রক্ষা করিতেন এবং পোষধ ব্রত পালন করিতেন। এই নিমিত্ত জীবনাবসানে তিনি স্বর্গলোকে গমন করিলেন।

[কথান্তে শাস্তা অভিসম্বুদ্ধ হইয়া নিম্নলিখিত গাথাগুলি বলিলেন :—

উদকার্থে পুরাতন করিয়া কূপ খনন
পেয়েছিল বণিকের দল
লৌহ, তাম্র, রঙ্গ, সীস, স্বর্ণ, রৌপ্য, মুক্তা যত,
বৈদূর্য্য রতন সমুজ্জ্বল।
এত পেয়ে কিন্তু, হায়, সন্তুষ্ট না হ'ল তারা,
ভূয়োভূয়ঃ করিল খনন,
সেই হেতু আশীবিষে দিবাক্ত নিঃশ্বাস ছাড়ি
লোভীদের করিল নিধন।
খোঁড তাহে ক্ষতি নাই, অতি খোঁড়া কিন্তু, তাই,
অমঙ্গল করে সম্পাদন ;
খুঁড়িয়া লভিল ধন, অতি খুঁড়ি মূর্খগণ
ধন প্রাণ করে বিসর্জ্জন।

[সমবধান—তখন সারিপুত্র ছিলেন সেই নাগরাজ এবং আমি ছিলাম সেই প্রসিদ্ধ সার্থবাহ।]

☞ অতিলোভের পরিণামসম্বন্ধে এই জাতকের সহিত পঞ্চতন্ত্র বর্ণিত সিদ্ধিবর্ত্তি-চতুষ্টয়ের কথা তুলনীয় (অপরীক্ষিতকারকম্—২)।

২৫৭—গ্রামণীচণ্ড-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে প্রজ্ঞাপ্রশংসা সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া দশবলের প্রজ্ঞার প্রশংসা করিতেছিলেন। তাঁহারা বলিতেছিলেন, "অহো! তথাগতের কি মহীয়সী প্রজ্ঞা! ইহা যেমন বিশ্বব্যাপিনী, তেমনই রসবতী, যেমন প্রত্যুৎপন্না, তেমনই তীক্ষ্ণা ও বিরুদ্ধবাদ-খণ্ডনকুশলা; ফলতঃ তিনি প্রজ্ঞাবলে ভূলোক ও স্বর্লোক, উভয় লোককেই অতিক্রম করিয়াছেন।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং কহিলেন, "ভিক্ষুগণ, তথাগত কেবল এ জন্ম নহে, অতীত জন্মেও প্রজ্ঞাবান্ ছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই পুরাতন কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন।] *

পূর্ব্বকালে যখন জনসন্ধ বারাণসীতে রাজত্ব করিতেন, সেই সময়ে বোধিসত্ত্ব তাঁহার অগ্রমহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল সুপরিমার্জ্জিত কাঞ্চনময় মুকুরের ন্যায় অতীব নিষ্কলঙ্ক ও শোভাসম্পন্ন ছিল বলিয়া নামকরণদিবসে তাঁহার নাম রাখা হইয়াছিল "আদর্শমুখ কুমার"।

বোধিসত্ত্বের বয়স্ যখন সাত বৎসর মাত্র, তখনই তিনি পিতার যত্নে বেদত্রয়ে ও সর্ব্ববিধ লৌকিক কর্ত্তব্যে ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। এই সময়ে রাজা জনসন্ধের মৃত্যু হইল, অমাত্যেরা মহাসমারোহে তাঁহার শরীরকৃত্য সম্পাদনপূর্ব্বক তদীয় স্বর্গকামনায় বিত্তব দান করিলেন। অতঃপর তাঁহারা রাজাঙ্গণে সমবেত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, "এই কুমার নিতান্ত শিশু; ইহাকে কিরূপে রাজপদে অভিষিক্ত করা যাইতে পারে? অভিষেকের পূর্ব্বে ইহাকে উত্তমরূপ পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক।" †

* এই ভূমিকার সহিত উম্মার্গজাতকের (৫৪৬) ভূমিকা তুলনীয়।

† ইহা হইতে বুঝা যায়, পুরাকালে ভারতবর্ষে রাজপদ সর্ব্বত্র পুরুষানুক্রমিক ছিল না; মৃত রাজার বংশধর অপ্রাপ্তবয়স্ক বা অযোগ্য হইলে মন্ত্রীরা অপর কাহাকেও রাজা করিতে পারিতেন। অন্য কোন কোন জাতকেও এই সিদ্ধান্তের সমর্থন করে।

ইহা স্থির করিয়া তাঁহারা একদিন নগর সুসজ্জিত করিলেন, বিচারালয় সুসজ্জিত করিলেন, সেখানে কুমারের উপবেশনার্থ একখানি পল্যঙ্ক রাখিয়া দিলেন এবং কুমারকে গিয়া বলিলেন, "আপনাকে একবার বিচারালয়ে যাইতে হইবে।" "বেশ, যাইতেছি" বলিয়া কুমার বহু অনুচরসহ বিচারগৃহে গিয়া পল্যঙ্কে উপবেশন করিলেন।

কুমার বিচারাসনে আসীন হইলে অমাত্যেরা এক মর্কটকে বাস্তুবিদ্যাচার্য্যের * বেশ পরাইয়া ও দুই পায়ে হাঁটাইয়া তাহার নিকট আনয়নপূর্ব্বক বলিলেন, "কুমার, আপনার পিতা স্বর্গীয় মহারাজের সময়ে এই ব্যক্তি বাস্তুবিদ্যাচার্য্য ছিলেন। বাস্তুবিদ্যায় ইঁহার এমন নৈপুণ্য যে ইনি ভূপৃষ্ঠের সাত হাত † নীচে কোন দোষ থাকিলেও তাহা দেখিতে পান। ইনি যে স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেন, সেই খানেই রাজবংশীয় ব্যক্তিদিগের গৃহ নির্ম্মিত হয়। আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক ইঁহাকে কোন পদে নিযুক্ত করুন।"

কুমার আগন্তুকের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বুঝিতে পারিলেন, "এ মনুষ্য নহে, মর্কট; অন্যে যাহা প্রস্তুত করে, মর্কটেরা তাহার বিনাশ করিতে জানে, কিন্তু যাহা কেহ করে নাই, তাহা সম্পন্ন করিতে বা বিচার করিয়া দেখিতে মর্কটের সাধ্য নাই।" এই সিদ্ধান্ত করিয়া তিনি অমাত্যদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক নিম্নলিখিত প্রথম গাথা পাঠ করিলেন :—

বাস্তুবিদ্যা-সুনিপুণ এ নহে নিশ্চয়,
লোভী বলিমুখ ‡ এই, শুন, মহাশয়।
ভাঙ্গিতে নিপুণ বড়, গড়িতে না পারে,
মর্কট-চরিত্র এই বিদিত সংসারে।

অমাত্যেরা বলিলেন, "আপনি যেরূপ বলিতেছেন, তাহা হইতে পারে।" অনন্তর তাঁহারা মর্কটটাকে সেখান হইতে লইয়া গেলেন, কিন্তু দুই তিন দিন পরে তাহাকেই পুনর্ব্বার সাজাইয়া বিচারালয়ে আনিয়া বলিলেন, "কুমার, এই ব্যক্তি আপনার পিতা স্বর্গীয় মহারাজের সময় বিনিশ্চয়ামাত্য § ছিলেন এবং অর্থি-প্রত্যর্থীদিগের বিবাদ নিষ্পত্তি করিতেন। ইঁহাকে অনুগ্রহ-পূর্ব্বক বিচারকার্য্যে আপনার সহায় করিয়া লউন।" কুমার আগন্তুককে দেখিয়া ভাবিলেন, 'চিত্তবৃত্তিসম্পন্ন ও হিতাহিত-জ্ঞানবিশিষ্ট মানব কখনও এরূপ লোমশ হইতে পারে না, এই চিত্তবৃত্তিহীন বানর কি বিনিশ্চয়-কার্য্যে নিপুণ হইতে পারে?' এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :—

এরূপ লোমশ দেহে বুদ্ধি কি সম্ভবে?
বিশ্বাস এমন জীবে কে করেছে কবে?
শুনেছি পিতার ঠাঁই, বানরের বুদ্ধি নাই,
এও সেই বুদ্ধিহীন বানর নিশ্চয়;
কেন প্রতারণা মোরে কর, মহাশয়?

এই গাথা শুনিয়াও অমাত্যেরা বলিলেন "আপনি যাহা অনুমান করিয়াছেন, হয় ত তাহাই সত্য।" তাঁহারা সেদিনও সেই মর্কটকে বিচারালয় হইতে লইয়া গেলেন; কিন্তু আর এক দিন তাহাকেই পূর্ব্ববৎ সাজাইয়া পুনর্ব্বার সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন, "কুমার, আপনার পিতা স্বর্গীয় মহারাজের সময় এই ব্যক্তি মাতাপিতার সেবা শুশ্রূষা করিতেন

* বাস্তুবিদ্যা—যে বিদ্যার বলে বাস্তু ভূমির দোষগুণ বলা ও শল্যোদ্ধার করা যাইতে পারে।
† মূলে 'সপ্তরতন' এই পদ আছে। রতন=সংস্কৃত 'রত্নি' বা 'অরত্নি'—কনুই হইতে কনিষ্ঠা অঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্য্যন্ত একহাত কিংবা একমুট হাত।
‡ বলিমুখ=মর্কট।
§ বিনিশ্চয়ামাত্য—বিচারক (জজ)।

এবং বয়োজ্যেষ্ঠদিগের প্রতি সম্মান দেখাইতেন। আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক ইঁহাকে আশ্রয় দিন।" কুমার কিন্তু তাহাকে অবলোকন করিয়া ভাবিলেন, মর্কটেরা অস্থিরচিত্ত, তাহারা কি মাতা-পিতার সেবা প্রভৃতি কার্য্য সম্পাদন করিতে পারে?' এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি নিম্নলিখিত তৃতীয় গাথাটী বলিলেন :—

দশরথ * পিতা মম, শুনেছি তাঁহার মুখে
মর্কট চঞ্চলমতি; সে কভু না রাখে সুখে
পিতা, মাতা, ভাই, বোনে, বিম্বা জ্ঞাতি বন্ধুজনে,—
করে না কখন(ও) কার(ও) ইষ্টের সাধন;
মর্কট-প্রকৃতি এই জানে সর্ব্বজন।

অমাত্যেরা এবারেও বলিলেন, "আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা অসম্ভব নহে।" অনন্তর তাঁহারা মর্কটটাকে সেখান হইতে সরাইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'আমাদের কুমার, দেখিতেছি, বিলক্ষণ বুদ্ধিমান্, ইনি নিশ্চিত রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন।' এই স্থির করিয়া তাঁহারা বোধিসত্ত্বকে রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন এবং "আদর্শকুমার রাজা হইয়াছেন, তোমরা তাঁহার আজ্ঞা পালন কর" এই কথা ভেরী বাজাইয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন। বোধিসত্ত্ব তদবধি যথাধর্ম্ম রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন; তাঁহার অপূর্ব্ব জ্ঞানের কথা সমস্ত জম্বুদ্বীপে প্রচারিত হইল। নিম্নলিখিত চৌদ্দটী প্রশ্নের উত্তরদান হইতে তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায় :—

গো, শিশু, ঘোটক, ডোম, † গ্রামের মণ্ডল,
গণিকা, তরুণী, সর্প, মৃগ—এ সকল,
[illegible]
ব্রাহ্মণবালক—এই চৌদ্দ প্রশ্নস্থল।

উল্লিখিত প্রশ্নসমূহ-সম্বন্ধে আনুপূর্ব্বিক বলা যাইতেছে।

বোধিসত্ত্ব রাজ্যে অভিষিক্ত হইলে ভূতপূর্ব্ব রাজা জনসন্ধের গ্রামণীচণ্ড নামক এক ভৃত্য বিবেচনা করিয়াছিল, 'রাজকার্য্যে রাজার সমবয়স্ক লোক নিযুক্ত হইলেই শোভা পায়, আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, ঈদৃশ অল্পবয়স্ক রাজার ভৃত্য হইয়া থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব, অতএব জনপদে গিয়া কৃষিকর্ম্ম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিব।' এই অভিপ্রায়ে গ্রামণীচণ্ড রাজধানী হইতে তিন যোজন দূরে এক গ্রামে গিয়া বাস করিতে লাগিল। কিন্তু ভূমিকর্ষণের জন্য তাহার গরু ছিল না। কাজেই, যখন বৃষ্টি হইল, তখন সে এক বন্ধুর বাটী হইতে দুইটী গরু চাহিয়া আনিল, সমস্ত দিন ভূমি কর্ষণ করিল এবং বিকালবেলা গরু দুইটীকে বেশ করিয়া খাওয়াইয়া ফিরাইয়া দিবার জন্য বন্ধুর গৃহে গমন করিল। বন্ধু তখন তাহার স্ত্রীর সহিত ঘরের মধ্যে বসিয়া ভাত খাইতেছিল। গোশালা গরু দুইটার জানা ছিল; তাহারা আপনা হইতেই উহার মধ্যে প্রবেশ করিল। যখন গরু দুইটা গোশালায় প্রবেশ করিল, তখন গ্রামণীচণ্ডের বন্ধু তাহার থালা তুলিয়া আহার করিতেছিল এবং বন্ধুপত্নী ভোজন শেষ করিয়া তাহার থালা নামাইয়া রাখিতেছিল। তাহারা গ্রামণীচণ্ডকে আহার করিতে আহ্বান করিল না দেখিয়া সে "এই তোমাদের গরু ফিরাইয়া দিলাম' এরূপ কোন কথা না বলিয়াই চলিয়া গেল। অতঃপর রাত্রিকালে চোর আসিয়া গোশালা ‡ হইতে গরু দুইটা অপহরণ করিল।

পরদিন প্রাতঃকালে গ্রামণীর বন্ধু গোশালা শূন্য দেখিয়া বুঝিতে পারিল যে গরু চুরি

* ইহা জনসন্ধের নামান্তর।

† মূলে 'নলকার' এই পদ আছে।

‡ মূলে 'বজ' পদ আছে। বজ = ব্রজ।

গিয়াছে, তথাপি সে সঙ্কল্প করিল, গ্রামণীর নিকট হইতেই ক্ষতিপূরণ আদায় করিতে হইবে। অনন্তর সে গ্রামণীর নিকট গিয়া বলিল, "আমার গরু ফিরাইয়া দাও।" গ্রামণী বলিল, "বাঃ! গরু যে তোমার গোহালেই রহিয়াছে।" 'তুমি কি গরু দুইটী আমার হাতে হাতে ফিরাইয়া দিয়াছ?" "না, আমি তোমার হাতে হাতে ফিরাইয়া দিই নাই।" "তবে, এই দেখ রাজার দূত উপস্থিত; এস রাজার কাছে যাই। (সে দেশে এই প্রথা ছিল যে, লোকে একটা ঢিল বা একখানা খাপরা তুলিয়া বলিত, 'এই দেখ রাজার দূত; এস, রাজার নিকট যাই।' এই কথা শুনিয়া যদি কেহ রাজদ্বারে না যাইত, তাহা হইলে রাজা তাহার দণ্ডবিধান করিতেন। সুতরাং) "রাজদূত" এই শব্দ শুনিয়া গ্রামণী ঐ ব্যক্তির সহিত যাত্রা করিল।

গ্রামণী তাহার অভিযোক্তার সহিত রাজদ্বারাভিমুখে যাইবার সময় পথে এক গ্রামে উপস্থিত হইল। সেখানে তাহার এক বন্ধু বাস করিত। গ্রামণী বলিল "দেখ, আমার বড় ক্ষুধা পাইয়াছে, তুমি এখানে একটু অপেক্ষা কর, আমি গ্রামের ভিতর গিয়া কিছু খাইয়া আসি।'

গ্রামণী তাহার বন্ধুর গৃহে গেল, কিন্তু তাহার বন্ধু তখন বাড়ীতে ছিল না। বন্ধুর স্ত্রী বলিল, "রান্ধা ভাত নাই; আপনি এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করুন, এখনই ভাত রান্ধিয়া দিতেছি।" ইহা বলিয়া সে যেমন তাড়াতাড়ি চাউল আনিবার জন্য মাচায় উঠিতে গেল, অমনি পদস্খলন হওয়ায় মাটিতে আছাড় পড়িল। সে সাত মাসের গর্ভবতী ছিল। অকস্মাৎ পতনের জন্য তখনই তাহার গর্ভস্রাব হইল। তাহার স্বামীও ঠিক সেই সময় ফিরিয়া আসিয়া গ্রামণীকে ধরিয়া বলিল, "তুমিই প্রহার করিয়া আমার স্ত্রীর গর্ভপাত ঘটাইয়াছ, এই দেখ রাজার দূত, চল তোমাকে রাজার নিকট লইয়া যাই।" ইহা বলিয়া সেও গ্রামণীকে লইয়া গৃহ হইতে যাত্রা করিল। গ্রামণী এখন দুই জনের বন্দী, একজন তাহার অগ্রে ও একজন তাহার পশ্চাতে থাকিয়া চলিতে লাগিল।

ইহার পর তাহারা আর একটা গ্রামের নিকট উপস্থিত হইল। সেখানে একটা ঘোড়া ছিল। ঘোড়াটা বাগ না মানিয়া তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে ছুটিল, সহিস কিছুতেই উহাকে থামাইতে পারিল না। সে গ্রামণীকে দেখিয়া বলিল, "চণ্ড মামা, যা তা কিছু একটা দিয়া মারিয়া ঘোড়াটাকে ফিরাইয়া দাও ত।" গ্রামণী একখানা পাথর লইয়া ছুড়িল; ইহা ঘোড়াটার পায়ে গিয়া লাগিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ভেরেণ্ডার কাঠ যেমন সহজে ভাঙ্গিয়া যায়, পাথরের চোটে ঘোড়ার পাখানিও সেইরূপ ভাঙ্গিয়া গেল।" তাহা দেখিয়া সহিস বলিল, "করলে কি মামা, ঘোড়াটার পা ভাঙ্গিয়া ফেলিলে! এই দেখ রাজার দূত।" অনন্তর সেও গ্রামণীকে ধরিয়া রাজদ্বারে চলিল।

একে একে তিন জনের হাতে বন্দী হইয়া গ্রামণী চিন্তা করিতে লাগিল, 'ইহারা ত আমাকে রাজার নিকট লইয়া চলিল; আমি গরুর দাম দিতে পারিব না; গর্ভপাতের জন্য যে দণ্ড হইবে তাহা দেওয়া ত একেবারেই অসাধ্য; ঘোড়ার দামই বা পাইব কোথা? আমার পক্ষে এখন মরণই মঙ্গল।' এই রূপ ভাবিতে ভাবিতে যাইবার সময় সে পথের পার্শ্বে একটা বন এবং ঐ বনের এক পার্শ্বে প্রপাতযুক্ত একটা পর্ব্বত দেখিতে পাইল। প্রপাতের নিম্নে ছায়ায় বসিয়া দুইজন নলকার মাদুর বুনিতেছিল, তাহাদের একজন পিতা এবং একজন পুত্র।

গ্রামণী বলিল, "বড় বাহে পেয়েছে; তোমরা এখানে একটু অপেক্ষা কর, আমি শীঘ্রই ফিরিয়া আসিতেছি।" অনন্তর সে পর্ব্বতে আরোহণপূর্ব্বক প্রপাতের উপর হইতে (আত্মহত্যা করিবার উদ্দেশ্যে) লম্ফ দিল, কিন্তু ভূতলে না পড়িয়া, নলকারদিগের মধ্যে যে পিতা, তাহার পৃষ্ঠোপরি পতিত হইল। সেই এক আঘাতেই বৃদ্ধ নলকারের জীবনান্ত হইল, গ্রামণী উঠিয়া অবাক্ হইয়া রহিল। মৃত নলকারের পুত্র চীৎকার করিয়া উঠিল,

"দুরাত্মা, তুই আমার পিতাকে মারিয়া ফেলিলি। এই দেখ্, তোর জন্য রাজদূত উপস্থিত।" ইহা বলিয়া সে গ্রামণীর হাত ধরিয়া গুল্মের ভিতর হইতে বাহির হইল। লোকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "কি হে, কি হইয়াছে?" নলকারপুত্র উত্তর দিল, "আর কি হইবে; এই পাপিষ্ঠ আমার পিতাকে বধ করিয়াছে।"

এখন হইতে চারিজন অভিযোক্তা গ্রামণীকে বেষ্টন করিয়া রাজভবনাভিমুখে যাইতে লাগিল। তাহারা অপর এক গ্রামের নিকট উপস্থিত হইলে সেখানকার মণ্ডল গ্রামণীচণ্ডকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কিহে চণ্ড মামা, কোথায় যাইতেছ?" গ্রামণী বলিল, "রাজার সহিত দেখা করিতে।" "বটে, আজ তুমি রাজার সহিত দেখা করিবে? আমি রাজার নিকট একটা কথা বলিয়া পাঠাইতে চাই, তুমি বলিবার ভার লইবে কি?" "লইব না কেন? কি কথা বল।" "দেখ, আমি স্বভাবতঃ সুশ্রী, এবং এতকাল ধনবান, যশোবান্ ও অরোগ ছিলাম, কিন্তু এখন আমার দুরবস্থা এবং আমি পাণ্ডুরোগে কষ্ট পাইতেছি। তুমি রাজাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিবে। রাজা শুনিয়াছি সুপণ্ডিত, তিনি তোমায় যে উত্তর দেন, ফিরিবার সময় তাহা আমায় জানাইবে।" গ্রামণী "যে আজ্ঞা" বলিয়া মণ্ডলের অনুরোধ রক্ষা করিতে অঙ্গীকার করিল।

কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে অন্য একটী গ্রামের নিকট এক গণিকা গ্রামণীকে দেখিয়া জিজ্ঞাসিল, "চণ্ড মামা, কোথায় যাইতেছ?" গ্রামণী বলিল, "রাজাকে দেখিতে।" "রাজা না কি বড় পণ্ডিত, আমার হইয়া তাঁহাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিবে কি? পূর্ব্বে আমার বহু লাভ হইত; কিন্তু এখন যাহা পাই তাহাতে পানের খরচটা পর্য্যন্ত চলে না। এখন আমার কাছে কেহই আসে না। তুমি রাজাকে জিজ্ঞাসিবে ইহার কারণ কি। তিনি ইহার যে উত্তর দেন, ফিরিবার সময় আমায় বলিয়া যাইও।"

সম্মুখের আর এক গ্রামে গ্রামণী এক তরুণীকে দেখিতে পাইল। তরুণীও গ্রামণীকে পূর্ব্ববৎ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল এবং যখন শুনিল যে সে রাজদ্বারে যাইতেছে, তখন বলিল, "দেখ, আমি স্বামিগৃহেও থাকিতে পারি না, পিতৃগৃহেও থাকিতে পারি না। তুমি রাজার নিকট ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া আমায় জানাইবে।"

অতঃপর গ্রামণীর সহিত এক সর্পের দেখা হইল। ঐ সর্প রাজপথের পার্শ্বস্থ একটা বল্মীকে বাস করিত। সে জিজ্ঞাসা করিল, "গ্রামণী, তুমি কোথা যাইতেছ?" গ্রামণী বলিল, "রাজার সহিত দেখা করিতে।" "রাজা শুনিয়াছি বড় পণ্ডিত। তুমি তাঁহার নিকট আমার হইয়া একটা কথা জিজ্ঞাসা করিও। আমি যখন আহারান্বেষণে যাই, তখন ক্ষুধার জ্বালায় নিতান্ত কৃশ থাকি, তথাপি বাহির হইবার সময় আমার দেহে সমস্ত গর্ত্ত পূরিয়া যায়; আমি অতি কষ্টে উহা টানিতে টানিতে বাহিরে আসি; কিন্তু যখন পরিতোষসহকারে আহার করিয়া আমার দেহ বেশ স্থূল হয়, তখন আমি অনায়াসে বিবরে প্রবেশ করি, উহার কোন পাশই আমার গায়ে লাগে না। তুমি রাজার নিকট ইহার কারণ জানিয়া আমায় বলিবে।"

তাহার পর এক মৃগ গ্রামণীকে দেখিতে পাইল এবং পূর্ব্ববৎ জিজ্ঞাসা করিয়া যখন শুনিল, সে রাজদ্বারে যাইতেছে, তখন বলিল, "আমি কেবল একটা গাছের তলে যে তৃণ জন্মে তাহাই খাইতে পারি, অন্য কোন স্থানের তৃণে আমার রুচি হয় না। ইহার কারণ কি, তুমি রাজাকে জিজ্ঞাসা করিও।"

অপর এক স্থানে এক তিত্তির ছিল। সে গ্রামণীকে দেখিয়া বলিল, "দেখ, আমি কেবল একটা বল্মীকের মূলে বসিয়া মধুর শব্দ করিতে পারি, অন্যত্র শব্দ করিলে তাহা শ্রুতিকঠোর হয়। ইহার কারণ কি, রাজাকে জিজ্ঞাসা করিও।"

গ্রামণী আরও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে এক বৃক্ষ-দেবতা তাহাকে দেখিতে পাইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "গ্রামণী, তুমি কোথায় যাইতেছ?" গ্রামণী বলিল, "রাজার কাছে।" "আমি পূর্ব্বে বিস্তর পূজা পাইতাম; এখন কেহ আমাকে পল্লবমুষ্টি পর্য্যন্ত দান করে না। রাজা না কি বড় পণ্ডিত; ইহার কারণ কি, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিও।"

অতঃপর এক নাগরাজের সহিত গ্রামণীর দেখা হইল। নাগরাজও পূর্ব্ববৎ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, গ্রামণী রাজার নিকট যাইতেছে। তখন সে বলিল, "পূর্ব্বে এই সরোবরের জল মণিবৎ নির্ম্মল ছিল, এখন কিন্তু আবিল ও শৈবালাচ্ছন্ন হইয়াছে। রাজা না কি বড় পণ্ডিত, তুমি তাঁহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিও।"

এইরূপে অনুরুদ্ধ হইতে হইতে গ্রামণী রাজধানীর নিকটবর্ত্তী হইল। সেখানে এক উদ্যানে কতিপয় তপস্বী বাস করিতেন। তাঁহারা যখন শুনিলেন গ্রামণী রাজার নিকট যাইতেছে, তখন তাহাকে বলিলেন, "এই উদ্যানে পূর্ব্বে প্রচুর মধুর ফল জন্মিত; কিন্তু এখন যে ফল হয়, তাহার না আছে রস, না আছে স্বাদ। রাজা না কি বড় পণ্ডিত, তুমি তাঁহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিও।"

কিন্তু এখনও গ্রামণী নিস্তার পাইল না; সে যখন নগরদ্বারে উপস্থিত হইল, তখন দেখিল এক গৃহে কতকগুলি ব্রাহ্মণ ছাত্র বসিয়া আছে। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাইতেছ হে, চণ্ড!" চণ্ড উত্তর দিল, "রাজার নিকটে।" "তবে আমাদের একটা কাজের ভার লইয়া যাও। এত দিন আমরা যে পাঠ অভ্যাস করিতাম, তাহা সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিতাম, কিন্তু এখন যাহা পাঠ করি, তাহা আয়ত্ত করিতে পারি না। আমরা কিছুই বুঝিতে পারি না, সমস্তই যেন অন্ধকার বলিয়া বোধ হয়। ঘট সচ্ছিদ্র হইলে তাহাতে যেমন জল থাকিতে পারে না, পঠিত বিষয়ও সেইরূপ আমাদের মনে তিষ্ঠিতে পারে না। তুমি রাজাকে জিজ্ঞাসা করিও, এরূপ হইবার কারণ কি?"

গ্রামণীচণ্ড এইরূপে চৌদ্দটী প্রশ্ন লইয়া রাজভবনে উপস্থিত হইল। রাজা তখন বিচারাসনে সমাসীন ছিলেন। যাহার গরু চুরি গিয়াছিল, সর্ব্বপ্রথমে সেই ব্যক্তি গ্রামণীকে রাজার সমীপে লইয়া গেল। রাজা গ্রামণীকে দেখিবামাত্রই চিনিতে পারিলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, 'এই ব্যক্তি আমার পিতার পুরাতন ভৃত্য; আমাকে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছে, এ এতদিন কোথায় ছিল?' অনন্তর তিনি গ্রামণীকে সম্বোধন-পূর্ব্বক বলিলেন, "কিহে, চণ্ড যে? তুমি এতদিন কোথায় ছিলে? তোমার ত বহুকাল দেখা পাই নাই। কি মনে করিয়া আসিয়াছ, বল।" গ্রামণী উত্তর করিল, "মহারাজ, আপনার পিতৃদেবের স্বর্গারোহণ করিবার পর হইতেই আমি জনপদে গিয়া কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছি। এখন এই ব্যক্তি গরু চুরি গিয়াছে বলিয়া আমাকে রাজ-দূত দেখাইয়া আপনার নিকট লইয়া আসিয়াছে।" "বেশ করিয়াছে; এরূপ ভাবে না আনিলে ত তুমি এখানে আসিতে না। এইরূপে আসিয়াছ বলিয়াই তোমাকে দেখিতে পাইলাম। কৈ, সে লোক কোথায়?" "এই মহারাজ।" "তুমি কি সত্যই আমাদের চণ্ডকে দূত দেখাইয়া এখানে আনয়ন করিয়াছ?" "হাঁ মহারাজ।" "কি কারণে আনিয়াছ?" "এ আমার গরু দুইটী দিতেছে না।" "কি হে চণ্ড, এ কথা সত্য কি?" "মহারাজ, একবার আমার কথাটা শুনিতে আজ্ঞা হউক।" ইহা বলিয়া চণ্ড, যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সমস্ত নিবেদন করিল। তখন রাজা অভিযোক্তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গরু দুইটা যখন গোশালায় প্রবেশ করে, তখন তুমি দেখিতে পাইয়াছিলে কি?" "না, মহারাজ।" "তুমি কি জাননা আমার নাম আদর্শমুখ? সত্য কথা বল, কিছু গোপন করিও না।" "গরু দুইটাকে

দেখিতে পাইয়াছিলাম, মহারাজ।" "দেখ চণ্ড, তুমি গরু ফিরাইয়া দাও নাই বলিয়া এই ব্যক্তির নিকট দায়ী; এ ব্যক্তিও গরু দেখিয়াছে, অথচ বলিল 'দেখি নাই'; অতএব জানিয়া শুনিয়া মিথ্যা কথা বলিয়াছে। সুতরাং তুমি ইহাকে গোমূল্য-স্বরূপ চব্বিশ কাহণ ক্ষতিপূরণ দাও এবং স্বহস্তে ইহার চক্ষু দুইটী উৎপাটন কর।" এই আদেশ শুনিয়া রাজপুরুষেরা সেই গো-স্বামীকে বাহিরে লইয়া গেল। সে ভাবিল, "চক্ষু দুইটাই যদি উৎপাটিত হইল, তবে কাহণগুলি লইয়া কি করিব।" সে গ্রামণীচণ্ডের পায়ে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল; বলিল "দোহাই তোমার, গ্রামণী, গরুর মূল্য চব্বিশ কাহণ তোমারই থাকুক; তাহা ছাড়া তুমি এই কাহণগুলিও গ্রহণ কর।' ইহা বলিয়া সে গ্রামণীকে কতিপয় কার্ষাপণ দিয়া সেখান হইতে পলায়ন করিল।

তাহার পর দ্বিতীয় অভিযোক্তা বলিল, "মহারাজ, এই গ্রামণী আমার স্ত্রীকে প্রহার করিয়া তাহার গর্ভপাত ঘটাইয়াছে।" রাজা জিজ্ঞাসিলেন, "এ কথা সত্য কি, গ্রামণী?" "বলিতেছি, মহারাজ, শ্রবণ করুন।" ইহা বলিয়া চণ্ড সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। রাজা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি প্রকৃতই ইহার স্ত্রীকে প্রহার করিয়াছিলে এবং সেই জন্য তাহার গর্ভপাত হইয়াছিল?" "না, মহারাজ, আমি প্রহারও করি নাই, গর্ভপাতও ঘটাই নাই।" তখন রাজা অভিযোক্তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, এ ব্যক্তি যে গর্ভপাত ঘটাইয়াছে, বলিতেছ, এখন তাহার কোন প্রতীকারের উপায় আছে কি?" সে বলিল, "এখন আর কি প্রতীকার করিব?" "তবে তুমি এখন কি চাও? "আমি একটী পুত্র চাই।" "শুন চণ্ড, তুমি এই ব্যক্তির স্ত্রীকে নিজের গৃহে লইয়া যাও; তাহার গর্ভে যখন পুত্র জন্মিবে, তখন তাহাকে ইহার নিকট পাঠাইয়া দিবে।" এই আদেশ শুনিয়া ঐ ব্যক্তি চণ্ডের পায়ে ধরিয়া প্রার্থনা করিল, "দোহাই তোমার, আমার সংসার ভাঙ্গিও না।" ইহা বলিয়া সেও গ্রামণীকে কতিপয় কার্ষাপণ দিয়া পলায়ন করিল।

তখন তৃতীয় অভিযোক্তা অগ্রসর হইয়া বলিল, "মহারাজ, চণ্ড আমার ঘোড়ার পা ভাঙ্গিয়া দিয়াছে।" রাজা জিজ্ঞাসিলেন, "কি হে চণ্ড, এ কথা সত্য না কি?" চণ্ড উত্তর দিল, "মহারাজ, বলিতেছি শুনুন।" অনন্তর সে সমস্ত ঘটনা যথাযথ বর্ণন করিল। তাহা শুনিয়া রাজা সেই সহিসকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি গ্রামণীকে বলিয়াছিলে যে কিছু দ্বারা আঘাত করিয়া ঘোড়াটাকে ফিরাও।" "না, মহারাজ, আমি এ কথা বলি নাই।" কিন্তু রাজা তাহাকে পুনর্ব্বার ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিলে, সে বলিল, "হাঁ, মহারাজ, আমি এ কথা বলিয়াছিলাম বটে।" "শুন চণ্ড, এই ব্যক্তি বলিয়াছিল, অথচ বলিল যে বলে নাই। এই মিথ্যা বাক্যের জন্য তুমি ইহার জিহ্বা ছেদন কর এবং আমার নিকট হইতে সহস্র কার্ষাপণ লইয়া ইহার অশ্বের মূল্য দাও।" এই আদেশ শুনিয়া অশ্বের মূল্য গ্রহণ করা দূরে থাকুক, সেই সহিস গ্রামণীকে নিজেই কতিপয় কার্ষাপণ দিয়া সেখান হইতে পলায়ন করিল।

পরিশেষে নলকারপুত্র অভিযোগ করিল, "মহারাজ, এই দুরাত্মা আমার পিতাকে বধ করিয়াছে।" রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে চণ্ড, এ কথা সত্য কি?" চণ্ড বলিল, "মহারাজ, বলিতেছি, শুনুন।" অনন্তর সে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। তচ্ছ্রবণে রাজা নলকারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এখন কি করিতে চাও?" সে বলিল, "মহারাজ, যাহাতে আমার পিতাকে পাই, তাহার উপায় করুন।" ইহাতে রাজা আদেশ দিলেন, "চণ্ড, এ ব্যক্তির একজন পিতার প্রয়োজন। অতএব তুমি ইহার মাতাকে লইয়া ঘরে যাও এবং ইহার পিতৃস্থানীয় হও।" ইহা শুনিয়া নলকার গ্রামণীকে বলিল, "দোহাই মহাশয়, আমার পিতৃসংসার ভাঙ্গিবেন না।" অনন্তর সেও গ্রামণীকে কতিপয় কার্ষাপণ দিয়া পলায়ন করিল।

এবম্প্রকারে বিচারে বিজয়ী হইয়া গ্রামণীচণ্ড মহা পরিতোষ লাভ করিল এবং রাজার নিকট গিয়া বলিল, "মহারাজ, আমি আপনার নিকট কয়েকটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে অনুরুদ্ধ হইয়াছি। প্রশ্নগুলি বলিতে পারি কি?" "পারিবে না কেন? এখনই বল।" তখন চণ্ড ব্রাহ্মণ-ছাত্রদিগের প্রশ্নটাই প্রথমে জিজ্ঞাসা করিয়া অন্য প্রশ্নগুলি একে একে প্রতিলোম-ক্রমে উত্থাপিত করিতে লাগিল; রাজাও সেগুলির যথাক্রমে উত্তর দিতে লাগিলেন। তিনি প্রথম প্রশ্ন শুনিয়া বলিলেন, "পূর্ব্বে ঐ ব্রাহ্মণ-ছাত্রদিগের বাসস্থানের নিকট এমন একটা কুক্কুট ছিল যে সে বেলা বুঝিয়া ডাকিত; তাহারা সেই ডাক শুনিয়া শয্যাত্যাগপূর্ব্বক অরুণোদয় পর্য্যন্ত বেদাভ্যাস করিত; কাজেই অধীত বিষয় তাহাদের মনে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত থাকিত। কিন্তু এখন সেখানে আর একটা কুক্কুট আসিয়াছে। সেটা অবেলায়—কখনও গভীর রাত্রিতে, কখনও বা অনেক বেলা হইলে—ডাকে। কাজেই ছাত্রেরা এখন কখনও গভীর রাত্রিতে কুক্কুটের ডাক শুনিয়া শয্যাত্যাগ করে; কিন্তু নিদ্রার বশে বেদাভ্যাসে অসমর্থ হইয়া পুনর্ব্বার শুইয়া পড়ে; কখনও আবার অনেক বেলায় কুক্কুটের ডাক শুনে, কাজেই তাহাদের বিলম্বে ঘুম ভাঙ্গে এবং পাঠের সময় থাকে না। এই কারণেই তাহাদের পাঠাভ্যাসে ব্যাঘাত ঘটিতেছে।"

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর :—সেই তাপসেরা পূর্ব্বে শ্রমণধর্ম্ম পালন করিতেন এবং যথানিয়মে কৃৎস্নপরিকর্ম্ম করিতেন; কিন্তু এখন তাঁহারা শ্রমণধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছেন, অকর্ত্তব্য-পরায়ণ হইয়াছেন, উদ্যানে যে সমস্ত ফল জন্মে তাহা পরিচারকদিগকে দিয়া নিজেরা পরস্পরের মধ্যে ভিক্ষালব্ধ খাদ্য বিনিময়পূর্ব্বক অসাধুভাবে জীবনযাপন করিতেছেন *। এই কারণেই এখন উদ্যানের ফলগুলি মধুর হয় না। কিন্তু তাঁহারা যদি পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ শ্রমণধর্ম্ম পালন করেন, তাহা হইলে উদ্যানজাত ফলও আবার মধুর হইবে। তাঁহারা জানেন না যে রাজাদের কত বুদ্ধি। তুমি গিয়া তাঁহাদিগকে শ্রমণধর্ম্ম পালন করিতে বলিও।"

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর :—নাগরাজেরা এখন পরস্পরের মধ্যে কলহ করেন; সেই কারণেই সরোবরের জল আবিল হইয়াছে। তাঁহারা যদি আবার পূর্ব্বের মত সম্প্রীত ভাবে চলেন, তবে জলও পুনর্ব্বার প্রসন্ন হইবে।"

চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর :—"সেই বৃক্ষদেবতা, পূর্ব্বে বনের ভিতর দিয়া যে সকল লোক যাতায়াত করিত, তাহাদিগকে রক্ষা করিতেন; সেই জন্য তিনি নানারূপ পূজোপহার প্রাপ্ত হইতেন। এখন কিন্তু তিনি পথিকদিগের রক্ষাকল্পে উদাসীন হইয়াছেন, কাজেই তাঁহার পূজাপ্রাপ্তি-সম্বন্ধেও ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। যদি তিনি পূর্ব্বের মত পথিকদিগের রক্ষাবিধানে যত্নবতী হন, তাহা হইলে পুনর্ব্বার পূজা পাইবেন। তিনি জানেন না যে (ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারের জন্য) পৃথিবীতে রাজা রহিয়াছেন। তুমি গিয়া তাঁহাকে বলিও, ঐ বনের ভিতর দিয়া যাহারা গমনাগমন করিবে, তিনি যেন অতঃপর তাহাদিগকে সাবধানে রক্ষা করেন।"

পঞ্চম প্রশ্নের উত্তর :—"তিত্তীরটা যে বল্মীকের মূলে বসিয়া মধুর শব্দ করে, তাহার নিম্নে রত্নপূর্ণ একটা কলসী আছে। তুমি গিয়া তাহা তুলিয়া লও।"

ষষ্ঠ প্রশ্নের উত্তর :—"ঐ মৃগ যে বৃক্ষের মূলে কচির সহিত ঘাস খাইয়া থাকে, তাহাতে

* মূলে 'পিণ্ডপাত-প্রতিপিণ্ডেন' এই পদ আছে। সঙ্ঘের নিয়ম এই যে সুস্থ অবস্থায় সকলেই প্রতিদিন ভিক্ষায় বাহির হইবেন এবং প্রাণধারণোপযোগী ভিক্ষা পাইলেই তন্মাত্র গ্রহণ করিয়া বিহারে ফিরিবেন। কিন্তু কোন কোন ভিক্ষু এই নিয়ম লঙ্ঘন করিতেন। তাঁহারা এক এক জনে এক এক দিন ভিক্ষায় যাইতেন এবং যাহা পাইতেন তাহা আপনাদের মধ্যে বণ্টন করিয়া খাইতেন; তাঁহাদের দলের অপর সকলে সেই সেই দিন বিহারেই থাকিতেন। কিন্তু ইহা শ্রমণধর্ম্মবিরুদ্ধ, কারণ ইহাতে অলসতা ও লোভের প্রশ্রয় হয় এবং সঙ্কর-চেষ্টা জন্মে। শতধর্ম্ম-জাতক (১৭৯) দ্রষ্টব্য।

এক খানি বড় মৌচাক আছে। মৃগ মধুলিপ্ত তৃণের আস্বাদ পাইয়া প্রলুব্ধ হইয়াছে, কাজেই অন্য তৃণ খাইতে পারে না। তুমি গিয়া সেই চাক ভাঙ্গিয়া ভাল মধুটুকু আমাকে পাঠাইয়া দাও এবং অবশিষ্ট নিজে খাও।"

সপ্তম প্রশ্নের উত্তর :—"সেই সর্প যে বল্মীকে বাস করে, তাহার নিম্নে রত্নপূর্ণ একটা বৃহৎ কলসী আছে; সর্প উহা রক্ষা করে। বাহির হইবার সময় ধনের মায়ায় সর্পের শরীর স্ফীত হইয়া বিবরপার্শে সংলগ্ন হইয়া যায়, কিন্তু আহারান্তে ফিরিবার সময় সেই ধনলোভেই তাহার শরীরটা অনায়াসে বিবরে প্রবেশ করে, কোথাও বাধা লাগে না। তুমি গিয়া সেই রত্ন তুলিয়া লও।"

অষ্টম প্রশ্নের উত্তর :—সেই তরুণীর স্বামিগৃহ ও পিতৃগৃহের মধ্যে এক গ্রামে তাহার এক জার বাস করে। যখন জারের কথা মনে পড়ে, তখন তাহার প্রতি অনুরাগ-বশতঃ সে স্বামিগৃহে থাকিতে চায় না। মা-বাপের সঙ্গে দেখা করিবে, এই ছলে সে স্বামিগৃহ ত্যাগ করে এবং কিয়দ্দিন জারগৃহে থাকিয়া পিত্রালয়ে যায়। কিন্তু সেখানে দুই চারি দিন থাকিবার পরই আবার জারের কথা মনে পড়ে, তখন স্বামিগৃহে যাইব বলিয়া সে পুনর্ব্বার জারগৃহে যায়। তুমি গিয়া সেই রমণীকে বলিও যে, দেশে রাজা আছেন; সে যেন মন স্থির করিয়া স্বামীর নিকটেই থাকে নচেৎ রাজা তাহাকে ধরিবেন ও তাহার প্রাণদণ্ড করিবেন।"

নবম প্রশ্নের উত্তর :—সেই গণিকা পূর্ব্বে একজনের নিকট অর্থগ্রহণ করিলে ঐ অর্থানুরূপ তাহার সন্তোষ বিধান না করিয়া পুরুষান্তরের হস্ত হইতে অর্থগ্রহণ করিত না। সে কারণে পূর্ব্বে তাহার বহু উপার্জ্জন হইত। এখন কিন্তু তাহার স্বভাব পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; সে একের নিকট গৃহীত অর্থ পরিশোধ না করিয়াই অপরের নিকট অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকে; প্রথম ব্যক্তিকে তৃপ্তিলাভের অবকাশ না দিয়াই দ্বিতীয়ের সংসর্গ অবলম্বন করে। কাজেই তাহার উপার্জ্জন কমিয়াছে, কেহই তাহার সংসর্গে আসিতে চায় না। সে যদি আবার পূর্ব্বের নিয়মমত চলে, তাহা হইলে পূর্ব্ববৎ উপার্জ্জন করিতে পারিবে। তুমি গিয়া তাহাকে এইরূপ করিতে বলিও।"

দশম প্রশ্নের উত্তর :—"এই মণ্ডল পূর্ব্বে যথাধর্ম্ম নিরপেক্ষভাবে বিচার করিত; কাজেই সে সকলের প্রিয় হইয়াছিল। সকলে তাহার ব্যবহারে সন্তুষ্ট ছিল এবং ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহাকে বহু উপঢৌকন দিত। এই হেতু সে হৃষ্ট, পুষ্ট, ধনবান্ ও যশস্বী হইতে পারিয়াছিল। কিন্তু এখন সে উৎকোচলোভী হইয়াছে, বিচারের সময় পক্ষপাত করে; সেই কারণে এখন সে দুঃস্থ, অসন্তুষ্ট ও পাণ্ডুরোগগ্রস্ত হইয়াছে। সে যদি পুনর্ব্বার যথাধর্ম্ম বিচারকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে পূর্ব্ববৎ সুখী ও সুস্থ হইতে পারিবে। দেশে যে রাজা আছেন এ কথা তাহার স্মরণ নাই। তাহাকে বলিও সে যেন কখনও বিচারের সময় পক্ষপাত না করে।"

গ্রামণীচণ্ড এই রূপে রাজাকে একে একে প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করিল, রাজাও সর্ব্বজ্ঞ বুদ্ধের ন্যায় নিজের প্রজ্ঞাবলে তৎসমস্ত মীমাংসা করিয়া দিলেন। অনন্তর তিনি গ্রামণীকে বহু ধন দিলেন এবং সে যে গ্রামে বাস করিত, তাহা ব্রহ্মোত্তরস্বরূপ দান করিয়া তাহাকে বিদায় দিলেন। চণ্ড রাজধানী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ব্রাহ্মণ-বালক, তাপসগণ, নাগরাজ ও

---

* ইহাতে বোধ হয় পুরাকালে এদেশে অবস্থাবিশেষে ব্যভিচারিণীদিগের প্রাণদণ্ড হইত।

তুং ভর্ত্তারং লঙ্ঘয়েদ্ যা তু স্ত্রী জ্ঞাতিগুণদর্পিতা

তাং শ্বভিঃ খাদয়েদ্রাজা সংস্থানে বহুসংস্থিতে। মনু—৮।৩৭১

কিন্তু পঞ্চতন্ত্রে দেখা যায়—অবধ্যো ব্রাহ্মণো বালঃ স্ত্রী তপস্বী চ রোগভাক্।

বিহিতা ব্যঙ্গিতা তেষামপরাধে মহত্যপি।

বৃক্ষদেবতাকে রাজার উত্তর শুনাইল, তিত্তিরের বাসস্থান হইতে রত্নপূর্ণ কুম্ভ তুলিয়া লইল, যে বৃক্ষের মূলে মৃগ তৃণ খাইত, তাহা হইতে মধুচক্র ভাঙ্গিয়া রাজাকে মধু পাঠাইয়া দিল, সর্পের বল্মীক ভাঙ্গিয়া ধন সংগ্রহ করিল এবং তরুণী, গণিকা ও মণ্ডলকে রাজার আদেশ জানাইল। অনন্তর সে মহাসমারোহে নিজের গ্রামে ফিরিয়া গেল, যাবজ্জীবন ধর্ম্মপথে চলিল এবং দেহান্তে কর্ম্মানুরূপ গতি লাভ করিল। রাজা আদর্শমুখও দানাদি পুণ্যকার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক জীবিতাবসানে স্বর্লোকবাসীদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি করিলেন।

[তথাগত যে কেবল এ জন্মেই মহাপ্রাজ্ঞ তাহা নহে, পূর্ব্বেও তিনি মহাপ্রাজ্ঞ ছিলেন, এই কথা বুঝাইয়া দিয়া শাস্তা সত্যচতুষ্টয় ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া কেহ স্রোতাপন্ন, কেহ সকৃদাগামী, কেহ বা অর্হন্ হইল।

সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন গ্রামণীচণ্ড, এবং আমি ছিলাম রাজা আদর্শ-মুখ।]

☞ ভূগর্ভনিহিত ধনের ক্ষমতা-সম্বন্ধে নন্দজাতক (৩৯), এবং পঞ্চতন্ত্র (মিত্রসংপ্রাপ্তি)-বর্ণিত হিরণ্যকনামক মূষিকের কথা প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

২৫৮—মান্ধাতৃ-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে জনৈক উৎকণ্ঠিত ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি একদিন শ্রাবস্তীতে পিণ্ডচর্য্যার সময় এক অলঙ্কৃত ও সুবেশ-সজ্জিত রমণী দেখিয়া উৎকণ্ঠিত হইয়াছিল। অনন্তর ভিক্ষুরা ইহাকে ধর্ম্মসভায় আনিয়া শাস্তাকে বলিয়াছিলেন, "ভদন্ত, এই ব্যক্তি উৎকণ্ঠিত হইয়াছে।" শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, "কি হে ভিক্ষু, তুমি কি সত্যই উৎকণ্ঠিত হইয়াছ?" ভিক্ষু উত্তর দিল, "হাঁ ভদন্ত, একথা সত্য।" "তুমি গৃহে বাস করিয়াও কি কস্মিন্ কালে এই তৃষ্ণা নিবারণ করিতে পারিবে?" কামতৃষ্ণা সমুদ্রের ন্যায় দুষ্পূর। পুরাকালে যাঁহারা চারিমহাদ্বীপ সহিত সহস্রদ্বীপের চক্রবর্ত্তী রাজা ছিলেন, যাঁহারা মানবধর্ম্মাক্রান্ত হইয়াও চতুর্মহারাজদিগের দেবলোকে রাজত্ব করিতেন, যাঁহারা ত্রয়স্ত্রিংশ দেবলোকে এবং ষট্ত্রিংশ শক্রভবনে * দেবরাজের ন্যায় অখণ্ডপ্রতাপ ছিলেন, তাঁহারাও কামতৃষ্ণা-পূরণে অসমর্থ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। তোমার ত দূরের কথা। তুমি কি কখনও এই তৃষ্ণা পূরণ করিতে পারিবে?" অনন্তর শাস্তা সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন]।

পুরাকালে প্রথম কল্পে † মহাসম্মত নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্র রোজ; রোজের পুত্র বররোজ; বররোজের পুত্র কল্যাণ; কল্যাণের পুত্র বরকল্যাণ; বরকল্যাণের পুত্র উপোষধ; উপোষধের পুত্র মান্ধাতা। মান্ধাতা সপ্তরত্নাধিপ ও ঋদ্ধি-চতুষ্টয়সম্পন্ন ছিলেন ‡ এবং রাজচক্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন। তাঁহার এমনই অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল যে, যখন তিনি বামহস্তমুষ্টির উত্তর দক্ষিণ হস্ত দ্বারা আস্ফোটন করিতেন, তখনই আকাশ হইতে দিব্য মেঘে যেন

---

* প্রতি চক্রবালে এক একজন শক্র থাকেন। চক্রবাল অসংখ্য; অতএব ইহাতে 'ষট্ত্রিংশ শক্রভবনের' ব্যাখ্যা হয় না। অতীতবস্তুতে দেখা যায়, মান্ধাতা এত দীর্ঘজীবী ছিলেন যে তাঁহার সময়ে একে একে ছত্রিশ জন শক্র স্বর্লোকে রাজত্ব করিয়াছিলেন। অতএব বোধ হয় বর্ত্তমান বস্তুর এই অংশে পাঠের ব্যতিক্রম হইয়াছে।

† কল্প সম্বন্ধে প্রথম খণ্ডের ২৮৯ পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য। মহাসম্মত বৌদ্ধমতে পৃথিবীর আদি রাজা—হিন্দুদিগের বৈবস্বত মনু স্থানীয়। বর্ত্তমান কল্পের বিবর্ত্ত-সময়ে, লোকে যখন বুঝিয়াছিল যে রাজা না থাকিলে সমাজরক্ষা হয় না, তখন তাহারা এক ব্যক্তিকে রাজপদে নির্ব্বাচিত করিয়া তাঁহাকে 'মহাসম্মত' এই আখ্যা দিয়াছিল। কেহ কেহ বলেন গৌতমবুদ্ধই বোধিসত্ত্বরূপে 'মহাসম্মত' হইয়াছিলেন।

‡ রাজচক্রবর্ত্তীর সম্বন্ধে সপ্তরত্ন বলিলে চক্র, হস্তী, অশ্ব, মণি, স্ত্রী, গৃহপতি ও পরিনায়ক এই কয়টী বুঝায়। স্ত্রী=মহিষী; গৃহপতি=গৃহস্থ। ইঁহারা রাজার অনুচর ও পারিষদ; পরিনায়ক=যুবরাজ (Crown prince)। ঋদ্ধির সংখ্যা সচরাচর দশ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়, যথা:—অণিমা, লঘিমা ইত্যাদি। ঋদ্ধিপাদ চতুর্ব্বিধ (১) ছন্দ অর্থাৎ ঋদ্ধিলাভের দৃঢ় সঙ্কল্প, (২) বীর্য্য, (৩) চিত্ত, (৪) মীমাংসা।

জানুপ্রমাণ সপ্তরত্ন বর্ষণ করিত। * তিনি চুরাশি হাজার বৎসর বাল্যক্রীড়ায় অতিবাহিত করেন, চুরাশি হাজার বৎসর যুবরাজ ছিলেন এবং চুরাশি হাজার বৎসর চক্রবর্ত্তিরূপে রাজত্ব করেন। তাঁহার আয়ুষ্কাল এক অসংখ্যেয়-পরিমিত ছিল। †

এতাদৃশ শক্তি সম্পন্ন হইয়াও একদিন মান্ধাতা কামতৃষ্ণাপূরণে অসমর্থ হইয়া উৎকণ্ঠার চিহ্ন প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তদ্দর্শনে অমাত্যেরা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "মহারাজ, আপনাকে উৎকণ্ঠিত বলিয়া বোধ হইতেছে কেন?" মান্ধাতা উত্তর দিলেন, "দেখ, আমার পুণ্যবল বিবেচনা করিলে এই রাজ্য নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। বল ত, কোন্ স্থান প্রকৃত রমণীয়।" "মহারাজ, দেবলোক অতি রমণীয় স্থান।"

ইহা শুনিয়া মান্ধাতা চক্ররত্ন সুসজ্জিত করিয়া ‡ অনুচরবর্গসহ চতুর্মহারাজিক স্বর্গে উপস্থিত হইলেন। মহারাজ-চতুষ্টয় দেবগণ পরিবৃত হইয়া এবং দিব্য মাল্য ও গন্ধ হস্তে লইয়া তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিলেন এবং চতুর্মহারাজিক-শাসিত দেবলোকে গিয়া তাঁহাকে স্বর্গরাজ্য দান করিলেন। মান্ধাতা সেখানে নিজের পারিষদবর্গে পরিবৃত হইয়া দীর্ঘকাল রাজত্ব করিলেন। কিন্তু সেখানেও তিনি তৃষ্ণা পূরণ করিতে পারিলেন না এবং পুনর্ব্বার উৎকণ্ঠিত হইলেন। মহারাজ চতুষ্টয় তাঁহার উৎকণ্ঠার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে মান্ধাতা বলিলেন, "এই দেবলোক হইতে রমণীয়তর আর কোন স্থান আছে কি না জানিতে ইচ্ছা করি।" মহারাজগণ বলিলেন, "সে সকল মনুষ্য অপরের সেবক, আমরাও তাহাদেরই ন্যায়। ত্রয়স্ত্রিংশ দেবলোকই পরমরমণীয় স্থান।"

মান্ধাতা তখন পুনর্ব্বার চক্ররত্ন সুসজ্জিত করিয়া এবং অমাত্যগণে পরিবৃত হইয়া ত্রয়স্ত্রিংশ দেবলোকাভিমুখে যাত্রা করিলেন। দেবরাজ শক্র দেবগণে পরিবৃত হইয়া এবং দিব্য মাল্য ও ও গন্ধ হস্তে লইয়া প্রত্যুদ্গমনপূর্ব্বক তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন, "এই দিকে আসুন, মহারাজ।"

মান্ধাতা দেবগণে পরিবৃত হইয়া যাত্রা করিলে তাঁহার পরিনায়করত্ন চক্ররত্ন লইয়া নরলোকে অবতরণপূর্ব্বক স্বকীয় নগরে প্রবেশ করিলেন। শক্র মান্ধাতাকে ত্রয়স্ত্রিংশ ভবনে লইয়া গিয়া দেবতাদিগকে দুই সম্প্রদায়ে এবং নিজের রাজ্য দুই অংশে বিভক্ত করিয়া তাঁহাকে এক এক অর্দ্ধ দান করিলেন। তদবধি স্বর্লোকে দুই জন রাজা রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

এইরূপে দীর্ঘকাল অতীত হইল; শক্র তিন কোটি ষাট লক্ষ বৎসর আয়ুর্ভোগপূর্ব্বক লোকান্তর প্রাপ্ত হইলেন, অন্য একজন শক্র জন্মলাভ করিলেন, তিনিও দেবরাজ্য পালন করিয়া আয়ুঃক্ষয়ান্তে লোকান্তরে প্রস্থান করিলেন; এইরূপে একে একে ছত্রিশ জন শক্রের আবির্ভাব ও তিরোভাব হইল, মান্ধাতা কিন্তু তাঁহার সেই মানবানুচরগণসহ দেবরাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। কিন্তু এইভাবে জীবনযাপন করিলেও তাঁহার কামতৃষ্ণা উত্তরোত্তর অধিক পরিমাণে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। শেষে তাঁহার মনে হইল, 'অর্দ্ধস্বর্গরাজ্যমাত্র ভোগ করিয়া লাভ কি? শক্রের প্রাণ সংহার করিয়া দেবরাজ্যে অখণ্ড আধিপত্য প্রাপ্ত হইব।' কিন্তু তিনি শক্রের প্রাণসংহার করিতে সমর্থ হইলেন না।

তৃষ্ণা বিপত্তির মূল, মান্ধাতার আয়ু ক্ষীণ হইল; তাঁহার শরীরে জরা প্রবেশ করিল, দেবলোকে নরদেহের বিনাশ হইতে পারে না বলিয়া তিনি স্বর্গ হইতে বিচ্যুত হইলেন এবং এক

* এখানে সপ্তরত্ন যথা:—স্বর্ণ, রৌপ্য, মুক্তা, মণি, বৈদূর্য্য, বজ্র ও প্রবাল। মণি=পদ্মরাগাদি, বজ্র=হীরক।

† এক কোটির বিশঘাত অর্থাৎ একের পিঠে ১৪০ টা শূন্য দিলে যত হয়, তত বৎসর।

‡ চক্রবর্ত্তী রাজা কোথাও যাত্রা করিলে এই চক্র ইন্দ্রজাল-বলে তাঁহার অগ্রে অগ্রে ছুটিত।

উদ্যানে অবতরণ করিলেন। উদ্যানপাল রাজভবনে গিয়া তাঁহার আগমন বার্ত্তা জানাইল। রাজকুলের সকলে গিয়া সেই উদ্যানেই তাঁহার শয়নের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন; মান্ধাতা সেই শয্যায় পড়িয়া রহিলেন; তাঁহার উত্থানশক্তি রহিল না।

অমাত্যেরা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাদিগকে কি বলিতে আদেশ দিবেন।" মান্ধাতা উত্তর দিলেন, "আমার নিকট হইতে জনসমূহের জন্য এই বার্ত্তা লইয়া যাও যে মহারাজ, মান্ধাতা দ্বিসহস্রদ্বীপ-পরিবৃত চতুর্মহাদ্বীপের রাজচক্রবর্ত্তী ছিলেন, বহুকাল চতুর্মহারাজদিগের অধিকারেও রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং ছত্রিশ জন শক্রের আয়ুষ্কাল দেবলোকে আধিপত্য করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনিও আজ মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।" ইহা বলিয়া তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন এবং কর্ম্মানুরূপ গতি প্রাপ্ত হইলেন।

কথান্তে শাস্তা অভিসম্বুদ্ধ হইয়া নিম্নলিখিত গাথাগুলি বলিলেন:—

দিবাকর, নিশাকর, স্বীয় স্বীয় কক্ষপথে যতদূর করে বিচরণ,
যতদূর পৃথিবীর দশদিক্ উদ্ভাসিত হয় পেয়ে রবির কিরণ,
সর্ব্বত্র সকলে ছিল মহারাজ মান্ধাতার দাসত্বে নিযুক্ত দিবারাত্র;
এমনি প্রভাব তাঁর, এমনি অশ্রুতপূর্ব্ব ত্রৈলোক্যে অখণ্ড আধিপত্য।
বর্ষিতেন সপ্তরত্ন, করতল-আস্ফোটনে, নাহি ছিল কিছুর অভাব,
তবু তৃপ্তি নাহি তাঁর, ইচ্ছা আর(ও) পাইবার; হায়, তৃষ্ণা, কি তোর স্বভাব।
তৃষ্ণা অনর্থের মূল; নাহি এতে কোন সুখ, তৃষ্ণা সর্ব্ব দুঃখের আলয়,
তারে বলি সুপণ্ডিত, একমনে যতনে করে যেবা হেন তৃষ্ণা ক্ষয়।
উপজে যদিও তৃষ্ণা দিব্যপদার্থের লাগি, তাও নহে সুখের কারণ,
এই হেতু তৃষ্ণাক্ষয়ে সম্যক্ সম্বুদ্ধ শিষ্য রত হয়ে থাকে অনুক্ষণ।

[কথান্তে শাস্তা সত্যচতুষ্টয় ব্যাখ্যা করিলেন; তাহা শুনিয়া সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু স্রোতাপত্তি-ফল প্রাপ্ত হইলেন, আরও অনেকে স্রোতাপত্তি-ফল পাইল।

সমবধান—তখন আমি ছিলাম সেই রাজা মান্ধাতা।

☞ মান্ধাতার আখ্যায়িকা দিব্যাবদান, মিলিন্দপঞ্‌হ প্রভৃতি গ্রন্থে দেখা যায়। পৌরাণিক মান্ধাতার আখ্যায়িকার সহিতও ইহার তুলনা করা আবশ্যক। চেদি-জাতকের (৪২২) অতীত বস্তুতে মান্ধাতার বংশের আরও কয়েকজন রাজার নাম আছে।

২৫৯—তিরীটবচ্ছ-জাতক।

[আয়ুষ্মান্ আনন্দ স্থবির কোশলরাজপত্নীদিগের হস্ত হইতে পঞ্চশত এবং কোশলরাজের হস্ত হইতে পঞ্চশত, সর্ব্বশুদ্ধ একসহস্র শাটক পাইয়াছিলেন। তদুপলক্ষ্যে শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি-কালে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার বর্ত্তমানবস্তু ইতঃপূর্ব্বে দ্বি-নিপাতে শৃগাল-জাতকে * বলা হইয়াছে।]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব কাশীরাজ্যে এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। নামকরণ দিবসে তাঁহার তিরীটবচ্ছ (তিরীটবৎস) এই নাম রাখা হয়। তিনি যথাকালে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তক্ষশিলা নগরে সমস্ত বিদ্যা অভ্যাস করিলেন, কিন্তু বিবাহান্তে গৃহবাস আরম্ভ করিবার পর, যখন তাঁহার মাতাপিতার মৃত্যু হইল, তখন তিনি এত দুঃখিত হইলেন যে সংসারত্যাগ-পূর্ব্বক ঋষিপ্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়া বনে চলিয়া গেলেন এবং সেখানে বন্য ফলমূলে জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন।

---

* ১৫২ম জাতক, কিন্তু সেখানে ইহার কোন উল্লেখ নাই। ইহা গুণ-জাতকে (১৫৭) প্রদত্ত হইয়াছে।

বোধিসত্ত্ব যখন অরণ্যে বাস করিতেছিলেন, তখন বারাণসীরাজের প্রত্যন্তবাসী প্রজারা বিদ্রোহী হইয়াছিল। রাজা বিদ্রোহ দমন করিতে গিয়া রণে পরাজিত হইলেন এবং মরণভয়ে গজারোহণে এক পার্শ্ব দিয়া পলায়নপূর্ব্বক বনে বনে বিচরণ করিতে করিতে এক দিন পূর্ব্বাহ্নে বোধিসত্ত্বের আশ্রমে উপনীত হইলেন। বোধিসত্ত্ব তখন আশ্রমে ছিলেন না, তিনি ফলমূল সংগ্রহের জন্য বাহিরে গিয়াছিলেন। তপোবনে আসিয়াছি ইহা বুঝিয়া রাজা হস্তিস্কন্ধ হইতে অবতরণ করিলেন। পথশ্রমে এবং বাতাতপে তিনি নিতান্ত ক্লান্ত ও পিপাসার্ত্ত হইয়াছিলেন। এজন্য ভূতলে অবতরণ করিয়াই তিনি জলের কলসী খুঁজিতে লাগিলেন, কিন্তু কুত্রাপি দেখিতে পাইলেন না। অবশেষে চঙ্ক্রমণের * এক কোণে একটা কূপ তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। কিন্তু জল তুলিবার জন্য সেখানে রজ্জু ও ঘট কিছুই ছিল না, এদিকে তাঁহার পিপাসা দমন করিবারও সাধ্য ছিল না। কাজেই হস্তীর উদরবেষ্টন করিয়া যে যোত্র বান্ধা ছিল, তিনি তাহা খুলিয়া লইলেন, হস্তীটাকে কূপের তটে দাঁড় করাইলেন এবং তাহার পায়ে যোত্রের এক প্রান্ত বান্ধিয়া অপর প্রান্তাবলম্বনে নিজে কূপের ভিতর নামিলেন। কিন্তু ইহাতে তিনি জল হাতে পাইলেন না, কাজেই যোত্রের প্রান্তের সহিত নিজের উত্তরাসঙ্গ বন্ধন করিলেন এবং পুনর্ব্বার অবতরণ করিলেন। কিন্তু ইহাও পর্য্যাপ্ত হইল না, তাঁহার পাদাগ্র জল স্পর্শ করিল মাত্র। পিপাসায় তখন তিনি এত কাতর হইয়াছিলেন যে ভাবিতে লাগিলেন, পিপাসা শান্তি করিয়া মৃত্যু হইলেও তাহা সুখের মরণ হইবে। ইহা স্থির করিয়া তিনি কূপে পতিত হইলেন এবং যত ইচ্ছা জল পান করিলেন, কিন্তু উপরে উঠিতে অসমর্থ হইয়া সেখানেই অবস্থিত রহিলেন।

এদিকে বোধিসত্ত্ব বন্যফল সংগ্রহপূর্ব্বক অপরাহ্নে আশ্রমে ফিরিয়া হস্তী দেখিতে পাইলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন, 'রাজা আসিয়াছেন কি? হস্তীটা ত দেখিতেছি বর্ম্মরক্ষিত। ব্যাপারখানা কি? হস্তীটার কাছে গিয়া একবার দেখা যাউক।' তিনি নিকটবর্ত্তী হইতেছেন বুঝিয়া হস্তী এক পার্শ্বে স্থির হইয়া রহিল। বোধিসত্ত্ব কূপতটে গিয়া রাজাকে দেখিতে পাইলেন, এবং তাঁহাকে আশ্বাস দিবার জন্য বলিলেন, "ভয় নাই, মহারাজ।" অনন্তর তিনি মই বান্ধিয়া রাজাকে উপরে তুলিলেন, তাঁহার শরীর টিপিয়া দিলেন, তাঁহাকে তেল মাখাইলেন এবং স্নান করাইয়া বন্যফলাদি খাইতে দিলেন। তিনি হস্তীটারও বর্ম্মাদি সজ্জা খুলিয়া দিলেন।

রাজা বোধিসত্ত্বের আশ্রমে দুই তিন দিন বিশ্রাম করিবার পর রাজধানীতে ফিরিয়া গেলেন। যাইবার সময় তিনি বোধিসত্ত্বের দ্বারা প্রতিজ্ঞা করাইলেন যে তিনি একবার রাজধানীতে পায়ের ধূলা দিবেন। রাজসৈন্য নগরের অদূরে স্কন্ধাবার স্থাপনপূর্ব্বক অবস্থিতি করিতেছিল; তাহারা রাজাকে আসিতে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে বেষ্টন করিল।

বোধিসত্ত্ব দেড়মাস পরে বারাণসীতে গিয়া রাজকীয় উদ্যানে উপনীত হইলেন। রাজা মহাবাতায়ন উদ্‌ঘাটনপূর্ব্বক অঙ্গনের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন, এমন সময়ে বোধিসত্ত্বকে দেখিতে পাইলেন এবং দেখিবামাত্র চিনিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ প্রাসাদ হইতে অবতরণপূর্ব্বক বোধিসত্ত্বের চরণ বন্দনা করিলেন, নিজে যে তলে বাস করিতেন, তাঁহাকে সেখানে লইয়া গেলেন, নিজের শ্বেতচ্ছত্র-পরিশোভিত পল্যঙ্কে উপবিষ্ট করাইলেন, নিজের জন্য যে খাদ্য আসিয়াছিল, তাঁহাকে তাহা আহার করাইলেন এবং শেষে নিজে আহার করিয়া তাঁহাকে উদ্যানে লইয়া গেলেন। সেখানে তিনি বোধিসত্ত্বের পা-চারি করিবার জন্য একটা পরিবৃত চঙ্ক্রমণ-স্থান এবং তাঁহার বাসস্থান নির্ম্মাণ করাইলেন, প্রব্রাজকদিগের যে যে দ্রব্য আবশ্যক,

* পা-চারি করিবার জন্য চৌতারা।

সমস্ত দিলেন এবং উদ্যানপালেব উপর তাঁহাব সেবাশুশ্রূষাব ভাব দিয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক প্রাসাদে ফিরিয়া গেলেন। তদবধি বোধিসত্ত্ব বাজভবনে আহার করিতে লাগিলেন। রাজা তাঁহাকে সাতিশয় যত্ন ও সম্মান করিতেন।

কিন্তু রাজার অমাত্যেরা বোধিসত্ত্বের এইরূপ প্রতিপত্তি সহ্য করিতে পারিলেন না। তাঁহারা বলাবলি করিতে লাগিলেন, "এইরূপ সৎকাব যদি কোন যোদ্ধাব ভাগ্যে ঘটিত, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি কি করিত ?" তাঁহারা উপরাজের নিকট গিয়া বলিলেন, "মহাশয়, আমাদের রাজা একজন তপস্বীর প্রতি অত্যধিক মমতা প্রদর্শন কবিতেছেন। তিনি যে ঐ ব্যক্তির ভিতর কি গুণ দেখিয়াছেন, তাহা বলিতে পারি না। আপনি রাজার সহিত এ সম্বন্ধে আলাপ করুন।" "বেশ, তাহাই করা যাইবে" বলিয়া উপরাজ অমাত্যগণসহ বাজসকাশে গমন করিলেন এবং প্রণাম করিয়া নিম্নলিখিত প্রথম গাথা বলিলেন ঃ—

করে নাই কোন কর্ম্ম, যাতে পরিচয়
বিদ্যার ইহার কিছু পাই হে রাজন্,
নহে এ ত্রিদণ্ডী * তব আত্মীয়, বান্ধব,
কিংবা মিত্র, তব কেন করে প্রতিদিন
রাজকীয় আহার্য্যের সারাংশ ভোজন ?

ইহা শুনিয়া রাজা পুত্রকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "বৎস, তোমার স্মরণ আছে কি, আমি প্রত্যন্তপ্রদেশে যুদ্ধে পরাজিত হইয়া দুই তিন দিনের মধ্যেও ফিরিয়া আসিতে পারি নাই ?" 'হাঁ পিতঃ, তাহা আমার স্মরণ আছে।" "তখন এই ব্যক্তির সাহায্যেই আমার প্রাণ রক্ষা হইয়'-ছিল।" অনন্তর তিনি সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া বলিলেন, "বৎস, সেই প্রাণদাতা এখন আমাব নিকটে উপস্থিত হইয়াছেন। ইঁহাকে আমার সমস্ত বাজ্য দান করিলেও ইঁহাব ঋণ শোধ করা যায় না।" অনন্তর তিনি এই দুইটী গাথা বলিলেন ঃ—

যুদ্ধে পরাজিত হয়ে আমি অসহায়
দারুণ অরণ্যমাঝে, কণামাত্র বারি
না মিলিল সেথা মোর তৃষ্ণা নিবারিতে,
পড়িনু কূপেতে ভাই, শেষে এই সাধু
দেখা দিয়া দয়া করি প্রসারিয়া কর
করিল উদ্ধার, বৎস। এই দুর্গতের।

ইঁহারই কৃপায় পেয়ে নূতন জীবন
যমলোক হ'তে আমি পুনঃ নরলোকে
ফিরিয়াছি, শুন বৎস, পরমপূজার্হ
মম এই মুনিবর, পূজ এঁরে তুমি,
দাও যত সাধ্য তব, লভ যজ্ঞফল
উপকারকের করি প্রতি-উপকার।

রাজা এইরূপে বোধিসত্ত্বের গুণ কীর্ত্তন কবিলেন—বোধ হইল যেন তিনি গগনতলে চন্দ্রমা উদিত করাইলেন। বোধিসত্ত্বের গুণব্যাখ্যা দ্বাবা তাঁহাব নিজেব গুণও সর্ব্বত্র প্রকটিত হইল, তাঁহার ঐশ্বর্য্য ও মর্য্যাদাও বৃদ্ধি হইতে লাগিল। অতঃপর কি যুবরাজ, কি অমাত্যগণ, কি অন্যান্য লোক, কেহই বোধিসত্ত্বের বিরুদ্ধে রাজাব নিকট কোন কথা বলিতে সাহস কবিলেন না। রাজা বোধিসত্ত্বের উপদেশানুসারে চলিতেন এবং দানাদি পুণ্য কর্ম্মেব অনুষ্ঠান দ্বারা দেহান্তে স্বর্গবাসী হইয়াছিলেন। বোধিসত্ত্বও অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ-লাভ করিয়া ব্রহ্মলোকপরায়ণ হইয়াছিলেন।

["পুরাণ পণ্ডিতেরাও এইরূপে উপকার করিয়াছিলেন" ইহা বলিয়া শাস্তা ধর্ম্মদেশনপূর্ব্বক জাতকের সমবধান করিলেন।

সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন সেই রাজা এবং আমি ছিলাম সেই তাপস।]

---

* এক প্রকার পরিব্রাজক। ইঁহারা তিন দণ্ডী ব্যবহার করিতেন।

২৬০—দূত-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি-কালে এক লোভী ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্ন বস্তু নবনিপাতে কাক-জাতকে * বলা যাইবে। শাস্তা সেই ভিক্ষুকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, "কেবল এজন্মে নহে, পূর্ব্বজন্মেও তুমি বড় লোভী ছিলে এবং সেই কারণে অসিদ্বারা তোমার শিরশ্ছেদ হইয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব তাঁহার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি তক্ষশিলায় গিয়া সেখানে নানা বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করেন এবং পিতার মৃত্যুর পর রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন। এই সময়ে তিনি নিজের আহার-সম্বন্ধে অতি বিলাসী হইয়াছিলেন। এজন্য লোকে তাঁহাকে 'ভোজনশুদ্ধিক রাজা' এই আখ্যা দিয়াছিল। তিনি নাকি এমন বিধানে ভক্ত গ্রহণ করিতেন যে এক এক পাত্র ভক্ত প্রস্তুত করিতে লক্ষমুদ্রা ব্যয় হইত। তিনি গৃহের অন্তর্ভাগে বসিয়া ভোজন করিতেন না; তাঁহাকে ভোজন করিতে দেখিলে বহুলোকের পুণ্যোপার্জ্জন হইবে, † এই অভিপ্রায়ে তিনি রাজদ্বারে রত্নমণ্ডপ প্রস্তুত করাইয়া ভোজনের সময় ইহা সুসজ্জিত করাইতেন এবং সেখানে শ্বেতচ্ছত্রপরিশোভিত কাঞ্চন পর্য্যঙ্কে উপবেশনপূর্ব্বক ক্ষত্রিয়কন্যা-পরিবৃত হইয়া শতসহস্র মুদ্রা মূল্যের সুবর্ণপাত্রে শতরস ভোজ্য গ্রহণ করিতেন।

একদা এক লোভী ব্যক্তি রাজার ভোজনঘটা দেখিয়া ঐ খাদ্যের আস্বাদ পাইবার জন্য লোলুপ হইল এবং কিছুতেই লোভসংবরণে অসমর্থ হইয়া স্থির করিল, 'ইহার একটা উপায় আছে।' সে দৃঢ়ভাবে কোমর বান্ধিয়া এবং দুই হাত তুলিয়া, 'আমি দূত', 'আমি দূত', এই চীৎকার করিতে করিতে রাজার দিকে ছুটিয়া গেল। তৎকালে ঐ দেশে কেহ 'আমি দূত' এই কথা বলিলে লোকে তাহাকে বারণ করিত না; কাজেই উপস্থিত সমস্ত লোকে দুই ভাগ হইয়া তাহাকে যাইবার পথ দিল। সে ছুটিয়া গিয়া রাজার ভোজনপাত্র হইতে একটা গ্রাস তুলিয়া মুখে দিল। ইহা দেখিয়া অসিধারীরা অসি নিষ্কোষিত করিয়া বলিয়া উঠিল, "এখনই ইহার মাথা কাটিয়া ফেলিব।" কিন্তু রাজা তাহাদিগকে বারণ করিলেন। তিনি বলিলেন, "ইহাকে মারিও না।" অনন্তর তিনি সেই লোকটাকে বলিলেন, "ভয় নাই, তুমি ভোজন কর।" তিনি নিজে হাত ধুইয়া বসিলেন এবং ঐ ব্যক্তির ভোজন শেষ হইলে তাহাকে নিজের পেয় জল ও নিজের চর্ব্বা তাম্বূল দেওয়াইলেন। অনন্তর তিনি জিজ্ঞাসিলেন, "ওহে বাপু, তুমি বলিতেছ, তুমি দূত; তুমি কাহার দূত বল ত?" সে উত্তর করিল, "মহারাজ, আমি তৃষ্ণার দূত, আমি উদরের দূত। তৃষ্ণা আমায় আজ্ঞা দিল, 'তুমি রাজার নিকট যাও' এবং আমি তাহার দূত হইয়া আসিলাম।" ইহা বলিয়া সে নিম্নলিখিত প্রথম গাথা দুইটী বলিল :—

যার জন্য দূরদেশে যায় লোকে বহুক্লেশে
মাগিতে শত্রুর(ও) কৃপা, কি বলিব হায়,
সেই উদরের দূত, আমি অতি অদ্ভুত,
রথিশ্রেষ্ঠ, ক্ষম, ক্রোধ সংবরি আমায়।

---

* নবনিপাতে এ নামে কোন জাতক নাই। নবনিপাতে এক কাকজাতক আছে বটে (৩৯৫); কিন্তু তাহাতেও প্রত্যুৎপন্ন বস্তু দেখা যায় না, কেবল বলা আছে, 'ইহা পূর্ব্বের ন্যায়।' এই জাতকেও ভূমিকায় বলা হইল, লোভীর 'শিরশ্ছেদ' হইয়াছিল, কিন্তু অতীতবস্তুতে দেখা যায় প্রহরীরা তাহার শিরশ্ছেদে উদ্যত হইলেও রাজা তাহাকে ক্ষমা করিয়াছিলেন।

† সার্ব্বভৌম রাজদর্শনে পুণ্য হয়, এতদ্দেশীয় লোকের এই সংস্কার।

লঙ্ঘিতে যার শাসন না পারে মানবগণ,
দিবারাত্র বশবর্ত্তী হ'য়ে চলে যার,
সেই উদরের দূত আমি অতি অদ্ভুত
রথিশ্রেষ্ঠ, দোষ তুমি ক্ষমহ আমার।

রাজা তাহার কথা শুনিয়া বলিলেন "লোকটা যাহা বলিল, তাহা সত্য। সমস্ত প্রাণীই উদরের দূত। তাহারা তৃষ্ণাবশে বিচরণ করে। তৃষ্ণাই তাহাদিগের পরিচালন করে। এই সত্য এ ব্যক্তি কি সুন্দর ভাবেই প্রকটিত করিল!" তিনি সে ব্যক্তির উপর সন্তুষ্ট হইয়া নিম্নলিখিত তৃতীয় গাথাটী বলিলেন :—

তুমি আমি আর অন্য সর্ব্বজন,
উদরের দূত সবাই, ব্রাহ্মণ।
এক দূতে অন্য দূতের সৎকার
করিবে নিশ্চয়, সাধ্য যত তার।
সহস্র রোহিণী *, ষণ্ড এক আর—
দিলাম তোমায় এই পুরস্কার।

অনন্তর রাজা আবার বলিলেন, "এই মহাপুরুষ আমাকে এমন অপূর্ব্ব কথা শুনাইয়াছেন, যাহা আমি পূর্ব্বে কখনও ভাবি নাই।" ফলতঃ বোধিসত্ত্ব সেই ব্যক্তির কথায় এত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, তিনি তাহার বহু সম্মান করিয়াছিলেন।

[এইরূপ ধর্ম্মদেশনা করিয়া শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। সত্যব্যাখ্যা শুনিয়া সেই লোভী ভিক্ষু অনাগামিফল এবং অপর বহুজন স্রোতাপত্তিফল প্রভৃতি প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—এখন এই লোভী ভিক্ষু ছিল সেই লোভী পুরুষ, এবং আমি ছিলাম সেই ভোজনশুদ্ধিক রাজা।]

২৬১—পদ্ম-জাতক।

[কয়েক জন ভিক্ষু আনন্দকর্ত্তৃক রোপিত বোধিদ্রুমকে মাল্যাদি দ্বারা পূজা করিয়াছিলেন। তৎসংক্রান্ত প্রত্যুৎপন্নবস্তু কলিঙ্গবোধি-জাতকে (৪৭৯) সবিস্তর বলা যাইবে। এই বৃক্ষ আনন্দকর্ত্তৃক রোপিত হইয়াছিল বলিয়া আনন্দবোধি নামে অভিহিত হইত। স্থবির আনন্দ যে ইহাকে জেতবন-দ্বারকোষ্ঠকের নিকটে রোপণ করিয়াছিলেন, এ সংবাদ সমস্ত জম্বুদ্বীপেই প্রচারিত হইয়াছিল।

একদা জনপদবাসী কতিপয় ভিক্ষু আনন্দ-বোধিকে মালা দ্বারা পূজা করিবার অভিপ্রায়ে জেতবনে গমনপূর্ব্বক শাস্তাকে প্রণাম করিলেন, পর দিন মালা কিনিবার জন্য শ্রাবস্তী নগরস্থ উৎপলবীথিতে গেলেন; কিন্তু সেখানে মালা না পাইয়া বিহারে ফিরিয়া আনন্দকে বলিলেন, "মহাশয়, আমরা বোধিদ্রুমকে মালা দিয়া পূজা করিব, এই ইচ্ছায় উৎপলবীথিতে গিয়াছিলাম, কিন্তু সেখানে একটী মালাও পাইলাম না।" আনন্দ বলিলেন, "আচ্ছা, আমি মালা আনিয়া দিতেছি।" অনন্তর তিনি উৎপলবীথিতে গিয়া বিস্তর নীলোৎপল-কলাপ আনিলেন এবং ভিক্ষুদিগকে দিলেন। তাঁহারা এই সমস্ত লইয়া আনন্দবোধির পূজা করিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিহারস্থ ভিক্ষুদিগের কর্ণগোচর হইলে তাঁহারা ধর্ম্মসভায় স্থবির আনন্দের গুণকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, "দেখ ভাই, জনপদবাসী অল্পপুণ্য ভিক্ষুগণ উৎপলবীথিতে গিয়া মালা পাইলেন না; কিন্তু স্থবির সেখান হইতেই বিস্তর মালা লইয়া আসিলেন।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের কথা শুনিতে পাইলেন এবং বলিলেন, "দেখ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও বাক্‌পটু লোকে বাক্‌পটুতার পুরস্কার-স্বরূপ মালা পাইয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

---

* লাল রঙের গাই।

* আনন্দের উদ্যোগে মহামৌদ্‌গল্যায়ন গয়ার বোধিদ্রুম হইতে বীজ আনয়ন করেন এবং অনাথপিণ্ডদ-কর্ত্তৃক উহা জেতবনবিহারের দ্বারসন্নিকটে রোপিত হয়। প্রবাদ আছে যে বীজ রোপিত হইবা মাত্রই তাহা হইতে ৫০ হস্ত উচ্চ কাণ্ড বিনির্গত হইয়া শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়াছিল।

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব এক শ্রেষ্ঠিপুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন নগরের অভ্যন্তরে একটা সরোবরে পদ্ম ফুটিত। এক ছিন্ননাস ব্যক্তি ঐ সরোবরের রক্ষণাবেক্ষণ করিত।

একদা বারাণসীতে একটা উৎসব হইবে এই সংবাদ প্রচারিত হইলে, তিনজন শ্রেষ্ঠিপুত্র মালা পরিয়া উৎসবে যোগ দিবার ও আমোদ প্রমোদ করিবার অভিপ্রায়ে স্থির করিল, "চল যাই, সেই ছিন্ননাস ব্যক্তিকে অলীক চাটুবাদ শুনাইয়া মালা চাই গিয়া।" অনন্তর, পদ্মরক্ষক ব্যক্তি যখন সরোবরে পদ্ম তুলিতেছিল, তখন তাহারা সেখানে উপস্থিত হইল এবং তীরে দাঁড়াইয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। তাহাদের একজন রক্ষককে সম্বোধন করিয়া বলিল :—

কাট চুল, কাট দাড়ি যত ইচ্ছা লাগে,
দু'দিন পরে বেড়ে হবে ছিল যেমন আগে।
তেমনি তোমার নাকটী বেড়ে হবে আগের মত ;
দাওনা, ভায়া, দয়া করি পদ্ম গোটা কত ?

ইহাতে ঐ ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে পদ্ম দিল না। তখন দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠিপুত্র বলিল :—

শরতে বীজ বুনলে ক্ষেতে অঙ্কুর বাহির হয়,
তেমনি তোমার নাকটী বাহির হবে মহাশয়।
বেড়ে বেড়ে ঠিক আবার হবে আগের মত,
দাওনা, ভায়া, দয়া করি পদ্ম গোটা কত ?

কিন্তু ইহা শুনিয়াও ঐ ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হইল এবং তাহাকে পদ্ম দিলনা। অনন্তর তৃতীয় শ্রেষ্ঠিপুত্র বলিল :—

প্রলাপ বকে মূর্খ এরা, ভাবে এই কথায়
ভাগ্যে যদি গোটা কত পদ্ম জুটে যায়।
হাঁ বলুক, আর নাই বলুক, তোষামোদী জন ;
কাটা নাক হয় না ক আছিল যেমন।
সোজা পথে চলি, ভায়া, সত্য কথা বলি,
গোটা কত পদ্ম দাও, যাই আমি চলি।

এই কথা শুনিয়া পদ্মসরোবরের রক্ষক বলিল, "এ দুই জন মিথ্যা কথা কহিয়াছে, তুমি যাহা প্রকৃত, তাহা বলিয়াছ। অতএব তোমারই পদ্ম পাওয়া উচিত।" অনন্তর সে ঐ সত্যবাদীকে একটা বড় পদ্মমালা দিয়া পুনর্ব্বার জলে নামিল।

[সমবধান—তখন আমিই ছিলাম সেই পদ্মলাভী শ্রেষ্ঠিপুত্র।]

২৬২—মৃদুপাণি-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে জনৈক উৎকণ্ঠিত ভিক্ষুকে উপলক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। অন্যান্য ভিক্ষুরা এই ব্যক্তিকে ধর্ম্মসভায় আনয়ন করিলে শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, "কি হে, তুমি নাকি বড় উৎকণ্ঠিত হইয়াছ?" সে ইহা স্বীকার করিলে শাস্তা বলিলেন, "দেখ, রমণীরা স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ আরম্ভ করিলে তাহাদিগকে রক্ষা করা অসম্ভব। পুরাকালে পণ্ডিতজনেও নিজের কন্যাকে রক্ষা করিতে পারেন নাই। পিতা কন্যার হাত ধরিয়া ছিলেন ; তথাপি সেই রমণী প্রবৃত্তি-প্রণোদিত হইয়া তাঁহার অজ্ঞাতসারে পুরুষান্তরের সহিত পলায়ন করিয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব তাঁহার অগ্রমহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহ।

করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি তক্ষশিলায় গিয়া বিদ্যা শিক্ষা করেন এবং পিতার মৃত্যু হইলে স্বয়ং রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যথাধর্ম্ম রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হন।

বোধিসত্ত্ব অন্তঃপুরে নিজের কন্যা ও ভাগিনেয়ের লালন পালন করিতেন। একদিন তিনি অমাত্যদিগের সহিত উপবিষ্ট হইয়া মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন, "আমার মৃত্যুর পর আমার ভাগিনের রাজা হইবে এবং আমার কন্যা তাহার অগ্রমহিষী হইবে।"

কিন্তু এই বালক ও বালিকা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তিনি আর একদিন অমাত্যদিগের সহিত উপবিষ্ট হইয়া বলিলেন, "ভাগিনেয়ের জন্য অন্য কাহারও কন্যা আনিব, আমার কন্যাকেও অন্য কোন রাজকুলে সম্প্রদান করিব। ইহাতে আমার কুটুম্বের সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে।" অমাত্যেরা এই প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন।

তখন বোধিসত্ত্ব ভাগিনেয়ের বাসের জন্য অন্তঃপুরের বাহিরে একটী গৃহ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন এবং তাঁহাকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু এই কুমার ও কুমারী পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিলেন। কুমার চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'কি উপায়ে' রাজকুমারীকে অন্তঃপুর হইতে বাহির করা যায়? একটা উপায় আছে। দেখা যাউক, কি হয়।' অতঃপর তিনি ধাত্রীকে উৎকোচ দিলেন।

ধাত্রী জিজ্ঞাসিল "আর্য্যপুত্র, আমায় কি করিতে হইবে বলুন।" কুমার বলিলেন, "মা, রাজকন্যাকে অন্তঃপুরের বাহির করিবার সুবিধা চাই। তোমায় ইহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।" "রাজকন্যার সঙ্গে আগে এ সম্বন্ধে কথা বলিয়া দেখিব।" "বেশ কথা; তাহাই কর।" ধাত্রী রাজকন্যার নিকট গিয়া বলিল, "এস মা, তোমার মাথার উকুন মারিয়া দি।" সে রাজকন্যাকে একখানা অনুচ্চ আসনে বসাইল, নিজে একখানা উচ্চ আসন গ্রহণ করিল, এবং নিজের উরুদেশে তাঁহার মাথা রাখিয়া উকুন খুঁজিতে খুঁজিতে নখ দিয়া একটা আঁচড় দিল। রাজকন্যা বুঝিলেন এ আঁচড় ধাত্রীর নিজের নখের নহে, তাঁহার পিস্তুত ভাইএর নখের। তিনি জিজ্ঞাসিলেন "ধাই মা, তুমি কুমারের নিকট গিয়াছিলে?" "হাঁ মা, আমি তাঁহার নিকট গিয়াছিলাম।" "তিনি তোমায় কি বলিয়া দিয়াছেন?" "তোমাকে বাহির করিবার কোন উপায় আছে কি না তাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।" "তিনি যদি বুদ্ধিমান্ হন, তবে নিশ্চিত বুঝিতে পারিবেন", এই বলিয়া তিনি নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটী পাঠ করিয়া বলিলেন, "মা, তুমি এই গাথাটী শিখিয়া লও, কুমারকে গিয়া ইহা শুনাইবে;—

> করদ্বয় মৃদুস্পর্শ, গজ সুশিক্ষিত,
> অন্ধকারে বৃষ্টি—আশা পুরিবে নিশ্চিত।"

এই গাথা শিক্ষা করিয়া ধাত্রী কুমারের নিকট ফিরিয়া গেল। কুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি মা, রাজকন্যা কি বলিলেন?" ধাত্রী উত্তর দিল, "বাবা, তিনি আর কিছু বলিলেন না, কেবল এই গাথাটী বলিয়া পাঠাইয়াছেন।" ইহা বলিয়া সে কুমারকে উক্ত গাথাটী শুনাইল। কুমার শুনিবামাত্র উহার অর্থ বুঝিলেন, এবং "আচ্ছা মা, তুমি এখন যাও," বলিয়া ধাত্রীকে বিদায় দিলেন। তিনি একটী সুশ্রী ও কোমলপাণি বালক ভৃত্য নিযুক্ত করিয়া তাহাকে নিজের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য প্রস্তুত করিলেন; মঙ্গলহস্তি-পালককে উৎকোচ দিয়া নিজের বশে আনিলেন, মঙ্গলহস্তীকে এরূপ শিক্ষা দিলেন যেন সে কিছুতেই ভয় না পায় বা বিচলিত না হয়। এই সমস্ত করিয়া তিনি উপযুক্ত সময়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অনন্তর কৃষ্ণপক্ষের পোষধ * দিবসে নিশীথ-সময়ে নিবিড় কৃষ্ণমেঘ হইতে বারি বর্ষণ আরম্ভ হইল। কুমার ভাবিলেন, 'রাজকন্যা যে সময়ের কথা বলিয়াছিলেন, এতদিনে তাহা উপস্থিত হইয়াছে'।

* চতুর্দ্দশীতে কিংবা অমাবস্যায়। প্রথমে প্রতিপক্ষে তিন দিন অর্থাৎ অষ্টমী, চতুর্দ্দশী ও পঞ্চদশী পোষধের (উপোসথের) দিন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। শেষে প্রতিপক্ষে এক দিন, অর্থাৎ হয় চতুর্দ্দশীতে, নয় পঞ্চদশীতে পোষধ পালন করিবার বিধান হয়। ১ম খণ্ডের ২য় পৃষ্ঠের টীকা দ্রষ্টব্য। সেখানে উপোসথের দিন-সংখ্যায় সামান্য ভ্রম আছে।

তিনি হস্তীতে আরোহণ করিয়া সেই কোমলপাণি বালক ভৃত্যকে তাহার পৃষ্ঠে বসাইলেন এবং রাজভবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি রাজভবনের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণের পুরোভাগে বাতায়ন-সমীপে একটা বৃহৎ প্রাচীরের গায়ে হস্তীটাকে বন্ধন করিয়া রাখিলেন এবং সেখানে থাকিয়া ভিজিতে লাগিলেন।

রাজা সাতিশয় সতর্কতার সহিত কন্যার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। তিনি তাঁহাকে অন্যত্র শয়ন করিতে দিতেন না, নিজের নিকটে একখানা ছোট বিছানায় শোওয়াইয়া রাখিতেন। যে দিনের কথা হইতেছে, সেদিন রাজকুমারী ভাবিলেন, 'আজ কুমার নিশ্চয় আসিবেন'। কাজেই তিনি শুইয়া রহিলেন বটে, কিন্তু নিদ্রা গেলেন না। এইরূপে কিয়ৎক্ষণ অতীত হইলে তিনি বলিলেন, "বাবা, আমার স্নান করিতে ইচ্ছা হইতেছে।" রাজা বলিলেন, "চল মা, তোমায় স্নান করাইয়া আনিতেছি।" অনন্তর তিনি কুমারীর হাত ধরিয়া সেই বাতায়নের নিকট লইয়া গেলেন, 'স্নান কর গিয়া' বলিয়া কুমারীকে তুলিয়া বাতায়নের বহিঃস্থ পদ্মের উপর * বসাইলেন এবং তাঁহার একখানা হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

রাজকুমারী স্নান করিতে করিতে কুমারের দিকে একখানা হাত বাড়াইয়া দিলেন। কুমার ঐ হাত হইতে অলঙ্কারগুলি খুলিয়া বালক ভৃত্যটার হাতে পরাইলেন এবং বালকটীকে তুলিয়া কুমারীর পার্শ্বে পদ্মোপরি বসাইয়া দিলেন। কুমারী তখন বালকটীর হাতখানি লইয়া পিতার হাতে দিলেন। রাজা এই হাত ধরিলেন এবং কন্যার হাত ছাড়িয়া দিলেন। তাহার পর কুমারী নিজের দ্বিতীয় হস্ত হইতেও অলঙ্কারগুলি খুলিয়া বালকটীর অপর হস্তে পরাইলেন এবং এই হস্তও পূর্ব্ববৎ পিতার হস্তে দিয়া নিজে কুমারের সহিত প্রস্থান করিলেন।

রাজা ভাবিলেন তিনি কুমারীর হাত ধরিয়া রহিয়াছেন। যখন স্নান শেষ হইল, তখন তিনি বালকটীকেই নিজের সঙ্গে লইয়া গিয়া তাহাকে শ্রীগর্ভে † শয়ন করাইলেন, উহার দ্বার রুদ্ধ করিয়া তদুপরি নিজের মুদ্রা অঙ্কিত করিলেন এবং সেখানে প্রহরী রাখিয়া নিজের কক্ষে গিয়া শয়ন করিলেন।

রজনী প্রভাত হইলে রাজা শ্রীগর্ভের দ্বার উন্মোচন করিয়া বালকটীকে দেখিতে পাইলেন এবং অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজকুমারী কুমারের সহিত যে উপায়ে পলায়ন করিয়াছেন, বালকটী তাহা আনুপূর্ব্বিক নিবেদন করিল। রাজা দুর্মনায়মান হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, "হাত ধরিয়া সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইলেও কেহ রমণীদিগকে রক্ষা করিতে পারে না। অহো! রমণীরা এমনই অরক্ষণীয়া।" অনন্তর তিনি নিম্নলিখিত গাথাদ্বয় বলিলেন ;—

কে পারে বুঝিতে, বল, রমণীর মন
সাবধানে বলি সদা মধুর বচন। ‡
নদীতে ঢালিলে জল কে কবে লভিবে ফল?
পূরাইতে গর্ত তার শক্তি কার(ও) নাই,
ললনার বাসনার অন্ত নাহি পাই।
নিয়ত নরক-পথে নারীর গমন;
দূর হতে সাধু তারে করে বিসর্জ্জন।

বুঝিতে নারীর মন যে করে যতন,
ভালবাসে, দেয় তারে যত পারে ধন,
ইহামুত্র নাশ তার জেন তুমি দুর্নিবার,

---

* জানালার বাহিরে একপ্রকার ছোট বারান্দা, ইহা পদ্মাকারে গঠিত বলিয়া পদ্ম নামে অভিহিত।

† শ্রীগর্ভ=রাজকীয় শয়নাগার।

‡ প্রথম দুই পঙ্‌ক্তির এইরূপ অর্থও হইতে পারে ঃ—

রমণী কুটিলা, মুখে মধুর বচন,
হৃদয়ে গরল কিন্তু করে সে ধারণ।

ইন্ধনে লভিয়া পুষ্টি তাহাই যেমন
মুহূর্ত্তের মধ্যে নাশ করে হুতাশন,
তেমনি রমণীগণে যেবা ভালবাসে
তাহাকেই পিশাচীরা অচিরে বিনাশে। †

ইহা বলিয়া মহাসত্ত্ব স্থির করিলেন, 'ভাগিনেয়ও আমার পোষ্য।' তিনি মহাসমাদরে কুমারকেই কন্যা সম্প্রদান করিলেন। অতঃপর কুমার ঔপরাজ্যে * অভিষিক্ত হইলেন এবং মাতুলের দেহত্যাগের পর নিজেই রাজপদ লাভ করিলেন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তচ্ছ্রবণে সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু স্রোতাপত্তি ফল প্রাপ্ত হইলেন। সমবধান—তখন আমি ছিলাম সেই রাজা।]

২৬৩—চুল্লপ্রলোভন-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি করিবার সময় অনেক উৎকণ্ঠিত ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। সেই ব্যক্তি ধর্ম্মসভায় আনীত হইলে শাস্তা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "সত্যই কি তুমি উৎকণ্ঠিত হইয়াছ।" সে উত্তর দিয়াছিল, "হাঁ ভদন্ত।" তখন শাস্তা বলিয়াছিলেন, "দেখ, রমণীগণ পুরাকালে শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিদিগকেও পাপপথে লইয়া গিয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিয়াছিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্ত অপুত্রক ছিলেন বলিয়া রাজ্ঞীদিগকে বলিয়াছিলেন, "তোমরা (দেবতাদিগের নিকট) পুত্র প্রার্থনা কর।" রাণীরা তদনুসারে (দেবতাদিগের নিকট) পুত্র প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

দীর্ঘকাল পরে বোধিসত্ত্ব ব্রহ্মলোকভ্রষ্ট হইয়া বারাণসীরাজের অগ্রমহিষীর গর্ভে প্রবেশ করিলেন। তিনি যখন ভূমিষ্ঠ হইলেন, তখনই লোকে তাঁহাকে স্নান করাইল এবং স্তন্যপানের জন্য একজন ধাত্রীর হস্তে সমর্পণ করিল। কিন্তু বোধিসত্ত্ব এই ধাত্রীর স্তন্যপানের সময় কাঁদিতে লাগিলেন। তখন রাজার কর্ম্মচারীরা তাঁহাকে অন্য একজনের হাতে দিলেন, কিন্তু কোন

* রাজার প্রতিনিধিকে উপরাজ (viceroy) বলা যাইত।

† এই গাথাদ্বয়ের প্রসঙ্গে টীকাকার নিম্নলিখিত গাথাচতুষ্টয় উদ্ধৃত করিয়াছেন:—

বল, বীর্য্য সব যায় নারীর কুহকে পড়ি,
চক্ষুষ্মান্ হ'য়ে অন্ধ, পাপে দেয় গড়াগড়ি।

গুণী হয় গুণহীন, প্রাজ্ঞ প্রজ্ঞাধন
নারীর কুহকে পড়ি দেয় বিসর্জ্জন।
প্রমত্ত হইয়া পশে প্রণয়-বন্ধনে;
নারীর কুহক, হায়, বুঝিব কেমনে?

যেমন তস্করে করে সর্ব্বস্ব হরণ
পথিকের, সেইরূপ কুহকিনীগণ
প্রমত্তের ধৃতি, তপ, শীল, সত্য, স্মৃতি,
শাস্ত্রজ্ঞান, সাধুকার্য্য-সম্পাদনে মতি
সমস্ত বিনষ্ট করে হায়, হায়, হায়!
জেনে শুনে পড়ে লোকে হেন দুর্দ্দশায়!

অগ্নি যথা কাষ্ঠপুঞ্জ ভস্মীভূত করে।
তেমতি কুহকবলে, রমণীরা হরে
প্রমত্তের কীর্ত্তি, যশ, ধৃতি, শৌর্য্য, বীর্য্য,
প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, প্রজ্ঞা, বুদ্ধির গাম্ভীর্য্য।

স্ত্রীলোক তাঁহাকে কোলে করিলেই তিনি কাঁদিয়া অনর্থ ঘটাইতে লাগিলেন। কাজেই রাজ-কর্ম্মচারীরা তাঁহার জন্য একজন পুরুষ ভৃত্য নিযুক্ত করিয়া দিলেন। এই লোকটা তাঁহাকে কোলে তুলিলেই তিনি চুপ করিয়া রহিতেন। তদবধি তাঁহার লালন পালনের জন্য পুরুষ ভৃত্য নিযুক্ত করা হইল। তাহারাই তাঁহাকে লইয়া বেড়াইত। স্তন্য পান করাইবার সময় তাহারা হয় স্তন্য দোহন করাইত, অথবা যবনিকার অন্তরাল হইতে তাঁহার মুখে স্তন দিত। তিনি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইলেও কেহই তাঁহাকে স্ত্রীলোকের মুখ দর্শন করাইতে পারিল না। রাজা তাঁহার জন্য স্বতন্ত্র বসিবার ঘর ও ধ্যানের ঘর প্রস্তুত করাইয়া দিলেন।

বোধিসত্ত্বের বয়স্ যখন ষোল বৎসর হইল, তখন রাজা চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'আমার অন্য পুত্র নাই; যে পুত্র হইয়াছে, সে কামভোগে বিরত; রাজ্যেও ইহার আকাঙ্ক্ষা নাই; এ পুত্র লাভ করিয়া ত আমার দুঃখই হইল।'

তখন রাজধানীতে এক নৃত্যগীতবাদ্যকুশলা যুবতী নর্ত্তকী বাস করিত। পুরুষের মন যোগাইয়া তাহাদিগকে বশে আনিতে তাহার বেশ ক্ষমতা ছিল। সে একদিন রাজার নিকটে গিয়া বলিল, "মহারাজ, আপনি কি চিন্তা করিতেছেন?" রাজা তাহাকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলেন।

তাহা শুনিয়া নর্ত্তকী বলিল, "তাহা হউক, মহারাজ, আমি কুমারকে প্রলোভন দেখাইয়া কামরসের আস্বাদ জানাইব।" রাজা বলিলেন, "আমার পুত্র এ পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকের গন্ধ পর্য্যন্ত অনুভব করে নাই। তুমি যদি তাহাকে প্রলুব্ধ করিতে সমর্থ হও, তাহা হইলে সে ত রাজা হইবেই; তুমিও তাহার অগ্রমহিষী হইবে।" "সে ভার আমার উপর রহিল, মহারাজ। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।" অনন্তর সে প্রাসাদ-রক্ষকদিগের নিকট গিয়া বলিল, "আমি ভোরে আসিয়া আর্য্যপুত্রের শয়নমন্দিরে যাইব এবং তাঁহার ধ্যানাগারের বাহিরে বসিয়া গান করিব। যদি তিনি রাগ করেন, তোমরা আমায় জানাইবে, আমি তাহা হইলে চলিয়া যাইব, আর যদি তিনি মন দিয়া শুনেন, তাহা হইলে তোমরা তাঁহার নিকট আমার সুখ্যাতি করিবে।" রক্ষকেরা "বেশ, তাহাই করিব" বলিয়া স্বীকার করিল।

পরদিন নর্ত্তকী যথাস্থানে অবস্থিতি করিয়া বীণা সংযোগে গান আরম্ভ করিল। সে এমন মধুর ভাবে গাইতে লাগিল যে বীণার স্বরের সহিত গীতের স্বর এবং গীতের স্বরের সহিত বীণার স্বর মিলিয়া এক হইল। কুমার শয্যায় থাকিয়াই উহা শুনিতে লাগিলেন এবং পরদিন নর্ত্তকীকে অপেক্ষাকৃত নিকটে বসিয়া গান করিতে বলিলেন। তাহার পরদিন তিনি তাহাকে ধ্যানাগারে বসাইয়া গান করাইলেন এবং তাহার পরদিন নিজের সমীপেই বসাইলেন।*

এইরূপে উত্তরোত্তর তাঁহার তৃষ্ণা উৎপন্ন হইল। সংসারের অন্যান্য লোকের পথানুসরণ করিয়া তিনিও কামরসের আস্বাদ পাইলেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে ঐ নর্ত্তকীকে অন্য কোন পুরুষের ভোগ্যা হইতে দিবেন না। তিনি এমনই উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন যে অসিহস্তে লইয়া রাজমার্গে অবতরণপূর্ব্বক পুরুষ দেখিলেই তাহাকে তাড়া করিতে লাগিলেন। তখন রাজা তাঁহাকে ধরাইয়া ঐ নর্ত্তকীর সহিত নগর হইতে নির্ব্বাসিত করিলেন।

রাজকুমার নর্ত্তকীর সঙ্গে অরণ্যে প্রবেশ করিলেন এবং অধোগামী পথে গমন করিতে করিতে, একদিকে গঙ্গা ও এক দিকে সমুদ্র, এতদুভয়ের অন্তরে একটী স্থান নির্ব্বাচনপূর্ব্বক

* Vice is a monster of such frightful mein,
As to be hated needs only to be seen.
But seen too oft, familiar with her face,
We first endure, then pity, then embrace.—Pope.

সেখানে আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। নর্ত্তকী পর্ণশালায় থাকিয়া কন্দ-মূলাদি পাক করিত, বোধিসত্ত্ব অরণ্য হইতে ফলাদি সংগ্রহ করিয়া আনিতেন।

একদিন বোধিসত্ত্ব ফলাহরণার্থ গমন করিয়াছেন, এমন সময়ে এক তাপস সমুদ্রগর্ভস্থ কোন দ্বীপ হইতে ভিক্ষাচর্য্যার্থ আকাশপথে গমন করিবার কালে ঐ আশ্রমের ধূম দেখিতে পাইয়া সেখানে অবতরণ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া নর্ত্তকী বলিল, "যতক্ষণ পাক শেষ না হয়, ততক্ষণ দয়া করিয়া বসুন।" অনন্তর সে রমণীসুলভ কৌশলপ্রয়োগে সেই তাপসকে প্রলুব্ধ ও ধ্যানচ্যুত করিল। ইহাতে তাঁহার ব্রহ্মচর্য্য বিনষ্ট হইল। তিনি ছিন্নপক্ষ কাকের ন্যায় সেখানে বসিয়া রহিলেন,—সেই রমণীকে ছাড়িয়া যাইতে পারিলেন না। এদিকে বোধিসত্ত্ব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র ঐ তাপস অতিবেগে সমুদ্রাভি-মুখে পলায়ন করিলেন। বোধিসত্ত্ব মনে করিলেন, এ নিশ্চয় কোন শত্রু হইবে; কাজেই তিনি অসি নিষ্কোষিত করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলেন। তাপস তখন উৎপতন করিতে গিয়া সমুদ্রগর্ভে পতিত হইলেন। ইহা দেখিয়া বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, 'তপস্বী সম্ভবতঃ আকাশপথে আসিয়াছিলেন; কিন্তু ধ্যানভঙ্গবশতঃ এখন সমুদ্রে পড়িয়া গেলেন। ইঁহাকে রক্ষা করা আমার কর্ত্তব্য।' অনন্তর তিনি বেলান্তে দাঁড়াইয়া এই গাথাগুলি বলিলেন :—

না এসেছ জলপথে; ঋদ্ধির প্রভাবে
আকাশমার্গেতে চলি এলে মহাশয়,
রমণীর সঙ্গে মিশি বীর্য্যহীন এবে,
পড়িয়া সাগর-গর্ভে জীবন সংশয়।

রমণীর মায়াবর্ত্তে পড়ে যেই জন
ব্রহ্মচর্য্য ধ্রুব তার হইবে বিনাশ;
বুঝি ইহা ভালরূপে বুদ্ধিমান্ জন
দূর হ'তে ছাড়ি যায় রমণীর পাশ। *

কামবশে, কিংবা অর্থ লভিবার তরে
রমণী ভজন যারে একবার করে,
শীঘ্র তার সর্ব্বনাশ হয় সঙ্ঘটন,
অগ্নি যথা করে ত্বরা ইন্ধন দহন।

বোধিসত্ত্বের এই কথা শুনিয়া তাপস সমুদ্র মধ্যে থাকিয়াই পুনর্ব্বার ধ্যানস্থ হইলেন এবং নিজের বাসস্থানে চলিয়া গেলেন। তদ্দর্শনে বোধিসত্ত্ব চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'এই তপস্বী এত ভার সঙ্গে লইয়াও আকাশপথে শাল্মলি তূলের ন্যায় চলিয়া গেলেন। আমিও ইঁহার ন্যায় ধ্যানবল লাভ করিয়া আকাশ-পথে বিচরণ করিব।' ইহা স্থির করিয়া তিনি আশ্রমে প্রবেশ করিলেন, সেই রমণীকে লোকালয়ে লইয়া গেলেন এবং তাহাকে যেখানে ইচ্ছা যাইতে বলিয়া নিজে অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। সেখানে তিনি কোন মনোরম ভূভাগে আশ্রম নির্ম্মাণপূর্ব্বক ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন এবং কৃৎস্নপরিকর্ম্মদ্বারা অভিজ্ঞা ও সমাপত্তি প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মলোক-বাসের উপযুক্ত হইলেন।

---

* এখানে টীকাকার নিম্নলিখিত গাথাটী উদ্ধার করিয়াছেন :—

রমণীর মায়া, রোগ, শোক, উপদ্রব,
মরীচিকাসম আশা—বন্ধন এ সব,
হৃদয়ে নিহত এরা মরণের পাশ,
নরাধম, এ সকলে করে যে বিশ্বাস।

[শাস্তা এইরূপে ধর্ম্মদেশনপূর্ব্বক সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন।]

সমবধান—তখন আমি ছিলাম সেই কুমার, যিনি প্রথমে স্ত্রীলোকের গন্ধ পর্য্যন্ত সহিতে পারিতেন না।]

২৬৪—মহাপ্রণাদ-জাতক।

[শাস্তা গঙ্গাতীরে উপবিষ্ট হইয়া স্থবির ভদ্রজিতের অনুভাব-সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এক বার শাস্তা শ্রাবস্তীতে বর্ষাবাস সমাপনপূর্ব্বক সঙ্কল্প করিলেন, ভদ্রজিৎ নামক এক সম্ভ্রান্ত যুবককে অনুগ্রহ দেখাইতে হইবে। অনন্তর তিনি ভিক্ষুসঙ্ঘ-পরিবৃত হইয়া ভিক্ষাচর্য্যা করিতে করিতে ভদ্রিক নগরে উপনীত হইলেন এবং কুমার ভদ্রজিতের জ্ঞানপরিপাক-প্রতীক্ষায় সেখানে জাতিয়াবন নামক স্থানে তিন মাস অবস্থিতি করিলেন। কুমার ভদ্রজিৎ অতি মহাশয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ভদ্রিক নগরের অশীতিকোটি বিভব-সম্পন্ন কোন শ্রেষ্ঠীর একমাত্র পুত্র। তাঁহার তিন ঋতুতে বাস করিবার উপযোগী তিনটী প্রাসাদ ছিল, তাহার এক একটীতে তিনি চারি মাস বাস করিতেন। এক প্রাসাদে বাস করিয়া অন্য প্রাসাদে যাইবার সময় তিনি জ্ঞাতিজন পরিবৃত হইয়া মহাসমারোহে যাত্রা করিতেন। তখন কুমারের শোভাযাত্রার ঘটা দেখিবার জন্য সমস্ত নগর সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিত। লোকে যাহাতে অবাধে দেখিতে পারে, সেই জন্য তখন প্রাসাদদ্বয়ের অন্তর্ব্বর্ত্তী পথে চক্রে চক্রে আসনমঞ্চ প্রস্তুত হইত। *

ভদ্রিক নগরে তিন মাস বাস করিবার পর শাস্তা নগরবাসীদিগকে জানাইলেন, যে তিনি স্থানান্তরে চলিয়া যাইবেন। নগরবাসীরা অনুরোধ করিল, 'ভদন্ত, আপনি আগামী কল্য যাইবেন'। তাহারা পর দিনই বুদ্ধপ্রমুখ সঙ্ঘের জন্য মহাদানের আয়োজন করিল, নগরমধ্যে এক মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিয়া তাহা সাজাইল এবং সকলের জন্য আসন স্থাপন করিয়া দানের সময় উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করিল। শাস্তা ভিক্ষুসঙ্ঘ-পরিবৃত হইয়া সেখানে গমনপূর্ব্বক আসন গ্রহণ করিলেন। নগরবাসীরা মহাদান দিল। ভোজনান্তে শাস্তা মধুরস্বরে অনুমোদন আরম্ভ করিলেন।

এই সময়ে কুমার ভদ্রজিৎ এক প্রাসাদ হইতে অন্য প্রাসাদে যাইতেছিলেন; কিন্তু সেদিন তাঁহার ঐশ্বর্য্য-দর্শনার্থ কেহই উপস্থিত ছিল না। কেবল তাঁহার নিজের লোক জনেরাই তাঁহার সঙ্গে ছিল। তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অন্য সময়ে আমি এক প্রাসাদ হইতে অন্য প্রাসাদে যাত্রা করিলে সমস্ত নগর সংক্ষুব্ধ হইয়া থাকে, লোকে চক্রাকারে কত আসনমঞ্চ প্রস্তুত করিয়া থাকে, অদ্য কিন্তু আমার নিজের লোক জন ব্যতীত অন্য কাহাকেও দেখিতে পাইতেছি না; ইহার কারণ কি বল ত?" তাহারা উত্তর দিল, "স্বামিন্, সম্যক্সম্বুদ্ধ এই নগরে তিন মাস বাস করিয়া অদ্য প্রস্থান করিবেন। তিনি ভোজন শেষ করিয়া সমস্ত লোকের নিকট ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতেছেন, নগরবাসী সকলেই তাঁহার ধর্ম্মকথা শুনিতেছে।" 'বটে, তবে চল, আমরাও গিয়া শুনি।' ইহা বলিয়া ভদ্রজিৎ সর্ব্বাভরণ ধারণ করিয়াই অনুচরগণসহ সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং জনসঙ্ঘের এক প্রান্তে থাকিয়া ধর্ম্মকথা শুনিতে লাগিলেন। ইহাতে তাঁহার সমস্ত পাপক্ষয় হইল; তিনি তখনই অগ্রফল অর্থাৎ অর্হত্ব লাভ করিলেন।

তখন শাস্তা ভদ্রিকের পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মহাশ্রেষ্ঠিন্, তোমার পুত্র নানাবিধ অলঙ্কার পরিধান করিয়াও আমার ধর্ম্মকথাশ্রবণে অর্হত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অতএব ইহাকে অদ্যই হয় প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে, নয় পরিনির্ব্বাণ লাভ করিতে হইবে।" ইহা শুনিয়া সেই শ্রেষ্ঠী উত্তর দিলেন, "ভদন্ত, আমি পুত্রের পরিনির্ব্বাণ চাই না, তাহাকে প্রব্রজ্যা দিন এবং প্রব্রজ্যাদানের পর আগামী কল্য তাহাকে লইয়া আমার গৃহে আগমন করুন।"

শাস্তা এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন, সম্ভ্রান্তবংশীয় সেই কুমারকে লইয়া বিহারে গেলেন এবং সেখানে তাঁহাকে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা দিলেন। অতঃপর শ্রেষ্ঠিদম্পতী সপ্তাহকাল শাস্তার বহু সৎকার করিলেন।

সপ্তাহ বাসের পর শাস্তা ভদ্রিককে লইয়া ভিক্ষাচর্য্যা করিতে করিতে কোটিগ্রামে উপনীত হইলেন। কোটিগ্রামবাসীরাও বুদ্ধপ্রমুখ সঙ্ঘকে মহাদান দিল। শাস্তা ভোজনান্তে অনুমোদন করিতেছেন, এমন সময়ে ভদ্রজিৎ গ্রামের বাহিরে গিয়া গঙ্গার ঘাটের নিকট এক বৃক্ষমূলে ধ্যানস্থ হইলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, 'শাস্তা আসিলেই আমি ধ্যান হইতে উঠিব।' (কাজেও তাহাই হইল।) যখন প্রবীণ স্থবিরেরা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন তিনি আসন হইতে উত্থিত হইলেন না; কিন্তু শাস্তা আসিবামাত্র উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ইহা দেখিয়া পৃথগ্জনেরা ক্রুদ্ধ হইল; তাহারা ভাবিল, 'কি আস্পর্দ্ধা, এ যেন কত পূর্ব্বেই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছে, যে প্রবীণ স্থবিরদিগকে আসিতে দেখিয়াও আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল না!'

কোটিগ্রামবাসীরা নৌসঙ্ঘাট প্রস্তুত করিল। † শাস্তা সঙ্ঘাটিতে উঠিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "ভদ্রজিৎ কোথায়?"

* 'চক্কাতিচক্কানি মঞ্চাতিমঞ্চানি' অর্থাৎ এক চক্রের উপর অন্য চক্র এবং এক মঞ্চের উপর অন্য মঞ্চ।

† এই খণ্ডের ১৪শ পৃষ্ঠের টীকা দ্রষ্টব্য।

ভিক্ষুরা বলিলেন, "এই যে ভদন্ত, ভদ্রজিৎ এখানে।" শাস্তা বলিলেন, "এস, ভদ্রজিৎ, তুমি আমার সহিত এক নৌকায় উঠ।" তখন ভদ্রজিৎ অগ্রসর হইয়া শাস্তার নৌকায় আরোহণ করিলেন। অনন্তর তাঁহারা যখন গঙ্গার মধ্যভাগে উপনীত হইলেন, তখন শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, "বল ত, ভদ্রজিৎ, মহাপ্রণাদ রাজার সময় তুমি যে প্রাসাদে বাস করিতে, তাহা কোথায়।" ভদ্রজিৎ উত্তর দিলেন, "ভদন্ত, তাহা এই স্থানেই নিমগ্ন রহিয়াছে।" ভিক্ষুদিগের মধ্যে যাঁহারা পৃথগ্‌জনের ন্যায় ভাবাপন্ন ছিলেন তাঁহারা বলিলেন, "তাই ত, স্থবির ভদ্রজিৎ যে এখন নিজের অর্হত্ত্ব প্রতিপাদন আরম্ভ করিলেন।" ইহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "দেখ ভদ্রজিৎ, তুমি এই সতীর্থ ব্রহ্মচারীদিগের সংশয় ছেদন কর।"

ভদ্রজিৎ শাস্তাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ ঋদ্ধিবলে গমন করিয়া * অঙ্গুলীর অগ্রভাগে সেই প্রাসাদস্তূপ গ্রহণ করিলেন এবং পঞ্চশত যোজন বিস্তীর্ণ প্রাসাদসহ আকাশে উত্থিত হইলেন। ইহার পর তিনি প্রাসাদের এক অংশ ভেদ করিয়া, উহার অভ্যন্তরে তখন যাহারা বাস করিত, তাহাদিগকে দর্শন দিলেন এবং পরিশেষে সমস্ত প্রাসাদটীকে বারিপৃষ্ঠ হইতে এক যোজন, দুই যোজন, তিন যোজন পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিলেন। তদীয় পূর্ব্বজন্মের জ্ঞাতিগণ প্রাসাদলোভে মৎস্য-কচ্ছপ-নাগ মণ্ডূকাদি হইয়া সেইখানেই পুনর্জন্ম লাভ করিয়াছিল। প্রাসাদটী যখন বারিপৃষ্ঠ হইতে উৎক্ষিপ্ত হইতে লাগিল, তখন তাহারা ঘুরিতে ঘুরিতে জলের মধ্যে পড়িতে লাগিল। তাহাদিগকে পড়িতে দেখিয়া শাস্তা বলিলেন, "ভদ্রজিৎ, তোমার জ্ঞাতিগণ বড় কষ্টে পড়িয়াছে।" ইহা শুনিয়া ভদ্রজিৎ প্রাসাদটী জলে বিসর্জ্জন করিলেন ; উহা পুনর্ব্বার যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিত হইল।

অতঃপর শাস্তা গঙ্গাপারে উপনীত হইলেন। গঙ্গাতীরে তাঁহার জন্য আসন প্রস্তুত হইল। তিনি সেই উৎকৃষ্ট বুদ্ধাসনে তরুণ সূর্য্যের ন্যায় আসীন হইয়া তেজ বিকিরণ করিতে লাগিলেন। তখন ভিক্ষুরা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদন্ত, স্থবির ভদ্রজিৎ কোন্ সময়ে এই প্রাসাদে বাস করিতেন?" শাস্তা উত্তর দিলেন, "মহাপ্রণাদ রাজার সময়ে।" অনন্তর তিনি সেই অতীতকথা বলিতে লাগিলেন :–]

পুরাকালে বিদেহ রাজ্যের অন্তঃপাতী মিথিলানগরে সুরুচি নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নামও সুরুচি ছিল। শেষোক্ত সুরুচির পুত্র মহাপ্রণাদ। তাঁহারাই এই প্রাসাদ লাভ করিয়াছিলেন। লাভের কারণ তাঁহাদের প্রাক্তন কর্ম্ম;—তাঁহারা পিতাপুত্রে নল ও উডুম্বর কাষ্ঠাদি দ্বারা কোন প্রত্যেক বুদ্ধের জন্য এক পর্ণশালা নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন।

[এই জাতকের অতীতবস্তু সমস্ত প্রকীর্ণক নিপাতে সুরুচি-জাতকে (৪৮৯) পাওয়া যাইবে।]

[শাস্তা এইরূপে ধর্ম্মদেশনা করিলেন এবং অভিসম্বুদ্ধ হইয়া নিম্নলিখিত গাথা তিনটী বলিলেন :—

প্রণাদ রাজার প্রকাণ্ড ভবন স্থবর্ণ-নির্ম্মিত, বিচিত্রগঠন ;
সার্দ্ধক্রোশ তার আছিল বিস্তার উচ্চতা পঞ্চবিংশতি যোজন।
উচ্চতায় পঞ্চবিংশতি যোজন, শততল সেই বিশাল ভবন।
ধ্বজমালা পরি ছিল অলঙ্কৃত চারুমরকতমণি-বিমণ্ডিত।
সাত দলে আসি শক্রের প্রেরিত ছ হাজার সেথা গন্ধর্ব্ব নাচিত।
সত্য, ভদ্রজিৎ, বলিয়াছ তুমি, প্রণাদের হেথা ছিল লীলাভূমি।
শক্ররূপে আমি ছিনু সে সময় নিরত সতত তোমার সেবায়।

ইহা শুনিবামাত্র পৃথগ্‌জন ভিক্ষুদিগের সংশয় নিরাকৃত হইল।

সমবধান—তখন ভদ্রজিৎ ছিল মহাপ্রণাদ এবং আমি ছিলাম শক্র।]

---

* এখানে 'উপ্‌পতিত্বা' ও 'উপগন্ত্বা' এই দুই পাঠ আছে। প্রথমপাঠে 'আকাশপথে উঠিয়া (ঋদ্ধিবলে, অথবা এক লাফে) এই অর্থ করা যাইতে পারে।

* 'তিরিয়ম্ সোড়সপব্বেধো উচ্চং আহু সহস্সধা'—বিত্থারতো সোড়সকণ্ডপাতবিত্থারো অহোসি উচ্চমাহু সহস্সধা তি উব্বেধেন সহস্সকণ্ডগমনমত্তং উচ্চো আহু, সহস্সকণ্ডগমনগণনায়ং পঞ্চবিসতি যোজনপ্পমাণং হোতি. বিত্থারতো পন'স্স অড্ঢযোজনমত্তো। কণ্ডপাত=নিক্ষিপ্তশর যতদূরে গিয়া পড়ে। টীকাকার এক হাজার কণ্ডপাতে ২৫ যোজন ধরিয়াছেন। ৪ ক্রোশে এক যোজন এবং ৮০০০ হাতে এক ক্রোশ ধরিলে এক কণ্ডপাত=৮০০ হাত। অতএব ১০ কণ্ডপাত=১ ক্রোশ। ষোল কণ্ডপাত দেড় ক্রোশের কিছু বেশী কিন্তু অর্দ্ধ যোজনের কম।

২৬৫—ক্ষুরপ্র-জাতক।*

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে জনৈক নিরুৎসাহ ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। তাহাকে শাস্তা জিজ্ঞাসিয়াছিলেন, "কি হে, তুমি কি প্রকৃতই নিরুৎসাহ হইয়াছ?" সে উত্তর দিয়াছিল, "হাঁ ভদন্ত, ইহা সত্য।" "তুমি এবংবিধ নির্ব্বাণপ্রদ শাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াও কি জন্য বীর্য্যহীন হইলে? প্রাচীনকালে পণ্ডিতেরা নির্ব্বাণপ্রদানে অসমর্থ শাসনে থাকিয়াও বীর্য্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন।" অনন্তর শাস্তা এই অতীত কথা বলিয়াছিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব এক বনরক্ষকের কুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পর পঞ্চশতপুরুষ-পরিবৃত হইয়া বনরক্ষকদিগের অধিনেতা হইয়াছিলেন। তিনি বনসমীপস্থ এক গ্রামে বাস করিতেন এবং বেতন লইয়া পথিকদিগকে বন পার করাইয়া দিতেন।

একদা বারাণসীবাসী এক সার্থবাহপুত্র পঞ্চশত শকটসহ সেই গ্রামে গিয়া বোধিসত্ত্বকে ডাকাইলেন এবং বলিলেন, "সৌম্য, তোমাকে সহস্র মুদ্রা দিব; তুমি আমাদিগকে এই বন পার করাইয়া দাও।" বোধিসত্ত্ব "যে আজ্ঞা" বলিয়া তাঁহার হস্ত হইতে সহস্র মুদ্রা গ্রহণ করিলেন এবং গ্রহণ করিবার সময়েই দাতার কার্য্যে নিজের জীবন উৎসর্গ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। তিনি সার্থবাহ-পুত্রকে লইয়া বনে প্রবেশ করিলেন।

বনের মধ্যভাগে উপস্থিত হইলে অকস্মাৎ পঞ্চশত দস্যু তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল। দস্যুদিগকে দেখিবামাত্র অন্যান্য লোকে বুকের উপর ভর দিয়া পড়িয়া রহিল, কিন্তু তাহাদের অধিনেতা গর্জ্জন ও উল্লম্ফন করিতে করিতে দস্যুদিগকে এমন ভাবে প্রহার দিলেন, যে তাহারা পলাইয়া গেল এবং তিনি সার্থবাহপুত্রকে নির্ব্বিঘ্নে কান্তার অতিক্রম করাইয়া দিলেন।

বন উত্তীর্ণ হইবার পর সার্থবাহপুত্র স্কন্ধাবার প্রস্তুত করাইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন এবং বনরক্ষক-নায়ককে নানাবিধ উৎকৃষ্ট রসযুক্ত ভোজ্য দ্বারা পরিতুষ্ট করিয়া নিজেও প্রাতরাশ সমাপন করিলেন। অনন্তর নিশ্চিন্তমনে উপবিষ্ট হইয়া তিনি বোধিসত্ত্বের সহিত আলাপ করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সৌম্য, যখন পঞ্চশত নিষ্ঠুর দস্যু অস্ত্র শস্ত্র লইয়া আমাদিগকে বেষ্টন করিল, তখনও তোমার মনে কিছুমাত্র ত্রাস জন্মে নাই, ইহার কারণ কি?" এই প্রশ্ন করিবার সময় সার্থবাহ-পুত্র নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটী বলিয়াছিলেন:—

> শরাসন হতে ছুটে শর অগণন,
> শাণিত, সুতীক্ষ্ণ অসিহস্তে দস্যুগণ;
> ভীষণ শমন করে বদন ব্যাদান,
> দেখিয়া এ সব তবু কেন, মতিমান্,
> হয় নাই মন তব স্তম্ভিত শঙ্কায়?
> কারণ ইহার বল খুলিয়া আমায়।

তাহা শুনিয়া বনরক্ষকদিগের অধিনেতা অপর গাথা দুইটী বলিলেন:—

> শরাসন হতে ছুটে শর অগণন,
> শাণিত, সুতীক্ষ্ণ অসিহস্তে দস্যুগণ,
> ভীষণ শমন করে বদন ব্যাদান,
> দেখিয়া এসব যম, শুন মতিমান্,
> বিপুল আনন্দ মনে হইল সঞ্চার,
> শঙ্কার না কিছুমাত্র ছিল অধিকার।

---

* ক্ষুরপ্র—একপ্রকার তীর। ইহার ফলক অশ্বক্ষুরাকার।

সে আনন্দবলে করি শত্রু পরাজয়,
গ্রহণ করিনু যবে আমি, মহাশয়,
বেতন তোমার কাছে, তখন(ই) জীবন
উৎসর্গ করিনু তব রক্ষার কারণ।
বীর যেই, বীরকৃত্য করে সম্পাদন,
জীবনের মায়া সেই করে বিসর্জ্জন।

বোধিসত্ত্ব এরূপভাবে এই কথাগুলি বলিতে লাগিলেন, যেন তাঁহার মুখ হইতে শরবর্ষণ হইতে লাগিল। তিনি সার্থবাহপুত্রকে বুঝাইয়া দিলেন যে জীবনের মায়া ত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি এরূপ বীর্য্য প্রদর্শন করিতে পারিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি সার্থবাহ-পুত্রের নিকট বিদায় লইয়া স্বগ্রামে ফিরিয়া গেলেন এবং দানাদি পুণ্যানুষ্ঠান করিয়া যথাকর্ম্ম গতি লাভ করিলেন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই নিরুৎসাহ ভিক্ষু অর্হত্ত্ব লাভ করিলেন।
সমবধান—তখন আমি ছিলাম সেই বনরক্ষক-নায়ক।]

২৬৬—বাতাগ্রসৈন্ধব-জাতক। *

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে শ্রাবস্তীবাসী জনৈক সম্ভ্রান্ত ভূস্বামীর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। প্রবাদ আছে, শ্রাবস্তীনগরে এক পরমসুন্দরী রমণী এক পরমসুন্দর সম্ভ্রান্ত ভূস্বামীকে দেখিয়া তাঁহার প্রতি আসক্ত হইয়াছিল। তাহার মনে এমন কামাগ্নি উদ্দীপ্ত হইয়াছিল যে তাহাতে তাহার সর্ব্বশরীর দগ্ধ হইতেছিল। তাহার দেহে ও চিত্তে কোনরূপ সুখ রহিল না; তাহার আহারে অরুচি জন্মিল; সে শয়নমঞ্চের কোণা ধরিয়া † শুইয়া রহিল। তাহার পরিচারিকা ও সখীরা জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার মনে কি অশান্তি জন্মিয়াছে যে খাটের কোণা ধরিয়া পড়িয়া আছ? তোমার কি অসুখ করিয়াছে, বল।" প্রথম দুই একবার সে তাহাদের প্রশ্নের কোন উত্তর দিল না; কিন্তু পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করায় শেষে প্রকৃত ব্যাপার খুলিয়া বলিল। তাহারা আশ্বাস দিল, "কোন চিন্তা নাই; আমরা তাহাকে আনিয়া দিব।"

অনন্তর তাহারা গিয়া সেই ভূস্বামীর সহিত আলাপ করিল। তিনি প্রথমে তাহাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন; কিন্তু শেষে তাহাদের নির্ব্বন্ধাতিশয্যবশতঃ সম্মত হইলেন। তিনি অঙ্গীকার করিলেন, 'অমুক দিন অমুক সময়ে যাইব।' তাহারা গিয়া উক্ত রমণীকে এই সংবাদ দিল।

রমণী তখন নিজের শয়নকক্ষ সাজাইল এবং নির্দ্দিষ্ট দিনে অলঙ্কার পরিয়া তাঁহার আগমন-প্রতীক্ষায় পল্যঙ্কের উপর বসিয়া রহিল। কিন্তু তিনি যখন গিয়া খট্টার একপার্শ্বে উপবেশন করিলেন, তখন সে ভাবিল 'আমি যদি হাল্কা হইয়া এখনই ইঁহাকে অবকাশ দি, তাহা হইলে আমার স্ত্রীজনোচিত মর্য্যাদার হানি হইবে। ইনি যে দিন প্রথম আসিলেন, সেই দিনেই ইঁহাকে অবকাশ দান করা অকর্ত্তব্য। আজ ইঁহাকে একটু বিরক্ত করিয়া অন্যদিন অবকাশ দিলেই চলিবে।' কাজেই, ভূস্বামী যখন হস্তগ্রহণাদিদ্বারা তাহার সহিত কেলি করিতে উদ্যত হইলেন, তখন সে তাঁহার হাত ধরিয়া ভর্ৎসনা করিতে লাগিল, "তুমি চলিয়া যাও; তোমাকে দিয়া আমার কোন প্রয়োজন নাই।" ইহাতে সেই ভূস্বামী হাত গুটাইয়া লইলেন এবং লজ্জিত হইয়া সে স্থান হইতে উঠিয়া নিজের গৃহে ফিরিয়া গেলেন।

ভূস্বামী চলিয়া গেলে এই রমণীর সখী ও পরিচারিকারা তাহার কাণ্ড শুনিয়া বলিতে লাগিল, "এই লোকটার প্রতি আসক্ত হইয়া তুমি আহার ত্যাগ করিয়া পড়িয়া ছিলে; আমরা বার বার অনুরোধ করিয়া ইঁহাকে লইয়া আসিলাম। তুমি ইঁহাকে অবকাশ দিলে না কেন বল ত?" সে তাহাদিগকে প্রকৃত কারণ বুঝাইয়া দিল, কিন্তু তাহারা "বেশ কিন্তু নাম জাহির করিলে" বলিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল।

---

* সৈন্ধব=সিন্ধুদেশজাত বা উৎকৃষ্ট ঘোটক। বাতাগ্র=যে বাতাসের আগে আগে চলে।

† "অটনিং গহেত্বা নিপজ্জি"। সংস্কৃতভাষায় অটনি শব্দের অর্থ ধনুকের কোটি যে অংশে ছিলা পরাইবার জন্য খাঁজ কাটা থাকে। শয্যার সম্বন্ধে বোধ হয় ইহার দ্বারা পায়ার যে ভাগ বাজুর উপরে থাকে, তাহা বুঝায়।

সেই ভূস্বামী অতঃপর তাহাকে দেখিবার জন্য আর ফিরিলেন না। সে রমণীও তাঁহাকে লাভ করিতে না পারিয়া অনাহারে প্রাণত্যাগ করিল। তাহার মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া সেই ভূস্বামী একদিন বহু মাল্যগন্ধবিলেপন-সহ জেতবনে গমনপূর্ব্বক শাস্তাকে অর্চনা ও বন্দনা করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, "উপাসক, তুমি এতদিন দেখা দাও নাই কেন?" ভূস্বামী তখন সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া বলিলেন, "ভগবন্, এই কারণে লজ্জায় আমি এতদিন বুদ্ধোপাসনায় যোগ দিতে পারি নাই।' "এই রমণী এখন যেমন আসক্তিবশতঃ তোমাকে ডাকাইয়াছিল এবং তুমি উপস্থিত হইবার পর অবকাশ না দিয়া লজ্জা দিয়াছে, পূর্ব্বেও সেইরূপ কোন পণ্ডিতসত্ত্বে আসক্তা হইয়া তাহাকে আহ্বান করিয়াছিল; কিন্তু সে উপস্থিত হইলে অবকাশ দেয় নাই; তাহাকে নিরর্থক কষ্ট দিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিল।" অনন্তর শাস্তা সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব সৈন্ধবকুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক রাজার মঙ্গলাশ্ব হইয়াছিলেন। তাঁহার নাম ছিল বাতাগ্র সৈন্ধব। অশ্বপালেরা তাঁহাকে লইয়া গঙ্গায় স্নান করাইত। একদা কুণ্ডলী নাম্নী এক গর্দ্দভী তাঁহাকে দেখিয়া তৎপ্রতি আসক্ত হইল। কামবশে তাহার শরীর কাঁপিতে লাগিল; সে ঘাস জল ত্যাগ করিল। তাহার শরীর শুষ্ক হইতে লাগিল এবং সে ক্রমশঃ কৃশ হইয়া অস্থিচর্ম্মসার হইল। তাহাকে কৃশ হইতে দেখিয়া তাহার পুত্র জিজ্ঞাসা করিল, "মা, তোমার কি অসুখ করিয়াছে? তুমি ঘাস খাও না, জল খাও না, তোমার শরীর শীর্ণ হইয়াছে; তুমি কাঁপিতে কাঁপিতে যেখানে সেখানে পড়িয়া থাকিতেছ।" গর্দ্দভী প্রথমে কোন উত্তর দিল না, কিন্তু পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা করায় শেষে মনের কথা খুলিয়া বলিল। তাহা শুনিয়া তাহার পুত্র তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিল, "কোন চিন্তা নাই, মা, আমি তাহাকে লইয়া আসিব।"

অনন্তর বাতাগ্র সৈন্ধব যে সময়ে স্নানের জন্য যাইতেছিলেন, গর্দ্দভ-পোতক তখন তাঁহার নিকট গিয়া নিবেদন করিল, "পিতঃ, আমার মাতা আপনার প্রতি আসক্ত হইয়াছেন এবং সেই জন্য আহার ত্যাগ করিয়া শীর্ণ হইয়া মরিতে বসিয়াছেন। আপনি তাঁহার প্রাণদান করুন।" "আচ্ছা বাবা, তাহাই করিব। অশ্বপালেরা আমাকে স্নান করাইয়া কিয়ৎকাল চরিবার জন্য গঙ্গাতীরে ছাড়িয়া দেয়, তোমার মাকে লইয়া সেই স্থানে আসিও।"

গর্দ্দভ-পোতক তাহার মাতাকে সেই স্থানে আনিয়া ছাড়িয়া দিল এবং নিজে একান্তে প্রচ্ছন্নভাবে রহিল। অশ্বপালেরাও বাতাগ্রসৈন্ধবকে সেখানে আনিয়া ছাড়িয়া দিল। তিনি গর্দ্দভীকে দেখিয়া তাহার নিকটে গেলেন; কিন্তু তিনি নিকটে গিয়া তাহার গাত্র আঘ্রাণ করিবামাত্র গর্দ্দভী ভাবিল, 'আমি যদি নিতান্ত হাল্কা হইয়া এ আসিবামাত্র অবকাশ দি, তাহা হইলে আমার যশ ও স্ত্রীজনোচিত মর্য্যাদা নষ্ট হইবে। অতএব আমার যেন ইচ্ছাই নাই এই ভাব দেখাইতে হইবে।' ইহা স্থির করিয়া সে সৈন্ধবের নিম্ন হনুতে পদাঘাত করিয়া পলায়ন করিল। সৈন্ধব-পোতকের দন্তমূল ভাঙ্গিয়া গেল এবং তিনি মৃতপ্রায় হইলেন। তখন তিনি ভাবিলেন, 'এই গর্দ্দভীতে আমার কি প্রয়োজন?' অনন্তর তিনিও লজ্জিত হইয়া পলায়ন করিলেন। তখন গর্দ্দভীর অনুতাপ জন্মিল; সে শোকে অভিভূত হইয়া ভূতলে বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া তাহার পুত্র অগ্রসর হইয়া নিম্নলিখিত প্রথম গাথাদ্বারা কারণ জিজ্ঞাসা করিল :—

যার জন্য পাণ্ডুবর্ণ অস্থিচর্ম্মসার
হ'ল দেহ, খাদ্যে রুচি না ছিল তোমার,
নিকটে সে সমাগত; তবে কি কারণ
যাইতেছ তুমি, মাতঃ, করি পলায়ন?

পুত্রের কথা শুনিয়া গর্দ্দভী নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথা বলিল :—

পুরুষ করিবামাত্র প্রথম দর্শন
রমণী প্রণয় যদি করে বিজ্ঞাপন,
স্ত্রীজাতির মর্য্যাদার হানি হয় তায়,
সেই হেতু মাতা তব পলাইয়া যায়।

এই গাথাদ্বারা গর্দ্দভী পুত্রকে স্ত্রীজাতির স্বভাব জানাইল।

[শাস্তা অভিসম্বুদ্ধ হইয়া তৃতীয় গাথা বলিলেন :—

রমণী সৎকুলজাত পুরুষে দেখি আগত,
অভিমানে যে না করে প্রীতি প্রদর্শন,
কত যে মনের ক্লেশ ভুঞ্জে সেই, নাহি শেষ,
তাড়াইয়া বাতাগ্রেরে কুণ্ডলী যেমন।

কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন; তাহা শুনিয়া সেই ভূস্বামী স্রোতাপত্তি-ফল প্রাপ্ত হইলেন। সমবধান—তখন এই রমণী ছিল সেই গর্দ্দভী এবং আমি ছিলাম সেই বাতাগ্র সৈন্ধব।]

২৬৭—কর্কট-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি-কালে আর এক রমণীকে উপলক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। শ্রাবস্তীবাসী কোন ভূস্বামী জনপদে অনেক অর্থ ধার দিয়াছিলেন। তিনি নাকি একদা ভার্য্যাকে সঙ্গে লইয়া সেই অর্থ আদায় করিতে গিয়াছিলেন এবং আদায় করিয়া ফিরিবার সময় দস্যুহস্তে পড়িয়াছিলেন। তাঁহার ভার্য্যা পরমরূপবতী ছিলেন। দস্যুদিগের অধিনেতা তাঁহার রূপ দেখিয়া এমন মুগ্ধ হইল যে তাঁহাকে পাইবার জন্য সেই ভূস্বামীর প্রাণসংহারে উদ্যত হইল।

সেই রমণী অতি শীলবতী ও আচার-সম্পন্না ছিলেন এবং পতিকেই প্রধান দেবতা বলিয়া জানিতেন। তিনি দস্যুদলপতির পায়ে পড়িয়া বলিলেন, "প্রভু, আপনি যদি আমার রূপে মুগ্ধ হইয়া আমার স্বামীর প্রাণনাশ করেন, তাহা হইলে আমি হয় বিষ খাইয়া, নয় নাসাবাত রুদ্ধ করিয়া আত্মহত্যা করিব; কিছুতেই আপনার অনুগামিনী হইব না। অতএব অকারণে আমার স্বামীকে মারিবেন না।" এইরূপে প্রার্থনা করিয়া তিনি দস্যুদলপতির হাত হইতে পতিকে মুক্ত করিলেন।

অতঃপর স্বামী, স্ত্রী উভয়ে নির্ব্বিঘ্নে শ্রাবস্তীতে ফিরিয়া গেলেন এবং জেতবন-বিহারের নিকট দিয়া যাইবার সময় সংকল্প করিলেন যে ভিতরে প্রবেশ করিয়া শাস্তাকে বন্দনা করিয়া যাওয়া যাউক। ইহা স্থির করিয়া তাঁহারা গন্ধকুটীতে গমন করিলেন এবং শাস্তাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক একান্তে আসীন হইলেন। শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমরা কোথায় গিয়াছিলে?" তাঁহারা উত্তর দিলেন 'দাদনের টাকা আদায় করিবার জন্য (জনপদে) গিয়াছিলাম।" "পথে কোন বিঘ্ন হয় নাই ত?" ভূস্বামী উত্তর দিলেন, "ভদন্ত, আমরা পথে দস্যুহস্তে পড়িয়াছিলাম, তাহাদের অধিনেতা আমার প্রাণসংহারে উদ্যত হইয়াছিল; কিন্তু শেষে আমার এই ভার্য্যার প্রার্থনায় মুক্তিলাভ করিয়াছি। ইঁহার জন্যই আমার প্রাণরক্ষা হইয়াছে।" শাস্তা বলিলেন, "উপাসক, ইনি যে কেবল এজন্মে তোমার জীবন রক্ষা করিয়াছেন তাহা নহে, পূর্ব্বেও ইনি পণ্ডিতদিগের প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন।" অনন্তর ভূস্বামীর অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় হিমবন্তে এক মহাহ্রদে একটা প্রকাণ্ড সুবর্ণ কর্কট বাস করিত। ঐ কর্কটের বাসস্থান ছিল বলিয়াই উক্ত হ্রদের 'কুলীরদহ' এই নাম হইয়াছিল। তাহার দেহ একটা খলমণ্ডলের ন্যায় * বিশাল ছিল। সে হস্তী ধরিয়া তাহাদিগকে মারিত ও খাইত। হস্তীরা তাহার ভয়ে সেই হ্রদে খাদ্যসংগ্রহের জন্য অবতরণ করিতে পারিত না।

---

* খলমণ্ডল=খামার, যেখানে চাষারা গাছ হইতে শস্য ছাড়ায়।

এই সময়ে বোধিসত্ত্ব কুলীরহ্রদের অবিদূরবাসী কোন গজযূথপতির ঔরসে এক হস্তিনীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। হস্তিনী গর্ভরক্ষার মানসে পর্ব্বতপাদান্তরে গমনপূর্ব্বক সেখানে যথাকালে বোধিসত্ত্বকে প্রসব করে। বোধিসত্ত্ব কালক্রমে প্রাপ্তবয়স্ক এবং পরিণতবুদ্ধি হইলেন; তাঁহার বিশাল দেহ বীর্য্যসম্পন্ন হইল এবং পরম রমণীয় অঞ্জনপর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তিনি এক করেণুকাকে নিজের পত্নীরূপে গ্রহণ করিলেন। অনন্তর তিনি কর্কটকে ধরিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

বোধিসত্ত্ব পত্নী ও মাতাকে লইয়া গজযূথের নিকট গমন করিলেন এবং পিতার দর্শন লাভ করিয়া বলিলেন, 'বাবা, আমি কর্কটটাকে ধরিব।' যূথপতি বলিল, "বাবা, তুমি ইহা পারিবে না।" কিন্তু বোধিসত্ত্ব পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করায় সে বলিল, "চেষ্টা করিয়া দেখ; বুঝিবে, আমার কথা সত্য কি না।"

কুলীরদহের নিকটে যত হস্তী ছিল, বোধিসত্ত্ব তাহাদের সকলকে একত্র করিয়া সকলের সঙ্গে হ্রদের তটে গমন করিলেন এবং জিজ্ঞাসিলেন, "কর্কট হস্তীদিগকে কখন ধরে?—যখন তাহারা জলে নামে, না যখন তাহারা জল হইতে উঠে?" তাহারা উত্তর দিল, "জল হইতে উঠিবার সময়ে ধরে।"

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "তবে তোমরা হ্রদে অবতরণ করিয়া ইচ্ছামত বিচরণ কর এবং অগ্রে উঠিয়া যাও; আমি তোমাদের পশ্চাতে থাকিব।" হস্তীরা তাহাই করিল। বোধিসত্ত্ব সকলের পশ্চাতে উঠিতেছিলেন; কর্ম্মকার বৃহৎ সন্দংশ দ্বারা যেমন লৌহপিণ্ড ধরে, কর্কটও সেইরূপ শৃঙ্গদ্বয় দ্বারা বোধিসত্ত্বের পা দৃঢ়রূপে ধারণ করিল। বোধিসত্ত্বের পত্নী তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন না, তিনি নিকটেই দাঁড়াইয়া রহিলেন। বোধিসত্ত্ব কর্কটকে স্থলাভিমুখে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাকে স্থানচ্যুত করিতে পারিলেন না; পরন্তু কর্কটই তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়া নিজের দিকে লইয়া চলিল। বোধিসত্ত্ব মরণভয়ে ভীত হইয়া ক্রমাগত উচ্চরব করিতে লাগিলেন; অন্য সকল হস্তী মরণভয়ে ক্রৌঞ্চনাদ করিতে করিতে ও মলমূত্র ত্যাগ করিতে করিতে পলাইয়া গেল; বোধিসত্ত্বের পত্নীও আর তিষ্ঠিতে না পারিয়া পলায়ন আরম্ভ করিলেন। তখন বোধিসত্ত্ব, যাহাতে তাঁহার পত্নী পলায়ন না করেন সেই উদ্দেশ্যে, নিজের বদ্ধভাব বর্ণনা করিয়া নিম্নলিখিত প্রথম গাথা বলিলেন:—

> স্বর্ণ-শৃঙ্গী, জলচর, অলোমশরীর—
> অস্থিই চর্ম্মের কাজ করে যার দেহে,
> মস্তক উপরে যার উঠিয়াছে ফুটি
> বড় বড় চক্ষু দুটী, হেন জন্তু প্রিয়ে,
> অভিভূত করিয়াছে প্রাণনাথে তব।
> তাই সে করুণনাদ করে বার বার,
> ছাড়িয়া যেওনা তুমি এ বিপত্তিকালে।

ইহা শুনিয়া হস্তিনী ফিরিয়া নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথায় তাঁহাকে আশ্বাস দিলেন:—

> ছাড়িব তোমায় নাথ, ষষ্টি বর্ষ বয়ঃ যার?*
> ছাড়িব না, করিতেছি যথাসাধ্য প্রতিকার।
> সসাগরা পৃথিবীর মধ্যে তুমি প্রিয় অতি,
> তোমা ছাড়া অভাগীর আর কেবা আছে গতি?

* ষাট বৎসর বয়স হইলে হস্তীরা পূর্ণযৌবনসম্পন্ন হয়।

এইরূপে বোধিসত্ত্বকে উৎসাহিত করিয়া হস্তিনী বলিলেন, "আর্য্যপুত্র, আমি কর্কটের সহিত কিয়ৎক্ষণ আলাপ করিয়া তোমায় মুক্ত করিতেছি।" অনন্তর তিনি কর্কটকে সম্বোধনপূর্ব্বক নিম্নলিখিত তৃতীয় গাথাটী বলিলেন :—

সমুদ্রে, গঙ্গার গর্ভে, অথবা নর্ম্মদা নীরে
বাস করে যত জলচর,
তুমি সবাকার শ্রেষ্ঠ, তাই কান্দি মাগি ভিক্ষা,
ছেড়ে দাও পতিরে আমার

করেণুকা যখন এই গাথা বলিতে লাগিলেন, তখন বামাকণ্ঠস্বরে কর্কটের মন মুগ্ধ হইল, এবং সে নির্ভয়ে বোধিসত্ত্বের পা হইতে নিজের শৃঙ্গ শিথিল করিয়া লইল—বোধিসত্ত্ব বিমুক্ত হইলে কি করিবেন তাহা ভাবিল না। কিন্তু বোধিসত্ত্ব তখনই পা তুলিয়া কর্কটের পৃষ্ঠোপরি দাঁড়াইলেন; তাহাতে তাহার অস্থিগুলি ভাঙ্গিয়া গেল। তখন তিনি বিজয়নাদ করিয়া উঠিলেন। তাহা শুনিয়া অপর হস্তীগুলি আবার সেখানে ফিরিয়া আসিল এবং কর্কটকে টানিয়া তুলিয়া ও ভূতলে রাখিয়া এমন ভাবে মর্দ্দন করিতে লাগিল যে সে চূর্ণ বিচূর্ণ হইল। তাহার শৃঙ্গদ্বয় দেহ হইতে পৃথক হইয়া অন্য এক স্থানে পতিত হইল।

কুলীরদহ গঙ্গার সহিত সংযুক্ত ছিল। কাজেই যখন গঙ্গা জলপূর্ণ হইত, তখন ইহাও গঙ্গাজলে পুরিয়া উঠিত; গঙ্গার জল কমিলে দহ হইতে গঙ্গায় জল আসিয়া পড়িত। এইরূপে কর্কটের শৃঙ্গদ্বয় গঙ্গায় আসিয়া পড়িল। তাহাদের একটী সমুদ্রে প্রবেশ করিল, অপরটী যখন রাজকুলজাত দশ সহোদর* জলকেলি করিতেছিলেন, তখন তাঁহাদের হাতে গিয়া পড়িল। তাঁহারা ইহা দ্বারা আনক নামক মৃদঙ্গ প্রস্তুত করাইলেন। যে শৃঙ্গটা সমুদ্রে গিয়াছিল, তাহা অসুরদিগের হস্তগত হইয়াছিল এবং তাহারা তদ্দ্বারা আড়ম্বর নামক ভেরী নির্ম্মাণ করাইয়াছিল। অতঃপর অসুরেরা যখন শক্রের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া পরাস্ত হয় এবং এই ভেরি ফেলিয়া পলাইয়া যায়, তখন শক্র ইহা নিজের ব্যবহারার্থ গ্রহণ করেন। এই বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়াই লোকে বলিয়া থাকে, "আড়ম্বর মেঘের ন্যায় বজ্রধ্বনি হইতেছে।"

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া ভূস্বামী ও তাঁহার পত্নী উভয়েই স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—তখন এই উপাসিকা ছিলেন সেই করেণুকা এবং আমি ছিলাম তাঁহার পতি।]

☞ বিরুটস্তূপে এই জাতকের ছবি আছে। তত্রত্য প্রস্তর-ফলকে ইহার 'নাগ-জাতক' এই নাম উৎকীর্ণ আছে।

২৬৮—আরামদূস-জাতক†

[শাস্তা দক্ষিণগিরিতে অবস্থিতিকালে কোন উদ্যানপালপুত্রকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। শুনা যায় যে শাস্তা বর্ষাবাসান্তে জেতবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া দক্ষিণগিরি জনপদে ভিক্ষাচর্য্যা করিয়াছিলেন। এই সময়ে এক উপাসক বুদ্ধপ্রমুখ সঙ্ঘকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজের উদ্যানে লইয়া গিয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগকে যবাগূ ও চর্ব্ব্যভোজ্যাদি দিবার পর বলিয়াছিলেন, 'প্রভুরা যদি উদ্যানে বিচরণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে এই উদ্যানপালকে সঙ্গে লইয়া সমস্ত দেখিতে পারেন।" অনন্তর তিনি উদ্যানপালকে আজ্ঞা দিলেন, "প্রভুরা যদি কোন ফল গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ দিবে।"

ভিক্ষুরা বিচরণ করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন উদ্যানের এক অংশ বৃক্ষশূন্য রহিয়াছে। তাঁহারা উদ্যানপালকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই স্থান পতিত ও বৃক্ষশূন্য রহিয়াছে কেন?" উদ্যানপাল উত্তর

---

* 'দশ ভাই' সম্বন্ধে ঘটজাতক (৪৫৪) দ্রষ্টব্য। বসুদেব আনকদুন্দুভি নামে প্রসিদ্ধ। বিষ্ণুপুরাণে দেখা যায় শ্রীকৃষ্ণ শঙ্খরূপী পঞ্চজন অসুরকে বধ করিয়া তাহার কঙ্কাল দ্বারা পাঞ্চজন্য শঙ্খ প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

† প্রথম খণ্ডেও এই নামে এক জাতক আছে (৪৬)। ইহা অপেক্ষাকৃত ছোট; ইহার গাথাও বিভিন্ন।

দিল, "এক উদ্যানপালের পুত্র কতকগুলি চারা গাছে জল সেচন করিতে গিয়া স্থির করিয়াছিল, যে গাছের মূল যত লম্বা, তাহাতে সেই পরিমাণে জল দিতে হইবে এবং এইজন্য সে গাছগুলি উপড়াইয়া তাহাদের মূলপ্রমাণ জল সেচন করিয়াছিল। এস্থান যে বৃক্ষশূন্য হইয়াছে, ইহাই তাহার কারণ।" ভিক্ষুরা শাস্তার নিকট গিয়া এই অদ্ভুত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। শাস্তা বলিলেন, "এই বালক কেবল এ জন্মে নহে; পূর্ব্বজন্মেও উদ্যানের অনিষ্ট করিয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ বিশ্বসেনের সময় একবার একটা উৎসব হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল। এক উদ্যানপাল উৎসবে যোগ দিয়া আমোদ প্রমোদ করিবার আশায় উদ্যানবাসী মর্কটদিগকে বলিল, "এই উদ্যান হইতে তোমরা বহু উপকার পাইয়া থাক। আমি সপ্তাহব্যাপী উৎসবে আমোদ প্রমোদ করিব; তোমরা এই সাত দিন চারা গাছগুলিতে জল সেচন করিবে।" তাহারা "যে আজ্ঞা" বলিয়া সম্মতি বিজ্ঞাপন করিল। উদ্যানপালও তাহাদিগকে কতকগুলি চর্ম্মঘট দিয়া চলিয়া গেল।

অনন্তর মর্কটেরা জল সেচন করিয়া গাছের গোড়ায় দিতে আরম্ভ করিল। এই সময়ে তাহাদের দলের অধিনেতা বলিল, "একটু সবুর কর, জল চিরদিনই দুর্লভ; কাজেই হিসাব করিয়া খরচ করা আবশ্যক। গাছগুলি উপড়াইয়া দেখা যাউক কোন্‌টার মূল কত লম্বা। মূল দীর্ঘ হইলে বেশী জল, মূল হ্রস্ব হইলে কম জল সেচন করিলেই চলিবে।" তাহারা "যে আজ্ঞা" বলিয়া এক দলে গাছ উপড়াইয়া চলিল এবং এক দলে সেগুলি পুনর্ব্বার রোপণ করিয়া তাহাদের মূলে জল সেচন করিতে লাগিল।

ঐ সময়ে বোধিসত্ত্ব বারাণসীনগরে এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি কোন কারণে উদ্যানে গিয়া মর্কটদিগের সেই কাণ্ড দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তোমাদিগকে এরূপ করিতে বলিয়াছে?" তাহারা উত্তর দিল "আমাদের অধিনেতা"। বোধিসত্ত্ব বলিলেন, তোমাদের অধিনেতারই যদি এইরূপ বুদ্ধি হয়, তবে তোমাদের না জানি আরও কিরূপ হইবে।" তিনি এই ভাব প্রকাশ করিবার জন্য নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটী বলিলেন :—

> সকলের শ্রেষ্ঠ বলি মানিয়াছ যায়,
> তাহার(ই) বুদ্ধির দৌড় এই যদি হয়,
> না জানি কেমন বুদ্ধি অন্য সবাকার!
> দেখে শুনে চমৎকার লেগেছে আমার।

ইহা শুনিয়া বানরেরা দ্বিতীয় গাথা বলিল :—

> আমাদের নিন্দা তুমি কর অকারণ,
> নহি মোরা গণ্ডমূর্খ, শুনহে ব্রাহ্মণ।
> না দেখিয়া মূল, কেহ পারে কি জানিতে
> কোন্ গাছে কত জল হইবে সেচিতে?

ইহার উত্তরে বোধিসত্ত্ব তৃতীয় গাথা বলিলেন :—

> নিন্দা তোমাদের কিংবা অন্য বানরের
> করি না এক্ষেত্রে আমি, ভাজন নিন্দার
> প্রকৃত সে বিশ্বসেন, উদ্যানে যাহার
> হইয়াছে স্থান হেন বৃক্ষরোপকের।

[সমবধান—তখন এই উদ্যানদূষক বালক ছিল বানরদিগের সেই অধিনেতা এবং আমি ছিলাম সেই পণ্ডিত পুরুষ।]

২৬৯—সুজাতা-জাতক।

[ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীর কন্যা, বিশাখার কনিষ্ঠা ভগিনী সুজাতা অনাথপিণ্ডদের পুত্রবধূ ছিলেন। তাঁহাকে উপলক্ষ্য করিয়া শাস্তা জেতবনে এই কথা বলেন।

সুজাতা যখন অনাথপিণ্ডদের সংসারে প্রবেশ করেন, তখন পিত্রালয় হইতে অনেক দাসদাসী সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। 'আমি উচ্চ কুলের কন্যা' এই গর্ব্বে তিনি প্রচণ্ডা, ক্রোধনা ও পরুষভাষিণী হইয়াছিলেন। তিনি শ্বশুর, শাশুড়ী ও স্বামী, কাহারও কথা গ্রাহ্য করিতেন না, বাড়ীর দাসদাসীদিগকে নিয়ত তর্জ্জনগর্জ্জন করিতেন, কখনও কখনও প্রহার পর্য্যন্ত করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

একদিন শাস্তা পঞ্চশতভিক্ষুপরিবৃত হইয়া অনাথপিণ্ডদের গৃহে গমনপূর্ব্বক আসন গ্রহণ করিলেন; মহাশ্রেষ্ঠী তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া ধর্ম্মকথা শুনিতে লাগিলেন। এদিকে সুজাতা দাসদাসীদিগের সহিত কলহ আরম্ভ করিয়া দিলেন। শাস্তা ধর্ম্মকথা বন্ধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত গোল হইতেছে কেন?" অনাথপিণ্ড বলিলেন, "ভগবন্, আমার পুত্রবধূটী ভৃত্যদিগের সহিত বিবাদ করিতেছেন। তিনি গুরুজনকে ভয় করেন না, শ্বশুর, শাশুড়ী ও স্বামীর কথা শুনেন না; তাঁহার না আছে দান, না আছে শীল, না আছে শ্রদ্ধা, না আছে ভক্তি। তিনি গৃহস্থিত সকলের সঙ্গে কেবল অহোরাত্র কলহ করিয়া বিচরণ করেন।" "তুমি তাহাকে এখানে আসিতে বল।" তদনুসারে সুজাতা শাস্তার সমীপে আগমন করিলেন এবং তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক একান্তে উপবিষ্ট হইলেন। তখন শাস্তা বলিলেন, "সুজাতে, ভার্য্যা সাত প্রকার; তুমি তন্মধ্যে কোন্ শ্রেণীর অন্তর্গত?" সুজাতা বলিলেন, "প্রভো, আপনি প্রশ্নটী অতি সংক্ষেপে জিজ্ঞাসা করিলেন; কাজেই আমি ইহার অর্থ বুঝিতে পারিলাম না। দয়া করিয়া সবিস্তর বলুন।" "বলিতেছি, তুমি অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর।" সুজাতা উপবেশন করিলে শাস্তা নিম্নলিখিত গাথাগুলি বলিলেন:—

দুষ্টমতি, হিতব্রতে চিত্ত নাহি যার,
পতির সম্পত্তি সব দুহাতে উড়ায়;
নিজ পতি ঘৃণা করে, পর পুরুষের তরে
অথচ যাহার মন হয় উচাটন,
'বধকা'* হেন ভার্য্যা ইহা বলে সর্ব্বজন।

শিল্প বা বাণিজ্য কিংবা কৃষির শরণ
লইয়া যে ধন পতি করেন অর্জ্জন,
নিজ ব্যবহার তরে, যে তাহার অংশ হরে
পতির যে কষ্ট হবে ভাবে না কখন,
'চৌরী' হেন ভার্য্যা ইহা বলে সর্ব্বজন।

কাজের নামেতে গায়ে জ্বর আসে যার,
অলসা, অথচ করে প্রচুর আহার,
কোপনা, দুর্ম্মুখা অতি, নাহি দয়া কারো প্রতি,
দাসদাসী জনে করে নিয়ত পীড়ন,
'আর্য্যা' সেই ভার্য্যা† ইহা বলে সর্ব্বজন।

চিত্ত যার সদা হিতব্রতপরায়ণ,
পতির সম্পত্তি যত্নে করে সংরক্ষণ;
যেরূপ যতনে মাতা, পুত্রের পালনে রতা,
পতির শুশ্রূষা তথা করে অনুক্ষণ,
'মাতৃসমা' হেন ভার্য্যা বলে সর্ব্বজন।

কনিষ্ঠা ভগিনী যথা জ্যেষ্ঠ সহোদরে
নিয়ত সম্মান করে প্রফুল্ল অন্তরে,

---

* সংস্কৃত সাহিত্যে 'বধকী' এই শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। ইহা 'পুংশ্চলী' অর্থবাচক।

† 'আর্য্যা' শব্দ এখানে 'প্রচণ্ডা' বা 'চণ্ডী' অর্থবাচক—ইংরাজী 'milady' শব্দের মত। মেজাজ কড়া, কথাবার্ত্তা, চালচলন একটু উঁচু রকমের এবং পতির উপর প্রভুত্ব, এই সকল ভাব বুঝিতে হইবে। সপ্তবিধ ভার্য্যার বিবরণ সূত্রপিটকের সপ্তভার্য্যাসূত্রে দেখা যায়।

সেইরূপ যে গৃহিণী, পতির বশবর্ত্তিনী,
লজ্জাবশে মুখে যার না সরে বচন,
সে ভার্য্যা 'ভগিনীসমা' বলে সর্ব্বজন।

বিলম্বে সখার সঙ্গে ঘটিলে মিলন
সখী যথা সুখী তার নেহারি বদন,
হেরিলে পতির মুখ, তেমতি যে পায় সুখ,
সুজাতা, সুশীলা, সাধ্বী রমণীরতন,
হেন ভার্য্যা 'সখীসমা' বলে সর্ব্বজন।

উৎপীড়নে অসন্তোষ না উপজে যার,
দণ্ডভয়ে কম্পমান সদা কলেবর,
সুশীলা তিতিক্ষাবতী, ক্রোধহীনা হেন সতী,
তুষিতে পতির মন রত অনুক্ষণ,
'দাসী' সেই ভার্য্যা ইহা বলে সর্ব্বজন।

এখন বুঝিলে, সুজাতে, যে, পুরুষের সাত প্রকার ভার্য্যা হইতে পারে। তন্মধ্যে যাহারা বধকা, চৌরী ও প্রচণ্ডা, তাহারা মৃত্যুর পর নরকে যায়, অপর চতুর্ব্বিধা রমণী নির্ম্মাণরতি * নামক দেবলোক লাভ করেন।

বধকা, প্রচণ্ডা, চৌরী অতীব দুঃশীলা,
দয়া মায়া নাহি জানে, গুরুজনে নাহি মানে,
নরকে যাইবে সাঙ্গ করি ভবলীলা।
[illegible]
স্ব স্ব সুশীলতা-বলে, নিত্য সংযমের ফলে,
দেহান্তে স্বরগে স্থান লভিবে তাহারা।

শাস্তা উক্ত সপ্তবিধ ভার্য্যার প্রকৃতি ব্যাখ্যা করিলে সুজাতা স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন; এবং শাস্তা যখন আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কোন্ শ্রেণীতে ভুক্ত হইতে চাও," তখন তিনি উত্তর দিলেন, "আমি দাসী হইব।" অনন্তর সুজাতা তথাগতকে প্রণাম করিয়া তাঁহার নিকট হইতে ক্ষমা লাভ করিলেন।

শাস্তা এইরূপে একবার মাত্র উপদেশ দিয়া অনাথপিণ্ডদের পুত্রবধূ সুজাতাকে বিনয় শিক্ষা দিলেন। তৎপরে তিনি ভোজন শেষপূর্ব্বক জেতবনে প্রতিগমন করিলেন এবং তত্রত্য ভিক্ষুদিগকে তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য-সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া গন্ধকুটীরে প্রবেশ করিলেন। এদিকে ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া শাস্তার গুণ-কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, "কি আশ্চর্য্য! শাস্তা একবার মাত্র উপদেশ দিয়া এই কুলবধূর মতি ফিরাইলেন এবং তাহাকে স্রোতাপত্তিফল প্রদান করিলেন!" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এজন্মে নহে, পূর্ব্বজন্মেও আমি একবার মাত্র উপদেশ দিয়া ধর্ম্মের দিকে সুজাতার মন আকৃষ্ট করিয়াছিলাম"। অনন্তর ভিক্ষুদিগের প্রার্থনায় তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব তাঁহার অগ্রমহিষীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বয়ঃপ্রাপ্তির পর তক্ষশিলানগরে বিদ্যাশিক্ষা করেন এবং পিতার মৃত্যু হইলে স্বয়ং রাজপদ লাভ করিয়া যথাশাস্ত্র প্রজাপালনে প্রবৃত্ত হন।

বোধিসত্ত্বের জননী অতি ক্রোধনা, নিষ্ঠুরা, উগ্রস্বভাবা, কলহপ্রিয়া ও পরুষভাষিণী ছিলেন। বোধিসত্ত্বের অনেক সময়ে ইচ্ছা হইত যে জননীকে কিছু সদুপদেশ দেন; কিন্তু

* স্বর্গের অংশবিশেষ; ইহা ঊর্দ্ধতম পঞ্চমস্তরে অবস্থিত।

পাছে তাহাতে গুরুজনের প্রতি অসম্মান প্রদর্শিত হয়, এই আশঙ্কায় তিনি নীরব থাকিতেন। তিনি জননীকে উপমা দ্বারা কিছু বলিবার অভিপ্রায়ে সুযোগ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

এক দিন বোধিসত্ত্ব জননীকে সঙ্গে লইয়া উদ্যানে গমন করিতেছেন, এমন সময়ে পথে একটা নীলকণ্ঠ পক্ষী ডাকিয়া উঠিল। বোধিসত্ত্বের অনুচরেরা সেই শব্দ শুনিয়া অঙ্গুলি দ্বারা কর্ণরোধপূর্ব্বক বলিল, "কি বিকট রব! কি কর্কশ স্বর! থাম্‌রে বাপু! কাণ ঝালাপালা হইয়া গেল যে।"

অনন্তর বোধিসত্ত্ব যখন নটগণ-পরিবৃত হইয়া জননীর সহিত উদ্যানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, তখন একটা সুপুষ্পিত শালবৃক্ষে নিলীন একটী কোকিল মধুরস্বরে কূজন আরম্ভ করিল। সমস্ত লোক সেই কলস্বরে এমন মোহিত হইল যে তাহারা কৃতাঞ্জলিপুটে একবাক্যে বলিয়া উঠিল, "অহো! কি সুস্নিগ্ধ স্বর! কি শ্রুতিসুখকর স্বর! কি মৃদুস্বর! বিহঙ্গবর, তুমি আবার গান কর।" ইহা বলিয়া তাহারা উদ্‌গ্রীব হইয়া ও কাণ পাতিয়া বৃক্ষের দিকে অবলোকন করিতে লাগিল।

বোধিসত্ত্ব এই ব্যাপারদ্বয় প্রত্যক্ষ করিয়া বিবেচনা করিলেন, 'এবার জননীকে বুঝাইবার অতি সুন্দর অবসর উপস্থিত হইয়াছে।' তিনি বলিলেন, "দেখ মা, পথে নীলকণ্ঠ পক্ষীর বিকট চীৎকার শুনিয়া লোকে 'থাম্ থাম্' বলিয়া কাণে আঙ্গুল দিয়াছিল, ইহার কারণ এই যে পরুষশব্দ সকলেরই অপ্রিয়।" অনন্তর তিনি এই গাথাগুলি বলিলেন :—

চিত্রিত উত্তম বর্ণে, সুঠাম, সুন্দর,
অথচ কর্কশ যদি হয় কণ্ঠস্বর,
ইহলোকে, পরলোকে, জানিবে নিশ্চয়
হেন জীব কাহার(ও) না প্রিয়পাত্র হয়।

অতি কদাকার, কৃষ্ণবর্ণ কলেবর,
তাহাও তিলকে মিশে হয়েছে ধূসর, *
এ হেন কোকিল তোষে সবাকার মন
কেবল মধুর স্বর করি বরষণ।

দেখি ইহা শিখে সবে হ'তে প্রিয়ংবদ,
মিতভাষী, অনুদ্ধত, ছাড়ি ক্রোধ, মদ,
শুনিলে তাদের শ্রুতিমধুর বচন
কৃতার্থ ধর্ম্মার্থ লভি হয় ত্রিভুবন। †

বোধিসত্ত্ব উল্লিখিত গাথাত্রয় দ্বারা জননীর চৈতন্যসম্পাদন করিলেন এবং তদবধি সেই রমণী সদাচারসম্পন্না হইলেন। বোধিসত্ত্ব এই একবার মাত্র উপদেশ দিয়াই জননীকে সংযতা হইতে শিখাইলেন এবং দেহান্তে কর্ম্মানুরূপ গতি লাভ করিলেন।

[সমবধান—তখন সুজাতা ছিলেন সেই বারাণসীরাজের মাতা এবং আমি ছিলাম বারাণসীর সেই রাজা।]

---

* ধূসর তিলক পাপিয়ার গায়ে দেখা যায়, কোকিলের গায়ে নাই।

† এই গাথার শেষার্দ্ধ ধর্ম্মপদে (৩৬৩ শ্লোকে) দেখা যায়।

২৭০—উলূক-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি-কালে কাকের ও উলূকের মধ্যে নিত্যকলহ-সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। কাকেরা দিবাভাগে উলূকদিগকে খাইত, উলূকেরাও সূর্য্যাস্তের পর স্ব স্ব কুলায় হইতে নির্গত হইয়া কাকগুলি ঘুমাইয়া আছে দেখিলেই তাহাদের মাথা কাটিয়া প্রাণনাশ করিত। জেতবনের নিকটে এক পরিবেণে এক ভিক্ষু বাস করিতেন। যখন পরিবেণের চতুষ্পার্শ্বস্থ ভূমি সম্মার্জ্জন করিবার সময় হইত, তখন বৃক্ষ হইতে এত কাকের মাথা পড়িয়া থাকিত যে প্রতিদিন তাঁহাকে সেগুলির সাত আট ঝুড়ি তুলিয়া ফেলিতে হইত। তিনি ভিক্ষুদিগকে এই ব্যাপার জানাইলেন, ভিক্ষুরা একদিন ধর্ম্মসভায় এই সম্বন্ধে কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, "দেখ ভাই, অমুক ভিক্ষুর বাসস্থান হইতে প্রতিদিন নাকি এত এত কাকের মাথা ঝাঁট দিয়া ফেলিতে হয়।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, "কি হে ভিক্ষুগণ, তোমরা এখানে বসিয়া কি সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছ?" ভিক্ষুরা আলোচ্যমান বিষয় বিজ্ঞাপিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদন্ত, কোন্ সময় হইতে কাক ও উলূকদিগের মধ্যে এই বৈরভাব চলিয়া আসিতেছে?" শাস্তা উত্তর দিলেন, "প্রথম কল্প হইতে।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে—সৃষ্টির প্রথম কল্পে—মানবগণ সম্মিলিত হইয়া এক সুশ্রী, সুলক্ষণযুক্ত, আজ্ঞাসম্পন্ন এবং সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পুরুষকে আপনাদের রাজপদে নির্ব্বাচিত করিয়াছিল। চতুষ্পদেরাও একত্র হইয়া এক সিংহকে এবং মহাসমুদ্রবাসী মৎস্যেরা আনন্দ নামক মৎস্যকে স্ব স্ব রাজপদে বরণ করিয়াছিল। অতঃপর পক্ষীরা হিমবন্তপ্রদেশে এক শিলাতলে সমবেত হইয়া বলিতে লাগিল, "মানুষের রাজা হইল, চতুষ্পদদিগের রাজা হইল, মৎস্যদিগেরও রাজা হইল; কিন্তু আমাদের মধ্যে কোন রাজা নাই। উচ্ছৃঙ্খলভাবে বাস করা অনুচিত, অতএব আমাদিগেরও একজন রাজা থাকা আবশ্যক। দেখা যাউক আমাদের মধ্যে কে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইবার উপযুক্ত।"

অনন্তর পক্ষীরা অনুসন্ধান করিতে লাগিল কে তাহাদের রাজা হইবার যোগ্য। তাহারা এক উলূককে দেখিতে পাইয়া বলিল, "ইঁহাকেই আমরা মনোনীত করিতেছি।" তখন একটা পাখী সকলের মত জানিবার জন্য তিনবার উলূকের নির্ব্বাচন ঘোষণা করিল। একটা কাক দুইবার সহিষ্ণুভাবে এই ঘোষণা শুনিল, কিন্তু পরে উঠিয়া বলিল, "একটু অপেক্ষা কর, যদি রাজ্যাভিষেকের সময়েই উলূক মহাশয়ের এইরূপ মুখশ্রী হয়, তবে যখন ইনি ক্রুদ্ধ হইবেন, তখন না জানি ইহা আরও কত ভয়ঙ্করী হইবে। ইনি যখন ক্রুদ্ধ হইয়া ভ্রুকুটি করিবেন, তখন আমাদের তপ্তপাত্রনিক্ষিপ্ত তিলের ন্যায় দুর্দ্দশা ঘটিবে—আমরা কে কোথায় যে প্রক্ষিপ্ত হইব তাহা বলিতে পারি না। সমবেত সভ্যগণ, এই নিমিত্ত ইঁহার নির্ব্বাচন আমার অভিপ্রেত নহে।" এই ভাব আরও সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করিবার জন্য কাক নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটী বলিল :—

উপস্থিত যত মম জ্ঞাতি বন্ধুগণ
করিলে কৌশিকে রাজপদে নির্ব্বাচন,
অনুমতি আমি যদি সবাকার পাই,
এ বিষয়ে নিজ মত বলি চলি যাই।

---

* এখানে মূলে 'অভিরূপং সোভাগ্গপ্পত্তং আঞাসম্পন্নং সব্বাকারপরিপুণ্ণং' এই চারিটী বিশেষণ আছে। ইহাদের মধ্যে প্রথম দুইটী ও চতুর্থটির মধ্যে পার্থক্য একরূপ নাই বলিলেই হয়। 'আজ্ঞাসম্পন্ন' বলিলে যাহার চেহারা এমন যে দেখিলেই লোকে তাহার আজ্ঞাপালন করে (of commanding presence) এইরূপ বুঝায়।

অনন্তর শকুনেরা নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথায় তাহাকে অনুমতি দিল :—

দিনু সবে অনুমতি হে সৌম্য তোমায়,
যাহা পরম্পরাগত ধর্ম্ম-অর্থসুসঙ্গত
বলি তাহা অপনীত করহ সংশয়।

আর আর বহু পক্ষী আসিয়াছে বটে,
প্রজ্ঞাবান্, দ্যুতিমান্ বলি তারা পায় মান,
তবু অর্ব্বাচীন তারা তোমার নিকটে।

এইরূপ অনুজ্ঞাত হইয়া কাক নিম্নলিখিত তৃতীয় গাথাটী বলিল :—

হউক মঙ্গল ভাই, তোমা সবাকার
পেচক-রাজত্ব ভাল না লাগে আমার।
মুখশ্রী, অক্রুদ্ধ যবে, এইরূপ যার,
ক্রুদ্ধ হ'লে তার হাতে নাহিক নিস্তার।

কাক ইহা বলিয়া "আমার ইহাতে মত নাই, আমি ইহা অনুমোদন করি না" এইরূপ রব করিতে করিতে আকাশে উড়িয়া গেল। উলূকও আসন হইতে উঠিয়া তাহার অনুধাবন করিল। তদবধি ইহাদের পরস্পরের প্রতি বৈরভাব সঞ্জাত হইয়াছে।

অতঃপর শকুনেরা সুবর্ণহংসকে রাজপদে নির্ব্বাচিত করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রতিগমন করিল।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন।

সমবধান—তখন আমি ছিলাম সেই হংস, যে পক্ষীদিগের রাজপদে অভিষিক্ত হইয়াছিল।]

☞ পঞ্চতন্ত্রে (মিত্রসংপ্রাপ্তিতে) স্বাভাবিক বৈরীর এই কয়টী উদাহরণ দেখা যায় :—নকুল-সর্প, শষ্পভুগ্-নখায়ুধ; জল-বহ্নি, দেব দৈত্য, সারমেয়-মার্জার, ঈশ্বর-দরিদ্র; সপত্নী; সিংহ-গজ, লুব্ধক হরিণ, শ্রোত্রিয়-ভ্রষ্টক্রিয়, মূর্খ পণ্ডিত, পতিব্রতা-কুলটা, সজ্জন-দুর্জ্জন ইত্যাদি।

পঞ্চতন্ত্রে (কাকোলূকীয়ে) কাক ও পেচকের স্বাভাবিক বৈরভাব-সম্বন্ধে যে আখ্যায়িকা দেখা যায়, তাহার সঙ্গে এই জাতক প্রায় এক। পক্ষীরা সমবেত হইয়া বলিল, "বৈনতেয় বাসুদেবভক্ত, তিনি আমাদের কোন খোঁজ খবর রাখেন না, অতএব অন্য কোন পক্ষীকে রাজা করা হউক।" অনন্তর তাহারা উলূককে রাজা ও কৃকালিকাকে অগ্রমহিষীর পদে বরণ করিল; কিন্তু বায়স আসিয়া অভিষেক পণ্ড করিল। সে বলিল :—

বক্রনাসং সুজিহ্মাক্ষং ক্রূরমপ্রিয়দর্শনম্
অক্রুদ্ধস্যেদৃশং বক্ত্রং ভবেৎ ক্রুদ্ধস্য কীদৃশম্।
তথাচ স্বভাবরৌদ্রমত্যুগ্রং ক্রূরমপ্রিয়বাদিনম্
উলূকং নৃপতিং কৃত্বা কা নঃ সিদ্ধির্ভবিষ্যতি।

কথাসরিৎসাগরেও এই আখ্যায়িকা দেখা যায়। ঈষপের গল্পে ময়ূরকে রাজা করিবার কথা হইলে Jackdaw বলিয়াছিল, "তুমি ত রাজা হইবে, কিন্তু উৎক্রোশ যখন আমাদিগকে আক্রমণ করিবে, তখন কে রক্ষা করিবে বল ত?"

২৭১—উদপান-দূষক-জাতক।

[একটা শৃগাল কোন কূপের জল দূষিত করিয়াছিল। তাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া ঋষিপত্তনে অবস্থিতিকালে শাস্তা এই কথা বলিয়াছিলেন।

ভিক্ষুরা যে কূপের জলপান করিতেন, একটা শৃগাল নাকি মলমূত্র ত্যাগ করিয়া তাহার জল নষ্ট করিয়া যাইত। একদিন তাহাকে ঐ কূপের নিকট দেখিতে পাইয়া শ্রামণেরেরা ঢিল ছুড়িয়া তাড়া করিয়াছিল। ইহার পর সে শৃগাল আর কখনও সে দিকে ফিরিয়াও তাকায় নাই।

ভিক্ষুরা এই বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া একদিন ধর্ম্মসভায় এ সম্বন্ধে কথোপকথন করিতেছিলেন। তাঁহারা বলিতেছিলেন, "দেখ ভাই, যে শৃগালটা কূপের জল অপবিত্র করিত, শ্রামণেরদিগের হাতে প্রহার পাওয়া অবধি সে আর ওদিকে ফিরিয়াও তাকায় না।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পাইলেন এবং বলিলেন, "সেই শৃগাল যে কেবল এ জন্মেই কূপের জল নষ্ট করিয়াছে এমন নহে, পূর্ব্ব জন্মেও সে এইরূপ করিত।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]।

পুরাকালে বারাণসীর নিকটে এই ঋষিপতন এবং এই কূপই ছিল। তখন বোধিসত্ত্ব বারাণসীনগরের কোন ভদ্র বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক ঋষিগণ-পরিবৃত হইয়া ঋষিপতনে বাস করিতেন। ঐ সময়ে একটা শৃগাল এই কূপটার জল দূষিত করিয়া যাইত। অনন্তর একদিন তাপসেরা তাহাকে ঘিরিয়া এবং কোনরূপে ধরিয়া বোধিসত্ত্বের নিকট লইয়া গিয়াছিলেন। বোধিসত্ত্ব শৃগালের সহিত আলাপ করিবার সময় নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটী বলিয়াছিলেন :—

অরণ্যে তপস্যা করি ঋষি বহুকাল
কত কষ্টে কূপ এই করিলা খনন,
কি নিমিত্ত জল তার, বল ত শৃগাল,
নষ্ট কর প্রতিদিন তুমি অকারণ?

ইহা শুনিয়া শৃগাল নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথাটী বলিয়াছিল :—

শৃগালের রীতি এই, যেথা খায় জল,
সেখানেই ত্যাগ করে মূত্র আর মল।
পিতৃ-পিতামহ হ'তে পেয়েছি এ ধর্ম্ম;
এতে ক্রুদ্ধ হওয়া তব অনুচিত কর্ম্ম।

তখন বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত তৃতীয় গাথাটী বলিয়াছিলেন :—

এই যদি ধর্ম্ম হয় শৃগাল-সমাজে,
না জানি অধর্ম্ম-ভাব হয় কোন্ কাজে!
ধর্ম্মাধর্ম্ম তোমাদের আর যেন, ভাই,
কখনও আমরা হেথা দেখিতে না পাই।

মহাসত্ত্ব এইরূপে শৃগালকে উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন, 'সাবধান, আর কখনও এমুখো হইও না।' তদবধি সে শৃগাল আর কখনও সে দিকে ফিরিয়াও তাকাইত না।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন।

সমবধান—তখন এই শৃগালই সেই কূপ দূষিত করিয়াছিল এবং আমি ছিলাম সেই গণশাস্তা।]

২৭২—ব্যাঘ্র-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে কোকালিককে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। কোকালিকের বৃত্তান্ত ত্রয়োদশ নিপাতে তক্কারিয় জাতকে (৪৮১) বলা যাইবে। সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়নকে নিজের সঙ্গে লইয়া যাইবে এই উদ্দেশ্যে কোকালিক নিজের দেশ হইতে জেতবনে গিয়া শাস্তাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক স্থবিরদ্বয়ের নিকট গমন করিল এবং বলিল, "চল ভাই, কোকালিকের দেশবাসীরা তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছে।" স্থবিরদ্বয় বলিলেন, "তুমিই যাও ভাই, আমরা যাইব না।" এইরূপে প্রত্যাখ্যাত হইয়া কোকালিক একাকীই গমন করিল।

ভিক্ষুরা এই ঘটনা লইয়া ধর্ম্মসভায় কথোপকথন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "দেখ ভাই, কোকালিক সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়নের সঙ্গেও থাকিতে পারে না, অথচ ইঁহাদিগকে না পাইলেও তাহার চলে না। ইঁহাদের সহিত সংযোগও তাহার অসহ্য, আবার ইঁহাদের বিয়োগও তাহার অসহ্য।" এই সময়ে শাস্তা

সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "দেখ, কেবল এ জন্মে নহে, পূর্ব্বজন্মেও কোকালিক সারীপুত্র ও মৌদ্গল্যায়নের সঙ্গেও থাকিতে পারিত না, আবার ইঁহাদিগকে ছাড়িয়াও থাকিতে পারিত না।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব কোন বনে বৃক্ষদেবতারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বিমানের অনতিদূরে অন্য একটী বৃহৎ বনস্পতিতে আর এক জন বৃক্ষ-দেবতা বাস করিতেন। ঐ বনে এক সিংহ এবং এক ব্যাঘ্রও বাস করিত। তাহাদের ভয়ে কেহ ঐ বনে যাইত না, গাছ কাটিত না, এমন কি সে দিকে ফিরিয়া তাকাইতেও সাহস করিত না। ঐ সিংহ ও ব্যাঘ্র নানাপ্রকার মৃগ মারিয়া খাইত এবং ভোজনান্তে যাহা থাকিত তাহা সেখানেই ফেলিয়া যাইত। কাজেই অশুচি গলিতমাংসাদির গন্ধে সেই বনে তিষ্ঠা ভার হইত।

বোধিসত্ত্বের প্রতিবেশিনী বৃক্ষদেবতা অল্পমতি ও কারণাকারণানভিজ্ঞা ছিলেন। তিনি একদিন বোধিসত্ত্বকে বলিলেন, 'সৌম্য, এই সিংহ ও ব্যাঘ্রের দৌরাত্ম্যে বনভূমি অশুচি ও গলিতমাংসাদির গন্ধে পূর্ণ হইয়াছে, যাহাতে ইহারা পলাইয়া যায়, আমি তাহার ব্যবস্থা করিতেছি।'' বোধিসত্ত্ব উত্তর দিলেন, "ভদ্রে, এই দুইটা আছে বলিয়াই এতদিন আমাদের বিমান রক্ষা পাইয়াছে; ইহারা পলায়ন করিলে আমাদের বিমান বিনষ্ট হইবে, কারণ সিংহ ও ব্যাঘ্রের পদচিহ্ন না দেখিলে লোকে সমস্ত বন কাটিয়া সমভূমি করিবে এবং চাষবাস করিবে। অতএব তুমি এ অভিপ্রায় ত্যাগ কর।

যে মিত্রের সঙ্গলাভে হয় শান্তিনাশ
সতর্ক হইয়া কর সঙ্গে তার বাস।
আত্মাকে যতনে রক্ষা হেন মিত্র হ'তে,
নিজ চক্ষুর্দ্বয়বৎ কয়েন পণ্ডিতে।

যে মিত্রের সঙ্গে থাকি শান্তির বর্দ্ধন
হয়, তারে আত্মবৎ করহ যতন।"
সকল বিষয়ে সব পণ্ডিতের ঠাঁই,
নিজে আর হেন মিত্রে ভেদ কিছু নাই।"

বোধিসত্ত্ব এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন করিলেও সেই অল্পমতি দেবতা ইহাতে মন দিলেন না, তিনি একদিন ভীষণরূপ ধারণ করিয়া সিংহ ও ব্যাঘ্রকে ভয় দেখাইলেন; কাজেই তাহারা পলাইয়া গেল। লোকে আর তাহাদের পদচিহ্ন দেখিতে পাইল না—বুঝিল যে তাহারা বনান্তরে গিয়াছে। অমনই তাহারা উক্ত বনের এক অংশ কাটিয়া ফেলিল। তখন অল্পমতি দেবতা আবার বোধিসত্ত্বের নিকটে গিয়া বলিলেন, "সৌম্য, আমি তোমার কথামত কাজ করি নাই, ভয় দেখাইয়া সিংহ ও ব্যাঘ্রটাকে তাড়াইয়া দিয়াছি। এখন তাহারা চলিয়া গিয়াছে জানিয়া মানুষে বন কাটিতে আরম্ভ করিয়াছে, এখন বল কি কর্ত্তব্য?" বোধিসত্ত্ব উত্তর দিলেন, "তাহারা এখন অমুক বনে আছে; তুমি গিয়া তাহাদিগকে লইয়া আইস।" তদনুসারে সেই অল্পমতি দেবতা তখনই তাহাদের নিকট গেলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে নিম্নলিখিত তৃতীয় গাথাটী বলিলেন :—

এস ব্যাঘ্র, চল ফিরি পুনঃ মহাবনে,
ব্যাঘ্রহীন বনে বল থাকিব কেমনে?
ব্যাঘ্রহীন বনে বৃক্ষ থাকিবে না আর;
তোমাদের সেই বন হবে ছারখার।

দেবতাকর্তৃক উক্তরূপে যাচিত হইয়াও সেই সিংহ ও ব্যাঘ্র বলিল, "তুমি দূর হও, আমরা সেখানে যাইতেছি না।" কাজেই দেবতা একাকিনী বনে ফিরিয়া গেলেন। এদিকে লোকেও কয়েকদিনের মধ্যেই সমস্ত বন কাটিয়া ক্ষেত প্রস্তুত করিল এবং চাষ আবাদ করিতে লাগিল।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন।

সমবধান—তখন কোকালিক ছিল সেই মূর্খ দেবতা, সারিপুত্র ছিলেন সেই সিংহ, মৌদ্গল্যায়ন ছিলেন সেই ব্যাঘ্র এবং আমি ছিলাম সেই পণ্ডিত দেবতা।

২৭৩—কচ্ছপ-জাতক।

[কোশল-রাজের দুইজন মহামাত্রের বিবাদভঞ্জন হইয়াছিল। তদুপলক্ষ্যে শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি-কালে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার অতীত বস্তু ত্রিনিপাতে বলা হইয়াছে। *]

আসীৎ পুরা বারাণস্যাং ব্রহ্মদত্তো নাম রাজা। তস্মিংশ্চ রাজ্যং কুর্ব্বতি বোধিসত্ত্বঃ কাশী-রাষ্ট্রে কস্মিংশ্চিদ্ ব্রাহ্মণকুলে জন্মান্তরমবাপ্য প্রাপ্তবয়াস্তক্ষশিলাং গত্বা বহূনি শাস্ত্রাণ্যধৈষ্ট। অথ স বীতকামঃ প্রব্রজ্যামাশ্রিত্য হিমবৎপ্রদেশে গঙ্গাতীরে আশ্রমপদং পরিকল্প্য অভিজ্ঞাঃ সমাপত্তীশ্চ সমালভ্য ধ্যানসুখমনুভবন্ তস্থৌ। অস্মিন্ কিল জন্মনি বোধিসত্ত্বঃ পরমমধ্যস্থ আসীদুপেক্ষাপারমিতাঞ্চানুষ্ঠিতবান্।

অথৈকো দুঃশীলঃ প্রগল্ভঃ শাখামৃগঃ পর্ণশালাদ্বারে নিষণ্ণস্য তস্য শ্রোত্রবিবরে যদা তদা সমাগত্য মেহনং প্রবেশ্য [illegible] বোধিসত্ত্বঃ পরমমধ্যস্থত্বাত্তং ন নিবারয়ামাস। এবং গচ্ছতি কালে একদা কশ্চিৎ কচ্ছপ উদকাদুত্থায় মুখং ব্যাদায় গঙ্গাতটে আতপমুপসেবমানঃ সুষ্বাপ। তমালোক্য স লোলো মর্কটস্তস্য মুখবিবরে মেহনপ্রবেশনমকার্ষীৎ। কচ্ছপস্তু প্রবুদ্ধঃ সমুদ্গকে নিক্ষিপ্তমিব তন্মেহনমদষ্ট। ততো বলবতী বেদনাস্য সঞ্জাতা। তামসহমানো মর্কটোঽচিন্তয়ৎ কো নু খলু মামস্মাৎ দুঃখাৎ পরিত্রাতুং সমর্থস্তাপসাদন্যঃ। তন্ময়া গন্তব্যম-স্যান্তিকম্। ইতি বিচার্য্য স দ্বাভ্যাং হস্তাভ্যাং কচ্ছপমুদ্ধৃত্য বোধিসত্ত্বস্যান্তিকমুপাগমৎ।

বোধিসত্ত্বস্তু তেন দুঃশীলেন মর্কটেন সহ দ্রবং কুর্ব্বন্ প্রথমাং গাথামাহ :—

ব্রাহ্মণঃ কোঽয়মায়াতি পাণৌ ধৃতান্নভাণ্ডকঃ ?
কুত্র ভিক্ষা ত্বয়া লব্ধা ? কস্য শ্রাদ্ধেঽসিবা ব্রতী ?

তচ্ছ্রুত্বা দুঃশীলো মর্কটো দ্বিতীয়াং গাথামাহ :—

শাখামৃগোঽস্মি দুর্ম্মেধা ; অমৃশং পদমামৃশম্।
ত্বং মাং মোচয়, ভদ্রং তে ; মুক্তো গচ্ছামি পর্ব্বতম্॥

বোধিসত্ত্বস্ততঃ কচ্ছপেন সহ সংলপন্ তৃতীয়াং গাথামাহ :—

কাশ্যপাঃ কচ্ছপা জ্ঞেয়াঃ, কৌণ্ডিন্যা মর্কটাঃ স্মৃতাঃ।
মুঞ্চ কাশ্যপ কৌণ্ডিন্যং, কৃতং মৈথুনকং ত্বয়া॥

এতদ্ বোধিসত্ত্ববচনং শ্রুত্বা কচ্ছপঃ সুপ্রসন্নস্তন্মর্কটমেহনং মুমোচ। মর্কটোঽপি মুক্তমাত্রো বোধিসত্ত্বং প্রণম্য পলায়িতঃ, নচ তৎস্থানং পরাবৃত্যাপি পুনরালোকয়ৎ। কচ্ছপোঽপি বোধিসত্ত্বং নমস্কৃত্য যথাস্থানং গতঃ। বোধিসত্ত্বোঽপ্যপরিহীনধ্যানো ব্রহ্মলোকপরায়ণো বভুব।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন।

সমবধান—এই মহামাত্রদ্বয় ছিলেন সেই কচ্ছপ ও বানর এবং আমি ছিলাম সেই তাপস।]

* উরগ-জাতক (১৫৪) এবং নকুল-জাতক (১৬৫)।

২৭৪—লোল-জাতক। *

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি-কালে জনৈক লোভী ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ভিক্ষু ধর্ম্মসভায় আনীত হইলে শাস্তা বলিয়াছিলেন, "তুমি কেবল এ জন্মে নহে, পূর্ব্বেও অতিলোভবশতঃ প্রাণ হারাইয়াছিলে এবং তোমারই দোষে পণ্ডিতেরা নিজ বাসস্থান হইতে বিদূরিত হইয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বর্ণন করিয়াছিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বারাণসী-শ্রেষ্ঠীর পাচক পুণ্য সঞ্চয় করিবার মানসে পাকশালায় পক্ষীর বাসের জন্য একটা ঝুড়ি রাখিয়া দিয়াছিল। তখন বোধিসত্ত্ব পারাবত-যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ঐ ঝুড়িতে বাস করিতেন।

একদিন একটা লোভী কাক পাকশালার মটকার উপর দিয়া উড়িয়া যাইবার কালে দেখিতে পাইল, সেখানে নানা প্রকার মৎস্য ও মাংস রহিয়াছে। ইহাতে সে লোভাভিভূত হইল এবং ভাবিতে লাগিল, কি উপায়ে এই সমস্ত খাইবার অবকাশ পাইব? অতঃপর সে বোধিসত্ত্বকে দেখিয়া স্থির করিল, এই পায়রাটার সাহায্যে আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিব।

বোধিসত্ত্ব যখন আহার-সংগ্রহের জন্য বনে চলিলেন, তখন কাক নিজের দুষ্ট অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "আমার খাদ্য একরূপ, তোমার খাদ্য অন্যরূপ; তুমি কেন আমার পিছনে পিছনে আসিতেছ?" কাক উত্তর করিল, "আপনার স্বভাবে আমি মুগ্ধ হইয়াছি; কাজেই ইচ্ছা করিয়াছি, আপনি যেখানে চরিবেন, আমিও সেখানে চরিব এবং আপনার সেবাশুশ্রূষা করিব।" বোধিসত্ত্ব ইহাতে সম্মত হইলেন।

চরিবার ভূমিতে গিয়া কাক দেখাইতে লাগিল বটে যে সে বোধিসত্ত্বের সহিত একই স্থানে চরিতেছে; কিন্তু সুযোগ পাইলেই সে পিছনে গিয়া গোবরের তালগুলি ভাঙ্গিয়া কীট খাইতে লাগিল, এবং যখন নিজের পেটটী ভরিল, তখন বোধিসত্ত্বের নিকট গিয়া বলিল, "আপনার চরিতে এত সময় লাগে? আহারের সম্বন্ধে পরিমাণ বুঝিয়া চলা উচিত। চলুন, আর বিলম্ব করিলে আমরা যথাসময়ে ফিরিতে পারিব না।"

বোধিসত্ত্ব কাককে সঙ্গে লইয়া বাসস্থানে ফিরিলেন। পাচক দেখিল পারাবত একটী বন্ধু সঙ্গে লইয়া আসিয়াছে; অতএব সে কাকের জন্যও একটা তুষের ঝুড়ি বান্ধিয়া দিল। এইরূপে চারি পাঁচ দিন কাক বোধিসত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গে রহিল।

ইহার পর একদিন শ্রেষ্ঠীর গৃহে বহু মৎস্য মাংস আনীত হইল। তাহা দেখিয়া কাকের বড় লোভ জন্মিল। সে প্রত্যূষকাল হইতেই পীড়ার ভাণ করিয়া শুইয়া রহিল এবং কোঁথ পাড়িতে লাগিল। ভোর হইলে বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "এস ভাই, চরায় যাই।" কাক বলিল, "আজ আপনি যান; আমার বড় অজীর্ণদোষ হইয়াছে।" "ভাই, কাকের ত কখনও অজীর্ণ রোগের কথা শুনা যায় না; দীপবর্ত্তিকা খাইলে তাহা তোমাদের পেটে কিছুকাল থাকিতে পারে বটে, কিন্তু অন্য যাহা খাও, তাহা ত তৎক্ষণাৎ জীর্ণ করিয়া ফেল। আমি যাহা বলি, তাহা কর; এই মৎস্য মাংস দেখিয়া এরূপ (লোভ) করিও না।" "প্রভু, আপনি এ কি কথা বলিতেছেন? আমার সত্য সত্যই অজীর্ণ দোষ জন্মিয়াছে।" "আচ্ছা নাই গেলে; কিন্তু সাবধান; কোন অন্যায় কাজ করিও না।" কাককে এই উপদেশ দিয়া বোধিসত্ত্ব চলিয়া গেলেন।

---

* এই জাতকটী প্রথম খণ্ডেও দেখা যায় (৪২)। সেখানে ইহার নাম কপোত-জাতক।

এ দিকে পাচক নানা প্রকার মৎস্য মাংস দ্বারা খাদ্য প্রস্তুত করিল এবং পাকশালার দ্বারে দাঁড়াইয়া গায়ের ঘাম মুছিতে লাগিল। কাক দেখিল মাংস খাইবার বেশ সুযোগ ঘটিয়াছে। সে একটা ঝোলের পাত্রের উপর গিয়া বসিল। ইহাতে যে 'ক্লিট' শব্দ হইল, তাহা শুনিয়া পাচক মুখ ফিরাইল এবং কাককে দেখিতে পাইয়া ঘরের ভিতর গিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। অনন্তর সে, মস্তকের একটা গুচ্ছ ব্যতীত কাকের সর্ব্বশরীর হইতে পালক ছিঁড়িয়া ফেলিল; আদা, জীরা প্রভৃতি পিষিয়া ও তাহাতে ঘোল মিশাইয়া কাকের গায়ে মাখাইয়া দিল; এবং "তুই আমার শ্রেষ্ঠী মহাশয়ের মৎস্য মাংস উচ্ছিষ্ট করিলি," এই বলিতে বলিতে তাহাকে ঝুড়ির মধ্যে ফেলিয়া দিল। ইহাতে কাকের সর্ব্বাঙ্গে ভয়ঙ্কর বেদনা হইল।

বোধিসত্ত্ব চরা হইতে ফিরিয়া কাকের আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইলেন এবং কৌতুকচ্ছলে নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটী বলিলেন:—

মেঘের নাত্‌নী * বলাকা তুই শিরে শিখা শোভে,
চোরের মত কাকের ঝুড়ি নিলি কোন্ লোভে?
শীগ্‌গীর করে আয় নেমে, বলেম আমি ভাল;
কাক এসে তোয় দেখ্‌তে পেলে ঘটাবে জঞ্জাল।

ইহা শুনিয়া কাক নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথাটী বলিল:—

বলাকা নই; নাইকো শিখা; আমি লোভী কাক;
শুনি নাই ক কথা তোমার, তাইতে এ বিপাক।

ইহার উত্তরে বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত তৃতীয় গাথাটী বলিলেন:—

হয় নি শিক্ষা; আবার তুমি ফাঁদে দিবে পা;
স্বভাব তোমার শুধরাবে না; অভ্যেস যাবে না।
মানুষে যা আহার করে, পাখীর ভাগ্যে তা,
যতই কেন চেষ্টা কর, জুটবে কখন না।

অনন্তর বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "আমি আর এখন হইতে এই স্থানে বাস করিতে পারি না।" তিনি অন্যত্র উড়িয়া গেলেন। কাক আর্ত্তনাদ করিতে করিতে মারা গেল।

[এইরূপ ধর্ম্মদেশনার পর শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই লোভী ভিক্ষু অনাগামিফল প্রাপ্ত হইল।

সমবধান—তখন এই লোভী ভিক্ষু ছিল সেই লোভী কাক এবং আমি ছিলাম সেই পারাবত।]

২৭৫—রুচির-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি-কালে জনৈক লোভী ভিক্ষুকে উপলক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্ন ও অতীত বস্তু পূর্ব্ববর্ত্তী জাতকের ন্যায়। ইহার গাথাগুলি এই:—]

কোন্ সুন্দরী † বলাকা গো, কাকের বাসায় কেন?
কাক সখা মোর উগ্র অতি; এ বাসা তার জেন।

জান না কি আমায় তুমি, পায়রা আমার ভাই?
ঘাসের বীচি খেয়ে বেড়াও; নাই কোন বালাই।

---

* পালিটীকাকার বলেন যে বলাকারা মেঘগর্জ্জন শুনিয়া গর্ভধারণ করে এই প্রসিদ্ধি। অতএব মেঘগর্জ্জন তাহাদের পিতা এবং মেঘ তাহাদের পিতামহ।

তু°—"গর্ভাধানক্ষণপরিচয়ান্ নূনমাবদ্ধমালাঃ
সেবিষ্যন্তে নয়নসুভগং খে ভবন্তং বলাকাঃ—মেঘদূত।

তক্র-মিশ্রিত আর্দ্রক ইত্যাদি গায়ে মাখা ছিল বলিয়া কাকের রং শাদা হইয়াছিল। এজন্য বোধিসত্ত্ব পরিহাসচ্ছলে তাহাকে বলাকা বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন।

† ঘোল ইত্যাদির প্রলেপ দ্বারা কাকের রঙ শাদা হইয়াছে, এজন্য পারাবত তাহাকে সুন্দরী বলিয়া পরিহাস করিতেছে।

বলাকা নই, নই সুন্দরী; আমি লোভী কাক;
শুনি নাই ক কথা তোমার; তাইতে এ বিপাক।

হয়নি শিক্ষা; আবার তুমি ফাঁদে দিবে পা;
স্বভাব তোমার অতিলোভ মলেও যাবে না।
মানুষে যা আহার করে, পাখীর ভাগ্যে তা,
যতই কেন চেষ্টা কর, জুটবে কখন না।

(উক্ত গাথাগুলি একান্তরিকা)

পূর্ব্ব আখ্যায়িকার ন্যায় এ সম্বন্ধেও বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "এখন হইতে আমি আর এ স্থানে থাকিতে পারি না।" অনন্তর তিনি উড়িয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই লোভী ভিক্ষু অনাগামি-ফল প্রাপ্ত হইল।]

সমবধান—তখন এই লোভী ভিক্ষু ছিল সেই কাক এবং আমি ছিলাম সেই পারাবত।]

২৭৬—কুরুধর্ম্মজাতক।

[শাস্তা জেতবনে জনৈক হংসঘাতক ভিক্ষুকে উপলক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন।* শ্রাবস্তীবাসী দুই বন্ধু প্রব্রজ্যাগ্রহণপূর্ব্বক যথাকালে উপসম্পদা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা সচরাচর এক সঙ্গে বিচরণ করিতেন। এক দিন তাঁহারা অচিরবতী নদীতে† স্নান করিয়া বালুকাপুলিনে বসিয়া রৌদ্র-সেবন এবং কথোপকথন করিতেছিলেন, এমন সময়ে আকাশে দিয়া দুইটা হংস উড়িয়া যাইতেছিল। তাহা দেখিয়া তরুণ ভিক্ষুদ্বয়ের এক জন একটা লোষ্ট্র হস্তে লইয়া বলিলেন, "আমি ঐ হংসটার চক্ষুতে আঘাত করিতেছি।" অপর ভিক্ষু বলিলেন, "তাহা পারিবে না।" "দাঁড়াইয়া দেখ না, পারি কি না পারি, এ পার্শ্বের চক্ষুতে আঘাত করিতে পারি; ইচ্ছা করিলে ও পার্শ্বের চক্ষুতেও আঘাত করিতে পারি।" "পারিলে আর কি? "তবে দেখ।" অনন্তর তিনি এক খণ্ড ত্রিকোণ প্রস্তর লইয়া হংসটীর পশ্চাদ্‌ভাগ লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। হংসটী লোষ্ট্রের শব্দ শুনিয়া মুখ ফিরাইয়া দেখিতে লাগিল। তখন সেই ভিক্ষু একটা বর্ত্তুলাকার লোষ্ট্র লইয়া এমন ভাবে নিক্ষেপ করিলেন যে, তাহা হংসটীর সম্মুখবর্ত্তী চক্ষুতে লাগিয়া অপর চক্ষু ভেদপূর্ব্বক বাহির হইয়া গেল। হংসটী আর্ত্তনাদ করিতে করিতে ও ঘুরিতে ঘুরিতে তাঁহাদের পাদমূলে পতিত হইল।

সেখানে অন্য যে সকল ভিক্ষু ছিলেন, তাঁহারা এই কাণ্ড দেখিয়া ঐ দুই ভিক্ষুকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "তোমরা বুদ্ধশাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছ, অথচ এই গর্হিত কার্য্য করিলে! একটা প্রাণীকে মারিয়া ফেলিলে! চল, তোমাদিগকে তথাগতের নিকট লইয়া যাই।"

শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে, তোমরা কি প্রকৃতই প্রাণিহত্যা করিয়াছ?" ভিক্ষুদ্বয় উত্তর দিলেন, "হাঁ ভগবন্।" "এরূপ নির্ব্বাণপ্রদ শাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াও এমন গর্হিত কাজ করিলে কেন? পূর্ব্বকালে যখন বুদ্ধের আবির্ভাব হয় নাই, যখন লোকে পাপময় সংসারেই বাস করিত, তখনও পণ্ডিতেরা অতি সামান্য সামান্য অপরাধ করিয়া অনুতাপ বোধ করিতেন, আর তোমরা এবংবিধ শাসনে প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়াও পাপাচারে দ্বিধা বোধ কর না! ভিক্ষুমাত্রেরই কায়মনোবাক্যে সংযমী হইয়া থাকা কর্ত্তব্য।" ইহা বলিয়া তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে কুরুরাজ্যে ইন্দ্রপ্রস্থ নগরে ধনঞ্জয় নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার অগ্রমহিষীর গর্ভে বোধিসত্ত্বের জন্ম হয়। বোধিসত্ত্ব জ্ঞানোদয়ের পর তক্ষশিলা নগরে বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন এবং পিতার জীবদ্দশায় উপরাজের পদে নিয়োজিত থাকিয়া তদীয় দেহত্যাগের পর

---

* প্রথম খণ্ডে শালিত্তক-জাতকের (১০৭ সংখ্যক) প্রত্যুৎপন্নবস্তুও ঠিক এইরূপ।
† অযোধ্যা অঞ্চলস্থ নদীবিশেষ; ইহার বর্তমান নাম রাপ্তী বা ইরাবতী।

নিজেই রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তিনি দশবিধ রাজধর্ম্ম* এবং কুরুধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেন। কুরুধর্ম্ম বলিলে পঞ্চবিধ শীল বুঝায়; বোধিসত্ত্ব নিজে এবং তাঁহার জননী অগ্রমহিষী, কনিষ্ঠ ভ্রাতা (উপরাজ), পুরোহিত ব্রাহ্মণ, রজ্জুগ্রাহক, † অমাত্য (সারথি), শ্রেষ্ঠী, দ্রোণমাপক, ‡ মহামাত্র (দৌবারিক) এবং নগরশোভনা গণিকা, এই সকল ব্যক্তি অতি পরিশুদ্ধভাবে কুরুধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। §

রাজা, রাজমাতা,	রাজার মহিষী,	উপরাজ, পুরোহিত,
রজ্জুক, সারথি,	শ্রেষ্ঠী, দ্রোণমাতা,	দৌবারিক সুপণ্ডিত,
বারবিলাসিনী,	এই একাদশ	ব্যক্তি সেই রাজ্য মাঝে
কুরুধর্ম্ম পালি'	থাকিতেন রত	সদা নিজ নিজ কাজে।

উল্লিখিত সকল ব্যক্তিই পরিশুদ্ধভাবে পঞ্চ শীল পালন করিতেন। রাজা নগরের দ্বারচতুষ্টয়ে, নগরের মধ্যে এবং প্রাসাদের পুরোভাগে ছয়টী দানশালা স্থাপিত করিয়া প্রতিদিন ছয় লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিতেন। তাঁহার এই অকাতর দান দেখিয়া সমস্ত জম্বুদ্বীপ বিস্মিত হইয়াছিল। ফলতঃ দানেই তাঁহার আসক্তি ছিল, দানেই তাঁহার প্রীতি জন্মিত; জম্বুদ্বীপে এমন কোন স্থান ছিল না, যেখানে তাঁহার দানশীলতা অনুভূত হইত না।

এই সময়ে কলিঙ্গদেশস্থ দন্তপুর নগরে কলিঙ্গরাজ নামক এক রাজা ছিলেন। একদা তাঁহার রাজ্যে অনাবৃষ্টি-নিবন্ধন দুর্ভিক্ষ ঘটিয়াছিল। তাহাতে লোকের ত্রিবিধ ভয় জন্মিল। তাহারা আশঙ্কা করিতে লাগিল যে, খাদ্য ও পানীয়ের অভাব হইবে, অন্নকষ্টবশতঃ মহামারীও দেখা দিবে। ইহার পর তাহারা খাদ্যাভাবে বিরক্ত হইয়া সন্তানদিগের হাত ধরিয়া যেখানে সেখানে যাইতে লাগিল এবং উপায়ান্তর না দেখিয়া পরিশেষে সমবেত হইয়া দন্তপুরে গমন-পূর্ব্বক রাজদ্বারে আর্ত্তনাদ আরম্ভ করিল।

রাজা বাতায়নের নিকট আসীন ছিলেন। তিনি প্রজাদিগের আর্ত্তনাদ শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহারা এত চীৎকার করিতেছে কেন?" রাজভৃত্যেরা বলিল, "মহারাজ, সমস্ত রাজ্যে তিনটা মহাভয় দেখা দিয়াছে, বৃষ্টি হইতেছে না, শস্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে, দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে, লোকে অখাদ্য খাইতেছে, রোগে ভুগিতেছে এবং নিঃস্ব হইয়া পুত্রকন্যাদির হাত ধরিয়া অন্নের চেষ্টায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। অতএব মহারাজ, যাহাতে বৃষ্টি হয়, তাহার উপায় করুন।"

"ভূতপূর্ব্ব রাজারা অনাবৃষ্টি ঘটিলে কি করিতেন?"

"মহারাজ, ভূতপূর্ব্ব রাজারা অনাবৃষ্টির সময় দান করিতেন, পোষধ দিবসের কর্ত্তব্য পালন করিতেন, শীলাচারসম্পন্ন হইবার সঙ্কল্প করিতেন এবং শয়নাগারে প্রবেশপূর্ব্বক সপ্তাহ-কাল কুশ-শয্যায় শুইয়া থাকিতেন। তাঁহারা এইরূপ করিলে বৃষ্টি হইত।" "বেশ, আমিও

---

* দান, শীল, পরিত্যাগ, অক্রোধ, অবিহিংসা, ক্ষান্তি, আর্জব, মার্দ্দব, তপঃ, অবিরোধন।

† অভিধানে রজ্জুক শব্দ দেখা যায় না। এই আখ্যায়িকায় রজ্জুকের প্রকরণে দেখা যায় যে, ইনি রজ্জু (রশি) দ্বারা ক্ষেত্রাদির পরিমাণ নির্ণয় করিতেন, তাহা হইলে ইঁহাকে সদর আমীন বা Surveyor-General স্থানীয় মনে করা যাইতে পারে। ইংরাজী অনুবাদে রজ্জুক শব্দের 'রথচালক' অর্থ ধরা হইয়াছে। ইহা সমীচীন নহে, কারণ 'সারথি' শব্দেরও এই অর্থ এবং রজ্জুকের কাজের সহিত ইহার মিল নাই।

‡ প্রজারা অনেক সময়ে রাজাকে করস্বরূপ শস্য দিত। তাহার পরিমাপের তত্ত্বাবধায়ককে দ্রোণমাপক বা দ্রোণমাতা বলা হইত। দ্রোণ এক প্রকার মাপ, ইহার পরিমাণ প্রায় /৪ সের।

§ মূলের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও উপরাজ, পুরোহিত ও ব্রাহ্মণ, অমাত্য ও সারথি, মহামাত্র ও দৌবারিক, এবং নগরশোভনা ও বর্ণদাসী, এই পদযুগলসমূহ প্রত্যেকে এক এক জন ব্যক্তিকে বুঝাইতেছে, নচেৎ পরবর্ত্তী গাথা এবং উপাখ্যানাংশের সহিত সামঞ্জস্য থাকে না।

তাহাই করিতেছি।" অনন্তর রাজা উক্তরূপ অনুষ্ঠান করিলেন; কিন্তু তাহাতে বৃষ্টি হইল না। ইহা দেখিয়া রাজা অমাত্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি সমস্ত কর্ত্তব্য সম্পাদন করিলাম, অথচ বৃষ্টি হইল না; এখন কি করিব বল।" অমাত্যেরা বলিলেন, "মহারাজ, ইন্দ্রপ্রস্থ নগরে কুরুরাজ ধনঞ্জয়ের অঞ্জন বৃষভ নামে এক মঙ্গল হস্তী আছে। আমরা গিয়া তাহাকে লইয়া আসি; তাহা হইলেই দেবতা বারিবর্ষণ করিবেন।" "সেই রাজা বলবাহন-সম্পন্ন এবং দুষ্প্রসহ; তোমরা তাঁহার হস্তী আনিবে কি প্রকারে?" "মহারাজ, তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে না; কুরুরাজ পরম দানশীল; দানেই তাঁহার অভিরুচি; কেহ তাঁহার নিকট যাচ্ঞা করিলে তিনি নিজের মুকুট-শোভিত মস্তক কিংবা সুপ্রসন্ন নয়নদ্বয় দান করিতেও কুণ্ঠিত হন না; তিনি সমস্ত রাজ্য পর্য্যন্ত দান করিতে পারেন। হস্তীটার জন্য তাঁহাকে বেশী বলিতে হইবে না; আমরা চাহিলে তিনি নিশ্চিত উহা দান করিবেন।" "কে তাঁহার নিকট এইরূপ যাচ্ঞা করিতে সমর্থ?" "ব্রাহ্মণেরা।" ইহা শুনিয়া রাজা সংবাদ দিয়া ব্রাহ্মণগ্রাম হইতে আট জন ব্রাহ্মণ আনাইলেন এবং তাঁহাদিগকে যথোপযুক্ত সম্মান করিয়া হস্তিযাচ্ঞার জন্য প্রেরণ করিলেন।

ব্রাহ্মণেরা পাথেয় লইয়া পথিকজনোচিত বেশ পরিধান করিলেন এবং কুত্রাপি এক রাত্রির অধিক অবস্থান না করিয়া চলিতে চলিতে কতিপয় দিন পরে ইন্দ্রপ্রস্থে উপনীত হইলেন। সেখানে তাঁহারা নগরদ্বারস্থ একটী দানশালায় আহার করিয়া শরীর সুস্থ করিলেন এবং রাজা কখন দানশালায় আসিবেন, জিজ্ঞাসিলেন। দানশালার লোকে উত্তর দিল, "প্রতি পক্ষে তিন দিন—চতুর্দ্দশীতে, পক্ষান্তে ও অষ্টমীতে—রাজা এখানে আসিয়া থাকেন। আগামী কল্য পূর্ণিমা, অতএব কল্য তিনি এখানে আসিবেন।"

তদনুসারে ব্রাহ্মণেরা পরদিন প্রাতঃকালেই গমন করিয়া পূর্ব্বদ্বারে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। বোধিসত্ত্ব প্রাতঃকালে স্নান করিলেন, গাত্রে চন্দনানুলেপ দিলেন, বিবিধ ভূষণে মণ্ডিত হইলেন এবং সুশোভিত হস্তিবরে আরোহণপূর্ব্বক বহু অনুচর-পরিবেষ্টিত হইয়া পূর্ব্বদ্বারস্থ দানশালায় গমন করিলেন। সেখানে যে সকল অতিথি উপস্থিত ছিল, তিনি অবতরণপূর্ব্বক স্বহস্তে তাহাদের সাত আট জনকে অন্ন পরিবেষণ করিলেন এবং তত্রত্য কর্ম্মচারীদিগকে "এই নিয়মে পরিবেষণ কর" এই আদেশ দিয়া পুনর্ব্বার গজস্কন্ধে উঠিয়া দক্ষিণ-দ্বারে চলিয়া গেলেন। পূর্ব্বদ্বারে বোধিসত্ত্বের অনেক শরীররক্ষক ছিল; সেজন্য ব্রাহ্মণেরা তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিবার অবকাশ পান নাই; কাজেই তাঁহারাও দক্ষিণ দ্বারে গিয়া রাজাগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। অনন্তর রাজা যখন দ্বারের অনতিদূরে এক উন্নত ভূভাগে উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহারা হস্ত উত্তোলনপূর্ব্বক "মহারাজের জয় হউক" এই আশীর্ব্বাদ করিলেন। তদ্দর্শনে রাজা তীক্ষ্ণ অঙ্কুশের সাহায্যে হস্তীকে পরিচালিত করিয়া তাঁহাদের সমীপে উপনীত হইলেন এবং "ভো ব্রাহ্মণগণ, আপনারা কি চান?" এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাহ্মণেরা বোধিসত্ত্বের গুণ বর্ণনাপূর্ব্বক নিম্নলিখিত গাথা পাঠ করিলেন:—

> শুনি লোকমুখে পরম ধার্ম্মিক তুমি না কি, নৃপবর,
> প্রত্যাখ্যান কভু জীবন থাকিতে যাচক জনে না কর।
> সেই হেতু মোরা কলিঙ্গ হইতে, বহু অর্থ করি নাশ,
> লভিবার তরে মঙ্গলহস্তীরে এসেছি তোমার পাশ।

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব উত্তর করিলেন, "ব্রাহ্মণগণ, এই হস্তী পাইবার জন্য যদি আপনারা সর্ব্বস্বান্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলেও কোন চিন্তা করিবেন না। আমি ইহাকে সর্ব্ববিধ আভরণসহ দান করিতেছি।" এইরূপে আগন্তুকদিগকে আশ্বাস দিয়া বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত গাথাদ্বয় পাঠ করিলেন:—

আচার্য্যের মুখে আমি পাই উপদেশ,
প্রত্যাখ্যানে যাচকের নাহি দিবে ক্লেশ।
আসিবে যে হেথা কিছু পাইবার তরে,
ভগ্নাশ হইয়া যেন নাহি ফিরে ঘরে।
হউক স্বাধীন কিংবা পরাধীন জন,
যথাসাধ্য কর তার প্রার্থনা পূরণ।

রাজ যোগ্য, রাজ-ভোগ্য এই করিবরে
(যাহার অশেষ গুণ বিদিত সংসারে)
করিলাম দান আমি, হে ব্রাহ্মণগণ;
চলি যান, ল'য়ে এরে যেথা লয় মন।
শুধু হস্তী নয়, পুনঃ ল'য়ে যান তার
অলঙ্কার, সোণার ঝালর যত আর;
ল'য়ে যান মাহুতেরে চালাইতে তারে;
করিনু সন্তুষ্টচিত্তে দান সবাকারে।

মহাসত্ত্ব হস্তিপৃষ্ঠ হইতে এইরূপ বলিলেন এবং অবতরণপূর্ব্বক বলিলেন, "দেখি, ইহার কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অনলঙ্কৃত আছে কিনা, ইহাকে সর্ব্বাঙ্গে অলঙ্কৃত করিয়া দান করিব।" তিনি হস্তীকে তিন বার প্রদক্ষিণ করিলেন, কিন্তু পরীক্ষা করিয়া কোন অঙ্গই অলঙ্কারহীন দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি ব্রাহ্মণদিগের হস্তে উহার শুণ্ড দিয়া তদুপরি স্বর্ণ ভৃঙ্গার হইতে পুষ্পগন্ধবাসিত জল পাতনপূর্ব্বক দানক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। ব্রাহ্মণেরা অলঙ্কারাদিযুক্ত সেই হস্তী গ্রহণ করিলেন, উহারই পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া দন্তপুরে প্রতিগমন করিলেন এবং কলিঙ্গরাজকে ঐ হস্তী দিলেন।

কিন্তু হস্তী আসিবার পরেও কলিঙ্গে বৃষ্টিপাত হইল না। তখন কলিঙ্গরাজ জিজ্ঞাসিলেন, "ইহার কারণ কি?" অমাত্যেরা উত্তর দিলেন, "কুরুরাজ ধনঞ্জয় কুরুধর্ম্ম পালন করেন; সেই জন্য তাঁহার রাজ্যে দশ পনর দিন অন্তর বৃষ্টি হইয়া থাকে। রাজার গুণেই বৃষ্টিপাত হয়। হস্তী একটা পশু মাত্র; ইহার গুণ থাকিতে পারে বটে, কিন্তু তাহা কতই হইবে?" এই কথা শুনিয়া কলিঙ্গরাজ বলিলেন, "যদি তাহাই হয়, তবে এই হস্তীকে যে ভাবে আনিয়াছ, ঠিক সেই ভাবে সমস্ত অলঙ্কার ও লোকজনসহ কুরুরাজকে ফিরাইয়া দাও এবং তিনি যে কুরুধর্ম্ম পালন করেন, তাহা স্বর্ণপট্টে লিখিয়া এখানে আনয়ন কর।" এই উপদেশ দিয়া তিনি ব্রাহ্মণ ও অমাত্যদিগকে পুনর্ব্বার কুরুরাজের সকাশে প্রেরণ করিলেন।

তাঁহারা যথাকালে কুরুরাজের নিকট উপনীত হইলেন এবং হস্তী প্রত্যর্পণপূর্ব্বক বলিলেন, "মহারাজ, আপনার মঙ্গলহস্তী যাইবার পরেও আমাদের দেশে বৃষ্টি হয় নাই। লোকে বলে যে আপনি কুরুধর্ম্ম প্রতিপালন করেন। আমাদের রাজাও এই ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে উৎসুক। আপনার নিকট হইতে কুরুধর্ম্ম জানিয়া স্বর্ণপট্টে লিখিয়া তাঁহাকে দিতে হইবে, এই আদেশ দিয়া তিনি আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন। অতএব দয়া করিয়া কুরুধর্ম্ম কি বলুন।"

ধনঞ্জয় বলিলেন, "আমি এক সময়ে কুরুধর্ম্ম পালন করিতাম বটে, কিন্তু তাহার কোন ব্যতিক্রম করিয়াছি কি না, তৎসম্বন্ধে এখন সন্দেহ জন্মিয়াছে। মনে হয় আমার চিত্ত যেন আর কুরুধর্ম্মে অলঙ্কৃত নহে। অতএব কুরুধর্ম্ম কি, তাহা আমি আপনাদিগকে বলিতে অক্ষম।"

ধনঞ্জয়ের চিত্ত যে আর কুরুধর্ম্ম দ্বারা অলঙ্কৃত নহে, এ কথা বলিবার হেতু কি? ব্যাপারটা এই :—তৎকালে প্রতি তৃতীয় বৎসর কার্ত্তিক মাসে কার্ত্তিকোৎসব নামে একটী উৎসব হইত। রাজারা সেই উৎসবে যোগ দিবার সময় সর্ব্বালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া দেববেশ ধারণ করিতেন, এবং চিত্ররাজ নামক এক যক্ষের সম্মুখে অবস্থিত হইয়া চারিদিকে চারিটী পুষ্পমণ্ডিত চিত্র-বিচিত্র শর নিক্ষেপ করিতেন। একবার ধনঞ্জয় এই উৎসবে প্রবৃত্ত হইয়া একটী তড়াগের নিকট চিত্ররাজের সাক্ষাতে ঐরূপ চারিটী শর নিক্ষেপ করিয়াছিলেন; কিন্তু যে শরটী জলের পৃষ্ঠোপরি নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, সেটীকে আর দেখিতে পাওয়া যায় নাই। তাহাতে রাজার মনে হইয়াছিল, এই শরটী হয় ত কোন মৎস্যের শরীর বেধ করিয়াছে। এই সন্দেহে দোলায়মান হইয়া রাজার মনে প্রাণি-হত্যারূপ পাতকের চিন্তায় শীলভেদ ঘটিল; সেই জন্য তিনি আর পূর্ব্ববৎ কুরুধর্ম্ম-পালনজনিত আত্মপ্রসাদ ভোগ করিতে পারিতেন না। এখন কলিঙ্গদূতদিগের নিকট এই বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া তিনি বলিলেন, "কাজেই আমি কুরুধর্ম্ম পালন করি কি না তৎসম্বন্ধে সন্দেহ আছে; আমার জননী কিন্তু ইহা অতিযত্নসহকারে পালন করিয়া থাকেন। আপনারা তাঁহার নিকট গমন করুন।" কলিঙ্গবাসীরা বলিলেন, "মহারাজ, আপনি ত প্রাণিহত্যার সঙ্কল্প করেন নাই। সঙ্কল্প না থাকিলে অপরাধ হইবে কেন? আপনি যে কুরুধর্ম্ম পালন করিয়া থাকেন, তাহাই আমাদিগকে বলুন।" রাজা বলিলেন, "তবে বলিতেছি, আপনারা লিখিয়া লউন।" অনন্তর রাজা বলিতে লাগিলেন, কলিঙ্গবাসীরা সুবর্ণপট্টে উহা লিখিতে আরম্ভ করিলেন,—"কাহারও প্রাণবধ করিও না, অদত্ত বস্তু গ্রহণ করিও না, ইন্দ্রিয়বশে মিথ্যাচারপরায়ণ হইও না, কদাচ মিথ্যা কথা মুখে আনিও না, মদ্যপান করিও না।" অতঃপর তিনি পুনর্ব্বার বলিলেন, "এ সমস্ত গুণ আমাতে থাকিতে পারে; তথাপি আমি চিত্তপ্রসাদ ভোগ করিতে পারিতেছি না। অতএব আপনারা আমার জননীর নিকটে গিয়া কুরুধর্ম্ম শিক্ষা করুন।"

কলিঙ্গদূতগণ রাজাকে প্রণামপূর্ব্বক তাঁহার জননীর নিকট গিয়া বলিলেন, "দেবি, আপনি না কি কুরুধর্ম্ম রক্ষা করেন? অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদিগকে তাহা বলুন।" রাজমাতা বলিলেন, "বৎসগণ, আমি কুরুধর্ম্ম রক্ষা করিতাম বটে; কিন্তু এখন যেন আমার সন্দেহ হইতেছে। আমি আর কুরুধর্ম্ম-জনিত আত্মপ্রসাদ ভোগ করি না; অতএব আমি কিরূপে তোমাদিগকে শিক্ষা দিব?" এই রমণীর দুই পুত্র ছিলেন, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ রাজা ও কনিষ্ঠ উপরাজ হইয়াছিলেন। একবার কোন রাজা বোধিসত্ত্বকে লক্ষ মুদ্রা মূল্যের চন্দনসার এবং সহস্র মুদ্রা মূল্যের কাঞ্চনমালা উপহার প্রেরণ করিয়াছিলেন। রাজা, মায়ের পূজা করিব এই অভিপ্রায়ে, সে সমস্তই তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার জননী বিবেচনা করিলেন, 'আমি এই চন্দনসারও লেপন করিব না, মালাও পরিধান করিব না; অতএব এ সমুদয় পুত্রবধূদিগকে দান করি।' অতঃপর তিনি আবার ভাবিলেন, 'আমার জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ অগ্রমহিষী এবং রাজ্যের অধীশ্বরী; তাহাকে কাঞ্চনমালাটী দিই; কনিষ্ঠা পুত্রবধূ অপেক্ষাকৃত হীনাবস্থাপন্না; অতএব তাহাকে চন্দনসার দিই।' ইহা স্থির করিয়া তিনি রাজমহিষীকে কাঞ্চনমালা এবং উপরাজপত্নীকে চন্দনসার দান করিয়াছিলেন। কিন্তু অতঃপর তাঁহার মনে হইল, 'আমি কুরুধর্ম্ম পালন করি; বধূদ্বয়ের মধ্যে কাহার অবস্থা ভাল, কাহার মন্দ, ইহা দেখিবার কি প্রয়োজন ছিল? জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূর সম্মান রক্ষা করাই আমার কর্ত্তব্য। ইহার ব্যতিক্রম করায় আমি সম্ভবতঃ কুরুধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন করিয়াছি।' রাজমাতার মনে এই দ্বৈধীভাব জন্মিয়াছিল বলিয়াই তিনি কলিঙ্গ-রাজদূতদিগকে ওরূপ বলিলেন। কলিঙ্গদূতেরা সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া বলিলেন, "দেবি, নিজের দ্রব্য যাহাকে ইচ্ছা দান করা

যাইতে পারে। আপনি যখন এই সামান্য ব্যাপারেই সন্দিহান হইয়াছেন, তখন আপনার দ্বারা কোন পাপ কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। এরূপ সামান্য ব্যাপারে শীলবত্তা ক্ষুণ্ণ হয় না। আপনি দয়া করিয়া আমাদিগকে কুরুধর্ম্ম দিন।" ইহা বলিয়া তাঁহারা রাজমাতার মুখে কুরুধর্ম্ম-সম্বন্ধে যাহা শুনিলেন, তাহা সুবর্ণপট্টে লিখিয়া লইলেন। অনন্তর রাজমাতা বলিলেন, "বৎসগণ, যদিও তোমরা বলিতেছ যে, আমি কুরুধর্ম্ম পালন করিয়া চলি, তথাপি আমি আত্মপ্রসাদ ভোগ করিতে পারিতেছি না। আমার জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ কিন্তু সম্যক্ কুরুধর্ম্ম পালিয়া থাকেন। তোমরা তাঁহার নিকটে যাও।"

এই উপদেশানুসারে তাঁহারা অগ্রমহিষীর নিকট গিয়া পূর্ব্বোক্তরূপে কুরুধর্ম্ম প্রার্থনা করিলেন। অগ্রমহিষী পূর্ব্ববৎ উত্তর দিয়া বলিলেন, "দেখ, এখন আমি নিজেই নিজের চরিত্রে সন্তুষ্ট নহি। অতএব তোমাদিগকে কুরুধর্ম্ম কি প্রকারে শিক্ষা দিব?" এই রমণী না কি এক দিন, রাজা নগর-প্রদক্ষিণে যাত্রা করিলে, বাতায়ন হইতে তদীয় পশ্চাদ্‌বর্ত্তী গজারূঢ় উপরাজকে দেখিয়া তাঁহার প্রতি অনুরক্তা হইয়াছিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, 'আমি যদি ইঁহার সহিত প্রণয়সূত্রে আবদ্ধ হই, তাহা হইলে আমার পতির মৃত্যুর পর ইনি রাজপদ প্রাপ্ত হইয়া আমাকেও অন্তঃপুরে লইয়া যাইবেন।' কিন্তু এইরূপ চিন্তা করিবার অব্যবহিত পরেই তাঁহার মনে হইয়াছিল, 'আমি কুরুধর্ম্ম পালন করি, অথচ সধবা হইয়াও আমি পরপুরুষের দিকে সানুরাগ দৃষ্টিপাত করিলাম! ইহাতে নিশ্চিত আমার চরিত্র-স্খলন হইল।' অগ্রমহিষীর মনে এই সন্দেহ জন্মিয়াছিল বলিয়াই তিনি কলিঙ্গরাজদূতদিগকে ঐরূপ বলিলেন তাঁহারা সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া বলিলেন, "আর্য্যে, মনে কোন কুভাবের উৎপত্তি হইলেই যে পাপ হয়, তাহা নহে; আপনি যখন এই সামান্য ব্যাপারেই অনুতপ্ত হইয়াছেন, তখন কি আর আপনার পক্ষে কোন পাপকার্য্য সম্ভবে? এরূপ সামান্য চিত্তবিকারে কখনই চরিত্রভ্রংশ ঘটে না। আপনি আমাদিগকে কুরুধর্ম্ম বুঝাইয়া দিন।" অনন্তর তাঁহারা অগ্রমহিষীর মুখেও কুরুধর্ম্মের ব্যাখ্যা শুনিয়া তাহা সুবর্ণপট্টে লিখিয়া লইলেন। অগ্রমহিষী বলিলেন, "বৎসগণ, তোমরা আমাকে ধর্ম্মশীলা বলিতেছ বটে, কিন্তু আমি আত্মপ্রসাদ হারাইয়াছি। উপরাজ কিন্তু অতি-সাবধানে কুরুধর্ম্ম পালন করেন। তোমরা তাঁহার নিকটে গমন কর।"

তখন কলিঙ্গরাজদূতেরা উপরাজের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং কুরুধর্ম্ম জানিবার জন্য পূর্ব্ববৎ প্রার্থনা করিলেন। উপরাজের নিয়ম ছিল যে প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় রাজার সহিত দেখা করিবার জন্য যখন তিনি রথারোহণে রাজার নিকট উপস্থিত হইতেন, তখন যদি রাজভবনে আহার করিয়া সেই রাত্রি সেখানেই যাপন করিবার ইচ্ছা হইত, তাহা হইলে অশ্বরশ্মি ও প্রতোদ রথের ধুরের উপর রাখিয়া দিতেন, তাহা দেখিয়া লোক জন স্ব স্ব গৃহে ফিরিয়া যাইত এবং পরদিন প্রাতঃকালে ফিরিয়া আসিয়া, তিনি কখন বাহির হইবেন, দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিত। সারথি রাত্রিকালে রথের রক্ষণাবেক্ষণ করিত এবং পরদিন প্রভাত হইলে উহা লইয়া রাজদ্বারে অপেক্ষা করিত। পক্ষান্তরে, উপরাজ রাজদর্শনান্তে সেই দিনই যদি গৃহে ফিরিবার সঙ্কল্প করিতেন, তাহা হইলে রশ্মি ও প্রতোদ রথের মধ্যে রাখিয়া যাইতেন। লোক জন তাহা দেখিয়া বুঝিত, উপরাজ এখনই ফিরিবেন; কাজেই তাহারা তাঁহার দর্শন-মানসে রাজদ্বারেই উপস্থিত থাকিত।' একদিন উপরাজ শেষোক্ত প্রকারে রশ্মি ও প্রতোদ রাখিয়া রাজভবনে প্রবেশ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার অব্যবহিত পরেই বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছিল। বৃষ্টি হইতেছে বলিয়া রাজা সে দিন তাঁহাকে বাহির হইতে দেন নাই, কাজেই তিনি রাজভবনেই আহার করিয়া রাত্রি যাপন করিয়াছিলেন। এ দিকে বিস্তর লোক, উপরাজ এখনই বাহিরে আসিবেন ইহা মনে করিয়া, সমস্ত রাত্রি রাজদ্বারে দাঁড়াইয়া বৃষ্টিতে ভিজিয়াছিল।

উপরাজ পরদিন প্রাসাদ হইতে বাহির হইয়া দেখিলেন, বহু লোক দাঁড়াইয়া আছে; তাহাদের সকলেরই বস্ত্র বৃষ্টিজলসিক্ত। তখন তিনি ভাবিয়াছিলেন, 'আমি কুরুধর্ম্ম রক্ষা করি, অথচ এতগুলি লোককে কষ্ট দিলাম! অদ্য আমার শীলভঙ্গ হইল।' অন্তঃকরণে এইরূপ সন্দেহ জন্মিয়াছিল বলিয়াই তিনি কলিঙ্গরাজদূতদিগকে বলিলেন, "আমি কুরুধর্ম্ম রক্ষা করিতাম বটে, এখন কিন্তু তৎসম্বন্ধে আমার সন্দেহ হইয়াছে; কাজেই আমি আপনাদিগকে কুরুধর্ম্ম বলিতে অক্ষম।" অনন্তর তিনি তাঁহাদিগের নিকট উল্লিখিত ঘটনা বর্ণন করিলেন।

তাঁহারা বলিলেন, "উপরাজ, আপনি ত সেই সকল লোককে কষ্ট দিবার সঙ্কল্প করেন নাই। যাহা ইচ্ছাপূর্ব্বক কৃত নহে, তাহাতে পাপ হইতে পারে না। আপনি যখন সামান্য ব্যাপারেই অনুতপ্ত হইয়াছেন, তখন আপনার পক্ষে কোনরূপ পাপ কার্য্য করা অসম্ভব।" অনন্তর তাঁহারা উপরাজের নিকট হইতেও শীল শিক্ষা করিয়া তাহা সুবর্ণপট্টে লিখিয়া লইলেন। উপরাজ বলিলেন, "আপনারা যাহাই বলুন না কেন, আমার মনে হয় আমি কুরুধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারি নাই। পুরোহিত মহাশয় কিন্তু এই ধর্ম্ম যথানিয়মে পালন করেন। আপনারা একবার তাঁহার নিকটে যান।"

কলিঙ্গদূতেরা তদনুসারে পুরোহিতের নিকট গিয়াও কুরুধর্ম্ম প্রার্থনা করিলেন। এই পুরোহিত একদিন রাজদর্শনে যাইবার সময় পথে একখানি অরুণবর্ণ রথ দেখিতে পাইয়াছিলেন। ঐ রথ অন্য কোন রাজা বারাণসীরাজকে উপহারস্বরূপ প্রেরণ করিয়াছিলেন। "এই রথ কাহার" জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি যখন শুনিয়াছিলেন উহা বারাণসীরাজের জন্য প্রেরিত হইয়াছে, তখন তাঁহার মনে হইয়াছিল, 'আমি অতি বৃদ্ধ হইয়াছি; রাজা যদি আমাকে রথখানি দান করেন, তাহা হইলে ইহাতে আরোহণ করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে বেড়াইতে পারি।' অনন্তর তিনি রাজসকাশে গমনপূর্ব্বক "মহারাজের জয় হউক" বলিয়া উপবিষ্ট হইলে, লোকে ঐ রথখানি লইয়া রাজাকে দেখাইয়াছিল এবং রাজা উহা দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "এ অতি সুন্দর রথ, ইহা পুরোহিত মহাশয়কে দান কর।" পুরোহিত কিন্তু তখন উহা লইতে ইচ্ছা করেন নাই; এবং রাজার পুনঃ পুনঃ অনুরোধ-সত্ত্বেও তিনি গ্রহণ করিতে সম্মত হন নাই। বরঞ্চ তাঁহার মনে হইয়াছিল, 'আমি কুরুধর্ম্মপরায়ণ হইয়াও পরদ্রব্যে লোভ করিয়াছি; ইহাতে আমার চরিত্রস্খলন হইয়াছে।' পুরোহিত মহাশয় কলিঙ্গদূতদিগকে এই বৃত্তান্ত জানাইয়া বলিলেন, "বৎসগণ, আমি যে কুরুধর্ম্ম পালন করিয়া চলি, তদ্বিষয়ে এখন সন্দেহ হইয়াছে। কুরুধর্ম্ম-পালনে যে আত্মপ্রসাদ জন্মে, আমি আর তাহার আস্বাদ পাই না। অতএব আমি তোমাদিগকে কুরুধর্ম্ম শিক্ষা দিতে অক্ষম।"

দূতেরা ঐ কথা শুনিয়া বলিলেন, "আর্য্য, মনে লোভের উদয় হইলেই যে চরিত্রহানি ঘটে, তাহা নহে। আপনি যখন এই ক্ষুদ্র ব্যাপারেই আত্ম-ধিক্কার দিতেছেন, তখন আপনি কখনও কোন কুকার্য্যে রত হইতে পারেন না।" অনন্তর তাঁহারা পুরোহিতের মুখেও কুরুধর্ম্ম শুনিয়া সুবর্ণপট্টে লিখিয়া লইলেন। তখন পুরোহিত বলিলেন, "তোমরা যাহাই বল না কেন, আমার নিজের মন কিন্তু সন্দেহপীড়িত। রজ্জুগ্রাহকামাত্য প্রকৃত কুরুধর্ম্মপরায়ণ; তোমরা তাঁহার সঙ্গে গিয়া দেখা কর।"

দূতেরা তখন রজ্জুগ্রাহকামাত্যের নিকট গেলেন। এই ব্যক্তি একদিন কোন জনপদে ক্ষেত্র মাপিবার সময়ে রজ্জুর এক প্রান্ত ক্ষেত্রস্বামীর এবং এক প্রান্ত নিজের হস্তে রাখিয়াছিলেন। রজ্জুর দণ্ডসংলগ্ন প্রান্ত তাঁহার নিজের হস্তে ছিল, তিনি উহা টানিয়া লইয়া গেলে উহা একটা কর্কট বিবরের ধারে গিয়া পড়িয়াছিল; তখন তিনি ভাবিয়াছিলেন, 'আমি যদি দণ্ডটী বিবরের

মধ্যে প্রবেশ করাই, তাহা হইলে অভ্যন্তরস্থ কর্কটের প্রাণনাশ হইবে; যদি বিবরের পুরোভাগে প্রোথিত করি, তাহা হইলে রাজস্বত্বের এবং যদি বিবরের অপরভাগে প্রোথিত করি, তাহা হইলে কৃষকের স্বত্বের হানি হইবে। অতএব এখন কর্ত্তব্য কি?' অতঃপর তিনি আবার ভাবিয়াছিলেন, 'সম্ভবতঃ কর্কট গর্ত্তের ভিতরে নাই; যদি থাকিত, তবে নিশ্চয়ই দেখা যাইত।' এইরূপ ভাবিয়া তিনি কর্কটগর্ত্তের মধ্যেই দণ্ডটী প্রোথিত করিয়াছিলেন। অমনি বিবরবাসী কর্কট 'কিরি কিরি' শব্দ করিয়া উঠিয়াছিল। তাহা শুনিয়া রজ্জুগ্রাহক ভাবিয়াছিলেন, 'কর্কটটা হয় ত মরিয়া গেল, অথচ আমি মনে করি, আমি কুরুধর্ম্ম পালন করিয়া চলি। এই ত দেখিতে দেখিতে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিল।' রজ্জুগ্রাহক এখন কলিঙ্গ-দূতদিগকে সেই কথা বিজ্ঞাপনপূর্ব্বক বলিলেন, "এই কারণেই আমি নিজের কুরুধর্ম্ম-সম্বন্ধে সন্দিহান; অতএব আপনাদিগকে কিরূপে ইহা শিক্ষা দিব?"

কলিঙ্গদূতেরা বলিলেন, "মহাশয়, আপনার ত তখন ইচ্ছা ছিল না যে, কর্কটটা মরিয়া যাউক; যে কর্ম্ম জ্ঞানকৃত নহে, তাহাতে অপরাধ হইতে পারে না। আপনি যদি এই ক্ষুদ্র ব্যাপারেই এত অনুতপ্ত হন, তাহা হইলে আপনার দ্বারা কোন গুরুতর দুষ্কার্য্য সংঘটিত হইতে পারে না।" অনন্তর তাঁহারা রজ্জুগ্রাহকামাত্যের মুখেও কুরুধর্ম্মব্যাখ্যা শুনিয়া উহা সুবর্ণপট্টে লিখিয়া লইলেন। রজ্জুগ্রাহকামাত্য বলিলেন, "আপনারা যাহাই বলুন না কেন, আমার নিজের মনে কুরুধর্ম্মপালন-জনিত তৃপ্তি নাই। সারথি মহাশয় কিন্তু এই ধর্ম্মের প্রকৃত সেবক; আপনারা তাঁহার নিকট গমন করুন।"

দূতগণ সারথিরও নিকটে গিয়া তাঁহাকে কুরুধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতে অনুরোধ করিলেন। এই সারথি একদিন রাজাকে রথে আরোহণ করাইয়া উদ্যানে লইয়া গিয়াছিলেন। রাজা সেখানে সমস্ত দিন ক্রীড়া করিয়া সন্ধ্যার সময় পুনর্ব্বার রথে আরোহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারা নগরে ফিরিবার পূর্ব্বকালেই সূর্য্যাস্তের সময়ে আকাশে মেঘ উঠিয়াছিল। পাছে রাজা ভিজিয়া যান, এই আশঙ্কায় সারথি অশ্বদিগকে প্রতোদ দ্বারা উত্তেজিত করিয়াছিলেন; তজ্জন্য ঘোটকগুলি অতিবেগে ছুটিয়াছিল। তদবধি উদ্যানে যাইবার বা উদ্যান হইতে ফিরিবার সময়ে তাহারা সেই স্থানে উপস্থিত হইলেই মহাবেগে চলিত। এরূপ যাইবার কারণ কি? ইহার উত্তরে বলা আবশ্যক যে, অশ্বগুলি বোধ হয় ভাবিয়াছিল 'এই স্থানে কোনরূপ ভয়ের কারণ আছে এবং সেই জন্যই সেদিন সারথি আমাদিগকে প্রতোদ দ্বারা আঘাত করিয়াছিলেন।' সারথিও শেষে ভাবিয়াছিলেন, 'রাজা ভিজুন বা না ভিজুন, তাহাতে আমার দোষ কি? আমি অসময়ে সুশিক্ষিত ঘোটকদিগকে প্রতোদ দ্বারা প্রহার করিয়াছি; সেই জন্যই তাহারা প্রতিদিন এখানে নিরর্থক দ্রুতবেগে ছুটিয়া ক্লান্ত হইতেছে। এই কি আমার কুরুধর্ম্মপালনের ফল? এখন নিশ্চিত আমার ধর্ম্মস্খলন হইয়াছে।' সারথি দূতদিগের নিকটে এই বৃত্তান্ত বর্ণনপূর্ব্বক বলিলেন, "তদবধি আমি যে কুরুধর্ম্ম পালন করি, তদ্বিষয়ে সন্দেহ জন্মিয়াছে। কাজেই ঐ ধর্ম্ম যে কি, তাহা আমি বলিতে অক্ষম।" ইহা শুনিয়া দূতেরা বলিলেন, 'আপনার ত এমন সঙ্কল্প ছিল না যে, যাহাতে অশ্বগুলি ক্লান্ত হয় তাহাই করিতে হইবে। অজ্ঞানকৃত কর্ম্ম অপরাধ বলিয়া গণ্য নহে। বিশেষতঃ এই ক্ষুদ্র ঘটনাতেই যখন আপনার এতাদৃশ অনুতাপ জন্মিয়াছে, তখন আপনার পক্ষে পাপ কার্য্য করা একান্তই অসম্ভব।" অনন্তর তাঁহারা সারথির মুখে কুরুধর্ম্মব্যাখ্যা শুনিয়া তাহাও লিপিবদ্ধ করিয়া লইলেন। সারথি বলিলেন, "আপনারা যাহাই ভাবুন না কেন, আমার চিত্তে কিন্তু এখন কুরুধর্ম্মপালন-জনিত তৃপ্তি নাই। আমার বিবেচনায় শ্রেষ্ঠীই কুরুধর্ম্মের প্রকৃত প্রতিপালক। আপনারা তাঁহার সহিত দেখা করিয়া উপদেশ গ্রহণ করুন।"

তখন দূতগণ শ্রেষ্ঠীর নিকট গিয়া তাঁহাকে কুরুধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতে অনুরোধ করিলেন। এই ব্যক্তি একদা নিজের ধান্যক্ষেত্র পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। তখন ধানের শীষগুলি গর্ভ হইতে বাহির হইতেছিল। ফিরিবার সময় ইঁহার ইচ্ছা হইয়াছিল যে, ধানের শীষ লইয়া একটা মালা গাঁথিবেন। সেই জন্য তিনি একমুষ্টি শীষ তুলিয়া আনিয়া উহা একটা স্তম্ভে বান্ধিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু অতঃপর তাঁহার মনে হইয়াছিল যে, 'এই ধান্যক্ষেত্র হইতে আমাকে রাজার প্রাপ্য ভাগ দিতে হইবে; তাহা দিবার পূর্ব্বেই একমুষ্টি শীষ তুলিয়া আনা অন্যায় হইয়াছে। অথচ এতদিন আমার বিশ্বাস ছিল যে, আমি কুরুধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া চলি! আজ নিশ্চিত আমার সে ধর্ম্মে ব্যাঘাত ঘটিয়াছে।' শ্রেষ্ঠী দূতদিগের নিকট এই বৃত্তান্ত বর্ণনপূর্ব্বক বলিলেন, "যখন আমি নিজেই কুরুধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে পারি না বলিয়া সন্দিহান হইয়াছি, তখন আপনাদের নিকট উহা কিরূপে ব্যাখ্যা করিব?" দূতগণ বলিলেন, "আপনার ত অপহরণ করিবার ইচ্ছা ছিল না; সেরূপ ইচ্ছা না থাকিলে কেহ অদত্তাদান করিয়াছে, এরূপ বলা যায় না। বিশেষতঃ এই সামান্য বিষয়েই যখন আপনার এতদূর নির্ব্বেদ জন্মিয়াছে, তখন আপনি কখনও পরস্ব গ্রহণ করিতে পারেন না।" অনন্তর তাঁহারা শ্রেষ্ঠীর মুখে কুরুধর্ম্মের ব্যাখ্যা শুনিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া লইলেন। শ্রেষ্ঠী বলিলেন, "আপনারা লিখিয়া লইলেন বটে, কিন্তু আমার মনে আর কুরুধর্ম্মপালন-জনিত আত্মপ্রসাদ নাই। দ্রোণমাপক মহামাত্র মহাশয় আমার বিবেচনায় কুরুধর্ম্মের প্রকৃত পালনকর্ত্তা। আপনারা একবার তাঁহার নিকট গিয়া ইহার ব্যাখ্যা শ্রবণ করুন।"

দূতগণ তখন দ্রোণমাপকের নিকট গিয়া আপনাদের প্রার্থনা জানাইলেন। এই ব্যক্তি একদিন ভাণ্ডারদ্বারে বসিয়া রাজার প্রাপ্য ধান্য মাপাইতেছিলেন; সেই সময় যে ধান্যরাশি মাপা হয় নাই, তাহা হইতে তিনি এক একটা ধান লইয়া লক্ষ্য* স্থাপন করিতেছিলেন, এমন সময় বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছিল। তখন তিনি লক্ষ্যগুলি গণিয়া—'এত ধান মাপা হইল' বলিয়া লক্ষ্যগুলি ঝাঁট দেওয়াইয়া যে ধান্যরাশি মাপা হইয়াছিল, তাহার উপর ফেলিয়া দিয়াছিলেন এবং তাড়াতাড়ি দ্বারপ্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়াছিলেন। সেখানে গিয়া কিন্তু তাঁহার মনে হইয়াছিল, 'আমি লক্ষ্যগুলি মাপা ধানের মধ্যে ফেলিলাম, কি অমাপা ধানের উপর ফেলিলাম?' তিনি ভাবিয়াছিলেন, আমি যদি লক্ষ্যগুলি মাপা ধানের মধ্যে ফেলিয়া থাকি, তাহা হইলে অকারণে রাজার অংশ বাড়াইয়াছি এবং প্রজার অংশ কমাইয়াছি। হায়! আমার আবার বিশ্বাস যে আমি কুরুধর্ম্ম পালন করিয়া থাকি! এখন দেখিতেছি আমার ধর্ম্ম বিনষ্ট হইল।' দ্রোণমাপক দূতদিগের নিকট এই বৃত্তান্ত বর্ণনপূর্ব্বক বলিলেন, "যখন কুরুধর্ম্মপালন সম্বন্ধে আমার নিজেরই সন্দেহ জন্মিয়াছে, তখন আমি ইহা ব্যাখ্যা করিতে অসমর্থ।" দূতেরা বলিলেন, "আপনি ত প্রজার স্বত্ব অপহরণ করিতে ইচ্ছা করেন নাই; সেরূপ ইচ্ছা না থাকিলে অদত্তাদান হইল বলা যায় না। বিশেষতঃ এই সামান্য ব্যাপারে যখন আপনার এতদূর নির্ব্বেদ দেখা যাইতেছে, তখন আপনি কখনও পরস্ব অপহরণ করিতে পারেন না।" ইহা বলিয়া তাঁহারা দ্রোণমাপকের মুখে কুরুধর্ম্ম শুনিয়া স্বর্ণপট্টে লিখিয়া লইলেন। দ্রোণমাপক বলিলেন, "আপনারা আমায় ধার্ম্মিক বলিতেছেন বটে, কিন্তু আমার নিজের মনে এখন আর ধর্ম্মরক্ষা-জনিত তৃপ্তি নাই। আপনারা দৌবারিকের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করুন। তিনি ইহা সযত্নে পালন করিয়া থাকেন।"

* কত মাপা বা গণনা হইল তাহা জানিবার জন্য এক একটা দ্রব্য স্বতন্ত্র স্থানে রাখিবার প্রথা আছে; এই স্বতন্ত্রভাবে রক্ষিত দ্রব্যের নাম সাক্ষী বা লক্ষ্য।

দূতগণ তখন দৌবারিকের নিকট গিয়া আপনাদের প্রার্থনা জানাইলেন। এই ব্যক্তি একদিন নগরদ্বার রুদ্ধ করিবার সময় তিনবার উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করিয়াছিলেন। এক দরিদ্র ব্যক্তি নিজের কনিষ্ঠ ভগিনীর সহিত অরণ্যে কাষ্ঠ ও পত্র সংগ্রহ করিতে গিয়াছিল। সে ফিরিবার সময় ঐ শব্দ শুনিয়া ভগিনীকে লইয়া ছুটিয়া আসিয়া দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়াছিল। তাহাকে দেখিয়া দৌবারিক বলিয়াছিলেন, "নগরে যে রাজা আছেন, তাহা বুঝি তুই জানিস্ না? যথাসময়ে যে দরজা বন্ধ হয়, তাহাও বোধ হয় মনে নাই যে, স্ত্রী লইয়া এতক্ষণ বনে বনে আমোদ করিতেছিলি?" দরিদ্র ব্যক্তি উত্তর দিয়াছিল, "মহাশয়, এই রমণী আমার স্ত্রী নহে, ভগিনী।" তখন দৌবারিক ভাবিয়াছিলেন, "করিলাম কি। একজনের ভগিনীকে তাহার স্ত্রী বলিয়া ফেলিলাম! অথচ আমার বিশ্বাস যে আমি কুরুধর্ম্ম পালন করি। অদ্য আমার ধর্ম্ম বিনষ্ট হইল।" দৌবারিক দূতগণের নিকট এই বৃত্তান্ত বর্ণনপূর্ব্বক বলিলেন, "এই নিমিত্ত, কুরুধর্ম্ম পালন করি কি না, তৎসম্বন্ধে আমার নিজেরই সন্দেহ জন্মিয়াছে। অতএব আমি ইহা ব্যাখ্যা করিতে অক্ষম।" দূতগণ বলিলেন, "আপনি যাহা বুঝিয়াছিলেন তাহাই বলিয়াছিলেন; ইহাতে ধর্ম্মহানি হইবে কেন? বিশেষতঃ এই সামান্য ঘটনাতেই যখন আপনার এরূপ আত্মগ্লানি জন্মিয়াছে, তাহাতে দেখা যায় আপনি কখনও জানিয়া শুনিয়া মিথ্যা কথা বলেন না।" অনন্তর তাঁহারা দৌবারিকের নিকট শুনিয়া সুবর্ণপট্টে কুরুধর্ম্ম লিখিয়া লইলেন। দৌবারিক বলিলেন, "আপনারা লিখিয়া লইলেন বটে, কিন্তু আমার মনে হয় না যে আমি কুরুধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত আছি। এই নগরে এক বর্ণদাসী আছেন। তিনি নিষ্ঠার সহিত কুরুধর্ম্ম পালন করিয়া থাকেন। আপনারা তাঁহার নিকটে যান।"

দূতগণ তখন সেই গণিকার নিকটে গমন করিয়া আপনাদের প্রার্থনা জানাইলেন। সেও প্রথমে পূর্ব্বোক্ত অপর ব্যক্তিদিগের ন্যায় অসম্মতি প্রকাশ করিল। তাহার কারণ এই :—একদা দেবরাজ শক্র তাহার চরিত্র-পরীক্ষার্থ ব্রাহ্মণ-কুমারের বেশ ধারণপূর্ব্বক তাহাকে সহস্র মুদ্রা দিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি এখনই আসিতেছি।" কিন্তু তাহার পর তিনি দেবলোকে প্রস্থান করিয়াছিলেন। তিন বৎসর পর্য্যন্ত তিনি তাহাকে দেখা দেন নাই। পাছে অধর্ম্ম হয়, এই আশঙ্কায় উক্ত রমণী ঐ তিন বৎসর পুরুষান্তরের হস্ত হইতে একটী তাম্বূল পর্য্যন্ত গ্রহণ করে নাই। সে ক্রমে নিতান্ত হীনাবস্থাপন্না হইয়াছিল; সে ভাবিয়াছিল, 'যে ব্যক্তি সহস্র মুদ্রা দিয়াছিল, সে তিন বৎসরের মধ্যে আসিল না, আমার এখন অন্ন জুটে না, এখন আমার পক্ষে জীবনধারণ করা অসম্ভব হইল, অতএব প্রধান বিচারপতির নিকট গিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বলি এবং পূর্ব্ববৎ অপরের নিকট হইতে অর্থগ্রহণে প্রবৃত্ত হই।" অনন্তর সে বিচারমন্দিরে গিয়া বলিয়াছিল, "ধর্ম্মাবতার, আজ তিন বৎসর হইল এক ব্যক্তি আমাকে সহস্র মুদ্রা দিয়াছিল; কিন্তু সে আজ পর্য্যন্ত ফিরিল না; সে জীবিত আছে কি না, তাহাও আমি জানি না। এ দিকে অর্থাভাবে আমার পক্ষে প্রাণধারণ অসম্ভব হইয়াছে; এখন আমি কি করিব অনুমতি দিন।" বিচারপতি বলিয়াছিলেন, "সে যখন তিন বৎসরের মধ্যে আসিল না, তখন তুমি আর কি করিতে পার? এখন হইতে পূর্ব্ববৎ উপার্জ্জনের পথ দেখ।" বিচারকের আদেশ পাইয়া বর্ণদাসী যেমন বিচারগৃহ হইতে বাহির হইয়াছিল, অমনি এক পুরুষ আসিয়া তাহাকে সহস্র মুদ্রা দিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু সে উহা গ্রহণ করিবার জন্য হস্ত প্রসারিত করিবামাত্র শক্র গিয়া দেখা দিয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সে বলিয়াছিল, 'এই ব্যক্তি তিন বৎসর পূর্ব্বে আমাকে সহস্র মুদ্রা দিয়াছিল, অতএব আমি তোমার অর্থ গ্রহণ করিতে পারি না।' ইহা বলিয়া সে হাত গুটাইয়া লইয়াছিল। তখন শক্র নিজের প্রকৃত শরীর ধারণ করিয়া তরুণ সূর্য্যের ন্যায় আকাশে অবস্থিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে

দেখিবার জন্য নগরের সমস্ত অধিবাসী সমবেত হইয়াছিল। শক্র সেই জনসঙ্ঘের মধ্যে বলিয়াছিলেন, "তিন বৎসর পূর্ব্বে এই রমণীর চরিত্র-পরীক্ষার্থ আমি ইহাকে সহস্র মুদ্রা দান করিয়াছিলাম। যদি তোমরা চরিত্রবান্ হইতে চাও, তবে এই রমণীর অনুকরণ কর।" এই উপদেশ দিয়া তিনি উক্ত বর্ণদাসীর গৃহ সপ্তরত্নে পূর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন এবং "এখন হইতে সতর্ক হইয়া চলিও" এই কথা বলিয়া দেবলোকে প্রতিগমন করিয়াছিলেন। দূতগণের নিকট এই বৃত্তান্ত বর্ণনপূর্ব্বক বর্ণদাসী বলিল, 'আমি গৃহীত অর্থ পরিশোধ না করিয়াই অন্য কর্ত্তৃক দীয়মান অর্থ গ্রহণের জন্য হস্ত প্রসারিত করিয়াছিলাম; ইহা ভাবিয়া আমার অন্তঃকরণে শান্তি নাই; অতএব আপনাদিগের নিকট কিরূপে কুরুধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিব?" দূতগণ বলিলেন, "কেবল হস্তপ্রসারণদ্বারা শীলহানি হয় না; আপনার চরিত্র পরম পরিশুদ্ধ।" অনন্তর তাঁহারা বর্ণদাসীর নিকট হইতে ধর্ম্মব্যাখ্যা শুনিয়া উহাও সুবর্ণপট্টে লিপিবদ্ধ করিয়া লইলেন।

এইরূপে একে একে একাদশ ব্যক্তির নিকট হইতে ধর্ম্মব্যাখ্যা শুনিয়া ও তাহা সুবর্ণ-পট্টে লিপিবদ্ধ করিয়া দূতগণ দন্তপুরে ফিরিয়া গেলেন এবং কলিঙ্গরাজের নিকটে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনপূর্ব্বক তাঁহার হস্তে ঐ সুবর্ণপট্ট দিলেন। রাজা তাহা দেখিয়া কুরুধর্ম্ম পালন করিলেন এবং পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তখন কলিঙ্গ রাজ্যে বৃষ্টি হইল, ত্রিবিধ ভয় বিদূরিত হইল, বসুন্ধরা প্রচুর শস্য প্রসব করিলেন, সর্ব্বত্র সুভিক্ষ দেখা দিল। বোধিসত্ত্ব যাবজ্জীবন দানাদি পুণ্যকার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক সপরিবারে স্বর্গে গমন করিলেন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিয়া নিম্নলিখিতরূপে জাতকের সমবধান করিলেন :—

আছিলা উৎপলবর্ণা গণিকা সে কালে;
পূর্ণ ছিলা দৌবারিক, রজ্জুগ্রাহ-পদে
কচ্চান সুমতি; করিতেন সাবধানে
কোলিত ধার্ম্মিকবর দ্রোণমাপকের
কাজ; সারিপুত্র শ্রেষ্ঠী; সারথি হইয়া
চালাইত রাজরথ অনিরুদ্ধ ধীর;
পৌরোহিত্যে নিয়োজিত কাশ্যপ স্থবির;
উপরাজ্য করিতেন নন্দ সুপণ্ডিত;
রাহুল-জননী ছিলা রাজার মহিষী;
মায়াদেবী রাজমাতা, বোধিসত্ত্ব পুনঃ
কুরুরাজপদে থাকি অপ্রমত্তভাবে
পালিতেন যথাধর্ম্ম সদা পৃথিবীরে।*]

---

* অনিরুদ্ধ—ইনি শুদ্ধোদনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অমৃতোদনের পুত্র। নন্দ—ইনি বুদ্ধের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, ইহার গর্ভধারিণী মহাপ্রজাপতী মায়াদেবীর সহোদরা। অনিরুদ্ধ, নন্দ ও অন্যান্য কতিপয় শাক্যরাজকুমার সংসার ত্যাগপূর্ব্বক ভিক্ষু হইয়াছিলেন। পূর্ণ একজন বণিক্, ইনি রাজগৃহ নগরে বুদ্ধের উপদেশ শুনিয়া অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কোলিত এক জন ব্রাহ্মণ, ইঁহার গোত্রনাম মৌদ্গল্যায়ন; ইনি বুদ্ধের একজন প্রধান শিষ্য। কচ্চান—কাত্যায়ন। ইনি বুদ্ধদেবের অন্যতম প্রধান শিষ্য। কাশ্যপ স্থবির—ইনিও বুদ্ধের একজন প্রধান শিষ্য। বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্ব্বাণের পর সপ্তপর্ণী গুহায় যে সঙ্গীতি হয়, তাহাতে ইনি অভিধর্ম্মপিটক আবৃত্তি করিয়াছিলেন।

২৭৭—রোমক-জাতক। *

[শাস্তা বেণুবনে অবস্থিতিকালে প্রাণিহত্যার চেষ্টা-সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্ন বস্তু সহজেই বোধ্য।]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব পারাবত যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বহুপারাবত-পরিবৃত হইয়া অরণ্য মধ্যস্থ এক পর্ব্বত গুহায় বাস করিতেন। এক সাধুশীল তপস্বীও এই পারাবতদিগের বাসস্থানের অনতিদূরে কোন প্রত্যন্তগ্রামের সন্নিকটে অপর একটী পর্ব্বতগুহায় আশ্রম নির্ম্মাণপূর্ব্বক অবস্থিতি করিতেন। বোধিসত্ত্ব মধ্যে মধ্যে তাঁহার নিকটে গিয়া শ্রোতব্য বিষয় শ্রবণ করিতেন।

তপস্বী ঐ আশ্রমে বহুদিন অবস্থিতি করিয়া শেষে অন্যত্র চলিয়া গেলেন। অতঃপর একজন ভণ্ড তপস্বী † গিয়া সেখানে বাস করিতে লাগিল। বোধিসত্ত্ব পারাবতগণে পরিবৃত হইয়া তাঁহারও নিকটে গমন করিতেন এবং তাঁহাকে প্রণিপাত ও অভিবাদন করিতেন। তিনি আশ্রমের নিকট বিচরণ করিতেন, গিরিকন্দরে খাদ্য গ্রহণ করিতেন এবং সায়ংকালে নিজের বাসস্থানে ফিরিয়া যাইতেন। কূটতাপস এই আশ্রমে পঞ্চাশ বৎসরেরও ঊর্দ্ধকাল বাস করিল।

একদিন প্রত্যন্ত গ্রামবাসীরা পারাবত-মাংস রন্ধন করিয়া ঐ কূটতাপসকে খাইতে দিল। সে উহার রসাস্বাদনে মুগ্ধ হইল এবং জিজ্ঞাসা করিল, "ইহা কি মাংস?" গ্রামবাসীরা উত্তর দিল, "আজ্ঞা, ইহা পায়রার মাংস।" ইহা শুনিয়া কূটতাপস ভাবিল, 'আমার আশ্রমে অনেক পায়রা আসিয়া থাকে; সে গুলাকে মারিয়া মাংস খাইলে ত বেশ হয়।' ইহা স্থির করিয়া সে তণ্ডুল, ঘৃত, দধি, জীরক, মরিচ প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া তৎস্থানে রাখিয়া দিল এবং পারাবতদিগের আগমন-প্রতীক্ষায় চীবরের একপ্রান্ত দ্বারা একটা মুদ্গর আচ্ছাদিত করিয়া পর্ণশালাদ্বারে বসিয়া রহিল।

পারাবতগণে পরিবৃত বোধিসত্ত্ব সে দিন সেখানে গিয়াই কূটতাপসের দুষ্ট অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন। তিনি ভাবিলেন, 'এই দুষ্ট তাপসের আকার ত অন্যদিনের মত নয়। এ বুঝি আমার সজাতীয়গণের মাংস খাইয়াছে, ইহাকে একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে।' অনন্তর তিনি তপস্বীর অনুবাত স্থানে থাকিয়া তাহার গাত্রগন্ধ অনুভব করিলেন এবং বুঝিলেন যে সে তাঁহাদের মাংস খাইতে ইচ্ছা করিয়াছে। অতএব তিনি স্থির করিলেন, যে তপস্বীর নিকট আর যাওয়া হইবে না। অনন্তর তিনি পারাবতগণ-সহ সে স্থান হইতে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক অন্যত্র চরিতে লাগিলেন।

বোধিসত্ত্ব তাহার নিকটবর্ত্তী হইতেছেন না দেখিয়া কূটতাপস ভাবিল, 'ইহাদের সঙ্গে মধুর আলাপ করা যাউক, তাহা হইলে আমি ইহাদের বিশ্বাস উৎপাদন করিতে পারিব। তখন ইহারা নিকটে আসিবে এবং আমি ইহাদিগকে মারিয়া মাংস খাইব।' এইরূপ চিন্তা করিয়া সে নিম্নলিখিত দুইটী গাথা বলিল ঃ—

> পঞ্চাশ বর্ষের ঊর্দ্ধ এই শৈল কন্দরেতে
> হে রোমক, করিতেছি বাস;
> সন্দেহ না করি মনে পূর্ব্বে পক্ষিগণ আসি
> নির্ভয়ে থাকিত মোর পাশ;

---

* পারাবতকে 'রোম' বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে এবং এই জন্য উপাখ্যান বর্ণিত পারাবত রোমক নামে অভিহিত হইয়াছে।

† 'জটিল'—জটাধারী। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা জটাধারণ করিতেন না।

এবে বল, হে বক্রাঙ্গ,* কেন উদ্বেজিত তারা,
গুহান্তরে কেন তারা চরে?
সে বিশ্বাস, সেই শ্রদ্ধা, হয় তারা ভুলিয়াছে,
তাই মোর অনাদর করে;

কিংবা এরা তারা নয়, হবে অন্য পক্ষিগণ,
বহুকাল প্রবাসেতে ছিল;
এসেছে এখন হেথা, সে-কারণ, মনে লয়,
আমি কে তা কেহ না চিনিল।

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব ফিরিয়া নিম্নলিখিত তৃতীয় গাথাটী বলিলেন :—

এমনই কি মূর্খ মোরা চিনি না তোমায়?
যা ছিলে তাই আছ তুমি সন্দেহ কি তায়?
আমরাও যা ছিলাম আগে তাই আছি এখন;
দুষ্টামিতে পরিপূর্ণ এবে তোমার মন।
তাই তোমারে, আজীবক, দেখে লাগে ত্রাস,
পলাইয়া যাই মোরা যেথা যায় যাস।

কূটতাপস দেখিল সে ধরা পড়িয়াছে। সে মুদ্গর নিক্ষেপ করিল, কিন্তু উহা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল। তখন সে বলিয়া উঠিল, "যা, দূর হ, এবার পরিত্রাণ পাইলি।" তাহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "আমি পরিত্রাণ পাইলাম বটে, কিন্তু তুমি ত অপায় চারিটী † হইতে পরিত্রাণ পাইবে না। তুমি যদি আর এখানে বাস কর, তবে গ্রামবাসীদিগকে বলিব, 'এ বেটা চোর' এবং তোমাকে ধরাইয়া দিব। যদি ভাল চাও, তবে শীঘ্র পলায়ন কর।" এইরূপে তর্জ্জন করিয়া বোধিসত্ত্ব প্রস্থান করিলেন; কূট তাপসও আর সেখানে বাস করিতে পারিল না।

[সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল সেই কূটতাপস; সারিপুত্র ছিলেন সেই প্রথমোক্ত সাধুশীল তাপস এবং আমি ছিলাম সেই পারাবত-নায়ক।]

☞ এই জাতকের সহিত প্রথম খণ্ডের গোধা-জাতক (১৩৮) এবং শৃগাল জাতক (১৪২) তুলনীয়।

২৭৮—মহিষ-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি-কালে একটা ধূর্ত্ত মর্কটের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। শুনা যায় যে শ্রাবস্তী নগরে কোন সম্ভ্রান্ত লোকের গৃহে একটা পোষা বানর ছিল। সেটা বড় ধূর্ত্ত ছিল; হস্তিশালায় গিয়া একটা শিষ্টশান্ত হস্তীর পৃষ্ঠে বসিয়া মলমূত্র ত্যাগ করিত এবং তাহার পৃষ্ঠোপরিই লাফালাফি করিত। হস্তীটা অতি শীলবান্ ও ক্ষান্তিমান্ ছিল বলিয়া ইহাতে কোন ক্রোধের লক্ষণ প্রদর্শন করিত না।

অনন্তর একদিন এই হস্তীর স্থানে অন্য একটা দুষ্ট হস্তী রাখা হইয়াছিল। মর্কটটা তাহাকে পূর্ব্বের সেই হস্তী মনে করিয়া তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিল। দুষ্ট হস্তী তাহাকে শুণ্ড দ্বারা ধরিয়া ভূতলে ফেলিল এবং পাদনিষ্পেষণে চূর্ণ বিচূর্ণ করিল।

এই ঘটনা ভিক্ষুসঙ্ঘে প্রকাশিত হইল। অনন্তর একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া বলাবলি করিতে লাগিলেন, "শুনেছ ভাই, সেই ধূর্ত্ত মর্কটটা না কি শিষ্টশান্ত হাতী মনে করিয়া একটা দুষ্ট হাতীর পিঠে চড়িয়াছিল। হাতীটা উহাকে মারিয়া ফেলিয়াছে।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "এই ধূর্ত্ত মর্কটটা যে কেবল এ জন্মেই এইরূপ দুঃশীল

---

* এই বিশেষণটী বোধিসত্ত্বকে লক্ষ্য করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে। পক্ষীরা উৎপতনের সময় গ্রীবা বক্র করিয়া যায়, এই জন্য পক্ষি-জাতিকেই 'বক্রাঙ্গ' বলা যাইতে পারে, টীকাকারের এই মত।

† নরক, তির্য্যগ্‌যোনি, প্রেতলোক, অসুরলোক।

হইয়াছিল তাহা নহে, পূর্ব্বেও সে এইরূপ দুঃশীলতার পরিচয় দিয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব হিমবন্ত প্রদেশে মহিষযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে তাঁহার দেহ অতি বিশাল ও বলিষ্ঠ হইয়াছিল এবং তিনি ভূধর, কন্দর, গহনকানন প্রভৃতি সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া বেড়াইতেন। ইহার এক স্থানে একটী রমণীয় বৃক্ষ দেখিতে পাইয়া তিনি বিচরণান্তে তাহার মূলে বিশ্রাম করিতেন। একটা ধূর্ত্ত মর্কট এই সময়ে বৃক্ষ হইতে অবতরণপূর্ব্বক তাঁহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিত, তদুপরি মলমূত্র ত্যাগ করিত, কেলি করিবার জন্য তাঁহার শৃঙ্গ ধরিয়া ঝুলিত এবং লাঙ্গুল ধরিয়া দোল খাইত। বোধিসত্ত্ব ক্ষান্তি, মৈত্রী ও দয়ায় বিভূষিত ছিলেন বলিয়া দুষ্ট মর্কটের এইরূপ অনাচারেও কোনরূপ বিরক্তির ভাব প্রদর্শন করিতেন না। কাজেই মর্কট পুনঃ পুনঃ এইরূপ কুকর্ম্ম করিত।

ঐ বৃক্ষে এক দেবতা বাস করিতেন। তিনি একদিন বৃক্ষস্কন্ধে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "মহিষরাজ, তুমি এই দুষ্ট মর্কটের অবমাননা সহ্য কর কেন? ইহাকে নিষেধ কর না কেন?" নিজের মনের ভাব আরও সুন্দররূপে প্রকাশ করিবার জন্য বৃক্ষদেবতা নিম্নলিখিত গাথা দুইটি বলিলেন :—

দুঃশীল মর্কট এই করে নিত্য জ্বালাতন;
তবু কেন সহ্য তুমি কর এত উৎপীড়ন?

[illegible]
সর্ব্বকামপ্রদ প্রভু এ বুঝি তোমার হয়।

শৃঙ্গাঘাতে মার এরে, পদে কর নিষ্পীড়ন;
প্রতিষেধ বিনা মূর্খ করে সদা উৎপীড়ন।

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "বৃক্ষদেবতে, আমি যদি এই মর্কটের জাতি-গোত্র বল প্রভৃতি বিবেচনা না করিয়া, ইহার অপরাধ সহ্য না করি, তাহা হইলে আমার মনোরথসিদ্ধির সম্ভাবনা কি? এই মর্কট অপর মহিষকেও আমার ন্যায় মনে করিয়া নিশ্চয় এইরূপ অনাচার করিবে, যখন কোন উগ্রপ্রকৃতি মহিষের সম্বন্ধে এইরূপ আচরণ করিবে, তখন সে ইহাকে বধ করিবে। অন্যে ইহাকে বধ করিলে আমার দুঃখেরও অবসান হইবে; আমাকে প্রাণি-হত্যার পাপেও লিপ্ত হইতে হইবে না।" অনন্তর তিনি নিম্নলিখিত তৃতীয় গাথা বলিলেন :—

যেরূপ আমার সাথে করে দুষ্ট ব্যবহার,
করিলে অন্যের সঙ্গে পাবে সদ্যঃ ফল তার।
বধিবে দুষ্টেরে তারা; পাব আমি পরিত্রাণ
দুঃখ হ'তে, অনায়াসে, না বধি কাহার(ও) প্রাণ।

ইহার কয়েকদিন পরে বোধিসত্ত্ব অন্যত্র চলিয়া গেলেন এবং একটা চণ্ড মহিষ আসিয়া সেই স্থানে অবস্থিতি করিল। দুষ্ট মর্কট ইহাকে বোধিসত্ত্ব মনে করিয়া ইহারও পৃষ্ঠে আরোহণ-পূর্ব্বক সেইরূপ অনাচার করিল। চণ্ডমহিষ পৃষ্ঠ কম্পন করিয়া তাহাকে ভূতলে ফেলিল, শৃঙ্গদ্বারা তাহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিল এবং পাদদ্বারা মর্দ্দন করিয়া তাহার দেহ চূর্ণ-বিচূর্ণ করিল।

[সমবধান—তখন এই দুষ্ট হস্তী ছিল সেই দুষ্ট মহিষ, এই দুষ্ট মর্কট ছিল সেই দুষ্ট মর্কট এবং আমি ছিলাম সেই শীলবান্ মহিষরাজ।]

২৭৯—শতপত্র-জাতক।*

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে পাণ্ডুকের ও লোহিতকের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ষড়্‌বর্গীয়দিগের † মধ্যে মৈত্রেয় ও ভূমিজক, এই দুই জন রাজগৃহের নিকটে, অশ্বজিৎ ও পুনর্ব্বসু, এই দুইজন কীটাগিরির নিকটে, এবং পাণ্ডুক ও লোহিতক, এই দুইজন শ্রাবস্তীর নিকটবর্ত্তী জেতবনে থাকিতেন। যে সমস্ত বিষয় ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে মীমাংসিত হইয়াছে, ষড়্‌বর্গীয়েরা সেই সকলের সম্বন্ধে কুতর্ক উপস্থাপিত করিতেন, যাহারা তাঁহাদের বন্ধু, তাহাদিগের উৎসাহার্থ বলিতেন, "দেখ ভাই, তোমরা কি জাতি, কি গোত্র, কি শীল, কিছুতেই অন্যান্য ভিক্ষুদিগের অপেক্ষা হীন নহ, তোমরা যদি স্বমত পরিহার কর, তাহা হইলে এই সকল লোকের আস্পর্দ্ধা আরও বৃদ্ধি হইবে।" এইরূপ বলিয়া ষড়্‌বর্গীয়েরা তাহাদিগকে ভ্রান্ত মত ত্যাগ করিতে দিতেন না, কাজেই নানারূপ বিবাদবিসংবাদ হইত। অবশেষে ভিক্ষুরা এই বৃত্তান্ত ভগবানের গোচর করিলেন। এই নিমিত্ত এতৎসম্বন্ধে নিজের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবার উদ্দেশ্যে ভগবান্ ভিক্ষুদিগকে সমবেত করাইলেন এবং পাণ্ডুক ও লোহিতককে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "সত্যই কি তোমরা নিজেরাও কুতর্ক উপস্থাপিত কর এবং অপরকে তাহাদের ভ্রান্ত মত পরিহার করিতে দেও না?" তাঁহারা উত্তর দিলেন, "এ কথা মিথ্যা নহে।" "ভিক্ষুগণ, যদি এরূপ হয়, তাহা হইলে তোমাদের কাজ এবং পুরাকালীন শতপত্র ও মানুষের কাজ তুল্যরূপ।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব কাশীরাজ্যের কোন গ্রামে এক গৃহস্থের কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি কৃষিবাণিজ্যাদি কোন বৃত্তি অবলম্বন না করিয়া পঞ্চশত চোর সংগ্রহপূর্ব্বক তাহাদের অধিনেতা হইয়াছিলেন এবং কখনও রাহাজানি করিয়া, কখনও সিঁদ কাটিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। ঐ সময়ে বারাণসীর এক সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি কোন জনপদবাসীকে এক সহস্র কার্ষাপণ ধার দিয়াছিলেন, কিন্তু উহা আদায় না করিয়াই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। অতঃপর তাঁহার ভার্য্যাও রোগাক্রান্ত হইয়া মৃত্যুশয্যায় পুত্রকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, 'বাবা, তোমার পিতা এক ব্যক্তিকে এক সহস্র কার্ষাপণ ধার দিয়া আদায় না করিয়াই মরিয়াছেন; এখন আমিও যদি মরি, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি তোমাকে ঐ অর্থ দিবে না; অতএব এখনই গিয়া, আমি বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতে, উহা আদায় করিয়া আন।" পুত্র "যে আজ্ঞা" বলিয়া চলিয়া গেল এবং কার্ষাপণগুলি পাইল। এদিকে তাহার মাতা প্রাণত্যাগপূর্ব্বক পুত্রস্নেহবশতঃ ঔপপাতিক ‡ শৃগালী হইয়া তাহার আগমনপথে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অনন্তর পুত্রকে বনাভিমুখে আগত দেখিয়া শৃগালী বলিতে লাগিল, "বাছা, এই বনে প্রবেশ করিও না; এখানে চোর আছে; তাহারা তোমাকে মারিয়া কাহণগুলি লইয়া যাইবে।" ইহা বলিতে বলিতে শৃগালী বার বার তাহার পথ রোধ করিতে লাগিল। পুত্র কিন্তু ইহার বিন্দুবিসর্গও বুঝিতে পারিল না, 'এই কালকর্ণী শৃগালী আমার পথ রোধ করিতেছে,' ইহা ভাবিয়া সে লোষ্ট্র ও যষ্টিদ্বারা তাহাকে দূর করিয়া দিল এবং বনমধ্যে প্রবেশ করিল।

এই সময়ে এক শতপত্র বলিতে লাগিল, "লোকটার হাতে সহস্র কার্ষাপণ আছে; তোমরা ইহাকে মারিয়া সেই গুলি গ্রহণ কর।" ইহা বলিতে বলিতে সে চোরদিগের অভিমুখে উড়িয়া গেল। লোকটা শতপত্রের এই কাণ্ডও বুঝিতে পারিল না; সে ভাবিল, 'এই পক্ষী

---

* শতপত্র বলিলে বক, ময়ূর, কাষ্ঠকুট্ট প্রভৃতি কয়েক প্রকার পক্ষী বুঝায়। ইংরাজী অনুবাদক 'বক' এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন।

† ছয়জন অবাধ্য ভিক্ষু 'ষড়্‌বর্গীয়' নামে অভিহিত হইতেন। ইঁহাদের সম্বন্ধে প্রথম খণ্ডের ৬১ পৃষ্ঠের পাদটীকা দ্রষ্টব্য। নন্দিবিলাস প্রভৃতি আরও অনেক জাতকে ষড়বর্গীয়দিগের উল্লেখ আছে।

‡ গর্ভবাস বিনা প্রসূত। সাধারণতঃ স্ত্রীপুরুষের সংসর্গেই প্রাণীদিগের জন্ম হয়; কিন্তু দেবতারা এ নিয়মের বহির্ভূত; সময়ে সময়ে মনুষ্যাদি প্রাণীরও এরূপ জন্ম সম্ভবপর।

শুভশংসী; এখন আমার শুভফল-প্রাপ্তি ঘটিবে।' ইহা চিন্তা করিয়া সে কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিল, "প্রভু, আপনি নিনাদ করুন, প্রভু, আপনি নিনাদ করুন।"

বোধিসত্ত্ব সর্ব্ববিধ শব্দেরই অর্থ বুঝিতেন। তিনি শৃগালী ও শতপত্রের ক্রিয়া দেখিয়া ভাবিতে লাগিলেন, 'এই শৃগালী বোধ হয় লোকটার মাতা ছিল ও তজ্জন্য, পাছে কেহ ইহাকে মারিয়া কার্ষাপণগুলি গ্রহণ করে এই আশঙ্কায়, ইহাকে অগ্রসর হইতে নিষেধ করিতেছে, আর শতপত্র বোধ হয় ইহার শত্রু ছিল; সেই জন্যই বলিতেছে, ইহাকে মারিয়া কার্ষাপণগুলি গ্রহণ কর। লোকটা কিন্তু এ ব্যাপারের কিছুই বুঝিতে পারিতেছে না; কাজেই হিতৈষিণী মাতাকে ভয় দেখাইয়া তাড়াইয়া দিতেছে এবং অনিষ্টকামী শতপত্রকে ইষ্টকামী মনে করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অভিবাদন করিতেছে। অহো, লোকটা কি মূর্খ!'

[বোধিসত্ত্বেরা মহাপুরুষ হইলেও কখনও কখনও দুষ্টজন্মগ্রহণবশতঃ পরস্বাপহরণ করিয়া থাকেন। লোকে বলে যে নক্ষত্রদোষে এইরূপ ঘটিয়া থাকে।]

এদিকে চোরেরা যেখানে ছিল, লোকটা সেই স্থানে উপস্থিত হইল। বোধিসত্ত্ব তাহাকে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নিবাস কোথায়?" সে উত্তর দিল "আমি বারাণসী-বাসী।" "কোথা হইতে আসিতেছ?" "একটা গ্রামে সহস্র কার্ষাপণ প্রাপ্য ছিল; সেখান হইতে আসিতেছি।" "তাহা পাইয়াছ কি?" "হাঁ, পাইয়াছি।" "কে তোমায় সেখানে পাঠাইয়াছিল?" "প্রভু, আমার পিতা মারা গিয়াছেন, মাতাও পীড়িতা; তিনি মরিলে আমি আর কার্ষাপণগুলি পাইব না বলিয়া তিনিই আমায় পাঠাইয়াছিলেন।" "এখন তোমার মাতা কি অবস্থায় আছেন, তাহা জান?" "না, প্রভু, তাহা আমি জানি না।" "তুমি রওনা হইলে তোমার মা মারা গিয়াছেন এবং পুত্রস্নেহবশতঃ শৃগালী হইয়া, পাছে তোমার প্রাণ যায় এই ভয়ে, পথ অবরোধ করিয়া তোমায় নিষেধ করিতেছিলেন, তুমি কি না তাঁহাকে ভয় দেখাইয়া তাড়াইয়া দিলে! আর এই শতপত্র পক্ষী তোমার শত্রু। এ আমাদিগকে বলিল, 'ইহাকে মারিয়া কার্ষাপণগুলি গ্রহণ কর।' কিন্তু তুমি এমনই মূঢ়, যে হিতৈষিণী মাতাকে অনিষ্টকারিণী মনে করিলে এবং অনিষ্টকামী শতপত্রকে হিতৈষী বলিয়া স্থির করিলে! শতপত্র তোমার কোন ভাল করে নাই, তোমার মাতা কিন্তু তোমার মহা উপকার করিয়াছেন। যাও, তোমার কার্ষাপণগুলি লইয়া প্রস্থান কর।" ইহা বলিয়া বোধিসত্ত্ব তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন।

এইরূপে ধর্ম্ম দেশন করিয়া শাস্তা নিম্নলিখিত গাথাগুলি বলিলেন :—

কাননের মাঝে শৃগালী আসিয়া হিত বলে, রোধে পথ,
শত্রু ভাবে তারে মূর্খ মাণবক; রোষে, তর্জ্জে, গর্জ্জে কত।
শতপত্র তার শত্রু ভয়ঙ্কর, মিত্র বলি তারে মানে।
অহো কি মূঢ়তা ভ্রান্ত মানবের! শত্রু, মিত্র নাহি জানে!

হেথাও সেরূপ কাণ্ডাকাণ্ড হীন দেখি আমি এক জনে;
হিত বাক্য শুনি অর্থ নাহি বুঝে, বিপরীত ভাবে মনে।
যাহারা তাহার প্রশংসা নিরত, যাহারা দেখায় ভয়—
ছাড়িলে যমত ঘটিবে কলঙ্ক, অতএব ছাড়া নয়—
সেই সব লোকে মিত্র বলি জানে, মাণবক যে প্রকার
শতপত্ররূপী বিষম শত্রুরে ভেবেছিল মিত্র তার। *

[সমবধান—তখন আমি ছিলাম সেই চোরদিগের অধিনেতা।]

---

* এই প্রসঙ্গে টীকাকার নিম্নলিখিত গাথাটী উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

২৮০—পুটদূসক-জাতক।

[একটা বালক কতকগুলি পাতার ঠোঙ্গা নষ্ট করিয়াছিল। তদুপলক্ষ্যে শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এই কথা বলিয়াছিলেন। শ্রাবস্তীবাসী জনৈক অমাত্য একবার বুদ্ধপ্রমুখ সঙ্ঘকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজের উদ্যানে লইয়া গিয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগকে উপহার দিবার সময় বলিয়াছিলেন, "আপনারা যদি কেহ উদ্যানে বিচরণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে অবাধে করিতে পারেন।" এই অনুমতি পাইয়া ভিক্ষুরা উদ্যানে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তখন উদ্যানপাল একটা পত্রবহুল বৃক্ষে আরোহণ করিয়া এক একটা বড় পাতা লইয়া ঠোঙ্গা করিতে লাগিল এবং এই ঠোঙ্গায় ফুল রাখা চলিবে, এই ঠোঙ্গায় ফল রাখা চলিবে, এইরূপ বলিয়া সে এক একটী ঠোঙ্গা বৃক্ষমূলে ফেলিতে লাগিল। এদিকে তাহার ছোট একটী ছেলে, ঠোঙ্গাগুলি যেমন পড়িতে লাগিল, অমনি তাহাদিগকে ভাঙ্গিতে লাগিল। ভিক্ষুরা শাস্তাকে এই কথা জানাইলেন। তাহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, এই বালক কেবল এখন নয়, পূর্ব্বেও ঠোঙ্গা নষ্ট করিয়াছিল। অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব বারাণসীর এক গৃহস্থের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পরে, তিনি যখন গৃহস্থ হইয়াছিলেন, তখন একদিন কোন কারণে তিনি একটা উদ্যানে গমন করিয়াছিলেন। সেই উদ্যানে অনেক বানর থাকিত। এই উদ্যানপাল যেমন করিয়াছে, সেই উদ্যানের রক্ষকও সেইরূপে ঠোঙ্গা প্রস্তুত করিয়া বৃক্ষমূলে ফেলিয়া দিতেছিল এবং বানরদিগের অধিনেতা, সেগুলি যেমন পড়িতেছিল, অমনি নষ্ট করিতে-ছিল। বোধিসত্ত্ব তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "ঠোঙ্গাগুলি ভাঙ্গিয়া বানরটা ভাবিতেছে যে সে উদ্যানপালের পরম সন্তোষজনক কাজ করিতেছে।" অনন্তর তিনি নিম্নলিখিত প্রথম গাথা বলিয়াছিলেন :—

> পুটের নির্মাণে পটু বানর নিশ্চয়,
> নচেৎ ভাঙ্গিবে কেন পুট যত পায়?
> করিবে সুন্দরতর পুটের গঠন,
> বুঝিলাম, মৃগরাজ * করেছে মনন।

ইহা শুনিয়া সেই মর্কট নিম্নলিখিত গাথা বলিয়াছিল—

> পিতৃমাতৃকুলে মম কভু কোন জন
> পুটের নির্ম্মাণপটু হয়নি কখন।
> অন্যে যাহা করে তার বিনাশ-সাধন,
> বানর-কুলের এই ধর্ম্ম সনাতন।

ইহার উত্তরে বোধিসত্ত্ব তৃতীয় গাথা বলিয়াছিলেন :—

> এই যদি ধর্ম্ম হয় বানরকুলের
> না জানি অধর্ম্ম কি বা হয় তাহাদের!
> ধর্ম্মাধর্ম্ম-জ্ঞান কি বা বলিহারি যাই!
> ধর্ম্মাধর্ম্ম তোমাদের দেখে কাজ নাই।

এইরূপে বানরকে ভৎর্সনা করিয়া বোধিসত্ত্ব সেখান হইতে প্রস্থান করিয়াছিলেন।

[সমবধান—তখন এই পুটনাশক বালকটা ছিল সেই বানর এবং আমি ছিলাম সেই পণ্ডিত পুরুষ।]

অর্থগৃধ্নু মিত্র,	মিত্র বাক্যে পটু,	যে মিত্র নিয়ত তোষে,
ব্যসনের সাথী	যে মিত্রের হেতু	মজে লোক নানা দোষে,
এই চারি মিত্র	অতি ভয়ঙ্কর	যমের কিঙ্করপ্রায়;
পণ্ডিত যাহারা	দূর হ'তে তারা	ত্যজি এ সকলে যায়।

* এখানে বানরকে বুঝাইতেছে।

২৮১—অভ্যন্তর-জাতক।

[স্থবির সারিপুত্র স্থবিরা বিম্বাদেবীকে * আম্ররস দান করিয়াছিলেন। তদুপলক্ষ্যে শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এই কথা বলিয়াছিলেন।

সম্যক্‌সম্বুদ্ধ মহাধর্মচক্রপ্রবর্তন পূর্ব্বক যখন বৈশালী নগরীর কূটাগারশালায় অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই সময়ে মহাপ্রজাপতী গৌতমী পঞ্চশত শাক্যমহিলা সঙ্গে লইয়া প্রব্রজ্যাগ্রহণার্থ সেখানে উপস্থিত হন এবং প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করেন। এই পঞ্চশত শাক্যমহিলা অতঃপর নন্দকের নিকট ধর্মোপদেশ লাভ করিয়া অর্হত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ইহার পর শাস্তা যখন শ্রাবস্তীর নিকটে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, তখন রাহুলমাতা ভাবিলেন, 'আমার স্বামী প্রব্রজ্যা অবলম্বনপূর্ব্বক সর্ব্বজ্ঞ হইয়াছেন, পুত্রও প্রব্রাজক হইয়া তাঁহার নিকট রহিয়াছে; আমি গৃহে থাকিয়া কি করিব? আমিও প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া শ্রাবস্তীতে যাইব, তাহা হইলে নিয়ত সম্যক্‌সম্বুদ্ধের ও পুত্রের দর্শনলাভ করিয়া জীবন অতিবাহিত করিতে পারিব।' এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি ভিক্ষুণীদিগের উপাশ্রয়ে গিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন, এবং আচার্য্য ও উপাধ্যায়দিগের সহিত শ্রাবস্তীতে গমনপূর্ব্বক সেখানে ভিক্ষুণীদিগের এক উপাশ্রয়ে বাস করিতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি শাস্তা ও প্রিয়পুত্রকে দেখিবার সুযোগ পাইতেন। রাহুল তখন শ্রামণের ছিলেন; তিনি প্রায়ই মাতাকে দেখিতে যাইতেন।

একদিন বিম্বাদেবীর উদরবায়ু কুপিত হইয়াছিল। রাহুল যখন তাঁহাকে দেখিতে গেলেন, তখন তিনি তাঁহার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য গৃহের বাহিরে যাইতে পারিলেন না, অন্য একজন ভিক্ষুণী গিয়া তাঁহাকে বিম্বাদেবীর অসুখের কথা জানাইলেন। তখন রাহুল মাতার পার্শ্বে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ অবস্থায় আপনার কি খাওয়া উচিত?" বিম্বাদেবী বলিলেন "বৎস, যখন গৃহে ছিলাম, তখন শর্করা-মিশ্রিত আম্ররস পান করিলে উদরবাতের প্রশমন হইত। এখানে এখন আমাদিগকে ভিক্ষাদ্বারা জীবন ধারণ করিতে হয়; এখন শর্করা-মিশ্রিত আম্ররস কোথায় পাইব?" শ্রামণের রাহুল বলিলেন, "আমি সংগ্রহ করিতে চলিলাম; পাইলেই লইয়া আসিব।" অনন্তর তিনি সেই স্থান হইতে চলিয়া গেলেন।

আয়ুষ্মান্ রাহুলের উপাধ্যায় ধর্মসেনাপতি, আচার্য্য মহামৌদ্‌গল্যায়ন, খুল্লতাত স্থবির আনন্দ, পিতা স্বয়ং সম্যক্‌সম্বুদ্ধ। ফলতঃ তাঁহার সৌভাগ্যের সীমাপরিসীমা ছিল না, তথাপি তিনি অন্য কাহারও নিকট না গিয়া উপাধ্যায়ের নিকটেই উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক বিষণ্ণবদনে দাঁড়াইয়া রহিলেন। স্থবির জিজ্ঞাসিলেন, "বৎস, তোমাকে বিষণ্ণ দেখিতেছি কেন?" রাহুল উত্তর দিলেন, "ভদন্ত, আমার জননী স্থবিরা বিম্বাদেবীর উদরবায়ু কুপিত হইয়াছে।" "তাঁহাকে কি কি দ্রব্য খাইতে দেওয়া যায়?" "এ অবস্থায় শর্করা-মিশ্রিত আম্ররস পান করিলে নাকি তিনি উপকার বোধ করেন।" "বেশ, তাহাই সংগ্রহ করিতেছি; তুমি সে জন্য কোন চিন্তা করিও না।"

পরদিন সারিপুত্র রাহুলকে সঙ্গে লইয়া শ্রাবস্তীতে প্রবেশ করিলেন এবং তাঁহাকে এক আসনশালায় † বসাইয়া নিজে রাজদ্বারে উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে উদ্যানপাল এক ঝুড়ি সুপক্ব ‡ সুমধুর আম্রফল লইয়া উপস্থিত হইল। রাজা আমগুলির খোসা ছাড়াইয়া তাহাদের উপর চিনি ছড়াইলেন এবং নিজেই মর্দ্দন করিয়া আম্ররস দ্বারা স্থবিরের পাত্র পূর্ণ করিয়া দিলেন। অনন্তর স্থবির রাজভবন হইতে আসনশালায় ফিরিয়া গেলেন এবং "যাও, তোমার মাকে দাও গিয়া" বলিয়া পাত্রটি রাহুলের হস্তে দিলেন। রাহুল তাহাই করিলেন এবং উক্ত রস পান করিবামাত্র বিম্বাদেবীর উদরবাতের উপশম হইল।

এ দিকে রাজা লোক পাঠাইয়া তাহাকে বলিয়া দিয়াছিলেন, "সারিপুত্র এখানে আম্ররস পান করিলেন না; দেখিয়া আইস, উহা অন্য কাহাকেও দিলেন কি না।" ঐ লোকটা সারিপুত্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া যাহা যাহা ঘটিয়াছিল তাহা লক্ষ্য করিয়া রাজাকে জানাইল। তচ্ছ্রবণে রাজা চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'শাস্তা যদি গার্হস্থ্যাশ্রম অবলম্বন করেন, তাহা হইলে রাজচক্রবর্তী হইতে পারেন, তখন শ্রামণের রাহুল হইবেন

* যশোধরার নামান্তর।

† আসনশালা—পথিকদিগের বিশ্রাম-গৃহ। ইহাকে ইংরাজী ভাষায় waiting room বলা যাইতে পারে।

‡ মূলে পিণ্ডিপক্ক এই পদ আছে। ইহার অর্থ 'গাছেই এমন পাকিয়াছিল যে তখনই সেগুলি আহার করা যাইতে পারে'। পিণ্ডি=থলো (bunch)।

তাঁহার পরিনায়করত্ন, স্থবিরা বিশাখাদেবী হইবেন তাঁহার স্ত্রীরত্ন এবং অখণ্ড ভূমণ্ডল হইবে তাঁহাদের রাজ্য।* ইঁহাদিগের পরিচর্য্যা করা আমার কর্ত্তব্য। ইঁহারা যখন প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া এখন আমার রাজধানীর সন্নিকটেই অবস্থিতি করিতেছেন, তখন ইঁহাদের সেবাশুশ্রূষা সম্বন্ধে কোনরূপ ত্রুটি হইলে ভাল দেখাইবে না। এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া তিনি তদবধি বিশাখাদেবীর জন্য প্রতিদিন আম্ররস পাঠাইতে লাগিলেন।

স্থবির সারিপুত্র বিশাখাদেবীর জন্য আম্ররস আনয়ন করেন, ক্রমে এই কথা ভিক্ষুসঙ্ঘে প্রকাশ পাইল এবং একদিন ভিক্ষুগণ ধর্ম্মশালায় বলাবলি করিতে লাগিলেন, "দেখ ভাই, সারিপুত্র নাকি আম্ররস আনয়ন করিয়া বিশাখাদেবীর তৃপ্তিসাধন করিয়াছেন।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে, তোমরা বসিয়া কি সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছ?" তাঁহারা সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। তচ্ছ্রবণে শাস্তা বলিলেন, "সারিপুত্র যে কেবল এ জন্মে আম্ররস দ্বারা বিশাখাদেবীর তৃপ্তিসাধন করিয়াছিলেন তাহা নহে, পূর্ব্বেও তিনি এইরূপ করিয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন:—

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব কাশীগ্রামে এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বয়ঃপ্রাপ্তির পর তক্ষশিলায় গমনপূর্ব্বক সেখানে সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ হইয়াছিলেন। অনন্তর তিনি গার্হস্থ্যাশ্রম অবলম্বন করেন, কিন্তু মাতা পিতার মৃত্যু পর প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া হিমবন্ত প্রদেশে চলিয়া যান এবং সেখানে অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ লাভ করেন। অনেক ঋষি তাঁহাকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা দিতেন।

বহুকাল পরে একদা তিনি লবণ ও অম্ল সেবনার্থ শিষ্যগণসহ পর্ব্বতপাদ হইতে অবতরণপূর্ব্বক ভিক্ষা করিতে বারাণসীতে উপস্থিত হইলেন এবং সেখানে রাজকীয় উদ্যানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এই সকল ঋষির শীলতেজে শক্রের বৈজয়ন্তপ্রাসাদ কম্পিত হইল। শক্র চিন্তা করিয়া কম্পনের কারণ বুঝিতে পারিলেন এবং ভাবিলেন, 'এই তাপসদিগের বাসস্থানে বিঘ্ন ঘটাইতে হইবে; অবস্থিতি-সম্বন্ধে উপদ্রব জন্মিলে ইহারা চিত্তের একাগ্রতা হারাইবে; তাহা হইলেই আমি শান্তিতে থাকিতে পারিব।'† অনন্তর, কি উপায়ে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবেন, তিনি তাহার মীমাংসা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং স্থির করিলেন, 'আমি রাত্রির মধ্যম যামে রাজার অগ্রমহিষীর শয়ন-প্রকোষ্ঠে‡ প্রবেশ করিব, এবং আকাশে অবস্থিত হইয়া বলিব, "ভদ্রে, তুমি যদি অভ্যন্তরাম্রফল ভক্ষণ কর, তাহা হইলে চক্রবর্ত্তী পুত্র লাভ করিবে।" একথা শুনিয়া মহিষী রাজাকে বলিবেন এবং রাজা আম্রফল-সংগ্রহার্থ উদ্যানে লোক পাঠাইবেন। আমার প্রভাববলে উদ্যানের সমস্ত আম্র অন্তর্হিত হইবে, রাজভৃত্যেরা রাজাকে গিয়া বলিবে, "উদ্যানে আম্র পাওয়া গেল না।" রাজা জিজ্ঞাসা করিবেন, "কে আম্র খাইয়াছে?" ভৃত্যেরা বলিবে, "তাপসেরা খাইয়াছেন।" তাহা শুনিয়া রাজা তাপসদিগকে প্রহার করিয়া উদ্যান হইতে দূর করিয়া দিবেন। তাপসদিগের উপর উপদ্রব করিবার জন্য ইহাই প্রকৃষ্ট উপায়'। এইরূপ সংকল্প করিয়া শক্র নিশীথ সময়ে রাজ্ঞীর শয়ন-প্রকোষ্ঠে প্রবেশপূর্ব্বক আকাশে অবস্থিত হইয়া নিজের দেবরাজ ভাব প্রকাশ করিলেন এবং রাজ্ঞীর সহিত আলাপ আরম্ভ করিয়া নিম্নলিখিত প্রথম গাথা দুইটী বলিলেন:—

---

* চক্রবর্ত্তী রাজার সাতটী রত্ন থাকে, যথা ছত্র, হস্তী, অশ্ব, মণি, স্ত্রী, গৃহপতি ও পরিনায়ক। গৃহপতি অর্থাৎ গার্হস্থ্যধর্ম্মাবলম্বী অনুচরবৃন্দ; পরিনায়ক অর্থাৎ রাজ্যের ভাবী অধিকারী (crown prince.)

† মানবের তপোবলদর্শনে শক্রের অশান্তি এবং ছলে বলে নানারূপ বিঘ্নোৎপাদন হিন্দুপুরাণে সুবিদিত।

‡ মূলে 'সিরিগব্ভ' এইরূপ আছে। যাহা রাজকীয়, তাহার পূর্ব্বে 'শ্রী' শব্দ যোগ করিবার রীতি ছিল, যেমন শ্রীগর্ভ শ্রীশয়ন ইত্যাদি।

অভ্যন্তর নামে দ্রুম, দিব্য ফল তার
দোহদ-নিবৃত্তি তরে করিলে আহার
প্রসবে তনয় নারী, যার করতলে
একচ্ছত্র আধিপত্য এ মহীমণ্ডলে।
তুমি, ভদ্রে, নরেশের প্রণয়ভাগিনী,
বল তাঁরে; সেই ফল আনিবেন তিনি।

এই গাথাদ্বয় বলিবার পর শক্র রাজ্ঞীকে উপদেশ দিলেন, "যাহা বলিলাম, তাহা অবহেলা করিও না; রাজাকে এই কথা বলিতে যেন বিলম্ব না হয়; কালই তাঁহাকে একথা জানাইতে ভুলিও না।" অনন্তর শক্র নিজের বাসস্থানে চলিয়া গেলেন।

পরদিন মহিষী পরিচারিকাদিগের নিকট প্রকৃত কথা বলিয়া পীড়ার ভাণ করিয়া শুইয়া রহিলেন। রাজা শ্বেতচ্ছত্রশোভিত সিংহাসনে বসিয়া নৃত্য দেখিতেছিলেন; কিন্তু সেখানে মহিষী উপস্থিত হন নাই দেখিয়া জনৈক পরিচারিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেবী কোথায়?" পরিচারিকা উত্তর করিল, "তাঁহার অসুখ করিয়াছে।" তখন রাজা মহিষীর নিকট গমন করিলেন, এবং তাঁহার শয্যাপার্শ্বে উপবেশন করিয়া পৃষ্ঠদেশে হাত বুলাইতে বুলাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদ্রে, কি অসুখ করিয়াছে বল ত?"

মহিষী। অন্য কোন অসুখ করে নাই; কিন্তু একটী দ্রব্য খাইবার জন্য আমার বড় সাধ হইয়াছে।

রাজা। কি দ্রব্য খাইতে ইচ্ছা হইয়াছে?

মহিষী। অভ্যন্তরাম্র ফল।

রাজা। অভ্যন্তরাম্র কোথায় পাওয়া যাইবে?

মহিষী। অভ্যন্তরাম্র কি তাহা আমিও জানি না, কিন্তু সেই ফল আহার করিতে পারিলেই আমার প্রাণ রক্ষা পাইবে; নচেৎ প্রাণ থাকিবে না।

রাজা। যদি এরূপ হয় তবে যে প্রকারেই হউক, উহা আনাইতেছি। তুমি কোন চিন্তা করিও না।

মহিষীকে এইরূপ আশ্বাস দিয়া রাজা সেখান হইতে উঠিয়া গেলেন এবং রাজপল্যঙ্কে উপবেশনপূর্ব্বক অমাত্যদিগকে ডাকাইয়া বলিলেন, "অভ্যন্তরাম্র নামক এক প্রকার ফল খাইবার জন্য দেবীর বড় ইচ্ছা হইয়াছে। বলুন ত এখন কি কর্ত্তব্য?" তাঁহারা বলিলেন, "মহারাজ। দুইটী আম্রের মধ্যবর্ত্তী আম্রটীকে অভ্যন্তরাম্র বলা যাইতে পারে। আপনি উদ্যানে লোক পাঠাইয়া এইরূপ ফল আনয়ন করুন এবং দেবীকে খাইতে দিন।" "বেশ পরামর্শ দিয়াছেন।" ইহা বলিয়া রাজা ঐরূপ আম্র আহরণ করিবার জন্য উদ্যানে লোক পাঠাইলেন। কিন্তু শক্র নিজের অনুভাববলে, লোকে যেন খাইয়া নিঃশেষ করিয়াছে এই ভাবে, সমস্ত আম্র অদৃশ্য করিয়াছিলেন; কাজেই যাহারা আম্রের জন্য গিয়াছিল, তাহারা সমস্ত উদ্যান তন্ন তন্ন করিয়া একটীও ফল পাইল না, এবং ফিরিয়া গিয়া রাজাকে জানাইল, 'মহারাজ। বাগানে আম নাই।' রাজা বলিলেন, "আম নাই, এত আম থাকে, খাইল কে?" "তাপসেরা খাইয়াছেন।" তাপসদিগকে উত্তমমধ্যম দিয়া বাগানের বাহির করিয়া দাও।" রাজভৃত্যেরা 'যে আজ্ঞা বলিয়া' তাহাই করিল, শক্রেরও মনোরথ পূর্ণ হইল। কিন্তু মহিষীর সাধ পূর্ণ হইল না; তিনি অভ্যন্তরাম্র পাইবার জন্য সনির্ব্বন্ধ ইচ্ছা করিতে লাগিলেন এবং শয্যায় পড়িয়া রহিলেন।

রাজা কর্ত্তব্যনির্ণয় করিতে না পারিয়া অমাত্য ও ব্রাহ্মণদিগকে ডাকাইলেন এবং অভ্যন্তরাম্র নামে কোন বিশিষ্ট ফল আছে কি না জানিতে চাহিলেন। ব্রাহ্মণেরা বলিলেন, "দেব।

অভ্যন্তরাম্র দেবভোগ্য ফল; ইহা হিমবন্ত প্রদেশে কাঞ্চনগুহার অভ্যন্তরে জন্মে, আমরা পুরুষপরম্পরায় এই কথা শুনিয়া আসিতেছি।” রাজা বলিলেন, “যদি তাহাই হয়, তবে কে তাহা আনিতে পারে বলুন ত?”

“মানুষের সাধ্য নাই যে সেখানে যায়। আমাদিগকে একটা শুকশাবক প্রেরণ করিতে হইবে।”

ঐ সময়ে রাজভবনে একটী শুকশাবক ছিল; কুমারেরা যে রথে আরোহণ করিতেন, তাহার চক্রের নাভি যত বড়, এই শুকের দেহও তত বড় হইয়াছিল, এবং তাহার যেমন বল, সেইরূপ প্রজ্ঞা ও উপায়কুশলতা জন্মিয়াছিল। রাজা সেই শুকশাবককে আনাইয়া বলিলেন, “বৎস শুকপোতক, আমি তোমার বহু উপকার করিয়াছি; তোমাকে কাঞ্চন পঞ্জরে রাখিয়াছি, সুবর্ণপাত্রে মধুমিশ্রিত লাজ খাওয়াইয়াছি, শর্করামিশ্রিত জল পান করাইয়াছি; তোমাকেও আমার একটী কার্য্য করিতে হইবে।”

“বলুন, মহারাজ, আমাকে কি করিতে হইবে।

“বৎস, দেবীর সাধ হইয়াছে যে অভ্যন্তরাম্র ফল ভক্ষণ করিবেন। সেই ফল নাকি হিমবন্ত প্রদেশে কাঞ্চন পর্ব্বতে পাওয়া যায়। তাহা দেবতাদিগের সেব্য; মানুষের সাধ্য নাই যে সেখানে যাইতে পারে। তোমাকে গিয়া সেই ফল আহরণ করিতে হইবে।”

“যে আজ্ঞা, মহারাজ, আমি সেই ফল আনয়ন করিব।”

অনন্তর রাজা শুকশাবককে সুবর্ণপাত্রে মধুমিশ্রিত লাজ ভক্ষণ করাইলেন, শর্করামিশ্রিত জল পান করাইলেন এবং তাহার পক্ষদ্বয়ের নিম্নে শতপাক * তৈল মর্দ্দন করাইলেন; শেষে তাহাকে উভয়হস্তে ধারণ করিয়া বাতায়নের নিকট দাঁড়াইলেন এবং সেখানে আকাশে ছাড়িয়া দিলেন।

শুকপোতক রাজাকে প্রণাম করিয়া আকাশমার্গে উড়িয়া চলিল এবং মনুষ্যপথ অতিক্রমপূর্ব্বক হিমবন্তের প্রথম পর্ব্বত শ্রেণীর নিকট উপস্থিত হইয়া তত্রত্য শুকদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, “অভ্যন্তরাম্র কোথায় পাওয়া যায়? আমাকে সেই স্থান বলিয়া দাও।’ তাহারা উত্তর দিল, “আমরা জানি না; দ্বিতীয় পর্ব্বত শ্রেণীতে যে সকল শুক আছে, তাহারা জানিতে পারে।” এই কথা শুনিয়া সে ঐ স্থান হইতে পুনর্ব্বার উড়িতে আরম্ভ করিল এবং দ্বিতীয় পর্ব্বতরাজিতে গিয়া উপস্থিত হইল। অনন্তর ক্রমে ক্রমে সে তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ পর্ব্বতশ্রেণী পর্য্যন্ত গেল; কিন্তু শেষোক্ত স্থানের শুকেরাও বলিল, “আমরা জানি না, সপ্তম পর্ব্বতশ্রেণীতে যে সকল শুক বাস করে, তাহারা জানিতে পারে।” তখন শুকশাবক সপ্তম পর্ব্বতশ্রেণীতেই গেল এবং অভ্যন্তরাম্র কোথায় পাওয়া যাইবে জিজ্ঞাসা করিল। এই স্থানের শুকেরা উত্তর দিল, “অমুক স্থানে কাঞ্চন পর্ব্বতে নাকি সেই ফল পাওয়া যায়।” “আমি সেই ফল লইবার জন্য আসিয়াছি, আমাকে সেখানে লইয়া গিয়া ফল দাও।” “সে ফল বৈশ্রবণের পরিভোগ্য; আমাদের সাধ্য নাই যে তাহার নিকট যাই। ঐ বৃক্ষ মূল হইতে শাখাপল্লব পর্য্যন্ত সাতটী লৌহজাল দ্বারা বেষ্টিত; সহস্র কোটি কুম্ভাণ্ড † ও রাক্ষস নিয়ত উহার রক্ষাবিধান করিতেছে; তাহারা কাহাকেও দেখিতে পাইলে তাহার আর নিস্তার নাই। সেস্থান প্রলয়াগ্নির ন্যায়, সে স্থান অবীচির ন্যায়; তুমি সেখানে যাইবার প্রার্থনা করিও না।” “তোমরা যদি আমার সঙ্গে না যাও, তবে আমাকে পথ বলিয়া দাও।” “নিতান্তই যদি যাও, তবে অমুক অমুক স্থান দিয়া যাইবে।”

---

* শতবার পাক করা বা শোধিত করা।

† কুম্ভাণ্ড একপ্রকার দেবযোনি। এই জাতকে রক্ষ ও কুম্ভাণ্ড শব্দ এক অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে।

তাহারা যে পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিল, শুকশাবক মনোনিবেশসহকারে তাহা বুঝিয়া লইল, এবং গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইয়া দিবাভাগে অদৃশ্য রহিল। অনন্তর নিশীথ সময়ে যখন রাক্ষসেরা নিদ্রাভিভূত হইল, তখন সে অভ্যান্তরাম্র বৃক্ষের একটী মূল অবলম্বনপূর্ব্বক ধীরে ধীরে আরোহণ করিতে লাগিল। অমনি লৌহজালে 'কিলিট্' করিয়া শব্দ হইল এবং তচ্ছ্রবণে রাক্ষসদিগের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তাহারা শুকশাবককে দেখিয়া 'আম চোর', 'আম চোর' বলিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিল এবং কি দণ্ড দিবে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিল। কেহ বলিল, "ইহাকে মুখে দিয়া গিলিয়া ফেলি।" কেহ বলিল, "ইহাকে দুই হাতে পিষিয়া, তাল পাকাইয়া তিল তিল করিয়া ছড়াইয়া দি।" কেহ বলিল, "ইহাকে দুই ফা'ল করিয়া চিরিয়া আগুনে পোড়াইয়া খাই।"

শুকপোতক, তাহাদের কে কিরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছিল, সমস্ত শুনিল, কিন্তু কিছুমাত্র ভয় পাইল না। সে তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "রাক্ষসগণ, তোমরা কাহার ভৃত্য!" তাহারা উত্তর দিল "আমরা বৈশ্রবণ মহারাজের ভৃত্য।" "বা! তোমরা এক রাজার ভৃত্য! বারাণসীরাজ আমাকে অভ্যন্তরাম্র ফল লইবার জন্য প্রেরণ করিয়াছেন। আমি তাঁহার আজ্ঞা পাইবামাত্র সেখানেই তাঁহার কার্য্যে জীবন সমর্পণ করিয়াছি এবং কার্য্যোদ্ধারের জন্য এখানে আসিয়াছি। যে আপনার মাতা, পিতা এবং প্রভুর জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করে, সে দেহক্ষয়ের পর দেবলোক প্রাপ্ত হয়। অতএব আমিও দেখিতেছি, আজ তির্য্যগ্‌দেহ পরিহারপূর্ব্বক দিব্য কলেবর ধারণ করিব।" অনন্তর শুকপোতক নিম্নলিখিত তৃতীয় গাথাটী বলিল :—

> ভর্তৃকার্য্যে করি প্রাণপণ,
> আত্মপরিত্যাগী বীরগণ,
> যে দিব্য ধামেতে যান,
> দেহ হলে অবসান,
> হবে সেথা আমার গমন।

এইরূপে উক্ত গাথা দ্বারা সে রাক্ষসদিগকে ধর্ম্মকথা শুনাইল। তাহা শুনিয়া রাক্ষসেরা চিত্তপ্রসাদ লাভ করিল এবং বলাবলি করিতে লাগিল, "এই শুকশাবক দেখিতেছি ধার্ম্মিক ; ইহাকে ত মারিতে পারিব না ; এস ইহাকে ছাড়িয়া দি।" এই ভাবিয়া তাহারা শুকশাবককে ছাড়িয়া দিল এবং বলিল, "যাও, তুমি মুক্ত হইলে। আমাদের হাতে তোমার কোন অনিষ্ট হইল না ; তুমি নির্ব্বিঘ্নে ফিরিয়া যাও।" শুকশাবক বলিল, "আমাকে যেন রিক্তমুখে ফিরিতে না হয় ; দয়া করিয়া একটা আম্র ফল দাও।" "শুকশাবক, তোমাকে একটী ফলও দিতে পারি না। এই গাছে যত আম দেখিতেছ, সমস্তই চিহ্নিত ; একটী মাত্র ফলও এদিক ওদিক্ হইলে আমাদের প্রাণান্ত ঘটিবে। তপ্ত খোলায় তিল ফেলিলে তাহা যেমন ফাটিয়া ও ভাঙ্গিয়া চারিদিকে ছুটিতে থাকে, বৈশ্রবণ ক্রুদ্ধ হইয়া একবার মাত্র তাকাইলে, সহস্র সহস্র কুম্ভাণ্ডও সেইরূপে কে কোন্ দিকে ছুটিয়া পলাইবে তাহার পথ পাইবে না। সেই জন্যই তোমায় আম দিতে পারিতেছি না। তবে কোথায় গেলে তুমি আম পাইতে পার তাহা বলিতেছি।" "কে দিবে তাহা আমার বিচার করিবার প্রয়োজন নাই ; তবে ফল একটা পাইতেই হইবে। বল, কোথায় গেলে পাইব"। "এই যে কাঞ্চন পর্ব্বতমালা দেখিতেছ, ইহার এক দুর্গম অংশে জ্যোতীরস * নামক এক তাপস আছেন। তিনি কাঞ্চনপত্রী নামক পর্ণশালায় অগ্নিতে হোম করেন। এই তাপস বৈশ্রবণের কুলোপগ গুরু। বৈশ্রবণ তাঁহার সেবার জন্য প্রতিদিন চারিটী আম্রফল প্রেরণ করিয়া থাকেন। তুমি তাঁহার নিকট যাও।"

* জ্যোতীরস একপ্রকার মণিরও নাম। এই মণি ঈপ্সিতফলপ্রদ।

"বেশ, তাহাই করিতেছি" বলিয়া শুক রাক্ষসদিগের নিকট বিদায় লইল এবং ঐ তাপসের নিকট গিয়া তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক একান্তে উপবেশন করিল। তাপস জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কোথা হইতে আসিতেছ?" শুকপোতক উত্তর দিল, "বারাণসীরাজের নিকট হইতে"। "কি জন্য আসিয়াছ?" "প্রভো, আমাদের রাজ্ঞীর সাধ হইয়াছে যে অভ্যান্তবাম্র ফল ভক্ষণ করিবেন। সেইজন্য এদেশে আসিয়াছি, কিন্তু রাক্ষসেরা স্বয়ং এই ফল না দিয়া আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছে।" "আচ্ছা, একটু অপেক্ষা কর, ফল পাইবে।"

ইহার পর বৈশ্রবণ তাপসের নিকট চারিটী আম্রফল পাঠাইলেন; তাপস তাহা হইতে নিজে দুইটী খাইলেন, একটী শুকশাবককে খাইতে দিলেন এবং তাহার ভোজন শেষ হইলে অবশিষ্ট ফলটী একগাছি শিকায় ফেলিয়া তাহা তাহার গলায় বান্ধিয়া দিয়া বলিলেন, "তুমি এখন ফিরিয়া যাও।"

অনন্তর শুকপোতক বারাণসীতে গিয়া রাজ্ঞীকে আম্র প্রদান করিল; উহা খাইয়া তাঁহার সাধ পূর্ণ হইল; কিন্তু এত করিয়াও তিনি পুত্রলাভ করিলেন না।*

[সমবধান—তখন রাহুলমাতা ছিলেন সেই রাজ্ঞী; আনন্দ ছিলেন সেই শুক, সারিপুত্র ছিলেন সেই আম্রফলদাতা তাপস এবং আমি ছিলাম বারাণসীরাজের উদ্যানস্থ সেই ঋষিগণপাতা।]

২৮২—শ্রেয়োজাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে কোশলরাজের একজন অমাত্য সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি না কি রাজার পরমোপকারক ছিলেন এবং তাঁহার সর্ব্ববিধ কার্য্য সম্পাদন করিতেন। রাজাও তাঁহাকে নিজের বহুহিতসাধক জানিয়া তাঁহার [illegible] সম্মান করিতেন। ইহাতে ঈর্ষ্যাপরায়ণ হইয়া অন্য অনেক অমাত্য তাঁহার সম্বন্ধে নানারূপ অলীক গ্লানির কথা প্রচার করিতে লাগিলেন। রাজা পিশুনকারকদিগের কথা বিশ্বাস করিয়া এই নির্দ্দোষ ও সাধুশীল ব্যক্তিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন, তিনি প্রকৃত দোষী কি না তাহা অনুসন্ধান করিলেন না। কারাগৃহে একাকী থাকিয়া তিনি শীলবলে চিত্তের একাগ্রতা লাভ করিলেন, একাগ্রচিত্তের প্রভাবে সংস্কারসমূহের† প্রকৃতি বুঝিতে পারিলেন এবং এইরূপে ক্রমে স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন।

ইহার কিছুদিন পরে রাজা বুঝিতে পারিলেন, ঐ অমাত্য সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ। তখন তিনি তাঁহার শৃঙ্খল মোচন করিলেন এবং তাঁহার প্রতি পূর্ব্বাপেক্ষাও অধিক সম্মান প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। অনন্তর এক দিন শাস্তাকে বন্দনা করিবার অভিপ্রায়ে এই অমাত্য প্রচুর গন্ধমাল্যাদি লইয়া বিহারে গমন করিলেন, এবং তথাগতের পূজা করিয়া ও তাঁহাকে প্রণাম করিয়া একান্তে আসন গ্রহণ করিলেন। শাস্তা তাঁহার সঙ্গে মিষ্টালাপ করিতে করিতে বলিলেন, "সম্প্রতি তোমার যে বিপদ্ ঘটিয়াছিল, তাহা আমি শুনিয়াছি।" অমাত্য বলিলেন, "ভদন্ত, অনর্থ ঘটিয়াছিল বটে, কিন্তু আমি সেই অনর্থ হইতেই অর্থ লাভ করিয়াছি; আমি কারাগারে থাকিয়া স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইয়াছি।" "উপাসক, তুমিই যে কেবল অনর্থ হইতে অর্থ লাভ করিয়াছ, তাহা নহে; প্রাচীনকালের পণ্ডিতেরাও অনর্থ হইতে অর্থ আহরণ করিয়াছিলেন।" ইহা বলিয়া শাস্তা উক্ত উপাসকের প্রার্থনানুসারে সেই অতীত বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন।]

---

* এই জাতকে শক্রের চরিত্রে ঈর্ষ্যা, কুটিলতা প্রভৃতি যে দুই তিনটী দোষ লক্ষিত হয়, অন্যান্য জাতকে সাধারণতঃ সেরূপ দেখা যায় না। বৌদ্ধসাহিত্যে তিনি সচরাচর ধার্ম্মিকের সহায় বলিয়াই কীর্ত্তিত।

† সংস্কার (পালি সংখার) শব্দটী বহু অর্থে ব্যবহৃত হয় (যথা, প্রসাধন, সমষ্টি, পদার্থ, জড়জগৎ, কর্ম্ম, স্কন্ধ)। 'অনিচ্চা সব্ব সংখারা', 'বয়ধম্মা সংখারা' ইত্যাদি বাক্যে বোধ হয় ইহা 'জড়জগৎ' অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু শেষে ইহা দ্বারা কেবল জড় পদার্থ নহে, জড়ের গুণও বুঝাইয়াছে এবং যাহা কিছু অনিত্য, সমস্তই সংস্কার নামে অভিহিত হইয়াছে। 'অনিত্যত্ব' বলিলেই 'মৃত্যুর' ভাব মনে উদিত হয়; কাজেই 'সংস্কার' শব্দ 'পঞ্চস্কন্ধ' অর্থেও প্রযুক্ত হইয়া থাকে। 'সংখারা পরমা দুক্খা' এই বাক্যের অর্থ পঞ্চস্কন্ধের সংযোগ অর্থাৎ জীবন দুঃখময়।

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব তাঁহার অগ্রমহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বয়ঃপ্রাপ্তির পর তক্ষশিলায় গিয়া সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি রাজ্যলাভ করিয়া দশবিধ রাজধর্ম্ম পালন করিতেন, অকাতরে দান করিতেন, শীলসমূহ পালন করিতেন এবং পোষধব্রত রক্ষা করিতেন।

বোধিসত্ত্বের একজন অমাত্য রাজার শুদ্ধান্তঃপুরের কোন রমণীর সহিত গুপ্ত প্রণয়ে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। রাজার ভৃত্যগণ ইহা জানিতে পারিয়া বোধিসত্ত্বকে বলিল, "মহারাজ, অমুক অমাত্য অন্তঃপুরের পবিত্রতা নষ্ট করিয়াছেন।" তিনি অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন, অমাত্য প্রকৃতই দুশ্চরিত্র; তখন তিনি তাঁহাকে ডাকাইয়া বলিলেন, "তুমি এখন হইতে আমার কোন কাজ করিও না।" অনন্তর তিনি ঐ অমাত্যকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিলেন।

নির্ব্বাসিত অমাত্য এক সামন্তরাজের নিকটে গিয়া তাঁহার কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। অতঃপর, মহাশীলবজ্জাতকে (৫১, ১ম খণ্ড) যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, ঠিক সেইরূপ ঘটিল। এ ক্ষেত্রেও সেই সামন্তরাজ, উক্ত অমাত্য যাহা বলিয়াছিলেন তাহা সত্য কিনা, তিন বার পরীক্ষা করিয়াছিলেন এবং পরিশেষে উহার সত্যতা সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া বারাণসী গ্রহণ করিবার অভিপ্রায়ে বিপুলবাহিনীসহ ঐ রাজ্যের সীমায় গিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। বারাণসীরাজ্যের পঞ্চশত মহাযোদ্ধা ঐ বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া বোধিসত্ত্বকে বলিলেন, "দেব, অমুক রাজা নাকি আমাদের রাজ্য গ্রহণ করিবার জন্য জনপদ বিধ্বস্ত করিতে করিতে আসিতেছেন। অনুমতি দিন, আমরা এখান হইতেই অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে বন্দী করি।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "হিংসা দ্বারা যে রাজ্য লাভ (রক্ষা) করিতে হয়, তাহাতে আমার প্রয়োজন নাই। তোমাদিগকে কিছুই করিতে হইবে না।"

অতঃপর চোররাজ * আসিয়া নগর বেষ্টন করিলেন। তখন অমাত্যেরা বোধিসত্ত্বের নিকট গিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আপনি এরূপ নিশ্চেষ্ট থাকিলে চলিবে না; আমরা গিয়া চোররাজকে বন্দী করি।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "না, কিছুই করা যাইতে পারে না। তোমরা নগরের সমস্ত দ্বার খুলিয়া দাও।"

চোররাজ চতুর্দ্বারে বহুলোকের প্রাণসংহার করিয়া নগরে প্রবেশ করিলেন, প্রাসাদে আরোহণ-পূর্ব্বক অমাত্যপরিবৃত বোধিসত্ত্বকে বন্দী করিলেন এবং তাঁহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন। বোধিসত্ত্ব কারাগারে থাকিয়াও চোররাজের প্রতি করুণাপরবশ হইয়া মৈত্রীভাবনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই মৈত্রীভাবনা বশতঃ চোর-রাজের শরীরে ভীষণ জ্বালা উৎপাদিত হইল; তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ যেন যুগপৎ দুইটা উল্কাদ্বারা দগ্ধ হইতে লাগিল। তিনি মহাযন্ত্রণায় অভিভূত হইয়া এরূপ ঘটিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার অনুচরগণ বলিল, "আপনি শীলবান্ রাজাকে কারাযন্ত্রণা দিতেছেন, তাহাতেই বোধ হয় এই দুঃখ ভোগ করিতেছেন।" ইহা শুনিয়া চোররাজ বোধিসত্ত্বের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং বলিলেন, "আপনার রাজ্য আপনারই থাকুক।" তিনি রাজ্য প্রত্যর্পণ করিয়া বোধিসত্ত্বের নিকট অঙ্গীকার করিলেন, "এখন হইতে আপনার শত্রুদমনের ভার আমার উপর রহিল।" অনন্তর তিনি সেই দুষ্ট অমাত্যের উপযুক্ত দণ্ডবিধান করিলেন এবং রাজধানীতে ফিরিয়া গেলেন।

বোধিসত্ত্ব রাজপদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়া অলঙ্কৃত মহাবেদীর উপর শ্বেতচ্ছত্রশোভিত

* 'যিনি আক্রমণ করিয়া অপরের রাজ্য হস্তগত করিয়াছেন বা করিতে আসিতেছেন' এখানে এই অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে।

পর্য্যঙ্কে আসীন হইলেন এবং চতুষ্পার্শ্বস্থ অমাত্যদিগের সহিত আলাপ করিতে করিতে নিম্নলিখিত গাথা দুইটী বলিলেন :—

উত্তম কুশল ধর্ম্মে রত যেই জন,
উত্তম পুরুষে সেবা করি অনুক্ষণ
লভে সে পরম শ্রেয়ঃ, সেই হেতু আজ
মম মৈত্রীভাবে মুগ্ধ দেখ চোররাজ।
মৈত্রীবলে একা আমি রক্ষি শত জনে;
নচেৎ নিহত তারা হ'ত এতক্ষণে।

অতএব সর্ব্বভূতে মৈত্রী প্রদর্শন
করেন সতত যিনি সুধীর সুজন।
মৃত্যু-অন্তে সুরলোকে গমন তাঁহার,
শুন কাশীবাসী সবে বচন আমার।*

মহাসত্ত্ব এইরূপে জনসাধারণের প্রতি মৈত্রীপ্রদর্শনের মহিমা কীর্ত্তন করিলেন এবং দ্বাদশ-যোজনব্যাপী বারাণসীধামে শ্বেতচ্ছত্র পরিহারপূর্ব্বক হিমবন্ত প্রদেশে গিয়া ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন।

কথান্তে শাস্তা অভিসম্বুদ্ধ হইয়া নিম্নলিখিত তৃতীয় গাথাটী বলিলেন :—

বারাণসীপতি কংস মহারাজ † এই সব কথা বলি
ফেলি ধনুর্ব্বাণ, লভিলা সংযম, ধ্যানবলে হ'য়ে বলী।

[সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন সেই চোররাজ এবং আমি ছিলাম সেই বারাণসীরাজ।]

২৮৩—বর্দ্ধকি-শূকর-জাতক। ‡

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে ধনুর্গ্রহ তিষ্য নামক এক স্থবিরকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। রাজা প্রসেনজিতের পিতা মহাকোশল যখন রাজা বিম্বিসারের সহিত নিজের দুহিতা কোশলদেবীর বিবাহ দেন, তখন কন্যার স্নানচূর্ণের § ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ লক্ষমুদ্রা আয়ের কাশীগ্রাম যৌতুক দান করিয়াছিলেন। অজাতশত্রু যখন পিতৃহত্যা করেন, তখন কোশলদেবীও শোকাভিভূতা হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। এই সমস্ত দুর্ঘটনার পর কোশলরাজ ভাবিলেন, 'অজাতশত্রু তাহার পিতার প্রাণনাশ করিল, আমার ভগিনীও পতিশোকে প্রাণত্যাগ করিলেন; যে পিতৃহন্তা ও চোর, তাহাকে কাশীগ্রাম কেন দিব?' এইরূপ স্থির করিয়া তিনি অজাতশত্রুকে কাশীগ্রাম হইতে বঞ্চিত করিলেন। তদবধি এই গ্রাম লইয়া উভয় রাজার মধ্যে সময়ে সময়ে যুদ্ধ হইতে লাগিল। অজাতশত্রু তরুণবয়স্ক ও সমর্থ; পক্ষান্তরে প্রসেনজিৎ অতি বৃদ্ধ; কাজেই প্রসেনজিৎ পুনঃ পুনঃ পরাজিত হইলেন; মহাকোশলের অধিবাসীরাও শত্রুকর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইতে লাগিল।

---

* এই গাথাদ্বয়ের ইংরাজী অনুবাদ সুচারুরূপে সম্পাদিত হয় নাই।" সেয্যংসো সেয্যসো হোতি যো সেয্যং উপসেবতি" প্রথম গাথার এই প্রথম চরণ অর্থকথায় এইরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে :—'সেয্যংসো' অর্থাৎ কুসলধম্মসন্নিস্সিতো পুগ্‌গলো (পুরুষ) যো পুনপ্পুনং 'সেয্যম্' অর্থাৎ কুসলাভিরতং উত্তমপুগ্‌গলং উপসেবতি সো 'সেয্যসো' পসংসতরো হোতি। কিন্তু ইংরাজী অনুবাদে এ অর্থ আদৌ প্রতিভাত হয় না। দ্বিতীয় গাথার শেষ চরণে ইহা অপেক্ষাও ভ্রম ঘটিয়াছে। ইহার প্রথমার্দ্ধে পেচ্চ সগ্‌গং ন গচ্ছেয্য" এই পাঠ না হইয়া পেচ্চ সগ্‌গং নিগচ্ছেয্য' এইরূপ হইবে। সর্ব্বভূতে মৈত্রীভাবাপন্ন ব্যক্তি মৃত্যুর পর স্বর্গে যাইবেন না, এ পাঠ কখনও শিষ্ট হইতে পারে না।

† বুঝিতে হইবে যে এই জাতকবর্ণিত কাশীরাজের নাম ছিল কংস।

‡ বর্দ্ধকি=সূত্রধর (বৃধ-ধাতুজ)।
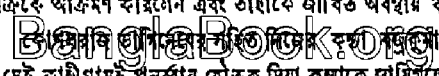
§ স্নানার্থ সুগন্ধ জল এবং স্নানান্তে ব্যবহারার্থ সুগন্ধ চূর্ণ (cosmetic powder) এই সমস্ত দ্রব্যের ব্যয়নির্ব্বাহের নিমিত্ত।

একদিন প্রসেনজিৎ অমাত্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি ক্রমাগতই পরাস্ত হইতেছি; এখন কর্ত্তব্য কি?" তাঁহারা বলিলেন, "মহারাজ, শুনিয়াছি আর্য্যেরা মন্ত্রকুশল; অতএব জেতবনে গিয়া তাঁহারা এসম্বন্ধে কি বলেন শুনিলে ভাল হয়।" ইহা শুনিয়া রাজা চরদিগকে আজ্ঞা দিলেন, "তোমরা গিয়া যথাসময়ে ভিক্ষুদিগের কথা শুনিয়া আইস।" চরেরা এই আজ্ঞামত কাজ করিবার জন্য তখনই প্রস্থান করিল।

এই সময়ে বিহারের নিকটে এক পর্ণকুটীরে উত্ত ও ধনুর্গ্রহ তিষ্য নামক দুইজন বৃদ্ধ স্থবির বাস করিতেন। ধনুর্গ্রহ তিষ্য রাত্রির প্রথম ও মধ্যম যামে ঘুমাইয়াছিলেন। তিনি শেষ যামে প্রবুদ্ধ হইয়া কয়েকখানি কাষ্ঠ ভাঙ্গিয়া আগুন জ্বালিলেন এবং তাহার নিকট বসিয়া বলিলেন, "ভদন্ত উত্ত স্থবির!" উত্ত বলিলেন, "কি ভদন্ত তিষ্য স্থবির?" "আপনি কি ঘুমাইতেছেন না?" "না ঘুমাইয়া কি করিব?" "উঠিয়া বসুন।" উত্ত উঠিয়া বসিলেন। তখন তিষ্য বলিতে লাগিলেন, "দেখুন, এই লম্বোদর কোশলরাজ পূর্ণ অন্নভাণ্ড পচাইয়া ফেলিতেছে! * কিরূপে যুদ্ধ করিতে হয়, সে তাহার বিন্দুবিসর্গও জানেনা। সে কেবল পরাজিতই হইতেছে এবং পুনঃ পুনঃ অর্থ দিয়া নিষ্কৃতি পাইতেছে।" "তাহাকে এখন কি করিতে বলেন?" এই প্রশ্নের সময় রাজার চরেরা কুটীরের পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া স্থবিরদ্বয়ের কথা শুনিতে লাগিল।

ধনুর্গ্রহ তিষ্য স্থবির যুদ্ধের কথা আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন, "ভদন্ত, ব্যূহভেদে যুদ্ধ তিন প্রকার—পদ্মব্যূহ, চক্রব্যূহ, শকটব্যূহ। † অজাতশত্রুকে ধরিবার ইচ্ছা থাকিলে কোশলবাসীদিগকে অমুক পর্ব্বতের অভ্যন্তরে দুইটা গিরিদুর্গে সৈন্য রাখিতে হইবে, প্রথমে দেখাইতে হইবে যেন তাহারা নিতান্ত দুর্ব্বল; পরে শত্রুরা যখন পর্ব্বতের ভিতর প্রবেশ করিবে, তখন গিরিবর্ত্ম রুদ্ধ করিতে হইবে, গিরিদুর্গ হইতে সৈন্যগণ উল্লম্ফন ও সিংহনাদ করিতে করিতে বাহির হইবে এবং পুরঃ, পশ্চাৎ উভয়দিক্ হইতে তাহাদিগকে আক্রমণ করিবে। এরূপ করিলে স্থলে পতিত মৎস্য কিংবা মুষ্টিমধ্যগত মণ্ডূকশাবক ধরা যেরূপ সহজ, শত্রুকেও সেইরূপ অনায়াসে ও অল্পসময়ের মধ্যে ধরা যাইবে।"

চরেরা ফিরিয়া গিয়া রাজাকে এই কথা জানাইল। অতঃপর রাজা রণভেরী বাজাইয়া যুদ্ধযাত্রা করিলেন, শকটব্যূহ রচনা করিয়া অজাতশত্রুকে আক্রমণ করিলেন এবং তাঁহাকে জীবিত অবস্থায় বন্দী করিয়া আনিলেন। কিন্তু শেষে সন্ধি স্থাপিত হইল। কোশলরাজ ভাগিনেয়ের সহিত নিজের কন্যা বজিরাকুমারীর বিবাহ দিলেন, ‡ এবং স্নানাগারের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ সেই কাশীগ্রামই পুনর্ব্বার যৌতুক দিয়া কন্যাকে স্বামিগৃহে প্রেরণ করিলেন।

কিয়দ্দিন পরে এই-বৃত্তান্ত ভিক্ষুসঙ্ঘে প্রকাশ পাইল এবং ভিক্ষুরা একদিন ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া এসম্বন্ধে কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "শুনিতেছি, কোশলরাজ ধনুর্গ্রহ তিষ্যের উপদেশানুসারে চলিয়া অজাতশত্রুকে পরাস্ত করিয়াছেন।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন, এবং বলিলেন, "ধনুর্গ্রহ তিষ্য যে কেবল এজন্মেই যুদ্ধবিদ্যা সম্বন্ধে বিচারক্ষমতা দেখাইয়াছেন, তাহা নহে, পূর্ব্ব জন্মেও তিনি যুদ্ধবিদ্যায় নৈপুণ্যলাভ করিয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব কোন অরণ্যে বৃক্ষদেবতারূপে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন বারাণসীনগরের নিকটে সূত্রধরদিগের এক গ্রাম ছিল। তত্রত্য একজন সূত্রধর কাষ্ঠসংগ্রহার্থ বনে গিয়া গর্ত্তে পতিত এক শূকরশাবক দেখিতে পাইল এবং তাহাকে গৃহে আনিয়া পুষিতে লাগিল। এই শূকরশাবক ক্রমে মহাকায় ও বক্রদংষ্ট্র হইয়া উঠিল; কিন্তু তাহার প্রকৃতি অতি শান্ত হইল। বর্দ্ধকি অর্থাৎ সূত্রধরকর্ত্তৃক পালিত হইয়াছিল বলিয়া লোকে তাহার বর্দ্ধকিশূকর এই নাম রাখিয়াছিল। সূত্রধর যখন কোন

---

* অর্থাৎ সুবিধা পাইয়াও সুবিধা করিতে পারিতেছে না, বুদ্ধিদোষে সমস্ত পণ্ড করিতেছে।

† মনুসংহিতার সপ্তম অধ্যায়ে ১৮৭ ও ১৮৮ শ্লোকে দণ্ডব্যূহ, শকটব্যূহ, বরাহব্যূহ, মকরব্যূহ, গরুড়ব্যূহ, সূচীব্যূহ ও পদ্মব্যূহ এই সাত প্রকার ব্যূহের বর্ণনা আছে। অগ্রভাগ সূচ্যাকার, পশ্চাৎ স্থূল এই ব্যূহের নাম শকটব্যূহ। সমভাবে বিস্তৃত মণ্ডলাকার ব্যূহ পদ্মব্যূহ নামে অভিহিত। সমস্ত ব্যূহেরই মধ্যভাগে রাজার অবস্থান।

‡ ভাগিনেয়ের সহিত কন্যার বিবাহ ক্ষত্রিয় রাজকুলে দোষাবহ বলিয়া গণ্য হইত না। অসিলক্ষণ-জাতকে (১২৬) এবং মুদুপাণি-জাতকেও (২৬২) এইরূপ বিবাহের উল্লেখ দেখা যায়।

কাঠ কাটিত, তখন সে তুণ্ড দ্বারা তাহা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দিত, বাসি, কুঠার, তক্ষণী, * মুদ্গর প্রভৃতি যন্ত্রগুলি মুখ দিয়া কামড়াইয়া আনিয়া দিত এবং মাপিবার সময় কৃষ্ণবর্ণ সূত্রের † এক প্রান্ত টানিয়া ধরিত।

সূত্রধরের ভয় হইল পাছে কেহ এই হৃষ্টপুষ্ট শূকরটীকে মারিয়া খাইয়া ফেলে। এই জন্য সে একদিন তাহাকে বনে লইয়া গিয়া ছাড়িয়া দিল। শূকরও বনে প্রবেশ করিয়া কোন নিরাপদ্ ও সুখকর বাসস্থান অনুসন্ধান করিতে লাগিল। সে দেখিতে পাইল পর্ব্বতপার্শ্বে এক মনোরম স্থানে একটা বৃহৎ গুহা রহিয়াছে এবং তাহার নিকটে কন্দমূলফলের কোন অভাব নাই। এই সময়ে তাহাকে দেখিতে পাইয়া বহুশত শূকর তাহার নিকটে উপস্থিত হইল। তাহাদিগকে দেখিয়া বর্দ্ধকিশূকর বলিল, "আমি তোমাদিগকেই খুঁজিতে ছিলাম; তোমরা দেখিতেছি আপনা হইতেই আসিয়াছ। এই স্থানটী রমণীয়। আমি এখন এখানেই বাস করিব।" তাহারা বলিল, "স্থানটী অতি রমণীয় বটে, কিন্তু এখানে বিপদেরও সম্ভাবনা আছে।" "তোমাদিগকে দেখিয়া আমিও তাহাই বুঝিয়াছিলাম। এমন সুন্দর বিচরণক্ষেত্র থাকিতেও তোমাদের শরীরে রক্তমাংস নাই। তোমাদের ভয়ের কারণ কি বল ত?" "প্রাতঃকালে একটা বাঘ আসে এবং যাহাকে দেখিতে পায়, ধরিয়া লইয়া চলিয়া যায়।" "সে কি নিয়তই এরূপ ধরিয়া থাকে, না মধ্যে মধ্যে আসিয়া ধরে?" "নিয়তই ধরে।" "এখানে কয়টা বাঘ আছে?" "একটা মাত্র।" "তোমরা এত প্রাণী, অথচ একটা বাঘের সঙ্গে পারিয়া উঠ না!" "আমাদের পারিবার সাধ্য কি?" "আচ্ছা, আমি তাহাকে ধরিতেছি, তোমরা কেবল, আমি যাহা বলিব সেই মত কাজ করিবে। সে বাঘ কোথায় থাকে?" "ঐ যে পাহাড় দেখা যাইতেছে, ওখানে থাকে।"

অনন্তর বর্দ্ধকিশূকর, রাত্রিকালেই, বনবাসী শূকরদিগকে কিরূপে যুদ্ধ করিতে হয় তাহা শিক্ষা দিতে লাগিল। সে বলিল, "দেখ, ব্যূহভেদে যুদ্ধ তিন প্রকার:—পদ্মব্যূহ, চক্রব্যূহ ও শকটব্যূহ"। অনন্তর সে শূকরদিগকে পদ্মব্যূহাকারে স্থাপিত করিল। কোন্ স্থান হইতে আক্রমণ বা আত্মরক্ষা করিলে সুবিধা হইতে পারে তাহা তাহার জানা ছিল; কাজেই সে স্থান নির্ব্বাচন করিয়া বলিল, "আমরা এই স্থানে থাকিয়া যুদ্ধ করিব।" সে শূকরী ও তাহাদের দুগ্ধপোষ্য শাবকদিগকে ‡ মধ্যভাগে রাখিল এবং তাহাদিগকে বেষ্টন করিয়া যথাক্রমে প্রথমে বন্ধ্যা শূকরীগুলি, পরে শূকরশাবকগুলি, তদনন্তর অপেক্ষাকৃত অধিকবয়স্ক শূকরগুলি, তদনন্তর দীর্ঘদংষ্ট্র শূকরগুলি, এবং সকলের বহির্ভাগে যুদ্ধক্ষম বলবান্ শূকরগুলি, কোথাও দশ দশটী, কোথাও বিশ বিশটী এইভাবে, সজ্জিত করিয়া বলগুল্ম রচনা করিল। সে যেখানে নিজে অবস্থিতি করিল, তাহার সম্মুখে একটা মণ্ডলাকার গর্ত্ত খনন করাইল; পশ্চাতেও শূর্পাকার § আর একটী গর্ত্ত প্রস্তুত হইল; উহা গুহার ন্যায় ক্রমশঃ গভীর হইয়া নামিয়াছিল। এইরূপে বলবিন্যাস করিয়া সে ষাট, সত্তরটী যুদ্ধক্ষম শূকর সঙ্গে লইয়া ব্যূহের প্রত্যেক অংশে গমনপূর্ব্বক বলিতে লাগিল, "তোমরা কিছুমাত্র ভয় করিও না।" এই সময়ে সূর্য্য উঠিল, ব্যাঘ্রেরও নিদ্রাভঙ্গ হইল।

---

* বাটালি।

† আমাদের দেশে এখন ছুতরেরা খড়ি দিয়া সূতায় দাগ দেয়, কিন্তু সিংহলে তাহারা খড়ির পরিবর্ত্তে অঙ্গার ব্যবহার করে।

‡ মূলে 'শূকরপিল্লকে' এই পদ আছে। পিল্লকো=শিশু। ইহা হইতে 'পোলা ও পিলা' (ছেলে পিলে) হইয়াছে।

§ মূলে 'কুরক-সণ্ঠানম্' এই পদ আছে। কুরকো=কুলো=কুল্য বা শূর্প (বাঙ্গালা কুলা)।

ব্যাঘ্র দেখিল, সময় উপস্থিত হইয়াছে। সে গিয়া শূকরদিগের সম্মুখস্থিত পর্ব্বততলে দাঁড়াইল এবং সেখান হইতে তাহাদিগের দিকে কট মট করিয়া তাকাইল। তাহা দেখিয়া বর্দ্ধকিশূকর বলিল, 'তোমরাও উহার দিকে ঐ ভাবে তাকাও' এবং একটা সঙ্কেতদ্বারা সকলকে ঐরূপ করিতে আদেশ দিল। ইহাতে শূকরেরাও ব্যাঘ্রের দিকে কট মট করিয়া তাকাইল। ইহার পর বাঘ হাঁ করিয়া হাঁই তুলিল; শূকরেরাও তাহাই করিল। সে মূত্রত্যাগ করিল, শূকরেরাও মূত্রত্যাগ করিল। ফলতঃ বাঘ যাহা যাহা করিল, শূকরেরাও তাহা তাহা করিল। ইহা দেখিয়া বাঘ ভাবিতে লাগিল, 'ব্যাপার খানা কি? পূর্ব্বে আমাকে দেখিবামাত্র এই শূকরেরা পলাইবার পথ পাইত না; আজ ইহারা পলায়ন করা দূরে থাকুক আমার প্রতিপক্ষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, আমি যাহা করিতেছি, তাহারই অনুকরণ করিতেছে! ঐ দেখা যাইতেছে, উচ্চস্থানে একটা শূকর দাঁড়াইয়া আছে; সেই আজ ইহাদিগকে এইভাবে সাজাইয়া রাখিয়াছে। আজ যে আমার জয় হইবে এরূপ বোধ হইতেছে না।' ইহা স্থির করিয়া সে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নিজের বাসস্থানে চলিয়া গেল।

ঐ স্থানে এক জটাধারী ভণ্ডতপস্বী বাস করিত। ব্যাঘ্র প্রতিদিন যে মাংস আনিত, সে তাহার এক অংশ খাইত। সে আজ বাঘকে খালিমুখে আসিতে দেখিয়া, তাহার সহিত কথা বলিতে গিয়া, নিম্নলিখিত প্রথমগাথা বলিল :—

মৃগয়ায় পূর্ব্বে তুমি যাইতে যখন
এ অঞ্চলে, বাছি বাছি করিতে হনন
বৃহৎ শূকরগণে, আজি কি কারণে
রিক্তমুখে ফিরিয়াছ বিষণ্ণবদনে?
দেখিয়া তোমায় [illegible] এই মনে লয়,
পূর্ব্ব বলবীর্য্য তব হইয়াছে ক্ষয়।

ইহা শুনিয়া ব্যাঘ্র নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথাটী বলিল :—

দেখিলে আমারে পূর্ব্বে ভয়েতে কাঁপিয়া
ছত্রভঙ্গ হ'য়ে তারা যেত পলাইয়া
নানাদিকে, গুহামধ্যে লইত আশ্রয়;
অদ্য কিন্তু দেখি মোরে নাহি পায় ভয়।
ব্যূহবদ্ধ হ'য়ে তারা রয়েছে যেখানে,
অসাধ্য আমার অদ্য পশিতে সেখানে।

অনন্তর ব্যাঘ্রকে উৎসাহিত করিবার নিমিত্ত সেই কূটতপস্বী বলিল, "কোন ভয় নাই, তুমি গর্জ্জন করিয়া লম্ফ দিবামাত্র তাহারা ভয়ে, যে যে দিকে পারে, ছুটিয়া পলাইবে। ব্যাঘ্র এই বাক্যে উৎসাহিত হইয়া সাহসে ভর করিয়া পুনর্ব্বার সেই পাষাণতলে গিয়া দাঁড়াইল। বর্দ্ধকিশূকর পূর্ব্বকথিত গর্ত্ত দুইটীর অন্তরে অবস্থিত ছিল। শূকরেরা তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "স্বামিন্, সেই মহাচোর আবার আসিয়াছে।" বর্দ্ধকিশূকর বলিল, "তোমরা কিছুমাত্র ভয় করিওনা, এবার উহাকে ধরিয়া ফেলিতেছি।"

ব্যাঘ্র গর্জ্জন করিতে করিতে বর্দ্ধকিশূকরের উপর পড়িবার জন্য লম্ফ দিল। ব্যাঘ্র যখন তাহার উপর আসিয়া পড়িবে, সেই সময়ে বর্দ্ধকিশূকর ঘাড় নামাইয়া অতিবেগে মণ্ডলাকার ঋজু গর্ত্তটার ভিতর পড়িয়া গেল। ব্যাঘ্র কিন্তু নিজের বেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া গড়াইতে গড়াইতে সেই তির্য্যক্‌খাত শূর্পাকার গর্ত্তের অতিসঙ্কট অংশে জড়পিণ্ডের ন্যায় পতিত হইল। বর্দ্ধকিশূকর তখন গর্ত্ত হইতে উঠিয়া বিদ্যুদ্‌বেগে ছুটিয়া ব্যাঘ্রের ঊরুদেশে দন্ত প্রহার করিল, বুক পর্য্যন্ত চিরিয়া ফেলিল, পঞ্চমধুরের ন্যায় সুস্বাদ মাংসের মধ্যে দন্ত প্রবেশিত করিয়া দিল এবং মস্তকটা বিদীর্ণ করিয়া, "এই লও তোমাদের শত্রু" বলিতে বলিতে তাহাকে

উর্দ্ধে তুলিয়া গর্ত্তের বাহিরে নিক্ষেপ করিল। যে সকল শূকর প্রথমে সেখানে যাইতে পারিল, তাহারা ব্যাঘ্রমাংস খাইল; কিন্তু যাহারা শেষে গিয়া উপস্থিত হইল, তাহারা উহাদের মুখের ঘ্রাণ লইয়া জিজ্ঞাসা করিয়া বেড়াইতে লাগিল, "বাঘের মাংসের কেমন আস্বাদ গা?"

কিন্তু ইহাতেও শূকরেরা সম্পূর্ণরূপে নির্ভয় হইল না। তাহাদের আকার প্রকার দেখিয়া বর্দ্ধকিশূকর জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা এখনও নিশ্চিন্ত হইতেছ না কেন?" তাহারা বলিল, "প্রভু, একটা বাঘ মারিয়া কি হইল বলুন? কূটতপস্বী যে এখনও বাঁচিয়া আছে! সে মনে করিলে দশটা বাঘ লইয়া আসিতে পারে।" "কূটতপস্বী কে?" "সে একজন অতি দুঃশীল মানুষ।" "বাঘ মারিলাম, আর একটা মানুষে আমাদিগকে মারিবে! চল, এখনই তাহাকে ধরা যাউক।" ইহা বলিয়া বর্দ্ধকিশূকর দলবল লইয়া কূটতপস্বীর অনুসন্ধানে যাত্রা করিল।

এদিকে কূটতপস্বী ভাবিতেছিল, 'ব্যাঘ্রের ফিরিতে এত বিলম্ব হইতেছে কেন? তবে কি শূকরেরা তাহাকে মারিয়া ফেলিল?' অনন্তর সে ব্যাপার কি জানিবার জন্য, ব্যাঘ্র যে পথে গিয়াছিল, সেই পথে অগ্রসর হইল; এবং কিয়দ্দূর গিয়া দেখিতে পাইল শূকরের পাল ছুটিয়া আসিতেছে। সে তখন তল্পী তাড়া লইয়া পলায়ন করিল; কিন্তু শূকরেরা তাড়া করিল দেখিয়া ঐ সমস্ত ফেলিয়া দিয়া অতিবেগে এক উড়ুম্বর বৃক্ষে আরোহণ করিল। শূকরেরা তাহাদের নেতাকে বলিল, "প্রভু, এবার সর্ব্বনাশ হইল; তাপস পলাইয়া গাছে উঠিয়াছে।" বর্দ্ধকিশূকর জিজ্ঞাসা করিল, "কোন গাছে?" "ঐ উড়ুম্বর গাছে।" "তা উঠিলই বা! শূকরীরা জল আনুক, শূকরশাবকেরা গাছের গোঁড়া খুঁড়ুক, দাঁতাল শূকরগুলা শিকড় কাটুক; আর সব শূকর গাছের চারিদিক ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া থাকুক।" এইরূপ ব্যবস্থা করিবার পর, শূকরগণ যখন, যাহার যে নির্দ্দিষ্ট কাজ তাহা করিতে আরম্ভ করিল, তখন সে নিজে উড়ুম্বর বৃক্ষের সরল মূল শিকড়টাকে, লোকে যেমন কুঠারদ্বারা প্রহার করে সেইভাবে, একবার মাত্র দন্তদ্বারা আঘাত করিয়া কাটিয়া ফেলিল; গাছটা মড়্ মড়্ শব্দে পড়িয়া গেল। যে সকল শূকর উহা বেষ্টন করিয়াছিল তাহারা কূট তাপসকে ভূতলে ফেলিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া, কেবল হাড় ছাড়া আর সমস্ত উদরসাৎ করিল। অনন্তর তাহারা বর্দ্ধকিশূকরকে সেই উড়ুম্বর-কাণ্ডের উপর বসাইল এবং কূটতাপসের শঙ্খে জল আনিয়া তদ্দ্বারা অভিষেকপূর্ব্বক তাহাকে আপনাদের রাজপদে বরণ করিল। এখন পর্য্যন্ত রাজাদিগের অভিষেক-কালে যে একটা প্রথা দেখা যায়, প্রবাদ আছে, এইরূপে তাহার উৎপত্তি হইয়াছিল। তাঁহারা সিংহাসন-প্রাপ্তির সময় উড়ুম্বর কাষ্ঠনির্ম্মিত ভদ্রপীঠে উপবিষ্ট হন এবং লোকে তিনটী শঙ্খে জল আনিয়া তাঁহাদিগকে অভিষিক্ত করে।

উক্ত আরণ্যপ্রদেশের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা শূকরদিগের এই অদ্ভুত কর্ম্ম দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং একটা বৃক্ষের শাখান্তর হইতে তাহাদিগের অভিমুখে দাঁড়াইয়া নিম্নলিখিত তৃতীয় গাথা বলিলেন:—

শূকরের সঙ্ঘে করি নমস্কার,
অত্যাশ্চর্য্য কাণ্ড হেরিনু যাহার।
দন্তাঘাতে আজ বরাহের গণ
ভীষণ ব্যাঘ্রের করিল নিধন।
দন্ত ভিন্ন যার শস্ত্র কোন নাই,
ব্যাঘ্র পরাজিত হ'ল তার ঠাঁই।
ধন্য একতার বিচিত্র শকতি,
যার বলে এরা লভে অব্যাহতি!

[সমবধান—তখন ধনুর্গ্রহ তিষ্য ছিলেন সেই বর্দ্ধকি-শূকর এবং আমি ছিলাম সেই বৃক্ষদেবতা।]

২৮৪—শ্রী-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে জনৈক শ্রীচৌর ব্রাহ্মণকে উপলক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। এই জাতকের প্রত্যুৎপন্ন বস্তু খদিরাঙ্গার-জাতকে (১ম খণ্ড, ৪০) সবিস্তর বলা হইয়াছে। পূর্ব্বের ন্যায় ইহাতেও দেখা যায়, অনাথপিণ্ডদের চতুর্থদ্বার প্রকোষ্ঠ নিবাসিনী সেই মিথ্যাদৃষ্টি দেবতা পাপের প্রায়শ্চিত্তহেতু চুয়ান্ন কোটি সুবর্ণ আনয়ন করিয়া শ্রেষ্ঠীর ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়াছিলেন। অনন্তর অনাথপিণ্ডদ এই দেবতাকে শাস্তার নিকট লইয়া গিয়াছিলেন। শাস্তা উক্ত দেবতাকে যে ধর্ম্মোপদেশ দেন, তাহাতে তিনি স্রোতাপত্তিমার্গ লাভ করেন।

অতঃপর অনাথপিণ্ডদ পূর্ব্ববৎ যশস্বী হইলেন। তৎকালে শ্রাবস্তীতে শ্রী-লক্ষণবিৎ এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি মহাশ্রেষ্ঠীর পুনরভ্যুদয় দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'এ ব্যক্তি নিতান্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছিল; এখন আবার ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছে। আমি দেখা করিবার ছলে ইহার গৃহে গিয়া ইহার শ্রী অপহরণ করিয়া আনিব।' এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি শ্রেষ্ঠীর গৃহে গমন করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া যথারীতি শিষ্টাচারের পর অনাথপিণ্ডদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয় কি অভিপ্রায়ে এখানে আগমন করিয়াছেন?" ব্রাহ্মণ তখন শ্রেষ্ঠীর শ্রী কোথায় প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহাই দেখিতেছিলেন।

অনাথপিণ্ডদ একটী ধৌতশঙ্খনিভ সর্ব্বাঙ্গশ্বেত কুক্কুটকে সুবর্ণপঞ্জরে রাখিয়াছিলেন। এই কুক্কুটের চূড়ায় তাঁহার শ্রী অবস্থান করিত। ব্রাহ্মণ ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক যখন শ্রীর অবস্থান জানিতে পারিলেন, তখন বলিলেন, "মহাশ্রেষ্ঠিন্‌, আমি পঞ্চশত শিষ্যকে ইন্দ্রজাল বিদ্যা শিক্ষা দিয়া থাকি; কিন্তু একটা অকালরাবী কুক্কুট আমাদিগকে বড় জ্বালাতন করে। আপনার এই কুক্কুটটী কালরাবী, আমি ইহাই পাইবার জন্য আসিয়াছি। আমাকে এই কুক্কুটটী দান করুন।" অনাথপিণ্ডদ বলিলেন, "বেশ, আপনি এই কুক্কুটটী লইয়া যান, আমি আপনাকে ইহা দান করিলাম।" কিন্তু তিনি যেমন "দান করিলাম" এই কথা বলিলেন, অমনি শ্রী কুক্কুটচূড়া হইতে অপগত হইয়া তাঁহার উপধানের নিকটে স্থাপিত মণিতে আশ্রয় লইল। শ্রী যে মণিতে প্রবেশ করিল, ব্রাহ্মণ তাহা বুঝিতে পারিলেন, এবং তিনি শ্রেষ্ঠীর নিকট সেই মণি যাচ্ঞা করিলেন। ঐ উপধানের নিকটে শ্রেষ্ঠী আত্মরক্ষার্থ একখানা যষ্টি রাখিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণের প্রার্থনা শুনিয়া তিনি যেমন বলিলেন, "আপনাকে মণি দান করিলাম", অমনি শ্রী মণি পরিত্যাগ করিয়া সেই যষ্টিতে আশ্রয় লইল। ব্রাহ্মণ ইহাও লক্ষ্য করিয়া সেই যষ্টিখানাও প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু শ্রেষ্ঠী যেমন বলিলেন, "বেশ, ইহাও লইয়া যান," অমনি শ্রী যষ্টি ত্যাগ করিয়া শ্রেষ্ঠীর পূর্ণলক্ষণা-নাম্নী প্রধানা ভার্য্যার মস্তকে আশ্রয় লইল। শ্রী-চৌর ব্রাহ্মণ ইহা অবলোকন করিয়া ভাবিলেন, 'তাই ত, শ্রী এবার যাহাকে আশ্রয় লইল, সে ত অপরিবর্জ্জনীয়, কাজেই তাহাকে প্রার্থনা করা যাইতে পারে না।" মনে মনে এই স্থির করিয়া তিনি শ্রেষ্ঠীকে বলিলেন, "মহাশ্রেষ্ঠিন্‌, আমি আপনার গৃহ হইতে শ্রী অপহরণ করিয়া লইবার মানসে আগমন করিয়াছিলাম। শ্রী তখন আপনার পালিত কুক্কুটের চূড়ায় অবস্থান করিত। কিন্তু আপনি যখন কুক্কুটটীকে দান করিলেন, সেই মুহূর্ত্তেই শ্রী গিয়া মণিতে প্রবেশ করিল, আবার আপনি যখন আমায় মণি দিলেন, তখন মণি ছাড়িয়া আরক্ষণদণ্ডে এবং আরক্ষণদণ্ড দান করিবার পর পূর্ণলক্ষণা দেবীর মস্তকে আশ্রয় লইয়াছে। পূর্ণলক্ষণা দেবী অবর্জ্জনীয়া, কাজেই আপনার নিকট তাঁহাকে প্রার্থনা করা যায় না। অতএব আমি আপনার শ্রী অপহরণ করিতে অক্ষম।" এই বলিয়া ব্রাহ্মণ আসন ত্যাগ-পূর্ব্বক চলিয়া গেলেন। অনাথপিণ্ডদ ভাবিলেন, শাস্তাকে এই অদ্ভুত বৃত্তান্ত শুনাইতে হইবে। তিনি বিহারে গিয়া শাস্তার অর্চনাপূর্ব্বক একান্তে আসন গ্রহণ করিলেন এবং যাহা যাহা ঘটিয়াছিল সমস্ত জানাইলেন। তাহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "গৃহপতি, আজকাল একের শ্রী অপরের করতলগত হয় না, কিন্তু পুরাকালে অল্পপুণ্যশীলদিগের শ্রী পুণ্যবান্‌দিগের পাদমূল আশ্রয় করিয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন।]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব কাশী রাজ্যে এক ব্রাহ্মণ-কুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পর তক্ষশিলা নগরে সর্ব্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। অতঃপর যখন তিনি প্রত্যাগমন করিয়া গৃহে বাস করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার মাতাপিতার মৃত্যু হইল। তাহাতে তাঁহার মনে এমন কষ্ট হইল যে তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া হিমালয়ের পাদদেশে চলিয়া গেলেন এবং সেখানে ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক সমাপত্তি প্রভৃতি লাভ করিলেন।

এখানে দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিবার পর বোধিসত্ত্ব লবণ, অম্ল প্রভৃতি সেবনের নিমিত্ত

জনপদে অবতরণপূর্ব্বক বারাণসীরাজের উদ্যানে উপনীত হইলেন, এবং পরদিন ভিক্ষাচর্য্যায় বাহির হইয়া গঙ্গাচার্য্যের গৃহদ্বারে গমন করিলেন। গঙ্গাচার্য্য বোধিসত্ত্বের আকার প্রকার দেখিয়া শ্রদ্ধান্বিত হইলেন, তাঁহাকে ভিক্ষা দিয়া নিজের উদ্যানেই তাঁহার বাসের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং প্রতিদিন রীতিমত তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন।

এই সময় এক দিন এক কাঠুরিয়া বন হইতে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া ফিরিবার সময় বেলা থাকিতে থাকিতে নগরে প্রবেশ করিতে পারিল না। কাজেই সে নগরের বাহিরে একটা দেবালয়ে আশ্রয় লইল এবং কাঠের আটিটাকে বালিশ করিয়া সেইখানে শুইয়া রহিল। ঐ দেবমন্দিরের নিকটে কতকগুলি কুক্কুট স্বাধীনভাবে বিচরণ করিত। তাহারা রাত্রিকালে উহার অবিদূরস্থ একটা বৃক্ষে থাকিত। প্রত্যূষে উপর ডালের একটা কুক্কুট মলত্যাগ করিল; উহা নিম্ন ডালের একটা কুক্কুটের মস্তকোপরি পতিত হইল। নিম্নের কুক্কুট বলিল, "কে আমার মাথায় বিষ্ঠা ফেলিল রে?" উপরের কুক্কুট বলিল, "আমি ফেলিয়াছি।" "কেন ফেলিলি?" "বুঝিতে পারি নাই।" কিন্তু ইহা বলিয়া সে আবারও মলত্যাগ করিল। অনন্তর উভয়েই "তোর কি ক্ষমতা?" "তোর কি ক্ষমতা?" বলিয়া কলহে প্রবৃত্ত হইল। নিম্নের কুক্কুট বলিল, "যে আমায় মারিয়া অঙ্গারে দগ্ধ করিয়া আহার করিবে, সে প্রাতঃকালেই সহস্র কার্ষাপণ লাভ করিবে।" উপরিস্থিত কুক্কুট বলিল, "ইহাতেই তোর এত আস্পর্দ্ধা! যে আমার স্থূল মাংস খাইবে, সে রাজা হইবে, উপরিভাগস্থ মাংস খাইলে যে পুরুষ, সে লক্ষপতি হইবে, যে স্ত্রী, সে অগ্রমহিষী হইবে; অস্থি-সংলগ্ন মাংস খাইলে যে গৃহী, সে ভাণ্ডাগারিকের পদ লাভ করিবে, যে পরিব্রাজক, সে রাজকুলের পূজনীয় হইবে।"

কাঠুরিয়া কুক্কুটদিগের এই সমস্ত কথা শুনিল। সে ভাবিল, "যদি রাজ্য পাই, তবে সহস্র কার্ষাপণ লইয়া কি করিব?" সে আস্তে আস্তে গাছে চড়িয়া উপরিস্থিত কুক্কুটটা ধরিয়া মারিয়া ফেলিল এবং "রাজা হইব" ভাবিয়া তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া নগরাভিমুখে চলিল। তখন নগরের দ্বার খোলা হইয়াছিল; সে প্রবেশ করিয়াই কুক্কুটটার ত্বক্ উন্মোচন করিল, নাড়ী-ভুঁড়ী ফেলিয়া দিল এবং তাহার স্ত্রীকে বলিল, "এই কুক্কুট-মাংস অতি উত্তমরূপে রন্ধন কর।" গৃহিণী কুক্কুটমাংস ও অন্ন প্রস্তুত করিয়া স্বামীর সম্মুখে গিয়া বলিল, "আহার করুন।" সে বলিল, "ভদ্রে, এই মাংসের অতি অদ্ভুত ক্ষমতা; ইহা ভোজন করিলে আমি রাজা হইব এবং তুমি অগ্রমহিষী হইবে।" অনন্তর সে সেই মাংস ও অন্ন লইয়া গঙ্গাতীরে গিয়া, স্নানান্তে আহার করিবে এই উদ্দেশ্যে, পাত্রটী তীরে রাখিল এবং নদীতে অবতরণ করিল।

দৈবযোগে সেই সময়ে বায়ুবেগে একটা তরঙ্গ আসিয়া ঐ ভোজনপাত্রটী ভাসাইয়া লইয়া গেল। নদীতে তখন পূর্ব্বকথিত সেই গঙ্গাচার্য্য হস্তীদিগকে স্নান করাইতেছিলেন; ভোজ্য পাত্রটী ভাসিতে ভাসিতে স্রোতোবেগে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। তিনি উহা দেখিয়া তুলিলেন এবং অনুচরদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কি?" তাহারা বলিল, "প্রভু, এ অন্ন ও কুক্কুট-মাংস।" তিনি উহা আচ্ছাদিত ও মুদ্রাঙ্কিত করাইয়া ভার্য্যার নিকট প্রেরণ করিলেন, এবং বলিয়া পাঠাইলেন, "আমি যতক্ষণ না ফিরি, ততক্ষণ যেন ইহা খোলা না হয়।"

এদিকে সেই কাঠুরিয়া স্নান করিতে গিয়া পেট পূরিয়া বালুকা মিশ্রিত জল খাইয়াছিল। (সে তীরে উঠিয়া দেখিল, পাত্রটী নাই)। তখন সে পলায়ন করিল।

এই সময়ে গঙ্গাচার্য্যের কুলোপগ সেই দিব্যচক্ষু তাপস ভাবিতেছিলেন, "আমার এই প্রিয়শিষ্য কি কখনও গঙ্গাচার্য্যের পদ ত্যাগ করিবে না? কবেই ইহার সৌভাগ্যোদয় হইবে?" এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি দিব্য চক্ষু দ্বারা ঐ কাঠুরিয়াকে দেখিতে পাইলেন এবং তৎক্ষণাৎ সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া অগ্রেই গঙ্গাচার্য্যের গৃহে গিয়া বসিয়া রহিলেন।

গঙ্গাচার্য্য গৃহে ফিরিয়া তাপসকে প্রণামপূর্ব্বক একান্তে উপবেশন করিলেন এবং সেই ভোজ্যপাত্রটী আনাইয়া বলিলেন, "অগ্রে এই তাপসকে অন্ন, মাংস ও জল পরিবেষণ কর।" তাপস অন্ন গ্রহণ করিলেন, কিন্তু মাংস দিতে চাহিলে উহা গ্রহণ করিলেন না; তিনি বলিলেন, "আমি এই মাংস বণ্টন করিব।" গঙ্গাচার্য্য বলিলেন, "সে ত সৌভাগ্যের কথা"। তখন তাপস স্থূল মাংস সমস্ত এক ভাগে রাখিয়া উহা গঙ্গাচার্য্যকে খাইতে দিলেন, উপরিভাগের মাংস তাঁহার ভার্য্যাকে দিলেন এবং অস্থিসংলগ্ন মাংস নিজে খাইলেন। আহারাবসানে তাপস গঙ্গাচার্য্যকে বলিলেন, "তুমি অদ্য হইতে তৃতীয় দিবসে রাজা হইবে, সাবধান, যেন মতিবিভ্রম না হয়।" অনন্তর তিনি সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন।

তৃতীয় দিবসে এক সামন্তরাজ আসিয়া বারাণসী নগর অবরোধ করিলেন। বারাণসীরাজ গঙ্গাচার্য্যকে রাজবেশ পরাইয়া ও হস্তীতে আরোহণ করাইয়া যুদ্ধে পাঠাইলেন এবং নিজে অজ্ঞাতবেশে সাধারণ সৈনিকদিগের সহিত মিশিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে মহাবেগে একটা শর আসিয়া রাজার দেহ বিদ্ধ করিল। তাহাতে তিনি তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। রাজা নিহত হইয়াছেন জানিয়া গঙ্গাচার্য্য ভাণ্ডার হইতে বহু ধন আনাইলেন এবং ভেরী বাজাইয়া ঘোষণা করিলেন যে, যাহারা অগ্রসর হইয়া যুদ্ধ করিবে, তাহারা প্রচুর পুরস্কার পাইবে। এইরূপে উৎসাহিত হইয়া তাঁহার সৈন্যগণ মুহূর্ত্তমধ্যে প্রতিপক্ষ রাজাকে পরাভূত ও নিহত করিল।

যুদ্ধান্তে অমাত্যগণ মৃতরাজার শরীরকৃত্য সম্পাদনপূর্ব্বক, কাহাকে রাজা করা যায়, এই মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা স্থির করিলেন, 'ভূতপূর্ব্ব রাজা যখন নিজের জীবদ্দশাতে গঙ্গাচার্য্যকে রাজবেশ দান করিয়াছিলেন, এবং গঙ্গাচার্য্য যখন নিজে যুদ্ধ করিয়া রাজ্য রক্ষা করিয়াছেন, তখন তাঁহাকেই রাজপদে বরণ করা উচিত।" অনন্তর তাঁহারা গঙ্গাচার্য্যকে রাজপদে এবং তাঁহার ভার্য্যাকে অগ্রমহিষীর পদে অভিষিক্ত করিলেন। তদবধি বোধিসত্ত্বও রাজার কুলোপগ হইলেন।

কথান্তে শাস্তা অভিসম্বুদ্ধ হইয়া নিম্নলিখিত গাথাদ্বয় বলিলেন।—

"ভাগ্যহীন সদা ছুটে যে ধনের তরে,
লক্ষ্মীবান্ অনায়াসে লাভ তাহা করে।
শিল্পী বা অশিল্পী, জ্ঞানী কিংবা মূঢ়জন
লক্ষ্মীর কৃপায় হয় সৌভাগ্যভাজন।

সর্ব্বত্র দেখিতে পাই ভাগ্যের প্রভাব,
স্থানে, অস্থানেতে লোকে ধন করে লাভ;
পাপী আর পুণ্যবানে ভেদ কোন নাই
অনুগ্রহ লভিবারে কমলার ঠাঁই।

উল্লিখিত গাথা দুইটী বলিয়া শাস্তা কহিলেন, "গৃহপতি, এই সকল ব্যক্তির সৌভাগ্যের এক মাত্র কারণ পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতি। সেই সুকৃতিবলে, যেখানে রত্নের আকর নাই, সেখানেও লোকে রত্ন লাভ করিয়া থাকে।" অনন্তর তিনি নিম্নলিখিত গাথাসমূহ বলিলেন :—

"সর্ব্বকামপ্রদ সর্ব্বসুখের আগার
আছে বিদ্যমান এক বিচিত্র ভাণ্ডার।*
দেবতা, মানব কিংবা, যে জন যা চায়,
সে ভাণ্ডারে সমুদয় অনায়াসে পায়।

---

* পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতিফলকেই ভাণ্ডার বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ইহজন্মে লোকের যে সৌভাগ্য দেখা যায়, তাহা পূর্ব্বজন্মের পুণ্যফল।

কমনীয় কান্তি, আর সুমধুর স্বর,
সুগঠিত দেহ, আর রূপ মনোহর,
প্রভুত্ব সর্ব্বতোব্যাপী—যে জন যা চায়,
সে ভাণ্ডারে সমুদয় অনায়াসে পায়।

রাজত্ব, ঐশ্বর্য্য, সার্ব্বভৌম অধিকার,
স্বর্গের ইন্দ্রত্ব, নাহি তুল্য কিছু যার;
ত্রিভুবনে যেথা যেথা লোকে যাহা চায়,
সে ভাণ্ডারে সমুদয় অনায়াসে পায়।

লভিলে যাহারে সুখী মানবের মন,
লভিলে যাহারে তুষ্ট হন দেবগণ,
নির্ব্বাণ—যাহাতে সর্ব্ব দুঃখের বিলয়,—
সে ভাণ্ডারে সর্ব্বজন অনায়াসে পায়।

মৈত্রী ভাব—হয় যাহে বিশ্বের উদ্ধার,—
বিমুক্তি—বিজ্ঞান হ'তে উদ্ভব যাহার,—
ইন্দ্রিয়সংযম—যাহা শান্তির উপায়,—
সে ভাণ্ডারে সর্ব্বজন অনায়াসে পায়।

তত্ত্বজ্ঞান, নিঃশ্রেয়স, পারমিতাচয়
প্রত্যেকবুদ্ধত্ব-প্রাপ্তি যার বলে হয়,—
দুঃখের নিবৃত্তিহেতু লোকে যাহা চায়,
সে ভাণ্ডারে সমুদয় অনায়াসে পায়।

বিচিত্র ভাণ্ডার এই বর্ণিতে কে পারে
অপার ঐশ্বর্য্য এর? ব্যক্ত চরাচরে,
সুধীর, পণ্ডিত আর পুণ্যশীল জন
নিয়ত করেন এর মহিমা কীর্ত্তন।"

সর্ব্বশেষে সেই কুক্কুট অনাথপিণ্ডদের ভাগ্যলক্ষ্মীর অধিষ্ঠানভূত আধারচতুষ্টয় বর্ণনা করিয়া এই গাথা বলিল:—

কুক্কুট, মণিকা, আরক্ষণদণ্ড, পুণ্যলক্ষণার শির,
সৌভাগ্য আগার হইল শ্রেষ্ঠীর, ফলে পূর্ব্ব সুকৃতির।"

[সমবধান—তখন স্থবির আনন্দ ছিলেন সেই রাজা এবং আমি ছিলাম তাঁহার সেই কুলোপগ তাপস।]

২৮৫—মণিশূকর-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে সুন্দরীর প্রাণহত্যা-সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। শুনা যায়, সে সময়ে ভগবানের মান ও মর্য্যাদা সম্যক্ বৃদ্ধি হইয়াছিল। এই জাতকের প্রত্যুৎপন্ন বস্তু বিনয়পিটকের খন্ধক নামক অংশে সবিস্তর বর্ণিত আছে। নিম্নে তাহার সারাংশ প্রদত্ত হইল:—

পঞ্চ মহানদীর সম্মেলনে যেমন বৃহৎ জলোচ্ছ্বাসের উদ্ভব হয়, তৎকালে বৌদ্ধভিক্ষুসঙ্ঘের উপহারাদি প্রাপ্তিরও সেইরূপ উপচয় হইয়াছিল। ইহাতে তীর্থিকদিগের আয় হ্রাস হইল, তাহারা সূর্য্যোদয়ে খদ্যোৎবৎ নিষ্প্রভ হইয়া গেল। এইজন্য তাহারা সমবেত হইয়া মন্ত্রণা করিতে লাগিল, 'শ্রমণ গৌতমের অভ্যুদয়কালাবধি আমাদের আয়ের হ্রাস হইয়াছে; লোকে আর আমাদিগকে পূর্ব্বের ন্যায় শ্রদ্ধা করে না, কেহ কেহ এখন আমাদের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত জানে না। অতএব দেখিতে হইতেছে, কাহারও সহিত মিলিত হইয়া শ্রমণ গৌতমের কলঙ্ক রটনাপূর্ব্বক তাহার লাভ ও প্রতিপত্তি বিলুপ্ত করিতে পারা যায় কি না।' অনন্তর তাহারা ভাবিল, 'সুন্দরীর সহিত একযোগে কৃতকার্য্য হইতে পারিব।' এই নিমিত্ত একদিন সুন্দরী যখন তাহাদের উদ্যানে প্রবেশপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া অবস্থিত হইল, তখন তাহারা ঐ রমণীর সহিত বাক্যালাপ করিল না। সুন্দরী পুনঃ

পুনঃ আলাপের চেষ্টা করিয়াও যখন কোন উত্তর পাইল না, তখন সে জিজ্ঞাসা করিল, "প্রভুগণ! আপনারা কি কোন কারণে বিরক্ত হইয়াছেন?" তাহারা উত্তর দিল, "বল কি, ভগিনি? শ্রমণ গৌতম আমাদিগকে নিয়ত বিরক্ত করিতেছে; তাহার উপদ্রবে যে আমাদের লাভের পথ বন্ধ হইয়াছে এবং মানমর্য্যাদা কমিয়াছে ইহা কি তুমি দেখিতে পাইতেছ না?" "আমি এ সম্বন্ধে কি করিতে পারি?" "তুমি, ভগিনি, পরম রূপবতী এবং সর্ব্বসৌন্দর্য্যসম্পন্না, তুমি শ্রমণ গৌতমের অযশঃ ঘটাও; অনেকেই তোমার কথা বিশ্বাস করিবে এবং তাহা হইলে গৌতমের উপার্জ্জন ও প্রতিপত্তি কমিয়া যাইবে। সুন্দরী "যে আজ্ঞা" বলিয়া এই প্রস্তাবে সম্মত হইল এবং তীর্থিকদিগকে প্রণাম করিয়া উদ্যান হইতে চলিয়া গেল। তদবধি সে প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে, যখন বহুলোকে শাস্তার ধর্ম্মোপদেশ শুনিয়া নগরে ফিরিত, ঠিক সেই সময়ে মালা, গন্ধ, বিলেপন, কর্পূর, কটুকফল * প্রভৃতি লইয়া জেতবনাভিমুখে যাত্রা করিত। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করিত, "সুন্দরি, কোথায় যাইতেছ," তাহা হইলে সে উত্তর দিত, "আমি শ্রমণ গৌতমের নিকট যাইতেছি, আমি তাঁহার সহিত একই গন্ধকুটীরে অবস্থিতি করি।" অনন্তর তীর্থিকদিগের কোন না কোন উদ্যানে রাত্রিযাপনপূর্ব্বক সে প্রাতঃকালে আবার জেতবনপথ অবলম্বন করিয়া নগরাভিমুখে ফিরিত। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করিত, "কি গো সুন্দরি! কোথায় গিয়াছিলে?" তাহা হইলে সে উত্তর দিত, "শ্রমণ গৌতমের সহিত গন্ধকুটীরে রাত্রি যাপন করিয়া * * ফিরিয়া যাইতেছি।"

এইরূপে কিয়দ্দিন অতিবাহিত হইলে তীর্থিকগণ কতিপয় ধূর্ত্তকে অর্থদ্বারা বশীভূত করিয়া বলিল, "যাও, সুন্দরীকে নিহত করিয়া গৌতমের গন্ধকুটীর-সমীপস্থ আবর্জ্জনাস্তূপের উপর নিক্ষেপ করিয়া আইস।" পাষণ্ডেরা তাহাই করিল। তখন তীর্থিকেরা "সুন্দরীকে দেখিতে পাই না কেন?" এইরূপ কোলাহল করিতে করিতে রাজাকে জানাইল। রাজা জিজ্ঞাসিলেন "আপনারা কি সন্দেহ করেন?" তাহারা বলিল, "সে এ কয় দিন জেতবনে যাতায়াত করিয়াছিল, কিন্তু সেখানে তাহার কি হইল জানি না।" ইহা শুনিয়া রাজা আদেশ দিলেন, "তোমরা গিয়া সুন্দরীর অনুসন্ধান কর।" তখন তীর্থিকেরা কতিপয় রাজভৃত্য সঙ্গে লইয়া জেতবনে গমনপূর্ব্বক অনুসন্ধান আরম্ভ করিল এবং কিয়ৎক্ষণ পরে আবর্জ্জনাস্তূপের উপর সুন্দরীর মৃতদেহ পাইয়া উহা মস্তকে তুলিয়া নগরে লইয়া গেল। তাহারা রাজাকে বলিল, "শ্রমণ গৌতমের শিষ্যগণ গুরুর পাপ ঢাকিবার জন্য সুন্দরীকে মারিয়া আবর্জ্জনাস্তূপের উপর ফেলিয়া দিয়াছিল।" রাজা বলিলেন, "নগরে গিয়া এই কথা ঘোষণা কর।" তীর্থিকেরা রাজার আজ্ঞা পাইয়া নগরের রাস্তায় রাস্তায় বলিয়া বেড়াইতে লাগিল, "তোমরা আসিয়া শাক্যপুত্রের কীর্ত্তি দেখিয়া যাও।" অনন্তর তাহারা রাজদ্বারে ফিরিয়া গেল, রাজা সুন্দরীর মৃতদেহ আমক শ্মশানে মঞ্চোপরি রাখাইয়া তাহার জন্য প্রহরী নিযুক্ত করিলেন। আর্য্য শ্রাবকগণ ব্যতীত শ্রাবস্তীর অপর সমস্ত অধিবাসী নগরের ভিতরে, বাহিরে, উপবনে, অরণ্যে ভিক্ষুদিগের দোষকীর্ত্তন করিয়া বলিতে লাগিল "শাক্যপুত্রীয় শ্রমণদিগের কীর্ত্তি দেখিয়া যাও।"

ভিক্ষুগণ তথাগতকে যথাসময়ে এই বৃত্তান্ত জানাইলেন। তিনি বলিলেন, "যদি এরূপ ঘটিয়া থাকে, তবে তোমরা গিয়া এই গাথায় জনসাধারণকে ভর্ৎসনা কর:—

"করিবে অভূতবাদী † নিরয়গমন,
করি বলে 'করি নাই' আর সেইজন।
এ দু'য়ে প্রভেদ, কিছু দেখা নাহি যায়;
পরলোকে উভয়েই তুল্যদণ্ড পায়।'

এদিকে রাজা কর্ম্মচারীদিগকে বলিলেন, "তোমরা অনুসন্ধান করিয়া দেখ, সুন্দরীকে অন্য কেহ মারিয়াছে কি না।" তখন, ধূর্ত্তেরা সুন্দরীর প্রাণবধার্থ যে অর্থ পাইয়াছিল, তাহাতে সুরা ক্রয় করিয়া পান করিয়াছিল এবং উন্মত্ত হইয়া পরস্পর কলহে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে একজন অপর একজনকে বলিতেছিল, "তুমি সুন্দরীকে এক আঘাতে নিহত করিয়া আবর্জ্জনাস্তূপে নিক্ষেপ করিয়াছ এবং সেই জন্য যে অর্থ পাইয়াছ তদ্দ্বারা সুরাপান করিতেছ।" ইহা শুনিয়া কর্ম্মচারীরা ভাবিল, "তবে ত প্রকৃত অপরাধী জানা গেল।" তাহারা ধূর্ত্তদিগকে ধরিয়া রাজার নিকট লইয়া গেল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরাই কি সুন্দরীকে নিহত করিয়াছ?" তাহারা উত্তর দিল, "হাঁ, মহারাজ।" "কে তোমাদিগকে মারিতে বলিয়াছিল?" "তীর্থিকগণ।"

* কটুকফল—কঙ্কোল (ইহা হইতে একপ্রকার গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত হয়)। ইংরাজী অনুবাদক এ শব্দের 'চাটনি' বা 'আচার' এই অর্থ করিয়াছেন।

† অভূতবাদী—মিথ্যাবাদী (অভূত অর্থাৎ যাহা হয় নাই তাহা যে বলে)।

তখন রাজা তীর্থিকদিগকে আহ্বান করিয়া আদেশ দিলেন, "তোমরা সুন্দরীকে বহন করিয়া নগরের সর্ব্বত্র গমন কর এবং বল যে শ্রমণ গৌতমের চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করিবার অভিপ্রায়ে আমরাই সুন্দরীর প্রাণবধ করিয়াছি, ইহাতে গৌতমের বা তাঁহার শিষ্যবৃন্দের কোন অপরাধ নাই; সমস্ত দোষ আমাদের।" তীর্থিকেরা বাধ্য হইয়া তাহাই করিল।

এই ঘটনার পর, যে সকল লোক পূর্ব্বে গৌতমের শিষ্যসম্প্রদায়ভুক্ত হয় নাই, তাহাদের অনেকেই এখন তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইল; তীর্থিকেরাও নরহত্যাজনিত দণ্ডভোগ করিয়া অতঃপর আর কোন কুচক্র করিতে পারিল না, বৌদ্ধদিগের মানসম্ভ্রম পূর্ব্বাপেক্ষা শতগুণে বর্দ্ধিত হইল।

একদিন ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "দেখ, তীর্থিকেরা ভাবিয়াছিল বুদ্ধের মুখে চুণ কালি দিবে, কিন্তু তাহারা নিজেদেরই মুখে চুণ কালি দিয়াছে; বৌদ্ধদিগের উপহারাদিপ্রাপ্তি ও মানপ্রতিপত্তি পূর্ব্বাপেক্ষা বহুগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, বুদ্ধের চরিত্র কলঙ্কিত করা অসম্ভব। জাতিমণিকে* কলঙ্কিত করিবার চেষ্টা যেমন বিফল, বুদ্ধের চরিত্র কলঙ্কিত করিবার চেষ্টাও সেইরূপ বিফল। পুরাকালে কেহ কেহ জাতিমণি কলঙ্কিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু সেই চেষ্টার ফলে উহার ঔজ্জ্বল্য আরও বর্দ্ধিত হইয়াছিল।" ইহা বলিয়া শাস্তা সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন।]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব কোন গ্রামে এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তাঁহার প্রতীতি জন্মিল যে বাসনাই সমস্ত দুঃখের আকর। সুতরাং তিনি সংসার ত্যাগপূর্ব্বক হিমাচলে চলিয়া গেলেন এবং তিনটী পর্ব্বতরাজি অতিক্রমপূর্ব্বক একস্থানে পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

এই পর্ণশালার অদূরে এক মণিগুহায় ত্রিশটী শূকর বাস করিত। গুহার নিকট এক সিংহ বিচরণ করিত, মণির উপরে তাহার প্রতিবিম্ব পড়িত এবং তদ্দর্শনে শূকরদিগের বড় ভয় হইত। এইরূপে সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত থাকায় তাহাদের শরীর শীর্ণ হইয়াছিল। অনন্তর শূকরেরা ভাবিল, 'এই মণি স্বচ্ছ বলিয়াই আমরা সিংহের প্রতিবিম্ব দেখিতে পাই; আমরা ইহাকে মলিন ও বিবর্ণ করিব।' এই পরামর্শ করিয়া তাহারা নিকটবর্ত্তী এক সরোবর হইতে কর্দ্দম আনিয়া মণিতে ঘর্ষণ করিতে লাগিল; কিন্তু শূকর-লোমে ঘৃষ্ট হইয়া মণির প্রসন্নতা পূর্ব্বাপেক্ষাও বৃদ্ধি হইল। তখন শূকরেরা নিরুপায় হইয়া বলিল, "এস, তাপসকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি, মণিকে বিবর্ণ করিবার কোন উপায় আছে কি না।" তাহারা বোধিসত্ত্বের নিকটে গিয়া তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক একান্তে দাঁড়াইয়া নিম্নলিখিত প্রথম গাথাদ্বয় বলিল :—

ত্রিংশতি শূকর মোরা সপ্তবর্ষকাল
আছি এই গুহা মধ্যে; বাসনা মোদের
উজ্জ্বল মণির আভা করিতে বিনাশ।

কর্দ্দম আনিয়া কিন্তু হায়, দ্বিজবর,
যতই ঘর্ষণ করি মণিরে আমরা,
ততই বর্দ্ধিত হয় ঔজ্জ্বল্য ইহার।
জিজ্ঞাসি তোমায় তাই, বল দয়া করি,
কিরূপে মণির আভা হইবে মলিন।

ইহার উত্তরে বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত তৃতীয় গাথা বলিলেন :—

এ নহে সামান্য মণি, বৈদূর্য্য ইহার নাম।
মসৃণ, বিমল অতি নয়নের অভিরাম।

---

* জাতিমণি—প্রকৃত মণি, উৎকৃষ্ট মণি।

নাশিতে উভয়ে এর শকতি কাহার(ও) নাই
সে হেতু, শূকরগণ, চলি যাও অন্য ঠাঁই।

শূকরেরা বোধিসত্ত্বের পরামর্শ শুনিয়া তদনুসারেই কার্য্য করিল। অতঃপর বোধিসত্ত্ব ধ্যানমগ্ন হইয়া ব্রহ্মলোকপরায়ণ হইলেন।

[সমবধান—তখন আমি ছিলাম সেই তাপস।]

২৮৬—শালূক-জাতক।*

[কোন ভিক্ষু এক স্থূলাঙ্গী কুমারীর প্রণয়াসক্ত হইয়াছিলেন। তদুপলক্ষ্যে শাস্তা জেতবনে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই বৃত্তান্ত চুল্লনারদকাশ্যপ-জাতকে (৪৭৭) বলা যাইবে।

শাস্তা সেই ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিহে, তুমি নাকি উৎকণ্ঠিত হইয়াছ?" সে বলিল "হাঁ, প্রভু।" "কাহার জন্য তোমার উৎকণ্ঠা?" "অমুক স্থূলাঙ্গী কুমারীর জন্য।" "এই কুমারী তোমার অনর্থকারিকা; পূর্ব্বকালে ইহারই বিবাহের সময় তোমার মাংসে বরযাত্রীদিগের তৃপ্তিভোজন হইয়াছিল।" অনন্তর ভিক্ষুদিগের অনুরোধে শাস্তা সেই অতীত বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব গোজন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন; তাঁহার নাম হইয়াছিল মহালোহিত। চুল্ললোহিত নামে তাঁহার এক কনিষ্ঠ সহোদর ছিল। তাঁহারা উভয়েই কোন গ্রামবাসীর গৃহে কাজ করিতেন। এই গৃহে এক বয়ঃপ্রাপ্তা কুমারী ছিল। একদা তাহাকে গোত্রান্তরিত করিবার প্রস্তাব হইল।

কন্যাকর্ত্তার গৃহে শালূকনামে এক শূকর থাকিত। সে নিম্নতলস্থ একটী মঞ্চে শয়ন করিত। বিবাহের ভোজে এই শূকরের মাংস প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইবে, এই অভিপ্রায়ে গৃহস্বামী ইহাকে যাউ ও ভাত খাওয়াইতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া একদিন চুল্ললোহিত তাহার অগ্রজকে বলিল, 'দাদা, আমরা এই গৃহস্থের কত কাজ করি, আমাদেরই পরিশ্রমে ইহার জীবিকা নির্ব্বাহ হয়; অথচ এ ব্যক্তি আমাদিগকে পলাল ও ঘাস ভিন্ন অন্য কিছু খাইতে দেয় না, কিন্তু এই শূকরটাকে যাউ ও ভাত খাইতে দিতেছে; নিম্নতলের মঞ্চের উপর শোওয়াইতেছে। এ শূকর ইহাদের কি উপকার করিবে?" ইহার উত্তরে মহালোহিত বলিলেন, "ভাই, তুমি এই শূকরের যাউ ও ভাত খাওয়া দেখিয়া লোভ করিও না, গৃহস্থ সঙ্কল্প করিয়াছে যে, কুমারীর বিবাহদিবসে ইহাকে বধ করিয়া নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগকে সেই মাংস ভোজন করাইবে; সেই জন্যই ইহাকে স্থূলাঙ্গ করিবার চেষ্টায় আছে। তুমি কয়েকদিন পরেই দেখিতে পাইবে, লোকে ইহাকে মঞ্চ হইতে টানিয়া লইয়া যাইবে, কাটিয়া টুকরা টুকরা করিবে এবং আগন্তুকদিগকে সেই মাংস খাইতে দিবে।" অনন্তর বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত প্রথম গাথাদ্বয় বলিলেন :—

শালূক যে অন্ন এবে করিছে ভক্ষণ,
তাহাই হইবে তার বিনাশ-কারণ।
অতএব লোভ তাহে বিহিত না হয়,
ভুসি খেয়ে খুসী থাক, বলিনু তোমায়।
ইহাতেই আয়ুষ্কাল হইবে বর্দ্ধিত,
কদাচ এ খাদ্যে তব হবে না অহিত।

যখন আসিবে বর, সঙ্গে ল'য়ে বন্ধুজন,
তখন(ই) হইবে হায় শালূকের বিনশন।

ইহার কতিপয় দিন পরেই বিবাহের বরযাত্রিগণ কন্যাগৃহে উপনীত হইল। তখন কন্যাকর্ত্তা

* এই জাতকের সহিত প্রথম খণ্ডের মুনিক-জাতকের (৩০) সাদৃশ্য বিবেচ্য। ঈষপের "গোবৎস ও ষণ্ড" নামক কথাও ইহার অনুরূপ।

শালুককে নিহত করিয়া তাহাদিগকে ভোজন করাইলেন। গরু দুইটী এই ব্যাপার দেখিয়া ভাবিতে লাগিল, আমাদের ভুসিই ভাল।

অতঃপর শাস্তা অভিসম্বুদ্ধ হইয়া নিম্নলিখিত তৃতীয় গাথা বলিলেন :—

নরু হ'তে শূকরেরে টানিয়া লইল,
ভূমিতে ফেলিয়া তারে নিহত করিল।
ইহা দেখি গরুদুটী ভাবে মনে মনে,
কাজ নাই আমাদের উত্তম ভোজনে।

অনন্তর শাস্তা সত্যচতুষ্টয় ব্যাখ্যা করিলেন। তচ্ছ্রবণে সেই ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন।

[সমবধান—তখন এই স্থূলকুমারী ছিল সেই স্থূলকুমারী, এই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু ছিল শালূক, আনন্দ ছিলেন চুল্ললোহিত এবং আমি ছিলাম মহালোহিত।]

২৮৭—লাভগর্হ-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে স্থবির সারিপুত্রের জনৈক সার্দ্ধবিহারিক-সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ভিক্ষু স্থবিরের নিকটে গিয়া তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক একান্তে আসীন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, কিরূপে লাভ করিতে হয়, কি করিলে চীবরাদি পাওয়া যায়, তাহা বলিতে আজ্ঞা হউক।" স্থবির উত্তর দিলেন, "শ্রমণেরা চারিটী উপায়ে লাভবান্ হইতে পারেন। তাঁহারা শ্রামণ্য-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ও নির্লজ্জ হইয়া, উন্মত্ত না হইলেও উন্মত্তবৎ ব্যবহার করিবেন; তাঁহারা পরনিন্দারত হইবেন, তাঁহারা নটগণের ন্যায় চলিবেন এবং তাঁহারা যেখানে সেখানে, যাহা মুখে আসিবে, অবাধে বলিবেন।" সারিপুত্র এইরূপে লাভপ্রাপ্তির উপায় ব্যাখ্যা করিলে সেই ভিক্ষু এই সকল উপায়ের নিন্দা করিতে করিতে সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। তখন স্থবির শাস্তার নিকটে গিয়া এই কথা জানাইলেন। শাস্তা বলিলেন, "এই ভিক্ষু কেবল এ জন্মে নহে, পূর্ব্বেও লাভোপায়ের নিন্দা করিয়াছিলেন।" অনন্তর স্থবিরের অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার যখন বয়স্ ষোল বৎসর মাত্র, তখনই তিনি তিন বেদে এবং অষ্টাদশ বিদ্যাস্থানে ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি অধ্যাপনকার্য্যে দেশে বিদেশে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। পঞ্চশত ছাত্র তাঁহার নিকট বিদ্যাভ্যাস করিত। এই ছাত্রদিগের মধ্যে একজন শীলাচার-সম্পন্ন ছিল; সে একদা আচার্য্যের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "লোকে কি উপায়ে লাভবান্ হয়?" আচার্য্য বলিলেন, "বৎস, লোকে চতুর্ব্বিধ উপায়ে লাভ করিয়া থাকে।" অনন্তর তিনি নিম্নলিখিত প্রথম গাথা বলিলেন :—

যে জন উন্মত্তবৎ হিতাহিতজ্ঞানশূন্য, পরনিন্দাপরায়ণ কিংবা সেই জন;
যে জন নটের মত লজ্জা ত্যজি অবিরত ভাবে কিসে পরপ্রীতি হবে উৎপাদন,—
অযাচিতভাবে যেবা, নির্দ্দোষেরে দোষী বলি, আত্মানবদনে নিজ মর্য্যাদা বাড়ায়,
জেন তুমি এই সার, হেন চতুর্ব্বিধ নর মূর্খমণ্ডলীর কাছে বহুধন পায়।

শিষ্য আচার্য্যের এই কথা শুনিয়া অর্থলাভকে নিন্দা করিয়া নিম্নলিখিত গাথাদ্বয় বলিল :—

ধিক্ সেই যশে আর ধিক্ সেই ধনে,
অধর্ম্ম, অগতি হয় যাহার কারণে।
ত্যজি গৃহ ভিক্ষাপাত্র করিয়া ধারণ
নিশ্চয় লইব আমি প্রব্রজ্যাশরণ।
ভিক্ষাবৃত্তি করি খাব, তাও ভাল বলি,
অধর্ম্মের পথে যেন কভু নাহি চলি।

শিষ্য এইরূপে প্রব্রজ্যার প্রশংসা কীর্ত্তনপূর্ব্বক সংসার ত্যাগ করিল এবং ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া যথাধর্ম্ম ভিক্ষাবৃত্তিদ্বারা জীবন ধারণ করিতে লাগিল। ইহার গুণে সে সমাপত্তিসমূহ লাভ করিয়া ব্রহ্মলোকপরায়ণ হইল।

[সমবধান—তখন এই লাভগর্হক ভিক্ষু ছিল সেই মাণবক এবং আমি ছিলাম সেই আচার্য্য।]

২৮৮—মৎস্যদান-জাতক। *

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি-কালে অনেক অসাধু বণিক্‌কে উপলক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার বর্ত্তমান বস্তু পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। †]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব এক ভূস্বামিবংশে জন্মগ্রহণ করেন। যখন তাঁহার বোধ জন্মিয়াছিল, তখন তিনি বিলক্ষণ ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছিলেন।

বোধিসত্ত্বের এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিল। কালক্রমে বোধিসত্ত্বের মাতা পিতার প্রাণবিয়োগ হইল। তখন দুই ভ্রাতা একদিন পৈতৃক প্রাপ্য আদায়ের জন্য কোন গ্রামে গিয়া এক সহস্র কার্ষাপণ পাইলেন এবং গৃহে ফিরিবার সময় নৌকার প্রতীক্ষায় নদীর ঘাটে বসিয়া পত্রপুট হইতে অন্ন আহার করিলেন। বোধিসত্ত্ব অতিরিক্ত অন্নগুলি মৎস্যদিগের জন্য গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিয়া দানের ফল নদীদেবতাকে অর্পণ করিলেন। দেবতা পুণ্যফল লাভ করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন, তাঁহার দিব্য শক্তি বৃদ্ধি হইল; এবং ইহা তিনি উপলব্ধি করিয়া কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর প্রকৃত কারণ বুঝিতে পারিলেন। বোধিসত্ত্ব সৈকত ভূমিতে উত্তরীয় বস্ত্র প্রসারিত করিয়া তাহার উপর শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইলেন।

বোধিসত্ত্বের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কিছু চোর প্রকৃতির লোক ছিল। সে বোধিসত্ত্বকে বঞ্চিত করিয়া ঐ সহস্র কার্ষাপণ আত্মসাৎ করিবার অভিপ্রায়ে, উহা যে থলিতে ছিল, ঠিক সেই মত আর একটা থলি পাথরের কুচি দিয়া পূরিয়া উহার পার্শ্বে রাখিয়া দিল।

অনন্তর দুই সহোদর নৌকায় উঠিয়া গঙ্গার মধ্যভাগে উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে কনিষ্ঠ নৌকার উপর পড়িয়া যাইবার ছলে, পাথরকুচির থলিটা নদীতে ফেলিয়া দিব মনে করিয়া, কাহণের থলিটাই ফেলিয়া দিল এবং অগ্রজকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "দাদা, সর্ব্বনাশ হইল, কাহণের থলিটী যে জলে পড়িয়া গেল।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "জলে পড়িয়া গেলে আর কি করা যাইবে? তুমি ইহার জন্য দুঃখ করিও না।"

কিন্তু নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ভাবিলেন 'এই ব্যক্তি আমাকে যে পুণ্যফল দান করিয়াছে, তাহাতে আমার তৃপ্তি জন্মিয়াছে, দৈবশক্তিরও উপচয় ঘটিয়াছে; আমাকে ইহার সম্পত্তি রক্ষা করিতে হইবে।' এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি নিজের অনুভাববলে সেই থলিটীকে একটী মহামুখ মৎস্যদ্বারা গিলাইলেন এবং স্বয়ং তাহার রক্ষার ভার লইলেন।

বোধিসত্ত্বের অসাধু অনুজ গৃহে গিয়া ভাবিতে লাগিল, 'দাদাকে কি ঠকানই ঠকাইয়াছি।' কিন্তু সে যখন থলি খুলিয়া দেখিল যে উহাতে পাথরকুচি, তখন তাহার বুক শুকাইয়া গেল; সে খাটিয়ার কোণা ধরিয়া পড়িয়া রহিল।

এদিকে কৈবর্ত্তেরা মাছ ধরিবার জন্য নদীতে জাল ফেলিল এবং নদী-দেবতার প্রভাববলে সেই মহামুখ মৎস্য জালে পড়িল। কৈবর্ত্তেরা তাহাকে ধরিয়া বিক্রয়ার্থ নগরে প্রবেশ করিল। লোকে প্রকাণ্ড মাছ দেখিয়া উহার মূল্য জিজ্ঞাসা করিল; কৈবর্ত্তেরা বলিল, "হাজার কাহণ ও সাত মাষা দিলে এই মাছ কিনিতে পার।" "হাজার কাহণ দামের মাছ ত কখনও দেখি নাই", ইহা বলিয়া লোকে তাহাদিগকে পরিহাস করিতে লাগিল। কৈবর্ত্তেরা মাছ লইয়া বোধিসত্ত্বের দ্বারে গমন করিয়া বলিল, "আপনি এই মাছ কিনুন।" বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসিলেন, "ইহার মূল্য কত?" "ইহার দাম সাত মাষা; আপনি সাত মাষা দিয়া ইহা লউন।" "অন্যের

* পাঠান্তর 'মচ্ছুদ্দান' জাতক। অর্থকথায় ইহার ব্যাখ্যা দেখা যায়:—'মচ্ছবগ্‌গো' অর্থাৎ মৎস্যসমূহ।

† কূটবাণিজ জাতক (৯৮)।

নিকট বিক্রয় করিতে গিয়া কি মূল্য চাহিয়াছিলে?" "অন্য কাহাকেও বেচিতে হইলে হাজার কাহণ ও সাত মাষা লইব; আপনি কিন্তু সাত মাষা দিলেই পাইবেন।"

বোধিসত্ত্ব তাহাদিগকে সাত মাষা দিয়া মৎস্যটা ক্রয় করিলেন এবং উহা ভার্য্যার নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। বোধিসত্ত্বের পত্নী মাছটার পেট চিরিবার সময় উহার মধ্যে হাজার কাহণের থলি দেখিতে পাইয়া স্বামীকে জানাইলেন। বোধিসত্ত্ব উহা দেখিবা মাত্র নিজের থলি বলিয়া চিনিতে পারিলেন এবং ভাবিলেন, "কৈবর্ত্তেরা অন্যের নিকট বিক্রয় করিতে গিয়া এই মৎস্যের জন্য হাজার কাহণ ও সাত মাষা মূল্য চাহিয়াছিল, কিন্তু এই হাজার কাহণ আমারই সম্পত্তি বলিয়া আমার নিকট সাত মাষা মাত্র লইয়াছে। যে ব্যক্তি ইহা না বুঝিবে, কিছুতেই তাহার বিশ্বাস জন্মাইতে পারা যাইবে না।" অনন্তর তিনি নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটী বলিলেন :—

হাজার কাহণ,—তারও অধিক একটা মাছের দাম।
কর্‌বে বিশ্বাস, কেউ কি ইহা? ভাবে 'কি শুন্‌লাম!'
কিন্‌লেম আমি সাত মাষায় তায় দৈবের কৃপাবলে,
পেলে এ দরে, কিন্‌ব আমি যত আছে মাছ জলে।

বোধিসত্ত্ব চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'কি কারণে আমি এই নষ্ট কার্ষাপণ গুলি পুনঃ প্রাপ্ত হইলাম?' তখন নদী-দেবতা আকাশে অদৃশ্যভাবে অবস্থিতা হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "আমি গঙ্গাদেবী, তুমি ভুক্তাবশিষ্ট অন্ন মৎস্যদিগকে দিবার সময় তাহার পুণ্যফল আমাকে দান করিয়াছিলে। সেই জন্য আমি তোমার সম্পত্তি রক্ষা করিয়াছি।" এই ভাব বিশদ করিবার জন্য তিনি নিম্নলিখিত গাথাটী বলিলেন :—

মৎস্যে দিলা খাদ্য নিজে, পুণ্যফল তার মোরে
অযাচিত করিলে অর্পণ;
সেই তব পুণ্যদান, সে পূজা তোমার স্মরি
রক্ষিলাম আমি তব ধন।

অনন্তর নদীদেবতা বোধিসত্ত্বকে তাঁহার কনিষ্ঠের কূট কর্ম্ম সমস্ত বুঝাইয়া দিলেন এবং বলিলেন, "পাপিষ্ঠের এখন বুক ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; সে শয্যায় পড়িয়া আছে, শঠের কখনও শ্রীবৃদ্ধি হয় না। আমি তোমার নষ্ট ধনের পুনরুদ্ধার করিয়া আনিয়াছি, সাবধান, ইহা যেন আবার নষ্ট না হয়, তোমার কনিষ্ঠকে ইহার কোন অংশ দিও না, সমস্তই নিজে ভোগ করিও।" ইহা বলিতে বলিতে তিনি বোধিসত্ত্বকে নিম্নলিখিত তৃতীয় গাথাটী শুনাইলেন :—

শঠের শ্রীবৃদ্ধি না হয় কখন,
দেবতার প্রীতি না লভে সে জন,
বঞ্চিয়া ভ্রাতায় পৈতৃক সম্পত্তি
করে আত্মসাৎ যে প্রদুষ্টমতি।

বোধিসত্ত্বের বিশ্বাসঘাতক কনিষ্ঠ ভ্রাতা কার্ষাপণ গুলির কোন অংশ না পায়, এই উদ্দেশ্যেই নদীদেবতা উক্তরূপ বলিলেন, কিন্তু বোধিসত্ত্ব উত্তর দিলেন, "আমি ভ্রাতাকে নিরাশ করিতে পারিব না।" অনন্তর তিনি কনিষ্ঠকে উহা হইতে পঞ্চশত কার্ষাপণ দান করিলেন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই বণিক্ স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন।
সমবধান - তখন এই কূটবণিক্ ছিল সেই কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং আমি ছিলাম সেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।]

২৮৯—নানাচ্ছন্দ-জাতক।

[আয়ুষ্মান্ আনন্দ শাস্তার নিকট আটটী বর লাভ করিয়াছিলেন। তদুপলক্ষ্যে, জেতবনে অবস্থিতিকালে শাস্তা এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্ন বস্তু একাদশনিপাতে জ্যোৎস্না জাতকে (৪৫৬) বলা যাইবে।]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব তাঁহার অগ্রমহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি তক্ষশিলায় গিয়া বিদ্যাশিক্ষা করেন এবং পিতার মৃত্যু হইলে রাজপদ প্রাপ্ত হন। বোধিসত্ত্বের পিতার এক পুরোহিত পদচ্যুত হইয়া অতি হীনাবস্থায় এক জীর্ণ গৃহে বাস করিতেন। একদা বোধিসত্ত্ব অজ্ঞাতবেশে, রাত্রিকালে নগরের কোন্ স্থানে কি হইতেছে, দেখিয়া বেড়াইতেছিলেন, এই সময়ে কয়েকজন চোর, কোথাও চুরি করিয়া, মদের দোকানে মদ খাইয়া এবং একটা ঘটে কিছু মদ লইয়া গৃহে ফিরিতেছিল। তাহারা বোধিসত্ত্বকে পথে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে হে তুমি, বাপু?" এবং উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই তাঁহাকে এক আঘাতে ধরাশায়ী করিল। অনন্তর ধূর্ত্তেরা তাহাদের মদের ঘট তুলিয়া লইল, বোধিসত্ত্বের উত্তরীয় বস্ত্র ধরিয়া তাঁহাকে টানিয়া লইয়া চলিল এবং নানারূপ ভয় দেখাইতে লাগিল।

উক্ত দুর্গত ব্রাহ্মণ তখন গৃহের বাহিরে গিয়া পথে দাঁড়াইয়া নক্ষত্র পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। রাজা শত্রুহস্তে পতিত হইয়াছেন, ইহা বুঝিতে পারিয়া তিনি ব্রাহ্মণীকে ডাকিলেন। ব্রাহ্মণী, "কি হইয়াছে, আর্য্য?" বলিয়া তাঁহার নিকট ছুটিয়া গেলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন, "ভদ্রে, আমাদের রাজা শত্রুর হস্তে পতিত হইয়াছেন।" ব্রাহ্মণী বলিলেন, "আর্য্যপুত্র, রাজার কি হইল না হইল, তাহাতে এখন আপনার কি প্রয়োজন? যে সকল ব্রাহ্মণ তাঁহার পৌরোহিত্য করেন, তাঁহারাই সে কথা ভাবিবেন।" বোধিসত্ত্ব ব্রাহ্মণের কথা শুনিতে পাইলেন; তিনি কিয়দ্দূর গিয়া ধূর্ত্তদিগকে বলিলেন, "দোহাই তোমাদের, আমি বড় গরীব, উত্তরীয় খানা লইয়া আমায় ছাড়িয়া দাও।" তিনি পুনঃ পুনঃ এইরূপ বলায় ধূর্ত্তদিগের মনে দয়ার সঞ্চার হইল। তাহারা তাঁহাকে ছাড়িয়া দিল। বোধিসত্ত্ব তাহাদের বাসস্থানটী ভালরূপে দেখিয়া লইলেন এবং সেখান হইতে ফিরিয়া চলিলেন। তখন ব্রাহ্মণ আবার ব্রাহ্মণীকে ডাকিয়া বলিলেন, "ভদ্রে, আমাদের রাজা শত্রুহস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন।" এ কথাও বোধিসত্ত্বের কর্ণগোচর হইল। অনন্তর তিনি প্রাসাদে ফিরিয়া গেলেন।

রাত্রি প্রভাত হইলে বোধিসত্ত্ব পুরোহিতদিগকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচার্য্যগণ, আপনারা গত রাত্রিতে নক্ষত্র পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন কি?" ব্রাহ্মণেরা উত্তর দিলেন, "হাঁ, মহারাজ।"

"আমার পক্ষে শুভ দেখিলেন, কি অশুভ দেখিলেন?" "সমস্তই শুভ।" "গ্রহণ হয় নাই ত?" "না, গ্রহণ হয় নাই।"

অনন্তর বোধিসত্ত্ব পূর্ব্বতন পুরোহিতকে আনয়ন করিবার জন্য ভৃত্যদিগকে বলিলেন, "যাও, অমুক বাড়ীতে যে ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহাকে ডাকিয়া আন।" সেই ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইলে রাজা জিজ্ঞাসিলেন, "আচার্য্য, আপনি গত রাত্রিতে নক্ষত্র পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন কি?" "হাঁ, মহারাজ।" "গ্রহণ হইয়াছিল কি?" "হইয়াছিল, মহারাজ। গত রাত্রিতে আপনি শত্রুহস্তে পতিত হইয়া মুহূর্ত্তমধ্যেই মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন।"

"যিনি নক্ষত্র পর্য্যবেক্ষণ করেন, তাঁহার এইরূপ লোক হওয়া চাই।" ইহা বলিয়া রাজা অন্য ব্রাহ্মণদিগকে দূর করিয়া দিলেন এবং ভূতপূর্ব্ব পুরোহিতকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,

"দ্বিজবর, আমি আপনার উপর সন্তুষ্ট হইয়াছি, আপনি কি বর চান বলুন।" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "মহারাজ, পুত্র ও পত্নীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া বলিব।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "আচ্ছা, তাহাই করুন।"

ব্রাহ্মণ গৃহে গিয়া, পত্নী, পুত্র, পুত্রবধূ ও দাসী, এই চারিজনকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ, রাজা আমাকে বর দিতে চাহিয়াছেন। বলত, আমি কি প্রার্থনা করিব।" ব্রাহ্মণী বলিলেন, "আমার জন্য একশত ধেনু আনিবেন।" ব্রাহ্মণের পুত্রের নাম ছিল ছত্র। সে বলিল, "আমার জন্য একখানা রথ চাহিবেন, তাহার অশ্বগুলি যেন উৎকৃষ্ট জাতীয় ও কুমুদশুভ্র হয়।" পুত্রবধূ বলিলেন, "আমি মণিকুণ্ডলাদি সর্ব্ববিধ অলঙ্কার চাই।" ব্রাহ্মণের দাসীর নাম ছিল পূর্ণা। সে বলিল, "আমি চাই উদূখল, মুষল ও শূর্প।" ব্রাহ্মণের কিন্তু নিজের ইচ্ছা ছিল যে রাজার নিকট একখানি ভাল গ্রাম প্রার্থনা করিবেন। তিনি ফিরিয়া গেলে বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ঠাকুর। ব্রাহ্মণীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন কি?" ব্রাহ্মণ উত্তর দিলেন, "হাঁ মহারাজ; কিন্তু আমাদের এক এক জনের এক এক রূপ ইচ্ছা।" অনন্তর তিনি নিম্নলিখিত গাথা দুইটী বলিলেন:—

এক গৃহে থাকি মোরা প্রাণী পাঁচজন,
বিভিন্ন বাসনা করি হৃদয়ে পোষণ।
আমি চাই একখানি সুবৃহৎ গ্রাম,
শতধেনু পেলে পূরে স্ত্রীর মনস্কাম;
উৎকৃষ্ট তুরগযুক্ত রথে আরোহণ,
পুত্রের এ ইচ্ছা, দেব, করি নিবেদন,
মণিকুণ্ডলের সাধ পুত্রবধূমনে
এক সঙ্গে এত ইচ্ছা পূরিবে কেমনে?
দাসীর ইচ্ছার কথা ভাবি হাসি পায়,
বলিহারি বুদ্ধি তার, উদূখল চায়!

রাজা আজ্ঞা দিলেন, "বেশ, সকলকেই তাহাদের ইচ্ছানুরূপ দান কর:—

সুবৃহৎ গ্রাম দাও ব্রাহ্মণেরে, ব্রাহ্মণীকে দাও ধেনু একশত,
তনয়ের তরে দাও ইঁহাদের উৎকৃষ্ট তুরগযুত এক রথ;
পুলকিত হোক পুত্রবধূ পরি মণিতে খচিত কুণ্ডল যুগল,
সুবুদ্ধি পূর্ণার পূর্ণ মনস্কাম হো'ক এইবার পেয়ে উদূখল।"

এইরূপে বোধিসত্ত্ব, ব্রাহ্মণ যাহা যাহা প্রার্থনা করিলেন, সমস্ত দান করিলেন এবং আরও নানারূপে তাঁহার সম্মান করিয়া বলিলেন, "আপনি এখন হইতে আমার কার্য্যভার গ্রহণ করুন।" তদবধি ঐ ব্রাহ্মণ বোধিসত্ত্বের পারিষদ হইয়া রহিলেন।

[সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন সেই ব্রাহ্মণ এবং আমি ছিলাম সেই রাজা।]

২৯০—শীলমীমাংসা-জাতক।*

[শাস্তা জেতবনে এক শীলমীমাংসক ব্রাহ্মণকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্ন ও অতীত বস্তু ইতঃপূর্ব্বে এক নিপাতে শীলমীমাংসা জাতকে বলা হইয়াছে।]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় তাঁহার পুরোহিত † নিজের শীলবল পরীক্ষা

* প্রথম খণ্ডের ৮৬ম-জাতক এবং পরবর্ত্তী ৩০৫ম, ৩৩০ম ও ৩৬২ম জাতক দ্রষ্টব্য। ৮৬ম জাতক একবার না পড়িয়া লইলে এই জাতকের ভাব সুস্পষ্ট বুঝা যাইবে না।

† তখন বোধিসত্ত্ব ছিলেন ব্রহ্মদত্তের পুরোহিত।

করিবার জন্য রাজশ্রেষ্ঠীর হিরণ্যফলক হইতে দুই দিন এক একটী কার্ষাপণ অপহরণ করিয়াছিলেন। অনন্তর, তৃতীয় দিবসে ধনরক্ষকেরা তাঁহাকে চোর বলিয়া ধরিল এবং রাজার নিকট লইয়া গেল। যাইবার সময় পুরোহিত পথে দেখিতে পাইলেন, অহিতুণ্ডিকেরা একটা সাপ খেলাইতেছে।

রাজা পুরোহিতকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছি! আপনি এমন কাজ করিতে গেলেন কেন?" পুরোহিত উত্তর দিলেন, "মহারাজ, আমি নিজের শীলবল পরীক্ষার জন্য এরূপ করিয়াছি।"

শীল সম কিছু নাই ত্রিভুবনে,
অশেষ কল্যাণ লভি শীলগুণে।
বিষধর সর্প, কিন্তু শীলবান্,
তেঁই কেহ তার না বধে পরাণ।

তাই আমি বলি, শীলের সমান
নাহি কিছু আর মঙ্গলনিদান।
শীলের প্রশংসা যত বিজ্ঞজন
শতমুখে সদা করেন কীর্ত্তন।

দেখিবারে পাই যত শীলবান্
আর্য্যপথে সদা করেন প্রয়াণ।
জ্ঞাতিজন-প্রিয়, মিত্রানন্দকর,
ধন্য ধরাধামে শীলবান্ নর।
দেহান্তে গমন দিব্যধামে তাঁর;
শীলের মাহাত্ম্য কি বর্ণিব আর।

বোধিসত্ত্ব এইরূপে তিনটী গাথাদ্বারা শীলের গুণ ব্যাখ্যা করিলেন এবং রাজাকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিলেন। অনন্তর তিনি বলিলেন, "মহারাজ, আমার গৃহে পিতৃলব্ধ, মাতৃলব্ধ, স্বোপার্জ্জিত এবং ভবৎপ্রদত্ত এত ধন আছে যে তাহা গণিয়া শেষ করা যায় না। তথাপি নিজের শীলবল-পরীক্ষার জন্য আমি ধনাগার হইতে এই কার্ষাপণদ্বয় অপহরণ করিয়াছি। এখন আমি বুঝিলাম জগতে জাতি, গোত্র, কুল প্রভৃতি অতি তুচ্ছ; শীলই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আমি এখন প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব, আপনি অনুমতি দিন।" রাজা পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিলেন, শেষে অগত্যা অনুমতি দিলেন। তখন বোধিসত্ত্ব সংসার ত্যাগ করিয়া হিমবন্ত প্রদেশে প্রস্থান করিলেন এবং সেখানে ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক সমাপত্তিসমূহ লাভ করিলেন ও ব্রহ্মলোকপরায়ণ হইলেন।

[সমবধান—তখন আমি ছিলাম সেই শীলমীমাংসক পুরোহিত।]

২৯১—ভদ্রঘট-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে অনাথপিণ্ডদের এক ভাগিনেয়কে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি নাকি মাতার ও পিতার নিকট হইতে চল্লিশ কোটি স্বর্ণ পাইয়া তাহার সমস্তই পানব্যসনে নষ্ট করিয়াছিল এবং শেষে রিক্তহস্তে মাতুলের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। অনাথপিণ্ড তাহাকে এক সহস্র স্বর্ণ দিয়া বলিলেন, "তুমি ইহা দ্বারা ব্যবসায় আরম্ভ কর।" কিন্তু দুর্ব্বুদ্ধি যুবক তাহাও উড়াইয়া দিল এবং পুনর্ব্বার মাতুলের নিকট সাহায্যপ্রার্থী হইল। অনাথপিণ্ড এবার তাহাকে পঞ্চশত স্বর্ণ দিলেন। যুবক তাহাও নষ্ট করিয়া আসিলে অনাথপিণ্ড তাহাকে দুই খানি স্থূল বস্ত্র দান করিলেন। সে পানব্যসনে তাহাও বিক্রয় করিল, কিন্তু শেষে যখন অনাথপিণ্ডদের নিকট গেল, তখন তিনি তাহাকে অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া গৃহ হইতে নিষ্কাশিত করিলেন। হতভাগ্য নিতান্ত অসহায় অবস্থায় অন্যের দ্বারস্থ হইয়া * প্রাণত্যাগ করিল। লোকে

তাহাকে টানিয়া বাহিরে আনিয়া ফেলিয়া দিল। অনাথপিণ্ডদ বিহারে গিয়া শাস্তার নিকট ভাগিনেয়ের সমস্ত কাহিনী বর্ণন করিলেন। তাহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "যাহাকে আমি পুরাকালে সর্ব্বকামদ কুম্ভ দিয়াও পরিতৃপ্ত করিতে পারি নাই তাহাকে তুমি কিরূপে তৃপ্ত করিতে পারিতে?" অনন্তর অনাথপিণ্ডদের প্রার্থনানুসারে তিনি সেই অতীত বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব শ্রেষ্ঠিকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং পিতার মৃত্যুর পর নিজেই শ্রেষ্ঠিপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার গৃহে চল্লিশ কোটি ধন ভূগর্ভে নিহিত ছিল।

বোধিসত্ত্বের একটী মাত্র পুত্র ছিল। তিনি দানাদি পুণ্য কর্ম্ম করিয়া মৃত্যুর পর শক্রত্ব লাভপূর্ব্বক দেবতাদিগের রাজা হইলেন, তখন সেই পুত্র রাজপথের উপর এক মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিল এবং বহুনর্ম্মসহচরে পরিবৃত হইয়া সেখানে বসিয়া সুরাপানে প্রবৃত্ত হইল। সে লঙ্ঘননর্ত্তক, ধাবক, গায়ক, নট প্রভৃতিকে সহস্র সহস্র মুদ্রা দিতে লাগিল, স্ত্রী, মদ্য ও মাংসে অত্যন্ত আসক্ত হইল, অবিরত, কোথায় গীত, কোথায় নৃত্য, কোথায় বাদ্য, উন্মত্তের ন্যায় কেবল ইহাই খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল, অচিরে সেই চল্লিশ কোটি ধন ও অন্যান্য সমস্ত সম্পত্তি ও গৃহোপকরণ নিঃশেষ করিল এবং নিতান্ত দুর্দ্দশাপন্ন হইয়া শতচ্ছিন্ন বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক বিচরণ করিতে লাগিল।

শক্র এক দিন চিন্তা করিয়া তাহার দুর্দ্দশা জানিতে পারিলেন এবং পুত্রস্নেহের প্রভাবে তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া একটী সর্ব্বকামদ ঘট প্রদানপূর্ব্বক বলিলেন, 'বৎস, এই ঘটটীকে সাবধানে রাখিবে, যেন ভাঙ্গিয়া না যায়। ইহা যতদিন তোমার নিকট অক্ষত থাকিবে, ততদিন তোমার ধনের অভাব হইবে না। দেখিও, ইহার রক্ষাসম্বন্ধে যেন কোন ত্রুটি না হয়।' পুত্রকে এই উপদেশ দিয়া শক্র দেবলোকে প্রতিগমন করিলেন।

ইহার পর বোধিসত্ত্বের পুত্র দিবারাত্র মদ খাইয়া বেড়াইতে লাগিল। অনন্তর একদিন উন্মত্ত অবস্থায় সে ঐ ঘটটী বার বার ঊর্দ্ধে ছাড়িয়া ধরিতে লাগিল, কিন্তু একবার সে ধরিতে পারিল না, কাজেই ঘটটী মাটিতে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল। তখন সে পুনর্ব্বার যে দরিদ্র, সেই দরিদ্রই হইল, শতগ্রন্থিযুক্ত বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক ভগ্ন মৃৎপাত্র হস্তে ভিক্ষা করিতে লাগিল, এবং শেষে কোন এক ব্যক্তির প্রাচীরপার্শ্বে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিল।

শাস্তা এই রূপে অতীত কথা সমাপনপূর্ব্বক অভিসম্বুদ্ধ হইয়া নিম্নলিখিত গাথা তিনটী বলিলেন :—

সর্ব্বকামপ্রদ কুম্ভ পেয়ে ধূর্ত্ত যত দিন
করেছিল রক্ষা সযতনে,
ভুঞ্জি নানাবিধ সুখ, কাটাইল ততদিন ;
অত্যাসক্ত মদ্য দ্যূত ব্যসনে।
কিন্তু দর্পে, মত্ততায়, ভাঙ্গি সেই ঘট, হায়,
পায় মূর্খ অশেষ যাতনা,
নাহি বস্ত্র পরিবার, পেটে ভাত নাই তার,
ফাটে বুক দেখি বিড়ম্বনা।

---

* মূলে 'পরকুড্ডম্ নিস্সায়' এইরূপ আছে, পাঠান্তর 'কূটং'। কুড্ড= প্রাচীর, কূট=কূট অর্থাৎ শিখর বা চূড়া। শেষোক্ত পাঠে কোন অর্থ হয় না। প্রথম পাঠে 'প্রাচীর' এই অর্থে গৃহ বা দ্বার বা প্রাচীরের পাশে এই অর্থ বুঝাইতে পারে।

মূর্খজন লব্ধধন অমিত ব্যয়ের দোষে
মুহূর্ত্তেতে নিঃশেষ করিয়া
ভুঞ্জে নানা দুঃখ শেষে, ভুঞ্জিল ধূর্ত্তক যথা
কামপ্রদ কুম্ভেরে ভাঙ্গিয়া।

[সমবধান—তখন শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডদের ভাগিনেয় ছিল সেই ভদ্রঘটভঙ্গকারী ধূর্ত্ত, এবং আমি ছিলাম শক্র।]

২৯২—সুপত্র-জাতক।

[স্থবির সারিপুত্র বিম্বাদেবীকে কই মাছের ঝোল এবং টাট্‌কা ঘি মিশান ভাত আনিয়া দিয়াছিলেন। তাহা শুনিয়া শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি কালে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইতঃপূর্ব্বে অভ্যন্তর জাতকে (২৮১) যেরূপ বলা হইয়াছে, এই জাতকে প্রত্যুৎপন্ন বস্তুও সেইরূপ। এবারও বিম্বাদেবীর উদরবায়ু কুপিত হইয়াছিল; এবং রাহুলভদ্র সারিপুত্রকে সেই কথা জানাইয়াছিলেন। সারিপুত্র রাহুলকে আসনশালায় বসাইয়া রাখিয়া নিজে কোশলরাজের ভবনে প্রবেশ করিলেন এবং সেখান হইতে রোহিত মৎস্যের যূপ ও নবঘৃত মিশ্রিত অন্ন আনয়ন করিয়া তাঁহাকে দিলেন। রাহুল এই সমস্ত দ্রব্য লইয়া মাতাকে খাওয়াইলেন, তাহাতে তৎক্ষণাৎ বিম্বাদেবীর পীড়োপশম হইল। এদিকে রাজা লোক পাঠাইয়া, কাহার জন্য সারিপুত্র ঐ সকল দ্রব্য লইয়াছিলেন, তাহা জানিতে পারিলেন এবং তদবধি স্থবিরার জন্য উক্তরূপ খাদ্য প্রেরণ করিতে লাগিলেন। অতঃপর একদিন ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া এই সম্বন্ধে কথা তুলিলেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, "দেখ, ধর্ম্মসেনাপতি এইরূপ খাদ্য দিয়া নাকি স্থবিরার তৃপ্তি সাধন করিয়াছেন।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে, তোমরা এখানে বসিয়া কি বিষয়ের আলোচনা করিতেছ?" ভিক্ষুরা তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিলে শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, সারিপুত্র যে কেবল এবারই রাহুলমাতাকে তাঁহার অভীপ্সিত খাদ্য দিতেছেন, তাহা নহে, পূর্ব্বেও তিনি এইরূপ দিয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব কাকযোনিতে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পর অশীতি সহস্র কাকের নেতা হইয়াছিলেন। এই কাকরাজের নাম ছিল সুপত্র, সুস্পর্শা নাম্নী কাকী ছিলেন তাঁহার অগ্রমহিষী এবং সুমুখ ছিলেন তাঁহার সেনাপতি। বোধিসত্ত্ব অশীতিসহস্র কাকপরিবৃত হইয়া বারাণসীর নিকটে বাস করিতেন।

বোধিসত্ত্ব একদিন সুস্পর্শাকে সঙ্গে লইয়া আহারসংগ্রহার্থে বিচরণ করিবার সময় বারাণসীরাজের পাকশালার উপর দিয়া উড়িয়া যাইতেছিলেন। ঐ সময়ে রাজার সূপকার রাজার জন্য মৎস্যমাংসের নানারূপ ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিয়া সে সমস্ত ঠাণ্ডা করিবার জন্য কিয়ৎক্ষণ পাত্রগুলির মুখ খুলিয়া বসিয়াছিল। মৎস্যমাংসাদির গন্ধে সুস্পর্শার মনে রাজখাদ্য আহার করিবার বাসনা জন্মিল; কিন্তু সে দিন তিনি কোন কথা বলিলেন না।

দ্বিতীয় দিন বোধিসত্ত্ব যখন সুস্পর্শাকে বলিলেন, "এস ভদ্রে, আমরা চরায় যাই," তখন সুস্পর্শা বলিলেন, "আপনিই যান; আমার মনে একটা খাদ্যের জন্য বড় সাধ জন্মিয়াছে।" বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সাধ?" 'বারাণসীরাজের খাদ্য খাইব এই সাধ। কিন্তু তাহা পাওয়া ত আমার সাধ্যাতীত; কাজেই এ প্রাণ রাখিব না।"

এই কথা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। এমন সময়ে সুমুখ সেখানে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজকে বিষণ্ণ দেখিতেছি কেন?" বোধিসত্ত্ব তাঁহাকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলেন। তাহা শুনিয়া সুমুখ বলিলেন, "কোন চিন্তা নাই, মহারাজ।" অনন্তর তিনি বোধিসত্ত্ব ও সুস্পর্শা উভয়কেই আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "আজ আপনারা এখানেই থাকুন, আমি গিয়া খাদ্য আনয়ন করিতেছি।"

অনন্তর সুমুখ সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন এবং কাকদিগকে সমবেত করিয়া ও তাহাদিগকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইয়া বলিলেন, "এস, আমরা গিয়া রাজখাদ্য লইয়া আসি"

তিনি কাকদিগকে সঙ্গে লইয়া বারাণসীতে প্রবেশ করিলেন, রাজার রন্ধনশালার অবিদূরে তাহাদিগকে দলে দলে নানাস্থানে প্রহরিরূপে নিযুক্ত করিলেন, এবং স্বয়ং আটটী কাক-বীরের সহিত পাকশালার ছাদের উপর বসিলেন। কোন্ সময়ে লোকে রাজার ভোজ্য দ্রব্য লইয়া যাইবে, সুমুখ এখান হইতে তাহা দেখিতে লাগিলেন এবং অনুচরদিগকে বলিলেন, "পাচক যখন রাজার খাদ্য লইয়া যাইবে, তখন তাহার হস্ত হইতে খাদ্যভাণ্ডগুলি মাটিতে ফেলিবার ভার আমি লইলাম। ভাণ্ডগুলি পড়িয়া গেলে সেই সঙ্গে আমারও প্রাণান্ত হইবে; কিন্তু তোমরা তাহাতে ভীত হইও না; তোমরা চারিটী কাকে মুখ পুরিয়া অন্ন এবং চারিটী কাকে মুখ পুরিয়া মৎস্য মাংস লইয়া সস্ত্রীক মহারাজকে ভোজন করাইবে। যদি তাঁহারা জিজ্ঞাসা করেন, 'সেনাপতি কোথায়,' তাহা হইলে বলিবে, তিনি পশ্চাৎ আসিতেছেন।"

এদিকে সূপকার ভোজ্য দ্রব্যগুলি সাজাইয়া বাঁকে করিয়া রাজভবনাভিমুখে চলিল। সে যেমন প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়াছে, অমনি সুমুখ কাকদিগকে সঙ্কেত করিয়া স্বয়ং উড়িয়া গিয়া খাদ্যবাহকের বক্ষঃস্থলে বসিলেন, প্রসারিত নখ দ্বারা তাহাকে প্রহার করিতে লাগিলেন, শল্য-সদৃশ তুণ্ড দ্বারা তাহার নাসাগ্র ক্ষতবিক্ষত করিলেন এবং উঠিয়া দুই পা দিয়া তাহার মুখ চাপিয়া রাখিলেন। রাজা তখন উচ্চতলে পা-চারি করিতেছিলেন; তিনি মহাবাতায়ন হইতে সুমুখের এই কাণ্ড দেখিয়া অতিমাত্র বিস্মিত হইলেন এবং ভোজ্যবাহককে ডাকিয়া বলিলেন, "ভাণ্ডগুলি ফেলিয়া কাকটাকে ধর্।" ভোজ্যবাহক রাজার আজ্ঞা পাইয়া ভাণ্ডগুলি নিক্ষেপ করিল এবং সুমুখকে বজ্রমুষ্টিতে ধরিয়া ফেলিল। তাহা দেখিয়া রাজা বলিলেন, "এখানে লইয়া আয়।"

এদিকে সেই আটটা কাক গিয়া যে যত পারিল রাজভোজ্য খাইল এবং অবশিষ্ট খাদ্য হইতে সুমুখ যেরূপ বলিয়াছিলেন, সেইরূপে মুখ পূরিয়া অন্নাদি লইয়া গেল। তখন অপর সমস্ত কাকও যাহা বাকী ছিল, খাইয়া ফেলিল। উক্ত অষ্ট কাক গিয়া সস্ত্রীক কাক-রাজকে ভোজন করাইল; সুস্পর্শার দোহদনিবৃত্তি হইল।

ভোজ্যবাহক সুমুখকে লইয়া রাজার নিকট গেল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আমায় সম্মান রক্ষা করিলে না, ভোজ্যবাহকের নাকটা ভাঙ্গিয়া দিলে, ভোজ্যভাণ্ডগুলি চূর্ণ বিচূর্ণ করিলে, নিজের জীবনকেও তুচ্ছজ্ঞান করিলে! এরূপ দুঃসাহসের কাজ করিলে কেন?" সুমুখ উত্তর দিলেন, "মহারাজ, আমাদের রাজা বারাণসীর নিকটে বাস করেন। আমি তাঁহার সেনাপতি। তাঁহার ভার্য্যা সুস্পর্শা আপনার খাদ্য আহার করিবেন এইরূপ দোহদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। রাজা তাঁহার সাধের কথা আমাকে বলেন। আমি তখন আমার জীবনের মায়া ত্যাগ করিয়া এখানে আসিয়াছি। এখন রাজার জন্য খাদ্য প্রেরণ করিয়াছি; আমার মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে। এখন বুঝিলেন, মহারাজ, আমি কিজন্য এরূপ দুঃসাহসের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম।" এই সমস্ত কথা আরও বিশদ করিবার জন্য সুমুখ নিম্নলিখিত গাথা তিনটী বলিলেন :—

কাকেশ সুপত্র, অশীতি সহস্র কাক যাঁর অনুচর,
কাশীর অদূরে বসতি তাঁহার, শুন কাশী নরেশ্বর।
মহিষী তাঁহার সুস্পর্শা রূপসী রাজার রন্ধনাগারে
সুপক্ব মৎস্যের পাইয়া গন্ধ চাহিলা খাইবারে।
সদ্যোপক্ব যাহা রাজার খাদ্য, খাইতে তাঁহার আশ,
পুরাতে সে সাধ দূতরূপে হেথা এসেছি তোমার পাশ।
প্রভুর কার্য্য করেছি সাধন বাহকের ভাঙ্গি নাসা,
যে দণ্ড ইচ্ছা দাও, মহারাজ, ছেড়েছি প্রাণের আশা।

সুমুখের কথা শুনিয়া রাজা ভাবিলেন 'আমরা মানুষের মহোপকার করিয়াও তাহাদের সৌহার্দ্দ লাভ করিতে পারি না। তাহাদিগকে গ্রাম প্রভৃতি দান করি; তথাপি আমাদের জন্য প্রাণ দিতে পারে এমন লোক পাই না। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! এই প্রাণী সামান্য কাক হইয়াও নিজের রাজার জন্য প্রাণ দিতে বসিয়াছে! এ অতীব সদ্‌গুণসম্পন্ন, মিষ্টভাষী ও ধার্ম্মিক।' ফলতঃ তিনি সুমুখের গুণে এত প্রসন্ন হইলেন যে তাঁহাকে একটী শ্বেতচ্ছত্র দান করিয়া তাঁহার অর্চ্চনা করিলেন। কিন্তু সুমুখ ঐ শ্বেতচ্ছত্র দ্বারা বারাণসীরাজেরই প্রতিপূজা করিলেন এবং তাঁহার নিকট সুপত্রের গুণকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তাহা শুনিয়া রাজা সুপত্রকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন, তাঁহার নিকট ধর্ম্মের ব্যাখ্যা শুনিলেন এবং নিজে যে খাদ্য গ্রহণ করিতেন, সুপত্র ও সুমুখের জন্যও তাহাই পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন। তিনি অন্যান্য কাকের জন্যও প্রতিদিন প্রচুর তণ্ডুল পাক করাইবার আদেশ দিলেন। অতঃপর তিনি সুপত্রের উপদেশানুসারে সর্ব্বপ্রাণীকে অভয় দিলেন এবং নিজে পঞ্চশীল পালন করিতে লাগিলেন। সুপত্রের উপদেশগুলি সপ্তশতবর্ষ পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল।

[সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন বারাণসীর সেই রাজা, সারিপুত্র ছিলেন সেই কাক সেনাপতি, রাহুলমাতা ছিলেন সুস্পর্শা এবং আমি ছিলাম সুপত্র।

২৯৩—কায়নির্ব্বিণ্ণ-জাতক।*

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। শ্রাবস্তীবাসী এক ব্যক্তি নাকি পাণ্ডুরোগে এরূপ কষ্ট পাইয়াছিলেন যে, বৈদ্যেরা তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার স্ত্রী-পুত্রগণও নিতান্ত হতাশ হইয়া ভাবিতেন, "আহা! এমন কোন লোক কি ভাগ্যবলে পাওয়া যাইবে, যিনি ইঁহাকে রোগমুক্ত করিতে পারিবেন?" শেষে ঐ ব্যক্তি কামনা করিলেন, "আমি যদি আরোগ্য লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব।" আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ইহার কয়েক দিন পরেই কোন উপকারক দ্রব্য লাভ করিয়া সেই ব্যক্তি নীরোগ হইলেন এবং জেতবনে গিয়া প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করিলেন। তিনি শাস্তার নিকট প্রথমে প্রব্রজ্যা, পরে উপসম্পদা প্রাপ্ত হইলেন এবং অচিরে অর্হত্ত্ব লাভ করিলেন।

অনন্তর একদিন ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভায় এই সম্বন্ধে কথোপকথন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "দেখ, অমুক পাণ্ডুরোগী, আরোগ্য লাভ করিলে প্রব্রজ্যা লইব এই চিন্তা করিয়া প্রথমে প্রব্রজ্যা, শেষে অর্হত্ত্ব পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইয়াছেন।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "কেবল এই ব্যক্তি নহেন, পণ্ডিতেরাও পুরাকালে আরোগ্যলাভের পর প্রব্রজ্যা গ্রহণ পূর্ব্বক উন্নতিমার্গে অধিরোহণ করিয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পর ধনার্জ্জনে প্রবৃত্ত হইলে পাণ্ডুরোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। বৈদ্যেরা তাঁহার আরোগ্যবিধান করিতে পারিলেন না, তাঁহার স্ত্রী ও পুত্রেরাও নিতান্ত হতাশ হইয়া পড়িলেন। তখন বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, "আমি এই রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিলে প্রব্রাজক হইব।" ইহার পর তিনি কোন উপকারক দ্রব্য লাভ করিয়া নীরোগ হইলেন এবং হিমবন্ত প্রদেশে গিয়া ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। সেখানে তিনি অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ লাভ করিলেন এবং ধ্যানসুখে মগ্ন হইয়া বলিলেন, "অহো! আমি এতদিন এই আনন্দ হইতে বঞ্চিত ছিলাম!" এই সময়ে আবেগের ভরে তিনি নিম্নলিখিত গাথা তিনটী বলিয়াছিলেন:—

---

* অর্থাৎ দেহ অনিত্য ও ব্যাধির আগার বলিয়া ইহার প্রতি বীতরাগ। পাঠান্তর 'কায়বিচ্ছিন্দ'।

জীবের পীড়নে রত শত শত রোগ ;
তাদের একটী মাত্র করিলাম ভোগ'।
এমনই কঠিন কিন্তু পীড়ন ইহার,
কলেবর হ'ল মোর অস্থিচর্ম্মসার।
তপ্তপাংশু-স্পর্শে যথা কুসুম শুকায়,
রোগগ্রস্ত জীবদেহ সেই দশা পায়।

নানা শব উপাদানে দেহ বিনির্ম্মিত,
বীভৎস, অশুচি ইহা, অতীব ঘৃণিত।
কিন্তু অন্ধ জীব, যাহা অশুচি-আকর,
তাহাকেই শুচি জ্ঞানে করে সমাদর।
অপ্রিয়ে আসক্ত হয় প্রিয় ভাবি মনে,
দুঃখ হ'তে মুক্ত জীব হইবে কেমনে ?

ধিক্ দেহে, পূতিময়, ঘৃণার ভাজন,
অশুচি, আতুর, সর্ব্বব্যাধি-নিকেতন।
আসক্ত এহেন দেহে মূঢ় জীবগণ
সুপথ ত্যজিয়া করে কুপথে গমন।
পুণ্যাত্মা দেহান্তে পুনর্জন্ম লভে যথা,
দেহাসক্ত জীব কভু নাহি যায় তথা।

মহাসত্ত্ব এইরূপে তন্ন তন্ন করিয়া দেহের অশুচিভাব উপলব্ধি করিলেন এবং ইহা যে নিয়ত আতুর, তাহা বুঝিতে পারিলেন। কাজেই দেহের উপর তাঁহার বিরাগ জন্মিল ; তিনি ব্রহ্মবিহারচতুষ্টয় চিন্তা করিতে করিতে ব্রহ্মলোক-পরায়ণ হইলেন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন ; তচ্ছ্রবণে বহুলোকে স্রোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইল।
সমবধান—তখন আমিই ছিলাম সেই তাপস।]

২৯৪—জম্বু-খাদক-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে দেবদত্তের ও কোকালিকের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। দেবদত্তের যখন আয় হ্রাস হইতেছিল, তখন কোকালিক দ্বারে দ্বারে গিয়া এইরূপে তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিয়াছিলেন :—'দেবদত্ত মহাসম্মতের* বংশজাত এবং ইক্ষ্বাকুকুলের ধুরন্ধর ; তিনি যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহা পুরুষপরম্পরায় বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় ; তিনি ত্রিপিটক-বিশারদ, ধ্যানশীল, মধুরভাষী ও ধর্ম্মকথক। তোমরা তাঁহাকে অকাতরে দান কর।' এদিকে দেবদত্তও বলিতেন, "কোকালিক উদীচ্য ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রব্রাজক হইয়াছেন। তিনি বহুশাস্ত্র-বিশারদ ও ধর্ম্মকথক। তোমরা দানাদি দ্বারা তাঁহার সম্মান কর।" তাঁহারা উভয়ে এইরূপে পরস্পরের গুণকীর্ত্তনপূর্ব্বক গৃহে গৃহে ভোজন করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভিক্ষুরা একদিন ধর্ম্মসভায় এই সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "দেখ, দেবদত্ত ও কোকালিক পরস্পরের অলীক গুণ কীর্ত্তন করিয়া ভোজনব্যাপার নির্ব্বাহ করিতেছেন।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "এই দুই জনে যে কেবল এজন্মে পরস্পরের কল্পিত গুণ কীর্ত্তন করিয়া ভোজন নির্ব্বাহ করিতেছে, তাহা নহে, পূর্ব্বেও ইহারা এইরূপ করিয়াছিল"। অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—

---

* বৌদ্ধমতে ইনি পৃথিবীর আদি রাজা—হিন্দুদিগের বৈবস্বতমনুস্থানীয়। বর্ত্তমান কল্পের বিবর্ত্তকালে যখন পৃথিবীতে পুনর্ব্বার মনুষ্যের আবির্ভাব হয়, তখন সকলে ইঁহাকে রাজপদে নির্ব্বাচিত করিয়াছিল। এই জন্যই ইঁহার নাম হইয়াছিল 'মহাসম্মত'।

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব কোন জম্বুবনে বৃক্ষদেবতারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেখানে এক কাক একদা একটা জম্বুবৃক্ষের শাখায় বসিয়া জম্বুফল খাইতেছিল। সেই সময়ে এক শৃগাল গিয়া সেখানে উপস্থিত হইল এবং ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কাককে দেখিতে পাইল। তখন সে ভাবিল, "আমি এই কাকের অলীক গুণ কীর্ত্তন-দ্বারা জম্বু খাইবার উপায় করি।" অনন্তর সে কাকের স্তুতিবাদসূচক নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটী বলিল :—

কে হে তুমি জম্বুশাখে করিছ কূজন,
ময়ূরশাবকসম প্রিয়দরশন ?
নিশ্চল, সুন্দর কায়, স্বরে সুধা ঝরি যায়।
কলকণ্ঠ কত পক্ষী দেখিবারে পাই ;
সবে কিন্তু পরাজয় মানে তব ঠাঁই

ইহা শুনিয়া কাক নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথা দ্বারা শৃগালের প্রতিপ্রশংসা করিল :—

ভদ্রবংশে জন্ম যার, জানে সেই জন
করিবারে ভদ্রদের মহিমা কীর্ত্তন।
শার্দ্দূল-শাবকসম রূপ তব অনুপম,
এস, বন্ধু, খাও জাম উদর পূরিয়া,
দিতেছি তোমার তরে ভূতলে ফেলিয়া।

ইহা বলিয়া কাক শাখায় ঝাঁকি দিয়া ফল ফেলিতে লাগিল। উভয়ে উভয়ের অলীক স্তুতিবাদপূর্ব্বক জাম খাইতেছে দেখিয়া সেই বৃক্ষদেবতা নিম্নলিখিত তৃতীয় গাথাটী বলিলেন :—

চিরদিন এই রীতি দেখিবারে পাই,
মিথ্যাবাদী আসি জুটে মিথ্যাবাদি-ঠাঁই,
বায়স বান্তাদ* জানি পক্ষিকুলাঙ্গার,
পূতিমাংস শৃগালের পবিত্র আহার।
সেই হেতু আসি হেথা ধূর্ত্ত দুইজন,
একে করে অপরের প্রশংসা কীর্ত্তন।

এই গাথা বলিবার পর সেই দেবতা ভৈরবরূপ ধারণ করিয়া কাক ও শৃগালকে ভয় দেখাইলেন। তখন তাহারা সেখান হইতে পলাইয়া গেল।

[সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল সেই শৃগাল ; কোকালিক ছিল সেই কাক এবং আমি ছিলাম সেই বৃক্ষদেবতা।]

☞এই জাতকের সহিত ঈষপ্‌বর্ণিত কাক ও শৃগালের গল্প এবং পরবর্ত্তী অর্থাৎ ২৯৩-সংখ্যক জাতক তুলনা করা যাইতে পারে।

২৯৫—অন্ত-জাতক।†

[শাস্তা এই কথাও জেতবনে অবস্থিতিকালে দেবদত্ত ও কোকালিককে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্ন বস্তু পূর্ব্ববর্ত্তী জাতকের সদৃশ।]

* যে বমনোত্থ দ্রব্য ভোজন করে।
† অন্ত—অধম।

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব কোন গ্রামসন্নিহিত এরণ্ডবৃক্ষ-দেবতারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। একদা কোন গ্রামে একটা বুড়া গরু মারা গিয়াছিল; লোকে তাহার মৃতদেহটা টানিয়া লইয়া সেই এরণ্ডবনে ফেলিয়া দিয়াছিল। এক শৃগাল গিয়া তাহার মাংস খাইতে আরম্ভ করিল। তাহার পর একটা কাক গিয়া এরণ্ড-শাখায় বসিল এবং শৃগালকে দেখিতে পাইয়া ভাবিল, "ইহার মিথ্যা স্তুতিবাদ দ্বারা মাংস খাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।" অনন্তর সে নিম্নলিখিত প্রথম গাথা বলিল :—

বৃষস্কন্ধ, কেসরি-বিক্রম, মহাশয়,
মৃগরাজ নাম তব বুঝিনু নিশ্চয়।
প্রসাদ পাইতে হেথা আসিয়াছে দাস;
লভিয়া কিঞ্চিৎ মাংস পুরিবে কি আশ?

ইহা শুনিয়া শৃগাল দ্বিতীয় গাথা বলিল :—

ভদ্র বংশে জন্ম যার, জানে সেইজন
করিবারে ভদ্রদের মহিমা কীর্ত্তন।
এস হে ময়ূরগ্রীব বায়স পুঙ্গব,
খাও মাংস সঙ্গে মোর, যত ইচ্ছা তব।

তাহাদের এই কাণ্ড দেখিয়া বৃক্ষদেবতা তৃতীয় গাথা বলিলেন :—

পশুর অধম ধূর্ত্ত শিবা, পক্ষীর অধম কাক,
কাণে আঙ্গুল দেয় লোকে শুন্‌লে যাহার ডাক,
বৃক্ষের অধম এরণ্ড, বলে সর্ব্বজন;
তিন অধমের এক ঠাঁই হয়েছে মেলন।

[সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল সেই শৃগাল; কোকালিক ছিল সেই কাক এবং আমি ছিলাম সেই বৃক্ষদেবতা।]

২৯৬—সমুদ্র-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে স্থবির উপনন্দকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি অপরিমাণ পানভোজন করিতেন। শকটপূর্ণ ভক্ষ্যভোজ্যেও তাঁহার তৃপ্তি হইত না। বর্ষাকালে তিনি যুগপৎ দুই তিনটী বিহারে বাসা লইয়া কোথাও পাদুকা রাখিয়া দিতেন, কোথাও যষ্টি, কোথাও উদকতুম্ব রাখিয়া দিতেন এবং স্বয়ং এক বিহারে অবস্থিতি করিতেন। তিনি কোন জনপদস্থ বিহারে গিয়া যদি তত্রত্য ভিক্ষুদিগকে উপকরণ সম্পন্ন দেখিতেন, তাহা হইলে তাহাদিগের নিকট আর্য্যবংশ-লক্ষণ বলিতেন।* তাহা শুনিয়া ভিক্ষুগণ আবর্জ্জনা-স্তূপ হইতে ছিন্ন বস্ত্রখণ্ডসমূহ সংগ্রহ করিতেন এবং স্ব স্ব চীবর পরিত্যাগ করিয়া সেইগুলি পরিধান করিতেন। তখন উপনন্দ ঐ পরিত্যক্ত চীবরপাত্রাদি গাড়ীতে পুরিয়া জেতবনে লইয়া যাইতেন।

একদিন ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভায় এ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "দেখ, আয়ুষ্মান্ শাক্যপুত্র উপনন্দ অতিভোজী ও অতিলোভী। তিনি অন্যের নিকট ধর্ম্মকথা বলেন, আর নিজে শকটপূর্ণ করিয়া ভিক্ষুদিগের পাত্রচীবর প্রভৃতি উপকরণ লইয়া আসেন।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় শ্রবণ করিলেন এবং বলিলেন, "উপনন্দ আর্য্যবংশ লক্ষণ বলিয়া অন্যায় করিয়াছে। অন্যের সদাচার প্রশংসা করিবার পূর্ব্বে নিজের বাসনা সংযত করাই কর্ত্তব্য।

---

* সঙ্গীতি-সূত্রে চতুর্ব্বিধ আর্য্যবংশ, অর্থাৎ নির্দ্দোষ ভিক্ষুর পরিচয় দেখা যায়—যিনি যে চীবর পান তাহাতেই সন্তুষ্ট, যিনি যে ভোজ্য পান তাহাতেই সন্তুষ্ট, যিনি যে শয্যা পান তাহাতেই সন্তুষ্ট এবং যিনি কেবল ধ্যানেই সন্তোষ লাভ করেন। উপনন্দের উদ্দেশ্য ছিল যে আর্য্যবংশদিগের গুণকীর্ত্তনদ্বারা তিনি জনপদবাসী ভিক্ষুদিগের মনে বিষয়-বিরাগ জন্মাইবেন; সুতরাং তাঁহারা স্ব স্ব চীবরাদি উৎকৃষ্ট উপকরণসমূহ পরিত্যাগ করিবেন এবং তিনি নিজে ঐ সকল দ্রব্য আত্মসাৎ করিবেন।

অগ্রে নিজে ধর্ম্মপথে হও অগ্রসর,
শেষে হও অপরের শাসনে তৎপর।
প্রকৃত পণ্ডিত তিনি, ধর্ম্মপরায়ণ,
স্বার্থচিন্তা সদা যিনি করেন বর্জ্জন।" *

শাস্তা ভিক্ষুদিগকে ধর্ম্মপদের উল্লিখিত গাথা শুনাইয়া এবং উপনন্দের নিন্দা করিয়া আবার বলিতে লাগিলেন, "ভিক্ষুগণ, উপনন্দ যে কেবল এজন্মেই দুরাকাঙ্ক্ষ হইয়াছে তাহা নহে; সে পূর্ব্বজন্মেও মহাসমুদ্রের উদক রক্ষার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীতে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার সময়ে বোধিসত্ত্ব সমুদ্র-দেবতারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

একদিন এক উদক-কাক সমুদ্রের উপরিভাগ দিয়া যাইবার সময়ে মৎস্য ও পক্ষীদিগকে অতিরিক্ত জলপান হইতে বিরত করিবার মানসে বলিতেছিল, "সমুদ্রের জল প্রমাণ করিও; সাবধান যেন বেশী পান করিয়া ফেলিও না।" তাহাকে দেখিয়া সমুদ্র-দেবতা নিম্নলিখিত প্রথম গাথা বলিলেন :—

কে তুমি হে যাও ছুটি, লবণসমুদ্রোপরি? ফুরাইবে জল এই ভয়ে
কে তুমি বারণ কর মৎস্যমকরের দলে পিতে জল তৃপ্তার সময়ে?

ইহা শুনিয়া সমুদ্রকাক নিম্নলিখিত গাথা বলিল :—

শকুনি অনন্তপায়ী খ্যাত আমি চরাচরে
কিছুতেই কভু মোর তৃষ্ণা শান্তি নাহি হরে।
[illegible] সীমাহীন এ সাগর
নিঃশেষে করিব পান এই ইচ্ছা নিরন্তর।

তখন সাগরদেবতা নিম্নলিখিত তৃতীয় গাথা বলিলেন :—

ভাটায় কমিয়া যায়, জোয়ারেতে বৃদ্ধি পায়,
জলহীন মহোদধি হয় কি কখন?
পান করি বারিবিন্দু, শুষিবে অনন্ত সিন্ধু
হেন চিন্তা করে শুধু প্রমত্ত যে জন।

ইহা বলিয়া সমুদ্র-দেবতা ভৈরবরূপ ধারণপূর্ব্বক উদক-কাকের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। তাহা দেখিয়া সে পলাইয়া গেল।

[সমবধান—তখন উপনন্দ ছিল সেই উদক-রাক্ষস এবং আমি ছিলাম সেই সমুদ্রদেবতা।]

২৯৭—কামবিলাপ-জাতক।

[এক ভিক্ষু তাহার পূর্ব্বপত্নীর বিরহে উৎকণ্ঠিত হইতেছিল। তদুপলক্ষ্যে শাস্তা জেতবনে এই কথা বলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্ন বস্তু পুষ্পরক্ত জাতকে (১৪৭) বলা হইয়াছে। অতীত বস্তুর জন্য ইন্দ্রিয় জাতক (৪২৩) দ্রষ্টব্য।]

এইরূপে রাজপুরুষেরা উক্ত ব্যক্তিকে জীবিতাবস্থায় শূলে চড়াইয়া দিল। সে শূলে আরোপিত হইয়া দেখিল একটা কাক আকাশ দিয়া উড়িয়া যাইতেছে। তখন সে নিজের দারুণ যাতনা ভুলিয়া গিয়া প্রিয়পত্নীর নিকট সংবাদ প্রেরণ করিবার অভিপ্রায়ে কাককে সম্বোধনপূর্ব্বক নিম্নলিখিত গাথা গুলি বলিল :—

---

* ধম্মপদ (অত্তবগ্গ)—১৫৮।

পক্ষযুগে দিয়া ভর যেথা ইচ্ছা যাইবারে, হে পাখী, শকতি তব আছে,
বিলম্বকারণ মম, বামোরু প্রিয়ারে বলো', এই ভিক্ষা মাগি তব কাছে।
আমার বধের তরে, খড়্গ, শূল হাতে লয়ে' আসিয়াছে ঘাতকের দল;
জানে না এসব চণ্ডী; বিলম্ব দেখিয়া মম ক্রোধ তাই করিছে কেবল।

ভাবি আমি সেই কথা মনে বড় পাই ব্যথা, বলো' তাঁরে, ধরি তব পায়;
শূলে করি আরোহণ এই যে যাতনা মোর, কোন্ ছার তার তুলনায়।

উৎপল জিনিয়া আভা বর্ম্ম মম মনলোভা, র'ল তার ভোগের কারণ;
উপধান অভ্যন্তরে পাইবে সে দেখিবারে স্বর্ণময় বিবিধ ভূষণ;
স্থকোমল পরিপাটি র'ল বারাণসী শাটী আর (ও) মূল্যবান্ দ্রব্য নানা,
সর্ব্বস্ব দিলাম তায়; পাইয়া এ সব তার তৃপ্ত হোক অর্থের বাসনা।

এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে হতভাগ্য দেহত্যাগপূর্ব্বক নিরয়গমন করিল।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তচ্ছ্রবণে সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু স্রোতাপত্তি ফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—তখন এই ভার্য্যা ছিল সেই হতভাগ্যের ভার্য্যা এবং আমি ছিলাম সেই দেবপুত্র, যিনি আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ব্যাপার লক্ষ্য করিয়াছিলেন।]

☞এই জাতকটীকে একখানি ছোটখাট "কাকদূত" বলা যাইতে পারে।

২৯৮—উডুম্বর-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে জনৈক ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি কোন প্রত্যন্ত গ্রামে বিহার নির্ম্মাণপূর্ব্বক সেখানে বাস করিতেন। পাষাণ-পৃষ্ঠে প্রতিষ্ঠিত এই বিহারটী অতি রমণীয় ছিল—চতুর্দ্দিক্ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, নিকটেই নির্ম্মল জল, অনতিদূরে ভিক্ষাচর্য্যার জন্য গ্রাম, গ্রামবাসীরাও সকলে প্রসন্নচিত্ত ও দানশীল।

একদা কোন ভিক্ষু ভিক্ষাচর্য্যা করিতে করিতে সেই বিহারে উপস্থিত হইলেন। বিহারবাসী স্থবির তাঁহার যথারীতি সৎকার করিলেন এবং পরদিন তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া ভিক্ষার্থ গ্রামের মধ্যে গমন করিলেন। গ্রাম-বাসীরা তাঁহাদিগকে ভিক্ষা দিল এবং পর দিন পুনর্ব্বার আসিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিল।

এই বিহারে কিয়ৎকাল বাস করিবার পর আগন্তুক ভিক্ষু চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'একটা উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক স্থবিরটাকে বঞ্চনা করিয়া ও তাড়াইয়া দিয়া এই বিহার আত্মসাৎ করিতে হইবে।' অতঃপর তিনি একদিন স্থবিরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই, তুমি কখনও ভগবান্ বুদ্ধের দর্শনলাভ করিয়াছ কি?" স্থবির উত্তর দিলেন, "না ভাই, বিহারের তত্ত্বাবধান করিতে পারে, এখানে এমন লোক পাওয়া দুর্ঘট, সেই জন্যই আমি ভগবানের নিকট যাইতে পারি নাই।" "তার জন্য ভাবনা কি? তুমি ভগবানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া যতদিন না ফিরিবে, ততদিন আমিই এই বিহারের রক্ষণাবেক্ষণ করিব।" বিহারবাসী স্থবির বলিলেন, "ভাই, তুমি অতি উত্তম ব্যবস্থা করিয়াছ।" অনন্তর তিনি গ্রামবাসীদিগকে বলিয়া গেলেন, "দেখ, আমি যতদিন না ফিরি, ততদিন যেন এই স্থবিরের কোন কষ্ট না হয়।"

তদবধি আগন্তুক, বিহারবাসী ভিক্ষুর প্রকৃত ও কল্পিত নানাবিধ দোষের উল্লেখ করিয়া, গ্রামবাসীদিগের মন ভাঙ্গিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এদিকে বিহারবাসী স্থবির শাস্তার দর্শন লাভ করিয়া আশ্রমে ফিরিলেন, কিন্তু আগন্তুক তাঁহাকে আশ্রয় দিলেন না। তিনি অতিকষ্টে কোথাও রাত্রি যাপন করিয়া পরদিন ভিক্ষার জন্য গ্রামে গমন করিলেন, কিন্তু গ্রামবাসীরাও তাঁহার কোনরূপ অভ্যর্থনা করিল না। তখন তিনি নিরাশ হইয়া জেতবনে গমন করিলেন এবং তত্রত্য ভিক্ষুদিগকে নিজের দুর্দ্দশার কথা জানাইলেন।

ভিক্ষুরা একদিন ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "শুনিয়াছি, অমুক ভিক্ষু নাকি অমুক ভিক্ষুকে তাঁহার বিহার হইতে নিষ্কাশিত করিয়া নিজেই সেখানে বাস করিতেছেন।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত

হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, ঐ ব্যক্তি কেবল এ জন্মে নহে, পূর্ব্বজন্মেও ইহাকে ইহার বাসস্থান হইতে বিদূরিত করিয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীতকথা আরম্ভ করিলেন।

পুরাকালে বারাণসীনগরে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার সময়ে বোধিসত্ত্ব কোন অরণ্যে বৃক্ষদেবতা হইয়া বাস করিতেন। তখন বর্ষাকালে এক একবার সাতদিন ধরিয়া অবিরত বারিপাত হইত। একটা রক্তমুখ মর্কট সেই সময়ে কোন গিরিগুহায় বাস করিত। ঐ গুহা এমনভাবে অবস্থিত ছিল যে উহার মধ্যে বৃষ্টির জল প্রবেশ করিতে পারিত না।

একদিন রক্তমুখ মর্কট গুহাদ্বারে পরমসুখে বসিয়া আছে, এমন সময়ে এক কৃষ্ণমুখ মহামর্কট * বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে ও শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে সেইখানে উপস্থিত হইল। সে রক্তমুখকে সুখাসীন দেখিয়া ভাবিল, 'কোন উপায়ে ইহাকে বাহির করিয়া দিয়া এই গুহায় বাস করিতে হইবে।' অনন্তর, সে যেন কতই আহার করিয়াছে ইহা দেখাইবার জন্য, পেট ফুলাইয়া রক্তমুখের সম্মুখে দাঁড়াইয়া নিম্নলিখিত প্রথম গাথা বলিল :—

বট, বদ্‌রেল, যগডুম্বুরের ফল পেকেছে কত।
ক্ষুধায় তবু পাচ্ছ কষ্ট বোকাটীর মত।
যাইবে চল আমার সাথে, ছিঁড়্‌বে সে সব দুই হাতে,
খাবে তুমি পেট পূরিয়া ইচ্ছা হবে যত।

রক্তমুখ এই কথা বিশ্বাস করিয়া ফলভোজনার্থ ব্যগ্র হইল। সে গুহা হইতে বাহির হইয়া ইতঃস্ততঃ ফল অন্বেষণ করিতে লাগিল, কিন্তু কোথাও কিছু না পাইয়া গুহায় ফিরিয়া গেল। সেখানে দেখে কৃষ্ণমুখ গুহার ভিতরে বসিয়া আছে। তখন সে কৃষ্ণমুখকে বঞ্চনা করিবার অভিপ্রায়ে তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথা বলিল :—

গাছ-পাকা ফল খেয়ে আজি পেলাম যে সুখ ভাই
বৃদ্ধের যারা করে সেবা, তারাও পায় তাহাই।

ইহা শুনিয়া কৃষ্ণমুখ তৃতীয় গাথা বলিল :—

বনজ বনজে বঞ্চে, বানর বানরে; অন্যে নাহি পারে;
বাল তুমি, তবু সাধ্য নাহি অপরের বঞ্চিতে তোমারে।
আমি পুরাতন ঘুঘু, কি সাধ্য তোমার, ভুলাতে আমায়?
বন ফলহীন এবে; যাও চলি তুমি যথা ইচ্ছা হয়।

তখন রক্তমুখ নিরুপায় হইয়া প্রস্থান করিল।

[সমবধান—তখন এই বিহারবাসী ভিক্ষু ছিল সেই ক্ষুদ্র মর্কট, এই আগন্তুক ভিক্ষু ছিল সেই মহামর্কট এবং আমি ছিলাম সেই বৃক্ষদেবতা।]

২৯৯—কোমায়পুত্র-জাতক।

[শাস্তা পূর্ব্বারামে অবস্থিতিকালে কতিপয় রূঢ়স্বভাব ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। শাস্তা যে প্রাসাদের দ্বিতীয় তলে অবস্থিতি করিতেন, ইঁহারা তাহার নিম্নতলে থাকিতেন এবং কে কি দেখিয়াছেন বা শুনিয়াছেন ইহা লইয়া পরস্পর কলহ ও দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিতেন। শাস্তা একদিন মহামৌদ্গল্যায়নকে ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি এই সকল ভিক্ষুকে একটু ভয় প্রদর্শন কর।" এই আদেশানুসারে মহামৌদ্গল্যায়ন

* হনুমান্ বানর।

আকাশে উত্থিত হইয়া পাদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা প্রাসাদের ভিত্তি স্পর্শ করিলেন; অমনি আসমুদ্র সমস্ত প্রাসাদ কাঁপিয়া উঠিল; ভিক্ষুগণ মরণভয়ে তৎক্ষণাৎ বাহিরে ছুটিয়া আসিলেন।

অতঃপর ঐ ভিক্ষুদিগের দুর্ব্যবহারের কথা সঙ্ঘমধ্যে প্রকাশ হইয়া পড়িল এবং একদিন ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া এই সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, "অমুক অমুক ভিক্ষু এবংবিধ নির্ব্বাণপ্রদ শাসনে প্রবিষ্ট হইয়াও দুর্ব্যবহার করিতেছেন, তাঁহারা সংসারের অনিত্যতা, দুঃখ ও অসারতা বুঝিতে পারেন না; ধর্ম্মকর্ম্মও করেন না।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন "এই ভিক্ষুগণ কেবল এজন্মে নহে, পূর্ব্বেও দুরাচার ছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীতে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার সময়ে বোধিসত্ত্ব এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম ছিল কোমায়পুত্র। তিনি কালক্রমে সংসার ত্যাগপূর্ব্বক ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া হিমবন্ত প্রদেশে বাস করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে কতিপয় দুরাচার তপস্বীও সেখানে আশ্রম নির্ম্মাণপূর্ব্বক অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাঁহারা কাৎস্নপরিকর্ম্ম প্রভৃতি তাপসজনোচিত ধ্যানাদির অনুষ্ঠান করিতেন না, কেবল অরণ্য হইতে ফলমূল আহরণ করিয়া উদর সেবা করিতেন এবং হাস্যপরিহাসে ও আমোদপ্রমোদে সময় কাটাইতেন। তাঁহাদের একটা মর্কট ছিল, সেও তাঁহাদের ন্যায় দুরাচার হইয়াছিল এবং নানাপ্রকার মুখভঙ্গী ও লম্ফ ঝম্ফ দ্বারা তাঁহাদের মনস্তুষ্টি করিত।

তাপসগণ এই আশ্রমে দীর্ঘকাল বাস করিয়া একদা লবণ ও অম্লসংগ্রহার্থ লোকালয়ে গমন করিলেন। তাঁহারা প্রস্থান করিলে বোধিসত্ত্ব তাঁহাদের আশ্রমে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। মর্কটটা তাঁহাদিগকে যেরূপ মুখভঙ্গী প্রভৃতি দেখাইত, বোধিসত্ত্বকেও সেইরূপ দেখাইতে লাগিল। তাহাতে বোধিসত্ত্ব উহার মুখের নিকট অঙ্গুলি ছোটন করিয়া বলিলেন। "যাহারা সুশিক্ষিত তাপসদিগের নিকট থাকে, তাহাদের সদাচারসম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। তাহাদের আচরণ সভ্য হইবে এবং তাহারা ধ্যানপরায়ণ হইবে।" এই উপদেশ শুনিয়া মর্কটটা তদবধি শীলবান্ ও আচারসম্পন্ন হইল।

অতঃপর বোধিসত্ত্ব অন্যত্র প্রস্থান করিলেন; তাপসেরাও লবণ ও অম্ল লইয়া আশ্রমে ফিরিলেন; কিন্তু মর্কটটা আর অঙ্গভঙ্গীদ্বারা পূর্ব্ববৎ তাঁহাদের মনস্তুষ্টি সম্পাদন করিল না। তখন একজন তাপস জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আমাদের সম্মুখে পূর্ব্বের ন্যায় খেলা কর না কেন?" এই প্রশ্ন করিবার কালে তিনি নিম্নলিখিত গাথা বলিলেন :—

> পূর্ব্বে তুমি সামনে মোদের খেল্‌তে খেলা কত
> এখন কেন খেলনা আর পূর্ব্বকার মত?
> বানর যেমন করে খেলা, খেল পুনর্ব্বার,
> শিষ্ট শান্ত বানর দেখ্‌লে জ্বলে যায় হাড়।

ইহা শুনিয়া মর্কট নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথা বলিল :—

> পণ্ডিতের অগ্রগণ্য শ্রীকোমায়স্বামী,
> তাঁর মুখে তত্ত্বকথা শুনিয়াছি আমি।
> ভেবনা আমারে পূর্ব্বে ভাবিতে যেমন;
> হইয়াছি এবে আমি ধ্যান-পরায়ণ।

তখন ঐ তপস্বী নিম্নলিখিত তৃতীয় গাথা বলিলেন :—

> বর্ষুক পর্জ্জন্য বৃষ্টি যত ইচ্ছা হয় তত,
> পাষাণে রোপিত বীজ হয় নাক অঙ্কুরিত।

সত্য বটে শুনিয়াছ তত্ত্বকথা বহু তুমি,
তথাপি মর্কটে কভু নাহি লভে ধ্যান ভূমি।

[সমবধান—তখন এই ভিক্ষুগণ ছিল সেই দুরাচার তাপসের দল এবং আমি ছিলাম কোমারপুত্র।]

৩০০—বৃক-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে পুরাণ বন্ধুত্ব-সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। তদ্বৃত্তান্ত বিনয়পিটকে (মহাবগ্‌গ ১, ৩১, ৩) সবিস্তর বিবৃত আছে। এখানে উহা সংক্ষিপ্তাকারে দেওয়া যাইতেছে:—আয়ুষ্মান্ উপসেন প্রব্রজ্যাগ্রহণের দুই বৎসর পরেই একদা জনেক একবার্ষিক সার্দ্ধবিহারিকের সহিত শাস্তাকে বন্দনা করিতে গিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য তিরস্কৃত হইয়াছিলেন। তিরস্কার ভোগান্তে শাস্তাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক তিনি সেখান হইতে চলিয়া গেলেন; তৎপরে ক্রমে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন হইলেন, অর্হত্বলাভ করিলেন, নিঃস্পৃহত্ব প্রভৃতি নানাগুণে বিভূষিত হইলেন, ভিক্ষুজনোচিত ত্রয়োদশ ধুতাঙ্গ * নিজে ধারণ করিলেন ও শিষ্যদিগকে শিক্ষা দিলেন, এবং ভগবান্ যখন মাসত্রয়ের জন্য নির্জনবাস করিতেছিলেন, তখন অনুচরদিগকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তিনি পূর্ব্বে ধর্মবিরুদ্ধ আচরণে ও কর্ত্তব্যে অবহেলা করিয়া তিরস্কৃত হইয়াছিলেন, কিন্তু এখন সাধুকার পাইলেন। শাস্তা বলিলেন, "এখন হইতে ধুতাঙ্গধর ভিক্ষুরা যখন ইচ্ছা আমার সহিত দেখা করিতে পারিবে।"

শাস্তার অনুগ্রহলাভান্তে উপসেন সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন এবং ভিক্ষুদিগকে এই বৃত্তান্ত জানাইলেন। তদবধি ভিক্ষুরা শাস্তার সহিত দেখা করিতে যাইবার পূর্ব্বে ধুতাঙ্গ ধারণ করিতেন, কিন্তু শাস্তা নির্জ্জন বাস হইতে বাহির হইলেই স্ব স্ব মলিন বস্ত্র-খণ্ড-সমূহ পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন চীবর পরিধান করিতেন।

একদিন শাস্তা বহুসংখ্যক শিষ্যসহ ভিক্ষুদিগের শয়নকক্ষ পরিদর্শন করিবার সময় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত এই সকল মলিনবস্ত্রখণ্ড দেখিতে পাইয়া যখন প্রকৃত ব্যাপার জানিতে পারিলেন, তখন বলিলেন, "এই ভিক্ষুদিগের ধুতাঙ্গধারণ বৃকের পোষধব্রতের ন্যায় অচিরস্থায়ী।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসী নগরে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার সময়ে বোধিসত্ত্ব দেবরাজ শক্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন একটা বৃক গঙ্গাতীরে কোন পাষাণপৃষ্ঠে বাস করিত। একবার শীতকালে হঠাৎ জল বৃদ্ধি হইয়া ঐ পাষাণ পরিবেষ্টিত করিল। বৃক পাষাণ-পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া প্রাণ বাঁচাইল বটে, কিন্তু তাহার খাদ্যাভাব ঘটিল, খাদ্যান্বেষণে বহির্গমনের পথও রুদ্ধ হইল। এদিকে ক্রমেই জল বাড়িতে লাগিল। তখন বৃক ভাবিল, "তাই ত, এখানে না পাইতেছি খাদ্য, না দেখিতেছি বাহিরে যাইবার পথ। এরূপ নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকা অপেক্ষা বরং পোষধব্রত অবলম্বন করা ভাল।" অনন্তর সে পোষধপালনের অভিপ্রায়ে তদবধি শীলসমূহ পালন করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিল।

এদিকে শক্র ধ্যানবলে বৃকের এই দুর্ব্বল সঙ্কল্প জানিতে পারিলেন। তখন তিনি তাহার ভণ্ডামি প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে ছাগরূপ ধারণপূর্ব্বক অদূরে দেখা দিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া বৃক ভাবিল, 'পোষধব্রত অন্য একদিন পালন করিলেই চলিবে।' সে উঠিয়া

* ধুতাঙ্গ বা ধুতগুণ-সম্বন্ধে প্রথম খণ্ডের ৩৯ শ পৃষ্ঠের পাদটীকা দ্রষ্টব্য। সেখানে ধুতাঙ্গগুলির নামনির্দ্দেশে একটু ভ্রম আছে। ধুতাঙ্গগুলি এই:—পাংশুকূলিকাঙ্গ, ত্রৈচীবরিকাঙ্গ, পৈণ্ডপাতিকাঙ্গ, সাবদানচারিকাঙ্গ, ঐকাসনিকাঙ্গ, পাত্রপিণ্ডিকাঙ্গ, খলুপশ্চাদ্‌ভক্তিকাঙ্গ, আরণ্যকাঙ্গ, বৃক্ষমূলিকাঙ্গ, আভ্যবকাশিকাঙ্গ, শ্মাশানিকাঙ্গ, যথাসংস্তরিকাঙ্গ, নৈষদ্যিকাঙ্গ। যে সকল ভিক্ষু বৈখানসদিগের ন্যায় অরণ্যে বাস করিতেন, ধুতাঙ্গগুলি তাঁহাদেরই প্রতিপাল্য। মনুসংহিতায় (৬ষ্ঠ অধ্যায়) বানপ্রস্থধর্ম্মের বর্ণনা আছে। ২৩শ শ্লোকে দেখা যায় বানপ্রস্থ "গ্রীষ্মে পঞ্চতপাস্তু স্যাদ্বর্ষাস্বভ্রাবকাশিকঃ।" সম্ভবতঃ এই 'অভ্রাবকাশিক' শব্দটী বৌদ্ধদিগের সাহিত্যে 'আভ্যবকাশিক' হইয়াছে। মেধাতিথি অভ্রাবকাশিক শব্দের এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন:—অভ্রাণি এব অবকাশ আশ্রয়ো যস্মিন্ দেশে দেবো বর্ষতি তং প্রদেশমাশ্রয়েদ্ বর্ষনিবারণার্থং ছত্রবস্ত্রাণি ন গৃহ্ণীয়াৎ।

ছাগরূপী শক্রকে ধরিবার জন্য লম্ফ দিল, শক্রও ইতস্ততঃ এরূপভাবে লাফাইতে লাগিলেন যে, কিছুতেই ধরা দিলেন না। বৃক তাঁহাকে ধরিতে না পারিয়া শেষে নিবৃত্ত হইল, স্বস্থানে ফিরিয়া গেল এবং "যাহা হউক, পোষধব্রত ত ভঙ্গ হইল না", মনকে এই প্রবোধ দিয়া শয়ন করিল।

তখন শক্র আত্মরূপ পুনর্গ্রহণপূর্ব্বক আকাশে অধিষ্ঠিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "অরে ধূর্ত্ত! তোর মত দুর্ব্বলচিত্ত প্রাণী পোষধব্রত লইয়া কি করিবে? তুই জানিতে পারিস্ নাই যে আমি শক্র; সেই জন্যই ছাগমাংস খাইতে এত লোলুপ হইয়াছিলি।" এইরূপে বৃকের ভণ্ডামি প্রকটিত করিয়া এবং তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া শক্র দেবলোকে প্রস্থান করিলেন।

হিংসা-পরায়ণ, খায় রক্তমাংস অবিরত,
এহেন বৃকের সাধ লইবে পোষধ-ব্রত।

জানি ইহা দিলা দেখা শক্র ছাগরূপ ধরি,
অমনি ছুটিল বৃক জপ তপ পরিহরি!

দুর্ব্বলহৃদয় লোকে সেইরূপ এ সংসারে
প্রথমে সঙ্কল্প করে অসাধ্যেরে সাধিবারে;
কিন্তু সেই ব্রতভঙ্গ করি তারা অবশেষে
ছাগলুব্ধ বৃকবৎ পড়ে প্রলোভনবশে।

(এই তিনটী অভিসম্বুদ্ধ গাথা)

[সমবধান—তখন আমিই ছিলাম শক্র।]

বৃকের ধর্ম্মাচরণ-সম্বন্ধে জবশকুন-জাতক (৩০৮) এবং হিতোপদেশের কঙ্কণলোভী পথিকের গল্প দ্রষ্টব্য। Lessing-কর্ত্তৃক সংগৃহীত আখ্যায়িকাবলীতে 'মৃত্যুশয্যায় বৃক' নামে গল্প আছে। বৃক মৃত্যুকালে নিজের পাপ খ্যাপন করিতে করিতে বলিল, 'একদিন আমি একটা মেষশাবককে কাছে পাইয়াও উদরস্থ করি নাই।' শৃগাল তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিল, 'তখন আপনি দন্তশূলে কষ্ট পাইতেছিলেন।'

জাতক

অর্থাৎ গৌতমবুদ্ধের অতীত জন্মসমূহের বৃত্তান্ত

ফৌসবোল সম্পাদিত জাতকার্থবর্ণনা নামক মূল পালিগ্রন্থ হইতে

শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষ
কর্তৃক অনূদিত

তৃতীয় খণ্ড

কলিকাতা, ১।৩ প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীট হইতে
গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত।

১৩৩২

সূচীপত্র।

ক্রোড়পত্র।

১১৭ হইতে ৩৭ পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত মুদ্রিত শীলমীমাংসা-জাতক জাতকমালার ব্রাহ্মণ-জাতকের মূল। ইহার প্রথম দুইটী গাথার সহিত জাতকমালার নিম্নলিখিত শ্লোক তিনটী তুলনীয়:—

নাস্তি লোকে রহো নাম পাপং কর্ম্ম প্রকুর্ব্বতঃ।
অদৃশ্যানি হি পশ্যন্তি নমু ভূতানি মানুষান্॥
অহং পুন র্নপশ্যামি শূন্যং ক্বচন কিঞ্চন।
যত্রাপ[illegible]তৎ॥
পরেণ যচ্চ দৃশ্যেত দুষ্কৃতং স্বয়মেব বা।
সুদৃষ্টতরমেতস্মাদ্দৃশ্যতে স্বয়মেব যৎ॥

---

৩৩৭ হইতে ৩৫৭ পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত মুদ্রিত শশ-জাতকের অনুরূপ একটী আখ্যায়িকা পঞ্চতন্ত্রে (কাকোলুকীয় তন্ত্রে) দেখা যায়। একটা কপোত কোন ব্যাধের ক্ষুধানাশের জন্য নিজের শরীর দান করিয়াছিল।

---

১৭৮ পৃষ্ঠে 'বিবাস' শব্দটী পালি; সংস্কৃত ভাষায় 'বিবস' লেখা হয়।

জাতক

চতুর্নিপাত।

৩০১ চুল্লকালিঙ্গ-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে চারিজন পরিব্রাজিকার প্রব্রজ্যাগ্রহণ সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। কিংবদন্তী আছে যে বৈশালীর লিচ্ছবিরাজকুলে সাত হাজার সাত শ সাত জন লিচ্ছবি বাস করিতেন এবং তাঁহারা সকলেই তর্কবিতর্ক ভাল বাসিতেন।

একদা পঞ্চশত বাদে ব্যুৎপন্ন এক নির্গ্রন্থ বৈশালীতে উপস্থিত হইলে লিচ্ছবিরাজেরা তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। এই সময়ে উক্তরূপ ব্যুৎপন্না এক নির্গ্রন্থীও বৈশালীতে গমন করিলেন এবং লিচ্ছবিরাজেরা এই দুইজনকে পরস্পরের সহিত তর্কবিতর্কে প্রবর্তিত করিলেন। বিচারে উভয়েই তুল্য পটুতা প্রদর্শন করিলেন দেখিয়া লিচ্ছবিরা ভাবিলেন, 'এই দুই জনের সংসর্গজাত পুত্র নিঃসংশয় মহাপণ্ডিত হইবে।' ইহা স্থির করিয়া তাঁহারা ঐ দুইজনকে বিবাহসূত্রে বদ্ধ করিয়া একত্র বাস করাইলেন।

কালে এই দম্পতীর চারি কন্যা ও এক পুত্র জন্মিল। তাঁহারা কন্যাদিগের যথাক্রমে সত্যা, লোলা, অববাদিকা ও পটাচারা এবং পুত্রটীর সত্যক এই নাম রাখিলেন। যখন ইহাদের বুদ্ধিবিকাশ হইল, তখন ইহারা প্রত্যেকে মাতার নিকট পঞ্চশত এবং পিতার নিকট পঞ্চশত, এই সহস্র বাদে ব্যুৎপত্তি লাভ করিল। মাতাপিতা উভয়েই কন্যাদিগকে এই বলিয়া উপদেশ দিতেন, "যদি কোন গৃহী তোমাদিগকে তর্কে পরাস্ত করিতে পারে, তাহা হইলে তোমরা তাহার পাদচারিকা হইয়া থাকিবে, আর যদি কোন প্রব্রাজক তোমাদিগকে পরাস্ত করেন, তাহা হইলে তোমরা তাঁহার নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবে।"

অনন্তর মাতা পিতা উভয়েই মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন, নির্গ্রন্থ সত্যক পৈতৃক স্থানে থাকিয়া লিচ্ছবিদিগের শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহার ভগিনীরা জম্বুশাখা হস্তে লইয়া বিচারার্থ নগরে নগরে ভ্রমণ করিতে করিতে পরিশেষে শ্রাবস্তীতে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা নগরদ্বারে জম্বুশাখা রোপণপূর্বক উপস্থিত বালকদিগকে বলিলেন, "গৃহী হউন, বা পরিব্রাজক হউন, যিনি আমাদের সহিত বিচারে সমর্থ হইবেন, তিনি যেন পদাঘাতে এই পাংশুস্তূপ বিকীর্ণ এবং এই জম্বুশাখা মর্দিত করেন।' ইহা বলিয়া তাঁহারা ভিক্ষার্থ নগরে প্রবেশ করিলেন।

এদিকে, আয়ুষ্মান্ সারিপুত্র যে যে স্থান সম্মার্জন করা হয় নাই, সেই সেই স্থান সম্মার্জন করিয়া, শূন্য ঘটগুলিতে জল পুরিয়া, এবং পীড়িত ব্যক্তিদিগের শুশ্রূষা করিয়া একটু বেলা হইলে ভিক্ষার জন্য শ্রাবস্তীতে প্রবেশ করিবার সময়ে সেই জম্বুশাখা দেখিতে পাইলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিয়া যখন জানিলেন, উহা কি উদ্দেশ্যে রোপিত হইয়াছে তখন তিনি বালকদিগের দ্বারা উহা উৎপাটিত ও মর্দিত করাইয়া বলিয়া গেলেন, "যাঁহারা এই শাখা স্থাপিত করিয়াছিলেন, তাঁহারা যেন আহারান্তেই জেতবন দ্বারকোষ্ঠকে গিয়া আমার সঙ্গে দেখা করেন।" অনন্তর তিনি নগরে প্রবেশ করিয়া আহার সমাধা করিলেন এবং বিহারদ্বারকোষ্ঠকে বসিয়া রহিলেন।

সারিপুত্র তাঁহাদিগকে একটী মাত্র প্রশ্ন করিলেন; এবং তাঁহারা ইহার উত্তর দিতে অসমর্থ হইলে নিজেই উহা বলিয়া দিলেন। তখন পরিব্রাজিকারা বলিলেন, 'প্রভু, আজ আমাদের পরাজয় এবং আপনার জয় হইল।" "এখন তোমরা কি করিবে?" "আমাদের মাতা পিতা এই উপদেশ দিয়াছিলেন যে কোন গৃহী আমাদের বাদ খণ্ডন করিলে আমরা তাঁহার পত্নী হইব; আর কোন প্রব্রাজকের নিকট পরাস্ত হইলে আমরা তাঁহার নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব। অতএব আমাদিগকে প্রব্রজ্যা দিন।" সারিপুত্র বলিলেন, "এ অতি উত্তম প্রস্তাব।" অনন্তর তিনি স্থবিরা উৎপলবর্ণার দ্বারা তাঁহাদিগকে প্রব্রজ্যা দেওয়াইবার ব্যবস্থা করিলেন। প্রব্রজ্যাগ্রহণের পর তাঁহারা অচিরে অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

ইহার পর একদিন ধর্ম্মসভায় এই বৃত্তান্ত লইয়া আলোচনা হইল। ভিক্ষুরা বলিতে লাগিলেন, "দেখ ভাই, আয়ুষ্মান্ সারিপুত্র এই পরিব্রাজিকা চারিজনকে আশ্রয় দিয়া ইঁহাদের সকলকেই অর্হত্ত্ব প্রদান করিয়াছেন।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিয়া বলিলেন, 'দেখ ভিক্ষুগণ, কেবল এ জন্মে নহে, পূর্ব্বেও সারিপুত্র ইহাদিগকে আশ্রয় দান করিয়াছিলেন। এ জন্মে তিনি ইহাদিগকে প্রব্রজ্যায় অভিষিক্ত করিয়াছেন; পূর্ব্বে তিনি ইহাদিগকে রাজমহিষীর পদে স্থাপিত করিয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে কলিঙ্গরাজ্যে * দন্তপুর নগরে যখন কালিঙ্গ-নামক এক রাজা ছিলেন, তখন অশ্বক রাজ্যে পোতলি নগরে অশ্বক-নামক এক ব্যক্তি রাজত্ব করিতেন। কালিঙ্গের বহু বল ও বাহন ছিল; তিনি নিজেও হস্তীর ন্যায় বলবান্ ছিলেন এবং তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে পারে, কুত্রাপি এমন কোন লোক দেখিতে পাইতেন না। একদা তিনি যুদ্ধাভিলাষী হইয়া অমাত্যদিগকে বলিলেন, "আমার যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা হইতেছে, অথচ আমার সমকক্ষ কোন যোদ্ধা দেখিতে পাইতেছি না; বলুন ত আমার কর্ত্তব্য কি?" অমাত্যেরা বলিলেন, "মহারাজ, ইহার এক উপায় আছে। আপনার কন্যা চারিটী পরমসুন্দরী। আপনি তাঁহাদিগকে বস্ত্রাভরণে সুসজ্জিত করিয়া এবং আবৃত যানে আরোহণ করাইয়া সৈন্যসামন্তসহ গ্রাম, নিগম † ও রাজধানীসমূহে প্রেরণ করুন। যে রাজা তাঁহাদিগকে নিজের অন্তঃপুরে লইতে চাহিবেন, আমরা তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিব।"

কলিঙ্গরাজ এইরূপ অনুষ্ঠান করিলেন; কিন্তু তাঁহার কন্যারা যে যে অঞ্চলে গমন করিতে লাগিলেন, সেই সেই স্থানের রাজারা ভয়ে তাঁহাদিগকে নগরমধ্যে প্রবেশ করিতে দিলেন না; উপঢৌকন পাঠাইয়া নগরের বাহিরেই তাঁহাদের অবস্থিতির ব্যবস্থা করিলেন। এইরূপে রাজকন্যারা সমস্ত জম্বুদ্বীপ পরিভ্রমণপূর্ব্বক অবশেষে অশ্বকরাজ্যস্থ পোতলি নগরে উপনীত হইলেন। অশ্বকরাজও নগরদ্বার রুদ্ধ করিয়া তাঁহাদিগকে উপঢৌকন পাঠাইয়া দিলেন।

অশ্বকের নন্দিসেন নামে এক পণ্ডিত, বুদ্ধিমান্ ও উপায়কুশল অমাত্য ছিলেন। নন্দিসেন ভাবিলেন, 'এই রাজকন্যারা নাকি সমস্ত জম্বুদ্বীপ পরিভ্রমণ করিয়াও কুত্রাপি পিতার প্রতিদ্বন্দ্বী দেখিতে পান নাই। যদি তাহাই হয়, তবে জম্বুদ্বীপের পক্ষে বড় কলঙ্কের কথা। অতএব আমি কলিঙ্গরাজের সহিত যুদ্ধ করিব।' ইহা স্থির করিয়া তিনি নগরদ্বারে গমন করিলেন এবং দৌবারিককে আহ্বান করিয়া দ্বার খোলাইবার জন্য নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটী বলিলেন :—

---

* কলিঙ্গরাজ্য চোলমণ্ডল উপকূলে মহানদী ও গোদাবরীর অন্তর্বর্তী ভূভাগে অবস্থিত ছিল। বুদ্ধদেবের চারিটী দাঁতের ('দাঠা'র) একটী স্বর্গে, একটী নাগলোকে, একটী গান্ধারে ও একটী কলিঙ্গদেশে যায়। এই জন্যই কলিঙ্গের রাজধানী 'দন্তপুর' আখ্যা পাইয়াছিল। কলিঙ্গের দন্তটী এখন সিংহলদেশে কাণ্ডীনগরে রক্ষিত আছে। অশ্বকরাজ্য কোথায় ছিল নিশ্চয় বলা যায় না। মহাভারতে (ভীষ্মপর্ব্ব, ৯ অধ্যায়ে) অশ্বকরাজ্যের নাম দেখা যায়। দ্বিতীয় খণ্ডের উপক্রমণিকার ২।/০ চিহ্নিত পৃষ্ঠের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

† নিগম শব্দটী ইংরাজী town বা market-town শব্দের স্থানীয়। ইহাতে গ্রাম অপেক্ষা বৃহত্তর, অথচ নগর বা রাজধানী অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর কোন ব্যবসায়-বাণিজ্যের স্থান বুঝাইবে।

খোল দ্বার, ভয় নাই, রাজকন্যাগণ অবাধে নগরমধ্যে করুন গমন।
অমাত্য পুরষসিংহ নন্দিসেন যাঁর রণশাস্ত্রে সুশিক্ষিত, শঙ্কা কি তাঁহার?
অরণ রাজার* পুরী আছে সুরক্ষিত, কি সাধ্য করিতে কার ইঁহার অহিত?

ইহা বলিয়া নন্দিসেন দ্বার খোলাইলেন, রাজকন্যাদিগকে লইয়া অশ্বকরাজকে দেখাইলেন, এবং বলিলেন, "কোন ভয় নাই, মহারাজ, যদি যুদ্ধ ঘটে, আমি তাহার ব্যবস্থা করিব। এই রাজকন্যাগণ পরমরূপবতী; আপনি ইঁহাদিগকে নিজের মহিষী করিয়া লউন।" অনন্তর তিনি রাজকন্যাদিগকে মহিষীপদে অভিষিক্ত করিলেন এবং তাঁহাদের অনুচরদিগকে এই বলিয়া বিদায় দিলেন, "যাও, তোমাদের রাজাকে গিয়া বল, অশ্বকরাজ তোমাদের রাজনন্দিনীদিগকে নিজের মহিষীপদে বরণ করিয়াছেন।"

কলিঙ্গরাজকন্যাগণের অনুচরেরা স্বদেশে ফিরিয়া রাজাকে এই কথা জানাইল। কলিঙ্গ-রাজ বলিলেন, "সে নিশ্চয় আমার বল জানে না।" অনন্তর তিনি মহতী সেনা লইয়া যুদ্ধযাত্রা করিলেন। এই সংবাদ পাইয়া নন্দিসেন লিখিয়া পাঠাইলেন, "কলিঙ্গরাজ যেন নিজ রাজ্যের সীমার মধ্যেই থাকেন এবং আমাদের রাজ্যে প্রবেশ না করেন। যেখানে উভয় রাজ্যের সীমা মিশিয়াছে, সেই খানে যুদ্ধ হইবে।" কালিঙ্গ এই পত্র পাইয়া নিজরাজ্যের সীমায় শিবির সন্নিবেশ করিলেন। অশ্বকরাজও নিজ রাজ্যের সীমান্তে উপনীত হইলেন।

এই সময়ে বোধিসত্ত্ব ঋষিপ্রব্রজ্যাগ্রহণপূর্ব্বক উক্ত রাজাদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী কোন স্থানে এক পর্ণশালায় বাস করিতেন। কালিঙ্গ বিবেচনা করিলেন, "শ্রমণেরা না কি অনেক বিষয় জানেন। কে বলিতে পারে, আমাদের মধ্যে কাহার জয় ও কাহার পরাজয় হইবে? এ সম্বন্ধে একবার এই তাপসকে জিজ্ঞাসা করা যাউক।" এই সঙ্কল্পে তিনি অজ্ঞাতবেশে বোধিসত্ত্বের নিকট গমন করিলেন; তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক একান্তে উপবেশন করিলেন এবং অভিভাষণ করিয়া বলিলেন, "ভদন্ত, কালিঙ্গ ও অশ্বক যুদ্ধোদ্যত হইয়া নিজ নিজ রাজ্যসীমায় অবস্থিতি করিতেছেন। বলুন ত, ইঁহাদের মধ্যে কাহার জয় এবং কাহার পরাজয় হইবে?" বোধিসত্ত্ব উত্তর দিলেন, "মহাভাগ, কাহার জয়, কাহার পরাজয় হইবে, ইহা আমি জানি না। তবে, দেবরাজ শক্র এখানে আগমন করিবেন। আপনি যদি কাল আসেন, তাহা হইলে আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আপনার প্রশ্নের উত্তর দিব।"

অনন্তর শক্র বোধিসত্ত্বকে অর্চ্চনা করিবার নিমিত্ত আশ্রমে আসিয়া উপবেশন করিলেন এবং বোধিসত্ত্ব তাঁহাকে ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, "ভদন্ত, কালিঙ্গের জয় ও অশ্বকের পরাজয় ঘটিবে। এ জন্য অগ্রেই অমুক অমুক নিমিত্ত লক্ষিত হইবে।"

পরদিন কালিঙ্গ আশ্রমে গিয়া বোধিসত্ত্বকে আবার সেই প্রশ্ন করিলেন, এবং বোধিসত্ত্ব যাহা শুনিয়াছিলেন তাহা জানাইলেন। পূর্ব্বে কি কি নিমিত্ত দেখা যাইবে, এ সম্বন্ধে কিন্তু তিনি কোন প্রশ্ন করিলেন না, যুদ্ধে তাঁহার জয় হইবে এই আশাতেই অতিমাত্র তুষ্ট হইয়া সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন।

অতঃপর এই বৃত্তান্ত চারিদিকে প্রকাশ হইয়া পড়িল। তাহা শুনিয়া অশ্বক নন্দিসেনকে ডাকাইয়া বলিলেন, "কালিঙ্গের না কি জয় এবং আমার পরাজয় হইবে? এখন কর্ত্তব্য কি বলুন ত?" নন্দিসেন উত্তর দিলেন, "সে কথা, মহারাজ, কে জানিতে পারে? কে জিতিবে, কে হারিবে, আপনার তাহা ভাবিবার প্রয়োজন নাই।"

রাজাকে এইরূপে আশ্বস্ত করিয়া নন্দিসেন বোধিসত্ত্বের নিকট গমন করিলেন এবং একান্তে

---

* [illegible]

আসনগ্রহণপূর্ব্বক জিজ্ঞাসিলেন, "ভদন্ত, দয়া করিয়া বলুন ত কাহার জয় এবং কাহার পরাজয় হইবে?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "কালিঙ্গ জয়ী এবং অশ্বক পরাজিত হইবেন।" "যিনি জিতিবেন, তিনি পূর্ব্বে কি নিমিত্ত দেখিতে পাইবেন, আর যাঁহার পরাজয় ঘটিবে, তিনিই বা অগ্রে কি দেখিতে পাইবেন?" "মহাভাগ, যিনি জিতিবেন, একটা সর্ব্বশ্বেত বৃষ তাঁহার রক্ষিকা দেবতারূপে দেখা দিবে; আর যিনি হারিবেন, তাঁহার রক্ষিকা দেবতা হইবে একটা কৃষ্ণবর্ণ বৃষ। এই রক্ষিকা দেবতাদ্বয় পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করিবে এবং একটী জয়ী ও অন্যটী পরাজিত হইবে।"

এই কথা শুনিয়া নন্দিসেন সেখান হইতে উঠিয়া শিবিরে ফিরিলেন এবং যে এক সহস্র মহাযোদ্ধা অশ্বকের সহায় হইয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে লইয়া নিকটস্থ একটা পর্ব্বতে আরোহণপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা কি আমাদের রাজার জন্য প্রাণ দিতে পারেন?" তাঁহারা উত্তর দিলেন, "হাঁ, আমরা প্রাণ দিতে পারি।" "যদি তাহা পারেন, তবে এই ভৃগুদেশ হইতে পতিত হউন।" কিন্তু মহাযোদ্ধারা যখন পতনের উপক্রম করিলেন, তখন নন্দিসেন তাঁহাদিগকে নিষেধ করিয়া বলিলেন, "পড়িয়া কাজ নাই; আপনারা আমাদের রাজার হিতাকাঙ্ক্ষী হইবেন এবং পশ্চাৎপদ না হইয়া যুদ্ধ করিবেন; ইহাই যথেষ্ট হইবে।" মহাযোদ্ধারা একবাক্যে ইহা স্বীকার করিলেন।

ইহার পর যখন যুদ্ধারম্ভ হইল, তখন কালিঙ্গ সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিলেন, আমিই জিতিব; তাঁহার সৈন্যসামন্তেরাও ভাবিল, আমাদের জয় হইবে। তাহারা যোদ্ধবেশ পরিধান করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হইল এবং যে দলের যেখানে ইচ্ছা অগ্রসর হইতে লাগিল। কাজেই যখন বীর্য্যপ্রদর্শনের সময় উপস্থিত হইল, তখন তাহাদের কেহই বীর্য্য প্রকাশ করিতে পারিল না।

উভয় রাজাই যুদ্ধার্থী হইয়া অশ্বারোহণে পরস্পরের দিকে অগ্রসর হইলেন এবং তাঁহাদের রক্ষিকা দেবতারা অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিলেন। কালিঙ্গের রক্ষিকা দেবতা হইয়াছিলেন একটী সর্ব্বশ্বেত বৃষ এবং অশ্বকের রক্ষিকা দেবতা হইয়াছিলেন একটী সর্ব্বকৃষ্ণ বৃষ। পরস্পরের নিকটবর্ত্তী হইলে ইঁহারাও যে পরস্পরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন, এইরূপ ভাব দেখাইতে লাগিলেন।

বৃষ দুইটী কেবল রাজাদিগেরই দৃষ্টিগোচর হইল, অন্য কেহ তাহাদিগকে দেখিতে পাইল না। নন্দিসেন অশ্বককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, রক্ষিকা দেবতাদিগকে দেখিতে পাইতেছেন কি?" অশ্বক বলিলেন, হাঁ, দেখিতে পাইতেছি।" "তাঁহারা কি আকারে দেখা দিয়াছেন?" "কালিঙ্গের রক্ষিকা দেবতা সর্ব্বশ্বেত বৃষ; আমাদের রক্ষিকা দেবতা সর্ব্বকৃষ্ণ বৃষ, তিনি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন।" "মহারাজ, আপনি ভয় পাইবেন না। আমরাই জিতিব এবং কলিঙ্গরাজ হারিবেন। আপনি অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া এই শক্তি গ্রহণ করুন। আপনার সুশিক্ষিত সৈন্ধব ঘোটকের উদরপার্শ্বে বামহস্ত দ্বারা আঘাত করুন, এই সহস্র যোদ্ধা লইয়া সবেগে অগ্রসর হউন এবং শক্তিপ্রহারে কলিঙ্গরাজের রক্ষিকা দেবতাকে ভূতলে পাতিত করুন। তখন আমাদের এই সহস্র যোদ্ধাও শক্তিপ্রহারে প্রবৃত্ত হইবেন এবং এইরূপে কলিঙ্গরাজের রক্ষিকা দেবতা বিনষ্ট হইবেন। তাহা হইলে কলিঙ্গরাজের পরাজয় ঘটিবে এবং আমরা বিজয়ী হইব।"

অশ্বক, "বেশ বলিয়াছেন" বলিয়া সম্মত হইলেন এবং নন্দিসেন সঙ্কেত করিবামাত্র ছুটিয়া গিয়া শক্তি প্রহার করিলেন। তাহার পর অমাত্যেরাও শক্তি প্রহার করিতে লাগিলেন; কালিঙ্গের

রক্ষিকা দেবতা তথনই বিনষ্ট হইলেন; সেই সঙ্গে সঙ্গে কালিঙ্গও পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিলেন। তাহা দেখিয়া সেই সহস্র অমাত্য "কালিঙ্গ পলাইতেছেন" বলিয়া নিনাদ করিয়া উঠিলেন।

মরণভয়ে ভীত কলিঙ্গরাজ পলায়ন করিবার সময়ে তাপসকে ভৎর্সনা করিয়া নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথাটী বলিলেন :—

দুর্জয় কলিঙ্গরাজ জিতিবে নিশ্চয়, অশ্বকের এই যুদ্ধে হবে পরাজয়—
সাধু হ'য়ে হেন মিথ্যা বলিলে কেমনে? সাধু সত্যসেবী সদা কায়ে, বাক্যে, মনে।

কলিঙ্গরাজ তাপসকে এইরূপ ভৎর্সনা করিয়া পলায়নপূর্ব্বক নিজের রাজধানীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন, পশ্চাতের দিকে একবার মুখ পর্য্যন্ত ফিরাইয়া দেখিবার সাহস পাইলেন না। ইহার কিয়দ্দিন পরে শক্র বোধিসত্ত্বকে অর্চনা করিবার জন্য তাঁহার আশ্রমে গমন করিলেন। বোধিসত্ত্ব তাঁহার সহিত আলাপ করিবার সময়ে নিম্নলিখিত তৃতীয় গাথাটী বলিলেন :—

মিথ্যা হ'তে মুক্ত সদা জানি দেবগণ; সত্য সদা তাঁহাদের আদরের ধন।
তবে কেন মিথ্যা বলি ছলিলে আমায়? না পারি দেখাতে মুখ আমি যে লজ্জায়।

ইহা শুনিয়া শক্র নিম্নলিখিত চতুর্থ গাথাটী বলিলেন :—

শুন নাই কভু কিহে, তুমি বিপ্রবর দেবতার প্রিয়পাত্র পরাক্রান্ত নর।
একাগ্রচিত্তেতে করে সংযম অভ্যাস, অব্যগ্র যুদ্ধের কালে, অরাতির ত্রাস,
দৃঢ়বীর্য্য, পরাক্রান্ত—এসব কারণে অশ্বক বিজয়লাভ করিল এ রণে।

কলিঙ্গরাজ পলায়ন করিলে অশ্বক তাঁহার শিবিকাদি লুণ্ঠন করিয়া * নিজ রাজধানীতে চলিয়া গেলেন। অনন্তর নন্দিসেন কালিঙ্গকে সংবাদ পাঠাইলেন, "আপনি অবিলম্বে রাজকন্যাচতুষ্টয়ের প্রাপ্য যৌতুক পাঠাইয়া দিবেন, না দিলে কি কর্তব্য, তাহা আমাদের জানিতে বিলম্ব হইবে না।" এই আদেশ শুনিয়া কলিঙ্গরাজ ভয়ে ভয়ে কন্যাদিগের প্রাপ্য যৌতুক পাঠাইয়া দিলেন। ইহার পর উভয় রাজাই মিত্রভাবে বাস করিতে লাগিলেন।

[সমবধান—তখন এই তরুণী ভিক্ষুণীরা ছিলেন কলিঙ্গরাজের সেই কন্যাগণ; সারিপুত্র ছিলেন নন্দিসেন; এবং আমি ছিলাম সেই তাপস।]

৩০২—মহাশ্বারোহ-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি করিবার সময়ে স্থবির আনন্দের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্নবস্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে †। "প্রাচীন কালের পণ্ডিতেরাও নিজেদের উপকারী লোকদিগের সম্বন্ধে এইরূপ করিয়াছিলেন" ইহা বলিয়া শাস্তা সেই অতীত বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন :—]

পুরাকালে বোধিসত্ত্ব বারাণসীর রাজা ছিলেন। তিনি যথাধর্ম্ম রাজ্য শাসন করিতেন, দানশীল ছিলেন এবং শীলরক্ষা করিয়া চলিতেন। "প্রত্যন্তবাসীরা বিদ্রোহী হইয়াছে, তাহাদিগকে দমন করিতে হইবে" ইহা বলিয়া একদা তিনি বলবাহনপরিবৃত হইয়া যুদ্ধযাত্রা করিলেন; কিন্তু পরাজিত হইয়া অশ্বারোহণে পলায়ন করিতে করিতে এক প্রত্যন্ত গ্রামে উপস্থিত হইলেন। ঐ গ্রামে ত্রিশ জন রাজভক্ত প্রজা বাস করিত। তাহারা প্রাতঃকালে গ্রামমধ্যে সমবেত হইয়া গ্রামকৃত্য ‡ নির্ব্বাহ করিতেছিল, এমন সময়ে নানাভরণে সুসজ্জিত রাজা বর্ম্মাবৃত অশ্বে আরোহণ করিয়া গ্রামদ্বার দিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। "এ আবার

---

* মূলে 'বিলোপং গহেত্বা'—এইরূপ আছে। বিলোপ = লোপত্র = লুণ্ঠনলব্ধ দ্রব্য (booty)।

† গুণ-জাতক (১৫৭) দ্রষ্টব্য।

‡ প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে পঞ্চায়েৎ ছিল; [illegible]

কে আসিল” ভাবিয়া তাহারা ভয়ে যে যাহার গৃহে পলায়ন করিল; কেবল এক ব্যক্তি নিজের গৃহে না গিয়া রাজার প্রত্যুদ্গমন করিল এবং জিজ্ঞাসিল, “রাজা না কি প্রত্যন্ত প্রদেশে আসিয়াছেন? তুমি কে? তুমি রাজভক্ত, না বিদ্রোহী?” রাজা উত্তর দিলেন, “ভাই, আমি রাজভক্ত।” “তবে আমার সঙ্গে এস।” ইহা বলিয়া সে রাজাকে গৃহে লইয়া গেল এবং তাঁহাকে নিজের আসনে বসাইয়া স্ত্রীকে বলিল, “এস ভদ্রে! আমার বন্ধুর পা ধুইয়া দাও।” ভার্য্যাদ্বারা রাজার পা ধোওয়াইয়া সে তাঁহাকে নিজের সাধ্যানুরূপ খাদ্য দিল এবং “মুহূর্ত্তকাল বিশ্রাম কর” বলিয়া তাঁহার জন্য শয্যা প্রস্তুত করাইল। রাজা তাহাতে শয়ন করিলেন। ইহার পর সে রাজার ঘোড়াটার সাজ খুলিয়া দিল, তাহাকে টহলাইল ও জল খাওয়াইল, তাহার পিঠে তেল মাখাইল এবং খাইবার জন্য ঘাস দিল।

এইরূপে উক্ত গ্রামবাসী তিন চারি দিন রাজার রক্ষণাবেক্ষণ করিল। অতঃপর রাজা বলিলেন “সৌম্য, আমি এখন যাইব।” তাহা শুনিয়া সে রাজার ও অশ্বের খাদ্যাদিসম্বন্ধে যাহা যাহা কর্ত্তব্য, সমস্ত সম্পাদন করিল। রাজা আহারান্তে প্রস্থান করিবার সময়ে বলিলেন, “সৌম্য, আমার নাম মহাশ্বারোহ। নগরের মধ্যে আমার বাড়ী। যদি কখনও কোন কার্য্যোপলক্ষ্যে নগরে যাও, তাহা হইলে দক্ষিণদ্বারে গিয়া দৌবারিককে জিজ্ঞাসা করিবে, মহাশ্বারোহ কোন্ বাড়ীতে থাকেন; তাহাকে সঙ্গে লইয়া আমার বাড়ীতে যাইবে।” ইহা বলিয়া রাজা সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

রাজার সৈন্যসামন্ত এতদিন তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া নগরের বাহিরে স্কন্ধাবার প্রস্তুত করিয়া তাহাতে অবস্থিতি করিতেছিল; এখন তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া তাহারা প্রত্যুদ্গমন করিল এবং তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। নগরে প্রবেশ করিবার সময়ে রাজা দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া দৌবারিককে ডাকাইলেন এবং ভিড় সরাইয়া বলিলেন, “দেখ বাপু, প্রত্যন্তবাসী এক ব্যক্তি আমার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য এখানে আসিয়া তোমায় জিজ্ঞাসা করিবে, মহাশ্বারোহের বাড়ী কোথায়? তুমি তাহাকে হাত ধরিয়া লইয়া আমায় দেখাইবে। তাহা করিলে তুমি সহস্র মুদ্রা পুরস্কার পাইবে।”

কিন্তু সেই প্রত্যন্তবাসী নগরে গেল না। সে আসিল না দেখিয়া রাজা তাহার বাসগ্রামের কর বৃদ্ধি করিলেন। কিন্তু কর বৃদ্ধি হইলেও সে নগরে গেল না। এইরূপে রাজা দুই তিন বার ঐ গ্রামের কর বৃদ্ধি করিলেন; তথাপি সে ব্যক্তির দেখা পাইলেন না। *

এদিকে গ্রামবাসীরা তাহার নিকট সমবেত হইয়া বলিতে লাগিল, “মহাশয়, যে দিন মহাশ্বারোহ আপনার গৃহে আসিয়াছিলেন, সেই সময় হইতে আমরা করভারে পীড়িত হইয়া মাথা তুলিতে পারিতেছি না। আপনি একবার মহাশ্বারোহের নিকট যান এবং তাঁহাকে বলিয়া আমাদের করভার কমাইয়া আনুন।” সে উত্তর দিল “বেশ, আমি যাইতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু রিক্তহস্তে যাইতে পারিব না। আমার বন্ধুর দুইটী ছেলে। তোমরা তাহাদের এবং আমার বন্ধুর স্ত্রীর ও তাঁহার নিজের জন্য পোষাক ও গহনা যোগাড় কর।” গ্রামবাসীরা ‘বেশ, তাহাই করা যাউক’ বলিয়া এই সমস্ত উপহার সংগ্রহ করিল।

প্রত্যন্তবাসী এই সকল বস্ত্রাভরণ ও স্বগৃহে প্রস্তুত পিষ্টক লইয়া নগরাভিমুখে যাত্রা করিল এবং দক্ষিণদ্বারে গিয়া দৌবারিককে জিজ্ঞাসা করিল, “ভাই, মহাশ্বারোহের বাড়ী কোথায়?” “এস, দেখাইতেছি” বলিয়া দৌবারিক তাহাকে হাত ধরিয়া রাজদ্বারে লইয়া গেল এবং রাজার নিকট সংবাদ পাঠাইল, “দৌবারিক সেই প্রত্যন্ত গ্রামবাসীকে লইয়া উপস্থিত

* ইহাতে বোধ হয় না কি যে, রাজা ইচ্ছা করিলে সময়ে সময়ে কর বৃদ্ধি করিতে পারিতেন?

প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিব না কেন, বল ত ?" বোধিসত্ত্ব (রাজা) আবার বলিতে লাগিলেন, "দেখ বৎস, যে ব্যক্তি দানের অযোগ্য ব্যক্তিকে দান করে এবং দানের যোগ্য ব্যক্তিকে দান করে না, সে বিপদের সময়ে কাহারও নিকট কোনরূপ সাহায্য পায় না।" এই উপদেশ দিবার সময়ে তিনি নিম্নলিখিত গাথাগুলি বলিলেন :—

অপাত্রে করে যে দান, পাত্রে করে প্রত্যাখ্যান,
বিপদে এহেন মূঢ় হয় অসহায় ;
সুপাত্রে উচিত দান, অপাত্রের প্রত্যাখ্যান
করিলে বিপদে লোক সহায়তা পায়।
শঠে প্রদর্শিলে প্রীতি নাহি কোন ফলপ্রাপ্তি ;
অগ্নিদগ্ধ বীজ যথা, প্রণষ্ট তা' হয় ;
সাধু যাঁরা সচ্চরিত্র, তাঁরাই প্রীতির পাত্র ;
সে প্রীতির ফল সদা ফলে নিঃসংশয়।
অণুমাত্র প্রীতি যদি দেখাও সাধুর প্রতি,
মহাফলপ্রদ তাহা, শুন বাছাধন।
ব্যর্থ নাহি হয় তাহা, সাধু ভক্তে কয় যাহা ;
সুক্ষেত্রে পতিত বীজ অমোঘ যেমন। *
করিয়াছে উপকার একবার যে তোমার,
করেছে দুষ্কর কর্ম্ম এই ভাব মনে ;
নাই বা সে যদি করে অন্য কোন হিত পরে,
তথাপি পূজিবে তারে অতি সযতনে।

ইহা শুনিয়া কি রাজপুত্র, কি অমাত্যগণ, কেহই আর কিছু বলিলেন না।

[সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন সেই প্রত্যন্তগ্রামবাসী এবং আমি ছিলাম বারাণসীর সেই রাজা।]

☞ দ্বিতীয় খণ্ডের তিরীটবচ্ছ-জাতকের (২৫৯) সহিত এই জাতকের আংশিক সাদৃশ্য আছে।

৩০৩—একরাজ-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে কোশলরাজের অনৈক কর্ম্মচারীর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্নবস্তু ইতঃপূর্ব্বে শ্রেয়োজাতকে (২৮২) বলা হইয়াছে। শাস্তা সেই অমাত্যকে বলিলেন, "কেবল তুমিই যে অনর্থ হইতে অর্থ প্রাপ্ত হইলে, তাহা নহে ; প্রাচীনকালেও পণ্ডিতেরা নিজেদের অনর্থ হইতে অর্থলাভ করিয়াছিলেন।" অতঃপর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—

পুরাকালে বারাণসীরাজের পরিচর্য্যানিরত এক অমাত্য রাজান্তঃপুরে অবৈধ আচরণ করিয়াছিলেন এবং রাজা তাঁহার অপরাধ প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহাকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন। এই অমাত্য অতঃপর কোশলরাজের পরিচারক হইয়া যাহা যাহা করিয়াছিলেন, তৎসমস্ত মহাশীলবজ্জাতকে (৫১) বলা হইয়াছে।

এই আখ্যায়িকায় দেখা যায় বারাণসীরাজ যখন অমাত্য-পরিবেষ্টিত হইয়া মহাবেদির উপর বসিয়াছিলেন, সেই সময় দ্রব্যসেন তাঁহাকে ধরিয়া একটা শিকায় পুরেন এবং অধঃশির করিয়া দরজার খনুকাঠ হইতে † ঝুলাইয়া রাখেন। বারাণসীরাজ এই অবস্থায় চোররাজের সম্বন্ধে

* এখানে টীকাকার নিম্নলিখিত আর একটী গাথা উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

কৃতজ্ঞ, সুশীল, সাধু জনের সেবায় সর্ব্বত্র সর্ব্বদা লোকে মহাফল পায়।
সুক্ষেত্রে পতিত বীজ অমোঘ যেমন, ধার্ম্মিক জনের সেবা জানিবে তেমন।

† মূলে 'উত্তরুম্মারে' এই পদ আছে। উম্মার=দেহলী বা গোবরাট ; কিন্তু 'উত্তর' বিশেষণ দ্বারা ইহা চৌকাঠের মাথার কাঠ বা খনুকাঠ খানাকে বুঝাইতেছে।

মৈত্রী ভাবনা করিতে লাগিলেন এবং কৃৎস্ন পরিকর্ম্মদ্বারা * ধ্যানস্থ হইলেন। অমনি তাঁহার বন্ধনগুলি ছিন্ন হইয়া গেল এবং তিনি আকাশে পর্য্যঙ্কবন্ধে † সমাসীন হইয়া রহিলেন। তখন চোররাজের শরীরে দাহ উপস্থিত হইল, তিনি "পুড়ে গেল," "জ্ব'লে গেল" বলিয়া ভূতলে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। তিনি অমাত্যদিগকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসিলেন, তাঁহারা উত্তর দিলেন, "মহারাজ, আপনি বারাণসীরাজের ন্যায় নিরপরাধ ও ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে দরজার ঝন্‌কাঠ হইতে অধঃশির করিয়া ঝুলাইয়া রাখিয়াছিলেন (এই জন্যই আপনার এরূপ যন্ত্রণা হইতেছে)"। "যদি তাহাই হয়, তবে ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে মুক্ত কর।" রাজভৃত্যেরা গিয়া দেখে বারাণসীপতি আকাশে পর্য্যঙ্কবন্ধে বসিয়া আছেন। তাহারা ফিরিয়া গিয়া দ্রব্যসেনকে এই বৃত্তান্ত জানাইলেন, এবং দ্রব্যসেন ছুটিয়া গিয়া বারাণসীপতিকে বন্দনা করিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিবার কালে নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটী বলিলেন :—

> ভুঞ্জিয়াছ, একরাজ,‡ পূর্ব্বে তুমি বহুবিধ
> কাম্য, যাহা অন্যের দুর্লভ,
> নরকসদৃশ স্থানে এবে নিপতিত তুমি
> তবু চিত্ত নির্ব্বিকার তব।
> পূর্ব্বের প্রশান্তভাব, পূর্ব্বের মানসবল,
> এখনও সমভাবে আছে।
> কারণ ইহার যাহা, শুনিতে বাসনা বড়,
> দয়া করি বল মোর কাছে।

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব অবশিষ্ট গাথাগুলি বলিলেন :

> শান্তি যার তপঃ দেখেছিনু আমি পূর্ব্বে সদা একমনে,
> প্রার্থনা সফল, শুন, মহারাজ, হইয়াছে এত দিনে।
> নাহি দুঃখ তাই, মনের বিকার নাহি মোর, দ্রব্যসেন।
> চিত্তের প্রসাদ, জনাদর বল হারাইব বল কেন?
> দান, উপোসথ কৃত্য সব আমি করিয়াছি সম্পাদন,
> প্রাজ্ঞ, যশোবান্ শত্রু সে আমার, মিত্র এবে হে রাজন্।
> সে সুযশ, ভূপ, পাইতে বাসনা ছিল মনে এতদিন,
> পাইয়াছি তাহা তবে কেন হব মনঃশান্তিহীন?
> দুঃখ, অবসাদ, সুখের বিনাশ হয় কভু সজ্জন
> সুখ পুনরায় উপজিলে মনে করে দুঃখ বিস্মরণ।§
> নিবৃত্ত যে জন, নাহি পেক্ষণ সুখ দুঃখে কভু তাঁর,
> সুখ আর দুঃখ উভয়ে তিনি নিরন্তর নির্ব্বিকার।

ইহা শুনিয়া দ্রব্যসেন বোধিসত্ত্বকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিলেন, এবং বলিলেন, "আপনার রাজ্য আপনিই শাসন করুন, আমি আপনার বিদ্রোহীদিগকে দূর করিয়া দিব।" অনন্তর তিনি সেই দুষ্ট অমাত্যের সমুচিত দণ্ডবিধান করিয়া প্রস্থান করিলেন,

প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিব না কেন, বল ত ?" বোধিসত্ত্ব (রাজা) আবার বলিতে লাগিলেন, "দেখ বৎস, যে ব্যক্তি দানের অযোগ্য ব্যক্তিকে দান করে এবং দানের যোগ্য ব্যক্তিকে দান করে না, সে বিপদের সময়ে কাহারও নিকট কোনরূপ সাহায্য পায় না।" এই উপদেশ দিবার সময়ে তিনি নিম্নলিখিত গাথাগুলি বলিলেন :—

অপাত্রে করে যে দান, পাত্রে করে প্রত্যাখ্যান,
বিপদে এহেন মূঢ় হয় অসহায় ;
সুপাত্রে উচিত দান, অপাত্রের প্রত্যাখ্যান
করিলে বিপদে লোক সহায়তা পায়।
শঠে প্রদর্শিলে প্রীতি নাহি কোন ফলপ্রাপ্তি ;
অগ্নিদগ্ধ বীজ যথা, প্রণষ্ট তা' হয় ;
সাধু যাঁরা সচ্চরিত্র, তাঁরাই প্রীতির পাত্র ;
সে প্রীতির ফল সদা ফলে নিঃসংশয়।
অণুমাত্র প্রীতি যদি দেখাও সাধুর প্রতি,
মহাফলপ্রদ তাহা, শুন বাছাধন।
ব্যর্থ নাহি হয় তাহা, সাধু তরে কর যাহা ;
সুক্ষেত্রে পতিত বীজ অমোঘ যেমন। *
করিয়াছে উপকার একবার যে তোমার,
করেছে দুষ্কর কর্ম্ম এই ভাব মনে ;
নাই বা সে যদি করে অন্য কোন হিত পরে,
[illegible]

ইহা শুনিয়া কি রাজপুত্র, কি অমাত্যগণ, কেহই আর কিছু বলিলেন না।

[সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন সেই প্রত্যন্তগ্রামবাসী এবং আমি ছিলাম বারাণসীর সেই রাজা।]

☞ দ্বিতীয় খণ্ডের তিরীটবচ্ছ-জাতকের (২৫৯) সহিত এই জাতকের আংশিক সাদৃশ্য আছে।

৩০৩—একরাজ-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে কোশলরাজের জনৈক কর্ম্মচারীর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্নবস্তু ইতঃপূর্ব্বে শ্রেয়োজাতকে (২৮২) বলা হইয়াছে। শাস্তা সেই অমাত্যকে বলিলেন, "কেবল তুমিই যে অনর্থ হইতে অর্থ প্রাপ্ত হইলে, তাহা নহে ; প্রাচীনকালেও পণ্ডিতেরা নিজেদের অনর্থ হইতে অর্থলাভ করিয়াছিলেন।" অতঃপর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—

পুরাকালে বারাণসীরাজের পরিচর্য্যানিরত এক অমাত্য রাজান্তঃপুরে অবৈধ আচরণ করিয়াছিলেন এবং রাজা তাঁহার অপরাধ প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহাকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন। এই অমাত্য অতঃপর কোশলরাজের পরিচারক হইয়া যাহা যাহা করিয়াছিলেন, তৎসমস্ত মহাশীলবজ্জাতকে (৫১) বলা হইয়াছে।

এই আখ্যায়িকায় দেখা যায় বারাণসীরাজ যখন অমাত্য-পরিবেষ্টিত হইয়া মহাবেদির উপর বসিয়াছিলেন, সেই সময় দ্রব্যসেন তাঁহাকে ধরিয়া একটা শিকায় পূরেন এবং অধঃশির করিয়া দরজার ঝন্‌কাঠ হইতে † ঝুলাইয়া রাখেন। বারাণসীরাজ এই অবস্থায় চোররাজের সম্বন্ধে

* এখানে টীকাকার নিম্নলিখিত আর একটী গাথা উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

কৃতজ্ঞ, সুশীল, সাধু জনের সেবায় সর্ব্বত্র সর্ব্বদা লোকে মহাফল পায়।
সুক্ষেত্রে পতিত বীজ অমোঘ যেমন, ধার্ম্মিক জনের সেবা জানিবে তেমন।

† মূলে 'উত্তরুম্মারে' এই পদ আছে। উম্মার=দেহলী বা গোবরাট ; কিন্তু 'উত্তর' বিশেষণ দ্বারা ইহা চৌকাঠের মাথার কাঠ বা ঝন্‌কাঠ খানাকে বুঝাইতেছে।

মৈত্রী ভাবনা করিতে লাগিলেন এবং কৃৎস্ন-পরিকর্ম্মদ্বারা * ধ্যানস্থ হইলেন। অমনি তাঁহার বন্ধনগুলি ছিন্ন হইয়া গেল এবং তিনি আকাশে পর্য্যঙ্কবন্ধে † সমাসীন্ হইয়া রহিলেন। তখন চোররাজের শরীরে দাহ উপস্থিত হইল, তিনি "পুড়ে গেল," "জ্ব'লে গেল" বলিয়া ভূতলে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। তিনি অমাত্যদিগকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসিলেন, তাঁহারা উত্তর দিলেন, "মহারাজ, আপনি বারাণসীরাজের ন্যায় নিরপরাধ ও ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে দরজার খনুকাঠ হইতে অধঃশির করিয়া ঝুলাইয়া রাখিয়াছিলেন (এই জন্যই আপনার এরূপ যন্ত্রণা হইতেছে)"। "যদি তাহাই হয়, তবে ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে মুক্ত কর।" রাজভৃত্যেরা গিয়া দেখে বারাণসীপতি আকাশে পর্য্যঙ্কবন্ধে বসিয়া আছেন। তাহারা ফিরিয়া গিয়া দ্রব্যসেনকে এই বৃত্তান্ত জানাইলেন, এবং দ্রব্যসেন ছুটিয়া গিয়া বারাণসীপতিকে বন্দনা করিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিবার কালে নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটী বলিলেন:—

ভুঞ্জিয়াছ, একরাজ,‡　　　পূর্ব্বে তুমি বহুবিধ
　　কাম্য, যাহা অন্যের দুর্লভ,
নরকসদৃশ স্থানে　　　এবে নিপতিত তুমি
　　তবু চিত্ত নির্ব্বিকার তব।
পূর্ব্বের প্রশান্তভাব,　　　পূর্ব্বের মানসবল,
　　এখনও সমভাবে আছে।
কারণ ইহার যাহা,　　　শুনিতে বাসনা বড়,
　　দয়া করি বল মোর কাছে।

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব অবশিষ্ট গাথাগুলি বলিলেন:—

শান্তি আর তপঃ　　মেগেছিনু আমি　　পূর্ব্বে সদা একমনে,
প্রার্থনা সফল,　　শুন, মহারাজ,　　হইয়াছে এত দিনে।
নাহি দুঃখ তাই,　　মনের বিকার　　নাহি মোর, দ্রব্যসেন।
চিত্তের প্রসাদ,　　হৃদয়ের বল　　হারাইব বল কেন?
দান, উপোসথ　　কৃত্য সব আমি　　করিয়াছি সম্পাদন,
প্রাজ্ঞ, যশোবান্　　শত্রু যে আমার　　মিত্র এবে হে রাজন্।
যে সুযশ, ভূপ,　　পাইতে বাসনা　　ছিল মনে এতদিন,
পাইয়াছি তাহা　　তবে কেন হব　　বলবীর্য্যশান্তিহীন?
দুঃখে, নরনাথ,　　সুখের বিনাশ　　হয় বটে সঙ্ঘটন,
সুখ পুনরায়　　উপজিয়া মনে　　করে দুঃখ বিনশন।§
নির্বৃত যে জন,　　নাহি ভেদজ্ঞান　　সুখে দুঃখে কভু তাঁর,
সুখে আর দুখে　　উভয়ত্র তিনি　　নিরন্তর নির্ব্বিকার।

ইহা শুনিয়া দ্রব্যসেন বোধিসত্ত্বকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমালাভ করিলেন, এবং বলিলেন, "আপনার রাজ্য আপনিই শাসন করুন, আমি আপনার বিদ্রোহীদিগকে দূর করিয়া দিব।" অনন্তর তিনি সেই দুষ্ট অমাত্যের সমুচিত দণ্ডবিধান করিয়া প্রস্থান করিলেন,

* কৃৎস্ন-সম্বন্ধে ১ম খণ্ডের ২২ পৃষ্ঠের টীকা দ্রষ্টব্য।
† পর্য্যঙ্কবন্ধ—যোগাসনবিশেষ (নামান্তর বীরাসন)—"একপাদমথৈকস্মিন্ বিন্যস্যোরৌ নিসংস্থিতম্। ইতরস্মিংস্তথৈবোরুং বীরাসনমুদাহৃতম্।"
‡ টীকাকার বলেন, 'একরাজ বারাণসীরাজের নাম। যিনি প্রতিদ্বন্দ্বিহীন, একমাত্র রাজা বা সম্রাট্, 'একরাজ' শব্দ তাঁহাকেও বুঝাইতে পারে।
§ ধ্যানসুখে নিজের দুঃখনিবৃত্তির প্রতি লক্ষ্য করিয়া বোধিসত্ত্ব এই কথা বলিয়াছেন।

বোধিসত্ত্বও অমাত্যদিগের হস্তে রাজ্য সমর্পণপূর্ব্বক ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন এবং ব্রহ্মলোক-পরায়ণ হইলেন।

[সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন ব্রহ্মসেন এবং আমি ছিলাম সেই বারাণসীরাজ।]

৩০৪—দর্দ্দর-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি-কালে জনৈক কোপনস্বভাব ব্যক্তির সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইঁহার প্রত্যুৎপন্নবস্তু পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।* ধর্ম্মসভায় এই ব্যক্তির ক্রোধপরায়ণতার কথা উত্থাপিত হইলে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা এখানে বসিয়া কোন্ বিষয়ের আলোচনা করিতেছ?" এবং যখন আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন, তখন তিনি সেই ভিক্ষুকে ডাকাইয়া বলিলেন, "তুমি কি প্রকৃতই এত কোপনস্বভাব?" "হাঁ ভদন্ত, ইহা মিথ্যা নহে।" "কেবল এখন নহে, পূর্ব্ব জন্মেও এ ব্যক্তি ক্রোধশীল ছিল এবং ইহারই ক্রোধশীলতাবশতঃ পুরাকালে প্রাজ্ঞ ও বিশুদ্ধচেতা নাগবংশীয় ব্যক্তিরাও তিন বৎসর মলপূর্ণস্থানে অবস্থিতি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।" অনন্তর শাস্তা সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

হিমবন্ত প্রদেশে দর্দ্দর † নামে এক পর্ব্বত আছে। তাহার পাদদেশে দর্দ্দরনাগদের বাস। পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব এই নাগদিগের রাজা শূরদর্দ্দরের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বোধিসত্ত্বের নাম ছিল মহাদর্দ্দর এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম ছিল খুল্লদর্দ্দর। খুল্লদর্দ্দরের প্রকৃতি অতি পরুষ ও ক্রোধপরায়ণ ছিল। সে নাগকন্যাদিগকে দুর্বাক্য বলিত, প্রহারও করিত। নাগরাজ কনিষ্ঠপুত্রের পরুষপ্রকৃতি জানিতে পারিয়া তাহাকে নাগপুরী হইতে দূর করিবার আজ্ঞা দিলেন। কিন্তু মহাদর্দ্দর পিতাকে অনুরোধ করিয়া কনিষ্ঠকে ক্ষমা করাইলেন এবং তাহার নির্ব্বাসন বন্ধ করিলেন। ইহার পর রাজা আবার খুল্লদর্দ্দরের আচরণে ক্রুদ্ধ হইলেন এবং আবারও জ্যেষ্ঠপুত্রের অনুরোধে তাহাকে ক্ষমা করিলেন। কিন্তু তৃতীয়বার যখন মহাদর্দ্দর কনিষ্ঠের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, তখন রাজা বলিলেন, "তোমারই জন্য আমি এই দুরাচারকে নাগপুরী হইতে দূর করিতে পারিতেছি না; যাও, তোমরা দুইজনেই এখান হইতে বাহির হইয়া তিন বৎসর বারাণসীনগরের মলপূর্ণ ভূমিতে গিয়া থাক।" ইহা বলিয়া তিনি দুই পুত্রকেই নাগপুরীর বাহির করিয়া দিলেন।

নাগপুত্রদ্বয় এইরূপে অভিশপ্ত হইয়া বারাণসী নগরের মলভূমিতে বাস করিতে লাগিল। ঐ মলভূমির চারিদিকে জল ছিল। নাগরাজপুত্রেরা যখন জলের ধারে আহার খুঁজিতে যাইত, তখন গ্রামবালকেরা তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়া ঢিল ছুঁড়িত, লাঠি ছুঁড়িত এবং "এই মাথা-মোটা, ল্যাজ-সরু ঢোঁড়াগুলা ‡ কোথা হইতে আসিল" বলিয়া গালি দিত। খুল্লদর্দ্দর অতি উগ্র-প্রকৃতি ও পরুষ ছিল বলিয়া সে এই অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া একদিন বলিল, "দাদা, এই ছোঁড়াগুলো আমাদিগকে অপমান করিতেছে; আমরা যে বিষধর, ইহারা তাহা জানে না;

---

* এখানে কোন্ জাতকের প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে, তাহা নিশ্চয় বলা যায় না। ১৫৮ (সুহনু), ২৫২ (তিলমুষ্টি), ২৯৯ (কোমায় পুত্র) প্রভৃতি কয়েকটী জাতকের প্রত্যুৎপন্নবস্তুতে কোপনস্বভাব ভিক্ষুর উল্লেখ দেখা যায়।

† বর্ত্তমান দর্দ্দিস্তান কি?

‡ উদকসর্প—ডুণ্ডুভ = ঢুণ্ডুভ।

আমি ত ইহাদের অপমান সহ্য করিতে পারিতেছি না, আমি নাসাবাত দ্বারা ইহাদিগকে মারিয়া ফেলিব।" অগ্রজের সহিত এইরূপ আলাপের সময়ে সে নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটী বলিল :—

নরলোকে আসি মোরা বড় দুখ পাই, গালি দেয় ছোঁড়াগুলো, শুনেছ ত ভাই?
'ব্যাঙ-খেকো', 'পাঁকে থেকো' কত কি যে বলে। বিষধরে বিষহীন ভেবেছে সকলে।

তাহার কথা শুনিয়া মহাদর্দ্দর শেষের গাথাগুলি বলিলেন :—

নিজ রাজ্য ছাড়ি অন্য জনপদে আশ্রয় যাহারা লয়,
দুর্ব্বাক্য অশেষ, অপমান বহু তাদের সহিতে হয়।
বুদ্ধিমান্ যারা, হেন অবস্থায় রাখিবারে অপমান,
পূর্ব্ব হ'তে তারা প্রকাণ্ড ভাণ্ডার করি রাখে নিরমাণ।*
কি তব চরিত্র, কিবা জাতিগোত্র জানা নাই যেই খানে,
এরূপ প্রবাসে পণ্ডিতে না হয় অভিভূত অভিমানে।
পণ্ডিত যে জন, অগ্নিসম বীর্য্য যদিও তাঁহার থাকে,
প্রবাসের কালে অতি সাবধানে রুধিবেন আপনাকে।
নীচ দাস যারা, তাদের(ও) তর্জ্জন সহ্য করি তিনি রন,
ক্রোধবশে কভু হন নাক তিনি প্রতিহিংসা পরায়ণ।

নাগরাজপুত্রদ্বয় এইরূপে সেখানে তিন বৎসর বাস করিয়াছিল। অতঃপর তাহাদের পিতা তাহাদিগকে গৃহে প্রতিগমন করিতে আহ্বান করিলেন এবং তাহারা তদবধি হতদর্প হইয়া রহিল।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই ভিক্ষু অনাগামিফল প্রাপ্ত হইল।]

[সমবধান—তখন এই ক্রোধশীল ভিক্ষু ছিল খুল্লদর্দ্দর এবং আমি ছিলাম মহাদর্দ্দর।]

৩০৫—শীলমীমাংসা-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে পাপনিগ্রহ সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্নবস্তু একাদশ নিপাতে পানীয়-জাতকে (৪৫৯) সবিস্তর বলা হইবে। এখানে সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে :—

একদা জেতবনবাসী পঞ্চশত ভিক্ষু রজনীর মধ্যম যামে ইন্দ্রিয় সুখ-ভোগ সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক করিতেছিলেন। একচক্ষু ব্যক্তি যেমন নিজের একটী মাত্র চক্ষুকে, একপুত্র ব্যক্তি যেমন নিজের একটী মাত্র পুত্রকে, চমরী গো যেমন তাহার পুচ্ছকে অতি সাবধানে রক্ষা করে, শাস্তাও সেইরূপ প্রত্যহ, রাত্রির ছয় ভাগেই † ভিক্ষুদিগের চরিত্রের দিকে লক্ষ্য রাখিতেন। তিনি ঐ রজনীতে দিব্য চক্ষু দ্বারা জেতবনের কোথায় কি হইতেছে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। চক্রবর্ত্তী রাজার অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট তস্করসদৃশ এই ভিক্ষুদিগকে তিনি দেখিতে পাইলেন এবং তৎক্ষণাৎ গন্ধকুটীরের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া আনন্দকে আহ্বানপূর্ব্বক বলিলেন, "তুমি ভিক্ষুদিগকে কোটি সংস্থারে ‡ সমবেত হইতে বল এবং গন্ধকুটীরদ্বারে আমার আসন রাখ।" আনন্দ তাহাই করিয়া শাস্তাকে জানাইলেন, শাস্তা বিন্যস্ত আসনে উপবেশন করিলেন এবং উপস্থিত ভিক্ষুদিগকে একসঙ্গে সম্বোধনপূর্ব্বক

---

* অর্থাৎ বহু অপমান সহ্য করিতে হইবে, এইরূপ কৃতনিশ্চয় হইয়া তাহারা পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

† প্রথম ও শেষ যামার্দ্ধ ছাড়িলে দিবা ও রাত্রির তিন তিনটী অংশ ধরা যাইতে পারে। এই জন্যই রাত্রির নামান্তর ত্রিযামা।

‡ বোধ হয়, জেতবনক্রয়কালে ইহার যে অংশ অনাথপিণ্ড স্বর্ণদ্বারা মণ্ডিত করিয়াছিলেন, তাহা 'কোটিসংস্থার' এই নাম পাইয়াছিল।

বলিলেন, "দেখ, পাপ কার্য্য কিছুতেই গোপন থাকে না বলিয়া প্রাচীন পণ্ডিতেরা পাপ হইতে বিরত হইয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বয়ঃপ্রাপ্তির পর সেই বারাণসীতেই কোন সুবিখ্যাত আচার্য্যের নিকট বিদ্যা শিক্ষা করিয়া তাঁহার পঞ্চশত শিষ্যের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন। ঐ আচার্য্যের এক প্রাপ্তবয়স্কা কন্যা ছিল। তিনি বিবেচনা করিলেন, 'এই শিষ্যদিগের চরিত্র পরীক্ষা করিয়া যাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা চরিত্রবান্ দেখিব, তাহাকেই কন্যা সম্প্রদান করিব।'

অনন্তর তিনি একদিন শিষ্যদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, "বৎসগণ, আমার কন্যা বয়ঃপ্রাপ্তা হইয়াছে, ইহার বিবাহ দিতে হইবে; তজ্জন্য বস্ত্রালঙ্কারের প্রয়োজন। তোমরা এমনভাবে বস্ত্রালঙ্কার অপহরণ করিয়া আনিবে যে, তোমাদের জ্ঞাতি-বন্ধুগণ যেন তাহা দেখিতে না পায়। যাহা অপরের অগোচরে আনিবে, তাহাই আমি গ্রহণ করিব; যদি অপর কেহ অপহৃত বস্তু দেখিতে পায়, তাহা হইলে আমি উহা গ্রহণ করিব না।"

শিষ্যেরা "যে আজ্ঞা" বলিয়া এই প্রস্তাবে সম্মতি দিল এবং জ্ঞাতি-বন্ধুদিগের অগোচরে বস্ত্রাভরণাদি অপহরণ করিয়া আচার্য্যকে দিতে লাগিল। প্রত্যেক শিষ্যে যাহা আনিয়া দিত, আচার্য্য তাহা পৃথগ্‌ভাবে সাজাইয়া রাখিতেন।

বোধিসত্ত্ব কিন্তু কিছুই আহরণ করিতেন না। ইহাতে একদিন আচার্য্য তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, তুমি আমাকে কিছুই আনিয়া দিতেছ না?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "না গুরুদেব, আমি কিছুই আনিতে পারি নাই।" "কেন পার নাই?" "যাহা আনিতে হইবে, তাহা অপরে দেখিলে আপনি গ্রহণ করিবেন না। কিন্তু আমি পাপানুষ্ঠানে গোপন কাহাকে বলে দেখিতে পাই না।" এই ভাব ব্যাখ্যা করিবার জন্য বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত দুইটী গাথা বলিলেন :—

গোপনে করিতে কাজ সাধ্য আছে কার? যেখানেই হয় পাপ সাক্ষী থাকে তার।
গোপনে করেছি পাপ, ভাবে মূর্খ মনে; দেখেছেন কিন্তু তাহা বনদেবগণে।
গোপন কাহাকে বলে না পারি বুঝিতে, প্রাণিশূন্য স্থান কোন নাহি পৃথিবীতে।
না থাকুক অন্যে, আমি রয়েছি যেখানে, প্রাণিশূন্য স্থান তারে বলিব কেমনে?

ইহা শুনিয়া আচার্য্য অতিমাত্র প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, "বৎস, আমার গৃহে যে ধন নাই, তাহা নহে। আমার ইচ্ছা, শীলসম্পন্ন পাত্রে কন্যা দান করি। অতএব শিষ্যদিগের চরিত্র পরীক্ষার জন্য আমি এরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। এখন বুঝিলাম, আমার কন্যা তোমারই উপযুক্তা।" এই বলিয়া তিনি কন্যাকে অলঙ্কারাদি দ্বারা সাজাইয়া বোধিসত্ত্বকে সম্প্রদান করিলেন এবং অপর শিষ্যদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তোমরা যে যে দ্রব্য আনিয়া দিয়াছিলে, এখন সমস্ত স্ব স্ব গৃহে লইয়া যাও।"

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন, "এইরূপে, দুঃশীল শিষ্যগণ সেই কন্যারত্ন লাভ করিতে পারিল না; কিন্তু শীলসম্পন্ন ছিল বলিয়া সেই বুদ্ধিমান্ শিষ্যটী তাহাকে লাভ করিয়াছিল।" অতঃপর অভিসম্বুদ্ধ হইয়া তিনি নিম্নলিখিত অপর দুইটী গাথা বলিলেন :—

দুর্জাত, অজাত, নন্দ, সুখবৎস, বধ্য আর
অধ্রুব শীলাদি শিষ্যগণ, *
শ্রীরত্ন লভিতে তারা ধর্ম্মপথ পরিহরি
পাপপথে করে বিচরণ।

সর্ব্বধর্ম্ম পারদর্শী ধৃতিমান্‌, সত্যসন্ধ,
কিন্তু সেই ব্রাহ্মণকুমার,
থাকিয়া ধর্ম্মের পথে তুষিয়া আচার্য্যবরে
কন্যারত্ন পেল পুরস্কার।

অনন্তর শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই পঞ্চশত ভিক্ষু অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইলেন।
[সমবধান—তখন সারিপুত্র ছিলেন সেই আচার্য্য এবং আমি ছিলাম সেই পণ্ডিত মাণবক।]

৩০৬—সুজাতা-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে মল্লিকাদেবীকে † উপলক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। প্রবাদ আছে, একদা রাজভবনে রাজার (প্রসেনজিতের) সহিত তাঁহার বিবাদ হইয়াছিল। এখনও লোকে এই বিবাদকে 'শয়নকলহ' বলিয়া থাকে। রাজা ইহাতে এত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন যে, মল্লিকাদেবী আছেন কি না আছেন, কোনই খোঁজ খবর লইতেন না। মল্লিকা ভাবিতে লাগিলেন, 'রাজা যে আমার উপর এত ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, শাস্তা বোধ হয় ইহা জানেন না।' কিন্তু শাস্তা সমস্তই জানিতে পারিয়াছিলেন এবং সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, 'ইঁহাদের মধ্যে পুনর্ব্বার সদ্ভাব স্থাপিত করিতে হইবে।'

অনন্তর একদিন পূর্ব্বাহ্নসময়ে শাস্তা নিবাসন পরিধান করিলেন এবং পাত্রচীবর হস্তে লইয়া ও পঞ্চশত ভিক্ষু পরিবৃত হইয়া শ্রাবস্তীতে প্রবেশপূর্ব্বক রাজদ্বারে উপস্থিত হইলেন। রাজা তাঁহার হস্ত হইতে পাত্র গ্রহণ করিলেন, তাঁহাকে ভিতরে লইয়া গেলেন, তাঁহার জন্য যে আসন প্রস্তুত হইয়াছিল, তদুপরি তাঁহাকে উপবেশন করাইলেন, বুদ্ধপ্রমুখ সঙ্ঘকে দক্ষিণোদক দান করিলেন এবং তাঁহাদের সেবার জন্য যাগু ও খাদ্য † আনাইলেন। কিন্তু শাস্তা হস্তদ্বারা পাত্রের মুখ আবৃত করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "মহারাজ, দেবী কোথায়?" "তাঁহাকে দিয়া কি করিবেন, ভদন্ত? তিনি নিজের পদগৌরবে মত্ত হইয়াছেন।" "মহারাজ, আপনি নিজেই এই রমণীকে উচ্চপদবী দান করিয়াছেন, আপনিই তাঁহাকে বাড়াইয়া দিয়াছেন, এখন তিনি কোন অপরাধ করিলে আপনি যদি তাহা সহ্য না করেন, তবে অন্যায় হইবে।"

শাস্তার কথা শুনিয়া রাজা মল্লিকাকে ডাকাইলেন। মল্লিকা আসিয়া শাস্তাকে পরিবেশন করিতে লাগিলেন। শাস্তা বলিলেন, "আপনাদের উচিত যে, পরস্পরের সহিত সদ্ভাবে ও নির্ব্বিবাদে বাস করেন।" অনন্তর তিনি সম্প্রীতির গুণ বর্ণন করিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন এবং তদবধি প্রসেনজিৎ ও মল্লিকা উভয়েই সম্প্রীত ভাবে চলিতে লাগিলেন।

অনন্তর ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া এ সম্বন্ধে কথোপকথন করিতে লাগিলেন। শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিয়া বলিলেন, "কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও আমি একটি মাত্র কথা বলিয়া সৌহার্দ্দ স্থাপিত করিয়াছিলাম।" অনন্তর তিনি সেই অতীত বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব তাঁহার ধর্ম্মানুশাসক অমাত্য ছিলেন। এক দিন রাজা মহাবাতায়ন খুলিয়া অঙ্গনের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন, এমন সময়ে সুজাতা-

---

* আচার্য্যের শিষ্যদিগের মধ্যে প্রধান কয়েক জনের নাম।

† আহারং ষড়্‌বিধং চূষ্যং পেয়ং লেহ্যং তথৈব চ। ভোজ্যং ভক্ষ্যং তথা চর্ব্যং গুরু বিদ্যাদ্‌ যথোত্তরং।—ভাব প্রকাশ। ভোজ্যং যথা ভক্তসূপাদি, ভক্ষ্যং যথা মোদকাদি, চর্ব্যং যথা চিপিটচণকাদি। ভক্ষ্য ও খাদ্য একার্থবাচক। এই খাদ্য হইতে আমাদের 'খাজা' শব্দ আসিয়াছে। [খাজা—ময়দানির্ম্মিত মোদকবিশেষ (বিশেষণ ভাবে, যেমন খাজা কাঁটাল।)]

বলিলেন, "দেখ, পাপ কার্য্য কিছুতেই গোপন থাকে না বলিয়া প্রাচীন পণ্ডিতেরা পাপ হইতে বিরত হইয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বয়ঃপ্রাপ্তির পর সেই বারাণসীতেই কোন সুবিখ্যাত আচার্য্যের নিকট বিদ্যা শিক্ষা করিয়া তাঁহার পঞ্চশত শিষ্যের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন। ঐ আচার্য্যের এক প্রাপ্তবয়স্কা কন্যা ছিল। তিনি বিবেচনা করিলেন, 'এই শিষ্যদিগের চরিত্র পরীক্ষা করিয়া যাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা চরিত্রবান্ দেখিব, তাহাকেই কন্যা সম্প্রদান করিব।'

অনন্তর তিনি একদিন শিষ্যদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, "বৎসগণ, আমার কন্যা বয়ঃপ্রাপ্তা হইয়াছে, ইহার বিবাহ দিতে হইবে; তজ্জন্য বস্ত্রালঙ্কারের প্রয়োজন। তোমরা এমনভাবে বস্ত্রালঙ্কার অপহরণ করিয়া আনিবে যে, তোমাদের জ্ঞাতি-বন্ধুগণ যেন তাহা দেখিতে না পায়। যাহা অপরের অগোচরে আনিবে, তাহাই আমি গ্রহণ করিব; যদি অপর কেহ অপহৃত বস্তু দেখিতে পায়, তাহা হইলে আমি উহা গ্রহণ করিব না।"

শিষ্যেরা "যে আজ্ঞা" বলিয়া এই প্রস্তাবে সম্মতি দিল এবং জ্ঞাতি-বন্ধুদিগের অগোচরে বস্ত্রাভরণাদি অপহরণ করিয়া আচার্য্যকে দিতে লাগিল। প্রত্যেক শিষ্য যাহা আনিয়া দিত, আচার্য্য তাহা পৃথগ্‌ভাবে সাজাইয়া রাখিতেন।

বোধিসত্ত্ব কিন্তু কিছুই আহরণ করিলেন না। ইহাতে একদিন আচার্য্য তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, তুমি আমাকে কিছুই আনিয়া দিতেছ না?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "না গুরুদেব, আমি কিছুই আনিতে পারি নাই।" "কেন পার নাই?" "যাহা আনিতে হইবে, তাহা অপরে দেখিলে আপনি গ্রহণ করিবেন না। কিন্তু আমি পাপানুষ্ঠানে গোপন কাহাকে বলে দেখিতে পাই না।" এই ভাব ব্যাখ্যা করিবার জন্য বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত দুইটী গাথা বলিলেন :—

গোপনে করিতে কাজ সাধ্য আছে কার?
যেখানেই হয় পাপ সাক্ষী থাকে তার।
গোপনে করেছি পাপ, ভাবে মূর্খ মনে;
দেখেছেন কিন্তু তাহা বনদেবগণে।
গোপন কাহাকে বলে না পারি বুঝিতে,
প্রাণিশূন্য স্থান কোন নাহি পৃথিবীতে।
না থাকুক অন্যে, আমি রয়েছি যেখানে,
প্রাণিশূন্য স্থান তারে বলিব কেমনে?

ইহা শুনিয়া আচার্য্য অতিমাত্র প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, "বৎস, আমার গৃহে যে ধন নাই, তাহা নহে। আমার ইচ্ছা, শীলসম্পন্ন পাত্রে কন্যা দান করি। অতএব শিষ্যদিগের চরিত্র পরীক্ষার জন্য আমি এরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। এখন বুঝিলাম, আমার কন্যা তোমারই উপযুক্ত।" এই বলিয়া তিনি কন্যাকে অলঙ্কারাদি দ্বারা সাজাইয়া বোধিসত্ত্বকে সম্প্রদান করিলেন এবং অপর শিষ্যদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তোমরা যে যে দ্রব্য আনিয়া দিয়াছিলে, এখন সমস্ত স্ব স্ব গৃহে লইয়া যাও।"

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন, "এইরূপে, দুঃশীল শিষ্যগণ সেই কন্যারত্ন লাভ করিতে পারিল না; কিন্তু শীলসম্পন্ন ছিল বলিয়া সেই বুদ্ধিমান্ শিষ্যটী তাহাকে লাভ করিয়াছিল।" অতঃপর অভিসম্বুদ্ধ হইয়া তিনি নিম্নলিখিত অপর দুইটী গাথা বলিলেন :—

দুর্জাত, অজাত, নন্দ, সুখবৎস, বথ্য আর
অধ্রুবশীলাদি শিষ্যগণ, *
স্ত্রীরত্ন লভিতে তারা ধর্ম্মপথ পরিহরি
পাপপথে করে বিচরণ।

সর্ব্বধর্ম্ম পারদর্শী ধৃতিমান্, সত্যসন্ধ,
কিন্তু সেই ব্রাহ্মণকুমার,
থাকিয়া ধর্ম্মের পথ তুষিয়া আচার্য্যবরে
কন্যারত্ন পেল পুরস্কার।

অনন্তর শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই পঞ্চশত ভিক্ষু অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইলেন।
[সমবধান—তখন সারিপুত্র ছিলেন সেই আচার্য্য এবং আমি ছিলাম সেই পণ্ডিত মাণবক।]

৩০৬—সুজাতা-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে মল্লিকাদেবীকে † উপলক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। প্রবাদ আছে, একদা রাজভবনে রাজার (প্রসেনজিতের) সহিত তাঁহার বিবাদ হইয়াছিল। এখনও লোকে এই বিবাদকে শয়নকলহ বলিয়া থাকে। রাজা ইহাতে এত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন যে, মল্লিকাদেবী আছেন কি না আছেন, কোনই খোঁজ খবর লইতেন না। মল্লিকা ভাবিতে লাগিলেন, 'রাজা যে আমার উপর এত ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, শাস্তা বোধ হয় ইহা জানেন না।' কিন্তু শাস্তা সমস্তই জানিতে পারিয়াছিলেন এবং সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, 'ইঁহাদের মধ্যে পুনর্ব্বার সদ্ভাব স্থাপিত করিতে হইবে।'

অনন্তর একদিন পূর্ব্বাহ্নসময়ে শাস্তা নিবাসন পরিধান করিলেন এবং পাত্রচীবর হস্তে লইয়া ও পঞ্চশত ভিক্ষু পরিবৃত হইয়া শ্রাবস্তীতে প্রবেশপূর্ব্বক রাজদ্বারে উপস্থিত হইলেন। রাজা তাঁহার হস্ত হইতে পাত্র গ্রহণ করিলেন, তাঁহাকে ভিতরে লইয়া গেলেন, তাঁহার জন্য যে আসন প্রস্তুত হইয়াছিল, তদুপরি তাঁহাকে উপবেশন করাইলেন, বুদ্ধপ্রমুখ সঙ্ঘকে দক্ষিণোদক দান করিলেন এবং তাঁহাদের সেবার জন্য যাগু ও খাদ্য ‡ আনাইলেন। কিন্তু শাস্তা হস্তদ্বারা পাত্রের মুখ আবৃত করিয়া জিজ্ঞাসিলেন "মহারাজ, দেবী কোথায়?" "তাঁহাকে দিয়া কি করিবেন, ভদন্ত? তিনি নিজের পদগৌরবে মত্ত হইয়াছেন।" "মহারাজ, আপনি নিজেই এই রমণীকে উচ্চপদবী দান করিয়াছেন আপনিই তাঁহাকে বাড়াইয়া দিয়াছেন এখন তিনি কোন অপরাধ করিলে আপনি যদি তাহা সহ্য না করেন, তবে অন্যায় হইবে।'

শাস্তার কথা শুনিয়া রাজা মল্লিকাকে ডাকাইলেন মল্লিকা আসিয়া শাস্তাকে পরিবেষণ করিতে লাগিলেন। শাস্তা বলিলেন, "আপনাদের উচিত যে পরস্পরের সহিত সদ্ভাবে ও নির্ব্বিবাদে বাস করেন। অনন্তর তিনি সম্প্রীতির গুণ বর্ণন করিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন এবং তদবধি প্রসেনজিৎ ও মল্লিকা উভয়েই সম্প্রীত ভাবে চলিতে লাগিলেন।

অনন্তর ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া এ সম্বন্ধে কথোপকথন করিতে লাগিলেন। শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিয়া বলিলেন, "কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও আমি একটী মাত্র কথা বলিয়া সৌহার্দ্দ স্থাপিত করিয়াছিলাম।" অনন্তর তিনি সেই অতীত বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব তাঁহার ধর্ম্মানুশাসক অমাত্য ছিলেন। এক দিন রাজা মহাবাতায়ন খুলিয়া অঙ্গনের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন, এমন সময়ে সুজাতা-

---

* আচার্য্যের শিষ্যদিগের মধ্যে প্রধান কয়েক জনের নাম।

† আহারং যড়্বিধং চুষ্যং পেয়ং লেহ্যং তথৈব চ। ভোজ্যং ভক্ষ্যং তথা চর্ব্ব্যং গুরু বিদ্যাদ্ যথাবরং।—ভাব প্রকাশ। ভোজ্যং যথা ভক্তসূপাদি ভক্ষ্যং যথা মোদকাদি, চর্ব্যং যথা চিপিটচণকাদি। ভক্ষ্যং ও খাদ্যং একার্থবাচক। এই খাদ্য হইতে আমাদের খাজা শব্দ আসিয়াছে। [খাজা—ঘৃতাক্তপক্ব মোদকবিশেষ (বিশেষণ ভাব, যেমন খাজা কাঁটাল।)]

নাম্নী এক পরমসুন্দরী ও তরুণ-যৌবনসম্পন্না পর্ণিককন্যা এক টুকরি কুল মাথায় * লইয়া "কুল কিনিবে," "কুল কিনিবে" বলিতে বলিতে ঐ স্থানের † নিকট দিয়া যাইতেছিল। রাজা তাহার মধুর কণ্ঠস্বর শুনিয়াই তাহাতে প্রতিবদ্ধচিত্ত হইলেন এবং যখন জানিতে পারিলেন সে অবিবাহিতা, তখন তাহাকে ডাকাইলেন ও নিজের অগ্রমহিষীর পদে বরণ করিলেন। অতঃপর রাজা অশেষ প্রকারে তাহার সম্বর্দ্ধনা করিতে লাগিলেন। এইরূপে পর্ণিককন্যা রাজার প্রিয়া ও মনোমোহিনী হইল।

এক দিন রাজা বসিয়া সোণার থালায় ‡ কুল খাইতেছিলেন। সুজাতা দেবী তাঁহাকে কুল খাইতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, আপনি এ কি ফল খাইতেছেন?" এই প্রশ্ন করিবার সময়ে তিনি নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটী বলিলেন :—

অণ্ডাকার রক্তবর্ণ অতি মনোহর কি ওই সুবর্ণপাত্রে ফল, নরেশ্বর?

ইহাতে রাজা অতি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "কি আস্পর্দ্ধা! পক্ক বদরি বিক্রয়ই যাহার জীবিকা, তুমি সেই পর্ণিকের দুহিতা; অথচ নিজের পিতৃকুল সম্পত্তি বদরিকা চিনিতে পারিতেছ না?" রাজা এই ভাব সুব্যক্ত করিবার জন্য নিম্নলিখিত দুইটী গাথা বলিলেন :—

খাব্‌ড়া পরি ন্যাড়া মাথায় কাঁধে রাখি হাত,
কুড়াতিস্ যা, বেচি যা তোর বাপে পেত ভাত,
বাপের বাড়ীর সেই ফল এ বুঝ্‌লি ত এখন?
বিগ্‌ড়ে গেছে মাথাটা তোর পেয়ে রাজার ধন!

রাণী হ'য়ে গরম মেজাজ, হ'লি নাক সুখী;
কপালেতে ভোগ নাই তোর, দূর হ, পোড়ামুখী!
রাখ নিয়ে সেথায় এরে, যেথানে আবার
কুল্ কুড়ায়ে অনবরত পাবে আপনার।

বোধিসত্ত্ব বিবেচনা করিলেন, 'আমি ছাড়া অন্য কেহই ইঁহাদের মধ্যে সৌহার্দ্দ স্থাপন করিতে পারিবে না; আমিই রাজার ক্রোধাপনোদন করিয়া যাহাতে এই রমণীর নির্ব্বাসন না হয়, তাহা করিব।' এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি নিম্নলিখিত চতুর্থ গাথা বলিলেন :—

রমণীর এই রীতি, যদি পায় উচ্চপদ
পূর্ব্বের অবস্থা ভুলি যায়।
ক্রোধ সংবরণ করি সুজাতার অপরাধ
অতএব ক্ষম মহাশয়।

বোধিসত্ত্বের অনুরোধে রাজা সুজাতার সেই অপরাধ ক্ষমা করিয়া তাহাকে পুনর্ব্বার যথাস্থানে স্থাপন করিলেন এবং তদবধি উভয়ে সম্প্রীতভাবে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

[সমবধান—তখন কোশলরাজ ছিলেন সেই বারাণসীরাজ, মল্লিকা ছিলেন সুজাতা এবং আমি ছিলাম সেই অমাত্য।]

---

* মূলে 'বদর' শব্দ আছে। বদর বা বদরি হইতে পূর্ববঙ্গের বড়ই এবং পালি 'কোল' শব্দ হইতে পশ্চিম বঙ্গের 'কুল' শব্দের উদ্ভব।

† 'রাজাঙ্গণেন গচ্ছতি'। ইংরাজী অনুবাদক 'রাজাঙ্গণে ন গচ্ছতি' এই পাঠ ধরিয়াছেন। ইহা পরবর্তী 'তস্সা সদ্দং সুত্বা পটিবদ্ধচিত্তো হুত্বা' (তাহার স্বর শুনিয়াই প্রতিবদ্ধচিত্ত হইয়া) এই অংশের সহিত সুসঙ্গত হয়। 'রাজা প্রথমে তাহাকে দেখেন নাই, কেবল দূর হইতে তাহার গলার আওয়াজ শুনিয়াছিলেন' এই ভাব।

‡ মূলে 'সুবণ্ণতট্টকে' আছে। এই 'তট্টক' হইতে বাঙ্গালা 'টাট' হইয়াছে কি? শব্দটী 'স্থা' ধাতুজ মনে করা যাইতে পারে।

☞ নীচজাতীয়া রমণীর সহিত রাজার বিবাহ বাহ্যজাতকেও (১০৯) দেখা যায়।

Compare the following from the ballad of King Cophetua and the Beggar Maid 1u Perey's Reliques —

> She had forgot her gown of gray,
> Which she did weare of late
> The proverbe old is come to passe,
> The priest when he begins his masse,
> *Forgets that ever clerke he was,*
> He knoweth not his estate

৩০৭—পলাশ-জাতক।

[শাস্তা যখন পরিনির্ব্বাণ মঞ্চে শুইয়াছিলেন, সেই সময়ে স্থবির আনন্দকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। "অদ্য রজনী প্রভাত হইলে শাস্তা পরিনির্ব্বাণ লাভ করিবেন", ইহা জানিতে পারিয়া আনন্দ ভাবিতে লাগিলেন, 'আমি এখনও শৈক্ষ—আমার এখনও অনেক শিখিতে ও করিতে হইবে, * কিন্তু আমার শাস্তা পরিনির্ব্বাণ লাভ করিবেন, আমি যে এই পঁচিশ বৎসর তাঁহার পরিচর্য্যা করিলাম, তাহা নিষ্ফল হইল।' এইরূপে শোকাভিভূত হইয়া আনন্দ উদ্যানস্থ অববারকের কপিশীর্ষ † ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। শাস্তা তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া ভিক্ষুদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আনন্দ কোথায়?" তিনি অববারকে গিয়া কাঁদিতেছেন শুনিয়া শাস্তা তাঁহাকে ডাকাইয়া বলিলেন, "আনন্দ, তুমি পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছ, যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে থাক, অচিরে তৃষ্ণা হইতে অব্যাহতি পাইবে (অর্থাৎ অর্হত্ব লাভ করিবে) কোন চিন্তা নাই। অতীত জন্মে সংসারের পাপে লিপ্ত থাকিয়াও তুমি আমার যে সেবা করিয়াছিলে, তাহার ফল নিষ্ফল হয় নাই, তখন এজন্মে আমার যে সেবা করিলে, তাহা নিষ্ফল হইবে কেন?' অনন্তর তিনি সেই প্রাচীন কথা বলিতে লাগিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব বারাণসীর নিকটে এক পলাশবৃক্ষ-দেবতারূপে জন্মলাভ করিয়াছিলেন। ঐ সময় বারাণসীবাসীরা এই শ্রেণীর দেবতাদিগের বড় ভক্ত ছিল এবং তাঁহাদের প্রীতির জন্য পূজোপহারাদি দিত।

একদা এক দুর্গত ব্রাহ্মণ ভাবিলেন, 'আমিও কোন এক দেবতার সেবা করিব।' এই উদ্দেশ্যে তিনি উন্নত প্রদেশে স্থিত এক পলাশবৃক্ষের মূল তৃণহীন ও সমান করিলেন, সেখানে বালুকা ছড়াইলেন ও ঝাঁট দিলেন, বৃক্ষটিকে গন্ধপঞ্চাঙ্গুলিক দিয়া সাজাইলেন, মাল্যগন্ধধূপাদি দিয়া পূজা করিলেন এবং প্রদীপ জ্বালিয়া ও "সুখে শয়ন কর" এই বলিয়া বৃক্ষটিকে প্রদক্ষিণ করিবার পর চলিয়া গেলেন।

পরদিন প্রাতঃকালেই ব্রাহ্মণ সেখানে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "শয়নের কোন বিঘ্ন হয় নাই ত?"

এইরূপে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে একদিন বৃক্ষদেবতা চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'এই ব্রাহ্মণ আমার খুব সেবা করিতেছে, আমি ইহার ভক্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিব এবং যে উদ্দেশ্যে আমার সেবা করিতেছে, তাহা পূরণ করিব।' অনন্তর ব্রাহ্মণ আসিয়া যখন বৃক্ষমূল

---

* মূলে "অহং চ খন্বহি সেখো সকরণীয়ো" এইরূপ আছে। 'সেখ' (শৈক্ষ) বলিলে যাহার শিক্ষা সমাপ্ত হয় নাই, অর্থাৎ অর্হত্বপ্রাপ্তি ঘটে নাই, এরূপ ব্যক্তিকে বুঝায়। স্রোতাপত্তিমার্গস্থ স্রোতাপত্তিফলস্থ, সকৃদাগামিমার্গস্থ সকৃদাগামিফলস্থ, অনাগামিমার্গস্থ অনাগামিফলস্থ এবং অর্হত্বমার্গস্থ, এই সাত প্রকার শৈক্ষ। বুদ্ধের জীবদ্দশায় অর্হত্ব লাভ করিতে পারেন নাই বলিয়া আনন্দ শৈক্ষ।

† অববার - হাওয়াখানাবিশেষ। কপিশীর্ষ—কপিমস্তকাকার বর্গ।

সম্মার্জ্জন করিতে লাগিলেন, তখন সেই বৃক্ষদেবতা বৃদ্ধব্রাহ্মণের বেশ ধরিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া নিম্নলিখিত প্রথম গাথা বলিলেন :—

অচেতন এই পলাশ গাছে,— শুনিবার যার শকতি না আছে
জেনে শুনে কেন, বল বিপ্রবর, অপ্রমত্ত ভাবে সেব নিরন্তর ?
মাগ তুমি সুখ ইহার ঠাঁই ! হেন কাণ্ড আমি কভু দেখি নাই।

ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :—

উন্নত ভূভাগে এই মহাবৃক্ষ স্থিত; বহুদূরে খ্যাতি এর হয়েছে বিশ্রুত।
নিশ্চিত দেবতা কোন আছেন এখানে, পারেন তুষিতে ভক্তে যিনি ধনদানে।
সে কারণ পূজি আমি এই তরুবরে ; হব পূর্ণমনস্কাম, এ আশা অন্তরে।

ইহা শুনিয়া বৃক্ষদেবতা ব্রাহ্মণের উপর প্রসন্ন হইলেন এবং বলিলেন, "ব্রাহ্মণ, তোমার ভয় নাই ; আমিই এই বৃক্ষে দেবতারূপে জন্মান্তর লাভ করিয়াছি ; আমি তোমাকে ধন দান করিব।" ব্রাহ্মণকে এইরূপ আশ্বস্ত করিয়া সেই বৃক্ষদেবতা নিজের বিমানদ্বারে দেবানুভাববলে আকাশে অবস্থিত হইয়া অপর গাথা দুইটী বলিলেন :—

করিয়াছ কত যত্নে আমার পূজন, ভক্তিভরে বৃক্ষতল করেছ মার্জ্জন ;
পূর্ণ হবে বাঞ্ছা তব, দিলাম আশ্বাস ; সতের শরণ ল'য়ে হবে না বিনাশ।
ওই যে অশ্বত্থ তরু দূরে দেখা যায়, সম্মুখে তিন্দুক বৃক্ষ যার শোভা পায়,
পুরাকালে ওর তলে, শুনহে ব্রাহ্মণ, হ'য়েছিল এক মহাযজ্ঞ সম্পাদন।
ওর মূলে ভূগর্ভেতে আছে নিধি নানা ; ল'য়ে যাও, তুলি ; তব দুঃখ রহিবে না।

বৃক্ষদেবতা আবার বলিতে লাগিলেন, "ব্রাহ্মণ, মাটি খুঁড়িয়া ঐ নিধি বহন করিতে গেলে তোমার বড় ক্লান্তি হইবে। তুমি যাও, আমিই উহা তোমার গৃহে লইয়া অমুক অমুক স্থানে রাখিয়া দিব। তুমি যাবজ্জীবন এই ধন ভোগ করিবে, দান দিবে এবং শীলসম্পন্ন হইয়া চলিবে।" ব্রাহ্মণকে এইরূপ উপদেশ দিয়া বৃক্ষদেবতা স্বীয় অনুভাববলে ঐ ধন তাঁহার গৃহে লইয়া রাখিয়া দিলেন।

[সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন সেই ব্রাহ্মণ এবং আমি ছিলাম সেই বৃক্ষদেবতা।]

৩০৮—জবশকুন-জাতক।*

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে দেবদত্তের অকৃতজ্ঞতার সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও দেবদত্ত বড় অকৃতজ্ঞ ছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব হিমবন্ত প্রদেশে কাষ্ঠকুট্ট পক্ষিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। একদা মাংস খাইবার সময়ে এক সিংহের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল। ইহাতে সিংহের গলা ফুলিয়া উঠিল ; তাহার আহার গ্রহণ করিবার সাধ্য রহিল না, সে তীব্র বেদনায় কাতর হইয়া পড়িল। বোধিসত্ত্ব নিজের খাদ্যান্বেষণ করিবার সময় সিংহকে এই অবস্থায় দেখিতে পাইলেন এবং শাখায় লীন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সৌম্য, কি জন্য তুমি এত কষ্ট পাইতেছ ?" সিংহ তাঁহাকে নিজের দুর্দ্দশার কথা জানাইল। বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "আমি, ভাই, তোমার গলা হইতে হাড় বাহির করিতে পারি ; কিন্তু পাছে তুমি আমায় খাইয়া

* জব—বেগ। জবশকুন—দ্রুতগামী পক্ষী।

গেল, এইজন্য তোমার মুখ প্রবেশ করিতে ভয় হয়।" "কোন ভয় নাই, ভাই, আমি তোমায় খাইব না, আমার প্রাণ রক্ষা কর।" "আচ্ছা, তাহাই করিতেছি" বলিয়া বোধিসত্ত্ব সিংহকে এক পাশে ভর দিয়া শুইতে বলিলেন, এবং 'কে জানে, এ [illegible] কি করিয়া বসিবে' ভাবিয়া, যাহাতে সিংহ মুখ বন্ধ করিতে না পারে সেই উদ্দেশে, তাহার ওষ্ঠদ্বয়ের মধ্যে একখণ্ড কাষ্ঠ রাখিয়া দিলেন। অনন্তর তিনি তাহার মুখবিবরে প্রবেশ করিয়া তুণ্ডদ্বারা সেই অস্থিখণ্ডের একপ্রান্তে আঘাত করিলেন। ইহাতে অস্থিখানি খুলিয়া পড়িল। হাড় খুলিবার পর বোধিসত্ত্ব সিংহের মুখ হইতে বাহির হইবার সময় তুণ্ডের আঘাতে সেই কাষ্ঠখণ্ড ফেলিয়া দিয়া শাখাগ্রে নিলীন হইলেন।

এইরূপে নীরোগ হইয়া সিংহ একদিন একটা বন্য মহিষ বধ করিয়া তাহার মাংস খাইতে লাগিল। বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, 'সিংহটার প্রকৃতি পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক।' তিনি সিংহের উপরিস্থ এক তরুশাখায় নিলীন হইয়া তাহার সহিত আলাপ আরম্ভ করিলেন এবং নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটী বলিলেন:—

নমস্কার মৃগরাজ, যথাশক্তি সিংহ তব
করেছিনু হিত কি সুমহৎ?
প্রতিদান কিছু তার পাব বলে কি আশায়
জানিতে উৎসুক বড় মন।

ইহা শুনিয়া সিংহ দ্বিতীয় গাথা বলিল:—

নিত্য করি পশুবধ রক্তপান সার তীক্ষ্ণ দন্তরাজি মোর মাংস লিপ্সায়
এখনি সেখান [illegible] পাগরে ক'দিয়া।*

৩০৯—শবক-জাতক।*

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে ষড়্‌বর্গীয়দিগের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্ন বস্তু বিনয়পিটকে সবিস্তর বর্ণিত আছে।† এখানে ইহা সংক্ষেপে বলা যাইতেছে। শাস্তা ষড়্‌বর্গীয়দিগকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিহে ভিক্ষুগণ, তোমরা নীচাসনে উপবিষ্ট হইয়া উচ্চাসনস্থ ব্যক্তিদিগের নিকট ধর্ম্মদেশন কর, একথা সত্য কি?"‡ তাহারা উত্তর দিল, "হাঁ ভদন্ত, একথা মিথ্যা নহে।" তখন ঐ ভিক্ষুদিগকে ভর্ৎসনা করিয়া শাস্তা কহিলেন, "এইরূপে আমার ধর্ম্মের গৌরবহানি করা তোমাদের পক্ষে অতি গর্হিত। প্রাচীন পণ্ডিতেরা, উপদেষ্টাকে নীচাসনে উপবেশন করিয়া বৌদ্ধেতর ধর্ম্মও ব্যাখ্যা করিতে দেখিয়া, তিরস্কার করিয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব চণ্ডালযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বয়ঃপ্রাপ্তির পর দারপরিগ্রহপূর্ব্বক গৃহধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। একদা তাঁহার গর্ভিণী ভার্য্যার আম্র খাইবার বড় সাধ জন্মিল। তিনি বোধিসত্ত্বকে বলিলেন, "স্বামিন্, আমার আম্র খাইতে ইচ্ছা হইয়াছে।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "ভদ্রে, এখন ত আমের সময় নয়; তোমাকে অন্য কোন অম্লরসযুক্ত ফল আনিয়া দিতেছি।" তাঁহার ভার্য্যা বলিলেন, "স্বামিন্, আমি আম পাই ত বাঁচিব, আম না পাইলে আমার প্রাণ থাকিবে না।"

বোধিসত্ত্ব পত্নীকে বড় ভাল বাসিতেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, 'কোথায় আম পাওয়া যাইতে পারে?' তখন বারাণসীরাজের উদ্যানে একটা বারমেসে আমগাছ ছিল।§ বোধিসত্ত্ব স্থির করিলেন, ঐ গাছ হইতেই একটা পাকা আম আনিয়া পত্নীর সাধ মিটাইতে হইবে। তিনি রাত্রিকালে রাজার উদ্যানে প্রবেশ করিয়া এবং গাছে উঠিয়া আম খুঁজিবার জন্য শাখায় শাখায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। এইরূপ করিতে করিতে রাত্রি প্রভাত হইল। তখন বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, 'আমি এখন যদি যাই, তাহা হইলে লোকে আমাকে চোর বলিয়া ধরিবে; অতএব রাত্রিকালেই যাইব।' ইহা স্থির করিয়া তিনি একটা শাখায় উঠিয়া উহার মধ্যে লীন হইয়া রহিলেন।

ঐ সময়ে বারাণসীরাজ তাঁহার পুরোহিতের নিকট মন্ত্র॥ শিক্ষা করিতেছিলেন। তিনি সেদিন উদ্যানে প্রবেশ করিয়া ঐ আম্র বৃক্ষের তলে নিজে উচ্চাসনে বসিয়া ও পুরোহিতকে নিম্নাসনে বসাইয়া মন্ত্র অভ্যাস করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া উপরিস্থিত বোধিসত্ত্ব ভাবিতে লাগিলেন, 'এই রাজা অধার্ম্মিক, কেন না ইনি নিজে উচ্চাসনে বসিয়া মন্ত্র অভ্যাস করিতেছেন; এই পুরোহিতও অধার্ম্মিক, কেন না ইনি নিম্নাসনে বসিয়া মন্ত্র বলিতেছেন; আমিও অধার্ম্মিক, কেন না, স্ত্রীর বশীভূত হইয়া নিজের প্রাণ তুচ্ছ করিয়া আম চুরি করিতে আসিয়াছি।' অনন্তর তিনি বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিলেন, একটা লম্বমান শাখা ধরিয়া উভয়ের মধ্যে দাঁড়াইলেন

---

* এই জাতকের নাম 'শবক' (পালি 'ছবক') হইল কেন বুঝা যায় না। শবক = শব (মৃতদেহ)। 'ছবক' না হইয়া 'সাবক' (শ্রাবক) এই পাঠ হইবে কি? শ্রাবক = শ্রোতা বা শিষ্য। এ নামটা অতীতবস্তুর সহিত সুসঙ্গত হয়।

† শুদ্ধবিভঙ্গ, শৈক্ষ্য ৬৮, ৬৯।

‡ তুঃ মনু, ২য় অধ্যায়, ১৯৮ শ্লোক :—নীচং শয্যাসনঞ্চাস্য সর্ব্বদা গুরুসন্নিধৌ। গুরোস্তু চক্ষুর্বিষয়ে ন যথেষ্টাসনো ভবেৎ।

§ মূলে 'ধুবফলো অম্বো' আছে। ধুবফল = ধ্রুবফল অর্থাৎ যাহাতে নিশ্চিত ফল পাওয়া যায়।

॥ মন্ত্র = বেদমন্ত্র বা বেদ এই অর্থ করা যাইতে পারে।

এবং বলিলেন, "মহারাজ, আমি ত মারাই গিয়াছি, আপনি অতি স্থূলবুদ্ধি এবং আপনার এই পুরোহিত জীবিত থাকিয়াও মৃত।" রাজা জিজ্ঞাসিলেন, "এ কথা বলিতেছ কেন?" বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত গাথায় ইহার উত্তর দিলেন :—

> করেছি কুকর্ম্ম অতি মোরা তিন জন। তোমরা উভয়ে ধর্ম্ম জান না, রাজন্।
> উচ্চাসনে শিষ্য যেথা, গুরু নিম্নাসনে ধর্ম্মচ্যুত নহে এরা বলিব কেমনে? *

ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ দ্বিতীয় গাথাটী বলিলেন :—

> উপাদেয় অন্ন, মাংস রাজার ভবনে খাই নিত্য, যত ইচ্ছা, পরিতুষ্ট মনে।
> উদরের দায়ে বদ্ধ আমার মতন, ঋষিধর্ম্ম পালিতে কি পারে কোন জন?

অনন্তর চণ্ডালরূপী বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত গাথা দুইটী বলিলেন :—

> এ বিপুল ধরাতলে যেথা ইচ্ছা যাবে কত প্রাণী কষ্ট পায়, দেখিতে পাইবে।
> অধর্ম্মসেবায় নাশ হইবে তোমার, শিলাঘাতে ঘট যথা হয় চুরমার।
> ধিক তব যশ ধন ধিক, হে ব্রাহ্মণ, যার জন্য অধর্ম্মের লয়েছ শরণ।
> যে জন অধর্ম্মচারী, নাহিক তাহার অপায়সমূহ হ'তে কখন(ও) নিস্তার।

বোধিসত্ত্বের এই ধর্ম্মকথায় রাজা বড় সন্তুষ্ট হইলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওহে বাপু, তুমি কি জাতি?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "মহারাজ, আমি চণ্ডাল।" "তুমি যদি কোন উচ্চ জাতীয় হইতে, তাহা হইলে তোমাকে এই রাজ্য দান করিতাম। যাহা হউক, এখন হইতে আমি দিবা ভাগে এবং তুমি রাত্রিকালে রাজা হইবে।" ইহা বলিয়া নিজের কণ্ঠে যে পুষ্পদাম ছিল, তাহা উন্মোচন করিয়া রাজা বোধিসত্ত্বের গলদেশে পরাইয়া দিলেন এবং তাঁহাকে নগরপালের পদে নিযুক্ত করিলেন। নগরপালেরা যে কণ্ঠে রক্তপুষ্পের মালা পরিয়া থাকে, এইরূপেই নাকি সেই প্রথার উদ্ভব হইয়াছিল। ইহার পর হইতে রাজা ব্রহ্মদত্ত বোধিসত্ত্বের উপদেশ মানিয়া চলিতেন এবং আচার্য্যের গৌরব রক্ষা করিবার জন্য নিম্নাসনে উপবেশনপূর্ব্বক মন্ত্র শিক্ষা করিতেন।

[সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন সেই রাজা এবং আমি ছিলাম সেই চণ্ডালপুত্র।]

৩১০—সহ্য-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে জনৈক উৎকণ্ঠিত ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি শ্রাবস্তীনগরে পিণ্ডচর্য্যা করিবার সময়ে এক পরমসুন্দরী রমণী দেখিয়া বিকৃতচিত্ত হইয়াছিলেন, তিনি বৌদ্ধশাসনে আর তৃপ্তি লাভ করিতেন না। অনন্তর একদিন ভিক্ষুরা তাঁহাকে ভগবানের নিকট লইয়া গেলেন। ভগবান্ জিজ্ঞাসিলেন, "শুনিতেছি, তুমি উৎকণ্ঠিত হইয়াছ ইহা সত্য কি?" সেই ব্যক্তি উত্তর দিলেন, "হাঁ প্রভু, ইহা মিথ্যা নহে।" শাস্তা আবার জিজ্ঞাসিলেন, "কে তোমার উৎকণ্ঠার হেতু?" তখন সেই ব্যক্তি সমস্ত খুলিয়া বলিলেন। তাহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "তুমি এবংবিধ নিষ্পাপের শাসনে প্রবিষ্ট হইয়াও কেন উৎকণ্ঠিত হইতেছ? পুরাণ পণ্ডিতেরা রাজপৌরোহিত্য লাভ করিবার সুযোগ পর্য্যন্ত পরিহার করিয়া প্রব্রজ্যা লইয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব রাজপুরোহিত পত্নীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। রাজার পুত্র ও তিনি একই দিবসে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। পুত্র ভূমিষ্ঠ হইলে রাজা

---

* টীকাকার এই গাথার প্রতিপাদক আর একটি গাথা তুলিয়াছেন—ধর্ম্ম প্রভাব পূর্ব্বে ছিল বিদ্যমান। শেষে ক্রমে অধর্ম্মের বাড়িয়াছে মান।

৩০৯—শবক-জাতক।*

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে ষড়্বর্গীয়দিগের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্ন বস্তু বিনয়পিটকে সবিস্তর বর্ণিত আছে। † এখানে ইহা সংক্ষেপে বলা যাইতেছে। শাস্তা ষড়্বর্গীয়দিগকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিহে ভিক্ষুগণ, তোমরা নীচাসনে উপবিষ্ট হইয়া উচ্চাসনস্থ ব্যক্তিদিগের নিকট ধর্ম্মদেশন কর, একথা সত্য কি?" ‡ তাহারা উত্তর দিল, "হাঁ ভদন্ত, একথা মিথ্যা নহে।" তখন ঐ ভিক্ষুদিগকে ভর্ৎসনা করিয়া শাস্তা কহিলেন, "এইরূপে আমার ধর্ম্মের গৌরবহানি করা তোমাদের পক্ষে অতি গর্হিত। প্রাচীন পণ্ডিতেরা, উপদেষ্টাকে নীচাসনে উপবেশন করিয়া বৌদ্ধেতর ধর্ম্মও ব্যাখ্যা করিতে দেখিয়া, তিরস্কার করিয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব চণ্ডালযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বয়ঃপ্রাপ্তির পর দারপরিগ্রহপূর্ব্বক গৃহধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। একদা তাঁহার গর্ভিণী ভার্য্যার আম্র খাইবার বড় সাধ জন্মিল। তিনি বোধিসত্ত্বকে বলিলেন, "স্বামিন্, আমার আম্র খাইতে ইচ্ছা হইয়াছে।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "ভদ্রে, এখন ত আমের সময় নয়; তোমাকে অন্য কোন অম্লরসযুক্ত ফল আনিয়া দিতেছি।" তাঁহার ভার্য্যা বলিলেন, "স্বামিন্, আমি আম পাই ত বাঁচিব, আম না পাইলে আমার প্রাণ থাকিবে না।"

বোধিসত্ত্ব পত্নীকে বড় ভাল বাসিতেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, 'কোথায় আম পাওয়া যাইতে পারে?' তখন বারাণসীরাজের উদ্যানে একটা বারমেসে আমগাছ ছিল। § বোধিসত্ত্ব স্থির করিলেন, ঐ গাছ হইতেই একটা পাকা আম আনিয়া পত্নীর সাধ মিটাইতে হইবে। তিনি রাত্রিকালে রাজার উদ্যানে প্রবেশ করিয়া এবং গাছে উঠিয়া আম খুঁজিবার জন্য শাখায় শাখায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। এইরূপ করিতে করিতে রাত্রি প্রভাত হইল। তখন বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, 'আমি এখন যদি যাই, তাহা হইলে লোকে আমাকে চোর বলিয়া ধরিবে; অতএব রাত্রিকালেই যাইব।' ইহা স্থির করিয়া তিনি একটা শাখায় উঠিয়া উহার মধ্যে লীন হইয়া রহিলেন।

ঐ সময়ে বারাণসীরাজ তাঁহার পুরোহিতের নিকট মন্ত্র‖ শিক্ষা করিতেছিলেন। তিনি সেদিন উদ্যানে প্রবেশ করিয়া ঐ আম্র বৃক্ষের তলে নিজে উচ্চাসনে বসিয়া ও পুরোহিতকে নিম্নাসনে বসাইয়া মন্ত্র অভ্যাস করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া উপরিস্থিত বোধিসত্ত্ব ভাবিতে লাগিলেন, 'এই রাজা অধার্ম্মিক, কেন না ইনি নিজে উচ্চাসনে বসিয়া মন্ত্র অভ্যাস করিতেছেন; এই পুরোহিতও অধার্ম্মিক, কেন না ইনি নিম্নাসনে বসিয়া মন্ত্র বলিতেছেন; আমিও অধার্ম্মিক, কেন না, স্ত্রীর বশীভূত হইয়া নিজের প্রাণ তুচ্ছ করিয়া আম চুরি করিতে আসিয়াছি।' অনন্তর তিনি বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিলেন, একটা লম্বমান শাখা ধরিয়া উভয়ের মধ্যে দাঁড়াইলেন

---

* এই জাতকের নাম 'শবক' (পালি 'ছবক') হইল কেন বুঝা যায় না। শবক=শব (মৃতদেহ)। 'ছবক' না হইয়া 'সাবক' (শ্রাবক) এই পাঠ হইবে কি? শ্রাবক=শ্রোতা বা শিষ্য। এ নামটী অতীতবস্তুর সহিত সুসঙ্গত হয়।

† সুত্তবিভঙ্গ, সেখিয়া ৬৮, ৬৯।

‡ তু০ মনু, ২য় অধ্যায়, ১৯৮ শ্লোক:—নীচং শয্যাসনঞ্চাস্য সর্ব্বদা গুরুসন্নিধৌ। গুরোস্তু চক্ষুর্বিষয়ে ন যথেষ্টাসনো ভবেৎ॥

§ মূলে 'ধুবফলো অম্বো' আছে। ধুবফল=ধ্রুবফল অর্থাৎ যাহাতে নিশ্চিত ফল পাওয়া যায়।

‖ মন্ত্র=বেদমন্ত্র বা বেদ এই অর্থ করা যাইতে পারে।

ধিক্ সেই যশে, ধিক সেই ধনে লভিতে যাহায়, হায়,
অধর্ম্মের পথে পশি মূঢ়গণ নরকেতে শেষে যায়।
ধিক্ সে বৃত্তিরে অনুসরি যারে লভি বহু যশ, ধন,
হয় মদমত্ত ভুলি পরমার্থ, হায়রে, মানবগণ।*

সংবল কেবল ভিক্ষাপাত্রখানি, শুইবার নাই স্থান,
ঘুরি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষালব্ধ অন্নে প্রব্রাজক রাখে প্রাণ;
তবু এ জীবিকা শ্রেষ্ঠ শতগুণে; অধর্ম্মাচরণে মতি
হয় যে জনার সেই হতভাগার নিশ্চয় নিরয়ে গতি।

প্রব্রাজক হয়ে, ভিক্ষাপাত্র লয়ে, অসহায়, নিরাশ্রয়,
করিব ভ্রমণ হিংসা দ্বেষ ত্যজি; শ্লাঘ্য এই মনে লয়।
এর তুলনায় বিভব রাজার, সেব ভাবি, কিবা ছার;
ধনবান আমি চাই না পাইতে; ফিরিব না গৃহে আর।

এইরূপে, পুনঃ পুনঃ যাচিত হইয়াও বোধিসত্ত্ব সহের অনুরোধ রক্ষা করিলেন না। সহ যখন কিছুতেই তাঁহার মন ফিরাইতে পারিলেন না, তখন তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক রাজধানীতে প্রতিগমন করিলেন এবং বোধিসত্ত্ব গৃহে ফিরিবেন না, রাজাকে এই কথা জানাইলেন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন, অন্য বহু লোকেও স্রোতাপত্তিফল প্রভৃতি লাভ করিলেন।

সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন সেই রাজা, সারিপুত্র ছিলেন সহ এবং আমি ছিলাম সেই পুরোহিতপুত্র।]

☞ উপাখ্যানাংশ-সম্বন্ধে এই জাতকের সহিত [illegible] জাতক ([illegible]) তুলনীয়।

৩১১—পিচুমন্দ-জাতক।†

অমাত্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার পুত্রের সহিত একই দিনে প্রসূত হইয়াছে, এমন কোন শিশু আছে কি ?" অমাত্যেরা বলিলেন, "আছে, মহারাজ! কুমার ও পুরোহিতপুত্র একই দিনে ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন।" রাজা তখন পুরোহিতপুত্রকে আনাইয়া ধাত্রীদিগের হস্তে সমর্পণ করিলেন, এবং নিজের পুত্রের সহিত সমান যত্নে তাঁহার লালন পালন ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করিলেন। শিশুদ্বয়ের বস্ত্রাভরণ ও পানভোজন ইত্যাদিতে কোনরূপ পার্থক্য রহিল না। ইঁহারা যখন বড় হইলেন, তখন উভয়েই তক্ষশিলায় গেলেন এবং সেখানে সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী হইয়া বারাণসীতে ফিরিয়া আসিলেন।

রাজা পুত্রকে উপরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন এবং তাঁহার সমুচিত পদমর্য্যাদার ব্যবস্থা করিলেন। বোধিসত্ত্ব তখনও রাজপুত্রের সহিত একত্র পান ভোজন করিতেন ও একত্র শয়ন করিতেন; ফলতঃ তাঁহারা পরস্পরের অতীব বিশ্বাসভাজন ও প্রিয়পাত্র ছিলেন।

কালক্রমে পিতার মৃত্যু হইলে রাজপুত্র স্বয়ং সিংহাসন গ্রহণ করিয়া বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইলেন। এদিকে বোধিসত্ত্ব চিন্তা করিতে লাগিলেন, "আমার বন্ধু এখন রাজা হইলেন, উপযুক্ত অবসর পাইলে ইনি নিশ্চিত আমাকে পুরোহিতের পদে বরণ করিবেন; কিন্তু আমার সংসারধর্ম্মে প্রয়োজন কি ? আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া নির্জ্জন স্থানে বাস করিব।" এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া তিনি মাতা পিতাকে বন্দনা করিয়া প্রব্রজ্যাগ্রহণার্থ তাঁহাদের অনুমতি লইলেন, বিপুল বিভব ত্যাগ করিয়া একাকী গৃহত্যাগ করিলেন, হিমালয়ে প্রবেশ করিয়া, সেখানে এক মনোরম প্রদেশে পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিলেন; এবং ঋষিপ্রব্রজ্যা অবলম্বনপূর্ব্বক অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ লাভ করিয়া ধ্যানসুখ ভোগ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাজা একদিন বোধিসত্ত্বকে স্মরণ করিয়া অমাত্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বন্ধুকে ত আর দেখিতে পাই না; তিনি এখন কোথায় ?" অমাত্যেরা রাজাকে তাঁহার প্রব্রজ্যা-গ্রহণের কথা জানাইলেন এবং বলিলেন, "শুনিয়াছি, তিনি এখন এক রমণীয় তপোবনে বাস করিতেছেন।" সেই তপোবন কোথায় তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া রাজা সহ্য নামক অমাত্যকে আদেশ দিলেন, "আপনি গিয়া বন্ধুকে লইয়া আসুন; আমি তাঁহাকে পৌরোহিত্যে বরণ করিব।" সহ্য, "যে আজ্ঞা, মহারাজ" বলিয়া বারাণসী হইতে যাত্রা করিলেন এবং যথাসময়ে এক প্রত্যন্ত গ্রামে উপস্থিত হইয়া সেখানে স্কন্ধাবার স্থাপনপূর্ব্বক বনেচরদিগের সাহায্যে বোধিসত্ত্বের বাসস্থান দেখিতে পাইলেন। বোধিসত্ত্ব তখন পর্ণশালাদ্বারে সুবর্ণপ্রতিমার ন্যায় উপবিষ্ট ছিলেন। সহ্য তাঁহাকে প্রণাম করিয়া একান্তে আসন গ্রহণ করিলেন; বোধিসত্ত্ব তাঁহাকে স্বাগত জিজ্ঞাসা দ্বারা পরিতুষ্ট করিলেন। তখন সহ্য বলিলেন, "ভদন্ত, রাজা আপনাকে পৌরোহিত্যে বরণ করিতে চান; এজন্য তাঁহার ইচ্ছা যে আপনি গৃহে ফিরিয়া চলুন।" বোধিসত্ত্ব উত্তর দিলেন, "পৌরোহিত্য ত তুচ্ছ বিষয়, সমস্ত কাশী কোশলের বা সমস্ত জম্বুদ্বীপের আধিপত্য, কিংবা সসাগরা ধরার একচ্ছত্র প্রভুত্ব পাইলেও আমি গৃহে ফিরিব না। লোকে যেমন নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার তাহা গ্রহণ করে না, পণ্ডিতেরাও সেইরূপ পাপের সংসর্গ পরিহার করিয়া পুনর্ব্বার তাহাকে আলিঙ্গন করেন না।" ইহা বলিয়া বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত গাথাগুলি পাঠ করিলেন:—

সাগর অম্বরা	সাগর কুণ্ডলা,	পৃথিবীর আধিপত্য
চাহিনাক আমি,	শুন, সহ্য, তুমি,	বলিলাম এই সত্য।
লভিতে ইহার	ত্যজিতে হইবে	ধ্যানরূপ মহাধন;
নিন্দা নিরন্তর	করিবে আমার	শুনি যত সাধুজন।

ধিক সেই যশে, ধিক সেই ধনে লভিতে যাহায়, হায়,
অধর্ম্মের পথে পশি মূঢ়গণ নরকেতে শেষে যায়।
ধিক সে বৃত্তিরে অনুসরি যারে লভি বহু যশ, ধন,
হয় মদমত্ত ভুলি পরমার্থ, হায়রে, মানবগণ।*

সংবল কেবল ভিক্ষাপাত্রখানি, শুইবার নাই স্থান,
ঘুরি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষালব্ধ অন্নে প্রব্রাজক রাখে প্রাণ,
তবু এ জীবিকা শ্রেষ্ঠ শতগুণে, অধর্ম্মাচরণে মতি
হয় যে জনার সেই অভাগার নিশ্চয় নিরয়ে গতি।

প্রব্রাজক হয়ে, ভিক্ষাপাত্র লয়ে, অসহায়, নিরাশ্রয়,
করিব ভ্রমণ হিংসা দ্বেষ ত্যজি, শ্লাঘ্য এই মনে লয়।
এর তুলনায় বিভব রাজার, দেখ ভাবি, কিবা ছার,
ধনমান আমি চাই না পাইতে, ফিরিব না গৃহে আর।

এইরূপে, পুনঃ পুনঃ যাচিত হইয়াও বোধিসত্ত্ব সঞ্জয়ের অনুরোধ রক্ষা করিলেন না। সঞ্জয় যখন কিছুতেই তাঁহার মন ফিরাইতে পারিলেন না, তখন তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক রাজধানীতে প্রতিগমন করিলেন এবং বোধিসত্ত্ব গৃহে ফিরিবেন না, রাজাকে এই কথা জানাইলেন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন, অন্য বহু লোকেও স্রোতাপত্তিফল প্রভৃতি লাভ করিলেন।

সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন সেই রাজা, সারিপুত্র ছিলেন সঞ্জয় এবং আমি ছিলাম সেই পুরোহিতপুত্র।]

☞ উপাখ্যানাংশ-সম্বন্ধে এই [illegible] (৩০৯) [illegible]নীয়।

৩১১—পিচুমন্দ-জাতক। †

পথে আসিয়াছিল, এখানে দাঁড়াইয়াছিল, এখানে বসিয়াছিল, এখান হইতে পলাইয়াছে, কিন্তু এখানে ত তাহাকে দেখিতে পাইতেছে না, "এইরূপ বলাবলি করিয়া ও ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিয়া শেষে বিফলপ্রযত্ন হইয়া ফিরিয়া গেল।

পরদিন পূর্ব্বাহ্নে স্থবির রাজগৃহনগরে পিণ্ডচর্য্যা করিয়া ফিরিবার সময়ে বেণুবনে প্রবেশ করিলেন এবং শাস্তাকে উক্ত ঘটনা জানাইলেন। শাস্তা বলিলেন, "মৌদ্গল্যায়ন, যাহাকে শঙ্কা করা উচিত, কেবল তুমিই যে তাহাকে শঙ্কা করিয়াছ, একপ নহে; পুরাণ পণ্ডিতেরাও এইরূপ আশঙ্কা করিয়াছিলেন।" অনন্তর স্থবিরের অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব নগরের শ্মশান-বনে এক নিম্ব বৃক্ষের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। একদিন এক চোর নগরোপকণ্ঠবর্ত্তী কোন গ্রামে চুরি করিয়া সেই শ্মশান-বনে প্রবেশ করিয়াছিল। ঐ সময়ে সেখানে একটা নিম্ব ও একটা অশ্বত্থ এই দুই বৃহৎ বৃক্ষ ছিল। চোর নিম্ববৃক্ষের তলে অপহৃত দ্রব্যগুলি রাখিয়া শয়ন করিল। তখন নিয়ম ছিল, রাজপুরুষেরা নিম কাঠের শূলে চড়াইয়া চোরদিগের প্রাণদণ্ড করিতেন। কাজেই নিম্ব বৃক্ষের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ভাবিতে লাগিলেন, 'রাজপুরুষেরা আসিয়া যদি এই চোরকে ধরে, তা'হা হইলে এই গাছেরই ডাল কাটিয়া শূল প্রস্তুত করিবে এবং ইহাকে সেই শূলে চড়াইয়া যাতনা দিবে। তাহা হইলে ত এই গাছটা নষ্ট হইবে; কাজেই চোরকে এখান হইতে দূর করিতে হইতেছে।' ইহা স্থির করিয়া তিনি চোরের সহিত আলাপ আরম্ভ করিয়া প্রথম গাথা বলিলেন :—

> উঠ চোর ; শু'য়ে কেন? [illegible] কুকর্ম্ম করেছ গ্রামে ; এখনি পলাও।
> নচেৎ অচিরে আসি ধরিবে তোমায় রাজপুরুষেরা, ইহা বলিনু নিশ্চয়।

তিনি আরও বলিলেন, "রাজপুরুষদিগের হাতে ধরা পড়িবার আগেই অন্যত্র প্রস্থান কর"। এইরূপ ভয় পাইয়া চোর সেখান হইতে পলাইয়া গেল। সে পলায়ন করিলে অশ্বত্থ বৃক্ষের দেবতা নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথাটী বলিলেন :—

> করেছে কুকর্ম্ম গ্রামে, যদি সে কারণ ধরা পড়ি হয় চোর দণ্ডের ভাজন,
> বনজাত নিম্ববৃক্ষ, শুধাই তোমায়, তোমার তাহাতে বল কি বা আসে যায়?

ইহা শুনিয়া নিম্ব-দেবতা তৃতীয় গাথা বলিলেন :—

> চোর, আর আমি, এই দুয়ের ভিতর যে গুপ্ত সম্বন্ধ আছে, শুন, তরুবর।
> করেছে কুকর্ম্ম গ্রামে, ধরি সে কারণ করিবে ইহারে নিম্ব-শূলে আরোপণ।
> তাই শঙ্কা উপজিল আমার অন্তরে, ডাল কাটি পাছে নষ্ট করে এ বৃক্ষেরে।
> কিংবা যদি ফাঁসি দেয় ঝুলায়ে শাখায়, পূতিগন্ধে তিষ্ঠা হেথা হবে বড় দায়।

দেবতাদ্বয় এইরূপে পরস্পরের সহিত আলাপ করিতেছেন, এমন সময়ে যাহাদের দ্রব্য অপহৃত হইয়াছিল, তাহারা উল্কাহস্তে, চোরের পদচিহ্ন অনুসরণ করিতে করিতে যেখানে যেখানে চোর শুইয়াছিল বা বসিয়াছিল সেই সেই স্থান দেখিতে পাইল এবং বলিল, "চোর ব্যাটা এখনই এখান হইতে উঠিয়া পলাইয়াছে, কিন্তু তাহাকে ত ধরিতে পারিতেছি না। যদি ধরিতে পারি, তাহা হইলে এই নিম গাছেরই মূলে হয় তাহাকে শূলে দিব, নয় ইহার ডালে ঝুলাইয়া ফাঁসি দিব।" ইহা বলিয়া তাহারা ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতে লাগিল, কিন্তু চোরকে দেখিতে না পাইয়া শেষে ফিরিয়া গেল। তাহাদের এই তর্জ্জন গর্জ্জন শুনিয়া অশ্বত্থ-দেবতা চতুর্থ গাথা বলিলেন :—

হিমবন্ত প্রদেশে বর্ষার সময়ে অবিরত বৃষ্টি হয়। তখন কন্দমূল খনন করা যায় না, বন্যফল দুর্লভ হয়, গাছের পাতা পড়িয়া যায়; এই জন্য তখন প্রায় সমস্ত তপস্বীই পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া লোকালয়ে বাস করেন। যখন বর্ষা উপস্থিত হইল, তখন বোধিসত্ত্ব পিতা ও কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে লইয়া লোকালয়ে বসতি করিলেন; পরে বর্ষাবসানে হিমবন্তে যখন পুনর্ব্বার পুষ্পফলাদির বিকাশ লইল, তখন উভয়কে সঙ্গে লইয়া আশ্রমাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা যখন আশ্রমের অনতিদূরে উপস্থিত হইলেন, তখন সূর্য্য অস্ত গেল। বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "আপনারা দুইজন আস্তে আস্তে আসুন; আমি আগে গিয়া কুটীর পরিষ্কৃত করিয়া রাখি।" অনন্তর তিনি উভয়কে পিছনে রাখিয়া নিজে আশ্রমে চলিয়া গেলেন।

বালক তপস্বী পিতার সঙ্গে ধীরে ধীরে যাইবার সময়ে পুনঃ পুনঃ নিজের মাথা দিয়া তাঁহার কোমরে ঢু মারিতে লাগিল। ইহাতে বিরক্ত হইয়া বৃদ্ধ বলিলেন, "তুই কি আমাকে তোর নিজের ইচ্ছামত তাড়াইয়া লইয়া যাইবি?" তিনি ফিরিয়া, যেখান হইতে বোধিসত্ত্ব তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছিলেন, সেইখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং পুনর্ব্বার আশ্রমের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পিতাপুত্রে পরস্পর এইরূপ কলহে প্রবৃত্ত হইলে ক্রমে অন্ধকার হইল। এদিকে বোধিসত্ত্ব পর্ণশালা পরিষ্কৃত করিলেন, জল আনিয়া রাখিলেন; কিন্তু তখনও তাঁহারা আসিলেন না দেখিয়া উল্কা লইয়া বাহির হইলেন। তিনি সেই পথে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, দুইজনে আস্তে আস্তে আসিতেছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এতক্ষণ আপনারা কি করিতেছিলেন।" বালক তাঁহাকে পিতার কাণ্ড জানাইল। বোধিসত্ত্ব তখন দুই জনকেই ধীরে ধীরে আশ্রমে লইয়া গেলেন এবং পাত্র চীবরাদি পরিষ্কারসমূহ যথাস্থানে রাখিয়া পিতাকে স্নান করাইলেন, তাঁহার পা ধুইয়া তেল মাখাইলেন, পিঠ টিপিয়া দিলেন এবং নিকটে এক হাঁড়ি আগুন রাখিয়া দিলেন। অনন্তর বৃদ্ধের যখন পথশ্রম দূর হইল, তখন বোধিসত্ত্ব তাঁহার নিকটে বসিয়া বলিলেন, "ছোট ছেলেরা মাটির পাত্রের ন্যায়; তাহারা মুহূর্ত্তের মধ্যেই ভাঙ্গিয়া যায়, এবং একবার ভাঙ্গিলে আর তাহাদিগকে যোড়া দেওয়া যায় না। তাহারা কোন উদ্ধত ব্যবহার করিলে বয়োবৃদ্ধদিগের তাহা সহ্য করিয়া চলা কর্ত্তব্য।" পিতাকে এইরূপ উপদেশ দিবার সময়ে তিনি নিম্নলিখিত গাথাগুলি বলিলেন :—

> তরুণ চপলমতি বালক যখন
> বয়োবৃদ্ধ জনে বলে অপ্রিয় বচন,
> অথবা প্রহার করে, হেরি তার দোষ
> ধীর যাঁরা কভু তাঁরা না করেন রোষ।
> শত অপরাধ তার সহাস্য বদনে
> সহতব্য; নিবেদি পিতঃ, তোমার চরণে।
>
> সাধুর কলহ অতি শীঘ্র মিটে যায়,
> মূর্খের কলহ কিন্তু চিরস্থায়ী রয়।
> ভাঙ্গিলে মাটির পাত্র কে পারে যুড়িতে?
> মূর্খের কলহ কেহ নারে মিটাইতে।
> নিজ নিজ অপরাধ করিয়া স্মরণ,
> স্থায়ী সখ্যসূত্রে বদ্ধ হন সাধুজন।
>
> অপরের মধ্যে হ'লে কলহ ঘটন,
> উপদেশে করে যেই সন্ধির স্থাপন,
> হোক উচ্চ, হোক নীচ সেই মহাশয়
> অতি গুরুভার করে বহন নিশ্চয়।

বোধিসত্ত্ব এইরূপে পিতাকে উপদেশ দিলেন এবং তদবধি বৃদ্ধ ক্ষমাশীল হইলেন।

[সমবধান—তখন এই বৃদ্ধ 'স্থবির' ছিলেন সেই তপস্বী পিতা; এই শ্রামণের ছিল সেই তপস্বী বালক, এবং আমি ছিলাম সেই পিতার উপদেষ্টা।]

* মূলে 'দেবদত্তিয়ং বন্ধনং পংহয়া' এইরূপ আছে। দেবদত্ত বলিলে, নিজের আয়াসলব্ধ নহে, দৈববশাৎ প্রাপ্ত, এইরূপ বুঝিতে হইবে।

৩১৩—ক্ষান্তিবাদি-জাতক।*

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি-কালে এক কোপনস্বভাব ব্যক্তির সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্নবস্তু পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।† শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভিক্ষু, তুমি জিতক্রোধ বুদ্ধের শাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াও ক্রুদ্ধ হও, ইহার কারণ কি? প্রাচীনকালে পণ্ডিতদিগের শরীরে সহস্রবার প্রহার করা হইয়াছিল, তাঁহাদের হস্ত, পাদ, কর্ণ ও নাসা ছেদন করা হইয়াছিল, তথাপি তাঁহারা উৎপীড়কের উপর ক্রুদ্ধ হন নাই।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা কহিতে লাগিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীতে কলাবু নামে এক রাজা ছিলেন। তখন বোধিসত্ত্ব অশীতিকোটি-বিভবসম্পন্ন এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক কুণ্ডলকুমার নাম ধারণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তক্ষশিলায় গিয়া তিনি সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছিলেন। তাঁহার বিবাহান্তে যখন তাঁহার মাতাপিতার মৃত্যু হইল, তখন তিনি ধনরাশি অবলোকন করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, "আমার পূর্ব্বপুরুষেরা এই ধন সঞ্চিত করিয়া কিঞ্চিন্মাত্র গ্রহণ না করিয়াই পরলোকে চলিয়া গিয়াছেন। আমাকেও এই ধন গ্রহণ করিতে হইবে এবং আমাকেও তাঁহাদেরই মত যথাসময়ে চলিয়া যাইতে হইবে।" অনন্তর, যে ব্যক্তি দানশীলতার জন্য যত ধন পাইবার উপযুক্ত, বাছিয়া বাছিয়া, তিনি তাহাকে সেই পরিমাণ দান করিলেন এবং এইরূপে সমস্ত ধন নিঃশেষ করিয়া হিমবন্তে চলিয়া গেলেন। সেখানে তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক বন্যফলমূলে জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন।

হিমবন্তে দীর্ঘকাল বাস করিবার পর, একদা বোধিসত্ত্ব লবণ ও অম্ল সেবনার্থ লোকালয়ে অবতরণ করিলেন এবং কিয়দ্দিন পরে বারাণসীতে গিয়া তত্রত্য রাজোদ্যানে প্রবেশ করিলেন। সেখানে রাত্রি যাপন করিয়া তিনি ভিক্ষাচর্য্যার জন্য নগরে প্রবেশ করিলেন এবং সেনাপতির গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার চালচলন দেখিয়া প্রীত হইয়া সেনাপতি তাঁহাকে গৃহের অভ্যন্তরে লইয়া গেলেন, নিজের জন্য যে খাদ্য প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহা তাঁহাকে ভোজন করাইলেন এবং তিনি রাজোদ্যানেই অবস্থিতি করিবেন, এই অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়া সেখানে তাঁহার বাসের ব্যবস্থা করিলেন।

একদিন রাজা কলাবু সুরাপানে মত্ত হইয়া নটগণ সমভিব্যাহারে মহাড়ম্বরে উদ্যানে প্রবেশ করিলেন। মঙ্গলশিলাপট্টের উপর তাঁহার শয্যা রচিত হইল, সেখানে তিনি এক প্রিয় ও মনোরমা রমণীর অঙ্কে শয়ন করিলেন, নৃত্যগীতবাদ্যনিপুণা নর্ত্তকীগণ গীতাদি দ্বারা তাঁহার মনোরঞ্জনে প্রবৃত্ত হইল। ফলতঃ তৎকালে কলাবুর সমৃদ্ধি দেবরাজ শক্রের সমৃদ্ধির তুল্যকক্ষ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

কলাবু ক্রমে নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। তখন রমণীরা ভাবিল, 'আমরা যাঁহার জন্য গীতবাদ্য করিতেছি, তিনি নিদ্রা গিয়াছেন, অতএব এখন গীতবাদ্যের প্রয়োজন কি?' তাহারা বীণা ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র ইতস্ততঃ নিক্ষেপ করিল এবং ফলপুষ্পপল্লবাদি পাইবার লোভে উদ্যানে প্রবেশপূর্ব্বক ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইল।

বোধিসত্ত্ব এই সময়ে এক প্রস্ফুটিত শালবৃক্ষের মূলে মত্ত মহাবারণের ন্যায় উপবিষ্ট হইয়া প্রব্রজ্যাসুখ অনুভব করিতেছিলেন। রমণীরা বিচরণ করিতে করিতে তাঁহাকে দেখিতে পাইল

---

* জাতকমালা (২৮)—ক্ষান্তিজাতক।

† কোপনস্বভাব ব্যক্তিকে উপলক্ষ করিয়া বলা হইয়াছে, এমন অনেক কথাই পূর্ব্বের দুই খণ্ডে দেখা যায়।

এবং বলিল, "চল আমরা ঐ দিকে যাই; ঐ যে বৃক্ষমূলে প্রব্রাজক বসিয়া আছেন, যতক্ষণ রাজার ঘুম না ভাঙ্গে, ততক্ষণ আমরা উঁহার নিকটে বসিয়া কিছু ধর্ম্মকথা শুনি।" ইহা বলিয়া তাহারা বোধিসত্ত্বের নিকটে গেল, প্রণাম করিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিল এবং নিবেদন করিল, "যাহা বলিবার উপযুক্ত, দয়া করিয়া আমাদিগকে এমন কিছু বলুন।" বোধিসত্ত্ব তাহাদিগকে ধর্ম্মকথা শুনাইতে লাগিলেন।

এদিকে রাজা যে রমণীর ক্রোড়ে শয়ন করিয়াছিলেন, সে অঙ্কসঞ্চালন দ্বারা তাঁহাকে জাগাইল। রাজা জাগিয়া দেখিলেন নর্ত্তকীরা কেহ উপস্থিত নাই। "বৃষলীরা কোথায় গেল," জিজ্ঞাসা করিলে সে রমণী উত্তর দিল, "তাহারা গিয়া এক তপস্বীকে ঘিরিয়া বসিয়া রহিয়াছে।" ইহাতে রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া খড়্গ গ্রহণ করিলেন এবং "ভণ্ড তপস্বীকে শিক্ষা দিতেছি" বলিয়া বেগে ছুটিয়া গেলেন। রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া আসিতেছেন দেখিয়া নর্ত্তকীদিগের মধ্যে যাহারা তাঁহার প্রিয়পাত্রী ছিল, তাহারা অগ্রসর হইয়া তাঁহার হস্ত হইতে খড়্গ গ্রহণ করিল এবং তাঁহার ক্রোধ প্রশমিত করিল। রাজা বোধিসত্ত্বের নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "শ্রমণ, তুমি কোন্ মতাবলম্বী?" বোধিসত্ত্ব উত্তর দিলেন, "মহারাজ, আমি ক্ষান্তিবাদী।" "ক্ষান্তি কাহাকে বলে?" "লোকে গালি দিলে, প্রহার করিলে, কিংবা গ্লানি করিলেও মনের যে অক্রুদ্ধভাব, তাহার নাম ক্ষান্তি।" "আচ্ছা, এখনই দেখা যাইতেছে, তোমার ক্ষান্তি আছে কি না"। ইহা বলিয়া রাজা চোরঘাতককে * ডাকাইলেন। ঘাতক নিজের ব্যবসায়ানুযায়ী পরশু ও কণ্টককশা † লইয়া, কাষায় বস্ত্র পরিয়া ও রক্তমালা ধারণ করিয়া রাজার নিকটে উপস্থিত হইল ‡ এবং প্রণিপাতপূর্ব্বক বলিল, "মহারাজ, আমায় কি করিতে হইবে?" "এই দুষ্ট তপস্বীটা চোর; ইহাকে টানিয়া মাটিতে ফেল, এবং সম্মুখে, পশ্চাতে, ও দুই পাশে কণ্টককশা দ্বারা দুই হাজার বার আঘাত কর।" ঘাতক তাহাই করিল; বোধিসত্ত্বের ছবি § ছিঁড়িল, চর্ম্ম ছিঁড়িল, মাংস ছিঁড়িল, সর্ব্বাঙ্গ হইতে রক্তস্রোত ছুটিল। তখন রাজা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে তাপস, এখন তুমি কোন্‌-বাদী বল ত?" "মহারাজ, আমি ক্ষান্তিবাদী। আপনি ভাবিয়াছেন চর্ম্মের নিম্নে আমার ক্ষান্তি আছে; কিন্তু মহারাজ, ক্ষান্তি আমার চর্ম্মের নিম্নে নাই, ইহা আমার হৃদয়াভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত; আপনার ইহা দেখিবার সাধ্য নাই।"

ঘাতক রাজাকে আবার জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কি করিব, মহারাজ?" রাজা আদেশ দিলেন, "এই ভণ্ডতপস্বীর হাত দুইখানা কাটিয়া ফেল।" ঘাতক বোধিসত্ত্বকে গণ্ডিকার ¶ উপর স্থাপিত করিয়া তাঁহার হাত দুইখানি কাটিয়া ফেলিল; তাহার পর রাজা বলিলেন, "পা দুইখানি কাট"। ঘাতক পা দুইখানিও কাটিল। ছিন্ন হস্তপদের প্রান্ত হইতে

* জল্লাদ - যাহারা রাজাজ্ঞায় চোর প্রভৃতি অপরাধীদিগের প্রাণবধ বা অঙ্গচ্ছেদ করিত।

† কাঁটাওয়ালা কশা বা ছড়ি।

‡ এই বাক্যটী পরে পাঠকদিগের বোধ বর্দ্ধিত হইয়াছে। মৃচ্ছকটিকে দেখা যায়, বধ্যব্যক্তির গলে পীত করবীফুলের মালা ও গাত্রে রক্তচন্দনের পঞ্চাঙ্গুলিক দেওয়া হইত এবং সে যে শূলে আরোপিত হইবে, তাহা তাহাকেই বহন করিয়া লইতে হইত।

§ ছবি—বহিস্ত্বক্ - (cuticle or epidermis); চর্ম্ম (cutis or dermis) অন্তস্ত্বক্।

¶ 'গণ্ডিকা' [illegible]। ইংরাজী অনুবাদক ইহার অর্থ করিয়াছেন 'বধস্থানে লইয়া গিয়া'। কিন্তু গণ্ডিকা বা ধর্ম্মগণ্ডিকার কথা [illegible] দেখা গিয়াছে। অপরাধির শিরশ্ছেদ করিবার সময়ে তাহাদের গ্রীবা যে কাষ্ঠের উপর রাখা হয়, বোধ হয় ধর্ম্মগণ্ডিকা শব্দ তাহাই বুঝাইতেছে। ইংরাজীতে ইহাকে block বলে।

লাক্ষারসের ন্যায় শোণিত নিঃসৃত হইতে লাগিল। রাজা বোধিসত্ত্বকে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন তুমি কোন্ বাদী?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, 'মহারাজ, আমি ক্ষান্তিবাদী। আপনি ভাবিয়াছেন আমার হস্তপদাদির প্রান্তে ক্ষান্তি আছে, কিন্তু আমার ক্ষান্তি সেখানে নাই, গভীরতর স্থানে প্রতিষ্ঠিত আছে।

অতঃপর রাজা আদেশ দিলেন, 'ইহার নাসা ও কর্ণ ছেদন কর।' ঘাতক তাহাই করিল। বোধিসত্ত্বের সর্ব্বাঙ্গ শোণিতে প্লাবিত হইল। তখন রাজা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন 'এখন তুমি কোন্ বাদী?' বোধিসত্ত্ব উত্তর দিলেন, 'মহারাজ, আমি ক্ষান্তিবাদী। আপনি মনে করিবেন না যে ক্ষান্তি আমার নাসাকর্ণাদির কোটিতে আছে, ইহা আমার হৃদয়ের গভীরতম স্থানে নিহিত রহিয়াছে।' ভণ্ড জটাধারিন্ তুমি শুইয়া থাকিয়া তোমার ক্ষান্তির স্পর্দ্ধা করিতে থাক"। এই বলিয়া রাজা বোধিসত্ত্বের বক্ষঃস্থলে পদাঘাতপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

রাজা চলিয়া গেলে সেনাপতি বোধিসত্ত্বের শরীরের রক্ত মুছিয়া দিলেন, হস্ত, পদ, নাসা, কর্ণ প্রভৃতির ছিন্ন প্রান্তে বস্ত্রের পট্টি বান্ধিলেন তাঁহাকে আস্তে আস্তে শয়ন করাইলেন এবং প্রণিপাতপূর্ব্বক একান্তে উপবিষ্ট হইয়া প্রার্থনা করিলেন, "ভদন্ত, আপনার প্রতি অত্যাচার করিয়াছে বলিয়া আপনি যদি কাহারও উপর ক্রুদ্ধ হন তাহা হইলে রাজার উপরই ক্রুদ্ধ হউন, অন্য কাহারও উপর ক্রুদ্ধ হইবেন না।" অনন্তর তিনি এই প্রথম গাথা বলিলেন :—

হস্ত পাদ নাসা কর্ণ ছেদিয়া যে জন
করিয়াছে আপনার দারুণ পীড়ন
তার(ই) পর মহাবীর ক্রোধের প্রকাশ
[illegible]

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :—

হস্ত পাদ নাসা কর্ণ ছেদিয়া যে জন
করিলেন মোর এই দারুণ পীড়ন
চিরজীবী হয়ে সেই থাকুন নৃপতি
মাদৃশ জনের ক্রোধ অসম্ভব অতি।

এদিকে রাজা উদ্যান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যেমন বোধিসত্ত্বের দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলেন অমনি দুই লক্ষ চল্লিশ সহস্র যোজন বেধবিশিষ্ট এই মহীমণ্ডল দৃঢ়স্থূল বস্ত্রখণ্ডের ন্যায় সহসা বিদীর্ণ হইয়া গেল, এবং অবীচি হইতে অগ্নিশিখা উত্থিত হইয়া রাজকুলব্যবহার্য্য রক্তকম্বলের ন্যায় রাজার দেহ আবৃত করিল। তিনি উদ্যানদ্বারেই ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়া অবীচি মহানরকে নিক্ষিপ্ত হইলেন। বোধিসত্ত্বও সেই দিনেই প্রাণত্যাগ করিলেন। রাজপুরুষেরা এবং নাগরিকগণ গন্ধমাল্যধূপাদি দ্বারা তাঁহার শরীরকৃত্য সম্পাদন করিলেন। কেহ কেহ কিন্তু বলেন যে বোধিসত্ত্ব পুনর্ব্বার হিমালয়েই গিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা সম্ভবপর নহে।

[হল বহুদিন ছিলেন শ্রমণ ক্ষান্তির পরায়ণ
ক্ষান্তির কারণ কাশীরাজ তাঁর করিল প্রাণহরণ।
পরিণাম সেই নিষ্ঠুর কর্ম্মের অহো কিবা ভয়ঙ্কর
নরকে থাকিয়া কাশীরাজ যা। ভুঞ্জিতেছে নিরন্তর।

এই দুইটা অভিসম্বুদ্ধ গাথা।]

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই কোপনস্বভাব ভিক্ষু অনাগামি ফল প্রাপ্ত হইলেন এবং অন্য বহু লোক স্রোতাপত্তিফল প্রভৃতি লাভ করিল।

মল্লিকার কথায় রাজা প্রাতরাশ গ্রহণানন্তর উৎকৃষ্ট রথে আরোহণপূর্ব্বক জেতবনে গমন করিলেন এবং শাস্তাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদন্ত, আমি রাত্রিকালে চারিটী শব্দ শুনিয়া ব্রাহ্মণদিগকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তাঁহারা বলিলেন, সর্ব্বচতুষ্ক যজ্ঞ দ্বারা স্বস্ত্যয়ন করিব। তাঁহারা এখন যজ্ঞের উদ্যোগ করিতেছেন। বলুন ত ভদন্ত, এই শব্দ শুনিয়াছি বলিয়া আমার ভাগ্যে কি অমঙ্গল ঘটিবে?" শাস্তা বলিলেন, "কিছু মাত্র নয়, মহারাজ। নরকনিবাসী প্রাণিগণ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া এইরূপ আর্ত্তনাদ করিয়াছিল। আপনিই যে কেবল এখন এই শব্দ শুনিয়াছেন, তাহা নহে, এরূপ শব্দ প্রাচীনকালের রাজারাও শুনিয়াছিলেন, তাঁহারাও ব্রাহ্মণদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া পশুঘাতযজ্ঞ সম্পাদন করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু শেষে পণ্ডিতদিগের কথা শুনিয়া তাহা হইতে বিরত হইয়াছিলেন। পণ্ডিতেরা তাঁহাদিগকে শব্দের প্রকৃত কারণ বলিয়াছিলেন বহু প্রাণীকে বন্ধনমুক্ত করাইয়াছিলেন এবং স্বস্তি সম্পাদন করিয়াছিলেন।' অনন্তর রাজার অনুরোধে শাস্তা সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব কাশীনামক গ্রামে এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি বিষয়বাসনা পরিহারপূর্ব্বক ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং ধ্যানবল লাভ করিয়া ও ধ্যানসুখ ভোগ করিয়া হিমবন্ত প্রদেশে এক রমণীয় বনভূমিতে বাস করিতে থাকেন।

ঐ সময়ে বারাণসীরাজ চারিজন নারকীর এই চারিটী শব্দই শুনিতে পাইয়া মহা ভীত হইয়াছিলেন; ব্রাহ্মণেরাও তাঁহাকে এইরূপেই বলিয়াছিলেন, তিনটীর একটী না একটী বিপদ্ ঘটিবেই ঘটিবে এবং সর্ব্বচতুষ্ক যজ্ঞদ্বারা তাহার উপশম করিতে হইবে। রাজা তাঁহাদের প্রস্তাবে সম্মতি দিয়াছিলেন, রাজপুরোহিত ব্রাহ্মণদিগকে লইয়া যজ্ঞবাটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, বহুপ্রাণী স্থূণায় নিবদ্ধ হইয়াছিল।

এই সময়ে বোধিসত্ত্ব মৈত্রীভাবনা দ্বারা প্রণোদিত হইয়া দিব্যচক্ষুর সাহায্যে জগৎ পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। তিনি বারাণসীর এই কাণ্ড দেখিয়া ভাবিলেন, "আজ আমাকে যাইতে হইবে। আমি গেলে অনেক প্রাণীর মঙ্গল ঘটিবে।" অনন্তর তিনি ঋদ্ধিবলে আকাশে উত্থিত হইয়া বারাণসীরাজের উদ্যানে অবতরণ করিলেন এবং মঙ্গলশিলাপট্টে কাঞ্চনপ্রতিমার ন্যায় উপবিষ্ট হইলেন।

ঠিক এই সময়েই পুরোহিতের প্রধান শিষ্য গুরুর নিকট গিয়া বলিলেন, "আচার্য্য! পরের প্রাণনাশ দ্বারা স্বস্ত্যয়ন করিতে হইবে, আমাদের বেদে ত একথা নাই।" পুরোহিত বলিলেন, "থাম, বাপু; তোমার কাজ হইতেছে রাজার ধন লইয়া আসা; দেখনা, আমরা কত মৎস্য মাংস খাইতে পাইব! তুমি চুপ করিয়া থাক"। কিন্তু শিষ্য স্থির করিল, 'আমি এ কার্য্যে ইঁহাদের সহায় হইব না।' সে বাহির হইয়া রাজোদ্যানে গেল এবং বোধিসত্ত্বকে দেখিতে পাইয়া প্রণিপাত করিল। বোধিসত্ত্ব তাহাকে মিষ্টবচনে আপ্যায়িত করিলেন, সে একান্তে উপবেশন করিল। বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসিলেন "মাণবক, তোমাদের রাজা যথাধর্ম্ম রাজ্যশাসন করেন ত?" "হাঁ প্রভু, রাজা ধর্ম্মানুসারে রাজ্যশাসন করেন; কিন্তু গত রাত্রিতে তিনি চারিটী মহাশব্দ শুনিয়া ব্রাহ্মণদিগকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন; ব্রাহ্মণেরা বলিয়াছেন, সর্ব্বচতুষ্ক যজ্ঞ দ্বারা আপনার জন্য স্বস্ত্যয়ন করিব। সেইজন্য রাজা এখন পশুঘাতন দ্বারা স্বস্ত্যয়ন করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, বহুপ্রাণী স্থূণায় আবদ্ধ হইয়াছে। ভদন্ত, ঐ শব্দ ব্যাখ্যা করিয়া বহুপ্রাণীকে যমের মুখ হইতে উদ্ধার করা কি ভবাদৃশ শীলবান্ মহাপুরুষের কর্ত্তব্য নহে?" "মাণবক, রাজা আমাকে জানেন না। আমিও রাজাকে জানি না, কিন্তু এই শব্দগুলির কারণ জানি। রাজা যদি এখানে আসিয়া জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে তাঁহার সন্দেহ নিরাকরণ

করিতে পারি।" "ভদন্ত, দয়া করিয়া এখানে মুহূর্ত্তকাল অবস্থিতি করুন; আমি রাজাকে লইয়া আসিতেছি।" "বেশ, মাণবক; তুমি রাজাকে আন।"

শিষ্য গিয়া রাজাকে সমস্ত কথা জানাইল। রাজা বোধিসত্ত্বকে প্রণাম করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন এবং জিজ্ঞাসিলেন, "আমি যে সকল শব্দ শুনিয়াছি, আপনি সে গুলির প্রকৃত কারণ জানেন, একথা সত্য কি?" "আমি জানি মহারাজ!" "তবে দয়া করিয়া বলুন।" "মহারাজ, যাহারা এই সকল শব্দ করিয়াছে, তাহারা পূর্ব্বজন্মে বারাণসীর নিকটে অপরের রক্ষিত ও প্রতিপালিত রমণীগণে আসক্ত হইয়াছিল। তজ্জন্য তাহারা মৃত্যুর পর চারিটী লোহকুম্ভীতে পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হয়। সেখানে তাহারা অতি গাঢ় ও ক্ষাররসযুক্ত উত্তপ্ত জলে সিদ্ধ হইয়াছে; কুম্ভীগুলির উপরিভাগ হইতে তলদেশে যাইতে ত্রিশ হাজার বৎসর লাগিয়াছে; আবার ত্রিশ হাজার বৎসরে তলদেশ হইতে উপরে উঠিয়াছে ও কুম্ভীগুলির মুখ দেখিতে পাইয়াছে। সেখান হইতে বাহিরে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক চারি জনে চারিটী গাথায় স্ব স্ব দুঃখ জ্ঞাপন করিতে চাহিয়াছে, কিন্তু তাহা করিতে পারে নাই; কেবল স্ব স্ব গাথার প্রথম অক্ষরটী উচ্চারণ করিয়া, পুনর্ব্বার লোহকুম্ভীতে নিমগ্ন হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি 'দু' এই অক্ষর উচ্চারণ করিয়া নিমগ্ন হইয়াছে, সে বলিতে ইচ্ছা করিয়াছিল:—

> দুষ্কার্য্য অশেষ করি যাপিনু জীবন, হায়!
> দান-হেতু ছিল ধন, দান করি নাই তায়।
> ভোগের বিবিধ বস্তু ছিল, সীমা নাই তার;
> কিন্তু তাহে আত্মতৃপ্তি না হইল অভাগার।

কিন্তু সেই পাপী গাথা শেষ করিতে পারে নাই। বোধিসত্ত্ব নিজের জ্ঞানবলে এই গাথার পূরণ করিয়াছিলেন। অন্য শব্দগুলির সম্বন্ধেও এই নিয়ম। যে ব্যক্তি গাথা বলিতে গিয়া 'ষা' এই অক্ষরমাত্র উচ্চারণ করিয়াছিল, তাহার গাথা এই:—

> ষাইট হাজার বর্ষ, একদিন কম নয়,
> দগ্ধ হইলাম আমি নিরয় মাঝারে, হায়!
> কখন হইবে অন্ত বল এই যন্ত্রণার?
> আর যে সহিতে নারি এ মহাদুঃখের ভার!

যে কেবল 'না' অক্ষরটী উচ্চারণ করিয়াছিল, তাহার গাথা এই:—

> নাই অন্ত এ দুঃখের, অন্ত হবে কি প্রকারে?
> ভাবিয়া কোথাও অন্ত নাহি পাই দেখিবারে।
> করেছি তখন পাপ, কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানহীন?
> কাজেই দুঃখের অন্ত হবে না ক কোন দিন।

যে কেবল 'সে' অক্ষরটী উচ্চারণ করিয়াছিল, তাহার গাথা এই:—

> সেই আমি ত্যজি যবে এ অতি ভীষণ স্থান
> নরজন্ম লভি পুনঃ নিশ্চয় পাইব ত্রাণ,
> বদান্য শীলসম্পন্ন তখন হইব অতি,
> নিয়ত কুশলকর্ম্মে রহিবে আমার মতি।

বোধিসত্ত্ব এইরূপে একটী একটী করিয়া গাথাগুলি শুনাইলেন এবং বলিলেন, 'মহারাজ, নরকবাসী প্রাণীরা এই সমস্ত গাথা বলিতে ইচ্ছা করিয়াছিল; কিন্তু তাহাদের পাপের গুরুত্ব-বশতঃ তাহা পারে নাই। তাহারা স্ব স্ব কর্ম্মের ফল অনুভব করিয়া আর্ত্তনাদ করিতেছিল;

এই শব্দশ্রবণহেতু আপনার কোন অমঙ্গলের আশঙ্কা নাই; আপনার কোন ভয় নাই।" বোধিসত্ত্ব এইরূপে রাজাকে আশ্বস্ত করিলেন; রাজাও সুবর্ণ ভেরী বাজাইয়া সেই আবদ্ধ প্রাণী-সমূহকে মুক্তি দেওয়াইলেন এবং যজ্ঞকুণ্ড ভাঙ্গাইয়া ফেলিলেন। বোধিসত্ত্বও বহুপ্রাণীর কল্যাণ সাধন করিয়া সেখানে কয়েকদিন যাপন করিলেন এবং স্বস্থানে প্রতিগমনপূর্ব্বক ধ্যানবল অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ব্রহ্মলোকে জন্মলাভ করিলেন।

সমবধান—তখন সারিপুত্র ছিলেন সেই পুরোহিতশিষ্য এবং আমি ছিলাম সেই তাপস।

৩১৫—মাংস-জাতক।

[কয়েকজন ভিক্ষু বিরেচক ঔষধ পান করিয়াছিলেন এবং স্থবির সারিপুত্র তাঁহাদের জন্য রসাল খাদ্য ভিক্ষা করিয়া আনিয়াছিলেন। এই উপলক্ষ্যে শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে নিম্নলিখিত কথা বলিয়াছিলেন।

শুনা যায়, জেতবনের কতিপয় ভিক্ষু বিরেচক তৈল পান করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের রসাল খাদ্য আহার করিতে ইচ্ছা হইয়াছিল। শুশ্রূষাকারীরা রসালখাদ্য আহরণ করিবার জন্য শ্রাবস্তীতে প্রবেশ করিল, কিন্তু পাচকগৃহবীথিতে ভিক্ষা করিয়াও রসাল খাদ্য সংগ্রহ করিতে পারিল না, কাজেই তাহারা বিহারে ফিরিয়া চলিল। ঐ দিন আরও কিছুক্ষণ পরে সারিপুত্রও ভিক্ষার জন্য শ্রাবস্তীতে গিয়াছিলেন। তিনি শুশ্রূষাকারীদিগকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা এত শীঘ্র ফিরিলে যে?" তাহারা যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাঁহাকে জানাইল। তাহা শুনিয়া সারিপুত্র বলিলেন, "তবে আমার সঙ্গে চল।" অনন্তর তিনি তাহাদিগকে লইয়া সেই বীথিতেই প্রবেশ করিলেন। লোকে তাঁহাকে পাত্রপূর্ণ করিয়া রসাল খাদ্য দিল এবং শুশ্রূষাকারীরা উহা লইয়া বিহারে পীড়িত ভিক্ষুদিগকে ভোজন করাইল।

অনন্তর একদিন ধর্ম্মসভায় এ [illegible] [illegible] লাগিলেন, "ভাই, যাহারা বিরেচক ঔষধ খাইয়াছিল, তাহাদের শুশ্রূষাকারীরা রসাল খাদ্য না পাইয়া ফিরিয়া আসিতেছিল, কিন্তু স্থবির তাহাদিগকে লইয়া পাচকগৃহবীথিতে ভিক্ষা করিয়া প্রচুর রসাল খাদ্য পাঠাইয়াছিলেন।" এই সময়ে শাস্তা ধর্ম্মসভায় গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভিক্ষুগণ, তোমরা এখানে বসিয়া কোন্ বিষয়ের আলোচনা করিতেছ?" ভিক্ষুরা তাঁহাকে আলোচ্যমান বিষয় জানাইলে তিনি বলিলেন, "দেখ, কেবল সারিপুত্রই যে এখন মাংস * লাভ করিয়াছেন, তাহা নহে, পূর্ব্বেও মধুরভাষী, প্রিয়বাক্‌পটু পণ্ডিতেরা মাংস লাভ করিয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন:]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব এক শ্রেষ্ঠিপুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। একদিন এক ব্যাধ প্রচুর মাংস সংগ্রহ করিয়া উহা দ্বারা শকট পূর্ণ করিয়াছিল এবং বিক্রয়ার্থ নগরে যাইতেছিল। ঐ সময়ে বারাণসীবাসী চারিজন শ্রেষ্ঠিপুত্র নগর হইতে বাহির হইয়া যেখানে অনেকগুলি রাস্তা মিলিয়াছিল, এমন স্থানে বসিয়া, কে কি দেখিয়াছে বা শুনিয়াছে, সেই সম্বন্ধে আলাপ করিতেছিল। তাহাদের মধ্যে একজন মাংসের শকট দেখিয়া প্রস্তাব করিল, "এই ব্যাধের নিকট হইতে একখণ্ড মাংস আনাইয়া লওয়া যাউক।" অপর তিন জন বলিল, "যাও, আনাইয়া লও গিয়া।" তখন প্রথম শ্রেষ্ঠিপুত্র অগ্রসর হইয়া বলিল, "অরে ব্যাধ, আমায় এক খণ্ড মাংস দে।" ব্যাধ বলিল, "পরের নিকট কিছু যাচ্ঞা করিতে হইলে প্রিয়ভাষী হওয়া আবশ্যক। তুমি যেরূপ বাক্য বলিলে, তাহারই অনুরূপ মাংসখণ্ড পাইবে।

প্রার্থক যাচক হয়ে, তবু কটু কথা কও,
লোমতুল্য কটুতার [illegible]।"

---

* উপরে যে মাংসলাভের (রসলাভের) কথা বলা হইল, [illegible]

† পালি অভিধানে দেখা যায়, [illegible]

শ্রেষ্ঠিপুত্র এইরূপে প্রত্যাখ্যাত হইয়া আসিলে অপর এক শ্রেষ্ঠিপুত্র তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি মাংস চাহিবার সময়ে কি বলিয়াছিলে?" সে উত্তর দিল, "আমি 'অরে ব্যাধ' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলাম।" ইহাতে দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠিপুত্র বলিল "আমিও গিয়া এই ব্যক্তির নিকট মাংস যাচ্ঞা করিব।" অনন্তর সে ব্যাধের নিকট গিয়া বলিল, "দাদা, আমাকে একখণ্ড মাংস দাও না." ব্যাধ বলিল, "তোমার বচনের অনুরূপ মাংস পাইবে।

বলে লোকে মানুষের অঙ্গতুল্য ভাই;
ভাই বলি সম্বোধিলে অঙ্গ দিনু তাই।"

ইহা বলিয়া ব্যাধ মৃগের অঙ্গমাংস তুলিয়া তাহাকে দান করিল। অনন্তর তৃতীয় শ্রেষ্ঠিপুত্র জিজ্ঞাসা করিল, "ভাই, তুমি কি বলিয়া মাংস চাহিয়াছিলে?" দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠিপুত্র উত্তর দিল, "আমি ব্যাধকে 'দাদা' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলাম." তখন তৃতীয় শ্রেষ্ঠিপুত্র বলিল, "আমিও মাংস চাহিব" এবং ব্যাধের নিকটে গিয়া বলিল, "বাবা, এক খণ্ড মাংস দাও না।" ব্যাধ বলিল, "তোমার বচনের অনুরূপ মাংস পাইবে।

পুত্র যবে 'বাবা' বলি সম্বোধে পিতারে।
তখনই হৃদয় তার স্নেহসিক্ত করে।
'বাবা' বলি সম্বোধিয়া হরিলে হৃদয়;
হৃৎপিণ্ড তাই দান করিনু তোমায়।"

ইহা বলিয়া ব্যাধ হরিণের হৃৎপিণ্ড [illegible] উত্তোলন করিয়া সেই শ্রেষ্ঠিপুত্রকে দান করিল। অনন্তর চতুর্থ শ্রেষ্ঠিপুত্র জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি কি বলিয়া মাংস চাহিয়াছিলে?' তৃতীয় শ্রেষ্ঠিপুত্র বলিল, "আমি তাহাকে 'বাবা' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলাম।" ইহা শুনিয়া চতুর্থ শ্রেষ্ঠিপুত্র বলিল "আমিও মাংস চাহিব" এবং ব্যাধের নিকট গিয়া বলিল, "বন্ধু, আমাকে একখণ্ড মাংস দাও ত।" ব্যাধ বলিল "তুমি বচনের অনুরূপ মাংস পাইবে।

সুখে সুখী, দুখে দুখী, বন্ধু তার নাম;
ভীষণ অরণ্য তুল্য বন্ধুহীন গ্রাম।
জগতে যে কিছু প্রিয় পাই দেখিবারে,
সমস্ত রয়েছে 'বন্ধু' শব্দের মাঝারে।
সে হেতু সমস্ত মাংস দিলাম তোমায়:
লয়ে যাও, বন্ধু তব যেথা ইচ্ছা হয়।

ব্যাধ মাংস দিয়াই ক্ষান্ত হইল না, সে আবার বলিল"এস বন্ধু! আমি এই সমস্ত মাংস তোমার বাড়ীতে লইয়া যাইতেছি।" শ্রেষ্ঠিপুত্র ব্যাধের দ্বারা শকট চালাইয়া নিজের গৃহে মাংস লইয়া গেল, সেখানে সমস্ত মাংস তুলিয়া লইল, বহুসম্মানের সহিত ব্যাধের অভ্যর্থনা করিল, তাহার স্ত্রীপুত্রদিগকে সংবাদ দিয়া আনাইল, তাহাদিগকে ব্যাধবৃত্তি পরিত্যাগ করাইল, এবং নিজের অধিকারের মধ্যে বাস করাইল। তদবধি শ্রেষ্ঠিপুত্র যাবজ্জীবন সেই ব্যাধের সহিত অভেদ্য বন্ধুত্ববন্ধনে বদ্ধ হইয়া সম্প্রীতভাবে বাস করিতে লাগিল।"

সমবধান—তখন সারিপুত্র ছিলেন সেই ব্যাধ এবং আমি ছিলাম সেই শ্রেষ্ঠিপুত্র, যে সমস্ত মাংস লাভ করিয়াছিল।

এবং মাছগুলিকে টানিতে টানিতে নিজের বাসগুল্মে লইয়া রাখিল। তখনও আহারের সময় হয় নাই দেখিয়া সে স্থির করিল, 'বেলা হইলে খাইব" ; তাহার পর শুইয়া শুইয়া সে দিন যে শীলগ্রহণ করিয়াছে, সেই সম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিল।

শৃগালও চরিতে গিয়া দেখিল, এক ক্ষেত্রপালের কুটীরে মাংস পাক করিবার জন্য দুইটী শূল *, একটা গোধা ও একপাত্র দধি রহিয়াছে। ঐ দ্রব্যগুলির অধিকারী কে, ইহা জানিবার জন্য সে তিনবার উচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "এ সকল কাহার?" কিন্তু যখন কেহই কোন উত্তর দিল না, তখন, দধির পাত্র তুলিবার জন্য উহাতে যে দড়ি বান্ধা ছিল, তাহা নিজের গলায় পরাইল এবং শূল দুইটী ও গোধাটাকে কামড়াইয়া ঐ সকল দ্রব্য নিজের গুল্মে লইয়া গেল। কিন্তু তখনও আহারের সময় হয় নাই বলিয়া সে স্থির করিল, 'বেলা হইলে খাইব।' অনন্তর সে শুইয়া শুইয়া শীলচিন্তা করিতে লাগিল।

মর্কটও বনে গিয়া আম্রপিণ্ড আহরণ করিল, উহা নিজের বাসগুল্মে লইয়া গেল এবং 'বেলা হইলে আহার করিব' এই সঙ্কল্প করিয়া শুইয়া শুইয়া শীলচিন্তা করিতে লাগিল।

বোধিসত্ত্ব কিন্তু যথাসময়েই চরিতে গিয়া দর্ভতৃণ ভক্ষণ করিবেন, এইরূপ স্থির করিলেন। তিনি নিজের গুল্মে থাকিয়াই চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'আমার নিকট যদি কোন যাচক উপস্থিত হয়, তবে তাহাকে ত ভোজনার্থ তৃণ দিলে চলিবে না। কিন্তু তিলতণ্ডুলাদি কোন ভোজ্য দ্রব্যও আমার নাই। অতএব কোন যাচক আসিলে নিজের গাত্রমাংস দিয়া তাহার সেবা করিব।' বোধিসত্ত্বের এই শীলতেজে শক্রের পাণ্ডুকম্বলশিলাসন † উত্তপ্ত হইল। তিনি চিন্তা করিয়া ইহার কারণ বুঝিতে পারিলেন এবং শশরাজের শীলপরীক্ষা করিতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি প্রথমে উদ্‌বিড়ালের বাসগুল্মে গেলেন এবং ব্রাহ্মণের বেশে দাঁড়াইলেন। উদ্‌বিড়াল জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুর, আপনি কি জন্য দাঁড়াইয়া আছেন?" শক্র উত্তর দিলেন, "পণ্ডিত, যদি কিছু আহার পাই, তাহা হইলে উপোসথী হইয়া শ্রমণধর্ম্ম পালন করিতে পারি।" উদ্‌বিড়াল আহার দিবার অঙ্গীকার করিয়া তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিবার সময়ে প্রথম গাথা বলিল :—

সাতটা রোহিত মৎস্য জলের মাঝার ছিল যারা, এবে তারা গৃহেতে আমার।
খাও তাহা যত ইচ্ছা, ক্ষুধা কর নাশ ; বিশ্রাম লভহ এই বনে করি বাস।

শক্র বলিলেন, "আচ্ছা, শেষে দেখা যাবে। কাল সকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর।" ‡ অনন্তর তিনি শৃগালের নিকট গেলে সেও জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুর, আপনি দাঁড়াইয়া কেন?" শক্র পূর্ব্ববৎ উত্তর দিলেন ; শৃগালও আহার দিবার অঙ্গীকার করিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিবার কালে দ্বিতীয় গাথা বলিল :—

অবিদূরে ক্ষেত্রপাল আছে এক জন ; রেখেছিল কুটীরে সে করি আয়োজন
গোধা এক, দধিভাণ্ড অতি পরিপাটি, গোধামাংস-পাকহেতু আর শূল দুটী ;'

দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিন বারের এক বারেও কেহ মাছগুলি যে আমার, ইহা বলিল না বটে, কিন্তু তাহা বলিয়াই যে উদ্‌বিড়ালের পক্ষে অদত্তাদান হইল না, এমন নহে। কিন্তু উদ্‌বিড়াল ভাবিল, সে বৈধ উপায়েই খাদ্যলাভ করিল : তাহাকে চুরিও করিতে হইল না, প্রাণিহিংসাও করিতে হইল না। অতঃপর শৃগালের সম্বন্ধেও ধর্ম্মের এইরূপ অক্ষরার্থমাত্র পালন দেখা যাইবে।

* 'শিক্ কাবাব' প্রস্তুত করিবার জন্য লৌহশলাকা।

† শক্রের আসন পাণ্ডুকম্বল নামে অভিহিত। ইহা শিলাময়, পাণ্ডুবর্ণ এবং কম্বলের ন্যায় আনমনোন্নমনশীল অর্থাৎ স্থিতিস্থাপক।

‡ উপোসথের পরদিন 'পারণ' করিবেন এই উদ্দেশ্যেই যেন শক্র খাদ্য ভিক্ষা করিতেছিলেন।

রাত্রিকালে খাবে বলি ভেবেছিল মনে; এনেছি সে সব আমি নিজ বাসস্থানে।
খাও যত ইচ্ছা তব, ক্ষুধা কর নাশ; বিশ্রাম লভহ এই বনে করি বাস।

ব্রাহ্মণরূপী শক্র বলিলেন, "আচ্ছা, দেখা যাবে, কাল সকালবেলা পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর।" ইহা বলিয়া তিনি মর্কটের নিকট গেলেন; সেও জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি দাঁড়াইয়া কেন?" তিনি পূর্ব্ববৎ উত্তর দিলেন। মর্কটও আহার দিবার অঙ্গীকার করিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিবার কালে তৃতীয় গাথা বলিল:—

পক্ব আম্রফল আর সুশীতল জল, মনোরম সুশীতল আছে তরুতল।
ভুঞ্জ যথা অভিরুচি, ক্লান্তি কর নাশ, বিশ্রাম লভহ এই বনে করি বাস।

শক্ররূপী ব্রাহ্মণ এবারও বলিলেন, "আচ্ছা শেষে দেখা যাবে; কাল সকালবেলা পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর।" পরিশেষে তিনি শশপণ্ডিতের নিকট উপস্থিত হইলে তিনিও জিজ্ঞাসিলেন, "আপনি দাঁড়াইয়া কেন?" শক্র পূর্ব্ববৎ উত্তর দিলেন। তাহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব পরম পরিতোষ লাভ করিলেন এবং বলিলেন, "ব্রাহ্মণ, আপনি আহারার্থ আমার নিকট উপস্থিত হইয়া অতি উত্তম কার্য্য করিয়াছেন। আজ আমি আপনাকে এমন দান করিব, যাহা পূর্ব্বে কেহ কখনও দান করে নাই। দেখিতেছি, আপনি শীলবান্, অতএব প্রাণিহত্যা করিবেন না; আচ্ছা, যান, কাষ্ঠ সংগ্রহপূর্ব্বক জলন্ত অঙ্গার প্রস্তুত করিয়া আমায় জানাইবেন। আমি আত্মোৎসর্গ করিয়া সেই অঙ্গারে পতিত হইব, আমার শরীর পক্ক হইলে আপনি সেই মাংস আহারপূর্ব্বক শ্রমণধর্ম্ম পালন করিবেন।" শক্রের সহিত এইরূপে আলাপ করিবার কালে বোধিসত্ত্ব চতুর্থ গাথা বলিয়াছিলেন:—

তিল, মুদ্গ, তণ্ডুল—শশের কিছু নাই, অগ্নিতে নিজের দেহ পোড়াইব তাই।
ভোজন করিয়া তাহা ক্ষুধা কর নাশ, বিশ্রাম লভহ এই বনে করি বাস।

ইহা শুনিয়া শক্র তখনই নিজের অনুভাববলে জ্বলদঙ্গাররাশি সৃষ্টি করিয়া বোধিসত্ত্বকে জানাইলেন। তখন বোধিসত্ত্ব নিজের দর্ভময় শয্যা ত্যাগ করিয়া সেই অঙ্গারের নিকট গেলেন, তাঁহার রোমান্তরে কীটাদি কোন প্রাণী থাকিলে পাছে তাহারাও মারা যায়, এই আশঙ্কায় তিনবার নিজের গা ঝাড়িলেন, এবং সমস্ত দেহ দানকার্য্যে উৎসর্গপূর্ব্বক, রাজহংস যেমন পদ্মপুঞ্জে গিয়া পড়ে, তিনিও সেইরূপ প্রহৃষ্টমনে একলম্ফে সেই অঙ্গাররাশির উপর গিয়া পড়িলেন। কিন্তু সেই অগ্নিতে বোধিসত্ত্বের রোমকূপপর্য্যন্ত উত্তপ্ত করিতে পারিল না, তাঁহার বোধ হইতে লাগিল, যেন তিনি কোন হিমগর্ভস্থানে প্রবেশ করিয়াছেন তিনি শক্রকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "ব্রাহ্মণ, আপনি যে অগ্নি প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা অতি শীতল, ইহা আমার রোমকূপ পর্য্যন্ত উষ্ণ করিতে পারিল না! ইহার কারণ কি, বলুন ত?" শক্র উত্তর দিলেন, "পণ্ডিতবর, আমি ব্রাহ্মণ নহি! আমি শক্র। তোমার চরিত্র পরীক্ষা করিবার জন্য আসিয়াছি।" বোধিসত্ত্ব সিংহনাদে বলিলেন, আপনি কেন, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধিবাসীরাও আমার দানশীলতা পরীক্ষা করিবার ইচ্ছা করিলে, আমাকে কখনও দানবিমুখ দেখিতে পাইবে না।" "শশপণ্ডিত, তোমার গুণ অনন্তকল্প প্রকটিত হউক"—ইহা বলিয়া শক্র পর্ব্বত নিপীড়নপূর্ব্বক তাহা হইতে রস গ্রহণ করিলেন এবং তাহাদ্বারা চন্দ্রমণ্ডলে শশচিহ্ন অঙ্কিত করিলেন। অনন্তর শক্র বোধিসত্ত্বকে লইয়া সেই বনভূমিতে সেই খণ্ডের মধ্যেই সেই তরুণদর্ভাস্তৃত শয্যায় শয়ন করাইলেন এবং নিজে দেবলোকে চলিয়া গেলেন। অতঃপর উক্ত প্রাণিচতুষ্টয় সুখে ও সম্প্রীতভাবে শীলপালন ও উপোসথব্রতপালনপূর্ব্বক কর্ম্মানুরূপ গতি লাভ করিল।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া, সেই সর্ব্বপরিষ্কারদাতা স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন সেই উদ্‌বিড়াল; মৌদ্গল্যায়ন ছিলেন সেই শৃগাল; সারিপুত্র ছিলেন সেই মর্কট এবং আমি ছিলাম সেই শশপণ্ডিত।]

☞ চরিয়পিটক (১১০) এবং জাতকমালা (৬) দ্রষ্টব্য। জাতকমালাতে এই জাতক শশ-জাতক আখ্যা পাইয়াছে। প্রথমখণ্ডের ৬০শ জাতকেও এই জাতকের উল্লেখ আছে।

৩১৭—মৃতরোদন-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে শ্রাবস্তীবাসী কোন ভূস্বামীকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ব্যক্তির নাকি ভ্রাতার মৃত্যু হইয়াছিল। তিনি ভ্রাতৃশোকে অভিভূত হইয়া স্নান, আহার ও বিলেপন ত্যাগ করিয়াছিলেন; এবং প্রতিদিন প্রভাত হইলেই শ্মশানে গিয়া শোকসন্তপ্ত মনে রোদন করিতেন। একদিন প্রত্যুষসময়ে শাস্তা ভুবনতলের সর্ব্বত্র দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক বুঝিতে পারিলেন, ঐ ভূস্বামীর স্রোতাপত্তিমার্গ-প্রাপ্তির সময় আসন্ন হইয়াছে। তিনি ভাবিলেন, "আমা ব্যতীত অন্য কাহারও সাধ্য নাই যে, অতীত বৃত্তান্ত শুনাইয়া শোকাপনোদনপূর্ব্বক এই ব্যক্তিকে স্রোতাপত্তিফল প্রদান করিতে পারে। অতএব আমাকেই ইহার আশ্রয়স্থান হইতে হইবে।" পরদিন পিণ্ডচর্য্যা হইতে প্রতিগমন করিয়া আহার শেষ করিবার পর শাস্তা একজন পশ্চাচ্ছ্রমণ* সঙ্গে লইয়া ঐ ভূস্বামীর গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন। শাস্তা আসিয়াছেন শুনিয়া সেই ব্যক্তি আসন সজ্জিত করিলেন, এবং "ভিতরে আসিতে আজ্ঞা হউক" বলিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিলেন। তখন শাস্তা ভিতরে গিয়া সজ্জিত আসনে উপবিষ্ট হইলেন। ভূস্বামীও শাস্তাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক একান্তে আসন গ্রহণ করিলেন। তখন শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, "উপাসক, তোমায় এত চিন্তাযুক্ত দেখিতেছি কেন?" "ভদন্ত, আমার ভ্রাতার মৃত্যুর পর হইতে আমি এইরূপ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়াছি।" "দেখ বাপু, সমস্ত সংস্কারই অনিত্য; যাহা ভঙ্গুর, তাহাই ভাঙ্গে†; তাহাতে চিন্তার কারণ কি আছে? পুরাণ পণ্ডিতেরা, ভ্রাতার মৃত্যু হইলে, ভঙ্গুর পদার্থ ভাঙ্গিয়াছে, ইহা মনে করিয়া দুশ্চিন্তায় কাতর হন নাই।" অনন্তর ভূস্বামীর অনুরোধে শাস্তা সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব অশীতিকোটি বিভবসম্পন্ন কোন শ্রেষ্ঠিকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তাঁহার মাতাপিতার মৃত্যু হয়। তাঁহাদের মৃত্যু হইলে বোধিসত্ত্বের ভ্রাতা কুলসম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতেন; বোধিসত্ত্ব ভ্রাতার উপর নির্ভর করিয়া থাকিতেন।

কালক্রমে, তোমার ভ্রাতার যে পীড়া হইয়াছিল, বোধিসত্ত্বের ভ্রাতারও সেইরূপ পীড়ায় জীবনান্ত হইল। তাঁহার জ্ঞাতি, বন্ধু ও সহচরগণ একত্র হইয়া বাহু তুলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল, কেহই হৃদয়ের শোকাবেগ সংবরণ করিতে পারিল না। কিন্তু বোধিসত্ত্ব ক্রন্দন করিলেন না, একবিন্দু অশ্রুও বিসর্জ্জন করিলেন না।‡ ইহাতে লোকে বলাবলি করিতে

* পশ্চাৎ+শ্রমণ—অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক শ্রমণ। বিহারের বাহিরে যাইবার কালে ইঁহারা স্থবিরদিগের অনুগমন করিয়া থাকেন। স্থবিরদিগের পক্ষে একাকী বাহিরে যাওয়া নিষিদ্ধ।

† গ্রীক্ পণ্ডিত Epictetusএর সম্বন্ধেও এইরূপ একটা গল্প শুনা যায়। একদিন কোন পরিচারিকা একটা মৃৎপাত্র ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল। পরদিন এক রমণী মৃতপুত্রের জন্য কান্দিয়াছিল। ইহাতে Epictetus বলিয়াছিলেন "কাল আমি একটা ভঙ্গুর পদার্থ ভাঙ্গিতে দেখিয়াছি; আজ একটা মরণশীল পদার্থকে মরিতে দেখিলাম—"Heri vidi fragilem frangi, hodie vidi mortalem mori"

‡ মূলে 'ন কন্দতি, ন রোদতি' আছে। ক্রন্দনে ও রোদনে কোন প্রভেদ দেখা যায় না। তবে বোধ হয়, লেখক ক্রন্দন দ্বারা বিলাপসহ দুঃখপ্রকাশ এবং রোদন দ্বারা অশ্রুবিসর্জ্জনে দুঃখপ্রকাশ, এইরূপ প্রভেদ কল্পনা করিয়াছেন।

লাগিল, "দেখ ত, ইহার ভাই মরিয়া গেল, কিন্তু ইহার মুখে শোকের চিহ্ন পর্য্যন্ত দেখা গেল না। ইহার হৃদয় কি কঠোর! এ বোধ হয় ভ্রাতার মরণই কামনা করিতেছিল, কারণ তাহা হইলে পৈতৃক সম্পত্তির দুই ভাগই নিজে ভোগ করিতে পারিবে।" লোকে এইরূপে বোধিসত্ত্বের নিন্দাবাদ করিতে লাগিল। "ভাই মরিল, তুমি কান্দিলে না' বলিয়া জ্ঞাতিরাও তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিল।

বোধিসত্ত্ব তাহাদের কথা শুনিয়া বলিলেন, "তোমরা মূর্খ, অষ্টলোকধর্ম্ম * জান না, সেইজন্যই আমার ভাই মরিয়াছে বলিয়া রোদন কর। আমিও মরিব, তোমরাও মরিবে। তবে 'আমিও মরিব' বলিয়াই বা নিজের জন্য কান্দ না কেন? সংস্কারমাত্রই অনিত্য; কোন সংস্কারই (চিরদিন) স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিতে পারে না। তোমরা অজ্ঞানান্ধ এবং অষ্টলোকধর্ম্মানভিজ্ঞ। তোমরা রোদন করিতেছ বলিয়াই আমি রোদন করিব কেন?" অনন্তর বোধিসত্ত্ব এই গাথাগুলি বলিলেন :—

মরেছে, মরেছে বলি করিছ রোদন,
মরিবে যে তার তরে কখন ত নাহি ঝরে
অশ্রুবিন্দু! বল তুমি ইহার কারণ।
শরীরী যতেক ভবে, কে কোথা অমর কবে?
সকলেই কালবশে ত্যজিবে জীবন।
তবে কেন বৃথা তুমি করিবে রোদন?

দেবতা, মানব, পশু, পক্ষী, চতুষ্পদ, উরগ প্রভৃতি জীব আছে যত
অনিত্য শরীরে ভুঞ্জি [illegible] পরিণামে সবে পশে মৃত্যুমুখ।

হর্ষ দুঃখ সব মানব জীবনে কত যে চঞ্চল, ভাবি দেখ মনে।
তবে কেন বৃথা করিবে ক্রন্দন? শোকে অভিভূত হবে কি কারণ?
ধূর্ত্ত, মদ্যপায়ী, কিংবা মূর্খ জন, শৌর্য্যবীর্য্যশালী মহাবীরগণ
হলে পাপাচারী, ইহারা সকলে না জানিয়া ধর্ম্ম বিজ্ঞে অজ্ঞ বলে।

এইরূপে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া বোধিসত্ত্ব তাহাদের শোক অপনোদন করিলেন।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশনপূর্ব্বক শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই ভূস্বামী স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—তখন আমি ছিলাম সেই পণ্ডিত, যিনি ধর্ম্মব্যাখ্যা করিয়া সেই জনসঙ্ঘের শোক অপনোদন করিয়াছিলেন।]

৩১৮—কণবের-জাতক। †

[এক ভিক্ষু পুনর্ব্বার তাঁহার গৃহস্থাশ্রমের পত্নীর প্রলোভনে পড়িয়াছিলেন। তাঁহাকে উপলক্ষ্য করিয়া শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এই কথা বলিয়াছিলেন। শাস্তা বলিলেন "দেখ, পূর্ব্বেও এই রমণীর জন্য অসির আঘাতে তোমার শিরশ্ছেদ হইয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব কাশীরাজ্যে কোন গৃহপতির কুলে জন্মগ্রহণ করেন। যে নক্ষত্রে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল, তাহার প্রভাবে লোকে চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন

* লাভ, অলাভ যশ, অযশ, প্রশংসা, নিন্দা, সুখ, দুঃখ।

† 'কণবের' বোধ হয় করবীর পুষ্প। প্রাণদণ্ডার্হ ব্যক্তিদিগকে এই ফুলের মালা পরাইয়া বধ্যস্থানে লইয়া যাওয়া হইত। (অভিজ্ঞান শকুন্তল, ৪ মৃচ্ছকটিক, ১০)

করে। কাজেই বোধিসত্ত্ব বয়ঃপ্রাপ্তির পর চৌর্য্যবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। লোকে জানিতে পারিল, তিনি সাহসী ও হস্তীর ন্যায় বলশালী। তাঁহাকে ধরিতে পারে, কাহারও এমন শক্তি ছিল না।

বোধিসত্ত্ব একদিন কোন শ্রেষ্ঠীর বাড়ীতে সিঁধ কাটিয়া বিস্তর ধন অপহরণ করিয়াছিলেন। নগরবাসীরা রাজার নিকটে গিয়া বলিল "দেব, এক মহাচোর নগর লুঠ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে; আপনি তাহাকে ধরিবার আজ্ঞা দিন।" রাজা বোধিসত্ত্বকে ধরিবার জন্য নগরপালকে আজ্ঞা দিলেন। নগরপাল রাত্রিকালে স্থানে স্থানে এক এক দল প্রহরী রাখিয়া বোধিসত্ত্বকে 'বামাল' * সুদ্ধ ধরিয়া ফেলিল এবং রাজাকে জানাইল। রাজা নগরপালকে আজ্ঞা দিলেন, "উহার শিরশ্ছেদ কর।" নগরপাল তখন বোধিসত্ত্বকে পিঠমোড়া দিয়া দৃঢ়রূপে বদ্ধ করাইল, তাঁহার গলায় রক্ত করবীরের মালা পরাইল, মস্তকে ইষ্টকচূর্ণ ছড়াইয়া দেওয়াইল, চতুষ্কে চতুষ্কে তাঁহাকে কশাঘাতে জর্জ্জরিত করাইল এবং খরস্বর প্রণব বাজাইতে বাজাইতে শ্মশানের দিকে লইয়া চলিল। সমস্ত নগরবাসী উল্লাসে বলিতে লাগিল, "যে চোর এতদিন সমস্ত নগর লুঠ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত, সে আজ ধরা পড়িয়াছে।"

তখন বারাণসীতে শ্যামা নাম্নী এক গণিকা ছিল। সে তাহার অনুগ্রহপ্রার্থীদিগের নিকট প্রতি বারে সহস্র মুদ্রা উপহার লইত। সে রাজারও প্রণয়পাত্রী ছিল। পঞ্চশত গণিকা অনুচরীবেশে তাহার পরিচর্য্যা করিত। সে প্রাসাদের পৃষ্ঠ হইতে বাতায়নের ভিতর দিয়া দেখিল, রাজপুরুষেরা বোধিসত্ত্বকে শ্মশানে লইয়া যাইতেছে। চোর হইলেও বোধিসত্ত্বের রূপ অতি মনোহর এবং দেহ অতীব তেজঃপূর্ণ ও দিব্যলাবণ্যময় ছিল। তাঁহাকে দেখিয়া ঐ গণিকা তৎক্ষণাৎ অনুরাগবতী হইল। সে ভাবিতে লাগিল, 'কি উপায় অবলম্বন করিলে এই পুরুষরত্নকে নিজের স্বামী করিয়া লইতে পারি? একটা উপায় দেখিতেছি।' এইরূপ চিন্তা করিয়া সে নিজের একজন পরিচারিকার হাত দিয়া নগরপালকে এক সহস্র মুদ্রা পাঠাইল, বলিয়া দিল, "বল গিয়া, এই চোর শ্যামার ভ্রাতা; শ্যামা ভিন্ন ইহার অন্য কোন আশ্রয়স্থান নাই; আপনি এই সহস্র মুদ্রা লইয়া ইহাকে ছাড়িয়া দিন।"

পরিচারিকা যথাদেশ কার্য্য সম্পন্ন করিল। নগরপাল কহিল, "এ নামজাদা চোর, ইহাকে এ অবস্থায় ছাড়া আমার সাধ্য নহে; তবে ইহার পরিবর্ত্তে যদি অন্য কোন লোক পাই, তাহা হইলে ইহাকে কোন আবৃত যানে বসাইয়া তোমার স্বামিনীর নিকট পাঠাইতে পারি।" পরিচারিকা গিয়া শ্যামাকে এই কথা জানাইল।

এই সময়ে জনৈক শ্রেষ্ঠিপুত্র শ্যামার প্রণয়ে আবদ্ধ হইয়া তাহাকে প্রতিদিন সহস্র মুদ্রা দিত। ঐ দিনও সে সূর্য্যাস্তকালে সহস্র মুদ্রা লইয়া শ্যামার গৃহে গিয়াছিল। শ্যামা ঐ অর্থ নিজের কোলে তুলিয়া বসিয়া বসিয়া কাঁদিতে লাগিল। শ্রেষ্ঠিপুত্র জিজ্ঞাসিল, "কাঁদিতেছ কেন?" শ্যামা উত্তর দিল, "স্বামিন্, ঐ চোর আমার ভ্রাতা; আমি নীচ কর্ম্ম করি বলিয়া ও আমার নিকট আসে না। নগরপালের নিকট লোক পাঠাইয়াছিলাম; তিনি বলিয়াছেন, সহস্র মুদ্রা পাইলে উহাকে ছাড়িতে পারেন। এখন এই সহস্র মুদ্রা লইয়া তাঁহার কাছে যাইবে, এমন লোক দেখিতে পাইতেছি না।" শ্রেষ্ঠিপুত্র শ্যামাকে বড় ভালবাসিত। সে বলিল, "আমিই যাইতেছি।" "যদি যাও, তবে তুমি যে সহস্র মুদ্রা আনিয়াছ, তাহাই দাও গিয়া।"

শ্রেষ্ঠিপুত্র তখন ঐ সহস্র মুদ্রা লইয়া নগরপালের নিকটে গেল. নগরপাল শ্রেষ্ঠিপুত্রকে কোন

* 'সভোগং গাহাপেত্বা'—অপহৃত ধনসহ ধরাইয়া।

গুপ্ত স্থানে লুকাইয়া রাখিল এবং বোধিসত্ত্বকে আবৃত যানে বসাইয়া শ্যামার নিকট পাঠাইয়া দিল। তাহার পর সে ভাবিতে লাগিল, 'চোরটা নামজাদা। অতএব যখন খুব অন্ধকার হইবে এবং সমস্ত লোকজন ঘুমাইবে, তখন প্রতিনিধিটাকে নিহত করাইব।' এই উদ্দেশ্যে সে মুহূর্ত্তকাল বিলম্ব করিবার জন্য একটা স্থান বাহির করিল, এবং যখন লোকজন সব ঘুমাইল, তখন সে বহুসংখ্যক প্রহরিসহ শ্রেষ্ঠিপুত্রকে শ্মশানে লইয়া গেল, এবং অসি দ্বারা তাঁহার শিরশ্ছেদ করিয়া দেহটা শূলে আরোপণপূর্ব্বক নগরে ফিরিয়া আসিল।

সেই দিন হইতে শ্যামা অন্যের হস্ত হইতে উপঢৌকন লওয়া বন্ধ করিল এবং নিয়ত বোধিসত্ত্বের সহবাসে পরমসুখে কাল যাপন করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া বোধিসত্ত্ব চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'এই রমণী যদি আবার অন্য কাহারও প্রণয়াসক্তা হয়, তাহা হইলে আমারও প্রাণবধ করাইয়া তাহারই সহিত আমোদপ্রমোদে প্রবৃত্ত হইবে। এ পাপিষ্ঠা অত্যন্ত মিত্রদ্রোহিণী; অতএব আর এখানে না থাকিয়া শীঘ্রই পলায়ন করা উচিত।' অনন্তর বোধিসত্ত্ব যখন প্রস্থানের উদ্যোগ করিলেন, তখন ভাবিলেন, 'রিক্ত হস্তেই বা যাই কেন? ইহার আভরণ ভাণ্ড লইয়া যাইব।' একদিন তিনি শ্যামাকে বলিলেন, "ভদ্রে, আমরা পিঞ্জরস্থ কুক্কুটের ন্যায় নিয়ত একই গৃহে আবদ্ধ রহিয়াছি; চল, একদিন উদ্যানকেলি করি গিয়া।" "বেশ, তাহাই করা যাউক" বলিয়া শ্যামা খাদ্য, ভোজ্য ইত্যাদি সমস্ত প্রস্তুত করাইল এবং সর্ব্বালঙ্কারে বিভূষিতা হইয়া তাঁহার সহিত আবৃত যানে আরোহণপূর্ব্বক উদ্যানে গমন করিল। সেখানে দুই জনে আমোদ প্রমোদে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এমন সময়ে বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, 'এই আমার পলায়নের উত্তম অবসর।' তিনি শ্যামার প্রতি উৎকট আসক্তির ভাণ করিয়া তাহাকে এক করবীর-গুল্মের মধ্যে লইয়া গেলেন এবং আলিঙ্গন করিবার ছলে তাহাকে এমন নিপীড়ন করিতে লাগিলেন যে, সে সংজ্ঞাহীন হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল। তখন তিনি সমস্ত অলঙ্কার খুলিয়া নিজের উত্তরাসঙ্গে বান্ধিলেন এবং উহা স্কন্ধে তুলিয়া প্রাচীর লঙ্ঘনপূর্ব্বক পলাইয়া গেলেন।

অতঃপর শ্যামার সংজ্ঞা-সঞ্চার হইল। সে উঠিয়া পরিচারিকাদিগের নিকট গেল এবং জিজ্ঞাসা করিল, "আর্য্যপুত্র কোথায়?" পরিচারিকারা বলিল, "আমরা ত জানি না, আর্য্যে!" "আমি মরিয়াছি, এই ভয়ে বোধ হয় পলাইয়া গিয়াছেন।" সে তখনই বিষণ্ণমনে গৃহে ফিরিয়া গেল এবং "আমার প্রিয় ভর্ত্তার দর্শন পাইলেই আবার অলঙ্কৃত শয্যায় শয়ন করিব" এই বলিয়া ভূতলে শুইয়া রহিল। তদবধি সে উৎকৃষ্ট বসন পরিধান করিত না, দুই বার আহার করিত না, মাল্যগন্ধাদি ব্যবহার করিত না। 'যে কোন উপায়েই হউক আর্য্যপুত্রের সন্ধান করিয়া তাঁহাকে এখানে আনিতে হইবে', এই সঙ্কল্পে সে নটদিগকে ডাকাইয়া সহস্র মুদ্রা দিল। নটেরা জিজ্ঞাসিল, "আর্য্যে, আমাদিগকে কি করিতে হইবে?" "তোমাদের অগম্য স্থান নাই, তোমরা গ্রাম, নিগম, রাজধানী প্রভৃতি সর্ব্বত্র গিয়া সভা করিয়া সভাদিগের সম্মুখে প্রথমেই, আমি যে গীতটী শিখাইতেছি, তাহা গান করিবে।" ইহা বলিয়া শ্যামা তাহাদিগকে প্রথম গাথাটী শিক্ষা দিল এবং আবার বলিল, "যদি আর্য্যপুত্র সেই সভায় থাকেন, তাহা হইলে তোমরা এই গান গাইলেই তিনি তোমাদের সঙ্গে কথা বলিবেন। তখন তোমরা তাঁহাকে বলিবে, আমি ভাল আছি, এবং তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া আনিবে। যদি তিনি আসিতে না চান, তবে আমায় সংবাদ দিবে।" এইরূপ আদেশ দিয়া শ্যামা নটদিগকে পাথেয় দিয়া বিদায় করিল। তাহারা বারাণসী হইতে যাত্রা করিয়া নানা স্থানে সভা করিল এবং শেষে এক প্রত্যন্ত গ্রামে উপস্থিত হইল। বোধিসত্ত্ব পলায়নপূর্ব্বক এই গ্রামেই অবস্থিতি করিতেছিলেন। নটেরা এখানে সভা করিয়া প্রথমেই গান করিল :—

সরস বসন্তে করবীর গুল্ম রক্তপুষ্পে উদ্ভাসিত ;
গাঢ় আলিঙ্গনে পীড়িলে শ্যামারে সেথা কাম-বিমোহিত।
মরিয়াছে শ্যামা, এই ভয়ে তুমি করিয়াছ পলায়ন।
আছে শ্যামা ভাল, এ সংবাদ দিতে আমাদের আগমন।

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব একজন নটের নিকট গিয়া বলিলেন, "তুমি বলিতেছ শ্যামা বাঁচিয়া আছে ; আমি কিন্তু ইহা বিশ্বাস করি না।" এইরূপ আলাপ করিবার কালে তিনি দ্বিতীয় গাথা বলিয়াছিলেন ;—

বায়ুবেগে পর্ব্বতের হইয়াছে উৎপাটন,
বায়ুবেগে পৃথিবীর ঘটিয়াছে বিকম্পন,
মৃতা শ্যামা ভাল আছে ফিরি আসি এ সংসারে,—
হেন অসম্ভব বার্ত্তা কেহ কি বিশ্বাস করে ?

ইহা শুনিয়া সে তৃতীয় গাথা বলিল ;—

মরে নাই শ্যামা, পুরুষান্তরের সংসর্গ নাহি সে চায়,
একাহারী হ'য়ে পথপানে চায় তোমার দেখাপায়।

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "সে জীবিত আছে বা না আছে, তাহাতে আমার প্রয়োজন নাই।

আমার সংসর্গে শ্যামা পূর্ব্বে নাহি ছিল, তবু মোর তরে সেই প্রাণান্ত করিল
পূর্ব্ব প্রণয়ীর ; তারে বিশ্বাস কি হয় ? কে ক'রে অধ্রুবতরে ধ্রুব-বিনিময় ?
কি জানি কখন যদি অপরের তরে পাপিষ্ঠা আমারও কভু জীবনান্ত করে,
তাই দুরতর স্থানে যাব পলাইয়া ; শ্যামারে সংবাদ এই দাও সবে গিয়া।

নটেরা যাহা যাহা করিয়াছিল ও শুনিয়াছিল, ফিরিয়া গিয়া শ্যামাকে জানাইল। শ্যামা দুঃখিত হইল ; কিন্তু সে পুনর্ব্বার প্রকৃতিগতবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক জীবন যাপন করিতে লাগিল।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু স্রোতাপত্তি-ফল প্রাপ্ত হইল। সমবধান—তখন এই ভিক্ষু ছিল সেই শ্রেষ্ঠিপুত্র, ইহার পূর্ব্ব পত্নী ছিল শ্যামা এবং আমি ছিলাম সেই চোর।]

৩১৯—তিত্তির-জাতক।

[কৌশাম্বীর নিকটবর্ত্তী বদরিকারামে অবস্থিতিকালে শাস্তা স্থবির রাহুলের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্নবস্তু ত্রিপর্যস্ত-জাতকে (১৬) বলা হইয়াছে। আয়ুষ্মান্ রাহুল শিক্ষাকাম ; তিনি ধর্ম্মসম্বন্ধে অতি সুশ্মাচারী ; তিনি অবনতমস্তকে আচার্য্যের আজ্ঞাপালন করেন—ভিক্ষুরা একদিন ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া এইরূপ বলাবলি করিয়া রাহুলের গুণকীর্ত্তন করিতেছিলেন, এমন সময়ে শাস্তা সেখানে গিয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিলেন এবং বলিলেন, "রাহুল পূর্ব্বেও এইরূপ শিক্ষাকাম ও সুশ্মাচারী ছিল এবং দ্বিরুক্তি না করিয়া আচার্য্যের আজ্ঞা বহন করিত।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পর তক্ষশিলায় গিয়া সর্ব্ববিদ্যায় ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন এবং সংসারত্যাগান্তে হিমবন্ত প্রদেশে গিয়া ঋষি-প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি সেখানে অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ লাভ করিয়া ধ্যানসুখে মগ্ন থাকিতেন এবং এক রমণীয় কাননে বাস করিতেন।

সেখানে দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিয়া তিনি লবণ ও অম্ল সেবন করিবার অভিপ্রায়ে এক

প্রত্যন্ত গ্রামে গমন করিলেন। তত্রত্য লোকে তাঁহাকে দেখিয়া অতি সন্তুষ্ট হইল, নিকটস্থ অরণ্যে তাঁহার জন্য এক পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিয়া দিল এবং চীবরাদি পরিষ্কারসমূহ দিয়া তাঁহাকে সেখানে বাস করাইল।

এই সময়ে উক্ত গ্রামের এক শাকুনিক একটা কোট্‌না তিত্তির * ধরিয়া উহাকে পঞ্জরে রাখিয়া যত্নসহকারে শিক্ষা দিত এবং সতর্কতার সহিত উহার রক্ষণাবেক্ষণ করিত। শাকুনিক তাহাকে বনের ভিতর লইয়া যাইত এবং তাহার শব্দ শুনিয়া যে সকল তিত্তির আসিত, তাহাদিগকে ধরিত।

তিত্তির ভাবিল, 'আমার রবে মুগ্ধ হইয়া আমার অনেক জ্ঞাতিবন্ধু বিনষ্ট হইতেছে। ইহাতে আমি পাপার্জ্জন করিতেছি।' এইজন্য অতঃপর সে নীরব থাকিল। তিত্তির আর ডাকে না দেখিয়া শাকুনিক একখণ্ড বাঁশের দ্বারা তাহার মস্তকে আঘাত করিল। তিত্তির বেদনায় কাতর হইয়া ডাকিয়া উঠিল, শাকুনিকও পূর্ব্ববৎ তাহারই সাহায্যে অন্য তিত্তির ধরিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল।

ইহার পর তিত্তির ভাবিল, 'আমার ত এমন অভিপ্রায় নহে যে, এই তিত্তিরগুলা মরুক। কিন্তু ইহাতেও আমার পাপ হইতেছে না কি? আমি না ডাকিলে ইহারা আসে না; আমি ডাকিলে ইহারা আসে। যাহারা আসে, সকলেই এই শাকুনিকের হস্তে বিনষ্ট হয়। ইহাতে আমার পাপস্পর্শ হয়, কি না হয়?' তাহার এই সংশয় ছেদ করিতে পারে, তিত্তির এরূপ একজন পণ্ডিতের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল।

ইহার পর শাকুনিক একদিন অনেক তিত্তির ধরিয়া নিজের ঝুড়ি পুরিল, জল পান করিবার নিমিত্ত বোধিসত্ত্বের আশ্রমে গিয়া পঞ্জরখানি বোধিসত্ত্বের নিকটে রাখিল এবং জল পান করিয়া বালুকার উপর নিদ্রা গেল। তাহাকে নিদ্রাভিভূত দেখিয়া দীপক তিত্তির স্থির করিল, আমি এই তাপসকে আমার সংশয় সম্বন্ধে প্রশ্ন করিব, ইনি যদি জানেন, তাহা হইলে সদুত্তর দিবেন।' অনন্তর সে পঞ্জরের মধ্যে থাকিয়াই প্রশ্নাকারে প্রথম গাথা বলিল :—

> আছি সুখে, অন্ন জল যখন যা' চাই, পর্য্যাপ্ত প্রমাণে আমি তখন(ই) তা' পাই।
> কিন্তু শুনি রব মোর জ্ঞাতিবন্ধুগণ আসি হেথা মারা যায়, দেখি অনুক্ষণ।
> হায়! হায়! এ যে মোর বিষম বিপত্তি! বল হে পণ্ডিত, মোর কি হইবে গতি।

এই প্রশ্নের মীমাংসার জন্য বোধিসত্ত্ব দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :—

> শাকুনিক হাতে পড়ি হয়েছ নিমিত্ত মাত্র,
> পাপ-ইচ্ছা নাহি তব মনে,
> আছ পাপে অপ্রবৃত্ত, সাধু ইচ্ছা-প্রণোদিত,
> পাপ তোমা স্পর্শিবে কেমনে?

ইহা শুনিয়া তিত্তির তৃতীয় গাথা বলিল :—

> শুনি রব জ্ঞাতি সব আসিয়া হেথায় প্রতিদিন শাকুনিক হাতে মারা যায়,
> আমারি কারণ সহে পাপ জ্ঞাতিকুল, এ সন্দেহে চিত্ত মোর হয়েছে ব্যাকুল।

তখন বোধিসত্ত্ব চতুর্থ গাথা বলিলেন :—

> নাই পাপ ইচ্ছা মনে, তথাপি উদাসীন
> তুমি শুধু হেতুমাত্র হলে
> কর্ম্মের অধিকারে শাকুনিক পাপ হবে,
> পাপ তোমা স্পর্শিবে কেমনে?

* মূলে 'দীপকতিত্তির' আছে। 'দীপক' শব্দের অর্থ সম্বন্ধে ৪র্থ খণ্ডের ১০৩ পৃষ্ঠের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

বোধিসত্ত্ব তিত্তিরকে এইরূপে প্রবোধ দিয়াছিলেন। তিত্তিরের মনে 'পাপ করিতেছি' বলিয়া যে আশঙ্কা জন্মিয়াছিল, বোধিসত্ত্বের উপদেশে তাহা বিদূরিত হইল। অতঃপর ব্যাধ নিদ্রাত্যাগ করিয়া বোধিসত্ত্বকে প্রণিপাতপূর্ব্বক পঞ্জর লইয়া প্রস্থান করিল।

[সমবধান—তখন রাহুল ছিল সেই তিত্তির এবং আমি ছিলাম সেই তাপস]

৩২০—সুত্যাগ-জাতক।*

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে জনৈক ভূস্বামীকে উপলক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ব্যক্তির কোন পল্লীগ্রামে কিছু প্রাপ্য ছিল। তাহা আদায় করিবার জন্য † তিনি সস্ত্রীক সেখানে গমন করিয়াছিলেন। সেখানে তিনি প্রাপ্য অর্থের পরিবর্ত্তে একখানা শকট পাইলেন, পরে লইয়া যাইবেন এই অভিপ্রায়ে উহা এক গৃহস্থের বাড়ীতে রাখিয়া দিলেন এবং শ্রাবস্তীর অভিমুখে ফিরিয়া চলিলেন। পথে তাঁহারা একটা পর্ব্বত দেখিতে পাইলেন। তাঁহার ভার্য্যা বলিলেন, "এই পাহাড়টা যদি সোণার হয়, তাহা হইলে আমায় কিছু দিবেন কি?" ভূস্বামী বলিলেন, "তুমি পাবার কে? তোমায় কিছুই দিব না।" এই উত্তরে রমণী বড় দুঃখিত হইলেন। তিনি ভাবিলেন, 'এই ব্যক্তির হৃদয় কি কঠোর! এই পাহাড়টা সোণার হইলেও আমায় কিছুমাত্র দিবে না বলিতেছে!'

অনন্তর এই দম্পতী জেতবনের নিকটে উপস্থিত হইয়া জল পান করিবার অভিপ্রায়ে বিহারে প্রবেশ করিলেন এবং সেখানে গিয়া জল পান করিলেন। এদিকে শাস্তা সেইদিন প্রত্যূষকালেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, ইঁহাদের স্রোতাপত্তিফললাভের সময় উপস্থিত হইয়াছে। তিনি তাঁহাদের আগমন-প্রতীক্ষায় গন্ধকুটীরের পরিবেণে উপবেশন করিয়াছিলেন; তাঁহার দেহ হইতে ষড় বর্ণ বুদ্ধরশ্মি বিকীর্ণ হইতেছিল।

ভূস্বামী ও তাঁহার ভার্য্যা জল পান করিয়া শাস্তার নিকটে গেলেন এবং তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক আসন গ্রহণ করিলেন। শাস্তা তাঁহাকে প্রতিসম্ভাষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কোথায় গিয়াছিলে?" "আমাদের কিছু পাওনা ছিল; তাহা আদায় করিবার জন্য গিয়াছিলাম।" শাস্তা ভূস্বামীর ভার্য্যাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "উপাসিকে, তোমার পতি তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী ও উপকারী ত?" রমণী উত্তর দিলেন "ভদন্ত আমি ইঁহার সম্বন্ধে স্নেহশীলা, কিন্তু ইনি আমার প্রতি নিঃস্নেহ। আজ একটা পর্ব্বত দেখিয়া ইঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, যদি এটা স্বর্ণময় হয়, তাহা হইলে আমাকে ইহা হইতে কিঞ্চিৎ দিবেন ত? কিন্তু ইঁহার হৃদয় এমনই কঠোর যে, তাহার উত্তরে বলিয়াছিলেন, তুমি কে? তোমাকে কিছুই দিব না।" "উপাসিকে, তোমার স্বামী এইরূপই বলেন বটে, কিন্তু যখন ইনি তোমায় গুণ স্মরণ করেন, তখন তোমাকে সকলের উপর প্রভুত্ব দিয়া থাকেন।" স্বামী, স্ত্রী উভয়েই প্রার্থনা করিলেন, "ভদন্ত, আমাদিগকে বুঝাইয়া বলুন"। তখন শাস্তা নিম্নলিখিত অতীত বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন:—।]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব তাঁহার সর্ব্বকৃত্যকার অমাত্যের পদে নিযুক্ত ছিলেন। রাজার পুত্র উপরাজ হইয়াছিলেন। একদিন তিনি পিতাকে অর্চ্চনা করিবার নিমিত্ত যাইতেছিলেন, এমন সময়ে রাজা তাঁহাকে দেখিয়া ভাবিলেন, 'কে বলিতে পারে, এই পুত্রই সুবিধা পাইলে আমার অনিষ্ট করিবে না?' ‡ অনন্তর তিনি পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন, "বৎস, আমি যতকাল জীবিত থাকিব, ততকাল তুমি নগরে বাস করিতে পারিবে না; তুমি এখন অন্যত্র গিয়া বাস কর; পরে, আমার জীবনান্তে রাজত্ব করিবে।" রাজপুত্র "যে আজ্ঞা" বলিয়া নিজের প্রধানা স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া বারাণসী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং এক প্রত্যন্ত গ্রামে গিয়া সেখানে পর্ণশালা নির্ম্মাণপূর্ব্বক বন্য ফলমূলে জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন।

* যাহা অনায়াসে ত্যাগ করা যাইতে পারে, অর্থাৎ যাহা দিলে নিজের কোনই অভাব বোধ হয় না।

† উদ্ধারং সাধেস্সামি ইতি—উদ্ধার=পাওনা: ইহা হইতে বাঙ্গালা 'উধার' (কর্জ) হইয়াছে।

‡ অসিতাভূ (২৩৪) জাতকের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

কালক্রমে রাজা ব্রহ্মদত্তের মৃত্যু হইল। উপরাজ নক্ষত্র দেখিয়া তাঁহার প্রাণবিয়োগের কথা জানিতে পারিলেন, এবং বারাণসীর অভিমুখে যাত্রা করিয়া পথে এক পর্ব্বত দেখিতে পাইলেন। তাঁহার ভার্য্যা বলিলেন, "আর্য্যপুত্র, এই পর্ব্বত যদি সুবর্ণময় হয়, তবে আমাকে ইহার কিঞ্চিৎ দিবেন কি?" ইহার উত্তরে রাজপুত্র বলিলেন, "তুমি কে? তোমাকে কিছুই দিব না।" রমণী এই কথা শুনিয়া অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, 'তাই ত, আমি স্নেহবশতঃ ইঁহাকে ত্যাগ করিতে পারি নাই, সেজন্য বন পর্য্যন্ত ইহার অনুগমন করিয়াছি, অথচ ইনি এমনই কঠোরহৃদয় যে, এখন এই কথা বলিতেছেন। রাজা হইয়াই বা ইনি আমার কি ভাল করিবেন?'

ব্রহ্মদত্তকুমার বারাণসীতে গিয়া রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন এবং উক্ত রমণীকে অগ্রমহিষীর পদ দিলেন। কিন্তু রমণীর ভাগ্যে 'অগ্রমহিষী' এই নামমাত্রই লাভ হইল, রাজা তাঁহার সম্বন্ধে অন্য কোন সম্মান বা সংবর্দ্ধনার ব্যবস্থা করিলেন না, এমন কি তিনি জীবিত আছেন, বা না আছেন, সে সম্বন্ধেও কোন সংবাদ রাখিতেন না।

রাজার এইরূপ আচরণ দেখিয়া বোধিসত্ত্ব ভাবিতে লাগিলেন, 'এই রমণী রাজার উপকারিকা, রাজার জন্য ইনি নিজের দুঃখকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া বনবাসিনী হইয়াছিলেন, রাজা কিন্তু ইঁহাকে ভুলিয়া অন্য রমণীদিগের সহিত সুখসম্ভোগে রত। যাহাতে অগ্রমহিষীই সকলের উপর প্রভুত্ব লাভ করিতে পারেন, আমাকে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।' অনন্তর একদিন তিনি অগ্রমহিষীর সঙ্গে দেখা করিয়া তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক বলিলেন, "দেবি, আমি আপনার নিকট একমুষ্টি অন্নও পাই না। আপনি কি নিমিত্ত আমাদিগকে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন এবং এমন নিষ্ঠুর হইয়াছেন?" অগ্রমহিষী বলিলেন, "বাবা, আমি যদি পাইতাম, তাহা হইলে আপনাদিগকেও দিতাম। আমি যখন নিজেই কিছু পাই না, তখন আপনাদিগকে কি দিতে পারি? রাজা এখন আমাকে কি দিয়া থাকেন, বলুন ত। বনবাস হইতে ফিরিবার কালে পথে একটা পর্ব্বত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, এই পর্ব্বতটা যদি সুবর্ণময় হয়, তবে আমায় ইহার কিঞ্চিৎ দান করিবেন কি না? এই উত্তরে আপনাদের রাজা বলিয়াছিলেন তুমি কে? তোমায় কিছুই দিব না।"

বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি রাজার সম্মুখে এ কথা বলিতে পারিবেন কি?" অগ্রমহিষী বলিলেন, "কেন পারিব না?" "বেশ কথা, আমি রাজার নিকটে থাকিয়া আপনাকে জিজ্ঞাসা করিব আপনি এই সব কথা বলিবেন।" অগ্রমহিষী বলিলেন, "বেশ বাবা, তাহাই করিব।"

মুখের কথায় মাত্র হয় যে সহজ দান,
তাহাও আমাকে ইনি কভু নাহি দিতে চান।
পর্ব্বত তোমায় দিনু, শুধু এই যটা কথা
মুখে না সরিল এঁর, পাইনু হৃদয়ে ব্যথা।
মুখের কথায় দান যে জন করিতে নারে,
অন্য দান তার কাছে কেহ কি পাইতে পারে?

ইহা শুনিয়া রাজা দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :—

করিতে পারিবে যাহা কর তা স্বীকার ; অস্বীকার কর যাহা অসাধ্য তোমার।
অঙ্গীকার করি যে না করে সম্পাদন, মিথ্যাবাদী বলি তারে নিন্দে সাধুজন।

ইহা শুনিয়া রাণী কৃতাঞ্জলিপুটে তৃতীয় গাথা বলিলেন :—

পাইলা অশেষ দুঃখ অরণ্যে যখন, সত্যের সেবায় রত ছিল তব মন।
সত্যধর্ম্মে দৃঢ়মতি তব, নরপতি ; সত্যের প্রভাবে তুমি লভিবে সদ্‌গতি।

মহিষীর মুখে রাজার এইরূপ গুণগান শুনিয়া বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত গাথায় মহিষীর গুণ কীর্ত্তন করিলেন :—

দুর্দ্দিনে সহাস্যে পরি তপস্বিনী বেশ সহিলেন স্বামিসহ বনবাস ক্লেশ,
উদিল সৌভাগ্যসূর্য্য যখন আবার, স্বামীর সুখেতে যাঁর আনন্দ অপার ;
তিনিই পরমা ভার্য্যা, রমণী-রতন, সর্ব্বাংশে সদৃশী পত্নী তোমার, রাজন্!

ইহা বলিয়া বোধিসত্ত্ব মহিষীর গুণ ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন—"মহারাজ, আপনার যখন দুঃখের দিন ছিল, তখন ইনিও আপনার সঙ্গে সমদুঃখিনী হইয়া অরণ্যে বাস করিয়াছিলেন ; অতএব ইঁহার সমুচিত সম্মান করা কর্ত্তব্য।" বোধিসত্ত্বের কথায় মহিষীর গুণগ্রাম রাজার স্মৃতিপথে উদিত হইল ; তিনি বলিলেন, "পণ্ডিতবর, আপনার বচনে এখন দেবীর গুণের কথা আমার মনে পড়িয়াছে।" অনন্তর তিনি মহিষীকে সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্যের অধিকার দান করিলেন। "আপনার দয়াতেই রাণীর গুণের কথা আমার স্মরণ হইয়াছে" বলিয়া বোধিসত্ত্বকেও তিনি প্রচুর উপহার দিয়া পরিতুষ্ট করিলেন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই দম্পতী স্রোতাপত্তি-ফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—তখন এই উপাসক ছিল বারাণসীর সেই রাজা ; এই উপাসিকা ছিলেন সেই রাজমহিষী এবং আমি ছিলাম সেই পণ্ডিতামাত্য।]

☞ এই জাতকের সহিত দ্বিতীয় খণ্ডের পুটভক্ত-জাতক (২২৩) তুলনীয়।

৩২১—কুটী-দূষক-জাতক।

[এক দহর ভিক্ষু স্থবির মহাকাশ্যপের পর্ণশালা পোড়াইয়া দিয়াছিল। শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে তাহার সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার বর্তমানবস্তু বর্ণিত ঘটনা রাজগৃহে হইয়াছিল। তখন নাকি মহাকাশ্যপ রাজগৃহের নিকটবর্তী অরণ্যকুটিকায় বাস করিতেছিলেন। দুইজন দহর ভিক্ষু তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিত। তাহাদের একজন স্থবিরের উপকারক, অপর জন দুর্বৃত্ত* ছিল। প্রথম ব্যক্তি স্থবিরের সেবার জন্য যখন যাহা করিত, দ্বিতীয় ব্যক্তি, তাহা যেন সে নিজেই করিয়াছে এইরূপ বুঝাইবার চেষ্টা করিত। প্রথম ব্যক্তি স্থবিরের মুখ ধুইবার জল আনিয়া রাখিলে, দ্বিতীয় ব্যক্তি তাঁহার নিকটে গিয়া প্রণাম করিয়া বলিত, "ভদন্ত, জল রাখা হইয়াছে,

* মূলে 'দুব্বচো' এই পদ আছে। 'বত্তং'=ভিক্ষুদিগের চতুর্দ্দশবিধ কর্ত্তব্য। দুব্বত=যে এই সকল কর্ত্তব্যে অবহেলা করে। অপর ভিক্ষু এই জাতকে 'বত্তসম্পন্ন' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

আপনি মুখ ধুন।" প্রথম ব্যক্তি যথাকালে শয্যাত্যাগ করিয়া পরিবেণের চারিদিক্ ঝাঁট দিয়া রাখিত, কিন্তু স্থবিরের যখন বাহিরে আসিবার সময় হইত, তখন দ্বিতীয় ব্যক্তি এখানে সেখানে সম্মার্জ্জনী প্রহার করিয়া দেখাইত যে, সে যেন নিজেই ঝাঁট দিতেছে।

একদিন সুবৃত্ত দহর ভাবিল, 'এই দুর্ব্বৃত্ত, আমি যাহা করি, তাহা নিজের কাজ বলিয়া প্রতিপাদন করে; ইহার শঠতা ধরাইয়া দিতেছি।' অনন্তর দুর্ব্বৃত্ত একদিন গ্রাম হইতে ভোজনান্তে ফিরিয়া নিদ্রিত হইলে সুবৃত্ত স্থবিরের স্নানের জল গরম করিয়া পিছনের কুঠরীতে রাখিয়া দিল এবং একনালি* মাত্র জল উনানে চাপাইয়া রাখিল। এদিকে দুর্ব্বৃত্তের নিদ্রাভঙ্গ হইলে সে গিয়া দেখিল জল হইতে বাষ্প উঠিতেছে। সে ভাবিল, অপর ভিক্ষু জল গরম করিয়া স্নানের ঘরে রাখিয়াছে; এবং তাড়াতাড়ি স্থবিরের নিকট গিয়া বলিল, "ভদন্ত, স্নানের ঘরে গরম জল রাখা হইয়াছে; আপনি স্নান করুন।" স্থবির বলিলেন, "আচ্ছা, স্নান করিতেছি।" কিন্তু তাহার সহিত স্নানের ঘরে গিয়া তিনি গরম জল দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি জিজ্ঞাসিলেন, "জল কোথা?" তখন দুর্ব্বৃত্ত ছুটিয়া অগ্নিশালায় গেল এবং শূন্যপ্রায় পাত্রে যে অল্প জল গরম হইতেছিল, তাহার মধ্যে ওড়ং নামাইয়া দিল। শূন্যপাত্রের তলে ওড়ং লাগায় ঠক্ করিয়া শব্দ হইল। তদবধি লোকে এই দুর্ব্বৃত্তকে "উদক-শব্দক" এই আখ্যা দিল।

এদিকে দ্বিতীয় দহর ভিক্ষু তখনই পিছনের কুঠরী হইতে জল আনিয়া স্থবিরকে স্নান করিতে অনুরোধ করিল। স্থবির উদকশব্দকের দুর্ব্বৃত্ততা বুঝিতে পারিলেন; সে যখন সন্ধ্যার সময়ে তাঁহার সেবার জন্য উপস্থিত হইল, তখন তিনি তাহাকে বলিলেন, "দেখ, শ্রমণের পক্ষে স্বকৃত কর্ম্মকেই নিজে করিয়াছি, ইহা বলা উচিত; ইহার বিপরীত আচরণ করিলে তিনি জানিয়া শুনিয়া মিথ্যাবাদী হন। অতএব এখন হইতে তুমি এরূপ অবৈধ আচরণ করিও না।" ইহাতে উদকশব্দক এত ক্রুদ্ধ হইল যে, পরদিন সে স্থবিরের সহিত ভিক্ষাচর্য্যায় গেল না। স্থবির সে দিন অন্য একজনকে লইয়া ভিক্ষায় গেলেন। এদিকে উদকশব্দক স্থবিরের একজন ভক্তের বাড়ীতে উপস্থিত হইল। ভক্ত জিজ্ঞাসা করিল, "স্থবির কোথায়?" উদকশব্দক বলিল, "তিনি বিহারেই আছেন, তাঁহার অসুখ করিয়াছে।" "তাঁহার জন্য কি কি দ্রব্য চাই?" "অমুক অমুক দ্রব্য দিন।" ইহা বলিয়া উদক-শব্দক ঐ সকল দ্রব্য লইয়া নিজের রুচিমত এক স্থানে গেল এবং সেখানে সমস্ত ভোজন করিয়া বিহারে ফিরিল।

ইহার পরদিন স্থবির নিজে ঐ বাড়ীতে গিয়া উপবেশন করিলেন। বাড়ীর লোকেরা বলিল, "আপনার অসুখ করিয়াছে? আপনি না কি কাল বিহারেই ছিলেন? আমরা অমুক দহর ভিক্ষুর হাতে আপনার জন্য ভোজ্য দ্রব্য প্রেরণ করিয়া ছিলাম। আপনি তাহা আহার করিয়াছিলেন ত?" স্থবির এ প্রশ্নের কোন উত্তর দিলেন না; তিনি আহারান্তে বিহারে ফিরিয়া গেলেন এবং সন্ধ্যাকালে যখন উদকশব্দক তাঁহার সেবার জন্য উপস্থিত হইল, তখন তাহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "দেখ, শ্রামণের, অমুক গ্রামের অমুক বাড়ীতে গিয়া তুমি জানাইয়াছিলে, আমার জন্য এই এই দ্রব্য চাই, কিন্তু শেষে নাকি তুমি সেই সমস্ত দ্রব্য নিজেই ভোজন করিয়াছিলে? ভিক্ষুর পক্ষে এরূপ বাগ্‌বিজ্ঞপ্তি† নিতান্ত অসঙ্গত, সাবধান, আর কখনও এরূপ অনাচার করিও না।" ইহাতে উদকশব্দক স্থবিরের প্রতি অতিমাত্র জাতক্রোধ হইল। সে ভাবিল, 'এই স্থবিরটা কাল একটু জলের জন্য আমার সহিত কলহ করিয়াছে। এখন আবার, গত কল্য ইহার ভক্তের বাড়ীতে যে একমুষ্টি অন্ন গ্রহণ করিয়াছি, তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া কলহ করিতেছে। আচ্ছা, দেখা যাবে, ইহার সম্বন্ধে এখন কি কর্ত্তব্য।' অনন্তর পরদিন যখন স্থবির ভিক্ষায় বাহির হইলেন, তখন সে মুদ্গর লইয়া সমস্ত ভোজনপাত্র চূর্ণ বিচূর্ণ করিল এবং পর্ণশালাগানি দগ্ধ করিয়া পলাইয়া গেল। এই পাপিষ্ঠ যতদিন জীবিত ছিল, ততদিন নরলোকেই প্রেতের ন্যায় বাস করিত, সে ক্রমশঃ শীর্ণ হইয়া প্রাণত্যাগ করিল এবং অবীচি মহানরকে পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হইল। তাহার অনাচারের কথাও লোকসমাজে প্রকাশ পাইল।

একদিন রাজগৃহের কতিপয় ভিক্ষু শ্রাবস্তীতে গমন করিলেন। তাঁহারা ভিক্ষুদিগের সাধারণ শালায় পাত্রচীবর রাখিয়া শাস্তার নিকটে গেলেন এবং তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক আসন গ্রহণ করিলেন। শাস্তা তাঁহাদিগের প্রীতি সম্ভাষণ করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "তোমরা কোথা হইতে আসিয়াছ?" "ভদন্ত, আমরা রাজগৃহ হইতে আসিয়াছি।" "সেখানে এখন কোন্ আচার্য্য ধর্ম্ম শিক্ষা দিতেছেন?" "স্থবির মহাকাশ্যপ।" "কাশ্যপ ভাল আছেন ত?" "তিনি

---

* নালি = প্রস্থ = ৪ কুড়ব = ১৬ তোলা।

† ভিক্ষুরা গৃহস্থের বাড়ীতে কেবল দাঁড়াইবেন, কিন্তু বাক্য বা অঙ্গভঙ্গী দ্বারা প্রার্থনা জানাইবেন না।

সুখে আছেন বটে; কিন্তু তাঁহার এক সার্দ্ধবিহারিক তাঁহার উপদেশে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার পর্ণশালা পোড়াইয়াছে ও পলায়ন করিয়াছে।" ইহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "দেখ ভিক্ষুগণ, এরূপ মূর্খের সংসর্গে না থাকিয়া কাশ্যপের পক্ষে একাকী থাকাই ভাল ছিল।" ইহা বলিয়া তিনি ধর্ম্মপদের * নিম্নলিখিত গাথা বলিলেন :—

ধর্ম্মপথে যবে তুমি কর বিচরণ, সাবধানে করিবে সঙ্গীর নির্ব্বাচন।
সদৃশ তোমার মিলে, কিংবা শ্রেষ্ঠ গুণে তাহার(ই) সংসর্গ তুমি খুঁজিবে যতনে!
না পাইলে হেন জন একাকী থাকিবে ; মূর্খের সংসর্গ তবু সর্ব্বদা ত্যজিবে।

ইহার পর শাস্তা পুনর্ব্বার সেই ভিক্ষুদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "দেখ ভিক্ষুগণ, এই কুটীরদাহক যে কেবল এ জন্মেই উপদেষ্টার উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছে, তাহা নহে, পূর্ব্বেও এইরূপ হইয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব শৃঙ্গিল বিহঙ্গযোনিতে † জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি হিমবন্ত প্রদেশে নিজের মনোমত এক কুলায় নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। ঐ কুলায় এমন সুন্দররূপে প্রস্তুত হইয়াছিল যে, উহার মধ্যে বৃষ্টির জল প্রবেশ করিতে পারিত না।

একদা বর্ষাকালে অবিরাম-ধারায় বৃষ্টিপাত হইতেছিল; তাহাতে এক মর্কট এমন কাতর হইয়াছিল যে, শীতে তাহার দাঁত দুপাটি ঠক্ ঠক্ করিতেছিল। এই অবস্থায় সে গিয়া বোধিসত্ত্বের অবিদূরে দাঁড়াইয়া ছিল। বোধিসত্ত্ব তাহাকে এইরূপ কাতর দেখিয়া তাহার সহিত আলাপ করিবার কালে প্রথম গাথা বলিলেন :—

হস্ত, পাদ আর মস্তক তোমার মানুষের মত দেখিবারে পাই ;
তবে কি কারণ, বল হে, বানর, থাকিবার তব স্থান কোন নাই ?

ইহা শুনিয়া বানর দ্বিতীয় গাথা বলিল :—

হস্ত, পাদ আর মস্তক আমার মানুষের মত সত্যই, শৃঙ্গিল ;
মানুষের যাহা শ্রেষ্ঠ অধিকার, সেই প্রজ্ঞা কিন্তু বিধি নাহি দিল।

তখন বোধিসত্ত্ব অপর গাথা দুইটী বলিলেন :—

লঘুচেতা, সদা চিত্ত অস্থির যাহার, অনিষ্ট-ঘটনে যার আনন্দ অপার,
সর্ব্বদা চঞ্চলমতি, হেন অভাগার ভাগ্যে সুখভোগ, বল, হবে কি প্রকার ?

ত্যজ নিজ কুস্বভাব, করিয়া যতন কর চেষ্টা হইবারে শীলপরায়ণ ;
তা হ'লে অচিরে করি কুলায় নির্ম্মাণ শীত-বাত হ'তে তুমি পাবে পরিত্রাণ।

ইহা শুনিয়া মর্কট চিন্তা করিতে লাগিল, 'পাখীটা এমন কুলায়ে বসিয়া আছে যে, তাহার মধ্যে বৃষ্টির জল যাইতে পারিতেছে না। সেইজন্যই এ আমাকে ঘৃণার সহিত এইরূপ বলিতেছে। আচ্ছা, আমি ইহাকে এই সুখের বাসায় আর থাকিতে দিতেছি না।' অনন্তর সে বোধিসত্ত্বকে ধরিবার জন্য লাফ দিল ; বোধিসত্ত্ব উড়িয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন ; মর্কট তাঁহার কুলায় ভাঙ্গিয়া ও চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া প্রস্থান করিল।

[সমবধান—তখন এই পর্ণশালাদাহক ছিল সেই মর্কট এবং আমি ছিলাম সেই শৃঙ্গিল বিহঙ্গ]

☞ পঞ্চতন্ত্র ১।১৮। অস্থানে উপদেশ দেওয়া মূর্খতার কাজ, ইহা শিক্ষা দেওয়া পঞ্চতন্ত্রকারের উদ্দেশ্য। কথাসরিৎসাগরেও এইরূপ একটী আখ্যায়িকা আছে।

---

* বালবর্গ, ৩১।

† শৃঙ্গিল বিহঙ্গ কি, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। পাঠান্তর 'সঙ্গিল'। কিন্তু ইহারও অর্থ বুঝা যায় না।

৩২২—দদ্দভ-জাতক।*

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে তীর্থিকদিগের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। তীর্থিকেরা নাকি জেতবনের পুরোভাগে নানা স্থানে কণ্টকময় শয্যা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে শুইয়া থাকিত, পঞ্চাগ্নি † সাধন করিত এবং আরও নানাপ্রকার মিথ্যা তপস্যা করিত। একদা বহুসংখ্যক ভিক্ষু শ্রাবস্তীতে পিণ্ডচর্য্যা করিয়া জেতবনে ফিরিবার সময়ে এই মিথ্যা তপস্যা দেখিয়া শাস্তার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবন্, তীর্থিক শ্রমণদিগের এইরূপ তপশ্চরণে কোন সুফল আছে কি ?" শাস্তা বলিলেন, "তীর্থিকদিগের এই সমস্ত কঠোর-ব্রতে কোন সুফল বা বিশিষ্ট গুণ নাই। সূক্ষ্ম বিচার করিয়া দেখিলে, ভালরূপে পরীক্ষা করিলে দেখা যায়, এইরূপ তপশ্চরণ মলমূত্রের উপরিস্থ বর্ত্ম-সদৃশ, কিংবা শশকশ্রুত ধুপ্‌ধাপ্-শব্দসদৃশ।" ইহা শুনিয়া ভিক্ষুরা বলিলেন, "ভদন্ত 'ধুপ্‌ধাপ্-শব্দসদৃশ কি, তাহা আমরা জানি না। দয়া করিয়া বলুন।" তাঁহাদের প্রার্থনায় শাস্তা তখন সেই অতীত কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব সিংহযোনিতে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পর এক অরণ্যে বাস করিতেন। তখন পশ্চিম সমুদ্রের তটে এক বন ছিল; তাহাতে অনেক বিল্ব ও তালবৃক্ষ জন্মিয়াছিল। একটা বেলগাছের গোড়ায় একটা তালের চারা উঠিয়াছিল। একটা শশক তাহার তলে বাস করিত। সে এক দিন চরিয়া স্বীয় বাসস্থানে ফিরিয়া আসিল এবং তালপর্ণের নিম্নে উপবেশন করিয়া ভাবিতে লাগিল, 'এই পৃথিবীটার যদি ধ্বংস হয়, তবে কোথায় থাকিব।' সেই সময়ে একটা বিল্বফল তালপত্রের উপরে পতিত হইল। শশক সেই শব্দ শুনিয়া ভাবিল, 'তাই ত, পৃথিবীর নিশ্চয় ধ্বংস হইতেছে!' সে এক লম্ফে পলায়ন করিল, একবারও পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিল না। সে মরণভয়ে অতি বেগে পলায়ন করিতেছে দেখিয়া, আর একটা শশক জিজ্ঞাসা করিল, "কি হে, তুমি এত ভীত হইয়া পলায়ন করিতেছ কেন?" সে উত্তর দিল, "ভাই, আমাকে আর জিজ্ঞাসা করিও না।" তখন অপর শশকও "ভাই কি হইয়াছে, ভাই কি হইয়াছে" বলিতে বলিতে, তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল। প্রথম শশক তখন একটু থামিল, কিন্তু পশ্চাতে দৃষ্টিপাত না করিয়াই বলিল, "ভাই, পৃথিবীর ধ্বংস হইতেছে।" ইহা শুনিয়া দ্বিতীয় শশকও তাহার সঙ্গে সঙ্গে পলায়ন আরম্ভ করিল। অতঃপর আর একটা শশক তাহাকে দেখিল, আর একটা শশক আবার শেষেরটাকে দেখিল, এইরূপে শত সহস্র শশক একত্র হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। ক্রমে এক মৃগ, এক শূকর, এক গোকর্ণ‡, এক মহিষ, এক গবয়, এক গণ্ডার, এক ব্যাঘ্র, এক সিংহ ও এক হস্তী তাহাদিগকে দেখিয়া পলায়নের হেতু জিজ্ঞাসা করিল এবং যখন শুনিল পৃথিবীর ধ্বংস হইতেছে, তখন তাহারাও পলায়নপর হইল। শেষে ক্রমে এত ইতর প্রাণী একসঙ্গে সম্মিলিত হইল যে, তাহারা একযোজনপরিমিত স্থান অধিকার করিয়া ছুটিতে লাগিল।

অতঃপর বোধিসত্ত্ব এই পশুসঙ্ঘকে পলায়ন করিতে দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন এবং যখন শুনিলেন পৃথিবীর ধ্বংস আরম্ভ হইয়াছে, তখন চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'পৃথিবীর ত কখনও ধ্বংস হইতে পারে না; ইহারা নিশ্চিত কোন শব্দ শুনিয়া একে আর ভাবিয়াছে; আমি সবিশেষ চেষ্টা না করিলে ইহারা সকলেই বিনষ্ট হইবে। ইহাদিগের জীবন রক্ষা করিতে

---

* প্রথম গাথার প্রথম পদ হইতে এই জাতকের নাম হইয়াছে। দদ্দভ = ধুপ্‌ধাপ্ শব্দ।

† চারিদিকে অগ্নিকুণ্ড এবং মস্তকোপরি সূর্য্য—পঞ্চাগ্নি তপস্যা।

‡ এক জাতীয় বৃহৎ হরিণ।

হইতেছে।' ইহা স্থির করিয়া তিনি সিংহবেগে তাহাদের পুরোভাগে গিয়া পর্ব্বতপাদে দাঁড়াইলেন এবং তিনবার সিংহনাদ করিলেন। পশুরা সিংহভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া থামিল এবং এক-সঙ্গে গা ঠেসাঠেসি করিয়া দাঁড়াইল। বোধিসত্ত্ব তখন তাহাদের মাঝখানে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ' তোমরা পলাইতেছ কেন ?" "পৃথিবীর ধ্বংস হইতেছে বলিয়া।" "পৃথিবীর ধ্বংস হইতেছে, ইহা কে দেখিল ?" "হস্তীরা বলিতে পারে।" বোধিসত্ত্ব তখন হস্তীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা উত্তর দিল, "আমরা জানি না; সিংহেরা বলিতে পারে।" সিংহেরা বলিল, "আমরা জানি না, ব্যাঘ্রেরা জানে।" ব্যাঘ্রেরা বলিল, "আমরা জানি না, গণ্ডারেরা জানে।" গণ্ডারেরা বলিল, "আমরা জানি না, গবয়েরা জানে।" গবয়েরা বলিল, "মহিষেরা জানে।" মহিষেরা বলিল, "গোকর্ণেরা জানে।" গোকর্ণেরা বলিল, "শূকরেরা জানে।" শূকরেরা বলিল, "মৃগেরা জানে।" মৃগেরা বলিল, "আমরা জানি না, শশকেরা জানে।" বোধিসত্ত্ব শশকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা "এই আমাদিগকে বলিয়াছে" বলিয়া প্রথম শশককে দেখাইয়া দিল। বোধিসত্ত্ব তখন ঐ শশককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল ত সৌম্য, সত্যই কি পৃথিবীর ধ্বংস হইতেছে ?" "হাঁ প্রভু, আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি।" "কোথায় থাকিয়া দেখিলে ?" "সমুদ্রতীরে যে বেল ও তাল গাছের বন আছে, আমি সেখানে একটা বেলগাছের গোড়ায় একটা তালের চারার তলায় শুইয়া চিন্তা করিতেছিলাম, পৃথিবীর যদি ধ্বংস হয়, তবে কোথায় যাইব ? ঠিক সেই সময়েই পৃথিবী-ধ্বংসের শব্দ শুনিয়া আমি পলাইয়াছি।"

বোধিসত্ত্ব ভাবিতে লাগিলেন, 'নিশ্চয় সেই তালবৃক্ষের পত্রের উপর পক্ব বিল্বফল পড়ায় 'ধুপ্' শব্দ হইয়াছিল। এই শশকটা সেই শব্দ শুনিয়া, পৃথিবীর ধ্বংস হইতেছে এই সিদ্ধান্ত করিয়া পলায়ন করিয়াছিল। আমি ইহার প্রকৃত তথ্য নির্ণয় করিতেছি।' তিনি পশুসমূহকে আশ্বাস দিলেন এবং সেই শশককে সঙ্গে লইয়া বলিলেন, "এই শশক যে স্থানে দেখিয়াছে, সেখানে গিয়া জানিয়া আসিতেছি, প্রকৃতই পৃথিবীর ধ্বংস হইতেছে কি না। আমি যতক্ষণ না ফিরি, ততক্ষণ তোমরা, যে যেখানে আছ, ঠিক সেইখানে থাক।" অনন্তর তিনি শশককে নিজের পৃষ্ঠে লইয়া সিংহবেগে লম্ফ দিতে দিতে সেই তালবনে উপস্থিত হইলেন এবং সেখানে তাহাকে অবতরণ করাইয়া বলিলেন, "এস, তুমি যে স্থানে পৃথিবীর ধ্বংস হইতে দেখিয়াছ, আমাকে তাহা দেখাও।" "প্রভু, আমার সাহসে কুলাইতেছে না।" ' এস না, কোন ভয় নাই।" কিন্তু শশক কিছুতেই বিল্ববৃক্ষের নিকটে যাইতে পারিল না; সে অনতিদূরে থাকিয়া বলিল, "প্রভু, অইখানে 'ধপ্' শব্দ হইয়াছিল। অনন্তর সে নিম্নলিখিত প্রথম গাথা বলিল :—

যেখানে বসতি করি, 'ধপ্' শব্দ শুনি ; কিসে যে করিল 'ধপ্' তাহা নাহি জানি।
ইহার অধিক কিছু বলিতে আমার নাই সাধ্য ; হোক, প্রভু মঙ্গল তোমার।

শশক এইরূপ বলিলে, বোধিসত্ত্ব বিল্ববৃক্ষমূলে গিয়া তালপত্রের নিম্নে শশকের শয়নস্থান এবং তালপত্রোপরি পতিত বিল্বফল দেখিয়া, পৃথিবীর যে ধ্বংস হইতেছে না, ইহা তত্ত্বতঃ জানিতে পারিলেন, এবং শশককে পুনর্ব্বার পৃষ্ঠোপরি আরোহণ করাইয়া অতি শীঘ্র সিংহবেগে সেই পশুসঙ্ঘের নিকট ফিরিয়া গেলেন। তিনি তাহাদিগকে প্রকৃত ব্যাপার বুঝাইয়া দিলেন, এবং 'তোমাদের কোন ভয় নাই' এই আশ্বাস দিয়া বিদায় করিলেন। যদি তখন বোধিসত্ত্ব না থাকিতেন, তাহা হইলে ঐ সমস্ত প্রাণী সমুদ্রে প্রবিষ্ট হইয়া বিনষ্ট হইত। বোধিসত্ত্বের জন্যই তাহাদের প্রাণ রক্ষা হইয়াছিল।

'ধুপ' শব্দে বেল পড়ে তরুতলে ; শশক চমকি উঠি
পৃথিবীর ধ্বংস হইতেছে ভাবি, অমনি পলায় ছুটি

শশকের বাক্যে অন্ধ যত মৃগ, সন্ত্রাসে উন্মত্ত মনে,
সত্য কিংবা মিথ্যা না বিচারি কেহ ধাইল তাহার সনে।

স্রোতাপত্তি আদি কোন মার্গে যার জন্মে নাই কিছু জ্ঞান,
হেন পৃথগ্জন অন্যের বচনে কুপথে করে প্রয়াণ।
অন্ধবৎ তারা, পরের বুদ্ধিতে প্রত্যয় করি স্থাপন
ভ্রমে সে সে পথে, সত্য মিথ্যা নিজে নাহি করে নিরূপণ।

শীল-প্রজ্ঞাবান্, জিতেন্দ্রিয়, ধীর, সংযমী, বিরাগী যাঁরা,
পরের বুদ্ধিতে প্রত্যয় স্থাপন কভু না করেন তাঁরা।

(এই তিনটী অভিসম্বুদ্ধ গাথা)।

[সমবধান—তখন আমি ছিলাম সেই সিংহ।]

৩২৩—ব্রহ্মদত্ত-জাতক।

[শাস্তা আটবীর নিকটস্থ অগ্গালব চৈত্যে অবস্থিতিকালে কুটীকার শিক্ষাপদসম্বন্ধে * এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্নবস্তু ইতঃপূর্ব্বে মণিকণ্ঠজাতকে (২য় খণ্ড, ২৫৩) বলা হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রসঙ্গে শাস্তা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'ভিক্ষুগণ, তোমরা বহু যাচ্ঞা ও বহু বিজ্ঞপ্তি দ্বারা† ভিক্ষোপার্জ্জন কর, ইহা প্রকৃত কি?' ভিক্ষুরা আপনাদের দোষ স্বীকার করিলে শাস্তা তাঁহাদিগকে তিরস্কারপূর্ব্বক বলিলেন, 'প্রাচীন কালে কোন ভূপতি পণ্ডিতদিগকে স্ব স্ব ইচ্ছানত দান গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। পণ্ডিতেরা একজন পাদুকাযুগল চাহিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু লজ্জাবশতঃ এবং পাপের আশঙ্কায় উপস্থিত লোকসমূহের সমক্ষে মুখ ফুটিয়া একটীও কথা বলেন নাই, গোপনে আপনাদের প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে কাম্পিল্যরাজ্যে উত্তর পঞ্চাল নগরে পঞ্চালবংশীয় এক রাজা ছিলেন। বোধিসত্ত্ব তখন এক নিগমগ্রামে ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি তক্ষশিলায় গিয়া সর্ব্ব বিদ্যায় সুশিক্ষিত হইয়াছিলেন। অতঃপর তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক হিমবন্তে গমন করেন। সেখানে তিনি উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা বন্য ফলমূল সংগ্রহ করিয়া তাহাতেই জীবন ধারণ করিতেন।

হিমবন্তে দীর্ঘকাল অবস্থিতির পর বোধিসত্ত্ব লবণ ও অম্ল সেবনার্থ জনপদে বিচরণ করিতে আসিলেন এবং একদা উত্তর পঞ্চাল নগরে গিয়া তত্রত্য রাজোদ্যানে প্রবেশ করিলেন। পরদিন তিনি ভিক্ষার জন্য নগরে প্রবেশ করিলেন এবং রাজদ্বারে উপনীত হইলেন। রাজা তাঁহার চালচলন দেখিয়া এত সন্তুষ্ট হইলেন যে, তাঁহাকে লইয়া নিজের বেদির উপর বসাইলেন, সেখানে তাঁহাকে রাজকীয় খাদ্য ভোজন করাইলেন এবং অতঃপর তিনি সেই উদ্যানেই বাস করিবেন, এই অঙ্গীকার করাইলেন।

বোধিসত্ত্ব এ সময় হইতে নিয়ত রাজভবনে ভোজন করিতে লাগিলেন এবং বর্ষা শেষ হইলে

---

* চুল্লবগ্গ ৩।১। কুটী—কুটীর। ভিক্ষুদিগের কুটীর নির্মাণার্থ যে নিয়ম পালন করিতে হইত, তাহাকে কুটীকার শিক্ষাপদ বলা যায়। ২য় খণ্ডে মণিকণ্ঠজাতকের (২৫৩) প্রত্যুৎপন্নবস্তু দ্রষ্টব্য।

† বিজ্ঞপ্তি সম্বন্ধে কুটিদূষক জাতক (৩২১) দ্রষ্টব্য।

হিমবন্তে ফিরিবার ইচ্ছা করিয়া ভাবিলেন, 'পথ চলিতে হইলে আমাকে একতল পাদুকা * ও একটা পাতার ছাতা যোগাড় করিতে হইবে। রাজার কাছে এই দুই দ্রব্য চাহিব।' অনন্তর একদিন রাজা উদ্যানে গিয়া তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক উপবেশন করিয়াছেন দেখিয়া বোধিসত্ত্ব মনে করিলেন, 'এখন পাদুকা ও ছাতা চাহিব,' কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিলেন, 'দেও বলিয়া যাচ্ঞা করা এক প্রকার ক্রন্দন করা; যাহার নিকট কোন দ্রব্য যাচ্ঞা করা যায়, সে যদি বলে, আমার ইহা নাই, তাহা হইলে সেও এক প্রকার ক্রন্দনই করে। এত লোকের সমক্ষে আমি এই ভাবে ক্রন্দন করিব এবং মহারাজ প্রতিক্রন্দন করিবেন, ইহা হইতে দিব না। অতএব কোন নিভৃত স্থানে মহারাজকে একাকী পাইলে দুই জনেই নীরবে গোপনে ক্রন্দন করিব।'

ইহা স্থির করিয়া বোধিসত্ত্ব রাজাকে বলিলেন, "মহারাজ, আপনার সঙ্গে কিছু গোপন-কথা আছে।" ইহা শুনিয়া রাজপুরুষেরা সেখান হইতে চলিয়া গেল। তখন বোধিসত্ত্ব আবার ভাবিতে লাগিলেন, 'আমি যাচ্ঞা করিলে রাজা যদি না দেন, তাহা হইলে আমাদের বন্ধুত্ব নষ্ট হইবে। অতএব যাচ্ঞা করিবই না।' ইহার ফলে সে দিন তিনি প্রার্থিতব্য দ্রব্যের নাম পর্য্যন্ত করিতে পারিলেন না; তিনি বলিলেন, "মহারাজ, আপনি আজ যান; শেষে দেখা যাইবে, কি বলিব।"

ইহার পর আর এক দিনও রাজা উদ্যানে আসিলে, বোধিসত্ত্ব উক্ত কারণে তাঁহার নিকট মুখ ফুটিয়া যাচ্ঞা করিতে সমর্থ হইলেন না। ক্রমে এইরূপে একে একে বার বৎসর কাটিয়া গেল। তখন রাজা ভাবিতে লাগিলেন, 'এই তপস্বী সর্ব্বদাই বলেন, আমার সঙ্গে গোপন-কথা আছে, কিন্তু লোকজন যখন চলিয়া যায়, তখনও কিছুমাত্র বলিতে ইঁহার সাহসে কুলায় না। গোপনে বলিবার ইচ্ছা লইয়াই ইনি বার বৎসর কাটাইলেন। হয়ত চিরদিন ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া এখন ভোগবাসনায় ইঁহার মন উৎকণ্ঠিত হইয়াছে, এবং রাজত্ব প্রার্থনা করিবার ইচ্ছা হইয়াছে। কিন্তু রাজত্বের নামটী পর্য্যন্ত মুখে আনিতে পারিতেছেন না বলিয়া নীরব থাকিতেছেন। আজ ইনি রাজ্যাদি যাহা প্রার্থনা করিবেন, তাহাই দিব।' এই সঙ্কল্প করিয়া রাজা উদ্যানে গেলেন এবং বোধিসত্ত্বকে প্রণিপাতপূর্ব্বক আসন গ্রহণ করিলেন। সে দিনও বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "মহারাজ, আপনার সঙ্গে একটা গোপন-কথা আছে।" কিন্তু যখন রাজপুরুষেরা এ কথা শুনিয়া অন্যত্র চলিয়া গেল, তখন তিনি কিছুই বলিতে পারিলেন না। তখন রাজা বলিলেন, "আপনি এই বার বৎসর কাল প্রায় প্রতিদিনই বলেন, আমার সঙ্গে গোপন-কথা আছে; কিন্তু গোপনে বলিবার সুবিধা পাইয়াও আপনি কিছুই বলিতে পারেন না। আমি আপনাকে রাজ্যাদি সমস্তই দান করিতে প্রস্তুত আছি। আপনি যাহা অভিপ্রায় করেন, নির্ভয়ে বলুন।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "মহারাজ, আমি যাহা চাহিব, আপনি তাহাই দিবেন ত?" "হাঁ ভদন্ত, তাহাই দিব।" "মহারাজ, পথ চলিবার জন্য আমার একতল পাদুকা ও একটা পর্ণচ্ছত্র আবশ্যক।" "এই বার বৎসর কালে আপনি এই দুইটী মাত্র দ্রব্য চাহিতে পারেন নাই!" "হাঁ মহারাজ, এই দুইটী মাত্র দ্রব্য চাহিতেই বার বৎসর কাটিয়া গিয়াছে।" "এরূপ ঘটিবার কারণ কি?" "মহারাজ, 'আমায় ইহা দিন' এই বলিয়া যাচ্ঞা করা এক প্রকার ক্রন্দন করা। আবার যদি কেহ তাহা দিতে না পারিয়া বলেন, 'ইহা আমার নাই', তাহা হইলে তিনিও ক্রন্দন

* ভিক্ষুদিগের জুতার তলা একখানা চামড়ার। তবে অপরে ব্যবহার করিয়া ফেলিয়া দিয়াছে, এমন জুতার তলা দুইখানা চামড়ার হইলেও তাঁহারা ইহা ব্যবহার করিতে পারিতেন। তিলমুষ্টি জাতক (২৫২) দ্রষ্টব্য।

করেন বলিতে হইবে। আপনার নিকট যাচ্ঞা করিলে আপনি যদি না দিতেন, তাহা হইলে বহুলোকের সমক্ষে আপনার ও আমার, উভয়েরই রোদন করা হইত। যাহাতে তাহারা এ দৃশ্য দেখিতে না পায়, এইজন্যই আমি গোপনে বলিতে চাহিয়াছিলাম।" অনন্তর বোধিসত্ত্ব তিনটী গাথা বলিলেন :—

> যাচ্ঞার দ্বিবিধ ফল করি নিবেদন :— অলাভ, অথবা বহুলাভ সঙ্ঘটন।
> যাচ্ঞায়, ক্রন্দনে আর ভেদ কোন নাই ; যাচিত যে, যদি নাহি থাকে তার ঠাঁই,
> চাই যাহা, 'নাই' কথা মুখে আনা তার ক্রন্দনসমান : দেখ করিয়া বিচার।
> পঞ্চালের প্রজা পাছে পায় দেখিবারে ক্রন্দন করিতে, ভূপ, তোমারে, আমারে,
> এই ভয়ে ইচ্ছা মোর হয়েছিল মনে, নিজের প্রার্থনা আমি জানাব গোপনে।

রাজা বোধিসত্ত্বের এই গৌরব-লক্ষণ দেখিয়া প্রসন্ন হইলেন এবং তাঁহাকে বর দিবার সময় এই গাথা বলিলেন :—

> পুঙ্গবের সহ সহস্র রোহিণী দিলাম, গ্রহণ করুন আপনি।
> সাধু যিনি তাঁর সাধুকে সেবিতে অদেয় কি কিছু আছে পৃথিবীতে ?
> শুনি আপনার গাথা ধর্ম্মযুত হৃদয় আমার হইয়াছে পূত।

বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "মহারাজ, আমি বিষয়ভোগ চাই না ; আমি যাহা চাই, তাহাই আমায় দিন।" অনন্তর একতলিক পাদুকা এবং পর্ণচ্ছত্র গ্রহণপূর্ব্বক তিনি রাজাকে অপ্রমত্ত শীলরক্ষক ও উপোসথ পালক হইতে উপদেশ দিলেন। রাজা তাঁহাকে থাকিবার জন্য কত অনুরোধ করিলেন ; কিন্তু তিনি তাহা না শুনিয়া হিমবন্তে ফিরিয়া গেলেন এবং সেখানে অভিজ্ঞা ও সমাপত্তি সমূহ লাভ করিয়া ব্রহ্মলোকপরায়ণ হইলেন।

[সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন সেই রাজা এবং আমি ছিলাম সেই তাপস।]

৩২৪—চর্ম্মশাটক-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে চর্ম্মশাটক নামক এক পরিব্রাজকের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ব্যক্তির নিবাসন ও প্রাবরণ * উভয়ই চর্ম্মনির্ম্মিত ছিল। ইনি একদিন পরিব্রাজকারাম হইতে বাহির হইয়া শ্রাবস্তীতে ভিক্ষা করিতে গিয়াছিলেন এবং যেখানে ভেড়ার লড়াই হইত, সেই স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। একটা ভেড়া তাঁহাকে দেখিয়া ঢুসা মারিবার জন্য পিছনে হটিয়া গেল। পরিব্রাজক ভাবিলেন, মেষ তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতেছে ; কাজেই তিনি নিজে হটিয়া গেলেন না। তখন মেষ মহাবেগে ছুটিয়া তাঁহার উরুদেশে এমন প্রহার করিল যে, তিনি তৎক্ষণাৎ ধরাশায়ী হইলেন। কল্পিত সম্মান পাইতেছেন ভাবিয়া এই ব্যক্তি দুঃখ পাইলেন, এই সংবাদ ভিক্ষুসঙ্ঘে প্রকটিত হইল। ভিক্ষুরা এ কথা শুনিয়া ধর্ম্মসভায় বলাবলি করিতে লাগিলেন, "দেখ, ভাই, চর্ম্মশাটক পরিব্রাজক কল্পিত সম্মান পাইতেছেন ভাবিয়া বিনষ্ট হইলেন।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "দেখ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও এই ব্যক্তি কল্পিত সম্মানের লোভে মারা গিয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব এক বণিক্‌কুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। একদিন এক চর্ম্মশাটক পরিব্রাজক বারাণসীতে ভিক্ষা করিবার কালে মেষদিগের যুদ্ধস্থানে উপস্থিত হইয়াছিল। সে মেষকে পশ্চাতে হটিতে দেখিয়া ভাবিয়াছিল,

---

* অন্তর্বাস ও বহির্বাস।

পশুটা তাহাকে সম্মান দেখাইতেছে। এই বিশ্বাসে সে নিজে হঠিল না,—স্থির করিল, 'এই বিশাল নরলোকে, দেখিতেছি, কেবল এই মেষটাই আমার গুণ বুঝিতে পারিয়াছে।' সে মেষটার অভিমুখে কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়াইয়া এই গাথাটী বলিল :—

চতুষ্পদকুলে তুমি শ্রেষ্ঠ, মেষবর ; যেমন চরিত্র তব, রূপ মনোহর।
বর্ণগুরু ব্রাহ্মণের রাখিলে সম্মান ; ধন্য তুমি। নাহি কেহ তোমার সমান।

তখন বণিক্ বোধিসত্ত্ব পরিব্রাজককে নিষেধ করিবার জন্য দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :—

ক্ষণকাল মাত্র দেখি, শুনহে ব্রাহ্মণ করো না এ চতুষ্পদে বিশ্বাস স্থাপন।
অতি বলে প্রহার করিবে, এ ইচ্ছায় মেষগণ প্রথমে পশ্চাতে হঠি যায়।
যদি না এখনি তুমি কর পলায়ন, দারুণ প্রহারে নষ্ট হইবে জীবন।

পণ্ডিত বণিক্ এই কথা বলিতে না বলিতেই মেষটা মহাবেগে আসিয়া পরিব্রাজকের উরুদেশে প্রহারপূর্ব্বক তাহাকে ধরাশায়ী করিল। সে ভূতলে পড়িয়া থাকিয়া পরিদেবন করিতে লাগিল।

[শাস্তা তদবস্থা বর্ণনা করিবার জন্য এই তৃতীয় গাথা বলিলেন :—

'ভাঙ্গিয়াছে উরু, ভিক্ষাপাত্র মোর গড়াগড়ি যায়,
সর্ব্বস্ব-বিনাশ হইল আমার কি বলিব হায়!'
দুই বাহু তুলি এইরূপে বিপ্র করিছে ক্রন্দন ;
এস শীঘ্র সবে ; না রক্ষিলে তারে মরিবে ব্রাহ্মণ।]

প্রব্রাজক চতুর্থ গাথা বলিল :—

মেষের প্রহারে আজ আমার যেমন ভূতলে পড়িয়া, হায়, ঘটিল মরণ,
অপূজ্যেরে পূজা করে যেই মূঢ়মতি, তাহারও ঘটিবে ভাগ্যে এরূপ দুর্গতি।

এইরূপ পরিদেবন করিতে করিতে সেই পরিব্রাজক সেখানেই প্রাণত্যাগ করিল।

[সমবধান—এই চর্ম্মশাটক ছিল সেই চর্ম্মশাটক ; এবং আমি ছিলাম সেই পণ্ডিত বণিক্।]

৩২৫—গোধা-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এক ভণ্ডকে উপলক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার বর্ত্তমান বস্তু পূর্ব্বে সবিস্তর বলা হইয়াছে (জাতক ১২৮, ১৩৮ ইত্যাদি)। উপস্থিত প্রসঙ্গে ভিক্ষুরা সেই ভণ্ডকে শাস্তার নিকটে লইয়া গিয়া বলিলেন, "ভদন্ত, এই সেই ভণ্ড ভিক্ষু।" শাস্তা উত্তর দিলেন, "এই ব্যক্তি কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও ভণ্ডামি করিত।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব গোধা-যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বয়ঃপ্রাপ্তির পর বলিষ্ঠদেহ হইয়া অরণ্যে বাস করিতেন। তাঁহার অবিদূরে এক দুঃশীল তাপসও পর্ণশালা নির্ম্মাণপূর্ব্বক সেখানে বাস করিতে লাগিল। বোধিসত্ত্ব চরিতে চরিতে একদিন সেই পর্ণশালা দেখিয়া ভাবিলেন, 'এই কুটীর নিশ্চয় কোন শীল-সম্পন্ন তপস্বীর হইবে।' তিনি সেখানে গমন করিলেন এবং তাপসকে প্রণিপাতপূর্ব্বক নিজের বাসস্থানে ফিরিয়া গেলেন একদিন তপস্বীর কোন শিষ্যগৃহে অতি উৎকৃষ্ট রসনাতৃপ্তিকর মাংস প্রস্তুত হইয়াছিল। তাপস তাহা আহার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল "এ কি মাংস?" শিষ্যেরা বলিল, "ইহা গোধামাংস।" তাপস রসনাতৃষ্ণায় অভিভূত হইয়া স্থির করিল, 'আমার আশ্রমে নিরত যে গোধা আসিয়া থাকে, তাহাকে মারিয়া যথারুচি পাক করিব ও খাইব।' অনন্তর সে ঘৃত,

দধি, মরিচ প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া আশ্রমে গেল এবং বোধিসত্ত্বের আগমন প্রতীক্ষায়, নিজের কাষায়বস্ত্রের মধ্যে মুদ্গর লুকাইয়া রাখিয়া পর্ণশালাদ্বারে অতীব শান্তশিষ্টভাবে বসিয়া রহিল।

বোধিসত্ত্ব সে দিন আশ্রমে গিয়া সেই দুষ্টেন্দ্রিয়সম্পন্ন তাপসকে দেখিয়াই ভাবিলেন, 'এই ব্যক্তি বোধ হয় আমার সজাতির মাংস খাইয়াছে, অতএব ইহাকে পরীক্ষা করিতে হইবে।' তিনি ভণ্ড তাপসের অধোবাত স্থানে গিয়া তাহার শরীরগন্ধ অনুভব করিলেন এবং সে যে গোধামাংস খাইয়াছে, তাহাতে নিঃসন্দেহ হইয়া আর তাহার নিকটে গেলেন না; সেখান হইতেই প্রতিবর্তন করিলেন। বোধিসত্ত্ব তাহার নিকটে আসিলেন না দেখিয়া তাপস মুদ্গর নিক্ষেপ করিল, কিন্তু উহা বোধিসত্ত্বের শরীরের উপর না পড়িয়া লাঙ্গুলের প্রান্তে লাগিল। তাপস বলিল, "যা, আমার লক্ষ্য ঠিক হয় নাই বলিয়া বাঁচিয়া গেলি।" বোধিসত্ত্ব উত্তর দিলেন, "আমি তোমার হাত হইতে অব্যাহতি পাইলাম বটে; কিন্তু তুমি ত চতুর্বিধ অপায় হইতে অব্যাহতি পাইবে না?" অনন্তর তিনি পলায়ন করিয়া সেই আশ্রমের চঙ্ক্রমণকোটিস্থ বল্মীকে প্রবেশ করিলেন এবং বিবরান্তর দিয়া মুখ বাহির করিয়া সেই তাপসের সহিত আলাপচ্ছলে দুইটী গাথা বলিলেন:—

নাহি জানিতাম চরিত্র তোমার; ভাবিতাম তুমি সাধু সদাচার;
নিকটে তোমার গেনু সে কারণ; মুদ্গর প্রহারে বুঝিনু এখন
কপট তাপস তুমি দুরাশয়; ধার্ম্মিকের বেশে রয়েছ হেথায়।

রে পাপিষ্ঠ! তোর জটায় কি ফল? অজিন বসনে কি বা হবে বল?
অন্তরের মল যায় কি কখন করিলে কেবল বাহির মার্জ্জন?

তাহা শুনিয়া কূটতাপস তৃতীয় গাথা বলিল:—

এস, গোধারাজ, [illegible] শালি তণ্ডুল দানে।
পিপ্পলী, লবণ, জীরক, আর্দ্রক, তৈল আদি দ্রব্য মুখের রোচক।
আছে হেথা সব প্রচুর-প্রমাণ; নির্ভয়ে খাইয়া তুষ্ট কর প্রাণ।

তাহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব চতুর্থ গাথা বলিলেন:—

লবণ, পিপ্পলী খাইলে তোমার অহিত নিশ্চিত ঘটিবে আমার।
প্রবেশিব তাই বল্মীক ভিতর; পাব সেথা শত শত সহচর।

এই গাথা শুনাইয়া বোধিসত্ত্ব তর্জ্জন করিতে লাগিলেন, "রে কূট জটাধারিন্, তুই যদি এখানে থাকিস্, তাহা হইলে আমি যে যে গ্রামে চরিতে যাই, সেই সকল গ্রামের মানুষদিগকে বলিব, তুই বেটা চোর। তোকে ধরাইয়া দিব এবং তোর সর্ব্বনাশ ঘটিবে। যদি ভাল চাস্ তবে শীঘ্র পলাইয়া যা।" ইহাতে সেই ভণ্ড জটাধারী সেখান হইতে পলায়ন করিল।

[সমবধান—তখন এই ভণ্ড ভিক্ষু ছিল সেই কূট তাপস; এবং আমি ছিলাম সেই গোধারাজ।]

☞ এই আখ্যায়িকার সহিত প্রথম খণ্ডের বিড়াল জাতক (১২৮) ও গোধা জাতক (১৩৮) এবং দ্বিতীয় খণ্ডের রোমক-জাতক (২৭৭) দ্রষ্টব্য।

৩২৬—কক্কারু-জাতক।

বলিতে লাগিলেন, "দেখ ভাই, দেবদত্ত মিথ্যা কথা বলিয়া সঙ্ঘ ভাঙ্গিয়াছিল; এখন পীড়িত হইয়া মহাদুঃখ ভোগ করিতেছে।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া প্রশ্নদ্বারা তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "দেখ, কেবল এজন্মে নহে, পূর্ব্বেও দেবদত্ত মিথ্যাবাদী ছিল, এবং কেবল যে এ জন্মেই মিথ্যা বলিয়া মহাদুঃখ ভোগ করিতেছে তাহা নহে, পূর্ব্বেও এইরূপ দুঃখ পাইয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গে অন্যতম দেবপুত্রভাবে অবস্থিতি করিতেছিলেন। ব্রহ্মদত্তের সময়ে একবার বারাণসীতে এক মহা উৎসব হইয়াছিল। বহুসংখ্যক নাগ, সুপর্ণ এবং দেবতারা পর্য্যন্ত বারাণসীতে গিয়া ভূতলে দাঁড়াইয়া এই উৎসব দেখিয়াছিলেন; ত্রয়স্ত্রিংশ ভবন হইতে চারিজন দেবপুত্র কক্কারু-নামক দিব্য পুষ্পের শিরোমাল্য ধারণ করিয়া সেই উৎসবক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন।

দ্বাদশযোজন বিস্তীর্ণ বারাণসীনগরী সেই দিব্যপুষ্পের গন্ধে আমোদিত হইল; কাহারা এই সকল পুষ্প ধারণ করিয়াছে, তাহা জানিবার জন্য লোকে ইতস্ততঃ খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। দেবপুত্রেরা দেখিলেন, লোকে তাঁহাদিগকে খুঁজিতেছে। তাঁহারা রাজাঙ্গণ হইতে উৎপতনপূর্ব্বক দেবানুভাববলে আকাশে আসীন হইলেন। চারিদিকে অসংখ্য লোক সমবেত হইল এবং "আপনারা কোন্ দেবলোক হইতে আসিয়াছেন" এই কথা জিজ্ঞাসা করিল। তাঁহারা উত্তর দিলেন, "আমরা ত্রয়স্ত্রিংশ দেবলোক হইতে আসিয়াছি।" "কি উপলক্ষ্যে আসিয়াছেন?" উৎসব দেখিবার জন্য।" "এগুলি কি পুষ্প?" "কক্কারু নামক দিব্য পুষ্প।" "দেবগণ! দেবলোকে আপনারা অন্য পুষ্প ধারণ করিবেন; এগুলি আমাদিগকে দান করুন।" "যাঁহারা মহানুভাব, এই দিব্য পুষ্প কেবল তাঁহাদেরই উপযুক্ত; মনুষ্যলোকে যাহারা নীচাশয়, দুষ্টমতি, দুঃশীল ও সদ্ধর্ম্মে শ্রদ্ধাহীন, তাহারা ইহা পাইবার যোগ্য নহে। কিন্তু যে সকল মনুষ্যের অমুক অমুক গুণ আছে, তাহারা ইহা পাইতে পারে।" অনন্তর জ্যেষ্ঠ দেবপুত্র প্রথম গাথা বলিলেন:—

> কায়ে যে না করে কভু পরধন হরণ, বাক্যে যে না করে কভু মিথ্যা উচ্চারণ,
> সৌভাগ্যে প্রমত্ত কভু নাহি হয় যেই, দিব্যপুষ্প-ধারণের উপযুক্ত সেই।

ইহা শুনিয়া পুরোহিত ভাবিলেন, 'আমার ত এসকল গুণের একটীও নাই; তথাপি মিথ্যা বলিয়া পুষ্পগুলি গ্রহণ ও পরিধান করি না কেন? তাহা হইলে লোকে ভাবিবে, আমি পরম গুণবান্।' অনন্তর, 'আমার এই সমস্ত গুণ আছে' বলিয়া তিনি জ্যেষ্ঠ দেবপুত্রের হস্ত হইতে পুষ্প লইয়া মস্তকে ধারণ করিলেন এবং দ্বিতীয় দেবপুত্রের নিকটে পুষ্প চাহিলেন। দ্বিতীয় দেবপুত্র বলিলেন:—

> ধর্ম্মপথে চরি করে বিত্ত উপার্জ্জন, অসাধু উপায়ে নাহি হরে পরধন।
> মত্ত নাহি হয় যেবা ভোগের সময়, দিব্যপুষ্প ধারণের যোগ্য সেই হয়।

পুরোহিত এবারও "আমার এই সকল গুণ আছে" বলিয়া পুষ্পগুলি লইলেন ও পরিধান করিলেন, এবং তৃতীয় দেবপুত্রের নিকটে তাঁহার পুষ্পগুলি চাহিলেন। তৃতীয় দেবপুত্র বলিলেন:—

> কর্ত্তব্যপালনে চিত্ত সদা স্থির হয়, (হরিদ্রাবর্ণের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী নয়,) *
> স্থাপিয়া অচলা শ্রদ্ধা সাধুর বচনে শীল রক্ষা করে যেই সদা প্রাণপণে,
> পাইলে সুস্বাদ দ্রব্য একা নাহি খায়, এ মালা তাহার(ই) শুধু শিরে শোভা পায়।

---

* মূলে 'অহালিদ্দং চিত্তং' আছে। টীকাকার ইহার অর্থ করিয়াছেন, "হলিদ্দিরাগো বিয় ন খিপ্পং ভিজ্ঝতি।"

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব তাঁহার অগ্রমহিষীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া পিতার মৃত্যুর পর রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। কাকবতী নাম্নী অপ্সরাসদৃশী সুন্দরী রমণী বোধিসত্ত্বের অগ্রমহিষী ছিলেন। এই আখ্যায়িকার অতীতবস্তু কুণাল জাতকে (৫৩৬) সবিস্তর প্রদত্ত হইবে। এখানে কেবল সংক্ষেপে বলা যাইতেছে।

ঐ সময়ে এক সুপর্ণরাজ মনুষ্যবেশে রাজার নিকট আসিতেন এবং তাঁহার সহিত দ্যুতক্রীড়া করিতেন। তিনি ক্রমে কাকবতীর প্রতি অনুরক্ত হইয়া একদিন তাঁহাকে লইয়া সুপর্ণলোকে চলিয়া গেলেন এবং তাঁহার সহবাসে সুখে কাল হরণ করিতে লাগিলেন। মহিষীকে না দেখিতে পাইয়া রাজা নটকুবের নামক গন্ধর্ব্বকে বলিলেন, "তুমি গিয়া কাকবতীর অনুসন্ধান কর।" নটকুবের অনুসন্ধান করিয়া এক সরোবরের তীরে সুপর্ণরাজকে দেখিতে পাইল, এরকবনে * শুইয়া রহিল, এবং সুপর্ণরাজ যখন সেখান হইতে যাইবেন বুঝিল, তখন তাঁহার পালকের মধ্যে বসিয়া সুপর্ণভবনে গমন করিল। সেখানে সে কাকবতীর সহিত আমোদ প্রমোদ করিয়া আবার সেই সুপর্ণরাজের পালকের মধ্যে বসিয়া নরলোকে ফিরিল, এবং সুপর্ণরাজ যখন রাজার সহিত দ্যুতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন, তখন নিজের বীণা লইয়া দ্যুতমণ্ডলের নিকটে গিয়া রাজার সম্মুখে গীতচ্ছলে প্রথম গাথা বলিল :—

প্রেয়সী আমার আছেন কোথায় জানি না ক আমি হায়!
এই মনোহর [illegible] যায়। †
সর্ব্বান্তঃকরণে ভাল বাসি তাঁরে; কিন্তু কোন দূরদেশে
না জানি আবদ্ধ রয়েছেন তিনি এবে মোর ভাগ্যদোষে।

ইহা শুনিয়া সুপর্ণ দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :—

জম্বুদ্বীপ বেষ্টন করিয়া সুবিশাল রয়েছে সাগর তুলি তরঙ্গ উত্তাল;
কেবুক নামেতে মহানদী তার পর, তার পর শাল্মলি-কানন মনোহর;
লঙ্ঘি সপ্ত পারাবার, বল, কি কৌশলে শাল্মলি-কাননে তুমি প্রবেশ করিলে?

ইহা শুনিয়া নটকুবের তৃতীয় গাথা বলিলেন :—

তোমারি সাহায্যে পার হই পারাবার, তোমারি সাহায্যে নদী হইলাম পার;
সপ্ত সমুদ্রের পারে তুমিই লইলা; শাল্মলি-কাননে মোরে তুমি তুলি দিলা!

ইহা শুনিয়া সুপর্ণরাজ চতুর্থ গাথা বলিলেন :—

ধিক্ মোরে, হায়, বুদ্ধি নাই মম; এ বিশাল দেহ জড়পিণ্ডসম।
নিজ বনিতার হয় যেই জার, তাহাকেই পৃষ্ঠে বহিবার বার!

অতঃপর সুপর্ণরাজ কাকবতীকে আনিয়া বারাণসীরাজকে দিলেন এবং নিজের আসা বন্ধ করিলেন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—তখন এই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু ছিল নটকুবের এবং আমি ছিলাম বারাণসীর সেই রাজা।]

---

* এরক—এক প্রকার তৃণ।

† সংসর্গহেতু সুপর্ণরাজের গাত্র হইতে কাকবতীর গাত্রগন্ধ নির্গত হইতেছে এই অভিপ্রায়।

৩২৮—অননুশোচনীয়-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি-কালে এক মৃতদার কুটুম্বীকে উপলক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। সেই ব্যক্তি পত্নীবিয়োগের পর স্নানাহার ত্যাগ করিয়াছিলেন ও কাজকর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়াছিলেন ; তিনি নিতান্ত শোকাভিভূত হইয়া শ্মশানে গিয়া পরিদেবন করিতেন, কিন্তু কুটীরে যেমন দীপ জ্বলে, তাঁহার অন্তঃকরণেও সেইরূপ স্রোতাপত্তিমার্গপ্রাপ্তির সম্ভাবনা বিরাজ করিতেছিল। একদিন শাস্তা প্রত্যূষকালে ত্রিলোক অবলোকন করিতে করিতে ঐ ব্যক্তিকে দেখিয়া ভাবিলেন, 'আমি ছাড়া আর কেহই শোকাপনোদনপূর্ব্বক ইহাকে স্রোতাপত্তিমার্গ দান করিতে পারিবে না ; অতএব আমি ইহার আশ্রয় হইব।' ইহা স্থির করিয়া, তিনি ভিক্ষাচর্য্যার পর আহার গ্রহণ করিলেন এবং একজন পশ্চাচ্ছ্রমণ সঙ্গে লইয়া সেই কুটুম্বীর গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিতেছেন শুনিয়া কুটুম্বী প্রত্যুদ্গমনপূর্ব্বক তাঁহার যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিলেন। অনন্তর তিনি উপযুক্ত আসনে উপবিষ্ট হইলে কুটুম্বী তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক একান্তে উপবেশন করিলেন। তখন শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, "উপাসক, তুমি নীরব রহিয়াছ কেন?" "ভদন্ত, আমার ভার্য্যার মৃত্যু হইয়াছে ; সেই শোকেই আমার মনে অন্য কোন চিন্তার স্থান নাই।" "দেখ, উপাসক, যাহা ভঙ্গুর, তাহাই ভাঙ্গে ; তাহা ভাঙ্গিলে সে জন্য দুশ্চিন্তা করা কর্ত্তব্য নহে। প্রাচীন পণ্ডিতেরাও পত্নীর মৃত্যুর পর, যাহা ভঙ্গুর তাহা ভাঙ্গিয়াছে, ইহা মনে করিয়া দুশ্চিন্তা পরিহার করিয়াছিলেন।" অনন্তর কুটুম্বীর অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

[এই আখ্যায়িকার অতীতবস্তু দশনিপাতে চুল্লবোধিজাতকে (৪৪৩) বলা যাইবে। সংক্ষেপতঃ বৃত্তান্তটী এই :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পর তক্ষশিলা নগরে সর্ব্বশাস্ত্রে শিক্ষা লাভ করিয়া মাতাপিতার নিকট ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। এই জাতকে মহাসত্ত্ব কুমার-ব্রহ্মচারিরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। *

বোধিসত্ত্বের মাতাপিতা তাঁহার বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "আমি গৃহধর্ম্ম করিব না ; আপনাদের মৃত্যুর পর প্রব্রাজক হইব।" কিন্তু মাতাপিতা যখন পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন, তখন তিনি এক সুবর্ণপ্রতিমা † গড়াইয়া বলিলেন, "যদি এইরূপ কুমারী পাই, তাহা হইলে বিবাহ করিব।"

বোধিসত্ত্বের মাতাপিতা সেই সুবর্ণপ্রতিমাকে একখানা আচ্ছাদিত যানে বসাইয়া অনেক লোকজন সঙ্গে দিয়া বলিলেন, "যাও, সমস্ত জম্বুদ্বীপে অনুসন্ধান করিয়া দেখ, যেখানে এই সুবর্ণপ্রতিমার অনুরূপা ব্রাহ্মণকুমারী দেখিতে পাইবে, সেখান হইতে এই প্রতিমার বিনিময়ে সেই কুমারীকে লইয়া আসিবে।" তখন এক পুণ্যবান্ সত্ত্ব ব্রহ্মলোক হইতে অবতরণপূর্ব্বক কাশীরাজ্যের কোন নিগমগ্রামে অশীতিকোটিবিভবসম্পন্ন এক ব্রাহ্মণের গৃহে কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম হইয়াছিল সম্মিল্লভাষিণী। ‡ যে সময়ের কথা হইতেছে, তখন এই কুমারীর বয়স্ ষোল বৎসর হইয়াছিল। তিনি পরমসুন্দরী, নয়নানন্দদায়িনী, অপ্সরঃসদৃশী এবং সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্না ছিলেন। কিন্তু তাঁহারও মনে কখনও কুভাবের উদয় হয় নাই ; তিনি এতদিন পরমব্রহ্মচারিণী-ভাবেই জীবন যাপন করিতেছিলেন। যাহারা কাঞ্চনপ্রতিমা লইয়া ভ্রমণ করিতেছিল, একদিন তাহারা এই গ্রামে প্রবেশ করিল। গ্রামবাসীরা তাহা দেখিয়া বলিল, "এ যানে অমুক ব্রাহ্মণের কন্যা সম্মিল্লভাষিণী হইয়াছে কেন?" প্রতিমাবাহকেরা ইহা শুনিয়া

---

* অর্থাৎ তিনি চিরকৌমার্য্য অবলম্বন করিয়াছিলেন।

† স্বর্ণপ্রতিমার কথা কুশ-জাতকেও (৫৩১) দেখা যায়।

‡ মূলে 'সম্মিল্লভাষিণী' আছে। কিন্তু ইহার কোন অর্থ বুঝা যায় না।

সেই ব্রাহ্মণের গৃহে গমন করিল এবং সম্মিতভাষিণীকে প্রার্থনা করিল। সম্মিতভাষিণী তাঁহার মাতাপিতাকে বলিয়া পাঠাইলেন, "আমি আপনাদের জীবনান্তে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব; আমার গৃহধর্ম্ম পালন করিবার ইচ্ছা নাই।" তাঁহারা বলিলেন, "সে কি কথা?" তাঁহারা সুবর্ণপ্রতিমা গ্রহণ করিলেন এবং বহু অনুচর সঙ্গে দিয়া সম্মিতভাষিণীকে বোধিসত্ত্বের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। এইরূপে বোধিসত্ত্ব ও সম্মিতভাষিণী, উভয়ের অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহাদের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইল। তাঁহারা এক গৃহে, এক শয্যায় শয়ন করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু কখনও পরস্পরকে ব্রহ্মচর্য্যবিরোধি-ভাবে দেখিলেন না; দুইজন ভিক্ষু বা দুইজন ব্রহ্মচারী যেমন নির্দোষ-ভাবে একত্র বাস করেন, তাঁহারাও সেইরূপ বাস করিতে লাগিলেন।

কালক্রমে বোধিসত্ত্বের মাতাপিতা প্রাণত্যাগ করিলেন। বোধিসত্ত্ব তাঁহাদের শরীরকৃত্য সম্পাদনপূর্ব্বক সম্মিতভাষিণীকে ডাকাইয়া বলিলেন, "ভদ্রে, আমার কুলসম্পত্তি অশীতিকোটি-প্রমাণ; তোমার পৈতৃক-সম্পত্তিরও পরিমাণ অশীতিকোটি; তুমি এই সমস্ত লইয়া গৃহধর্ম্ম-পালনে প্রবৃত্ত হও; আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করি।" সম্মিতভাষিণী বলিলেন, "আর্য্যপুত্র, আপনি প্রব্রজ্যা লইলে আমিও প্রব্রজ্যা লইব; আমি আপনাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না।" "তবে এস" এই বলিয়া বোধিসত্ত্ব সমস্ত ধন দানে নিয়োজিত করিলেন এবং লোকে যেমন নিষ্ঠীবন ত্যাগ করে, সেইরূপ সমস্ত সম্পত্তি পরিহারপূর্ব্বক হিমবন্ত প্রদেশে চলিয়া গেলেন। সেখানে তাঁহারা দুই জনই ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন এবং বন্যফলমূলে জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন।

হিমবন্তে এইরূপে দীর্ঘকাল যাপন করিয়া বোধিসত্ত্ব ও তাঁহার পত্নী একবার লবণাম্লসেবনার্থ অবতরণ করিলেন এবং ভ্রমণ করিতে করিতে বারাণসীতে উপস্থিত হইয়া তত্রত্য রাজোদ্যানে বাস করিতে লাগিলেন। সেখানে অবস্থিতি করিবার সময়ে সুকুমারী পরিব্রাজিকা বিস্বাদ ও নানাবিধতণ্ডুলজাত মিশ্রভক্ত গ্রহণবশতঃ রক্তামাশয় রোগে আক্রান্ত হইলেন। উপযুক্ত ঔষধের অভাবে তিনি অতি দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন। একদিন ভিক্ষাচর্য্যার সময়ে বোধিসত্ত্ব তাঁহাকে নগরের দ্বারে বহন করিয়া লইয়া গেলেন এবং সেখানে একটা ধর্ম্মশালায় একখানা ফলকের উপর তাঁহাকে শোওয়াইয়া নিজে ভিক্ষার্থ নগরে প্রবেশ করিলেন। বোধিসত্ত্বের ফিরিবার পূর্ব্বেই পরিব্রাজিকার প্রাণবিয়োগ হইল। তাঁহার অলৌকিক রূপ দেখিয়া বহু লোকে শব বেষ্টনপূর্ব্বক রোদন ও পরিদেবন করিতে লাগিল। অতঃপর বোধিসত্ত্ব ভিক্ষান্তে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার পত্নী দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি কেবল বলিলেন, "যাহা ভঙ্গুর তাহা ভাঙ্গিয়াছে, সংস্কার মাত্রেই অনিত্য; সংস্কার মাত্রেরই এই গতি।" অতঃপর প্রশান্তমনে সেই ফলকের এক পার্শ্বে বসিয়াই তিনি ভিক্ষালব্ধ মিশ্র খাদ্য আহার ও মুখ প্রক্ষালন করিলেন। শবের চতুষ্পার্শ্বে যে সকল লোক ছিল, তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, "ভদন্ত, এই পরিব্রাজিকা আপনার কে ছিলেন?" "আমি যখন গৃহী ছিলাম, তখন ইনি আমার পাদপরিচারিকা ছিলেন।" "ভদন্ত, আমরা শোক সংবরণ করিতে পারিতেছি না, রোদন ও পরিদেবন করিতেছি; আপনি কেন রোদন করিতেছেন না?" "ইনি যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন ইঁহাকে কিয়ৎপরিমাণে আমার বলিতাম; এখন পরলোকগতা হইয়াছেন; এখন ত ইনি আমার কেহই না। এখন ইনি অন্যের বশে পতিত হইয়াছেন; আমি কেন রোদন করিব?" সমস্ত লোকদিগকে ধর্ম্ম-কথা শুনাইবার জন্য অতঃপর বোধিসত্ত্ব এই গাথাগুলি বলিলেন :—

ত্যজি দেহ পরলোকে গিয়াছেন যাঁরা, জীবিতের তুলনায় অসংখ্য তাঁহারা।*
সেই অসংখ্যের দলে প্রেয়সী আমার মিশিয়াছে, নাহি ফল ভাবনায় তার।

সম্মিতভাষিণী নাই, তবু, সে কারণ, শোকে নাহি অভিভূত হয় মোর মন।
যে তোমারে ছাড়ি গেছে, তাহারই কারণ শোকে যদি অভিভূত হয় তব মন,
মৃত্যুবশে সদাগত দেখিয়া নিজেরে শোকে অভিভূত হও কাজ কর্ম্ম ছেড়ে।

গৃহে স্থিত, সুখাসীন অথবা শয়ান, অথবা পথেতে তুমি করিছ প্রয়াণ,—
যেখানেই সেই ভাবে কাটাও সময়, প্রতি নিমিষেতে তব হয় আয়ুঃক্ষয়।

দিন দিন আয়ুঃ ক্ষীণ হয় আমাদের; আয়ুষ্কাল সমান নহে ত সকলের।
জীবিত দয়ার পাত্র; দুঃখের মোচন করিতে তাদের হও যত্নপরায়ণ;
কিন্তু যারা মরিয়াছে, তাহাদের তরে বৃথা কেন শোকে তব অশ্রুবিন্দু ঝরে?

এইরূপে চারিটী গাথায় মহাসত্ত্ব অনিত্যতার ভাব বুঝাইয়া ধর্ম্মোপদেশ দিলেন। সমবেত লোকেরা পরিব্রাজিকার শরীরকৃত্য নির্ব্বাহ করিল। বোধিসত্ত্ব হিমবন্তে গিয়া ধ্যাননিরত হইলেন এবং অভিজ্ঞা লাভ করিয়া ব্রহ্মলোকপরায়ণ হইলেন।

[কথান্তে শাস্তা সত্য সমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই ভূস্বামী স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন। সমবধান—তখন রাহুলজননী ছিলেন সম্মিতভাষিণী এবং আমি ছিলাম সেই তাপস।]

৩২৯—কালবাহু-জাতক।

[দেবদত্তের যখন ভিক্ষা, উপহার ও সম্মানপ্রাপ্তি বিলুপ্ত হয়, তখন শাস্তা বেণুবনে অবস্থিতিকালে তৎসম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। দেবদত্ত তথাগতের উপর অতি অন্যায় রূপে জাতক্রোধ হইয়া তাঁহার প্রাণবধের জন্য ধানুষ্ক নিয়োজিত করিয়াছিলেন। তাহার পর যখন দেবদত্ত নালাগিরিকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, তখন তাঁহার দুষ্টাভিপ্রায়ের কথা কাহারও অবিদিত রহিল না। তাঁহার জন্য নানা স্থানে নিয়ত যে ভক্তাদি দিবার ব্যবস্থা ছিল, লোকে তাহা বন্ধ করিল, রাজাও তাঁহার মুখদর্শন বন্ধ করিলেন। এইরূপে লুপ্তলাভ ও হতমান হইয়া শেষে তিনি সাধারণ লোকের বাড়ীতে বাড়ীতে ভিক্ষা করিয়া জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন।

একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় এই সম্বন্ধে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, "দেখ ভাই, দেবদত্ত উপহার-প্রাপ্তি ও সম্মানলাভের অভিলাষী হইয়া সমস্তই পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু চিরস্থায়ী করিতে পারিলেন না।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও দেবদত্ত লুপ্তলাভ ও হতমান হইয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]†

পুরাকালে বারাণসীরাজ ধনঞ্জয়ের সময়ে বোধিসত্ত্ব শুকরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম ছিল রাধ। তিনি সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন এবং বৃহৎকায় ছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদরের নাম ছিল প্রোষ্ঠপাদ। একদা এক ব্যাধ এই দুইটী পক্ষীকেই ধরিয়া বারাণসীরাজকে উপহার দিল। রাজা তাঁহাদিগকে সুবর্ণপঞ্জরে রাখিলেন, সুবর্ণপাত্রে মধুমিশ্রিত লাজ খাওয়াইতে

---

* পাশ্চাত্য সাহিত্যেও এই ভাব দেখা যায়। অ্যালেকজাণ্ডারকে কিন্তু ভারতবর্ষীয় একজন সন্ন্যাসী ইহার বিপরীত বুঝাইয়াছিলেন। কাহাদের সংখ্যা অধিক, জীবিতদিগের না মৃতদিগের,—আলেকজাণ্ডার এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে সন্ন্যাসী উত্তর দিয়াছিলেন, জীবিতদিগেরই সংখ্যা অধিক, কারণ মৃতদিগের ত কোন সত্তা নাই।

† ইহার সহিত সর্ব্বদাঠ জাতকের (২৪১) প্রত্যুৎপন্নবস্তু তুলনীয়।

লাগিলেন এবং তাঁহাদের পানের নিমিত্ত শর্করামিশ্রিত জল দিবার ব্যবস্থা করিলেন। ফলতঃ তাঁহাদের যথেষ্ট আদর যত্ন হইতে লাগিল ; যাহা কিছু উৎকৃষ্ট, যাহা কিছু সুখকর, তাঁহারা সমস্তই পাইতে লাগিলেন।

অতঃপর এক বনেচর কালবাহু নামক একটা ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মর্কট আনিয়া রাজাকে দান করিল। শেষে আসিয়াছে বলিয়া তাহার আরও অধিক আদর যত্ন হইতে লাগিল এবং শুকদ্বয়ের আদর যত্নের ত্রুটি ঘটিল। রাধ বোধিসত্ত্ব-লক্ষণসম্পন্ন ছিলেন, এজন্য তিনি ইহাতে কোন অসন্তোষের চিহ্ন প্রদর্শন করিলেন না ; কিন্তু তাঁহার কনিষ্ঠের প্রকৃতিতে সেরূপ কোন উৎকৃষ্ট গুণ ছিল না বলিয়া মর্কটের আদর যত্ন তাহার অসহ্য হইল। সে অগ্রজকে বলিল, "দাদা, পূর্ব্বে এই রাজভবনে লোকে আমাদিগকেই সুস্বাদ ভোজ্য দিত ; এখন আমরা কিছুই পাই না ; এখন কালবাহু মর্কটই সমস্ত আত্মসাৎ করিয়াছে। রাজা ধনঞ্জয়ের নিকট উৎকৃষ্ট খাদ্য ও আদর যত্ন না পাইলে আমাদের এখানে থাকিয়া কি লাভ ? চল, আমরা বনে গিয়া বাস করি।" অগ্রজের সহিত এই আলাপ করিবার সময়ে প্রোষ্ঠপাদ নিম্নলিখিত প্রথম গাথা বলিল :—

অন্ন, পান পূর্ব্বে যাহা এ রাজভবনে পাইতাম, কপি তাহা ভুঞ্জে এইক্ষণে।
পূর্ব্বের মতন আর করে না যতন ধনঞ্জয় ; এস করি কাননে গমন।

ইহা শুনিয়া রাধ দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :—

লাভালাভ, সুখদুঃখ, যশ ও অযশ, নিন্দা ও প্রশংসা সব(ই) অনিত্যতাবশ।
আজ আছে, কাল নাই, করি এ বিচার কর, প্রোষ্ঠপাদ ভাই, দুঃখ পরিহার।

কিন্তু ইহা শুনিয়াও প্রোষ্ঠপাদ সেই মর্কটের প্রতি অসূয়াশূন্য হইতে পারিল না। সে তৃতীয় গাথা বলিল :—

রাধ, তুমি বুদ্ধিমান্ ; জানা আছে তব কি হইবে ভবিষ্যতে, কি বা অসম্ভব।
কি উপায়ে আমরা পারিব তাড়াইতে অধম মর্কটে এই রাজবাটী হ'তে
বল, দাদা, দয়া করি, ধরি দুটী পায় ; দেখিলে ইহারে হেথা, তিষ্ঠা হয় দায়।

ইহা শুনিয়া রাধ চতুর্থ গাথা বলিলেন :—

দেখিয়া ভ্রূকুটি এর, কর্ণসঞ্চালন, রাজকুমারেরা ভয় পাইবে যখন,
তখনি ইহারে সবে দূর করি দিবে ; নির্ব্বাসন পথ কপি নিজেই লভিবে।
বহুদূরে পুনর্ব্বার বনের মাঝারে ভ্রমিতে হইবে এরে অন্নপান তরে।

ঠিক তাহাই ঘটিল ; কয়েক দিন যাইতে না যাইতে কালবাহুর ভ্রূকুটি ও কর্ণাদি অঙ্গের ভঙ্গী দেখিয়া রাজকুমারেরা ভয় পাইল ; তাহারা ভয়ে চীৎকার করিতে লাগিল ; রাজা 'ব্যাপার কি' জিজ্ঞাসা করিয়া কালবাহুর কীর্ত্তি জানিতে পারিলেন এবং আদেশ দিলেন, "ওকে দূর করিয়া দাও।" এইরূপে কালবাহু বিতাড়িত হইল এবং শুকদ্বয় পূর্ব্ববৎ আদর যত্ন পাইতে লাগিল।

[সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল কালবাহু ; আনন্দ ছিলেন প্রোষ্ঠপাদ এবং আমি ছিলাম রাধ।]

৩৩০—শীলমীমাংসা-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে জনৈক শীলমীমাংসক ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার উভয় বস্তুই পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।* এই আখ্যায়িকায় বোধিসত্ত্ব বারাণসীরাজের পুরোহিত ছিলেন।]

* ১ম খণ্ডের শীলমীমাংসা-জাতক (৮৬) এবং ২য় খণ্ডের শীলমীমাংসা-জাতক (২৯০)। বর্ত্তমান খণ্ডের এই নামের ৩৬২ম জাতকও দ্রষ্টব্য।

বোধিসত্ত্ব নিজের চরিত্র পরীক্ষার্থ তিন দিন হিরণ্যফলক হইতে কার্ষাপণ হরণ করিয়াছিলেন। লোকে তাঁহাকে রাজার নিকট চোর বলিয়া ধরাইয়া দিল। তিনি রাজার সম্মুখে নীত হইয়া বলিলেন :—

শীলেই কল্যাণ হয়, শীলের সমান এ জগতে অন্য গুণ নাহি বিদ্যমান।
বিষধর সর্প এক ছিল শীলবান্, সেই হেতু কেহ তার না বধিল প্রাণ।

প্রথম গাথায় এইরূপে শীলের গুণ বর্ণনা করিয়া বোধিসত্ত্ব রাজার নিকট হইতে প্রব্রজ্যা-গ্রহণের অনুমতি লাভ করিলেন। অনন্তর, একদিন এক শ্যেন মাংস বিক্রেতার দোকান হইতে একখণ্ড মাংসপেশী গ্রহণ করিয়া আকাশে উড়িয়া গেল। তখন অন্য অনেক শকুন তাহাকে বেষ্টনপূর্ব্বক পাদ, নখ, তুণ্ড প্রভৃতি দ্বারা প্রহার করিতে লাগিল। শ্যেন সেই পীড়ন সহ্য করিতে না পারিয়া মাংসপেশীটা ত্যাগ করিল এবং অপর একটা শকুন উহা গ্রহণ করিল। কিন্তু তাহাকেও উক্তরূপে উৎপীড়িত হইয়া উহা ত্যাগ করিতে হইল। অতঃপর যে যে শকুন একে একে উহা গ্রহণ করিল, অপর শকুনে তাহাদেরও অনুধাবন করিল; যাহারা একে একে ছাড়িয়া দিতে লাগিল, কেবল তাহারাই নিরুপদ্রব হইল। ইহা দেখিয়া বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, 'মানুষের বাসনা মাংসপেশীসদৃশী, ইহা পোষণ করিলে দুঃখ, পরিত্যাগ করিলে সুখ।' এই চিন্তা করিয়া তিনি দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :—

যতক্ষণ শ্যেনের নিকটে মাংস ছিল, অন্য শ্যেনে আসি এর কত কষ্ট দিল।
কিন্তু মাংসখণ্ড শেষে ছাড়িল যখন, কেহ না করিল এর পশ্চাতে ধাবন।
সেইরূপ এ জগতে যার [illegible] [illegible] কারো হিংসার ভাজন।*

বোধিসত্ত্ব নগর হইতে নিষ্ক্রমণপূর্ব্বক পথে সন্ধ্যাকালে কোন গ্রামে এক গৃহস্থের গৃহে শয়ন করিলেন। ঐ গৃহস্থের পিঙ্গলা নাম্নী এক দাসী ছিল। সে এক পুরুষের সহিত সঙ্কেত করিয়া রাখিয়াছিল, 'তুমি অমুক সময়ে আসিও।' অনন্তর সে প্রভুদিগের পা ধুইয়া দিল এবং তাঁহারা যখন শয়ন করিলেন, তখন জারের আগমনপ্রতীক্ষায় দেহলীর উপর বসিয়া, 'এই আসিতেছে', 'এই আসিতেছে' ভাবিয়া ক্রমে ক্রমে প্রথম ও মধ্যম যাম অতিক্রম করিল, শেষে যখন ভোর হইল, তখন 'সে এখন আসিবে না' ভাবিয়া নিরাশ হইল এবং শয়ন করিয়া নিদ্রা গেল। এই কাণ্ড দেখিয়া বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, 'এই মেয়েমানুষটা, আমার জার এখনই আসিবে, এই আশায় এতক্ষণ বসিয়া ছিল, এখন সে আসিবে না বুঝিয়া নিরাশ হইয়াছে এবং সুখে নিদ্রা যাইতেছে। ইন্দ্রিয় সেবার আশাই দুঃখের নিদান এবং নৈরাশ্য সুখকর।' ইহা চিন্তা করিয়া তিনি তৃতীয় গাথা বলিলেন :—

ফলবতী আশা সুখের আগার, নৈরাশ্যেও হয় সুখের সঞ্চার।
আশায়, নৈরাশ্যে ভেদ কিছু নাই, আশা হেতু সুখ, নৈরাশ্যেও তাই।
দেখা না হয় দেখা দিবে জার, এই আশা বহু দিন পিঙ্গলার।
সে আশা নৈরাশ্যে হল পরিণত তখন পিঙ্গলা সুখে নিদ্রাগত।

বোধিসত্ত্ব পরদিন ঐ গ্রাম ত্যাগ করিয়া অরণ্যে প্রবেশ করিলেন এবং সেখানে দেখিলেন, এক তাপস ধ্যানমগ্ন হইয়া সমাসীন আছেন। তখন তিনি ভাবিলেন, 'ইহলোকেই বল, পরলোকেই বল, ধ্যানসুখ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অন্য কোন সুখ নাই।' এই চিন্তা করিয়া তিনি চতুর্থ গাথা বলিলেন :—

* [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]—[illegible], [illegible], ১৩১২ [illegible]।

সমাধিতে যে আনন্দ উপজে আত্মার ইহামুত্র তার তুল্য নাহি অন্য আর।
সমাধিস্থ আত্মপর কাহার(ও) কখন না করেন হিংসা, তাঁর মহিমা এমন!

অতঃপর বোধিসত্ত্ব অরণ্যে প্রবেশ করিয়া ঋষিপ্রব্রজ্যা অবলম্বন করিলেন, এবং ধ্যানস্থ হইয়া অভিজ্ঞালাভপূর্ব্বক ব্রহ্মলোকপরায়ণ হইলেন।

[সমবধান—তখন আমি ছিলাম সেই পুরোহিত।]

☞ মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ১৭৪ম ও ১৭৮ম অধ্যায়ে এবং সাখ্যাসূত্রে (৪।১১) পিঙ্গলার কথা আছে। "পিঙ্গলা আশাকে পরাস্ত করিয়াই পরমসুখে শয়ন করিয়াছিল"—মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব ১৭৮ম অধ্যায়। "নিরাশঃ সুখী পিঙ্গলাবৎ"—সাখ্যসূত্র (৪।১১)। মহাভারতে শ্যেনের পরিবর্ত্তে ক্রৌঞ্চের উল্লেখ দেখা যায়—"ক্রৌঞ্চকে আমিষ গ্রহণ করিতে দেখিলেই নিরামিষ ব্যক্তিরা তাহাকে বিনাশ করে, ইহা দেখিয়া একটী ক্রৌঞ্চ আমিষ পরিত্যাগপূর্ব্বক পরমসুখলাভে সমর্থ হইয়াছিল।" সাখ্যসূত্রে (৪।৫) কিন্তু শ্যেনের নামই আছে—"শ্যেনবৎ সুখদুঃখী ত্যাগবিয়োগাভ্যাম্।" ইহার ব্যাখ্যাও অন্যরূপ:—একব্যক্তি এক শ্যেনশাবক পুষিয়াছিল; কিছুকাল পরে, বৃথা কষ্ট দেই কেন বলিয়া সে উহাকে ছাড়িয়া দিল। ইহাতে শ্যেন বন্ধনমুক্ত হইয়া সুখী হইল; এবং পালকের বিচ্ছেদে দুঃখীও হইল (অর্থাৎ সংসারে কেবল সুখ নাই)।

তুং—আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখম্।
আশা দাসীকৃতা যেন তস্য দাসায়তে জগৎ॥

৩৩১—কোকালিক-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে কোকালিকের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার বর্ত্তমান বস্তু তক্কারিক-জাতকে * সবিস্তর বর্ণিত আছে।]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব তাঁহার একজন প্রধান অমাত্য ছিলেন। রাজা ব্রহ্মদত্ত অত্যন্ত বাচাল ছিলেন। বোধিসত্ত্ব তাঁহার বাচালতাদোষ সংশোধন করিবার উদ্দেশ্যে একটা প্রকৃষ্ট উপমা খুঁজিতে লাগিলেন।

একদিন রাজা উদ্যানে গিয়া মঙ্গলশিলাপট্টে উপবেশন করিলেন। উহার উপরে একটা আম্রবৃক্ষ ছিল, তাহার ডালে একটা কাকের কুলায়ে একটা কৃষ্ণা কোকিলা নিজের অণ্ড নিক্ষেপ করিয়া গিয়াছিল। কাকী ঐ অণ্ডের রক্ষণাবেক্ষণ করিত। যথাকালে তাহা হইতে কোকিল-শাবক নির্গত হইল; কাকী তাহাকে নিজের পুত্র বলিয়া জানিত। সে তুণ্ড দ্বারা খাদ্য আনিয়া ঐ শাবকটীকে খাওয়াইত। কিন্তু পক্ষোদ্গমের পূর্ব্বেই একদিন শাবকটী অকালে কোকিলরবে ডাকিয়া উঠিল। তাহা শুনিয়া কাকী ভাবিল, 'এ যে এখনই অন্য ডাক ডাকিতেছে; বড় হইলে না জানি আরও কি করিবে!' সে তুণ্ডাঘাতে উহার প্রাণ নাশ করিয়া কুলায় হইতে ফেলিয়া দিল। মৃত শাবকটী রাজার পাদমূলে পতিত হইল।

রাজা বোধিসত্ত্বকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মিত্রবর, এ কি হইল?" বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, 'রাজাকে শিক্ষা দিবার জন্য এতদিন যে উপমা খুঁজিতেছিলাম, আজ তাহা পাইয়াছি।' তিনি উত্তর দিলেন, "মহারাজ, যাহারা অতি মুখর, তাহারা অকালে অধিক কথা বলিয়া এইরূপ দুর্দ্দশাই প্রাপ্ত হয়। এটা, মহারাজ, কোকিল-শাবক; অকালে ডাকিয়াছিল; কাজেই, 'এটা আমার পুত্র নয়' ইহা বুঝিতে পারিয়া কাকী ইহাকে তুণ্ডাঘাতে মারিয়া ফেলিয়াছে। মনুষ্যই

* ৪৮১-সংখ্যক। দ্বিতীয় খণ্ডের কচ্ছপ-জাতকও (২১৫) দ্রষ্টব্য।

হউক, ইতর প্রাণীই হউক, যে অকালে বহুভাষী হয়, তাহার এইরূপই দুর্দ্দশা ঘটিয়া থাকে।" অনন্তর বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত গাথাগুলি বলিলেন :—

অকালে যে নিরর্থক বহুকথা কয়, কোকিল শাবক সম নিহত সে হয়।

সুশাণিত শস্ত্রাঘাতে, কিংবা হলাহলে
তত শীঘ্র ঘটে না ক বিনাশ কাহার,
যত শীঘ্র অসংযত বচনের ফলে
অকাল ভাষীর হয় জীবন সংহার।

অতএব কালাকাল সকল সময়
হইবে সংযতভাষী অতি সাবধানে,
পরম আত্মীয় যেই, তার(ও) সন্নিধানে
যা আসে মুখে তা বলা সমীচীন নয়।

পরিণাম করি চিন্তা সুধী বিচক্ষণ যথাকালে বলে যেই সংযত বচন,
হেলায় অরাতিকুলে পারে সে নাশিতে, সুপর্ণ যেমন ক্ষম ভুজঙ্গে গ্রাসিতে।

রাজা বোধিসত্ত্বের ধর্ম্মদেশন শুনিয়া তদবধি মিতভাষী হইলেন, এবং বোধিসত্ত্বের পদগৌরব বৃদ্ধি করিয়া তাঁহাকে উত্তরোত্তর অধিক দান করিতে লাগিলেন।

[সমবধান—তখন কোকালিক ছিল সেই কোকিল শাবক এবং আমি ছিলাম সেই পণ্ডিতামাত্য।]

৩৩২—রথলট্‌ঠি-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে কোশলরাজের পুরোহিতকে উপলক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি একদা রথারোহণে নিজের ভোগগ্রামে যাইতেছিলেন। পথে বড় ভিড় হইয়াছিল, রথ হাঁকাইয়া যাইতে যাইতে তিনি কতকগুলি শকট আসিতেছে দেখিলেন এবং "তোমাদের গাড়ী সরাও", "তোমাদের গাড়ী সরাও" বলিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তথাপি কেহই গাড়ী সরাইল না দেখিয়া তিনি ক্রোধভরে অগ্রগামী শকটের চালককে লক্ষ্য করিয়া প্রতোদ নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু উহা রথধুরে প্রতিহত হইয়া তাঁহারই ললাটে লাগিল এবং তৎক্ষণাৎ আহত স্থান ফুলিয়া উঠিল। তিনি ফিরিয়া গিয়া রাজার নিকট "গাড়োয়ানেরা আমায় মারিয়াছে" বলিয়া অভিযোগ করিলেন। রাজা শকটচালকদিগকে ডাকাইয়া বিচার করিলেন এবং দেখিতে পাইলেন, পুরোহিতেরই দোষ।

একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় এ সম্বন্ধে বলাবলি করিতে লাগিলেন, "দেখ ভাই, পুরোহিত রাজার নিকট অভিযোগ করিলেন যে, গাড়োয়ানেরা তাঁহাকে মারিয়াছে, কিন্তু তিনি নিজেই এই অভিযোগে পরাজ হইলেন।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাদের আলোচনার বিষয় জানিতে পারিয়া বলিলেন "এই ব্যক্তি কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও ঈদৃশ দুর্ব্যবহার করিয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব তাঁহার বিনিশ্চয়ামাত্য ছিলেন।* একদা রাজার পুরোহিত নিজের ভোগগ্রামে যাইবার কালে, এক্ষেত্রে যেরূপ শুনিলে, সেইরূপ দুর্ব্যবহার করিয়াছিলেন। তিনি রাজার নিকটে অভিযোগ করিলে রাজা নিজেই বিচারাসনে বসিয়া শকটচালকদিগকে ডাকাইলেন এবং অভিযোগের বিষয়ে কিছুমাত্র অনুসন্ধান না করিয়া বলিলেন, "তোরা আমার পুরোহিতকে মারিয়াছিস্; তাঁহার কপাল ফুলিয়া উঠিয়াছে।" অনন্তর তিনি আদেশ দিলেন, "এই ব্যাটাদের সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিয়া রাজভাণ্ডারে আনয়ন কর।" ইহা

* বিনিশ্চয়ামাত্য—বিচারক (Judge)।

শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "মহারাজ, আপনি, প্রকৃত ব্যাপার কি, তাহা অনুসন্ধান না করিয়াই এই বেচারিদের সর্ব্বস্বহরণের ব্যবস্থা করিলেন! কিন্তু এরূপও দেখা যায়, লোকে কোন কোন সময়ে নিজেকেই নিজে প্রহার করিয়া 'অপরে আমায় প্রহার করিয়াছে' এইরূপ বলিয়া থাকে। অতএব, যাঁহারা রাজপদে অধিষ্ঠিত, তাঁহাদের পক্ষে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান না করিয়া বিচার করা কর্ত্তব্য নহে। তাঁহারা সবিশেষ শুনিয়া আদেশ দিবেন।" অনন্তর বোধিসত্ত্ব এই গাথাগুলি বলিলেন:—

আঘাত করিয়া বলে হয়েছি আহত, জয়ী বলে হইয়াছি আমি পরাজিত;—
হেন মিথ্যা-অভিযোগ শুনি কত শত সর্ব্বদা রাজার দ্বারে হয় উপস্থিত।
ধর্ম্ম-অবতাররূপ কিন্তু রাজা যিনি, বিচার কি করিবেন এক পক্ষে শুনি?

এই হেতু পণ্ডিতেরা শুনেন যতনে
উভয় পক্ষের যাহা আছে বলিবার;
শুনি সব যথাধর্ম্ম করেন বিচার;
উচ্চ নীচ ভেদ নাই ধর্ম্মাধিকরণে।

অলস গৃহস্থ, কামভোগী আর প্রব্রাজক—তবু প্রজ্ঞা নাই যার,
না শুনি বিচার করে যে ভূপতি, পণ্ডিত, অথচ যেবা ক্রুদ্ধমতি—
অসাধু ইহারা বলিনু নিশ্চয়; করুন এখন যাহা ইচ্ছা হয়।

ক্ষত্রিয় রাজার এই ধর্ম্ম সনাতন, উভয় পক্ষের কথা করিয়া শ্রবণ,
যথাশাস্ত্র দোষ গুণ করেন নির্ণয় অর্থী আর প্রত্যর্থীর, যেরূপ যা হয়।
সাবধানে শুনি সব করিলে বিচার, দিন দিন বৃদ্ধি হয় সুযশ রাজার।

বোধিসত্ত্বের কথা শুনিয়া রাজা যথাধর্ম্ম বিচার করিলেন; যথাধর্ম্ম বিচারে পুরোহিতের দোষই প্রতিপন্ন হইল।

[সমবধান—তখন এই ব্রাহ্মণ ছিলেন সেই ব্রাহ্মণ এবং আমি ছিলাম সেই পণ্ডিতামাত্য।]

৩৩৩—গোধা-জাতক। *

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এক ভূস্বামীকে উপলক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্ন বস্তু পূর্ব্বে সবিস্তর বলা হইয়াছে (সুত্যাগ-জাতক, ৩২০)। ভূস্বামী ও তাঁহার স্ত্রী যখন প্রাপ্য আদায় করিয়া ফিরিতেছিলেন, তখন পথে ব্যাধেরা তাঁহাদের ভোজনের জন্য একটা পাককরা গোধা দিয়াছিল। কিন্তু স্বামী স্ত্রীকে জল আনিতে পাঠাইয়া নিজেই সমস্ত গোধাটা খাইয়া ফেলিয়াছিলেন এবং স্ত্রী ফিরিয়া আসিলে বলিয়াছিলেন, "ভদ্রে, গোধাটা পলাইয়া গিয়াছে।" স্ত্রী উত্তর দিয়াছিলেন, "বেশ করিয়াছে; পাককরা গোধা পলাইয়া গেলে আমরা কি করিতে পারি?"

অনন্তর ঐ রমণী জেতবনে জল পান করিয়া শাস্তার নিকট উপবেশন করিলে, শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, "উপাসিকে, তোমার স্বামী তোমার সম্বন্ধে হিতকাম, সস্নেহ ও উপকারক ত?" রমণী বলিলেন, "ভদন্ত, আমি ইঁহার সম্বন্ধে হিতাকাঙ্ক্ষিণী ও স্নেহপরায়ণা বটি; কিন্তু ইনি আমার সম্বন্ধে নিঃস্নেহ।" ইহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "তাহা হউক; তুমি কোন চিন্তা করিও না; এ লোকটার স্বভাবই এই; কিন্তু যখন তোমার গুণ স্মরণ করে, তখন এ তোমাকে সর্ব্বৈশ্বর্য্য দান করিয়া থাকে।" অনন্তর উক্ত দম্পতীর অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

---

* দ্বিতীয় খণ্ডের পুটভক্ত জাতকের (২২৩) সহিতও ইহার সাদৃশ্য বিবেচ্য। ইহার দ্বিতীয় ও তৃতীয় গাথা উক্ত জাতক হইতে অবিকল গৃহীত।

এই আখ্যায়িকার অতীত বস্তুও, পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহারই মত। প্রভেদের মধ্যে এই :—তাঁহারা যখন ফিরিয়া আসিতেছিলেন, তখন ব্যাধেরা দুই জনকেই শ্রান্ত দেখিয়া তাঁহাদের ভোজনার্থ একটা পাককরা গোধা দিয়াছিল এবং রাজকন্যা ইহা লতা দ্বারা বাঁধিয়া লইয়া পথ চলিয়াছিলেন। অনন্তর তাঁহারা একটা সরোবর দেখিয়া পথ ছাড়িয়া একটা অশ্বত্থমূলে উপবেশন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে রাজপুত্র বলিলেন, "ভদ্রে, তুমি গিয়া সরোবর হইতে পদ্মপত্রে জল আনয়ন কর, তাহার পর আমরা মাংস খাইব।" রাজকন্যা তখন গোধাটাকে শাখায় ঝুলাইয়া রাখিলেন এবং জল আনিবার জন্য গেলেন। রাজপুত্র সেই অবসরে সমস্ত গোধাটা উদরস্থ করিলেন, কেবল উহার লাঙ্গুলের অগ্রভাগটী হাতে লইয়া মুখ ফিরাইয়া রহিলেন। এদিকে রাজকন্যা জল লইয়া উপস্থিত হইলেন। তাহা দেখিয়া রাজপুত্র বলিলেন, "ভদ্রে, গোধাটা শাখা হইতে অবতরণ করিয়া বল্মীকের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, আমি ছুটিয়া তাহার লাঙ্গুলের অগ্রভাগ ধরিয়াছিলাম, টানাটানিতে লাঙ্গুলটা ছিঁড়িয়া গেল এবং আমি যে টুকু ধরিয়াছিলাম, তাহাই আমার হাতে রহিল।" "তা হউক, আর্য্যপুত্র। অগ্নিপক্ব গোধা যদি পলাইয়া থাকে, তাহা হইলে আমরা কি করিতে পারি? চলুন, আমরা এখন যাই।" ইহা বলিয়া জলপানপূর্ব্বক তিনি (পতির সহিত) বারাণসীতে গমন করিলেন।

রাজপুত্র রাজপদ লাভ করিয়া এই রমণীকে অগ্রমহিষী করিলেন, কিন্তু তাঁহাকে পদানুরূপ মানমর্য্যাদা দিলেন না। বোধিসত্ত্ব তাঁহাকে পদোচিত সম্মান দিবার ইচ্ছায় একদিন রাজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "রাণী মা, আমরা আপনার নিকট কিছুই পাই না, ইহা সত্য নয় কি? আমাদের দিকে আপনার কৃপাদৃষ্টি পড়ে না কেন?" মহিষী বলিলেন, "বাবা, আমিও ত রাজার কাছে কিছুই পাই না। নিজে না পাইলে আপনাদিগকে কি দিব বলুন? রাজা আমাকে এখন কি দিয়া থাকেন? বনবাস হইতে যখন ফিরি, তখন একটা অগ্নিপক্ব গোধা ইনি একাই খাইয়াছিলেন।" "সে কি, রাণী মা? মহারাজ কখনও এমন কাজ করিবেন না। আপনি ও কথা আর মুখে আনিবেন না।" "আমি যাহা বলিলাম, তাহা আপনি ভাল বুঝিতে পারেন নাই, কিন্তু মহারাজ ও আমি বেশ বুঝিয়াছি।" অনন্তর রাণী রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন :—

চিনিনু তোমায়, যবে রথিকুলবর
বসিলাম দুই জনে কানন ভিতর।
অগ্নিপক্ব গোধা করি বন্ধন ছেদন
অশ্বত্থের শাখা হ'তে করে পলায়ন।
বাহিরে বন্ধন বেশ, কিন্তু নিম্ন তার
ছিন্ন বর্ম্ম ছিল সুশোভিত তরবার।
তথাপি রোধিতে নাহি পারিলেন হায়
অগ্নিপক্ব গোধা বনে পলাইয়া যায়!"

রাণী এইরূপ সভামধ্যে রাজার দুর্ব্ব্যবহার স্পষ্টভাবে প্রকটিত করিলেন। তাহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "আর্য্যে, যেদিন হইতে আপনি পতির অপ্রিয় হইয়াছেন, সেদিন হইতে এখানে রহিয়াছেন কেন? ইহাতে আপনাদের দুই জনেরই অপ্রীতি হইতেছে ত বৈ নয়।" অনন্তর তিনি এই দুইটী গাথা বলিলেন :—

নমস্কার করে যেই, কর তা'রে নমস্কার
সেব যে সেবিবে তারে—এই লোক-ব্যবহার।
প্রতি-উপকার দুই হাতে উপকারী জন,
হিতৈষীর হিত চেষ্টা করে লোক প্রাণপণ।
তুচ্ছ যে [illegible] কাহারো(ও) কখন
অপকার [illegible] সে কি আর?

যে তোমায় করে ত্যাগ, তুমি ত্যাগ কর তায়,
তাহার সংসর্গতরে মন যেন নাহি ধায়।
বিরূপ যে তব প্রতি, তাহার প্রীতির তরে
বৃথা কেন কর চেষ্টা? যাও চলি স্থানান্তরে।
তরু দেখি ফলহীন পাখীরা অন্যত্র যায়;
মনোমত সব(ই) মিলে সুবিশাল এ ধরায়।"

বোধিসত্ত্ব এইরূপ বলিতে না বলিতেই মহিষীর গুণের কথা রাজার স্মৃতিপথারূঢ় হইল। তিনি বলিলেন, "আমি এতদিন তোমার গুণের দিকে লক্ষ্য করি নাই। এখন পণ্ডিত পুরুষের কথায় তাহা বুঝিতে পারিলাম। আমার অপরাধ ক্ষমা কর। আমি আমার সমস্ত রাজ্য তোমায় দান করিলাম।

যথাসাধ্য প্রিয় তব করিব সাধন; কৃতজ্ঞতা ক্ষত্রিয়ের প্রধান ভূষণ।
সর্ব্বৈশ্বর্য্য সমর্পণ করিনু তোমায়; যাকে যাহা ইচ্ছা হয়, দাও তুমি তায়।"

ইহা বলিয়া রাজা দেবীকে সর্ব্বৈশ্বর্য্য দান করিলেন এবং 'ইঁহারই অনুগ্রহে মহিষীর গুণের কথা আমার মনে পড়িল', ইহা ভাবিয়া বোধিসত্ত্বকেও প্রচুর উপঢৌকন দিলেন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই দম্পতী স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন। সমবধান—তখন এই দম্পতী ছিল সেই দম্পতী এবং আমি ছিলাম সেই পণ্ডিতাচার্য্য।]

৩৩৪—রাজাববাদ-জাতক।*

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে রাজাববাদ সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার বর্ত্তমানবস্তু ত্রিশকুন জাতকে (৫২১) সবিস্তর বলা হইবে। এই প্রসঙ্গে শাস্তা বলিয়াছিলেন, "মহারাজ, প্রাচীন কালের রাজারাও পণ্ডিতদিগের উপদেশ শুনিয়া যথাধর্ম্ম রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং দেহান্তে স্বর্গবাসীদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি এই অতীত কথা বলিয়াছিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব এক ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং বয়ঃপ্রাপ্তির পর সর্ব্বশাস্ত্রে শিক্ষা লাভ করিয়া প্রব্রাজক হইয়াছিলেন। তিনি রমণীয় হিমবন্ত প্রদেশে অবস্থিতি করিতেন, বন্যফলমূলে জীবন ধারণ করিতেন এবং অভিজ্ঞা ও সমাপত্তি সমূহ লাভ করিয়াছিলেন।

ঐ সময়ে একদা রাজা, কেহ তাঁহার অগুণবাদী আছে কি না, ইহা অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি একে একে রাজভবনস্থ লোকদিগকে, রাজভবনের বহিঃস্থ লোকদিগকে, নগরের অভ্যন্তরস্থ লোকদিগকে, নগরের বহিঃস্থ লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন; কিন্তু তাঁহার নিন্দা করে, এমন কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। তখন, জনপদবাসীদিগের মনের ভাব জানিবার জন্য তিনি অজ্ঞাতবেশে জনপদে বিচরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কুত্রাপি নিজের অগুণবাদী লোক দেখিতে পাইলেন না; সকলেই তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিতে লাগিল। শেষে, হিমবন্ত প্রদেশের অধিবাসীরা তাঁহার সম্বন্ধে কি ভাবে, ইহা জানিবার উদ্দেশ্যে তিনি বনে বিচরণ করিতে করিতে বোধিসত্ত্বের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তিনি বোধিসত্ত্বকে অভিবাদন করিলেন এবং তৎকর্ত্তৃক প্রত্যভিবাদিত হইয়া একান্তে আসন গ্রহণ করিলেন।

---

* ইহার সঙ্গে দ্বিতীয় খণ্ডের ১৫১ম জাতক তুলনীয়।

বোধিসত্ত্ব বন হইতে সুপক্ক বটফল আহরণ করিয়া ভোজন করিতেন। এই ফলগুলি বলকারক এবং শর্করাচূর্ণের ন্যায় মধুর ছিল। তিনি রাজাকে আমন্ত্রণ করিয়া বলিলেন, "মহাপুণ্যবন্, আপনি এই মধুর বটফল ভোজন করিয়া জল পান করুন।" রাজা তাহাই করিয়া বোধিসত্ত্বকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদন্ত, এই পাকা বটফলগুলি যে এত মধুর হইয়াছে, ইহার কারণ কি?" বোধিসত্ত্ব উত্তর দিলেন, "পুণ্যাত্মন্, রাজা এখন যথাধর্ম্ম এবং নিরপেক্ষভাবে শাসন করেন, সেই জন্যই ফলগুলি মধুর হইয়াছে।" "অধার্ম্মিক রাজার সময়ে কি ফলগুলি অমধুর হয়, ভদন্ত?" "হাঁ পুণ্যাত্মন্, রাজা অধার্ম্মিক হইলে তৈল, মধু, গুড় ইত্যাদি এবং বন্য ফলমূল সমস্ত অমধুর হয়, তাহাদের বলকারিকা শক্তি থাকে না; কেবল ইহাই নহে, সমস্ত রাজ্যই দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। কিন্তু রাজারা ধার্ম্মিক হইলে সমস্ত খাদ্যই মধুর ও বলকারক হয়, সমস্ত রাজ্যই বীর্য্যসম্পন্ন হইয়া থাকে।" রাজা বলিলেন, "আপনি যাহা বলিতেছেন, নিশ্চয় তাহাই বটে।" কিন্তু তিনি যে নিজেই রাজা একথা না জানাইয়া তিনি বোধিসত্ত্বকে প্রণিপাতপূর্ব্বক বারাণসীতে ফিরিয়া গেলেন।

সেখানে গিয়া তিনি বোধিসত্ত্বের উক্তির সত্যতা পরীক্ষার্থ ধর্ম্মবিরুদ্ধভাবে রাজত্ব আরম্ভ করিলেন। কিয়ৎকাল এইরূপে অতিবাহিত করিয়া, 'এখন দেখা যাউক', এই সংকল্পে তিনি পুনর্ব্বার উক্ত আশ্রমে গমন করিলেন এবং বোধিসত্ত্বকে প্রণিপাতপূর্ব্বক একান্তে উপবিষ্ট হইলেন। বোধিসত্ত্ব পূর্ব্ববৎ আলাপ করিয়া তাঁহাকে বটফল খাইতে দিলেন। কিন্তু রাজার মুখে ইহা এবার তিক্ত লাগিল। তিনি, "আঃ কি বিস্বাদ!" ইহা বলিয়া উহা থুৎকারের সহিত ফেলিয়া দিলেন এবং বলিলেন "ভদন্ত, এই ফল বড় তিক্ত।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "মহাপুণ্যবন্, রাজা এখন নিশ্চয় অধার্ম্মিক হইয়াছেন, রাজারা অধার্ম্মিক হইলে বন্য ফলমূলাদি সমস্তই নীরস ও তেজোহীন হইয়া থাকে।" অনন্তর তিনি এই গাথাগুলি বলিলেন :—

গোগণে নদীর পারে লইবার কালে পুঙ্গব যত্তপি নিজে বক্রপথে চলে,
পালের সমস্ত গরু নেতার পশ্চাতে বক্র পথ পরিহরি যায় বক্র পথে।

সেইরূপ লোকে যাঁরে শ্রেষ্ঠ বলি মানে, সবাকের নেতা বলি সর্ব্বলোকে জানে,
তিনি যদি হন নিজে পাপাচারে রত, দেখি তাঁরে পাপ-পথে যায় অন্য যত।
অধর্ম্মের পথে যদি চলেন নৃপতি, রাজ্যের সর্ব্বত্র হয় অশেষ দুর্গতি।

গোগণে নদীর পারে লইবার কালে পুঙ্গব যদ্যপি নিজে ঋজু পথে চলে,
পালের সমস্ত গরু নেতারে দেখিয়া উত্তীর্ণ হইয়া থাকে ঋজু পথে গিয়া।

সেইরূপ লোকে যাঁরে শ্রেষ্ঠ বলি মানে, সবাকের নেতা বলি সর্ব্বলোকে জানে,
তিনি যদি নিজে হন পুণ্যাচারে রত, দেখি তাঁরে পুণ্যপথে চলে অন্য যত।
ধার্ম্মিক রাজার রাজ্যে সুখী সর্ব্বজন পুণ্যপথে করে সবে সদা বিচরণ।

বোধিসত্ত্বের মুখে ধর্ম্মব্যাখ্যা শুনিয়া রাজা তাঁহার নিকট আত্মপ্রকাশপূর্ব্বক বলিলেন, "ভদন্ত, আমিই পূর্ব্বে বটফল মধুর করিয়াছিলাম, আবার আমিই ইহা তিক্ত করিয়াছি। এখন আবার ইহা মধুর করিব।" অনন্তর তিনি বোধিসত্ত্বকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিলেন, এবং যথাধর্ম্ম রাজ্যপালনপূর্ব্বক সমস্তই পূর্ব্ববৎ মধুর ও সুখকর করিলেন।

[সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন সেই রাজা এবং আমি ছিলাম সেই তাপস।]

☞ অধর্ম্মচারী রাজার রাজ্যে যে অশান্তি ঘটে, [illegible] ([illegible]) জাতকে [illegible]।

৩৩৫—জম্বুক-জাতক।

[শাস্তা বেণুবনে অবস্থিতিকালে দেবদত্তের সুগতলীলানুকরণ-সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার বর্ত্তমান বস্তু পূর্ব্বে সবিস্তর বলা হইয়াছে।* এখানে ইহা সঙ্ক্ষেপে বলা যাইতেছে।

শাস্তা সারিপুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেবদত্ত তোমায় দেখিয়া কি করিল?" সারিপুত্র উত্তর দিলেন, "ভদন্ত, আপনার অনুকরণে তিনি আমার হাতে একখানা ব্যজন দিয়া শুইলেন; তাহার পর কোকালিক জানুদ্বারা তাঁহার বক্ষঃস্থলে আঘাত করিল। অতএব আপনার অনুকরণ করিতে গিয়া তিনি দুঃখই পাইলেন।" ইহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "সারিপুত্র, দেবদত্ত যে কেবল এ জন্মেই আমার অনুকরণ করিতে গিয়া দুঃখ পাইল, তাহা নহে; পূর্ব্বেও তাহার এইরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল।" অনন্তর স্থবিরের অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব সিংহযোনিতে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক হিমবন্তের একটা গুহায় বাস করিতেন। একদিন তিনি একটা মহিষ বধ করিয়া আহারান্তে জল পান করিয়া ফিরিতেছিলেন, এমন সময়ে একটা শৃগাল তাঁহাকে দেখিতে পাইল। পলাইবার সাধ্য নাই দেখিয়া শৃগাল তাঁহার সম্মুখে পেটের উপর ভর দিয়া শুইয়া পড়িল। বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসিলেন, "জম্বুক, তুমি এরূপ করিতেছ কেন?" শৃগাল বলিল, "ভদন্ত, আমি আপনার সেবা করিব।" "তবে আমার সঙ্গে এস।" ইহা বলিয়া বোধিসত্ত্ব তাহাকে নিজের বাসস্থানে লইয়া গেলেন এবং প্রতিদিন মাংস আনিয়া তাহার পোষণ করিতে লাগিলেন।

সিংহের প্রসাদ পাইয়া শৃগাল হৃষ্টপুষ্ট হইল এবং একদিন তাহার মনে গর্ব্ব জন্মিল। সে সিংহের নিকটে গিয়া বলিল, "প্রভু, আমি নিত্য আপনার গলগ্রহ হইয়া আছি। আপনি নিত্য মাংস আনিয়া আমায় পোষণ করিতেছেন; আজ আপনি এখানেই থাকুন; আমি গিয়া একটা হাতী মারি এবং নিজে খাইয়া আপনার জন্য মাংস আনয়ন করি।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "জম্বুক, তোমার এ সাধ ভাল হয় নাই; যাহারা হাতী মারিয়া মাংস খায়, তাহাদের কুলে তোমার জন্ম হয় নাই। আমিই বরং হাতী মারিয়া তোমাকে তাহার মাংস খাওয়াইতেছি। হস্তী মহাকায় জন্তু; যাহা তোমার জাতিবিরুদ্ধ, তাহা করিতে যাইও না। আমার কথা শুন:—

মহাকায় দীর্ঘদন্ত মাতঙ্গে বধিতে যে জন্তুর আছে শক্তি এই পৃথিবীতে,
হয়নি সে কুলে জন্ম, শৃগাল, তোমার। অতএব বৃথা গর্ব্ব কর পরিহার।

কিন্তু শৃগাল সিংহের নিষেধ না মানিয়া গুহা হইতে বাহির হইল, তিনবার হুক্কু হুক্কু করিয়া শব্দ করিল, এবং পর্ব্বতপাদে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক দেখিতে পাইল, একটা কৃষ্ণকায় হস্তী যাইতেছে। অমনি তাহার কুম্ভোপরি পতিত হইবার অভিপ্রায়ে সে লম্ফ দিল; কিন্তু কুম্ভোপরি না পড়িয়া তাহার পাদমূলে পতিত হইল। হস্তী তাহার সম্মুখের পা তুলিয়া শৃগালের মস্তকোপরি রাখিল; মস্তক তখনই ভাঙ্গিয়া চূর্ণবিচূর্ণ হইল। শৃগাল মুমূর্ষুরব করিয়া সেখানেই প্রাণত্যাগ করিল; হস্তী ক্রৌঞ্চনাদ করিতে করিতে চলিয়া গেল। বোধিসত্ত্ব গিয়া পর্ব্বতশিখর হইতে শৃগালকে নিহত দেখিয়া ভাবিলেন, 'নিজের গর্ব্বহেতুই শৃগালের প্রাণ গেল।' অনন্তর তিনি এই তিনটী গাথা বলিলেন:—

সিংহ নহে, তবু যেই করে অভিমান, বলবীর্য্যে হই আমি সিংহের সমান,
ধরাশায়ী হ'য়ে মৃত্যু ঘটিবে তাহার, আক্রমি হস্তীরে যথা ঘটিল শিবার।

---

* প্রথমখণ্ডের লক্ষণ-জাতক (১১) ও বিরোচন-জাতক (১৪৩) এবং দ্বিতীয়খণ্ডের বিনীলক-জাতক (১৬০), দীপক-জাতক (২০৪) ইত্যাদি দ্রষ্টব্য। বিরোচন-জাতকে পাক্কিবাতের কথা আছে।

অকৃতকার্য্য হয়, তাহাদিগকে ভৎর্সনা করে। আমরা সেই ভয়েই মধ্যদেশে যাই না।" "আপনারা সেজন্য ভীত হইবেন না; আমিই এ সকল কাজ করিব।" "তাহা করিলে আমরা যাইতে পারি।" ইহা বলিয়া সকলেই স্ব স্ব ভিক্ষাপাত্রাদি উপকরণ লইয়া যথাসময়ে মধ্যদেশে উপনীত হইলেন।

বারাণসীরাজ কোশলরাজ্য হস্তগত করিবার পর তাহার শাসনার্থ কর্ম্মচারী * নিযুক্ত করিয়াছিলেন, এবং কোশলরাজের যে সঞ্চিত ধন ছিল, সমস্ত লইয়া নিজে বারাণসীতে ফিরিয়াছিলেন। সেখানে তিনি ঐ ধন ধাতুনির্ম্মিত ভাণ্ডে পূরিয়া উদ্যানের ভিতরে মাটিতে পুঁতিয়া রাখিয়াছিলেন. তাপসেরা যখন বারাণসীতে উপনীত হইলেন, রাজা তখন রাজধানীতেই বাস করিতেছিলেন।

তাপসেরা রাজোদ্যানে রাত্রিযাপনপূর্ব্বক পরদিন ভিক্ষার্থ নগরে প্রবেশ করিলেন এবং রাজদ্বারে উপনীত হইলেন। রাজা তাঁহাদের চালচলন দেখিয়া প্রসন্ন হইলেন †, তাঁহাদিগকে ডাকাইয়া নিজের বেদির উপর বসাইলেন; তাঁহাদের আহারার্থ যবাগূ ও খাদ্য দিলেন, এবং যতক্ষণ তাঁহারা ভোজনে প্রবৃত্ত না হইলেন, ততক্ষণ নানারূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ছত্র সুকৌশলে সমস্ত প্রশ্নেরই উত্তর দিয়া রাজার মন হরণ করিলেন এবং ভোজনান্তে অতি বিচিত্র ভাষায় অনুমোদন করিতে লাগিলেন। ইহাতে রাজা আরও সন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহার অনুরোধে তাপসেরা অঙ্গীকার করিলেন যে, অতঃপর তাঁহারা রাজোদ্যানেই বাস করিবেন।

ছত্র নিধি উদ্ধার করিবার মন্ত্র জানিতেন। উদ্যানে বাস করিবার অবসর পাইয়া তিনি ভাবিলেন, 'এই রাজা আমার যে পৈতৃক ধন আনিয়াছেন, তাহা কোথায় পুতিয়া রাখিয়াছেন?' অনন্তর মন্ত্র আবৃত্তি করিয়া তিনি দেখিতে পাইলেন, সমস্ত ধন সেই উদ্যানেই নিহিত আছে। তখন তিনি স্থির করিলেন, 'এই ধন লইয়া, ইহারই বলে আমাকে পৈতৃক রাজ্য অধিকার করিতে হইবে।' তিনি তাপসদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "মহাশয়গণ, আমি কোশলরাজের পুত্র। বারাণসীপতি যখন আমাদের রাজ্য জয় করেন, তখন আমি অজ্ঞাতবেশে বাহির হইয়া এতকাল নিজের প্রাণরক্ষা করিয়া আসিতেছি। এখন আমি আমার পৈতৃকধন প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি ইহা দ্বারা আমার পৈতৃকরাজ্য অধিকার করিব। আপনারা কি করিবেন, বলুন।" তাপসেরা উত্তর দিলেন, "আমরাও আপনার সঙ্গে যাইব।" "বেশ, তাহাই করিবেন" বলিয়া ছত্র বড় বড় চামড়ার থলি প্রস্তুত করাইলেন এবং রাত্রিকালে ভূমি খনন করিয়া ধনভাণ্ডগুলি তুলিলেন। তিনি থলিগুলি ধন দ্বারা এবং ভাণ্ডগুলি তৃণদ্বারা পূর্ণ করাইলেন, এবং ঐ পঞ্চশত তাপস ও অন্য বহুলোক দ্বারা সমস্ত ধন বহন করাইয়া পলায়ন করিলেন। অনন্তর শ্রাবস্তীতে উপনীত হইয়া তিনি বারাণসীরাজের সমস্ত কর্ম্মচারীকে বন্দী করাইলেন এবং প্রাকার, অট্টালিকা প্রভৃতির এরূপ সুন্দর সংস্কার করিলেন যে, কোন প্রতিদ্বন্দ্বী রাজারই ইহা যুদ্ধদ্বারা অধিকার করিবার সম্ভাবনা থাকিল না। এইরূপে নিরুদ্বেগ হইয়া ছত্রকুমার শ্রাবস্তীতে বাস করিতে লাগিলেন।

এদিকে লোকে বারাণসীরাজকে সংবাদ দিল যে, তাপসেরা উদ্যানে হইতে ধন অপহরণ করিয়া পলায়ন করিয়াছেন। তিনি উদ্যানে গিয়া ভাণ্ডগুলি খুলিয়া দেখিলেন, ভিতরে কেবল তৃণ রহিয়াছে। ধননাশে তাঁহার মহাশোক জন্মিল; তিনি নগরে গিয়া কেবল 'তৃণ', 'তৃণ' এই

* 'রাজযুত্তে ঠপেত্বা'—পাঠান্তর 'রাজপুত্তে'। পূর্ব্বকালে দূরবর্ত্তী প্রদেশসমূহের শাসনার্থ রাজবংশজ ব্যক্তিদিগকে নিযুক্ত করা হইত।

† 'ইরিয়াপথে পসীদিত্বা'। ইরিয়াপথ=ঈর্য্যাপথ অর্থাৎ স্থান, শয়ন, গমন ও আসন। ভিক্ষুগণ এমন ভাবে দাঁড়াইবেন, শুইবেন, চলিবেন ও বসিবেন, যেন তাহাতে কোন প্রাণীর অনিষ্ট না হয়।

বলিয়া প্রলাপ করিতে করিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। কেহই তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে পারিল না। ইহা দেখিয়া বোধিসত্ত্ব চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'আমি ছাড়া আর কেহই ইঁহার শোক অপনোদন করিতে পারিবে না। অতএব আমিই ইঁহাকে নিঃশোক করিব।' অনন্তর একদিন আলাপের সময়ে রাজা যখন প্রলাপ করিতে লাগিলেন, তখন বোধিসত্ত্ব প্রথম গাথা বলিলেন :—

তৃণ তৃণ বলি করিছ প্রলাপ,
কে তোমার তৃণ করেছে হরণ?
তৃণ ছাড়া কথা নাই কেন মুখে?
বল কোন্ তৃণে তব প্রয়োজন?

ইহা শুনিয়া রাজা দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :—

এসেছিল হেথা ছত্র ব্রহ্মচারী,
বহুশাস্ত্রবিৎ অতি দীর্ঘকায়,
ধন রত্ন মম সব করি চুরি
ভাণ্ডে পুরি তৃণ পলাইয়া যায়।

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব তৃতীয় গাথা বলিলেন :—

অল্প বিনিময়ে বহু পাইবার ইচ্ছা যদি থাকে, ইহাই তাহার
কর্তব্য, রাজন্, ছত্র সেকারণ পৈতৃক সম্পত্তি করেছে গ্রহণ
বিনিময়ে রাখি তৃণরাশি তার। দুঃখ এত কেন হইবে তোমার?

ইহা শুনিয়া রাজা চতুর্থ গাথা বলিলেন :—

শীলবান্ লোকে করে কি কখন এরূপ অসাধু পথাবলম্বন?
মূঢ়েই সতত এই পথে চলে, চরিত্র যাহার পদে পদে টলে,
দুঃশীল সে জন নাহিক সংশয়, কেবল পাণ্ডিত্যে কিবা ফল হয়?

রাজা এইরূপে ছত্রের নিন্দা করিলেন এবং বোধিসত্ত্বের কথায় বীতশোক হইয়া যথাধর্ম্ম রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

[সমবধান—তখন এই ধূর্ত্ত ভিক্ষু ছিল সেই দীর্ঘকায় ছত্র এবং আমি ছিলাম সেই পণ্ডিতামাত্য।]

৩৩৭—পীঠ-জাতক।

একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় এই সম্বন্ধে কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা বলাবলি করিতে লাগিলেন, "দেখ ভাই, অমুক যে ভিক্ষু জনপদ হইতে আসিয়াছেন তিনি নাকি অসময়ে গৃহস্থদের বাটীতে গিয়াছিলেন বলিয়া ভিক্ষা পান নাই। সেইজন্য এখন তাঁহাদের নিন্দা করিয়া বেড়াইতেছেন।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং সেই ভিক্ষুকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে, এ কথা সত্য কি?" ভিক্ষু উত্তর দিলেন, "হাঁ ভদন্ত, ইহা সত্য।" "তোমার ক্রোধের কারণ কি? যখন বুদ্ধের আবির্ভাব হয় নাই, তখনও তাপসেরা গৃহস্থের দ্বারে গিয়া ভিক্ষা পান নাই; তথাপি তাঁহারা ক্রুদ্ধ হন নাই।" ইহা বলিয়া শাস্তা সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পরে তক্ষশিলায় গিয়া সর্ব্বশিল্পে ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। অতঃপর তিনি তাপস প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক গৃহত্যাগ করেন। হিমবন্ত প্রদেশে দীর্ঘকাল বাস করিবার পরে তিনি একদা লবণ ও অম্ল সেবন করিবার জন্য বারাণসীতে গিয়া এক উদ্যানে উপস্থিত হইলেন এবং সেখানে রাত্রি যাপন করিয়া পরদিন ভিক্ষার জন্য নগরে প্রবেশ করিলেন।

তখন বারাণসীতে একজন শ্রদ্ধাবান্ ও ধার্ম্মিক শ্রেষ্ঠী ছিলেন। 'নগরে কোন্ গৃহস্থ ধর্ম্মে শ্রদ্ধাবান্', বোধিসত্ত্ব যখন ইহা জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন লোকে এই ব্যক্তিরই নাম করিল। কাজেই বোধিসত্ত্ব শ্রেষ্ঠীর গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন; কিন্তু ঐ সময়ে শ্রেষ্ঠী রাজদর্শনে গিয়াছিলেন; তাঁহার কোন লোকজনও সেখানে উপস্থিত ছিলনা বলিয়া তাহারা বোধিসত্ত্বকে দেখিতে পাইল না; কাজেই বোধিসত্ত্ব সেখান হইতে ফিরিয়া গেলেন।

এদিকে শ্রেষ্ঠী রাজভবন হইতে ফিরিতেছিলেন; তিনি পথে বোধিসত্ত্বকে দেখিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, তাঁহার হস্ত হইতে ভিক্ষাপাত্র লইয়া তাঁহাকে নিজের গৃহে লইয়া গেলেন এবং আসনে বসাইলেন। অনন্তর তিনি পাদপ্রক্ষালন, তৈলমর্দ্দন, যবাগূখাদ্যাদি-দানে বোধিসত্ত্বকে তৃপ্ত করিয়া ভোজনকালে মধ্যে মধ্যে দুই চারিটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন এবং ভোজন সমাপ্ত হইলে একান্তে উপবেশনপূর্ব্বক বলিলেন, "ভদন্ত, এতকাল কোন অর্থী, কোন ধার্ম্মিক শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ আমাদের গৃহ হইতে সমুচিত সৎকারাভ্যর্থনা না পাইয়া প্রতিনিবর্ত্তন করেন নাই; কিন্তু আজ আমার লোকজন আপনাকে দেখিতে পায় নাই বলিয়া, আপনি কি আসন, কি পানীয়, কি পাদোদক, কি যবাগূভক্ত—কিছুই না পাইয়া ফিরিতেছিলেন। ইহা আমাদেরই দোষ; দয়া করিয়া আমাদিগকে ক্ষমা করুন।

বসিবার তরে দেয় নি আসন*;
ভোজ্যপেয় কিছু দেয় নি তোমায়;
হইয়াছে দোষ; ক্ষম তপোধন;
এই ভিক্ষা আমি মাগি তব পায়।

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন:—

ক্রুদ্ধ আমি, শ্রেষ্ঠী, হইনা কখন; হয় নি আমার কোপের কারণ,
অথবা অপ্রিয়; শুধু একবার মনেতে বিতর্ক হয়েছে আমার—
প্রত্যাখ্যান করা অতিথি-জনের বুঝি কুলধর্ম্ম হবে ইহাদের।

ইহা শুনিয়া শ্রেষ্ঠী দুইটী গাথা বলিলেন:—

পুরুষানুক্রমে ধর্ম্ম এ কুলের অভ্যর্থনা করা অতিথি জনের।
আসন পানীয়-খাদ্য-আদি দান করি রাখি মোরা অতিথির মান।

পুরুষানুক্রমে ধর্ম্ম এ কুলের অভ্যর্থনা করা অতিথি জনের;
সেবে যথা লোকে জ্ঞাতিবন্ধুগণ, করি সেই ভাবে অতিথি অর্চ্চন।

---

* "ন তে পীঠং অদাসিংহ"—গাথার এই অংশ হইতেই এই জাতকের নাম 'পীঠজাতক' হইয়াছে।

বোধিসত্ত্ব সেখানে কিয়দ্দিন বাস করিয়া বারাণসীর শ্রেষ্ঠীকে ধর্ম্মশিক্ষা দিলেন এবং তৎপরে হিমালয়ে প্রতিগমনপূর্ব্বক অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহে সিদ্ধিলাভ করিলেন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন; তাহা শুনিয়া সেই ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন। সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন সেই বারাণসী-শ্রেষ্ঠী এবং আমি ছিলাম সেই তাপস।]

৩৩৮—তুষ-জাতক।

[শাস্তা বেণুবনে অবস্থিতিকালে কুমার অজাতশত্রুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। অজাতশত্রুর জননী কোশলরাজের কন্যা। প্রবাদ আছে, অজাতশত্রু যখন গর্ভে ছিলেন, তখন তাঁহার জননীর প্রবল সাধ জন্মিয়াছিল যে, মহারাজ বিম্বিসারের দক্ষিণ জানুর রক্ত পান করিবেন। * পরিচারিকাগণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি তাহাদিগকে এই উৎকট বাসনার কথা জানাইয়াছিলেন। যখন বিম্বিসার ইহা জানিতে পারিলেন, তখন তিনি দৈবজ্ঞ ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহিষীর নাকি এইরূপ দোহদ জন্মিয়াছে; ইহার পরিণাম কি, বলুন।" দৈবজ্ঞেরা উত্তর দিলেন, "মহারাজ, দেবীর গর্ভজাত সন্তান আপনার প্রাণবধ করিয়া রাজ্য গ্রহণ করিবে।" রাজা ভাবিলেন, 'আমার পুত্র যদি আমাকেই মারিয়া রাজ্য গ্রহণ করে, তাহাতে দুঃখ কি?' তিনি শস্ত্রদ্বারা দক্ষিণ জানু চিরিয়া সুবর্ণপাত্রে রক্ত ধারণ করিলেন এবং দেবীকে উহা পান করাইলেন।

কিন্তু রাজ্ঞী ভাবিলেন, 'যদি আমার গর্ভজাত পুত্র পিতৃহত্যা করিয়া রাজ্য গ্রহণ করে, তবে সে পুত্রে আমার প্রয়োজন নাই।' এই কারণে তিনি গর্ভপাত করিবার জন্য কুক্ষি মর্দ্দন করাইতে ও কুক্ষিতে ঔষধ প্রয়োগপূর্ব্বক বের দেওয়াইতে লাগিলেন। ইহা শুনিয়া রাজা তাঁহাকে ডাকাইয়া বলিলেন, "ভদ্রে, লোকে বলিতেছে, আমার পুত্র নাকি আমার প্রাণসংহার করিয়া রাজ্য লইবে। তাহাতে ক্ষতি কি? আমি ত অজর ও অমর হইয়া আসি নাই। আমাকে পুত্রমুখ দেখিতে দাও; এখন হইতে গর্ভপাতনের জন্য আর কখনও ওরূপ অবৈধ চেষ্টা করিও না।" কিন্তু রাজ্ঞী নিজের সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন না। তিনি তাহার পর উদ্যানে গিয়া কুক্ষি মর্দ্দন করিতে লাগিলেন। অতঃপর রাজা ইহাও জানিতে পারিলেন এবং রাজ্ঞীর উদ্যানগমন বারণ করিলেন।

যথাকালে রাজ্ঞী পূর্ণগর্ভা হইয়া পুত্র প্রসব করিলেন। জন্মিবার পূর্ব্বেই কুমার পিতৃশত্রু বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন, এজন্য নামকরণদিবসে তাঁহার নাম রাখা হইল অজাতশত্রু। † তিনি কুমারোচিত আদর-যত্নের সহিত পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। এই সময়ে একদিন শাস্তা পঞ্চশত ভিক্ষুসহ রাজভবনে উপস্থিত হইয়া আসন গ্রহণ করিলেন। রাজা বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে সুখাদ্য ভোজ্য পরিবেষণ করিলেন এবং শাস্তাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক আসন গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মকথা শুনিতে লাগিলেন। এই সময়ে পরিচারকেরা কুমারকে বিচিত্র বসন ভূষণে সজ্জিত করিয়া রাজার কাছে দিল। প্রগাঢ় অপত্যস্নেহবশতঃ রাজা পুত্রকে তুলিয়া কোলে বসাইলেন, পুত্রগত প্রেমে বিহ্বল হইয়া পুত্রকেই আদর করিতে লাগিলেন—ধর্ম্মকথা আর তাঁহার কাণে গেল না। শাস্তা তাঁহার প্রমাদ লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "মহারাজ, প্রাচীন কালে রাজারা পুত্রদের আচরণসম্বন্ধে শঙ্কান্বিত হইয়া তাহাদিগকে প্রতিচ্ছন্ন স্থানে রাখিয়াছিলেন এবং আদেশ দিয়াছিলেন, আমাদের মৃত্যু হইলে ইহাদিগকে আনিয়া রাজপদে অভিষিক্ত করিও।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব তক্ষশিলায় একজন সুবিখ্যাত আচার্য্য হইয়াছিলেন। তিনি অনেক রাজকুমার এবং ব্রাহ্মণকুমারকে শিল্প শিক্ষা দিতেন। বারাণসী-রাজের এক পুত্র ষোড়শবর্ষ বয়সে তাঁহার নিকটে গিয়া বেদত্রয় এবং সর্ব্বশিল্প শিক্ষা করিয়াছিলেন। রাজকুমার সমস্ত বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া আচার্য্যের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন। আচার্য্য

---

* [illegible] আখ্যায়িকাতেও এই অস্বাভাবিক দোহদের উল্লেখ দেখা যায়।

† পালি সাহিত্যে আরও কোন কোন শব্দের এইরূপ বিচিত্র ব্যাখ্যা দেখা যায়। যেমন, [illegible] ([illegible]), বৌদ্ধদিগের মতে, কেননা তিনি পূর্ব্বজন্মে [illegible] করিয়াছিলেন।

অঙ্গবিদ্যায় নিপুণ ছিলেন। তিনি রাজকুমারের শরীর অবলোকন করিয়া বুঝিলেন, 'এই ব্যক্তির পুত্র ইহাকে বিপদে ফেলিবে।' অনন্তর, 'আমি অনুভাববলে ইহার বিঘ্ন নিরাকরণ করিব' এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি চারিটী গাথা রচনা করিয়া কুমারের হাতে দিয়া বলিলেন, "বৎস, রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর যখন দেখিবে, তোমার পুত্রের বয়স্ যোল বৎসর হইয়াছে, তখন অন্ন ভোজন করিবার কালে প্রথম গাথাটী পড়িবে; যখন মহাসভায় লোকে তোমায় দর্শন করিতে আসিবে, তখন দ্বিতীয় গাথাটী পড়িবে; প্রাসাদে অধিরোহণ করিবার সময়ে সোপানশীর্ষে দাঁড়াইয়া তৃতীয় গাথাটী পড়িবে এবং নিজের শয়নগৃহে প্রবেশ করিবার সময়ে দেহলির উপরে দাঁড়াইয়া চতুর্থ গাথাটী পড়িবে। রাজপুত্র "যে আজ্ঞা" বলিয়া আচার্য্যকে প্রণিপাতপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। তিনি বারাণসীতে ফিরিয়া প্রথমে উপরাজ হইলেন, শেষে রাজার মৃত্যু হইলে নিজেই সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তাঁহার পুত্রের বয়স্ যখন যোল বৎসর হইল, তখন তিনি একদিন উদ্যানক্রীড়ার্থ যাত্রা করিতেছেন, এমন সময়ে কুমার তাঁহার রাজৈশ্বর্য্য দেখিয়া ভাবিলেন, 'পিতার প্রাণবধ করিয়া রাজ্যলাভ করিতে হইবে।' তিনি নিজের ভৃত্যদিগের নিকটে এই অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। তাহারা বলিল, "এ অতি উত্তম সঙ্কল্প; বৃদ্ধাবস্থায় রাজশ্রী লাভ করিলে তাহা বিফল; যে কোন উপায়ে রাজাকে নিহত করিয়া রাজ্যগ্রহণ করাই আপনার কর্ত্তব্য।" কুমার বলিলেন, "আমি পিতাকে বিষ খাওয়াইয়া মারিব।"

অনন্তর একদিন কুমার কিছু বিষ লইয়া পিতার সহিত সায়মাশে উপবেশন করিলেন। রাজা অন্নপাত্রে অন্ন পতিত হওয়া মাত্র প্রথম গাথাটী বলিলেন :—

তুষের কেমন স্বাদ কি আস্বাদ তণ্ডুলের,
ইন্দুরের জানা তাহা আছে বিলক্ষণ;
একটী একটী করি ছাড়াইয়া তুষ তাই
আঁধারেই করে তারা তণ্ডুল ভক্ষণ।

'ধরা পড়িয়াছি' এই ভয়ে কুমার অন্নপাত্রে বিষ মিশাইতে পারিলেন না। তিনি আসন হইতে উঠিলেন, পিতাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন এবং ভৃত্যদিগকে সেই বৃত্তান্ত জানাইয়া বলিলেন, "আজ ত আমার অভিসন্ধি প্রকাশ পাইয়াছে। এখন কি উপায়ে রাজাকে মারিব, তাহা বল।" তাহারা সকলে তদবধি উদ্যানের এক নিভৃত স্থানে, যাহাতে অন্য কেহ শুনিতে না পারে এই ভাবে, মন্ত্রণা করিতে লাগিল এবং বলিল, "এক উপায় আছে; যখন দরবার হইবে, তখন আপনি খড়্গ লইয়া অমাত্যদিগের মধ্যে থাকিবেন এবং রাজাকে যেমন অন্যমনস্ক দেখিবেন, অমনি খড়্গের আঘাতে তাঁহাকে বধ করিবেন।" কুমার বলিলেন, "বেশ পরামর্শ দিয়াছ।" তিনি দরবারের সময়ে খড়্গ লইয়া সভায় গেলেন এবং ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া রাজাকে প্রহার করিবার সুযোগ দেখিতে লাগিলেন। ঠিক সেই সময়েই রাজা দ্বিতীয় গাথাটী আবৃত্তি করিলেন :—

অরণ্যে সঙ্গীর সনে, গ্রামে বসি কাণে কাণে
করিয়াছ যে মন্ত্রণা, জানি সমুদায়;
এখনও যে কারণ হেথা তব আগমন,
অজ্ঞাত আমার কাছে কিছুমাত্র নয়।

কুমার ভাবিলেন, 'পিতা আমার বৈরভাব জানিতে পারিয়াছেন।' তিনি পলায়ন করিয়া ভৃত্যদিগকে এই বৃত্তান্ত বলিলেন। তাহারা সাত আট দিন পরে বলিল, "কুমার, আপনি যে আপনার পিতার শত্রু, তাহা তিনি জানেন না। আপনি কেবল ইহা অনুমান করিয়াছেন।

যাহা হউক, আপনি ইঁহাকে না মারিলে চলিবে না।" ইহার পর একদিন কুমার খড়্গ লইয়া সোপানশীর্ষস্থ প্রকোষ্ঠে দাঁড়াইয়া রহিলেন। রাজা সোপানশীর্ষে দাঁড়াইয়া তৃতীয় গাথাটী বলিলেন :—

জাতি-ধর্ম্ম অনুসারে জন্মিল যে পুত্র, তার
আশঙ্কায় কপি তা'র দন্তের দংশনে
নির্ব্বীজ করিয়া দিল, শিশু বলি না ছাড়িল—
পুত্র হেতু হেন ভয় উপজিল মনে।*

কুমার ভাবিলেন, 'পিতা আমাকে বন্দী করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন।' তিনি ভয়ে পলাইয়া গেলেন এবং ভৃত্যদিগকে বলিলেন, "পিতা আমাকে দণ্ডের ভয় দেখাইয়াছেন।" তাহারা অর্দ্ধমাস এই সম্বন্ধে পরামর্শ করিয়া বলিল, "কুমার, আপনার পিতা যদি এই ষড়্‌যন্ত্র জানিতেন, তাহা হইলে এতদিন সহ্য করিয়া থাকিতেন না। এ আপনার অনুমানমাত্র। তাঁহাকে যে কোন উপায়ে মারুন।" অনন্তর কুমার একদিন খড়্গ লইয়া প্রাসাদের উপরিতলে রাজার শয়নকক্ষে প্রবেশপূর্ব্বক, 'আজ আসিলেই খড়্গাঘাতে নিহত করিব' এই উদ্দেশ্যে পল্যঙ্কের নিম্নে শুইয়া রহিলেন। এদিকে রাজা সায়মাশ গ্রহণানন্তর অনুচরদিগকে বিদায় দিয়া শয়নের জন্য শয়নকক্ষে প্রবেশ করিবার সময়ে দেহলীর উপর দাঁড়াইয়া চতুর্থ গাথাটী বলিলেন :—

ভয়ে ভয়ে হেথা সেথা গমনাগমন তব,
কাণা ছাগ চরে যথা সর্ষপের ক্ষেতে
জানি সব, জানি আর রয়েছ যে লুকাইয়া
দুষ্টাশয় তুমি মম শয্যার নিম্নেতে।

কুমার ভাবিলেন, 'পিতা সবই জানিয়াছেন; এখন আমার প্রাণবধ করিবেন।' তিনি ভয় পাইয়া শয্যার নিম্নদেশ হইতে বাহির হইলেন, খড়্গখানি রাজার পাদমূলে নিক্ষেপপূর্ব্বক বলিলেন, "দেব, আমায় ক্ষমা করুন" এবং উপুড় হইয়া তাঁহার পায়ে পড়িলেন। রাজা বলিলেন, "তুমি ভাব তুমি যাহা কর তাহা কেহই জানে না।" তিনি কুমারকে তিরস্কার করিয়া শৃঙ্খলে আবদ্ধ করাইলেন এবং তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষেপপূর্ব্বক প্রহরী নিযুক্ত করিয়া দিলেন। এই সময়ে রাজা বোধিসত্ত্বের গুণ বুঝিতে পারিলেন। ইহার পর কালক্রমে তিনি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন এবং অমাত্যেরা তাঁহার শরীরকৃত্য সম্পাদনপূর্ব্বক কুমারকে বন্ধনাগার হইতে বাহির করিয়া রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা বলিলেন, "মহারাজ, প্রাচীনকালের রাজারা পণ্ডিতদিগের কথা শুনিয়া চলিতেন।" কিন্তু বিম্বিসারের ইহাতেও চৈতন্যোদয় হইল না।

সমবধান—তখন আমিই ছিলাম সেই সুবিখ্যাত আচার্য্য।]

☞ এই আখ্যায়িকার সহিত মূষিক-জাতক (৩৭৩) তুলনীয়। Gesta Romanorum নামক পাশ্চাত্য কথাগ্রন্থেও এইরূপ একটী আখ্যায়িকা আছে [১০৩ (২৫)]। বানর নিজ পুত্রকে নির্ব্বীজ করে, ইহা তয়োধর্ম্ম-জাতকে (৫৮) দেখা যায়।

৩৩৯—বাবেরু-জাতক।†

[তীর্থিকদিগের উপহারাদিপ্রাপ্তি ও সম্মানলাভ ক্ষিপ্ত হইয়াছিল। তদুপলক্ষে শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এই কথা বলিয়াছিলেন। যখন বুদ্ধের আবির্ভাব হয় নাই, তখন তীর্থিকেরা লোকের নিকট

---

* তয়োধর্ম্ম-জাতক (৫৮) দ্রষ্টব্য।

† বাবেরু কোন্ স্থানের নাম তাহা স্থির করা কঠিন। কেহ কেহ বাবিলন মনে করিয়াছিলেন।

প্রচুর উপহার পাইতেন; কিন্তু বুদ্ধের আবির্ভাবের পরে, সূর্য্যোদয়ে খদ্যোতের যেরূপ হয়, তাঁহাদেরও সেইরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছিল; তাঁহারা লোকের নিকট উপহার বা মানসম্ভ্রম কিছুই পাইতেন না। ভিক্ষুরা তাঁহাদের এই অবস্থান্তরসম্বন্ধে একদা ধর্ম্মসভায় কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন; এবং শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিয়া বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, পূর্ব্বেও যতদিন গুণবানের আবির্ভাব ঘটে নাই, ততদিন নির্গুণেরাই উৎকৃষ্ট উপহারাদি পাইতেন; কিন্তু গুণবান্‌দিগের আবির্ভাবের পর তাঁহাদের উপহারপ্রাপ্তি কিংবা মানসম্ভ্রমভোগ, সমস্তই তিরোহিত হইয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব ময়ূরযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ক্রমে শরীরবৃদ্ধির সঙ্গে তিনি পরমরূপবান্ হইয়াছিলেন এবং এক অরণ্যে বাস করিতেন। এই সময়ে কতিপয় বণিক্ নৌকায় একটা 'দিশা কাক' * লইয়া বাবেরু রাজ্যে উপস্থিত হইয়াছিল। তখন বাবেরু রাজ্যে নাকি কোন পক্ষী ছিল না। তত্রত্য অধিবাসীরা গমনাগমন করিবার কালে দেখিতে পাইল, বণিক্‌দিগের নৌকার মাস্তুলের উপর কাকটা বসিয়া আছে। তাহারা বলাবলি করিতে লাগিল, "দেখ, ইহার শরীরের বর্ণ কি মনোহর! ইহার গলপ্রান্তে মুখ ও তুণ্ডই বা কি সুন্দর! ইহার চক্ষু দুইটী যেন মণিগোলক!" তাহারা কাকের এইরূপ প্রশংসা করিয়া বণিক্‌দিগকে বলিল, "মহাশয়গণ, আপনারা আমাদিগকে এই পাখীটা দিন্; আমাদেরই ইহা আবশ্যক; আপনারা ত স্বদেশে অন্য পাখী পাইবেন।" বণিকেরা উত্তর দিল, "যদি প্রয়োজন হয়, মূল্য দিয়া ক্রয় করুন।" "এক কাহণ লইয়া দিন্"! "না, এক কাহণে দিব না।" অনন্তর বাবেরুবাসীরা ক্রমে দর বাড়াইয়া শেষে বলিল, "আচ্ছা, একশ কাহণ লইয়া দিন।" বণিকেরা বলিল, "এ পাখীটি দিয়া আমাদেরও বহু উপকার হয়; কিন্তু তোমাদিগকেও চটাইতে পারি না।" তাহারা একশ কাহণ লইয়া কাকটাকে বিক্রয় করিল।

বাবেরুবাসীরা কাকটাকে সুবর্ণপঞ্জরে রাখিল, এবং তাহার আহারার্থ নানাপ্রকার মৎস্য, মাংস ও বন্যফল দিয়া যত্ন করিতে লাগিল। সেদেশে অন্য পাখী ছিল না বলিয়া দশবিধ অসদ্ধর্ম্মযুক্ত † কাকই পরম আদর যত্ন পাইতে লাগিল।

ইহার পর উক্ত বণিকেরা আবার বাবেরুরাজ্যে যাইবার সময়ে একটা উৎকৃষ্ট ময়ূর সঙ্গে লইয়া গেল। তাহারা ময়ূরটাকে এমন শিক্ষা দিয়াছিল যে, তুড়ি দিলেই সে কেকা রব করিত, হাততালি দিলে নাচিত। যখন বাবেরুরাজ্যের বহুলোক ঐ নৌকা দেখিতে সমবেত হইল, তখন ঐ ময়ূরটা নৌকার অগ্রভাগে দাঁড়াইয়া পক্ষবিধূননপূর্ব্বক মধুর রব করিতে ও নাচিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া বাবেরুবাসীরা অত্যন্ত প্রীত হইল এবং বণিক্‌দিগকে বলিল, "মহাশয়গণ, এই অতি সুন্দর ও সুশিক্ষিত পক্ষিরাজটী আমাদিগকে দান করুন।" বণিকেরা বলিল, "আমরা প্রথমবারে একটা কাক আনিয়াছিলাম; তাহা তোমরা লইয়াছ। এবার এই উৎকৃষ্ট ময়ূরটা আনিয়াছি; এটাকেও চাহিতেছ। তোমাদের দেশে, দেখিতেছি, আর পাখী লইয়া আসিতে পারিব না।" "তাহা হউক, মহাশয়গণ; আপনারা দেশে গিয়া অন্য ময়ূর পাইবেন; এটা আমাদিগকে দিয়া যান।" অনন্তর মূল্য বাড়াইতে বাড়াইতে তাহারা এক হাজার কাহণ দিয়া

---

* 'দিসাকাক'। ইংরাজী অনুবাদক ইহার অর্থ করিয়াছেন বিদেশী কাক। কিন্তু বিদেশী কাক বলিলে কি বুঝাইবে? পূর্ব্বে লোকে সমুদ্রে দিক্ নির্ণয় করিবার জন্য পোষা কাক সঙ্গে লইয়া যাইত এবং দিগ্‌ভ্রম ঘটিলে উহা ছাড়িয়া দিত। কাক সহজ বুদ্ধিবলে যে দিকে উড়িয়া যাইত, নাবিকেরা মনে করিত যে, সেই দিকে পোত চালাইলে স্থল পাওয়া যাইবে। এইরূপ পোষা কাক দিশাকাক নামে অভিহিত হইত।

† কাকের দশ অসদ্ধর্ম্ম:—নিলজ্জত্বং, অতিভয়শীলত্বং, আহারলোভত্বং, আহারগূহনত্বং, গূঢ়হারত্ব পুষ্পপরিয়েসনত্বং, অহুচিভক্খণত্বং, অনিট্‌ঠটলক্খণত্বং, অনিট্‌ঠরাবত্বং, চোরত্বং, বলিপুট্‌ঠত্বং।

উহা ক্রয় করিল। তাহারা উহাকে সপ্তরত্নময় বিচিত্র পঞ্জরে রাখিল এবং উহার আহারার্থ মৎস্য, মাংস, বন্যফল, মধু, লাজ, শর্করামিশ্রিত জল ইত্যাদি দিয়া আদর যত্ন করিতে লাগিল। ফলতঃ ময়ূররাজই এখন সমধিক আদরের পাত্র হইল। ময়ূরের আগমনের পর কাকের আদর কমিল, সে পূর্ব্বের মত খাদ্য পানীয়ও পাইত না। এমন কি, কেহ তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেও ইচ্ছা করিত না। খাদ্য ও ভোজ্য না পাইয়া কাক শেষে কা কা রব করিতে করিতে মলপূর্ণ ক্ষেত্রে চরিতে লাগিল।

শাস্তা বর্ত্তমান ও অতীতবস্তুর মধ্যে এইরূপ সম্বন্ধ দেখাইয়া অভিসম্বুদ্ধ হইলেন এবং নিম্নলিখিত গাথাগুলি বলিলেন :—

যতদিন দেখে নাই চিত্রপুচ্ছ শিখাবান্, মঞ্জুস্বর ময়ূর কেমন
মৎস্যমাংস উপচারে বাবেরুবাসীরা সব করেছিল কাকের পূজন।
কিন্তু যবে মঞ্জুভাষী ময়ূর নৌকায় আসি বাবেরুতে হ'ল উপস্থিত,
কাকের আদর যত্ন— সুমধুর ভোজ্যপেয়— অমনি হইল অন্তর্হিত।

যতদিন ঘটে নাই অজ্ঞান তিমিরনাশী ধর্ম্মরাজ বুদ্ধের উদয়
পাইত লোকের কাছে ভক্তি, পূজা, নানাবিধ শ্রমণ-ব্রাহ্মণসম্প্রদায়।
কিন্তু যবে বুদ্ধ আসি চিত্তগ্রাহী ভাষে করিলেন ধর্ম্মের দেশন
হতমান হতলাভ হইল তীর্থিক সব আর কেহ করে না বন্দন।

[সমবধান—তখন নিগ্রন্থ জ্ঞাতিপুত্র ছিলেন সেই কাক এবং আমি ছিলাম সেই ময়ূররাজ।]

৩৪০—বিষহ্য-জাতক।*

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে অনাথপিণ্ডদের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার বর্ত্তমান বস্তু খদিরাঙ্গার-জাতকে (৪০) বলা হইয়াছে। উপস্থিত প্রসঙ্গে শাস্তা অনাথপিণ্ডদকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দেবরাজ শক্র আকাশে অবস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন "দান করিও না" কিন্তু প্রাচীনকালের পণ্ডিতেরা তাঁহার এ নিষেধ না মানিয়া দান করিয়াছিলেন।" অনন্তর অনাথপিণ্ডদের অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব একজন অশীতিকোটি বিভবসম্পন্ন শ্রেষ্ঠী হইয়াছিলেন। তাঁহার নাম ছিল বিষহ্য। তিনি পঞ্চশীলবান্ ও দানব্রত ছিলেন, দান করিতে পারিলেই তাঁহার প্রীতি জন্মিত। তিনি নগরের চতুর্দ্বারে, নগরের মধ্যভাগে এবং নিজের বাসগৃহে, এই ছয় স্থানে ছয়টী দানশালা নির্ম্মাণ করিয়া দানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। প্রতিদিন ছয় লক্ষ লোক ভিক্ষার্থ সমাগত হইত। বোধিসত্ত্ব নিজে এবং এই সকল ভিক্ষু একইরূপ ভক্ত গ্রহণ করিতেন। ফলতঃ বোধিসত্ত্ব এরূপভাবে দান করিতেন যে, সমস্ত জম্বুদ্বীপে কাহারও হলকর্ষণ দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহের প্রয়োজন ছিল না।

বোধিসত্ত্বের দানের প্রভাবে শক্রভবন কম্পিত হইল,—দেবরাজের পাণ্ডুকম্বলশিলাসন উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। শক্র ভাবিতে লাগিলেন, 'কে আমাকে আসনচ্যুত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে?' তিনি দিব্য চক্ষুতে দেখিতে পাইলেন, বিষহ্য-শ্রেষ্ঠী মুক্তহস্তে এরূপ দান দিতেছেন যে, তিনি বুঝিলেন, 'বিষহ্য বুঝি এই জম্বুদ্বীপে আর হলকর্ষণ দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহের প্রয়োজন নাই। তিনি ভাবিলেন, 'বিষহ্য বুঝি এই দানের বলে আমাকে অপসারিত করিয়া স্বয়ং শক্র হইবে, এই ইচ্ছা করিতেছে। অতএব ইহার ধননাশ করিয়া ইহাকে দরিদ্রদশায় ফেলিব, আর যাহাতে দান না করিতে পারে, তাহা করিব।' ইহা

* জাতকমালায় এই আখ্যায়িকার নাম অবিষহ্য শ্রেষ্ঠি জাতক।

প্রচুর উপহার পাইতেন; কিন্তু বুদ্ধের আবির্ভাবের পরে, সূর্য্যোদয়ে খদ্যোতের যেরূপ হয়, তাঁহাদেরও সেইরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছিল; তাঁহারা লোকের নিকট উপহার বা মানসম্ভ্রম কিছুই পাইতেন না। ভিক্ষুরা তাঁহাদের এই অবস্থান্তরসম্বন্ধে একদা ধর্ম্মসভায় কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন; এবং শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিয়া বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, পূর্ব্বেও যতদিন গুণবানের আবির্ভাব ঘটে নাই, ততদিন নির্গুণেরাই উৎকৃষ্ট উপহারাদি পাইতেন; কিন্তু গুণবান্‌দিগের আবির্ভাবের পর তাঁহাদের উপহারপ্রাপ্তি কিংবা মানসম্ভ্রমভোগ, সমস্তই তিরোহিত হইয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব ময়ূরযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ক্রমে শরীরবৃদ্ধির সঙ্গে তিনি পরমরূপবান্ হইয়াছিলেন এবং এক অরণ্যে বাস করিতেন। এই সময়ে কতিপয় বণিক্ নৌকায় একটা 'দিশা কাক' * লইয়া বাবেরু রাজ্যে উপস্থিত হইয়াছিল। তখন বাবেরু রাজ্যে নাকি কোন পক্ষী ছিল না। তত্রত্য অধিবাসীরা গমনাগমন করিবার কালে দেখিতে পাইল, বণিক্‌দিগের নৌকার মাস্তুলের উপর কাকটা বসিয়া আছে। তাহারা বলাবলি করিতে লাগিল, "দেখ, ইহার শরীরের বর্ণ কি মনোহর! ইহার গলপ্রান্তে মুখ ও তুণ্ডই বা কি সুন্দর! ইহার চক্ষু দুইটী যেন মণিগোলক!" তাহারা কাকের এইরূপ প্রশংসা করিয়া বণিক্‌দিগকে বলিল, "মহাশয়গণ, আপনারা আমাদিগকে এই পাখীটা দিন্; আমাদেরই ইহা আবশ্যক; আপনারা ত স্বদেশে অন্য পাখী পাইবেন।" বণিকেরা উত্তর দিল, "যদি প্রয়োজন হয়, মূল্য দিয়া ক্রয় করুন।" "এক কাহণ লইয়া দিন্"! "না, এক কাহণে দিব না।" অনন্তর বাবেরুবাসীরা ক্রমে দর বাড়াইয়া শেষে বলিল, "আচ্ছা, একশ কাহণ লইয়া দিন।" বণিকেরা বলিল, "এ পাখীটা দিয়া আমাদেরও বহু উপকার হয়; কিন্তু তোমাদিগকেও চটাইতে পারি না।" তাহারা একশ কাহণ লইয়া কাকটাকে বিক্রয় করিল।

বাবেরুবাসীরা কাকটাকে সুবর্ণপঞ্জরে রাখিল, এবং তাহার আহারার্থ নানাপ্রকার মৎস্য, মাংস ও বন্যফল দিয়া যত্ন করিতে লাগিল। সেদেশে অন্য পাখী ছিল না বলিয়া দশবিধ অসদ্ধর্ম্মযুক্ত † কাকই পরম আদর যত্ন পাইতে লাগিল।

ইহার পর উক্ত বণিকেরা আবার বাবেরুরাজ্যে যাইবার সময়ে একটা উৎকৃষ্ট ময়ূর সঙ্গে লইয়া গেল। তাহারা ময়ূরটাকে এমন শিক্ষা দিয়াছিল যে, তুড়ি দিলেই সে কেকা রব করিত, হাততালি দিলে নাচিত। যখন বাবেরুরাজ্যের বহুলোক ঐ নৌকা দেখিতে সমবেত হইল, তখন ঐ ময়ূরটা নৌকার অগ্রভাগে দাঁড়াইয়া পক্ষবিধূননপূর্ব্বক মধুর রব করিতে ও নাচিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া বাবেরুবাসীরা অত্যন্ত প্রীত হইল এবং বণিক্‌দিগকে বলিল, "মহাশয়গণ, এই অতি সুন্দর ও সুশিক্ষিত পক্ষিরাজটী আমাদিগকে দান করুন।" বণিকেরা বলিল, "আমরা প্রথমবারে একটা কাক আনিয়াছিলাম; তাহা তোমরা লইয়াছ। এবার এই উৎকৃষ্ট ময়ূরটা আনিয়াছি; এটাকেও চাহিতেছ। তোমাদের দেশে, দেখিতেছি, আর পাখী লইয়া আসিতে পারিব না।" "তাহা হউক, মহাশয়গণ; আপনারা দেশে গিয়া অন্য ময়ূর পাইবেন; এটা আমাদিগকে দিয়া যান।" অনন্তর মূল্য বাড়াইতে বাড়াইতে তাহারা এক হাজার কাহণ দিয়া

* 'দিসাকাক'। ইংরাজী অনুবাদক ইহার অর্থ করিয়াছেন বিদেশী কাক। কিন্তু বিদেশী কাক বলিলে কি বুঝাইবে? পূর্ব্বে লোকে সমুদ্রে দিক্ নির্ণয় করিবার জন্য পোষা কাক সঙ্গে লইয়া যাইত এবং দিগ্‌ভ্রম ঘটিলে উহা ছাড়িয়া দিত। কাক সহজ বুদ্ধিবলে যে দিকে উড়িয়া যাইত, নাবিকেরা মনে করিত যে, সেই দিকে পোত চালাইলে স্থল পাওয়া যাইবে। এইরূপ পোষা কাক দিশাকাক নামে অভিহিত হইত।

† কাকের দশ অসদ্ধর্ম্ম :—নিলজ্জত্বং, অতিভয়সীলত্বং, আহারলোভত্তং, আহারগুহনত্বং, গুলুহহারত্ত পুন-রপরিয়েসনত্বং, অশুচিভক্খণত্বং, অনিট্ঠিটলক্খণত্বং, অনিট্ঠরাবত্তং, চোরত্বং, বলিপুট্ঠত্বং।

উহা ক্রয় করিল। তাহারা উহাকে সপ্তরত্নময় বিচিত্র পঞ্জরে রাখিল এবং উহার আহারার্থ মৎস্য, মাংস, বন্যফল, মধু, লাজ, শর্করামিশ্রিত জল ইত্যাদি দিয়া আদর যত্ন করিতে লাগিল। ফলতঃ ময়ূররাজই এখন সমধিক আদরের পাত্র হইল। ময়ূরের আগমনের পর কাকের আদর কমিল, সে পূর্ব্বের মত খাদ্য পানীয়ও পাইত না। এমন কি, কেহ তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেও ইচ্ছা করিত না। খাদ্য ও ভোজ্য না পাইয়া কাক শেষে কা কা রব করিতে করিতে মলপূর্ণ ক্ষেত্রে চরিতে লাগিল।

শাস্তা বর্ত্তমান ও অতীতবস্তুর মধ্যে এইরূপ সম্বন্ধ দেখাইয়া অভিসম্বুদ্ধ হইয়া এই নিম্নলিখিত গাথাগুলি বলিলেন :—

যতদিন দেখে নাই চিত্রপুচ্ছ, শিখাবান্, মঞ্জুস্বর ময়ূর কেমন
মৎস্যমাংস উপচারে বাবেরুবাসীরা সবে করেছিল কাকের পূজন।
কিন্তু যবে মঞ্জুভাষী ময়ূর নৌকায় আসি বাবেরুতে হ'ল উপস্থিত,
কাকের আদর যত্ন— সুমধুর ভোজ্যপেয়— অমনি হইল অন্তর্হিত।

যতদিন ঘটে নাই অজ্ঞান তিমিরনাশী ধর্ম্মরাজ বুদ্ধের উদয়
পাইত লোকের কাছে ভক্তি, পূজা নানাবিধ শ্রমণ-ব্রাহ্মণসম্প্রদায়।
কিন্তু যবে বুদ্ধ আসি চিত্তগ্রাহী ব্রহ্মভাষে করিলেন ধর্ম্মের দেশন
হতমান হৃতলাভ হইল তীর্থিক সব আর কেহ করে না বন্দন।

[সমবধান—তখন নিগ্রন্থ জ্ঞাতিপুত্র ছিলেন সেই কাক এবং আমি ছিলাম সেই ময়ূররাজ।]

৩৪০—বিষহ্য-জাতক।*

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে অনাথপিণ্ডদের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার বর্তমান বস্তু খদিরাঙ্গার-জাতকে (৪০) বলা হইয়াছে। উপস্থিত প্রসঙ্গে শাস্তা অনাথপিণ্ডদকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দেবরাজ শক্র আকাশে অবস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন "দান করিও না কিন্তু প্রাচীনকালের পণ্ডিতেরা তাহার এ নিষেধ না মানিয়া দান করিয়াছিলেন।" অনন্তর অনাথপিণ্ডদের অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব একজন অশীতিকোটি বিভবসম্পন্ন শ্রেষ্ঠী হইয়াছিলেন। তাঁহার নাম ছিল বিষহ্য। তিনি পঞ্চশীলবান্ ও দানব্রত ছিলেন; দান করিতে পারিলেই তাঁহার প্রীতি জন্মিত। তিনি নগরের চতুর্দ্বার, নগরের মধ্যভাগ এবং নিজের বাসগৃহ, এই ছয় স্থানে ছয়টী দানশালা নির্ম্মাণ করিয়া দানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। প্রতিদিন ছয় লক্ষ লোক ভিক্ষার্থ সমাগত হইত। বোধিসত্ত্ব নিজে এবং এই সকল ভিক্ষু একইরূপ ভক্ত গ্রহণ করিতেন। ফলতঃ বোধিসত্ত্ব এরূপভাবে দান করিতেন যে, সমস্ত জম্বুদ্বীপে কাহারও হলকর্ষণ দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহের প্রয়োজন ছিল না।

বোধিসত্ত্বের দানের প্রভাবে শক্রভবন কম্পিত হইল,—দেবরাজের পাণ্ডুকম্বলশিলাসন উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। শক্র ভাবিতে লাগিলেন, 'কে আমাকে আসনচ্যুত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে?' তিনি দিব্য চক্ষুতে দেখিতে পাইলেন, বিষহ্য-শ্রেষ্ঠী মুক্তহস্তে এরূপ দান বিতরণ করিতেছেন যে, জম্বুদ্বীপে আর হলকর্ষণ দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহের প্রয়োজন নাই। তিনি ভাবিলেন, 'বিষহ্য বুঝি এই দানের বলে আমাকে অপসারিত করিয়া স্বয়ং শক্র হইবে, এই ইচ্ছা করিতেছে। অতএব ইহার ধন নাশ করিয়া ইহাকে দরিদ্রদশায় ফেলিব, আর যাহাতে দান না করিতে পারে, তাহা করিব।' তিনি

---

* ভারতবর্ষের এই আখ্যায়িকার নাম 'কঠিন বৈশ্য' জাতক।

স্থির করিয়া তিনি বোধিসত্ত্বের ধন, ধান্য, তৈল, মধু, গুড় প্রভৃতি সমস্ত দ্রব্য, এমন কি দাস দাসী ও কর্ম্মচারিগণ—সমস্ত অপহরণ করিলেন। যাহারা এইরূপে দান হইতে বঞ্চিত হইল, তাহারা বোধিসত্ত্বের নিকট গিয়া জানাইল, "স্বামিন্, দানশালাগুলি অন্তর্হিত হইয়াছে; আপনি যেখানে যাহা রাখিয়াছিলেন, তাহার কিছুই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "তোমাদের যাহার যাহা আবশ্যক, এখান হইতে লও; আমার দান কিছুতেই বন্ধ করিও না।" অনন্তর তিনি ভার্য্যাকে ডাকাইয়া বলিলেন, "ভদ্রে, দানপ্রবর্ত্তন করাও।" কিন্তু ঐ রমণী সমস্ত ঘর খুঁজিয়া মাষমাত্র দ্রব্যও দেখিতে পাইলেন না; তিনি বোধিসত্ত্বকে বলিলেন, "আর্য্যপুত্র, আমাদের পরিহিত বস্ত্র ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাইতেছি না; সমস্ত বাড়ীই খালি।" তাঁহারা সপ্তরত্নভাণ্ডারের দ্বার খুলিলেন, কিন্তু দেখিলেন তাহাও শূন্য; তাঁহারা দুইজন ভিন্ন গৃহে অন্য কোন লোকও দেখা গেল না।

মহাসত্ত্ব তখন পুনর্ব্বার ভার্য্যাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ভদ্রে, দান ত বন্ধ করিতে পারিব না; সমস্ত বাড়ী তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখ, কিছু পাও কি না।" ঐ সময়ে এক ঘাসিয়াড়া নিজের কাস্তে, বাঁক ও ঘাস বান্ধিবার দড়ি বোধিসত্ত্বের দরজার কাছে ফেলিয়া পলাইয়া গেল। বোধিসত্ত্বের পত্নী ইহা কুড়াইয়া লইলেন এবং স্বামীর হাতে দিয়া বলিলেন, "ইহা ছাড়া আর কিছু দেখিতে পাইলাম না।" মহাসত্ত্ব বলিলেন, "ভদ্রে, জীবনে কখনও ঘাস কাটি নাই; আজ ঘাস কাটিয়া আনিব এবং তাহা বেচিয়া অবস্থানুরূপ দান করিব।"

দানব্রত বন্ধ হইবে এই ভয়ে বোধিসত্ত্ব সেই কাস্তে, বাঁক ও দড়ি লইয়া নগরের বাহির হইলেন, এক ঘাসের জমিতে গেলেন, ঘাস কাটিয়া দুইটা আঁটি বান্ধিলেন, 'একটায় আমাদের আহার চলিবে, একটায় দান করিতে পারিব' এই স্থির করিয়া আঁটি দুইটা বাঁকে বান্ধিলেন এবং নগরদ্বারে গিয়া উহা বেচিয়া যে দুই মাষা পাইলেন, তাহার একটা যাচককে দিলেন। কিন্তু সেখানে বহুযাচক উপস্থিত ছিল; সকলেই বলিতে লাগিল, "আমায় দিন," "আমায় দিন।" কাজেই বোধিসত্ত্ব অপর ভাগও দান করিলেন এবং ভার্য্যার সহিত সেদিন অনাহারে কাটাইলেন। এইরূপে একে একে ছয়দিন অতীত হইল। কিন্তু সপ্তম দিবসে যখন তিনি তৃণাহরণ করিতেছিলেন, তখন ললাটে রৌদ্র লাগিবামাত্র তাঁহার চক্ষু পুড়িতে লাগিল; তিনি সংজ্ঞা রক্ষা করিতে অসমর্থ হইলেন এবং মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িলেন। তৃণগুলি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। এরূপ হইবারই কথা, কেন না তিনি স্বভাবতঃ সুকুমার-দেহ ছিলেন; তাহার উপর আবার সপ্তাহকাল আহার করেন নাই। শক্র তাঁহার কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বিচরণ করিতেছিলেন; তিনি তখনই গিয়া আকাশে অবস্থিত হইয়া নিম্নলিখিত প্রথম গাথা বলিলেন:—

> একদিন, বিষহ, দিয়াছ তুমি দান; তার ফলে ঘটিয়াছে বিত্ত অবসান।
> এখন সংযতভাবে দানেতে বিমুখ হ'য়ে ভোগ কর স্থায়ী সম্পদের সুখ।

ইহা শুনিয়া মহাসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে?" "আমি শক্র।" "শক্র নিজেই নাকি দান করিয়া, শীলরক্ষা করিয়া, পোষধব্রত পালন করিয়া ও সপ্তব্রতপদের উদ্‌যাপন* করিয়া শক্রত্ব লাভ করিয়াছেন। যে দানব্রত আপনার ঐশ্বর্য্যের মূল, আপনি এখন তাহাই বারণ করিতেছেন! এরূপ আচরণ সাধুজনবিগর্হিত।" অনন্তর বোধিসত্ত্ব তিনটী গাথা বলিলেন:—

* "সত্তবত্তপদানি পূরেত্বা"—মাতাপেত্তিভরণং, কুলেজেট্‌ঠাপচায়নং, সন্হাসখিলসম্ভাসণং, পেছুনেয্যপ্পহানেনং, মচ্ছেরবিনয়, সচ্চং, অক্কোধনং।

শুনিয়াছি সাধুমুখে এই উপদেশ,
যদিও সাধুর ঘটে দুর্দ্দশা অশেষ,
তথাপি তাঁহারা নাহি হয়েন কখন
অকার্য্যসাধনে রত, সহস্রনয়ন।
ধর্ম্মহীন হ'য়ে যদি আত্মভোগ তরে
না দিয়া অপরে কেহ ধন রক্ষা করে,
শত ধিক্ ধনে তার, ত্রিদশ ঈশ্বর!
হেন ধনে প্রয়োজন নাহিক আমার।

যে পথে চলিয়া যায় একখানি রথ,
অন্য রথ চলে পুনঃ ধরি সেই পথ।
পূর্ব্বে যে পথের আমি লয়েছি শরণ।
এখনও করিব, শক্র, সে পথে গমন।

যতক্ষণ থাকে কিছু, দিব অকাতরে,
কিছুই না থাকে যদি দিব কি প্রকারে?
যদিও এখন আমি অতীব দুর্গত,
তবু না ভুলিব দানরূপ মহাব্রত।

বোধিসত্ত্বকে নিবৃত্ত করিতে অসমর্থ হইয়া শক্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি উদ্দেশ্যে দান কর?" বোধিসত্ত্ব উত্তর দিলেন, "আমি শক্রত্ব বা ব্রহ্মত্ব চাই না; সর্ব্বজ্ঞত্ব-লাভের জন্য দান করি।" শক্র তাঁহার বচনে প্রীত হইয়া স্বহস্তে তাঁহার পৃষ্ঠদেশ পরিমার্জ্জন করিলেন; তাহাতে তাঁহার সর্ব্বশরীর তৎক্ষণাৎ অপার আনন্দে পূর্ণ হইল। শক্রের অনুভাববলে তাঁহার সর্ব্ববিধ বিভব ও উপকরণাদি ফিরিয়া আসিল। শক্র বলিলেন, "মহাশ্রেষ্ঠিন্, তুমি এখন হইতে প্রতিদিন দ্বাদশ লক্ষ ধন দান করিও।" অনন্তর তিনি বোধিসত্ত্বের গৃহে অপরিমাণ ধন রাখিয়া তাঁহার নিকট বিদায় লইলেন এবং শক্রলোকে প্রস্থান করিলেন।

[সমবধান—তখন রাহুলমাতা ছিলেন সেই শ্রেষ্ঠিবনিতা এবং আমি ছিলাম বিসয্হ শ্রেষ্ঠী।]

৩৪১—কন্দরী-জাতক।

এই জাতকের আখ্যায়িকা কুণাল জাতকে (৫২৩) সবিস্তর বলা যাইবে।

৩৪২—বানর-জাতক।

[দেবদত্ত শাস্তার প্রাণবধার্থ চেষ্টা করিয়াছিল। তদুপলক্ষ্যে বেণুবনে অবস্থিতিকালে শাস্তা এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার বর্ত্তমান বস্তু পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।]*

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব হিমবন্তপ্রদেশে কপিযোনিতে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পর গঙ্গাতীরে বাস করিতেন। একদা তাঁহার হৃদ্মাংস খাইবার জন্য গঙ্গাবাসিনী এক শিশুমারীর বলবান্ দোহদ জন্মিল এবং সে শিশুমারকে এই অভিলাষ জানাইল। শিশুমার স্থির করিল, 'বোধিসত্ত্বকে জলে ডুবাইয়া মারিব এবং হৃদ্মাংস আনিয়া শিশুমারীকে দিব।' এই উদ্দেশ্যে সে মহাসত্ত্বকে বলিল, "এস না, ভাই, ঐ দ্বীপে বন্যফল খাইতে যাই।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "আমি কেমনে যাইব?" "তোমাকে আমার পিঠে বসাইয়া লইতেছি।" বোধিসত্ত্ব শিশুমারের মনোভাব জানিতেন না, তিনি এক লম্ফে তাহার পিঠে বসিলেন। শিশুমার কিয়দ্দূর গিয়া ডুবিতে আরম্ভ করিল। ইহাতে বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "তুমি আমাকে জলে ডুবাইতেছ কেন?" "তোমাকে মারিয়া আমার ভার্য্যাকে তোমার হৃদ্মাংস খাইতে দিব।" "মূর্খ, তুমি ভাবিয়াছ, আমার হৃদ্মাংস বুঝি আমার বুকের ভিতর আছে।" "তবে তুমি উহা কোথায় রাখিয়াছ?" "ঐ যে উডুম্বর গাছে ঝুলিতেছে, দেখিতে পাইতেছ না?"

* শিংশুমারজাতক (২০৮) বানরেন্দ্রজাতক (৫৭) দ্রষ্টব্য।

"দেখিতে ত পাইতেছি। উহা আমায় দিবে কি?" "দিব বৈ কি!" শিশুমার মূর্খতাবশতঃ বোধিসত্ত্বকে লইয়া নদীতীরে সেই উড়ুম্বর বৃক্ষের মূলে গেল। বোধিসত্ত্বও তাহার পিঠ হইতে লাফ দিয়া উড়ুম্বর গাছের উপর গিয়া বসিলেন এবং এই গাথাগুলি বলিলেন :—

পেরেছি ফিরিতে আমি জল হ'তে স্থলে; আবার কি পড়িব, হে, তোমার কবলে?
কাজ নাই আম, জাম, কাঁটালে আমার, সাগরের পারে আছে বাগান যাহার।
তার চেয়ে উড়ুম্বর ঢের ভাল, ভাই, খেতে যাহা বিপদের শঙ্কা কোন নাই।

আকস্মিক বিপদের প্রতিকারোপায় যে না পারে নির্দ্ধারিতে অবিলম্বে, হায়,
নিশ্চয় পড়িবে সেই শত্রুর কবলে; পাইবে যাতনা মূঢ় অনুতাপানলে।
আকস্মিক বিপদ্ হইলে উপস্থিত, প্রত্যুৎপন্নমতি করে উপায় বিহিত।
শত্রুর কবলে তার না হয় পতন; অনুতাপ-ভোগ তার না হয় কখন।

[সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল সেই শিশুমার এবং আমি ছিলাম সেই বানর।]

☞ পঞ্চতন্ত্রে (লব্ধপ্রণাশ) এই আখ্যায়িকাটী প্রায় এই ভাবেই বর্ণিত হইয়াছে। প্রভেদের মধ্যে কেবল শিশুমারের পরিবর্তে মকরের নাম আছে।

৩৪৩—কুন্টনি-জাতক।*

[কোশলরাজের প্রাসাদে একটা ক্রৌঞ্চী থাকিত। জেতবনে অবস্থিতিকালে তাহাকে অবলম্বন করিয়া শাস্তা এই কথা বলিয়াছিলেন।

এই ক্রৌঞ্চী নাকি কোশলরাজের দৌত্য করিত†। তাহার দুইটী শাবক ছিল। একদা রাজা ক্রৌঞ্চীকে একখানা পত্র দিয়া অন্য এক রাজার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। ক্রৌঞ্চী চলিয়া গেলে রাজভবনস্থ বালকেরা শাবক দুইটাকে হস্তদ্বারা মর্দ্দন করিয়া মারিয়া ফেলিয়াছিল। সে ফিরিয়া শাবকদিগকে দেখিতে না পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে আমার শাবক দুইটী মারিয়াছে?" লোকে বলিল, "অমুকে অমুকে মারিয়াছে।"

এই সময়ে রাজবাড়ীতে একটা পোষা বাঘ ছিল। তাহার প্রকৃতি অতি ভীষণ ও পরুষ ছিল; সে কেবল বন্ধনবলেই স্থির হইয়া থাকিত। একদিন ঐ বালকেরা সেই বাঘ দেখিতে গেল। ক্রৌঞ্চীও তাহাদের সঙ্গে বাঘের কাছে গেল; এবং 'ইহারা যেমন আমার শাবক দুইটী মারিয়াছে, আমিও ইহাদের জন্য সেইরূপ ব্যবস্থা করিতেছি', এই উদ্দেশ্যে বালকদিগকে ধরিয়া ব্যাঘ্রের পাদমূলে ফেলিয়া দিল। বাঘ তৎক্ষণাৎ মুর্‌মুর্ করিয়া তাহাদিগকে উদরস্থ করিল। 'এতদিনে আমার মনোরথ পূর্ণ হইল' ভাবিয়া ক্রৌঞ্চী তখনই উড়িয়া হিমবন্তে প্রস্থান করিল।

এই বৃত্তান্ত শুনিয়া একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় কথোপকথন করিতে লাগিলেন, "শুনিয়াছ, ভাই, রাজবাড়ীর একটা ক্রৌঞ্চী নাকি যে ছেলেরা তাহার শাবকগুলি মারিয়াছিল, তাহাদিগকে বাঘের সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া নিহত করাইয়াছে এবং নিজে পলাইয়া গিয়াছে।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে গিয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় অবগত হইলেন এবং বলিলেন, "কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও এই ক্রৌঞ্চী নিজের অপত্যঘাতকদিগের জীবনান্ত করাইয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

পুরাকালে বোধিসত্ত্ব বারাণসীতে যথাধর্ম্ম ও নিরপেক্ষভাবে রাজত্ব করিতেন। তাঁহারও গৃহে দৌত্যকার্য্যে নিযুক্তা একটা ক্রৌঞ্চী থাকিত এবং বর্তমান প্রসঙ্গে যাহা যাহা ঘটিয়াছে, তখনও সেইরূপ ঘটিয়াছিল। প্রভেদের মধ্যে কেবল এই :—ক্রৌঞ্চী ব্যাঘ্র দ্বারা বালকদিগের প্রাণবধ করাইয়া চিন্তা করিল, 'আমি আর এখানে বাস করিতে পারি না; আমাকে অন্যত্র যাইতে

* কুন্টনি=ক্রৌঞ্চী (শ্যেনজাতীয় একপ্রকার পক্ষী)।

† ইহাতে দেখা যায়, পক্ষী দ্বারা পত্রপ্রেরণ পুরাকালে এদেশেও অপরিজ্ঞাত ছিল না। নলোপাখ্যানেও ইহার ধ্বনি আছে।

হইবে, কিন্তু যাইবার সময়েও রাজাকে না বলিয়া যাইব না, তাঁহাকে বলিয়া যাইব।' অনন্তর সে রাজার নিকট গিয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক একান্তে অবস্থিত হইল এবং বলিল, "প্রভু, আপনারই অনবধানবশতঃ বালকেরা আমার শাবক দুইটী মারিয়াছে, আমিও ক্রোধবশতঃ সেই বালকদিগের প্রাণবধ করাইয়াছি। অতএব আমার আর এখানে থাকিবার সাধ্য নাই।

থাকিয়া তোমার গৃহে পেয়েছি আদর কত নিত্য,
এখন তোমারি দোষে যাই আমি চলিয়া অন্যত্র।"

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন :—

পাপে পাপ-প্রতিশোধ করিয়াছ, তবে কেন আর
বৈরভাব উপশম হইবে না এখন তোমার?
প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিয়াছ, এই ভাবি মনে,
ভুলিয়া অপত্যশোক থাক তুমি আমার ভবনে।

ক্রৌঞ্চী বলিল :—

ক্ষতি যার হয় আর ক্ষতি তার করে যেই জন,
উভয়ের মধ্যে পুনঃ জন্মে না প্রীতির বন্ধন।
তাই আর এই স্থানে থাকিতে না মন মোর লয়,
চলিলাম, রথিবর, ছাড়ি তোমা, যেথা ইচ্ছা হয়।

বোধিসত্ত্ব বলিলেন :—

ক্ষতি যার হয় আর ক্ষতি তার করে যেই জন,
এই উভয়ের মধ্যে, জন্মে পুনঃ প্রীতির বন্ধন,
যদি তারা উভয়েই হয় স্থির, ধীর, শুদ্ধমতি।
কেবল মূর্খের মধ্যে এ সম্ভাব অসম্ভব অতি।
তাই বলি যেও না ক, থাক তুমি ভবনে আমার,
আমরা ত মূর্খ নই, হবে পুনঃ প্রীতির সঞ্চার।

ক্রৌঞ্চী বলিল, "সে যাহাই হউক, প্রভু, আমি আর এখানে থাকিতে পারিব না।" ইহা বলিয়া সে রাজাকে প্রণাম করিল এবং হিমবন্তপ্রদেশে উড়িয়া গেল।

[সমবধান—তখন এই ক্রৌঞ্চী সেই ক্রৌঞ্চী ছিল এবং আমি ছিলাম সেই বারাণসীরাজ।]

মহাভারতে (শান্তিপর্ব্ব, ১৩৯ অধ্যায়) রাজা ব্রহ্মদত্ত এবং তাঁহার পক্ষী পূজনীর যে কথা আছে, তাহাও প্রায় এইরূপ। পূজনী নিজের শাবকহন্তা রাজকুমারের চক্ষুর্দ্বয় নষ্ট করিয়াছিল, রাজা তাহাকে বলিয়াছিলেন, অপকারীর প্রত্যপকার করায় উভয়েরই তুল্যাপরাধ হইয়াছে, অতএব পূজনীর স্থানান্তরে যাইবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু পূজনী সে কথা না শুনিয়া স্থানান্তরে চলিয়া গিয়াছিল। 'কুঞ্চী' শব্দটি পূজনী শব্দেরই রূপান্তর কি?

[illegible] দেখা যায়, একটা সাপে এক কাকের শাবক খাইয়াছিল বলিয়া কাক এক লোকের হার চুরি করিয়া সাপের গর্ত্তে রাখিয়া দেয়। যাহার হার চুরি যায় সে খুঁজিতে খুঁজিতে সাপের বাসায় উহা পায় এবং সাপটাকে মারিয়া ফেলে।

৩৪৪—আম্রচোর জাতক।

[এক [illegible] অতি সাবধানে আচরণ করিতেন। শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে তাঁহার সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন।

[illegible]

দিতেন। একদিন তিনি ভিক্ষাচর্য্যায় বাহির হইলে কয়েকজন আম্রচোর আম পাড়িয়া কতক খাইয়াছিল, কতক লইয়া গিয়াছিল। এই সময়ে চারি জন শ্রেষ্ঠিকন্যা অচিরবতীতে স্নান করিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে সেই আম্রবণে প্রবেশ করে। বৃদ্ধ স্থবির ফিরিয়া আসিয়া ইহাদিগকে দেখিতে পান এবং 'তোমরাই আমার আম খাইয়াছ' বলিয়া ধুম ধাম করেন। শ্রেষ্ঠিকন্যাগণ বলিল, "ভদন্ত, আমরা এই মাত্র আসিতেছি; আমরা আপনার আম খাই নাই।" "তবে শপথ করিয়া বল যে খাও নাই।" "শপথ করিতেছি, ভদন্ত"। এই বলিয়া শ্রেষ্ঠিকন্যাগণ শপথ করে। স্থবির এইরূপে তাহাদিগকে শপথ করাইয়া ও লজ্জা দিয়া ছাড়িয়া দেন।

তাঁহার এই কীর্ত্তির কথা শুনিয়া ভিক্ষুরা একদিন ধর্ম্মসভায় বলাবলি করিতে লাগিলেন, "দেখ ভাই, অমুক বৃদ্ধ ভিক্ষু নাকি, তিনি যে আম্রবণে বাস করেন সেখানে শ্রেষ্ঠিকন্যারা প্রবেশ করিয়াছিল বলিয়া তাহাদিগকে শপথ করাইয়া ও লজ্জা দিয়া ছাড়িয়াছেন।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "এই ব্যক্তি এখন যেমন, পূর্ব্বেও সেইরূপ আম্ররক্ষক ছিল এবং শ্রেষ্ঠিকন্যাদিগকে শপথ পর্য্যন্ত করাইয়া ও লজ্জা দিয়া ছাড়িয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব শক্রত্বে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তখন এক জটাধারী কূটতপস্বী বারাণসীর নিকটে নদীতীরস্থ এক আম্রবণে পর্ণশালা নির্ম্মাণপূর্ব্বক আম্ররক্ষা করিত; যে সকল আম পড়িত, সেগুলি নিজে খাইত ও আত্মীয়স্বজনকে দিত এবং নানারূপ মিথ্যাচরণদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত।

এই সময়ে দেবরাজ শক্র একদিন ভাবিতে লাগিলেন, 'সম্প্রতি মনুষ্যলোকে কে মাতাপিতার সেবা করে, এবং বয়োজ্যেষ্ঠ পরিজনদিগের সম্মান করে, কে দানশীল, শীলরক্ষক ও পোষধব্রতাচারী, কে প্রব্রজ্যাগ্রহণপূর্ব্বক শ্রামণ্যধর্ম্ম পালন করে, আর কেই বা অনাচারে রত হইয়াছে?' তিনি দিব্যচক্ষু দ্বারা মনুষ্যলোক পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে উক্ত আম্ররক্ষক দুরাচার কূটজটাধারীকে দেখিতে পাইলেন এবং ভাবিলেন, 'এই ভণ্ডজটাধারী কৃৎস্নপরিকর্ম্ম প্রভৃতি শ্রামণ্যধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক আম্রবণ রক্ষা করিয়া জীবনযাপন করিতেছে; ইহাকে সমুচিত ভয় দেখাইতে হইবে।' অনন্তর ঐ তপস্বী ভিক্ষায় বাহির হইলে শক্র নিজের অনুভাববলে সমস্ত আম পাড়িয়া লুকাইয়া রাখিলেন—বোধ হইল যেন চোরে সব লইয়া গিয়াছে। সেই সময়ে বারাণসী হইতে চারিজন শ্রেষ্ঠিকন্যা ঐ আম্রবণে প্রবেশ করিয়াছিল। কূটতপস্বী আশ্রমে ফিরিয়া তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়া "তোরাই আমার আম খাইয়াছিস্" বলিয়া আটক করিলেন। তাহারা বলিল, "ভদন্ত, আমরা এই মাত্র আসিয়াছি; আমরা আপনার আম খাই নাই।" "তবে শপথ করিয়া বল্।" "শপথ করিলে ত যাইতে পারিব?" "হাঁ, শপথ করিলে যাইতে পারিবি।" তখন "যে আজ্ঞা" বলিয়া, তাহাদের মধ্যে যে বয়োজ্যেষ্ঠা, সে শপথ করিল:—

> কলপ দিয়া সাজায় মাথা, পাকা চুলগুলি
> শন্না দিয়া একে একে ফেলে টানি তুলি,—
> এমন বুড়া সোয়ামী যেন ভাগ্যে তাহার হয়,
> আম চুরি যে পোড়ামুখী কর্‌ল, মহাশয়!

তপস্বী তাহাকে পৃথক্ স্থানে রাখিয়া দ্বিতীয়া শ্রেষ্ঠিকন্যাদ্বারা শপথ করাইলেন। সে বলিল:—

> বয়স্ হবে বিশ, পঁচিশ বা উস্ত্রিশ বছর,
> তবু ভাগ্যে জুট্‌বে না ক মনের মতন বর;
> বুড়া কালেও আইবুড়ো নাম ঘুচ্‌বে না তাহার,
> আমগুলি যে পোড়ামুখী পেয়েছে তোমার।

দ্বিতীয়া শ্রেষ্ঠিকন্যা শপথ করিয়া পৃথক্ স্থানে গেলে তৃতীয়া শ্রেষ্ঠিকন্যা বলিল :—

বাহির হবে	বঁধুর তরে	একলা অভিসারে
যাবে দূরে	কথা আছে	দেখতে পাবে তারে
তবু বঁধু	দেখা তারে	দিবে না নিশ্চয়
আম চুরি যে	পোড়ামুখী	করল মহাশয়।

তৃতীয়া শ্রেষ্ঠিকন্যা শপথ করিয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইলে চতুর্থী শ্রেষ্ঠিকন্যা বলিল :—

সেজে গুজে	নানা পরে	চন্দন দিয়ে গায়
একলা খাটে	শুয়ে রবে	রাত্রি সে কাটায়
পেয়েছে যে	পোড়ামুখী	এই বাগানের আম
সত্যি সত্যি	শিব সত্যি	দিব্যি গালিলাম।

"তোমরা অতি উৎকৃষ্ট শপথ করিয়াছ, সম্ভবতঃ অন্য লোকেই আম খাইয়াছে। অতএব তোমরা এখন যাইতে পার।" এই বলিয়া তপস্বী শ্রেষ্ঠিকন্যাদিগকে বিদায় দিল। তখন শক্র ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সেই কূটতপস্বীকে এমন ভয় দেখাইলেন যে, সে পলাইবার পথ পাইল না।

[সমবধান—তখন এই আম্ররক্ষক বৃদ্ধ ছিল সেই কূটজটাধারী, এই শ্রেষ্ঠিকন্যা চারিটী ছিল সেই শ্রেষ্ঠিকন্যা চারিটী এবং আমি ছিলাম শক্র।]

৩৪৫—গজকুম্ভ-জাতক।*

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এক অলস ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি নাকি শ্রাবস্তীনগরের এক সদ্বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, শেষে বুদ্ধশাসনে শ্রদ্ধাবান হইয়া প্রব্রজ্যা লইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি বড় অলস ছিলেন। কি ধর্ম্মের আবৃত্তি, কি প্রশ্ন প্রতিপ্রশ্নদ্বারা জ্ঞানের উন্নতি, কি কার্য্যকারণনির্ণয়ে চিত্তের একাগ্রতাসাধন, কি আচার্য্য উপাধ্যায় প্রভৃতির সেবাশুশ্রূষা*—প্রভৃতিতে অনবধানবশতঃ ইহার কোন দিকেই তাঁহার মন ছিল না। যেখানে যখন বসিয়া গল্পগুজব করিত তিনি সেখানে বসিয়াই সময় কাটাইতেন। একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় তাঁহার আলস্যের কথা তুলিলেন। তাঁহারা বলাবলি

করিতে লাগিলেন, "দেখ, অমুক ভিক্ষু নাকি এমন নির্ব্বাণপ্রদ শাসনে প্রবেশ করিয়াও আলস্যাভিভূত হইয়া সময়ক্ষেপ করিতেছেন।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও এই ব্যক্তি বড় অলস ছিল।" অনন্তর তিনি সেই কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব তাঁহার একজন প্রধান অমাত্য ছিলেন। বারাণসীরাজের প্রকৃতি অতি অলস ছিল। বোধিসত্ত্ব রাজার এই কুস্বভাব দূর করিবার উপায় দেখিতেন। একদিন রাজা উদ্যানে গিয়া অমাত্যবর্গে পরিবৃত হইয়া বিচরণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে একটা অতি অলস গজকুম্ভ দেখিতে পাইলেন। এই অলস প্রাণী নাকি সমস্ত দিন চলিয়াও এক কি দুই অঙ্গুলির বেশী অগ্রসর হইতে পারে না। তাহাকে দেখিয়া রাজা বোধিসত্ত্বকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বয়স্য, এই প্রাণীর নাম কি?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "মহারাজ, লোকে ইহাকে গজকুম্ভ বলে; ইহারা অতি অলস, সমস্ত দিন এইভাবে চলিয়াও এক কি দুই অঙ্গুলি মাত্র অগ্রসর হইতে পারে।" অনন্তর তিনি গজকুম্ভের সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "অহে গজকুম্ভ, তোমাদের ত এইরূপ মন্দগতি; যদি দাবাগ্নি উপস্থিত হয়, তাহা হইলে কি কর, বল ত?

লোল জিহ্বা বিস্তারিয়া দাবাগ্নি যখন
ধায়, করি ভস্মীভূত পথে যাহা পায়,
[illegible] তোমায়,
কি উপায়ে রক্ষা কর তখন জীবন?"

ইহা শুনিয়া গজকুম্ভ বলিল :—

শত শত আছে হেথা তরুর কোটর, পৃথিবীতে রয়েছে বিবর বহুতর;
যদি না প্রবেশি মোরা কোনটীতে তার, তবেই মরণ ঘটে আমা সবাকার।

তখন বোধিসত্ত্ব আর দুইটী গাথা বলিলেন :—

মন্দগতি যেখানেতে মঙ্গল নিদান, সেখানে যে ত্বরা করি হয় আগুয়ান;
কল্যাণ কারণ পুনঃ ক্ষিপ্রতা যেখানে, তন্দ্রাবেশে মন্দ মন্দ চলে সেই খানে;—
স্বার্থনাশ ঘটে তার নাহিক সংশয়, পদাঘাতে শুষ্কপর্ণ চূর্ণ যথা হয়।

বিলম্বে কর্ত্তব্য যাহা, বিলম্বে যে করে, আশুকরণীয়ে তথা তন্দ্রা পরিহরে,
শুক্লপক্ষে শশী যথা ক্রমে বৃদ্ধি পায়, সেরূপ সৌভাগ্য তার বাড়িবে নিশ্চয়।

বোধিসত্ত্বের বাক্য শুনিয়া রাজা তদবধি আলস্য ত্যাগ করিলেন।

[সমবধান—তখন এই অলস ভিক্ষু ছিল সেই গজকুম্ভ এবং আমি ছিলাম সেই পণ্ডিতামাত্য।]

৩৪৬—কেশব-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে প্রীতিভোজন-সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। শুনা যায়, অনাথপিণ্ডদের গৃহে নিয়ত পঞ্চশত ভিক্ষুর ভোজন হইত। সেই শ্রেষ্ঠীর গৃহ সর্ব্বদা ভিক্ষুদিগের বিশ্রামভূমি (পানাহারের স্থান) ছিল, উহা ভিক্ষুদিগের কাষায়বসনের আভায় উদ্ভাসিত, এবং ভিক্ষুগাত্রস্পৃষ্ট পূত বাতে পবিত্র হইত। একদিন কোশলরাজ নগর প্রদক্ষিণ করিবার সময়ে শ্রেষ্ঠীর গৃহে ভিক্ষুসঙ্ঘ দেখিতে পাইয়া সঙ্কল্প করিলেন, 'আমিও এই আর্য্যসঙ্ঘকে নিয়ত ভিক্ষাদান করিব।' তিনি বিহারে গিয়া শাস্তাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক প্রার্থনা করিলেন,

"আমাকেও ভিক্ষুসঙ্ঘকে অবিরত দান করিবার অনুমতি দিন।" তখন হইতে রাজভবনে প্রতিদিন ভিক্ষুদিগকে একবৎসরের পুরাতন গন্ধশালির অন্ন ও অন্যান্য উৎকৃষ্ট খাদ্য দিবার ব্যবস্থা হইল। কিন্তু ঐ খাদ্য যে প্রীতির ও স্নেহের সহিত কেহ স্বহস্তে পরিবেশণ করিবে এমন লোক ছিল না, রাজমন্ত্রীরা অন্ন পরিবেশণ করাইতেন, (কিন্তু স্বহস্তে দিতেন না), কাজেই ভিক্ষুরা সেখানে বসিয়া আহার করিতে ইচ্ছা করিতেন না, তাঁহারা নানাবিধ উৎকৃষ্টরসযুক্ত অন্ন লইয়া স্ব স্ব শিষ্যগৃহে যাইতেন শিষ্যদিগকে ঐ অন্ন দান করিতেন এবং শিষ্যেরা সুস্বাদ বা বিস্বাদ যাহা দিত তাহাই খাইতেন।

একদিন রাজার জন্য বহুবিধ ফল আনীত হইয়াছিল। রাজা বলিলেন, "এ সমস্ত ভিক্ষুসঙ্ঘকে দাও।" কিন্তু ভৃত্যেরা ভোজনগৃহে গিয়া ভিক্ষুদিগের জনপ্রাণী দেখিতে পাইল না। তাহারা রাজাকে এই কথা জানাইল। রাজা জিজ্ঞাসিলেন, "তাঁহাদের ভোজনকাল উপস্থিত হয় নাই কি?" "ভোজনকাল এই বটে, কিন্তু ভিক্ষুরা মহারাজের গৃহ হইতে অন্ন লইয়া স্ব স্ব প্রিয় শিষ্যদিগের বাটীতে যান এখানে যে অন্ন পান সমস্ত তাহাদিগকে দান করেন, এবং তাহারা ভাল মন্দ যাহা দেয়, তাহাই আহার করিয়া থাকেন।" রাজা ভাবিলেন, 'আমরা ত সুস্বাদ অন্নই দিয়া থাকি, অথচ তাহা ভক্ষণ না করিয়া ভিক্ষুরা অন্য খাদ্য গ্রহণ করেন, ইহার কারণ কি? শাস্তাকে ইহা জিজ্ঞাসা করিতে হইবে।'

এইরূপ চিন্তা করিয়া রাজা বিহারে গেলেন এবং শাস্তাকে কারণ জিজ্ঞাসিলেন। শাস্তা বলিলেন, "মহারাজ, সেই খাদ্যই সর্বোৎকৃষ্ট, যাহা প্রীতিসহকারে প্রদত্ত হয়। স্নেহসহকারে, প্রীতি উৎপাদন করিয়া ভোজ্যবণ্টন করে, আপনার গৃহে এরূপ লোকের অভাব। কাজেই ভিক্ষুরা আপনার গৃহ হইতে অন্ন লইয়া স্ব স্ব প্রীতিভাজন শিষ্যদিগের গৃহে যায় এবং তত্তৎস্থানে অন্নগ্রহণ করে। মহারাজ, প্রীতির মত রস আর নাই। যেখানে প্রীতি নাই, সেখানে চতুর্মধুর দিলেও তাহা প্রীতিপ্রদত্ত শ্যামাক*ভক্তের ন্যায় রসনাতৃপ্তিকর নহে। পুরাকালে পণ্ডিতদিগের রোগ হইয়াছিল, পঞ্চকুলের রাজবৈদ্য † তাঁহাদের চিকিৎসা করিয়াছিলেন, কিন্তু রোগের উপশম করিতে পারেন নাই। কিন্তু সেই পণ্ডিতেরা যখন আপনাদের প্রীতির পাত্রের নিকট গমন করিয়াছিলেন, তখন সেখানকার লবণহীন নীবারশ্যামাকের যবাগূ, অলবণ, জলমাত্রসিক্ত শাকের সহিত পান করিয়া তাঁহারা নীরোগ হইয়াছিলেন।" অনন্তর কোশলরাজের প্রার্থনায় তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব কাশীরাজ্যের এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম হইয়াছিল কল্পকুমার। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি তক্ষশিলায় গিয়া সর্বশিল্পে পারদর্শিতা লাভ করেন এবং তাহার পর ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্বক গৃহত্যাগ করিয়া যান।

তৎকালে কেশবনামক এক তাপস পঞ্চশত তাপসের আচার্য্য ছিলেন এবং শিষ্যগণপরিবৃত হইয়া হিমবন্ত প্রদেশে বাস করিতেন। বোধিসত্ত্ব তাঁহার নিকটে গমন করিলেন এবং সেই পঞ্চশত অন্তেবাসীর শ্রেষ্ঠস্থান প্রাপ্ত হইলেন। তিনি কেশব তপস্বীর হিতকামনা করিতেন এবং তাঁহাকে বড় ভাল বাসিতেন। তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে গাঢ় প্রীতির সঞ্চার হইল।

এইরূপে কিয়ৎকাল অতীত হইলে কেশব সেই সকল তাপস সঙ্গে লইয়া লবণ ও অম্লাসেবন করিবার অভিপ্রায়ে বারাণসীতে উপস্থিত হইয়া রাজকীয় উদ্যানে রাত্রি যাপন করিলেন এবং পরদিন ভিক্ষার্থ নগরে প্রবেশ করিয়া রাজদ্বারে উপস্থিত হইলেন। রাজা ঋষিগণকে দেখিয়া তাঁহাদিগকে ডাকাইলেন, নিজের গৃহেই ভোজন করাইলেন এবং তাঁহাদিগকে অঙ্গীকারাবদ্ধ করিয়া উদ্যানে বাস করাইলেন।

অতঃপর বর্ষাকাল অতীত হইলে কেশব রাজার নিকট বিদায় চাহিলেন। রাজা বলিলেন, "ভদন্ত, আপনি এখন অতি বৃদ্ধ হইয়াছেন, আপনি আমার আশ্রয়ে অবস্থিতি করুন, যুবক

---

* শ্যামাক—শ্যাম (শ্যামা) নামক এক প্রকার ধান্যের বীজ। নীবার—বন্যব্রীহি, বনধান্য।
† পঞ্চ ভেষজকুল। ইহারা পাঁচটী ভিন্ন ভিন্ন চিকিৎসক কিংবা ভিন্ন ভিন্ন চিকিৎসাসম্প্রদায় বুঝিতে হইবে, তাহা নিশ্চয় বলিতে পারি না।

তপস্বীদিগকে হিমবন্তে পাঠাইয়া দিন।" "বেশ, তাহাই হউক" বলিয়া কেশব জ্যেষ্ঠ অন্তেবাসীর (বোধিসত্ত্বের) সহিত শিষ্যদিগকে হিমবন্তে পাঠাইলেন এবং নিজে একাকী বারাণসীতে রহিলেন। কল্প হিমবন্তে গিয়া তপস্বীদিগের সহিত বাস করিতে লাগিলেন।

এদিকে কেশব কল্পের বিরহে উৎকণ্ঠিত হইলেন; কল্পকে দেখিবার জন্য তাঁহার এত আকাঙ্ক্ষা জন্মিল যে, তিনি নিদ্রাসুখ হইতে বঞ্চিত হইলেন। অনিদ্রাবশতঃ তিনি ভুক্তদ্রব্য উত্তমরূপে পরিপাক করিতে পারিলেন না, তন্নিবন্ধন রক্তামাশয় রোগে আক্রান্ত হইলেন, তাঁহার উদরে ভয়ানক বেদনা জন্মিল। রাজা পঞ্চ বৈদ্যকুল লইয়া তাঁহার সেবাশুশ্রূষা করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহাতেও রোগের কিছুমাত্র উপশম হইল না।

তখন কেশব রাজাকে বলিলেন, "মহারাজ, আপনি আমার মরণ ইচ্ছা করেন, না আরোগ্য কামনা করেন?" রাজা বলিলেন, "সে কি ভদন্ত? আমি আপনার আরোগ্যই চাই।" "তাহা হইলে আমাকে হিমবন্তে পাঠাইয়া দিন।" "আচ্ছা, ভদন্ত, তাহাই করিতেছি।" রাজা নারদ-নামক অমাত্যকে বলিলেন, "ভদন্তকে লইয়া কতকগুলি বনেচর-সমভিব্যাহারে হিমবন্তে যাও।" নারদ কেশবকে সেই ভাবেই হিমবন্তে লইয়া নিজে প্রতিগমন করিলেন।

কল্পকে দেখিবামাত্র কেশবের মানসিক রোগ প্রশমিত হইল; তাঁহার উৎকণ্ঠাও কমিয়া গেল। কল্প তাঁহাকে লবণহীন, অসিদ্ধ, জলমাত্রসিক্ত পত্রের সহিত শ্যামাক ও নীবারের যবাগূ খাইতে দিলেন; আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঐ পথ্য সেবন করিবামাত্রই তিনি রক্তামাশয় হইতে অব্যাহতি পাইলেন।

অতঃপর কেশব কেমন আছেন জানিবার নিমিত্ত রাজা নারদকে পুনর্ব্বার হিমবন্তে প্রেরণ করিলেন। নারদ গিয়া দেখিলেন, কেশব আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। তিনি কেশবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদন্ত, বারাণসীরাজ পঞ্চ বৈদ্যকুল লইয়াও আপনাকে রোগমুক্ত করিতে পারেন নাই; কল্প আপনার কিরূপ চিকিৎসা করিয়াছেন?" এই প্রশ্ন করিবার কালে নারদ নিম্নলিখিত গাথা বলিলেন:—

নরনাথ কাশীরাজ,—শকতি যাঁহার
আছে সর্ব্বমনোরথ পূর্ণ করিবার,
ছাড়ি তাঁরে ভগবান্ কেশবের প্রীতি
কল্পের আশ্রমে কেন করিতে বসতি?

ইহা শুনিয়া কেশব বলিলেন:—

সব রমণীয় হেথা; দেখ, তরুগণ
কেমন সুস্বাদ ফল করে বিতরণ!
ততোধিক সুমধুর কল্পের আলাপ
সতত, নারদ, হরে আমার সন্তাপ।

"কল্প আমার তৃপ্তির জন্য অলবণ, অসিদ্ধ, জলমাত্রসিক্ত পর্ণ এবং শ্যামাক ও নীবারের যবাগূ পান করাইয়া থাকেন, তাহাতেই আমার শরীরের ব্যাধি উপশমিত হইয়াছে। আমি আরোগ্য লাভ করিয়াছি।" নারদ বলিলেন:—

রাজালয়ে তৃপ্ত যাঁর হইত রসনা
সমাংস শালির অন্ন করিয়া ভোজন,
এবে তিনি শ্যামাক নীবার অলবণ
খেয়ে কি আরাম পান বুঝিতে পারি না।

কেশব বলিলেন:—

স্বাদু কিংবা স্বাদহীন, অল্প বা অধিক,
প্রীতি যদি নাহি থাকে, সে খাদ্যেরে ধিক্।
প্রীতিই পরম রস, প্রসাদে ইহার
সব খাদ্যে পাই আমি আস্বাদ সুধার।

এই কথা শুনিয়া নারদ রাজার নিকট প্রতিগমন করিলেন এবং কেশব যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা নিবেদন করিলেন।

[সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন সেই রাজা; সারিপুত্র ছিলেন নারদ, বকব্রহ্ম * ছিলেন কেশব এবং আমি ছিলাম কল্প।]

৩৪৭—অয়ঃকূট-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে লোকোত্তর চরিতসম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার বর্ত্তমানবস্তু মহাকৃষ্ণ জাতকে (৪৬৯) বলা হইবে।]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব তাঁহার অগ্রমহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি সর্ব্বশিল্পে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন এবং পিতার মৃত্যুর পর রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যথাধর্ম্ম প্রজাপালনে প্রবৃত্ত হন।

তখন লোকে মঙ্গলকামনায় দেবার্চ্চনা করিত এবং বহু ছাগ, মেষ প্রভৃতি বধ করিয়া দেবতাদিগকে পূজা দিত। কিন্তু বোধিসত্ত্ব ভেরীবাদনদ্বারা ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, কেহই প্রাণিহত্যা করিতে পারিবে না।

যক্ষেরা মাংসবলি হইতে বঞ্চিত হইয়া বোধিসত্ত্বের উপর ক্রুদ্ধ হইল; তাহারা হিমবন্ত প্রদেশে যক্ষসভা করিয়া এক অতি দুরাচার যক্ষকে বোধিসত্ত্বের প্রাণবধার্থ প্রেরণ করিল। এই দুরাত্মা গৃহচূড়ার ন্যায় প্রকাণ্ড এক জ্বলন্ত লৌহখণ্ড লইয়া তাহারই প্রহারে বোধিসত্ত্বকে নিহত করিবে, এই অভিপ্রায়ে রাত্রির মধ্যযামে আসিয়া বোধিসত্ত্বের শিয়রে আসিয়া দাঁড়াইল। এই সময়ে শক্রের আসন উত্তপ্তভাব ধারণ করিল। ইহার কারণ চিন্তা করিয়া তিনি সেই ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন এবং বজ্র হস্তে লইয়া যক্ষের উপরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বোধিসত্ত্ব যক্ষকে দেখিয়া ভাবিলেন, "এ এখানে দাঁড়াইয়া কেন? এ আমাকে রক্ষা করিতে আসিয়াছে, না মারিতে আসিয়াছে?" তিনি যক্ষের সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইয়া প্রথম গাথা বলিলেন:—

> গৃহের চূড়ার মত প্রকাণ্ড লৌহের দণ্ড লয়ে শূন্যে কেন দাঁড়াইয়া?
> রক্ষিবে কি মোরে তুমি? অথবা ভেবেছ মনে দণ্ডাঘাতে ফেলিবে মারিয়া?

বোধিসত্ত্ব যক্ষকেই দেখিতেছিলেন, তিনি শক্রকে দেখিতে পান নাই, যক্ষ কিন্তু শক্রের ভয়ে তাঁহাকে প্রহার করিতে পারিতেছিল না। সে বোধিসত্ত্বের কথা শুনিয়া বলিল, "মহারাজ, আমি তোমার রক্ষার জন্য এখানে আসি নাই, এই জ্বলন্ত অয়ঃকূটের আঘাতে তোমাকে নিহত করিবার উদ্দেশ্যেই আসিয়াছি। কিন্তু শক্রের ভয়ে প্রহার করিতে পারিতেছি না।" এই ভাব সুস্পষ্ট করিবার জন্য সে দ্বিতীয় গাথা বলিল:—

> তোমার বধের তরে রাক্ষসের দূত হ'য়ে আসিয়াছি এখানে রাজন্;
> কিন্তু শক্র দেবরাজ রক্ষিছেন নিজে আসি, তাই শির অক্ষত তোমার।

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব অপর দুইটী গাথা বলিলেন:—

> দেবেন্দ্র, সুজার পতি,† দেবলোক রাজা যাঁর, যদি তথা রক্ষক আমার,
> সর্ব্বজ্ঞ ত্রিদশেশ, আছেন রক্ষক মম, তবে মোর ভয় নাহি আর।

---

* বকব্রহ্ম—ব্রহ্মলোকবাসী জনৈক দেবতা। ইনি কর্ম্মফল স্বীকার করিতেন না; অবশেষে বুদ্ধ ইঁহার মিথ্যাদৃষ্টি দূর করিয়াছিলেন। [বকব্রহ্ম জাতক (৪০৫) দ্রষ্টব্য।]

† দেবেন্দ্র শক্রের স্ত্রীর নাম সুজা এবং সেইজন্য তাঁহার নাম সুজাম্পতি।

কুম্ভাণ্ড,* পাংশুপিশাচ,† যক্ষরক্ষো ভূতপ্রেত, পারে যত করুক গর্জ্জন
উৎপাদিয়া মহাভীতি; তবু তারা সঙ্গে মোর যুঝিতে না সমর্থ কখন।

যক্ষকে বিদূরিত করিয়া শক্র মহাসত্ত্বকে উপদেশ দিলেন এবং বলিলেন, "মহারাজ, আপনার কোন ভয় নাই; এখন হইতে আমি আপনাকে রক্ষা করিব। আপনি নির্ভয়ে থাকুন।" অনন্তর তিনি শক্রলোকে প্রস্থান করিলেন।

[সমবধান—তখন অনিরুদ্ধ ছিলেন শক্র এবং আমি ছিলাম সেই বারাণসীরাজ।]

৩৪৮—অরণ্য-জাতক।

[কোন যুবক এক স্থূলা কুমারীর প্রলোভনে পড়িয়াছিল।‡ তদুপলক্ষ্যে শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার বর্ত্তমান বস্তু চুল্লনারদকাশ্যপ-জাতকে (৪৭৭) বলা হইবে।]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক তক্ষশিলায় গিয়া সর্ব্বশিল্পে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। ভার্য্যার মৃত্যু হইলে তিনি পুত্রকে সঙ্গে লইয়া ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। তিনি হিমবন্ত প্রদেশে অবস্থিতি করিতেন এবং পুত্রকে আশ্রমে রাখিয়া নিজে বন্যফলাদি আহরণের জন্য বাহিরে যাইতেন।

একদিন দস্যুরা কোন প্রত্যন্ত গ্রাম আক্রমণপূর্ব্বক কতকগুলি লোক বন্দী করিয়া লইয়া যাইতেছিল। বন্দীদিগের মধ্যে এক কুমারী পলায়ন করিয়া বোধিসত্ত্বের আশ্রমে প্রবেশ করিল এবং তাহার হাবভাব দেখিয়া বোধিসত্ত্বের পুত্র প্রলুব্ধ হইল। সে যুবককে শীলভ্রষ্ট করিয়া বলিল, "চল আমরা এখান হইতে যাই।" যুবক বলিল, "পিতাকে আসিতে দাও; তাঁহাকে দেখিয়া যাইব।" "আচ্ছা, তাঁহাকে দেখিয়াই যাইবে।" ইহা বলিয়া কুমারী আশ্রমের বাহিরে গিয়া পথের মধ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিল।

বোধিসত্ত্ব আশ্রমে ফিরিলে তাঁহার পুত্র প্রথম গাথা বলিল :—

বন ত্যজি গ্রামে আমি চলি যদি যাই, বল, পিতঃ, দয়া করি, তোমায় শুধাই,
কি চরিত্র, কি আকার দেখিয়া লোকের মিশিব মিত্রের মত সঙ্গে তাহাদের?

বোধিসত্ত্ব পুত্রকে উপদেশ দিবার নিমিত্ত তিনটী গাথা বলিলেন :—

তাহার হইবে তুমি বিশ্বাসভাজন,
বিশ্বাসের পাত্র হ'তে যে চায় তোমার,
শুনিতে তোমার কথা যার আকিঞ্চন,
তব অপরাধে ক্রোধ না উপজে যার।

কায়মনোবাক্যে তব অনিষ্ট-কামনা ভ্রমেও তোমার যেই কখন(ও) করে' না,
করিবে নির্ভয়ে তারে হৃদয় অর্পণ, যখন যাইবে তুমি ছাড়ি এই বন।

হরিদ্রাবর্ণের মত অনুরাগ যার এই আছে, এই নাই, সে নয় তোমার
মিত্রতার উপযুক্ত; মর্কটের প্রায় তাহার চঞ্চল চিত্ত নানা দিকে ধায়;

---

* কুম্ভাণ্ড—দেবযোনিবিশেষ। "কুম্ভমত্তরহস্সঙ্গা মহোদরা যক্খা।"

† পাংশুপিশাচ—পুরীষাশী প্রেত; ইহাদের জঠর গুহার ন্যায় বৃহৎ, অথচ মুখ সূচীবৎ সঙ্কীর্ণ; কাজেই ইহাদের কখনও ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় না।

‡ 'স্থূলা' শব্দের ব্যাখ্যা চুল্লনারদকাশ্যপ-জাতকের (৪৭৭) বর্ত্তমান বস্তুতে দেখা যায়। সেখানে টীকাকার বলিয়াছেন, থুল্ল কুমারিকা বলিলে স্থূলাঙ্গী কুমারিকা বুঝায় না; যে কুমারী পঞ্চবিধ কামগুণে পূর্ণা, তাহাকে স্থূলা বলা যায়। এখানে স্থূল শব্দ ইংরাজী coarse শব্দের তুল্যার্থবাচক।

ক্ষণে তুষ্ট, ক্ষণে রুষ্ট, এমন লোকের
সংসর্গে বিপদ্‌, বৎস, ঘটে মানবের।
ত্যজিবে এরূপ বন্ধু অতি সাবধানে ;
যদিও থাকিতে হয় জনহীন স্থানে।

ইহা শুনিয়া তাপসকুমার বলিল, "পিতঃ, এই সকল গুণসম্পন্ন লোক আমি কোথায় পাইব? আমি কোথাও যাইব না; আপনার নিকটেই থাকিব।" অনন্তর সে প্রতিনিবৃত্ত হইল। অতঃপর বোধিসত্ত্ব পুত্রকে কৃৎস্ন পরিকর্ম শিক্ষা দিলেন এবং উভয়েই অপরিহীন ধ্যানবলে ব্রহ্মলোকবাসের উপযুক্ত হইলেন।

[সমবধান—তখন এই যুবক এবং এই কুমারী ছিল সেই তাপসকুমার ও সেই কুমারী, এবং আমি ছিলাম সেই তাপস।]

৩৪৯—সন্ধিভেদ-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি করিবার কালে পৈশুন্যশিক্ষাপদ সম্বন্ধে * এই কথা বলিয়াছিলেন। একদা শাস্তা শুনিতে পাইলেন যে, ষড়্‌বর্গীয় ভিক্ষুরা পরের নিন্দাবাদ সংগ্রহ করিয়া বেড়ায়। তিনি ষড়্‌বর্গীয়দিগকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "যে সকল ভিক্ষু দল ভাঙ্গাভাঙ্গি ও কলহ ভালবাসে, এবং যাহারা বাগ্‌বিতণ্ডাপরায়ণ, তোমরা তাহাদের সম্বন্ধে নিন্দাবাদ সংগ্রহ করিয়া থাক, সেজন্য যেখানে বিবাদ ছিল না, সেখানেও বিবাদ জন্মে এবং একবার জন্মিলে তাহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়, একথা সত্য কি?" ষড়্‌বর্গীয়েরা বলিল, "হাঁ ভদন্ত, একথা মিথ্যা নহে।" তখন শাস্তা তাহাদিগকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, পিশুন বাক্য তীক্ষ্ণ অসির প্রহারসদৃশ, দৃঢ় বিশ্বাসও ইহা দ্বারা নিমেষের মধ্যে উচ্ছিন্ন হইয়া যায়; যে ইহাতে কাণ দেয়, সে নিজের বন্ধুত্বের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া সিংহ ও বৃষের দশা প্রাপ্ত হয়।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব তাঁহার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং তক্ষশিলায় গিয়া কৃতবিদ্য হইয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি নিজেই যথাধর্ম্ম রাজ্য করিতেন।

একদা এক গোপালক অরণ্যমধ্যস্থ গোশালায় গরুগুলির রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া ফিরিবার কালে অনবধানতাবশতঃ একটা গর্ভিণী গবীকে ফেলিয়া আসিয়াছিল। এই গবীর সহিত একটা সিংহীর বন্ধুতা জন্মিল। তাহারা দৃঢ় সখ্যবন্ধনে বদ্ধ হইয়া এক সঙ্গে বিচরণ করিত। কিয়ৎকাল পরে গবী ও সিংহী উভয়েই এক একটা শাবক প্রসব করিল। এই শাবক দুইটীর মধ্যে কৌলিক মিত্রতাবশতঃ প্রগাঢ় বন্ধুতা জন্মিল, এবং তাহারা একত্র বিচরণ করিতে লাগিল। অনন্তর এক বনেচর এই প্রাণিদ্বয়ের মিত্রতা লক্ষ্য করিল। সে বনজাত নানাবিধ দ্রব্য লইয়া বারাণসীতে গেল এবং রাজাকে সেই সমস্ত উপহার দিল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "সৌম্য, বনে কিছু আশ্চর্য্য দেখিতে পাইলে কি?" বনেচর বলিল, "মহারাজ, আর কিছু দেখি নাই; কিন্তু এক সিংহ ও এক বৃষের মধ্যে অপূর্ব্ব বন্ধুত্ব দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। তাহারা এক সঙ্গে বিচরণ করিয়া থাকে।" রাজা বলিলেন, "যদি তৃতীয় কোন প্রাণী ইহাদের সঙ্গে মিলিত হয়, তাহা হইলে ভয়ের কারণ হইবে। যখন দেখিবে তৃতীয় কোন প্রাণী আসিয়া জুটিয়াছে, তখন আমায় সংবাদ দিবে।" "যে আজ্ঞা মহারাজ।"

বনেচর বারাণসীতে গেলে এক শৃগাল সিংহ এবং বৃষের পরিচর্য্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল। বনেচর অরণ্যে ফিরিয়া ইহা দেখিতে পাইল এবং তৃতীয় এক প্রাণী যে আসিয়া জুটিয়াছে, রাজাকে এই কথা জানাইবার জন্য আবার নগরে গেল।

* পৈশুন্য—পরনিন্দা, পরের গ্লানি রটনা করিবার অভ্যাস।

এদিকে শৃগাল চিন্তা করিতে লাগিল, 'সিংহমাংস ও বৃষমাংস ভিন্ন অন্য এমন কোন মাংসই নাই, যাহা আমি না খাইয়াছি। এখন এই দুইটা জন্তুর মধ্যে বিবাদ ঘটাইয়া ইহাদের মাংস খাইব।' এই সঙ্কল্প করিয়া সে উভয়ের কাণেই, 'ও তোমার সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছে' এইরূপ শুনাইতে প্রবৃত্ত হইল এবং অচিরে উভয়ের মধ্যে কলহ জন্মাইয়া উভয়কে মরণদশায় আনয়ন করিল।

বনেচর গিয়া বারাণসীরাজকে বলিয়াছিল, "মহারাজ, তাহাদের সঙ্গে তৃতীয় একটা জন্তু আসিয়া জুটিয়াছে।" রাজা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "কে সে?" "শৃগাল, মহারাজ।" "সে উভয়ের বন্ধুত্ব বিনাশ করিয়া উভয়কেই নিহত করাইবে। আমরা গিয়া দেখিব, সেই দুইটা জন্তুই মরিয়াছে।" ইহা বলিয়া রাজা রথারোহণে বনেচর-প্রদর্শিত পথে গিয়া দেখেন, তাহারা পরস্পর কলহ করিয়া মারা গিয়াছে এবং শৃগাল পরমপরিতোষসহকারে একবার সিংহের, একবার বৃষের মাংস খাইতেছে। দুইটা জন্তুই মরিয়াছে দেখিয়া রাজা রথে বসিয়াই সারথিকে সম্বোধন-পূর্ব্বক এই গাথাগুলি বলিলেন :—

সিংহের যে খাদ্য তাহা বৃষে কভু ভক্ষণ না করে ;
সিংহে সিংহী, বৃষে গবী লয় বাছি বিহারের তরে।
যে যে হেতু কলহের উদ্ভব হইয়া থাকে প্রায়,
কিছুই ত সাধারণ ইহাদের দেখা নাহি যায়।

তথাপি, সারথে, দেখ শৃগালের ধূর্ত্ততা কেমন,
একে [illegible] [illegible] যেমন
তীক্ষ্ণ অসিধারে যথা ; তাই বৃষ, আর পশুরাজ,
পশুকুলে যে অধম, তারি খাদ্য হইয়াছে আজ!

সন্ধিভেদী পিশুনের বচন যে করিবে বিশ্বাস,
মিত্রদ্রোহে সে মূর্খের ঘটিবে অচিরে সর্ব্বনাশ।
যে শয্যায় শুইয়াছে মহাবল এই পশুদ্বয়,
তাহাকেও সে শয্যায় শুইতে হইবে নিঃসংশয়।
কিন্তু যাঁরা বুদ্ধিমান্, সন্ধিভেদী জনের বচন
অতি অশ্রদ্ধেয় ভাবি না করেন বিশ্বাস কখন।
এই হেতু তাঁহাদের হয় সুখে জীবনযাপন,—
অকৃত্রিম মিত্রলাভ, দেহ-অন্তে স্বরগে গমন।

রাজা এই গাথাগুলি বলিলেন, এবং সিংহের কেশর, চর্ম্ম, নখ ও দন্ত সংগ্রহ করাইয়া রাজধানীতে ফিরিয়া গেলেন।

[সমবধান—তখন আমি ছিলাম সেই বারাণসীরাজ।]

☞ পঞ্চতন্ত্রের 'মিত্রভেদ'-নামক অংশে এবং হিতোপদেশের 'সুহৃদ্ভেদ'-নামক অংশে এই আখ্যায়িকাটীই বীজকথারূপে ব্যবহৃত হইয়াছে ; তবে তত্তৎ প্রকরণে সন্ধিভেদী ছিল দুইটা শৃগাল—করটক ও দমনক ; এবং কলহে কেবল বৃষই নিহত হইয়াছিল।

বর্দ্ধকিশূকর জাতকে (৩৬১) দেখা যায়, শৃগালের দুরভিসন্ধি ব্যর্থ হইয়াছিল।

৩৫০—দেবতাপ্রশ্ন-জাতক।

এই দেবতাপ্রশ্ন উম্মার্গজাতকে (৫৩৬) প্রদত্ত হইবে।

জাতক।

পঞ্চ নিপাত।

৩৫১—মণিকুণ্ডল জাতক।

[এক অমাত্য কোশলরাজের অন্তঃপুর দূষিত করিয়াছিল। শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি-কালে তাহার সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার বর্তমানবস্তু পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।*]

এই আখ্যায়িকাতেও দেখা যায়, বোধিসত্ত্ব বারাণসীতে রাজত্ব করিতেন। দুষ্ট অমাত্য কোশলরাজকে আনিয়া কাশীরাজ্য অধিকার করাইয়াছিল এবং বোধিসত্ত্বকে বন্ধনাগারে নিক্ষিপ্ত করাইয়াছিল। কাশীরাজ ধ্যান উৎপাদনপূর্ব্বক আকাশে পর্য্যঙ্কাসনে উপবিষ্ট হইয়া ছিলেন। তাহাতে চোররাজের দেহে দাহ জন্মিয়াছিল। চোররাজ তখন বারাণসীরাজের নিকট গিয়া এই গাথা বলিয়াছিলেন:—

দারা, পুত্র, অশ্ব, রথ, মণিকুণ্ডলাদি আভরণ—
ভোগের যা ছিল তব, হস্তগত আমার এখন।
এমন শোকের [illegible] [illegible] মনে ?
বিস্তারিয়া বল শুনি, এত ধৈর্য্য লভিলে কেমনে।

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব নিম্নের গাথাগুলি বলিলেন:—

কখন(ও) ভোগের বস্তু জীবদ্দশাতেই চলি যায়,
কখনও বা ছাড়ি ভোগ, মৃত্যুমুখে পশে জীব, হায়!
হেরি আমি, হে বিজয়ী, অনিত্যতা ভোগীর এমন,
ঐশ্বর্য্যবিনাশ শোকে অভিভূত হই না কখন।

শুক্ল পক্ষে শশধর উদিয়া আকাশে বৃদ্ধি পায়,
কিন্তু পুনঃ কৃষ্ণ পক্ষে ক্রমশঃ বিলীন হ'য়ে যায়।
যে সূর্য্য মধ্যাহ্নকালে অগ্নি বর্ষি দহে চরাচর,
সায়াহ্নে নিস্তেজ সেই পশে অস্তাচলের ভিতর।
করি আমি, হে অরাতি, সদা মনে এই আলোচন
ঐশ্বর্য্যবিনাশশোকে অভিভূত হই না কখন।

মহাসত্ত্ব চোররাজের নিকট এইরূপে ধর্মব্যাখ্যা করিয়া নিম্নলিখিত গাথাদ্বয়ে তাঁহার আচরণের প্রতি কটাক্ষ করিলেন:—

অলস গৃহস্থ কামী, প্রমাদী প্রব্রজিত, আর
যে রাজ উগ্র পন্থ না ভাবিয়া করেন বিচার,
পণ্ডিত অথচ যিনি স্বভাবতঃ ক্রোধপরায়ণ
[illegible] কারো এরা প্রশংসিত নয়।

---

* [illegible] (১৮১) এবং দ্বিতীয় খণ্ডের একাদশনিপাত (৩০৩) দ্রষ্টব্য। [illegible] (৫১) [illegible]।

উভয় পক্ষের কথা সাবধানে করিয়া শ্রবণ
ক্ষত্রিয় ভূপাল যিনি, করিবেন বিবাদভঞ্জন।
রাজা যদি সুবিচার করেন সতত স্থির মনে,
কীর্ত্তিবৃদ্ধি হয় তাঁর ; গুণগান করে সর্ব্বজনে।*

অনন্তর কোশলরাজ বোধিসত্ত্বের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং তাঁহাকে রাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়া কোশলে চলিয়া গেলেন।

[সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন সেই কোশলরাজ এবং আমি ছিলাম সেই বারাণসীরাজ।]

৩৫২—সুজাত-জাতক।

[কোন ভূস্বামীর পিতৃবিয়োগ হইয়াছিল ; তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি করিবার সময়ে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি নাকি পিতার মৃত্যুর পর অবিরত পরিদেবন করিয়া বেড়াইতেন ; কিছুতেই শোক দমন করিতে পারেন নাই। শাস্তা দেখিতে পাইলেন, এই ব্যক্তির স্রোতাপত্তি-ফললাভের সময় আসিয়াছে। তিনি শ্রাবস্তীতে পিণ্ডচর্য্যাপূর্ব্বক একজন অনুচর শ্রমণ সঙ্গে লইয়া তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইলেন। ভূস্বামী তাঁহার উপবেশনের জন্য আসন স্থাপন করিলেন এবং তিনি উপবেশন করিলে তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক নিজে উপবিষ্ট হইলেন। শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, "উপাসক, তুমি কি শোক করিতেছ ?" উপাসক উত্তর দিলেন, "হাঁ ভদন্ত, আমি শোকে কাতর হইয়াছি।" শাস্তা বলিলেন, "দেখ, পুরাকালে বিজ্ঞজনে পণ্ডিতদিগের উপদেশ শুনিয়া মৃত পিতার জন্য শোক পরিহার করিয়াছিলেন।" অনন্তর ভূস্বামীর প্রার্থনায় তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব এক ভূস্বামিকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম রাখা হইয়াছিল সুজাতকুমার। তাঁহার বয়ঃপ্রাপ্তির পর তাঁহার পিতামহের মৃত্যু হয়। ইহাতে তাঁহার পিতা এত শোকাভিভূত হইয়াছিলেন যে, তিনি শ্মশান হইতে বৃদ্ধের অস্থি আহরণ করিয়া, উদ্যানে মৃত্তিকাস্তূপ নির্ম্মাণপূর্ব্বক তাহার মধ্যে নিহিত করিয়াছিলেন। তিনি যখনই সেখানে যাইতেন, তখনই পুষ্পদ্বারা সেই স্তূপের পূজা করিতেন। তিনি অবিরত পরিদেবন করিতেন এবং স্নান, অনুলেপন ও ভোজন ত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি বিষয়কার্য্যেও মন দিতেন না।

বোধিসত্ত্ব পিতার এই দশা দেখিয়া ভাবিলেন, 'দাদা মহাশয়ের মৃত্যুর পর হইতে বাবা শোকে কাতর হইয়া বেড়াইতেছেন ; আমি ছাড়া আর কেহই ইঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিতে পারিবে না। কোন একটা উপায় বাহির করিয়া ইঁহার শোকাপনোদন করিতে হইতেছে।'

অনন্তর একদিন নগরের বাহিরে একটা মরা গরু দেখিয়া বোধিসত্ত্ব তৃণ ও জল লইয়া তাহার সম্মুখে রাখিলেন, এবং পুনঃ পুনঃ "খাও, খাও, পান কর, পান কর" বলিতে লাগিলেন। সেখান দিয়া যে সকল লোক যাইতেছিল, তাহারা ইহা দেখিয়া বলিল, "সৌম্য সুজাত, তুমি কি পাগল হইয়াছ যে মরা গরুকে ঘাস ও জল দিতেছ ?" বোধিসত্ত্ব তাহাদের কথায় কোন উত্তর দিলেন না। এই সকল লোক তাঁহার পিতার নিকট গিয়া বলিল, "আপনার ছেলে পাগল হইয়াছে ; সে একটা মরা গরুকে ঘাস ও জল খাওয়াইবার চেষ্টা করিতেছে।" ইহা শুনিয়া ভূস্বামীর পিতৃশোক দূরে গেল এবং পুত্রশোক উপস্থিত হইল। তিনি তাড়াতাড়ি সেখানে গিয়া বলিলেন, "বাবা সুজাত, তুমি ত পণ্ডিত। তুমি কেন মরা গরুকে ঘাস ও জল দিতেছ ?

---

* এই গাথা দুইটী রথলট্ঠিজাতকেও (৩৩২) দেখা যায়।

বুড়া গরু এটা গিয়াছে মরিয়া; তবু কেন তুমি ইহার লাগিয়া
কাটি কচি ঘাস, আনি ত্বরা করি করিছ প্রলাপ 'খাও খাও' বলি?
অন্ন আর জলে মরা গরুটার দেহে না হইবে প্রাণের সঞ্চার।
পাগলের মত বৃথা এ প্রলাপ কর কি কারণ? বল মোরে বাপ।"

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব দুইটী গাথা বলিলেন:—

আছে মাথা এর, আছে পা কয়খানি, কাণ দুইটার(ও) হয়নি ক হানি,
তাই মনে হয় গরুটা উঠিয়া, হে অবোধ পিতঃ, বেড়াবে চরিয়া।

পিতামহ মোর গিয়াছেন চলি; শির, হস্ত, পাদ তাঁহার সকলি
হইয়াছে ভস্ম, তবু ভস্মপাশে রোদন আপনি করেন কি আশে?
কাণ্ড আপনার বুঝিতে না পারি; কে বড় পাগল দেখুন বিচারি।

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্বের পিতা ভাবিতে লাগিলেন, 'আমার পুত্র পণ্ডিত; ইহলোকের ও পরলোকের কৃত্য সমস্তই ইহার জানা আছে। আমাকে প্রবোধ দিবার জন্যই বাছা এই কাজ করিয়াছে।' অনন্তর তিনি বলিলেন, "বৎস সুজাত, তুমি প্রজ্ঞাবান্; সমস্ত সংস্কারই * যে অনিত্য, তাহা আমি বুঝিয়াছি। আমি এখন হইতে আর শোক করিব না। তোমার মত পুত্রই পিতার শোকাপনোদন করিতে পারে।

ঘৃতপুষ্ট অগ্নি সলিলসেচনে
অচিরাৎ যথা হয় নির্ব্বাপিত,
হৃদয়ের ব্যথা উপদেশদানে
[illegible]
শোকশল্য মোর হৃদয় মাঝারে
প্রবিষ্ট হইয়া দিতেছিল ক্লেশ;
উপদেশদানে উদ্ধারিলে তারে;
পিতৃশোক মোর হইল নিঃশেষ।

শুনিয়া তোমার বচন, সুজাত, শোকশল্য মোর হ'ল অপগত।
অবিনয় এবে গিয়াছে ঘুচিয়া, কাঁদিব না আর পিতারে স্মরিয়া।
প্রজ্ঞা আর দয়া যাহার ভূষণ, সে করে অন্যের শোকাপনোদন,
করিলে যেমন, সুজাত, পিতার বুক হতে শোক শল্যের উদ্ধার।"

[এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই কুটুম্বী স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—তখন আমি ছিলাম সুজাত।]

৩৫৩—ধোনসাখ-জাতক। †

[শাস্তা শিংশুমারগিরির সন্নিহিত ভেষকলাবনে অবস্থিতি করিবার সময়ে রাজকুমার বোধি সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। বোধি উদয়নের পুত্র, তিনি এই সময়ে শিংশুমারগিরিতে বাস করিতেন। তিনি শিল্পনিপুণ একজন বর্দ্ধকীকে ডাকাইয়া কোকনদ নামক একটা প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তাঁহার আজ্ঞা ছিল যে, ঐ প্রাসাদ যেন অন্যান্য রাজাদিগের প্রাসাদের মত না হয়। কিন্তু পাছে ঐ শিল্পী অন্য কোন রাজার জন্যও এতাদৃশ

---

* 'সংস্কার' শব্দের অর্থ ২১ পৃষ্ঠের পাদটীকায় দ্রষ্টব্য।

† এই জাতকের 'ধোনসাখ' নাম কেন হইল, বুঝা যায় না। অর্থকথায় 'ধোনসাখ' কাঞ্চন্যার শব্দের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং টীকাকার অর্থ করিয়াছেন 'পবুদ্ধসাখ'—প্রবৃদ্ধশাখ (with spreading branches)। কিন্তু 'ধোন' শব্দের অর্থ যে কিরূপে 'প্রবৃদ্ধ' হইল, তাহা কোথাও বলা হয় নাই।

প্রাসাদ নির্ম্মাণ করে, এই ঈর্ষ্যায় তিনি হতভাগ্যের চক্ষু দুইটী উৎপাটন করিয়াছিলেন। এই নৃশংস ব্যাপার ক্রমে ভিক্ষুদিগের জ্ঞান-গোচর হইল। তাঁহারা একদিন ধর্ম্মসভায় এ সম্বন্ধে বলাবলি করিতে লাগিলেন, "শুনিয়াছ, ভাই, বোধিরাজ এরূপ সুনিপুণ শিল্পীর চক্ষু দুইটা উৎপাটিত করিয়াছেন। অহো! তিনি কি নিষ্ঠুর, নির্দ্দয় ও দুরাচার!" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও এই রাজপুত্র অতি নিষ্ঠুর, নির্দ্দয় ও দুরাচার ছিল; কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও এই পাষণ্ড এক সহস্র ক্ষত্রিয়ের চক্ষু উৎপাটিত করিয়াছিল এবং তাহাদিগের প্রাণসংহারপূর্ব্বক দেবতাদিগকে মাংস বলি দিয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব তক্ষশিলা নগরে একজন সুবিখ্যাত আচার্য্য ছিলেন। জম্বুদ্বীপের ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ বালকেরা তাঁহার নিকট শিল্প শিক্ষা করিত। বারাণসীরাজের পুত্র ব্রহ্মদত্তকুমারও তাঁহার নিকট গিয়া বেদত্রয় অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এই রাজপুত্র স্বভাবতঃ নিষ্ঠুর, নির্দ্দয় ও দুরাচার ছিলেন। মহাসত্ত্ব অঙ্গবিদ্যাপ্রভাবে তাঁহার নিষ্ঠুরতা, নির্দ্দয়তা ও দুরাচারভাব বুঝিতে পারিয়া বলিয়াছিলেন, "দেখ বৎস, তুমি নিষ্ঠুর, নির্দ্দয় ও দুরাচার। পারুষ্যলব্ধ ঐশ্বর্য্য অচিরস্থায়ী; সেই ঐশ্বর্য্যের অপগম হইলে লোকে সাগরবক্ষে ভগ্নপোতের ন্যায় নিতান্ত নিরাশ্রয় হইয়া পড়ে। অতএব তুমি নিজের কুস্বভাব ত্যাগ কর।" অনন্তর নিম্নলিখিত দুইটী গাথা দ্বারা তিনি রাজকুমারকে উপদেশ দিয়াছিলেন :—

> কুশল, সম্পদ, স্বাস্থ্য, সকলি অনিত্য ভবে।
> ঘটে যদি ভাগ্যের বিপ্লব,
> বিশাল সাগরবক্ষে [illegible]
> দশা যেন নাহি হয় তব।
>
> কর্ম্ম-অনুরূপ ফল,— শুভে শুভ, পাপে পাপ,
> নাহি এর কোন ব্যতিক্রম;
> যে যেমন বপে বীজ, সে তেমন পায় ফল;—
> প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়ম। *

ব্রহ্মদত্তকুমার আচার্য্যকে প্রণাম করিয়া বারাণসীতে ফিরিয়া গেলেন; পিতার নিকট বিদ্যার পরিচয় দিয়া উপরাজ্য লাভ করিলেন এবং পিতার মৃত্যুর পর নিজেই রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। পিঙ্গিক-নামক এক নির্দ্দয় ও নিষ্ঠুর ব্যক্তি তাঁহার পুরোহিত হইলেন। পিঙ্গিক ঐশ্বর্য্যলোভে একদিন চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'আমি যদি এই রাজা দ্বারা সমস্ত জম্বুদ্বীপের অন্য সকল রাজাকে বন্দী করাইতে পারি, তাহা হইলে ইনি একরাজ হইবেন এবং আমিও একরাজের পৌরোহিত্য করিতে পারিব।' অনন্তর ক্রমাগত চেষ্টা করিয়া তিনি রাজাকে নিজের পরামর্শমত কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত করাইলেন। রাজা মহতী সেনা লইয়া যাত্রা করিলেন এবং এক রাজার নগর আক্রমণপূর্ব্বক রাজাকে বন্দী করিলেন। এইরূপে ক্রমে তিনি সমস্ত জম্বুদ্বীপের রাজত্ব আত্মসাৎ করিলেন এবং সহস্র ভূপালপরিবৃত হইয়া তক্ষশিলা অধিকার করিবার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। কিন্তু বোধিসত্ত্ব এই নগরের প্রাকারাদির এরূপ সংস্কার করাইয়াছিলেন যে, ইহা শত্রুপক্ষের দুর্জ্জেয় হইয়াছিল।

বারাণসীরাজ গঙ্গাতীরে † এক বৃহৎ বটবৃক্ষের মূলে পটমণ্ডপ প্রস্তুত করাইয়া ও

---

* দ্বিতীয় গাথাটী চুল্লনন্দিক-জাতকেও (২২২) দেখা যায়।

† তক্ষশিলায় গঙ্গা কোথায়? বোধ হয় এখানে গঙ্গা শব্দে শুধু 'নদী' বুঝাইতেছে। 'গঙ্গা' শব্দের পরিবর্ত্তে 'নদী' বসাইলেও অসঙ্গতি থাকে না।

উপরে চন্দ্রাতপ বিন্যাস করিয়া তাহার মধ্যে নিজের শয্যা রচনা করাইলেন এবং সেখানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

তিনি জম্বুদ্বীপের সহস্র রাজাকে বন্দী করিয়াছিলেন, কিন্তু পুনঃ পুনঃ যুদ্ধ করিয়াও তিনি তক্ষশিলা অধিকার করিতে পারিলেন না। এইজন্য একদিন তিনি পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচার্য্য, আমি এতগুলি রাজা সঙ্গে আনিয়াও তক্ষশিলা অধিকার করিতে অসমর্থ হইলাম, এখন কি করা যায়, বলুন।" পুরোহিত পরামর্শ দিলেন, "মহারাজ, এই সহস্র রাজার চক্ষু উৎপাটন করুন, ইহাদের কুক্ষি বিদারণপূর্ব্বক পঞ্চবিধ মধুর মাংস * লউন; তাহা দ্বারা এই বটবৃক্ষের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার পূজা করুন, অন্ত্রগুলি দ্বারা মালার আকারে বৃক্ষটাকে বেষ্টন করুন, রক্তদ্বারা ইহার কাণ্ডে পঞ্চাঙ্গুলিক দিন; তাহা হইলে অচিরেই আমাদের জয় হইবে।" "এ অতি উত্তম প্রস্তাব," ইহা বলিয়া রাজা যবনিকার অন্তরালে মহাবল মল্লদিগকে রাখিয়া দিলেন, রাজাদিগকে একে একে ডাকাইয়া নিষ্পীড়ন দ্বারা নিঃসংজ্ঞ করাইলেন, তাঁহাদের চক্ষুগুলি উৎপাটন করাইলেন, তাঁহাদের প্রাণসংহারপূর্ব্বক মাংস তুলিয়া লইলেন, দেহগুলি গঙ্গায় ভাসাইয়া দিলেন, উক্তরূপে বৃক্ষদেবতার পূজা করিলেন, বলিদানোপযোগী ভেরী বাজাইলেন এবং যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। এই সময়ে নগরের অট্টালক হইতে একটা যক্ষ আসিয়া তাঁহার একটী চক্ষু উৎপাটন করিয়া চলিয়া গেল। ইহাতে তাঁহার মহা যন্ত্রণা হইল; তিনি বেদনায় উন্মত্ত হইয়া সেই বটবৃক্ষের মূলে ফিরিয়া আসিলেন এবং রচিত শয্যায় উত্তানভাবে শুইয়া পড়িলেন। তখন একটা গৃধ্র একখানি তীক্ষ্ণাগ্র অস্থি গ্রহণ করিয়া ঐ বৃক্ষের উপর বসিয়া মাংস খাইতেছিল। মাংস খাইয়া সে অস্থিখানি ফেলিয়া দিল; তাহাতে শূলের ন্যায় তীক্ষ্ণ অস্থির অগ্রভাগ রাজার বামচক্ষুর উপর পতিত হইল, তাহাতে সেই চক্ষুও বিদ্ধ হইল। এতকাল পরে এখন বোধিসত্ত্বের কথা তাঁহার মনে পড়িল। তিনি বলিলেন, "প্রাণিগণ বীজানুরূপ ফলের ন্যায় কর্ম্মানুরূপ পরিণতি লাভ করে, আচার্য্য যেন বর্ত্তমান ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াই এই কথা বলিয়াছিলেন।

বুঝিলাম অর্থ তার, আচার্য্য যে উপদেশ
দিলা মম মঙ্গলকারণ :—
'যাতে অনুতাপ হয়, এমন পাপের কাজ
করিও না কভু বাছাধন।' †

এই সেই বটবৃক্ষ, সুবিস্তৃত শাখা যার
করিলাম চন্দনে চর্চ্চিত,
পিশাচের কথা শুনি সহস্র ক্ষত্রিয়ে আনি
যার তলে করিনু নিহত।

যে দুঃখ পাইল তারা, নিজে ভোগ করিতেছি
সেই স্থানে বসিয়া এখন,
হাতে হাতে ফলিয়াছে আমারি পাপের ফল
অনুতাপে দহে এবে মন।"

* টীকাকারের মতে পাঁচটী অঙ্গের মাংস মধুর বলিয়া গণ্য। কিন্তু এই পাঁচটী অঙ্গ কি কি, তাহা নির্দ্দেশ করিতে পারিলাম না।

† এই গাথাটী দুর্ম্মেধ-জাতকেও (১২২) দেখা যায়।

এইরূপে পরিদেবনপূর্ব্বক তিনি অগ্রমহিষীকে স্মরণ করিয়া বলিলেন ;—

প্রেয়সী উর্ব্বরী, শ্যামা * ললিতবিলাসবতী,
দেহ-যষ্টি চন্দনে চর্চ্চিত
হেরি তব, পরাজয় মানে সৌভাঞ্জন-শাখা
মলয় মারুতে আন্দোলিত।

কোথা র'লে এ সময় ? মরিতে বসেছি আমি ;—
ততোঽধিক যাতনা আমার,
জীবনের অবসানে তব চন্দ্রমুখখানি
দেখিতে না পাইলাম আর।

এইরূপে বিলাপ করিতে করিতে রাজা দেহত্যাগ করিলেন এবং নরকে পুনর্জ্জন্ম লাভ করিলেন। ঐশ্বর্য্যলুব্ধ পুরোহিত তাঁহাকে পরিত্রাণ করিতে পারিলেন না; পুরোহিতের নিজের ভাগ্যেও ঐশ্বর্য্যলাভ হইল না। রাজার মৃত্যু হইলেই তাঁহার সেনা ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল।

[সমবধান—তখন বোধি রাজকুমার ছিলেন সেই চোররাজ; দেবদত্ত ছিল পিঙ্গিক; এবং আমি ছিলাম সেই সুবিখ্যাত আচার্য্য।]

৩৫৪—উরগ জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি করিবার সময়ে এক পুত্রশোকাতুর ভূস্বামীকে উপলক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি ভার্য্যা ও পিতার মরণে নিতান্ত শোকাভিভূত হইয়াছিল, † তাহার বৃত্তান্ত, এবং এই জাতকের বর্ত্তমান বস্তু একরূপ। এই প্রসঙ্গেও শুনা যায়, শাস্তা পূর্ব্ববৎ উক্ত ভূস্বামীর গৃহে গিয়াছিলেন, এবং ঐ ব্যক্তি তাঁহার নিকটে আসিয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক উপবিষ্ট হইলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তুমি কি শোকার্ত্ত হইয়াছ ?" ভূস্বামী উত্তর দিয়াছিলেন, "ভদন্ত, আমার পুত্রের মৃত্যু হওয়া অবধি আমি শোকে নিতান্ত কাতর হইয়াছি।" শাস্তা বলিয়াছিলেন, "দেখ ভদ্র ! যাহা ভঙ্গুর তাহাই ভাঙ্গে, যাহা নশ্বর তাহাই বিনষ্ট হয়। এরূপ বিপ্রয়োগ যে কেবল ব্যক্তিবিশেষের বা স্থানবিশেষের ভাগ্যে ঘটে, তাহা নহে; নিখিল বিশ্বে, ‡ ত্রিলোকে § এমন কেহ নাই, যে মরণশীল নহে। এরূপ কোন সংস্কারই ¶ দেখা যায় না, যাহা চিরদিন একভাবে থাকিতে পারে। সত্ত্বমাত্রেই মরণধর্ম্মশীল, সংস্কারমাত্রেই ভঙ্গুর। প্রাচীন পণ্ডিতেরাও পুত্রের মৃত্যু হইলে, যাহা নশ্বর তাহার নাশ হইল ভাবিয়া শোক করেন নাই।" ইহা বলিয়া শাস্তা উক্ত ভূস্বামীর অনুরোধে সেই অতীত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়াছিলেন :—]

---

* 'শ্যামা' শব্দটী বোধ হয় বিশিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত :—শীতে সুখোষ্ণসর্ব্বাঙ্গী গ্রীষ্মে তু সুখশীতলা। তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা সা স্ত্রী শ্যামেতি কথ্যতে।

† অম্বক-জাতকে (২০১) মৃত পত্নীর এবং সুজাত-জাতকে (৩৫২) মৃত পিতার জন্য শোকের কথা আছে। মৃতরোদন-জাতকে (৩১৭) মৃতভ্রাতার জন্য শোকের উল্লেখ দেখা যায়।

‡ 'অপরিমাণেসু চক্কবালেসু'—অসংখ্য চক্রবালে। বৌদ্ধ সাহিত্যে চক্রবালগুলি সমতল বলিয়া বর্ণিত; ইহার মধ্যভাগে মেরু। প্রত্যেক চক্রবালের জন্য স্বতন্ত্র সূর্য্য ও চন্দ্র নির্দ্দিষ্ট আছে। বিশ্বে এইরূপ অসংখ্য চক্রবাল বিদ্যমান রহিয়াছে।

§ 'তিসু ভবেসু' অর্থাৎ কামভব, রূপভব ও অরূপভব। কামভব বলিলে কামলোকে সত্ত্বা বুঝায়। কামলোক ১১ ভাগে বিভক্ত—৬টী দেবলোক, মনুষ্যলোক, অসুরলোক, প্রেতলোক, তির্য্যগ্‌যোনি, ও নিরয়। শেষের চারিটী 'অপায়' নামে পরিচিত। ইহার পর রূপব্রহ্মলোক; ইহা ১৬টী অংশে বিভক্ত। সর্ব্বোপরি চারিটী অরূপব্রহ্মলোক।

¶ সংস্কার—যাহা কিছু জাত, যাহা কিছু কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সমস্তই সংস্কার নামে বিদিত এবং সমস্তই অনিত্য। কেবল আকাশ ও নির্ব্বাণ এই দুইটী নিত্য। 'সব্বে সংখারা অনিচ্চা'='সর্ব্বমুৎপাদি ভঙ্গুরম্'।

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব রাজধানীর দ্বারসন্নিহিত এক গ্রামে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি গৃহস্থাশ্রম অবলম্বনপূর্ব্বক কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহার এক পুত্র ও এক কন্যা, এই দুইটী সন্তান ছিল। পুত্রটী বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তিনি নিজেই অনুরূপ কুল হইতে একটী কুমারী আনিয়া তাহার সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। বাড়ীতে একজন দাসীও ছিল। ইহাকে লইয়া তাঁহারা ছয় জন এক বাটীতে থাকিতেন—বোধিসত্ত্ব নিজে, তাঁহার ভার্য্যা, পুত্র, কন্যা, পুত্রবধূ ও দাসী। এই ছয়টী প্রাণী অতি সম্প্রীতভাবে পরমসুখে একত্র বাস করিতেন। বোধিসত্ত্ব অপর পাঁচজনকে সর্ব্বদা এইরূপ উপদেশ দিতেন :—"তোমরা যেরূপ পাইবে, সেই মত দান করিবে, শীল রক্ষা করিয়া চলিবে, পোষধ-ব্রত পালন করিবে, যে কোন সময়েই যে মৃত্যু ঘটিতে পারে, তাহা মনে রাখিবে। তোমরা যে মরণশীল, ইহা ভাবিবে ; প্রাণিমাত্রেরই মরণ ধ্রুব এবং জীবিত অধ্রুব, ইহা চিন্তা করিবে। সমস্ত সংস্কারই অনিত্য ও ক্ষয়শীল ইহা জানিয়া দিবারাত্র অপ্রমত্তভাবে চলিবে।" তাহারা "যে আজ্ঞা" বলিয়া তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিত এবং অপ্রমত্তভাবে 'মরণস্মৃতি' রক্ষা করিত।

একদিন বোধিসত্ত্ব পুত্রের সহিত ক্ষেত্রে গিয়া কর্ষণ করিতেছিলেন। তিনি চাষ করিতে লাগিলেন, তাহার পুত্র ক্ষেত্রের খড়কুটা একত্র করিয়া তাহাতে আগুন দিল। এই স্থানের অবিদূরে একটা বল্মীকের ভিতর একটা বিষধর সর্প থাকিত। ধূম লাগিয়া তাহার চক্ষু জ্বালা করিতে লাগিল। সে ক্রুদ্ধ হইয়া বিবর হইতে বাহির হইল এবং 'এই লোকটাই আমাকে কষ্ট দিয়াছে' ভাবিয়া বোধিসত্ত্বের পুত্রের দেহে চারিটা দন্ত প্রবেশ করাইয়া দংশন করিল। ইহাতে সে তখনই প্রাণত্যাগ করিয়া ভূতলে পড়িয়া গেল।

পুত্র মরিয়া ভূতলে পড়িয়াছে দেখিবামাত্র বোধিসত্ত্ব গরুগুলি ফেলিয়া তাহার নিকটে গেলেন এবং যখন দেখিলেন তাহার প্রাণবিয়োগ হইয়াছে, তখন তাহাকে তুলিয়া একটা বৃক্ষমূলে লইয়া গেলেন এবং সেখানে একখানা কাপড় ঢাকা দিয়া রাখিলেন। তিনি একবারও রোদন বা পরিদেবন করিলেন না ; 'ভঙ্গুর পদার্থ ই ভাঙ্গে ; যে মরণধর্ম্মশীল সে মরিয়াছে ; সংস্কারমাত্রেই অনিত্য, সংস্কার মাত্রেরই ধ্বংস হয়' এইরূপ অনিত্যভাব মনে আনিয়া পূর্ব্ববৎ ভূমিকর্ষণ করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে বোধিসত্ত্বের এক প্রতিবেশী তাঁহার ক্ষেত্রের নিকট দিয়া যাইতেছিল। তাহাকে দেখিয়া বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, বাড়ী যাইতেছ কি ?" সে উত্তর দিল "হাঁ, মহাশয়।" "তাহা হইলে আমাদের বাড়ীতে গিয়া ব্রাহ্মণীকে বলিবে, আজ পূর্ব্বের ন্যায় দুই জনের আহার আনিতে হইবে না, এক জনের আনিলেই চলিবে, এতদিন দাসী একাই আমাদের আহার লইয়া আসিত, আজ যেন তাঁহারা চারি জনেই শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করিয়া এবং গন্ধপুষ্পাদি হস্তে লইয়া এখানে আসেন।" ঐ ব্যক্তি "যে আজ্ঞা" বলিয়া চলিয়া গেল এবং ব্রাহ্মণীকে ঐ সকল কথা জানাইল। ব্রাহ্মণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, কে এই সংবাদ পাঠাইয়াছেন ?" সে উত্তর দিল, "ব্রাহ্মণ।"

ব্রাহ্মণী বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার পুত্র মারা গিয়াছে। কিন্তু ইহাতে তাঁহার দেহের কম্পনমাত্রও হইল না। ঈদৃশ প্রশান্তচিত্তা ব্রাহ্মণী শুদ্ধ বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক গন্ধপুষ্প প্রভৃতি এবং আহার হাতে লইয়া অপর তিনজনের সহিত ক্ষেত্রে গমন করিলেন। ইঁহাদের কেহই রোদন বা পরিদেবন করিলেন না। মৃতপুত্র যেখানে ছিল, সেই ছায়াতেই বসিয়া বোধিসত্ত্ব আহার করিতে লাগিলেন।

বোধিসত্ত্বের আহার শেষ হইলে তাঁহারা সকলে মিলিয়া কাষ্ঠ আহরণ করিলেন, শবটী চিতায় তুলিলেন, গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা প্রেতপূজা করিলেন এবং তৎপরে মৃতদেহ দগ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের কাহারও চক্ষু হইতে এক বিন্দু অশ্রু পতিত হইল না। সকলের মনে তখন মরণস্মৃতি জাগিয়া উঠিয়াছিল। তাঁহাদের শীলের তেজে শক্রের আসন উত্তপ্ত হইল। শক্র ভাবিলেন, 'কে আমাকে এইস্থান হইতে বিচ্যুত করিতে চায়?' অনন্তর কারণ নির্ণয় করিতে গিয়া তিনি দেখিলেন, ঐ পাঁচটী প্রাণীর শীলতেজেই তাঁহার আসন উত্তপ্ত হইয়াছে। তিনি ইহাতে প্রসন্ন হইয়া স্থির করিলেন, 'আমি ইহাদের নিকটে গিয়া সিংহনাদে ইহাদের সহিত আলাপ করিব এবং তাহার পর ইহাদের গৃহ সপ্তরত্নে পূর্ণ করিয়া আসিব।"

এই সঙ্কল্প করিয়া শক্র অতিবেগে চিতার পার্শ্বে উপস্থিত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কি করিতেছ?" তাঁহারা উত্তর দিলেন, "প্রভু, আমরা একটা মানুষ পোড়াইতেছি।" "আমার মনে হইতেছে, তোমরা মানুষ পোড়াইতেছ না, একটা মৃগ মারিয়া পাক করিতেছ।" "না প্রভু, তাহা নয়; আমরা মানুষই পোড়াইতেছি।" "তবে হয়ত এ লোকটা তোমাদের শত্রু ছিল।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "এ আমার ঔরস পুত্র ছিল, প্রভু; শত্রু নয়।" "পুত্রকে বোধ হয় তুমি ভাল বাসিতে না।" "প্রভু, এ আমার অতি প্রিয় পুত্র ছিল।" "তবে কান্দিতেছ না কেন?" বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত গাথাদ্বয়দ্বারা না কান্দিবার কারণ বলিলেন:—

ব্যাধি বা বার্দ্ধক্যে হলে জীর্ণ কলেবর
বিষয় ভোগের শক্তি না থাকে তখন;
তাই জীব ত্যজি দেহ যায় লোকান্তর,
ত্যজে জীর্ণ ত্বক্ যথা ভুজঙ্গমগণ। *

শ্মশানে শরীর যবে দগ্ধ হয়ে যায়,
দুঃখ অনুভব করে প্রেতে কি তখন?
জ্ঞাতিবন্ধু কান্দে সব করি হায় হায়;
না পশে প্রেতের কর্ণে সে পরিদেবন।
যথাকর্ম্ম গতিলাভ করেছে যে জন,
তার তরে নাই কোন শোকের কারণ।

বোধিসত্ত্বের কথা শুনিয়া শক্র ব্রাহ্মণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, এ লোকটা আপনার কে হইত?" ব্রাহ্মণী উত্তর দিলেন, "বাছাকে দশ মাস গর্ভে ধারণ করিয়াছিলাম, স্তন্যপান করাইয়াছিলাম, হাত পা চালাইতে শিখাইয়াছিলাম। নিজের গর্ভজাত পুত্রকে এইরূপে মানুষ করিয়াছিলাম।" "ছেলের বাপে পুরুষধর্ম্মবশতঃ না কান্দিতে পারেন; মায়ের মন ত অতি কোমল; আপনি কান্দিতেছেন না কেন?" ব্রাহ্মণী না কান্দিবার কারণ বলিতেছেন:—

এসেছিল কোথা হতে, ডাকে নাই কেহ; না বলিয়া গেছে চলি ছাড়ি এই দেহ;
আগমন যে প্রকার, গমন(ও) তেমন; কি হেতু করিব শোক তাহার কারণ?

শ্মশানে শরীর যবে দগ্ধ হয়ে যায়,
দুঃখ অনুভব করে প্রেতে কি তখন?
জ্ঞাতি বন্ধু কান্দে সব করি হায়, হায়;
না পশে প্রেতের কর্ণে সে পরিদেবন।

---

* তুং গীতা ২।২২— বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি,
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।

যথাকর্ম্ম গতিলাভ করেছে যে জন,
তার তরে নাই কোন শোকের কারণ।

ব্রাহ্মণীর কথা শুনিয়া শক্র বোধিসত্ত্বের কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাছা, এই লোকটী তোমার কে হইত ?" কুমারী উত্তর দিলেন, "প্রভু, ইনি আমার ভাই ছিলেন।" "মা, ভগিনী ত ভাইকে বড ভাল বাসে, তথাপি তুমি কান্দিতেছ না, ইহার কারণ কি ?" তখন সেই কুমারী না কান্দিবার কারণ বলিতেছেন :—

ত্যজি অন্নজল কান্দি, কৃশ করি কায় কি ফল লভিব আমি, শুধাই তোমায়।
শোকে অভিভূত মোরে করিয়া দর্শন আরও কষ্ট পাইবেন জ্ঞাতিবন্ধু-জন।

শ্মশানে শরীর যবে দগ্ধ হয়ে যায়
দুঃখ অনুভব করে প্রেত কি তখন ?
জ্ঞাতিবন্ধু কান্দে সব করি হায় হায়
না পশে প্রেতের কর্ণে সে পরিদেবন।
যথাকর্ম্ম গতিলাভ করেছে যে জন
তার তরে নাই কোন শোকের কারণ।

ভগিনীর কথা শুনিয়া শক্র ভার্য্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, এ লোকটী তোমার কে হইত।" তিনি উত্তর দিলেন 'প্রভু, ইনি আমার পতি ছিলেন।" "পতির মৃত্যু হইলে স্ত্রী বিধবা ও অনাথা হয়, তুমি তবে কান্দিতেছ না কেন ?" তখন ঐ রমণী না কান্দিবার কারণ বলিতেছেন :—

আকাশে যাইতে দেখি পূর্ণশশধর বৃথা যথা কান্দে শিশু পাইবার তরে
সেমনি নিষ্ফল শোক প্রেতের কারণ মৃতদেহে সঞ্চরে কি আবার জীবন ?

শ্মশানে শরীর যবে দগ্ধ হয়ে যায়
দুঃখ অনুভব করে প্রেতে কি তখন ?
জ্ঞাতিবন্ধু কান্দে সব করি হায় হায়
না পশে প্রেতের কর্ণে সে পরিদেবন।
যথাকর্ম্ম গতিলাভ করেছে যে জন
তার তরে নাই কোন শোকের কারণ।

ভার্য্যার কথা শুনিয়া শক্র দাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাছা এ লোকটী তোমার কে ছিল ?" দাসী উত্তর দিল, "ইনি আমার প্রভু ছিলেন।" "এ তোমাকে নিশ্চয় পীড়ন ও প্রহার করিত এবং দুর্ব্বাক্য বলিত, কাজেই আপদ্ গেল ভাবিয়া তুমি কান্দিতেছ না।" "প্রভু, এমন কথা বলিবেন না, ইহার প্রকৃতি ওরূপ ছিল না। ইনি আমার শত অপরাধ ক্ষমা করিতেন, ইহার প্রীতির ও দয়ার কথা কি বলিব ? লোকের কোলে পিঠে গড়া ছেলেও যা, ইনিও আমার তাই ছিলেন।" "তবে কান্দিতেছ না কেন ?' দাসী না কান্দিবার কারণ বলিতেছে :—

[illegible] একবার [illegible] বৃথা সে প্রকার
সেইরূপ নিষ্ফল শোক প্রেতের কারণ [illegible] কি আবার জীবন ?

শ্মশানে শরীর যবে দগ্ধ হয়ে যায়
দুঃখ অনুভব করে প্রেত কি তখন ?

জ্ঞাতিবন্ধু কান্দে সব করি হায়, হায়,
না পশে প্রেতের কর্ণে সে পরিদেবন।
যথাকর্ম্ম গতিলাভ করেছে যে জন,
তার তরে নাই কোন শোকের কারণ।

সকলের মুখেই ধর্ম্মসঙ্গত কথা শুনিয়া শক্র প্রসন্ন হইলেন এবং বলিলেন, "তোমরা অপ্রমত্তভাবে মরণস্মৃতি রক্ষা করিয়াছ। এখন হইতে তোমাদিগকে আর স্বহস্তে কাজ করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতে হইবে না। আমি দেবরাজ শক্র। আমি তোমাদের গৃহ অপরিমাণ সপ্তরত্নে পূর্ণ করিব; তোমরা দান দিবে, শীল রক্ষা করিবে, পোষধ পালন করিবে এবং অপ্রমত্তভাবে চলিবে।" এইরূপে সেই ব্রাহ্মণ পরিবারকে উপদেশ দিয়া শক্র তাহাদের গৃহে অপরিমিত ধন রাখিলেন এবং স্বস্থানে চলিয়া গেলেন।

[এইরূপে ধর্ম্ম দেশন করিয়া শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই ভূস্বামী স্রোতাপত্তি-ফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—তখন কুব্জোত্তরা * ছিলেন সেই দাসী; উৎপলবর্ণা ছিলেন সেই কন্যা; রাহুল ছিলেন সেই পুত্র, ক্ষেমা ছিলেন সেই মাতা; এবং আমি ছিলাম সেই ব্রাহ্মণ।]

৩৫৫—ঘট-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে কোশলরাজের এক অমাত্যের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। পূর্ব্বে যেরূপ বলা হইয়াছে †, ইহারও [illegible] উপকারী ছিলেন বলিয়া রাজা তাঁহার বহু সম্মান করিতেন; কিন্তু শেষে দুর্জ্জনদিগের কথা শুনিয়া তাঁহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া কারানিক্ষিপ্ত করেন। অমাত্যবর কারাগৃহে থাকিয়াই স্রোতাপত্তিমার্গ লাভ করিলেন; রাজাও তাঁহার গুণ স্মরণ করিয়া তাঁহাকে কারামুক্ত করিলেন। শাস্তা অমাত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কি কোন অনর্থ ঘটিয়াছিল?" অমাত্য উত্তর দিলেন, "হাঁ ভদন্ত, কিন্তু অনিষ্ট হইতেই আমার ইষ্টের উৎপত্তি হইয়াছে; আমি স্রোতাপত্তিমার্গ লাভ করিয়াছি।" শাস্তা বলিলেন, "উপাসক, কেবল তুমিই যে অনিষ্ট হইতে ইষ্ট আহরণ করিয়াছ, তাহা নহে; প্রাচীন পণ্ডিতেরাও এইরূপ করিয়াছিলেন।" অনন্তর উক্ত অমাত্যের প্রার্থনানুসারে তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব তাঁহার অগ্রমহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক 'ঘটকুমার' এই নাম পাইয়াছিলেন। তিনি তক্ষশিলা নগরে গিয়া সর্ব্বশিল্প আয়ত্ত করিয়াছিলেন এবং কালক্রমে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া যথাধর্ম্ম রাজত্ব করিয়াছিলেন।

এক অমাত্য বোধিসত্ত্বের অন্তঃপুরে অবৈধ আচরণ করিয়াছিলেন। বোধিসত্ত্ব ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া ঐ অমাত্যকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিলেন। তখন শ্রাবস্তীতে বঙ্করাজ রাজত্ব করিতেন। অমাত্য বঙ্করাজের নিকটে গিয়া তাঁহার সেবায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং পূর্ব্বে যেরূপ বলা হইয়াছে, † সেই প্রকারে তাঁহাকে নিজের কুপরামর্শমত কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিলেন। বঙ্করাজ

---

* ইনি কৌশাম্বী নগরের ঘোষিত শ্রেষ্ঠীর গৃহদাসী ছিলেন; ইহার নাম ছিল উত্তরা। দেহ ঈষৎ কুব্জ ছিল বলিয়া ইনি কুব্জোত্তরা আখ্যা পাইয়াছিলেন। ঘোষিত শ্রেষ্ঠী ভদ্দিক শ্রেষ্ঠীর কন্যা শ্যামাবতীকে নিজের কন্যারূপে পালন করিয়াছিলেন। কুব্জোত্তরা শ্যামার পরিচর্য্যা করিতেন এবং শেষে শ্যামার সঙ্গে উদয়নের বিবাহ হইলে সেখানে গিয়াছিলেন। অতঃপর ইনি বৌদ্ধমতে দীক্ষিত হইয়া "বহুশ্রুতা উপাসিকা" এই আখ্যা লাভ করেন। ইঁহার বলে শ্যামাবতীও বৌদ্ধ উপাসিকা হইয়াছিলেন। উদয়নের অন্য এক মহিষীর চক্রান্তে অগ্নিদাহে শ্যামাবতীর মৃত্যু হয়; কিন্তু কুব্জোত্তরা সে সময়ে মারা গিয়াছিলেন কি না তাহা জানা যায় না।

† সেয্য-জাতক (২৮২)।

বারাণসীরাজ্য অধিকার করিলেন এবং বোধিসত্ত্বকে বন্দী করিয়া শৃঙ্খলে আবদ্ধ এবং কারাগারে নিক্ষিপ্ত করিলেন। বোধিসত্ত্ব ধ্যানস্থ হইয়া আকাশে পর্য্যঙ্কবন্ধনে উপবিষ্ট হইলেন; বঙ্করাজের শরীরে দারুণ জ্বালা হইল। তিনি কারাগারে গেলেন এবং বোধিসত্ত্বের সুবর্ণমুকুরোপম, প্রফুল্ল-পদ্মশ্রীযুক্ত মুখ অবলোকন করিয়া প্রথম গাথা বলিলেন :—

অপর সকলে মগ্ন শোকের সাগরে; অশ্রুধারা তাহাদের নয়নেতে ঝরে;
কিন্তু তুমি যথাপূর্ব্ব প্রসন্নবদন। বল, ঘট, শোক তব নাই কি কারণ?

বোধিসত্ত্ব অবশিষ্ট গাথাগুলি দ্বারা অশোকের কারণ বলিলেন :—

শোক করি, বল, বন্ধ, কেহ কি কখন অতীত সুখের মুখ করে দরশন?
কিংবা শোকে ভবিষ্যতে সুখ কি ঘটায়? কোন কালে শোক কারো হিতকর নয়।

আহারে না থাকে রুচি শোকের জ্বালায়; রক্তাভাবে পাণ্ডুবর্ণ, কৃশ হয় কায়।
শোকে যদি অভিভূত হয় কোন জন, দেখিয়া দুর্দ্দশা তার হাসে শত্রুগণ।

লভেছি এমন পদ আমি ধ্যানবলে, গ্রামে বা অরণ্যে থাকি, জলে কিংবা স্থলে,
কোথাও হবেনা সাধ্য শোকের কখন স্পর্শিতে হৃদয় মোর, শুন, হে রাজন্।

যত কিছু কাম্য সুখ অস্তর মাঝারে ধ্যানবলে যদি কেহ উৎপাদিতে নারে,
লভুক সে অধিকার অখণ্ড ধরার, তথাপি অদৃষ্টে সুখ না আছে তাহার।

এই গাথা চারিটী শুনিয়া বঙ্ক বোধিসত্ত্বের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং তাঁহাকে রাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রস্থান করিলেন। বোধিসত্ত্বও অমাত্যদিগের হস্তে রাজ্য ন্যস্ত করিয়া হিমবন্তে চলিয়া গেলেন এবং প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক অপরিহীনধ্যানবলে ব্রহ্মলোক-পরায়ণ হইলেন।

[সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন বঙ্করাজ এবং আমি ছিলাম ঘট রাজা।]

৩৫৬—কারণ্ডিক-জাতক।

কৈবর্ত্ত প্রভৃতি যাহাকে দেখিতে পাইতেন, তাহাকেই অযাচিতভাবে, "শীল গ্রহণ কর," "শীল গ্রহণ কর" বলিয়া শীলব্রত দিতেন; কিন্তু ঐ সকল ব্যক্তি তাঁহার নিকট হইতে চলিয়া গিয়া কখনও শীল রক্ষা করিত না। আচার্য্য একদিন অন্তেবাসীদিগকে লোকের এইরূপ আচরণের কথা জানাইলেন। অন্তেবাসীরা বলিলেন, "ভদন্ত, আপনি ইহাদের রুচির বিরুদ্ধে শীল দান করেন, সেই জন্যই ইহারা উহা ভঙ্গ করে। এখন হইতে যাহারা চাহিবে, তাহাদিগকেই শীল দিবেন, অযাচকদিগকে দিবেন না।" এই উত্তরে আচার্য্যের অনুতাপ জন্মিল; তথাপি তিনি যাহাকে দেখিতেন, তাহাকেই পূর্ব্ববৎ শীল দিতেন।

একদিন কোন গ্রামের লোকে ব্রাহ্মণবাচনের * জন্য ঐ আচার্য্যকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। আচার্য্য কারণ্ডিককে † ডাকিয়া বলিলেন, "বৎস, আমি যাইব না; তুমি এই পঞ্চশত শিষ্য লইয়া যাও; এবং আশীর্ব্বাদান্তে লোকে আমার জন্য যে অংশ দিবে, তাহা লইয়া আইস।" কারণ্ডিক সেখানে গেলেন এবং ফিরিবার কালে পথে একটা কন্দর দেখিয়া ভাবিলেন, 'আমাদের আচার্য্য যাহাকে দেখেন, না চাহিলেও তাহাকে শীল দান করেন; এখন হইতে যাহাতে কেবল যাচকদিগকেই শীল দান করেন, তাহার উপায় দেখিতেছি।' ইহা ভাবিয়া যখন সেই শিষ্যগণ সুখে বিশ্রাম করিতে বসিল, তখন তিনি উঠিয়া একখণ্ড প্রকাণ্ড শিলা তুলিয়া কন্দরের মধ্যে ফেলিলেন এবং তাহার পর পুনঃ পুনঃ আরও শিলা ফেলিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া শিষ্যেরা উঠিয়া বলিল, 'আচার্য্য, আপনি এ কি করিতেছেন?" বোধিসত্ত্ব কোন উত্তর দিলেন না। তখন শিষ্যেরা ছুটিয়া প্রধান আচার্য্যকে ঐ কাণ্ড জানাইল। আচার্য্য ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া বোধিসত্ত্বের সহিত আলাপ করিবার কালে প্রথম গাথা বলিলেন:—

একাকী অরণ্যে আগ্রহের সহ শিলা করি আহরণ
কন্দরের মধ্যে ফেল বার বার, কারণ্ডিক, কি কারণ?

ইহা শুনিয়া আচার্য্যের প্রবোধার্থ কারণ্ডিক বলিলেন:—

সাগরবেষ্টিত ধরা সমতল হবে করতলবৎ,
তাই ভাঙ্গি গিরি শিলা খণ্ড আনি করি দরীগর্ভসাৎ।

ইহা শুনিয়া আচার্য্য বলিলেন:—

বিপুলা পৃথিবী; কি সাধ্য লোকের করে সমতল তায়?
এই এক গুহা পূরিতে তোমার হইবে জীবন ক্ষয়।

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন:—

ধরা সমতল করিতে শকতি কারো যদি নাহি থাকে,
তা হ'লে, ব্রাহ্মণ, আমিও একটা প্রশ্ন করি আপনাকে:—
নানা মতিগতি নানা মানুষের; ভাবিয়াছেন কি মনে,
শীলব্রত দিয়া এক(ই) পথে আনি চালাইব সব জনে?

ইহা শুনিয়া আচার্য্য উচিত উত্তর দিলেন, কারণ তিনি বুঝিতে পারিলেন যে অন্য লোকের সহিত তাঁহার একমত না হইতে পারে। তিনি বলিলেন, "কারণ্ডিক, আমি আর এরূপ করিব না।

---

* ব্রাহ্মণেরা ভোজনান্তে নিমন্ত্রণকারককে আশীর্ব্বাদ করিতেন। বোধ হয় এইজন্য ব্রাহ্মণভোজন ও ব্রাহ্মণবাচন একার্থবাচক হইয়াছে।

† বোধিসত্ত্বেরই নাম ছিল কারণ্ডিক।

সংক্ষেপে আমার হিতের কারণ দিল যেই উপদেশ,
পালিব যতনে যতদিন মোর না হবে জীবন শেষ।
পারে না ক কেহ ধরারে করিতে সমতল সব ঠাঁই;
একপথে সব মানুষে আনিতে সাধ্য মানুষের নাই।" *

আচার্য্য এইরূপে শিষ্যের গুণকীর্ত্তন করিলেন। শিষ্যও আচার্য্যের চৈতন্যসম্পাদনপূর্ব্বক স্বগৃহে প্রতিগমন করিলেন।

[সমবধান—তখন সারিপুত্র ছিলেন সেই ব্রাহ্মণ এবং আমি ছিলাম কারণিক মাণবক।]

৩৫৭—লটুকা-জাতক।†

[শাস্তা বেণুবনে অবস্থিতিকালে দেবদত্তের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় বলাবলি করিতেছিলেন, "দেখ, ভাই, দেবদত্ত অতি নিষ্ঠুর, নির্দ্দয় ও দুরাচার। তাহার হৃদয়ে প্রাণীর প্রতি কণামাত্রও দয়া দেখা যায় না।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন, এবং বলিলেন, "দেখ, কেবল এ জন্মে নহে, পূর্ব্বেও দেবদত্ত অতি নিষ্করুণ ছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব হস্তিযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তিনি সুদর্শন ও মহাকায় হইয়াছিলেন এবং অশীতিসহস্রপরিমিত বারণযূথের অধিপতি হইয়া হিমবন্তপ্রদেশে অবস্থিতি করিতেন।

একদা এক লটুকা হস্তীদিগের বিচরণক্ষেত্রে অণ্ডপ্রসব করিয়াছিল। অণ্ডগুলি পরিণত হইলে শাবকেরা তাহাদের আবরণ ভাঙ্গিয়া বাহির হইল। তাহাদের পক্ষোদ্গম হয় নাই; উড়িবারও সাধ্য নাই, এমন সময়ে মহাসত্ত্ব অশীতিসহস্রবারণ পরিবৃত হইয়া আহারার্থ বিচরণ করিতে করিতে সেইখানে উপস্থিত হইলেন।

হস্তী দেখিয়া লটুকা ভাবিল, "ঐ হস্তিরাজ আমার শাবকদিগকে পাদতলে মর্দ্দিত করিয়া মারিয়া ফেলিবে। সময় থাকিতে, আমি শাবকদিগের পরিত্রাণার্থ ইঁহার নিকট ধর্ম্মসঙ্গত রক্ষা প্রার্থনা করিব।" ইহা স্থির করিয়া সে নিজের পক্ষদ্বয় তুলিয়া পৃষ্ঠোপরি একত্র করিল; এবং বোধিসত্ত্বের পুরোভাগে থাকিয়া এই গাথা বলিল:—

গজরাজ—ষষ্টিবর্ষ বয়স্ যাঁহার, §
এ অরণ্যে একমাত্র যাঁর অধিকার—

যশস্বী, যূথের পতি ; লট্‌কা দুর্ব্বলা অতি
পক্ষ যুড়ি মাগে বর তাঁহার নিকটে,
শাবকগুলির যেন বিনাশ না ঘটে।

মহাসত্ত্ব বলিলেন, "কোন চিন্তা করিও না, আমি তোমার শাবকগুলি রক্ষা করিতেছি।" তিনি গিয়া এমনভাবে দাঁড়াইলেন যে শাবকগুলি তাঁহার দেহের তলদেশে নিরাপদ্ রহিল, এবং যখন আশি হাজার হাতী সকলেই চলিয়া গেল, তখন লট্‌কাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আমাদের পশ্চাতে একটা একচর হস্তী আসিতেছে ; সে আমাদের কথা শুনিবে না। সে আসিলে তাহার নিকটও অভয় প্রার্থনা করিও এবং শাবকগুলি রক্ষা করিও।" মহাসত্ত্ব ইহা বলিয়া প্রস্থান করিলেন। তখন লট্‌কা একচর গজের প্রত্যুদ্গমন করিয়া পক্ষদ্বয়ের সাহায্যে প্রাঞ্জলি হইয়া দ্বিতীয় গাথা বলিল :—

সর্ব্বক্ষেত্রে প্রয়োগ করিলে কায়বল
ফলেনা কাহারো ভাগ্যে কেবল সুফল।
মূর্খের যে বল থাকে, তাঁরেই ফেলে বিপাকে ;
নিজে টানি আনে মূর্খ নিজের মরণ ;
বল শুধু হয় তার বিনাশ-কারণ।

ছানাগুলি অবলার করিলে তুমি সংহার,
প্রতিশোধ এর তুমি পাইবে অচিরে ;
দিবে সমুচিত দণ্ড দুর্ব্বলে বলীরে।

ইহা বলিয়া লট্‌কা কয়েকদিন একটা কাকের পরিচর্য্যা করিল। কাক তাহার সেবায় তুষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমি তোমার কি উপকার করিতে পারি?" লট্‌কা উত্তর দিল, "আপনাকে আর কিছু করিতে হইবে না; কেবল এই প্রার্থনা করি যে, আপনি যেন তুণ্ডাঘাতে সেই একচর গজের চক্ষু দুইটা খুঁড়িয়া তুলেন।" কাক বলিল, "বেশ, তাহাই করিব।" তখন

লটুকা এক নীল মক্ষিকার উপাসনা আরম্ভ করিল। নীলমক্ষিকা জিজ্ঞাসা করিল, "আমি তোমার কি উপকার করিব ?" লটুকা বলিল, "আমি চাই যে, কাক যখন একচর গজের চক্ষু উপড়াইয়া ফেলিবেন, আপনি তখন সেই ক্ষতস্থানে ডিম পাড়িবেন।" নীল মক্ষিকা বলিল, "বেশ, তাহাই করিব।" অবশেষে লটুকা এক মণ্ডুকের পরিচর্য্যা করিল। মণ্ডুক জিজ্ঞাসল, "তুমি কি চাও ?" "যখন সেই একচর গজ অন্ধ হইয়া জল অন্বেষণ করিবে, আপনি তখন পর্ব্বতের উপরে থাকিয়া ডাকিবেন। তাহা শুনিয়া সে যখন পর্ব্বতের উপরে উঠিবে, আপনি তখন অবতরণ করিয়া প্রপাতের * অধোদেশে ডাকিবেন। আপনার নিকট আমার এইমাত্র প্রার্থনা।" মণ্ডুক এই কথা শুনিয়া বলিল, "বেশ, তাহাই করিব।"

অনন্তর একদিন কাক তুণ্ডাঘাতে সেই হস্তীর দুইটী চক্ষুই উৎপাটন করিল, এবং নীলমক্ষিকা ক্ষতস্থানে ডিম পাড়িল। ডিম্বজাত ক্রিমিগুলি হস্তীর মেদমাংস খাইতে লাগিল, এবং সে বেদনার উন্মত্ত ও পিপাসায় অভিভূত হইয়া জলের অন্বেষণে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। সেই সময়ে মণ্ডুক পর্ব্বত শিখরে উঠিয়া শব্দ করিল। 'ওখানে নিশ্চয় জল আছে' এই বিশ্বাসে হস্তী পর্ব্বতে আরোহণ করিল, ইত্যবসরে ভেক অবতরণ করিয়া প্রপাতে গেল এবং সেখানে থাকিয়া আবার শব্দ করিল। হস্তী তখন আবার ভাবিল, 'ঐ খানেই বুঝি জল আছে' এবং প্রপাতাভিমুখে ছুটিল। কিন্তু কিয়দ্দূর গিয়াই ঊর্দ্ধপাদ ও অধঃশির হইয়া সে প্রপাতের অধোদেশে পড়িয়া গেল এবং তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইল। তাহার মৃত্যু হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া লটুকা বলিল, "এতদিনে আমি শত্রুর পৃষ্ঠদেশ দেখিতে পাইলাম।" অনন্তর সে অতিমাত্র তুষ্ট হইয়া হস্তীর স্কন্ধোপরি বিচরণ করিতে লাগিল এবং তাহার পর নিজের কর্ম্মানুরূপ গতি লাভ করিল।

[শাস্তা বলিলেন "ভিক্ষুগণ, কাহারও সহিত শত্রুতা করা ভাল নয়, দেখনা কেন, এমন মহাবল হস্তীকেও এই চারিটী প্রাণী একত্র হইয়া বিনষ্ট করিয়াছিল।" অনন্তর তিনি নিম্নলিখিত অভিসম্বুদ্ধ গাথা বলিয়া জাতকের সমবধান করিলেন :—

লটুকা, মণ্ডুক, কাক, নীলমক্ষি আর,—
মিলিয়া করিল এরা গজের সংহার।
বৈরভাব অকারণ করে যেই উৎপাদন,
এই পরিণাম তার করি দরশন
কারো সঙ্গে শত্রুতা না করিবে কখন।

সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল সেই একচর গজ এবং আমি ছিলাম সেই যূথপতি।]

[এই জাতক ও পঞ্চতন্ত্রের (১১৫) চটকদম্পতীর আখ্যায়িকা প্রায় এক। পঞ্চতন্ত্রে দুষ্ট হস্তীর বধের জন্য চটকার সহায় হইয়াছিল এক কাঠকূট, এক ভেক ও এক মক্ষিকা।

৩৫৮—চুল্লধর্ম্মপাল জাতক।

[দেবদত্ত নানা প্রকারে বোধিসত্ত্বের প্রাণনাশের যে সকল চেষ্টা করিয়াছিল, তৎপ্রতি লক্ষ্য করিয়া শাস্তা বেণুবনে অবস্থিতি করিবার কালে এই কথা বলিয়াছিলেন। অন্যান্য জাতকে দেবদত্ত বোধিসত্ত্বের ত্রাসমাত্র ঘটাইতে পারে নাই, কিন্তু চুল্লধর্ম্মপাল জাতকে দেখা যায় যে বোধিসত্ত্ব যখন কেবল সাত মাসের শিশু, সেই সময়ে দেবদত্ত তাঁহার হস্ত, পাদ ও মস্তক ছেদন করিয়াছিল এবং [illegible]

---

* প্রপাত—ভৃগুপতন (precipice)।

যশস্বী, যূথের পতি ; লটুকা দুর্ব্বলা অতি
পক্ষ যুড়ি মাগে বর তাঁহার নিকটে,
শাবকগুলির যেন বিনাশ না ঘটে।

মহাসত্ত্ব বলিলেন, "কোন চিন্তা করিও না, আমি তোমার শাবকগুলি রক্ষা করিতেছি।" তিনি গিয়া এমনভাবে দাঁড়াইলেন যে শাবকগুলি তাঁহার দেহের তলদেশে নিরাপদ্ রহিল, এবং যখন আশি হাজার হাতী সকলেই চলিয়া গেল, তখন লটুকাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আমাদের পশ্চাতে একটা একচর হস্তী আসিতেছে ; সে আমাদের কথা শুনিবে না। সে আসিলে তাহার নিকটও অভয় প্রার্থনা করিও এবং শাবকগুলি রক্ষা করিও।" মহাসত্ত্ব ইহা বলিয়া প্রস্থান করিলেন। তখন লটুকা একচর গজের প্রত্যুদ্গমন করিয়া, পক্ষদ্বয়ের সাহায্যে প্রাঞ্জলি হইয়া দ্বিতীয় গাথা বলিল :—

অরণ্যনিবাসী গজকুলের রতন,
নির্ভয়ে করেন যিনি একা বিচরণ,
পর্ব্বতের সানুদেশে ; অবলা লটুকা এসে
মাগিছে প্রাঞ্জলি হয়ে যুড়ি পক্ষদ্বয়,
শাবকগুলির যেন বিনাশ না হয়।

একচর গজ এই কথা শুনিয়া তৃতীয় গাথা বলিল :—

বধিব, লটুকে, তোর শাবক সকল ;
দিবে কি গো [illegible] বাধা ? তোর নাই বল।
আন্ গিয়া শত শত তোর মত পাখী যত ;
বাম পদাঘাতে মোর চূর্ণ হবে সব ;
কি সাহসে ডিম্ব হেথা করিলি প্রসব ?

ইহা বলিয়াই সে শাবকগুলিকে পদাঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ করিল এবং মূত্রস্রোতে ভাসাইয়া দিয়া বৃংহণ করিতে করিতে চলিয়া গেল। লটুকা বৃক্ষশাখায় বসিয়া বলিল, "এখন নিনাদ করিতে করিতে যাও ; কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই দেখিবে, আমি কিছু করিতে পারি বা না পারি। তুমি জান না যে কায়বল ও জ্ঞানবলের মধ্যে কত অন্তর। আমি তোমাকে তাহা শিখাইতেছি।" এইরূপে দুষ্ট হস্তীকে তর্জ্জন করিতে করিতে সে চতুর্থ গাথা বলিল :—

সর্ব্বক্ষেত্রে প্রয়োগ করিলে কায়বল
ফলেনা কাহারো ভাগ্যে কেবল সুফল।
মূর্খের যে বল থাকে, তাঁরেই ফেলে বিপাকে ;
নিজে টানি আনে মূর্খ নিজের মরণ ;
বল শুধু হয় তার বিনাশ-কারণ।

ছানাগুলি অবলায় করিলে তুমি সংহার,
প্রতিশোধ এর তুমি পাইবে অচিরে ;
দিবে সমুচিত দণ্ড দুর্ব্বলে বলীরে।

ইহা বলিয়া লটুকা কয়েকদিন একটা কাকের পরিচর্য্যা করিল। কাক তাহার সেবায় তুষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমি তোমার কি উপকার করিতে পারি ?" লটুকা উত্তর দিল, "আপনাকে আর কিছু করিতে হইবে না; কেবল এই প্রার্থনা করি যে, আপনি যেন তুণ্ডাঘাতে সেই একচর গজের চক্ষু দুইটা খুঁড়িয়া তুলেন।" কাক বলিল, "বেশ, তাহাই করিব।" তখন

লটুকিকা এক নীল মক্ষিকার উপাসনা আরম্ভ করিল। নীলমক্ষিকা জিজ্ঞাসা করিল, "আমি তোমার কি উপকার করিব?" লটুকিকা বলিল, "আমি চাই যে, কাক যখন একচর গজের চক্ষু উপড়াইয়া ফেলিবেন, আপনি তখন সেই ক্ষতস্থানে ডিম পাড়িবেন।" নীল-মক্ষিকা বলিল, "বেশ, তাহাই করিব।" অবশেষে লটুকিকা এক মণ্ডুকের পরিচর্য্যা করিল। মণ্ডুক জিজ্ঞাসিল, "তুমি কি চাও?" "যখন সেই একচর গজ অন্ধ হইয়া জল অন্বেষণ করিবে, আপনি তখন পর্ব্বতের উপরে থাকিয়া ডাকিবেন। তাহা শুনিয়া সে যখন পর্ব্বতের উপরে উঠিবে, আপনি তখন অবতরণ করিয়া প্রপাতের * অধোদেশে ডাকিবেন। আপনার নিকট আমার এইমাত্র প্রার্থনা।" মণ্ডুক এই কথা শুনিয়া বলিল, "বেশ, তাহাই করিব।"

অনন্তর একদিন কাক তুণ্ডাঘাতে সেই হস্তীর দুইটী চক্ষুই উৎপাটন করিল, এবং নীলমক্ষিকা ক্ষতস্থানে ডিম পাড়িল। ডিম্বজাত কৃমিগুলি হস্তীর মেদমাংস খাইতে লাগিল, এবং সে বেদনায় উন্মত্ত ও পিপাসায় অভিভূত হইয়া জলের অন্বেষণে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। সেই সময়ে মণ্ডুক পর্ব্বত-শিখরে উঠিয়া শব্দ করিল। 'ওখানে নিশ্চয় জল আছে' এই বিশ্বাসে হস্তী পর্ব্বতে আরোহণ করিল; ইত্যবসরে ভেক অবতরণ করিয়া প্রপাতে গেল এবং সেখানে থাকিয়া আবার শব্দ করিল। হস্তী তখন আবার ভাবিল, 'ঐ খানেই বুঝি জল আছে' এবং প্রপাতাভিমুখে ছুটিল। কিন্তু কিয়দ্দূর গিয়াই ঊর্দ্ধপাদ ও অধঃশির হইয়া সে প্রপাতের অধোদেশে পড়িয়া গেল এবং তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইল। তাহার মৃত্যু হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া লটুকিকা বলিল, "এতদিনে আমি শত্রুর পৃষ্ঠদেশ দেখিতে পাইলাম।" অনন্তর সে অতিমাত্র তুষ্ট হইয়া হস্তীর স্কন্ধোপরি বিচরণ করিতে লাগিল এবং তাহার পর নিজের কর্ম্মানুরূপ গতি লাভ করিল।

[শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কাহারও সহিত শত্রুতা করা ভাল নয়; দেখনা কেন, এমন মহাবল হস্তীকেও এই চারিটা প্রাণী একত্র হইয়া বিনষ্ট করিয়াছিল।" অনন্তর তিনি নিম্নলিখিত অভিসম্বুদ্ধ গাথা বলিয়া জাতকের সমবধান করিলেন:—

> লটুকা, মণ্ডুক, কাক, নীলমক্ষি আর,—
> মিলিয়া করিল এরা গজের সংহার।
> বৈরভাব অকারণ করে যেই উৎপাদন,
> এই পরিণাম তার করি দরশন
> কারো সনে শত্রুতা না করিবে কখন।

সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল সেই একচর গজ এবং আমি ছিলাম সেই যূথপতি।]

[চ]—এই জাতক ও পঞ্চতন্ত্রের (১।১৫) চটক দম্পতীর আখ্যায়িকা প্রায় এক। পঞ্চতন্ত্রে দুষ্ট হস্তীর বধের জন্য চটকার সহায় হইয়াছিল এক কাঠকূট, এক ভেক ও এক মক্ষিকা।

৩৫৮—চুল্লধর্ম্মপাল জাতক।

[দেবদত্ত নানা জন্মে বোধিসত্ত্বের প্রাণনাশার্থ যে সকল চেষ্টা করিয়াছিল, তৎপ্রতি লক্ষ্য করিয়া শাস্তা বেণুবনে অবস্থিতি করিবার কালে এই কথা বলিয়াছিলেন। অন্যান্য জন্মে দেবদত্ত বোধিসত্ত্বের ত্রাসমাত্র জন্মাইতে পারে নাই; কিন্তু চুল্লধর্ম্মপাল জাতকে দেখা যায়, বোধিসত্ত্বের বয়স যখন কেবল সাত মাস, সেই সময়ে দেবদত্ত তাঁহার হস্ত, পাদ ও মস্তক ছেদন করিয়াছিল এবং তাঁহার সর্ব্বশরীর অসির আগায় মালার আকারে ঘু

---

* প্রপাত—ভৃগুপতন (precipice)।

যশস্বী, যূথের পতি ; লটুকা দুর্ব্বলা অতি
পক্ষ যুড়ি মাগে বর তাঁহার নিকটে,
শাবকগুলির যেন বিনাশ না ঘটে।

মহাসত্ত্ব বলিলেন, "কোন চিন্তা করিও না, আমি তোমার শাবকগুলি রক্ষা করিতেছি।" তিনি গিয়া এমনভাবে দাঁড়াইলেন যে শাবকগুলি তাঁহার দেহের তলদেশে নিরাপদ্ রহিল, এবং যখন আশি হাজার হাতী সকলেই চলিয়া গেল, তখন লটুকাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আমাদের পশ্চাতে একটা একচর হস্তী আসিতেছে ; সে আমাদের কথা শুনিবে না। সে আসিলে তাহার নিকটও অভয় প্রার্থনা করিও এবং শাবকগুলি রক্ষা করিও।" মহাসত্ত্ব ইহা বলিয়া প্রস্থান করিলেন। তখন লটুকা একচর গজের প্রত্যুদ্গমন করিয়া, পক্ষদ্বয়ের সাহায্যে প্রাঞ্জলি হইয়া দ্বিতীয় গাথা বলিল :—

অরণ্যনিবাসী গজকুলের রতন,
নির্ভয়ে করেন যিনি একা বিচরণ,
পর্ব্বতের সানুদেশে ; অবলা লটুকা এসে
মাগিছে প্রাঞ্জলি হয়ে যুড়ি পক্ষদ্বয়,
শাবকগুলির যেন বিনাশ না হয়।

একচর গজ এই কথা শুনিয়া তৃতীয় গাথা বলিল :—

বধিব, লটুকে, তোর শাবক সকল ;
[illegible]
আন্ গিয়া শত শত তোর মত পাখী যত ;
বাম পদাঘাতে মোর চূর্ণ হবে সব ;
কি সাহসে ডিম্ব হেথা করিলি প্রসব ?

ইহা বলিয়াই সে শাবকগুলিকে পদাঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ করিল এবং মূত্রস্রোতে ভাসাইয়া দিয়া বৃংহণ করিতে করিতে চলিয়া গেল। লটুকা বৃক্ষশাখায় বসিয়া বলিল, "এখন নিনাদ করিতে করিতে যাও ; কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই দেখিবে, আমি কিছু করিতে পারি বা না পারি। তুমি জান না যে কায়বল ও জ্ঞানবলের মধ্যে কত অন্তর। আমি তোমাকে তাহা শিখাইতেছি।" এইরূপে দুষ্ট হস্তীকে তর্জ্জন করিতে করিতে সে চতুর্থ গাথা বলিল :—

সর্ব্বক্ষেত্রে প্রয়োগ করিলে কায়বল
ফলেনা কাহারো ভাগ্যে কেবল সুফল।
মূর্খের যে বল থাকে, তাঁরেই ফেলে বিপাকে ;
নিজে টানি আনে মূর্খ নিজের মরণ ;
বল শুধু হয় তার বিনাশ-কারণ।

ছানাগুলি অবলায় করিলে তুমি সংহার,
প্রতিশোধ এর তুমি পাইবে অচিরে ;
দিবে সমুচিত দণ্ড দুর্ব্বলে বলীরে।

ইহা বলিয়া লটুকা কয়েকদিন একটা কাকের পরিচর্য্যা করিল। কাক তাহার সেবায় তুষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমি তোমার কি উপকার করিতে পারি ?" লটুকা উত্তর দিল, "আপনাকে আর কিছু করিতে হইবে না ; কেবল এই প্রার্থনা করি যে, আপনি যেন তুণ্ডাঘাতে সেই একচর গজের চক্ষু দুইটা খুঁড়িয়া তুলেন।" কাক বলিল, "বেশ, তাহাই করিব।" তখন

আসিয়াছিলেন। তিনি আসিলে ঘাতক আবার জিজ্ঞাসা করিল, জ ?" "ধম্মপালের হাত দুই খানা কাটিয়া ফেল।" এই নিদারুণ বলিলেন, "আমার ছেলেটীর বয়স্ সাত মাস মাত্র। বাছা আমার কিছুই দোষ নাই, যদি কোন অপরাধ হইয়া থাকে, তাহা আমার। অতএব আজ্ঞা দিন।" এই প্রার্থনা জানাইবার জন্য তিনি প্রথম গাথা

ছি আমি মহাদোষ মহাপ্রতাপের যাঁহে জন্মিয়াছে রোষ।
করন মোচন প্রকৃত দোষীর হোক হস্তের ছেদন।

দৃষ্টিপাত করিলেন। সে বলিল, 'কি করিব, মহারাজ' ? রাজা তে দুইখান কাটিয়া ফেল।" ঘাতক তৎক্ষণাৎ তীক্ষ্ণ কুঠারাঘাতে কামল হস্তযুগল কাটিয়া ফেলিল। হাত কাটা গেল, কিন্তু কুমার মৈত্রীর বলে যাতনা সহ্য করিলেন। চন্দ্রা কিন্তু তাঁহার ছিন্ন রক্তাক্তদেহে পরিদেবন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

জ্ঞাসা করিল, 'এখন কি করিতে হইবে, মহারাজ ?" রাজা তাহা শুনিয়া চন্দ্রা দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :—

মি মহাদোষ মহাপ্রতাপের যাহে জন্মিয়াছে রোষ।
ন মোচন প্রকৃত দোষীর হোক পাদের ছেদন।

 দুই পাই কাটিয়া ফেলিল। রক্তাক্ত দেহে পরিদেবন করিতে করিতে বলিলেন, "মহারাজ, তাহার পোষণ করে। আমি মজুর খাটিয়া বাছাকে প্রতিপালন দন।" এ দিকে ঘাতক জিজ্ঞাসা করিল, "মহারাজের আদেশ া সম্পন্ন হইয়াছে কি ?' 'এখনও শেষ হয় নাই।" "তবে টা কাট।" তখন চন্দ্রা তৃতীয় গাথা বলিলেন :—

মি মহাদোষ মহাপ্রতাপের যাহে জন্মিয়াছে রোষ।
ন মোচন, প্রকৃত দোষীর হোক মস্তকচ্ছেদন।

স্তক বাড়াইয়া দিলেন। তখন ঘাতক আবার জিজ্ঞাসা করিল লেটার মাথা কাট।' ঘাতক মাথা কাটিয়া বলিল, "রাজাজ্ঞা হয় নাই।" "আর কি করিতে হইবে ?" 'ইহাকে অসিমুখে হ বেষ্টন করিয়া রক্তপুষ্প মালার মত দেখায়" ঘাতক তখন ক অসির অগ্রভাগদ্বারা ধরিল এবং এরূপ ভাবে কণ্ঠবেষ্টিত ন, উহা মালা পরিয়াছে। এইরূপে আঘাত করিবার সময়ে র পড়িতে লাগিল। চন্দ্রা সেই মাংসখণ্ডগুলি কুড়াইয়া কোলে উপরেই পরিদেবন করিতে করিতে বলিলেন :—

ই কি রাজার ধর্মাবশ নিবারিতে এই অত্যাচার ?
করো না নিবন, এ তব ঔরস পুত্র কুলের নন্দন।"
কি রাজার ধর্মাবশ নিবারিতে এই অত্যাচার ?
া নিবন এ তব দায়াদ পুত্র কুলের নন্দন।

বিক্বত করিয়াছিল। দদ্দর জাতকে * দেখা যায় দেবদত্ত তাঁহার গ্রীবানিষ্পীড়ন করিয়া প্রাণসংহার করিয়াছিল এবং চুল্লীতে মাংস পাক করিয়া খাইয়াছিল। ক্ষান্তিবাদি-জাতকে † দেখা যায়, সে তাঁহাকে দুই সহস্রবার কষাঘাত করাইয়াছিল, তাঁহার হস্ত, পাদ, নাসা ও কর্ণ ছেদন করাইয়াছিল, তাঁহাকে জটা ধরিয়া টানিয়া লওয়াইয়াছিল, এবং উত্তান ভাবে শোওয়াইয়া তাঁহার উদরে পদাঘাত করিয়াছিল। এই নিদারুণ প্রহারে সেই দিনই বোধিসত্ত্বের প্রাণবিয়োগ হইয়াছিল। চুল্লনন্দক জাতকে এবং বৈবৃতিক কপি-জাতকেও ‡ দেবদত্ত বোধিসত্ত্বের প্রাণসংহার করিয়াছিল। এইরূপে বহুজন্মেই দেবদত্ত বোধিসত্ত্বের প্রাণনাশের জন্য চেষ্টা করিয়াছিল। বুদ্ধ আবির্ভূত হইলেও সে এই চেষ্টা পরিহার করে নাই।

একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় বলাবলি করিতে লাগিলেন, "দেখ ভাই, দেবদত্ত বুদ্ধের প্রাণসংহারার্থ সর্ব্বদাই চক্রান্ত করিতেছে। সে ধানুষ্ক নিয়োজিত করিয়াছিল, শিলাখণ্ড নিক্ষেপ করিয়াছিল, নালাগিরিকে ছাড়িয়া দিয়াছিল।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় অবগত হইলেন এবং বলিলেন, "কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও দেবদত্ত আমার বধের জন্য চেষ্টা করিয়াছে; কিন্তু এখন সে আমার কিছুমাত্র ভয় জন্মাইতে পারে না। আমি যখন তাহার পুত্র হইয়া 'ধর্ম্মপালকুমার' এই নাম ধারণ করিয়াছিলাম, তখনও সে আমার প্রাণসংহার করিয়াছিল এবং আমার দেহের চারি পাশে অসিধারা এরূপ আঘাত করাইয়াছিল যে ক্ষতগুলি রক্তপুষ্পমালার ন্যায় দেখাইয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীতে মহাপ্রতাপ নামে এক রাজা ছিলেন। বোধিসত্ত্ব তাঁহার অগ্রমহিষী চন্দ্রাদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম হইয়াছিল ধর্ম্মপাল। তাঁহার বয়স্ যখন সাত মাস, সেই সময়ে একদিন মহিষী তাঁহাকে গন্ধোদকে স্নান করাইয়া অলঙ্কার পরাইয়াছিলেন এবং বসিয়া খেলা দিতেছিলেন। এই সময়ে রাজা সেখানে উপস্থিত হইলেন। মহিষী পুত্রের সহিত ক্রীড়া করিতেছিলেন এবং পুত্রস্নেহে বিভোর হইয়াছিলেন। তিনি রাজাকে দেখিয়াও উঠিয়া দাঁড়াইলেন না। রাজা ভাবিলেন, 'এ, দেখিতেছি, পুত্র পাইয়া এখনই গর্ব্বিত হইয়াছে; আমাকে আর বিন্দুমাত্র গ্রাহ্য করে না; পুত্র যখন বড় হইবে, তখন হয়ত আমাকে মানুষ বলিয়াই মনে করিবে না। আমি এখনই ইহার পুত্রের প্রাণবধ করাইব।' এই প্রতিজ্ঞা করিয়া তিনি ফিরিয়া গেলেন এবং রাজাসনে উপবেশনপূর্ব্বক চোরঘাতককে বলিয়া পাঠাইলেন, "তুমি ঘাতকোচিত বেশে এখানে এস।" সে কাষায় বস্ত্র পরিধান এবং রক্তমালা ধারণ করিয়া, স্কন্ধোপরি পরশু রাখিয়া এবং উপধান ও ঘটি হাতে লইয়া উপস্থিত হইল এবং রাজাকে প্রণাম করিয়া বলিল, "দেব, কি উদ্দেশ্যে আমাকে স্মরণ করিয়াছেন?" রাজা বলিলেন, "তুমি দেবীর শয়নাগারে গিয়া ধর্ম্মপালকে লইয়া আইস।"

রাজা যে ক্রুদ্ধ হইয়া ফিরিয়া গিয়াছেন, মহিষী তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি বোধিসত্ত্বকে ক্রোড়ে লইয়া বসিয়া কান্দিতেছিলেন। চোর-ঘাতক গিয়া তাঁহার পৃষ্ঠে আঘাত করিল, তাঁহার হাত হইতে কুমারকে কাড়িয়া লইল এবং তাঁহাকে লইয়া রাজার নিকট গিয়া বলিল, "এখন কি করিব, মহারাজ?" "এক খানা ফলক [illegible] আনাও এবং আমার সম্মুখে রাখিয়া তাহার উপর উহাকে শোওয়াও।" ঘাতক তাহাই করিল। এ[illegible] দিকে চন্দ্রাদেবী বিলাপ করিতে করিতে

---

* ইতঃপূর্ব্বে যে দুইটী দদ্দর জাতক পাওয়া গিয়াছে [২য় খণ্ড [illegible] (১৭২) এবং বর্ত্তমান খণ্ড (৩০৪)] সে দুইটীতে এ ঘটনার উল্লেখ নাই।

† ৩১৩।

‡ এ দুইটী জাতক কোথায় আছে তাহা এ পর্য্যন্ত জানা যায় নাই।

§ উপধান—যে কাষ্ঠের উপর মাথা রাখিয়া লোকের শিরশ্ছেদ করা হয় (bl[illegible]ck)। ঘট বোধ হয় রক্ত ধরিবার জন্য।

পুত্রের পশ্চাতে ছুটিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি আসিলে ঘাতক আবার জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কি করিব, মহারাজ?" "ধর্ম্মপালের হাত দুই খানা কাটিয়া ফেল।" এই নিদারুণ আজ্ঞা শুনিয়া চন্দ্রাদেবী বলিলেন, "আমার ছেলেটীর বয়স্ সাত মাস মাত্র। বাছা আমার কিছুই জানে না; উহার কোন দোষ নাই; যদি কোন অপরাধ হইয়া থাকে, তাহা আমার। অতএব আমারই হাত কাটিবার আজ্ঞা দিন।" এই প্রার্থনা জানাইবার জন্য তিনি প্রথম গাথা বলিলেন :—

> বুদ্ধিদোষে করিয়াছি আমি মহাদোষ, মহাপ্রতাপের যাহে জন্মিয়াছে রোষ।
> অতএব ধর্ম্মপালে করুন মোচন; প্রকৃত দোষীর হোক হস্তের ছেদন।

রাজা ঘাতকের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। সে বলিল, 'কি করিব, মহারাজ'? রাজা বলিলেন "বিলম্ব না করিয়া হাত দুইখান কাটিয়া ফেল।" ঘাতক তৎক্ষণাৎ তীক্ষ্ণ কুঠারাঘাতে কুমারের বংশকোরকসদৃশ কোমল হস্তযুগল কাটিয়া ফেলিল। হাত কাটা গেল, কিন্তু কুমার ক্রন্দন করিলেন না, ক্ষান্তি ও মৈত্রীর বলে যাতনা সহ্য করিলেন। চন্দ্রা কিন্তু তাঁহার ছিন্ন হস্তকোটি কোলে লইলেন এবং রক্তাক্তদেহে পরিদেবন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

ঘাতক রাজাকে আবার জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কি করিতে হইবে, মহারাজ?" রাজা বলিলেন, "পা দুই খানি কাট।" তাহা শুনিয়া চন্দ্রা দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :—

> বুদ্ধিদোষে করিয়াছি আমি মহাদোষ, মহাপ্রতাপের যাহে জন্মিয়াছে রোষ।
> অতএব ধর্ম্মপালে করুন মোচন; প্রকৃত দোষীর হোক পাদের ছেদন।

রাজা পুনর্ব্বার ঘাতককে আদেশ দিলেন; সে কুমারের দুই খানি পাই কাটিয়া ফেলিল। চন্দ্রা পা দুইখানিও কোলে লইয়া রক্তাক্ত দেহে পরিদেবন করিতে করিতে বলিলেন, "মহারাজ, ছেলের হাত পা কাটা গেলেও মা তাহার পোষণ করে। আমি মজুর খাটিয়া বাছাকে প্রতিপালন করিব; আপনি ইহাকে আমায় দিন।" এ দিকে ঘাতক জিজ্ঞাসা করিল, "মহারাজের আদেশ পালিত হইয়াছে ত? আমার কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে কি?" 'এখনও শেষ হয় নাই।" "তবে আর কি করিতে হইবে?" মাথাটা কাট।" তখন চন্দ্রা তৃতীয় গাথা বলিলেন :—

> বুদ্ধিদোষে করিয়াছি আমি মহাদোষ, মহাপ্রতাপের যাহে জন্মিয়াছে রোষ।
> অতএব ধর্ম্মপালে করুন মোচন; প্রকৃত দোষীর হোক মস্তকচ্ছেদন।

ইহা বলিয়া তিনি নিজের মস্তক বাড়াইয়া দিলেন। তখন ঘাতক আবার জিজ্ঞাসা করিল "মহারাজ, কি করিব?" "ছেলেটার মাথা কাট।" ঘাতক মাথা কাটিয়া বলিল, "রাজাজ্ঞা সম্পন্ন হইল কি?" "এখনও হয় নাই।" "আর কি করিতে হইবে?" 'ইহাকে অসিমুখে এরূপে ধারণ কর যে ক্ষতটা দেহ বেষ্টন করিয়া রক্তপুষ্পমালার মত দেখায়।" ঘাতক তখন খড়্গটা ঊর্দ্ধে ক্ষেপণ করিয়া উহাকে অসির অগ্রভাগদ্বারা ধরিল এবং এরূপ ভাবে ক্ষতবেষ্টিত করিল যে বোধ হইতে লাগিল, উহা মালা পরিয়াছে। এইরূপে আঘাত করিবার সময়ে মাংসখণ্ডগুলি রাজার বেদীর উপর পড়িতে লাগিল। চন্দ্রা সেই মাংসখণ্ডগুলি কুড়াইয়া কোলে তুলিতে লাগিলেন এবং বেদীর উপরেই পরিদেবন করিতে করিতে বলিলেন :—

> হিতৈষী অমাত্য কেহ নাই কি রাজার, বারণে নিবারিতে এই অত্যাচার?
> বলিতে ইঁহারে, "প্রভু, ক্ষমা না দিবেন, এ যে ঔরস পুত্র, কুলের নন্দন।"
> হিতকামী জ্ঞাতিজন নাই কি রাজার বারণে নিবারিতে এই অত্যাচার?
> বলিতে ইঁহারে, "প্রভু, ক্ষমা না দিবেন, এ যে আত্মজ পুত্র, কুলের নন্দন।"

এই দুই গাথা বলিবার পর চন্দ্রাদেবী হাত দিয়া বুক চাপিয়া ধরিলেন এবং তৃতীয় গাথা বলিলেন :—

> যে বাহুতে করিতাম চন্দনলেপন, ছিন্ন, রক্তলিপ্ত তাহা হয়েছে এখন!
> পৃথিবী আছিল যার উত্তরাধিকার, ছিন্ন পাদ, ছিন্ন শির, এ দশা তাহার!
> শোকেতে শ্বাসের রোধ হতেছে আমার; কি বলিব? নাহি আর সাধ্য বলিবার।

চন্দ্রা এইরূপ পরিদেবন করিতে লাগিলেন, এবং বাঁশবনে আগুন লাগিলে বাঁশ যেমন ফাটিয়া যায়, তাঁহার হৃদয়ও সেইরূপ ফাটিয়া গেল; সেখানেই তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইল। রাজাও আর পল্যঙ্কে তিষ্ঠিতে পারিলেন না; তিনি বেদীর উপর পড়িয়া গেলেন; বেদীর কাষ্ঠফলক চিরিয়া দুই ভাগ হইল; তিনি তাহার ভিতর দিয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন। অনন্তর এই বিপুলা ধরিত্রী (যাহার ঘনত্ব দ্বিলক্ষাধিক চতুর্নহুত * যোজন) তাঁহার অগুণের ভারবহনে অসমর্থা হইয়া বিদীর্ণ হইল; মহাবিবর দেখা দিল; অবীচি হইতে ভীষণ জ্বালা উত্থিত হইয়া রাজকুল-ব্যবহার্য্য রক্তকম্বলের ন্যায় তাঁহার সর্ব্বশরীর পরিবেষ্টন করিল এবং তাঁহাকে অবীচিতে নিক্ষেপ করিল। অমাত্যেরা চন্দ্রাদেবীর ও বোধিসত্ত্বের শরীরকৃত্য সম্পাদন করিলেন।

[সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল সেই রাজা; মহাপ্রজাপতী ছিলেন চন্দ্রা এবং আমি ছিলাম ধর্ম্মপালকুমার।]

৩৫৯—সুবর্ণমৃগ-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে শ্রাবস্তীবাসিনী এক কুলকন্যার সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই রমণী অগ্রশ্রাবকদ্বয়ের শিষ্যশ্রেণীভুক্ত শ্রাবস্তীবাসী কোন গৃহস্থের কন্যা। ইনি শ্রদ্ধাবতী, ধর্ম্মপরায়ণা, বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘে অনুরক্তা, সদাচারশীলা, সুপণ্ডিতা এবং দানাদিপুণ্যব্রতা ছিলেন। ঐ নগরেই উক্ত গৃহস্থের স্বজাতি, কিন্তু মিথ্যাদৃষ্টিক † অপর এক পরিবারে তাঁহার বিবাহের প্রস্তাব হয়। তাঁহার মাতা পিতা বলিলেন, "আমাদের কন্যা শ্রদ্ধাবতী, ধর্ম্মপরায়ণা, ত্রিরত্নে অনুরক্তা, দানাদি পুণ্যাভিরতা; কিন্তু আপনারা মিথ্যাদৃষ্টিক; আপনারা আমাদের কন্যাকে যথারুচি দান করিতে, ধর্ম্মকথা শুনিতে, বিহারে যাইতে, শীলরক্ষা করিতে ও পোষধ পালন করিতে দিবেন না; অতএব আমরা আপনাদের ঘরে তাহাকে সম্প্রদান করিব না; আপনাদের ন্যায় মিথ্যাদৃষ্টিযুক্ত কোন কুল হইতে কন্যা নির্ব্বাচন করিয়া লউন।" কিন্তু এইরূপে প্রত্যাখ্যাত হইয়াও বরপক্ষের লোকে বলিল, "আপনাদের কন্যা আমাদের গৃহে গিয়া, যাহা যাহা বলিলেন, ইচ্ছামত সমস্তই করিবেন; আমরা বারণ করিব না; কন্যাটী আমাদিগকে দিন।" ইহাতে কন্যার মাতা পিতা বলিলেন, "যদি আপনারা এরূপ অঙ্গীকার করেন, তবে আমাদের কন্যাকে লইতে পারেন।"

অনন্তর শুভ নক্ষত্রে শুভকার্য্য সম্পন্ন হইল এবং বরপক্ষ বধূ লইয়া গেল। পতিগৃহে গিয়া ঐ কুলকন্যা যথোচিত সমস্ত কর্তব্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন, পতিকেই দেবতা জ্ঞান করিলেন, এবং শ্বশুর শাশুড়ীর রীতিমত সেবা করিতে লাগিলেন। তিনি একদিন স্বামীকে বলিলেন; "আর্য্যপুত্র, আমার ইচ্ছা হইতেছে আমাদের কুলহিতৈষী স্থবিরদিগকে কিছু দান করি।" পতি উত্তর দিলেন, "বেশ ত; তুমি যথারুচি দান কর।" ইহা শুনিয়া রমণী স্থবিরদিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন, মহাসত্ত্বে তাঁহাদিগকে উৎকৃষ্ট দ্রব্য ভোজন করাইলেন এবং একান্তে আসীন হইয়া বলিলেন, "ভদন্তগণ, এই কুলের সকলেই মিথ্যাদৃষ্টিক; ইঁহারা শ্রদ্ধারহিত এবং ত্রিরত্নের গুণানভিজ্ঞ। অতএব যতদিন পর্য্যন্ত ইঁহারা ত্রিরত্নের মাহাত্ম্য বুঝিতে না পারেন, ততদিন আপনারা এই গৃহে আসিয়াই ভিক্ষা গ্রহণ করুন।" স্থবিরেরা এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং তদবধি প্রত্যহ উক্ত বাটীতে গিয়া ভোজন করিতে লাগিলেন।

---

* নহুত—একের পিঠে আটাশটা শূন্য দিলে যাহা হয় সেই সংখ্যা।

† অর্থাৎ বৌদ্ধেতর কোন সম্প্রদায় ভুক্ত।

ইহার পর ঐ রমণী স্বামীকে আর একদিন বলিলেন, "আর্য্যপুত্র, স্থবিরেরা প্রতিদিনই এখানে আসিতেছেন,
অথচ আপনি তাঁহাদের সঙ্গে দেখা করেন না কেন?" তাঁহার স্বামী বলিলেন, "আচ্ছা, আমি দেখা করিব।"
পরদিন যখন স্থবিরদিগের ভোজন শেষ হইল, তখন রমণী তাঁহার স্বামীকে ঐ কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন।
স্বামী স্থবিরদিগের নিকটে গিয়া অভিবাদনপূর্ব্বক একান্তে উপবেশন করিলেন। তখন ধর্ম্মসেনাপতি তাঁহাকে
ধর্ম্মকথা শুনাইলেন। তিনি স্থবিরের ধর্ম্মকথা শুনিয়া এবং চালচলন ও আকার প্রকার দেখিয়া এত মুগ্ধ হইলেন যে,
তদবধি স্বহস্তেই স্থবিরদিগের আসনাদি সজ্জিত করিতেন, পানীয় জল ছাঁকিয়া দিতেন এবং তাঁহাদের
ভোজনকালে ধর্ম্মকথা শুনিতেন। এইরূপে কিয়দ্দিনের মধ্যে তাঁহার মিথ্যাদৃষ্টি কাটিয়া গেল। অতঃপর
একদিন স্থবির সারিপুত্র স্বামী স্ত্রী উভয়ের নিকট ধর্ম্মকথা বলিবার কালে সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন; তাহাতে
দুই জনেই স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন। ইহার পর মাতা পিতা হইতে বাড়ীর দাস কর্ম্মকার পর্য্যন্ত *
সকলেরই মিথ্যা দৃষ্টি অপনীত হইল এবং সকলেই বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের প্রতি অনুরক্ত হইল।

আরও কিছুদিন অতীত হইলে ঐ রমণী স্বামীকে বলিলেন, "আর্য্যপুত্র, গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া কি লাভ?
আমার ইচ্ছা হয় যে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করি।" স্বামী উত্তর দিলেন, "উত্তম প্রস্তাব; আমিও প্রব্রজ্যা লইব।" ইহা
বলিয়া তিনি পত্নীকে মহাসমারোহে ভিক্ষুণীদিগের উপাশ্রয়ে লইয়া গেলেন, তাঁহাকে প্রব্রজ্যা দেওয়াইবার ব্যবস্থা
করিলেন এবং নিজে শাস্তার নিকটে গিয়া প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করিলেন। শাস্তা তাঁহাকে প্রথমে প্রব্রজ্যা ও পরে
উপসম্পদা দিলেন। অনন্তর স্বামী, স্ত্রী, উভয়েই বিদর্শনসম্পন্ন † হইয়া অচিরে অর্হত্ত্ব লাভ করিলেন।

একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় বলাবলি করিতে লাগিলেন, "দেখ ভাই, অমুক দহর ভিক্ষুণী নিজের এবং
স্বামীর, উভয়েরই সদ্ধর্ম্মপরায়ণতার হেতু হইয়াছেন। তাঁহারা উভয়েই প্রব্রজ্যা লইয়া বিদর্শনসম্পন্ন হইয়াছেন
এবং অর্হত্ত্ব লাভ করিয়াছেন।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে
পারিলেন এবং বলিলেন, "এই রমণী যে কেবল এখন স্বামীকে রাগপাশ হইতে মুক্ত করিলেন, তাহা নহে;
পূর্ব্বেও ইনি প্রাচীন পণ্ডিতদিগকে মরণপাশ হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন।" অনন্তর কিয়ৎক্ষণ তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন
করিয়া তিনি ভিক্ষুদিগের প্রার্থনানুসারে সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব হিমবন্ত প্রদেশে মৃগযোনিতে জন্মগ্রহণ
করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি অতিমনোহভিরাম সৌন্দর্য্যসম্পন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার
দেহ হেমবর্ণ, বিষাণ রজতদামসদৃশ, চক্ষু দুইটী মণিগোলকোপম এবং মুখ রক্তকম্বল পিণ্ডের
ন্যায় উজ্জ্বল ছিল। তাঁহার পদচতুষ্টয় যেন লাক্ষারসে চিক্কণ হইয়াছিল বলিয়া মনে হইত। ‡
তাঁহার ভার্য্যাও সর্ব্বাংশে তাঁহারই ন্যায় অঙ্গশ্রীসম্পন্ন ছিলেন এবং তাঁহারা সুখে সম্প্রীতভাবে
বাস করিতেন। অশীতিসহস্র বিচিত্র মৃগ বোধিসত্ত্বের পরিচর্য্যা করিত।

পতী পত্নী এইরূপে বাস করিতেছিলেন, এমন সময়ে এক দিন এক ব্যাধ মৃগবীথিতে
পাশ স্থাপন করিল; বোধিসত্ত্ব মৃগদিগের পুরতঃ গমন করিবার কালে উহাতে তাঁহার পদ
বদ্ধ হইল। তিনি পাশ ছিন্ন করিবার জন্য পা টানিলেন, ইহাতে তাঁহার চর্ম্ম ছিন্ন হইল,
তিনি আবার পা টানিলেন, ইহাতে মাংস ছিন্ন হইল, আবারও টানিলেন, ইহাতে স্নায়ু
কাটিয়া গেল এবং পাশ গিয়া অস্থিতে সংলগ্ন হইল। কিছুতেই পাশ ছিঁড়িতে না পারিয়া
বোধিসত্ত্ব মরণভয়ে অভিভূত হইলেন এবং মৃগেরা পাশবদ্ধ হইলে যেরূপ রব করে, সেইরূপ রব
করিতে লাগিলেন। তাহা শুনিয়া মৃগেরা ভয় পাইয়া পলায়ন করিল। তাঁহার ভার্য্যাও
পলাইয়াছিলেন, কিন্তু মৃগদিগের মধ্যে বোধিসত্ত্বকে দেখিতে না পাইয়া ভাবিলেন, 'সম্ভবতঃ

---

* দাসেরা ক্রীত (slaves), 'কর্ম্মকার' বেতনভোগী দাসীর সমষ্টি (servants)।
† পালি 'বিদস্সক'—ছত্রযান (ইহা অর্হৎদিগের একটি লক্ষণ)।
‡ মৃগরূপী বোধিসত্ত্বের রূপবর্ণনা এইটি প্রচলিত রীতি। দ্র. ন্যগ্রোধমৃগ জাতক (১২)।

আমার স্বামীরই ভয়ের কারণ জন্মিয়াছে।' তিনি অতিবেগে বোধিসত্বের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং সাশ্রুমুখে বলিলেন, "স্বামিন্, আপনি ত মহাবল ; আপনি কেন এই পাশে কাতর হইয়াছেন ? বল প্রয়োগ করিয়া এখনই ইহা ছিঁড়িয়া ফেলুন।" তিনি স্বামীর উৎসাহবর্দ্ধনার্থ নিম্নলিখিত প্রথম গাথা বলিলেন :—

মহামৃগ—সুবর্ণের আভা যাঁর পায়—
তিনি কেন পাশে বদ্ধ ? করুন বিক্রম,
ছিঁড়ুন এ চর্ম্মরজ্জু, চলুন আবার
চরি গিয়া বনে মোরা। আপনা বিহনে
আর না হইবে সুখ কপালে আমার।

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :—

বিক্রমপ্রকাশে ক্রুটি করি নাই কোন।
দেহের সমস্ত বলপ্রয়োগে করেছি
ধরাতলে পদাঘাত—যদি সে উপায়ে
ছিঁড়িতে পারি এ পাশে ; কিন্তু বৃথা চেষ্টা !
যতই ছিঁড়িতে চাই এ দৃঢ় বন্ধনে,
ততই যাতনা বাড়ে পায়েতে আমার।

তখন মৃগী বলিলেন, "স্বামিন্, ভয় পাইবেন না। আমি নিজের ক্ষমতাবলে ব্যাধের নিকটে যাচ্ঞা করিব, নিজের জীবন পর্য্যন্ত দিয়া আপনার জীবন ভিক্ষা লইব।" মহাসত্ত্বকে এইরূপে আশ্বাস দিয়া মৃগী তাঁহার রক্তাক্ত দেহ আলিঙ্গন করিয়া রহিল। এদিকে ব্যাধ অসি ও শক্তি হস্তে লইয়া প্রলয়াগ্নির ন্যায় উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া মৃগী বলিলেন, "স্বামিন্, ব্যাধ আসিতেছে ; আমি নিজের ক্ষমতাবলে আপনাকে মুক্ত করিব ; আপনি ভয় পাইবেন না।" বোধিসত্ত্বকে এইরূপে আশ্বাস দিয়া মৃগী ব্যাধের আগমনপথে গেলেন এবং একটু হঠিয়া পার্শ্বে অবস্থিত হইয়া তাহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক বলিলেন, "প্রভু, আমার স্বামী সুবর্ণমৃগ শীলাচারসম্পন্ন এবং অশীতি সহস্র মৃগের অধিপতি।" এইরূপে বোধিসত্ত্বের গুণ বর্ণনা করিয়া তাঁহার জীবন-রক্ষার্থ নিজের প্রার্থনা জানাইবার কালে মৃগী তৃতীয় গাথা বলিলেন :—

ভূতলে পলাশপর্ণ করুন আস্তৃত
মাংস রাখিবার তরে ; নিষ্কাশিত করি
অসি তব, অগ্রে বধ করুন আমার,
তার পর বধিবেন এই মৃগরাজে।

ইহা শুনিয়া ব্যাধ অতি বিস্ময়ান্বিত হইয়া ভাবিল, 'তাইত, যাহারা মানুষ তাহারাও ত স্বামীর জন্য নিজের প্রাণ দেয় না ; তির্য্যগ্‌জাতির ত দূরের কথা ! এ কি ব্যাপার ? এই প্রাণী মধুর মানুষী ভাষায় কথা বলিতেছে ! আমি আজ ইহার এবং ইহার পতির, উভয়েরই জীবন দান করিব।' সে মৃগীর প্রতি অতি প্রসন্ন হইয়া চতুর্থ গাথা বলিল :—

মৃগীর মুখেতে পূর্ব্বে মানুষীর ভাষা
শুনি নাই ; দেখি নাই হেন মৃগী কভু।
বধিব না তোমারে বা মহামৃগে আমি ;
যাও চলি, হও সুখী বিহরি এ বনে।

বোধিসত্ত্বকে সুখী দেখিয়া মৃগী অত্যন্ত আহ্লাদিত হইল এবং ব্যাধকে ধন্যবাদ দিবার সময়ে পঞ্চম গাথা বলিল :—

> মৃগরাজে মুক্ত দেখি যে আনন্দ মোর
> উপজিল মনে আজ, সেইরূপ যেন
> জ্ঞাতিমিত্রগণ সহ আনন্দ অপার
> তব ভাগ্যে, ব্যাধরাজ, হয় চিরকাল।

বোধিসত্ত্বও ভাবিতে লাগিলেন, 'এই ব্যাধ আজ আমার, এই মৃগীর এবং অশীতি সহস্র মৃগের জীবন দান করিয়াছে। এ আমার আশ্রয়স্থানীয় হইয়াছে; আমারও কর্তব্য যে ইহাকে আশ্রয় দি।' বোধিসত্ত্ব উৎকৃষ্ট গুণসম্পন্ন ছিলেন; তিনি স্থির করিলেন, 'যে আমায় দান করিয়াছে, তাহাকে প্রতিদান করা উচিত।' তিনি নিজের বিচরণ-ক্ষেত্রে একখণ্ড মণি দেখিয়াছিলেন। এখন ব্যাধকে তাহা দান করিয়া বলিলেন, 'সৌম্য, এখন হইতে প্রাণাতিপাত ইত্যাদি পাপ করিও না; এই মণি লইয়া গার্হস্থ্যধর্ম্ম অবলম্বন কর, স্ত্রী পুত্র পালন কর এবং দানশীলাদি পুণ্যপরায়ণ হও।" এইরূপে ব্যাধকে উপদেশ দিয়া বোধিসত্ত্ব অরণ্যে প্রবেশ করিলেন।

[সমবধান—তখন ছন্ন * ছিল সেই ব্যাধ; এই দহর ভিক্ষুণী ছিলেন সেই মৃগ এবং আমি ছিলাম সেই মৃগরাজ।]

৩৬০—সুশ্রোণি-জাতক†

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে কোন উৎকণ্ঠিত ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। শাস্তা সেই ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তুমি কি প্রকৃতই উৎকণ্ঠিত হইয়াছ?" সে উত্তর দিয়াছিল, "হাঁ, ভদন্ত!" "কি দেখিয়া?" "এক অলঙ্কৃত রমণী দেখিয়া।" "দেখ ভিক্ষু, কিছুতেই রমণীদিগের চরিত্র রক্ষা করা যায় না। পুরাণ পণ্ডিতেরা রমণীদিগকে সুপর্ণভবনে রাখিয়াও তাহাদের চরিত্র রক্ষণে সমর্থ হন নাই।" অনন্তর শাস্তা উক্ত ভিক্ষুর অনুরোধে সেই প্রাচীন কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীতে তাম্ররাজ রাজত্ব করিতেন। সুশ্রোণি-নাম্নী এক পরম সুন্দরী রমণী তাঁহার অগ্রমহিষী ছিলেন। ঐ সময়ে বোধিসত্ত্ব সুপর্ণ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন নাগদ্বীপ সেরুম দ্বীপ নামে অভিহিত হইত। বোধিসত্ত্ব ঐ দ্বীপে সুপর্ণভবনে বাস করিতেন।

বোধিসত্ত্ব বারাণসীতে যাইতেন এবং মানববেশ ধারণ করিয়া তাম্ররাজের সহিত দ্যূতক্রীড়া করিতেন। তাঁহার অলৌকিক রূপ দেখিয়া লোকে সুশ্রোণিকে বলিল, "আমাদের রাজার সহিত এক পরম রূপবান্ যুবক দ্যূতক্রীড়া করিয়া থাকে।" ইহাতে সুশ্রোণির ঐ যুবককে দেখিতে ইচ্ছা হইল। তিনি একদিন অলঙ্কার পরিধান করিয়া দ্যূতমণ্ডলে প্রবেশ করিলেন এবং পরিচারিকাদিগের মধ্যে অবস্থিত হইয়া বোধিসত্ত্বকে দেখিতে লাগিলেন; বোধিসত্ত্বও তাঁহাকে দেখিলেন এবং উভয়েই পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হইলেন।

---

* একজন ভিক্ষুর নাম। এই ব্যক্তি তৈর্থিকদিগের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়া সঙ্ঘ হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন।

† এই জাতক কাকবতী জাতকেরই (৩২৭) রূপান্তর।

সুপর্ণরাজ বোধিসত্ত্ব স্বীয় অনুভাববলে বারাণসীতে ঝটিকা উত্থাপিত করিলেন। গৃহপতন-ভয়ে রাজভবনের সমস্ত লোক বাহিরে চলিয়া গেল। তখন বোধিসত্ত্ব নিজের অনুভাববলে অন্ধকার জন্মাইলেন এবং সুশ্রোণিকে লইয়া আকাশপথে নাগদ্বীপে নিজের আলয়ে প্রবেশ করিলেন। সুশ্রোণি কোথায় গিয়াছেন, কোথা হইতে আসিয়াছেন অন্য কেহই তাহা জানিতে পারিল না। বোধিসত্ত্ব তাঁহার সহিত আমোদ প্রমোদ করিতেন এবং পূর্ব্ববৎ বারাণসীতে রাজার সহিত দ্যূত ক্রীড়া করিতে যাইতেন।

রাজার স্বর্গ নামক একজন গন্ধর্ব্ব ছিল। মহিষী কোথায় গিয়াছেন, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া তিনি স্বর্গকে বলিলেন, "তুমি যাও, সমস্ত স্থলপথ ও জলপথ তন্ন তন্ন করিয়া, দেবী কোথায় গিয়াছেন তাহা নির্ণয় কর।" এই বলিয়া তিনি স্বর্গকে বিদায় দিলেন।

স্বর্গ পাথেয় গ্রহণ করিয়া বাহির হইল এবং বারাণসীর দ্বারসন্নিহিত গ্রাম হইতে আরম্ভ করিয়া চলিতে চলিতে শেষে ভৃগুকচ্ছ নগরে * উপস্থিত হইল। তখন ভৃগুকচ্ছের কতিপয় বণিক্ সুবর্ণভূমিতে † যাইতেছিল। স্বর্গ তাহাদের নিকট গিয়া বলিল, "আমি গন্ধর্ব্ব; আপনারা যদি নৌকাভাড়া না লন, তাহা হইলে আপনাদের তৃপ্তির জন্য আমি গান বাজনা করিব। আপনারা আমাকে লইয়া চলুন।" বণিকেরা বলিল, "আমরা সম্মত হইলাম।" অনন্তর তাহারা স্বর্গকে লইয়া নৌকা ছাড়িয়া দিল।

নৌকা নির্ব্বিঘ্নে বহুদূর অগ্রসর হইলে নাবিকেরা স্বর্গকে ডাকিয়া বলিল, "গান বাজনা কর।" স্বর্গ বলিল "গান করিব বটে, কিন্তু আমি গান করিলে মাছগুলা ছুটাছুটি করিবে; তাহাতে পোত ভগ্ন হইবার আশঙ্কা আছে।" নাবিকেরা বলিল, "সে কি কথা? সামান্য একটা লোকে গান করিবে, তাহাতে মাছগুলা বিচলিত হইবে কেন? তুমি আরম্ভ কর।" "করিতেছি; কিন্তু শেষে যেন আপনারা আমার উপর রাগ না করেন।" ইহা বলিয়া স্বর্গ বীণায় মূর্চ্ছনা দিয়া তন্ত্রীর স্বরের সহিত গীতস্বরের সুন্দর লয় রাখিয়া গান করিতে লাগিলেন। তাহা শুনিয়া মৎস্যগুলি উন্মত্তের ন্যায় ছুটাছুটি আরম্ভ করিল। একটা মকর লাফ দিয়া নৌকার উপর পড়িল এবং তাহাতে নৌকাখানি ভাঙ্গিয়া গেল। স্বর্গ একখানি কাষ্ঠফলকের উপর শুইয়া বায়ুবেগে চলিতে চলিতে নাগদ্বীপস্থ সুপর্ণভবন সন্নিহিত একটা বটবৃক্ষের নিকট উপনীত হইল।

সুপর্ণরাজ যখন দ্যূতক্রীড়ার জন্য যাইতেন, তখন সুশ্রোণি বিমান হইতে অবতরণ করিয়া বেড়াইতেন। তিনি বেলাভূমিতে বেড়াইতেছিলেন, এমন সময়ে স্বর্গগন্ধর্ব্বকে দেখিতে পাইলেন এবং তাহাকে চিনিতে পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এখানে কিরূপে আসিলে?" স্বর্গ তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। সুশ্রোণি বলিলেন, "ভয় নাই।" তিনি এইরূপে আশ্বাস দিয়া স্বর্গকে দুই হাতে তুলিয়া বিমানে লইয়া গেলেন, এবং শয্যায় শোওয়াইলেন। অনন্তর স্বর্গ সুস্থ হইল। তখন সুশ্রোণি তাহাকে দিব্য ভোজ্য খাইতে দিলেন, দিব্য গন্ধোদকে স্নান করাইলেন, দিব্য বস্ত্র পরিধান করাইলেন, সুগন্ধি দিব্য পুষ্পে বিভূষিত করিলেন এবং পুনর্ব্বার দিব্য শয্যায় শয়ন করাইলেন। তিনি এইরূপে স্বর্গের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। যখন সুপর্ণরাজ ফিরিয়া আসিতেন, তখন তিনি স্বর্গকে লুকাইয়া রাখিতেন; কিন্তু সুপর্ণরাজ চলিয়া গেলেই কামমোহিত হইয়া তাহার সহিত আমোদ প্রমোদ করিতেন।

---

* বর্ত্তমান ব্রোচ।

† সুবর্ণভূমি—ব্রহ্মদেশ (গ্রীকদিগের Golden Chersonese)।

ইহার প্রায় দেড়মাস পরে বারাণসীর কয়েকজন বণিক্ কাষ্ঠ ও পানীয় জল সংগ্রহ করিবার জন্য নাগদ্বীপের সেই বটবৃক্ষের নিকট অবতরণ করিল। স্বর্গ তাহাদের সহিত নৌকারোহণ করিয়া বারাণসীতে ফিরিয়া গেল, রাজার সহিত দেখা করিল এবং দ্যূতক্রীড়ার সময়ে বীণা লইয়া প্রথম গাথা গান করিল :—

তিমিরের * গন্ধ লয়ে বহিছে পবন,
পশিছে শ্রবণে ক্ষুব্ধ সাগর গর্জ্জন,†
হেথা হ'তে বহুদূরে, সুশ্রোণি সাগর পারে
আছে তাম্রসঙ্গ; পুনঃ মিলন আশায়,
ভাবিয়া সে কথা মোর বুক ফেটে যায়।

ইহা শুনিয়া সুপর্ণ দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :—

কিরূপে সাগর পারে করিলে গমন?
কি উপায়ে নাগদ্বীপ করিলে দর্শন?
বল বল কি উপায় দেখিতে পাইলে তায়,
জানিতে হয়েছে মোর বড় কৌতূহল,
সমস্ত বৃত্তান্ত তুমি বিস্তারিয়া বল।

স্বর্গ তখন তিনটী গাথা বলিল :—

বণিকেরা যেতেছিল অর্থের কারণ
ভৃগুকচ্ছ হতে করি পোতে আরোহণ;
মকরে ভাঙ্গিল তরী, একটী ফলক ধরি
ভাসিতে ভাসিতে মোর রক্ষা হ'ল প্রাণ,
দেখিলাম নাগদ্বীপে সুপর্ণবিমান।

চন্দনে যাহার গাত্র নিত্য লিপ্ত হয়,
এমন রমণী এক দেখিলা আমায়।
সস্নেহ তনয়ে যথা অঙ্কে তুলি লন মাতা,
আমায় কোমল করে করি উত্তোলন
সুপর্ণবিমানে তথা করিলা স্থাপন।

মদিরাক্ষী দিল মম ভোগের কারণ
দিব্য অন্ন, চন্দন, বস্ত্র, বিচিত্র শয়ন
দিল আদরের সহ আমার ভোগের তরে,
ইহার অধিক আর বলিয়া কি কাজ?
বলিলাম সত্য কথা, শুন, মহারাজ!

গন্ধর্ব যখন এইরূপ বলিতেছিল, তখন সুপর্ণের মনে অনুতাপ জন্মিল। তিনি ভাবিলেন, 'আমি সুপর্ণভবনে লইয়া গিয়াও এই রমণীর চরিত্র রক্ষা করিতে পারিলাম না! এরূপ দুঃশীলা রমণীতে আমার কি কাজ?' অনন্তর তিনি সুশ্রোণিকে আনিয়া রাজাকে দিলেন এবং সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন। ইহার পর তিনি আর কখনও সেখানে আসেন নাই।

---

* টীকাকার বলেন, 'তিমির একপ্রকার বৃক্ষ ও তাহার পুষ্প'।

† 'কুসুম্ভা' এই শব্দের ব্যাখ্যায় টীকাকার বলেন [illegible], বণিক্‌, সেই উপায়েই হউক, রক্ষা পাইয়াছিল।

কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু স্রোতাপত্তি-ফল প্রাপ্ত হইলেন।

[সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন সেই রাজা এবং আমি ছিলাম সেই সুপর্ণরাজ।]

৩৬১—বর্ণারোহ-জাতক।*

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে অগ্রশ্রাবকদ্বয়ের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই মহাস্থবিরদ্বয় একদা নিতান্ত নির্জন স্থানে বর্ষাকাল অতিবাহিত করিবার অভিপ্রায়ে শাস্তার নিকট বিদায় লইয়া নিজেরাই স্ব স্ব পাত্রচীবর হস্তে লইলেন, ভিক্ষুসঙ্ঘ পরিহারপূর্ব্বক জেতবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং এক প্রত্যন্ত গ্রামের নিকটে বনমধ্যে বাস করিতে লাগিলেন। ইঁহাদের উচ্ছিষ্টভোজী এক জন সেবক ইঁহাদেরই বাসস্থানের নিকটে অবস্থিতি করিত। স্থবিরদ্বয় সম্প্রীতভাবে পরমসুখে একত্র বাস করিতেছেন দেখিয়া সে ভাবিল, 'দেখা যাউক, ইঁহাদের মধ্যে বিবাদ ঘটাইতে পারা যায় কি না।' এইরূপ চিন্তা করিয়া সে স্থবির সারিপুত্রের নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ভদন্ত, আর্য্য মহামৌদ্গল্যায়ন স্থবিরের সহিত আপনার কিছু শত্রুতা আছে কি?" "একথা জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন, বাপু?" "তিনি আপনার অগুণ কীর্ত্তন করিয়া বেড়ান—বলেন, 'আমি মারা গেলে সারিপুত্রের কোন প্রতিপত্তিই থাকিবে না; জাতি, গোত্র, কুল, জন্মস্থান, শাস্ত্রগ্রন্থে ব্যুৎপত্তি বা ঋদ্ধি, কিছুতেই তিনি আমার তুল্যকক্ষ নহেন।'" সারিপুত্র একটু হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা বাপু, তুমি এখন যাও।"

এই ব্যক্তি পরদিন আবার স্থবির মহামৌদ্গল্যায়নের নিকটে গিয়া উক্তরূপ বলিল। তিনিও একটু হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা বাপু, এখন তুমি যাও" এবং নিজেই সারিপুত্র স্থবিরের নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই, এই উচ্ছিষ্টভোজী তোমায় কিছু বলিয়াছে কি?" "হাঁ, ভাই।" "আমাকেও বলিয়াছে; ইহাকে তাড়াইয়া দেওয়া আবশ্যক।" "বেশ কথা, তাড়াইয়া দাও।" তখন মহামৌদ্গল্যায়ন আঙ্গুলে তুড়ি দিতে দিতে সেই পিশুনকারককে বলিলেন, "তোমাকে এখানে থাকিতে হইবে না।" কাজেই সে দূরীভূত হইল।

স্থবিরদ্বয় সম্প্রীতভাবে বর্ষাবাস করিয়া শাস্তার নিকটে ফিরিয়া গেলেন এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। শাস্তা প্রীতিসম্ভাষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বর্ষাবাস ত সুখে সম্পন্ন হইয়াছে?" "ভদন্ত, এক উচ্ছিষ্টভোজী আমাদের মধ্যে বিবাদ ঘটাইবার চেষ্টায় ছিল; কিন্তু কৃতকার্য্য না হইয়া পলায়ন করিয়াছিল।" "দেখ সারিপুত্র, কেবল এ জন্মে নহে, পূর্ব্বেও এই ব্যক্তি তোমাদের মধ্যে বিবাদ ঘটাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তাহা না পারিয়া শেষে পলাইয়া গিয়াছিল।" অনন্তর সারিপুত্রের অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব কোন অরণ্যে বৃক্ষদেবতারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন সেই বনে এক সিংহ ও এক ব্যাঘ্র কোন পর্ব্বতগুহায় বাস করিত। এক শৃগাল তাহাদের পরিচর্য্যা করিত; সে উচ্ছিষ্ট খাইয়া বেশ হৃষ্ট পুষ্ট হইয়াছিল। সে এক দিন ভাবিতে লাগিল, 'আমি কখনও সিংহের বা বাঘের মাংস খাই নাই। এই দুইটা জন্তুর মধ্যে বিবাদ ঘটাইতে হইবে। ইহারা পরস্পর বিবাদ করিয়া মারা যাইবে; তখন ইহাদের মাংস খাইব।' এইরূপ অভিসন্ধি করিয়া সে সিংহের নিকটে গেল এবং জিজ্ঞাসা করিল, "প্রভু, ব্যাঘ্রের সহিত আপনার কিছু শত্রুতা আছে কি?" "একথা জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন, সৌম্য!" "ভদন্ত, তিনি আপনার নিন্দা করিয়া বেড়ান—বলেন, 'আমি মারা গেলে, কি দেহের সৌন্দর্য্যে, কি আয়তনে ও গাম্ভীর্য্যে, কি জাতিবলবীর্য্যে, এই সিংহ আমার কলামাত্র গুণও পাইবে না।'" ইহা শুনিয়া সিংহ বলিল, "তুমি দূর হও; ব্যাঘ্র আমার সম্বন্ধে কখনও এমন কথা বলিবে না।" ইহার পর শৃগাল ব্যাঘ্রের নিকটে গিয়া তাহাকেও এইরূপ কথা বলিল। তাহা শুনিয়া ব্যাঘ্র সিংহের নিকটে

---

* দ্র:—সন্ধিভেদ জাতক (৩৪৯); তিব্বতদেশীয় গল্প (৩১); পঞ্চতন্ত্রের মিত্রভেদ প্রকরণের বীজকথা।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু স্রোতাপত্তি-ফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন সেই রাজা এবং আমি ছিলাম সেই সুপর্ণরাজ।]

৩৬১—বর্ণারোহ-জাতক।*

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে অগ্রশ্রাবকদ্বয়ের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই মহাস্থবিরদ্বয় একদা নিতান্ত নির্জন স্থানে বর্ষাকাল অতিবাহিত করিবার অভিপ্রায়ে শাস্তার নিকট বিদায় লইয়া নিজেরাই স্ব স্ব পাত্রচীবর হস্তে লইলেন, ভিক্ষুসঙ্ঘ পরিহারপূর্ব্বক জেতবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং এক প্রত্যন্ত গ্রামের নিকটে বনমধ্যে বাস করিতে লাগিলেন। ইঁহাদের উচ্ছিষ্টভোজী এক জন সেবক ইঁহাদেরই বাসস্থানের নিকটে অবস্থিতি করিত। স্থবিরদ্বয় সম্প্রীতভাবে পরমসুখে একত্র বাস করিতেছেন দেখিয়া সে ভাবিল, 'দেখা যাউক, ইঁহাদের মধ্যে বিবাদ ঘটাইতে পারা যায় কি না।' এইরূপ চিন্তা করিয়া সে স্থবির সারিপুত্রের নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ভদন্ত, আর্য্য মহামৌদ্‌গল্যায়ন স্থবিরের সহিত আপনার কিছু শত্রুতা আছে কি?" "একথা জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন, বাপু?" "তিনি আপনার অগুণ কীর্ত্তন করিয়া বেড়ান—বলেন, 'আমি মারা গেলে সারিপুত্রের কোন প্রতিপত্তিই থাকিবে না; জাতি, গোত্র, কুল, জন্মস্থান, শাস্ত্রগ্রন্থে ব্যুৎপত্তি বা ঋদ্ধি, কিছুতেই তিনি আমার তুল্যকক্ষ নহেন।'" সারিপুত্র একটু হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা বাপু, তুমি এখন যাও।"

এই ব্যক্তি পরদিন আবার স্থবির মহামৌদ্‌গল্যায়নের নিকটে গিয়া উক্তরূপ বলিল। তিনিও একটু হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা বাপু, এখন তুমি যাও" এবং নিজেই সারিপুত্র স্থবিরের নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই, এই উচ্ছিষ্টভোজী তোমায় কিছু বলিয়াছে কি?" "হাঁ, ভাই।" "আমাকেও বলিয়াছে; ইহাকে তাড়াইয়া দেওয়া আবশ্যক।" "বেশ কথা, তাড়াইয়া দাও।" তখন মহামৌদ্‌গল্যায়ন আঙ্গুলে তুড়ি দিতে দিতে সেই পিশুনকারককে বলিলেন, "স্থির হও, তোমাকে এখানে থাকিতে হইবে না।" কাজেই সে দূরীভূত হইল।

স্থবিরদ্বয় সম্প্রীতভাবে বর্ষাবাস করিয়া শাস্তার নিকটে ফিরিয়া গেলেন এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। শাস্তা প্রীতিসম্ভাষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বর্ষাবাস ত সুখে সম্পন্ন হইয়াছে?" "ভদন্ত, এক উচ্ছিষ্টভোজী আমাদের মধ্যে বিবাদ ঘটাইবার চেষ্টায় ছিল; কিন্তু কৃতকার্য্য না হইয়া পলায়ন করিয়াছিল।" "দেখ সারিপুত্র, কেবল এ জন্মে নহে, পূর্ব্বেও এই ব্যক্তি তোমাদের মধ্যে বিবাদ ঘটাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তাহা না পারিয়া শেষে পলাইয়া গিয়াছিল।" অনন্তর সারিপুত্রের অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব কোন অরণ্যে বৃক্ষদেবতারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন সেই বনে এক সিংহ ও এক ব্যাঘ্র কোন পর্ব্বতগুহায় বাস করিত। এক শৃগাল তাহাদের পরিচর্য্যা করিত; সে উচ্ছিষ্ট খাইয়া বেশ হৃষ্ট পুষ্ট হইয়াছিল। সে এক দিন ভাবিতে লাগিল, 'আমি কখনও সিংহের বা বাঘের মাংস খাই নাই। এই দুইটা জন্তুর মধ্যে বিবাদ ঘটাইতে হইবে। ইহারা পরস্পর বিবাদ করিয়া মারা যাইবে; তখন ইহাদের মাংস খাইব।' এইরূপ অভিসন্ধি করিয়া সে সিংহের নিকটে গেল এবং জিজ্ঞাসা করিল, "প্রভু, ব্যাঘ্রের সহিত আপনার কিছু শত্রুতা আছে কি?" "একথা জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন, সৌম্য?" "ভদন্ত, তিনি আপনার নিন্দা করিয়া বেড়ান—বলেন, 'আমি মারা গেলে, কি দেহের সৌন্দর্য্যে, আয়তনে ও গাম্ভীর্য্যে, কি জাতিবলবীর্য্যে, এই সিংহ আমার কলামাত্র গুণও পাইবে না।'" ইহা শুনিয়া সিংহ বলিল, "তুমি দূর হও; ব্যাঘ্র আমার সম্বন্ধে কখনও এমন কথা বলিবে না।" ইহার পর শৃগাল ব্যাঘ্রের নিকটে গিয়া তাহাকেও এইরূপ কথা বলিল। তাহা শুনিয়া ব্যাঘ্র সিংহের নিকটে

---

* তু°—সন্ধিভেদ-জাতক (৩৪৯); তিব্বতদেশীয় গল্প (৩১); পঞ্চতন্ত্রের মিত্রভেদ প্রকরণের বীজকথা।

গ্রহণ করিব।" অতঃপর রাজার নিকট হইতে প্রব্রজ্যা গ্রহণের অনুমতি লইয়া নিজের গৃহদ্বার পর্য্যন্ত না ফিরিয়াই তিনি জেতবনে গমন করিলেন এবং শাস্তার নিকটে প্রব্রজ্যা চাহিলেন। শাস্তা তাঁহাকে প্রব্রজ্যা দিলেন, উপসম্পদ্‌ও দিলেন। উপসম্পন্ন হইবার অল্পদিন পরেই তিনি বিদর্শন লাভ করিয়া অর্হত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় এই সম্বন্ধে কথোপকথন করিতে লাগিলেন, "দেখ ভাই, অমুক ব্রাহ্মণ নিজের শীলমীমাংসা করিতে গিয়া প্রব্রজ্যা লইয়াছেন এবং বিদর্শন লাভ করিয়া অর্হত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও পণ্ডিতেরা শীলের গুণ পরীক্ষা করিয়া প্রব্রজ্যা লইয়াছিলেন এবং মুক্তিপদ লাভ করিয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পর তক্ষশিলায় গিয়া সর্ব্বশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন এবং বারাণসীতে ফিরিয়া রাজার সহিত দেখা করিয়াছিলেন। রাজা তাঁহাকে পৌরোহিত্য-পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

বোধিসত্ত্ব পঞ্চশীল পালন করিতেন; রাজাও তাঁহাকে শীলসম্পন্ন জানিয়া সবিশেষ শ্রদ্ধা করিলেন। অনন্তর বোধিসত্ত্ব একদিন চিন্তা করিতে লাগিলেন, "রাজা যে আমাকে এত শ্রদ্ধা করেন, ইহার কারণ কি? আমি শীলবান্ এজন্য, না আমি বিদ্বান্ এজন্য?" এই প্রশ্নের মীমাংসার্থ তিনি, বর্ত্তমান বস্তুতে যেরূপ বলা হইয়াছে সেইরূপ করিলেন এবং বর্ত্তমান ক্ষেত্রে যাহা ঘটিয়াছে, তখনও সমস্তই সেই প্রকার ঘটিল। ব্রাহ্মণ বলিলেন, "এখন আমি বুঝিতে পারিলাম, বিদ্যা অপেক্ষা শীলেরই প্রভাব অধিক।" অনন্তর তিনি নিম্নলিখিত পাঁচটী গাথা বলিলেন :—

শীল আর বিদ্যা, এই দুয়ের ভিতর, কোন্‌টী পাইতে যোগ্য অধিক আদর?
হয়েছিল মনে এই প্রশ্নের উদয়; বিদ্যা হ'তে শীল বড়, জানিনু নিশ্চয়।

উচ্চ কুলে জন্ম কিংবা অতি সুশ্রী দেহ, শীল তুলনায় এরা নহে কিছু কেহ।
শীল-ধনে ধনী যেই বিদ্যায় তাহার নাহি কোন প্রয়োজন, বুঝিলাম সার।

রাজা বল, প্রজা বল, * করে যেই জন ধর্ম্ম ছাড়ি অধর্ম্মের পথে বিচরণ,
ইহকাল, পরকাল, নষ্ট হয় তার; অধর্ম্মের হেতু ঘটে দুর্গতি অপার।

ক্ষত্রিয়াদি বর্ণ চারি, চণ্ডাল, পুক্কস, যদি নাহি হয় কেহ অধর্ম্মের বশ,
দেহান্তে সমতা লভে ত্রিদিব-ভবনে, জাতিভেদ পায় লোপ শীলের কারণে।

বেদ বল, বংশ বল, কিংবা মিত্রগণ, কেহ নয় পারত্রিক সুখের কারণ।
কেবল বিশুদ্ধ শীল করিলে পালন, হয় জীব পরকালে সুখের ভাজন।

মহাসত্ত্ব এইরূপে শীলের গুণ বর্ণনা করিয়া রাজার নিকট হইতে প্রব্রজ্যা গ্রহণের অনুমতি লাভ করিলেন, সেই দিনেই হিমবন্ত প্রদেশে গিয়া ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন এবং অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ লাভ করিয়া ব্রহ্মলোকপরায়ণ হইলেন।

[সমবধান—তখন আমি ছিলাম সেই ব্যক্তি, যিনি শীলের প্রভাব পরীক্ষা করিয়া প্রব্রাজক হইয়াছিলেন।]

৩৬৩—হ্রী-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে অনাথপিণ্ডদের বন্ধু এক প্রত্যন্তবাসী শ্রেষ্ঠীর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার উভয় বস্তুই এক নিপাতের নবম বর্গের শেষ জাতকে (অকৃতজ্ঞ-জাতক—৯০) সবিস্তর বলা হইয়াছে।

---

* খত্তিয়ো, বেস্সো।

এই আখ্যায়িকায় দেখা যায় যে, প্রত্যন্তবাসী শ্রেষ্ঠীর লোকজন হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া, তাহাদের সমস্ত দ্রব্যই কাড়িয়া লইল দেখিয়া, পলায়ন করিয়াছে. এই কথা যখন বারাণসী শ্রেষ্ঠীর কর্ণগোচর হইয়াছিল, তখন তিনি বলিয়াছিলেন, "পূর্ব্বে যাহারা ইহাদের নিকট গিয়াছিল, তাহাদের সম্বন্ধে কর্তব্য সম্পাদন করে নাই বলিয়াই ইহারা এখন প্রতি সৎকার লাভ করিতে পারিল না।" অনন্তর তিনি এই গাথাগুলি বলিয়াছিলেন *

কুপথে চলিতে মনে নাই যার ভয়, 'মিত্র আমি তব' শুধু মুখে এই কয়,
ঘৃণা কিন্তু করে মনে তোমারে অন্তরে, তব হিত অনুষ্ঠান কদাপি না করে।
মুখে এক, কাজে আর, হেন শঠ জনে কখনো আপন বলি ভাবিও না মনে।

করিতে পারিবে যাহা কর তা' স্বীকার, অস্বীকার কর যাহা অসাধ্য তোমার;
অঙ্গীকার করি যে না করে সম্পাদন, মিথ্যাবাদী বলি তারে নিন্দে সাধুজন।।

'পাছে করে মোর অনিষ্ট', এ ভয়ে সদা সাবধানে করে যেই জন
চরিত্রে মিত্রের ছিদ্র অন্বেষণ, মিত্র তারে আমি বলি না কখন।
তনয় যেমন নিঃশঙ্ক হৃদয়ে জননীর বুকে সুখে নিদ্রা যায়,
মিত্রের হৃদয়ে তেমনি বিশ্বাস স্থাপিতে পারিলে লোকে সুখ পায়।
দুইটী হৃদয় পরস্পর যদি এইরূপ হয় বিশ্বাসস্থাপন,
প্রকৃত মিত্রতা তাহাকেই বলে, নাহি সাধ্য কারো করে তা ছেদন।।

কল্যাণমিত্রের সহ মিত্রতার ভার যতনে বহন করে বুদ্ধি আছে যার।
প্রশংসার যোগ্য ইহা, সুখের আকর, উপজে আনন্দ ইথে উত্তর উত্তর।

করিলে বিবেকশান্তিরসামৃত পান ঘোরের যাতনা সব হয় অন্তর্দ্ধান।
ধর্ম্মপ্রীতিরস পান করিয়া তখন, নির্ভয়ে নিষ্পাপে জীব করে বিচরণ।।

[মহাসত্ত্ব এইরূপে পাপ মিত্রসংসর্গে উদ্বিগ্ন হইয়া বিবেকশান্তিজনিত মধুরাস্বাদ ধর্ম্মদেশনের সর্ব্বোত্তরফলরূপ মহানির্ব্বাণামৃতপ্রাপ্তির পথ প্রদর্শন করিলেন।

সমবধান—তখন আমি ছিলাম সেই বারাণসী শ্রেষ্ঠী।]

৩৬৪—খদ্যোত-প্রাণক-জাতক।

এই খদ্যোতপ্রাণক প্রশ্ন মহা-উন্মার্গ জাতকে (৫৪৬) সবিস্তর বলা যাইবে।

৩৬৫—অহিতুণ্ডিক-জাতক।

একদিন ধর্ম্মসভায় এই কথা উত্থাপিত হইল। ভিক্ষুরা বলাবলি করিতে লাগিলেন, "দেখ ভাই, অমুক বৃদ্ধ নিজের শ্রামণেরের সহিত এক সঙ্গেও থাকিতে পারেন না, তাহাকে ছাড়িতেও পারেন না। সে তাঁহার দোষ দেখিয়া এখন তাহার মুখদর্শন পর্য্যন্ত করিতে চায় না। সে নিজে কিন্তু ভাল ছেলে।"

এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "দেখ, পূর্ব্বেও এই শ্রামণের সুহৃদয় ছিল; কিন্তু এই বৃদ্ধের দোষ দেখিয়া শেষে তাঁহার মুখদর্শন পর্য্যন্ত করিতে চায় নাই।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব এক ধান্যবণিক্‌কুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পর ধান্যবিক্রয় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। ঐ সময়ে এক অহিতুণ্ডিক একটা মর্কট ধরিয়া তাহাকে সাপের সহিত খেলা করিতে শিক্ষা দিয়াছিল। একদা বারাণসীতে একটা উৎসব হইবে বলিয়া ঘোষণা হইল। সাপুড়ে মর্কটটাকে বোধিসত্ত্বের নিকটে রাখিয়া সাত দিন সাপ খেলাইয়া বেড়াইতে লাগিল। বোধিসত্ত্ব এই সময়ে মর্কটটার জন্য খাদ্য ও ভোজ্য দিতেন।

সাতদিন অতীত হইলে সাপুড়ে ফিরিয়া আসিল। সে উৎসবক্রীড়ায় সুরাপান করিয়া মত্ত হইয়াছিল; আসিয়াই বংশদণ্ড দ্বারা মর্কটটাকে তিনবার প্রহার করিল, তাহাকে বান্ধিয়া লইয়া একটা উদ্যানে গেল এবং সেখানে ঘুমাইয়া পড়িল। এই অবসরে মর্কট কোনরূপে বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া একটা আমগাছে উঠিল এবং সেখানে বসিয়া আম খাইতে লাগিল। সাপুড়ে জাগিয়া দেখে, মর্কট গাছে উঠিয়াছে। সে ভাবিল, 'ইহাকে মিষ্ট কথায় ভুলাইয়া ধরিতে হইবে।' অনন্তর সে মর্কটের সহিত আলাপ আরম্ভ করিয়া প্রথম গাথা বলিল:—

যাদু আমার, মুখ দেখে তোর দুখ থাকে না প্রাণে,
পাশা খেলায় হারি আমি এসেছি এখানে।
দু'চারটা আম দে ফেলে, বাপ, খেয়ে পেট জুড়াই;
তোর(ই) বুদ্ধির জোরে আমি অন্নবস্ত্র পাই।

ইহা শুনিয়া মর্কট শেষ গাথাগুলি বলিল:—

মিছা কথা বলছ তুমি কখন যা হয় নাই;
মর্কটের মুখ চাঁদপানা হয়, কোথায় শুনলে, ভাই?

ধানের গোলায় খিদের জ্বালায় ছিলাম আমি পড়ি;
মাতাল হ'য়ে মারলে আমায়; ভুলব কেমন করি?

যে কষ্টেতে দোকানঘরে করেছি শয়ন,
রাজ্য পেলেও ভুলতে তাহা পারব না কখন।
যে ভয় তুমি দেখাইলে, পড়লে মনে তা'
দিব না আম একটী তোমায়, যতই চাও না।

ভদ্রবংশে জন্মেছে যেই, সুখে থাকে ঘরে,
সুখে থাকে জীব যেমন মায়ের জঠরে।
অকাতরে দান করে, বুদ্ধি আছে যার,
তাকেই কেবল মিত্র বলি জানি আপনার।

ইহা বলিয়া মর্কট গহনবনে প্রবেশ করিল।

[সমবধান—তখন এই ভিক্ষু ছিল সেই অহিতুণ্ডিক, এই শ্রামণের ছিল সেই মর্কট এবং আমি ছিলাম সেই ধান্য-বণিক্‌।]

৩৬৬ গুম্মিক-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে জনৈক উৎকণ্ঠিত ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। শাস্তা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "কি হে ভিক্ষু, তুমি উৎকণ্ঠিত হইয়াছ, ইহা সত্য কি?" ভিক্ষু বলিলেন, "হাঁ ভদন্ত।" "কি দেখিয়া?" "এক অলঙ্কৃতা রমণীকে দেখিয়া।" "দেখ ভিক্ষু, গুম্মিক নামক এক যক্ষ পথে মধুসদৃশ যে হলাহল রাখিয়া দিত, তাহাও যেরূপ পঞ্চকামগুণও * সেইরূপ।" অনন্তর ভিক্ষুর অনুরোধে তিনি সেই অতীতকথা বলিতে লাগিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব এক সার্থবাহকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি একদা পঞ্চশত শকটে পণ্যদ্রব্য পুরিয়া বিক্রয়ার্থ যাইবার কালে রাজপথের নিকটস্থ এক অরণ্যের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং অনুচরদিগকে ডাকাইয়া বলিলেন "দেখ, এই পথে বিষাক্ত পত্রপুষ্পফল প্রভৃতি আছে, তোমরা পূর্ব্বে যাহা খাও নাই, এমন কোন দ্রব্য খাইতে ইচ্ছা করিলে আমাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া খাইও না। এখানে যক্ষেরা পথে ভক্তপুট ও মধুর বন্যফল রাখিয়া তাহার উপর বিষ ছড়াইয়া দিয়া থাকে। আমাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া সে সকল দ্রব্যও খাইও না।" বণিক্‌দিগকে এইরূপ উপদেশ দিয়া তিনি সেই অরণ্যপথে অগ্রসর হইলেন।

এই সময়ে গুম্মিক-নামক এক যক্ষ সেই বনের মধ্যভাগে পথের উপর কতকগুলি পাতা ছড়াইয়া হলাহল মিশ্রিত মধু রাখিয়া দিত এবং নিজে যেন মধু সংগ্রহ করিতেছে এই ভাব দেখাইবার জন্য পথের এপাশে ওপাশে গাছগুলা ঠোকা দিতে দিতে যাতায়াত করিত। যাহারা জানিত না, তাহারা ভাবিত, কেহ পুণ্য সঞ্চয়ের জন্য পথের উপর মধু রাখিয়া দিয়াছে। তাহারা উহা খাইত এবং মারা যাইত। তখন যক্ষেরা আসিয়া তাহাদের মাংস খাইত।

বোধিসত্ত্বের অনুচরেরাও এই মধু দেখিতে পাইল এবং যাহারা স্বভাবতঃ লোলজিহ্ব, তাহারা লালসা দমন করিতে অসমর্থ হইয়া উহা ভক্ষণ করিল, কিন্তু যাহারা বুদ্ধিমান্ তাহারা 'জিজ্ঞাসা করিয়া খাইব' এই স্থির করিয়া উহা হাতে লইয়া দাঁড়াইয়া থাকিল। বোধিসত্ত্ব উহাদিগকে দেখিবামাত্র যাহার হাতে যাহা ছিল সমস্ত ফেলাইয়া দিলেন। যাহারা প্রথমেই খাইয়াছিল তাহারা মরিয়া গেল, যাহারা অল্পমাত্র উদরস্থ করিয়াছিল, বোধিসত্ত্ব তাহাদিগকে বমনকারক ঔষধ দিলেন এবং বমনান্তে চতুর্মধুর খাওয়াইলেন। এইরূপে বোধিসত্ত্বের অনুভাববলে তাহাদের জীবন রক্ষা হইল। ইহার পর বোধিসত্ত্ব নির্ব্বিঘ্নে গন্তব্যস্থানে উপস্থিত হইয়া পণ্য বিক্রয়পূর্ব্বক গৃহে ফিরিয়া গেলেন।

[কথান্তে শাস্তা এই অভিসম্বুদ্ধ গাথাগুলি বলিলেন এবং সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিয়া জাতকের সমবধান করিলেন :—

দেখিতে মধুর মত
অরণ্যে গুম্মিক রাখে,
ভাবিয়া প্রকৃত মধু
যাহারা লইয়াই
ফিরাইতে ফিরাইয়া
খাইল বিষের জ্বালা

রসে গন্ধে খাঁটি মধু
যাও সংগ্রহের তরে
সেই উগ্র বিষ খায়
করিয়া সে মূর্খগণ
সেই বিষ পরিহার
ভুলিল না সে কারণ,

কিন্তু অতি তীব্র হলাহল,
ভুলাইতে পথিকের মন।
লোভে পড়ি করিল ভক্ষণ,
সেইক্ষণে হারাল জীবন।
করেছিল বুদ্ধিমান্ যারা,
সুখে সব রহিল তারা।

---

* পঞ্চেন্দ্রিয় হইতে যে সকল বাসনা জন্মে সেগুলি "পঞ্চকামগুণ" নামে অভিহিত।

এইরূপ, মানুষের সর্ব্বনাশ হেতু হেথা মার করে লোভ প্রদর্শন
পঞ্চকামগুণ-রূপ অতিতীব্র হলাহল প্রতিপদে করিয়া ক্ষেপণ।
এই পঞ্চকামগুণ প্রত্যক্ষ যমের মত গুহারূপ দেহমাঝে রয়;
অথবা আমিষযুক্ত ব্যাধের বাগুরা যথা— লোভে তার জীব নষ্ট হয়।
সুধী যাঁরা, সাবধানে জানিয়া আসন্নমৃত্যু অনুক্ষণ করেন বর্জ্জন
ঐ পঞ্চকামগুণে; কভু না করেন কিছু, হয় যাহে পাপ-উৎপাদন।

সত্যব্যাখ্যা শুনিয়া সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু স্রোতাপত্তি-ফল প্রাপ্ত হইলেন।
সমবধান—তখন আমিই ছিলাম সেই সার্থবাহ।]

৩৬৭—শাল্লিক-জাতক।*

["দেবদত্ত আমার ত্রাস পর্য্যন্ত উৎপাদন করিতে পারে নাই", শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এই বাক্য অবলম্বনে নিম্নলিখিত কথা বলিয়াছিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব কোন গ্রাম্যগৃহস্থের কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তরুণ বয়সে তিনি সমবয়স্ক বালকদিগের সহিত গ্রামদ্বারস্থ বটবৃক্ষের মূলে ক্রীড়া করিতেন। একদা কোন বৃদ্ধ বৈদ্য গ্রামে কোন কাজ না পাইয়া বাহিরে গিয়া ঐ বটবৃক্ষের নিকট উপস্থিত হইল এবং দেখিতে পাইল, বিটপান্তরে একটা সাপ মাথা গুটাইয়া নিদ্রা যাইতেছে। সে ভাবিল, 'আমি ত গ্রামে কিছুই পাইলাম না; এই বালকদিগকে ভুলাইয়া সর্পটার দ্বারা দংশন করাইতে পারিলে, ইহাদের চিকিৎসা করিয়া কিছু উপার্জ্জন হইতে পারে।' এই অভিসন্ধি করিয়া সে বোধিসত্ত্বকে বলিল, "যদি শালিকের ছানা দেখিতে পাও, তবে ধর কি না, বল ত।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "ধরি বই কি।" "তবে দেখ, ঐ ডালের মধ্যে একটা শালিকের ছানা শুইয়া রহিয়াছে।" উহা যে সাপ, তাহা না জানিয়া বোধিসত্ত্ব গাছে চড়িলেন এবং গলা ধরিয়া বুঝিলেন উহা সাপ। তখন তিনি উহাকে নড়িতে চড়িতে না দিয়া দৃঢ় মুষ্টিতে ধরিলেন এবং জোরে ফেলিয়া দিলেন। সর্পটা গিয়া বৈদ্যের গ্রীবাদেশে পড়িল এবং তাহাকে বেষ্টন করিয়া এমন খাবল খাবল করিয়া কামড়াইতে লাগিল যে, সে সেখানেই পড়িয়া গেল। সাপটাও তখন পলায়ন করিল। তখন অনেক লোক আসিয়া মৃত বৈদ্যকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। মহাসত্ত্ব সেই সমবেত লোকদিগকে ধর্ম্ম বুঝাইবার জন্য নিম্নলিখিত গাথাগুলি বলিলেন :—

শারিকা-শাবক বলি কৃষ্ণসর্পে ধরাইল যে কুবুদ্ধিদাতা আমাদের;
দেখ ব্যর্থ অভিসন্ধি। সে সর্পদংশনে শেষে মৃত্যু তার ঘটিল নিজের।
করেনি প্রহার কভু, দেয়নি আঘাত কোন, তবু তারে মারিতে যে চায়,
এই দুষ্ট-বুদ্ধি বৈদ্য মরিল যেরূপে আজ, মরে নিজে সেই দুষ্টাশয়॥†
বায়ু-প্রতিকূলে কেহ পাংশুমুষ্টি নিক্ষেপিলে পড়ে তাহা তা'রি নিজ গায়;
সে উপায়ে এ পাপাত্মা অন্যের বধের চেষ্টা করেছিল, নিজে মরে তায়।
নির্দ্দোষ নিষ্কলচরিত্র, শুদ্ধমতি পুরুষের কেহ যদি অনিষ্ট কামনা,
পাবে বিপরীত ফল; ফিরি আসি গায়ে পড়ে প্রতিবাতক্ষিপ্ত ধূলিকণা।

[সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল সেই বৃদ্ধ বৈদ্য, এবং আমি ছিলাম সেই বুদ্ধিমান্ বালক।]

---

* পালি শালিক, বাঙ্গালা শালিক। † এই গাথা এবং ইহার পরবর্তী আর একটী গাথা প্রায় এক।

৩৬৮—ত্বক্‌সার-জাতক।*

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে প্রজ্ঞাপারমিতার সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও তথাগত প্রজ্ঞাবান্ ও উপায়কুশল ছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিয়াছিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব এক গ্রাম্য ভূস্বামীর গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। [পূর্ব্ববর্ত্তী জাতকে যেরূপ বলা হইয়াছিল, এই জাতকেও সমস্তই তদ্রূপ হইয়াছিল, ইহা বলিতে হইবে। কিন্তু এই জাতকে] বৈদ্যের মৃত্যু হইলে গ্রামবাসীরা "মানুষ খুন করিলি" বলিয়া বালকদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিল এবং "চল্, তোদিগকে রাজার নিকট লইয়া যাই" বলিয়া তাহাদিগকে বারাণসীতে লইয়া চলিল। বোধিসত্ত্ব পথে অপর বালকদিগকে এই উপদেশ দিলেন :—"তোমরা ভয় পাইও না, রাজার সমক্ষেও নির্ভয়ে ও প্রফুল্লমুখে থাকিবে। রাজা আমাদিগেরই সহিত প্রথমে কথা বলিবেন, তখন কি করিতে হইবে, তাহা আমি বুঝিব।" তাহারা "এ অতি উত্তম পরামর্শ" বলিয়া তাহাই করিল। রাজা তাহাদের নির্ভয় ও সন্তুষ্টভাব দেখিয়া ভাবিলেন, 'এই বালকেরা নরহত্যাপরাধে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া আনীত হইয়াছে; কিন্তু ঈদৃশ কষ্ট পাইয়াও ইহারা, ভয় পাওয়া দূরে থাকুক, পরম সন্তোষের চিহ্ন দেখাইতেছে। জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি, ইহারা কি কারণে দুঃখ করিতেছে না।' অনন্তর তিনি এই গাথা বলিলেন :—

> বাঁশের চোঁচাড়ি দিয়া বেঁধেছে সবায়, তবু হাসি সবাকার মুখে দেখা যায়।
> পড়িয়া শত্রুর হাতে, বল, কি কারণ, হেন নাহি দেখি সবে বিষাদে মগন।

৩৬৯—মিত্রবিন্দ-জাতক।*

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এক কটুভাষী ও অবাধ্য ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্ন বস্তু মহামিত্রবিন্দ জাতকে * বলা যাইবে।]

এই মিত্রবিন্দক সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইয়া বড় দুরাকাঙ্ক্ষ হইয়াছিল। তাহার দুরাকাঙ্ক্ষা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং সেই নিমিত্ত সে নিরয়বাসীদিগের যন্ত্রণাস্থানে উপনীত হইয়াছিল। সেখানে সে উৎসাদ নরককে এক নগর মনে করিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল এবং সেখানে সে মস্তকে ক্ষুরচক্র ধারণ করিয়াছিল। তৎকালে বোধিসত্ত্ব দেবপুত্র হইয়া উৎসাদ নরকে বিচরণ করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া মিত্রবিন্দক জিজ্ঞাসা করিবার কালে নিম্নলিখিত প্রথম গাথা বলিয়াছিল :—

কি আমি করেছি, যাতে রুষ্ট এত দেবগণ?
কি পাপে এ ক্ষুরচক্র মস্তকে করে ভ্রমণ?

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব দ্বিতীয় গাথা বলিয়াছিলেন :—

স্ফাটিক, রাজত, মণিময়, হিরণ্ময়, ছাড়িয়া প্রাসাদ তুমি এই চতুষ্টয় †
কি হেতু আসিলে হেথা? দুরাকাঙ্ক্ষ যারা, কর্ম্মফল এইরূপে ভোগ করে তারা।

অতঃপর মিত্রবিন্দক তৃতীয় গাথা বলিয়াছিল :—

ভেবেছিনু অন্য স্থানে অধিক পাব সুখ; তাই ছেড়ে এসে শেষে ভুঞ্জি এত দুখ।

তখন বোধিসত্ত্ব শেষের গাথা দুইটী বলিয়াছিলেন :—

আগে চার, পরে আট, ষোল পরে তার, বত্রিশ রমণী পেলে, তথাপি তোমার
আশা না পুরিল, তাই করিছ এখন তীক্ষ্ণধার ক্ষুরচক্র মস্তকে বহন।
ইচ্ছা-হত পুরুষের মস্তক উপর এইরূপে ক্ষুরচক্র ভ্রমে নিরন্তর।

আকাঙ্ক্ষা তাদের বৃদ্ধি পায় অনুক্ষণ, কিছুতেই হয় নাক বাসনা পূরণ;
'আরও চাই' এই ভাব মনে নিরন্তর; ক্ষুরচক্র তাই বহে মস্তক উপর।

ইহার পর মিত্রবিন্দক যখন আবার কিছু বলিতেছিল, সেই সময়ে চক্র তাহার উপরে পতিত হইয়া তাহাকে নিষ্পেষিত করিল; কাজেই সে আর কিছু বলিতে পারিল না। তখন দেবপুত্র দেবস্থানে প্রতিগমন করিলেন।

[সমবধান—তখন এই অবাধ্য ও কটুভাষী ভিক্ষু ছিল মিত্রবিন্দক এবং আমি ছিলাম সেই দেবপুত্র।]

৩৭০—পলাশ-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে পাপনিগ্রহ সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্নবস্তু প্রজ্ঞা-জাতকে ‡ বলা যাইবে। এই জাতকে দেখা যায়, শাস্তা ভিক্ষুদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, "পাপকে সর্ব্বদাই শঙ্কা করিতে হয়; বটাঙ্কুরের ন্যায় অল্পমাত্র হইলেও ইহা লোকের সর্ব্বনাশ সাধন করিতে পারে। প্রাচীন পণ্ডিতেরাও শক্তিতরুকে শঙ্কা করিতেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

---

* প্রথম খণ্ডের ৪১ম, ৮২ম, ১০৪ম জাতক এবং চতুর্থ খণ্ডের ৪৩৯ সংখ্যক-জাতক দ্রষ্টব্য।

† এই চারিটী স্থলে যথাক্রমে রমণক, সদামত্ত, দুভক ও ব্রহ্মোত্তর নামে অভিহিত হইয়াছে। দিব্যাবদানে (মৈত্রকন্যকাবদান) প্রাসাদের পরিবর্ত্তে চারিটী নগরের নাম দেখা যায়—রমণক, সদামত্ত, নন্দন ও ব্রহ্মোত্তর।

‡ প্রজ্ঞা-জাতক কোথায় আছে, তাহা স্থির করিতে পারিলাম না।

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব সুবর্ণহংসযোনিতে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পর চিত্রকূট পর্ব্বতে সুবর্ণগুহায় বাস করিতেন এবং প্রতিদিন হিমবন্ত প্রদেশের এক হ্রদে স্বয়ংজাত শালি ভক্ষণ করিয়া কুলায়ে ফিরিয়া যাইতেন। তাঁহার গমনাগমন পথে এক প্রকাণ্ড পলাশবৃক্ষ ছিল। যাইবার ও ফিরিবার কালে তিনি তাহার শাখায় বিশ্রাম করিতেন। এইরূপে তাঁহার সঙ্গে উক্ত বৃক্ষবাসিনী দেবতার বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল।

একদা এক পক্ষী কোন বটবৃক্ষের পক্ক ফল খাইয়া ঐ পলাশবৃক্ষে বসিয়াছিল এবং যেখানে কাণ্ড হইতে শাখা নির্গত হইয়াছে, সেই খানে মলত্যাগ করিয়াছিল। তাহার পর সেখানে বটের অঙ্কুর উৎপন্ন হইল। উহা যখন চতুরঙ্গুলি প্রমাণ হইল তখন রক্তবর্ণের অঙ্কুরের সঙ্গে হরিদ্বর্ণ পত্র শোভা পাইতে লাগিল। হংসরাজ তাহা দেখিয়া বৃক্ষদেবতাকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন "ভাই পলাশ যে বৃক্ষে বটের অঙ্কুর জন্মে অঙ্কুর বৃদ্ধি পাইয়া নাকি তাহাকে নষ্ট করিয়া থাকে। অতএব এই অঙ্কুরটাকে আর বাড়িতে দিও না, দিলে তোমার বিমান নষ্ট করিবে। এখনই গিয়া ইহা উৎপাটিত করিয়া ফেল। যাহা আশঙ্কার কারণ তাহাকে আশঙ্কা করাই কর্ত্তব্য।" পলাশদেবতার সঙ্গে উল্লিখিতরূপে আলাপ করিবার সময়ে তিনি নিম্নলিখিত প্রথম গাথা বলিলেন :—

হংস বলে পলাশেরে * "হইয়াছে অঙ্কুর উত্থিত
আছে এবে কোলে শেষে মর্ম্মচ্ছেদ করিবে নিশ্চিত।"

পলাশ দেবতা ইহা শুনিলেন, কিন্তু এই উপদেশ গ্রহণ না করিয়া দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :—

বাড়ুক এ বটাঙ্কুর হব আমি আশ্রয় ইহার
জনক জননী যথা পুত্র এই হইবে আমার।

অতঃপর হংসরাজ তৃতীয় গাথা বলিলেন :—

কোলে যারে পুষিতেছ ভয়ানক ক্ষীরতরু সেই
বৃদ্ধি এর নহে ভাল জানাইয়া গেনু আমি এই।

বৃক্ষদেবতাকে পুনর্ব্বার এই উপদেশ দিয়া হংসরাজ পক্ষবিস্তারপূর্ব্বক চিত্রকূটপর্ব্বতে চলিয়া গেলেন। তদবধি আর তিনি ঐ পলাশবৃক্ষের নিকটে যাইতেন না। এদিকে বটের চারাটী ক্রমে বাড়িয়া উঠিল তাহাতেও এক বৃক্ষদেবতা উৎপন্ন হইলেন। বট বৃদ্ধি পাইয়া পলাশকে বিদীর্ণ করিল এবং শাখাসুদ্ধ পলাশদেবতার বিমান পড়িয়া গেল। তখন পলাশ দেবতা হংসরাজের কথা স্মরণ করিয়া বলিলেন "হংসরাজ এই অনাগত ভয় দেখিতে পাইয়াই আমাকে উপদেশ দিয়াছিলেন আমি কিন্তু তাঁহার কথায় কর্ণপাত করি নাই।" এইরূপ পরিদেবন করিতে করিতে পলাশদেবতা চতুর্থ গাথা বলিলেন :—

সুমেরুসদৃশ এই বটতরু দেখাইছে ভয়
না শুনি হংসের কথা এবে মোর এ দুর্দ্দশা হয়।

বটতরু ক্রমে আরও বৃদ্ধি পাইল পলাশকে খণ্ড বিখণ্ড করিল, কেবল উহার কাণ্ডটা স্থাণুর ন্যায় অবশিষ্ট থাকিল। পলাশ দেবতার বিমানও সেখান হইতে অন্তর্হিত হইল।

অনন্তর শাস্তা অভিসম্বুদ্ধ হইয়া বলিলেন —

নহে বাঞ্ছনীয় বৃদ্ধি নাশিবে আশ্রয়ে সেই আপনি বাড়িয়া।
শঙ্কিব্যে সে কারণ অঙ্কুরে উৎপাটি সুধী দেয় ফেলাইয়া।

---

* এই অংশ শাস্তা অভিসম্বুদ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন ; তাহা শুনিয়া পঞ্চশত ভিক্ষু অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইলেন।
সমবধান—তখন আমি ছিলাম সেই সুবর্ণ-হংস।]

৩৭১—দীঘিতিকোসল-জাতক।*

[কৌশাম্বীর কতিপয় ভিক্ষু পরস্পরের মধ্যে বিবাদ করিয়াছিলেন। শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে তাঁহাদের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। তাঁহারা জেতবনে উপস্থিত হইয়া পরস্পরকে ক্ষমা করিলে, শাস্তা তাঁহাদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, লোকের যেমন ঔরসপুত্র, তোমরাও সেইরূপ আমার মুখজ পুত্র।† পিতা যে উপদেশ দেন, তাহা লঙ্ঘন করা পুত্রের কর্ত্তব্য নহে। তোমরা কিন্তু আমার উপদেশানুসারে চল না। প্রাচীন পণ্ডিতেরা মাতাপিতার উপদেশ লঙ্ঘন করিতেন না। যে রাজা তাঁহাদের মাতাপিতাকে নিহত করিয়াছিলেন, ও রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন, সেই রাজাই যখন বনমধ্যে তাঁহাদের হাতে পড়িয়াছিলেন, তখন তাঁহারা মাতাপিতার উপদেশ স্মরণ করিয়া তাঁহার প্রাণবধ করেন নাই। অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—

এই জাতকের উত্তর বস্তুই সঙ্ঘভেদক-জাতকে‡ সবিস্তর বলা হইবে।]

বারাণসীরাজ বনমধ্যে একপার্শ্বে ভর দিয়া পড়িয়া আছেন, এই অবস্থায় দীর্ঘায়ুঃ কুমার তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার টিকি ধরিয়া তুলিলেন এবং ভাবিলেন, 'যে পাপিষ্ঠ আমার মাতাপিতাকে বধ করিয়াছে, আজ তাহাকে চোদ্দ টুকরা করিয়া কাটিব।' কিন্তু অসি উত্তোলন করিবার কালে তিনি মাতাপিতার উপদেশ স্মরণ করিয়া ভাবিলেন, 'আমার প্রাণ যায় সেও ভাল, তথাপি মাতাপিতার উপদেশ লঙ্ঘন করিব না। অতএব এই পাপিষ্ঠকে কেবল ভয় দেখাইয়া নিরস্ত হইব।' ইহা স্থির করিয়া তিনি প্রথম গাথা বলিলেন :—

প'ড়েছ আমার হাতে তুমি অসহায় ; পরিত্রাণ লভিবারে আছে কি উপায় ?

তখন বারাণসীরাজ দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :—

প'ড়েছি তোমার হাতে আমি অসহায় ; পরিত্রাণ লভিবারে নাহিক উপায়।

অনন্তর বোধিসত্ত্ব অবশিষ্ট গাথাগুলি বলিলেন :—

বিনা সুচরিত,§ বিনা সুমিষ্ট বচন, আর কিছু রুধিবে না তোমার মরণ।
কোটি স্বর্ণমুদ্রা যদি করিতে প্রদান, তথাপি না হ'ত আজ তব পরিত্রাণ।

অমুক দিয়াছে গালি, করেছে প্রহার,
পরাভব করিয়াছে, হরিয়াছে ধন,
এ ভাব যে জন করে মনেতে পোষণ,
বৈর-নির্য্যাতন স্পৃহা থাকে সদা তার।

অমুক দিয়াছে গালি, করেছে প্রহার,
পরাভব করিয়াছে, হরিয়াছে ধন,
যে না করে এই ভাব মনেতে পোষণ,
বৈর-নির্য্যাতন-স্পৃহা থাকে নাক তার।¶

---

* তুল° জাতক ৪২৮ ; মহাবগ্গ ১০, ২।

† অর্থাৎ তোমরা আমার উপদেশ শুনিয়া ও তদনুসারে চলিয়া পুত্রস্থানীয় হইয়াছ।

‡ সঙ্ঘভেদক-জাতক কোথায় আছে, তাহা নির্দ্দেশ করিতে পারিলাম না।

§ অর্থাৎ আমার পিতৃদত্ত উপদেশপালন।

¶ ধর্ম্মপদ ৫ (৩-৫)।

শত্রুতায় শত্রুতার নাহি হয় উপশম,
মৈত্রী করে শত্রুজয় এই ধর্ম্ম সনাতন।

অনন্তর বোধিসত্ত্ব আবার বলিলেন, "মহারাজ, আমি আপনার অনিষ্ট করিব না, আপনিই আমার প্রাণবধ করুন।" ইহা বলিয়া তিনি নিজের অসি বারাণসীরাজের হস্তে দিলেন। তখন বারাণসীরাজও শপথ করিয়া বলিলেন, "আমিও আপনার অনিষ্ট করিব না।" অনন্তর তিনি দীর্ঘায়ুঃ কুমারের সহিত রাজধানীতে গমন করিলেন এবং তাঁহাকে অমাত্যদিগের সম্মুখে লইয়া বলিলেন, "মহাশয়গণ, ইনি কোশলরাজের পুত্র দীর্ঘায়ুঃ কুমার, ইনি আমার প্রাণ দিয়াছেন আমি ইঁহার কোন অনিষ্ট করিতে পারি না।" ইহার পর তিনি কুমারকে নিজের দুহিতা দান করিলেন এবং তাঁহাকে পৈতৃক রাজ্য প্রত্যর্পণ করিলেন। তদবধি উভয় রাজাই পরমসুখে ও সম্প্রীতভাবে রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

[সমবধান—তদানীন্তন মাতাপিতা এখন মহারাজকুলে বর্ত্তমান এবং আমি ছিলাম দীর্ঘায়ুঃ কুমার।]

৩৭২—মৃগপোতক-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এক বৃদ্ধকে উপলক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি নাকি এক বালককে প্রব্রজ্যা দিয়াছিলেন। শ্রামণের প্রাণপণে তাঁহার পরিচর্য্যা করিত, কিন্তু শেষে পীড়িত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। তাহার মৃত্যুতে বৃদ্ধ শোকাভিভূত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। অন্যান্য ভিক্ষুরা তাঁহাকে প্রবোধ দিতে অসমর্থ হইয়া একদিন ধর্ম্মসভায় বলাবলি করিতে লাগিলেন, "দেখ, অমুক বৃদ্ধ শ্রামণেরের মৃত্যুবশতঃ পরিদেবন করিয়া বেড়াইতেছেন, ইনি বোধ হয় 'মরণস্মৃতি' ভাবনার বহির্ভূত হইবেন।" * এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের [illegible] জানিতে পারিয়া বলিলেন, "কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও এই বালকের মৃত্যুনিবন্ধন এই ভিক্ষু পরিদেবনপূর্ব্বক বিচরণ করিয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব শক্রত্ব করিতেন। তখন কাশীরাজ্যবাসী এক ব্যক্তি ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক হিমবন্তপ্রদেশে গিয়া বন্যফলমূলাহারে জীবন যাপন করিতেন। তিনি একদিন বনমধ্যে এক মাতৃহীন মৃগশাবক দেখিয়া তাহাকে আশ্রমে আনয়ন করিলেন এবং আহার দিয়া পুষিতে লাগিলেন। মৃগশাবক উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া দেখিতে অতি সুন্দর হইল। তপস্বী তাহাকে নিজের পুত্রস্থানীয় করিয়া পোষণ করিতে লাগিলেন। এক দিন মৃগশাবক অত্যধিক তৃণ খাইয়া তাহা জীর্ণ করিতে পারিল না ও মরিয়া গেল। তপস্বী তখন, "হায়, আমার পুত্র মরিয়াছে" বলিয়া পরিদেবন করিতে লাগিলেন। তখন দেবরাজ শক্র মনুষ্যলোক পরিদর্শন করিতেছিলেন। তিনি তপস্বীর এই কাণ্ড দেখিয়া তাঁহাকে ভয় দেখাইবার উদ্দেশ্যে সেখানে গিয়া আকাশে আসীন হইলেন এবং প্রথম গাথা বলিলেন :—

অনাগার, ছেড়িয়াছ সংসার বন্ধন, তথাপি প্রেতের তরে শোক কি কারণ?

ইহা শুনিয়া তাপস দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :—

কি মানুষ, কিবা মৃগ, হৃদয়ে সবার
একত্র থাকিলে হয় প্রেমের সঞ্চার,
তাই, শক্র, হয় যবে বিয়োগ একের
সংবরিতে অশ্রু নাই সাধ্য অপরের।

---

* অর্থাৎ ইনি বোধ হয় মরণস্মৃতি ভাবনা করেন না; করিলে, শ্রামণেরের মৃত্যুতে কখনও এত কাতর হইতেন না।

তখন শক্র দুইটী গাথা বলিলেন :—

মরিয়াছে যেবা, কিংবা মরিবে যে জন, তার তরে কর যদি অশ্রু বিসর্জ্জন,
ক্রন্দনের অবসান হবে কি জীবনে ? ক্রন্দন নিষ্ফল ইহা সাধুগণে ভণে।
অতএব, ঋষি, তুমি কান্দিও না আর ; কান্দিলেও পাইবে না সে মৃগ আবার।

রোদনে পাইত প্রাণ যদি প্রেতগণ, তা'হ'লে সকলে মিলি করিয়া রোদন,
আপন আপন মৃত জ্ঞাতিবন্ধুগণে ফিরাইয়া আনিতাম এ ভব-ভবনে।

শক্র এইরূপ বলিলে, তখন তপস্বী বুঝিতে পারিলেন, রোদনে কোন ফল নাই। অনন্তর তিনি শক্রের স্তুতি করিয়া তিনটী গাথা বলিলেন :—

ঘৃতসিক্ত অগ্নি যথা জলের সেচনে হয় নির্ব্বাপিত, তথা শক্রের বচনে
সর্ব্ববিধ দুঃখ মম হ'ল অপনীত ; দয়া করি শক্র মোর করিলেন হিত।

করিলে উদ্ধার শল্য হৃদয়-নিহিত ; শোকার্ত্তের পুত্রশোক হ'ল অপনীত।

অপনীত শল্য এবে ; নাহি শোক আর ; আবিলত' মনে কিছু নাহিক আমার।
না করিব শোক, নাহি করিব ক্রন্দন, শুনিয়া তোমার, শক্র, প্রবোধ-বচন।

শক্র এইরূপে তাপসকে উপদেশ দিয়া স্বীয়স্থানে গমন করিলেন।

[সমবধান—তখন এই বৃদ্ধ স্থবির ছিল সেই তাপস, এই শ্রামণের ছিল সেই মৃগ এবং আমি ছিলাম শক্র।]

☞ জড়ভরতের উপাখ্যানেও দেখা যায়, ভরতমুনি মৃগশাবককে অপত্য-নির্ব্বিশেষে পালন করিয়া তপোভ্রষ্ট হইয়াছিলেন।

৩৭৩—মূষিক-জাতক।

[শাস্তা বেণুবনে অবস্থিতিকালে অজাতশক্রর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্নবস্তু ইতঃপূর্ব্বে তুষ জাতকে * সবিস্তর বলা হইয়াছে। শাস্তা দেখিলেন, রাজা যুগপৎ নিজের পুত্রের সহিত ক্রীড়া করিতেছেন এবং তাঁহার ধর্ম্মকথা শুনিতেছেন। তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন, যে অজাতশক্র হইতেই রাজার মহতী বিপৎ ঘটিবে। অতএব তিনি বলিলেন, "মহারাজ, 'যে আশঙ্কার পাত্র, তাহাকে শঙ্কা করিতে হইবে' এই নীতির অনুসরণ করিয়া প্রাচীনকালের রাজারা নিজের পুত্রদিগের সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের দেহ চিতায় ভস্মীভূত হইলেই কুমারেরা রাজত্ব করিবেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব তক্ষশিলায় এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি কালে একজন প্রসিদ্ধ অধ্যাপক হইয়াছিলেন। বারাণসীরাজের যবকুমার-নামক পুত্র তাঁহার নিকট সর্ব্বশিল্প শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং গৃহে প্রতিগমন করিতে অভিলাষী হইয়া বিদায় প্রার্থনা করিয়াছিলেন। আচার্য্য অঙ্গবিদ্যাপ্রভাবে বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এই ব্যক্তির পুত্র হইতে বিঘ্ন ঘটিবে। তিনি এই বিঘ্নশান্তির মানসে, কি উপমা প্রয়োগ করিলে কুমারকে সতর্ক করিয়া দেওয়া যায়, তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন।

বোধিসত্ত্বের একটা অশ্ব ছিল এবং সেই অশ্বের পায়ে একটা ব্রণ হইয়াছিল। ব্রণের চিকিৎসার জন্য অশ্বটাকে গৃহেই রাখা হইত। অশ্বশালার অনতিদূরে একটা কূপ ছিল। একটা মূষিকা অশ্বশালায় প্রবেশপূর্ব্বক অশ্বের ঐ ক্ষত হইতে পূয খাইতে আরম্ভ করিল। অশ্বটা একদিন বেদনা সহ্য করিতে না পারিয়া, মূষিকা যখন ব্রণ খাইতে আসিল, তখন তাহাকে

---

* ৩৩৮-সংখ্যক।

পদাঘাতে নিহত করিল ও কূপের মধ্যে ফেলিয়া দিল। পূব খাইবার জন্য মূষিকা আসিতেছে না
দেখিয়া অশ্বপালেরা বলাবলি করিতে লাগিল, "অন্য দিন মূষিকা পূব খাইতে আসিত ; এখন
তাহাকে দেখা যায় না কেন ?"

বোধিসত্ত্ব সমস্ত ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন ; তিনি ভাবিলেন, 'অন্যে না জানিয়া, 'মূষিকা
কোথায়' এই কথা জিজ্ঞাসা করিতেছে ; আমি কিন্তু জানি যে, অশ্ব তাহাকে মারিয়া কূপে ফেলিয়া
দিয়াছে।' তিনি এই ঘটনাটীকেই উপমার বিষয়ীভূত করিয়া প্রথম গাথা রচনাপূর্ব্বক রাজকুমারকে
দিলেন। অনন্তর তিনি আর একটী উপমা খুঁজিতে লাগিলেন। এদিকে সেই অশ্বটার ব্রণ
ভাল হইল ; সে একদিন যবের ক্ষেত্রে গিয়া যব খাইবার মানসে বৃতির ছিদ্র দিয়া নিজের মুখ
বাড়াইল। বোধিসত্ত্ব এই ঘটনাটীকেও উপমাস্থানীয় করিয়া দ্বিতীয় গাথাটী রচনা করিলেন
ও কুমারকে দিলেন। তৃতীয় গাথাটী তিনি নিজের প্রজ্ঞাবলেই রচনা করিলেন এবং উহা
কুমারকে দিবার সময়ে বলিলেন, "বৎস, তুমি রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলে, প্রতিদিন
সন্ধ্যাকালে স্নানের পুষ্করিণীতে যাইবার সময়ে প্রথম সোপানে উপস্থিত হইবামাত্র প্রথম গাথাটী
আবৃত্তি করিতে করিতে অগ্রসর হইবে। যখন বাসগৃহে প্রবেশ করিবে, তখন সর্ব্বনিম্নের
সোপানে উপস্থিত হইবামাত্র দ্বিতীয় গাথাটী আবৃত্তি করিয়া যাইবে, এবং তাহার সর্ব্বোচ্চ সোপানে
উঠিলে তৃতীয় গাথা পাঠ করিবে।" এই উপদেশ দিয়া বোধিসত্ত্ব রাজকুমারকে বিদায় দিলেন।

কুমার রাজধানীতে ফিরিয়া প্রথমে উপরাজ, পরে পিতার মৃত্যু হইলে নিজেই রাজা হইলেন।
তাঁহার এক পুত্র জন্মিল। তাহার যখন ষোল বৎসর বয়স্ হইল, তখন রাজ্যলোভে তাহার
পিতৃহত্যা করিবার বাসনা জন্মিল। সে পরিচারকদিগকে বলিল, "আমার পিতা এখনও যুবা, ইঁহার

শ্মশান সংকার দেখিবার কালে আমি [illegible] হইব। ও সময়ে রাজ্যলাভ করিলে
তাহাতে কি ফল হইবে ?" পরিচারকেরা উত্তর দিল, "দেব, প্রত্যন্তপ্রদেশে গিয়া বিদ্রোহী
হওয়া আপনার পক্ষে সম্ভবপর নহে ; আপনি কোন উপায়ে পিতার প্রাণসংহার করিয়াই রাজ্য
গ্রহণ করুন।" এই পরামর্শই উত্তম বিবেচনা করিয়া কুমার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল এবং
রাজা সায়ংকালে যে পুষ্করিণীতে স্নান করিতেন, সেখানে অসিহস্তে অবস্থিত হইয়া স্থির করিল,
'এখানেই পিতার প্রাণবধ করিব।'

সে দিন সন্ধ্যাকালে রাজা মূষিকা-নাম্নী দাসীকে আদেশ দিলেন. "স্নানের পুষ্করিণীতে গিয়া
সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া আইস, আমি স্নান করিব।"* সে গিয়া পুষ্করিণী-পৃষ্ঠ পরিষ্কার করিবার
সময়ে কুমারকে দেখিতে পাইল। পাছে নিজের দুষ্কর্ম্মের কথা প্রচারিত হয়, এই ভয়ে কুমার
দাসীকে দুই টুকরা করিয়া কাটিল এবং পুষ্করিণীর মধ্যে ফেলিয়া দিল। এদিকে রাজা স্নানের
জন্য আসিলেন। অন্যান্য লোকে বলাবলি করিতে লাগিল, "মূষিকা কোথায় গেল, সে যে
এখনও ফিরিল না।" সেই সময়ে রাজাও নিম্নলিখিত প্রথম গাথা বলিতে বলিতে পুষ্করিণীর
তীরে উপস্থিত হইলেন :—

> কোথা গেল বলে সবে, কিন্তু জানেনা ক কেহ।
> কেবল আমিই জানি, কূপে আছে মূষিকার দেহ।

ইহা শুনিয়া কুমার ভাবিল, 'আমি যাহা করিয়াছি, পিতা তাহা জানিতে পারিয়াছেন'

* স্নানের পুষ্করিণী (নহান পোক্খরণী) বোধ হয় এক প্রকার 'বাউলি' হইবে, কারণ পরে দেখা যায়, দাসী
উহা উপরিভাগ পরিষ্কার করিয়াছিল।

ইহাতে সে ভীত হইয়া পলায়ন করিল এবং পরিচারকদিগকে এই বৃত্তান্ত জানাইল। তাহারা সাত আট দিন পরে তাহাকে আবার বলিল, "দেব, রাজা যদি জানিতেন, তাহা হইলে চুপ করিয়া থাকিতেন না; তিনি সম্ভবতঃ অনুমানবলেই উহা বলিয়াছিলেন। আপনি তাঁহার প্রাণবধ করুন।" এই কথায় কুমার পুনর্ব্বার একদিন খড়্গ হস্তে লইয়া সোপানপাদমূলে অবস্থিত হইল এবং যখন রাজা সেখানে আসিলেন, তখন কিরূপে তাঁহাকে প্রহার করিবে, তাহার সুযোগ খুঁজিতে লাগিল। ঠিক সময়ে রাজা নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথা আবৃত্তি করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন :—

ফিরিছ গর্দ্দভবৎ ইতস্ততঃ বল কি কারণ?
কূপে বধি মুষিকারে যব খেতে হয়েছে মনন?

কুমার ভাবিল, রাজা তাহাকে দেখিতে পাইয়াছেন। সে উদ্ভ্রাসে পলায়ন করিল; কিন্তু অর্দ্ধমাস অতীত হইতে না হইতেই 'রাজাকে দর্ব্বীপ্রহারে বধ করিব' এই সঙ্কল্পে এক দীর্ঘদণ্ড দর্ব্বী হস্তে লইয়া রাজার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। রাজা তখন নিম্নলিখিত তৃতীয় গাথাটী বলিতে বলিতে সর্ব্বোচ্চ সোপানে অধিরোহণ করিলেন :—

নির্ব্বোধ বালক তুমি, শিশুর মতন বয়স্ তোমার এবে; হস্তে উত্তোলন
করিয়াছ দীর্ঘদণ্ড দর্ব্বী তবে কেন? অচিরে যমের বাড়ী যেতে হবে জেন।

সেদিন আর কুমারের পলায়নের সাধ্য রহিল না, সে রাজার পাদমূলে পড়িয়া নিজের জীবন ভিক্ষা করিল। রাজা তাহাকে [illegible] শৃঙ্খলে আবদ্ধ করাইলেন এবং কারাগারে নিক্ষিপ্ত করিলেন। অনন্তর শ্বেতচ্ছত্রের নিম্নে অলঙ্কৃত রাজাসনে উপবেশনপূর্ব্বক তিনি বলিলেন, "এ বিঘ্ন যে ঘটিবে তাহা বুঝিতে পারিয়াই, আমার সুবিখ্যাত ব্রাহ্মণাচার্য্য আমাকে এই গাথা তিনটী দিয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি অতিমাত্র হৃষ্টতুষ্ট হইয়া নিম্নলিখিত শেষ গাথাগুলি উচ্চারণ করিলেন :—

অন্তরীক্ষে বাস,* কিংবা আত্মজ আমার হয় নাই হেতু মোর জীবন রক্ষার।
উদ্যত নিজেরি পুত্র করিতে হনন; শ্লোকের মাহাত্ম্যে আজ পাইনু জীবন।

তুচ্ছ বা উত্তম কিংবা মধ্যম প্রকার, যতনে অর্জ্জন কর সকল বিদ্যার।
যদিও প্রয়োগে আশু না আসে তোমারি, যে বিদ্যার যে উদ্দেশ্য, বুঝহ বিচারি।
হয়ত আসিতে পারে এমন সময়, তুচ্ছ বিদ্যা হ'তে ভাল হবে ফলোদয়।

ইহার পর কালক্রমে রাজার মৃত্যু হইল এবং সেই কুমারই সিংহাসন লাভ করিল।

[সমবধান—তখন আমিই ছিলাম সেই সুবিখ্যাত আচার্য্য।]

৩৭৪—চুল্লধনুগ্রহ-জাতক।

[এক ভিক্ষু তাঁহার গৃহস্থাশ্রমের ভার্য্যার প্রলোভনে পড়িয়াছিলেন। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এই কথা বলিয়াছিলেন। ভিক্ষু যখন বলিলেন, "ভদন্ত, আমার গৃহস্থাশ্রমের পত্নীই আমার উৎকণ্ঠার কারণ," তখন শাস্তা বলিলেন, "শুন ভিক্ষু, এই রমণী যে কেবল এখনই তোমার অনিষ্টকারিকা, তাহা নহে, পূর্ব্বেও ইহারই জন্য অসিবারা তোমার শিরশ্ছেদ হইয়াছিল।" অনন্তর ভিক্ষুদিগের প্রার্থনায় তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :-]

* অন্তরীক্ষ—দেববিমান। যেখানে বাস করিলে বোধ হয় লোকে এরূপ বিপত্তি হইতে রক্ষা পাইতে পারে।

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব শক্রের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তখন বারাণসীবাসী এক ব্রাহ্মণকুমার তক্ষশিলায় গিয়া সর্ব্বশিল্পে ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন এবং ধনুর্ব্বিদ্যায় নৈপুণ্য লাভ করিয়া 'খুল্লধনুর্গ্রহ পণ্ডিত' এই নাম পাইয়াছিলেন। তাঁহার আচার্য্য মনে করিলেন, 'এই ব্রাহ্মণকুমার আমার ন্যায় শিল্পপারদর্শী হইয়াছে', অতএব তিনি তাঁহাকে নিজের কন্যা দান করিলেন। তিনি পত্নীসহ বারাণসী যাইবার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। পথে একটা হস্তী একটা অঞ্চল জনহীন করিয়াছিল। কেহই সেই পথে অধিরোহণ করিতে সাহস করিত না। লোকে চুল্লধনুর্গ্রহ পণ্ডিতকে ঐ পথে যাইতে পুনঃ পুনঃ বারণ করিল; কিন্তু তিনি ভার্য্যাকে লইয়া সেই বনপথে অধিরোহণ করিলেন। তিনি যেমন বনের মধ্যে উপস্থিত হইলেন, অমনি হস্তী তাঁহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। তিনি হস্তীর কুম্ভে শর বিদ্ধ করিলেন। ঐ শর অতি তীক্ষ্ণ ছিল, উহা এমন বেগে নিক্ষিপ্ত হইল যে হস্তীর মস্তক বিদীর্ণ করিয়া পশ্চাদ্‌ভাগ দিয়া বাহির হইল। ইহাতে হস্তীটা সেইখানেই ভূপতিত হইল। ধনুর্গ্রহ পণ্ডিত এইরূপে উক্ত অঞ্চল নিরুপদ্রব করিয়া বনান্তরে প্রবেশ করিলেন। সেখানে পঞ্চাশ জন দস্যু পথিকদিগের উপর অত্যাচার করিত। লোকে ধনুর্গ্রহ পণ্ডিতকে এ পথেও যাইতে নিষেধ করিল; কিন্তু তিনি তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া ঐ পথে অধিরোহণ করিলেন এবং দস্যুরা যেখানে একটা মৃগ মারিয়া পথপার্শ্বে মাংস পাক করিয়া আহার করিতেছিল, সেইখানে তাহাদের সমীপবর্ত্তী হইলেন। তাঁহাকে নানাভরণ-শোভিতা ভার্য্যাসহ আসিতে দেখিয়া দস্যুরা ধরিবার জন্য উৎসাহিত হইল; কিন্তু তাহাদের দলপতি পুরুষলক্ষণজ্ঞ ছিল; সে ধনুর্গ্রহকে দেখিবামাত্রই বুঝিল, তিনি একজন অসামান্য লোক; কাজেই, তিনি যে একাকী ইহা দেখিয়াও, সে তাঁহাকে আক্রমণ করিতে দিল না।

ধনুর্গ্রহ পণ্ডিত ভার্য্যাকে এই বলিয়া দস্যুদিগের নিকট পাঠাইলেন, "যাও, বল গিয়া, 'যে মাংস পাক করিতেছ, তাহা হইতে আমাদিগকে একটা শূলের মাংস দাও', এবং উহারা যে মাংস দিবে তাহা লইয়া আইস।" ঐ রমণী গিয়া বলিল, "আমাদিগকে একটা শূলের মাংস দাও।" "ঐ ব্যক্তি অসাধারণ পুরুষ", ইহা বলিয়া দস্যুদলপতি মাংস দেওয়াইল। কিন্তু ঐ মাংস অপক্ব ছিল, কারণ দস্যুরা ভাবিয়াছিল, 'আমরা যে মাংস পাক করিয়াছি, তাহা উহাকে খাইতে দিব কেন?' খুল্লধনুর্গ্রহ নিজের বীর্য্য বুঝিতেন; দস্যুরা তাঁহাকে অপক্ব মাংস দিয়াছে দেখিয়া তিনি ক্রুদ্ধ হইলেন। দস্যুরা ভাবিল, 'কি? ঐ বুঝি কেবল একমাত্র ব্যাটাছেলে, আর আমরা সব মেয়ে মানুষ!' তাহারা তর্জ্জন করিতে করিতে তাঁহাকে আক্রমণ করিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল। ধনুর্গ্রহ উনপঞ্চাশটা বাণ নিক্ষেপ করিয়া তাহাদের উনপঞ্চাশ জনকে ধরাশায়ী করিলেন, কিন্তু দস্যুদলপতিকে বিদ্ধ করিবার জন্য আর বাণ ছিল না। তাঁহার তূণীরে নাকি কেবল পঞ্চাশটী বাণ ছিল; তাহার একটী দ্বারা তিনি হস্তী বিদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া এই সময়ে উনপঞ্চাশটী বাণই ছিল। তিনি দস্যু দলপতিকে ভূতলে ফেলিয়া তাহার বুকের উপর বসিলেন এবং 'ইহার মাথা কাটিয়া ফেলিব' এই সঙ্কল্পে ভার্য্যার হস্তে যে খড়্গ ছিল, তাহা চাহিলেন। কিন্তু এই সময়েই উক্ত রমণী দস্যুদলপতির রূপে আকৃষ্ট হইয়া তাহার হস্তে খড়্গের মুষ্টি এবং স্বামীর হস্তে উহার ফলক স্থাপিত করিল। দস্যু মুষ্টি ধরিয়া ফলক টানিয়া লইল এবং এক আঘাতে ধনুর্গ্রহের শিরশ্ছেদ করিল।

এইরূপে ধনুর্গ্রহকে বধ করিয়া দস্যু ঐ রমণীকে গ্রহণ করিল এবং যাইবার সময়ে তাহার জাতি জিজ্ঞাসা করিল। রমণী উত্তর দিল, "তক্ষশিলায় যে সুবিখ্যাত আচার্য্য আছেন, আমি

তাঁহার কন্যা।" "এই ব্যক্তি তোমাকে কিরূপে লাভ করিয়াছিল?" "এই ব্যক্তি আমার পিতার ন্যায় সর্ব্বশিল্পে সুপণ্ডিত হইয়াছিল। ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া পিতা আমাকে ইহার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। আমি কিন্তু তোমার প্রতি অনুরাগিনী হইয়া, যে ব্যক্তি কুলধর্ম্মতঃ আমার স্বামী, তাহারই প্রাণবধ করাইয়াছি।" ইহা শুনিয়া দস্যু ভাবিল, 'যে পাপিষ্ঠা এইরূপে নিজের পতিকে মারিতে পারে, সে অন্য কাহাকে দেখিয়া আমাকেও মারিতে পারে। অতএব ইহাকে পরিত্যাগ করাই উচিত।' এই সঙ্কল্প করিয়া যাইতে যাইতে সে পথিমধ্যে একটা ছোট নদীর তীরে উপস্থিত হইল। ঐ নদীটা সচরাচর অগভীর, কিন্তু সেই সময়ে জলপূর্ণ ছিল। সে রমণীকে বলিল, "ভদ্রে, এই নদীতে একটা দুর্বৃত্ত কুম্ভীর আছে; এখন কি করা যায়, বল ত।" রমণী বলিল, "স্বামিন্, আপনি আমার সমস্ত আভরণ উত্তরাসঙ্গে পুটুলি করিয়া ওপারে রাখিয়া আসুন; শেষে আসিয়া আমায় লইয়া যাইবেন।" দস্যু বলিল, "বেশ পরামর্শ দিয়াছ।" অনন্তর সে সমস্ত আভরণ লইয়া নদীতে নামিল এবং ব্যস্ততার ভাণ দেখাইয়া পরপারে গমনপূর্ব্বক দুষ্টাকে ছাড়িয়া পলায়ন করিল। রমণী তাহা দেখিয়া চীৎকার করিতে লাগিল, "স্বামিন্, আমাকে ছাড়িয়া যাইতেছেন যে। এরূপ করিতেছেন কেন? আসুন, আমাকেও লইয়া যান।" দস্যুর সহিত এইরূপ কথা কহিবার সময়ে সে নিম্নলিখিত প্রথম গাথা বলিলঃ—

হে ব্রাহ্মণ, লয়ে মোর সর্ব্ব আভরণ নদী পার হয়ে তুমি করিছ গমন!
ফের শীঘ্র, ত্বরা করি মোরে কর পার; আমি যে একান্ত এবে অধীনী তোমার।

ইহা শুনিয়া দস্যু পরপারে থাকিয়া দ্বিতীয় গাথা বলিলঃ—

ছিল না সংসর্গে মম, তবু মোর তরে সংসর্গেতে ছিল যার তারে ত্যাগ করে!
ধ্রুব ত্যজি অধ্রুবের যে করে সেবন বিশ্বাসের পাত্র সেই নহে কদাচন।
কিজানি কখন(ও) যদি অপরের তরে পাপিষ্ঠা আমার(ও) কভু জীবনান্ত করে!
অতএব এই স্থান ত্যজিয়া এখন নিরাপদ্ দূরদেশে করিব গমন।*

"আমি আরও দূরতর স্থানে যাইতেছি, তুমি এখানে থাক" এই বলিয়া দস্যু আভরণভাণ্ড লইয়া পলায়ন করিল; পাপিষ্ঠা যে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল, তাহাতে কর্ণপাতও করিল না। উদ্দাম প্রবৃত্তির দোষেই সে পাপিষ্ঠার এইরূপ বিপত্তি ঘটিল। সে অনাথা হইয়া এক এড়গজ† গুল্মের নিকট বসিয়া কান্দিতে লাগিল।

ঐ সময়ে শক্র ভূলোক পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। দুর্দ্দম্য কুপ্রবৃত্তির দোষে স্বামিবিহীনা ও জারপরিত্যক্তা সেই রমণীকে কান্দিতে দেখিয়া তিনি সঙ্কল্প করিলেন যে, 'উহাকে নিগ্রহ করিয়া ও লজ্জা দিয়া আসিতে হইবে।' তিনি মাতলি ও পঞ্চশিখকে‡ সঙ্গে লইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং নদীতীরে গিয়া বলিলেন, "মাতলি তুমি মৎস্য হও; পঞ্চশিখ, তুমি শকুন হও; আমি নিজে শৃগাল হইয়া মাংসপিণ্ড মুখে লইয়া এই রমণীর সম্মুখবর্ত্তী স্থান দিয়া যাইব। আমাকে সেখান দিয়া যেমন যাইতে দেখিবে, মৎস্যরূপী মাতলি জল হইতে লম্ফ দিয়া আমার পুরোভাগে পড়িবে, আমি মুখধৃত মাংসপিণ্ড ত্যাগ করিয়া মৎস্য ধরিবার জন্য লম্ফ দিব। তখন শকুনরূপী পঞ্চশিখ মাংসপিণ্ড লইয়া আকাশে উড়িবে, মৎস্যরূপী মাতলিও পুনর্ব্বার নদীতে গিয়া পড়িবে।" তাঁহারা উভয়েই "যে আজ্ঞা, দেবরাজ"

* এই গাথার সহিত ৩১৮-সংখ্যক জাতকের তৃতীয় গাথা তুলনীয়।

† Cassia Tora.

‡ পঞ্চশিখ একজন গন্ধর্ব্বের নাম। জাতকে ইনি শক্রের অনুচররূপে বর্ণিত হইয়াছেন।

বলিয়া সম্মতি বিজ্ঞাপন করিলেন। মাতলি মৎস্য হইলেন, পঞ্চশিখ শকুন হইলেন; শক্র শৃগাল হইয়া মুখে মাংসপিণ্ড লইলেন এবং ঐ রমণীর পুরোভাগে গমন করিলেন। তখন মৎস্য জল হইতে উল্লম্ফন করিয়া শৃগালের সম্মুখে পড়িল; শৃগাল মুখধৃত মাংসপিণ্ড ফেলিয়া মৎস্য ধরিবার জন্য লাফ দিল, শকুন মাংসপিণ্ড লইয়া আকাশে উড়িয়া গেল, শৃগাল দুয়ের কিছুই লাভ করিতে না পারিয়া সেই এড়গল্ল গুল্মের দিকে বিষণ্ণবদনে চাহিয়া রহিল। ঐ রমণী তাহাকে দেখিয়া ভাবিল, 'অতিলালসাবশতঃ এই শৃগাল মৎস্য মাংস উভয়ই হারাইল।' অনন্তর সে যেন একটা কূটপ্রশ্নের সমাধান করিয়াছে এইভাবে অট্টহাস্য করিয়া উঠিল। তাহা শুনিয়া শৃগাল তৃতীয় গাথা বলিল:—

এড়গল্ল গুল্ম হতে অট্টহাস্য কার আমি করি গো শ্রবণ?
নৃত্যগীত বাদ্য আদি কিছুই ত নাই হেথা হাস্যের কারণ।
হেরি অতি বিপরীত চরিত তোমার আমি, শুন গো সুন্দরী!
ক্রন্দনের কালে হাস্য, এ অতি অদ্ভুত দৃশ্য, দেখলো বিচারি।

ইহা শুনিয়া সেই রমণী চতুর্থ গাথা বলিল:—

মূর্খ তুমি শিবাধম, বুদ্ধি ঘটে নাই, হারাইয়া মৎস্য মাংস মুখে তব ছাই।

তখন শৃগাল পঞ্চম গাথা বলিল:—

সহজে অন্যের ছিদ্র দেখিবারে পাই, আত্মছিদ্র এত শুদ্র আছে কিংবা নাই।
নিজ দোষে হারাইলে পতি আর জার; দুঃখ কি আমার বেশী, অথবা তোমার?

শৃগালের কথা শুনিয়া রমণী আবার বলিল:—

মৃগরাজ, সত্য তুমি বলিলে বচন; করিব এখান হতে অন্যত্র গমন;
লভি পুনঃ অন্য ভর্তা, যদি ভাগ্যবলে, হইয়া থাকিব তার চরণের দাসী।

অনন্তর সেই অনাচারিণী দুঃশীলার কথা শুনিয়া দেবরাজ শক্র অবশিষ্ট গাথাটী বলিলেন:—

মৃত্তিকানির্ম্মিত থালী হরেছে যেজন, কাংস্যথালী পুনঃ সেই করিবে হরণ।
যে পাপে হয়েছ নিঃস্ব তুমি অভাগিনী, পুনঃ সেই পাপ করি হবে কলঙ্কিনী।

পাপিষ্ঠাকে এইরূপে লজ্জা দিয়া এবং তাহার অনুতাপ জন্মাইয়া শক্র নিজস্থানে ফিরিয়া গেলেন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন; তাহা শুনিয়া সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইল।
সমবধান—তখন এই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু ছিল ধনুর্গ্রহ পণ্ডিত, ইহার ভার্য্যা ছিল সেই দুষ্টা রমণী এবং আমি ছিলাম দেবরাজ শক্র।]

☞ কণবের জাতক (৩১৮), পঞ্চতন্ত্র (লব্ধপ্রণাশ তন্ত্র, ৮) এবং ঈশপের কুকুর ও প্রতিবিম্ব, এই তিনটী গল্পের সহিত বর্তমান আখ্যায়িকার সৌসাদৃশ্য তুলনীয়। কুকুরের পক্ষে কিন্তু প্রতিবিম্ব দ্বারা প্রলুব্ধ হওয়া কিছু অস্বাভাবিক।

আমাদের দেশে অনেক প্রাচীনার মুখেই এই গল্প শুনিয়াছি। তাঁহারা নিম্নলিখিত গাথা দুইটী বলিতেন:—

হারলে জম্বুকানি, • মৎস্য মাংস দুই হারালি।

ইহাতে শৃগাল উত্তর দিয়াছিল:—

আত্মছিদ্রং ন জানাসি পরছিদ্রং জানাসি।

জম্বুকানি—জম্বুক অর্থাৎ শৃগাল।

৩৭৫—কপোত-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এক লোভী ভিক্ষুকে উপলক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। এই লোভী ভিক্ষুর কথা ইহার পূর্বে নানা প্রকারে* বলা হইয়াছে। শাস্তা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "ভিক্ষু, যে

---

* প্রথম খণ্ডের কপোতজাতক (৪২) এবং দ্বিতীয় খণ্ডের লোলজাতক (২৭৪)।

ভিক্ষু, তুমি কি প্রকৃতই লোভী?" "হাঁ, ভদন্ত।" "কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও তুমি অতি লোলুপ ছিলে এবং লোভের জন্য প্রাণ হারাইয়াছিলে।" ইহা বলিয়া শাস্তা সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব পারাবত-যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বারাণসীশ্রেষ্ঠীর পাকশালায় একটা ঝুড়িতে বাস করিতেন। ঐ ঝুড়িটা তাঁহার নীড় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ছিল।

একদা এক কাক মৎস্য-মাংসের লোভে বোধিসত্ত্বের সহিত সখ্যস্থাপনপূর্ব্বক সেখানে বাস করিতে লাগিল। সে একদিন বহু মৎস্য-মাংস দেখিয়া ভাবিল, 'ইহা খাইতে হইবে।' অনন্তর সে ঝুড়ির মধ্যে শুইয়া কোঁথাইতে লাগিল। বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "এস ভাই, চরায় যাই"; কিন্তু কাক উত্তর দিল, "আমার অজীর্ণ হইয়াছে; আজ তুমিই একাকী যাও।" ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব চলিয়া গেলেন, কাকও ভাবিল, 'আমার কণ্টকস্বরূপ শত্রু চলিয়া গিয়াছে; এখন যথারুচি মৎস্য-মাংস খাইব।' ইহা স্থির করিয়া সে প্রথম গাথা বলিল :—

এখন হয়েছি সুস্থ, রোগ আর নাই; এবে নিষ্কণ্টক আমি, গিয়াছে বালাই।
তুষিব হৃদয়ে এবে যত ইচ্ছা হয়; মাংসযুক্ত শাকে বল দিয়াছে আমায়।*

পাচক মৎস্যমাংস পাক করিয়া রন্ধনশালার বাহিরে গিয়া শরীরের ঘাম পুছিতেছিল, সেই সময়ে কাক ঝুড়ি হইতে বাহির হইয়া ঝোলের পাত্রের ভিতর লুকাইল; তাহাতে পাত্রটায় ক্লিট শব্দ হইল। তচ্ছ্রবণে পাচক ছুটিয়া ঘরের ভিতর গেল, কাকটাকে ধরিয়া তাহার সর্ব্বশরীর হইতে পালক তুলিয়া ফেলিল, কাঁচা আদা ও শ্বেত শরিষা বাটিয়া উহা পচা ঘোলের সহিত মিশাইল, এই মিশ্র পদার্থ কাকটার সর্ব্বশরীরে মাখাইল, একখানা খাপড়া দিয়া ঘসিয়া কাকের দেহ ক্ষত বিক্ষত করিল, সুতা দিয়া ঐ খাপড়া খানা তাঁহার গলায় বান্ধিয়া দিল এবং তদবস্থায় তাহাকে সেই ঝুড়ির মধ্যে ফেলিয়া রাখিয়া গেল। অনন্তর পারাবত আসিয়া তাহাকে তদবস্থায় দেখিয়া পরিহাসপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কোন্ বলাকা আমার বন্ধুর ঝুড়িতে শুইয়া আছে? বন্ধু আসিলে যে রাগ করিবে ও উহাকে মারিয়া ফেলিবে।" এইরূপ পরিহাস করিবার সময়ে বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :—

মেঘের নাতিনী বলাকা শিখিনী কে তুমি গো চৌরী রয়েছ ওখানে?
বয়স্য আমার বড়ই ক্রোধন; এস শীঘ্র, নয় মরিবে প্রাণে।†

ইহা শুনিয়া কাক তৃতীয় গাথা বলিল :—

পাচকের ছেলে ছিঁড়িয়া পালক আদাবাটা মাখি দিয়াছে গায়;
পরিহাস ভাই করিতে কি আছে, হেন দুর্দ্দশায় দেখি আমায়?

বোধিসত্ত্ব তখনও পরিহাসপূর্ব্বক চতুর্থ গাথা বলিলেন :—

করিয়াছ স্নান, মেখেছ চন্দন, হইয়াছ তৃপ্ত অন্ন আর পানে;
গলতে শোভিছে বৈদূর্য্য তোমার; গিয়াছিলে কিহে বারাণসীধামে?‡

---

* অর্থাৎ মাংসের সহিত মিশ্রিত যে শাক পাক করা হইয়াছে তাহা দেখিয়াই আমি বল পাইয়াছি।

† এই গাথা দ্বিতীয় খণ্ডের ২৭৪-ম জাতকেও দেখা যায়। মেঘদ্বারা বলাকার গর্ভাধান হয়, পূর্ব্বের কবিরা এইরূপ বলিতেন। এখানে বলাকাকে মেঘের নাতিনী (অথবা নন্দিনী) বলা হইয়াছে। তু°—গর্ভাধানক্ষণপরিচয়ান্নূনমাবদ্ধমালাঃ সেবিষ্যন্তে নয়নসুভগং খে ভবন্তং বলাকাঃ (মেঘদূত, ৯)।

‡ বারাণসীর নাম কজঙ্গল বলিয়া লিখিত হইয়াছে।

ইহার পর কাক পঞ্চম গাথা বলিল :—

মিত্র বা অমিত্র কেহ নাহি যেন যায় বারাণসীধামে,
পালক ছিঁড়িয়া, খাপড়া বান্ধিয়া গলে দেয় সেইখানে।

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ব শেষ গাথাটী বলিলেন : —

প্রকৃতি তোমার এইরূপ ভাই, আবারও পড়িবে হেন দুর্দ্দশায়
মানুষের খাদ্য বিহগণের সুখসেবনীয় কখন(ও) না হয়।

কাককে এইরূপ ভর্ৎসনা করিয়া বোধিসত্ব আর সেখানে তিষ্ঠিলেন না, তিনি পক্ষবিস্তার পূর্ব্বক অন্যত্র চলিয়া গেলেন। কাক সেখানেই প্রাণত্যাগ করিল।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন, তাহা শুনিয়া সেই লোভী ভিক্ষু অনাগামিফল প্রাপ্ত হইল। সমবধান—তখন সেই লোভী ভিক্ষু ছিল সেই কাক, এবং আমি ছিলাম সেই কপোত।]

ষষ্ঠিপাত।

৩৭৬—অবার্য্য-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এক তীর্থনাবিকের * সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই লোকটা মূর্খ ও অজ্ঞান ছিল। সে বুদ্ধাদি রত্নত্রয়ের বা অপর কোন গুণী লোকের গুণ জানিত না। তাহার স্বভাব অতি উগ্র, পরুষ ও রূঢ় ছিল। একদা এক জনপদবাসী ভিক্ষু বুদ্ধের অর্চনার জন্য যাত্রা করিয়া সন্ধ্যাকালে অচিরবতীর খেয়াঘাটে উপস্থিত হইলেন এবং পাটনীকে কহিলেন, "উপাসক, আমাকে ওপারে যাইতে হইবে; নৌকা দাও।" সে বলিল, "ভদন্ত, এখন অসময়; এ রাত্রি এপারেই কোথাও থাকুন।" "উপাসক, এখানে কোথায় থাকিব? আমাকে লইয়া চল।" ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া পাটনি বলিল, "তবে আয়, শ্রমণ।" অনন্তর সে স্থবিরকে নৌকায় তুলিল; কিন্তু ঠিক ভাবে নৌকা না চালাইয়া বিরুদ্ধ স্রোতের সহিত চলিল, ঢেউ তুলিয়া স্থবিরের চীবর ভিজাইল এবং অন্ধকার হইলে তাঁহাকে অপর পারে নামাইয়া দিল। স্থবির বিহারে গিয়া সেদিন আর বুদ্ধোপাসনার অবসর পাইলেন না। তিনি পরদিন শাস্তার নিকটে গিয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক একান্তে উপবেশন করিলেন; শাস্তাও তাঁহাকে প্রত্যভিনন্দন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কখন আসিয়াছ?" স্থবির উত্তর দিলেন, "গত কল্য।" "তবে আজ কেন বুদ্ধোপাসনা করিতে আসিলে?" ইহার উত্তরে স্থবির পূর্ব্বদিনের বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। তাহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "এই ব্যক্তি কেবল এ জন্মে নহে, পূর্ব্বেও বড় রূঢ় ছিল; এ জন্মে তোমায় ক্লেশ দিয়াছে, পূর্ব্বে পণ্ডিতদিগকে ক্লেশ দিয়াছে।" অনন্তর স্থবিরের প্রার্থনায় তিনি সেই অতীত বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পর তক্ষশিলায় সর্ব্বশিল্প শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং তদনন্তর ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া দীর্ঘকাল হিমবন্তপ্রদেশে বন্যফলমূলে জীবন যাপন করিয়াছিলেন। অতঃপর একদা লবণ ও অম্লসেবনের অভিপ্রায়ে তিনি বারাণসীতে অবতীর্ণ হইয়া প্রথম দিন রাজোদ্যানে বাস করিলেন এবং পরদিন ভিক্ষার্থ নগরে প্রবেশ করিলেন। তিনি রাজাঙ্গণে উপস্থিত হইলে রাজা তাঁহার আকারপ্রকার দর্শনে প্রীত হইলেন; তাঁহাকে প্রাসাদের ভিতর লইয়া ভোজন করাইলেন এবং অতঃপর তিনি রাজকীয় উদ্যানেই বাস করিবেন এই অঙ্গীকার করাইলেন। রাজা প্রতিদিন তাঁহাকে অর্চ্চনা করিতে যাইতেন; বোধিসত্ত্বও তাঁহাকে উপদেশ দিতেন, "মহারাজ, রাজাদিগকে যথাধর্ম্ম রাজ্যপালন করিতে হয়; তাঁহারা অগতিচতুষ্টয় † পরিহারপূর্ব্বক অপ্রমত্তভাবে ক্ষান্তি, মৈত্রী ও দয়া প্রদর্শন করিবেন।" প্রতিদিন এইরূপ উপদেশ দিবার কালে বোধিসত্ত্ব দুইটী গাথা বলিতেন:—

> রথিকুলশ্রেষ্ঠ তুমি অবনী-ঈশ্বর, হইবে না ক্রুদ্ধ কভু কাহারও উপর।
> থাকিয়া অক্রুদ্ধ নিজে ক্রুদ্ধের শাসন করেন যে রাজা তিনি ভক্তির ভাজন।
>
> গ্রামে বা অরণ্যে, সমুদ্রেতে কিংবা স্থলে সর্ব্বত্র এ উপদেশ পালুক সকলে—
> হইও না ক্রুদ্ধ কভু কাহার(ও) উপর; এই সার উপদেশ, শুন রথিবর।

---

* তীর্থনাবিক—পাটনি।

† দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম পৃষ্ঠের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

বোধিসত্ব রাজাকে প্রতিদিন এই গাথা দুইটী শুনাইতেন। রাজা প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে লক্ষ মুদ্রা আয়ের একখানি গ্রাম দিতে চাহিলেন। কিন্তু বোধিসত্ব উহা প্রত্যাখ্যান করিলেন।

তিনি এইভাবে সেই উদ্যানে দ্বাদশ বৎসর বাস করিয়াছিলেন। অনন্তর একদিন তিনি ভাবিলেন, 'আমি এখানে বহুকাল কাটাইলাম; এখন একবার জনপদে গিয়া ভিক্ষা করা যাউক; তাহার পরে ফিরিয়া আসিব।' এই উদ্দেশ্যে, তিনি রাজাকে কিছু না জানাইয়া, উদ্যানপালকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন "বাবা, আমার মনে বড় উদ্বেগ জন্মিয়াছে; একবার জনপদে গিয়া ভিক্ষা করিব, তাহার পর এখানে ফিরিব। তুমি রাজাকে এই কথা বলিবে।"

অনন্তর বোধিসত্ব সেখান হইতে প্রস্থান করিয়া গঙ্গার খেয়াঘাটে উপস্থিত হইলেন। সেখানে অবার্য্যপিতানামক এক পাটনি থাকিত। সে বড় মূর্খ ছিল; গুণবান্‌দিগের গুণের আদর করিতে জানিত না, নিজের ক্ষতিবৃদ্ধিও বুঝিত না। যাহারা গঙ্গা পার হইতে আসিত, সে প্রথমে তাহাদিগকে পার করিয়া দিত, পরে খেয়ার কড়ি চাহিত। যাহারা কড়ি দিত না, তাহাদের সহিত তাহার কলহ হইত। ইহাতে তাহার লাভ বড় অল্পই হইত, ভাগ্যে অনেক সময় প্রহারও জুটিত। লোকটার এতই অল্পবুদ্ধি ছিল!

এই নাবিকপ্রসঙ্গে শাস্তা অভিসম্বুদ্ধ হইয়া তৃতীয় গাথা বলিলেন:—

পাটনি অবার্য্যপিতা খেয়া দিত গঙ্গায় তখন; অতিবড় মূর্খ সেই; অগ্রে পার করি লোকজন
চাহিত খেয়ার কড়ি; সে কারণ কলহ হইত; অর্থলাভহেতু তার কখন(ও) না অদৃষ্টে ঘটিত।

বোধিসত্ব এই নাবিকের নিকটে গিয়া বলিলেন, "ভদ্র, আমাকে ওপারে লইয়া চল।" সে বলিল, "শ্রমণ, আমাকে কি বেতন দিবে?" বোধিসত্ব বলিলেন, "আমি তোমায় ভোগবৃদ্ধি, অর্থবৃদ্ধি ও ধর্ম্মবৃদ্ধির উপায় বলিব।" পাটনি মনে করিল 'এ নিশ্চয় আমায় কিছু দিবে', সে তাঁহাকে অপর পারে লইয়া বলিল, "খেয়ার কড়ি দাও।" "আচ্ছা, দিতেছি" বলিয়া বোধিসত্ব প্রথমে ভোগবৃদ্ধির উপায় বর্ণনা করিলেন:—

পার করিবার আগে চাহিবে বেতন; পার করি চাহিবে না বেতন কখন।
পার হবে, আর যেই হইয়াছে পার একই মনের ভাব নয় দুজনার।

পাটনি ভাবিল, 'এটা উপদেশ; ইহা ছাড়া বোধ হয় আমাকে আরও কিছু দিবে।' অনন্তর বোধিসত্ব বলিলেন, "দেখ বাপু, এ তোমার ভোগবৃদ্ধির উপায়; এখন অর্থবৃদ্ধি ও ধর্ম্মবৃদ্ধির উপায় বলিতেছি:—

[এই সময়ে শাস্তা ভিক্ষুদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "তপস্বী যে উপদেশ দিয়া রাজার নিকট হইতে দক্ষিণা-স্বরূপ একখানি গ্রাম পাইয়াছিলেন, এক মূর্খকে ঠিক সেই উপদেশ দিয়া মুখে আঘাত পাইলেন। অতএব উপযুক্ত ব্যক্তিকেই উপদেশ দিতে হয়, অপাত্রে উপদেশ দেওয়া অকর্ত্তব্য।" অনন্তর অভিসম্বুদ্ধ হইয়া তিনি পরবর্ত্তী গাথা বলিলেন :—

শুনি যেই উপদেশ রাজা দান করে গ্রামবর,
সেই উপদেশ শুনি পাটনি মুখেতে মারে চড়।]

পাটনি যখন বোধিসত্ত্বকে এইরূপে প্রহার করিতেছিল, তখন তাহার ভার্য্যা ভাত লইয়া সেখানে উপস্থিত হইল এবং তপস্বীকে দেখিয়া বলিল, "স্বামিন্, এই ব্যক্তি তপস্বী এবং রাজকুলের গুরু; আপনি ইঁহাকে মারিবেন না।" ইহাতে সে আরও ক্রুদ্ধ হইয়া, "তুই এই ভণ্ড তপস্বীকে মারিতে দিবি না!" বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ঐ রমণীকেও প্রহার করিয়া ভূতলে ফেলিল। তাহার হস্তের অন্নপাত্র পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল; সে পূর্ণগর্ভা ছিল; তাহার গর্ভপাতও হইল। তখন চারিদিক্ হইতে লোক সমবেত হইয়া পাটনিকে বেষ্টন করিল এবং "নরহত্যাকারী দস্যু" বলিয়া তাহাকে বন্ধনপূর্ব্বক রাজার নিকটে লইয়া গেল। রাজা বিচার করিয়া তাহার সমুচিত দণ্ডবিধান করিলেন।

[ইহা বলিয়া শাস্তা অভিসম্বুদ্ধ হইয়া উক্ত ঘটনাই আবার শেষ গাথা দ্বারা অভিব্যক্ত করিলেন :—

অন্নপাত্র ভেঙ্গে গেল, গর্ভপাত হ'ল; হিত উপদেশ দিয়া এ ফল লভিল।
কাঞ্চনে আদর নাহি করে পশুগণ; অবহেলে উপদেশ যত মূর্খ জন।]

[অতঃপর শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন; তাহা শুনিয়া সেই ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন।
সমবধান—তখন এই নাবিক ছিল সেই নাবিক; আনন্দ ছিলেন সেই রাজা এবং আমি ছিলাম সেই তাপস।]

৩৭৭—শ্বেতকেতু-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এক ভণ্ড ভিক্ষুকে উপলক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্নবস্তু উদ্দালক-জাতকে (৪৮৭) বলা যাইবে।]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব বারাণসীনগরে একজন সুবিখ্যাত আচার্য্য হইয়াছিলেন। পঞ্চশত ব্রাহ্মণবালক তাঁহার নিকট বেদাভ্যাস করিত। ইহাদের মধ্যে সর্ব্ব-জ্যেষ্ঠের নাম ছিল শ্বেতকেতু। সে উদীচ্য ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল এবং বড় জাত্যভিমান করিত। সে একদিন অন্যান্য বালকের সহিত নগরের বাহিরে গিয়াছিল এবং নগরে ফিরিবার কালে এক চণ্ডালকে দেখিতে পাইয়াছিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুমি?" চণ্ডাল বলিল, "আমি চণ্ডাল।" শ্বেতকেতুর ভয় হইল, পাছে, যে বায়ু চণ্ডালের শরীর স্পর্শ করিয়াছে, তাহা তাহারও শরীর স্পর্শ করে। সে বলিল, "নিপাত যা, ব্যাটা চণ্ডাল! তোর মুখ দেখিলে অযাত্রা। যা, আমার অধোবাতে গিয়া চল্"। সে নিজে ছুটিয়া গিয়া চণ্ডালের উপরিবাতে উপস্থিত হইল। কিন্তু চণ্ডালও শীঘ্রতর চলিয়া শ্বেতকেতুর উপরিবাতে দাঁড়াইল। ইহাতে শ্বেতকেতু আরও গালি দিতে লাগিল, এবং "নিপাত যা, ব্যাটা অপেয়ে" বলিয়া চীৎকার করিল। তখন চণ্ডাল জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে গো?" শ্বেতকেতু বলিল,

"আমি ব্রাহ্মণকুমার।" "যদি ব্রাহ্মণ হও, তবে আমি যে প্রশ্ন করিব, তাহার উত্তর দিতে পারিবে ত?" "পারিব বৈ কি?" "যদি না পার, তবে তোমাকে আমার দুই পায়ের তল দিয়া যাইতে হইবে।" শ্বেতকেতুর নিজ পাণ্ডিত্যসম্বন্ধে বিশ্বাস ছিল; সে বলিল, "বেশ, তোর প্রশ্ন কর্"। চণ্ডাল সমস্ত উপস্থিত ব্যক্তিদিগকে ব্যাপার বুঝাইয়া দিয়া প্রশ্ন করিল, "ব্রাহ্মণকুমার, দিক্ বলিলে কি বুঝায়?" "দিক্ ত চারিটা, পূর্ব্ব ইত্যাদি।" "আমি তোমাকে এ দিকের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি না। তুমি এই সামান্য কথা জান না, অথচ যে বাতাস আমার গায়ে লাগিয়াছে, তাহাকে ঘৃণা করিতেছ!" ইহা বলিয়া সেই চণ্ডাল শ্বেতকেতুর ঘাড় ধরিয়া মাথা নীচু করিল এবং নিজের দুই পায়ের ভিতর দিয়া ঠেলিয়া দিল।

ব্রাহ্মণবালকেরা গিয়া আচার্য্যের নিকট এই বৃত্তান্ত বলিল। আচার্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে শ্বেতকেতু, তুমি চণ্ডালের পাদান্তরে চালিত হইয়াছ, ইহা সত্য কি?" শ্বেতকেতু বলিল, "হাঁ গুরুদেব, সেই দাসীপুত্র চণ্ডাল 'দিক্ কাহাকে বলে ইহাও জান না' বলিয়া আমাকে নিজের পাদান্তরে চালিত করিয়াছে। এখন দেখিব ব্যাটার কত আস্পর্দ্ধা!" ইহা বলিয়া সে ক্রোধভরে বার বার চণ্ডালকে গালি দিতে লাগিল। কিন্তু আচার্য্য বলিলেন, "বৎস শ্বেতকেতু, তাহার উপর রাগ করিও না; সে চণ্ডালপুত্র পণ্ডিত, সে তোমাকে সাধারণ দিকের কথা জিজ্ঞাসা করে নাই, অন্য দিকের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছে। তুমি যাহা দেখিয়াছ, শুনিয়াছ বা শিখিয়াছ, তাহা ছাড়া আরও বহুতর বিষয় আছে, যাহা তুমি দেখ নাই, শুন নাই বা শিখ নাই।" এইরূপে শ্বেতকেতুকে উপদেশ দিবার কালে আচার্য্য নিম্নলিখিত দুইটী গাথা বলিলেন:—

করিও না ক্রোধ তুমি, বৎস শ্বেতকেতু। ক্রোধ নহে মানুষের মঙ্গলের হেতু।
দেখ নাই, শুন নাই, এমন বিষয় আছে বহুবিধ ইথে নাহিক সংশয়।
মাতা পিতা পূর্ব্বদিক বলিয়া কীর্ত্তিত; প্রশস্ত দক্ষিণদিক্ আচার্য্য নিশ্চিত *

যে গৃহস্থ করে অন্নপানবস্ত্রদান, অভ্যাগত জনে করে আদরে আহ্বান,
সে জন উত্তর দিক্ জানিবে নিশ্চয়; এইরূপে শ্বেতকেতু হয় দিঙ্নির্ণয়।
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দিক সেই, আশ্রয়ে যাহার দুঃখ যায় দূরে, হয় আনন্দ অপার। †

মহাসত্ত্ব এইরূপে শ্বেতকেতুকে দিকের কথা বলিলেন। কিন্তু 'আমি চণ্ডালের পাদান্তরে চালিত হইয়াছি' এই অভিমানে শ্বেতকেতু সে স্থানে আর বাস করিল না, সে তক্ষশিলায় গিয়া এক বিখ্যাত আচার্য্যের নিকট সর্ব্বশিল্প অধ্যয়ন করিল, আচার্য্যের আজ্ঞা লইয়া তক্ষশিলা হইতে যাত্রা করিল এবং নানা সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম মত ও আচার অনুষ্ঠান শিক্ষা করিতে করিতে বিবিধ

* মাতাপিতা প্রথমাচার্য্য বলিয়া পূর্ব্বদিক এবং আচার্য্য দক্ষিণার্হ বলিয়া দক্ষিণ দিক।

† অর্থাৎ নির্ব্বাণ। এই গাথা ব্যাখ্যা করিবার জন্য টীকাকার তৈলপাত্র জাতক (৯৬) এবং তাহার টীকা হইতে দুইটী গাথা তুলিয়াছেন:—

মাতা পিতা পূর্ব্বদিক্, আচার্য্য দক্ষিণ, উত্তর অমাত্য বন্ধু; স্ত্রীপুত্র পশ্চিম।
দাস ভৃত্যগণ অধঃ, শ্রমণব্রাহ্মণ ঊর্দ্ধদিক্ বলি সবে করেন কীর্ত্তন।

তৈলপূর্ণ পাত্র করিতে বহন সতর্ক যদি চাই,
সতত উচিত স্বচিত্ত রক্ষিতে যেন রয়, শুন ভাই।
ঠিক সেইমত, অজ্ঞাত দিকের প্রার্থনা করে যে জন,
অপ্রমত্ত হয়ে চিত্তরক্ষা করে করে সেই অন্বেষণ।

অজ্ঞাত বা অদৃষ্টপূর্ব্ব দিক্—নির্ব্বাণ।

স্ত্রীপুত্র পশ্চিম, কেননা ইহারা গৃহস্থের পশ্চাতে থাকে বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

স্থানে বিচরণ করিতে লাগিল। একদা সে কোন প্রত্যন্ত গ্রামে উপস্থিত হইয়া দেখিল, পঞ্চশত তাপস উহার নিকটে অবস্থিতি করিতেছেন। সে তাঁহাদের নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিল এবং তাঁহাদের সমস্ত শিল্প, মন্ত্র ও আচার আয়ত্ত করিয়া লইল। অনন্তর সে এই সকল তাপসকর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া একদিন বারাণসীতে উপস্থিত হইল এবং পরদিন ভিক্ষাচর্য্যায় বাহির হইয়া রাজাঙ্গণে প্রবেশ করিল। রাজা তপস্বীদিগের চালচলন দেখিয়া প্রসন্ন হইলেন, তাঁহাদিগকে প্রাসাদে লইয়া ভোজন করাইলেন এবং তাঁহাদের বাসের জন্য নিজের উদ্যান ছাড়িয়া দিলেন। তিনি একদিন তাপসদিগকে ভোজ্য পরিবেষণ করিয়া বলিলেন, "আজ সন্ধ্যাকালে উদ্যানে গিয়া আর্য্যদিগকে বন্দনা করিব।" শ্বেতকেতু উদ্যানে গিয়া তাপসদিগকে সমবেত করিল এবং বলিল, "মারিষগণ, অদ্য রাজা আসিবেন বলিয়াছেন; রাজাকে একবার আরাধনা করিলেই যাবজ্জীবন সুখে থাকা যায়। অতএব তোমরা কেহ কেহ বল্গুলিব্রতে রত হও, * কেহ কেহ কণ্টকশয্যায় শয়ন কর, কেহ কেহ পঞ্চতপের অনুষ্ঠান কর, কেহ কেহ উৎকটুক প্রধান † কর, কেহ কেহ উদকগাহন কর্ম্ম কর, কেহ কেহ বা বেদমন্ত্র পাঠ করিতে থাক।" তপস্বীদিগকে এই আদেশ দিয়া শ্বেতকেতু নিজে পর্ণশালাদ্বারে পৃষ্ঠাশ্রয়যুক্ত আসনে উপবেশন করিল, সম্মুখে বিচিত্র আধারের উপর পঞ্চবর্ণসমুজ্জ্বল-বস্ত্রাচ্ছাদিত এক খণ্ড পুস্তক রাখিয়া দিল এবং চারি কিংবা পাঁচ জন সুশিক্ষিত বালক যে সকল স্থানের অর্থ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, সেই গুলির ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইল। সেই সময়ে রাজা উদ্যানে উপস্থিত হইলেন এবং এই সকল লোকের মিথ্যা তপস্যা দেখিয়া প্রীতি লাভ করিলেন। তিনি শ্বেতকেতুকে প্রণাম করিয়া একান্তে উপবিষ্ট হইলেন এবং পুরোহিতের সঙ্গে আলাপ করিবার সময়ে নিম্নলিখিত তৃতীয় গাথা বলিলেন :—

ভোগের বাসনা নাই; কর্কশ অজিনবাস; যত্নের অভাবে শিরে বহিছে জটার পাশ;
পঙ্কলিপ্ত দন্তরাজি, করে না কভু মার্জ্জন; দেখিতে বিকটমূর্ত্তি; তবু কি প্রশান্ত মন!
একমনে জপে মন্ত্র; মানুষের সাধ্য যত মুক্তিহেতু অনুষ্ঠান করে এরা অবিরত;
অসার সংসার ইহা বুঝিয়াছে ঋষিগণ; অপায় হইতে মুক্তি লভেছে কি সে কারণ?

ইহা শুনিয়া পুরোহিত চতুর্থ গাথা বলিলেন :—

সর্ব্বশাস্ত্র-পারদর্শী, অথচ যে জন পাপে রত, ধর্ম্মপথে চরে না কখন,
সহস্র বেদেও কভু না পারে রক্ষিতে হেন শীলহীন জনে অপায় হইতে।

পুরোহিতের বাক্য শুনিয়া রাজা তাপসদিগের প্রতি আর পূর্ব্ববৎ প্রসন্ন রহিলেন না। তখন শ্বেতকেতু ভাবিল, 'পূর্ব্বে এই রাজা তাপসদিগের প্রতি প্রসন্ন ছিলেন, কিন্তু পুরোহিত সেই প্রসাদের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছেন। আমার একবার পুরোহিতের সঙ্গে আলাপ করা আবশ্যক।' অনন্তর পুরোহিতের সঙ্গে আলাপে প্রবৃত্ত হইয়া সে পঞ্চম গাথা বলিল :—

সহস্র বেদেও যদি না পারে রক্ষিতে কোন শীলহীন জনে অপায় হইতে,
বেদ-অধ্যয়ন তবে হবে কি নিষ্ফল? সত্য, বিপ্র, শীল আর সংযম কেবল?

ইহার উত্তরে পুরোহিত ষষ্ঠ গাথা বলিলেন :—

নিষ্ফল না হয় কভু বেদ-অধ্যয়ন;
সত্য যে সংযম শীল, তাহাও নিশ্চয়;

* অর্থাৎ অধোমুখ হইয়া বুলিতে আরম্ভ কর। (?)

† উৎকটুক প্রধান—উৎকটিকাসনস্থ হইয়া তপস্যা করা। এই আসনে পা দুইখানি বিস্তার করিয়া দেহের ঊর্দ্ধভাগের সহিত লম্বভাবে রাখিতে হয়।

সম্পাদন করাইয়াছিলেন এবং মৃত রাজা অপুত্রক ছিলেন বলিয়া সাতদিন উপর্য্যুপরি সুসজ্জিত রথ প্রেরণ করিয়াছিলেন। সুসজ্জিত রথ-প্রেরণের ব্যাপার মহাজনক-জাতকে(৫৩৯) বলা যাইবে।

রথ নগর হইতে নির্গত হইল; চতুরঙ্গিণী সেনা তাহাকে পরিবেষ্টন করিয়া চলিল; শত শত বাদ্যযন্ত্র বাজিতে লাগিল। এই রূপে রথখানি শেষে উদ্যানদ্বারে গিয়া উপস্থিত হইল। দরীমুখ বাদ্যধ্বনি শুনিয়া ভাবিলেন, "আমার সখার জন্য সুসজ্জিত রথ আসিয়াছে; তিনি অদ্যই রাজা হইয়া আমাকে সেনাপতি করিবেন; কিন্তু আমার গৃহস্থাশ্রমে কি প্রয়োজন? আমি সংসার ত্যাগ করিয়া প্রব্রাজক হইব।" এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি বোধিসত্ত্বকে কিছু না বলিয়াই একান্তে গিয়া লুকাইয়া রহিলেন। এদিকে পুরোহিত উদ্যানদ্বারে রথ রাখিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন, মঙ্গলশিলাপট্ট-শয়নে বোধিসত্ত্বকে দেখিতে পাইলেন এবং তাঁহার পাদদ্বয়ের লক্ষণসমূহ দেখিয়া ভাবিলেন, 'এই ব্যক্তি পুণ্যবান্; ইনি দ্বিসহস্রদ্বীপ-পরিবৃত মহাদ্বীপ-চতুষ্টয়ের রাজত্ব করিতে সমর্থ; কিন্তু ইঁহার রীতি কিরূপ, তাহা দেখিতে হইবে।' অনন্তর তিনি একসঙ্গে সমস্ত বাদ্যযন্ত্র বাজাইতে আদেশ করিলেন। বোধিসত্ত্বের নিদ্রা ভঙ্গ হইল; তিনি মুখ হইতে বস্ত্র অপনীত করিয়া সেই জনসঙ্ঘ দেখিতে পাইলেন, পুনর্ব্বার বস্ত্র দ্বারা মুখ আবৃত করিয়া কিছুক্ষণ শয়ন করিলেন এবং যখন রথ থামিল, * তখন উঠিয়া শিলাপট্টে পর্য্যঙ্কাসনে উপবেশন করিলেন।

ইহা দেখিয়া পুরোহিত জানু পাতিয়া বসিলেন এবং বলিলেন, "দেব, এ রাজ্য আপনারই হইল।" "রাজা কি অপুত্রক ছিলেন?" "হাঁ দেব।" "তাহা হইলে আপত্তি কি?" অনন্তর সেই উদ্যানেই-তাঁহার অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন হইল। তিনি মহাসমৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া দরীমুখকে স্মরণ করিলেন না, মহাজন-পরিবৃত হইয়া নগরে প্রবেশ করিলেন, নগরপ্রদক্ষিণপূর্ব্বক রাজদ্বারে অবস্থিত হইয়া অমাত্যদিগকে যথাযোগ্য স্থানে নিযুক্ত করিলেন এবং তৎপরে প্রাসাদে আরোহণ করিলেন। এই সময়ে উদ্যান জনশূন্য হইয়াছে দেখিয়া দরীমুখ মঙ্গলশিলাপট্টে উপবেশন করিলেন। তখন তাঁহার সম্মুখে একটা শুষ্ক পত্র পতিত হইল। তিনি এই শুষ্ক পত্র দেখিয়া পদার্থমাত্রেরই ক্ষয়-ব্যয়ধর্ম্ম উপলব্ধি করিলেন, সমস্তই যে ত্রিলক্ষণযুক্ত † ইহা বুঝিতে পারিলেন এবং পৃথিবীকে আনন্দধ্বনি দ্বারা উন্নাদিত করিয়া প্রত্যেকবুদ্ধি প্রাপ্ত হইলেন। ‡ অমনি তাঁহার দেহ হইতে গৃহীর চিহ্ন সমস্ত অন্তর্হিত হইল, আকাশ হইতে ঋদ্ধিময় পাত্রচীবর পতিত হইয়া তাঁহার শরীরে সম্বদ্ধ হইল; তিনি নিমিষের মধ্যে অষ্টপরিষ্কারধর, ঈর্য্যাপথসম্পন্ন, শতবর্ষবয়স্ক স্থবিরে পরিণত হইলেন এবং ঋদ্ধিবলে আকাশে উত্থিত হইয়া হিমবন্ত প্রদেশস্থ নন্দমূল গুহায় চলিয়া গেলেন। §

এদিকে বোধিসত্ত্ব যথাধর্ম্ম রাজত্ব করিতে লাগিলেন; কিন্তু প্রভূত ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়া ঐশ্বর্য্যানন্দে মত্ত হওয়ায় তিনি চল্লিশ বৎসর কাল দরীমুখকে স্মরণ করিলেন না। অনন্তর চত্বারিংশ বর্ষে দরীমুখের কথা তাঁহার মনে পড়িল। তিনি ভাবিলেন, 'দরীমুখ আমার সখা; সে এখন কোথায়?' তখন দরীমুখকে দেখিবার জন্য তাঁহার ইচ্ছা হইল। তিনি তদবধি কি অন্তঃপুরে, কি রাজসভায়, "আমার সখা দরীমুখ এখন কোথায়? যে আমাকে তাঁহার বাসস্থান বলিয়া দিতে পারিবে, আমি তাহার বহু সম্মান করিব," এইরূপ বলিতেন।

* রথ ত আগেই আসিয়াছিল।

† ত্রিলক্ষণম্—অনিচ্চং, দুক্খং, অনত্তং। সমস্তই অনিত্য, সমস্তই দুঃখভোগ করে, সমস্তই মিথ্যা।

‡ অর্থাৎ তিনি প্রত্যেকবুদ্ধ হইলেন।

§ প্রত্যেকবুদ্ধেরা এই গুহায় বাস করেন।

এইরূপে দরীমুখকে পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিতে আরও দশ বৎসর কাটিয়া গেল। প্রত্যেকবুদ্ধ দরীমুখও পঞ্চাশ বৎসরের পর একদিন চিন্তা করিয়া বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার সখা তাঁহাকে স্মরণ করিতেছেন। তিনি ভাবিলেন, 'সখা এখন বৃদ্ধ হইয়াছেন, পুত্রকন্যাদি পাইয়া তাঁহার বংশ বৃদ্ধি হইয়াছে; আমি গিয়া তাঁহাকে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করাইব।' এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি ঋদ্ধিবলে আকাশপথে ভ্রমণপূর্ব্বক রাজোদ্যানে অবতরণ করিলেন এবং শিলাপট্টে স্বর্ণ-প্রতিমার ন্যায় বসিয়া রহিলেন। উদ্যানপাল তাঁহাকে দেখিয়া নিকটে গেল এবং জিজ্ঞাসিল, "ভদন্ত, আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন?" দরীমুখ উত্তর দিলেন, "নন্দমূলক গুহা হইতে।" "ভদন্তের নাম কি?" "ভদ্র, আমার নাম দরীমুখ প্রত্যেকবুদ্ধ।" "ভদন্ত কি আমাদের রাজাকে জানেন?" "জানি বৈ কি? যখন গৃহী ছিলাম, তখন তিনি আমার সখা ছিলেন।" "ভদন্ত, আপনাকে দেখিবার জন্য রাজার বড় ইচ্ছা হইয়াছে; আপনার আগমন বৃত্তান্ত তাঁহাকে বলিব।" "যাও, বল গিয়া।" উদ্যানপাল গিয়া রাজাকে সংবাদ দিল যে, দরীমুখ আসিয়া শিলাপট্টে বসিয়া আছেন। রাজা বলিলেন, "তবে আমার সখা সত্য সত্যই আসিয়াছেন! আমি গিয়া তাঁহাকে দেখিব।" তিনি রথে আরোহণ করিলেন, বহু অনুচর সঙ্গে লইয়া উদ্যানে গেলেন, প্রত্যেকবুদ্ধকে প্রণাম ও অভিনন্দন করিলেন এবং একান্তে আসীন হইলেন। তখন প্রত্যেকবুদ্ধ বলিলেন, "ব্রহ্মদত্ত, তুমি যথাধর্ম্ম রাজ্যশাসন করিতেছ ত? তুমি ত ধনের জন্য প্রজাপীড়ন কর না? তুমি ত দানাদি পুণ্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাক?" অনন্তর তিনি রাজাকে প্রত্যভিনন্দন করিয়া আবার বলিলেন, "ব্রহ্মদত্ত, তুমি এখন বৃদ্ধ হইয়াছ; এখন তোমার বিষয়ভোগ পরিহারপূর্ব্বক প্রব্রজ্যা গ্রহণের সময় আসিয়াছে।" রাজাকে ধর্ম্ম বুঝাইবার জন্য তিনি নিম্নলিখিত প্রথম গাথা বলিলেন:—

> পঙ্ক—মহাপঙ্ক বিষয়-সেবন, মূলভূত ইহা ভয়ের কারণ।
> ইহার মতন জীবে কলঙ্কিতে ধূলি, ধূম আর পাই না দেখিতে।
> তাই গৃহ বর্জ্জ ব্রহ্মদত্ত নৃপবর, প্রব্রজ্যা গ্রহণ করহ সত্বর।

ইহা শুনিয়া রাজা দ্বিতীয় গাথা দ্বারা নিজের বিষয়ভোগবন্ধন বর্ণনা করিলেন:—

> বিষয় বাসনা বড়, বিষয়াসক্ত, বিষয় ভোগেতে আমি হইয়াছি মত্ত।
> সত্য বটে, এ আসক্তি ভয়ের কারণ, কিন্তু প্রাণ যাবে এরে করিলে বর্জ্জন।
> তাই আমি অসমর্থ ত্যজিতে এ বিষ, বহু পুণ্য কর্ম্ম কিন্তু করি অহর্নিশ।*

---

* এখানে টীকাকার বলিয়াছেন—যিনি দীপঙ্কর বুদ্ধের সময়ে নৈষ্ক্রম্যকে বুদ্ধত্বপ্রাপ্তির অন্যতর উপায় বলিয়া জানিয়াছিলেন, তিনি এ জন্মে নিষ্ক্রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন না, ইহার কারণ কি? জগতে অষ্টবিধ উন্মত্ত আছে:—(১) কামোন্মত্ত; ইহারা লোভের দাস, (২) ক্রোধোন্মত্ত, ইহারা নিষ্ঠুরতার দাস; (৩) দৃষ্ট্যুন্মত্ত; ইহারা বিপর্য্যাসবশগত, অর্থাৎ সকল বিষয়ে বিপরীত দর্শন করে। (৪) মোহোন্মত্ত; ইহারা অজ্ঞানের দাস, (৫) যক্ষোন্মত্ত, ইহারা ভূতপ্রেতাদির বশগত, (৬) পিত্তোন্মত্ত, ইহারা পিত্তকর্তৃক পীড়িত; (৭) সুরোন্মত্ত; ইহারা পানবশগত, (৮) ব্যসনোন্মত্ত; ইহারা শোকবশগত। বোধিসত্ত্ব এই কারণে কামোন্মত্ত হইয়াছিলেন।

এই প্রসঙ্গে নৈষ্ক্রম্য ধর্ম্মের মাহাত্ম্য দেখাইবার জন্য টীকাকার নিম্নলিখিত তিনটী গাথা তুলিয়াছেন:—

> অভিনিষ্ক্রমণ অতি সুন্দর নিত্য, পণ্ডিতেরা বলে ইহা তুলনা রহিত।
> [illegible]
> [illegible]
> [illegible]
> নিষ্ক্রমণ-অভিমুখ হও সত্বরে; [illegible]

বোধিসত্ত্ব প্রব্রজ্যাগ্রহণে অসামর্থ্য জানাইলেও প্রত্যেকবুদ্ধ দরীমুখ তাঁহাকে ছাড়িলেন না; তাঁহাকে আবার উপদেশ দিলেন :—

বিষয়ী জনের ভাবি বিষ পরিণাম
উদ্ধারিতে দয়াবশে উপদেশ দান
করেন যাঁহারা, যদি তাঁদের বচন
অবহেলা করি চলে কোন মূর্খ জন,
শ্রেয়ঃ বলি মনে করে বিষয়-বাসনা,
পুনঃ পুনঃ ভুঞ্জে সেই জঠর যন্ত্রণা। *

মূত্র-পুরীষেতে পূর্ণ নরক ভীষণ
মাতৃগর্ভ; তাই তারে শঙ্কে সুধীগণ;
কিন্তু কামাসক্ত জীব ত্যজিতে না পারে
ভোগ; তাই পশে হেন যন্ত্রণা আগারে। †

গর্ভে প্রবেশ এবং পুষ্টিলাভ করিতে যে দুঃখ হয়, এইরূপে তাহা বলিয়া গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবার সময়ে যে কষ্ট, তাহা দেখাইবার জন্য প্রত্যেকবুদ্ধ দরীমুখ, সার্দ্ধ গাথা বলিলেন :—

মল-রক্ত-শ্লেষ্মলিপ্ত দেহটী লইয়া
আসে জীব গর্ভ হ'তে বাহির হইয়া।
যে যে দ্রব্য স্পর্শ তারা করে সে সময়,
সকলেই দেয় কষ্ট; সুখ নাহি হয়।

প্রত্যক্ষ আমার যাহা, বলিলাম তাই,
অপরের মুখে আমি কিছু শুনি নাই।
বহুপূর্ব্ব জন্মকথা করি হে স্মরণ,
তাই এই উপদেশ দিতেছি, রাজন্।

এই সময়ে শাস্তা অভিসম্বুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "প্রত্যেকবুদ্ধ এইরূপে রাজাকে সুমধুর উপদেশ দিয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি অবশিষ্ট অর্দ্ধ গাথা বলিলেন;—

দরীমুখ বিচিত্র, মধুর নানা গাথা
বলি বুঝাইলা সুমেধেরে ‡ ধর্ম্মকথা।

প্রত্যেকবুদ্ধ বিষয়ভোগের দোষ প্রদর্শনপূর্ব্বক রাজাকে নানা উপদেশ দিলেন এবং বলিলেন, "মহারাজ, আপনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করুন বা নাই করুন, আমি আপনাকে বিষয়-ভোগের দুঃখ এবং প্রব্রজ্যার সুখের কথা বলিলাম; আপনি অপ্রমত্ত হউন।" অনন্তর সুবর্ণরাজহংসের ন্যায় আকাশে উত্থিত হইয়া মেঘগর্ভ মর্দ্দন করিতে করিতে তিনি নন্দমূলক পর্ব্বতে ফিরিয়া গেলেন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহাকে দেখা গেল, ততক্ষণ মহাসত্ত্ব মস্তকে দশনখসমুজ্জ্বল অঞ্জলি সংলগ্ন করিয়া একস্থানে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে নমস্কার করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্রকে আহ্বান করিয়া তাঁহাকে রাজ্য দিলেন এবং রোরুদ্যমান প্রজাবৃন্দের মমতা এবং বিষয়-ভোগেচ্ছা পরিহারপূর্ব্বক হিমবন্তে প্রস্থান করিলেন। সেখানে তিনি পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিলেন, ঋষি-প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন এবং অচিরে অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ লাভ করিয়া জীবনান্তে ব্রহ্মলোকে চলিয়া গেলেন।

[কথান্তে সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া বহু লোকে স্রোতাপত্তি মার্গ লাভ করিল।
সমবধান—তখন আমি ছিলাম সেই রাজা।]

৩৭৯—মেরু-জাতক। §

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে জনৈক ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি নাকি শাস্তার নিকট হইতে কর্ম্মস্থান গ্রহণপূর্ব্বক এক প্রত্যন্ত গ্রামে গমন করিয়াছিলেন। সেখানকার লোকে

---

* ধর্ম্মপদ ৫।৩২।

† এই গাথার সঙ্গে দ্বিতীয় খণ্ডের কায়নির্ব্বিদ জাতকের (২৯৩) দ্বিতীয় ও তৃতীয় গাথা তুলনীয়।

‡ সুমেধ—সুন্দর বা তীক্ষ্ণ মেধাবিশিষ্ট (রাজা ব্রহ্মদত্ত)।

§ বৌদ্ধ সাহিত্যে হিমবন্ত প্রদেশের একটী পর্ব্বতের নাম মেরু (পালি—নেরু)।

তাঁহার চাল চলন দেখিয়া প্রসন্ন হইয়াছিল, তাঁহাকে ভোজন করাইয়াছিল, তিনি ঐ গ্রামের সন্নিধানেই অবস্থিতি করিবেন এই অঙ্গীকার করাইয়াছিল, বনমধ্যে পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিয়া সেখানে তাঁহাকে বাস করাইয়াছিল এবং তাঁহার অতি আদর যত্ন করিয়াছিল। কিন্তু কিয়দ্দিন পরে যখন কয়েকজন শাশ্বতবাদী * ঐ গ্রামে উপস্থিত হইলেন, তখন লোকে তাঁহাদের পরামর্শে স্থবিরকে ত্যাগ করিয়া শাশ্বতবাদীদিগকেই আদর যত্ন করিতে লাগিল। অতঃপর যখন উচ্ছেদবাদীরা আসিল, তখন তাহারা শাশ্বতবাদীদিগকে ছাড়িয়া উচ্ছেদবাদীদিগের উপদেশানুসারে চলিতে লাগিল। পরিশেষে কয়েকজন অচেলক আসিল, তখন উচ্ছেদবাদীরাও পরিত্যক্ত হইল এবং অচেলকদিগের আদর বাড়িল। । গুণাগুণানভিজ্ঞ এইরূপ লোকের সংসর্গে অতি কষ্টে বাস করিয়া সেই ভিক্ষু বর্ষাবসানে প্রবারণ সমাপনপূর্ব্বক শাস্তার নিকটে প্রতিগমন করিলেন। শাস্তা তাঁহাকে প্রত্যভিবাদন করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "তুমি বর্ষাকাল কোথায় যাপন করিলে ?" ভিক্ষু উত্তর দিলেন, "প্রত্যন্তের সন্নিকটে।" "সুখে ছিলে ত ?" "ভদন্ত, গুণাগুণাজ্ঞ লোকের সংসর্গে থাকিয়া বড় কষ্ট পাইয়াছি।" শাস্তা বলিলেন, "দেখ ভিক্ষু, প্রাচীন পণ্ডিতেরা তির্য্যগ্‌যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া গুণাগুণাজ্ঞদিগের সংসর্গে একদিনও অতিবাহিত করেন নাই; তুমি নিজের গুণাগুণাজ্ঞদিগের সংসর্গে থাকিলে কেন ?" অনন্তর ভিক্ষুর অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব সুবর্ণ হংসযোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিল। তাঁহারা উভয়ে চিত্রকূট পর্ব্বতে বাস করিতেন এবং হিমবন্ত প্রদেশে গিয়া স্বয়ংজাত শালি ভক্ষণ করিতেন। একদিন তাঁহারা হিমবন্তে চরিয়া চিত্রকূটে ফিরিবার সময়ে পথিমধ্যে মেরুনামক কাঞ্চন পর্ব্বত দেখিতে পাইলেন এবং তাহার শিখরোপরি উপবেশন করিলেন। এই পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী পক্ষী ও চতুষ্পদগণ স্ব স্ব গোচরভূমিতে নানাবর্ণবিশিষ্ট দেখাইত, কিন্তু পর্ব্বতে প্রবেশ করিলেই উহার প্রভায় কাঞ্চনবর্ণ ধারণ করিত। বোধিসত্ত্বের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইহার কারণ জানিতেন না। তিনি এই কাণ্ড দেখিয়া জ্যেষ্ঠকে জিজ্ঞাসা করিবার কালে দুইটী গাথা বলিলেন :—

কাকোল, বায়স, আর পক্ষিকুলোত্তম আমরা, সবাই হেথা হই হেমোপম।
সিংহ, ব্যাঘ্র, মৃগাধম শৃগাল, সবাই হেমবর্ণ হেথা। এর নাম কিবা ? ভাই।

তাঁহার কথা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব তৃতীয় গাথা বলিলেন :—

নগরাজ মেরু এই, ইহার প্রভায় সর্ব্বপ্রাণী আসি হেথা হেমবর্ণ পায়।

ইহা শুনিয়া কনিষ্ঠ হংস অবশিষ্ট গাথাগুলি বলিলেন :—

সজ্জনে না পায় মান, করে তার অপমান,
অথচ অসাধুজনে দেয় বহুমান,
এরূপ বিচিত্র প্রথা আছে প্রচলিত যেথা,
বিবেকের বাসযোগ্য নহে সেই স্থান।

শূর, ভীরু, বশ্য, জড়, উচ্চ, নীচ, ছোট, বড়,
যেখানে সকলে পায় সমান সম্মান,
বরি সে স্থান বর্জন চলে যান সাধুজন,
নাহি এ গিরির কোন তারতম্য জ্ঞান।

---

* শাশ্বতবাদী—যাহারা আত্মা ও লোক (spirit and matter) উভয়কেই নিত্য বলিয়া স্বীকার করে। উচ্ছেদবাদীরা বলে যে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত নাশ পায়; ইহারা বৌদ্ধদিগের ন্যায় পুনর্জন্ম স্বীকার করে না। অচেলক (অ+চেলক) অর্থাৎ বস্ত্রশূন্য সন্ন্যাসী; বোধ হয়, দিগম্বর জৈন সম্প্রদায়।

কে উত্তম কে অধম, কাহাকে বলে মধ্যম,
এ বিচার করিবার শক্তি কিছু নাই ;
নাহি বুঝে দিগ্‌বিদিক্‌, এমন মেকরে ধিক্‌।
ছাড়ি এরে চল মোরা অন্যস্থানে যাই।

এইরূপ বলিয়া উভয়েই উড়িয়া চিত্রকূটে ফিরিয়া গেলেন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন ; তাহা শুনিয়া সেই ভিক্ষু স্রোতাপত্তি ফল প্রাপ্ত হইলেন। সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন সেই কনিষ্ঠ হংস এবং আমি ছিলাম সেই জ্যেষ্ঠ হংস।]

৩৮০—আশঙ্কা-জাতক।

[এক ভিক্ষু তাঁহার গৃহস্থাশ্রমের পত্নীর প্রলোভনে পড়িয়াছিলেন। শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি করিবার সময়ে তাহার সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্নবস্তু ইন্দ্রিয়জাতকে * বলা যাইবে। শাস্তা ঐ ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "প্রকৃতই কি তুমি উৎকণ্ঠিত হইয়াছ ?" "ভিক্ষু উত্তর দিয়াছিলেন, হাঁ ভদন্ত।" "তোমার উৎকণ্ঠার কারণ কে ?" "গৃহস্থাশ্রমে যিনি আমার পত্নী ছিলেন, তিনি।" "দেখ শ্রমণ, এই রমণী তোমার অনর্থকারিকা ; পূর্ব্বেও তুমি ইহারই জন্য চতুরঙ্গিণী সেনা ত্যাগ করিয়া হিমবন্ত প্রদেশে তিন বৎসর মহাদুঃখে বাস করিয়াছিলে।" ইহা বলিয়া শাস্তা সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব কাশীগ্রামে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পর তক্ষশিলায় গিয়া নানা বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন এবং ঋষি-প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া হিমবন্ত প্রদেশে বাস করিয়াছিলেন। সেখানে তিনি বন্যফলমূলে জীবন ধারণ করিতেন এবং অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ঐ সময়ে এক পুণ্যবান্ প্রাণী ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া ঐ অঞ্চলের পদ্মসরোবরের একটা পদ্মের গর্ভে কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সরোবরের অন্যান্য পদ্ম পুরাণ হইয়া খসিয়া পড়িল, কিন্তু এই পদ্মটার কুক্ষি ক্রমে বড় হইতে লাগিল ; উহা শুকাইয়া পড়িল না। বোধিসত্ত্ব স্নান করিতে গিয়া ঐ পদ্ম দেখিয়া ভাবিলেন, 'অন্য সমস্ত পদ্ম পড়িয়া গেল, কিন্তু এই পদ্মটা পড়া দূরে থাকুক, ইহার কুক্ষিটা আরও বড় হইয়াছে ; ইহার কারণ কি ?' তিনি স্নানবস্ত্র পরিধান করিয়া জলের ভিতর দিয়া উহার নিকটে গেলেন এবং উহা খুলিয়া সেই কন্যাটীকে দেখিতে পাইলেন। অমনি তিনি কন্যাটীকে নিজের দুহিতা বলিয়া জ্ঞান করিলেন এবং তাহাকে পর্ণশালায় আনিয়া লালন পালন করিতে লাগিলেন।

ক্রমে কন্যাটী ষোড়শবর্ষে উপনীত হইল। সে দেখিতে পরম সুন্দরী ও রূপবতী হইল ; তাহার বর্ণ দেববর্ণের অপেক্ষা হীন হইলেও মনুষ্যের বর্ণ অপেক্ষা উজ্জ্বল হইল। একদা শক্র বোধিসত্ত্বকে অর্চনা করিতে আসিয়া তাহাকে দেখিতে পাইলেন এবং জিজ্ঞাসিলেন, "এ মেয়েটী কোথায় পাইলেন।" বোধিসত্ত্ব যেরূপে উহাকে পাইয়াছিলেন, তাহা বলিলেন। তখন শক্র বলিলেন, "ইহাকে কি দেওয়া যায় ?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "মারিষ, ইহার জন্য বাসস্থান, বস্ত্র, অলঙ্কার ও ভোজ্যের ব্যবস্থা করুন।" "যে আজ্ঞা, ভদন্ত"। ইহা বলিয়া শক্র তাহার বাসের জন্য স্ফটিকপ্রাসাদ প্রস্তুত করিলেন, এবং ভোগের জন্য দিব্য শয্যা, দিব্য বস্ত্রালঙ্কার ও দিব্য অন্নপানের ব্যবস্থা করিলেন। কন্যাটী যখন প্রাসাদে অধিরোহণ করিতে চাহিত, তখন উহা অবতরণ করিত ; এবং সে অধিরোহণ করিলেই উহা ঊর্দ্ধে উত্থিত

* ৪২৩।

হইয়া আকাশে অবস্থিত হইত। কন্যাটী বোধিসত্ত্বের সেবা শুশ্রূষা করিত এবং প্রাসাদে বাস করিত।

একদা এক বনেচর এই ব্যাপার দেখিয়া বোধিসত্ত্বকে জিজ্ঞাসা করিল, "ভদন্ত, এই কন্যাটী আপনার কে হয়?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "এটী আমার কন্যা।" বনেচর বারাণসীতে গিয়া রাজাকে জানাইল, "মহারাজ, আমি হিমবন্তপ্রদেশে এক তপস্বীর এক পরমসুন্দরী কন্যা দেখিয়া আসিয়াছি।" কেবল ইহাই শুনিয়া রাজা ঐ কন্যার প্রতি অনুরাগী হইলেন। তিনি বনেচরকে পথপ্রদর্শক করিয়া চতুরঙ্গিণী সেনাসহ সেই অঞ্চলে গমন করিলেন এবং স্কন্ধাবার স্থাপনপূর্ব্বক বনেচরকে সঙ্গে লইয়া ও অমাত্যপরিবৃত হইয়া আশ্রমপদে প্রবেশ করিলেন। সেখানে তিনি বোধিসত্ত্বকে প্রণিপাত করিয়া বলিলেন, "ভদন্ত, রমণীরা ব্রহ্মচর্য্যের মলস্বরূপ, আমিই আপনার কন্যার প্রতিপালনের ভার লইব।"

বোধিসত্ত্ব কন্যাটীর 'আশঙ্কা' এই নাম রাখিয়াছিলেন, কারণ তাঁহার মনে "পদ্মের ভিতর কি আছে" এই আশঙ্কা (সন্দেহ) হইয়াছিল বলিয়াই তিনি জলে অবতরণপূর্ব্বক তাহাকে আনয়ন করিয়াছিলেন। এখন তিনি রাজাকে "এই কন্যা লইয়া যাও" এরূপ সোজা উত্তর না দিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আপনি যদি এই কুমারীর নাম জানেন, তাহা হইলে ইহাকে লইয়া যাইতে পারেন।" রাজা বলিলেন, "ভদন্ত, আপনি যদি বলিয়া দেন, তাহা হইলেই জানিতে পারি।" "আমি বলিব না, আপনি যখন নিজে জানিতে পারিবেন, তখনই ইহাকে লইয়া যাইবেন।" রাজা "যে আজ্ঞা" বলিয়া তদবধি কন্যাটীর কি নাম হইতে পারে, অমাত্যদিগের সহিত ইহার নির্দ্ধারণে প্রবৃত্ত হইলেন। যে সকল নাম সহজে জানা যায় না, তিনি সেই সকল নাম উল্লেখ করিতে লাগিলেন, এবং বোধিসত্ত্বকে বলিতে লাগিলেন, "বোধ হয় অমুক নাম হইবে।" কিন্তু তিনি যখনই কোন নাম করিতেন, তখনই বোধিসত্ত্ব অস্বীকার করিয়া বলিতেন, "না, এ নাম নয়।" নাম অবধারণ করিতে গিয়া রাজা এইরূপে এক বৎসর অতিবাহিত করিলেন। সিংহশার্দ্দূলাদি হিংস্র জন্তুরা তদীয় হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি ধরিতে লাগিল; সর্পের উপদ্রব হইল, মক্ষিকার উপদ্রব হইল এবং বহু লোকে হিমে অবসন্ন হইয়া মারা গেল। তখন রাজা ভাবিলেন, 'এই রমণীতে আমার কি প্রয়োজন'? তিনি বোধিসত্ত্বকে বলিয়া রাজধানীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। আশঙ্কা কুমারী স্ফাটিক বাতায়ন খুলিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। রাজা তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, "আমি তোমার নাম জানিতে অসমর্থ হইয়াছি। তুমি হিমবন্তেই থাক; আমরা চলিয়া যাইতেছি"। আশঙ্কা কুমারী বলিল, "আপনি চলিয়া গেলে কুত্রাপি মাদৃশী অন্য কোন রমণী পাইবেন না। ত্রয়স্ত্রিংশ দেবলোকে চিত্রলতাবনে আশাবতী* নামে এক প্রকার লতা আছে, তাহার ফলের ভিতর দিব্য পানীয় জন্মিয়া থাকে। যাহারা উহা একবার মাত্র পান করে, তাহারা চারিমাস কাল মত্ত অবস্থায় থাকিয়া দিব্য শয্যায় শয়ন করে। এই লতা সহস্র বৎসরে একবার মাত্র ফল ধারণ করে। সুরাশৌণ্ড দেবপুত্রগণ দিব্যপান পিপাসা সহ্য করিয়া বলিয়া থাকেন 'আমরা এই ফল লাভ করিব।' তাঁহারা ঐ লতার কোন রোগ হইয়াছে কি না জানিবার জন্য সহস্র বর্ষকাল প্রতিদিন উহা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন। আপনি কিন্তু এক বৎসর মাত্র যাপন করিয়াই

* টীকাকার বলেন যে, ঐ লতার ফলে আশা সঞ্চার হয় বলিয়া উহার নাম আশাবতী, আর যে সকল দেবতা ঐ দেবোদ্যানে প্রবেশ করিতেন, বৃক্ষলতাদির প্রভাবে তাঁহাদের শরীরের বর্ণবৈচিত্র্য ঘটিত; এই নিমিত্ত উহার নাম চিত্রলতাবন।

উৎকণ্ঠিত হইতেছেন ! আশার ফললাভের নামই সুখ ; আপনি উৎকণ্ঠিত হইবেন না।" অনন্তর সে এই তিনটী গাথা বলিল :—

চিত্রলতাবনে আছে আশাবতী লতা,
প্রসবে একটী ফল সহস্র বৎসরে ;
দুরলভ্য সেই ফল পাইবার তরে
পুনঃ পুনঃ পূজে তারে যতেক দেবতা।

আশায় বান্ধিয়া বুক থাকহ, রাজন্ ; ফলবতী আশা হয় সুখের কারণ।
আশায় নির্ভর করি পক্ষী এক ছিল ; দুরাশা সে, তবু তাহা পূরণ হইল।
অতএব আশা ত্যাগ করো না, রাজন্ ; ফলবতী আশা হয় সুখের কারণ।

এই কথায় রাজার মন আবদ্ধ হইল ; তিনি অমাত্যদিগকে সমবেত করিয়া এক একবারে দশ দশটী নাম বাহির করিতে লাগিলেন। এইরূপে নাম অনুসন্ধান করিতে করিতে আর এক বৎসর কাটিয়া গেল। কিন্তু কোন দশটী নামের মধ্যেই তাপসকন্যার নাম উঠিল না ; "আপনার কন্যার অমুক নাম" বলিলেই বোধিসত্ত্ব উহা অস্বীকার করিতেন। তখন রাজা আবার ভাবিলেন, "এ রমণীতে আমার কি প্রয়োজন ?" তিনি আশ্রম হইতে যাত্রা করিলেন। কিন্তু সেবারও সেই কন্যা বাতায়নে দাঁড়াইয়া রাজার দৃষ্টিগোচর হইল। রাজা বলিলেন, 'তুমি থাক, আমি চলিলাম।" কন্যা বলিল, "কেন যাইতেছেন, মহারাজ ?" "তোমার নাম জানিতে পারিলাম না বলিয়া।" "মহারাজ, নাম জানিতে পারিবেন না কেন ? আশা কখনও অপূর্ণ থাকে না ; এক বক পর্ব্বতশিখরে অবস্থিত হইয়াও নিজের ঈপ্সিত বস্তু প্রাপ্ত হইয়াছিল। তবে আপনি কেন লাভ করিতে পারিবেন না ? ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক অপেক্ষা করুন।

প্রবাদ আছে যে একদিন একটা বক কোন পদ্মসরোবরে চরিয়াছিল, এবং সেখান হইতে উড়িয়া এক পর্ব্বতের মস্তকে গিয়া বসিয়াছিল। সে ঐ দিন পর্ব্বতোপরিই বাস করিল এবং পরদিন ভাবিল, 'আমি এই পর্ব্বত-মস্তকে বেশ সুখে আছি ; যদি এখান হইতে অবতরণ না করিয়া এখানেই খাদ্য গ্রহণ ও পানীয় পান করিয়া অন্যকার দিনও বাস করিতে পারি, তবে কি সুখই হয় !' ঠিক ঐ দিন দেবরাজ শক্র অসুরদিগকে পরাভবপূর্ব্বক ত্রয়স্ত্রিংশ ভবনের ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া ভাবিলেন, 'আমার মনোরথ ত পূর্ণ হইল ; অরণ্যে এমন কেহ আছে কি, যাহার মনোরথ পূর্ণ হয় নাই ?' অনন্তর চিন্তা করিয়া তিনি সেই বককে দেখিতে পাইলেন এবং স্থির করিলেন, 'ইহার মনোরথ পূর্ণ করিতে হইবে।' বক যেখানে বসিয়াছিল, তাহার অদূরে একটা নদী বহিত। শক্র সেই নদীকে বন্যার জলে পূর্ণ করিয়া পর্ব্বতের মস্তকোপরি চালাইয়া দিলেন ; কাজেই বক সেখানেই বসিয়া মৎস্য ভক্ষণ ও জলপান করিল এবং সেদিনও সেখানে বাস করিল। তাহার পর জল কমিয়া গেল। মহারাজ, এইরূপে বক তাহার আশা ফলবতী করিয়াছিল ; আপনি কেন করিতে পারিবেন না ?" অনন্তর সে আবার 'আশায় বান্ধিয়া বুক' ইত্যাদি গাথা বলিল।

রাজা এই বৃত্তান্ত শুনিয়া এবং কন্যার রূপে আবদ্ধ ও বাক্যে মুগ্ধ হইয়া যাইতে অশক্ত হইলেন। তিনি অমাত্যদিগকে সমবেত করিয়া এক শত নাম সংগ্রহ করিলেন। ইহা করিতে করিতে আরও এক বৎসর অতিবাহিত হইল। এইরূপে একে একে তিন বৎসর অতীত হইলে রাজা বোধিসত্ত্বের নিকটে গিয়া বলিলেন, "এই একশত নামের মধ্যে আপনার কন্যার নাম বোধ হয় অমুকটী হইবে।" কিন্তু বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "না, মহারাজ, আপনি এখনও জানিতে

পারেন নাই।" "তবে এখন আমি প্রস্থান করি" বলিয়া রাজা বোধিসত্ত্বকে প্রণিপাতপূর্ব্বক যাত্রা করিলেন। আশঙ্কাকুমারী পূর্ব্ববৎ স্ফাটিক বাতায়নের নিকটে ছিল। রাজা তাহাকে বলিলেন, "তুমি থাক, আমি চলিলাম।" কুমারী জিজ্ঞাসিল, "কেন মহারাজ?" "তুমি কেবল বাক্য দ্বারাই আমাকে তৃপ্ত করিতেছ, প্রণয় দ্বারা নহে, তোমার মধুর বচনে আকৃষ্ট হইয়া এখানে আমি তিন বৎসর অতিবাহিত করিয়াছি, এখন প্রস্থান করিব।

তুষিলে আমায় বলি মধুর বচন,
কার্য্যে তব সন্তোষের না দেখি কারণ।
কুরুণ্ডক মালা,* যার বর্ণ সমুজ্জ্বল,
গন্ধহীন বলি তার হয় কিবা ফল?

মিত্রভাবন্ধন শুধু সুমিষ্ট বচনে
স্থায়ী নাহি হয় কভু শুন, বরাননে।
সুখভোগ হয় নাক কেবল কথায়;
মিত্র যে, তাহারে ভালবাসা দিতে হয়।

প্রকৃত করিবে যাহা, বলিবে তাহাই,
করিবে না যাহা, তাহা বলিতেও নাই।
করিবে না, তবু মুখে করিব যে বলে,
ঘৃণা করে সেই জনে পণ্ডিত সকলে।

সেনাবল এতদিনে হইয়াছে ক্ষয়,
পাথেয় ফুরায়ে গেছে এ আশঙ্কা হয়,
প্রাণও বুঝি যায় কবে, হায়, সে কারণ,
সময় থাকিতে আমি করিব গমন।

রাজার কথা শুনিয়া আশঙ্কাকুমারী বলিল, "মহারাজ, আপনি ত আমার নাম জানেন? এইমাত্র না তাহা উচ্চারণ করিলেন। এখন পিতার নিকট গিয়া আমার নাম বলুন এবং আমাকে লইয়া চলুন।

বলিলে যে নাম, সেই নাম আমি ধরি।
বল গে পিতারে, মুনিবরে, এবে,
বল, মহারাজ, বল গিয়া ত্বরা করি।"

তখন রাজা বোধিসত্ত্বের নিকটে গিয়া তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক বলিলেন, "ভদন্ত, আপনার কন্যার নাম আশঙ্কা।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "আপনি যখন তাহার নাম জানিয়াছেন তদবধি সে আপনার হইয়াছে। আপনি তাহাকে লইয়া যান।" এই অনুমতি পাইয়া রাজা মহাসত্ত্বকে প্রণাম করিয়া স্ফাটিক বিমানের দ্বারে গমন করিলেন, এবং বলিলেন, "ভদ্রে, এখন এস, তোমার পিতা তোমাকে আমায় দান করিয়াছেন।" আশঙ্কা বলিল, "থাকুন মহারাজ, আমিও গিয়া পিতার নিকট বিদায় লইব।" অনন্তর সে স্ফাটিক প্রাসাদ হইতে অবতরণপূর্ব্বক মহাসত্ত্বকে বন্দনা করিল, "যদি কখনও কোন দোষ করিয়া থাকি তাহা ক্ষমা করিবেন" বলিয়া কাঁদিতে লাগিল এবং রাজার নিকটে ফিরিয়া গেল। রাজা তাহাকে লইয়া বারাণসীতে গমন করিলেন, এবং বহু পুত্রকন্যা লাভ করিয়া তাহার সহিত পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন। এদিকে বোধিসত্ত্ব ধ্যানবল অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ব্রহ্মলোকে জন্মলাভ করিলেন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—তখন এই ভিক্ষুর পত্নী ছিল আশঙ্কাকুমারী এই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু ছিল সেই রাজা এবং আমি ছিলাম সেই তাপস।]

---

* কুরুণ্ডক [illegible] ইংরাজীতে [illegible]

৩৮১—মৃগালোপ-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে, এক অবাধ্য ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। শাস্তা সেই ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে, তুমি নাকি বড় অবাধ্য?" সে উত্তর দিল, "হাঁ, ভদন্ত।" "দেখ, কেবল এ জন্মে নহে, পূর্ব্বেও তুমি অবাধ্য ছিলে এবং সেই অবাধ্যতার জন্য পণ্ডিতদিগের উপদেশ পালন না করিয়া প্রাণ হারাইয়াছিলে।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব গৃধ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার নাম হইয়াছিল 'অপরান্ন'।* তিনি গৃধ্রগণপরিবৃত হইয়া গৃধ্রকূট পর্ব্বতে বাস করিতেন। তাঁহার মৃগালোপ নামক পুত্র বিলক্ষণ বলশালী ছিল। অন্য গৃধ্রেরা যত উর্দ্ধে উড়িতে পারিত, মৃগালোপ সে সীমাও অতিক্রম করিয়া যাইত। গৃধ্রেরা গৃধ্ররাজকে জানাইল, "আপনার পুত্র অতি উচ্চে উড়িয়া থাকে।" গৃধ্ররাজ পুত্রকে ডাকাইয়া বলিলেন, "তুমি নাকি অতি উচ্চে উড়িয়া থাক। অতি উচ্চে উড়িতে গেলে তোমার প্রাণ বিনাশ হইবে।

নিরাপদ্ নহে, বৎস, এই তব আচরণ;
অত উর্দ্ধে শকুনেরা করে না ক বিচরণ।

পৃথিবী যেখান হ'তে হইবে প্রতীয়মান
চতুষ্কোণ একখণ্ড কৃষ্ট ক্ষেত্রের সমান।
ফিরিবে সেখান হতে, এই যেন থাকে মনে;
উঠিও [illegible]

পূর্ব্বেও বিহঙ্গ কত করেছিল উড্ডয়ন
দর্পভরে স্বাভাবিক সীমার করি লঙ্ঘন;
বায়ুবেগে প্রাণনাশ হয়েছিল সবাকার;
তাই বলি অত উর্দ্ধে উঠিও না, বাছা, আর।

মৃগালোপ উপদেশের অবাধ্য ছিল; সে পিতার বাক্যে কর্ণপাত করিল না; সে উর্দ্ধ হইতে উর্দ্ধতর অন্তরীক্ষে উড়িতে লাগিল; তাহার পিতা যে সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা অতিক্রম করিয়া গেল; যে পথে কালবাত † প্রবাহিত হয় তাহাও ভেদ করিয়া গেল; শেষে সে বৈরম্ভ বাতের অভিমুখে উপস্থিত হইল। কিন্তু সে যেমন বৈরম্ভবাতাহত হইল, অমনি তাহার শরীর খণ্ডে খণ্ডে ছিন্ন হইয়া আকাশেই লীন হইয়া গেল।

[অনন্তর শাস্তা অভিসম্বুদ্ধ হইয়া তিনটী গাথা বলিলেন:—

বৃদ্ধ পিতা অপরান্ন, না শুনি বচন তাঁর
গেল কালবাত ভেদি বৈরম্ভের অধিকার।
পুত্র, দারা, অনুজীবী ছিল তার আর যত
অবাধ্যতা দোষে তারা সকলেই হল হত॥‡

---

* অপরান্ন, এখানে গৃধ্রের নাম। পালিভাষায় ইহাতে দিন, মুহূর্ত প্রভৃতি কতিপয় সময়ও বুঝায়।

† অন্তরীক্ষমণ্ডলের একটী বায়ুপ্রবাহের নাম। সংস্কৃত সাহিত্যেও প্রবাহ, আবহ, সংবহ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বায়ুর নাম দেখা যায়।

‡ শুধু ইহাদিগকেও সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল এইরূপ বুঝিতে হইবে। বস্তুতঃ সকলেই 'হল হত,' ইহার পরিবর্ত্তে 'পড়িল বিপদে কত', এইরূপ পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারে।

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের কন্যা শ্রী, এই দুইজন বহু গন্ধ মাল্য লইয়া কেলি করিবার জন্য অনবতপ্ত হ্রদে গিয়াছিলেন। ঐ হ্রদে স্নানের জন্য বহু তীর্থ আছে;—বুদ্ধগণ বুদ্ধতীর্থে, প্রত্যেকবুদ্ধগণ প্রত্যেক বুদ্ধতীর্থে, ভিক্ষুরা ভিক্ষুতীর্থে, তপস্বীরা তাপসতীর্থে, চতুর্মহারাজিকাদি ষড়্‌বিধ কামস্বর্গের দেবপুত্রগণ দেবপুত্রতীর্থে এবং দেবকন্যাগণ দেবদুহিতৃতীর্থে স্নান করিয়া থাকেন। শ্রী ও কালকর্ণী সেখানে গিয়া 'আমি প্রথমে স্নান করিব,' 'আমি প্রথমে স্নান করিব' বলিয়া কলহ আরম্ভ করিলেন। কালকর্ণী বলিলেন, "আমি জগৎ শাসন করি, অতএব আমি অগ্রে স্নান করিবার উপযুক্ত।" শ্রী বলিলেন, "আমি মহাজনদিগের ঐশ্বর্য্যদায়ক পথের প্রদর্শিকা; অতএব আমি প্রথমে স্নান করিবার যোগ্য।" অনন্তর দুই জনেই বলিলেন, 'আমাদের মধ্যে কে অগ্রে স্নান করিবার যোগ্য, তাহা মহারাজচতুষ্টয় জানিবেন।" তদনুসারে তাঁহারা মহারাজদিগের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাদের মধ্যে কে প্রথমে স্নান করিবার যোগ্য?" ধৃতরাষ্ট্র ও বিরূপাক্ষ উত্তর দিলেন, "আমাদের ইহা বিচার করিবার সাধ্য নাই।" তাঁহারা বিরূঢ় ও বৈশ্রবণের উপর বিচারের ভার দিলেন। তাঁহারাও বলিলেন, "আমরা অসমর্থ; তোমাদিগকে স্বামিপাদমূলে পাঠাইতেছি।" ইহা বলিয়া তাহারা কন্যাদ্বয়কে শক্রের নিকট প্রেরণ করিলেন।

শক্র তাঁহাদের কথা শুনিয়া ভাবিলেন, "এই দুইজন আমার অনুচরদিগের কন্যা; আমি এই বিবাদের বিচার করিতে পারি না।" তিনি বলিলেন, "বারাণসীতে শুচিপরিবার-নামক এক শ্রেষ্ঠী আছেন; তাঁহার গৃহে এক অনুচ্ছিষ্ট আসন ও এক অনুচ্ছিষ্ট শয্যা থাকে; যে ঐ আসনে উপবেশন ও ঐ শয্যায় শয়ন করিতে পারিবে, সেই অগ্রে স্নান করিতে উপযুক্ত হইবে।" ইহা শুনিয়া কালকর্ণী তৎক্ষণাৎ নীলবস্ত্র পরিধান, নীলবিলেপনে অঙ্গলেপন ও নীলমণিময় অলঙ্কার ধারণ করিয়া যন্ত্রনিক্ষিপ্ত পাষাণখণ্ডবৎ অতিবেগে দেবলোক হইতে অবতরণপূর্ব্বক মধ্যযামে শ্রেষ্ঠিভবনের উপস্থানদ্বারে শয্যার অবিদূরে নীলরশ্মি বিকিরণ করিতে করিতে আকাশে আসীনা হইলেন। শ্রেষ্ঠী চক্ষু উন্মেলন করিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন, এবং দেখিয়াই তাঁহাকে অতি অপ্রিয়া ও কুরূপা বলিয়া স্থির করিলেন। তিনি তাঁহার সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইয়া প্রথম গাথা বলিলেন :—

> কৃষ্ণবর্ণা, কুরূপা কে বসিয়া ওখানে ? কার কন্যা তুমি বল, জানিব কেমনে ?

ইহা শুনিয়া কালকর্ণী দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :—

> বিরূপাক্ষ সুতা আমি, কালকর্ণী নাম,
> অলক্ষ্মী, প্রচণ্ডা বড়, শুন শ্রেষ্ঠিবর;
> তোমার নিকট মাগি থাকিবার স্থান;
> করিব এখানে আমি বাস নিরন্তর।

তখন বোধিসত্ত্ব তৃতীয় গাথা বলিলেন :—

> কিরূপ চরিত্র দেখি, কিরূপ আচার, লোকের নিকট হয় বসতি তোমার?
> শুনিয়া উত্তর আমি করিব নির্ণয় প্রার্থনা তোমার পূর্ণ করা কি না যায়।

ইহা শুনিয়া কালকর্ণী নিজের গুণবর্ণনার জন্য চতুর্থ গাথা বলিলেন :—

> ভণ্ড, ধূর্ত্ত, ঈর্ষ্যী, ক্রোধন, মৎসরী, ইন্দ্রিয়ের যারা দাস,
> এরা মিত্র মম; হয় ইহাদের প্রলক্ষ অর্থের নাশ।

অতঃপর কালকর্ণী পঞ্চম, ষষ্ঠ এবং সপ্তম গাথাও বলিলেন :—

ক্রোধন অশান্ত, পরপরীবাদ রত
নিন্দক, নিষ্ঠুর লোক ধর্ম্মাধর্ম্মে যত
প্রিয়তর এরা মোর জানিবে সতত।

অদ্য কিংবা কল্য কোন কার্য্য সম্পাদন   করিলে নিশ্চয় হ'বে উন্নতিসাধন
যে জন না জানে ইহা, উপদেশ দানে   উপজে যাহার ক্রোধ পূজ্যে নাহি মানে

ইন্দ্রিয়ের বশীভূত ঘৃণার ভাজন   সকল মিত্রের কাছে হয় যেই জন
সেই মম প্রিয়পাত্র আশ্রয়ে তাহার   অসুখের লেশমাত্র থাকে না আমার।

ইহা শুনিয়া মহাসত্ত্ব অষ্টম গাথা দ্বারা তাঁহাকে তিরস্কার করিলেন :—

ছাড়ি যাও কালি তুমি ত্বরা এই স্থান   আমাতে এ সব গুণ নাই বিদ্যমান।
আছে অন্য কত গ্রাম নিগম নগর   সেথায় গে সে সব স্থানে মনোমত বর।

ইহাতে কালকর্ণী মনে কষ্ট পাইলেন এবং পরবর্ত্তী গাথা বলিলেন :—

আমিও তোমার জানি মনের মতন   কোন গুণ নাই তব জানি বিলক্ষণ।
লক্ষ্মীছাড়া মানুষের নাহিক অভাব   অর্জ্জে যার কু উপায়ে প্রচুর বিভব।
আমি আর দেবনাম্মী সোদর আমার   উভয়ে সে বিত্ত মোরা করি ছারখার।
কাজ কি তোমার সেই আসন শয্যায়?   এর চেয়ে বেশী পাব অন্যত্র নিশ্চয়।

কালকর্ণী প্রস্থান করিলে দেবকন্যা শ্রী সুবর্ণবর্ণ বস্ত্র পরিধান করিয়া সুবর্ণবর্ণের বিলেপন মাখিয়া এবং সুবর্ণসদৃশ অলঙ্কার ধারণ করিয়া উপস্থানদ্বারে পীতরশ্মি বিকিরণ করিতে করিতে সমভূমিতে সমপাদে, সগৌরবভাবে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া মহাসত্ত্ব প্রথম গাথা বলিলেন :—

দিব্যবর্ণে দশদিক উদ্ভাস করিয়া   ভূতলে সুন্দরভাবে কোথা দাঁড়াইয়া?
কে তুমি, কাহার কন্যা বল শুভাননে।   পরিচয় দাও আমি জানিব কেমনে?

ইহা শুনিয়া শ্রী বলিলেন :—

অপার ঐশ্বর্য্যশালী ধৃতরাষ্ট্র নাম   মহারাজ [illegible] এই মহাধাম।
আমি তাঁর কন্যা। এই বিশ্ব পরিচয়   শ্রী নামে আমারেই লোকে জানিও নিশ্চয়।
বহুপ্রজ্ঞা বলি খ্যাত আমাতে সবাই   [illegible]
বাস হেতু স্থান দাও ওহে [illegible]   থাকিব তোমার সঙ্গে আমি নিরন্তর।

ইহার পর শ্রেষ্ঠী জিজ্ঞাসা করিলেন,

কিরূপ চরিত্র দেখি কিরূপ আ[illegible],
[illegible]
[illegible]
[illegible]

শ্রী উত্তর দিলেন :—

[illegible]
[illegible]

অক্রোধন, মিত্রবান্, ত্যাগী, শীলপরায়ণ ; কুটিলতা জানে না কেমন,
সাধুপথে চরি সদা অর্জ্জে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ; মৈত্রীভাবে পূর্ণ যার মন,
বচনে অমৃত ক্ষরে ঐশ্বর্য্যে নম্রতা ধরে, গৃহে হেন সুশীল জনের
বিপুলা হইয়া থাকি ; ঊর্ম্মিমালা প্রতিভাত হয় যথা বক্ষে সাগরের

মিত্রামিত্র, উচ্চকক্ষ, সমকক্ষ, নীচকক্ষ, পরোক্ষে বা প্রত্যক্ষে যে জন
হিত কি অহিত করে— সমভাবে সবে দেখে ; মুখে কটু সরে না বচন,
সকলে সমান প্রীতি এরূপে দেখায় যারা, প্রিয় তারা হয় মোর অতি,
ইহকালে পরকালে তাদের সংস্পর্শে থাকি চিরদিন করি হে বসতি।

কিন্তু যদি কেহ মোরে লভি ভাবে গর্ব্বভরে শ্রী আমার বান্ধা আছে ঘরে,
উক্ত কোন গুণ ত্যাগ করি সে বিশ্বাসভরে কুপথেতে বিচরণ করে,

নরককুণ্ডের তুল্য ভাবি আমি সে মূর্খেরে, অবিলম্বে তাজি তারে যাই ;
পাপের সংস্পর্শ যেথা, শ্রী কি কভু থাকে সেথা ? শুধু পুণ্যশীলে আমি চাই।
নিজ কর্ম্মবলে হয় লক্ষ্মী বা অলক্ষ্মী লাভ ; এই রীতি সর্ব্বত্র জগতে।
লক্ষ্মীবান্, লক্ষ্মীছাড়া একে কভু অপরেরে করিতে না পারে কোন মতে।

মহাসত্ত্ব শ্রীদেবীর এই বাক্য শুনিয়া অতিমাত্র আনন্দিত হইলেন এবং বলিলেন, "এই অনুচ্ছিষ্ট আসন ও শয্যা আপনারই উপযুক্ত ; আপনি উপবেশন ও শয়ন করুন।" শ্রী সেখানে থাকিলেন এবং পর দিন প্রত্যূষকালে নিষ্ক্রান্ত হইয়া চতুর্ম্মহারাজিক দেবলোকে গমনপূর্ব্বক অনবতপ্ত হ্রদে অগ্রে স্নান করিলেন। শ্রেষ্ঠিগৃহের সেই শয্যা শ্রীদেবীকর্ত্তৃক পরিভুক্ত হইয়াছিল বলিয়া "শ্রীশয়ন" নামে অভিহিত হইল। শ্রীশয়নের এইরূপেই উৎপত্তি হইয়াছিল এবং এই জন্যই এখনও লোকের গৃহে লক্ষ্মীর জন্য যে শয্যা থাকে, তাহাকে শ্রীশয়ন বলে।*

[সমবধান—তখন উৎপলবর্ণা ছিলেন শ্রীদেবী এবং আমি ছিলাম সেই শুচিপরিবার শ্রেষ্ঠী।]

☞ দেবীদ্বয়ের বিবাদসম্বন্ধে এই জাতকের সহিত সুধাভোজন-জাতক (৫৩৫) তুলনীয়। কিন্তু শেষোক্ত জাতকে শ্রীকেও নানা দোষযুক্ত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

৩৮৩—কুক্কুট-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এক উৎকণ্ঠিত ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। "তোমার উৎকণ্ঠার কারণ কি", শাস্তা এই কথা জিজ্ঞাসিলে ঐ ভিক্ষু উত্তর দিয়াছিলেন, "এক অলঙ্কৃতা রমণীকে দেখিয়া কামক্লিষ্ট হইয়াছি ভদন্ত।" ইহাতে শাস্তা বলিয়াছিলেন "দেখ, রমণীরা বিড়ালীর ন্যায়, তাহারা বঞ্চনা করিয়া ও প্রলোভন দেখাইয়া পুরুষকে প্রথমে আপনার বশে লয়, শেষে তাহার বিনাশ করে।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব কোন বনে কুক্কুটযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বহু শত কুক্কুটপরিবৃত হইয়া বাস করিতেন। তাঁহার অদূরে এক বিড়ালী বাস করিত। সে বোধিসত্ত্ব ব্যতীত অন্য কুক্কুটদিগকে বঞ্চনা করিয়া ভক্ষণ করিত। বোধিসত্ত্ব তাহার কাছে নিজেকে ধরা দেন নাই। ইহাতে বিড়ালী ভাবিল, 'এই কুক্কুট অত্যন্ত শঠ ; কিন্তু এ আমার শঠতা ও উপায়কুশলতা জানে না ; আমি তোমার ভার্য্যা হইব, এই কথা বলিয়া

* আমাদের গৃহে লক্ষ্মীর কৌটা, লক্ষ্মীর ঝাঁপি ইত্যাদি থাকে ; লক্ষ্মীর শয্যা কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

ইহাকে প্রলোভন দেখাইয়া নিজের বশে আনিতে ও খাইতে হইবে।' ইহা স্থির করিয়া সে, বোধিসত্ত্ব যে বৃক্ষে বসিয়াছিলেন, তাহার গোড়ায় গিয়া তাঁহার রূপ বর্ণনাপূর্ব্বক নিম্নলিখিত গাথায় যাচ্ঞা করিল :—

চিত্রপত্রে আচ্ছাদিত সর্ব্বাঙ্গ তোমার, শিরে প্রলম্বিত চূড়া অতি চমৎকার!
হইব তোমার ভার্য্যা এই সাধ মনে এস ত্বরা করি, মোরে লভ বিনা পণে।

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, 'এই বিড়ালী আমার সমস্ত জ্ঞাতিজন ভক্ষণ করিয়াছে, এখন প্রলোভন দেখাইয়া আমাকেও খাইতে চায়, ইহাকে তাড়াইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।' এইরূপ স্থির করিয়া তিনি দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :

তুমি মনোরমে হও চতুষ্পদ প্রাণী, দ্বিপদ আমরা সবে জানত কল্যাণি!
মৃগীসনে বিহঙ্গের বিবাহ বন্ধন সম্ভব না, কর অন্যে পতিত্বে বরণ।

বিড়ালী ভাবিল, 'কুক্কুটটা দেখিতেছি অতীব শঠ, যাহা হউক, ইহাকে যে কোন উপায়ে প্রতারিত করিয়া খাইবই খাইব।' ইহার পর সে তৃতীয় গাথা বলিল :—

বিশুদ্ধা কুমারী আমি এ রূপ যৌবন করিব, বিহগরাজ, তোমায় অর্পণ।
মিষ্ট ভাষে বসি পাশে তুষিব তোমায়, ধর্ম্মপত্নী বলি তুমি লওহে আমায়।
কিংবা যদি ইচ্ছা হয়, করহ প্রচার, আজ হতে দাসী আমি হইব তোমার।

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, 'এ আপদ্‌কে তিরস্কার করিয়া দূর করিতে হইবে।' অনন্তর তিনি চতুর্থ গাথা বলিলেন :—

শকুন খাদিনী তুমি রক্ত কর পান লুকাইয়া বধ নিত্য কুক্কুটের প্রাণ,
ধর্ম্মপত্নী হবে বলি পতিত্বে আমায় এসেছ বরিতে, ইহা ভাবা নাহি যায়।

ইহা শুনিয়া বিড়ালী পলায়ন করিল, সে দিকে আর ফিরিয়াও তাকাইল না।

[অতঃপর শাস্তা অভিসম্বুদ্ধ হইয়া তিনটী গাথা বলিলেন :—

চতুরা রমণী যদি দরশন করে রূপগুণযুত কোন পুরুষপ্রবরে
ভুলায় তাহারে বলি মধুর বচন, বিড়ালী বলিয়াছিল কুক্কুটে যেমন।

আকাস্মিক বিপদের প্রতিকারোপায় যেনা পারে নির্দ্ধারিতে অবিলম্বে, হায়
নিশ্চয় পড়িবে সেই শত্রুর কবলে, পাইবে যাতনা মুহু অনুতাপানলে।*

আকস্মিক বিপদ্ হইলে উপস্থিত প্রত্যুৎপন্নমতি করে উপায় বিহিত,
শত্রুর কবলে তার না হয় পতন, না পড়ে বিড়ালীগ্রাসে কুক্কুট যেমন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন তাহা শুনিয়া সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—তখন আমিই ছিলাম সেই কুক্কুটরাজ।]

☞ ৪৪৮ সংখ্যক জাতকের আখ্যায়িকাও প্রায় এইরূপ। সেখানে দেখা যায় একটা উদ্বিড়ালী একটা কুক্কুটকে কুহকপাশে আনিবার চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু কুক্কুটের বন্ধু এক কুক্কুর উদ্বিড়ালীটাকে মারিয়া ফেলিয়াছিল।

বিহুত স্তূপে এই জাতক প্রস্তরে উৎকীর্ণ আছে, তাহা দেখিলে মনে হয় যে বাহিকাটির মুখে সম্ভবতঃ অন্তত একটা পাত্র ছিল

---

* এই গাথা এবং পরবর্তী গাথার অধিকাংশ ৩০৮ম জাতক হইতে লওয়া, দেখা যায়।

৩৮৪ ধর্ম্মধ্বজ-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি-কালে এক ভণ্ড ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। শাস্তা ভিক্ষুদিগকে বলিলেন, "এ ব্যক্তি কেবল এখন নহে পূর্ব্বেও ভণ্ড ছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব পক্ষিযোনিতে জন্মগ্রহণ-পূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পর পক্ষিগণপরিবৃত হইয়া সমুদ্রমধ্যস্থ এক দ্বীপে বাস করিতেন। একদা কাশীরাজ্যবাসী কতিপয় বণিক্ একটা দিশা কাক * সঙ্গে লইয়া নৌকারোহণে সমুদ্র-যাত্রা করিয়াছিল। সমুদ্র-মধ্যে তাহাদের পোত-ভঙ্গ হইল। কাক ঐ দ্বীপে গিয়া ভাবিল, 'এখানে দেখিতেছি বহু পক্ষী আছে; আমাকে ভণ্ডামি করিয়া ইহাদের অণ্ড ও শাবকগুলি খাইতে হইবে।' সে পক্ষিসমূহের মধ্যে অবতরণপূর্ব্বক নিজের মুখ বিস্তার করিয়া ও একপদে ভর দিয়া ভূতলে দাঁড়াইল। পক্ষীরা জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে?" সে উত্তর দিল "আমার নাম ধার্ম্মিক।" "এক পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া আছ কেন?" আমি দ্বিতীয় পাদ নিক্ষেপ করিলে পৃথিবী সে ভার ধারণ করিতে পারিবে না।" "হাঁ করিয়া আছ কেন?" "আমি অন্য কোন আহার গ্রহণ করি না; কেবল বায়ু পান করি।" এইরূপ বলিয়া সে পক্ষীদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিল, "আমি তোমাদিগকে উপদেশ দিতেছি; শ্রবণ কর।" অনন্তর তাহাদের উপদেশার্থ সে প্রথম গাথা বলিল :—

> শুন মোর উপদেশ, জ্ঞাতি-বন্ধুগণ, ধর্ম্মপথে অপ্রমাদে কর বিচরণ।
> করহ ধর্ম্মের সেবা, হইবে কল্যাণ। ধার্ম্মিকেরা ইহলোকে সদা সুখ পান।

কাক যে তাহাদের অণ্ড খাইবার অভিপ্রায়ে কুহক করিয়া এইরূপ বলিতেছে, পক্ষীরা তাহা বুঝিতে পারিল না; তাহারা কাকের প্রশংসার্থ দ্বিতীয় গাথা বলিল :—

> ভদ্র, ধর্ম্মপরায়ণ এ বিহগবর, রহিয়াছে এক পদে করিয়া নির্ভর;
> করিতেছে, আমাদের হিতের কারণ, বড়ই মধুর ভাবে ধর্ম্মের দেশন।

শকুনেরা এইরূপে উক্ত দুঃশীল কাকের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "প্রভু, আপনি অন্য খাদ্য গ্রহণ করেন না, কেবল বায়ু ভক্ষণ করিয়া থাকেন। অতএব আমাদের অণ্ড ও শাবকগুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।" ইহা বলিয়া তাহারা চরায় যাইতে লাগিল। কাকও, তাহারা চরায় গেলে, পেট পূরিয়া অণ্ড ও শাবক খাইতে আরম্ভ করিল। তাহাদের যখন ফিরিবার সময় হইত, তখন সে শান্তশিষ্ট ভাবে মুখ ব্যাদান করিয়া ও একপদে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত। পক্ষীরা প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শাবকগুলি দেখিতে পাইত না; তাহারা "কে আমাদের শাবক খাইয়াছে" বলিয়া মহাশব্দে বিরাব করিত। সেই কাককে পরমধার্ম্মিক ভাবিয়া তাহারা কিন্তু এ সম্বন্ধে তাহাকে কোন সন্দেহ করিত না।

অনন্তর একদিন মহাসত্ত্ব চিন্তা করিতে লাগিলেন, "ইতঃপূর্ব্বে ত আমাদের কোন বিঘ্ন ছিল না; কিন্তু যে দিন এই কাক আসিয়াছে, সেই দিন হইতেই বিঘ্ন ঘটিতেছে। ইহাকে একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইতেছে।" ইহা স্থির করিয়া একদিন তিনি অন্যান্য পক্ষীর সহিত চরায় গেলেন এইরূপ দেখাইয়া পথ হইতে ফিরিলেন এবং এক নিভৃত স্থানে লুকাইয়া রহিলেন।

---

* মূলে 'দিসা কাক' এই শব্দ আছে। বাবের জাতকেও (৩৩৯) এই শব্দ দেখা যায়। এ সম্বন্ধে দ্বিতীয় খণ্ডের ২১/০ পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য।

এদিকে কাক, পাখীগুলা চরায় গিয়াছে ইহা ভাবিয়া নিঃশঙ্কমনে আসন হইতে উঠিল তাহাদের নীড়ে গিয়া অণ্ড ও শাবক উদরস্থ করিল এবং ফিরিয়া গিয়া মুখব্যাদান পূর্ব্বক একপদে দাঁড়াইয়া রহিল। অনন্তর পক্ষীরা যখন ফিরিয়া আসিল, তখন বোধিসত্ত্ব সকলকে সেইস্থানে সমবেত করিয়া বলিলেন, "কে আমাদের শাবকগুলির বিঘ্ন ঘটাইতেছে, ইহা অনুসন্ধান করিতে গিয়া আমি অদ্য স্বচক্ষে পাপ কাককেই শাবক খাইতে দেখিয়াছি। অতএব এস, আমরা আপদ্‌টাকে ধরিয়া ফেলি।" ইহা বলিয়া তিনি সমস্ত পক্ষী আনয়নপূর্ব্বক কাকটাকে বেষ্টন করিয়া ফেলিলেন এবং আদেশ দিলেন যে, কাক পলায়ন করিলেও যেন উহাকে পুনর্ব্বার ধরা হয়। অনন্তর তিনি শেষ গাথাগুলি বলিলেন :—

> জাননা চরিত এর, সেহেতু ইহার প্রশংসা ধরনা মুখে তোমা সবাকার।
> মুখে বলে ধর্ম্ম, ধর্ম্ম, শুধু আমাদের অণ্ড ও শাবকে পেট পুরিতে নিজের।
>
> মুখে বলে একরূপ, কাজে করে আর; বাক্যে আছে কার্য্যে নাই ধরম ইহার।
>
> বদনে মধুরবাণী, মনের ভিতর প্রবেশিতে দুরাত্মার সাধ্য নাহি কার।
> কুপশায়ী কৃষ্ণসর্প এই পাপাশয়, ধর্ম্মধ্বজ শুধু পল্লীগ্রামে সাধু হয়।
> সরল পল্লীর লোক, সাধ্য কি তাদের দুর্জ্জের প্রবৃত্তি জানে হেন পামরের?
>
> তুণ্ডপক্ষপদাঘাতে বধ দুরাত্মারে থাকিতে সংসর্গে এর কেহ নাহি পারে।

এইরূপ বলিয়া শকুনরাজ নিজেই এক লম্ফে কাকের মস্তকে পড়িয়া তুণ্ডাঘাত করিলেন, তখন অন্য পক্ষীরাও তুণ্ড, পাদ ও পক্ষদ্বারা প্রহারে প্রবৃত্ত হইল এবং ধূর্ত্ত কাক তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিল।

[সমবধান—তখন এই কুহকী ভিক্ষু ছিল সেই কাক এবং আমি ছিলাম সেই শকুনরাজ।]

☞ এই গল্পের সহিত হিতোপদেশ বর্ণিত বিড়ালতপস্বী ও জরদ্গব গৃধ্রের গল্প তুলনীয়।

৩৮৫—নন্দিকমৃগ-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি কালে এক মাতৃপোষক ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। শাস্তা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিহে ভিক্ষু তুমি গৃহীদিগের ভরণপোষণ কর ইহা সত্য কি?" "হাঁ প্রভু, ইহা সত্য।" "তাঁহারা তোমার কে হন?" "তাঁহারা আমার মাতাপিতা।" "সাধু, ভিক্ষু, সাধু। প্রাচীন পণ্ডিতেরা তির্য্যগ্‌যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াও মাতাপিতার জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন।" ইহা বলিয়া শাস্তা সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে কোশলরাজ্যে সাকেত নগরে কোশলরাজ রাজত্ব করিতেন। তখন বোধিসত্ত্ব মৃগযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তাঁহার নাম হইয়াছিল 'নন্দিক মৃগ'। তিনি শীলাচারসম্পন্ন ছিলেন এবং মাতাপিতার পোষণ করিতেন।

কোশলরাজ তখন বড় মৃগয়াসক্ত ছিলেন; তিনি প্রজাদিগকে কৃষিকার্য্যাদি করিবার অবসর দিতেন না, প্রতিদিন বহুজনপরিবৃত হইয়া মৃগয়ায় যাইতেন। একদিন প্রজারা সভা করিয়া প্রস্তাব করিল, "মহাশয়গণ, রাজা আমাদের কাজকর্ম্ম নষ্ট করিতেছেন এবং গৃহস্থালী উচ্ছিন্ন করিতেছেন। আমরা যদি অঞ্জনবনোদ্যানটী ঘিরিয়া, তাহাতে একটা দরজা রাখি, ভিতরে পুকুর কাটি, ঘাস রুই, লাঠি, মুগুর ইত্যাদি হাতে লইয়া বনে যাই, সেখানকার সমস্ত মৃগ

আঘাত করিয়া মৃগগুলা বাহির করি, লোকে যেমন গরুর পাল বাথানে লইয়া যায় সেই রূপে মৃগদিগকে ঘিরিয়া উদ্যানের ভিতর তাড়াইয়া আনি, এবং দরজা বন্ধ করিয়া রাজাকে সংবাদ দিই, তাহা হইলে কেমন হয়? তাহা হইলে, বোধ হয়, আমরা আপন আপন কাজকর্ম্ম করিবার অবসর পাইব।" সকলেই এই মন্ত্রণায় সায় দিয়া বলিল, "ইহাই আমাদের প্রকৃষ্ট উপায়।" অনন্তর তাহারা সকলে সমবেত হইয়া উদ্যানটীকে সাজাইল এবং বনে গিয়া প্রতিদিকে এক যোজন পরিমিত স্থান ঘিরিয়া ফেলিল। ঐ সময়ে নন্দিক তাঁহার মাতাপিতাকে লইয়া একটা ক্ষুদ্র গুল্মের ভিতর ভূমিতে শুইয়াছিলেন। লোকে ঢাল ও অস্ত্র শস্ত্র লইয়া পরস্পরের হাত ধরিয়া ঐ গুল্মটী বেষ্টন করিল এবং কেহ কেহ মৃগ খুঁজিবার জন্য গুল্মের মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহাদিগকে দেখিয়া নন্দিক স্থির করিলেন, "আজ আমাকে নিজের প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া মাতাপিতার প্রাণ রক্ষা করিতে হইবে। তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং মাতাপিতাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "মা! বাবা! এই লোকগুলা গুল্মের ভিতর আসিলে আমাদের তিন প্রাণীকেই দেখিতে পাইবে। আপনারা কেবল একটী উপায়ে জীবন রক্ষা করিতে পারেন। আপনাদের জীবন আমার জীবন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আমি আপনাদের জীবন রক্ষা করিব; লোকে যখন গুল্মে প্রহার আরম্ভ করিবে, আমি তখনই বাহির হইব; তাহারা ভাবিবে, এই ক্ষুদ্র গুল্মে কেবল একটা মৃগ ছিল। ইহা ভাবিয়া তাহারা গুল্মের ভিতর প্রবেশ করিবে না; আপনারা সাবধান হইয়া থাকিবেন।" অনন্তর তিনি মাতাপিতার নিকট ক্ষমা লইয়া গমনের জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিলেন। এদিকে লোকে গুল্মের নিকটে গিয়া গুল্মে প্রহার করিল; অমনি নন্দিক তাহা হইতে বাহির হইলেন। লোকে মনে করিল, এই গুল্মে কেবল একটা মৃগই ছিল; কাজেই তাহারা গুল্মের ভিতর প্রবেশ করিল না। নন্দিক গিয়া মৃগদিগের মধ্যে দাঁড়াইলেন।

লোকে সমস্ত মৃগ ঘিরিয়া উদ্যানের ভিতর তাড়াইয়া লইয়া গেল, দ্বার বন্ধ করিয়া রাজাকে জানাইল এবং স্ব স্ব গৃহে ফিরিয়া গেল।

তদবধি রাজা প্রতিদিন উদ্যানে গিয়া একটা মৃগ শরবিদ্ধ করিতেন এবং কখন তাহা সঙ্গে লইয়া যাইতেন, কখনও বা লোক পাঠাইয়া আনাইতেন। মৃগেরা আপন আপন বার স্থির করিয়াছিল; যাহার যখন বার আসিত, সে তখন এক পার্শ্বে গিয়া থাকিত; রাজা তাহাকে শরবিদ্ধ করিয়া লইয়া যাইতেন। নন্দিক পুষ্করিণীতে জল পান করিতেন এবং তৃণ খাইতেন; অনেক দিন তাঁহার বার উপস্থিত হয় নাই।

এইরূপে বহুকাল অতীত হইল। অনন্তর নন্দিককে দেখিবার জন্য তাঁহার মাতা পিতার বড় ইচ্ছা হইল। তাঁহারা ভাবিতে লাগিলেন, 'আমাদের পুত্র নন্দিক মৃগরাজ নাগবলসম্পন্ন এবং বীর্য্যবান্; সে যদি জীবিত থাকে, তাহা হইলে নিশ্চিত বৃতি লঙ্ঘন করিয়া আমাদিগকে দেখিবার জন্য আসিবে। তাহাকে বার্তা প্রেরণ করিয়া দেখি।' ইহা স্থির করিয়া তাঁহারা পথের নিকট গিয়া রহিলেন এবং এক ব্রাহ্মণকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর্য্য, আপনি কোথায় যাইতেছেন।" ব্রাহ্মণ উত্তর দিলেন, "সাকেতে।" তখন পুত্রের নিকট সংবাদ পাঠাইবার উদ্দেশ্যে তাঁহারা প্রথম গাথা বলিলেন :—

সাকেত নগরে, বিপ্র, হয় যদি তোমার গমন,
যাইবে অঞ্জনবনে, আছে যেথা মোদের নন্দন
নন্দিক নামেতে মৃগ; দয়া করি বলিবে তাহায়,
বৃদ্ধ তোর মাতা পিতা, বাছা, তোরে দেখিবারে চায়।

'বেশ, বলিব" এই আশ্বাস দিয়া ব্রাহ্মণ সাকেতে গেলেন এবং পর দিনই উদ্যানে প্রবেশ করিয়া 'নন্দিক মৃগ কে" এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। নন্দিক তাঁহার সমীপে গিয়া বলিলেন, "আমি নন্দিক।" ব্রাহ্মণ তাঁহাকে তাঁহার মাতাপিতার ইচ্ছা জানাইলেন। তাহা শুনিয়া নন্দিক বলিলেন, "ব্রাহ্মণ, আমি যাইতে পারি, বৃতি লঙ্ঘন করিয়াও যাইতে পারি, কিন্তু আমি রাজদত্ত পানভোজনাদি ভোগ করিয়াছি; কাজেই তাঁহার নিকট ঋণী হইয়াছি, বিশেষতঃ এই মৃগদের সঙ্গে বহুদিন একস্থানে রহিয়াছি, অতএব রাজার এবং ইহাদের কোন উপকার না করিয়া এবং নিজের বলের পরিচয় না দিয়া প্রস্থান করা সঙ্গত হইবে না। যে দিন আমার বার আসিবে, সে দিন ইহাদের সকলেরই কল্যাণসাধন করিয়া মনের সুখে ফিরিয়া যাইব।" এই অর্থ সুব্যক্ত করিবার জন্য নন্দিক দুইটী গাথা বলিলেন:—

> অন্নপান আদি বহুদ্রব্য ভোগ করেছি রাজার ঠাঁই,
> শুধু অন্ননাশ করেছি রাজার, ইহা না দেখাতে চাই।
>
> চাপহস্তে যবে আসিবেন রাজা বিঁধিতে আমায় বাণে
> সম্মুখে তাঁহার পার্শ্ব আপনার রাখিব নির্ভয়প্রাণে।
> উপজিবে সুখ তখন আমার, ঋণ হতে মুক্তি পাব,
> সে সুখের দিন আসিবে যখন পিতৃদরশনে যাব।

ব্রাহ্মণ ইহা শুনিয়া প্রত্যাগমন করিলেন। ইহার কিছুদিন পরে নন্দিকের বার উপস্থিত হইল। সে দিন রাজা বহু অনুচরসহ উদ্যানে প্রবেশ করিলেন। মহাসত্ত্ব একপার্শ্বে অবস্থিত রহিলেন। রাজা তাঁহাকে বিদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে শরাসনে শরসংযোগ করিলেন। এ অবস্থায় অন্য মৃগেরা মরণভয়ে ভীত হইয়া পলায়ন করে; কিন্তু বোধিসত্ত্ব পলায়ন করিলেন না, মৈত্রী ভাবকে সম্মুখে রাখিয়া নির্ভয়ে নিজের বিশাল পার্শ্ব রাজার দিকে ফিরাইয়া দিলেন, এবং নিশ্চিন্ত-ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। বোধিসত্ত্বের মৈত্রীভাবের প্রভাবে রাজা শরনিক্ষেপ করিতে সমর্থ হইলেন না। বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "মহারাজ, শরনিক্ষেপ করিতেছেন না কেন; উহা নিক্ষেপ করুন।" "মৃগরাজ, শর নিক্ষেপ করিতে আমার সাধ্য নাই।" "তবেই ত মহারাজ গুণবান্‌দিগের গুণ বুঝিতে পারিতেছেন।" রাজা বোধিসত্ত্বের প্রতি প্রসন্ন হইয়া ধনুক ত্যাগ করিলেন, এবং বলিলেন, "এই অচেতন তুচ্ছ ধনুকও যখন তোমার গুণ জানিতে পারিয়াছে, তখন আমি সচেতন মানুষ হইয়াও কেন জানিতে পারিব না? আমাকে ক্ষমা কর, আমি তোমায় অভয় দিতেছি।" "মহারাজ আমাকে অভয় দিলেন, কিন্তু এই উদ্যানস্থ মৃগদিগের সম্বন্ধে কি করিবেন?" "ইহাদিগকেও অভয় দিলাম।" অনন্তর, ন্যগ্রোধমৃগ-জাতকে যে রূপ বলা হইয়াছে, সেই ভাবে, সমস্ত বনচর মৃগ, আকাশচর পক্ষী এবং জলচর মৎস্যাদির জন্য রাজার নিকট অভয় গ্রহণ করিয়া এবং রাজাকে পঞ্চশীলে স্থাপিত করিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "মহারাজ, যাঁহারা রাজপদে অধিষ্ঠিত, তাঁহাদের কর্ত্তব্য যে, অগতিসমূহ পরিহার করিয়া দশরাজধর্ম্ম পালন করেন এবং অক্রোধন ভাবে যথাধর্ম্ম রাজ্য শাসন করেন।

> দান, শীল, ত্যাগ, আর্জ্জব তপঃ, মার্দ্দব,
> অক্রোধ, অহিংসা আর অবিরোধ এই সব
> কুশলদায়ক ধর্ম দেখ'ত আমাতে, তাই
> বিনয় গভীর প্রীতি, মানসিক শান্তি পাই।"

বোধিসত্ত্ব এইরূপে গাথাকারে রাজধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়া কয়েকদিন রাজার নিকট বাস করি-

লেন, তাহার পর, সমস্ত প্রাণীই যে অভয় পাইয়াছে, সুবর্ণভেরীবাদন দ্বারা নগরে সেই সংবাদ ঘোষণা করাইয়া তিনি রাজাকে অপ্রমত্তভাবে চলিতে উপদেশ দিয়া মাতাপিতাকে দেখিবার জন্য প্রস্থান করিলেন।

[চতুষ্পদ মৃগকুলে লভিয়া জনম পূর্ব্বে হয়েছিনু দেখিতে সুন্দর ;
ধরিয়া নন্দিক নাম সেবিতাম মাতা পিতা ; ছিনু আমি মৃগ কুলেশ্বর।

তখন কোশল রাজ্যে প্রাসাদের অবিদূরে অঞ্জন নামেতে ছিল বন ;
ছিল উহা নিয়োজিত রাজার আদেশক্রমে আমারই বাসের কারণ।
একদা বধিতে মোরে অধিজ্যধনুক করে, যুড়ি তাহে অতি তীক্ষ্ণ শর
প্রবেশি সে বনমাঝে বহু অনুচরসহ দেখা দিলা কোশল-ঈশ্বর।

নিষ্কম্প-হৃদয়ে তাঁর সম্মুখেতে রাখি পার্শ্ব থাকিলাম আমি দাঁড়াইয়া ;
পাইলাম বড় সুখ, হইলাম ঋণমুক্ত ; মাতৃপার্শ্বে গেলাম ছুটিয়া।

এই কয়েকটী অভিসম্বুদ্ধ গাথা।]

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই মাতৃপোষক ভিক্ষু স্রোতাপত্তি ফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—মহারাজকুলের মাতাপিতা ছিলেন তখনকার সেই মৃগমাতা ও মৃগপিতা ; সারিপুত্র ছিলেন সেই ব্রাহ্মণ, আনন্দ ছিলেন সেই রাজা এবং আমি ছিলাম সেই মৃগরাজ।]

৩৮৬-খরপুত্ত-জাতক।

[এক ভিক্ষু তাঁহার গৃহস্থাশ্রমের পত্নীর প্রলোভনে পড়িয়াছিলেন। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি-কালে এই কথা বলিয়াছিলেন। শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি প্রকৃতই উৎকণ্ঠিত হইয়াছ?" ভিক্ষু উত্তর দিলেন, "হাঁ, ভদন্ত!" "কে তোমায় উৎকণ্ঠিত করিয়াছে?" "আমার গৃহস্থাশ্রমের ভার্য্যা।" "দেখ ভিক্ষু, তোমার এই স্ত্রী অনর্থকারিকা ; পূর্ব্বেও তুমি ইহারই জন্য অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া মরিতে যাইতেছিলে ; কেবল পণ্ডিতদিগের কৃপায় তোমার জীবন রক্ষা হইয়াছিল।" ইহা বলিয়া শাস্তা সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীতে যখন সেনক রাজত্ব করিতেন, তখন বোধিসত্ত্ব শক্র ছিলেন। সেনকের সহিত তখন এক নাগরাজের সৌহার্দ্দ জন্মিয়াছিল। সেই নাগরাজ না কি নাগভবন হইতে বাহির হইয়া স্থলে খাদ্য গ্রহণ করিতেন। একদিন গ্রাম্য বালকেরা তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া "ওরে, একটা সাপ রে!" বলিয়া তাঁহাকে লোষ্ট্রাদি-নিক্ষেপণে প্রহার করিয়াছিল। রাজা সেনক তখন উদ্যানে কেলি করিতে যাইতেছিলেন ; গ্রাম্য বালকেরা কি করিতেছে, জিজ্ঞাসা করিয়া যখন শুনিলেন তাহারা একটা সাপ মারিতেছে, তখন তিনি আদেশ দিলেন, "মারিতে দিওনা ছোঁড়াগুলাকে তাড়াইয়া দাও।"

গ্রাম্য বালকেরা বিতাড়িত হইলে নাগরাজ প্রাণলাভ করিলেন, নাগভবনে প্রতিগমন পূর্ব্বক বহু রত্ন লইয়া আসিলেন, নিশীথকালে সেনকের শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে ঐ সমস্ত রত্ন দান করিলেন এবং বলিলেন, "আপনার কৃপাতেই আমার প্রাণরক্ষা হইয়াছে।" রাজার সহিত এইরূপে বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া নাগরাজ তদবধি পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে দেখিতে আসিতেন।

তিনি নাগকন্যাদিগের মধ্য হইতে এক কামপরায়ণা নাগকন্যাকে রাজার রক্ষণার্থ নিয়োজিত করিলেন এবং রাজাকে একটী মন্ত্র দিয়া বলিলেন, "যখন এই কন্যাকে দেখিতে পাইবেন না, তখন এই মন্ত্র আবৃত্তি করিবেন।"

সেনক একদিন উদ্যানে গিয়া ঐ নাগকন্যার সহিত জলকেলি করিতেছিলেন, এমন সময়ে সে একটা উদকসর্প দেখিয়া মনুষ্যবিগ্রহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাহার সহিত কুক্রিয়ায় রত হইল। রাজা তাহাকে দেখিতে না পাইয়া ভাবিলেন, 'নাগকন্যা কোথায় গেল?' অনন্তর তিনি সেই মন্ত্র আবৃত্তি করিয়া দেখিতে পাইলেন, সে কুক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। তখন তিনি তাহাকে বংশখণ্ড দ্বারা প্রহার করিলেন। সে ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া নাগভবনে ফিরিয়া গেল। নাগরাজ জিজ্ঞাসিলেন, "তুমি যে ফিরিয়া আসিলে?" সে উত্তর দিল, "আপনার বন্ধু, তাঁহার কথা শুনি নাই বলিয়া, আমার পৃষ্ঠে আঘাত করিয়াছেন।" ইহা বলিয়া সে আঘাতের চিহ্ন দেখাইল। নাগরাজ প্রকৃত ব্যাপার জানিতেন না; তিনি চারিজন নাগবালক ডাকিয়া তাহাদিগকে সেনকের নিকট পাঠাইলেন, বলিয়া দিলেন, "তোমরা গিয়া সেনকের শয়নগৃহে প্রবেশ করিবে এবং নিঃশ্বাসবাত দ্বারা তাহাকে ভস্মীভূত ও নিহত করিবে। রাজা যখন শয়ন করিলেন, নাগবালকেরা গিয়া তখন তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিল। ঐ সময় রাজা রাণীকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, "ভদ্রে, নাগকন্যাটী কোথায় গিয়াছে জান কি?" রাণী উত্তর দিলেন, "না, মহারাজ!" "আমি আজ যখন পুষ্করিণীতে কেলি করিতেছিলাম, তখন সে মনুষ্যদেহ ত্যাগ করিয়া এক উদকসর্পের সহিত অনাচার করিয়াছিল; তাহাকে শিক্ষা দিবার জন্য "আর কখনও এরূপ করিও না" বলিয়া আমি তাহাকে বংশখণ্ড দ্বারা প্রহার করিয়াছিলাম। এখন আমার ভয় হইতেছে, সে পাছে নাগলোকে গিয়া আমার বন্ধুকে আর কিছু বলিয়া আমাদের বন্ধুত্ব নষ্ট করে।" এই কথা শুনিয়া নাগবালকেরা তখনই নাগলোকে প্রতিগমনপূর্ব্বক নাগরাজকে প্রকৃত বৃত্তান্ত জানাইল। নাগরাজ শ্রবণমাত্র অতি দুঃখিত হইয়া তৎক্ষণাৎ সেনকের শয়নগৃহে উপস্থিত হইলেন, সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইয়া ক্ষমা প্রার্থী হইলেন এবং "ইহাই আমার দণ্ডস্বরূপ গ্রহণ করুন" বলিয়া সেনককে এমন একটী মন্ত্র দিলেন, যাহার প্রভাবে তিনি সমস্ত প্রাণীর ভাষা বুঝিতে পারিতেন। মন্ত্র দিবার কালে তিনি রাজাকে বলিলেন, "মহারাজ, এই মন্ত্রটী অমূল্য। কিন্তু আপনি যদি কখনও ইহা অপরকে দান করেন, তাহা হইলে তখনই আপনাকে অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া মরিতে হইবে।" "বেশ, আমি সতর্ক হইয়া চলিব," বলিয়া রাজা মন্ত্র গ্রহণ করিলেন। তদবধি তিনি পিপীলিকার পর্য্যন্ত ভাষা বুঝিতে সমর্থ হইলেন।

একদিন সেনক রাজবেদীর উপর বসিয়া মধু ও গুড় মিশাইয়া খাদ্য গ্রহণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে এক বিন্দু মধু, এক বিন্দু গুড় এবং একখণ্ড পিষ্টক ভূমিতে পতিত হইল। তাহা দেখিয়া একটা পিপীলিকা চীৎকার করিয়া বেড়াইতে লাগিল, "রাজার বাড়ীতে মধুর কলসী ভাঙ্গিয়াছে, গুড়ের ও পিষ্টকের শকট উল্টিয়া পড়িয়াছে, তোমরা কে কোথায় আছ, মধু, গুড় ও পিষ্টক খাও এসে।" রাজা পিপীলিকার এই চীৎকার শুনিয়া হাস্য করিলেন। রাজার কাছে রাণী বসিয়াছিলেন। তিনি ভাবিলেন, 'রাজা হাসিলেন কেন?' ইহার পর রাজা ভোজন ও স্নান শেষ করিয়া* পর্যঙ্কে উপবেশন করিলে এক পুং মক্ষি আপনার স্ত্রীকে বলিল, "এস ভদ্রে আমরা কেলি করি।" স্ত্রীমক্ষি বলিল, 'স্বামিন্, একটু অপেক্ষা করুন'।

* আগে ভোজন, শেষে স্নান, ইহা কিছু অস্বাভাবিক। [illegible]
[illegible]

রাজার জন্য এখনই গন্ধ আসিবে ; তাহা বিলেপন করিলে, রাজার পাদমূলে গন্ধচূর্ণ পড়িবে ; আমি সেখানে থাকিয়া সুগন্ধা হইব, তাহার পর রাজার পৃষ্ঠে বসিয়া আমরা কেলি করিব।" রাজা একথা শুনিয়াও হাসিলেন। রাণী আবার ভাবিলেন, 'রাজা কি দেখিয়া হাসিলেন? ইহার পর রাজা যখন সায়মাশ গ্রহণ করিতেছিলেন, তখন একটা অন্নপিণ্ড ভূতলে পড়িল ; তাহা দেখিয়া একটা পিপীলিকা চীৎকার করিয়া উঠিল, "রাজভবনে অন্নশকট ভাঙ্গিয়াছে, কিন্তু অন্ন আহার করে এমন কেহ এখানে নাই।" ইহা ভাবিয়া রাজা আবার হাসিলেন। রাণী সুবর্ণ চমস লইয়া রাজাকে পরিবেষণ করিতেছিলেন ; তাঁহার সন্দেহ হইল, 'রাজা আমাকে দেখিয়াই হাসিতেছেন কি?' তিনি শয্যায় উঠিয়া রাজার সহিত শয়ন করিবার সময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, আপনি কি কারণে হাসিলেন, বলুন।" রাজা উত্তর দিলেন, "আমার হাসিবার কারণ জানিয়া তোমার কি হইবে?' কিন্তু শেষে রাণী পুনঃ পুনঃ পীড়াপীড়ি করায় তিনি হাসিবার কারণ বলিলেন। তখন রাণী প্রার্থনা করিলেন, "আপনি যে মন্ত্র জানেন, তাহা আমাকে দিতে হইবে।" রাজা উত্তর দিলেন, "তাহা আমার দিবার সাধ্য নাই"। কিন্তু প্রত্যাখ্যাতা হইয়াও রাণী পুনঃ পুনঃ পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন।

তখন রাজা বলিলেন, "আমি যদি তোমাকে এই মন্ত্র দিই, তাহা হইলে আমার মৃত্যু ঘটিবে।" রাণী ইহাতেও নিবৃত্ত না হইয়া বলিলেন, "আপনি মরুন বা বাঁচুন, আমাকে মন্ত্রটী দিন।" রাজা স্ত্রৈণতাবশতঃ "আচ্ছা, দিব" বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন এবং এই মন্ত্র দিয়া আমাকে অগ্নিতে প্রবেশ করিতে হইবে" ইহা বলিয়া রথারোহণে উদ্যানে প্রবেশ করিলেন। ঐ সময়ে দেবরাজ শক্র নরলোক পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। তিনি এই ব্যাপার দেখিয়া ভাবিলেন, 'এই মূর্খ রাজা স্ত্রীর অনুরোধে অগ্নি-প্রবেশ করিতে যাইতেছে ; ইহার প্রাণরক্ষা করিব।' তিনি অসুরকন্যা সুজাকে লইয়া বারাণসীতে উপস্থিত হইলেন, সুজাকে ছাগী করিলেন ও নিজে ছাগ হইলেন এবং সমবেত জনসমূহের অদৃশ্য হইয়া রাজরথের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে কেবল রাজরথের সৈন্ধব গর্দভ এবং রাজা নিজে দেখিতে পাইলেন, অন্য কেহ দেখিতে পাইল না। রাজার সহিত বাক্যালাপ করিবার উদ্দেশ্যে তিনি এমন ভাবে দেখা দিলেন, যেন ছাগীর সহিত মৈথুন ধর্ম্মে রত হইয়াছেন। রথবাহী একটা সৈন্ধব গর্দ্দভ বলিল, "সৌম্য ছাগ, ছাগ যে মূর্খ ও নির্লজ্জ ইহা পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম বটে, কিন্তু দেখি নাই। যে অত্যাচার কেবল সঙ্গোপনেই অনুষ্ঠাতব্য, তুমি আমাদের এত প্রাণীর সমক্ষে তাহাতে প্রবৃত্ত হইয়াছ, অথচ কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করিতেছ না! এখন যাহা দেখিলাম তাহাতে বুঝিলাম পূর্ব্বে যাহা শুনিয়াছি, তাহা মিথ্যা নহে।

পণ্ডিতের মুখে শুনি ছাগলের বুদ্ধি নাই ;
হেরিয়া ইহার কাণ্ড বুঝিলাম সত্য তাই।
লোকের সমক্ষে করে কর্ত্তব্য যাহা গোপনে ;
তথাপি মূর্খের কিছু লজ্জা নাহি হয় মনে।

ইহা শুনিয়া ছাগরূপী শক্র দুইটী গাথা বলিলেন :—

মূর্খতায়, খরপুত্র, কম তুমি নও বড়,
রজ্জুতে আবদ্ধ আছ, বাঁকিয়াছে ওষ্ঠাধর,
অবনত হয়ে আছে মুখখানি বল্গাভারে,
তবু মূর্খ মুক্তি পেলে পলায়ন নাহি করে।

তুমি মূর্খ, তোমা হইতে বেশী মূর্খ সেই জন,
রথে চড়ি উদ্যানেতে করিতেছে যে গমন।

রাজা উভয় প্রাণীরই কথা বুঝিতে পারিলেন এবং সেই জন্য ইহা শুনিয়াই শীঘ্র রথ ফেরত পাঠাইলেন। এদিকে গর্দ্দভ ছাগের কথা শুনিয়া চতুর্থ গাথা বলিল :—

মূর্খ আমি, অজরাজ, জান তাতে ক্ষতি নাই,
সেনক রাজারে তুমি মূর্খ কেন বল, ভাই?

এই প্রশ্নের উত্তর বুঝাইবার জন্য শক্র পঞ্চম গাথা বলিলেন :—

লভিয়া উত্তম মন্ত্র ভার্য্যারে করিবে দান,
সেই হেতু হারাইবে এই মূর্খ নিজ প্রাণ।
নিজের হইলে মৃত্যু, বল ত, গর্দ্দভবর,
এ ভার্য্যা কি এরই ভার্য্যা থাকিবে তাহার পর?

ছাগের বাক্য শুনিয়া রাজা বলিলেন, "অজরাজ, আমার কেহ হিতকারী থাকিলে সে তোমা ভিন্ন আর কেহ নয়। বলত, এখন আমার কর্ত্তব্য কি।" শক্র উত্তর দিলেন "মহারাজ, কোন প্রাণীরই আত্মা হইতে প্রিয়তর কিছু নাই। কোন একজনকে ভাল বাসিলেই যে তাহার জন্য আত্মবিনাশ করিতে বা আত্মসম্পৎ নাশ করিতে হইবে, ইহা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে।

আপনার মত যারা, কর্ত্তব্য তাদের নয়
প্রিয়ের সেবার তরে করিতে নিজের ক্ষয়।
জগতে আত্মার তুল্য নাহি অন্য কোন ধন;
তাই বুদ্ধিমান্ করে সতত আত্মরক্ষণ।
থাকিলে জীবন, পরে হবে তব অভ্যুদয়,
শত শত প্রিয় ব্যক্তি লভিবে তুমি নিশ্চয়।

মহাসত্ত্ব এইরূপে রাজাকে উপদেশ দিলেন। রাজা ইহাতে অতি তুষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "অজরাজ, তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ?" শক্র উত্তর দিলেন, "মহারাজ, আমি শক্র, তোমার প্রতি অনুকম্পা করিয়া তোমাকে মৃত্যু হইতে মোচন করিবার জন্য আসিয়াছি।" 'দেবরাজ, আমি এই নারীকে মন্ত্র দিব বলিয়াছিলাম; এখন কি করিব?" 'তোমাদের দুই-জনেরই যাহাতে বিনাশ হয়, এমন কাজ করা অসঙ্গত। 'শিক্ষা দিতে হইলে এই উপচার প্রয়োগ করিতে হয়' ইহা বলিয়া রাণীকে কয়েকবার প্রহার করাইবে, তাহা হইলেই তিনি আর মন্ত্র গ্রহণ করিতে চাহিবেন না।" রাজা, "যে আজ্ঞা" বলিয়া এই উপদেশ গ্রহণ করিলেন। মহাসত্ত্বও রাজাকে এই পরামর্শ দিয়া স্বস্থানে ফিরিয়া গেলেন।

অতঃপর রাজা উদ্যানে গিয়া রাণীকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসিলেন "ভদ্রে, মন্ত্র গ্রহণ করিবে কি?" রাণী বলিলেন, "হাঁ, মহারাজ।" "তাহা হইলে যথারীতি উপচার কর।" 'কি উপচার?" 'তোমার পৃষ্ঠে শতবার আঘাত করা হইবে, কিন্তু তুমি তাহাতে কোন রূপ আর্তনাদ করিতে পারিবে না।" রাণী মন্ত্র পাইবার লোভে বলিলেন, "বেশ, তাহাই হউক।" রাজা ভৃত্যদিগের হাতে কশা দিয়া রাণীর উভয় পার্শ্বে প্রহার আরম্ভ করাইলেন। দুই তিন আঘাত সহ্য করিবার পর রাণী চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "আমার মন্ত্রে প্রয়োজন নাই।" কিন্তু রাজা ছাড়িলেন না, 'তুই আমাকে মারিয়া মন্ত্র লইতে চাহিয়াছিলি" বলিয়া তিনি রাণীর পৃষ্ঠদেশ নিশ্চর্ম্ম করাইলেন। রাণীর সাধ্য রহিল না, যে মন্ত্রের কথা আর মুখে আনেন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন এবং তাহা শুনিয়া সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—তখন এই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু ছিলেন সেই রাজা, ইঁহার পত্নী ছিল সেই রাণী, সারিপুত্র ছিলেন সেই অশ্ব (গর্দ্দভ?) এবং আমি ছিলাম শক্র।]

☞ আরব্য নৈশোপাখ্যান-মালার দ্বিতীয় আখ্যায়িকার সহিত এই আখ্যায়িকার বিলক্ষণ সাদৃশ্য দেখা যায়।

৩৮৭—সূচী-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে প্রজ্ঞাপারমিতার সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্নবস্তু মহা-উম্মার্গজাতকে * প্রদত্ত হইবে। শাস্তা ভিক্ষুদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন "তথাগত কেবল এ জন্মে নহে, পূর্ব্বেও প্রজ্ঞাবান্ ছিলেন।" অনন্তর তিনি এই অতীত কথা বলিয়াছিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব কাশীরাজ্যে এক কর্ম্মকারকুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পর বংশগতশিল্পে অসাধারণ নৈপুণ্য লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার মাতা পিতা বড় দরিদ্র ছিলেন। বোধিসত্ত্ব যে গ্রামে বাস করিতেন, তাহার অবিদূরে অন্য এক গ্রামে এক হাজার ঘর কর্ম্মকার বাস করিত। এই সহস্র কর্ম্মকারের মধ্যে যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সে রাজার অতি প্রিয়পাত্র ছিল এবং বহু ধনসম্পত্তি অর্জ্জন করিয়াছিল। তাহার এক পরম রূপবতী, অপ্সরোপম ও জনপদকল্যাণীলক্ষণসম্পন্না কন্যা হইল। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের লোকে বাসী, পরশু, ফলা, পাচন† প্রভৃতি প্রস্তুত করাইবার জন্য যখন ঐ গ্রামে যাইত, তখন প্রায়ই এই কন্যাকে দেখিতে পাইত এবং স্ব স্ব গ্রামে ফিরিয়া পথে ঘাটে, যেখানে দশজনে এক সঙ্গে বসিত বা মিলিত, সেখানেই তাহার রূপের প্রশংসা করিত। বোধিসত্ত্ব তাহার রূপের কথা শুনিয়াই তাহার প্রতি জাতানুরাগ হইলেন, সেই রমণীকে নিজের পাদচারিকা করিবার উদ্দেশ্যে উৎকৃষ্ট-জাতীয় লৌহ গ্রহণপূর্ব্বক এক অতি সূক্ষ্ম অথচ দৃঢ় সূচিকা নির্ম্মাণ করিলেন এবং উহার এক প্রান্তে বিঁধ কাটিলেন। উহা এমন হাল্কা হইল যে, জলে ফেলিলে ভাসিতে লাগিল। তিনি এই সূচিকার জন্য উক্তরূপে একটী কোষও প্রস্তুত করিলেন এবং তাহারও এক প্রান্তে বিঁধ কাটিলেন। এই প্রকারে তিনি একে একে উক্ত সূচিকার জন্য সাতটী কোষ গঠন করিলেন। কিরূপে যে তিনি এই অদ্ভুত কার্য্য করিলেন তাহা অবক্তব্য, কারণ বোধিসত্ত্বদিগের জ্ঞানমাহাত্ম্যবশতঃ তাঁহারা যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তাহাই সুসম্পন্ন হয়।

বোধিসত্ত্ব সূচীটী একটা নালিকার মধ্যে ফেলিয়া থলিতে পুরিলেন এবং তাহা লইয়া সেই গ্রামে গমন করিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিয়া, প্রধান কর্ম্মকার যে রাস্তার ধারে বাস করেন, সেখানে গেলেন এবং তাঁহার দ্বারে দাঁড়াইয়া সূচীর গুণ ব্যাখ্যা করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, "কে মূল্য দিয়া আমার নিকট হইতে এই সূচী ক্রয় করিবে গো?" তিনি প্রধান কর্ম্মকারের গৃহসমীপে দাঁড়াইয়া প্রথম গাথা দ্বারা সূচিকার গুণ বর্ণনা করিলেন :—

> শাণে ঘসা সরু অতি সূচ কিনবে কে?
> খুব চোখাল আগাটী তার, দেখনা এসে।
> তার ছেঁদাটীও বেশ,
> পরাতে তায় সূতা কারো হয় না কোন ক্লেশ।

---

* ৫৪৬। † প্রাজন (সংস্কৃত); বাঙ্গালা ও পালি "পাচন"।

ইহা বলিয়া তিনি আবার দ্বিতীয় গাথা দ্বারা সূচিকার গুণ বর্ণনা করিলেন :—

মাজা ঘসা আগাগোড়া সুগোল সূচ নিবে ?
এমন শক্ত, ঘা দিলে তায় নেহান বিন্ধিবে।
তার ছেঁদাটিও বেশ।
পরাতে তায় সূতা কারো হয় না কোন ক্লেশ।

এই সময়ে প্রধান কর্ম্মকার প্রাতরাশ সমাপনপূর্ব্বক ক্লান্তি অপনোদন করিবার জন্য একটী ক্ষুদ্র শয্যায় শুইয়াছিলেন এবং সেই কুমারী তালবৃন্ত লইয়া তাঁহাকে ব্যজন করিতেছিল। লোকের বুকে টাট্‌কা মাংসপিণ্ড আবদ্ধ হইলে সহস্র ঘট জল পান করিলে যেমন তাহার শান্তি হয়, বোধিসত্ত্বের মধুরস্বর শুনিয়া কুমারীরও সেইরূপ হইল। সে ভাবিল, 'কে এত মধুরস্বরে কামারের গ্রামে সূচিকা বিক্রয় করিতেছে? সে এখানে কি কাজে আসিয়াছে? একবার জানিতে হইতেছে।' অনন্তর সে তালবৃন্তখানি রাখিয়া ঘরের বাহিরে গেল এবং বারন্দায় দাঁড়াইয়া বোধিসত্ত্বের সহিত কথা বলিতে লাগিল। বোধিসত্ত্বদিগের মনোরথ পূর্ণ হইয়া থাকে; এই বোধিসত্ত্ব উক্ত কুমারীর জন্যই এই গ্রামে আসিয়াছিলেন। কুমারী তাঁহাকে বলিল, "যুবক, এ রাজ্যের সকল লোকে এই গ্রামে সূচী প্রভৃতি কিনিতে আসে। তুমি কি অবোধ! কর্ম্মকারের গ্রামে সূচী বিক্রয় করিতে চাও! তুমি সারাদিন সূচীর গুণ ব্যাখ্যা করিলেও কেহই তোমার হাত হইতে উহা গ্রহণ করিবে না। যদি মূল্য পাইতে ইচ্ছা কর, তবে গ্রামান্তরে যাও।

সূচ বল, বড়শী বল, যে জন যা চায়,
এই খানে তা তৈয়ার হয়ে অন্য গাঁয়ে যায়;
হেথা হাজার ঘর কামার,
এসে হেথা সূচ বেচিতে ইচ্ছা হয় কার?

নানা রকম অস্ত্র শস্ত্র এখান হ'তে যায়;
এখানকার যে কামার ভাল মানে তা সবায়।
হেথা হাজার ঘর কামার;
এসে হেথা সূচ বেচিতে ইচ্ছা হয় কার?

কুমারীর কথা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "ভদ্রে, তুমি জান না বলিয়াই এরূপ বলিতেছ?

বুদ্ধি যার থাকে ঘটে বেচ্‌তে পারে সে
যত ইচ্ছা তত সূচ কামারের গাঁয়ে।
সে জন নিপুণ কর্ম্মকার,
কোন্‌টা সোনা, কোন্‌টা কঠিন জানা আছে যার,
জিনিস দেখ্‌লেই বুঝিতে সে পারে গুণ তার।

যে সূচ আমি, সুলোচনে, বেচ্‌তে এসেছি,
পিতা তোমার একটীবার তা দেখ্‌তে পান যদি,
আমায় দিবেন আদর করে,
তোমার সঙ্গে আর যত ধন আছে তাঁহার ঘরে।

প্রধান কর্ম্মকার উভয়ের সমস্ত কথা শুনিয়া "মা, একবার এখানে এস" বলিয়া কন্যাকে ডাকিলেন এবং জিজ্ঞাসিলেন "কাহার সঙ্গে কথা বলিতেছিলে?" কুমারী বলিল, "বাবা, একটী

লোক স্থচ বেচিতেছে; তাহার সঙ্গে কথা কহিতেছিলাম।" "তাকে ডাক।" কুমারী গিয়া ডাকিল এবং বোধিসত্ত্ব গিয়া প্রধান কর্ম্মকারকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলেন। প্রধান কর্ম্মকার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কোন্ গ্রামে বাস কর?" বোধিসত্ত্ব উত্তর দিলেন, "আমি অমুক গ্রামে বাস করি এবং অমুক কর্ম্মকারের পুত্র।" "এখানে আসিয়াছ কেন?" "স্থচ বেচিতে।" "বাহির কর; তোমার স্থচ দেখিব।" বোধিসত্ত্ব ইচ্ছা করিলেন যে, সকলের সম্মুখে নিজের গুণের পরিচয় দিবেন। এই জন্য তিনি বলিলেন, "এক এক করিয়া না দেখিয়া সকলে এক সঙ্গে দেখিলে ভাল হয় না কি?" প্রধান কর্ম্মকার বলিলেন "উত্তম কথা"। তিনি গ্রামের সমস্ত কর্ম্মকার একত্র করিয়া তাহাদের মধ্যে দাঁড়াইলেন এবং বোধিসত্ত্বকে বলিলেন, "তোমার স্থচ আন।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "আচার্য্য, একটা নেহান * ও একটা জলপূর্ণ কাংস্যস্থালী আনিতে আদেশ করুন।" তখন ঐ দুই দ্রব্য আনীত হইল; বোধিসত্ত্ব থলি হইতে নালিকা বাহির করিয়া দিলেন। প্রধান কর্ম্মকার তাহা হইতে স্থচী বাহির করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "এই কি তোমার স্থচ?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "এ স্থচ নহে; স্থচের কোষ।" প্রধান কর্ম্মকার পরীক্ষা করিয়া ইহার কোন্‌টা আগা, কোন্‌টা গোড়া বুঝিতে পারিলেন না। তখন বোধিসত্ত্ব উহা হাতে লইয়া নখ দ্বারা কোষটা অপনীত করিলেন, "এইটা স্থচ, এইটা কোষ" বলিয়া সমস্ত লোককে দেখাইলেন এবং স্থচীটী প্রধান কর্ম্মকারের হস্তে দিয়া কোষটী তাঁহার পাদমূলে রাখিয়া দিলেন। তখন প্রধান কর্ম্মকার বলিলেন, "এইটা বোধ হয় স্থচ।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "এটাও স্থচের কোষ"। অনন্তর তিনি পুনর্ব্বার নখ দ্বারা কোষটী পৃথক্ করিলেন। এইরূপে তিনি একে একে সাতটা কোষ প্রধান কর্ম্মকারের পাদমূলে রাখিয়া প্রকৃত স্থচীটী তাঁহার হাতে দিলেন। অমনি সহস্র কর্ম্মকার ধন্য ধন্য করিয়া অঙ্গুলি ছোটন ও চেল সঞ্চালন করিয়া উঠিল। তাহার পর প্রধান কর্ম্মকার জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, তোমার এই স্থচের বল কি?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, আচার্য্য, "কোন বলবান্ পুরুষকে নেহান্‌টা তুলিতে বলুন, জলের থালাখানা তাহার নীচে রাখিতে বলুন এবং নেহানের মাঝখানে এই স্থচ ধরিয়া ঘা দিতে বলুন।" প্রধান কর্ম্মকার তাহাই করিলেন এবং নেহানের মধ্যে স্থচীর অগ্রভাগ ধরিয়া ঘা দিলেন। স্থচীটা তৎক্ষণাৎ নেহান বেধ করিয়া জলের উপর এমনভাবে পড়িল যে তাহার এক চুলও জলের উপরে বা নীচে রহিল না। "আমরা এতকাল কাণেও শুনিতে পাই নাই যে, কোথাও এরূপ কর্ম্মকার আছে", ইহা বলিতে বলিতে সমবেত কর্ম্মকারেরা আবার অঙ্গুলি ছোটন ও সহস্র সহস্র বস্ত্র সঞ্চালন করিতে লাগিল। তখন প্রধান কর্ম্মকার কন্যাকে ডাকিয়া সেই সভার মধ্যেই বলিলেন, "এই কুমারী তোমারই উপযুক্ত।" ইহা বলিয়া তিনি জলাঞ্জলি পাত করিয়া কন্যা সম্প্রদান করিলেন। অতঃপর যখন এই প্রধান কর্ম্মকারের মৃত্যু হইল, তখন বোধিসত্ত্বই সেই গ্রামের প্রধান কর্ম্মকার হইলেন।

[এইরূপ ধর্ম্ম দেশন করিয়া শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।
সমবধান—তখন রাহুলমাতা ছিলেন সেই কর্ম্মকার-দুহিতা এবং আমি ছিলাম সেই পণ্ডিত কর্ম্মকার।]

---

* অধিকরণী।

ভাবিল, "এতকাল ত মা খুল্লতুণ্ডিলকে আগে ডাকেন নাই; আমাকে প্রথমে ডাকিতেন; আজ নিশ্চয় আমাদের পক্ষে কোন ভয়ের কারণ উপস্থিত হইয়াছে।" তিনি কনিষ্ঠকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ভাই, মা তোমায় ডাকিতেছেন; গিয়া দেখ কি জন্য। খুল্লতুণ্ডিল গুল্ম হইতে বাহির হইয়া দেখিল ভাতের দ্রোণির কাছে ঐ লোকগুলা দাঁড়াইয়া আছে। ইহাতে সে ভাবিল 'আজ আমার মরণ উপস্থিত হইয়াছে'। সে মরণভয়ে ভীত হইয়া ফিরিল এবং কাঁপিতে কাঁপিতে জ্যেষ্ঠের নিকটে গেল। সেখানে সে স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারিল না, কাঁপিতে কাঁপিতে ঘুরিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া মহাতুণ্ডিল বলিল, "ভাই, তুমি কাঁপিতেছ ও ঘুরিয়া বেড়াইতেছ কেন? কেনইবা প্রবেশ-পথের দিকে তাকাইয়া আছ?" খুল্লতুণ্ডিল নিজে যাহা দেখিয়াছে, তাহা বুঝাইবার কালে প্রথম গাথা বলিল :—

নূতন রকম ভাত দিয়াছে আনিয়া; পূর্ণ দ্রোণি—মাতা তার কাছে দাঁড়াইয়া;
পাশ হ'তে তাঁর পাশে আছে কত জন; খাইতে আমার আজ নাহি সরে মন।*

ইহা শুনিয়া মহাসত্ত্ব বলিলেন, "ভাই খুল্লতুণ্ডিল, যে উদ্দেশ্যে মাতা এতদিন শূকর পুষিয়াছিলেন, আজ তাহা পূর্ণ হইবার সময় আসিয়াছে। তুমি কোন চিন্তা করিও না।" অনন্তর তিনি বুদ্ধসুলভ কৌশলের সহিত মধুরস্বরে ধর্ম্মদেশন করিতে করিতে দুইটী গাথা বলিলেন :—

কাঁপিতেছ ভয়ে, চাও পাইতে আশ্রয়; কোথা যাবে? ত্রাণের ত নাহিক উপায়।
মনের আনন্দে অন্ন করগে ভোজন; মাংসহেতু করে লোকে শূকরপোষণ।

কর স্নান নিরমল হ্রদের সলিলে; স্বেদমল ধুয়ে ফেল শরীর হইতে;
নব বিলেপন আসি করহ গ্রহণ, গন্ধ যার নষ্ট নাহি হয় কদাচন।

বোধিসত্ত্ব দশপারমিতা স্মরণ করিয়া এবং মৈত্রীপারমিতাকে নিজের পুরোভাগে রাখিয়া প্রথম পাদ উচ্চারণ করিবামাত্র সেই শব্দ দ্বাদশযোজনবিস্তীর্ণ বারাণসী নগরের সর্ব্বত্র শ্রুতিগোচর হইল। রাজা, উপরাজ প্রভৃতি সমস্ত নগরবাসী যেমন এই শব্দ শুনিলেন, অমনি ছুটিয়া আসিলেন। যাহারা আসিল না, তাহারাও গৃহে থাকিয়া শুনিতে লাগিল। রাজপুরুষেরা সেই গুল্ম ভাঙ্গিয়া স্থানটা সমভূমি করিল এবং বালুকা ছড়াইয়া দিল। ধূর্ত্তদের মত্ততা ছুটিয়া গেল; তাহারাও পাশ ছাড়িয়া ধর্ম্মদেশন শুনিতে লাগিল। বৃদ্ধারও নেশা ভাঙ্গিল। মহাসত্ত্ব সেই মহাজনের মধ্যে খুল্লতুণ্ডিলকে ধর্ম্মশিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

বোধিসত্ত্বের কথা শুনিয়া খুল্লতুণ্ডিল ভাবিল, 'আমার ভ্রাতা এইরূপ বলিতেছেন বটে; কিন্তু আমাদের বংশে কেহই ত পুষ্করিণীতে নামিয়া অবগাহন করেনা, শরীরের স্বেদমলও ধোয় না, পূর্ব্ববিলেপন ত্যাগ করিয়া নববিলেপনও গায়ে মাখে না। অতএব তিনি কি অভিপ্রায়ে আমায় এরূপ বলিলেন?' এই প্রশ্ন করিবার সময় সে চতুর্থ গাথা বলিল : —

নিরমল হ্রদ তুমি কারে বল, ভাই, 'স্বেদমলে' কি বুঝিব তোমায়, শুধাই।
কিরূপ তোমার সেই নববিলেপন, গন্ধ যার নষ্ট নাহি হয় কদাচন?

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "অবহিতকর্ণে শ্রবণ কর।" অনন্তর তিনি বুদ্ধোচিত কৌশলের সহিত ধর্ম্মদেশন করিবার সময়ে দুইটী গাথা বলিলেন :—

* পূর্ব্বে আঁকাড়া চাউলের ভাত বা পোড়া ভাত খাইতাম; দ্রোণিও পূর্ণ থাকিত না; কিন্তু আজ ভাত ভাল, দ্রোণিও পূর্ণ।

ধর্ম্ম অপঙ্কিল হ্রদ, অবগাহি তায় পাপরূপ দেহমল দূর করা যায়।
শীল নববিলেপন, সৌরভ যাহার নিয়ত অক্ষুণ্ণ থাকে ব্যাপি চরাচর।*

মাংস খাবে এ উল্লাসে এই অজ্ঞগণ বড় সুখী হইয়াছে, জানি বিলক্ষণ।†
শরীর ধারণও বড় নহে সুখকর, মৃত্যুভয়ে সদা জীব কাঁপে থর থর।
শীলবান্ ত্যজে প্রাণ হ সিতে হাসিতে, হাসে যথা লোকে পৌর্ণমাসী রজনীতে।

মহাসত্ত্ব এইরূপে বুদ্ধোচিত কৌশলের সহিত ধর্ম্মদেশন করিলেন। তচ্ছ্রবণে সমবেত বৃহজ্জন-সঙ্ঘ শত সহস্রবার অঙ্গুলি ছোটন করিতে লাগিল, চেল সঞ্চালন আরম্ভ করিল এবং সমস্ত অন্তরীক্ষ সাধুকার শব্দে পূর্ণ হইল। বারাণসীরাজ বোধিসত্ত্বকে স্বীয় রাজ্য দিয়া পূজা করিলেন, বৃদ্ধাকে বহুধনাদি দিয়া সম্মান করিলেন, তাঁহাদের উভয়কেই গন্ধোদকদ্বারা স্নান করাইলেন, নববস্ত্র পরিধান করাইলেন, গলে মণিরত্নাদি পরাইলেন, নগরে লইয়া গিয়া তাঁহাদিগকে পুত্রস্থানে স্থাপিত করিলেন এবং তাঁহাদের রক্ষার্থ বহু অনুচর দিলেন। বোধিসত্ত্ব রাজাকে পঞ্চশীল দান করিলেন; বারাণসী ও কাশীরাজ্যের সমস্ত অধিবাসীও শীলসমূহ পালন করিতে লাগিল। বোধিসত্ত্ব প্রতি পক্ষান্তদিবসে তাহাদিগকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিতেন এবং বিচারালয়ে বসিয়া তাহাদের বিবাদ মীমাংসা করিতেন। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন রাজ্যে কোন দুষ্টার্থকারক দেখা যাইত না।

কালক্রমে রাজার মৃত্যু হইল; বোধিসত্ত্ব তাঁহার শরীরকৃত্য সম্পাদন করাইলেন, এবং বিচার-সংক্রান্ত একখানি পুস্তক লেখাইয়া বলিলেন, "অতঃপর তোমরা এই পুস্তক দেখিয়া বিচার করিবে।" এইরূপে সমস্ত লোককে ধর্ম্মপ্রদর্শন করিয়া এবং অপ্রমত্ত ভাবে উপদেশ দিয়া তিনি

* এই অংশের ব্যাখ্যায় টীকাকার নিম্নলিখিত গাথাত্রয় উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

কুসুমের, চন্দনের কিংবা তগরের।
গন্ধ নাহি যায় প্রতিকূলে বাতাসের ॥
সজ্জনের গন্ধ কিন্তু প্রতিবাতে যায়।
সর্ব্বে তার সর্ব্বদিক্ সুবাসিত হয়।

তগর, চামেলী, পদ্ম, অথবা চন্দন—
গন্ধ নহে ইহাদের উত্তম তেমন
পুণ্যাত্মার শীলগন্ধ উত্তম যেমন।

তগরের, চন্দনের গন্ধ কিবা ছার,
অল্পমাত্র স্থানে হয় প্রসার ইহার,
শীলগন্ধ সর্ব্বব্যাপী, স্বর্গে দেবগণ
আঘ্রাণ করিয়া তার হন হৃষ্টমন। ধর্ম্মপদ (৫৪-৫৬)।

† এই অংশের ব্যাখ্যায় টীকাকার নিম্নলিখিত গাথাচতুষ্টয় উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

যতদিন পাপের না পরিণতি হয়, মধুজ্ঞান করে পাপে যত মূঢ়গণ।—ধর্ম্মপদ (৫।১০)।

অজ্ঞানী, কুকর্ম্মেতে রত যেইজন নিজেই নিজের করে শত্রুতাচরণ।
পরিণাম না বুঝিয়া পাপে রত হয়, শেষে কিন্তু পায় দারুণ বিষময়।—ধর্ম্মপদ (৫।৬৬)

যে কাজ করিলে শেষে হয় অনুতাপ
কাঁদিয়া ভুগিতে হয় কুফল যাহার,
সাধু যেই, কভু সেই করিবে না পাপ
যুক্তিযুক্ত কভু নহে করা আচার।—ধর্ম্মপদ (৫।৬৭)।

দণ্ড পাইবার ভয়ে কাঁপে জীবগণ, সকলেরই প্রিয় অতি আপন জীবন।
অতএব সর্ব্বজীবে জানি আপনার করো না হিংসা কিংবা প্রাণ বধিও না।—ধর্ম্মপদ (১০।১৩০)

খুল্লতুণ্ডিলের সহিত অরণ্যে প্রস্থান করিলেন। তিনি যাইতেছেন দেখিয়া রাজ্যের সকল লোকে রোদন ও পরিবেদন করিতে লাগিল।

বোধিসত্ত্ব এ সময়ে যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা ষাট হাজার বৎসর বলবান্ ছিল।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই মরণভয়ভীরু ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন সেই রাজা, এই মরণভয়ভীরু ভিক্ষু ছিল খুল্লতুণ্ডিল, বুদ্ধশিষ্যেরা ছিল কাশীবাসী লোক এবং আমি ছিলাম মহাতুণ্ডিল।]

৩৮৯—সুবর্ণকর্কট-জাতক।

[স্থবির আনন্দ শাস্তার জন্য নিজের জীবন ত্যাগ করিতে যাইতেছিলেন। তদুপলক্ষ্যে শাস্তা বেণুবনে অবস্থিতিকালে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্নবস্তু 'খণ্ডহাল জাতকে' * ধনুর্দ্ধরনিয়োজন সম্বন্ধে এবং ধনপালের গর্জ্জনসম্বন্ধে † চূলহংস জাতকে ‡ বলা যাইবে। ঐ সময়ে ধর্ম্মসভায় এ বিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল; ভিক্ষুরা বলিয়াছিলেন, "দেখ ভাই, ধর্ম্মভাণ্ডাগারিক স্থবির আনন্দ শৈক্ষের পক্ষে যতদূর সম্ভব, প্রতিসম্ভিদা পাইয়াছেন বলিয়া, যখন ধনপালক ছুটিয়া আসিতেছিল, তখন সম্যকসম্বুদ্ধের প্রাণরক্ষার্থ নিজের প্রাণ দিতে গিয়াছিলেন।" শাস্তা সভায় গিয়া যখন তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন, তখন তিনি বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও আনন্দ আমার জন্য নিজের প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন।]

পুরাকালে রাজগৃহের পূর্ব্বপার্শ্বে শালিন্দী নামে এক ব্রাহ্মণগ্রাম ছিল। বোধিসত্ত্ব তখন ঐ গ্রামের এক কর্ষক-ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পর গৃহস্থালী আরম্ভ করিলেন। তিনি ঐ গ্রামের পূর্ব্বোত্তর দিকে মগধরাজ্যে সহস্র করীস * ভূমি কর্ষণ করিতেন। তিনি একদিন ভৃত্যদিগকে সঙ্গে লইয়া ক্ষেত্রে গমন করিলেন এবং তাহাদিগকে চাষ করিতে আদেশ দিয়া মুখপ্রক্ষালনের জন্য ক্ষেত্রের একপ্রান্তস্থ একটা ডোবায় গেলেন। ঐ ডোবায় একটী সুন্দর ও সুপ্রকৃতিবিশিষ্ট সুবর্ণকর্কট থাকিত। বোধিসত্ত্ব দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার করিয়া মুখ ধুইতেছেন, এমন সময়ে ঐ কর্কট তাঁহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। বোধিসত্ত্ব তাহাকে তুলিয়া নিজের উত্তরীয় বস্ত্রের মধ্যে ফেলিলেন, তাহাকে লইয়া ক্ষেত্রে গেলেন এবং সেখানকার কাজ শেষ করিয়া গৃহে ফিরিবার কালে তাহাকে সেই ডোবায় নিক্ষেপ করিয়া গেলেন। তদবধি ক্ষেত্রে আসিয়া তিনি প্রথমেই সেই ডোবায় যাইতেন এবং কর্কটটাকে উত্তরীয় বস্ত্রের মধ্যে লইয়া তাহার পর নিজের কাজকর্ম্ম দেখিতেন। এইরূপে উভয়ের মধ্যে দৃঢ় বন্ধুত্ব জন্মিল। বোধিসত্ত্ব প্রতিদিনই ক্ষেত্রে যাইতেন। তাঁহার চক্ষুতে পঞ্চ প্রসাদ চিহ্ন এবং তিনটী মণ্ডল অতি সুন্দরভাবে বিরাজ করিত। তাঁহার ক্ষেত্রের এক প্রান্তস্থিত একটা তালবৃক্ষে কাককুলায়ে একটা কাকী ছিল; বোধিসত্ত্বের চক্ষু দেখিয়া তাহার উহা

---

* ৪৪২।

† প্রথম খণ্ডের ২১শ জাতকের প্রত্যুৎপন্ন বস্তু দ্রষ্টব্য।

‡ ৫৩৩।

* এক করীস—৪ অম্মণ—৮ একার। তাহা হইলে বোধিসত্ত্বের ভূমিপরিমাণ প্রায় আট হাজার একার বা ২৪০০০ বিঘা ছিল।

খাইতে ইচ্ছা হইল এবং সে স্বামীকে বলিল, "স্বামিন্, আমার একটা সাধ হইয়াছে।" কাক জিজ্ঞাসিল, "কি সাধ হইয়াছে, প্রিয়ে?" "এক ব্রাহ্মণের চক্ষু দুইটী খাইবার ইচ্ছা।" "তোমার এ সাধ ত ভাল নয়; কাহার সাধ্য, ব্রাহ্মণের চক্ষু দুইটী আনিতে পারে?" "তোমার যে সাধ্য নাই, আমি তাহা জানি। কিন্তু এই তালগাছের নিকটে বল্মীকের মধ্যে যে কৃষ্ণসর্প আছে, তাহার উপাসনা কর; সে ব্রাহ্মণকে দংশন করিয়া মারিবে; তখন তুমি উহার চক্ষু দুইটী উৎপাটন করিয়া আনিবে।" এই প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া কাক তদবধি সেই কৃষ্ণসর্পের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইল। বোধিসত্ত্ব যে সকল শস্য বপন করিয়াছিলেন, সে গুলির যখন থোড় হইয়াছিল, সে সময়ে কর্কটাও বেশ বড় হইয়াছিল। এই সময়ে এক দিন সর্প কাককে বলিল, "ভদ্র, তুমি অবিরত আমার উপাসনা করিতেছ; বল, আমি তোমার কি উপকার করিতে পারি?" কাক বলিল, "প্রভু, এই ক্ষেত্রস্বামীর চক্ষু দুইটী খাইবার জন্য আপনার দাসীর বড় সাধ জন্মিয়াছে; আপনার ক্ষমতাবলে চক্ষু দুইটী পাইবার আশায় আমি আপনার উপাসনা করিতেছি।" সর্প তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিল, "এ ত কোন কঠিন কাজ নয়; তুমি চক্ষু দুইটা পাইবে।"

ইহার পরদিন, কৃষ্ণসর্প ব্রাহ্মণের আগমনপ্রতীক্ষায় ক্ষেত্রসীমার নিকটে পথপার্শ্বে তৃণের মধ্যে লুকাইয়া রহিল। বোধিসত্ত্ব আসিবার কালে প্রথমে ডোবায় নামিয়া মুখ ধুইলেন, সুবর্ণকর্কটের প্রতি ভ্রাতৃস্নেহ হইয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং তাহাকে উত্তরীয় বস্ত্রের ভিতর রাখিয়া ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া সর্প অতিবেগে ছুটিয়া তাঁহার পায়ের নীচে দংশন করিল এবং সেখানেই তাঁহাকে ভূতলে ফেলিয়া বল্মীকের মধ্যে পলাইয়া গেল। বোধিসত্ত্বের পতন, তাঁহার বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে সুবর্ণকর্কটের বহির্গমন এবং উড়িয়া আসিয়া বোধিসত্ত্বের বক্ষঃস্থলে কাকের উপবেশন, এই ঘটনাগুলি পর পর নিমিষের মধ্যে হইয়া গেল। কাক বসিয়া বোধিসত্ত্বের চক্ষুর ভিতর নিজের তুণ্ড প্রবেশ করাইল। কর্কট ভাবিল, "এই কাকের চক্রান্তেই আমার বন্ধুর বিপদ্ ঘটিয়াছে; ইহাকে ধরিলে সাপটা নিশ্চয় আসিবে।" সে, কামারে যেমন সাঁড়াশী দিয়া ধরে, সেইরূপে নিজের শুঁড়দ্বারা দৃঢ়রূপে কাকের গ্রীবা ধরিল এবং তাহাকে বিলক্ষণ যন্ত্রণা দিয়া শেষে একটু ঢিল দিল। তখন কাক সর্পকে ডাকিতে লাগিল, "বন্ধু, তুমি আমায় ছাড়িয়া পলাইলে কেন? এই কর্কটটা আমায় বধ করিতেছে; আমার প্রাণ বাহির হইবার আগে আসিয়া উদ্ধার কর।"

অশিরস্ক, * জলচর, অস্থিনেত্র, লোমহীন, শৃঙ্গ যার দেখিতে ভীষণ,
হেন দুষ্ট অভিভূত করেছে আমায়; কাঁদি তাই, ত্রাহি ত্রাহি, প্রাণ বুঝি যায়।
এস, সখে, শীঘ্র শীঘ্র করহ উদ্ধার; কি কারণ হইতেছে বিলম্ব তোমার?†

ইহা শুনিয়া সর্প বিশাল ফণা বিস্তারপূর্বক কাককে আশ্বাস দিতে আসিল।

[এই ভাব সুস্পষ্ট করিবার জন্য শাস্তা অভিসম্বুদ্ধ হইয়া দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :—

বিস্তারি বৃহৎ ফণ, ফোঁস ফোঁস শব্দ করি, কর্কটের কাছে সাপ যায়
সখারে করিতে রক্ষা, কর্কট দ্বিতীয় দাঁড়ে দৃঢ়রূপে ধরিল তাহায়।

অতঃপর সর্পকেও বিলক্ষণ যাতনা দিয়া কর্কট বন্ধন একটু শিথিল করিল। সর্প ভাবিল,

---

* অর্থাৎ যাহার বহিঃ অস্থির আবরণ, অথচ দেহের মধ্যে অস্থি নাই, [illegible]।
† দ্বিতীয় খণ্ডের কর্কট-জাতকেও (২৬৭) এই গাথা আছে।

'কর্কটে বায়সের মাংস খায় না, সর্পের মাংসও খায় না, তবে আমাদের দুই জনকেই ধরিয়াছে কেন?' এই চিন্তা করিয়া সে তৃতীয় গাথা বলিল :—

কর্কটে ধরে না কভু ভোজনের তরে বায়সে বা সর্পে, তাই শুধাই তোমারে,
হে আয়তনেত্র, তুমি আমা দুই জনে আবদ্ধ করিলে কেন সুদৃঢ় বন্ধনে?

ইহা শুনিয়া কর্কট দুইটী গাথা দ্বারা ধরিবার কারণ বলিল :—

এ ব্যক্তি আমার অতি হিতপরায়ণ, জল হতে তুলি মোরে করিয়া যতন
লয়ে যান নিজ সঙ্গে; মরণে ইঁহার জন্মিবে দারুণ দুঃখ হৃদয়ে আমার।
ইঁহার মরণে আমি হব অসহায়; আমার রক্ষার কোন না রবে উপায়।

পরিপুষ্ট দেহ মোর করিয়া দর্শন মারিতে আমায় যাবে কত শত জন;
স্বাদু, স্থূল, সুমধুর মাংসের আশায় কাকেও বধিতে চেষ্টা করিবে আমায়।

ইহা শুনিয়া সর্প চিন্তা করিতে লাগিল, 'কোন উপায়ে উহাকে বঞ্চনা করিয়া কাকের ও নিজের দুই জনেরই মুক্তি লাভ করিতে হইবে।' অনন্তর সে কর্কটকে বঞ্চনা করিবার জন্য ষষ্ঠ গাথা বলিল :—

শুধু যদি এই হেতু আমা দুই জনে আবদ্ধ করেছ তুমি সুদৃঢ় বন্ধনে,
উঠুক বাঁচিয়া তব সখা, আমি তার করিতেছি দেহ হ'তে বিষের উদ্ধার।
আমারে, কাকেরে আর ছাড় শীঘ্র, ভাই; বিষ যদি গাঢ় হয়, রক্ষা তবে নাই।

ইহা শুনিয়া কর্কট চিন্তা করিল, 'সর্পটা এক উপায় প্রয়োগ করিয়া কাকের ও নিজের মুক্তি-সাধনপূর্ব্বক পলায়ন করিবে ভাবিয়াছে; আমি যে কেমন উপায়কুশল, এ তাহা জানে না। যাহাতে সর্পটা সঞ্চরণ করিতে পারে, আমি সেই ভাবে শৃঙ্গ শিথিল করিব; কিন্তু কাকটাকে ছাড়িব না।' ইহা স্থির করিয়া সে সপ্তম গাথা বলিল :—

সর্পেরে ছাড়িব আগে, কাকে না ছাড়িব; আবদ্ধ করিয়া দুষ্ট কাকেরে রাখিব।
বিষমুক্ত হয়ে মিত্র লভিলে জীবন, দিব মুক্তি কাকে, দিনু সর্পেরে যেমন।

ইহা বলিয়া সর্প যাহাতে অনায়াসে চলিতে পারে, কর্কট এই ভাবে শৃঙ্গ শিথিল করিল। সর্প বোধিসত্ত্বের দেহ হইতে বিষ তুলিয়া লইল; তাঁহার দেহ নির্ব্বিষ হইল। তাঁহার আর কোন যন্ত্রণা থাকিল না; দেহের স্বাভাবিক বর্ণ ফিরিয়া আসিল। তখন কর্কট ভাবিল, 'এই দুষ্ট প্রাণী দুইটা যদি সুস্থ থাকে, তাহা হইলে আমার বন্ধুর মঙ্গল হইবে না; অতএব দুইটারই প্রাণসংহার করিব।' এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া, লোকে যেমন কাটারি দিয়া উৎপলমুকুল কাটে, সেইরূপে শৃঙ্গদ্বারা সে উভয়েরই মস্তক ছেদ করিয়া প্রাণনাশ করিল। ইহা দেখিয়া কাকীও সেই স্থান হইতে পলায়ন করিল। বোধিসত্ত্ব যষ্টিদ্বারা সর্পের শরীর বিদ্ধ করিয়া একটা গুল্মের উপর ফেলিয়া দিলেন, সুবর্ণকর্কটকে ডোবায় রাখিলেন এবং স্নান করিয়া শালিন্দীগ্রামে ফিরিয়া গেলেন। তদবধি কর্কটের সহিত তাহার বন্ধুত্ব আরও গাঢ় হইল।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন।

সমবধান—

দেবদত্ত কাক, মার কৃষ্ণসর্প, আনন্দ কর্কট ছিল;
আমি দ্বিজ সেই, কর্কট যাহারে নষ্ট প্রাণ পুনঃ দিল।

সত্যব্যাখ্যা শুনিয়া অনেকে স্রোতাপত্তি-মার্গ প্রভৃতি প্রাপ্ত হইল। গাথায় কাকীর উল্লেখ নাই; সেই বুদ্ধের সময়ে চিঞ্চামাণবিকা হইয়াছিল।]

দ্রষ্টব্য— পঞ্চতন্ত্রের শেষ আখ্যায়িকা এক কর্কট-কর্তৃক কৃষ্ণসর্পের প্রাণনাশ এবং স্বীয় পালক ব্রাহ্মণের প্রাণরক্ষার কথা আছে। কিন্তু জাতকের আখ্যায়িকার সহিত ইহার প্রভেদও বিস্তর।

৩৯০—মযহক জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে জনৈক আগন্তুক শ্রেষ্ঠীর* সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। শ্রাবস্তীতে এক আগন্তুক শ্রেষ্ঠী অতি ধনবান্ ছিল। কিন্তু সে নিজেও কিছু ভোগ করিত না, অন্যকেও কিছু দিত না। সুস্বাদু ও উৎকৃষ্ট খাদ্য পানীয় উপনীত হইলে সে তাহা গ্রহণ করিত না; সে আমানিমাত্র মিশাইয়া খুদের যাউ খাইত, তাহাকে সুবাসিত কাশীজাত বস্ত্র দিলে সে তাহা পরিত না, লোকে শুড় বান্ধিবার জন্য যে স্থূল পশমী কম্বল ব্যবহার করে তাহাই পরিত, উৎকৃষ্ট, অশ্বযুক্ত মণিকনকশোভিত রথ উপনীত হইলেও সে তাহা ছাড়িয়া অতি জীর্ণ রথে চড়িয়া পর্ণছত্রের নীচে বসিয়া যাতায়াত করিত। এইরূপে যাবজ্জীবন দানাদি পুণ্যকার্য্যের কিছুমাত্র অনুষ্ঠান না করিয়া সে অবশেষে প্রাণত্যাগ করিল এবং রৌরবনরকে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইল। লোকটা অপুত্রক ছিল, এই নিমিত্ত তাহার সমস্ত সম্পত্তি রাজপুরুষেরা সপ্তদিবারাত্র বহন করিয়া রাজভবনে লইয়া গেল।

শ্রেষ্ঠীর সম্পত্তি রাজভবনে আনীত হইলে রাজা প্রাতরাশ-সমাপনান্তে জেতবনে গমনপূর্ব্বক শাস্তাকে প্রণিপাত করিলেন। শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, "মহারাজ, এ কয়দিন আপনি বুদ্ধোপাসনা করিতে আইসেন নাই কেন?" রাজা বলিলেন, "ভদন্ত, শ্রাবস্তীবাসী আগন্তুক শ্রেষ্ঠীর মৃত্যু হইয়াছে, তাঁহার ত্যক্ত সম্পত্তি অস্বামিক বলিয়া আমার প্রাসাদে আনিয়াছি, ইহাতে এক সপ্তাহ লাগিয়াছে। এত ধন লাভ করিয়াও সে ব্যক্তি নিজে ইহার কিছুই ভোগ করে নাই, অপরকেও দান করে নাই। ইহার ধন রাক্ষস পরিগৃহীত পুষ্করিণীর ন্যায় ছিল, সে একদিনের তরেও সুস্বাদু ভোজনাদির রস অনুভব না করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। এরূপ কৃপণ মৎসরী ও পাপাত্মা কি হেতু এত ধন লাভ করিয়াছিল কেনই বা ইহার চিত্ত ভোগে আসক্ত হয় নাই?" শাস্তা উত্তর দিলেন "মহারাজ নিজ কর্ম্মফলেই তাহার ধনলাভ এবং লব্ধধনে নিজের অপরিভোগ ঘটিয়াছিল।" অনন্তর রাজার অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বারাণসীতে এক শ্রেষ্ঠী বাস করিত। তাহার ধর্ম্মে শ্রদ্ধা ছিল না, সে এত কৃপণ ও মৎসরী ছিল যে কাহাকেও কিছু দিত না, নিজেও কিছু ভোগ করিত না। সে একদিন রাজদর্শনে যাইবার কালে তগরশিখি-নামক প্রত্যেকবুদ্ধকে ভিক্ষাচর্য্যা করিতে দেখিয়া তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "ভদন্ত, আপনি ভিক্ষা পাইয়াছেন কি?" তগরশিখী উত্তর দিয়াছিলেন, "মহাশ্রেষ্ঠিন্, দেখিতেছ ত আমি ভিক্ষাচর্য্যা করিতেছি।" তখন শ্রেষ্ঠী তাহার অনুচরকে বলিয়াছিল, "ইঁহাকে আমার বাটীতে লইয়া যাও, আমার পল্যঙ্কে উপবেশন করাও, এবং আমার জন্য যে খাদ্য প্রস্তুত আছে, তাহা ইঁহার পাত্রে পূর্ণ করিয়া দাও।" সে ব্যক্তি প্রত্যেকবুদ্ধকে শ্রেষ্ঠীর ঘরে লইয়া গেল, সেখানে তাঁহাকে বসাইল এবং শ্রেষ্ঠীর ভার্য্যাকে সংবাদ দিল। ঐ রমণী নানাবিধ অগ্ররসযুক্ত অন্ন দ্বারা পাত্রপূর্ণ করিয়া প্রত্যেকবুদ্ধকে দিলেন। প্রত্যেকবুদ্ধ ঐ পাত্র গ্রহণ করিয়া শ্রেষ্ঠীর গৃহ হইতে বাহির হইলেন এবং রাস্তা দিয়া যাইতে লাগিলেন। শ্রেষ্ঠী তখন রাজভবন হইতে ফিরিতেছিল, প্রত্যেকবুদ্ধকে দেখিয়া সে প্রণিপাতপূর্ব্বক জিজ্ঞাসিল "ভদন্ত, আপনি খাদ্য পাইয়াছেন কি?" "হাঁ মহাশ্রেষ্ঠিন্, আমি পাইয়াছি।" শ্রেষ্ঠী পাত্রের দিকে দৃষ্টি করিয়া মনে আনন্দলাভ করিতে পারিল না; সে ভাবিল, 'আমার ভৃত্য বা দাসেরা এই অন্ন খাইতে পাইলে কত পরিশ্রমসাধ্য কাজ করিত, হায়! আজ আমার বড়ই ক্ষতি হইল।'

'লোকে দান করিবার পরে যে আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পায়, এইরূপ শ্রেষ্ঠীর পক্ষে তাহা অসম্পূর্ণ হইল। দান করিবার কালে লোকের মন যদি ত্রিবিধ ভাবে পরিপূর্ণ হয়, তবেই সে দান হইতে সাফল্য লাভ করা যায়।

---

* আগন্তুক—অর্থাৎ যে অন্য কোন স্থান হইতে আসিয়া বাস করিতেছিল।

দানের ইচ্ছায় হবে হরষিত মন,
দানকালে উপজিবে আনন্দ অপার,
করি দান অনুতাপ হবে না কখন,—
বংশ বৃদ্ধি হয় তার, এই ধর্ম্ম যার।

চিত্তের প্রসন্নভাব দান করিবার পূর্ব্বে ; দানকালে সুখের সঞ্চার ;
দানান্তে আনন্দভোগ,— এ তিন লক্ষণযুত দানে বলি সর্ব্বশ্রেষ্ঠদান।

মহারাজ, আগন্তকশ্রেষ্ঠী প্রত্যেকবুদ্ধ তগরশিখীকে ভিক্ষা দিয়াছিল বলিয়া এ জন্মে বহুবিত্ত লাভ করিয়াছিল ; কিন্তু দানান্তে সে মনের পশ্চাদ্ভাব * প্রসন্ন করিতে পারে নাই বলিয়া ঐ বিত্ত উপভোগ করিতে অসমর্থ হইয়াছে। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদন্ত, এ ব্যক্তি পুত্রলাভ করিতে পারে নাই কেন?" শাস্তা উত্তর দিলেন, "পুত্রালাভও তাহারই কৃতকর্ম্মের ফল।" অনন্তর রাজার অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব এক অশীতিকোটিবিভবসম্পন্ন শ্রেষ্ঠীর কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে যখন তাঁহার মাতাপিতার মৃত্যু হইল, তখন তিনি কনিষ্ঠ সহোদরের ভরণপোষণের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করিলেন এবং নিজে গৃহধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি গৃহদ্বারের নিকটে দানশালা নির্ম্মাণ করাইলেন এবং মহাদানে রত হইয়া গার্হস্থ্য জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। কালক্রমে তাঁহার একটী পুত্র জন্মিল। এই পুত্র যখন হাঁটিতে শিখিল, তখন বোধিসত্ত্ব বিষয়-ভোগে দুঃখ এবং নৈষ্ক্রম্যে সুখ দেখিয়া দারাপুত্রসহ নিজের বাসভবন ও ঐশ্বর্য্য কনিষ্ঠের হস্তে সমর্পণপূর্ব্বক বলিলেন, "অপ্রমত্তভাবে দানধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখিও"। এই উপদেশ দিয়া তিনি ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন এবং অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ লাভ করিয়া হিমবন্তপ্রদেশে বাস করিতে লাগিলেন।

বোধিসত্ত্বের কনিষ্ঠেরও একটী পুত্র জন্মিয়াছিল। সে ক্রমে বড় হইতেছে দেখিয়া কনিষ্ঠ ভাবিতে লাগিল, 'আমার ভ্রাতুষ্পুত্রটী জীবিত থাকিলে সমস্ত সম্পত্তি দুই ভাগ হইবে ; অতএব ইহাকে বধ করিতে হইবে।' এই অভিসন্ধি করিয়া সে একদিন ঐ বালকটীকে নদীতে ডুবাইয়া মারিয়া ফেলিল। সে যখন স্নান করিয়া ফিরিল, তখন তাহার ভ্রাতৃবধূ জিজ্ঞাসিলেন, "আমার ছেলে কোথায়?" কনিষ্ঠ বলিল, "সে নদীতে সাঁতার খেলিতেছিল ; তারপর তাহাকে কত খুঁজিলাম, কোথায়ও দেখিতে পাইলাম না।" ইহা শুনিয়া ঐ রমণী রোদন করিতে লাগিলেন, কিন্তু নীরব রহিলেন।

এদিকে বোধিসত্ত্ব এই বৃত্তান্ত জানিতে পারিলেন এবং এই কুকাণ্ড লোকের নিকট প্রকাশ করিবার অভিপ্রায়ে আকাশপথে গমনপূর্ব্বক বারাণসীতে অবতরণ করিলেন। তিনি উৎকৃষ্ট অন্তর্ব্বাস ও বহির্ব্বাস পরিধান করিয়া গৃহদ্বারে দাঁড়াইলেন এবং দানশালা দেখিতে না পাইয়া ভাবিতে লাগিলেন, "এই পাপাত্মা দানশালাটীও ধ্বংস করিয়াছে!" এদিকে কনিষ্ঠ তাঁহার আগমনের কথা জানিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন, তাঁহাকে প্রণাম করিয়া প্রাসাদে লইয়া গেলেন এবং সেখানে উৎকৃষ্ট খাদ্য ভোজন করাইলেন।

বোধিসত্ত্ব আহারান্তে উপবেশন করিয়া ভ্রাতার সহিত মিষ্টালাপ করিতে করিতে জিজ্ঞাসিলেন, "আমার ছেলেকে ত দেখিতেছি না ; সে কোথায়?" কনিষ্ঠ উত্তর দিল, "ভদন্ত, সে মারা গিয়াছে।" "কিরূপে মারা গেল?" "জলকেলি করিবার স্থানে মারা গিয়াছে, কিন্তু কিরূপে মরিয়াছে তাহা আমি জানি না।" "নরাধম, তুমি জান না বলিতেছ! তোমার দুষ্কর্ম্ম আমি বেশ

---

* পালি—'অপরচেতন'।

বুঝিতে পারিয়াছি; তুমি কি নিজেই তাহাকে ডুবাইয়া মার নাই? যে ধন রাজাদিকর্তৃক * বিনষ্ট হয়, তুমি কি তাহা চিরদিন রক্ষা করিতে পারিবে?" তোমাতে ও 'মদীয়ক' পক্ষীতে † প্রভেদ কি? অনন্তর বোধিসত্ত্ব বুদ্ধসুলভ কৌশলের সহিত নিম্নলিখিত গাথাগুলিদ্বারা ধর্ম্মদেশন করিতে লাগিলেন:—

মদীয়ক নামে বিহঙ্গম এক ছিল অতিস্বার্থপর,
পিপ্পলশাখায় থাকিত বসিয়া সেই সানুদরীচর।
পিপ্পলের ফল খাইত যখন অপর বিহগ যত,
'আমার' 'আমার' বলিয়া রোদন করিত সে অবিরত।

সে যবে কান্দিত হেন দীনভাবে, অপর বিহগগণ
খাইত চলিয়া মনের সুখেতে সে ফল করি ভক্ষণ।
দেখি তাহা পুনঃ মদীয়ক বসি কান্দিত করুণ রবে—
"আমার, আমার, আমার এ ফল, খেয়ে চলি গেল সবে।"

অর্জ্জি বহুধন না করে যেজন আত্মভোগ তরে ব্যয়,
জ্ঞাতিবন্ধুগণে কিংবা বিতরণ, যার যাহা প্রাপ্য হয়,
এই হতভাগ্য বিহগের মত 'আমার' 'আমার' বলি
নিরর্থক অর্থে যাইবে তাহার সারাটী জীবন চলি।

ভোজ্য, আচ্ছাদন, গন্ধ, বিলেপন, ভোগের পদার্থ যত,
বায়েকের তরে নাহি ভাগ্যে তার, দুঃখে দিন হয় গত।
নিজে পায় দুখ আত্মীয় স্বজন তাদেরও সুখের তরে
সঞ্চিত ধনের ভ্রমেও কখন নিয়োজিত নাহি করে।

'আমার, আমার' এই সব ধন বলি সে করে ক্রন্দন,
করে রক্ষা তার,— কিন্তু হায় হায় পরিশেষে সেই ধন
রাজা বা তস্করে লয়ে যায় হরে, কিংবা যে অপ্রিয় তার,
কেননা সে ধন দায়াদ এখন অপুত্রক অভাগার।

নিজ করে ভোগ, জ্ঞাতির পোষণ করে, সুধী বলি তায়;
লভি যশ হেথা, দেহ অবসানে স্বর্গ সুখ সেই পায়।

মহাসত্ত্ব অমুচকে এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া পুনর্ব্বার দান দেওয়াইবার সুব্যবস্থা করিলেন এবং হিমবন্তে গিয়া অপরিহীন ধ্যানবলে ব্রহ্মলোকপরায়ণ হইলেন।

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন, "মহারাজ, এই আগন্তুক শ্রেষ্ঠী পূর্ব্বজন্মে ভ্রাতুষ্পুত্রকে বধ করিয়াছিল বলিয়া এ জন্মে পুত্রকন্যা লাভ করিতে পারে নাই।

সমবধান—তখন এই আগন্তুকশ্রেষ্ঠী ছিল সেই কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং আমি ছিলাম তাহার জ্যেষ্ঠ সহোদর।]

৩৯১—ধ্বজবিহেঠ-জাতক।‡

[শাস্তা সর্ব্বলোকের হিতার্থ বিচরণ করিতেন। এই সম্বন্ধে তিনি যেরূপ অতীত কালে [illegible]

---

* রাজা, তস্কর, অগ্নি, অপ্রিয় ও জল এই পঞ্চটী ধনশত্রু।

† এই পক্ষী মদীয় মদীয় (আমার আমার) শব্দ করিত বলিয়া মদীয়ক নামে অভিহিত হইয়াছে। [illegible]

‡ [illegible]—পীড়ন। [illegible] যাহা পীড়িত হয়, তাহা [illegible]।

কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্নবস্তু মহাবুক্‌কস্নাতকে * বলা যাইবে। "ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও তথাগত সর্ব্বলোকের হিতার্থ বিচরণ করিতেন," ইহা বলিয়া শাস্তা সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব শক্র ছিলেন। তখন এক বিদ্যাধর নিজের বিদ্যা-প্রভাবে নিশীথকালে রাজভবনে গিয়া মহিষীর সহিত কুব্যবহার আরম্ভ করিয়াছিল। মহিষীর পরিচারিকারা ইহা জানিতে পারিল; তিনি নিজেও রাজার নিকট গিয়া বলিলেন, "দেব, অর্দ্ধরাত্রিকালে একটা পুরুষ আসিয়া আমার শয়ন কক্ষে প্রবেশপূর্ব্বক আমার সহিত কুব্যবহার করে।" রাজা জিজ্ঞাসিলেন, "তুমি ইহার শরীরে এমন কোন চিহ্ন করিতে পার কি না, যাহা দ্বারা ইহাকে ধরা যাইতে পারে?" "হাঁ মহারাজ, তাহা পারিব।" অনন্তর মহিষী উৎকৃষ্ট হিঙ্গুল আনাইয়া একটা পাত্রে রাখিলেন; যথাসময়ে ঐ পুরুষ আসিয়া তাঁহার সহিত পূর্ব্ববৎ কুক্রিয়া করিল; কিন্তু সে যখন যাইতেছিল, তখন মহিষী তাহার পৃষ্ঠে ঐ হিঙ্গুলের পঞ্চাঙ্গুলিক দিলেন এবং পর দিন প্রাতঃকালে রাজাকে ইহা জানাইলেন। রাজা ভৃত্যদিগকে আজ্ঞা দিলেন "তোমরা চারিদিকে অনুসন্ধান করিয়া যাহার পৃষ্ঠে হিঙ্গুলের চিহ্ন দেখিতে পাইবে, তাহাকে ধরিয়া আনিবে।"

ঐ বিদ্যাধর রাত্রিকালে কুক্রিয়া করিয়া দিনমানে শ্মশান-ভূমিতে এক পদে দাঁড়াইয়া সূর্য্যকে প্রণাম করিত। তাহাকে দেখিয়া রাজপুরুষেরা ঘিরিয়া দাঁড়াইল। বিদ্যাধর দেখিল, তাহার কুকাণ্ড প্রকাশ পাইয়াছে। সে নিজের বিদ্যাপ্রয়োগ করিয়া আকাশপথে উড্ডয়নপূর্ব্বক প্রস্থান করিল। ইহা দেখিয়া লোকজন ফিরিয়া আসিলে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেখিতে পাইয়াছ কি?" তাহারা বলিল, "হাঁ মহারাজ।" "সে কে?" "সে একজন প্রব্রাজক।" [ইহা বলিবার কারণ এই যে, সে রাত্রিতে অনাচার করিয়া দিবাভাগে প্রব্রজিতের বেশে থাকিত।] রাজা ভাবিলেন, 'এই সব লোক দিনমানে শ্রমণের বেশে বিচরণ করিয়া রাত্রিকালে কুক্রিয়ায় রত হয়।' এইজন্য তিনি প্রব্রাজকদিগের উপর ক্রুদ্ধ হইলেন এবং মিথ্যাদৃষ্টি † অবলম্বন করিলেন। তিনি ভেরী বাজাইয়া প্রচার করিলেন, "আমার রাজ্য হইতে সমস্ত প্রব্রাজক পলায়ন করুক। অতঃপর লোকে আমার অধিকারে প্রব্রাজক দেখিলেই তাহাদিগকে রাজদণ্ড দিবে।"

এই আদেশে ত্রিশতযোজনব্যাপী কাশীরাজ্য হইতে পলায়নপূর্ব্বক সমস্ত প্রব্রাজক অন্যান্য রাজধানীতে আশ্রয় লইল; অধিবাসীদিগকে উপদেশ দিতে পারে এখন কোন শ্রবণব্রাহ্মণই আর কাশীরাজ্যে রহিল না। উপদেশের অভাবে লোকে দুর্দ্দান্ত ও দানশীলবিমুখ হইল এবং মরণান্তে প্রায় সকলেই নরকাদি অপায়ে জন্মলাভ করিতে লাগিল, কেহই স্বর্গে দেবজন্ম প্রাপ্ত হইল না। শক্র দেখিলেন, স্বর্গে আর নূতন দেবতার আবির্ভাব হইতেছে না। ইহার কারণ কি চিন্তা করিয়া তিনি বুঝিলেন, বিদ্যাধরের অপরাধ হেতু বারাণসীরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া মিথ্যাদৃষ্টি গ্রহণ করিয়াছেন এবং প্রব্রাজকদিগকে স্বরাজ্য হইতে দূর করিয়া দিয়াছেন। তখন তিনি ভাবিলেন, 'আমি ব্যতীত অন্য কেহই এই রাজার মিথ্যাধর্ম্মসেবা রহিত করিতে পারিবে না। আমি রাজার এবং তাঁহার রাজ্যবাসীদিগের মঙ্গল সাধন করিব।' এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি নন্দমূল গুহায় প্রত্যেকবুদ্ধদিগের নিকট গমন করিলেন এবং বলিলেন, "ভদন্তগণ, আমাকে একজন বৃদ্ধ প্রত্যেকবুদ্ধ দিন। আমি কাশীবাসীদিগকে সদ্ধর্ম্মে আনয়ন করিব।"

---

* ৪৬১।

† মিথ্যাদৃষ্টি—বুদ্ধশাসনের বিরোধী মত।

শক্র একজন প্রবীণ প্রত্যেকবুদ্ধই পাইলেন। তিনি প্রত্যেকবুদ্ধের পাত্রচীবর নিজে বহন করিতে লাগিলেন, তাঁহাকে সম্মুখে রাখিয়া স্বয়ং পশ্চাতে থাকিলেন, মস্তকে অঞ্জলি রাখিয়া তাহাকে প্রণাম করিতে লাগিলেন এবং অতি রূপবান্ যুবকের বেশে সমস্ত নগরের উপর দিয়া তিনবার বিচরণপূর্ব্বক রাজদ্বারে উপনীত হইয়া আকাশে সমাসীন হইলেন। লোকে রাজাকে জানাইল, "দেব, এক পরমসুন্দর যুবক এক শ্রমণকে আনিয়া রাজদ্বারের সন্নিধানে আকাশে উপবিষ্ট হইয়াছে।" রাজা আসন হইতে উত্থিত হইলেন এবং বাতায়নের নিকট দাঁড়াইয়া বলিলেন, "যুবক, তুমি নিজে অতি রূপবান্ শ্রমণ হইয়াও কি নিমিত্ত এই এই কুরূপ শ্রমণের পাত্রচীবর গ্রহণপূর্ব্বক ইহাকে নমস্কার করিতেছ?" এইরূপ আলাপ করিবার সময়ে রাজা প্রথম গাথা বলিয়াছিলেন :—

এ অতি কুৎসিতকায়; তুমি রূপবান্;
তবু কেন দাঁড়াইয়া পশ্চাতে ইহার
কৃতাঞ্জলিপুটে এরে কর নমস্কার?
কি নাম ইহার বল, তোমার কি নাম?

শক্র উত্তর দিলেন, "মহারাজ, শ্রমণগণ গুরুস্থানীয়, কাজেই ইঁহার নাম বলা আমার কর্ত্তব্য নহে; তবে আমার নাম বলিতেছি :—

অষ্টাঙ্গিক মার্গে সদা করি বিচরণ, লভেন অর্হত্ত্বফল যে জন, রাজন্,
জন্মমরণশীল কোন জন তাঁর নাম ধরে মুখে নাহি আনে আপনার।
দিতেছি কেবল তাই নিজপরিচয়, ত্রিদশেন্দ্র শক্র আমি জানিহ নিশ্চয়।

ইহা শুনিয়া রাজা তৃতীয় গাথা দ্বারা, ভিক্ষুকে নমস্কার করিলে কি সুফল পাওয়া যায়, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন :—

শুদ্ধশীল ভিক্ষুর পশ্চাতে থাকি যেবা কৃতাঞ্জলিপুটে নমি করে তাঁর সেবা,
বল, শক্র, কি সুফল ভাগ্যে হয় তার, কি সুখে দেহান্তে তার জন্মে অধিকার?

তখন শক্র চতুর্থ গাথা বলিলেন :—

শুদ্ধশীল ভিক্ষুর পশ্চাতে থাকি যেবা কৃতাঞ্জলিপুটে নমি করে তাঁর সেবা,
লোকের প্রশংসাশাত দৃষ্ট ফল তার, অদৃষ্ট,—দেহান্তে স্বর্গবাসে অধিকার।

শক্রের কথায় রাজার মিথ্যাদৃষ্টি অপনীত হইল; তিনি সন্তোষসহকারে পঞ্চম গাথা বলিলেন :—

অহো কি সৌভাগ্য মোর হইয়াছে আজ! দেখা দিলা মোরে স্বয়ং দেবরাজ!
শুদ্ধশীল ভিক্ষুবরে আনিয়া হেথায়, দর্শিলা অশেষ গুণ দিলা পরিচয়।
এখন হইতে করি পুণ্য অনুষ্ঠান দেহ অন্তে দিব্যধামে করিব প্রয়াণ।

ইহা শুনিয়া শক্র পণ্ডিতের (প্রত্যেকবুদ্ধের) মাহাত্ম্যকীর্ত্তন করিবার জন্য ষষ্ঠ গাথা বলিলেন :—

প্রজ্ঞাবান্, বহুশ্রুত, বহুগুণধর, বহিবে বিবেক চিত্তে নিরন্তর,
প্রত্যেক সেবার পাত্র হেন মহাজন; সেবি এঁরে, সেবি মোরে, কহহ, রাজন্,
এখন হইতে কর পুণ্য অনুষ্ঠান, ইহামুত্র হবে সদা তব কল্যাণ।

ইহা শুনিয়া রাজা শেষ গাথা বলিলেন :—

শুনিয়া দেবেন্দ্র, তব মধুর বচন অদ্যাবধি আমি করিনু বর্জন;
নাই আর মোহ, চিত্ত হিলা প্রসন্ন লভিলাম তব মুখে শুনি ধর্মকথা।
অতঃপর নিত্য আমি করিব না হেলা, কর পর্যুপাসন, শক্র, প্রত্যেকবুদ্ধের।

এইরূপ বলিয়া রাজা প্রাসাদ হইতে অবতরণ করিলেন এবং বুদ্ধকে প্রণিপাতপূর্ব্বক একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলেন, প্রত্যেকবুদ্ধ আকাশে পর্য্যঙ্কবন্ধনে উপবিষ্ট হইয়া রাজাকে উপদেশ দিলেন, "মহারাজ, সে ব্যক্তি বিদ্যাধর, শ্রমণ নহে। আপনি এখন হইতে জানিবেন যে, ধরিত্রী তুচ্ছ নহে; এখানে অনেক ধার্ম্মিক শ্রমণব্রাহ্মণ আছেন। অতএব দান করিবেন, শীলরক্ষা করিবেন, পোষধ পালন করিবেন।" শক্রও নিজের অনুভাববলে আকাশে আসীন হইয়া বলিলেন, "এখন হইতে অপ্রমত্তভাবে চলিবে।" নগরবাসীদিগকে এই উপদেশ দিয়া তিনি ভেরীবাদন দ্বারা ঘোষণা করাইলেন, 'যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ পলায়ন করিয়াছেন, তাঁহারা ফিরিয়া আসুন।' অনন্তর তাঁহারা দুইজনেই স্ব স্ব স্থানে ফিরিয়া গেলেন। রাজা তাঁহাদের উপদেশানুসারে চলিয়া পুণ্যানুষ্ঠানে ব্রতী হইলেন।

[সমবধান—তখন সেই প্রত্যেকবুদ্ধ পরিনির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন ; তখন আনন্দ ছিলেন সেই রাজা এবং আমি ছিলাম শক্র।]

৩৯২—বিসপুপ্প-জাতক *

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এক ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি জেতবন হইতে নিক্রান্ত হইয়া কোশলরাজ্যে কোন অরণ্য-প্রদেশে বাস করিবার কালে একদা পদ্মসরোবরে অবতরণ-পূর্ব্বক একটা প্রস্ফুটিত পদ্মফুল দেখিতে পাইয়াছিল এবং অধোবাতে দাঁড়াইয়া উহার ঘ্রাণ লইয়াছিল। ইহাতে সেই বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিলেন, "মারিষ, আপনি গন্ধচোর; আপনি যাহা করিলেন, তাহা একপ্রকার চৌর্য্য।" বনদেবতা এইরূপে তিরস্কার করিলে সেই ভিক্ষু জেতবনে ফিরিয়া গেলেন এবং শাস্তাকে প্রণিপাত করিয়া একপার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন। শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, "ভিক্ষু, তুমি কোথায় ছিলে?" "আমি অমুক বনে ছিলাম; কিন্তু সেখানে বনদেবতা এইরূপে আমার ভীতি উৎপাদন করিয়াছেন।" ইহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "দেখ ভিক্ষু, পুষ্পের ঘ্রাণ লইতে গিয়া কেবল তুমিই যে তিরস্কৃত হইয়াছ, তাহা নহে; প্রাচীনকালে পুরাণপণ্ডিতেরাও উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব কাশীরাজ্যের কোন গণ্ডগ্রামে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পর তক্ষশিলায় গিয়া সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ হইয়াছিলেন এবং তদনন্তর ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া এক পদ্মসরোবরের নিকটে বাস করিতেন। একদিন তিনি সরোবরে অবতরণ করিয়া একটা প্রস্ফুটিত পদ্মের ঘ্রাণ লইতেছিলেন। তাহা দেখিয়া এক দেবকন্যা বৃক্ষস্কন্ধবিবরে অবস্থিতা হইয়া নিম্নলিখিত প্রথম গাথায় তাঁহাকে উদ্বিগ্ন করিয়াছিলেন :—

এ ফুল তোমায় কেহ করে নাই দান ;
তথাপি লইলে তুমি ইহার আঘ্রাণ।
এও একরূপ চৌর্য্য নাহিক সংশয় ;
গন্ধচোর হইয়াছ তুমি, মহাশয়।

---

* ভিসপুপ্‌প=পদ্মফুল।

তখন বোধিসত্ত্ব দ্বিতীয় গাথা বলিয়াছিলেন :—

হরি নাই, ভাঙ্গি নাই ; শুধু দূর হতে গন্ধের গন্ধ পশে আমার নাসাতে।
তবে কেন গন্ধচোর বল গো আমায় ? চুরি না করিয়া চোর—এত বড় দায় !

এই সময়ে একটা লোক ঐ সরোবরে গিয়া মৃণাল খনন করিতে ও পদ্ম তুলিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "দূরে থাকিয়া ঘ্রাণ লইতেছিলাম বলিয়া আমায় তিরস্কার করিলে, আর এই লোকটাকে কিছুই বলিতেছ না।

খুঁড়িছে মৃণাল আর ছিঁড়িছে কমল ! এ হেন নিষ্ঠুরে কেন কিছু নাহি বল ?"

দেবকন্যা চতুর্থ ও পঞ্চম গাথা দ্বারা উক্ত ব্যক্তিকে কিছু না বলিবার কারণ বুঝাইলেন :—

স্তন্যমুখে শিশু যথা ধাত্রীর বসন, দুষ্কর্ম্মকারীরা পাপে দূষিত তেমন।
হেন জনে বলিবার কিছু মোর নাই, নীরবে দুষ্কর্ম্ম এর হেরিতেছি তাই।
পুণ্যশীল শ্রমণ তোমার মত যারা, উপদেশ পাইবার উপযুক্ত তারা।

নিষ্পাপ,—নিয়ত যারা করে প্রযতন কিরূপে পবিত্রভাবে যাপিবে জীবন,
অল্পমাত্র পাপ যদি তাদের চরিতে কোন সূত্রে কোনকালে পারে প্রবেশিতে,
যত আছে গুণ তাহা আচ্ছাদন করে, করে যথা মহামেঘ প্রদীপ্ত ভাস্করে।*

দেবকন্যা-কর্ত্তৃক এইরূপে তিরস্কৃত হইয়া বোধিসত্ত্ব মনের আবেগে ষষ্ঠ গাথা বলিলেন :—

প্রকৃতি আমার তুমি জান সবিশেষ, তাই, দেবি, কৃপা করি দিলা উপদেশ।
হেন অকার্য্যেতে রত দেখিলে আমায়, করিও এমনি পুনঃ তিরস্কার।

অতঃপর দেবকন্যা সপ্তম গাথা বলিলেন :—

এ নয় ব্যবসা মম, নহি ভৃত্য তব, তোমায় রক্ষিতে কেন সদা রত রব ?
যে পথে চলিলে তুমি পাবে দিব্যস্থান, নিজেই খুঁজিয়া তার করহ সন্ধান।

দেবকন্যা বোধিসত্ত্বকে এইরূপ উপদেশ দিয়া নিজের বিমানে প্রবেশ করিলেন ; বোধিসত্ত্বও ধ্যান অভ্যাস করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন, তাহা শুনিয়া সেই ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন। সমবধান—তখন উৎপলবর্ণা ছিলেন সেই দেবকন্যা এবং আমি ছিলাম সেই তাপস]

☞ "অদত্তাদান পাপ" এই উপদেশটী অন্যকে অন্যায়ে প্রতিপন্ন করিবার জন্যই বোধ হয় উল্লিখিত জাতকটী রচিত হইয়া থাকিবে। হাস্যরসোপজীবীগণের কিংবা সময় বিশেষে শঠে শাঠ্যং-সমাচরেৎ উপদেশ-প্রদর্শনের জন্যও এই শ্রেণীর দুই একটী গল্প দেখা যায়। ফরাসী কবি Rabelais এর গ্রন্থে দেখা যায়, এক ব্যক্তি কোন সূপকারের গৃহের বাহিরে বসিয়া গন্ধসহ অপূপ ভক্ষণ করিতে করিতে রুটি খাইয়াছিল, এইজন্য সূপকার গন্ধের মূল্য চাহিয়াছিল এবং এক বিদূষকের পরামর্শে প্রথমোক্ত ব্যক্তি সূপকারের কর্ণোপরি একটা মুদ্রা কয়েকবার বাজাইয়া, শব্দ দ্বারা গন্ধের মূল্য দিয়াছিল। কথাসরিৎসাগরে দেখা যায়, এক রাজা কোন গায়ককে অর্থ দিতে অঙ্গীকার করিয়া গান শুনিয়াছিলেন, কিন্তু অর্থ দেন নাই, বলিয়াছিলেন, তুমি গান করিয়া আমাকে কর্ণে তৃপ্তি দিয়াছ, আমিও অর্থ দিব বলিয়া তোমাকে আশায় তৃপ্তি দিয়াছি।

---

* তু। In beauty fault s conspicuous grow,
As smallest specks are seen on snow.—Gay

৩৯৩—বিঘাস-জাতক *

[শাস্তা পূর্ব্বারামে অবস্থিতি করিবার কালে কতিপয় কেলিশীল ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। স্থবির মহামৌদ্‌গল্যায়ন একবার তাহাদের বাসগৃহ কাঁপাইয়া তাহাদের ভীতি উৎপাদন করিয়াছিলেন। তদুপলক্ষ্যে ভিক্ষুরা একদা ধর্ম্মসভায় বসিয়া কথাবার্ত্তা বলিতেছিলেন, এমন সময়ে শাস্তা সেখানে গিয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও এই ব্যক্তিরা কেবল কেলিই ভাল বাসিত।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব শক্র ছিলেন। তখন কাশীরাজ্যের একটী গ্রামে সপ্ত সহোদর বিষয়ভোগের দোষ দেখিয়া নিষ্ক্রমণপূর্ব্বক ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং মেধ্যারণ্যে বাস করেন। কিন্তু তাঁহারা যোগানুষ্ঠানে মন না দিয়া যাহাতে কেবল দেহের দৃঢ়তা সম্পাদিত হয় সেই উদ্দেশ্যে নানাপ্রকার ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেন। দেবরাজ শক্র তাঁহাদিগকে উদ্বেজিত করিবার অভিপ্রায়ে শুকবিগ্রহ ধারণপূর্ব্বক তাঁহাদের বাসস্থানে উপনীত হইলেন এবং একটা বৃক্ষে উপবেশন করিয়া তাঁহাদিগকে ভয় দেখাইবার জন্য প্রথম গাথা বলিলেন :—

> বিঘাসাদ লোকে হয় সুখের ভাজন ; দৃষ্ট ফল,—ইহলোকে প্রশংসা-অর্জ্জন।
> অদৃষ্ট অপর ফল—দিব্যধামে বাস, ভঙ্গুর দেহের যবে ঘটিবে বিনাশ।

সপ্ত সহোদরের মধ্যে একজন শুকের কথা শুনিয়া অপর সহোদরদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :—

> শুকে যদি কথা কয় মানুষের মত, শুনে না কি মন দিয়া বিজ্ঞজন যত ?
> শুন, এই শুক, মম সহোদরগণ, করিতেছে আমাদের প্রশংসাকীর্ত্তন।

কিন্তু শক্র ইহা অস্বীকারপূর্ব্বক তৃতীয় গাথা বলিলেন :—

> গলিতমাংসাশী তোরা ; প্রশংসাকীর্ত্তন করি না তোদের আমি শোন্, মূর্খগণ।
> তোরা উচ্ছিষ্টের ভোক্তা, ঘৃণার্হ সবার ; বিঘাস কখন ও) নাহি করিস্ আহার।

শক্রের কথা শুনিয়া সপ্ত সহোদরই একসঙ্গে চতুর্থ গাথা বলিলেন :—

> প্রব্রাজক বেশে, ধরি জটার বন্ধন শিরোপরি, সপ্তবর্ষ করিনু যাপন
> খাইয়া বিঘাসমাত্র এই বন মাঝে ; তিরস্কারযোগ্য তবে হইনু কি কাজে ?
> আমরাই যদি হই নিন্দার ভাজন, প্রশংসা তোমার ঠাঁই পাবে কোন্ জন ?

তখন মহাসত্ত্ব তাঁহাদিগকে লজ্জা দিয়া পঞ্চম গাথা বলিলেন :—

> সিংহ ব্যাঘ্র আদি যত শ্বাপদ এ বনে, বাঁচিতেছ তাহাদের উচ্ছিষ্ট ভোজনে।
> তবু বল বিঘাসাদ আমরা সবাই ! ছিছি ছিছি তোমাদের কারও লজ্জা নাই !

ইহা শুনিয়া তাপসেরা বলিলেন, "যদি আমরা বিঘাসাদ না হইলাম, তবে কি আচরণদ্বারা বিঘাসাদ হওয়া যায় ?" শক্র তাঁহাদিগের এই প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য ষষ্ঠ গাথা বলিলেন :—

> তুমি অগ্রে অন্নদানে শ্রমণে, ব্রাহ্মণে, আগন্তুকে, অভ্যাগত অন্য প্রার্থী জনে,
> অবশিষ্ট থাকে যাহা নিজে শেষে খায়, পণ্ডিতেরা বিঘাসাদ বলেন তাহায়।

তাপসদিগকে এইরূপে লজ্জা দিয়া শক্র স্বস্থানে চলিয়া গেলেন।

---

* 'বিঘাস' শব্দটীর সাধারণ অর্থ 'উচ্ছিষ্ট' ; কিন্তু এখানে ইহা বিশিষ্ট অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, অতিথি প্রভৃতির সেবা হইলে যে খাদ্য অবশিষ্ট থাকে, এখানে বিঘাস শব্দ দ্বারা তাহা বুঝাইতেছে। এই জন্য উচ্ছিষ্টভোজী নিন্দার এবং বিঘাসাদ প্রশংসার পাত্র বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন।
সমবধান—তখন এই কেলিশীল ভিক্ষুরা ছিল সেই সপ্ত সহোদর এবং আমি ছিলাম শক্র।]

৩৯৪—বর্ত্তক-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এক লোভী ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। তাহার লোভের কথা শুনিয়া শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি প্রকৃতই লোভী?" সে উত্তর দিল "হাঁ প্রভু।" "দেখ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও তুমি বড় লোভপরায়ণ ছিলে, সেই লোভের জন্য সমগ্র বারাণসীনগরের হস্তী, গো, অশ্ব, মনুষ্য প্রভৃতির শবেও তুমি তৃপ্তি লাভ করিতে পার নাই, এবং তাহা হইতে অধিক পাইবার আশায় অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছিলে।" অনন্তর শাস্তা সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব বর্ত্তকযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি কোন বনে তিক্ত তৃণবীজ খাইয়া জীবনধারণ করিতেন। তখন বারাণসীতে এক অতি লোভী কাক ছিল। সে হস্তি প্রভৃতি জন্তুর মৃতদেহ খাইত; কিন্তু তাহাতেও তৃপ্ত না হইয়া আরও ভাল দ্রব্য পাইবার আশায় বনে গেল এবং সেখানে বন্যফলভোজী বোধিসত্ত্বকে দেখিয়া ভাবিল, 'এই বর্ত্তকটা খুব স্থূলদেহ হইয়াছে; আমার বোধ হয় এ অতি মধুর খাদ্য গ্রহণ করিয়া থাকে। অতএব, এ কি খায় জিজ্ঞাসা করিয়া, আমিও তাহাই খাইব এবং হৃষ্টপুষ্ট হইব।' এইরূপ চিন্তা করিয়া সে, বোধিসত্ত্ব যে ডালে বসিয়াছিলেন তাহার উপরের ডালে, গিয়া বসিল। সে কিছু জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই বোধিসত্ত্ব তাহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক প্রথম গাথা বলিলেন :—

ভাল খাবার, তেল ঘি আর খাও, মামা, কত;
তবু তোমার শরীর কৃশ! বুঝতে পারি না ত।

ইহা শুনিয়া কাক তিনটী গাথা বলিল :—

চারিদিকে শত্রু, বাবা; খাবার খুঁজতে গেলে,
শত্রুরা সব করে তাড়া ইট পাটকেল ফেলে,
সবাই করে দূর দূর দূর; কাকের সে কারণ
শরীর কভু হয়না মোটা, শুন, বাছাধন।

পাপ করে তাই ভয়ে ভয়ে কাটায় তারা কাল,
ভাগ্যে যদি আহার জুটে, তাও লাগেনা ভাল।
কৃশ কেন শরীর আমার বুঝলে ত এখন?
অতি দুঃখে কাটায়ে, বাপ, কাকের জীবন।

তুমি বাছা, ঘাসের বিচি বীজমাত্র খাও;
তেল, ঘি আদি ভাল দ্রব্য কখনও না পাও;
তবু তোমার শরীর মোটা। এ যে চমৎকার,
কারণটী এর বল খুলে, বাপধন আমার।

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব নিজের স্থূলদেহ হইবার কারণ বলিলেন :—

আছে দুই— চিন্তা নেই করি না কখন;
খাবার তরে নেই দূরে করি না গমন;
যা পাই তাই খেয়ে থাকি সে মন্দ, মধুর,
সেটি মোর বিশেষ হয়েছি স্থূল।

অয়ে তুই— দুশ্চিন্তায় যে ধায়ে না ক ধায়,
প্রমাণ বুঝি যা পায় তাই করে যে আহার,
জীবিকায় তরে সে জন কষ্ট নাহি পায়।
সুখের উপায় মানা, আমি বলিনু তোমায়।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন, তাহা শুনিয়া সেই লোভী ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইল। সমবধান—তখন এই লোভী ভিক্ষু ছিল সেই কাক এবং আমি ছিলাম সেই বর্তক।]

৩৯৫—কাক-জাতক।*

[এই আখ্যায়িকাও শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি-কালে এক লোভী ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্নবস্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব পারাবত-যোনিতে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বারাণসী-শ্রেষ্ঠীর পাকশালায় একটা ঝুড়িতে † বাস করিতেন। এক কাকও তাঁহার বিশ্বাসভাজন হইয়া সেখানে থাকিত। [অনন্তর পূর্ব্বের ন্যায় আখ্যায়িকাটীকে সবিস্তর বলিতে হইবে।] পাচক কাকের পালকগুলি ছিঁড়িয়া তাহার গায়ে ঝাল বাটনা মাখাইল, একটা কড়ি ছেঁদা করিয়া তাহার গলায় বান্ধিয়া দিল এবং এই অবস্থায় তাহাকে ঝুড়ির মধ্যে ফেলিয়া রাখিল। বোধিসত্ত্ব বন হইতে ফিরিয়া তাহার এই দুর্দশা দেখিলেন এবং পরিহাসপূর্ব্বক প্রথম গাথা বলিলেন :—

অনেক দিনের বন্ধু আমার; গলায় মাণিকটী;
কি সুন্দর দাড়ির বাহার ছাঁট পরিপাটি!

ইহা শুনিয়া কাক দ্বিতীয় গাথা বলিল :—

রাজার কাজে ব্যস্ত বড়, পাই না অবসর;
নখ চুল তাই বেড়ে ছিল বড়ই আমার।
নাপিত যখন দিল দেখা বহুদিনের পর,
নখ কাটায়ে দাড়ি কামায়ে হয়েছি সুন্দর।

অনন্তর বোধিসত্ত্ব তৃতীয় গাথা বলিলেন :—

নাপিত পাওয়া বড়ই কঠিন; সৌভাগ্য তোমার,
পেয়ে তারে চুল কাটায়ে হয়েছ সুন্দর।
কিন্তু আমি বুঝ্‌তে নারি ওটী কি গলায়,
কিন্‌ কিন্‌ যার হচ্ছে শব্দ, শুন্‌লে প্রাণ জুড়ায়।

তখন কাক দুইটী গাথা বলিল :—

বিলাসী সব মানুষ পরে কণ্ঠে মণির হার,
দেখে আমি অনুকরণ করেছি তাহার।
ভেবো না ক আমি শুধু করি পরিহাস;
কণ্ঠে না দুলিলে মণি হয় কি বিলাস?

* প্রথম খণ্ডের কপোত-জাতক (৪২), দ্বিতীয় খণ্ডের রুচির-জাতক (২৭৪) এবং বর্তমান খণ্ডের কপোত জাতক (৩৭৫) দ্রষ্টব্য।

† 'নীড়পচ্ছিয়ং' অর্থাৎ যে ঝুড়িতে পারাবত প্রভৃতি বাসা করে।

ঈর্ষা যদি হয় দেখি দাড়িটী আমার,
নাপিত ডেকে তোমাকেও করিব সুন্দর।
দাড়ি ছাঁটায়ে মাথিক দিব তুষ্‌বে সবার মন,
বন্ধু আমার সেজে গুজে বুঝ্‌বে সুখ কেমন।

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ব ষষ্ঠ গাথা বলিলেন ;—

বলিতে কি, তুমি ছাড়া আর কোথাও ভাই,
হেন মণি পরতে কেহ উপযুক্ত নাই।
সঙ্গে তোমার থাকা আমার নহে প্রীতিকর,
এখনই তাই মাগি বিদায়, চল্‌লেম, বন্ধুবর।

ইহা বলিয়া বোধিসত্ব উড়িয়া অন্যত্র প্রস্থান করিলেন। কাক সেখানেই প্রাণত্যাগ করিল :—

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন তাহা শুনিয়া সেই লোভী ভিক্ষু অনাগামিফল প্রাপ্ত হইল। সমবধান—তখন এই লোভী ভিক্ষু ছিল সেই কাক এবং আমি ছিলাম সেই পারাবত।]

জাতক।

সপ্ত নিপাত।

৩৯৬—কুক্কু-জাতক।*

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে রাজাকে উপদেশ দিবার উদ্দেশ্যে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্নবস্তু ত্রিশকুন জাতকে (৫২১) বলা যাইবে।]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব তাঁহার ধর্ম্মার্থানুশাসক অমাত্য ছিলেন। রাজা কুপথে চলিয়া ধর্ম্মবিরুদ্ধভাবে রাজত্ব করিতেন; তিনি জনপদবাসীদিগের পীড়ন করিয়া অর্থ গ্রহণ করিতেন। বোধিসত্ত্ব রাজাকে হিতোপদেশ দিবার জন্য একটা প্রকৃষ্ট উপমা খুঁজিতে লাগিলেন।

কোন সময়ে রাজার বাসগৃহ অসম্পূর্ণ অবস্থায় ছিল, কারণ তখনও উহার ছাদ হয় নাই। লোকে গোপানসীগুলি † বসাইয়া তাহার উপর চূড়াটা রাখিয়া দিয়াছিল; কিন্তু গোপানসীগুলিকে তখনও দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করা হয় নাই। রাজা একদিন উদ্যানে গিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং ঐ গৃহে প্রবেশ করিয়া উপরের দিকে তাকাইয়া গোলাকার চূড়াটা দেখিতে পাইলেন। পাছে উহা তাঁহার উপর পড়িয়া যায়, এই ভয়ে তিনি তখনই ঘর হইতে বাহির হইলেন এবং আবার উপরের দিকে তাকাইয়া ভাবিলেন, 'চূড়াটা কি আশ্রয় করিয়া আছে? গোপানসীগুলিই বা কিসের উপর ভর দিয়া রহিয়াছে?' বোধিসত্ত্বকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিবার কালে রাজা প্রথম গাথা বলিলেন:—

> সার্দ্ধহস্ত উচ্চ, অষ্টবিতস্তিপ্রমাণ পরিধি চূড়ার এই; সুন্দর নির্ম্মাণ
> শিশু আর শালে এর; কিরূপে উপরে রহিয়াছে স্থির? ভাঙ্গি নীচে নাহি পড়ে।

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, 'রাজাকে উপদেশ দিবার বেশ সুযোগ পাইয়াছি।' তিনি বলিলেন:—

> বক্রাকার শালময়ী ত্রিশ গোপানসী চারিদিকে সমদূরে চাপিয়াছে কসি,
> উপরেতে স্থিরভাবে আছে চূড়া তাই; নীচে পড়িবার কোন সম্ভাবনা নাই

> বন্ধু অকৃত্রিম আর মন্ত্রী শুদ্ধাচার,— সম্পদে বিপদে যারা হিতৈষী রাজার—
> হেন পারিষদগণে হয়ে পরিবৃত বুদ্ধিমান্ রাজা যদি থাকেন সতত,
> লক্ষ্মী তার চিরস্থিরা, শুন হে, রাজন্, গোপানসী-ধৃতভার চূড়াটী যেমন।

বোধিসত্ত্ব যখন এইরূপ বলিতেছিলেন, রাজা তখন নিজের চরিত্রের কথা ভাবিলেন। তিনি দেখিলেন, 'চূড়াটা না থাকিলে গোপানসীগুলি স্ব স্ব স্থানে থাকিতে পারে না; গোপানসীগুলি চাপিয়া না ধরিলে চূড়াটাও স্থির থাকিতে পারে না। গোপানসী ভাঙ্গিলে চূড়া পড়িয়া যাইবে।

---

* প্রথম গাথার প্রথমপদের শেষার্দ্ধ 'কুক্কু' শব্দ হইতে এই জাতকের কুক্কু নাম হইয়াছে। কুক্কু শব্দের অর্থ হাত (=২৪অঙ্গুলি)।

† গোপানসী=কুটীরাদির পাও'ক্‌ বা এড়োকাঠ।

ঠিক এইরূপ রাজা অধার্ম্মিক হইলে, তিনি নিজের বন্ধু, অমাত্য, সেনা, এবং রাজ্যবাসী ব্রাহ্মণ ও গৃহপতিদিগকে একতাবদ্ধ করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন না, কাজেই তাহারা হীনবল হইয়া পড়ে। তাহারা রাজার সাহায্য করে না, কাজেই রাজার ঐশ্বর্য্য বিনষ্ট হয়। অতএব রাজার ধর্ম্মপথে চলা উচিত।' এই সময়ে কয়েকজন লোক রাজাকে একটা বাতাবিলেবু* উপহার দিল। রাজা বোধিসত্ত্বকে উহা দিয়া বলিলেন, "বন্ধু, তুমি এই লেবুটা খাও।" বোধিসত্ত্ব উহা হাতে লইয়া বলিলেন, "মহারাজ যাহারা ইহা খাইতে না জানে, তাহারা ইহাকে তিক্ত বা অম্ল করিয়া ফেলে; কিন্তু যাহারা জানে, তাহারা তিক্ত রস দূর করিয়া এবং অম্লরস নষ্ট না করিয়া লেবুর প্রকৃত আস্বাদ পায়।" অনন্তর এই উদাহরণ দ্বারা তিনি রাজাকে ধনসংগ্রহের পথ প্রদর্শন করিলেন:—

ছুরি দিয়া অগ্রে অগ্রে ছাড়াইতে হয়
লেবুর বকল ত্বক্, ত্বক্‌শুদ্ধ খেলে
হইবে লেবুর স্বাদ তিক্ত অতিশয়,
সুস্বাদ পাইবে, ভূপ, ত্বক্ ছাড়াইলে।

সেইরূপ নগরাদি হতে সুধীজন করেন সংগ্রহ অর্থ না করি পীড়ন।
প্রজাগণ শ্রদ্ধা করে ধার্ম্মিক রাজারে, না করি অন্যের ক্ষতি ধন তাঁর বাড়ে।†

রাজা বোধিসত্ত্বের সঙ্গে মন্ত্রণা করিতে করিতে পুষ্করিণীর তীরে উপনীত হইলেন। সেখানে বালসূর্য্যসদৃশ, প্রস্ফুটিত এবং জলদ্বারা অনুপলিপ্ত একটা পদ্ম দেখিয়া তিনি বলিলেন, "সখে, এই পদ্মটী জলে জন্মিয়াও জলদ্বারা অনুলিপ্ত হয় নাই।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "রাজাদিগেরও ঠিক এইরূপ হওয়া উচিত।" তিনি নিম্নলিখিত গাথাদ্বারা রাজাকে উপদেশ দিলেন:—

কি সুন্দর শোভা পায় সরোবরে শতদল
অমল ধবল মূল, চৌদিকে নির্ম্মল জল;
দিনমণি করস্পর্শে হাসে হয়ে বিকসিত;
ধূলি বা কর্দ্দমস্পর্শে নাহি হয় কলুষিত।

ন্যায়মার্গপরায়ণ, শুদ্ধকর্ম্মা, পুণ্যব্রত,
স্বপ্নেও না হন যিনি পরের পীড়নে রত,
রাজগণ মধ্যে সেই তিনি পদ্ম মনোহর,
পাপকলুষিত নাহি হন হেন নৃপবর।

তদবধি রাজা বোধিসত্ত্বের উপদেশানুসারে চলিয়া রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন এবং দানাদি পুণ্যানুষ্ঠানপূর্ব্বক স্বর্গলাভের উপযুক্ত হইলেন।

---

* মূলে মাতুলুঙ্গ এই শব্দ আছে। ছুরি দিয়া ছাড়াইয়া ভিতরের কোয়াগুলি খাইতে হয়; উপরের খোসাটাও অতি কটু, ইত্যাদি দেখিয়া আমি ইহাকে বাতাবি লেবু বা তৎসদৃশ অন্য কোন লেবু মনে করিলাম। Batavia হইতে প্রথম আনীত হয় বলিয়া যে এই লেবুর বাতাবি নাম হইয়াছে, ইহা বোধ হয় ঠিক নহে। পূর্ব্ব বঙ্গে এই লেবুর নাম 'ছোলং'। ইহা সংস্কৃত 'ছোলঙ্গ' শব্দের অপভ্রংশ।

† এই গাথার ব্যাখ্যায় টীকাকার নন্দক মৃগ জাতকের (৩৮৫) একটি গাথা উদ্ধার করিয়াছেন:—

দান, শীল, ত্যাগ, আর্জ্জব তপঃ মার্দ্দব,
অক্রোধ, অহিংসা আর অবিরোধ,—এই সব
কুশলদায়ক ধর্ম্ম হৃদয়ে আধারে, তাঁ'রে
[illegible] পরম প্রীতি, মানসিক শান্তি সেই।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন।
সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন সেই রাজা; এবং আমি ছিলাম সেই পণ্ডিতামাত্য।]

৩৯৭—মনোজ-জাতক।

[শাস্তা বেণুবনে অবস্থিতিকালে জনৈক বিপক্ষসেবী ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্নবস্তু ইতঃপূর্ব্বে মহিলামুখ-জাতকে (২৬) সবিস্তর বলা হইয়াছে। শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও এই ভিক্ষু বিপক্ষসেবী ছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব সিংহজন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি এক সিংহীর সহিত বাস করিতেন এবং একটী পুত্র ও একটী কন্যা—এই দুইটী সন্তান লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম ছিল মনোজ। বয়ঃপ্রাপ্তির পর সেও এক সিংহকন্যাকে নিজের পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছিল। এইরূপে এক পরিবারে পাঁচটী প্রাণী বাস করিতে লাগিল। মনোজ বন্য মহিষাদি মারিয়া মাংস আনিত এবং তদ্দ্বারা মাতা, পিতা, ভগিনী ও পত্নীর ভরণ-পোষণ করিত।

একদিন মনোজ গোচরভূমিতে দেখিতে পাইল, গৈরিক-নামক শৃগাল পলায়নে অক্ষম হইয়া পেটের উপর ভর দিয়া পড়িয়া আছে। দেখিবামাত্র মনোজ জিজ্ঞাসা করিল, "কি হে বন্ধু!" শৃগাল বলিল, "আমি আপনার সেবাশুশ্রূষা করিতে ইচ্ছা করি।" "বেশ, তুমি আমার উপস্থাপক হও।" ইহা বলিয়া মনোজ গৈরিককে সঙ্গে লইয়া আপনাদের বাসগুহায় ফিরিয়া গেল। তাহা দেখিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "বাবা মনোজ, শৃগালেরা দুঃশীল ও পাপপরায়ণ; তাহারা সকলকে অকৃত্যে প্রবর্ত্তিত করে; অতএব তুমি ইহাকে নিজের কাছে আসিতে দিও না।" কিন্তু এরূপে বারণ করিয়াও বোধিসত্ত্ব পুত্রের মন ফিরাইতে পারিলেন না। একদিন অশ্বমাংস খাইবার জন্য গৈরিকের বড় ইচ্ছা হইল। সে মনোজকে বলিল, "মহাশয়, পূর্ব্বে কখনও খাই নাই, এক অশ্বমাংস ছাড়া এমন আর কোন মাংসই নাই। অতএব আসুন, আমরা একটা ঘোড়া ধরি।" মনোজ জিজ্ঞাসিল, "ভাই, ঘোড়া কোথায় পাওয়া যাইবে?" "বারাণসী নগরে নদীর তীরে।" মনোজ শৃগালের পরামর্শ গ্রহণ করিল এবং অশ্বেরা যখন স্নান করিতেছিল, তখন একটা অশ্ব ধরিয়া পিঠের উপর ফেলিয়া অতিবেগে নিজের গুহাদ্বারে ফিরিয়া গেল। মনোজের পিতা অশ্ব মাংস খাইয়া বলিলেন, "বৎস, অশ্বগণ রাজভোগ্য; রাজারা বহু কৌশলজ্ঞ, তাঁহারা নিপুণ ধনুর্দ্ধর দ্বারা সিংহব্যাঘ্রাদিকে শর-বিদ্ধ করান; এইজন্য অশ্বমাংসভোজী সিংহেরা দীর্ঘায়ুঃ হইতে পারে না; তুমি এখন হইতে অশ্ব ধরিও না।" কিন্তু মনোজ পিতার কথায় কর্ণপাত না করিয়া পুনঃ পুনঃ অশ্ব ধরিতে লাগিল। সিংহে অশ্ব ধরিয়া লইয়া যাইতেছে শুনিয়া রাজা নগরের মধ্যেই অশ্বদিগের জন্য একটা পুষ্করিণী খনন করাইলেন। মনোজ সেখানে গিয়াও অশ্ব ধরিতে লাগিল। রাজা তখন অশ্বশালা প্রস্তুত করিয়া তাহারই মধ্যে তৃণ ও জল দিবার ব্যবস্থা করিলেন। মনোজ প্রাকারের উপর উঠিয়া অশ্বশালার ভিতর হইতেও অশ্ব লইয়া যাইতে লাগিল। তখন রাজা একজন ধনুর্দ্ধরকে ডাকাইলেন। এই ব্যক্তি বিদ্যুদ্বেগে শরনিক্ষেপ করিতে পারিত। রাজা তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন, 'বাবা, তুমি সিংহটাকে শরবিদ্ধ করিতে

* ২৮।

পারিবে কি?" সে বলিল, "পারিব।" অনন্তর, প্রাকারের নিকটে সিংহ যে পথ দিয়া আসিত, সেইখানে একটা অট্টক * প্রস্তুত করিয়া সে তাহার মধ্যে রহিল। সিংহ আসিয়া নগরের বহিঃস্থ শ্মশানে শৃগালকে রাখিল এবং অশ্ব ধরিবার জন্য নগরের মধ্যে লাফাইয়া পড়িল। সিংহেরা যখন আগমন করে, তখন অতি দ্রুতবেগে চলে, ইহা ভাবিয়া ধনুর্দ্ধর তখন তাহাকে বিদ্ধ করিল না; কিন্তু সে যখন একটা অশ্ব লইয়া যাইতেছিল, তখন গুরুভারবহন-হেতু তাহার গতি মন্দ হইয়াছে দেখিয়া নারাচ দ্বারা তাহার পশ্চাদ্ভাগ বিদ্ধ করিল। নারাচটা এত বেগে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল যে, উহা সিংহের দেহের পূর্ব্বভাগ বেধ করিয়া আকাশে চলিয়া গেল। "বিদ্ধ হইয়াছি" বলিয়া সিংহ চীৎকার করিয়া উঠিল; ধনুর্দ্ধর সিংহকে বেধ করিয়া বজ্রধ্বনির ন্যায় জ্যা নির্ঘোষ করিতে লাগিল। শৃগাল সিংহের আর্ত্তনাদ এবং ধনুকের টঙ্কার শুনিয়া ভাবিল, 'আমার বন্ধু বিদ্ধ হইয়াছে; তাহার নিশ্চয় মৃত্যু হইবে। যে মরিয়াছে, তাহার সহিত আমার মিত্রতা কি? অতএব এখন আমার স্বাভাবিক বাসস্থান বনভূমিতে চলিয়া যাই।' মনে মনে এইরূপ আন্দোলন করিতে করিতে সে দুইটী গাথা বলিল :—

আনত হইল চাপ, জ্যা করে টঙ্কার, নিশ্চয় মনোজ মরে, বান্ধব আমার।
যথাসুখ যাব আমি এবে বনান্তরে, মৃতের সহিত বল মিত্রতা কে করে?
জীবিত অপর মিত্র লইব খুঁজিয়া, বাঁচিব যাহার আমি আশ্রয় লভিয়া।

এদিকে মনোজ একবেগে ছুটিয়া গুহাদ্বারে অশ্বটাকে ফেলিল এবং নিজেও প্রাণত্যাগ করিয়া ভূতলে পতিত হইল। তাহার জ্ঞাতিবর্গ বাহির হইয়া দেখিল, মনোজ রক্তাক্তদেহে পড়িয়া আছে, তাহার ক্ষতস্থান দিয়া রক্তস্রাব হইতেছে;—পাপিজনের সংসর্গে পড়িয়া মনোজের জীবনান্ত হইয়াছে। ইহা দেখিয়া তাহার পিতা, মাতা, ভগিনী ও ভার্য্যা যথাক্রমে নিম্নলিখিত চারিটী গাথা বলিল :—

পাপীর সংসর্গে যদি থাকে কোন জন, স্থায়ী সুখ ভাগ্যে তার ঘটে না কখন।
গৈরিকের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া হারায়ে জীবন আছে মনোজ পড়িয়া।

পাপী যার বন্ধু হেন লভিয়া নন্দন মা তার না হয় কভু আনন্দবর্দ্ধন।
মৃতদেহ মনোজের রয়েছে পড়িয়া নিজেরই রক্তের স্রাবে রঞ্জিত হইয়া।

বিচক্ষণ হিতকামী বন্ধুর বচন যে না শুনে, হবে দশা তাহার এমন।
এ দশা, অধিকতর দুর্দ্দশা তাহার মিত্রবাক্য অবহেলা হেতু দুর্নিবার।

উত্তম হইয়া করে যেই জন অধমের সনে মিত্রতা স্থাপন,
এই মত—এর বেশী দুর্দ্দশায় পড়ি সেই মূর্খ জীবন হারায়।
এই মৃগরাজ সেবিয়া শৃগালে শরবিদ্ধ হয়ে শুয়েছে ভূতলে।

সর্ব্বশেষে এই অভিসম্বুদ্ধ গাথা :—

নীচে সেবি লোকে অধঃপাতে যায়, সমানে সেবিলে নাহি দোষ তায়।
উত্তমে যে সেবে, অচিরে সে নর উন্নতির পথে হয় অগ্রসর।
তাই নিজহিত চায় যেই জন, করে যেন সেই উত্তমে অর্চ্চন।

---

* অট্টক—tower। এখানে বোধ হয় 'মাচাং' এই অর্থ ধরিতে হইবে।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই বিপক্ষসেবী ভিক্ষু স্রোতাপত্তি ফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল সেই শৃগাল ; এই বিপক্ষসেবক ছিল মনোজ, উৎপলবর্ণা ছিলেন তাহার ভগিনী, ক্ষেমা ছিলেন তাহার ভার্যা, রাহুলমাতা ছিলেন তাহার মাতা এবং আমি ছিলাম তাহার পিতা।]

৩৯৮—সুতনু-জাতক।

[একজন ভিক্ষু তাঁহার মাতাকে পোষণ করিতেন। তাঁহাকে উপলক্ষ্য করিয়া শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্নবস্তু শ্যামজাতকে * বলা যাইবে।]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব এক দুঃস্থ গৃহস্থের কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম ছিল সুতনু। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি মজুরি করিয়া মাতাপিতার ভরণপোষণ করিতেন এবং পিতার মৃত্যু হইলে মাতারও ভরণপোষণ করিতেন। ঐ সময়ে বারাণসীরাজ অত্যন্ত মৃগয়াসক্ত ছিলেন। তিনি একদিন বহু অনুচরসহ এক বা দুই যোজন বিস্তীর্ণ এক অরণ্যে প্রবেশ করিলেন এবং ঘোষণাদ্বারা সকলকে জানাইলেন, "যাহার পার্শ্ব দিয়া মৃগ পলায়ন করিবে, তাহাকে এত অর্থ দণ্ড দিতে হইবে।" যে পথে মৃগগুলি নিশ্চিত যাতায়াত করিত, অমাত্যেরা সেইস্থানে একখানি গুপ্ত কুটীর প্রস্তুত করিয়া রাজাকে তাহাতে থাকিতে দিলেন। অনন্তর লোকে মৃগদিগের বাসস্থানগুলি ঘিরিয়া কোলাহল আরম্ভ করিল এবং তাহা শুনিয়া যে সকল মৃগ উঠিয়া ছুটিল, তন্মধ্যে একটা এণেয় রাজা যেখানে ছিলেন সেইখানে উপস্থিত হইল। রাজা তাহাকে বিদ্ধ করিবার জন্য শর নিক্ষেপ করিলেন। মৃগটা আত্মরক্ষার কৌশল জানিত।† রাজার শর তাহার মহাপার্শ্বাভিমুখে আসিতেছে দেখিয়া ‡ সে ঘুরিয়া, প্রকৃতই যেন শরবিদ্ধ হইয়াছে এই ভাবে শুইয়া পড়িল। মৃগ বিদ্ধ হইয়াছে ভাবিয়া রাজা তাহাকে ধরিবার জন্য ছুটিলেন ; কিন্তু মৃগ উঠিয়া বায়ুবেগে পলায়ন করিল। তখন অমাত্যপ্রভৃতি সকলে রাজাকে উপহাস করিতে লাগিলেন। রাজা মৃগের অনুধাবন করিলেন এবং সে যখন ক্লান্ত হইল, তখন খড়্গদ্বারা তাহাকে দ্বিধা ছেদন করিলেন। অনন্তর তিনি সেই দুই টুকরা একখানা দণ্ডে বাঁধিলেন, লোকে যেমন বাঁকে বোঝা লইয়া যায়, সেইভাবে বহন করিতে করিতে পথপার্শ্ববর্ত্তী একটা বটবৃক্ষের নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং বিশ্রাম করিবার জন্য তাহার তলে শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন। ঐ বটবৃক্ষে মখাদেব-নামক এক যক্ষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। যাহারা ঐ তরুর ছায়ায় যাইত, বৈশ্রবণের বরে সে তাহাদিগকে খাইবার অধিকার পাইয়াছিল। রাজা যখন উঠিয়া যাইবার উপক্রম করিলেন, তখন সে তাঁহার হাত ধরিয়া বলিল, "থাম, তুমি আমার ভক্ষ্য"। রাজা জিজ্ঞাসিলেন "তুমি কে ?" "আমি যক্ষ ; এই বৃক্ষে জন্মলাভ করিয়াছি। যাহারা এই স্থানে প্রবেশ করে, তাহারা আমার খাদ্য।" রাজা সাহসে ভর করিয়া বলিলেন, "কেবল আজই খাইবে, না চিরদিন খাইতে চাও ?" "পাইলে ত চিরদিনই খাইব।" "তবে আজ এই মৃগটা খাও ও আমাকে ছাড়। আমি কাল হইতে প্রতিদিন একপাত্র অন্নসহ একজন লোক পাঠাইব।" "বেশ ; কিন্তু সাবধান, যে দিন না পাঠাইবে সে দিন তোমাকেই খাইব।" "আমি বারাণসীর রাজা, আমার অসাধ্য কিছুই নাই।" যক্ষ রাজার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দিল।

---

* ৫৪০।

† 'উপসর্গিতমায়'—যে মায়া বা মৃগমায়া শিখিয়াছিল। খরাদিয়-জাতকের (১৫) পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

‡ মহাপার্শ্ব—দক্ষিণ বা বামপার্শ্ব—পশ্চাতের বা সম্মুখের ভাগ নহে।

তিনি নগরে গিয়া একজন বিচক্ষণ অমাত্যকে এই বৃত্তান্ত বলিয়া জিজ্ঞাসিলেন "এখন কর্ত্তব্য কি ?" অমাত্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেব, কতদিনের জন্য এরূপ করিতে হইবে, তাহা আপনি নির্দ্দেশ করিয়া লইয়াছেন কি ?" "না, তাহা ত লই নাই।" "এরূপ অঙ্গীকার করিবার কালে সময় নির্দ্দেশ না করিয়া ভাল করেন নাই। যাহা হউক, আপনি নিশ্চিন্ত হউন, কারাগারে বহু বন্দী আছে।" "তবে আপনিই এ কাজের ভার লউন, আমার প্রাণ বাঁচান।" অমাত্য যে 'আজ্ঞা' বলিয়া প্রত্যহ কারাগার হইতে একটী লোক বাহির করিয়া তাহার হাতে অন্নপাত্র দিয়া যক্ষের নিকট পাঠাইতে লাগিলেন, পাঠাইবার কালে তিনি হতভাগ্য বন্দীকে প্রকৃত ব্যাপার কি, তাহা জানাইতেন না। যক্ষ অন্ন খাইত, মানুষটাকেও খাইত। এইরূপে ক্রমে কারাগার নির্ম্মনুষ্য হইল; অন্নপাত্র লইয়া যাইবার লোক না পাইয়া রাজা মরণভয়ে কাঁদিতে লাগিলেন। অমাত্য তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "জীবিতাশা হইতে ধনাশা বলবত্তরা, আসুন আমরা হস্তীর স্কন্ধে সহস্র মুদ্রার একটা ভাণ্ড রাখিয়া ভেরীবাদন দ্বারা প্রচার করি যে, যে ব্যক্তি যক্ষের জন্য অন্নপাত্র লইয়া যাইবে, সে এই সহস্র মুদ্রা পাইবে।" অনন্তর এইরূপই ব্যবস্থা হইল। তখন বোধিসত্ত্ব ভাবিতে লাগিলেন, 'আমি জন খাটিয়া এক মাষা বা অর্দ্ধ মাষামাত্র উপার্জ্জন করি, তাহা দ্বারা অতি কষ্টে আমার মাতার গ্রাসাচ্ছাদন চলে। অতএব এই ধন লইয়া মাকে দিব এবং যক্ষের নিকট যাইব। যদি যক্ষকে দমন করিতে পারি, তাহা হইলে ত মঙ্গলেরই কথা, যদি না পারি, তাহা হইলেও আমার মাতা সুখে জীবন যাপন করিতে পারিবেন।' তিনি তাঁহার মাতাকে এই অভিপ্রায় জানাইলেন। তাঁহার মাতা বলিলেন, "না, বাবা! আমার ধনে প্রয়োজন নাই।" এইরূপে বৃদ্ধা দুইবার তাঁহার প্রস্তাবে অসম্মতি জানাইলেন। তৃতীয় বারে বোধিসত্ত্ব মাতাকে জিজ্ঞাসা না করিয়াই রাজপুরুষদিগকে বলিলেন, "মহাশয়গণ, সহস্রমুদ্রা আহন, আমি অন্নপাত্র লইয়া যাইব।" অনন্তর তিনি সহস্রমুদ্রা গ্রহণ করিয়া মাতাকে দিয়া বলিলেন, "মা, তোমার কোন চিন্তা নাই; আমি যক্ষকে দমনপূর্ব্বক লোকের সুখসম্পাদন করিব এবং অদ্যই যখন ফিরিব, তখন তোমার অশ্রুক্লিন্নমুখে হাস্য দেখা দিবে।" তিনি মাতাকে প্রণিপাত পূর্ব্বক রাজপুরুষদিগের সহিত রাজার নিকটে গেলেন এবং প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলেন। রাজা জিজ্ঞাসিলেন "কি হে বাপু। তুমি অন্ন লইয়া যাইবে ?" "হাঁ, মহারাজ।" "তোমার কি কি দ্রব্য আবশ্যক ?" "মহারাজ, আপনার সুবর্ণ পাদুকাযুগল চাই।" "কেন" ? "মহারাজ, বৃক্ষমূলে ভূমির উপর যাহারা থাকে, যক্ষ কেবল তাহাদিগকেই খাইতে পারে; আমি তাহার অধিকৃত ভূমির উপর পা রাখিয়া দাঁড়াইব না, পাদুকার উপর দাঁড়াইব।" "আর কি চাও, বল।" "আপনার ছত্রটী, মহারাজ।" "ছত্রদ্বারা কি হইবে ?" "যে তাহার বৃক্ষের ছায়ায় দাঁড়াইবে, সেই যক্ষের খাদ্য হইবে। আমি তাহার বৃক্ষচ্ছায়ায় থাকিব না, ছত্রের ছায়ায় থাকিব।" "আর কি চাও ?" "আপনার খড়্গ চাই।" "ইহাতে কি করিবে ?" "যক্ষাদি অমনুষ্যেরাও আয়ুধহস্ত লোককে ভয় করে।" "আরও কিছু চাও কি ?" "আপনি যে অন্ন আহার করেন, মহারাজ, তাহা দিয়া পূর্ণ করিয়া আপনার সুবর্ণ ভোজনপাত্রটীও দিতে হইবে।" "ইহা কি জন্য ?" "মহারাজ, আমার ন্যায় পণ্ডিত পুরুষের পক্ষে মৃৎপাত্রে অন্ন বহন করিয়া যাওয়া অসঙ্গত।" "বেশ বাপু"। ইহা বলিয়া রাজা বোধিসত্ত্বকে এই সমস্ত দেওয়াইলেন এবং তাঁহার সঙ্গে দ্রব্যগুলি লইয়া যাইবার জন্য লোক নিযুক্ত করিলেন। বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "মহারাজ, আপনার ভয় নাই; আমি আজ যক্ষকে দমন করিয়া এবং আপনাকে নিরাপদ করিয়া ফিরিব।" তিনি রাজাকে প্রণাম করিয়া সমস্ত উপকরণসহ যক্ষের বাসস্থানে গেলেন,

অনুচরদিগকে বটবৃক্ষের অদূরে রাখিয়া দিলেন, নিজে সুবর্ণপাদুকা পরিধান করিলেন, কটিদেশে তরবারি বন্ধন করিলেন, মস্তকের উপর শ্বেতছত্র তুলিলেন এবং সুবর্ণপাত্রে অন্ন গ্রহণপূর্ব্বক যক্ষের নিকট উপনীত হইলেন। যক্ষ পথের দিকে তাকাইয়া ছিল। সে বোধিসত্ত্বকে দেখিয়া ভাবিল, 'অন্যান্য দিন যে ভাবে লোক আসিয়া থাকে, এ লোকটী ত সে ভাবে আসিতেছে না। ইহার কারণ কি?' এদিকে বোধিসত্ত্ব বৃক্ষসমীপে গিয়া তরবারির অগ্রভাগ দ্বারা অন্নপাত্রটী বৃক্ষের ছায়ার মধ্যে ঠেলিয়া দিলেন এবং নিজে ছায়ার নিকটে দাঁড়াইয়া প্রথম গাথা বলিলেন :—

পবিত্র সমাংস অন্ন তোমার কারণ হাতে মোর দিয়া রাজা করিলা প্রেরণ।
থাক যদি, মখাদেব, বৃক্ষের ভিতর, বাহির হইয়া এস, পুরহ উদর।

ইহা শুনিয়া যক্ষ ভাবিল 'এই লোকটাকে বঞ্চনা করিয়া ছায়ার মধ্যে প্রবেশ করাইতে হইবে। তাহার পর ইহাকে ভক্ষণ করিব।' সে বলিল :—

এস তুমি, মাণবক, ছায়ার ভিতরে সূপযুক্ত অন্নপাত্র লয়ে তব করে।
অন্ন, আর তুমি নিজে, উভয়ে আমার বারাণসীরাজদত্ত খাদ্য অদ্যকার।

তখন বোধিসত্ত্ব দুইটী গাথা বলিলেন :—

অল্প হেতু বহু ক্ষতি হইবে তোমার; মৃত্যুভয়ে খাদ্য কেহ না আনিবে আর।
প্রত্যহ পবিত্র অন্ন, স্বাদু, রসযুত পাও; তাহে তুষ্ট নও, এ বড় অদ্ভুত।
আমারে যদ্যপি আজ কর হে ভক্ষণ, কে আসিবে অন্ন তব করিতে বহন?

যক্ষ ভাবিল, 'মাণবক যাহা কহিতেছে, তাহা যুক্তিসঙ্গত।' সে প্রসন্নচিত্ত হইয়া দুইটী গাথা বলিল :—

যা বলিলে সত্য তাহা; খাইলে তোমারে আর না জুটিবে লোক অন্ন আনিবারে।
অনুমতি দিনু আমি, গৃহে ফিরে যাও, দুঃখিনী মাতারে তব শান্তিসুখ দাও।
খড়্গ, ছত্র, অন্নপাত্র, সমস্ত লইয়া যাও ঘরে, হোক সুখী তোমায় দেখিয়া
দুঃখিনী জননী তব, তুমিও তাহার দরশনে সুখ লাভ করহ অপার।

যক্ষের কথা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, 'আমার কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়াছে; যক্ষের দমন করিয়াছি; বহু ধন লাভ করিয়াছি; রাজার আজ্ঞা পালন করিয়াছি।' তিনি সন্তুষ্টচিত্তে যক্ষের অনুমোদনার্থ অবশিষ্ট গাথাটী বলিলেন :—

ধন লভি, রাজাদেশ করিয়া পালন পাইনু পরমা প্রীতি; তোমারও তেমন
জ্ঞাতিবন্ধুগণসহ সুখ যেন হয়; এই আশীর্ব্বাদ, যক্ষ, করিনু তোমায়।

অতঃপর যক্ষকে পুনর্ব্বার সম্বোধন করিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "সৌম্য, তুমি পূর্ব্বে অকুশল কর্ম্ম করিয়া নিষ্ঠুর, পরুষ, এবং অন্যের রক্তমাংসভোজী যক্ষরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছ; এখন হইতে প্রাণাতিপাতাদি কর্ম্ম হইতে বিরত হও।" অনন্তর শীলের প্রশংসা এবং দুঃশীলের দোষ কীর্ত্তনপূর্ব্বক তিনি যক্ষকে পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং কহিলেন, "বনে থাকিয়া তোমার কি লাভ হইবে? এস, তোমাকে নগরদ্বারে বসাইব এবং যাহাতে তুমি উৎকৃষ্ট খাদ্য পাও, তাহার ব্যবস্থা করিব।" অনন্তর তিনি যক্ষের সহিত সে স্থান হইতে যাত্রা করিলেন, খড়্গাদি যক্ষের দ্বারাই বহন করাইলেন এবং বারাণসীতে ফিরিয়া গেলেন। লোকে রাজাকে জানাইল, সুতনু মাণবক যক্ষকে লইয়া আসিতেছে। রাজা অমাত্যপরিবৃত হইয়া বোধিসত্ত্বের প্রত্যুদ্গমন করিলেন, যক্ষকে নগরদ্বারে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহাকে উৎকৃষ্ট খাদ্য দিবার ব্যবস্থা করিলেন, নগরে প্রবেশ করিয়া ভেরীবাদন দ্বারা অধিবাসীদিগকে সমবেত করিলেন

এবং তাহাদের নিকট বোধিসত্ত্বের গুণবর্ণনা করিয়া তাঁহাকে সৈনাপত্য প্রদান করিলেন। তিনি নিজেও বোধিসত্ত্বের উপদেশমত চলিয়া দানাদি পুণ্যানুষ্ঠানদ্বারা স্বর্গপরায়ণ হইলেন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন, তাহা শুনিয়া সেই মাতৃপোষক ভিক্ষু স্রোতাপত্তি ফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—তখন অঙ্গুলিমাল ছিল সেই যক্ষ, আনন্দ ছিলেন সেই রাজা এবং আমি ছিলাম সেই মাণবক।]

☞ এই আখ্যায়িকার সহিত মহাভারত বর্ণিত বকরাক্ষসের কথা তুলনীয়। বক নিহত হইয়াছিল, যক্ষ উপদেশবলে শীলসম্পন্ন হইয়াছিল।

৩৯৯—গৃধ্র-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে জনৈক মাতৃপোষক ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব গৃধ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি নিজের বৃদ্ধ ও ক্ষীণদৃষ্টি মাতাপিতাকে গৃধ্রগুহায় রাখিয়া গোমাংসাদি আহরণপূর্ব্বক তাহাদের পোষণ করিতেন। ঐ সময়ে বারাণসীর শ্মশানে এক নিষাদ মধ্যে মধ্যে গৃধ্র ধরিবার জন্য ফাঁদ পাতিত। একদিন বোধিসত্ত্ব গোমাংস অনুসন্ধান করিতে করিতে ঐ শ্মশানে প্রবেশপূর্ব্বক ফাঁদে পা দিয়া আবদ্ধ হইলেন। তখন তিনি নিজের জন্য কোন চিন্তা করিলেন না, নিজের বৃদ্ধ মাতাপিতাকে স্মরণ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, 'হায়, আমার মাতাপিতা কি উপায়ে জীবন যাপন করিবেন? আমি যে পাশে আবদ্ধ হইয়াছি, ইহাও তাঁহারা জানিতে পারিবেন না। আমার আশঙ্কা হইতেছে, তাঁহারা এখন অনাথ হইয়া পর্ব্বতগুহাতেই অনাহারে শীর্ণদেহে প্রাণত্যাগ করিবেন।' এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে তিনি প্রথম গাথা বলিলেন:—

পাশবদ্ধ হয়ে আমি নলীকের* বশে আজ পড়িয়াছি নাহি কোন আশা।
গিরিগুহাশায়ী মোর জনক জননী বৃদ্ধ, তাঁদের কি ঘটিবে দুর্দশা?

তাঁহার এই পরিদেবন শুনিয়া নিষাদপুত্র দ্বিতীয় গাথা এবং তৎপরে বোধিসত্ত্ব তৃতীয়, নিষাদ-পুত্র চতুর্থ ইত্যাদি ক্রমে অবশিষ্ট গাথাগুলি বলিলেন:—

'কি দুঃখ? কি হেতু দুঃখ? মানুষের মত ভাষা পক্ষী হয়ে কর ব্যবহার।
শুনি নাই পূর্ব্বে ইহা দেখি নাই কোন কালে, এ যে অতি অদ্ভুত ব্যাপার।"
"গিরিগুহাশায়ী মোর জনক জননী বৃদ্ধ করি আমি তাঁদের পোষণ,
পড়েছি তোমার বশে, কি উপায়ে এবে তাঁরা করিবেন জীবনধারণ?"
"শতেক যোজন দূরে শব পায় দেখিবারে, হেন তীক্ষ্ণদৃষ্টি গৃধ্রগণ,
নিকটে রয়েছে পাশ তবু না দেখিলে হায়! বল তুমি ইহার কারণ।"†
"আয়ু শেষ হয় যবে, মৃত্যু আসি দেয় দেখা, কিছুতেই নাহিক নিস্তার,
অদূরে বিস্তৃত পাশ রয়েছে তথাপি তাহা নাহি পারে সাধ্য দেখিবার।"†
"গিরিগুহাশায়ী তব জনক জননী বৃদ্ধ কর গিয়া তাঁদের পোষণ;
দিনু আমি অনুমতি যাও ফিরি নিরাপদে, সুখী কর জ্ঞাতিবন্ধুগণ।"

---

* ঐ ব্যাধের নাম নলীক।

† এই শ্লোক দুইটি দ্বিতীয় খণ্ডের গৃধ্রজাতকে (১৬৪) দেখা যায়। [illegible]

"তুমিও, নিষাদবর, জ্ঞাতিবন্ধুগণসহ হও যেন সুখের ভাজন;
বৃদ্ধ মাতাপিতা মোর রয়েছেন গুহামাঝে; করি গিয়া তাঁদের পোষণ।"

বোধিসত্ত্ব এইরূপে মরণভয় হইতে বিমুক্ত হইয়া সানন্দ অন্তরে ব্যাধকে ধন্যবাদ দিলেন, সর্ব্বশেষের গাথাটী বলিয়া মুখ পুরিয়া মাংস লইলেন এবং গুহায় গিয়া মাতাপিতাকে তাহা খাইতে দিলেন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন; তাহা শুনিয়া সেই মাতৃপোষক ভিক্ষু স্রোতাপত্তি-ফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—তখন ছন্নক * ছিল সেই নিষাদপুত্র, মহারাজবংশীয়েরা ছিলেন সেই মাতাপিতা এবং আমি ছিলাম সেই গৃধ্ররাজ।]

৪০০—দর্ভপুষ্প-জাতক।†

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে শাক্যপুত্র উপনন্দকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি বুদ্ধশাসনে প্রবেশ করিয়াছিলেন; কিন্তু বীতস্পৃহতাদি গুণ পরিহারপূর্ব্বক মহাবাসনার দাস হইয়াছিলেন। বর্ষাবাসের প্রারম্ভে তিনি দুই তিনটা বিহার পরিগ্রহণ করিতেন এবং তাহার একটীতে ছত্র বা পাদুকা ও একটীতে পরিব্রাজকযষ্টি বা জলের কলস রাখিয়া একটীতে নিজে বাস করিতেন। একদা তিনি কোন পল্লীবিহারে বাসা লইয়া বলিলেন, "ভিক্ষুদের পক্ষে সংযতস্পৃহ হওয়া কর্ত্তব্য। ভিক্ষুরা চীবরান্নাদি যাহা পাইবেন, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিবেন; তাঁহারা পাত্রচীবরাদিসম্বন্ধে কখনও অসন্তোষ প্রকাশ করিবেন না।" তিনি এমন সুন্দরভাবে এই সকল উপদেশ দিতে লাগিলেন যে, তখন মনে হইল আকাশে যেন পূর্ণ চন্দ্র উদিত হইতেছে। তাঁহার কথা শুনিয়া ভিক্ষুরা মনোরম পাত্রচীবর দূরে ফেলিয়া দিলেন এবং মৃৎপাত্র ও পাংশুচীবর ‡ মাত্র গ্রহণ করিলেন। কিন্তু ভিক্ষুরা এইরূপে যাহা ফেলিয়া দিলেন, তিনি সেইগুলি নিজের বাসগৃহে তুলিয়া রাখিলেন, বর্ষাবসানে প্রবারণার উৎসব সমাপন করিয়া সেই দ্রব্যে গাড়ী বোঝাই করিলেন এবং তাহা লইয়া জেতবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে বনমধ্যে একটা বিহার ছিল। তিনি যখন উহার পশ্চাদ্ভাগে উপনীত হইলেন, তখন লতায় তাঁহার পা জড়াইয়া গেল। এই বিহারেও কিছু না কিছু প্রাপ্তি ঘটিবে ইহা ভাবিয়া তিনি উহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেখানে দুইজন বৃদ্ধ ভিক্ষু বর্ষাবাস করিয়াছিলেন। তাঁহারা দুইখানি স্থূল শাটক এবং একখানি সূক্ষ্ম কম্বল পাইয়াছিলেন; কিন্তু উহা নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইতে পারিতেছিলেন না। তাঁহারা উপনন্দকে দেখিয়া আহ্লাদিত হইলেন,—ভাবিলেন, এই স্থবির আমাদের মধ্যে ভাগ করিয়া দিবেন। তাঁহারা উপনন্দকে বলিলেন, "ভদন্ত, আমরা এই বর্ষাবাসিক দ্রব্যগুলি নিজেদের মধ্যে ভাগ করিতে পারিতেছি না। ইহার জন্য আমাদের মধ্যে বিবাদ হইয়াছে; আপনি এইগুলি ভাগ করিয়া দিন।" উপনন্দ বলিলেন, "বেশ, ভাগ করিয়া দিতেছি।" তিনি প্রত্যেককে একখানি স্থূল শাটক দিলেন, এবং "আমি বিনয়ধর, অতএব ইহা আমারই প্রাপ্য" বলিয়া সূক্ষ্ম কম্বলটী নিজে লইয়া প্রস্থান করিলেন। কম্বলটী স্থবিরদ্বয়ের বড় প্রিয় ছিল; তাঁহারাও উপনন্দের সহিত জেতবনে গিয়া বিনয়ধর ভিক্ষুদিগকে এই কাণ্ড জানাইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদন্তগণ, যাঁহারা বিনয়ধর, তাঁহাদের পক্ষে এইরূপে পরস্ব লুণ্ঠন করিয়া প্রাণ রক্ষা ন্যায়সঙ্গত কি?" উপনন্দ স্থবির যে সকল পাত্রচীবরাদি লইয়া আসিয়াছিলেন, ভিক্ষুরা তাহা দেখিয়া বলিলেন, "ভাই, তুমি ত বড় পুণ্যবান্; তুমি বহু পাত্রচীবর লাভ করিয়াছ।" উপনন্দ সব কথা খুলিয়া বলিলেন, "ভাই, আমার পুণ্য কোথায়? আমি এই এই উপায়ে এ সকল পাইয়াছি।"

অনন্তর ধর্ম্মসভায় এই কথা উত্থাপিত হইল। ভিক্ষুরা বলাবলি করিতে লাগিলেন, "দেখ ভাই, শাক্যপুত্র

---

* ছন্নক শুদ্ধোদনের সারথি।

† দর্ভ—কুশ ঘাস। দর্ভাবৃত বা গুল্মসমাবৃতস্থানে আহারান্বেষণকারী শৃগালের নাম 'দর্ভপুষ্প'।

‡ আবর্জ্জনাস্তূপে যে সব ছেঁড়া ন্যাকড়া ফেলিয়া দেওয়া হয়।

উপনন্দ অতি লোভী, অতি তৃষ্ণাবান্।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে গিয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিয়া বলিলেন, "উপনন্দ যাহা করিয়াছে, তাহা আত্মোন্নতির অনুকূল নহে। যে ভিক্ষু অপরকে উন্নতির উপায় বলিবে, অগ্রে তাহাকে নিজে তদনুরূপ আচরণ করিতে হইবে; তাহার পর সে অপরকে উপদেশ দিবে।"

নিজে হও সর্ব্ব অগ্রে কর্ত্তব্যে নিরত,
অন্যজনে উপদেশ দিও তার পরে।
এই পথে সাবধানে চলিলে সতত
কোন দোষ অনুভব পণ্ডিতে না করে।

ধর্ম্মপদের এই গাথা দ্বারা ধর্ম্ম প্রদর্শন করিয়া শাস্তা আবার বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও উপনন্দ মহালোভী ছিল, সে যে কেবল এই ব্যক্তিদিগের দ্রব্য আত্মসাৎ করিয়াছে, তাহা নহে; পূর্ব্বেও পরস্ব গ্রাস করিত।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব নদীতীরে এক বৃক্ষদেবতা হইয়াছিলেন। তখন মায়াবি-নামক এক শৃগাল ভার্য্যার সহিত নদীতীরস্থ এক স্থানে বাস করিত। একদিন শৃগালী শৃগালকে বলিল "স্বামিন্, আমার একটা বড় সাধ জন্মিয়াছে; আমার টাট্কা রুই মাছ খাইতে ইচ্ছা হইতেছে।" শৃগাল বলিল, "কোন চিন্তা নাই, আমি আনিয়া দিতেছি।" সে নদীর তীরে গিয়া নিজের পাগুলি লতাদ্বারা ঢাকিয়া জলের ধারে ধারে যাইতে লাগিল। ঐ সময়ে গম্ভীরচারী ও অনুতীরচারি-নামক দুইটা উদ্‌বিড়াল নদীতীরে মৎস্য অনুসন্ধান করিতেছিল। গম্ভীরচারী একটা বৃহৎ রোহিত মৎস্য দেখিয়া অতিবেগে প্রবেশপূর্ব্বক তাহার পুচ্ছ কামড়াইয়া ধরিল। মৎস্যটা খুব বলবান্ ছিল; সে গম্ভীরচারীকে টানিয়া লইয়া চলিল। তখন গম্ভীরচারী অনুতীরচারীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "মাছটা খুব বড়, ইহাতে আমাদের উভয়েরই প্রচুর আহার হইবে; অতএব শীঘ্র আসিয়া আমার সাহায্য কর।" এইরূপ সাহায্য প্রার্থনা করিবার কালে সে প্রথম গাথা বলিল :—

ধরিয়াছি বড় মাছ, টানিয়া আমায় মহাবেগে নদীমধ্যে চলিয়া সে যায়।
তুমি অনুতীরচারী, পশ্চাতে আমায় থাকিয়া সাহায্য কর, পাবে পুরস্কার।

ইহা শুনিয়া অনুতীরচারী দ্বিতীয় গাথা বলিল :—

আমার গম্ভীরচারী দিতেছি তোমায়, দৃঢ়রূপে রাখ ধরি, যেন না পলায়।
হেলায় তুলিব মৎস্য, সুপর্ণ যেমন বিল হতে অজগরে করে উত্তোলন।

অনন্তর দুইটি উদ্‌বিড়াল মিলিয়া রোহিত মৎস্যটাকে স্থলে টানিয়া তুলিল এবং মারিয়া ফেলিল। কিন্তু তখন উভয়েই পরস্পরকে "ভাগ কর দেখি" বলিয়া বিবাদ আরম্ভ করিল, এবং ভাগ করিতে অসমর্থ হইয়া মাছ ছাড়িয়া বসিয়া রহিল। সেই সময়ে শৃগাল সেখানে উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া উদ্‌বিড়ালদ্বয় প্রত্যুদ্গমনপূর্ব্বক বলিল, "সৌম্য দর্ভপুষ্প, এই মৎস্যটা আমরা উভয়ে মিলিয়া ধরিয়াছি; কিন্তু ইহা ভাগ করিতে না পারায় আমাদের মধ্যে বিবাদ হইয়াছে; তুমি ইহা সমান ভাগ করিয়া দাও।

শুন ভাই, দর্ভপুষ্প মোদের বচন, হয়েছে কলহ হতে বিবাদ ঘোর।
দাও তুমি ভাগ করি সমান সমান, আমাদের বিসম্বাদ হোক অবসান।"

তাহাদের কথা শুনিয়া শৃগাল নিজের ক্ষমতা কীর্ত্তন করিবার জন্য চতুর্থ গাথা বলিল :—

বিচক্ষণ রাজার ছিলাম মন্ত্রী, বহু শত বিবাদের করেছি বিচার।
করিব এখনি ভাগ সমান সমান, কলহের তোমাদের হবে অবসান।

অনন্তর শৃগাল ভাগ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া এই গাথা বলিল :—

ন্যাজা খেয়ে, অনুতীরচারী, তুষ্ট হও ; মুড়াটা, গভীরচারী, তুমি বসি খাও।
ন্যাজা মুড়া বাদ দিয়া মাঝে যা থাকিবে, বিচারপতির ভাগে তাহাই পড়িবে।

এইরূপে মাছটা ভাগ করিয়া শৃগাল বলিল, "তোমরা বিনা কলহে এক জন ন্যাজা ও এক জন মুড়াটা খাও"। অনন্তর নিজে মধ্যম খণ্ডটা মুখে কামড়াইয়া ধরিয়া চলিয়া গেল; উদ্‌বিড়াল দুইটা ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাকাইয়া রহিল। সহস্র মুদ্রা হারাইলে লোকের মুখ যেমন বিমর্ষ হয়, তাহাদেরও সেইরূপ হইল এবং তাহারা বিমর্ষভাবে ষষ্ঠ গাথা বলিল :—

এ মাছে অনেকদিন উদরপূরণ হ'ত আমাদের হায়! কলহ কারণ
ন্যাজা মুড়া বাদ দিয়া, যে অংশ উত্তম, তাহাই হরিয়া গেল শৃগাল অধম।

ভার্য্যাকে আজ রোহিত মৎস্য খাওয়াইব এই চিন্তায় শৃগাল অতি তুষ্টচিত্তে তাহার নিকট গমন করিল। শৃগালী স্বামীকে আসিতে দেখিয়া তাহার অভিনন্দনার্থ সপ্তম গাথা বলিল :—

নব রাজ্য লাভ করি ক্ষত্রিয় ভূপতি অন্তরে আনন্দ লাভ করেন যেমতি,
পূর্ণমুখ প্রাণেশ্বরে আসিতে দেখিয়া তেমনি আনন্দে আজ নাচে মোর হিয়া।

এই গাথা বলিবার পর শৃগালী শৃগালকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি উপায়ে এই মাছ পাইলে?

স্থলচর তুমি; এই মৎস্য জলচর; কেমনে ধরিলে এরে বল প্রাণেশ্বর?"

মাছ কি উপায়ে পাইয়াছে ইহা বুঝাইবার জন্য শৃগাল পরবর্ত্তী গাথা বলিল :—

বিবাদে দুর্ব্বল করে, হয় ধনক্ষয় বিবাদ করিয়া, প্রিয়ে, উদ্‌বিড়ালদ্বয়
হারাইল নিজ খাদ্য, আজ সে কারণ মায়াবী রোহিত মৎস্য করিবে ভক্ষণ।

[সর্ব্বশেষে অভিসম্বুদ্ধ গাথা :—

মানুষের(ও) রীতি এই; বিবাদ করিয়া মানুষ বিচারালয়ে যাইবে ছুটিয়া।
করেন বিচারপতি ন্যায়তঃ বিচার; ফল কিন্তু তাহার বড়ই চমৎকার;
বাদী আর প্রতিবাদী সর্ব্বস্বান্ত হয়; রাজকোষে ঘটে শুধু ধন উপচয়।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন।

সমবধান তখন উপনন্দ ছিল সেই শৃগাল; এই বৃদ্ধদ্বয় ছিল সেই উদ্‌বিড়ালদ্বয় এবং আমি ছিলাম এই সমস্ত বৃত্তান্ত প্রত্যক্ষকারিকা সেই বৃক্ষ দেবতা।]

☞ তু॰- বানরকর্ত্তৃক বিবদমান বিড়ালদ্বয়ের মধ্যে পিষ্টকবিভাগ; লা-ফন্টেন ২।৯; কথাসরিৎসাগরের পুত্রকরাজার আখ্যায়িকা। তত্রাখ্যায়িকায় দেখা যায়, এক তিত্তির ও এক শশক বাসস্থান লইয়া বিবাদ করিয়া বিড়ালকে মধ্যস্থ মানিয়াছিল। বিড়াল বধিরতার ভাণ করিয়া তাহাদিগের উভয়কেই নিজের নিকটে লইয়া মারিয়া খাইয়াছিল।

৪০১—দশার্ণ-জাতক।

[এক ভিক্ষু তাঁহার গৃহস্থাশ্রমস্থা ভার্য্যার প্রলোভনে পড়িয়াছিলেন। তদুপলক্ষ্যে শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এই গাথা বলিয়াছিলেন। শাস্তা ঐ ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "কি হে, তুমি কি প্রকৃতই উৎকণ্ঠিত হইয়াছ?" "হাঁ ভদন্ত।" "কে তোমার উৎকণ্ঠার কারণ?" "আমার গৃহস্থাশ্রমস্থা পত্নী।" "দেখ, ভিক্ষু, এই রমণী তোমার অনর্থকারিকা। পূর্ব্বেও তুমি ইহারই কারণে মানসিক রোগে মরিতে বসিয়াছিলে; শেষে পণ্ডিতদিগের কৃপায় তোমার প্রাণরক্ষা হইয়াছিল।" ইহা বলিয়া শাস্তা সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীতে মাদ্দিবমহারাজ নামক এক রাজা ছিলেন। তাঁহার সময়ে বোধিসত্ত্ব ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম ছিল সেনককুমার। সেনককুমার বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তক্ষশিলায় গমনপূর্ব্বক সর্ব্বশিল্পে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন এবং বারাণসীতে প্রতিগমন করিয়া মাদ্দিব মহারাজের ধর্ম্মার্থানুশাসকের পদে নিযুক্ত হন। লোকে তাঁহাকে সেনক পণ্ডিত বলিত। তিনি সমস্ত নগরের মধ্যে দ্বিতীয় চন্দ্র বা সূর্য্যের ন্যায় বিরাজ করিতেন।

একদিন রাজার পুরোহিতপুত্র রাজদর্শনে গিয়া সর্ব্বালঙ্কার ভূষিতা পরম সুন্দরী অগ্র মহিষীকে দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রতি অনুরাগবান্ হইয়া গৃহে ফিরিয়াছিলেন। তিনি অনাহারে শয্যাশায়ী হইলেন এবং বন্ধুদিগের জিজ্ঞাসায় ইহার কারণ খুলিয়া বলিলেন। এ দিকে রাজা ভাবিলেন, 'পুরোহিতপুত্রকে দেখিতে পাই না কেন?' অনন্তর সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া তিনি পুরোহিতপুত্রকে ডাকাইলেন, এবং বলিলেন, "আমি সাতদিনের জন্য তোমাকে এই রমণী দিলাম; তুমি সপ্তাহকাল ইহার সঙ্গে গৃহবাস করিয়া অষ্টম দিনে এখানে ইহাকে আনয়ন করিবে।" পুরোহিত পুত্র "যে আজ্ঞা, মহারাজ," এই কথা বলিয়া মহিষীকে গৃহে লইয়া গেলেন এবং তাঁহার সহিত আমোদ প্রমোদ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা উভয়েই পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হইলেন এবং কাহাকেও না জানাইয়া সম্মুখের (?) দ্বার দিয়া পলায়নপূর্ব্বক অপর এক রাজার রাজ্যে গমন করিলেন। লোকে নৌকায় চলিয়া গেলে তাহার যেমন কোন চিহ্ন থাকে না, তাঁহাদের গমন সম্বন্ধেও তাহাই হইল, তাঁহারা কোথায় গেলেন কেহ জানিতে পারিল না। রাজা নগরে ভেরীবাদন করাইয়া নানাপ্রকার অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু মহিষী কোথায় গেলেন নির্ণয় করিতে পারিলেন না। মহিষীর বিরহে তাঁহার হৃদয় শোকে তপ্ত হইল, তাঁহার হৃদয়শোণিত উত্তপ্ত হইয়া রক্ত বমন করিতে লাগিল, তদবধি তাঁহার কুক্ষি হইতেও রক্তস্রাব আরম্ভ হইল, ফলতঃ তাঁহার কঠিন পীড়া জন্মিল। বড় বড় রাজবৈদ্যেরা এই ব্যাধির চিকিৎসা করিতে অসমর্থ হইলেন।

বোধিসত্ত্ব এই ব্যাপার দেখিয়া ভাবিলেন, 'রাজার কোন শারীরিক পীড়া হয় নাই, ভার্য্যার অদর্শনে ইনি মানসিক রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন। উপায়বিশেষ অবলম্বন করিয়া ইঁহার চিকিৎসা করিতে হইবে।' রাজার আয়ুর ও পুক্কুশ নামক দুইজন পণ্ডিতামাত্য ছিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন, 'দেবীর অদর্শনে রাজার মানসিক পীড়া জন্মিয়াছে, ইহা ব্যতীত তাঁহার অন্য কোন পীড়া নাই। রাজা আমাদিগকে বহু অনুগ্রহ করেন, আসুন, আমরা কৌশল প্রয়োগে ইঁহার চিকিৎসা করি। আমরা রাজপ্রাঙ্গণে বহু লোক সমবেত করাইয়া, যাহারা তরবারি গিলিতে পারে, তাহাদের দ্বারা তরবারি গিলাইব এবং রাজাকে বাতায়নে বসাইয়া সেখান হইতে সমবেত লোকদিগকে দেখাইব। লোকে তরবারি গিলিতেছে দেখিলে রাজা জিজ্ঞাসা করিবেন, 'ইহা হইতে দুষ্কর আর কোন কর্ম্ম আছে কি না?' তুমি, ভাই আয়ুর, উত্তর দিবে, 'অমুক বস্তু দান করিব এইরূপ বলা ইহা অপেক্ষাও দুষ্কর।' তাহার পর, ভাই পুক্কুশ, রাজা তোমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, তুমি উত্তর দিবে 'মহারাজ, দিব বলিয়া না দেয়, তাহার বাক্য নিষ্ফল হয়, তাহার সেই কথা কাহারও উপকারে হয় না, কেহ তাহা হইতে খাইতেও পায় না, পানীয়ও পায় না। কিন্তু যাঁহারা কথা যাহা, কার্য্যেও তাহাই করেন, যেরূপ প্রতিজ্ঞা করেন সেইরূপ দান করেন, তাঁহাদের কার্য্য তরবারিগিলন অপেক্ষাও কঠিন।' শেষে যাহা কর্ত্তব্য, আমি তাহার ব্যবস্থা করিব।" এই বলিয়া বোধিসত্ত্ব এক উৎসবের অনুষ্ঠান করিলেন। অনন্তর পণ্ডিতত্রয় রাজার নিকটে গিয়া বলিলেন "মহারাজ অঙ্গনে এক উৎসব হইতেছে, যাহারা তাহা দেখিবে, তাহাদের দুঃখ দুঃখ বলিয়া মনে হইবে না। আসুন, আমরা গিয়া দেখি।' ইঁহারা রাজাকে লইয়া

বাতায়ন খুলিয়া সভা দেখাইতে লাগিলেন। সেখানে বহু লোকে যে, যে কৌশল জানিত, তাহা প্রদর্শন করিতেছিল। এক ব্যক্তি তেত্রিশ অঙ্গুলি দীর্ঘ ও তীক্ষ্ণধার একখানা উৎকৃষ্ট তরবারি গিলিতেছিল। রাজা তাহাকে দেখিয়া ভাবিলেন, 'এই লোকটা তরবারি খানা গিলিতেছে! পণ্ডিতদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি, ইহা অপেক্ষাও কঠিনতর কোন কর্ম্ম আছে কি না।' ইহা ভাবিয়া তিনি আয়ুরকে জিজ্ঞাসা করিবার কালে প্রথম গাথা বলিলেন :—

দশার্ণক * দেশজাত অসি তীক্ষ্ণধার, পরের শোণিতপান প্রকৃতি যাহার;
সভামধ্যে ওই ব্যক্তি গিলিছে তাহায়! বল হে, আয়ুর আমি শুধাই তোমায়,
এর চেয়ে দুষ্কর কি আছে কিছু আর? অসি গিলে, এ যে বড় অদ্ভুত ব্যাপার।

আয়ুর দ্বিতীয় গাথায় ইহার উত্তর দিলেন :—

নিবেদি তোমায়, শুন, মাগধ নৃপতি,† ধনলোভে গিলে অসি তীক্ষ্ণধার অতি।
'দিলাম' একথা বলা অধিক দুষ্কর; তার তুলনায় অন্য সমস্ত সুকর।

আয়ুর পণ্ডিতের কথা শুনিয়া রাজা ভাবিলেন, 'ইনি বলিতেছেন, এই বস্তু দান করিতেছি, এরূপ বলা অসিগিলন অপেক্ষাও দুষ্কর। আমি দেবীকে দান করিলাম, পুরোহিতপুত্রকে এই কথা বলিয়াছিলাম। অতএব আমি অতি দুষ্কর কার্য্য করিয়াছি।' মনে মনে এই রূপ বিতর্ক করিবার পর রাজার হৃদয়ের শোকভার কিয়ৎ পরিমাণে লঘু হইল। অনন্তর তিনি ভাবিলেন, 'অন্যকে ইহা দিলাম' ইহা বলা অপেক্ষাও অধিক দুষ্কর আর কিছু আছে কি না?' এই চিন্তা করিয়া তিনি পুক্কুশ পণ্ডিতের সহিত আলাপ করিবার সময়ে তৃতীয় গাথা বলিলেন :—

ধর্ম্ম-অর্থতত্ত্বজ্ঞ আয়ুর বিজ্ঞবর, প্রশ্নের উত্তর মোরে দিলেন সুন্দর।
জিজ্ঞাসি পুক্কুশে এবে, পণ্ডিতপুঙ্গবে, এর(ও) চেয়ে দুষ্কর কি আছে কিছু ভবে?

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া পুক্কুশ চতুর্থ গাথা বলিলেন :—

শুধু বাক্যে হয় না ক জীবনধারণ। শুধু বাক্যে ফলপ্রাপ্তি হয় না কখন।
দিয়া যে প্রদত্ত দ্রব্যে লোভ পরিহরে, সর্ব্বাপেক্ষা সুদুষ্কর কার্য্য সেই করে।
এর তুলনায় অন্য সমস্ত সুকর; বলিলাম তোমায়, মাগধকুলেশ্বর।

পুক্কুশের কথা শুনিয়া রাজা ভাবিলেন, 'আমি পুরোহিতপুত্রকে, রাণীকে দিলাম, প্রথমে এই কথা বলিয়া তদনুসারে কার্য্য করিয়াছিলাম; অতএব আমিও দুষ্কর কার্য্য করিয়াছি।' এইরূপ চিন্তায় তাহার শোক আরও কমিয়া গেল। ইহার পর তিনি আবার ভাবিলেন, 'সেনক পণ্ডিত অপেক্ষা বুদ্ধিমান্ আর কেহ নাই। আমি তাঁহাকেও এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি।' ইহা স্থির করিয়া তিনি পঞ্চম গাথায় প্রশ্ন করিলেন :—

ধর্ম্ম অর্থতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতপ্রবর পুক্কুশ দিলেন মোর প্রশ্নের উত্তর।
জিজ্ঞাসি সেনকে এবে, এর চেয়ে আর আছে কি জগতে কিছু অধিক দুষ্কর।
থাকে যদি অন্য কিছু এর তুলনায় দুষ্কর, তা' দয়া করি বলুন আমায়।

ইহার উত্তরে সেনক ষষ্ঠ গাথা বলিলেন :—

হোক অল্প, অধিক বা, তাহে বলি দান, দিলে যাহা নাহি হয় অনুতাপ-জ্ঞান।
ইহার অধিকতর না দেখি দুষ্কর; তুলনায় এর অন্য সমস্ত সুকর।‡

---

* প্রাচীন মধ্যদেশের দক্ষিণ-পূর্ব্বপার্শ্বস্থ একটী রাজ্য।

† মাগধশ্রেষ্ঠ।

‡ এই গাথার ব্যাখ্যায় টীকাকার বিধুর-জাতক (৫৪৫) হইতে একটী গাথা তুলিয়াছেন :—

বোধিসত্ত্বের কথা শুনিয়া রাজা ভাবিতে লাগিলেন, 'আমি স্বেচ্ছাক্রমে পুরোহিতপুত্রকে নিজের স্ত্রী দিয়াছি; কিন্তু এখন নিজের মনকে স্থির রাখিতে পারিতেছি না, শোকে অভিভূত হইয়াছি। ইহা আমার মত লোকের অনুপযুক্ত। মহিষী যদি আমাতে অনুরক্ত হইতেন, তাহা হইলে এই ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতেন না। তিনি যখন আমায় ভালবাসেন না এবং এখান হইতে পলাইয়া গিয়াছেন, তখন তাঁহাকে পাইলেই বা আমার কি লাভ?" পদ্মপত্র হইতে জলবিন্দু যেমন গড়াইয়া যায়, এবংবিধ চিন্তা করিতে করিতে রাজার মন হইতেও সেইরূপে শোক অপনীত হইল। তাঁহার কুক্ষিও তৎক্ষণাৎ সুস্থভাব প্রাপ্ত হইল। তিনি ব্যাধিমুক্ত ও সুখী হইয়া শেষ গাথাদ্বারা বোধিসত্ত্বের স্তুতি করিলেন :—

আয়ুর, পুক্কুশ, পণ্ডিত প্রবর   দিলেন প্রশ্নের উত্তর সুন্দর।
সর্ব্বাপেক্ষা কিন্তু সদুত্তর তাহা   সেনক পণ্ডিত বলিলেন যাহা।

এইরূপে সেনকের স্তুতি করিয়া রাজা তাঁহাকে বহুধন দান করিলেন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—তখন এই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু ছিলেন সেই রাজা, ইঁহার পূর্ব্বতন পত্নী ছিলেন সেই রাজমহিষী, মৌদ্গল্যায়ন ছিলেন আয়ুর, সারিপুত্র ছিলেন পুক্কুশ এবং আমি ছিলাম সেনক।]

৪০২—শক্ত‍ু ভস্ত্রা-জাতক। *

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি কালে প্রজ্ঞাপারমিতার সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্ন বস্তু উম্মার্গ-জাতকে (৫৪৬) প্রদত্ত হইবে।]

পুরাকালে বারাণসীতে জনক নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার সময়ে বোধিসত্ত্ব ব্রাহ্মণ-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম ছিল 'সেনক।' তিনি বয়ঃপ্রাপ্তির পর তক্ষশিলায় গিয়া সর্ব্বশিল্পে ব্যুৎপন্ন হইলেন এবং বারাণসীতে প্রতিগমনপূর্ব্বক রাজার সহিত দেখা করিলেন। রাজা মহাসম্মান করিয়া তাঁহাকে অমাত্যের পদে নিযুক্ত করিলেন, তিনি রাজাকে ধর্ম্ম ও অর্থ-সম্বন্ধে উপদেশ দিতে লাগিলেন।

বোধিসত্ত্ব মধুর ধর্ম্মকথা বলিয়া রাজাকে পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন। তাঁহার শিক্ষার গুণে রাজা দানশীল হইলেন, পোষধব্রত পালন করিতে লাগিলেন, এবং দশবিধ কুশলধর্ম্ম সম্পাদন † করিয়া কল্যাণের পথে চলিতে লাগিলেন। এই নিমিত্ত রাজ্যের সর্ব্বত্র, বোধ হইতে লাগিল যেন, বুদ্ধদিগের আবির্ভাবকাল উপস্থিত হইয়াছে। পক্ষদিনে রাজা ও উপরাজ প্রভৃতি সকলে সমবেত হইয়া ধর্ম্মসভা সুসজ্জিত করিতেন, মহাসত্ত্ব ঐ অলঙ্কৃত

বাম পাশে থাকি অসি, চাপ লয়ে করে   চলিয়াছি পুত্র কন্যা ফিরাবার তরে।
পুত্র কন্যা হারাইব, এই দুঃখ মনে   ফিরায়ে আনিতে যাই তেঁই দুই জনে।
কিন্তু এ অসাধু ইচ্ছা। যদিই বা তারা   পাপ নষ্ট, আমি কেন হই আত্মহারা?
সম্পূর্ণ জানিয়া বল, দেহ কোন কালে   [illegible]?

* ভস্ত্রা—(পালি 'ভস্তা') চর্ম্মনির্ম্মিত থলি। ইহা হইতে বাঙ্গালা 'বস্তা' শব্দটী উৎপন্ন হইয়াছে।

† প্রাণাতিপাত, অদত্তাদান, কামভোগে মিথ্যাচার, মিথ্যাকথন, পিশুন পরুষবাক্য প্রলাপ ও বৃথালাপ, এই সপ্তবিধ পাপ হইতে বিরতি, এবং অনভিধ্যা (অলোভ), অব্যাপাদ ও সম্যক্ দৃষ্টি।

সভায় শরভচর্ম্মাচ্ছাদিত পল্যঙ্কে উপবেশন করিয়া বুদ্ধলীলায় ধর্ম্মদেশনা করিতেন; তাঁহার ধর্ম্মকথন সর্ব্বাংশে বুদ্ধদিগের ধর্ম্মকথনসদৃশ হইত।

একদা এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ধনভিক্ষায় বাহির হইয়া সহস্রকার্ষাপণ লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ঐ ধন অপর এক ব্রাহ্মণের গৃহে গচ্ছিত রাখিয়া পুনর্ব্বার ভিক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। তাঁহার অনুপস্থিতি-কালে শেষোক্ত ব্রাহ্মণের পরিজনবর্গ ন্যস্ত ধন ব্যয় করিয়া ফেলিল। অতঃপর ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "আমার কার্ষাপণগুলি আনয়ন কর।" শেষোক্ত ব্রাহ্মণ কার্ষাপণ দিতে অক্ষম হইয়া তাহার পরিবর্ত্তে ভিক্ষুক ব্রাহ্মণকে নিজের কন্যা দান করিলেন। ভিক্ষুক পত্নীকে লইয়া বারাণসীর অবিদূরস্থ এক ব্রাহ্মণগ্রামে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এখানে সেই যুবতী রমণী পতিসহবাসে কামবৃত্তি চরিতার্থ করিতে না পারিয়া কোন তরুণবয়স্ক ব্রাহ্মণের সহিত অবৈধপ্রণয়ে আসক্ত হইল।

[জগতে ষোলটী পদার্থ দেখা যায়, যাহাদের বাসনা সর্ব্বদাই অতৃপ্ত থাকে। সমস্ত নদী কুক্ষিগত করিয়াও সাগরের তৃপ্তি হয় না, যতই ইন্ধন পাউক না কেন অগ্নির কখনও তৃপ্তি জন্মে না; রাজ্য যতই বড় হউক না কেন, রাজার কখনও তৃপ্তি জন্মে না। সেইরূপ, পাপে কখনও মূর্খের তৃপ্তি নাই, মৈথুন, অলঙ্কার ও সন্তানোৎপাদন এই তিনে নারীর তৃপ্তি নাই*, বিহারসম্পত্তিতে ধ্যানীর তৃপ্তি নাই†; অপচয়ে অর্থাৎ সঙ্গানে শৈক্ষ্যের তৃপ্তি নাই‡ কঠোর তপস্যায় (ধূতাঙ্গে) বীতেচ্ছ পুরুষের তৃপ্তি নাই; বীর্য্যপ্রকাশে আরব্ধবীর্য্য ব্যক্তির তৃপ্তি নাই, বক্তৃতায় (ধর্ম্মদেশনায়) বাগ্মীর তৃপ্তি নাই, মন্ত্রণায় রাজনীতিবিশারদের তৃপ্তি নাই, সঙ্ঘসেবায় শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তির তৃপ্তি নাই, দানে দাতার তৃপ্তি নাই, ধর্ম্মকথা শ্রবণে পণ্ডিতের তৃপ্তি নাই, বুদ্ধদর্শনে ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, উপাসক ও উপাসিকাদিগের তৃপ্তি নাই।]

এই ব্রাহ্মণী মৈথুনে অপরিতৃপ্ত হইয়া স্থির করিল, "ব্রাহ্মণকে অপসৃত করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে পাপাচার করিব।" সে একদিন বিষণ্ণভাবে শুইয়া রহিল। ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসিলেন "ভদ্রে, তোমার কি হইয়াছে?" সে উত্তর দিল, "ব্রাহ্মণ! আমি তোমার গৃহস্থালীর কাজ করিয়া উঠিতে পারি না; তুমি একজন দাসী আনিয়া দাও।" "ভদ্রে, আমার ত ধন নাই; কি দিয়া আনিব?" "ভিক্ষা দ্বারা ধনসংগ্রহের উপায় দেখ এবং তাহা দিয়া দাসী আন।" "বেশ, তুমি আমার জন্য পাথেয় সাজাইয়া রাখ।" ব্রাহ্মণী একটা চামড়ার থলিতে বদ্ধ ও অবদ্ধ শক্তু§ পূরিয়া ব্রাহ্মণকে দিল। ব্রাহ্মণ তাহা লইয়া নানা গ্রাম, নিগম ও রাজধানীতে বিচরণ করিতে করিতে সাত শত কার্ষাপণ প্রাপ্ত হইলেন। এই অর্থই একজন দাস ও একজন দাসী ক্রয় করিবার জন্য পর্য্যাপ্ত হইবে, ইহা ভাবিয়া তিনি নিজের গ্রামাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে একস্থানে জলের বেশ সুবিধা আছে দেখিয়া তিনি থলিটা খুলিয়া ছাতু খাইলেন এবং থলিটার মুখ না বান্ধিয়াই জল

* তুল৹— নাগ্নিস্তৃপ্যতি কাষ্ঠানাং, নাপগানাং মহোদধিঃ,
নান্তকঃ সর্ব্বভূতানাং ন পুংসাং বামলোচনাঃ।
মহাভারত, অনু:, ৩৮ শ অধ্যায়।

† ধ্যানস্থ হইলে যে বিপুল আনন্দ জন্মে তাহার নাম বিহার। ইহা ত্রিবিধ—দিব্য, আর্য্য ও ব্রহ্ম। কামলোকস্থ দেবতারা যে আনন্দ পান তাহা দিব্যবিহার; স্রোতাপন্ন প্রভৃতি মার্গস্থ ব্যক্তিদিগের আনন্দ আর্য্যবিহার। ব্রহ্ম-বিহার সম্বন্ধে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে (প্রথম খণ্ড, ২ম পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য)

‡ শৈক্ষ্য অর্থাৎ যাহার শিক্ষার বিষয় আছে। স্রোতাপত্তিমার্গস্থ, স্রোতাপত্তিফলস্থ ইত্যাদি হইতে অর্হত্ত্ব মার্গস্থ পর্য্যন্ত সপ্তবিধ আর্য্যপুদ্গল শৈক্ষ্য; অর্হত্ত্বফলপ্রাপ্ত পুদ্গল অশৈক্ষ্য, অর্থাৎ নির্ব্বাণলাভের জন্য তাঁহার আর কিছুই করিবার নাই।

§ বদ্ধ শক্তু—যাহা জল, চিনি প্রভৃতি মিশাইয়া পিণ্ড করা হইয়াছে। এই পিণ্ডগুলি শুকাইয়া রাখিলে দীর্ঘকাল থাকে। ইংরাজী অনুবাদক ইহার অর্থ করিয়াছেন ভাজা ছাতু। কিন্তু ইহা বোধহয় সঙ্গত নহে। সাধারণতঃ সকল ছাতুই শস্য ভাজিয়া প্রস্তুত করা হয়।

পান করিবার জন্য জলে নামিলেন। ঐ স্থানে কোন বৃক্ষের কোটরে একটা কৃষ্ণসর্প ছিল। সে ছাতুর গন্ধ পাইয়া থলির মধ্যে প্রবেশ করিল এবং কুণ্ডলিত হইয়া ছাতু খাইতে লাগিল। এদিকে ব্রাহ্মণ ফিরিয়া আসিলেন, থলির মধ্যে কি আছে তাহা না দেখিয়াই উহার মুখ বান্ধিলেন এবং ইহা স্কন্ধে লইয়া আবার পথ চলিতে লাগিলেন। পথে এক বৃক্ষদেবতা ছিলেন। তিনি তরুকোটরে আশ্রিত হইয়া বলিলেন, "ব্রাহ্মণ, যদি পথের মধ্যে কোথাও বিশ্রাম কর, তাহা হইলে তুমি নিজে মরিবে, আর যদি আজই বাড়ীতে যাও, তাহা হইলে তোমার স্ত্রী মরিবে।" ইহা বলিয়া দেবতা অন্তর্হিত হইলেন। ব্রাহ্মণ চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, কিন্তু দেবতাকে দেখিতে পাইলেন না। ইহাতে তাঁহার বড় ভয় হইল। তিনি মরণভয়ে বিহ্বল হইয়া কান্দিতে লাগিলেন এবং পরিবেদন করিতে করিতে বারাণসীর দ্বারে উপস্থিত হইলেন। সেদিন পঞ্চদশ-পোষধের তিথি ছিল। ঐ তিথিতে বোধিসত্ত্ব অলঙ্কৃত ধর্ম্মসভায় আসীন হইয়া ধর্ম্মকথা বলিতেন। বহুলোকে গন্ধপুষ্পাদি হস্তে লইয়া দলে দলে ধর্ম্মকথা শুনিতে যাইতেছিল। ইহা দেখিয়া ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কোথা যাইতেছ?" তাহারা বলিল, "ঠাকুর, আজ সেনক পণ্ডিত মধুর স্বরে বুদ্ধলীলায় ধর্ম্মদেশন করিবেন; তুমি কি ইহা জান না?" ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ ভাবিলেন, 'পণ্ডিতটী, শুনিতেছি, ধর্ম্মকথক; আমি এদিকে মরণভয়ে বিহ্বল। পণ্ডিতেরা নিশ্চিত মহাশোকেরও অপনোদন করিতে পারেন। অতএব আমার কর্ত্তব্য, সেখানে গিয়া ধর্ম্মকথা শুনি।' ইহা স্থির করিয়া তিনি ঐ লোকদিগের সহিত ধর্ম্মসভায় গমন করিলেন। সভায় সমস্ত লোক এবং রাজা মহাসত্ত্বকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক আসন গ্রহণ করিলেন, ব্রাহ্মণও মরণভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে একপার্শ্বে স্কন্ধে ছাতুর থলি রাখিয়াই দাঁড়াইয়া রহিলেন। মহাসত্ত্ব ধর্ম্মদেশন আরম্ভ করিলেন; বোধ হইতে লাগিল যেন আকাশগঙ্গা ভূতলে অবতীর্ণ হইল, কিংবা চতুর্দ্দিকে অমৃতের স্রোত ছুটিল। উপস্থিত সহস্র সহস্র লোক আনন্দভরে 'সাধু' 'সাধু' বলিয়া ধর্ম্মশ্রবণ করিতে লাগিল।

পণ্ডিত ব্যক্তিরা সর্ব্বতশ্চক্ষু। মহাসত্ত্ব ঐ সময়ে পঞ্চপ্রসাদ-প্রসন্ন চক্ষু উন্মীলিত করিয়া সভার সর্ব্বতঃ দৃষ্টিপাত করিলেন এবং ঐ ব্রাহ্মণকে দেখিয়া ভাবিলেন, 'এত লোকে মহানন্দে সাধুবাদ দিতেছে ও ধর্ম্মকথা শুনিতেছে; কেবল এই ব্রাহ্মণ বিষণ্ণভাবে রোদন করিতেছে, ইহার মনে এমন কোন শোক আছে, যাহার জন্য এ অশ্রুপাত করিতেছে। অতএব, অম্লসংযোগে যেমন তাম্রের কলঙ্ক যায়, কিংবা পদ্মপত্র হইতে যেমন অতি সহজে বারিবিন্দু অপনীত হয়, সেইরূপ আমিও ইহার শোকবেগ প্রতিহত করিয়া ইহাকে বীতশোক ও প্রফুল্লচিত্ত করিব এবং ধর্ম্মকথা শুনাইব।' অনন্তর তিনি ব্রাহ্মণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ব্রাহ্মণ, আমার নাম সেনক পণ্ডিত; আমি এখনই তোমার শোক অপনয়ন করিব, তুমি নিঃশঙ্কমনে সমস্ত কথা খুলিয়া বল।" ব্রাহ্মণের সহিত এইরূপে আলাপ করিবার সময়ে তিনি প্রথম গাথা বলিলেন:—

> বিভ্রান্ত হয়েছে চিত্ত, ইন্দ্রিয়সকল কি হেতু তোমার বল হয়েছে বিকল?
> চক্ষু হতে বহে অশ্রু, হেরি মনে হয়, কি ধন তোমার আজি হয়েছে বিলয়।
> প্রার্থনা তোমার কিবা বল হে, ব্রাহ্মণ, যার তরে করিয়াছ হেথা আগমন।

ব্রাহ্মণ নিজের শোকহেতু বিজ্ঞাপনের জন্য দ্বিতীয় গাথা বলিলেন:—

> গেলে আজ ভবনেতে পত্নী আমার না গেলে নিশ্চয় মম কি মৃত্যু দুর্নিবার।
> এ দুঃখে, সেনক, মোর কম্পিত হৃদয়, কেন এ সভায় মোর বল হারায়।

ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া মহাসত্ত্ব, ধীবরেরা যেমন সমুদ্রপৃষ্ঠে জাল নিক্ষেপ করে সেইরূপ,

নিজের জ্ঞানজাল বিস্তারপূর্ব্বক চিন্তা করিতে লাগিলেন:—'প্রাণীদিগের মৃত্যুর বহু কারণ দেখা যায়। কেহ সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া মারা যায়; কেহ বা সেখানে ভীষণ মৎস্যাদি কর্তৃক গৃহীত হইয়া প্রাণ হারায়, কেহ বা গঙ্গায় পড়িয়া শিশুমার কর্তৃক ভক্ষিত হয়, কেহ বা বৃক্ষ হইতে পড়িয়া বা কণ্টকবিদ্ধ হইয়া মরে, কেহ বা নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্রাঘাতে মরে, কেহ বা বিষ খাইয়া, কিংবা উদ্বন্ধনে, কিংবা ভৃগুস্থান হইতে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করে, কেহ বা নানাবিধ পীড়াগ্রস্ত হইয়া প্রাণ হারায়। মরণের এইরূপ বহু কারণের মধ্যে কি কারণে আজ এই ব্রাহ্মণ, পথে বিশ্রাম করিলে, নিজে মরিবে, অথবা এ গৃহে গমন করিলে ইহার স্ত্রী মরিবে?' এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি ব্রাহ্মণের স্কন্ধে সেই থলিটা দেখিতে পাইলেন। তখন তাঁহার মনে হইল, 'সম্ভবতঃ এই থলির মধ্যে একটা কৃষ্ণসর্প আছে। ব্রাহ্মণ প্রাতরাশের সময়ে যখন ছাতু খাইয়া থলির মুখ না বান্ধিয়াই জল খাইতে গিয়াছিল, তখন ছাতুর গন্ধ পাইয়া সাপটা ইহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। ব্রাহ্মণ জল পান করিয়া ফিরিয়া আসিলে থলির মধ্যে যে সাপ গিয়াছে ইহা জানিতে পারে নাই; থলির মুখ বান্ধিয়া উহা লইয়া আসিয়াছে। এখন যদি পথে বিশ্রাম করে, তাহা হইলে এ ব্যক্তি সন্ধ্যার সময়ে ছাতু খাইবার জন্য থলির ভিতর হাত দিবে এবং সর্প ইহার হস্তে দংশন করিয়া জীবনান্ত ঘটাইবে। পথে বিশ্রাম করিলে যে ইহার মরণ হইবে, ইহাই তাহার কারণ। কিন্তু যদি এ গৃহে চলিয়া যায়; তাহা হইলে থলিটা ইহার ভার্য্যার হস্তগত হইবে। সে থলিতে কি আছে দেখিবার জন্য ইহার মুখ খুলিয়া ভিতরে হাত দিবে, তাহা হইলে সর্পদংশনে তাহারই মৃত্যু ঘটিবে। ব্রাহ্মণ আজ গৃহে গেলে ইহার ভার্য্যার যে প্রাণান্ত হইবে, ইহাই তাহার কারণ।' বোধিসত্ত্ব উপায়কুশলতা-বলে এইরূপ অবধারণ করিলেন। তিনি আরও ভাবিলেন, 'সর্পটা নিশ্চিত কৃষ্ণসর্প, তেজস্বী ও নির্ভীক। ব্রাহ্মণ চলিবার সময়ে থলিটা কতবার তাহার পার্শ্বে আঘাত করিয়াছে; কিন্তু সাপটা নড়াচড়ায় সাড়া পর্য্যন্ত দেয় নাই। এই যে বৃহৎ সভা হইয়াছে, ইহার মধ্যেও থলিতে যে সাপ আছে, এরূপ কোন আভাস পাওয়া যায় নাই। অতএব সাপটা নিশ্চিত খুব তেজস্বী ও নির্ভীক।' উপায়কুশলতাবলে ও দিব্যচক্ষুদ্বারা মহাসত্ত্ব যেন এই সমস্ত প্রত্যক্ষ করিয়া জানিতে পারিলেন, তিনি উপায়কুশলতাবলে প্রকৃত ঘটনা অবধারণ করিলেন,—যেন থলির মধ্যে সর্পের প্রবেশ নিজেই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। অনন্তর সেই রাজসনাথ সভামধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া তিনি তৃতীয় গাথায় ব্রাহ্মণের প্রশ্নের উত্তর দিলেন:—

অনেক বিচারি সত্য করিনু নির্ণয়;
বলিতেছি বিপ্র; এই মোর মনে লয়,
কৃষ্ণসর্প এই শক্তুভস্ত্রার ভিতরে
প্রবেশ করিয়া আছে তব অগোচরে।

অতঃপর বোধিসত্ত্ব আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্রাহ্মণ, তোমার এই থলিতে ছাতু আছে কি?" "আছে, পণ্ডিতবর।" "আজ প্রাতরাশের সময় ছাতু খাইয়াছিলে?" "হাঁ।" "কোথায় বসিয়া খাইয়াছিলে?" "বনমধ্যে বৃক্ষমূলে বসিয়া।" "ছাতু খাইয়া যখন জলপান করিতে গিয়াছিলে, তখন থলিটার মুখ বান্ধিয়া রাখিয়াছিলে কি, না?" "না, পণ্ডিতবর, বান্ধি নাই।" "জল খাইয়া যখন ফিরিয়াছিলে তখন থলির মুখ বান্ধিবার কালে উহার ভিতরে কি আছে তাহা দেখিয়াছিলে?" "না দেখিয়াই বান্ধিয়াছিলাম।" "দেখ, ব্রাহ্মণ, তুমি যখন জল খাইতে গিয়াছিলে, তখন তোমার অগোচরে ছাতুর গন্ধ পাইয়া একটা সাপ থলির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। আমার মনে হয় ইহাই প্রকৃত বৃত্তান্ত। তুমি থলিটা নামাইয়া সভার মধ্যে রাখ এবং উহার মুখ খুলিয়া একটু পিছনে হটিয়া লাঠি দিয়া উহার উপরে আঘাত কর। যখন দেখিবে একটা

কৃষ্ণসর্প বাহির হইয়া ফণা তুলিয়া ফোঁস ফোঁস করিতেছে, তখন আর তোমার কোন সন্দেহ থাকিবে না।

ভস্ত্রার উপরে দণ্ড করহ প্রহার, দেখিবে বাহির হবে সর্প দুরাচার
দ্বিজিহ্ব, করালমুখ; কেন বার বার করিছ সন্দেহ? মুখ খোল থবিকার *

মহাসত্ত্বের কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ নিতান্ত উদ্বিগ্ন ও ভীত হইলেন; তথাপি তিনি যেরূপ বলিলেন তাহাই করিলেন। সর্পটার কুণ্ডলোপরি আঘাত লাগায় সে থলির মুখ হইতে বাহির হইয়া সমবেত লোকদিগের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিল।

[এই ঘটনা বিশদরূপে বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা পঞ্চম গাথা বলিলেন :—

ভয়ে ভয়ে সভামধ্যে খুলিল ব্রাহ্মণ ছাতুর থলির মুখে ছিল যে বন্ধন।
ফণা তুলি বাহিরিল অতি ভয়ঙ্কর উগ্রতেজা সর্প এক তীক্ষ্ণবিষধর।

সর্পটা যখন ফণা বিস্তার করিয়া নির্গত হইল, তখন মহাসত্ত্ব যে সর্ব্বজ্ঞ বুদ্ধ হইবেন তাহার প্রাগলক্ষণ দেখা দিল। সহস্র লোকে বিস্ময়ে বস্ত্র সঞ্চালন করিতে লাগিল অঙ্গুলি ছোটন আরম্ভ করিল, নিবিড় মেঘ হইতে যেমন বারিবর্ষণ হয়, চতুর্দ্দিক হইতে সেইরূপ সপ্তরত্ন বর্ষণ আরম্ভ হইল, শতসহস্র কণ্ঠে সাধুকার ধ্বনি উচ্চারিত হইতে লাগিল। পৃথিবী বিদীর্ণ হইলে যেমন মহাশব্দ হয় সেখানে সেইরূপ শব্দ উত্থিত হইল। বুদ্ধলীলায় এরূপ প্রশ্নের সদুত্তর অসাধারণ প্রজ্ঞার ফল। কেবল জাতির গৌরবে কিংবা কুল মান ধনের বলে কেহই এরূপ দুরূহ প্রশ্নের মীমাংসা করিতে পারে না। প্রজ্ঞাবান্ ব্যক্তির বিদর্শনক্ষমতা বৃদ্ধি হয়, তিনি আর্য্যমার্গের দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া অমৃতোপম মহানির্ব্বাণে প্রবিষ্ট হন এবং শ্রাবক-পারমিতা *, প্রত্যেকবুদ্ধি ও সম্যকসম্বুদ্ধি প্রাপ্ত হয়েন। ফলতঃ অমৃতোপম মহানির্ব্বাণসম্প্রাপ্তি লাভ করিবার জন্য যে যে গুণ আবশ্যক, প্রজ্ঞাই তাহাদের মধ্যে প্রধান, অবশিষ্ট গুণগুলি প্রজ্ঞার অনুচর মাত্র। এই জন্যই কথিত আছে যে—

কুশলকামের আছে যত গুণ, প্রজ্ঞা শ্রেষ্ঠ সবাকার
নক্ষত্রমণ্ডলে অতিক্রমি সবে শোভে যথা শশধর।
প্রজ্ঞা আছে যাঁর অনুগামী তাঁর অপর সদ্গুণ যত,
শীল, শ্রী, সদ্ধর্ম, সদাই তাঁহার সঙ্গে থাকে অবিরত।]

মহাসত্ত্ব এইরূপে প্রশ্নের উত্তর দিলে এক সাপুড়ে সর্পটার মুখ বন্ধন করিয়া তাহাকে লইয়া গেল এবং বনের মধ্যে ছাড়িয়া দিল। অনন্তর ব্রাহ্মণ রাজার সমীপে গিয়া জয়োচ্চারণ পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার স্তুতি করিতে করিতে এই অর্দ্ধগাথা বলিলেন :—

আহা কি অপূর্ব্বলাভ করেছেন জনক নৃপতি।
মহাপ্রাজ্ঞ সেনকেরে দেখেছেন সদা নিরুপাধি†

এইরূপে রাজার স্তুতি করিয়া ব্রাহ্মণ থলি হইতে সপ্তশত কার্ষাপণ বাহির করিলেন এবং মহাসত্ত্বের তুষ্টিসম্পাদনার্থ উপহার দিবার উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত সার্দ্ধ গাথায় তাঁহার স্তুতি করিলেন:—

অজ্ঞাত ছিলেন [illegible] সর্ব্বজ্ঞ কি তুমি মহামতি?
[illegible] অর্থ [illegible]।‡

---

* শ্রাবক পারমিতা [illegible]।

† মূলে [illegible] এই শব্দ আছে [illegible] [illegible]।

‡ মূলে [illegible] [illegible] 'সম্বন্ধ' শব্দটী [illegible] সংস্কৃত অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

ভিক্ষা করি আনিয়াছি এই সপ্তশত কার্ষাপণ ;
দিলাম তোমারে সব ; দয়া করি করহ গ্রহণ।
প্রজ্ঞার প্রভাবে তব প্রাণরক্ষা হইল আমার ;
তোমারি কৃপায় আজ অকল্যাণ হ'ল না ভার্য্যার।

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব অষ্টম গাথা বলিলেন :—

মধুর বিচিত্র গাথা করিয়া রচন পণ্ডিতে না করে কভু বেতন গ্রহণ।
বরং আমরা ধন দিব হে তোমার ; লয়ে তাহ যাও, বিপ্র, তুমি নিজালয়।

ইহা বলিয়া মহাসত্ত্ব ব্রাহ্মণের সহস্র কার্ষাপণপূরণার্থ যত অবশ্যক, ততগুলি কার্ষাপণ দেওয়াইলেন এবং জিজ্ঞাসিলেন, "ব্রাহ্মণ কে তোমাকে ধনভিক্ষার জন্য পাঠাইয়াছিল ?" "আমার ভার্য্যা।" "সে বৃদ্ধা না তরুণী ?" "তিনি তরুণী।" "তাহা হইলে সে নিশ্চয় অন্য কোন পুরুষের সঙ্গে অনাচারে রত হইয়াছে। নির্ভয়ে কুক্রিয়া করিবার উদ্দেশ্যে সে তোমাকে বিদেশে পাঠাইয়াছিল। তুমি যদি এই কার্ষাপণগুলি ঘরে লইয়া যাও, তাহা হইলে সে তোমার এই কষ্টার্জ্জিত ধন নিজের জারকে দান করিবে। অতএব তুমি সোজাসুজি গৃহে না গিয়া গ্রামের বাহিরে কোন বৃক্ষমূলে বা অন্য কোথাও কার্ষাপণগুলি রাখিয়া দিবে এবং তাহার পর গৃহে যাইবে।" এই বলিয়া বোধিসত্ত্ব ব্রাহ্মণকে বিদায় দিলেন। ব্রাহ্মণ গ্রামসমীপে গিয়া একটা বৃক্ষের মূলে কার্ষাপণগুলি রাখিলেন এবং সন্ধ্যার সময় গৃহে ফিরিলেন। তখন তাঁহার স্ত্রী জারের সঙ্গে বসিয়াছিল। ব্রাহ্মণ দ্বারে উপস্থিত হইয়া 'ভদ্রে' বলিয়া ডাকিলেন। রমণী তাহার স্বর শুনিয়া চিনিতে পারিল এবং প্রদীপ নিবাইয়া দ্বার খুলিল। ব্রাহ্মণ গৃহে প্রবেশ করিলে জারকে বাহির করিয়া দ্বারের নিকট রাখিল এবং নিজে ঘরে গেল ; গিয়া দেখে থলিতে কিছুই নাই। তখন সে জিজ্ঞাসা করিল, "ব্রাহ্মণ তুমি ভিক্ষাচর্য্যা করিতে গিয়া কি পাইলে ?" "আমি সহস্র কার্ষাপণ পাইয়াছি।" "তাহা কোথায় ?" "অমুক স্থানে রাখিয়া আসিয়াছি। কোন চিন্তা নাই ; ভোরে গিয়া আনিব।" ব্রাহ্মণী বাহিরে গিয়া জারকে এই কথা জানাইল। সে তখনই গিয়া, যেন তাহার স্বোপার্জ্জিত ধন এই ভাবে উহা গ্রহণ করিল। ব্রাহ্মণ পরদিন গিয়া দেখেন কার্ষাপণগুলি নাই। তিনি তখনই বোধিসত্ত্বের নিকট গেলেন। বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সংবাদ ?" "পণ্ডিতবর, আমার কার্ষাপণগুলি পাইতেছি না।" তোমার স্ত্রীকে কার্ষাপণের কথা বলিয়াছিলে কি ?" "বলিয়াছিলাম।" বোধিসত্ত্ব বুঝিলেন ঐ দুষ্টাই জারকে জানাইয়াছে। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্রাহ্মণ, তোমার ভার্য্যার কোন কুলোপগ ব্রাহ্মণ * আছে কি ?" "আছে।" "তোমারও আছে ?" "আছে।" তখন মহাসত্ত্ব ব্রাহ্মণকে সাতদিনের ব্যয়োপযুক্ত অর্থ দেওয়াইয়া বলিলেন, "যাও, প্রথম দিনে চৌদ্দজন ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করাইবে—তোমার কুলের সাতজনকে এবং তোমার ভার্য্যার কুলের সাত জনকে। ইহার পর প্রতিদিন এক একটী ব্রাহ্মণ কমাইবে এবং সপ্তম দিনে তোমার একটী এবং তোমার ভার্য্যার একটী, এই দুইটী মাত্র ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিবে। তোমার ভার্য্যার পক্ষে হইতে কোন্ ব্রাহ্মণ উপর্য্যুপরি সাত দিনই উপস্থিত হয়, তাহা নির্ণয় করিয়া আমাকে জানাইবে।" ব্রাহ্মণ এইরূপ করিলেন এবং মহাসত্ত্বের নিকট গিয়া বলিলেন, 'পণ্ডিতবর, যে ব্রাহ্মণ সাতদিনই ভোজন করিয়াছে, আমি তাহাকে লক্ষ্য করিয়াছি।" বোধিসত্ত্ব তখন ব্রাহ্মণের সঙ্গে লোক দিয়া সেই ব্রাহ্মণকে আনাইলেন এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, অমুক বৃক্ষের মূলে এই ব্রাহ্মণের সঞ্চিত কার্ষাপণগুলি ছিল ; তুমি তাহা লইয়াছ কি ?" সে

* যে ব্রাহ্মণ বাড়ীতে প্রায় প্রত্যহ আসিয়া পূজাপার্ব্বণাদি করেন ও ধর্ম্মকথা শুনান।

বলিল, 'না, মহাশয়।' "তুমি জাননা কি, আমার নাম সেনক পণ্ডিত? আমি তোমার দ্বারাই কার্ষাপণগুলি আনাইতেছি।" ইহাতে ভীত হইয়া সেই ব্যক্তি বলিল, "হাঁ, আমি লইয়াছি।" "লইয়া কি করিয়াছ?" "অমুক স্থানে রাখিয়াছি।" তখন বোধিসত্ত্ব সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুর, তুমি কি সেই দুষ্টাকেই ভার্য্যারূপে রাখিতে ইচ্ছা কর, না অন্য ভার্য্যা চাও?" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "পণ্ডিতবর, সেই রমণীই আমার ভার্য্যা থাকুক।" বোধিসত্ত্ব আবার লোক পাঠাইয়া ব্রাহ্মণের কার্ষাপণগুলি ও ব্রাহ্মণীকে আনাইলেন এবং চোর ব্রাহ্মণের হস্ত হইতে কার্ষাপণগুলি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে দেওয়াইলেন। অনন্তর তিনি চোরের দণ্ডবিধান করিলেন এবং তাহাকে নগর হইতে বাহির করিয়া দিলেন; তিনি ব্রাহ্মণীকেও দণ্ড দিলেন এবং বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বহু সম্মান করিয়া তাঁহাকে নিজের নিকটে বাস করাইলেন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া বহুলোকে স্রোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইল। সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, সারিপুত্র ছিলেন সেই বৃক্ষদেবতা, বুদ্ধের অনুচরবর্গ ছিল সেই সভাস্থ ব্যক্তিগণ এবং আমি ছিলাম সেনক পণ্ডিত।]

৪০৩—অখিসেন-জাতক।

[শাস্তা আলবির নিকটস্থ অগ্রালব চৈত্যে অবস্থিতিকালে কুটিকারশিক্ষাপদ সম্বন্ধে * এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্নবস্তু ইতঃপূর্বে মণিকণ্ঠ-জাতকে (২৫৩) বলা হইয়াছে। শাস্তা সেই ভিক্ষুদিগকে সম্বোধনপূর্বক বলিলেন, "পূর্বে, যখন বুদ্ধের আবির্ভাব ঘটে নাই, তখন অন্যশাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াও সাধুরা কখনও যাচ্ঞা করেন নাই। রাজারা তাঁহাদের পরিচর্য্যা করিতেন; তথাপি, যাচ্ঞায় অপরের অপ্রীতি ও বিরক্তি জন্মে, এই বিবেচনায় তাঁহারা কখনও কিছু প্রার্থনা করেন নাই।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব কোন নিগমগ্রামে এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম রাখা হইয়াছিল অখিসেন-কুমার। তিনি বয়ঃপ্রাপ্তির পর তক্ষশিলায় গিয়া সর্বশিল্পে ব্যুৎপন্ন হইলেন। অনন্তর বিষয়ভোগে দুঃখ উপলব্ধি করিয়া তিনি ঋষিপ্রব্রজ্যাগ্রহণপূর্বক অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ লাভ করিলেন এবং দীর্ঘকাল হিমবন্ত প্রদেশে বাস করিলেন।

একদা বোধিসত্ত্ব লবণ ও অম্ল সেবনার্থ লোকালয়ে অবতীর্ণ হইলেন এবং বারাণসীতে উপস্থিত হইয়া রাজকীয় উদ্যানে রাত্রিযাপন করিলেন। ইহার পরদিন তিনি ভিক্ষাচর্য্যায় বাহির হইয়া রাজাঙ্গণে গমন করিলেন। রাজা তাঁহার আচার ও চালচলন দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন, এবং তাঁহাকে ডাকাইয়া প্রাসাদতলে পর্যাঙ্কে উপবেশন করাইলেন। তিনি মহার্ঘ উৎকৃষ্ট ভোজ্য ভোজন করাইলেন, ভোজনান্তে তাঁহার অনুমোদন শুনিলেন এবং অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইয়া অঙ্গীকার গ্রহণপূর্বক রাজোদ্যানে তাঁহার বাসের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। সেখানে তিনি প্রতিদিন দুই তিন বার মহারাজের অর্চনা করিতে যাইতেন।

একদিন মহারাজের ধর্মকথায় অতিমাত্র তুষ্ট হইয়া কথা বলিলেন, "আচার্য্য, কোন্ বস্তু আপনার আবশ্যক তাহা বলুন, আমার রাজ্য পর্য্যন্ত (আপনাকে দান করিব।) কিন্তু

* ভিক্ষুবিভঙ্গে বর্ণিত প্রাতিমোক্ষ (৩৬০) এবং এই [illegible]

মহাসত্ত্ব 'ইহা আমাকে দিন' এমন কোন কথাই বলিলেন না। [অন্য যাচকেরা যাহা ইচ্ছা তাহা প্রার্থনা করিত ; বলিত আমাকে 'ইহা দিন।' ঐ বস্তু রাজার প্রিয় না হইলে তিনি দানও করিতেন।] রাজা ভাবিতে লাগিলেন, যাচক ও ভিক্ষুকেরা ইহা দিন, উহা দিন বলিয়া আমার নিকট প্রার্থনা করে ; কিন্তু কতদিন হইল আমি আর্য্য অগ্নিসেনকে, তিনি যাহা চান তাহাই দিব, বলিয়াছি ; অথচ তিনি কিছুই চাহিলেন না। তিনি দেখিতেছি বিলক্ষণ প্রজ্ঞাবান্ অথবা উপায়কুশল। জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি ব্যাপার কি।' অনন্তর একদিন প্রাতরাশ সমাপনপূর্ব্বক একান্তে উপবিষ্ট হইয়া অন্যে কেন যাচ্ঞা করে এবং অগ্নিসেন কেন যাচ্ঞা করেন না, ইহা জানিবার জন্য তিনি প্রথম গাথা বলিলেন :—

কত ভিক্ষু, যাহাদের সঙ্গে কভু নাহি পরিচয়,
মাগে ভিক্ষা ; তুমি কেন কিছু নাহি চাও, মহাশয় ?

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :—

অপ্রিয় যাচক, অপ্রিয় যাচিত, যদি নাহি করে প্রদান ঈপ্সিত।
যাচ্ঞা আমি নাহি করি এ কারণ ; অসন্তুষ্ট তুমি হ'য়ো না রাজন্।

এই কথা শুনিয়া রাজা তিনটী গাথা বলিলেন :—

ভিক্ষা বৃত্তি যার, যথাকালে সেই যাচন যদি না করে,
পায় কষ্ট নিজে ; পুণ্যানুষ্ঠানের অন্যের সুযোগ হরে।

ভিক্ষাবৃত্তি যার যথাকালে যদি সে জন যাচন করে,
থাকে সুখে নিজে ; দেয় অবসর অন্যে পুণ্যার্জন তরে।

সুপ্রাজ্ঞ যাহারা, যাচক দেখিয়া ক্রুদ্ধ তারা নাহি হয় ;
তুমি ব্রহ্মচারী অতিপ্রিয় মোর ; চাও যাহা মনে লয়।

এইরূপে রাজাকর্ত্তৃক ইচ্ছামত প্রার্থনা করিতে অনুরুদ্ধ হইলেও বোধিসত্ত্ব কিছুমাত্র প্রার্থনা করিলেন না। রাজা যখন এইরূপে নিজের ইচ্ছা ব্যক্ত করিলেন, তখন বোধিসত্ত্বও প্রব্রাজকদিগের পদ্ধতি-প্রদর্শনার্থ বলিলেন, "মহারাজ, যাহারা বিষয়ভোগী ও গৃহী, যাচ্ঞা তাহাদেরই অভ্যস্ত ; ইহা প্রব্রাজকদিগের পক্ষে শোভা পায় না। যাঁহারা প্রব্রাজক, তাঁহারা প্রব্রজ্যাগ্রহণের সময় হইতে পরিশুদ্ধভাবে জীবনযাপন করিবেন ;—গৃহীদিগের ন্যায় চলিবেন না।" প্রব্রাজক-পদ্ধতি বুঝাইবার জন্য বোধিসত্ত্ব ষষ্ঠ গাথা বলিলেন :—

মুখ ফুটি, কিংবা কোন অঙ্গভঙ্গী দ্বারা যাচ্ঞা না করেন কভু প্রজ্ঞাবান্ যাঁরা।
বুদ্ধিমান্ উপাসক আপনা হইতে প্রাজ্ঞের অভাব যত পারেন বুঝিতে।
গৃহস্থের দ্বারে আর্য্য দাঁড়ান নীরবে ; অন্য যাচ্ঞা তাঁহাদের কভু না সম্ভবে।

বোধিসত্ত্বের কথা শুনিয়া রাজা বলিলেন, "যদি কোন বুদ্ধিমান্ উপাসক নিজেই বুঝিতে পারিয়া কুলোপগ প্রব্রাজককে দান করিতে পারেন, তাহা হইলে আমিও আপনাকে এই এই দ্রব্য দান করিলাম।

পুংগবের সহ সহস্র রোহিণী দিলাম ; গ্রহণ করুন আপনি।
সাধু যিনি, তাঁর সাধুজনে দিতে অদেয় কি কিছু আছে পৃথিবীতে ?
শুনি আপনার গাথা ধর্ম্মযুত হৃদয় আমার হইয়াছে পূত।" *

কিন্তু বোধিসত্ত্ব এই দান অস্বীকার করিলেন ; তিনি বলিলেন, "মহারাজ, আমি অকিঞ্চন

* এই গাথাটী ব্রহ্মদত্ত জাতকেও (৩২৩) দেখা যায়।

হইব, এই সঙ্কল্পে প্রব্রজ্যা লইয়াছি। আমার গোধনে প্রয়োজন নাই।” অতঃপর রাজা তাঁহার উপদেশানুসারে চলিয়া দানাদি পুণ্যানুষ্ঠান পূর্ব্বক স্বর্গলোকপ্রাপ্তির উপযুক্ত হইলেন; তিনি নিজেও অপরিহীন ধ্যানবলে ব্রহ্মলোকে জন্মান্তর লাভ করিলেন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া বহুলোকে স্রোতাপত্তিফল প্রভৃতি প্রাপ্ত হইল। সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন সেই রাজা এবং আমি ছিলাম অষিলেন।]

৪০৪—কপি-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি কালে দেবদত্তের পৃথিবীগর্ভে প্রবেশসম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। দেবদত্ত ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইলে ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় বলাবলি করিতে লাগিলেন, “দেখ ভাই, দেবদত্ত অনুচরবর্গসহ বিনষ্ট হইলেন।” এই সময়ে শাস্তা সেখানে গিয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং কহিলেন, ‘কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও দেবদত্ত অনুচরবর্গসহ বিনষ্ট হইয়াছিল।” অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব কপিযোনিতে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক পঞ্চশত কপিপরিবৃত হইয়া রাজকীয় উদ্যানে বাস করিতেন। তখন দেবদত্তও কপিজন্ম প্রাপ্ত হইয়া অপর পঞ্চশত কপিসহ সেই উদ্যানেই অবস্থিতি করিত।

এক দিন রাজপুরোহিত উদ্যানে গিয়া স্নানান্তে গন্ধমাল্যাদি দ্বারা সুশোভিত হইয়া বাহির হইতেছিলেন। তখন একটা দুষ্ট কপি উদ্যানের তোরণের মস্তকে বসিয়াছিল। সে পুরোহিতের মস্তকোপরি মলত্যাগ করিল এবং পুরোহিত যখন ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, তখন তাঁহার মুখেও ঐরূপ করিল। পুরোহিত ফিরিলেন এবং কপিদিগকে ভয় দেখাইয়া বলিলেন, “বেশ, দেখা যাবে, তোদিগকে ইহার প্রতিফল দিতে পারি কি না।” অনন্তর তিনি আবার স্নান করিয়া প্রস্থান করিলেন।

পুরোহিত ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে ভয় দেখাইয়া গিয়াছেন, কপিরা বোধিসত্ত্বকে এই কথা জানাইল। বোধিসত্ত্ব উদ্যানস্থ সহস্র কপিকেই জানাইলেন, “শত্রুর বাসস্থানে বাস অকর্ত্তব্য; অতএব সমস্ত কপিই পলায়ন করিয়া অন্যত্র যাউক।” একটা অবাধ্য কপি নিজের অনুচরদিগকে লইয়া পলায়ন করিল না—সে বলিল, “যাহা হয়, পরে দেখা যাইবে।” বোধিসত্ত্ব কিন্তু নিজের অনুচরগণসহ অরণ্যে চলিয়া গেলেন।

এক দাসী ধান ভানিত। সে রৌদ্রে শুকাইবার জন্য কতকগুলি ধান বিছাইয়া দিয়াছিল। একটা ছাগ ঐ ধান খাইতেছে দেখিয়া দাসী তাহাকে একখানা জলন্ত কাঠ দিয়া আঘাত করিল। ছাগটার শরীর জলিয়া উঠিল; সে পলায়ন করিয়া হস্তিশালার পার্শ্ববর্ত্তী এক তৃণকুটীরের বেড়ায় গা ঘসিতে লাগিল। ইহাতে তৃণকুটীরে আগুন লাগিল, সেখান হইতে গিয়া হস্তিশালায়ও আগুন ধরিল; এবং অনেক হস্তীর পিঠ পুড়িয়া গেল। হস্তিবৈদ্যেরা হস্তীদিগের চিকিৎসা করিতে লাগিল।

পুরোহিত কপিদিগকে ধরিবার উপায় চিন্তা করিয়া বেড়াইতেছিলেন। তিনি একদিন রাজদর্শনে গিয়া উপবেশন করিলে রাজা বলিলেন, “আচার্য্য, আমার অনেক হাতীর পিঠে ঘা হইয়াছে; হস্তিবৈদ্যেরা ইহার প্রতীকার জানে না; আপনি কোন ঔষধ জানেন কি?” “জানি, মহারাজ”। “কি বলুন ত।” “মর্কটের বসা।” “কোথায় পাওয়া যাইবে?” “আপনার

উদ্যানেই বহু মর্কট আছে।" রাজা অমনি আদেশ দিলেন, 'উদ্যানের মর্কটগুলা মারিয়া বসা সংগ্রহ কর।' তখন তীরন্দাজেরা গিয়া সেই পঞ্চশত কপিকে শরবিদ্ধ করিয়া মারিল। কেবল যে কপিটা সকলের বড় ছিল, সেইটা পলাইবার সময়ে শরাহত হইয়াও সেখানে পড়িয়া গেল না; সে বোধিসত্ত্বের বাসস্থানে গিয়া পড়িল। বোধিসত্ত্বের অনুচরেরা দেখিল, সে তাহাদেরই বাসস্থানে আসিয়া মরিয়াছে। তাহারা গিয়া বোধিসত্ত্বকে জানাইল, 'অমুক কপি শরাহত হইয়া মরিয়াছে।' বোধিসত্ত্ব সেখানে গিয়া কপিগণমধ্যে আসন গ্রহণ করিলেন এবং পণ্ডিতেরা যেরূপ উপদেশ দেন সেই ভাবে বলিলেন, "যাহারা শত্রুস্থানে বাস করে, তাহারা এইরূপেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়।" কপিদিগকে উপদেশ দিবার সময়ে বোধিসত্ত্ব এই গাথাগুলি বলিলেন:—

আছে যথা শত্রুজন, বুদ্ধিমান্ চলি যান বর্জ্জন করিয়া সেই স্থানে।
এক কিংবা দুই রাত্রি, ঘটিবে ইহারই মধ্যে বিপত্তি শত্রুর সন্নিধানে।
লঘুচেতা যেইজন, হয় সে পরম শত্রু অনুচরগণের নিজের;
এক বানরের হেতু না ত্যজি অরাতিস্থান নাশ হল বনের যূথের।
নির্ব্বোধ, পণ্ডিতম্মন্য স্বেচ্ছামত চলে যদি, অবহেলি পণ্ডিতের কথা,
মৃত্যুশয্যা অবিলম্বে ঘটিবে তাহার ভাগ্যে, যূথপতি বানরের যথা।
থাকে যদি দেহে বল মূর্খের, তাহে কি ফল? অক্ষম সে যূথের রক্ষণে;
দীপক তিত্তির যথা * জ্ঞাতির অহিতকারী, বিপদে সে ফেলে জ্ঞাতিজনে।
কিন্তু ধীর, বলবান্ অধিনেতা যদি হন, শক্ত তিনি যূথের রক্ষণে,
জ্ঞাতিবন্ধু হিতকারী [illegible] যথা ত্রিদশভবনে।
বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, শীলে অলঙ্কৃত যেই জন, ধন্য সেই পুরুষপ্রবর;
আত্মহিত, পরহিত, উভয়ই সম্পাদন হয় তাঁর কার্য্যে নিরন্তর।
দেখ অগ্রে ভাবি মনে, বিদ্যাবুদ্ধিশীলধনে ধনী তুমি হইয়াছ কত;
তার পরে হও গিয়া গণের রক্ষক, কিংবা একাকী প্রব্রজ্যাধর্ম্মরত।

বোধিসত্ত্ব কপিরাজ হইয়াও এইরূপে বিনয় পিটকের কথা বলিলেন।

[সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল সেই অবাধ্য কপি, দেবদত্তের অনুচরেরা ছিল সেই কপির অনুচর এবং আমি ছিলাম সেই পণ্ডিত কপিরাজ।]

☞ পঞ্চতন্ত্রে (অপরীক্ষিতকারক, ৯) দেখা যায়, বানরবসায় অশ্বদিগের বহ্নিদাহদোষ প্রশমিত হয়, লোকের এই বিশ্বাস ছিল:—"কপীনাং মেদসা দোষো বহ্নিদাহসমুদ্ভব অশ্বানাং নাশমভ্যেতি তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা।"

এই জাতক ১ম খণ্ডের কাক জাতকের (১৪০) রূপান্তর; প্রভেদের মধ্যে শেষোক্ত জাতকে কপির পরিবর্ত্তে কাক পাত্ররূপে বর্ণিত হইয়াছে।

৪০৫—বকব্রহ্ম-জাতক। †

শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি-কালে বকব্রহ্মার সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ব্রহ্মলোকই নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অপরিবর্ত্তনশীল; ব্রহ্মলোক হইতে লোকান্তরে গমন, বা নির্ব্বাণ-নামক কোন পদার্থ নাই, বকের এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি জন্মিয়াছিল।

---

* দীপক তিত্তির—দ্বিতীয় খণ্ডের ১২০ম পৃষ্ঠের এবং তৃতীয় খণ্ডের ৪১শ পৃষ্ঠের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

† বৌদ্ধমতে ব্রহ্মারা দেবতাদিগের অপেক্ষা উচ্চস্থানীয় সত্ত্ব। তাঁহারা সর্ব্ববিধকামনাবর্জিত এবং শীতাতপ প্রভৃতি ভৌতিক দুঃখের অতীত। ব্রহ্মগণ ১৬টী রূপব্রহ্মলোকে এবং ৪টী অরূপব্রহ্মলোকে বাস করেন (১ম খণ্ডের ২০৫ম পৃষ্ঠের টীকা দ্রষ্টব্য)। মহাব্রহ্মা (বা ব্রহ্মা সহাম্পতি) ইঁহাদের রাজা। বৌদ্ধমতে বিশ্ব বহু চক্রবালের সমষ্টি। প্রতি চক্রবালে একজন মহাব্রহ্মা আছেন।

বকব্রহ্মা পূর্ব্বের এক জন্মে ধ্যানপরায়ণ ছিলেন বলিয়া বৃহৎফল নামক দশম রূপব্রহ্মলোকে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেখানে পঞ্চশত কল্পপরিমাণ আয়ুঃ ভোগ করিয়া তিনি শুভকৃৎস্ননামক নবম রূপব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন। অতঃপর চতুঃষষ্টি কল্প আয়ুঃ অতিবাহিত করিয়া তিনি আভাস্বর ব্রহ্মলোকে গমন করেন। আভাস্বর ব্রহ্মলোকে আয়ুঃপরিমাণ অষ্ট কল্প মাত্র। কিন্তু এখানে অবস্থিতি করিবার সময়েই বকের এই মিথ্যাদৃষ্টি জন্মে। তিনি যে উর্দ্ধতম ব্রহ্মলোক হইতে চ্যুত হইয়াছিলেন এবং আভাস্বর ব্রহ্মলোকে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন। এই দুইটী বিষয় স্মরণ ছিল না বলিয়াই তিনি উক্ত ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। ভগবান্ বকের মনোভাব বুঝিতে পারিলেন, এবং বলবান্ পুরুষ যেমন অবলীলাক্রমে আকুঞ্চিত বাহু প্রসারিত করে, কিংবা প্রসারিত বাহু আকুঞ্চিত করে, সেইরূপ জেতবন হইতে অন্তর্হিত হইয়া উক্ত ব্রহ্মলোকে আবির্ভূত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া বক স্বাগতবচন উচ্চারণপূর্ব্বক বলিলেন, 'আসিতে আজ্ঞা হউক, মারিষ; আপনি বহুদিন এখানে আসিবার সুবিধা গ্রহণ করেন নাই, এ ধাম নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, ইহাই কৈবল্য ধাম, ইহার পরিবর্ত্তন নাই, ইহার আদি নাই, অবনতি নাই, ধ্বংস নাই; ইহা অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয় না, পুনরুৎপন্নও হয় না। এই লোক প্রাপ্তিই নির্ব্বাণ; ইহা অপেক্ষা উর্দ্ধতর কোন গতি নাই।" ইহা শুনিয়া ভগবান্ বককে বলিলেন, "বক ব্রহ্মা দেখিতেছি অবিদ্যায় আচ্ছন্ন হইয়াছেন। যখন তিনি অনিত্যকে নিত্য বলিতেছেন ..ইত্যাদি, ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর গতি থাকিলেও যখন তিনি ইহাকেই পরমা গতি বলিতেছেন, তখন নিশ্চিত তিনি অবিদ্যায় আচ্ছন্ন হইয়াছেন।" ইহা শুনিয়া বক ভাবিলেন, 'এই ব্যক্তি 'তুমি ইহা বলিতেছ, তুমি ইহা বলিতেছ' বলিয়া অনুধাবনপূর্ব্বক আমাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছেন।' যেমন কোন দুর্ব্বল চোর দুই চারি বার প্রহার পাইলে, "আমি কি একাই চোর; অমুক চোর, অমুক চোর" বলিয়া সমস্ত সঙ্গীকে ধরাইয়া দেয়, সেইরূপ বকব্রহ্মাও ভগবানের প্রশ্নে ভীত হইলেন এবং ব্রহ্মলোকের নিত্যতা সম্বন্ধে অন্য অনেকেও যে তাঁহার সহিত একমত, ইহা বুঝাইবার জন্য প্রথম গাথা বলিলেন:—

> বিশপতি ব্রহ্মা মোরা, [illegible] পুণ্যবান্, এই দুই লোকের ঈশ্বর।
> পরম প্রজ্ঞার ধাম এই নিত্য স্থান: এর চেয়ে উর্দ্ধে কিছু নাই বিদ্যমান—
> এরূপ জপেন অন্য সব শত শত সকলেই তাঁরা মোর সঙ্গে একমত।

ইহা শুনিয়া শাস্তা দ্বিতীয় গাথা বলিলেন:—

> আয়ুঃ তব অল্প দেখ, দীর্ঘ কিছু নয়; দীর্ঘ তবু ভাব কেন এরে, মহাশয়?
> কোটিকল্পকাল * তব জন্ম জন্মান্তরে ঘটেছে যা, সব আছে আমার অন্তরে।

তখন বক তৃতীয় গাথা বলিলেন:—

> আমি ত অনন্তদর্শী, ওগো ভগবন্, জন্মজরাশোকাতীত আমি বিদ্যমান।
> ব্রত, শীল পূর্ব্বকালে কি করেছি কবে, জানিয়া এখন তাহা কি বা ফল হবে?
> তথাপি আমার পক্ষে যদি জানিবার থাকে কিছু, বল তাহা, শুনি একবার।

তখন ভগবান্ বকের অতীত জীবনসমূহের বৃত্তান্ত বুঝাইবার জন্য চারিটী গাথা বলিলেন:—

> বহুলোকে মরুদেশে নিদাঘ পীড়নে
> পিপাসায় হয়েছিল ওষ্ঠাগত প্রাণ;
> ব্রহ্মতেজবান্ তুমি, তখই যতনে
> রক্ষিলা সে সব জীবে করি বারি দান।
> এখনও স্মরি আমি সেই পুণ্যকথা,
> নিদ্রা অবসানে লোকে স্মরে স্বপ্ন যথা।

> বহুজনে নাও দুটি, বন্দী করি সবে লইয়া যাইতেছিল দুষ্টাশয় যবে,
> তবে মুক্ত কিনা তুমি ব্রহ্মতেজবান্, করিয়া দুর্দম বলে আক্রমণ তা'র।
> এখনও স্মরি আমি সেই পুণ্যকথা, নিদ্রান্তে প্রবুদ্ধ লোকে স্মরে স্বপ্ন যথা।

* মূলে আছে "সহস্সানং নিরব্বুদানং" আছে। ১এর পিঠে ৬৩টী শূন্য বসাইলে যে সংখ্যা হয় তাহার নাম নিরব্বুদ। ইহার শত সহস্রে এক অহহ। এই সকল সংখ্যা [illegible]

নাগরাজ নিষ্ঠুর মনুষ্যবধ তরে
যখন ধরিল নৌকা গঙ্গার উপরে,
নিজবলে অভিভূত করিয়া তাহায়
উদ্ধারিলা বিপন্নেরে তুমি, মহাশয়।
এখনও স্মরি আমি সেই পুণ্যকথা,
নিদ্রা-অবসানে লোকে স্মরে স্বপ্ন যথা।

ছিলাম তোমার শিষ্য আমি পুরাকালে;
কল্প এই নামে মোরে ডাকিত সকলে।
অপার তোমার প্রজ্ঞা, ব্রতশীলাচার
সমস্তই পরিজ্ঞাত আছিল আমার।
এখনও স্মরি আমি তব পুণ্যকথা,
নিদ্রান্তে প্রবুদ্ধ লোকে স্মরে স্বপ্ন যথা।*

শাস্তার কথায় বকের নিজকৃতকর্ম স্মরণ হইল এবং তিনি শাস্তার স্তুতি করিয়া অবশিষ্ট গাথাটী বলিলেন:–

যে জন্মে আমি যে কার্য্য করেছি সাধন,
প্রজ্ঞাবলে সব তব হয়েছে স্মরণ।
বুদ্ধ তুমি, সব জান; তব অগোচর
কিছু মাত্র নাই এই বিশ্বের ভিতর।
অত্যুজ্জ্বল দেহচ্ছটা সে হেতু তোমার
উদ্ভাসিত করিয়াছে ধাম আমাদের।

শাস্তা এইরূপে নিজের বুদ্ধগুণ বিজ্ঞাপনপূর্ব্বক ধর্ম্মদেশনা ও সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া দশ সহস্র ব্রহ্মার চিত্ত আসক্তি ও পাপচিন্তা হইতে বিমুক্ত হইল। এইরূপে ভগবান্ বহু ব্রহ্মার আশ্রয়স্বরূপ হইয়া ব্রহ্মলোক হইতে জেতবনে ফিরিয়া আসিলেন এবং উক্তরূপে ধর্ম্মদেশনা করিয়া জাতকের সমবধান করিলেন।

[সমবধান তখন কেশব তাপস ছিলেন সেই বকব্রহ্ম এবং আমি ছিলাম সেই মাণবক]।

---

* টীকাকার এই গাথাচতুষ্টয়-সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রাচীন কথাগুলি দিয়াছেন:—

(১) বকব্রহ্মা কোন প্রাচীন কল্পে তপস্বী ছিলেন। তিনি মরুকান্তারে অবস্থিতি করিয়া বহুপ্রাণীকে জলপান করাইতেন। একদা এক সার্থবাহ পঞ্চশত শকটসহ ঐ কান্তারে প্রবেশ করিয়াছিল। তাহার অনুচরগণ দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া সাতদিন ছুটাছুটি করে। সে জন্য তাহাদের ইন্ধন ফুরাইয়া যায়; তাহারা অনাহারে ও পিপাসায় প্রাণের আশা ছাড়িয়া দেয়। তপস্বী ধ্যানবলে তাহাদের দুরবস্থা জানিতে পারেন। তিনি তখন ঋদ্ধিবলে গঙ্গাস্রোতকে সার্থবাহদিগের নিকটে প্রেরণ করেন এবং মরুদেশে এক বন সৃষ্টি করিয়া মনুষ্য ও গোদিগের জীবন রক্ষার উপায় করিয়া দেন।

(২) বকব্রহ্মা একজন্মে তপস্বী হইয়া এণি নামে এক নদীর তীরে কোন প্রত্যন্তগ্রামের সন্নিধানে বাস করিতেন। একদা কতিপয় দস্যু পর্ব্বত হইতে অবতরণপূর্ব্বক ঐ গ্রাম লুণ্ঠন করে এবং গ্রামবাসীদিগকে বন্দী করিয়া লইয়া যায়। পথে তাহারা কয়েকজন প্রহরী রাখিয়া অন্নপাকের জন্য এক পর্ব্বতগুহায় প্রবেশ করে। এদিকে তপস্বী গোমহিষ, বালকবৃদ্ধ প্রভৃতিদিগের আর্ত্তনাদ শুনিতে পান এবং তৎক্ষণাৎ ঋদ্ধিবলে চতুরঙ্গিণী সেনা সৃষ্টি করিয়া রণভেরী বাজাইতে বাজাইতে দস্যুদিগের অভিমুখে যাত্রা করেন। দস্যুরা যে সকল প্রহরী রাখিয়া গিয়াছিল, তাহারা ছুটিয়া গুহায় গিয়া এই সংবাদ দেয়। দস্যুরা ভাবিয়াছিল, রাজা আসিতেছেন; তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধ করা বিফল। তাহারা সমস্ত লুণ্ঠিত দ্রব্য ও বন্দী ফেলিয়া আহার না করিয়াই সেই স্থান হইতে পলায়ন করে।

(৩) কোন প্রাচীনকালে বকব্রহ্মা গঙ্গাতীরে তপস্যা করিতেন। তখন লোকে দুই তিনখানা নৌকা যুড়িয়া উহার উপরে পুষ্পমণ্ডপ প্রস্তুত করিত এবং উহাতে আরোহণ করিয়া পান ভোজন করিতে করিতে আত্মীয়স্বজনের গৃহে যাইত। তাহারা পীতাবশিষ্ট সুরা ও ভুক্তাবশিষ্ট অন্নমাংসাদি গঙ্গায় ফেলিয়া দিত। 'ইহারা মস্তকোপরি উচ্ছিষ্ট নিক্ষেপ করিতেছে' ইহা ভাবিয়া গঙ্গাগর্ভস্থ নাগরাজ বড় ক্রুদ্ধ হইলেন, 'এখনই ইহাদিগকে নিমজ্জিত করিব' এই অভিপ্রায়ে এক বিশাল দ্রোণির ন্যায় দেহধারণপূর্ব্বক জলভেদ করিয়া উত্থিত হইলেন এবং ফণ বিস্তার করিয়া তাহাদের অভিমুখে চলিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া আরোহীরা প্রাণভয়ে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। ইহা শুনিয়া তপস্বী তৎক্ষণাৎ সুপর্ণবিগ্রহ ধারণপূর্ব্বক সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে দেখিবামাত্র নাগরাজ প্রাণভয়ে পলায়ন করিলেন।

(৪) কল্পের কথা বর্ত্তমান খণ্ডের কেশবজাতকে (৩৪৬) বলা হইয়াছে। অতএব তাহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

৪০৬—গান্ধার-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে ভৈষজ্য সঞ্চয় শিক্ষাপদসম্বন্ধে * এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্ন বস্তু রাজগৃহ নগরে ঘটিয়াছিল। যখন আয়ুষ্মান্ পিলিন্দিক বৎস উদ্যানপালকের † পরিজনবর্গকে মুক্ত করিবার জন্য রাজভবনে গিয়া ঋদ্ধিবলে সমস্ত প্রাসাদ স্বর্ণময় করিয়াছিলেন, তখন লোকে অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইয়া সেই স্থবিরকে পঞ্চভৈষজ্য উপহার দিয়াছিল। স্থবির সে সমস্ত ভিক্ষুসঙ্ঘকে দান করেন। ভিক্ষুগণ এককালে বহুভৈষজ্য পাইয়া, যে যেমন পারিলেন, কেহ হাঁড়িতে, কেহ ঘটে, কেহ থলিতে পুরিয়া রাখিয়া দিলেন। ইহা দেখিয়া লোকে বিরক্ত হইয়া বলিতে লাগিল, "শ্রমণেরা অতিলোভী; ইহারা ঘরের ভিতর ভৈষজ্য সঞ্চয় করিয়া রাখিতেছে।" এই বৃত্তান্ত শাস্তার কর্ণগোচর হইলে তিনি নিয়ম করিলেন যে, কোন পীড়িত ভিক্ষুর জন্য ভৈষজ্য [আনীত হইলে তাহা সাত দিনের মধ্যে ব্যবহার করিতে হইবে।] অনন্তর তিনি ভিক্ষুদিগকে বলিলেন, "যখন বুদ্ধের আবির্ভাব হয় নাই, তখন পণ্ডিতেরা অন্য শাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া এবং পঞ্চশীলমাত্র রক্ষা করিয়াও সঞ্চয়ের বিরোধী ছিলেন,—যাহারা লবণ ও শর্করা মাত্র পরদিনের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিল, তাহাদিগকে তিরস্কার করিয়াছিলেন। তোমরা কিন্তু এরূপ নির্ব্বাণপ্রদ শাসনে প্রবেশ করিয়াও দ্বিতীয়, এমন কি তৃতীয় দিনের জন্য দ্রব্য সঞ্চয় করিতেছ।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বোধিসত্ত্ব গান্ধাররাজের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি পিতার মৃত্যুর পর রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যথাধর্ম্ম রাজ্যশাসন করিতেন। তখন মধ্যদেশে বিদেহ রাজ্যে বিদেহ নামে এক রাজা ছিলেন। যদিও এই উভয় রাজার পরস্পর দেখা শুনা হয় নাই, তথাপি তাঁহাদের মধ্যে বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল এবং একে অপরকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিতেন। তৎকালে লোকের দীর্ঘায়ুঃ ছিল। তাহারা ত্রিশ হাজার বৎসর বাঁচিত।

---

* মহাবর্গ ৬।১৫, ১০। ভৈষজ্য বলিলে এখানে ঘৃত, নবনীত, মধু, তৈল ও গুড়, এই পঞ্চ দ্রব্য বুঝিতে হইবে। "যানি খো পন তানি গিলানানং ভিক্খূনং পটিসায়নীয়ানি ভেসজ্জানি, সেয্যথীদং সপ্পি নবনীতং তেলং মধু ফাণিতং, তানি পটিগ্গহেত্বা সত্তাহপরমং সন্নিধিকারকং পরিভুঞ্জিতব্বানি। তং অতিক্কামযতো নিস্সগ্গিযং। —ভি-প্র- (পাত্রবর্গ)।

† "আরামিক" শব্দে আদৌ "উদ্যানপাল" অর্থবাচক হইলেও এখানে "ভৃত্য" অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। পিলিন্দিয় বচ্ছ (পিলিন্দিক বৎস) সম্বন্ধে মহাবর্গে এইরূপ দেখা যায়:—তিনি একদা একটা গুহায় বাস করিবার অভিপ্রায়ে নিজেই উহা পরিষ্কার করিতেছিলেন। এই সময়ে বিম্বিসার সেখানে উপস্থিত হন এবং তাঁহার সাহায্যার্থ একজন ভৃত্য দিবার প্রস্তাব করেন। বুদ্ধদেবের অনুমতি লইয়া পিলিন্দিক বৎস রাজার এই দান গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন, কিন্তু রাজা একথা ভুলিয়া গেলেন। অনন্তর পঞ্চশত দিন অতীত হইলে রাজা যখন নিজের প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিলেন, তখন অনুতপ্ত হইয়া পিলিন্দিক বৎসের নিকট পঞ্চশত ভৃত্য পাঠাইয়া দিলেন এবং তাহাদের বাসের জন্য একখানি গ্রাম দান করিলেন। এই গ্রামের নাম হইল আরামিক গ্রাম বা পিলিন্দিক গ্রাম। পিলিন্দিক বৎস ঐ গ্রামে ভিক্ষাচর্য্যায় যাইতেন। তিনি একদিন গিয়া দেখিলেন, গ্রামে উৎসব হইতেছে, বালকবালিকারা অলঙ্কার পরিয়া আনন্দে বেড়াইতেছে, কেবল এক দরিদ্র কন্যা মালা কি আভরণ না পাইয়া কাঁদিতেছে। "আমি তোমাকে আভরণ দিতেছি" বলিয়া পিলিন্দিক বৎস তাহার গলে একটা খড়ের বিড়া পরাইয়া দিলেন এবং তাঁহার ঋদ্ধিবলে উহা অপূর্ব্ব হেমহারে পরিণত হইল। বিম্বিসার শুনিলেন, ঐ বালিকার গলে যে হার আছে, তাঁহার পুরেও সেরূপ হার দেখা যায় না। তিনি স্থির করিলেন, উহা অপহৃত বস্তু। এজন্য তিনি বালিকা ও তাহার মাতা পিতা প্রভৃতিকে বন্দী করিয়া লইয়া গেলেন। এই কথা শুনিয়া পিলিন্দিক বৎস রাজভবনে গমন করিলেন, তাঁহার প্রভাবে রাজভবন স্বর্ণময় হইল। বিম্বিসার নিজের ভ্রম বুঝিয়া আরামিক পরিবারবর্গকে মুক্তি দিলেন।

পিলিন্দিক বৎস শ্রাবস্তীবাসী এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে আর একটী প্রচলিত গল্প এই;—একদা তিনি বিম্বিসারের ভবনে যাইবার সময় দেখিলেন একটী লোক এক ঝুড়ি পিপুল লইয়া

একদা গান্ধাররাজ পৌর্ণমাসীর পোষধ দিবসে শীল গ্রহণ করিয়া * মহাতলে সুবিনাস্ত উৎকৃষ্ট পর্য্যঙ্কে আসীন হইয়া উন্মুক্ত বাতায়নপথে প্রাচীদিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক অমাত্যদিগের সহিত ধর্ম্মকথা কহিতেছিলেন, এমন সময়ে, যে পূর্ণচন্দ্র সমস্ত নভোমণ্ডলব্যাপী হইবে মনে হইতেছিল, তাহাকে রাহু আসিয়া গ্রাস করিল। অমনি চন্দ্রের প্রভা অন্তর্হিত হইল; অমাত্যেরা চন্দ্রমণ্ডল দেখিতে না পাইয়া রাজাকে বলিলেন, "চন্দ্র রাহুগ্রস্ত হইয়াছে।" রাজা চন্দ্রের দিকে অবলোকন করিয়া ভাবিলেন, 'এই চন্দ্র আগন্তুক উপক্লেশে নিষ্প্রভ হইয়াছে; আমার পক্ষে এই রাজানুচরগণও উপক্লেশ; রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায় আমিও যদি নিষ্প্রভ হই, তাহা হইলে ভাল হইবে না। অতএব আমি রাজ্য ত্যাগ করিয়া নির্ম্মলগগনতলবিহারী চন্দ্রের ন্যায় প্রব্রজ্যাবলম্বন করিব। অন্যকে উপদেশ দিয়া আমার কি লাভ? আমি নিজকুলে ও প্রজাগণে অনাসক্ত হইয়া এখন অবধি নিজেকেই উপদেশ দিব। ইহাই আমার কর্ত্তব্য।' ইহা বিবেচনা করিয়া তিনি অমাত্যদিগের হস্তে রাজ্য ন্যস্ত করিয়া বলিলেন, "আপনাদের যাহা ইচ্ছা হয় করিবেন"। এইরূপে তিনি কাশ্মীর ও গান্ধার এই উভয় রাজ্যের আধিপত্য ত্যাগ করিয়া ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন এবং ধ্যানাভিজ্ঞা লাভ করিয়া হিমবন্তপ্রদেশে ধ্যানসুখ ভোগ করিতে লাগিলেন।

এদিকে বিদেহরাজ বণিক্‌দিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার বন্ধু সুখে আছেন ত?" বণিকেরা তাঁহাকে গান্ধাররাজের প্রব্রজ্যাগ্রহণ-বৃত্তান্ত জানাইল। তাহা শুনিয়া তিনি ভাবিলেন, 'আমার বন্ধু যখন প্রব্রাজক হইয়াছেন, তখন আমিই বা রাজ্য দিয়া কি করিব?' তিনি সপ্তযোজন-বিস্তীর্ণ মিথিলা নগরী, তিনি শত যোজনব্যাপী বিদেহ রাজ্য, ষোড়শ সহস্র গ্রাম, পরিপূর্ণ ধনভাণ্ডারসমূহ এবং ষোড়শ সহস্র নর্ত্তকী পরিত্যাগপূর্ব্বক, পুত্রকন্যাদির কথা মন হইতে দূরীভূত করিয়া হিমবন্ত প্রদেশে প্রবেশ করিলেন এবং সেখানে প্রব্রজ্যাগ্রহণানন্তর ফলাহারী হইয়া প্রশান্তভাবে বাস করিতে লাগিলেন। বিদেহের তাপস গান্ধারের তাপসের সহিত দেখা করিতেন। একদা পূর্ণিমা তিথিতে তাঁহারা বৃক্ষমূলে বসিয়া ধর্ম্মকথা বলিতেছেন, এমন সময়ে গগনতলে বিরাজমান চন্দ্র রাহুকর্ত্তৃক গ্রস্ত হইল। চন্দ্রের প্রভা নষ্ট হইল কেন, ইহা জানিবার জন্য বিদেহ তাপস ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, চন্দ্রগ্রহণ হইয়াছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচার্য্য, কে এই চন্দ্রকে গ্রাস করিয়া প্রভাহীন করিয়াছে?" গান্ধার তাপস বলিলেন, "অন্তেবাসিক, ইহার নাম রাহু। এই রাহুই চন্দ্রের একমাত্র উৎপীড়ক; এ চন্দ্রকে প্রভা বিকিরণ করিতে দেয় না। আমি রাহুগ্রস্ত চন্দ্রমণ্ডল দেখিয়া ভাবিয়াছিলাম, 'এই পরিশুদ্ধ চন্দ্রমণ্ডল আগন্তুক উৎপীড়ক দ্বারা প্রভাহীন হইয়াছে; রাজ্যও আমার পক্ষে উৎপীড়ক। অতএব রাহু যেমন চন্দ্রকে নিষ্প্রভ করিল, রাজ্য সেইরূপে আমাকে নিষ্প্রভ করিবার পূর্ব্বেই আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব।' এইরূপে রাহুগৃহীত চন্দ্রকে আমি আমার আলম্বন করিলাম এবং মহারাজ্য পরিত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা লইলাম।" "আচার্য্য, তাহা হইলে বুঝিলাম, আপনি গান্ধাররাজ।" "হাঁ, আমি গান্ধারের রাজা ছিলাম।" "আচার্য্য, আমিও মিথিলা

লইয়া যাইতেছে। পিলিন্দিক জিজ্ঞাসিলেন, "তোর ঝুড়িতে কি আছে রে?" লোকটা বিরক্ত হইয়া উত্তর দিল, "ইন্দুরের বিঠা।" অনন্তর সে কিয়ৎক্ষণ পরে দেখে পিপ্পলিগুলি মূষিকবিষ্ঠায় পরিণত হইয়াছে। ইহার পর সে ঝুড়ি লইয়া আবার পিলিন্দিকের নিকটে গেল এবং তিনি উহাতে কি আছে জিজ্ঞাসা করিলে, উত্তর দিল, "পিপ্পলি আছে।" তখন সেই মূষিকবিষ্ঠা আবার পিপ্পলিতে পরিণত হইল!

* অর্থাৎ তিনি পঞ্চশীল রক্ষা করিবেন এই সঙ্কল্প করিয়া।

রাজ্যের বিদেহ নগরস্থ বিদেহ নামক রাজা। আমাদের পরস্পরের সঙ্গে দেখা না হইলেও বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল নয় কি?" "আপনি কি দেখিয়া প্রব্রজ্যাগ্রহণের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন?" "আমি শুনিলাম, আপনি প্রব্রজ্যা লইয়াছেন এবং ভাবিলাম, প্রব্রজ্যার গুণ দেখিয়াই আপনি প্রব্রাজক হইয়াছেন। সেইজন্য আপনাকেই আমার আলম্বন মনে করিয়া আমি রাজ্য ছাড়িয়া প্রব্রাজক হইয়াছি।" অতঃপর তাপসদ্বয় পরস্পরের সংসর্গে অতীব সম্প্রীতভাবে ফলাহারে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে হিমবন্তপ্রদেশে দীর্ঘকাল যাপন করিয়া তাঁহারা একদা লবণ ও অম্লসেবনার্থ হিমালয় হইতে অবতরণপূর্ব্বক কোন প্রত্যন্ত গ্রামে উপস্থিত হইলেন। গ্রামের লোকে তাঁহাদের সাধুজনোচিত চালচলন দেখিয়া প্রসন্ন হইল, তাঁহাদিগকে ভিক্ষা দিল, তাঁহারা সেখানে অবস্থিতি করিবেন এই অঙ্গীকার করাইয়া অরণ্যমধ্যে রাত্রিযাপনের স্থানাদি নির্ম্মাণপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে বাস করাইল এবং তাঁহাদের ভোজনার্থ পথপার্শ্বে এক উদকসুলভস্থানে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিল। তাঁহারা প্রত্যন্তগ্রামে ভিক্ষাচর্য্যা করিয়া এই পর্ণশালায় উপবেশন করিতেন এবং ভোজনান্তে বাসস্থানে চলিয়া যাইতেন। লোকে তাঁহাদিগকে আহার্য্য বস্তু দিবার কালে কোন দিন পাতায় লবণ দিত, কোন দিন বা লবণহীন খাদ্যই দিত। তাহারা একদিন একটা পাতার ঠোঙ্গায় অনেক লবণ দিয়াছিল। বিদেহতাপস উহা লইয়া বোধিসত্ত্বের ভোজনকালে তাঁহাকে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে লবণ দিলেন, নিজেও উপযুক্ত পরিমাণে লইলেন, এবং যে দিন লবণ পাওয়া যাইবে না, সে দিন কাজে লাগিবে ভাবিয়া অবশিষ্ট লবণ ঠোঙ্গায় বান্ধিলেন ও ঘাসের আঁটির মধ্যে রাখিয়া দিলেন।

অতঃপর একদিন তাঁহাদের অলবণ আহার জুটিল। বিদেহতাপস গান্ধারতাপসকে ভিক্ষাভাজন দিয়া ঘাসের আঁটির ভিতর হইতে লবণ আনিলেন, এবং বলিলেন, "আচার্য্য, লবণ গ্রহণ করুন।" গান্ধার-তাপস বলিলেন, "আজ ত লোকে লবণ দেয় নাই; তুমি লবণ কোথায় পাইলে?" "আচার্য্য, পূর্ব্বে একদিন লোকে প্রচুর লবণ দিয়াছিল। যে দিন লবণ পাওয়া যাইবে না, সে দিন কাজে লাগিবে বলিয়া আমি উদ্বৃত্ত লবণ রাখিয়া দিয়াছিলাম।" বোধিসত্ত্ব তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিয়া কহিলেন, "নির্ব্বোধ, তুমি ত্রিশতযোজনব্যাপী বিদেহ রাজ্য ত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা লইয়াছ এবং অকিঞ্চনভাব প্রাপ্ত হইয়াছ, এখন আবার তোমার লবণের দানায় তৃষ্ণা জন্মিয়াছে।" অনন্তর তাঁহাকে উপদেশ দিবার জন্য বোধিসত্ত্ব প্রথম গাথা বলিলেন:—

> ষোড়শ সহস্র গ্রাম, ধনরত্নে পরিপূর্ণ কত শত প্রকাণ্ড ভাণ্ডার,
> ছাড়িয়া হইলা এবে সঞ্চয়ী আবার তুমি! ছি, ছি, এ কি ব্যবহার! *

এইরূপে ভর্ৎসিত হইয়া বিদেহতাপস গান্ধার-তাপসের প্রতিপক্ষ হইলেন;—তিনি ভর্ৎসনা সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন, "আচার্য্য, আপনি নিজের দোষ দেখিতে পান না, কেবল আমারই দোষ দেখেন। আপনি যখন রাজ্য ছাড়িয়া প্রব্রজ্যা লইয়াছিলেন, তখন স্থির করিয়াছিলেন না কি যে অন্যকে উপদেশ দিয়া কি হইবে, নিজেকেই উপদেশ দিবেন? এখন আমাকে ভর্ৎসনা করিতেছেন কেন বলুন ত?

---

* বৈষ্ণবদিগের মধ্যেও কিছু সঞ্চয় করা নিষিদ্ধ। সঞ্চয় উপলক্ষে সনাতন গোস্বামী কর্তৃক [illegible] চৈতন্যচরিতামৃত পাঠকের [illegible]।

ত্যজিয়া গান্ধার রাজ্য ধনরত্নে পরিপূর্ণ কত শত প্রকাণ্ড ভাণ্ডার
শাসনবিরত হয়ে আবার শাসনে ইচ্ছা! ছি ছি, তব একি ব্যবহার?"

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব তৃতীয় গাথা বলিলেন :—

ধর্ম্মকথা বলি আমি; অধর্ম্ম দেখিলে মোর মনে হয় ঘৃণার উদয়;
ধর্ম্মকথা বলি কেহ অপরের হিত তরে কভু নাহি পাপে লিপ্ত হয়।*

বোধিসত্ত্বের কথা শুনিয়া বিদেহতাপস বলিলেন, "বক্তব্য বিষয় সুসঙ্গত হইলেও যদি তদ্দ্বারা অপরের মনে আঘাত লাগে ও অপরের রোষ জন্মে, তাহা হইলে তাহা বলা উচিত নহে। কেহ কুণ্ঠ ক্ষুর দ্বারা মস্তক মুণ্ডন করিলে যেরূপ কষ্ট হয়, আপনার অতি কঠোর বাক্যে আমারও সেইরূপ কষ্ট হইয়াছে।

যে কথা শুনিলে দুঃখ উপজে অন্যের মনে, হো'ক তাহা অতি সারবতী,
তথাপি তা মুখে আনা, পণ্ডিত জনের পক্ষে, হয় না কি অনুচিত অতি†?"

তখন বোধিসত্ত্ব পঞ্চম গাথা বলিলেন :—

"হো'ক্ ক্রুদ্ধ, অবহেলি উপদেশ দি'ক্ ফেলি, ফেলে লোকে তুষামুষ্টি যথা;
তথাপি বলিব আমি; পাপ না স্পর্শিবে মোরে যতক্ষণ কব ধর্ম্ম-কথা।

দেখ আনন্দ! ‡ যে কুম্ভকার কেবল অদগ্ধ মৃত্তিকা লইয়া কাজ করে, আমি তাহার ন্যায় নিজ ক্ষমতা প্রয়োগ করিব না। আমি পুনঃ পুনঃ তিরস্কার করিব; যাহা সার তাহাই থাকিবে।" কুম্ভকার যেমন মৃৎপাত্রগুলিতে পুনঃ পুনঃ আঘাত করিয়া যে গুলি অদগ্ধ তাহা গ্রহণ করে না, কেবল সুদগ্ধগুলি গ্রহণ করে, বুদ্ধশাসনের অনুমোদিত পথে থাকিলে সেইরূপ পুনঃ পুনঃ উপদেশ দিয়া ও শাসন করিয়া, যে সকল ব্যক্তি সুদগ্ধভাণ্ডসদৃশ, কেবল তাহাদিগকেই গ্রহণ করিতে হয়। ইহা বুঝাইবার জন্য বিদেহতাপসকে উপদেশ দিবার সময়ে বোধিসত্ত্ব আবার বলিলেন,

পণ্ডিতের উপদেশে বুদ্ধিবিনয়ের যদি উৎকর্ষ না হয় সংঘটন,
দিগ্‌বিদিগ্‌জ্ঞানহীন মানুষ বিপথে চলে, বনে অন্ধ মহিষ যেমন।
আচার্য্যের শিক্ষাগুণে সুশিক্ষিত সদাচারে সুবিনীত আছে লোক যত
গৃহী কি সন্ন্যাসী—দেখি চরিত্র তাদের, অন্তে হয়ে থাকে সুপথে চালিত। §

ইহা শুনিয়া বিদেহতাপস বলিলেন, "আচার্য্য, আপনি এখন অবধি আমাকে উপদেশ দিবেন। আমি স্বভাবতঃ অসহিষ্ণু বলিয়া আপনার সহিত তর্ক করিয়াছি, আমায় ক্ষমা করুন।"

* এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় টীকাকার ধর্ম্মপদ হইতে নিম্নলিখিত গাথাদ্বয় তুলিয়াছেন।

বর্জ্জ্য যাহা প্রদর্শন করেন যে সুধীজন, দোষ দেখি করেন ভর্ৎসন,
ভজ সে পণ্ডিতবরে; গুপ্তনিধি তব করে আনি তিনি করেন অর্পণ।
হেন গুরু ভজে যেই কদাপি না হয় সেই কোনরূপ পাপের ভাজন।
দোষ দেখি তিরস্কার, উপদেশ-দান, আর পাপ হ'তে বিনিবৃত্ত করা,
এই ধর্ম্ম পণ্ডিতের; প্রিয় তিনি ধার্ম্মিকের; দ্বেষে তাঁরে অধার্ম্মিক যাঁরা।

† তুং—"মা ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্।"

‡ বিদেহরাজ উত্তরকালে জন্মান্তর লাভ করিয়া 'আনন্দ' নামে অভিহিত হইবেন, ইহা জানিতে পারিয়াই যেন বোধিসত্ত্ব তাঁহাকে আনন্দ বলিয়া সম্বোধন করিলেন।

§ এই গাথার ব্যাখ্যায় টীকাকার সুত্তনিপাত হইতে নিম্নলিখিত গাথা তুলিয়াছেন :—

ত্রিপিটকে পারগতা, সর্ব্বশিল্পে নিপুণতা, সাবধানে শিক্ষিত বিনয়,
বচনের মধুরতা, এই চারিগুণ হয় সর্ব্ববিধ মঙ্গল আলয়।

রাজার সমস্ত শরীরে অপূর্ব্ব তৃপ্তি সঞ্চারিত হইল। তিনি রসতৃষ্ণায় আকৃষ্ট হইয়া বনেচরদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই আম্রবৃক্ষ কোথায় আছে?" তাহারা বলিল, "হিমবন্তপ্রদেশে নদী-তীরে।" তখন তিনি বহু নৌসংঘাট * প্রস্তুত করাইলেন এবং নদী উজাইয়া চলিলেন। বনেচরেরা পথ দেখাইয়া চলিল। এইরূপে তিনি যে কতদিন চলিয়াছিলেন, তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। যাহা হউক, ক্রমাগত যাইতে যাইতে অবশেষে তিনি সেই স্থানে উপনীত হইলেন; বনেচরেরা বলিল, "মহারাজ, ঐ সেই বৃক্ষ।" তখন রাজা নৌকাগুলি লাগাইয়া বহুলোকসহ পদব্রজে চলিলেন; বৃক্ষমূলে শয্যা প্রস্তুত করাইলেন এবং আম্রফল এবং নানাবিধ উৎকৃষ্ট রসযুক্ত দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া ঐ শয্যায় শয়ন করিলেন। তিনি চতুর্দ্দিকে প্রহরী রাখিলেন এবং অগ্নি জ্বালাইলেন।

এ দিকে সমস্ত লোকে নিদ্রিত হইলে মহাসত্ত্ব নিশীথকালে স্বীয় অনুচরগণসহ সেখানে উপস্থিত হইলেন। অশীতি সহস্র বানর শাখা হইতে শাখান্তরে গিয়া আম্র খাইতে লাগিল। ইহাতে রাজার নিদ্রাভঙ্গ হইল; তিনি বানরদিগকে দেখিয়া লোকজনদিগকে জাগাইলেন এবং তীরন্দাজদিগকে ডাকাইয়া আদেশ দিলেন, "যাহাতে এই ফলখাদক বানরেরা পলাইতে না পারে, এই ভাবে ইহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া শরবিদ্ধ কর; কল্য আম্রের সহিত বানরমাংস খাইব।" তীরন্দাজেরা "যে আজ্ঞা" বলিয়া বৃক্ষটীকে বেষ্টন করিল এবং শরসন্ধান করিয়া দাঁড়াইল। ইহা দেখিয়া বানরেরা মরণভয়ে কাঁপিতে লাগিল; এবং পলায়ন করিতে অসমর্থ হইয়া মহাসত্ত্বের নিকট গিয়া বলিল, "দেব, বানরেরা পলায়ন করিতে চেষ্টা করিলেই তাহাদিগকে শরবিদ্ধ করিবে, এই অভিপ্রায়ে তীরন্দাজেরা এই বৃক্ষকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে; এখন আমাদের উপায় কি?" মহাসত্ত্ব বলিলেন, "কোন ভয় নাই, আমি তোমাদের প্রাণরক্ষা করিতেছি।"

অনুচরদিগকে এইরূপে আশ্বাস দিয়া মহাসত্ত্ব যে শাখাটী ঠিক ঋজুভাবে উঠিয়াছিল, তাহাতে আরোহণ করিলেন, যে শাখা গঙ্গাভিমুখে গিয়াছিল তাহার উপর গেলেন, তাহার অগ্রভাগ হইতে এক লম্ফে শতধনু অতিক্রমপূর্ব্বক গঙ্গার অপর তীরস্থ একটা গুল্মের উপর পতিত হইলেন। সেখান হইতে নিম্নে অবতরণপূর্ব্বক তিনি শূন্যে কতদূর লাফাইয়া আসিয়াছেন তাহা অনুমান করিয়া লইলেন এবং একটা বেত্রলতার মূলচ্ছেদ করিয়া ও ছাল ছাড়াইয়া ভাবিলেন, 'এতটা গাছে বান্ধা থাকিবে এবং এতটা শূন্যে থাকিবে।' এইরূপে তিনি কেবল দুই অংশের মাপ লইলেন। কিন্তু যে অংশ নিজের কোমরে বান্ধা থাকিবে, তাহা ধরিতে ভুলিলেন। অনন্তর তিনি বেত হইতে উক্ত দুই মাপের পরিমাণ এক অংশ লইলেন এবং উহার একপ্রান্ত নদীতীরস্থ একটা বৃক্ষে এবং অপরপ্রান্ত নিজের কটিদেশে বান্ধিয়া বায়ুবিচ্ছিন্ন মেঘবেগে শূন্যপথে শতধনু অতিক্রম করিলেন। কিন্তু নিজের কটিদেশে যতটা বান্ধা ছিল, বেত কাটিবার সময়ে তাহা ধরেন নাই বলিয়া তিনি সেই আম্রবৃক্ষের উপরে গিয়া পড়িতে পারিলেন না; কেবল দুই হস্ত দ্বারা দৃঢ়রূপে উহার শাখা ধরিয়া বানরদিগকে সঙ্কেত দ্বারা বলিলেন, "তোমরা যত শীঘ্র পার আমার পিঠের উপর দিয়া এই বেতের সাহায্যে অপর পারে গিয়া নিরাপদ্ হও।" তখন সেই অশীতিসহস্র বানর মহাসত্ত্বকে বন্দনা করিয়া ও তাঁহার নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হইয়া অপর পারে চলিয়া গেল। তখন দেবদত্তও বানর হইয়াছিল এবং

* দুই তিন খানা নৌকা পাশাপাশি বাঁধিলে তাহাকে 'নৌসংঘাট' বলা যাইতে পারে। ইহাতে নৌকা সহজে ডুবিতে পারে না।

তাহাদেরই মধ্যে ছিল। সে ভাবিল, 'এই আমার শত্রুর পৃষ্ঠদেশ দেখিবার (অর্থাৎ তাহাকে বিনষ্ট করিবার) উপযুক্ত সময়।' সে একটা উচ্চ শাখায় উঠিয়া মহাবেগে মহাসত্ত্বের পৃষ্ঠোপরি পতিত হইল। ইহাতে মহাসত্ত্বের হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ হইল, তিনি অত্যন্ত বেদনা পাইলেন। দেবদত্ত তাঁহাকে বেদনায় উন্মত্ত করিয়া চলিয়া গেল। মহাসত্ত্ব সেখানে একাকী রহিলেন।

রাজা জাগিয়াছিলেন। তিনি অন্যান্য বানরদিগের ও মহাসত্ত্বের সমস্ত কাণ্ড দেখিয়া শুইয়া শুইয়া ভাবিতে লাগিলেন, 'এই বানররাজ তির্য্যগ্‌যোনিতে জন্মিয়াও নিজের প্রাণকে তুচ্ছজ্ঞান পূর্ব্বক অনুচরদিগের আপন্নিবারণ করিল।' অনন্তর, রাত্রি প্রভাত হইলে, তিনি মহাসত্ত্বের উপর প্রীতিমান্ হইয়া স্থির করিলেন, 'এই কপিরাজের প্রাণবধ করা বিগর্হিত হইবে। ইহাকে কোন কৌশলে নামাইয়া সেবা শুশ্রূষা করিব।' তিনি নৌসংঘাট অধোগঙ্গায় সরাইয়া লইলেন, তদুপরি এক উচ্চ মঞ্চ বান্ধাইলেন এবং মহাসত্ত্বকে তাহার উপর আস্তে আস্তে নামাইলেন। তিনি তাঁহার পৃষ্ঠদেশ কাষায় বস্ত্র দ্বারা আবৃত করাইলেন, তাঁহাকে গঙ্গাজলে স্নান করাইলেন, শর্করামিশ্রিত জল পান করাইলেন; তাঁহার সর্ব্বশরীর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করাইলেন, তাঁহাকে সহস্রপাক তৈল মাখাইলেন, তাঁহার শয্যার উপর তৈলচর্ম্ম আস্তৃত করাইলেন এবং তাঁহাকে তদুপরি শয়ন করাইয়া নিজে তদপেক্ষা নিম্ন আসনে উপবেশনপূর্ব্বক প্রথম গাথা বলিলেন:—

সংক্রম * নিজের দেহ করিলা তারিতে
কপিগণে তুমি মহা বিপদ্ হইতে;
কি হও তা'দের তুমি, কে তা'রা তোমার,
জানিতে বাসনা বড় হয়েছে আমার।

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব রাজাকে উপদেশ দিবার জন্য অবশিষ্ট গাথাগুলি বলিলেন:—

বানরযূথের স্বামী আমি, অরিন্দম,
এদের রক্ষার ভার আমার উপর;
হয়েছিল ইহাদের বিপত্তি বিষম,
সভয়ে কাঁপিতেছিল সমস্ত বানর।

তাই আমি এক লম্ফে হইলাম পার
শত ধনুঃপ্রমাণ † আকাশ;
পড়িয়া অপর পারে বাঁধিনু আমার
কটিদেশে দৃঢ়রূপে বেত্রলতা পাশ।

এ দিকে আসিতে লম্ফ দিলাম আবার;
বেগে ছুটে যেন মেঘ বায়ুর তাড়নে;
লতা ছিল ছোট, তাই ধরিনু ইহার
শাখা এক দুই হাতে আমি প্রাণপণে।

শাখা আর লতা ধরি এরূপে যবে
আকাশে ঝুলিনু আমি, শাখামৃগগণ
করিয়া দলন মোরে, মম পৃষ্ঠোপরি
গিয়াছে চলি' সুখে পারেতে তরি।

লতার বন্ধন, কিংবা এ সব যাতন,
কিছুই আমার নহে দুঃখের কারণ।
দিলাম যাদের আমি রক্ষা এ প্রকারে,
তাদের সুখেতে সুখী হয়েছি, ভূপাল।

উপমার ছল এই, কহেছি যে তাহা
শিখাইতে তোমারে, শুন, মহারাজ।
জ্ঞানী যে নৃপতি তিনি সতত যতনে
হিত যেন করেন প্রজাগণের।
রাষ্ট্র, বলবাহন, বল ও নগর—
সবারই উচিত তাঁর করা অনুভব।

* সংক্রম—(পালি সংকম)—বাঙ্গালা 'সাঁকো'।
† ধনু—তিন বা চারি হাতে ধনুঃ হয় [illegible]

মহাসত্ত্ব রাজাকে এইরূপ উপদেশ দিতে দিতে প্রাণত্যাগ করিলেন। রাজা অমাত্যদিগকে ডাকাইয়া বলিলেন, "আপনারা রাজোচিত সমারোহের সহিত এই কপিরাজের শরীরকৃত্য সম্পাদন করুন।" তিনি মহিলাদিগকেও আদেশ দিলেন, "তোমরা রক্ত বস্ত্র পরিধান করিয়া মুক্তকেশে উল্কা হস্তে লইয়া কপিরাজকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক শ্মশানে যাও।" তখন অমাত্যেরা শতশকটপূর্ণ কাষ্ঠ দ্বারা চিতা সজ্জিত করিলেন, রাজোচিত সমারোহের সহিত মহাসত্ত্বের শরীরকৃত্য নির্ব্বাহ করিলেন এবং তাঁহার কপালাস্থি লইয়া রাজার নিকট ফিরিয়া গেলেন। রাজা মহাসত্ত্বের চিতার উপর একটা চৈত্য নির্ম্মাণ করাইয়া সেখানে দীপ জ্বালাইলেন এবং গন্ধমাল্যাদিদ্বারা প্রেত পূজা করাইলেন। অতঃপর তিনি কপালাস্থিখানি সুবর্ণখচিত করাইলেন; তাহাও গন্ধমাল্যাদিদ্বারা অর্চ্চিত হইল; লোকে উহা কুন্তাগ্রে তুলিয়া রাজার অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিল। এই ভাবে সকলে বারাণসীতে ফিরিয়া গেলেন এবং মহাসত্ত্বের কপালাস্থি রাজদ্বারে রক্ষিত হইল। রাজার আদেশে সমস্ত নগর অলঙ্কৃত হইল; এবং তিনি সপ্তাহকাল ঐ অস্থির পূজা করিলেন। অনন্তর তিনি এই ধাতু * লইয়া তদুপরি চৈত্য নির্ম্মাণ করাইলেন। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন, গন্ধমাল্যাদিদ্বারা ইহার পূজা করিতেন এবং বোধিসত্ত্বের উপদেশ স্মরণ করিয়া দানাদি পুণ্যানুষ্ঠান করিতেন। এইরূপে যথাধর্ম্ম রাজ্য করিয়া তিনি স্বর্গলোক-পরায়ণ হইয়াছিলেন।

কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন।

[সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন সেই রাজা; বুদ্ধশিষ্যেরা ছিলেন সেই রাজার অনুচরগণ এবং আমি ছিলাম সেই কপিরাজ।]

☞ সাঁচীর স্তূপতোরণে এই জাতকটী শিলায় উৎকীর্ণ আছে। কোন কোন শিশুপাঠ্য ইংরাজী পুস্তকে এইরূপ একটী গল্পই প্রকৃত ঘটনা বলিয়া চলিয়া আসিতেছে।

৪০৮—কুম্ভকার-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি করিবার সময়ে পাপের নিগ্রহসম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার বর্ত্তমান বস্তু পানীয়-জাতকে (৪৫৯) বলা যাইবে। তখন শ্রাবস্তীর পঞ্চশত বন্ধু প্রব্রজ্যাগ্রহণ পূর্ব্বক, যেখানে অনাথপিণ্ড কোটি সুবর্ণ দিয়া ভূমি ক্রয় করিয়াছিলেন, সেই খানে বাস করিতেছিলেন। একদিন অর্দ্ধরাত্র সময়ে ইঁহাদের মনে কামচিন্তার উদ্রেক হইল। শাস্তা রাত্রিতে তিনবার এবং দিনমানে চারিবার, সর্ব্বশুদ্ধ দিনে রাত্রিতে সাতবার আপন শিষ্যদিগের চরিত্র পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। ফলতঃ কিকি পক্ষী † যেমন তাহার অণ্ডের, চমরী গো যেমন তাহার পুচ্ছের, মাতা যেমন তাহার প্রিয়পুত্রের, একচক্ষুব্যক্তি যেমন তাহার চক্ষুটীর রক্ষাবিধান করে, শাস্তাও সেইরূপ নিজের শিষ্যদিগকে রক্ষা করিতেন এবং যখনই বুঝিতেন, কাহারও মনে পাপচিন্তার উদ্রেক হইয়াছে, তখনই সেই পাপচিন্তার নিগ্রহ করিতেন। সে দিন নিশীথকালে তিনি দিব্য চক্ষুদ্বারা জেতবন পর্য্যবলোকন করিতেছিলেন। তিনি উক্ত ভিক্ষুদিগের পাপচিন্তা জানিতে পারিয়া ভাবিলেন, 'এই ভিক্ষুদিগের মনে যে পাপচিন্তা দেখা দিয়াছে, তাহা বৃদ্ধি হইলে ইহাদের অর্হত্ত্বপ্রাপ্তির ব্যাঘাত হইবে। অতএব এখনই ইহাদের পাপের নিগ্রহ করিয়া ইহাদিগকে অর্হত্ত্ব প্রদান করিব। তিনি গন্ধকুটীর হইতে বাহির হইয়া আনন্দকে ডাকিলেন, এবং "কোটিসুবর্ণক্রীত স্থানে যে সকল ভিক্ষু আছে তাহাদিগকে সমবেত কর" ইহা বলিয়া নিজে বুদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর তিনি ভিক্ষুদিগকে বলিলেন, "দেখ মনে পাপ প্রবেশ করিলে তাহার বশে থাকা ভাল নহে, পাপরূপ শত্রু উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া আমাদের মহাবিনাশ করিয়া থাকে। সেই জন্য পাপ অল্পমাত্র

---

* ধাতু—relic, মহাপুরুষদিগের অস্থিখণ্ডাদি।

† নীলকণ্ঠ (blue jay)।

হইলেও ভিক্ষুদিগের তাহা নিগ্রহ করা কর্তব্য। পুরাকালে পণ্ডিতেরা অল্পমাত্র কারণ লক্ষ্য করিয়াই হৃদয়নিহিত পাপচিন্তার নিগ্রহ করিয়াছিলেন এবং তাহারই জন্য প্রত্যেকবুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব রাজধানীর উপকণ্ঠবর্তী কোন গ্রামে * এক কুম্ভকারকুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পর গৃহস্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার এক পুত্র ও এক কন্যা জন্মিয়াছিল। তিনি কুম্ভকার বৃত্তিদ্বারা তাহাদের ভরণ পোষণ করিতেন।

ঐ সময়ে কলিঙ্গরাজ্যে দন্তপুর নগরে করণ্ডু নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি একদা বহু অনুচরসহ উদ্যানে যাইবার কালে উদ্যানদ্বারে এক ফলভরে নমিত মধুর ফলবিশিষ্ট আম্রবৃক্ষ দেখিয়া গজস্কন্ধে বসিয়াই হস্তপ্রসারণপূর্ব্বক এক থলি আম ছিঁড়িয়া লইলেন এবং উদ্যানে গিয়া মঙ্গলশিলায় উপবেশনপূর্ব্বক যাহাদিগকে দিবার উপযুক্ত মনে করিলেন, তাহাদিগকে কিছু কিছু দিয়া অবশিষ্ট আম্র নিজে খাইলেন। রাজা যে সময়ে এই বৃক্ষের আম্র লইলেন, তখন হইতে, অপরেও লইতে পারে এই বিশ্বাসে অমাত্য, ব্রাহ্মণ, গৃহপতি প্রভৃতি সকলেই উহা হইতে আম পাড়িয়া খাইতে আরম্ভ করিল। তাহারা পুনঃ পুনঃ আসিয়া গাছে চড়িতে লাগিল, ঠেঙ্গাইয়া ডাল পালা ভাঙ্গিল, কাঁচা ফলগুলি পর্য্যন্ত খাইয়া ফেলিল। রাজা সমস্ত দিন উদ্যানে কেলি করিয়া সায়ংকালে অলঙ্কৃত গজস্কন্ধে উপবেশনপূর্ব্বক প্রতিগমন করিবার সময়ে ঐ বৃক্ষটী দেখিতে পাইলেন, অবতরণপূর্ব্বক উহার মূলদেশে উপস্থিত হইলেন এবং দেখিয়া ভাবিতে লাগিলেন, 'এই বৃক্ষটী সকালবেলা ফলভরে অবনত হইয়া কি সুন্দরই দেখাইতেছিল! তখন ইহাকে পুনঃ পুনঃ দেখিয়াও যেন লোকের তৃপ্তি হইত না, তাহারা আবার দেখিত। এখন লোকে ফল লইয়া গিয়াছে, শাখা প্রশাখা ভগ্ন করিয়াছে; ইহাকে সম্পূর্ণরূপে শোভাহীন করিয়াছে!' ইহার পর অন্য দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি একটা নিষ্ফল আম্রবৃক্ষ দেখিয়া ভাবিলেন, 'এই বৃক্ষটী নিজের ফলহীনতাবশতঃ তরুলতাহীন মণিপর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতেছে। অপর বৃক্ষটী ফলশালিতাবশতঃ এই রূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে। গার্হস্থ্যজীবনও ফলিতবৃক্ষসদৃশ এবং প্রব্রজ্যা নিষ্ফল বৃক্ষসদৃশ। যে ধনবান্ তাহারই ভয়; নির্ধনের ভয় নাই। অতএব আমিও নিষ্ফল বৃক্ষের ন্যায় হইব।' এই রূপে ফলিত বৃক্ষকে নিজের আলম্বন করিয়া তিনি উহার মূলদেশে থাকিয়াই লক্ষণত্রয় † চিন্তা করিলেন, এবং তত্ত্বদৃষ্টির উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইলেন। ইহার ফলে তিনি তখনই প্রত্যেকবুদ্ধ হইলেন এবং ভাবিলেন, 'এখন আমি মাতৃকুক্ষিকুটীর ভগ্ন করিলাম, আমাকে আর ভবত্রয়ের ‡ কুত্রাপি জন্মগ্রহণ করিতে হইবে না, আমার পক্ষে এখন সংসাররূপ মলভূমি § শোধিত হইল। আমার অশ্রুসমুদ্র শুষ্ক হইল, অস্থিপ্রাকার ভগ্ন হইল, আমাকে আর জন্মগ্রহণ করিতে হইবে না।' এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি যেন সর্ব্বালঙ্কারমণ্ডিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। অমাত্যেরা গিয়া বলিলেন, 'মহারাজ, আপনি এখানে বহুক্ষণ অবস্থিত আছেন।" করণ্ডু বলিলেন, "আমি এখন রাজা নহি; আমি প্রত্যেকবুদ্ধ।" "প্রত্যেকবুদ্ধেরা ত আপনার মত নহেন।" "তাঁহারা কীদৃশ ?"

---

* মূলে 'দ্বারগামে' আছে।

† অনিচ্চং, দুক্খং, অনত্তং—অনিত্যতা, দুঃখ ও অনাত্মতা, সব অনিত্য, সব দুঃখময়, সব মিথ্যা।

‡ কাম, রূপ, অরূপ অর্থাৎ কামলোক (পৃথিবী ইত্যাদি) রূপলোক (শরীরী দেবগণের লোক) এবং অরূপ ব্রহ্মলোক।

§ সংসার অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্মলাভ।

"তাঁহারা মুণ্ডিতমস্তক ও মুণ্ডিতাধরোষ্ঠ; তাঁহারা পীতবস্ত্রধারী: তাঁহারা কোন কুলে বা সম্প্রদায়ে আবদ্ধ নহেন, তাঁহারা বাতবিচ্ছিন্ন মেঘের ন্যায় কিংবা রাহুযুক্ত চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায়; তাঁহারা হিমালয়স্থ নন্দমূল গুহায় বাস করেন। মহারাজ, প্রত্যেকবুদ্ধদিগের এই সমস্ত লক্ষণ।" তখন রাজা নিজের হস্ত তুলিয়া মস্তক স্পর্শ করিলেন, অমনি তাঁহার সমস্ত গৃহিচিহ্ন অন্তর্হিত হইল; এবং শ্রমণ-চিহ্ন সমস্ত দেখা দিল:—

ত্রিচীবর, পাত্র, বাসী, * সূচী ও পরিস্রাবণ,
লয়ে এই অষ্ট পরিষ্কার,
প্রকৃত ভিক্ষু যে জন জীবন করে যাপন,
নাহি অন্য প্রয়োজন তার।

শ্রমণের উক্ত অষ্টবিধ প্রয়োজনীয় দ্রব্যই রাজার দেহে সংলগ্ন হইল। তিনি আকাশে আসীন হইয়া জনসঙ্ঘকে উপদেশ দিলেন এবং বায়ুপথে উত্তর হিমবন্তে নন্দমূল গুহায় চলিয়া গেলেন।

গান্ধার রাজ্যে তক্ষশিলা নগরে নগ্নজি নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি একদা প্রাসাদের উপরিতলে পল্যঙ্কমধ্যে উপবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, অদূরে এক রমণী এক এক হস্তে এক একটী মণিবলয় পরিধান করিয়া গন্ধ পেষণ করিতেছে। তিনি ভাবিলেন, 'মণিবলয়গুলি দূরে দূরে পৃথক্ থাকিলে তাহাদের সঙ্ঘট্ট হয় না, তাহাদের সঙ্ঘট্টজনিত রুনু রুনু ধ্বনিও হয় না।' এ দিকে, ঐ রমণী দক্ষিণ হস্ত হইতে বলয়গাছটী খুলিয়া বামহস্তে পরিল, এবং দক্ষিণহস্ত দ্বারা গন্ধদ্রব্য একত্র করিয়া আবার পেষণ করিতে লাগিলেন। তখন তাহার বামহস্তের প্রথম বলয়ের সহিত দ্বিতীয় বলয়ের সঙ্ঘট্ট হইয়া শব্দ হইতে লাগিল। রাজা এই বলয়দ্বয়কে পরস্পর সঙ্ঘট্টজনিত শব্দ করিতে দেখিয়া ভাবিলেন, 'বলয় দুইগাছি যখন পরস্পর হইতে দূরে দূরে থাকে, তখন সঙ্ঘট্ট হয় না, কিন্তু এক গাছির সহিত আর এক গাছি লগ্ন হইলেই সঙ্ঘট্ট ও শব্দ হয়। প্রাণীরাও ঠিক এইরূপ পৃথক্ পৃথক্ থাকিলে তাহাদের মধ্যে ঘাত প্রতিঘাত বা কলহ হয় না; কিন্তু দুইজন একত্র হইলেই তাহারা পরস্পরের স্বার্থে আঘাত করিয়া কলহে প্রবৃত্ত হয়। আমি কাশ্মীর ও গান্ধার এই উভয় রাজ্যের অধিপতি; আমিও এখন অবধি একবলয়ের সদৃশ হইব এবং অপরের শাসন না করিয়া আত্মশাসনে রত থাকিব।' এই রূপে বলয়সঙ্ঘট্টনকে অবলম্বন করিয়া উক্ত রাজা সেখানে বসিয়া বসিয়াই ত্রিলক্ষণ উপলব্ধ করিলেন এবং তত্ত্বদৃষ্টির উৎকর্ষলাভ করিয়া প্রত্যেকবুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইলেন। ইহার পর যাহা ঘটিল, তাহা পূর্ব্বের মত।

বিদেহ রাজ্যে মিথিলা নগরে নিমি নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি একদা প্রাতরাশ সমাপনানন্তর অমাত্যগণপরিবৃত হইয়া উন্মুক্ত বাতায়নের নিকটে অবস্থিতিপূর্ব্বক রাজপথ অবলোকন করিতেছিলেন। ঐ সময়ে একটা শ্যেনপক্ষী মাংসবিপণি হইতে এক খণ্ড মাংস লইয়া উড়িয়া গিয়াছিল, এবং গৃধ্র ও অন্যান্য পক্ষীরা ঐ মাংস গ্রহণ করিবার জন্য তাহাকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক তুণ্ডাঘাতে, পক্ষাঘাতে ও পদাঘাতে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। পাছে প্রাণ যায়, এই আশঙ্কায় শ্যেনটা শেষে মাংস খণ্ড পরিত্যাগ করিল। অমনি আর একটা পক্ষী উহা গ্রহণ করিল; অন্যান্য পক্ষীরা তখন শ্যেনটাকে ছাড়িয়া দিয়া এই পক্ষীটাকেই আক্রমণ করিল। সেও বিপন্ন হইয়া ঐ মাংস ত্যাগ করিল এবং আর একটা উহা গ্রহণ করিল; তাহারও ঐরূপ

* ক্ষুর।

দুর্দ্দশা হইল। রাজা পক্ষীগুলিকে দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'যে যে মাংসখণ্ড গ্রহণ করিল সেই সেই দুঃখ পাইল, যে যে তাহা পরিত্যাগ করিল, সেই সেই নিরুদ্বেগ হইল। যে ব্যক্তি পঞ্চকামগুণের বশীভূত হয়, তাহাকেই দুঃখ পাইতে হয়; অন্যে সুখ ভোগ করে। বহু লোকের পক্ষেই এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে না। * আমার ষোড়শ সহস্র রমণী আছে; আমার পক্ষেও (ইহাদিগকে ত্যাগ করিয়া এবং) পঞ্চ কামগুণপরিহার করিয়া মাংসপিণ্ডত্যাগী শ্যেনের ন্যায় নিরুদ্বেগ ও সুখী হওয়া কর্ত্তব্য।' মনে মনে ধীরভাবে এই রূপ আন্দোলন করিয়া তিনি সেখানে থাকিয়াই লক্ষণত্রয় উপলব্ধ করিলেন এবং তত্ত্বদৃষ্টির উৎকর্ষলাভ করিয়া প্রত্যেকবুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইলেন ইহার পর যাহা ঘটিল তাহা পূর্ব্বের মত।

উত্তর পঞ্চাল রাজ্যে কম্পিল্য নগরে দুর্ম্মুখ নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি একদিন প্রাতরাশের পর সর্ব্বাভরণে ভূষিত হইয়া অমাত্যগণসহ উন্মুক্ত বাতায়নের নিকট অবস্থিতি-পূর্ব্বক রাজাঙ্গণের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন এমন সময়ে একটা গোশালার দ্বার উন্মুক্ত হইল এবং উহা হইতে কয়েকটা বৃষ নির্গত হইয়া কামবশে একটা গবীর পশ্চাতে ছুটিল। ইহাদের মধ্যে একটা তীক্ষ্ণবিষাণ বৃষ অন্য একটা বৃষকে আসিতে দেখিয়া কামমাৎসর্য্যে অভিভূত হইয়া তীক্ষ্ণবিষাণদ্বারা তাহার সক্‌থিদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী অঙ্গে আঘাত করিল। সেই আঘাতে শেষোক্ত বৃষটার ক্ষতস্থান হইতে অন্ত্র বাহির হইয়া পড়িল এবং সে তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিল। ইহা দেখিয়া রাজা চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'ইতর প্রাণী হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত শরীরীই কামপরতন্ত্র হইয়া দুঃখ ভোগ করে। এই বৃষটা কামবশেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল; অন্য প্রাণীরাও কামের প্রভাবে কম্পিত হইয়া থাকে। অতএব সর্ব্বপ্রাণীর পীড়াকারী এই কাম পরিহার করাই আমার কর্ত্তব্য।' এইরূপে চিন্তা করিতে করিতে তিনি সেখানে দাঁড়াইয়াই লক্ষণত্রয় উপলব্ধ করিলেন এবং তত্ত্বদৃষ্টির উৎকর্ষ লাভ করিয়া প্রত্যেকবুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইলেন। ইহার পর যাহা ঘটিল তাহা পূর্ব্বের মত।

উল্লিখিত প্রত্যেকবুদ্ধচতুষ্টয় একদা, ভিক্ষাচর্য্যার বেলা উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া, নন্দমূল-গুহা হইতে নিষ্ক্রমণপূর্ব্বক পর্ণলতার দন্তকাষ্ঠ দ্বারা অনবতপ্তহ্রদে দন্তধাবন করিলেন, শরীর-কৃত্য সম্পাদনানন্তর মনঃশিলাতলে উপবেশনপূর্ব্বক পাত্রচীবর গ্রহণ করিলেন এবং ঋদ্ধিবলে আকাশে উত্থিত হইয়া পঞ্চবর্ণ মেঘের উপর পাদক্ষেপ করিতে করিতে বারাণসী নগরের উপকণ্ঠবর্ত্তী সেই গ্রামের নিকটে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহারা এক সুবিধাজনক স্থানে চীবর পরিধান করিলেন এবং পাত্রহস্তে ভিক্ষা করিতে করিতে বোধিসত্ত্বের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন। বোধিসত্ত্ব তাঁহাদিগকে পাইয়া পরম আনন্দ লাভ করিলেন, তাঁহাদিগকে গৃহের অভ্যন্তরে লইয়া সজ্জিত আসনে উপবেশন করাইলেন, দক্ষিণোদক দানপূর্ব্বক সুরসাল খাদ্য ও ভোজ্য পরিবেশন করিলেন এবং একান্তে আসীন হইয়া জ্যেষ্ঠ প্রত্যেকবুদ্ধকে প্রণিপাতপুরঃসর বলিলেন, "ভদন্ত, ভবদীয় প্রব্রজ্যা কি সুন্দর দেখাইতেছে! ভবদীয় ইন্দ্রিয়গণ বিপ্রসন্ন ও দেহের বর্ণ পরিশুদ্ধ। বলুন ত, কোন্ আলম্বন গ্রহণ করিয়া ভদন্ত প্রব্রজ্যা লইয়া ভিক্ষাচর্য্যা করিতেছেন?" জ্যেষ্ঠ প্রত্যেকবুদ্ধের ন্যায় অপর প্রত্যেকবুদ্ধদিগের নিকটে গিয়াও তিনি এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন প্রত্যেকবুদ্ধচতুষ্টয়, আমি অমুক রাজ্যে অমুক নগরে অমুক রাজা ছিলাম ইত্যাদি পরিচয় দিয়া এক এক জন যথাক্রমে নিম্নলিখিত এক একটী গাথা বলিলেন:—

* দ্রঃ—গন্ধার-জাতক (৪০৬)।

যাইতে উদ্যানে, পথে, কানন মাঝারে দেখিলাম ফলবান্ তরু সংকারে।
বিশাল, শ্যামল কিন্তু সেই বৃক্ষস্বামী হেরিনু শ্রীহীন যবে, ফিরিলাম আমি।
ফল পাইবার তরে লগুড় মারিয়া শাখাপল্লবাদি লোকে ফেলেছে ভাঙ্গিয়া।
ফলহেতু হেরি তার হেন বিড়ম্বন তখনি প্রব্রজ্যা আমি করিনু গ্রহণ।

বিমৃষ্ট, বিবিধবর্ণমণিতে খচিত বলয়যুগল, শ্রেষ্ঠশিল্পিবিনির্ম্মিত,
পরিয়া দুহাতে বামা করিল যখন পেষণ গন্ধের, শব্দ হল না তখন।
দুগাছি যেমনকিন্তু এক হাতে পরে, সঙ্ঘট্টন-ধ্বনি পশে শ্রবণবিবরে।
একাকী থাকায় গুণ করি দরশন তখনি প্রব্রজ্যা আমি করিনু গ্রহণ।

মাংস লয়ে পক্ষী যবে উড়িয়া চলিল বহু পাখী আসি তারে আক্রম করিল।
বিষয়ীর এ দুর্দ্দশা করি দরশন তখনি প্রব্রজ্যা আমি করিনু গ্রহণ।

বৃষমধ্যে মহাবল, মহাককুদ্মান্ কামহেতু বৃষ এক হারাইল প্রাণ;
কামের এ পরিণাম করি দরশন তখনি প্রব্রজ্যা আমি করিনু গ্রহণ।

বোধিসত্ত্ব এক একটী গাথা শুনিয়া বলিতে লাগিলেন, "সাধু ভদন্ত, সাধু। এইরূপ আলম্বন-সকল ভবাদৃশ ব্যক্তিদিগেরই অনুরূপ।" এইরূপে তিনি এক এক করিয়া প্রত্যেকবুদ্ধদিগের স্তুতি করিলেন এবং তাঁহাদের ধর্ম্মদেশন শুনিয়া গৃহবাসে বীতরাগ হইলেন। প্রত্যেকবুদ্ধেরা চলিয়া গেলে তিনি প্রাতরাশ গ্রহণপূর্ব্বক সুখাসীন হইয়া ভার্য্যাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ভদ্রে, এই প্রত্যেকবুদ্ধ চারিজন রাজ্য ত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা লইয়াছেন। ইঁহারা এখন অকিঞ্চন, অপরিবাধ এবং প্রব্রজ্যাসুখে সুখী। আমি কিন্তু মজুরী দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছি। আমার গৃহবাসে প্রয়োজন কি? তুমি সন্তান দুইটীর রক্ষার ভার লইয়া গৃহে থাক।

করণ্ডু কলিঙ্গরাজ, গান্ধারের রাজা
নগ্নজী যাঁহার নাম, বিদেহ-ঈশ্বর
নিমি, পঞ্চালের পতি দুর্ম্মুখ—ইঁহারা
রাজ্য ও ঐশ্বর্য্য ত্যজি, প্রব্রজ্যা লইয়া
অকিঞ্চন ভাবে কাল যাপিছেন এবে।

দেখিলে স্বচক্ষে তুমি, কেমন এঁদের
প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা-সমান উজ্জ্বল
পুণ্যপূত দিব্য দেহ হয়েছে এখন!
আমিও, ভার্গবি, ত্যজি সর্ব্ববিধ কাম
বিচরিব আজ হ'তে একাকী নির্জ্জনে।"

বোধিসত্ত্বের পত্নী এই কথা শুনিয়া বলিলেন, "স্বামিন্, প্রত্যেকবুদ্ধদিগের ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিয়া আমার মনও ঘরে তিষ্ঠিতেছে না।

ইহাই উত্তমকাল, ইহা হ'তে আর উপযুক্ত কাল ভাগ্যে হবে না আমার।
হেন উপদেষ্টা আর পাব না কখন; যাব একা চলি করি প্রব্রজ্যা গ্রহণ।
শকুনের করমুক্ত পক্ষিণী যেমতি, সর্ব্বত্র হইবে মোর অবিরোধ গতি।"

বোধিসত্ত্ব ইহা শুনিয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। বোধিসত্ত্বকে বঞ্চনপূর্ব্বক তাঁহার অগ্রেই প্রব্রজ্যা লইবার ইচ্ছায় ভার্গবী বলিলেন, "স্বামিন্, আমি ঘাটে যাইতেছি, আপনি ছেলেদের উপর দৃষ্টি রাখিবেন।" ইহা বলিয়া যেন কলস লইয়া গেলেন এইরূপ ভাণ করিয়া তিনি নগরের বহির্ভাগে সেই তপস্বীদিগের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং প্রব্রজ্যা

গ্রহণ করিলেন। তিনি যখন ফিরিলেন না, তখন বোধিসত্ত্ব নিজেই সন্তান দুইটী প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাহারা যখন একটু বড় হইল এবং নিজেরাই বুঝিতে সুঝিতে পারিল, তখন তাহাদিগের বুদ্ধিপরীক্ষার্থ বোধিসত্ত্ব রান্ধিবার কালে কোন দিন ভাতগুলি শক্ত রাখিতে লাগিলেন, কোন দিন গলাইয়া ফেলিতে লাগিলেন; কোন দিন ভাত ভাল করিতেন, কোন দিন বা একেবারে যাউ করিয়া ফেলিতেন, কোন দিন লবণ দিতেন না, কোন দিন বা লবণে পোড়াইয়া ফেলিতেন। বালক ও বালিকা বলিত, "বাবা, আজ ভাত শক্ত আছে"; "আজ গলিয়া গিয়াছে; "আজ ভাল হইয়াছে; "আজ নুন দেওয়া হয় নাই"; "আজ নুনে পুড়িয়া গিয়াছে।" বোধিসত্ত্ব তাহাদের কথায় সায় দিতেন এবং ভাবিতেন, 'ইহারা এখন কোন্ দ্রব্য সুসিদ্ধ, কোন্টা অসিদ্ধ, কোন্ দ্রব্য লবণহীন, কোন্টা অতিলবণ ইহা জানে; ইহারা স্ব স্ব চেষ্টার বলেই জীবন ধারণ করিতে পারিবে। অতএব এখন আমার প্রব্রজ্যা গ্রহণ করা কর্তব্য।' অনন্তর তিনি সন্তান দুইটীকে জ্ঞাতিবন্ধুগণের গৃহ দেখাইয়া নিজে ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন এবং নগরের বাহিরে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। ইহার পর একদিন এক প্রব্রাজিকা বারাণসীতে ভিক্ষাচর্য্যা করিবার সময়ে বোধিসত্ত্বকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "আর্য্য, আপনি বোধ হয় সন্তান দুইটীকে মারিয়া ফেলিয়াছেন।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "আমি তাহাদিগকে মারি নাই; তাহারা যখন নিজের ক্ষমতাবলেই বুঝিতে সুঝিতে শিখিল, তখন আমি প্রব্রজ্যা লইলাম। তুমি কিন্তু তাহাদের কথা আদৌ ভাব নাই; তাহাদিগকে অসহায় অবস্থায় ফেলিয়াই প্রব্রজ্যা-সুখের আস্বাদ পাইয়াছিলে।

সুপক্ক, অপক্ক কিংবা লবণবর্জ্জিত, অধিক লবণযোগে অথবা বিকৃত,—
খাদ্যের এ দোষগুণ বুঝে তারা সবে; তাই প্রব্রাজক আমি হইয়াছি এবে।
নিশ্চিন্ত এখন মোরা; যে পথে যাহার চলিতে বাসনা, তাহে বাধা নাই আর।"

পরিব্রাজিকাকে এই উপদেশ দিয়া তিনি বিদায় লইলেন। পরিব্রাজিকাও ঐ উপদেশ গ্রহণপূর্ব্বক মহাসত্ত্বকে বন্দনা করিয়া ইচ্ছামত স্থানে চলিয়া গেলেন। ঐ দিন ব্যতীত আর কখনও ইঁহাদের দুইজনের দেখাদেখি হয় নাই। বোধিসত্ত্ব অতঃপর ধ্যানবল ও অভিজ্ঞা লাভ করিয়া ব্রহ্মলোকপরায়ণ হইলেন।

[শাস্তা এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া জাতকের সমবধান করিলেন। সত্যব্যাখ্যা শুনিয়া পঞ্চশত ভিক্ষু অর্হত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—তখন উৎপলবর্ণা ছিলেন সেই কুম্ভকারের কন্যা; রাহুলকুমার ছিলেন তাঁহার পুত্র, রাহুলমাতা ছিলেন সেই প্রব্রাজিকা এবং আমি ছিলাম সেই প্রব্রাজক।]

৪০৯—দৃঢ়ধর্ম্ম-জাতক।

[শাস্তা কৌশাম্বীর নিকটবর্ত্তী ঘোষিতারামে অবস্থিতি করিবার কালে উদয়ন রাজার * ভদ্রবতী নামী হস্তিনী

---

* মূলে 'বংসরাজা' পাঠ দেখা যায়। ইংরাজী অনুবাদক ইহার অর্থ করিয়াছেন, 'যিনি উত্তরাধিকারসূত্রে রাজা হইয়াছেন।' কিন্তু এ বিশেষণের এখানে কোন সার্থকতা দেখা যায় না।

বৎসরাজ উদয়নের কথা সংস্কৃত ও পালি উভয় সাহিত্যেই দেখা যায়। উজ্জয়িনীর প্রদ্যোত তাঁহাকে ছলে বন্দী করিয়া লইয়া যান; সেখানে তিনি রাজপুত্রী বাসবদত্তার [illegible] হইয়া শেষে তাঁহাকে [illegible] করিয়া কৌশাম্বীতে প্রতিগমন করেন। [illegible]

সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই হস্তিনীর ভাগ্যে যে সুখপ্রাপ্তি ঘটিয়াছিল তাহা এবং উদয়ন রাজার বংশ-বৃত্তান্ত মাতঙ্গ-জাতকে (৪৯৭)* বলা যাইবে।

একদিন প্রাতঃকালে ঐ হস্তিনী নগর হইতে নিষ্ক্রমণকালে দেখিতে পাইল, অনুপমেয় বুদ্ধশ্রীসম্পন্ন ভগবান্ আর্য্যগণ-পরিবৃত হইয়া পিণ্ডচর্য্যার্থ নগরে প্রবেশ করিতেছেন। সে তথাগতের পাদমূলে পতিত হইয়া বলিল, "হে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বলোকতারক ভগবন্, তরুণ বয়সে আমি যখন কার্য্যক্ষম ছিলাম, তখন বৎসরাজ উদয়ন আমাকে কত ভালবাসিতেন—বলিতেন, এই হস্তিনী হইতেই আমার প্রাণরক্ষা হইয়াছে; রাজ্য ও রাজমহিষী সমস্তই আমি ইহার গুণে পাইয়াছি। তিনি আমার মহাযত্ন করিতেন, আমাকে নানালঙ্কারে ভূষিত করিতেন, আমার বাসস্থানে গন্ধদ্রব্যের প্রলেপ দেওয়াইতেন, চারিদিকে বিচিত্র যবনিকা খাটাইতেন, গন্ধতৈলদ্বারা প্রদীপ জ্বালাইতেন; কটাহে ধূপ পোড়াইতেন, মলত্যাগের স্থানে সুবর্ণকটাহ রাখাইতেন, আমাকে বিচিত্র আস্তরণের উপর শোওয়াইতেন এবং রাজোচিত নানাবিধ উৎকৃষ্ট রসযুক্ত দ্রব্য খাওয়াইতেন। কিন্তু এখন আমি বৃদ্ধ ও অপটু হইয়াছি বলিয়া তিনি সে সমস্ত আদর যত্ন বন্ধ করিয়াছেন; আমি অনাথা ও সর্ব্ববিধ উপকরণহীন হইয়া অরণ্যে গিয়া কেতকফলে জীবন ধারণ করিতেছি। প্রভো, আমার অন্য কোন আশ্রয় নাই। যাহাতে উদয়ন আমার গুণ স্মরণ করিয়া পূর্ব্ববৎ আদর যত্ন করেন, আপনি তাহার ব্যবস্থা করুন।" হস্তিনী বিলাপ করিতে করিতে এইরূপ প্রার্থনা করিলে শাস্তা বলিলেন, "তুমি এখন যাও; রাজাকে বলিয়া যাহাতে তুমি পূর্ব্বের আদর যত্ন ফিরিয়া পাও, তাহা করিতেছি।"

অনন্তর শাস্তা রাজভবনের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। রাজা তাঁহাকে ভিতরে লইয়া গেলেন এবং বুদ্ধপ্রমুখ সঙ্ঘকে মহাদান দিলেন। ভোজনান্তে অনুমোদন করিবার সময়ে শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, "মহারাজ, ভদ্রবতী কোথায়?" "আমি জানি না, ভদন্ত।" "মহারাজ, উপকারককে পুরস্কারাদি দিয়া বৃদ্ধদশায় তাহা প্রত্যাহরণ করা অনুচিত। সকলেরই কৃতজ্ঞ হওয়া কর্ত্তব্য। ভদ্রবতী এখন জরাজীর্ণা ও অনাথা হইয়া অরণ্যে কেতকফল খাইয়া প্রাণধারণ করিতেছে; আপনি এই বৃদ্ধদশায় যে তাহাকে অনাথা করিয়াছেন তাহা অন্যায়।" ইহার পর শাস্তা ভদ্রবতীর গুণকীর্ত্তনপূর্ব্বক যাইবার সময়ে বলিলেন, "মহারাজ, পূর্ব্বের মত আবার তাহার আদর যত্ন করুন।" রাজা তাহাই করিলেন। অচিরে সকল নগরবাসী জানিতে পারিল যে, তথাগত ভদ্রবতীর গুণ বর্ণন করিয়া তাহার পূর্ব্ববৎ আদর যত্নের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ভিক্ষুরাও এই সংবাদ শুনিলেন ও ধর্ম্মসভায় বলাবলি করিতে লাগিলেন, "দেখ ভাই, শাস্তা না কি ভদ্রবতীর গুণকীর্ত্তন করিয়া তাহার পূর্ব্ববৎ আদর যত্নের ব্যবস্থা করিয়াছেন।" শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও তথাগত ইহারই গুণের কথা বলিয়া ইহার নষ্ট সৌভাগ্য প্রত্যর্পণ করাইয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীতে দৃঢ়ধর্ম্মা নামে এক রাজা ছিলেন। তখন বোধিসত্ত্ব অমাত্যকুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পর ঐ রাজার সেবা করিতেন এবং তাঁহার নিকট প্রভূত সম্মান পাইয়া অমাত্যরত্নের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ঐ সময়ে রাজার একটী মহাবল ও দৃঢ়কায় উষ্ট্রী ছিল।† সে এক দিনে শতযোজন চলিতে পারিত; রাজার দৌত্যকার্য্য সম্পাদন করিত এবং সংগ্রামকালে যুদ্ধ করিয়া তাঁহার শত্রু দমন করিত। এই উষ্ট্রী আমার

কোবিদগ্রামবৃদ্ধা" এই বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছেন। বৌদ্ধসাহিত্যে দেখা যায়, উদয়ন বুদ্ধদেবের সমসাময়িক ছিলেন এবং ঐ মহাপুরুষের জীবদ্দশাতেই চন্দনকাষ্ঠদ্বারা তাঁহার এক মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

*মাতঙ্গ-জাতকে উদয়নের দুশ্চরিত্রের উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু তদীয় বংশবৃত্তান্ত কিংবা ভদ্রবতীর কোন বিবরণ নাই।

† মূলে 'ওট্‌ঠিব্যাধি' এই পদ আছে। ওট্‌ঠি=উষ্ট্রী; কিন্তু ব্যাধি শব্দের অর্থ কি? ইংরাজী অনুবাদক নিরুপায় হইয়া, বোধ হয়, বর্ত্তমানবস্তুর সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে, হস্তিনী (she-elephant) শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহার ত কোন হেতুই দেখা যায় না। সম্ভবতঃ 'ওট্‌ঠিব্যাধি' দুষ্ট পাঠ। সিংহলী অনুবাদে ওটু ডেন (উষ্ট্র ধেনু, a she-camel) এই শব্দ দেখা যায়। ইহাই বোধ হয় সমীচীন।

বড় উপকারিকা, ইহা মনে করিয়া রাজা তাহাকে সর্ব্ববিধ অলঙ্কার দিয়াছিলেন। ফলতঃ উদয়ন যেমন ভদ্রবতীর আদর যত্ন করিতেন, দৃঢ়ধর্ম্মাও ঐ উষ্ট্রীর সেইরূপ আদর যত্ন করিতেন। কিন্তু কালবশে সে যখন জীর্ণ ও দুর্ব্বল হইল, তখন আর তাহার আদর যত্ন রহিল না, তাহার সমস্ত ভোগের সামগ্রী রহিত হইল। সে তদবধি অনাথা হইয়া বনে ঘাস ও পাতা খাইয়া প্রাণধারণ করিত।

একদিন রাজবাটীতে মৃন্ময় পাত্রের অভাব হইয়াছিল। রাজা কুম্ভকারকে ডাকাইয়া বলিলেন, "শুনিতেছি, মাটির পাত্রের অভাব হইয়াছে।" "মহারাজ, গোবর আনিবার জন্য গাড়িতে গরু যুতিতে হইবে; * কিন্তু গরু পাইতেছি না।" ইহা শুনিয়া রাজা জিজ্ঞাসিলেন, "আমাদের সে উষ্ট্রীটা কোথায়?" "সে নিজের ইচ্ছামত চরিতেছে।" রাজা কুম্ভকারকে সেই উষ্ট্রী দান করিয়া বলিলেন, "তুমি এখন হইতে তাহাকে গাড়িতে যুতিয়া গোময় আনিবে।" "যে আজ্ঞা" বলিয়া কুম্ভকার তদবধি তাহাই করিতে লাগিল। অনন্তর ঐ উষ্ট্রী একদিন নগর হইতে বাহির হইবার কালে দেখিতে পাইল, বোধিসত্ত্ব নগরে প্রবেশ করিতেছেন। সে বোধিসত্ত্বের পাদমূলে পড়িয়া পরিদেবন করিতে করিতে বলিল, "প্রভো, তরুণবয়সে আমার দ্বারা বহু উপকার হইত বলিয়া রাজা আমার কত আদর যত্ন করিতেন; এখন আমার বৃদ্ধাবস্থায় সমস্তই রহিত করিয়াছেন; আমার কথা তাঁহার মনে নাই; আমি অনাথা হইয়া বনে বনে ঘাস ও পাতা খাইয়া প্রাণরক্ষা করিতেছি; এই ত আমার ঘোর দুর্দ্দশা; ইহার উপর আবার গাড়ীতে যুতিবার জন্য তিনি আমায় কুম্ভকারকে দান করিয়াছেন। আপনি ভিন্ন আমার অন্য কোন শরণ নাই; আমি রাজার যে কত উপকার করিয়াছি আপনি তাহা সমস্তই জানেন। পূর্ব্বের আদর যত্ন যাহাতে ফিরিয়া পাই, আপনি তাহার ব্যবস্থা করুন।

বহিয়াছি কত ভার, শল্য, অসি বাজি বুকে পরাক্রমে করেছি সমর;
এতেও কি দৃঢ়ধর্ম্মা হন নাই মোর প্রতি পরিতুষ্ট হে পণ্ডিতবর?

দৌত্যে, যুদ্ধে, কত তাঁর করিয়াছি উপকার দেখায়েছি পৌরুষ, বিক্রম,
আমার সে সব কাজ ভুলিলেন মহারাজ, এবে আমি পশুর অধম।

অনাথা, অবন্ধু এবে মরিব অচিরে আমি; শেষে কিনা দিলেন আমায়
গোময়বহন তরে এ নিঠুর কুম্ভকারে! বলিতে যে বুক ফাটি যায়।

উষ্ট্রীর কথা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "তুমি দুঃখ করিও না; আমি রাজাকে বলিয়া, যাহাতে তুমি পূর্ব্বের মত আদর যত্ন পাও, তাহা করিতেছি।" তাহাকে এইরূপে আশ্বাস দিয়া তিনি নগরে প্রবেশ করিলেন, এবং রাজার নিকট এই কথা উত্থাপিত করিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আপনার অমুকা নাম্নী উষ্ট্রী না অমুক অমুক স্থানে নিজের বুকে শল্য বান্ধিয়া যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিল? অমুক দিন না গ্রীবায় পত্র বান্ধিয়া তাহাকে প্রেরণ করা হইয়াছিল এবং সে উহা লইয়া একশত যোজন চলিয়াছিল? আপনিও তখন তাহার সবিশেষ আদর যত্ন করিতেন। সে উষ্ট্রীটী এখন কোথায়, মহারাজ?" "আমি তাহাকে গোময়-বহনার্থ কুম্ভকারকে দান করিয়াছি।" "মহারাজ, তাহাকে কুম্ভকারের গাড়িতে যুতিবার জন্য দিয়া আপনি ভাল কাজ করেন নাই।" অনন্তর বোধিসত্ত্ব চারিটী গাথা বলিলেন :—

বহিবে কার (ও) কাছে শেষ কাজ, এ প্রকাশ [illegible];
যাবজ্জীবন [illegible] [illegible] [illegible]।

---

* মৃৎপাত্র প্রস্তুত করিতে হইলে গোময়ের প্রয়োজন কি? ঘুঁটে করিয়া পোড়াইবার উদ্দেশ্যে কি?

পূর্ব্বকৃত উপকার	ভুলি উপকারকের	বৃদ্ধকালে অযত্ন যে করে,
ইষ্টনাশ হয় তার;	যা কিছু করিতে চায়,	সমস্ত আশায় ছাই পড়ে।
পূর্ব্বকৃত উপকার	স্মরি উপকারকের	বৃদ্ধকালে করে যে যতন,
ইষ্টসিদ্ধি হয় তার;	যা কিছু করিতে চায়,	হয় সর্ব্ব আশার পূরণ।
সমবেত হেথা যারা	সকলেরে সেই আমি	এই উপদেশ হিতকর—
কৃতজ্ঞ হইও সবে;	কৃতজ্ঞতাবলে লোকে	স্বর্গসুখ ভুঞ্জে নিরন্তর।

এইরূপে মহাসত্ত্ব রাজা ও উপস্থিত অন্য সকল ব্যক্তিকে উপদেশ দিলেন। তাহা শুনিয়া রাজা সেই উষ্ট্রীর পূর্ব্ববৎ আদর যত্নের ব্যবস্থা করিলেন এবং বোধিসত্ত্বের উপদেশানুসারে চলিয়া দানাদি পুণ্যানুষ্ঠানপূর্ব্বক স্বর্গলোকপ্রাপ্তির উপযুক্ত হইলেন।

[সমবধান—তখন স্থবিরবতী ছিল সেই উষ্ট্রী; আনন্দ ছিলেন সেই রাজা এবং আমি ছিলাম সেই অমাত্য।]

৪১০—সোমদত্ত-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে অনেক বৃদ্ধ ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি এক শ্রামণেরকে প্রব্রজ্যা দিয়া আনিয়াছিলেন। বালকটী তাঁহার সেবা করিত, কিন্তু কিয়দ্দিন পরে কোন সাংঘাতিক পীড়ায় প্রাণত্যাগ করে। বৃদ্ধ তাহার প্রাণবিয়োগের পর রোদন ও পরিদেবন করিয়া বেড়াইতেন। ইহা দেখিয়া একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় বলাবলি করিতে লাগিলেন, "দেখ ভাই, অমুক বৃদ্ধ ভিক্ষু শ্রামণেরের মৃত্যুবশতঃ রোদন ও পরিদেবন করিয়া বেড়াইতেছেন; বোধ হয় তিনি মরণস্মৃতিরূপ কর্ম্মস্থানরহিত।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "দেখ, কেবল এ জন্মে নহে, পূর্ব্বেও এই ভিক্ষু এই শ্রামণেরের মৃত্যুতে ক্রন্দন করিয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব শক্র ছিলেন। তখন বারাণসীর এক আঢ্য ও মহাপ্রতিপত্তিশালী ব্রাহ্মণ বিষয়বাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক হিমবন্তপ্রদেশে গিয়া ঋষি-প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা বন্য ফলমূলে জীবন ধারণ করিতেন। তিনি একদিন বন্য ফল সংগ্রহ করিবার কালে একটা হস্তিশাবক দেখিয়া তাহাকে নিজের আশ্রমে লইয়া গিয়াছিলেন; এবং তাহাকে পুত্রস্থানে স্থাপিত করিয়া তাহার সোমদত্ত এই নাম রাখিয়াছিলেন। তিনি তৃণপত্র আনিয়া তাহাকে খাওয়াইতেন এবং সযত্নে তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন।

কালে হস্তিশাবকটী বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া বৃহৎকায় হইল; কিন্তু একদিন অত্যধিক আহার করিয়া অজীর্ণদোষহেতু দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। তাপস তাহাকে আশ্রমের ভিতরে রাখিয়া বন্যফল সংগ্রহ করিতে গেলেন; কিন্তু তাঁহার ফিরিবার পূর্ব্বেই হস্তীটা প্রাণত্যাগ করিল। তপস্বী ফল লইয়া ফিরিবার কালে ভাবিলেন, 'অন্যান্য দিন বাছা আমার প্রত্যুদ্গমন করিয়া থাকে; আজ ত তাহাকে দেখিতেছি না; আজ সে কোথায় গেল?' এইরূপ পরিদেবন করিতে করিতে তিনি প্রথম গাথা বলিলেন:—

বহুদূরে বনমাঝে হয়ে অগ্রসর	প্রত্যুদ্গমন মোর করিত কুঞ্জর।
কোথা সেই সোমদত্ত? আজ কেন তায়	কোথাও কানন মাঝে নাহি দেখা যায়?

এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া তিনি দেখিলেন, হস্তীটা চঙ্ক্রমণ স্থানের একপ্রান্তে পড়িয়া আছে। তখন তিনি উহার গলা জড়াইয়া পরিদেবন করিতে লাগিলেন :—

এই যে সে বাছা মোর জীবন ত্যজিয়া
নখচ্ছিন্ন লতাপ্রবৎ রয়েছে পড়িয়া!
ধরাশায়ী হয়ে বাছা রয়েছে এখন;
হায়, হায়, বাছা মোর ত্যজেছে জীবন!

ঐ সময়ে শক্র জগৎ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। তিনি ভাবিলেন, 'এই তাপস স্ত্রীপুত্র ত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা লইয়াছেন; এখন হস্তিশাবককে পুত্র মনে করিয়া পরিদেবন করিতেছেন! আমি ইঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিয়া ভ্রম বুঝাইয়া দিতেছি।' ইহা স্থির করিয়া তিনি সেই আশ্রমে উপস্থিত হইলেন এবং আকাশে আসীন হইয়া তৃতীয় গাথা বলিলেন :—

অনাগারী, ছেদিয়াছ সংসার বন্ধন,
তথাপি প্রেতের তরে শোক কি কারণ?*

ইহা শুনিয়া তপস্বী চতুর্থ গাথা বলিলেন :—

কি মানুষ, কিবা পশু, হৃদয়ে সবার
একত্র থাকিলে হয় প্রেমের সঞ্চার।
তাই, শক্র, হয় যবে বিয়োগ একের
সংবরিতে অশ্রু নাহি সাধ্য অপরের।

তখন শক্র তাঁহাকে উপদেশ দিবার জন্য দুইটা গাথা বলিলেন :—

মরিয়াছে যেবা, কিংবা মরিবে যেজন,
তার তরে কর যদি অশ্রুবিসর্জ্জন,
ক্রন্দনের অবসান হবে কি জীবনে?
ক্রন্দন নিষ্ফল ইহা ভণে সাধুগণে।
অতএব, ঋষি, তুমি কাঁদিও না আর,
কাঁদিলেও পাইবে না সে হস্তী তোমার।
রোদনে পাইত যদি প্রাণ প্রেতগণ,
তাহলে সকলে মিলি করিয়া রোদন
আপন আপন মৃত জ্ঞাতিবন্ধুগণে
ফিরাইয়া আনিতাম এ ভব-ভবনে।

শক্রের কথায় তপস্বীর মানসিক স্থৈর্য্য ফিরিয়া আসিল; তিনি বীতশোক হইয়া অশ্রুমার্জ্জন-পূর্ব্বক শেষ গাথাগুলি দ্বারা শক্রের স্তুতি করিলেন :—

ঘৃতসিক্ত অগ্নি যথা জলের সেচনে
হয় নির্ব্বাপিত, তথা শক্রের বচনে
সর্ব্ববিধ দুঃখ মম হল নির্ব্বাপিত!
দয়া করি শক্র মোর করিলেন হিত।

করিলে উদ্ধার শল্য হৃদয় নিহিত
শোকার্ত্তের পুত্রশোক হ'ল অপনীত।
অপনীত শল্য এবে; নাহি শোক আর;
আবিলতা মনে কিছু নাহিক আমার;
না করিব শোক, নাহি করিব ক্রন্দন,
শুনিয়া তোমার, শক্র, প্রবোধ বচন।

শক্র এইরূপে তাপসকে উপদেশ দিয়া শক্রলোকে প্রস্থান করিলেন।

[সমবধান—তখন এই শ্রামণের ছিল সেই হস্তি পোতক, এবং এই বৃদ্ধ ছিল সেই তাপস।]

৪১১—সুসীম-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে মহাভিনিষ্ক্রমণ-সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় দশবলের নিষ্ক্রমণ বর্ণনা করিতেছিলেন, এমন সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, আমি কোটিকল্পকাল পূর্ণপারমিতাসম্পন্ন হইয়া এখন যে মহাভিনিষ্ক্রমণ দ্বারা সংসার ত্যাগ করিয়াছি ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। পূর্ব্বেও আমি ত্রিশত যোজনবিস্তীর্ণ কাশীরাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলাম।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব তাঁহার পুরোহিতের প্রধানা ভার্য্যার গর্ভে

---

* এইটি এবং ইহার পরবর্ত্তী গাথা সুজাত-জাতকে (৩৫২) দেখ।

জন্মান্তর লাভ করিয়াছিলেন। যে দিন তিনি ভূমিষ্ঠ হন, সেই দিন বারাণসীরাজেরও এক পুত্র জন্মে। নামকরণ-দিবসে মহাসত্ত্বের সুসীমকুমার এবং রাজপুত্রের ব্রহ্মদত্তকুমার, এই নাম রাখা হয়। নিজের পুত্রের সহিত এক দিবসে জন্মিয়াছেন বলিয়া বারাণসীরাজ বোধিসত্ত্বকে আনাইয়া ধাত্রী দ্বারা উভয়কেই একসঙ্গে পালন করাইতে লাগিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর কুমার-দ্বয় পরমসুন্দর দেবপুত্রের মত দেখাইতে লাগিলেন এবং উভয়েই তক্ষশিলায় গিয়া সর্ব্বশিল্পে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া বারাণসীতে ফিরিয়া আসিলেন। তখন রাজপুত্র উপরাজ হইলেন; তিনি বোধিসত্ত্বের সহিত একত্র পানাহার করিতেন এবং এক স্থানে বসিতেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি যখন রাজা হইলেন, তখন তিনি বোধিসত্ত্বের মহাসম্মান করিলেন এবং তাঁহাকে পৌরোহিত্যে বরণ করিলেন।

একদিন রাজার আদেশে নগর সজ্জিত হইল। রাজা ঐরাবতারূঢ় শক্রের ন্যায় এক মত্ত-মহামাতঙ্গের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া নগর প্রদক্ষিণের জন্য বাহির হইলেন। বোধিসত্ত্বও তাহার পৃষ্ঠে রাজার পশ্চাদ্‌ভাগে উপবিষ্ট হইলেন। রাজমাতা পুত্রকে দেখিবার জন্য বাতায়নে বসিয়াছিলেন। যখন নগরপ্রদক্ষিণান্তে রাজা ফিরিয়া আসিলেন, তখন রাজমাতা পশ্চাদ্‌ভাগে আসীন পুরোহিতকে দেখিয়া তাঁহার প্রতি অনুরাগবতী হইলেন। তিনি শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া স্থির করিলেন, 'এই ব্যক্তিকে না পাইলে আমি এখানেই প্রাণত্যাগ করিব।' অতঃপর তিনি আহার ত্যাগ করিয়া সেখানে শুইয়া রহিলেন।

রাজা মাতাকে দেখিতে না পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা কোথায়?" লোকে উত্তর দিল, "তিনি পীড়িতা।" ইহা শুনিয়া তিনি মাতার নিকটে গিয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, তোমার কি অসুখ?" রমণী কিন্তু লজ্জায় কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। তখন রাজা গিয়া পল্যঙ্কে উপবেশনপূর্ব্বক অগ্রমহিষীকে ডাকাইয়া বলিলেন, "তুমি গিয়া জান, মায়ের কি অসুখ করিয়াছে।" অগ্রমহিষী গিয়া রাজমাতার পৃষ্ঠ পরিমার্জ্জন করিতে করিতে কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। নারীরা নারীজাতির নিকট কোন কথা গোপন করে না। কাজেই রাজমাতা মহিষীর নিকট সমস্ত খুলিয়া বলিলেন এবং তাহা শুনিয়া মহিষী গিয়া রাজাকে তাহা জানাইলেন। রাজা বলিলেন, "বেশ, তুমি গিয়া তাঁহাকে আশ্বাস দাও। আমি পুরোহিতকে রাজা করিয়া তাঁহাকে তাঁহার অগ্রমহিষী করিব।" মহিষী রাজমাতাকে এই আশ্বাস দিলেন; রাজাও পুরোহিতকে ডাকাইয়া এই বৃত্তান্ত জানাইলেন এবং বলিলেন, "বন্ধু, তুমি আমার মায়ের জীবন রক্ষা কর। তুমি রাজা হইবে; তিনি অগ্রমহিষী হইবেন, আমি উপরাজ হইয়া থাকিব।" পুরোহিত বলিলেন, "আমি ইহা করিতে পারিব না।" কিন্তু এইরূপে অস্বীকার করিয়াও পুনঃ পুনঃ অনুরুদ্ধ হইয়া শেষে তিনি সম্মত হইলেন। রাজা পুরোহিতকে রাজা করিলেন, নিজের গর্ভধারিণীকে তাঁহার অগ্রমহিষী করিলেন এবং স্বয়ং উপরাজ হইলেন। তাঁহারা সকলে সম্প্রীতভাবে বাস করিতে লাগিলেন; কিন্তু বোধিসত্ত্ব গৃহ-ধর্ম্মে নিতান্ত অশান্তি ভোগ করিতে লাগিলেন; তিনি বিষয়ভোগ পরিত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা-গ্রহণের জন্য ব্যাকুল হইলেন; তিনি ইন্দ্রিয়সেবায় অনাসক্ত থাকিয়া একাকী দাঁড়াইয়া রহিতেন, একাকী বসিতেন, একাকী শুইতেন। তিনি গৃহে থাকিয়া কারারুদ্ধ বন্দীর ন্যায়, কিংবা পিঞ্জরাবদ্ধ কুক্কুটের ন্যায় ছট্‌ফট্‌ করিতেন। ইহা লক্ষ্য করিয়া তাঁহার অগ্রমহিষী ভাবিতে লাগিলেন, 'এই রাজা আমার সঙ্গে আমোদপ্রমোদ করেন না, একাকী দাঁড়াইয়া থাকেন, একাকী বসেন, একাকী শয়ন করেন। ইনি তরুণবয়স্ক—যুবক; আমি বৃদ্ধা; আমার চুল

পাকিয়াছে; আচ্ছা, আমি ইঁহাকে বলি না কেন, 'দেব, আপনার মাথায় একগাছা পাকা চুল দেখা যাইতেছে।' এই মিথ্যা কথা বলিয়া সেই উপায়ে আমি ইঁহার বিশ্বাস জন্মাইব; তাহা হইলে ইনি আমার সঙ্গে আমোদপ্রমোদ করিবেন।' ইহা স্থির করিয়া এক দিন যেন রাজার মাথায় উকুন খুঁজিতেছেন এই ছলে তিনি বলিলেন, "দেব, আপনিও যে বৃদ্ধ হইলেন। আপনার মাথায় যে এক গাছা পাকা চুল দেখা যাইতেছে!" "ভদ্রে, যদি তাহাই হয়, তবে ঐ চুল তুলিয়া আমার হাতে দাও।" মহিষী একগাছা চুল তুলিলেন, কিন্তু তাহা ফেলিয়া দিয়া নিজের মাথা হইতে একগাছি পাকা চুল তুলিলেন এবং উহা রাজার হাতে দিয়া বলিলেন, "দেব, এই আপনার পাকা চুল।" ইহা দেখিবামাত্র ভীতত্রস্ত বোধিসত্ত্বের কাঞ্চন-পট্টসদৃশ ললাটে স্বেদবিন্দু দেখা দিল। তিনি আপনাকে এই বলিয়া ধিক্কার দিতে লাগিলেন:— "সুসীম, তুমি যৌবনে বৃদ্ধ হইলে! তুমি এতদিন মলপঙ্কে নিমগ্ন গ্রাম্য শূকরের ন্যায় কাম পঙ্কে নিমগ্ন রহিয়াছ; তোমার সাধ্য নাই যে ইহা ছাড়িয়া যাও। এখন বিষয়ভোগ ত্যাগ কর এবং হিমবৎপ্রদেশে গিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ কর। এখন তোমার ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনের সময় উপস্থিত হইয়াছে।" এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি প্রথম গাথা বলিলেন:—

> যথাস্থানে কৃষ্ণকেশে বিমণ্ডিত মস্তক তোমার কি শোভা ধরিত
> শুক্ল সেই কেশ, সুসীম তোমার হইয়াছে এবে, তবে কেন আর
> থাকিবে সংসারে? হও ধর্ম্মরত, ব্রহ্মচর্য্যকাল এবে সমাগত।

বোধিসত্ত্ব ব্রহ্মচর্য্যের গুণ বর্ণন করিলে মহিষী ভাবিলেন, 'আমি ইঁহার লোভ জন্মাইতে গিয়া এখন আমাকে ছাড়িয়া যাইবারই পথ খুলিয়া দিলাম।' তিনি অতিমাত্র ভীতত্রস্ত হইয়া বোধিসত্ত্বের প্রব্রজ্যা বন্ধ করিবার জন্য তাঁহার দেহসৌষ্ঠব বর্ণনপূর্ব্বক দুইটী গাথা বলিলেন:—

> পাকাচুল নয় মাথায় তোমার, ছিল উহা দেব, মাথায় আমার।
> ভেবেছিনু, মিথ্যা বলিয়া রাজন্, করিব তোমার হিত সম্পাদন।
> হিতে বিপরীত ফল এবে পাই, ক্ষম অপরাধ, এই ভিক্ষা চাই।
>
> তোমার নৃমণি, তরুণ যৌবন, অতি অভিরাম দেহের গঠন।
> শোভে দেহযষ্টি প্রথম উদ্গত বসন্ত আগমে প্ররোহের মত।
> ভুঞ্জ রাজ্যসুখ, চাও মোর পানে, কালে যাহা হবে তাহার সন্ধান
> কি হেতু এখন যাইবে চলিয়া উপস্থিত কাম্য সব তেয়াগিয়া?

মহিষীর কথা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "ভদ্রে, যাহা নিশ্চয় ঘটিবে, তুমি তাহাই বলিয়াছ। বয়ঃপরিণতির সঙ্গে সঙ্গে এই কৃষ্ণকেশ পরিবর্ত্তিত হইয়া শণের ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিবে। আমিও ত দেখিতেছি, যে সকল রাজকন্যা আজ নীলোৎপল-কুসুমদাম সুকুমারী, কাঞ্চনবর্ণাভা এবং পূর্ণযৌবনমদভবিলাসবতী, বয়ঃপরিণতির পর জরাগ্রস্ত হইয়া তাঁহারাও বিবর্ণ হইয়া যান—তাঁহাদের দেহ ভগ্ন হইয়া পড়ে। ভদ্রে, জীবলোকের এইরূপই ভয়াবহ পরিণাম।" অনন্তর তিনি বুদ্ধলীলায় দুইটী গাথা দ্বারা ধর্ম্মদেশন করিলেন:—

> দেখি আমি এক তরুণী সুন্দরী সুদেহ, সুবেশা, শ্যামাঙ্গসুন্দরী
> লতিকার মত বিলাসে দুলায় [illegible]।
> অশীতি, নবতি বা শতেক বয়সে [illegible]
> যষ্টি হস্তে [illegible] গোপানসীবৎ* হইয়া বাঁকিয়া,
> কাঁপিতে কাঁপিতে চলে [illegible] [illegible]।

* গোপানসী, কুটীরাদির পাঁজর (১০২২ পৃষ্ঠের টীকা দ্রষ্টব্য।)

মহাসত্ত্ব এইরূপে রূপের শোকাবহ পরিণাম দেখাইয়া গৃহধর্ম্মে নিজের অনভিরতি প্রদর্শন করিবার জন্য দুইটী গাথা বলিলেন :—

থাকি যবে আমি একাকী শয়নে, এই চিন্তা সদা জাগে মনে মনে।
করিয়া বিচার বুঝিয়াছি সার, গৃহধর্ম্মে সুখ নাহিক আমার।
এসেছে সময় প্রব্রজ্যা লইতে, ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করিতে।
উঠিবার কিংবা বসিবার তরে দুর্ব্বলে যেমন রজ্জু হাতে ধরে,
বিবেক-বিহীন অজ্ঞান লোকের গৃহবাস তথা ক্ষণিক সুখের।
ধীর যাঁরা তাঁরা কাটি এ বন্ধন, ত্যজি কামসুখ প্রব্রাজক হন।

মহাসত্ত্ব এইরূপে বিষয় ভোগের সুখ ও দুঃখ প্রদর্শন করিয়া এবং বুদ্ধলীলায় ধর্ম্মদেশন করিয়া বন্ধুকে আহ্বান করিলেন, তাঁহা দ্বারা রাজ্য পুনর্গ্রহণ করাইলেন এবং রাজশ্রী ও ঐশ্বর্য্য সমস্ত পরিহারপূর্ব্বক গৃহত্যাগ করিলেন। তাঁহার জ্ঞাতিবন্ধুগণ কত দুঃখ করিতে লাগিলেন ; কিন্তু তিনি তাহাতে বিচলিত না হইয়া হিমবৎপ্রদেশে গমনপূর্ব্বক ঋষিপ্রব্রজ্যা অবলম্বন করিলেন এবং সেখানে ধ্যানবলে অভিজ্ঞা লাভ করিয়া ব্রহ্মলোকপরায়ণ হইলেন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন এবং তদ্দ্বারা বহু লোককে অমৃত পান করাইয়া জাতকের সমবধান করিলেন।

সমবধান—তখন রাহুল-মাতা ছিলেন সেই অগ্রমহিষী, আনন্দ ছিলেন সেই রাজা এবং আমি ছিলাম সুসীম-কুমার।]

৪১২—কোটিশাল্মলি-জাতক। *

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে পাপের নিগ্রহসম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার বর্তমান বস্তু প্রজ্ঞা-জাতকে † বলা যাইবে। এ ক্ষেত্রেও, পঞ্চশত ভিক্ষু কামচিন্তায় অভিভূত হইয়াছেন, ইহা জানিতে পারিয়া শাস্তা, জেতবনের যে অংশ কোটি সুবর্ণ দ্বারা মণ্ডিত হইয়াছিল, সেখানে ভিক্ষুসঙ্ঘ সমবেত করাইয়া বলিয়াছিলেন, "ভিক্ষুগণ, যাহা আশঙ্কিতব্য, তাহাকে আশঙ্কা করিয়া চলা উচিত। যেমন ন্যগ্রোধাদি তরু অন্যবৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া তাহার সর্ব্বনাশ করে, সেইরূপ পাপও মানুষকে আশ্রয় করিয়া তাহার সর্ব্বনাশ করে। পুরাকালে এক দেবতা জন্মান্তর প্রাপ্ত হইয়া এক (কোটি)-শাল্মলি বৃক্ষে বাস করিতেন। এক দিন একটা পাখী বটের বীজ খাইয়া ঐ বৃক্ষের শাখান্তরে মলত্যাগ করিয়াছিল। ইহা দেখিয়া, উক্ত কারণেই ঐ দেবতা ভয় পাইয়াছিলেন যে অতঃপর তাঁহার বিমানের বিনাশ হইবে।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব জন্মান্তর প্রাপ্ত হইয়া এক কোটি-শাল্মলি বৃক্ষে বৃক্ষদেবতারূপে বাস করিতেন। একদা এক সুপর্ণরাজ সার্দ্ধশতযোজন শরীর ধারণপূর্ব্বক পক্ষবাতে মহাসমুদ্রের বারিরাশি দ্বিধা বিভক্ত করিয়া সহস্রব্যাম-পরিমিত এক নাগরাজের লাঙ্গুল ধরিয়াছিল এবং সর্প যে খাদ্য মুখে লইয়াছিল, তাহা তাহাকে পরিত্যাগ

* পলাশ-জাতকেও (৩৭০) এই ভাব দেখা যায়। শাল্মলি শব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী 'কোটি'শব্দের সার্থকতা কি? আমার মনে হয় ইহা 'কূটশাল্মলি' হইবে। কূটশাল্মলি বা রোহিতক বৃক্ষকে আমরা তিক্তরাজ বলিয়া থাকি। কোথাও কোথাও তিক্তরাজ শব্দটী বিকৃত হইয়া 'পিত্তিরাজ' হইয়াছে। যমাধিকারের তীব্রকণ্টকযুক্ত এক মহাবৃক্ষও কূট-শাল্মলি নামে অভিহিত।

† জাতকার্থ-বর্ণনায় এই নামে কোন জাতক নাই।

করিতে বাধ্য করিয়া বহু বৃক্ষসমূহের উপর দিয়া ঐ শাল্মলি বৃক্ষের অভিমুখে গিয়াছিল। অধোলম্বমান নাগরাজ আপনাকে মুক্ত করিবার আশায় একটা ন্যগ্রোধ বৃক্ষে নিজের কণ্ঠ প্রবেশ করাইয়া বৃক্ষটাকে বেষ্টন পূর্ব্বক ধরিল। সুবর্ণরাজ মহাবল, নাগরাজও মহাকায়, এই জন্য ন্যগ্রোধ বৃক্ষটা সমূলে উৎপাটিত হইল, তথাপি নাগরাজ বৃক্ষটাকে ছাড়িয়া দিল না। সুবর্ণরাজ ন্যগ্রোধবৃক্ষ ও নাগরাজ দুই ই লইয়া চলিল, ঐ শাল্মলি বৃক্ষে গিয়া নাগটাকে কাণ্ডের উপর ফেলিয়া উদরবিদারণপূর্ব্বক মেদ ভক্ষণ করিল এবং কঙ্কালটা সমুদ্রের মধ্যে ফেলিয়া দিল।

ঐ ন্যগ্রোধবৃক্ষে একটা পক্ষিণী থাকিত। বৃক্ষটা যখন উৎপাটিত হয়, সে তখন উড়িয়া গিয়া কোটিশাল্মলির শাখান্তরে উপবেশন করিয়াছিল। বৃক্ষদেবতা ঐ পক্ষিণীকে দেখিয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন, কারণ তিনি ভাবিলেন, 'এই পাখীটা আমার কাণ্ডে মলত্যাগ করিবে, তাহা হইতে ন্যগ্রোধের বা প্লক্ষের চারা বাহির হইবে, সেই চারা কালে সমস্ত বৃক্ষ বেষ্টন করিয়া ফেলিবে, কাজেই আমার এই বিমান নষ্ট হইবে।' বৃক্ষদেবতার কম্পনের সঙ্গে সঙ্গে কোটিশাল্মলি বৃক্ষটাও আমূল কাঁপিতে লাগিল। সুপর্ণরাজ বৃক্ষটাকে কাঁপিতে দেখিয়া নিম্নলিখিত দুইটী গাথায় তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিল:—

> দশ শত ব্যাম দীর্ঘ উরগ লইয়া মুখে বসিলাম আমি মহাকায়
> এত ভার বহি তবু কাঁপিলে না ভয়ে তুমি আজ দেখি, শুধাই তোমায়
>
> ক্ষুদ্র এই পক্ষিণীকে— ভার যার তুচ্ছ অতি তুলনায় আমার সহিত,
> বহি এবে হে শাল্মলি, কাঁপিতেছ অতিশয়, হইয়াছ কেন এত ভীত?

দেবপুত্র ভয়ের কারণ বুঝাইবার জন্য নিম্নলিখিত চারিটী গাথা বলিলেন:—

> মাংস খাও তব, খাও ফল শুধু এর বীজ বট প্লক্ষ-উদুম্বর অশ্বত্থর
> ফেলে মোর স্কন্ধোপরি করিবে পালন হইবে সে সব হ'তে অঙ্কুর উদ্গম।
>
> ঝঞ্ঝাবাত হ'তে তারা আশ্রয়ে আমার রক্ষা পেয়ে ক্রমে হবে বৃহৎ আকার
> বেষ্টিবে আমায় শেষে হেন ভাবে সব বৃক্ষত্ব আমার হায়, কিছু নাহি র'বে।
>
> মূলমূল, মূলস্কন্ধ, বৃক্ষ শত শত বিহগ আনীত বীজে হইয়াছে হত।
> সুবিশাল বনস্পতি—তাহাকেও হায়, অশ্বত্থ * বৃক্ষ অতিক্রমি বৃদ্ধি পায়
> ভাবি সেই পরিণাম শুন মহাপ্রাণ সভয়ে কাঁপিয়া উঠে আমার পরাণ।

বৃক্ষ দেবতার কথা শুনিয়া সুপর্ণ শেষের গাথাটী বলিল:—

> যাহার আশঙ্কা ভীত সদা হয় জন অনাগত ভয় হ'তে আত্মরক্ষা হয়।
> [illegible]

ইহা বলিয়া সুপর্ণ নিজের প্রভাবে সেই পক্ষিণীকে ভয় দেখাইল, তাহাতে সে পলাইয়া গেল।

[এইরূপে ধর্মদেশন করিয়া শাস্তা বলিলেন, [illegible] [illegible]।

সমবধান—তখন [illegible] সেই সুপর্ণ [illegible] ছিলাম।]

---

* অশ্বত্থ বৃক্ষ—পরগাছা।

† [illegible]

৪১৩—ধূমকারি-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে কোশলরাজের আগন্তুক-প্রীতিসম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। তিনি নাকি একদা, যাহারা বংশানুক্রমে তাঁহার সেবা করিত এইরূপ পুরাণ যোদ্ধাদিগের অনাদর করিয়া আগন্তুক অভিনবাগত যোদ্ধাদিগের সম্মান-সৎকার করিতেন। অনন্তর প্রত্যন্তপ্রদেশে বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে যখন তাহা দমন করিবার জন্য যুদ্ধযাত্রা করা হইল, তখন পুরাণ যোদ্ধারা যুদ্ধ করিল না, তাহারা ভাবিল, 'আগন্তুকেরা রাজসৎকার পায়, তাহারাই যুদ্ধ করুক।' আগন্তুকেরাও নিশ্চেষ্ট রহিল, কারণ তাহারা স্থির করিল, পুরাণ যোদ্ধারাই যুদ্ধ করিবে। কাজেই বিদ্রোহীরা জয়ী হইল, রাজা পরাজিত হইলেন এবং বুঝিলেন যে তাঁহার আগন্তুক-বাৎসল্যই এই পরাভবের কারণ। তিনি শ্রাবস্তীতে ফিরিয়া ভাবিতে লাগিলেন, 'দশবলকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি, কেবল আমিই কি এই কারণে পরাজিত হইলাম, না অন্য রাজারাও পূর্ব্বে এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছিলেন?' অনন্তর তিনি প্রাতরাশগ্রহণানন্তর জেতবনে গমনপূর্ব্বক শাস্তাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। শাস্তা বলিলেন, "মহারাজ, আপনি একা নহেন, প্রাচীনরাজারাও আগন্তুকবাৎসল্যদোষে পরাজিত হইয়াছিলেন।" অনন্তর রাজার অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে কুরুরাজ্যে ইন্দ্রপ্রস্থ নগরে যুধিষ্ঠির-গোত্রজ ধনঞ্জয় নামে এক কৌরবরাজ ছিলেন। বোধিসত্ত্ব তখন তাঁহার পুরোহিতকুলে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইয়া বয়ঃপ্রাপ্তির পর তক্ষশিলায় গিয়া সর্ব্বশিল্পে ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন এবং ইন্দ্রপ্রস্থে প্রতিগমন করিয়া পিতার মৃত্যুর পর পৌরোহিত্য লাভ করিয়াছিলেন। তিনি রাজার অর্থধর্ম্মানুশাসক হইয়াছিলেন। লোকে তাঁহাকে 'বিদুর পণ্ডিত' এই নাম দিয়াছিল।

ঐ সময়ে রাজা ধনঞ্জয় পুরাণ যোদ্ধাদিগের অনাদর করিয়া আগন্তুকদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতেন; তাঁহার প্রত্যন্তবাসীরা বিদ্রোহী হইলে যখন যুদ্ধার্থ সেনা প্রেরিত হইল, তখন "আগন্তুকেরা বুঝুক", "পুরাণ যোদ্ধারা বুঝুক" এইরূপ ভাবিয়া কি পুরাতন যোদ্ধা, কি আগন্তুক যোদ্ধা, কেহই যুদ্ধ করিল না। কাজেই রাজা পরাজিত হইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরিয়া গেলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন যে, আগন্তুকবাৎসল্যবশতঃই তাঁহার পরাজয় ঘটিয়াছে। তিনি একদিন ভাবিলেন, 'বিদুর পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি, কেবল আমিই একা আগন্তুকদিগের প্রতি বাৎসল্য দেখাইয়া পরাজিত হইলাম, না অন্য রাজারাও পূর্ব্বে এই কারণে পরাজিত হইয়াছিলেন।' অনন্তর বিদুর যখন রাজদর্শনে গিয়া আসন গ্রহণ করিলেন, তখন ধনঞ্জয় সেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন :—

[শাস্তা নিম্নলিখিত অর্দ্ধগাথায় সেই প্রশ্ন ব্যাখ্যা করিলেন :—

ধর্ম্মপ্রিয় যৌধিষ্ঠির ধনঞ্জয় বিদুরে শুধায়,
"কে একাকী, বল বিপ্র, নানা কারণেতে শোক পায়।"

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "মহারাজ, আপনার শোক ত শোকই নহে। পূর্ব্বে ধূমকারিনামক এক অজপাল ব্রাহ্মণ ছিল। সে খুব বড় একটা ছাগযূথ লইয়া বনমধ্যে ব্রজ নির্ম্মাণপূর্ব্বক সেখানে ছাগগুলি রাখিত; প্রতি রজনীতে ধূম উৎপাদন করিয়া ছাগদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করিত এবং যথেষ্টপরিমাণে ক্ষীরাদি ভোজন করিত. অনন্তর একদা কতকগুলি হেমবর্ণ শরভ দেখিয়া সে তাহাদের প্রতি স্নেহপরায়ণ হইল এবং ছাগগুলিকে তুচ্ছজ্ঞান

দেখিতে পাই নাই?" উপাসক তখন সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। শাস্তা বলিলেন, "কেবল তুমিই যে নিদ্রিত না হইয়া ও জাগিয়া থাকিয়া বিশিষ্ট সৎকার লাভ করিয়াছ তাহা নহে, পুরাণ পণ্ডিতেরাও জাগ্রৎ থাকিয়া বিশিষ্ট গুণ লাভ করিয়াছিলেন।" অনন্তর উপাসকের অনুরোধক্রমে তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]।

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব ব্রাহ্মণকুলে জন্মান্তর লাভ করিয়া বয়ঃপ্রাপ্তির পর তক্ষশিলা নগরে সর্ব্বশিল্পে ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। সেখান হইতে ফিরিয়া তিনি গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করেন এবং কিয়ৎকাল পরে ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক অল্পদিনের মধ্যেই ধ্যানাভিজ্ঞা প্রাপ্ত হন। তিনি 'স্থান' ও 'চঙ্ক্রমণ' এই দুইটী ঈর্য্যাপথ * অবলম্বনপূর্ব্বক হিমবন্ত প্রদেশে বাস করিতেন। তিনি নিদ্রিত না হইয়া সমস্ত রাত্রি চঙ্ক্রমণ করিতেন। তাঁহার চঙ্ক্রমণ-স্থানের একপ্রান্তে জন্মান্তরপ্রাপ্ত কোন বৃক্ষদেবতা তাঁহার ঈর্য্যাপথে সন্তুষ্ট হইয়া একদিন তরুস্কন্ধস্থ এক কোটরে অবস্থানপূর্ব্বক নিম্নলিখিত প্রথম গাথাদ্বারা প্রশ্ন করিলেন :—

অপরে জাগিলে নিদ্রিত কে হয়? অন্যে নিদ্রা গেলে জাগিয়া কে রয়?
উত্তর ইহার দিবে কোন্ জন? কে করিবে মোর সন্দেহ ভঞ্জন?

দেবতার কথা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন :—

অপরে জাগিলে আমি নিদ্রা যাই, অন্যে নিদ্রা গেলে আমি জাগি রই।
দিলাম তোমার প্রশ্নের উত্তর; সংশয় না তব রবে অতঃপর।

বোধিসত্ত্ব এই গাথা বলিলে দেবতা নিম্নলিখিত গাথা দ্বারা আবার প্রশ্ন করিলেন :—

অপরে জাগিলে তুমি নিদ্রা যাও, অন্যে নিদ্রা গেলে জাগরণ পাও :—
এ রহস্য তুমি বল বিস্তারিয়া; কিরূপে সম্ভবে বলহ খুলিয়া।

তখন বোধিসত্ত্ব পূর্ব্বকথিত উত্তরের ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন :—

নববিধ ধর্ম্ম, † সংযম ও দম,— নাহি জানে যারা এদের মরম,
ঘুমাইয়া তারা থাকে যে সময় জাগি আমি রহি, বলিনু নিশ্চয়।

রাগ, দ্বেষ আর অবিদ্যা হইতে বিমুক্ত যাঁহারা এই পৃথিবীতে,
জাগ্রৎ তাঁহারা রন যে সময় নিদ্রা যাই আমি বলিনু নিশ্চয়।

কিরূপে অপরে জাগিলে ঘুমাই, অন্যে নিদ্রা গেলে আমি জাগি রই,
বলিনু খুলিয়া প্রশ্নের উত্তর; সংশয় না তব রবে অতঃপর।

মহাসত্ত্ব এইরূপে প্রশ্নের সবিস্তর উত্তর দিলে সেই দেবতা তাঁহার স্তুতিসূচক শেষ গাথা বলিলেন :—

জাগিলে ঘুমাও, জাগ নিদ্রা গেলে, ধন্য সাধুবর! তুমি অবহেলে
দিয়াছ প্রশ্নের অতি সদুত্তর; নাহিক সংশয় কিছু মাত্র আর।

এইরূপে বোধিসত্ত্বের স্তব করিয়া সেই দেবতা নিজের বিমানে প্রবেশ করিলেন।

[সমবধান—তখন উৎপলবর্ণা ছিলেন সেই বৃক্ষদেবতা এবং আমি ছিলাম সেই তাপস।]

---

* ঈর্য্যাপথ অর্থাৎ কিরূপে শুইতে, বসিতে, দাঁড়াইতে ও চঙ্ক্রমণ করিতে হয় তাহার বিধান। এই চতুর্ব্বিধ ঈর্য্যাপথের মধ্যে বোধিসত্ত্ব স্থান ও চঙ্ক্রমণ অবলম্বন করিয়াছিলেন অর্থাৎ তিনি হয় দাঁড়াইয়া থাকিতেন, নয় পা-চারি করিতেন, কদাচ শুইতেন না, বা বসিতেন না।

মার্গচতুষ্টয়, ফলচতুষ্টয় এবং নির্ব্বাণ এই নয়টী লোকোত্তর ধর্ম্ম নামে বিদিত।

৪১৫—কুল্মাষপিণ্ড-জাতক।*

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে মল্লিকা দেবীর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই পরমসুন্দরী মহা পুণ্যবতী রমণী শ্রাবস্তীবাসী এক মালাকারজ্যেষ্ঠকের কন্যা। তিনি ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রমকালে ফুলের সাজিতে তিনটী কুল্মাষপিণ্ড † রাখিয়া একদা কতিপয় কুমারীর সহিত পুষ্পারামে যাইতেছিলেন। তিনি নগরের বাহিরে নির্গত হইয়া দেখিতে পাইলেন, ভগবান্ বুদ্ধদেব সঙ্ঘপরিবৃত হইয়া নিজদেহ হইতে প্রভা বিকিরণ করিতে করিতে নগরে প্রবেশ করিতেছেন। তখন তিনি সেই কুল্মাষপিণ্ডত্রয় লইয়া শাস্তার নিকটে গেলেন। চতুর্মহারাজেরা যে ভিক্ষাপাত্র দিয়াছিলেন, শাস্তা তাহাতে কুল্মাষপিণ্ডগুলি গ্রহণ করিলেন। মল্লিকাও তথাগতের পাদোপরি মস্তক রাখিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং বুদ্ধাবলোকনে ও বুদ্ধসেবায় যে প্রীতি জন্মে তাহা প্রাপ্ত হইয়া একান্তে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তদ্দর্শনে শাস্তা ঈষৎ হাস্য করিলেন। আয়ুষ্মান্ আনন্দ শাস্তাকে হাসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। শাস্তা বলিলেন, "আনন্দ, এই কুল্মাষপিণ্ডগুলির ফলে এই কুমারী অদ্যই কোশলরাজের অগ্রমহিষী হইবে।"

অতঃপর কুমারী পুষ্পারামে গমন করিলেন। সেই দিন কোশলরাজ অজাতশত্রুর সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলাইয়া আসিতেছিলেন। তিনি অশ্বারোহণে আসিবার কালে মল্লিকার গান শুনিতে পাইলেন এবং তাহাতে প্রতিবদ্ধচিত্ত হইয়া অশ্বকে পুষ্পোদ্যানাভিমুখে চালাইলেন। পুণ্যবতী মল্লিকা রাজাকে দেখিয়া পলায়ন করিলেন না; প্রত্যুত অগ্রসর হইয়া অশ্বের নাসারজ্জু ধারণ করিলেন। রাজা অশ্বপৃষ্ঠ হইতেই জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি সস্বামিকা, না অস্বামিকা?" অনন্তর যখন শুনিলেন, মল্লিকা অস্বামিকা, তখন তিনি অশ্ব হইতে অবতরণ পূর্বক তাঁহার অঙ্কে শয়ন করিয়া পথশ্রান্তি অপনোদন করিলেন, মুহূর্তকাল বিশ্রামপূর্বক তাঁহাকেও অশ্বপৃষ্ঠে উত্তোলনপূর্বক সৈন্যসামন্ত পরিবৃত হইয়া নগরে প্রবেশ করিলেন, এবং মল্লিকাকে তাঁহার পিতৃভবনে রাখিয়া গেলেন। অতঃপর সায়াহ্নকালে যান প্রেরণ করিয়া তিনি মল্লিকাকে মহাসমারোহে নিজ ভবনে আনয়ন করিলেন এবং তাঁহাকে রত্নরাশির উপর বসাইয়া অগ্রমহিষীর পদে অভিষিক্ত করাইলেন। মল্লিকা দেবী তদবধি রাজার অতি প্রিয় ভার্যা হইলেন, তিনি পতিব্রতা ছিলেন এবং পূর্বোত্থানাদি ‡ পঞ্চকল্যাণধর্মে অলঙ্কৃতা হইয়া পতিসেবা করিতেন। বুদ্ধদেবও তাঁহাকে বড় স্নেহ করিতেন।

মল্লিকা দেবী শাস্তাকে তিনটী কুল্মাষপিণ্ড দিয়া এই ঐশ্বর্যের অধিকারিণী হইয়াছেন, নগরবাসী সকলেই একথা জানিতে পারিল। একদিন ভিক্ষুরাও ধর্মসভায় এসম্বন্ধে কথোপকথন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "দেখ ভাই, মল্লিকা দেবী বুদ্ধদেবকে তিনটী কুল্মাষপিণ্ড দান করিয়া তাহার ফলে সেই দিনই মহিষীর পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন। অহো, বুদ্ধদেবের কি অপার মহিমা!" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "দেখ ভিক্ষুগণ, মল্লিকা একমাত্র সর্বজ্ঞ বুদ্ধকে তিনটী কুল্মাষপিণ্ড মাত্র দান করিয়া যে কোশলরাজের অগ্রমহিষীর পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইহা আশ্চর্যের বিষয় নহে, কেননা বুদ্ধদিগের মহিমা অপার। প্রাচীন কালের পণ্ডিতেরা প্রত্যেকবুদ্ধদিগকে অলবণ, অস্নেহ কুল্মাষ দান করিয়াও তাহার ফলে পর জন্মে ত্রিশত যোজন বিস্তীর্ণ কাশীরাজ্যে রাজশ্রী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

---

* [illegible] (৩ [illegible]) : কর্মফলপরিণামের এইরূপ একটি আখ্যায়িকা আছে।

† কুল্মাষ—Childers ইহার অর্থ লিখিয়াছেন sour gruel এবং [illegible] অনুবাদক এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ইহার সঙ্গে পরবর্তী "পিণ্ড" শব্দের ঐক্য হয় না। [illegible] 'কুল্মাষ' শব্দের একটি অর্থ [illegible]। এখানে সেই অর্থ গ্রহণ করাই [illegible]।

‡ পূর্বোত্থায়িতাদি পঞ্চ কল্যাণধর্ম [illegible] —[illegible] করিবার [illegible] [illegible] [illegible] করিতে অনুমতি [illegible]। [illegible] [illegible] এই [illegible]। [illegible] অনুবাদক [illegible] এই অংশে 'possessed of faithful servants' এই অনুবাদ করিয়াছেন।

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব এক দরিদ্রকুলে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইয়া বয়ঃপ্রাপ্তির পর কোন শ্রেষ্ঠীর আশ্রয়ে মজুরি করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। তিনি একদিন পথে একটা দোকান হইতে প্রাতরাশের জন্য চারিটী কুল্মাষপিণ্ড লইয়া কর্ম্মস্থানে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন, চারিজন প্রত্যেকবুদ্ধ ভিক্ষাচর্য্যার জন্য বারাণসী নগরাভিমুখে যাইতেছেন। তিনি ভাবিলেন, 'ইঁহারা ভিক্ষার জন্য বারাণসীতে যাইতেছেন; আমার নিকটেও এই চারিটী কুল্মাষপিণ্ড আছে। এগুলি ইঁহাদিগকেই দেওয়া উচিত।' তিনি ভিক্ষুদিগের নিকটে গিয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক বলিলেন, "ভদন্তগণ, আমার হাতে চারিটা কুল্মাষপিণ্ড আছে; আমি এইগুলি আপনাদিগকে দিতেছি। আপনারা স্বীয় উদার্য্যগুণে এই উপহার গ্রহণ করুন। ইহাতে আমার যে পুণ্য হইবে, তাহার বলে আমি দীর্ঘকাল সুখী ও কল্যাণভাজন হইব।" অতঃপর বোধিসত্ত্ব যখন বুঝিলেন, তাঁহারা কুল্মাষপিণ্ডগুলি গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তখন তিনি বালুকা বিস্তারপূর্ব্বক তদুপরি চারিখানি আসন প্রস্তুত করিলেন এবং ঐ আসনগুলি ভগ্নশাখাপল্লবাদিদ্বারা আবৃত করিলেন। অনন্তর প্রত্যেকবুদ্ধদিগকে যথাক্রমে তদুপরি উপবেশন করাইয়া এবং জল আহরণপূর্ব্বক দক্ষিণোদক পাতিত করিয়া তিনি চারিপাত্রে চারিটা কুল্মাষপিণ্ড রাখিলেন এবং প্রণাম করিয়া বলিলেন, "ভদন্তগণ, ইহার ফলে যেন আমি আর দরিদ্রগৃহে জন্মান্তর প্রাপ্ত না হই; ইহা যেন আমার সর্ব্বজ্ঞতালাভের কারণ হয়।" প্রত্যেকবুদ্ধেরা ভোজন শেষ করিয়া অনুমোদনপূর্ব্বক আকাশপথে নন্দমূল গুহায় প্রস্থান করিলেন, বোধিসত্ত্বও কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রত্যেকবুদ্ধ-সংসর্গজাত প্রীতি অনুভব করিলেন এবং তাঁহারা দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলে কার্য্যস্থানে চলিয়া গেলেন। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন, এই ঘটনা স্মরণ করিতেন এবং দেহান্তে উক্ত কারণে বারাণসীরাজের অগ্রমহিষীর গর্ভে জন্মান্তর লাভ করিলেন। তাঁহার নাম হইল ব্রহ্মদত্ত কুমার। তিনি যখন পায়ে ভর দিয়া হাঁটিতে শিখিলেন, সেই সময় হইতেই জাতিস্মরত্ব-বলে, লোকে যেমন নির্ম্মল দর্পণে নিজের মুখবিম্ব দেখিতে পায়, সেইরূপ নিজের অতীত জন্মের কার্য্যগুলি—তিনি যে এই বারাণসীতেই মজুর খাটিতেন, কর্ম্মস্থানে যাইবার কালে প্রত্যেকবুদ্ধদিগকে চারিটা কুল্মাষপিণ্ড দান করিয়া সেই পুণ্যবলে রাজকুলে জন্মলাভ করিয়াছেন—ইত্যাদি অতীত ঘটনা প্রত্যক্ষবৎ দেখিতে লাগিলেন। তিনি বয়ঃপ্রাপ্তির পর তক্ষশিলায় গিয়া সর্ব্বশিল্পে ব্যুৎপন্ন হইলেন এবং পিতার নিকটে নিজের অধীত বিদ্যার পরিচয় দিয়া ঔপরাজ্য লাভ করিলেন। অতঃপর তাঁহার পিতার মৃত্যু হইল এবং তিনি নিজেই রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

বোধিসত্ত্ব রাজা হইয়া কোশলরাজের পরমসুন্দরী কন্যাকে নিজের অগ্রমহিষী করিলেন। তাঁহার ছত্রমঙ্গলদিনে * সমস্ত রাজধানী দেবপুরীর ন্যায় অলঙ্কৃত হইল। তিনি নগর প্রদক্ষিণপূর্ব্বক অলঙ্কৃত প্রাসাদে আরোহণ করিলেন এবং মহাতলমধ্যে সমুচ্ছ্রিত-শ্বেতচ্ছত্র পর্য্যঙ্কে আসীন হইলেন। একদিকে অমাত্যগণ, একদিকে ব্রাহ্মণ-গৃহপতি প্রভৃতি নানাবিধ উজ্জ্বল-বেশভূষণে সুশোভিত হইয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া অবস্থিতি করিলেন। একদিকে নগরবাসীরা নানারূপ উপহার হস্তে আসিয়া দাঁড়াইল; অন্যদিকে নানাভরণভূষিতা অপ্সরার ন্যায় ষোড়শ সহস্র নর্ত্তকী নৃত্য করিতে লাগিল। বোধিসত্ত্ব এই অতি মনোহর রাজশ্রী অবলোকন পূর্ব্বক নিজের পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্ম স্মরণ করিলেন। তিনি ভাবিলেন 'আমার এই বিপুল ঐশ্বর্য্য, এই সুবর্ণ-

* শ্বেতচ্ছত্র অন্যতম রাজচিহ্ন। বোধ হয়, নূতন রাজার ব্যবহারার্থ যে শ্বেতচ্ছত্র প্রস্তুত হইত, তাহার প্রথম ব্যবহারার্থ এই উৎসবের অনুষ্ঠান হইত।

পিণ্ডযুক্ত ও কাঞ্চনমালাশোভিত শ্বেতচ্ছত্র, এই সহস্র সহস্র গজরথ প্রভৃতি বাহন, মণিমুক্তাপূর্ণা সারগর্ভা নানাশস্যসম্পন্না পৃথিবী, এই দিব্যাঙ্গনাকল্পা নারীগণ এ সমস্তই অন্য কাহারও নিকট পাই নাই, আমি যে চারিজন প্রত্যেকবুদ্ধকে চারিটী কুল্মাষপিণ্ড দিয়াছিলাম, এ সব তাহারই ফল। তাঁহাদের কৃপাতেই আমি এই রাজশ্রী লাভ করিয়াছি।' এইরূপে প্রত্যেকবুদ্ধদিগের মহিমা স্মরণ করিয়া তিনি নিজের কৃতকর্ম্ম প্রকটিত করিলেন। সেই বৃত্তান্ত স্মরণ করিবার কালে তাহার সর্ব্বশরীর প্রীতিপূর্ণ হইল। প্রীতিরসে তাঁহার হৃদয় আর্দ্র হইল, তিনি সেই মহাজনতার মধ্যেই মনের আবেগে দুইটী গাথা গান করিলেন :—

মহাসত্ত্ব বুদ্ধগণে   শ্রদ্ধাভরে সেবিলে যতনে,
নহে সে সামান্য ফল,   লব্ধ যাহা হয় সে কারণে।
শুষ্ক, অলবণ হারি   কুল্মাষের পিণ্ড দিয়া আমি
দেখ হইয়াছি এবে   কি অতুল ঐশ্বর্য্যের স্বামী। *

গো অশ্ব মাতঙ্গ কত   ধন, ধান্য সসাগরা ধরা
এই শত শত নারী   রূপে যেন ইন্দ্রের অপ্সরা—
সকল(ই) সে দানফল।   কুল্মাষের পিণ্ড মাত্র দিয়া
অপার ঐশ্বর্য্য লভি   আনন্দ সাগরে ভাসে হিয়া।

বোধিসত্ত্ব ছত্রমঙ্গলদিবসে এত প্রীতি ও প্রমোদ প্রাপ্ত হইলেন যে, ইহার পর তিনি প্রত্যহ উক্ত গাথা দুইটী দ্বারা উদান গান করিতেন। তখন হইতে এই গাথা দুইটী রাজার প্রিয় গীতি এই নাম পাইল। তাঁহার নর্ত্তকীগণ, নট ও গন্ধর্ব্বগণ, তাঁহার অন্তঃপুরবাসিগণ, এমন কি নগরবাসী ও অমাত্যেরা পর্য্যন্ত 'ইহা আমাদের রাজার প্রিয় গীতি' এই বলিয়া উক্ত গাথা দুইটী গাইতে লাগিলেন।

কিয়দ্দিন অতীত হইলে ঐ গীতের অর্থ জানিবার জন্য অগ্রমহিষীর বড় কৌতূহল জন্মিল। কিন্তু মহাসত্ত্বকে জিজ্ঞাসা করিতে তাহার সাহসে কুলাইল না। অতঃপর একদিন বোধিসত্ত্ব তাহার গুণে প্রীত হইয়া বলিলেন, "ভদ্রে আমি তোমাকে একটী বর দিব, কি বর চাও বল।" মহিষী বলিলেন, "যে আজ্ঞা মহারাজ, আমি বর গ্রহণ করিব।" "তবে বল, হস্তী বা অশ্ব

---

* এই গাথার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া টীকাকার নিম্নলিখিত গাথা কটী তুলিয়াছেন :—

করিলে বুদ্ধেরে দান,   অথবা শ্রাবকে তাঁর   অন্ন যদি হও না কুণ্ঠিত।
প্রসন্ন হইলে চিত্ত   অন্ন পাবে মহাফল   তাঁহাদের মাহাত্ম্য নিশ্চিত।

ভিক্ষুগণে দিয়াছিনু কাঞ্জিক আমি
পিণ্ডচর্য্যাহেতু যবে দেখিনু ভ্রমিতে।
সে পুণ্যের ফল আমি ভুঞ্জি এইক্ষণে।

পেয়েছি বিমান এই গতিতাজি, দেখ,
সুচারু অঙ্গ-সৌষ্ঠব, সহস্র অপ্সরা
সেবায় আমার রত পুণ্যফল এই।

এ সৌন্দর্য্য এ ঐশ্বর্য্য এই সর্ব্বস্ব
উক্ত পুণ্যফল আমি ভুঞ্জি এইক্ষণে।
এ উজ্জ্বল রূপ মোর, দেখ এ আভা,
[illegible] দর্শিত [illegible]
সব সেই পুণ্যফল লভিয়াছি আমি।

অভিধর্ম্মের টীকা নিবদ্ধ গাথা [illegible] (৪৪০) [illegible]

প্রভৃতি কি চাও।" "মহারাজ, আপনার প্রসাদাৎ আমার কিছুরই অভাব নাই; হস্তী বা অশ্বাদিতে আমার প্রয়োজন নাই; তবে, যদি বর দিতে ইচ্ছা করিয়াছেন তাহা হইলে আপনার প্রিয় গানটার অর্থ বলিয়া দাসীর কৌতূহল নিবৃত্ত করুন। আমি অন্য বর চাই না।" "এবরে তোমার কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে? তুমি অন্যবর লও।" "অন্য বরে আমার প্রয়োজন নাই; আমি এই বরই চাই।" "বেশ কথা, আমি গীতির অর্থ বলিব; কিন্তু গোপনে এবং কেবল একা তোমাকে বলিব না, দ্বাদশ যোজন বিস্তীর্ণ এই বারাণসী নগরে ভেরী বাজাইয়া সমস্তলোক (আহ্বান করিব); রাজদ্বারে রত্নমণ্ডপ প্রস্তুত করাইব, তন্মধ্যে রত্নখচিত পল্যঙ্ক স্থাপনপূর্ব্বক তাহাতে আসীন হইব এবং অমাত্য, ব্রাহ্মণ, অন্যান্য নাগরিক ও ষোড়শ সহস্র রমণী দ্বারা পরিবৃত হইয়া অর্থ ব্যাখ্যা করিব।" "এক অতি উত্তমসঙ্কল্প, মহারাজ। ইহাই করুন।" অতঃপর বোধিসত্ত্ব সেইরূপই করিলেন এবং মহাজনপরিবৃত হইয়া দ্বিতীয় দেবরাজের ন্যায় রত্নপল্যঙ্কে আসন গ্রহণ করিলেন। মহিষীও সর্ব্বালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া কাঞ্চন ভদ্রপীঠে একান্তে এমন স্থানে আসীন হইলেন, যেখান হইতে তিনি অপাঙ্গ দৃষ্টিদ্বারা রাজাকে দেখিতে পারেন। অতঃপর তিনি বলিলেন, "দেব, আপনি মনের উল্লাসে যে মঙ্গল গীত গান করেন, দয়া করিয়া তাহার অর্থ বলুন, গগনতলে চন্দ্র উদিত হইলে যেমন অন্ধকার দূর হয়, আপনার ব্যাখ্যা শুনিয়া আমারও অজ্ঞান সেইরূপ বিনষ্ট হউক।

হে কুশলকর্ম্মা * ভূপ, তুমি অতি প্রীতির সহিত
মনের আবেগভরে অনুক্ষণ গাও এই গীত।
শুধায় তোমারে দাসী, দয়া করি অর্থ তার বল;
শুনিতে বাসনা বড়; চরিতার্থ কর কৌতূহল।"

তখন মহাসত্ত্ব চারিটী গাথায় সেই গীতির অর্থ প্রকটিত করিলেন:—

এই বারাণসী ধামে হয়েছিল জনম আমার
দরিদ্রের কুলে পূর্ব্বে; পরসেবাভিন্ন কিছু আর
উপায় ছিলনা মোর; তবু হ'য়ে শীলপরায়ণ
মজুর খাটিয়া নিত্য করিতাম জীবন ধারণ।

কাজে যাইবার কালে দৈবযোগে পাই দরশন
একদা পথের মাঝে প্রত্যেকবুদ্ধের চারিজন।
অতি শুদ্ধাচার তাঁরা, সর্ব্ববিধ পাপের অতীত,
যেথাদি অগ্নিনিচয় † তাঁদের হয়েছে নির্ব্বাপিত।

হইল প্রসন্নচিত্ত তাঁহাদের পুণ্য দরশনে,
যতন করিয়া সবে বসাইনু পত্রের আসনে।
স্বহস্তে দিলাম পরে ভোজনের তরে তাঁহাদের
যা ছিল আমার কাছে— শুধু চারি পিণ্ড কুল্মাষের।

* এই গাথায় এবং এই জাতকের অষ্টম গাথায় মহিষী রাজাকে 'কোশলাধিপ' বলিয়াছেন। কিন্তু তিনি কোশলের রাজা ছিলেন না। টীকাকার 'কোশলাধিপ' শব্দের 'কুশলাধিপ' (কুসলে পর ধম্মে অধিপতিং করা বিহরতি.....কুসলধম্মেসু অধিপতি ভবেয্য) অর্থ করিয়াছেন। ফলতঃ 'কোশলাধিপ' পদে যে শ্লেষ আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

† রাগ, দ্বেষ, মোহ, দৃষ্টি (ধর্ম্মের ভ্রান্তি), জরা, মরণ, শোক, পরিদেব, দুঃখ, দৌর্ম্মনস্য, ও উপায়াস (নৈরাশ্য) এই একাদশটী 'অগ্নি' নামে বিদিত।

সে কুশলকর্ম্মফল ফলিয়াছে ভাগ্যে মোর এবে;
এ রাজ্য, এ বসুন্ধরা, সকলেই আজ মোরে সেবে।

মহাসত্ত্ব এইরূপে নিজকৃতকর্ম্ম সবিস্তর ব্যাখ্যা করিলে মহিষী অতিমাত্র প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, "মহারাজ, দানফল এইরূপ প্রত্যক্ষ হয় ইহা যদি জানিতে পারিয়াছেন, তাহা হইলে এখন হইতে একটা মাত্র ভক্তপিণ্ড লাভ করিলেও ধার্ম্মিক শ্রমণব্রাহ্মণাদিকে তাহার অংশ দিয়া ভোজন করা কর্ত্তব্য।" অনন্তর তিনি নিম্নলিখিত গাথায় বোধিসত্ত্বের স্তুতি করিলেন:—

অগ্রে দিয়া ভুঞ্জ পরে ত্রুটি যেন না হয় কখন;
হে কুশলকর্ম্মী ভূপ ধর্ম্মচক্র কর প্রবর্ত্তন।
অধার্ম্মিক বলি যেন নিন্দা তব কেহ নাহি করে;
পালি ধর্ম্ম দেহ অন্তে যাবে চলি অমর নগরে।

মহাসত্ত্ব মহিষীর প্রস্তাবে সম্মতিজ্ঞাপনপূর্ব্বক বলিলেন,

করিব, কল্যাণি, আমি পুনঃ পুনঃ সে পথে গমন,
আর্য্যগণ যেই পথে চলি হন কল্যাণভাজন।
অর্হৎ দেখিলে আমি যে অপূর্ব্ব সুখ মনে পাই,
কুত্রাপি তুলনা তার, কোশলনন্দিনি, কোন নাই।

অতঃপর মহাসত্ত্ব মহিষীর সৌন্দর্য্য ও সৌভাগ্য লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদ্রে, আমি পূর্ব্ব জন্মে যে কুশলকর্ম্ম করিয়াছিলাম, তাহা বিস্তারিত বলিলাম। পৃথিবীর রমণীদিগের মধ্যে কি রূপে, কি লীলাবিলাসে একটীও তোমার মত নাই। বল ত, কি কর্ম্ম করিয়া তুমি এই সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছ?

নারীগণ মাঝে তুমি দেবী কিংবা অপ্সরার মত;
কি কুশলকর্ম্মবলে, ভদ্রে, তুমি ভাগ্যবতী এত?"

তখন মহিষী পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মের বর্ণনার্থ শেষের গাথা দুইটী বলিলেন:—

পূর্ব্বে আমি, হে রাজন, দরিদ্রকুলেতে লভি জন্ম
জীবিকার্থ অবরুদ্ধা* করিতাম দাসী হয়ে কর্ম্ম।
শুদ্ধশীলা, ধর্ম্মরতা, করিতাম শীলের পালন।
পাপের সংস্পর্শে মোর কলুষিত হয় নি কখন।

প্রভুগৃহে ভোজনার্থ অন্ন আমি পাইতাম যাহা
একদা দেখিয়া ভিক্ষু, নিজ সুখ ভুলি দিনু তাহা
ভিক্ষু তাঁর সেবাতরে তুষ্টচিত্তে, দেব, সাদরে;
সে কারণ এ ঐশ্বর্য্য নারীকুলে ভুঞ্জিতেছি আজ।

মহিষীও নাকি জাতিস্মর ছিলেন, কাজেই এত তন্ন তন্ন করিয়া পূর্ব্ববৃত্তান্ত বলিতে পারিয়াছিলেন।

বোধিসত্ত্ব ও তাঁহার মহিষী উভয়েই স্ব স্ব পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্ম সবিস্তর বলিয়া তদবধি নগরের দ্বারচতুষ্টয়ে, নগরমধ্যে এবং রাজভবনের নিকটে ছয়টী দানশালা নির্ম্মাণ করিলেন এবং এমন মহাদানে প্রবৃত্ত হইলেন যে সমস্ত জম্বুদ্বীপে কাহারও আর ভিক্ষাবৃত্তির প্রয়োজন রহিল না।

* টীকাকার 'অবরুদ্ধ' শব্দের 'দুর্গত' এই অর্থ দিয়াছেন। অন্যত্র [illegible] অর্থ দেখিতে পাই না। ইংরাজী অনুবাদক এই শব্দটী লইয়া [illegible] পড়িয়া গিয়াছেন।

তাঁহারা যথানিয়মে শীলসমূহ রক্ষা করিতে লাগিলেন এবং পোষধ ব্রত পালনপূর্ব্বক জীবনাবসানে স্বর্গারোহণ করিলেন।

[সমবধান—তখন রাহুলমাতা ছিলেন সেই অগ্রমহিষী এবং আমি ছিলাম সেই রাজা।]

৪১৬—পরন্তপ-জাতক।

[দেবদত্ত শাস্তার প্রাণবধের জন্য চেষ্টা করিয়াছিল। শাস্তা বেণুবনে অবস্থিতিকালে তদুপলক্ষ্যে এই কথা বলিয়াছিলেন। একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় বলাবলি করিতেছিলেন, "দেখ ভাই, দেবদত্ত তথাগতের প্রাণসংহারের জন্য কতই চেষ্টা করিয়াছে—সে তীরন্দাজ পাঠাইয়াছিল, নালাগিরিকে ছাড়িয়া দিয়াছিল, এইরূপ কত অসদুপায়ই অবলম্বন করিয়াছিল এবং এখনও করিতেছে!" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও দেবদত্ত আমার বধের জন্য চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু আমার ত্রাসমাত্র জন্মাইতে পারে নাই, বরং নিজেই দুঃখ পাইয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব তাঁহার অগ্রমহিষীর গর্ভে জন্মান্তর লাভ করিয়া বয়ঃপ্রাপ্তির পর তক্ষশিলায় গিয়া সর্ব্বশিল্পে পারদর্শী হইয়াছিলেন এবং সর্ব্বারাবজ্ঞানমন্ত্র * শিখিয়াছিলেন। তিনি সাতিশয় মনোযোগসহকারে আচার্য্যের উপদেশ শুনিয়া বারাণসীতে প্রতিগমন করিলেন। রাজা তাঁহাকে উপরাজ্য দিলেন; কিন্তু ইহার পরেই তাঁহার প্রাণনাশের সঙ্কল্প করিয়া তাঁহার মুখদর্শন পর্য্যন্ত বন্ধ করিলেন।

একদা রাত্রিকালে লোকজন শুইয়াছে, এমন সময়ে এক শৃগালী দুইটী শাবক সঙ্গে লইয়া নর্দ্দামার পথে নগরে প্রবেশ করিল। বোধিসত্ত্বের প্রাসাদে তাঁহার শয়নকক্ষের অদূরে একটা অতিথিশালা ছিল; এক পথিক পাদুকা খুলিয়া উহা নিজের পায়ের কাছে মাটিতে রাখিয়া সেই শালায় একখানা কাষ্ঠফলকের উপর শয়ন করিয়াছিল। কিন্তু তখনও সে নিদ্রিত হয় নাই। শৃগালশাবক দুইটা ক্ষুধায় বিরাব করিতেছিল; শৃগালী নিজের ভাষায় বলিল, "চুপ কর্; এই ঘরে একটা লোক জুতা খুলিয়া মাটিতে রাখিয়া তক্তার উপর শুইয়া আছে; কিন্তু এখনও ঘুমায় নাই। এ ঘুমাইলে, জুতা যোড়টা আনিয়া তোদিগকে খাওয়াইব।" বোধিসত্ত্ব মন্ত্রের বলে শৃগালীর রব বুঝিতে পারিয়া শয়নকক্ষ হইতে বাহির হইলেন এবং বাতায়ন খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে আছ এখানে?" "মহাশয়, আমি একজন পথিক।" "তোমার জুতা কোথায় রাখিয়াছ?" "মাটিতে আছে।" "তুলিয়া ঝুলাইয়া রাখ।" ইহা শুনিয়া শৃগালী বোধিসত্ত্বের উপর ক্রুদ্ধ হইল। আর একদিনও সে ঐ পথে নগরে প্রবেশ করিল। সে দিন একটা মাতাল জলপান করিবার উদ্দেশ্যে পুষ্করিণীতে নামিয়া ডুবিয়া মরিয়াছিল। তাহার পরিধানে দুইখানি বস্ত্র, অন্তর্ব্বাসে এক সহস্র কার্ষাপণ এবং অঙ্গুলিতে একটা অঙ্গুরীয়ক ছিল। সে দিনও শৃগাল-পোতক দুইটী ক্ষুধা পাইয়াছে বলিয়া বিরাব আরম্ভ করিলে শৃগালী বলিল, "বাছারা চুপ কর্; এই পুকুরে একটা মানুষ মরিয়াছে; তাহার সঙ্গে এই এই দ্রব্য আছে; সে মরিয়া সানের উপর পড়িয়া আছে; আমি তোদিগকে তাহার মাংস খাওয়াইব।" বোধিসত্ত্ব ইহা শুনিতে পাইলেন এবং বাতায়ন খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "শালায় কে

* যে মন্ত্রবলে সর্ব্বপ্রাণীর আরাব বুঝিতে পারা যায়।

আছে?" একজন উঠিয়া উত্তর দিল, "আমি আছি।" "তুমি গিয়া দেখিবে, পুকুরে একটা
লোক মরিয়াছে; তাহার কাপড় দুইখান, এক হাজার কাহণ ও হাতের অঙ্গুরী লইয়া শবটা
এমন ভাবে জলের মধ্যে ডুবাইবে যে ভাসিয়া না উঠে।" লোকটা তাহাই করিল। ইহাতে
শৃগালী আরও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "তুমি সে দিন আমার বাছাদিগকে জুতা খাইতে দাও
নাই; আজ মড়া মানুষ খাওয়াও বন্ধ করিলে। তা হউক, আজ হইতে দুই দিন পরে এক
বিপক্ষ রাজা আসিয়া এই নগর অবরোধ করিবে; তোমার পিতা তোমাকে যুদ্ধের জন্য
পাঠাইবেন, শত্রুরা যুদ্ধে তোমার মাথা কাটিবে; তখন তোমার গলরক্ত পান করিয়া গায়ের
ঝাল ঝাড়িব। তুমি আমার সঙ্গে শত্রুতা করিলে; আমিও বুঝিয়া পড়িয়া লইব।" এইরূপ
বিরাব করিয়া ও বোধিসত্ত্বকে ভয় দেখাইয়া শৃগালী শাবক দুইটীর সহিত চলিয়া গেল।

তৃতীয় দিবসে বিপক্ষ রাজা আসিয়া নগর অবরোধ করিলেন। রাজা বোধিসত্ত্বকে বলিলেন,
"যাও বাবা, শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ কর গিয়া।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "পিতঃ! আমি একটা
(স্বপ্ন) দেখিয়াছি; সেই জন্য আমার যাইতে সাহস হইতেছে না, ভয় হইতেছে যে আমার
প্রাণান্ত ঘটিবে।" "তুমি মরিলে বা বাঁচিলে আমার ক্ষতিবৃদ্ধি কি? তোমাকে যাইতেই
হইবে।" মহাসত্ত্ব "যে আজ্ঞা" বলিয়া লোকজনসহ যাত্রা করিলেন; কিন্তু বিপক্ষ রাজা
যে দ্বারে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সে দ্বার দিয়া বাহির হইলেন না, অন্য দ্বার দিয়া প্রস্থান
করিলেন।

বোধিসত্ত্ব প্রস্থান করিলে নগর জনহীন হইল, কারণ প্রায় সমস্ত অধিবাসীই তাঁহার
সঙ্গে চলিয়া গেল। তিনি [illegible] * তাবু খাটাইয়া অবস্থিতি করিতে
লাগিলেন। এদিকে রাজা ভাবিলেন, 'উপরাজ নগর জনহীন করিয়া সমস্ত সৈন্যসহ পলাইয়া
গিয়াছেন; বিপক্ষ রাজাও নগর পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন; এখন ত আমার প্রাণরক্ষার
কোন উপায় দেখি না।' অনন্তর প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য তিনি রাজ্ঞী, পুরোহিত এবং
পরন্তপ-নামক এক ভৃত্যকে লইয়া রাত্রিকালে ছদ্মবেশে অরণ্যে পলায়ন করিলেন। বোধি
সত্ত্ব তাঁহার পলায়নের সংবাদ পাইয়া নগরে প্রবেশ করিলেন, যুদ্ধে বিপক্ষ রাজাকে
পরাস্ত করিয়া তাঁহাকে দূর করিয়া দিলেন এবং নিজেই রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন।

এদিকে তাঁহার পিতা নদীতীরে পর্ণশালা নির্ম্মাণপূর্ব্বক বন্যফলমূলে জীবন ধারণ করিতে
লাগিলেন। সেখানে রাজার ঔরসে রাজ্ঞীর গর্ভ সঞ্চার হইল। এদিকে, অবিরত পরন্তপের
সংসর্গে থাকায় তাহার সহিতও রাজ্ঞীর প্রসক্তি জন্মিল। তিনি একদিন পরন্তপকে বলিলেন,
"রাজা জানিতে পারিলে আমাদের দুই জনেরই প্রাণ যাইবে। অতএব রাজার প্রাণবধ কর।"
পরন্তপ বলিল, "কি রূপে করিব?" "রাজা তোমার হাতে খড়্গ ও স্নানবস্ত্র দিয়া স্নান
করিতে যান; স্নানের সময় তাঁহাকে অন্যমনস্ক দেখিলে তুমি খড়্গের আঘাতে তাঁহার মাথা
কাটিবে এবং ধড়টা খণ্ড খণ্ড করিয়া মাটিতে পুতিয়া রাখিবে।" "এ অতি উত্তম পরামর্শ।"
ইহা বলিয়া পরন্তপ রাজ্ঞীর প্রস্তাবে সম্মত হইল। অনন্তর একদিন পুরোহিত বন্যফলসংগ্রহের
জন্য গিয়া, রাজা যে ঘাটে স্নান করিতেন তাহার নিকটবর্ত্তী একটা বৃক্ষে আরোহণ করিয়া
ফল সংগ্রহ করিতেছিলেন, এমন সময়ে রাজা পরন্তপের হাতে খড়্গ ও স্নানবস্ত্র দিয়া স্নানার্থ
নদীতীরে গমন করিলেন। স্নানের সময়ে তাঁহাকে অন্যমনস্ক দেখিয়া পরন্তপ তাঁহার গ্রীবা

* মূলে 'সর্ব্বাপট্টং মে অত্থি'। সর্ব্বাপ বলিলে যাহা সাধারণের পথ। বুঝায়। সর্ব্বাপোয়ার'—সোজা ঘাট,
যেখানে সকলেই পশু চরাইতে পারে এমন স্থান বুঝাইবে। তু—'common'।

ধারণ করিল এবং যথার্থ খড়্গ উত্তোলন করিল। রাজা মরণভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তাহা শুনিয়া পুরোহিত সেই দিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক দেখিতে পাইলেন, পরন্তপ রাজার প্রাণবধ করিতেছে। তিনি ইহাতে মহাভয় পাইলেন এবং যে শাখায় বসিয়াছিলেন তাহা ত্যাগ করিয়া একটা গুল্মের মধ্যে লুকাইয়া রহিলেন। পুরোহিত শাখা ত্যাগ করিবার কালে যে শব্দ হইল, পরন্তপ তাহা শুনিতে পাইল, এবং রাজাকে বধ করিয়া মৃত্তিকায় প্রোথিত করিবার পরে ভাবিল, 'কেহ যেন গাছের ডাল হইতে পড়িল এমন শব্দ হইল; এখানে কে আছে?' কিন্তু কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া সে স্নান করিল ও চলিয়া গেল। তখন পুরোহিত গুল্ম হইতে বাহির হইলেন। রাজাকে মারিয়া তাঁহার দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া যে একটা গর্ত্তে প্রোথিত করা হইল, তাহা তিনি সমস্তই দেখিয়াছিলেন; কিন্তু নিজের প্রাণনাশের আশঙ্কায় স্নানের পর অন্ধ সাজিয়া পর্ণশালায় ফিরিয়া গেলেন। তাঁহাকে দেখিয়া পরন্তপ জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুর, তোমার কি হইয়াছে?" পুরোহিত যেন কিছুই জানেন না এই ভাণ করিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আমি চক্ষু দুইটী হারাইয়া আসিয়াছি। একটা বল্মীকের ভিতর অনেক বিষধর সর্প আছে; আমি তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিলাম; বোধ হয় সেখানে কোন সর্পের নাসাবাত আমার চক্ষে লাগিয়াছে।" ইহা শুনিয়া পরন্তপ ভাবিল, 'বামুনটা আমায় চিনিতে পারে নাই; সেই জন্য "মহারাজ" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছে।' তাঁহাকে আশ্বস্ত করিবার জন্য সে বলিল "কোন চিন্তা নাই, ঠাকুর; আমি তোমার রক্ষণাবেক্ষণ করিব।" অনন্তর সে তাঁহাকে অনেকগুলি ফল দিয়া তৃপ্ত করিল।

এখন হইতে পরন্তপই রাজ্যশাসন করিতে লাগিল। এদিকে রাজ্ঞীও একটী পুত্র প্রসব করিলেন। শিশুটী যখন বড় হইতে লাগিল, তখন একদিন তিনি প্রত্যূষকালে সুখাসীনা হইয়া পরন্তপদাসকে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি যখন রাজাকে মারিয়াছিলে, তখন কেহ তোমায় দেখিয়াছিল কি?" পরন্তপ বলিল, "কেহই দেখে নাই; তবে কেহ যেন গাছের ডাল হইতে নামিতেছে, এমন একটা শব্দ শুনিয়াছিলাম। সে শব্দ কোন মানুষের বা ইতর জন্তুর দ্বারা হইয়াছিল, তাহা জানিতে পারি নাই। কিন্তু যখনই আমার ভয় হয়, তখনই মনে হয়, ঐ ভয় যেন সেই শাখা হইতেই আসিতেছে।" রাজ্ঞীর সহিত এইরূপ আলাপ করিবার কালে পরন্তপ প্রথম গাথা বলিল:—

> মানুষে অথবা মৃগে, জানিনা ক কোন্ প্রাণী, কাঁপাইল শাখা সেইক্ষণে;
> ভয়ের কারণ সেই; বিপদ্ তা হ'তে হবে, এ আশঙ্কা সদা মোর মনে।

রাজ্ঞী ও পরন্তপ ভাবিয়াছিল, পুরোহিত ঘুমাইতেছেন। কিন্তু তিনি জাগিয়া ছিলেন এবং উভয়ের সমস্ত কথা শুনিলেন। অনন্তর একদিন পরন্তপদাস ফল আনিবার জন্য বাহিরে গেলে পুরোহিত নিজের ব্রাহ্মণীকে স্মরণ করিয়া বিলাপ করিতে করিতে দ্বিতীয় গাথা বলিলেন:—

> অদূরে বসতি করে ভার্য্যা মোর; স্মরি তারে পাণ্ডু, কৃশ, হইব নিশ্চয়,
> হয় যথা পরন্তপ শাখার কম্পন শুনি; কাঁপে নিজে পেয়ে বড় ভয়।

রাজ্ঞী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুর, আপনি কি বলিতেছেন?" তিনি বলিলেন, "আমি একটা চিন্তা করিতেছিলাম।" ইহার পর আর একদিন তিনি তৃতীয় গাথা বলিলেন:—

> অবিরহা ভার্য্যা মোর গ্রামেতে বসতি করে। স্মরি তারে দেহ শুষ্ক হয়,
> দাসের যেমন হয় শাখার কম্পন শুনি; কাঁপে নিজে পেয়ে বড় ভয়।

আর একদিন তিনি চতুর্থ গাথা বলিলেন :—

অসিত অপাঙ্গ দৃষ্টি, চারুস্মিত, মৃদুবাণী, স্মরি তারে দেহ শুষ্ক হয়,
দাসের যেমন হয় শাখার কম্পন শুনি; কাঁপে নিজে পেয়ে বড় ভয়।

কালক্রমে বালকটী বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রমকালে একদিন পুরোহিত নিজের যষ্টির একপ্রান্ত তাঁহার হাতে দিয়া স্নানের ঘাটে গেলেন এবং চক্ষু খুলিয়া দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। কুমার বলিলেন, "ঠাকুর, আপনি না অন্ধ?" পুরোহিত বলিলেন, "আমি অন্ধ নহি। তবে এই উপায়ে আমি প্রাণরক্ষা করিতেছি। কুমার, তোমার পিতা কে জান কি?" "জানি বৈ কি।" "ও তোমার পিতা নহে; তোমার পিতা বারাণসীর রাজা। ও লোকটা তোমাদের দাস। ও তোমার মাতার সহিত পাপাচার করিয়াছে এবং এই স্থানেই তোমার পিতাকে মারিয়া প্রোথিত করিয়া রাখিয়াছে।" ইহা বলিয়া ব্রাহ্মণ অস্থিগুলি তুলিয়া কুমারকে দেখাইলেন। ইহাতে কুমারের ভয়ানক ক্রোধ হইল। তিনি পুরোহিতকে জিজ্ঞাসিলেন, "এখন কি করিব, বলুন।" "এই ঘাটে সে তোমার পিতার যাহা করিয়াছে, তুমিও তাহার তাহাই কর।" অনন্তর পুরোহিত কুমারকে সমস্ত ব্যাপার বুঝাইয়া দিলেন এবং কিরূপে তরোয়ারের বাঁট ধরিতে হয় তাহা শিখাইলেন। ইহার পর একদিন কুমার খড়্গ ও স্নানবস্ত্র লইয়া বলিলেন, "চল বাবা, স্নান করি গিয়া।" "বেশ, চল" বলিয়া পরন্তপ তাঁহার সঙ্গে নদীতে গেল। সে যেমন নদীতে অবতরণ করিতেছিল, অমনি কুমার দক্ষিণ হস্তে অসি উত্তোলন করিয়া ও বামহস্তে তাহার শিখা ধরিয়া বলিলেন, "নরাধম, তুই না এই ঘাটে আমার পিতার শিখা ধরিয়া, তিনি যখন আর্ত্তনাদ করিতেছিলেন, তখন তাঁহার প্রাণসংহার করিয়াছিলি। আমিও আজ সেই ভাবে তোর জীবনান্ত করিব।"

মরণভয়ে পরিদেবন করিতে করিতে পরন্তপ তখন দুইটা গাথা বলিল :—

এত দিন পরে, হায়, সে শঙ্ক ফিরিয়া আসি বলেছে যা ঘটিল এখন,
সে তোমায় বলিয়াছে ঘটেছিল পূর্ব্বে যাহা করেছিল যে শাখা চালন।
মূর্খ আমি ভাবিতাম, চালিত করেছে শাখা, মৃগে বা মানুষে সেইক্ষণ,
ভয়ে তাই কাঁপিতাম; রহস্য বাহির হবে কোন্ সূত্রে না জানি কখন।
ভয়ের কারণ মোর জানিতে পেরেছ তুমি এতদিনে, বুঝিনু নিশ্চয়,
জেনেছ, কি হেতু স্মরি শাখার কম্পন সেই ভয়ে মোর কাঁপিত হৃদয়।

অতঃপর কুমার শেষের গাথাটী বলিলেন :—

সোমাহাড় জানিত না আর কেহ এ ঘটনা, হবে তাঁর বিবাসস্থাপন
বধিলে পিতারে মোর, খণ্ড খণ্ড করি তাঁরে গর্ত্তমধ্যে করিলে স্থাপন
দুষ্কার্য্য হইলে পর প্রাণান্ত হবে তোমার সদা ছিল মনে এই ভয়,
এসেছে সে ক্ষণ এবে, আজ, পাপী দুরাচার, তব প্রায়শ্চিত্ত সময়।

ইহা বলিয়া সেইখানেই তিনি পরন্তপের প্রাণবধ করিলেন এবং শাখাপল্লব দ্বারা শবটা ঢাকিয়া খড়্গখানি ধুইয়া ও স্নান করিয়া পর্ণশালায় ফিরিয়া গেলেন। সেখানে তিনি পুরোহিতকে পরন্তপের নিধনবৃত্তান্ত বলিলেন, মাতাকে ভর্ৎসনা করিলেন এবং "এখন কি কর্ত্তব্য" বলিয়া তিন জনেই বারাণসীতে চলিয়া গেলেন। বোধিসত্ত্ব কনিষ্ঠকে ঔপরাজ্য দান করিলেন এবং দানাদি পুণ্যানুষ্ঠানপূর্ব্বক স্বর্গবাসী হইলেন।

[সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল সেই [illegible] এবং আমি ছিলাম সেই পুরোহিত।]

জাতক

অষ্ট নিপাত।

৪১৭—কাত্যায়নী জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এক মাতৃপোষক উপাসকের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি শ্রাবস্তীনগরের এক কুলপুত্র। ইনি অতি শুদ্ধাচার ছিলেন, পিতার মৃত্যুর পরে মাতাকে প্রত্যক্ষদেবতা জ্ঞান করিয়া মুখধোবন, দন্তকাষ্ঠসংগ্রহ, স্নান, পাদপ্রক্ষালন প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যে তাঁহার সেবা করিতেন এবং যবাগুভক্তাদি দিয়া তাঁহার ভরণপোষণ করিতেন। একদিন তাঁহার মাতা বলিলেন, "বাবা, গৃহস্থের আরও অনেক কাজ আছে; তুমি সমজাতিকুল হইতে এক কন্যা বিবাহ কর; সেই আমার সেবা করিবে, তুমি অন্য কাজে মন দিতে পারিবে।" পুত্র বলিলেন, "মা, আমি নিজের মঙ্গলপ্রত্যাশা করিয়াই তোমার সেবা করিতেছি; আর কে তোমার এমন সেবা করিবে?" "বাবা, যাহাতে বংশবৃদ্ধি হয়, তাহাও ত করিতে হইবে।" "আমার গৃহবাসে আসক্তি নাই। আমি তোমার সেবা করিব এবং তোমার মৃত্যু হইলে, * প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব।" মাতা পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই পুত্রের মন ফিরাইতে পারিলেন না। তখন পুত্রের সম্মতি না লইয়াই তিনি সমজাতিকুল হইতে এক পাত্রী আনয়ন করিলেন। মাতার আদেশ লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া কুলপুত্র এই কন্যাকে বিবাহ করিলেন।

বধূ দেখিল, তাহার স্বামী অত্যন্ত উৎসাহের সহিত মাতৃসেবা করেন; অতএব সেও যত্নের সহিত শাশুড়ীর সেবা করিতে লাগিল। তাঁহার পত্নী অতি যত্নে তাঁহার মাতার সেবা করিতেছে, দেখিয়া কুলপুত্র সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি যেখানে পাইতেন, ভাল ভাল খাদ্য আনিয়া পত্নীকে দিতে লাগিলেন। ইহাতে ঐ রমণী বড় গর্ব্বিতা হইল। সে কিয়ৎকাল পরে ভাবিতে লাগিল, 'আমার স্বামী যেখানে যাহা পান, ভাল ভাল খাদ্য আনিয়া আমাকেই দেন। ইনি নিশ্চয় মাকে তাড়াইয়া দিতে চান। যাহাতে তাড়াইবার সুযোগ পান, আমি তাহার ব্যবস্থা করিতেছি।' অনন্তর সে একদিন তাহার স্বামীকে বলিল, "আর্য্যপুত্র, আপনি বাহিরে গেলে আপনার মা আমাকে বড় গালি দেন।" কিন্তু সে ব্যক্তি ইহার কোন উত্তরই দিলেন না। তখন ঐ রমণী স্থির করিল, 'বুড়ীকে উত্ত্যক্ত করিয়া আমার পতির অপ্রীতিভাজন করিতে হইবে।' সে তখন হইতে বৃদ্ধাকে কোন দিন অত্যুষ্ণ, কোন দিন বা অতি শীতল, কোন দিন অতিলবণ, কোন দিন বা লবণহীন যবাগূ দিতে লাগিল। বৃদ্ধা যদি বলিত, "বৌ মা, বড় গরম," বা "নুণ বড় বেশী হইয়াছে," তাহা হইলে সে পাত্র পূর্ণ করিয়া শীতল জল ঢালিয়া দিত; ইহাতে বৃদ্ধা বলিত, "মা, বড় ঠাণ্ডা" বা "নুণ বড় কম হইয়াছে;" তখন বধূ মহাশব্দে কন্দল করিতে প্রবৃত্ত হইত, বলিত "এই না বলিলে, বড় গরম, লবণ বেশী হইয়াছে? ওমা, তোমাকে যে খুসী করা ভার!" স্নানের সময়েও সে বৃদ্ধার পৃষ্ঠে খুব গরম জল ঢালিয়া দিত; বৃদ্ধা যদি বলিত, "বাছা, আমার পিঠ যে পুড়িয়া গেল," অমনি বৌমা কলসী পুরিয়া শীতল জল ঢালিয়া দিত। "মা, জল বড় ঠাণ্ডা," বৃদ্ধা এই কথা বলিলে, বৌমা প্রতিবেশীদিগকে ডাকিয়া বলিত, "দেখ্‌লে কাণ্ড; এই বলিল কত গরম; এখন আবার বড় ঠাণ্ডা বলিয়া চেঁচাইতেছে। কার সাধ্য, বল ত, এর মন যোগাইয়া চলিতে পারে? এত অপমান কি সহ্য করা যায়?" বৃদ্ধা যদি বলিত, "বৌমা, আমার খাটিয়ায় অনেক ছারপোকা হইয়াছে," তাহা হইলে বৌমা বৃদ্ধার খাটিয়া বাহিরে আনিয়া তাহার উপর নিজের খাটিয়া ঝাড়িত, এবং পুনর্ব্বার উহা গৃহের মধ্যে লইয়া বলিত, "তোমার খাটিয়া ঝাড়িয়া আনিয়াছি।" বৃদ্ধা দ্বিগুণিত মৎকুণের দংশনে সমস্ত রাত্রি বসিয়া কাটাইত, এবং ভোরে উঠিয়া বলিত, "মা, সমস্ত রাত্রি ছারপোকায় খাইয়াছে।" বৌমা বলিত, "কাল না তোমার খাটিয়া ঝাড়িয়াছি; তাহার আগের দিনও ঝাড়িয়াছিলাম; তোমাকে সন্তুষ্ট করা অসম্ভব!" বৃদ্ধার পুত্রকে বিরূপ করিবার জন্য ঐ রমণী আরও একটী উপায় অবলম্বন করিল। সে যেখানে সেখানে কফ, কাসি, থুথু ও পাকা চুল ফেলিতে ও রাখিতে লাগিল। বৃদ্ধার পুত্র একদিন জিজ্ঞাসা করিল, "কে সমস্ত ঘর এইরূপে নোংরা করিয়াছে?" রমণী বলিল,

---

* 'মুতুংধাকং মুহকালে'।

"তোমারই মা জননী। ওরূপ করিও না বলিলে তিনি ঝগড়া করেন, আমি এমন কালকর্ণীর সহিত আর এক ঘরে তিষ্ঠিতে পারি না; হয় ইঁহাকে লইয়া ঘর কর, নয় আমাকে রাখ।" এই কথা শুনিয়া কুলপুত্র বলিলেন "ভদ্রে, তুমি যুবতী; তুমি যেখানে সেখানে গিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পার। আমার মা কিন্তু অতি দুর্ব্বলা; আমা ভিন্ন তাঁহার আর কোন অবলম্বন নাই। অতএব তুমিই বাপের বাড়ী যাও।" এই উত্তরে রমণীর বড় ভয় হইল; সে ভাবিল, 'ইঁহাকে মায়ের প্রতি বিরূপ করা অসাধ্য; ইনি একান্ত মাতৃভক্ত। আমি যদি এখন বাপের বাড়ী যাই, তাহা হইলে আমাকে একরূপ বিধবাই হইতে হইবে। তখন আমার দুঃখের সীমা পরিসীমা থাকিবে না। অতএব এখন হইতে পূর্ব্বের মত শাশুড়ীর মন যোগাইব ও সেবা শুশ্রূষা করিব।' এই সঙ্কল্প করিয়া সে বৃদ্ধার পূর্ব্ববৎ সেবা আরম্ভ করিল।

ইহার পর সেই উপাসক একদিন ধর্ম্মকথাশ্রবণের জন্য জেতবনে উপস্থিত হইলেন এবং শাস্তাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক একান্তে আসন গ্রহণ করিলেন। শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, "কি হে উপাসক, পুণ্যকর্ম্মানুষ্ঠানে ত তোমার অনবধান হয় না? পূর্ব্ববৎ মাতৃসেবা করিতেছ ত?" উপাসক বলিলেন, "হাঁ, ভদন্ত। মা আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এক কুলকন্যা আনিয়াছিলেন; সে এই এই অন্যায় কার্য্য করিয়াছিল।" তিনি শাস্তাকে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনাইলেন এবং বলিলেন, "কিন্তু, ভগবন্, সে কিছুতেই মা ও ছেলের মধ্যে বিরোধ ঘটাইতে পারে নাই; এবং এখন নিজেও পরম যত্নে আমার মায়ের সেবা করিতেছে।" ইহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "বেশ, এবার তুমি ঐ রমণীর কথা মত কাজ কর নাই বটে, পূর্ব্বে কিন্তু ইহারই কথায় তুমি তোমার মাকে তাড়াইয়া দিয়াছিলে এবং শেষে আমারই প্রভাববলে পুনর্ব্বার তাঁহাকে গৃহে আনয়নপূর্ব্বক সেবা শুশ্রূষা করিয়াছিলে।" অনন্তর উপাসকের অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে কোন কুলপুত্র পিতার মৃত্যুর পরে মাতাকে দেবতাজ্ঞান করিয়া উক্তরূপে তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতেন। [ইহার পর, পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, সেই ভাবে সমস্ত সবিস্তর বর্ণনা করিতে হইবে।] "আমি এমন কালকর্ণীর সহিত একত্র বাস করিতে পারিব না; হয় ইহাকে লইয়া, নয় আমাকে লইয়া ঘরবাস কর" কুলপুত্রের পত্নী এই কথা বলিলে, তিনি তাহার কথায় বিশ্বাস করিলেন এবং ভাবিলেন যে, তাঁহার মাতারই দোষ। তিনি মাতাকে বলিলেন, "মা, তুমি বাড়ীতে প্রত্যহ ঝগড়া কর; এখান হইতে চলিয়া যাও এবং যেখানে ইচ্ছা বাস কর গিয়া।" "বেশ বলেছ, বাবা", ইহা বলিয়া বৃদ্ধা কাঁদিতে কাঁদিতে এক আত্মীয়ের বাড়ীতে আশ্রয় লইল এবং মজুরি করিয়া অতিকষ্টে দিনপাত করিতে লাগিল।

শাশুড়ী প্রস্থান করিলে পুত্রবধূ গর্ভ ধারণ করিল। সে তখন পতি ও প্রতিবেশীদিগকে বলিয়া বেড়াইতে লাগিল, "ডাইনটা যতদিন ঘরে ছিল, ততদিন আমি গর্ভধারণ পর্য্যন্ত করিতে পারি নাই; এখন আমার গর্ভসঞ্চার হইয়াছে।" কিয়ৎকাল পরে সে একটী পুত্র প্রসব করিল এবং স্বামীকে বলিল, "তোমার মা যতদিন ঘরে ছিল, ততদিন আমার ছেলে হয় নাই, এখন হইয়াছে; ইহাতেই বুঝিয়া লও যে, সে ডাইন।" বৃদ্ধা শুনিল যে, বাড়ী ছাড়িবার পরে তাহার পৌত্র জন্মিয়াছে। সে ভাবিল, 'পৃথিবীতে নিশ্চয় ধর্ম্মের মরণ হইয়াছে। ধর্ম্ম যদি না মরিবে, তাহা হইলে মাকে প্রহার করিয়া ও তাড়াইয়া দিয়া লোকে কি পুত্রলাভ করিতে ও সুখে থাকিতে পারে? আমি ধর্ম্মের পিণ্ডি দিব।' * ইহা স্থির করিয়া সে একদিন কিছু তিলবাটা, চাউল, একটা পাক করিবার পাত্র ও একখানা হাতা লইয়া আমকশ্মশানে † গেল, তিনটা মড়ার মাথার ঝুঁটি দিয়া উনান তৈয়ার করিল, আগুন জ্বালিয়া জলে নামিল,

---

* [illegible]

† [illegible]

ডুব দিয়া স্নান করিল, কাপড় ধুইয়া উনানের কাছে আসিল, এবং চুল খুলিয়া চাউল ধুইতে বসিল।

সে কালে বোধিসত্ত্ব দেবরাজ শক্র হইয়াছিলেন। বোধিসত্ত্বগণ অপ্রমত্তভাবে জগতের রক্ষণাবেক্ষণ করেন। তিনি ঐ সময়ে জগৎ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন; তিনি দেখিলেন বৃদ্ধা মনের দুঃখে, ধর্ম্ম মরিয়াছে এই বিশ্বাসে, ধর্ম্মের উদ্দেশে পিণ্ডদান করিতে ইচ্ছা করিয়াছে। 'আজ আমার বল প্রদর্শন করিতে হইবে' এই সঙ্কল্প করিয়া বোধিসত্ত্ব ব্রাহ্মণের বেশে, যেন রাজপথ দিয়া চলিতেছিলেন এবং বৃদ্ধাকে দেখিয়াই যেন পথ ছাড়িয়া তাহার নিকটে গেলেন, এই ভাবে দেখা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা শ্মশানে ত কেহ খাদ্য রন্ধন করে না; তুমি এখানে বসিয়া যে তিলোদন পাক করিতেছ, তাহা দিয়া কি করিবে?" এইরূপে কথা উত্থাপন করিবার কালে তিনি প্রথম গাথা বলিলেন:—

> ধবল বসন পরি জলসিক্ত কেশে শুদ্ধভাবে, কাত্যায়নি, বল কি উদ্দেশে
> রন্ধনের পাত্র তুলি অপূর্ব্ব উনানে পিষ্ট তিল তণ্ডুল ধুইছ সাবধানে?
> রন্ধন করিবে তুমি বুঝি তিলোদন! কার জন্য বল তব এই আয়োজন?

তাঁহাকে আয়োজনের কারণ বুঝাইবার জন্য বৃদ্ধা দ্বিতীয় গাথা বলিল:—

> যতনে করিব আমি পাক তিলোদন; কিন্তু না, ব্রাহ্মণ, কারো ভোজন-কারণ।
> মরিয়াছে ধর্ম্ম, তার পিণ্ডদান তরে রাঁধিতেছি আমি ইহা শ্মশান ভিতরে।

তখন শক্র তৃতীয় গাথা বলিলেন:—

> না জানিয়া কাজ করা উচিত না হয়; মরেছেন ধর্ম্ম তুমি শুনিলে কোথায়?
> অপার প্রভাব তাঁর, সহস্র নয়ন; মরণ কি ঘটে ধর্ম্মরাজের কখন?

শক্রের কথা শুনিয়া বৃদ্ধা দুইটী গাথা বলিল:—

> অকাট্য প্রমাণ আমি পেয়েছি, ব্রাহ্মণ; নিঃসন্দেহ হইয়াছে ধর্ম্মের মরণ।
> তেঁই এবে ধরাধামে পাপী আছে যত, দণ্ড পাওয়া দূরে থাক্, ভুঞ্জে সুখ কত।
> বন্ধ্যাপুত্রবধূ মোর, প্রহারি আমায়, পুত্রবতী হইয়াছে, শুন মহাশয়।
> সর্ব্বময়ী কর্ত্রী সেই গৃহের এখন; অনাথা হইয়া আমি করেছি ভ্রমণ।

অতঃপর শক্র ষষ্ঠ গাথা বলিলেন:—

> আমি ধর্ম্ম; এখনও রয়েছি জীবিত, মরি নাই, এসেছি করিতে তব হিত।
> পেয়েছে তনয় যেই প্রহারি তোমারে, পুত্রসহ ভস্মীভূত করিব তাহারে।

ইহা শুনিয়া বৃদ্ধা বলিয়া উঠিল, "কি বলিলে ঠাকুর? আমার নাতির যাহাতে মরণ না হয়, তাহা করিতে হইবে।" অনন্তর সে সপ্তম গাথা বলিল:—

> দেবরাজ, হোক তব ইচ্ছার পূরণ; আমার হিতার্থে যদি হেথা আগমন,
> দাও বর, যেন পুত্র পৌত্র-স্নুষাসহ প্রীতভাবে একগৃহে থাকি অহরহ।

তখন শক্র অষ্টম গাথা বলিলেন:—

> ছাড় নাই ধর্ম্ম তুমি এত উৎপীড়নে, ইচ্ছার পূরণ তব হবে সে কারণে।
> দিনু বর, প্রীতভাবে তুমি অহরহ থাকিবে একত্র পুত্রপৌত্রস্নুষাসহ।

অনন্তর শক্র দিব্যবস্ত্র-বিভূষিত নিজরূপ ধারণ করিলেন এবং আত্মানুভাববলে আকাশে আসীন হইয়া বলিলেন, "কাত্যায়নি, তোমার ভয় নাই; আমার অনুভাববলে তোমার পুত্র ও পুত্রবধূ আসিয়া পথিমধ্যেই তোমার ক্ষমা চাহিবে এবং তোমাকে লইয়া যাইবে। তুমি

অপ্রমত্ত ভাবে থাকিও।" ইহা বলিয়া শক্র নিজস্থানে চলিয়া গেলেন। এ দিকে বৃদ্ধার পুত্র ও পুত্রবধূ হঠাৎ তাহার গুণগ্রাম স্মরণ করিয়া ভাবিল, 'মা এখন কোথায়?' এবং যখন গ্রামবাসীদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিল, যে সেই বৃদ্ধা শ্মশানাভিমুখে গিয়াছে, তখন তাহারা মা, মা বলিতে বলিতে শ্মশানের পথে ছুটিল। পথে তাহারা বৃদ্ধার দেখা পাইয়া তাহার পাদমূলে পতিত হইল এবং কাতরভাবে বলিল, "মা, আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর।" বলা বাহুল্য, বৃদ্ধা তাহাদিগকে সর্বান্তঃকরণে ক্ষমা করিল এবং পৌত্রটীকে কোলে লইল। অতঃপর তাহারা অতি সম্প্রীতভাবে একত্র বাস করিতে লাগিল।

স্নুষাসহ কাত্যায়নী মনের সুখেতে একঘরে আরম্ভিল কাল কাটাইতে।
পুত্র, পৌত্র দুইজনে ইন্দ্রের কৃপায় একমনে হ'ল রত বৃদ্ধার সেবায়।

এইটী অভিসম্বুদ্ধ গাথা।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই উপাসক স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন। সমবধান—তখন এই মাতৃপোষক উপাসক ছিল সেই মাতৃপোষক কুলপুত্র, ইহার ভার্যা ছিল তাহার ভার্যা এবং আমি ছিলাম শক্র।]

৪১৮—অষ্টশব্দ-জাতক।

[কোশলরাজ নিশীথ সময়ে অতি ভীষণ আর্তরব শুনিয়াছিলেন। তদুপলক্ষ্যে শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি কালে এই কথা বলিয়াছিলেন। পূর্বে লোহকুম্ভি-জাতকে (৩১৪) যাহা বলা হইয়াছে, এই জাতকের বর্তমান বস্তুও সেইরূপ। কোশলরাজ শাস্তাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "ভদন্ত, এই সকল শব্দ শুনিয়াছি বলিয়া আমার কি কোন বিপত্তি ঘটিবে?" শাস্তা বলিয়াছিলেন, "কোন ভয় নাই, মহারাজ; কেবল আপনি একাই যে এবংবিধ ভীষণ আর্তস্বর শুনিয়াছেন, তাহা নহে; পূর্বেও রাজারা এইরূপ শব্দ শুনিয়া ব্রাহ্মণদিগের কথায় সর্বচতুষ্কযজ্ঞসম্পাদনের ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষে, যজ্ঞার্থ যে সকল জন্তু আহরণ করা হইয়াছিল, পণ্ডিতদিগের উপদেশে তাহাদিগকে মুক্তি দিয়া সমস্ত নগরে ভেরী বাজাইয়া প্রাণিহত্যা নিষেধ করিয়াছিলেন।" অনন্তর কোশলরাজের অনুরোধে শাস্তা সেই অতীত কথা বলিয়াছিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব এক অশীতিকোটি-বিভবসম্পন্ন ব্রাহ্মণকুলে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি তক্ষশিলায় গিয়া বিদ্যাভ্যাস করিলেন এবং মাতাপিতার মৃত্যু হইলে ভাণ্ডারস্থ ঐশ্বর্য দেখিয়া তাহার সমস্তই দানকল্পে বিসর্জন করিলেন। তিনি বিষয়বাসনা পরিহারপূর্বক হিমালয়ে চলিয়া গেলেন এবং সেখানে ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণানন্তর ধ্যানাভিজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন। ইহার দীর্ঘকাল পরে তিনি লবণ ও অম্লসেবনার্থ লোকালয়ে ভিক্ষাচর্যা করিবার জন্য বারাণসীতে উপস্থিত হইলেন এবং রাজার উদ্যানে অবস্থিতি করিলেন।

ঐ সময়ে একদা বারাণসীরাজ শ্রীগর্ভে শয়ন করিয়া অর্ধরাত্রিকালে আটটী শব্দ শুনিলেন। রাজভবনের নিকটবর্তী উদ্যানে একটা বক প্রথম শব্দ করিল; ইহার অব্যবহিত পরেই হস্তিশালার তোরণনিবাসিনী এক কাকী দ্বিতীয় শব্দ করিল। রাজভবনের চূড়ার মধ্যে একটা ঘুণ ছিল; তৃতীয় শব্দ তাহার। চতুর্থ শব্দ রাজবাটীর একটা পোষা কোকিলের; পঞ্চম শব্দ তদ্রূপ একটা পোষা হরিণের; ষষ্ঠ শব্দ একটা পোষা বানরের; সপ্তম শব্দ একটা পোষা কিন্নরের। ইহার পরক্ষণেই রাজভবনের উপর দিয়া উদ্যানাভিমুখে যাইবার কালে এক

প্রত্যেকবুদ্ধ উদান গান করিয়া অষ্টম শব্দ করিলেন। বারাণসীরাজ এই অষ্ট শব্দ শুনিয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন এবং পরদিন ব্রাহ্মণদিগকে ইহার ফলাফল জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাহ্মণেরা বলিলেন, 'মহারাজ, আপনার বড় বিঘ্ন দেখিতেছি। সর্ব্বচতুষ্ক যজ্ঞ সম্পাদন করিতে হইবে।" রাজা বলিলেন, "আপনাদের যাহা ইচ্ছা, তাহাই করুন।"

রাজার অনুমতি পাইয়া ব্রাহ্মণেরা অতিমাত্র তুষ্ট হইলেন এবং রাজভবন হইতে বাহিরে গিয়া যজ্ঞের আয়োজন আরম্ভ করিলেন। যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যিনি প্রধান, তাঁহার এক অন্তেবাসী ব্রাহ্মণকুমার অতি বিচক্ষণ ও সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি আচার্য্যকে বলিলেন, "গুরুদেব, এতগুলি প্রাণীকে এইরূপ নিষ্ঠুরভাবে বধ করিবেন না।" আচার্য্য বলিলেন, "তুমি কি জান, বাবা? ইহাতে আমাদের যদি অন্য কোন লাভও না হয়, তথাপি আমরা আহারের জন্য প্রচুর মৎস্যমাংস পাইব।" "আচার্য্য, উদরের জন্য নরকের দ্বার খুলিবেন না।" মাণবকের কথায় অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা ক্রুদ্ধ হইলেন; কাজেই তিনি ভয় পাইয়া "বেশ, আপনারা মৎস্যমাংস-ভোজনের উপায় করুন," ইহা বলিয়া সে স্থান ত্যাগ করিলেন, এবং রাজাকে নিবারণ করিতে পারেন, নগরের বাহিরে এমন কোন ধার্ম্মিক শ্রমণ পাওয়া যায় কিনা তাহা অনুসন্ধান করিবার জন্য রাজোদ্যানে উপনীত হইলেন। সেখানে বোধিসত্ত্বের দেখা পাইয়া মাণবক তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক বলিলেন, "ভবাদৃশ মহাত্মাদিগের হৃদয়ে কি দয়া নাই? রাজা বহুপ্রাণী বধ করিয়া যজ্ঞ করাইবেন; এতগুলি জীবের বন্ধন মোচন করা কি কর্ত্তব্য নহে?" "দেখ, মাণবক; এখানে রাজা আমায় জানেন না; আমিও রাজাকে জানি না।" "ভদন্ত, রাজা যে সকল শব্দ শুনিয়াছেন, আপনি তাহাদের ফল জানেন কি?" "আমি জানি।" "যদি জানেন, তবে রাজাকে বলুন না কেন?" "আমি কি নিজের ললাটে শৃঙ্গ বান্ধিয়া * বলিব গিয়া যে, আমি জানি? তিনি যদি এখানে আসিয়া জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে বলিতে পারি।" তখন মাণবক বেগে ছুটিয়া রাজভবনে গেলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বাবা?" "মহারাজ, আপনার উদ্যানে একজন তাপস আসিয়াছেন; আপনি যে সকল শব্দ শুনিয়াছেন, তিনি তাহাদের ফল জানেন। তিনি মঙ্গল-শিলায় বসিয়া আছেন; তিনি আমাকে বলিলেন, 'রাজা যদি আমায় একবার জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে বলিতে পারি।' একবার সেখানে গিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য, মহারাজ।' রাজা সত্বর সেখানে গিয়া তাপসকে প্রণাম করিলেন এবং তাপস তাঁহাকে প্রত্যভিবাদন করিলে আসন গ্রহণপূর্ব্বক জিজ্ঞাসিলেন, "ভদন্ত, আমি যে সকল শব্দ শুনিয়াছি, আপনি তাহাদের ফল অবগত আছেন ইহা সত্য কি?" "হাঁ মহারাজ, একথা সত্য।" "তবে দয়া করিয়া বলুন।" "মহারাজ, ঐ সকল শব্দশ্রবণে আপনার কোন বিঘ্নের সম্ভাবনা নাই। আপনার পুরাতন উদ্যানে একটা বক আছে; সে খাদ্যের অভাবে ক্ষুধার্ত্ত হইয়া প্রথম শব্দ করিয়াছে।" অনন্তর বোধিসত্ত্ব আত্মজ্ঞান বলে নিম্নলিখিত প্রথম গাথায় অবিকৃতভাবে বকের শব্দ ব্যাখ্যা করিলেন :—

পৈতৃক ভবন মম সুগভীর জলপূর্ণ ছিল পূর্ব্বে শুনি লোকমুখে;
ছিল বহু মৎস্য হেথা, বকরাজ সেই হেতু করিতেন হেথা বাস সুখে।
এখন নাহিক জল, মৎস্য কোথা পাব বল? ভেকে করি উদর পূরণ;
পৈতৃক বাসের মায়া তবু না ছাড়িতে পারি; করি না ক অন্যত্র গমন।

"মহারাজ, সেই বক ক্ষুধায় কাতর হইয়া এই শব্দ করিয়াছিল। আপনি যদি তাহার

* ইংরাজী অনুবাদক বলেন ইহা গর্ব্বের চিহ্ন। বাইবেলেও এইভাব দেখা যায় (Jeremiah, 48, 25)।

ক্ষুধা মোচন করিতে চান, তাহা হইলে উদ্যানটীর সংস্কার করিয়া সেই পুষ্করিণীটী পুনর্ব্বার জলে পূর্ণ করুন।" তাহাই করিবার জন্য রাজা একজন অমাত্যকে আজ্ঞা দিলেন।

বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "মহারাজ, আপনার হস্তিশালার তোরণে একটা কাকী বাস করে। যে পুত্রশোকে দ্বিতীয় শব্দ করিয়াছে। তাহাতে আপনার কোন ভয়ের কোন কারণ নাই।" ইহা বলিয়া বোধিসত্ত্ব দ্বিতীয় গাথায় কাকীর কথা বলিলেন :—

কে করিবে দয়া করি দুরাচার বন্ধুরের দ্বিতীয় চক্ষুটী উৎপাটন?
রক্ষিবে কুলায়, আর, আমার শাবকগণে, দয়া করি বল কোন্ জন?

গাথাটী বলিয়া বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসিলেন, "মহারাজ, আপনার হস্তিশালায় যে মাহুত আছে, তাহার নাম কি?" "তাহার নাম বন্ধুর।" "তাহার কি একটী চক্ষু নাই?" "হাঁ, ভদন্ত, সে কাণা।" "মহারাজ, আপনার হস্তিশালার তোরণে এক কাকী কুলায় নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে অণ্ডপ্রসব করিয়াছিল; সেগুলি পরিণত হইলে শাবক নির্গত হইয়াছিল; মাহুত যখনই হাতী চড়িয়া বাহিরে যায় বা ভিতরে আইসে তখনই অঙ্কুশের আঘাতে কাকীকে ও তাহার শাবকগুলিকে প্রহার করে এবং বাসাটা ভাঙ্গিয়া ফেলে। এই দুঃখে পীড়িতা হইয়া কাকী বন্ধুরের অবশিষ্ট চক্ষুটীর বিনাশ কামনা করে। আপনি যদি কাকীর প্রতি অনুকম্পা পরায়ণ হন, তাহা হইলে বন্ধুরকে ডাকাইয়া নিষেধ করিয়া দিন যে, আর যেন সে কাকীর কুলায় নষ্ট না করে। রাজা তখনই বন্ধুরকে ডাকাইলেন, তাহাকে তিরস্কার করিয়া পদচ্যুত করিলেন এবং আর এক ব্যক্তিকে মাহুত নিযুক্ত করিলেন। তখন বোধিসত্ত্ব আবার বলিতে লাগিলেন, "মহারাজ, আপনার প্রাসাদের চূড়ার মধ্যে একটা ঘুণ কীট আছে। সে এতদিন কাষ্ঠের অসার অংশ খাইয়াছে; এখন অসার ফুরাইয়াছে, তাহার সার খাইবার শক্তি নাই; সে বিবর হইতে বাহির হইতেও পারিতেছে না; কাজেই খাদ্যাভাবে পরিদেবন করিয়াছে। এই হইল আপনার তৃতীয় শব্দ। ইহাতে আপনার কোন ভয়ের কারণ নাই।" অতঃপর বোধিসত্ত্ব প্রজ্ঞাবলে ঘুণকীটের মনের ভাব জানিয়া তৃতীয় গাথা বলিলেন :—

অসার যতটা ছিল সমস্ত করেছি শেষ; খাদ্যাভাবে কষ্ট এবে পাই,
সার আছে যথেষ্ট কিন্তু তাহার মাঝে ঘুণের শকতি কোন নাই।

রাজা একটা লোক ডাকাইয়া তাহা দ্বারা ঘুণকীটটাকে বাহির করাইলেন। তখন বোধিসত্ত্ব আবার জিজ্ঞাসিলেন, "মহারাজ, আপনার বাড়ীতে একটা পোষা কোকিলা আছে কি?" "হাঁ, ভদন্ত।" "মহারাজ, সে এখন নিজের পূর্ব্ব বাসস্থান সেই বনস্থলী স্মরণ করিয়া উৎকণ্ঠিত হইয়াছে এবং বলিয়াছে, "হায়, কবে আমি এই পঞ্জর হইতে বাহির হইয়া রমণীয় বনভূমিতে উড়িয়া বেড়াইব?" এইটী চতুর্থ শব্দ। ইহাতেও আপনার কোন ভয়ের কারণ নাই।" অনন্তর বোধিসত্ত্ব চতুর্থ গাথা বলিলেন :—

এ হর্ম্ম্যবন হতে মুক্তিলাভ করি, হায়, কবে কি যাইব আমি আর?
শাখাপল্লবের কুঞ্জে [illegible], [illegible]।

"মহারাজ, ঐ কোকিলা বড় উৎকণ্ঠিতা হইয়াছে, উহাকে ছাড়িয়া দিন।" রাজা তাহাই করিলেন। বোধিসত্ত্ব তখন জিজ্ঞাসিলেন, "আপনার বাড়ীতে একটা পোষা হরিণ আছে কি?" "আছে, ভদন্ত।" "মহারাজ, এই হরিণটা একটা যূথের অধিপতি ছিল। সে নিজের মৃগীকে স্মরণপূর্ব্বক কামবশে উৎকণ্ঠিত হইয়া পঞ্চম শব্দ করিয়াছে :—

এ রাজভবন হ'তে মুক্তি যদি পাই আমি, মৃগসহ মিলিয়া আবার,
চরি অগ্রে সকলের, করি অগ্রোদক * পান তৃপ্তি কত হইবে আমার।"

অনন্তর মহাসত্ত্ব হরিণটাকেও মুক্তি দেওয়াইলেন এবং রাজাকে জিজ্ঞাসিলেন, "আপনার বাড়ীতে একটা পোষা বানর আছে কি?" "আছে ভদন্ত।" "মহারাজ, সেই বানর হিমালয়ে যূথপতি ছিল এবং অনেক বানরীর সঙ্গে কামপরবশ হইয়া বিচরণ করিত। ভরত নামে এক ব্যাধ তাহাকে ধরিয়া এখানে আনিয়াছে। সে এখন উৎকণ্ঠার বশে হিমালয়ে ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা করিতেছে। ষষ্ঠ শব্দের এই কারণ। ইহাতেও আপনার কোন ভয় নাই।

কামাতুর ছিনু আমি; ভরত বাহ্লিকবাসী ধরি মোরে এনেছে হেথায়;
ছাড়ি দাও, দয়া করি; মঙ্গল হইবে তব; এ যন্ত্রণা সহা নাহি যায়।"

মহাসত্ত্ব ইহা বলিয়া বানরটাকে মুক্তি দেওয়াইলেন এবং রাজাকে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার বাড়ীতে একটা পোষা কিন্নর আছে?" "হাঁ, ভদন্ত।" "মহারাজ, সে নিজের কিন্নরীর কৃতোপকার স্মরণ করিয়া কামবশে সপ্তম শব্দ করিয়াছে। সে একদিন ঐ কিন্নরীর সঙ্গে তুঙ্গ শৈলশিখরে আরোহণ করিয়াছিল; সেখানে উভয়ে নানাবর্ণের সুগন্ধি পুষ্পচয়ন করিয়া পরিধান করিতেছিল, সূর্য্য যে অস্তমিত হইতেছে সে দিকে লক্ষ্য করে নাই। সূর্য্য অস্ত গেলে যখন তাহারা অবতরণ করিতেছিল, তখন অন্ধকার হইয়াছিল। তখন কিন্নরী তাহার স্বামীকে বলিয়াছিল, 'অন্ধকার হইয়াছে; সাবধানে নামিবেন, যেন পদস্খলন না হয়।' ইহা বলিয়া সে নিজেই স্বামীর হস্ত ধরিয়া তাহাকে নামাইয়াছিল। কিন্নর এখন সেই কথা স্মরণ করিয়া নিজের ভার্য্যার গীতি গাহিতেছে; ইহাতেও আপনার কোন ভয় নাই।"

বোধিসত্ত্ব জ্ঞানবলে এই বৃত্তান্ত যথাযথ জানিতে পারিয়া তাহা ব্যক্ত করিবার জন্য সপ্তম গাথা বলিলেন:—

আঁধারে চৌদিক্ ঘেরে, উত্তুঙ্গ শৈলশিখরে, ছিনু এক সঙ্গে দুই জন;
সস্নেহে মধুর স্বরে বলে প্রিয়া 'নাহি যেন হয় তব পদের স্খলন।'

মহাসত্ত্ব এইরূপে কিন্নরকৃত শব্দের কারণ বলিয়া তাহাকেও মুক্তি দেওয়াইলেন এবং বলিলেন, "মহারাজ, অষ্টম শব্দটা উদানের স্বর। নন্দমূলগুহাবাসী এক প্রত্যেকবুদ্ধ নিজের আয়ুঃশেষ হইয়াছে জানিতে পারিয়া সঙ্কল্প করিয়াছিলেন যে মনুষ্যালয়ে গিয়া বারাণসীরাজের উদ্যানে পরিনির্ব্বাণ লাভ করিবেন; রাজভৃত্যেরা সেখানে তাঁহার শরীরকৃত্য* ও তিরোধানোৎসব সম্পন্ন করিবে, এবং ধাতুপূজা করিয়া স্বর্গবাসীদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবে। ঋদ্ধিবলে আসিবার কালে তিনি যখন আপনার প্রাসাদশিখরের ঊর্দ্ধদেশে উপনীত হইয়াছিলেন তখন, দেহভারমুক্ত হইয়া নির্ব্বাণপুরে প্রবেশ করিতে যাইতেছেন এই উল্লাসে, তিনি উদান গান করিয়াছিলেন:—

জন্মান্তরপ্রাপ্তি-ভয় নিশ্চয় হইল ক্ষয়; গর্ভশয্যা হইবে না আর;
হল চিরদিন তরে গর্ভশয্যা অবসান; আর নাহি হইবে সংসার। †

তিনি উদানটী গান করিয়া এই উদ্যানে উপস্থিত হইয়া এক প্রস্ফুটিত শালতরুর মূলে পরিনির্ব্বাণ লাভ করিয়াছেন। চলুন, তাঁহার শরীরকৃত্য সম্পাদন করুন।" ইহা বলিয়া মহাসত্ত্ব রাজাকে লইয়া সেই প্রত্যেকবুদ্ধের পরিনির্ব্বাণ-স্থানে গমন করিলেন এবং তাঁহার দেহ

* অগ্রোদক অর্থাৎ অনুচ্ছিষ্ট জল; অন্য মৃগেরা পান করিয়া ঘোলা করিবার পূর্ব্বে যে জল পাওয়া যায়।
† সংসার—জন্মান্তর প্রাপ্তি, কর্ম্মবিপাকে নানা যোনিতে ভ্রমণ।

দেখাইলেন। রাজা সৈন্যসামন্তসহ গন্ধমাল্যাদি দ্বারা উঁহার পূজা করিলেন, বোধিসত্ত্বের উপদেশানুসারে যজ্ঞ নিষেধ করিয়া সমস্ত আবদ্ধ প্রাণীকে মুক্তি দিলেন, ভেরীবাদন দ্বারা প্রাণিহত্যা নিষেধ করিলেন, সপ্তাহকাল প্রত্যেকবুদ্ধের তিরোধানোৎসব সম্পন্ন করিয়া মহাড়ম্বরে সুগন্ধি কাষ্ঠের চিতায় তাঁহার শব দাহ করাইলেন এবং যেখানে চারিটী মহাপথ মিলিত হইয়াছে, সেখানে একটী স্তূপ নির্ম্মাণ করাইলেন।

বোধিসত্ত্ব রাজাকে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া এবং অপ্রমত্ত হইতে বলিয়া ব্রহ্মবিহারকর্ম্মানুষ্ঠান পূর্ব্বক অপরিহীন ধ্যানবলে ব্রহ্মলোকপরায়ণ হইলেন।

[এইরূপে ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়া শাস্তা বলিলেন "মহারাজ আপনি যে সকল শব্দ শুনিয়াছেন, তাহাতে কোন ভয়ের কারণ নাই। আপনি যজ্ঞ বন্ধ করিয়া বহু জীবের প্রাণ রক্ষা করুন।" এইরূপে বহু জীবের জীবন রক্ষা করিয়া শাস্তা ভেরীবাদন দ্বারা অভয়দান ঘোষণা করাইলেন।

সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন সেই রাজা, সারিপুত্র ছিলেন সেই মাণবক, এবং আমি ছিলাম সেই তাপস।]

৪১৯—সুলসা-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে অনাথপিণ্ডদের এক দাসীর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। সে নাকি কোন উৎসবের দিনে দাসীদিগের সহিত যাইবার সময়ে প্রভুপত্নী পুণ্যলক্ষণাদেবীর * নিকট আভরণ যাচ্ঞা করিয়াছিল। পুণ্যলক্ষণা তাহাকে একখানি আভরণ দিয়াছিলেন; সে উহা পরিধান করিয়া দাসীগণসহ উদ্যানে গমন করিল। তাহার আভরণ দেখিয়া এক চোরের বড় লোভ জন্মিল, সে তাহাকে মারিয়া আভরণখানি লইবে এই উদ্দেশ্যে তাহার সঙ্গে আলাপ করিতে করিতে উদ্যানে গেল এবং তাহাকে মৎস্যমাংসসুরা প্রভৃতি খাইতে দিল। দাসী মনে করিল, লোকটা কামবশে ঐ সকল দ্রব্য দিতেছে, কাজেই সে সমস্ত গ্রহণ করিল।

অনন্তর সকলে উদ্যানকেলি করিল এবং সন্ধ্যাকালে দাসীরা যখন বিশ্রামার্থ শয়ন করিল, তখন সেই দাসী উঠিয়া ঐ লোকটার নিকটে গেল। লোকটা বলিল "ভদ্রে এ স্থান নিভৃত নহে, চল একটু অগ্রসর হই।" দাসী ভাবিল, 'এ স্থানে কি রহস্যকর্ম্ম করা যায় না? এ লোকটা নিশ্চয় আমাকে মারিয়া আমার অলঙ্কার ও পরিচ্ছদ অপহরণ করিবার অভিসন্ধি করিয়াছে। বেশ, ইহাকে শিক্ষা দিতে হইতেছে।' ইহা স্থির করিয়া সে বলিল, "বঁধু আমার, সুরামদে আমার শরীর শুষ্ক হইয়াছে, একটু জল খাইতে হইবে।" সে চোরকে একটা কূপের ধারে লইয়া গেল এবং তাহার হস্তে রজ্জু ও ঘট দিয়া বলিল "এই কূপ হইতে আমার খাবার জল তোল।" চোর কূপে দড়ি নামাইয়া দিল এবং যেমন জল তুলিবার জন্য অবনত হইয়াছে, অমনি সেই বলবতী দাসী দুই হাতে তাহাকে ভীষণ প্রহার করিয়া কূপে নিক্ষেপ করিল। ইহাতেও পাছে না মারা যায় এই আশঙ্কায় সে তাহার মস্তকোপরি এক বৃহৎ ইষ্টকখণ্ড ফেলিয়া দিল। কাজেই সে তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। দাসীও নগরে ফিরিয়া প্রভুপত্নীকে আভরণ প্রত্যর্পণ করিবার কালে বলিল, "আজ এই গহনার জন্য আমার প্রাণ গিয়াছিল আর কি?" সে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিল, পুণ্যলক্ষণা অনাথপিণ্ডদকে সেই কথা শুনাইলেন, অনাথপিণ্ডদ গিয়া শাস্তার নিকট ইহা বলিলেন। তাহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "গৃহপতি, এই দাসী কেবল এ জন্মে নয়, পূর্ব্বেও যথাকালে প্রত্যুৎপন্নমতি ছিল এবং কেবল এ জন্মে নয়, পূর্ব্বেও সে ঐ চোরের প্রাণবধ করিয়াছিল।" অনন্তর অনাথপিণ্ডদের অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে সুলসা-নাম্নী এক নগরশোভিনী গণিকা ছিল। সে পঞ্চশত বারদাসী-পরিবৃতা হইয়া থাকিত এবং প্রতি রজনীর জন্য সহস্র মুদ্রা গ্রহণ করিত।

* অনাথপিণ্ডদের পত্নীর নাম।

ঐ নগরে শক্তুক-নামক নাগবলসম্পন্ন এক চোর ছিল। সে রাত্রিকালে ধনীলোকের গৃহে প্রবেশ করিয়া যথারুচি চুরি করিত। নগরবাসীরা সমবেত হইয়া রাজার নিকটে অভিযোগ করিল, রাজা নগরগুপ্তিককে আজ্ঞা দিলেন, "নানা স্থানে ঘাটি বসাইয়া চোর ধর এবং তাহার মাথা কাটিয়া ফেল।"

নগরগুপ্তিকের লোকেরা চোরকে ধরিয়া পিঠমোড়া করিয়া বান্ধিল এবং চতুষ্কে চতুষ্কে কশাঘাত করিতে করিতে মশানে লইয়া চলিল। চোর ধরা পড়িয়াছে এই সংবাদে সমস্ত নগর সংক্ষুব্ধ হইল। সুলসা বাতায়নে দাঁড়াইয়া রাস্তার দিকে দেখিতেছিল; সে চোরকে দেখিয়া তাহার প্রতি প্রতিবদ্ধচিত্ত হইল এবং ভাবিল, 'আমি যদি এই বলবান্ যোদ্ধাকে মুক্ত করিতে পারি, তাহা হইলে গণিকা-বৃত্তি পরিহার করিয়া ইহার সহিত গৃহবাস করিব।' অতঃপর, কণবের-জাতকে (৩১৮) যেরূপ বলা হইয়াছে, ঠিক সেই উপায়ে নগরগুপ্তিককে সহস্র মুদ্রা প্রেরণ করিয়া সে চোরকে মুক্ত করিল এবং তাহার সহিত মহানন্দে একত্র বাস করিতে লাগিল। এইরূপে তিন চারি মাস কাটিয়া গেলে চোর ভাবিল, 'আমি আর এ স্থানে বাস করিতে পারিব না; রিক্তহস্তে অন্যত্র যাওয়াও অসম্ভব; সুলসার আভরণগুলির মূল্য লক্ষ মুদ্রা হইবে। উহাকে মারিয়া এই সমস্ত গ্রহণ করা যাউক।' ইহা স্থির করিয়া সে একদিন সুলসাকে বলিল, "ভদ্রে, রাজপুরুষেরা যখন আমাকে বান্ধিয়া লইয়া যাইতেছিল, তখন আমি অমুক পর্ব্বতশিখরস্থ বৃক্ষদেবতার উদ্দেশে পূজা মানত করিয়াছিলাম। সেই দেবতা পূজা না পাইয়া এখন আমাকে ভয় দেখাইতেছেন। অতএব পূজা দিতে হইতেছে।" সুলসা বলিল, "যে আজ্ঞা, প্রভু। পূজা সাজাইয়া পাঠান যাউক।" "ভদ্রে, পাঠাইলে চলিবে না, আমরা দুই জনেই সর্ব্বাভরণমণ্ডিত হইয়া বহু লোকজনের সহিত গিয়া পূজা দিব।" "বেশ, তাহাই করা হইবে।" অনন্তর পূজা সাজাইয়া মহাঘটায় যখন তাহারা পর্ব্বতপাদে উপস্থিত হইল, তখন চোর বলিল, "ভদ্রে, এত লোক দেখিলে দেবতা পূজা গ্রহণ করিবেন না; চল, কেবল আমরা দুই জনেই শিখরে আরোহণ করিয়া পূজা দি।" সুলসা বলিল, "তাহাই করি।" অনন্তর সে সুলসার হস্তে পূজার পাত্র দিল এবং নিজে পঞ্চায়ুধ ধারণ করিয়া পর্ব্বতে আরোহণ করিল। সেখানে শতমনুষ্যপ্রমাণ উচ্চ কোন প্রপাতের নিকটস্থ এক বৃক্ষমূলে পূজোপকরণ রাখিয়া সে সুলসাকে বলিল, "ভদ্রে, আমি পূজা দিতে আসি নাই; আমি তোমাকে মারিয়া তোমার আভরণগুলি লইব, এই জন্য আসিয়াছি। তুমি অলঙ্কারগুলি খুলিয়া ওড়নায় বান্ধিয়া একটা পুটুলি কর।" "আমাকে মারিবেন কেন, স্বামিন্?" "ধনের জন্য।" "স্বামিন্, আমি আপনার যে উপকার করিয়াছি. তাহা একবার স্মরণ করুন। আপনাকে বান্ধিয়া লইয়া যাইতেছিল; আমি শ্রেষ্ঠিপুত্রের সহিত আপনার পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া এবং বহু ধন দিয়া আপনার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলাম। আমি প্রতিদিন সহস্র মুদ্রা পাইতাম; তথাপি এখন অন্য পুরুষের মুখাবলোকন করি না। আমি আপনার সেই উপকারিণী; আমাকে মারিবেন না; আমি আপনাকে বহু ধন দিব এবং আপনার দাসী হইয়া থাকিব।" এই প্রার্থনা করিবার কালে সে প্রথম গাথা বলিল :—

সুবর্ণের হার, বৈদূর্য্য, মুক্তা, যাহা চাও তাহা লও;
হও সুখী তুমি: চরণে তোমার দাসী বলি স্থান দাও।

তখন শক্তুক দ্বিতীয় গাথায় নিজের দৃঢ় সঙ্কল্প ব্যক্ত করিল :—

খোল আভরণ, পরিদেবনের নাহি কোন প্রয়োজন;
না বধি তোমায় পাইব কি আমি তোমার সকল ধন?

সুলসা প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের প্রভাবে তখনই ভাবিল, 'এই দস্যু আমাকে জীবিত থাকিতে দিবে না; এখন কৌশলে প্রপাত হইতে ফেলিয়া দিয়া ইহারই প্রাণনাশ করিতে হইবে।' ইহা স্থির করিয়া সে দুইটী গাথা বলিল :—

হয় না স্মরণ জীবনে কখন, বোধের উদয় হ'লে
ছিল প্রিয়তর কেহ যে আমার তোমা হ'তে ভূমণ্ডলে।

এস আলিঙ্গন করি হে তোমায় জনমের মত, সখা,
করি প্রদক্ষিণ, আর না হইবে তোমাতে আমাতে দেখা।

শত্তুক তাহার অভিসন্ধি বুঝিতে পারিল না; সে বলিল, "বেশ কথা, এস, আমায় আলিঙ্গন কর।" সুলসা তাহাকে তিনবার প্রদক্ষিণ করিল এবং আলিঙ্গনানন্তর বলিল, "স্বামিন্, এখন আমি তোমার চারিপার্শ্বে চারিবার প্রণাম করিব।" ইহা বলিয়া সে প্রথমে তাহার পাদোপরি মস্তক রাখিল; তাহার পর দুই পার্শ্বে গিয়া প্রণাম করিল, এবং শেষে পশ্চাতে গিয়াও প্রণাম করিবে এই ভাব দেখাইয়া সেই নাগবলসম্পন্না গণিকা শত্তুকের উরুদ্বয় ধরিয়া তাহাকে অধোমুখ করিল এবং সেই শতপুরুষপ্রমাণ উচ্চ ভৃগুস্থান হইতে নিরয়সদৃশ গুহার মধ্যে নিক্ষেপ করিল। ইহাতে সেই দস্যু তৎক্ষণাৎ চূর্ণবিচূর্ণদেহে প্রাণত্যাগ করিল। উক্ত শিখরে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইয়া এক দেবতা বাস করিতেন। তিনি এই কাণ্ড দেখিয়া অবশিষ্ট গাথাগুলি বলিলেন :—

পুরুষ(ই) সর্বত্র পণ্ডিত, একথা বিশ্বাসের যোগ্য নয়;
নারীর বুদ্ধিতে হয় কভু কভু পুরুষের পরাজয়।
পুরুষ(ই) সর্বত্র পণ্ডিত, একথা বিশ্বাসের যোগ্য নয়;
প্রত্যুৎপন্নমতি রমণী নিজের দেয় বুদ্ধি পরিচয়।

কত শীঘ্র দেখ, তার(ই) কাছে থাকি সুলসা করিল স্থির
বধের উপায় চোর শত্তুকের, নিক্ষেপি যেমন তীর
আকর্ণ আয়ত শরাসন হ'তে লোকে মৃগ বধ করে,
সুলসা তেমতি নিমেষে শত্তুকে পাঠায় যমের ঘরে।

আসন্ন বিপদ্ নিরখ না করে ক্ষিপ্র যেবা প্রতিকার,
ঘটে মৃত্যু তার, ঘটিল দস্যুর শঙ্গরেতে যে প্রকার। *
আসন্ন বিপদ্ নিরখি যে করে ক্ষিপ্র তার প্রতিকার,
মুক্তি শত্রু হ'তে ঘটে ভাগ্যে তার, ঘটে যথা সুলসার।

সুলসা এইরূপে দস্যুর প্রাণনাশ করিয়া পর্বত হইতে অবতরণপূর্বক আপন লোকজনের কাছে গেল। তাহারা জিজ্ঞাসিল, "আর্য্যপুত্র কোথায়?" সুলসা বলিল, "সে কথা জিজ্ঞাসা করিও না।" অনন্তর সে রথারোহণে নগরে প্রতিগমন করিল।

[সমবধান—তখন এই দুই জন ছিল সেই দুই জন এবং আমি ছিলাম সেই দেবতা।]

---

* বানর (৩৪২) এবং কুহক (৮৯) জাতকেও এই গাথাটি দেখা যায়।

৪২০—সুমঙ্গল-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে রাজাববাদ সম্বন্ধে রাজারই অনুরোধক্রমে এই কথা বলিয়াছিলেন।]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব তাঁহার অগ্রমহিষীর গর্ভে জন্মান্তর লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাঁহার পিতার মৃত্যু হইল। তখন তিনি নিজেই রাজত্ব লাভ করিলেন এবং মহাদানে প্রবৃত্ত হইলেন। সুমঙ্গল-নামক এক ব্যক্তি তাঁহার উদ্যানপালক ছিল।

একদা এক প্রত্যেকবুদ্ধ নন্দমূলগহ্বর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ভিক্ষাচর্য্যা করিতে করিতে বারাণসীতে উপস্থিত হইলেন এবং রাজকীয় উদ্যানে রাত্রিযাপনপূর্ব্বক পর দিন ভিক্ষার জন্য নগরে প্রবেশ করিলেন. তাঁহাকে দেখিয়া রাজার চিত্ত অতি প্রসন্ন হইল; তিনি প্রত্যেকবুদ্ধকে প্রাসাদে আনাইলেন, তাঁহাকে রাজাসনে বসাইয়া নানাবিধ মধুররসযুক্ত খাদ্য ও ভোজ্য দিলেন এবং অনুমোদন-শ্রবণান্তে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার অঙ্গীকার গ্রহণ করিলেন যে অতঃপর তিনি যতদিন বারাণসীতে থাকিবেন, ততদিন ঐ উদ্যানেই বাস করিবেন। অনন্তর তিনি প্রত্যেকবুদ্ধকে উদ্যানে পাঠাইলেন এবং নিজেও প্রাতরাশ সমাপনপূর্ব্বক সেখানে গিয়া তাঁহার দিবাযাপন-স্থান ও রাত্রিযাপন-স্থান সজ্জিত করিয়া দিলেন এবং উদ্যানপাল সুমঙ্গলকে তাঁহার সেবাশুশ্রূষায় নিযুক্ত করিয়া রাজভবনে ফিরিলেন। ঐ সময় হইতে প্রত্যেকবুদ্ধ নিয়ত রাজভবনে ভোজন করিতেন। তিনি উদ্যানে বহুদিন বাস করিলেন; সুমঙ্গলও অতি যত্নে তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিল।

ইহার পর প্রত্যেকবুদ্ধ একদিন সুমঙ্গলকে বলিলেন, "আমি অমুক গ্রামের নিকটে কয়েকদিন অতিবাহিত করিয়া ফিরিব। তুমি রাজাকে একথা বলিও।" প্রত্যেকবুদ্ধ প্রস্থান করিলে সুমঙ্গল রাজাকে এই সংবাদ দিল। প্রত্যেকবুদ্ধ সেখানে কিয়ৎকাল বাস করিয়া একদিন সূর্য্যাস্তের পর উদ্যানে ফিরিলেন। তিনি যে সে দিন আসিবেন, সুমঙ্গল তাহা জানিত না; সে জন্য সে নিজের গৃহে চলিয়া গিয়াছিল। প্রত্যেকবুদ্ধ পাত্রচীবর রক্ষা করিয়া একটু পা-চারি করিলেন এবং একখানা ফলকাসনে বসিলেন।

সে দিন সুমঙ্গলের বাটীতে কয়েকটী সৎকারার্হ অতিথি আসিয়াছিল। তাহাদের জন্য সূপ ও ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে সুমঙ্গল উদ্যানের একটা পোষা হরিণ মারিবার জন্য ধনুক লইয়া উদ্যানে প্রবেশ করিল এবং মৃগ অনুসন্ধান করিতে করিতে দূর হইতে প্রত্যেকবুদ্ধকে দেখিতে পাইল। সে ভাবিল, ফলকাসনে একটা বড় হরিণ রহিয়াছে; কাজেই সে সন্ধান করিয়া প্রত্যেকবুদ্ধকে শরবিদ্ধ করিল। প্রত্যেকবুদ্ধ মস্তকের আবরণ খুলিয়া বলিলেন, "সুমঙ্গল!" ইহাতে মর্ম্মাহত হইয়া সুমঙ্গল বলিল, "ভদন্ত, আপনার যে আগমন হইয়াছে, তাহা আমি জানিতাম না। আমি মৃগভ্রমে আপনাকে শরবিদ্ধ করিয়াছি। আমার অপরাধ ক্ষমা করুন।" "আমি ক্ষমা করিলাম; তুমি এখন কি করিবে? এস, শরটা টানিয়া বাহির কর।" সুমঙ্গল তাঁহাকে প্রণাম করিয়া শরটা টানিয়া বাহির করিল। প্রত্যেকবুদ্ধ তখন দারুণ যন্ত্রণা বোধ করিতে লাগিলেন এবং অবিলম্বে পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলেন। "রাজা জানিলে আমার রক্ষা নাই" ভাবিয়া সুমঙ্গলও দারাপুত্রাদিসহ পলায়ন করিল। সেই সময়েই দেবানুভাববলে সমস্ত নগরে কোলাহলে উদ্ঘোষিত হইল যে, প্রত্যেকবুদ্ধ

পরিনির্ব্বাণ লাভ করিয়াছেন। পরদিন নগরবাসীরা উদ্যানে গিয়া প্রত্যেকবুদ্ধের শব দেখিতে পাইল এবং রাজাকে জানাইল যে, উদ্যানপাল প্রত্যেকবুদ্ধের প্রাণবধ করিয়া পলায়ন করিয়াছে। রাজা বহু অনুচরসহ উদ্যানে গমন করিলেন, সপ্তাহকাল প্রত্যেকবুদ্ধের শবপূজা করিলেন এবং তাহার পর মহাসমারোহে তাঁহার ধাতু আনয়ন করিয়া তদুপরি এক চৈত্য নির্ম্মাণ করাইলেন। তিনি সেখানে গিয়া ধাতুপূজা করিতে লাগিলেন এবং যথাধর্ম্ম রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হইলেন।

এদিকে সুমঙ্গল এক বৎসর অতিবাহিত করিয়া রাজার মন বুঝিবার জন্য এক অমাত্যকে দেখিয়া বলিল, "আমার সম্বন্ধে এখন রাজার মনের ভাব কেমন, অনুগ্রহপূর্ব্বক বলুন।" অমাত্য গিয়া রাজার নিকট সুমঙ্গলের গুণকীর্ত্তন করিলেন; কিন্তু রাজা যেন তাহা শুনিয়াও শুনিলেন না। অমাত্য আর কিছু না বলিয়া সুমঙ্গলকে জানাইলেন যে, রাজা তখনও তাহার প্রতি প্রসন্ন হন নাই। ইহার পর সুমঙ্গল দ্বিতীয় বর্ষেও রাজধানীতে গেল এবং তৃতীয় বৎসরের শেষে দারাপুত্রসহ উপস্থিত হইল। সেই অমাত্য বুঝিলেন, রাজার মন নরম হইয়াছে; তিনি সুমঙ্গলকে দ্বারদেশে রাখিয়া রাজাকে সংবাদ দিলেন; রাজা তাহাকে ডাকাইয়া কুশল জিজ্ঞাসার পর বলিলেন "সুমঙ্গল, তুমি কি জন্য সেই পুণ্যক্ষেত্র প্রত্যেকবুদ্ধের প্রাণনাশ করিলে?" সুমঙ্গল বলিল, "মহারাজ, আমি প্রত্যেকবুদ্ধকে মারিব বলিয়া মারি নাই?" অনন্তর প্রকৃত যাহা ঘটিয়াছিল, সে রাজার নিকট তাহা খুলিয়া বলিল। তাহা শুনিয়া রাজা বলিলেন, "তবে তুমি নির্ভয়ে থাক।" এইরূপ আশ্বাস দিয়া রাজা তাহাকে পুনর্ব্বার উদ্যানপালের পদ দিলেন। তখন সেই অমাত্য রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, আপনি দুইবার সুমঙ্গলের প্রশংসা শুনিয়াও তাহাকে কিছুই বলেন নাই কেন; আর তৃতীয় বারেই বা তাহাকে ডাকাইয়া অনুকম্পা প্রদর্শন করিলেন কেন?" রাজা বলিলেন, "বৎস, রাজাদিগের পক্ষে ক্রুদ্ধ হইয়া সহসা কিছু না করাই কর্ত্তব্য। সেই জন্যই আমি পূর্ব্বে তূষ্ণীম্ভাব দেখাইয়াছিলাম; কিন্তু তৃতীয়বারে সুমঙ্গলের সম্বন্ধে আমার মন অনেকটা নরম হইয়াছে বুঝিয়া তাহাকে ডাকাইয়াছি।" অতঃপর রাজকর্ত্তব্য বুঝাইবার জন্য তিনি নিম্নলিখিত গাথাগুলি বলিলেন:—

অতিক্রুদ্ধ হইয়াছি, জানি ইহা যবে
ক্রোধে দণ্ড দিলে হয় রাজার অখ্যাতি,

নিজের প্রসন্নভাব বুঝিবেন যবে,
প্রকৃত ব্যাপার নিজে করি বিবিক্ষা [illegible]

নির্ব্বিকার চিত্তে সত্যমিথ্যার নির্ণয়
নিজে তিনি হন সুখী, সুখী প্রজা তাঁর,
[illegible] ব্যক্তি ক্রোধে যে করে বিচার,

না বুঝি, না [illegible] করিয়া জিজ্ঞাসা
ইহলোকে [illegible] সেই অপবাদন,

[illegible] রাজধর্ম্ম বিধি [illegible]
[illegible] তাঁহার

রাজা দেন দণ্ড নাহি দেন কোন মনে।
দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি পায় অবশ্য দুর্গতি।

বিচারে প্রবৃত্ত রাজা হইবেন যবে।
অপরাধ অনুরূপ দণ্ড দিতে হয়।

করেন নৃপতি যদি সকল সময়,
ধর্ম্মই করেন রক্ষা ধার্ম্মিক রাজায়।
তথাপি না হয় রাজা হীন তাহায়।

ক্রোধবশে দেয় দণ্ড যে রাজা সদা,
দেহান্তে নরকে সেই যায় সে সময়।

[illegible], [illegible], [illegible] নাহি [illegible]।
[illegible], [illegible] কিছু [illegible] নাই। *

* [illegible] পূর্ব্বেই [illegible] প্রাপ্ত হন, তথাপি [illegible] না।

লক্ষ লক্ষ নর নারী রাজার আশ্রিত; ক্রোধভরে দণ্ডদান অতি অবিহিত।
উপজিলে ক্রোধ মম, ধৈর্য্য সহকারে ধর্ম্মপথে রক্ষা আমি করি আপনারে।
যে দণ্ডপ্রয়োগে করি দুষ্টের দমন, দয়া তার কঠোরতা করে নিবারণ। *

রাজা ছয়টী গাথায় এইরূপে নিজের গুণবর্ণন করিলে সভাস্থ সমস্ত লোকে অতিমাত্র তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "মহারাজ, এই শীলাচারসম্পত্তি আপনারই অনুরূপ।" তাঁহারা ধন্য ধন্য বলিয়া রাজার গুণকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। সভ্যদিগের কথা শেষ হইলে সুমঙ্গল উঠিয়া রাজাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার স্তব করিতে করিতে তিনটী গাথা বলিল :—

কমলা অচলা যেন হয়ে নিরন্তর থাকেন ভবনে তব, অহে নরেশ্বর।
অক্রোধ, প্রসন্নচিত্ত হইয়া সতত মহাসুখে করহ রাজত্ব বর্ষ শত।

এই সব গুণযুক্ত হইয়া রাজন্ দশ রাজধর্ম্মে রত, সদা অক্রোধন,
মিষ্ট ভাষে তুষি সবে, না করি পীড়ন কর সুখে এইরূপে পৃথিবী পালন।
দেহ-অন্তে স্বর্গলাভ হইবে তোমার; হইতে না পারে কভু অন্যথা ইহার।

এইরূপ সুনিয়মে, মধুর বচনে হন যদি রত রাজা প্রজার পালনে,
যথাধর্ম্ম ন্যায়পথে করি বিচরণ সদুপায়ে হ'য় তিনি করেন শাসন,
তা হ'লে লোকের ত্রাস হয় প্রশমিত, হয় যথা মেদিনীর তাপ অন্তর্হিত
মহামেঘ দেখা দিয়া গগনে যখন আষাঢ়ে আরম্ভ করে বারি বরিষণ।

[কোশলরাজকে উপদেশ দিবার জন্য শাস্তা এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়াছিলেন।

সমবধান—তখন সেই প্রত্যেকবুদ্ধ পরিনির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন। তখন আনন্দ ছিলেন সুমঙ্গল এবং আমি ছিলাম সেই রাজা।]

৪২১—গঙ্গমাল-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে পোষধব্রতপালন-সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। যে সকল উপাসক পোষধ পালন করিতেছিলেন, একদিন শাস্তা তাঁহাদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "তোমরা অতি উত্তম কাজ করিয়াছ। যাহারা পোষধপালন করে, তাহাদের কর্ত্তব্য এই যে দান করিবে, শীলরক্ষা করিয়া চলিবে, ক্রোধ পরিহার করিবে, মৈত্রী ভাবনা করিবে, পোষধোচিত অন্যান্য কার্য্য করিবে। পুরাকালে পণ্ডিতেরা আংশিকভাবে পোষধপালন করিয়াই মহাযশস্বী হইয়াছিলেন।" অনন্তর উপাসকদিগের অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে ঐ নগরে শুচিপরিবার-নামক অশীতিকোটি-বিভবসম্পন্ন এবং দানাদিপুণ্যব্রত এক শ্রেষ্ঠী বাস করিতেন। তাঁহার পুত্রদারাদি পরিজন-বর্গ, এমন কি রাখালবালকেরা পর্য্যন্ত সকলে প্রতিমাসে ছয়দিন পোষধব্রত পালন করিত। ঐ সময়ে বোধিসত্ত্ব এক দরিদ্রের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি জন খাটিয়া অতিকষ্টে

---

* Cf. It (mercy) becomes
The throned monarch better than his crown;
... ...
It is an attribute of God himself,
And earthly power doth then show likest God's
When mercy tempers justice—*Shakespeare*
"Mercy is the salt that keeps justice sweet."

জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। একদিন তিনি জন খাটিবার অভিপ্রায়ে শুচিপরিবারের বাটীতে গিয়া নমস্কারপূর্ব্বক একান্তে দাঁড়াইলেন। শুচিপরিবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি জন্য আসিয়াছ, বাপু?" "আপনার বাড়ীতে জন খাটিবার জন্য।" অন্য লোক তাঁহার বাড়ীতে খাটিবার জন্য উপস্থিত হইলে শ্রেষ্ঠী বলিতেন, "এ বাড়ীতে যাহারা কাজ করে, তাঁহারা শীলরক্ষা করে। তুমি যদি শীলরক্ষা করিয়া চলিতে পার, তাহা হইলে কাজ করিতে পার।" কিন্তু বোধিসত্ত্বের নিকট তিনি শীলরক্ষা-সম্বন্ধে কোন কথারই উল্লেখ করিলেন না, বলিলেন, "বেশ বাপু, তুমি বেতন ঠিক করিয়া কাজ করিতে পার।" বোধিসত্ত্ব তখন হইতে শান্তভাবে ও সর্ব্বান্তঃকরণে শ্রেষ্ঠীর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন; তিনি নিজের কষ্টের কথা আদৌ ভাবিতেন না; ভোরে কাজে যাইতেন এবং সন্ধ্যার সময়ে ফিরিতেন।

একদিন নগরে একটা উৎসব হইবে বলিয়া ঘোষণা হইল। মহাশ্রেষ্ঠী দাসীকে ডাকিয়া বলিলেন, "আজ পোষধের দিন; চাকরদিগকে সকাল সকাল ভাত রান্ধিয়া দাও; তাহারা যথাকালে আহার করিয়া পোষধব্রত পালন করিবে।" বোধিসত্ত্ব সকাল বেলায় কাজে গিয়াছিলেন; সেদিন যে পোষধ পালন করিতে হইবে, কেহ তাঁহাকে একথা জানায় নাই। অন্যান্য ভৃত্যেরা প্রাতঃকালে ভোজন করিয়া অবশিষ্ট দিবাভাগে উপবাসী রহিল; শ্রেষ্ঠী নিজেও পুত্র দারাদি পরিজনসহ উপবাস করিলেন; উপবাসিগণ সকলে স্ব স্ব বাসস্থানে গেলেন এবং উপবিষ্ট হইয়া শীলসম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিলেন। এদিকে বোধিসত্ত্ব সমস্ত দিন কাজ করিয়া সূর্য্যাস্ত-গমনের সময়ে ফিরিয়া আসিলেন। পাচিকা তাঁহাকে হাত ধুইবার জন্য জল দিল এবং হাঁড়ি হইতে ভাত বাড়িয়া আনিল। বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর আর দিন এ সময়ে মহাশব্দ হয়; আজ লোক জন সব কোথায় গেল?" "সকলেই উপবাসী হইয়া আপন আপন বাড়ীতে গিয়াছে।" ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, 'এতগুলি শীলবান্ ব্যক্তির মধ্যে আমি একা দুঃশীল হইয়া থাকিব না।' তিনি গিয়া শ্রেষ্ঠীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "এখন উপবাসাদি অবলম্বন করিলে পোষধব্রত পালন করা হয় কি না"? শ্রেষ্ঠী উত্তর দিলেন, "প্রাতঃকালে অনুষ্ঠিত হয় নাই বলিয়া সম্পূর্ণ ব্রত পালিত হইবে না। তবে অর্দ্ধ ফল পাওয়া যাইবে।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "সেইটুকুই হউক"। তিনি শ্রেষ্ঠীর নিকট শীল গ্রহণ করিলেন, উপবাসী হইয়া বাসস্থানে ফিরিয়া গেলেন এবং শুইয়া শুইয়া শীলসম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি সমস্ত দিন কিছুমাত্র আহার করেন নাই; এইজন্য রাত্রির শেষভাগে তিনি শূলবেদনায় অভিভূত হইলেন। শ্রেষ্ঠী নানাবিধ ভৈষজ্য আনিয়া তাঁহাকে খাইতে বলিলেন, কিন্তু তিনি খাইলেন না, বলিলেন, "আমি পোষধ ভঙ্গ করিব না, আমি প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া এই ব্রত গ্রহণ করিয়াছি।" ক্রমে তাঁহার যন্ত্রণা বৃদ্ধি হইল, তিনি অরুণোদয়কালে সংজ্ঞাহীন হইলেন। লোকে বলিল, "তুমি এখনই মারা যাইবে; তাহারা তাঁহাকে বাহির করিয়া একটা নির্জ্জন স্থানে রাখিল।

ঐ সময়ে বারাণসীর রাজা উৎকৃষ্ট রথে আরোহণপূর্ব্বক বহু অনুচরসহ নগর প্রদক্ষিণ করিতে করিতে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার ঐশ্বর্য্য দেখিয়া বোধিসত্ত্বের লোভ জন্মিল; তিনি মৃত্যুকালে রাজ্য কামনা করিলেন। তিনি অর্দ্ধপোষধ পালন করিয়াছিলেন; এজন্য মৃত্যুর পরে তিনি ঐ রাজারই অগ্রমহিষীর গর্ভে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইলেন। মহিষীর গর্ভসংস্কারাদি যথানিয়মে সম্পাদিত হইল; দশ মাস অতীত হইলে তিনি পুত্র প্রসব করিলেন। পুত্রের নাম হইল উদয়কুমার।

উদয়কুমার বয়ঃপ্রাপ্তির পর সর্ব্বশিল্পে ব্যুৎপন্ন হইলেন। তিনি জাতিস্মর ছিলেন, কাজেই

পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্ম স্মরণ করিয়া "অল্প কর্ম্মহেতু আমি লভেছি এ ফল!" পুনঃ পুনঃ এই উদান গান করিতেন। কালক্রমে রাজার মৃত্যু হইল, উদয়কুমার রাজ্য পাইলেন এবং তখনও নিজের রাজশ্রী অবলোকন করিয়া সময়ে সময়ে সেই উদানই গান করিতে লাগিলেন।

একদা নগরে একটা উৎসবোপলক্ষ্যে বহু লোকে আমোদ প্রমোদে প্রবৃত্ত হইল। তখন বারাণসীর উত্তরদ্বারের নিকটে এক শ্রমজীবী জলবহন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। সে নিজের উপার্জ্জন হইতে বাঁচাইয়া একটা অর্দ্ধমাষক কোন প্রাচীরের ইষ্টকমধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। এই ব্যক্তি যে রমণীর সঙ্গে বাস করিত, সেও অতি দুর্গতা ছিল এবং তাহারই মত জল বহন করিয়া দিনপাত করিত। নগরে উৎসব হইতেছে দেখিয়া সে শ্রমজীবীকে বলিল, "যদি তোমার হাতে কিছু থাকে, তবে আমরাও একটু আমোদ আহ্লাদ করিতে পারি।" "আমার হাতে কিছু আছে বৈ কি?" 'কত?' "আধ মাষা।" 'কোথায় আছে?" "উত্তর দরজার কাছে, ইটের ভিতর লুকান আছে। সে যায়গা এখান হইতে প্রায় বার যোজন হইবে। বলি, তোমার হাতে কিছু আছে, কি?" "আছে কিছু।" "কত?" "আমারও আধ মাষা আছে।" তবে ত ভালই হইয়াছে। তোমার আধ মাষা, আর আমার আধ মাষা, এইত হইল এক মাষা। ইহার কিছু দিয়া মালা কিছু দিয়া গন্ধ, কিছু দিয়া মদ কিনিয়া মজা করা যাউক। যাও; তুমি যে আধ মাষা রাখিয়াছ, তাহা লইয়া এস।" আমোদ প্রমোদ করিবার কথাটা প্রথমে তাহার প্রণয়িনীর মুখ দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে দেখিয়া লোকটা বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছিল। সে আবার বলিল, "কোন চিন্তা নাই, প্রাণ; আমিই গিয়া আনিতেছি।"

তখন মধ্যাহ্নকাল, বালুকা এত উত্তপ্ত হইয়াছিল যে বোধ হইতেছিল তাহার উপরে যেন জলন্ত অঙ্গারের একটা আস্তরণ রহিয়াছে; কিন্তু লোকটার দেহে হস্তীর মত বল ছিল; বিশেষতঃ গেলেই সেই অর্দ্ধমাষ পাইবে ইহা ভাবিয়া তাহার এত স্ফূর্ত্তি হইয়াছিল যে, এই সময়েই সে শতছিন্ন কাষায় বস্ত্র পরিয়া ও কর্ণে তালপত্রের কুণ্ডল ধারণ করিয়া নিজের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য গান করিতে করিতে সেই বালুকার উপর দিয়া ছুটিল এবং ছয় যোজন অতিক্রম করিয়া রাজাঙ্গণের নিকটে উপস্থিত হইল। উদয় মহারাজ তখন বাতায়ন উন্মুক্ত করিয়া বসিয়াছিলেন; তিনি উহাকে দেখিয়া ভাবিলেন, লোকটা এই উত্তপ্ত বায়ু ও এই প্রখর উত্তাপে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া প্রাণ খুলিয়া গান করিতে করিতে যাইতেছে! এ ত বড় অদ্ভুত ব্যাপার! একবার জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি।' তিনি তাহাকে ডাকাইবার জন্য একজন ভৃত্য পাঠাইলেন। সে গিয়া বলিল "রাজা তোমায় ডাকিতেছেন।" শ্রমজীবী উত্তর দিল, "রাজা আবার কে? আমি রাজা টাজা জানি না।' তখন রাজভৃত্য তাহাকে বলপ্রয়োগ করিয়া লইয়া গেল এবং সে রাজার নিকট গিয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইল। রাজা তাহাকে দুইটী গাথা দ্বারা জিজ্ঞাসিলেন,

উত্তপ্ত অঙ্গারবৎ এবে ধরাতল, উত্তপ্ত ভস্মের মত বালুকা সকল,
অথচ করিয়া গান এমন সময় ছুটিয়াছ কাজে! গ্রীষ্মে কষ্ট নাহি হয়?
উপরে প্রখর কর বরষে তপন, তপ্ত বালু করে নিম্নে তাপ বিকিরণ,
অথচ করিয়া গান এমন সময় ছুটিয়াছ কাজে! গ্রীষ্মে কষ্ট নাহি হয়?

শ্রমজীবী রাজার কথা শুনিয়া তৃতীয় গাথা বলিল:—

গ্রীষ্মে নাহি হয় কষ্ট, কষ্টের কারণ ভোগের বাসনা যত, শুনহে রাজন্।
বিবিধ বাসনা পূর্ণ করিবার তরে হৃদয়ে যে তাপ মোরে দগ্ধ এবে করে,
কষ্টের কারণ শুধু তাহাই আমার; তুচ্ছ তপনের তাপ তুলনায় তার।

তখন রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি কাজে যাইতেছ?" "মহারাজ, আমি দক্ষিণ
দরজার নিকটে * এক দুঃখিনী স্ত্রীর সহিত বাস করি। সে বলিল, 'পর্ব্ব আসিয়াছে, একটু
আমোদপ্রমোদ করিব তোমার হাতে কিছু আছে কি?' আমি উত্তর দিলাম, আমার যাহা
আছে তাহা উত্তর দরজার নিকট একটা পাঁচিলের ভিতর লুকাইয়া রাখিয়াছি। সে বলিল, 'তবে
যাও, উহা লইয়া আইস। তাহার পর আমরা দুইজনেই আমোদ আহ্লাদ করিব।' তাহারই
কথায় আমি যাইতেছি। তাহার কথাগুলি আমার মনে গাঁথা রহিয়াছে এবং তাহা মনে
পড়াতেই মনের মধ্যে বাসনার আগুন জ্বলিতেছে। আমি যে কাজে যাইতেছি তাহা বলিলাম,
মহারাজ।" "কিন্তু ইহাতে তোমার এমন স্ফূর্ত্তির কারণ কি আছে যে এই আগুনের মত
বাতাস ও রৌদ্র তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া তুমি গান করিতে করিতে যাইতেছ?" "মহারাজ, সেই
ধন আনিয়া প্রিয়তমার সহিত আমোদ আহ্লাদ করিব, এই জন্যই আমি আহ্লাদে গান
করিতেছি।" "উত্তর দ্বারে তোমার শতসহস্র মুদ্রা নিহিত আছে?" "না মহারাজ।"
"তবে বোধ হয় পঞ্চাশ হাজার?" ইহার পর রাজা ক্রমে কমাইতে কমাইতে তাহার চল্লিশ,
ত্রিশ, বিশ, দশ পাঁচ, চারি তিন, দুই ও এক কাহণ, শেষে আধ কাহণ, সিকি কাহণ,
চারি মাষা, তিন মাষা, দুই মাষা ও এক মাষা আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। সে প্রতি
প্রশ্নেরই উত্তরে বলিল, "না মহারাজ।" অবশেষে রাজা অর্দ্ধমাষক আছে কি না জিজ্ঞাসা
করিলে সে বলিল, "হাঁ, ইহাই আমার পুঁজি, ইহা আনিয়া স্ত্রীর সঙ্গে আমোদ করিবার
উদ্দেশ্যে যাইতেছি। এই আশায় আমার যে আনন্দ হইয়াছে, তাহার জন্য আমি এই গ্রীষ্মে
ও এই রৌদ্রে কোন ক্লেশ বোধ করিতেছি না।" ইহা শুনিয়া রাজা বলিলেন, "তুমি এত
রৌদ্রে সেখানে যাইও না, আমিই তোমাকে আধ মাষা দিতেছি।" "মহারাজ, আপনার
কথামত এ আধ মাষা লইতেছি, কিন্তু সে আধ মাষাও ছাড়া হইবে না, আমি যেখানে যাই
তেছি, সেখানে যাওয়া ছাড়িব না, গিয়া সে আধ মাষাও লইয়া আসিব।" "তুমি যাইও না,
আমি তোমায় এক মাষা দিব।" ক্রমে রাজা তাহাকে দুই মাষা হইতে বাড়াইতে বাড়াইতে
কোটি, শতকোটি, অপরিমিত ধন দিতে চাহিলেন কিন্তু সে প্রতিবারই বলিল, "দেব, আপনি
যাহা দিবেন, তাহা লইব, সে আধমাষাও আনিব।" ইহার পর রাজা তাহাকে শ্রেষ্ঠীর পদ
দিবেন, সচিবাদির পদ দিবেন, উপরাজের পদ দিবেন বলিয়া প্রলোভন দেখাইলেন, কিন্তু
প্রতিবারেই সে পূর্ব্ববৎ উত্তর দিল। অবশেষে রাজা বলিলেন, তুমি নিবর্ত্তিত হও, আমি
তোমায় অর্দ্ধরাজ্য দান করিব।" ইহাতে সে ব্যক্তি সম্মত হইল।

তখন রাজা অমাত্যদিগকে আজ্ঞা করিলেন, "আমার বন্ধুকে কামাইয়া, স্নান করাইয়া ও
আভরণ পরাইয়া আন।" অমাত্যেরা তাহাই করিলেন; রাজা দুই ভাগ করিয়া সেই প্রন
জীবীকে অর্দ্ধরাজ্য দান করিলেন। লোকে বলে যে সেই অর্দ্ধমাষকের মমতাবশতঃ এই
ব্যক্তি উত্তর দিকের অর্দ্ধ গ্রহণ করিয়াছিল। লোকে তাহাকে অর্দ্ধমাষকরাজ এই উপাধি দিল।
অতঃপর উভয়রাজাই নির্ব্বিবাদে ও সম্প্রীতভাবে স্ব স্ব অর্দ্ধে রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

একদিন তাঁহারা উদ্যানে গিয়াছিলেন। সেখানে আমোদ প্রমোদ করিবার পর মহারাজ
উদয় অর্দ্ধমাষকরাজের অঙ্কে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিলেন। তিনি নিদ্রিত হইলে ঐ রাজ
অনুচরগণ একটু আমোদ করিবার জন্য এ-দিকে ও-দিকে চলিয়া গেল। তখন অর্দ্ধমাষকর

* পূর্ব্বে বলা হইয়াছে এই ব্যক্তি উত্তর দ্বারের নিকট বাস করিত। বোধ হয় সেখানে দক্ষিণ হইবে
হইয়াছে; কারণ তাহা হইলে গুপ্ত ধন আনিবার জন্য তাহার দেশান্তর যাইতে হইবে কেন?

ভাবিলেন, 'আমি চিরদিনই অর্দ্ধরাজ্য লইয়া থাকিব কেন? এই রাজাকে মারিয়া আমিই কেন সমস্ত রাজ্য অধিকার করি না?' এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি খড়্গ নিষ্কোষিত করিলেন; কিন্তু প্রহার করিতে গিয়া আবার ভাবিলেন, 'আমি অতি দরিদ্র ও দুর্গত ছিলাম, এই রাজাই আমাকে নিজের তুল্য করিয়াছেন, আমাকে বিপুল ঐশ্বর্য্যের আধিপত্য দিয়াছেন; এইরূপ উপকারকের প্রাণসংহারের জন্য যে ইচ্ছা জন্মিয়াছে, তাহা নিতান্তই বিগর্হিত।" এইরূপে তাঁহার বিবেক প্রবুদ্ধ হইল; তিনি খড়্গখানা কোষের মধ্যে রাখিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয়বারেও তাহার ঐরূপ প্রলোভন জন্মিল। তখন তিনি স্থির করিলেন, 'মনে পুনঃ পুনঃ পাপেচ্ছার উদয় হইয়া শেষে হয়ত আমাকে পাপানুষ্ঠানে প্রবর্ত্তিত করিবে।' তিনি ভূমিতে খড়্গ নিক্ষেপ করিয়া রাজাকে জাগাইলেন এবং "মহারাজ, ক্ষমা করুন" বলিয়া তাঁহার পাদমূলে পতিত হইলেন। উদয় বলিলেন, "সে কি বন্ধু, তুমি ত আমার কোন অনিষ্ট কর নাই।" "অপরাধ করিয়াছি বৈ কি, মহারাজ।" ইহা বলিয়া অর্দ্ধমাষকরাজ নিজের মনে যে ভাব হইয়াছিল, সমস্ত খুলিয়া বলিলেন। উদয় কহিলেন, "বেশ, তোমায় ক্ষমা করিলাম, যদি ইচ্ছা কর, তুমিই সমস্ত রাজ্য লও, আমি উপরাজ হইয়া তোমার সেবা করিব।" "মহারাজ, রাজ্যে আমার প্রয়োজন নাই; আপনিই রাজত্ব করুন; আমি প্রব্রজ্যা লইব; আমি কামের মূল দেখিয়াছি; ইচ্ছা সঙ্কল্পের সাহায্যে বৃদ্ধি পায়; এখন হইতে আমি আর কামপ্রাপ্তির জন্য সঙ্কল্প করিব না।" মনের আবেগে অর্দ্ধমাষকরাজ অতঃপর এই গাথাটী বলিলেন :—

হে কাম, তোমার মূল করেছি দর্শন; সঙ্কল্পেই হয় তব বৃদ্ধির কারণ।

সঙ্কল্প পাইতে তোমা করিব না আর; হৃদয়ে না হবে কভু কামের সঞ্চার।

অতঃপর কামাসক্ত জনবৃন্দকে ধর্ম্মোপদেশ দিবার জন্য তিনি পঞ্চম গাথা বলিলেন :—

অল্প কামভোগে কেহ তৃপ্তি নাহি লভে; বহুকামে দুঃখ ভোগ করে দেখি সবে।
অহো কি অসার কাম! করি এ বিচার সাবধানে ধীর করে কাম পরিহার।

উপস্থিত জনবৃন্দকে এইরূপে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া তিনি উদয়রাজকে রাজ্য প্রত্যর্পণ করিলেন; এবং অশ্রুমুখ প্রজাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া হিমবন্তপ্রদেশে প্রবেশপূর্ব্বক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। সেখানে তিনি ধ্যানবল ও অভিজ্ঞাসমূহ প্রাপ্ত হইলেন। অর্দ্ধমাষক যখন প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন, তখন উদয়রাজ সেই উদানটী পূরণ করিয়া সময়ে সময়ে এই ষষ্ঠ গাথা গান করিতেন :—

অল্প কর্ম্মহেতু আমি লভেছি এ ফল— এ বিপুল রাজ্য, এই ঐশ্বর্য্য সকল।
ইহা হ'তে মহত্তর ফল সেই পায়, ত্যজি কাম প্রব্রাজক হয়ে যেই যায়।

কেহই কিন্তু এই গাথার অর্থ বুঝিত না; এজন্য একদিন অগ্রমহিষী রাজাকে গাথাটীর অর্থ জিজ্ঞাসা করিলেন; কিন্তু রাজা কিছু বলিলেন না। গঙ্গমাল নামক এক ব্যক্তি রাজার ক্ষৌরকার্য্য করিত। সে রাজাকে কামাইবার কালে প্রথমে ক্ষুর চালাইত, পরে সন্না দিয়া চুল (পাকা?) ধরিত (তুলিত?)। নাপিত যখন ক্ষুর চালাইত, তখন রাজা বেশ আরাম বোধ করিতেন; কিন্তু সন্না দিয়া চুল তুলিবার কালে তাঁহার বড় কষ্ট হইত। ক্ষৌরকর্ম্মের সময়ে তাঁহার ইচ্ছা হইত, গঙ্গমালকে পুরস্কার দিই; চুল তুলিবার সময় ইচ্ছা হইত ব্যাটার মাথা কাটি। তিনি একদিন অগ্রমহিষীকে রাজনাপিতের এই কাণ্ড জানাইয়া বলিলেন, "ভদ্রে, নাপিত ব্যাটা বড় বোকা।" "কি করিলে ভাল হয়, মহারাজ?" "আগে পাকা চুলগুলি তুলুক, তাহার পর ক্ষুরের কাজ করুক।" মহিষী নাপিতকে ডাকাইয়া বলিলেন,

তপোবলে নীচের নীচতা দূর হয় ; নাপিতের নাপিতত্ব আর নাহি রয়!
তাই বুঝি, আজ গন্ধমাল তপোধন নাম ধরি ব্রহ্মদত্তে করে সম্ভাষণ?

রাজা তাঁহার মাতাকে বারণ করিয়া প্রত্যেকবুদ্ধের গুণ বর্ণনার জন্য অষ্টম গাথা বলিলেন :—

ক্ষান্তি ও দয়ার অতি শুভ পরিণাম প্রত্যক্ষ আমরা আজি সবে দেখিলাম।
সর্ব্বজনে নমস্কার করিত যে জন, সে এবে অমাত্য-রাজ-সম্মানভাজন।

রাজা তাঁহার জননীকে নিবারণ করিলেন বটে, কিন্তু অবশিষ্ট সমস্ত লোক দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিল, "এইরূপ হীনজাতি লোকের পক্ষে ভবাদৃশ ব্যক্তির নাম উচ্চারণপূর্ব্বক আলাপ করা বড় অসঙ্গত।" রাজা তাহাদিগকে থামাইয়া অবশিষ্ট গাথায় প্রত্যেকবুদ্ধের গুণগান করিলেন :—

মুনিবৎ মৌনবৃত্তি শিখিবে নিয়ত ; গন্ধমালে তুচ্ছজ্ঞান করা অসঙ্গত।
জ্ঞানবান্ এবে ইনি; ভবসিন্ধু তরি বিচরেন মহানন্দে দুঃখ পরিহরি।

ইহা বলিয়া রাজা প্রত্যেকবুদ্ধকে নমস্কারপূর্ব্বক বলিলেন, "ভদন্ত, আমার মাকে ক্ষমা করুন।" "মহারাজ, আমি তাঁহাকে ক্ষমা করিলাম।" অনন্তর রাজার অনুচরগণও তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রাপ্ত হইল। তাহার পর রাজা প্রার্থনা করিলেন, "আপনি অঙ্গীকার করুন যে, অতঃপর আমার নিকটেই অবস্থিতি করিবেন।" কিন্তু প্রত্যেকবুদ্ধ ইহাতে সম্মত হইলেন না। তিনি রাজা ও রাজপুরুষগণের দৃষ্টিপথে আকাশে আসীন হইলেন এবং রাজাকে নানাবিধ উপদেশ দিয়া গন্ধমাদনেই ফিরিয়া গেলেন।

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন, "অতএব [illegible] কর্তব্য।"

সমবধান—সেই প্রত্যেকবুদ্ধ পরিনির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন। তখন আনন্দ হইয়াছিলেন সেই অর্দ্ধমেষক-রাজ, রাজমাতা ছিলেন সেই অগ্রমহিষী এবং আমি ছিলাম সেই উদয় রাজ।]

বৌদ্ধেরা জাতি অপেক্ষা গুণকর্ম্মেরই অধিক আদর করিতেন, ইহা এই জাতক হইতে বেশ বুঝা যায়। শেষের গাথাটী শ্রামণ্যফল-সূত্রেরই সংক্ষিপ্তসার।

৪২২—চেদি-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি কালে দেবদত্তের ভূগর্ভে প্রবেশসম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় বসিয়া বলাবলি করিতেছিলেন, "অহো, দেবদত্ত মিথ্যাকথা বলিয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়াছে এবং অবীচিতে যন্ত্রণা পাইতেছে।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "কেবল এজন্মে নহে, পূর্ব্বেও দেবদত্ত মিথ্যা কথা বলায় পৃথিবী তাহাকে গ্রাস করিয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে প্রথম কল্পে মহাসম্মত নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার আয়ুর পরিমাণ ছিল এক অসংখ্যের বৎসর।* মহাসম্মতের পুত্রের নাম রোজ, রোজের পুত্র বররোজ; বররোজের পুত্র কল্যাণ, কল্যাণের পুত্র বরকল্যাণ, বরকল্যাণের পুত্র পোষধ; পোষধের পুত্র মান্ধাতা, মান্ধাতার পুত্র বরমান্ধাতা, বরমান্ধাতার পুত্র চর, চরের পুত্র উপচর। ইঁহার নামান্তর ছিল অপচর। তিনি চেদি রাজ্যের অন্তঃপাতী স্বস্তিবতী-নামক নগরে রাজত্ব করিতেন। তিনি চতুর্ব্বিধ† ঋদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। তিনি আকাশপথে অন্তরীক্ষলোকে বিচরণ করিতেন। তাঁহার

---

* এক অসংখ্যেয় বলিলে একের পিঠে ১৪০টা শূন্য বসাইলে যত হয় তত সংখ্যা।

† ঋদ্ধি বহুবিধ, যেমন আকাশমার্গে গমন করিবার ক্ষমতা ইত্যাদি। ঋদ্ধিপাদ চতুর্ব্বিধ। ইহারা ঋদ্ধিলাভের উপায় :—(১) ছন্দ=ঋদ্ধিলাভের দৃঢ় সঙ্কল্প; (২) বীর্য্য; (৩) চিত্ত; (৪) মীমাংসা। ২০৮ম জাতকের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

দেহ হইতে চন্দনগন্ধ এবং মুখ হইতে উৎপলগন্ধ নির্গত হইত। কপিল নামক এক ব্রাহ্মণ তাঁহার পুরোহিত ছিলেন। কপিলের কনিষ্ঠ সহোদর কোরকলম্ব রাজার সহিত একই আচার্য্যের নিকট বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন এবং এই নিমিত্ত তিনি রাজার বাল্যবন্ধু ছিলেন। রাজা যখন কুমার ছিলেন, তখনই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে রাজপদ লাভ করিলে তিনি কোরকলম্বকে পৌরোহিত্যে নিযুক্ত করিবেন। কিন্তু রাজ্যপ্রাপ্তির পরেও তিনি পিতৃ-পুরোহিত কপিল-ব্রাহ্মণকে পদচ্যুত করিতে পারিলেন না। তিনি যখনই রাজার সহিত দেখা করিতে যাইতেন, তখনই রাজা তাঁহার সম্মান করিতেন। ইহা দেখিয়া কপিল মনে করিলেন, 'সমবয়স্ক লোকের সহিত থাকিলেই রাজাদিগের সর্ব্ববিষয়ে সুবিধা ঘটে; অতএব আমি রাজার অনুমতি লইয়া প্রব্রজ্যা-গ্রহণ করিব।' এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি রাজাকে বলিলেন, "দেব, আমি বৃদ্ধ হইয়াছি; গৃহে আমার পুত্র আছে; আপনি তাহাকেই পুরোহিত করুন; আমি প্রব্রজ্যা-গ্রহণ করিব।" অনন্তর রাজার অনুমতি লইয়া তিনি পুত্রকে রাজ পুরোহিতের পদে প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন, নিজে রাজোদ্যানে প্রবেশ করিয়া ঋষি প্রব্রজ্যাগ্রহণ পূর্ব্বক ধ্যানবল ও অভিজ্ঞাসমূহ লাভ করিলেন এবং পুত্রের নিকটে থাকিবার অভিপ্রায়ে সেখানেই বাস করিতে লাগিলেন। অগ্রজ প্রব্রজ্যাগ্রহণ করিয়াও তাঁহাকে পুরোহিতের পদ দেওয়াইলেন না বলিয়া কোরকলম্ব অসূয়াপরবশ হইলেন।

একদিন রাজা কোরকলম্বের সহিত বিশ্রম্ভালাপ করিবার কালে জিজ্ঞাসা করিলেন "কোরকলম্ব, এখন তুমিই আমার পৌরোহিত্য কর না কি?" কোরকলম্ব বলিলেন "না, মহারাজ; আমার সহোদরই এ কার্য্য করিতেছেন।" "তিনি না প্রব্রজ্যাবলম্বন করিয়াছেন?" "তিনি প্রব্রজ্যাবলম্বন করিয়াছেন বটে, কিন্তু পুত্রকে নিজের পদ দেওয়াইয়া গিয়াছেন।" "তবে তুমিই পৌরোহিত্য কর।" "না, মহারাজ; বংশানুক্রমে জ্যেষ্ঠই এই কাজ করিয়া আসিতেছেন। আমি অগ্রজকে অপসারিত করিয়া এ কাজ করিতে পারিব না।" "যদি তাহাই হয়, তবে আমি তোমাকে জ্যেষ্ঠ এবং কপিলকে কনিষ্ঠ করিব।" "তাহা কিরূপে করিবেন, মহারাজ?" "মিথ্যা কহিয়া।" "মহারাজ কি জানেন না যে, আমার অগ্রজ অদ্ভুত ক্ষমতাশালী বিদ্যাধর *। তিনি অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার ঘটাইয়া আপনাকে বঞ্চিত করিবেন; আপনার রক্ষক দেবপুত্রচতুষ্টয়কে অন্তর্হিত করাইবেন; আপনার দেহ ও মুখ হইতে দুর্গন্ধ বাহির করিবেন; আপনাকে আকাশ হইতে নামাইয়া ভূপৃষ্ঠে ফেলিবেন, আপনাকে ভূগর্ভে প্রবেশ করাইবেন। তখন আপনি নিজের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারিবেন না।" "তুমি নিশ্চিন্ত থাক; আমি নিশ্চয় পারিব।" "কবে পারিবেন?" "অদ্য হইতে সপ্তম দিনে।"

সমস্ত নগরে এই সংবাদ প্রচারিত হইল। সমস্ত লোকে ভাবিতে লাগিল, "রাজা নাকি মিথ্যা কথা দ্বারা যে জ্যেষ্ঠ তাহাকে কনিষ্ঠ করিবেন এবং কনিষ্ঠকেই পুরোহিতের পদ দিবেন। মিথ্যাকথা কীদৃশ? ইহা কি নীলবর্ণ, না পীতবর্ণ বা অন্য কোন বর্ণবিশিষ্ট?" তখন নাকি সত্যবাদীদিগের যুগ ছিল; কাজেই মিথ্যাকথা যে কিরূপ, লোকে তাহা পর্যন্ত জানিত না। কপিলের পুত্র এই কথা শুনিয়া পিতাকে বলিলেন, "পিতঃ, নগরে যে জনরব হইতেছে, রাজা নাকি মিথ্যা কথা দ্বারা আপনাকে কনিষ্ঠ বলিয়া নির্দেশ করিবেন এবং আমাদের পদ পিতৃব্য মহাশয়কে দিবেন।" কপিল বলিলেন, "বাপ, রাজা মিথ্যা বলিয়া আমাদের

* [illegible]

পদ অপহরণ করিতে পারিবেন না। তিনি কবে এ কার্য্য করিবেন?” “শুনিতেছি, অদ্য হইতে সপ্তম দিনে।” “বেশ, তখন আমায় স্মরণ করাইয়া দিও।”

অনন্তর সপ্তমদিনে মিথ্যা বাক্য দেখিবার জন্য রাজাঙ্গণে বহুলোক সমাগত হইয়া সোপান-মঞ্চে উপবেশন করিল এবং পুরোহিতপুত্র পিতাকে এই সংবাদ দিলেন। রাজা বেশ-ভূষা করিয়া প্রস্তুত হইলেন এবং বাহিরে গিয়া রাজাঙ্গণে সেই মহাজনসঙ্ঘের মধ্যে আকাশে অবস্থিতি করিলেন। কপিল তাপসও আকাশপথে আগমনপূর্ব্বক রাজার পুরোভাগে অজিনাসন বিস্তার করিয়া পর্য্যঙ্কাসনে উপবেশন করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহারাজ, তুমি মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করিয়া কনিষ্ঠকে জ্যেষ্ঠ করিতে এবং জ্যেষ্ঠের পদ কনিষ্ঠকে দিতে ইচ্ছা করিয়াছ, একথা সত্য কি?” “হাঁ আচার্য্য, আমি এই ইচ্ছা করিয়াছি।” তখন কপিল রাজাকে উপদেশ দিবার জন্য বলিলেন “মহারাজ, মিথ্যা বাক্য ভয়ানক * গুণধ্বংসকারী; ইহার জন্য লোকে চতুর্ব্বিধ অপায়ে জন্মান্তর প্রাপ্ত হয়; রাজা মিথ্যা বলিলে ধর্ম্মহানি ঘটে, এবং ধর্ম্মহানি করিলে রাজার নিজেরও সর্ব্বনাশ হয়।

ঘটিলে ধর্ম্মের হানি ধর্ম্মই তখন
হানিকারকের হানি করিবে নিশ্চয়,
অক্ষুণ্ণ থাকিলে ধর্ম্ম অনিষ্ট না হয়;
অতএব ধর্ম্মহানি করো না রাজন্।”

রাজাকে আরও উপদেশ দিবার জন্য কপিল আবার বলিলেন, “মহারাজ, তুমি যদি মিথ্যা বাক্য বল, তাহা হইলে তোমার ঋদ্ধিচতুষ্টয় অন্তর্হিত হইবে।

অলীক-ভাষীরে ত্যজি যান দেবগণ, মুখে তার পূতিগন্ধ হয় নিঃসরণ।
জানি শুনি যে পাষণ্ড করে অবিচার, স্বর্গলোকে কোন স্থান নাহিক তাহার।”

এই কথায় রাজা ভয় পাইয়া কোরকলম্বের দিকে তাকাইলেন। কোরকলম্ব বলিলেন, “মহারাজ, ভয় পাইবেন না। আমি ত আপনাকে প্রথমে বলিয়াছিলাম” ইত্যাদি। রাজা কপিলের কথা শুনিয়াও নিজের কথাকে বলবত্তর করিলেন এবং বলিলেন, “ভদন্ত, আপনিই কনিষ্ঠ; কোরকলম্ব জ্যেষ্ঠ।” তিনি এই মিথ্যা কথা উচ্চারণ করিবামাত্র দেবপুত্র-চতুষ্টয় বলিয়া উঠিলেন, “তোমার ন্যায় মিথ্যাবাদীর রক্ষার ভার আর বহন করিব না।” তাঁহারা রাজার পাদমূলে স্ব স্ব খড়্গ নিক্ষেপ করিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন। রাজার মুখ গলিত কুক্কুটাণ্ডের ন্যায় এবং দেহ অনাবৃত পুরীষকুটীরের ন্যায় দুর্গন্ধযুক্ত হইল, তিনি আকাশভ্রষ্ট হইয়া পৃথিবীতে পতিত হইলেন; তাঁহার ঋদ্ধি-চতুষ্টয় বিলুপ্ত হইল। তখন মহাপুরোহিত (কপিল) বলিলেন, “মহারাজ, ভয় নাই; তুমি যদি সত্য বল, তাহা হইলে তুমি সমস্তই যাহাতে পুনঃপ্রাপ্ত হও, তাহার ব্যবস্থা করিব।

বল যদি সত্য, ভূপ, পাইবে আবার যে সব ঐশ্বর্য্য পূর্ব্বে আছিল তোমার।
কিন্তু যদি মিথ্যা পুনঃ বল, নরেশ্বর, ভূতলেই স্থান তব হবে অতঃপর।

দেখ, মহারাজ, তুমি প্রথমে যে মিথ্যা কথা বলিয়াছ, তাহাতেই তোমার ঋদ্ধি-চারিটী অন্তর্হিত হইয়াছে। তুমি ভাবিয়া দেখ; এখনও তোমার হৃত ঐশ্বর্য্য পুনঃপ্রাপ্ত হইতে পার।” কিন্তু রাজা উত্তর দিলেন, “আপনি এইরূপ ঘটাইয়া আমাকে বঞ্চনা করিতে ইচ্ছা

* ভারিয়ো—ইহা হইতেই বোধ হয় বাঙ্গালা 'ভারী' (ভারী চালাক ইত্যাদি) শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে।

করিয়াছেন।” তিনি দ্বিতীয়বার এই বলিয়া মিথ্যা কথা প্রয়োগ করিবামাত্র তাঁহার দেহের গুল্ফ পর্য্যন্ত মৃত্তিকার মধ্যে প্রবেশ করিল। ইহা দেখিয়া কপিল আবার বলিলেন “এখনও ভাবিয়া দেখ, মহারাজ।

জানি শুনি যে ভূপতি করে অবিচার রাজ্য তার সেই পাপে হয় ছারখার।
কালে না বরষে মেঘ সে দেশে রাজন্, অকালবর্ষণে দুঃখ পায় প্রজাগণ।

দেখ না, মিথ্যা কথনের ফলে তোমার গুল্ফদ্বয় ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়াছে।

সত্য যদি বল ভূপ, পাইবে আবার সমস্ত ঐশ্বর্য্য পূর্ব্বে যা ছিল তোমার।
মিথ্যা যদি বল ধরা হয়ে দ্বিখণ্ডিত এখনি করিবে তোমা নিজ কুক্ষিগত।”

কিন্তু রাজা তৃতীয় বারও বলিলেন, “ভদন্ত, আপনি কনিষ্ঠ, কোরকলম্ব জ্যেষ্ঠ।” এই মিথ্যা বাক্যের ফলে তাঁহার দেহের জানু পর্য্যন্ত ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইল। তখন কপিল আবার বলিলেন, “মহারাজ, এখনও ভাবিবার সময় আছে।

জানি শুনি যে পাষণ্ড করে অবিচার সর্পের জিহ্বার মত হয় জিহ্বা তার
দ্বিখণ্ডিত সেই পাপে, শুন নরবর। অতএব কর তুমি সত্যের আদর;
সত্য যদি বল তবে পাইবে আবার সমস্ত ঐশ্বর্য্য পূর্ব্বে যা ছিল তোমার।

এখনও সমস্ত পুনঃপ্রাপ্তির আশা আছে।” কিন্তু রাজা তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া চতুর্থবার বলিলেন, “ভদন্ত, আপনি কনিষ্ঠ এবং কোরকলম্ব জ্যেষ্ঠ।” ইহাতে তাঁহার কটিদেশ পর্য্যন্ত ভূগর্ভে প্রোথিত হইল। তখন কপিল বলিলেন, “মহারাজ, এখনও ভাবিয়া দেখ।

জানি শুনি অবিচার করে যেই জন জিহ্বাহীন হয় সেই মীনের মতন।
সত্য যদি বল তবে পাইবে আবার সমস্ত ঐশ্বর্য্য পূর্ব্বে যা ছিল তোমার।”

কিন্তু রাজা পঞ্চমবারেও বলিলেন, “ভদন্ত, আপনি কনিষ্ঠ, কোরকলম্ব জ্যেষ্ঠ।” ইহাতে তাঁহার নাভিদেশ পর্য্যন্ত ভূগর্ভ-প্রোথিত হইল। তখন কপিল বলিলেন, “মহারাজ, এখনও ভাবিয়া দেখ।

জানি শুনি যেই জন, করে অবিচার পুত্র না জন্মিয়া শুধু কন্যা জন্মে তার।
সত্য যদি বল তবে পাইবে আবার সমস্ত ঐশ্বর্য্য, পূর্ব্বে যা ছিল তোমার।”

রাজা কিন্তু ইহাতে কাণ দিলেন না; তিনি ষষ্ঠবার মিথ্যা বলিলে তাঁহার স্তনদ্বয় পর্য্যন্ত ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইল। কপিল এখনও বলিলেন, ‘এই শেষ বার মহারাজ; ইহার পরে আর ভাবিবার অবসর পাইবে না।

জানি শুনি অবিচার করে যেই জন, জন্মিলেও দোষী যায় তার পুত্রগণ।
যে [illegible] সেই [illegible] আত্মজা হেতু [illegible]।
সত্য যদি বল তবে পাইবে আবার সমস্ত ঐশ্বর্য্য পূর্ব্বে যা ছিল তোমার।”

কিন্তু পাপমিত্রসংসর্গদোষে রাজা এ কথায় কর্ণপাত করিলেন না; তিনি সপ্তমবারও পূর্ব্ববৎ মিথ্যা কথা বলিলেন। অমনি পৃথিবী বিদীর্ণ হইল এবং অবীচি হইতে অগ্নিজ্বালা উত্থিত হইয়া ঐ দেহ অন্তর্হিত করিল।

ছিলেন পূর্ব্বেতে যিনি অন্তরীক্ষচর মিথ্যা আচরণ ফলে সেই নরবর
হারাইয়া ঋদ্ধিবল কালের পর্য্যায়ে ভূগর্ভে পশেন ঋষি-শাপগ্রস্ত হ'য়ে।
অসাধু ইচ্ছার অনুগমন গর্হিত; সত্য কথা বল তাই হ'য়ে শুদ্ধচিত।*

এই দুইটী অভিসম্বুদ্ধ গাথা।

এই ভীষণ কাণ্ড দেখিয়া সমবেত জনসঙ্ঘ ভীত হইয়া বলিতে লাগিল, "চেদিরাজ মিথ্যা বাক্য দ্বারা ঋষির ক্রোধ উৎপাদন করিয়া অবীচিতে প্রবেশ করিলেন।" রাজার পাঁচজন পুত্র সেখানে উপস্থিত হইয়া কপিলকে বলিলেন, "আপনি আমাদিগকে আশ্রয় দিন।" কপিল বলিলেন "বৎসগণ, তোমাদের পিতা মিথ্যা বাক্য দ্বারা ধর্ম্মের হানি করিয়াছেন বলিয়া অবীচিতে গিয়াছেন; ধর্ম্ম প্রণষ্ট হইলে যে নাশক, তাহারও সর্ব্বনাশ করে। তোমরা এখানে বাস করিতে পারিবে না।" অনন্তর তিনি সর্ব্বজ্যেষ্ঠকে বলিলেন, "বৎস, তুমি পূর্ব্ব দ্বার দিয়া বাহির হইয়া সোজাসুজি চলিতে চলিতে দেখিবে, একস্থানে একটা সর্ব্বশ্বেত হস্তী দন্তযুগল, শুণ্ড ও পদচতুষ্টয়, এই সপ্তাঙ্গ দ্বারা ভূতল স্পর্শ করিয়া শুইয়া আছে। তুমি এই চিহ্ন দেখিয়া সেখানে নগর প্রস্তুত করিবে। ঐ নগরের হস্তিনাপুর নাম হইবে।" অনন্তর তিনি রাজার দ্বিতীয় পুত্রকে বলিলেন, "তুমি দক্ষিণ দ্বার দিয়া নির্গত হইয়া সোজা-সুজি যাইতে যাইতে একটী সর্ব্বশ্বেত অশ্বরত্ন দেখিতে পাইবে। এই চিহ্ন দেখিয়া সেখানে একটী নগর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিও। ঐ নগরের নাম অশ্বপুর হইবে।" রাজার তৃতীয় পুত্রকে সম্বোধনপূর্ব্বক কপিল বলিলেন, "তুমি, বৎস, পশ্চিম দ্বার দিয়া সোজা-সুজি গেলে একটী কেশরী সিংহ দেখিতে পাইবে। এই চিহ্ন দেখিয়া সেখানে নগর নির্ম্মাণপূর্ব্বক বাস করিবে। ঐ নগরের নাম হইবে সিংহপুর।" তাহার পর তিনি রাজার চতুর্থ পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি, বৎস, উত্তর দ্বার দিয়া বাহির হইবে এবং সোজাসুজি গিয়া একটী সর্ব্বরত্নময় চক্রপঞ্জর দেখিতে পাইবে। সেই চিহ্ন দেখিয়া সেখানে নগর নির্ম্মাণপূর্ব্বক বাস করিবে। ঐ নগরের নাম হইবে উত্তর পঞ্চাল।" সর্ব্বশেষে তিনি রাজার পঞ্চম পুত্রকে বলিলেন, "বৎস, তুমিও এখানে বাস করিতে পারিবে না। তুমি এই নগরে একটী মহাস্তূপ নির্ম্মাণ কর, তাহার পর বায়ুকোণাভিমুখে সোজা-সুজি চলিয়া যাও। যাইতে যাইতে দেখিবে দুইটা পর্ব্বত পরস্পরকে আঘাত করিয়া 'দদ্দর' শব্দ করিতেছে। এই চিহ্ন দেখিয়া সেখানে নগর নির্ম্মাণপূর্ব্বক বাস করিও। ঐ নগরের নাম হইবে দদ্দরপুর।" † অতঃপর সেই পঞ্চ রাজপুত্র, কপিল যে যে সঙ্কেত বলিয়া দিলেন সেইগুলির অনুসরণপূর্ব্বক পাঁচটী নগর নির্ম্মাণ করিয়া সেই সেই স্থানে বাস করিতে লাগিলেন।

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও দেবদত্ত মিথ্যাবাক্য বলিয়া ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়াছিল।"

সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল সেই চেদিরাজ এবং আমি ছিলাম কপিল ব্রাহ্মণ।]

---

* এই গাথাটী দ্বিতীয় খণ্ডের ভরু-জাতকেও (২১৩) দেখা যায়।

† দার্দিস্তান কি ?

৪২৩—ইন্দ্রিয়-জাতক।

[এক ভিক্ষু তাঁহার গার্হস্থ্যজীবনের পত্নীর প্রলোভনে পড়িয়াছিলেন। তদুপলক্ষ্যে শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি-
কালে এই কথা বলিয়াছিলেন।

প্রবাদ আছে যে শ্রাবস্তীবাসী এক সম্ভ্রান্তবংশীয় ব্যক্তি শাস্তার ধর্ম্মদেশন শুনিয়া ভাবিয়াছিলেন, 'গৃহে বাস
করিয়া একান্তপরিপূর্ণ ও একান্ত পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য্য পালন করা অসাধ্য; অতএব নির্ব্বাণপ্রদ শাসনের আশ্রয়
লইয়া দুঃখের অবসান করা কর্ত্তব্য।' তিনি স্ত্রী ও পুত্রদিগকে গৃহ ও ঐশ্বর্য্য দান করিয়া শাস্তার নিকটে
প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করিলেন। শাস্তাও তাঁহাকে প্রব্রজ্যা দেওয়াইলেন। একে তিনি নূতন ভিক্ষু, তাহাতে
আবার ভিক্ষুর সংখ্যাও বহু ছিল। সেই জন্য আচার্য্য ও উপাধ্যায়দিগের সহিত ভিক্ষাচর্য্যায় বাহির হইলে, কি
গৃহস্থের বাড়ীতে, কি আসনশালায়, কুত্রাপি তিনি বসিবার আসন পাইতেন না; নূতন ভিক্ষুদিগের জন্য যে
স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহারই একপ্রান্তে তাঁহাকে হয় একখানা পিঁড়িতে, নয় একখানা ফলকে বসিতে হইত;
সেখানে লোকে তাঁহাকে ওড়ংএ তুলিয়া আহার দিত, সে আহার হয় ক্ষুদের যাউ, নয় পচা ও নীরস খাদ্য,
নয় শুষ্ক ও দগ্ধ যবাদির অপূপ। তাহাও আবার পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যাইত না। তিনি এইরূপে যাহা
পাইতেন, তাহা লইয়া তাঁহার পত্নীর নিকটে যাইতেন পত্নী তাঁহার হস্ত হইতে পাত্রটী লইয়া তাঁহাকে প্রণাম
করিতেন; পাত্রে যে আহার থাকিত তাহা ফেলিয়া দিতেন, এবং তাহার পরিবর্ত্তে সুপক্ক যবাগূভক্তসূপব্যঞ্জনাদি
দিতেন। বৃদ্ধ এইরূপে রসনাতৃষ্ণায় বদ্ধ হইয়া তাঁহার পত্নীর মায়া ছাড়িতে পারিলেন না।

ঐ রমণী ভাবিলেন, 'আমার স্বামী আমার প্রণয়ে বাঁধা পড়িয়াছেন কি না একবার পরীক্ষা করিতে হইবে।'
তিনি একদিন এক জনপদবাসী লোককে শ্বেতমৃত্তিকায় স্নান করাইয়া গৃহে বসাইলেন এবং আরও কয়েকজন
লোক আনাইয়া তাহাদিগকে কিছু খাইতে দিলেন। তাহারা বসিয়া খাইতে লাগিল। গৃহের দ্বারদেশে
একখানা শকট সজ্জিত হইল এবং তাহার চাকায় গরু বাঁধা থাকিল। রমণী নিজে পাশের একটা ঘরে পিষ্টক
পাক করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তাঁহার স্বামী আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া এক বৃদ্ধ ভৃত্য
বলিল, "আর্য্যে, দ্বারে একজন স্থবির আসিয়াছেন।" "তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বল যে দয়া করিয়া অন্যত্র ভিক্ষা
করিতে যান।" ভৃত্য পুনঃ পুনঃ বলিল, "ভদন্ত, অন্যত্র যান", কিন্তু ভিক্ষু কিছুতেই গেলেন না। ইহাতে
ভৃত্য বলিল, "আর্য্যে, স্থবির ত যাইতেছেন না।" রমণী আসিয়া পর্দ্দা তুলিয়া দেখিলেন; "আহা, আমার
ছেলের বাপ" বলিয়া বাহিরে গেলেন, ভিক্ষুর হস্ত হইতে পাত্র গ্রহণ করিলেন, তাঁহাকে ঘরের ভিতর লইয়া
গেলেন, ভোজন করাইলেন, আবার প্রণাম করিলেন এবং বলিলেন, "ভদন্ত, আপনি ত এখন পরিনির্ব্বাণ লাভের
উপায় করিয়াছেন, আমরা এতদিন অন্য কোন কুলের আশ্রয় লই নাই, কিন্তু অস্বামিক গৃহে গৃহস্থালী করা
যায় না; এজন্য আমরা কুলান্তরের আশ্রয় লইব এবং দূরবর্ত্তী কোন জনপদে যাইব। আপনি অপ্রমত্তভাবে
আপনার কাজ করুন; আমি যদি কোন অপরাধ করিয়া থাকি তাহা ক্ষমা করিবেন।" এই কথায় বৃদ্ধের যেন
বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। অনন্তর তিনি বলিলেন, "ভদ্রে, আমি তোমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না;
তুমি যাইও না, আমি পুনর্ব্বার গৃহস্থ হইব। তুমি অমুকস্থানে আমার জন্য শাটক বস্ত্র পাঠাইবে, আমি
পাত্রচীবর ফিরাইয়া দিয়া গৃহে আসিব।" রমণী 'যে আজ্ঞা' বলিয়া এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। এখন বৃদ্ধ
বিহারে গেলেন এবং আচার্য্য ও উপাধ্যায়ের নিকট পাত্রচীবর ফিরাইয়া দিলেন। তাঁহারা জিজ্ঞাসিলেন, "কেন
তুমি এমন করিতেছ?" বৃদ্ধ উত্তর দিলেন, "আমার পত্নীর মায়া ছাড়িতে পারিতেছি না, অতএব পুনর্ব্বার
গৃহস্থ হইব।" অনন্তর, বৃদ্ধের অনিচ্ছাসত্ত্বেও ভিক্ষুরা তাঁহাকে শাস্তার নিকটে লইয়া গেলেন। শাস্তা জিজ্ঞাসি-
লেন, "ইহাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে এখানে আনিলে কেন?" "ভদন্ত ইনি পুনর্ব্বার গৃহী হইতে যাইতেছেন।"
"কি হে ভিক্ষু, তুমি কি উৎকণ্ঠিত হইয়াছ?" "হাঁ, ভদন্ত।" "কে তোমায় উৎকণ্ঠিত করিল?" "আমার
পত্নী।" "দেখ, এই রমণী তোমার বড় অনর্থকারিণী, পূর্ব্বেও তুমি ইহারই জন্য চতুর্বিধ ধ্যান হইতে বিচ্যুত
হইয়া মহাদুঃখ পাইয়াছিলে, শেষে আমার সাহায্যে সেই দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া পূর্ব্বপদ প্রত্যুদ্ধার
করিয়াছিলে।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব তাঁহার পুরোহিতের ঔরসে এবং তদীয় ব্রাহ্মণীর গর্ভে জন্মান্তর লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার ভূমিষ্ঠ হইবার দিন সমস্ত নগরের অস্ত্রশস্ত্রগুলি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল; এই জন্য তাঁহার নাম রাখা হইয়াছিল 'জ্যোতিঃপাল কুমার।' তিনি বয়ঃপ্রাপ্তির পর তক্ষশিলায় গিয়া সর্ব্বশিল্পে ব্যুৎপন্ন হইলেন এবং রাজার নিকট ফিরিয়া বিদ্যার পরিচয় দিলেন। কিন্তু তিনি সমস্ত ঐশ্বর্য্য পরিহারপূর্ব্বক, কাহাকেও কিছু না জানাইয়া অগ্রদ্বার দিয়া নিষ্ক্রমণ করিলেন এবং বনে গিয়া শক্রপ্রদত্ত কপিত্থকাশ্রমে ঋষিপ্রব্রজ্যা অবলম্বনপূর্ব্বক ধ্যানলভ্য অভিজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন। সেখানে অবস্থিতি করিবার কালে বহুশত ঋষি তাঁহার শিষ্য হইলেন। আশ্রমে বহু ঋষির সমাগম হইল; তন্মধ্যে শত জন 'অন্তেবাসি-জ্যেষ্ঠক' অর্থাৎ প্রধান শিষ্য হইলেন। এই শতজনের মধ্যে শালীশ্বর-নামা ঋষি কপিত্থকাশ্রম ত্যাগ করিয়া সৌরাষ্ট্রদেশে গমন করিলেন এবং শতোদকা-নাম্নী নদীর তীরে বাস কবিতে লাগিলেন। মেণ্ডেশ্বর প্রজক-নামক রাজার অধিকারস্থ লম্বচূড়কনামক নিগম গ্রামের নিকটে আশ্রম নির্ম্মাণ করিলেন। পর্ব্বতনামা-ঋষি এক অরণ্যমধ্যস্থ জনপদের নিকটে অবস্থিতি করিলেন। কালদেবল ঋষি দক্ষিণাপথে অবন্তীরাজ্যে এক বনাবৃত পর্ব্বতের নিকট রহিলেন। কৃশবৎস ঋষি কুম্ভবতী নগরসমীপস্থ দণ্ডকী রাজার উদ্যানে বাস করিলেন ইঁহাদের সকলেরই বহু সহস্র ঋষি শিষ্য হইলেন।

অন্তেবাসি-জ্যেষ্ঠকদিগের মধ্যে যাঁহার নাম অনুশিষ্য, তিনি বোধিসত্ত্বের সেবক হইয়া তাঁহার নিকটেই রহিলেন; আর কালদেবলের কনিষ্ঠ সহোদর নারদ মধ্যদেশে অরঞ্জর-নামক পর্ব্বতীয় প্রদেশে একটা গুহায় একাকী বাস করিতে লাগিলেন। অরঞ্জর পর্ব্বতের অনতিদূরে এক বহুজনাকীর্ণ নিগমগ্রাম ছিল; পর্ব্বত ও গ্রামের মধ্যে একটা বৃহৎ নদী; বহু লোকে স্নানার্থ এই নদীতে অবতরণ করিত; অনেক সুন্দরী গণিকাও পুরুষদিগকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য তাহার তীরে বসিয়া থাকিত। তাহাদের এক জনকে দেখিয়া নারদ তাপসের চিত্ত আকৃষ্ট হইল; তিনি ধ্যান ত্যাগ করিলেন, আহার ত্যাগ করিলেন, কামবশে সপ্তাহ-কাল শুইয়া শুইয়া শুষ্ক হইতে লাগিলেন। তাঁহার অগ্রজ কালদেবল ধ্যানবলে এই বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া আকাশপথে সেই গুহায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি উদ্দেশ্যে আপনার আগমন হইয়াছে?" "তোমার অসুখ করিয়াছে; তোমার শুশ্রূষার জন্য আসিয়াছি।" "আপনি বলেন কি? আপনার কথা যে অতি অবস্তুক, অলীক ও তুচ্ছ!" এইরূপ মিথ্যা বাক্য দ্বারা নারদ তাঁহার জ্যেষ্ঠকে প্রত্যাখ্যান করিলেন; কিন্তু কালদেবল তাঁহাকে এ অবস্থায় ফেলিয়া যাওয়া সঙ্গত মনে করিলেন না; তিনি সেখানে শালীশ্বর, মেণ্ডেশ্বর ও পর্ব্বতেশ্বরকে আনয়ন করিলেন; কিন্তু নারদ এ তিনজনকেও মিথ্যা বাক্য দ্বারা প্রত্যাখ্যান করিলেন। তখন কালদেবল আকাশ পথে গিয়া শাস্তা শরভঙ্গকে আনয়ন করিলেন। শরভঙ্গ আসিয়া নারদকে দেখিয়াই বুঝিলেন, তিনি ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হইয়াছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে নারদ, তুমি কি ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হইয়াছ?" নারদ তাঁহার কথা শুনিয়া শয্যা হইতে উঠিলেন এবং তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক প্রকৃত ব্যাপার স্বীকার করিলেন। শরভঙ্গ বলিলেন, "দেখ নারদ, যাহারা ইন্দ্রিয়ের দাস হয়, তাহারা এ জীবনে নানা দুঃখে জীর্ণ শীর্ণ হয় এবং জন্মান্তরে নরকে গমন করে।

যে জন জীবন যাপে ইন্দ্রিয় সেবায়, ভূলোকে, স্বর্লোকে সেই স্থান নাহি পায়।
অতৃপ্ত বাসনাজালে পুড়ি অনুক্ষণ মহাদুঃখ পায়—তার জীবনে মরণ।"

ইহা শুনিয়া নারদ বলিলেন, "আচার্য্য, কাম চরিতার্থ করাতেই সুখ, এরূপ সুখকে আপনি দুঃখ বলিতেছেন কেন?" "তবে শুন" বলিয়া শরভঙ্গ দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :—

কামসুখ অন্তে দুঃখ,—নরকে বসতি, তপদুঃখ অন্তে সুখ,—দেবলোকে গতি।
ত্যজি ধ্যানসুখ, মজি ইন্দ্রিয় সেবায়, পাইতেছ মহাদুঃখ অন্তরে নিশ্চয়।
সুখের যা' সার সেই ধ্যানসুখ পুনঃ লভিতে নারদ, তুমি করহ যতন।

নারদ বলিলেন, "আচার্য্য, ইন্দ্রিয়সুখত্যাগজনিত দুঃখ দুঃসহ, আমি তাহা সহ্য করিতে পারি না।" মহাসত্ত্ব বলিলেন, "নারদ, দুঃখ উৎপন্ন হইলে তাহা সহ্য করিতেই হইবে।

দুঃখ যে সহিতে পারে দুঃখের সময়, দুঃখে অভিভূত যেই কখন না হয়,
দুঃখ হ'লে অবসান সে সুধীর জন, হয় ধ্যান যোগ-জাত সুখের ভাজন।"

নারদ বলিলেন, "আচার্য্য, কামজাত সুখই উত্তম সুখ, আমি তাহা ছাড়িতে পারিব না।" মহাসত্ত্ব বলিলেন, "কোন কারণেই ধর্ম্মের বিনাশ করা সঙ্গত নহে।

কামবশে, অর্থ হেতু, কিছুতে কখন উচিত না হয় ধর্ম্ম করিতে বর্জ্জন।
ধ্যানসুখ তোমার যা ছিল এত দিন করো না বিনষ্ট, হয়ে কামের অধীন।"

শরভঙ্গ উল্লিখিত চারিটী গাথায় ধর্ম্মব্যাখ্যা করিলে কালদেবল নিজের কনিষ্ঠ সহোদরকে উপদেশ দিবার জন্য পঞ্চম গাথা বলিলেন :—

গৃহস্থের দুঃখ * যাহা ধন্য বলি তায়, ধন্য সে ভোজন, অগ্রে দিয়া যদি খায়।
লাভে অল্পসেবী, ক্ষতিকালে নির্ব্বিকার, এ দুই পুরুষ ধন্য, বলিলাম সার।

দেবল নারদকে যে উপদেশ দিলেন, তৎসম্বন্ধে শাস্তা এই অভিসম্বুদ্ধ গাথা বলিলেন :—

ইন্দ্রিয়ের দাস সর্ব্ব পাপীর অধম— এই যাহা বলিলা দেবল বিজোত্তম—
সত্য, সত্য, সত্য ইহা, নাহিক সন্দেহ; ইন্দ্রিয়ের দাস যেন নাহি হয় কেহ।

অতঃপর শরভঙ্গ নারদকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "শুন, নারদ, যে ব্যক্তি প্রথম জীবনে কর্ত্তব্য সম্পাদন না করে, তাহাকে অরণ্যপ্রবিষ্ট মাণবকের ন্যায় পরিণামে শোক ও পরিদেবন করিতে হয়।" ইহা বলিয়া তিনি নারদকে একটা অতীত কথা শুনাইলেন :—

পুরাকালে কাশীরাজ্যের কোন গ্রামে এক সুশ্রী, দৃঢ়কায়, নাগবলসম্পন্ন ব্রাহ্মণ যুবক ছিল। সে ভাবিত, 'কৃষিকর্ম্ম দ্বারা মাতাপিতার পোষণ কি ফল? স্ত্রীপুত্র পাইলেই বা কি হইবে? দানাদি পুণ্যানুষ্ঠানেই বা লাভ কি? আমি কাহারও পোষণ করিব না, কোন পুণ্য কার্য্যও করিব না, আমি বনে গিয়া মৃগ মারিয়া কেবল আত্মপোষণ করিব।' ইহা স্থির করিয়া সে পঞ্চবিধ আয়ুধ লইয়া হিমালয়ে প্রস্থান করিল এবং বহু মৃগ বধ করিয়া তাহাদের মাংস খাইল। ইহার পর আরও অগ্রসর হইয়া সে হিমালয়ের মধ্যভাগে বিবর্ণা-নাম্নী নদীর তীরে পর্ব্বতাকীর্ণ এক নিবিড় বনে গিয়া সেখানে মৃগ মারিয়া ও তাহাদের মাংস অঙ্গারে পাক করিয়া খাইতে লাগিল। অতঃপর সে ভাবিতে লাগিল, 'আমি ত চিরকাল সবল থাকিব না; যখন দুর্ব্বল হইয়া পড়িব, তখন বনবিচরণ করিবার শক্তি থাকিবে না। অতএব এখনই এই গিরিদ্রোণে নানাবিধ মৃগ আনিয়া বাড়বন্ধ পূর্ব্বক আবদ্ধ করা যাউক; তাহা হইলে বনে বনে পর্য্যটন না করিয়াও যখন ইচ্ছা মৃগ মারিয়া খাইতে পারিব।' অনন্তর সে এই সংকল্প মতই কাজ করিল।

কালক্রমে সে যাহা আশঙ্কা করিয়াছিল তাহাই ঘটিল, অল্প লোকের ভাগ্যে যাহা ঘটে, তাহারও সেই দশা হইল। তাহার হস্তপদ চালনা করিবার শক্তি রহিল না। ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিবার সামর্থ্য গেল, তাহার খাদ্য ও পানীয়ের অভাব ঘটিল; শরীর এমন শীর্ণ হইল যে তাহাকে দেখিলে একটা প্রেত বলে মনে হইত; গ্রীষ্মকালে

---

* কৃষিবাণিজ্যাদির জন্য প্রেম স্বীকার।

ভূপৃষ্ঠ যেমন ফাটিয়া যায়, তাহার শিথিল চর্ম্মও সেইরূপ ফাটিয়া গেল। সে দেখিতে অতি কদাকার হইল; তাহার গ্রন্থিগুলি শিথিল হইয়া পড়িল। ফলতঃ তাহার দুঃখের সীমা পরিসীমা রহিল না।

এইরূপে কিয়ৎকাল অতীত হইলে শিবিরাজ্যের রাজা অঙ্গারপক্ব মাংস খাইবার অভিপ্রায়ে অমাত্যদিগের স্কন্ধে রাজ্যভার সমর্পণপূর্ব্বক পঞ্চবিধ অস্ত্রশস্ত্র লইয়া ঐ বনে প্রবেশ করিলেন এবং মৃগ মারিয়া মাংস খাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ ব্রাহ্মণ যেখানে ছিল, কালক্রমে শিবিরাজও একদিন সেইখানে উপনীত হইলেন। তিনি ঐ ব্রাহ্মণকে দেখিয়া প্রথমে ভয় পাইলেন; কিন্তু নিমিষের মধ্যে ধৃতিলাভপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?" ব্রাহ্মণ উত্তর দিল, "মহাশয়, আমি মনুষ্যপ্রেত। এখন নিজ-কৃতকর্ম্মের ফলভোগ করিতেছি। আপনি কে, জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?" "আমি শিবি দেশের রাজা।" "এখানে আগমন কি উদ্দেশ্যে?" "মৃগমাংস-ভোজনের জন্য।" "মহারাজ, আমিও মৃগমাংস-ভোজনের জন্য এখানে আসিয়া এখন মনুষ্যপ্রেত হইয়াছি।" অনন্তর সে রাজাকে সমস্ত আত্মকাহিনী শুনাইল এবং অবশিষ্ট গাথাগুলি বলিল:—

"শত্রুহস্তগত যেন আমি, হে রাজন্। কর্ম্ম, বিদ্যা, নিপুণতা, দাম্পত্য জীবন, *
শান্তি ও ঐশ্বর্য্য সব ঠেলিয়াছি পায়; নিজকর্ম্ম ফল এবে ভুঞ্জি, হায়, হায়!

হয়েছি সহস্রবার যেন পরাজিত; একাকী এখন আমি, বান্ধব-বর্জ্জিত।
আর্য্যধর্ম্ম ত্যজি এবে দুর্দ্দশা এমন; জীবনে প্রেতের রূপ করেছি ধারণ।

সুখের আশায় দুঃখ দিয়েছি অপরে, †
তাই এবে এ দুর্দ্দশা হয়েছে আমার।
ভাগ্যে নাহি ছিল সুখ এই অভাগার;
অনুতাপানলে এবে দগ্ধ ঘোরে মরে।"

মহারাজ, আমি নিজের সুখের জন্য অপরকে দুঃখ দিয়াছি; তাহার প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ মনুষ্যপ্রেতত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি। আপনি পাপ করিবেন না; নিজের রাজধানীতে গিয়া দানাদি পুণ্যকর্ম্মে রত হউন।" রাজা তাহাই করিয়া স্বর্গলাভ করিলেন।

শাস্তা শরভঙ্গ এই অতীত বৃত্তান্ত বলিয়া সেই তাপসকে প্রবুদ্ধ করিলেন। ইহা শুনিয়া তাপসের মন ফিরিল। তিনি শরভঙ্গকে প্রণাম করিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং কৃৎস্নপরিকর্ম্ম দ্বারা নষ্ট ধ্যান পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন। শরভঙ্গ তাঁহাকে আর সেখানে বাস করিতে দিলেন না; তিনি তাঁহাকে নিজের আশ্রমে লইয়া গেলেন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—তখন এই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু ছিল নারদ; সারিপুত্র ছিলেন শালীশ্বর; কাশ্যপ ছিলেন মেণ্ডেশ্বর, অনিরুদ্ধ ছিলেন পর্ব্বতেশ্বর, কাত্যায়ন ছিলেন কালদেবল; আনন্দ ছিলেন অনুশিষ্য, মৌদ্গল্যায়ন ছিলেন কৃশবৎস এবং আমি ছিলাম শরভঙ্গ ‡]

---

* কর্ম্ম—কৃষিবাণিজ্যাদি। নিপুণতা—শিল্পপটুতা।

† 'সুখকামো দুক্খাপেসি।' পাঠান্তর 'সুখকামে দুক্খাপেসি।' তাহা হইলে অর্থ হইবে, যাহারা আমার সুখ আশা করে তাহাদিগকে কষ্ট দিয়াছি।

‡ আখ্যায়িকার প্রথমে বলা হইয়াছে যে বোধিসত্ত্ব হইয়াছিলেন পুরোহিত-পুত্র জ্যোতিঃপাল-কুমার; অথচ এখানে বলা হইল, তিনি ছিলেন শরভঙ্গ। তবে কি বুঝিতে হইবে যে প্রব্রজ্যাগ্রহণের পর জ্যোতিঃপাল শরভঙ্গ নামে অভিহিত হইয়াছিলেন?

৪২৪—আদীপ্ত-জাতক।

[কোশলরাজ যে অসাধারণ দান করিয়াছিলেন, শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে তৎসম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। (এই মহাদানের বৃত্তান্ত মহাগোবিন্দসূত্রের অর্থকথা হইতে সবিস্তর বলা আবশ্যক।) যে দিন এই দান করা হইয়াছিল, তাহার পরদিন ধর্ম্মসভায় সেই কথা উত্থাপিত হইল, ভিক্ষুরা বলাবলি করিতে লাগিলেন, "দেখ ভাই, কোশলরাজ বিচারপূর্ব্বক দানের উপযুক্ত ক্ষেত্র নির্ব্বাচন করিয়াছেন এবং বুদ্ধপ্রমুখ আর্য্যসঙ্ঘকে মহাদান দিয়াছেন।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "রাজা যে বিচারপূর্ব্বক সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুণ্যক্ষেত্রে দান করিয়াছেন, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; প্রাচীন পণ্ডিতেরাও বিচারপূর্ব্বক দান করিতেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে সৌবীর দেশে রোরুব নগরে ভরুত নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি দশ-রাজধর্ম্ম পালন করিতেন এবং প্রজারঞ্জনের চতুর্ব্বিধ উপায় প্রয়োগপূর্ব্বক * প্রকৃতিপুঞ্জের প্রিয় হইয়াছিলেন। তিনি প্রজাদিগের মাতৃপিতৃস্থানীয় ছিলেন এবং দরিদ্র, পথিক, ভিখারী ও যাচকদিগকে মহাদানে সন্তুষ্ট করিতেন। সমুদ্রবিজয়া নাম্নী এক পণ্ডিতা ও অনুব্রতা রমণী তাঁহার অগ্রমহিষী ছিলেন। রাজা একদিন দানশালা দেখিবার কালে ভাবিলেন, 'আমি যে দান করি, তাহা দুঃশীল ও লোভী লোকেরাই ভোগ করে; ইহাতে আমার তৃপ্তি হয় না। আমি শীলবান্ ও অত্যুত্তমদানার্হ প্রত্যেকবুদ্ধদিগকে দান করিতে চাই; কিন্তু তাঁহারা হিমবন্তপ্রদেশে থাকেন। কে তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতে পারে? কাহাকে এ জন্য পাঠাই?' তিনি মহিষীকে এই সকল জানাইলেন। মহিষী বলিলেন, "মহারাজ, কোন চিন্তা করিবেন না; আমরা দাতব্যদানবলে, শীলবলে ও সত্যবলে পুষ্প প্রেরণপূর্ব্বক প্রত্যেকবুদ্ধদিগকে নিমন্ত্রণ করিব এবং তাঁহারা আগমন করিলে সর্ব্বপরিষ্কারযুক্ত † দান দিব।" রাজা এ প্রস্তাব অতি উত্তম মনে করিয়া ভেরীবাদন দ্বারা ঘোষণা করিলেন যে, সমস্ত নগরবাসীকেই শীলরক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। তিনি নিজে ও তাঁহার পরিজনবর্গ পোষধকৃত্যসমূহ সম্পাদন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, মহাদান করিতে লাগিলেন; এবং জাতীপুষ্পপূর্ণ একটা সুবর্ণকরণ্ডক হস্তে লইয়া প্রাসাদ হইতে অঙ্গনে অবতরণ করিলেন। অনন্তর তিনি পঞ্চাঙ্গে ‡ ভূমিষ্ঠ হইয়া পূর্ব্বমুখে প্রণিপাতপূর্ব্বক বলিলেন, "পূর্ব্বদিকে যে সকল অর্হন্ আছেন, আমি তাঁহাদিগকে প্রণাম করি। যদি আমাদের বিন্দুমাত্র গুণ থাকে, তাহা হইলে আমরা যে ভিক্ষা দিতেছি, তাঁহারা অনুকম্পাপূর্ব্বক তাহা গ্রহণ করুন।" ইহা বলিয়া তিনি সপ্ত মুষ্টি পুষ্প নিক্ষেপ করিলেন। পূর্ব্বদিকে কোন প্রত্যেকবুদ্ধ থাকেন না বলিয়া পরদিন তাঁহাদের কেহ আগমন করিলেন না। দ্বিতীয় দিনে দক্ষিণাভিমুখে প্রণাম করিলেন; সে দিক্ হইতেও কেহ আসিলেন না। তৃতীয় দিনে তিনি পশ্চিমদিকে নমস্কার করিলেন; তাহাতেও কোন ফল হইল না। অনন্তর চতুর্থ দিনে তিনি উত্তরাভিমুখে

---

* চতুর্ব্বিধ উপায় (সংগ্রহবস্তু) এই:—দান, প্রিয়বচন, অর্থচর্য্যা অর্থাৎ [illegible] এবং সমানার্থতা অর্থাৎ অপক্ষপাতিতা।

† পরিষ্কার—[illegible]।

‡ কপাল, দুই [illegible], দুটি হাত ও পায়। আমরা যাহাকে 'সাষ্টাঙ্গ' প্রণাম বলি [illegible]। অষ্টাঙ্গ যথা—দুই হাত, দুটি পা, দুই জানু, বক্ষঃ ও মস্তক।

নমস্কার করিলেন এবং "আমরা যে ভিক্ষা দিতেছি, উত্তরহিমালয়-প্রদেশবাসী প্রত্যেকবুদ্ধগণ তাহা গ্রহণ করুন," ইহা বলিয়া সপ্ত মুষ্টি পুষ্প নিক্ষেপ করিলেন। ঐ পুষ্পগুলি গিয়া নন্দমূলক গুহাবাসী পঞ্চশত প্রত্যেকবুদ্ধের গাত্রোপরি পতিত হইল। তাঁহারা চিন্তা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, রাজা তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিতেছেন। পরদিন তাঁহারা আপনাদিগের মধ্যে সাতজনকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "মারিষগণ, রাজা আপনাদিগকে নিমন্ত্রণ করিতেছেন; আপনারা তাঁহার প্রতি অনুগ্রহ করুন।" তখন এই সাতজন প্রত্যেকবুদ্ধ আকাশপথে গমন করিয়া রাজদ্বারে অবতরণ করিলেন; তাঁহাদিগকে দেখিয়া রাজা অতিমাত্র হৃষ্ট হইলেন। তিনি প্রণিপাতপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে প্রাসাদে লইয়া গেলেন, তাঁহাদের বহু সম্মান করিলেন এবং তাঁহাদিগকে বহু দান দিলেন। তাঁহাদের ভোজন শেষ হইলে রাজা তাঁহাদিগকে পরদিনের জন্য আবার নিমন্ত্রণ করিলেন। পঞ্চমদিবস পর্য্যন্ত উপর্য্যুপরি এইরূপ চলিল; রাজা তাঁহাদিগকে ছয় দিন ভোজন করাইলেন এবং সপ্তমদিনে সর্ব্বপরিষ্কারদানের আয়োজন করিলেন। তিনি স্বর্ণখচিত মঞ্চপীঠাদি সজ্জিত করাইলেন এবং সাতজন প্রত্যেকবুদ্ধের সম্মুখে শ্রমণপরিভোগ্য ত্রিচীবরাদি সমস্ত দ্রব্য রাখিয়া বলিলেন, "এই পরিষ্কার-গুলি আপনাদিগকে দান করিলাম।" রাজা ও রাণী প্রণাম করিবার পরে প্রত্যেকবুদ্ধগণ ভোজন করিলেন এবং তাঁহাদের ভোজন শেষ হইলে রাজা ও রাণী উভয়েই প্রণাম করিয়া প্রণত ভাবেই অবস্থিত রহিলেন। অনন্তর প্রত্যেকবুদ্ধগণের মধ্যে যিনি সঙ্ঘস্থবির, তিনি অনুমোদন করিবার সময়ে নিম্নলিখিত গাথা দুইটী বলিলেন:—

দহ্যমান গৃহ হইতে বাহিরে যা আনিতে পারিবে,
লাগিবে কাজেতে তাহা; অন্য সব ভিতরে পুড়িবে।
দহ্যমান জীবলোক; অগ্নি * হেথা জরা ও মরণ;
দানে রক্ষ, পার যত; সুরক্ষিত ধ্রুব দত্তধন।

সঙ্ঘস্থবির এইরূপে অনুমোদনপূর্ব্বক "মহারাজ, অপ্রমত্ত হউন" বলিয়া রাজাকে উপদেশ দিলেন, প্রাসাদের চূড়াটা দ্বিধা বিভক্ত করিয়া তাহার ভিতর দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং আকাশপথে গমনপূর্ব্বক নন্দমূল গুহায় অবতরণ করিলেন। তাঁহাকে যে সকল পরিষ্কার দেওয়া হইয়াছিল, সে গুলিও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গিয়া ঐ গুহাতেই পতিত হইল। ইহাতে রাজার ও মহিষীর সর্ব্বাঙ্গ প্রীতিপুলকিত হইল। অতঃপর অবশিষ্ট প্রত্যেকবুদ্ধেরাও নিম্নলিখিত এক একটী গাথা দ্বারা অনুমোদন করিয়া পরিষ্কারসমূহসহ স্ব স্ব স্থানে প্রতিগমন করিলেন:—

ধর্ম্মপ্রাণ, দৃঢ়ব্রত পুণ্য-অনুষ্ঠানে, হেন জনে তুষ্ট যেই করে নানা দানে;
মরণান্তে দানফলে তরি অনায়াসে বৈতরণী, যায় চলি সেই দিব্যবাসে।

দান আর যুদ্ধ হয় একই মতন, অল্পমাত্র হয় বহু জয়ের সাধন।
অল্পও করিলে দান শ্রদ্ধার সহিত দাতা পরকালে সুখ পাইবে নিশ্চিত। †

পাত্রাপাত্র বিচারি করে যে লোকে দান, বুদ্ধেরা করেন সেই দানের বাখান।
সুক্ষেত্র দেখিয়া বীজ করিলে বপন, কৃষকের শস্যপ্রাপ্তি নিশ্চয় যেমন,
সেই রূপ উপযুক্ত পাত্র দেখি দান করেন যে দাতা, তিনি মহাফল পান।

---

* বৌদ্ধেরা রাগ, দ্বেষ, জরা, মৃত্যু ইত্যাদি একাদশ অগ্নির নাম করেন। ২০৫ম পৃষ্ঠের পাদটীকা দ্রষ্টব্য। জীবলোক নিয়ত এই সকল অগ্নিতে দগ্ধ হইতেছে।

† টীকায় দান ও যুদ্ধের সাদৃশ্য আরও বিশদীকৃত হইয়াছে:—যে কাপুরুষ সে দান করিতে এবং যে মরণভীরু সে যুদ্ধ করিতে পারে না। ভোগের মায়া না ছাড়িলে দান করিতে এবং প্রাণের মায়া না ছাড়িলে যুদ্ধ করিতে পারা যায় না।

প্রাণিগণে সতত অহিংসাপরায়ণ পরকে না বলে যেই পরুষ বচন
বলুক তাহারে ভীরু লোকে ক্ষতি নাই প্রশংসার যোগ্য সেই পণ্ডিতের ঠাঁই।
পরের পীড়নে শৌর্য্য নিন্দনীয় অতি পাপভয়ে সাধুর না পাপে হয় মতি।

হীন ব্রহ্মচর্য্যে ক্ষত্রিয় জনম মধ্যমে দেবত্ব পায়
উত্তমের বলে দেহ অবসানে জীব ব্রহ্মলোকে যায়। *

দান বহু গুণ সাই নাহিক সংশয় দানাপেক্ষা ধর্ম্মপদ শ্রেষ্ঠ অতিশয়।
তদূর্দ্ধে নির্ব্বাণ যাহা দানপ্রজ্ঞাবলে লভিলেন সাধুগণ পূর্ব্ব পূর্ব্বকালে।

সপ্তম প্রত্যেকবুদ্ধ অনুমোদনের সময় এইরূপে রাজাকে মহানির্ব্বাণরূপ অমৃতের মাহাত্ম্য শুনাইলেন এবং তাঁহাকে অপ্রমত্ত হইতে উপদেশ দিয়া উক্ত প্রকারে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। রাজাও মহিষীর সহিত যাবজ্জীবন দানব্রতে রত থাকিয়া স্বর্গলোক লাভ করিলেন।

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন "অতএব দেখিলে পণ্ডিতেরা পূর্ব্বকালেও বিচারপূর্ব্বক দান করিতেন।"
সমবধান—তখন সেই প্রত্যেকবুদ্ধগণ পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তখন রাহুলমাতা ছিলেন সমুদ্র বিজয়া এবং আমি ছিলাম রাজা ভরত।]

৪২৫—অট্ঠান জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি কালে জনৈক উৎকণ্ঠিত ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, "কিহে ভিক্ষু, তুমি কি সত্যই উৎকণ্ঠিত হইয়াছ?" ভিক্ষু বলিলেন, "হাঁ ভদন্ত।" "কেন উৎকণ্ঠিত হইলে?" "কামবশে।" "দেখ রমণীরা অকৃতজ্ঞা, মিত্রদ্রোহিণী ও অবিশ্বাসযোগ্যা। পুরাকালে কোন পণ্ডিত প্রত্যহ সহস্র মুদ্রা দিয়াও এক রমণীর সন্তোষবিধান করিতে পারেন নাই; সে একদিন মাত্র সহস্র মুদ্রা না পাইয়া তাঁহাকে ঘাড় ধরিয়া বাহির করিয়া দিয়াছিল। রমণীরা এমনই অকৃতজ্ঞ। তাহাদের জন্য কামবশে অভিভূত হইও না।" ইহা বলিয়া তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে তাঁহার পুত্র ব্রহ্মদত্তকুমার এবং বারাণসীশ্রেষ্ঠীর পুত্র মহাধনকুমার একসঙ্গে ধূলা খেলা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল; তাঁহারা একই আচার্য্যের গৃহে বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন। ব্রহ্মদত্তের মৃত্যু হইলে কুমার রাজপদ লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বোধিসত্ত্বকে সর্ব্বদা কাছে কাছে রাখিতেন।

বারাণসীতে এক নগর শোভনা পরমসুন্দরী ও সৌভাগ্যশালিনী বর্ণদাসী ছিল। বোধিসত্ত্ব তাহাকে প্রতিদিন একসহস্র মুদ্রা দিয়া নিয়ত তাহার সহবাসে আমোদপ্রমোদ করিতেন। পিতার মৃত্যু হইলে তিনি যখন শ্রেষ্ঠিপদ লাভ করিলেন, তখনও তিনি ঐ রমণীকে পরিত্যাগ করিলেন না, তখনও প্রতিদিন সহস্র মুদ্রা দিয়া তাহার সহবাসসুখ ভোগ করিতে লাগিলেন।

বোধিসত্ত্ব প্রতিদিন তিনবার রাজদর্শনে যাইতেন। একদিন তিনি সায়ংকালে রাজদর্শনে গিয়াছিলেন। তিনি রাজার সহিত কথাবার্ত্তা শেষ করিবার পূর্ব্বেই সূর্য্য অস্ত গেল এবং অন্ধকার হইল। তিনি রাজভবনের বাহিরে গিয়া ভাবিলেন, 'এখন গৃহে গিয়া ফিরিয়া আসিবার সময় নাই; অতএব নগর-শোভনার কাছেই যাই।' তিনি অনুচরদিগকে বিদায় দিয়া একাকী

---

* এখানে ত্রিবিধ ব্রহ্মচর্য্যের কথা বলা হইল,—(১) অধম—যথা বহিরাঙ্গন সম্বন্ধে ঔদাস্য প্রভৃতি; (২) মধ্যম—ইহাতে স্বদারসন্তোষ উৎপন্ন হয়; (৩) উত্তম—ইহাতে নির্ব্বিকল্প ... অধিগম হয়।

উত্তোলনপূর্ব্বক উল্লম্ফন করিতে করিতে মহাবেগে দ্বীপীর অভিমুখে ধাবিত হইল। ছাগীটাকে এখনই ধরিব ভাবিয়া দ্বীপী উৎসাহে কাঁপিতেছিল; কিন্তু ছাগী তাহাকে অতিক্রম পূর্ব্বক অতি বেগে গিয়া ছাগের পালে মিশিল। স্থবির এই কাণ্ড দেখিয়া পরদিন তথাগতের নিকট ঐ বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন এবং বলিলেন, "ভদন্ত, এইরূপে ছাগী নিজের উপায়কুশলতা বলে পরাক্রম প্রদর্শন করিয়া দ্বীপীর গ্রাস হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছে।" শাস্তা বলিলেন, "মৌদ্গল্যায়ন, ঐ দ্বীপী এখন ছাগীকে গ্রহণ করিতে পারে নাই বটে; কিন্তু পূর্ব্বে, এই ছাগী যখন আর্ত্তনাদ করিতেছিল, তখনই সে উহাকে মারিয়া ভক্ষণ করিয়াছিল।" অনন্তর মৌদ্গল্যায়নের প্রার্থনায় তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন;—

পুরাকালে বোধিসত্ত্ব মগধরাজ্যের এক আঢ্যকুলে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইয়া বয়ঃপ্রাপ্তির পর বিষয়বাসনা পরিহারপূর্ব্বক ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ধ্যানাভিজ্ঞা উৎপাদন পূর্ব্বক দীর্ঘকাল হিমালয়ে ছিলেন; তাহার পর লবণ ও অম্লসেবনার্থ রাজগৃহে উপস্থিত হইয়া কোন গিরিব্রজে * পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেন। তুমি যেরূপ বলিলে, তখনও ছাগপালকেরা ঐরূপে ছাগ চরাইতেছিল এবং একদিন একটা ছাগীকে পালের পিছনে পিছনে যাইতে দেখিয়া একটা দ্বীপী তাহাকে খাইবার অভিপ্রায়ে পর্ব্বতসঙ্কটের দ্বারদেশে দাঁড়াইয়াছিল। ছাগী দ্বীপীকে দেখিয়া ভাবিল, 'আজ আমার প্রাণ বাঁচিবে না, তবে একটা উপায় আছে; ইহার সঙ্গে মিষ্টালাপ করিয়া ইহার মনটা একটু নরম করিতে পারিলে বোধ হয় আমার রক্ষা হইবে।' ইহা স্থির করিয়া সে দূর হইতেই দ্বীপীকে অভিবাদন করিয়া অগ্রসর হইতে হইতে প্রথম গাথা বলিল:—

মা পাঠালেন জান্‌তে, মামা, খবর ত সব ভাল? তোমার সুখে সুখী মোরা; কেমন আছ বল।

ইহা শুনিয়া দ্বীপী ভাবিল, 'এই দুষ্টা ছাগী আমাকে মামা বলিয়া প্রতারিত করিবার চেষ্টায় আছে। আমি যে কতই পরুষপ্রকৃতি, এ তাহা জানে না।' অনন্তর সে দ্বিতীয় গাথা বলিল;—

এলি হেথা ল্যাজ্‌টা আমার মাড়িয়ে চার পায়; মামা বল্‌লে এখন বুঝি মুক্তি পাওয়া যায়?

তখন ছাগী বলিল, "ও কথা বলো না, মামা।

মুখোমুখী হল দেখা তোমায় আমায়; ল্যাজ্‌টা আছে পিছন দিকে; মাড়ান কি যায়!"

দ্বীপী বলিল, "বলিস্ কি, হতভাগী? এমন যায়গাই পাওয়া যায় না, যেখানে আমার ল্যাজ নাই।

জানিস্ না কি, ল্যাজ্‌টা আমার লম্বা চৌড়া কত? যুড়ে আছে পৃথিবীটা, সাগর, পর্ব্বত।
আসবার কালে এড়ালি ল্যাজ কেমন করে, বল্? যেমন কর্ম্ম, তেমন এখন পাবি প্রতিফল।

ছাগী ভাবিল, 'মিষ্ট কথায় এ দুরাত্মার মন ভিজিবে না।' অতএব সে শত্রুভাব অবলম্বন করিয়া পঞ্চম গাথা বলিল:—

মা, বাপ, ভাই, সবাই আমায় কর্‌লে সাবধান, দুষ্টের ল্যাজ্ লম্বা বড় বিশাল প্রমাণ;
তাই এখানে এলেম উড়ে দেখিতে তোমায়, মাড়ালেম ল্যাজ কেমন করে, বল ত আমায়।

দ্বীপী বলিল, "তুই যে আকাশে উড়িয়া আসিতেছিলি, তাহা আমি জানি, কিন্তু আসিবার কালে তুই আমার খাদ্য নষ্ট করিয়াছিস্।

উড়ি যবে আস্‌তেছিলি, দেখি পেয়ে ভয় হরিণ যত ছিল হেথা চৌদিকে পলায়।
আহার আমার কর্‌লি নষ্ট আসি অকারণ; পেয়ে তোরে পেটের জ্বালা করব নিবারণ।"

---

* পর্ব্বতবেষ্টিত স্থানে।

ইহা শুনিয়া ছাগী যুক্তিখণ্ডনের আর কোন উপায় না পাইয়া মরণভয়ে বিলাপ করিতে লাগিল। সে বলিল, "দোহাই তোমার, এত নিষ্ঠুর হইও না; আমার প্রাণ রক্ষা কর।" কিন্তু ইহাতে কর্ণপাত না করিয়া দ্বীপী তাহাকে ঘাড় ভাঙ্গিয়া মারিল ও উদরস্থ করিল।

ছাগীর বিলাপে নাহি করি কর্ণপাত রক্তাশী গ্রীবায় তার করে দন্তাঘাত।
যতই বলনা কেন মধুর বচন, তুষিতে দুষ্টেরে কেহ পারে না কখন।

ন্যায়, ধর্ম্ম, মিষ্টবাক্য দুষ্টে নাহি জানে; উপস্থিত হবে যবে দুষ্ট সন্নিধানে
প্রদর্শিবে পরাক্রম, সাধ্যমত তব; মিষ্টবাক্যে দুষ্টে তুষ্ট করা অসম্ভব।

এই দুইটী অভিসম্বুদ্ধ গাথা।

তপস্বী ইহাদের এই সমস্ত কাণ্ড দেখিলেন।

☞ এই জাতকের সহিত ঈষপ-বর্ণিত নেকড়ে বাঘ ও মেষশাবকের কথা তুলনীয়।

[সমবধান—তখন এই ছাগী ছিল সেই ছাগী; এই দ্বীপী ছিল সেই দ্বীপী এবং আমি ছিলাম সেই তপস্বী।]

জাতক

নব নিপাত।

৪২৭—গৃধ্র-জাতক।*

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এক অবাধ্য ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি এক কুলপুত্র ছিলেন এবং নির্ব্বাণপ্রদশাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার হিতৈষিগণ—আচার্য্য, উপাধ্যায় ও সতীর্থবর্গ—সর্ব্বদা তাঁহাকে উপদেশ দিতেন, "তুমি এইভাবে অগ্রসর হইবে, এই ভাবে পশ্চাতে ফিরিবে, এই ভাবে তাকাইবে, এই ভাবে দৃষ্টি অপসারিত করিবে, এই ভাবে হাত গুটাইয়া লইবে, এই ভাবে হস্ত প্রসারিত করিবে; এই ভাবে অন্তর্ব্বাস ও এই ভাবে বহির্ব্বাস পরিবে; এই ভাবে পাত্র ধরিবে; যাহাতে জীবন রক্ষা হয়, তন্মাত্র ভিক্ষা পাইলেই, আত্মপরীক্ষার পরে তাহা আহার করিবে; ইন্দ্রিয়ের গুপ্তদ্বারগুলি সাবধানে রক্ষা করিবে; ভোজনে মিতাচার হইবে; সর্ব্বদা সতর্ক থাকিবে; আগন্তুকদিগের এইরূপে অভ্যর্থনা করিবে; যাঁহারা বিহার হইতে চলিয়া যাইতেছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে এই সকল কর্ত্তব্য পালন করিবে; এই চৌদ্দটী খন্ধকবত্ত;† এই আশিটী মহাবত্ত; তুমি সম্যগ্‌রূপে এ সমস্ত সম্পাদন করিবে; এই তেরটী ধুতাঙ্গ; এ সমস্ত অবহিতচিত্তে পালন করা কর্ত্তব্য।" কিন্তু পুনঃ পুনঃ এই সমস্ত উপদেশ পাইয়াও তিনি বড় অবাধ্য ও অসহিষ্ণু ছিলেন; তিনি বিনীতভাবে উপদেশ গ্রহণ করিতেন না; তিনি বলিতেন, "আমি ত তোমাদিগের কোন দোষ ধরিতে যাই না; তোমরা কেন আমায় এরূপ বল? আমার কিসে ভাল, কিসে মন্দ হইবে, তাহা আমিই বুঝিয়া লইব।" এই কারণে কাহারও উপদেশ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিত না।

এই ব্যক্তির অবাধ্যতার কথা জানিয়া একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় তাঁহার নিন্দা করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং সেই ভিক্ষুকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সত্যই কি তুমি বড় অবাধ্য হইয়াছ?' ভিক্ষু নিজের দোষ স্বীকার করিলে শাস্তা বলিলেন, "এবংবিধ নির্ব্বাণপ্রদশাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াও তুমি কেন হিতবাক্য শুনিতেছ না? পূর্ব্বেও তুমি পণ্ডিতদিগের কথামত না চলিয়া বৈরম্ভবাতাঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়াছিলে।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন:—]

পুরাকালে বোধিসত্ত্ব গৃধ্রকূট পর্ব্বতে গৃধ্রযোনিতে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম ছিল সুপত্র। মহাবল সুপত্র গৃধ্রদিগের রাজা হইয়া বহু সহস্র গৃধ্রসহ বিচরণ করিত। সে মাতাপিতার পোষণ করিত; কিন্তু দেহে অত্যন্ত বল ছিল বলিয়া অতি ঊর্দ্ধে উড়িয়া যাইত। ইহা জানিয়া একদিন বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "বৎস, ইহার বেশী ঊর্দ্ধে উড়িও না।" সে 'যে আজ্ঞা' বলিয়া উপদেশ গ্রহণ করিল, তথাপি যখন একদিন বৃষ্টি হইতে লাগিল, তখন অনুচরদিগের সহিত উড়িতে উড়িতে তাহাদিগকে পশ্চাতে ফেলিয়া নির্দ্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিয়া গেল এবং বৈরম্ভবাতমুখে পড়িয়া তাহার আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হইল।

এই বৃত্তান্ত বর্ণন করিবার সময়ে শাস্তা অভিসম্বুদ্ধ হইয়া নিম্নলিখিত গাথাগুলি বলিলেন:—

"গৃধ্রকূটোপরি (যথা যাইবার তরে
দুর্গম একটী মাত্র ছিল পুরাতন

---

* এই জাতক এবং মৃগালোপ-জাতক (৩৮১) প্রায় এক।

† বিনয়পিটকের এক অংশের নাম খন্ধক। বত্ত=কর্ত্তব্য (duty)। ভিক্ষুদিগের সম্বন্ধে আগন্তুকবত্ত, আবাসিকবত্ত, পিণ্ডচারিকবত্ত ইত্যাদি চৌদ্দটী নিয়ম দেখা যায়। দ্বাশীতিখন্ধকবত্তেরও উল্লেখ আছে।

শঙ্কুতে আকীর্ণ পথ) * গৃধ্রকুলপতি
জনকজননী সেবা করিত যতনে;
আনিত তাদের তরে প্রত্যহ প্রচুর
অজগর মাংস। পিতা শুনিল যখন,
তেজস্বী তনয় তার দৃঢ় পক্ষভরে
অতি উর্দ্ধে উড়ি যায়, দিল উপদেশ:—

"যখন দেখিবে, বৎস, ভাসিতেছে যেন
উৎপল পত্রের মত সসাগরা ধরা,
অথবা সাগর মাঝে চক্রের মতন,
উর্দ্ধে আর তার পর করো না গমন।"

একদা বিহগরাজ উড়িল আকাশে;
পিতার আদেশ ভুলি অতি উর্দ্ধে উঠি
পর্ব্বত কানন কত দেখে অধোদেশে।
সাগরবেষ্টিত ধরা দেখে তথা হতে—
যেমন বলিয়াছিল জনক তাহার—
ভাসিছে বর্ত্তুল যেন সলিল উপর।

[ফিরিবে যেখান হ'তে, তার উর্দ্ধে যায়
এমন দুর্মতি যেন না হয় তোমার।]—মিগালোপ জাতক (৩৮১)।

অতিক্রমি সেই দেশ, বাহিরে তাহার
গেল যবে, তীক্ষ্ণ বাতশিখার আঘাতে
চূর্ণীকৃত হল দেহ বিহগরাজের।
বল বীর্য্য সব তার ব্যর্থ হল এবে।

অতি উর্দ্ধে উঠেছিল, সে কারণ আর
ফিরিতে নারিল সেই; বৈরম্ভ বায়ুর
পাশে পড়ি প্রাণ অন্ত ঘটে বিহগের।

জনকের উপদেশ করি অবহেলা
মরিল বিহগ নিজে মজাইল আর
দারা, পুত্র, অনুজীবী যত ছিল তার।—মিগালোপ জাতক (৩৮১)

না শুনি বৃদ্ধের কথা, গর্ব্বভরে যারা
হইবে উন্মার্গগামী, বিনাশ তাদের
অদ্য হোক, কল্য হোক, ঘটিবে নিশ্চয়,
ঘটে যথা অতিসীমাচর বিহগের।

[অতএব হে ভিক্ষো, তুমি সেই গৃধ্রের মত হইও না, যাঁহারা তোমার হিতৈষী, তাঁহাদের উপদেশ পালন করিও।" শাস্তার নিকটে এই উপদেশ পাইয়া সে ব্যক্তি অতঃপর বেশ আজ্ঞাবহ হইয়া চলিতে লাগিলেন।

সমবধান—তখন এই অবাধ্য ভিক্ষু ছিল সেই অবাধ্য গৃধ্র, এবং আমি ছিলাম তাহার পিতা।]

---

* টীকাকার বলেন যে লোকে স্বর্ণাদি সংগ্রহের জন্য গিরিগাত্রে শঙ্কু প্রোথিত করিয়া তাহাতে রজ্জু বাঁধিত এবং ঐ রজ্জু ধরিয়া উপরে উঠিত। এই জন্য সেই দুরারোহ পথটি শঙ্কুতে আকীর্ণ ছিল।

৪২৮—কৌশাম্বী-জাতক।

[কতিপয় ভিক্ষু কৌশাম্বীর বিহারে কলহ ঘটাইয়াছিলেন। কৌশাম্বীর নিকটবর্ত্তী ঘোষিতারামে অবস্থিতিকালে শাস্তা তাঁহাদের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার বর্ত্তমান বস্তু বিনয়পিটকের কোসম্বকৃখন্ধকে * দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে তাহা সংক্ষেপে বলা যাইতেছে। সেই সময়ে নাকি দুইজন ভিক্ষু একই গৃহে বাস করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন ছিলেন বিনয়ধর এবং একজন ছিলেন সূত্রান্তিক।† শেষোক্ত ব্যক্তি এক দিন পায়খানায় গিয়া আচমনান্তে যে জল অবশিষ্ট ছিল, তাহা জলের ঘরে একটা পাত্রে রাখিয়া আসিয়াছিলেন। ইহার পর বিনয়ধর সেখানে গিয়া ঐ জল দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং বাহিরে আসিয়া সূত্রান্তিককে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তুমি কি জল রাখিয়া আসিয়াছ?" সূত্রান্তিক বলিলেন, "হাঁ ভাই।" "ইহা যে দোষাবহ, তাহা কি তুমি জাননা?" "না ভাই, আমি জানিনা।" "ইহা ভাই প্রকৃতই দোষাবহ।" "তাহা হইলে ইহার প্রতিক্রিয়া (প্রায়শ্চিত্ত) করিব।" "তবে যদি তুমি ইচ্ছা না করিয়া মনের ভুলে করিয়া থাক, তাহা হইলে দোষ হয় নাই।" বিনয়ধরের এই কথায় সূত্রান্তিক দোষের কারণ থাকিলেও দোষ দেখিতে পারিলেন না। কিন্তু বিনয়ধর নিজের শিষ্যদিগকে বলিলেন, "এই সূত্রান্তিক দোষ করিয়াও বুঝেন না যে, দোষ করিয়াছেন।" তাহারা সূত্রান্তিকের শিষ্যদিগকে দেখিয়া বলিল, "তোমাদের উপাধ্যায় দোষ করিয়াও স্বীকার করেন না যে, দোষ করিয়াছেন।" সূত্রান্তিকের শিষ্যেরা গিয়া তাহাদের উপাধ্যায়কে এই কথা জানাইল। তাহাকে সূত্রান্তিক বলিলেন, "এই বিনয়ধর পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে, দোষ হয় নাই। এখন বলিতেছেন, দোষ হইয়াছে। অতএব ইনি মিথ্যাবাদী।" তাঁহার শিষ্যেরা গিয়া বিনয়ধরের শিষ্যদিগকে বলিল, "তোমাদের উপাধ্যায় মিথ্যাবাদী।" এইরূপে দুই পক্ষের মধ্যে কলহ বৃদ্ধি হইল। অনন্তর বিনয়ধর সুযোগ পাইয়া, সূত্রান্তিক যে নিজের দোষ গোপন করিতেছেন, ইহা দেখাইয়া তাঁহাকে সঙ্ঘচ্যুত করিলেন।‡ তখন হইতে, যে সকল উপাসক তাঁহাদিগকে নানাবিধ প্রয়োজনীয় দ্রব্য দিত, তাহারা পর্য্যন্ত দুই দলে বিভক্ত হইল। যে সকল ভিক্ষুণী তাঁহাদের উপদেশমত চলিত, যে সকল গৃহদেবতা গৃহস্থদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন, তাঁহাদের বন্ধুবান্ধবগণ, এমন কি আকাশস্থ দেবগণ, ব্রহ্মলোকবাসী দেবগণ এবং সমস্ত পৃথগ্‌জন পর্য্যন্ত দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া কেহ কেহ এ পক্ষ, কেহ কেহ ও পক্ষ অবলম্বন করিলেন; এই বিবাদের কোলাহল রূপব্রহ্মলোকের সর্ব্বোচ্চ স্তর § পর্য্যন্ত শুনা যাইতে লাগিল।

অনন্তর এক ভিক্ষু তথাগতের নিকটে গিয়া এই ঘটনা বিবৃত করিলেন। ভিক্ষু বলিলেন, "যাঁহারা সঙ্ঘচ্যুতির পক্ষপাতী, তাঁহারা বলিতেছেন সূত্রান্তিককে সঙ্ঘ হইতে তাড়াইয়া দেওয়াই ধর্ম্মসঙ্গত হইয়াছে; কিন্তু যাঁহারা সঙ্ঘবহিষ্কৃত ভিক্ষুর পক্ষাবলম্বী, তাঁহাদের মতে সঙ্ঘচ্যুতি ধর্ম্মবিরুদ্ধ কাজ হইয়াছে এবং তাঁহারা এই বিশ্বাস বশতঃ উৎক্ষেপকদিগের নিষেধ না মানিয়া সূত্রান্তিকের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেছেন।" ইহা শুনিয়া ভগবান্ বলিলেন, "হায়, ভিক্ষুসঙ্ঘ ভাঙ্গিয়া গেল!" তিনি তাঁহাদের নিকটে গিয়া উৎক্ষেপকদিগকে উৎক্ষেপণে এবং অপর

* মহাবগ্গ, ১০ (১-১০)

† বিনয়ধর—যিনি বিনয়পিটকে ব্যুৎপন্ন। সূত্রান্তিক—যিনি সূত্রপিটকে ব্যুৎপন্ন।

‡ উৎক্ষেপণীয়কম্মং অকাসি। উৎক্ষেপণ—সঙ্ঘ হইতে বিতাড়ন (excommunication)

§ এই স্তরের নাম "অকনিষ্ঠ ভবন"।

দলকে দোষগোপনে, যে অনর্থ ঘটিতে পারে তাহা বুঝাইলেন এবং তাহার পর ফিরিয়া গেলেন। কিন্তু ইহার পরেও একই স্থানে পোষধকর্ম্ম করিবার কালে এবং ভক্তগৃহাদিতেও ইহারা কলহ করিতে লাগিল। তখন তিনি ব্যবস্থা দিলেন যে, ইহারা উভয় সম্প্রদায়েই একসঙ্গে, এক সম্প্রদায়ের একজন, তাহার পার্শ্বে অপর সম্প্রদায়ের এক জন, এই ভাবে উপবেশন করিবে। কিন্তু ইহাতেও কোন ফল হইল না, কারণ তিনি শুনিতে পাইলেন, বিহারে পূর্ব্বের মতই কলহ চলিতেছে। তখন তিনি আবার গিয়া বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, যথেষ্ট হইয়াছে; আর বিবাদে কাজ নাই।" এই সময়ে কোন সম্প্রদায়ভুক্ত একজন ধর্ম্মবাদী, শাস্তা আর উত্ত্যক্ত না হন এই উদ্দেশ্যে বলিলেন, "ভগবান্ ধর্ম্মস্বামী স্বীয় মন্দিরেই অবস্থান করুন; তিনি যেন এসব ব্যাপার লইয়া উদ্বিগ্ন না হন; তিনি যে ধর্ম্মের দর্শনলাভ পাইয়াছেন, তাহাতেই শান্তি ভোগ করুন; আমরাও বিবাদ, বিসংবাদ, কলহ ও কুতর্কদ্বারা লোকের নিকট স্বস্বগুণের পরিচয় দি।" শাস্তা বলিলেন, "দেখ ভিক্ষুগণ, পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্ত কোশলরাজ দীধতির রাজ্য কাড়িয়া লইয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রাণসংহার করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষে ব্রহ্মদত্ত যখন ছদ্মবেশে অবস্থিতি করিতেছিলেন এবং কোশলরাজের পুত্র দীর্ঘায়ুঃ তাঁহার বধের সুযোগ পাইয়াও বধ করেন নাই, তখন হইতে তাঁহারা পরস্পরের বন্ধু হইয়াছিলেন।* দণ্ডধর ও অসিধর রাজাদিগের মধ্যে যখন এইরূপ ক্ষান্তি ও দয়া দেখা যায়, তখন এতাদৃশ সুব্যাখ্যাত ও বিনয়সম্পন্ন ধর্ম্মে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া তোমাদেরও কর্ত্তব্য যে, তোমরা ক্ষান্তিশীল ও দয়াশীল হইয়া স্ব স্ব গুণের পরিচয় দেও।" এই রূপ উপদেশ দিয়া শাস্তা তৃতীয় বারও তাহাদিগকে বিবাদ করিতে নিষেধ করিলেন; কিন্তু তখনও কেহই কলহ হইতে বিরত হইল না, তখন ভাবিলেন, 'এই অজ্ঞ ব্যক্তিরা যেন ভূতাবিষ্ট হইয়াছে; কিছুতেই ইহাদিগকে প্রবুদ্ধ করা যাইবেনা।' তিনি চলিয়া গেলেন; পরদিন ভিক্ষাচর্য্যা হইতে ফিরিয়া কিয়ৎক্ষণ গন্ধ কুটীরে বিশ্রামপূর্ব্বক সেখানে শয্যাসনাদি যথাস্থানে রাখিলেন এবং নিজের পাত্রচীবর গ্রহণ করিয়া সঙ্ঘমধ্যে আকাশে আসীন হইয়া এই গাথাগুলি বলিলেন :—

সঙ্ঘে যদি ঘটে ভেদ, কে ভাবিল বলি
সকলেই ভাবে আমি বিজ্ঞ অতিশয়,
মহা কোলাহল করে চৌদিকে সকলে(ই)।
অন্যের যে মত, তাহা গ্রাহ্য কভু নয়।

অনর্গলমুখে নিজ বিজ্ঞতা বাখানে,
যাহা ইচ্ছা বলে মুখে, পারেনা বুঝিতে
বাক্য ভিন্ন অন্য তারা কিছু নাহি জানে,
কে দিল কুবুদ্ধি সঙ্ঘ ভঞ্জন করিতে।

এ দিয়াছে গালি ও যে প্রহার করিল,
হৃদয়ে এভাব যদি করিলে পোষণ
এ করিল পরাভূত, ও যে ঠকাইল,
বৈরনির্য্যাতন স্পৃহা যায় না কখন।

এ দিয়াছে গালি, ও যে প্রহার করিল,
হৃদয়ে এভাব যেই না করে পোষণ,
শত্রুভাব নাহি হয় শত্রুর দমন.
এ করিল পরাভূত, ও যে ঠকাইল,
বৈরভাবে স্থিতি সেই হয় না কখন।
মৈত্রীবলে শত্রুজয়,—ধর্ম্ম সনাতন।

দেখিয়াছি এ জগতে দেখ কত জন
বুদ্ধিমান্ আপনারে করি [illegible]
সংযত থাকিতে [illegible]।
কলহে উপশম [illegible] বিরত।

যুদ্ধে কত বিজেতার, শত্রু প্রাণহর,
অশ্বাদি রাজ্য যারা করে উৎপাটন,
মিলিত সন্ধ্যা হয়, বল কি কারণ
শত্রুর [illegible],
পরস্পর মিলি [illegible]
[illegible] তোমাদের হবে না মিলন!

* দীর্ঘতিকোশল জাতক (৩৭১)।

বুদ্ধিমান্, ধীরমতি, আচরণ যার
সর্ব্বঅংশে অনুরূপ বুঝিবে তোমার,—
মিলিলে এমন বন্ধু হয়ে হৃষ্টমন
সংসর্গে তাহার কর জীবন যাপন।
সঙ্গগুণে এর, তুমি জানিবে নিশ্চয়,
অপনীত হবে তব সর্ব্ববিধ ভয়।

হেন বন্ধু ভাগ্যদোষে নাহি যদি পাও,
একাকী অরণ্যে তবে চলি তুমি যাও,
বিষয়বাসনাহীন রাজা যে প্রকার
যায় চলি ত্যাগ করি রাজ্য আপনার
থাক গিয়া, থাকে যথা যূথ পরিহরি
গহন কানন মাঝে একচর করী।

বরঞ্চ একাকী থাকা মানি শ্রেয়স্কর,
মূর্খ যেন কভু নাহি হয় সহচর।
একচর পাপে লিপ্ত হয় না কখন,
থাকে নিরুদ্বেগে, বনে মাতঙ্গ যেমন।

কিন্তু এরূপ বলিয়াও শাস্তা তাহাদের মধ্যে মেলন ঘটাইতে পারিলেন না। ইহাতে বিরক্ত হইয়া তিনি বালকলোণকার গ্রামে * গমন করিলেন এবং স্থবির ভৃগুর নিকট একাকী থাকার গুণ ব্যাখ্যা করিলেন। অতঃপর তিনি তিন জন কুলপুত্রের বাসস্থানে গিয়া তাহাদিগকে একতার গুণ শুনাইলেন, সেখান হইতে পারিলেয্যক বনে গিয়া তিন মাস অতিবাহিত করিলেন এবং কৌশাম্বীতে না ফিরিয়া শ্রাবস্তীতেই চলিয়া গেলেন। কৌশাম্বীর উপাসকেরা সমবেত হইয়া বলিতে লাগিল, "কৌশাম্বীর এই পূজনীয় ভিক্ষুরা আমাদের বড় অনিষ্ট করিয়াছেন; ইঁহারাই ভগবান্‌কে উত্যক্ত করিয়া তাড়াইয়াছেন। অতএব আমরা আর ইঁহাদিগকে অভিবাদনাদি করিব না; ইঁহারা দ্বারে উপস্থিত হইলেও ভিক্ষা দিব না; কাজেই ইঁহারা হয় এস্থান হইতে চলিয়া যাইবেন, নয় পুনর্ব্বার গৃহস্থ হইবেন, নয় ভগবানের তুষ্টিসাধন করিবেন।" ইহা স্থির করিয়া তাহারা তাহাই করিল। ভিক্ষুরা এইরূপে দণ্ডগ্রস্ত হইয়া শ্রাবস্তীতে গমন করিলেন এবং ভগবানের তুষ্টিসাধনপূর্ব্বক ক্ষমাপ্রাপ্ত হইলেন।

[সমবধান—তখন মহারাজ শুদ্ধোদন ছিলেন দীর্ঘতিকোশল, মহামায়া ছিলেন তাঁহার মহিষী এবং আমি ছিলাম দীর্ঘায়ুঃ কুমার]

৪২৯—মহাশুক-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে জনৈক ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। শুনা যায়, এই ব্যক্তি শাস্তার নিকট হইতে কর্ম্মস্থান গ্রহণপূর্ব্বক কোশলজনপদের কোন প্রত্যন্ত গ্রামের সন্নিহিত অরণ্যে বাস করিয়াছিলেন। গ্রামবাসীরা তাঁহার জন্য, মনুষ্যে সচরাচর যাতায়াত করে এমন স্থানে দিবাযাপন ও রাত্রিযাপনের জন্য পৃথক্ পৃথক্ প্রকোষ্ঠযুক্ত এক বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিল এবং অতি যত্নে তাঁহার সেবা করিত। কিন্তু তাঁহার বর্ষাবাসের একমাস মাত্র অতীত হইতে না হইতেই গ্রামখানি পুড়িয়া গেল; লোকে শস্যের বীজ পর্য্যন্ত রক্ষা করিতে পারিল না; কাজেই তাহারা ঐ ভিক্ষুকে আর পূর্ব্বের মত সুখপ্রদ ভোজ্য দিতে পারিল না। সুন্দর বাসস্থান পাইয়াও তিনি সুখাদ্য ভোজ্যের অভাবে কষ্ট বোধ করিতে লাগিলেন এবং সেইজন্য মার্গ ও ফল কিছুই লাভ করিতে পারিলেন না। অনন্তর তিনমাস অতীত হইলে তিনি শাস্তাকে প্রণাম করিবার জন্য জেতবনে গেলেন। শাস্তা তাঁহাকে আদর করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "পিণ্ডপাতে কষ্ট বোধ করিলেও, বাসস্থানটী ভাল মনে করিয়াছিলে ত?" তখন ভিক্ষু তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। ভিক্ষুর বাসস্থানটী ভাল, ইহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "দেখ ভিক্ষু, বাসগৃহটী ভাল হইলে শ্রমণদিগের লোভসংবরণ করিয়া চলা কর্ত্তব্য; তাঁহারা যে ভোজ্য পাইবেন, তাহাই খাইবেন এবং সন্তুষ্টচিত্তে শ্রামণ্যধর্ম্ম পালন করিবেন। প্রাচীন পণ্ডিতেরা তির্য্যগ্‌যোনিতে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইয়া, নিজের বাসবৃক্ষ যখন শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল তখন তাহার চূর্ণমাত্র খাইয়া, লোলুপতা পরিহারপূর্ব্বক সন্তুষ্টচিত্তে মিত্রধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছিলেন; অন্যত্র গমন করেন নাই। তবে তুমি কেন পিণ্ডপাত অপর্য্যাপ্ত

* যে গ্রামে বালক নামে একব্যক্তি লবণ প্রস্তুত করিত।

ও বিবাদ হইয়াছে বলিয়া এমন আরামের স্থান ত্যাগ করিবে? অনন্তর উক্ত ভিক্ষুর অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে হিমালয়ে গঙ্গাতীরে কোন উড়ুম্বরবনে বহু শতসহস্র শুকপক্ষী বাস করিত। সেখানে এক শুকরাজ যে বৃক্ষে বাস করিতেন, তাহার ফল ফুরাইয়া গেলেও, অঙ্কুর, পত্র, বল্কল * প্রভৃতি যাহা অবশিষ্ট থাকিত, তাহাই খাইতেন এবং গঙ্গার জল পান করিয়া জীবন ধারণ করিতেন। তিনি অতি নিঃস্পৃহভাবে ও সন্তুষ্টচিত্তে ঐ বৃক্ষেই বাস করিতেন, অন্যত্র যাইতেন না। তাঁহার নিঃস্পৃহত্ব ও সন্তুষ্টভাববশতঃ শক্রের আসন কম্পিত হইল। শক্র ইহার কারণ চিন্তা করিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন এবং তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য নিজের অনুভাববলে ঐ বৃক্ষটীকে সম্পূর্ণরূপে শুষ্ক করিলেন। তখন উহা বহুছিদ্রযুক্ত একটী কাণ্ডমাত্রে পর্য্যবসিত হইল, উহার সর্ব্বাঙ্গ বাতাহত হইতে লাগিল এবং ছিদ্রগুলি হইতে কাষ্ঠচূর্ণ বাহির হইতে লাগিল। শুকরাজ সেই চূর্ণ খাইয়াই গঙ্গাজল পান করিতে লাগিলেন; অন্যত্র গেলেন না, বাতাতপে ভ্রূক্ষেপ করিলেন না, সেই উড়ুম্বর কাণ্ডের উপরেই বসিয়া রহিলেন। তাঁহার একান্ত নিঃস্পৃহত্ব দেখিয়া শক্র স্থির করিলেন, 'ইহাদ্বারা মিত্রধর্ম্মের গুণ ব্যাখ্যা করাইয়া বর দিব এবং উড়ুম্বরকে অমৃতফলে পরিণত করিয়া আসিব।' তিনি এক হংসরাজের বেশ ধরিলেন এবং সুজাকে † অসুরকন্যার বেশে অগ্রে অগ্রে রাখিয়া সেই উড়ুম্বর বৃক্ষের অনতিদূরে আর একটী বৃক্ষের শাখায় উপবেশন পূর্ব্বক শুকরাজের সহিত আলাপনার্থ প্রথম গাথা বলিলেন :—

বৃক্ষে যদি থাকে ফল, বিহঙ্গমগণ
আসি করে ফলাহারে ক্ষুধা নিবারণ।
ক্ষীণ কিংবা ফলহীন তরু যবে হয়
ত্যজিয়া তাহারে তারা নানাদিক যায়।

অতঃপর শুককে সেই বৃক্ষ ত্যাগ করাইবার জন্য শক্র আবার বলিলেন :—

হে লোহিততুণ্ড, তুমি যাও ত্বরা করি
অন্যত্র চরিতে, বসি শুষ্ক তরু পরি
কি ধ্যানে হয়েছ মগ্ন হে হরিদ্বরণ? ‡
শুষ্ক তরু ত্যজি কেন না কর গমন?

শুকরাজ বলিলেন, "শুন হংস, আমি কৃতজ্ঞতা কাহাকে বলে, তাহা জানি। সেই জন্য এই বৃক্ষকে পরিত্যাগ করি না।

থাকে যদি পরস্পর বন্ধুত্ববন্ধন
সাধুজনাচিত ধর্ম্ম করিয়া স্মরণ
সুখে দুঃখে অভ্যুদয়ে ভাগ্যবিপর্য্যয়ে
পারে না ত্যজিতে হংস মিত্রে মিত্র হয়ে।
জীবনে মরণে তারা এক সঙ্গে রয়
কিছুতেই তাহাদের বিচ্ছেদ না হয়।

আমিও নিরত ধর্ম্ম পালনে তৎপর
জ্ঞাতি মোর সখা মোর এই তরুবর।
হইয়াছে শুষ্ক তাই তুচ্ছ প্রাণ তরে
পারিনি ছাড়িতে আমি এবে ইহারে?
ছাড়িলে ধর্ম্মের হানি ঘটিবে নিশ্চয়
এ নহে মিত্রের ধর্ম্ম শুন মহাশয়।

---

* মূলে 'তচো বা পপটিকা বা' এইরূপ দেখা যায়। পপটিকা বা পর্পটিকা যে কি তাহা বলা কঠিন। বৃক্ক-জাতকে (১১০) পর্পটিকা আছে কিন্তু [illegible] নাই।

† শক্রের পত্নী।

‡ মূলে 'হরিত্তপত্ত' এই পদ আছে। টীকাকার বলেন "হরিতপত্তান [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ইতি [illegible] বণ্ণসম্পন্ন [illegible]।"

শুকের কথা শুনিয়া শক্র সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে বর দিতে অভিলাষী হইয়া দুইটী গাথা বলিলেন :—

সখ্য, মৈত্রী, বন্ধুত্ব, এ সকলি তোমার যোগ্য অতি পাইতে সহস্র সাধুকার।
এইরূপ ধর্ম্ম যদি করহ পালন, বিজ্ঞের নিকটে হবে প্রশংসাভাজন।
বর দান তোমায় করিব সে কারণে ; মাগ বর, বিহঙ্গম, যাহা ইচ্ছা মনে।

শুকরাজ বর প্রার্থনা করিবার কালে সপ্তম গাথা বলিলেন : —

দিবে যদি, হংস, মোরে বর অভীপ্সিত। হউক এ তরুবর আবার জীবিত।
শাখাপল্লবের শোভা করিয়া ধারণ হউক সতেজ, পূর্ব্বে আছিল যেমন।
ফলুক ইহাতে বহু সুমধুর ফল ; বাঁচুক খাইয়া তাহা বিহগ সকল।

শক্র বর দিবার সময়ে অষ্টম গাথা বলিলেন :—

দেখ, সৌম্য, প্রিয় তব এই উড়ুম্বর এখনি হইবে, ছিল যেমন সুন্দর।
সতেজে উঠিবে বাড়ি, করিবে ধারণ শাখাপল্লবের শোভা পূর্ব্বেরমতন।
দিবে সুমধুর ফল, প্রিয় বাসস্থান হইবে তোমার এই, করিনু বিধান।

ইহা বলিয়া শক্র ছদ্মবেশ ত্যাগ করিলেন এবং নিজের ও সুজাতার দৈবশক্তি প্রদর্শন-পূর্ব্বক গঙ্গা হইতে এক অঞ্জলি জল লইয়া উড়ুম্বর বৃক্ষটীর উপর ছিটাইয়া দিলেন। বৃক্ষটী তৎক্ষণাৎ শাখাপ্রশাখাসম্পন্ন হইয়া বাড়িয়া উঠিল এবং মধুর ফল ধারণ পূর্ব্বক তরুলতাহীন মণিপর্ব্বতের ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া শুকরাজ পরমপ্রীতি লাভ করিলেন এবং শক্রের স্তুতি করিতে করিতে নবম গাথা বলিলেন :—

হও, শক্র, সুখী তুমি, জ্ঞাতিরা তোমার সকলেই সুখ ভোগ করুন অপার,
করিতেছি আমি যথা, হেরি উড়ুম্বরে অবনতশাখ, সুমধুর-ফল-ভারে।

উক্ত ব্যাপার ভালরূপে বুঝাইবার জন্য অবশেষে এই অভিসম্বুদ্ধ গাথা যোগ করা আবশ্যক :—

শুকে করি বর দান, ফলবান্ করি উড়ুম্বরে
ভার্য্যাসহ গেলা চলি দেবরাজ অমরনগরে।

☞ মহাভারতেও (অনুশাসন পর্ব্ব, ৫ম অধ্যায়) কৃতজ্ঞ শুকের সম্বন্ধে এইরূপ একটী আখ্যায়িকা আছে।

[এই ধর্ম্ম দেশনের পরে শাস্তা বলিলেন, "দেখ ভিক্ষু, পুরাণ পণ্ডিতেরা তির্য্যগযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াও কেমন নির্লোভ ছিলেন। তুমি কেন এবংবিধ শাসনে প্রবিষ্ট হইয়াও লোভপরবশ হইবে। তুমি গিয়া সেখানেই বাস কর।" অতঃপর তিনি তাঁহাকে কর্ম্মস্থান বুঝাইয়া দিলেন। ভিক্ষু সেখানে ফিরিয়া গেলেন এবং বিদর্শনা লাভ করিয়া অর্হত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—তখন অনিরুদ্ধ ছিলেন শক্র এবং আমি ছিলাম সেই শুকরাজ।]

৪৩০—ক্ষুদ্রশুক-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে বেরঞ্জকাণ্ডের * সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। শাস্তা বেরঞ্জা গ্রামে বর্ষাবাস করিয়া যথাকালে শ্রাবস্তীতে প্রত্যাগত হইলে ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় বলাবলি করিতে লাগিলেন, "দেখ ভাই, তথাগত ক্ষত্রিয়কুলে ভোগবিলাসের মধ্যে লালিত পালিত হইয়াছিলেন; বুদ্ধ হইয়াও তাঁহার দেহ সুকুমার

* বিনয়পিটক—পারা (১) ১—৪।

রহিয়াছে। তিনি সাতিশয় শুদ্ধিসম্পন্ন; তথাপি বেরঞ্জায় ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া তাঁহার সঙ্গে যখন তিনমাস যাপন করিলেন, তখন মারের চক্রান্তে ঐ ব্রাহ্মণের নিকট একদিনও ভিক্ষা না পাইয়া সর্ব্ববিধ লোভ পরিহারপূর্ব্বক এই দীর্ঘকাল কেবল অশ্বান্ন জলমিশ্রিত যবচূর্ণ আহার করিয়া অতিবাহিত করিলেন, অন্যত্র গমন করিলেন না। অহো! তথাগতদিগের কি অদ্ভুত নিঃস্পৃহতা, কি সদাসন্তুষ্টভাব!" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "তথাগত যে এখন নির্লোভ ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, পূর্ব্বে তির্য্যগ্‌যোনিতে জন্মিয়াও তিনি লোভ পরিহার করিয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন। অতীত বস্তু পূর্ব্ববর্ত্তী জাতকে যেমন প্রদত্ত হইয়াছে, সমস্তই সেইভাবে সবিস্তর বলিতে হইবে।]

"মণ্ডিত হরিৎপত্রে, বহু ফলবান্
আছে বৃক্ষ শত শত হেথা বিদ্যমান।
তবে কেন, বল শুক, তুমি হে নিয়ত
রহিয়াছ এই শুষ্ক দ্রুমে অভিরত?"

"খাইয়াছি ফল এর অনেক বৎসর,
ফলহীন যদ্যপি এখন তরুবর,
তথাপি সে উপকার করিয়া স্মরণ
ভালবাসি এরে আমি পূর্ব্বের মতন।"

"শুক, ফলপত্রহীন এ বৃক্ষ এখন;
রোধিতে বায়ুর বেগ সাধ্য নাই এর,
তাই ছাড়ি গেছে চলি বিহঙ্গগণ,
হয়েছে ইহাতে বল কি দোষ তাদের?"

"ফলের আশায় তারা সেবিল ইহারে,
ফলাভাবে ছাড়ি চলি গেল বৃক্ষান্তরে।
স্বার্থপরায়ণ তারা, অকৃতজ্ঞ অতি,
মিত্রধর্ম্মবিবর্জিত, আত্মপক্ষপাতী।"

"সখ্য, মৈত্রী, বন্ধুত্ব, এ সকলি তোমার
দেখি [illegible] সহস্র সাধুবাদ।
এইরূপ ধর্ম্ম যদি করহ পালন,
বিজ্ঞের নিকটে হবে প্রশংসাভাজন।

বরদান তোমায় করিব সেকারণ,
মাগ বর বিহঙ্গম, যাহা লয় মনে।"

"তুষিব অপূর্ব্ব সুখ আমি অনিবার,
দরিদ্র পাইলে নিধি তুষ্ট যে প্রকার,
যদি এই বৃক্ষ পুনঃ হইয়া জীবিত
শাখায়, পল্লবে, ফলে হয় বিভূষিত।"

শুনিয়া শুকের বাক্য দেবেন্দ্র তখন
অমৃত আনিয়া বৃক্ষে করিলা সেচন।
উদ্গত হইল শাখা, কিশলয়গণ,
বিটপি পুনঃ [illegible] সুশীতল।

"হও, শক্র, সুখী তুমি; আজি হে তোমার
সকলেই [illegible],
ফলিল আমি [illegible], হেরি উচ্চতরে
[illegible]।"

শুকে করি বরদান,
[illegible] করি উচ্চস্বরে
[illegible] চলি
[illegible]।

[উভয় প্রত্যুৎপন্নবস্তু পূর্ব্ববর্ত্তী জাতকে যেরূপ বলা হইয়াছে, সেইরূপ বুঝিতে হইবে। [illegible] গাথা [illegible] গাথা।]

সমবধান—তখন অনিরুদ্ধ ছিলেন শক্র এবং আমি ছিলাম সেই শুকরাজ।]

৪৩১—হারিত-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে জনৈক উৎকণ্ঠিত ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি এক অলঙ্কৃতা রমণীকে দেখিয়া এমন উন্মনা হইয়াছিলেন যে, শরীরের প্রতি তাঁহার কোন যত্ন ছিল না। তিনি নখ, লোম ও কেশ কাটিতেন বা ছাঁটিতেন না; তিনি প্রব্রজ্যা ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। তাঁহার আচার্য্য ও উপাধ্যায়গণ একদিন তাঁহাকে জোর করিয়া শাস্তার নিকট লইয়া গেলে, শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, "তুমি কি সত্যই উৎকণ্ঠিত হইয়াছ?" তিনি উত্তর দিলেন, "হাঁ ভদন্ত!" "কারণ কি?" "এক অলঙ্কৃতা রমণীকে দেখিয়া মোহিত হইয়াছি।" "দেখ, কাম গুণবিধ্বংসক; ইহাতে সুখ নাই, ইহার জন্য লোকে নরকে গমন করে। এরূপ অনিষ্টকর রিপু তোমাকে কেন কষ্ট না দিবে? যে বায়ু সুমেরুকে আঘাত করে, শুষ্কপত্র সম্মুখে পড়িলে তাহাকে লজ্জিত হইতে হয় না। যাঁহারা পূর্ণপ্রজ্ঞার পথে বিচরণ করিতেন, পঞ্চ অভিজ্ঞা ও অষ্ট সমাপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, এমন শুদ্ধাচার মহাপুরুষেরাও কামবশে চিত্তস্থৈর্য্য রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া ধ্যানবল হারাইয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব কোন নিগমগ্রামে অশীতিকোটি বিত্ত-সম্পন্ন এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার দেহের হেমবর্ণ দেখিয়া হরিত্বচ্ এই নাম রাখা হইয়াছিল। * তিনি বয়ঃপ্রাপ্তির পর তক্ষশিলায় গিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিলেন এবং তদনন্তর গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার মাতাপিতার মৃত্যু হইলে তিনি সঞ্চিত ধন অবলোকন করিবার সময় ভাবিলেন, 'ধন ত দেখা যাইতেছে; কিন্তু যাঁহারা ধন উৎপাদন করিয়াছিলেন, তাঁহারা কোথায়? আমিও তাঁহাদের ন্যায় মৃত্যুর মুখে চূর্ণ বিচূর্ণ হইব।' এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি মৃত্যুর ভয়ে ভীত হইয়া মহাদানে প্রবৃত্ত হইলেন এবং ধন শেষ হইলে হিমালয়ে গিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। সেখানে সপ্তম দিবসেই তিনি অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ প্রাপ্ত হইলেন।

হিমালয়ে দীর্ঘকাল বন্য ফলমূলে জীবন ধারণ করিয়া বোধিসত্ত্ব লবণ ও অম্লসেবনার্থ পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিলেন এবং ক্রমে বারাণসীতে উপনীত হইয়া তত্রত্য রাজোদ্যানে রাত্রিযাপন করিলেন। পরদিন ভিক্ষাচর্য্যার জন্য নগরে প্রবেশ করিয়া তিনি রাজদ্বারে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া রাজা প্রসন্ন হইলেন; তাঁহাকে আহ্বান করিয়া শ্বেতচ্ছত্রশোভিত রাজপর্য্যঙ্কে বসাইলেন, নানাবিধ উৎকৃষ্টরসযুক্ত দ্রব্য ভোজন করাইলেন এবং তাঁহার অনুমোদন শুনিয়া আরও প্রীত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, "ভদন্ত, আপনি কোথায় গমন করিবেন?" "মহারাজ! আমি বর্ষাবাসের জন্য একটা স্থান অনুসন্ধান করিতেছি।" "বেশ, প্রভু" এই বলিয়া রাজা প্রাতরাশান্তে তাঁহাকে লইয়া উদ্যানে গেলেন, সেখানে তাঁহার দিবাবাস ও রাত্রিবাসের স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন এবং উদ্যানপালককে তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করিয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক প্রাসাদে ফিরিলেন। মহাসত্ত্ব অতঃপর প্রত্যহ রাজভবনে ভোজন করিতে লাগিলেন। এইরূপে দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত হইল।

অনন্তর রাজ্যের প্রত্যন্ত প্রদেশে বিদ্রোহ ঘটিল। রাজা বিদ্রোহদমনের জন্য যাত্রা করিবার কালে মহাসত্ত্বকে মহিষীর তত্ত্বাবধানে রাখিলেন—বলিয়া গেলেন, "সাবধান, এই মহাত্মা আমার

---

* হরি বা হরিৎ শব্দে সবুজ ও পীত উভয় বর্ণই বুঝায়। 'হরি' শব্দের একটা অর্থ সুবর্ণ।

পুণ্যক্ষেত্র; ইঁহার সেবাশুশ্রূষায় যেন কোন ত্রুটি না হয়।" তখন হইতে মহিষী স্বহস্তে মহাসত্ত্বকে ভোজ্য পরিবেশণ করিতে লাগিলেন।

একদিন মহিষী ভোজ্য প্রস্তুত করিয়া, মহাসত্ত্বের আসিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া গন্ধোদকে স্নান করিলেন, এবং কোমল ও পরিষ্কৃত বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক বাতায়ন উদ্‌ঘাটন করিয়া ও একখানা নাতিবৃহৎ খট্টায় শুইয়া বায়ুসেবন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে বোধিসত্ত্ব ভিক্ষাপাত্রহস্তে আকাশপথে আগমন করিয়া সেই বাতায়নের নিকটে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার অন্তর্ব্বাস ও বহির্ব্বাস দেহের উপর অতি সুন্দরভাবে বিন্যস্ত ছিল। মহিষী তাঁহার বল্কলচীবরের শব্দ শুনিয়া সসম্ভ্রমে শয্যাত্যাগ করিলেন; কিন্তু ইহাতে তাঁহার পরিহিত বস্ত্র খুলিয়া গেল। তখন এক অসাধারণ পদার্থ মহাসত্ত্বের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। যে কামভাব শতসহস্রকোটি বর্ষকাল তাঁহার হৃদয়মধ্যে নিহিত ছিল, করণ্ডকে শায়িত সর্পের ন্যায় এখন তাহা মস্তক উত্তোলন করিয়া তাঁহার ধ্যানবল অপনীত করিল। তিনি চিত্তের স্থৈর্য্যরক্ষায় অসমর্থ হইলেন এবং অগ্রসর হইয়া মহিষীর হস্ত ধারণ করিলেন। তাঁহারা উভয়েই চতুর্দ্দিকে পর্দ্দা ফেলিয়া দিলেন; মহাসত্ত্ব মহিষীর সহিত লোকধর্ম্মসেবনানন্তর আহার করিলেন, উদ্যানে ফিরিলেন এবং তদবধি প্রত্যহ ঐরূপ পাপানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। তিনি যে মহিষীর সহিত অবৈধ প্রণয়ে আসক্ত হইয়াছেন, একথা ক্রমে সকল নগরবাসীরই কর্ণগোচর হইল।

অমাত্যেরা পত্র পাঠাইয়া রাজাকে হারিত তাপসের কুকার্য্যের কথা জানাইলেন। রাজা ইহা বিশ্বাস করিলেন না; তিনি ভাবিলেন, 'আমার [illegible] ভাঙ্গিবার জন্যই ইহারা এরূপ বলিতেছে।' অনন্তর বিদ্রোহ দমন করিয়া তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং নগর প্রদক্ষিণ-পূর্ব্বক মহিষীর নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "তোমার সহিত হারিত তাপস লোকধর্ম্ম সেবা করেন, একথা সত্য কি ?" মহিষী স্বীকার করিলেন; কিন্তু রাজা তাঁহাকেও বিশ্বাস করিলেন না; তিনি স্থির করিলেন, স্বয়ং তাপসকেই একথা জিজ্ঞাসা করা যাউক। এই উদ্দেশে উদ্যানে গিয়া তিনি তাপসকে প্রণাম করিলেন এবং একান্তে উপবিষ্ট হইয়া নিম্নলিখিত প্রথম গাথায় ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিলেন:—

> শুনিলাম দ্বিজবর, কামের সেবায় তুমি রত ?
> মিথ্যা কি এ জনরব ? পূর্ব্ববৎ আছ শুদ্ধব্রত ?

বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, 'যদি বলি যে কামসেবা করি নাই, রাজা তাহাই বিশ্বাস করিবেন; কিন্তু ইহলোকে সত্যই প্রধান প্রতিষ্ঠা; যে সত্য পরিহার করে, সে কখনও বোধিদ্রুমতলে পূর্ণ প্রজ্ঞা লাভ করিতে পারে না।' [বোধিসত্ত্বেরা সময়বিশেষে প্রাণাতিপাত, অদত্তাদান, কামে মিথ্যাচার, সুরাপান প্রভৃতি পাপ করিতে পারেন, কিন্তু যাহাতে লোকে প্রতারিত হইয়া অপ্রকৃতকে প্রকৃত মনে করে, এমন মিথ্যা কথা কখনও বলেন না।] অতএব মহাসত্ত্ব দ্বিতীয় গাথায় সত্যই বলিলেন:—

> সব সত্য, নৃপবর, [illegible]
> মোহের বশ হয়ে মোরা [illegible]

ইহা শুনিয়া রাজা তৃতীয় গাথা বলিলেন:—

> বিজ্ঞ, বিদুষ, প্রাজ্ঞ, [illegible]
> [illegible]

তখন কামের প্রভাব বুঝাইবার জন্য হারিত চতুর্থ গাথা বলিলেন :—

রাগ, দ্বেষ, মোহ, মদ, এই চারি বলবান্ অতি ;
প্রজ্ঞার নাহিক শক্তি করে রোধ ইহাদের গতি।

ইহা শুনিয়া রাজা পঞ্চম গাথা বলিলেন :—

শীলবান্, অরহন্, শুদ্ধাচার, মেধাবী, পণ্ডিত ;
শ্রদ্ধার ভাজন ; তাই আমাদের নিকটে হারিত।

তখন হারিত ষষ্ঠ গাথা বলিলেন :—

প্রীতিকর কামভাব, শত্রু ইহা, অতীব ভীষণ ;
ধার্ম্মিক, মেধাবী ঋষি, তাঁরও ইহা ঘটায় পতন।

রাজা তাঁহাকে পাপচিন্তা পরিহারে উৎসাহ দিবার জন্য সপ্তম গাথা বলিলেন :—

শরীরস্থ রিপু এই ; করে ইহা নাশ সব গুণ ;
ত্যজ এরে, হও সুখী ; সকলের শ্রদ্ধা পাবে পুনঃ।

তখন মহাসত্ত্ব চিত্তস্থৈর্য্য পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন এবং কাম যে দুঃখের নিদান, ইহা বুঝিতে পারিয়া অষ্টম গাথা বলিলেন :—

কামে অন্ধ হয় লোক ; কামবিষ দুঃখের কারণ ;
মূল তার পেয়ে আমি প্রজ্ঞা-খড়্গে করিব ছেদন।

অনন্তর তিনি রাজার নিকট বিদায় লইয়া পর্ণশালায় প্রবেশ করিলেন এবং কৃৎস্নমণ্ডল অবলোকনপূর্ব্বক ধ্যানবল লাভ করিলেন। তখন তিনি পর্ণশালা হইতে বাহির হইয়া আকাশে পর্য্যঙ্কবন্ধনে উপবিষ্ট হইলেন এবং রাজার নিকট ধর্ম্মব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আপনি অপ্রমত্ত হইবেন ; আমি এখন নারীগন্ধ বিবর্জ্জিত অরণ্যে ফিরিয়া যাইতেছি।" রাজা তাঁহাকে রাখিবার জন্য কত রোদন ও পরিদেবন করিলেন, কিন্তু তিনি তাহাতে বিচলিত না হইয়া হিমবন্তে চলিয়া গেলেন এবং সেখানে অপরিহীন ধ্যানবলে ব্রহ্মলোক-পরায়ণ হইলেন।

শাস্তা এই বৃত্তান্ত জানিতেন। তিনি অভিসম্বুদ্ধ হইয়া বলিলেন :—

সত্যপরাক্রম ঋষি হারিত এতেক বলি
কামরাগ পরিহরি ব্রহ্মলোকে গেলা চলি।

অনন্তর তিনি সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু অর্হত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

[সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন সেই রাজা, এবং আমি ছিলাম হারিত।]

☞ এই জাতকের সহিত প্রথম খণ্ডের মুদুলক্ষণ-জাতকের• (৬৬) অতীত বস্তু তুলনীয়।

৪৩২—পদকুশলমাণব-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে একটী বালককে উপলক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। এই বালকটী নাকি ৭ বৎসর বয়সেই কোন হস্তকৌশলে অভিজ্ঞ হইয়াছিল এবং ছয় বৎসর বয়সের সময়েই মানুষের পদচিহ্ন দেখিয়া কে কোন্ পথে কোথায় গিয়াছে, তাহা নির্দেশ করিতে পারিত। একদিন পরীক্ষা করিবার জন্য তাহার পিতা তাহাকে না জানাইয়া এক বন্ধুর বাড়ীতে গিয়াছিলেন। সে, পিতা কোথায় গিয়াছেন ইহা জিজ্ঞাসা না

নিবতিশয় স্নেহসহকারে ব্রাহ্মণ ও পুত্র উভয়কেই প্রতিপালন করিতে লাগিল। কালসহকারে পুত্রটীর জ্ঞানোদয় হইলে সে পিতাপুত্র উভয়কেই গুহার মধ্যে রাখিয়া দ্বাররুদ্ধ করিয়া বাহিরে যাইত। একদিন যক্ষিণী বাহিরে গিয়াছে জানিয়া বোধিসত্ত্ব শিলাখণ্ডটা সরাইয়া পিতাকে বাহিরে লইয়া গেলেন। যক্ষিণী ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "পাথরটা কে সরাইয়াছ?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "আমি সরাইয়াছি, মা; অন্ধকারে বসিয়া থাকিতে পারি না।" অপত্যস্নেহবশতঃ যক্ষিণী আর কিছু বলিল না।

ইহার পর একদিন বোধিসত্ত্ব পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা আমার মাএর মুখ এক প্রকার, তোমার মুখ অন্য প্রকার; ইহার কারণ কি?" "বৎস, তোমার মাতা নরমাংসাশিনী যক্ষিণী; আর আমরা দুইজন মানুষ।" "যদি তাহা হয়, তবে এখানে কেন থাকিব; চলুন, আমরা লোকালয়ে যাই।" "বৎস, আমরা যদি পলায়ন করি, তাহা হইলে তোমার মাতা আমাদের দুইজনকেই বধ করিবে।" "ভয় নাই, বাবা। তোমাকে লোকালয়ে লইয়া যাওয়ার ভার আমার থাকুল।" বোধিসত্ত্ব পিতাকে এইরূপে আশ্বাস দিলেন এবং পরদিন যক্ষিণী বাহিরে গেলে তাঁহাকে লইয়া পলায়ন করিলেন। যক্ষিণী ফিরিয়া যখন তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইল না, তখন বাতবেগে ধাবিত হইয়া উভয়কেই ধরিল এবং জিজ্ঞাসিল, "ব্রাহ্মণ, পলাইতেছ কেন? তোমার এখানে কি অভাব আছে, বল।" ব্রাহ্মণ উত্তর দিলেন, "ভদ্রে, আমার উপর রাগ করিও না; তোমার ছেলেই আমাকে লইয়া যাইতেছিল।" সেদিনও যক্ষিণী পুত্রস্নেহবশতঃ আর কিছু বলিল না; সে উভয়কেই অভয় দিয়া কয়েকদিনের মধ্যে নিজের বাসস্থানে ফিরাইয়া আনিল। বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, 'আমার মাতার মনুষ্যবধক্ষেত্র নিশ্চিত সীমাবদ্ধ; আমি জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি না কেন, তাঁহার আজ্ঞাধীন স্থানের সীমা কতদূর। তাহা জানিলে আমরা পলায়ন করিয়া ঐ সীমার বাহিরে যাইব।' অনন্তর একদিন তিনি মাতার নিকটে একান্তে উপবিষ্ট হইয়া বলিলেন, "মা, মাতৃধন পুত্রের প্রাপ্য। অতএব আমায় বল, তোমার অধিকারভুক্ত স্থানের সীমা কোথায়?" যক্ষিণী চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতাদি যে সকল সীমা চিহ্ন আছে, সমস্ত বুঝাইয়া বলিল, "দৈর্ঘ্যে ত্রিশ যোজন এবং বিস্তারে পাঁচ যোজন এই আমার বিচরণ-ক্ষেত্র। তুই ইহা অবহিত চিত্তে স্মরণ রাখিস্।"

ইহার দুই তিন দিন পরে, যক্ষিণী যখন বনে গিয়াছে, তখন বোধিসত্ত্ব পিতাকে স্কন্ধে লইয়া মাতা যে যে সীমাচিহ্ন নির্দ্দেশ করিয়াছিল, সেইগুলির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বাতবেগে ধাবিত হইলেন এবং এক সীমায় যে নদী ছিল তাহার তীরে উপস্থিত হইলেন। এদিকে যক্ষিণী ফিরিয়া দেখিল গুহা শূন্য। সে তাঁহাদিগের অনুধাবন করিল। বোধিসত্ত্ব যখন পিতাকে লইয়া নদীর মধ্যভাগে গিয়াছেন, তখন যক্ষিণী গিয়া নদীতীরে পৌঁছিল। তাঁহারা সীমা অতিক্রম করিয়াছেন দেখিয়া সে ঐ খানেই দাঁড়াইয়া বলিল, "বাছা, তোর পিতাকে লইয়া আয়; আমার অপরাধ কি? আমার দ্বারা তোদের কি কাজ অসম্পন্ন থাকে, বল্? স্বামিন্, আপনিও ফিরুন।" সে পুনঃ পুনঃ পুত্র ও স্বামীকে এই অনুরোধ করিতে লাগিল; এদিকে ব্রাহ্মণ নদী পার হইয়া গেলেন; তখন যক্ষিণী পুত্রকেই অনুরোধ করিতে লাগিল, "বাছা, এমন কাজ করিস্ না; তুই ফিরিয়া আয়।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "মা, আমরা মানুষ; তুমি যক্ষিণী; অতএব চিরকাল তোমার কাছে থাকিতে পারি না।" "তবে কি ফিরিবি না, বাপ?" "না, মা।" "যদি নাই ফিরিস্—যাপ, মনুষ্যলোকে বাস করিতে হইলে বড় দুঃখ পাইতে হয়। যাহারা কোন বিদ্যা জানে না, তাহারা সেখানে তিষ্ঠিতে পারে না। আমি চিন্তামণি নামে

এক বিদ্যা জানি। তাহার বলে, বার বৎসর পূর্ব্বে যে সকল মানুষ চলিয়া গিয়াছে, তাহাদেরও
পদচিহ্নের অনুসরণ করিতে পারা যায়। এই বিদ্যাই তোর জীবনোপায় হইবে। তুই এই
অনর্ঘ মন্ত্র গ্রহণ কর।" যক্ষিণী দুঃখে অভিভূত হইয়াও পুত্রস্নেহবশতঃ বোধিসত্ত্বকে এই মন্ত্র
দিল। বোধিসত্ত্ব নদীগর্ভে থাকিয়াই মাতাকে প্রণাম করিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে * মন্ত্রগ্রহণ
পূর্ব্বক, মাতাকে আবার প্রণাম করিয়া বলিলেন 'তবে এখন চলিলাম, মা।" "বাবা, তোরা
না ফিরিলে আমার প্রাণ থাকিবে না' ইহা বলিয়া যক্ষিণী বক্ষঃস্থলে করাঘাত করিল,
অমনি পুত্রশোকে তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইল, সে প্রাণত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত
হইল। তাহার মৃত্যু হইয়াছে জানিয়া বোধিসত্ত্ব পিতাকে আহ্বান করিলেন, মাতার নিকটে
গিয়া চিতা প্রস্তুত করিলেন, তাহাতে শবদাহ পূর্ব্বক চিতানল নির্ব্বাপিত করিলেন, স্নানান্তে
নানাবর্ণের পুষ্পদ্বারা প্রেতপূজা করিলেন, এবং রোদন ও পরিদেবন করিয়া পিতার সহিত
বারাণসীতে গেলেন। সেখানে তিনি রাজার নিকট সংবাদ দিলেন যে, এক পদকুশলমাণব
দ্বারে উপস্থিত হইয়াছে। রাজা ইহা শুনিয়া তাঁহাকে প্রবেশ করিতে অনুমতি দিলেন।
তিনি সভায় প্রবেশ করিয়া রাজাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক দাঁড়াইলেন, রাজা জিজ্ঞাসিলেন,
"বৎস, তুমি কি বিদ্যা জান?" মহারাজ, বার বৎসর পূর্ব্বেও যে দ্রব্য অপহৃত হইয়াছে,
চোরের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া তাহা বাহির করিতে পারি।" "বেশ তুমি আমার কার্য্যে
নিযুক্ত হও।" "মহারাজ, প্রতিদিন যদি সহস্র মুদ্রা পাই, তাহা হইলে আপনার সেবা করিতে
পারি।" "আচ্ছা, তাহাই পাইবে।" অনন্তর রাজা তাঁহাকে প্রত্যহ সহস্র মুদ্রা দেওয়াইতে
লাগিলেন।

একদিন রাজপুরোহিত রাজাকে বলিলেন, "মহারাজ, এই মাণবক নিজের বিদ্যাবলে
এপর্য্যন্ত কোন কাজই করে নাই, কাজেই প্রকৃতপক্ষে ইহার সে বিদ্যা আছে কি না আছে,
আমরা তাহার কিছুই জানি নাই। অতএব ইহাকে একবার পরীক্ষা করা যাউক।" রাজা
এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিলে তাঁহারা দুই জনেই রত্নরক্ষকদিগকে জানাইয়া কতকগুলি
উৎকৃষ্ট রত্ন গ্রহণপূর্ব্বক প্রাসাদ হইতে অবতরণ করিলেন, অন্ধকারের মধ্যে তিনবার রাজভবন
প্রদক্ষিণপূর্ব্বক মই আনাইয়া প্রাকারের উপরিভাগ হইতে বাহিরে অবতরণ করিলেন,
বিনিশ্চয়শালায় প্রবেশ করিলেন, সেখানে বসিলেন, পুনর্ব্বার গিয়া মই ফেলিয়া প্রাকারমস্তক
হইতে অবতরণ করিলেন, অন্তঃপুরস্থ পুষ্করিণীর তীরে উপস্থিত হইলেন, পুষ্করিণীটাকে
তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া জলে নামিলেন, পুষ্করিণীর মধ্যভাগে রত্নভাণ্ড রাখিলেন এবং পুনর্ব্বার
প্রাসাদে আরোহণ করিলেন। পরদিন, "রাজবাড়ী হইতে নাকি বহু রত্ন অপহৃত হইয়াছে'
সমস্ত লোকে এই বলিয়া মহাকোলাহল আরম্ভ করিল। রাজা যেন কিছুই জানেন না, এই
ভাণ করিয়া বোধিসত্ত্বকে ডাকিয়া বলিলেন, "বৎস, রাজভবন হইতে বহু রত্ন চুরি গিয়াছে।
এখন তোমার বিদ্যানুরূপ কাজ করিতে হইবে।" "মহারাজ, বার বৎসর পূর্ব্বে যে দ্রব্য
চুরি গিয়াছে, চোরের পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া আমি তাহারও উদ্ধার করিতে সমর্থ; এই
রাত্রিতে যাহা চুরি গিয়াছে, তাহার উদ্ধার করা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। আমি এখনই উদ্ধার
করিতেছি। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।" "বেশ উদ্ধার কর।" "যে আজ্ঞা মহারাজ।"
বোধিসত্ত্ব গিয়া মাতাকে উদ্দেশে প্রণাম করিলেন এবং মন্ত্রটী আবৃত্তি করিয়া প্রাসাদের উর্দ্ধতলে
থাকিয়াই বলিলেন, "মহারাজ, দুইজন চোরের পদচিহ্ন দেখা যাইতেছে।" অনন্তর তিনি

* হস্তদ্বয়পদ্মকং কৃত্বা করপুট কমলাকার করিয়া।

রাজার ও পুরোহিতের পদচিহ্নের অনুসরণপূর্ব্বক রাজার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন, সেখান হইতে বাহির হইয়া প্রাসাদ হইতে অবতরণ করিলেন, রাজভবন তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া পদাঙ্কানুসরণেই প্রাকারের নিকটে গেলেন এবং সেখানে দাঁড়াইয়া বলিলেন "মহারাজ, এইখানে প্রাকার ছাড়িয়া আকাশে পদচিহ্ন দেখা যাইতেছে। অতএব একখানা মই দিন।" অনন্তর মই ফেলিয়া তিনি প্রাকারের উপর হইতে নামিলেন, পদাঙ্কানুসরণেই বিনিশ্চয়শালায় গেলেন, সেখান হইতে রাজভবনে ফিরিলেন, আবার মই ফেলিয়া প্রাকার হইতে অবতরণ করিলেন, পুষ্করিণীতে গিয়া তিনবার উহা প্রদক্ষিণ করিলেন, এবং "মহারাজ, চোরেরা বোধ হয় এই পুষ্করিণীতে নামিয়াছিল" বলিয়া, নিজেই যেন রাখিয়া দিয়াছিলেন, এই ভাবে রত্নভাণ্ড উদ্ধার করিয়া রাজাকে দিলেন। দিবার সময় তিনি বলিলেন, "মহারাজ, এই দুই চোর সামান্য চোর নহে, পদস্থ মহাচোর। ইহারা এই পথে রাজভবনে আরোহণ করিয়াছিল।" এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া সমবেত জনসঙ্ঘ অতি তুষ্ট হইল এবং অঙ্গুলি ছোটন ও চেলোৎক্ষেপণ করিতে লাগিল। রাজা ভাবিলেন, 'এই মাণবক, চোরেরা কোথায় রত্নভাণ্ড রাখিয়াছিল পদচিহ্ন দেখিয়া তাহা জানিতে পারিয়াছে বটে, কিন্তু এ বোধ হয় চোর ধরিতে পারে না।' তিনি বোধিসত্ত্বকে বলিলেন, 'যাহা চুরি গিয়াছিল, তাহা ত আনিয়া দিলে; কিন্তু চোর ধরিতে পার কি?" "মহারাজ, চোরেরা দূরে নাই, এখানেই আছে।" "কে কে চোর?" "মহারাজ, যাহার ইচ্ছা, সেই চোর হউক গিয়া; আপনি যখন অপহৃত দ্রব্য পাইয়াছেন, তখন চোরে কি প্রয়োজন? চোর কে জিজ্ঞাসা করিবেন না।" "দেখ বাপু, আমি তোমাকে প্রতিদিন সহস্র মুদ্রা দিই; তুমি চোর ধরিয়া দাও।" "মহারাজ, ধন যখন পাইলেন, তখন চোর ধরিয়া কি লাভ?" "ধনের উদ্ধার করা অপেক্ষা চোর ধরাই অধিক আবশ্যক।" "বেশ কথা, মহারাজ; কিন্তু অমুক চোর, এইভাবে কাহারও নাম না বলিয়া আমি অতীতের একটী ঘটনা নিবেদন করিতেছি; আপনার যদি প্রজ্ঞা থাকে, তাহা হইলে ইহার অর্থ বুঝিতে পারিবেন।" ইহা বলিয়া বোধিসত্ত্ব একটী অতীত ঘটনা বর্ণন করিলেন:—

মহারাজ, পুরাকালে বারাণসীর অনতিদূরে নদীতীরবর্ত্তী কোন গ্রামে পাটল নামে এক নট বাস করিত। সে একদিন ভার্য্যাকে সঙ্গে লইয়া বারাণসীতে গিয়াছিল এবং সেখানে নৃত্যগীত করিয়া অর্থলাভ করিয়াছিল। অনন্তর উৎসব শেষ হইলে সে প্রচুর সুরা ও খাদ্য ক্রয় করিয়া গ্রামে ফিরিবার কালে নদীতীরে উপস্থিত হইল। নদীতে তখন নূতন জল আসিয়াছিল। সে বসিয়া বসিয়া উহা দেখিতে এবং সুরাপান করিতে লাগিল; এবং ক্রমে উন্মত্ত হইয়া, নিজের বল না বুঝিয়াই স্থির করিল, 'মহাবীণাটা গলায় বান্ধিয়া সাঁতরাইয়া নদী পার হইব।' এই উদ্দেশ্যে সে ভার্য্যার হাত ধরিয়া জলে নামিল। বীণার ছিদ্রগুলি দিয়া ভিতরে জল গেল এবং বীণার ভারে সে নিজেই হাবুডুবু খাইতে লাগিল। সে ডুবিতেছে দেখিয়া তাহার ভার্য্যা তাহার হাত ছাড়িয়া দিয়া নিজে তীরে উঠিল। নট পাটল এক একবার জলের উপর মাথা তুলিতে লাগিল, এক একবার ডুবিতে লাগিল; জল খাইয়া তাহার পেট ফুলিয়া উঠিল। ইহা দেখিয়া নটী ভাবিল, 'আমার স্বামী ত এখনই মরিবে; ইহার কাছে একটা গান শিখিয়া লই; লোকের নিকট তাহা গাইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিব।' সে বলিল, "স্বামিন্ তুমি ত জলে ডুবিলে; আমাকে একটা গান শিখাও; তাহা গাইয়া আমি জীবিকা নির্ব্বাহ করিব।

নৃত্যগীত বিশারদ পাটল আমার চলিলা ভাসিয়া পড়ি গর্ভেতে গঙ্গার।
এখন একটী গীত শিখাও আমায়, গেয়ে যাহা জীবিকায় হইবে উপায়।"

নট বলিল, "ভদ্রে, আমি তোমায় কিরূপে গান শিখাইব? যে জল সমস্ত জীবের জীবন বলিয়া কীর্ত্তিত, তাহাই এখন আমার জীবন হরণ করিতেছে।

শোকার্ত্তের, দুর্দ্দশার মস্তকে যাহায় দিতাম আহুতে, শান্তি বিধান ইচ্ছায়,
পড়িয়া তাহার মধ্যে হারাই জীবন; শরণ(ই) হইল, হায়, মরণ কারণ।"

বোধিসত্ত্ব এই গাথার ব্যাখ্যার জন্য বলিলেন, "জল যেমন, রাজাও তেমনি, মনুষ্যের শরণ। যদি রাজা হইতেই ভয় উৎপন্ন হয়, তবে অন্য কে তাহার প্রতিবিধান করিবে? যাহা বলিলাম, মহারাজ, তাহা অতি গূঢ়; কেবল পণ্ডিতেরাই যাহাতে বুঝিতে পারেন, আমি সেই ভাবে বলিয়াছি। এখন বুঝিয়া দেখুন।" রাজা কহিলেন, "বাপু, আমি গূঢ় কথা বুঝি না; তুমি চোর ধরিয়া দাও।" "তবে, মহারাজ, আর একটী কথা শুনিয়া ভাবুন:—

পূর্ব্বে এই বারাণসীর দ্বারসন্নিহিত গ্রামে এক কুম্ভকার ভাণ্ড প্রস্তুত করিবার জন্য একই স্থান হইতে প্রতিদিন মৃত্তিকা আনয়ন করিত। এই কারণে সে ক্রমে একটী অতি বৃহৎ গর্ত্ত খনন করিয়াছিল। একদিন সে ঐ গুহার মধ্যে মৃত্তিকা খনন করিতেছে, এমন সময়ে অকালে মহামেঘ উত্থিত হইল এবং মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। চতুর্দ্দিক্ জলে প্লাবিত হইল এবং গর্ত্তের তট ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাহাতে কুম্ভকারের মস্তক চূর্ণ হইল। সে পরিদেবন করিতে করিতে বলিল:—

সকল জীবের ধাত্রী, বীজের জননী,
মস্তক আমার চূর্ণ করেন ধরণী।
এমন যে হবে ভাগ্যে ভাবিনি কখন;
শরণ(ই) হইল, হায় মরণ কারণ।

মহারাজ, সমস্ত জীবের আশ্রয়স্বরূপ এই বিপুল ধরিত্রী যেমন কুম্ভকারের মস্তক চূর্ণ করিয়াছিল, সেইরূপ মানবমণ্ডলীর আশ্রয়স্বরূপ নরেন্দ্র যদি নিজেই চৌর্য্যরত হন, তাহা হইলে কে তাহার প্রতিকার করিবে, বলুন? গূঢ় ভাষায় যে চোরের কথা বলিলাম, তাহাকে চিনিতে পারিলেন ত, মহারাজ?" "বাপু, আমার গূঢ় কথায় প্রয়োজন নাই; 'এই চোর' বলিয়া যে চোর তাহাকে ধরিয়া আন।" রাজাকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে বোধিসত্ত্ব, কে চোর ইহা স্পষ্ট ভাষায় না বলিয়া আর একটী উদাহরণ দিলেন:—

"মহারাজ, পূর্ব্বে এই নগরেই এক ব্যক্তির ঘরে আগুন লাগিয়াছিল। সে অন্য এক ব্যক্তিকে ভিতরে গিয়া জিনিষ পত্র বাহির করিতে আজ্ঞা করিল। সেই লোকটা ভিতরে গিয়া জিনিষ পত্র বাহির করিবার কালে ঘরের দরজা বন্ধ হইয়া গেল। ধূমে অন্ধ হইয়া সে বাহির হইবার পথ পাইল না, ভিতরে থাকিয়াই দাহদুঃখে কাতর হইয়া পরিদেবন করিতে লাগিল,

"অন্নপাক করে লোকে সাহায্যে যাহার,
সেবি যারে শীত হ'তে লভয়ে নিস্তার,
সে অগ্নি সর্ব্বাঙ্গ মম করিছে দহন,
শরণই হইল হায়, মরণ-কারণ।"

মহারাজ, অগ্নির ন্যায় সর্ব্বজনের শরণস্থানীয় এক ব্যক্তি রত্নভাণ্ড হরণ করিয়াছে। চোর কে, তাহা আমায় জিজ্ঞাসা করিবেন না।" "বাপু, তোমাকে চোর ধরিয়া দিতেই হইবে।" 'তুমিই চোর,' রাজাকে এ কথা না বলিয়া বোধিসত্ত্ব আর একটী উদাহরণ দিলেন:—

"দেখ, এই নগরেই এক ব্যক্তি অত্যধিক ভোজন করিয়াছিল এবং তাহা জীর্ণ করিতে না পারিয়া পেটের ব্যথায় পরিদেবন করিয়াছিল,

ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ আদি লোক শত শত
ভোজন করিয়া যাহা পুষ্ট হয় কত,
পেটে গিয়া সেই মোর করিল পীড়ন,
শরণই হইল হায়, ভয়ের কারণ।'

মহারাজ, অন্ন যেমন লোকের প্রাণধারণের একটী প্রধান সহায়, সেইরূপ লোকরক্ষার প্রধান সহায় এক ব্যক্তি রত্ন হরণ করিয়াছিল। যখন রত্ন পাওয়া গিয়াছে, তখন চোর কে, ইহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন?" "বাপু, যদি সাধ্য থাকে, তবে চোর ধরিয়া দাও।" বোধিসত্ত্ব রাজাকে বুঝাইবার জন্য আর একটী উদাহরণ দিলেন:—

"মহারাজ, পূর্ব্বে এই নগরেই একদা বড় উঠিয়া এক ব্যক্তির হাত পা ভাঙ্গিয়াছিল। সে পরিদেবন করিয়া বলিয়াছিল,

"নিদাঘের শেষ মাসে চায় বিক্রমন ঝঞ্ঝাবাত, হয় যাহে গ্রীষ্ম বিমোচন ;
ভাঙ্গিল আমার দেহ সেই প্রভঞ্জন ; শরণই হইল, হায়, মরণ-কারণ।"

মহারাজ, যাহাকে শরণ বলা যায়, তাহা হইতেই এইরূপে ভয় উৎপন্ন হইয়াছিল। আপনি এই ঘটনাটা প্রনিধান করুন।" রাজা পূর্ব্ববৎ বলিলেন, "বাপু, চোর আনিয়া দাও।" বোধিসত্ত্ব রাজাকে বুঝাইবার জন্য আর একটী উদাহরণ দিলেন :—

"মহারাজ, পূর্ব্বে হিমালয়ে বিটপসম্পন্ন এক মহাবৃক্ষ ছিল ; তাহাতে বহুসহস্র পক্ষী বাস করিত। তাহার দুইখানি শাখার পরস্পর ঘর্ষণে ধূম উত্থিত হইল এবং অগ্নিকণা পড়িতে লাগিল। তাহা দেখিয়া পক্ষীদিগের নেতা বলিল,

"ছিনু এত দিন মোরা আশ্রয়ে যাহার, সে তরু করিছে আজ অগ্নির উদ্গার ;
পলাও, যে দিকে পার, বিহঙ্গমগণ ; শরণই হইল, হায়, ভয়ের কারণ।"

মহারাজ, বৃক্ষ যেমন পক্ষীদিগের শরণ, রাজাও সেইরূপ মনুষ্যদিগের শরণ। রাজা যদি চোর হন, তবে প্রতীকার করিবে কে, বলুন ? আপনি একবার বুঝিয়া দেখুন, মহারাজ।" "তোমাকে চোর ধরিয়া দিতে হইবে।" তখন বোধিসত্ত্ব রাজাকে আরও একটী উদাহরণ দেখাইলেন :—

"কাশীরাজ্যের কোন গ্রামে এক ভদ্রলোকের বাটীর পশ্চিমে একটা ভীষণ কুম্ভীরসঙ্কুল * নদী ছিল। ঐ ভদ্রবংশে একটী মাত্র পুত্র জন্মিয়াছিল। পিতার মৃত্যু হইলে সে মাতার সেবাশুশ্রূষা করিত। তাহার নিজের ইচ্ছা না থাকিলেও তাহার মাতা এক কুলকন্যাকে আনিয়া তাহার সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। বধূ প্রথমে শাশুড়ীর মন যোগাইয়া চলিত, [illegible] সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে সে শাশুড়ীকে গৃহ হইতে তাড়াইবার সঙ্কল্প করিল। এই রমণীর মাতাও তাহার বাড়ীতে বাস করিত। রমণী স্বামীর নিকট শাশুড়ীর অনেক প্রকার দোষ বলিয়া তাহার মন ভাঙ্গিল এবং বলিল, "আমি তোমার মাকে আর পুষিতে পারিব না ; তাকে মারিয়া ফেল।" ভদ্রলোকটা উত্তর দিল, "একটা লোক মারিয়া ফেলা বড় কঠিন কাজ ; আমি কি উপায়ে আমার মাকে মারিব ?" "কেন সে যখন নিদ্রিত হইবে, তখন আমরা তাহাকে খাটিয়াশুদ্ধ তুলিয়া লইয়া কুম্ভীরপূর্ণ নদীর মধ্যে ফেলিয়া দিব ; তাহা করিলে কুম্ভীরেরা তাহাকে খাইয়া ফেলিবে।" "তোমার মাতা কোথায় ?" "তিনি তোমার মাতার সঙ্গে একই ঘরে শয়ন করেন।" "বেশ, তুমি গিয়া আমার মা যে খাটিয়ায় শুইয়া থাকেন, তাহার পায়ায় দড়ি বান্ধিয়া রাখ ; তাহা হইলেই অন্ধকারে বুঝিতে পারা যাইবে।" রমণী তাহাই করিল এবং স্বামীকে বলিল, "তুমি যাহা বলিয়াছিলে, তাহা করিয়াছি।" "একটু বিলম্ব কর ; লোকজনকে ঘুমাইতে দাও।" অনন্তর সেই লোকটা নিজেই যেন নিদ্রা যাইতেছে এই ভাণ করিয়া শুইয়া রহিল ; তাহার পর সেই দড়ি শাশুড়ীর খাটিয়ায় বান্ধিল ; এবং স্ত্রীকে জাগাইয়া দুই জনে অপরাবৃদ্ধাকে খাটিয়াশুদ্ধ তুলিয়া নদীতে ফেলিয়া দিল। কুম্ভীরগুলা তদ্দণ্ডে তাহাকে উদরস্থ করিল।

পরদিন রমণী বুঝিল, মা বদল হইয়াছে। সে স্বামীকে বলিল, "আমারই মা মারা গিয়াছেন ; এখন তোমার মাকে মারিতে হইবে।" "বেশ, তাহাই করা যাউক"। "শ্মশানে চিতা সাজাইয়া তোমার মাকে আগুনে ফেলিয়া মারিতে হইবে।" অনন্তর বৃদ্ধা নিদ্রিত হইলে স্বামী স্ত্রী দুইজনে তাহাকে শ্মশানে নিয়া রাখিল। সেখানে স্বামী স্ত্রীকে জিজ্ঞাসিল, "আগুন আনিয়াছ ?" "ভুল হইয়াছে।" "তবে আন গিয়া।" "আমি ত যাইতে পারিব না ; তুমি গেলেও আমি এখানে একলা থাকিতে পারিব না। চল, দুই জনেই যাই।"

যখন দুই জনেই আগুন আনিতে গেল, তখন শীতল বায়ুর সংস্পর্শে বৃদ্ধার ঘুম ভাঙ্গিল ; সে শ্মশানে রহিয়াছে দেখিয়া স্থির করিল, 'ইহারা আমাকে মারিবার জন্য আগুন আনিতে গিয়াছে ; আমার যে ক্ষমতা কি, তাহা ত ইহারা জানেনা।' অনন্তর সে খাটিয়ার উপর একটা শব শোওয়াইয়া রাখিল ; তাহাকে ছিন্ন বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করিল এবং নিজে পলাইয়া সেখানকার গুহায় প্রবেশ করিল। এ দিকে ঐ দুই জন আগুন আনিয়া বৃদ্ধাকে মনে করিয়া সেই শব দাহন করিল এবং গৃহে ফিরিয়া গেল। বৃদ্ধা যে গুহায় প্রবেশ করিয়াছিল, এক

* পালিতে সুংসুমার (শিশুমার) শব্দটী 'কুম্ভীর' অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। আমরা যাহাকে শিশুমার বলি, তাহা হিংস্র নহে।

চোর তাহার মধ্যে অপহৃত দ্রব্য রাখিয়াছিল। সে উহা লইবার জন্য গিয়া বৃদ্ধাকে দেখিতে পাইল। সে ভাবিল, 'সর্বনাশ! যক্ষিণী বসিয়া আছে; আমার দ্রব্য ত যক্ষিণীতে পাইয়াছে!' এই সিদ্ধান্ত করিয়া সে এক ভূতবৈদ্যকে আনয়ন করিল। বৈদ্য মন্ত্র পড়িয়া গুহার মধ্যে গেল। বৃদ্ধা তাহাকে বলিল, "আমি যক্ষিণী নহি; এস, আমরা দুই জনেই এই ধন লইয়া ভোগ করি।" "বিশ্বাস কি?" "তোমার জিহ্বা দিয়া আমার জিহ্বা স্পর্শ কর।" বৈদ্য তাহাই করিল। বৃদ্ধা তাহার জিহ্বাটী দংশন করিয়া কাটিয়া ফেলিল। বৈদ্য স্থির করিল, এ নিশ্চয় যক্ষিণী। সে চীৎকার করিতে করিতে গুহা হইতে বাহির হইল। তাহার ছিন্ন জিহ্বা হইতে রক্তধারা পড়িতে লাগিল।

বৃদ্ধা পর দিন পরিষ্কৃত বসন পরিধান করিয়া নানা রত্নপূর্ণ একটা ভাণ্ড হস্তে লইয়া গৃহে ফিরিল। পুত্রবধূ জিজ্ঞাসা করিল, "মা, তুমি এ সব কোথায় পাইলে?" "মা, ঐ শ্মশানে যাহাদিগকে কাষ্ঠের চিতায় দাহন করা হয়, তাহারা এই সকল দ্রব্য পায়।" "আমি, কি, মা, এইরূপ দ্রব্য পাইতে পারি?" "আমার মত বৃদ্ধ হইলে পাইতে পার বৈ কি?" পুত্রবধূ তখন অলঙ্কারের লোভে স্বামীকে না বলিয়াই সেই শ্মশানে গিয়া আত্মদাহন করিল। পর দিন তাহাকে দেখিতে না পাইয়া বৃদ্ধার পুত্র জিজ্ঞাসা করিল, 'মা, এত বেলা হইল, তোমার বউ ত আসিল না?" বৃদ্ধা কহিল, "অরে পাপাত্মা! যে মরিয়াছে, সে কি আর ফিরিতে পারে?

বড় সাধে, হৃষ্টমনে, মাল্যগন্ধ দিয়া পুত্রের সহিত যার দিয়াছিনু বিয়া
সেই করে গৃহ হ'তে মোরে বিতাড়ন; শরণ (ই) হইল হায় ভয়ের কারণ!"

মহারাজ, শাশুড়ীর সম্বন্ধে পুত্রবধূ যেমন, প্রজার সম্বন্ধে রাজাও তেমন আশ্রয়স্থানীয়। যদি সেই রাজা হইতেই ভয় জন্মে, তবে আর উপায় কি? আপনি একবার ইহা বিবেচনা করিয়া দেখুন।" "বাপু, তুমি যে সকল কথা বলিতেছ, আমি তাহা বুঝিলাম না। তুমি চোর ধরিয়া দাও।" বোধিসত্ত্ব রাজাকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে আরও একটী ঘটনা বলিলেন:—

"মহারাজ, পূর্বে এই নগরে এক ব্যক্তি দেবতাদিগের নিকট প্রার্থনা করিয়া এক পুত্র লাভ করিয়াছিল। পুত্র ভূমিষ্ঠ হইলে সে, আমার পুত্র হইয়াছে ভাবিয়া কতই প্রীতি লাভ করিয়াছিল! পুত্রটী বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে সে তাহার বিবাহ দিল। কালক্রমে নিজে জরাগ্রস্ত হইয়া সে কাজকর্ম করিতে অপারগ হইল। তখন সেই পুত্রই 'তুমি কাজ করিতে পার না, এখান থেকে দূর হও' বলিয়া তাহাকে বাটীর বাহির করিয়া দিল। বৃদ্ধ অতিকষ্টে ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবন ধারণ করিতে লাগিল। সে এই বলিয়া পরিদেবন করিত,

পূজিনু দেবতা সব জন্মহেতু যার, জনমে যাহার হর্ষ পাইনু অপার,
সেই মোরে গৃহ হ'তে করে বিতাড়ন! শরণ (ই) হইল, হায়, ভয়ের কারণ।

মহারাজ, পিতা বৃদ্ধ হইলে যেমন সবল পুত্রের রক্ষণীয়, সেই রূপ সমস্ত জনপদও রাজার রক্ষণীয়। যে রাজা সর্বপ্রাণীর রক্ষক, তাঁহা হইতেই বর্তমান ভয় ঘটিয়াছে। ইহা হইতেই কে চোর তাহা বুঝিয়া লউন।" "বাপু, আমি ঘটনা অঘটনা কিছু জানি না, হয় চোর ধরিয়া দাও; নয় বুঝিব, তুমিই চোর।" রাজা মাণবককে পুনঃ পুনঃ এইরূপ অনুযোগ করিতে লাগিলেন। তখন মাণবক রাজাকে বলিলেন, "তবে কি, মহারাজ, একান্তই চোর ধরিতে চান?" "চাই বৈ কি?" "তবে এই লোকদিগের নিকট "অমুক চোর," অমুক চোর বলিয়া প্রকাশ করি?" "তাই কর।" ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "আমি এই রাজাকে রক্ষা করিতে চাহিলাম; কিন্তু ইনি তাহা করিতে দিলেন না। অতএব এখন আমি চোর ধরিব।" অনন্তর তিনি উপস্থিত জনবৃন্দকে সম্বোধনপূর্বক বলিলেন,

নাগরিক, জানপদ, শুন সর্বজন, উদকে দাহন আজ করে হুতাশন।
উপকার তোমাদের করিত যাহারা, ভয়ের কারণ আজ হইয়াছে তারা।
রাজা, আর পুরোহিত, হইয়া মিলিত, প্রচুর দ্রব্যের রাজ্য করিতে লুণ্ঠিত।
আত্মরক্ষা-রত এবে হও সর্বজন; শরণ (ই) হয়েছে, হায়, ভয়ের কারণ।

তাঁহার কথা শুনিয়া উপস্থিত লোকেরা ভাবিল, 'প্রজাকে রক্ষা করাই এই রাজার কর্তব্য। তথাপি ইনি নিজের দোষ অপরের সম্বন্ধে আরোপ করিতেছেন। ইনি নিজেই নিজের রত্নভাণ্ড পুষ্করিণীতে রাখিয়া চোর খুঁজিতেছেন। ইনি আর যাহাতে চৌর্য্য না করিতে পারেন, তাহার উপায় করা আবশ্যক।' অনন্তর, 'মার এই পাপিষ্ঠ রাজারে' বলিয়া তাহারা দণ্ডমুদ্গরাদি তুলিয়া রাজাকে ও পুরোহিতকে এমন প্রহার করিতে লাগিল যে, তাঁহারা উভয়েই প্রাণত্যাগ করিলেন। ইহার পর তাহারা মহাসত্ত্বকে রাজপদে অভিষিক্ত করিল।

[শাস্তা এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া বলিলেন, "উপাসক, ভূমিতে পদচিহ্ন বুঝিতে পারা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; পুরাণ পণ্ডিতেরা আকাশেও পদচিহ্ন বুঝিতে পারিতেন।" অনন্তর তিনি সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন; তাহা শুনিয়া সেই উপাসক ও তাঁহার পুত্র স্রোতাপত্তি-ফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—তখন কাশ্যপ ছিলেন পাদকুশলমাণবের পিতা এবং আমি ছিলাম পাদকুশলমাণব।]

৪৩৩—লোমশকাশ্যপ-জাতক।*

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে কোন উৎকণ্ঠিত ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। শাস্তা ঐ ভিক্ষুকে যখন জিজ্ঞাসিলেন, "তুমি সত্যই কি উৎকণ্ঠিত হইয়াছ?" তখন তিনি নিজের দোষ স্বীকার করিলেন। ইহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "দেখ, যাঁহারা যশস্বী, তাঁহারাও অযশভাজন হইয়া থাকেন; এরূপ পাপ পরিশুদ্ধ ব্যক্তিদিগকেও কলুষিত করে। তোমার মত লোকের ত কথাই নাই।" অনন্তর তিনি একটী অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের পুত্র ব্রহ্মদত্তকুমার এবং তাঁহার পুরোহিতপুত্র কাশ্যপ পরস্পর বন্ধুত্বসূত্রে বদ্ধ হইয়া একই আচার্য্যের নিকট সর্ব্ববিধ বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। কালক্রমে রাজকুমার তাঁহার পিতার মৃত্যু হইলে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। কাশ্যপ ভাবিলেন, 'আমার বন্ধু রাজা হইলেন; এখন আমাকে প্রচুর ঐশ্বর্য্য দান করিবেন; কিন্তু ঐশ্বর্য্যে আমার কি ফল? আমি মাতাপিতা ও রাজাকে না জানাইয়াই প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিব।' অনন্তর কাহাকেও কিছু না বলিয়া তিনি হিমালয়ে চলিয়া গেলেন, সেখানে ঋষি-প্রব্রজ্যা অবলম্বনপূর্ব্বক সপ্তম দিবসেই অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ প্রাপ্ত হইলেন এবং উঞ্ছ-বৃত্তি দ্বারা জীবনযাপন করিতে লাগিলেন। প্রব্রজ্যা গ্রহণের পর তিনি লোমশকাশ্যপ নামে বিদিত হইলেন। তিনি ইন্দ্রিয়সংযম করিয়া কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন; তাঁহার তপস্যার তেজে শক্রভবন কম্পিত হইল। শক্র চিন্তা করিয়া কাশ্যপের তপস্যা দেখিতে পাইলেন এবং ভাবিলেন, 'এই তপস্বী উগ্রতেজের প্রভাবে হয়ত আমাকে শক্রভবন হইতে বিচ্যুত করিবে। অতএব বারাণসীরাজের সহিত মিলিয়া ইহার তপস্যা ভঙ্গ করিতে হইবে।' ইহা স্থির করিয়া তিনি শক্রভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া নিশীথকালে বারাণসীরাজের শয়নকক্ষে প্রবেশপূর্ব্বক সমস্ত গৃহ নিজের দেহপ্রভায় উদ্ভাসিত করিলেন এবং রাজার সমক্ষে আকাশে অবস্থিত হইয়া রাজাকে জাগাইবার জন্য বলিলেন, "মহারাজ, শয্যা ত্যাগ করুন।" রাজা জিজ্ঞাসিলেন, "আপনি কে?" "আমি শক্র।" "কি অভিপ্রায়ে আগমন করিয়াছেন?" "মহারাজ, আপনি সমস্ত জম্বুদ্বীপের একচ্ছত্রাধিপত্য পাইতে ইচ্ছা করেন, কি করেন না?"

---

* এই জাতকের সহিত মহ-জাতকের (৩১০) কোন কোন অংশ তুলনীয়। প্রথম চারিটী গাথা উভয় জাতকেই এক।

"কেন ইচ্ছা করিব না?" "তবে লোমশকাশ্যপকে আনিয়া পশুঘাত যজ্ঞ সম্পাদন করুন। তাহা করিলে আপনি শক্রের ন্যায় অজর ও অমর হইয়া সমস্ত জম্বুদ্বীপে একাধিপত্য করিবেন।

লোমশকাশ্যপে আনি কর যদি যজ্ঞ সম্পাদন
অজর অমর হবে, দেবলোকে বাসব যেমন।'

রাজা "যে আজ্ঞা" বলিয়া এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। শক্র বলিলেন, "তবে আর বিলম্ব করিবেন না।" শক্র প্রস্থান করিলেন; রাজা পরদিন এক অমাত্যকে ডাকাইয়া বলিলেন, "সৌম্য তুমি আমার প্রিয়বন্ধু লোমশকাশ্যপের নিকটে যাও এবং আমার আদেশে তাঁহাকে বল, 'রাজা আপনার দ্বারা যজ্ঞ করাইয়া সকল জম্বুদ্বীপের একচ্ছত্রাধিপতি হইবেন, আপনাকেও, আপনি যত ভূমি চান, দান করিবেন। আপনি যজ্ঞ সম্পাদন করিবার জন্য আমার সঙ্গে চলুন।'" অমাত্য 'যে আজ্ঞা' বলিয়া, তপস্বী কোথায় থাকেন ইহা জানিবার জন্য নগরে ভেরীবাদন করাইলেন এবং এক বনেচর তাঁহার আশ্রম জানে বলিলে তাহাকে সঙ্গে লইয়া বহু অনুচরসহ সেখানে উপস্থিত হইলেন। তিনি ঋষিকে প্রণাম করিয়া একান্তে আসন গ্রহণ করিলেন এবং রাজার আদেশ জানাইলেন। তাহা শুনিয়া লোমশকাশ্যপ সহ্যকে * বলিলেন, "তুমি কি বলিতেছ?" তিনি নিম্নলিখিত চারিটী গাথা দ্বারা তাঁহার অনুরোধের প্রত্যাখ্যান করিলেন :—

সাগর অম্বরা, সাগর কুন্তলা পৃথিবীর আধিপত্য
চাহিনা ক আমি, শুন, সহ্য তুমি, বলিলাম এই সত্য।
লভিতে ইহার তরিতে হইবে ধ্যানরূপ মহাধন,
নিন্দা নিরন্তর করিতে আমায় [illegible] আগুন।

ধিক্ সেই যশে, ধিক্ সেই ধনে, লভিতে যাহায়, হায়,
অধর্ম্মের পথে পশি মূঢ়গণ নরকেতে শেষে যায়।
ধিক্ সে বৃত্তিরে অনুসরি যারে লভি বহু যশ, ধন,
হয় মদমত্ত ভুলি পরমার্থ, হায়রে, মানবগণ।

সংবল কেবল ভিক্ষাপাত্রখানি, শুইবার নাই স্থান,
ঘুরি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষালব্ধ অন্নে প্রব্রাজক রাখে প্রাণ,
তবু এ জীবিকা শ্রেষ্ঠ শতগুণে, অধর্ম্মাচরণে মতি
হয় যে জনার সেই অভাগার নিশ্চয় নিরয়ে গতি।

প্রব্রাজক হয়ে, ভিক্ষাপাত্র লয়ে, অসহায়, নিরাশ্রয়,
করিব ভ্রমণ, হিংসা দ্বেষ ত্যজি, শ্লাঘ্য এই মনে লয়।
এর তুলনায় বিভব মাজায়, শেষ জানি, কিবা ছার,
ধন মান আমি চাইনা পাইতে ফিরিব না গৃহে আর।

এই উত্তর শুনিয়া অমাত্য রাজাকে জানাইলেন। 'না আসিলে কি করিব?' ইহা ভাবিয়া রাজা চুপ করিয়া রহিলেন। কিন্তু শক্র আবার নিশীথকালে আসিয়া আকাশে অবস্থিত হইলেন এবং জিজ্ঞাসিলেন, "মহারাজ, লোমশকাশ্যপকে আনাইয়া যজ্ঞ করিতেছেন না কেন?" "লোক পাঠাইয়াছিলাম, তিনি আসিলেন না।" "মহারাজ, আপনার কন্যা চন্দ্রবতী কুমারীকে অলঙ্কার পরাইয়া সহ্যের সঙ্গে প্রেরণ করুন এবং তাহাকে বলিতে আদেশ দিন যে ঋষি আসিয়া যজ্ঞ সম্পাদন করিলে আপনি তাঁহাকে এই কন্যা দান করিবেন।

* অমাত্যের নাম সহ্য।

তিনি এই কুমারীর প্রতি আসক্ত হইয়া নিশ্চিত আসিবেন।” রাজা ‘যে আজ্ঞা’ বলিয়া এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং পরদিন সয্যের হাত দিয়া কন্যাকে পাঠাইলেন। সয্য রাজকন্যাকে লইয়া ঋষির আশ্রমে গেলেন এবং তাঁহাকে প্রণিপাত ও অভিভাষণপূর্ব্বক দিব্যাঙ্গনাসদৃশী কুমারীকে দেখাইয়া একান্তে উপবিষ্ট হইলেন। ঋষির ইন্দ্রিয়দ্বার খুলিয়া গেল; তিনি কুমারীর দিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র তাহার প্রতি আসক্ত হইলেন এবং ধ্যান-বল হারাইলেন। অমাত্য তাঁহার অনুরাগের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, “ভদন্ত, আপনি যদি যজ্ঞ সম্পাদন করেন, তাহা হইলে রাজা এই কন্যাকে আপনার পাদচারিকা করিয়া দিবেন।” লোমশকাশ্যপ কামবশে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, “সত্যই কি রাজা আমাকে এই কন্যা দান করিবেন?” “হাঁ প্রভু, আপনি যজ্ঞ সম্পাদন করিলে নিশ্চয় দিবেন।” “বেশ, এই কন্যা যদি পাই, তবে নিশ্চয় যজ্ঞে ব্রতী হইব।” ইহা বলিয়া ঋষি যে অবস্থায় ছিলেন,—জটাভার ইত্যাদি ধারণ করিয়াই সেই কন্যাকে লইয়া অলঙ্কৃতরথে আরোহণপূর্ব্বক বারাণসীতে উপনীত হইলেন। ঋষি আসিতেছেন শুনিয়া রাজাও যজ্ঞবাটে সমস্ত আয়োজন করিয়া রাখিলেন। অনন্তর ঋষি উপস্থিত হইলে তিনি বলিলেন, “আপনি যদি যজ্ঞ সম্পাদন করেন, তাহা হইলে আমি ইন্দ্রতুল্য হইব; যজ্ঞ শেষ হইলে আপনাকেও কন্যা সম্প্রদান করিব।” “বেশ কথা” বলিয়া ঋষি এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। পরদিন রাজা ঋষিকে লইয়া চন্দ্রবতীর সহিত যজ্ঞবাটে গমন করিলেন। সেখানে হস্তী, অশ্ব, বৃষভাদি সমস্ত চতুষ্পদ জন্তু শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সজ্জিত হইয়াছিল। কাশ্যপ যজ্ঞারম্ভের জন্য পশুঘাতে উদ্যত হইলেন ও পশু বধ করিয়া [illegible] ইহা দেখিয়া সমবেত জনসমূহ বলিতে লাগিল, “লোমশকাশ্যপ, এরূপ কার্য্য ভবাদৃশ ব্যক্তির অনুপযুক্ত—আপনার পক্ষে ইহা শোভা পায় না।” তাহারা পরিদেবন করিতে করিতে এই দুইটী গাথা বলিল :—

চন্দ্র সূর্য্য বলবান্, বলবান্ শ্রমণ, ব্রাহ্মণ;
বলবতী বলে অতি সমুদ্রের বেলা সর্ব্বজন।
ততোঽধিক কিন্তু বল অবলার জানিও নিশ্চয়,
যাহার প্রভাবে পড়ি কাশ্যপের এ দুর্ম্মতি হয়।
চন্দ্রবতী কৈল ব্রতী, জনকের অভ্যুদয় তরে
নিদারুণ পশুযজ্ঞে উগ্রতপা এই মুনিবরে।

ঐ সময়ে কাশ্যপ যজ্ঞসম্পাদনার্থ মঙ্গলহস্তীর গ্রীবায় আঘাত করিবার উদ্দেশ্যে সুতীক্ষ্ণ খড়্গ উত্তোলন করিলেন। তাহা দেখিয়া হস্তী মরণভয়ে মহাবিরাব করিল; হস্তীর চীৎকার শুনিয়া অন্যান্য হস্তী এবং অশ্ববৃষভাদিও মরণভয়ে বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল, উপস্থিত সমস্ত লোকেও হাহাকার করিল। এই মহাশব্দে কাশ্যপের চিত্তে উদ্বেগ জন্মিল; তিনি নিজের জটা দেখিতে লাগিলেন। তিনি নিজের জটা, শ্মশ্রু কুক্ষিলোম ও বক্ষঃস্থলের লোম অবলোকন করিয়া, কি উদ্দেশ্যে সেগুলি এত দীর্ঘ হইতে দিয়াছেন তাহা স্মরণ করিলেন এবং অনুতপ্ত হইয়া বুঝিলেন, তাঁহার মত লোকের পক্ষে এরূপ পাপকার্য্য করা অতি অন্যায়। তিনি নিজের উদ্বেগ বুঝাইবার জন্য অষ্টম গাথা বলিলেন :—

পড়িয়া লোভের বশে, কাম হেতু হায় রে আমার
প্রবৃত্তি হয়েছে পাপে, পরিণাম বিফল যার।
পেয়েছি পাপের মূল; অনুরাগে সবন্ধনে আজ
ছেদন করিয়া, মুক্তি নিশ্চয় লভিব, মহারাজ।

ইহা শুনিয়া রাজা বলিলেন, "সৌম্য, কোন ভয় নাই। তুমি যজ্ঞ কর; আমি তোমাকে চন্দ্রবতীকে দিব, রাজ্য দিব, রাশি রাশি সপ্তরত্ন দিব।" "মহারাজ, আমার এরূপ পাপে প্রয়োজন নাই।

ধিক্, শত ধিক্ কামে, কাম অতি হেয় এ জগতে,
তপস্যা সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ মানি কামসেবা হ'তে।
তাই ত্যজি কাম আমি তপস্যায় হইব নিরত;
রাখ তুমি, নরনাথ, চন্দ্রবতী, আর রাজ্য যত।

ইহা বলিয়া লোমশকাশ্যপ কৃৎস্নধ্যানপূর্ব্বক নষ্ট বিভূতি পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন এবং আকাশে পর্য্যঙ্ক আসনে উপবিষ্ট হইয়া রাজাকে ধর্ম্মোপদেশ দিতে লাগিলেন। অনন্তর "মহারাজ, অপ্রমত্ত হউন।" এই উপদেশ দিয়া তিনি যজ্ঞবাট ধ্বংস করাইলেন, উপস্থিত সমস্ত লোককে অভয় দেওয়াইলেন, রাজার প্রার্থনায় কর্ণপাত না করিয়াই আকাশপথে নিজের আশ্রমে ফিরিয়া গেলেন এবং সেখানে যাবজ্জীবন ব্রহ্মবিহার ভাবনা করিয়া ব্রহ্মলোক-পরায়ণ হইলেন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু অর্হত্ব লাভ করিলেন। সমবধান—তখন সারিপুত্র ছিলেন সয্য নামক সেই অমাত্য এবং আমি ছিলাম লোমশকাশ্যপ।]

৪৩৪—চক্রবাক-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এক লোভী ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি বড় লোভী ছিলেন; পাত্রচীবরাদি পাইবার লোভে আচার্য্য ও উপাধ্যায়দিগের সম্বন্ধে স্বীয় কর্ত্তব্য অবহেলা করিয়া প্রাতঃকালেই শ্রাবস্তীতে প্রবেশ করিতেন, বিশাখার গৃহে বহুবিধ খাদ্যমিশ্রিত যবাগূ পান করিতেন, দিবাভাগে নানারূপ উৎকৃষ্টরসযুক্ত সুস্বাদু অন্ন ও মাংস খাইতেন, এবং তাহাতেও তৃপ্তিলাভ না করিয়া পুনঃ অনাথপিণ্ডদের, কোশলরাজের এবং অন্যান্য ধনী উপাসকের গৃহে বিচরণ করিতেন। একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় এই ব্যক্তির লোলুপতাসম্বন্ধে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন। শাস্তা সেই ভিক্ষুকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি প্রকৃতই এত লোভী?" ভিক্ষু নিজের দোষ স্বীকার করিলে শাস্তা বলিলেন, "এত লোভী হইলে কেন? পূর্ব্বেও তুমি লোভের বশবর্ত্তী হইয়া বারাণসীর হস্তিপ্রভৃতি প্রাণীর মৃতদেহভক্ষণে তৃপ্তি লাভ করিতে পার নাই; তুমি সেখান হইতে গিয়া গঙ্গাতীরে বিচরণ করিতে করিতে শেষে হিমবন্তে প্রবেশ করিয়াছিলে।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে এক লোভী কাক বারাণসীর হস্তিপ্রভৃতি জন্তুর মৃতদেহ ভক্ষণ করিত। কিন্তু সে তাহাতেও তৃপ্তি লাভ করিতে না পারিয়া ভাবিল, 'গঙ্গা-তীরে গিয়া মৎস্যের মাংস খাইব।' সে গঙ্গাতীরে গিয়া কয়েকদিন মৃত মৎস্য খাইল; তাহার পর হিমালয়ে প্রবেশ করিয়া নানাবিধ বন্য ফল খাইতে লাগিল। অবশেষে সে প্রভূত মৎস্য কচ্ছপসম্পন্ন ও পদ্মপরিশোভিত এক বৃহৎ সরোবরের তীরে উপস্থিত হইল। সেখানে দুইটী চক্রবাক বাস করিত। তাহারা শৈবল খাইত। তাহাদিগকে দেখিয়া কাক ভাবিল, ইহারা উৎকৃষ্টবর্ণসম্পন্ন ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। ইহারা কি খায় জিজ্ঞাসা করিয়া আমিও তাহা খাইব; তাহা হইলে আমারও বর্ণ কাঞ্চনের ন্যায় মনোহর হইবে। অনন্তর সে চক্রবাকদিগের কাছে গিয়া শিলাতলের পর একটা শাখার অগ্রে বসিয়া প্রথম গাথায় তাহাদিগের প্রশংসা কীর্ত্তন করিল:—

আবৃত কাষায় বস্ত্রে * যে তোমরা, পক্ষিগণ,
মিথুনে মিথুনে সুখে কর হেথা বিচরণ ?
বল শুনি, পক্ষিমধ্যে কোন্ পক্ষী হেন আছে,
সর্ব্ববিধ সমাদর পায় মানুষের কাছে ?

ইহা শুনিয়া একটী চক্রবাক দ্বিতীয় গাথা বলিল :—

মানবকুলের শত্রু তুমি কাক দুষ্ট অতি ;
সকলেই বাসে ভাল চক্রবাক-জায়া-পতি।
হিংসায় বিরত, তাই প্রশংসা সর্ব্বত্র পাই,
বিচরি এ সরোবরে সুখে ; কোন ভয় নাই।

অনন্তর কাক তৃতীয় গাথা বলিল :—

কি ফল খাইতে পাও থাকি এই সরোবরে ?
কোথা হ'তে পাও মাংস তোমরা ভোজন তরে ?
কি দিব্য ভোজ্যের গুণে হইয়াছে তোমাদের
দেহে এত বল, আর এ বিকাশ সৌন্দর্য্যের।

ইহার উত্তরে চক্রবাক চতুর্থ গাথা বলিল :—

জনমে না, কাক, কোন ফল এই সরোবরে ;
কোথা পাবে চক্রবাক মাংস ভোজনের তরে ?
[illegible] আমরা খাই ;
আহারের তরে কভু পাপপথে নাহি যাই।

তখন কাক দুইটী গাথা বলিল :—

তোমরা যা খাও তাহে রুচেনা আমা'র মন ;
ভেবেছিনু আগে আমি, এমন হেমবরণ
লভেছ তোমরা বুঝি ভোজনের গুণে, তাই
শুধাইনু ; শুনি কিন্তু এবে সে বিশ্বাস নাই।

আমি খাই মাংস, ফল, তৈল আর লবণের
রসে রসনার প্রিয় ভোজ্য যত মানুষের,—
সংগ্রাম-বিজয়ী বীর খেয়ে যাহা তৃপ্তি পায় ;
তবু তোমাদের মত বর্ণ না পাইনু, হায় !

অতঃপর কাকের বর্ণ-সম্পত্তির অভাব এবং নিজের বর্ণ-সম্পত্তির ভাব কেন ঘটিয়াছে, তাহা বুঝাইবার জন্য চক্রবাক শেষ গাথা গুলি বলিল :—

বঞ্চিয়া অপরে নিত্য অশুদ্ধ কর ভক্ষণ,
ছোঁ মার সুবিধা পেলে করিতে খাদ্য হরণ ;
খাও ফল, খাও মাংস, শ্মশানে মশানে চর ;
কিছুতেই তবু তুমি তৃপ্তি নাহি লাভ কর !

নিজের ভোগের তরে অধর্ম্মের পথে চরে,
সুবিধা পেলেই যেই অন্যের সম্পত্তি হরে,
নিন্দে তারে সর্ব্বজন ; নিন্দিত হ'য়ে সতত,
বল বল, বর্ণ বল, সব(ই) তার হয় হত।

* চক্রবাকের বর্ণ পীত বলিয়া এখানে তাহাকে কাষায়বস্ত্রাবৃত বলা হইয়াছে।

ধর্মপথে চরি, করি অল্পমাত্র আহরণ
তৃপ্তিসহ যেই জন তাহাই করে ভক্ষণ,
বলবর্ণে শ্রেষ্ঠ সেই হইবে সন্দেহ নাই,
বর্ণের প্রকর্ষ শুধু খাদ্যগুণে নাহি পাই।

চক্রবাক এইরূপে নানাভাবে কাককে তিরস্কার করিল। কাক নিজেই ইচ্ছা করিয়া তাহাকে এই তিরস্কারের অবকাশ দিয়াছিল। এখন, "তোমার বর্ণপ্রকর্ষে আমার প্রয়োজন নাই" কা কা রবে এই কথা বলিতে বলিতে সে ঐ স্থান হইতে পলায়ন করিল।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন; তাহা শুনিয়া সেই লোভী ভিক্ষু সকৃদাগামিফল প্রাপ্ত হইল।

সমবধান—তখন এই লোভী ভিক্ষু ছিল সেই কাক, রাহুলমাতা ছিলেন সেই চক্রবাকী এবং আমি ছিলাম সেই চক্রবাক।]

৪৩৫—হরিদ্রারাগ-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি কালে কোন নীচচরিত্রা কুমারীকর্তৃক * প্রলুব্ধ এক ব্যক্তির সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার বর্তমান বস্তু ত্রয়োদশ নিপাতে চুল্লনারদ জাতকে (৪৭৭) বিবৃত হইবে।]

অতীত বস্তুতে দেখা যায়, কুমারী যখন বুঝিল যে তাপসকুমারের শীলভঙ্গ হইলেই তিনি তাহার বশে আসিবেন, তখন [illegible] করিয়া লোকালয়ে লইয়া যাইতে হইবে।' এই উদ্দেশ্যে সে বলিল "বনে রূপাদি কামভোগ্য বিষয়ের অভাব; এখানে শীল রক্ষা করিলে তাহা হইতে মহাফল পাইবার আশা নাই; পক্ষান্তরে লোকালয়ে রূপাদি সতত বিদ্যমান; সেখানে শীল রক্ষা করিতে পারিলে মহাফল প্রাপ্তি হয়। চলুন, আমার সঙ্গে সেখানে গিয়া শীল রক্ষা করিবেন; অরণ্যে থাকিয়া লাভ কি?

সুদূর অরণ্যে থাকি শীলরক্ষা বড়ই সুকর,
গ্রামে থাকি রক্ষে শীল, প্রকৃত পুণ্যাত্মা সেই নর।"†

ইহা শুনিয়া তাপসকুমার বলিলেন, "আমার পিতা বনের মধ্যে গিয়াছেন; তিনি ফিরিলে তাঁহার অনুমতি লইয়া যাইব।" ইহাতে কুমারী ভাবিল 'ইহার পিতা বর্তমান আছেন, বোধ হয়। তিনি যদি আমায় দেখিতে পান, তাহা হইলে তাঁহার বাঁকের আগা দিয়া এমন প্রহার করিবেন যে, আমি মরিয়া যাইব। অতএব আমার আগেই যাওয়া কর্তব্য।' সে তাপস-কুমারকে বলিল, "আমি আগেই রওনা হইলাম, পথে আমি সঙ্কেত রাখিয়া যাইব; আপনি তাহা দেখিয়া শেষে আসিবেন।"

কুমারী প্রস্থান করিলে ঋষিকুমার কাষ্ঠ আহরণ করিলেন না, পানীয় জল আনয়ন করিলেন না, কেবল বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন, যখন তাঁহার পিতা আশ্রমে ফিরিলেন, তখন তাঁহার প্রত্যুদ্গমন পর্যন্ত করিলেন না। পুত্র কোন রমণীর কুহকে পড়িয়াছে ইহা বুঝিতে পারিয়াও ঋষি জিজ্ঞাসিলেন, "বৎস, তুমি কাষ্ঠ আহরণ কর নাই, জল আন নাই,

---

* মূলে 'খুল্লকুমারী' আছে। খুল্ল=ক্ষুদ্র, কিন্তু এখানে অপকৃষ্ট বা নীচপ্রকৃতি (coarse) এই অর্থ গ্রহণ করা গেল।

† তু°—[illegible]

আহারেরও কোন ব্যবস্থা কর নাই, কেবল বসিয়া বসিয়া কি যেন ভাবিতেছ। ইহার কারণ কি ?" তাপসকুমার বলিলেন, "বাবা, শুনিয়েছি যে, অরণ্যে রক্ষিত শীল মহাফলপ্রদ নহে; মহাফল পাইতে হইলে লোকালয়ে গিয়া শীল রক্ষা করা আবশ্যক। আমি সেখানে গিয়া শীল রক্ষা করিব; আমার বন্ধু আমাকে যাইতে বলিয়া অগ্রেই যাত্রা করিয়াছেন; আমি তাঁহারই সঙ্গে যাইব। সেখানে গিয়া আমি কিরূপ লোকের প্রীতিভাজন হইতে চেষ্টা করিব, তাহা বলিয়া দিন :—

বন ত্যজি গেলে গ্রামে, কি শীল, কি চরিত্র দেখিয়া
মিশিব লোকের সঙ্গে, দিন, পিতঃ, আমায় বলিয়া।।"

ইহার উত্তরে তাপস নিম্নলিখিত গাথাগুলি বলিলেন :—

যাহার হইবে তুমি বিশ্বাস-ভাজন,
বিশ্বাসের পাত্র হ'তে যে চায় তোমার,
শুনিতে তোমার কথা যার আকিঞ্চন,
তব অপরাধে ক্রোধ না উপজে যার, *

কায়মনোবাক্যে তব অনিষ্ট কামনা ভ্রমেও তোমার যেই কখন(ও) করে না,
করিবে নির্ভয়ে তারে হৃদয় অর্পণ, যখন যাইবে তুমি ছাড়ি এই বন।*

ধর্ম্ম পথে চলে সদা, অথচ যাহার ধার্ম্মিক বলিয়া মনে নাই অহঙ্কার,
হেন শুদ্ধাচারী প্রাজ্ঞে সেবিবে যতনে যখন যাইবে তুমি ছাড়ি এই বনে।

হরিদ্রাবর্ণের মত অনুরাগ যার এই আছে, এই নাই, সে নয় তোমার
মিত্রতার উপযুক্ত; মর্কটের প্রায় তাহার চঞ্চল চিত্ত নানাদিকে ধায়।
ক্ষণে তুষ্ট ক্ষণে রুষ্ট এমন লোকের সংসর্গে বিপদ্, বৎস, ঘটে মানবের;
ত্যজিবে এমন বন্ধু অতি সাবধানে, যদিও থাকিতে হয় জনহীন বনে।*

ক্রুদ্ধ সর্পে, মললিপ্ত কিংবা মহাপথে বর্জ্জন করিয়া যায় লোকে দূর হতে;
হয় যদি রাজপথ বড় অসমান, অন্য পথে যায় রথী ফিরাইয়া যান।
দূর হ'তে সেই মত তুমি অনুক্ষণ দুর্জ্জন সংসর্গ সদা করিবে বর্জ্জন।

বেশী মিশামিশি, বৎস, মূর্খের সহিত করিলে ঘটিবে তব অশেষ অহিত।
মূর্খ আর শত্রু দুই তুল্য ভাবি মনে মূর্খের সংসর্গ ত্যাগ করিবে যতনে।

এই উপদেশ মোর; আমার বচন অপ্রমত্ত ভাবে তুমি করিবে পালন।
অসৎসংসর্গ নানা দুঃখের আধার; করিবে অসৎসঙ্গ সদা পরিহার।

পিতার নিকট এইরূপ উপদেশ পাইয়া কুমার বলিলেন, "আমি লোকালয়ে গেলে ত আপনার ন্যায় পণ্ডিত পাইব না। অতএব সেখানে যাইতে ভয় হইতেছে। আমি এখানেই আপনার সন্নিধানে থাকিব।" অনন্তর ঋষি তাঁহাকে আরও অনেক উপদেশ দিলেন এবং কৃৎস্নপরিকর্ম্ম শিখাইলেন। ইহাতে কুমার অবিলম্বে অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ লাভ করিলেন এবং পিতা পুত্র উভয়েই ব্রহ্মলোকপরায়ণ হইলেন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন; তাহা শুনিয়া সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—তখন এই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু ছিল সেই তাপসকুমার, এই কুমারী ছিল সেই কুমারী এবং আমি ছিলাম সেই তপস্বী পিতা।]

* এই গাথাগুলি অকালরাবি-জাতকেও (৩৮৮) আছে।

৪৩৬—সমুদ্গ জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি কালে জনৈক উৎকণ্ঠিত ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। "তুমি প্রকৃতই উৎকণ্ঠিত হইয়াছ কি না" শাস্তা এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে ব্যক্তি নিজের দোষ স্বীকার করিয়াছিলেন। তখন শাস্তা বলিয়াছিলেন "দেখ, তুমি রমণীগণের জন্য ব্যগ্র কেন? রমণীরা পাপাসক্তা ও অকৃতজ্ঞা। পূর্ব্বে একটা দৈত্য কোন রমণীকে গিলিয়া নিজের কুক্ষির মধ্যে রাখিয়া বিচরণ করিত; তথাপি সে উহার চরিত্র রক্ষা করিতে ও উহাকে একমাত্র পুরুষে আসক্ত রাখিতে পারে নাই। সে যাহা না পারিয়াছে তুমি তাহা পারিবে কেন?" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব বিষয়বাসনা পরিহারপূর্ব্বক হিমালয়ে প্রবেশ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ লাভ করিয়া বন্য ফলাহারে জীবন যাপন করিতেন। তাঁহার পর্ণশালার অনতিদূরে একটা দানব * থাকিত। সে মধ্যে মধ্যে মহাসত্ত্বের নিকটে গিয়া ধর্ম্মকথা শুনিত, কিন্তু বনের যে অংশে মানুষ যাতায়াত করিত, সেখানে অবস্থিত থাকিয়া মানুষ ধরিয়াও খাইত।

তৎকালে কাশীরাজ্যের এক পরমসুন্দরী কুলকন্যা কোন প্রত্যন্ত গ্রামে বাস করিত। সে একদিন মাতাপিতাকে দর্শন করিয়া প্রত্যন্তগ্রামে ফিরিয়া যাইতেছিল। তাহার অনুচরদিগকে দেখিতে পাইয়া দানব ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাহাদিগের অভিমুখে ধাবিত হইল। অনুচরেরা, যাহার হাতে যে অস্ত্র শস্ত্র ছিল, সমস্ত ফেলিয়া পলায়ন করিল। দানব তখন যানারূঢ়া পরম সুন্দরী সেই কুলকন্যাকে দেখিতে পাইল রূপমুগ্ধ হইয়া তাহাকে গুহায় লইয়া গেল ও বিবাহ করিল। সে তদবধি ঘৃত, তণ্ডুল, মৎস্য, মাংস এবং মধুর ফলাদি আহরণ করিয়া ভার্য্যার পোষণ করিত, তাহাকে বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি দিয়া সাজাইত পাছে তাহার চরিত্র কলুষিত হয় এই আশঙ্কায় তাহাকে একটা করণ্ডকের মধ্যে রাখিত এবং কোথাও যাইবার কালে করণ্ডকটী গিলিয়া নিজের উদরের মধ্যে পুরিত। সে একদিন স্নানের জন্য এক সরোবরে গিয়া করণ্ডকটী উদ্গিরণ করিল, তাহা হইতে রমণীকে বাহির করিয়া তাহার শরীরে গন্ধানুলেপন করিল, তাহাকে অলঙ্কার পরাইল এবং কিছু কালের জন্য গায়ে বাতাস লাগাও বলিয়া তাহাকে করণ্ডকের সমীপে রাখিয়া নিজে স্নানের ঘাটে অবতরণ করিল। তাহার মনে কোন সন্দেহ হয় নাই, এজন্য সে একটু দূরে গিয়া স্নান করিতে লাগিল। ঐ সময়ে বায়ুর পুত্র কটিদেশে খড়্গ ধারণ করিয়া আকাশপথে যাইতেছিল। সে ইন্দ্রজাল বিদ্যায় পটু ছিল। রমণী তাহাকে দেখিয়া হস্তদ্বারা সঙ্কেত করিল। বায়ুপুত্র তৎক্ষণাৎ অবতীর্ণ হইল, রমণী তাহাকে করণ্ডকের মধ্যে ফেলিয়া, দানব আসিতেছে কি না দেখিতে লাগিল, তাহাকে আসিতে দেখিয়া সে নিকটে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই তাহাকে দেখাইয়া করণ্ডক খুলিল, ভিতরে গিয়া ঐন্দ্রজালিকের উপর শুইয়া পড়িল এবং তাহাকে নিজের পরিচ্ছদ দ্বারা আবৃত করিয়া রাখল। দানব আসিয়া করণ্ডকটা পরীক্ষা করিল না, সে ভাবিল কেবল আমার স্ত্রীই ইহার ভিতরে রহিয়াছে। সে উহা গিলিয়া নিজের গুহাভিমুখে চলিল এবং যাইতে যাইতে ভাবিল, 'তাপসের সঙ্গে অনেক দিন দেখা করি নাই; আজ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া যাইব।' ইহা স্থির করিয়া সে বোধিসত্ত্বের নিকটে গেল।

---

* মূলে 'দানব রক্খস' এই পদ আছে। [illegible]

বোধিসত্ত্ব তাহাকে দূর হইতে দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন, তাহার কুক্ষিমধ্যে দুই ব্যক্তি রহিয়াছে। তিনি তাহার সহিত আলাপ করিবার কালে প্রথম গাথা বলিলেন :—

কোথা হতে তোমরা আসিলে তিন জন? স্বাগত! হেথায় কর আসন গ্রহণ।
বল, শুনি, কুশল ত তোমা সবাকার? বহুদিন পরে দেখা হইল এবার।

ইহা শুনিয়া দানব ভাবিল, 'আমি ত এই তাপসের নিকট একাই আসিয়াছি। অথচ ইনি তিন জনের কথা বলিতেছেন! ইনি বলেন কি? ইনি কি প্রকৃত ব্যাপার বুঝিয়া এরূপ বলিতে-ছেন, কিংবা উন্মত্তের ন্যায় প্রলাপ করিতেছেন?' সে তাপসের নিকট গিয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক একান্তে উপস্থিত হইল এবং তাঁহার সহিত আলাপ করিবার কালে দ্বিতীয় গাথা বলিল :—

এসেছি একাকী আজ আপনার কাছে; দ্বিতীয় আমার সঙ্গে নাহি কেহ আছে।
তবু জিজ্ঞাসিলা, মুনিবর, কি কারণ, "কোথা হতে তোমরা আসিলে তিনজন?"

বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসিলেন, "তুমি কি প্রকৃতই ইহার কারণ শুনিতে চাও?" দানব বলিল, "হাঁ, ভদন্ত।" "তবে শুন।

তুমি, তব ভার্য্যা, যারে পেটিকা ভিতরে পুরিয়া কুক্ষিতে সদা রাখ রক্ষাতরে,
তৃতীয় বায়ুর পুত্র ভার্য্যাসঙ্গে তব কুক্ষি মধ্যে করিতেছে মদন-উৎসব।"

ইহা শুনিয়া দানব ভাবিল, 'ইন্দ্রজালিকেরা বহু মায়া জানে। ইহার হাতে যদি খড়্গ থাকে, তবে ত আমার কুক্ষি বিদীর্ণ করিয়াও পলায়ন করিতে পারে।' সে এই ভয়ে যত শীঘ্র পারিল, করণ্ডকটী উদ্‌গিরণ করিয়া সম্মুখে স্থাপন করিল।

শাস্তা অভিসম্বুদ্ধ হইয়া এই ঘটনা বর্ণন করিবার জন্য চতুর্থ গাথা বলিলেন :—

কাঁপিয়া অসির ভয়ে দানব তখন কুক্ষি হতে করণ্ড করিল উদ্‌গিরণ।
খুলি দেখে মালা গলে বনিতা তাহার বায়ুনন্দনের সনে করিছে বিহার।

অনন্তর করণ্ডকটী যেমন খোলা হইল, অমনি বায়ুপুত্র মন্ত্রজপ করিয়া খড়্গহস্তে আকাশে উল্লম্ফন করিল। তদ্দর্শনে দানব মহাসত্ত্বের প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার স্তুতিসূচক শেষ গাথাগুলি বলিল :—

উগ্রতপা তুমি, স্পষ্ট করিলা দর্শন নারীবশে নরের কি হয়েছে পতন।
প্রাণের মতন যারে রাখিল যতনে, সেই দুষ্টা করে কেলি অপরের সনে!
সেবেন তাপসগণ অগ্নিরে যেমন, দিবারাত্রি সেবিলাম ইহারে তেমন।
সেই চরে ত্যজি ধর্ম্ম অধর্ম্মের পথে! বন্ধুত্ব কর্ত্তব্য নহে প্রমদার সাথে!
শরীরের মধ্যে এরে রাখিয়া যতনে ভাবিতাম ভজিবে না অন্য কোন জনে;
সে মোহ গিয়াছে ভাঙ্গি; দুষ্টা, অসংযতা পর পুরুষের সনে এবে কেলিরতা!
চরিতেছে ত্যজি ধর্ম্ম অধর্ম্মের পথে। বন্ধুত্ব কর্ত্তব্য নহে প্রমদার সাথে।
যত সাবধানে কেন করি না রক্ষণ, বহু ছল জানে নারী, বিশ্বাস কখন
চরিত্রে তাহার আর করা নাহি যায়। নরকের পথে নারী প্রপাতের প্রায়।
রমণীসংসর্গ ত্যজি যে জন বিচরে, বীত শোক হ'য়ে সেই সুখলাভ করে।
রমণীসংসর্গ ত্যজি ধর্ম্ম অনুষ্ঠান— ইহাই বিজ্ঞের পক্ষে মঙ্গলবিধান।
এই সুখ তাহাদের প্রার্থনীয় অতি। রমণীসংসর্গে ঘটে জনের দুর্গতি।

ইহা বলিয়া দানব মহাসত্ত্বের পাদমূলে পড়িয়া নিবেদন করিল, "ভদন্ত, আজ আপনার কৃপায় আমার জীবন রক্ষা পাইয়াছে। এই পাপিষ্ঠার চক্রান্তে মায়াবীর হাতে এখনই প্রাণ হারাইতেছিলাম।" সে এইরূপে মহাসত্ত্বের মহিমা কীর্ত্তন করিল; মহাসত্ত্বও তাহাকে ধর্ম্মতত্ত্ব বুঝাইয়া বলিলেন, "তুমি এই রমণীকে কোন রূপ দণ্ড দিও না, তুমি শীলসম্পন্ন হও।" ইহা বলিয়া তিনি তাহাকে পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন। দানব বলিল, "আমি নিজের উদরের মধ্যে আবদ্ধ করিয়াও যখন ইহাকে রক্ষা করিতে পারিলাম না, তখন আর কে পারিবে?" সে ঐ রমণীকে পরিত্যাগ করিয়া নিজের অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিল।

কথা শেষে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন।

[সমবধান—তখন আমি ছিলাম সেই দিব্যচক্ষুঃ তপস্বী।]

☞ আরব্য নৈশোপাখ্যানমালাতেও দেখা যায়, একটা দৈত্য কোন রমণীকে পেটিকার অভ্যন্তরে পুরিয়া রাখিত এবং সঙ্গে লইয়া বেড়াইত। তথাপি সে তাহার চরিত্র রক্ষা করিতে পারে নাই।

৪৩৭—পূতিমাংস-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে ইন্দ্রিয়সংযম সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। কোন সময়ে বহু ভিক্ষু ইন্দ্রিয়দ্বার রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে উপদেশ দিবার উদ্দেশ্যে শাস্তা স্থবির আনন্দের দ্বারা অসংযত ভিক্ষুসঙ্ঘ সমবেত করাইয়া নিজে অলঙ্কৃত আসনের মধ্যে আসীন হইলেন এবং ভিক্ষুদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, যাহারা ভিক্ষু হইয়াছে তাহাদের পক্ষে রূপাদি আপাতপ্রীতিকর ইন্দ্রিয়বিষয়ের বশীভূত হইয়া তাহাতে আসক্ত হওয়া কর্ত্তব্য নহে; কারণ এইরূপ আসক্তির কালেই যদি তাহাদের মৃত্যু ঘটে, তবে তাহারা নরকাদি অপায়ে জন্মান্তর প্রাপ্ত হয়। অতএব তোমরা রূপাদি আপাতপ্রীতিকর ইন্দ্রিয়বিষয়ে আসক্ত হইও না। যাহাদের মন রূপাদির চিন্তাতেই মগ্ন, তাহারা প্রত্যক্ষ ভাবেও মহাবিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই জন্য রূপাদি অবলোকন করা অপেক্ষা তপ্ত লৌহশলাকা দ্বারা চক্ষু নষ্ট করা বরং ভাল।" শাস্তা এ সম্বন্ধে আরও সবিস্তর উপদেশ দিয়া শেষে এই বলিয়া উপসংহার করিলেন:—"তোমাদের পক্ষে রূপ অবলোকন করিবার কাল আছে, অবলোকন না করিবার কালও আছে। যখন অবলোকন করিবে, তখন প্রীতির চক্ষে দেখিবে না, অপ্রীতির চক্ষে দেখিবে; তাহা হইলেই তোমরা স্ব স্ব কর্ত্তব্য পথ হইতে ভ্রষ্ট হইবে না। তোমাদের কর্ত্তব্য পথ কি কি বলিতেছি শুন:—চারিটী স্মৃত্যুপস্থান *, অষ্টাঙ্গিক আর্য্য মার্গ, এবং নববিধ লোকোত্তর ধর্ম্ম। † এই গুলি তোমাদের পথ—তোমাদের বিচরণ ভূমি। যদি তোমরা এ গুলি অতিক্রম না কর, তাহা হইলে মার তোমাদের উপর কখনও প্রভুত্ব বিস্তার করিতে পারিবে না। কিন্তু যদি কামবশে রূপাদি প্রীতির চক্ষে দর্শন কর, তাহা হইলে পূতিমাংসনামক শৃগালের ন্যায় তোমরা স্ব স্ব বিচরণ ক্ষেত্র হইতে বহিষ্কৃত হইবে।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে হিমালয়ের বনমধ্যে এক পর্ব্বত-গুহায় বহু শত বন্য ছাগ বাস করিত। তাহাদের বাসস্থানের অবিদূরে আর একটা গুহায় পূতিমাংস নামক এক শৃগাল ও বেণীনাম্নী তাহার ভার্য্যা থাকিত। একদিন পূতিমাংস ভার্য্যার সহিত বিচরণ করিবার কালে ঐ ছাগ গুলাকে দেখিয়া ভাবিল, 'কোন উপায়ে ইহাদের মাংস খাইতে হইবে।' অনন্তর

---

* "চত্তারো সতিপট্ঠানা" অর্থাৎ স্মৃতির চারি ভাব—কায়ানুপশ্যনা, বেদনানুপশ্যনা, চিত্তানুপশ্যনা এবং ধর্ম্মানুপশ্যনা, অর্থাৎ দেহের মধ্যে যে সকল অশুচি আছে তাহাদের চিন্তা, বেদনার (sensations) যে দোষ আছে তাহার চিন্তা; চিত্তের অস্থিরচিন্তা এবং ধর্ম্ম চিন্তা।

† মার্গচতুষ্টয়, ফলচতুষ্টয় ও নির্বাণ, এই নয়টি।

সে কৌশলবলে এক একটা ছাগ মারিতে আরম্ভ করিল। শৃগাল ও শৃগালী, উভয়েই ছাগ-মাংস খাইয়া সবল ও স্থূলদেহ হইল। এদিকে ক্রমে ক্রমে ছাগকুলের ক্ষয় হইতে লাগিল; তাহাদের মধ্যে মেড়মাতা নাম্নী এক ছাগী বেশ বুদ্ধিমতী ছিল। শৃগাল উপায়কুশল হইয়াও তাহাকে মারিতে পারিল না। অনন্তর একদিন সে ভার্য্যার সহিত মন্ত্রণা করিল, 'ভদ্রে, ছাগকুল প্রায় লয় পাইয়াছে। ঐ ছাগীটাকে কোন উপায়ে খাওয়া আবশ্যক। আমি একটা উপায় স্থির করিয়াছি। তুমি একবার গিয়া উহার সঙ্গে সই পাতাও। তাহার পর যখন বিশ্বাস জন্মিবে, তখন আমি মরিয়াছি এই ভাণ করিয়া একদিন শুইয়া থাকিব। তুমি উহার কাছে গিয়া বলিবে, 'সই, আমার স্বামী মরিয়াছেন, আমি অনাথা হইয়াছি; তুই ছাড়া আমার আর কোন জ্ঞাতি কুটুম্ব নাই। চল্, দুই জনে মিলিয়া কান্নাকাটি করিয়া তাঁহার সৎকার করি গিয়া।' এইরূপ বলিয়া উহাকে লইয়া আসিবে; আমি তখন লাফ দিয়া গলা কামড়াইয়া উহাকে মারিব।" শৃগালী এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া বলিল, "বেশ উপায় স্থির করিয়াছ।" সে ছাগীর সঙ্গে সই পাতাইল, ক্রমে তাহার বিশ্বাসভাজন হইল এবং একদিন ঐরূপ বলিল। তাহা শুনিয়া ছাগী বলিল, "সই, তোর স্বামী আমার সমস্ত জ্ঞাতিজন খাইয়াছে; আমার ভয় হইতেছে; আমি যাইতে পারিব না।" "কোন ভয় নাই, সই। যে মরিয়াছে, সে কি করিবে?" "তোর স্বামী বড় নিষ্ঠুর; সেই জন্য ভয় পাই।" ছাগী এরূপ বলিলেও শৃগালী তাহাকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিল। তাহাতে ছাগী ভাবিল, 'তবে বুঝি প্রকৃতই মরিয়াছে।' কাজেই সে শৃগালীর প্রস্তাবে সম্মত হইয়া তাহার সঙ্গে চলিল; কিন্তু যাইতে যাইতে ভাবিল, 'কে জানে, কি ঘটিবে?' এই আশঙ্কায় সে শৃগালীকে অগ্রে রাখিয়া শৃগাল কোথায় আছে জানিবার জন্য ইতঃস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে করিতে যাইতে লাগিল। শৃগাল তাহাদের পায়ের শব্দ শুনিয়া ভাবিল, 'ছাগী বুঝি আসিল।' সে মাথা তুলিয়া চক্ষু দুইটী উল্টাইয়া তাকাইল। ছাগী তাহাকে এইরূপ করিতে দেখিয়া বুঝিল যে, পাপাত্মা তাহাকে প্রবঞ্চিত করিয়া মারিবার অভিসন্ধি করিয়াছে। সে তখনই ফিরিয়া পলায়ন করিল। শৃগালী জিজ্ঞাসিল, "পলাইলি কেন, সই?" ছাগী নিম্নলিখিত গাথায় পলায়নের কারণ বলিল:—

> পূতিমাংস যেমন ক'রে এ দিকে তাকাল
> বল্‌তে কি, সই, মোটেই তাহা লাগেনি মোর ভাল;
> প্রাণ বাঁচাতে পলাইলাম আমি সে কারণ;
> এমন সখার কাছে, বল, থাকে কোন্ জন।

ইহা বলিয়া ছাগী নিজের বাসস্থানে ফিরিয়া গেল। শৃগালী তাহাকে ফিরাইতে না পারিয়া ক্রুদ্ধ হইল এবং স্বামীর নিকটে গিয়া দুঃখ করিতে লাগিল। শৃগাল তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া দ্বিতীয় গাথা বলিল:—

> ক্ষেপী বেটী পড়িয়ে কাছে সখীর গুণ গায়;
> এসে ছাগী গেল ফিরে; (এখন) কর্‌ছে হায় হায়।

ইহার উত্তরে শৃগালী তৃতীয় গাথা বলিল:—

> ক্ষেপি আমি, না ক্ষেপা তুমি, ভাবি দেখ মনে;
> তোমার মত বোকারামটী নাই ত্রিভুবনে।
> মড়ার মত থাক্‌বে পড়ে, এই ত কথা ছিল।
> অসময়ে তাকাইতে বুদ্ধি কেবা দিল?

জানেন পণ্ডিতগণ, কালাকালে উন্মেলন করিতে নয়ন।
হইবে অকালদর্শী, পূতিমাংস শিবাবৎ, দুঃখের ভাজন।

এইটী অভিসম্বুদ্ধ গাথা।

অনন্তর বেণী পূতিমাংসকে আশ্বাস দিয়া বলিল, "স্বামিন্, চিন্তা করিও না; আমি কোন না কোন উপায়ে তাহাকে আবার আনিতেছি। এবার আসিলে সাবধানে ধরিবে; আর যেন ভুল না হয়।" সে ছাগীর নিকট গিয়া বলিল, "সই, তুই কেবল আমাদের বাড়ীর কাছে গিয়াছিলি; কিন্তু তাহাতেই আমাদের বড় উপকার হইয়াছে। তুই উপস্থিত হইবামাত্র আমার স্বামীর জ্ঞান হইয়াছে, তিনি এখন বাঁচিয়া উঠিয়াছেন। চল্, তাঁহার সঙ্গে গিয়া দুটা মিষ্টালাপ করিবি।

আগের মত ভালবাসা, সইলো, আবার চাই,
পূর্ণ পাত্র লয়ে আয়; চল্ সেখানে যাই।
দেখবি সেথায়, সোয়ামী আমার, উঠেছে বাঁচিয়া;
বল্‌বি দুটো মিষ্টি কথা, সবারে তুই গিয়া।

ছাগী ভাবিল, 'এই পাপিষ্ঠা আমারে বঞ্চনা করিতে চায়। স্পষ্টতঃ শত্রুতা করাও ভাল হইবে না; ইহাকে কৌশলে বঞ্চনা করিতে হইবে।' ইহা স্থির করিয়া সে ষষ্ঠ গাথা বলিল :—

সুখে থাক্ তুই, সইলো আমার, পূর্ণ পাত্র দিব;
সঙ্গে লয়ে চাকর বাকর, এখনি আসিব।
তুই চলে যা, ত্বরা যোগাড় কর্‌গে তাদের তরে
ভাল ভাল খাবার জিনিস্, আছে যা তোর ঘরে।

শৃগালী তখন ছাগীকে তাহার অনুচরদিগের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিল :—

চাকর বাকর, সই, কেমন তোর, কি কি নাম ধরে,
খাবার যোগাড় যাদের তরে করবো গিয়া ঘরে?

ছাগী বলিল :—

"চারটা কুকুর চাকর আমার : শুন্‌বি তাদের নাম?
মালিক, আর চতুরাক্ষ (যার) যমালয়ে ধাম,
পিঙ্গিক, যার কটা রংটা দেখলে লাগে ভয়,
জম্বুক, যে কার্ত্তিকেয়ের সাথে সদা রয়।
এরাই আমার সঙ্গে যাবে, এদের খাবার তরে
করগে যোগাড়, সাধ্যি যা তোর, গিয়ে এখন ঘরে।

ইহাদের এক একটার সঙ্গে আবার পাঁচ শ কুকুর থাকে। তবেই আমার সঙ্গে দুই হাজার কুকুর যাইবে। যদি তারা খাবার না পায় তাহা হইলে তোকে ও তোর স্বামীকে খাইয়া ফেলিবে।" ইহা শুনিয়া শৃগালীর এত ভয় হইল যে সে ভাবিল, 'ছাগীর আর সেখানে গিয়া কাজ নাই; যাহাতে সে না যায় কোন না কোন উপায়ে তাহাই করিতে হইবে।' সে বলিল,

ঘর ছেড়ে তুই গেলে লো সই, এই ভয় আমার,
কি জানি কোন্ দুষ্ট এসে লুট্‌বে তোর ভাণ্ডার।
তাই বলি, সই থাক্ এখানে, গিয়ে কাজ নাই;
আমি গিয়ে সবারে তোর জানাব বার্ত্তাই।

ইহা বলিয়া শৃগালী মরণভয়ে এক ছুটে স্বামীর নিকট ফিরিয়া গেল এবং তাহাকে লইয়া সে অঞ্চল হইতে পলায়ন করিল। অতঃপর তাহারা আর সে মুখো হইতে পারে নাই।

[সমবধান তখন আমি ঐ অরণ্যের একটা বৃহৎ বনস্পতিতে দেবতারূপে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইয়াছিলাম।

৪৩৮—তিত্তির-জাতক।

[শাস্তা গৃধ্রকূটে অবস্থিতিকালে, দেবদত্ত তাঁহার বধার্থ যে সকল চেষ্টা করিয়াছিল তৎসম্বন্ধে, এই কথা বলিয়াছিলেন। একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় এ বিষয়ে কথোপকথন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "অহো, দেবদত্ত কি নির্লজ্জ ও অনার্য্য; সে অজাতশত্রুর সহিত মিলিয়া এবংবিধ উত্তম গুণধর সম্যক্-সম্বুদ্ধকে বিনষ্ট করিবার জন্য তীরন্দাজ নিযুক্ত করিয়াছিল, শিলাখণ্ড নিক্ষেপ করিয়াছিল, নালাগিরিকে ছাড়িয়া দিয়াছিল।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও দেবদত্ত আমার বধের জন্য চেষ্টা করিয়াছিল। এখন কিন্তু সে আমার মনে ত্রাসমাত্র জন্মাইতে পারে না। অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বারাণসীতে এক সুবিখ্যাত আচার্য্য পঞ্চশত মাণবককে শিক্ষা দিতেন। তিনি একদিন চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'আমি এখানে থাকিলে নানা বাধা বিঘ্ন ঘটে, ছাত্রদিগেরও প্রকৃষ্ট শিক্ষা হয় না। অতএব হিমালয়ে গিয়া বনে বাস করিব ও ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিব।' তিনি ছাত্রদিগকে এই সঙ্কল্প জানাইলেন, তাহাদিগের দ্বারা তিল, তণ্ডুল, তৈল, বস্ত্রাদি আনাইলেন এবং বনে গিয়া রাজপথের অনতিদূরে এক স্থানে পর্ণশালা নির্ম্মাণপূর্ব্বক সেখানে বাস করিতে লাগিলেন। ছাত্রেরাও নিজ নিজ পর্ণশালা প্রস্তুত করিল। তাহাদের জ্ঞাতিবন্ধুরা তণ্ডুলাদি পাঠাইত। একজন সুবিখ্যাত আচার্য্য বনে আসিয়া অধ্যাপনা করিতেছেন, এ সংবাদ পাইয়া রাজ্যবাসী অন্যান্য লোকেও তাঁহার জন্য তণ্ডুলাদি লইয়া যাইত; যাহারা ঐ বনকান্তারে উপস্থিত হইত, তাহারাও বহু দ্রব্য দিত; এক ব্যক্তি আচার্য্যকে দুগ্ধপানার্থ একটা সবৎসা ধেনু দান করিয়াছিল।

তাঁহার পর্ণশালার নিকটে দুইটী শাবক লইয়া একটা গোধা থাকিত; এক সিংহ ও এক ব্যাঘ্র তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে যাইত। একটা তিত্তিরও সেখানে নিয়ত নিবদ্ধভাবে বাস করিত এবং আচার্য্য যখন শিষ্যদিগকে বেদমন্ত্র শিক্ষা দিতেন, তখন তাহা শুনিত। এইরূপে ক্রমে সে বেদত্রয়ে ব্যুৎপন্ন হইল।

কালক্রমে, শিষ্যদিগের শিক্ষাপরিসমাপ্তির পূর্ব্বেই, আচার্য্যের মৃত্যু ঘটিল। শিষ্যেরা তাঁহার শবদাহ করিল, শ্মশানে একটা বালুকাস্তূপ প্রস্তুত করিয়া বহুবিধ পুষ্পের দ্বারা সেখানে পূজা করিল এবং আচার্য্যের শোকে রোদন ও পরিদেবন করিতে লাগিল। তিত্তির তাহাদের রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। তাহারা বলিল, "আমাদের শিক্ষাসমাপ্তির পূর্ব্বেই আচার্য্য মারা গিয়াছেন; সেই জন্য কাঁদিতেছি।" "যদি তাহাই হইয়া থাকে, তথাপি তোমরা নিশ্চিন্ত থাক; এখন হইতে আমিই তোমাদিগকে বেদ শিখাইব।" "তুমি বেদ জানিলে কিরূপে?" "আচার্য্য যখন তোমাদিগকে পাঠ দিতেন, তখন আমি তাহা শুনিতাম। এইরূপে আমি বেদ তিনখানি আয়ত্ত করিয়াছি।" "আপনি যাহা আয়ত্ত করিয়াছেন, দয়া করিয়া আমাদিগকে তাহা শিক্ষা দিন।" "তবে শুন।" ইহা বলিয়া তিত্তির তাহাদের নিকট বেদের দুরূহ অংশগুলি

পলায়ন করিল। পূর্ব্বে যে সিংহের ও ব্যাঘ্রের কথা বলা হইয়াছে, তাহারা তিত্তিরেরও বন্ধু ছিল। কখন তাহারা তিত্তিরের সঙ্গে দেখা করিত; কখনও বা তিত্তির গিয়া তাহাদিগকে ধর্ম্মকথা শুনাইয়া আসিত। যে দিনের কথা হইতেছে, সে দিন সিংহ ব্যাঘ্রকে বলিল, "ভাই, অনেক দিন তিত্তিরের সঙ্গে দেখা হয় নাই; আজ বোধ হয় সাত আট দিনের কম হইবে না। তুমি গিয়া তাহার সংবাদ লইয়া আইস।" ব্যাঘ্র ইহাতে সম্মত হইল এবং যখন গোধা পলায়ন করিতেছিল, ঠিক সেই সময়ে উক্ত স্থানে গিয়া দেখিল যে, দুরাচার তাপস নিদ্রা যাইতেছে; আর তাহার জটার ভিতর তিত্তির পণ্ডিতের পালক এবং ধেনু ও বৎসের অস্থিগুলি রহিয়াছে। ব্যাঘ্ররাজ এই সমস্ত দেখিল; সুবর্ণ পঞ্জরে তিত্তিরকেও দেখিতে পাইল না; কাজেই সে ভাবিল, সেই পাপিষ্ঠই বোধ হয় ইহাদিগকে বধ করিয়াছে। সে তাহাকে পদাঘাতে জাগাইল; পাপিষ্ঠ ব্যাঘ্রকে দেখিয়া মহা ভীত হইল। ব্যাঘ্র জিজ্ঞাসিল, "তুমি ইহাদিগকে মারিয়া খাইয়াছ কি?" সে উত্তর দিল, "আমি মারিও নাই, খাইও নাই।" 'পাপাচার, তুই না মারিলে আর কে মারিবে বল্? সত্য কথা বল্, নইলে তোর প্রাণ বাঁচিবে না।" সে মরণভয়ে ভীত হইয়া বলিল, 'গোধার ছানা দুইটা, বাছুরটা ও গরুটা মারিয়া খাইয়াছি বটে, কিন্তু তিত্তিরকে মারি নাই।" সে বার বার এইরূপ বলিলেও ব্যাঘ্র তাহার কথায় বিশ্বাস করিল না; সে জিজ্ঞাসিল, "তুই কোথা হইতে আসিয়াছিস্?" "আমি প্রভু, কলিঙ্গদেশে বণিক্‌দিগের পণ্যভার বহন করিতাম; তাহার পর এই এই কাজ করিয়া এখানে আসিয়াছি" সে এইরূপে নিজের সমস্ত কৃতকর্ম্মের বর্ণনা করিল। তাহা শুনিয়া ব্যাঘ্র বলিল, 'পাপিষ্ঠ তুই তিত্তিরকে না মারিলে আর কে মারিবে? চল্, তোকে মৃগরাজ সিংহের নিকট লইয়া যাই।" ইহা বলিয়া ব্যাঘ্র লোকটাকে আগে আগে রাখিয়া ও ভয় দেখাইতে দেখাইতে লইয়া গেল। ব্যাঘ্ররাজ লোকটাকে লইয়া আসিতেছে দেখিয়া সিংহ নিম্ন লিখিত গাথায় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল:—

> কি হেতু, সুবাহু, তুমি* এত ত্বরান্বিত আসিতেছ হেথা এই যুবক-সহিত?
> ত্বরার কারণ তুমি ত্বরা করি বল; শুনিতে আমার তাহা বড় কুতুহল।

ইহার উত্তরে ব্যাঘ্র পঞ্চম গাথা বলিল:—

> পরম পণ্ডিত সখা তিত্তির তোমার— বুঝি বা নিধন আজ হইয়াছে তাঁর।
> শুনি এই পুরুষের জীবন-কাহিনী, তিত্তির যে আছে সুখে, নাহি মনে মানি।

তখন সিংহ ষষ্ঠ গাথা বলিল:—

> জীবন-কাহিনী এর বল কি শুনিলে?
> কিরূপ দিয়াছে এই আত্ম-পরিচয়?
> কি কি কার্য্য হেতু এর সিদ্ধান্ত করিলে,
> তিত্তিরে করিল বধ এই দুরাশয়?

সিংহের এই প্রশ্নের উত্তরে ব্যাঘ্র শেষের তিনটী গাথা বলিল:—

> ভ্রমিল কলিঙ্গ দেশে করিয়া বহন
> বণিকের পণ্য ভাণ্ড; নিজেই আবার
> সাজিয়া বণিক্ গেল দেশ দেশান্তরে
> দুর্গম বক্সুর পথে, চলিতে যাহাতে
> যেন্ত্রের সাহায্য বিনা নাহি পারে কেহ।

* ব্যাঘ্রদেহের পুরোবর্ত্তী অর্দ্ধ অতি সুগঠিত বলিয়া ব্যাঘ্রকে সুবাহু বলা হইয়াছে। বর্দ্ধমান-জাতকেও (৩৯১) ব্যাঘ্রের এই নাম দেখা য .:

মিশিয়া নটের দলে কিছুদিন তরে
দেখাইল দণ্ড যুদ্ধ দর্শকসমাজে ?
আবার ব্যাধের সঙ্গে হইয়া মিলিত
ধরিল বনের পশু বাগুরা বিস্তারি ;

কত বা করিব এর কুকার্য্য বর্ণন।
ধরিল জীবিকা-হেতু ফাঁদ পাতি পাখী ;
কয়ালের কাজ করি, ধাপ্পাবাজি মাগিয়া
করিল অর্জ্জন কিছু, শেষে দ্যূতে হারি
খোয়াইল যাহা ছিল বুদ্ধির বিপাকে।
সংযম কাহাকে বলে কভু না জানিল।
ঘাতক হইয়া পুনঃ, দণ্ডপ্রাপ্ত যারা
রাজাজ্ঞায়, হস্তপদ ছেদি তাহাদের
কুণ্ডকের ধূমদানে অর্দ্ধরাত্রি কালে
রোধিল রক্তের স্রোত ক্ষতস্থান হ'তে।
আজীবক হ'ল শেষে, প্রত্যুষার কালে
উক্ত শিক্ষে হ'ল দগ্ধ হস্ত পাপাত্মার।*

এই ত শুনেছি, ভাই, কাহিনী ইহার।
বিচারি, এ সব এক সঙ্গে মিলাইয়া,
জটাধরে দেখি সেই লোমশিশু আর,
মনে হয়, [illegible];
মেরেছে যে তিত্তিরেরে, তাহাও নিশ্চয়।

সিংহ ঐ লোকটাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি তিত্তির পণ্ডিতকে মারিয়াছ কি ?" সে উত্তর দিল, "হাঁ, প্রভু।" প্রকৃত উত্তর দিল বলিয়া সিংহ তাহাকে ছাড়িয়া দিতে ইচ্ছা করিল। কিন্তু ব্যাঘ্র বলিল, "এই পাপাত্মার প্রাণ নাশ করাই কর্ত্তব্য।" সে তাহাকে দন্তদ্বারা দংশন করিল এবং একটা গর্ত খুঁড়িয়া তাহার মধ্যে ফেলিয়া দিল। এ দিকে ছাত্রেরা ফিরিয়া আসিল এবং তিত্তির পণ্ডিতকে দেখিতে না পাইয়া পরিদেবন করিতে করিতে চলিয়া গেল।

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন, 'ভিক্ষুগণ, দেবদত্ত পূর্ব্বেও আমার বধের জন্য চেষ্টার ত্রুটি করে নাই।"

সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল সেই জটাধর তাপস, উৎপলবর্ণা ছিলেন সেই গোধা, মৌদ্গল্যায়ন ছিলেন সেই ব্যাঘ্র, সারিপুত্র ছিলেন সেই সিংহ, কাশ্যপ ছিলেন সেই সুবিখ্যাত আচার্য্য এবং আমি ছিলাম সেই তিত্তির পণ্ডিত।

---

* [illegible]

শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষ
অনূদিত

চতুর্থ খণ্ড

করুণা প্রকাশনী । কলিকাতা ৯

ক্রোড়-পত্র।

২১১ম পৃষ্ঠে 'কজঙ্গল' নগবের নাম আছে। তৃতীয় খণ্ডেব ১৩২ম পৃষ্ঠেও এই নগবের নাম দেখা যায়। সেখানে টীকাকাব বলিয়াছেন যে, ইহা বারাণসীর নামান্তব। চতুর্থ খণ্ডে পুষ্পপুব, ব্রহ্মবর্দ্ধন, মোলিনী, রম্যনগর, সুদর্শন এবং সুরুন্ধন এই ছয়টীও বারাণসীব ভিন্ন ভিন্ন নাম বলিয়া কথিত হইয়াছে।

সূচীপত্র

জাতক

দশ নিপাত

৪৩৯—চতুর্দ্বার-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে এক অবাধ্য ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্ন বস্তু নবনিপাতের প্রথম জাতকে (গৃধ্রজাতক, ৪২৭) সবিস্তর বলা হইয়াছে। শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, "কি হে ভিক্ষু, তুমি নাকি নিতান্ত অবাধ্য?" ভিক্ষু উত্তর দিলেন, "হাঁ ভগবন্, একথা মিথ্যা নহে।" শাস্তা বলিলেন, "তুমি পূর্ব্ব কালেও অবাধ্যতা-বশতঃ পণ্ডিতদিগের উপদেশ লঙ্ঘনপূর্ব্বক ক্ষুরচক্র প্রাপ্ত হইয়াছিলে।" অনন্তর তিনি সেই অতীত বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন:—]

পুরাকালে দশবল কাশ্যপের সময়ে বারাণসী নগরে অশীতি কোটি সুবর্ণের অধিপতি কোন শ্রেষ্ঠীর মিত্রবিন্দক নামে এক পুত্র ছিল। শ্রেষ্ঠি-দম্পতী স্রোতাপন্ন উপাসক ছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের পুত্র মিত্রবিন্দক নিতান্ত দুঃশীল ও অশ্রদ্ধ হইয়াছিল।

কালক্রমে মিত্রবিন্দকের পিতার মৃত্যু হইল, তাহার মাতা সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। তিনি একদিন মিত্রবিন্দককে বলিলেন, "দেখ, মানবজন্ম বড় দুর্লভ। তুমি যখন এই জন্ম লাভ করিয়াছ, তখন দানরত হও, পোষধের দিনে শীল পালন কর এবং ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণ করিয়া জীবন সার্থক কর।" মিত্রবিন্দক বলিল, "মা, দানাদি আমার ভাল লাগে না; তুমি আমাকে ও সব কথা বলিও না, আমি এ জন্মে যে ভাবে চলিব, পরজন্মে সেইরূপ ফল লাভ করিব। তোমার তা'তে কি?" পুত্রের নিকট এইরূপ উত্তর পাইয়াও একদা পৌর্ণমাসীর পোষধ-দিনে মাতা বলিলেন, "বৎস, অদ্যকার দিন মহাপোষধ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট; তুমি অদ্য পোষধ-ব্রত গ্রহণ কর, বিহারে যাও, এবং সমস্ত রাত্রি ধর্ম্মকথা শ্রবণ কর। তুমি ফিরিয়া আসিলে, আমি তোমাকে সহস্র মুদ্রা দান করিব।"

মিত্রবিন্দক ধনলোভে "যে আজ্ঞা" বলিয়া পোষধ-ব্রত গ্রহণ করিল। সে প্রাতরাশ সমাপনপূর্ব্বক বিহারে গেল, দিনমান সেখানে কাটাইল, কিন্তু রাত্রিকালে, পাছে একটী ধর্ম্মকথাও তাহার কর্ণে প্রবেশ করে, এই আশঙ্কায় অন্যত্র গিয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িল এবং পরদিন প্রত্যূষে মুখ ধুইয়া গৃহে ফিরিল।

এদিকে তাহার মাতা ভাবিয়াছিলেন, 'আমার পুত্র অদ্য ধর্ম্মকথা শুনিয়া উপদেশক স্থবিরকে লইয়া প্রাতঃকালেই গৃহে ফিরিবে।' সেই জন্য তিনি যবাগূ ও নানাবিধ খাদ্য প্রস্তুত করিয়া ও আসন স্থাপন করিয়া তাহার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন, পুত্র একাকী আসিতেছে, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাছা, ধর্ম্মকথক মহাশয়কে

সঙ্গে লইয়া আসিলে না কেন?" "ধর্ম্মকথক দিয়া কি করিব, মা?" "নাই করিলে, বাবা। এখন এই যবাগূ পান কর।" "তুমি বলিয়াছিলে আমায় সহস্র মুদ্রা দিবে, আগে তাহা দাও, পরে যবাগূ পান করিব।" "আগে পান কর, শেষে অর্থ পাইবে।" "অর্থ না পাইলে পান করিব না।" মাতা অগত্যা তাহার সম্মুখে সহস্র মুদ্রার একটী তোড়া রাখিয়া দিলেন।

তখন মিত্রবিন্দক যবাগূ পান করিল, মুদ্রা লইয়া চলিয়া গেল এবং ব্যবসায় দ্বারা অচিরে বিংশতি লক্ষ উপার্জ্জন করিল।

ইহার পর সে সঙ্কল্প করিল যে, একখানা নৌকা সংগ্রহ করিয়া বাণিজ্য করিবে। সে নৌকা সংগ্রহ করিয়া জননীকে বলিল, "আমি এই নৌকায় (পণ্য বোঝাই করিয়া) বাণিজ্য করিব।" ইহা শুনিয়া তাহার মাতা বলিলেন, "বাছা, তুই আমার একমাত্র পুত্র, আমার ঘরে ধনের অভাব নাই, সমুদ্রে কত বিপদ্ ঘটিয়া থাকে, তুই যাস্ না।" কিন্তু সে উত্তর করিল, "আমি যাইবই যাইব, তোমার সাধ্য কি যে আমায় নিবারণ কর?" জননী তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন, "আমি তোকে যাইতে দিব না।" কিন্তু পাপাত্মা জননীর হাত হইতে নিজের হাত ছাড়াইয়া লইল, তাঁহাকে প্রহার করিয়া ভূতলে ফেলিল এবং সেই মুহূর্ত্তেই গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া পোতারোহণে সমুদ্রযাত্রা করিল।

মিত্রবিন্দকের পাপাচার-বশতঃ সপ্তম দিবসে তাহার পোত সমুদ্রবক্ষে নিশ্চল হইয়া রহিল। পোতারোহিগণ, আপনাদের মধ্যে কে কালকর্ণিক, তাহা নিরূপণ করিবার জন্য গুটিকাপাত করিল, উহা তিন বারই মিত্রবিন্দকের নামে নিপতিত হইল। তখন তাহারা মিত্রবিন্দকের জন্য একখানা ভেলক প্রস্তুত করিল এবং 'একজনের জন্য কেন অনেকে বিনষ্ট হইব?' এই বলিয়া তাহাকে সমুদ্রে নামাইয়া দিল। তাহাদের পোত তৎক্ষণাৎ তরঙ্গমালা ভেদ করিয়া মহাবেগে চলিতে লাগিল।

এ দিকে মিত্রবিন্দক ভেলকারোহণে ভাসিতে ভাসিতে এক দ্বীপে উপস্থিত হইল। সেখানে সে একটা স্ফাটিক বিমানে চারিজন প্রেতিনী দেখিতে পাইল। তাহারা সপ্তাহ কাল দুঃখ এবং সপ্তাহকাল সুখ ভোগ করিত। মিত্রবিন্দক তাহাদের সহিত সপ্তাহকাল সুখ ভোগ করিল, কিন্তু অতঃপর দুঃখভোগার্থ অন্যত্র যাইবার সময়ে তাহারা বলিল, "স্বামিন্, আমরা সপ্তাহ পরে ফিরিব, যতদিন আমরা প্রত্যাগমন না করি, ততদিন আপনি এখানে নিরুদ্বেগে বাস করুন।" মিত্রবিন্দককে এই পরামর্শ দিয়া তাহারা প্রস্থান করিল।

কিন্তু দুরাকাঙ্ক্ষ মিত্রবিন্দক পুনর্ব্বার ভেলকারোহণে সমুদ্রযাত্রা করিল এবং যাইতে যাইতে আর একটী দ্বীপে উপনীত হইল। সেখানে সে একটা রাজতবিমানে আটজন প্রেতিনী দেখিতে পাইল। অনন্তর পূর্ব্ববৎ দ্বীপান্তরে গিয়া সে একস্থানে মণিময়বিমানে ষোল জন এবং অন্যত্র হিরণ্ময়বিমানে বত্রিশ জন প্রেতিনীর দর্শন লাভ করিল। মিত্রবিন্দক ইহাদের সঙ্গেও প্রথমে সুখ ভোগ করিল, কিন্তু যখন তাহারা দুঃখভোগার্থ চলিয়া গেল, তখন সে আবার ভেলকে আরোহণ করিল এবং সমুদ্রপৃষ্ঠে অগ্রসর হইতে হইতে একটা প্রাকার-পরিবেষ্টিত চতুর্দ্বার নগরে উপস্থিত হইল। এই নগর উৎসাদ নামক নরক, এখানে বহুজীব নিরয়গামী হইয়া স্ব স্ব কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে। কিন্তু মিত্রবিন্দকের চক্ষে ইহা অতি মনোহর স্থান বলিয়া প্রতীয়মান হইল। সে ভাবিল, 'আমি এই নগরে প্রবেশ করিয়া এখানকার রাজা

হইব।' অনন্তর নগরে প্রবেশ করিয়া সে দেখিতে পাইল, এক পাপী মস্তকে ক্ষুরচক্র * বহন করিয়া নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। কিন্তু মিত্রবিন্দক মনে করিল উহা ক্ষুরচক্র নহে, প্রস্ফুটিত শতদল। সে ঐ ব্যক্তির বক্ষঃস্থ পঞ্চাঙ্গিক বন্ধনকে † বহুমূল্য পরিচ্ছদ, শিরোবিগলিত রক্তধারাকে লোহিতচন্দনবিলেপ ও আর্ত্তনাদকে সুমধুর সঙ্গীত মনে করিল এবং তাহার সমীপবর্ত্তী হইয়া বলিল, "মহাশয়, আপনি ত বহুক্ষণ এই পদ্মটী মস্তকে ধারণ করিয়া আছেন, এখন একবার আমায় ধরিতে দিন না।" সে বলিল, "ভদ্র, এ পদ্ম নহে, ক্ষুরচক্র।" "আপনি আমায় ইহা দিবেন না বলিয়াই এ কথা বলিতেছেন।" তখন নিরয়বাসী ব্যক্তি ভাবিল, 'এত দিনে, দেখিতেছি, আমার কর্ম্ম ক্ষয় হইয়াছে। এও বোধ হয় আমারই ন্যায় মাতাকে প্রহার করিয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছে। বেশ, তবে ইহার মস্তকেই ক্ষুরচক্র অর্পণ করা যাউক।' অনন্তর সে বলিল, "আসুন, মহাশয়, পদ্ম গ্রহণ করুন।" ইহা বলিয়া সে মিত্রবিন্দকের মস্তকে ক্ষুরচক্র ফেলিয়া দিল, উহা হতভাগ্যের মস্তক পেষণ করিতে আরম্ভ করিল। মিত্রবিন্দক তখন বুঝিতে পারিল, উহা প্রকৃতই ক্ষুরচক্র। সে যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া চীৎকার করিতে লাগিল, "তোমার ক্ষুরচক্র ফিরাইয়া লও", "তোমার ক্ষুরচক্র ফিরাইয়া লও", কিন্তু তখন সে লোকটা পলায়ন করিয়া অদৃশ্য হইয়া বহুদূর চলিয়া গিয়াছে।

এই সময়ে বোধিসত্ত্ব অনুচরগণ-পরিবৃত হইয়া উৎসাদ পরিদর্শন করিতেছিলেন। তিনি ঐ স্থানে উপনীত হইলে মিত্রবিন্দক তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া বলিল, "প্রভো দেবরাজ, মুষলে যেমন তিল পেষণ করে এই ক্ষুরচক্রও তেমনি আমার মস্তক পেষণ করিতেছে। আমি কি পাপ করিয়াছি (যে আমার এরূপ দণ্ড)? এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার সময়ে মিত্রবিন্দক নিম্নলিখিত গাথা বলিল :—

১। লৌহময়ী পুরী এই চতুর্দ্বারযুত,
সুদৃঢ় প্রাকারে ইহা চৌদিকে বেষ্টিত,
হেন স্থানে অবরুদ্ধ হইলাম, হায়,
কি পাপের ফলে আমি, বল, মহাশয়।

রুদ্ধ দ্বার সমুদয়, হায়রে এখন
রয়েছি পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গ যেমন।
চক্রের তাড়নে হয় অসহ্য যন্ত্রণা,
বল, যক্ষ, ‡ কেন হেন পাই বিড়ম্বনা।

অনন্তর দেবরাজ নিম্নলিখিত গাথাগুলি দ্বারা তাহাকে কারণ বুঝাইয়া দিলেন :—

৩। লভিলে বিংশতি লক্ষ-প্রমাণ কাঞ্চন,
তবু না শুনিলে হিতকামীর বচন।

৪, ৫। লঙ্ঘিলে বিশাল সিন্ধু বিপত্তিসঙ্কুল,
পাইলে সঙ্গিনীরূপে ললনা বহুল—
চারি, আট, ষোল শেষে বত্রিশ রমণী,
তবু অসন্তুষ্ট তুমি। লালসা এমনি?

* যে চক্রের ধার ক্ষুরের মত তীক্ষ্ণ।

† যাহাদ্বারা তাহার পাঁচটী অঙ্গ (দুই হাত, দুই পা ও মাথা) বান্ধা ছিল।

‡ এই জাতকে বোধিসত্ত্বকে একবার যক্ষ, একবার দেবরাজ বলা হইয়াছে।

শুন মূঢ়, এবে সেই দুরাকাঙ্ক্ষা তরে
ক্ষুরচক্র ঘুরে তব মস্তক উপরে।

৬। সন্তোষে বঞ্চিত যেবা, লালসার দাস,
কিছুতেই কভু যার পূরে না ক আশ,
উত্তর উত্তর যার লোভের বর্দ্ধন,
সেই করে ক্ষুরচক্র মস্তকে বহন।

৭। প্রচুর পৈতৃক ধন, তুষ্ট নয় তায়,
অজ্ঞাত সমুদ্রপথে আরো পেতে ধায়,
সদসৎ বুঝিবারে সাধ্য নাহি যার,
ক্ষুরচক্র ঘুরে সদা মস্তকে তাহার।

৮। মানব সমাজে পণ্ডিত যে জন,
কর্ত্তব্য বিচারে সদা তাঁর মন।
ধর্ম্মলব্ধ ধন পর্য্যাপ্ত তাঁহার,
অসৎ উপায়ে না অর্জ্জন আর।—
হিতপরায়ণ বন্ধুর বচন
সযতনে তিনি করেন শ্রবণ,
ক্ষুরচক্র কভু পারেনা আসিতে
এ হেন ধার্ম্মিকপ্রবরে ত্রাসিতে।

ইহা শুনিয়া মিত্রবিন্দক ভাবিল, 'এই দেবপুত্র আমার সমস্ত কৃতকর্ম্ম জানিতে পারিয়াছেন। আমি কত কাল দণ্ড ভোগ করিব, তাহাও ইঁহার নিশ্চিত জানা আছে। অতএব জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি।' ইহা চিন্তা করিয়া সে নবম গাথা বলিল :—

৯। বল যক্ষ, বল মোরে, বল, ভাই, দয়া করি,
কতকাল এই চক্র রবে মোর শির' পরি।

ইহার উত্তরে মহাসত্ত্ব দশম গাথা বলিলেন :—

১০। যতদিন পাপের না হইবেক ক্ষয়,
ঘুরিবে মস্তকোপরি এ চক্র তোমার,
পাইবে তাহাতে তুমি দুঃখ অতিশয়,
অথচ না মৃত্যু তব করিবে উদ্ধার।

এই বলিয়া দেবপুত্র স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন, মিত্রবিন্দক মহা দুঃখ ভোগ করিতে লাগিল।

☞ এই আখ্যায়িকার সহিত পঞ্চতন্ত্রের (৫।২) সিদ্ধিবর্ত্তিকা-প্রতুষ্টবৃত্তান্ত তুলনীয়। প্রথম খণ্ডের ৪১, ৮২, ১০৪ এবং দ্বিতীয় খণ্ডের ৩৫৯-সংখ্যক জাতকেও মিত্রবিন্দকের কথা আছে। দিব্যাবদানে মিত্রবিন্দকের নাম মৈত্রকন্যক।

[সমবধান—তখন এই অবাধ্য ভিক্ষু ছিল মিত্রবিন্দক এবং আমি ছিলাম দেবরাজ।]

---

* তু°—যল্লভসে নিজকর্ম্মোপাত্তং
বিত্তং তেন বিনোদয় চিত্তম্।

৪৪০—কৃষ্ণ-জাতক।

[শাস্তা কপিলবস্তুর নিকটবর্তী ন্যগ্রোধারামে * অবস্থিতি করিবার সময়ে স্মিত-প্রাদুষ্করণ-সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। শুনা যায় যে একদিন সায়াহ্নে শাস্তা ভিক্ষুসঙ্ঘপরিবৃত হইয়া ন্যগ্রোধারামে পাদচারণ করিতে করিতে একস্থানে হাসিয়াছিলেন। ইহা দেখিয়া স্থবির আনন্দ ভাবিলেন, 'কি হেতু ও কি কারণে ভগবান্ হাস্য করিলেন? কোন হেতু বিনা কখনও তথাগতদিগের মুখে হাস্য প্রাদুর্ভূত হয় না অতএব জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি।' এই স্থির করিয়া তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে হাস্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। শাস্তা বলিলেন 'আনন্দ পুরাকালে কৃষ্ণ-নামক এক ঋষি ছিলেন। তিনি এই ভূভাগে অবস্থিতি করিয়া ধ্যান করিতেন ও ধ্যানরত থাকিতেন। তাঁহার শীলতেজে শক্রভবনপর্য্যন্ত কম্পিত হইয়াছিল।' কিন্তু এই উত্তর হাস্যের কারণ নির্দ্দেশে পর্য্যাপ্ত হইল না বলিয়া অতঃপর তিনি স্থবিরের অনুরোধে সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বারাণসী নগরে এক অশীতিকোটিবিভব-সম্পন্ন, অপুত্রক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি পুত্র-কামনায় শীলব্রত গ্রহণ করিলে বোধিসত্ত্ব তাঁহার ব্রাহ্মণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। বোধিসত্ত্ব ভূমিষ্ঠ হইলে লোকে তাঁহার কৃষ্ণবর্ণ দেখিয়া নামকরণ দিবসে তাঁহার "কৃষ্ণকুমার" এই নাম রাখে।

কৃষ্ণকুমারের বয়স্ যখন ষোল বৎসর হইল, তখন তিনি মণিময় প্রতিমার ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। তাঁহার পিতা তাঁহাকে বিদ্যাশিক্ষার্থ তক্ষশিলায় প্রেরণ করিলেন। তিনি সেখানে সর্ব্ব-বিদ্যায় সুশিক্ষিত হইয়া বারাণসীতে ফিরিয়া আসিলেন। তখন ব্রাহ্মণ এক উপযুক্ত পাত্রীর সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন। অনন্তর কৃষ্ণকুমার যথাকালে মাতাপিতার সমস্ত ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইলেন।

একদিন কৃষ্ণকুমার রত্নভাণ্ডারসমূহ পর্য্যবেক্ষণপূর্ব্বক উৎকৃষ্ট পল্যঙ্কে আসীন হইয়া সুবর্ণপট্ট আনাইয়া দেখিলেন, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ উহাতে লিখিয়া গিয়াছেন, অমুক ব্যক্তি এত ধন উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, অমুক এত ধন ইত্যাদি। ইহাতে তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'যাঁহারা এই ধন উৎপাদন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে জানিবার উপায় নাই, কেবল তাঁহাদের উপার্জ্জিত ধনই দেখা যাইতেছে। তাঁহাদের কেহই এই ধন সঙ্গে লইয়া যাইতে পারেন নাই। কেহই ধনের পুঁটুলি বান্ধিয়া পরলোকে লইয়া যাইতে পারে না, চোর, অগ্নি, রাজা, জল ও অগ্নি, এই উপদ্রবপঞ্চকে ধনের বিনাশ ঘটে। এবংবিধ অসার ধনের দানই প্রকৃষ্ট প্রয়োগ, এইরূপ বহুব্যাধি-প্রপীড়িত অসার শরীরের পক্ষে শীলবান্দিগের সেবাভিবাদনই সারধর্ম্ম, এবং অনিত্যতাভিভূত অসার জীবনের পক্ষে তত্ত্বজ্ঞানলাভই প্রধান কর্ত্তব্য। অতএব এই অসার ভোগৈশ্বর্য্য হইতে সার-গ্রহণার্থ আমি দানে প্রবৃত্ত হইব।' এইরূপ স্থির করিয়া তিনি আসন হইতে উত্থিত হইলেন এবং রাজার নিকট গমন করিয়া তাঁহার অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক মহাদানে ব্রতী হইলেন।†

---

* ন্যগ্রোধ-নামক জনৈক ক্ষত্রিয়ের উদ্যান।

† পূর্ব্বেও কোন কোন জাতকে দেখা গিয়াছে, সঞ্চিত ধন দান করিতে হইলে দাতা রাজার অনুমতি লইতেন। ইহার কারণ কি? সপিণ্ডাদি কোন দায়াদ না থাকিলেই রাজা উত্তরাধিকারী হইতে পারেন। তবে কি বুঝিতে হইবে যে, যখন পুত্র পত্নী প্রভৃতি কোন সপিণ্ডের বা সমানোদকের অভাব হইত, তখনই ধনস্বামীরা মৃত্যুর পূর্ব্বে উহা দান করিতে ইচ্ছা করিলে রাজার অনুমতি লইতেন। মোগল সাম্রাজ্যের ইতিহাসে দেখা যায়, আমীর ওমরাহগণ যে ধন রাখিয়া যাইতেন, বাদসাহ তাহার উত্তরাধিকারী হইতেন। তবে তিনি মৃত ব্যক্তিদিগের সন্তান সন্ততির জীবিকা নির্ব্বাহেরও ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। হিন্দু শাসনকালে কিন্তু এরূপে মৃত ব্যক্তির ধন গ্রহণ করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল না।

কৃষ্ণকুমার সাত দিন দান করিলেন, কিন্তু তাহাতেও ধনের ক্ষয় দেখা গেলনা। তখন তিনি স্থির করিলেন, 'আমার ধনে কি প্রয়োজন? জরায় অভিভূত হইবার পূর্ব্বেই আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ লাভ করিয়া ব্রহ্মলোকপরায়ণ হইব।' অনন্তর তিনি গৃহের সমস্ত দ্বার উন্মুক্ত করাইলেন এবং ঘোষণা করাইলেন, "আমি সমস্তই দান করিলাম মনে করিয়া, যে যাহা ইচ্ছা লইয়া যাউক।" অনন্তর তিনি ঘৃণার সহিত সমস্ত বিষয়-বাসনা অশুচিবৎ পরিহার করিয়া নগর হইতে চলিয়া গেলেন, তাঁহার গমন সময়ে সমস্ত নগরবাসী রোদন ও পরিদেবন করিতে লাগিল, (কিন্তু তিনি তাহাতে বিচলিত হইলেন না)। তিনি হিমবন্ত প্রদেশে প্রবেশ করিয়া ঋষিপ্রব্রজ্যা অবলম্বন করিলেন এবং নিজের বাসের জন্য কোন রমণীয় স্থান অনুসন্ধান করিতে করিতে এই ভূভাগে উপস্থিত হইয়া 'এখানেই বাস করিব' এই সঙ্কল্পে একটা ইন্দ্রবারুণি বৃক্ষকে * নিজের গোচরস্থানরূপে † নির্ব্বাচনপূর্ব্বক তাহারই মূলে অবস্থিতি করিলেন। তিনি কখনও গ্রামের মধ্যে গিয়া শয়ন করিতেন না; তিনি সম্পূর্ণরূপে আরণ্যক ‡ হইলেন। তিনি কোন পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিলেন না, তিনি বৃক্ষমূলিক, নিষণ্ডিক ও অভ্রাবকাশিক হইয়া জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। কখনও শুইবার ইচ্ছা হইলে তিনি ভূমিতেই শয়ন করিতেন। তিনি দন্তমুষলিক হইলেন, অর্থাৎ তাঁহার খাদ্য প্রস্তুত করিবার জন্য উদূখল-মুষলাদির প্রয়োজন হইত না, তিনি খাদ্যদ্রব্য অগ্নিতে পাক না করিয়া চর্ব্বণ করিয়া উদরস্থ করিতেন। যাহা তুষাবৃত হইয়া জন্মে, তিনি এমন কোন দ্রব্য আহার করিতেন না। তিনি দিবসে একবার মাত্র আহার করিতেন এবং একাসনে বসিয়াই আহার শেষ করিতেন। তিনি পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ুর ন্যায় ক্ষমাশীল হইলেন, এবং এতগুলি ধূতগুণে অলঙ্কৃত হইয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। বস্তুতঃ বোধিসত্ত্ব এইবার অতি অল্পমাত্র ইচ্ছা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণ তাপস অতি অল্পদিনের মধ্যে অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ উৎপাদনপূর্ব্বক ধ্যানসুখ ভোগ করিতে লাগিলেন। তিনি বন্যফলাদির জন্য অন্যত্র যাইতেন না; ঐ বৃক্ষে যখন ফল হইত তখন সেই ফল খাইতেন, যখন ফুল হইত তখন ফুল খাইতেন, যখন উহাতে পাতা থাকিত, তখন পাতা খাইতেন, যখন পাতা থাকিত না তখন বল্কল খাইতেন। তিনি এইরূপে অতি সন্তুষ্টভাবে উক্ত স্থানে দীর্ঘকাল বাস করিলেন। ঐ বৃক্ষের ফলগ্রহণার্থ তিনি কোন দিনই লোভে পড়িয়া আসন ত্যাগ করিতেন না; যেখানে বসিয়া থাকিতেন, সেখান হইতে হাত বাড়াইয়া হস্তপ্রমাণ স্থানে সে ফল পাইতেন, তাহাই তুলিয়া লইতেন। এই সকল ফলের মধ্যে আবার কোনটী ভাল, কোন্‌টী মন্দ, তিনি তাহাও বিচার করিতেন না, যাহা পাইতেন তাহাই গ্রহণ করিতেন। তিনি এইরূপে পরম সন্তুষ্টভাবে তপস্যা করিতেন বলিয়া ক্রমে তাঁহার শীলতেজে শক্রের

* ইন্দ্রবারুণি (Cucumis Colocynthus) মাকাল। কিন্তু ইহা লতা, বৃক্ষ নহে।

† গোচরস্থান অর্থাৎ যেখানে থাকিয়া আহার সংগ্রহ করিতে হইবে।

‡ এই সকল বিশেষণ দ্বারা কয়েকটী ধূতাঙ্গের (ধূতগুণের) পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। ধূতাঙ্গ বা ধূতগুণ সম্বন্ধে ২য় খণ্ডের ২৮১ম পৃষ্ঠের পাদটীকা দ্রষ্টব্য। এখানে যে পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে কৃষ্ণকুমার আরণ্যক, বৃক্ষমূলিক, অভ্রাবকাশিক, নিষণ্ডিক ও একাসনিক হইয়াছিলেন। অভ্রাবকাশিক কুটীরাদির আশ্রয় লন না, তিনি উন্মুক্ত স্থানে থাকেন। নিষণ্ডিক নির্দ্দিষ্ট কাল বসিয়া বসিয়াই ঘুমাইয়া থাকেন। তপস্বীরা স্ব স্ব সাধ্যানুসারে এক কিংবা ততোধিক ধূতগুণ অবলম্বন করেন।

পাণ্ডুকম্বল * শিলাসন-উত্তপ্ত হইল। [শুনা যায়, এই আসন নাকি শক্রের আয়ুঃক্ষয়কালে, পুণ্যক্ষয়কালে, অন্য কোন মহানুভাব সত্ত্ব শক্রস্থান প্রার্থনা করিলে কিংবা ধার্ম্মিক ও মহর্দ্ধিসম্পন্ন শ্রমণব্রাহ্মণদিগের শীলতেজে উষ্ণ হইয়া থাকে।]

আসন উত্তপ্ত হইয়াছে দেখিয়া শক্র ভাবিলেন, 'কে আমাকে পদচ্যুত করিতে ইচ্ছা করিয়াছে?' চতুর্দ্দিকে অবলোকন করিয়া তিনি দেখিতে পাইলেন, বনবাসী কৃষ্ণ ঋষি এক স্থানে ফল কুড়াইতেছেন। তিনি ভাবিলেন, 'এই ঋষি কঠোরতপা ও জিতেন্দ্রিয়, আমি ইঁহার নিকটে গিয়া ইঁহাদ্বারা সিংহনাদে ধর্ম্মকথা বলাইব, সুখের কারণ শ্রবণ করিব, বর দিয়া ইঁহার তৃপ্তিসাধন করিব এবং ঐ বৃক্ষটীকে ধ্রুবফল করিয়া শক্রলোকে ফিরিয়া আসিব।' এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি মহানুভাববলে অতি শীঘ্র সেই বৃক্ষমূলে অবতরণ করিলেন এবং ঋষির পৃষ্ঠদেশে অবস্থিত হইয়া, তিনি নিজের কুরূপকীর্ত্তন শুনিলে ক্রুদ্ধ হন কি না, ইহা দেখিবার জন্য প্রথম গাথা বলিলেন:—

১। ছি ছি ছি কি কালো রঙ দেখি ঘৃণা পায়।
নিজে কালো, কালো কালো ফল পাতা খায়।
যেখানে রয়েছে বসি, মাটি তার কালো,
সব কালো এক সঙ্গে মিশিয়াছে ভালো।

ইহা শুনিয়া কৃষ্ণ ভাবিলেন, 'কে আমার সঙ্গে এ কথা বলিতেছে?' তিনি দিব্যচক্ষু দ্বারা দেখিতে পাইলেন, স্বয়ং শক্র উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি মুখ না ফিরাইয়া এবং শক্রের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়াই দ্বিতীয় গাথা বলিলেন:—

২। শরীরের রঙে কেহ কালো নাহি হয়,
পাপে হয় মন কালো, শুন মহাশয়।
প্রকৃত ব্রাহ্মণ আমি অন্তঃসারবান্,
কালো রঙে তবে কেন হব হতমান্?

অনন্তর যে সকল পাপে জীব প্রকৃত মলিনতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, কৃষ্ণঋষি তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতিগুলি সবিস্তর ব্যাখ্যা করিয়া এমন বিশদভাবে পাপের নিন্দা ও শীল প্রভৃতির গুণ কীর্ত্তন করিলেন, যে বোধ হইল যেন তিনি আকাশে চন্দ্র উপস্থাপিত করিলেন। তিনি এইরূপে যে ধর্ম্মকথা বলিলেন, তাহা শুনিয়া শক্র তুষ্ট ও প্রসন্ন হইয়া বর দিবার অভিপ্রায়ে তৃতীয় গাথা বলিলেন:—

৩। বলিলে উত্তম কথা সুমিষ্ট ভাষায়,
যেরূপ তোমার মুখে বলা শোভা পায়।
সেহেতু তোমায় আমি দিতে চাই বর,
বল, কি পাইলে তুষ্ট হবে, দ্বিজবর

ইহা শুনিয়া মহাসত্ত্ব চিন্তা করিতে লাগিলেন:—'আমি নিজের কুবর্ণের কথা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হই কি না ইহা পরীক্ষা করিবার জন্য ইনি আমার দেহের বর্ণ, আমার ভোজ্য, আমার বাসস্থান, এই সকলের নিন্দা করিলেন, কিন্তু তাহাতে আমি ক্রুদ্ধ হইলাম না দেখিয়া প্রসন্নচিত্তে বর দিতেছেন। সম্ভবতঃ ইনি ভাবিতেছেন যে, আমি শক্রের ঐশ্বর্য্য বা ব্রহ্মার ঐশ্বর্য্য

* ২য় খণ্ডের ১৫৩ম পৃষ্ঠের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

পাইবার আশায় ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছি। অতএব ইঁহার সংশয় অপনোদন করিবার জন্য আমার এই চারিটী বর প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য :—আমার যেন পরের উপর ক্রোধ ও দ্বেষ না জন্মে, আমি যেন পরের সম্পত্তিতে লোভ না করি, পরের প্রতি আমি যেন স্নেহপরায়ণ না হইয়া মধ্যম ভাবে—উদাসীন ভাবে—জীবন যাপন করিতে পারি।' মনে মনে এই সিদ্ধান্ত করিয়া তিনি শক্রের সংশয় অপনোদনের জন্য নিম্নলিখিত গাথায় ঐ চারিটী বর প্রার্থনা করিলেন :—

৪। দিবে যদি বর, শক্র সর্ব্বভূতেশ্বর,
অক্রোধ, অদ্বেষ যেন থাকি নিরন্তর
কোনরূপ লোভে যেন আকৃষ্ট না হই,
দারা পুত্রাদির স্নেহে আবদ্ধ না রই।
ঐ চারি বর আমি মাগি তব ঠাঁই
অন্য কোন বরে মোর প্রয়োজন নাই।

এই প্রার্থনা শুনিয়া শক্র ভাবিলেন, 'কৃষ্ণ পণ্ডিত অতি অনবদ্য বর প্রার্থনা করিতেছেন, এই সকল বরের দোষ গুণ ইঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি।' অনন্তর তিনি পঞ্চম গাথায় প্রশ্ন করিলেন :—

৫। ক্রোধে, দ্বেষে, লোভে, স্নেহে কি দোষ ব্রাহ্মণ,
দেখিলে, বিস্তারি বল, করিব শ্রবণ।

মহাসত্ত্ব উত্তর দিলেন, "তবে শুনুন—

৬। অক্ষান্তি হইতে হয় ক্রোধের উদয়,
আগে অল্প, শেষে বৃদ্ধি পায় অতিশয়,
ধরে যারে একবার না ছাড়ে তাহারে
ক্রোধবশে পায় সেই দুঃখ বারে বারে।
ক্রোধের এ সব দোষ করি বিলোকন,
বিরূপ তাহার প্রতি হইয়াছে মন।

৭। দ্বেষবশে পরস্পর কত দুষ্ট জন,
প্রথমে পরুষ ভাবে করে সম্বোধন,
ক্রমে করে ঠেলাঠেলি, হাতাহাতি আর,
লাঠালাঠি করে তারা বলি মার মার।
শুধু এই নয়, শেষে শস্ত্রপ্রহরণে,
রত তারা হয় পরস্পরের নিধনে।
ক্রোধ হতে হয় দেখি দ্বেষের জনম,
বিরূপ তাহার প্রতি হইয়াছে মন।

৮। লুঠে গ্রাম, হয় দস্যু, হয় নীচমনা,
ছলিতে পরের ধন করে প্রবঞ্চনা
লোভবশে লোকে দেবরাজ সে কারণ,
বিরূপ লোভের প্রতি হইয়াছে মন।,

৯। স্নেহের নিগড়ে বদ্ধ থাকে জীবগণ,
অবিদ্যাপ্রভব স্নেহ বাড়ে অনুক্ষণ।
স্নেহবদ্ধ জীব বহু মনস্তাপ পায়,
স্নেহহীন হ'তে তাই মন নাহি যায়।

প্রশ্নের সদুত্তর শুনিয়া শক্র বলিলেন, '"কৃষ্ণপণ্ডিত, তুমি বুদ্ধলীলায় আমার প্রশ্নের সদুত্তর দিয়াছ। আমি ইহাতে অত্যন্ত তুষ্ট হইয়াছি। তুমি আরও একটা বর গ্রহণ কর।

১০। বলিলে উত্তম কথা সুমিষ্ট ভাষায়
যেরূপ তোমার মুখে বলা শোভা পায়।
সেহেতু তোমায় অন্য চাই দিতে বর,
বল কি পাইলে তুষ্ট হবে দ্বিজবর?"

তখন বোধিসত্ত্ব আর একটা গাথা বলিলেন :—

১১। দিবে যদি বর, শক্র সর্ব্বভূতেশ্বর,
যে বনে বিহরি আমি হয়ে একচর,
না পশে সেখানে যেন হেন কোন রোগ,
তপের ঘটিবে বিঘ্ন করি যাহা ভোগ।

ইহা শুনিয়া শক্র ভাবিলেন, 'কৃষ্ণপণ্ডিত বর মাগিবার কালে কোন ভোগের বস্তু প্রার্থনা করিতেছেন না, যাহা তপশ্চর্য্যার অনুকূল তাহাই চাহিতেছেন'। ইহাতে অতীব সন্তুষ্ট হইয়া তিনি আরও একটা বর দিবার উদ্দেশ্যে বলিলেন,

১২। বলিলে উত্তম কথা সুমিষ্ট ভাষায়,
যেরূপ তোমার মুখে বলা শোভা পায়।
সেহেতু তোমায় অন্য চাই দিতে বর,
বল কি পাইলে তুষ্ট হবে, দ্বিজবর?

বোধিসত্ত্বও বরগ্রহণের কালে ধর্ম্মব্যাখ্যা করিয়া অবশিষ্ট গাথাটী বলিলেন :—

১৩। বর যদি দিবে, শক্র সর্ব্বভূতেশ্বর,
সবিনয়ে তব পাশে মাগি এই বর,
কায়মনোবাক্যে যেন না করি কখন
কোনরূপে অপরের অনিষ্ট সাধন। *

মহাসত্ত্ব এইরূপে ছয়টী বিষয়ে বর লইবার কালে কেবল নৈষ্ক্রম্যধর্ম্মসংক্রান্ত বরই প্রার্থনা করিলেন। শরীরকে ব্যাধিশূন্য করিতে শক্রের সাধ্য নাই, জীবকে দ্বারত্রয়ে (কায়ে, মনে ও বাক্যে) বিশুদ্ধ করাও শক্রায়ত্ত নহে, তথাপি তিনি শক্রকে প্রকৃত ধর্ম্ম বুঝাইবার জন্য উক্ত বরগুলিই প্রার্থনা করিয়াছিলেন। শক্র সেই বৃক্ষটীকে ধ্রুবফল করিলেন, মহাসত্ত্বকে প্রণাম করিলেন, বদ্ধাঞ্জলি হইয়া বলিলেন, "আপনি অরোগ হইয়া এখানে অবস্থিতি করুন"। তাহার

* মিলিন্দ প্রশ্ন গ্রন্থেও এই গাথাটী দেখা যায়।

পর শক্র স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। বোধিসত্ত্বও ধ্যানবল অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ব্রহ্মলোকপরায়ণ হইলেন।

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন "আনন্দ, আমি পুরাকালে এখানেই বাস করিয়াছিলাম।"

সমবধান—তখন অনিরুদ্ধ ছিলেন শক্র, এবং আমি ছিলাম কৃষ্ণপণ্ডিত।]

৪৪১—চতুষ্পোষধিক-জাতক

এই জাতকের বৃত্তান্ত পূর্ণকজাতকে বলা যাইবে। *

৪৪২—শঙ্খ-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি কালে সর্ব্বপরিষ্কারদান সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। শুনা যায় যে, শ্রাবস্তীর কোন উপাসক শাস্তার ধর্ম্মদেশন শ্রবণ করিয়া এমন প্রসন্ন হইয়াছিলেন যে, তিনি পরদিনের জন্য তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তিনি নিজের গৃহদ্বারে মণ্ডপ প্রস্তুত করিয়া তাহা সুসজ্জিত করিলেন এবং পরদিন দানের সময় উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া সকলকে জানাইলেন। শাস্তা পঞ্চশত ভিক্ষুপরিবৃত হইয়া সেখানে গমন করিলেন এবং তাঁহার জন্য যে উৎকৃষ্ট আসন সজ্জিত ছিল, তাহাতে উপবিষ্ট হইলেন। উপাসক বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষু-সঙ্ঘকে মহাদান দিলেন এবং পুনর্ব্বার পরদিনের জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। এইরূপে উপর্য্যুপরি সাত দিন নিমন্ত্রণ করিয়া তিনি মহাদান করিলেন এবং অষ্টম দিনে সর্ব্বপরিষ্কার-দানে প্রবৃত্ত হইলেন। সর্ব্বপরিষ্কার-দানের সঙ্গে তিনি পাদুকাও দান করিলেন। তিনি দশবলকে যে পাদুকাযুগল দিলেন, তাহার মূল্য সহস্র মুদ্রা; অগ্রশ্রাবক-দ্বয়ের প্রত্যেকের পাদুকার মূল্য পঞ্চশত মুদ্রা; এবং পঞ্চশত ভিক্ষুর প্রত্যেকের পাদুকার মূল্য শত মুদ্রা। এইরূপে সর্ব্বপরিষ্কার দান করিয়া সেই উপাসক স্বীয় পরিজনবর্গের সহিত ভগবানের নিকটে উপবেশন করিলেন। ভগবান্ মধুরস্বরে তাঁহার দানের অনুমোদন করিবার কালে বলিলেন, "উপাসক, তোমার এই সর্ব্বপরিষ্কার দান অতি উদারতার পরিচায়ক। তুমি আনন্দে থাক। পুরাকালে, যখন বুদ্ধের আবির্ভাব হয় নাই, তখন লোকে কোন প্রত্যেকবুদ্ধকে পাদুকাযুগল দান করিয়াছিল এবং মহাসমুদ্রে পোতভগ্ন হইলে পর যখন তাহারা নিরাশ্রয় হইয়াছিল, তখন সেই দানের ফলে উদ্ধার পাইয়াছিল। তুমি বুদ্ধপ্রমুখ সঙ্ঘকে সর্ব্বপরিষ্কার দান করিলে; এই দানের এবং পাদুকাদানের ফলে তুমি কেন প্রতিষ্ঠাভাজন হইবে না?" অনন্তর উপাসকের অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে এই বারাণসীর নাম ছিল মোলিনী। মোলিনী নগরে ব্রহ্মদত্তের রাজত্বকালে শঙ্খ-নামক এক আঢ্য ব্রাহ্মণ নগরের চতুর্দ্বারে, নগরের মধ্যে ও নিজের গৃহদ্বারে ছয়টী দানশালা নির্ম্মাণপূর্ব্বক প্রতিদিন দুঃস্থ ও পথিকদিগকে শত সহস্র মুদ্রা দান করিতেন। এইরূপ মহা-দানে প্রবৃত্ত হইয়া একদিন তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, "আমার গৃহে ধনক্ষয় হইলে আর দান করিতে পারিব না, ধনক্ষয় হইবার পূর্ব্বেই পোতারোহণে সুবর্ণভূমিতে † গমনপূর্ব্বক তথা হইতে ধন আনয়ন করা যাউক।" এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি পোত নির্ম্মাণ করাইলেন, তাহাতে

* জাতকার্থবর্ণনায় 'পূর্ণক' নামে কোন জাতক নাই।

† Golden Chersonese—পূর্ব্ব উপদ্বীপ অর্থাৎ ব্রহ্ম, শ্যাম প্রভৃতি অঞ্চল।

পণ্য তুলিলেন এবং দারাপুত্রকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "আমি যত দিন না ফিরি, তত দিন তোমরা আমার দান অব্যাহত রাখিবে।" অনন্তর তিনি দাস ও ভৃত্যগণে পরিবৃত হইয়া ছত্র হস্তে, পাদুকা পরিধানপূর্ব্বক মধ্যাহ্নকালে পত্তনাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ঐ সময়ে এক প্রত্যেকবুদ্ধ গন্ধমাদন পর্ব্বতে থাকিয়া চিন্তা করিয়া বুঝিলেন, এক মহাপুরুষ দানার্থ ধনাহরণের কামনায় বিদেশে যাত্রা করিতেছেন। তিনি ভাবিলেন, 'এই মহাপুরুষ ধনাহরণের জন্য যাইতেছেন, সমুদ্রে কি ইহার কোন বিঘ্ন ঘটিবে?' অনন্তর যখন তিনি দেখিতে পাইলেন, অন্তরায় ঘটিবে, তখন ভাবিলেন, 'ইনি আমাকে দেখিলে ছত্র ও পাদুকা দান করিবেন এবং সমুদ্রে পোত ভগ্ন হইলেও পাদুকাদানের ফলে উদ্ধার পাইবেন। অতএব ইঁহাকে অনুগ্রহ করিতে হইবে।' ইহা স্থির করিয়া তিনি আকাশপথে গমন করিয়া শঙ্খের অবিদূরে অবতরণ করিলেন এবং প্রচণ্ড বাতাতপে জ্বলন্ত অঙ্গারাস্তরণের ন্যায় উত্তপ্ত বালুকা মর্দ্দন করিতে করিতে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। শঙ্খ তাঁহাকে দেখিয়া ভাবিলেন, 'অহো! আমার পুণ্যক্ষেত্র উপস্থিত হইয়াছে; আজ আমায় ইহাতে বীজ রোপণ করিতে হইবে।' তিনি প্রহৃষ্টচিত্তে অতিবেগে প্রত্যেকবুদ্ধের সমীপবর্ত্তী হইলেন এবং প্রণিপাতপূর্ব্বক বলিলেন, 'ভদন্ত, আমার প্রতি অনুগ্রহ-প্রদর্শনার্থ ক্ষণকালের জন্য পথ ছাড়িয়া এই বৃক্ষমূলে আগমন করুন।' প্রত্যেকবুদ্ধ ঐ বৃক্ষমূলে গেলেন, শঙ্খ সেখানে বালুকা বিস্তৃত করিয়া তদুপরি নিজের উত্তরাসঙ্গ খানি পাড়িলেন, প্রত্যেক-বুদ্ধকে এই আসনে উপবেশন করাইলেন, সুবাসিত ও পরিস্রাবিত জলে তাঁহার পদপ্রক্ষালণ করিলেন, তাহাতে গন্ধতৈল মাখাইলেন, নিজের পাদুকাযুগল খুলিয়া ও পুঁছিয়া তাহাতে গন্ধতৈল মাখাইলেন, প্রত্যেকবুদ্ধকে তাহা পরাইলেন এবং 'ভদন্ত, এই পাদুকাযুগল পরিধানপূর্ব্বক এই ছত্র মস্তকে দিয়া গমন করুন", এই অনুরোধ করিয়া তাঁহাকে পাদুকাযুগল ও ছত্র দান করিলেন। শঙ্খের প্রতি অনুগ্রহ দেখাইবার জন্য প্রত্যেকবুদ্ধ ঐ দুই দ্রব্য গ্রহণ করিলেন এবং শঙ্খ যখন এই কার্য্যের সুফল-বৃদ্ধির আশায় তাঁহার দিকে তাকাইয়া রহিলেন, তখনই আকাশে অধিরোহণ-পূর্ব্বক গন্ধমাদনে প্রতিগমন করিলেন। বোধিসত্ত্ব ইহা দেখিয়া অত্যন্ত চিত্তপ্রসাদ প্রাপ্ত হইলেন এবং পত্তনে গিয়া পোতারোহণ করিলেন।

কিয়দ্দিন পরে শঙ্খ ও তাঁহার সঙ্গিগণ মহাসমুদ্রে উপনীত হইলেন। সপ্তম দিনে তাঁহাদের পোতের তলদেশে একটা ছিদ্র দেখা দিল; উহা দিয়া এত জল উঠিতে লাগিল যে তাহা সেচিয়া নিঃশেষ করা গেল না। সমস্ত লোকে মরণভয়ে ব্যাকুল হইয়া স্ব স্ব ইষ্টদেবতাকে প্রণাম করিতে লাগিল এবং মহা আর্ত্তনাদ আরম্ভ করিল। মহাসত্ত্ব একজন পরিচারককে সঙ্গে লইলেন, সর্ব্বাঙ্গে তৈল মাখিলেন, যথাসাধ্য শর্করাচূর্ণমিশ্রিত ঘৃত পান করিলেন ও পরিচারককে পান করাইলেন, এবং তাহাকে সঙ্গে লইয়া মাস্তুলের অগ্রভাগে আরোহণ করিলেন। অনন্তর 'আমাদের নগর এই দিকে আছে' ইহা বলিয়া দিঙ্‌নির্দ্দেশ করিলেন এবং মৎস্যকচ্ছপাদির আক্রমণ-ভয় অতিক্রম করিবার জন্য তথা হইতে প্রায় দেড় শত হস্ত দূরে * সমুদ্রগর্ভে পতিত হইলেন। পোতস্থ অন্য সকলেই বিনষ্ট হইল; কিন্তু মহাসত্ত্ব তাঁহার পরিচারকটীর সহিত সমুদ্র তরিতে আরম্ভ করিলেন।

* মূলে 'উসভমত্তং' আছে। ১ উসভ=২০ যট্‌ঠি; ১ যট্‌ঠি=৭ রতন (রত্নি)। ১ রত্নি=২ বিতস্তি বা ১ হাত। কাজেই ১ উসভ=১৪০ হাত।

ক্রমে এক সপ্তাহ অতীত হইল, কিন্তু এমন বিপত্তির মধ্যেও তিনি লবণোদকে মুখপ্রক্ষালণ করিয়া পোষধ পালন করিলেন।

ঐ সময়ে লোকপালচতুষ্টয় মণিমেখলানাম্নী এক দেবীকে সমুদ্রের রক্ষিণীপদে স্থাপিত করিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন, যে ত্রিশরণাগত, শীলসম্পন্ন কিংবা মাতাপিতৃভক্ত কোন মানুষ পোতভঙ্গ-বশতঃ বিপন্ন হইলে তুমি তাহাকে রক্ষা করিবে। মণিমেখলা সপ্তাহকাল স্বীয় কর্ত্তব্য ভুলিয়া গিয়াছিলেন, তিনি সপ্তম দিনে দৈব ঐশ্বর্য্যবলে সমুদ্র পর্য্যবেক্ষণপূর্ব্বক শীলাচারসম্পন্ন শঙ্খ ব্রাহ্মণকে দেখিতে পাইয়া ভাবিলেন, 'এই ব্যক্তি সপ্তাহকাল সমুদ্রে পতিত হইয়াছেন; যদি ইঁহার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে আমাকে অত্যন্ত নিন্দাভাজন হইতে হইবে।' তিনি এই চিন্তায় উদ্বিগ্ন হইলেন এবং নানাবিধ মধুররসযুক্ত দিব্য ভোজ্যে একটা সুবর্ণপাত্র পূর্ণ করিয়া বাতবেগে শঙ্খের নিকট গমন করিলেন। তিনি তাঁহার পুরোভাগে আকাশে অবস্থিত হইয়া বলিলেন, 'ব্রাহ্মণ, আপনি সপ্তাহকাল অনাহারে আছেন, এখন এই দিব্য ভোজ্য আহার করুন।" শঙ্খ দেবীকে দেখিয়া বলিলেন, "তুমি এই ভোজ্য অপনীত কর; আমি এখন পোষধী।" শঙ্খের পরিচারকটা তাঁহার পশ্চাতে ছিল; সে দেবীকে দেখিতে পায় নাই; কাজেই প্রভুর কথা শুনিয়া ভাবিল, 'এই ব্রাহ্মণ স্বভাবতঃ সুকুমারদেহ; সপ্তাহকাল অনাহারে থাকিয়া ইঁহার বড় কষ্ট হইয়াছে এবং মৃত্যুর ভয়ে এখন ইনি প্রলাপ করিতেছেন। অতএব ইঁহাকে আশ্বস্ত করা যাউক।' ইহা স্থির করিয়া সে প্রথম গাথা বলিল :—

১। সুপণ্ডিত, ধর্ম্মকথা শুনিয়াছ কত,
শ্রমণ-ব্রাহ্মণ দেখিয়াছ শত শত,
তবে কেন করিতেছ প্রলাপ এক্ষণে?
কে দিবে উত্তর তব বাক্যের এখানে?

পরিচারকের কথা শুনিয়া শঙ্খ ভাবিলেন, 'এই দেবী ইহাকে দেখা দিতেছেন না।' তিনি বলিলেন, "সৌম্য, আমি মৃত্যুকে ভয় করি না, আমার কথার উত্তর দিতে পারেন, এমন এক জন এখানে আছেন।

২। শুভ্রা, শুভ্র, সুবর্ণাভরণ-বিমণ্ডিতা
রমণী সুবর্ণপাত্র লয়ে উপস্থিতা।
বলেন আমায়, 'কর এ সব ভোজন,'
কিন্তু তাহা পেতে মোর নাহি সরে মন।
হয়েছে প্রসন্ন চিত্ত পোষধ পালিয়া;
উত্তর দিলাম তাই, 'খাব না' বলিয়া।"

তখন পরিচারক তৃতীয় গাথা বলিল :—

৩। হেরি হেন দিব্য মূর্ত্তি * সুখ যারা পায়
শুভ কি অশুভ হবে নিশ্চয় শুধায়।
উঠ, দ্বিজ, কৃতাঞ্জলিপুটে ত্বরা করি
জিজ্ঞাস ইঁহারে, ইনি দেবী কিংবা নারী।

---

* মূলে 'যত্থং' এই পদ আছে।

পরিচারকের কথা অযৌক্তিক নয় দেখিয়া শঙ্খ চতুর্থ গাথায় জিজ্ঞাসিলেন :—

> ৪। কে তুমি দেখিছ মোরে সদয়নয়নে,
> খাও খাও বলিতেছ মধুরবচনে ?
> অনুভাব দেখি তব হয়েছে বিস্ময়,
> দেবী কি মানবী তুমি, বল ত নিশ্চয় ?

ইহার উত্তরে দেবী দুইটী গাথা বলিলেন :—

> ৫। দেবতা মহানুভাবা আমি, হে ব্রাহ্মণ ;
> সাগরবারির মধ্যে এসেছি এখন
> করিতে তোমারে দয়া— তব হিততরে ;
> দুষ্ট অভিসন্ধি নাই আমার অন্তরে।

> ৬। অন্ন পান, সুখসেব্য শয়ন-আসন,
> নানাবিধ যান আর, সকলই ব্রাহ্মণ,
> করিনু তোমায় দান ; যাহা ইচ্ছা হয়
> গ্রহণ করিয়া সুখী হও, মহাশয়।

দেবীর কথা শুনিয়া শঙ্খ ভাবিলেন, 'এই দেবী সমুদ্রপৃষ্ঠে আমাকে ইহা দিলাম, উহা দিলাম এইরূপ বলিতেছেন। ইঁহার এই দানেচ্ছা আমার পুণ্যকর্ম্মের ফল, না ইঁহার নিজের দৈববল-জাত, ইহা জিজ্ঞাসা করিতে হইতেছে।' এই নিমিত্ত তিনি সপ্তম গাথা বলিলেন :—

> ৭। [illegible]
> শুধাই তোমায়, তুমি বল দয়া করি,
> কোন্ কর্ম্মফলে ভাগ্যে ঘটিল আমার
> বিপত্তির কালে তব করুণা অপার ?
> যজ্ঞে, হোমে দান আমি করিয়াছি নানা ;
> কি দানের কোন্ ফল আছে তব জানা ?

এই প্রশ্ন শুনিয়া দেবী ভাবিলেন, 'ব্রাহ্মণ যে সকল কুশল কর্ম্ম করিয়াছেন, তাহা আমার জানা নাই, বোধ হয় এইরূপ মনে করিতেছেন। অতএব আমাকে তাহা বলিতে হইতেছে।' এই অভিপ্রায়ে তিনি অষ্টম গাথা বলিলেন :—

> ৮। দেখিলে উত্তপ্ত-পথে একাকী যাইতে
> ভিক্ষু এক ক্লান্ত, শুষ্ককণ্ঠ পিপাসাতে ;
> জ্বলন্ত অঙ্গারতুল্য স্পর্শে বালুকার
> পদতল দগ্ধ হয়ে যেতেছিল তাঁর ;
> অমনি তাঁহারে দিলা পাদুকাযুগল ;
> সেই দানে পাও আজ ইচ্ছানত ফল। *

ইহা শুনিয়া শঙ্খ ভাবিলেন, 'আমি যে পাদুকাযুগল দান করিয়াছিলাম, তাহাই তবে এই অকূল সাগরে আমার পক্ষে সর্ব্বকামপ্রদ হইয়াছে! অহো! আমি প্রত্যেকবুদ্ধকে কি শুভক্ষণেই দান করিয়াছিলাম!' তিনি অতিমাত্র তুষ্ট হইয়া নবম গাথা বলিলেন :—

* মূলে 'সা দক্খিণা কামদুহা তবজ্জ' এইরূপ আছে।

৯। সেই দানফল আজি কনকনির্ম্মিত
পোতরূপ ধরিয়া করুক মোর হিত।
প্রবেশে না জল যেন ভিতরে তাহার ;
সুবাতাস পেয়ে হোক পারাবার পার।
না আছে সাগরে অন্য যানে প্রয়োজন,
মোলিনীতে আজ(ই) মোরে করুক বহন।

শঙ্খের কথা শুনিয়া দেবী তুষ্ট হইলেন এবং সপ্তরত্নময় এক পোত নির্ম্মাণ করিলেন। উহার দৈর্ঘ্য আট উসভ (১৪০×৮ হাত), বিস্তার চারি উসভ এবং বেধ ২০ যষ্টিক (২০×৭ হাত) ছিল। উহার মাস্তুল তিনটী ইন্দ্রনীলমণিময়, তৎসংলগ্ন রজ্জুগুলি সুবর্ণময়, বাতপটগুলি * রজতময় এবং অরিত্রগুলিও সুবর্ণময়। মণিমেখলা ঐ নৌকা সপ্তরত্নে পূর্ণ করিলেন, ব্রাহ্মণকে আলিঙ্গন করিয়া সেই অলঙ্কৃত নৌকায় তুলিলেন, কিন্তু তাঁহার পরিচারকের দিকে দৃক্‌পাত করিলেন না। ইহা দেখিয়া ব্রাহ্মণ সেই পরিচারককে স্বকৃত পুণ্যকর্ম্মের ফল দান করিলেন, সেও সকৃতজ্ঞভাবে উহা গ্রহণ করিল। তখন দেবী তাহাকেও আলিঙ্গন করিয়া নৌকায় বসাইলেন। অতঃপর তিনি সেই নৌকা লইয়া মোলিনী নগরে গেলেন, এবং সমস্ত ধন ব্রাহ্মণের গৃহে রাখিয়া স্বকীয় বাসস্থানে প্রতিগমন করিলেন।

এই সময়ে শাস্তা অভিসম্বুদ্ধ হইয়া অবশিষ্ট গাথাটী বলিলেন :—

১০। পরিতুষ্টা, প্রীতিমতী, সুপ্রসন্না সে দেবতা
নিরমিলা বিচিত্র তরণী,
সানুচর শঙ্খে তুলি লয়ে গেলা পোতে যথা
মনোহরা নগরী মোলিনী।

অতঃপর শঙ্খ ব্রাহ্মণ অপরিমেয় ধনপূর্ণ গৃহে বাস করিয়া দান দিতে ও শীল রক্ষা করিতে লাগিলেন এবং আয়ুঃশেষে সপরিজন দেবনগরের অধিবাসিসংখ্যা বৃদ্ধি করিলেন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তচ্ছ্রবণে সেই উপাসক স্রোতাপত্তি ফল প্রাপ্ত হইলেন।
সমবধান—তখন উৎপলবর্ণা ছিলেন সেই দেবী, আনন্দ ছিলেন সেই পরিচারক এবং আমি ছিলাম শঙ্খ ব্রাহ্মণ।]

৪৪৩—চুল্লবোধি-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে জনৈক কোপনস্বভাব ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি নাকি নির্ব্বাণপ্রদ শাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াও ক্রোধ নিগ্রহ করিতে সমর্থ হন নাই। তিনি সামান্য কথাতেই ক্রুদ্ধ কুপিত ও দ্বেষপরায়ণ হইতেন, কিছুতেই তাঁহার মন পরিবর্ত্তিত হইত না। শাস্তা তাঁহার ক্রোধনভাব জানিতে পারিয়া তাঁহাকে ডাকাইলেন এবং জিজ্ঞাসিলেন, "তুমি নাকি বড় ক্রোধপরায়ণ, এ কথা সত্য কি?"

---

* মূলে 'সীতানি' আছে। অভিধানে 'সীত' শব্দের এ অর্থ দেখা যায় না। ইংরাজী অনুবাদক ইহার পরিবর্ত্তে sails শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। ইহা সুসঙ্গত মনে করিয়া আমিও তাঁহার অনুসরণ করিলাম।

ভিক্ষু নিজের দোষ স্বীকার করিলে শাস্তা বলিলেন, "দেখ, ক্রোধ দমন করা উচিত, কারণ কি ইহলোকে, কি পরলোকে, ইহার মত অনর্থকর আর নাই। তুমি নিক্রোধ বুদ্ধের শাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া কেন ক্রোধের বশীভূত হইবে? প্রাচীন পণ্ডিতেরা বৌদ্ধেতর শাসনে প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়াও ক্রোধপরায়ণ হন নাই।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে কাশীর কোন নিগমগ্রামে এক আঢ্য ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার প্রভূত ঐশ্বর্য্য ছিল; কিন্তু তিনি অপুত্রক ছিলেন, এজন্য তাঁহার ব্রাহ্মণী পুত্রকামনা করিতেন। অনন্তর বোধিসত্ত্ব ব্রহ্মলোক ত্যাগ করিয়া ঐ রমণীর গর্ভে জন্মান্তর গ্রহণ করিলেন। নামকরণ-দিবসে এই বালকের নাম রাখা হইল বোধিকুমার। তিনি বয়ঃ-প্রাপ্তির পর তক্ষশিলায় গিয়া সর্ব্ববিদ্যায় নিপুণ হইলেন। তিনি সেখান হইতে প্রতিগমন করিলে তাঁহার অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহার মাতাপিতা সমান জাতিকুল হইতে এক কুমারী আনয়ন করিলেন। এই কুমারীও ব্রহ্মলোকচ্যুত হইয়াছিলেন। তিনি দিব্য অপ্সরাদিগের ন্যায় রূপবতী ছিলেন। কুমার ও কুমারী, উভয়ের অনিচ্ছা থাকিলেও তাঁহারা পরস্পরের সহিত উদ্বাহসূত্রে বদ্ধ হইলেন। তাঁহারা উভয়েই পূর্ব্বে কখনও কামাচার করেন নাই, অনুরাগভরে কখনও পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত পর্য্যন্ত করেন নাই। তাঁহারা এমনই পবিত্রশীল ছিলেন যে, মিথুনধর্ম্ম কাহাকে বলে, স্বপ্নেও তাহা জানিতে পারেন নাই।

কালক্রমে মহাসত্ত্বের মাতাপিতা দেহত্যাগ করিলেন। তিনি তাঁহাদের শরীরকৃত্য সমাপন করিয়া পত্নীকে ডাকিয়া বলিলেন, "ভদ্রে, তুমি এই অশীতিকোটি ধন লইয়া সুখে জীবন যাপন কর।" তাঁহার পত্নী বলিলেন, "আপনি কি করিবেন, আর্য্যপুত্র?" "আমার ধনে প্রয়োজন নাই, আমি হিমালয়ে প্রবেশ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক নিজের পারলৌকিক প্রতিষ্ঠার পথ দেখিব।" "আর্য্যপুত্র, কেবল পুরুষেরাই কি প্রব্রজ্যা-গ্রহণের অধিকারী?" "স্ত্রীলোকেও প্রব্রজ্যা লইতে পারেন।" "যদি তাহা হয়, তবে আপনি যাহা নিষ্ঠীবনবৎ পরিত্যাগ করি-লেন, আমি তাহা গ্রহণ করিব না, আমারও ধনে প্রয়োজন নাই, আমিও প্রব্রজ্যা লইব।" "বেশ কথা, ভদ্রে।" অনন্তর স্ত্রীপুরুষে মহাদান করিলেন এবং নিষ্ক্রমণপূর্ব্বক কোন রমণীয় ভূভাগে আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া প্রব্রজ্যা লইলেন। সেখানে তাঁহারা উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা বন্যফল আহরণ করিতেন এবং তাহাই খাইয়া দশ বৎসর বাস করিলেন। কিন্তু এই দীর্ঘকালেও তাঁহারা ধ্যানবল লাভ করিতে পারিলেন না।

তাঁহারা প্রব্রজ্যাসুখে দশ বৎসর অতিবাহিত করিয়া লবণ ও অম্লসেবনার্থ ভিক্ষাচর্য্যা করিবার জন্য জনপদে অবতরণ করিলেন এবং ক্রমে বারাণসীতে উপনীত হইয়া রাজোদ্যানে বাস করিলেন। অতঃপর একদিন উদ্যানপাল উপঢৌকনসহ রাজদর্শনে গমন করিলে, রাজা বলিলেন, "দেখ, আমি উদ্যান-ক্রীড়া করিব, তুমি গিয়া উদ্যানটী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কর।" উদ্যানপাল ফিরিয়া উদ্যানটীকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সুসজ্জিত করিলে রাজা বহু অনুচরসহ সেখানে গমন করিলেন। ঐ সময়ে বোধিসত্ত্ব ও তাঁহার পত্নী উদ্যানের এক পার্শ্বে বসিয়া

প্রব্রজ্যাসুখাস্বাদে সময়াতিবাহিত করিতেছিলেন। রাজা উদ্যানে বিচরণ করিতে করিতে তাঁহাদিগকে আসনে দেখিতে পাইলেন এবং মনোমোহিনী পরমসুন্দরী পরিব্রাজিকার রূপ অবলোকন করিয়া মোহিত হইলেন। কামবশে তাঁহার শরীর কাঁপিতে লাগিল এবং পরিব্রাজিকা পরিব্রাজকের কি হন, জানিবার জন্য বোধিসত্ত্বের নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "পরিব্রাজক, এই পরিব্রাজিকা আপনার কে হন?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "মহারাজ, ইনি আমার কেহই হন না; আমরা দুইজনেই একরূপ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছি, এই মাত্র। তবে যখন গৃহী ছিলাম, তখন ইনি আমার পত্নী ছিলেন।" ইহা শুনিয়া রাজা ভাবিলেন, 'এই পরিব্রাজিকা ইহার কেহই হয় না এইরূপ বলিতেছে। আমি যদি ঐশ্বর্য্যবল প্রয়োগ করিয়া ইহাকে লইয়া যাই, তবে এই পরিব্রাজক কি করিতে পারে? অতএব ইহাকে গ্রহণ করা যাউক।' ইহা স্থির করিয়া তিনি বোধিসত্ত্বের নিকট গিয়া প্রথম গাথা বলিলেন :—

১। সুহাসিনী, সুভাষিণী, বিশালাক্ষী প্রিয়া তব
কেড়ে যদি লয়ে কেহ যায়,
বল ত, তখন তুমি কি করিবে, প্রব্রাজক?
এই আমি শুধাই তোমায়।

ইহা শুনিয়া মহাসত্ত্ব দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :—

২। উঠিলে ক্রোধ, মোরে ছাড়িবে না কভু, তাই
নিবারিব সত্বর তাহাকে,
নিবারে যেমন বৃষ্টি, বরষি মুষলধারে,
রজোরাশি যেখানে যা থাকে।

মহাসত্ত্ব সিংহনাদে এইরূপ বলিলেন। রাজা ইহা শুনিয়াও অজ্ঞানান্ধতাবশতঃ কামাসক্ত চিত্তকে নিবৃত্ত করিতে পারিলেন না, তিনি জনৈক অমাত্যকে আজ্ঞা দিলেন, "এই পরিব্রাজিকাকে রাজভবনে লইয়া যাও।" অমাত্য 'যে আজ্ঞা' বলিয়া তাহাই করিতে সম্মত হইল। 'হায়! জগতে এখন অধর্ম্মের রাজত্ব, নচেৎ কি এমন অত্যাচার হয়?' পরিব্রাজিকা এইরূপ কত পরিদেবন করিতে লাগিলেন, কিন্তু অমাত্য তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া তাঁহাকে লইয়া চলিল। বোধিসত্ত্ব তাঁহার পরিদেবন শুনিয়া একবার মাত্র সে দিকে তাকাইয়া চক্ষু ফিরাইলেন। পরিব্রাজিকা রোদন ও পরিদেবন করিতে লাগিলেন। অমাত্য সেই অবস্থাতেই তাঁহাকে প্রাসাদে লইয়া গেল।

বারাণসী-রাজ উদ্যানে কালক্ষেপ না করিয়া শীঘ্র প্রাসাদে ফিরিয়া গেলেন এবং সেই পরিব্রাজিকাকে ডাকাইয়া তাঁহার প্রতি প্রভূত সম্মান প্রদর্শন করিলেন। পরিব্রাজিকা কিন্তু এইরূপ সম্মানের অকিঞ্চিৎকরত্ব এবং প্রব্রজ্যার গুণ বলিতে লাগিলেন। রাজা কোন উপায়েই তাঁহার মন না পাইয়া তাঁহাকে একটী প্রকোষ্ঠে রাখিয়া ভাবিতে লাগিলেন, 'এই পরিব্রাজিকা এতাদৃশ রাজসম্মানও ভোগ করিতে ইচ্ছা করেন না। সেই তপস্বীও এতাদৃশ রমণীরত্নকে অপহৃত হইতে দেখিয়াও ক্রুদ্ধ হইলেন না বা এদিকে দৃক্‌পাত করিলেন না।

তবে পরিব্রাজকেরা বহু মায়া জানে, হয়ত লোকটা কোন চক্রান্ত করিয়া আমার অনর্থ ঘটাইবে; অতএব গিয়া দেখি, সে বসিয়া বসিয়া কি করিতেছে।' এইরূপ চিন্তায় স্থির থাকিতে না পারিয়া রাজা উদ্যানে গমন করিলেন। বোধিসত্ত্ব তখন বসিয়া চীবর সেলাই করিতেছিলেন। রাজার সঙ্গে বেশী অনুচর ছিল না; তিনি নিঃশব্দপাদসঞ্চারে ধীরে ধীরে বোধিসত্ত্বের নিকটে গেলেন। বোধিসত্ত্ব তাঁহার দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া চীবরই সেলাই করিতে লাগিলেন। রাজা ভাবিলেন, 'তপস্বী ক্রুদ্ধ হইয়াছে বলিয়া কথা কহিতেছে না। এ ভণ্ড; এ প্রথমে গর্জ্জন করিয়া বলিয়াছিল, ক্রোধ জন্মিতে দিব না, জন্মিলেও তাহাকে নিগ্রহ করিব; কিন্তু এখন ক্রোধবশে এমন স্তব্ধ হইয়াছে যে আমার সঙ্গে বাক্যালাপ করিতেছে না।' এই বিশ্বাসে রাজা তৃতীয় গাথা বলিলেন :—

৩। বলিলে আস্পর্দ্ধা করি অঙ্কুরে নাশিব ক্রোধ,
এবে তবে, বল কি কারণ
বসি আছ, ক্রোধভরে মুখে বাক্য নাহি সরে,
করিতেছ সন্ধাটি সীবন?

ইহা শুনিয়া মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, 'এই রাজা মনে করিয়াছেন যে, আমি ক্রোধভরেই ইঁহার সঙ্গে আলাপ করিতেছি না। অতএব আমি যে উৎপন্ন ক্রোধের বশীভূত হই নাই, তাহা ইঁহাকে বলিতে হইতেছে।' এই উদ্দেশ্যে তিনি চতুর্থ গাথা বলিলেন :—

৪। উপজিলে না ছাড়িত, সতত যন্ত্রণা দিত;
নিবারিনু সত্বর তাহাকে,
নিবারে যেমন বৃষ্টি, বরষি মুষলধারে,
রজোরাশি যেখানে যা থাকে।

রাজা ভাবিলেন, 'এ ব্যক্তি ক্রোধকে কিংবা অন্য কোন বিষয়কে লক্ষ্য করিয়া এরূপ বলিতেছে, ইহা জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি।' তিনি পঞ্চম গাথায় প্রশ্ন করিলেন :—

৫। উপজিলে না ছাড়িত, সতত যন্ত্রণা দিত
কি তোমারে, নিবারিলে যায়?
নিবারে বিপুলা বৃষ্টি রজোরাশি যেই রূপে,
বল খুলি, শুধাই তোমায়।

বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "মহারাজ, ক্রোধ মহাদুঃখকর ও মহাবিনাশদায়ক। ইহা একবার মাত্র আমার চিত্তে দেখা দিয়াছিল বটে, কিন্তু আমি তৎক্ষণাৎ মৈত্রী-ভাবনা দ্বারা ইহার নিবারণ করিয়াছি।" অনন্তর তিনি ক্রোধ হইতে যে সকল অনিষ্ট ঘটে, সে সমুদয় বলিতে লাগিলেন :—

৬। যাহার উদয়ে অন্ধ, অন্যথা চক্ষুষ্মান্
পৃথিবীতে সকলেই হয়,
অজ্ঞানসেবিত সেই উপজিল ক্রোধ মনে
ক্ষণতরে; না দিনু প্রশ্রয়।

৭। যাহারে জন্মিতে দেখি শত্রুর অনিষ্টকামী
প্রতিপক্ষ হৃষ্টমতি হয়,
অজ্ঞানসেবিত সেই উপজিল ক্রোধ মনে
ক্ষণতরে, না দিনু প্রশ্রয়।

৮। জন্মিলে যে মনে, লোকে ধর্ম্মপথ যায় ভুলি,
কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানহীন হয়,
অজ্ঞানসেবিত সেই উপজিল ক্রোধ মনে
ক্ষণতরে, না দিনু প্রশ্রয়।

৯। ক্রোধে অভিভূত হয়ে, হেরি কত জন
নিজেই নিজের করে অনিষ্ট সাধন;
সাধ্য লক্ষ্মী ক্রোধভরে পায়ে ঠেলি যায়।
নানা ভয়ঙ্কর দোষ ক্রোধের সহায়।

১০। ক্রোধ করে জীবগণে নিত্য প্রমর্দ্দন;
প্রশ্রয় তাহারে নাহি দিনু সে কারণ।
কাষ্ঠের মন্থনে হয় অগ্নি-উৎপাদন; *
সেই অগ্নি করে শেষে সে কাষ্ঠ দাহন।

১১। কদলাকে নির্ব্বাজের জনমি যেমন
ক্রোধও তেমনি সেই মূর্খে দগ্ধ করে।

১২। তৃণ আর কাষ্ঠযোগে অগ্নি বৃদ্ধি পায়;
প্রতিহিংসাবৃত্তি দেয় ক্রোধেরে প্রশ্রয়।
ক্রোধনের যশোহানি ঘটে প্রতিদিন,
কৃষ্ণপক্ষে চন্দ্র যথা ক্রমে হয় ক্ষীণ।

১৩। না পেলে ইন্ধন, অগ্নি, ধূম উদ্গারিয়া
আপনিই যায় শেষে ক্রমশঃ নিবিয়া।
সেইরূপ কিছুমাত্র না দিয়া প্রশ্রয়,
প্রাজ্ঞ যে, সে অবিলম্বে করে ক্রোধ জয়।
দিনে দিনে হয় বৃদ্ধি যশের তাহার;
হয় যথা শুক্লপক্ষে বৃদ্ধি চন্দ্রমার।

মহাসত্ত্বের এই ধর্ম্মকথা শুনিয়া রাজা এক অমাত্যকে আজ্ঞা দিয়া পরিব্রাজিকাকে আনয়ন করাইলেন এবং বলিলেন, "ভদন্ত নিক্রোধ তাপস, আপনারা উভয়েই প্রব্রজ্যাসুখে কালযাপনপূর্ব্বক এই উদ্যানে বাস করুন। আমি যথাধর্ম্ম আপনাদের রক্ষাবিধান করিব।" ইহা বলিয়া এবং তাঁহাদের নিকট ক্ষমা লইয়া তিনি প্রণিপাতান্তে রাজভবনে গমন করিলেন। তাপস ও তাপসী সেখানেই রহিলেন। কালক্রমে পরিব্রাজিকার মৃত্যু হইল; তখন বোধিসত্ত্ব হিমালয়ে প্রবেশ করিলেন এবং সেখানে অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মবিহার ধ্যান করিতে করিতে ব্রহ্মলোকপরায়ণ হইলেন।

---

* এই কাষ্ঠকে অরণি কহে।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই ক্রোধন ভিক্ষু অনাগামি-ফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—তখন রাহুলমাতা ছিলেন সেই পরিব্রাজিকা, আনন্দ ছিলেন সেই রাজা এবং আমি ছিলাম সেই পরিব্রাজক।]

৪৪৪—কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-জাতক।*

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি কালে জনৈক উৎকণ্ঠিত ভিক্ষুকে উপলক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার বর্ত্তমান বস্তু কুশ-জাতকে (৫৩১) বলা যাইবে। শাস্তা ঐ ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি সত্যই কি উৎকণ্ঠিত হইয়াছ?" ভিক্ষু তাঁহার দোষ স্বীকার করিলেন। তখন শাস্তা বলিলেন, "দেখ, যখন বুদ্ধের আবির্ভাব হয় নাই, তখন এক সময়ে প্রাচীন পণ্ডিতেরা বহিঃশাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক পঞ্চাশ বৎসরের ঊর্দ্ধকাল ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়াছিলেন; তথাপি তাহাতে তাঁহাদের মন রত হয় নাই। কিন্তু পাছে লজ্জাভঙ্গ হয়, এই আশঙ্কায় তাঁহারা কাহারও নিকট নিজেদের উৎকণ্ঠার কথা বলেন নাই। তবে তুমি কেন এবংবিধ নির্ব্বাণপ্রদ শাসনে প্রব্রজ্যা লইয়া মাদৃশ পূজার্হ বুদ্ধের সম্মুখে এবং চতুর্ব্বিধ-বৌদ্ধসভায়† অম্লানবদনে নিজের উৎকণ্ঠার কথা প্রকাশ করিলে? কেন তুমি নিজের লজ্জা রক্ষা করিলে না?" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—

পুরাকালে বৎসরাজ্যে‡ কৌশাম্বী নগরে কৌশাম্বিক নামে এক রাজা ছিলেন। তখন কোন নিগমগ্রামে অশীতিকোটিবিভবসম্পন্ন দুই জন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহারা পরস্পর সৌহার্দ্দসূত্রে বদ্ধ ছিলেন এবং কামনার দোষ দেখিতে পাইয়া মহাদানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। অনন্তর দুই জনেই বিষয়বাসনা পরিহারপূর্ব্বক গৃহত্যাগ করিলেন। কত লোকে তাহা দেখিয়া রোদন ও পরিদেবন করিতে লাগিল, কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের মন ফিরিল না। তাঁহারা হিমালয়ে আশ্রম নির্ম্মাণ করিলেন এবং প্রব্রজ্যা লইয়া উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা বন্য ফলমূল আহরণপূর্ব্বক জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহারা পঞ্চাশ বৎসর অতিবাহিত করিলেন, কিন্তু এত দীর্ঘ কালেও ধ্যানবল লাভ করিতে পারিলেন না।

পঞ্চাশ বৎসর অতিবাহিত হইলে তাঁহারা লবণ ও অম্লসেবনার্থ জনপদে ভিক্ষাচর্য্যা করিতে করিতে কাশীরাজ্যে উপস্থিত হইলেন। সেখানে কোন নিগমগ্রামে মাণ্ডব্য নামে এক ব্যক্তি বাস করিত। তপস্বী দ্বৈপায়ন§ যখন গৃহী ছিলেন, তখন এই ব্যক্তির সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব ছিল। এখন দুই তপস্বীই ইহার নিকট গমন করিলেন। মাণ্ডব্য তাঁহাদিগকে দেখিয়া সন্তুষ্ট হইল, তাঁহাদের জন্য পর্ণশালা প্রস্তুত করিয়া দিল এবং তাঁহাদের প্রত্যেককেই চতুর্ব্বিধ

---

* চরিয়াপিটকেও এই আখ্যায়িকা দেখা যায়।

† চতুর্ব্বিধ বৌদ্ধ অর্থাৎ ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, উপাসক ও উপাসিকা।

‡ মূলে বংস রট্‌ঠে এইরূপ আছে। কিন্তু কৌশাম্বী বৎসরাজ্যের রাজধানী, বংশ-নামক কোন রাজ্যের উল্লেখ অন্যত্র দেখা যায় না।

§ তপস্বী দুই জনের নাম দ্বৈপায়ন ও মাণ্ডব্য। তাঁহাদের গৃহী বন্ধুর নামও মাণ্ডব্য।

প্রত্যয় * দিয়া অর্চ্চনা করিল। তাঁহারা মাণ্ডব্যের আবাসে তিন চারি বৎসর থাকিলেন, অনন্তর তাহাকে বলিয়া ভিক্ষাচর্য্যা করিতে করিতে বারাণসীতে উপস্থিত হইয়া সেখানে অতিমুক্ত-শ্মশানে † বাস করিতে লাগিলেন। এখানে দ্বৈপায়ন ইচ্ছামত কিয়ৎকাল অতিবাহনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার সেই গৃহী বন্ধুর নিকট চলিয়া গেলেন, কিন্তু মাণ্ডব্য বারাণসীতেই রহিয়া গেলেন।

অনন্তর এক চোর নগরের মধ্যে চুরি করিয়া অপহৃত ধনরাশি লইয়া যেমন বাহির হইতেছিল, অমনি গৃহস্বামীরা চোর আসিয়াছে ইহা জানিতে পারিয়া জাগিয়া উঠিল এবং তাহারা ও নগরের প্রহরীরা চোরকে তাড়া করিল। চোর নর্দ্দামার ভিতর দিয়া নগরের বাহির হইল এবং শ্মশানে ছুটিয়া গিয়া মাণ্ডব্যের পর্ণশালাদ্বারে ধনভাণ্ড ফেলিয়া পলায়ন করিল। সেখানে ধনভাণ্ড দেখিয়া, "তবে রে দুষ্ট তপস্বী! তুই রাত্রিকালে চুরি করিয়া দিনমানে তপস্বী সাজিস্।" অনুধাবনকারীরা এইরূপ তর্জ্জন করিতে করিতে ও প্রহার করিতে করিতে মাণ্ডব্যকে রাজার কাছে লইয়া গেল। রাজা কিছুমাত্র অনুসন্ধান না করিয়াই আদেশ দিলেন, "যাও, ইহাকে শূলে চড়াও গিয়া।" তাহারা মাণ্ডব্যকে শ্মশানে লইয়া খদির কাষ্ঠের শূলে চাপাইল; কিন্তু ঐ শূলে তপস্বীর শরীর বেধ করিল না। তাহার পর তাহারা নিমের শূল আনিল; কিন্তু ইহাও তাঁহার শরীরে প্রবেশ করিল না, শেষে লৌহ-শূল আনিল, তাহাও বিফল হইল। ইহাতে মাণ্ডব্য চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'আমার পূর্ব্বকৃত কোন পাপে এরূপ ঘটিতেছে।' এই সময়ে তিনি জাতিস্মর হইলেন, এবং সেই কারণে পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্ম প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলেন। তিনি পূর্ব্বজন্মে কি পাপ করিয়া-ছিলেন? তিনি পূর্ব্বজন্মে কোবিদার-শূলে ‡ একটা মক্ষিকা বিদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি নাকি পূর্ব্বজন্মে এক সূত্রধারের পুত্র ছিলেন, এক দিন তিনি পিতার কারখানায় গিয়া একটা মাছি ধরিয়াছিলেন এবং একখানা আবলুশের কুচি লইয়া, লোকে যেমন অপরাধীকে শূলে চড়ায় সেই ভাবে তাহাকে বিদ্ধ করিয়াছিলেন। সেই পাপের ফল এত দিনে তাঁহাকে এইখানে ভোগ করিতে হইল। তিনি দেখিলেন, এই পাপ হইতে মুক্তি লাভের সাধ্য নাই। অতএব রাজপুরুষ-দিগকে বলিলেন, "যদি আমাকে শূলে আরোপিত করিতে চাও, তবে আবলুশ কাঠের শূল আন।" তাহারা তাহাই করিল এবং মাণ্ডব্যকে শূলে চড়াইয়া ও সেখানে প্রহরী রাখিয়া চলিয়া গেল। মাণ্ডব্যের নিকটে কে আসে, ইহা প্রহরীরা আড়াল হইতে দেখিতে লাগিল।

এদিকে দ্বৈপায়ন ভাবিলেন, 'আমার বন্ধু মাণ্ডব্যকে অনেক দিন দেখি নাই।' তিনি মাণ্ডব্যের নিকট যাইবার কালে পথে শুনিলেন, তাঁহাকে সেই দিনেই শূলে আরোপণ করা হইয়াছে। তিনি শ্মশানে গিয়া একান্তে দাঁড়াইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি অপরাধ করিয়াছিলে, ভাই'? মাণ্ডব্য বলিলেন, "কোন অপরাধই করি নাই।" "মনে ত কোন বিদ্বেষের ভাব জন্মে নাই?" "ভাই, যাহারা আমাকে ধরিয়াছে, তাহাদের, কিংবা রাজার প্রতি

* প্রত্যয় (পচ্চয)—ভিক্ষুদিগের ব্যবহার্য্য দ্রব্য। ইহা চতুর্ব্বিধ—চীবর, পিণ্ডপাত, সেনাসন ও ভেসজ্জ (বস্ত্র, ভোজ্য, শয্যা ও ভৈষজ্য)।

† 'অতিমুক্ত' মাধবীলতার নাম। সম্ভবতঃ এই শ্মশানের নিকটে অনেক মাধবীলতা ছিল।

‡ কোবিদার—আবলুশ।

আমার কোন বিদ্বেষ জন্মে নাই।” “যদি তাহা হয়, তবে তোমার মত পুণ্যাত্মার ছায়াতে বসিলেও আমার পরম আনন্দ হইবে।” ইহা বলিয়া দ্বৈপায়ন শূলের নিকটে বসিলেন; মাণ্ডব্যের দেহ হইতে তাঁহার গাত্রে রক্তবিন্দু পড়িতে লাগিল। তাঁহার হেমবর্ণ দেহে পড়িয়া পড়িয়া রক্তবিন্দুগুলি যেমন শুকাইতে লাগিল, অমনি কালো কালো দাগ হইল। এই নিমিত্ত তপস্বী দ্বৈপায়ন ‘কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন’ এই আখ্যা পাইলেন। তিনি সমস্ত রাত্রি সেখানে বসিয়া রহিলেন।

পরদিন প্রহরীরা গিয়া রাজাকে এই বৃত্তান্ত জানাইল। রাজা ভাবিলেন, ‘হায়, আমি ভালরূপে না শুনিয়া এই কাজটা করিয়া ফেলিয়াছি।’ তিনি ছুটিয়া সেখানে গেলেন এবং দ্বৈপায়নকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “প্রব্রাজক, আপনি শূলের নিকটে বসিয়া আছেন কেন?” দ্বৈপায়ন বলিলেন, “মহারাজ আমি বসিয়া এই সন্ন্যাসীকে রক্ষা করিতেছি। বলুন ত, ইনি কি করিয়াছেন বা করেন নাই, যে জন্য আপনি এরূপ দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন?” রাজা স্বীকার করিলেন যে তিনি অভিযোগের সত্যাসত্যতা-সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন নাই। তাহা শুনিয়া কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বলিলেন, “রাজাদের কর্ত্তব্য যে জানিয়া শুনিয়া বিচার করেন।” অতঃপর কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ‘যে গৃহী অলস ও ভোগাসক্ত সে অসাধু’ ইত্যাদি * বলিয়া রাজাকে ধর্ম্ম বুঝাইয়া দিলেন।

রাজা বুঝিতে পারিলেন যে মাণ্ডব্য নিরপরাধ। তিনি শূল বাহির করিতে আদেশ দিলেন। কিন্তু লোকে বহু চেষ্টা করিয়াও শূল বাহির করিতে পারিল না। মাণ্ডব্য বলিলেন “মহারাজ, আমি পূর্ব্বজন্মকৃত দোষে এইরূপ লাঞ্ছনা পাইতেছি, কেহই আমার শরীর হইতে শূল বাহির করিতে পারিবে না। যদি আমার প্রাণ রক্ষা করিতে চান, তাহা হইলে করাত আনাইয়া আমার চর্ম্মের সমান করিয়া শূলটাকে কাটিতে বলুন।” রাজা সেইরূপ ব্যবস্থা করিলেন। শূলের যে অংশ মাণ্ডব্যের দেহমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা ভিতরেই রহিয়া গেল। মাণ্ডব্য নাকি কোন পূর্ব্বজন্মে একটা মক্ষিকার মলদ্বারে একটা সূক্ষ্ম হীরক-শলাকা প্রবেশ করাইয়াছিলেন, ঐ শলাকা মক্ষিকাটার দেহের মধ্যে রহিয়া গিয়াছিল, এই নিমিত্ত মক্ষিকাটার তখন মৃত্যু হয় নাই, সে স্বাভাবিক আয়ুঃ ভোগ করিয়াই মরিয়াছিল। এই নিমিত্ত মাণ্ডব্যও মরিলেন না। পরে রাজা তাপসদ্বয়কে প্রণাম করিয়া তাঁহাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং উভয়কেই উদ্যানে বাস করাইয়া তাঁহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। এই সময় হইতে মাণ্ডব্য “অণি-মাণ্ডব্য” নামে অভিহিত হইলেন। † তিনি রাজার আশ্রয়ে সেখানেই বাস করিতে লাগিলেন। দ্বৈপায়ন কিন্তু তাঁহার ঘা শুকাইলেই নিজের গৃহিবন্ধু সেই মাণ্ডব্যের নিকট ফিরিয়া গেলেন। তিনি পর্ণশালায় প্রবেশ করিতেছেন দেখিয়া লোকে মাণ্ডব্যকে তাঁহার প্রত্যাগমন সংবাদ দিল। মাণ্ডব্য ইহা শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইল, দারাপুত্রসহ গন্ধমাল্য-তৈল-গুড় ইত্যাদি লইয়া পর্ণশালায় গমন করিল, দ্বৈপায়নকে প্রণাম করিয়া তাঁহার পা ধুইয়া

* রথলট্ঠি জাতকের (৩৩২) তৃতীয় গাথা।

† অণি—সূচী বা শলাকাদির তীক্ষ্ণাগ্রভাগ, শিল।

দিল, পায়ে তেল মাখিল, পানীয় পান করাইল এবং উপবেশন করিয়া অণি-মাণ্ডব্যের কথা শুনিতে লাগিল।

এই মাণ্ডব্যের পুত্র যজ্ঞদত্তকুমার চঙ্ক্রমণের এক প্রান্তে একটা কন্দুক লইয়া খেলা করিতেছিল। সেখানে একটা বল্মীকে একটা বিষধর সর্প থাকিত। যজ্ঞদত্ত কন্দুকটী ভূতলে রাখিয়া আঘাত করিলে উহা বল্মীকের মধ্যস্থ একটা গর্তে প্রবেশ করিয়া সর্পটার মস্তকে পতিত হইল। যজ্ঞদত্ত না জানিয়া গর্ত্তের মধ্যে হাত দিল; সর্প ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার হস্তে দংশন করিল, যজ্ঞদত্ত বিষবেগে মূর্চ্ছিত হইয়া সেখানেই পড়িয়া গেল। তাহার মাতাপিতা জানিতে পারিল যে, তাহাকে সর্পে দংশন করিয়াছে। তাহারা তাহাকে তুলিয়া তপস্বীর নিকটে আনয়ন করিল এবং তাঁহার পাদমূলে রাখিয়া বলিল, "ভদন্ত, পরিব্রাজকেরা নানারূপ ঔষধ ও মন্ত্র জানেন, আপনি আমাদের ছেলেটীকে ভাল করুন।" দ্বৈপায়ন বলিলেন, "আমি ঔষধ জানি না; আমি বৈদ্যকর্ম্ম করি না।" "আপনি প্রব্রাজক; আমাদের ছেলেটীর প্রতি দয়া করুন; আপনি সত্যক্রিয়া করুন।" * "আচ্ছা, আমি সত্যক্রিয়া করিতেছি।" ইহা বলিয়া তিনি যজ্ঞদত্তের মস্তকে হস্ত রাখিয়া প্রথম গাথা বলিলেন:—

১। কেবল সপ্তাহ কাল পুণ্যার্থে প্রসন্নচিত্তে
হয়েছিনু শুদ্ধ ব্রহ্মচারী,
[illegible] পঞ্চাশবর্ষ কিংবা তার ঊর্দ্ধকাল,
হইয়াছি কপট-আচারী।
নাহি এতে আস্থা মোর, তবু ব্রহ্মচারি-ভাবে
নানাস্থানে করি বিচরণ,—
এ শুভ সত্যের বলে বিষ নষ্ট হোক এবে,
যজ্ঞদত্ত লভুক জীবন।

যজ্ঞদত্তের দেহে স্তনের ঊর্দ্ধভাগে যে বিষ ছিল, তাহা এই সত্যক্রিয়ায় পড়িয়া পৃথিবীতে প্রবেশ করিল। বালক চক্ষু দুইটী উন্মেলন করিয়া মাতাপিতার দিকে তাকাইল এবং একবার 'মা' বলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল। তখন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তাহার পিতাকে বলিলেন, "আমার যতদূর ক্ষমতা করিলাম, এখন তুমি তোমার ক্ষমতা দেখাও।" মাণ্ডব্য বলিল, "আমিও সত্যক্রিয়া করিতেছি।" অনন্তর সে পুত্রের বক্ষঃস্থলে হস্ত রাখিয়া দ্বিতীয় গাথা বলিল:—

২। তৃপ্তির সহিত দান করি নাই কভু আমি
অতিথি দেখিয়া সমাগত,
শ্রমণব্রাহ্মণগণ বুঝিতে না পারিতেন,
দিয়া আমি অনুতপ্ত কত।

* সত্যক্রিয়া—এক প্রকার শপথ—আমি ইহা করিয়াছি বা করি নাই, এই সত্যোক্তির প্রভাবে ইহা হউক, এইরূপ বলা। বর্ত্তক-জাতক (৩৫) প্রভৃতিতেও সত্যক্রিয়ার উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে। বাঙ্গালা 'সত্যি করা' ও 'দিব্বি গালা' সত্যক্রিয়ারই অনুরূপ।

অশ্রদ্ধায়, অনিচ্ছায় করি দান ; এ রহস্য
চিরদিন রয়েছে গোপন,
এগুপ্ত সত্যের বলে বিষ নষ্ট হোক এবে,
যজ্ঞদত্ত লভুক জীবন।

কটির উর্দ্ধভাগে যে বিষ ছিল, তাহা এই সত্যক্রিয়ার প্রভাবে বাহির হইয়া পৃথিবীতে প্রবেশ করিল। বালক উঠিয়া বসিল, কিন্তু দাঁড়াইতে পারিল না। তখন তাহার পিতা তাহার মাতাকে বলিল, 'ভদ্রে, আমার যাহা সাধ্য, করিলাম ; এখন তুমি সত্যক্রিয়া দ্বারা, বাছা যাহাতে উঠিয়া চলিতে ফিরিতে পারে, তাহার উপায় দেখ।" ঐ রমণী বলিল, "আমারও একটা গূঢ় সত্য আছে ; কিন্তু তাহা আপনার সম্মুখে বলিতে পারি না।" "মাণ্ডব্য বলিল, "ভদ্রে, যে ভাবেই পার, ছেলেটীর প্রাণ বাঁচাও।" "বেশ, তাহাই করিতেছি" বলিয়া ঐ রমণী তখন তৃতীয় গাথা বলিল :—

৩। উগ্রবীর্য্য আশীবিষ বিবর হইতে উঠি
দংশিল যে তোরে, বাছা, আজ,
সে আর জনক তোর সমান অপ্রিয় মোর,
বলিতে বড়ই পাই লাজ।
ছি! ছি! এ কলঙ্ক-কথা হৃদয়েই ছিল গাথা ;
মুখ ফুটে বলিনি কখন।
এ গুপ্ত সত্যের বলে বিষ নষ্ট হোক এবে ;
যজ্ঞদত্ত লভুক জীবন।

এই সত্যক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বিষ বাহির হইয়া পৃথিবীতে প্রবেশ করিল ; যজ্ঞদত্ত নির্ব্বিষ-দেহে উঠিল এবং পূর্ব্ববৎ ক্রীড়া করিতে লাগিল। পুত্র এইরূপে উঠিয়া দাঁড়াইলে মাণ্ডব্য দ্বৈপায়নের মনের ভাব জানিবার জন্য চতুর্থ গাথা বলিল :—

৪। তোমা ছাড়া, ওহে কৃষ্ণ, শান্তদান্ত সকলেই
পরিব্রজ্যা করিয়া গ্রহণ
অভিরত হয় তায়, তুমি কেন অনিচ্ছায়
ব্রহ্মচর্য্য করিছ পালন?

দ্বৈপায়ন এই প্রশ্নের উত্তরে পঞ্চম গাথা বলিলেন :

৫। 'শ্রদ্ধাবশে গৃহ ত্যজি পুনঃ সেই গৃহে এল ;
এ যে বড় মূর্খ, জড়মতি!'
এ নিন্দার ভয়ে আমি পালিতেছি ব্রহ্মচর্য্য,
বলিতে কি, অনিচ্ছাদ যতি।
বিজ্ঞজন প্রশংসিত, সাধুজন-আচরিত
ব্রহ্মচর্য্য বলে সর্ব্বজনে ;
ইহাও কারণ বটে, কেন আমি অনিচ্ছায়,
রত আছি ইহার পালনে।

দ্বৈপায়ন এইরূপে নিজের মনের ভাব ব্যক্ত করিয়া মাণ্ডব্যকে ষষ্ঠ গাথায় প্রশ্ন করিলেন ঃ

৬। শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, ভিক্ষু পথিক—যে আসে হেথা
অন্নপানে সদা তৃপ্ত হয়,
সাধারণ ব্যবহার্য্য তড়াগের * তুল্য তব
গৃহ খানি, এই মনে লয়।
অন্নপানে পূর্ণ ইহা, মুক্তহস্তে কর দান,
দানে ইচ্ছা নাই তবু বল।
কি নিন্দার আশঙ্কায় দাও তুমি অনিচ্ছায়,
শুনিতে হয়েছে কৌতূহল।

তখন মাণ্ডব্য সপ্তম গাথায় নিজের মনের ভাব প্রকাশ করিল ঃ—

৭। পিতা, পিতামহ মোর ছিলেন বদান্য বড়,
শ্রদ্ধাবান্ দানশৌণ্ড বলি
খ্যাতি ছিল তাঁহাদের, আমি শুধু সে কারণ
কুলবৃত্তি অনুসরি চলি,
পাছে কেহ নিন্দা করে কুলাঙ্গার বলি মোরে
আমি শুধু সেই আশঙ্কায়
অভ্যাগতে করি দান যাহা সাধ্য অন্নপান;
কিন্তু তাহা বড় অনিচ্ছায়।

ইহা বলিয়া মাণ্ডব্য অষ্টম গাথায় নিজের ভার্য্যাকে জিজ্ঞাসা করিল ঃ—

৮। হয় নাই জ্ঞানোদয়, এমন বয়সে তুমি
পিতৃগৃহ হতে হেথা এলে,
আমি যে অপ্রিয় তব, একথা মুখাগ্রে তুমি
এতকাল কভু না বলিলে।
সেবিলে যতনে মোরে, অথচ এখন বল
সেবিয়াছ অতি অনিচ্ছায়।
এ বড় অদ্ভুত কথা। ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেন
পত্নীধর্ম্মে তুষিলে আমায়?

ইহার উত্তরে ঐ রমণী নবম গাথা বলিল ঃ—

৯। কোন কালে এই কুলে সেবি পরপুরুষেরে
হয় নাই কেহ কলঙ্কিনী,
স্মরি কুল ক্রমাগত নারীদের পাতিব্রত্য
হই নাই কুপথগামিনী।

---

* 'ওপানভূতং—চতুমহাপথে কতসাধারণা পোকখরনী বিয়।' কেশব-জাতকের (৩৪৬) বর্ত্তমান বস্তুতেও এই শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। ওপান=আপান বা পানভূমি—যেখানে দশজনে বসিয়া আমোদ প্রমোদ ও নরগুজব করে এরূপ স্থানও বুঝাইতে পারে।

পাছে কেহ নিন্দা করে কুলকলঙ্কিনী বলি,
শুধু আমি এই আশঙ্কায়
করিয়াছি সেবা তব, চাপিয়া মনের ভাব,
বলিতে কি, বড় অনিচ্ছায়।

ইহা বলিয়াই সে ভাবিল, 'আমি পূর্ব্বে যাহা বলি নাই, আজ স্বামীর নিকট সেই গুহ্যকথা বলিলাম। হয়ত ইহাতে ইনি আমার উপর ক্রুদ্ধ হইবেন। এই তাপস আমাদের কুলোপগ; ইঁহার সম্মুখেই আমি স্বামীর নিকট ক্ষমা গ্রহণ করিব।' ইহা স্থির করিয়া সে দশম গাথায় ক্ষমা প্রার্থনা করিল:—

১০। বলিনু, মাণ্ডব্য, যাহা বলিবার নয়,
হইয়াছে যজ্ঞদত্ত এবে নিরাময়।
দাসীর এ দোষ ক্ষম দয়া করি তাই।
পুত্রস্নেহ হতে আর বড় কিছু নাই।

মাণ্ডব্য বলিল, "ভদ্রে, তুমি উঠ, আমি তোমাকে ক্ষমা করিলাম। এখন হইতে কিন্তু আমার উপর এত নিষ্ঠুর হইও না। আমিও তোমার কোন অপ্রীতিকর কার্য্য করিব না।" বোধিসত্ত্বও * মাণ্ডব্যকে বলিলেন, "ভাই, অসদুপায়লব্ধ ধন সঞ্চয় করিয়া এবং দানকর্ম্মে ও তজ্জনিত ফলে আস্থাশূন্য হইয়া দান করা ভাল হয় নাই এখন হইতে শ্রদ্ধার সহিত দান করিবে।" মাণ্ডব্য "যে আজ্ঞা" বলিয়া ইহাতে সম্মত হইল এবং শেষে বোধিসত্ত্বকে বলিল, "ভদন্ত, আপনিও অনভিরত হইয়া ব্রহ্মচারিভাবে আমাদের দান গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা যুক্তিযুক্ত হয় নাই। এখন হইতে আপনি চিত্তকে এমন প্রসন্ন করিয়া, শুদ্ধান্তঃকরণে ও ধ্যানান্বিত হইয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন করুন, যেন আপনার কৃতকর্ম্ম মহাফলপ্রদ হয়।" অনন্তর স্বামী, স্ত্রী উভয়ে মহাসত্ত্বকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। তদবধি ভার্য্যা স্বামীর প্রতি স্নেহবতী হইল, মাণ্ডব্য প্রসন্নচিত্তে ও শ্রদ্ধার সহিত দান করিতে লাগিল, বোধিসত্ত্ব অনভিরতি-রহিত হইয়া ধ্যানাভিজ্ঞা উৎপাদন করিলেন এবং ব্রহ্মলোকপরায়ণ হইলেন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইল।

সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন মাণ্ডব্য (গৃহী), বিশাখা ছিলেন তাঁহার ভার্য্যা, সারিপুত্র ছিলেন অণি-মাণ্ডব্য এবং আমি ছিলাম কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন।]

☞ মাণ্ডব্যঋষির শূলারোহণের কথা মহাভারতে (আদিপর্ব্ব, ১০৭ম ও ১০৮ম অধ্যায়, কালীসিংহ) দেখা যায়। লঘু পাপে গুরু দণ্ডের বিধান হইয়াছিল বলিয়া মাণ্ডব্য ধর্ম্মকে শাপ দিয়াছিলেন যে, তিনি মনুষ্য হইয়া শূদ্রযোনি প্রাপ্ত হইবেন। এই শাপে ধর্ম্ম বিদুররূপে জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছিল। মাণ্ডব্য ইহাও বিধান করেন যে, চতুর্দ্দশ বর্ষের অনধিক বয়সে কেহ পাপপুণ্যের ফলভোগী হইবে না। এই আখ্যায়িকায় কৃষ্ণদ্বৈপায়নের নামের যে ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইল, তাহা বেশ কৌতুকাবহ।

---

* দ্বৈপায়নই বোধিসত্ত্ব ছিলেন।

ইংরাজী অনুবাদক এই আখ্যায়িকাটিকে confused অর্থাৎ একটু পূর্ব্বাপরসঙ্গতিহীন বা এলোমেলো বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। কিন্তু প্রণিধানসহকারে পাঠ করিলে ইহা সর্ব্বাংশে সুসঙ্গত বলিয়াই মনে হয়। ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য খ্যাপনের মাহাত্ম্যপ্রদর্শন। মন অনেকেরই নষক—লজ্জার লোকে মনের পাপ চাপিয়া রাখে। যখন পাপকে পাপ বলিয়া প্রতীতি জন্মে এবং লোকে তাহা খ্যাপন (confession) করে, তখন প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত হয়, মন আর কুপথে যায় না। দ্বিতীয় খণ্ডের কুরুধর্ম্মজাতকেও (২৭৬) খ্যাপনের এইরূপ প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দু শাস্ত্রকারেরাও বলেন,

> খ্যাপনেনানুতাপেন তপসাধ্যয়নেন চ
> পাপকৃন্মুচ্যতে পাপে তথা দানেন চাপদি।

৪৪৫—ন্যগ্রোধ-জাতক

শাস্তা বেণুবনে অবস্থিতি কালে দেবদত্তের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। একদিন ভিক্ষুরা দেবদত্তকে বলিয়াছিলেন, "দেখ ভাই, শাস্তা তোমার বহু উপকার করিয়াছেন। তুমি তাঁহার কৃপায় প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা পাইয়াছ, ত্রিপিটকরূপ বুদ্ধবচন শিক্ষা করিয়াছ, ধ্যানবল লাভ করিয়াছ; লোকের নিকট দশবলের ন্যায় সম্মান ভাজন হইয়াছ।" ইহা শুনিয়া দেবদত্ত একটী তৃণশলাকা হস্তে লইয়া বলিল, "গৌতম যে আমার এতটুকু উপকার করিয়াছেন, তাহাও দেখিতে পাই না।" অত পর ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় এই সম্বন্ধে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিয়া বলিলেন, "দেখ, কেবল এ জন্মে নহে, পূর্ব্বেও দেবদত্ত অকৃতজ্ঞ ও মিত্রদ্রোহী ছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে রাজগৃহে মগধমহারাজ নামে এক রাজা ছিলেন। সেই সময়ে রাজগৃহ-শ্রেষ্ঠী নিজের পুত্রের জন্য কোন জনপদ-শ্রেষ্ঠীর কন্যা আনয়ন করিয়াছিলেন। এই রমণী বন্ধ্যা হইলেন। এই জন্য ক্রমে তাঁহার আদর কমিল, যাহাতে তিনি শুনিতে পারেন এই ভাবেই লোকে বলাবলি করিতে লাগিল, "আমাদের ছেলের ঘরে বাঁঝা স্ত্রী থাকিলে বংশরক্ষা হইবে কি উপায়ে?" ইহা শুনিয়া সেই রমণী স্থির করিল, 'বলে বলুক; আমি গর্ভিণী সাজিয়া ইহাদিগকে প্রবঞ্চিত করিব।' সে নিজের সেবায় নিরত এক ধাত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল, "মা, গর্ভিণী হইলে মেয়েরা কি কি করে?" গর্ভিণীদের কি কি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় এবং তাহারা গর্ভরক্ষার জন্য কি কি করে, ধাত্রী তাহাকে সমস্ত বলিল। তখন সে ঋতুকাল গোপন করিল, অম্লাদির প্রতি রুচি দেখাইতে লাগিল, যখন প্রকৃত গর্ভসঞ্চারে হস্তপদাদিতে শোথ দেখা দেয় সেই সময় উপস্থিত হইলে নিজের হাত, পা ও পিঠে আঘাত করিয়া ফুলাইয়া তুলিল, প্রতিদিন নেকড়া জড়াইয়া উদর স্ফীত করিল; চুচুকাগ্রদ্বয়ে কালি মাখাইল। সেই ধাত্রী ভিন্ন অন্য কাহারও সম্মুখে সে স্নানাদি শরীরকৃত্য করিত না। ইহাতে তাহার স্বামীও তাহাকে গর্ভিণী মনে করিয়া যথারীতি সেবাশুশ্রূষার ব্যবস্থা করিল। এইরূপে নব মাস অতিবাহিত করিয়া সে শ্বশুর শাশুড়ীকে বলিল, "এখন জনপদে গিয়া পিতৃগৃহে প্রসব করিতে আজ্ঞা দিন।" তাঁহারা সম্মতি দিলে সে যথারোহণে বহু অনুচরসহ রাজগৃহ হইতে যাত্রা করিল এবং গন্তব্য পথ দিয়া পিতৃভবনাভিমুখে চলিল।

ইহাদের অগ্রে অগ্রে একদল বণিক্ যাইতেছিল। বণিকেরা কোন স্থানে অবস্থিতি করিয়া প্রাতরাশ-কালে যেমন সেখান হইতে যাত্রা করিত, অমনি শ্রেষ্ঠিবধূ ও তাহার অনুচরগণ সেখানে গিয়া উপস্থিত হইত। ঐ বণিক্‌দিগের সঙ্গে এক দুঃখিনী স্ত্রী ছিল। সে একদিন রাত্রিকালে একটা ন্যগ্রোধ বৃক্ষের মূলে পুত্র প্রসব করিয়া, প্রভাতে যখন বণিকেরা সে স্থান হইতে যাত্রা করিল, তখন ভাবিল, ইহাদের সঙ্গ ছাড়িলে আমি যাইতে পারিব না, কিন্তু যদি বাঁচিয়া থাকি, তাহা হইলে হয়ত এই পুত্রকে আবার পাইতেও পারি।" অনন্তর সে ঐ ন্যগ্রোধ বৃক্ষের মূলে জরায়ু ও গর্ভমল বিস্তার করিয়া পুত্রটীকে আচ্ছাদিত করিল এবং তাহাকে সেই অবস্থায় রাখিয়া প্রস্থান করিল। উক্ত বৃক্ষের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা শিশুটীর রক্ষা করিতে লাগিলেন। এ শিশু যে সে নয়, স্বয়ং বোধিসত্ত্ব, তিনি ঐ সময়ে উক্ত ভাবেই জন্মান্তর গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এদিকে শ্রেষ্ঠিবধূ প্রাতরাশকালে সেই স্থানে উপস্থিত হইল এবং শরীরকৃত্য-সম্পাদনার্থ সেই ধাত্রীকে সঙ্গে লইয়া উক্ত ন্যগ্রোধ বৃক্ষের মূলে গমন করিল। সেখানে হেমবর্ণ শিশুটীকে দেখিয়া সে ধাত্রীকে বলিল, "মা আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে।" অনন্তর সে নিজের শরীরে যে সকল ন্যাকড়া জড়াইয়াছিল সেগুলি খুলিল, উৎসঙ্গদেশে রক্ত ও গর্ভমল মাখিল এবং অনুচরদিগকে জানাইল যে, সে এক পুত্র প্রসব করিয়াছে। অনুচরগণ তৎক্ষণাৎ তাহার চতুর্দ্দিকে পর্দ্দা খাটাইল, এবং রাজগৃহে পত্র পাঠাইল। তাহার শ্বশুর শাশুড়ী লিখিয়া পাঠাইলেন, 'যখন পুত্র জন্মিয়াছে, তখন পিত্রালয়ে যাইবার প্রয়োজন নাই; তিনি রাজগৃহেই ফিরিয়া আসুন।' এই আদেশ পাইয়া সে রাজগৃহেই ফিরিয়া গেল। সেখানে শিশুটী রাজগৃহ-শ্রেষ্ঠীর পৌত্র বলিয়া গৃহীত হইল এবং ন্যগ্রোধ-মূলে জন্ম হইয়াছিল বলিয়া নামকরণ দিবসে ইহার ন্যগ্রোধকুমার এই নাম রাখা হইল।

ঠিক ঐ দিন অপর একজন শ্রেষ্ঠীর পুত্রবধূ প্রসবার্থ পিত্রালয়ে যাইবার কালে পথিমধ্যে কোন বৃক্ষের শাখার নিম্নে এক পুত্র প্রসব করিয়াছিল, এই জন্য এ শিশুটীর নাম হইল শাখকুমার। সে দিন এই শ্রেষ্ঠীর আশ্রিত এক তুন্নকারের * ভার্য্যাও এক পুত্র প্রসব করিয়াছিল। ইহার নাম হইল পোত্তিক। এই বালক দুইটী ন্যগ্রোধকুমারের সহিত একই দিনে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল বলিয়া, মহাশ্রেষ্ঠী তাহাদিগকে আনাইয়া আপনার পৌত্রের সহিত একত্র লালন পালন করিতে লাগিলেন। ইহারা তিন জনে একত্র বর্দ্ধিত হইল এবং বয়ঃপ্রাপ্তির পর বিদ্যাশিক্ষার্থ তক্ষশিলায় গেল। শ্রেষ্ঠিপুত্রদ্বয় আচার্য্যকে দুই সহস্র মুদ্রা দক্ষিণা দিলেন; এবং ন্যগ্রোধকুমার নিজের তত্ত্বাবধানে পোত্তিকের শিক্ষাবিধানের ব্যবস্থা করিলেন।

শিক্ষাসমাপ্তির পর কুমারেরা আচার্য্যের অনুমতি লইয়া তক্ষশিলা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং লোকচরিত্র জানিবার অভিপ্রায়ে জনপদে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা নানাস্থানে পর্য্যটন করিয়া শেষে বারাণসীতে উপস্থিত হইলেন এবং সেখানে এক দেবগৃহে (মন্দিরে) বাস করিতে লাগিলেন। † ইহার ছয় দিন পূর্ব্বে বারাণসীরাজের মৃত্যু হইয়াছিল।

* তুন্নকার—তুন্নবায়=দরজি।

† মূলে 'দেবকুলে' আছে, পাঠান্তর 'রুক্খমূলে'। জাতকে ইতঃপূর্ব্বে কোথাও দেবমন্দিরের উল্লেখ পাওয়া যায় নাই। এই জন্য শেষোক্ত পাঠই সমীচীন বলিয়া মনে হয়। শেষেও বৃক্ষমূলেরই উল্লেখ আছে।

অমাত্যেব নগরে ভেবীবাদন দ্বারা প্রচাব কবিয়াছিলেন যে পবদিন পুষ্পবথ যোজিত হইবে। *

বন্ধুত্রয় বৃক্ষমূলে শুইয়া নিদ্রা যাইতেছিলেন, পোত্তিক প্রত্যুষকালে নিদ্রাত্যাগপূর্ব্বক বসিয়া ঘসিয়া ন্যগ্রোধকুমাবেব পদমার্জ্জন কবিতেছিল। ঐ বৃক্ষে কয়েকটা কুক্কুট থাকিত। ইহাদেব মধ্যে একটা কুক্কুট তাহাব অধোবর্ত্তী আব একটা কুক্কুটেব শবীবে মলত্যাগ কবিল। নীচেব কুক্কুটটা বলিল, "আমাব গায়ে কি পডিল বে ?" উপবেব কুক্কুট বলিল, "বাগ কবো না, ভাই, আমি না জানিয়া ফেলিয়াছি।" "তবে বে পাজি, তুই বুঝি আমাব দেহটা তোব মল-পাতনেব স্থান মনে কবিয়াছিস্। আমাব যে কি ক্ষমতা, তাহা তুই জানিস্ না!" "মব্ হতভাগা; বলিলাম যে না জানিয়া কবিয়াছি; তবু চটিতেছিস্! আবাব ক্ষমতাব কথা বলে ? বল্ তোব কি ক্ষমতা ?" "যে আমাকে মাবিয়া আমাব মাংস খাইবে, সে প্রাতঃকালেই সহস্র মুদ্রা পাইবে। বল্ত, আমি গর্ব্ব কবিব না কেন ?" "এতেই তোব এত গর্ব্ব। যে আমাকে মাবিয়া স্থূল মাংস খাইবে, সে প্রাতঃকালেই বাজা হইবে; যে মধ্যম মাংস খাইবে, সে সেনাপতি হইবে এবং যে অস্থিসংলগ্ন মাংস খাইবে, সে ভাণ্ডাগাবিক হইবে।" † ইহাদেব কথাবার্ত্তা শুনিয়া পোত্তিক ভাবিল, 'সহস্র মুদ্রায় কি হইবে? বাজাই প্রার্থনীয়।' সে আস্তে আস্তে গাছে উঠিল, উপবিস্থিত কুক্কুটটাকে ধবিয়া মাবিল, তাহাকে অঙ্গারে পাক কবিল, স্থূল মাংস ‡ ন্যগ্রোধকুমাবকে ও মধ্যম মাংস শাখকুমাবকে দিল এবং নিজে অস্থিসংলগ্ন মাংস খাইয়া বলিল, "ভাই ন্যগ্রোধ, তুমি আজ রাজা হইবে; ভাই শাখ, তুমি সেনাপতি হইবে; আব আমি ভাণ্ডাগাবিক হইব।" তাঁহাবা জিজ্ঞাসিলেন, "তুমি কিরূপে জানিলে ?" তখন সে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিল।

অনন্তব প্রাতবাশেব সময়ে তাঁহাবা সেখান হইতে বাবাণসীতে প্রবেশ কবিলেন এবং এক ব্রাহ্মণেব গৃহে সর্পিঃশর্কবাযুক্ত পায়স খাইয়া নগবেব বাহিবে একটা উদ্যানে বিশ্রাম কবিতে লাগিলেন। ন্যগ্রোধকুমার একখানা শিলাপট্টে শুইলেন, অন্য দুই জন উহার বাহিবে শুইল। ঐ সময়ে লোকে পুষ্পরথে পঞ্চবাজচিহ্ন § স্থাপন পূর্ব্বক উহা চালাইয়া দিল। পুষ্পবথবৃত্তান্ত মহাজনক জাতকে (৫৩৯) সবিস্তব বলা যাইবে। পুষ্পবথখানি সেই উদ্যানে গেল এবং সেখানে যেন বাজাব আবোহণেব জন্য প্রস্তুত হইয়া অপেক্ষা কবিতে লাগিল। ইহাতে পুবোহিত অনুমান কবিলেন যে, উদ্যানে কোন পুণ্যবান্ ব্যক্তি অবস্থিতি কবিতেছেন। তিনি উদ্যানে প্রবেশ কবিয়া ন্যগ্রোধ কুমাবকে দেখিতে পাইলেন, তাঁহাব পদ হইতে শাটক অপসাবিত কবিয়া পদলক্ষণগুলি পবীক্ষা কবিয়া দেখিলেন, এবং "বাবাণসী বাজ্য ত তুচ্ছ কথা, এই ব্যক্তি সমস্ত জম্বুদ্বীপের রাজা হইবাব উপযুক্ত" ইহা বলিয়া যুগপৎ সর্ব্ববিধ বাদ্য কবিতে আদেশ দিলেন। ইহাতে ন্যগ্রোধ-কুমাবেব নিদ্রাভঙ্গ হইল; তিনি মুখ হইতে শাটক অপনীত কবিয়া দেখিলেন, তাঁহাব চতুর্দ্দিকে

---

* 'পুষ্পবথ'-সম্বন্ধে দ্বিতীয় খণ্ডের উপক্রমণিকার ১৷৵০ পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য।

† কুক্কুটদ্বয়ের এইরূপ কলহ এবং তাহাদের মাংসাহারে, রাজ্যাদি-প্রাপ্তির কথা দ্বিতীয় খণ্ডের শ্রী-জাতকেও (২৮৪) বর্ণিত আছে।

‡ স্থূলমাংস = চর্ব্বি (?)

§ পঞ্চরাজচিহ্ন—খড়্গ, ছত্র, উষ্ণীষ, পাদুকা ও চামর।

বহু লোক সমবেত হইয়াছে। তিনি পাশ ফিরিয়া শয়ান অবস্থাতেই আরও কিছু সময় অতিবাহিত করিলেন এবং তাহার পর সেই শিলাপট্টে পর্য্যঙ্কাসনে উপবিষ্ট হইলেন। তখন পুরোহিত নতজানু হইয়া বলিলেন, "দেব, এই রাজ্য আপনাকে আশ্রয় করিয়াছে।" ন্যগ্রোধকুমার উত্তর দিলেন, "বেশ।" তখন পুরোহিত তাঁহাকে সেই খানেই রত্নরাজির উপর বসাইয়া অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন।

ন্যগ্রোধকুমার রাজ্য পাইয়া শাখকে সৈনাপত্য দিলেন এবং মহাসমারোহে নগরে প্রবেশ করিলেন। পোত্তিকও তাঁহাদের সহিত নগরে গেল। তদবধি মহাসত্ত্ব বারাণসীতে যথাধর্ম্ম রাজত্ব করিতে লাগিলেন। অনন্তর একদিন তিনি মাতাপিতার কথা স্মরণ করিয়া শাখকে বলিলেন, "সৌম্য, মাতাপিতাকে না দেখিয়া থাকিতে পারিতেছি না। তুমি বহু অনুচর লইয়া যাও এবং আমাদের মাতা পিতাকে লইয়া আইস।" "এ আমার কাজ নহে" বলিয়া শাখ অস্বীকার করিল। তখন রাজা পোত্তিককে আজ্ঞা দিলেন। সে "যে আজ্ঞা" বলিয়া তাঁহার মাতা পিতার নিকট গেল এবং বলিল, "আপনাদের পুত্র রাজা হইয়াছেন। চলুন, সেখানে যাই।" তাঁহারা ইহাতে সম্মত হইলেন না,—বলিলেন, "আমাদের যথেষ্ট বিভব আছে; সেখানে যাইবার কোন প্রয়োজন নাই।" সে শাখের মাতাপিতাকে যাইতে অনুরোধ করিল, কিন্তু তাঁহারাও অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তাহার নিজের মাতাপিতাও যাইতে চাহিল না, বলিল—"আমরা দরজির ব্যবসায় করিয়াই জীবিকা নির্ব্বাহ করিব।" এইরূপে কাহারও মন না পাইয়া সে বারাণসীতে ফিরিয়া গেল এবং স্থির করিল যে, সেনাপতির গৃহে পথশ্রান্তি অপনোদন করিয়া তাহার পর ন্যগ্রোধরাজের সহিত দেখা করিবে। সে সেনাপতির দ্বারে উপস্থিত হইয়া দৌবারিকের দ্বারা সংবাদ পাঠাইল, 'আপনার পোত্তিক নামক বন্ধু আসিয়াছে।' "ব্যাটা আমাকে রাজ্য না দিয়া উহার বন্ধু ন্যগ্রোধকে রাজ্য দিয়াছে" ইহা ভাবিয়া শাখ পোত্তিকের উপর জাতক্রোধ হইয়াছিল। সে দৌবারিকের কথা শুনিয়া ক্রোধে ছুটিয়া আসিল এবং "কে এর বন্ধু? ব্যাটা পাগল—দাসীপুত্র; ধর্ ব্যাটাকে" বলিয়া ভৃত্যদিগের দ্বারা তাহাকে ধরাইল এবং হস্ত, পাদ ও জানু দ্বারা প্রহার করাইয়া গলাধাক্কা দেওয়াইতে দেওয়াইতে বাহির করাইয়া দিল।

এই লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া পোত্তিক ভাবিল, 'শাখ আমারই চেষ্টায় সৈনাপত্য পাইয়াছে, কিন্তু এখন অকৃতজ্ঞ ও মিত্রদ্রোহী হইয়াছে এবং আমাকে প্রহার করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে। ন্যগ্রোধকুমার পণ্ডিত, কৃতজ্ঞ ও সৎপুরুষ, এখন তাঁহারই নিকটে যাওয়া যাউক। অনন্তর সে রাজদ্বারে গিয়া সংবাদ পাঠাইল, "পোত্তিক নামে আপনার নাকি এক জন বন্ধু আছে, সে উপস্থিত হইয়াছে।" রাজা তাহাকে ডাকাইলেন, তাহাকে আসিতে দেখিয়া আসন হইতে উঠিলেন, অগ্রসর হইয়া বন্ধুভাবে সম্ভাষণ করিলেন, এবং নানারূপ উৎকৃষ্ট রসযুক্ত ভোজ্য আহার করাইলেন। অনন্তর তাহার সহিত সুখাসীন হইয়া ন্যগ্রোধরাজ মাতাপিতার সংবাদ জিজ্ঞাসিলেন এবং তাঁহাদের আসিতে অনিচ্ছার কথা শুনিলেন।

এদিকে শাখ ভাবিল, "পোত্তিক রাজার নিকটে গিয়া আমার নিন্দা করিবে, কিন্তু আমি যদি সেখানে উপস্থিত থাকি, তাহা হইলে কিছু বলিতে পারিবে না।" এই বিবেচনা করিয়া সেও রাজার নিকটে গেল। পোত্তিক তাহার সম্মুখেই রাজাকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিল, 'দেব, আমি পথক্লান্ত হইয়া বিশ্রাম করিবার আশায় শাখের গৃহে গিয়াছিলাম ভাবিয়াছিলাম বিশ্রামান্তে

এখানে আসিব। কিন্তু আপনি কি বিশ্বাস করিবেন যে, শাখ আমায় চিনে না বলিয়া প্রহার করাইয়াছে এবং গলাধাক্কা দেওয়াইয়া তাড়াইয়া দেওয়াইয়াছে?

১। চিনে না আমায়, চিনে না আমার
মাতা, পিতা, বন্ধুজন—
বলিল যে শাখ, বিশ্বাস এ কথা
করিবে কি কদাচন?

২। আজ্ঞাবহ তার ভৃত্যেরা আমায়
ধরিল তাহার পর;
গলাধাক্কা দিয়া দিল তাড়াইয়া,
মুখে মারি ঘুসি চড়।

৩। শাখ দুষ্টমতি অকৃতজ্ঞ অতি
মিত্রদ্রোহী, দুশ্চরিত্র,
এমন অনার্য ব্যবহার তার;
অথচ সে তব মিত্র।

ইহা শুনিয়া ন্যগ্রোধরাজ চারিটী গাথা বলিলেন:—

৪। জানি না কখন, বলে নাই কেহ
এমন অনার্য কাজ
করেছে যে কেহ, বলিলে যা, ভাই,
করিয়াছে শাখ আজ।

৫। শাখের, আমার তুমি জীবিকার
করিলে উপায় ভাই;
মানবসমাজে সম্মানভাজন
হইয়াছি মোরা তাই।
তুমি বন্ধু ছিলে সেই সে কারণে,
নাহিক ইথে সংশয়,
আসি দীনবেশে আমরা এদেশে
লভিয়াছি অভ্যুদয়।

৬। আগুনে ফেলিলে বীজ যায় পুড়ি,
অঙ্কুরিত নাহি হয়;
অসাধুর ভাল করিলে কি ফল?
কভু সে কৃতজ্ঞ নয়।

৭। আর্যভাবযুত সুশীল জনের
উপকার যদি কর,
কৃতজ্ঞহৃদয়ে স্মরণ তাহারা
রাখে তাহা নিরন্তর।

কৃতজ্ঞ জনের কর যদি হিত,
বিফল তাহা না হয়,
সুক্ষেত্রে পতিত বীজ হতে হয়
নিশ্চয় অঙ্কুরোদয়।

ন্যগ্রোধ যখন এই কথা বলিতে লাগিলেন, তখন শাখ সেখানে দাঁড়াইয়া ছিল। রাজা তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন, "কি হে শাখ, এই পোত্তিককে চিনিতে পার কি?" শাখ কোন উত্তর না দিয়া নীরব রহিল। অনন্তর তাহার দণ্ডবিধানার্থ ন্যগ্রোধ অষ্টম গাথা বলিলেন :—

৮। মূর্খ, প্রবঞ্চক, অতি নীচাশয়
বধ শাখে শক্তি হানি,
না চাই ইহাকে জীবিত দেখিতে
ক্ষণেকের তরে আমি।

ইহা শুনিয়া পোত্তিক ভাবিল, 'আমার জন্য এই মূর্খের প্রাণ নাশ হইতে পারে না।' সে রাজাকে সম্বোধন করিয়া নবম গাথা বলিল :—

৯। ক্ষম এরে, ভূপ, বধিলে পরাণে
বাঁচাতে কি পারা যায়?
নীচ বটে, কিন্তু মরণ ইহার
মন মোর নাহি চায়।

পোত্তিকের কথায় রাজা শাখকে ক্ষমা করিলেন। তিনি পোত্তিককেই সৈনাপত্য দিতে চাহিলেন। কিন্তু সে উহা লইতে ইচ্ছা করিল না। তখন রাজা তাহাকে সর্ব্বশ্রেণীর বিচারক্ষম ভাণ্ডাগারিকের পদ দান করিলেন।* পূর্ব্বে নাকি এরূপ কোন পদ ছিল না, এই সময় হইতেই ইহার উৎপত্তি হইল। কালক্রমে পোত্তিক ভাণ্ডাগারিক যখন পুত্রকন্যাদিগকে মানুষ করিতেছিল, তখন তাহাদের উপদেশার্থ সে অবশিষ্ট এই গাথাটী বলিত :—

১০। ন্যগ্রোধে সেবিবে, শাখেরে ত্যজিবে,
মরণেও পাবে সুখ
ন্যগ্রোধের সাথে, শাখের সংসর্গে
বাঁচিয়াও পাই দুখ।†

[এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ দেবদত্ত পূর্ব্বেও বড় অকৃতজ্ঞ ছিল।"
সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল শাখ, আনন্দ ছিলেন পোত্তিক এবং আমি ছিলাম ন্যগ্রোধ।]

---

* দ্বিতীয় খণ্ডের উপক্রমণিকার ৩৵ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

† এই গাথাটি ১ম খণ্ডের ন্যগ্রোধমৃগ জাতকেও (১২) দেখা যায়।

৪৪৬—তক্কল জাতক।*

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি-কালে কোন পিতৃপোষক উপাসকের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি নাকি কোন দরিদ্রকুলে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি মাতার মৃত্যুর পর প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিতেন, পিতার জন্য দন্তকাষ্ঠ ও মুখপ্রক্ষালনের জল রাখিতেন, তাহার পর কখনও মজুর খাটিয়া, কখনও বা কৃষিকর্ম্ম করিয়া যাহা উপার্জ্জন করিতেন, তাহা দিয়া পিতার ভোজনের জন্য যাগূভক্তাদি প্রস্তুত করিতেন। এইরূপে তিনি যাবচ্ছক্তি যত্নের সহিত পিতার ভরণপোষণ করিতেন।

একদিন তাঁহার পিতা বলিলেন, "বাছা তুমি একা, ঘরের কাজ, বাহিরের কাজ, সমস্তই তোমাকে করিতে হয়। আমি একটী কুলকন্যা লইয়া আসি, সে তোমার ঘরের কাজগুলি করিবে।" উপাসক উত্তর দিলেন, "বাবা, স্ত্রী ঘরে আসিলে, সে আপনার, আমার, কাহারও সুখবিধান করিবে না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি যাবজ্জীবন আপনার পোষণ করিব। আপনি দেহত্যাগ করিলে, তখন কি কর্ত্তব্য ভাবিয়া দেখিব।" কিন্তু তাঁহার পিতা তাঁহার অনিচ্ছাসত্ত্বেও এক কুমারী আনিয়া তাঁহার সহিত বিবাহ দিলেন। এই রমণী অতি নীচাশয়া ছিল। সে প্রথমে শ্বশুরের ও স্বামীর সেবা করিত, পিতার সেবা হইতেছে দেখিয়া উপাসক সন্তুষ্ট হইতেন। তিনি যেখানে যে কিছু ভাল দ্রব্য পাইতেন, পত্নীকে আনিয়া দিতেন। সে আবার শ্বশুরকে সেই সমস্ত দিত। কিন্তু কিছুকাল অতীত হইলে সে ভাবিতে লাগিল 'আমার স্বামী যেখানে যে ভাল দ্রব্য পান, তাহা পিতাকে না দিয়া আমাকে আনিয়া দেন। ইহাতে নিশ্চয় বুঝা যায়, পিতার প্রতি ইঁহার আর ভক্তি নাই। এখন একটা উপায়ে এই বুড়াটাকে আমার স্বামীর চক্ষুঃশূল করিয়া বাড়ী থেকে তাড়াইতে হইবে।' এই উদ্দেশ্যে সে তদবধি বৃদ্ধকে ক্রুদ্ধ করিবার জন্য কোন দিন অতিশীতল, কোন দিন বা অত্যুষ্ণ জল দিত, কোন দিন ব্যঞ্জনাদিতে বেশী লবণ দিত, কোন দিন মোটেই লবণ দিত না, কোন দিন তাঁহার ভাত অসিদ্ধ রাখিত, কোন দিন বা অতিসিদ্ধ করিয়া গলাইয়া ফেলিত। ইহাতে বৃদ্ধ যদি ক্রোধের ভাব দেখাইতেন, তাহা হইলে সে পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিত ঝগড়া বাধাইত—বলিত "কার বাপের সাধ্য যে এই বুড়ার সেবা করে।" সে নিজে যেখানে সেখানে থুথু কাসি ফেলিয়া স্বামীকে উত্তেজিত করিবার জন্য বলিত, "দেখ তোমার বাপের কাণ্ড। কিছু করিতে নিষেধ করলেই তিনি চটিয়া লাল হন, তুমি হয় তাঁহাকে লইয়া থাক, নয় আমায় লইয়া থাক।" ইহাতে উপাসক একদিন বলিলেন, "ভদ্রে, তোমার বয়স অল্প, তুমি যে কোন উপায়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে, কিন্তু আমার পিতা বৃদ্ধ হইয়াছেন। যদি তাঁহার কথা তোমার অসহ্য হয়, তবে তুমিই বরং এই বাড়ী ছাড়িয়া যাও।" এই উত্তরে রমণী বড় ভীতা হইল, সে শ্বশুরের পায়ে পড়িয়া ক্ষমা চাহিল—বলিল "এখন হইতে আর এমন কাজ করিব না।" শ্বশুর তাহাকে ক্ষমা করিলেন, সেও পূর্ব্ববৎ তাঁহার সেবা-শুশ্রূষায় নিরত হইল। স্ত্রীর ব্যবহারে উপাসক প্রথমে এত উদ্ভ্রান্ত হইয়াছিলেন যে, তিনি কিছুদিন ধর্ম্মশ্রবণার্থ শাস্তার নিকটে যাইতে পারেন নাই। শেষে ঐ রমণী প্রকৃতিস্থা হইলে তিনি শাস্তার নিকটে গেলেন। শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, "কি হে, উপাসক, তুমি যে সাত আট দিন ধর্ম্ম শ্রবণ করিতে আইস নাই?" উপাসক তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলেন। শাস্তা বলিলেন, "এখন তুমি এই রমণীর কথামত কাজ কর নাই, পিতাকেও তাড়াও নাই, কিন্তু পূর্ব্বে ইহারই কথায় পিতাকে আমকশ্মশানে লইয়া গিয়াছিলে, ও গর্ত্ত খনন করিয়াছিলে। তখন আমার বয়স সাত বৎসর মাত্র। কিন্তু তুমি যখন পিতার প্রাণবধে উদ্যত হইয়াছিলে, তখন এই বয়সেই আমি তোমাকে মাতাপিতার গুণ শুনাইয়া পিতৃহত্যারূপ পাপ হইতে নিবৃত্ত

* তক্কল এক প্রকার কন্দ। টীকাকার ইহাকে পিণ্ডালুকন্দ বলিয়াছেন। এই জাতকের প্রথম গাথায় আরও তিন প্রকার কন্দের নাম আছে—আলুপ, বিড়ালীক ও কলম্ব। টীকাকারের মতে 'আলুপ' = আলুকন্দ, 'বিড়ালীক' = বিড়ালবল্লীকন্দ, 'কলম্ব' = তালকন্দ। এগুলি যে বর্ত্তমান সময়ের কোন্ কোন্ কন্দের নাম, তাহা বলা কঠিন।

করিয়াছিলাম, তুমি তখন আমার কথা শুনিয়া যাবজ্জীবন পিতার রক্ষণাবেক্ষণপূর্ব্বক স্বর্গপরায়ণ হইয়াছিলে। তখন আমি তোমায় যে উপদেশ দিয়াছিলাম, জন্মান্তর প্রাপ্ত হইয়াও তাহা তুমি ত্যাগ কর নাই। এই কারণেই এখন তুমি তোমার পত্নীর পরামর্শমত পিতাকে নিহত কর নাই।" অনন্তর উপাসকের প্রার্থনায় তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে কাশীরাজ্যের একখানি গ্রামে কোন কুলে বাসিষ্ঠক নামে একমাত্র পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। সে মাতা পিতা উভয়েরই সেবা করিত এবং কালক্রমে তাহার মাতার মৃত্যু হইলে পিতার সেবাতেই নিরত হইয়াছিল। [অনন্তর প্রত্যুৎপন্ন বস্তুতে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, সেইভাবে সমস্ত বলিতে হইবে।] শেষে তাহার স্ত্রী বলিল, "দেখ তোমার পিতার কাজ। ইহা করিও না, তাহা করিও না বলিলেই তিনি ক্রুদ্ধ হন। তোমার পিতা অতি উগ্র পুরুষ; তিনি নিত্যই কলহ করেন। তিনি এখন জরাজীর্ণ ও ব্যাধিপীড়িত; অতএব শীঘ্র মারা যাইবেন। আমি এমন লোকের সঙ্গে এক বাড়ীতে থাকিতে পারিব না। তিনি আপনা হইতেই অল্প দিনের মধ্যে মরিবেন। তুমি তাঁহাকে আমকশ্মশানে লইয়া যাও, সেখানে একটা গর্ত্ত খুঁড়িয়া তাহার মধ্যে তাঁহাকে ফেলিয়া দাও, কোদালির ঘা দিয়া মাথাটা ভাঙ্গ, এইরূপে তাঁহার প্রাণান্ত করিয়া উপরে ছাই মাটি দিয়া চাপা দাও এবং ঘরে ফিরিয়া এস।" রমণী পুনঃ পুনঃ এইরূপ বলাতে সে উত্তর দিল, "ভদ্রে, একটা লোক মারা বড় ভয়ানক কাজ, আমি ইহা কিরূপে করিব?" "আমি তোমাকে উপায় বলিয়া দিতেছি।" "বল ত শুনি।" "তুমি খুব ভোরে, তোমার পিতা যেখানে শুইয়া থাকেন, সেখানে গিয়া, যাহাতে সকলে শুনিতে পায়, এমন ভাবে চেঁচাইয়া বলিবে, 'বাবা, অমুক গ্রামে তোমার একজন খাতক আছে; আমি গিয়াছিলাম, সে টাকা দিল না; তুমি মারা গেলে ত দিবেই না, চল, আমরা দুই জনে সকাল বেলা গাড়ী করিয়া সেখানে যাই।' ইহা শুনিয়া তিনি যে সময়ে যাইবেন বলিবেন, সেই সময়ে তুমি বিছানা থেকে উঠিবে, গাড়ী চড়িয়া তাহাতে তোমার পিতাকে বসাইবে, আমকশ্মশানে লইয়া সেখানে গর্ত্ত খুঁড়িবে, বুড়াকে মারিয়া ঐ গর্ত্তে পুতিবে, যেন চোরে আসিয়া তোমায় ধরিয়াছে এই ভাবে চীৎকার করিবে, নিজের মাথায় একটা আঘাত করিবে, তাহার পর স্নান করিয়া ঘরে ফিরিবে।" বাসিষ্ঠক বলিল, "বেশ উপায় দেখাইয়াছ।" সে স্ত্রীর প্রস্তাবে সম্মত হইয়া যাইবার জন্য গাড়ীখানা সাজাইয়া রাখিল।

বাসিষ্ঠকের সপ্তবর্ষবয়স্ক একটী পুত্র ছিল। কিন্তু এই অল্প বয়সেও সে বেশ বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান্ হইয়াছিল। সে মাতার কথা শুনিয়া ভাবিল, 'আমার মা কি পাপিষ্ঠা! এ আমার বাবাকে দিয়া পিতৃহত্যা করাইতেছে। আমি বাবাকে পিতৃহত্যা করিতে দিব না।' * সে আস্তে আস্তে গিয়া পিতামহের পার্শ্বে শুইল। এ দিকে বাসিষ্ঠক, তাহার স্ত্রী যে সময় নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিল, তখন গাড়ী যুতিয়া, "এস বাবা, কর্জ্জা টাকা আদায় করিতে যাই" বলিয়া পিতাকে গাড়ীতে বসাইল। বালকটী কিন্তু প্রথমেই গাড়ীতে উঠিয়াছিল। বাসিষ্ঠক তাহাকে নিবারণ করিতে না পারিয়া তাহাকেও আমকশ্মশানে লইয়া গেল এবং সেখানে পিতা ও পুত্রকে গাড়ীসুদ্ধ এক

---

* 'কতুং ন দস্সামি'—করিতে দিব না। বাঙ্গালা ও পালির রীতি এখানে অবিকল এক।

পার্শ্বে রাখিয়া স্বয়ং অবতরণপূর্ব্বক কোদালি ও ঝুড়ি লইয়া চতুরস্রাকার একটা গর্ত্ত খুঁড়িতে আরম্ভ করিল। তখন বালকও গাড়ী হইতে নামিল এবং বাসিষ্ঠকের নিকটে গিয়া, যেন কিছুই জানে না এইভাবে, নিম্নলিখিত প্রথম গাথায় কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিল :—

১। তকুল, আলুপ, বিড়ালীক, তালকন্দ—
কিছু নাহি জন্মে হেথা, তাই লাগে ধন্দ,
একাকী খুঁড়িছ গর্ত্ত এ শ্মশান মাঝে
বিজন অরণ্যে বাবা, তুমি কোন্ কাজে?

ইহার উত্তরে বাসিষ্ঠক দ্বিতীয় গাথা বলিল :—

২। বড়ই দুর্ব্বল, বাছা পিতামহ তোর,
নানারোগে হয়েছেন নিতান্ত কাতর,
তাই এই গর্ত্তে তাঁরে রাখিব পুতিয়া ;
কি সুখ তাঁহার, বল্, এ ভাবে বাঁচিয়া?

ইহা শুনিয়া বালক অৰ্দ্ধ গাথা বলিল :—

৩। এ পাপ সঙ্কল্প, বাবা, করিলে কেমনে?
দুঃখ তাঁর যাবে দুঃখ পাইয়া মরণে।
যে কর্ম্ম করিতে তুমি হয়েছ উদ্যত,
[illegible] তাহা অতি অসঙ্গত।

অনন্তর সে পিতার হস্ত হইতে কোদালিখানি লইয়া নিকটে আর একটা গর্ত্ত খুঁড়িতে আরম্ভ করিল। বাসিষ্ঠক তাহার কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুই বাছা, গর্ত্ত খুঁড়িতেছিস কেন?" সে তৃতীয় গাথা পূরণ করিয়া এই প্রশ্নের উত্তর দিল :—

আমিও করিব অনুসরণ তোমার,
অধীন হইবে যবে তুমিও জরার,
এই মম কুলধর্ম্ম, ভাবি ইহা মনে
পুতিব তোমায় গর্ত্ত খুঁড়ি এই বনে।

তখন বাসিষ্ঠক চতুর্থ গাথা বলিল :—

৪। শিশু হয়ে, বাছা, তুই বলিলি আমায়
পরুষ বচন, শুনি বুক ফাটি যায়।
ঔরস যে পুত্র, সেই এমন নির্দ্দয়।
বলে কথা পিতার অনিষ্ট যাতে হয়।

বুদ্ধিমান্ বালকটী ইহার উত্তরে একটী গাথা এবং মনের আবেগে দুইটী উদান গাথা বলিল :—

৫। না আমি নিষ্ঠুর, বাবা ; অনিষ্ট না চাই ;
হইবে কুশল তব যাহে, বলি তাই।
যে পাপে উদ্যত তুমি হয়েছ এখন,
পারি না কি আমি তাহা করিতে বারণ?

৬। বিনা দোষে যেই হিংসে জননী-জনকে,
দেহান্তে যায় সে পাপী নিশ্চয় নরকে।

৭। অন্নপানে পোষে যেই জননী-জনকে,
দেহান্তে তাহার গতি হয় স্বর্গ-লোকে।

পুত্রের মুখে এই ধর্ম্মকথা শুনিয়া বাসিষ্ঠক অষ্টম গাথা বলিল :—

৮। নির্দ্দয় অহিতকামী তুই যে আমার,
ঘুচিয়াছে এবে সেই ভ্রম-অন্ধকার।
পরম হিতৈষী মোর, তুই বাছা ধন,
দয়াবশে পাপ হতে কৈলি নিবারণ।
করিতে যাইতেছিনু পাপ মহাঘোর
শুনি শুদ্ধ পরামর্শ জননীর তোর।

বালক বলিল, "রমণীরা কোন দোষ করিলে যদি তাহার নিগ্রহ না করা যায়, তবে তাহারা পুনঃ পুনঃ পাপ করে। আমার মাতা যাহাতে আর এমন কর্ম্ম না করেন, এই ভাবে তাঁহাকে দমন করা আবশ্যক।

৯। সে রমণী, যারে তুমি বল তব ভার্য্যা,
ধরিল যে গর্ভে মোরে, সে বড় অনার্য্যা।
গৃহ হতে দূর তারে করহ সত্বর,
নচেৎ আরও দুঃখ দিবে অতঃপর।"

বাসিষ্ঠক বুদ্ধিমান্ পুত্রের কথা শুনিয়া তুষ্ট হইল এবং "চল বাবা, যাই" বলিয়া তাহাকে ও পিতাকে গাড়ীতে বসাইয়া গৃহাভিমুখে চলিল। এদিকে সেই দুঃশীলা রমণী, 'অপেয়ে বুড়টাকে বাড়ীর বাহির করিয়াছি' ভাবিয়া হৃষ্টমনে টাটকা গোবর দিয়া ঘর পরিষ্কার করিয়াছিল এবং পায়স পাক করিয়া পথের দিকে তাকাইতেছিল। সে তাহাদিগকে ফিরিতে দেখিয়া ভাবিল, 'যে অলক্ষ্মীকে তাড়াইয়া দিলাম তাহাকেই আবার লইয়া আসিল!' সে ক্রোধভরে বলিয়া উঠিল, "অরে সর্ব্বনেশে, যে অলক্ষ্মীকে ঘরের বাহির করিলাম, তুই তাহাকেই আবার লইয়া আসিলি!" বাসিষ্ঠক ইহার কোন উত্তর দিল না, সে গাড়ী হইতে গরু দুইটা খুলিয়া লইল এবং 'কি বলিলি, পাপিষ্ঠা" বলিয়া সেই দুঃশীলা রমণীকে মনের সাধে প্রহার করিল। অনন্তর, "সাবধান, আর যেন এ ঘরে প্রবেশ না করিস্" বলিয়া তাহাকে পা দুইখানি ধরিয়া ছুড়িয়া ফেলিল। তাহার পর সে পিতাকে ও পুত্রকে স্নান করাইল, নিজেও স্নান করিয়া এবং তিন জনে মিলিয়া সেই পায়স খাইল। পাপিষ্ঠা কয়েকদিন অন্য এক জনের বাড়ীতে থাকিল।

ইহার পর এক দিন বালকটা বাসিষ্ঠককে বলিল, "বাবা, যাহা করা হইয়াছে, তাহাতে আমার মাতার চৈতন্য হইবে না। তুমি আমার মাতার অশান্তি জন্মাইবার জন্য রটনা করিয়া দাও, 'অমুক গ্রামে তোমার মাতুলকন্যা আছেন; তিনি তোমার, দাদামহাশয়ের ও আমার সেবা শুশ্রূষা করিবেন; অতএব তাঁহাকেই গৃহে আনিবে।' তাহার পর মাল্যগন্ধাদি লইয়া গাড়ীতে চড়িবে এবং বাহিরে বসিয়ে বেড়াইয়া সন্ধ্যাকালে ফিরিবে।" বাসিষ্ঠক ইহাই করিল। প্রতিবেশীদিগের স্ত্রীরা বাসিষ্ঠকের স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোর স্বামী না কি অন্য স্ত্রী আনিবার

জন্য অমুক গ্রামে গিয়াছে ?" ইহা শুনিয়া সে ভাবিল, 'তবে ত আমার সর্ব্বনাশ হইল। এখন ত আমার দাঁড়াইবার স্থান রহিল না !' সে মহা ভয় পাইয়া স্থির করিল, পুত্রের সাহায্য চাহিতে হইবে। অনন্তর সে তাড়াতাড়ি পুত্রের নিকটে গিয়া তাহার পায়ে পড়িল এবং বলিল, "বাছা, তুই ছাড়া আমার আর কোন অবলম্বন নাই। এখন হইতে তোকে ও তোর পিতামহকে অলঙ্কৃত চৈত্যের ন্যায় যত্নে রাখিব। যাহাতে এ বাড়ীতে ফিরিতে পারি তাহা কর, বাবা।" বালক বলিল, "বেশ মা ! তবে তুমি যদি আবার এরূপ অনর্থ ঘটাও, তাহা হইলে আমিও নিজ মূর্ত্তি ধরিব। সাবধান, আর কখনও এমন ভুল করিও না।" অতঃপর তাহার পিতা যখন গৃহে ফিরিল, তখন সে দশম গাথা বলিল :—

> ১০। সে রমণী, যারে তুমি বল তব ভার্য্যা,
> জননী আমার যেই বড়ই অনার্য্যা,
> সে পাপিষ্ঠা বশীভূত হয়েছে এখন
> আলানে আবদ্ধা মত্তা করেণু যেমন।
> তাই মাগি অনুমতি, হে পিতঃ, তোমার,
> প্রবেশ করুক সেই গৃহেতে আবার।

পিতাকে এইরূপ বলিয়া বালক গিয়া মাতাকে আনিল। সে স্বামী ও শ্বশুরের নিকট ক্ষমা চাহিল এবং তদবধি বিনীতভাবে যথাধর্ম্ম স্বামী, শ্বশুর ও পুত্রের সেবাশুশ্রূষা ও লালনপালন করিতে লাগিল। স্বামী স্ত্রী উভয়েই পুত্রের উপদেশ মত চলিত এবং দানাদি পুণ্যানুষ্ঠান করিয়া স্বর্গপরায়ণ হইয়াছিল।

[শাস্তা এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই পিতৃপোষক উপাসক স্রোতাপত্তি-ফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—তখন এই পিতা, পুত্র ও স্নুষা ছিল সেই পিতা, পুত্র ও স্নুষা এবং আমি ছিলাম সেই পণ্ডিত বালক।]

☞ তৃতীয় খণ্ডের কাত্যায়নী (৪১৭) এবং পদকুশলমাণব (৪৩২) জাতকেও স্ত্রীর পরামর্শে মাতাপিতার প্রতি পুত্রের নিষ্ঠুরাচরণের কথা আছে। আরও অনেক জাতকে এবং অশোকের শিলালিপিতে মাতাপিতার সেবা মহাধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। যদি পিতৃভক্তি এদেশের লোকের প্রকৃতিগত ধর্ম্ম হইত, তাহা হইলে ইহা শিক্ষা দিবার জন্য বোধ হয় এত প্রয়াস পাইতে হইত না। জাতকের গল্পে বোধ হয় পুত্রবধূরাই শ্বশুর শাশুড়ীর যন্ত্রণার নিদান ছিলেন. বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় শাশুড়ীরা নববধূর উপর কোন অত্যাচার করিতেন কি না, তাহা বুঝা যায় না। সম্ভবতঃ দুই পক্ষেরই দোষ ছিল।

এই গল্পেরই প্রায় অনুরূপ একটী গল্প এখনও অনেকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। এক ব্যক্তি স্ত্রীর পরামর্শে তাহার বৃদ্ধ পিতাকে কষ্ট দিত এবং তাঁহাকে একখানা ভাঙ্গা পাথরে ভাত দিত। বৃদ্ধ মরিলে ঐ ব্যক্তি পাথরখানা ফেলিতে যাইতেছে দেখিয়া তাহার পুত্র বলিয়াছিল, "বাবা, পাথরখানা ফেলিলে, তুমি যখন বুড়া হইবে তখন আমি তোমাকে কিসে ভাত দিব ?" বালকের এই কথায় প্রৌঢ় যে সাতিশয় অনুতপ্ত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

৪৪৭—মহাধর্ম্মপাল-জাতক।

[শাস্তা যেবার প্রথমে কপিলপুরে ফিরিয়া যান, সেই সময়ে তিনি ন্যগ্রোধারাম-নামক উদ্যানে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তখন একদিন তিনি পিতৃভবনে গিয়া রাজার অবিশ্বাস-সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। মহারাজ শুদ্ধোদন নিজ ভবনে যোড়শ সহস্র ভিক্ষুসহ ভগবান্‌কে যবাগূখাদ্যাদি দিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের ভোজনকালে মিষ্টালাপ করিতে করিতে বলিয়াছিলেন, "ভদন্ত, আপনি যখন বুদ্ধত্বলাভের নিমিত্ত কঠোর তপস্যা করিতেছিলেন, * তখন এক দেবতা আকাশে আসীন হইয়া আমায় বলিয়াছিলেন, 'তোমার পুত্র সিদ্ধার্থকুমার অনাহারে মারা গিয়াছে'।" ইহা শুনিয়া শাস্তা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আপনি একথা বিশ্বাস করিয়াছিলেন কি?" "না, আমি বিশ্বাস করি নাই; দেবতা আকাশে আসীন হইয়া আমায় বলিয়াছিলেন বটে, কিন্তু আমি তাঁহাকে এই বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলাম যে, আমার পুত্র বোধিদ্রুমমূলে বুদ্ধত্ব লাভ না করিয়া পরিনির্ব্বাণ লাভ করিবে না।" "মহারাজ, পূর্ব্বেও, মহাধর্ম্মপালের সময়ে এক সুবিখ্যাত আচার্য্য আসিয়া আপনাকে বলিয়াছিলেন যে, আপনার পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে, এমন কি তিনি আপনার বিশ্বাসের জন্য অস্থি পর্য্যন্ত দেখাইয়াছিলেন; কিন্তু আপনি তাঁহার কথা বিশ্বাস করেন নাই, বলিয়াছিলেন যে আপনার বংশে কেহই তরুণ বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হয় না। অতএব এখন কেন ঐ দেবতার কথা বিশ্বাস করিবেন?" অনন্তর শুদ্ধোদনের অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসী-রাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে কাশীরাজ্যে ধর্ম্মপালগ্রাম নামে একখানি গ্রাম ছিল। ধর্ম্মপাল-বংশের বাসস্থান বলিয়াই ইহার ঐ নাম হইয়াছিল। এই গ্রামে দশকুশলপথ-বিচারী † এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি ধর্ম্মপাল নামে বিদিত ছিলেন। তাঁহার গৃহে দাসকর্ম্মকারেরা দানশীল ছিল, শীল রক্ষা করিত এবং পোষধধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিত। ঐ সময়ে বোধিসত্ত্ব তাঁহার বংশে জন্মগ্রহণ করিলেন। তাঁহার নাম হইল ধর্ম্মপালকুমার। বোধিসত্ত্ব বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাঁহার পিতা তাঁহাকে সহস্র মুদ্রা দিয়া বিদ্যাশিক্ষার্থ তক্ষশিলায় প্রেরণ করিলেন।

বোধিসত্ত্ব তক্ষশিলায় গিয়া এক সুবিখ্যাত আচার্য্যের নিকট অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। ঐ আচার্য্যের পাঁচ শত শিষ্য ছিল। বোধিসত্ত্ব ক্রমে তাহাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ‡ হইলেন। অনন্তর ঐ আচার্য্যের জ্যেষ্ঠ পুত্রটীর মৃত্যু হইল। আচার্য্য ছাত্রদিগের ও জ্ঞাতিবন্ধুদিগের সহিত ক্রন্দন করিতে করিতে শ্মশানে গেলেন; সেখানে পুত্রের শরীরকৃত্য অবসান করিলেন; তিনি নিজে, তাহার জ্ঞাতিবর্গ ও শিষ্যগণ, সকলেই রোদন ও পরিদেবন করিতে লাগিলেন। কেবল ধর্ম্মপালকুমার রোদন বা পরিদেবন করিলেন না। অতঃপর সেই পঞ্চশত শিষ্য শ্মশান হইতে ফিরিয়া আচার্য্যের নিকটে বসিয়া, "আহা, এমন সদাচারসম্পন্ন তরুণ মাণবক তরুণ বয়সেই মাতাপিতার আবাস শূন্য করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন" এইরূপ খেদ করিতে লাগিল। তখন ধর্ম্মপালকুমার বলিলেন, "তোমরা বলিতেছ, তরুণবয়স্ক। যদি তরুণবয়স্ক হইবে, তবে

---

* 'প্রধানকালে'—গৃহত্যাগের পর ছয় বৎসর কাল গৌতম নানারূপ কঠোর তপশ্চর্য্যা করিয়াছিলেন। এই তপস্যার নাম 'প্রধান' বা 'মহাপ্রধান'।

† অহিংসা, অচৌর্য্য ইত্যাদি দশবিধ কুশলধর্ম্ম।

‡ জেট্‌ঠন্তেবাসিক।

তরুণকালে মারা যাইবে কেন? তরুণকালে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া অতি অসঙ্গত।" ইহা শুনিয়া অন্য শিষ্যেরা বলিল, "ভাই, তুমি কি সমস্ত প্রাণীরই মরণশীলতা জান না?" "জানি বৈ কি? কিন্তু কেহ তরুণ বয়সে মরে না; বৃদ্ধ হইলেই মরে।" 'সমস্ত সংস্কারই ত অনিত্য ও অস্থিরহিত।' "অনিত্য বটে, কিন্তু কোন প্রাণীই তরুণকালে মরে না; বৃদ্ধাবস্থাতেই অনিত্যতা প্রাপ্ত হয়।" 'তবে কি, ভাই ধর্ম্মপাল, তোমাদের বাড়ীতে কেহ মরে না।" "অল্পবয়সে মরে না, বৃদ্ধ হইলেই মরে।" "এই কি তোমাদের বংশের রীতি?" "পূর্ব্ব-পরম্পরায় আমাদের বংশে এই নিয়মই চলিয়া আসিতেছে।" শিষ্যেরা গিয়া আচার্য্যকে এই কথা জানাইল। আচার্য্য ধর্ম্মপালকুমারকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস ধর্ম্মপাল, তোমাদের বংশে কেহ তরুণ বয়সে মরে না, এ কথা সত্য কি?" "হাঁ আচার্য্য।" ইহা শুনিয়া আচার্য্য ভাবিলেন, "এ অতি বিস্ময়কর বাক্য বলিতেছে, ইহার পিতার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিব; যদি ইহা সত্য হয়, তবে আমিও তাঁহারই অনুষ্ঠিত ধর্ম্ম অবলম্বন করিব।" তিনি পুত্রের ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সম্পাদনপূর্ব্বক সাত আট দিন পরে ধর্ম্মপালকে ডাকাইয়া বলিলেন, "বৎস, আমি প্রবাসে যাইব; যত দিন না ফিরি, তুমি এই শিষ্যদিগকে বিদ্যাশিক্ষা দিবে।" অনন্তর একটা ছাগের অস্থি লইয়া তিনি সেগুলি ধুইলেন ও থলিতে পূরিলেন এবং একটা বালক-ভৃত্য সঙ্গে লইয়া তক্ষশিলা হইতে যাত্রা করিলেন। অতঃপর যথাকালে তিনি সেই গ্রামে পৌঁছিলেন এবং মহাধর্ম্মপালের কোন্ বাড়ী ইহা জিজ্ঞাসা করিয়া, সেই বাড়ীরই দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণের দাসদাসী প্রভৃতির মধ্যে যে যখন আচার্য্যকে প্রথম দেখিতে পাইল, সেই তাঁহার হস্ত হইতে, কেহ ছত্র, কেহ পাদুকা গ্রহণ করিল; বালক-ভৃত্যটার হাত হইতেও থলিটা লইল। আচার্য্য বলিলেন, 'যাও, গৃহস্বামীকে বল গিয়া যে, তাঁহার পুত্র ধর্ম্মপালকুমারের আচার্য্য দ্বারদেশে উপস্থিত।" তাহারা "যে আজ্ঞা" বলিয়া মহাধর্ম্মপালকে এই সংবাদ দিল। তিনি বেগে দ্বারের নিকটে ছুটিয়া গেলেন এবং "এ দিকে আসিতে আজ্ঞা হউক" বলিয়া আচার্য্যকে গৃহে লইয়া পল্যঙ্কে বসাইলেন ও পাদপ্রক্ষালনাদি অতিথিসৎকার করিলেন। আহারান্তে আসন গ্রহণ করিয়া আচার্য্য মিষ্টকথোপকথন করিতে করিতে বলিলেন, "ব্রাহ্মণ, আপনার পুত্র ধর্ম্মপালকুমার প্রজ্ঞাবান্ ছিল; সে তিন বেদ ও অষ্টাদশ বিদ্যায় পারগতা প্রাপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে হঠাৎ একটা অসুখ হওয়ায় মারা গিয়াছে। সংস্কার মাত্রেই অনিত্য, এতএব আপনি শোক করিবেন না।" ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ করতলধ্বনি-সহকারে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। আচার্য্য জিজ্ঞাসিলেন, "আপনি হাসিতেছেন কেন?" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আমার পুত্র মরে নাই; হয় ত অন্য কেহ মরিয়া থাকিবে।" "ব্রাহ্মণ, আপনার পুত্রই মরিয়াছে; এই দেখুন তাহার অস্থি। এখন ত বিশ্বাস করিবেন?" "এ অস্থি হয় ছাগের, নয় কুক্কুরের; আমার ছেলে মরে নাই; আমাদের বংশে শত পুরুষের মধ্যে পূর্ব্বে কেহই তরুণ বয়সে মরে নাই; আপনি অলীক কথা বলিতেছেন।" এই সময়ে গৃহের সকলেই করতলধ্বনিসহকারে অট্টহাস্য করিল। আচার্য্য এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখিয়া প্রসন্ন হইলেন এবং বলিলেন, "ব্রাহ্মণ, আপনাদের বংশে পুরুষপরম্পরায় কেহই যে অল্পবয়সে মারা যায় না, ইহা বিনা কারণে ঘটে নাই, এই জন্য আমি জানিতে চাই, কি কারণে তরুণ বয়সে মৃত্যু হয় না।

১। চরিত্রের কোন্ গুণে, কি ব্রত কি ব্রহ্মচর্য্য
করিয়া পালন
তব কুলে জন্মে যারা, তরুণ বয়সে তারা
মরে না কখন ?"

ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ, যে যে গুণের প্রভাবে স্বীয় বংশে অকাল মৃত্যু ঘটে না, নিম্নলিখিত গাথাগুলিতে তাহা বর্ণন করিলেন :—

২। ধর্ম্মপথে চরি, মিথ্যা নাহি বলি,
পাপকর্ম্ম করি নিয়ত বর্জ্জন,
যা কিছু অনার্য্য সমস্তই ত্যাজ্য ;
তাই তরুণের না হয় মরণ।

৩। সদসৎধর্ম্ম করিয়া শ্রবণ
অসতে আসক্ত হই না কখন ;
ত্যজিয়া অসৎ ভজি সদা সৎ,
তাই তরুণের না হয় মরণ।

৪। দানের পূর্ব্বেতে সুপ্রসন্ন মন,
দানকালে প্রীতিপ্রফুল্ল বদন,
দিয়া অনুতাপ করি না কখন ;
তাই তরুণের না হয় মরণ।*

৫। শ্রমণ, ব্রাহ্মণ পথিক, যাচক,
দরিদ্র, ভিখারী, আরও যেজন,
পানীয় আহারে তুষি সবাকারে,
তাই তরুণের না হয় মরণ।

৬। স্বামী সতীব্রত, ভার্য্যা পতিব্রতা,
পরস্ত্রী যখন করি দরশন
সযতনে মোরা ব্রহ্মচর্য্য পালি,
তাই তরুণের না হয় মরণ।

৭। সতী স্ত্রীর গর্ভে জনমে সন্তান
মেধাবী, ধার্ম্মিক, বহুপ্রজ্ঞাবান্,
সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ বেদপরায়ণ ;
তাই তরুণের না হয় মরণ।

৮। মাতা, পিতা, স্বসা, ভ্রাতা, জায়া, সুত
স্ব স্ব ধর্ম্মপথে করে বিচরণ
দেহান্তে সদ্গতি পাইবার আশে ;
তাই তরুণের না হয় মরণ।

* এই গাথাটি তৃতীয় খণ্ডের দশরথ জাতকেও (৩১০) দেখা যায়।

৯। দাসদাসী আর অনুজীবিগণ
ভৃত্য ভৃত্যা গৃহে আছে যত জন,
ধর্ম্মপথে চরে পরলোক তরে,
তাই তরুণের না হয় মরণ।

অতঃপর ব্রাহ্মণ আরও দুইটী গাথায় ধর্ম্মচারীদিগের গুণকীর্ত্তন করিলেন :—

১০। ধর্ম্মপথে চরে— ধর্ম্ম রক্ষে তারে,
ধর্ম্ম সাধুশীলে করে সুখদান,
এই পুরস্কার ধর্ম্মে মতি যার :
ধার্ম্মিকের নাহি ঘটে অকল্যাণ।

১১। ধর্ম্মপথে চরে— ধর্ম্ম রক্ষে তারে,
ছত্র রক্ষে যথা বর্ষার সময়,
এ অস্থি অন্যের, ধর্ম্মপাল মোর
ধর্ম্মে সুরক্ষিত, মরেনি নিশ্চয়।

ইহা শুনিয়া আচার্য্য বলিলেন, "আমি অতি শুভক্ষণে এখানে আসিয়াছি; আমার আগমন সুফলপ্রদ হইয়াছে, নিষ্ফল হয় নাই।" তিনি হৃষ্টমনে ধর্ম্মপালকুমারের পিতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং বলিলেন, "আমি আসিবার কালে আপনাকে পরীক্ষা করিবার জন্য এই ছাগাস্থিগুলি আনিয়াছিলাম। আপনার পুত্র সুস্থ আছে। আপনি যে ধর্ম্মরক্ষা করেন, অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে তাহা বলুন।" অনন্তর তিনি ধর্ম্মকথাগুলি পত্রে লিখিয়া লইলেন, সেখানে কয়েক দিন অবস্থিতি করিয়া তক্ষশিলায় ফিরিয়া গেলেন এবং ধর্ম্মপালকুমারকে সমস্ত বিদ্যাদানপূর্ব্বক বহু অনুচরসহ গৃহে পাঠাইয়া দিলেন।

[মহারাজ শুদ্ধোদনকে এইরূপে ধর্ম্মকথা শুনাইয়া শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া শুদ্ধোদন অনাগামিফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—তখন মহারাজকুলের মাতাপিতা ছিলেন সেই মাতাপিতা, সারিপুত্র ছিলেন সেই আচার্য্য, বুদ্ধশিষ্যেরা ছিল পরিজনবর্গ এবং আমি ছিলাম ধর্ম্মপালকুমার।]

৪৪৮—কুক্কুট-জাতক।

[শাস্তা বেণুবনে অবস্থিতি কালে প্রাণহত্যার চেষ্টাসম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় দেবদত্তের দুঃশীলতার কথা তুলিয়া কথোপকথন করিতেছিলেন। তাঁহারা বলিতেছিলেন, "দেখ ভাই, দেবদত্ত দশবলের প্রাণসংহারার্থ ধনুর্গ্রাহাদি নিয়োজিত করিয়াছিল।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাহাদের আলোচনার বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও দেবদত্ত আমার বধের জন্য চেষ্টা করিয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে কৌশাম্বী নগরে কৌশাম্বক নামে এক রাজা ছিলেন। তখন বোধিসত্ত্ব কোন বেণুবনে কুক্কুট-যোনিতে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং বহুশত কুক্কুটপরিবৃত

হইয়া অরণ্যে বাস করিতেন। তাঁহার অদূরে একটা শ্যেন থাকিত। সে নানা কৌশলে এক একটী করিয়া কুক্কুট ধরিয়া খাইত। সেইরূপে সে বোধিসত্ত্ব ব্যতীত অন্য সমস্ত কুক্কুটই উদরসাৎ করিল; বোধিসত্ত্ব তখন একাকী হইলেন। তিনি অতি সতর্কতার সহিত যথাকালে খাদ্য সংগ্রহ করিয়া বেণুবনের নিবিড়-তম অংশে প্রবেশপূর্ব্বক সেখানে বাস করিতেন। শ্যেন তাঁহাকে ধরিতে না পারিয়া একদিন ভাবিল, 'কোন একটা উপায়ে ইহাকে প্রবঞ্চিত করিয়া ধরিতে হইবে।' অনন্তর সে বোধিসত্ত্বের অদূরে একটা শাখায় বসিয়া বলিল, "ভাই কুক্কুট, তুমি আমায় ভয় কর কেন? আমি তোমার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে চাই; অমুক স্থানে প্রচুর খাদ্য আছে; চল, আমরা উভয়েই সেখানে গিয়া ভোজন করিব এবং পরস্পরের সহিত সম্প্রীত-ভাবে থাকিব।" ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "ভাই, তোমার সহিত আমার কোন বন্ধুত্ব নাই; তুমি চলিয়া যাও।" "ভাই, আমি পূর্ব্বে যে পাপ করিয়াছি, তাহার জন্যই তুমি আমাকে বিশ্বাস করিতেছ না। এখন হইতে আমি আর সেরূপ কাজ করিব না।" "তোমার বন্ধুত্বে আমার প্রয়োজন নাই; তুমি চলিয়া যাও," ইহা বলিয়া বার বার তিন বার বোধিসত্ত্ব শ্যেনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন এবং শেষে বনভূমি নিনাদিত করিয়া এবং দেবতাদিগের সাধুকার পাইয়া নিম্নলিখিত গাথাগুলি দ্বারা, কি কি লক্ষণযুক্ত জীবের সহিত বন্ধুত্ব অকর্ত্তব্য, তাহা বলিলেন :—

১। পাপকর্ম্মা, মিথ্যাবাদী, স্বার্থপর, আর
[illegible]
সেয় সর্ব্বদার কাছে,—এই চারি জন
বিশ্বাসের যোগ্য তব নহে কদাচন।

২। পিপাসার্ত্ত গোর মত হেরি কত নরে,
অন্নে পরিতৃপ্তি মাত্র যারা নাহি করে,
মিত্রের সর্ব্বস্ব হরে, তোষে তার মন
মিষ্ট বাক্যে, কার্য্যে কিন্তু নহে কদাচন।

৩। শুন্যাঞ্জলি ইহাদের নাহি ভিজে দানে;
কথায় মনের ভাব রাখে সঙ্গোপনে।
মানুষের মাঝে এরা বড়ই অনার্য্য,
সাবধানে অকৃতজ্ঞে কর পরিহার।

৪। যে না বলে তাই করে, চিত্তে নাই বল,
যে চলে ধরিয়া সদা পন্থীর অঞ্চল,
অঙ্গীকার নানা ছলে করে যে ভঞ্জন—
ইহারা বিশ্বাসযোগ্য নহে কদাচন।

৫। অনার্য্যানুষ্ঠানরত, বাঁচ নিষ্ঠাবর্জ্জিত,
পাইলে সুযোগ করে পরের অহিত;
কোষাবৃত অসিসম এতাদৃশ জন;
ইহারা বিশ্বাসযোগ্য নহে কদাচন।

৬। কেহ সাজে মিত্র মুখে বচন মধুর;
মনে মুখে কিন্তু তার ব্যবধান দূর,
জানে সেই নানা ছলে হরিবারে মন,
সে জন্য বিশ্বাসযোগ্য নহে কদাচন।

৭। ধনধান্য দেখে যদি মিত্রের ভবনে,
কেমনে হরিবে তাহা ভাবে মনে মনে,
রক্ষকের বেশে শেষে হইয়া ভক্ষক
সর্ব্বনাশ করি যায় বিশ্বাসঘাতক।

[ইহার পর ধর্ম্মরাজপ্রোক্ত চারিটী অভিসম্বুদ্ধ গাথা:—

৮। বন্ধুবেশে সাজি বহু শত্রু আসি
অনেক সময়ে ভজে,
এমন দুর্জ্জনে ত্যজহ যেমনে
কুক্কুট শ্যেনেরে ত্যজে।

৯। আসন্ন বিপৎ নিরখি যেজন
না করিবে তার আশু নিবারণ,
শত্রু-হস্তে পাবে দুর্গতি অপার,
পরিণামে তার অনুতাপ সার।

১০। আসন্ন বিপৎ নিরখি তাহার
আশু প্রতিকার করে যেই জন,
শত্রু হতে মুক্তি লভে সে নিশ্চয়,
শ্যেনগ্রাস হতে কুক্কুট যেমন। *

১১। বনে বিস্তারিত পাশসদৃশ এ ধূর্ত্তগণ,
অধার্ম্মিক, নিত্য তব সর্ব্বনাশপরায়ণ।
দূর হতে বিচক্ষণ এমন দুর্জ্জনে ত্যজে,
ত্যজিল কুক্কুট যথা শ্যেনে বংশবন মাঝে।]

অনন্তর বোধিসত্ত্ব শ্যেনকে সম্বোধনপূর্ব্বক তর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "যদি তুমি আর এই বনে বাস কর, তাহা হইলে দেখিবে আমি কি করি।" ইহাতে শ্যেন ভয় পাইয়া অন্যত্র চলিয়া গেল।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, দেবদত্ত পূর্ব্বেও এইরূপে আমার প্রাণসংহারের চেষ্টা করিয়াছিল।

সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল সেই শ্যেন; এবং আমি ছিলাম সেই কুক্কুট।]

* এই গাথা দুইটী প্রায় অবিকৃতরূপে বানর (৩৪২), কুক্কুট (৩৮৩) এবং সুলসা (৪১৯) জাতকেও দেখা যায়।

৪৪৯—মৃষ্টকুণ্ডলি-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে কোন মৃত-পুত্র ভূস্বামীর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। শ্রাবস্তীবাসী বুদ্ধোপাসক কোন ভূস্বামীর প্রিয়পুত্র মারা যায়। এইজন্য তিনি স্নানাহার ও কাজকর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছিলেন, বুদ্ধদেবের পূজার জন্যও বিহারে যাইতেন না, কেবল দিবারাত্র বিলাপ করিতেন, "হা বৎস, আমাকে ছাড়িয়া এখনই কেন তুমি চলিয়া গেলে?" একদিন শাস্তা প্রত্যুষকালে সকল ভুবন অবলোকন করিতেছিলেন, তিনি দেখিতে পাইলেন, এই ভূস্বামীর স্রোতাপত্তিফল-লাভের সময় আসন্ন হইয়াছে। এই নিমিত্ত পরদিন তিনি ভিক্ষুগণ পরিবৃত হইয়া শ্রাবস্তীতে ভিক্ষাচর্য্যায় গেলেন এবং আহারান্তে ভিক্ষুদিগকে বিদায় দিয়া কেবল স্থবির আনন্দের সহিত * ঐ ব্যক্তির গৃহে উপস্থিত হইলেন। বাড়ীর লোকে ভূস্বামীকে বুদ্ধের আগমন-সংবাদ দিল। অনন্তর তাহারা আসন বিস্তৃত করিয়া শাস্তাকে উপবেশন করাইল, এবং ভূস্বামীকে ধরিয়া তাঁহার নিকট আনয়ন করিল। ভূস্বামী শাস্তাকে প্রণাম করিয়া একান্তে উপবিষ্ট হইলে শাস্তা তাঁহাকে করুণাসিক্ত বাক্যে সম্বোধন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, 'উপাসক তোমার একমাত্র পুত্র মারা গিয়াছে বলিয়া শোক করিতেছ?" উপাসক বলিলেন, "হাঁ, ভদন্ত।" "দেখ, উপাসক, প্রাচীন কালেও বিজ্ঞেরা পুত্রশোকে অধীর হইয়া বেড়াইতেছিলেন, কিন্তু শেষে পণ্ডিতদিগের কথায় যখন স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে মৃতব্যক্তিকে কিছুতেই পুনর্ব্বার পাওয়া যায় না, তখন অণুমাত্র শোক করেন নাই।" অনন্তর শাস্তা ভূস্বামীর অনুরোধে সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে কোন মহাবিভবশালী ব্রাহ্মণের পুত্র পঞ্চদশ কি ষোড়শবর্ষ বয়সে একটা রোগে আক্রান্ত হইয়া মারা যায় এবং দেবলোকে জন্মান্তর লাভ করে। ব্রাহ্মণ পুত্রের মরণ-সময় হইতে শ্মশানে গিয়া ভস্মরাশির চতুর্দ্দিকে বিচরণপূর্ব্বক পরিদেবন করিতেন। তিনি কোন কাজকর্ম্মই দেখিতেন না, কেবল শোকার্ত্ত হইয়া বেড়াইতেন। সেই দেবপুত্র পরিভ্রমণ করিতে করিতে একদিন তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন এবং স্থির করিলেন, 'কোন একটা উপায়ে ইঁহার শোক অপনোদন করিতে হইবে।' অনন্তর ব্রাহ্মণ যখন শ্মশানে গিয়া পরিদেবন করিতেছিলেন, সেই সময়ে তাঁহারই মৃতপুত্রের রূপ ধারণ করিয়া এবং সর্ব্বাভরণে বিভূষিত হইয়া তিনি সেখানে আবির্ভূত হইলেন এবং এক পার্শ্বে উপবেশন-পূর্ব্বক দুই হাত মাথায় দিয়া উচ্চৈঃস্বরে পরিদেবন করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ ক্রন্দনের শব্দ শুনিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন, অমনি তাঁহার মনে পুত্রস্নেহের সঞ্চার হইল; তিনি দেবপুত্রের নিকটে দাঁড়াইয়া নিম্নলিখিত গাথায় তাঁহাকে শ্মশানে বসিয়া ক্রন্দন করিবার কারণ জিজ্ঞাসিলেন :—

> ১। সুমৃষ্ট কুণ্ডল শোভে শ্রবণ যুগলে ;
> পারিজাত-পুষ্পমালা দুলিতেছে গলে,
> মনোহর বপু হরিচন্দনে চর্চ্চিত,
> নানাবিধ দিব্য আভরণে বিভূষিত।
> কহ, বৎস, কোন্ দুঃখে পশিয়া এখানে
> বাহু তুলি কর তুমি রোদন শ্মশানে?

---

* এখানে [illegible] বুদ্ধের 'পশ্চাৎশ্রমণ' [illegible]। [illegible] একাকী যান না, শ্রমণদিগের মধ্য হইতে একজন অনুচর [illegible]।

ইহার উত্তরে মাণবকরূপধারী দেবপুত্র বলিলেন :—

২। রথের পঞ্জর মোর সুবর্ণ-নির্ম্মিত,
প্রভায় তাহার দশদিক্ উদ্ভাসিত ;
উপযুক্ত তার দুটী চক্র নাহি পাই ;
সেই দুঃখে বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা নাই।

ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ তৃতীয় গাথা বলিলেন : —

৩। স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, মণি—যাতে ইচ্ছা কর,
তাতেই নির্ম্মাণ রথ করাব সত্বর।
উপযুক্ত চক্র তায় করিব যোজন।
বল, কোন্‌রূপ রথে তব প্রয়োজন।

মাণবক বলিলেন :—
[অতঃপর মাণবক যে গাথা বলিয়াছিলেন, শাস্তা অভিসম্বুদ্ধ হইয়া তাহার প্রথম পাদ বলিলেন :—
৪ক। মাণব একথা শুনি বলিল তখন,]

৪খ। চন্দ্র আর সূর্য্য এই ভ্রাতা দুইজন ;
ইহারা রথের মোর চক্র যদি হয়,
তবেই শোভার তার ঘটে উপচয়।

অতঃপর ব্রাহ্মণ বলিলেন : —

৫। অবোধ মাণব তুমি বুঝিনু নিশ্চয় ;
প্রার্থিলে বা প্রার্থনায় যোগ্য কভু নয়।
জানিলাম ধ্রুব তব ঘটিবে মরণ,
চন্দ্র আর সূর্য্য তুমি পাবে না কখন।

তখন মাণবক বলিলেন : —

৬। উদয়াস্ত দেখা যায়, কার কি বরণ ;
কোন্ পথে যায় কেবা, করি দরশন
প্রেতেরে কখন কিন্তু দেখে নাই কেহ
প্রেতে না করিতে পারে পরিগ্রহ দেহ।
কাঁদ তুমি, কাঁদি আমি বসি এইবনে—
কে অবোধ বেশী তাহা ভাবি দেখ মনে।

ব্রাহ্মণ মাণবকের কথা প্রণিধান করিয়া বলিলেন : —

৭। বলিলে, মাণব, সত্য ; ক্রন্দন আমার
পরিচয় দিতেছে অধিক মূর্খতার।
পাইতে চন্দ্রেরে কাঁদে শিশুরা যেমন,
প্রেতে ফিরাইতে কাঁদে মূর্খেরা তেমন।

ব্রাহ্মণ মাণবকের কথায় এইরূপে নিঃশোক হইয়া, তাঁহার স্তুতির জন্য অবশিষ্ট গাথা তিনটী বলিলেন :—

৮। ঘৃতসিক্ত অগ্নি যথা জলের সেচনে
হয় নির্ব্বাপিত, তথা শক্রের বচনে
সর্ব্ববিধ দুঃখ মোর হ'ল অপনীত ;
দয়া করি শক্র মোর করিলেন হিত।

৯। করিলে উদ্ধার শল্য হৃদয় নিহিত
শোকার্ত্তের পুত্র-শোক হ'ল অপনীত।

১০। অপনীত শল্য এবে, নাহি শোক আর,
আবিলতা মনে কিছু নাহিক আমার।
না করিব শোক, নাহি করিব ক্রন্দন,
শুনিয়া তোমার, শক্র প্রবোধ-বচন। *

অনন্তর মাণবক বলিলেন, "দেখুন, ব্রাহ্মণ, আপনি যাহার জন্য রোদন করিতেছেন, আমিই আপনার সেই পুত্র, আমি দেবলোকে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইয়াছি। এখন অবধি আপনি আমার জন্য আর শোক করিবেন না। আপনি দানে রত হউন, শীল রক্ষা করুন, পোষধ পালন করুন।" ব্রাহ্মণকে এই সমস্ত উপদেশ দিয়া দেবপুত্র স্বস্থানে ফিরিয়া গেলেন, ব্রাহ্মণও তাঁহার উপদেশ-মত চলিয়া দানাদি পুণ্যানুষ্ঠানপূর্ব্বক দেহান্তে স্বর্গলোকে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইলেন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই ভূস্বামী স্রোতাপত্তি ফল প্রাপ্ত হইলেন। সমবধান—তখন আমি ছিলাম সেই ধর্ম্মদেশক দেবপুত্র।]

৪৫০—বিড়ালীকৌশিক-জাতক। †

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে কোন দানব্রত ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি ভগবানের ধর্ম্মকথা শুনিয়া বৌদ্ধশাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং তদবধি দানব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক দান করিতে ব্যগ্র হইয়াছিলেন। অন্যকে না দিয়া তিনি একপাত্র অন্ন গ্রহণ করিতেন না, এমন কি, পানীয় প্রাপ্ত হইলে তাহারও কিছু অপরকে না দিয়া তিনি নিজে পান করিতেন না।

অনন্তর একদিন ধর্ম্মসভায় ভিক্ষুরা তাঁহার এই গুণের কথা লইয়া কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলেন এবং শাস্তা সেখানে গিয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন। তখন তিনি সেই ভিক্ষুকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসিলেন, "কি হে? তুমি সত্যই কি দানব্রত এবং দানের জন্যই ব্যগ্র থাক?" "হাঁ, ভদন্ত, ইহা সত্য।" "দেখ, ভিক্ষুগণ, এই ব্যক্তি পূর্ব্বে অতি অশ্রদ্ধ ও অপ্রসন্ন ছিলেন। ইনি কখনও তৃণাগ্রদ্বারা তৈলবিন্দু পর্য্যন্ত তুলিয়া কাহাকেও দান করিতেন না। অনন্তর আমিই ইঁহাকে সম্পূর্ণরূপে দমন করিয়াছিলাম এবং দানফল বুঝাইয়া দিয়াছিলাম। ইঁহার সেই দানাভিরত চিত্ত জন্মান্তরেও ইঁহাকে পরিহার করে নাই।" ইহা বলিয়া শাস্তা সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

* এই গাথা তিনটী সোমদত্ত-জাতকে (৪১০), মৃগপোতক-জাতকে (৩৭২) এবং সুজাত-জাতকেও (৩৫২) পাওয়া গিয়াছে।

† এই জাতকের কোন কোন অংশের সহিত প্রথম খণ্ডের ইল্লীষ জাতকের (৭৮) এবং পঞ্চম খণ্ডের সুধাভোজন জাতকের (৫৩৫) কোন কোন অংশ প্রায় এক।

পূর্ব্বাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব এক শ্রেষ্ঠিকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি গৃহধর্ম্মাবলম্বন করেন এবং পিতার মৃত্যুর পর শ্রেষ্ঠীর পদ প্রাপ্ত হন। অনন্তর এক দিন ধন অবলোকন করিয়া তিনি চিন্তা করিলেন, 'ধন ত দেখা যাইতেছে; কিন্তু যাঁহারা এই ধন উৎপাদন করিয়াছিলেন, তাঁহারা এখন কোথায়? আমার কর্ত্তব্য যে, এই ধন বিসর্জ্জন করিয়া দানে রত হই।' এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি দানশালা নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক যাবজ্জীবন মহাদান প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, এবং আয়ুঃ-শেষে পুত্রকে উপদেশ দিয়াছিলেন. 'কোন কারণেই যেন আমার এই দান-ক্রিয়া রহিত না হয়।' ইহার পর দেহত্যাগ করিয়া তিনি ত্রয়স্ত্রিংশ ভবনে শক্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রও সেইরূপ দানশীল ছিলেন এবং আয়ুঃশেষে স্বীয় পুত্রকে পূর্ব্ববৎ উপদেশ দিয়া দেবপুত্র চন্দ্ররূপে জন্মান্তর লাভ করিয়াছিলেন। অনন্তর ক্রমান্বয়ে ইঁহার পুত্র সূর্য্য, পৌত্র সারথি মাতলি এবং প্রপৌত্র পঞ্চশিখ নামে গন্ধর্ব্ব হইয়াছিলেন। ষষ্ঠ বংশধর কিন্তু ধর্ম্মশ্রদ্ধাহীন, নিষ্ঠুর, নির্ম্মম ও কৃপণ হইলেন; তিনি দানশলা ভাঙ্গিয়া দগ্ধ করাইলেন, যাচকদিগকে প্রহার করিয়া তাড়াইয়া দিলেন, তৃণাগ্রে তৈলবিন্দু তুলিয়াও কাহাকে দান করিলেন না।

এ সময়ে দেবরাজ শক্র নিজের পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম পর্য্যালোচনা করিতে করিতে ভাবিলেন, 'আমার সেই দানব্রত এখনও চলিতেছে কি না?' তিনি চিন্তা করিয়া বুঝিলেন যে, তাঁহার পুত্র দানানুষ্ঠান করিয়া চন্দ্ররূপে, পৌত্র সূর্য্যরূপে, প্রপৌত্র সারথি মাতলিরূপে এবং বৃদ্ধ-প্রপৌত্র পঞ্চশিখরূপে জন্মান্তর গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু অতিবৃদ্ধ-প্রপৌত্র সেই ব্রতের লোপ করিয়াছে। তখন তিনি স্থির করিলেন, 'এই পাপিষ্ঠকে দমন করিয়া দানফল বুঝাইয়া আসিব।' তিনি চন্দ্র, সূর্য্য, মাতলি ও পঞ্চশিখকে ডাকাইয়া বলিলেন, 'ভদ্রগণ, আমাদের ষষ্ঠবংশধর কুলধর্ম্মের উচ্ছেদ করিয়া দানশালা দগ্ধ করাইয়াছে, যাচকদিগকে তাড়াইয়া দিতেছে, কাহাকেও কিছু দান করিতেছে না; তাহাকে বিনীত করা যাউক।" অনন্তর শক্র তাঁহাদের সহিত বারাণসীতে গমন করিলেন। তখন শ্রেষ্ঠী রাজদর্শনান্তে ফিরিয়া সপ্তমদ্বার-কোষ্ঠকের নিকটে পথের দিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক পা-চারি করিতেছিলেন ইহা দেখিয়া শক্র তাঁহার অনুচরদিগকে বলিলেন, "আমি প্রবেশ করিলে তোমরা যথাক্রমে আমার পশ্চাতে পশ্চাতে আসিবে।" অনন্তর তিনি গিয়া শ্রেষ্ঠীর নিকটে দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন, "ভো শ্রেষ্ঠিন্, আমাকে কিছু ভোজন দাও।" শ্রেষ্ঠী বলিলেন, "ঠাকুর, এখানে তোমার কোন খাদ্য মিলিবে না; অন্যত্র যাও।" "ভো মহাশ্রেষ্ঠিন্, ব্রাহ্মণে অন্ন যাচ্ঞা করিলে না দেওয়া কর্ত্তব্য নহে।" "ঠাকুর, আমার গৃহে, পাক করা হইয়াছে বা হইবে, এমন কোন অন্ন নাই।" "মহাশ্রেষ্ঠিন্, তোমাকে একটী শ্লোক বলিতেছি, শ্রবণ কর।" "তোমার শ্লোকে আমার প্রয়োজন নাই; চলে যাও, এখানে থেক না।" শক্র যেন তাঁহার কথা শুনিতেই পাইলেন না এই ভাবে দুইটী গাথা বলিলেন:—

১। নিজে করে নাই পাক, লভেছে ভিক্ষায়,
তাহাও অপরে দিতে সাধুজন চায়।
গৃহে তব প্রতিদিন অন্ন পাক হয়,
পরকে দিবে না কেন তবে, মহাশয়?

দিবনা, এবম্বা শোভা না পায় কখন,
গৃহস্থের মুখে, যারা তোমার মতন।

২। কৃপণ, অথবা যারা দান নাহি করে,
বিজ্ঞে করে দান পুণ্যসঞ্চয়ের তরে।

ইহা শুনিয়া শ্রেষ্ঠী বলিলেন, "তবে ঘরের ভিতর গিয়া বোস; অল্প কিছু পাইবে।" শক্র প্রবেশ করিয়া ঐ শ্লোক দুইটী আবৃত্তি করিতে করিতে আসন গ্রহণ করিলেন। তখন চন্দ্র গিয়া অন্ন চাহিলেন। শ্রেষ্ঠী বলিলেন, "তোমার জন্য এখানে অন্ন নাই; চলিয়া যাও।" "মহাশ্রেষ্ঠিন্, ভিতরে যে একজন ব্রাহ্মণ বসিয়া আছেন। বোধ হয়, তোমার এখানে আজ ব্রাহ্মণ-ভোজনের আয়োজন হইয়াছে। তবে আমিও প্রবেশ করি।" "ব্রাহ্মণভোজন টোজন হইবে না, বেরোও এখনি।" "মহাশ্রেষ্ঠিন্। একবার একটা শ্লোক শুন।" ইহা বলিয়া চন্দ্র দুইটী গাথা বলিলেন :—

[কৃপণ পারে না কিছু করিবারে দান।
কেননা কল্পিত ভয়ে ভীত তার প্রাণ॥
অদান-বশতঃ কিন্তু পরিণামে তার।
সত্য সেই ভয়ে ঘটে যন্ত্রণা অপার॥] *

৩। কৃপণের ভয় এই, যদি করি দান,
ক্ষুধাপিপাসায় মোর যাবে শেষে প্রাণ।
[illegible]
ইহলোকে, পরলোকে উক্ত দুঃখদ্বয়।

৪। দমন কার্পণ্যদোষ করহ সতত,
ধুইয়া কার্পণ্যমল দানে হও রত।
যদি এ সময়ে কর পুণ্যের সঞ্চয়,
পরলোকে সুপ্রতিষ্ঠা পাইবে নিশ্চয়।

শ্রেষ্ঠী দায়ে পড়িয়া বলিলেন, "তবে ভিতরে যাও; যৎকিঞ্চিৎ পাইবে।" চন্দ্র তখন প্রবেশ করিয়া শক্রের নিকটে উপবিষ্ট হইলেন। ইহার ক্ষণকাল পরেই সূর্য্য উপস্থিত হইয়া দুইটী গাথায় অন্ন ভিক্ষা করিলেন :—

৫। সহজে করিতে দান কেহ নাহি পারে;
ভোগের বাসনা দমে, দাতা বলি তারে।
সুদুষ্কর দানব্রত পালে সাধুগণ;
দানজাত সুখ পাপী পায় না কখন।

৬। সাধু আর অসাধুর হয় একারণ
দেহ-অন্তে ভিন্ন ভিন্ন পথেতে গমন।

* এই গাথাটী টীকার অংশ।

* এই গাথা দুইটী দ্বিতীয় খণ্ডের দুর্দ্দদজাতকেও (১৮০) দেখা যায়। সেখানে প্রথমটীর বঙ্গানুবাদ ঠিক মূলানুরূপ হয় নাই।

ভুক্তিতে অশেষ সুখ সাধু স্বর্গে যায়
অসাধু নরকে পড়ি করে হায় হায়।

শ্রেষ্ঠী নিষ্কৃতি-লাভের উপায় না দেখিয়া বলিলেন, "বেশ, তুমিও ভিতরে গিয়া ঐ ব্রাহ্মণ দুইটীর নিকটে বোস। যৎকিঞ্চিৎ পাইবে।" ইহার পর আর একটু অপেক্ষা করিয়া মাতলি দেখা দিলেন এবং অন্নভিক্ষা করিলেন। তিনিও পূর্ব্ববৎ উত্তর পাইলেন—"অন্ন নাই।" কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সপ্তম গাথা বলিলেন :—

৭। অন্ন আছে, তবু কেহ রত সদা দানে ;
বহু আছে, তবু কেহ দিতে নাহি জানে।
ধর্ম্মপথে চরি করে অল্পমাত্র দান,
তাহাও নিশ্চয় দান সহস্র প্রমাণ।

শ্রেষ্ঠীকে এবারও বলিতে হইল, "তবে ভিতরে গিয়া বোস।" ইহার একটু পরে পঞ্চশিখ আসিয়া অন্ন চাহিলেন এবং পূর্ব্ববৎ "অন্ন নাই" এই উত্তর পাইলেন। কিন্তু পঞ্চশিখ বলিলেন, "কত যায়গাতেই ঘুরিয়াছি। এই বাড়ীতে, বোধ হয়, ব্রাহ্মণভোজন হইবে।" অনন্তর ধর্ম্মকথা আরম্ভ করিয়া তিনি অষ্টম গাথা বলিলেন :—

৮। গৃহে যদি দারাসুত পোষণের তরে
উঞ্ছবৃত্তি করে, তবু ধর্ম্মপথে চরে,—
করুক এ হেন জন অল্পমাত্র দান ;
কণামাত্র ফল তার কভু নাহি পান
সম্পাদি সহস্র-যজ্ঞ লক্ষধনেশ্বর ;
ধার্ম্মিক জনের দান এত মহত্তর।

পঞ্চশিখের কথায় শ্রেষ্ঠীর প্রণিধান জন্মিল। তিনি, ধনীর দান অকিঞ্চিৎকর কেন, ইহ জিজ্ঞাসা করিবার জন্য নবম গাথা বলিলেন :—

৯। মহাযজ্ঞ বহুব্যয়ে করে ধনিগণ ;
স্বল্প-দান তুল্য নয় ইহা কি কারণ ?
বলিলে যে ধার্ম্মিকের অল্পমাত্র দান,
কণামাত্র ফল তার কভু নাহি পান
সম্পাদি সহস্র যজ্ঞ লক্ষধনপতি,
খুলিয়া আমায় তার বলহ যুকতি।

এই প্রশ্নের উত্তরে পঞ্চশিখ অবশিষ্ট গাথাটী বলিলেন :—

১০। কুপথে চলিয়া করে অর্থ আহরণ,
বধে প্রাণে, দেয় ক্লেশ, করে উৎপীড়ন ;—
দান করে বটে এরা, কিন্তু অনিচ্ছায়,
সাশ্রুমুখে,—যেন দিতে বুক ফেটে যায়।
তাই বলি ধার্ম্মিকের অল্পমাত্র দান—
কণামাত্র ফল তার কভু নাহি পান
সম্পাদি সহস্র যজ্ঞ লক্ষধনপতি।
বলিনু খুলিয়া আমি ইহার যুকতি।

পঞ্চশিখের মুখে ধর্ম্মকথা শুনিয়া শ্রেষ্ঠী বলিলেন, "যাও, তুমিও ভিতরে গিয়া বোস। যৎকিঞ্চিৎ পাইবে।" তখন পঞ্চশিখও গিয়া শক্রাদির নিকটে উপবেশন করিলেন। বিড়ালী-কৌশিকশ্রেষ্ঠী দাসীকে বলিলেন, "এই ব্রাহ্মণদিগকে এক এক নালি আগ্‌রা ধান * দাও।" সে ধান আনিয়া ব্রাহ্মণদিগের নিকটে গিয়া বলিল, "ইহা লইয়া যেরূপে পার পাক করাইয়া খাও।" ব্রাহ্মণবেশী দেবগণ বলিলেন, 'আমরা আগ্‌রা ধান স্পর্শ করি না।" দাসী শ্রেষ্ঠীকে বলিল, "আর্য্য, ইহারা নাকি ধান ছোঁয় না।" "তবে ইহাদিগকে কিছু চাউল দাও।" দাসী চাউল লইয়া ব্রাহ্মণদিগকে বলিল, "এই চাউল লও।" "আমরা আমান্ন লইব না।" দাসী শ্রেষ্ঠীকে বলিল, "ইহারা আমান্ন লইবে না।" "তবে গরুর জন্য যে ভাত আছে, তাহাই কিছু শরায় বাড়িয়া দাও।" দাসী, গরুর জন্য যে ভাত বাড়া ছিল, তাহাই শরায় বাড়িয়া আনিয়া দিল। ব্রাহ্মণ পাঁচটী উহা হইতে এক এক গ্রাস মুখে ফেলিলেন, কিন্তু না গিলিয়া গলদেশে আবদ্ধ করিলেন এবং চক্ষু উল্টাইয়া, নিঃসংজ্ঞ হইয়া মৃতবৎ শুইয়া পড়িলেন। দাসী ভাবিল, হয়ত মরিয়া গিয়াছে; সে ভয় পাইয়া শ্রেষ্ঠীকে জানাইল, "আর্য্য, সেই বামুনগুলা গরুর ভাত গিলিতে না পারিয়া মরিয়া গিয়াছে।" শ্রেষ্ঠী ভাবিলেন, 'এখন লোকে আমার তিরস্কার করিবে—বলিবে পাপিষ্ঠ সুকুমার ব্রাহ্মণদিগকে গোভক্ত দেওয়াইয়াছিল; তাহারা উহা গিলিতে না পারিয়া মারা গিয়াছে।' তিনি দাসীকে বলিলেন, "যাও, ওদের পাত্রগুলা হইতে গোভক্ত ফেলিয়া দিয়া সুস্বাদ শালিভক্ত বাড়িয়া রাখ।" দাসী তাহাই করিল। রাস্তা দিয়া যে সকল লোক যাইতেছিল, শ্রেষ্ঠী তাহাদিগকে ডাকিলেন এবং যখন অনেক লোক সমবেত হইল, তখন বলিলেন, "দেখ, আমি যেমন খাই, এই ব্রাহ্মণদিগকেও সেইরূপ অন্ন দেওয়াইয়াছিলাম; ইহারা লোভবশতঃ বড় বড় গ্রাস মুখে দিয়াছিল, তাহা গলায় ঠেকিয়াছে, কাজেই ইহারা মারা গিয়াছে; তোমরা জানিয়া রাখ, ইহাতে আমার কোন দোষ নাই।" বহু লোক সমবেত হইয়াছে দেখিয়া ব্রাহ্মণেরা উঠিলেন এবং তাহাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, স্ব স্ব মুখে যে অন্ন পুরিয়াছিলেন তাহা উত্তোলন-পূর্ব্বক দেখাইয়া বলিলেন, "এই শ্রেষ্ঠী কেমন মিথ্যাবাদী, তোমরা প্রত্যক্ষ কর। এ বলিতেছে, নিজে যে অন্ন খায়, আমাদিগকেও তাহাই দেওয়াইয়াছিল; তাহা সত্য নহে। এ প্রথমে আমা-দিগকে গোভক্ত দেওয়াইয়াছিল, তাহা খাইতে গিয়া আমরা মৃতবৎ অচেতন হইয়াছিলাম বলিয়া শেষে এই অন্ন পরিবেষণ করাইয়াছে।" তখন সেই সমবেত সমস্ত লোকে শ্রেষ্ঠীকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিল। তাহারা বলিল, "তুমি অতি অন্ধ ও অজ্ঞ; তুমি নিজের কুলধর্ম্ম নষ্ট করিয়াছ; দানশালা দগ্ধ করাইয়াছ; যাচকদিগকে গলাধাক্কা দিতে দিতে তাড়াইয়াছ, এখন এই সুকুমার ব্রাহ্মণদিগকে অন্ন দিবার কালে গোভক্ত দেওয়াইয়াছিলে। তুমি, দেখিতেছি, পরলোকে প্রস্থান করিবার সময়, নিজের গৃহে যে বিভব আছে, তাহা গলায় বান্ধিয়া লইয়া যাইবে!" তখন শক্র সেই লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা জান কি, এই বাড়ীতে যে ধন আছে তাহা কাহার উপার্জ্জন?" "না মহাশয়।" "তোমরা শুনিয়া থাকিবে, অমুক সময়ে এই বাড়ীতে এক বারাণসী-শ্রেষ্ঠী দানশালা নির্ম্মাণপূর্ব্বক মহাদানে ব্রতী হইয়াছিলেন।" "হাঁ, আমরা একথা শুনিয়াছি।" "আমিই সেই শ্রেষ্ঠী। সেই দানের ফলে আমি দেবরাজ শক্ররূপে

* "পলাপগ্রাহী"—ধান ঝাড়িয়া লইবার পর বিচালির সহিত যে অপুষ্টধান ও 'চিটা' থাকে।

জন্মান্তর লাভ করিয়াছি। আমার পুত্রও কুলপ্রথা রক্ষা করিয়া দেবপুত্র চন্দ্ররূপে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং তাঁহার পর ক্রমান্বয়ে পৌত্র সূর্য্য, প্রপৌত্র মাতলি এবং বৃদ্ধপ্রপৌত্র পঞ্চশিখ-রূপে দেবলোকে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে ইনি চন্দ্র, ইনি সূর্য্য, ইনি মাতলি সারথি এবং ইনি এই পাপিষ্ঠের পিতা গন্ধর্ব্বপুত্র পঞ্চশিখ। অতএব দেখিলে, দানের কত গুণ। এই জন্যই পণ্ডিতেরা কুশলানুষ্ঠানার্থ দানব্রতী হন।" এইরূপ বলিতে বলিতে, সেই জনসঙ্ঘের সংশয়চ্ছেদনার্থ দেবগণ আকাশে উত্থিত হইয়া মহাপ্রাসাদের বড় অঙ্গনে বেষ্টিত হইয়া সেখানে অবস্থিত হইলেন, তাঁহাদের উজ্জ্বল শরীরের প্রভায় সমস্ত নগর উদ্ভাসিত হইল। শক্র সমস্ত লোককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আমরা এই কুলাপসদ, কুলধর্ম্ম-নাশক পাপিষ্ঠ বিড়ালীকৌশিকের জন্যই আমাদের দিব্যসম্পত্তি পরিহারপূর্ব্বক এখানে আগমন করিয়াছি। এই পাপাত্মা নিজের কুলধর্ম্ম নষ্ট করিয়া দানশালা পোড়াইয়া ফেলিয়াছে, যাচকদিগকে অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া নিষ্কাশিত করাইয়াছে, আমাদের বংশের রীতি লঙ্ঘন করিয়াছে। অদানশীলতা-বশতঃ এ নরকে গমন করিবে। ইহার প্রতি অনুকম্পা করিবার উদ্দেশ্যে আমরা আসিয়াছি।" ইহা বলিয়া তিনি দানের মাহাত্ম্য কীর্ত্তনপূর্ব্বক সেই সমস্ত লোককে ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা দিলেন। বিড়ালীকৌশিক কৃতাঞ্জলিপুটে প্রতিজ্ঞা করিল, "দেবরাজ, আমিও এখন হইতে প্রাচীন কুলপদ্ধতির মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া দানে ব্রতী হইব; অদ্য হইতে অন্য দ্রব্যের কথা দূরে থাকুক, জল ও খড়কে কাটিটা পর্য্যন্ত, যাহা পাইবে তাহা পরকে না দিয়া ভোগ করিব না।" শক্র তাঁহাকে এইরূপে বিনীত ও প্রতিশ্রুত দেখিয়া শীলে প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন এবং দেবপুত্র-চতুষ্টয়ের সহিত স্বস্থানে চলিয়া গেলেন। সেই শ্রেষ্ঠীও যাবজ্জীবন দানে রত থাকিয়া দেহান্তে ত্রয়স্ত্রিংশভবনে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইলেন।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, এই ভিক্ষু পূর্ব্বে অশ্রদ্ধ ছিল, কাহাকেও কিছু দিত না, আমি ইহাকে বিনীত করিয়া দানফল বুঝাইয়া দিয়াছিলাম, এ জন্মান্তর লাভ করিয়াও চিত্তের সেই প্রসন্ন ভাব পরিহার করিতে পারে নাই।"

সমবধান—তখন এই দানশীল ভিক্ষু ছিল সেই শ্রেষ্ঠী, সারিপুত্র ছিলেন চন্দ্র, মৌদ্গল্যায়ন ছিলেন সূর্য্য, কাশ্যপ ছিলেন মাতলি, আনন্দ ছিলেন পঞ্চশিখ এবং আমি ছিলাম শক্র।]

৪৫১—চক্রবাক-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এক লোভী ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি চীবরাদিতে সন্তোষ লাভ করিতে পারিতেন না; কোথায় ভিক্ষুদের জন্য আহারের ব্যবস্থা হইয়াছে, কোথায় নিমন্ত্রণ আছে, কেবল ইহাই খুঁজিয়া বেড়াইতেন, এবং ভোজনের কথায় আনন্দে উৎফুল্ল হইতেন। কতিপয় হিতৈষী ভিক্ষু তাঁহার প্রতি অনুকম্পাপরবশ হইয়া শাস্তাকে এই কথা জানাইলেন। শাস্তা তাঁহাকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসিলেন, "কিহে ভিক্ষু, তুমি কি প্রকৃতই লোভী?" তিনি নিজের দোষ স্বীকার করিলে শাস্তা বলিলেন, "এতাদৃশ নির্বাণপ্রদ শাসনে প্রব্রজ্যা লাভ করিয়াও তুমি কেন লোভী হইলে? লোভ পাপকর

পূর্ব্বেও তুমি লোভবশে বারাণসী নগরের হস্ত্যাদির শবে তৃপ্তি লাভ করিতে অসমর্থ হইয়া মহারণ্যে প্রবেশ করিয়াছিলে।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে এক লোভী কাক সমস্ত বারাণসী নগরের হস্ত্যাদির শবেও তৃপ্তিলাভ করিতে না পারিয়া, বনভূমি কীদৃশ, ইহা দেখিবার জন্য বনে গিয়াছিল। কিন্তু সেখানে যে বন্য ফল পাইত তাহাতেও অসন্তুষ্ট হইয়া সে গঙ্গাতীরে গমন করিয়াছিল। এই স্থানে এক চক্রবাকদম্পতী দেখিয়া সে ভাবিল, 'এই পাখীরা অতি সুন্দর, ইহাতে বোধ হয় ইহারা গঙ্গাতীরে বহু মাংস খাইতে পায়। অতএব, ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া, ইহারা যে খাদ্য খায়, আমিও তাহা খাইব, তাহা করিলে ইহাদের ন্যায় আমার শরীরের বর্ণও, বোধ হয়, নয়নাভিরাম হইবে।' ইহা স্থির করিয়া সে চক্রবাক-মিথুনের অদূরে বসিয়া দুইটী গাথা দ্বারা চক্রবাককে প্রশ্ন করিল :—

১। উজ্জ্বললোহিতবর্ণ, স্থূলকলেবর
চক্রবাক তুমি বড় দেখিতে সুন্দর।
সুপ্রসন্ন মুখেন্দ্রিয় নিরখি তোমার
মনে হয় আছ তুমি সুখেতে অপার।
২। গঙ্গাতীরে বসি তুমি খাও অবিরত
পাবুষ, পাঠীন, মুঞ্জ, বালুক, * রোহিত,
আর(ও) নানাবিধ মৎস্য, নতুবা এমন
দেহের সৌষ্ঠব তব হয় কি কারণ ?

চক্রবাক তৃতীয় গাথায় ইহার প্রতিবাদ করিল :—

৩। বনজ, জলজ কিংবা কোন রূপ প্রাণী
ধরিয়া কখন(ও), ভাই, খাই না ক আমি।
খাই না শৈবল ছাড়া অন্য দ্রব্য কোন,
ইহাতেই হয় মোর পর্য্যাপ্ত ভোজন।

তখন কাক দুইটী গাথা বলিল :—

৪। চক্রবাক শুধু করে শৈবল ভোজন,
বিশ্বাস করিতে ইহা পারি না কখন।
গ্রামে থাকি, সেখানে অভাব কিছু নাই,
তৈল-লবণেতে পক্ব অন্ন আমি খাই,
৫। লোকে নিজ ভোগতরে, শুন চক্রবাক,
মাংসসহ শুদ্ধভাবে করে যাহা পাক।
তথাপি দেহের বর্ণ তোমার মতন
হইল না কেন এর না বুঝি কারণ।

---

* পাঠীন=বোয়াল মাছ। পাবুষ কালবাউষ কিনা বলিতে পারি না। মুঞ্জ ও বালুক কি তাহা নির্ণয় করিতে পারি নাই। 'বালুক' বোধ হয়, বেলে মাছ।

ইহার শুনিয়া চক্রবাক কাকের হীনবর্ণতার কারণ বুঝাইবার এবং তাহাকে ধর্ম্মোপদেশ দিবার জন্য অবশিষ্ট গাথাগুলি বলিল :—

৬। "শক্র তুমি সকলের জান ইহা মনে,
সদা রত মানুষের অনিষ্ট-সাধনে,
অতএব ডরে ভয়ে করহ ভোজন,
এমন হইল তব বর্ণ সে কারণ।

৭। পাপ কর্ম্মে কাক তুমি সদা আছ রত,
হয়েছে বিরোধী তব জীব আছে যত,
নর খাদ্যে তৃপ্তি তব হয় না কখন,
এমন হইল তব বর্ণ সে কারণ।

৮। আমি কিন্তু, দেখ, ভাই, ভোজনকারণ
প্রাণিহিংসা-পাপে রত হই না কখন।
উদ্‌বেগ, আশঙ্কা, শোক তাই মোর নাই,
স্বচ্ছন্দে, অকুতোভয়ে সর্ব্বদা বেড়াই

৯। কর চেষ্টা—দুঃশীলতা কর পরিহার,
সর্ব্বভূতে সদা কর মিত্র-ব্যবহার,
ভালবাসা পাবে তবে সকলের ঠাঁই,
ভালবাসা সকলের আমি যথা পাই।

১০। [illegible]
নিজে বা অন্যের দ্বারা পরস্ব না হরে,
সর্ব্বভূতে মৈত্রী-ভাব সদা মনে যার
কখন(ও) কেহই শক্র হয় না তাহার।

অতএব যদি লোকপ্রিয় হইতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে সর্ব্ববিধ বৈরভাব ছাড়।" চক্রবাক কাককে এইরূপে ধর্ম্মকথা শুনাইল। কাক বলিল, "তোমার আর নিজের খাবার কথা আমাকে বলিয়া কাজ নাই।" অনন্তর সে কা কা রব করিতে করিতে উড়িয়া বারাণসীর এক মলস্তূপে গিয়া উপস্থিত হইল।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই লোল ভিক্ষু অনাগামি-ফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—তখন এই লোল ভিক্ষু ছিল সেই কাক, রাহুলমাতা ছিলেন সেই চক্রবাকী, এবং আমি ছিলাম সেই চক্রবাক।]

☞ এই জাতকের সহিত তৃতীয় খণ্ডের চক্রবাক-জাতক (৪৩৪) তুলনীয়।

৪৫২—ভূরিপ্রশ্ন-জাতক।

এই ভূরিপ্রশ্ন জাতক মহাউন্মার্গ-জাতকে (৫৪৬) প্রদত্ত হইবে।

৪৫৩—মহামঙ্গল-জাতক।

শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে মহামঙ্গলসূত্র উপলক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। * একদা রাজগৃহ নগরের সংস্থাগারে † কোন কারণে বহু লোক সমবেত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে এক জন, 'আজ আমাকে মঙ্গল-ক্রিয়া ‡ করিতে হইবে' বলিয়া উঠিয়া গেল। আর এক ব্যক্তি তাহার কথা শুনিয়া বলিল, "লোকটা 'মঙ্গল' শব্দ উচ্চারণ করিয়া গেল, মঙ্গল বলিলে কি বুঝায়?" ইহার উত্তরে অপর এক ব্যক্তি বলিল, "শুভশংসী পদার্থের দর্শনই মঙ্গল। কেহ কেহ প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করিয়া সর্ব্বশ্বেত বৃষ, গর্ভিণী স্ত্রী, রোহিত মৎস্য পূর্ণঘট, সদ্যো-জাত গব্যঘৃত, অচ্ছিন্ন বস্ত্র, বা পায়স দেখিলে শুভফল পায়। এ সকল অপেক্ষা শুভশংসী নিমিত্ত আর নাই।" ইহা শুনিয়া কেহ কেহ "বেশ বলিয়াছে" বলিয়া তাহাকে সাধুকার দিল। আর এক ব্যক্তি বলিল, "এ গুলি সুনিমিত্ত নহে; যাহা শুনা যায় তাহাতেই শুভাশুভ বুঝিতে পারা যায়। কেহ শুনিতে পাইল এক ব্যক্তি 'পূর্ণ' বা 'বাড়িয়াছে' বা 'বৃদ্ধি পাইতেছে' বা 'ভোজন কর' বা 'খাও' বলিল, ইহা অপেক্ষা শুভতর কোন নিমিত্ত হইতে পারে না।" ইহা শুনিয়া আর এক দলে "বেশ বলিয়াছে" বলিয়া তাহারও প্রশংসা করিল। তখন তৃতীয় এক ব্যক্তি বলিল, "এ সব শুভশংসী নহে। স্পর্শই প্রকৃত মঙ্গল নির্দ্দেশ করে। কেহ প্রত্যূষে নিদ্রা ত্যাগ করিয়া ভূমি, হরিদ্বর্ণ তৃণ, টাট্‌কা গোময়, পরিশুদ্ধ বস্ত্র, রোহিত মৎস্য, সুবর্ণ, রজত, বা ভোজ্য দ্রব্য স্পর্শ করিলে শুভফল পায়। ইহা অপেক্ষা অধিক মঙ্গলজনক কোন নিমিত্ত নাই।" "বেশ বলিয়াছে" বলিয়া অনেকে ইহারও প্রশংসা করিল। এইরূপে উপস্থিত লোকসকল দৃষ্ট-মাঙ্গলিক, শ্রুত-মাঙ্গলিক ও মৃষ্ট-মাঙ্গলিক, এই তিন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পরস্পরের সংশয়-নিরাকরণে প্রবৃত্ত হইল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। ভূমিদেবতা হইতে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত কেহই, কোন্‌টী যে প্রকৃত মঙ্গল, তাহা বস্তুতঃ বলিতে পারিলেন না। তখন শক্র ভাবিলেন, 'দেবতা ও মনুষ্যদিগের মধ্যে এক ভগবান্ ছাড়া, বোধ হয়, আর কেহই এই মঙ্গল-প্রশ্নের মীমাংসা করিতে পারিবেন না। অতএব তাঁহার নিকটে গিয়াই জিজ্ঞাসা করা যাউক।' এই সংকল্প করিয়া তিনি রাত্রিকালে শাস্তার নিকটে উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে 'বহু দেবা মনুস্সা চ' ইত্যাদি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন শাস্তা দ্বাদশটী গাথায় তাঁহাকে অষ্টত্রিংশ মহামঙ্গল বুঝাইয়া দিলেন। তিনি যেমন মঙ্গল-সূত্র ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন, অমনি সহস্র কোটি দেবতা অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইলেন, যাহারা স্রোতাপন্নাদি হইল, তাহাদের সংখ্যাও গণনা পথের অতীত। শক্র মঙ্গলসূত্র শুনিয়া স্বস্থানে প্রতিগমন করিলেন। শাস্তা মঙ্গলসূত্র বলিলে দেবতা মনুষ্য, সকলেই 'অতি উত্তম বলিয়াছেন' বলিয়া সাধুকার দিতে লাগিলেন। ভিক্ষুরা তখন ধর্ম্মসভায় তথাগতের গুণকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "দেখিলে, ভাই, তথাগতের মহাপ্রজ্ঞা। যাহা অন্যের বুদ্ধির অগোচর, তিনি সেই মঙ্গলপ্রশ্ন, দেবতা ও মনুষ্য, সকলের সংশয়চ্ছেদপূর্ব্বক এবং সকলের চিত্ত এক করিয়া এমন ভাবে ব্যাখ্যা করিলেন, যেন গগনতলে চন্দ্র উত্থাপন করিলেন।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন "আমি ইদানীং সম্বোধি প্রাপ্ত হইয়া মঙ্গল-প্রশ্নের উত্তর দিলাম, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; যখন আমি বোধিসত্ত্বরূপে বিচরণ করিতেছিলাম, তখনও দেবতা ও মনুষ্যের সংশয় নিরাকরণপূর্ব্বক ইহার সদুত্তর দিয়াছিলাম।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

---

* ইহা সূত্রপিটকের একটী সূত্রের নাম। 'মঙ্গল' শব্দটী সুনিমিত্ত এই অর্থে, ব্যবহৃত। হিন্দুদের মধ্যেও নিমিত্ত-সম্বন্ধে এই রূপ বিশ্বাস দেখা যায়। বামে শব, শিবা, কুম্ভ, দক্ষিণে গো, মৃগ, দ্বিজ; সম্মুখে উত্তমা স্ত্রী, দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খ ইত্যাদি সুনিমিত্ত বলিয়া পরিগণিত।

† সংস্থাগার—ইহাকে বর্ত্তমান সময়ের town hall মনে করা যাইতে পারে।

মঙ্গল-ক্রিয়া, বোধ হয়, স্বস্ত্যয়ন।

পুরাকালে বোধিসত্ত্ব এক নিগমগ্রামে কোন বিভবশালী ব্রাহ্মণকুলে জন্মান্তর গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম হইয়াছিল রক্ষিত কুমার। তিনি বয়ঃপ্রাপ্তির পর তক্ষশিলায় গিয়া বিদ্যা শিক্ষা করেন এবং তদনন্তর দারপরিগ্রহ করেন। ইহার পর, যখন তাঁহার মাতাপিতার মৃত্যু হইল, তখন সঞ্চিত ধনবস্তু দেখিয়া তাঁহার মনে বৈরাগ্য সঞ্চার হইল, তিনি মহাদানে প্রবৃত্ত হইলেন এবং ধনশেষ হইলে বিষয়বাসনা পরিহারপূর্ব্বক হিমালয়ে গিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। সেখানে তিনি ধ্যানাভিজ্ঞা লাভ করিলেন এবং বন্য ফলমূল আহার করিয়া একটী আশ্রমে বাস করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার অনুচরের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল—পঞ্চশত শিষ্য তাঁহাকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিলেন।

একদিন এই সমস্ত তপস্বী বোধিসত্ত্বের নিকটে গিয়া বলিলেন, "আচার্য্য, বর্ষাকাল আসিল; চলুন, আমরা হিমালয় হইতে অবতরণ করি এবং লবণ ও অম্লসেবনার্থ জনপদে গিয়া ভিক্ষাচর্য্যা করি। ইহা করিলে আমাদের দেহ সবল হইবে, জঙ্ঘাবিহারও * সম্পাদিত হইবে। বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "যদি ইচ্ছা হয়, তবে তোমরাই যাও; আমি এখানেই থাকিব।" তখন শিষ্যেরা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া হিমালয় হইতে অবতরণ করিলেন এবং ভিক্ষাচর্য্যা করিতে করিতে বারাণসীতে উপস্থিত হইয়া রাজোদ্যানে বাস করিতে লাগিলেন। সেখানে লোকে মহাসম্মানের সহিত তাঁহাদিগের আদর অভ্যর্থনা করিল।

অনন্তর একদিন বারাণসীর সংস্থাগারে সমবেত বহুলোকের মধ্যে মঙ্গল-প্রশ্ন লইয়া আলোচনা আরম্ভ হইল। [অতঃপর প্রত্যুৎপন্নবস্তুতে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, সেই ভাবে সমস্ত বুঝিতে হইবে]। সেখানে লোকের সংশয়চ্ছেদনপূর্ব্বক মঙ্গল-প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে এমন কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া সেই সমস্ত লোক উদ্যানে গিয়া ঋষিদিগকে ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল। ঋষিরা রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'মহারাজ, আমরা ইহার উত্তর দিতে পারির না; আমাদের আচার্য্য রক্ষিত তাপস মহাপ্রাজ্ঞ; তিনি হিমালয়ে বাস করেন। তিনি দেবতা, মনুষ্য সকলের চিত্ত গ্রহণপূর্ব্বক এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে পারেন। রাজা বলিলেন, "ভদন্তগণ, হিমালয় অতি দূরস্থ ও দুর্গম। আমি সেখানে যাইতে পারিব না। আপনারা দয়া করিয়া আচার্য্যের নিকট গমন করুন এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া ও প্রশ্নের উত্তর শুনিয়া এখানে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক আমায় বলুন।" ঋষিরা "যে আজ্ঞা, মহারাজ" বলিয়া এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তাঁহারা আচার্য্যের নিকটে ফিরিয়া গেলেন, এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কুশল জিজ্ঞাসিলেন। আচার্য্যও তাঁহাদিগকে, 'রাজা ধার্ম্মিক কি না,' 'জনপদে লোকের চরিত্র কেমন দেখিলে' ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা যথাযথ উত্তর দিয়া তাঁহার নিকট দৃষ্টমাঙ্গলিকাদি প্রশ্নের উৎপত্তি আনুপূর্ব্বিক নিবেদন করিলেন এবং তাঁহারা যে রাজার অনুরোধে স্বকর্ণে উত্তর শুনিবার জন্য আসিয়াছেন, ইহা জানাইলেন। অনন্তর তাঁহারা বলিলেন, "ভদন্ত, অনুগ্রহপূর্ব্বক এই মঙ্গল-প্রশ্নের উত্তর

* পদব্রজে তীর্থযাত্রা।

বিশদ করিয়া আমাদিগকে বুঝাইয়া দিন।" এই প্রার্থনা করিবার কালে জ্যেষ্ঠান্তেবাসী নিম্নলিখিত প্রথম গাথা বলিলেন :—

১। স্বস্ত্যয়ন-কালে লোকে কোন্ বেদ, কোন্ মন্ত্র
শিখি, তাহা জপি কি প্রথায়,
ইহামুত্র সুরক্ষিত হইবে, শুনিতে তাই
আসিয়াছি আমরা হেথায়।

জ্যেষ্ঠান্তেবাসী এই রূপে মঙ্গল-প্রশ্ন করিলে মহাসত্ত্ব দেবতা ও মনুষ্যদিগের সংশয়াপনোদনপূর্ব্বক, "ইহার নাম মঙ্গল," "ইহার নাম মঙ্গল" এইরূপে বুদ্ধলীলায় মঙ্গলপ্রশ্নের উত্তর দিলেন :—

২। দেবগণে, পিতৃগণে * সরীসৃপ-আদি জীবে
মৈত্রীগুণে তোষে যেই জন,
লভে সে সবার প্রীতি, এতেই সম্পন্ন হয়,
বলে যারে ভূত-স্বস্ত্যয়ন।

মহাসত্ত্ব উক্তরূপে প্রথম মঙ্গল বলিয়া দ্বিতীয়াদি ব্যাখ্যা করিবার জন্য এই গাথাগুলি বলিলেন :—

৩। নর, নারী দারা, সুত পরিতুষ্ট সর্ব্বভূত
সবিনয় ব্যবহারে যার,
অপ্রিয়বাদীরে তোষে সতত যে মিষ্ট ভাষে,
মুখেতে যেন সুধা-অবতার,
ইহলোকে, পরলোকে সর্ব্বত্র হইবে সেই
সর্ব্ববিধ মঙ্গল-ভাজন,
নাহি তার শত্রু ভয়, এতেই সম্পন্ন তার
'অধিবাস' নামে স্বস্ত্যয়ন।

৪। বিদ্যাবলে, কুলমানে, জাতিতে, অথবা ধনে
বড় আমি, এই আস্ফালনে,
অপমান সহায়ের † নাহি করে কোন কালে,
সহায়কে আত্মবৎ জানে,
সাধু, প্রাজ্ঞ, মতিমান্, কার্য্যাকার্য্য বিচারণ
অনায়াসে করে যেই জন,
সহায়ের প্রিয় সেই, এতেই সম্পন্ন তার
হয় সহায়ক-স্বস্ত্যয়ন।

৫। মিত্রতা সাধুর সনে, বিসংবাদ নাহি জানে,
মিত্র যার বিশ্বাসভাজন;
মিত্রে করে ধনভাগী, এমন যে আত্মত্যাগী
হয় তার মিত্র-স্বস্ত্যয়ন।

* টীকাকার পিতৃগণের অর্থ করিয়াছেন, দেবতাদিগের ঊর্দ্ধতন 'রূপাবচরারূপাবচর ব্রহ্মাণো'। কিন্তু ইহা সাধারণ অর্থে গ্রহণ করিলেও দোষ হয় কি?

† টীকাকার সহায় শব্দের এইরূপ ব্যাখ্যা করেন:—"সহপংসুকীড়িতা সহায নাম" অর্থাৎ যাহাদের সঙ্গে ছেলেবেলা হইতে ধুলা খেলা করা হইয়াছে, তাহারা সহায়।

৬। ভার্য্যা যার তুল্যবয়া, থাকে সঙ্গে যেন ছায়া
ছন্দানুবর্ত্তিনী অনুক্ষণ,
ধাৰ্ম্মিকা, অবন্ধ্যা, সতী, কুলে, শীলে ধন্যা অতি,
হয় তার তাঁর স্বস্ত্যয়ন।

৭। ভূপতি প্রতাপশালী, অদ্বিতীয় যশে শীলে
বন্ধুভাবে যাহারে গ্রহণ
করেন অদ্বৈধচিত্তে, এতেই সম্পন্ন হয়
সে জনের রাজস্বস্ত্যয়ন।

৮। শ্রদ্ধাসহ অন্নপান যেই জন করে দান
মাল্য, গন্ধ আর বিলেপন
সুপ্রসন্ন চিতে সদা তুষি সকলের মন
হয় তার স্বর্গস্বস্ত্যয়ন।

৯। জ্ঞানবৃদ্ধ, বহুশ্রুত শীলবান্ ঋষিগণে
ভক্তিভরে করে যে অর্চ্চন,
তাঁহাদের কৃপাবলে আর্য্য ধর্ম্মে, শুদ্ধাচারে
পূত যার হইয়াছে মন,
সাধুসঙ্গপরায়ণ শ্রদ্ধাবান্ হেন জন
সম্পন্ন করেছে নিঃসংশয়
ইহামুত্র সুখতরে অরহৎ-স্বস্ত্যয়ন
পণ্ডিত জনেরা যারে কয়।

মহাসত্ত্ব এইরূপে আটটী গাথায় মঙ্গল-সম্বন্ধে উপদেশ দিতে দিতে অর্হত্ত্ব প্রদর্শন করিয়া তাহার চূড়ান্ত ব্যাখ্যা করিলেন এবং সকল মঙ্গলের মাহাত্ম্যকীর্ত্তনের জন্য অবশিষ্ট গাথাটী বলিলেন :—

১০। এই সব ইহলোকে স্বস্ত্যয়ন-সার,
পণ্ডিতে বাখানে নিত্য মহিমা যাহার।
বুদ্ধিমান্ এইরূপে করে স্বস্ত্যয়ন,
নিমিত্ত অসত্য, তাই নাহি প্রয়োজন।

ঋষিরা, প্রকৃতমঙ্গল কি তাহা অবগত হইয়া, সেখানে সাত আট দিন অতিবাহিত করিলেন এবং তদনন্তর আচার্য্যের অনুমতি লইয়া বারাণসীতে ফিরিয়া গেলেন। রাজা তাঁহাদের নিকটে গিয়া সেই প্রশ্ন আবার জিজ্ঞাসা করিলেন। আচার্য্য যেরূপ বলিয়াছিলেন, ঋষিরা সেইরূপে রাজাকে মঙ্গল-প্রশ্নের উত্তর দিলেন এবং হিমালয়ে প্রতিগমন করিলেন। তদবধি প্রকৃত মঙ্গল কি, লোকে তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিল। সকলে প্রকৃত মঙ্গলের অনুষ্ঠান করিয়া মৃত্যুর পর স্বর্গলোক পূর্ণ করিতে লাগিল। বোধিসত্ত্ব ব্রহ্মবিহারসমূহ ধ্যান করিতে করিতে ঋষিগণসহ ব্রহ্মলোকে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইলেন।

[ধর্মদেশন করিয়া শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, আমি পূর্ব্বেও এইরূপে মঙ্গল-প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলাম।"

সমবধান—তখন বুদ্ধশিষ্যেরা ছিলেন সেই ঋষিগণ, সারিপুত্র ছিলেন সেই জ্যেষ্ঠান্তেবাসী, যিনি মঙ্গল-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এবং আমি ছিলাম সেই আচার্য্য।]

৪৫৪—ঘট-জাতক

[কোন উপাসকের পুত্রবিয়োগ উপলক্ষ্য করিয়া শাস্তা জেতবনে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্ন বস্তু মট্ঠকুণ্ডলি-জাতকে (৪৪৯) বিবৃত হইয়াছে। শাস্তা সেই উপাসককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে, তুমি কি পুত্রশোকে নিতান্ত অধীর হইয়াছ?' সে উত্তর দিল, "হাঁ ভদন্ত, আমি বড়ই কাতর হইয়াছি।" তচ্ছ্রবণে শাস্তা বলিলেন, "প্রাচীন সময়ে কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা পণ্ডিতদিগের উপদেশ শুনিয়া মৃত পুত্রের জন্য শোক করেন নাই।" অনন্তর উপাসকের প্রার্থনানুসারে তিনি সেই অতীত কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে উত্তরাপথে কংসভোগ-নামক দেশে মহাকংস রাজত্ব করিতেন। অসিতাঞ্জন-নামক নগর তাঁহার রাজধানী ছিল। তাঁহার কংস ও উপকংস নামক দুই পুত্র এবং দেবগর্ভা নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। দেবগর্ভা ভূমিষ্ঠ হইলে দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা গণিয়া বলিয়াছিলেন, "এই রমণীর গর্ভজাত পুত্র কংসরাজ্য ধ্বংস করিবে।" এই ভীষণ ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়াও মহাকংস অপত্যস্নেহবশতঃ ভগিনীর প্রাণনাশ করিতে পারিলেন না, তিনি ভাবিলেন, 'এ সম্বন্ধে যাহা কর্ত্তব্য তাহা ইহার সহোদরেরাই করিবে।'

কালক্রমে মহাকংস দেহত্যাগ করিলেন, এবং কংস রাজা ও উপকংস উপরাজ হইলেন। তাঁহারা বিবেচনা করিলেন, 'ভগিনীর প্রাণনাশ করিলে আমরা লোকসমাজে মুখ দেখাইতে পারিব না, অতএব ইহাকে পাত্রস্থা না করিয়া চিরকাল অবিবাহিতা রাখা যাউক। এইরূপ সতর্কতা অবলম্বন করিলে ইহা হইতে আমাদের কোন অনিষ্টের আশঙ্কা থাকিবে না।' ইহা স্থির করিয়া তাঁহারা একটী একস্তম্ভযুক্ত প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইলেন এবং অনুজাকে তাহার মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। নন্দগোপা-নাম্নী এক নারী তাঁহার পরিচারিকা নিযুক্ত হইল এবং তাহার স্বামী অন্ধকবিষ্ণু কারাগৃহের প্রহরীর কার্য্য করিতে লাগিল।

তৎকালে উত্তর মথুরায় * মহাসাগর নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার এক পুত্রের নাম সাগর এবং অপর পুত্রের নাম উপসাগর। যখন মহাসাগরের মৃত্যু হইল, তখন সাগর রাজপদ এবং উপসাগর ঔপরাজ্য গ্রহণ করিলেন। উপসাগরের সহিত উপকংসের সৌহার্দ্দ ছিল, কারণ তাঁহারা একই আচার্য্যের গৃহে এক সঙ্গে বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন। উপসাগর রাজকীয় অন্তঃপুরে কোন অবৈধ ব্যবহার করায় অগ্রজের কোপভাজন হইলেন এবং উত্তর মথুরা হইতে পলায়নপূর্ব্বক কংসভোগে গিয়া উপকংসের শরণ হইলেন। উপকংস তাঁহাকে কংসের সহিত পরিচিত করাইয়া দিলেন, কংসও তাঁহার যথেষ্ট আদর অভ্যর্থনা করিলেন।

---

* যমুনা-তটবর্ত্তী মথুরা। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর মদুরা নগরী দক্ষিণ মথুরা বলিয়া পরিগণিত।

একদা উপসাগর রাজদর্শনে যাইবার সময়ে দেবগর্ভার সেই একস্তম্ভযুক্ত প্রাসভবন দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ প্রাসাদ কাহার?" অতঃপর সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া তিনি দেবগর্ভার প্রতি আসক্তচিত্ত হইলেন। দেবগর্ভাও একদিন তাঁহাকে উপকংসের সহিত রাজদর্শনে যাইতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইনি কে?" এবং যখন নন্দগোপার মুখে জানিতে পারিলেন, তিনি মহাসাগরের পুত্র, তখন তাঁহার প্রতি অনুরক্তা হইলেন।

একদিন উপসাগর, নন্দগোপার হস্তে কিঞ্চিৎ উৎকোচ দিয়া বলিলেন, "ভগিনি, তুমি দেবগর্ভার সহিত আমার দেখা করাইয়া দিতে পার কি?" নন্দগোপা বলিল, "পারিব না কেন? সে কি আর কঠিন কাজ?" অনন্তর সে দেবগর্ভাকে এই কথা জানাইল। দেবগর্ভা স্বভাবতঃ উপসাগরের প্রতি অনুরক্তা হইয়াছিলেন; তিনি নন্দগোপার কথা শুনিয়া বলিলেন, "বেশ ত; তাঁহাকে লইয়া আসিস্।" তখন নন্দগোপা উপসাগরকে অভিজ্ঞান দান করিয়া রাত্রিকালে প্রাসাদের অভ্যন্তরে লইয়া গেল। তদবধি উপসাগর প্রতিরজনীতে দেবগর্ভার গৃহে বাস করিতে লাগিলেন।

কিয়দ্দিন পরে দেবগর্ভার গর্ভসঞ্চার হইল। যখন গর্ভলক্ষণসকল প্রকাশ পাইল, তখন কংস ও উপকংস, নন্দগোপার নিকট কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। নন্দগোপা অভয় প্রার্থনা করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত খুলিয়া বলিল। তাঁহারা ভাবিলেন, "ভগিনীর প্রাণনাশ অসম্ভব; এ যদি কন্যা প্রসব করে, তবে তাহাকেও বধ করিবার প্রয়োজন হইবে না; কিন্তু যদি পুত্র প্রসব করে, তবে তাহাকে বিনষ্ট করিতেই হইবে।" এই সঙ্কল্প করিয়া তাঁহারা উপসাগরের সহিত ভগিনীর বিবাহ দিলেন।

দেবগর্ভা যথাসময়ে পূর্ণগর্ভা হইয়া এক কন্যা প্রসব করিলেন। ইহাতে কংস ও উপকংস অতিমাত্র হৃষ্ট হইলেন এবং বালিকাটীর অঞ্জনাদেবী এই নাম রাখিলেন। অতঃপর তাঁহারা ভগিনী ও ভগিনীপতির গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য গোবর্দ্ধমান-নামক একখানি গ্রাম ভোগোত্তর দিলেন, উপসাগর পত্নী ও দুহিতার সহিত সেখানে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

কিছুদিন পরে দেবগর্ভা আবার গর্ভধারণ করিলেন। ঠিক সেই দিন নন্দগোপারও গর্ভসঞ্চার হইল এবং উভয়েই যথাকালে পরিণতগর্ভা হইয়া একই দিনে সন্তান প্রসব করিলেন। দেবগর্ভার হইল পুত্র এবং নন্দগোপার হইল কন্যা। ভ্রাতারা জানিতে পারিলে পুত্রটীর প্রাণনাশ করিবেন, এই আশঙ্কায় দেবগর্ভা গোপনে তাহাকে নন্দগোপার নিকট পাঠাইয়া দিলেন এবং তাহার কন্যাটীকে নিজের কাছে আনিয়া ভ্রাতাদিগের নিকট লোক পাঠাইলেন। তাঁহারা জিজ্ঞাসিলেন, "পুত্র হইয়াছে, না কন্যা হইয়াছে?" এবং যখন শুনিলেন কন্যা হইয়াছে, তখন বলিলেন, "বেশ হইয়াছে; যত্নসহকারে ইহার লালন পালন কর।"

ক্রমে দেবগর্ভার দশ পুত্র এবং নন্দগোপার দশ কন্যা জন্মিল। পুত্রগণ নন্দগোপা-কর্ত্তৃক ও কন্যাগণ দেবগর্ভা-কর্ত্তৃক পালিত হইতে লাগিল। দেবগর্ভা, নন্দগোপা এবং তাঁহাদের স্বামীরা ব্যতীত অন্য কেহই এ রহস্য জানিতে পারিল না। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম হইল বাসুদেব, দ্বিতীয় পুত্রের বলদেব, তৃতীয়ের চন্দ্রদেব, চতুর্থের সূর্য্যদেব, পঞ্চমের অগ্নিদেব, ষষ্ঠের বরুণদেব, সপ্তমের অর্জ্জুন, অষ্টমের প্রদ্যুম্ন (পর্জন্য?), নবমের ঘটপণ্ডিত

এবং দশমের অগ্রজ। লোকে তাহাদিগকে অন্ধকবিষ্ণুদাসের পুত্র বলিয়াই জানিত এবং তাহারা 'দাস দশভ্রেয়' নামে বিদিত ছিল।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে দশভ্রেয়েরা অতি বীর্য্যবান্, বলিষ্ঠ ও নিষ্ঠুর হইল এবং দস্যুবৃত্তি করিয়া বেড়াইতে লাগিল। রাজার জন্য যে সকল উপঢৌকন প্রেরিত হইত, তাহারা সেগুলিও লুণ্ঠন করিতে কুণ্ঠিত হইত না। তাহাদের উপদ্রবে জ্বালাতন হইয়া লোকে রাজাঙ্গনে গিয়া বলিত, "দোহাই মহারাজ, অন্ধকবিষ্ণু দাসের পুত্র দশভ্রেয়েরা দেশ ছারখার করিল।" রাজা অন্ধকবিষ্ণুকে ডাকাইয়া বলিলেন, "তুমি ছেলেদের দিয়া লুঠ করাইতেছ কেন? তাহাদিগকে দস্যুবৃত্তি ত্যাগ করিতে বল।" কিন্তু তাহারা দস্যুবৃত্তি ছাড়িল না, তাহাদের বিরুদ্ধে আরও দুই তিন বার অভিযোগ হইল, তখন রাজা অন্ধকবিষ্ণুকে দণ্ডের ভয় দেখাইলেন। অন্ধকবিষ্ণু মরণাশঙ্কায় রাজার নিকট অভয় প্রার্থনা করিয়া বলিল, "মহারাজ, ইহারা আমার পুত্র নহে, উপসাগরের পুত্র।" অনন্তর সে রাজাকে আমূল সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইল।

অন্ধকবিষ্ণুর কথায় কংস বড় ভীত হইলেন, এবং কি উপায়ে দশভ্রেয়দিগকে ধরা যাইতে পারে, অমাত্যদিগকে তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। অমাত্যেরা বলিলেন, "এই দুরাত্মারা মল্ল-যোদ্ধা। আপনি নগরে মল্লযুদ্ধের ব্যবস্থা করুন। তাহারা যুদ্ধমণ্ডলে আসিলেই আমরা তাহাদিগকে ধরিয়া নিহত করিব।" এই পরামর্শানুসারে কংস চাণূর ও মুষ্টিক * নামক দুই মল্লকে ডাকাইয়া আনিলেন এবং ভেরী বাজাইয়া নগরে ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, "সপ্তম দিনে মল্লযুদ্ধ হইবে।" অতঃপর রাজাঙ্গনে বৃতিবেষ্টিত যুদ্ধমণ্ডল প্রস্তুত ও সজ্জীকৃত হইল এবং যথাস্থানে জয়পতাকা বান্ধিয়া রাখা হইল।

মল্লযুদ্ধ দেখিবার জন্য সমস্ত নগরবাসী উদ্গ্রীব হইয়া উঠিল। তাহাদের উপবেশনার্থ চক্রের পর চক্রাকারে ক্রমোর্দ্ধভাবে আসনমঞ্চসমূহ প্রস্তুত হইল। চাণূর ও মুষ্টিক নির্দিষ্ট সময়ে যুদ্ধমণ্ডলে প্রবেশ করিয়া বুক ফুলাইয়া গর্জ্জন, লম্ফন ও বাহ্বাস্ফোটন আরম্ভ করিল। দশভ্রেয়েরাও যুদ্ধার্থে যাত্রা করিল। তাহারা আসিবার সময়ে রজকপল্লী † লুণ্ঠনপূর্ব্বক রঞ্জিত বস্ত্র পরিধান করিল, গন্ধবণিকদিগের নিকট হইতে গন্ধ, মালাকারদিগের নিকট হইতে মালা কাড়িয়া লইল এবং গন্ধানুলিপ্তদেহে মালা ধারণ করিয়া ও কর্ণে কর্ণপূর পরিয়া বুক ফুলাইয়া তর্জ্জন, গর্জ্জন, বাহ্বাস্ফোটন ও লম্ফ ঝম্ফ করিতে করিতে যুদ্ধমণ্ডলে দেখা দিল।

এই সময়ে চাণূর বাহ্বাস্ফোটন করিয়া বিচরণ করিতেছিল। তাহাকে দেখিয়া বলদেব স্থির করিলেন, "আমি এ লোকটাকে হাত দিয়া ছুঁইব না।" তিনি হস্তিশালা হইতে এক বৃহৎ যোত্র ‡ আনয়নপূর্ব্বক লম্ফন ও গর্জ্জন করিতে করিতে উহা দ্বারা চাণূরের উদর বান্ধিয়া ফেলিলেন এবং এই প্রান্ত করিয়া ধরিয়া উর্দ্ধে তুলিয়া মস্তকোপরি ঘূর্ণন করিতে করিতে এমন বেগে নিক্ষেপ করিলেন যে, সেই মহাকায় মল্ল মণ্ডলবৃতির বাহিরে গিয়া পড়িল।

* এই নামদ্বয় হরিবংশেও দেখা যায়। কৃষ্ণের নামান্তর 'চাণূরসূদন'।

† রজক—যাহারা বস্ত্র রঞ্জিত করে অর্থাৎ ছোপায়। ধোপাকে সংস্কৃত ভাষায় নির্ণেজক বলা হইত।

‡ যোত্র বা যোক্ত্র (শকটাদির পশুবন্ধনরজ্জুবিশেষ)।

চাণূর নিহত হইলে রাজা মুষ্টিককে যুদ্ধ করিতে আদেশ দিলেন। সেও আসন হইতে উত্থিত হইয়া লম্ফন, গর্জ্জন ও বাহ্বাস্ফোটন আরম্ভ করিল। তখন বলদেব এক আঘাতে তাহার চক্ষু দুইটী নষ্ট করিলেন এবং অস্থিগুলি চূর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সে বার বার বলিতে লাগিল, "আমি মল্ল নহি, আমি মল্ল নহি"; কিন্তু বলদেব বলিলেন, "তুমি মল্ল কি অমল্ল, তাহা আমার জানিবার প্রয়োজন নাই।" তিনি তাহার হাত দুইখানি বান্ধিলেন এবং তাহাকে এমন বেগে ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন যে, সেই আঘাতেই তাহার প্রাণবিয়োগ হইল। অনন্তর তিনি তাহারও মৃত দেহটা মণ্ডলবৃতির বাহিরে ফেলিয়া দিলেন।

প্রাণবিয়োগের সময়ে মুষ্টিক প্রার্থনা করিয়াছিল, "আমি যেন যক্ষ হইয়া আমার নিধন-কর্ত্তার মাংস খাইতে পারি।" তদনুসারে সে যক্ষযোনিতে জন্মলাভ করিয়া কালমাটি-নামক বনে বাস করিতে লাগিল।

বলদেবের কাণ্ড দেখিয়া কংস বলিয়া উঠিলেন, "দেখ কি? তোমরা এখনই দাস দশভ্রেদিগকে বন্ধন কর।" তখন বাসুদেব চক্রনিক্ষেপ করিয়া কংস ও উপকংসের শিরশ্ছেদ করিলেন তদ্দর্শনে সমবেত জনসংঘ অত্যন্ত ভীত হইল এবং "রক্ষা করুন, রক্ষা করুন" বলিয়া বাসুদেবের পায়ে পড়িল।

দশভ্রেরা মাতুলদ্বয়ের প্রাণবধ করিয়া অসিতাঞ্জন নগরে রাজত্ব গ্রহণ করিলেন, মাতাপিতাকে সেখানে লইয়া আসিলেন এবং সমস্ত জম্বুদ্বীপের আধিপত্যলাভার্থ দিগ্‌বিজয়ে নির্গত হইলেন। তাঁহারা কিয়দ্দিনের মধ্যে কালসেন রাজার অধিকারভুক্ত অযোধ্যা নগরী অবরোধ করিলেন, উহার চতুর্দ্দিকে যে গহন বন ছিল তাহা বিনষ্ট করিলেন এবং প্রাকার ভেদ-পূর্ব্বক রাজাকে বন্দী করিয়া এই রাজ্য আপনাদের করায়ত্ত করিলেন। অতঃপর তাঁহারা দ্বারাবতীর অভিমুখে ধাবিত হইলেন।

দ্বারাবতীর* একদিকে সমুদ্র, একদিকে পর্ব্বত। একটা যক্ষ না কি উহার রক্ষণাবেক্ষণ করিত। সে শত্রু আসিতেছে দেখিলে গর্দ্দভবেশ ধারণপূর্ব্বক বিকট রব করিত, অমনি সমস্ত পুরী যক্ষানুভাবে আকাশে উত্থিত হইয়া সমুদ্র-মধ্যবর্ত্তী এক দ্বীপে গিয়া আশ্রয় লইত এবং শত্রুগণ প্রস্থান করিলে পুনর্ব্বার স্বস্থানে আসিয়া প্রতিষ্ঠিত হইত। দশভ্রেরা যখন দ্বারাবতীর নিকটে উপস্থিত হইলেন, তখন যক্ষ তাহা জানিতে পারিয়া বিকট রব করিয়া উঠিল, পুরীও তৎক্ষণাৎ উড়ে উঠিয়া পূর্ব্বকথিত দ্বীপে চলিয়া গেল। তাঁহারা পুরী দেখিতে না পাইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলেন; তখন পুরী স্বস্থানে ফিরিয়া আসিল। দশভ্রেরা আবার সেখানে গেলেন; কিন্তু গর্দ্দভরূপী যক্ষ আবারও তাঁহাদের উদ্যম ব্যর্থ করিল।

দ্বারাবতীর অধিকারার্থ পুনঃ পুনঃ বিফলকাম হইয়া দশভ্রেরা অবশেষে কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের শরণ লইলেন। তাঁহারা ঋষিবরের চরণ বন্দনা করিয়া বলিলেন, "ভদন্ত, আমরা দ্বারাবতী

* মহাভারতে দেখা যায়, শাল্বনামক দৈত্যের রাজধানী সৌভ নগর বিমানচারী ছিল। শ্রীকৃষ্ণ শাল্বকে নিহত করিয়া ঐ নগর জয় করেন। রাজা হরিশ্চন্দ্রের কামচারী নগরের নামও সৌভ, খপুর, ধ্বজিমার্গক বা স্মাদ।

অধিকার করিতে অসমর্থ হইয়াছি। আপনি দয়া করিয়া ইহার একটা উপায় বলিয়া দিন।” কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বলিলেন, “দ্বারবতীর পরিখাপৃষ্ঠে অমুক স্থানে একটা গর্দ্দভ বিচরণ করে; সে শত্রু দেখিলেই ডাকিয়া উঠে; এবং তৎক্ষণাৎ সমস্ত পুরী ঊর্দ্ধে উঠিয়া স্থানান্তরে চলিয়া যায়। তোমরা গিয়া তাহার পায়ে পড়, ইহাই তোমাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির একমাত্র উপায়।” এই পরামর্শ পাইয়া দশভ্রাতারা কৃষ্ণ দ্বৈপায়নকে প্রণাম করিলেন এবং সেই গর্দ্দভের নিকটে গিয়া তাহার পায়ে পড়িলেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, “মহাশয়, আপনি ভিন্ন আমাদের আর কোন সহায় নাই। আমরা যখন এই নগর জয় করিতে আসিব, তখন আপনি দয়া করিয়া নীরব থাকিবেন।” গর্দ্দভ বলিল, “আমি নীরব থাকিতে পারিব না। তবে তোমরা যদি নিতান্তই আগমন কর, তবে তোমাদের মধ্যে চারিজন যেন চারিখানি বৃহৎ লৌহ লাঙ্গল লইয়া আইসে। তাহারা নগরের চারি দ্বারে অতি গভীর গর্ত্ত করিয়া চারিটী লৌহস্তম্ভ প্রোথিত করিবে এবং যখন নগর ঊর্দ্ধে উঠিতে আরম্ভ করিবে, তখন লৌহশৃঙ্খল দ্বারা এই স্তম্ভগুলি লাঙ্গলের সহিত বান্ধিয়া ফেলিবে। তাহা হইলেই নগর আর চলিতে পারিবে না।”

দশভ্রাতারা “যে আজ্ঞা” বলিয়া চলিয়া গেলেন এবং যথানির্দ্দিষ্ট আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা যখন লাঙ্গল আনিলেন এবং চতুর্দ্বারে স্তম্ভ প্রোথিত করিলেন, তখন গর্দ্দভ একবারও ডাকিল না, নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল; কিন্তু যখন সমস্ত আয়োজন শেষ হইল, তখন সে ডাকিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু যাহারা লাঙ্গল লইয়া চতুর্দ্বারে দাঁড়াইয়া ছিলেন, তাঁহারা পূর্ব্বেই লোহ-স্তম্ভগুলিতে শিকল বান্ধিয়াছিলেন; এখন তাঁহারা শিকলগুলি লাঙ্গলের সহিত বান্ধিয়া ফেলিলেন, কাজেই নগরের ঊর্দ্ধে উঠাও বন্ধ হইল। তখন দশভ্রাতারা নগরে প্রবেশ পূর্ব্বক রাজাকে নিহত করিলেন এবং রাজ্য অধিকার করিয়া লইলেন।

দশভ্রাতারা এইরূপে ক্রমে সমস্ত জম্বুদ্বীপের ত্রিষষ্টি সহস্র নগরের রাজাদিগকে চক্রদ্বারা নিহত করিলেন এবং এই বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য দশ অংশে ভাগ করিয়া লইলেন। দ্বারবতী তাঁহাদের সকলেরই রাজধানী হইল। রাজ্য ভাগ করিবার সময়ে ভগিনী অঞ্জনাদেবীর কথা তাঁহাদের মনে পড়ে নাই; শেষে যখন তাঁহার কথা উত্থাপিত হইল, তখন কেহ কেহ প্রস্তাব করিলেন, “এস, আমরা সমস্ত রাজ্য এগার ভাগ করিয়া লই।” ইহা শুনিয়া অঙ্কুর বলিলেন, “তাহার প্রয়োজন নাই; আমার অংশই অঞ্জনাদেবীকে দান কর; আমি কোন ব্যবসায় বাণিজ্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিব। তবে তোমরা স্ব স্ব রাজ্যে আমাকে শুল্কদান হইতে অব্যাহতি দিও।” সকলেই একবাক্যে অঙ্কুরের এই প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন। তদবধি অঙ্কুরের অংশ অঞ্জনাদেবীর হইল এবং দ্বারবতীতে নয়জন রাজা অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অঙ্কুর বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইলেন।

দশভ্রাতাদের ক্রমশঃ বহু বংশবৃদ্ধি হইল, দীর্ঘকাল পরে তাঁহাদের মাতা পিতা পরলোক গমন করিলেন। তখন মনুষ্যের পরমায়ুঃ না কি বিংশতি সহস্র বৎসর ছিল।

অতঃপর বাসুদেবের এক প্রিয় পুত্রের প্রাণ বিয়োগ হইল। বাসুদেব শোকাভিভূত হইয়া সর্ব্বকার্য্য পরিহার করিলেন এবং শয্যাপ্রান্ত ধরিয়া ভূমিতে পড়িয়া অনবরত বিলাপ করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া ঘটপণ্ডিত ভাবিলেন, ‘আমি ব্যতীত অন্য কেহই দাদার শোকাপনোদন

করিতে পারিবে না। অতএব কোন উপায় দ্বারা ইহাকে সান্ত্বনা দিতে হইবে।' অনন্তর তিনি উন্মত্তের বেশ ধারণপূর্ব্বক আকাশের দিকে অবলোকন করিয়া 'আমায় একটা শশক দাও', 'আমায় একটা শশক দাও' বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে নগরে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ইহাতে সমস্ত দ্বারাবতী সংক্ষুব্ধ হইল, সকলেই বলিতে লাগিল, ঘটপণ্ডিত পাগল হইয়াছেন। তখন, রৌহিণেয় নামক অমাত্য বাসুদেবের নিকটে গিয়া তাঁহার সহিত কথাবার্তা বলিতে বলিতে নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটী বলিলেন :—

১। হে কৃষ্ণ, কেশব, কেন মুদিয়া নয়ন
রয়েছ নিয়ত তুমি করিয়া শয়ন ?
ঘট সহোদর তব, দুর্দ্দশা তাঁহার
নয়ন মেলিয়া তুমি হের একবার।
বায়ু-দোষে লুপ্ত তাঁর বুদ্ধি বিবেচনা,
বলেন প্রলাপ সদা, তা তুমি জান না ?

অমাত্যের কথা শুনিয়া বাসুদেব উঠিয়া বসিয়াছেন ইহা বুঝাইবার জন্য শাস্তা অভিসম্বুদ্ধ হইয়া এই সময়ে নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :—

২। রৌহিণেয়মুখে শুনি এতেক বচন
শয্যা ত্যজি বাসুদেব উঠেন তখন।
ভ্রাতার দুর্গতি ভাবি দুঃখ উপজিল,
শশব্যস্তে প্রতীকার-উপায় চিন্তিল।

বাসুদেব শয্যাত্যাগপূর্ব্বক অতি শীঘ্র প্রাসাদ হইতে অবতরণ করিলেন, ঘট পণ্ডিতের নিকটে গিয়া দৃঢ়রূপে তাঁহার হস্ত ধারণ করিলেন এবং তাঁহার সহিত কথা বলিবার সময়ে নিম্নলিখিত তৃতীয় গাথাটী বলিলেন :—

৩। উন্মত্তের বেশে তুমি ভ্রমিতেছ কেন ভাই ?
কেবল 'শশক' ছাড়া মুখে অন্য কথা নাই।
কেহ কি ক'রেছে চুরি শশক তোমার ? বল,
এখনি তাহারে দিব সমুচিত প্রতিফল।

কিন্তু অগ্রজের এই কথা শুনিয়াও ঘট পণ্ডিত পুনঃ পুনঃ সেই একই কথা বলিতে লাগিলেন। তখন বাসুদেব নিম্নলিখিত দুইটী গাথা বলিলেন :—

৪। কি শশকে তব আছে প্রয়োজন ?
যাহা চাও পাবে তাই,
শঙ্খে বা শিলায়, প্রবালে, পিত্তলে,
কি দিয়া গড়িব, ভাই ?
সুবর্ণে, রজতে, অথবা মাণিক্যে,
বল, যাতে ইচ্ছা হয়,
তাহাতেই গড়ি, শশক তোমার
দিব আমি সুনিশ্চয়।

৫। আরও কত শত শশ বনে করে বিচরণ,
সে সব(ও) করিব হেথা তব তরে আনয়ন।
তাই বলি, ভাই মোর, বল তুমি খুলি মন,
কিরূপ শশকে তব হইয়াছে প্রয়োজন।

ঘটপণ্ডিত নিম্নলিখিত ৬ষ্ঠ গাথা দ্বারা বাসুদেবের প্রশ্নের উত্তর দিলেন :—

৬। পৃথিবীতে দেখা যায় শশক যে সব,
সে সকল লভিবারে না চাই, কেশব।
চন্দ্রমার অঙ্কে শশ, তারে বাসি ভাই ;
সেই শশ আনি মোরে তুষ্ট কর, ভাই।

ঘটপণ্ডিতের কথা শুনিয়া, তিনি যে প্রকৃতই উন্মত্ত হইয়াছেন, তৎসম্বন্ধে বাসুদেবের আর তিলমাত্র সন্দেহ রহিল না। তিনি নিরতিশয় বিষণ্ণ হইয়া নিম্নলিখিত সপ্তম গাথা বলিলেন :—

৭। প্রাণের অধিক তুই অনুজ আমার,
নিশ্চিত প্রাণের মায়া ত্যজিলি এবার।
চন্দ্রমণ্ডলের শশ, কে শুনেছে কবে,
প্রার্থনা করিয়া লোকে লভে এই ভবে ?

বাসুদেবের কথায় ঘটপণ্ডিত নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন, "দাদা, আপনি জানিতেছেন যে, কেহ যদি চন্দ্রমণ্ডলস্থ শশক প্রার্থনা করে এবং তাহা না পায়, তবে তাহার মৃত্যু অবধারিত। আপনার এই সিদ্ধান্ত যদি সত্য হয়, তবে আপনিই বা মৃত পুত্রের জন্য শোক করিতেছেন কেন ?" অনন্তর ঘটপণ্ডিত নিম্নলিখিত অষ্টম গাথাটী বলিলেন :—

৮। অলভ্য লভিতে চেষ্টা করে মূর্খ জন,
ইহা জানি অপরের সান্ত্বনা সাধন
কর যদি, ওহে কৃষ্ণ, তবে কেন বল,
শোকাবেগে নিজে তুমি একপ বিহ্বল ?
এখন(ও) বিষণ্ণ তুমি তাহার কারণ,
গিয়াছে যে বহুদিন শমন-সদন।

ঘটপণ্ডিত পথে দাঁড়াইয়াই আবার বলিতে লাগিলেন, "দাদা, ইহাও ভাবিয়া দেখুন, আমি যাহা চাহিতেছি তাহার অস্তিত্ব আছে কিন্তু আপনি যাহার জন্য শোকাতুর, তাহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে।" অনন্তর ঘটপণ্ডিত নিম্নলিখিত গাথাদ্বয় বলিয়া অগ্রজকে ধর্ম্মশিক্ষা দিলেন :—

৯। তনয় অমর হবে, এ বর কে লভে কবে ?
সকলেই যাবে যমপুরে ;
অলভ্য লভিতে পারে, বল কেবা এ সংসারে,
মানুষে অথবা সুরাসুরে ?

১০। যাহার শোকে কাতর হইয়াছ, নরবর,
পাইবে কি পুনঃ তারে বল ?
মন্ত্র, মূল, মহৌষধি, মণি, মুক্তা আদি নিধি,
সমস্তই এ ক্ষেত্রে বিফল।

বাসুদেব এই সারগর্ভ বচনপরম্পরা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "ভাই, এখন বুঝিলাম তুমি সদভিপ্রায়েই পাগল সাজিয়াছিলে, তুমি আমার শোকাপনোদনার্থই এরূপ করিয়াছিলে।" তাহার পর ঘটপণ্ডিতের প্রশংসা করিয়া তিনি নিম্নলিখিত গাথা-চতুষ্টয় বলিলেন :—

১১। পুত্রশোকে সংজ্ঞাহীন ছিনু আমি এত দিন,
ঘটপণ্ডিতের বাক্যে পাইনু প্রবোধ,
এ হেন অমাত্য যার, শোকে নাহি পারে তার
চিত্তের প্রসন্নভাব করিতে নিরোধ।

১২। ঘৃতসিক্ত হুতাশন নিভেবেতে নির্ব্বাপণ
করে যথা বারিসেকে বুদ্ধিমান্ জন,
ভীষণ শোকের জ্বালা সেইরূপ নির্ব্বাপিলা
অন্তরে সান্ত্বনা বারি করিয়া সিঞ্চন।

১৩। পুত্রশোক শেলসম বিঁধেছিল বুকে মম,
হয়েছিনু সেই হেতু অতীব কাতর,
[illegible], সেই শেল অপনীত
করিলে হৃদয় হ'তে, হে পণ্ডিতবর।

১৪। শেল এবে অপনীত ; প্রশান্ত হ'য়েছে চিত্ত ;
শোক, তাপ, আবিলতা গিয়াছে আমার ;
না করিব শোক আর, না ফেলিব অশ্রুধার,
শুনিয়া অমৃতকল্প বচন তোমার। *

সর্ব্বশেষে অভিসম্বুদ্ধ গাথা :—

১৫। ঘট যথা অগ্রজের শোকাপনোদন
করিলেন সারগর্ভ বলিয়া বচন,
সেইরূপে জ্ঞানী আর দয়াশীল যাঁরা
শোকার্ত্ত-সান্ত্বনা হেতু নিরত তাঁহারা।

অনুজকর্ত্তৃক এইরূপে বিগতশোক হইয়া বাসুদেব পুনর্ব্বার রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। ইহার বহুকাল পরে দশভ্রাতার পুত্রগণ একদিন এইরূপ মন্ত্রণা করিলেন :— "লোকে বলে, কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন দিব্যচক্ষুঃসম্পন্ন। এস, একবার তাঁহার পরীক্ষা করা যাউক।" অনন্তর তাঁহারা এক কুমারকে স্ত্রীবেশে সজ্জিত করিলেন ; সে যেন গর্ভবতী হইয়াছে ইহা

---

* শেষের তিনটী গাথা মৃষ্টকুণ্ডলি-জাতকে (৪৪৯) এবং আরও অনেক জাতকে দেখা গিয়াছে।

দেখাইবার জন্য তাহার উদরে একটা বালিশ বান্ধিলেন; তাহাকে লইয়া কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "বলুন ত, এই নারী পুত্র কি কন্যা প্রসব করিবেন?" তপস্বী বুঝিতে পারিলেন, দশভ্রাতাদিগের বিনাশকাল সমুপস্থিত। তিনি ধ্যানবলে নিজের পরমায়ুর আর কত অবশিষ্ট আছে তাহাও দেখিতে লাগিলেন এবং জানিলেন যে, সেই দিনই তাঁহার মৃত্যু ঘটিবে। তখন তিনি রাজপুত্রদিগের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কুমারগণ, এই রমণীতে তোমাদের কি স্বার্থ আছে?" কুমারেরা পীড়াপীড়ি করিয়া বলিলেন, "যাহাই থাকুক, আপনি আমাদের প্রশ্নের উত্তর দিন না।" কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বলিলেন, "অদ্য হইতে সপ্তম দিবসে এ ব্যক্তি একখণ্ড খদির কাষ্ঠ প্রসব করিবে; তদ্দ্বারা এ বাসুদেবের বংশ ধ্বংস করিবে। তোমরা ঐ কাষ্ঠ দগ্ধ করিয়া তাহার ভস্ম নদীতে নিক্ষেপ করিলেও ইহার অন্যথা হইবে না।" ইহা শুনিয়া কুমারেরা বলিলেন, "তবে রে ভণ্ড তপস্বী, পুরুষে কখনও প্রসব করিতে পারে?" অতঃপর তাঁহারা কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের গলায় ফাঁস পরাইয়া তখনই তাঁহার প্রাণবধ করিলেন। বাসুদেব কুমারদিগকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা তপস্বীকে মারিলে কেন?" কুমারেরা ইহার যে উত্তর দিলেন তাহা শুনিয়া তিনি বড় ভীত হইলেন এবং সেই ছদ্মবেশী বালকটীকে পাহারা দিবার জন্য লোক নিযুক্ত করিলেন। সপ্তম দিনে সত্য সত্যই তাহার কুক্ষি হইতে একখণ্ড খদির কাষ্ঠ নির্গত হইল! রাজা ও রাজপুত্রগণ উহা দগ্ধ করিয়া সেই ভস্ম নদীজলে নিক্ষেপ করিলেন; উহা ভাসিতে ভাসিতে মুখদ্বারের একপার্শ্বে তটসংলগ্ন হইল এবং সেখানে উহা হইতে এক গুচ্ছ এরকা‡ তৃণ জন্মিল।

একদিন দ্বারাবতীর রাজা ও রাজপুত্রেরা সমুদ্রক্রীড়া করিবার অভিপ্রায়ে পশ্চাদ্দ্বারের নিকটে গিয়া সেখানে এক বৃহৎ মণ্ডপ প্রস্তুত করিলেন এবং তাহা সুন্দর রূপে সাজাইয়া পানভোজনে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা ক্রীড়া করিতে করিতে পরস্পরের হস্তপাদ ধরিতে লাগিলেন এবং ক্রমে দুই দলে বিভক্ত হইয়া মহা কলহ আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে এক জন কোন মুদ্গর না পাইয়া এরক বন হইতে একটা এরকপত্র ছিঁড়িয়া লইলেন; কিন্তু তিনি হস্তে লইবামাত্র উহা খদির-মুষলে পরিণত হইল! তিনি উহা দ্বারা অনেককে প্রহার করিলেন; তখন অপর সকলেও এরকপত্র গ্রহণ করিলেন এবং সেগুলিও তাঁহাদের হস্তে খদিরমুষলে পরিণত হইল; তাঁহারা তদ্দ্বারা পরস্পরকে প্রহার করিয়া বিনষ্ট হইতে লাগিলেন।

রাজকুল এইরূপে বিনষ্ট হইতেছে দেখিয়া বাসুদেব, বলদেব, অঞ্জনাদেবী ও রাজপুরোহিত, এই চারিজন রথারোহণে পলায়ন করিলেন; অন্য সকলেই নিহত হইলেন। বাসুদেব ও তাঁহার সঙ্গীরা রথারোহণে পলায়ন করিয়া কালমাটিতে উপস্থিত হইলেন। মুষ্টিক মল্ল মরণকালীন প্রার্থনানুসারে এখানে যক্ষ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। বলদেব আসিয়াছেন ইহা বুঝিয়া সে ঐ বনে মায়াবলে এক গ্রাম সৃষ্টি করিল এবং মল্লবেশ পরিধানপূর্ব্বক লম্ফন, গর্জ্জন ও বাহ্বাস্ফোটন করিতে করিতে 'কে আমার সহিত যুদ্ধ করিবে?' ইহা বলিয়া বিচরণ করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া বলদেব বাসুদেবকে বলিলেন, "দাদা, আমি ইহার সহিত যুদ্ধ করিব।" বাসুদেব তাঁহাকে বারবার নিষেধ করিলেন; কিন্তু তিনি কিছুতেই তাহা শুনিলেন না এবং রথ হইতে

‡ এরক বা এরকা, এক প্রকার নল বা শর। মহাভারতের মুষলপর্ব্বে এই তৃণের নাম দেখা যায়

অবতরণ করিয়া অঙ্গুলিছোটন করিতে করিতে যক্ষের নিকটে গমন করিলেন। যক্ষ তাঁহাকে মুষ্টির মধ্যে ধরিয়া ফেলিল এবং লোকে যেমন মূলা খায়, সেই ভাবে উদরস্থ করিল।

ভ্রাতার নিধন হইয়াছে জানিয়া বাসুদেব ভাগিনী ও পুরোহিতকে লইয়া সমস্ত রাত্রি চলিতে লাগিলেন এবং সূর্য্যোদয়-কালে এক প্রত্যন্ত গ্রামের নিকটে উপস্থিত হইলেন। সেখানে অন্নপাক করিয়া আনিবার নিমিত্ত তিনি ভগিনী ও পুরোহিতকে গ্রামের ভিতর পাঠাইয়া দিলেন এবং নিজে এক গুল্মের অন্তরালে শয়ন করিয়া রহিলেন। জরা নামক এক ব্যাধ গুল্ম নড়িতেছে দেখিয়া মনে করিল, এখানে বুঝি শূকর আছে। সেই জন্য সে গুল্ম লক্ষ্য করিয়া শক্তি নিক্ষেপ করিল; উহা বাসুদেবের পাদে বিদ্ধ হইল। বাসুদেব বলিলেন, "কে আমায় শক্তিবিদ্ধ করিলে হে?" তাহা শুনিয়া ব্যাধ বুঝিল, সে অজ্ঞাতসারে কোন মনুষ্যকে আহত করিয়াছে। কাজেই সে ভয় পাইয়া পলায়নের উপক্রম করিল। তখন বাসুদেব প্রকৃতিস্থ হইয়া শয্যা হইতে উত্থিত হইলেন এবং তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "মাতুল, তোমার কোন ভয় নাই। তুমি আমার কাছে এস।" ইহা শুনিয়া জরা তাঁহার নিকটে গেল। বাসুদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে বল ত।" সে উত্তর দিল, "প্রভু, আমার নাম জরা।" বাসুদেব ভাবিলেন, 'তাইত। প্রাচীনেরা বলিয়াছিলেন, আমি জরাকর্ত্তৃক বিদ্ধ হইলে প্রাণত্যাগ করিব; অতএব অদ্য আমার মরণ নিশ্চয়।" অনন্তর তিনি জরাকে বলিলেন, "তুমি ভয় করিও না, মামা। আমার ক্ষত স্থানটা বান্ধিয়া দাও।" জরা ক্ষতস্থান বান্ধিয়া দিলে বাসুদেব তাহাকে বিদায় দিলেন। কিন্তু তাহার পর ক্ষতস্থানে এমন যন্ত্রণা হইল যে, তাঁহার ভাগিনী ও পুরোহিত যে খাদ্য লইয়া আসিলেন, তাহা তিনি আহার করিতে পারিলেন না। তখন তিনি এই দুই জনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "অদ্য আমার মৃত্যুর দিন। তোমরা সুখসম্বর্দ্ধিত কোমল দেহ লইয়া কোন শ্রমসাধ্য বৃত্তিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে না। অতএব আমার নিকট হইতে এই বিদ্যা শিখিয়া লও।" এই বলিয়া তিনি তাহাদিগকে একটী বিদ্যা শিখাইয়া বিদায় দিলেন এবং অবিলম্বে সেই স্থানেই দেহত্যাগ করিলেন। এইরূপে এক অঞ্জনাদেবী ব্যতীত উপসাগরের সমস্ত বংশধর বিনষ্ট হইলেন।

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন, "উপাসক, এইরূপে পুরাকালে পণ্ডিতদিগের কথা শুনিয়া লোকে পুত্রশোক ভুলিয়াছিল। অতএব তুমিও এই শোকে অভিভূত হইও না।" অতঃপর তিনি সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহাতে সেই উপাসক স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইল।

সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন রৌহিণেয়, সারিপুত্র ছিলেন বাসুদেব, বুদ্ধের শিষ্যেরা ছিল অপরাপর ব্যক্তিগণ এবং আমি ছিলাম ঘটপণ্ডিত।]

☞ শ্রীমদ্ভাগবতে (দ্বাদশ স্কন্ধ), হরিবংশে এবং মহাভারতের মুষলপর্ব্বে কৃষ্ণচরিত্র এবং যদুবংশ-ধ্বংস-সংক্রান্ত যে বিবরণ দেখা যায় তাহার সহিত এই জাতকের অনেক সাদৃশ্য ও প্রভেদ কৌতূহলকর। হিন্দু আখ্যায়িকায় বাসুদেব ও বলদেব ভিন্ন ভিন্ন জননীর গর্ভজাত, বৌদ্ধ জাতকে তাঁহারা সহোদর, হিন্দু আখ্যায়িকায় বলদেব অগ্রজ, বৌদ্ধ জাতকে বাসুদেব অগ্রজ, হিন্দু আখ্যায়িকায় কৃষ্ণের প্রতিপালক নন্দগোপ, বৌদ্ধ জাতকে তাঁহার প্রতিপালিকা নন্দগোপা। হিন্দু আখ্যায়িকায় কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের উল্লেখ নাই, বিশ্বামিত্র, কণ্ব ও নারদ এই তিন জন শাপ দিয়াছিলেন যে যদুকুল-ধ্বংসকারী লৌহমুষল প্রসূত হইবে। পুরাণে কংস অতি দুরাচার দৈত্য বলিয়া বর্ণিত; কিন্তু বৌদ্ধ জাতকে তিনি দয়াশীল এবং বাসুদেব প্রভৃতিই অত্যাচারী ও উচ্ছৃঙ্খল বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ-কাহিনী যে যীশু খ্রীষ্টের বহু পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল, এই জাতক তাহার অন্যতম প্রমাণ। মহাকবি ভাসও কৃষ্ণচরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন। কেহ কেহ অনুমান করেন তিনি খ্রীষ্টের চারি পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

জাতক

একাদশ-নিপাত

৪৫৫—মাতৃপোষক-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি কালে জনৈক মাতৃপোষক স্থবিরের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্ন বস্তু শ্যাম জাতকের (৫৪০) প্রত্যুৎপন্ন বস্তুসদৃশ। শাস্তা ভিক্ষুদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন, 'তোমরা এই ব্যক্তির উপর ক্রুদ্ধ হইও না; প্রাচীন পণ্ডিতেরা তির্য্যগ্‌যোনিতে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইয়াও, যখন মাতা হইতে বিযুক্ত হইয়াছিলেন, তখন সপ্তাহকাল অনাহারে শরীর শীর্ণ করিয়াছিলেন, রাজার্হ ভোজন পাইয়াও মাতার বিহনে আহার করেন নাই; শেষে যখন মাতাকে দেখিতে পাইয়াছিলেন, তখনই আহার করিয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিয়াছিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব হিমালয়ে হস্তিযোনিতে জন্মান্তর গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার দেহ অতি মনোহর ও সর্ব্বশ্বেতবর্ণ ছিল, অশীতিসহস্র হস্তী তাঁহার অনুচর্য্যা করিত। তাঁহার মাতা অন্ধ ছিলেন। বোধিসত্ত্ব নানাবিধ মধুর বন্য ফলমূল হস্তীদিগের দ্বারা মাতার নিকটে পাঠাইতেন, কিন্তু হস্তীরা সেগুলি বৃদ্ধাকে না দিয়া নিজেরা খাইত। বোধিসত্ত্ব যখন অনুসন্ধান করিয়া ইহা জানিতে পারিলেন, তখন তিনি স্থির করিলেন, 'যূথ ত্যাগ করিয়া মাতারই পোষণ করিব।' তিনি রাত্রিকালে অন্য হস্তীদিগের অগোচরে মাতাকে লইয়া চণ্ডোরণ পর্ব্বতের পাদদেশে গমন করিলেন এবং সেখানে মাতাকে একটা সরোবর-সন্নিহিত পর্ব্বতগুহায় রাখিয়া তাঁহার পোষণ করিতে লাগিলেন।

একদিন বারাণসীবাসী এক বনেচর পথ হারাইয়া এবং দিক্ নির্ণয় করিতে না পারিয়া পরিদেবন করিতেছিল। বোধিসত্ত্ব তাহার আর্ত্তনাদ শুনিয়া ভাবিলেন, 'এই ব্যক্তি অসহায়, আমি এখানে থাকিতে এ যদি মারা যায়, তাহা হইলে আমার পক্ষে অতি অসঙ্গত কাজ হইবে।' তিনি ঐ লোকটার নিকটে গেলেন; কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়াই সে ভয়ে পলায়ন করিতেছে দেখিয়া বলিলেন, "পলাইও না; তুমি পরিদেবন করিয়া বেড়াইতেছ কেন?" সে বলিল, "প্রভু, আমি সাত দিন পথ হারাইয়াছি।" "তোমার ভয় নাই, আমি তোমাকে মনুষ্যপথে রাখিয়া আসিতেছি।" ইহা বলিয়া বোধিসত্ত্ব তাহাকে নিজের পৃষ্ঠে তুলিলেন এবং বনের বাহিরে রাখিয়া আসিলেন।

সেই পাপিষ্ঠ লোকটা রাজাকে গিয়া এই কথা বলিবার অভিপ্রায়ে, যে যে বৃক্ষ ও পর্ব্বত দেখিয়া ঐ পথ চিনিতে পারা যাইবে, সেগুলি ভালরূপ ঠিক করিয়া লইয়াছিল। সে বন হইতে বাহির হইয়া বারাণসীতে গেল। ঐ সময়ে রাজার মঙ্গলহস্তীটা মারা গিয়াছিল। রাজা ভেরী বাজাইয়া ঘোষণা করিলেন, "যদি কেহ কোথাও আমাকে বহন করিবার উপযুক্ত কোন হস্তী দেখিয়া থাকে, তবে আসিয়া বলুক।" ইহা শুনিয়া ঐ ব্যক্তি রাজার নিকট গিয়া বলিল, "মহারাজ, আমি আপনাকে বহন করিবার যোগ্য, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, সর্ব্বশ্বেত ও শীলবান্ একটী

হস্তিরাজ দেখিয়াছি; আমি পথ দেখাইব; আপনি আমার সঙ্গে গজাচার্য্যদিগকে প্রেরণ করিয়া তাহাকে ধরাইবেন।" রাজা ইহাতে সম্মত হইলেন এবং বহু অনুচরসহ এক গজাচার্য্যকে সেই বনেচরের সঙ্গে প্রেরণ করিলেন।

গজাচার্য্য বনেচরের সঙ্গে গিয়া দেখিতে পাইলেন, বোধিসত্ত্ব সেই সরোবরে প্রবেশ করিয়া আহার গ্রহণ করিতেছেন। বোধিসত্ত্বও তাঁহাকে দেখিয়া ভাবিলেন, "আমার এই বিপত্তি অন্য কোন স্থান হইতে উৎপন্ন হয় নাই, বোধ হয় সেই লোকটাই এই অনর্থের মূল। সত্য বটে, আমি মহাবল; আমি একাই সহস্র হস্তী বিধ্বস্ত করিতে পারি; আমি ক্রুদ্ধ হইলে, সেনাবাহন-সুদ্ধ সমস্ত রাজ্য নষ্ট করিতে সমর্থ, কিন্তু ক্রুদ্ধ হইলে আমার শীল ভঙ্গ হইবে; অতএব আজ আমি শক্তিদ্বারা ক্ষতবিক্ষত হইলেও ক্রোধের বশীভূত হইব না।" ইহা স্থির করিয়া তিনি মস্তক অবনত করিয়া নিশ্চল ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

গজাচার্য্য সেই পদ্মসরোবরে অবতরণ করিয়া তাঁহার সুলক্ষণসমূহ অবলোকন করিলেন এবং "এস, পুত্র" বলিয়া রজতমাল্যসদৃশ শুণ্ড ধারণপূর্ব্বক সপ্তম দিনে বারাণসীতে ফিরিয়া গেলেন। এদিকে পুত্রকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে না দেখিয়া বোধিসত্ত্বের মাতা বুঝিলেন, রাজার মহামাত্রেরা তাঁহাকে লইয়া গিয়াছেন। তিনি পরিদেবন করিতে লাগিলেন, "হায়, বাছা আমার কোন্ দূরদেশে গিয়া রহিয়াছে; এখন এই অরণ্যে তরুলতার বৃদ্ধির কোন ব্যাঘাত ঘটিবে না।

১। গিয়াছে এখানে বাছা, কে আনিবে আর
শল্লকী, কুটজ, বিস, শ্যামা, করবীর, *
কুরুবিন্দ আদি মোর ভোজনের তরে?
বাড়িবে এ সব এবে এই অরণ্যেতে,
ফুটিবে পর্ব্বত-পাদে কর্ণিকার ফুল।

২। সুবর্ণ-কেয়ূর পরি রাজভৃত্যগণ
দিতেছে সে নাগরাজে প্রচুর আহার,
কেন না তাহার পৃষ্ঠে বসি নিঃশঙ্কায়
রাজা, রাজপুত্রগণ পশি রণস্থলে
বধিবে কবচধারী অরাতির দল।

গজাচার্য্য পথ হইতেই রাজার নিকট সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন। রাজা নগর সুসজ্জিত করাইয়াছিলেন, গজাচার্য্য বোধিসত্ত্বকে গন্ধপরিলিপ্তকুট্টিম সুসজ্জিত হস্তিশালায় লইয়া গেলেন এবং বিচিত্র শাণিদ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়া রাজার নিকট লোক পাঠাইলেন। রাজা নানাবিধ মধুররসযুক্ত ভোজন লইয়া সেখানে গেলেন এবং বোধিসত্ত্বকে সেই সমস্ত খাইতে দিলেন। কিন্তু মাতাকে ফেলিয়া খাইব না এই সঙ্কল্পে বোধিসত্ত্ব উহা স্পর্শ করিলেন না; তখন রাজা বোধিসত্ত্বকে খাইতে অনুরোধ করিলেন:—

* শল্লকী—টীকাকার বলেন ইহা ইন্দ্রশাল বৃক্ষ (Boswellia Thurifera)। কুন্দুরু নামক সুগন্ধি দ্রব্য ইহার নির্য্যাস। কুরুবিন্দ = মুথা, অথবা বাদাম (Terminalia Catappa)। এখানে শেষোক্ত অর্থ গ্রহণ করাই সঙ্গত।

৩। কবল গ্রহণ কর ; কেন অনাহারে
ক্ষীণকায় প্রতিদিন হইতেছ তুমি ?
আছে বহু রাজকার্য্য—সম্পাদনে যার
তোমা ভিন্ন অন্য কারো নাহিক শকতি।

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব চতুর্থ গাথা বলিলেন :—

৪। সে হস্তিনী অতি দীনা, দৃষ্টিশক্তিহীনা ;
হইয়া অনাথা, হায়, শোকের জ্বালায়
ছুটিতেছে ইতঃস্তত: গিরি চণ্ডোরণে,
ভূপতিত বৃক্ষকাণ্ডে করি পদাঘাত।

তাঁহাকে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,

৫। সে অন্ধা অনাথা, নাগ, কে হয় তোমার,
ছুটিছে যে ইতঃস্তত: গিরি চণ্ডোরণে,
ভূপতিত বৃক্ষকাণ্ডে করি পদাঘাত ?

বোধিসত্ত্ব ষষ্ঠ গাথায় ইহার উত্তর দিলেন :—

৬। জননী আমার তিনি, অন্ধা, অসহায়া,
ছুটিছেন ইতস্তত: গিরি চণ্ডোরণে,
ভূপতিত বৃক্ষকাণ্ডে করি পদাঘাত।

রাজা সপ্তম গাথায় তাঁহার মুক্তির আজ্ঞা দিলেন : —

৭। মুক্ত কর করিবরে, যে হেন যতনে
মাতার পোষণে রত ; মাতৃক্রোড়ে পুন:
ফিরিয়া যাউক এই ; হইয়া মিলিত
জ্ঞাতিগণসহ সুখে করুক বিহার।

অষ্টম ও নবম অভিসম্বুদ্ধ গাথা : —

৮। হইয়া শৃঙ্খল মুক্ত, পেয়ে স্বাধীনতা,
রাজারে আশ্বাস দিয়া মুহূর্ত্তের তরে,
চলি গেলা করী চণ্ডোরণ গিরি যথা,
মাতারে দেখিতে পুন: প্রফুল্ল অন্তরে।

৯। কুঞ্জর-সেবিত সেথা ছিল সুশীতল তড়াগ ; তুলিয়া শুণ্ডে তাহা হতে জল
সিঞ্চিল মাতার গায়ে অনাহারে আর ছিল না যে অনাথার শক্তি চলিবার।

বোধিসত্ত্বের মাতা ভাবিলেন, বোধ হয় বৃষ্টি হইতেছে। তিনি দেবতার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া দশম গাথা বলিলেন :—

১০। কে এই অনার্য্য দেব করে বরষণ
অকালে প্রচুর জল শরীরে আমার ?
করিত আমার যেই ভরণ পোষণ
পর্ভজ সে পুত্র মম নাই হেথা আর।

বৃদ্ধাকে আশ্বাস দিবার জন্য বোধিসত্ত্ব একাদশ গাথা বলিলেন :—

১১। উঠ, মা, শুইয়া কেন ; গর্ভজ তোমার এসেছে সে পুত্র ফিরে ; নাহি চিন্তা আর।
যশস্বী সুবিজ্ঞ কাশীরাজ্যের নৃমণি দিয়াছেন মুক্তি মোরে, উঠ না, জননী।

হস্তিনী তখন দ্বাদশ গাথায় রাজার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাইল :—

১২। চিরজীবী হন যেন কাশীনরেশ্বর ; শ্রীবৃদ্ধি হউক তাঁর উত্তর উত্তর,
সেবারত পুত্র মোর যাঁহার কৃপায় মুক্তি লভি রত পুনঃ আমার সেবায়।

রাজা বোধিসত্ত্বের গুণে প্রসন্ন হইয়া সেই সরোবরের অদূরে এক গ্রাম বসাইলেন এবং বোধিসত্ত্বের ও তাঁহার মাতার জন্য নিয়ত ভোজ্যদ্রব্য প্রেরণ করিতে লাগিলেন। ইহার পর মাতার মৃত্যু হইলে বোধিসত্ত্ব তাঁহার শরীরকৃত্য সমাপন করিয়া করণ্ডক নামক আশ্রমে চলিয়া গেলেন। পঞ্চশত ঋষি হিমালয় হইতে অবতরণপূর্ব্বক ঐ আশ্রমে বাস করিতেন। রাজা বোধিসত্ত্বের ন্যায় তাঁহাদের জন্যও ভোজনাদি প্রেরণ করিতে লাগিলেন। তিনি বোধিসত্ত্বের একটা শিলাময়ী মূর্ত্তি গঠন করাইয়া মহাসম্মানসহকারে তাহারও পূজা করিতেন। জম্বুদ্বীপ-বাসীরা সেখানে প্রতি বৎসর সমবেত হইয়া গজোৎসব নির্ব্বাহ করিত।

[এইরূপে ধর্ম্ম দেশন করিয়া শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই মাতৃপোষক ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন সেই রাজা ; মহামায়া ছিলেন সেই হস্তিনী এবং আমি ছিলাম সেই মাতৃপোষক হস্তী।]

৪৫৬—জ্যোৎস্না-জাতক।

[স্থবির আনন্দ যে সকল বর লাভ করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এই কথা বলিয়াছিলেন। বুদ্ধত্বের প্রথম বিংশতি বৎসর শাস্তার কোন নির্দ্দিষ্ট উপস্থাপক ছিলেন না। কখনও স্থবির নাগসমাল, কখনও নাগিত, উপবাণ, সুনক্ষত্র, চুন্দ, সাগল বা মেঘিক শাস্তার সেবাশুশ্রূষা করিতেন। ইহার পর একদিন ভগবান্ ভিক্ষুদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "আমি এখন বৃদ্ধ হইয়াছি ; আমি যখন এক পথে যাইব বলি, তখন কোন কোন ভিক্ষু অন্য পথে চলে ; কেহ কেহ বা আমার পাত্রচীবর ভূমিতে ফেলিয়া দেয় ; তোমরা এমন একজন ভিক্ষু নির্ব্বাচন কর, যে নিয়ত আমার সেবা করিতে পারে।" ইহা শুনিয়া স্থবির সারিপুত্রাদি অঞ্জলিদ্বারা শিরঃস্পর্শ করিয়া 'আমি সেবা করিব', 'আমি সেবা করিব' বলিতে লাগিলেন। কিন্তু শাস্তা তাঁহাদের প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন না,—বলিলেন, "তোমাদের প্রার্থনা সিদ্ধ হইয়াছে, আর কিছু বলিও না।" তখন ভিক্ষুরা স্থবির আনন্দকে বলিলেন, 'আপনি উপস্থাপকের পদ প্রার্থনা করুন।' আনন্দ বলিলেন, "ভগবান্ যদি আমাকে এই আটটী বর দেন, তাহা হইলে আমি তাঁহার উপস্থাপক হইতে পারি :—তিনি যে চীবর পাইবেন, তাহা আমাকে দিবেন না ; তিনি যে পিণ্ডপাত প্রাপ্ত হইবেন, তাহা আমাকে দিবেন না ; আমাকে তাঁহার সঙ্গে এক গন্ধকুটীরে থাকিতে দিবেন না, আমাকে লইয়া কোন নিমন্ত্রণে যাইবেন না ; আমি যদি কোন নিমন্ত্রণ গ্রহণ করি, ভগবান্ সেখানে যাইবেন ; বিদেশ হইতে বা দূরস্থ জনপদ হইতে যে সকল লোক ভগবান্‌কে দেখিতে আসিবে, আসিবামাত্র আমি তাহাদিগকে ভগবানের নিকটে লইয়া যাইতে পারিব ; আমার কোন সন্দেহ উপস্থিত হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার মীমাংসার্থ ভগবানের নিকট যাইতে পারিব এবং ভগবান্ আমার অনুপস্থিতিকালে ধর্ম্মদেশন করিলে, বিহারে ফিরিয়া আমাকে তাহা শুনাইবেন আনন্দ এইরূপে চারিটা প্রতিক্ষেপাত্মক এবং চারিটী অযাচনাত্মক বর চাহিলেন, ভগবান্ও তাঁহাকে এই

আটটী বর দিলেন। আনন্দ তদবধি পঞ্চবিংশতি বৎসর নিরত ভগবানের পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন। তিনি পঞ্চ অভব্যস্থানে * সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া এবং আগম, অধিগম, পূর্ব্বহেতু, আত্মার্থপরিপৃচ্ছা তীর্থবাসন, যোনিশো মনসিকার, বুদ্ধোপনিশ্রয় এই সপ্তবিধ সম্পৎ লাভ করিয়া †, বুদ্ধের নিকট উক্ত অষ্টবরূপ দায়াদ্য প্রাপ্ত হইলেন এবং বুদ্ধশাসনে সুবিখ্যাত হইয়া গগনমধ্যে চন্দ্রমার ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন।

অতঃপর ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় এই সম্বন্ধে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা বলিলেন, "তথাগত স্থবির আনন্দকে বরদানে পরিতৃপ্ত করিয়াছেন।" সেই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন "ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও আমি আনন্দকে বরদানে তৃপ্ত করিয়াছিলাম,—ইনি যাহা যাহা যাচ্ঞা করিয়াছিলেন, আমি তাহা তাহাই দিয়াছিলাম।' অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীতে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্র জ্যোৎস্নাকুমার তক্ষশিলায় বিদ্যাশিক্ষার জন্য গিয়াছিলেন। একদা তিনি মনোযোগ-সহকারে আচার্য্যের নিকটে পাঠ গ্রহণ করিয়া রাত্রিকালে অন্ধকারে আচার্য্যের গৃহ হইতে তাড়াতাড়ি নিজের বাসস্থানে ফিরিতেছিলেন; ঐ সময়ে এক ব্রাহ্মণও ভিক্ষা করিয়া নিজের গৃহে যাইতেছিলেন। রাজকুমার তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া তাঁহার উপরে গিয়া পড়িলেন এবং তাঁহার বাহুর আঘাতে ব্রাহ্মণের ভিক্ষাপাত্রটী ভাঙ্গিয়া গেল। ব্রাহ্মণ ভূতলে পড়িয়া চীৎকার করিলেন। ইহাতে রাজকুমারের মনে করুণার সঞ্চার হইল। তিনি ব্রাহ্মণকে হাত ধরিয়া তুলিলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন, "বাপু, তুমি আমার ভিক্ষাভাণ্ড [illegible] তাহার মূল্য দাও।" কুমার বলিলেন, "ঠাকুর, এখন আপনার ভোজ্যের মূল্য দিবার সাধ্য আমার নাই। আমি কাশীরাজের পুত্র জ্যোৎস্নাকুমার। আমি যখন রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইব, তখন আপনি গিয়া ধন যাচ্ঞা করিবেন।"

শিক্ষাসমাপ্তির পর জ্যোৎস্নাকুমার বারাণসীতে ফিরিয়া পিতার নিকট বিদ্যার পরিচয় দিলেন। রাজা ভাবিলেন, 'আমার বড় সৌভাগ্য যে জীবিত থাকিয়া পুনর্ব্বার পুত্রের মুখ দেখিতে পাইলাম। ইহাকে এখন সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত দেখিব।' ইহা স্থির করিয়া তিনি কুমারকে রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন। তদবধি কুমারের নাম হইল জ্যোৎস্না-রাজ। তিনি যথাধর্ম্ম রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। এই সংবাদ শুনিয়া সেই ব্রাহ্মণ ভাবিলেন, 'এখন আমাকে সেই ভোজ্যের মূল্য আদায় করিতে হইবে।' তিনি বারাণসীতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, রাজধানী সুসজ্জিত হইয়াছে এবং রাজা নগর প্রদক্ষিণ করিতেছেন। তিনি কোন উন্নত স্থানে দাঁড়াইয়া হস্ত প্রসারিত করিয়া বলিলেন, "মহারাজের জয় হউক।" রাজা কিন্তু

---

* অভব্যস্থান—অর্হদেরা যে সকল পাপ করিতে পারেন না, যেমন প্রাণাতিপাত, অদত্তাদান ইত্যাদি।

† আগম=ধর্ম্ম বা ধর্ম্মশাস্ত্র। অধিগম=শাস্ত্রশিক্ষা বা পাঠ। পূর্ব্বহেতুসম্পৎ=কার্য্যকারণজ্ঞান। আত্মার্থপরিপৃচ্ছা=আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভের জন্য আত্মপরীক্ষা। যোনিশোমনসিকার=প্রজ্ঞাসহকারে চিত্তের একাগ্রতা। বুদ্ধোপনিশ্রয়=বুদ্ধের সান্নিধ্য (বা পরিণামে বুদ্ধত্ব লাভের অধিকার); বোধ হয় এখানে প্রথম অর্থটী গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত।

তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়াই চলিয়া গেলেন। রাজা যে তাঁহাকে দেখিতে পান নাই, ইহা বুঝিয়া ব্রাহ্মণ আলাপে প্রবৃত্ত হইয়া প্রথম গাথা বলিলেন :—

১। শুন নরনাথ, আমার বচন, যে হেতু করেছি হেথা আগমন।
ব্রাহ্মণ দাঁড়ায়ে আছে পথমাঝে, না সম্ভাষি তারে যাওয়া নাহি সাজে। *

ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া রাজা হীরকমণ্ডিত বজ্রাঙ্কুশের সাহায্যে হস্তীকে থামাইলেন এবং দ্বিতীয় গাথা বলিলেন : -

২। তিষ্ঠিব, শুনিব, বলহ, ব্রাহ্মণ, কি হেতু তোমার হেথা আগমন।
কে তুমি, কি চাও নিকটে আমার, কিবা প্রয়োজন বলত তোমার?

অতঃপর রাজা ও ব্রাহ্মণের উত্তরপ্রত্যুত্তর অবশিষ্ট গাথাগুলিতে কথিত হইতেছে :—

৩। "ভাল ভাল গ্রাম পাঁচখানি চাই, এক শত দাসী, সাত শত গাই;
সহস্র-অধিক স্বর্ণনিষ্ক আর ভার্য্যা দুটী যারা সদৃশী আমার।'

৪। "করেছ কি কোন তপস্যা দুষ্কর? কি বিচিত্র মন্ত্র জান, দ্বিজবর?
যক্ষগণ আজ্ঞাধীন কি তোমার? করেছ কি কভু মম উপকার?"

৫। "আজ্ঞাধীন যক্ষ, তপোমন্ত্রবল, আমার, নৃমণি, নাই এ সকল,
করি নাই কভু তব উপকার, হয়েছিল মাত্র দেখা একবার।"

৬। "দেখা আমাদের ইহাই প্রথম; পূর্ব্বে যে হয়েছে না হয় স্মরণ।
বল, যদি থাকে স্মরণ তোমার, কবে কোথা দেখা হয়েছিল আর।"

৭। "গান্ধারের রাজধানী তক্ষশিলা,— বিদ্যার্থ সেখানে যবে তুমি ছিলা,
কক্ষে কক্ষে পরস্পরের ঘটন নৈশ অন্ধকারে হইল রাজন্।

৮। থামি পথে মোরা প্রীতিসম্ভাষণে হইনু প্রবৃত্ত, পড়ে নাকি মনে?
আমা দোঁহাকার দেখা সেই বার, পূর্ব্বে কিংবা পরে না হয়েছে আর।"

৯। "সাধুসঙ্গে যদি হয় সমাগম, মানুষে না ভুলে তাহা কদাচন,
বন্ধুত্ব বা উপকার পূর্ব্বকৃত পণ্ডিতেরা কভু না হয় বিস্মৃত।

১০। বন্ধুত্ব বা উপকার পূর্ব্বকৃত অবোধ যে জন, সে হয় বিস্মৃত,
অবোধ অবদ্ধ কৃতজ্ঞতাপাশে, শত উপকার ভুলে অনায়াসে।

১১। সুধীর কখন না হয় বিস্মৃত বন্ধুত্ব বা উপকার পূর্ব্বকৃত,
অল্প উপকার লভি সুধীগণ কৃতজ্ঞহৃদয়ে স্মরে অনুক্ষণ।

১২। দিনু পঞ্চগ্রাম, ধনধান্যযুত, দিনু শত দাসী, গবী সপ্তশত,
সহস্র-অধিক স্বর্ণনিষ্ক, আর ভার্য্যা দুটী, যারা সদৃশী তোমার।"

১৩। "ধন্য সাধুসঙ্গ, যার মহিমায় হইল আমার এ সৌভাগ্যোদয়।
তারকাবেষ্টিত চন্দ্রমা যেমন ক্রমে হয় পূর্ণ, আমারও তেমন
মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে আজ, লভি তব দান, ওহে কাশীরাজ।"

বোধিসত্ত্ব তখন ব্রাহ্মণকে বহু ধন দান করিলেন।

---

* মূলে 'ন গন্তব্বমাহু দ্বিপদান সেট্‌ঠা' আছে। দ্বিপদ অর্থাৎ মনুষ্যের মধ্যে যাহারা শ্রেষ্ঠ (অর্থাৎ পণ্ডিতেরা), ব্রাহ্মণকে উপেক্ষা করিয়া যাওয়া কর্তব্য নহে, তাঁহারা এইরূপ বলেন।

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, আমি পূর্ব্বেও এইরূপে বর দান করিয়া আনন্দকে পরিতুষ্ট করিয়াছিলাম।"

সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন সেই ব্রাহ্মণ এবং আমি ছিলাম সেই রাজা।]

৪৫৭—ধর্ম্ম-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে দেবদত্তের ভূগর্ভে প্রবেশসম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ধর্ম্মসভায় আলোচনা হইতেছিল, "দেখিলে, ভাই, দেবদত্ত তথাগতের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া রসাতলে গেল।" শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া ভিক্ষুদিগের আলোচ্যমান বিষয় জানিলেন এবং বলিলেন, "দেবদত্ত আমার জয়চক্রে আঘাত করিয়া এজন্মে ভূগর্ভে প্রবেশ করিল, পূর্ব্বেও আমার ধর্ম্মচক্রে আঘাত করিয়া ভূগর্ভে প্রবিষ্ট ও অবীচিতে পতিত হইয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব কামাবচর লোকে * দেবযোনিতে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার নাম ছিল ধর্ম্ম। তখন দেবদত্ত হইয়াছিল অধর্ম্ম। একদা পূর্ণিমার পোষধদিবসে—গ্রামনিগমরাজধানীবাসী লোকে সায়মাশগ্রহণানন্তর যখন স্ব স্ব গৃহদ্বারে উপবেশনপূর্ব্বক বিশ্রম্ভালাপ করিতেছিল, সেই সময়ে ধর্ম্ম দিব্যালঙ্কারে বিভূষিত এবং অপ্সরোগণপরিবৃত হইয়া দিব্যরথারোহণে আকাশে অধিষ্ঠিত হইলেন এবং মনুষ্যদিগকে দশকুশল-কর্ম্মপথে † প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য বলিলেন, "তোমরা প্রাণাতিপাতাদি দশ অকুশকর্ম্ম হইতে বিরত হও, মাতৃসেবারূপ ধর্ম্ম, পিতৃসেবারূপ ধর্ম্ম এবং ত্রিবিধ সুচরিত-ধর্ম্ম পালন কর; ইহা করিলে তোমরা স্বর্গপরায়ণ হইবে এবং মহা যশ লাভ করিবে।" তিনি এইরূপে সমস্ত জম্বুদ্বীপ প্রদক্ষিণ করিতেছিলেন। সেই সময়ে অধর্ম্মও সকলকে অকুশলধর্ম্মপথে প্রবর্ত্তিত করিবার নিমিত্ত বামদিক্ হইতে জম্বুদ্বীপ পরিভ্রমণ করিতেছিল। অনন্তর আকাশে উভয়ের রথ পরস্পরের সম্মুখীন হইল। অনুচরগণ, "তোমরা কাহার অনুচর," "তোমরা কাহার অনুচর," বলিয়া পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করিয়া, কেহ কেহ বলিল, "আমরা ধর্ম্মের অনুচর," কেহ কেহ বলিল, "আমরা অধর্ম্মের অনুচর।" অনন্তর তাহারা পথ ছাড়িয়া দুই দলে দুই পার্শ্বে অবস্থিত হইল। তখন ধর্ম্ম অধর্ম্মকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "সৌম্য, তুমি অধর্ম্ম, আমি ধর্ম্ম, আমিই প্রথমে পথ পাইবার উপযুক্ত; অতএব তোমার রথ সরাইয়া পথ দাও।

১। পুণ্যাকর, যশস্কর ধর্ম্ম আমি জানে সর্ব্বজন;
গুণে মুগ্ধ হয়ে মোর স্তুতি করে শ্রমণ, ব্রাহ্মণ;
দেবনর-পূজ্য আমি, মোর সম আর কেহ নাই;
উপযুক্ত পেতে পথ; ছাড়ি পথ, চলি যাও তাই।

---

* ব্রহ্মলোকের অধস্তন ছয়টী দেবলোকের নাম 'কামাবচর দেবলোক।' ব্রহ্মলোকে 'কাম' নাই; কিন্তু এই ছয়টী দেবলোকের অধিবাসীরা কাম পরিহার করিতে পারেন নাই।

† দশকুশল-কর্ম্মপথসম্বন্ধে প্রথম খণ্ডের ১০৮ম পৃষ্ঠের টীকা দ্রষ্টব্য। দশ অকুশলকর্ম্মপথ ঠিক ইহাদের বিপরীত। কায়িক, মানসিক ও বাচিক ভেদে সুচরিত ধর্ম্ম ত্রিবিধ।

ইহার পর যে ছয়টী গাথা লিখিত হইতেছে, সেগুলি ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের উত্তর প্রত্যুত্তর :—

২। "অধর্ম্ম আমার নাম, মহাবল, নির্ভয়হৃদয়,
যে রথে চড়িয়া আমি ভ্রমি, তাহা দৃঢ় অতিশয়।
ছাড়ি দিব, ধর্ম্ম, এবে সেই পথ আমি কি কারণ,
যে পথে তোমায় যেতে পূর্ব্বে আমি দিই নি কখন?"

৩। "সর্ব্বাগ্রে ধর্ম্মের হ'ল আবির্ভাব, বলে এই সবে,
অধর্ম্ম আসিয়া শেষে ঘটাইল অনর্থ এ ভবে।
জ্যেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ, সনাতন আমি, তাই রাখ মোর মান,
যেতে দাও অগ্রজেরে, হে অধর্ম্ম, কর পথ দান।"

৪। "কর যাচ্ঞা, হও যোগ্য, কিংবা যদি পদপ্রাপ্তি হব
ন্যায়ানুমোদিত তব, ছাড়িব না পথ, মহাশয়।
তোমাতে আমাতে আজ এখনই হোক মহারণ,
পাইবে সে পথ অগ্রে, বিজয়ী হইবে যেই জন।"

৫। "মহাবল, মহৈশ্বর্য্য, দশদিকে কীর্ত্তি মোর ঘোষে,
প্রতিদ্বন্দ্বিহীন আমি, কার সাধ্য আমায় যে রোষে?
সহস্র সদ্গুণ আমি একাধারে করি হে ধারণ,
ধর্ম্মসহ যুদ্ধে জয়ী অধর্ম্ম হইবে কি কারণ?"

৬। "লোহা দিয়া পিটে সোণা সর্ব্বত্র দেখিতে ইহা পাই,
সোণা দিয়া লোহা পেটা কখনো দেখি না কোন ঠাঁই।
অধর্ম্ম ধর্ম্মেরে আজ পরাভূত করে যদি রণে,
হইবে ভূষিত লৌহ সুবর্ণের সুন্দর বরণে।"

৭। "এ রণে, অধর্ম্ম, যদি প্রতিপন্ন হও বলবান,
বৃদ্ধে আর গুরুজনে যদি তুমি না কর সম্মান,
সুখে হোক, দুখে হোক, ছাড়ি পথ করিব গমন,
ক্ষমিব তাহাও আমি বলিলে যে অশ্রাব্য বচন।"

বোধিসত্ত্ব যেমন শেষের গাথাটী বলিলেন, তন্মুহূর্ত্তেই অধর্ম্ম রথে তিষ্ঠিতে না পারিয়া অবাঙ্মুখে ভূতলে পতিত হইল, এবং পৃথিবী বিদীর্ণ হইলে ছিদ্রপথে অবীচিতে গিয়া জন্মান্তর লাভ করিল।

ভগবান্ যখন ইহা বুঝিতে পারিলেন, তখন অভিসম্বুদ্ধ হইয়া অবশিষ্ট গাথাগুলি বলিলেন :—

৮। করিল একথা শুনি অধর্ম্ম তখন, অধোমুখে ঊর্দ্ধপাদে নিরয়ে গমন,
করিল বিলাপ, বক্ষে আঘাত করিয়া, 'বুঝিতে না পারিলাম যুদ্ধার্থী হইয়া।'
এইরূপে চিরকাল ধর্ম্ম লভে জয়, এই রূপে হয় সদা অধর্ম্মের ক্ষয়।

৯। ক্ষান্তিবল যুদ্ধবলে করে পরাজিত, রসাতলে অধর্ম্মেরে করিল প্রোথিত।
সত্যসন্ধ, অতিবল ধর্ম্ম এ জগতে, সানন্দে স্যন্দনে উঠি যান নিজপথে।

১০। মাতাপিতা, শ্রমণব্রাহ্মণ যার ঘরে অনাদর অসম্মান সদা লাভ করে,
সে পাপী দেহান্তে করে নিরয়ে গমন, অধোমুখে গিয়াছিল অধর্ম্ম যেমন।

১১। মাতা-পিতা, শ্রমণব্রাহ্মণ ঘরে যার সদা পরিতুষ্ট হয় পাইয়া সৎকার,
দেহান্তে সদ্‌গতি ধ্রুব সে পুণ্যাত্মা পায়, আরোহি স্যন্দনে যথা বস্তু স্বর্গে যায়।

[শাস্তা এইরূপে ধর্মদেশন করিয়া বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এ জন্মে নহে, পূর্ব্বেও দেবদত্ত আমার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়াছিল।"

সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল অধর্ম্ম, তাহার অনুচরেরা ছিল অধর্ম্মের অনুচর, আমি ছিলাম ধর্ম্ম এবং বুদ্ধভক্তগণ ছিল ধর্ম্মের অনুচর।]

৪৫৮—উদয়-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি-কালে জনৈক উৎকণ্ঠিত ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। তিনি সেই ভিক্ষুকে সম্বোধনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি প্রকৃতই উৎকণ্ঠিত হইয়াছ?" ভিক্ষু নিজের দোষ স্বীকার করিলেন। তখন শাস্তা বলিলেন "তুমি এমন নির্ব্বাণপ্রদ শাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াও কেন কামবশে উৎকণ্ঠিত হইয়াছ? প্রাচীন পণ্ডিতেরা সমৃদ্ধিশালী, দ্বাদশযোজনবিস্তৃত সুরুন্ধন নগরে রাজত্ব করিয়া অপ্সরার ন্যায় স্ত্রীর সহিত সাত শত বৎসর এক প্রকোষ্ঠে বাস করিয়াছিলেন; কিন্তু কখনও লোভবশে তাহাকে অবলোকন করিয়া ইন্দ্রিয়সংযম ভঙ্গ করেন নাই।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে কাশীরাজ্যে সুরুন্ধন নগরে কাশীরাজ রাজত্ব করিতেন। প্রথমে তাঁহার পুত্রকন্যা, কোন সন্তানই জন্মে নাই। একদা তিনি মহিষীকে বলিলেন, "তুমি পুত্র প্রার্থনা কর।" তখন বোধিসত্ত্ব ব্রহ্মলোক হইতে বিচ্যুত হইয়া ঐ রাজারই অগ্রমহিষীর গর্ভে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার জন্মে বহুলোকের হৃদয়ে আনন্দ জন্মিল বলিয়া তাঁহার নাম রাখা হইল উদয়ভদ্র। উদয়ভদ্র যখন হাঁটিতে শিখিলেন, সেই সময়ে অপর একটী সত্ত্ব ব্রহ্মলোক ত্যাগ করিয়া কাশীরাজের অপর এক স্ত্রীর গর্ভে কুমারীরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। তাঁহার নাম হইল উদয়ভদ্রা।*

কুমার বয়ঃপ্রাপ্তির পর সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিলেন। তিনি স্বভাবতঃ প্রকৃত ব্রহ্মচারী ছিলেন; স্বপ্নেও মৈথুনধর্ম্ম জানিতেন না, তাঁহার চিত্ত কোনরূপ কামচিন্তায় আসক্ত হইত না। রাজা পুত্রকে রাজপদে অভিষিক্ত করিবার এবং তাঁহার প্রমোদের জন্য নাট্যাভিনয় করাইবার ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু রাজার আদেশ প্রচারিত হইলে বোধিসত্ত্ব ইহাতে অসম্মতি জানাইয়া বলিলেন, "আমার রাজত্বে প্রয়োজন নাই, কোনরূপ ভোগসুখেও আমার চিত্ত আসক্ত নহে।" কিন্তু রাজা পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলে শেষে তিনি রক্তবর্ণ-জাম্বুনদময়ী এক রমণীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া তাহা মাতা পিতার নিকট পাঠাইয়া বলিলেন, "যদি এইরূপ স্ত্রী লাভ করি, তাহা হইলেই রাজ্য গ্রহণ করিব।" তাঁহারা এই সুবর্ণমূর্ত্তি জম্বুদ্বীপের সর্ব্বত্র প্রেরণ করিলেন; কিন্তু কুত্রাপি তদ্রূপ রমণী পাওয়া গেল না। তখন তাঁহারা উদয়ভদ্রাকে অলঙ্কৃত করিয়া তাঁহার পার্শ্বে সেই মূর্ত্তি স্থাপন করিলেন। সকলেই দেখিল উদয়ভদ্রা সেই সুবর্ণময়ী মূর্ত্তি অপেক্ষাও সুন্দরী। ইহা দেখিয়া, উভয়ের অনিচ্ছাসত্ত্বেও উদয়ভদ্রের বৈমাত্রেয় ভগিনীকেই তদীয় অগ্রমহিষী করিয়া কাশীরাজ তাঁহাকে সিংহাসনে বসাইলেন।

* এই জাতকে এবং দশরথ-জাতকে ভ্রাতার সহিত ভগিনীর বিবাহের কথা শুনা যায়। উদয়ভদ্রা উদয়ভদ্রের বৈমাত্রেয় ভগিনী; সীতা রামের সহোদরা। এরূপ অস্বাভাবিক পরিণয় ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক যুগে অপরিজ্ঞাত। জাতকের এই কাহিনী কি কোন প্রাগৈতিহাসিক কালের প্রতিধ্বনি? ঐতিহাসিক যুগে মিশর দেশে টলেমিরাজদিগের মধ্যে এই কুপ্রথা প্রচলিত ছিল বটে, কিন্তু অন্য কোথাও ইহার উল্লেখ দেখা যায় না।

নবদম্পতী কিন্তু ব্রহ্মচারিভাবে বাস করিতে লাগিলেন। কালক্রমে মাতা পিতার মৃত্যু হইলে বোধিসত্ত্ব রাজ্য করিতে লাগিলেন। তিনি ও উদয়ভদ্রা এক গৃহে শয়ন করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহারা কখনও লোভবশে ইন্দ্রিয়সংযম ভঙ্গ করেন নাই, পরস্পরের দিকে অবলোকনও করেন নাই। অপিচ তাঁহারা উভয়েই প্রতিজ্ঞা করিলেন, 'আমাদের মধ্যে যে অগ্রে মরিবে, সে পরলোক হইতে আসিয়া অপরকে বলিবে, আমি অমুক স্থানে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিয়াছি।

বোধিসত্ত্ব অভিষেককাল হইতে সপ্তশত বৎসর রাজত্ব করিয়া দেহত্যাগ করিলেন। ইহার পর আর কেহ রাজা হইলেন না, উদয়ভদ্রাই রাজাজ্ঞা দিতে লাগিলেন; অমাত্যেরা তদনুসারে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। বোধিসত্ত্ব দেহত্যাগের পর ত্রয়স্ত্রিংশ ভবনে শক্রত্ব প্রাপ্ত হইলেন এবং মহাবিভূতিসম্পন্ন হইয়া সপ্তাহকাল পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ করিতে পারিলেন না। এই সপ্তাহকাল মনুষ্যগণের সপ্তশতবৎসর। তদনন্তর পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া তিনি স্থির করিলেন, 'আমি রাজকন্যা উদয়ভদ্রার নিকটে যাইব, অর্থলোভ দেখাইয়া তাঁহার চরিত্র পরীক্ষা করিব, তাঁহার নিকট সিংহনাদে ধর্ম্মদেশন করিব এবং এইরূপে প্রতিজ্ঞামুক্ত হইয়া ফিরিয়া আসিব।'

ঐ সময়ে মনুষ্যের জীবন নাকি দশসহস্র বৎসর স্থায়ী ছিল। রাজকন্যা রাত্রিকালে একাকিনী সপ্তভূমিক প্রাসাদতলে একটা সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে বসিয়া নিজের চরিত্রসম্বন্ধে চিন্তা করিতেছিলেন; প্রাসাদের দ্বারসকল সুনিবদ্ধ ছিল এবং প্রহরীরা রাজভবন রক্ষা করিতেছিল। এমন সময়ে শক্র সুবর্ণমুদ্রাপূর্ণ একটী সুবর্ণপাত্র হস্তে লইয়া সেই শয়নকক্ষে আবির্ভূত হইলেন এবং একান্তে দণ্ডায়মান হইয়া প্রথম গাথায় উদয়ভদ্রার সহিত আলাপ আরম্ভ করিলেন:—

১। শুভ্রবস্ত্র সাবধানে আবরিয়া উরু দুই খানি,
কেন লো, অনবদ্যাঙ্গি, প্রাসাদে বসিয়া একাকিনী?
কিন্নরনয়নে, আমি এই ভিক্ষা মাগি তব ঠাঁই,
তুমি, আমি এক সঙ্গে এক রাত্রি সুখেতে কাটাই

ইহা শুনিয়া রাজকন্যা দুইটী গাথা বলিলেন:—

২। দুষ্প্রবেশ্য পুরী এই, একাধিক পরিখা বেষ্টিত,
অট্টাল-গোপুর-দৃঢ়, খড়্গধারিশাস্ত্রিসুরক্ষিত।
৩। তরুণে, যুবকে, কেহ প্রবেশিতে পারেনা কখন;
সঙ্গম আমার সহ চাও তুমি বল কি কারণ?

তখন শক্র চতুর্থ গাথা বলিলেন:—

৪। যক্ষ আমি, আসিয়াছি, তোমার নিকটে, বিধুমুখি,
ভোগ মোরে স্বর্ণ এ স্বর্ণপাত্র লয়ে হও সুখী।

অনন্তর রাজকন্যা পঞ্চম গাথা বলিলেন:—

৫। দেবযক্ষনরী-মধ্যে কারো প্রতি চিত্ত নাহি ধায়;
ভুলিব না উদয়েরে গতদিন গেছে প্রাণ যায়।
মহা-অনুভাব তুমি; কর, যক্ষ, এখনিই প্রস্থান;
আসিওনা ফিরে কভু; করিয়া দিলাম সাবধান।

রাজকন্যার এই সিংহনাদ শুনিয়া শক্র সেখানে তিষ্ঠিলেন না, যেন চলিয়া গেলেন এই ভাব দেখাইলেন এবং তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন। কিন্তু পর দিন তিনি সেই সময়েই সুবর্ণ-মুদ্রাপূর্ণ একটী রজতপাত্র লইয়া রাজকন্যার সহিত ষষ্ঠ গাথায় এই আলাপ করিলেন :—

৬। সর্ব্বোত্তম রস বলি জানে যারে কামভোগিগণ,
ভুঞ্জিতে যাহারে লোকে পাপপঙ্কে হয় নিমগন,
সে রসে বঞ্চিত কেন হ'তে চাও তুমি চারুস্মিতে ?
এনেছি এ রৌপ্যপাত্র, স্বর্ণে পূরি, তোমায় অর্পিতে।

ইহা শুনিয়া রাজকন্যা ভাবিলেন 'ইহাকে আলাপের অবসর দিলে এ পুনঃ পুনঃ আগমন করিবে। অতএব এখন ইহার সহিত বাক্যালাপ করিব না।' ইহা স্থির করিয়া তিনি ভাল মন্দ কিছুই বলিলেন না। শক্র তাঁহার তুষ্ণীভাব দেখিয়া তখনও অন্তর্হিত হইলেন, কিন্তু পর দিন আবার সেই সময়েই কার্ষাপণপূর্ণ একটী লৌহপাত্রহস্তে আবির্ভূত হইলেন এবং বলিলেন "ভদ্রে, আমাকে রতিদানে তৃপ্ত কর, আমি তোমাকে এই কার্ষাপণপূর্ণ লৌহপাত্রটী দান করিব।" তাঁহাকে দেখিয়া রাজকন্যা সপ্তম গাথা বলিলেন :—

৭। লভিতে নারীর প্রেম ধন দিতে চায় যদি নর,
প্রলোভন-পরিমাণ বাড়ায় সে উত্তর উত্তর
দেবধর্ম্ম কিন্তু তব বিপরীত সম্পূর্ণ ইহার
কমিতেছে প্রতিদিন দিতে চাও যেই উপহার।

ইহা শুনিয়া মহাসত্ত্ব বলিলেন "ভদ্রে, আমি সুনিপুণ বণিক্; আমি নিরর্থক অর্থ নাশ করি না। যদি তোমার আয়ুঃ ও রূপ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইত, তাহা হইলে উপহারও বাড়াইয়া আনিতাম, কিন্তু তোমার ক্ষয় হইতেছে; কাজেই আমিও ধনের পরিমাণ কমাইতেছি।

৮। প্রতিদিন হয় ক্ষীণ আয়ু আর রূপ মানুষের ;
বর্ত্তমান জীর্ণতর তুলনায় সঙ্গে অতীতের ;
নারী তুমি, হে সুগাত্রি ; বৃদ্ধা পূর্ব্বকার তুলনায় ;
পূর্ব্বমত উপহার সে কারণে দেওয়া নাহি যায়।
৯। রাজপুত্রি, যশস্বিনি, যত আমি নিরখি তোমায়,
বুঝিতেছি প্রতিদিন হইতেছে রূপ তব ক্ষয়।
১০। কিন্তু এ বয়সে যদি ব্রহ্মচর্য্য পাল লো সুমতি,
পশিবে না জরা দেহে ; হবে তুমি আরো রূপবতী।"

তখন রাজকন্যা বলিলেন :—

১১। জরাগ্রাসে মানুষেরে, জরার অতীত দেবগণ ;
অজর অমর দেহে যদি দেখা দেয় না কখন,
মহা-অনুভাব শক্র, বল এ কি, শুধাই তোমায়,
স্থূল শরীরের সুখ কি হেতু না দেবগণ পায় ?

শক্র এই প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন :—

১২। জরা গ্রাসে মানুষেরে জরার অতীত দেবগণ ;
অজর অমর দেহে বলি দেখা দেয় না কখন
বৃদ্ধি পায় দিব্য রূপ দিন অন্তে দিন যায় যত .
অনন্ত স্বর্গীয় সুখে দেবগণ তৃপ্ত অবিরত

দেবলোকের বিভূতির কথা শুনিয়া রাজকন্যা নিম্নলিখিত গাথায় দেবলোকগমনের পথ জিজ্ঞাসা করিলেন :—

১৩। কি ভয়ে স্বর্গের পথে মানুষ না অগ্রসর হয় ?—
সে মার্গে, সম্বন্ধে যার নানা জনে নানা কথা কয়,
মহা-অনুভাব যক্ষ, বুঝাইয়া দাও দয়া করি।
নিঃশঙ্কায় পরলোকে যাওয়া যায় কোন্ পথে চরি ?

রাজকন্যাকে বুঝাইবার জন্য শক্র বলিলেন :—

১৪। বাক্য আর মন যেই সুসংযত করে সাবধানে,
কায়ে যেই কভু নাহি হয় রত পাপ-অনুষ্ঠানে,
বহু অন্নপান যার গৃহে আসি অতিথিরা লভে,
শুনিয়া মধুর বাণী পরিতোষ যার পায় সবে,
[illegible] [illegible]
ভোগ নাহি করে কভু না দিয়া অপরে নিজ বৃত্ত,
মৈত্রীভাব পোষে মনে,— এতাদৃশ পুণ্যাত্ম-হৃদয়,
পরলোকভয়ে কভু অণুমাত্র কম্পিত না হয়।

রাজকন্যা শক্রের এই কথা শুনিয়া নিম্নলিখিত গাথায় তাঁহার স্তুতি করিলেন :—

১৫। দিলা শিক্ষা, যক্ষ, মোরে মাতাপিতা সন্তানে যেমন
কে হে তুমি মহাভাগ, রূপে যার ঝলসে নয়ন ?

তখন বোধিসত্ত্ব বলিলেন :—

১৬। উদয় আমি, কল্যাণি করি পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা স্মরণ,
সম্ভাষি তোমায় যাই হ'ল মোর প্রতিজ্ঞা পূরণ।

রাজকন্যা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "স্বামিন্, তুমিই তবে মহারাজ উদয়ভদ্র ?" অশ্রুধারায় তাঁহার গণ্ডদেশ প্লাবিত হইল, তিনি আবার বলিলেন, "আমি তোমার বিরহে থাকিতে পারিব না, যাহাতে তোমার নিকটে থাকিতে পারি, আমাকে সেইরূপ উপদেশ দাও।

১৭। সত্যই উদয় তুমি হও যদি, হে রাজকুমার,
দিলে দেখা যদি স্মরি পূর্ব্বকৃত সেই অঙ্গীকার,
বল, কি উপায়ে পুনঃ আমাদের ঘটিবে মেলন
দাও মোরে উপদেশ পালিব তা করিয়া যতন।"

তখন শক্র রাজকন্যাকে এই চারিটী গাথায় উপদেশ দিলেন :—

১৮। অনুক্ষণ আয়ুঃক্ষয়, স্থিতিশীল কিছু নয়
জরা আসি জীর্ণ করে অনিত্য শরীর
জন্মিলে মরিতে হবে এ নিয়মে বদ্ধ সবে,
ভাবি ইহা ধর্ম্মে তুমি মতি কর স্থির।

১৯। সুবিপুল বসুধার একচ্ছত্র অধিকার
লাভ যদি করে কেহ, শুনলো, উদয়ে,
হইলে তৃষ্ণার দাস, তা'তেও না মিটে আশ
ধর্ম্মপথে চর তাই অপ্রমত্ত হয়ে।

২০। এক ঘরে একত্তরে কি সুখে বসতি করে
মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভার্য্যা (ক্রীতা যেই ধনে)।
পরস্পর কাছছাড়া শেষে কিন্তু হয় তারা
ধর্ম্মপথে হও রত ভাবি ইহা মনে।

২১। বেথ মনে, দেহ তব যখন হইবে শব
শৃগালকুক্কুরে ইহা করিবে ভক্ষণ।
কর্ম্মফলে আসে যায়— কেহ বা সদ্গতি পায়,
কেহ করিতেছে নীচ যোনিতে ভ্রমণ।
সুগতের হয় সুখ, দুর্গতের ভাগ্যে দুখ,
কিন্তু কিছু চিরস্থায়ী নয় এ জগতে
এই আছে, এই নাই; এ নীতি সকল ঠাঁই
বুঝি ইহা সাবধানে চল ধর্ম্মপথে।

বোধিসত্ত্ব রাজকন্যাকে এইরূপে উপদেশ দিলেন। রাজকন্যাও ইহাতে অতিমাত্র তুষ্ট হইয়া অবশিষ্ট গাথায় তাঁহার স্তুতি করিলেন :—

২২। সুন্দর বলিলে, দেব, জীবের জীবন—একে ক্লেশকর, তাহে থাকে অল্পক্ষণ।
জীবনের সঙ্গে দুঃখ সম্বদ্ধ সতত, অতএব হব আমি ধর্ম্মকর্ম্মে রত।
ত্যজি কাশীরাজ্য, আর পুরী সুবন্ধন একাকী করিব আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ।

রাজপুত্রীকে উপদেশ দিবার পর বোধিসত্ত্ব স্বস্থানে চলিয়া গেলেন। রাজপুত্রীও পরদিন অমাত্যদিগের হস্তে রাজ্য ন্যস্ত করিয়া ঐ নগরেরই একটী রমণীয় উদ্যানে ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। তিনি সেখানে ধ্যানে রত হইলেন এবং আয়ুঃক্ষয়ান্তে ত্রয়স্ত্রিংশভবনে বোধিসত্ত্বের পাদপরিচারিকারূপে জন্মান্তর লাভ করিলেন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—তখন রাহুলমাতা ছিলেন সেই রাজকন্যা এবং আমি ছিলাম শক্র।]

৪৫৯—পানীয়-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে রিপুদমন-সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। শ্রাবস্তীবাসী পঞ্চশত গৃহী পরস্পর বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন, তাঁহারা একদা তথাগতের ধর্ম্মদেশন শ্রবণ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং উপসম্পদা প্রাপ্ত হন। জেতবনের যে অংশ কোটিস্বর্ণে মণ্ডিত হইয়াছিল, তাঁহারা সেই স্থানে বাস করিতেন। তাঁহারা একদিন নিশীথ সময়ে কামচিন্তা করিতে লাগিলেন। (অতঃপর, পূর্ব্বে যেরূপ বলা হইয়াছে সেই ভাবে সবিস্তর বলিতে হইবে) * আয়ুষ্মান্ আনন্দ ভগবানের আদেশে ভিক্ষুসঙ্ঘ সমবেত করিলে শাস্তা সুরচিত আসনে উপবেশন করিলেন এবং ব্যক্তিবিশেষের দিকে লক্ষ্য না করিয়া,—কাহাকেও, 'তুমি কামচিন্তা করিয়াছ' এরূপ না বলিয়া,—সমস্ত সঙ্ঘকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, পাপ কখনও ক্ষুদ্র হইতে পারে না; যিনি ভিক্ষু হইয়াছেন, তাঁহাকে পাপচিন্তা মনে উদিত হইবামাত্রই, নিগ্রহ করিতে হইবে। যখন বুদ্ধের আবির্ভাব হয় নাই, তখনও প্রাচীন পণ্ডিতেরা পাপ নিগ্রহ করিয়াছিলেন এবং সেই হেতু প্রত্যেকবুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে কাশীরাজ্যের কোন গ্রামে দুই বন্ধু জলপূর্ণ তুম্ব লইয়া কৃষিক্ষেত্রে যাইত, তুম্ব দুইটী এক পার্শ্বে রাখিয়া ভূমি কর্ষণ করিত এবং যখন পিপাসা পাইত, তখন গিয়া তুম্ব হইতে জল পান করিত। তাহাদের একজন একদা জল পান করিবার জন্য গিয়া নিজের তুম্বটীর জল রাখিবার জন্য অপর ব্যক্তির তুম্ব হইতে পান করিল। অতঃপর বন হইতে বাহির হইয়া সে স্নান করিল এবং দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল, "আজ আমি কায়দ্বারাদি দ্বারা কোন পাপ করিয়াছি কি?" তখন তাহার মনে হইল যে, সে জল চুরি করিয়া পান করিয়াছে। ইহাতে তাহার বড় ক্ষোভ জন্মিল, সে দেখিল এই তৃষ্ণা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া তাহাকে অপায়ে নিক্ষেপ করিবে। অতএব সে ইহা দমন করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইল, অপহৃত জলপান করাকেই আলম্বন করিয়া বিদর্শনা বৃদ্ধি করিল, প্রত্যেকবুদ্ধত্ব লাভ করিল, এবং লব্ধ জ্ঞানের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে সেখানেই দাঁড়াইয়া রহিল। এদিকে অপর লোকটী স্নান করিয়া তাহাকে বলিল, 'এস ভাই, এখন বাড়ী যাই।" সে উত্তর দিল," তুমি যাও; আমার ঘরে কোন প্রয়োজন নাই; আমি এখন প্রত্যেকবুদ্ধ হইয়াছি।" অপর লোকটী বলিল, "প্রত্যেকবুদ্ধই বটে! প্রত্যেকবুদ্ধেরা তোমার মত না হইলে আর কাহার মত হইবেন?" "তাঁহারা কীদৃশ, বল ত?" "তাঁহাদের কেশ দুই অঙ্গুলিমাত্র লম্বা, তাঁহারা কাষায় বস্ত্র পরেন, এবং নন্দমূল গুহায় বাস করেন।" ইহা শুনিয়া প্রথম ব্যক্তি নিজের মাথায় হাত দিল; অমনি তাহার গৃহিচিহ্ন অন্তর্হিত হইল, সে সুরক্ত বস্ত্রযুগল পরিধান করিল, তাহার দেহ বেষ্টন করিয়া পীতবর্ণ কায়বন্ধ বিদ্যুল্লতার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল, তাহার এক স্কন্ধ রক্তবর্ণ উত্তরাসঙ্গে আবৃত হইল, অপর স্কন্ধে পাংশুকূলাহৃত মেঘবর্ণ চীবর দেখা যাইতে লাগিল, বামাংসকূটে ভ্রমরবর্ণ মৃৎপাত্র সংলগ্ন হইল; সে আকাশে অবস্থিত হইয়া ধর্ম্মদেশন করিল এবং তদনন্তর ঊর্দ্ধে উঠিয়া একেবারে নন্দমূল গুহায় গিয়া অবতরণ করিল।

---

* তৃতীয় খণ্ডের পলাশ-জাতক (৩৭০) এবং কোটি-শাম্মলি জাতক (৪১২) দ্রষ্টব্য।

আর এক ব্যক্তি (ইনি কাশী গ্রামেরই এক কুটুম্বিক ছিলেন) দোকানে বসিয়াছিলেন, এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন, কোন পুরুষ তাহার স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া যাইতেছে। ঐ স্ত্রী সুন্দরী ছিল, কুটুম্বিক ইন্দ্রিয় সংযম না করিতে পারিয়া তাহার দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার পরেই তিনি ভাবিয়াছিলেন, "আমার এই লোভ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইলে শেষে আমাকে অপায়ে নিক্ষেপ করিবে।" এইরূপে উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া তিনি বিদর্শন বর্দ্ধিত করিলেন, প্রত্যেকবুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইলেন, আকাশে দাঁড়াইয়া ধর্ম্মদেশন করিলেন এবং নন্দমূলগুহায় চলিয়া গেলেন।

কাশীগ্রামের এক ব্যক্তি ও তাহার পুত্র একসঙ্গে পথ চলিতেছিল। বনমুখে দস্যুরা থাকিত। তাহারা পিতা পুত্র দুই জনকে ধরিতে পারিলে পিতাকে ছাড়িয়া দিত, বলিত "যাও, ধন আনিয়া পুত্রকে মুক্ত কর।" তাহারা যদি দুই ভাইকে ধরিত, তাহা হইলে কনিষ্ঠকে আটক রাখিত এবং জ্যেষ্ঠকে ছাড়িয়া দিত, যদি আচার্য্য ও শিষ্যকে ধরিত, তাহা হইলে আচার্য্যকে আটক রাখিত এবং শিষ্যকে ছাড়িয়া দিত। শিষ্য বিদ্যালোভে ধন আহরণ করিয়া আচার্য্যকে মুক্ত করিয়া লইয়া যাইত। প্রথমে যে পিতা পুত্রের কথা বলা হইল, তাহারা ঐ স্থানে দস্যু আছে জানিয়া একটা কৌশল অবলম্বন করিল, পিতা পুত্রকে বলিল. "তুমি আমাকে পিতা বলিও না, আমিও বলিব না যে তুমি আমার পুত্র।" দস্যুরা যখন তাহাদিগকে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের পরস্পরের সম্বন্ধ কি, তখন পুত্র জানিয়াও মিথ্যা কথা বলিল, উত্তর দিল যে, "আমাদের মধ্যে কোন সম্বন্ধ নাই।" অনন্তর তাহারা বন হইতে বাহির হইয়া সন্ধ্যাকালে স্নান করিল এবং বিশ্রাম করিতে লাগিল। এই সময়ে পুত্র নিজের চরিত্র অনুসন্ধান করিয়া সেই মিথ্যা কথা স্মরণ করিল এবং ভাবিল, 'এই পাপ ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া আমাকে অপায়ে নিক্ষেপ করিবে, অতএব ইহাকে নিগ্রহ করিতে হইবে।' এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তাহার বিদর্শন বর্দ্ধিত হইল, সে প্রত্যেকবুদ্ধত্বপ্রাপ্ত হইয়া আকাশে অবস্থিত হইল এবং পিতাকে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া একেবারে নন্দমূলগুহায় চলিয়া গেল।

কাশীগ্রামের এক গ্রামভোজক প্রাণিহত্যা বারণ করিয়াছিলেন। একদা অনেক লোকে সমবেত হইয়া তাহাকে বলিল, "প্রভো, আমরা মৃগশূকরাদি মারিয়া যক্ষদিগকে বলি দিব, কারণ এখন বলিদান করিবার সময়।" গ্রামভোজক উত্তর দিলেন, 'তোমরা পূর্ব্বে যেরূপ করিতে, এখনও তাহাই কর।" এই অনুমতি পাইয়া লোকে বহু প্রাণী বধ করিল। গ্রামভোজক রাশি রাশি মৎস্যমাংস দেখিয়া অনুতপ্ত হইলেন, তিনি ভাবিলেন, 'কেবল আমারই একটা কথার জন্য এই সকল ব্যক্তি এত প্রাণীর সংহার করিয়াছে।' তিনি বাতায়নের নিকটে দাঁড়াইয়া এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে বিদর্শন বর্দ্ধিত করিলেন, প্রত্যেকবুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়া আকাশে অবস্থিত হইলেন এবং ধর্ম্মদেশন-পূর্ব্বক একেবারে নন্দমূলগুহায় চলিয়া গেলেন।

এই কাশীরাজ্যেরই আর এক গ্রামভোজক মদ্য বিক্রয় নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু একদা অনেক লোকে তাঁহাকে বলিল, 'স্বামিন্, পূর্ব্বে এই সময়ে সুরাপানোৎসব হইত, এখন আমরা কি করিব?" গ্রামভোজক উত্তর দিলেন, "তোমাদের পুরাতন নিয়মমত চল।" তখন লোকে উৎসব করিল, মদ্যপানপূর্ব্বক কলহে প্রবৃত্ত হইল; কাহারও হাত পা ভাঙ্গিল, কাহারও মাথা

ফাটিল, কাহারও কাণ ছিঁড়িয়া গেল, এবং এজন্য বহুলোকে দণ্ডিত হইল। গ্রামভোজক চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'আমি যদি অনুমোদন না করিতাম, তাহা হইলে ইহারা এত দুঃখ পাইত না।' ইহাতেই সেই ভূস্বামীর মনে অনুতাপ জন্মিল; তিনি বিদর্শন বৃদ্ধি করিয়া প্রত্যেক-বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইলেন, আকাশে বসিয়া, "তোমরা অপ্রমত্ত হও" এই ধর্ম্মোপদেশ দিলেন এবং একেবারে নন্দমূলগুহায় চলিয়া গেলেন।

কালক্রমে এই পঞ্চ প্রত্যেকবুদ্ধ একদা ভিক্ষাচর্য্যার জন্য বারাণসী নগরের দ্বারে অবতরণ করিলেন। তাঁহাদের দেহ বহির্ব্বাসে ও অন্তর্ব্বাসে সুন্দররূপে আবৃত এবং আকৃতি প্রসাদাদি-গুণযুক্ত ছিল। তাঁহারা এই বেশে ভিক্ষাচর্য্যায় বাহির হইয়া রাজভবনের নিকটে গমন করিলেন। রাজা তাঁহাদিগকে দেখিয়া প্রসন্ন হইলেন, তাঁহাদিগকে প্রাসাদে লইয়া গেলেন, তাঁহাদের পদ প্রক্ষালন করিলেন, পায়ে গন্ধ তৈল মাখাইলেন, তাঁহাদিগকে সুস্বাদু খাদ্য ও ভোজ্য দ্বারা পরিতৃপ্ত করিলেন, এবং একান্তে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদন্তগণ, আপনারা যে প্রথম বয়সেই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা অতি উত্তম হইয়াছে। এই বয়সে প্রব্রাজক হইয়া আপনারা কাম হইতে যে দুঃখ জন্মে তাহা দেখিতে পাইয়াছেন। বলুন ত কি সূত্রে আপনারা এই ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন।" প্রত্যেক-বুদ্ধেরা যথাক্রমে এই পাঁচটী গাথায় রাজার প্রশ্নের উত্তর দিলেন।—

১। নিজের [illegible] নিজ হস্তে করি পান ; ঘৃণা শেষে উপজিল মনে ;
আবার এমন পাপে লিপ্ত যাতে নাহি হই, লইনু প্রব্রজ্যা সে কারণে।
২। পরের বনিতা দেখি হইলাম রূপমুগ্ধ ; ঘৃণা শেষে উপজিল মনে ;
আবার এমন পাপে লিপ্ত যাতে নাহি হই, লইনু প্রব্রজ্যা সে কারণে।
৩। দস্যুহস্তে পড়িলেন কানন মাঝারে পিতা, জিজ্ঞাসা করিল দস্যুগণ,
কে হয় তোমার এই, জানি শুনি মিথ্যা কথা বলিলাম আমি হে তখন।
করিলাম কি কুকর্ম্ম, ভাবি হই অনুতপ্ত, ঘৃণা শেষে উপজিল মনে ;
আবার এমন পাপে লিপ্ত যাতে নাহি হই, লইনু প্রব্রজ্যা সে কারণে।
৪। বধিল অনেক প্রাণী যজ্ঞে বলি দিব বলি সোমযাগে গ্রামবাসিগণ ;
প্রাণিহত্যা এইরূপ পূর্ব্বপ্রচলিত প্রথা, বাধা না দিলাম সে কারণ।
অনুমোদনের ফল প্রত্যক্ষ করিয়া মোর ঘৃণা শেষে উপজিল মনে ;
আবার এমন পাপে লিপ্ত যাতে নাহি হই, লইনু প্রব্রজ্যা সে কারণে।
৫। সুরা-পুষ্পাসব লোকে পূর্ব্বেও করিত পান ; বাধা না দিলাম সে কারণ।
পাইয়া আমার আজ্ঞা সুরোৎসবে মত্ত সবে, হতাহত হল বহুজন।
অনুমোদনের ফল প্রত্যক্ষ করিয়া মোর ঘৃণা শেষে উপজিল মনে ;
আবার এমন পাপে লিপ্ত যাতে নাহি হই, লইনু প্রব্রজ্যা সে কারণে।

রাজা প্রত্যেকবুদ্ধদিগের মুখে ধর্ম্মকথা শুনিয়া চিত্তপ্রসাদ লাভ করিলেন এবং তাঁহাদিগকে ভৈষজ্যসমূহ, এবং চীবর প্রস্তুত করিবার জন্য বস্ত্র দান করিয়া বিদায় দিলেন। প্রত্যেকবুদ্ধেরা অনুমোদনপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। রাজা তখন হইতে কামে বীতরাগ ও বীতস্পৃহ হইলেন;

তিনি উৎকৃষ্ট রসযুক্ত ভোজন গ্রহণ করিতে লাগিলেন বটে, * কিন্তু স্ত্রীলোকের সহিত আলাপ বর্জ্জন করিলেন, এমন কি তাহাদের মুখাবলোকন পর্য্যন্ত রহিত করিলেন। তাঁহার মনে বৈরাগ্য জন্মিল, তিনি উঠিয়া শ্রীগর্ভে প্রবেশ করিলেন, সেখানে বসিয়া শ্বেতভিত্তির দিকে অবলোকনপূর্ব্বক কৃৎস্নপরিকর্ম্ম সম্পাদন করিলেন এবং ধ্যানসুখ ভোগ করিতে লাগিলেন। তিনি ধ্যানস্থ হইয়া কামের দোষকীর্ত্তন করিবার জন্য বলিলেন :—

৬। ইন্দ্রিয়-সেবায় ধিক্, নাই এতে সুখ-লেশ,
যতই সেবিবে এরে, ততই পাইবে ক্লেশ।
ছিলাম সুদীর্ঘকাল ইন্দ্রিয়-সেবায় রত,
পাই নাই সুখ কভু, পাইতেছি এবে যত।

রাজার অগ্রমহিষী ভাবিলেন, 'এই রাজা প্রত্যেকবুদ্ধদিগের মুখে ধর্ম্মকথা শুনিয়া এমন উৎকণ্ঠাগ্রস্ত হইয়াছেন যে, আমাদের সহিত বাক্যালাপ বন্ধ করিয়া শ্রীগর্ভে প্রবেশ করিয়াছেন, ইহাকে ধরিয়া বাহিরে আনিতে হইবে।' ইহা স্থির করিয়া তিনি শ্রীগর্ভের দ্বারের সমীপে গেলেন এবং সেখানে দাঁড়াইয়া, রাজা কামের দোষকীর্ত্তনপূর্ব্বক যে উদান গান করিতেছিলেন তাহা শুনিতে পাইলেন। তিনি বলিলেন, "মহারাজ, আপনি কামের নিন্দা করিতেছেন, কিন্তু কামসুখের ন্যায় সুখ কোথাও নাই।" অনন্তর তিনি কামের গুণ বর্ণনা করিয়া একটী গাথা বলিলেন :—

৭। ইন্দ্রিয়-সেবায় লোকে আনন্দ লভে অপার,
চরিতার্থকাম হ'তে বড় সুখ নাই আর।
ইন্দ্রিয়-সেবায় রত সযতনে যেই জন,
ইহলোক স্বর্গসুখ করে সেই আস্বাদন।

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "নিপাত যাও, বৃষলি। কামে আবার সুখ কোথায়? দুঃখই কামের পরিণাম।

৮। কাম অতি দুঃখকর, নাই এতে সুখলেশ,
অন্য কিছু নাহি দেয় কামের মতন ক্লেশ।
হিতাহিত না ভাবিয়া হয় যারা কামে রত,
উন্মুক্ত করিয়া রাখে তারা নরকের পথ।

৯। বহুরক্তপায়ী খড়্গ সুনিশিত অসি, আর
বক্ষে বিদ্ধ শক্তি, এরা বড়ই যন্ত্রণাকর,
কিন্তু সে যন্ত্রণা তুচ্ছ, বিচারিয়া দেখ যদি,
কি যন্ত্রণা পায় লোকে কাম হ'তে নিরবধি।

১০। মানুষ-প্রমাণ গর্ত্ত অঙ্গারে পূরিয়া জ্বাল,
প্রখর রৌদ্রেতে তপ্ত কর লাঙ্গলের ফাল,
হইবে বিষম জ্বালা, কিন্তু তাহা সহ্য হয়,
ভীষণ কামের জ্বালা সহিতে না পারা যায়।

* 'নানাগ্গরস-ভোজনং ভুঞ্জিত্বা'। কিন্তু এখানে 'অভুঞ্জিত্বা' পাঠ গ্রহণ করিলে সুসঙ্গতি হয় না কি?

১১। হলাহল, বিষতৈল, * তাম্রের কলঙ্ক আর, †
সর্ব্বাপেক্ষা ভয়াবহ কাম সর্ব্বদুঃখাগার।

মহাসত্ত্ব দেবীকে এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া অমাত্যদিগকে সমবেত করিলেন এবং বলিলেন, "আপনারা এই রাজ্য রক্ষা করুন, আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব।" ইহা শুনিয়া প্রজাবৃন্দ রোদন ও পরিদেবন করিতে লাগিল, কিন্তু তিনি তাহাতে বিচলিত না হইয়া আকাশে উত্থিত হইলেন এবং সেখানে দাঁড়াইয়া তাহাদিগকে নানা উপদেশ দিলেন। অনন্তর তিনি বায়ুপথেই উত্তর হিমাচলে চলিয়া গেলেন এবং এক রমণীয় প্রদেশে আশ্রম নির্ম্মাণপূর্ব্বক ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া আয়ুঃক্ষয়ান্তে ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন।

[কথান্তে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা বলিলেন, "কোন পাপই ক্ষুদ্র নহে। সমস্ত পাপকেই অতি সাবধানে নিগ্রহ করা পণ্ডিতদিগের কর্ত্তব্য।" অনন্তর তিনি সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই পঞ্চশত ভিক্ষু অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—তখন সেই প্রত্যেকবুদ্ধগণ পরিনির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন, তখন রাহুলমাতা ছিলেন সেই দেবী এবং আমি ছিলাম সেই রাজা।]

৪৬০—যুবঞ্জয়-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে মহাভিনিষ্ক্রমণ-সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ধর্ম্মসভায় সমবেত ভিক্ষুরা একদিন বলাবলি করিতেছিলেন, "দেখ ভাই, দশবল যদি গৃহে থাকিতেন, তাহা হইলে চক্রবালসমূহের মধ্যে রাজচক্রবর্ত্তী হইয়া সপ্তরত্নের অধিপতি হইতে পারিতেন, ‡ তিনি চতুর্ব্বিধ ঋদ্ধিলাভ করিতেন এবং সহস্রাধিক পুত্রপরিবৃত হইয়া রাজত্ব করিতেন, কিন্তু কামের দোষ দেখিয়া তিনি এরূপ ঐশ্বর্য্যও পায়ে ঠেলিয়াছিলেন এবং নিশীথকালে একমাত্র ছন্দককে সঙ্গে লইয়া ও কণ্ঠককে আরোহণ করিয়া § রাজভবন হইতে নিষ্ক্রমণ করিয়াছিলেন, অনোমা নদীতীরে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ছয় বৎসর কঠোর তপশ্চর্য্যা করিয়া শেষে সম্যক্‌সম্বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।" ভিক্ষুরা এইরূপে শাস্তার গুণ কীর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময় তিনি সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিলেন এবং বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও তথাগত মহাভিনিষ্ক্রমণ করিয়াছিলেন, পূর্ব্বেও তিনি দ্বাদশযোজন বিস্তীর্ণ বারাণসী নগরের রাজত্ব পরিহারপূর্ব্বক নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে রম্যনগরে সর্ব্বদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। এই বারাণসীই উদয়-জাতকে (৪৫৮) সুরুন্ধন, থুল্লসুতসোম-জাতকে (৫২৫) সুদর্শন, শোণনন্দ-জাতকে (৪২৩) ব্রহ্মবর্দ্ধন,

---

* 'তেলং উক্‌কট্‌ঠিতং'—ইহার প্রকৃত অর্থ কি বুঝিতে পারি নাই, তবে ইহা যে কোন বিষাক্ত তৈল, তাহা নিশ্চয়। 'পক্কুথিতং' এই পাঠান্তর আছে। ইহার অর্থও সুস্পষ্ট বুঝা যায় না।

† Verdigris.

‡ সপ্তরত্ন-সম্বন্ধে ২য় খণ্ডের ১৭৯ম ও ১৯৩ম পৃষ্ঠের এবং ঋদ্ধিচতুষ্টয়-সম্বন্ধে ৩য় খণ্ডের ১৯৮ম পৃষ্ঠের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

§ সিদ্ধার্থের সারথির নাম ছন্দক এবং অশ্বের নাম কণ্ঠক।

খণ্ডহাল-জাতকে (৫৪২) পুষ্পপুর, এবং এই যুবঞ্জয়-জাতকে রম্যনগর নামে বর্ণিত হইয়াছে। বারাণসীর সময়ে সময়ে এইরূপ নাম পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

রাজা সর্ব্বদত্তের এক সহস্র পুত্র ছিল। রাজা জ্যেষ্ঠ পুত্র যুবঞ্জয়কে ঔপরাজ্য দান করিয়াছিলেন। যুবঞ্জয় একদিন প্রাতঃকালেই রথারোহণে মহাড়ম্বরে উদ্যানকেলির জন্য যাইতেছিলেন। তিনি পথে বৃক্ষাগ্রে, তৃণাগ্রে, শাখাগ্রে এবং ঊর্ণনাভজালে মুক্তামালাকারে সংলগ্ন শিশিরবিন্দুসকল দেখিয়া সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদ্র, এগুলি কি?" সারথি উত্তর দিলেন, "এসব শিশিরকণা। শীতকালে শিশির পড়ে।" যুবঞ্জয় দিনের বেলায় উদ্যানে কেলি করিয়া সায়াহ্নে প্রতিগমন করিবার সময়ে শিশিরকণাগুলি দেখিতে না পাইয়া সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সৌম্য সারথে! সেই শিশিরকণাগুলি কোথায়? এখন ত সেগুলি দেখিতে পাইতেছি না।" "উপরাজ, সূর্য্যোদয় হইলে সে সব উত্তাপে অদৃশ্য হইয়া মাটির মধ্যে গিয়াছে।" ইহা শুনিয়া যুবঞ্জয় উদ্বিগ্নচিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'প্রাণীদিগের জীবনও তৃণাগ্রসংলগ্ন শিশিরকণাসদৃশ, ব্যাধিজরামরণে পীড়িত হইবার পূর্ব্বেই মাতাপিতার অনুমতি লইয়া আমার প্রব্রজ্যা গ্রহণ করা উচিত।' এইরূপে তিনি শিশিরকণাকে আলম্বন করিয়া যেন উজ্জ্বলালোকে ভবত্রয় * দেখিতে পাইলেন, গৃহে ফিরিয়া অলঙ্কৃত বিনিশ্চয়শালায় উপবিষ্ট পিতার নিকটে গেলেন এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া প্রথম গাথায় প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করিলেন :—

১। মিত্রামাত্যপরিবৃত রথিশ্রেষ্ঠ। প্রণমি তোমায়
প্রব্রজ্যাগ্রহণ তরে দাস তব অনুমতি চায়।

রাজা তাঁহাকে দ্বিতীয় গাথায় বারণ করিলেন :—

২। ভোগের অভাব যদি থাকে তব, পূরিব নিশ্চয়,
নিবারিব শত্রু তব, প্রব্রজ্যা ল'য়ো না যুবঞ্জয়।

ইহা শুনিয়া কুমার তৃতীয় গাথা বলিলেন :—

৩। অভাব কিছুই নাই, শত্রু কেহ নাই বিদ্যমান্,
নির্ব্বাণ-ভিখারী আমি জরাহতে পেতে পরিত্রাণ।

[এই বৃত্তান্ত সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা অর্দ্ধগাথা বলিলেন :—
৪ক। তনয় জনকে যাচে, পিতা যাচে ঔরস তনয়ে]।

রাজা অপরার্দ্ধগাথা বলিলেন :—

৪খ। প্রব্রজ্যা ল'য়ো না বলি প্রজাগণ যাচে যুবঞ্জয়ে।

কুমার আবার বলিলেন :—

৫। প্রব্রজ্যা লইতে মোরে, রথিবর, করো না বারণ,
কামমত্ত হয়ে যেন জরাবশে পড়ি না কখন।

* কামভব, রূপভব, অরূপভব অর্থাৎ কামলোকে, রূপলোকে ও অরূপলোকে সত্ত্বা।

ইহা শুনিয়া রাজা নিরুত্তর হইলেন। এদিকে লোকে গিয়া যুবঞ্জয়ের মাতাকে বলিল, "দেবি, আপনার পুত্র প্রব্রজ্যা-গ্রহণের জন্য রাজার অনুমতি চাহিতেছেন।" ইহা শুনিয়া মহিষী বলিলেন, "কি বলিলে তোমরা ?" তাঁহার যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া গেল, তিনি সুবর্ণ-শিবিকায় বসিয়া অবিলম্বে বিনিশ্চয়শালায় উপস্থিত হইলেন এবং ষষ্ঠ গাথায় কুমারকে নিজের প্রার্থনা জানাইলেন :—

৬। যাচি আমি তোরে, বাছা, আমি তোরে করি নিবারণ,
ইচ্ছা সদা দেখি তোরে, করিস্ না প্রব্রজ্যা গ্রহণ।

ইহার উত্তরে কুমার সপ্তম গাথা বলিলেন :—

৭। প্রভাতে তৃণাগ্রলগ্ন শিশির কি দেখিতে সুন্দর!
না রহে একটী কণা সমুদিত যবে দিনকর।
মানুষের আয়ুঃ, মাতঃ, ক্ষণস্থায়ী তাহার মতন,
প্রব্রজ্যা লইব আমি, করো না আমায় নিবারণ।

রাজপুত্র ইহা বলিলেও মহিষী পুনঃ পুনঃ যাজ্ঞা করিতে লাগিলেন। তখন মহাসত্ত্ব পিতাকে সম্বোধনপূর্ব্বক অষ্টম গাথা বলিলেন :—

৮। তুলি যান বাহকেরা যাউক লইয়া শীঘ্র মায়,
তরিব সংসারার্ণব, মা কেন হবেন অন্তরায় ?

পুত্রের বচন শুনিয়া রাজা বলিলেন, "ভদ্রে, তুমি শিবিকায় বসিয়া রতিবর্দ্ধন প্রাসাদে আরোহণ কর।" রাজার কথায় মহিষী সেখানে আর থাকিতে পারিলেন না। তিনি নারীগণে পরিবৃত হইয়া চলিয়া গেলেন এবং প্রাসাদে আরোহণপূর্ব্বক, তাঁহার পুত্র কি করেন জানিবার জন্য বিনিশ্চয়শালার দ্বারাভিমুখে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন। এদিকে মাতা গমন করিলে বোধিসত্ত্ব পিতার নিকট পুনর্ব্বার সেই প্রার্থনা জানাইলেন। রাজা তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে না পারিয়া বলিলেন, "তবে, বৎস, তোমার মনোরথই পূর্ণ হউক, আমি তোমাকে প্রব্রজ্যা-গ্রহণের অনুমতি দিলাম।" অনুজ্ঞার সময়ে বোধিসত্ত্বের কনিষ্ঠভ্রাতা যুধিষ্ঠির গিয়া পিতাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক বলিলেন, "পিতঃ, আমাকেও প্রব্রজ্যাগ্রহণের অনুমতি দিন।" রাজা তাঁহাকেও অনুমতি দিলেন। অনন্তর ভ্রাতৃদ্বয় পিতাকে প্রণাম করিয়া বিষয়বাসনা পরিহার-পূর্ব্বক বিনিশ্চয়শালা হইতে বাহির হইলেন, বহুলোকে তাঁহাদিগকে বেষ্টন করিয়া চলিল। মহিষী রতিবর্দ্ধন প্রাসাদ হইতে মহাসত্ত্বকে দেখিতে পাইয়া পরিদেবন করিতে লাগিলেন, "হায়, আমার পুত্র প্রব্রজ্যা লইলে এই রম্যনগর শূন্য হইবে।

৯। যাও ছুটি, বল গিয়া, 'হও বৎস, কুশলভাজন,
তোমার বিহনে শূন্য হল রম্যরাজ-নিকেতন।'
সর্ব্বদত্ত মহীপাল অনুজ্ঞা দিলেন, হায়! হায়!
লভি তাহা প্রব্রজ্যায় রাজপুত্র যুবঞ্জয় যায়।

১০। সহস্র পুত্রের মধ্যে রূপে, বলে শ্রেষ্ঠ বলি যায়,
যৌবনে কাষায় পরি সেই আজি গেল প্রব্রজ্যায়।

বোধিসত্ত্ব তখনই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন না। তিনি মাতাপিতাকে বন্দনা করিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরকে সঙ্গে লইয়া নগর হইতে বাহির হইলেন, সঙ্গে যে সকল লোক যাইতেছিল তাহাদিগকে ফিরাইয়া দিলেন এবং দুই ভ্রাতা হিমালয়ে প্রবেশপূর্ব্বক এক মনোরম স্থানে আশ্রম নির্ম্মাণ করিলেন। সেখানে ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া উভয়ে ধ্যানাভিজ্ঞা লাভ করিলেন এবং যাবজ্জীবন বন্যফলমূলাহারে শরীর ধারণপূর্ব্বক ব্রহ্মলোকপরায়ণ হইলেন।

[নিম্নলিখিত অভিসম্বুদ্ধ গাথায় এই ভাব প্রকটিত হইয়াছে :—

১১। যুবঞ্জয়, যুধিষ্ঠির, প্রব্রজ্যা লইয়া দুইজনে,
ছেদিতে মারের পাশ মাতাপিতা ছাড়ি গেল বনে।

[এইরূপে ধর্ম্ম দেশন করিয়া শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও তথাগত রাজ্য ত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন।"

সমবধান—তখন বর্ত্তমান রাজকুলের মাতাপিতা ছিলেন সেই মাতা পিতা, আনন্দ ছিলেন যুধিষ্ঠির কুমার এবং আমি ছিলাম যুবঞ্জয়।]

৪৬১—দশরথ-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি-কালে কোন পিতৃবিয়োগকাতর ভূস্বামীকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যু হইলে সেই ব্যক্তি শোকে এত অভিভূত হইয়াছিলেন যে, তিনি সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল শোকই করিতেন। একদিন প্রত্যূষকালে শাস্তা সর্ব্বলোক পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে বুঝিলেন যে তাঁহার স্রোতাপত্তি-ফলপ্রাপ্তির সময় আসিয়াছে। ইহা দেখিয়া তিনি দিবাভাগে শ্রাবস্তীতে ভিক্ষাচর্য্যান্তে আহার করিলেন এবং অন্যান্য ভিক্ষুদিগকে বিদায় দিয়া কেবল একজন পশ্চাচ্ছ্রামণের সঙ্গে লইয়া উক্ত ভূস্বামীর গৃহে গমন করিলেন। ভূস্বামী তাঁহাকে প্রণাম করিয়া উপবিষ্ট হইলে শাস্তা মধুর বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "উপাসক, তুমি কি বড় শোকার্ত্ত হইয়াছ?" ভূস্বামী বলিলেন, "হাঁ ভদন্ত, পিতৃশোকে বড় কাতর হইয়াছি।" শাস্তা বলিলেন, "দেখ উপাসক, প্রাচীন পণ্ডিতেরা তত্ত্বতঃ অষ্টলোক ধর্ম্ম* জানিতেন বলিয়া পিতার মৃত্যু হইলে অণুমাত্র শোকও অনুভব করেন নাই।" অনন্তর ভূস্বামীর অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীতে দশরথ নামে এক মহারাজ ছিলেন। তিনি ছন্দ, দ্বেষ, মোহ, ভয়, এই চতুর্ব্বিধ অগতি পরিহার করিয়া যথাধর্ম্ম প্রজাপালন করিতেন। তাঁহার ষোড়শ সহস্র অন্তঃপুরচারিণী ছিলেন, তন্মধ্যে অগ্রমহিষীর গর্ভে দুই পুত্র ও এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম রামপণ্ডিত, কনিষ্ঠ পুত্রের নাম লক্ষ্মণ কুমার এবং কন্যার নাম সীতাদেবী।

কালসহকারে অগ্রমহিষীর মৃত্যু হইল। দশরথ তাঁহার বিয়োগে অনেকদিন শোকাভিভূত হইয়া রহিলেন, শেষে অমাত্যদিগের পরামর্শে তদীয় ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক অপর এক পত্নীকে অগ্রমহিষীর পদে প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন।

নবীনা মহিষীও দশরথের প্রিয়া ও মনোজ্ঞা হইলেন, কিয়দ্দিনের মধ্যে গর্ভধারণ করিলেন, এবং গর্ভসংস্কারাদি লাভ করিয়া যথাকালে এক পুত্র প্রসব করিলেন। এই পুত্রের

* অষ্টলোক ধর্ম্ম—লাভ, অলাভ যশ, অযশ, প্রশংসা, নিন্দা, সুখ, দুঃখ। মনুষ্য মাত্রেই এই অষ্ট ধর্ম্মের বশবর্ত্তী।

নাম হইল ভরতকুমার। রাজা পুত্রস্নেহের আবেগে একদিন মহিষীকে বলিলেন, "প্রিয়ে, আমি তোমায় একটী বর দিব, কি বর লইবে, বল।" মহিষী বলিলেন, "মহারাজ, আপনার বর দাসীর শিরোধার্য্য, কি বর চাই, তাহা এখন বলিব না।"

ক্রমে ভরতকুমারের বয়স সাত বৎসর হইল। তখন মহিষী একদিন দশরথের নিকট গিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আপনি আমার পুত্রকে একটী বর দিবেন, বলিয়াছিলেন, এখন সেই অঙ্গীকার পালন করুন।" রাজা বলিলেন, "কি বর চাও, বল।" "স্বামিন্, আমার পুত্রকে রাজপদ দিন্।" রাজা অঙ্গুলি ছোটন করিয়া বলিলেন, "নিপাত যাও, বৃষলি, আমার প্রজ্বলিত অগ্নিখণ্ডসম অপর দুই পুত্র বর্ত্তমান, তুমি কি তাহাদিগকে মারিয়া ফেলিতে চাও যে, নিজের পুত্রকে রাজ্য দিবার কথা বলিতেছ?" মহিষী রাজার তর্জ্জনে ভীত হইয়া নিজের সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে (শ্রীগর্ভে) চলিয়া গেলেন, কিন্তু অতঃপর পুনঃপুনঃ রাজার নিকট ঐ প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন। রাজা তাঁহাকে উক্ত বর দিলেন না বটে, কিন্তু চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'রমণীগণ অকৃতজ্ঞ ও মিত্রদ্রোহী; মহিষী কোনও কূটপত্র লেখাইয়া কিংবা নিজের দুরভিসন্ধিসাধনার্থ উৎকোচ দিয়া আমার পুত্রদিগের প্রাণবধ করাইতে পারেন।' অনন্তর তিনি প্রথম পুত্রদ্বয়কে ডাকাইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলেন, এবং বলিলেন, "বৎসগণ, এখানে থাকিলে তোমাদের বিপদ্ ঘটিবার সম্ভাবনা। তোমরা কোনও সামন্তরাজ্যে কিংবা বনে গিয়া বাস কর। যখন আমার দেহ শ্মশানে ভস্মীভূত হইবে, তখন ফিরিয়া আসিয়া পিতৃপৈতামহিক রাজ্য গ্রহণ করিও।" পুত্রদ্বয়কে এই কথা বলিয়া তিনি দৈবজ্ঞ ডাকাইলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "বলুন ত, আমি আর কতকাল বাঁচিব?" তাঁহারা বলিলেন, "মহারাজ আরও দ্বাদশ বৎসর জীবিত থাকিবেন।" তাহা শুনিয়া রাজা বলিলেন, "বৎসগণ, তোমরা দ্বাদশ বৎসরান্তে প্রত্যাগমন্ করিয়া রাজচ্ছত্র গ্রহণ করিও।" কুমারদ্বয় "যে আজ্ঞা" বলিয়া পিতার চরণবন্দনা-পূর্ব্বক সাশ্রুনয়নে প্রাসাদ হইতে অবতরণ করিলেন। তখন সীতাদেবী বলিলেন, "আমিও সহোদরদিগের সহিত যাইব", এবং তিনিও পিতাকে প্রণাম করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে তাঁহাদিগের অনুগমন করিলেন।

যখন ইহারা তিন জনে প্রাসাদ হইতে বহির্গত হইলেন, তখন সহস্র সহস্র নরনারী তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিল। তাঁহারা ইহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে বলিলেন, এবং কিয়দ্দিন পরে হিমালয়ে প্রবেশ করিয়া সেখানে উদকসম্পন্ন, সুলভফলমূল কোনও স্থানে আশ্রমনির্ম্মাণ-পূর্ব্বক বন্য ফলমূলে জীবনযাপন করিতে লাগিলেন।

লক্ষ্মণ পণ্ডিত ও সীতাদেবী রামপণ্ডিতকে বলিলেন, "আপনি আমাদের পিতৃস্থানীয়, আপনি আশ্রমে অবস্থিতি করিবেন, আমরা আপনার আহারার্থ বন্যফলাদি সংগ্রহ করিয়া আনিব।" রাম পণ্ডিত ইহাতে সম্মত হইলেন। তিনি তদবধি আশ্রমে থাকিতেন, এবং লক্ষ্মণ ও সীতা যে ফলমূল সংগ্রহ করিয়া আনিতেন, তাহা আহার করিতেন।

রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা বন্য ফলের জীবনধারণপূর্ব্বক এইরূপে বাস করিতে লাগিলেন। এদিকে মহারাজ দশরথ পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া নবমবর্ষেই দেহত্যাগ করিলেন। তাঁহার শরীরকৃত্য সম্পন্ন হইলে ভরত-জননী বলিলেন, "ভরতেরই মস্তকোপরি রাজচ্ছত্র ধারণ

করিতে হইবে।” কিন্তু অমাত্যেরা ভরতকে রাজ্য দিলেন না, তাঁহারা বলিলেন, “যাঁহারা ছত্রের অধিপতি, তাঁহারা অরণ্যে অবস্থিতি করিতেছেন।” তাঁহারা ভরতকে ছত্র দিলেন না। তখন ভরত স্থির করিলেন, ‘আমি বনে গিয়া অগ্রজ রাম পণ্ডিতকে আনয়ন করিয়া তাঁহাকে রাজছত্র দিব।’ তিনি পঞ্চবিধ রাজচিহ্ন * লইয়া ও চতুরঙ্গ বলে পরিবৃত হইয়া সেই বনে উপনীত হইলেন, এবং অবিদূরে স্কন্ধাবার স্থাপনপূর্ব্বক লক্ষ্মণ ও সীতার অনুপস্থিতি-কালে কতিপয় অমাত্যসহ আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। তিনি সেখানে দেখিতে পাইলেন, পীতকাঞ্চনবর্ণাভ রাম পণ্ডিত নিঃশঙ্কমনে পরমসুখে আশ্রমদ্বারে উপবিষ্ট আছেন। ভরত অভিভাবণপূর্ব্বক তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইলেন, এবং একান্তে অবস্থিত হইয়া দশরথের পরলোক-প্রাপ্তির সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। অতঃপর তিনি অমাত্যদিগের সহিত রামের পাদমূলে পতিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। রাম পণ্ডিত কিন্তু শোক করিলেন না, ক্রন্দনও করিলেন না; তাঁহার কিঞ্চিন্মাত্র ইন্দ্রিয়বিকার ঘটিল না।

ক্রন্দনান্তে ভরত রামের পার্শ্বে উপবেশন করিয়া রহিলেন। এ দিকে সায়ংকালে লক্ষ্মণ ও সীতা বন্যফলমূল আহরণপূর্ব্বক আশ্রমে প্রত্যাগত হইলেন। তদ্দর্শনে রাম পণ্ডিত ভাবিতে লাগিলেন, ‘ইহারা তরুণবয়স্ক, এখনও আমার মত পূর্ণ প্রজ্ঞা লাভ করে নাই; যদি অকস্মাৎ বলি যে, পিতার মৃত্যু হইয়াছে, তাহা হইলে হয় ত শোকবেগধারণে অসমর্থ হইয়া ইহাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইবে; অতএব কোনও উপায়ে ইহাদিগকে জলমধ্যে অবতরণ করাইয়া এই দুঃসংবাদ শুনাইতে হইবে।’ অনন্তর, পুরোভাগে এক জলাশয় দেখিতে পাইয়া তিনি বলিলেন, “তোমরা আজ বড় বিলম্ব করিয়া আসিয়াছ, আমি তোমাদিগকে তজ্জন্য দণ্ড দিতেছি—তোমরা এই জলে অবতরণ করিয়া দাঁড়াইয়া থাক।” অনন্তর তিনি এই গাথার্দ্ধ বলিলেন :—

১। (ক) লক্ষ্মণ সীতারে লয়ে, অবতরি জলমাঝে, দুইজনে থাক দাঁড়াইয়া;

লক্ষ্মণ ও সীতা এই কথা শুনিবামাত্র জলে অবতরণ করিয়া রহিলেন। তখন রাম পণ্ডিত তাঁহাদিগকে উক্ত দুঃসংবাদ দিবার নিমিত্ত গাথার অপরার্দ্ধ বলিলেন :—

১। (খ) বলিল ভরত আসি, গিয়াছেন স্বর্গপুরে দশরথ জীবন ত্যজিয়া।

লক্ষ্মণ ও সীতা পিতার বিয়োগবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। চেতনালাভের পর তাঁহারা আবার যখন এই কথা শুনিলেন, তখন আবার মূর্চ্ছিত হইলেন। এইরূপে তাঁহারা উপর্য্যুপরি তিনবার বিসংজ্ঞ হইলে অমাত্যেরা তাঁহাদিগকে উত্তোলনপূর্ব্বক স্থলে লইয়া আসিলেন; এবং সেখানে তাঁহাদের চৈতন্যলাভের পর সকলে বসিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। তখন ভরতকুমার চিন্তা করিতে লাগিলেন, ‘আমার ভ্রাতা লক্ষ্মণকুমার ও ভগিনী সীতাদেবী পিতার মরণসংবাদ শুনিয়া শোকবেগধারণে অসমর্থ হইয়াছেন; কিন্তু রাম পণ্ডিত শোকাভিভূত হন নাই, বিলাপও করিতেছেন না! তাঁহার শোক না করিবার কারণ কি, জিজ্ঞাসা করিতেছি।’ অনন্তর তিনি দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :—

* খড়্গ, ছত্র, উষ্ণীষ, পাদুকা, বালব্যজন (চামর) এই পাঁচটী রাজককুভাণ্ড নামে অভিহিত।

২। বল রাম, কোন্ বলে হ'য়ে বলীয়ান্ শোককালে শোকাতুর নহে তব প্রাণ ?
পিতার বিয়োগ বার্তা করিলে শ্রবণ, তথাপি না অভিভূত দুঃখে তব মন।

রাম পণ্ডিত নিজের অশোকের কারণ বুঝাইবার নিমিত্ত নিম্নলিখিত গাথাগুলি বলিলেন :–

৩। দিবারাত্র উচ্চৈঃস্বরে করিয়া ক্রন্দন যাহারে রক্ষিতে কেহ পারে না কখন,
তার জন্য বৃথা শোকে হয় কি কাতর বুদ্ধিমান্, বিচক্ষণ, জ্ঞানবান্ নর ?

৪। বাল, বৃদ্ধ, ধনবান্, অতি দীন হীন, মূর্খ, বিজ্ঞ, সকলেই মৃত্যুর অধীন।

৫। তরুশাখে ফল যবে পরিপক্ক হয়, অনুক্ষণ থাকে তার পতনের ভয়।
জীবগণ, সেইরূপ, জন্মলাভ করি মৃত্যুভয়ে দিবানিশি কাঁপে থরথরি।

৬। উষাকালে যাহাদের পাই দরশন না হেরি সায়াহ্নকালে তার বহুজন ;
ইহাদের(ও) বহুজন উষা না ফিরিতে অদৃশ্য হইবা যায় যমের কুক্ষিতে।

৭। বৃথাশোকে অভিভূত হ'য়ে মূঢ় জন আত্মার অশেষ ক্লেশ করে উৎপাদন ;
লভিত ইহাতে যদি সুফল তাহারা, পাণ্ডতেও শোকবেগে হ'ত আত্মহারা।

৮। শোকেতে শরীর ক্ষয়, লাভ নাহি আর, বিবর্ণ, বিশুষ্ক দেহ, অস্থিচর্ম্মসার।
শোকে কি করিতে পারে মৃতসঞ্জীবন ? কি ফল পাইব তবে করিয়া ক্রন্দন ?

৯। বারির সাহায্যে যথা গৃহ দহ্যমান সযতনে গৃহিগণ করয়ে নির্ব্বাণ,
ধীর শাস্ত্রজ্ঞানী, বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ তেমতি শোকেরে সদা করেন দমন।
বায়ুবেগে তুলারাশি উড়ি যথা যায়, প্রজ্ঞাবলে শোক তথা শীঘ্র লয় পায়।

১০। কর্ম্মবশে যাতায়াত করে জীবগণ, কেহ মরে, কেহ করে জনম-গ্রহণ।
এই মাতা, পিতা, এই সোদর আমার, হেনজ্ঞানে সুখে মগ্ন নিখিল সংসার।

১১। গিয়াছেন স্বর্গে পিতা, কি কাজ ক্রন্দনে ?
লইব পিতার স্থান, দীনেরে করিব দান
রাখিব মানীর মান, ভাবিয়াছি মনে।
জ্ঞাতিজনে সাবধানে করিব পালন,
পুষিব যতনে আর যত পরিজন।

১২। সুধীর, শাস্ত্রজ্ঞ লোকে করেন দর্শন ইহলোকে, পরলোকে প্রভেদ কেমন।
যত বড় শোক কেন উপস্থিত হয় দহিতে পারে না কভু তাঁদের হৃদয়।

উল্লিখিত গাথাগুলি দ্বারা রামপণ্ডিত সংসারের অনিত্যত্ব বুঝাইয়া দিলেন।

সমবেত জনগণ রামপণ্ডিতের অনিত্যত্ব ব্যাখ্যা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ শোকমুক্ত হইলেন। অনন্তর ভরত কুমার রামের চরণবন্দনাপূর্ব্বক বলিলেন, "চলুন, এখন বারাণসীতে প্রতিগমন করুন।" রাম বলিলেন, "ভাই, লক্ষ্মণ ও সীতাকে লইয়া যাও, এবং ইহাদের সহিত রাজ্য শাসন কর।" "না, দাদা। আপনাকেই রাজ্য গ্রহণ করিতে হইবে।" "ভাই, বাবা বলিয়াছিলেন, দ্বাদশ বৎসর পরে আসিয়া রাজ্য লইবে ; এখন ফিরিলে তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করা হইবে। আরও তিন বৎসর যাউক, তাহার পর আমি ফিরিব"। "এত দিন কে রাজ্য করিবে ?" "তুমি করিবে।" "আমি করিব না।" "তবে, আমি যত দিন না ফিরি,

ততদিন এই পাদুকা রাজ্য করিবে।" ইহা বলিয়া রাম নিজের তৃণনির্ম্মিত পাদুকাদ্বয় খুলিয়া ভরতের হস্তে দিলেন।

অনন্তর ভরত, লক্ষ্মণ ও সীতা ঐ পাদুকা লইয়া রামের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন, এবং সহস্র সহস্র অনুচরে পরিবৃত হইয়া বারাণসীতে ফিরিয়া গেলেন।

রামের পাদুকাই তিন বৎসর বারাণসীরাজ্যের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিল। বিবাদ-নিষ্পত্তিকালে অমাত্যেরা উহা সিংহাসনের উপর রাখিয়া দিতেন, যদি নিষ্পত্তি ন্যায়বিরুদ্ধ হইত, তাহা হইলে পাদুকাদ্বয় পরস্পরকে আঘাত করিত, তাহা দেখিয়া অমাত্যেরা সেই বিবাদের প্রতিবিচার করিতেন। নিষ্পত্তি ন্যায়সঙ্গত হইলে পাদুকাদ্বয় নিঃস্পন্দভাবে থাকিত।

তিন বৎসর অতীত হইলে রামপণ্ডিত অরণ্য হইতে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক বারাণসীর উদ্যানে উপনীত হইলেন। কুমারদ্বয় তাঁহার আগমনবার্ত্তা শুনিয়া অমাত্যগণসহ উদ্যানে গমন করিলেন এবং সীতাকে অগ্রমহিষীর পদে বরণ করিয়া উভয়ের অভিষেকক্রিয়া সম্পাদিত করিলেন। কৃতাভিষেক মহাসত্ত্ব রাম অলঙ্কৃত রথে আরোহণপূর্ব্বক পুরবাসিগণসহ নগরে প্রবেশ করিলেন, এবং পুর প্রদক্ষিণ করিয়া সুচন্দ্রক নামক প্রাসাদের ঊর্দ্ধতমতলে অধিরোহণ করিলেন। অতঃপর তিনি ষোড়শসহস্র বৎসর যথাধর্ম্ম রাজ্য করিয়া সুরলোকবাসীদিগের সংখ্যা-বর্দ্ধনার্থ ইহলোক ত্যাগ করিলেন।

নিম্নলিখিত অভিসম্বুদ্ধ গাথাটি ঐ অর্থই ব্যক্ত করিতেছে :—

১৩। দশের সহস্রগুণ, ষষ্টি শতগুণ, এই দুই সংখ্যা যোগ করিয়া একুন,
তত বর্ষ যথাধর্ম্ম পালিলা অবনী কম্বুগ্রীব মহাবাহু রাম নরমণি।*

[এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা জাতকের সমবধান করিলেন। সত্যব্যাখ্যানে ঐ ভূস্বামী স্রোতাপত্তি-ফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—তখন মহারাজ শুদ্ধোদন ছিলেন মহারাজ দশরথ, মহামায়া ছিলেন সেই মাতা, রাহুলজননী ছিলেন সীতা; আনন্দ ছিলেন ভরত, সারিপুত্র ছিলেন লক্ষ্মণ, বুদ্ধানুচরেরা ছিলেন অন্যান্য ব্যক্তি এবং আমি ছিলাম রামপণ্ডিত।]

৪৬২—সংবর জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে জনৈক বীর্য্যভ্রষ্ট ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি শ্রাবস্তী নগরের এক কুলপুত্র। তিনি শাস্তার ধর্ম্মদেশন শুনিয়া প্রব্রজ্যা লইয়াছিলেন। তিনি আচার্য্য ও উপাধ্যায়ের আজ্ঞাবহ ছিলেন এবং প্রাতিমোক্ষদ্বয় কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। পাঁচ বৎসর পূর্ণ হইলে কর্ম্মস্থান গ্রহণপূর্ব্বক অরণ্যে বাস করিবার অভিপ্রায়ে তিনি আচার্য্য ও উপাধ্যায়দিগের অনুমতি লইয়া কোশলরাজ্যের এক প্রত্যন্ত গ্রামে গমন করিলেন। সেখানকার লোকে তাঁহার ভিক্ষুজনোচিত চালচলন দেখিয়া সন্তুষ্ট হইল; তিনি পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে বাস করিলেন, গ্রামবাসীরাও তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিল। ইহার পর বর্ষা আরম্ভ হইল, তিনি একাদিক্রমে তিন মাস কর্ম্মস্থান ভাবনা করিয়া ধ্যানবল-লাভের জন্য কত

* দশবর্ষসহস্রাণি দশবর্ষশতানি চ রামো রাজ্যমুপাসিত্বা ব্রহ্মলোকং প্রযাস্যতি।—রামায়ণ, আদি, ১।

উদ্যোগ, কত চেষ্টা করিলেন, কত প্রয়াস স্বীকার করিলেন, কিন্তু তাহার আভাস পর্য্যন্ত পাইলেন না। তখন তিনি ভাবিলেন, 'শাস্তা যে চতুর্ব্বিধ লোককে * ধর্ম্মোপদেশ দেন, আমি তাহাদের মধ্যে নিশ্চয় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিষয়াসক্ত। অতএব বনে বাস করিয়া কি ফল? জেতবনে গিয়া তথাগতের রূপরাশি দর্শন এবং মধুর ধর্ম্মকথা শুনিয়া জীবন যাপন করা যাউক।' ইহা স্থির করিয়া তিনি নিতান্ত নিরুৎসাহ হইয়া সেস্থান হইতে যাত্রা করিলেন এবং যথাকালে জেতবনে উপস্থিত হইলেন। সেখানে আচার্য্য, উপাধ্যায়, বন্ধু ও পরিচিত ব্যক্তিগণ † তাঁহাকে প্রত্যাগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। ইহাতে, 'কেন এরূপ করিলে?' বলিয়া তাঁহারা তাঁহাকে তিরস্কার করিলেন এবং শাস্তার নিকটে লইয়া গেলেন। শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, "ভিক্ষুগণ, ইহার ইচ্ছা নাই; তথাপি তোমরা ইহাকে এখানে আনিলে কেন?" তাঁহারা উত্তর দিলেন, "ভদন্ত, ইনি উৎসাহ ত্যাগ করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন।" শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, "কি হে, একথা সত্য কি?" ভিক্ষু ইহা স্বীকার করিলেন; তখন শাস্তা আবার বলিলেন, "তুমি নিরুৎসাহ হইলে কেন? এই শাসনে যে কাপুরুষ ও উৎসাহশূন্য, সে অর্হত্ত্বরূপ অগ্রফলের অধিকারী হয় না। যাহারা নিয়ত বীর্য্যশালী, তাহারাই এই ফল প্রাপ্ত হয়। তুমি পূর্ব্বে বীর্য্যবান্ ও উপদেশপরায়ণ ছিলে, সেইজন্য বারাণসীরাজের সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র হইয়াও তুমি পণ্ডিতদিগের পরামর্শমত চলিয়া শ্বেতচ্ছত্র লাভ করিয়াছিলে।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে রাজার শতপুত্রের মধ্যে সংবরকুমার সর্ব্বকনিষ্ঠ ছিলেন। রাজা এক একটী পুত্রকে এক একজন অমাত্যের হস্তে সমর্পণপূর্ব্বক বলিলেন, "যাহা শিক্ষিতব্য, আপনি ইহাকে তাহা শিক্ষা দিন।" বোধিসত্ত্ব রাজার একজন অমাত্য ছিলেন; সংবরকুমারের শিক্ষার ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত হইল। রাজপুত্রদিগের যেমন শিক্ষা সমাপ্ত হইল, অমনি অমাত্যেরা তাঁহাদিগকে রাজার নিকট লইয়া যাইতে লাগিলেন। রাজা পুত্রদিগকে এক একটী জনপদশাসনের ভার দিয়া পাঠাইতে লাগিলেন। সংবরকুমার সর্ব্ববিদ্যায় ব্যুৎপন্ন হইয়া বোধিসত্ত্বকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজা যদি আমাকে জনপদে যাইতে বলেন, তবে কি করিব।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন "বৎস, রাজা তোমাকে কোন জনপদ দিতে চাহিলেও তুমি তাহা গ্রহণ করিও না; বলিবে, 'পিতঃ, আমি সর্ব্বকনিষ্ঠ, আমিও প্রস্থান করিলে আপনার পাদমূল শূন্য হইবে; আমি আপনার পাদমূলেই থাকিব'।" ইহার পর একদিন সংবরকুমার রাজাকে প্রণাম করিয়া একান্তে উপবিষ্ট হইলে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, তোমার বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত হইয়াছে কি?" সংবর উত্তর দিলেন "হাঁ, পিতঃ!" "তবে তুমি কোন্ জনপদ চাও, বল।" পিতঃ, আমি গেলে আপনার পাদমূল শূন্য হইবে; আমি আপনার পাদমূলেই থাকিব।" রাজা ইহাতে তুষ্ট হইয়া সম্মতি দিলেন।

সংবর তদবধি রাজার পাদমূলেই রহিলেন এবং একদিন বোধিসত্ত্বকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পিতঃ, আমাকে আর কি করিতে হইবে বলুন।" "রাজার নিকটে একটা পুরাতন উদ্যান চাও।" সংবর "যে আজ্ঞা" বলিয়া একটা উদ্যান যাচ্ঞা করিলেন। সেখানে যে পুষ্পফলাদি

---

* ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, উপাসক ও উপাসিকা।

† 'সন্দিট্ঠসম্ভত্ত'—যাহাদের সহিত চাক্ষুষদর্শনে বন্ধুত্ব জন্মে তাহারা সন্দিষ্ট, যাহাদের সহিত একত্র আহারাদি করিয়া বন্ধুত্ব জন্মে তাহারা সম্ভক্ত (companion)।

জন্মিত, তাহা দিয়া তিনি নগরবাসী ক্ষমতাশালী লোকদিগের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিলেন। অতঃপর তিনি বোধিসত্ত্বকে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন কি করিব?" "নগরবাসীদিগের মধ্যে যাহার যে খোরাকী * প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট আছে, রাজার অনুমতি লইয়া এখন হইতে তুমি তাহা স্বহস্তে বণ্টন কর।" সংবর তাহাই করিলেন এবং নগরবাসীদিগের মধ্যে যাহার যে প্রাপ্য, কপর্দ্দকমাত্র ব্যতিক্রম না করিয়া তাহা দিতে লাগিলেন। পরিশেষে বোধিসত্ত্বের পরামর্শানুসারে তিনি রাজার অনুমতি লইয়া রাজভবনস্থ দাস ও ভৃত্যগণের, অশ্বগণের এবং যোধগণের বৃত্তিও স্বহস্তে দিতে লাগিলেন। কাহারও কপর্দ্দকমাত্র কমাইলেন না। বিদেশ হইতে যে সকল দূত আসিত, তিনি তাহাদের বাসস্থানাদির ব্যবস্থা করিতেন, বণিক্‌দিগের কাহাকে কত শুল্ক দিতে হইবে, কি নিয়মে চলিতে হইবে, এ সমস্তও তিনি স্থির করিয়া দিতেন। এইরূপে মহাসত্ত্বের উপদেশ মত চলিয়া সংবরকুমার অন্তর্জন, বহির্জন, পৌর জানপদ ও আগন্তুক সকলকেই নিজের সদ্ব্যবহারে † লৌহপট্টবৎ সুদৃঢ় প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করিলেন। তিনি সকলেরই প্রিয় হইলেন, সকলেরই মন মুগ্ধ করিলেন।

কিয়ৎকাল পরে রাজা মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিলেন। অমাত্যেরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেব আপনার দেহত্যাগের পর শ্বেতচ্ছত্র কাহাকে দিব?" রাজা বলিলেন "আমার সকল পুত্রই শ্বেতচ্ছত্রের অধিকারী; তাহাদের মধ্যে যে তোমাদের মনঃপূত হয়, তাহাকেই উহা দিতে পার।" অনন্তর রাজার মৃত্যু হইল। অমাত্যেরা তাঁহার শরীরকৃত্য সম্পাদন করিয়া সপ্তম দিবসে সমবেত হইলেন এবং বলিলেন, "মৃত রাজা বলিয়া গিয়াছেন আমরা যাঁহাকে মনোনীত করিব, তাঁহাকেই রাজচ্ছত্র দিতে পারিব; অতএব আমরা সংবরকুমারকেই মনোনীত করিলাম।" ইহা স্থির করিয়া তাঁহারা জ্ঞাতিগণ-পরিবৃত সংবরকুমারের মস্তকোপরি কাঞ্চনমালা পরিশোভিত শ্বেতচ্ছত্র উত্তোলন করিলেন। সংবর বোধিসত্ত্বের উপদেশানুসারে যথাধর্ম্ম রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

সংবরের একোনশত ভ্রাতা ভাবিলেন, 'আমাদের পিতার না কি মৃত্যু হইয়াছে এবং সংবরের মস্তকোপরি না কি শ্বেতচ্ছত্র উত্তোলিত হইয়াছে। সংবর সর্ব্বকনিষ্ঠ; সে ছত্রলাভের যোগ্য নহে; অতএব আমরা সর্ব্বজ্যেষ্ঠের মস্তকোপরি শ্বেতচ্ছত্র উত্তোলন করিব।' ইহা স্থির করিয়া তাঁহারা সকলেই এক সঙ্গে গিয়া সংবরের নিকট পত্র পাঠাইয়া জানাইলেন, "যদি ছত্র না ছাড় তবে যুদ্ধ দাও।" তাঁহারা রাজধানী অবরোধ করিলেন। রাজা বোধিসত্ত্বকে এই সংবাদ দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন কর্ত্তব্য কি?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "মহারাজ, ভ্রাতাদিগের সহিত আপনার যুদ্ধ হইতে পারে না। আপনি পৈতৃকধন শতভাগে বিভক্ত করিয়া একোনশত ভ্রাতার নিকট তাঁহাদের ভাগ এই বলিয়া পাঠাইয়া দিন, 'আপনারা পৈতৃকধনের স্ব স্ব অংশ গ্রহণ করুন; আমি আপনাদের সহিত যুদ্ধ করিব না'।" সংবর ইহাই করিলেন। তখন জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র পোষধকুমার অন্য ভ্রাতাদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন; "বৎসগণ, এই

* 'ভক্তবেতন'।

† 'সংগহবত্থূনা' অর্থাৎ দান, প্রিয়বচন, সদয় ব্যবহার ও অপক্ষপাত এই চতুর্ব্বিধ উপায়ে।

রাজাকে অভিভূত করিবার সামর্থ্য কাহারও নাই; ইনি আমাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা; আমাদের শত্রু হইয়াও শত্রুতা করিতেছেন না; আমাদের পৈতৃকধন পাঠাইয়া বলিতেছেন যে, আমাদের সহিত যুদ্ধ করিবেন না। দেখ, আমরা সকলে কিছু এক সময়ে স্ব স্ব মস্তকোপরি ছত্র উত্তোলন করিতে পারিব না। অতএব একজনের মস্তকোপরিই ইহা উত্তোলন করা যাউক; সংবরই রাজা হউন; চল তাঁহাকে দর্শন করিয়া রাজকীয় সম্পত্তি তাঁহাকেই ফিরাইয়া দি, এবং স্ব স্ব জনপদে প্রতিগমন করি।" পোষধের কথায় সকল রাজপুত্রই অবরোধ রহিত করিলেন এবং শত্রুতা পরিহারপূর্বক নগরে প্রবেশ করিলেন। রাজা অমাত্যদিগকে প্রেরণ করিয়া তাঁহাদের অভ্যর্থনা করাইলেন রাজকুমারেরা বহু অনুচরবেষ্টিত হইয়া পদব্রজে চলিলেন এবং রাজ-প্রাসাদে অধিরোহণ পূর্বক সংবরকুমারের বশ্যতাস্বীকারার্থ নীচাসনে উপবেশন করিলেন। মহারাজ সংবর শ্বেতচ্ছত্রের নিম্নে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহার বিভূতির সীমা পরিসীমা ছিল না। তিনি যে দিকে অবলোকন করিতে লাগিলেন, সেই দিকের লোকেরাই ত্রাসে কম্পিত হইতে লাগিল। পোষধ কুমার সংবরের এই মহৈশ্বর্য্য দেখিয়া ভাবিলেন, 'এখন বোধ হইতেছে, আমাদের পিতা তাঁহার মৃত্যুর পর সংবরই রাজা হইবেন ইহা জানিতে পারিয়া আমাদিগকে এক একটী জনপদ দিয়াছিলেন কিন্তু ইঁহাকে কিছুই দেন নাই।' তিনি সংবরের সহিত তিনটী গাথায় আলাপ করিলেন :–

১। জানিতেন অগ্রে বুঝি, ওহে নরেশ্বর, পিতা মহারাজ তব চরিত্র সুন্দর;
জনপদ-পালনের ভার দিয়া, তাই, পাঠালেন দূরে তব অগ্রজ সব ভাই?

না দিয়া তোমায় কিছু অধিকার মতে বোধ হয় শেষে রাজ্য সমর্পণ তরে।

২। জীবৎ-দশায় তাঁর, অথবা যখন করিলেন স্বর্গে তিনি দেহান্তে গমন,
স্বার্থসিদ্ধি-হেতু করে জ্ঞাতিগণ যত রাজ্যই তোমায় দিতে হইল সম্মত?

৩। কি গুণে, সংবর, তুমি নিজ ভ্রাতৃগণে অতিক্রমি রহিয়াছ বসি সিংহাসনে?
কেন না সকলে মিলি জ্ঞাতিরা তোমার নিতাড়ি তোমায় করে রাজ্য অধিকার?

ইহা শুনিয়া মহারাজ সংবর ছয়টী গাথায় নিজের গুণ বর্ণনা করিলেন :–

৪। অহঙ্কার পরবশ হই না কখন, ভক্তিভরে পূজি সদা মহর্ষিগণ,
ধার্ম্মিক যাঁহারা, সাধুশীল, সদাচার, চরণে তাঁদের আমি করি নমস্কার।

৫। শুদ্ধবুদ্ধ, অহঙ্কারহীন, ধর্ম্মপরায়ণ দেখি মোরে ধর্ম্মে রত, শ্রমণব্রাহ্মণ
কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সব বলেন আমায়; যা' কিছু সৌভাগ্য মোর, তাঁদেরই কৃপায়।

৬। শুনি আমি সাবধানে তাঁদের বচন; উপদেশ তাঁহাদের করি না লঙ্ঘন;
সতত নিরত আমি ধর্ম্ম-অনুষ্ঠানে; পাপপথ পরিহার করি সযতনে।

৭। হস্তী, অশ্ব, পদাতিক, রক্ষকগণের * যেরূপ ব্যবস্থা আছে ভক্ত বেতনের,
অন্যথা তাহার আমি করি না কখন; তাই অতি অনুরক্ত মম যোধগণ।

৮। মহাপরাক্রম মম মহামাত্রগণ, ভৃত্যেরা বিশ্বাসী সব, প্রভুপরায়ণ;
লোকে বলে আমারই সুশাসনবলে পরিপূর্ণ কাশী এবে মাংস-সুরা-জলে।

৯। বিদেশের বণিকেরা আসে এইখানে রক্ষা আমি তাহাদের করি সাবধানে;
নিরুদ্বেগে আসি তারা লাভবান্ হয়; বলিলাম যা'তে মম ঘটে ভাগ্যোদয়।

সংবরের গুণের কথা শুনিয়া পোষধ দুইটী গাথা বলিলেন :—

* অনীকট্ঠ (অনীকস্থ)—bodyguard.

১০। ভ্রাতৃগণে অতিক্রমি তুমি ধর্ম্মবলে
সংবর রাজত্ব কর এই মহীতলে।
তীক্ষ্ণবুদ্ধি ধর তুমি, পরম পণ্ডিত;
একমনে করিতেছ জ্ঞাতিদের হিত।

১১। ভাণ্ডারে সঞ্চিত নানা রতন তোমার
আমরাই লইলাম রক্ষিবার ভার।
ভ্রাতৃগণে পরিবৃত তোমার, রাজন্,
শত্রুহস্তে পরাভব হবে না কখন।
ত্রিদশবেষ্টিত দেবেন্দ্রের পরাভব
অসুররাজের হাতে অতি অসম্ভব।

অনন্তর সংবর সসম্মানে ভ্রাতৃগণের আদর অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহারা সেখানে সার্দ্ধমাস কাল অবস্থিতি করিয়া সংবরকে জানাইলেন, "মহারাজ, জনপদে দস্যুতস্করাদির উপদ্রব হইবে কি না আমরা গিয়া দেখিব; আপনি এখানে থাকিয়া রাজ্যসুখ ভোগ করুন।" ইহা বলিয়া তাঁহারা স্ব স্ব জনপদে প্রতিগমন করিলেন। সংবর বোধিসত্ত্বের উপদেশানুসারেই চলিতে লাগিলেন এবং আয়ুঃক্ষয় হইলে দেবনগর পূর্ণ করিবার জন্য দেহত্যাগ করিলেন।

[এইরূপ ধর্ম্মদেশনের পর শাস্তা বলিলেন, "তুমি পূর্ব্বে উপদেশগ্রহণক্ষম ছিলে এখন কেন নিরুৎসাহ হইবে?" অনন্তর তিনি সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—তখন সারিপুত্র ছিলেন সেই কুমার; স্থবিরানুস্থবিরেরা ছিলেন সেই অবশিষ্ট ভ্রাতৃগণ, বুদ্ধশিষ্যগণ ছিল সেই অনুচরবৃন্দ, এবং আমি ছিলাম সেই উপদেষ্টা অমাত্য।]

৪৬৩—সুপারগ-জাতক।*

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে প্রজ্ঞাপারমিতা-সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। একদিন সায়াহ্ন সময়ে, তথাগত যখন ধর্ম্মদেশন করিতে আসিবেন, তাঁহার প্রতীক্ষায়, ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভায় বসিয়া দশবলের মহাপ্রজ্ঞাপারমিতা-সম্বন্ধে কথোপকথন করিতেছিলেন। তাঁহারা বলিতেছিলেন, "দেখ ভাই, শাস্তার কি মহিয়সী প্রজ্ঞা। ইহা যেমন বিশ্বব্যাপিনী, তেমনই রসবতী; যেমন প্রত্যুৎপন্না, তেমনই তীক্ষ্ণা ও সংশয়খণ্ডন-কুশলা; ইহা যখন যেরূপ আবশ্যক, সেইরূপ উপায়প্রয়োগে সমর্থা; ইহা পৃথিবীর ন্যায় বিপুলা, মহাসমুদ্রের ন্যায় গভীরা, আকাশের ন্যায় বিস্তীর্ণা। সমস্ত জম্বুদ্বীপে এমন কোন প্রজ্ঞাবান্ নাই, যিনি দশবলকে অতিক্রম করিতে পারেন। মহাসমুদ্রের ঊর্ম্মি যেমন বেলা অতিক্রম করিতে পারে না, বেলায় আহত হইয়াই ভগ্ন হয়, সেইরূপ কেহই প্রজ্ঞাবলে দশবলকে অতিক্রম করিতে পারে না, শাস্তার পাদমূলে আসিলেই তাহার গর্ব্ব চূর্ণ হয়।" ভিক্ষুরা এইরূপে শাস্তার প্রজ্ঞা বর্ণন করিতেছেন, এমন সময় তিনি সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচনার বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "তথাগত যে কেবল এ জন্মেই প্রজ্ঞাসম্পন্ন হইয়াছেন এমন নহে, পূর্ব্বে যখন তাঁহার জ্ঞান পরিপক্ক হয় নাই, তখনও তিনি প্রজ্ঞাবান্ ছিলেন। তিনি অন্ধ হইয়াও মহাসমুদ্রের জলমাত্র স্পর্শ করিয়াই কোন্ সমুদ্রে কোন্ রত্ন আছে তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন।" অনন্তর শাস্তা সেই অতীত কথা আরম্ভ করেন:—] †

পুরাকালে ভৃগুরাষ্ট্রে ভৃগুরাজ রাজত্ব করিতেন সেখানে ভৃগুকচ্ছ নামে একটী পত্তন ছিল। ভৃগুকচ্ছে যে সকল নিয়ামক ‡ ছিল, বোধিসত্ত্ব তাহাদের অগ্রণীর পুত্ররূপে জন্মান্তর

---

* জাতকমালা, ১৪।

† গ্রামণীচণ্ড-জাতকের (২৫৭) এবং মহাউম্মার্গ জাতকের (৫৪৬) প্রত্যুৎপন্ন বস্তুও এইরূপ।

‡ নিয়ামক—pilot. অগ্রণীকে 'নিয্যামজেট্ঠ' বলা হইয়াছে। জাতকমালায় নিয়ামকের পরিবর্ত্তে 'নৌসারথি' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রকৃতি মধুর এবং দেহের বর্ণ কাঞ্চনের উজ্জ্বল ছিল। তাঁহার সুপারগ এই নাম রাখা হইয়াছিল। তিনি পরমযত্নে লালিত পালিত হইয়াছিলেন; এবং ষোড়শবর্ষ বয়সেই নিয়ামকবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়া পিতার মৃত্যুর পর নিয়ামকজ্যেষ্ঠকের পদ লাভ করিয়াছিলেন। তিনি নিয়ামকের কাজ করিতেন এবং এমন বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান্ ছিলেন যে, তিনি যে পোতে আরোহণ করিতেন, তাহা কখনও বিপন্ন হইত না।

কালসহকারে লবণাম্বুর আঘাতে তাঁহার দুইটী চক্ষুই নষ্ট হইল। তিনি তদবধি নিয়ামক-জ্যেষ্ঠ হইয়াও নিয়ামকের কর্ম্ম ত্যাগ করিলেন। রাজার আশ্রয়ে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন এই উদ্দেশ্যে তিনি রাজার সহিত দেখা করিলেন। রাজা তাঁহাকে অর্ঘকারকের পদে নিযুক্ত করিলেন। তিনি তদবধি রাজার উৎকৃষ্ট হস্তী, উৎকৃষ্ট রথ উৎকৃষ্ট মণি-মুক্তাদির মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে লাগিলেন।

একদিন লোকে রাজার মঙ্গলহস্তী করিবার উদ্দেশ্যে একটা কৃষ্ণপাষাণবর্ণ হস্তী লইয়া আসিল। রাজা হস্তীটাকে বোধিসত্ত্বের নিকটে লইয়া যাইতে বলিলেন। হস্তীটা তাঁহার নিকটে নীত হইলে বোধসত্ব তাহার গাত্রে হস্ত পরিমর্দ্দনপূর্ব্বক বলিলেন, "এ মঙ্গলহস্তী হইবার যোগ্য নহে, ইহার পশ্চাদ্ভাগ খর্ব্বাকার হইবে। প্রসব করিবার পরে গর্ভধারিণী ইহাকে স্কন্ধোপরি তুলিতে পারে নাই; কাজেই ভূতলে পতিত হইয়া ইহার পশ্চাতের পা দুখানি এমন আঘাত পাইয়াছিল যে, প্রকৃষ্টরূপে পুষ্ট হইতে পারে নাই।" যাহারা হস্তী লইয়া আসিয়াছিল, তাহাদিগকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা উত্তর দিল, "পণ্ডিত সত্যই বলিয়াছেন।" রাজা এই বৃত্তান্ত শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং বোধিসত্ত্বকে অষ্ট কার্ষাপণ পুরস্কার দেওয়াইলেন।

আর একদিন রাজার মঙ্গলাশ্ব করিবার জন্য একটা অশ্ব আনীত হইল; রাজা তাহাকেও বোধিসত্ত্বের নিকটে পাঠাইলেন। বোধিসত্ব তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া বলিলেন, "এ মঙ্গলাশ্ব হইবার উপযুক্ত নহে। এ যে দিন ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল, সেই দিনই ইহার গর্ভধারিণী মরিয়াছিল। কাজেই মাতৃস্তন্য না পাইয়া এ সম্যগ্‌রূপে পুষ্টি লাভ করে নাই।" এ কথাও সত্য বলিয়া জানা গেল। ইহা শুনিয়া রাজা তুষ্ট হইলেন এবং বোধিসত্ত্বকে অষ্ট কার্ষাপণ পুরস্কার দেওয়াইলেন।

ইহার পর একদিন রাজার মঙ্গল রথ হইবে বলিয়া একখানি রথ আনীত হইল। রাজা রথখানিকেও বোধিসত্ত্বের নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। বোধিসত্ব উহাতে হাত বুলাইয়া বলিলেন, "এই রথ (কীটদষ্ট) ছিদ্রবিশিষ্ট কাষ্ঠনির্ম্মিত; কাজেই ইহা রাজার ব্যবহারের উপযুক্ত নহে।" পরীক্ষায় এ কথাও সত্য বলিয়া জানা গেল এবং রাজা শুনিয়া তাঁহাকে পূর্ব্ববৎ অষ্ট কার্ষাপণমাত্র পুরস্কার দেওয়াইলেন।

পরিশেষে একদিন রাজার জন্য একখানা বহুমূল্য উৎকৃষ্ট কম্বল আনীত হইল। রাজা তাহাও বোধিসত্ত্বের নিকটে পাঠাইলেন। বোধিসত্ত্ব উহাতে হাত বুলাইয়াই বলিলেন, "এই কম্বল খানার এক যায়গা ইন্দুরে কাটিয়াছে।" লোকে পরীক্ষা করিয়া

ঐ ছিন্ন স্থান দেখিতে পাইল এবং রাজাকে সে কথা জানাইল। রাজা এবারও সন্তুষ্ট হইলেন, কিন্তু পূর্ব্ববৎ অষ্ট কার্ষাপণ পুরস্কার দেওয়াইলেন।

বোধিসত্ত্ব ভাবিতে লাগিলেন, 'এই রাজা আমার এরূপ অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিয়াও প্রতিবারই অষ্ট কার্ষাপণমাত্র দেওয়াইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এ ত নাপিতের দান; জানি না, এ রাজা হয়ত কোন নাপিতেরই বা নন্দন হইবেন এরূপ রাজসেবায় লাভ কি? আমি নিজের বাসস্থানেই ফিরিয়া যাই।' ইহা স্থির করিয়া তিনি ভৃগুকচ্ছপট্টনেই প্রতিগমন করিলেন।

বোধিসত্ত্ব ফিরিয়া ভৃগুকচ্ছে বাস করিতেছেন এমন সময়ে তত্রত্য বণিকেরা একখানি পোত সাজাইয়া কাহাকে নিয়ামক নিযুক্ত করিবে এই মন্ত্রণা করিতে লাগিল। তাহারা বলিল, "যে পোতে সুপারগ আরোহণ করেন তাহা কখনও বিনষ্ট হয় না। সুপারগ পণ্ডিত ও উপায়কুশল; তিনি অন্ধ হইলেও সর্ব্বোত্তম।" অনন্তর তাহারা সুপারগের নিকটে গেল এবং তাঁহাকে নিয়ামক হইতে অনুরোধ করিল। তিনি বলিলেন, "বৎসগণ, আমি অন্ধ, আমি কিরূপে নিয়ামকের কাজ করিব?" বণিকেরা বলিল, "স্বামিন্, আপনি অন্ধ হইলেও আমাদের পক্ষে উত্তম।" তাহারা পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিতে লাগিল বলিয়া তিনি শেষে সম্মত হইলেন, বলিলেন, "বেশ বৎসগণ তোমরা যখন বার বার বলিতেছ, তখন আমি নিয়ামক হইব।" অনন্তর তিনি তাহাদের পোতে আরোহণ করিলেন।

তাহারা মহাসমুদ্রের উপরি পোত চালাইতে লাগিল। প্রথম সাতদিন নিরুপদ্রবে কাটিয়া গেল, তাহার পর অকালে ঝটিকা উত্থিত হইল; পোতখানি চারি মাস কাল সাধারণ সমুদ্রের উপরি বাত্যাভিহত হইয়া বেড়াইল, তাহার পর ক্ষুরমাল-নামক সমুদ্রে উপনীত হইল। ক্ষুরমালের মৎস্যগণ মানুষপ্রমাণ এবং তাহাদের নাসা ক্ষুরের সদৃশ।* ইহারা কখনও ভাসিতেছে, কখনও ডুবিতেছে দেখিয়া বণিকেরা প্রথম গাথায় ঐ সমুদ্রের নাম জিজ্ঞাসা করিল:—

> ক্ষুরনাস লোক কত উঠে আর ডুবে এ সাগরে;
> শুধাই তোমায় মোরা, সুপারগ, কি নাম এ ধরে?

এই প্রশ্ন শুনিয়া মহাসত্ত্ব নিয়ামকসূত্রগুলি স্মরণ করিয়া দ্বিতীয় গাথায় উত্তর দিলেন:—

> ভৃগুকচ্ছ-সমাগত, শুন, সাধুগণ, (ধন-অন্বেষণে যারা করিছ ভ্রমণ)—
> বিপথে পড়েছে আসি পোত তোমাদের; ক্ষুরমাল নাম হয় এই সাগরের।

এই সমুদ্রে হীরক উৎপন্ন হয়। মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, 'আমি যদি বলি, ইহা হীরক-সমুদ্র, তাহা হইলে ইহারা লোভবশে এত হীরক তুলিবে যে, নৌকা ডুবিয়া যাইবে।' এই জন্য তিনি তাহাদিগকে কিছু না বলিয়া পোতখানি থামাইলেন, কৌশলবলে এক গাছি রজ্জু লইয়া লোকে যেমন মাছ ধরে, সেই ভাবে জাল নিক্ষেপপূর্ব্বক প্রচুর উৎকৃষ্ট হীরক তুলিয়া পোতে, রাখিলেন এবং পোতে যে সমস্ত অল্পমূল্যের দ্রব্য ছিল, সেগুলি সমুদ্রে ফেলিয়া দিলেন।

* এ মাছ sword fish কি?

অনন্তর পোতখানি এই সমুদ্র অতিক্রম করিয়া অগ্নিমাল-নামক সমুদ্রে প্রবেশ করিল। ইহা হইতে প্রজ্বলিত অগ্নিস্কন্ধের বা মধ্যাহ্ন সূর্য্যের জ্বালার ন্যায় আভা বিকীর্ণ হইতেছিল। বণিকেরা নিম্নলিখিত গাথায় ইহার নাম জিজ্ঞাসা করিল :—

অগ্নি বা সূর্য্যের মত জ্বলিতেছে এই পারাবার ;
শুধাই তোমায় মোরা, সুপারগ, কি নাম ইহার ?

মহাসত্ত্ব উত্তর দিলেন :—

ভৃগুকচ্ছ-সমাগত, শুন, সাধুগণ, (ধন-অন্বেষণে যারা করিছ ভ্রমণ)—
বিপথে পড়েছে আসি পোত তোমাদের ; অগ্নিমাল নাম হয় এই সাগরের।

এই সমুদ্রে প্রচুর সুবর্ণ পাওয়া যায়। মহাসত্ত্ব এখান হইতে পূর্ব্ববৎ সুবর্ণ উত্তোলনপূর্ব্বক পোতে রাখিলেন। অনন্তর পোতখানি ঐ সমুদ্র পার হইয়া ক্ষীর বা দধির মত আভাযুক্ত দধিমাল-নামক সমুদ্রে প্রবেশ করিল। বণিকেরা জিজ্ঞাসা করিল :—

দধি বা ক্ষীরের মত দেখিতে যে এই পারাবার ;
শুধাই তোমায় মোরা, সুপারগ, কি নাম ইহার ?

মহাসত্ত্ব উত্তর দিলেন :—

ভৃগুকচ্ছ-সমাগত, শুন, সাধুগণ, (ধন-অন্বেষণে যারা করিছ ভ্রমণ),
বিপথে পড়েছে আসি পোত তোমাদের, দধিমাল নাম হয় এই সাগরের।

এই সমুদ্রে প্রভূত রজত পাওয়া যায়। মহাসত্ত্ব পূর্ব্ববর্ণিত উপায়ে রজত উত্তোলন করিয়া পোতে রাখিলেন। ইহার পর পোতখানি সেই সমুদ্র অতিক্রম করিয়া নীল কুশ তৃণের, অথবা সম্পন্ন শস্যক্ষেত্রের আভাযুক্ত নীলবর্ণ কুশমাল-নামক সমুদ্রে প্রবেশ করিল। বণিকেরা জিজ্ঞাসা করিল :—

কুশ বা শস্যের মত হরিৎ যে এই পারাবার,
শুধাই তোমায় মোরা, সুপারগ, কি নাম ইহার ?

মহাসত্ত্ব বলিলেন :—

ভৃগুকচ্ছ সমাগত, শুন, সাধুগণ, (ধন-অন্বেষণে যারা করিছ ভ্রমণ),
বিপথে পড়েছে আসি পোত তোমাদের, কুশমাল নাম হয় এই সাগরের।

এই সমুদ্রে প্রচুর পরিমাণে নীলবর্ণ উৎকৃষ্ট মণি পাওয়া যায়। মহাসত্ত্ব পূর্ব্ববর্ণিত উপায়ে তাহাও তুলিয়া পোতে রাখিলেন। অতঃপর পোতখানি সেই সমুদ্র পার হইয়া নলবনের বা বেণুবনের ন্যায় পরিদৃশ্যমান নলমাল-নামক সমুদ্রে উপনীত হইল। বণিকেরা জিজ্ঞাসা করিল :—

রক্ত নলে, প্রবালে বা আবৃত যে এই পারাবার,
শুধাই তোমায় মোরা, সুপারগ, কি নাম ইহার ?

মহাসত্ত্ব বলিলেন :—

ভৃগুকচ্ছ-সমাগত, শুন, সাধুগণ, (ধন-অন্বেষণে যারা করিছ ভ্রমণ),
বিপথে পড়েছে আসি পোত তোমাদের, নলমাল নাম হয় এই সাগরের।

ঐ সমুদ্রে বংশরাগবিশিষ্ট * প্রচুর প্রবাল পাওয়া যায়। মহাসত্ত্ব তাহাও তুলিয়া পোতে রাখিলেন।

বণিকেরা নলমাল সাগর পার হইয়া বড়বামুখ সমুদ্র দেখিতে পাইল। ইহার সর্ব্বত্র আবর্ত্তে পড়িয়া জলরাশি একবার অধোদিকে যাইতেছে, একবার ঊর্দ্ধে উঠিতেছে। সেখানে সর্ব্বত্র ঊর্দ্ধোত্থিত জলরাশির মধ্যে আবর্ত্তগুলি সর্ব্বতশ্ছিন্ন মহাগহ্বরের ন্যায় প্রতীয়মান হয়; এক এক দিকে একটা ঊর্দ্ধোত্থিত তরঙ্গ গিরিপ্রপাতের ন্যায় দেখায়। মহাকল্লোলে মনে ভীতির সঞ্চার হয়, শ্রোত্র ও কর্ণ বিদ্ধ হইয়া যায়, মনে হয়, হৃৎপিণ্ড যেন বিদীর্ণ হইয়া গেল। ইহা দেখিয়া বণিকেরা সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল:—

ভীষণ গর্জ্জন যার শুনিতেছি অতি ভয়ঙ্কর,
হয় নাই পূর্ব্বে যাহা মানুষের দৃষ্টির গোচর,
গভীর আবর্ত্তে যার পড়ে জল মহাকোলাহলে,
পর্ব্বতপ্রপাত হতে পড়ে যথা জল বর্ষাকালে,
শুধাই তোমায় মোরা,— দেখি ইহা পাই বড় ভয়,
বল শুনি, সুপারগ, কি নাম এ সাগরের হয়।

মহাসত্ত্ব উত্তর দিলেন:—

ভৃগুকচ্ছ-সমাগত, শুন সাধুগণ, (ধন-অন্বেষণে যারা করিছ ভ্রমণ)
বিপথে পড়েছে আসি পোত তোমাদের; নামটী বড়বামুখ এই সাগরের।

তিনি আরও বলিলেন, "বৎসগণ, এই বড়বামুখ সমুদ্রে আসিয়া ফিরিতে পারে এমন পোত নাই। আমাদের নৌকা যদি এই সাগরে প্রবেশ করে, তবে নিশ্চয় মগ্ন ও বিনষ্ট হইবে।" ঐ পোতে সপ্ত শত লোক আরোহণ করিয়া যাইতেছিল। তাহারা মরণভয়ে ভীত হইয়া অবীচিতে পচ্যমান প্রাণীর ন্যায় যুগপৎ অতি করুণ আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, 'আমি ছাড়া আর কেহ ইহাদের স্বস্তি সাধন করিতে পারিবে না। আমি সত্যক্রিয়া দ্বারা ইহাদিগকে স্বস্তিভাজন করিব'। ইহা স্থির করিয়া তিনি তাহাদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "বৎসগণ, শীঘ্র আমাকে গন্ধোদক দ্বারা স্নান করাও, অক্ষত বস্ত্র পরাও এবং পূর্ণপাত্র সজ্জিত করিয়া আমাকে পোতের পুরোভাগে বসাও।" তাহারা যতশীঘ্র পারিল এইরূপ করিল। মহাসত্ত্ব উভয় হস্তে পূর্ণপাত্র গ্রহণ করিয়া নৌকার অগ্রভাগে দাঁড়াইয়া অবশিষ্ট গাথায় সত্যক্রিয়া করিলেন:—

যত দিবসের কথা মনে পড়ে বেশ, যদবধি হইয়াছে জ্ঞানের উন্মেষ,
করি নাই প্রাণিহত্যা কভু ইচ্ছা করি, বুঝিলাম সত্য ইহা, সাবধানে স্মরি।
এই সত্যক্রিয়া বলে লভুক উদ্ধার পোত খানি আমাদের, তরি পারাবার।

---

* রক্তবর্ণ বাঁশের ন্যায় লাল। টীকাকার বলেন যে এখানে 'নল' শব্দে বৃশ্চিক নল, কর্কট নল প্রভৃতি কোনরূপ রক্তবর্ণ নল বুঝিতে হইবে। 'বেণু' শব্দে প্রবালও বুঝা যাইতে পারে। অতএব এই সমুদ্রে প্রচুর পরিমাণে প্রবাল পাওয়া যায়, এরূপ অর্থ ও করা যাইতে পারে।

যে নৌকা চারিমাস নানা সমুদ্রে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, তাহা এখন যেন ঋদ্ধিসম্পন্ন হইয়া ফিরিল, ঋদ্ধিবলে একদিনেই ভৃগুকচ্ছপট্টনে প্রতিগমন করিল, এবং সেখানে স্থল ভাগেও বষ্ট্যধিক শতযষ্টিপ্রমাণ * স্থান অতিক্রম করিয়া নাবিকের গৃহদ্বারে গিয়া থামিল। মহাসত্ত্ব সেই বণিক্‌দিগের মধ্যে সুবর্ণ, রজত, মণি, প্রবাল ও হীরক ভাগ করিয়া দিলেন এবং বলিলেন "এই রত্নরাশি তোমাদিগের পক্ষে পর্য্যাপ্ত; আর কখনও সমুদ্রে যাইও না।" তাহাদিগকে এইরূপ উপদেশ দিয়া তিনি যাবজ্জীবন দানাদি পুণ্যানুষ্ঠানপূর্ব্বক দেবনগর পূর্ণ করিতে গেলেন।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, তথাগত পূর্ব্বেও মহাপ্রজ্ঞাবান্ ছিলেন।" সমবধান—তখন বুদ্ধশিষ্যেরা ছিল সেই সকল বণিক্, এবং আমি ছিলাম সুপারগ পণ্ডিত।]

---

* এক যষ্টি = ৭ হাত।

জাতক

দ্বাদশ নিপাত

৪৬৪—ক্ষুদ্রকুণাল-জাতক।

এই জাতক কুণাল-জাতকে (৫৩৬) বলা যাইবে।

৪৬৫—ভদ্রশাল-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি-কালে জ্ঞাতিজনের হিতসাধন-সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। শ্রাবস্তী নগরে অনাথপিণ্ডদের গৃহে নিয়ত পঞ্চশত ভিক্ষুর ভোজনের ব্যবস্থা ছিল। বিশাখার এবং কোশলরাজের ভবনেও এইরূপ ভিক্ষুভোজন হইত। কিন্তু রাজভবনে নানারূপ উৎকৃষ্ট রসযুক্ত ভোজ্য প্রদত্ত হইলেও পরিবেশনকারীরা ভিক্ষুদিগকে প্রীতির চক্ষে দেখিত না, সেই জন্য ভিক্ষুরা রাজভবনে বসিয়া আহার করিতেন না, সেখানে ভক্ত গ্রহণ করিয়া অনাথপিণ্ডদের, বিশাখার বা অন্য কোন শ্রদ্ধাবান্ উপাসকের গৃহে গিয়া ভোজন করিতেন।

একদিন রাজার নিকট বহু ভোজ্যোপহার আনীত হইল তিনি উহা ভিক্ষুদিগকে দিবার জন্য ভক্তগৃহে* প্রেরণ করিলেন। ভৃত্যেরা আসিয়া বলিল, "দেব ভক্তগৃহে কোন ভিক্ষু নাই।" "তাঁহারা কোথায় গেলেন?" "তাঁহারা স্ব স্ব প্রিয় উপাসকের গৃহে বসিয়া ভোজন করেন।" ইহা শুনিয়া রাজা প্রাতরাশগ্রহণান্তে শাস্তার নিকটে গিয়া বলিলেন, "ভদন্ত, উৎকৃষ্ট ভোজন কাহাকে বলা যায়?" শাস্তা বলিলেন, "প্রীতিসহকারে প্রদত্ত ভোজনই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। লোকে যদি প্রীতির সহিত কাঞ্জিক দান করে, তাহাও মধুর হয়।" "ভদন্ত, কীদৃশ লোকের সহিত ভিক্ষুদিগের প্রীতি জন্মে?" "যাঁহারা জ্ঞাতিজনের সহিত, বা শাক্যকুলের সহিত।" তখন রাজা ভাবিলেন, 'আমি একটি শাক্যকন্যা আনিয়া তাহাকে অগ্রমহিষী করিব; তাহা করিলে ভিক্ষুরা আমাকে জ্ঞাতিসদৃশ মনে করিয়া আমার প্রতি প্রীতিমান্ হইবেন।'

অনন্তর তিনি উঠিয়া গৃহে ফিরিলেন এবং দূতমুখে কপিলবস্তুতে সংবাদ পাঠাইলেন, "আপনারা আমাকে একটী কন্যা দান করুন, আমি আপনাদের সঙ্গে বিবাহসম্বন্ধে আবদ্ধ হইতে ইচ্ছা করি।" দূতদিগের† কথা শুনিয়া শাক্যগণ সমবেত হইয়া মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন, 'আমরা কোশলরাজের আজ্ঞাধীন স্থানে বাস করি, যদি তাঁহাকে কন্যা দান না করি, তাহা হইলে তিনি অত্যন্ত জাতক্রোধ হইবেন; কিন্তু দান করিলেও আমাদের কুলাচার ভঙ্গ হইবে। এ অবস্থায় কর্ত্তব্য কি?" ইহা শুনিয়া মহানাম-নামক শাক্য উত্তর দিলেন, "কোন চিন্তা নাই, আমার কন্যা বাসভক্ষত্রিয়া নাগমুণ্ডানাম্নী দাসীর গর্ভে জন্মিয়াছে। তাহার বয়স্ এখন ষোল বৎসর, সে পরমসুন্দরী, সুলক্ষণসম্পন্না এবং পিতৃধারায় ক্ষত্রিয়া। তাহাকেই ক্ষত্রিয়কন্যা বলিয়া প্রসেনজিতের নিকটে প্রেরণ করিব।" "ইহা অতি উত্তম প্রস্তাব" বলিয়া সকল শাক্যই সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন এবং দূতদিগকে ডাকাইয়া বলিলেন, "আমরা কন্যাদান করিতেছি আপনারা এখনই তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিতে পারেন।" দূতেরা ভাবিলেন, "এই শাক্যেরা জাতিসম্বন্ধে অত্যন্ত অভিমানী। যে ইহাদের কুলজাত নহে, এমন কন্যাকেও হয়ত ইহারা আত্মকুলজা বলিয়া দান করিতে পারে অতএব ইহাদের সঙ্গে একাসনে বসিয়া আহার করে, এমন কন্যা গ্রহণ করিতে হইবে।" তাঁহারা বলিলেন, "বেশ, গ্রহণ করিয়া যাইতেছি; কিন্তু যিনি আপনাদের সহিত একাসনে আহার করেন, এমন কন্যা গ্রহণ করিব।" শাক্যগণ দূতদিগের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন এবং কি করিবেন, আবার তাহা মন্ত্রণা করিতে

---

* যেখানে বসিয়া ভিক্ষুদিগের আহার করিবার ব্যবস্থা ছিল।

† মূলে কোথাও 'দূত', কোথাও 'দূতেরা' এইরূপ আছে। এখানে বহুবচনান্ত শব্দই ব্যবহৃত হইল।

লাগিলেন। মহানামা বলিলেন, "তোমরা চিন্তা করিও না; আমি ইহার উপায় করিয়া দিতেছি। আমি যখন ভোজনে বসিব, তখন তোমরা বাসভক্ষত্রিয়াকে অলঙ্কার পরাইয়া আমার নিকট আনিবে এবং আমি একগ্রাস মুখে দিবামাত্র একখানা পত্র দেখাইয়া বলিবে, "দেব, অমুক রাজা পত্র পাঠাইয়াছেন; তিনি কি বলিতেছেন অনুগ্রহপূর্ব্বক এখনই তাহা শুনিতে আজ্ঞা হয়।" সকলে এই প্রস্তাবে সম্মত হইল। মহানামা যখন ভোজনে বসিলেন, তখন তাহারা কুমারীকে অলঙ্কার পরাইল। মহানামা বলিলেন, "আমার মেয়েকে আন, সে আমার সঙ্গে আহার করুক।" তাহারা বলিল, "তিনি অলঙ্কার পরিলেই আসিবেন।" অনন্তর একটু বিলম্ব করিয়া তাহারা কুমারীকে মহানামার নিকট লইয়া গেল। তিনি বাবার সঙ্গে খাবেন ভাবিয়া সেই ভোজনপাত্রে হাত দিলেন। মহানামা তাঁহার সঙ্গে একগ্রাস তুলিয়া মুখে দিলেন এবং যেমন দ্বিতীয় গ্রাস গ্রহণের জন্য হস্ত প্রসারণ করিলেন, অমনি কয়েক ব্যক্তি তাঁহার সম্মুখে একখানা পত্র ধরিয়া বলিল, "দেব, অমুক রাজা পত্র পাঠাইয়াছেন; তিনি কি বলিয়াছেন শুনিতে আজ্ঞা হউক।" তখন "মা, তুমি খাও" বলিয়া মহানামা দক্ষিণ হস্তখানি পাত্রে রাখিয়াই বামহস্তে পত্রখানি লইলেন এবং উহা পড়িতে লাগিলেন। পত্রে কি লেখা আছে, মহানামা যেন তাহাই দেখিতে লাগিলেন; এদিকে বাসভক্ষত্রিয়া ভোজন করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভোজন শেষ হইলে মহানামা হস্ত ও মুখ প্রক্ষালন করিলেন। দূতেরা ভিতরের ব্যাপার জানিতে পারিলেন না; তাঁহাদের ধ্রুব বিশ্বাস জন্মিল যে, বাসভক্ষত্রিয়া মহানামার কন্যা।

মহানামা কন্যাকে মহাসমারোহে প্রেরণ করিলেন। দূতগণ তাঁহাকে শ্রাবস্তীতে লইয়া রাজাকে বলিলেন, "এই কুমারী সৎকুলজাতা; ইনি মহানামার কন্যা।" রাজা তুষ্ট হইয়া সমস্ত নগর সুসজ্জিত করাইলেন এবং বাসভক্ষত্রিয়াকে রত্নরাশির মধ্যে বসাইয়া অগ্রমহিষীর পদে অভিষিক্ত করিলেন। বাসভক্ষত্রিয়া রাজার প্রিয়া ও চিত্ততোষিণী হইলেন। অচিরে তাঁহার গর্ভসঞ্চার হইল; গর্ভিণীর যে যে দ্রব্য আবশ্যক, রাজার আদেশে সমস্ত সম্পাদিত হইল; বাসভক্ষত্রিয়া দশ মাস পরে এক সুবর্ণবর্ণ পুত্র প্রসব করিলেন। এই কুমারের নামকরণ-দিবসে রাজা নিজের পিতামহীর নিকট লোক পাঠাইয়া জিজ্ঞাসিলেন "শাক্যরাজকন্যা বাসভক্ষত্রিয়া একটী পুত্র প্রসব করিয়াছেন, ইহার কি নাম রাখা হইবে?" যে অমাত্য এই কথা জানিবার জন্য গিয়াছিলেন, তিনি একটু বধির ছিলেন। রাজপিতামহী তাঁহার কথা শুনিয়া বলিলেন, "বাসভক্ষত্রিয়ার যখন পুত্র হয় নাই, তখনই তিনি সকলের উপর প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন এখন তিনি রাজার আরও বল্লভা হইবেন।" বধির অমাত্য 'বল্লভা' শব্দটী ভালরূপে শুনিতে পারিলেন না, তিনি ভাবিলেন রাজপিতামহী বুঝি 'বিড়ূড়ভ' এই নাম উচ্চারণ করিয়াছেন। অতএব তিনি রাজার নিকট গিয়া বলিলেন, "মহারাজ, কুমারের 'বিড়ূড়ভ' এই নাম রাখুন।" রাজা ভাবিলেন, ইহা বুঝি তাঁহার কুলগত কোন প্রাচীন নাম, অতএব কুমারের বিড়ূড়ভ নামই রাখা হইল।*

অতঃপর কুমার পদোচিত আদর যত্নের সহিত লালিত পালিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার যখন বয়স্ সাত বৎসর, তখন অন্য রাজপুত্রদিগের মাতামহকুল হইতে কৃত্রিম হস্তী, অশ্ব ইত্যাদি ক্রীড়নক উপহার স্বরূপ আসিতে দেখিয়া তিনি একদিন বাসভক্ষত্রিয়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, অন্যের মাতামহালয় হইতে কত উপহার আসিয়া থাকে; আমাকে ত কেহ কিছু পাঠায় না! তোমার কি মা বাপ নাই?" বাসভক্ষত্রিয়া বলিলেন, "বৎস তোমার মাতামহবংশ শাক্যদিগের রাজা। তাঁহারা দূরে থাকেন বলিয়া কিছু পাঠাইতে পারেন না।" ইহার পর বিড়ূড়ভের বয়স্ যখন ষোল বৎসর হইল, তখন তিনি একদিন তাঁহার মাতাকে বলিলেন, 'আমার একবার মাতামহালয় দেখিতে ইচ্ছা হয়।" বাসভক্ষত্রিয়া বলিলেন, "না, বৎস, সেখানে গিয়া কি করিবে?" কিন্তু তিনি নিষেধ করিলেও কুমার পুনঃ পুনঃ এই প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তখন বাসভক্ষত্রিয়া অগত্যা সম্মতি দিলেন—বলিলেন, "তবে যাও।"

* পালী 'বিড়ূড়ভ'; সংস্কৃত বিরূঢ়ক।

তখন বিড়ূডভ পিতার অনুমতি লইয়া মহাসমারোহে যাত্রা করিলেন। বাসভক্ষত্রিয়া মহানামাকে অগ্রেই পত্রদ্বারা জানাইলেন, "আমি এখানে বেশ সুখে আছি। আমার গুরুজন যেন ইহাকে কোন গুপ্তকথা না বলেন।" বিড়ূডভের আগমনসংবাদ পাইয়া শাক্যগণ অল্পবয়স্ক কুমারদিগকে জনপদে পাঠাইয়া দিলেন, কেননা শাক্যবংশীয় কেহই তাঁহাকে প্রণাম করিতে পারিবেন না।

এদিকে বিড়ূডভ কপিলবস্তুতে পৌঁছিলেন। তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য শাক্যগণ সংস্থাগারে সমবেত হইলেন। সেখানে লোকে, ইনি আপনার মাতামহ ইনি আপনার মাতুল, এই বলিয়া সকলের সহিত তাঁহার পরিচয় করিয়া দিল। তিনি বিচরণ করিয়া একে একে তাঁহাদিগের সকলকে প্রণাম করিলেন। প্রণাম করিতে করিতে তাঁহার পৃষ্ঠে ব্যথা হইল, কিন্তু কেহই তাঁহাকে প্রণাম করিল না। ইহাতে বিস্মিত হইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাকে প্রণাম করিতে পারে, এমন কেহ কি নাই?" শাক্যগণ বলিলেন, 'বৎস, যাহারা তোমার কনিষ্ঠ, তাহারা জনপদে গিয়াছে।" অনন্তর তাঁহারা অতি যত্নের সহিত বিড়ূডভের আহারাদির ব্যবস্থা করিলেন।

বিড়ূডভ কপিলবস্তুতে কয়েকদিন বাস করিয়া মহাসমারোহে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। অনন্তর এক দাসী, তিনি সংস্থাগারে যে ফলকাসনে বসিয়াছিলেন, তাহা দুগ্ধমিশ্রিত জলে ধৌত করিতে গিয়া রূঢ়ভাবে বলিল, "বাসভক্ষত্রিয়া দাসীর পুত্র এই আসনে বসিয়াছিল।" বিড়ূডভের একজন অনুচর ভ্রমক্রমে একখানা অস্ত্র ফেলিয়া গিয়াছিল। সে উহা লইতে আসিয়া, দাসী বিড়ূডভের প্রতি অবজ্ঞাসূচক যে কথা বলিয়াছিল, তাহা শুনিতে পাইল। সে জিজ্ঞাসা করিয়া প্রকৃত রহস্য জানিতে পাইল—শুনিল যে, বাসভক্ষত্রিয়া মহানামার ঔরসে এক দাসীর গর্ভে জন্মিয়াছেন। সে গিয়া সৈনিকপুরুষদিগকে এই কথা বলিল। তখন, 'বাসভক্ষত্রিয়া নাকি দাসীকন্যা" এই কথা লইয়া মহাকোলাহল হইল। তাহা শুনিয়া কুমার প্রতিজ্ঞা করিলেন, 'ইহারা আমি যে আসনে বসিয়াছিলাম তাহা দুগ্ধোদকে ধৌত করুক; আমি রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ইহাদের গলরক্তে আবার এই আসন ধৌত করিব।'

বিড়ূডভ শ্রাবস্তীতে ফিরিলে অমাত্যেরা রাজাকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইল। তাঁহাকে দাসীকন্যা দিয়াছেন বলিয়া রাজা শাক্যদিগের প্রতি জাতক্রোধ হইলেন। তিনি বাসভক্ষত্রিয়া ও কুমারকে যে ধনাদি দান করিতেন, তাহা রহিত করিলেন, দাসদাসীদিগকে লোকে যাহা দেয়, কেবল তাহাই দেওয়াইতে লাগিলেন।

ইহার কিছুদিন পরে শাস্তা রাজভবনে গিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। রাজা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "ভদন্ত, আপনার জ্ঞাতিরা, শুনিলাম, আমাকে দাসীকন্যা দান করিয়াছেন। কাজেই আমি ইঁহাকে এবং ইঁহার পুত্রকে যে বৃত্তি দিতাম, তাহা বন্ধ করিয়াছি, দাসদাসীরা যাহা পাইবার উপযুক্ত, কেবল তাহাই দেওয়াইবার ব্যবস্থা করিয়াছি।" ইহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "মহারাজ, শাক্যেরা অন্যায় কাজ করিয়াছেন, কন্যাদান করিতে হইলে সজাতীয় কন্যা দান করাই কর্তব্য। তবে একটা কথা বলিবার আছে। বাসভক্ষত্রিয়া ক্ষত্রিয়ের ঔরসজাতা এবং ক্ষত্রিয়ের গৃহে মহিষীপদে অভিষিক্তা। বিড়ূডভও ক্ষত্রিয়রাজের ঔরস পুত্র। মাতৃগোত্রে কি আসিয়া যায়? পিতৃগোত্রই আভিজাত্যের প্রমাণ, ইহা ভাবিয়া প্রাচীন পণ্ডিতেরা এক দরিদ্রা কাঠহারিণীকে মহিষীপদে বরণ করিয়াছিলেন এবং তাহার গর্ভজাত পুত্র দ্বাদশযোজনবিস্তৃত এই বারাণসী নগরেই রাজপদ লাভ করিয়া কাষ্ঠবাহন রাজা নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন।" ইহা বলিয়া শাস্তা রাজাকে কাষ্ঠহারিজাতক (৭) শুনাইলেন। রাজা ধর্ম্মকথা শুনিয়া চিত্তপ্রসাদ লাভ করিলেন এবং পিতৃগোত্রই আভিজাত্যের প্রমাণ, ইহা বুঝিতে পারিয়া বাসভক্ষত্রিয়া ও তাঁহার পুত্রের জন্য পূর্ব্ববৎ বৃত্তিপ্রভৃতির ব্যবস্থা করিলেন।

কোশলরাজের সেনাপতির নাম বন্ধুল। তাঁহার স্ত্রী মল্লিকা বন্ধ্যা ছিলেন বলিয়া তিনি তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি পিত্রালয়ে গিয়া থাক।" অনন্তর তিনি মল্লিকাকে কুশীনগরে পাঠাইয়া দিলেন। মল্লিকা ভাবিলেন, "শাস্তাকে দেখিয়া যাইব।" তিনি জেতবনে প্রবেশ করিয়া তথাগতকে প্রণিপাতপূর্ব্বক একান্তে উপবিষ্টা হইলেন।

তখন তথাগত জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কোথায় যাইতেছ?" "আমার স্বামী আমাকে পিত্রালয়ে পাঠাইতেছেন।" "কেন?" "আমি বন্ধ্যা ও অপুত্রক বলিয়া।" "যদি ইহাই কারণ হয়, তবে তোমার গমনের প্রয়োজন নাই; তুমি ফির।" এই কথায় অতিমাত্র তুষ্ট হইয়া মল্লিকা শাস্তাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক পতিগৃহে ফিরিলেন। বন্ধুল জিজ্ঞাসিলেন, "ফিরিলে যে?" "দশবল আমাকে ফিরিতে বলিয়াছেন।" বন্ধুল বলিলেন, "তথাগত, বোধ হয়, ইহার কোন সঙ্গত কারণ দেখিতে পাইয়াছেন।" অনন্তর মল্লিকা অচিরে গর্ভধারণ করিলেন, তাঁহার দোহদ জন্মিল, তিনি স্বামীকে বলিলেন, "আমার দোহদ জন্মিয়াছে।" "কি দোহদ?" "আমার ইচ্ছা হইতেছে, যে মঙ্গলপুষ্করিণীর জলে বৈশালীর গণরাজদিগের অভিষেক হইয়া থাকে, তাহাতে অবতরণ করিয়া স্নান করি ও জল খাই।" সেনাপতি "তাহাই হইবে" বলিয়া সহস্র ধনুর তুল্যবল এক ধনু গ্রহণ করিলেন, মল্লিকাকে রথে তুলিয়া শ্রাবস্তী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং রথ চালাইয়া বৈশালীতে প্রবেশ করিলেন।

এই সময়ে লিচ্ছবিদিগের অর্থধর্ম্মানুশাসক মহালি * নামক এক অন্ধ ব্যক্তি নগরদ্বারসমীপে বাস করিতেন। তিনি বন্ধুলসেনাপতির সহিত একই আচার্য্যগৃহে বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। দ্বারের গোবরাটে যখন বন্ধুলের রথ প্রতিহত হইল, তখন সেই শব্দ শুনিয়া তিনি বলিলেন, "এ শব্দ বন্ধুল মল্লের রথের। আজ লিচ্ছবিদিগের মহাভয়ের কারণ উপস্থিত হইয়াছে।

মঙ্গলপুষ্করিণীর ভিতরে বাহিরে বলবান্ প্রহরী থাকিত, উহার উপরে লৌহজাল বিস্তৃত থাকিত, এই জন্য তাহাতে পাখীটা পর্য্যন্ত যাইতে পারিত না। সেনাপতি রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক খড়্গাঘাতে রক্ষীদিগকে দূর করিয়া দিলেন, লৌহজাল ছেদন করিলেন, ভিতরে গিয়া ভার্য্যাকে স্নান ও জল পান করাইলেন, স্বয়ং স্নান করিয়া মল্লিকাকে রথে তুলিলেন এবং নগর হইতে নিষ্ক্রমণপূর্ব্বক রাজপথে উপস্থিত হইলেন। এদিকে রক্ষকেরা গিয়া লিচ্ছবিদিগকে এই সংবাদ দিল। লিচ্ছবিরাজেরা শুনিয়া অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে পঞ্চশত ব্যক্তি পঞ্চশত রথে আরোহণ করিয়া বন্ধুলমল্লকে ধরিবার জন্য বাহির হইলেন। তাঁহারা প্রথমে মহালিকে এই কথা জানাইলেন, মহালি বলিলেন, "তোমরা যাইও না, বন্ধুল একাই তোমাদের সকলকে বধ করিবেন।" তাঁহারা বলিলেন, "আমরা যাইবই যাইব।" "যদি একান্তই যাও, তবে যেখানে দেখিবে একটা চক্রের নাভি পর্য্যন্ত মৃত্তিকার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, সেই স্থান হইতে ফিরিবে। যদি তাহা না কর, তবে যেখানে গিয়া সম্মুখে বজ্রধ্বনির ন্যায় ধ্বনি শুনিবে, সেখান হইতে ফিরিবে, যদি তাহাও না কর, তবে যেখানে তোমাদের রথের ধুরে ছিদ্র দেখিতে পারিবে সেখান হইতে ফিরিবে, ইহার পর আর অগ্রসর হইও না।" তাঁহারা মহালির কথামত প্রতিবর্ত্তন না করিয়া বন্ধুলের অনুধাবনই করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া মল্লিকা বলিলেন, "স্বামিন্, অনেকগুলি রথ দেখা যাইতেছে। বন্ধুল বলিলেন "বেশ, যখন সবগুলি একখানা রথের মত দেখা যাইবে তখন জানাইবে।" অনন্তর যখন শ্রেণীবদ্ধ রথগুলি একখানা রথের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল, তখন মল্লিকা বলিলেন, "স্বামিন্, কেবল একখানা রথের অগ্রভাগ দেখা যাইতেছে।' 'তবে তুমি অশ্বরশ্মি ধর।" ইহা বলিয়া তিনি মল্লিকার হস্তে রশ্মি দিলেন এবং নিজে রথে দাঁড়াইয়া ধনুকে জ্যা আরোপণ করিলেন, অমনি তাঁহার রথচক্র নাভি পর্য্যন্ত মৃত্তিকায় প্রোথিত হইল। লিচ্ছবিরা সেখানে গিয়া উহা দেখিতে পাইলেন, কিন্তু প্রতিনিবৃত্ত হইলেন না। বন্ধুল কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া ধনুকে টঙ্কার দিলেন, উহা বজ্রধ্বনির ন্যায় শ্রুত হইল; কিন্তু লিচ্ছবিরা সেখান হইতেও ফিরিলেন না, অনুধাবন করিয়াই চলিলেন। অনন্তর বন্ধুল রথে দাঁড়াইয়াই একটা শর নিক্ষেপ করিলেন, উহা সেই পঞ্চশত রথের অগ্রভাগ বেধ করিল, এবং ঐ পঞ্চশত রাজার প্রত্যেকের দেহে যে অংশে কটিবন্ধ গ্রন্থি ছিল, সেই অংশ বেধ করিয়া পৃথিবীতে প্রবেশ করিল। কিন্তু রাজারা যে বিদ্ধ হইয়াছেন তাহা বুঝিতে পারিলেন না, তাঁহারা "তিষ্ঠ" "তিষ্ঠ" বলিয়া অনুধাবন করিয়াই চলিলেন। বন্ধুল রথ থামাইয়া বলিলেন "তোমরা মৃত,

* অথবা 'মহালিচ্ছবি'।

মৃতের সহিত আমার যুদ্ধ হইতে পারে না।" "কি! আমাদের মত লোকে মৃত! এ নূতন কথা বটে।" "বিশ্বাস না হয়, তোমাদের মধ্যে যে সর্ব্বাগ্রে আছ, তাহার কটিবন্ধ খোল।" অগ্রবর্ত্তী ব্যক্তি তাহাই করিলেন এবং খুলিবামাত্র প্রাণত্যাগ করিয়া পতিত হইলেন। তখন বন্ধুল বলিলেন, "তোমাদের সকলেরই এই দশা; এখন স্ব স্ব গৃহে গিয়া যেরূপ ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য তাহা কর, দারাপুত্রকে উপদেশ দাও এবং বর্ম্মাদি খোল।" লিচ্ছবিরাজেরা এই ভাবে প্রাণত্যাগ করিলেন।*

অতঃপর বন্ধুল মল্লিকাকে লইয়া শ্রাবস্তীতে ফিরিলেন। মল্লিকা একে একে ষোলবার যমজ পুত্র প্রসব করিলেন। এই কুমারেরা সকলেই বলবান্ ও সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ হইলেন। ইঁহাদের প্রত্যেকের এক সহস্র অনুচর ছিল, ইঁহারা যখন পিতার সহিত রাজভবনে যাইতেন, তখন ইঁহাদের দ্বারাই রাজাঙ্গণ পূর্ণ হইত। একদিন একটা মিথ্যা মকদ্দমায় পরাজিত হইয়া কয়েক জন লোক বন্ধুলকে দেখিবামাত্র মহাচীৎকার করিতে করিতে জানাইল যে, বিচারকেরা মিথ্যা অভিযোগকারীদিগের পক্ষপাতী হইয়াছেন। তখন বন্ধুল বিচারগৃহে গিয়া তথ্যানুসন্ধান করিলেন, এবং যাহার ধন তাহাকেই দেওয়াইলেন। ইহাতে সমবেত লোকে মহাশব্দে তাঁহাকে সাধুকার দিতে লাগিল। রাজা ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিলেন এবং সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া এত তুষ্ট হইলেন যে, অন্য সকল অমাত্যকে দূর করিয়া বন্ধুলকেই বিনিশ্চয়ের ক্ষমতা দিলেন। বন্ধুল তদবধি বিনাপক্ষপাতে বিচার করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইহাতে ভূতপূর্ব্ব বিচারকদিগের উৎকোচলাভের পথ বন্ধ হইল; তাঁহাদের আয় কমিয়া গেল। তাঁহারা বন্ধুলের বিরুদ্ধে রাজার মন ভাঙ্গিতে প্রবৃত্ত হইলেন—বলিতে লাগিলেন, "বন্ধুল নিজেই রাজপদগ্রহণের অভিসন্ধি করিয়াছেন। রাজা তাঁহাদের কথা বিশ্বাস করিলেন, কিছুতেই নিজের চিত্তকে সন্দেহবিমুক্ত করিতে পারিলেন না। তিনি ভাবিলেন, 'বন্ধুলকে যদি এখানেই বধ করি, তাহা হইলে লোকে আমার নিন্দা করিবে।' এজন্য তিনি কতকগুলি লোক নিযুক্ত করিয়া প্রত্যন্ত প্রদেশে উপদ্রব ঘটাইলেন এবং বন্ধুলকে ডাকাইয়া বলিলেন, "শুনিতেছি, প্রত্যন্তে নাকি বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে; তুমি তোমার পুত্রদিগকে সঙ্গে লইয়া সেখানে যাও এবং দস্যুদিগকে ধরিয়া আন।" তিনি বন্ধুলের সঙ্গে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আরও মহাযোধ পাঠাইলেন এবং তাহাদিগকে বলিয়া দিলেন, "ইহার এবং ইহার বত্রিশ জন পুত্রের মাথা কাটিয়া আনিবে।" বন্ধুল প্রত্যন্তে যাইতেছেন শুনিয়াই রাজা যে সকল দস্যু নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহারা পলায়ন করিল। বন্ধুল প্রত্যন্তবাসীদিগকে স্ব স্ব বাসস্থানে পুনঃ স্থাপিত করিয়া এবং তাহাদিগকে নির্ভয় করিয়া প্রতিগমন করিলেন। অনন্তর, তিনি যখন রাজধানীর অদূরে উপস্থিত হইলেন, তখন সেই মহাযোধগণ তাঁহার এবং তদীয় দ্বাত্রিংশ পুত্রের শিরশ্ছেদ করিল।

সেই দিন মল্লিকা অগ্রশ্রাবকদ্বয়প্রমুখ পঞ্চশত ভিক্ষু নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বাহ্নেই তাঁহার নিকট পত্র আসিল যে, তাঁহার স্বামীর ও পুত্রদিগের শিরশ্ছেদ হইয়াছে। কিন্তু এই দুঃসংবাদ পাইয়াও তিনি কাহাকেও কিছু বলিলেন না; তিনি পত্রখানি কটিদেশে বাঁধিয়া ভিক্ষুদিগের পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। তাঁহার পরিচারিকা ভিক্ষুদিগকে ভাত দিবার পর ঘৃতের কলসী আনিবার কালে উহা স্থবিরদিগের সম্মুখে ভাঙ্গিয়া ফেলিল। তাহা দেখিয়া ধর্ম্মসেনাপতি বলিলেন, "চিন্তার কারণ নাই; যাহা ভঙ্গুর তাহাই ভাঙ্গিয়াছে।" তখন

* ইংরাজী অনুবাদক এই প্রসঙ্গের অনুরূপ দুইটী আখ্যায়িকা দিয়াছেন। প্রথমটীতে দেখা যায়, ঘাতক এমন কৌশলে এক ব্যক্তির শিরশ্ছেদ করিয়াছিল যে, হত ব্যক্তি তাহা বুঝিতে পারে নাই। অনন্তর সে যেমন নস্য গ্রহণ করিল, অমনি হাঁচি দিতে গিয়া তাহার মাথাটা পড়িয়া গেল। দ্বিতীয় আখ্যায়িকায় আছে যে, বিবাদ করিতে করিতে একজন এমন কৌশলে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে তরবারি দিয়া দ্বিখণ্ডিত করিল যে, সে তখনও বসিয়া কলহ করিতে লাগিল। অনন্তর সে যেমন যাইবার জন্য উঠিতে চেষ্টা করিল, অমনি তাহার শরীরের দুই খণ্ড দুই দিকে পড়িয়া গেল।

মল্লিকা কটিদেশ হইতে পত্রখানি বাহির করিয়া বলিলেন, "লোকে আমাকে এই পত্রে জানাইয়াছে যে, আজ আমার বত্রিশটী পুত্রের ও স্বামীর শিরশ্ছেদ হইয়াছে। যখন ইহা শুনিয়াও শোকগ্রস্ত হই নাই, তখন ঘৃতকলসী ভাঙ্গিয়াছে বলিয়া চিন্তিত হইব কেন?" তখন ধর্ম্মসেনাপতি সূত্রনিপাত হইতে, "অনিমিত্ত অজ্ঞাত" ইত্যাদি গাথাগুলি বলিয়া আসন হইতে উত্থিত হইলেন * এবং ধর্ম্মদেশনপূর্ব্বক বিহারে প্রতিগমন করিলেন। মল্লিকাও বত্রিশটী পুত্রবধূ ডাকাইয়া বলিলেন, "তোমাদের নিরপরাধ পতিরা স্ব স্ব পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফল পাইয়াছে; অতএব শোক করিও না, রাজার উপরেও যেন তোমাদের মনে বিদ্বেষভাব না জন্মে।" রাজার চরেরা ইহা শুনিয়া, তাহারা যে নিরপরাধ, রাজাকে এ কথা জানাইল। ইহাতে অনুতপ্ত হইয়া রাজা মল্লিকার গৃহে গমন করিলেন এবং তাঁহার ও তদীয় পুত্রবধূদিগের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া মল্লিকাকে বর দিতে চাহিলেন। মল্লিকা বলিলেন, "মহারাজ যখন বর দিতে চাহিলেন, তখন উহা গ্রহণই করিলাম।" অনন্তর রাজা চলিয়া গেলে তিনি প্রেতপিণ্ড দান করিলেন এবং স্নানান্তে রাজার নিক গিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আপনি বর দিতে চাহিয়াছেন, আমার অন্য বরে প্রয়োজন নাই, আমি এবং আমার বত্রিশটী পুত্রবধূ স্ব স্ব পিত্রালয়ে যাইতে পারি, এই অনুমতি দিন" রাজা ইহাতে সম্মতি দিলেন। মল্লিকা পুত্রবধূদিগকে স্ব স্ব পিতৃগৃহে প্রেরণ করিলেন এবং নিজে কুশীনগরে নিজের পিত্রালয়ে গেলেন। অতঃপর রাজা বন্ধুলের ভাগিনেয় দীর্ঘ কারায়ণকে † সৈনাপত্য প্রদান করিলেন। 'এই রাজা আমার মাতুলকে বধ করিয়াছেন' ভাবিয়া দীর্ঘ কারায়ণ রাজার দোষ অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

নিরপরাধ বন্ধুলের প্রাণসংহারের পর রাজা অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন, তাঁহার চিত্তে শান্তি ছিল না, রাজ্যে সুখ ছিল না। তখন শাস্তা শাক্যদিগের উড়ুম্পনামক নগরের নিকটে বাস করিতেছিলেন। রাজা সেখানে গিয়া উদ্যানের অনতিদূরে স্কন্ধাবার স্থাপন করিলেন, অল্পমাত্র অনুচর সঙ্গে লইয়া শাস্তাকে বন্দনা করিবার জন্য বিহারে গমন করিলেন এবং কারায়ণের হস্তে পঞ্চরাজচিহ্ন দিয়া একাকী গন্ধকুটীরে প্রবেশ করিলেন। অতঃপর যাহা ঘটিল তাহা ধর্ম্মচৈত্যসূত্রানুসারে ‡ বলিতে হইবে।

রাজা গন্ধকুটীরে প্রবেশ করিলে কারায়ণ রাজচিহ্নগুলি লইয়া বিড়ূডভকে রাজা করিলেন এবং প্রসেনজিতের জন্য কেবল একটী অশ্ব এবং একজন পরিচারিকা রাখিয়া শ্রাবস্তীতে চলিয়া গেলেন।

প্রসেনজিৎ শাস্তার সহিত প্রিয়সংলপন পূর্ব্বক স্কন্ধাবারে ফিরিয়া দেখিলেন, তাঁহার সেনা চলিয়া গিয়াছে। তিনি সেই পরিচারিকাকে জিজ্ঞাসা করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে পারিলেন এবং ভাগিনেয়কে § আনয়ন করিয়া বিড়ূডভকে বন্দী করিবেন এই উদ্দেশ্যে রাজগৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি রাত্রিকালে রাজগৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, নগরদ্বার বন্ধ হইয়াছে, কাজেই বহিঃস্থ একটা গৃহে শয়ন করিলেন এবং বাতাতপ-ক্লান্তিবশতঃ রাত্রিকালেই মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। রাত্রি প্রভাত হইলে, "কোশলনরেন্দ্র অনাথ অবস্থায় দেহত্যাগ করিয়াছেন।" বলিয়া পরিচারিকা ক্রন্দন করিয়া উঠিল। লোকে অজাতশত্রুকে এই সংবাদ দিল। তিনি মহাসমারোহে মাতুলের শরীরকৃত্য সম্পাদন করিলেন।

---

* সূত্রনিপাত, মহাবর্গ, ৫৭৪। ইহা শল্যসূত্র নামে বিদিত। ইহার প্রথম গাথা এই :—

অনিমিত্তং অনঞ্ঞাতং মচ্চানং ইধ জীবিতং। কসিরং চ পরিত্তং চ তং চ দুক্খেন সঞ্ঞুতং ॥ (মরণশীল জীবের ইহজীবন নিমিত্তহীন, অজ্ঞাত, ক্লেশদায়ক, ক্ষণস্থায়ী ও দুঃখসঙ্কুল। নিমিত্তহীন অর্থাৎ যাহার উপর আমাদের কোনরূপ ক্ষমতা প্রয়োগের শক্তি নাই)।

† উদীচ্য বৌদ্ধ-সাহিত্যে ইঁহার নাম দীর্ঘ চারায়ণ।

‡ মধ্যমনিকায়, মধ্যম পঞ্চাশৎ, রাজবর্গ, ৯। কোশলরাজ কি কি কারণে বুদ্ধদেবকে এত ভক্তি করিতেন, এই সূত্রে তাহা বলিয়াছেন।

§ অজাতশত্রুকে।

বিড়ূডভ রাজ্যলাভ করিয়া পূর্ব্বশত্রুতা স্মরণপূর্ব্বক শাক্যকুল নির্ম্মূল করিবার অভিপ্রায়ে মহতী সেনাসহ কপিলবস্তুর দিকে যাত্রা করিলেন। ঐ দিন প্রত্যূষকালে শাস্তা ত্রিভুবন পর্য্যবলোকন করিতেছিলেন। তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার জ্ঞাতিকুল বিনষ্ট হইতে যাইতেছে। তিনি স্থির করিলেন যে জ্ঞাতিজনের প্রতি দয়া প্রদর্শন অবশ্যকর্ত্তব্য। তিনি পূর্ব্বাহ্ণে ভিক্ষায় বাহির হইলেন, ভিক্ষাচর্য্যান্তে গন্ধকুটীরে গিয়া সিংহশয্যায়* শয়ন করিলেন এবং সায়াহ্নকালে আকাশপথে কপিলবস্তুতে গিয়া একটা স্বল্পচ্ছায় বৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন। ইহার অনতিদূরে বিড়ূডভের রাজ্যের সীমায় একটা সান্দ্রচ্ছায় প্রকাণ্ড ন্যগ্রোধ বৃক্ষ ছিল। বিড়ূডভ শাস্তাকে দেখিয়া তাঁহার নিকটে গেলেন এবং প্রণিপাতপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদন্ত, এই গরমের সময় কি কারণে স্বল্পচ্ছায় বৃক্ষটার মূলে বসিয়া আছেন; চলুন, ঐ সান্দ্রচ্ছায় বৃক্ষের মূলে বসুন গিয়া।" শাস্তা বলিলেন, "কোন প্রয়োজন নাই, মহারাজ। জ্ঞাতিজনের ছায়াই সর্ব্বাপেক্ষা শীতল।" বিড়ূডভ ভাবিলেন, 'শাস্তা জ্ঞাতিগণের রক্ষার্থ আগমন করিয়াছেন।' তিনি শাস্তাকে প্রণাম করিয়া শ্রাবস্তীতেই ফিরিয়া গেলেন। শাস্তাও আকাশপথে জেতবনে প্রতিগমন করিলেন। কিন্তু বিড়ূডভ শাক্যদিগের অপরাধ ভুলিতে পারিলেন না। তিনি দ্বিতীয় বার অভিযানে বাহির হইলেন; কিন্তু সেবারও শাস্তাকে সেখানে দেখিয়া রাজধানীতে ফিরিয়া গেলেন। তাঁহার তৃতীয় বারের চেষ্টাও এইরূপে বিফল হইল। কিন্তু যখন তিনি চতুর্থবার যুদ্ধযাত্রা করিলেন, তখন শাস্তা শাক্যদিগের পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম বিচারপূর্ব্বক দেখিলেন, তাঁহারা নদীতে বিষ প্রক্ষেপ করিয়া যে পাপ সঞ্চয় করিয়াছিলেন, কিছুতেই তাহার ফল এড়াইতে পারিবেন না। এইজন্য তিনি চতুর্থবারে কপিলবস্তুতে গেলেন না। রাজা বিড়ূডভ স্তন্যপায়ী শিশুপর্য্যন্ত সমস্ত শাক্যের প্রাণসংহারপূর্ব্বক তাঁহাদের গলরক্তে সেই ফলকাসন ধৌত করাইলেন; এবং এইরূপে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিয়া শ্রাবস্তীতে ফিরিলেন।

শাস্তা যে দিন তৃতীয়বার কপিলবস্তুতে গিয়া সেখান হইতে ফিরিয়াছিলেন, তাহার পরদিন তিনি ভিক্ষাচর্য্যান্তেই ভোজন শেষ করিয়া, গন্ধকুটীরে বিশ্রাম করিতেছিলেন। এই সময়ে নানা দেশ হইতে ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া বলাবলি করিয়াছিলেন, "দেখ ভাই, শাস্তা নিজে দেখা দিয়া রাজাকে ফিরাইয়াছেন এবং জ্ঞাতিদিগকে মরণভয় হইতে পরিত্রাণ করিয়াছেন। শাস্তা জ্ঞাতিবর্গের এতই হিতকামী!" তাঁহারা এইরূপে ভগবানের গুণকথা বলিতেছিলেন, এমন সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং, বলিলেন, "দেখ, তথাগত কেবল এ জন্মে নহে, পূর্ব্বেও জ্ঞাতিজনের হিতচর্য্যা করিয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্ত দশবিধ রাজধর্ম্মপালনপূর্ব্বক যথাধর্ম্ম রাজ্য করিতেন। তিনি একদিন ভাবিলেন, 'জম্বুদ্বীপের রাজারা বহুস্তম্ভযুক্ত প্রাসাদে বাস করেন; বহুস্তম্ভদ্বারা প্রাসাদ গঠন করা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। অতএব আমি একস্তম্ভবিশিষ্ট একটী প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইতে পারিলে সমস্ত রাজার অগ্রণী হইব।' ইহা স্থির করিয়া তিনি সূত্রধার ডাকাইলেন এবং তাহাদিগকে একটী একস্তম্ভ প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতে বলিলেন। তাহারা 'যে আজ্ঞা' বলিয়া অরণ্যে প্রবেশ করিল এবং একস্তম্ভ প্রাসাদনির্ম্মাণোপযোগী বহু ঋজু ও প্রকাণ্ড বৃক্ষ দেখিতে পাইল। অনন্তর তাহারা ভাবিল, 'গাছ ত আছে; কিন্তু পথ অসমান; গাছ নামাইতে পারিব না। যাই, রাজাকে গিয়া একথা বলি।' রাজা ভাবিয়া বলিলেন, "যে ভাবে পার, শীঘ্র গাছ নামাও।" তাহারা বলিল, "দেব, কোন উপায়েই নামাইতে পারিব না।" "তবে আমার উদ্যানে গিয়া একটা গাছ দেখ।" সূত্রধারেরা

---

* সিংহের ন্যায় দক্ষিণ পার্শ্বে ভর দিয়া শোওয়ার নাম সিংহশয্যা।

উদ্যানে গিয়া একটা সুন্দর ঋজু বৃক্ষ দেখিতে পাইল। ঐ বৃক্ষটী মঙ্গলবৃক্ষ ছিল; গ্রামনিগম-বাসীরা, এমন কি রাজকুলের লোকেরাও উহার পূজা করিত। সূত্রধারেরা রাজার নিকটে গিয়া এই কথা জানাইল। রাজা বলিলেন, আমার উদ্যানে বৃক্ষ পাইয়াছ—ভালই হইয়াছে। যাও, উহা কাট গিয়া।" তাহারা "যে আজ্ঞা" বলিয়া গন্ধমাল্যাদিহস্তে উদ্যানে প্রবেশ করিল বৃক্ষটীর গায়ে গন্ধপঞ্চাঙ্গুলিক দিল, সূত্রদ্বারা উহার কাণ্ড বেষ্টন করিল, উহাতে পুষ্পগুচ্ছ বন্ধন করিল, তলে প্রদীপ জ্বালিল, পূজা দিল এবং বলিল, "আজ হইতে সপ্তমদিনে আসিয়া এই বৃক্ষটীকে ছেদন করিব; রাজা ছেদন করাইতেছেন এই বৃক্ষে যে দেবতা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তিনি অন্যত্র যাউন; আমাদের ইহাতে কোন দোষ নাই।" ঐ বৃক্ষজাত দেবপুত্র এই কথা শুনিয়া ভাবিলেন, 'সূত্রধারেরা নিশ্চয় বৃক্ষটী ছেদন করিবে; তাহা হইলে আমার বিমান নষ্ট হইবে; বিমান যতদিন থাকিবে, আমার জীবনও ততদিন থাকিবে। এই বৃক্ষকে বেষ্টন করিয়া তরুণশালবৃক্ষসমূহে যে সকল দেবতা জন্ম লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা আমার জ্ঞাতি; তাঁহাদেরও বহু বিমান নষ্ট হইবে। আমার জ্ঞাতিদের বিনাশ হইবে, ইহা যত দুঃখের বিষয়, আমার নিজের বিনাশ তত নহে। অতএব আমার কর্ত্তব্য যে, তাঁহাদের জীবন দান করি।' ইহা স্থির করিয়া তিনি নিশীথকালে দিব্যালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া রাজার শ্রীগর্ভে প্রবেশ করিলেন এবং দেহপ্রভায় সমস্ত গৃহ উদ্ভাসিত করিয়া রাজার শিয়রে দাঁড়াইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া রাজা ভীত ও ত্রস্ত হইলেন এবং তাঁহার সহিত আলাপ করিবার সময়ে প্রথম গাথা বলিলেন :—

> ১। কে তুমি আকাশে বসি? দিব্য বস্ত্রে হয়ে বিমণ্ডিত
> কেন বরষিছ অশ্রু? কি কারণে হইয়াছ ভীত?

ইহা শুনিয়া দেবরাজ * দুইটী গাথা বলিলেন :—

> ২। রাজ্যে তব সুবিখ্যাত ভদ্রশাল নামটী আমার;
> বৎসর ষষ্টিসহস্র পাইতেছি পূজা সবাকার।
>
> ৩। নির্ম্মিল নগর কত, কত গৃহ, রাজার ভবন
> বিবিধ এ দীর্ঘকালে। কিন্তু কেহ করে নি কখন
> অত্যাচার মোর প্রতি; অন্যে মোরে পূজে যেইরূপ
> তেমনি শ্রদ্ধার সহ তুমিও করহ পূজা, ভূপ।

তখন রাজা দুইটী গাথা বলিলেন :—

> ৪। তব তুল্য স্থূলকায় খুঁজিয়া না পাই বৃক্ষ আর,
> ঋজু, দীর্ঘ, দৃঢ়দারু—সমস্তই সুন্দর তোমার।
>
> ৫। নির্ম্মিব প্রাসাদ আমি একস্তম্ভ অতি সুদর্শন,
> আনিব তোমায় সেথা, দীর্ঘ তুমি লভিবে জীবন।

ইহা শুনিয়া দেবরাজ দুইটী গাথা বলিলেন :—

> ৬। সশরীরে বিনাশিতে একান্তই ইচ্ছা যদি হয়,
> না কাটিয়া একেবারে, বহু খণ্ডে কাট, মহাশয়।

* ঐ বৃক্ষ দেবতা। অন্যান্য তরুণ বৃক্ষ-দেবতা তাঁহার আশ্রিত বলিয়া তিনি এখানে দেবরাজ নামে বর্ণিত।

৭। কাট অগ্রভাগ অগ্রে, কাট মধ্যে, শেষে মূলদেশ;
কাটিলে এমন ভাবে, না পাইব মরণের ক্লেশ।

অনন্তর রাজা দুইটী গাথা বলিলেন :—

৮। হস্ত, পাদ, নাসা, কর্ণ একে একে কাটি জীবিতের
পশ্চাতে কাটিলে মাথা, কি যন্ত্রণা সে হতভাগ্যের!

৯। তুমি কিন্তু খণ্ডে খণ্ডে ছিন্ন হতে চাও, বনস্পতি!
ইহাতেই পাবে সুখ। বল কি কারণে হেন মতি?

বোধিসত্ত্ব দুইটী গাথায় ইহার উত্তর দিলেন :—

১০। ধর্ম্মানুমোদিত হেতু আছে মোর, করি নিবেদন;
খণ্ডশঃ হইতে ছিন্ন চাই কেন, শুনহে রাজন্।

১১। জ্ঞাতিগণ পার্শ্বে থাকি, বাত হতে হয়ে সুরক্ষিত,
আমার আশ্রয়ে, ভূপ, হইয়াছে সুখ-সম্বর্দ্ধিত।
একেবারে কাট যদি, হবে মোর পতনে সবার
মহাধ্বংস যুগপৎ, দুঃখ তায় পাইবে অপার।

ইহা শুনিয়া রাজা ভাবিলেন, 'এই দেবপুত্র ধার্ম্মিক; নিজের বিমান নষ্ট হয় হউক; কিন্তু ইনি জ্ঞাতিগণের বিমাননাশ ইচ্ছা করেন না। ইনি জ্ঞাতিগণের হিতসাধনে সচেষ্ট। অতএব ইঁহাকে অভয় দিতে হইতেছে।' অনন্তর তিনি হৃষ্টচিত্তে অবশিষ্ট গাথাটী বলিলেন—

১২। ভদ্রশাল বনস্পতি, তুমি সাধুচিন্তাপরায়ণ;
জ্ঞাতিজন হিতকারী; দিলাম অভয় সে কারণ।

ইহার পর দেবরাজ রাজাকে ধর্ম্মকথা শুনাইয়া চলিয়া গেলেন; রাজা তাঁহার উপদেশানুসারে চলিয়া দানাদি পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিলেন।

এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, তোমরা দেখিলে যে, তথাগত পূর্ব্বেও জ্ঞাতিদিগের হিতসাধন করিতেন।"

[সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন সেই রাজা, বুদ্ধশিষ্যেরা ছিল সেই তরুণ শালবৃক্ষসমূহে জাত দেবগণ, এবং আমি ছিলাম ভদ্রশাল দেবরাজ।]

৪৬৬—সমুদ্রবাণিজ-জাতক *

[দেবদত্ত তাঁহার পঞ্চশত অনুচরসহ নরকে গিয়াছিলেন, তদুপলক্ষ্যে শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এই কথা বলিয়াছিলেন। যখন অগ্রশ্রাবকদ্বয় দেবদত্তের কতকগুলি শিষ্য লইয়া প্রতিবর্ত্তন করিয়াছিলেন, † তখন তিনি শোক সহ্য করিতে না পারিয়া মুখ হইতে উষ্ণরক্ত বমন করিয়াছিলেন। কঠিন রোগাক্রান্ত হইয়া

---

* বাণিজ=বণিক্। আখ্যায়িকা-বর্ণিত সূত্রধারেরা সমুদ্রযাত্রী ছিল বলিয়া 'বণিক্' নামে অভিহিত হইয়াছে।

† বিরোচন-জাতকের (১৪৩) প্রত্যুৎপন্ন বস্তু দ্রষ্টব্য।

তিনি তথাগতের গুণ স্মরণপূর্ব্বক চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'আমি এই নব মাস তথাগতের অনর্থ ভাবনা করিতেছি, কিন্তু শাস্তার মনে আমার সম্বন্ধে কোন পাপচিন্তা নাই; অশীতি মহাস্থবিরও আমার সম্বন্ধে কোন বিদ্বেষ পোষণ করেন না। আমি স্বকৃতকর্ম্মের ফলে এখন অসহায় হইলাম। শাস্তা নিজে, মহাস্থবিরগণ, জ্ঞাতিশ্রেষ্ঠ স্থবির রাহুল, শাক্যরাজগণ, সকলেই আমাকে বর্জ্জন করিয়াছেন। শাস্তা যাহাতে আমাকে ক্ষমা করেন, এখন গিয়া তাহার উপায় দেখি।' এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি অনুচরদিগকে ইঙ্গিত করিলেন; তিনি একখানা মঞ্চে উঠিলেন, অনুচরেরা উহা বহন করিয়া প্রত্যহ রাত্রিকালে যাইতে লাগিল। এইরূপে কিয়দ্দিন পরে তিনি কোশল রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। স্থবির আনন্দ শাস্তাকে সংবাদ দিলেন, "দেবদত্ত নাকি আপনার নিকট ক্ষমা পাইবার আশায় আসিতেছেন।" শাস্তা বলিলেন, "আনন্দ, দেবদত্ত আমার দর্শনলাভ করিতে পারিবে না।" অতঃপর দেবদত্ত শ্রাবস্তী নগরে পৌঁছিলে আনন্দ আবার শাস্তাকে একথা জানাইলেন। ভগবান্ পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছিলেন, এবারও তাহাই বলিলেন। দেবদত্ত যখন জেতবনদ্বারে জেতবনের পুষ্করিণীর সমীপে উপনীত হইলেন, তখন তাঁহার পাপের ফলভোগ করিবার সময় আসিল। তাঁহার শরীরে দাহ জন্মিল, স্নান করিয়া জলপান করিবেন এই অভিপ্রায়ে তিনি বলিলেন, "ভদ্রগণ, মঞ্চ অবতারণ কর, আমি জল পান করিব।" কিন্তু তিনি অবতরণপূর্ব্বক যেমন ভূমিতে পদস্থাপন করিলেন, অমনি তাঁহার স্বস্তিলাভের পূর্ব্বেই এই বিশাল ধরাতল বিদীর্ণ হইল, এবং অবীচি হইতে ভীষণ জ্বালা উত্থিত হইয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিল। তিনি দেখিলেন তাঁহার পাপের ফলভোগ করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে, তিনি তথাগতের গুণ স্মরণপূর্ব্বক বলিলেন,

> সুগত, পুরুষোত্তম, দেবের প্রধান, পুণ্যচিহ্ন দেহে যাঁর সহস্র প্রমাণ,
> সর্ব্বদর্শী, নরদম্য সারথি *, ভগবান্; লইনু শরণ তাঁর সঁপি দেহ, প্রাণ। †

কিন্তু এই গাথায় বুদ্ধের শরণ লইবার কালেই তিনি অবীচিতে পতিত হইলেন। পঞ্চশত ব্যক্তি সপরিবারে তাঁহার সেবা করিত। তাহারাও তদীয় পক্ষ অবলম্বনপূর্ব্বক দশবলের নিন্দা করিয়াছিল এবং তাঁহাকে গালি দিয়াছিল, এজন্য তাহারাও অবীচিতে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইল। দেবদত্ত এইরূপে পঞ্চশত কুল সঙ্গে লইয়া অবীচিতে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় বলাবলি করিতে লাগিলেন, "দেখ ভাই, পাপিষ্ঠ দেবদত্ত লাভের লোভে অকারণ সম্যকসম্বুদ্ধের উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছিল; ইহার যে কি ভীষণ পরিণাম, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখে নাই; এখন সে পঞ্চশত কুলসহ অবীচিতে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইল।" শাস্তা এই সময়ে সেখানে গিয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিয়া বলিলেন, "দেবদত্ত যে কেবল এখনই লাভ ও সৎকারের লোভে অনাগত ভয়ের দিকে লক্ষ্য করে নাই, এমন নহে; পূর্ব্বেও সে ভবিষ্যৎ বিপদের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া উপস্থিত সুখের লোভে সানুচর মহাবিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বারাণসী নগরের অনতিদূরে সূত্রধারদিগের একখানি বৃহৎ গ্রাম ছিল সেখানে এক হাজার ঘর সূত্রধার বাস করিত। "তোমাদের

---

* মনুষ্য দম্য অর্থাৎ বলীবর্দ্দস্বরূপ; একমাত্র বুদ্ধই তাহার সারথি, অর্থাৎ তাহাকে সংযত রাখিতে পারেন।

† মূলে 'অট্‌ঠিহি', 'পাণেহি' আছে। বোধ হয় দেবদত্ত নিজের রুগ্ন, কঙ্কালমাত্রসার দেহের প্রতি লক্ষ্য করিয়া 'অস্থি' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।

মাচা তৈয়ার করিব, পিঁড়ি তৈয়ার করিব, ঘর তৈয়ার করিব", ইত্যাদি বলিয়া সূত্রধারেরা লোকের নিকট বহু অর্থ অগ্রিম লইত; কিন্তু তাহারা কোন দ্রব্যই প্রস্তুত করিয়া উঠিতে পারিত না। এজন্য লোকে সূত্রধার দেখিলেই তাহাকে গালি দিত, তাহাদের অন্য কাজ কর্ম্মেও বাধা জন্মাইত। ঋণদাতাদিগের উপদ্রবে শেষে সূত্রধারদিগের পক্ষে সে গ্রামে তিষ্ঠা অসাধ্য হইল। বিদেশে গিয়া যেখানে সেখানে বাস করিবে, এই উদ্দেশ্যে তাহারা বনের মধ্যে কতকগুলি গাছ কাটিল, তদ্দ্বারা একখানি বৃহৎ নৌকা নির্ম্মাণ করিল, নৌকাখানি নদীতে নামাইয়া আনিল, উহা গ্রাম হইতে এক বা দুই ক্রোশ দূরে, * কোন স্থানে রাখিয়া নিশীথ সময়ে গ্রামে গেল, সেখান হইতে স্ত্রীপুত্রদিগকে লইয়া নৌকায় ফিরিল এবং সকলে আরোহণ করিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিল। কিয়দ্দিন পরে তাহা মহাসমুদ্রে পৌঁছিল এবং বায়ুবেগে ইতস্ততঃ চালিত হইয়া সমুদ্রগর্ভস্থ একটী দ্বীপে উপনীত হইল। ঐ দ্বীপে প্রচুর স্বয়ংজাত শালি, ইক্ষু, কদলি, আম্র, জম্বু, পনস, নারিকেল প্রভৃতি বিবিধ শস্য ও ফল পাওয়া যাইত। ইতঃপূর্ব্বে এক ভগ্নপোত ব্যক্তি সেখানে উপনীত হইয়া শালিতণ্ডুলের অন্ন এবং ইক্ষু প্রভৃতি ভোজন করিয়া বিলক্ষণ হৃষ্টপুষ্ট হইয়াছিল। সে ঐ দ্বীপেই বাস করিত; কিন্তু সে বস্ত্রাভাবে নগ্ন থাকিত; ক্ষৌরকর্ম্ম করাইতে না পারায় তাহার শ্মশ্রু ও কেশও দীর্ঘ হইয়াছিল।

সূত্রধারেরা ভাবিতে লাগিল, 'এই দ্বীপ যদি রাক্ষস পরিগৃহীত হয়, তাহা হইলে আমাদের বিনাশ অনিবার্য্য। অতএব একবার স্থানটা অনুসন্ধান করিয়া দেখা যাউক।' এই সঙ্কল্প করিয়া সাত জন সাহসী ও বলবান্ পুরুষ পঞ্চায়ুধে সজ্জিত হইয়া নৌকা হইতে অবতরণ করিল এবং দ্বীপটীর কোথায় কি আছে দেখিতে লাগিল।

এই সময়ে সেই ভগ্নপোত লোকটা প্রাতরাশ-সমাপনান্তে ইক্ষুরস পান করিয়াছিল। সে মনের আনন্দে দ্বীপের কোন রমণীয় ভূভাগে রজতপট্টনিভ বালুকার উপর শীতল ছায়ায় উত্তানভাবে শয়ন করিয়া মনের উচ্ছ্বাসে যে গান করিতেছিল তাহার মর্ম্ম এই:—জম্বুদ্বীপের লোকে চাষ করে ও শস্য বপন করে; তাহারা এমন সুখ ভোগ করিতে পারে না। আমার এই দ্বীপ জম্বুদ্বীপ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

শাস্তা ভিক্ষুদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক 'মনের উচ্ছ্বাসে গান করিতেছিল' এই বাক্য বিশদ করিবার জন্য প্রথম গাথা বলিলেন:—

১। চষে জমি, বপে বীজ জম্বুদ্বীপে সব; না খাটিলে জীবিকা-নির্ব্বাহ অসম্ভব।
এই দ্বীপে তাহাদের নাই অধিকার; জম্বুদ্বীপ হ'তে শ্রেষ্ঠ এ দ্বীপ আমার।

---

* গাবুতড চ যোজনমত্তে' = হয়এক গব্যূতি, নয় অর্দ্ধ যোজন মাত্র দূরে। গব্যূতি = ২ ক্রোশ।

তিনি তথাগতের গুণ স্মরণপূর্ব্বক চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'আমি এই নয় মাস তথাগতের অনর্থ ভাবনা করিতেছি, কিন্তু শাস্তার মনে আমার সম্বন্ধে কোন পাপচিন্তা নাই; অশীতি মহাস্থবিরও আমার সম্বন্ধে কোন বিদ্বেষ পোষণ করেন না। আমি স্বকৃতকর্ম্মের ফলে এখন অসহায় হইলাম। শাস্তা নিজে, মহাস্থবিরগণ, জ্ঞাতিশ্রেষ্ঠ স্থবির রাহুল, শাক্যরাজগণ, সকলেই আমাকে বর্জ্জন করিয়াছেন। শাস্তা যাহাতে আমাকে ক্ষমা করেন, এখন গিয়া তাহার উপায় দেখি।' এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি অনুচরদিগকে ইঙ্গিত করিলেন; তিনি একখানা মঞ্চে উঠিলেন, অনুচরেরা উহা বহন করিয়া প্রত্যহ রাত্রিকালে যাইতে লাগিল। এইরূপে কিয়দ্দিন পরে তিনি কোশল রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। স্থবির আনন্দ শাস্তাকে সংবাদ দিলেন, "দেবদত্ত নাকি আপনার নিকট ক্ষমা পাইবার আশায় আসিতেছেন।" শাস্তা বলিলেন, "আনন্দ, দেবদত্ত আমার দর্শনলাভ করিতে পারিবে না।" অতঃপর দেবদত্ত শ্রাবস্তী নগরে পৌঁছিলে আনন্দ আবার শাস্তাকে একথা জানাইলেন। ভগবান্ পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছিলেন, এবারও তাহাই বলিলেন। দেবদত্ত যখন জেতবনদ্বারে জেতবনের পুষ্করিণীর সমীপে উপনীত হইলেন, তখন তাঁহার পাপের ফলভোগ করিবার সময় আসিল। তাঁহার শরীরে দাহ জন্মিল, স্নান করিয়া জলপান করিবেন এই অভিপ্রায়ে তিনি বলিলেন, "ভদ্রগণ, মঞ্চ অবতারণ কর, আমি জল পান করিব।" কিন্তু তিনি অবতরণপূর্ব্বক যেমন ভূমিতে পদস্থাপন করিলেন, অমনি তাঁহার স্বস্তিলাভের পূর্ব্বেই এই বিশাল ধরাতল বিদীর্ণ হইল, এবং অবীচি হইতে ভীষণ জ্বালা উত্থিত হইয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিল। তিনি দেখিলেন তাঁহার পাপের ফলভোগ করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে; তিনি তথাগতের গুণ স্মরণপূর্ব্বক বলিলেন,

> সুগত, পুরুষোত্তম, দেবের প্রধান, পুণ্যচিহ্ন দেহে যাঁর সহস্র প্রমাণ,
> সর্ব্বদর্শী, নরদম্য সারথি *, ভগবান্; লইনু শরণ তাঁর সপি দেহ, প্রাণ। †

কিন্তু এই গাথায় বুদ্ধের শরণ লইবার সময়েই তিনি অবীচিতে পতিত হইলেন। পঞ্চশত ব্যক্তি সপরিবারে তাঁহার সেবা করিত। তাহারাও তদীয় পক্ষ অবলম্বনপূর্ব্বক দশবলের নিন্দা করিয়াছিল এবং তাঁহাকে গালি দিয়াছিল, এজন্য তাহারাও অবীচিতে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইল। দেবদত্ত এইরূপে পঞ্চশত কুল সঙ্গে লইয়া অবীচিতে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় বলাবলি করিতে লাগিলেন, "দেখ ভাই, পাপিষ্ঠ দেবদত্ত লাভের লোভে অকারণ সম্যক্‌সম্বুদ্ধের উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছিল; ইহার যে কি ভীষণ পরিণাম, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখে নাই; এখন সে পঞ্চশত কুলসহ অবীচিতে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইল।" শাস্তা এই সময়ে সেখানে গিয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিয়া বলিলেন, "দেবদত্ত যে কেবল এখনই লাভ ও সৎকারের লোভে অনাগত ভয়ের দিকে লক্ষ্য করে নাই, এমন নহে; পূর্ব্বেও সে ভবিষ্যৎ বিপদের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া উপস্থিত সুখের লোভে সানুচর মহাবিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বারাণসী নগরের অনতিদূরে সূত্রধারদিগের একখানি বৃহৎ গ্রাম ছিল সেখানে এক হাজার ঘর সূত্রধার বাস করিত। "তোমাদের

* নরদম্য অর্থাৎ বলীবর্দ্দস্বরূপ; একমাত্র বুদ্ধই তাহার সারথি, অর্থাৎ তাহাকে সংযত রাখিতে পারেন।

† মূলে 'অট্‌ঠিহি', 'পাণেহি' আছে। বোধ হয় দেবদত্ত নিজের রুগ্ণ, কঙ্কালমাত্রসার দেহের প্রতি লক্ষ্য করিয়া 'অস্থি' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।

মাচা তৈয়ার করিব, পিড়ি তৈয়ার করিব, ঘর তৈয়ার করিব", ইত্যাদি বলিয়া সূত্রধারেরা লোকের নিকট বহু অর্থ অগ্রিম লইত; কিন্তু তাহারা কোন দ্রব্যই প্রস্তুত করিয়া উঠিতে পারিত না। এজন্য লোকে সূত্রধার দেখিলেই তাহাকে গালি দিত, তাহাদের অন্য কাজ কর্ম্মেও বাধা জন্মাইত। ঋণদাতাদিগের উপদ্রবে শেষে সূত্রধারদিগের পক্ষে সে গ্রামে তিষ্ঠা অসাধ্য হইল। বিদেশে গিয়া যেখানে সেখানে বাস করিবে, এই উদ্দেশ্যে তাহারা বনের মধ্যে কতকগুলি গাছ কাটিল, তদ্দ্বারা একখানি বৃহৎ নৌকা নির্ম্মাণ করিল, নৌকাখানি নদীতে নামাইয়া আনিল, উহা গ্রাম হইতে এক বা দুই ক্রোশ দূরে, * কোন স্থানে রাখিয়া নিশীথ সময়ে গ্রামে গেল, সেখান হইতে স্ত্রীপুত্রদিগকে লইয়া নৌকায় ফিরিল এবং সকলে আরোহণ করিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিল। কিয়দ্দিন পরে তাহা মহাসমুদ্রে পৌঁছিল এবং বায়ুবেগে ইতস্ততঃ চালিত হইয়া সমুদ্রগর্ভস্থ একটী দ্বীপে উপনীত হইল। ঐ দ্বীপে প্রচুর স্বয়ংজাত শালি, ইক্ষু, কদলি, আম্র, জম্বু, পনস, নারিকেল প্রভৃতি বিবিধ শস্য ও ফল পাওয়া যাইত। ইতঃপূর্ব্বে এক ভগ্নপোত ব্যক্তি সেখানে উপনীত হইয়া শালিতণ্ডুলের অন্ন এবং ইক্ষু প্রভৃতি ভোজন করিয়া বিলক্ষণ হৃষ্টপুষ্ট হইয়াছিল। সে ঐ দ্বীপেই বাস করিত; কিন্তু সে বস্ত্রাভাবে নগ্ন থাকিত; ক্ষৌরকর্ম্ম করাইতে না পারায় তাহার শ্মশ্রু ও কেশও দীর্ঘ হইয়াছিল।

সূত্রধারেরা ভাবিতে লাগিল, 'এই দ্বীপ যদি রাক্ষস পরিগৃহীত হয়, তাহা হইলে আমাদের বিনাশ অনিবার্য্য। অতএব একবার স্থানটা অনুসন্ধান করিয়া দেখা যাউক।' এই সঙ্কল্প করিয়া সাত জন সাহসী ও বলবান্ পুরুষ পঞ্চায়ুধে সজ্জিত হইয়া নৌকা হইতে অবতরণ করিল এবং দ্বীপটীর কোথায় কি আছে দেখিতে লাগিল।

এই সময়ে সেই ভগ্নপোত লোকটা প্রাতরাশ-সমাপনান্তে ইক্ষুরস পান করিয়াছিল। সে মনের আনন্দে দ্বীপের কোন রমণীয় ভূভাগে রজতপট্টনিভ বালুকার উপর শীতল ছায়ায় উত্তানভাবে শয়ন করিয়া মনের উচ্ছ্বাসে যে গান করিতেছিল তাহার মর্ম্ম এই:—জম্বুদ্বীপের লোকে চাষ করে ও শস্য বপন করে; তাহারা এমন সুখ ভোগ করিতে পারে না। আমার এই দ্বীপ জম্বুদ্বীপ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

শাস্তা ভিক্ষুদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক 'মনের উচ্ছ্বাসে গান করিতেছিল' এই বাক্য বিশদ করিবার জন্য প্রথম গাথা বলিলেন:—

১। চষে ভূমি, বপে বীজ জম্বুদ্বীপে সব; না খাটিলে জীবিকা-নির্ব্বাহ অসম্ভব।
এই দ্বীপে তাহাদের নাই অধিকার; জম্বুদ্বীপ হ'তে শ্রেষ্ঠ এ দ্বীপ আমার।

---

* গাবুতড চ যোজনমত্তে' = হয় এক গব্যুতি, নয় অর্দ্ধ যোজন মাত্র দূরে। গব্যুতি = ২ ক্রোশ।

ঐ সকল দেবতার মধ্যে একজন দেবপুত্র ধার্ম্মিক ছিলেন। তিনি ভাবিলেন, "এই লোকগুলা বিনষ্ট হইবে, আর আমি তাহা বসিয়া বসিয়া দেখিব!" সূত্রধারেরা যখন সায়মাশ সমাপন করিয়া আরাম করিবার জন্য স্ব স্ব গৃহদ্বারে বসিয়াছিল, তখন তিনি সর্ব্বাভরণমণ্ডিত হইয়া এবং সমস্ত দ্বীপ উদ্ভাসিত করিয়া অনুকম্পাবলে উত্তর দিকে আকাশে অবস্থিত হইয়া বলিলেন, "ভো সূত্রধারগণ, দেবতারা তোমাদের উপর বড় ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। তোমরা এমন স্থানে আর থাকিও না। অদ্য হইতে পনর দিন পরে দেবতারা সমুদ্র উদ্বর্ত্তনপূর্ব্বক তোমাদের সকলের প্রাণনাশ করিবেন। অতএব তোমরা এই স্থান হইতে নিষ্ক্রমণ করিয়া অন্যত্র পলায়ন কর।

২। অদ্য হ'তে পঞ্চদশ দিনে সন্ধ্যাকালে উঠিবে চন্দ্রমা যবে, সাগরের জলে
জন্মিবে ভীষণ বেগ; যেন সে প্লাবনে বিনষ্ট না হও সবে; থেক সাবধানে।
লও গিয়া অন্য কোন স্থানেতে আশ্রয়, নচেৎ মরণ হেথা ঘটিবে নিশ্চয়।"

দেবপুত্র সূত্রধারদিগকে এই উপদেশ দিয়া স্বস্থানে চলিয়া গেলেন। তিনি প্রস্থান করিলে তাঁহার সহচর এক নিষ্ঠুর দেবপুত্র ভাবিলেন, 'ইঁহার পরামর্শানুসারে সূত্রধারেরা হয়ত পলায়ন করিবে। আমি গিয়া তাহাদিগকে প্রস্থান করিতে বারণ করি; তাহা করিলে সকলেরই মহাবিনাশ হইবে।' মনে মনে ইহা স্থির করিয়া তিনিও দিব্যালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া সমস্ত দ্বীপ উদ্ভাসনপূর্ব্বক দক্ষিণদিকে আকাশে আসীন হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন "এই মাত্র এখানে কি এক দেবপুত্র আসিয়াছিলেন?" সূত্রধারেরা উত্তর দিল, 'হাঁ মহাশয়।" "তিনি তোমাদিগকে কি বলিয়া গেলেন?" সূত্রধারেরা যাহা শুনিয়াছিল, সমস্ত বলিল। তখন নিষ্ঠুর দেবপুত্র বলিলেন, "ঐ দেবপুত্রের ইচ্ছা নয় যে, তোমরা এই দ্বীপে বাস কর। তিনি ক্রোধবশেই তোমাদিগকে এই রূপ বলিয়া গিয়াছেন। তোমরা অন্য কোথাও না গিয়া এই দ্বীপেই বাস কর।

৩। বুঝিয়াছি বহুবিধ নিমিত্তদর্শনে এ বিশাল দ্বীপ নষ্ট হবে না প্লাবনে।
নাই ভয়, কেন শোক কর অকারণ? যথারুচি সুখ ভোগ কর সর্ব্বজন!

৪। ভাগ্য বলে আসিয়াছ এ বিশাল দেশে; পাও হেথা বহু ভক্ষ্যপানীয় অক্লেশে।
বংশ-অনুক্রমে সুখে থাক সর্ব্বজন; আমি ত দেখি না কোন ভয়ের কারণ।"

নিষ্ঠুর দেবপুত্র এই দুইটী গাথাদ্বারা সূত্রধারদিগকে আশ্বস্ত করিয়া প্রস্থান করিলেন। তিনি চলিয়া গেলে নির্ব্বোধ সূত্রধারনায়ক ধার্ম্মিক দেবপুত্রের উপদেশ গ্রহণ না করিয়া অন্যান্য সূত্রধারদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিল' "আপনারা আমার কথা শুনুন।

৫। বসিয়া দক্ষিণ দিকে বলিলেন যিনি 'ভয় নাই', তাঁ'রই কথা সত্য বলে মানি।
উত্তরে ছিলেন যিনি, জানা তাঁর নাই ভয়াভয়-সম্ভাবনা কার কোন্ ঠাঁই।
নাই ভয়, কেন শোক কর অকারণ? যথারুচি সুখ ভোগ কর সর্ব্বজন।"

ইহা শুনিয়া সুস্বাদখাদ্যলোভী পঞ্চশত সূত্রধার সেই নির্ব্বোধের পরামর্শই গ্রহণ করিল। কিন্তু যে সূত্রধারনায়ক বুদ্ধিমান্ ছিল, সে এই প্রস্তাবে কর্ণপাত করিল না, সে সূত্রধারদিগকে সম্বোধন করিয়া চারিটী গাথা বলিল:—

৬। বিরুদ্ধ বচন বলে পরস্পর যক্ষদ্বয় ; একে বলে, হবে সুখ ; অপর দেখায় ভয়!
শুন উপদেশ মোর, নচেৎ অচিরে সবে বিনষ্ট হইব মোরা মহাসাগর-বিপ্লবে।
৭। সকলে মিলিয়া এস এখনি নির্মাণ করি বৃহৎ, সুদৃঢ়, সর্ব্বোপকরণসজ্জিত তরী।
দক্ষিণে ছিলেন যিনি, কথা যদি সত্য তাঁর, বৃথা যদি হয় বাক্য উত্তরস্থ দেবতার,
৮। তথাপি এ নৌকা হতে হবে বহু উপকার, পরিণামে ঘটে যদি বিপদ্ কোন আবার।
ছাড়িব না তাড়াতাড়ি দ্বীপ এই মনোহর ; যথাকালে তবু কর যথাযোগ্য আয়োজন।
উত্তরে ছিলেন যিনি, সত্য হ'লে তাঁর কথা, দক্ষিণ দিকের যক্ষ আশা যদি দেন বৃথা,
তা' হ'লে সঁচিন্ত করি আরোহণ এ নৌকায় ; যাইব সাগর তরি বিপদ্ নাই যেথায়।
৯। প্রথমে শুনিব যাহা তা'ই সত্য সুনিশ্চয়, কিংবা যাহা শুনি শেষে ; এ অভ্যাস ভাল নয়।
শুনিয়া বিচারি সব দোষগুণ উভয়তঃ যে চলে মধ্যম পথে, সেই পায় শ্রেষ্ঠ পদ।"

বুদ্ধিমান্ সূত্রধার আবার বলিল, "এস, আমরা উভয় দেবপুত্রেরই কথা রক্ষা করিব। নৌকা সজ্জিত করা যাউক ; যদি প্রথম দেবতা সত্য বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমরা নৌকায় আরোহণ করিয়া পলায়ন করিব ; আর যদি অপর দেবপুত্রের কথা সত্য হয়, তাহা হইলে নৌকাখানি কোন স্থানে সরাইয়া রাখিব এবং এই দ্বীপেই বাস করিব।" তাহার কথা শুনিয়া নির্ব্বোধ সূত্রধার বলিল, "ভাই তুমি জলবিন্দুর মধ্যে কুম্ভীর দেখিতেছ। তুমি নিতান্ত দীর্ঘসূত্র (?)। প্রথম দেবপুত্র যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমাদের প্রতি ক্রোধবশ হইয়া ; অপর দেবপুত্র যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমাদিগের প্রতি স্নেহবশতঃ। এমন উৎকৃষ্ট দ্বীপ ত্যাগ করিয়া আমরা কোথায় যাইব? যদি তোমার যাইতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে তোমার অনুগত লোকদিগকে লইয়া নৌকা গঠন কর। আমাদের নৌকার কোন প্রয়োজন নাই।"

বুদ্ধিমান্ সূত্রধার নিজের অনুগত লোকদিগকে লইয়া নৌকা সজ্জিত করিল, তাহাতে সর্ব্ববিধ উপকরণ তুলিয়া রাখিল এবং সকলের সঙ্গে তাহাতে আরোহণ করিয়া রহিল। অনন্তর পূর্ণিমার দিন চন্দ্রোদয়কালে সমুদ্র হইতে তরঙ্গ উত্থিত হইল এবং জানুপ্রমাণ গভীর হইয়া সমস্ত দ্বীপ ধুইয়া লইয়া গেল। বুদ্ধিমান্ সূত্রধার সমুদ্রের উদ্বেলভাব লক্ষ্য করিবামাত্র নৌকা খুলিয়া দিল, কিন্তু মূর্খ সূত্রধারের পক্ষীয় পঞ্চশত পরিবার স্ব স্ব স্থানে বসিয়া, দ্বীপ ধৌত করিবার জন্য সমুদ্র হইতে ঊর্ম্মি আসিয়াছে ইহা বলিতে লাগিল। এদিকে জল বাড়িতে লাগিল—প্রথমে কটিপ্রমাণ, পরে মানুষপ্রমাণ, তাহার পর তালপ্রমাণ, শেষে সপ্ততালপ্রমাণ তরঙ্গ আসিয়া দ্বীপের উপর দিয়া চলিয়া গেল। বুদ্ধিমান্ সূত্রধার উপায়কুশল ছিল এবং রসভোগে লুব্ধ হয় নাই, এই নিমিত্ত স্বস্তি

[১] যাঁহারা পূর্ব্বে দেবপুত্র নামে অভিহিত হইয়াছেন, তাঁহারাই এখানে 'যক্ষ' বলিয়া বর্ণিত হইতেছেন। পালিগ্রন্থকারদিগের মতে যক্ষেরা সাধারণতঃ রাক্ষসস্থানীয়, কিন্তু এখানে তাহার ব্যতিক্রম দেখা যাইতেছে সংস্কৃত সাহিত্যে যক্ষেরা দশবিধ দেবযোনির অন্যতর।

লাভ করিল, কিন্তু মূর্খ সূত্রধার উপায়কুশল ছিলনা এবং রসলোভে অনাগত ভয়ের দিকে লক্ষ্য করে নাই বলিয়া পঞ্চশত পরিবারসহ বিনষ্ট হইল।

[অতঃপর এই ব্যাপার বুঝাইবার জন্য অনুশাসনযুক্ত তিনটী অভিসম্বুদ্ধ গাথা :—

১০। পড়িয়া সাগর মধ্যে কর্ম্মগুণে সূত্রধারগণ
যেমন গন্তব্য পথে নিরাপদে করিল গমন,
অনাগত লক্ষ্য করি সেইরূপ বহুপ্রজ্ঞাবান্
হিতকর পথ ছাড়ি রেখামাত্র বিপথে না যান।

১১। লোভবশে মূর্খ কিন্তু অনাগতে নাহি করে ভয়,
বিপদ্ যখন ঘটে, তাই বড় নিরুপায় হয়।
বিনষ্ট সে হয় ধ্রুব পরিণাম চিন্তার অভাবে,
সূত্রধারগণ যথা বিনষ্ট হইল মহার্ণবে।

১২। পরিণাম চিন্তি করে পূর্ব্ব হ'তে প্রতিকার তার;
কার্য্যকালে কার্য্য যেন হেতু নাহি হয় যাতনার। *
পূর্ব্ব হ'তে প্রতিকার যে রাখে করিয়া আয়োজন,
অনায়াসে করিবে সে কার্য্যকালে কার্য্য সম্পাদন।

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে পূর্ব্বেও দেবদত্ত আপাত সুখের লোভে ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি না করিয়া সানুচর বিনষ্ট হইয়াছিল।

সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল সেই মূর্খ সূত্রধার, কোকালিক ছিল সেই দক্ষিণদিকের অধার্ম্মিক দেবপুত্র, সারিপুত্র ছিলেন সেই উত্তরদিকে অবস্থিত দেবপুত্র এবং আমি ছিলাম সেই বুদ্ধিমান্ সূত্রধার।]

৪৬৭—কাম-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে জনৈক ব্রাহ্মণকে উপলক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। শ্রাবস্তীবাসী এক ব্রাহ্মণ না কি অচিরবতীর তীরে কর্ষণোপযোগী ক্ষেত্র প্রস্তুত করিবার জন্য বন কাটিতেছিলেন। শাস্তা বুঝিতে পারিলেন, এই ব্যক্তির ভাগ্যে মার্গপ্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে ‡. এই জন্য পিণ্ডচর্য্যার্থ শ্রাবস্তীতে প্রবেশ করিবার কালে তিনি সাধারণ পথ ত্যাগ করিয়া ঐ ব্রাহ্মণের নিকট গেলেন এবং মধুর বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্রাহ্মণ, তুমি কি করিতেছ?" ব্রাহ্মণ উত্তর দিলেন, 'ভো গৌতম, আমি ক্ষেত্র প্রস্তুত করিবার জন্য বন কাটিতেছি।" "তুমি অতি উত্তম কার্য্য করিতেছ', ইহা বলিয়া শাস্তা সে দিন চলিয়া গেলেন। অতঃপর ছিন্ন বৃক্ষগুলি অপনয়নপূর্ব্বক ক্ষেত্র পরিষ্কৃত করিবার কালে, কর্ষণকালে জলরক্ষার্থ ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে আলি বান্ধিবার সময়েও শাস্তা পুনঃ পুনঃ সেখানে গিয়া ব্রাহ্মণের সহিত মধুর আলাপ করিলেন। বপনের দিন ব্রাহ্মণ বলিলেন, "ভো গৌতম, আজ আমার বপ্রমঙ্গলের§ দিন। যখন এই শস্য পাকিবার পর গৃহে লইয়া যাইব,

---

* অর্থাৎ যাহারা পরিণামচিন্তার অভাবে যথাকালে প্রতিকারের উপায় না করিয়া রাখে, তাহারা বিপদ্ উপস্থিত হইলে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া যাতনা পায়।

† দ্বিতীয় খণ্ডের কামনীত-জাতকের (২২৮) বর্ত্তমান ও অতীত বস্তু দ্রষ্টব্য।

‡ তস্স উপনিস্সয়ং।

§ প্রাচীন কালের উৎসব বিশেষ। ঐ দিন রাজারা পর্য্যন্ত হলচালন করিবা ক্ষেত্রে বীজ বপন করিতেন।

তখন আমি বুদ্ধপ্রমুখ সঙ্ঘকে মহাদান করিব।" শাস্তা ব্রাহ্মণের এই দান গ্রহণ করিতে স্বীকার করিয়া চলিয়া গেলেন। আর একদিন শাস্তা গিয়া দেখিলেন ব্রাহ্মণ সেই শস্যক্ষেত্র দেখিতেছেন। শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুর, কি করিতেছ?' 'ব্রাহ্মণ উত্তর দিলেন, "ভো গৌতম, শস্য দেখিতেছি।" "বেশ, দেখ," বলিয়া শাস্তা প্রস্থান করিলেন। তখন ব্রাহ্মণ ভাবিতে লাগিলেন, 'শ্রমণ গৌতম, পুনঃ পুনঃ আসিতেছেন; নিশ্চয় ইনি ভক্তলাভের জন্য এরূপ করিতেছেন; অতএব ইঁহাকে ভক্ত দান করিব।" যে দিন ব্রাহ্মণ এইরূপ চিন্তা করিয়া গৃহে ফিরিলেন, সেইদিন শাস্তাও সেখানে উপস্থিত হইলেন। ইহাতে ব্রাহ্মণের মনে শাস্তার সম্বন্ধে পরমপ্রীতির উদ্রেক হইল। *

ক্রমে শস্য পাকিল; ব্রাহ্মণ স্থির করিলেন কা'লই গিয়া কাটিব। কিন্তু তিনি শয়ন করিলে সমস্ত রাত্রি অচিরবতী নদীর উর্দ্ধস্থ প্রদেশে শিলাবৃষ্টি (মুষলধারে বৃষ্টিপাত) হইল †; নদীতে প্রচণ্ড বন্যা আসিল; তাহার বেগে ব্রাহ্মণের সমস্ত শস্য সাগরে ভাসিয়া গেল, ক্ষেত্রে এক নালিকামাত্র শস্যও অবশিষ্ট রহিল না। বন্যা কমিয়া গেলে ব্রাহ্মণ গিয়া দেখেন, তাঁহার সর্ব্বনাশ হইয়াছে। তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল ‡ তিনি মহাশোকে অভিভূত হইয়া দুই হাতে নিজের বুক ধরিয়া বিলাপ করিতে করিতে গৃহে গেলেন, এবং শুইয়া শুইয়া দুঃখ করিতে লাগিলেন।

এদিকে শাস্তা প্রত্যূষ সময়ে বুঝিতে পারিলেন, ব্রাহ্মণ শোকে অভিভূত হইয়াছেন। 'আমিই এখন ব্রাহ্মণের আশ্রয় হইব', মনে মনে এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি পরদিন শ্রাবস্তীতে পিণ্ডচর্য্যাসমাপনপূর্ব্বক ভিক্ষুদিগকে বিহারে পাঠাইলেন এবং একজন পশ্চাচ্ছ্রমণ সঙ্গে লইয়া ব্রাহ্মণের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন। শাস্তা আগমন করিয়াছেন শুনিয়া ব্রাহ্মণ আশ্বস্ত হইলেন; তিনি ভাবিলেন, 'বন্ধু বোধ হয় আমার সঙ্গে মিষ্টালাপ করিবার জন্য আসিয়াছেন।' তিনি শাস্তার জন্য আসন বিন্যাস করিলেন। শাস্তা প্রবেশপূর্ব্বক বিন্যস্ত আসনে উপবেশন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুর, তোমাকে বিষণ্ণ দেখাইতেছে কেন? কোন অসুখ করিয়াছে নাকি?" ব্রাহ্মণ উত্তর দিলেন, "ভো গৌতম, যে দিন আমি অচিরবতীর তীরে জঙ্গল কাটিয়াছিলাম, সেই দিন হইতে যেখানে যাহা যাহা করিয়াছি, আপনি তাহা সমস্তই জানেন। কতবার বলিয়া বেড়াইয়াছি, ঐ শস্য গৃহে আনিয়া আপনাদিগকে দান দিব; এখন প্রবল বন্যায় আমার সমস্ত শস্য ভাসিয়া সাগরে পড়িয়াছে; কিছুই অবশিষ্ট নাই; আমার শতশকটপ্রমাণ ধান্য বিনষ্ট হইয়াছে; এই জন্যই আমি বড় শোক ভোগ করিতেছি।" 'ঠাকুর, শোক করিলে কি নষ্ট দ্রব্য ফিরিয়া পাওয়া যায়?' "না, গৌতম, তাহা পাওয়া যায় না।" "তবে কেন শোক করিতেছ? লোকের ধন ধান্য যখন হবার তখন হয়, যখন যাবার তখন যায়। সমস্ত সংস্কারই নশ্বরধর্ম্মাপন্ন তুমি বৃথা দুশ্চিন্তা করিও না।" ব্রাহ্মণকে এইরূপে আশ্বস্ত করিয়া তৎকালোচিত ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য শাস্তা কামসূত্র § বলিলেন। সূত্রকথন শেষ হইলে, শোকার্ত্ত ব্রাহ্মণ স্রোতাপত্তি-ফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তাঁহাকে এইরূপে বীতশোক করিয়া শাস্তা আসন হইতে উত্থিত হইলেন এবং বিহারে প্রতিগমন করিলেন।

নগরবাসী সকলে জানিতে পারিল, শাস্তা নাকি অমুক ব্রাহ্মণকে নিঃশোক করিয়া স্রোতাপত্তিফল দান করিয়াছেন। ভিক্ষুরাও ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া বলাবলি করিতে লাগিলেন, "শুনিয়াছ ভাই, দশবল ব্রাহ্মণের সহিত বন্ধুত্ব করিয়া তাহার বিশ্বাসভাজন হইয়াছিলেন; এবং যখন ঐ ব্যক্তি শোকশল্যবিদ্ধ হইয়াছিলেন, তখন অমোঘ উপায়ে ধর্ম্মকথা শুনাইয়া তাহার শোক অপনোদন করিয়াছেন ও তাহাকে স্রোতাপত্তি-

* মূলে 'অভিতির বিস্সাসো উদপাদি' আছে।

† টীকায় পাঠ আছে 'কন্নকবস্সং ও ঘনিকবস্সং'

‡ আক্ষরিক অনুবাদ—তিনি প্রকৃতিস্থ থাকিতে পারিলেন না।

§ সুত্ত নিপাত ৪ (১)

ফলে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও আমি এই ব্যক্তিকে নিঃশোক করিয়াছিলাম।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের দুই পুত্র জন্মিয়াছিল। তিনি জ্যেষ্ঠকে ঔপরাজ্য এবং কনিষ্ঠকে সৈনাপত্য দিয়াছিলেন। কালক্রমে যখন ব্রহ্মদত্তের মৃত্যু হইল, তখন অমাত্যেরা জ্যেষ্ঠ কুমারকে রাজপদে অভিষিক্ত করিবার ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু তিনি বলিলেন, "আমার রাজ্যে প্রয়োজন নাই, আপনারা আমার কনিষ্ঠকে রাজপদ দিন।" অমাত্যেরা পুনঃ পুনঃ তাঁহাদের প্রার্থনা জানাইলেন, কিন্তু তিনি তাঁহাদের প্রস্তাব প্রত্যাখান করিলেন। কাজেই কনিষ্ঠ কুমার রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন। অতঃপর জ্যেষ্ঠকুমার প্রকাশ করিলেন যে, তিনি ঐশ্বর্য্য চান না। তিনি ঔপরাজ্য ত্যাগ করিবারও ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। অমাত্যেরা বলিলেন, "ত্যাগ করিতে চান ত করুন, কিন্তু এখানেই অবস্থিতি করিয়া রাজভোগে পরমসুখে জীবন যাপন করিতে থাকুন।" কিন্তু কুমার বলিলেন, "এ নগরে আমার কোন কাজ নাই।" তিনি বারাণসী হইতে নিষ্ক্রমণপূর্ব্বক প্রত্যন্তে উপনীত হইলেন এবং এক শ্রেষ্ঠিপরিবারের আশ্রয়ে স্বহস্তার্জ্জিত অর্থে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। ক্রমে প্রত্যন্তবাসীরা জানিতে পারিল, তিনি ভূতপূর্ব্ব রাজার পুত্র; তখন তাহারা আর তাঁহাকে পরিশ্রম করিতে দিল না; রাজকুমারকে যেরূপ উপঢৌকনাদি দিতে হয়, তাঁহাকে সেইরূপই দিতে লাগিল।

কিয়ৎকাল পরে কতিপয় রাজকর্ম্মচারী ক্ষেত্রপ্রমাণ গ্রহণের জন্য * সেই প্রত্যন্ত গ্রামে উপস্থিত হইল। শ্রেষ্ঠী রাজকুমারের নিকট গিয়া বলিলেন, "প্রভু, আমরা আপনার ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করিতেছি; আপনি আপনার কনিষ্ঠের নিকট একখানা পত্র পাঠাইয়া আমাদের করভার তুলিয়া দিন।" "বেশ, তাহাই করিতেছি" বলিয়া রাজকুমার শ্রেষ্ঠীর নিকট অঙ্গীকার করিলেন। তিনি কনিষ্ঠকে লিখিলেন, "আমি অমুক শ্রেষ্ঠিপরিবারের আশ্রয়ে বাস করিতেছি। আমার অনুরোধে তুমি ইঁহাদের নিকট কর গ্রহণ করিও না।" "উত্তম কথা", ইহা বলিয়া রাজা ঐ স্থানের কর তুলিয়া দিলেন।

ইহার পর সমস্ত নগরবাসী ও জনপদবাসী জ্যেষ্ঠ রাজকুমারের নিকট গিয়া বলিতে লাগিল, "আমরা এখন আপনাকেই কর দিব; আপনি আমাদের করভার কমাইয়া দিন। রাজকুমার পত্র লিখিয়া তাহাদেরও কর হ্রাস করাইলেন। তখন হইতে এই সকল ব্যক্তি জ্যেষ্ঠ রাজকুমারকেই কর দিতে লাগিল। এইরূপে তাঁহার বহু লাভ ও সম্মান হইল, আর সেই সঙ্গে তৃষ্ণাও বৃদ্ধি পাইল। তিনি ক্রমে রাজার নিকট

* এই সকল কর্ম্মচারীকে বর্ত্তমানে সময়ের কানন্গু বা আমীনস্থানীয় বলিয়া ধরা যাইতে পারে। কোন্ প্রজার নিকট কি পরিমাণ কর আদায় করা যাইবে, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য তাহাদের চাষের জমি মধ্যে মধ্যে মাপা আবশ্যক হইত।

জনপদসমূহের অধিকার, এবং উপরাজ্য চাহিলেন, রাজাও তাঁহাকে এই সকল দান করিলেন। কিন্তু উত্তরোত্তর তৃষ্ণার বৃদ্ধিনিবন্ধন তিনি উপরাজ্যেও সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলেন না; রাজ্যগ্রহণ করিবার অভিপ্রায়ে জনপদগণে পরিবৃত হইয়া রাজধানীর পুরোভাগে উপস্থিত হইলেন এবং কনিষ্ঠকে পত্র লিখিলেন, "হয় আমাকে রাজ্য, নয় যুদ্ধ দাও।"

কনিষ্ঠ ভাবিলেন, 'এই মূর্খ পূর্ব্বে রাজ্য এবং উপরাজ্য প্রভৃতি সমস্ত প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল; এখন বলিতেছে যুদ্ধ করিয়া রাজ্য গ্রহণ করিবে। আমি যদি যুদ্ধে ইহার নিধন করি, তাহা হইলে আমার নিন্দা হইবে; অতএব রাজ্যে আমার কি প্রয়োজন?' ইহা স্থির করিয়া উত্তর দিলেন, "যুদ্ধের প্রয়োজন নাই; আপনি রাজ্য গ্রহণ করুন।"

জ্যেষ্ঠ রাজকুমার রাজত্ব লাভ করিয়া কনিষ্ঠকে উপরাজ্য দিলেন; কিন্তু রাজত্ব করিতে করিতে তাঁহার তৃষ্ণা আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল; তিনি ক্রমে দুইটী তিনটী রাজ্য অধিকার করিতে প্রয়াসী হইলেন; তথাপি তাঁহার আকাঙ্ক্ষার শেষ দেখিতে পাইলেন না।

একদিন দেবরাজ শক্র, কে মাতাপিতার সেবা করে, কে দানাদি পুণ্যকর্ম্ম করে, কে বা তৃষ্ণার দাস, এই সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন যে, বারাণসীরাজ অতি তৃষ্ণাকাঙ্ক্ষাপরায়ণ। তিনি ভাবিলেন, 'এই মূঢ় বারাণসীর রাজত্ব পাইয়াও সন্তুষ্ট নহে! ইহাকে শিক্ষা দিতে হইতেছে।' তিনি ব্রাহ্মণকুমারের বেশে রাজদ্বারে উপস্থিত হইয়া সংবাদ দিলেন, এক উপায়কুশল মাণবক আসিয়াছে। রাজা তাঁহাকে প্রবেশ করিতে অনুমতি দিলে তিনি 'মহারাজের জয় হউক' বলিয়া প্রবেশ করিলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি জন্য আসিয়াছ?" ছদ্মবেশী শক্র বলিলেন, "মহারাজ; আপনাকে কিছু বলিবার আছে, কিন্তু তাহা গোপনে বলিব।" শক্রের অনুভাববলে তখনই সমস্ত লোক সেখান হইতে চলিয়া গেল। তখন তিনি বলিলেন, "মহারাজ, আমি তিনটী সমৃদ্ধিশালী, জনাকীর্ণ, বলবাহনসম্পন্ন রাজ্যের কথা জানি। নিজের অনুভাববলে আমি এই তিনটী রাজ্যই অধিকার করিয়া আপনাকে দিতে সমর্থ। অতএব কালবিলম্ব না করিয়া অতি শীঘ্র যাত্রা করা উচিত।" লোভী রাজা তৎক্ষণাৎ এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন; শক্রের অনুভাববলে একবারও জিজ্ঞাসা করিলেন না, "তুমি কে"? বা "তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ?" বা "ইহাতে তোমার কি লাভ হইবে?" শক্র রাজাকে ঐরূপ পরামর্শ দিয়া তখনই ত্রয়স্ত্রিংশভবনে চলিয়া গেলেন।

রাজা অমাত্যদিগকে ডাকাইয়া বলিলেন, "এক মাণবক বলিলেন, তিনটী রাজ্য জয় করিয়া আমাদিগকে দান করিবেন। তাঁহাকে আহ্বান কর; নগরে ভেরী বাজাইয়া সেনা সুসজ্জিত কর; দেখিও, যেন বিলম্ব না ঘটে, বিলম্ব না করিলে আমি তিনটী রাজ্য অধিকার করিতে পারিব।" অমাত্যেরা জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, আপনি সেই মাণবকের সৎকার করিয়াছিলেন ত? তাঁহার নিবাস কোথায়, জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন কি?" রাজা বলিলেন, "না হে, আমি তাঁহার কোন সৎকার করি নাই; তিনি কোথায়

থাকেন, তাহাও জিজ্ঞাসা করি নাই। যাও, তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির কর।” অমাত্যেরা খুঁজিলেন, কিন্তু কোথাও সেই মাণবকের দেখা পাইলেন না। তাঁহারা রাজাকে গিয়া বলিলেন, “মহারাজ, সমস্ত নগর খুঁজিলাম, কিন্তু সেই মাণবকের দর্শন পাইলাম না।” ইহা শুনিয়া রাজার বড় বিষাদ জন্মিল. তিনি পুনঃ পুনঃ ভাবিতে লাগিলেন, ‘হায়, তিনটী নগরের আধিপত্য নষ্ট হইল। মহাযশঃ অর্জ্জন করিবার সুবিধা হারাইলাম। মাণবককে পাথেয় দেই নাই, বাসস্থান দেই নাই, এই সমস্ত কারণে তিনি নিশ্চয় ক্রুদ্ধ হইয়া চলিয়া গিয়াছেন।’ এইরূপ দুশ্চিন্তায় সেই তৃষ্ণাবশীভূত রাজার গাত্রে দাহ জন্মিল; গাত্রদাহবশতঃ তাঁহার উদর কুপিত হইল এবং তিনি রক্তামাশয় রোগে আক্রান্ত হইলেন। তিনি যাহা ভোজন করিলেন, মলের সহিত তাহাই নির্গত হইতে লাগিল। বৈদ্যেরা এ রোগের চিকিৎসা করিতে পারিলেন না; রাজা ক্রমে শীর্ণ হইলেন। তাঁহার পীড়ার কথা সমস্ত নগরবাসীর কর্ণগোচর হইল।

এই সময়ে বোধিসত্ত্ব তক্ষশিলা নগরে সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী হইয়া বারাণসীতে তাঁহার মাতাপিতার নিকটে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি রাজার অবস্থা শুনিয়া স্থির করিলেন, ‘আমি চিকিৎসা করিব।’ তিনি রাজদ্বারে গিয়া সংবাদ পাঠাইলেন, “মহারাজ, আপনার চিকিৎসার জন্য এক মাণবক আসিয়াছে।” রাজা বলিলেন, “কত বড় বড় দেশবিখ্যাত বৈদ্যও আমার চিকিৎসা করিতে পারিলেন না; একটা ছেলে মানুষ কি করিবে? যাও, উহাকে কিছু পাথেয় দিয়া বিদায় কর।” রাজার আদেশ শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, “আমি বৈদ্যবেতন লইয়া কাজ করি না। আমি চিকিৎসা করিতেছি; আমাকে কেবল ঔষধের মূল্য দিবেন।” রাজা ইহা শুনিয়া সম্মত হইলেন এবং তাঁহাকে ডাকাইলেন। বোধিসত্ত্ব রাজাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, “মহারাজ, কোন ভয় করিবেন না, আমি আপনার চিকিৎসা করিতেছি। তবে কি কারণে এই রোগের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা আমাকে বলিতে হইবে।” এই কথায় রাজা ক্রুদ্ধ হইলেন এবং বলিলেন, “রোগের কারণ জানিবার উদ্দেশ্য কি? ঔষধ দিবে ত দাও।” বোধিসত্ত্ব বলিলেন, “মহারাজ, বৈদ্যেরা অমুক ব্যাধি, ইহা এই কারণে জন্মিয়াছে, এইরূপ জানিবার পর তদনুরূপ ঔষধের ব্যবস্থা করেন। রাজা বলিলেন, “বেশ, তাহাই শ্রবণ কর।” অনন্তর রোগের উৎপত্তির কারণ বলিবার সময়ে তিনি—সেই মাণবক আসিয়া যাহা বলিয়াছিল,—তিনটী নগর অধিকার করিয়া তোমায় দান করিব ইত্যাদি—সমস্ত ব্যাপার প্রকাশ করিলেন; বলিলেন, এ ব্যাধি আমার তৃষ্ণাজাত। তুমি যদি ইহার উপশম করিতে পারিবে এরূপ মনে কর, তাহা হইলে চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হও।” বোধিসত্ত্ব বলিলেন, “মহারাজ, আপনি কি শোক করিলে ঐ নগরগুলি লাভ করিতে পারিবেন?” রাজা বলিলেন, “না, বাবা, তাহা পারিব না।”

“যদি না পারেন, তবে শোক করেন কেন? “মহারাজ, চেতন ও জড়, সমস্ত বস্তুই নিজের শরীর পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। চারিটী নগর অধিকার করিতে পারিলেও আপনি যুগপৎ চারিটী পাত্র হইতে অন্ন ভোজন করিতে পারিতেন না. এক

সময়ে চারিটী শয্যায় শয়ন করিতে পারিতেন না, এক সঙ্গে বস্ত্রযুগলচতুষ্টয় পরিধান করিতে পারিতেন না। মহারাজ, তৃষ্ণার বশীভূত হওয়া অনুচিত। তৃষ্ণা বৃদ্ধি হইলে শেষে আর অপায়চতুষ্টয় হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারা যায় না।" রাজাকে এইরূপ উপদেশ দিয়া মহাসত্ত্ব নিম্নলিখিত গাথাগুলি দ্বারা ধর্ম্মদেশন করিলেন:—

১। ভোগের বাসনা মনে পুষি যদি সিদ্ধিলাভ হয়,
ঈপ্সিত বস্তুর লাভে পায় প্রীতি মানব নিশ্চয়।*

২। ভোগের বাসনা মনে পুষি যদি সিদ্ধিলাভ হয়,
নিদাঘে তৃষ্ণার মত হয় পুনঃ নব কামোদয়†।

৩। গবাদি শৃঙ্গীর শৃঙ্গ বয়সের সঙ্গে বাড়ি যায়;
অজ্ঞ, মন্দমতি, মূর্খ আছে যত পৃথিবীতে হায়
তেমতি তাদের তৃষ্ণা বয়সের সঙ্গে বৃদ্ধি পায়।

৪। শালিযবে পূর্ণ ধরা হয় গজ, ভৃত্য, দাস
একা যদি সমস্তই পায়,
তথাপি মিটেনা আশা, জানি ইহা সাবধানে
দমন করিবে বাসনায়।

৫। আসমুদ্র মহী রাজা ভুজবলে করেন বিজয়,
এপারে যা' আছে তার তবু তাঁর তৃপ্তি নাহি হয়।
বাসিয়া অপর পারে, আরও রাজ্য করিতে গ্রহণ
উপজে বাসনা তাঁর; ভোগেচ্ছার প্রভাব এমন

৬। পুষিলে বাসনা মনে তৃপ্তিলাভ অসম্ভব অতি;
প্রতিদার বুঝি তার, হয় যাঁর বাসনা বিরতি,
সেই তৃপ্ত, প্রজ্ঞাবলে সদাতৃপ্তি লভে সে সুমতি

৭। সেই তৃপ্তি সর্ব্বোত্তম, প্রজ্ঞাবলে লাভ যাহা হয়,
যেজন প্রজ্ঞায় তৃপ্ত, তৃষ্ণা তার দহেনা হৃদয়।
প্রজ্ঞাবলে সুখী সদা করে পান সন্তোষ-অমৃত,
হয় না সে কোন কালে বাসনার কুহকে জড়িত।

৮। হও অল্পে পরিতুষ্ট, ত্যজ লোভ বিনাশি বাসনা,
গম্ভীর অর্ণব যথা,— তপ্ত কভু তৃষ্ণায় হবেনা।
পাদুকা নির্ম্মাণতরে চর্ম্মকার‡ ফেলে কাটি ছাঁটি
যা কিছু অগ্রাহ্য চর্ম্ম, সেইরূপ ফেল বাসনাটী।

৯। ত্যজিলে একটী তৃষ্ণা বিনিময়ে সুখ তার পাও,
ত্যজ সর্ব্ববিধ তৃষ্ণা সদাসুখ পেতে যদি চাও।

---

* এই গাথাটী সূত্র নিপাত হইতে গৃহীত (৪, ১, ৭৬৬)।

† তুল—ন জাতু কামঃ কামানাং উপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে—মনু ও মহাভারত।

‡ মূলে 'রথকার' আছে। টীকাকার রথকারের অর্থ চর্ম্মকার করিয়াছেন। কিন্তু বোধ হয় 'চর্ম্মকার'ই প্রকৃত পাঠ।

বোধিসত্ব যখন এই গাথাগুলি বলিতেছিলেন, তখন শ্বেতচ্ছত্রকে আলম্বন করিয়া রাজা অবদাতকৃৎস্নজাত ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। * তাঁহার রোগ দূর হইল; তিনি প্রফুল্লচিত্তে শয্যা হইতে উঠিয়া বলিলেন, "এত বৈদ্য আমার চিকিৎসা করিতে পারিলেন না; কিন্তু পণ্ডিত মাণবক নিজের জ্ঞানরূপ ঔষধ দ্বারা আমাকে নীরোগ করিলেন!" রাজা বোধিসত্ত্বের সহিত আলাপ করিতে করিতে দশম গাথা বলিলেন :—

১০। বলিলে আটটী গাথা, † প্রত্যেকের মূল্যতার
দশশত কার্ষাপণ তোমায় করিনু দান।
লও ইহা বিপ্রবর; লও এই পুরস্কার;
শুনি তব সাধুবাণী শীতল হইল প্রাণ।

অতঃপর মহাসত্ব একাদশ গাথা বলিলেন :—

১১। শত বা সহস্র কিংবা নহুত ‡ না চাই, মহাশয়,
যখন বলিনু আমি শেষ গাথা, তৃষ্ণা হল ক্ষয়।

ইহাতে রাজা আরও সন্তুষ্ট হইয়া দ্বাদশ গাথায় বোধিসত্ত্বের গুণ বর্ণনা করিলেন :—

১২। ভদ্র এই মাণবক; রবিতুল্য সর্ব্বলোকবিৎ; §
দুঃখের জননী তৃষ্ণা, জানা এর আছে সুনিশ্চিত।

অতঃপর, "মহারাজ, অপ্রমত্তভাবে ধর্ম্মপথে চলুন", রাজাকে এই উপদেশ দিয়া বোধিসত্ত্ব আকাশপথে হিমবন্তে প্রস্থান করিলেন এবং সেখানে ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণানন্তর যাবজ্জীবন ব্রহ্মবিহার ¶ ধ্যান করিয়া ব্রহ্মলোক-পরায়ণ হইলেন।

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, পূর্ব্বেও আমি ব্রাহ্মণকে এইরূপে নিঃশোক করিয়াছিলাম।"
সমবধান—তখন এই ব্রাহ্মণ ছিলেন সেই রাজা এবং আমি ছিলাম সেই পণ্ডিত মাণবক।]

৪৬৭—জনসন্ধ-জাতক

[শাস্তা জেতবনে কোশলরাজকে উপদেশ দিবার জন্য এই কথা বলিয়াছিলেন। প্রবাদ আছে যে, কোশলরাজ এক সময়ে ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া ইন্দ্রিয়সেবায় মগ্ন থাকিতেন, বিচারালয়ে যাইতেন না, বুদ্ধের উপাসনাতেও অবহেলা করিতেন। অনন্তর একদিন দশবলের কথা তাঁহার মনে পড়িল, 'দশবলকে প্রণাম করিতে যাই' বলিয়া তিনি প্রাতরাশ সমাপনান্তে উৎকৃষ্ট রথে আরোহণপূর্ব্বক বিহারে গমন করিলেন এবং শাস্তাকে প্রণাম করিয়া একান্তে উপবিষ্ট হইলেন। শাস্তা বলিলেন, "মহারাজ, এত দিন দেখা দেন নাই কেন?" রাজা উত্তর দিলেন.

* কৃৎস্ন সম্বন্ধে প্রথম খণ্ডের ৯৯-ম পৃষ্ঠের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

† উপরে কিন্তু নয়টী গাথা আছে। টীকাকার বলেন যে দ্বিতীয়টী হইতে ধরিলে আটটী গাথা হইবে। প্রথম গাথাটী সূত্র নিপাত হইতে গৃহীত। বোধ হয় আদৌ এ গাথাটী জাতকের অন্তর্নিবিষ্ট ছিল না।

‡ একের পিঠে আটাশটী শূন্য বসাইলে এক নহুত হয়।

§ "সব্বলোকবিদূ"—ইহা বুদ্ধদেবেরও একটী উপাধি, কারণ ব্রহ্মাণ্ডের কিছুই তাঁহার অগোচর ছিল না।

¶ প্রথম খণ্ডের ৯ম পৃষ্ঠের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

"ভদন্ত, এত কাজের চাপ 'ছল যে বুদ্ধোপাসনারও অবকাশ পাই নাই।" "মহারাজ, আমার মত সর্ব্বজ্ঞ বুদ্ধ আপনার প্রাসাদের পুরোবর্ত্তী বিহারে অবস্থিতি করিয়া আপনাকে সর্ব্বদা সদুপদেশ দিতে প্রস্তুত আছেন। এমন অবস্থায় আপনার প্রমাদ অতি অবিধেয়। রাজাদিগের অপ্রমত্তভাবে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করা কর্ত্তব্য। তাঁহারা সর্ব্ববিধ অগতি পরিহারপূর্ব্বক দশরাজধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিবেন এবং অপক্ষপাতনির্ব্বিশেষে প্রজা পালন করিবেন। রাজা ধার্ম্মিক হইলে রাজপুরুষেরাও ধার্ম্মিক হন। আমার মত অনুশাসক থাকিতে রাজা যথাধর্ম্ম রাজ্যশাসন করিবেন, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। যখন অনুশাসক আচার্য্য বিদ্যমান ছিলেন না, তখনও প্রাচীন পণ্ডিতেরা আত্মবুদ্ধিবলে ত্রিবিধ সুচরিত ধর্ম্মে * প্রতিষ্ঠিত হইয়া বহু লোকের নিকট ধর্ম্মদেশন করিয়াছিলেন এবং স্বর্গলোকপূরণার্থ সানুচর দেহত্যাগ করিয়াছিলেন।" অনন্তর কোশলরাজের প্রার্থনায় শাস্তা সেই অতীত কথা বলিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব তাঁহার অগ্রমহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম রাখা হইয়াছিল জনসন্ধ। তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তক্ষশিলায় গমনপূর্ব্বক সর্ব্বশিল্পে ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি যখন তক্ষশিলা হইতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, তখন রাজা সমস্ত কারাগার উন্মোচন করিয়া বন্দীদিগকে মুক্তি দিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে ঔপরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন।

কালসহকারে তাঁহার পিতার মৃত্যু হইলে বোধিসত্ত্ব রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, এবং নগরের চতুর্দ্বারে, নগরমধ্যে ও প্রাসাদদ্বারে ছয়টী দানশালা স্থাপনপূর্ব্বক প্রতিদিন ছয় লক্ষ মুদ্রা দান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই মহাদান দেখিয়া সমস্ত জম্বুদ্বীপবাসী অতিমাত্র বিস্মিত হইল। তাঁহার শাসনগুণে কারাদ্বার সর্ব্বদা উন্মুক্ত থাকিত (অর্থাৎ অপরাধ করিত না বলিয়া কেহই কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইত না); অপরাধীর প্রাণদণ্ডের জন্য ধর্ম্মগণ্ডিকা প্রভৃতি যে সকল যন্ত্রের প্রয়োজন, তিনি সে সকল নষ্ট করিলেন। প্রজারঞ্জনের জন্য যে চারিটী উপায় † আছে, তিনি তাহাই অবলম্বন করিয়া প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। তিনি নিজে পঞ্চশীল রক্ষা করিতেন, যথারীতি পোষধ পালন করিতেন এবং যথাধর্ম্ম রাজ্যশাসন করিতেন। তিনি মধ্যে মধ্যে রাজ্যবাসী সমস্ত লোক সমবেত করিয়া তাহাদিগকে দানশীল হইতে, ধর্ম্মপথে চলিতে, এবং সাধুভাবে স্ব স্ব কর্ম্মনির্ব্বাহ ও ব্যবসায় পরিচালন করিতে উপদেশ দিতেন। তিনি বলিতেন, "তোমরা বাল্যে ও যৌবনে বিদ্যা শিক্ষা কর, ধন উৎপাদন করিতে প্রবৃত্ত হও; পল্লীজনসুলভ কূটকর্ম্ম ও খলবৃত্তি পরিহার কর। তোমরা পরুষ ও ক্রোধপরায়ণ হইও না; মাতা পিতার সেবায় অবহেলা

---

* অর্থাৎ কায়সুচরিত, মনঃসুচরিত ও বাক্যসুচরিত ধর্ম্ম। অগতি ও দশরাজধর্ম্মসম্বন্ধে ১৫১ম জাতকের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

† 'সংগ্রহবস্তু'—ইহাতে দান, প্রিয়বচন, অর্থচর্য্যা এবং সমানাত্মতা, রাজাদিগের এই চারিটী গুণ বুঝায়। তাঁহারা দানশীল হইবেন, সকলকে মিষ্টবাক্য বলিবেন, সকলের অর্থাগমের উপায় চিন্তা করিবেন এবং সকলকে সমান দেখিবেন।

কারও না। যাঁহারা বংশের মধ্যে প্রাচীন, তাঁহাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে ত্রুটি করিও না।” পুনঃ পুনঃ এইরূপ সদুপদেশ পাইয়া তাঁহার প্রজারা সুচরিত ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইল।

একদা পঞ্চদশীর পোষধ দিনে পোষধ ব্রত গ্রহণ করিয়া জনসন্ধ ভাবিলেন, ‘সমস্ত লোকের যাহাতে উত্তরোত্তর মঙ্গল সাধিত ও সুখ বর্দ্ধিত হয়, সকলে যাহাতে অপ্রমত্তভাবে চলে, আমি তাহাদিগকে সেইরূপ ধর্ম্মোপদেশ দিব।’ তিনি ভেরীবাদন করাইয়া নিজের অন্তঃপুরবাসিনীগণ হইতে নগরবাসী পর্য্যন্ত সমস্ত লোক সমবেত করাইলেন এবং রাজাঙ্গণে অলঙ্কৃত রত্নমণ্ডপমধ্যে সুবিন্যস্ত রাজপল্যঙ্কে উপবেশনপূর্ব্বক বলিলেন, ‘ভো নগরবাসিগণ, যাহা করিলে দুঃখ হয়, এবং যাহা করিলে দুঃখ পাইতে হয় না, আমি তোমাদিগকে সেই সকল বিষয় বলিতেছি। তোমরা অপ্রমত্ত হও, সাবধানে ও মনোযোগসহকারে শ্রবণ কর।”

[শাস্তা তাঁহার সত্যপূর্ণ মুখরত্ন উদ্‌ঘাটন করিয়া মধুরস্বরে কোশলরাজের নিকট সেই ধর্ম্মদেশন করিলেন :—

১। বলিলেন জনসন্ধ, “আছে দশবিধ কৃত্য না করিলে যাহা সম্পাদন
ঘটে দুঃখ পরিণামে, বুঝি শেষে নিজভ্রম অনুতাপে দগ্ধ হয় মন।

২। উপেক্ষিয়া পরিণাম করি নাই যথাকালে ধর্ম্মার্জ্জন, অথবা সঞ্চয়,
‘কেন নাহি অর্জ্জিলাম’ ভাবি তাহা এই ক্ষণে অনুতাপে মন দগ্ধ হয়।

৩। করি নাই যথাকালে অবস্থার অনুরূপ শিল্পশিক্ষা গুরুর নিকটে,
জানিনা ব্যবসা কোন তাই এবে কষ্ট পাই অনুতাপ ভাগ্যে মোর ঘটে।

৪। কুটকর্ম্মপরায়ণ, পরের অহিতকারী, পরনারীতে পরক্রিয়ারত,
ক্রোধন, নির্ম্মম অতি ছিনু পূর্ব্বে দুষ্টমতি; পরিণামে তাই অনুতপ্ত।

৫। ছিলাম নিষ্ঠুর বড়, করিলাম প্রাণিহত্যা, চরিলাম পাপপথে, হায়;
না করিনু দান কভু, এই সব ভাবি এবে অনুতাপে মন পুড়ি যায়।

৬। আছিল অনন্যাসক্তা অনেক বনিতা মোর, তবু তৃপ্তি না হ’ল আমার,
সেবিলাম পরদার; তাই এবে অভাগার ভাগ্যে শুধু অনুতাপ সার।

৭। ভোজ্য ও পানীয় গৃহে ছিল সদা সুপ্রচুর, তথাপি না করিলাম দান,
স্মরি সেই কৃপণতা, এবে বড় পাই ব্যথা; অনুতাপে দগ্ধ হয় প্রাণ।

৮। জরাজীর্ণ মাতাপিতা— করি নাই তাঁহাদের সেবা আমি সামর্থ্য থাকিতে
সে নিষ্ঠুর ব্যবহার— স্মরি এবে অনুতাপে হইতেছে আমায় পুড়িতে।

৯। যখন চেয়েছি যাহা, দিয়া পুষিলেন পিতা, আচার্য্য করিলা বিদ্যা দান;
দিতেন আত্মীয়গণ হিত উপদেশ কত সদা মোর সাধিতে কল্যাণ;
কিন্তু মোহবশে, হায়, মর্য্যাদা তাঁদের আমি করিয়াছি কতই লঙ্ঘন।
স্মরি সেই সব কথা এবে বড় পাই ব্যথা, অনুতাপে দগ্ধ হয় মন।

১০। শ্রমণব্রাহ্মণগণ, বহু শাস্ত্রে বিচক্ষণ সাধুশীল যাঁহারা এ ভবে,
সম্মান তাঁদের আমি করি নাই, এই ভাবি অনুতাপে পুড়িতেছি এবে।

১১। কায়মনোবাক্যে করি তপস্যা প্রকৃষ্টরূপে হয় লোকে পূজ্য পৃথিবীতে;
এমন তপস্যা আমি করি নাই, এবে তাই অনুতাপে হতেছে পুড়িতে।

১২। যে জন বিজ্ঞের মত এই দশবিধ কৃত্য— সাবধানে করে সম্পাদন,
জীবনে কর্ত্তব্য যাহা, পালি সে পুরুষবর অনুতাপ পায় না কখন।

মহাসত্ত্ব এইরূপে প্রতি অর্দ্ধমাসে জনসঙ্ঘকে ধর্ম্মোপদেশ দিতেন। লোকেও তাঁহার উপদেশমত চলিয়া উক্ত দশবিধকৃত্য সম্পাদনপূর্ব্বক স্বর্গপরায়ণ হইয়াছিল।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা বলিলেন, "দেখিলেন, মহারাজ, কিরূপে প্রাচীন পণ্ডিতেরা, আচার্য্যের সাহায্য না পাইয়াও নিজের মতিবলে ধর্ম্মদেশনপূর্ব্বক জনসঙ্ঘকে স্বর্গপদে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছিলেন।

সমবধান—তখন বুদ্ধের অনুচরেরা ছিল সেই সকল লোক এবং আমি ছিলাম রাজা জনসন্ধ।]

৪৬৮—মহাকৃষ্ণ-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে লোকহিতচর্য্যা-সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় বসিয়া বলাবলি করিতেছিলেন, "দেখ ভাই শাস্তা বহু জনের হিতার্থ নিজের সুখাবাস পরিহারপূর্ব্বক লোকের হিতচর্য্যায় নিরত রহিয়াছেন। তিনি সম্যক্‌সম্বোধি লাভ করিয়াও স্বয়ং পাত্রচীবরসহ অষ্টাদশ যোজন পরিভ্রমণপূর্ব্বক পঞ্চবর্গীয় স্থবিরদিগের প্রবোধার্থ ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তিনি সেই পক্ষেরই পঞ্চমী তিথিতে অনাত্মলক্ষণসূত্র বলিয়া তাঁহাদের সকলকে অর্হত্ত্ব প্রদান করিয়াছিলেন; তিনি উরুবিল্বায় গিয়া জটিলদিগের নিকট সার্দ্ধত্রিসহস্র প্রাতিহার্য্য প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে প্রব্রজ্যা দিয়াছিলেন; তিনি গয়াশিরে গিয়া আদীপ্তপর্য্যায়সূত্র বলিয়া সহস্র জটিলকে অর্হত্ত্ব দিয়াছিলেন; তিনি তিন গব্যুত প্রত্যুদ্‌গমনপূর্ব্বক মহাকাশ্যপকে তিনটী মাত্র উপদেশ দ্বারা উপসম্পদা দান করিয়াছিলেন; তিনি একদিন আহারান্তে পঁয়তাল্লিশ যোজন পথ চলিয়া সৎকুলসম্ভূত পুক্কুসাতি-নামক যুবককে অনাগামিফলে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছিলেন; তিনি মহাকপ্পিনকে দেখা দিবার জন্য দ্বিসহস্র যোজন প্রত্যুদ্‌গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে অর্হত্ত্ব দিয়াছিলেন, আর একদিন আহারান্তে ত্রিশ যোজন পথ অতিক্রম করিয়া নিষ্ঠুর ও দুরাচার অঙ্গুলিমালকে অর্হত্ত্বে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছিলেন। আলবককে স্রোতাপত্তিফল দিবার জন্য এবং রাজকুমারকে রক্ষা করিবার জন্যও তাঁহাকে ত্রিশ যোজন পথ চলিতে হইয়াছিল। তিনি তিন মাস কাল ত্রয়স্ত্রিংশ ভবনে অবস্থিতি করিয়া অশীতি কোটি দেবতাকে স্বপ্রদর্শিত ধর্ম্মে দীক্ষা দিয়াছিলেন; ব্রহ্মলোকে গিয়া বকব্রহ্মের মিথ্যাদৃষ্টি (অপধর্ম্মে বিশ্বাস) বিনাশ করিয়াছিলেন এবং দশ সহস্র ব্রহ্মাকে অর্হত্ত্ব দিয়াছিলেন। তিনি প্রতি বৎসর তিনটী রাজ্যে ভিক্ষাচর্য্যা করেন এবং যে সকল লোক বুদ্ধশাসন গ্রহণ করিতে সমর্থ, সেই সকল সুপাত্রকে শরণ, শীল ও মার্গফল প্রদান করেন। কেবল ইহাই নহে, তিনি নাগসুপর্ণ প্রভৃতিরও নানারূপ হিতসাধন করিয়া থাকেন।"*

---

* কৌণ্ডিন্য, বাপ্প, ভদ্রিক, মহানামা ও অশ্বজিৎ এই পঞ্চ তপস্বী সিদ্ধার্থের বুদ্ধত্বপ্রাপ্তির সময়ে ঋষিপতনে অবস্থিতি করিতেছিলেন। বুদ্ধত্বলাভের পর সিদ্ধার্থ সেখানে গিয়া ইঁহাদের নিকট ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করেন এবং অনাত্মলক্ষণসূত্র বলিয়া ইঁহাদিগকে অর্হত্ত্ব প্রদান করেন। ইঁহারা পঞ্চবর্গীয় নামে অভিহিত। "রূপং ভিক্‌খবে অনত্তা" ইত্যাদি সূত্র অনাত্মলক্ষণসূত্র নামে প্রসিদ্ধ। 'আত্মা' নাই ইহাই এই সূত্রের প্রতিপাদ্য।

উরুবিল্বায় উরুবিল্বকাশ্যপ, নদীকাশ্যপ ও গয়াকাশ্যপ নামে তিন সহোদর সহস্র শিষ্যসহ বাস করিতেন। তাঁহারা অগ্নিহোত্রী ছিলেন এবং জটা ধারণ করিতেন বলিয়া জটিল নামে অভিহিত। বুদ্ধদেব নানাবিধ অলৌকিক কার্য্য করিয়া (মহাবর্গ (১) ১৫—২১) এই সকল ব্যক্তিকে স্বমতে দীক্ষিত করেন এবং গয়াশিরে

ভিক্ষুরা এইরূপে দশবলের গুণ কীর্ত্তন করিতেছিলেন, এমন সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচনার বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, আমি এখন অভিসম্বুদ্ধ হইয়া যে লোকের হিতচর্য্যা করিতেছি, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। পূর্ব্বে যখন আসক্তির বশে ছিলাম, তখনও আমি লোকহিতে নিরত ছিলাম।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে সম্যক্‌সম্বুদ্ধ কাশ্যপের সময়ে বারাণসীতে উশীনর-নামক এক রাজা ছিলেন। কাশ্যপ সম্যক্‌সম্বুদ্ধ চতুঃসত্যদেশনদ্বারা বহু ব্যক্তিকে ভববন্ধন হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। এবং এই সকল লোকে নির্ব্বাণ নগর পূর্ণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পরিনির্ব্বাণের দীর্ঘকাল

(ব্রহ্মযোনি পর্ব্বতে) শিষ্য আদীপ্তপর্য্যায়সূত্র বলিয়া ইঁহাদিগকে অর্হত্ত্ব দান করেন। "সব্বং ভিক্খবে আদিত্তং" ইত্যাদি সূত্র আদীপ্তপর্য্যায়সূত্র নামে বিদিত। রাগদ্বেষমোহাদি দ্বারা সমস্তই দগ্ধ হইতেছে, এই অগ্নি নির্ব্বাণ করিতে পারিলেই নির্ব্বাণামৃত লাভ করা যায়, ইহাই আদীপ্তপর্য্যায়সূত্রের তাৎপর্য্য।

মহাকাশ্যপ—বুদ্ধের একজন প্রধান শিষ্য। ইনি উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত বুদ্ধের চিতায় অগ্নি জ্বলে নাই। সপ্তপর্ণীগুহায় যে সঙ্গীতি হয়, ইনি তাহার সভাপতি ছিলেন। "তীব্বং মে হিরোত্তপ্পং পচ্চুপট্ঠিতং ভবিস্সতি থেরেসু, নবেসু, মজ্‌ঝিমেসু", "যং কিঞ্চি ধম্মং সোস্সামি কুসলূপসংহিতং সব্বং তং অট্ঠিকত্বা মনসিকত্বা সব্বচেতসা সমন্নাহরিত্বা ওহিতসোত ধম্মং সোস্সামি", "কায়গতাসতি ন বিজহিস্সতি' এই তিনটী উপদেশ দিয়া বুদ্ধদেব কাশ্যপকে স্বমতে দীক্ষিত করেন।

পুক্কুসাতি—ইনি রাজবংশে জন্মিয়াছিলেন এবং প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া অর্হত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

মহাকপ্পিন—প্রত্যন্তস্থিত কুক্কুট নগরের রাজা। শ্রাবস্তীর বণিক্‌দিগের মুখে বুদ্ধদেবের অলৌকিক শক্তির কথা শুনিয়া অমাত্যগণসহ ত্রিরত্নের শরণ লইয়া ইনি অর্হত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তিনি আসিতেছেন জানিয়া বুদ্ধ দ্বিসহস্র যোজন প্রত্যুদ্‌গমন করিয়াছিলেন।

অঙ্গুলিমালের বৃত্তান্ত প্রথম খণ্ডের পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য। আলবক যক্ষ নরখাদক। আলবী রাজ্যে বাস করিত বলিয়া ইহার নাম আলবক। একদা আলবীরাজ মৃগয়া করিতে গিয়া ইহার হাতে পড়েন এবং ইহার ভোজনের জন্য প্রত্যহ একটী লোক পাঠাইবেন এই অঙ্গীকারে নিষ্কৃতি পান। এই প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য তিনি প্রথমে বন্দী দিগকে, তাহার পর নগরবাসীদিগকে যক্ষের নিকট পাঠাইতে লাগিলেন। ক্রমে যখন নগর প্রায় জনহীন হইল, তখন তাঁহার পুত্রের বার আসিল। বুদ্ধদেব জানিতে পারিলেন, রাত্রি প্রভাত হইলেই রাজকুমার যক্ষের হাতে মারা যাইবেন। তিনি সেই রাত্রিতেই যক্ষের বিমানে গমন করিলেন। যক্ষ তাঁহাকে বধ করিবার জন্য ইন্দ্রজাল বিস্তার করিল, কিন্তু তাহার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। সে বিস্মিত হইয়া বুদ্ধকে কতিপয় প্রশ্ন করিল এবং বুদ্ধ সে গুলির উত্তর দিলেন। একটী প্রশ্ন ও তাহার উত্তর এখানে দেওয়া গেল :—

"কিংসূ'ধ বিত্তং পুরিসস্স সেট্‌ঠং? কিংসু সুচিণ্ণং সুখমাবহতি? কিংসু হবে সাধুতরং রসানং? কথং জীবিং জীবিতমাহু সেট্‌ঠং?"—"সদ্ধী'ধ বিত্তং পুরিসস্স সেট্‌ঠং; ধম্মো সুচিণ্ণো সুখমাবহতি; সচ্চং হবে সাধুতরং রসানং, পঞ্ঞাজীবিং জীবিতমাহু সেট্‌ঠং।" বুদ্ধের সদুত্তর শুনিয়া আলবকের মতি ফিরিল; সে তাঁহার শরণ লইল। এদিকে প্রভাত হইলে রাজকুমার নানাবিধ ভোজ্যদ্রব্য সহ সেখানে উপস্থিত হইলেন যক্ষ এখন বুদ্ধের মাহাত্ম্যে মৈত্রীভাবাপন্ন। সে কুমারকে সস্নেহে কোলে লইয়া বুদ্ধের হস্তে দিল এবং বুদ্ধ তাঁহাকে রাজার হস্তে প্রত্যর্পণ করিলেন।

পরে বুদ্ধশাসন শিথিল হইয়া পড়িল ; ভিক্ষুরা একবিংশতি অবৈধ উপায়ে * জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল, তাহারা ভিক্ষুণীসংসর্গে বাস করিয়া পুত্রকন্যা-পরিবৃত হইল ; ভিক্ষুরা ভিক্ষুধর্ম্ম, ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুণীধর্ম্ম, উপাসকেরা উপাসকধর্ম্ম, উপাসিকারা উপাসিকাধর্ম্ম, ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণধর্ম্ম বিসর্জ্জন করিল, অধিকাংশ লোকে দশবিধ অকুশলধর্ম্মের পথে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং মৃত্যুর পর অপায়ভোগীদিগের দলপুষ্ট করিতে লাগিল।

এই কারণে দেবরাজ শক্র আর নূতন দেবপুত্র দেখিতে পাইতেন না ; তিনি একদিন মনুষ্যলোকের দিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক বুঝিলেন, সমস্ত লোকেই অপায়ে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইতেছে এবং বুদ্ধশাসন শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। এ অবস্থায় কি করা কর্ত্তব্য, ইহা চিন্তা করিয়া তিনি স্থির করিলেন, 'একটা উপায় আছে ; সকল মনুষ্যকে ভীত ও ত্রস্ত করিতে হইবে ; তাহাদের যখন ভয় ও ত্রাস জন্মিবে, তখন আমি আশ্বাস দিয়া ধর্ম্মদেশন করিব। এইরূপে শিথিলীভূত বুদ্ধশাসন পুনর্গৃহীত হইবে, যাহাতে ইহা সহস্রবৎসর স্থায়ী হয়, আমি তাহা করিব।' এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি দেবপুত্র মাতলিকে একটা মহাকায় কৃষ্ণবর্ণ কুক্কুরে পরিণত করিলেন। তাহার মুখ হইতে কদলীফলের ন্যায় চারিটা দাঁত বাহির হইয়াছে ; তাহার দেহটা আজানেয় অশ্বের মত বৃহৎ ; তাহার রূপ এমন ভয়ানক যে, দেখিবামাত্র গর্ভিণীদিগের গর্ভপাত হইতে পারে।

শক্র এই কুক্কুরকে পঞ্চগুণ রজ্জুদ্বারা বদ্ধ করিয়া উহার গলে একটা রক্তবর্ণের মালা পরাইলেন এবং রজ্জুর এক প্রান্ত ধরিয়া চলিলেন ; তিনি নিজে কাষায়বস্ত্র পরিধান করিলেন, মস্তকের পশ্চাদ্‌ভাগে কেশ বন্ধন করিলেন, এবং গলদেশে রক্তমালা ধারণ করিলেন। তিনি এক হস্তে এক বৃহৎ ধনুক লইলেন ; উহার জ্যা প্রবালবর্ণ ; তাঁহার অপর হস্তে থাকিল বজ্রাগ্র নারাচ ; উহা তিনি নখদ্বারা ঘুরাইতে লাগিলেন। এইরূপে বনেচরের বেশ গ্রহণ করিয়া তিনি নগর হইতে এক যোজনমাত্র দূরে কোন স্থানে অবতরণপূর্ব্বক, "সৃষ্টিনাশ হইল, সৃষ্টিনাশ হইল" তিন বার এই ভীষণ শব্দদ্বারা লোকের মনে মহাভীতি উৎপাদন করিলেন। তিনি যখন নগরের প্রবেশদ্বারে উপস্থিত হইলেন, তখনও ঐরূপ চীৎকার করিলেন। লোকে তাঁহার কুক্কুর দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইল ; তাহারা নগরে গিয়া রাজাকে এই বৃত্তান্ত জানাইল। রাজা তাড়াতাড়ি নগরের দ্বার বন্ধ করাইলেন ; কিন্তু শক্র কুক্কুরসহ অষ্টাদশ হস্ত উচ্চ নগরপ্রাকার লঙ্ঘনপূর্ব্বক নগরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। লোকে ভীত ও ত্রস্ত

---

* একবিংশতি নিষিদ্ধ উপায়—বেণুদান পত্রদান, পুষ্পদান, ফলদান, দন্তকাষ্ঠদান, পানীয়দান (পানার্থ জলদান), উদকদান (হস্তপাদাদি প্রক্ষালনার্থ জলদান), চূর্ণদান, মৃত্তিকাদান, চাটুকর্ম্ম, 'মুগ্‌গসুপ্‌পেত্তা, 'পারিভট্টতা', 'জঙ্ঘপেসনিকতা' বৈদ্যকর্ম্ম, দূতকর্ম্ম 'পহেনগমন', পিণ্ডপ্রতিপিণ্ড, 'দানানুপ্‌পদানং', বাস্তুবিদ্যা, নক্ষত্রবিদ্যা অঙ্গবিদ্যা—এই সকল উপায়ে ভিক্ষালাভ। মুগ্‌গসুপ্‌পেত্তা=বেশী মিথ্যা ও অল্প সত্য বলা ; পারিভট্টতা=ছেলেদিগকে আদর দিয়া তাহাদের মাতাপিতার মন ভুলান। জঙ্ঘপেসনিকতা=কাহারও সামান্য কাজের জন্য এখানে ওখানে যাওয়া। পহেনগমন=দৌত্যকর্ম্ম।

হইয়া পলায়ন কবিল এবং যে, যে ঘবে পারিল, প্রবেশ কবিয়া তাহাব দ্বাব বন্ধ কবিয়া দিল। কুক্কুব মহাকৃষ্ণ যাহাকে দেখিতে পাইল, তাহাকেই তাড়া কবিয়া ভয় দেখাইল এবং অবশেষে বাজভবনে উপস্থিত হইল। বাজাঙ্গণে যে সকল লোক ছিল, তাহাবা ভয়ে বাজভবনেব মধ্যে পলাইয়া গেল এবং দ্বাব রুদ্ধ কবিল। বাজা উশীনব অন্তঃপুবচাবিণীদিগকে লইয়া ছাদে উঠিলেন। তখন মহাকৃষ্ণ সম্মুখেব পদদ্বয় উত্তোলনপূর্ব্বক বাতায়নে স্থাপন কবিল এবং মহাশব্দে ঘেউ ঘেউ কবিল। এই বিকট শব্দ অধোদেশে অবীচি হইতে উর্দ্ধদেশে ভবাগ্র পর্য্যন্ত পবিব্যাপ্ত হইল; সমস্ত চক্রবাল এক নিনাদে নিনাদিত হইতে লাগিল। পূর্ণক-জাতকে * পূর্ণক বাজাব নিনাদ, ভুবিদত্ত জাতকে † নাগবাজ সুদর্শনেব নিনাদ এবং মহাকৃষ্ণ-জাতকে এই নিনাদ জম্বুদ্বীপে মহাশব্দ নামে অভিহিত। নগববাসীবা এমন ভয়বিহ্বল হইল যে, তাহাদেব একপ্রাণীও শক্রেব সঙ্গে কোন কথা বলিতে পাবিল না।

এই বিপত্তিব সময়ে কেবল রাজা ধৃতি লাভ কবিলেন। তিনি বাতায়নেব নিকটে দাঁড়াইয়া শক্রকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "অহে ব্যাধ, তোমাব কুক্কুবটা এত চীৎকাব কবিল কেন?" ব্যাধরূপী শক্র বলিলেন, "ইহাব বড় ক্ষুধা পাইয়াছে।" "আচ্ছা, আমি ইহাকে কিছু খাদ্য দেওয়াইতেছি।" ইহা বলিয়া বাজা নিজেব এবং বাড়ীব অন্য সকলেব জন্য যে খাদ্য প্রস্তুত হইযাছিল, সমস্ত দেওয়াইলেন। মহাকৃষ্ণ সে সমস্ত এক কবলেই উদবস্থ করিয়া আবাব গর্জ্জিয়া উঠিল। বাজা আবাব ইহাব কাবণ জিজ্ঞাসা কবিলেন এবং আবাবও উত্তব পাইলেন, "আমাব কুক্কুব ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছে।" তখন হস্তী, অশ্ব প্রভৃতিব জন্য যে খাদ্য প্রস্তুত ছিল, বাজা তাহাও আনাইয়া দিলেন। মহাকৃষ্ণ ইহাও একগ্রাসে নিঃশেষ কবিল। অনন্তব বাজা নগববাসীদিগেব যে খাদ্য প্রস্তুত ছিল, তাহা দেওয়াইলেন। মহাকৃষ্ণ তাহাও নিমেষেব মধ্যে উদবস্থ কবিযা আবাব গর্জ্জিয়া উঠিল। ইহা দেখিযা বাজা ভাবিলেন, 'এ কুক্কুব নহে; নিশ্চয় কোন যক্ষ। ইহাব আগমনেব কাবণ জিজ্ঞাসা কবা যাউক।' তিনি ভয়ে ও ত্রাসে প্রথম গাথায় জিজ্ঞাসা কবিলেন —

১। কালো, কালো, বিকট কালো, দাঁতগুলা সব শাদা;
গায়ে আছে অসীম শক্তি, (তাই) পাঁচ দড়িতে বান্ধা।
পোষ কেন এমন কুকুর, (যারে) দেখ্‌লে ভয় পায়?
বুদ্ধিমান্ ত তোমায়, বাপু, দেখায় চেহারায়।

ইহা শুনিয়া শক্র দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :—

২। আসে নাই কুক হেথা মৃগমাংস করিতে ভক্ষণ;
খাইবে মনুষ্যমাংস, করি যদি বন্ধনমোচন।

বাজা জিজ্ঞাসিলেন, "তোমাব কুকুব কি সব মানুষেবই মাংস খাইবে, না যাহারা তোমাব শক্র কেবল তাহাদেব মাংস খাইবে?" ইন্দ্র বলিলেন, "যাহাবা শক্র, তাহাদেরই

* এ নামে কোন জাতক দেখা যায় না। † ষষ্ঠখণ্ডে ৫৪৩ সংখ্যক।

মাংস খাইবে।” “এখানে কে কে তোমার শত্রু আছে?” “যাহারা অধর্ম্মরত ও দুরাচার, তাহারা সকলেই আমার শত্রু।” “তাহাদের পরিচয় দাও ত?” তখন দেবরাজ দশটী গাথায় অধার্ম্মিকদিগের পরিচয় দিলেন :—

৩। মস্তক মুণ্ডন করি, ভিক্ষাপাত্র হাতে,
কেবল সঙ্ঘাটিদ্বারা আবরিয়া দেহ,— *
ধরি শ্রমণের বেশ কৃষিবৃত্তি করে—
সেই সব পাপীদের বিনাশ কারণ
করিব কৃষ্ণের আমি বন্ধন মোচন।

৪। প্রব্রজ্যা গ্রহণ করি, মুণ্ডিত মস্তকে,
কেবল সঙ্ঘাটি দ্বারা আবরিয়া দেহ,
ধরি ভিক্ষুণীর বেশ, এইরূপে যারা
রত হয় গৃহমধ্যে ইন্দ্রিয় সেবনে,
সেই সব পাপিষ্ঠার বিনাশ কারণ
করিব কৃষ্ণের আমি বন্ধন মোচন।

৫। কামায় না দাড়ি গোঁফ, দেখায় সে হেতু
কত যেন ওষ্ঠখানি বড় তাহাদের ;
মস্তকে শরীরে ভার আকীর্ণ ধূলায়,
মলে লিপ্ত দন্তপঙ্‌ক্তি দেখি ঘৃণা হয়—
এমন সন্ন্যাসিগণ ভিক্ষালব্ধ ধনে
ঋণদান-বৃত্তি যবে করিবে গ্রহণ,
তখন সে ভণ্ডদের বিনাশের তরে
করিব কৃষ্ণের আমি বন্ধন মোচন।

৬। বেদত্রয়, গায়ত্রী, যজ্ঞের প্রকরণ
শিখি সব করে যদি যজ্ঞ সম্পাদন
যজমানধন শুধু শুষিবার তরে,—
সে দুষ্ট দ্বিজের তরে বিনাশকারণ
করিব কৃষ্ণের আমি বন্ধন মোচন।

৭। মাতা পিতা জরাজীর্ণ যৌবনাবসানে,
অশনবসন-দানে অথচ তাঁদের
না যাহারা করে সেবা থাকিতে শকতি,
বিনাশিতে সেইরূপ নরাধমগণ
করিব কৃষ্ণের আমি বন্ধন মোচন। †

---

* অর্থাৎ তাহারা ত্রিচীবর ধারণ না করিয়া কেবল সঙ্ঘাটি ব্যবহার করে।

† এই গাথাটী সুত্তনিপাতেও দেখা যায় (৫।১৮।১২৪)

৮। মাতাপিতা জরাজীর্ণ, বিগতযৌবন,
অথচ যে তাঁহাদের করে অপমান
"কি জান তোমরা? বুদ্ধি নাই তোমাদের,
অনুক্ষণ এই বলে, বিনাশিতে তারে
করিব কুক্কুরের আমি বন্ধন মোচন।

৯। মাতুলানী, পিতৃষসা, ভার্য্যা বান্ধবের,
অথবা আচার্য্যপত্নী—এ সব নারীতে
হয় যারা রত, কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানহীন,
সেই সব লম্পটের বিনাশের তরে,
করিব কুক্কুরের আমি বন্ধন মোচন।

১০। জনমি ব্রাহ্মণকুলে যে সকল লোক,
অসিচর্ম্মধজা আদি করিয়া ধারণ
রত হয় পথিকের প্রাণান্ত-সাধনে,
বিনাশিতে সেই সব দুরাচারগণ
করিব কুক্কুরের আমি বন্ধন মোচন।

১১। ঘসি, মাজি শরীরের বর্ণ সুচিক্কণ
হরে যারা বিধবার ভুলাইতে মন,
নিয়ত মর্দ্দন করি বিধবার পায়
হইয়াছে অতি স্থূল বাহু যাহাদের—
অথচ [illegible]—
বিধবার শত্রু এরা। হরি তার ধন
যায় চলি অন্য নারী সেবিবার তরে।
বিনাশিতে এই সব দুরাচার গণ
করিব কুক্কুরের আমি বন্ধন মোচন। *

১২। মায়াবী কপটাচারী, দুরাশয় সব
মনেতে অসাধুভাব করিয়া পোষণ
ভ্রমিবে এ ভূমণ্ডলে নিঃসঙ্কোচে যবে,
বিনাশিতে সেই সব পাপীর জীবন
করিব কুক্কুরের আমি বন্ধন মোচন।

শক্র আবার বলিলেন, "মহারাজ, এই সকল ব্যক্তি আমার শত্রু"; এবং কুক্কুরটা যেন সেই সেই শত্রুকে খাইবার উদ্দেশ্যে লম্ফ দিতেছে, এইরূপ দেখাইলেন। ইহাতে সেই বৃহৎ জনসঙ্ঘের মনে মহাত্রাস জন্মিয়াছে দেখিয়া তিনি কুক্কুরটাকে যেন রজ্জুদ্বারা আকর্ষণ করিয়া নিরস্ত করিলেন এবং ব্যাধবেশ ত্যাগপূর্ব্বক স্বীয় অনুভাববলে আকাশে আসীন হইয়া বিরাজ করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, "মহারাজ, আমি দেবরাজ শক্র। এই পৃথিবী নষ্ট হইতে যাইতেছে দেখিয়া এখানে আসিয়াছি। সম্প্রতি লোকে অধর্ম্মাচরণ-হেতু মৃত্যুর পর অপায় ভোগ করিতেছে; দেবলোক প্রায় শূন্য হইয়াছে। এখন হইতে

* এই গাথার ইংরাজী অনুবাদের সহিত পালিটীকার কিছুমাত্র সুসঙ্গতি নাই।

অধার্ম্মিকদিগের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, তাহা আমার জানা আছে। আপনি নিজে অপ্রমত্ত হইয়া চলুন।” অনন্তর তিনি স্মরণযোগ্য চারিটী গাথায়* ধর্ম্মদেশন করিলেন, মনুষ্যদিগকে দানশীলে প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন এবং যে ধর্ম্ম পরিত্যক্ত হইয়াছিল, তাহাকে আবার সহস্রবর্ষপ্রবর্তনক্ষম করিয়া মাতলির সহিত স্বস্থানে চলিয়া গেলেন।

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, আমি পূর্ব্বেও লোকহিতচর্য্যা করিয়াছিলাম।'

সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন মাতলি এবং আমি ছিলাম শক্র।]

৪৭০—কৌশিক-জাতক

কৌশিক-জাতক সুধাভোজন-জাতকে (৫৩৫) প্রদত্ত হইবে।

৪৭১—মেণ্ডক-জাতক

মেণ্ডকপ্রশ্ন উন্মার্গ-জাতকে (৫৪৬) প্রদত্ত হইবে।

৪৭২—মহাপদ্ম-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে চিঞ্চামাণবিকার সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। দশবল সম্যক্-সম্বোধি লাভ করিলে বহু লোকে তাঁহার শ্রাবকশ্রেণীভুক্ত হইল। বহুসংখ্যক দেবতা ও মনুষ্য শুদ্ধাবাসে† প্রবেশ করিলেন, সদ্গুণসমূহের মাহাত্ম্য সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইল, লোকে শাস্তার মহাসম্মান করিতে লাগিল, তাঁহাকে বহু উপহার দিতে লাগিল। সূর্য্যোদয়ে খদ্যোতদিগের যে দুর্দ্দশা হয়, ইহাতে তীর্থিকদিগেরও তাহাই ঘটিল। লোকে আর তাঁহাদের প্রতি সম্মান দেখাইত না, তাঁহাদিগকে উপহারও দিত না। তাঁহারা রাস্তায় দাঁড়াইয়া বলিতেন, "শ্রমণ গৌতম কি বুদ্ধ? আমরাও বুদ্ধ। কেবল তাঁহাকে দান করিলেই কি মহাফল পাওয়া যায়? আমাদিগকে দিলেও মহাফল পাইবে। তোমরা আমাদিগকেও দান কর।” কিন্তু জনসাধারণকে এইরূপে জানাইয়াও তাঁহারা লাভ ও সৎকার পাইলেন না। তখন কি উপায়ে জনসমাজে শ্রমণ গৌতমের কলঙ্ক রটাইয়া তাঁহার লাভসৎকার বন্ধ করা যাইতে পারে, তাঁহারা গোপনে সমবেত হইয়া সেই পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

তখন শ্রাবস্তীতে চিঞ্চামাণবিকা-নাম্নী এক প্রব্রাজিকা ছিল। তাহার এমন রূপলাবণ্য ও অঙ্গ-সৌষ্ঠব ছিল যে, তাহাকে অপ্সরা বলিয়া মনে হইত। তাহার অঙ্গযষ্টি হইতে রূপের ছটা নির্গত হইত। তীর্থিকদিগের মধ্যে এক ক্রূরমন্ত্রী বলিলেন, "চিঞ্চামাণবিকার সাহায্যে শ্রমণ গৌতমের কলঙ্ক ঘটাইয়া তাঁহার লাভসৎকারের পথ বন্ধ করা যাউক।” অন্য তীর্থিকগণ, ইহাই উত্তম উপায় মনে করিয়া এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

অতঃপর একদিন চিঞ্চামাণবিকা তীর্থিকদিগের উদ্যানে উপস্থিত হইয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক একান্তে উপবিষ্ট হইল। কিন্তু তীর্থিকেরা সেদিন তাহার সহিত বাক্যালাপ করিলেন না। ইহাতে বিস্মিত হইয়া চিঞ্চা বলিল "আমি কি দোষ করিয়াছি? আমি ত আপনাদিগকে তিন বার প্রণাম করিলাম। আমার অপরাধ কি যে, আপনারা আমার সঙ্গে কথা বলিতেছেন না?” তখন তীর্থিকেরা বলিলেন, "ভগিনি, তুমি কি জান না

* এই গাথাগুলি কিন্তু মূলে নাই।

† "অরিয় ভূমি"। রূপব্রহ্মলোকের উর্দ্ধতন পাঁচটী আর্য্যভূমি বা শুদ্ধাবাস বলিয়া গণ্য।

যে, শ্রমণ গৌতম আমাদের অনিষ্ট করিয়া, আমাদের লাভসৎকার নাশ করিয়া বিচরণ করিতেছেন?" চিঞ্চা বলিল, "না প্রভুপাদগণ, আমি ইহা জানিনা। এ সম্বন্ধে আমার কর্ত্তব্যই বা কি?" "ভগিনি, তুমি যদি আমাদের সুখ ইচ্ছা কর, তাহা হইলে নিজের চেষ্টায় শ্রমণ গৌতমের কলঙ্ক ঘটাও, এবং তাঁহার লাভসৎকারের পথ রুদ্ধ কর।" চিঞ্চা বলিল, "বেশ কথা, এ ভার আমার উপর রহিল, আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন।" ইহা বলিয়া সেদিন সে চলিয়া গেল।

চিঞ্চা স্ত্রীজনসুলভ মায়ায় বেশ নিপুণা ছিল। শ্রাবস্তীবাসীরা যখন ধর্ম্মকথা শুনিয়া জেতবন হইতে বাহির হইত, সে ঐ দিন হইতে ঠিক সময়ে রক্তবর্ণ বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক* গন্ধমালাদি হস্তে লইয়া জেতবনাভিমুখে যাইতে আরম্ভ করিল। কেহ যদি জিজ্ঞাসা করিত, "এ সময়ে কোথায় যাইতেছ," তাহা হইলে সে উত্তর দিত, "আমি কোথায় যাই তাহা শুনিয়া তোমাদের কি লাভ?" ইহা বলিয়া সে জেতবনসমীপস্থ তীর্থিকারামে রাত্রিবাস করিয়া প্রাতঃকালেই সেখান হইতে বাহির হইত, এবং যে সকল উপাসক শাস্তাকে সর্ব্বাগ্রে বন্দনা করিবার জন্য নগর হইতে যাত্রা করিত, তাহাদের সম্মুখে এমন ভাবে নগরে প্রবেশ করিত যে, সে যেন জেতবন হইতেই আসিতেছে। "কোথায় ছিলে", কেহ এই কথা জিজ্ঞাসিলে সে বলিত, "কোথায় ছিলাম, তাহাতে তোমাদের প্রয়োজন কি?" এইরূপ বলিয়া সে এক মাস দেড় মাস কাটাইল, তাহার পর কেহ জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দিত "জেতবনে শ্রমণ গৌতমের সহিত এক গন্ধকুটীরে রাত্রিবাস করিয়াছি।" ইহা সত্য কি না, পৃথগ্‌জনের মনে এইরূপ সন্দেহ জন্মিল। যখন তিন চারি মাস অতীত হইল, তখন সে উদরে ছিন্নবস্ত্র জড়াইয়া গর্ভিণীবেশ ধারণ করিল এবং রক্ত বস্ত্রে দেহ আবৃত করিয়া বলিতে লাগিল, "শ্রমণ গৌতম হইতেই এই গর্ভ লাভ করিয়াছি।" যাহারা অজ্ঞ ও নির্ব্বোধ, তাহারা এ কথা বিশ্বাস করিল। অতঃপর অষ্টম কি নবম মাসে সে উদরের উপর একটা কাষ্ঠের পিণ্ড বান্ধিয়া পূর্ণগর্ভা সাজিল। সে রক্তবস্ত্রে দেহ আবৃত করিল, গরুর হনুদ্বারা নিজের হাত, পা ও পিঠে আঘাত করাইল† এবং তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেন নিতান্ত অবসন্ন হইয়াছে, এই ভাব দেখাইয়া ধর্ম্মসভায় তথাগতের সম্মুখে উপস্থিত হইল। তথাগত তখন অলঙ্কৃত ধর্ম্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া ধর্ম্মদেশন করিতেছিলেন। চিঞ্চা গিয়া বলিল, "মহাশ্রমণ আপনি বহু লোককে ধর্ম্ম শিক্ষা দেন, আপনার বচন মধুর, আপনার দন্তাবরণ (অধরোষ্ঠ) অতি কোমল; আমি আপনার সংসর্গে এই গর্ভ লাভ করিয়াছি, এখন আমি আসন্ন-প্রসবা। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত আপনি আমার সূতিকা ঘর কোথায় তাহা ঠিক করিলেন না; ঘৃততৈলাদিরও আয়োজন হইল না। যদি নিজে এ সব না করিতে পারেন, তাহা হইলে আপনার কোন সেবককে—কোশলরাজকে কিংবা অনাথপিণ্ডদকে কিংবা মহোপাসিকা বিশাখাকে—এই মাণবিকার জন্য এ সময়ে যাহা আবশ্যক, তাহা করিতে বলুন না? আপনি অভিরমণ করিতে জানেন, কিন্তু যে শিশু গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবে, তাহাকে কিরূপে রক্ষা করা আবশ্যক ইহা জানেন না।" চিঞ্চা এইরূপে তথাগতকে সভামধ্যে ভর্ৎসনা করিল—যেন সে মলপিণ্ড হস্তে লইয়া চন্দ্রমণ্ডল কলঙ্কিত করিতে প্রয়াসী হইল। তথাগত ধর্ম্মকথা বন্ধ করিয়া সিংহনাদে বলিলেন, "ভগিনি, তুমি যাহা বলিলে, তাহা সত্য কি মিথ্যা, ইহা কেবল তোমার ও আমার জানা আছে।" চিঞ্চা বলিল, "হাঁ শ্রমণ, ইহা যেরূপে ঘটিয়াছে, তাহা কেবল আপনি জানেন ও আমি জানি।"

ঠিক এই সময়ে শক্রের আসন উত্তপ্ত হইল। তিনি চিন্তা করিয়া দেখিলেন, চিঞ্চা মাণবিকা মিথ্যা কথা বলিয়া তথাগতের প্রতি দোষারোপ করিতেছে। তিনি এসম্বন্ধে লোকের সংশয় অপনোদন করিবার জন্য চারিজন দেবপুত্রের সহিত ধর্ম্মসভায় আগমন করিলেন। দেবপুত্রগণ মূষিকশাবকরূপে চিঞ্চার সেই কাষ্ঠ-পিণ্ডের বন্ধনরজ্জুগুলি একসঙ্গে ছেদন করিলেন, সে যে বস্ত্র দ্বারা শরীর আচ্ছাদিত করিয়াছিল, তাহাও বায়ুবেগে উৎক্ষিপ্ত হইল। কাষ্ঠ-পিণ্ডটা সকলের দৃষ্টিগোচর হইয়া তাহার পাদপৃষ্ঠে পড়িয়া গেল। ইহাতে তাহার উভয় পদের অঙ্গুলিগুলি ছিন্ন হইয়া গেল। তখন লোকে চীৎকার করিয়া উঠিল,

* মূলে 'ইন্দগোপকবণ্ণং পটং পারুপিত্বা' আছে। ইন্দ্রগোপ একপ্রকার রক্তবর্ণ কীট (Cochineal)।

† শোথের ভাব দেখাইবার জন্য।

"কালকর্ণি, তুই সম্যক্‌সম্বুদ্ধের প্রতি দোষারোপ করিতেছিস্‌!" তাহারা তাহার মস্তকে থুৎকার নিক্ষেপ করিল এবং লোষ্ট্র ও দণ্ড হস্তে লইয়া তাহাকে জেতবন হইতে তাড়াইয়া দিল। সে যখন তথাগতের দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিয়া গেল, তখন এই মহাপৃথিবী বিদীর্ণ হইল, ভয়ঙ্কর বিবর দেখা গেল এবং অবীচি হইতে ভীষণ জ্বালা উত্থিত হইয়া তাহাকে বেষ্টন করিল—বোধ হইল যেন সে আত্মীয়-স্বজনদত্ত রক্তকম্বলে পরিবৃত হইয়াছে। * এই ভাবে সে অবীচিতে গিয়া জন্মান্তর প্রাপ্ত হইল। অতঃপর তীর্থিকদিগের লাভ-সৎকার একেবারে বিনষ্ট হইল এবং দশবলের লাভসৎকার আরও অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইল।

পরদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় বলিতে লাগিলেন, "দেখ ভাই, যে সম্যক্‌সম্বুদ্ধ অপারগুণসম্পন্ন এবং অগ্র দক্ষিণা পাইবার যোগ্য, চিঞ্চা মাণবিকা মিথ্যা বলিয়া তাঁহার কলঙ্ক ঘটাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, সেই জন্য সে মহাবিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও এই রমণী আমার প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করিয়া বিনষ্ট হইয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব তাঁহার অগ্রমহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডলে প্রফুল্ল পদ্মের শ্রী ছিল বলিয়া তাঁহার নাম রাখা হইয়াছিল পদ্মকুমার। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি সর্ব্ববিদ্যায় নিপুণ হইলেন। অতঃপর তাঁহার জননীর মৃত্যু হইল। রাজা অন্য এক স্ত্রীকে অগ্রমহিষীর স্থান দিয়া পুত্রকে যৌবরাজ্যে বরণ করিলেন।

অনন্তর রাজ্যের প্রত্যন্তভাগে বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। উহা দমন করিবার জন্য যাইবার কালে রাজা অগ্রমহিষীকে বলিলেন, "ভদ্রে, তুমি এখানেই থাক, আমি বিদ্রোহ দমন করিতে যাইতেছি।" কিন্তু ঐ রমণী বলিলেন, "না নাথ, আমি এখানে থাকিব না; আমি আপনার সঙ্গেই যাইব।" রাজা তাঁহাকে রণক্ষেত্রের বিপদের কথা বুঝাইলেন, বলিলেন, "আমি যতদিন না ফিরি, ততদিন নিশ্চিন্তমনে এখানেই অবস্থিতি কর। আমি পদ্মকুমারকে বলিয়া যাইতেছি, সে যেন সাবধানে, তোমার যাহা প্রয়োজন সমস্ত সম্পাদন করে।" রাজা পদ্মকুমারকে সেইরূপ উপদেশ দিয়াই যাত্রা করিলেন।

রাজা প্রত্যন্তে গিয়া শত্রুদিগকে বিদূরিত করিলেন, জনপদে শান্তি স্থাপন করিলেন এবং প্রতিগমনপূর্ব্বক রাজধানীর পুরোভাগে স্কন্ধাবার স্থাপন করিলেন। বোধিসত্ত্ব পিতার আগমনবার্ত্তা পাইয়া রাজধানী সুসজ্জিত করিলেন এবং রাজভবনের জন্য রক্ষী নিযুক্ত করিয়া একাকী পিতৃদর্শনে চলিলেন। এই সময়ে অগ্রমহিষী তাঁহার রূপলাবণ্য দেখিয়া তাঁহার প্রতি আসক্তা হইলেন। বোধিসত্ত্ব তাঁহার নিকট বিদায় লইবার কালে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, তোমার জন্য কি করিতে হইবে, বল।" ইহা শুনিয়া অগ্রমহিষী বলিয়া উঠিলেন, "আমাকে মা বলিও না।" তিনি উঠিয়া বোধিসত্ত্বের হাত দুইখানি ধরিলেন এবং বলিলেন, "এস, শয্যায় উঠ।" "কেন? ইহার অর্থ কি?" "রাজা যতক্ষণ না পৌছেন, ততক্ষণ আমরা কেলি করি।" "আপনি আমার মাতা, আপনার স্বামী বর্ত্তমান আছেন। আমি এতকাল কখনও ইন্দ্রিয়সংযম ত্যাগ করিয়া পরস্ত্রীর দিকে কামবশে দৃষ্টিপাত করি নাই; আমি কিরূপে আপনার সহিত

---

* মূলে 'কুলদত্তিয়কম্বলং পারুপমানা' আছে। প্রথম খণ্ডের শীলবনাগ-জাতকেও এই পদদ্বয় দেখা যায়। ইংরাজী অনুবাদক মনে করেন, সম্ভবতঃ ইহাতে নারীদিগকে বিবাহের কালে প্রদত্ত রক্তবর্ণ পশমী কাপড় বুঝায়।

এরূপ দুষ্কর্মে প্রবৃত্ত হইব?" অগ্রমহিষী তাঁহাকে দুই তিন বার অনুরোধ করিলেন, কিন্তু প্রতিবারেই তাঁহার অনিচ্ছা দেখিয়া বলিলেন, "কি, তুমি আমার কথামত কাজ করিবে না?" "না, মা, তাহা কিছুতেই করিব না।" "তবে রাজাকে বলিয়া তোমার মাথা কাটাইব।" "আপনার যাহা ইচ্ছা করিবেন।" বিমাতাকে এইরূপে লজ্জা দিয়া মহাসত্ত্ব প্রস্থান করিলেন। ইহাতে অগ্রমহিষীর মনে মহা ভয় হইল। তিনি ভাবিলেন, "কুমারই যদি প্রথমে রাজাকে এই কথা জানায়, তাহা হইলে ত আমার প্রাণ থাকিবে না। অতএব আমাকেই অগ্রে রাজার নিকট (অন্যরূপ) বলিতে হইবে। তিনি আহার করিলেন না, তিনি মলিন বস্ত্র পরিধান করিলেন; নখদ্বারা নিজের শরীর ক্ষতবিক্ষত করিলেন এবং পরিচারিকাদিগকে শিখাইয়া রাখিলেন, "রাজা জিজ্ঞাসা করিলে বলিস্, আমার অসুখ করিয়াছে।" অনন্তর তিনি পীড়ার ভান করিয়া শুইয়া রহিলেন।

রাজা নগর প্রদক্ষিণ করিয়া প্রাসাদে আরোহণ করিলেন এবং মহিষীকে না দেখিতে পাইয়া তিনি কোথায় জিজ্ঞাসা করিলেন। যখন শুনিলেন মহিষী পীড়িত, তখন তিনি শ্রীগর্ভে* প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেবি, তোমার অসুখের কারণ কি?" মহিষী রাজার কথা শুনিয়া যেন শুনিলেন না, অনন্তর রাজা দুই তিন বার জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, "মহারাজ, কেন জিজ্ঞাসিতেছেন? চুপ করিয়া থাকুন। সধবা স্ত্রীদিগের আমার মত অবস্থা হওয়াই উচিত।" "কে তোমার অপ্রিয় কার্য্য করিয়াছে? শীঘ্র বল, আমি তাহার মাথা কাটিব?" "মহারাজ, আপনি যখন চলিয়া যান, তখন কাহার উপর নগর-রক্ষার ভার দিয়াছিলেন?" "কেন, পদ্মকুমারের উপর।" "সে একদিন আমার ঘরে আসিল, আমি বলিলাম, 'বাবা, এমন কাজ করিওনা, আমি তোমার মা'। ইহা শুনিয়াও সে উত্তর দিল, 'আমি ব্যতীত অন্য রাজা নাই, আমি তোমাকে আমার গৃহে লইয়া যাইব এবং তোমার সহিত কেলি করিব।' ইহা বলিয়া সে আমার চুল ধরিয়া একটা একটা করিয়া উপড়াইতে লাগিল, এবং আমি যখন কিছুতেই তাহার কথায় সম্মত হইলাম না, তখন আমাকে প্রহার করিয়া ও আহত করিয়া চলিয়া গেল।" রাজা এই অভিযোগের সত্যাসত্যতা অনুসন্ধান না করিয়াই আশীবিষের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ভৃত্যদিগকে আজ্ঞা দিলেন, "যাও, পদ্মকুমারকে শৃঙ্খলে বান্ধিয়া এখানে আনয়ন কর।"

এই আজ্ঞা পাইয়া রাজভৃত্যেরা সমস্ত নগর তোলপাড় করিয়া তুলিল। তাহারা পদ্মকুমারের গৃহে প্রবেশ করিল, তাঁহাকে বান্ধিল ও প্রহার করিল, তাঁহার বাহুদ্বয় পশ্চাদ্‌ভাগে আনিয়া দৃঢ়রূপে বন্ধন করিল, তাঁহার গলদেশে রক্ত করবীরের মালা পরাইল এবং এইরূপে তাঁহাকে বধ্যবেশে সাজাইয়া প্রহার করিতে করিতে লইয়া চলিল। পদ্মকুমার বুঝিলেন, ইহা মহিষীরই কাজ। তিনি বলিতে লাগিলেন, "ওহে রাজভৃত্যগণ, আমি রাজার কোন ক্ষতি করি নাই, আমি নিরপরাধ।" এই রূপে বিলাপ করিতে করিতে তিনি তাহাদের সঙ্গে চলিলেন। এই দৃশ্য দেখিয়া সমস্ত রাজধানী সংক্ষুব্ধ হইল। লোকে বলিতে লাগিল, "রাজা না কি স্ত্রীর কথায় মহাপদ্মকুমারের প্রাণবধ করাইতেছেন।" তাহারা সমবেত হইয়া কুমারের পাদমূলে পতিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে পরিদেবন করিয়া বলিতে লাগিল, "প্রভো, ভবাদৃশ ব্যক্তির এরূপ অপমান বড়ই আক্ষেপের বিষয়।"

* রাজার শয়নাগার।

পদ্মকুমার উক্তরূপে রাজার সমীপে আনীত হইলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র রাজা চিত্তবেগ সংবরণ করিতে পারিলেন না; তিনি বলিলেন, "এই পাপিষ্ঠ রাজা না হইয়াও রাজলীলা করিতে চায়, আমার পুত্র হইয়াও অগ্রমহিষীর অপমান করিয়াছে, যাও, চোরপ্রপাত * হইতে নিক্ষেপ করিয়া ইহার জীবনান্ত কর।" মহাসত্ত্ব বলিলেন, "পিতঃ, আমি এরূপ কোন অপরাধ করি নাই, আপনি স্ত্রীর কথা বিশ্বাস করিয়া আমার প্রাণদণ্ড করিবেন না।" কিন্তু রাজা তাঁহার এই প্রার্থনায় কর্ণপাত করিলেন না। তখন ষোড়শ সহস্র অন্তঃপুরচারিণী উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "হা বৎস মহাপদ্ম। তোমার ভাগ্যে কি এই ছিল? এরূপ দণ্ড যে তোমার পক্ষে বড়ই বিসদৃশ।" রাজ্যের ক্ষত্রিয়গণ আঢ্য ব্যক্তিগণ এবং অমাত্যবর্গও বলিলেন, "মহারাজ, কুমার শীলাচারসম্পন্ন, আপনার বংশরক্ষক এবং রাজ্যের উত্তরাধিকারী; আপনি সবিশেষ অনুসন্ধান না করিয়া কেবল স্ত্রীর কথায় ইহার প্রাণবধ করিবেন না। সমস্ত জানিয়া শুনিয়া বিচার করাই রাজধর্ম।" এই সময়ে তাঁহারা সাতটী গাথা বলিয়াছিলেন :—

১। নিজে না পরীক্ষা করি ছোট বড় সর্ববিধ জ্ঞাতব্য বিষয়,
অপরকে দণ্ডদান রাজা যিনি, তাঁর পক্ষে উচিত না হয়। †

২। না জানিয়া, না শুনিয়া যে রাজা করেন কারো দণ্ডের বিধান,
সকণ্টক খাদ্য তিনি গিলিয়া করেন, হায়, নরকে প্রয়াণ।
এমন রাজার আর জাত্যন্ধ জনের মধ্যে কোন ভেদ নাই,
অন্ধ উদরস্থ করে সমক্ষিক অন্নপান, এ যে কাজ তাই।

৩। দণ্ডের যে যোগ্য নয় তারে দণ্ড দেন যিনি না করি বিচার,
দণ্ডনীয় লোকে পুনঃ না হয় দণ্ডিত কভু রাজ্যে যে রাজার,
অন্ধ তিনি, অন্ধ যথা চলিয়া বিষম পথে ভাবে তারে সম,
তিনিও অন্যায় করি ভাবেন, করিনি আমি ন্যায় অতিক্রম।

৪। ছোট বড় সর্ববিধ, জ্ঞাতব্য বিষয় যিনি বিচারি যতনে
শাসেন প্রকৃতিবর্গে, তিনিই প্রকৃত রাজা, বলে সর্বজনে।

৫। অত্যধিক মৃদুভাব, কিংবা কঠোরতা অতি, কিছু ভাল নয়
সুযশ অর্জ্জন তরে লইবেন সদা নৃপ, দুয়েরি আশ্রয়। ‡

৬। শাসন শৈথিল্যে রাজ্যে দুষ্টেরা প্রশ্রয় পায়, না মানে রাজারে
অতিকঠোরতা-দোষে শত্রুবৃদ্ধি ঘটি রাজ্য ছারখার করে।
মৃদুভাব, কঠোরতা, উভয়ের দোষগুণ বিচারিয়া তাই
ধরিয়া মধ্যম পন্থা করিবেন রাজ্য-রক্ষা নৃপতি সদাই।

৭। রিপুবশে বহুকথা বলে লোকে, আর বহু বলে দুষ্টজন,
স্ত্রীবাক্যে বিশ্বাস স্থাপি করিওনা, নরনাথ, পুত্রের নিধন।

---

* যে ভৃগুস্থান হইতে প্রাণদণ্ডগ্রস্ত চোরদিগকে ফেলিয়া দেওয়া হইত।

† এই গাথাটী ধর্ম্মপদেও দেখা যায়।

‡ তুং-রঘুবংশ, ১ :—

ভীমকান্তৈর্নৃপগুণৈঃ স বভূবোপজীবিনাম্
অধৃষ্যশ্চাভিগম্যশ্চ যাদোরত্নৈরিবার্ণবঃ।

অমাত্যেরা বহুপ্রকারে রাজাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তাঁহাদের কথামত কার্য্য করাইতে সমর্থ হইলেন না। বোধিসত্ত্বও পুনঃ পুনঃ আত্মজীবন প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু রাজা তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। অজ্ঞানান্ধ মূঢ় রাজা আবার আজ্ঞা দিলেন, 'যাও, ইহাকে চোরপ্রপাত হইতে নিক্ষেপ কর।

৮। এক পক্ষে সর্ব্বলোক, একাকিনী মহিষী আমার,
সে কারণ পক্ষ আমি করিয়াছি গ্রহণ তাঁহার।
যাও, এরে কর গিয়া প্রপাত হইতে নিক্ষেপণ,
মরিবে এখনি পাপী, এই আমি করিয়াছি পণ।

রাজা এই আদেশ দিলে তাঁহার ষোড়শ সহস্র পত্নীর মধ্যে একজনও প্রকৃতিস্থ থাকিতে পারিলেন না; নগরবাসীরাও সকলে হাত তুলিয়া ও মাথার চুল ছিঁড়িয়া বিলাপ করিতে লাগিল। ঐ সকল লোকে পাছে কুমারকে প্রপাত হইতে নিক্ষেপ করিতে বাধা দেয়, এই জন্য রাজা নিজেই সানুচর সেখানে গিয়া তাঁহাকে ঊর্দ্ধপাদ ও অধঃশির করিয়া নিক্ষেপ করাইলেন, তাহা দেখিয়া উপস্থিত জনসঙ্ঘ হাহাকার করিতে লাগিল।

এই সময়ে পদ্মকুমারের মৈত্রী-ভাবনার প্রভাবে ঐ পর্ব্বতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা "মহাপদ্ম, তোমার কোন ভয় নাই" বলিয়া তাঁহাকে আশ্বাস দিলেন, তাঁহাকে দুই হাতে ধরিয়া নিজের বুকে লইলেন, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে দিব্যস্পর্শজনিত তেজঃ সঞ্চারপূর্ব্বক অবতরণ করিলেন এবং পর্ব্বতপাদে পর্ব্বতাষ্টক নামক নাগ-ভবনে * নাগরাজের ফণাভ্যন্তরে রাখিয়া দিলেন। নাগরাজ বোধিসত্ত্বকে স্বীয়ভবনে লইয়া গেলেন এবং তাঁহাকে নিজের ঐশ্বর্য্যের অর্দ্ধাংশ দান করিলেন। সেখানে এক বৎসর বাস করিবার পরে বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "আমি নরলোকে যাইব।" নাগরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ দেশে যাইতে চান?" "আমি হিমালয়ে গিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব।" নাগরাজ এই প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া তাঁহাকে লইয়া নরলোকে রাখিলেন; প্রব্রাজকদিগের যে সকল দ্রব্য আবশ্যক, সেগুলি দিলেন এবং নাগলোকে ফিরিয়া গেলেন।

বোধিসত্ত্ব হিমালয়ে প্রবেশ করিয়া ঋষিপ্রব্রজ্যা অবলম্বন করিলেন এবং ধ্যানবলে অভিজ্ঞাসমূহ লাভপূর্ব্বক বন্য ফলমূল আহার করিয়া সেখানেই বাস করিতে লাগিলেন।

অনন্তর বারাণসীবাসী এক বনেচর সেইস্থানে উপস্থিত হইল এবং বোধিসত্ত্বকে দেখিয়া চিনিতে পারিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুর, আপনি কি মহাপদ্মকুমার নন?" পদ্মকুমার বলিলেন, "হাঁ ভাই; আমি মহাপদ্মকুমার।" ব্যাধ ইহা শুনিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল, সেখানে কয়েকদিন থাকিয়া বারাণসীতে ফিরিয়া গেল এবং রাজাকে বলিল, "মহারাজ, আপনার পুত্র হিমালয়ে ঋষিপ্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়া পর্ণশালায় বাস করিতেছেন। আমি তাঁহার নিকট কয়েক দিন থাকিয়া ফিরিয়া আসিতেছি।" রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি তাহাকে স্বচক্ষে দেখিয়াছ কি?" বনেচর উত্তর দিল, "হাঁ মহারাজ।" রাজা বহু সৈন্যসামন্ত পরিবৃত হইয়া ঐ প্রদেশে গমন করিলেন, এবং বনোপান্তে শিবির সন্নিবেশপূর্ব্বক অমাত্যগণ-সহ মহাসত্ত্বের পর্ণশালায় উপস্থিত হইলেন। তিনি সেখানে দেখিলেন, মহাসত্ত্ব পর্ণশালাদ্বারে সুবর্ণপ্রতিমার ন্যায় উপবিষ্ট আছেন। তিনি তাঁহাকে অভিবাদন-

* Wilson's Vishnu Purana Vol. II. 123.

পূর্ব্বক একান্তে উপবেশন করিলেন; অমাত্যেরাও তাঁহাকে প্রণাম করিয়া ও অভিবাদন করিয়া উপবিষ্ট হইলেন। মহাসত্ত্ব রাজাকে বন্য ফলমূল আহার করিতে বলিয়া তাঁহার সহিত মিষ্টালাপ করিতে লাগিলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, আমি তোমাকে অতি গভীর প্রপাতে নিক্ষেপ করাইয়াছিলাম। তুমি জীবিত থাকিলে কিরূপে?

৯। বহুতাল পরিমিত সুগভীর, সুদুস্তর, নরকের মত
গিরিদুর্গ মধ্যে তুমি পড়িয়া কেমনে, বল না হলে নিহত?"

[অতঃপর যে পাঁচটী গাথা প্রদত্ত হইল, তাহাদের একটীর অন্তর একটী, অর্থাৎ তিনটী বোধিসত্ত্ব এবং অপর দুইটি রাজা বলিয়াছিলেন।]

১০। "গিরিসানুজাত বলী, অসীম ক্ষমতাশালী, নাগেশ, রাজন্,
ধরিলেন ফণোপরি আমায় তখন, তাই ঘটেনি মরণ।"

১১। "তুমি, বৎস, রাজপুত্র, চল নিজগৃহে ফিরি, ল'য়ে তোমা যাই,
রাজত্ব করিবে সেথা, রবে সুখে, এ অরণ্যে থেকে কাজ নাই।"

১২। "গিলিত বড়িশ যথা বক্তসহ নিষ্কাশিয়া লোকে সুখ পায়,
সেইরূপ সুখী আমি, রাজত্ব করিতে আর মন নাহি চায়।"

১৩। "বল, বৎস, 'বড়িশ' কি? 'রক্ত' কি বুঝাও মোরে, কিবা 'নিষ্কাশন?'
গূঢ় অর্থ ইঁহাদের বিস্তারিয়া বলি কর সন্দেহ ভঞ্জন।"

১৪। "বড়িশ বিষয়ভোগ, হস্তি-অশ্ব 'রক্ত' সম বিষয়ীর, পিতঃ,
পরিহার ইহাদের কবি আমি 'নিষ্কাশন' নামে অভিহিত।

মহারাজ, এখন হইতে আমার রাজ্যে কোন কাজ নাই। আপনি দশবিধ রাজধর্ম লঙ্ঘন না করিয়া এবং অগতির মার্গ পরিহার করিয়া যথাধর্ম্ম রাজ্যশাসন করুন।" মহাসত্ত্ব তাঁহার পিতাকে এইরূপ উপদেশ দিলেন। রাজা ক্রন্দন ও পরিদেবন করিতে করিতে নগরাভিমুখে প্রতিগমন করিলেন এবং পথিমধ্যে অমাত্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাহার চক্রান্তে আমি এইরূপ সদাচারসম্পন্ন পুত্রের বিয়োগ-যন্ত্রণা ভোগ করিলাম?" অমাত্যেরা উত্তর দিলেন, "অগ্র-মহিষীর চক্রান্তে।" রাজা তখন অগ্রমহিষীকে ধরাইয়া ঊর্দ্ধপাদে চোরপ্রপাত হইতে নিক্ষেপ করাইলেন এবং নগরে প্রবেশ করিয়া যথাধর্ম্ম রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন, ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও চিঞ্চা আমার অযথা গ্লানি রটাইয়া মহাবিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল।" অনন্তর তিনি শেষ গাথার এই জাতকের সমবধান করিলেন :—

১৫। চিঞ্চামাণবিকা ছিল বিমাতা তখন,
দেবদত্ত ছিলা রাজা আজ্ঞাবহ তার,
আনন্দ পণ্ডিত নাগ, যাহার কারণ
পাইলাম মৃত্যুমুখ হইতে নিস্তার।
সারিপুত্র ছিলেন সেই পর্ব্বত-দেবতা,
আমি সেই রাজপুত্র, সাঙ্গ হ'ল কথা।]

☞ অনেক দেশেরই প্রাচীন সাহিত্যে সপত্নীপুত্রের প্রতি বিমাতার আসক্তি সপত্নীপুত্রের সচ্চরিত্রতা ও তন্নিবন্ধন বিপত্তি প্রভৃতি বর্ণনা করিয়া আখ্যায়িকা রচিত হইয়াছে।

পাশ্চাত্য সাহিত্যে Phoedra and Hippolytus এর কথা, য়িহুদী সাহিত্যে Joseph ও Potiphar-পত্নীর কথা, অস্মদ্দেশীয় শীতবসন্তের বা বিজয়বসন্তের কথা দ্রষ্টব্য। বন্ধনমোক্ষ-জাতকেও (১২০) এইরূপ ঘটনা দেখা গিয়াছে।

৪৭৩—মিত্রামিত্র-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে কোশলরাজের এক সুমিত্র (হিতকারী) অমাত্যকে উপলক্ষ করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। এই লোকটী নাকি রাজার বহু উপকার করিতেন এজন্য রাজাও তাঁহার প্রতি প্রভূত অনুগ্রহ দেখাইতেন। কিন্তু অপর অমাত্যগণের পক্ষে ইহা অসহ্য হইয়াছিল ; তাঁহারা রাজার মন ভাঙ্গিবার জন্য বলিতেন, "মহারাজ, অমুক অমাত্য আপনার অহিতকারক " রাজা কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া ঐ ব্যক্তির কোন দোষ দেখিতে পাইলেন না। তিনি ভাবিলেন, 'আমি ইহার কিছুমাত্র দোষ দেখিতেছি না, এ আমার শত্রু কি মিত্র, তাহা কিরূপে জানিতে পারিব? শাস্তা ভিন্ন অন্য কাহারও সাধ্য নাই যে, এই প্রশ্নের উত্তর দানে। আমি গিয়া তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি।' এই সঙ্কল্প করিয়া রাজা প্রাতরাশ-সমাপনান্তে শাস্তার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদন্ত, কোন ব্যক্তি মিত্র, কি শত্রু, লোকে ইহা কিরূপে জানিতে পারে?" শাস্তা বলিলেন, "মহারাজ, পূর্বেও পণ্ডিতেরা এই প্রশ্ন চিন্তা করিয়া পণ্ডিতদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এবং পণ্ডিতেরা যে উত্তর দিয়াছিলেন, তদনুসারে অমিত্রবর্জন-পূর্বক মিত্রের সেবা করিয়াছিলেন।" অনন্তর রাজার অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব তাঁহার অর্থধর্মানুশাসক অমাত্য ছিলেন। ঐ সময়ে রাজার অন্যান্য অমাত্যেরা তাঁহার এক হিতকারী অমাত্যের বিরুদ্ধে নানা কথা বলিয়াছিল। রাজা কিন্তু সেই অমাত্যের কোন দোষ দেখিতে পান নাই। কিরূপে মিত্র, বা অমিত্র চিনিতে পারা যায়, তখন তাঁহার মনে এই প্রশ্নের উদয় হইয়াছিল। তিনি মহাসত্ত্বকে ইহা জিজ্ঞাসা করিবার কালে প্রথম গাথা বলিয়াছিলেন : —

১। কিরূপে করিবে বিজ্ঞ জানিতে যতন— চিনিবে কেমনে—তার শত্রু কোন্ জন?
কি দেখি, কি শুনি, সুধী করিবে নির্ণয়, 'অমুক আমার শত্রু' বল, মহাশয়।

তখন মহাসত্ত্ব, অমিত্র-লক্ষণ বুঝাইবার জন্য পাঁচটী গাথা বলিয়াছিলেন :—

২। দেখিলে তোমায় হাসি মুখে নাই যার, সুখী নাহি হয় শুনি বচন তোমার,
দেখা হলে চক্ষু যেই ফিরাইয়া লয়, তুমি যাহা বল, তার বিপরীত কয়,

৩। তোমার যে শত্রু, তারে করে মিত্রজ্ঞান, তোমার মিত্রেরে দেখে শত্রুর সমান,
করে প্রতিবাদ তব শুনিলে সুখ্যাতি, শুনিলে তোমার নিন্দা হৃষ্ট হয় অতি,

৪। না বলে তোমায় নিজ রহস্য যখন তোমার রহস্য কভু না রাখে গোপন,
প্রশংসা না করে কভু কার্য্যের তোমার, তুমি যে সুবিজ্ঞ ইহা করে না স্বীকার;

৫। তোমার ক্ষতিতে পায় আনন্দ অপার, ঈর্ষানলে পুড়ে লাভ দেখিলে তোমার,
পাইলে উৎকৃষ্ট খাদ্য তোমায় না স্মরে, তুমি যে খেলোনা বলি দুঃখ নাহি করে।
"কি সুখ হইত যদি তুমিও খাইতে।" একথা যে একবার নাহি ভাবে চিত্তে;

৬। অমিত্র যে, তার এই ষোড়শ লক্ষণ দেখি শুনি মনে বুঝি লয় সুধী জন। *

অনন্তর রাজা নিম্নলিখিত গাথায় মিত্র-লক্ষণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন :—

৭। কিরূপে করিবে বিজ্ঞ জানিতে যতন— চিনিবে কেমনে—তার মিত্র কোন্ জন?
কি দেখি, কি শুনি, সুধী করিবে নির্ণয়, 'অমুক আমার মিত্র'? বল, মহাশয়।

ইহার উত্তরে মহাসত্ত্ব অবশিষ্ট গাথাগুলি বলিয়াছিলেন :—

৮। বিদেশে যাইলে তুমি যে করে স্মরণ, ফিরিয়া এসেছ দেখি হয় হৃষ্টমন,
অপার আনন্দ লভে দেখিয়া তোমায়, মধুর বচনে তব স্বাগত শুধায়;

---

* ২য় ও ৬ষ্ঠ গাথা দ্বিতীয় খণ্ডের মিত্রামিত্র জাতকেও (১৯৭) দেখা গিয়াছে।

৯। তব মিত্রে মিত্রজ্ঞান করে যেই জন, যে তোমার শত্রু, করে তাহারে বর্জন,
অখ্যাতি শুনিলে তব প্রতিবাদ করে, শুনিলে সুখ্যাতি সুখ পায় যে অন্তরে;
১০। নিজ গুহ্য তোমায় যে বলে অকপটে, তব গুহ্য প্রকাশে না অন্যের নিকটে,
বাখানে তোমার গুণ সকলের ঠাঁই, বলে, তোমা সম কোন প্রাজ্ঞ আর নাই;
১১। তব লাভে লভে যেই আনন্দ অপার, দুঃখ পায় কোন ক্ষতি ঘটিলে তোমার,
পাইলে উৎকৃষ্ট খাদ্য যে স্মরে তোমায়, তুমি যে পেলে না ভাবি দুঃখ মনে পায়,
"কি সুখ হইত যদি তুমিও পাইতে"। এই কথা বার বার ভাবে যেই চিত্তে;
১২। মিত্র যে, তাহার এই ষোড়শ লক্ষণ দেখি শুনি মনে বুঝি লয় সুধীজন।

মহাসত্ত্বের কথায় রাজা সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং তাঁহার বহু সম্মান করিয়াছিলেন।

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন, "মহারাজ, পূর্ব্বেও এই প্রশ্ন উঠিয়াছিল এবং পণ্ডিতেরা তাঁহাদের বক্তব্য বলিয়াছিলেন এই বত্রিশটী লক্ষণ দ্বারাই মিত্র ও অমিত্র চিনিতে হইবে।

স বধান—তখন আনন্দ ছিলেন সেই রাজা এবং আমি ছিলাম সেই পণ্ডিতামাত্য।]

জাতক

ত্রয়োদশ নিপাত

৪৭৪—আম্র জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে দেবদত্তের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। "আমি বুদ্ধ হইব, শ্রমণ গৌতম আমার আচার্য্য বা উপাধ্যায় নহে" ইহা বলিয়া দেবদত্ত গুরু প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার ধ্যানবল নষ্ট হইয়াছিল। তিনি সঙ্ঘভেদ ঘটাইয়াছিলেন। অতঃপর (অনুতপ্ত হইয়া) তিনি শ্রাবস্তীর অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু জেতবনের বাহিরেই পৃথিবী বিদীর্ণ হইয়া তাঁহাকে অবীচিতে লইয়া গিয়াছিল।

একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় বলাবলি করিতেছিলেন, "দেখ, ভাই, দেবদত্ত আচার্য্যের প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, সেই পাপে মহাবিনাশ প্রাপ্ত হইয়া এখন অবীচি মহানরকে জন্মান্তর লাভ করিয়াছে।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও দেবদত্ত তাহার আচার্য্যের প্রত্যাখ্যান করিয়া মহাবিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে তাঁহার পুরোহিতকুল অহিবাতরোগে* বিনষ্ট হইয়াছিল, কেবল একটী বালক ভিত্তি ভেদ করিয়া পলায়নপূর্ব্বক রক্ষা পাইয়াছিল। সে তক্ষশিলায় গিয়া কোন দেশবিখ্যাত আচার্য্যের নিকট বেদত্রয় এবং অবশিষ্ট সমস্ত বিদ্যা শিক্ষাপূর্ব্বক আচার্য্যকে প্রণাম করিয়া যাত্রা করিল এবং দেশভ্রমণের অভিপ্রায়ে বিচরণ করিতে করিতে এক প্রত্যন্তগ্রামে উপস্থিত হইল। ঐ গ্রামের নিকটে এক বৃহৎ চণ্ডালগ্রাম ছিল। বোধিসত্ত্ব এই চণ্ডালগ্রামে বাস করিতেন। তিনি বিজ্ঞ ও সুপণ্ডিত ছিলেন এবং এমন একটী মন্ত্র জানিতেন, যাহার বলে অকালে ফলসংগ্রহ করিতে পারা যাইত। তিনি প্রাতঃকালে বাঁক লইয়া সেই গ্রাম হইতে বাহির হইতেন ও বনে যাইতেন, একটা আম্র-বৃক্ষের নিকটে গিয়া সপ্তপাদমাত্র দূরে অবস্থিত হইয়া ঐ মন্ত্র আবৃত্তি করিতেন এবং বৃক্ষোপরি অর্দ্ধাঞ্জলি † জল নিক্ষেপ করিতেন। অমনি পুরাতন পত্রগুলি পড়িয়া যাইত, নবপত্রের উদ্‌গম হইত, ফুল ফুটিত ও ঝরিয়া পড়িত, আম্রফল জন্মিত ও মুহূর্ত্তের মধ্যে পক্ক হইত এবং বৃক্ষ হইতে ভূতলে পড়িত। ঐ সকল ফল যেমন মধুর, তেমন রসাল—যেন এ লোকের নহে, দেবলোকের। মহাসত্ত্ব এই সকল ফল কুড়াইয়া প্রয়োজনমত কতক নিজে আহার করিতেন, কতক বা বাঁকে বোঝাই করিয়া গৃহে লইয়া যাইতেন। এই সকল ফল বিক্রয় করিয়া তিনি দারাপুত্র পোষণ করিতেন।

মহাসত্ত্বকে অকালে আম্র আহরণ করিতে দেখিয়া ঐ ব্রাহ্মণকুমার ভাবিল, 'এই ফলগুলি নিঃসংশয় মন্ত্রবলে উৎপন্ন; আমি ঐ লোকটার আশ্রয় লইয়া মহার্ঘ মন্ত্রটী গ্রহণ করিব।' ইহা স্থির করিয়া সে পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল, মহাসত্ত্ব কি প্রকারে আম্র সংগ্রহ করেন। অনন্তর সে যখন সকল বৃত্তান্ত বুঝিতে পারিল, তখন একদিন মহাসত্ত্বের বন হইতে ফিরিবার

---

* অহিবাতরোগ-সম্বন্ধে দ্বিতীয়খণ্ডের ২৯শ পৃষ্ঠের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

† পসত (সংস্কৃত প্রসৃত)। বাঙ্গালায় ইহাকে কোষ বলে।

পূর্ব্বেই তাঁহার গৃহে গেল এবং যেন কিছুই জানেনা এই ভাণ করিয়া তাঁহার ভার্য্যাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আচার্য্য কোথায় ?" ঐ রমণী উত্তর দিলেন, "তিনি বনে গিয়াছেন।" সে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল, তিনি আসিতেছেন দেখিয়া প্রত্যুদ্গমনপূর্ব্বক তাঁহার হাত হইতে নিজে বাঁক ও আম্রগুলি লইল এবং ঘরে লইয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিল। মহাসত্ত্ব তাহাকে বেশ করিয়া দেখিয়া তাঁহার ভার্য্যাকে বলিলেন, "ভদ্রে, এই মাণবক মন্ত্রগ্রহণাভিলাষে আসিয়াছে ; কিন্তু মন্ত্র ইহার নিকট তিষ্ঠিবে না, কেননা এ অসৎপুরুষ।" ব্রাহ্মণ-কুমার ভাবিল, 'আমি আচার্য্যের সেবা করিয়া মন্ত্র লাভ করিব।' সে ঐ সময় হইতে তাঁহার গৃহের সমস্ত কাজ করিতে লাগিল :---সে কাষ্ঠ আহরণ করিত, ধান ভানিত, পাক করিত, মুখপ্রক্ষালনের দ্রব্য আনিয়া দিত, আচার্য্যের পা ধুইত। একদিন মহাসত্ত্ব বলিলেন, "বৎস মাণবক, আমার পা রাখিবার জন্য একখানা আসন আন।" সে কোথাও কিছু না পাইয়া সমস্ত রাত্রি নিজের উরুদেশে আচার্য্যের পা রাখিয়া বসিয়া রহিল। ইহার কিছুদিন পরে মহাসত্ত্বের ভার্য্যা যখন এক পুত্র প্রসব করিলেন, তখন সে, প্রসূতির জন্য যে যে কাজ আবশ্যক, সমস্তই নিজে সম্পাদন করিল। তাহার সেবায় প্রীত হইয়া ঐ রমণী মহাসত্ত্বকে বলিলেন, "স্বামিন্, এই মাণবক উচ্চজাতিতে জন্মিয়াও মন্ত্রলাভের আশায় ভৃত্যবৎ আমাদের সেবাশুশ্রূষা করিতেছে। ইহার নিকট পরিণামে মন্ত্র থাকুক বা নাই থাকুক, আপনি ইহাকে মন্ত্র দান করুন।" "বেশ, তাহাই করিতেছি" বলিয়া মহাসত্ত্ব তাহাকে মন্ত্রদানপূর্ব্বক বলিলেন, "বৎস, এই মন্ত্র অমূল্য, ইহার সাহায্যে তুমি ধন ও মান লাভ করিবে। রাজা বা রাজার অমাত্য যদি, তোমার আচার্য্য কে, এই কথা জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে আমার নাম গোপন করিও না। চণ্ডালের নিকট মন্ত্র পাইলে ভাবিয়া যদি কখনও লজ্জায়, তোমার আচার্য্য ব্রাহ্মণ, এইরূপ বল, তাহা হইলে এই মন্ত্র হইতে কোন ফল পাইবে না।" মাণবক বলিল, "গোপন করিব কেন ? কেহ জিজ্ঞাসা করিলে আপনারই নাম করিব।" অনন্তর সে আচার্য্যকে প্রণাম করিয়া উক্ত চণ্ডালগ্রাম হইতে যাত্রা করিল এবং মন্ত্রের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে কালক্রমে বারাণসীতে উপস্থিত হইল। এখানে সে আম্র বিক্রয় করিয়া বহু ধনলাভ করিল।

এক দিন রাজার উদ্যানপাল এই ব্যক্তির নিকট আম্র ক্রয়পূর্ব্বক রাজাকে খাইতে দিল। রাজা তাহার আস্বাদ গ্রহণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এমন আম্র কোথায় পাইলে ? উদ্যানপাল বলিল, "মহারাজ, এক মাণবক অকালে এই সকল ফল আনিয়া বিক্রয় করিয়া থাকে, আমি এগুলি তাহার নিকটে কিনিয়াছি।" রাজা আদেশ দিলেন, "তুমি তাহাকে বল গিয়া, এখন হইতে সব আমই যেন এখানে আনে।' উদ্যানপাল তাহাই করিল। মাণবকও সেই দিন হইতে রাজভবনে আম্র লইয়া যাইতে লাগিল। এক দিন রাজা বলিলেন, "তুমি আমার ভৃত্য হও।' মাণবক এইরূপে রাজভৃত্য হইয়া বহু ধন উপার্জ্জন করিল, এবং ক্রমে রাজার পরম বিশ্বাসভাজন হইল।

একদিন রাজা মাণবককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি অকালে এইরূপ সুন্দরবর্ণ, সুগন্ধ ও মধুর রসযুক্ত আম্র কোথায় পাও ?" এগুলি কি তোমাকে কোন নাগ, বা সুপর্ণ, বা দেবতা দিয়া থাকেন, অথবা এ সব তোমার মন্ত্রবল-লব্ধ ?" মাণবক উত্তর দিল, "মহারাজ, এ ফল আমাকে কেহ দান করে না. আমার নিকট একটী অমূল্য মন্ত্র আছে, ফলগুলি সেই মন্ত্রের প্রভাবেই পাই।" "যদি তাহাই হয়, তবে আমরা এক দিন মন্ত্রবল প্রত্যক্ষ করিতে চাই।" "যে আজ্ঞা, মহারাজ, আমি মন্ত্রের প্রভাব প্রত্যক্ষ করাইতেছি।" ইহার পরদিন রাজা তাহাকে

সঙ্গে লইয়া উদ্যানে গেলেন এবং বলিলেন, "তোমার মন্ত্রের ক্ষমতা দেখাও।" সে "যে আজ্ঞা" বলিয়া একটা আম্র বৃক্ষের নিকটে গেল; সপ্তপাদমাত্র দূরে দাঁড়াইয়া মন্ত্র পড়িল, এবং গাছের গায়ে জল ছিটাইয়া দিল। বৃক্ষটী সেই মুহূর্তেই পূর্ব্বোক্ত নিয়মে ফল ধারণ করিল, এবং মহামেঘে যেমন বারি বর্ষণ করে, সেইরূপ আম্র বর্ষণ করিতে লাগিল। বহুলোকে এই ব্যাপার দেখিতেছিল, তাহারা সাধুবাদ দিল, বস্ত্র দোলাইয়া আপনাদের সন্তোষ জানাইল; রাজা ফল খাইয়া মাণবককে বহু ধন দান করিলেন, এবং জিজ্ঞাসিলেন, "মাণবক, তুমি এই অদ্ভুত মন্ত্র কাহার নিকট হইতে পাইয়াছ?" মাণবক ভাবিল, "যদি বলি, চণ্ডালের নিকট, তাহা হইলে বড় লজ্জার কারণ হইবে; লোকেও আমার নিন্দা করিবে। মন্ত্রটী ত এখন আমার সুন্দররূপে আয়ত্ত হইয়াছে, এখন ইহার নষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব বলা যাউক, ইহা কোন সুবিখ্যাত আচার্য্যের মুখে প্রাপ্ত হইয়াছি।' এইরূপ স্থির করিয়া সে মিথ্যা কথা কহিল, বলিল, "তক্ষশিলায় একজন সুবিখ্যাত আচার্য্য আছেন; আমি ইহা তাঁহারই নিকটে শিক্ষা করিয়াছি। এইরূপে সেই মাণবক আচার্য্যের প্রত্যাখ্যান করিল, আর তৎক্ষণাৎ ঐ মন্ত্রের অন্তর্দ্ধান হইল। রাজা সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, তিনি মাণবককে লইয়া নগরে প্রবেশ করিলেন।

ইহার পর একদিন রাজার আম খাইতে ইচ্ছা হইল। তিনি উদ্যানে গিয়া মঙ্গল-শিলাপট্টে উপবেশনপূর্ব্বক আজ্ঞা দিলেন, "মাণবক, আম্র আহরণ কর।" মাণবক "যে আজ্ঞা" বলিয়া আম্রবৃক্ষের নিকট গেল; সপ্তপাদমাত্র দূরে দাঁড়াইল, কিন্তু মন্ত্র আবৃত্তি করিতে গিয়া দেখে, মন্ত্র মনে পড়ে না। মন্ত্র অন্তর্হিত হইয়াছে বুঝিয়া সে লজ্জায় অধোবদন হইয়া রহিল। রাজা ভাবিলেন, 'এ ব্যক্তি পূর্ব্বে বহু লোকজনের সমক্ষেও আমাকে আম্র আহরণ করিয়া দিত, মেঘে যেমন বারিবর্ষণ করে, এও সেইরূপ আম্রবর্ষণ করাইত, কিন্তু এখন স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, ইহার কারণ কি?' তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন:-

১। ছোট, বড়, কত আম্র করি আহরণ, দিয়াছ আমারে পূর্ব্বে যখন তখন।
এবে বৃক্ষে ফল নাহি হয় প্রাদুর্ভূত, সেই মন্ত্রে, ব্রহ্মচারী। এ বড় অদ্ভুত।

রাজার প্রশ্ন শুনিয়া মাণবক ভাবিল, 'যদি বলি, আজ আম্রফল আহরণ করিব না, তাহা হইলে রাজা ক্রুদ্ধ হইবেন। অতএব মিথ্যা কথা বলিয়া ইহাকে বঞ্চনা করা যাউক।' ইহা স্থির করিয়া সে বলিল:—

২। নক্ষত্র, মুহূর্ত্ত, যোগ, কিছুই এখন অনুকূল নয়, প্রভু, করি নিবেদন।
পাইলে নক্ষত্র, যোগ, আর শুভক্ষণ, আনিব প্রচুর আম্র করি আহরণ।

রাজা ভাবিলেন, 'অন্য দিন ত এ লোকটা নক্ষত্র ও যোগের কথা বলে নাই, এখন এরূপ বলে কেন?' ইহা জানিবার জন্য তিনি বলিলেন:—

৩। নক্ষত্র, মুহূর্ত্ত, যোগ, আর শুভক্ষণ— এদের দোহাই আগে দেওনি কখন।
অথচ আনিয়া আম্র দিয়াছ প্রচুর, সুন্দর, সুগন্ধ, আর আস্বাদে মধুর।
৪। পূর্ব্বে তুমি মন্ত্র যবে জপিতে, ব্রাহ্মণ, আবির্ভূত হ'ত ফল বৃক্ষে অগণন।
সেই তুমি মন্ত্র আজি জপি বারবার, পারিলে না। বল শুনি কারণ ইহার।

রাজার কথা শুনিয়া মাণবক ভাবিল, 'রাজাকে মিথ্যা কথায় ভুলাইতে পারা যাইবে না।

সত্য কথা বলিলে যদি দণ্ড দিতে হয় দিবেন, আমি সত্যই বলিব।' ইহা স্থির করিয়া সে দুইটী গাথা বলিল :—

৫। যথার্থই দিলা মন্ত্র চণ্ডালকুমার, বুঝাইলা দয়া করি প্রকৃতি ইহার—
'জিজ্ঞাসিলে নামগোত্র গুরুর তোমার করিও না কোন দিন সত্য-ব্যভিচার;
লজ্জাবশে কর যদি সত্যের গোপন করিবে তোমারে মন্ত্র তখনি বর্জ্জন।'
৬। অহো কি কপট আমি! জেনে শুনে আজ অলীক উত্তর হায় দিনু, মহারাজ।
ব্রাহ্মণে দিলেন মন্ত্র, মিথ্যা এই কথা; মন্ত্রহীন হ'য়ে মনে পাই বড় ব্যথা।

রাজা ভাবিলেন, 'এই পাপিষ্ঠ এরূপ রত্ন লাভ করিয়াও তাহা সাবধানে রক্ষা করিতে পারিল না। এরূপ উত্তম রত্ন লাভ করিলে জাতিতে কি আসিয়া যায়?' অনন্তর ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি বলিলেন :—

৭। এরণ্ড, পলাশ, নিম— যে গাছে মৌচাক আছে,
মধু পাইবার তরে শ্রেষ্ঠ মানি সেই গাছে।
৮। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, চণ্ডাল, পুক্কশ আর,
যে জন যাহার গুরু, তিনি পূজনীয় তার।
৯। দাও দণ্ড নীচাশয়ে, বধ এরে প্রাণে, কিংবা দূর করি দাও, অর্দ্ধচন্দ্রদানে।*
বহু কষ্টে লভি হেন অমূল্য রতন অভিমানে নরাধম করে বিসর্জ্জন!

রাজপুরুষেরা লোকটার লাঞ্ছনার একশেষ করিয়া বলিল, "যাও, সেই আচার্য্যের নিকটে গিয়া আবার তাঁহার আরাধনা কর; যদি পুনর্ব্বার মন্ত্র লাভ করিতে পার, তাহা হইলে এখানে আসিবে, নচেৎ এদেশের দিকেও তাকাইবে না।" ইহা বলিয়া তাহারা মাণবককে কাশীরাজ্য হইতে নির্বাসিত করিল।

মাণবক অনাথ হইয়া ভাবিল, "আচার্য্য ব্যতীত আমার অন্য কোন শরণ নাই। তাঁহারই নিকটে গিয়া তাঁহার সেবা করিব এবং পুনর্ব্বার মন্ত্র প্রার্থনা করিব।" সে ক্রন্দন করিতে করিতে সেই চণ্ডালগ্রামে উপস্থিত হইল। সে আসিতেছে দেখিয়া মহাসত্ত্ব তাঁহার ভার্য্যাকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "ঐ দেখ, পাপধর্ম্মা মন্ত্র হারাইয়া আবার আসিতেছে।"

মাণবক মহাসত্ত্বের নিকটে গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল এবং একান্তে দাঁড়াইয়া রহিল। মহাসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি মনে করিয়া আসিয়াছ?" মাণবক উত্তর দিল, "আচার্য্য, মিথ্যা কথা বলিয়া আচার্য্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলাম; তাহাতে আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে।" সে নিজের অপরাধ প্রদর্শন করিয়া পুনর্ব্বার মন্ত্র প্রার্থনা করিবার কালে এই গাথাটী বলিল :—

১০। সমস্থল ভাবি চলি পড়ে যথা মানুষ বিবরে,
গুহায়, নরকমধ্যে, কিংবা পূতি-পাদের † ভিতরে,
রজ্জু ভাবি কৃষ্ণসর্পে দলে পায়ে ভ্রান্ত যে প্রকার,
প্রবেশে যেমন অন্ধ প্রজ্বলিত অগ্নির মাঝার,
তেমতি, আমিও, প্রাজ্ঞ, করিয়াছি অপরাধ বড়;
হইয়াছি মন্ত্রহীন; প্রসন্ন হইয়া ক্ষমা কর।

* গাথার এই অর্দ্ধ মাতঙ্গ-জাতকেও (৪৯৭) দেখা যায়।

† 'পূতিপাদ' শব্দের ব্যাখ্যায় টীকাকার বলেন—"হিমবন্তপদেশে মহারুক্খেসু সুক্খিত্বা মতেসু সমূলেসু পূতিকেসু জাতেসু তস্মিং ঠানে মহা আবাটো হোতি তস্স নামং," অর্থাৎ হিমালয়ে বড় বড় গাছগুলা মরিয়া শুকাইয়া গেলে তাহাদের মূলগুদ্ধ পচিয়া যে গর্ত্ত হয় তাহার নাম পূতিপাদ।

আচার্য্য বলিলেন, "বৎস, তুমি এ কি কথা বলিতেছ? যে অন্ধ, সাবধান করিয়া দিলে সেও বিবরাদি পরিহার করিয়া চলিতে পারে। আমি ত প্রথমেই তোমাকে বলিয়া দিয়াছিলাম; এখন কেন আমার নিকটে আসিয়াছ?

১১। যথাধর্ম্ম মন্ত্র আমি দিলাম তোমায়, যথাধর্ম্ম করেছিলে গ্রহণ তাহায়।
মন্ত্রের প্রকৃতি যাহা, তাহাও যতনে দিনু বুঝাইয়া তব হিতের কারণে,—
এ মন্ত্র তাহারে ত্যাগ করে না কখন, যে করে সতত ধর্ম্মপথে বিচরণ।
১২। নরলোকে হেন মন্ত্র নিতান্ত দুর্লভ; বহু কষ্টে ঘটেছিল ভাগ্যে প্রাপ্তি তব,
লভি জীবিকার তরে এমন রতন হারাইলা বলি, মূর্খ, অলীক বচন।
১৩। অল্পমতি, অকৃতজ্ঞ, মূঢ়, অসংযত, অলীক বলিতে যে না করে ইতস্ততঃ,
অকালে অমৃত ফল করে উৎপাদন, হেন মন্ত্র তারে আমি দেই না কখন।
মন্ত্র কোথা? দূর হও। দেখিলে তোমায় ঘৃণাবশে আপাদ-মস্তক জ্বলি যায়।'

আচার্য্যকর্তৃক এইরূপে দূরীভূত হইয়া মাণবক ভাবিল, "আমার আর জীবনে কি প্রয়োজন?" সে বনে প্রবেশ করিয়া নিতান্ত অনাথ হইয়া প্রাণত্যাগ করিল।

[এইরূপে ধর্ম্ম দেশন করিয়া শাস্তা বলিলেন, "কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও দেবদত্ত আচার্য্য প্রত্যাখ্যান করিয়া মহাবিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল।"

সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল সেই অকৃতজ্ঞ মাণবক এবং আমি ছিলাম সেই চণ্ডাল পুত্র।]

৪৭৫—স্পন্দন-জাতক

[রোহিণী নদীর তীরে শাস্তার জ্ঞাতিগণের মধ্যে বিরোধ ঘটে। তদুপলক্ষ্যে তিনি এই কথা বলিয়াছিলেন ইহার বর্ত্তমান বস্তু কুণাল-জাতকে (৫৩৬) বলা যাইবে। শাস্তা জ্ঞাতিগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, মহারাজগণ,

পুরাকালে বারাণসী নগরের বাহিরে এক সূত্রধারগ্রাম ছিল। সেখানে এক ব্রাহ্মণ সূত্রধার বন হইতে কাষ্ঠ আহরণপূর্ব্বক রথ প্রস্তুত করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। ঐ সময়ে হিমবন্ত প্রদেশে এক বিশাল পলাশবৃক্ষ ছিল। এক কৃষ্ণবর্ণ সিংহ শিকার করিবার কালে কখনও কখনও উহার মূলে বিশ্রাম করিত। একদিন বায়ুবেগে পলাশ। বৃক্ষের এক খণ্ড শুষ্ক শাখা ভগ্ন হইয়া ঐ সিংহের স্কন্ধোপরি পতিত হইল। স্কন্ধে একটু ব্যথা পাইয়া সিংহ সভয়ে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং লম্ফ দিয়া কিছু দূরে সরিয়া গেল। তাহার পর পথের দিকে ফিরিয়া সে কিছুই দেখিতে না পাইয়া ভাবিল, 'অন্য কোন সিংহ বা ব্যাঘ্র আমার অনুধাবন করিতেছে না, এই বৃক্ষে যে দেবতা জন্মিয়াছে, সেই বুঝি আমার এখানে শুইয়া থাকা পছন্দ করে না। ইহার সঙ্গে আমার বুঝা পড়া করিতে হইবে।' এইরূপে অস্থানে ক্রোধ করিয়া সে ঐ বৃক্ষের কাণ্ডে আঘাত করিয়া বলিল, "ওরে বৃক্ষ, আমি তোর পাতা খাইনা, তোর ডাল ভাঙ্গিনা। অন্য পশু এখানে থাকে, তা তোর সহ্য হয়, কেবল

স্পন্দন — পলাশ।

আমার থাকাই তুই সহিতে পারিস্ না। আমার দোষ কি বল্ ত? যাক কিছু দিন; আমি তোকে মূলসুদ্ধ উপড়াইব ও টুকরা টুকরা করিয়া কাটাইব।" বৃক্ষকে এইরূপ তর্জ্জন করিয়া সিংহ, কোন মানুষ পাওয়া যায় কিনা, তাহা অনুসন্ধান করিবার জন্য বিচরণ করিতে লাগিল।

এই সময়ে সেই ব্রাহ্মণ সূত্রধার দুই তিনজন লোক সঙ্গে লইয়া রথনির্ম্মাণোপযোগী কাষ্ঠসংগ্রহার্থ রথারোহণে সেই অঞ্চলে গিয়াছিল। সে একস্থানে যান রাখিয়া বাসি হাতে লইয়া বৃক্ষ অনুসন্ধান করিতে করিতে উক্ত পলাশ বৃক্ষের নিকটে উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া কৃষ্ণসিংহ ভাবিল, 'আজ আমার শত্রুনাশের সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে'। সে তখনই গিয়া পলাশবৃক্ষের মূলে দাঁড়াইল, কিন্তু সূত্রধার ইতস্ততঃ অবলোকন করিয়া সে স্থান হইতে দূরে চলিল। কৃষ্ণসিংহ ভাবিল, 'এ ব্যক্তি এই স্থান অতিক্রম করিয়া যাইবার পূর্ব্বেই ইহার সঙ্গে কথা বলা আবশ্যক।' ইহা স্থির করিয়া সে প্রথম গাথা বলিল;—

১। কুঠার লইয়া হাতে, পশিয়াছ এ বিজন বনে;
শুধাই তোমায়, সৌম্য, কি কাঠ কাটিতে ইচ্ছা মনে?

সিংহের কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ ভাবিল, 'বা, এ ত বড় আশ্চর্য্য। পশুতে মানুষের মত কথা কয়। এমন পশু ত পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। কোন্ কাঠ রথনির্ম্মাণের উপযোগী, এ নিশ্চয় তাহা জানে। একবার জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি।' ইহা চিন্তা করিয়া সে দ্বিতীয় গাথা বলিল:—

২। বনরাজ তুমি, ভাই, সমাসম চর সর্ব্ব ঠাঁই,
কোন্ কাঠে ভাল চাকা গড়া যায়? তোমারে শুধাই।

সিংহ ভাবিল, এতদিনে আমার মনোরথ পূর্ণ হইবে। সে তৃতীয় গাথা বলিল:—

৩। ধব ত অধম, * শাল, † খদির ইত্যাদি—শক্ত কাঠ ইহাদের, আছে এই খ্যাতি।
পলাশের কাছে কিন্তু এরা কিছু নয়, পলাশকাঠের চাকা চিরস্থায়ী হয়।

ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ সূত্রধার সন্তুষ্ট হইয়া ভাবিল, 'আজ অতি শুভক্ষণে এই বনে আসিয়াছি, রথনির্ম্মাণের জন্য কোন্ কাঠ ভাল, একটা ইতর জন্তু তাহা আমাকে বলিয়া দিতেছে! অহো, আমার কি সৌভাগ্য!' অতঃপর সে চতুর্থ গাথা বলিল:—

৪। পলাশের পাতা, আর কাণ্ড কি প্রকার? লক্ষণ কি বল এই গাছ চিনিবার।

এই প্রশ্নের উত্তরে সিংহ দুইটী গাথা বলিল:—

৫। ডালগুলি থাকে ঝুলি, নোয়ায় ত না যায় ভাঙ্গিয়া,
পলাশ তাহার নাম, যার মূলে আছি দাঁড়াইয়া।

৬। অর, নাভি, ঈষা, নেমি— রথের যতেক অঙ্গ আছে,
সবই ভাল গড়া যায় একমাত্র পলাশের গাছে।

ইহা বলিয়া সিংহ সন্তুষ্টচিত্তে এক পাশে গিয়া চরিতে লাগিল, সূত্রধারও গাছ কাটিতে আরম্ভ করিল। তখন বৃক্ষদেবতা চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'আমি এই সিংহটার গায়ে কিছুই ফেলি নাই, এ অকারণ ক্রোধবশ হইয়া আমার বিমান নষ্ট করাইতেছে, ইহাতে আমিও বিনষ্ট হইব। এখন আমাকেও এই সিংহটার বিনাশের উপায় দেখিতে হইতেছে।' ইহা স্থির করিয়া বৃক্ষদেবতা কাঠুরিয়ার বেশ ধারণ করিলেন এবং সূত্রধারের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওগো, ছুতরের পো! তুমিত খুব ভাল গাছ পেয়েছ! এটা কেটে কি তৈয়ার করবে?" সূত্রধার বলিল, "রথের চাকা গড়্ব।"

* সংস্কৃত নাম অগ্নিজ্বল। ইহা এক প্রকার ছোট গাছ।

† মূলে শাল ও অশ্বকর্ণ এই দুই বৃক্ষেরই নাম আছে। কিন্তু শাল ও অশ্বকর্ণ একই পর্য্যায়ভুক্ত।

"এ কাঠে রথ গড়া যায়, এ কথা কে বল্‌ল?" "একটা কালো সিঙ্গি বলেছে।" "বা। সে ভালই বলেছে। এ কাঠে খুব ভাল রথ গড়্‌তে পার্‌বে। আর, কালো সিঙ্গির গলার চামড়া তুলে—বেশী নয়, কেবল চার আঙ্গুল চওড়া—চাকার হাল তৈয়ার কর ও যুতে দেও ত, বাবা। লোহার পেটির মত শক্ত হবে; চাকা কস্মিনও নড় চড় কর্‌বে না, তোমার বেশ দু'পয়সা লাভ হবে।" "কালো সিঙ্গির গায়ের চামড়া কোথায় পাব?" "তুমি ত, বাপু, হদ্দ বোকা! এ গাছটা ত বনেই আছে, পালিয়ে যাবে না, যে তোমাকে এই গাছ দেখায়েছে, তার কাছে যাও; গিয়া বল, মশায়, যে গাছটা দেখালেন, তার কোন যায়গায় কাটব? এই ছলে সিঙ্গিটাকে এখানে আন, সে যেমন বেপরওয়ায়ে মুখ বাড়াইয়া এখানে কাট, ওখানে কাট বল্‌বে, অমনি আর কি, তোমার যে ধারাল কুড়াল দেখিতেছি, এক কোপে নিকাশ কর। তার পর চামড়া তোল, মাংস খাও, গাছ কাট, যা খুসী তাই কর।" বৃক্ষদেবতা এ ভাবে নিজের আক্রোশ প্রকাশ করিলেন।

শাস্তা নিম্নলিখিত তিনটী গাথায় এই বৃত্তান্ত প্রকটিত করিলেন:—

৭। পলাশ তরুর দেব কহেন তখন, শুন, ভারদ্বাজ,* তুমি আমার বচন:—

৮। কাট চর্ম্ম তুমি লয়ে অঙ্গ পরমাণ সিংহবক্ষ হ'তে চারি অঙ্গুলিপ্রমাণ।
সে চর্ম্মে আবৃত কর নেমি অতঃপর; দৃঢ় নেমি তাহা হ'লে হবে দৃঢ়তর।

৯। এ রূপে পলাশ-দেব করে সম্পাদন নিমিষের মধ্যে তার বৈরনির্য্যাতন।
জাত বা অজাত সিংহ, সবার উপর সাধিল শত্রুতা, দিয়া দুঃখ নিরন্তর।†

বৃক্ষদেবতার কথা শুনিয়া সূত্রধার ভাবিল, 'আজ আমার কি শুভদিন!' অতঃপর সে কৃষ্ণসিংহকে বধ করিয়া এবং গাছ কাটিয়া চলিয়া গেল।

শাস্তা নিম্নলিখিত চারিটী গাথায় এই আখ্যায়িকার ব্যাখ্যা করিলেন,—

১০। সিংহ ও পলাশ, দোঁহে পরস্পর বিবাদ করিল,
একের চেষ্টায় অন্যে, দেখ, শেষে উভয়ে মরিল।

১১। সেইরূপ মানুষের মধ্যে হ'লে বিবাদ-ঘটন;
একে করে অপরের সদা তা'রা ছিদ্র উদ্‌ঘাটন।
নাচিলে ময়ূর তার অঙ্গ-দোষ প্রকটিত হয়;
বিবাদে মাতিলে লোকে সেই নৃত্য নাচিবে নিশ্চয়।
মরিল পলাশ, সিংহ, নাচিয়া ময়ূরনৃত্য আজ,
বিবাদ-নিরত লোকে সেই নৃত্য নাচে, মহারাজ।

১২। তাই বলি, হবে ভাল, থাক যদি মিলি মিশি সবে,
হও একপ্রাণ; সিংহ- পলাশের মত নাহি হবে।

---

* ব্রাহ্মণ সূত্রধারকে এই নামে সম্বোধন করা হইয়াছে।

† অর্থাৎ এই পরামর্শে কেবল যে সেই কৃষ্ণ সিংহেরই জীবনান্ত হইল, তাহা নহে, অতঃপর লোকে গলচর্ম্মের লোভে অন্য সিংহদিগকেও মারিতে লাগিল।

* নৃত্য-জাতক (৩২) দ্রষ্টব্য।

১৩। শিক্ষা কর দেখাইতে সকলের প্রতি সমপ্রীতি,
জ্ঞানীর প্রশংসনীয় সর্ব্বকালে এ উত্তম নীতি।
সতত সম্প্রীতভাবে সঙ্গে থাকে যারা সকলের,
যোগক্ষেম * কোন কালে বিনষ্ট না হয় তাহাদের।

[শাক্যরাজেরা ধর্ম্মকথা শুনিয়া পরস্পরের প্রতি বৈরভাব পরিহার করিলেন।
সমবধান—তখন আমি ছিলাম সেই দেবতা, যিনি বনভূমিতে ঐ ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।]

৪৭৬—জবনহংস-জাতক †

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে দৃঢধর্ম্মসূত্র-দেশনসম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন।

ভগবান্ বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, মনে কর, চারিজন বলিষ্ঠ, সুশিক্ষিত, নিপুণহস্ত ও ধনুর্ব্বেদবিশারদ ধানুষ্ক চারিদিকে অবস্থিত আছে, এই সময় যদি কেহ আসিয়া বলে, 'এই চারিজন বলিষ্ঠ, সুশিক্ষিত, নিপুণহস্ত ও ধনুর্ব্বেদবিশারদ ধানুষ্ক চতুর্দ্দিকে শর নিক্ষেপ করিলে সেগুলি ভূতলে পতিত হইবার পূর্ব্বেই আমি ধরিয়া আনিব,' তাহা হইলে কি তোমরা ভাবিবে না যে, এই ব্যক্তি অতি বেগবান্—এ দ্রুতগমনশীলতায় পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে? তোমরা যে এরূপ ভাবিবে, ইহা বলাই নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু, ভিক্ষুগণ, এমন কতকগুলি পদার্থ আছে, যাহাদের বেগ ঐ ব্যক্তির বেগ অপেক্ষা, চন্দ্রসূর্য্যের বেগ অপেক্ষাও শীঘ্রতর, যাহাদের বেগ এই ব্যক্তির বেগ অপেক্ষা, চন্দ্রসূর্য্যের বেগ অপেক্ষা, চন্দ্র-সূর্য্যের অগ্রভোধাবী দেবতাদিগের বেগ অপেক্ষাও শীঘ্রতর এই পদার্থগুলি আয়ুঃসংস্কার-সমূহ। ঐ ব্যক্তি যত শীঘ্র ধাবিত হয় ইত্যাদি .. চন্দ্রসূর্য্যের অগ্রগামী দেবতারা যত শীঘ্র ধাবিত হন, আয়ুঃসংস্কারগুলি তাহা অপেক্ষাও দ্রুততর বেগে ক্ষয় পায়। এই জন্য, ভিক্ষুগণ, তোমাদের শিখিয়া রাখা উচিত যে, সর্ব্বদা অপ্রমত্ত হইতে হইবে।"

শাস্তা এই সূত্র বলিবার দুই দিন পরে ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় কথোপকথন করিতে লাগিলেন, "ভাই, তথাগত বুদ্ধত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রাণীদিগের আয়ুঃসংস্কার যে অতি ক্ষীণ ও অকিঞ্চিৎকর, ইহা সুস্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন এবং তাহাতে পৃথগ্‌জনের এবং ভিক্ষুদিগের মনে মহাত্রাস জন্মিয়াছে। অহো, বুদ্ধবলের কি প্রভাব।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, আমি এখন সর্ব্বজ্ঞত্ব লাভ করিয়াছি, এখন যে আয়ুঃসংস্কারসমূহের অকিঞ্চিৎকরত্ব প্রদর্শনপূর্ব্বক ধর্ম্মদেশন করিয়া ভিক্ষুদিগের ভয়োৎপাদন করি, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; পূর্ব্বে আমি হংসকুলে ঔপপাতিক‡ জন্ম পরিগ্রহ করিয়াও আয়ুঃসংস্কারসমূহের অকিঞ্চিৎকরত্ব বুঝাইয়া বারাণসীরাজ এবং তাঁহার সমস্ত অমাত্যদিগের ভয়োৎপাদন পূর্ব্বক ধর্ম্মদেশন করিয়াছিলাম। অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন।]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে মহাসত্ত্ব হংসকুলে জন্ম পরিগ্রহণপূর্ব্বক নবতি সহস্র হংসপরিবৃত হইয়া চিত্রকূটে বাস করিতেন। একদিন তিনি পরিজনসহ জম্বুদ্বীপতলস্থ কোন সরোবরে স্বয়ংজাত শালি ভক্ষণপূর্ব্বক বারাণসী নগরের উপর দিয়া চিত্রকূটাভিমুখে ফিরিতেছিলেন। তাঁহার সঙ্গে বহু হংস ছিল, সকলেই বিলাসগতিতে

---

* টীকাকার যোগক্ষেমের অর্থ করিয়াছেন নির্ব্বাণ। কিন্তু আমার মনে হয়, ইহার সাধারণ অর্থই যুক্তিসঙ্গত। যাহারা নির্ব্বিবাদে থাকে, তাহাদের সম্পত্তি নাশ হয় না, শত্রুভয়ও থাকে না, ইহাই গাথার অভিপ্রায়।

† জবন—দ্রুতগামী, বেগবান্।

‡ মূলে 'অহেতুক' এই পদ আছে। স্ত্রীপুরুষের সংসর্গ বিনা সত্ত্বের যে উৎপত্তি, তাহাকে অহেতুক বা ঔপপাতিক (পালি 'ওপপাতিক') বলা যায়।

মন্দবেগে উড়িতেছিল, ইহাতে বোধ হইতেছিল যে,' বারাণসীর উপরে এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত একখানি হিরণ্ময় কিলিঞ্জক * বিস্তৃত হইয়াছে।

বারাণসীরাজ মহাসত্ত্বকে দেখিয়া অমাত্যদিগকে বলিলেন, "এই হংস, বোধ হয়, আমারই মত রাজা হইবেন।" তাঁহার মনে মহাসত্ত্বের প্রতি প্রীতির সঞ্চার হইল, তিনি মাল্যগন্ধ-বিলেপন হস্তে লইয়া মহাসত্ত্বকে অবলোকন করিতে লাগিলেন এবং সর্ব্ববিধ বাদ্য বাজাইতে আজ্ঞা দিলেন। রাজা তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিতেছেন দেখিয়া মহাসত্ত্ব হংসদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজা কি প্রত্যাশা করিয়া আমার এইরূপ সৎকার করিতেছেন?" হংসেরা বলিল, "প্রভু! রাজা, বোধ হয়, আপনার সহিত মিত্রতা করিতে চান।" "তবে আমার সহিত রাজার মিত্রতা হউক," ইহা বলিয়া মহাসত্ত্ব রাজার সহিত মিত্রতাসূত্রে বদ্ধ হইয়া প্রস্থান করিলেন।

ইহার পর একদিন রাজা যখন উদ্যানে ছিলেন, সেই সময়ে মহাসত্ত্ব অনবতপ্তহ্রদে গিয়া এক পক্ষে জল এবং এক পক্ষে চন্দনচূর্ণ গ্রহণপূর্ব্বক উদ্যানে প্রবেশ করিলেন, এবং ঐ জল দিয়া রাজাকে স্নান করাইলেন। বহুলোকে এই ব্যাপার দেখিতে পাইল। অনন্তর তিনি সপরিবারে চিত্রকূটে চলিয়া গেলেন। এই সময় হইতে রাজা মহাসত্ত্বকে দেখিবার নিমিত্ত সর্ব্বদা ইচ্ছা করিতেন, 'আজ আমার বন্ধু আসিবেন,' ইহা মনে করিয়া তাঁহার আগমন-পথের দিকে লক্ষ্য করিয়া বসিয়া থাকিতেন।

মহাসত্ত্বের কনিষ্ঠ দুইটী হংসপোতক সূর্য্যের সহিত ধাবিত হইবে, এই সঙ্কল্প করিয়া তাঁহার নিকট আপনাদের ইচ্ছা প্রকাশ করিল। মহাসত্ত্ব বলিলেন, "বৎসগণ, সূর্য্যের বড় শীঘ্রবেগ, তোমরা সূর্য্যের সহিত ধাবিত হইতে পারিবে না।" হংসপোতকদ্বয় দ্বিতীয় বার, তৃতীয়বার তাঁহার অনুমতি প্রার্থনা করিল, বোধিসত্ত্ব তৃতীয়বারও তাহাদিগকে নিষেধ করিলেন। হংসপোতকেরা আত্মবল জানিত না। তাহাদের সঙ্কল্প অটল রহিল, তাহারা মহাসত্ত্বের অজ্ঞাতসারেই সূর্য্যের সহিত ধাবিত হইবার জন্য প্রস্তুত হইল এবং একদিন অরুণোদয়ের পূর্ব্বেই যুগন্ধর পর্ব্বতের † শিখরোপরি গিয়া উপবেশন করিল। মহাসত্ত্ব তাহাদিগকে দেখিতে না পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এরা কোথায় গেল?" তিনি প্রকৃত বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া ভাবিলেন, 'এরা ত সূর্য্যের সঙ্গে ধাবিত হইতে পারিবে না, পথেই মারা যাইবে। আমি গিয়া ইহাদের প্রাণ রক্ষা করি।' ইহা স্থির করিয়া তিনিও গিয়া যুগন্ধর পর্ব্বতোপরি উপবেশন করিলেন।

এদিকে সূর্য্য উদিত হইল; হংসপোতকদ্বয় উড্ডীন হইয়া সূর্য্যের সহিত ছুটিল। মহাসত্ত্বও তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিলেন। ইহাদের মধ্যে যে কনিষ্ঠ, সে সমস্ত পূর্ব্বাহ্নকাল ছুটিল এবং শেষে ক্লান্ত হইল। তাহার বোধ হইতে লাগিল, যেন পক্ষসন্ধিদ্বয়ে অগ্নি জ্বলিতেছে। সে সঙ্কেতদ্বারা বোধিসত্ত্বকে জানাইল, "দাদা, আমার আর সাধ্য নাই।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "ভয় নাই। আমি তোমার প্রাণ রক্ষা করিতেছি।" তিনি তাহাকে

* কিলিঞ্জক—মাদুর।

† যুগন্ধর—বৌদ্ধদিগের মতে মেরু মহাগিরিকে বেষ্টন করিয়া একে একে বৃত্তাকারে সাতটী পর্ব্বত শ্রেণী আছে। এই সাতটী কুলাচল নামে অভিহিত। ইহাদের নাম যুগন্ধর, ঈশধর, করবিক, সুদর্শন, নেমিন্ধর, বিনতক, অশ্বকর্ণ। ইহাদের মধ্যে যুগন্ধর মেরুর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নিকটবর্ত্তী।

নিজের পক্ষপঞ্জরের উপর রাখিয়া আশ্বাস দিলেন, চিত্রকূটে লইয়া গিয়া হংসদিগের মধ্যে রাখিলেন, পুনর্ব্বার ধাবিত হইয়া সূর্য্যকে ধরিলেন এবং অপর হংসপোতকটীর সঙ্গে সঙ্গে উড়িতে লাগিলেন। সে প্রায় মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত সূর্য্যের সহিত সমান বেগে গিয়াছিল; কিন্তু শেষে অবসন্ন হইল, তাহারও বোধ হইল, যেন পক্ষসন্ধিবরে অগ্নি জ্বলিতেছে। তখন সেও সঙ্কেতদ্বারা বোধিসত্ত্বকে জানাইল, "দাদা, আর পারি না।" মহাসত্ত্ব তাহাকেও আশ্বাস দিয়া নিজের পক্ষপঞ্জরে স্থাপনপূর্ব্বক চিত্রকূটে গমন করিলেন। সূর্য্য তখন নভোমণ্ডলের ঠিক মধ্যস্থানে উপস্থিত হইয়াছিল। মহাসত্ত্ব স্থির করিলেন, 'আজ আমার শরীরবল পরীক্ষা করিব।' তিনি উৎপতনপূর্ব্বক একবেগে যুগন্ধর পর্ব্বতের মস্তকোপরি গিয়া বসিলেন; সেখান হইতে উৎপতন করিয়া একবেগে সূর্য্যকে ধরিলেন, এবং কখনও সূর্য্যের পুরোভাগে, কখনও পশ্চাদ্‌ভাগে, ধাবিত হইতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি ভাবিলেন, 'সূর্য্যের সঙ্গে আমার বেগ পরীক্ষা করা নিরর্থক; এ চেষ্টা কেবল অপ্রজ্ঞাজাত সঙ্কল্পের ফল; ইহাতে আমার কি প্রয়োজন? আমি বারাণসীতে বন্ধুর নিকট অর্থধর্ম্মযুক্ত কথা বলি গিয়া।' ইহা স্থির করিয়া তিনি নিবর্ত্তন করিলেন, সূর্য্য নভোমধ্যবিন্দু অতিক্রম করিবার পূর্ব্বেই সমস্ত চক্রবালের * একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত পর্য্যন্ত পরিভ্রমণপূর্ব্বক বেগ হ্রাস করিলেন, এবং সেই ক্ষীণবেগেই জম্বুদ্বীপের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত গিয়া বারাণসীতে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মন্দবেগেরই এত পরিমাণ যে, তখনও বোধ হইতে লাগিল দ্বাদশ যোজন বিস্তীর্ণ বারাণসীনগরী হংসদ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। আকাশে কুত্রাপি একটী ছিদ্র আছে বলিয়া মনে হইল না। অতঃপর তিনি যথা ক্রমে বেগ কমাইতে লাগিলেন, তখন আকাশে ছিদ্র দেখা যাইতে লাগিল। পরিশেষে মহাসত্ত্ব বেগসংবরণপূর্ব্বক আকাশ হইতে অবতরণ করিলেন, এবং একটা বাতায়নের অভিমুখে অবস্থিত হইলেন। "আমার বন্ধু আসিয়াছেন" বলিয়া রাজা মহা আনন্দ লাভ করিলেন তাঁহার উপবেশনের জন্য কাঞ্চনপীঠ আনয়ন করাইলেন, এবং "মিত্র, আসন গ্রহণ কর" বলিয়া প্রথম গাথা বলিলেন:—

> ১। কর, সখে, এই আসন গ্রহণ; সুখী' হই তব পেয়ে দরশন।
> তোমার(ই) এ রাজ্য—এসেছ হেথায়; বল ত কি দিয়া তুষিব তোমায়?

মহাসত্ত্ব কাঞ্চনপীঠে উপবেশন করিলেন। রাজা তাঁহার পক্ষান্তরে শতপাক, সহস্রপাক ইত্যাদি নানাবিধ তৈল মর্দ্দন করিলেন, তাঁহার ভোজনের নিমিত্ত সুবর্ণ পাত্রে ‡ মধুমিশ্রিত লাজ এবং শর্করোদক দেওয়াইলেন এবং মধুর বাক্যে অভ্যর্থনাপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "বন্ধু, তুমি একাকী আসিয়াছ কেন? তুমি এখন কোথা হইতে আসিতেছ?" মহাসত্ত্ব সমস্ত ঘটনা বলিলেন। তখন রাজা বলিলেন, "বন্ধু, সূর্য্যের সহিত যে বেগ-প্রতিযোগিতা

---

* চক্রবাল—বৌদ্ধমতে এক একটী চক্রবাল এক একটী সৌরজগতের স্থানীয়। মধ্যভাগে মেরু; তাহার চতুর্দ্দিকে একে একে সাতটী পর্ব্বতরাজি; তাহার পর উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও পশ্চিম এই চারিদিকে চারি মহাদেশ। এই সমস্তকে বেষ্টন করিয়া চক্রবাল পর্ব্বত। বিশ্বে এইরূপ অসংখ্য চক্রবাল আছে। চক্রবালগুলি জলাবৃত বলিয়া কল্পিত।

† দ্রুত-ধাবনবশতঃ অঙ্গে যে ব্যথা হইয়াছিল, তাহার উপশমার্থ এই সকল তৈল ব্যবহৃত হইয়াছিল। কবিরাজী তৈল নানাবিধ ভৈষজ্যের সহিত পুনঃ পুনঃ পাক করা হয়। মহাভারতেও শতপাক তৈলের উল্লেখ আছে।

‡ মূলে 'ভট্টকে' আছে। ভট্টক—টাট বা থালা।

করিলে, তাহা একবার আমায় দেখাইতে হইবে।" "মহারাজ, সে বেগ-দেখাইবার সাধ্য নাই।" "না থাকে ত তাহার সদৃশ কিছু দেখাও।" "বেশ, মহারাজ, তাহার সদৃশ কিছু দেখাইতেছি। আপনি আকর্ণবেধী ধনুর্দ্ধরদিগকে আসিতে বলুন।" রাজা ধনুর্দ্ধরদিগকে আনাইলেন। মহাসত্ত্ব তাহাদের মধ্যে চারিজনকে লইয়া রাজভবন হইতে অবতরণ করিলেন, রাজাঙ্গণের এক অংশ খনন করাইয়া সেখানে একটী শিলাস্তম্ভ বসাইলেন, নিজের গলদেশে একটা ঘণ্টা বান্ধাইলেন, নিজে ঐ স্তম্ভের মস্তকোপরি বসিলেন, নিকটে ধনুর্দ্ধর চারিজনকে চারিদিকে মুখ করিয়া দাঁড় করাইলেন, এবং বলিলেন, "এই চারি ব্যক্তি যুগপৎ চারিটী শর নিক্ষেপ করুক। ঐ সকল শর ভূতলে পতিত হইবার পূর্ব্বেই আমি সেগুলি আনয়ন করিয়া ইহাদের পাদমূলে ফেলিয়া দিব, আমি যে শরাহরণার্থ গিয়াছি, তাহা কেবল আমার গলঘণ্টার শব্দেই বুঝিতে পারিবেন, আমাকে কিন্তু তখন দেখিতে পাইবেন না।"

ধনুর্দ্ধরেরা যুগপৎ শর নিক্ষেপ করিল, মহাসত্ত্ব সেগুলি আহরণ করিয়া তাহাদের পাদমূলে ফেলিলেন, লোকে দেখিতে পাইল,তিনি শিলাস্তম্ভেই বসিয়া আছেন (অর্থাৎ তিনি কখন গেলেন, কখন ফিরিলেন, তাহা কেহ দেখিতে পাইল না)। তিনি বলিলেন, "মহারাজ, আমার বেগ দেখিলেন ত। কিন্তু মহারাজ, ইহা আমার উত্তম বেগ নয়, মধ্যম বেগও নয়, ইহা আমার মন্দ হইতেও মন্দতর বেগ।" ইহা শুনিয়া রাজা জিজ্ঞাসিলেন "বন্ধু, তোমার বেগ হইতেও শীঘ্রতর অন্য কোন বেগ আছে কি।" মহাসত্ত্ব উত্তর দিলেন, "আছে বৈ কি, মহারাজ। প্রাণীদিগের আয়ুঃসংস্কার আমার উত্তম বেগ হইতেও শতগুণে, সহস্রগুণে, শতসহস্রগুণে শীঘ্রতর হইয়া ক্ষয় পাইতেছে, ছিন্ন ভিন্ন হইতেছে, লয় পাইতেছে। অনুক্ষণ যে রূপধর্ম্ম (অর্থাৎ পরিদৃশ্যমান জীবদেহ) ক্ষয় পাইতেছে, মহাসত্ত্ব এইরূপে রাজাকে তাহা বুঝাইয়া দিলেন। তাঁহার কথায় রাজা মরণভয়ে এত ভীত হইলেন যে, তিনি সংজ্ঞা রক্ষা করিতে না পারিয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন। ইহা দেখিয়া সমবেত সমস্ত লোকে অতিমাত্র ত্রস্ত হইল,তাহারা রাজার মুখে জল প্রক্ষেপ করিয়া তাঁহার মোহাপনোদন করিল। তখন মহাসত্ত্ব বলিলেন, "মহারাজ, ভয় পাইবেন না, কিন্তু মরণের কথা যেন মনে থাকে। ধর্ম্মপথে বিচরণ করুন, দানাদি পুণ্য কর্ম্মে রত হউন, অপ্রমত্তভাবে থাকুন।" রাজা বলিলেন, "প্রভু, আমি ভবাদৃশ জ্ঞানসম্পন্ন আচার্য্য বিনা থাকিতে পারিব না; আপনি চিত্রকূট পর্ব্বতে না গিয়া এখানেই অবস্থিতি করুন এবং আমার আচার্য্য হইয়া আমাকে ধর্ম্ম শিক্ষা ও সদুপদেশ দিন।" এই প্রার্থনা করিবার কালে রাজা দুইটী গাথা বলিলেন :—

২। জন্মে প্রেম কারো প্রতি শুনি তার গুণের কীর্ত্তন,
হয় প্রেম অন্তর্হিত কভু কা'রে করিলে দর্শন।
অতি প্রিয় তুমি মোর উভয়তঃ—দর্শনে, শ্রবণে,
কর তুষ্ট মোরে, সখে, সদা তব দরশনদানে।

৩। শুনি তব গুণকথা হয়েছিল প্রীতি উৎপাদন।
গাঢ়তর হ'ল প্রীতি যবে তোমা করিনু দর্শন।
হে প্রিয়দর্শন, আমি মাগি এই করিয়া মিনতি,
কৃতার্থ আমায় কর, এই স্থানে করিয়া বসতি।

বোধিসত্ত্ব বলিলেন :—

৪। মিত্র যদি করি বাস তোমার আগারে, যদিই বা পূজ তুমি বিবিধ সৎকারে,
কি বিশ্বাস, মহারাজ, মত্ত অবস্থায় বলিবে না কভু তুমি, মাংসের আশায়,
'কাটি দিয়া হংসটারে, করিয়া রন্ধন আন তার মাংস, আমি করিব ভক্ষণ।'

রাজা বলিলেন, "আপনার যদি এই আশঙ্কা হয়, তাহা হইলে আমি মদ্যপান করিব না।"
তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন,

৫। কিন্তু সেই মদ্যপানে, তোমা হইতে প্রিয়তর ভাবিব যা' মনে;
স্পর্শ না করিব কদা, যতদিন রবে, সখে, আমার ভবনে।

ইহার পর বোধিসত্ত্ব ছয়টী গাথা বলিলেন :—

৬। শৃগাল-শকুনে করে যে বিরাব
সহজে তাহার মর্ম্ম বুঝা যায়,
কিন্তু, মহারাজ, লোকের কথার
কি যে অর্থ তাহা বুঝা বড় দায়।

৭। ইনি জ্ঞাতি, মিত্র, কিংবা সখা মোর,
বলে লোকে যবে প্রীত থাকে মন,
সেই মিত্র শেষে হয় কালবশে
নিতান্ত অপ্রিয়, শত্রুতাভাজন।

৮। দূরস্থ যে মিত্র, সেও আছে কাছে
বিরাজে সে সদা হৃদয়মাঝারে।
আছে বসি কাছে, তবু সে দূরস্থ,
মন যদি কভু নাহি চায় তারে।

৯। ভালবাসি যারে, ভূপ, সাগরের পারে যদি থাকে সেই জন।
মনের মন্দিরমাঝে তথাপি সতত তার পাই দরশন,
মন নাহি চায় যারে, সে যদি সতত করে একগৃহে বাস।
তথাপি সাগরপারে রয়েছে সে, এই যেন জনমে বিশ্বাস।

১০। নিকটস্থ শত্রুগণ মন হ'তে আছে দূরে তব, রথিবর,
দূরস্থ পণ্ডিতগণ হৃদয়মাঝারে স্থান পান নিরন্তর।

১১। প্রিয়ও অপ্রিয় হয় একসঙ্গে দীর্ঘকাল বসতি করিয়া,
না হ'তে অপ্রিয় তব, করি প্রিয় সম্ভাষণ যাইব চলিয়া।

তখন রাজা বলিলেন :—

১২। আমরা সেবক সবে করিতেছি অনুরোধ যুড়ি দুই কর,
একান্ত উপেক্ষি ইহা করিবে প্রস্থান যদি, ওহে হংসবর,
মাগি ভিক্ষা, পুনঃ, যেন, দেখা দিয়া ক'রো সুখী আমার অন্তর।

বোধিসত্ত্ব বলিলেন :—

১৩। ধর্ম্মে যদি থাকে মতি তোমার আমার, না ঘটে যদ্যপি কোন বিঘ্ন দোঁহাকার,
হ'তে পারে, কিছু দিন পরে পুনর্ব্বার পাবে মোর দেখা তুমি, ওহে নরেশ্বর।

মহাসত্ত্ব রাজাকে এইরূপ উপদেশ দিয়া চিত্রকূটে গমন করিলেন।

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, পূর্ব্বে তির্য্যগ্‌যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াও আমি এইরূপে আয়ুঃসংস্কারসমূহের দুর্ব্বলতা প্রদর্শনপূর্ব্বক ধর্ম্ম দেশন করিয়াছিলাম।"

সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন সেই রাজা; মৌদ্গল্যায়ন ছিলেন সেই কনিষ্ঠ হংসপোতক, সারিপুত্র ছিলেন সেই মধ্যম হংসপোতক, বুদ্ধশিষ্যেরা ছিলেন অন্যান্য হংস এবং আমি ছিলাম সেই জবন হংস।]

৪৭৭—খুল্লনারদ-জাতক

[এক প্রাকৃত কুমারী * জনৈক ভিক্ষুকে প্রলুব্ধ করিয়াছিল, তদুপলক্ষ্যে শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এই কথা বলিয়াছিলেন।

শ্রাবস্তীবাসী কোন গৃহস্থ-পরিবারে একটী সুলক্ষণা ষোড়শবর্ষবয়স্কা কুমারী ছিল, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহই তাহাকে বিবাহ করিতে চায় নাই। এক দিন তাহার মাতা ভাবিলেন, 'লোকে যেমন চার দেখিয়া মাছ ধরে, আমিও তেমনি এই মেয়েটাকে দিয়া শাক্যবংশীয় কোন ভিক্ষুকে প্রলুব্ধ করিব, এবং তাহাকে প্রব্রজ্যা ছাড়াইয়া তাহারই উপার্জ্জনে জীবিকা নির্ব্বাহ করিব।'

ঐ সময়ে শ্রাবস্তীবাসী কোন ভদ্রবংশের এক যুবক বুদ্ধশাসনে শ্রদ্ধান্বিত হইয়া প্রব্রজ্যা লইয়াছিলেন। কিন্তু উপসম্পদালাভের পর হইতেই তিনি শিক্ষার ইচ্ছা পরিহার-পূর্ব্বক আলস্যে ও শরীরের বেশবিন্যাসে নিরত হইয়াছিলেন। একদিন ঐ বৃদ্ধা উপাসিকা গৃহে যাগূ, খাদ্য ও ভোজ্য প্রস্তুত করিলেন, এবং যে সকল ভিক্ষু রাস্তা দিয়া যাইতেছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কাহাকেও আহারের লোভ দেখাইয়া বশ করা যায় কি না, দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া পথের দিকে তাহা লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। ত্রিপিটকজ্ঞ, অভিধর্ম্মবিশারদ ও বিনয়ধর কত ভিক্ষু চলিয়া গেলেন; কিন্তু তিনি তাঁহাদের মধ্যে কোন প্রলোভনের পাত্র দেখিতে পাইলেন না। তাঁহাদের পশ্চাতে মধুর-ধর্ম্মকথক কত শত পিণ্ডপাতিক বাতবিচ্ছিন্ন মেঘখণ্ডবৎ চলিয়া গেলেন, তাঁহাদের মধ্যেও উপাসিকার ইপ্সিত কাহাকেও দেখা গেল না। পরিশেষে তিনি দেখিতে পাইলেন, এক ব্যক্তি যাইতেছেন, যাহার চক্ষু দুইটীর বহির্ভাগ কজ্জলরঞ্জিত ও কেশ সুবিন্যস্ত, যাঁহার অন্তর্ব্বাস অতি সূক্ষ্ম এবং বহির্ব্বাস ঘট্টিত † ও সুবিমল, যাঁহার হস্তে মণিবর্ণ ভিক্ষাপাত্র এবং মস্তকে মনোহর ছত্র। তাঁহাকে আসিতে দেখিয়াই উপাসিকা বলিলেন, "এইবার শিকার মিলিয়াছে।" তিনি এই ভিক্ষুকে প্রণাম করিয়া তাঁহার হস্ত হইতে পাত্র গ্রহণ করিলেন, "আসুন, ভদন্ত" বলিয়া তাঁহাকে গৃহের অভ্যন্তরে লইয়া গেলেন, আসনে বসাইয়া যাগূভক্তাদি পরিবেশণ করিলেন এবং তাঁহার আহার শেষ হইলে বলিলেন, "ভদন্ত, এখন হইতে আপনি দয়া করিয়া প্রতিদিনই এখানে আসিবেন।" ভিক্ষু তাহাই করিতে লাগিলেন, এবং তখন হইতে নিত্য উপাসিকার ভবনে গিয়া তাঁহাদের বিশ্বাসভাজন হইলেন। ইহার পর এক দিন বৃদ্ধা উপাসিকা ঐ ভিক্ষুর শ্রবণপথে অবস্থিত হইয়া বলিলেন, "এই বাড়ীতে পরিভোগের দ্রব্য যথেষ্ট আছে; কিন্তু গৃহস্থালী চালাইবার জন্য পুত্রও নাই, জামাতাও নাই।" ইহা শুনিয়া ভিক্ষু প্রথমে ভাবিলেন, উপাসিকা এরূপ বলিতেছেন কেন? কিন্তু পরক্ষণেই যেন তিনি হৃদয়ে বিদ্ধবৎ হইলেন। ‡ উপাসিকা কন্যাকে বলিলেন, "এই লোকটাকে লোভ দেখাইয়া বশ কর।" এই আদেশ পাইয়া কন্যাটী অলঙ্কার পরিয়া ও বেশ বিন্যাস করিয়া স্ত্রীজাতিসুলভ কূটবিলাসে সেই ভিক্ষুকে লোভ দেখাইতে লাগিল। ['স্থূলা কুমারিকা' বলিলে স্থূলাঙ্গী বুঝায় না, যে পঞ্চবিধ কামগুণে § অনুরক্তা বা পূর্ণা, তাহাকেই স্থূলা কুমারিকা বলা যায়]। নবীন ভিক্ষু কামপরবশ হইয়া ভাবিলেন, আমি আর এখন বুদ্ধশাসনে থাকিতে পারিব না। তিনি বিহারে গিয়া পাত্রচীবর ত্যাগ করিলেন এবং তাঁহার আচার্য্য ও উপাধ্যায়কে বলিলেন, 'আমি উৎকণ্ঠিত হইয়াছি।" তাঁহারা এই ব্যক্তিকে শাস্তার নিকটে লইয়া নিবেদন করিলেন, 'ভদন্ত, এই ভিক্ষু উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন, বলিতেছেন।" শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, "কিহে, তুমি কি প্রকৃতই উৎকণ্ঠিত হইয়াছ?" ভিক্ষু উত্তর দিলেন, 'হাঁ, ভদন্ত।" "কে তোমায় উৎকণ্ঠিত করিল?" "এক কুমারী।" "দেখ, ভিক্ষু, পূর্ব্বেও, তুমি যখন অরণ্যে বাস করিতে, তখন এই রমণী তোমার ব্রহ্মচর্য্যের অন্তরায় হইয়া মহা অনর্থ ঘটাইয়াছিল। তুমি আবার ইহার জন্য কেন উৎকণ্ঠিত হইলে?" অনন্তর তিনি ভিক্ষুর অনুরোধে সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব কোন মহাঢ্য ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক শিক্ষাসমাপনানন্তর গৃহস্থধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। অনন্তর তাঁহার ভার্য্যা যখন

---

* মূলে 'থুল্ল-কুমারিকা' আছে। থুল্ল = স্থূলাঙ্গী; কিন্তু পরে দেখা যাইবে এই পদটী এখানে বিশিষ্ট অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে।

† 'ঘট্টিত' বলিলে ইস্ত্রি করা বুঝাইবে কি? অথবা, পিলা দিয়া মাজা?

‡ অর্থাৎ তাঁহার মন বৃদ্ধার সম্পত্তি ও কন্যার দিকে আকৃষ্ট হইল।

§ পঞ্চবিধ কামগুণ অর্থাৎ পঞ্চেন্দ্রিয়জাত সুখ।

একটী পুত্র প্রসব করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন, তখন তিনি ভাবিলেন, "মৃত্যু আমার প্রেয়সী ভার্য্যার সম্বন্ধে যেমন লজ্জা পায় নাই, আমার সম্বন্ধেও সেই রূপ লজ্জা পাইবে না। (অর্থাৎ আমাকেও মৃত্যুগ্রাসে পড়িতে হইবে)। অতএব গৃহে থাকিবার প্রয়োজন কি? আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব।' ইহা স্থির করিয়া তিনি বিষয়বাসনা পরিহারপূর্ব্বক পুত্রটীকে সঙ্গে লইয়া হিমালয়ে প্রবেশ করিলেন, তাহারই সহিত ঋষিপ্রব্রজ্যা অবলম্বন করিলেন, এবং ধ্যানাভিজ্ঞা লাভ করিয়া বন্যফলমূলাহারে অরণ্যে বাস করিতে লাগিলেন।

ঐ সময়ে একদিন প্রত্যন্তবাসী দস্যুরা জনপদে প্রবেশ করিয়া কোন গ্রাম লুণ্ঠন করিয়াছিল, এবং অনেক বন্দী গ্রহণপূর্ব্বক তাহাদিগের দ্বারা লুণ্ঠনলব্ধ দ্রব্য বহন করাইয়া প্রত্যন্ত প্রদেশে ফিরিয়া গিয়াছিল। ঐ বন্দীদিগের মধ্যে এক সুন্দরী ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিমতী কুমারী ছিল। সে ভাবিল, 'এই দস্যুরা আমাদিগকে লইয়া দাসীর কাজ করাইবে। দেখা যাউক, কোন একটা উপায়ে পলায়ন করা যায় কি না।' সে একজন দস্যুকে বলিল, "প্রভু, শরীরকৃত্য করিতে হইবে। আমাকে অল্পক্ষণের জন্য ছাড়িয়া দিন।" দস্যুকে এইরূপে বঞ্চনা করিয়া সে পলাইয়া গেল, এবং বনে বিচরণ করিতে করিতে পূর্ব্বাহ্ণের সময় বোধিসত্ত্বের আশ্রমে উপস্থিত হইল। বোধিসত্ত্ব তখন পুত্রকে আশ্রমে রাখিয়া বন্যকাষ্ঠাদি আহরণ করিবার জন্য নিজে বাহিরে গিয়াছিলেন। কুমারী এই সুযোগে তাপসকুমারকে কামরসে প্রলুব্ধ করিল, শীল ধ্বংস করিয়া তাঁহাকে নিজের বশে আনিল, এবং বলিল, "বনে থাকিয়া কি ফল পাও? চল, গ্রামে গিয়া বাস করি; সেখানে রূপাদি কাম্যপদার্থ সহজে পাওয়া যায়।" তাপসকুমার বলিলেন, "তুমি উত্তম প্রস্তাব করিয়াছ, আমার পিতা বন্যফল আহরণ করিবার জন্য বনে গিয়াছেন, তাঁহাকে ফিরিতে দাও; তাঁহাকে দেখিয়া আমরা দুইজনেই এক সঙ্গে যাইব।" কুমারী ভাবিল, 'এ নিতান্ত ছেলেমানুষ, কিছুই বুঝে না; ইহার পিতা, বোধ হয়, বৃদ্ধবয়সে প্রব্রজ্যা লইয়াছেন। তিনি আসিয়াই আমাকে বলিবেন, তুই এখানে কি করিতেছিস্? তিনি আমাকে প্রহার করিবেন, এবং পা ধরিয়া টানিতে টানিতে বনের মধ্যে ফেলিয়া দিবেন। অতএব তাঁহার ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বেই আমি পলায়ন করিব।' ইহা স্থির করিয়া সে বলিল, "আমি আগে রওনা হই, তুমি পিছনে আসিবে।" অনন্তর সে তাপসকুমারকে পথের সঙ্কেত বুঝাইয়া দিয়া প্রস্থান করিল।

কুমারী চলিয়া গেলে তাপসকুমার নিতান্ত বিষণ্ণ হইলেন, তিনি পূর্ব্বে যে সকল নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পাদন করিতেন, আজ তাহার কিছুই করিলেন না। তিনি আপাদমস্তক বস্ত্রে আবৃত করিয়া পর্ণশালার ভিতরে শুইয়া রহিলেন, এবং কুমারীর বিরহযন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলেন।

এ দিকে মহাসত্ত্ব বন্যফলাদি লইয়া ফিরিবার পথে কুমারীর পদচিহ্ন দেখিয়া ভাবিলেন, "এ ত দেখিতেছি স্ত্রীলোকের পায়ের দাগ। হয় ত আমার পুত্রের চরিত্র কলুষিত হইয়াছে। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি পর্ণশালায় প্রবেশ করিলেন, এবং ফলের ভার নামাইয়া পুত্রকে নিম্নলিখিত প্রথম গাথায় জিজ্ঞাসা করিলেন:

১। চেরা নাই কাঠ, আনা নাই জল,
জ্বাল নাই তুমি আগুন এখন(ও),
রয়েছে শুইয়া—মুখ চুণ করি
বোকাটীর মত, বল কি কারণ।

পিতার কথা শুনিয়া তাপসকুমার শয্যা হইতে উঠিলেন এবং পিতাকে প্রণাম করিয়া, অরণ্যবাসে ইচ্ছা নাই, ইহা প্রকাশ করিবার জন্য, দুইটী গাথা বলিলেন:—

২। কাশ্যপ, জনক মোর, করি নিবেদন, থাকিতে এ বনে আর নাহি চায় মন।
বনবাসে দুঃখ বড়, জনপদে যাব, গিয়া সেথা, শুনিয়াছি, নানা সুখ পাব।

৩। এ আশ্রম ত্যজি যবে করিব গমন,
কি ভাবে চলিতে হবে জনপদে গিয়া—
জনপদবাসীদের চরিত্র কেমন,
দয়া করি, পিতঃ, মোরে দাও বুঝাইয়া।

মহাসত্ত্ব বলিলেন, "বেশ কথা, বৎস। আমি তোমাকে দেশচারিত্র বুঝাইতেছি।

৪। এই বন, এই বন্য ফলমূল সব— ত্যজি যদি রাজ্যে যেতে ইচ্ছা হয় তব,
জনপদধর্ম, বৎস, শুন দিয়া মন, পালি যাহা নিরাপদে যাপিবে জীবন।

৫। সেবিবে না বিষ কভু, ত্যজিবে প্রপাত, বসিবে না পঙ্ক মধ্যে কভু তুমি, তাত,
আশীবিষ রবে যেথা, গিয়া হেন স্থানে সতত থাকিবে তুমি অতি সাবধানে।"

মহাসত্ত্ব অতিসংক্ষেপে এই উপদেশ দিলেন, তাঁহার পুত্র ইহার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন,

৬। ব্রহ্মচারী যেই জন, তার পক্ষে, পিতঃ, বিষ কি? প্রপাত বলি কি বা অভিহিত?
কি পঙ্ক? কি আশীবিষ? শুধাই তোমায়; বুঝাইয়া দাও মোরে; পড়ি তব পায়।

তখন মহাসত্ত্ব নিম্নলিখিত গাথাগুলিদ্বারা অর্থ ব্যাখ্যা করিলেন:—

৭। মনোজ্ঞ, সুরভি, অতি সুন্দরবরণ, সুপেয়—আস্বাদ যার মধুর মতন,
আসব বা সুরা নামে লোকে পরিচিত, ব্রহ্মচারি-পক্ষে তাহা বড়ই গর্হিত।
এ কারণ বিষ তারে বলে আর্য্যগণ, ত্যজিবে, নারদ, * তাহা তুমি সর্ব্বক্ষণ।

৮। ভুলায় প্রমদাগণ মানবের মন, বিলাসবিভ্রমে করে চিত্ত সম্মোহন।
শিমুলের ফল ফাটি পড়িলে ভূতলে তুলা যথা বায়ুবেগে উড়ি যায় চলে,
তেমতি তরলমতি যুবকের চিত্ত নারীরা যুবকে হয় সদা প্রতারিত
প্রপাত ইহাই, বৎস, জানিবে নিশ্চয়, ইহাতেই ঘটে ব্রহ্মচর্য্যের বিলয়।

৯। লাভ, যশঃ, মান, সমাদর সব ঠাঁই,— পঙ্কে আর এ সকলে ভেদ কিছু নাই;
পড়িলে এ পঙ্কে, বৎস, জানিবে নিশ্চয়, বাড়ে লোভ, ক্রমে হয় ব্রহ্মচর্য্য ক্ষয়।

১০। সশস্ত্র নরেন্দ্র কত এই মহীতলে আছেন দোর্দ্দণ্ড তাঁরা প্রতাপের বলে।
১১। ঈদৃশ ঐশ্বর্য্যশালী জনের সেবায়, মন যেন কভু, বৎস, তোমার না ধায়।
আশীবিষ-সম এঁরা, সতত বর্জ্জন সংসর্গ এঁদের করে ব্রহ্মচারিগণ।

১২। যে গৃহে প্রথমে, বৎস ভোজন আশায় উপস্থিত হবে তুমি ভোজন বেলায়,
না থাকিলে সেথা কোন দোষের কারণ, সেখানেই করিবে ভোজন সম্পাদন।

১৩। অন্নপান তবে যবে অন্যের আলয়ে প্রবেশিবে তুমি, বৎস, ক্ষুধাতুর হয়ে,
নতমুখে মিতভাবে করিবে আহার, ললনার দিকে দৃষ্টি করি পরিহার।

১৪। পরচর্চ্চা, মদ্যপান, সংসর্গ ধূর্ত্তের, রাজসভা, আর গৃহ সুবর্ণকারের,
দূর হ'তে এ সকল ত্যজিবে সতত, ত্যজে তৈলবাহী যথা দুর্ব্বিষম পথ।

পিতার এই সকল কথা শুনিতে শুনিতে মাণবকের চৈতন্যোদয় হইল, তিনি বলিলেন, "বাবা, আমার লোকসমাজে যাইবার প্রয়োজন নাই।" তখন মহাসত্ত্ব তাঁহাকে মৈত্রীভাবনা শিক্ষা দিলেন। তিনি সেই উপদেশ পালন করিয়া অচিরে ধ্যানবল ও অভিজ্ঞা লাভ করিলেন। অনন্তর পিতাপুত্র উভয়েই ধ্যানবল অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ব্রহ্মলোকপরায়ণ হইলেন।

[সমবধান—তখন এই প্রাকৃত কুমারী ছিল সেই কুমারী, এই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু ছিল সেই তাপসকুমার এবং আমি ছিলাম তাহার পিতা।]

---

* এই জাতকে তাপসের নাম কাশ্যপ এবং তাঁহার পুত্রের নাম নারদ।

৪৭৮—দূত-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি-কালে নিজের প্রজ্ঞাপ্রশংসার সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। "দেখ, ভাই, দশবলের কি অসাধারণ উপায়কুশলতা। তিনি কুলপুত্র নন্দকে অপ্সরাগণ দেখাইয়া তাঁহাকে অর্হত্ত্ব দিয়াছেন,* ক্ষুল্লপন্থককে বস্ত্রখণ্ড দিয়া প্রতিসম্ভিদা ও অর্হত্ত্ব দিয়াছেন †, কর্ম্মকারপুত্রকে একটী পদ্ম দেখাইয়া অর্হত্ত্ব দিয়াছেন ‡; এরূপ কত উপায়ে তিনি জীবের শিক্ষাবিধান করিতেছেন"—ভিক্ষুরা এই রূপ বলাবলি করিতেছিলেন, এমন সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, তথাগত যে কেবল এখনই এরূপ উপায়জ্ঞ ও উপায়কুশল হইয়াছেন, এমন নহে, পূর্ব্বেও তিনি উপায়কুশল ছিলেন। অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে একদা জনপদ স্বর্ণহীন হইয়াছিল। ব্রহ্মদত্ত জনপদ পীড়ন করিয়া সমস্ত ধন নিজে সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন। ঐ সময়ে বোধিসত্ত্ব কাশী-গ্রামে এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া বয়ঃপ্রাপ্তির পর তক্ষশিলায় গমন করিয়াছিলেন এবং "পরে যথাধর্ম্ম ভিক্ষাচর্য্যা দ্বারা আচার্য্যের জন্য দক্ষিণা আনয়ন করিব", ইহা বলিয়া শিক্ষার্থী হইয়াছিলেন। তিনি একাগ্রচিত্তে শিক্ষা সমাপ্ত করিলেন এবং আচার্য্যের নিকট বিদায় লইবার কালে বলিয়া গেলেন, "গুরুদেব, আমি আপনার প্রাপ্য দক্ষিণা আহরণ করিব।" তিনি জনপদে বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং যথাধর্ম্ম ভিক্ষা করিয়া বহু কষ্টে সপ্ত নিষ্ক § লাভ করিলেন। তিনি আচার্য্যকে উহাই দিবার জন্য যাত্রা করিলেন এবং পথিমধ্যে গঙ্গা পার হইবার জন্য নৌকায় আরোহণ করিলেন। নৌকাখানি যখন তরঙ্গের আঘাতে দুলিতে গিল, ব্রাহ্মণের স্বর্ণ তখন নদীগর্ভে পড়িয়া গেল। ব্রাহ্মণ ভাবিলেন, 'এই জনপদে স্বর্ণ বড়ই দুর্লভ; আচার্য্যের জন্য ভিক্ষা করিয়া আবার দক্ষিণা সংগ্রহ করা বহুবিলম্ব-সাধ্য। অতএব এই গঙ্গাতীরেই অনাহারে অবস্থান করা যাউক। আমি যে অনাহারে থাকিব, ক্রমে এ কথা রাজার কর্ণগোচর হইবে। রাজা আমার নিকট অমাত্যদিগকে পাঠাইবেন। কিন্তু আমি তাহাদের সহিত কোন আলাপ করিব না। তাহার পর রাজা নিজেই আসিবেন। এই উপায়ে আমি আচার্য্যের দক্ষিণা লাভ করিব।' মনে মনে এই সঙ্কল্প করিয়া ব্রাহ্মণ উত্তরীয় দ্বারা শরীর আচ্ছাদিত করিলেন এবং যজ্ঞসূত্রটী বাহির করিয়া গঙ্গা-তীরে রজতশুভ্র সৈকত ভূমিতে স্বর্ণপ্রতিমার ন্যায় আসীন হইলেন। তাঁহাকে অনশনে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বহুলোকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "আপনি এরূপ করিতেছেন কেন?" কিন্তু তিনি কাহাকেও কোন উত্তর দিলেন না। পরদিন দ্বারগ্রামবাসীরা ¶ তাঁহার তদবস্থায় অবস্থিতির কথা শুনিয়া সেখানে উপস্থিত হইল এবং ঐ রূপ প্রশ্ন করিল। কিন্তু তিনি তাহাদিগকেও কোন উত্তর দিলেন না। দ্বারগ্রামবাসীরা তাঁহার অনাহার ক্লেশ লক্ষ্য করিয়া পরিদেবন করিতে করিতে ফিরিয়া গেল। তৃতীয় দিবসে নগরবাসীরা সেখানে সমবেত হইল, চতুর্থ দিবসে নগরের প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা, পঞ্চম দিবসে রাজপুরুষ-গণ আসিলেন, ষষ্ঠ দিবসে রাজা অমাত্যদিগকে প্রেরণ করিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ তাঁহা-

---

* নন্দের সম্বন্ধে দ্বিতীয় খণ্ডে সংগ্রামাবচর জাতকের (১৮২) বর্ত্তমান বস্তু দ্রষ্টব্য।

† ক্ষুল্লপন্থক অর্হত্ত্বপ্রাপ্তি প্রথমখণ্ডে ক্ষুল্লকশ্রেষ্ঠি-জাতকের (৪) বর্ত্তমান বস্তুতে বর্ণিত আছে। প্রতি সম্ভিদা শব্দটীর ব্যাখ্যা দ্বিতীয় খণ্ডে ৯০ম পৃষ্ঠের পাদটীকায় প্রদত্ত হইয়াছে।

‡ কর্ম্মকারপুত্রের অর্হত্ত্বলাভের ইতিবৃত্ত আমি কোথাও দেখিতে পাইলাম না।

§ এক নিষ্ক=৩২০ রতি পরিমিত স্বর্ণ। ২য় খণ্ডের ২৮/০ পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য।

¶ অর্থাৎ যাহারা নগরের দ্বারে বা উপকণ্ঠে বাস করে।

দিগকেও কিছু বলিলেন না। ইহাতে ভয় পাইয়া সপ্তম দিনে রাজা নিজেই দেখা দিলেন এবং প্রথম গাথায় প্রশ্ন করিলেন :—

১। ধ্যানে নিমগ্ন রয়েছ, ব্রাহ্মণ,
গঙ্গাতীরে, শুনি পাঠাইনু দূত ,
জিজ্ঞাসিল তারা উদ্দেশ্য তোমার,
বলিলে না কিছু, এ বড় অদ্ভুত।
কি দুঃখে তোমার অনশন-ব্রত ?
কেন এত ক্লেশ রয়েছ সহিয়া ?
এতই কি গুরু দুঃখের কারণ,
নিজ মনে যাহা রাখিবে পুষিয়া ?

মহাসত্ত্ব যখন রাজার এই কথা শুনিলেন, তখন বলিলেন, "মহারাজ, যিনি দুঃখ হরণ করিতে পারেন, তাঁহারই নিকট দুঃখ প্রকাশ করা উচিত , অন্যের নিকট নহে।" অনন্তর তিনি সাতটী গাথা বলিলেন :—

২। ঘটে যদি তব দুঃখের কারণ,
ওহে কাশীপতি, বলো না কখন
সে জনের কাছে, নাই সাধ্য যার
করিতে মোচন দুর্দ্দশা তোমার।
৩। যথাধর্ম্ম যেই করে প্রতিকার
অণুমাত্র, শুনি কাহিনী তোমার,
বল তারে তুমি অকুণ্ঠিত মনে,
হয়েছে তোমার দুঃখ কি কারণে।
৪। পাখীর কাকলি, শৃগালের রব,
সহজে বুঝিতে পারি এই সব ;
মানুষের বাণী কিন্তু, কাশীপতি,
ক জনার আছে বুঝিতে শকতি ?
৫। ইনি জ্ঞাতি, মিত্র, ইনি সখা মোর,
প্রীতিবশে ইহা বলে কত জন।
বৈরভাব কিন্তু জন্মে অতি ঘোর
টুটে যবে সেই প্রীতির বন্ধন। *

৬। না করিতে বারবার জিজ্ঞাসা যে জন অকালেই করে নিজ দুঃখের জ্ঞাপন,
আনন্দিত হয় তার অরাতির দল, মনস্তাপ পায় তার হিতৈষী সকল।
৭। পায় যদি বুদ্ধিমান্ হেন কোন জন যার সঙ্গে আছে নিজ মনের মেলন,
পণ্ডিত বিচারি কাল অর্থযুক্ত ভাবে মিষ্ট স্বরে নিজ দুঃখ তখন প্রকাশে।
৮। প্রতিকারাতীত দুঃখ কিন্তু যদি হয়, "লোকধর্ম্ম এই দুঃখ আমার নিশ্চয়"
জানি ইহা পাপভয়ে সত্যপরায়ণ সুধী করে নিজ দুঃখ একাকী বহন।

মহাসত্ত্ব এই সাতটী গাথায় রাজার নিকট ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়া, নিজে যে আচার্য্যধনার্থ বিচরণ করিতেছেন, তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত আবার চারিটী গাথা বলিলেন :

৯। কত রাজ্য, কত গ্রাম, নিগম, নগরে করিলাম ভিক্ষা গুরু-দক্ষিণার তরে ,
১০। অমাত্য, ব্রাহ্মণ, গৃহপতি, আঢ্য জন মাগি সবাকার কাছে করিনু অর্জ্জন
সপ্ত নিষ্ক স্বর্ণ আমি ; হারাইনু হায়। সেই দুঃখে, মহারাজ, বুক ফাটি যায়।

* ৪র্থ ও ৫ম গাথা জবনহংস জাতকেও (৪৭৬) দেখা যায়।

১১। দেখিনু বিচারি মনে, তব দূতগণ নারিবে করিতে মোর এ দুঃখ মোচন।
সেই হেতু তাহাদের প্রশ্নের উত্তর না দিলাম ইচ্ছা করি, শুন নরেশ্বর।

১২। তুমি কিন্তু, মহারাজ, দেখিনু ভাবিয়া,
মোচন করিতে পার এ দুঃখ আমার,
অকপটে তাই খুলি হৃদয়ের দ্বার
বলিনু দুঃখের কথা সব বিবরিয়া।

মহাসত্ত্বের ধর্ম্মসঙ্গত কথা শুনিয়া রাজা বলিলেন, "ব্রাহ্মণ, আপনি কোন চিন্তা করিবেন না। আমি আপনাকে আচার্য্য-ধন দিতেছি।" ইহা বলিয়া তিনি মহাসত্ত্বকে দ্বিগুণ ধন দান করিলেন।

এই বৃত্তান্ত সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করিবার জন্য শাস্তা শেষের গাথাটী বলিলেন :—

১৩। কাশীরাজ দিলা তাঁরে হয়ে সুপ্রসন্ন চৌদ্দ নিষ্ক পরিমিত বিশুদ্ধ সুবর্ণ।

অনন্তর মহাসত্ত্ব রাজাকে হিতোপদেশ দিয়া আচার্য্যের নিকট গমনপূর্ব্বক গুরুদক্ষিণা দান করিলেন এবং দানাদি পুণ্য কার্য্য করিতে লাগিলেন; রাজাও তাঁহার উপদেশ মত চলিয়া যথাধর্ম্ম রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন এবং উভয়েই দেহান্তে স্ব স্ব কর্ম্মানুরূপ গতি লাভ করিলেন।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও তথাগত উপায়-কুশল ছিলেন।

সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন সেই রাজা, সারিপুত্র ছিলেন সেই আচার্য্য এবং আমি ছিলাম সেই ব্রাহ্মণকুমার।]

☞ গুরুদক্ষিণাসংগ্রহের জন্য প্রাচীনকালে ছাত্রদিগকে যে কত কষ্ট ভোগ করিতে হইত, সন্দীপন-শিষ্য কৃষ্ণ ও বলরাম এবং বরতন্তুশিষ্য কৌৎসের আখ্যায়িকা হইতে তাহা বুঝিতে পারা যায়।

৪৭৯—কালিঙ্গবোধি-জাতক।

[স্থবির আনন্দ যে মহাবোধির পূজানুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তদুপলক্ষ্যে শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এই কথা বলিয়াছিলেন।

যাহারা বুদ্ধশাসনে প্রবেশ করিবার যোগ্য, তাহাদিগকে সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত তথাগত যখন জনপদে ভিক্ষাচর্য্যা করিতেছিলেন, তখন শ্রাবস্তীবাসীরা গন্ধমালাদিসহ জেতবনে প্রবেশপূর্ব্বক অন্য কোন পূজনীয় স্থান দেখিতে না পাইয়া গন্ধকুটীরদ্বারে সেই সমস্ত রাখিয়া যাইত। ইহাতেই মহা প্রমোদ হইত। অনাথপিণ্ডদ এই বৃত্তান্ত শুনিতে পাইলেন এবং শাস্তা জেতবনে প্রতিগমন করিলে স্থবির আনন্দের নিকটে গিয়া বলিলেন, "ভদন্ত, তথাগত ভিক্ষাচর্য্যার জন্য প্রক্রান্ত হইলে এই বিহার শূন্যবৎ হইয়া থাকে। লোকে গন্ধমালাদি দ্বারা পূজা করিবার জন্য কিছু পায় না। আপনি তথাগতকে এই বৃত্তান্ত বলিয়া জিজ্ঞাসা করুন যে, এখানে সকল সময়েই জনসাধারণের কোন পূজনীয় স্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভবপর কি না।" আনন্দ আগ্রহের সহিত অনাথপিণ্ডদের অনুরোধ রক্ষা করিতে অঙ্গীকার করিলেন এবং তথাগতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদন্ত, চৈত্য কয় প্রকার?" তথাগত বলিলেন, "চৈত্য তিন প্রকার।" "কি কি তিনটী, ভদন্ত?" "শারীরিক, পারিভোগিক ও উদ্দেশিক।" * "আপনার জীবদ্দশায় কোন চৈত্য নির্ম্মাণ করা যাইতে পারে কি?"

---

* শারীরিক চৈত্য—যেখানে বুদ্ধের 'ধাতু' রক্ষিত থাকে। পারিভোগিক চৈত্য—বুদ্ধ ভোগ করিয়াছেন, এমন কোন বস্তু যেখানে থাকে। উদ্দেশিক চৈত্য বলিলে, বোধ হয়, যেখানে বুদ্ধের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে এমন স্থান বুঝাইবে।

'শারীরিক চৈত্য করা যায় না, কারণ বুদ্ধদিগের পরিনির্ব্বাণ হইলেই ইহা সম্ভবপর। উদ্দেশিক চৈত্যও অবস্তুক, কারণ ইহার সহিত কেবল মনের সম্বন্ধ আছে।* বুদ্ধগণকর্ত্তৃক পরিভুক্ত মহাবোধি তাঁহাদের দেহধারণ-কালেই হউক, কিংবা পরিনির্ব্বাণের পরেই হউক, সকল সময়েই প্রকৃষ্ট চৈত্য।" "ভদন্ত, আপনি ভিক্ষাচর্য্যায় নিষ্ক্রান্ত হইলে জেতবন মহাবিহার নিতান্ত অশরণ হয়, লোকে পূজনীয় স্থান পায় না, আমি মহাবোধি হইতে বীজ আহরণ করিয়া জেতবনদ্বারে রোপণ করিব।" "বেশ কথা, আনন্দ। তুমি রোপণ কর। ইহাতে জেতবনে আমার নিয়ত বাসেরই কাজ হইবে।"

অতঃপর স্থবির আনন্দ অনাথপিণ্ডদ, বিশাখা এবং কোশলরাজকে এই কথা জানাইয়া জেতবনদ্বারে অধিরোপণার্থ একটী গর্ত্ত পরিষ্কৃত করাইলেন এবং মহামৌদ্গল্যায়নকে বলিলেন, "ভদন্ত, আমি জেতবনদ্বারে বোধি রোপণ করিব, আপনি মহাবোধি হইতে একটী ফল আনয়ন করুন।" মহামৌদ্গল্যায়ন সানন্দচিত্তে এই অনুরোধ রক্ষা করিতে স্বীকার করিলেন। তিনি আকাশমার্গে বোধিবেদিতে উপস্থিত হইলেন, বৃন্তচ্যুত একটী ফল ভূমিতে পতিত হইবার পূর্ব্বেই নিজের চীবরে উহা ধারণ করিলেন এবং আনন্দকে আনিয়া দিলেন। তখন স্থবির আনন্দ কোশলরাজকে সংবাদ দিলেন, "অদ্যই বোধি রোপণ করিব।" রাজা সায়াহ্নসময়ে বহু অনুচর সঙ্গে লইয়া সর্ব্ববিধ উপকরণসহ আগমন করিলেন, অনাথপিণ্ডদ, বিশাখা এবং আরও শত শত উপাসক উপস্থিত হইলেন।

আনন্দ বোধিরোপণস্থানে একটা প্রকাণ্ড সুবর্ণ কটাহ স্থাপিত করিয়া উহার তলদেশে একটী ছিদ্র করিলেন, গন্ধোদকসিক্ত মৃত্তিকা দ্বারা ঐ কটাহ পূর্ণ করিলেন এবং রাজার হস্তে ফলটী দিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আপন বোধিফল রোপণ করুন।" রাজা ভাবিলেন, রাজ্য কিছু চিরকাল আমার হস্তে থাকিবে না, অতএব অনাথ-পিণ্ডদের দ্বারাই এই ফল রোপণ করা কর্ত্তব্য।' ইহা স্থির করিয়া তিনি ফলটী মহাশ্রেষ্ঠীর হস্তে স্থাপন করিলেন। তখন অনাথপিণ্ডদ সেই গন্ধোদকসিক্ত মৃত্তিকা আলোড়ন করিয়া তন্মধ্যে ফলটী ফেলিয়া দিলেন।

অনাথপিণ্ডদের হস্ত হইতে ফলটী পতিত হইবামাত্র লাঙ্গলশীর্ষপ্রমাণ বোধিবৃক্ষ সঞ্জাত হইল এবং সকলে সবিস্ময়ে দেখিল, উহা মুহূর্ত্তমধ্যে পঞ্চাশ হস্ত দীর্ঘ হইয়া উঠিল। উহার চারিদিকে এবং উর্দ্ধভাগেও পঞ্চাশ হস্ত প্রমাণ পাঁচটী মহাশাখা বিস্তৃত হইল। এই রূপে সেই বৃক্ষ তৎক্ষণাৎ শ্রেষ্ঠ বনস্পতিতে পরিণত হইল। অহো কি অদ্ভুত, কি অতিপ্রকৃত ঘটনা!

রাজা অষ্টশতনীলোৎপল প্রতিমণ্ডিত সুবর্ণরজতময় ঘট গন্ধোদকে পূর্ণ করিয়া সেই গুলি মহাবোধিকে বেষ্টন করিয়া স্থাপন করাইলেন, উহার কাণ্ডের চতুর্দ্দিকে সপ্তরত্নময়ী বেদি নির্ম্মাণ করাইলেন, স্বর্ণরেণুমিশ্রিত বালুকা বিকিরণ করাইলেন, প্রাকার নির্ম্মাণ করাইলেন এবং সপ্তরত্নময় দ্বারকোষ্ঠক প্রস্তুত করাইলেন। ফলতঃ এই তরুবরের মহা আদর যত্ন হইল।

স্থবির আনন্দ তথাগতের নিকট গিয়া বলিলেন, "ভদন্ত, আপনি পূর্ব্বে মহাবোধিমূলে যে ধ্যানবলে সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, মদ্রোপিত বোধিমূলেও এখন লোকহিতার্থ সেইরূপ ধ্যানস্থ হউন।" ইহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "কি বলিতেছ, আনন্দ? আমি মহাবোধিমূলে ধ্যানস্থ হইয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু সেরূপ ধ্যানস্থ হইয়া বসিলে অন্য কোন প্রদেশ আমার ভার ধারণ করিতে পারিবে না।" "ভদন্ত, আপনি যে পরিমাণে ধ্যানস্থ হইলে এই স্থান তাহার ভার বহন করিতে পারে, লোকহিতার্থ সেই পরিমাণেই ধ্যানস্থ হইয়া এই বোধিমূলে সমাপত্তি † ভোগ করুন।"

আনন্দের অনুরোধে শাস্তা ঐ বোধিমূলে এক রাত্রি সমাপত্তি-সুখ ভোগ করিলেন। আনন্দ কোশল-রাজ প্রভৃতিকে এই শুভ সংবাদ জানাইলেন এবং এই উৎসবের 'বোধিমহ' নাম দিলেন। ‡ আনন্দ রোপণ করিয়াছিলেন বলিয়া ঐ বৃক্ষ আনন্দ-বোধি নামে অভিহিত হইল।

অনন্তর এক দিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় বলাবলি করিতে লাগিলেন, "দেখ ভাই, আয়ুষ্মান্ আনন্দ তথাগতের জীবদ্দশাতেই বোধিদ্রুম রোপণ করিয়া উহার মহাপূজার ব্যবস্থা করিলেন। অহো! স্থবিরের কি অসাধারণ গুণ।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিয়া বলিলেন,

* এই অংশের অর্থ সুস্পষ্ট নহে। পাঠান্তরে দেখা যায় 'উদ্দিস্‌সকং পরিভোগিকংচ সক্কা হোতি।' ইহাই সুসঙ্গত।

† সমাপত্তি—প্রথম খণ্ডের ৩০শ পৃষ্ঠের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

‡ মহ বা মহস—উৎসব (বিশেষতঃ বিহারাদির প্রতিষ্ঠাকালীন)।

"ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে পূর্ব্বেও আনন্দ চতুর্মহাদ্বীপের সপরিবার সমস্ত মনুষ্যদ্বারা বহু গন্ধমালা আনয়ন-পূর্ব্বক মহাবোধি বেদিকায় বোধিমহ করাইয়াছিলেন। অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে কলিঙ্গ রাজ্যে দন্তপুর নগরে কলিঙ্গ নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র—মহাকালিঙ্গ ও ক্ষুদ্রকালিঙ্গ। দৈবজ্ঞেরা * বলিয়াছিলেন যে, ইঁহাদের মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠ, তিনি পিতার মৃত্যুরপর রাজত্ব করিবেন ; যিনি কনিষ্ঠ, তিনি ঋষিপ্রব্রজ্যা অবলম্বনপূর্ব্বক ভিক্ষাচর্য্যা করিবেন, কিন্তু তাঁহার পুত্র রাজচক্রবর্ত্তী † হইবেন।

কালক্রমে জ্যেষ্ঠ পুত্র পিতার প্রাণবিয়োগের পর রাজা হইলেন, কনিষ্ঠ হইলেন উপরাজ। 'আমার পুত্র নাকি চক্রবর্ত্তী হইবেন,' ইহা ভাবিয়া কনিষ্ঠের বড় গর্ব্ব হইল। ইহা সহ্য করিতে না পারিয়া রাজা জনৈক অমাত্যকে আজ্ঞা দিলেন, "ক্ষুদ্রকালিঙ্গকে বন্দী কর।" সে গিয়া বলিল, "কুমার, রাজা আপনাকে বন্দী করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। আপনি নিজের প্রাণ রক্ষা করুন।" কুমার সেই অমাত্যকে নিজের লাঞ্ছনমুদ্রা, ‡ সূক্ষ্ম কম্বল এবং খড়্গ, এই তিনটী দ্রব্য দেখাইয়া বলিলেন, "আপনি এই অভিজ্ঞান দেখিয়া আমার পুত্রকে রাজত্ব দিবেন।" অনন্তর তিনি বনে গমন করিয়া এক রমণীয় ভূভাগে আশ্রম নির্ম্মাণপূর্ব্বক ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন এবং নদীতীরে বাস করিতে লাগিলেন।

মদ্র রাজ্যে শাকল নগরে মদ্ররাজের এক কন্যা জন্মিয়াছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধেও দৈবজ্ঞেরা গণিয়া বলিয়াছিলেন যে, তিনি ভিক্ষাচর্য্যাদ্বারা জীবন ধারণ করিবেন ; কিন্তু তাঁহার পুত্র চক্রবর্ত্তী হইবেন। জম্বুদ্বীপের রাজগণ এই কথা জানিতে পারিয়া সকলেই যুগপৎ শাকল নগর অবরোধ করিলেন। মদ্ররাজ ভাবিলেন, 'আমি যদি এক জনকে কন্যা দান করি, তাহা হইলে, অবশিষ্ট রাজারা ক্রুদ্ধ হইবেন। অতএব আমার কন্যাকে রক্ষা করিতে হইতেছে।' ইহা স্থির করিয়া তিনি স্ত্রী ও কন্যাসহ অজ্ঞাতবেশে পলায়ন করিলেন, বনে প্রবেশ করিয়া গঙ্গাতীরে কালিঙ্গকুমারের আশ্রমের উপরিস্রোতে (উজানে) আশ্রম নির্ম্মাণপূর্ব্বক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন এবং উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

কন্যাটীর মাতা পিতা ফলাহরণে যাইবার সময় তাঁহার রক্ষণার্থ তাঁহাকে আশ্রমে রাখিয়া যাইতেন। তাঁহারা গমন করিলে ঐ কন্যা নানাবিধ পুষ্প আহরণ করিয়া মালা গাঁথিতেন। গঙ্গাতীরে একটী সুপুষ্পিত আম্রবৃক্ষ সোপানপঙ্ক্তির আকারে অবস্থিত ছিল। রাজকন্যা ঐ বৃক্ষে আরোহণ করিয়া ক্রীড়া করিতেন এবং ফুলের মালা জলে ফেলিয়া দিতেন।

এক দিন কালিঙ্গকুমার গঙ্গায় স্নান করিতেছিলেন, এমন সময়ে ঐ মালা গিয়া তাঁহার মস্তকে সংলগ্ন হইল। উহা দেখিয়া তিনি ভাবিলেন, এই মালা কোন রমণী গাঁথিয়াছে ; সে রমণী প্রাচীনাও নয়, বরং ইহা কোন তরুণীর হাতের কাজ। দেখা যাউক, কে এই

---

* মূলে 'নেমিত্তা' = নৈমিত্তাঃ (যাহারা নিমিত্ত অর্থাৎ লক্ষণ দেখিয়া ভবিষ্যৎ গণনা করে।)

† চক্রবর্ত্তী ত্রিবিধ—চক্রবাল চক্রবর্ত্তী দ্বীপ-চক্রবর্ত্তী এবং প্রদেশ-চক্রবর্ত্তী। চক্রবাল-চক্রবর্ত্তী চতুর্মহাদ্বীপের উপর, দ্বীপ-চক্রবর্ত্তী কেবল একটী মহাদ্বীপের উপর এবং প্রদেশ-চক্রবর্ত্তী ইহার এক অংশের উপর আধিপত্য করেন।

‡ নাম মোহর

মালা গাঁথিয়াছে।' এই সংকল্প করিয়া তিনি কামবশে নদীর উজানদিকে অগ্রসর হইলেন। রাজকন্যা তখন আম্রবৃক্ষে বসিয়া গান করিতেছিলেন। তাঁহার মধুর স্বর শুনিয়া কালিঙ্গ-কুমার বৃক্ষমূলে গমন করিলেন এবং তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদ্রে, তুমি কে?" রাজকন্যা উত্তর দিলেন, "প্রভু, আমি মানুষী।" "যদি মানুষী হও, তবে নামিয়া এস।" "আমি নামিতে পারি না, আমি ক্ষত্রিয়।" "ভদ্রে, আমিও ক্ষত্রিয়, অতএব তোমার নামিবার কোন বাধা নাই।" "না, আমি নামিতে পারিব না, কেবল মুখের কথাতেই লোকে ক্ষত্রিয় হয় না। আপনি যদি ক্ষত্রিয় হন, তাহা হইলে ক্ষত্রিয়দিগের গুহ্য মন্ত্র বলুন।" অনন্তর তাঁহারা উভয়েই পরস্পরের নিকট ক্ষত্রিয় জাতির গুহ্য মন্ত্র বলিলেন। তখন রাজকন্যা অবতরণ করিলেন এবং উভয়ে পরস্পর মিলিত হইলেন।

মদ্ররাজ ও তাহার পত্নী আশ্রমে ফিরিলে, কুমার যে কলিঙ্গরাজপুত্র, এবং কি কারণে তিনি বনবাস করিতেছেন, রাজকুমারী এই সকল কথা তাঁহাদিগকে জানাইলেন। তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়া খুল্লকালিঙ্গকে কন্যা দান করিলেন। নবদম্পতী সম্প্রীতভাবে পরমসুখে বাস করিতে লাগিলেন। ইহার কিছু দিন পরে রাজকুমারী গর্ভধারণ করিলেন এবং দশম মাস অতীত হইলে ধন্যপুণ্যলক্ষণ এক পুত্র প্রসব করিলেন। এই বালক বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া পিতা ও মাতামহের নিকট সর্ব্ববিধ বিদ্যায় সুশিক্ষিত হইলেন।

ইহার পর একদিন খুল্লকালিঙ্গ নক্ষত্রযোগ দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তিনি পুত্রকে বলিলেন, "বৎস, তুমি আর এ বনে বাস করিও না, তোমার জেষ্ঠতাত মহাকালিঙ্গের মৃত্যু হইয়াছে, দন্তপুরে গিয়া তোমার কৌলিকরাজ্য গ্রহণ কর।" তিনি [illegible], কম্বল ও খড়্গ সঙ্গে আনিয়াছিলেন, পুত্রের হস্তে সেই তিনটী দ্রব্য দিয়া বলিলেন, "দন্তপুরে অমুক গলিতে আমাদের হিতকারক এক অমাত্য আছেন; তাঁহার গৃহে শয়নকক্ষে অবতরণপূর্ব্বক এই তিনটী দ্রব্য তাঁহাকে দেখাইবে এবং তুমি যে আমার পুত্র এ কথা জানাইবে। তাহা করিলেই তিনি তোমাকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠাপিত করিবেন।" ইহা বলিয়া তিনি পুত্রকে বিদায় দিলেন।

কালিঙ্গ মাতা, পিতা, মাতামহ ও মাতামহীকে প্রণাম করিয়া নিজের পুণ্যলব্ধ ঋদ্ধিবলে আকাশমার্গে গমনপূর্ব্বক সেই অমাত্যের শয়নকক্ষেই অবতরণ করিলেন, এবং "কে তুমি?" অমাত্য এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, "আমি খুল্লকালিঙ্গের পুত্র," এই উত্তর দিয়া উক্ত রত্নত্রয় প্রদর্শন করিলেন। তখন সেই অমাত্য রাজপুরুষদিগকে এই সংবাদ জানাইলেন, অমাত্যেরাও রাজধানী সুসজ্জিত করিয়া কুমারের মস্তকোপরি শ্বেতচ্ছত্র উত্থাপিত করিলেন।

কলিঙ্গরাজের কালিঙ্গভারদ্বাজ নামক এক পুরোহিত ছিলেন। তিনি নবভূপতিকে চক্রবর্ত্তীর দশবিধ কর্ত্তব্য শিক্ষা দিলেন, নবভূপতিও অচিরে সেগুলিতে নিপুণ হইলেন। অতঃপর পঞ্চদশীর উপোসথ-দিনে চক্রদহ হইতে চক্ররত্ন *, উপোসথ কুল হইতে হস্তিরত্ন, † বলাহাশ্ব রাজকুল হইতে অশ্বরত্ন ‡, এবং বৈপুল্য পর্ব্বত হইতে মণিরত্ন উপস্থিত হইল।

* চক্র, হস্তী, অশ্ব, মণি, স্ত্রী, গৃহপতি ও পরিনায়ক—চক্রবর্ত্তী রাজার এই সপ্তরত্ন থাকে। পরিনায়ক মন্ত্রী অথবা উত্তরাধিকারী পুত্র (crown prince)। চক্রবর্ত্তী যখন কোথাও যাত্রা করেন, তখন চক্র আপনা হইতে তাহার অগ্রে অগ্রে যায়। এইরূপ অন্যান্য রত্নও একটা না একটা অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন।

† এক জাতীয় উৎকৃষ্ট হস্তী উপোসথকুলজ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

‡ বলাহাশ্ব-সম্বন্ধে দ্বিতীয় খণ্ডের ৮১ম পৃষ্ঠের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

শেষে স্ত্রী, গৃহপতি এবং পরিনায়ক এই রত্ন তিনটীও আসিয়া জুটিল। এইরূপে কালিঙ্গ সমস্ত চক্রবালে রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

এক দিন কালিঙ্গ রাজচক্রবর্ত্তী ষট্‌ত্রিংশদ্‌যোজনব্যাপী অনুচরে পরিবৃত হইয়া কৈলাস-কূটনিভ সর্ব্বশ্বেত হস্তীতে আরোহণপূর্ব্বক মহাড়ম্বরে মাতা পিতাকে দেখিবার জন্য যাত্রা করিলেন। যে ভূভাগ বুদ্ধগণের জয়পল্যঙ্ক এবং পৃথিবীর নাভিস্বরূপ, হস্তিবর কিন্তু সেই মহাবোধি বেদিকার উপর দিয়া যাইতে পারিল না। রাজা তাহাকে চালিত করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না।

এই ভাব প্রকটিত করিবার জন্য শাস্তা প্রথম গাথা বলিলেন :—

১। রাজচক্রবর্ত্তী কালিঙ্গ নৃমণি,
যথাধর্ম্ম যিনি পালেন ধরণী,
বোধিদ্রুম পাশে করিলা গমন
দিব্য গজস্কন্ধে করি আরোহণ।

রাজার পুরোহিতও রাজার সঙ্গে যাইতেছিলেন। তিনি ভাবিলেন, 'আকাশে ত কোন আবরণ নাই, তথাপি রাজা হস্তী চালাইতে পারিতেছেন না, ইহার কারণ কি দেখিতে হইতেছে।' তিনি আকাশ হইতে অবরোহণ করিয়া সর্ব্ববুদ্ধের জয়পল্যঙ্কস্বরূপ এবং মেদিনীমণ্ডলের নাভিস্বরূপ মহাবোধি-বেদিকা দেখিতে পাইলেন। শুনা যায়, তৎকালে নাকি সেখানে রাজকরীষ পরিমিত স্থানে * শশকশ্মশ্রুমাত্র তৃণও জন্মিত না, উহা রজতপট্টনিভ বালুকায় সমাস্তৃত ছিল। উহার সমন্তাৎ তৃণ, লতা ও বনস্পতিসমূহ বোধি-বেদিকাকে প্রদক্ষিণ করিয়া তদভিমুখে অবস্থান করিত। পুরোহিত ঐ ভূভাগ অবলোকন করিয়া ভাবিলেন, 'অহো! এই স্থানে বুদ্ধগণ সর্ব্বক্লেশ বিধ্বস্ত করিয়াছেন। ইহার উপর দিয়া শক্রাদি দেবগণও যাইতে পারেন না।' তিনি কলিঙ্গরাজের নিকট গিয়া বোধি-বেদিকার গুণ বর্ণনপূর্ব্বক বলিলেন, "মহারাজ, অবতরণ করুন।"

এই বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিবার নিমিত্ত শাস্তা নিম্নলিখিত গাথাগুলি বলিলেন :—

২। তিনি বোধি বেদিকায় দ্বিজ ভারদ্বাজ
কৃতাঞ্জলিপুটে বলে কালিঙ্গে তখন—
রাজচক্রবর্ত্তী যিনি, তাপসতনয়।

৩। প্রত্যবরোহণ হেথা কর, মহারাজ।
এই সেই ভূমিভাগ, মাহাত্ম্য যাহার
কীর্ত্তিত ত্রিলোকে সদা। হেথা বুদ্ধগণ,
বিশ্বমাঝে যাঁহাদের তুল্য কেহ নাই,
বিরাজিলা যুগে যুগে, নাশি ধ্যানবলে
অজ্ঞান-তিমিরে, লভি সম্বোধি সম্যক্।

৪। মেদিনীর এই ভূমিভাগ সর্ব্বোত্তম।
কল্পারম্ভে অগ্রে সৃষ্টি হইয়াছে এর,
কল্পান্তে সবার শেষে হবে এর লয়,
শুনি ইহা লোক মুখে। দেখ, তৃণলতা
কি ভাবে বেষ্টিয়া এরে করে উপস্থান।

* করীষ = ৪ অম্মণ = ৮ একার (প্রায় ২৫ বিঘা)। কিন্তু রাজকরীষ কি? এখানে কি রাজার চতুষ্পার্শ্বস্থ এক করীষ পরিমিত স্থান বুঝাইবে অথবা ইহার পরিমাণ সাধারণ করীষ অপেক্ষা অধিক?

৫। সর্ব্বভূত-অধিষ্ঠাত্রী আসমুদ্রা ধরা—
তার শ্রেষ্ঠতম অংশ এই ভূমিভাগ।
অবতরি পুজ এরে, তুমি নরনাথ।

৬। পিতৃমাতৃ দুই কুলে অনিন্দ্যজনম
উৎকৃষ্ট কুঞ্জর, ভূপ, আছে তব যত,
কারো সাধ্য নাই এরে অতিক্রমি যায়।

৭। উপোসথকুলে জাত তব করিবর।
যতই অঙ্কুশে তারে কর না তাড়ন,
শকতি এপর্য্যন্ত তার আসিতে কেবল
পারিবে না অতিক্রমি যেতে এই স্থান।

৮। বলিলা দৈবজ্ঞ বিপ্র, শুনিলা ভূপাল।
সত্য কিংবা মিথ্যা তাহা জানিবার তরে
বিন্ধিলা অঙ্কুশে গজে রাজা বার বার।

৯। অঙ্কুশ-আঘাতে করী ক্রৌঞ্চনাদ নাদে,
শুণ্ড তুলি, গ্রীবা করি ঈষৎ আনত
আকাশেই পড়ে বসি, নাই সাধ্য তার
আর অতিগুরুভার করিতে বহন।

রাজার আদেশে পুনঃ পুনঃ অঙ্কুশবিদ্ধ হইয়া হস্তী আর যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া প্রাণত্যাগ করিল। রাজা কিন্তু তাহার মৃতভাব জানিতে পারিলেন না, তাহার পৃষ্ঠেই বসিয়া রহিলেন। তখন কালিঙ্গ ভারদ্বাজ বলিলেন, "মহারাজ, আপনার হস্তী মারা গিয়াছে, অন্য হস্তীতে আরোহণ করুন।

এই বৃত্তান্ত প্রকটিত করিবার জন্য শাস্তা দশম গাথা বলিলেন:—

১০। রাজহস্তী প্রাণত্যাগ করিয়াছে জানি
কহে ভারদ্বাজ ত্বরা রাজারে সম্ভাষি,
"মরিয়াছে করী তব, কর আরোহণ
অন্য কোন করিপৃষ্ঠে এখন রাজন্।"

রাজার পুণ্যজাত ঋদ্ধিবলে তৎক্ষণাৎ উপোসথ কুল হইতে অন্য একটী হস্তী আসিয়া তাঁহাকে পৃষ্ঠ দান করিল। রাজা তাহার পৃষ্ঠে উপবেশন করিলেন, অমনি মৃত হস্তীটা ভূতলে পতিত হইল।

১১। শুনি পুরোহিত-বাণী কালিঙ্গ সত্বর
নাগান্তরে আরোহণ করিলা সভয়ে
অমনি সে মৃত গজ পড়িল ধরায়।
অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইল এরূপে
বলিলা ব্রাহ্মণ যাহা লক্ষণ বিচারি।

অনন্তর রাজা আকাশ হইতে অবতরণপূর্ব্বক বোধিমণ্ডল অবলোকন করিয়া, এবং যে অদ্ভুত কাণ্ড হইয়া গেল তাহা ভাবিয়া, পুরোহিতের স্তুতি করিতে লাগিলেন।

১২। দ্বিজ ভারদ্বাজে বলে কালিঙ্গ ভূপাল,
"তুমিই সম্বুদ্ধ বিপ্র, সর্ব্বদর্শী তুমি,
তুমিই সর্ব্বজ্ঞ, ইহা বুঝিলাম আজ।"

ব্রাহ্মণ কিন্তু রাজার এই প্রশংসা গ্রহণ করিলেন না, তিনি আপনাকে নিম্নস্থানে রাখিয়া বুদ্ধদিগকেই উচ্চপদ দিয়া তাঁহাদের গুণ বর্ণনা করিতে লাগিলেন।

এই বিষয় প্রকটিত করিবার জন্য শাস্তা দুইটী গাথা বলিলেন :—

১৩। শুনিয়া রাজার বাণী বলিলা ব্রাহ্মণ,
"এত প্রশংসার যোগ্য আমি না কখন।
নিমিত্তাদি করি লক্ষ্য ভবিষ্যৎ কথা
বলি বটে আমি কিন্তু বুদ্ধগণ বিনা
সর্ব্বজ্ঞতা কার ভাগ্যে নাই, মহারাজ।"

১৪। বুদ্ধেরাই সর্ব্ববিদ্, সর্ব্বজ্ঞ তাঁহারা;
না করেন লক্ষ্য তাঁরা নিমিত্ত-লক্ষণ।
গ্রন্থপাঠে জ্ঞানলাভ হয় আমাদের,
স্বভাবতঃ ত্রিকালজ্ঞ শুধু বুদ্ধগণ।

বুদ্ধদিগের গুণ শুনিয়া রাজার চিত্ত প্রসন্ন হইল; তিনি চক্রবালবাসী সমস্ত প্রজাদ্বারা গন্ধ ও মাল্য আনয়ন করাইয়া মহাবোধি-বেদিকায় সপ্তাহকাল বোধি পূজা করাইলেন।

এই বৃত্তান্ত সুস্পষ্ট করিবার জন্য শাস্তা দুইটী গাথা বলিলেন :—

১৫। নানা তূর্য্যনিনাদে মহাসমারোহে
পূজিলা সে বোধি দ্রুম, আনাইয়া বহু
[illegible]
চৌদিকে বেষ্টন করি বিচিত্র প্রাকার।
সমাপিয়া পূজা ভূপ করিলা প্রয়াণ।

১৬। বহিল দুগ্ধপ বহিসহস্র শকটে,
পূজিলা কালিঙ্গ তাই বোধি বেদিকায়,
বিশ্বমাঝে শ্রেষ্ঠ স্থান বলে যারে লোকে।

এইরূপে মহাবোধির অর্চনা করিয়া কালিঙ্গ সেখান হইতে যাত্রা করিলেন এবং মাতাপিতাকে লইয়া দন্তপুরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। অতঃপর তিনি দানাদি পুণ্য কার্য্যদ্বারা দেহান্তে ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গে জন্মান্তর লাভ করিলেন।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও আনন্দ বোধি পূজা করিয়াছিলেন।

সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন কালিঙ্গ, আমি ছিলাম কালিঙ্গ ভারদ্বাজ।]

৪৮০—অকীর্ত্তি-জাতক।*

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে শ্রাবস্তীবাসী জনৈক দানশৌণ্ডকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। ঐ ব্যক্তি নাকি শাস্তাকে নিমন্ত্রণ করিয়া এক সপ্তাহকাল বুদ্ধপ্রমুখ সঙ্ঘকে মহাদান দিয়াছিলেন এবং শেষ দিন আর্য্যসঙ্ঘকে সর্ব্বপরিষ্কার দান করিয়াছিলেন। তখন শাস্তা সঙ্ঘমধ্যে অনুমোদন করিবার কালে বলিয়াছিলেন, "উপাসক, তোমার এই ত্যাগ অতি মহান্। তুমি অতি দুষ্কর কর্ম্ম করিলে। এইরূপ দান করিবার প্রথা পুরাণ পণ্ডিতদিগের মধ্যেও প্রচলিত ছিল। কি গৃহী, কি প্রব্রাজক, সকলেরই দানশীল হওয়া কর্ত্তব্য।

* এই জাতকের সহিত কৃষ্ণ-জাতক (৪৪০) তুলনীয়।

পুরাণ পণ্ডিতেরা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া যখন অরণ্যে বাস করিতেছিলেন এবং কেবল জলে সিদ্ধ অলবণ কারপত্র * খাইয়া জীবন ধারণ করিতেন, তখনও যাচক উপস্থিত হইলে তাহাদিগকে সমস্ত দান করিয়া নিজেরা শুদ্ধ প্রীতিসুখে সময়াতিবাহিত করিতেন।" ইহা শুনিয়া সেই উপাসক বলিলেন, "ভদন্ত, এই সর্ব্বপরিত্যাগ-দানের কথা অনেকেই জানে, কিন্তু আপনি যাহা বলিলেন, তাহা কেহ জানে না। আপনি দয়া করিয়া সেই বৃত্তান্ত বলুন।" উপাসককর্তৃক এইরূপে যাচিত হইয়া শাস্তা সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব অশীতিকোটি বিভব-সম্পন্ন এক আঢ্য ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম হইয়াছিল অকীর্ত্তি। † তিনি যখন পায়ে ভর দিয়া চলিতে শিখিলেন, তখন তাঁহার এক ভগ্নী জন্মিল। তাহার নাম হইল যশোবতী।

মহাসত্ত্ব ষোড়শবর্ষ বয়সে তক্ষশিলায় গিয়া সর্ব্ববিদ্যায় ব্যুৎপন্ন হইলেন, এবং তৎপরে বারাণসীতে ফিরিয়া আসিলেন। অনন্তর তাঁহার মাতা পিতার মৃত্যু হইল। তিনি তাঁহাদের প্রেতকৃত্য সম্পাদন করিয়া ভাণ্ডারের ধনরত্ন ইত্যাদি দেখিবার কালে পরিজন-মুখে শুনিতে পাইলেন, অমুক এত ধন সঞ্চয় করিয়া মারা গিয়াছিলেন, অমুক এত ধন' ইত্যাদি। পুনঃপুনঃ এইরূপ শ্রবণ করিয়া তাঁহার চিত্তসংবেগ জন্মিল, তিনি ভাবিলেন, 'ধনই দেখা যাইতেছে, কিন্তু যাঁহারা ইহা সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাঁহারা কোথায়? তাঁহারা ত এই ধন ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, আমিই কি কেবল ইহা সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিব?' এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি ভগিনীকে ডাকাইয়া বলিলেন, "তুমি এই ধন রক্ষা কর।" তাঁহার ভগিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার অভিপ্রায় কি?" "আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি।" "দাদা, আপনি যে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিলেন, আমি তাহা মাথায় লইব না। আমার ধনে প্রয়োজন নাই; আমিও প্রব্রজ্যা লইব।" তখন মহাসত্ত্ব রাজার অনুমতি লইয়া ভেরীবাদন দ্বারা জ্ঞাপন করিলেন, "যাহার ধন পাইতে আকাঙ্ক্ষা, সে পণ্ডিতের গৃহে গমন করুক।" মহাসত্ত্ব এইরূপে পূর্ণ এক সপ্তাহ মহাদানে ব্রতী হইলেন, কিন্তু ইহাতেও ধনক্ষয় ঘটিল না দেখিয়া তিনি ভাবিলেন, 'আমার আয়ুর ত ক্ষয় হইতেছে; তবে আমি ধন লইয়া খেলা করি কেন? যাহার ইচ্ছা, সে ধন লইয়া যাউক।' ইহা স্থির করিয়া তিনি বাসগৃহের দ্বার উদ্‌ঘাটন করাইয়া দিলেন এবং বলিলেন, "আমি এ সমস্তই দান করিলাম, যাহার যত সাধ্য লইয়া যাউক।" তিনি এইরূপে ধনরত্নপূর্ণ গৃহত্যাগ করিলেন এবং ভগিনীকে সঙ্গে লইয়া বারাণসী ত্যাগ করিয়া গেলেন। তাঁহার জ্ঞাতিগণ কত বিলাপ পরিতাপ করিলেন; কিন্তু তিনি তাহাতে বিচলিত হইলেন না। তিনি বারাণসীর যে দ্বার দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন, লোকে তাহার 'অকীর্ত্তিদ্বার' এই নাম রাখিল, তিনি যে ঘাটে নদী পার হইলেন, তাহারও নাম হইল 'অকীর্ত্তিতীর্থ।'

মহাসত্ত্ব দুই তিন যোজন গিয়া এক রমণীয় স্থানে পর্ণশালা নির্ম্মাণপূর্ব্বক ভগিনীর সহিত প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিলেন। তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলে বহু গ্রামনিগমরাজধানীর অধিবাসীও প্রব্রজ্যা লইল, কাজেই তাঁহার বহু অনুচর হইল; এবং তিনি লোকের নিকট বহু উপহার ও সম্মান পাইতে লাগিলেন। ইহাতে বোধ হইল যেন বুদ্ধের আবির্ভাব

* কুরু-জাতকে ইন্দ্রবারুণি বৃক্ষের পাতা খাইবার কথা আছে। 'কার' শব্দটী তেলিগু ভাষায়, তামাহ্-কার বা কার দ্রাবিড় দেশীয় এক প্রকার গুল্ম। লোকে ইহার পাতা সিদ্ধ করিয়া খায়, পাকা ফলও খায়। এই গুল্ম বৃক্ষ পর্য্যায় ভুক্ত নহে 'বিশাল' ত দূরের কথা।

† ছেলের যে এমন অপেয়ে নাম কেহ রাখিতে পারে, ইহা কল্পনার অতীত। বিশেষতঃ এ ক্ষেত্রে এ নামের কোন সার্থকতাও দেখা যায় না।

হইয়াছে। কিন্তু মহাসত্ত্ব বিবেচনা করিলেন, 'আমার অসংখ্য অনুচর, আমি প্রভূত সম্মান ও উপঢৌকন পাইতেছি, কিন্তু ইহা ভাল নয়, আমার পক্ষে একাকী থাকাই যুক্তিসঙ্গত।' এইরূপ স্থির করিয়া, কেহ সন্দেহ করিতে না পারে এমন সময়ে, নিজের ভগিনীকে পর্যন্ত কিছু না জানাইয়া তিনি নিষ্ক্রান্ত হইলেন, এবং চলিতে চলিতে দ্রাবিড়রাজ্যে উপস্থিত হইয়া কাবেরীপট্টননগরের উপকণ্ঠস্থ এক উদ্যানে অবস্থিতি করিলেন। সেখানে তিনি ধ্যানস্থ হইয়া অভিজ্ঞাসমূহ লাভ করিলেন। কিন্তু সেখানেও তিনি লোকের নিকট প্রভূত উপহার ও সম্মান পাইতে লাগিলেন। ইহাতে বিরক্ত হইয়া তিনি সে স্থান ত্যাগ করিলেন, এবং আকাশপথে গমনপূর্ব্বক নাগদ্বীপ-সন্নিহিত কারদ্বীপে উপস্থিত হইলেন। * তৎকালে কারদ্বীপের নাম ছিল অহিদ্বীপ। মহাসত্ত্ব সেখানে এক বিশাল কারবৃক্ষের নিকটে পর্ণশালা প্রস্তুত করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তিনি যে কোথায় অবস্থিতি করিতেছেন, ইহা কেহই জানিতে পারিল না।

এদিকে তাঁহার ভগিনী অনুসন্ধান করিতে করিতে কালক্রমে দ্রাবিড়রাজ্যে উপনীত হইলেন; এবং সেখানে তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া তিনি যে আশ্রমে বাস করিয়াছিলেন, সেখানেই বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই নারী ধ্যানফল লাভ করিতে পারিলেন না।

মহাসত্ত্ব এমনই নিস্পৃহ ছিলেন যে, তিনি কোথাও যাইতেন না। যখন সেই কারবৃক্ষে ফল হইত, তখন তিনি উহার ফল খাইতেন, যখন উহাতে কেবল পত্র থাকিত, তখন পত্রই জলে সিদ্ধ করিয়া ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতেন। তাঁহার শীলতেজে শক্রের পাণ্ডুকম্বল-শিলাসন উত্তপ্ত হইল। শক্র ভাবিলেন, 'কে আমাকে শক্রত্ব হইতে বিচ্যুত করিতে চায়?' তখন পণ্ডিতের দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। তিনি ভাবিলেন, 'এব্যক্তি কি উদ্দেশ্যে শীল রক্ষা করিতেছে? এ কি শক্রত্ব চায়, না অন্য কিছু চায়? ইহাকে পরীক্ষা করিতে হইতেছে। এ অতি দুঃখে জীবন ধারণ করিতেছে, কেবল উদকসিদ্ধ কারপত্র ভোজন করিতেছে। এ যদি শক্রত্ব চায়, তাহা হইলে নিজের জন্য যে পত্র জলে সিদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, আমাকে তাহাই দিবে, নচেৎ তাহা দিবেনা।' এই রূপ চিন্তা করিয়া শক্র ব্রাহ্মণের বেশে মহাসত্ত্বের নিকট আবির্ভূত হইলেন।

মহাসত্ত্ব তখন কারপত্র সিদ্ধ করিয়া ভাণ্ডটা নামাইয়া রাখিয়াছিলেন, এবং জুড়াইলে খাইবেন এই মনে করিয়া পর্ণশালাদ্বারে বসিয়া ছিলেন। শক্র ভিক্ষার্থী হইয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া মহাসত্ত্ব পরম সন্তোষ লাভ করিলেন, তিনি ভাবিলেন, 'কি সৌভাগ্য! আজ যাচক দেখিতে পাইলাম; আজ মনের সাধ মিটাইয়া দান করিব।' এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি পাকপাত্রটী গ্রহণপূর্ব্বক শক্রের নিকটে গিয়া বলিলেন, "ইহাই আমার দান, ইহার বলে আমি যেন সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিতে পারি।" তিনি নিজের জন্য কিছু মাত্র না রাখিয়া সমস্তই শক্রের ভিক্ষাপাত্রে সমর্পণ করিলেন। ব্রাহ্মণরূপী শক্র দান গ্রহণপূর্ব্বক কিয়দ্দূর গমন করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। মহাসত্ত্ব তাঁহাকে দান করিবার পর সে দিন আর পাক করিলেন না—প্রীতিসুখেই সময় অতিবাহিত করিলেন। পরদিন তিনি পাক করিয়া পূর্ব্ববৎ পর্ণশালাদ্বারে উপবেশন করিলেন, অমনি শক্রও ব্রাহ্মণবেশে আবার সেখানে দেখা দিলেন। মহাসত্ত্ব এবারও তাঁহাকে সমস্ত দান করিয়া

* এই গুলি সিংহলের উপকূলবর্ত্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ। নাগদ্বীপের বর্ত্তমান নাম জাফনা। ইহা এখন সিংহলের সহিত সংলগ্ন হইয়াছে

পূর্ব্বের ন্যায় পরমসুখে কাল যাপন করিলেন। তৃতীয় দিনেও এইরূপ ঘটিল। মহাসত্ত্ব বলিলেন, "অহো, আমার কি মহালাভ হইল! কয়েকটা কারপত্রের সাহায্যে আমি মহাপুণ্য অর্জ্জন করিলাম।" তিন দিন একাদিক্রমে অনাহারে থাকিয়া তিনি দুর্ব্বল হইলেন বটে; কিন্তু তাঁহার মনে অপূর্ব্ব আহ্লাদের সঞ্চার হইল; তিনি মধ্যাহ্নকালে পর্ণশালার বাহিরে গিয়া দানের কথা ভাবিতে ভাবিতে দ্বারদেশে উপবেশন করিলেন।

এ দিকে শক্র ভাবিতেছিলেন, 'এই ব্রাহ্মণ তিনদিন অনাহারে থাকিয়া দুর্ব্বল হইয়াছেন, তথাপি দান দিবার কালে হৃষ্টচিত্তেই দান করিতেছেন। ইঁহার চিত্তে অন্য কোন ভাবই নাই। কি জন্য যে ইনি দান করেন, তাহা আমি জানিতে পারি নাই। ইঁহার অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করিয়া ও শুনিয়া দানের কারণ জানিতে পারিব।' এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি মধ্যাহ্ন অতীত হইলে অপূর্ব্ব শ্রীসৌভাগ্য-সম্পন্ন এবং তরুণ সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমান্ হইয়া মহাসত্ত্বের পুরোভাগে আবির্ভূত হইলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভো তাপস! এই লবণাম্বপরিবেষ্টিত উষ্ণবাতাভিদ্রুত বনমধ্যে আপনি কি উদ্দেশ্যে এরূপ কঠোর তপশ্চর্য্যা করিতেছেন?"

এই বৃত্তান্ত সুপ্রকট করিবার জন্য শাস্তা প্রথম গাথা বলিলেন :—

১। "পূজনীয় অকীর্ত্তিরে দেবরাজ জিজ্ঞাসে তখন,
এ দারুণ গ্রীষ্মে তব তপশ্চর্য্যা কি হেতু, ব্রাহ্মণ?"

প্রশ্ন শুনিয়া মহাসত্ত্ব বুঝিতে পারিলেন, শক্র আসিয়াছেন। তিনি কোন সামান্য সম্পত্তি চান না, কেবল সর্ব্বজ্ঞতার আকাঙ্ক্ষায় তপস্যা করিতেছেন, ইহা বুঝাইবার জন্য তিনি দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :—

২। পুনঃ পুনঃ জন্ম লাভ, জরা, মোহ, মৃত্যু দুঃখকর,
তাই শান্তচিত্তে, শক্র, তপঃ হেথা চরি নিরন্তর। *

এই উত্তরে শক্র প্রসন্ন হইলেন। তিনি ভাবিলেন, 'এই ব্যক্তি নিশ্চয় সর্ব্ব প্রাণীর উপর বিরক্ত হইয়া নির্ব্বাণলাভের আশায় বনবাস করিতেছেন, আমি ইঁহাকে বর দিব।' অনন্তর তিনি তৃতীয় গাথায় মহাসত্ত্বকে বর-গ্রহণের জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন :—

৩। বলিলে উত্তম কথা, তব অনুরূপ সুভাষিত,
মাগ বর, হে কাশ্যপ, দিব যাহা তোমার ঈপ্সিত।

মহাসত্ত্ব চতুর্থ গাথায় বর প্রার্থনা করিলেন :—

৪। দারা-পুত্র-ধন-ধান্য- আদি লোকপ্রিয় বস্তু যত,
যত পায়, তত চায়, পেয়ে তৃপ্তি নাহি লভে চিত।
সর্ব্বভূতেশ্বর শক্র বর যদি দিতে মোরে চান,
এ সকলে লোভ যেন মনে মোর নাহি পায় স্থান। †

ইহাতে আরও সন্তুষ্ট হইয়া শক্র মহাসত্ত্বকে অপর অনেক বর দিতে চাহিলেন এবং মহাসত্ত্ব সেগুলি গ্রহণ করিলেন। নিম্নলিখিত গাথাসমূহে উভয়ের উক্তিপ্রত্যুক্তি প্রদত্ত হইতেছে :—

---

* অর্থাৎ নির্ব্বাণলাভের আশায়।

† তৃতীয় ও চতুর্থ গাথার সহিত কুরুজাতকের (৪৪০) তৃতীয় ও চতুর্থ গাথা তুলনীয়।

৫। "বলিলে উত্তম কথা, তব অনুরূপ সুভাষিত,
মাগ বর, হে কাশ্যপ, দিব যাহা তোমার ঈপ্সিত।"

৬। "গো, অশ্ব, হিরণ্য, ক্ষেত্র, দাস, ভৃত্য, সামগ্রীসম্ভার—
যে ক্রোধে বশে লোকে নিমেষেতে করে ছারখার,
সর্ব্বভূতেশ্বর শক্র বর যদি দিতে মোরে চান,
হেন রিপু মনে মোর কভু যেন নাহি পায় স্থান।*"

৭। "বলিলে উত্তম কথা, তব অনুরূপ সুভাষিত,
মাগ অন্য বর, দ্বিজ, দিব যাহা তোমার ঈপ্সিত।"

৮। "সর্ব্বভূতেশ্বর শক্র যদি মোরে দিতে চান বর,
না যেন দেখিতে পাই কভু আমি মূর্খ যেই নর।
শুনি যেন নাহি কাণে কোথা বাস করে মূর্খ জন,
থাকিতে মূর্খের সঙ্গে নাহি যেন হয় কদাচন।
আলাপ মূর্খের সঙ্গে কভু যেন করিতে না হয়;
করিতেও ইচ্ছা যেন কভু মনে না হয় উদয়।

৯। "কি অহিত মূর্খ তব করিয়াছে বল ত, ব্রাহ্মণ;
দেখিতে না চাও তারে, বল, হে কাশ্যপ, কি কারণ?"

১০। "অকার্য্যই কার্য্য তার; শীলশ্রদ্ধাপ্রজ্ঞা নাই তার,
পাপই শ্রেয়ঃ বলি মনে ভাবে সদা দুষ্ট দুরাচার।
হিত উপদেশ শুনি ক্রোধবশে অগ্নিমূর্ত্তি হয়,
এমন লোকের তাই অদর্শন শুভদ নিশ্চয়।"

১১। "বলিলে উত্তম কথা, তব অনুরূপ সুভাষিত,
মাগ অন্য বর, দ্বিজ, দিব যাহা তোমার ঈপ্সিত।"

১২। "সর্ব্বভূতেশ্বর শক্র যদি মোরে দিতে চান বর,
ধীরের সংসর্গে যেন বাস মোর ঘটে নিরন্তর।
দেখি ধীরে সদা যেন, শুনি তাঁর গুণের কীর্ত্তন;
সদালাপে তাঁর সনে সদা রত রহে যেন মন।"

১৩। "কোন্ হিত ধীর তব করিয়াছে বল ত, ব্রাহ্মণ,
সতত দেখিতে তাঁরে চাও, হে কাশ্যপ, কি কারণ?"

১৪। "করণীয় কার্য্য তাঁর; তিনি শীলশ্রদ্ধা প্রজ্ঞাবান্,
বিনয়ী, করেন নিত্য পুণ্যই পরম শ্রেয়ঃ জ্ঞান,
হিত উপদেশ শুনি না উপজে কোপ তাঁর চিতে,
সে কারণ চাই আমি তাঁর শুভ সংসর্গে থাকিতে।"

১৫। "বলিলে উত্তম কথা, তব অনুরূপ সুভাষিত,
মাগ অন্য বর, দ্বিজ, দিব যাহা তোমার ঈপ্সিত।"

১৬। "সর্ব্বভূতেশ্বর শক্র যদি বর দিতে চান আর,
রিপুর বশ্যতা যেন ভাগ্যে কভু না ঘটে আমার।
উদিলে ভাস্কর যেন নিত্য পাই উৎকৃষ্ট ভোজন,
শীলবান্ ভিক্ষু আর, দিয়া যারে তুষ্ট হবে মন।

১৭। করি দান থাকে যেন অনুক্ষণ অক্ষয় ভাণ্ডার;
দিয়া মনে অনুতাপ কভু যেন জন্মে না আমার।

* এই গাথাটীর অর্থ দুর্ব্বোধ্য। আমি যে বুঝিয়াছি ইহা বলিতে পারি না। ইংরাজী অনুবাদকও বুঝেন নাই।

প্রতিবার করি দান হয় যেন সুপ্রসন্ন মন,
এই বর মাগি আমি দেবরাজ শক্রের সদন।"

১৮। "বলিলে উত্তম কথা তব অনুরূপ সুভাষিত,
মাগ অন্য বর, দ্বিজ, দিব যাহা তোমার ঈপ্সিত।"

১৯। "সর্ব্বভূতেশ্বর শক্র যদি বর দিতে চান আর,
হেথা যেন আগমন পুনর্ব্বার নাহি হয় তাঁর।"

২০। "করে বহু পুণ্যব্রত নর নারী পাইতে যাঁহায়,
তাঁহার দর্শনে তুমি বল কেন পাইতেছ ভয়?'

২১। "এ দিব্য বিভূতি তব, সর্ব্বকামসমৃদ্ধি তোমার,
দেখি লোভে তপোভ্রংস ঘটে পাছে, এ ভয় আমার।"

মহাসত্বের উত্তর শুনিয়া শক্র বলিলেন, "ধন্য ভদন্ত! আমি আর এখন হইতে তোমার নিকটে আসিব না।" অনন্তর তিনি মহাসত্বকে অভিবাদন করিয়া এবং তাহার নিকট ক্ষমা পাইয়া দেবলোকে প্রস্থান করিলেন। মহাসত্বও যাবজ্জীবন সেখানেই অবস্থিতি করিয়া ব্রহ্মবিহারসমূহ ধ্যান করিতে লাগিলেন এবং দেহান্তে ব্রহ্মলোকে জন্মান্তর লাভ করিলেন।

[সমবধান—তখন অনিরুদ্ধ ছিলেন শক্র এবং আমি ছিলাম অকীর্ত্তি পণ্ডিত।]

৪৮১—তর্কারিক-জাতক*।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে কোকালিকের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এক বৎসর বর্ষাকালে অগ্রশ্রাবকদ্বয় (সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন) জনতা পরিহারপূর্ব্বক নিভৃতে বাস করিবার অভিপ্রায়ে শাস্তার অনুমতি লইয়া যাত্রা করিলেন এবং যে রাজ্যে কোকালিক অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেখানে গমন করিলেন। তাঁহারা কোকালিকের আবাসে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "ভাই তোমার সংসর্গে আমাদের এবং আমাদের সংসর্গে তোমার সুখে অবস্থিতি হইবে, এই নিমিত্ত আমরা তিন মাস এখানেই থাকিব।" কোকালিক বলিলেন, "আমার সংসর্গে আপনাদের কিরূপে সুখ হইবে, ইহা বুঝিতে পারিতেছি না।" "অগ্রশ্রাবকদ্বয় এখানে বাস করিতেছেন, এ কথা যদি তুমি কাহাকেও না বল, তাহা হইলে আমরা সুখে থাকিতে পারিব, এই জন্য বলিতেছি, তোমার সংসর্গে আমাদের বসবাস সুখের হইবে।" "তাহা যেন বুঝিলাম, কিন্তু আপনাদের সংসর্গে আমার কি সুখ হইবে?" "আমরা এই তিনমাস ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিব, ধর্ম্মকথা বলিব; অতএব আমাদের সংসর্গেও তুমি সুখ পাইবে।" "আচ্ছা, আপনারা যতদিন ইচ্ছা, এখানে অবস্থিতি করুন।" ইহা বলিয়া কোকালিক তাঁহাদের বাসের জন্য একটী সুন্দর স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। অগ্রশ্রাবকদ্বয় সেখানে মার্গফল ও সমাপত্তি-সম্ভূত সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন, তাঁহারা যে সেখানে আছেন, অন্য কেহ তাহা জানিতে পারিল না।

বর্ষান্তে প্রবারণ হইল, তখন, আমরা, আমরা তোমার আশ্রয়ে বর্ষাবাস করিলাম, এখন শাস্তাকে বন্দনা করিবার জন্য যাইতে ইচ্ছা করিয়াছি," ইহা বলিয়া অগ্রশ্রাবকদ্বয় কোকালিকের নিকট বিদায় চাহিলেন। কোকালিক এই প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া ভিক্ষাচর্য্যার্থ তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে পুরোবর্ত্তী গ্রামে গমন করিলেন। আহারান্তে স্থবিরদ্বয় ঐ গ্রাম হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, কোকালিক তাঁহাদিগকে বিদায় দিয়া প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক গ্রামবাসীদিগকে বলিলেন, 'উপাসকগণ, তোমরা পশুর সদৃশ, অগ্রশ্রাবকদ্বয় তিনমাস কাল পুরোবর্ত্তী ঐ বিহারে বাস করিলেন, অথচ তোমরা তাহা জানিতে পারিলে না। তাঁহারা এখন প্রস্থান করিয়াছেন।" গ্রামবাসীরা বলিল, "ভদন্ত, আপনি আমাদিগকে এ কথা জানান নাই কেন?" অনন্তর তাহারা প্রচুর সর্পিঃ, তৈল, ভৈষজ্য, বস্ত্র ও আচ্ছাদন লইয়া স্থবিরদ্বয়ের নিকট ছুটিয়া গেল এবং তাঁহাদিগকে প্রণিপাতপূর্ব্বক বলিল, "ভদন্তদ্বয়, আমাদিগকে ক্ষমা করুন। আপনারা যে অগ্রশ্রাবক, এ কথা আমরা পূর্ব্বে জানিতে পারি নাই, ইহা আমরা আজ ভদন্ত কোকালিকের প্রমুখাৎ শুনিতে পাইয়াছি। এখন আমাদের প্রতি কৃপা করিয়া এই ভৈষজ্যবস্ত্রাদি গ্রহণ করুন।"

* তক্কারি—সংস্কৃত 'তর্কারী'=জয়ন্তীফুলের গাছ। টীকাকার বলিয়াছেন যে এই ব্যক্তির নাম ছিল তর্কারিকা (স্ত্রীলিঙ্গ), কারণ প্রথম গাথায় মূলে ইহা স্ত্রীলিঙ্গেই ব্যবহৃত হইয়াছে।

'স্থবিরদ্বয় বেশি চান না, অল্পেই সন্তুষ্ট হন; তাঁহারা এই বস্ত্রাদি দ্রব্য নিজেরা না লইয়া আমাকেই দান করিবেন', মনে মনে এইরূপ বিচার করিয়া কোকালিকও ঐ সকল লোকের সঙ্গে তাঁহাদের নিকটে গেলেন। কিন্তু গ্রামবাসীরা ভিক্ষু কোকালিকের প্ররোচনায় ভিক্ষা দিতে আসিয়াছে, এই জন্য স্থবিরদ্বয় ঐ সকল দ্রব্যের কিছুই নিজেরা গ্রহণ করিলেন না, কোকালিককেও দেওয়াইলেন না। তখন গ্রামবাসীরা প্রার্থনা করিল, "এখন গ্রহণ না করুন, কিন্তু আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত আর একবার এখানে পদার্পণ করিবেন।" স্থবিরদ্বয় ইহা স্বীকার করিয়া শাস্তার নিকট চলিয়া গেলেন।

স্থবিরদ্বয়ের ব্যবহারে কোকালিকের বড় ক্রোধ হইল। তিনি ভাবিলেন, 'এই স্থবির দুইজন উপহার-গুলি নিজেরাও লইলেন না, আমাকেও দেওয়াইলেন না।' এদিকে স্থবিরদ্বয় শাস্তার নিকট অল্পদিন মাত্র বাস করিয়া প্রত্যেকে পঞ্চশত অনুচর ভিক্ষু সঙ্গে লইলেন এবং এই সহস্র ভিক্ষুর সহিত ভিক্ষাচর্য্যা করিতে করিতে কোকালিকের দেশে উপস্থিত হইলেন। অত্রত্য উপাসকগণ প্রত্যুদ্গমনপূর্ব্বক তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিল, তাঁহাদিগকে সেই বিহারেই লইয়া গেল এবং প্রতিদিন তাঁহাদের মহাসৎকার করিতে লাগিল।

স্থবিরদ্বয় এবং তাঁহাদের অনুচরেরা প্রভূত ভৈষজ্যবস্ত্রাচ্ছাদনাদি পাইতে লাগিলেন। যাহারা স্থবির-দিগের সঙ্গে যাইত, তাহারা চীবরগুলি ভাগ করিয়া সমাগত অন্যান্য ভিক্ষুদিগকে দান করিত, কিন্তু কোকা-লিককে কিছু দিত না, স্থবিরেরাও তাঁহাকে কিছু দিতেন না। চীবর না পাইয়া কোকালিক স্থবিরদিগের নিন্দা করিয়া ও তাঁহাদিগকে গালি দিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, "সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন নিতান্ত দুরাশয়, পূর্ব্বে লোকে ইহাদিগকে যে উপহার দিয়াছিল, তাহা গ্রহণ করে নাই, কিন্তু এখন ত গ্রহণ করিতেছে। এখন দেখিতেছি, ইহাদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করা দুষ্কর। অন্যের যে কোন প্রয়োজন আছে, ইহারা তাহা একেবারেই দেখে না।" এদিকে, 'কোকালিক আমাদের জন্যই মনে দুষ্ট ভাব পোষণ করিতেছে,' ইহা ভাবিয়া স্থবিরদ্বয় অনুচরগণসহ সেই স্থান হইতে নিষ্ক্রমণ করিলেন। উপাসকেরা পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিল, "ভদন্তগণ, আপনারা আরও কয়েক দিন অবস্থিতি করুন", কিন্তু তাঁহারা ফিরিতে ইচ্ছা করিলেন না। তখন এক তরুণ ভিক্ষু বলিল, "উপাসকগণ, স্থবিরেরা কোথায় অবস্থিতি করিবেন? যে স্থবির তোমাদের ইষ্ট, ইঁহাদের এখানে অবস্থিতি তাঁহার পক্ষে অসহ্য।" তখন উপাসকগণ কোকালিকের নিকট গিয়া বলিল, "ভদন্ত, আপনিই নাকি ইচ্ছা করেন না যে, স্থবিরদ্বয় এখানে অবস্থিতি করেন? যান, এখনই গিয়া ক্ষমা চাহিয়া তাঁহাদিগকে ফিরাইয়া আনুন; নচেৎ নিজেও পলায়ন করিয়া অন্যত্র বাসের ব্যবস্থা করুন।" উপাসকদিগের ভয়ে কোকালিক স্থবিরদ্বয়ের নিকট গিয়া তাঁহাদিগকে প্রতিবর্ত্তন করিতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু তাঁহারা বলিলেন, "যাও ভাই, আমরা ফিরিব না।"

স্থবিরদ্বয়কে প্রতিনিবৃত্ত করিতে না পারিয়া কোকালিক আশ্রমে ফিরিয়া গেলেন। উপাসকেরা জিজ্ঞাসা করিল, "ভদন্ত, স্থবিরদ্বয় ফিরিলেন কি?" কোকালিক বলিলেন, "আমি তাঁহাদিগকে ফিরাইতে পারিলাম না।" "কেন পারিলেন না?" অনন্তর তাহারা ভাবিল, 'এখানে ঈদৃশ পাপধর্ম্মা বাস করিলে কোন সাধু ভিক্ষুর সমাগম হইবে না। অতএব ইহাকে বহিষ্কৃত করা উচিত।' ইহা স্থির করিয়া তাহারা বলিল, "ভদন্ত, আপনি এখানে আর অবস্থিতি করিবেন না, আমাদের নিকট আপনি অতঃপর কোন সাহায্য পাইবেন না।"

এইরূপে অবমানিত হইয়া কোকালিক পাত্রচীবর লইয়া জেতবনে গমন করিলেন এবং শাস্তাকে প্রণিপাত-পূর্ব্বক বলিলেন, "ভদন্ত, সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন অতি পাপাশয়, তাঁহারা এখন পাপেচ্ছার বশ হইয়াছেন।" শাস্তা বলিলেন, "কোকালিক, তুমি এমন কথা মুখে আনিও না, সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়নের সম্বন্ধে তোমার চিত্ত প্রসন্ন কর, জানিয়া রাখ যে, তাঁহারা অতি শুদ্ধাচার ভিক্ষু।" কোকালিক উত্তর দিলেন, "ভদন্ত, অগ্রশ্রাবকদ্বয়ের সম্বন্ধে, দেখিতেছি, আপনার অচলা শ্রদ্ধা। আমি কিন্তু স্বচক্ষে দেখিয়াছি, ইঁহারা পাপাশয়, ইঁহারা গোপনে গোপনে স্ব স্ব দুষ্ট উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেন; ইঁহারা বড়ই দুঃশীল।" শাস্তা নিষেধ করিলেও কোকালিক তিন বার এইরূপ বলিয়া আসনত্যাগপূর্ব্বক চলিয়া গেলেন। কিন্তু তিনি বাহিরে যাইবামাত্র তাঁহার সর্ব্বশরীরে সর্ষপপ্রমাণ ব্রণ দেখা দিল, বাড়িতে বাড়িতে সেগুলি বিল্বফলের আকার ধারণ করিল এবং ফাটিয়া গিয়া তাঁহার দেহ রক্ত প্লাবিত করিল। তিনি বেদনায় অস্থির হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে করিতে জেতবনদ্বার-কোষ্ঠকে শুইয়া পড়িলেন।

এদিকে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত কোলাহল সমুত্থিত হইল যে, কোকালিক অগ্রশ্রাবকদ্বয়ের গ্লানি করিয়াছেন। কোকালিকের উপাধ্যায় তুড়ু-নামক ব্রহ্মা এই বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া স্থবিরদ্বয়ের ক্ষমালাভের অভিপ্রায়ে আকাশে আসীন হইয়া বলিলেন, "কোকালিক, তুমি অতি পরুষ কার্য্য করিয়াছ, অগ্রশ্রাবকদ্বয়কে প্রসন্ন কর।"

কোকালিক জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে মহাশয়?" "আমি তুড়ুব্রহ্মা।" "ভগবান্ না বলিয়াছেন যে, তুমি অনাগামী? অনাগামী বলিলে, যে ইহলোকে আর ফিরিবে না তাহাকেই বুঝায়। তুমি মলস্তূপে বদ্ধ হইবে।" এইরূপে কোকালিক মহাব্রহ্মকে ভৎর্সনা করিলেন। মহাব্রহ্ম কোকালিককে নিজের উপদেশ গ্রহণ করাইতে অসমর্থ হইয়া বলিলেন, "তুমি তোমার বাক্যের অনুরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাক।" অনন্তর তিনি নিজের শুদ্ধাবাসে ফিরিয়া গেলেন। কোকালিক প্রাণত্যাগ করিয়া পদ্ম-নামক নরকে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইলেন। সহম্পতি ব্রহ্মা কোকালিকের পদ্মনরকপ্রাপ্তির সংবাদ পাইয়া শাস্তাকে তাহা জানাইলে, শাস্তা আবার ভিক্ষুদিগকে সেই বৃত্তান্ত বলিলেন। ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় কোকালিকের দোষসমূহ আলোচনা করিতে করিতে বলিলেন, "দেখ, ভাই, কোকালিক নাকি সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়নের নিন্দাবাদ করিয়া নিজের মুখের দোষে এখন পদ্মনরকে জন্মলাভ করিয়াছেন।" শাস্তা এই সময়ে সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও কোকালিক নিজের কথায় মারা গিয়াছিল, নিজের মুখের দোষে অশেষ দুঃখ পাইয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীতে ব্রহ্মদত্ত-নামক এক ব্যক্তি রাজত্ব করিতেন। তাঁহার পুরোহিত পিঙ্গলবর্ণ ও নিষ্ক্রান্তদন্ত * ছিলেন। এই পুরোহিতের ব্রাহ্মণী অন্য এক ব্রাহ্মণের সহিত ভ্রষ্টা হইয়াছিল। শেষোক্ত ব্রাহ্মণও পুরোহিতের ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ ও নিষ্ক্রান্তদন্ত ছিল। পুরোহিত ব্রাহ্মণীকে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়াও সৎপথে আনিতে পারেন নাই। অনন্তর তিনি চিন্তা করিলেন, 'আমি এই শত্রুকে স্বহস্তে বধ করিতে পারিব না; কোন উপায় অবলম্বন করিয়া ইহার প্রাণনাশ করাইতে হইবে। এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি রাজার নিকটে গিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আপনার রাজধানী সমস্ত জম্বুদ্বীপের মধ্যে শ্রেষ্ঠা নগরী; আপনি রাজাদিগের অগ্রগণ্য; কিন্তু এমন শ্রেষ্ঠ রাজার দক্ষিণ দ্বার অতি অপকৃষ্ট প্রণালীতে নির্ম্মিত এবং অমঙ্গলকর।" রাজা বলিলেন, "আচার্য্য, এ সম্বন্ধে এখন কর্ত্তব্য কি, তাহা আদেশ করুন।" "পুরাতন দ্বার ফেলিয়া দিয়া মঙ্গলযুক্ত কাষ্ঠ আহরণ করিতে হইবে; নগররক্ষক দেবতাদিগকে পূজা দিতে হইবে এবং শুভনক্ষত্র-যোগে নবদ্বার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।" "বেশ, আপনি সেইরূপ ব্যবস্থা করুন।" ঐ সময়ে বোধিসত্ত্ব উক্ত পুরোহিতের নিকট বিদ্যা শিক্ষা করিতেন। তাঁহার নাম ছিল তর্কারিক।

পুরোহিত পুরাতন দ্বার অপসারিত করিয়া নূতন দ্বার প্রস্তুত করাইলেন এবং রাজাকে বলিলেন, "দ্বার নির্ম্মিত হইয়াছে, আগামী কল্য শুভ দিন; অতএব কল্যই পূজা দিয়া দ্বার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।" রাজা জিজ্ঞাসিলেন, "পূজার জন্য কি কি দ্রব্য সংগ্রহ করিতে হইবে?" "মহারাজ, যে দ্বার এত বড়, তাহাতে বড় বড় দেবতারাই অধিষ্ঠান করেন। কোন একজন পিঙ্গলবর্ণ, নিষ্ক্রান্তদন্ত, উভয়কুলে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণকে মারিয়া তাঁহার রক্তমাংস দ্বারা পূজা দিতে হইবে এবং তাঁহার শবটা নিম্নে ফেলিয়া তদুপরি দ্বার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। তাহা করিলে এই নগর এবং আপনি, উভয়েই স্বস্তিভাজন হইবেন।" "বেশ, আচার্য্য, আপনি এইরূপ কোন ব্রাহ্মণের প্রাণবধ করিয়াই দ্বার প্রতিষ্ঠা করুন।"

রাজার অনুমতি পাইয়া পুরোহিত অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি ভাবিলেন, 'আগামী কল্যই আমি আমার শত্রুর পৃষ্ঠ দর্শন করিতে পারিব।' এই বিশ্বাসে তিনি এত উৎসাহিত হইলেন যে, গৃহে গিয়া নিজের মুখ বন্ধ করিতে পারিলেন না, তিনি যত শীঘ্র পারিলেন, ব্রাহ্মণীকে বলিলেন, "রে পাপিষ্ঠা চণ্ডালিনী, এখন হইতে তুই কার সঙ্গে আমোদ প্রমোদ

---

* মূলে 'নিক্খন্তদাঠো' আছে। ইংরাজী অনুবাদক এই শব্দটীর অর্থ করিয়াছেন 'দন্তবিহীন।' কিন্তু ইহার প্রকৃত অর্থ 'যাহার দন্তগুলি মুখবিবরের বাহিরে দেখা যায়,' দাঁত-উঁচু বা মূলাদাঁতী। এরূপ লোক দেখিতে কদাকার।

করিবি বল ত? আগামী কল্যই তোর জারের প্রাণ সংহার করিয়া আমি ভূতবলি দিব।" ব্রাহ্মণী বলিল, "যে নিরপরাধ, তাহাকে কেন বধ করিবেন?" "রাজা আদেশ দিয়াছেন, কোন কড়ারপিঙ্গল * ব্রাহ্মণকে মারিয়া তাহার রক্তমাংসে ভূতবলি প্রদানপূর্ব্বক দ্বার প্রতিষ্ঠা করুন গিয়া। তোর জার কড়ারপিঙ্গল। তাহাকেই মারিয়া ভূতবলি দিব।" ব্রাহ্মণী তাহার জারকে সংবাদ দিল, "রাজা না কি কড়ারপিঙ্গল কোন ব্রাহ্মণকে মারিয়া ভূতবলি দিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। যদি প্রাণ রক্ষা করিতে চাও, তাহা হইলে সময় থাকিতে পলায়ন কর, নিজে পলাও, অন্য যে সকল ব্রাহ্মণ দেখিতে তোমারই মত, তাহাদিগকেও সঙ্গে লইয়া যাও।" ব্রাহ্মণীর জার তাহাই করিল। ক্রমে এ কথা নগরে প্রচারিত হইল; নগরে যত কড়ারপিঙ্গল ব্রাহ্মণ ছিল, তাহারাও পলাইয়া গেল।

শত্রু যে পলায়ন করিয়াছে, পুরোহিত ইহা জানিতে পারিলেন না। তিনি প্রাতঃকালেই রাজার নিকটে গিয়া বলিলেন, "মহারাজ, অমুক স্থানে এক কড়ারপিঙ্গল ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহাকে ধরাইয়া আনুন।" রাজা ঐ ব্রাহ্মণকে আনিবার জন্য লোক পাঠাইলেন; কিন্তু তাহারা ঐ ব্যক্তিকে দেখিতে না পাইয়া ফিরিয়া গেল এবং রাজাকে জানাইল যে, সে ব্যক্তি পলায়ন করিয়াছে। তখন রাজা আদেশ দিলেন, "অন্যত্র অনুসন্ধান কর।" কিন্তু রাজভৃত্যেরা সমস্ত নগর খুঁজিয়াও ঐ রূপ কোন লোক দেখিতে পাইল না। রাজা আবার বলিলেন; "তাড়াতাড়ি খুঁজিয়া দেখ না।" তাহারা বলিল, "মহারাজ আপনার পুরোহিত ছাড়া এরূপ লোক অন্য কোথাও নাই।" "পুরোহিতকে ত বধ করিতে পারি না।" "বলেন কি, মহারাজ? পুরোহিতের জন্য আজ যদি দ্বারপ্রতিষ্ঠা না হয়, তাহা হইলে নগর অরক্ষিত থাকিবে। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, আজ এই কাজ না করিলে শুভনক্ষত্রের প্রতীক্ষায় আর এক বৎসর অপেক্ষা করিতে হইবে। নগর এক বৎসর দ্বারহীন থাকিলে আমাদের শত্রুপক্ষের বেশ সুবিধা হইবে। অতএব ইঁহাকে বধ করা যাউক এবং অন্য কোন পণ্ডিত ব্রাহ্মণের দ্বারা ভূতবলি দেওয়াইয়া দ্বার প্রতিষ্ঠা করা হউক।" "আচার্য্যের সদৃশ পণ্ডিত অন্য কোন ব্রাহ্মণ আছেন কি?" "আছেন, মহারাজ। ইঁহার অন্তেবাসী তর্কারিক মাণবক সুপণ্ডিত। তাঁহাকে পুরোহিতের পদে বরণ করিয়া শুভদ্বার প্রতিষ্ঠা করুন।"

রাজা তর্কারিককে ডাকাইয়া তাঁহাকে পৌরোহিত্য প্রদানপূর্ব্বক ঐরূপ করিতে আদেশ দিলেন। তর্কারিক বহুজনপরিবৃত হইয়া নগরদ্বারের নিকট গমন করিলেন। রাজাজ্ঞায় লোকে পুরোহিতকে বন্ধন করিয়া সেখানে লইয়া গেল। মহাসত্ত্ব দ্বারপ্রতিষ্ঠাস্থানে গর্ত্ত খনন করাইলেন, উহার চতুর্দ্দিকে পর্দ্দা খাটাইলেন, এবং পুরোহিতকে সঙ্গে লইয়া পর্দ্দার ভিতরে প্রবেশ করিলেন। পুরোহিত গর্ত্ত দেখিয়া এবং নিজের পরিত্রাণের কোন উপায় না পাইয়া বলিলেন, "আমার উদ্দেশ্য প্রায় নিষ্পাদিত হইয়াছিল; কিন্তু মূর্খতাবশতঃ আমি নিজের মুখ বন্ধ করিতে না পারায় হঠাৎ সেই পাপিষ্ঠাকে গুপ্ত কথা জানাইয়াছিলাম; কাজেই আমি নিজেই নিজের মৃত্যু ডাকিয়া আনিয়াছি।

১। বলিবার যোগ্য নয়, বলি তাহা, মূর্খ আমি, হায়,
পড়িব এ গর্ত্তে এবে, নাই পরিত্রাণের উপায়।
ভেক যথা বনমাঝে ডাকি করে সর্পকে আহ্বান,
সেরূপ অকালভাষী; মুখদোষে যায় তার প্রাণ।

* 'কড়ার' শব্দের পরিবর্ত্তে 'কপিশ' ব্যবহার করা যায় কি? বাঙ্গালা 'কটা' শব্দ, বোধ হয়, 'কড়ার' হইতে উৎপন্ন।

মহাসত্ত্ব তাঁহার সহিত এই গাথায় আলাপ করিলেন :—

২। যে জন অকালভাষী, বধশোকপরিতাপ ভাগ্যে তার হয়।
এ গর্হ্ব তোমারি কৃত, আত্মনিন্দা কর হেথা বসি, মহাশয়।

মহাসত্ত্ব আবার বলিলেন, "বাক্যসংবরণ করিতে না পারায় কেবল আপনিই যে দুঃখ পাইলেন, এমন নহে, অন্যেও পাইয়াছে।" অনন্তর তিনি অতীতের একটী ঘটনা বর্ণনা করিয়া ইহা দেখাইলেন :—

কথিত আছে পূর্ব্বে বারাণসীতে কালী নাম্নী এক গণিকা বাস করিত। তাহার ভ্রাতার নাম ছিল তুণ্ডিল। কালী প্রতিদিন সহস্র মুদ্রা অর্জ্জন করিত। তুণ্ডিল পারবনিতাপরায়ণ, মদ্যপায়ী ও অক্ষক্রীড়ারত ছিল। কালী তুণ্ডিলকে অর্থ দিত; কিন্তু তুণ্ডিল যেমন পাইত, অমনি নষ্ট করিত। কালী তাহাকে কত নিষেধ করিত; কিন্তু সে নিষেধ মানিত না। সে একদিন দ্যূতে পরাজিত হইয়া নিজের পরিহিত বস্ত্রগুলি পর্য্যন্ত হারাইয়াছিল; এবং একখণ্ড কৌপীন পরিয়া কালীর গৃহে গিয়াছিল। কিন্তু সে দিন কালী দাসীদিগকে আদেশ করিয়াছিল যে, তুণ্ডিল আসিলে তাহাকে কিছু দান না করিয়া গলাধাক্কা দিয়া বাহির করিবে। কাজেই তুণ্ডিল উপস্থিত হইলে দাসীরা তাহাই করিল। তুণ্ডিল দ্বারমূলে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল।

এক শ্রেষ্ঠিপুত্র প্রায় প্রতিদিন কালীকে সহস্র মুদ্রা দিত। সে ঐ দিন তুণ্ডিলকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কাঁদিতেছ কেন?" তুণ্ডিল বলিল, "প্রভু, আমি দ্যূতে পরাজিত হইয়া ভগিনীর নিকট আসিয়াছিলাম; কিন্তু দাসীরা আমাকে গলাধাক্কা দিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে।" "আচ্ছা, তুমি এখানে থাক, আমি তোমার ভগিনীকে এ কথা বলিতেছি।" ইহা বলিয়া শ্রেষ্ঠিপুত্র ভিতরে গেল এবং কালীকে বলিল, 'তোমার ভাই একখানা কৌপীন পরিয়া আছে; তাহাকে কাপড় দিতেছ না কেন?" কালী বলিল, "আমি তাহাকে কিছুই দিব না; তোমার যদি স্নেহ হইয়া থাকে, তবে তুমি দাও গিয়া।"

ঐ গণিকার গৃহে এইরূপ ব্যবস্থা ছিল:—যে সহস্র মুদ্রা গৃহীত হইত, তাহা হইতে সে লইত পঞ্চশত; অবশিষ্ট পঞ্চশত মুদ্রায় বস্ত্রগন্ধমাল্যাদি ক্রয় করা হইত। যে সকল পুরুষ সেখানে যাইত, তাহারা ঐ ক্রীত বস্ত্র পরিধান করিয়া রাত্রিবাস করিত এবং পরদিন উহা ছাড়িয়া, নিজেরা যে বস্ত্র পরিধান করিয়া আসিয়াছিল, তাহাই পরিয়া যাইত। এ দিন কালী যে বস্ত্র দিল, শ্রেষ্ঠিপুত্র তাহা পরিল এবং নিজে যে বস্ত্রে আসিয়াছিল, তাহা তুণ্ডিলকে দান করিল। তুণ্ডিল ঐ বস্ত্র পরিধান করিয়া মহানন্দে সুরাগৃহে প্রবেশ করিল।

এদিকে কালী দাসীদিগকে আজ্ঞা দিল, "কাল যখন শ্রেষ্ঠিপুত্র যাইবে, তখন তাহার বস্ত্রগুলি কাড়িয়া লইবি।" শ্রেষ্ঠিপুত্র যখন পরদিন কালীর গৃহ হইতে বাহির হইতেছে, তখন দাসীরা চারিদিক্ হইতে দস্যুর মত ছুটিয়া আসিল, বস্ত্রগুলি কাড়িয়া লইয়া তাহাকে সম্পূর্ণ নগ্ন করিল এবং "এখন তুমি যাইতে পার, কুমার" বলিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিল। শ্রেষ্ঠিপুত্র অগত্যা নগ্নবেশেই বাহির হইল, লোকে হো হো করিয়া হাসিতে লাগিল; সে লজ্জা পাইয়া পরিদেবন করিতে লাগিল, "নিজের বুদ্ধিতেই নিজের দুর্দশা হইল, হায়, কেন আমি নিজের মুখ সংযত করিতে পারি নাই।"

এই ব্যাপার সুস্পষ্টভাবে বুঝাইবার জন্য মহাসত্ত্ব তৃতীয় গাথা বলিলেন :—

৩। কালিকা ভ্রাতারে তার কি দেয়, কি বা না দেয়, কেন এ জিজ্ঞাসা
করিলাম? কেড়ে নিল বস্ত্রযুগ, নগ্ন আমি। হায়, কি দুর্দ্দশা!
নয় কি সদৃশ, দেব, শ্রেষ্ঠীর কাহিনী এই তোমার মতন?
অকালে বলিলে কথা, পাইতেছ মহাদুঃখ তুমি সে কারণ।"

অন্য কেহ এই ঘটনা বলিয়াছে :—অজপালদিগের অনবধানতাবশতঃ একদা বারাণসীর মেষচরণ-ভূমিতে দুইটা মেষ পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। সেখানে একটা পক্ষী ছিল। * সে ভাবিল, 'মেষ দুইটা এখনই পরস্পরের মাথা ভাঙ্গিয়া মারা যাইবে; আমি ইহাদিগকে বারণ করিতেছি।' "মামা, যুদ্ধ করিও না, মামা, যুদ্ধ করিও না" বলিয়া সে বার বার নিষেধ করিল; কিন্তু মেষ দুইটা তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া লড়িতেই লাগিল; সে একবার তাহাদের পৃষ্ঠে, একবার তাহাদের মস্তকে বসিয়া বারণ করিতে লাগিল; কিন্তু কিছুতেই তাহাদিগকে নিরস্ত করিতে পারিল না। "তবে আগে আমাকে মারিয়া লড়" বলিয়া সে পরিশেষে মেষদ্বয়ের মস্তকের অন্তরালে প্রবেশ করিল। মেষ দুইটা পূর্ব্ববৎ পরস্পরকে প্রহার করিল এবং সেই আঘাতে, কোন দ্রব্য হামানদিস্তাতে যেরূপ পিষ্ট হয়, পক্ষীটাও সেইরূপ পিষ্ট হইয়া আত্মকর্ম্মদোষে বিনষ্ট হইল।

এই আখ্যায়িকাটী ব্যাখ্যা করিবার জন্য মহাসত্ত্ব চতুর্থ গাথা বলিলেন :—

৪। যুদ্ধ করে মেষদ্বয়, কুলুঙ্কের স্বার্থ কোন ছিল না তাহাতে,
তবু মধ্যে পড়ি মরে সে নির্ব্বোধ মেষদের মস্তক-আঘাতে।
নয় কি সদৃশ, দেব, কুলুঙ্ক-কাহিনী এই তোমার মতন?
নাই যাতে প্রয়োজন, হস্তক্ষেপ করি তাতে ঘটাও নিধন।

অন্য কেহ কেহ আর একটী ঘটনা বলেন :—

গোপালকেরা বারাণসীতে অতি যত্নের সহিত একটী তালবৃক্ষ রক্ষা করিত। বারাণসীর কতকগুলি লোক ঐ বৃক্ষ দেখিতে পাইয়া এক ব্যক্তিকে ফলাহরণার্থে প্রেরণ করিল। সে লোকটা ফল পাড়িতেছে, এমন সময় বল্মীক হইতে একটা কৃষ্ণসর্প বাহির হইয়া ঐ বৃক্ষে আরোহণ করিতে লাগিল। যাহারা গাছের তলে ছিল, তাহারা যষ্টি প্রভৃতি দ্বারা প্রহার করিয়াও ঐ সর্পকে নিবৃত্ত করিতে পারিল না। তখন তাহারা গাছে সাপ উঠিতেছে বলিয়া চীৎকার করিয়া বৃক্ষস্থ ব্যক্তিকে জানাইল; সেও ভয় পাইয়া মহা চীৎকার করিতে লাগিল। যাহারা নিম্নে ছিল, তাহারা একখণ্ড স্থূল বস্ত্রের চারি কোণ ধরিয়া বলিল, "তুমি এই কাপড়ের উপর পড়।" বৃক্ষারূঢ় ব্যক্তি তখন হাত পা ছাড়িয়া ঐ চারি ব্যক্তির অন্তর্ব্বর্ত্তী বস্ত্রমধ্যভাবে পতিত হইল। সে বাতবেগে পড়িয়াছিল। উহা সামলাইতে না পারিয়া চারিজনেরই মাথা ঠোকাঠুকি হইল এবং মাথা ভাঙ্গিল বলিয়া চারিজনেই মারা গেল।

এই আখ্যায়িকা ব্যাখ্যা করিবার জন্য মহাসত্ত্ব পঞ্চম গাথা বলিলেন :—

৫। একের রক্ষায় তরে স্থূলবস্ত্রখণ্ড ধরি ছিল চারিজন;
পতনের বেগ-হেতু বিচূর্ণ মস্তকে তারা ত্যজিল জীবন।
নয় কি সদৃশ, দেব, এ চারিজনের দশা তোমার মতন?
না চিন্তিয়া পরিণাম করি কাজ, গেল এরা শমনসদন।

* মূলে 'কুলিঙ্গ শকুন' আছে। কিন্তু কুলিঙ্গ শব্দটী অভিধানে পাওয়া যায় না। ৪২৫-সংখ্যক জাতকে, কুলুঙ্ক-নামক পক্ষীর উল্লেখ আছে। এই জাতকেও চতুর্থ গাথায় 'কুলিঙ্গ' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। সংশায় বুঝা যায়, ইহা এক প্রকার ক্ষুদ্র পক্ষী।

অন্য কেহ কেহ আর একটী কথা বলিয়া থাকেন :—

বারাণসীবাসী কয়েকজন ছাগচোর রাত্রিকালে একটা ছাগী চুরি করিয়াছিল এবং স্থির করিয়াছিল যে, বনে গিয়া উহাকে খাইবে। ছাগীটা যাহাতে না ডাকিতে পারে, সে জন্য তাহারা উহার মুখ বান্ধিয়াছিল এবং এই অবস্থায় উহাকে একটা বাঁশের ঝোপের মধ্যে রাখিয়া দিয়াছিল। পরদিন ছাগীটাকে খাইবার অভিপ্রায়ে যাইবার সময় তাহারা ভ্রমবশতঃ অস্ত্র লইয়া যায় নাই। "এস, ছাগীটা মারিয়া মাংস রান্ধিয়া খাই, অস্ত্র আন, ইহাকে কাটা যাউক," সকলে এইরূপ বলিতে লাগিল, কিন্তু কাহারও হাতে অস্ত্র দেখা গেল না। তখন তাহারা বলাবলি করিতে লাগিল, "ছাগীটাকে মারিলেও বিনা অস্ত্রে মাংস বাহির করিবার উপায় নাই, কাজেই উহাকে ছাড়িয়া দেওয়া যাউক। ছাগীটার বড় পুণ্যবল ছিল।" ইহা বলিয়া তাহারা উহাকে ছাড়িয়া দিল। ঐ সময়ে এক বেণুকার বাঁশ কাটিয়া, আবার কাটিতে আসিবে, এই অভিপ্রায়ে বাঁশের পাতার মধ্যে নিজের বাঁশ কাটিবার অস্ত্রখানি লুকাইয়া রাখিয়া গিয়াছিল। ছাগীটা মুক্তি পাইয়া যখন মনের উল্লাসে বাঁশের ঝাড়ের মূলে লম্ফ ঝম্প করিতে লাগিল, তখন তাহার পশ্চাতের পায়ের আঘাতে ঐ অস্ত্রখানি ছিটিয়া পড়িল। অস্ত্রপতনের শব্দ শুনিয়া চোরেরা খুঁজিতে খুঁজিতে তাহা দেখিতে পাইল এবং ছাগীটাকে মারিয়া মনের সুখে তাহার মাংস খাইল।

ছাগীটা যে নিজের কৃতকর্ম্মের দোষে মারা গেল, ইহা বুঝাইবার জন্য মহাসত্ত্ব ষষ্ঠ গাথা বলিলেন :—

> ৬। বেণু-গুল্মে বদ্ধা অজা পশ্চাতের পদাঘাতে অসি নিক্ষেপিল,
> সেই অসি লয়ে, দেখ, চোরগণ কণ্ঠচ্ছেদ তাহার করিল।
> নর কি [illegible] দেখিলে [illegible] তোমার মতন ?
> অসময়ে লম্ফ ঝম্প করি সে ঘটায়, হায়, নিজের মরণ।

এই সকল উদাহরণ দেখাইবার পর মহাসত্ত্ব বলিলেন, "যাহারা নিজের মুখ সংযত করিয়া মিতভাষী হয়, তাহারা মরণদুঃখ হইতে মুক্তি লাভ করে।" ইহা বুঝাইবার জন্য তিনি কিন্নরের উপাখ্যান বলিলেন :—

বারাণসীবাসী এক ব্যাধপুত্র হিমালয়ে গিয়া কোন উপায়ে এক কিন্নরমিথুন ধরিয়াছিল এবং তাহাদিগকে আনিয়া রাজাকে উপহার দিয়াছিল। এই অদৃষ্টপূর্ব্ব জীব দুইটা দেখিয়া রাজা ব্যাধকে তাহাদের গুণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্যাধ বলিল, "মহারাজ, ইহারা মধুরস্বরে গান করে, অতি মনোজ্ঞ নৃত্য করে, মানুষে এরূপ গান করিতে বা নৃত্য করিতে জানে না।" রাজা ব্যাধকে বহু ধন দিলেন এবং কিন্নরদ্বয়কে গান করিতে ও নৃত্য করিতে বলিলেন। তাহারা কিন্তু ভাবিল, 'আমরা যদি গান করিবার কালে গানের তানলয়ভাবাদি সম্পূর্ণরূপে পরিস্ফুটিত করিতে না পারি, তাহা হইলে সে গান কখনও ভাল শুনাইবে না; তখন লোকে আমাদিগকে গালি দিবে ও প্রহার করিবে। বিশেষতঃ, যাহারা বহুভাষী, তাহারা অনেক সময়েই মিথ্যা বলে।' ফলতঃ, তাহারা মিথ্যা বলিবার ভয়ে রাজার পুনঃ পুনঃ আদেশ সত্ত্বেও গান করিল না, নৃত্যও করিল না। ইহাতে রাজার ক্রোধ হইল, তিনি আজ্ঞা দিলেন, এ দুটাকে মারিয়া ইহাদের মাংস রান্ধিয়া আন।" এই আজ্ঞা দিবার কালে তিনি সপ্তম গাথা বলিলেন :—

> ৭। দেবতা নয় ত এরা, গন্ধর্ব্বের তনয় ত নয়;
> মৃগ এরা, অর্থ দিয়া ব্যাধে আমি করিয়াছি ক্রয়।
> রান্ধ একটার মাংস; সায়াহ্নে তা' করিব ভোজন;
> অন্যটার মাংস রান্ধি প্রাতরাশ হবে সম্পাদন।

কিন্নরী ভাবিল, 'রাজা ক্রুদ্ধ হইয়াছেন; আমাদিগকে নিশ্চয় বধ করিবেন; অতএব এখন কথা কহিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।' তখন সে একটী গাথা বলিল :—

৮। শত বা সহস্র গীত অপকৃষ্টভাবে যদি গায়,
সুগীতের কণামাত্র আদর সে সব নাহি পায়।
শঙ্কি মনে, পাছে গান কোনরূপে অপকৃষ্ট হয়,
কিন্নর নীরব ছিল, অজ্ঞতাবশতঃ কভু নয়।

কিন্নরীর কথায় প্রীত হইয়া রাজা আর একটী গাথা বলিলেন :—

৯। বলিল যে কথা এবে, অবিলম্বে মুক্তি তারে দাও;
বিহিত ব্যবস্থা করি হিমালয়ে এখনই পাঠাও।
এই যে কিন্নর, এরে মহানসে করহ প্রেরণ;
প্রাতঃকালে রান্ধি এরে প্রাতরাশ হবে সম্পাদন।

রাজার কথা শুনিয়া কিন্নর ভাবিল 'আমি যদি আর কথা না বলি, তাহা হইলে রাজা আমাকে বধ করিবেন, অতএব এখন কথা বলিতে হইতেছে'। ইহা স্থির করিয়া সে দশম গাথা বলিল :—

১০। পর্জ্জন্য পশুর নাথ,* মানুষের নাথ পশুগণ,
তুমি মোর নাথ, আমি কিন্নরীর নাথ, হে রাজন্;
থাকিতে একের প্রাণ অন্যে কভু না যাইব ত্যজি;
বধ মোরে অগ্রে যদি কিন্নরীরে মুক্তি দিবে আজি।

কিন্নর আবার বলিতে লাগিল, "মহারাজ, মনে করিবেন না যে, আপনার আজ্ঞাপালনে অনিচ্ছাবশতঃ নীরব ছিলাম; কথার অনেক দোষ; সেই জন্যই কথা বলি নাই।" এই ভাব পরিস্ফুটিত করিবার জন্য সে দুইটী গাথা বলিল :—

১১। নিন্দা পরিহার অতি কঠিন ব্যাপার, সেবিতে হয় হে লোক নানান প্রকার।
একে যার জন্য লাভ করে সাধুকার, সম্পাদি তাহাই অন্যে বহে নিন্দাভার।
১২। পরচিত্ত সকলেই দেখে অন্ধকার,† স্ব স্ব চিত্তবশে ভাবে নানান প্রকার।
যত জীব, প্রত্যেকের ভিন্নবিধ মন। পরচিত্তবশে চলে, কে আছে এমন?

রাজা দেখিলেন, কিন্নর প্রকৃত কথাই বলিতেছে, সে সুপণ্ডিত। এই জন্য সন্তুষ্ট হইয়া তিনি শেষ গাথাটী বলিলেন :—

১৩। ভার্য্যাসহ কিম্পুরুষ নীরব আছিল এতক্ষণ;
ভয় পেয়ে মুখে তার হয় এবে বাক্যনিঃসরণ।
এবে সে লভিয়া মুক্তি সুস্থ দেহে সুখে যা'ক চলি।
মানুষের হিতকর বাক্য কত গেল সেই বলি।

অনন্তর রাজা কিন্নরমিথুনকে সুবর্ণপঞ্জরে বসাইয়া সেই ব্যাধকেই ডাকাইলেন এবং "যাও, যেখানে ইহাদিগকে ধরিয়াছিলে, সেখানেই ছাড়িয়া দাও গিয়া" বলিয়া বিদায় দিলেন।

এই আখ্যান বর্ণন করিয়া মহাসত্ত্ব বলিলেন, "দেখুন, আচার্য্য, কিন্নরেরা প্রথমে মুখ সংযত রাখিয়াছিল, কিন্তু বলিবার অবসর পাইয়া সত্য কথা বলিয়া মুক্তি লাভ করিয়া-

* মেঘ হইতে বৃষ্টি পড়ে, তাহাতে তৃণলতা জন্মে; উহা খাইয়া পশুরা বাঁচে, মানুষ আবার গবাদি পশুর দুগ্ধাদি খাইয়া জীবন ধারণ করে।

† আমি 'পরচিত্তো' এই পাঠের পরিবর্ত্তে 'পরচিত্তে' এই পাঠ গ্রহণ করিয়াছি।

ছিল। আপনি কিন্তু যাহা বলা উচিত ছিল না, তাহা বলিয়া মহাদুঃখ ভোগ করিলেন।" অনন্তর, উদাহরণ বুঝাইয়া দিয়া তিনি আচার্য্যকে এই বলিয়া আশ্বাস দিলেন:—"আপনি ভয় পাইবেন না, আমি আপনার প্রাণ রক্ষা করিতেছি।" "তুমি কি আমায় রক্ষা করিতে পারিবে?" "আপনি যে নক্ষত্রযোগের কথা বলিয়াছিলেন, তাহা এখনও ঘটে নাই।" শুভক্ষণ উপস্থিত হয় নাই বলিয়া মহাসত্ত্ব সমস্ত দিন কাটাইলেন, এবং নিশীথ সময়ে একটা মৃত ছাগ আনাইলেন। অতঃপর তিনি ব্রাহ্মণকে বলিলেন, "আপনি প্রস্থান করুন; এবং অন্য কোন স্থানে গিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করুন।" ইহা বলিয়া তিনি গোপনে তাঁহাকে বিদায় দিলেন এবং ছাগমাংসে ভূতবলি দিয়া দ্বার প্রতিষ্ঠা করাইলেন।

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নয়, পূর্ব্বেও কোকালিক নিজের কথায় নিজে মারা গিয়াছিল।"

সমবধান—তখন কোকালিক ছিল সেই কড়ারপিঙ্গল ব্রাহ্মণ এবং আমি ছিলাম তর্কারিক পণ্ডিত।]

☞ ছাগীর কথাটী প্রায় অবিকৃতরূপে গ্রীক্ সাহিত্যে দেখা যায়। যেনোবিয়াসের বর্ণনানুসারে করিন্থ-বাসীরা জুনোদেবীর নিকট একটা ছাগ বলি দিতে গিয়াছিল। তাহারা খড়্গখানি কোথায় রাখিয়াছিল, তাহা খুঁজিয়া পাইতেছিল না। কিন্তু শেষে বন্ধনমুক্ত ছাগই পদাঘাতে ঐ খড়্গ বাহির করিয়া দিয়াছিল।

কুলুঙ্ক পক্ষীর বৃত্তান্ত একটু স্বতন্ত্র আকারে কথাসরিৎসাগরেও আছে। কথাসরিৎসাগরে পক্ষী নয়, একটা শৃগাল মধ্যাহ্ন হইতে গিয়া প্রাণ হারাইয়াছিল।

৪৮২—রুরু-জাতক।

[শাস্তা বেণুবনে অবস্থিতিকালে দেবদত্তের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ঐ ভিক্ষুকে যদি কেহ বলিত, "ভাই দেবদত্ত, শাস্তা তোমার বহু উপকার করিয়াছেন, তুমি তথাগতকে আশ্রয় করিয়াই প্রব্রজ্যা লইয়াছ, তাঁহারই কৃপায় পিটকত্রয় আয়ত্ত করিয়াছ, তাঁহারই জন্য এত সম্মান ও উপহার প্রাপ্ত হইতেছ," তাহা হইলে দেবদত্ত উত্তর দিতেন, "ভাই, শাস্তার দ্বারা আমার তৃণাগ্রপরিমিত উপকারও হয় নাই; আমি নিজেই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছি, নিজের চেষ্টাতেই পিটকত্রয়ে ব্যুৎপন্ন হইয়াছি, নিজের গুণেই সম্মান ও উপহার লাভ করিতেছি।" ভিক্ষুরা এক দিন এ সম্বন্ধে ধর্ম্মসভায় বলাবলি করিতেছিলেন, "দেখ, ভাই, দেবদত্ত বড় অকৃতজ্ঞ; তিনি যে উপকার পাইয়াছেন, তাহা স্বীকার করেন না।" "এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসাদ্বারা তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও দেবদত্ত বড় অকৃতজ্ঞ ছিল এবং প্রাপ্ত উপকার স্বীকার করিত না। পূর্ব্বে আমি তাহার প্রাণদান করিয়াছিলাম, তথাপি সে আমার গুণের মাত্রা জানিতে পারে নাই।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে এক অশীতিকোটি বিভবসম্পন্ন শ্রেষ্ঠী পুত্র লাভ করিয়া তাহার মহাধনক এই নাম রাখিয়াছিলেন। বিদ্যা শিক্ষা করিতে হইলে পুত্র ক্লেশ পাইবে, এই ভাবিয়া তিনি পুত্রকে কোন বিদ্যা শিক্ষা দিলেন না। কাজেই ছেলেটী নৃত্যগীত ও পানাহারের অতিরিক্ত আর কিছু শিখিতে পারিল না। সে যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইল, তখন শ্রেষ্ঠী নিজের বংশানুরূপ কোন কুল হইতে একটী পাত্রী আনিয়া তাহার সহিত বিবাহ দিলেন। অনন্তর তিনি ও তাঁহার পত্নী উভয়েই প্রাণত্যাগ করিলেন। মাতাপিতার মৃত্যুর পর মহাধনক ইন্দ্রিয়পরায়ণ, মদ্যপায়ী ও দ্যূতাসক্ত বহু অনুচরগণে পরিবৃত হইল। সে বিবিধ ব্যসনে আসক্ত হইয়া সর্ব্বস্ব নষ্ট করিল এবং ঋণ গ্রহণ

করিয়া তাহা পরিশোধ করিতে অসমর্থ হইল। অনন্তর উত্তমর্ণেরা যখন আদায়ের জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল, তখন সে ভাবিল, "এ প্রাণ রাখিয়া ফল কি? আমি বর্ত্তমান জীবনেই আর সে নই, অন্য জীবে পরিণত হইয়াছি। অতএব মৃত্যুই আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ।" মনে মনে এইরূপ আন্দোলন করিয়া সে উত্তমর্ণদিগকে বলিল, "তোমরা খতগুলি লইয়া আইস; গঙ্গাতীরে আমার পৈতৃক ধন নিহিত আছে, তাহাই তোমাদিগকে দিতেছি।" এই কথায় উত্তমর্ণেরা তাহার সঙ্গে চলিল।

মহাধনক গঙ্গাতীরে গিয়া এখানে ধন আছে, এখানে ধন আছে বলিয়া দেখাইতে লাগিল যেন নিহিত ধনের স্থানই দেখাইতেছে; কিন্তু সে ডুবিয়া মরিবার উদ্দেশ্যে অতর্কিতভাবে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া পড়িল। প্রবল স্রোতে তাহাকে ভাসাইয়া লইয়া চলিল সে করুণস্বরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল।

ঐ সময়ে মহাসত্ত্ব রুরুমৃগযোনিতে জন্ম লাভ করিয়াছিলেন। তিনি পরিজনদিগকে পরিহার করিয়া গঙ্গার কোন বাঁকের মাথায় শাল ও সুপুষ্পিত আম্রবৃক্ষ-শোভিত এক রমণীয় বনে একাকী বাস করিতেছিলেন। তাঁহার দেহের বর্ণ সুমার্জ্জিত কাঞ্চনপট্টের ন্যায় উজ্জ্বল ছিল, সম্মুখের ও পশ্চাতের পাগুলি লাক্ষামণ্ডিত বলিয়া প্রতীয়মান হইত, লাঙ্গুলটী চমরীপুচ্ছকেও বিদ্রূপ করিত, শৃঙ্গদ্বয় রজতমালার ন্যায় দেখাইত; চক্ষু দুইটী সুমার্জ্জিত মণিগোলকের ন্যায় ছিল। তিনি মুখখানি ফিরাইলে উহা রক্তকম্বলপিণ্ডের ন্যায় বোধ হইত। তিনি নিশীথ সময়ে শ্রেষ্ঠিপুত্রের আর্ত্তনাদ শুনিয়া ভাবিলেন, 'এ যে মানুষের রব শুনা যাইতেছে; আমি যখন জীবিত আছি তখন ইহাকে মরিতে দিব না, ইহার প্রাণ রক্ষা করিব।' ইহা স্থির করিয়া তিনি শয়নগুল্ম হইতে উত্থিত হইলেন এবং নদীতীরে গিয়া লোকটাকে আশ্বাস দিবার জন্য বলিলেন, "ভো মনুষ্য, ভয় নাই, আমি তোমার প্রাণ রক্ষা করিতেছি।" তিনি স্রোত ভেদ করিয়া গেলেন, তাহাকে পৃষ্ঠে বসাইয়া তীরে আনিলেন এবং নিজের বাসস্থানে লইয়া গিয়া বন্যফলমূল খাইতে দিলেন। দুই তিন দিন অতীত হইলে তিনি মহাধনককে বলিলেন, "শুন, বাপু, আমি তোমাকে এই বন হইতে বাহির করিয়া বারাণসীর পথে রাখিয়া আসিতেছি, তুমি নির্ব্বিঘ্নে যাইতে পারিবে; কিন্তু দেখিও, যেন ধনলোভে রাজাকে বা রাজার মহামাত্রকে বলিও না যে, অমুক স্থানে কাঞ্চনমৃগ বাস করে।" মহাধনক উত্তর দিল, "যে আজ্ঞা প্রভু।" মহাসত্ত্ব এই অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়া তাহাকে নিজের পৃষ্ঠে বসাইয়া বারাণসীর পথে লইয়া গেলেন এবং সেখানে তাহাকে নামাইয়া দিয়া নিজ বাসস্থানে ফিরিলেন।

যে দিন মহাধনক বারাণসীতে ফিরিয়া গেল, সেই দিন রাজার অগ্রমহিষী ক্ষেমা প্রত্যূষকালে স্বপ্ন দেখিলেন, যেন এক সুবর্ণমৃগ তাঁহাকে ধর্ম্মকথা শুনাইতেছে। তিনি ভাবিলেন, 'পৃথিবীতে যদি এরূপ মৃগ না থাকিত, তাহা হইলে আমি কখনও স্বপ্নে ইহাকে দেখিতাম না। নিশ্চয় এরূপ মৃগ আছে। আমি রাজাকে একথা বলিতেছি।'

ক্ষেমা রাজার নিকট গিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আমি সুবর্ণবর্ণ মৃগের মুখে ধর্ম্মকথা শুনিতে অভিলাষী হইয়াছি। যদি এই ইচ্ছা পূর্ণ হয়, তাহা হইলে প্রাণ রাখিব; নচেৎ প্রাণ রাখিব না।" রাজা তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "যদি মনুষ্যলোকে এরূপ প্রাণী থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয় তোমার বাসনা পূর্ণ হইবে।" অনন্তর তিনি ব্রাহ্মণদিগকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সুবর্ণবর্ণ মৃগ কোথাও আছে কি?" ব্রাহ্মণেরা বলিলেন,

"মহারাজ, এরূপ মৃগ আছে।" ইহা শুনিয়া রাজা একটা হস্তীকে সুসজ্জিত করাইলেন, তাহার স্কন্ধোপরি একটী সুবর্ণময় করণ্ডক * স্থাপন করিয়া তাহার মধ্যে সহস্রমুদ্রাপূর্ণ একটী থলি রাখিয়া দিলেন, এবং সুবর্ণপট্টে এই গাথা লেখাইলেন,—যে ব্যক্তি সুবর্ণমৃগের সন্ধান দিতে পারিবে, তাহাকে স্থবিকা-করণ্ডকসহ হস্তীটা, এমন কি তাহারও অতিরিক্ত, পুরস্কার প্রদত্ত হইবে। অনন্তর তিনি এক অমাত্যকে ডাকাইয়া বলিলেন, 'তুমি, বাপু, আমার আদেশে নগরবাসীদিগকে এই গাথা বল গিয়া:—

১। কাহাকে করিব দান উত্তম একটী গ্রাম, অলঙ্কৃতা নারীগণ আর?
কোথা থাকে মৃগোত্তম, সুবর্ণবর্ণ যার, কে আমারে দিবে সমাচার?"

অমাত্য সুবর্ণপট্ট গ্রহণ করিয়া সমস্ত নগরে এই গাথা বলাইতে লাগিলেন। ঠিক সেই সময়েই পূর্ব্বকথিত শ্রেষ্ঠিপুত্র বারাণসীতে প্রবেশ করিতেছিল। সে ঐ ঘোষণা শুনিয়া উক্ত অমাত্যের নিকট গেল এবং বলিল, "আমি রাজাকে এইরূপ মৃগের সন্ধান দিতেছি; আপনি আমাকে রাজার নিকট লইয়া চলুন।" ইহা শুনিয়া অমাত্য হস্তিপৃষ্ঠ হইতে অবতরণপূর্ব্বক তাহাকে রাজার নিকট লইয়া গেলেন এবং তাহাকে দেখাইয়া বলিলেন, "এই ব্যক্তি নাকি সুবর্ণমৃগের সন্ধান দিতে পারে।" রাজা জিজ্ঞাসিলেন, "কি হে বাপু? এ কথা সত্য কি?" সে উত্তর দিল, "হাঁ মহারাজ, এ কথা সত্য, আপনি এই পুরস্কার আমাকে প্রদান করুন।

২। দিন্ মোরে, মহারাজ, উত্তম একটী গ্রাম, অলঙ্কৃতা নারীগণ আর,
কোথা থাকে মৃগোত্তম, সুবর্ণবরণ যার, আমি সেই দিব সমাচার।"

এই কথায় রাজা সেই মিত্রদ্রোহীর উপর সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি ঐ মৃগ কোথায় থাকে জিজ্ঞাসা করিলেন এবং [illegible] বহু অনুচরসহ সেখানে যাত্রা করিলেন। পথপ্রদর্শনের জন্য তিনি শ্রেষ্ঠিপুত্রকে সঙ্গে লইয়া গেলেন।

নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া সেই মিত্রদ্রোহী রাজাকে বলিল, "মহারাজ, আপনি এ স্থানে সেনা সংস্থাপন করুন।" তদনুসারে সেনা সন্নিবেশিত হইলে সে হস্তপ্রসারণপূর্ব্বক বলিল, 'মহারাজ, সুবর্ণমৃগ এই বনে অবস্থিতি করে।

৩। সুপুষ্পিত আম্রশালে শোভিত এ বনভূমি; রক্তবর্ণ মৃত্তিকা ইহার; †
সে হেমবরণ মৃগ একাকী এখানে থাকি, মহারাজ, করেন বিহার।"

এই কথা শুনিয়া রাজা অমাত্যদিগকে আজ্ঞা দিলেন, "ঐ মৃগকে যাহাতে পলায়ন করিবার অবসর না দেওয়া হয়, এই উদ্দেশ্যে শীঘ্র শীঘ্র লোকজনের হাতে অস্ত্র শস্ত্র দিয়া বনভূমি পরিবেষ্টন করাও।" রাজার অনুচরগণ তাহাই করিয়া মহা নিনাদ করিল। রাজা কয়েক জন লোক সঙ্গে লইয়া একান্তে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সেই মিত্রদ্রোহী লোকটাও তাঁহার অদূরে দাঁড়াইয়া রহিল। মহাসত্ত্ব রাজানুচরদিগের নিনাদ শুনিয়া ভাবিলেন, 'এ যে কোন বৃহৎ সেনার শব্দ। এই সকল লোক হইতে আমার ভয়ের কারণ হইতে পারে।' অনন্তর তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, লোকজনদিগের দিকে তাকাইলেন এবং যেখানে রাজা ছিলেন, তাহা

* মূলে চঙ্গোটক আছে। চঙ্গোটক—এক প্রকার ছোট ঝুড়ি; এই শব্দ হইতে, বোধ হয়, বাঙ্গালা 'চাঙ্গাড়ী' শব্দটীর উৎপত্তি হইয়াছে।

† মূলে 'ইন্দগোপকসংছন্না' আছে। ইন্দ্রগোপক এক প্রকার রক্তবর্ণ কীট। ইহারা বর্ষাকালে বিবর হইতে নির্গত হইয়া মাটির উপর বিচরণ করে। টীকাকার বলেন যে, বনভূমি ইন্দ্রগোপকসদৃশ রক্তবর্ণ তৃণের দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল। কিন্তু এখানে তৃণের কোন আলাপ না থাকিতেও পারে। যে স্থানের মৃত্তিকা রক্তবর্ণ, তাহা বাসের পক্ষে অতি উত্তম, বোধ হয় গাথাকারের ইহাই বলিবার অভিপ্রায়।

দেখিয়া স্থির করিলেন, 'রাজা যেখানে আছেন, সেখানে গেলেই আমার ভদ্র হইবে; অতএব আমার সেখানেই যাওয়া কর্ত্তব্য।' এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি রাজার অভিমুখে ছুটিলেন। তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া রাজা ভাবিলেন, 'এই মৃগের দেহে হস্তীর মত বল; এ এমন বেগে আসিতেছে যে, ইহার সম্মুখে যাহা পড়িবে, তাহাই বিধ্বস্ত হইবে। আমি শরসন্ধান করিয়া ইহাকে ভয় দেখাই, এ যদি পলায়ন করিবার চেষ্টা করে, তবে শরবিদ্ধ করিয়া ইহাকে দুর্ব্বল করিব,' তখন ইহাকে ধরা যাইতে পারিবে।' ইহা স্থির করিয়া রাজা শরাসনে জ্যা আরোপণ করিয়া বোধিসত্ত্বের অভিমুখে দাঁড়াইলেন।

এই ঘটনা বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা দুইটী গাথা বলিলেন :—

৪। আরোপি জ্যা শরাসনে সন্ধান করিয়া বাণ নৃপতি হইলা অগ্রসর,
দূর হ'তে দেখি তাঁরে রক্ষিতে নিজের প্রাণ বলিতে লাগিল মৃগবর,—
৫। "তিষ্ঠ, তিষ্ঠ, মহারাজ, রথিকুলশ্রেষ্ঠ তুমি, হানিওনা শর মোর বুকে,
এ নির্জ্জন বন মাঝে আমি যে বসতি করি, এ কথা শুনিলে কার মুখে?"

মহাসত্ত্বের মধুর কথা শুনিয়া রাজা মুগ্ধ হইলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ ধনু অবনত করিয়া শ্রদ্ধানম্রভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। মহাসত্ত্ব রাজার নিকটবর্ত্তী হইয়া মধুর স্বরে অভিবাদনপূর্ব্বক একান্তে অবস্থিত হইলেন। রাজার সেই বহুসংখ্যক অনুচর অস্ত্র ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। তখন মহাসত্ত্ব রাজাকে এমন মধুর স্বরে প্রশ্ন করিলেন, যেন সুবর্ণকিঙ্কিণী বাজিতে লাগিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,' "কে, মহারাজ, সংবাদ দিয়াছে যে, আমি এখানে থাকি?" ঐ সময়ে সেই পাপিষ্ঠ লোকটা একটু নিকটে অগ্রসর হইয়াছিল বলিয়া এই কথোপকথন শুনিতে পাইতেছিল। রাজা বলিলেন, "এই ব্যক্তিই তোমাকে দেখাইয়া দিয়াছে।"

৬। অই যে ঈষৎ দূরে আছে পাপী দাঁড়াইয়া, অই তব বাসস্থান দিল, সখে, দেখাইয়া।"

ইহা শুনিয়া মহাসত্ত্ব সেই মিত্রদ্রোহীকে ভর্ৎসনা করিলেন এবং রাজার সঙ্গে আলাপ করিতে করিতে সপ্তম গাথা বলিলেন :—

৭। আছে ধরাধামে হেন বহু পাপাশয়, যাদের সম্বন্ধে মিথ্যা এ প্রবাদ নয়—
জল হতে কাষ্ঠখণ্ড করিলে উদ্ধার লভিতে পারিবে তুমি কিছু উপকার,
কিন্তু পাপিজনে যদি করিবে উদ্ধার, উপকার-বিনিময়ে পাবে অপকার। *

তখন রাজা বলিলেন—

৮। এ ক্ষেত্রে কে অপরাধী বল, মৃগরাজ? পশু, পাখী, মানুষ—কাহার এই কাজ?
জন্মিয়াছে সাতিশয় ভয় মোর মনে শুনি মানুষের ভাবা তোমার বদনে।"

ইহার উত্তরে মহাসত্ত্ব বলিলেন, "মহারাজ, আমি পশুপক্ষীকে দোষ দিতেছি না, মানুষেরই নিন্দা করিতেছি।

৯। গঙ্গার প্রবল স্রোতে যেতেছিল ভেসে, রক্ষি তারে এ দুর্দ্দশা ঘটে মোর শেষে।
পাপীর সংসর্গে, ভূপ, দুঃখ দুর্নিবার, ঘটিল বিপত্তি করি পাপীরে উদ্ধার।"

---

* এই গাথাটী প্রথম খণ্ডের সত্যংকিম্ (৭৩) জাতকেও দেখা গিয়াছে।

ইহা শুনিয়া রাজা ক্রুদ্ধ হইলেন ; তিনি ভাবিলেন, 'এই পাপিষ্ঠ ঈদৃশ উপকারকের গুণ ভুলিয়া গিয়াছে। ইহাকেই শরবিদ্ধ করিয়া আমি যমের বাড়ী পাঠাইতেছি।' তিনি বলিলেন,

১০। পেয়ে হেন উপকার ভুলে নীচাশয় ;
হানিব সুতীক্ষ্ণ এই চতুষ্পত্র শর ; *
উড়িয়া করুক বিদ্ধ পাপীর হৃদয় ;
মিত্রদ্রোহী, অকৃতজ্ঞ মরুক পামর।

'আমার কারণে যেন লোকটা মারা না যায়,' ইহা ভাবিয়া মহাসত্ত্ব একাদশ গাথা বলিলেন :—

১১। ধিক্ এই মূঢ়ে, ভূপ : কিন্তু সাধুজন প্রাণিহত্যা প্রশংসা না করেন কখন।
ফিরি যা'ক ঘরে পাপী, লভি তব ঠাঁই অঙ্গীকৃত পুরস্কার, বধে কাজ নাই।
আমি রহিলাম হেথা ; যে আজ্ঞা, রাজন্, করিবে তাহাই আমি করিব পালন।

ইহা শুনিয়া রাজা প্রসন্ন হইলেন এবং মহাসত্ত্বের স্তুতি করিয়া পরবর্ত্তী গাথাটী বলিলেন :—

১২। সাধু মধ্যে গণ্য তুমি বুঝিনু নিশ্চয়, যে জন ঘটাল তব দুঃখ সাতিশয়,
অহিত তাহার তুমি না চাও করিতে ; তোমার ইচ্ছায় হ'ল পাপীরে ছাড়িতে।
যা'ক চলি নরাধম, যথা ইচ্ছা তার ; দিলাম তাহারে অঙ্গীকৃত পুরস্কার।
তোমাকেও বন্দী আমি করিতে না চাই, যেথা ইচ্ছা, চলি তুমি যাও সেই ঠাঁই।

তখন মহাসত্ত্ব বলিলেন, "নরনাথ, মানুষ মুখে এক রূপ বলে, কাজে অন্য রূপ করে। এই ভাব সুস্পষ্ট করিবার জন্য তিনি দুইটী গাথা বলিলেন :—

১৩। শৃগাল, বিহঙ্গ আদি করে যেই রব, অনায়াসে পারা যায় বুঝিতে সে সব।
মানুষের ভাষা কিন্তু দুর্ব্বিজ্ঞেয় অতি, সে ভাষা বুঝিতে মোর নাহিক শকতি।
১৪। ইনি মোর সখা, মিত্র, ইনি জ্ঞাতি বন্ধু, এ ভাব লোকের মনে থাকে অল্পক্ষণ ;
এই আছে সখ্য, প্রীতি, এই নাই আর! মিত্র শেষে শত্রু হয় দেখি সবাকার। †

ইহা শুনিয়া রাজা বলিলেন, "মৃগরাজ, তুমি আমাকে এরূপ লোক মনে করিও না। যদি রাজ্যও যায়, তথাপি আমি যে বর দিতেছি, তাহা প্রত্যাহার করিব না। তুমি আমার কথা বিশ্বাস কর।" অনন্তর মহাসত্ত্ব রাজার নিকটে দাঁড়াইয়া বর গ্রহণ করিলেন। তিনি প্রার্থনা করিলেন, "মহারাজ, আপনি সমস্ত প্রাণীকে অভয় দিন।" রাজা সেই বর দিলেন, তাঁহাকে নগরে লইয়া গিয়া নগর সুসজ্জিত করাইলেন, তাঁহার অঙ্গে নানাবিধ আভরণ পরাইলেন এবং তাঁহার মুখে দেবীকে ধর্ম্মকথা শুনাইলেন। মহাসত্ত্ব প্রথমে দেবীকে, পরে রাজাকে ও রাজপুরুষদিগকে মধুর স্বরে মনুষ্য-ভাষায় ধর্ম্মকথা বলিলেন ; রাজাকে দশবিধ রাজধর্ম্ম পালন করিতে উপদেশ দিলেন, বহু জনকে ধর্ম্মপথে চলিতে বলিলেন এবং তদনন্তর বনে গিয়া মৃগগণপরিবৃত হইয়া বাস করিতে লাগিলেন।

'সর্ব্বপ্রাণীকে অভয় দিলাম", রাজা ভেরী বাজাইয়া সমস্ত নগরবাসীদিগকে এই বার্ত্তা জানাইলেন। তখন হইতে কি মৃগ, কি পক্ষী, কাহাকেও মারিবার জন্য কেহ হস্ত পর্য্যন্ত প্রসারিত করিতে পারিত না। হরিণগণ মানুষের শস্য খাইত, কিন্তু কেহ তাহাদিগকে বারণ করিতে পারিত না। রাজ্যের সমস্ত প্রজা এইজন্য রাজাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া নিজেদের দুঃখের কথা জানাইল।

। এই বৃত্তান্ত সুস্পষ্ট করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :—

---

* অর্থাৎ যাহার পুচ্ছে চারিটা পালক (বাজ) আছে।

† এই গাথা দুইটী রাজহংস-জাতকে (৪১৬) এবং দূত-জাতকেও (৪৭৮) আছে।

১৫। আসিল নিগম-গ্রাম-জনপদবাসিগণ ;
বলে "শস্য খায় মৃগে, রক্ষা কর, হে রাজন্।"

ইহা শুনিয়া রাজা দুইটী গাথা বলিলেন :—

১৬। হোক জনপদ ধ্বংস, যায় যাবে রাজ্য মম, দুঃখ নাই মনে।
রুরুকে অভয় দিয়া এখন অনিষ্ট তার করিব কেমনে ?
১৭। হোক জনপদ ধ্বংস, যায় যাবে রাজ্য মম, দুঃখ নাই মনে,
দিনু মৃগরাজে বর ; এবে মিথ্যাবাদী আমি হইব কেমনে ?

সমবেত জনসঙ্ঘ রাজার কথা শুনিয়া এবং কোন উত্তর দিতে অসমর্থ হইয়া ফিরিয়া গেল। ক্রমে এই সংবাদ চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইল। তাহা শুনিয়া মহাসত্ত্ব মৃগগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "তোমরা এখন হইতে মানুষের শস্য ভক্ষণ করিও না।" তিনি মনুষ্যদিগকেও জানাইলেন, তাহারা যেন স্ব স্ব ক্ষেত্রে পাতা দিয়া এক একটা সঙ্কেতসূচক চিহ্ন বান্ধিয়া রাখে।* লোকে তাহাই করিতে লাগিল। সেই সঙ্কেত দেখিয়া অদ্যাপি মৃগগণ মানুষের শস্য ভক্ষণ করে না।

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও দেবদত্ত অকৃতজ্ঞ ছিল।"
সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল সেই শ্রেষ্ঠিপুত্র, আনন্দ ছিলেন সেই রাজা এবং আমি ছিলাম সেই রুরুমৃগ।]

৪৮৩—শরভমৃগ-জাতক

[শাস্তা সারিপুত্রকে অতি সংক্ষেপে একটী প্রশ্ন করিয়াছিলেন এবং সারিপুত্র বিস্তৃতভাবে তাহার উত্তর দিয়াছিলেন। তদুপলক্ষ্যে শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এই কথা বলিয়াছেন :—

শাস্তা যখন দেবলোক হইতে অবতরণ করিয়াছিলেন, সেই সময়েই স্থবির একটী প্রশ্ন করিয়াছিলেন। সংক্ষেপে আনুপূর্ব্বিক এই বৃত্তান্ত বলা যাইতেছে :—আয়ুষ্মান্ পিণ্ডোল ভারদ্বাজ ঋদ্ধিবলে রাজগৃহ নগরবাসী কোন শ্রেষ্ঠীর নিকট হইতে চন্দনপাত্র গ্রহণ করিলে †, শাস্তা ভিক্ষুদিগকে ঋদ্ধিবলে অলৌকিক কার্য্য ‡ সম্পাদন করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন।

তীর্থিকেরা ভাবিলেন, শ্রমণ গৌতম যখন ঋদ্ধিবলে অলৌকিক কার্য্য-সম্পাদন নিষেধ করিয়াছেন, তখন তিনি নিজেও একপ কাজ করিবেন না। তীর্থিকদিগের শিষ্যগণ অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। তাহারা জিজ্ঞাসা করিত, "ভদন্তগণ, আপনারা কেন পাত্রটী গ্রহণ করিলেন না।" এখন তীর্থিকেরা উত্তর দিতে লাগিলেন, "ভাই, ইহা কিছু আমাদের পক্ষে দুষ্কর ছিল না ; কিন্তু তুচ্ছ একটা কাঠের পাত্রের জন্য কে, বল, গৃহীর নিকট নিজের অলৌকিক গুণগ্রাম প্রদর্শন করিতে যাইবে ? এই জন্যই আমরা পাত্রটী গ্রহণ করি নাই, শাক্যপুত্রীয় শ্রমণেরা লোভী ও মূঢ় ; সেই জন্য ঋদ্ধি প্রকাশ করিয়া পাত্রটী লইয়াছে। ঋদ্ধি প্রদর্শন করা যে আমাদের পক্ষে কঠিন কাজ, একপ মনে করিও না, শ্রমণ গৌতমের শ্রাবকেরা ত তুচ্ছ ; আমরা ইচ্ছা করিলে স্বয়ং শ্রমণ গৌতমের সঙ্গেও ঋদ্ধি-সম্বন্ধে প্রতিযোগিতা করিতে পারি। শ্রমণ গৌতম যদি একটা অলৌকিক কাজ করেন, তবে

* এ সম্বন্ধে প্রথম খণ্ডের ন্যগ্রোধমৃগ-জাতক (১২) দ্রষ্টব্য।

† চুল্লবগ্‌গে (৫, ৮) এই বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। শ্রেষ্ঠী অতি উচ্চে চন্দনকাষ্ঠ নির্ম্মিত একটা পাত্র রাখিয়া বলিয়াছিলেন, সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে যাঁহার ক্ষমতা থাকে, তিনি উহা লইয়া যাউন। পিণ্ডোল ঋদ্ধিবলে আকাশে উঠিয়া ঐ পাত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু শাস্তা ইহার জন্য তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন। শাস্তা বলিয়াছিলেন, "তুমি তুচ্ছ বস্তু লাভ করিবার জন্য নিজের অলৌকিক শক্তির অপব্যবহার করিয়াছ।"

‡ পালিতে অলৌকিক কার্য্য বা miracle 'পাটিহারিয়' (প্রাতিহার্য্য) নামে অভিহিত।

আমরা তাহার দ্বিগুণ করিব।" তীর্থিকদিগের এইরূপ আস্ফালনের কথা শুনিয়া ভিক্ষুরা তাহা ভগবান্‌কে জানাইলেন এবং বলিলেন, "ভদন্ত, তীর্থিকেরা নাকি কোন অলৌকিক কার্য্য করিবেন।"

শাস্তা উত্তর দিলেন, "করুন না কেন, ভিক্ষুগণ? আমিও করিব।" ইহা শুনিয়া রাজা বিম্বিসার শাস্তার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদন্ত, আপনি না কি প্রাতিহার্য্য করিবেন?" শাস্তা বলিলেন, "হাঁ, মহারাজ"। "এসম্বন্ধে ভিক্ষুদের প্রতিপাল্য একটী ব্যবস্থা (শিক্ষাপদ) পরিজ্ঞাত আছে না কি?" "মহারাজ, সে শিক্ষাপদ আমার শ্রাবকদিগের সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত। বুদ্ধদিগের সম্বন্ধে কোন শিক্ষাপদ নাই। যেমন আপনার উদ্যান-জাত পুষ্পফলাদি অন্যের সম্বন্ধে নিষিদ্ধ হইলেও আপনার সম্বন্ধে নয়, সেইরূপ বুঝিতে হইবে যে, কোন ব্যবস্থা ভিক্ষুদিগের জন্য বিধিবদ্ধ হইলেও বুদ্ধগণ তাহাতে আবদ্ধ থাকেন না।" "আপনি কোথায় এই অলৌকিক কার্য্য করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন?" "শ্রাবস্তী নগরে গণ্ডাম্রবৃক্ষমূলে।"* "আমাকে সেখানে কিছু করিতে হইবে কি?" "কিছু মাত্র নয়, মহারাজ!"

পরদিন আহারান্তে শাস্তা ভিক্ষাচর্য্যায় বাহির হইলেন। লোকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "ভদন্তগণ, শাস্তা কোথায় যাইতেছেন?" ভিক্ষুরা উত্তর দিলেন, "শ্রাবস্তী-নগরের দ্বারদেশে গণ্ডাম্রবৃক্ষের মূলে তীর্থিকদিগের দর্প চূর্ণ করিবার নিমিত্ত যমক প্রাতিহার্য্য করিতে যাইতেছেন।" তখন বহুলোকে অতীব আশ্চর্য্যজনক অলৌকিক ঘটনা দেখিবে মনে করিয়া স্ব স্ব গৃহদ্বার পরিত্যাগপূর্ব্বক শাস্তার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। "শ্রমণ গৌতম যেখানে আশ্চর্য্যজনক কোন ক্রিয়া করিবেন, আমরাও সেখানে আমাদের অলৌকিক শক্তির পরিচয় দিব," ইহা বলিয়া তীর্থিকেরাও শিষ্যগণসহ শাস্তার অনুগমন করিলেন।

শাস্তা ক্রমে শ্রাবস্তীতে পদার্পণ করিলেন। রাজা (কোশলরাজ) জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি নাকি কোন অলৌকিক কার্য্য করিবেন?" শাস্তা উত্তর দিলেন, "হাঁ মহারাজ!" "কবে করিবেন, ভদন্ত?" "অদ্য হইতে সপ্তম দিনে আষাঢ়ী পূর্ণিমায়।" "আমি মণ্ডপ প্রস্তুত করিব কি?" "মণ্ডপের প্রয়োজন নাই; আমি যেখানে অলৌকিক কার্য্য সম্পাদন করিব, সেখানে স্বয়ং শক্র দ্বাদশযোজন পরিমিত মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিবেন।" "এই বৃত্তান্ত আমি নগরে প্রচার করিতে পারি কি?" "ঘোষণা করুন, মহারাজ।" রাজা ধর্ম্মঘোষককে অলঙ্কৃত হস্তিপৃষ্ঠে বসাইয়া প্রতিদিন ঘোষণা করাইতে লাগিলেন যে, শাস্তা অমুক দিনে তীর্থিকদিগের দর্প-হরণার্থ গণ্ডাম্রবৃক্ষমূলে অলৌকিক কার্য্য করিবেন। গণ্ডাম্রের মূলে শাস্তা নিজ অতিমানুষিক শক্তির পরিচয় দিবেন, ইহা শুনিয়া, তীর্থিকেরা শ্রাবস্তীর নিকটে যত আম্রবৃক্ষ ছিল, বৃক্ষস্বামীদিগকে অর্থ দিয়া সমস্ত ছেদন করাইলেন।

পূর্ণিমার দিন ধর্ম্মঘোষক ঘোষণা করিলেন, "অদ্য প্রাতঃকালেই প্রাতিহার্য্য সম্পাদিত হইবে।" দেবতাদিগের অনুভাববলে সকল জম্বুদ্বীপের দ্বারে দ্বারে এই ঘোষণা শুনিতে লাগিল, যাহার যাহার মনে দর্শনার্থ যাইবার ইচ্ছা হইল, সেই সেই দেখিল, সে শ্রাবস্তীতে উপস্থিত হইয়াছে। এইরূপে শ্রাবস্তীর নিকটে দ্বাদশযোজন-পরিমিত স্থানে জনতা হইল।

শাস্তা প্রাতঃকালে ভিক্ষার জন্য শ্রাবস্তীতে প্রবেশ করিবার অভিপ্রায়ে বাহির হইলেন। ঐ সময়ে গণ্ড-নামক উদ্যানপাল রাজার জন্য একটা গাছপাকা কুম্ভপ্রমাণ আম্রফল লইয়া যাইতেছিল। সে শাস্তাকে নগরদ্বারে দেখিয়া ভাবিল, 'এই ফল তথাগতেরই উপযুক্ত।' সে তাঁহাকে ফলটী দিল। শাস্তা উহা গ্রহণ করিয়া সেইখানেই একান্তে উপবেশন করিলেন এবং খাইয়া আনন্দকে বলিলেন, "এই আঁটিটা উদ্যানপালকে দিয়া বল যে, সে এখানেই ইহা রোপণ করুক। ইহাই গণ্ডাম্রবৃক্ষ হইবে।" আনন্দ তাহাই করিলেন, উদ্যানপাল মাটি খুঁড়িয়া আঁটিটা রোপণ করিল। অমনি উহা বিদীর্ণ হইল, অধোদিকে মূল বাহির হইল, লাঙ্গলীষাপ্রম বক্তাঙ্কুর উদ্গত হইল এবং দেখিতে দেখিতে উহা শতহস্ত-প্রমাণ আম্রবৃক্ষে পরিণত হইল। উহার স্কন্ধ হইল পঞ্চাশ হস্ত দীর্ঘ এবং শাখাগুলিও পঞ্চাশ হস্ত উচ্চ। কেবল ইহাই নহে, উহাতে তৎক্ষণাৎ পুষ্পফল দেখা দিল। বৃক্ষরাজ মধুকর-পরিবৃত এবং সুবর্ণবর্ণ সমন্বিত হইয়া নভোদেশ পরিপূরণপূর্ব্বক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। বায়ুর হিল্লোলে উহা হইতে মধুর ফল পড়িতে লাগিল, ভিক্ষুরা গিয়া সে গুলি খাইতে লাগিলেন।

সায়াহ্ন সময়ে দেবরাজ ভাবিয়া দেখিলেন, সপ্তরত্নময় মণ্ডপ প্রস্তুত করিবার ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত আছে। তিনি বিশ্বকর্ম্মাকে প্রেরণ করিয়া দ্বাদশযোজনবিস্তীর্ণ নীলোৎপলদলচ্ছন্ন সপ্তরত্নময় মণ্ডপ প্রস্তুত করাইলেন। অনন্তর, দশসহস্র চক্রবালের দেবতাগণ সমবেত হইলেন। তীর্থিকদর্পহারি-যমকপ্রাতিহার্য্য সম্পাদনে

* পরে দেখা যাইবে, কোশলরাজের উদ্যানপালের নাম ছিল গণ্ড। বোধ হয় এই জন্যই ঐ গাছটার নামও গণ্ড হইয়াছিল।

এবং ইহার অসাধারণত্বে শ্রাবকদিগের বিস্ময়োৎপাদনে বহুজনের চিত্ত প্রসন্ন হইয়াছে বুঝিয়া শাস্তা বুদ্ধাসনে আসীন হইয়া ধর্ম্মদেশনে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন বিংশতি কোটি লোকে অমৃত পান করিতে লাগিল। তাহার পর শাস্তা ভাবিলেন, 'পূর্ব্বতন বুদ্ধগণ প্রাতিহার্য্য সম্পাদনানন্তর কোথায় গিয়াছিলেন?' তাঁহারা ত্রয়স্ত্রিংশ ভবনে গিয়াছিলেন, ইহা দেখিয়া তিনি বুদ্ধাসন হইতে উত্থিত হইলেন, দক্ষিণ পাদ যুগন্ধর পর্ব্বতের* মস্তকোপরি এবং বামপাদ সুমেরুর শিরোপরি স্থাপনপূর্ব্বক ত্রয়স্ত্রিংশ ভবনে আরোহণ করিলেন, সেখানে পারিচ্ছত্রকমূলে† পাণ্ডুকম্বল শিলাসনে উপবিষ্ট হইয়া বর্ষাবাস করিতে লাগিলেন এবং তিনমাস কাল দেবতাদিগকে অভিধর্ম্ম-কথা শুনাইলেন।

শ্রাবস্তীতে যে সকল লোক সমবেত হইয়াছিল, তাহারা কেহই জানিতে পারিল না যে, শাস্তা কোথায় গিয়াছেন। "তাঁহাকে দেখিতে পাইলেই আমরা ফিরিয়া যাইব" ইহা বলিয়া তাহারা সেখানে তিন মাস অবস্থিতি করিল।‡ এদিকে প্রবারণার সময় নিকটবর্ত্তী হইল, স্থবির মহামৌদ্গল্যায়ন গিয়া শাস্তাকে ইহা জানাইলেন। শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "সারিপুত্র এখন কোথায়?" মহামৌদ্গল্যায়ন বলিলেন, 'ভদন্ত' তিনি ভবৎকৃত প্রাতিহার্য্যে প্রসন্নচিত্ত হইয়া সম্প্রতি পঞ্চশত ভিক্ষুসহ সাঙ্কাশ্য নগরে অবস্থিতি করিতেছেন।" "দেখ, মৌদ্গল্যায়ন, আমি অদ্য হইতে সপ্তমদিনে সাঙ্কাশ্য নগরের দ্বারে অবতরণ করিব। যাহারা তথাগতকে দেখিতে চায়, তাহারা সাঙ্কাশ্যতে সমবেত হউক।" স্থবির 'যে আজ্ঞা' বলিয়া ফিরিয়া গেলেন, সকল লোককে এই সংবাদ দিলেন এবং সকল লোককেই মুহূর্ত্তমধ্যে শ্রাবস্তী হইতে ত্রিংশদ্যোজন দূরস্থ সাঙ্কাশ্য নগরে লইয়া গেলেন।

বর্ষাবাস শেষ হইলে প্রবারণা সম্পাদন করিয়া শাস্তা শক্রকে বলিলেন, "মহারাজ, এখন আমি নরলোকে যাইব।" শক্র বিশ্বকর্ম্মাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "দশবল মনুষ্যলোকে অবতরণ করিবেন, তজ্জন্য সোপান নির্ম্মাণ কর"। "বিশ্বকর্ম্মা সুমেরুর মস্তকে সোপানের শীর্ষ এবং সাঙ্কাশ্যের দ্বারে উহার সর্ব্ব নিম্নভাগ§ স্থাপন করিলেন এবং মধ্যবর্ত্তী পঙ্‌ক্তি তিন ভাগে গঠন করিলেন:—মধ্যভাগ মণিদ্বারা, একপার্শ্ব রৌপ্যদ্বারা এবং একপার্শ্ব স্বর্ণদ্বারা। বেদিকা ও পরিক্ষেপ সপ্তরত্ন দ্বারা গঠিত হইল। শাস্তা জগদুদ্ধারের জন্য প্রাতিহার্য্য সম্পাদন করিয়া মধ্যবর্ত্তী মণিময়ী পঙ্‌ক্তি অবলম্বনপূর্ব্বক অবতরণ করিলেন, শক্র তাঁহার পাত্র ও চীবর ধারণ করিয়া অনুগমন করিলেন, সুযাম** বালব্যজনী এবং সহম্পতি ব্রহ্মা ছত্র ধারণ করিলেন। দশসহস্র চক্রবালবাসী দেবতাগণ গন্ধমাল্যাদি দ্বারা শাস্তাকে পূজা করিতে লাগিলেন। শাস্তা নিম্নতম সোপানে পদার্পণ করিলে সর্ব্বাগ্রে সারিপুত্র, তৎপরে অন্যান্য লোকে তাঁহাকে বন্দনা করিলেন।

এই মহতী সভায় শাস্তা বিবেচনা করিলেন, 'মহামৌদ্গল্যায়ন নিজে ঋদ্ধিমান্ বলিয়া বিদিত, উপালি বিনয়ধর, কিন্তু সারিপুত্র যে মহাপ্রাজ্ঞ, একথা প্রকটিত হয় নাই। একা আমি ব্যতীত আর কেহই সারিপুত্রের ন্যায় পূর্ণপ্রজ্ঞাসম্পন্ন নহেন। অতএব ইহার প্রজ্ঞাগুণ প্রকটিত করিব।' ইহা স্থির করিয়া তিনি প্রথমে পৃথগ্‌জনবোধ্য একটী প্রশ্ন করিলেন, পৃথগ্‌জনেরাই তাহার উত্তর দিল। তাহার পর শাস্তা স্রোতাপন্নদিগের বোধগম্য একটী প্রশ্ন করিলেন, স্রোতাপন্নেরা তাহার উত্তর দিলেন, পৃথগ্‌জনে তাহা বুঝিতে পারিল না। এইরূপে ক্রমশঃ তিনি সকৃদাগামী, অনাগামী, ক্ষীণাস্রব (অর্হন্) এবং মহাশ্রাবকদিগের বোধগম্য প্রশ্ন করিলেন, অধস্তনস্তরের ব্যক্তিরা ঐ সকল প্রশ্নের মর্ম্ম বুঝিলেন না, কিন্তু যাঁহারা ঊর্দ্ধতন স্তরে অবস্থিত, তাঁহারা বুঝিলেন ও উত্তর দিলেন। অগ্রশ্রাবকদিগের বিষয়গোচর যে প্রশ্ন হইল, অগ্রশ্রাবকেরাই তাহার উত্তর

---

* সুমেরুকে বেষ্টন করিয়া বৃত্তাকারে সাতটী পর্ব্বত শ্রেণী আছে, তাহাদের মধ্যে যেটী মধ্যস্থানে আছে তাহার নাম যুগন্ধর।

† পারিচ্ছত্রক এক প্রকার দেবতরু। ইন্দ্রালয়ে একটা বিশাল পারিচ্ছত্রক বৃক্ষ আছে।

‡ আমার মনে হয় মূলে উদ্ধারচিহ্নটী 'গমিস্সাম' পদের পূর্ব্বে না বসিয়া 'দিস্বা' পদের পূর্ব্বে বসিবে নচেৎ বাক্যটীর অর্থ হয় না।

§ ধুরসোপান। বেদিকা=কার্ণিশ। পরিক্ষেপ=fence or railing

** সুযাম ইন্দ্রের পার্শ্বচর একজন দেবতা। দেবসভায় চামর ব্যজন করা ইঁহার কাজ।

দিলেন, অন্য কেহ দিতে পারিল না। পরিশেষে তিনি সারিপুত্রের বোধগম্য একটী প্রশ্ন করিলেন; কেবল সারিপুত্রই তাহার উত্তর দিতে পারিলেন, অন্য কেহ তাহার মর্ম্ম জানিল না। লোকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "ঐ যে শাস্তার প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন, উনি কে?" এবং যখন শুনিল যে, তিনি ধর্ম্মসেনাপতি সারিপুত্র, তখন তাহারা একবাক্যে বলিল, "অহো, ইনি কি মহাপ্রজ্ঞাবান্।" এই সময় হইতে কি দেবলোকে, কি নরলোকে, স্থবির সারিপুত্রের মহাপ্রজ্ঞার কথা কাহারও অবিদিত থাকিল না।

অতঃপর শাস্তা সারিপুত্রকে বললেন :—

কেহ বা অশৈক্ষ *; শৈক্ষ পৃথিবীতে বহু দেখা যায়,
তাহার কি ঈর্য্যা, প্রাজ্ঞ, বিচারিয়া বল ত আমায়।

এই প্রশ্নের উত্তর কেবল বুদ্ধদিগেরই প্রজ্ঞাবিষয়ীভূত। ইহা জিজ্ঞাসা করিয়া শাস্তা বলিলেন, "সারিপুত্র, আমি অতি সংক্ষেপে এই প্রশ্ন করিয়াছি। বিস্তৃতভাবে ইহার কিরূপ অর্থগ্রহ করিতে হইবে, বল।" স্থবির মনে মনে প্রশ্নটী আন্দোলন করিয়া ভাবিলেন, 'কি উপায়ে অশৈক্ষ, শৈক্ষ সর্ব্ববিধ ভিক্ষুই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারেন, শাস্তা আমাকে তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছেন।' প্রশ্নের স্থূলাভিপ্রায় সম্বন্ধে এইরূপে নিঃসংশয় হইয়া তিনি আবার চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'স্কন্ধাদির তারতম্যানুসারে নানা প্রকারে ঈর্য্যাপথ বর্ণন করা যাইতে পারে; কি ভাবে বর্ণনা করিলে যে উত্তরটী শাস্তার গূঢ় অভিপ্রায়ের অনুরূপ হইবে, তাহা কিরূপে বুঝিব?' এইরূপে তিনি শাস্তার গূঢ় অভিপ্রায়-সম্বন্ধে সন্দিহান হইলেন। শাস্তা ভাবিলেন, 'সারিপুত্র আমার প্রশ্নের স্থূল অভিপ্রায় সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়াছেন; কিন্তু সূক্ষ্ম অভিপ্রায়-সম্বন্ধে সংশয় দূর করিতে পারেন নাই; সঙ্কেত বলিয়া না দিলে ইনি উত্তর দিতে পারিবেন না; অতএব সঙ্কেত বলিয়া দিতেছি।' অনন্তর তিনি সঙ্কেত দিবার অভিপ্রায়ে বলিলেন, "দেখিতে পাইতেছ, সারিপুত্র, যে ইহা সত্য!' (ইহা বলিয়া শাস্তা একটী বিষয় বলিলেন)। সারিপুত্র উহা সত্য বলিয়া স্বীকার করিলেন।

স্থবিরকে এই সঙ্কেত দিয়া শাস্তা ভাবিলেন, 'সারিপুত্র আমার গূঢ় অভিপ্রায় বুঝিয়াছেন, এখন তিনি স্কন্ধানুসারেই প্রশ্নের উত্তর দিবেন।' শাস্তা একটী মাত্র সঙ্কেত দিলেও প্রশ্নটা তখন এত সুস্পষ্ট হইল যে, সারিপুত্র ভাবিলেন, তিনি যেন শত বা সহস্র সঙ্কেত লাভ করিয়াছেন। শাস্তা যে সঙ্কেত দিলেন, তাহা অবলম্বন করিয়া তিনি বুদ্ধপ্রজ্ঞাবিষয়ীভূত সেই প্রশ্নের উত্তর দিলেন।

শাস্তা দ্বাদশ যোজনবিস্তীর্ণ জনসঙ্ঘকে ধর্ম্মদেশন করিলেন; ত্রিশ কোটি লোক অমৃত পান করিল। অনন্তর তিনি সকল লোক বিদায় দিয়া ভিক্ষাচর্য্যা করিতে করিতে ক্রমে শ্রাবস্তীতে উপনীত হইলেন এবং পর দিন নগরাভ্যন্তরে ভিক্ষা করিয়া ও ভিক্ষাচর্য্যা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া ভিক্ষুদিগকে তাঁহাদের কর্ত্তব্য-প্রদর্শনানন্তর গন্ধকুটীরে প্রবেশ করিলেন। সন্ধ্যাকালে ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় বসিয়া স্থবিরের গুণকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "ভাই, সারিপুত্র মহাপ্রাজ্ঞ; তাঁহার প্রজ্ঞা বহুবিষয়িণী, উহা যেমন বেগবতী, তেমনই তীক্ষ্ণ, তেমনই তত্ত্বনির্ণয়সমর্থা। দশবল সংক্ষেপে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তিনি বিস্তৃতভাবে তাহার উত্তর দিয়াছেন।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও ইনি সংক্ষেপে কথিত বিষয়ের সবিস্তর অর্থ বলিয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব শরভ-মৃগযোনিতে † জন্ম গ্রহণ-

---

* মূলে 'সংখতধম্মা' এই পদ আছে। সংখত = সংস্কৃত। ইহাতে অর্হৎদিগকে বুঝাইতেছে। ইঁহারা অশৈক্ষ; শৈক্ষদিগের শিক্ষা সমাপ্ত হয় নাই। ঈর্য্যা = চাল-চলন (তৃতীয় খণ্ডের ২৩০ম পৃষ্ঠের টীকা দ্রষ্টব্য)।

† শরভ এক প্রকার কল্পিত মৃগ। ইহার আট খানি পা এবং ইহা সিংহ অপেক্ষাও বলবান্ বলিয়া বর্ণিত।

পূর্ব্বক বনে বাস করিতেন। রাজা সাতিশয় মৃগয়াসক্ত ছিলেন। তাঁহার দেহে এত বল ছিল যে, তিনি অন্য মনুষ্যকে মনুষ্য বলিয়াই গণ্য করিতেন না। তিনি এক দিন মৃগয়ায় গিয়া অমাত্যদিগকে বলিলেন, "যাহার পার্শ্ব দিয়া মৃগ পলায়ন করিবে, তাঁহাকে (এইরূপ না এইরূপ) দণ্ড ভোগ করিতে হইবে।" অমাত্যেরা ভাবিলেন, লোকে সময় সময় গৃহের মধ্যে থাকিয়া ভাণ্ডার-কোষ্ঠক দেখিতে পায় না।* মৃগ যখন নিজ বাসস্থান হইতে উঠিবে, তখন যে কোন উপায়ে তাহাকে রাজার অবস্থিতি-স্থানে তাড়াইতে হইবে।' এইরূপ চিন্তা করিয়া তাঁহারা ষড়্‌যন্ত্র করিলেন এবং রাজাকে পথের এক প্রান্তে রাখিয়া দিলেন। অনন্তর তাঁহারা একটা বৃহৎ গুল্ম পরিবেষ্টন করিয়া মুদ্গরাদি দ্বারা ভূমিতে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রথমেই শরভমৃগ বাহির হইলেন। তিনি তিন বার গুল্মের চারিদিকে ছুটিয়া পলায়নের অবকাশ খুঁজিলেন, দেখিলেন সকল দিকেই লোকে বাহুর সঙ্গে বাহু যোগ করিয়া, ধনুকের সহিত ধনুক যোগ করিয়া এমন ঘনসন্নিবিষ্ট হইয়াছে যে, কোথাও তিল মাত্র ফাঁক নাই। কেবল রাজার অবস্থিতি-স্থানেই তিনি পলায়ন করিবার অবকাশ দেখিতে পাইলেন। উন্মীলিত চক্ষুর মধ্যে যেন বালুকা নিক্ষেপ করিতেছেন, এই ভাবে তিনি রাজার অভিমুখে ধাবিত হইলেন।† তাঁহাকে দ্রুতবেগে আসিতে দেখিয়া রাজা শর নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু ঐ শর লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল।

[শরভমৃগেরা নাকি শরের পথ হইতে আত্ম রক্ষা করিতে সমর্থ। যখন শর সম্মুখ দেশ হইতে আসে, তখন ইহারা বেগ বন্ধ করিয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া থাকে, পশ্চাদ্দিক্ হইতে আসিলে ইহারা আরও বেগে দৌড়াইয়া উহাকে অতিক্রম করিয়া যায়, উপর হইতে পড়িলে পৃষ্ঠ অবনত করিয়া হাঁটিয়া যায়; পার্শ্বদেশ হইতে আসিলে অপর দিকে একটু সরিয়া যায়; যদি কুক্ষি দেশ লক্ষ্য করিয়া আসে তাহা হইলে উল্টিয়া শুইয়া পড়ে; এইরূপে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া শর যখন চলিয়া যায়, তখন ইহারা উঠিয়া বাতচ্ছিন্ন মেঘখণ্ডের ন্যায় দ্রুতবেগে পলায়ন করে]। শরভরূপী বোধিসত্ত্ব যখন উঠিয়া পড়িয়া গেলেন, তখন শরভ বিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া রাজা চীৎকার করিলেন। শরভ তৎক্ষণাৎ উঠিয়া অস্ত্রধারীদিগের ব্যূহভেদ পূর্ব্বক বাতবেগে ধাবিত হইলেন। উভয়পার্শ্বে যে সকল অমাত্য ছিলেন, তাঁহারা শরভকে পলায়ন করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মৃগটা কাহার অবস্থিতি-স্থান লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়াছিল?" কেহ কেহ বলিল, "রাজার অবস্থিতি স্থান লক্ষ্য করিয়া।" "রাজা না বলিতেছেন, 'আমি বিদ্ধ করিয়াছি।' তিনি কি বিদ্ধ করিলেন, তবে? আমাদের রাজার বীর্য্য-বিকাশ হইয়াছে; তিনি মৃত্তিকা বিদ্ধ করিয়াছেন!' তাঁহারা রাজার সম্বন্ধে এইরূপে নানা পরিহাস করিতে লাগিলেন। রাজা ভাবিলেন, 'ইহারা আমাকে পরিহাস করিতেছে। আমার যে কি ক্ষমতা তাহা ত ইহারা জানে না।' অনন্তর তিনি কোমর বান্ধিয়া ও খড়্গহস্তে লইয়া 'শরভকে ধরিব' এই বলিয়া পদব্রজে ছুটিলেন। তিনি শরভকে নিজের দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিতে না দিয়া তিন যোজন পর্য্যন্ত তাঁহার অনুধাবন করিলেন। ইহার পর শরভ একটা বনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন; রাজাও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। শরভ যে পথে

* বোধহয় ইহা একটা প্রবাদবাক্য—যাহা সাধারণতঃ অসম্ভব, তাহাও সময়বিশেষে ঘটিয়া থাকে, যাহা সম্মুখে আছে, লোকে সময়বিশেষে তাহাও দেখিতে পায় না, এইরূপ তাৎপর্য্য।

† রাজার চোখে যেন ধূলা দিয়া—এইরূপ অর্থ বোধ হয় লেখকের উদ্দেশ্য। অথবা উন্মীলিত চক্ষুর মধ্যে হঠাৎ বালুকা নিক্ষিপ্ত হইলে লোকে যেমন চমকিয়া উঠে, শরভমৃগের দ্রুতধাবন দর্শনে রাজারও সেই দশা হইল।

যাইতেছিলেন, তাহার মধ্যে এক স্থানে ষষ্টিহস্ত গভীর একটা গর্ত্ত ছিল। গলিত তরুলতা প্রভৃতি দ্বারা উহা নরকসদৃশ হইয়াছিল। উহাতে বিশ হাত গভীর জল ছিল; কিন্তু উপরে তৃণশৈবালাদি জন্মিয়াছিল বলিয়া তাহা দেখিতে পাওয়া যাইত না। শরভ জলের গন্ধ পাইয়া বুঝিলেন, উহা একটা গর্ত্ত; তিনি একটু পাশ কাটিয়া চলিয়া গেলেন। রাজা কিন্তু সোজাসুজি ছুটিয়া ঐ গর্ত্তে পড়িলেন। রাজার পদশব্দ শুনিতে না পাইয়া শরভ মুখ ফিরাইলেন এবং তাঁহাকে না দেখিতে পাইয়া বুঝিলেন, তিনি ঐ নরকসদৃশ গর্ত্তে পড়িয়াছেন। তিনি দেখিতে পাইলেন, রাজা গর্ত্তের মধ্যে গভীর জলে দাঁড়াইবার স্থান না পাইয়া হাবুডুবু খাইতেছেন। তখন তিনি রাজার অপরাধের কথা আর ভাবিলেন না; তাঁহার মনে করুণার সঞ্চার হইল, তিনি স্থির করিলেন, 'আমার চক্ষুর সম্মুখে রাজা মারা যাইবেন, ইহা হইতে পারে না; আমি ইঁহাকে বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিব।' তিনি গর্ত্তের ধারে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "মহারাজ, ভয় নাই, আমি আপনাকে উদ্ধার করিতেছি।" অনন্তর, লোকে যেমন নিজের পুত্রের উদ্ধার করে, সেইরূপ উৎসাহের সহিত তিনি শিলার উপর ভর দিয়া দাঁড়াইলেন * এবং যে রাজা তাঁহার বধের জন্য আসিয়াছিলেন, তাঁহাকে ষষ্টিহস্ত গভীর সেই নরক হইতে উদ্ধার করিলেন। তিনি রাজাকে আশ্বাস দিয়া নিজের পৃষ্ঠে বসাইলেন, বনের বাহিরে লইয়া গেলেন, তাঁহার সেনার অবিদূরে নামাইয়া দিলেন, এবং উপদেশ দিয়া তাঁহাকে পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। কিন্তু মহাসত্ত্বকে ছাড়িয়া যাইতে রাজার তখন সাধ্য হইল না; তিনি বলিলেন, "প্রভু শরভরাজ, আপনি আমার সঙ্গে বারাণসীতে চলুন; আমি আপনাকে দ্বাদশযোজন বিস্তীর্ণ বারাণসীর রাজত্ব দান করিব। আপনি সেখানে রাজত্ব করিবেন।" শরভ বলিলেন, "মহারাজ, আমাদের তির্য্যগ্‌যোনিতে জন্ম হইয়াছে, রাজ্যে আমাদের কি প্রয়োজন? আমার প্রতি আপনার যদি স্নেহ হইয়া থাকে, তবে আমি আপনাকে যে শীল শিক্ষা দিলাম, তাহা রক্ষা করিবেন, রাজ্যবাসীদিগের দ্বারাও শীল পালন করাইবেন।" রাজাকে এই উপদেশ দিয়া মহাসত্ত্ব অরণ্যে প্রবেশ করিলেন।

রাজা সাশ্রুনয়নে মহাসত্ত্বের গুণ স্মরণ করিতে করিতে সেনাকটকে উপনীত হইলেন এবং সেনাপরিবৃত হইয়া নগরে গমন করিলেন। অনন্তর তিনি ধর্ম্মভেরী বাজাইয়া ঘোষণা করিলেন, "এখন হইতে রাজ্যবাসী সকলেই যেন পঞ্চশীল পালন করে"। কিন্তু মহাসত্ত্ব তাঁহার যে উপকার করিয়াছেন, তিনি কাহাকেও সে কথা জানাইলেন না। তিনি নানাবিধ উৎকৃষ্ট রসযুক্ত খাদ্য খাইয়া অলঙ্কৃত শয্যায় শয়নপূর্ব্বক প্রত্যূষ সময়ে মহাসত্ত্বের গুণ স্মরণ করিলেন এবং উত্থান করিয়া পল্যঙ্কে উপবেশনপূর্ব্বক প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে ছয়টী গাথায় উদান গান করিলেন:—

১। ছাড়িওনা আশা, নর; অনির্ব্বিণ্ণ, পণ্ডিত যে জন;
ছিল যাহা অভিলাষ, পেয়ে পরিতুষ্ট মোর মন।
২। ছাড়িওনা আশা, নর; অনির্ব্বিণ্ণ, পণ্ডিত যে জন;
দেখ না, উদক হ'তে স্থলে উঠি লভিনু জীবন।
৩। উদ্যোগী হও হে নর; অনির্ব্বিণ্ণ, পণ্ডিত যে জন;
ছিল যাহা অভিলাষ, পেয়ে পরিতুষ্ট মোর মন।
৪। উদ্যোগী হও হে নর; অনির্ব্বিণ্ণ, পণ্ডিত যে জন,
দেখ না উদক হ'তে স্থলে উঠি লভিনু জীবন।

* মূলে 'তদস্স উদ্ধারণত্থায় সিলায় যোগ্গং কত্বা' আছে। ইহার অর্থ এরূপও হইতে পারে—তাঁহার উদ্ধারের জন্য অগ্রে পাথর লইয়া কিরূপে উদ্ধার করিতে হইবে তাহা অভ্যাস করিলেন।

৫। যদিও পতিত হয় দুঃখপারাবারে, তথাপি সুখের আশা পণ্ডিত না ছাড়ে।
সুখের, দুঃখের চিন্তা কতই প্রকার নিয়ত উদিত হয় চিত্তে সবাকার;
অতর্কিত ভাবে মৃত্যু উপস্থিত হয়, তবে বল আশাত্যাগে কি বা ফলোদয়?

৬। ভাবি নাই যতু যাহা তাহাও ঘটিয়া থাকে, আবার নিশ্চয়
ঘটিবে বলিয়া স্থির করিনু যা মনে মনে, তাহা নাহি হয়।
ভাবনা বিফল, তাই, নরনারী সকলের সুখের কারণ;
হৃদয়ে আশায় পুষি নিয়ত উদ্যমশীল হও সর্ব্বজন।

রাজার উদানগান শেষ হইতে না হইতে অরুণোদয় হইল। তাঁহার পুরোহিত প্রাতঃকালেই তাঁহার সুখশয়ন জিজ্ঞাসার্থ গমন করিয়াছিলেন। তিনি দ্বারে দাঁড়াইয়া সেই উদানগীত-শব্দ শুনিতে পাইয়া ভাবিলেন, 'রাজা কাল মৃগয়ায় গিয়াছিলেন; সেখানে, বোধ, হয় তিনি শরভ মৃগ বিদ্ধ করিতে পারেন নাই, তাহাতে অমাত্যেরা পরিহাস করিয়াছিলেন; এই জন্য তাঁহার ক্ষত্রিয়াভিমানে আঘাত লাগিয়াছিল, তিনি "মৃগ মারিয়া আনয়ন করিতেছি" বলিয়া মৃগের অনুধাবন করিয়াছিলেন, তাহা করিতে গিয়া ষষ্টিহস্ত গভীর নরকসদৃশ গর্ত্তে পড়িয়াছিলেন, তখন শরভরাজ দয়ার্দ্র হইয়া রাজার অপরাধের কথা মনে না স্থান দিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন; এই জন্যই বোধ হয় রাজা উদান গান করিতেছেন।' ব্রাহ্মণ রাজার শয়নদ্বারে উদানগুলি আদ্যন্ত শ্রবণ করিলেন; রাজার ও শরভের কৃতকার্য্য সুমার্জ্জিত দর্পণে পতিত প্রতিবিম্বের ন্যায় তাঁহার মানসপটে প্রকট হইল। তিনি নখাগ্রদ্বারা দ্বারে আঘাত করিলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি?" পুরোহিত উত্তর দিলেন, "মহারাজ, আমি আপনার পুরোহিত।" তখন রাজা দ্বার খুলিয়া বলিলেন, "আসিতে আজ্ঞা হউক, আচার্য্য।" পুরোহিত শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "মহারাজের জয় হউক; আপনি অরণ্যে যাহা যাহা করিয়াছেন, আমি সে সব জানিতে পারিয়াছি। আপনি এক শরভমৃগের অনুধাবন করিতে করিতে নরকে পতিত হইয়াছিলেন, সেই শরভ শিলার উপর ভর দিয়া আপনাকে উদ্ধার করিয়াছিল; আপনি এখন তাহার গুণ স্মরণ করিয়া উদান গান করিতেছেন।

৭। একা তুমি পররাজে দুর্গম পর্ব্বত মাঝে শরভের পশ্চাতে ছুটিলা;
প্রতিহিংসা-বৃত্তি, দ্বেষ, ছিল না ক চিত্তে তার, তাই তুমি জীবন লভিলা।

৮। শিলার উপর ভর দিয়া যেই মৃগবর উদ্ধারিল তোমায়, রাজন্,
ভীষণ নরক হতে যার গুণে উঠি স্থলে পুনঃ তুমি পাইলে জীবন,
মৃত্যু-মুখ হতে টানি উত্তোলিয়া যে, নৃমণি, করিল তোমায় প্রাণ দান,
হিংসা-দ্বেষহীন সেই মৃগের মহিমা তুমি বর্ণি এবে করিতেছ গান।

ইহা শুনিয়া রাজা ভাবিলেন, 'এ ব্যক্তি আমার সঙ্গে মৃগয়ায় যান নাই; অথচ সমস্ত ঘটনাই জানিতে পারিয়াছেন। জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি, কি রূপে জানিলেন।' এই উদ্দেশ্যে তিনি নবম গাথা বলিলেন:—

৯। সেখানে কি ছিলে তুমি, হে বিপ্র, তখন? বলিল এ কথা কিংবা অন্য কোন জন?
কিংবা সর্ব্বদর্শী তুমি; কিছুই গোপন না থাকে তোমার কাছে? বল হে, ব্রাহ্মণ।
অপার তোমার জ্ঞান দেখি ভয় পাই; কিরূপে জানিলা, খুলি বল হে আমায়।

* এই গাথা গুলির কোন কোন অংশ ১ম খণ্ডের মহাশীলবজ্জাতকে (৫১) এবং আম্র-জাতকেও (১২৪) দেখা যায়।

পুরোহিত বলিলেন, "আমি সর্ব্বজ্ঞ বুদ্ধ নই, আপনি যে গাথাগুলি গান করিলেন তাহাদের শব্দসমূহ মনোযোগসহকারে শুনিয়া আমি এই অর্থগ্রহণ করিয়াছি।" নিজের মনের ভাব আরও সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিবার জন্য পুরোহিত দশম গাথা বলিলেন :—

১০। না ছিনু সেখানে আমি তখন, রাজন্, করি নাই কারো মুখে একথা শ্রবণ,
গাথা যাহা, নরনাথ, করিয়াছ গান, তাহাই বুঝিয়া সুধী এই অর্থ পান।

ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া রাজা পুরোহিতকে বহু ধন দিলেন, এবং ঐ সময় হইতে দানাদি পুণ্যকর্ম্মে নিরত হইলেন, তাঁহার প্রজাগণও পুণ্যাভিরত হইয়া মৃত্যুর পরেই স্বর্গলোক পূর্ণ করিতে লাগিল। অতঃপর এক দিন রাজা লক্ষ্য বেধ করিবার জন্য পুরোহিতকে লইয়া উদ্যানে গমন করিলেন। ঐ সময়ে দেবরাজ শক্র বহু নূতন দেব ও দেবকন্যা দেখিয়া ভাবিলেন, ইহার কারণ কি? তিনি চিন্তা করিয়া দেখিলেন, শরভমৃগ রাজাকে নরক হইতে উদ্ধার করিয়া তাঁহাকে শীলে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তিনি বুঝিলেন রাজার অনুভাব-বলে বহু লোকে পুণ্য কর্ম্ম করিতেছে; সেই জন্যই দেবলোক পূর্ণ হইতেছে। রাজা লক্ষ্য বেধ করিতে গিয়াছেন দেখিয়া তিনি স্থির করিলেন, 'রাজার চরিত্র পরীক্ষা করিয়া আমি সিংহনাদে শরভমৃগের গুণকীর্ত্তন করিব; তাহার পর আমি যে শক্র, তাহা জানাইব, আকাশে আসীন হইয়া ধর্ম্মদেশন করিব এবং মৈত্রীর ও পঞ্চশীলের মহিমা শুনাইয়া আসিব।' এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি সেই উদ্যানে উপস্থিত হইলেন। এদিকে রাজাও লক্ষ্য বেধ করিবার অভিপ্রায়ে শরাসনে জ্যা আরোপণপূর্ব্বক শর সন্ধান করিলেন। তখন শক্র রাজা ও লক্ষ্যের অন্তরে নিজের অনুভাববলে সেই শরভমৃগকে দেখাইলেন। তাহা দেখিয়া রাজা শর নিক্ষেপ করিলেন না, শক্র পুরোহিতের শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া বলিলেন,

১১। পরবীর্য্যঘাতী তব পত্রযুক্তশর, সন্ধানি ধনুতে, বল কেন, নরেশ্বর,
করিতেছ ইতস্ততঃ নিক্ষেপিতে বাণ হান উহা, বধ শীঘ্র শরভের প্রাণ।
জান তুমি, মতিমান্ একথা নিশ্চয়,— রাজারই প্রকৃষ্ট খাদ্য মৃগমাংস হয়।

তখন রাজা বলিলেন,

১২। জানি বটে, হে ব্রাহ্মণ, একথা নিশ্চয়— রাজারই প্রকৃষ্ট খাদ্য মৃগমাংস হয়,
পূর্ব্বকৃত উপকার করিয়া স্মরণ, শরভে বধিতে কিন্তু নারি না এখন।

অনন্তর শক্র দুইটী গাথা বলিলেন :—

১৩। এ নহে শরভ মৃগ, অসুর এ হয়, মারি এরে স্বর্গরাজ্য লভিবে নিশ্চয়।
১৪। বিরত যদ্যপি হও মারিতে ইহারে মিত্র ভাবি, তবে তুমি যাবে যমদ্বারে,
দারাপুত্রসহ সেথা বৈতরণী-নীরে ডুবিয়া ভীষণ জ্বালা পাইবে শরীরে।

ইহার উত্তরে রাজা দুইটী গাথা বলিলেন।

১৫। যাব আমি যমদ্বারে, যাব বৈতরণী-তীরে, দারাসুতমিত্রপ্রজাসহ,
ডুবি তার তপ্ত জলে দারুণ যন্ত্রণা মোরা পাইব সেখানে অহরহ,
সেও ভাল বলি মানি, তথাপি শরভে আমি বধিতে না পারিব কখন,
যে আমার দিল প্রাণ, কোন্ প্রাণে, আমি বল, বিনাশিব তাহার জীবন?
১৬। একাকী ভীষণ বনে বিপন্ন হইনু যবে, মৃগ মোরে করিল উদ্ধার,
কেমনে বধিব তারে, বল তুমি, বিপ্রবর, পূর্ব্বকৃত স্মরি উপকার?

অনন্তর শক্র পুরোহিতের শরীর হইতে নির্গত হইয়া শক্রভাব ধারণপূর্ব্বক আকাশে আসীন হইলেন এবং দুইটী গাথায় রাজার গুণকীর্ত্তন করিলেন :—

১৭। হে মিত্রবৎসল, তুমি হও চিরজীবী, যথাধর্ম্ম কর তুমি পালন পৃথিবী,
দেহান্তে ইন্দ্রত্ব লভি হও সুরপতি, দিব্যাঙ্গনাসহ সুখে করহ বসতি।

১৮। হও ক্রোধহীন, সদা সুপ্রসন্নমন, সর্ব্ব অতিথির কর প্রার্থনা পূরণ,
যথাসাধ্য করি দান, সাধি নিজ কাজ, অর্জিবা সুযশ লভ অমরসমাজ।

দেবরাজ শক্র আবার বলিলেন, "মহারাজ, আমি তোমায় পরীক্ষা করিবার জন্য আসিয়াছিলাম। কিন্তু তুমি আমাকে ধরা দিলে না। তুমি অপ্রমত্ত ভাবে চলিও।" রাজাকে এই উপদেশ দিয়া শক্র স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও সারিপুত্র সংক্ষেপে উক্ত কথার বিস্তৃত অর্থ জানিতেন।

সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন সেই রাজা, সারিপুত্র ছিলেন সেই পুরোহিত এবং আমি ছিলাম সেই শরভমৃগ।]

জাতক

প্রকীর্ণক নিপাত

৪৮৪—শালিকেদার-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে জনৈক মাতৃপোষক ভিক্ষুকে উপলক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার বর্তমান বস্তু শ্যাম-জাতকে (৫৪০) সবিস্তর বলা যাইবে। শাস্তা সেই ভিক্ষুকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "কি হে ভিক্ষু, তুমি গৃহিজনকে পোষণ কর এ কথা সত্য কি?" ভিক্ষু উত্তর দিয়াছিলেন, "সত্যই ভদন্ত?" "তাহারা তোমার কে?" "মাতা ও পিতা।" "বেশ করিতেছ! প্রাচীন পণ্ডিতেরা তির্য্যগ্‌যোনিতে শুকরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াও বৃদ্ধ মাতাপিতাকে কুলায়ে রাখিয়া চঞ্চুতে পুরিয়া আহার আনয়নপূর্ব্বক তাঁহাদের পোষণ করিতেন।" অনন্তর শাস্তা সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

পূর্ব্বকালে রাজগৃহনগরে মগধরাজ-নামক এক ব্যক্তি রাজত্ব করিতেন। তখন ঐ নগরের বাহিরে পূর্ব্বোত্তরকোণে শালিন্দিক নামে এক ব্রাহ্মণগ্রাম ছিল। ইহার আবার পূর্ব্বোত্তর কোণে ছিল মগধক্ষেত্র। * সেখানে শালিন্দিকবাসী কৌশিকগোত্রজ এক ব্রাহ্মণ সহস্রকরীষ † পরিমিত ক্ষেত্র লইয়া তাহাতে ধান্য বপন করাইয়াছিলেন। যখন শস্য জন্মিল, তখন ব্রাহ্মণ ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে দৃঢ় বৃতি নির্ম্মাণ করাইলেন এবং নিজের লোকজনের উপর, কাহাকেও পঞ্চাশ করীষের, কাহাকেও ষাট করীষের, এইরূপে পঞ্চশত করীষের রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিলেন। অবশিষ্ট পঞ্চশত করীষের রক্ষার ভার তিনি একজন ভৃতিভুক্ লোক নিযুক্ত করিয়া তাহার হস্তে সমর্পণ করিলেন। সে ব্যক্তি সেখানে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দিবারাত্র অবস্থিতি করিতে লাগিল। এই ধান্যক্ষেত্রের পূর্ব্বোত্তর কোণে পর্ব্বতের সানুদেশে এক বৃহৎ শাল্মলিবন ছিল, তাহাতে বহু শুকপক্ষী বাস করিত।

ঐ সময়ে বোধিসত্ত্ব উক্ত শুকসঙ্ঘের মধ্যে শুকরাজের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তিনি সুরূপ ও বলবান্ হইলে তাঁহার দেহ শকটনাভিপ্রমাণ হইল। তাঁহার পিতা তখন বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, "আমি এখন দূরে যাইতে অক্ষম; তুমিই এই শুকসঙ্ঘের রক্ষণাবেক্ষণ কর।" ইহা বলিয়া তিনি বোধিসত্ত্বকে শুকরাজ্য দান করিলেন। এই ঘটনার পরদিন হইতেই বোধিসত্ত্ব তাঁহার মাতাপিতাকে আর আহারসংগ্রহার্থ বাহিরে যাইতে দিলেন না, তিনি নিজে শুকগণে পরিবৃত হইয়া হিমালয়ে যাইতেন, সেখানে স্বয়ংজাত শালিবনে প্রয়োজনমত শালি ভক্ষণ করিয়া ফিরিবার কালে মাতাপিতার জন্য পর্য্যাপ্ত-পরিমাণ শালি লইয়া আসিতেন। এইরূপে তিনি মাতাপিতার পোষণ করিতে লাগিলেন।

এক দিন শুকেরা বোধিসত্ত্বকে বলিল, "পূর্ব্বে এই সময়ে মগধক্ষেত্রে শালি পাকিত। এখন জন্মে কি?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "জানিয়া এস।" অনন্তর তিনি ইহা জানিবার

---

* 'মগধক্ষেত্র' বলিলে কি বুঝাইবে? ইহা কি শস্যোৎপাদনের ভূমি—যেখানে রাজগৃহের ও শালিন্দিকের লোকে চাষ করিত?

† করীষ—প্রায় ৮ একার।

জন্য দুইটী শুক প্রেরণ করিলেন। ইহারা মগধক্ষেত্রে গেল এবং যে অংশ সেই ভৃতিভুক্ ব্যক্তি রক্ষা করিতেছিল, তাহাতেই অবতরণ করিল। তাহারা সেখানে শালি খাইল, একটা শীষ লইয়া শাল্মলিবনে ফিরিয়া গেল এবং উহা মহাসত্ত্বের পাদমূলে রাখিয়া বলিল, "মগধক্ষেত্রে এইরূপ শালি জন্মিয়াছে।" মহাসত্ত্ব পরদিন শুকগণে পরিবৃত হইয়া মগধক্ষেত্রে গিয়া ঐ স্থানে অবতরণ করিলেন। শুকে শালি খাইতেছে দেখিয়া সেই লোকটা ইতস্ততঃ ধাবিত হইয়া তাড়া দিতে লাগিল; কিন্তু খাওয়া বন্ধ করিতে পারিল না। অন্যান্য শুক শালি খাইয়া খালিমুখে ফিরিয়া গেল; কিন্তু শুকরাজ অনেকগুলি শীষ মুখে লইয়া গেলেন এবং মাতা পিতাকে দিলেন। ইহার পরদিন হইতে শুকেরা ঐ ক্ষেত্রে গিয়াই শালি ভক্ষণ করিতে লাগিল। তখন সেই লোকটা ভাবিল, 'ইহারা যদি এইভাবে আরও কিছুদিন খায়, তাহা হইলে সমস্তই ত নিঃশেষ হইবে। ব্রাহ্মণ তখন শালির দাম ধরিয়া আমাকে দায়ী করিবেন। যাই, তাঁহাকে গিয়া এ কথা জানাইয়া রাখি।' সে এক মুষ্টি শালি এবং উপযুক্ত উপঢৌকন লইয়া ব্রাহ্মণের নিকট গেল, তাঁহাকে দেখিয়া প্রণাম করিল এবং একান্তে দাঁড়াইয়া রহিল। ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে বাপু! ক্ষেত্রে বেশ শালি জন্মিয়াছে ত?" "হাঁ, ঠাকুর, বেশ জন্মিয়াছে" এই উত্তর দিয়া সে দুইটী গাথা বলিল :—

১। জন্মিয়াছে শালি ভাল, কিন্তু মহাশয়, শুকগণ আসি তাহা প্রতিদিন খায়।
হইলাম অসমর্থ ইহা নিবারিতে, নিবেদন করি তাই সময় থাকিতে।

২। সব চেয়ে যে শুকটা দেখিতে সুন্দর, হেরি তার কাণ্ড মোর লাগে চমৎকার।
খেয়ে যায় পেট পুরে, আবার যায় নিয়ে চঞ্চুতে পূরিয়া শালি; দেখি সবিস্ময়ে।

এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণের মনে শুকরাজের প্রতি স্নেহ সঞ্চার হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাপু, তুমি ফাঁদ পাতিতে জান কি?" "হাঁ, ঠাকুর, জানি।" ব্রাহ্মণ তখন তাহাকে এই গাথায় বলিলেন,

৩। যে ফাঁদ প্রস্তুত হয় অশ্বপুচ্ছলোমে, তাই পাতি ধর গিয়া সেই বিহঙ্গমে।
মারিওনা প্রাণে তারে, জীবিতাবস্থায় আনিয়া এখানে তারে দাও হে আমায়।

ব্রাহ্মণ যে শালির দাম ধরিয়া তাহাকে ঋণী করিলেন না, ইহাতে লোকটা বড় সন্তুষ্ট হইল। সে গিয়া অশ্বলোম পাকাইয়া ফাঁদ প্রস্তুত করিল, এবং শুকেরা কোন্ দিন কোন্ খানে সম্ভবতঃ অবতরণ করিবে ইহা জানিয়া এবং শুকরাজের অবতরণের স্থান লক্ষ্য করিয়া পরদিন প্রাতঃকালেই চাটিপ্রমাণ পঞ্জর প্রস্তুত করিল, এবং ফাঁদ পাতিয়া ও কুটীরে বসিয়া শুকদিগের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। শুকরাজও শুকগণসহ উপস্থিত হইলেন। তিনি লোভী ছিলেন না, এজন্য পূর্বদিন যেখানে চরিয়াছিলেন, আজও সেখানে অবতরণ করিয়া ফাঁদে পা দিলেন। নিজে পাশে বদ্ধ হইয়াছেন ইহা বুঝিয়া তিনি ভাবিলেন, 'আমি বদ্ধ হইয়াছি, ইহা যদি বদ্ধরাব* দ্বারা ব্যক্ত করি, তবে আমার জ্ঞাতিগণ ভয়বিহ্বল হইয়া আহার গ্রহণ না করিয়াই পলাইয়া যাইবে। অতএব যতক্ষণ ইহাদের আহার শেষ না হয়, ততক্ষণ আমাকে নীরবে যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে।' অনন্তর যখন বুঝিলেন, তাহারা পর্যাপ্তপরিমাণে আহার করিয়াছে, তখন মরণভয়ে তিনি তিন বার বদ্ধরব করিলেন। তাহা শুনিয়া তাঁহার অনুচরেরা সকলেই পলায়ন করিল। শুকরাজ ভাবিলেন, 'আমার এত জ্ঞাতির মধ্যে একটী

* বদ্ধরাব—বদ্ধ হইলে প্রাণীরা যে রব করে।

প্রাণীও মুখ ফিরাইয়া আমার দিকে তাকাইল না। আমি কি পাপ করিয়াছি?' তিনি বিলাপ করিতে করিতে বলিলেন,

৪। খেয়ে, পিয়ে যথাসুখে বিহঙ্গমগণ যে যাহার স্থানে দেখ করিল গমন।
একা আমি পাশে বদ্ধ রয়েছি হেথায়, কি পাপে পড়িনু হায় হেন দুর্দ্দশায়?

এদিকে ক্ষেত্রপাল শুকরাজের বদ্ধরব এবং আকাশে পলায়নপর বিহঙ্গগণের পক্ষধ্বনি শুনিয়া ব্যাপার কি জানিবার জন্য কুটীর হইতে অবতরণ করিল এবং যেখানে ফাঁদ পাতিয়াছিল, সেখানে গিয়া শুকরাজকে দেখিতে পাইল। যাহার উদ্দেশ্যে ফাঁদ পাতিয়াছিল, সেই ধরা পড়িয়াছে দেখিয়া সে বড় খুসী হইল; শুকরাজকে পাশ হইতে মুক্ত করিয়া তাঁহার পদদ্বয় একসঙ্গে বান্ধিল এবং তাঁহাকে লইয়া গিয়া শালিন্দিক গ্রামে সেই ব্রাহ্মণকে দিল। ব্রাহ্মণ গাঢ় স্নেহবলে উভয় হস্তে মহাসত্ত্বকে দৃঢ়ভাবে ধরিলেন এবং ক্রোড়ে বসাইয়া দুইটী গাথায় তাঁহার সঙ্গে আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন:—

৫। উদর সবারি আছে, কিন্তু সহোদর, বোধ হয়, একমাত্র আছে হে তোমার।
খেয়ে যাও যত ইচ্ছা, আরো যাও নিয়ে তুণ্ডে পূরি শালি তুমি, শুনি সবিস্ময়ে।
৬। গোলাঘর পূর কি হে? কিংবা সঙ্গে মোর জন্মিয়াছে শুক, তব, বৈরভাব ঘোর?
বল, সৌম্য, সত্য করি, জিজ্ঞাসি তোমায়; শালি লয়ে যাও তুমি রাখিতে কোথায়?

ইহা শুনিয়া শুকরাজ মনুষ্যভাষায় মধুরস্বরে সপ্তম গাথা বলিলেন:—

৭। নাই মোর গোলাঘর, না করি পোষণ শত্রুতা তোমার প্রতি, শুন, হে ব্রাহ্মণ।
ঋণ শোধ গিয়া করি শাল্মলি কাননে, ঋণ দান করি, আর রাখি সযতনে
সঞ্চয় করিয়া কিছু ধন, ভবিষ্যতে যাহা হতে উপকার পারিব লভিতে।

তখন ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন:—

৮। ঋণদান, ঋণমুক্তি কীদৃশ তোমার? কীদৃশ সঞ্চয় তব বল শুনি আর।
বল সত্য কথা, কিছু না করি গোপন; এখনি এ পাশ হতে লভিবে মোচন।

ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া মহাসত্ত্ব চারিটী গাথায় তাঁহার অভিপ্রায় বুঝাইয়া দিলেন:—

৯। আমার অজাতপক্ষ যে সব সন্তান, তাদের(ই) পোষণে আমি করি ঋণ দান।
১০। মাতাপিতা জরাজীর্ণ, বিগতযৌবন, তাঁহাদের ঋণ শোধ করি হে এখন
আহরিয়া শালি তুণ্ডে যত আমি পারি; ঋণশোধ এর নাম, দেখ হে বিচারি।
১১। ক্ষীণপক্ষ, বলহীন পক্ষী বহুতর বহু কষ্টে আছে সেই বনের ভিতর;
তা' সবার পুষি পুণ্য করিতে অর্জ্জন। প্রকৃত সঞ্চয় ইহা বলে সুধীজন।
১২। ঋণদান, ঋণশোধ ঈদৃশ আমার; ঈদৃশ সঞ্চয় আমি করি, দ্বিজবর।

ব্রাহ্মণ মহাসত্ত্বের ধর্ম্মকথা শুনিয়া প্রসন্নচিত্ত হইলেন এবং দুইটী গাথা বলিলেন:—

১৩। ভদ্র এই পক্ষী, এর চরিত্র সুন্দর; পরম ধার্ম্মিক এই বিহঙ্গমবর।
মানুষের মধ্যে, হায়, বল কত জন এমন উত্তম ধর্ম্ম করে আচরণ?
১৪। অদ্য হ'তে নির্ব্বিবেগে সহ জ্ঞাতিগণ যত ইচ্ছা শালি তুমি করহ ভক্ষণ।
দেখা দিও পুনর্ব্বার, হে প্রিয়দর্শন; শুনি তব কথা আজি হৃষ্ট হল মন।

ব্রাহ্মণ এইরূপে মহাসত্ত্বের নিকট নিজের প্রার্থনা জানাইলেন; লোকে যেমন প্রিয় পুত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করে, সেইরূপ সস্নেহে তাঁহাকে অবলোকন করিতে করিতে তাঁহার পাদ হইতে বন্ধন খুলিয়া দিলেন, ক্ষতস্থানে শতপাক তৈল * মাখাইলেন, তাঁহাকে ভদ্র

* শতপাক তৈল, যে তৈল শতবার পাক করা হইয়াছে। মহাভারত এবং বৈদ্যকগ্রন্থেও এইরূপ তৈলের উল্লেখ আছে।

পীঠে বসাইয়া কাঞ্চনপাত্রে * মধুমিশ্রিত লাজ ভক্ষণ করাইলেন এবং শর্করোদক পান করাইলেন। অনন্তর শুকরাজ তাঁহাকে অপ্রমত্ত থাকিতে উপদেশ দিবার সময় নিম্নলিখিত গাথা বলিলেন :—

১৫। করিনু ভোজন পান আগারে তোমার; শ্রদ্ধা, প্রীতি তব প্রতি জন্মিল অপার;
নিরীহ ধার্ম্মিকে † দান করহ সতত; হও সদা বৃদ্ধ মাতাপিতৃ-সেবারত।

ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ পরম পরিতোষ লাভ করিলেন এবং মনের আবেগে নিম্নলিখিত উদানটী গান করিলেন :—

১৬। অহো কি সৌভাগ্য আজি হইল ঘটন! পাইলাম বিহঙ্গমবরের দর্শন।
শুকের সুমিষ্ট বাণী করিয়া শ্রবণ করিব প্রচুর এবে পুণ্যের অর্জ্জন।

ব্রাহ্মণ মহাসত্ত্বকে সেই সহস্রকরীষ প্রমাণ শস্যক্ষেত্র দান করিতে চাহিলেন; কিন্তু মহাসত্ত্ব তাহা না লইয়া অষ্ট করীষ মাত্র গ্রহণ করিলেন। ব্রাহ্মণ সীমানির্দ্দেশক স্তম্ভ প্রোথিত করিয়া তাঁহাকে সেই অষ্ট করীষ ক্ষেত্র দান করিলেন এবং তাঁহাকে বিদায় দিবার কালে কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, "প্রভো, আপনি স্বচ্ছন্দে প্রস্থান করিয়া সাশ্রুনয়ন মাতাপিতাকে আশ্বস্ত করুন।" মহাসত্ত্ব হৃষ্টমনে শালির শীষ মুখে লইয়া চলিয়া গেলেন এবং মাতাপিতার সম্মুখে উহা নিক্ষেপপূর্ব্বক বলিলেন, "মা, বাবা, আপনারা উঠুন।" এই কথা শুনিয়া তাঁহাদের অশ্রুপ্লাবিতমুখেও হাস্য দেখা দিল, ‡ তাঁহারা উঠিয়া বসিলেন। এদিকে শুকগণ সেখানে সমবেত হইল এবং জিজ্ঞাসা করিল, "প্রভো আপনি কিরূপে মুক্তি লাভ করিলেন?" মহাসত্ত্ব তাহাদিগকে সবিস্তর সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। কৌশিকও শুকরাজের উপদেশ মত চলিয়া § ঐ সময় হইতে ধার্ম্মিক শ্রমণ ও ব্রাহ্মণদিগকে মহাদান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

এই ভাব সুস্পষ্ট ভাবে বুঝাইবার জন্য শাস্তা শেষের গাথাটী বলিলেন :—

১৭। কৌশিক প্রহৃষ্টমনে প্রচুর প্রমাণ প্রস্তুত করান অকাতরে অন্নপান।
অন্নপান করি দান সুপ্রসন্ন মনে তুষিতেন সদা তিনি শ্রমণব্রাহ্মণে।

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, মাতাপিতার ভরণ পোষণ পণ্ডিতজনের চিরন্তন কার্য্য।" অনন্তর তিনি সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিয়া জাতকের সমবধান করিলেন। (সত্যব্যাখ্যাবসানে সেই ভিক্ষু স্রোতাপত্তি-ফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

সমবধান—তখন বুদ্ধশিষ্যেরা ছিলেন সেই সকল শুকপক্ষী, মহারাজের বংশীয় দুই ব্যক্তি ছিলেন সেই শুকমাতা ও শুকপিতা; ছন্ন ¶ ছিলেন সেই ক্ষেত্রপাল, আনন্দ ছিলেন সেই ব্রাহ্মণ এবং আমি ছিলাম সেই শুকরাজ।)

* মূলে 'কাঞ্চন গুটকে' আছে। গুটক (বাঙ্গালা) টাট। শব্দটী স্থা ধাতুজ কি?

† মূলে 'নিকৃখিত্তদণ্ডেসু দদাহি দানং' আছে। নিকৃখিত্তদণ্ড বলিলে যাঁহারা সর্ব্ববিধ অনিষ্টাচার ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে (অর্থাৎ শ্রমণ প্রভৃতিকে) বুঝায়।

‡ এখানে আমি 'হসমানে' পাঠই গ্রহণ করিলাম।

§ মূলে 'দত্তা' আছে। বোধ হয় ইহা মুদ্রাকরের ভ্রম। 'কত্বা' এই পাঠ ধরিলে অর্থবিরোধ ঘটে না।

¶ ছন্ন বা ছন্দক মহাভিনিষ্ক্রমণের রাত্রিতে রাজভবন হ'তে বুদ্ধদেবের সঙ্গে গিয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রব্রজ্যা গ্রহণের পর কপিলবস্তুতে ফিরিয়াছিলেন।

৪৮৫—চন্দ্রকিন্নর-জাতক

(শাস্তা কপিলপুরের নিকটবর্ত্তী ন্যগ্রোধারামে অবস্থিতি-কালে রাজভবনে গিয়া রাহুলমাতার সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন।

এই জাতক দূরেনিদান* হইতে আরম্ভ করিয়া বলিতে হইবে। লট্‌ঠিবনে উরুবিল্বকাশ্যপকে শাস্তা সিংহনাদে যাহা বলিয়াছিলেন, তৎপর্য্যন্ত নিদানকথা অপণ্ণক-জাতকে বলা হইয়াছে। তাহার পর কপিলবস্তু-গমন পর্য্যন্ত অবশিষ্ট বৃত্তান্ত বিশ্বন্তর-জাতকে (৫৪৭) প্রদত্ত হইবে।

শাস্তা পিতৃভবনে বসিয়া আহার করিবার কালে মহাধর্ম্মপাল-জাতক (৪৪৭) বলিলেন, অনন্তর আহারান্তে তিনি স্থির করিলেন যে, রাহুলমাতার বাসগৃহে উপবেশনপূর্ব্বক তদীয় গুণবর্ণনার্থ চন্দ্রকিন্নর-জাতক বলিবেন। তিনি রাজার হস্তে পাত্র প্রদানপূর্ব্বক অগ্রশ্রাবকদ্বয়ের সঙ্গে রাহুলমাতার ভবনে গমন করিলেন। তখন রাহুলমাতার নিকটে চল্লিশ হাজার নর্ত্তকী বাস করিত; তাহাদের মধ্যে এক হাজার নব্বই জন ছিল ক্ষত্রিয়-কন্যা। শাস্তা আগমন করিয়াছেন জানিয়া রাহুলমাতা নর্ত্তকীদিগকে কাষায়বস্ত্র পরিধান করিতে বলিলেন; নর্ত্তকীরা তাহাই করিল। শাস্তা গিয়া, তাঁহার জন্য যে আসন সজ্জিত হইয়াছিল, তাহাতে উপবেশন করিলেন তখন রমণীরা সকলে একসঙ্গে কাঁদিয়া উঠিলেন, গৃহের মধ্যে মহা পরিদেবন-শব্দ উত্থিত হইল। রাহুলমাতা পরিদেবনান্তে শোকাপনোদনপূর্ব্বক শাস্তাকে প্রণাম করিলেন, এবং লোকে রাজার সম্মুখে যেমন সসম্মানে অবস্থিত থাকে, সেইভাবে উপবিষ্ট হইলেন। অতঃপর রাজা তাঁহার গুণকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন, "ভদন্ত, আমার পুত্রবধূ যখন শুনিলেন যে, আপনি কাষায় বসন ধারণ করিয়াছেন, তখন ইনিও নিজে কাষায় বস্ত্র পরিতে লাগিলেন: আপনি মাল্য প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়াছেন জানিয়া ইনিও মাল্যাদি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ভূমিশয়ন আরম্ভ করিলেন। আপনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলে ইনি বিধবা হইলেন; কিন্তু অন্যান্য রাজারা ইঁহাকে যে সমস্ত উপহার প্রেরণ করিলেন, ইনি সেগুলি গ্রহণ করিলেন না। ইনি আপনার প্রতি এমনই নিবদ্ধচিত্তা!" রাজা এই রূপে নানা ভাবে যশোধরার গুণকীর্ত্তন করিলে শাস্তা বলিলেন, "মহারাজ, আমার শেষ জন্মে ইনি যে আমার সম্বন্ধে স্নেহশীলা, নিবদ্ধচিত্তা এবং অনন্যনেয়া হইবেন, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, পূর্ব্বে তির্য্যগ্‌যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াও ইনি আমার সম্বন্ধে নিবদ্ধচিত্তা ও অনন্যনেয়া হইয়াছিলেন।" অনন্তর শুদ্ধোদনের প্রার্থনানুসারে তিনি এই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—)

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে মহাসত্ত্ব হিমালয় পর্ব্বতে কিন্নরযোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।† তদীয় ভার্য্যার নাম ছিল চন্দ্রা। তাঁহারা উভয়ে চন্দ্রনামক রজত পর্ব্বতে বাস করিতেন।

একদা বারাণসীরাজ অমাত্যদিগের উপর রাজ্যরক্ষার ভার দিয়া কাষায় বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক পঞ্চায়ুধে‡ সুসজ্জিত হইয়া একাকী হিমালয়ে প্রবেশ করিলেন। তিনি মৃগমাংস খাইতে খাইতে একটী ক্ষুদ্র নদীর পথ অনুসরণপূর্ব্বক ঊর্দ্ধদিকে অধিরোহণ করিলেন। চন্দ্রা পর্ব্বতবাসী কিন্নরগণ বর্ষাকালে সেখানেই অবস্থিতি করে; কিন্তু গ্রীষ্মকালে অধোদিকে অবতরণ করিয়া থাকে। যে সময়ের কথা হইতেছে, তখন চন্দ্র কিন্নর নিজের ভার্য্যার সহিত অবতরণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা গাত্রে গন্ধ বিলেপন করিয়া পুষ্পপটের§ অন্তর্ব্বাস ও

* নিদান কথা ও উরুবিল্বকাশ্যপ-সম্বন্ধে প্রথম খণ্ডের উপক্রমণিকার ১৬ ও ২৯৩ চিহ্নিত পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য।

† কিন্নর বা কিম্পুরুষ—সংস্কৃত সাহিত্যে কিন্নরগণ দেবযোনিবিশেষ—তুরঙ্গবদন এবং সঙ্গীতনিপুণ। পালিতে ইহারা ইতর জীব (তির্য্যক্) বলিয়া বর্ণিত।

‡ পঞ্চায়ুধ—তরবারি, শক্তি, ধনুঃ, পরশু ও বর্ম্ম।

§ পুষ্পপট—ফুল-তোলা কাপড় অর্থাৎ যে কাপড়ে সূচী দ্বারা নানারকমের ফুল তোলা থাকে। কিন্তু এখানে, বোধ হয়, পুষ্পনির্মিত বস্ত্র, এই অর্থই সুসঙ্গত।

ও বহির্ব্বাস পরিয়া এবং পুষ্পরেণু খাইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেন, এবং লতায় লতায় দোল খাইতেন। তাঁহারা সে দিনও মধুরস্বরে গান করিতে করিতে সেই ক্ষুদ্র নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন, উহার এক নিবর্ত্তন-স্থানে * জলে নামিয়া ফুল ছড়াইয়া জলকেলি করিলেন, পুষ্পপটের অন্তর্ব্বাস ও বহির্ব্বাস পরিলেন এবং রজতপট্টনিভ বালুকার উপর পুষ্পশয্যা রচনা করিলেন। চন্দ্রকিন্নর একটী বেণুদণ্ড † হস্তে লইয়া ঐ শয্যায় উপবেশন করিলেন, উহা বাজাইয়া মধুরস্বরে গান আরম্ভ করিলেন, নিকটে তাঁহার ভার্য্যা চন্দ্রা কুসুমসুকুমার বাহুদ্বয় সঞ্চালন করিতে করিতে নৃত্য ও গান করিতে লাগিলেন।

কিন্নরদ্বয়ের গীতধ্বনি শুনিয়া রাজা মৃদুপাদবিক্ষেপে তাঁহাদের নিকটবর্ত্তী হইলেন এবং কোন প্রতিচ্ছন্ন স্থানে থাকিয়া তাঁহাদিগকে দেখিতে লাগিলেন। তিনি কিন্নরীর রূপে মোহিত হইয়া স্থির করিলেন, 'শরাঘাতে কিন্নরের জীবনান্ত করিব এবং কিন্নরীকে নিজের কলত্র করিয়া লইব।' এই সংকল্পে তিনি কিন্নরকে শরবিদ্ধ করিলেন, চন্দ্র দারুণ ব্যথায় অভিভূত হইয়া চারিটী গাথায় নিজের দুঃখ জানাইলেন :—

১। বুঝি বা বিচ্ছেদ, চন্দ্রে, চিরতরে ঘটিল এবার
রক্তস্রাবে প্রাণ, প্রিয়ে, ওষ্ঠাগত হইল আমার,
২। অবসন্ন হল দেহ, সর্ব্ব অঙ্গে অসহ্য বেদনা।
জ্বলে পুড়ে গেল বুক, কিন্তু আমি সে কথা ভাবি না।
এই বড় দুঃখ মনে, যবে আমি যাইব চলিয়া
শোকে মোর তুমি, চন্দ্রে কতই না বেড়াবে কান্দিয়া।
৩। ছিন্ন তৃণ, ছিন্নমূল তরু, কিংবা নদী জলহীনা—
সেই মত বুক মোর শুকাইল, সে কথা ভাবি না—
এই বড় দুঃখ মনে, যবে আমি যাইব চলিয়া
শোকে মোর তুমি, চন্দ্রে, কতই না বেড়াবে কান্দিয়া।
৪। ঝরিতেছে অশ্রু মোর, গিরি-পাদে বৃষ্টিধারা যথা,
এ অশ্রুর হেতু কিন্তু নয়, প্রিয়ে, শরাঘাত-ব্যথা।
নাই অন্য দুঃখ মোর, কান্দি শুধু এ কথা ভাবিয়া
শোকে মোর তুমি, চন্দ্রে, কতই না বেড়াবে কান্দিয়া।

মহাসত্ত্ব এই চারিটী গাথায় পরিদেবন করিয়া পুষ্পশয্যায় শুইয়া পড়িলেন এবং সংজ্ঞাহীন হইয়া পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিলেন। রাজা সেই স্থানেই দাঁড়াইয়া রহিলেন। চন্দ্রা নৃত্যগীতে মত্ত হইয়াছিলেন, মহাসত্ত্ব যখন পরিদেবন করিলেন, তখনও তিনি বুঝিতে পারেন নাই যে, তাঁহার প্রাণেশ্বর শরবিদ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু যখন মহাসত্ত্ব নিঃসংজ্ঞ হইয়া পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করিলেন, তখন চন্দ্রা স্বামীর কষ্টের কারণ জানিতে ব্যগ্র হইলেন। তিনি দেখিলেন, ক্ষতমুখ হইতে শোণিতস্রাব হইতেছে। প্রিয় পতির এই দারুণ বিপত্তিতে তিনি ধৈর্য্য হারাইয়া মহাশব্দে বিলাপ করিতে লাগিলেন। এ দিকে রাজা ভাবিলেন, কিন্নর মরিয়াছে, তিনি নিষ্ক্রান্ত হইয়া সেখানে দর্শন দিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই চন্দ্রা বুঝিলেন 'এই চোরই আমার প্রিয় পতির প্রাণান্ত করিয়াছে।' তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে পলায়ন

* নিবর্ত্তনস্থান—বিশ্রামস্থান। নদীর সম্বন্ধে ইহা 'বাঁকের মাথা' (অর্থাৎ যেখান হইতে স্রোত দিগন্তরে গিয়াছে) বুঝায়।

† বেণুদণ্ড—এখানে এই শব্দটী, বাঁশের বাঁশী, এই অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে।

করিলেন এবং একটা পর্ব্বতশৃঙ্গের উপর দাঁড়াইয়া রাজাকে পাঁচটী গাথায় অভিশাপ দিলেন :—

৫। ওরে দুরাচার রাজকুলাঙ্গার,
কি হেতু বিদ্ধিলি প্রাণেশে আমার?
শরাঘাতে তোর বনতরু-মূলে
অনাথার পতি পতিত ভূতলে।

৬। কিন্নরবিরহে যে দুঃখে আমার
ফাটি যায় বুক, ওরে দুরাচার,
পায় যেন সদ্যঃ জননী রে তোর
ঠিক এই মত দুঃখ মহাঘোর।

৭। কিন্নরবিরহে যে দুঃখে আমার
ফাটি যায় বুক, ওরে দুরাচার,
পায় যেন জায়া অচিরে রে তোর
ঠিক সেই মত দুঃখ মহাঘোর।

৮। হলি কামাসক্ত দেখিয়া আমারে,
বিনা দোষে তাই বধিলি কিন্নরে,
এই পাপে, পাপী, মা যেন রে তোর
পতিপুত্রশোক পায় মহাঘোর।

৯। হলি কামাসক্ত দেখিয়া আমারে,
বিনাদোষে তাই বধিলি কিন্নরে
এই পাপে, পাপী, জায়া যেন তোর
পতিপুত্রশোক পায় মহাঘোর।

পর্ব্বতমস্তকোপবিষ্টা কিন্নরী উক্ত পাঁচটী গাথায় পরিদেবন করিলে রাজা তাঁহাকে আশ্বাস দিবার জন্য বলিলেন :—

১০। কান্দিওনা আর, ওলো সুলোচনে *
কি সুখ পাইবে থাকি এই বনে?
ভার্য্যা হবে তুমি আমার, ললনে,
পাবে পূজা সদা রাজার ভবনে।

এই কথা শুনিয়া চন্দ্রা, বলিলেন, "তুই আমায় কি বলিলি?" তিনি সিংহনাদে গর্জ্জন করিয়া এই গাথা বলিলেন :—

১১। ত্যজিব পরাণ, রাজকুলাধম,
তবু ভার্য্যা তোর না হব কখন।
হলি কামাসক্ত দেখিয়া আমারে,
বিনা দোষে তাই বধিলি কিন্নরে।

চন্দ্রার ভর্ৎসনায় রাজার অনুরাগ বিলুপ্ত হইল। তিনি বলিলেন :—

* মূলে 'বনতিমিরমত্তক্খি' এই পদ আছে। টীকাকার ইহার অর্থ করিয়াছেন 'বনতিমির পুষ্পকল্পমানক্খী।' বনতিমির পুষ্প কি? পঞ্চম খণ্ডের চুল্লসুতসোম-জাতকের পঞ্চদশ গাথাতেও এই বিশেষণটী দেখা যায়। সেখানে টীকাকার বলেন, 'বনতিমির=গিরিকর্ণিকা' তিনি কোবিদারতম্বক্খী, এই পাঠান্তরও দিয়াছেন। কোবিদার=আবলুশ। আমার বোধ হয়, এই পাঠই সমীচীন। ইতঃপূর্ব্বে কাকবতী-জাতকেও তিমির পুষ্পের উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে।

১২। রাখিতে পরাণ যদি ভীরু চাও,
গিয়া হিমালয়ে যথেচ্ছা বেড়াও।
তালতগরের পাতা যারা খায়,
হেন মৃগ শুধু বনে সুখ পায়। *

ইহ বলিয়া রাজা বীতানুরাগ হইয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। তিনি গিয়াছেন দেখিয়া চন্দ্রা পর্ব্বতশিখর হইতে অবতরণ করিলেন, পতিকে কোলে লইয়া আবার সেখানে আরোহণ করিলেন, তাঁহাকে শিলাতলে রাখিয়া দিলেন, এবং নিজের উরুর উপরি তাঁহার মস্তক রাখিয়া দ্বাদশটী গাথায় মহা পরিদেবন করিলেন :—

১৩। এই মহীধর, এ সব কন্দর, গুহা মনোহর, সকলি রহিবে ;
অদর্শনে তব, হৃদয়বল্লভ, অনাথার প্রাণ কেমনে বাঁচিবে ?
১৪। শ্বাপদ-সেবিত, † পল্লবে আবৃত, রম্য বনস্থলী, সকলি রহিবে,
অদর্শনে তব, হৃদয়বল্লভ, অনাথার প্রাণ কেমনে বাঁচিবে ?
১৫। খগকুল-সেবিত কুসুমে আবৃত রম্য বনস্থলী সকলি রহিবে ;
অদর্শনে তব, হৃদয়বল্লভ, অনাথার প্রাণ কেমনে বাঁচিবে ?
১৬। প্রসন্নসলিলা গিরিনদীগণ কমল কুমুদে এমনি শোভিবে ;
অদর্শনে তব, হৃদয়বল্লভ, অনাথার প্রাণ কেমনে বাঁচিবে ?
১৭। নীল কূটরাজি পরিয়া মাথায় এই হিমালয় সদা বিরাজিবে,
অদর্শনে তব, হৃদয়বল্লভ অনাথার প্রাণ কেমনে বাঁচিবে ?
১৮। অরুণউদয়ে হিমাদ্রিশিখর কাঞ্চনের মত যখন ভাতিবে,
অদর্শনে তব, হৃদয়বল্লভ, অনাথার প্রাণ কেমনে বাঁচিবে ?
১৯। দিবা অবসানে রক্তিম বরণে হিমাদ্রিশিখর যখন সাজিবে,
অদর্শনে তব, হৃদয়বল্লভ, অনাথার প্রাণ কেমনে বাঁচিবে ?
২০। তুঙ্গ শৃঙ্গরাজি অতি মনোহর দৃষ্টিপথে, হায়, যখন পড়িবে,
অদর্শনে তব, হৃদয়বল্লভ, অনাথার প্রাণ কেমনে বাঁচিবে ?
২১। তুষারমণ্ডিত শুভ্র কূটরাজি দৃষ্টিপথে, হায়, যখন পড়িবে,
অদর্শনে তব, হৃদয়বল্লভ, অনাথার প্রাণ কেমনে বাঁচিবে ?
২২। হিমাদ্রির শোভা অতি মনোলোভা দৃষ্টিপথে, হায়, যখন পড়িবে,
অদর্শনে তব, হৃদয়বল্লভ, অনাথার প্রাণ কেমনে বাঁচিবে ?
২৩। ওষধি-শোভিত যক্ষপ্রিয়ভূমি গন্ধমাদনের দিকে তাকাইয়া
অদর্শনে তব, হৃদয়বল্লভ, অনাথা কেমনে থাকিবে বাঁচিয়া ?
২৪। ওষধি-শোভিত কিন্নরসেবিত গন্ধমাদনের দিকে তাকাইয়া,
অদর্শনে তব, হৃদয়বল্লভ, অনাথা কেমনে থাকিবে বাঁচিয়া ?

দ্বাদশটী গাথায় এইরূপ বিলাপের পর চন্দ্রা হস্ত দ্বারা মহাসত্ত্বের বক্ষঃস্থল স্পর্শ করিয়া দেখিলেন, উহা তখনও গরম আছে। ইহাতে তিনি বুঝিলেন, 'চন্দ্র এখনও জীবিত আছেন।' তিনি ভাবিলেন, 'আমি এখন দেবতাদিগকে অবিচারের জন্য ভর্ৎসনা করিয়া ইহাকে পুনর্জীবিত করিব।' এই উদ্দেশ্যে তিনি বলিতে লাগিলেন, "এখন কি কোন লোকপাল নাই, অথবা তাঁহারা প্রবাসে গিয়াছেন, কি মারা গিয়াছেন, যে তাঁহারা আমার প্রিয় পতিকে রক্ষা করিতেছেন না ?" চন্দ্রা দেবতাদিগকে এইরূপ উপহাস করিলে তাঁহার শোকতাপে শক্রাসন উত্তপ্ত হইল, শক্র চিন্তা করিয়া ইহার কারণ বুঝিতে পারিলেন এবং ব্রাহ্মণের বেশে আবির্ভূত

* অর্থাৎ তোমাদের বন্য স্বভাব ; তোমরা রাজভবনের সুখের মর্ম্ম বুঝিবে কেন ?
† শ্বাপদসেবিত হইলে কি রম্য হইতে পারে ?

হইয়া কমণ্ডলু হইতে জল গ্রহণপূর্ব্বক উহা মহাসত্ত্বের দেহে প্রোক্ষণ করিলেন। অমনই বিষ অন্তর্হিত * হইল, দেহের স্বাভাবিক বর্ণ ফিরিয়া আসিল, কোন স্থানে যে আঘাত লাগিয়াছিল, তাহা পর্য্যন্ত আর বুঝিতে পারা গেল না। মহাসত্ত্ব স্বচ্ছন্দে শয্যা হইতে উঠিলেন; তাঁহাকে সুস্থ দেখিয়া চন্দ্রার অপার আনন্দ জন্মিল, তিনি শক্রের চরণে প্রণিপাত করিয়া বলিলেন:—

২৫। প্রণমি চরণে তব দ্বিজোত্তম; প্রিয় পতি তুমি দিলে অনাথায়;
অমৃত-সেচনে বাঁচাইলা তাঁরে; ঘটিল মিলন তোমার কৃপায়।

শক্র কিন্নরদম্পতিকে উপদেশ দিলেন, "তোমরা এখন হইতে চন্দ্র পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিও না, মনুষ্যপথেও যাইও না। চন্দ্রপর্ব্বতেই সর্ব্বদা অবস্থান করিও"। তিনি আরও একবার এই কথা বলিয়া স্বস্থানে প্রতিগমন করিলেন। তখন চন্দ্রা বলিলেন, "স্বামিন্, আমাদিগের এইরূপ বিঘ্নসঙ্কুল স্থানে থাকিবার কি প্রয়োজন? চলুন, আমরা চন্দ্রপর্ব্বতেই ফিরিয়া যাই।"

২৬। কমলকুসুমে সুশোভিত কত বহে স্রোতস্বতী সেই গিরিবরে;
তরুরাজি তুলি মলয়হিল্লোলে জুড়ায় শ্রবণ সুমধুর স্বরে;
চল দুইজনে বিহরি সেখানে, মানুষের পথ করিয়া বর্জ্জন;
যাপিব জীবন সুখে অনুক্ষণ, করি পরস্পর প্রিয়সম্ভাষণ।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশনপূর্ব্বক শাস্তা বলিলেন, "কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও ইনি আমার সম্বন্ধে নিবদ্ধচিত্তা ও অনন্যনেয়া ছিলেন।"

সমবধান—তখন রাহুলমাতা ছিলেন চন্দ্রা এবং আমি ছিলাম চন্দ্রকিন্নর।]

৪৮৬—মহোৎক্রোশ-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে মিত্রগন্ধক-নামক জনৈক উপাসকের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি শ্রাবস্তী নগরের কোন জীর্ণধন ভদ্রবংশের সন্তান। শুনা যায়, ইনি না কি কোন কুলকন্যার সহিত নিজের বিবাহের প্রস্তাব করিবার জন্য এক বন্ধুকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ঐ কন্যা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "কোন বিপদ্ ঘটিলে তাহা হইতে উদ্ধার করিতে পারে, ইঁহার এমন কোন সহায় আছে কি?" যখন তিনি শুনিয়াছিলেন, ঐ কুলপুত্রের এমন কোন সহায় নাই, তখন তিনি বলিয়াছিলেন, "তবে তাঁহাকে অগ্রে মিত্র লাভ করিতে বলিবেন।"

কুলপুত্র এই উপদেশ মত চলিয়া সর্ব্বপ্রথম চারি জন দ্বারবানের সহিত বন্ধুত্ব করিলেন। অতঃপর তিনি ক্রমান্বয়ে নগরপাল, গণক, মহামাত্র প্রভৃতির, এমন কি সেনাপতি ও উপরাজের সহিতও মৈত্রীস্থাপন করিলেন এবং নিয়ত ইঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া রাজারও প্রিয়পাত্র হইলেন। পরিশেষে তিনি অশীতি মহাস্থবিরের এবং স্থবির আনন্দের প্রীতিভাজন হইয়া তাঁহাদের সাহায্যে তথাগতেরও মিত্র হইলেন। তথাগত তাঁহাকে বুদ্ধশাসনে ও শীলসমূহে প্রতিষ্ঠিত করিলেন, রাজা তাঁহাকে ঐশ্বর্য্য দিলেন, লোকে তাঁহাকে মিত্রগন্ধক এই নাম দিল।

রাজা মিত্রগন্ধককে একটী বৃহৎ অট্টালিকা দান করিয়া সেখানে তাঁহার বিবাহোৎসব সম্পাদন করাইলেন। এতদুপলক্ষ্যে, রাজা হইতে সামান্য নগরবাসী পর্য্যন্ত অনেকেই নানাবিধ উপহার পাঠাইলেন। তাঁহার ভার্য্যা রাজপ্রেরিত উপহার, উপরাজ-প্রেরিত উপহার, সেনাপতি-প্রেরিত উপহার ইত্যাদি ক্রমে সকল নগরবাসীরই উপহার গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগকে আত্মীয়তাসূত্রে বদ্ধ করিলেন। বিবাহের সপ্তম দিনে নবদম্পতী মহাসমারোহে দশবলকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গেলেন এবং বুদ্ধপ্রমুখ পঞ্চশতপরিমিত ভিক্ষু-

* ইহাতে বুঝিতে হইবে যে রাজার শর বিষাক্ত ছিল।

সঙ্ঘকে বহুবিধ দ্রব্য দান করিলেন। আহার শেষ হইলে শাস্তা যে অনুমোদন করিলেন, তাহা শুনিয়া তাঁহারা উভয়ে স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

ধর্ম্মসভায় ভিক্ষুদের মধ্যে এই সম্বন্ধে কথোপকথন হইতে লাগিল। তাঁহারা বলাবলি করিতে লাগিলেন, "দেখ ভাই, মিত্রগন্ধক তাঁহার ভার্য্যার উপদেশমত সকলের সঙ্গে সখ্যস্থাপনপূর্ব্বক রাজার নিকট মহাসম্মান পাইয়াছেন, শাস্তার সহিত মিত্রতা করিয়া এখন স্বামিস্ত্রী উভয়েই স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নয়, পূর্ব্বেও এ ব্যক্তি এই রমণীর পরামর্শমত চলিয়া মহাসম্মান লাভ করিয়াছিল। পূর্ব্বে এ যখন তির্য্যগ্‌যোনিতে জন্ম প্রাপ্ত হইয়াছিল, তখনও এই রমণীর পরামর্শে বহু প্রাণীর সহিত মৈত্রী করিয়া পুত্রশোকভয় হইতে মুক্তি পাইয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :–]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে কতিপয় প্রত্যন্তবাসী যেখানে যেখানে প্রচুর মাংস পাওয়া যাইত, সেখানে সেখানে (কিয়দ্দিনের জন্য) ঘর বাড়ী প্রস্তুত করিত। তাহারা বনে বনে বিচরণ করিয়া মৃগাদি মারিত এবং মাংস আহরণ করিয়া পুত্রদারাদি পোষণ করিত। তাহাদের গ্রামের অবিদূরে একটী প্রকাণ্ড হ্রদ ছিল। ঐ হ্রদের দক্ষিণ তীরে এক শ্যেনপক্ষী, পশ্চিম তীরে এক শ্যেনপক্ষিণী, উত্তর তীরে এক পশুরাজ সিংহ এবং পূর্ব্ব তীরে পক্ষীদিগের রাজস্থানীয় এক উৎক্রোশ * থাকিত। উহার মধ্যভাগে এক দ্বীপে বাস করিত একটা কচ্ছপ।

একদা শ্যেন শ্যেনীকে বলিল, "তুমি আমার ভার্য্যা হও।" শ্যেনী জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কোন মিত্র আছে কি?" "না, ভদ্রে, আমার কোন মিত্র নাই।" "এমন কোন্ মিত্র লাভ করা আবশ্যক, যিনি আমাদের ভয়ের কারণ উপস্থিত হইলে বা বিপদ্ ঘটিলে তাহা হরণ করিতে সমর্থ। অতএব অগ্রে মিত্র লাভ কর।" "কাহার সঙ্গে মিত্রতা করিব, ভদ্রে?" "পূর্ব্বতীরবাসী উৎক্রোশরাজের, উত্তরতীরবাসী সিংহের এবং হ্রদমধ্যবাসী কচ্ছপের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন কর।"

শ্যেনীর প্রস্তাবে সম্মত হইয়া শ্যেন তাহাই করিল। অনন্তর তাহারা পরিণয়সূত্রে বদ্ধ হইল, এবং হ্রদমধ্যস্থ একটা দ্বীপে চতুর্দ্দিকে জলবেষ্টিত কোন কদম্ববৃক্ষে কুলায়নির্ম্মাণপূর্ব্বক একত্র বাস করিতে লাগিল।

কিয়ৎকাল পরে তাহাদের দুইটী শাবক জন্মিল। শাবকদ্বয়ের পক্ষ সঞ্জাত হইবার পূর্ব্বেই একদা ঐ জনপদের কয়েকজন লোক দিবাভাগে সমস্তবনে ঘুরিয়া ঘুরিয়াও কিছু সংগ্রহ করিতে পারিল না। তাহারা ভাবিল, 'খালি হাতেও ত ঘরে ফিরিতে পারি না, মাছ হউক, কাছিম হউক, একটা কিছু ধরিতেই হইবে।' ইহা স্থির করিয়া তাহারা সরোবরে অবতরণপূর্ব্বক ঐ দ্বীপে গমন করিল এবং সেই কদম্ববৃক্ষের মূলে শয়ন করিল। এখানে মশকাদির দংশনে উৎকণ্ঠিত হইয়া উহাদিগকে তাড়াইবার জন্য তাহারা অরণিঘর্ষণ করিয়া আগুন জ্বালিল এবং তাহা হইতে ধূম উৎপাদন করিল। ধূম উত্থিত হইয়া পক্ষীদিগকে উদ্‌বোধিত করিল;

---

* এক প্রকার শিকারী পক্ষী। ইহারা eagle জাতীয়। পরে দেখা যায়, ইহার আর একটী নাম ছিল 'কুরর।'

মূলে "মিলাচা" এই পদ আছে। ইহা 'ম্লেচ্ছ' নয় কি? টীকাকার কিন্তু ইহার অর্থ করিয়াছেন 'জনপদবাসী'।

শাবক দুইটী আর্ত্তরব করিতে লাগিল। জনপদবাসীরা তাহা শুনিয়া বলিল, "এ যে পক্ষীশাবকের শব্দ। উঠ, উল্কা বান্ধ; এত ক্ষুধা পেটে রাখিয়া কি শুইয়া থাকিতে পারা যায়? পাখীর মাংস খাইয়া শোওয়া যাইবে।" ইহা বলিয়া তাহারা আগুন জ্বালিল, ও উল্কা বান্ধিল। তাহাদের শব্দ শুনিয়া শ্যেনী ভাবিল, 'ইহারা আমাদের শাবক দুইটীকে খাইতে চায়; এইরূপ ভয়ের হরণার্থই আমরা বন্ধু সংগ্রহ করিয়াছি; আমার স্বামীকে উৎক্রোশরাজের নিকট পাঠাইতেছি।' সে বলিল, "স্বামিন্, যাও, উৎক্রোশরাজকে উপস্থিত বিপদের কথা বল গিয়া।

১। দ্বীপে আসি, উল্কা বান্ধি জানপদগণ
শাবক দুইটী চায় করিতে ভক্ষণ।
মিত্রের নিকটে যাও, তাঁরে এ সংবাদ দাও,
পড়েছে বিপদে পক্ষীদের জ্ঞাতিগণ;
না রক্ষিলে তিনি, হবে এদের মরণ।"

শ্যেন দ্রুতবেগে উৎক্রোশের বাসস্থানে গেল, শ্যেনরবে আপনার আগমনবার্ত্তা জানাইল এবং অনুমতি পাইয়া উৎক্রোশের নিকটে গিয়া তাহাকে বন্দনা করিল। উৎক্রোশ জিজ্ঞাসিল, "তুমি কি জন্য আসিয়াছ?" শ্যেন উত্তর দিল,

২। পক্ষিকুলে রাজা তুমি, হে বিহগবর; লইনু, উৎক্রোশরাজ, শরণ তোমার।
লোভবশে খেতে চায় জানপদগণ আমার শাবক দুটী; রক্ষ, হে রাজন্।

উৎক্রোশরাজ শ্যেনকে বলিল, "কোন ভয় নাই।" সে তৃতীয় গাথায় তাহাকে আশ্বাস দিল:—

৩। সুখের আশায় কালে, অকালে সতত সুধীগণ হয় মিত্রবন্ধুলাভে রত।
সাধিব নিশ্চয়, শ্যেন, এ কার্য্য তোমার, সাধু যে, সাধুর সেই করে উপকার।

অনন্তর উৎক্রোশ জিজ্ঞাসা করিল, "ভাই, জানপদেরা কি গাছে উঠিয়াছে?" শ্যেন বলিল, "এখনও উঠে নাই; উল্কা বান্ধিতেছে।" "তবে তুমি শীঘ্র গিয়া আমার সখীকে আশ্বাস দাও; বল যে আমি আসিতেছি।" শ্যেন তাহাই করিল। উৎক্রোশরাজ গিয়া, জানপদেরা কখন আরোহণ করে তাহা দেখিবার জন্য ঐ কদম্ববৃক্ষের অবিদূরে অন্য একটা বৃক্ষের উপর বসিল এবং যখন একজন আরোহণ করিয়া কুলায়ের নিকটে গেল, তখনই সরোবরে ডুব দিয়া মুখে ও পক্ষে যত পারিল জল লইয়া উল্কার উপর বর্ষণ করিল। তাহাতে উল্কাটা নিবিয়া গেল। জানপদেরা বলিল, "এটাকেও খাইব, বাচ্চাটার ছানা দুটাকেও খাইব।" তাহারা বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া আবার উল্কা জ্বালিল; আবার আরোহণ করিল এবং উৎক্রোশ তাহা আবার নিবাইল। জানপদেরা এক এক বার উল্কা বান্ধিয়া আগুন জ্বালে, আর উৎক্রোশ তাহা নির্ব্বাণ করে,—এইরূপে অর্দ্ধরাত্রি গত হইল। তখন উৎক্রোশ নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িল; অগ্নির উত্তাপে তাহার উদরের অধোভাগস্থ ক্লোম * তন্তুমাত্রসার হইল; চক্ষু দুইটী রক্তবর্ণ হইল। ইহা দেখিয়া শ্যেনী তাহার স্বামীকে বলিল, "স্বামিন্ উৎক্রোশরাজ অতিক্লান্ত হইয়াছেন, কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম দিবার জন্য তুমি কচ্ছপরাজকে গিয়া বল।" তাহার কথা শুনিয়া শ্যেন উৎক্রোশরাজের নিকটে গিয়া বলিল,

৪। সাধুর হিতার্থে সাধু করে যেই কাজ, দয়াবশে তুমি তাহা করিয়াছ আজ।
আত্মরক্ষা কর এবে, করিওনা আর উল্কানলে দগ্ধ নিজ শরীর তোমার।
শাবক আবার পাব, কিন্তু তোমা সম মিত্রলাভ ভাগ্যে আর ঘটিবে না মম।
বেঁচে থাক, এ কামনা করি আমি তাই; মরুক শাবকদ্বয়, দুঃখ তায় নাই।

* ক্লোম (পালি 'কিলোমকং'), বহিস্ত্বকের নিম্নে এবং মাংসের উপরে যে পর্দ্দা থাকে।

এই কথা শুনিয়া উৎক্রোশরাজ সিংহনাদে পঞ্চম গাথা বলিল :—

৫। রক্ষিতে শাবক তব দেহপাত যদি হয়,
তথাপি তাহাতে আমি পাইব না কোন ভয়।
সাধুর ইহাই ধর্ম্ম, সখার হিতের তরে
অম্লানবদনে সেই নিজ প্রাণ ত্যাগ করে।

শাস্তা অভিসম্বুদ্ধ হইয়া ষষ্ঠ গাথায় উৎক্রোশের গুণ বর্ণনা করিলেন :—

৬। উৎক্রোশ বিহঙ্গমাত্র ; অণ্ডে জন্ম তার ; করিল দুষ্কর কার্য্য কিন্তু চমৎকার ;
যতক্ষণ নিশীথ না হল সমাগত, শ্যেনের শাবক সেই রক্ষে এই মত।

শ্যেন বলিল, "উৎক্রোশ, তুমি, ভাই, একটু বিশ্রাম কর।" অনন্তর সে কচ্ছপের নিকট গিয়া তাহাকে তুলিল এবং কচ্ছপ তাহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাহার বিপদের কথা জানাইল। সে বলিল, "উৎক্রোশরাজ প্রথম যাম হইতে আরম্ভ করিয়া এ পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিয়াছেন। এখন তিনি ক্লান্ত হইয়াছেন দেখিয়া তোমার নিকটে আসিয়াছি।

৭। কর্ম্মদোষে ধন, যশ যদি কারো যায়, পুনঃ সে প্রতিষ্ঠা লভে মিত্রের কৃপায়।
শাবক বিপন্ন মোর, লইনু শরণ, মিত্রকৃত্য, জলচর, কর সম্পাদন।"

ইহা শুনিয়া কচ্ছপ একটী গাথা বলিল :—

৮। দিয়া ধন, দিয়া ধান্য, দিয়া নিজ প্রাণ মিত্রের সাহায্য সদা করে মতিমান্।
সাধিব মিত্রের [illegible] করে উপকার।

কচ্ছপের পুত্র নিকটে শুইয়া পিতার কথা শুনিয়াছিল। সে ভাবিল, 'বাবাকে কষ্ট পাইতে হইবে না ; আমিই তাঁহার কৃত্য সম্পাদন করিব।' ইহা স্থির করিয়া সে নবম গাথা বলিল :—

৯। থাকুন নিশ্চিন্ত হেথা জনক আমার ;
পুত্রের কর্ত্তব্য পিতৃতুষ্টি সম্পাদন ;
আমিই সাধিব এই কার্য্য আপনার,
শ্যেনের শাবক আমি করিব রক্ষণ।

তাহার পিতা তাহাকে এই গাথা বলিল :—

১০। করিবে পিতার কার্য্য পুত্রে সম্পাদন,
সাধুদের ধর্ম্ম, বৎস, ইহাই নিশ্চয়
কিন্তু জানপদগণ করিলে দর্শন
আমার বিশাল বপু পেতে পারে ভয়।
না বধি শাবক দুটি যেতে তারা পারে,
সে কারণ যেতে হবে নিজেই আমারে।

অনন্তর মহাকচ্ছপ শ্যেনকে আশ্বাস দিয়া বলিল, "ভাই, ভয় নাই, তুমি অগ্রে চল ; আমি এখনই তোমার অনুগমন করিতেছি"। শ্যেনকে প্রেরণ করিয়া সে জলে পড়িল, কিছু কর্দ্দম একত্র করিয়া সঙ্গে লইল এবং সেই দ্বীপে গিয়া আগুন নিবাইয়া স্থির হইয়া রহিল। জানপদেরা বলিল, "শ্যেনশাবকে প্রয়োজন কি? এই কৃষ্ণবর্ণ কচ্ছপটাকে উল্টাইয়া মারা যাউক ; ইহার মাংসেই আমাদের সকলের পর্য্যাপ্ত ভোজন হইবে।" তাহারা কতকগুলি লতা ছিঁড়িয়া আনিয়া তাহাতে রজ্জু প্রস্তুত করিল, কেহ কেহ নিজের কাপড় ছিঁড়িয়া কচ্ছপের শরীরের নানা

স্থান বান্ধিল, কিন্তু তাহাকে উঠাইতে পারিল না। বরং কচ্ছপই তাহাদিগকে টানিয়া লইয়া গেল এবং গভীর জলের মধ্যে গিয়া পড়িল। জানপদেরাও কচ্ছপমাংসের লোভে তাহার সঙ্গে সঙ্গে জলে পড়িল, কিন্তু হাবুডুবু খাইয়া তাহাদের উদর জলপূর্ণ হইল। তাহারা ক্লান্ত-দেহে উপরে উঠিল এবং বলিতে লাগিল, "দেখ্‌লি, ভাই, উৎক্রোশটা অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত আমাদের উল্কা বার বার নিবাইল; এখন আবার এই কচ্ছপটা আমাদিগকে জলে ফেলিল, জল খাইয়া আমাদের পেট ফুলিয়া উঠিয়াছে। আয়, আমরা আবার আগুন জ্বালি; যখন সূর্য্য উঠিবে, তখন শ্যেনের ছানাগুলির মাংস খাওয়া যাইবে।" অনন্তর তাহারা আবার আগুন জ্বালিতে প্রবৃত্ত হইল। তাহাদের কথাবার্ত্তা শুনিয়া শ্যেনী বলিল, "স্বামিন্, লোকগুলা, যত বেলাই হউক না কেন, আমাদের শাবক দুইটী না খাইয়া যাইবে না। তুমি একবার আমাদের বন্ধু সিংহের নিকট যাও"।

শ্যেন তখনই সিংহের নিকট গেল। সিংহ জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এমন অসময়ে আসিলে কেন?" শ্যেন তাহার নিকট আদ্যন্ত সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া একাদশ গাথা বলিল:—

১১। মৃগকুলে শ্রেষ্ঠ তুমি নিজ বীর্য্যবলে; পশু, নর ভয় করে তোমায় সকলে।
শ্রেষ্ঠ যেই, তা'রি করে আশ্রয় গ্রহণ; আসিনু তোমার ঠাঁই আমি সে কারণ।
শাবক বিপন্ন মোর, লইনু শরণ, রাজা তুমি, কর সুখী মিত্রকে এখন।

ইহা শুনিয়া সিংহ বলিল:—

১২। "সাধিব এ কার্য্য, শ্যেন, নিশ্চয় তোমার; চল, করি গিয়া তব শত্রুর সংহার।
মিত্রের বিপদ্ জানি, উদ্ধারিতে তা'কে বিজ্ঞ ব্যক্তি নিশ্চেষ্ট কি কোন কালে থাকে?

সিংহ, শ্যেনকে অগ্রে গিয়া শাবক দুইটীকে আশ্বাস দিতে বলিল এবং তাহাকে পাঠাইয়া স্বয়ং স্ফটিকস্বচ্ছ জল মর্দ্দন করিতে করিতে যাইতে লাগিল। তাহাকে দেখিয়া জানপদেরা ভাবিল, "উৎক্রোশ আমাদের উল্কা নিবাইয়াছে; কচ্ছপ আমাদের পরিহিত বস্ত্র পর্য্যন্ত লইয়া গিয়াছে, এখন দেখিতেছি আমরা প্রাণ পর্য্যন্ত হারাইব, সিংহ আমাদের জীবনান্ত করিবে।" ইহা ভাবিয়া তাঁহারা মরণভয়ে যে, যে দিকে পারিল, পলায়ন করিল। সিংহ বৃক্ষমূলে গিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইল না।

অনন্তর উৎক্রোশ, কচ্ছপ ও শ্যেন সিংহের নিকটে গিয়া তাহাকে প্রণাম করিল; সিংহ তাহাদিগকে মিত্রতার উপযোগিতা বুঝাইয়া বলিল, "তোমরা এখন হইতে অপ্রমত্তভাবে মিত্রধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখিবে।" এই উপদেশ দিয়া সিংহ প্রস্থান করিল। তাহারাও স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেল।

শ্যেনী নিজের শাবকদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "বন্ধুদিগের সাহায্যেই আমরা পুত্রদ্বয়ের জীবন লাভ করিলাম।" সে এই সুখের সময়ে শ্যেনের সহিত আলাপ করিতে করিতে মিত্রধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়া ছয়টী গাথা বলিল:—

১৩। লভ মিত্র সযতনে, লয়ে বন্ধুগণ
থাক হে নিঃশঙ্কচিত্তে নিজের আলয়ে;
লভ তাঁরে মিত্ররূপে, মহৎ যে জন,
পাইবে নিশ্চয় সুখ তাঁহার আশ্রয়ে।
বর্ম্মে যথা সর্ব্বঅঙ্গ করি আচ্ছাদন
প্রতিহত করে লোকে অরাতির বাণ,
মিত্রের সাহায্যে পেয়ে আমরা তেমন
আছি সুখে, রক্ষি দুটী শাবকের প্রাণ।

১৪। করিছে অজাতপক্ষ একটী শাবক
মধুর কূজন, অতি হৃদয়গ্রাহক,
প্রতিকূজনের দ্বারা, শুন পরে তার
অপরটী করে ব্যক্ত সুখ আপনার—
বন্ধুদের গুণ যেন করিয়া স্মরণ,
রক্ষিলেন যাঁহারা, না করি পলায়ন।

১৫। বিপদে মিত্রের কাছে সাহায্য যে পায়,
ধন, পুত্র, পশু সেই ভুঞ্জে নিরন্তর।
হের কি সৌভাগ্য মোর মিত্রের কৃপায়,
পতিপুত্রসহ আমি করিতেছি ঘর।

১৬। রাজা, আর বীর চাই করিতে রক্ষণ।
প্রকৃত মিত্রতা লাভ করে যেই জন
পায় সে এঁদের দয়া পড়িলে সঙ্কটে,
ইহ লোকে সদা তার সৌভাগ্য প্রকটে।
চাও যদি সুখী হতে, হও মিত্রবান্;
হিতকারী নহে কেহ মিত্রের সমান।

১৭। দরিদ্র যে, সেও, শ্যেন, মিত্র লাভ করে যেন
যথাসাধ্য করিয়া যতন
মিত্রের দয়ায় আজ লভিয়া শাবক দুটী
সুখী মোরা হইনু কেমন।

১৮। [illegible] [illegible] বন্ধু যেই হয়,
যে সুখে আমরা সুখী, সে সুখ সে পাইবে নিশ্চয়।

শ্যেনী এই রূপে ছয়টী গাথায় মিত্রধর্ম্মের গুণ বর্ণনা করিল। সেই মিত্রতাবদ্ধ প্রাণিচতুষ্টয় মিত্রধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চিরজীবন সেখানে বাস করিল এবং তাহার পর কর্ম্মানুরূপ গতি প্রাপ্ত হইল।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, এই ব্যক্তি কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও তাহার বুদ্ধির গুণে সুখ পাইয়াছিল।"

সমবধান—তখন এই দম্পতী ছিল সেই শ্যেন ও সেই শ্যেনী, রাহুল ছিল সেই কচ্ছপপুত্র, মৌগল্যায়ন ছিলেন সেই মহাকচ্ছপ, সারিপুত্র ছিলেন সেই উৎক্রোশ এবং আমি ছিলাম সেই সিংহ।]

৪৮৭—উদ্দালক-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে জনৈক প্রতারকের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ঐ ব্যক্তি নির্ব্বাণপ্রদ শাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াও ভিক্ষুজন-ব্যবহার্য্য চতুর্ব্বিধ প্রত্যয় জন্য * ত্রিবিধ প্রতারণায় † আসক্ত

* চতুষ্প্রত্যয় অর্থাৎ চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যা ও ভৈষজ্য।

† ত্রিবিধ প্রতারণা, অর্থাৎ (১) 'পচ্চযপটিসেধনং (নিজের নির্লোভতা দেখাইয়া অন্যের নিকট বেশী উপহার পাইবার অভিপ্রায়ে চীবরাদি প্রত্যয় গ্রহণ করিতে অনিচ্ছা প্রদর্শন, (২) সামন্তজপ্পনং (পরোক্ষভাবে অর্থাৎ ঘুরাইয়া ফিরাইয়া এমন ভাবে কথা বলা যে, তাহাতে নিজের গুণই প্রকাশ পায়), (৩) ইরিয়াপথেন বিম্হাপনং (চালচলনে অন্যের তাক লাগাইয়া দেওয়া)।

ছিল। অনন্তর, একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় ইহার অগুণ প্রকাশ করিয়া বলাবলি করিতে লাগিলেন, "দেখ, ভাই, অমুক ভিক্ষু এবংবিধ নির্ব্বাণপ্রদ বুদ্ধশাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াও প্রতারণা অবলম্বনপূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছেন।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও এই লোকটা প্রতারক ছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব তাঁহার পুরোহিত ছিলেন। তিনি সুপণ্ডিত এবং বহুশাস্ত্রপারদর্শী ছিলেন। এক দিন তিনি আমোদপ্রমোদের জন্য উদ্যানে গমন করিয়া সেখানে এক রূপবতী গণিকা দেখিতে পাইলেন এবং তাহার প্রতি আসক্ত হইয়া তাহারই সঙ্গে বাস করিতে লাগিলেন। বোধিসত্ত্বের ঔরসে ঐ রমণী গর্ভবতী হইল। গর্ভধারণ করিয়াছে বুঝিয়া সে বোধিসত্ত্বকে বলিল, "স্বামিন্, আমার গর্ভসঞ্চার হইয়াছে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে যখন তাহার নামকরণের সময় আসিবে, তখন আমি তাহাকে তাহার পিতামহের নাম দিব।" বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, বর্ণদাসীর গর্ভজাত সন্তান সৎকুলের নাম ধারণ করিবে, ইহা হইতে পারে না। তিনি বলিলেন, "ভদ্রে, ঐ যে বাতঘাতক বৃক্ষ * দেখিতেছ, উহার আর একটী নাম উদ্দাল। এখানে গর্ভস্থ হইয়াছে বলিয়া তোমার ঐ সন্তানটীর উদ্দালক নাম রাখিবে। অনন্তর তিনি ঐ রমণীকে নিজের নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়ক দিয়া বলিলেন, "যদি সন্তানটী কন্যা হয়, তবে এই অঙ্গুরীয়ক বিক্রয় করিয়া তাহার পোষণ করিবে, আর যদি পুত্র হয়, তবে সে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহাকে আমার নিকট লইয়া যাইবে।"

রমণী যথাকালে একটী পুত্র প্রসব করিল এবং উহার 'উদ্দালক' এই নাম রাখিল। উদ্দালক বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া মাতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আমার বাবা কে?" রমণী বলিল, "রাজপুরোহিত তোমার জনক।" বালক ভাবিল, 'যদি তাহাই হয়, তবে আমি বেদসমূহ অধ্যয়ন করিব।' সে মাতার হস্ত হইতে সেই মুদ্রা ও আচার্য্যকে দিবার জন্য দক্ষিণা লইয়া তক্ষশিলায় গমন করিল, এবং সেখানে কোন সুবিখ্যাত আচার্য্যের নিকট বিদ্যা শিক্ষা করিল। অধ্যয়নকালে এক দল তপস্বী দেখিয়া সে ভাবিল, 'ইহারা নিশ্চিত কোন উৎকৃষ্ট বিদ্যার অধিকারী। আমাকে তাহাও শিখিতে হইবে।' সে বিদ্যার লোভে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া ঐ যোগীদিগের পরিচর্য্যা করিতে লাগিল এবং প্রার্থনা করিল, "আচার্য্যগণ, আপনারা যে বিদ্যা জানেন, দয়া করিয়া আমায় তাহা দান করুন।" তপস্বীরা তাহাকে যথাজ্ঞান শিক্ষা দিতে লাগিলেন, কিন্তু ঐ পঞ্চশত তপস্বীর মধ্যে কেহই উদ্দালক অপেক্ষা অধিকতর প্রাজ্ঞ ছিলেন না। উদ্দালকই তখন সেই সম্প্রদায়ের শীর্ষস্থানীয় হইল, ইহা দেখিয়া তপস্বীরা সমবেত হইয়া তাহাকেই আচার্য্যের পদে বরণ করিলেন।

এক দিন উদ্দালক তপস্বীদিগকে বলিল, "মারিষগণ, আপনারা বন্যফলমূল আহার করিয়া চিরদিনই বনে বাস করিতেছেন। আপনারা লোকসমাজে যান না কেন?" তপস্বীরা উত্তর দিলেন, "মারিষ, লোকে দান করিয়া অনুমোদন প্রত্যাশা করে, ধর্ম্মকথা বলাইতে চায়, নানারূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে। আমরা সেই ভয়ে লোকালয়ে যাই না।" "মারিষগণ, আপনারা যদি আমাকে লইয়া যান, তবে চক্রবর্ত্তী রাজা হউন না কেন, তাঁহার সঙ্গেও আলাপের ভার আমার; আপনারা ভয় পাইবেন না।" ইহা বলিয়া উদ্দালক ঐ সকল

---

* বাতঘাতক=কর্ণিকার, সোণালি।

তপস্বীর সঙ্গে ভিক্ষাচর্য্যা করিতে করিতে অবশেষে বারাণসী নগরে উপস্থিত হইল এবং রাজোদ্যানে অবস্থিতি করিয়া পরদিন সমস্ত অনুচরসহ নগরদ্বারসন্নিহিত গ্রামে ভিক্ষা করিল। লোকে তাহাদিগকে প্রচুর দান করিল। ইহার পরদিন তাঁহারা নগরে ভিক্ষা করিলেন। সে দিনও লোকে তাঁহাদিগকে প্রচুর ভিক্ষা দিল। ভিক্ষালাভের সময়ে উদ্দালক অনুমোদন করিত, দাতাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিত এবং তাহাদিগের প্রশ্নের উত্তর দিত। ইহাতে লোকে প্রসন্ন হইয়া রাশি রাশি ভিক্ষুব্যবহার্য্য দ্রব্য দান করিত। সমস্ত নগরে প্রচার হইল যে, একজন গণশাস্তা, মহাপণ্ডিত, ধার্ম্মিক তপস্বী আসিয়াছেন। এ কথা রাজার কর্ণগোচর হইল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তিনি থাকেন কোথা?" লোকে বলিল "উদ্যানে।" তখন রাজা বলিলেন, "বেশ, আমি আজ ঐ তপস্বীদিগকে দেখিতে যাইব।" এক ব্যক্তি গিয়া উদ্দালককে জানাইল, "শুনিতেছি, রাজা না কি আজ আপনাদিগকে দেখিতে আসিবেন।" উদ্দালক তাপসগণকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "মারিষগণ, রাজা আসিবেন, এক দিন মাত্র বড় লোকের আরাধনা করিতে পারিলে যাবজ্জীবন নিশ্চিন্ত থাকা যায়।" তপস্বীরা বলিলেন, "আচার্য্য, আমাদিগকে কি করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন।" উদ্দালক উত্তর দিল, "আপনারা কেহ কেহ বল্গুলিব্রত গ্রহণ করিয়া অধঃশিরে ঝুলিতে থাকুন, কেহ কেহ উৎকটুক আসনে ধ্যাননিরত হউন, কেহ কেহ কণ্টকশয্যায় শয়ন করুন, কেহ কেহ পঞ্চতপের * অনুষ্ঠান করুন, কেহ কেহ জলে নামিয়া জপ করিতে থাকুন, কেহ কেহ বা ইতস্ততঃ বেড়াইয়া বেদ মন্ত্র আবৃত্তি করুন।" উদ্দালক যাহা যাহা বলিল, তপস্বীরা সমস্তই করিলেন। সে নিজে আট দশ জন তর্ককুশল পণ্ডিতসহ উপধানযুক্ত † সুরচিত আসনে উপবেশন করিল, তাহার সম্মুখে মনোহর আধারে একখানি সুন্দর পুস্তক রহিল এবং অন্তেবাসিগণ তাহাকে বেষ্টন করিয়া বসিল। ঐ সময়ে রাজা পুরোহিতকে লইয়া অনুচরবৃন্দসহ উদ্যানে উপস্থিত হইলেন এবং তপস্বীদিগের মিথ্যাতপস্যা দেখিয়া ভাবিলেন, 'অহো! ইঁহারাই অগতির ভয় হইতে মুক্ত হইয়াছেন।' তিনি প্রসন্ন হইয়া উদ্দালকের নিকট গমন করিয়া তাহাকে অভিনন্দন করিলেন এবং একান্তে উপবিষ্ট হইয়া মনের আনন্দে পুরোহিতের সঙ্গে আলাপ করিবার কালে প্রথম গাথা বলিলেন :—

১। কর্কশ অজিন বাস, মস্তকে জটার ভার,
যত্নাভাবে পঙ্কে লিপ্ত দন্ত,
রুক্ষবেশ, রুক্ষকেশ,— এত কষ্ট সহি এঁরা
যপতপে আছেন নিরত।
মানুষের কার্য্য যাহা সমস্তই সাবধানে
করিছেন সদা সম্পাদন
অগতি হইতে মুক্তি, বল, কি আচার্য্যবর,
পাইবেন এঁরা সে কারণ ‡

* উপরে সূর্য্য, চারিদিকে প্রজ্জলিত অগ্নি। ইহার মধ্যে বসিয়া তপস্যার নাম পঞ্চতপ। সাধারণতঃ তপস্বীরা যে সকল অনুষ্ঠান করিয়া লোকের মন ভুলায়, উদ্দালক অনুচরদিগকে সেই সমস্ত করিতে বলিতেছে। তৃতীয় খণ্ডে ১৩৮ম পৃষ্ঠের পাদটীকা দ্রষ্টব্য। বল্গুলি=বাদুড়। বল্গুলিব্রত বলিলে বাদুড়ের মত অধোমুখ হইয়া ঝুলা বুঝায়।

† মূলে 'সাপস্সয়ে' আছে। বোধ হয়, ইহা 'সপস্সয়ে' হইবে—সপস্সয় অর্থাৎ প্রশ্রয়যুক্ত, গা বা মাথা ঠেস দিবার জন্য বালিশ বা তাকিয়াকে বোধ হয় প্রশ্রয় বলা যাইতে পারে। পূর্ব্বে কণ্টকশয্যায় অপ্রশ্রয়ে শুইবার কথা আছে।

‡ প্রথম হইতে চতুর্থ গাথা তৃতীয় খণ্ডের শ্বেতকেতু-জাতকেও (৩৭৭) দেখা যায়।

রাজার প্রশ্ন শুনিয়া পুরোহিত ভাবিলেন, 'রাজা অস্থানে প্রসন্ন হইয়াছেন, এ অবস্থায় আমি নীরব থাকিলে চলিবে না' তিনি দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :—

২। সর্ব্বশাস্ত্র-পারদর্শী, অথচ যে জন পাপে রত ধর্ম্মপথে চরে না কখন,
সদাচার যেই জন না পারে পালিতে * সহস্র বেদেও তারে না পারে রক্ষিতে।

পুরোহিতের কথা শুনিয়া উদ্দালক ভাবিল, 'যে ভাবেই হউক, রাজা ঋষিগণের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন, কিন্তু পুরোহিত দ্রুতগামী বৃষভের তুন্তে আঘাত করিতেছেন, বাড়া ভাতে ছাই ফেলিয়াছেন, ইঁহাকে কিছু বলিতে হইতেছে।' ইহা ভাবিয়া সে পুরোহিতের সঙ্গে আলাপ করিবার কালে তৃতীয় গাথা বলিল :—

৩। সহস্র বেদেও যদি না পারে রক্ষিতে সদাচার-ভ্রষ্টজনে অপায় হইতে,
বেদ-অধ্যয়ন তবে নিতান্ত নিষ্ফল। সত্য সদাচার আর সংযম কেবল।

ইহার উত্তরে পুরোহিত চতুর্থ গাথা বলিলেন :—

৪। নিষ্ফল না হয় কভু বেদ-অধ্যয়ন,
সত্য যে সংযম, শীল, ইহাও নিশ্চয়
বেদ-অধ্যয়নে হয় কীর্ত্তির অর্জ্জন,
শীল-সংযমের ফলে শান্তি লোকে পায়।

ইহা শুনিয়া উদ্দালক ভাবিল, 'এই ব্যক্তির সহিত প্রতিপক্ষভাবে থাকা যুক্তিযুক্ত নহে, আমি ইঁহার পুত্র, এ কথা বলিলে ইনি আমাকে স্নেহ না করিয়া পারিবেন না। অতএব আমি ইঁহাকে নিজের পুত্রত্ব জানাইতেছি।' ইহা স্থির করিয়া সে পঞ্চম গাথা বলিল :—

৫। মাতা, পিতা, পুত্র, ভ্রাতৃকুল,
করিবে এঁদের যতনে পোষণ
অভেদাত্মা শুনি পুত্র ও জনক,
শ্রোত্রিয়বংশজ আমি উদ্দালক।

পুরোহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি প্রকৃতই উদ্দালক?" উদ্দালক বলিল, "আমিই উদ্দালক।" "আমি তোমার গর্ভধারিণীকে একটী অভিজ্ঞান দিয়াছিলাম, তাহা কোথায়?" "তাহা এই।" ইহা বলিয়া উদ্দালক সেই অঙ্গুরীয়কটী ব্রাহ্মণের হস্তে স্থাপন করিল। পুরোহিত উহা চিনিলেন এবং বলিলেন, "তুমিই প্রকৃতই ব্রাহ্মণ; কিন্তু তুমি ব্রাহ্মণ-ধর্ম্ম জান কি?" পুরোহিত ষষ্ঠ গাথায় ব্রাহ্মণ-ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিলেন :—

৬। প্রকৃত ব্রাহ্মণ লোকে হয় কি প্রকারে? পূর্ণ মনুষ্যতা পেতে কি উপায়ে পারে?
কিরূপে নির্ব্বাণ-প্রাপ্তি হয় সংঘটন? প্রকৃত ধর্ম্মিষ্ঠ তুমি বল কোন্ জন?

উদ্দালক সপ্তম গাথায় ইহার উত্তর দিল :—

৭। অগ্নি সঙ্গে লয়ে যেই গৃহ ছাড়ি চলি যায়
নিত্য স্নানে সদা যার দেহমন শুদ্ধ হয়,
অশ্বমেধ-আদি মহাযজ্ঞ করি সম্পাদন
স্বর্ণযুপ সমুচ্ছ্রিত করে বহু যেই জন
প্রকৃত ধার্ম্মিক সেই, শুনি, সকলের মুখে,
করিলে এ সব কর্ম্ম ব্রাহ্মণ থাকেন সুখে।

* চরণঃ অপণ্ডা—ইন্দ্রিয়সংযম, মিতাচার ইত্যাদি পঞ্চদশবিধ সদাচার চরণ নামে বিদিত।

পুরোহিত উদ্দালক-বর্ণিত ব্রাহ্মণ-ধর্মের নিন্দা করিয়া অষ্টম গাথা বলিলেন :—

৮। বিশুদ্ধি, কৈবল্য, ক্ষান্তি, সৌরত্য, * নির্ব্বাণ— পায় কি এ সব লোকে করি নিত্যস্নান ?

ইহা শুনিয়া উদ্দালক বলিল, "যদি এই সব করিলে ব্রাহ্মণ না হওয়া যায়, তবে ব্রাহ্মণ হইবার কি উপায় আছে ?" সে নবম গাথায় এই প্রশ্ন করিল।

৯। প্রকৃত ব্রাহ্মণ লোকে হয় কি প্রকারে ? পূর্ণ মনুষ্যত্ব পেতে কি উপায়ে পারে।
কি রূপে নির্ব্বাণ-প্রাপ্তি হয় সংঘটন ? প্রকৃত ধর্ম্মস্থ তুমি বল কোন জন ?

পুরোহিত এই প্রশ্নের উত্তরে অপর একটী গাথা বলিলেন :—

১০। অকিঞ্চন, অবান্ধব, বাসনারহিত, অমম, নির্লোভ, সর্ব্বপাপ-বিবর্জ্জিত,
বীত-অনুরাগ কি বা ধনে, কি জীবনে, প্রকৃত ব্রাহ্মণ তাঁরে বলে সর্ব্বজনে।
তিনিই কুশলধর্ম্মে সদা প্রতিষ্ঠিত, কল্যাণভাজন তিনি, জানিবে নিশ্চিত।

অনন্তর উদ্দালক এই গাথা বলিল :—

১১। ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র, এই চারি জাতি
চণ্ডালাদি অন্ত্যজ যাহারা,
হয় যদি ক্ষান্ত, দান্ত, নির্ব্বাণ লভিতে পারে
নিঃসংশয় সবাই তাহারা,
এরূপ অর্হন্ যাঁরা, তাঁহাদের মধ্যে কোন
জাতিগত প্রভেদ কি আছে ?
কেহ উচ্চ, কেহ নীচ, এরূপ মর্য্যাদাভেদ
আছে কিহে অর্হৎ-সমাজে ?

অর্হত্ত্বপ্রাপ্তির পরে হীনতা বা উৎকৃষ্টতা থাকে না, ইহা বুঝাইবার জন্য পুরোহিত দ্বাদশ গাথা বলিলেন :—

১২। ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র, এই চারি জাতি
চণ্ডালাদি অন্ত্যজ যাহারা,
হয় যদি ক্ষান্ত, দান্ত, নির্ব্বাণ লভিতে পারে
নিঃসংশয় সবাই তাহারা।
এরূপ অর্হন যাঁরা তাঁহাদের মধ্যে কভু
জাতিগত ভেদ কোন নাই
কেহ উচ্চ, কেহ নীচ, এরূপ মর্য্যাদাভেদ
নাই কিছু অর্হণের ঠাঁই।

উদ্দালক এই মতের নিন্দা করিয়া দুইটী গাথা বলিল :—

১৩। ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য শূদ্র, এই চারি জাতি,
চণ্ডালাদি অন্ত্যজ যাহারা,
হয় যদি ক্ষান্ত, দান্ত, নির্ব্বাণ লভিতে পারে
নিঃসংশয় সবাই তাহারা।

১৪। এরূপ অর্হন্ যাঁরা, তাঁহাদের মধ্যে কভু
জাতিগত ভেদ কোন নাই,—
ব্রাহ্মণ হইয়া তুমি কোন মুখে হেন কথা
বলিলে যে, ভাবিয়া না পাই।

* পুরোহিত এই গাথায় উদ্দালক-বর্ণিত উপায়গুলির মধ্য কেবল একটীর দোষ দেখাইলেন, ইহাতে বুঝিতে হইবে, যে তাহার অনুমোদিত অন্য উপায়গুলিও দোষযুক্ত। সৌরত্য—(পালি সোরচ্চং) দয়া বা মহানুভূতি।

প্রণষ্ট ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম হয়েছে তোমার, পিতঃ
দ্বিজকুলে জন্ম তব বৃথা,
অর্হত্বলাভের পর চণ্ডাল ব্রাহ্মণ সম,—
দ্বিজ হয়ে বল এই কথা।

পুরোহিত তখন উপমা প্রয়োগ দ্বারা উদ্দালককে বুঝাইবার জন্য দুইটী গাথা বলিলেন:—

১৫। নীলপীতলোহিতাদি বিবিধবরণ বস্ত্র লয়ে করে লোক মণ্ডপ গঠন।
ছায়া কিন্তু মণ্ডপের এক বর্ণ হয়, বর্ণভেদ কিছুমাত্র তাহাতে না রয়।

১৬। চরিত্রের বলে লোকে শুদ্ধ যাঁরা হন, বর্ণভেদ তাঁহাদের থাকে না কখন।
গুণগ্রাম তাঁহাদের ভাবি মনে মনে কোন্ জাতি, এ প্রশ্ন না করে সুধীগণে। *

উদ্দালক ইহার প্রতিবাদ করিতে না পারিয়া নীরব রহিল। তখন পুরোহিত রাজাকে বলিলেন, "মহারাজ, ইহারা সকলেই প্রতারক। ইহাদের ধূর্ত্ততায় সমস্ত জম্বুদ্বীপ বিনষ্ট হইবে। আপনি উদ্দালককে প্রব্রজ্যা ত্যাগ করাইয়া উপপুরোহিতের পদে নিযুক্ত করুন, অন্যান্য ভণ্ডদিগকে প্রব্রজ্যা পরিহার করাইয়া অসিচর্ম্মাদি দিন এবং নিজের সেবকশ্রেণীভুক্ত করিয়া লউন। "উত্তম ব্যবস্থা করিয়াছেন, আচার্য্য" ইহা বলিয়া রাজা তাহাই করিলেন। ধূর্ত্তগণ রাজার সেবায় জীবন যাপন করিল।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, এ ব্যক্তি কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও ধূর্ত্ত ছিল।"

সমবধান—তখন এই ধূর্ত্ত ভিক্ষু ছিল উদ্দালক, আনন্দ ছিলেন সেই রাজা এবং আমি ছিলাম সেই পুরোহিত।]

৪৮৮—বিস-জাতক।

শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে কোন উৎকণ্ঠিত ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার বর্ত্তমান বস্তু কুশ-জাতকে (৫৩১) বলা হইবে। শাস্তা ঐ ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তুমি কি প্রকৃতই উৎকণ্ঠিত হইয়াছ?" ভিক্ষু উত্তর দিয়াছিলেন, "হাঁ, ভগবান্।" "কি নিমিত্ত?" "রিপুবশে।" † "তুমি এরূপ নির্ব্বাণপ্রদ শাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াও রিপুবশে উৎকণ্ঠিত হইতেছ কেন? যখন বুদ্ধশাসনের উৎপত্তি হয় নাই, তখন প্রাচীন পণ্ডিতেরা বৌদ্ধেতর শাসনে প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়াও যাহাতে বস্তুকামনা অর্থাৎ লোভরূপ ক্লেশের সম্ভাবনা আছে, কেবল ইঙ্গিতে ইহা বুঝিবামাত্র শপথ দ্বারা তাহা পরিহার করিয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

---

* মহাত্মা কবীরও বলিতেন,

শাধুর কি জাতি গোত্র, এ জিজ্ঞাসা করে মূঢ় জন,
আচণ্ডাল সকলেই জগদীশে করে অন্বেষণ।
তার সাক্ষী রুইদাস, চর্ম্মকারকুলে জন্ম যাঁর,
পবিত্র চরিত্রবলে ঋষিতুল্য পূজ্য সবাকার।
কি হিন্দু, কি মুসলমান, সবে যবে লভে তত্ত্বজ্ঞান,
থাকে না তখন ভেদ, সাধুজন সবাই সমান।

† পালিতে 'কিলেস' (ক্লেশ) শব্দ ষড়্‌রিপু অপেক্ষাও বেশী বুঝায়। যাহাতে নৈতিক অবনতি ঘটে এবং লোকে পাপ করে, তাহাই কিলেস। কিলেস দশবিধ—লোভ, দ্বেষ, মোহ, মান, দৃষ্টি (মিথ্যা ধর্ম্মে আস্থা) বিচিকিৎসা (সংশয়), স্ত্যান (স্ত্যানং) অর্থাৎ জাড্য, ঔদ্ধত্য, নির্লজ্জতা (আহিরিকং) এবং অনোত্তাপ্য অর্থাৎ নির্ভয়তা। উৎকণ্ঠিত বলিলে অসুখী বা বিমর্ষ, এইরূপ অর্থ বুঝায়।

পূরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব কোন অশীতিকোটি বিভবসম্পন্ন ব্রাহ্মণ মহাসারের * পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম ছিল মহাকাঞ্চন কুমার। তিনি যখন হাঁটিতে শিখিলেন, তখন ঐ ব্রাহ্মণের আর একটী পুত্র জন্মিল। তাহার নাম হইল উপকাঞ্চন কুমার। এইরূপে একে একে ব্রাহ্মণের সাতটী পুত্র জন্মিল। তাঁহার সর্ব্ব-কনিষ্ঠ সন্তান হইল একটী কন্যা; ইহার নাম কাঞ্চনদেবী।

মহাকাঞ্চনকুমার বয়ঃপ্রাপ্তির পর তক্ষশিলায় গিয়া সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ হইলেন এবং সেখান হইতে গৃহে ফিরিলেন। তখন তাঁহার মাতা পিতা তাঁহাকে গার্হস্থ্যবন্ধনে বদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে বলিলেন, "আমাদের সমান জাতি ও কুল হইতে কন্যা আনিব এবং তোমাকে গৃহস্থরূপে প্রতিষ্ঠিত করিব"। বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "দেখুন, আমার গার্হস্থ্য ধর্ম্মে রুচি নাই, আমার নিকট ভবত্রয় † অগ্নিবৎ ভীষণ, কারাগারবৎ বাধাদায়ক, মলভূমিবৎ ন্যক্কারজনক। আমি স্বপ্নেও এত কাল মিথুনধর্ম্ম অনুভব করি নাই। আপনাদের অন্য অনেক পুত্র আছে; তাহাদিগকে গৃহস্থধর্ম্ম-পালনের জন্য আদেশ দিন"। বোধিসত্ত্বের মাতাপিতা পুনঃ পুনঃ তাঁহার সম্মতি যাচ্ঞা করিলেন, তাঁহার সখাদিগকে পাঠাইয়া তাহাদিগের দ্বারা অনুরোধ করাইলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই গৃহস্থ হইতে ইচ্ছা করিলেন না। সখারা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই, তুমি কি চাও, বল ত, যে কাম ভোগ করিতে ইচ্ছা কর না?" তিনি তাহাদিগকে নিজের নিষ্ক্রমণের অভিপ্রায় জানাইলেন। ইহা শুনিয়া তাঁহার মাতা-পিতা অপর পুত্রদিগকে গৃহধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বলিলেন, কিন্তু তাঁহারাও অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। এমন কি কাঞ্চনদেবীও মাতাপিতার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না।

কালসহকারে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ও তাঁহার পত্নী, দুইজনেরই মৃত্যু হইল। মহাকাঞ্চন পণ্ডিত তাঁহাদের ঊর্দ্ধদেহিক কৃত্য সমাপন করিলেন, মহাদানে প্রবৃত্ত হইয়া অশীতিকোটি ধন দরিদ্র ও পান্থদিগকে বিতরণ করিলেন, এবং ছয় ভাই, ভগিনী, এক দাস, এক দাসী ও এক সখা সঙ্গে লইয়া মহাভিনিষ্ক্রমণ-পূর্ব্বক হিমবন্তে প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা সেখানে এক পদ্মসরোবরের তীরে রমণীয় ভূভাগে আশ্রম নির্ম্মাণপূর্ব্বক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন এবং বন্যফলমূলে জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন। বনে প্রবেশ করিবার কালে তাঁহারা এক এক জনে এক এক দিকে যাইতেন, কেহ কোন ফল বা পত্র দেখিলে তিনি অপর সকলকে আহ্বান করিতেন এবং নিজে যাহা দেখিয়াছেন, বা শুনিয়াছেন, তাহা বলিতে বলিতে উহা চয়ন করিবেন। ইহাতে ঐ স্থান পল্লীগ্রামের বাজারের ন্যায় প্রতীয়মান হইত।

এক দিন আচার্য্য মহাকাঞ্চন পণ্ডিত চিন্তা করিলেন, 'আমরা অশীতি কোটি ধন ত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা লইয়াছি। আমাদের পক্ষে বন্য ফলের জন্য এরূপ লোভবশে বিচরণ বড়ই বিসদৃশ। এখন হইতে কেবল আমিই ফলমূল আহরণ করিব।' তিনি আশ্রমে ফিরিয়া সায়ংকালে সকলকে এক স্থানে সমবেত করিলেন এবং নিজের সঙ্কল্প জানাইয়া বলিলেন, "তোমরা এখানে থাকিয়া শ্রামণ্য ধর্ম্ম পালন কর, আমি তোমাদের জন্য বন্যফল আহরণ করিব।" ইহা শুনিয়া উপকাঞ্চন এবং অন্য সকলে বলিলেন, "আচার্য্য, আমরা আপনার

---

* মহাসার বা মহাশাল—প্রভূত ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও গৃহপতি-ভেদে মহাসার তিন প্রকার। অশীতি কোটিবিভবসম্পন্ন বলিলে যখন মহাঢ্য বুঝায়, তখন মহাসার পদটী পুনরুক্তিমাত্র।

† কামভব, রূপভব, অরূপভব অর্থাৎ কামলোকে, রূপলোকে ও অরূপলোকে সত্তা। অর্হতেরা ভবপারগ অর্থাৎ তাঁহারা ভবসাগর পার হইয়াছেন, তাঁহাদিগের আর জন্ম হইবে না।

আগ্রহেই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছি। আপনি আশ্রমে থাকিয়া শ্রামণ্যধর্ম্ম পালন করুন ; আমাদের ভগিনীও এখানে থাকুন, দাসী তাঁহার সঙ্গে রহুক, আমরা আট জনেই পালা করিয়া বন হইতে ফল আনয়ন করিব, আপনারা তিন জন বারমুক্ত থাকিবেন।" মহাসত্ত্ব ঐ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

তখন হইতে আট জনের এক এক জন এক এক বারে ফল আনয়ন করিতে লাগিলেন। অপর সকলে স্ব স্ব ভাগ গ্রহণ করিয়া আপনাদের বাসস্থানে যাইতেন এবং নিজ নিজ পর্ণকুটীরের মধ্যেই থাকিতেন, অকারণে সকলে এক স্থানে সমবেত হইতে পারিতেন না। আশ্রমে একটী স্থান বৃতি দ্বারা ঘেরা ছিল। যে দিন যাঁহার বার আসিত, তিনি ফল আহরণ করিয়া উহার মধ্যে একটা পাষাণফলকের উপর সেগুলি এগার ভাগ করিতেন, ঘণ্টা বাজাইয়া সকলকে জানাইতেন,* নিজের ভাগ লইয়া বাসস্থানে প্রবেশ করিতেন, অপর সকলে সংজ্ঞা শুনিয়া নিঃশব্দে বাহির হইতেন, ধীরভাবে স্ব স্ব ভাগ গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব কুটীরে ফিরিয়া যাইতেন এবং উহা আহার করিয়া শ্রামণ্যধর্ম্ম পালন করিতেন। এইরূপে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে তাঁহারা মৃণাল আহরণ করিয়া উহা ভোজন করিতে লাগিলেন, পঞ্চতপ ইত্যাদি কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং ইন্দ্রিয় সংযমপূর্ব্বক কৃৎস্নপরিকর্ম্ম করিতে লাগিলেন।

এই তপস্বীদিগের শীলতেজে শেষে শক্রভবন কম্পিত হইল। শক্র ভাবিলেন, "ইহারা কি প্রকৃতই কামবিমুক্ত, না সাধারণ ঋষিমাত্র? ইহাদিগকে এক বার পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক।' তিনি নিজের অনুভাববলে উপর্য্যুপরি তিন দিন মহাসত্ত্বের ভাগের মৃণাল অন্তর্হিত করিলেন। মহাসত্ত্ব প্রথম দিন নিজের ভাগ দেখিতে না পাইয়া ভাবিলেন, 'বোধ হয়, ভ্রমক্রমে আমার ভাগ রাখে নাই।' দ্বিতীয় দিনে তাঁহার মনে হইল, "হয় ত ইহা আমার দোষেই ঘটিয়াছে ; আমি যে দোষ করিয়াছি, তাহার প্রমাণস্বরূপ, বোধ হয়, আমার ভাগে কিছু রাখে নাই।' তৃতীয় দিনে তিনি ভাবিলেন, 'কি কারণে আমার ভাগ রাখে না? যদি আমি কোন অপরাধ করিয়া থাকি, তবে ক্ষমা প্রার্থনা করিব।' ইহা স্থির করিয়া তিনি সায়ংকালে ঘণ্টাবাদ্যদ্বারা সংজ্ঞা দিলেন এবং উহা শুনিয়া অন্য সকলে সমবেত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে সংজ্ঞা দিল?" মহাসত্ত্ব বলিলেন, "বৎসগণ, আমিই দিয়াছি।" "আচার্য্য, আপনি কি অভিপ্রায়ে সংজ্ঞা দিয়াছেন?" "বৎসগণ, অদ্য হইতে তৃতীয় দিবসে কে ফল আহরণ করিয়াছিল?" এক জন সসম্ভ্রমে উঠিয়া বলিলেন, "সে দিন আমিই ফল আনিয়াছিলাম।" "তুমি যখন ভাগ করিয়াছিলে, তখন আমার ভাগ রাখিয়াছিলে কি?" "নিশ্চয়, আচার্য্য। আমি জ্যেষ্ঠের ভাগ রাখিয়াছিলাম।" "কাল কে ফল আনিয়াছিলে, বল ত?" আর এক জন সসম্ভ্রমে উঠিয়া বলিলেন, "আমি আনিয়াছিলাম।" "আমার কথা মনে ছিল কি?" "আমি আপনার জন্য জ্যেষ্ঠের ভাগ রাখিয়াছিলাম।" "আজ কে আনিয়াছ, বল।" তৃতীয় এক ব্যক্তি উঠিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। মহাসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভাগ করিবার কালে আমার কথা স্মরণ ছিল কি?" "আপনার জন্য প্রধান ভাগ রাখিয়াছিলাম।" "বৎসগণ, আমি একে একে এই তিন দিন কোন ভাগ পাই নাই। প্রথম দিন ভাগ দেখিতে না পাইয়া ভাবিয়াছিলাম,

* 'গতি সঞ্ঞং দত্বা,' অর্থাৎ ঘণ্টা বাজাইয়া জানাইয়া।

হয় ত ভ্রমক্রমে উহা বাখা হয় নাই; দ্বিতীয় দিনে মনে হইল, হয় ত আমি কিছু দোষ করিয়াছি; আজ ভাবিলাম, যদি দোষ কবিয়া থাকি, তবে ক্ষমা প্রার্থনা কবিব। এই জন্যই ঘণ্টাসংজ্ঞা দ্বারা তোমাদিগকে সমবেত কবিয়াছি। তোমরা বলিতেছ, আমার জন্য মৃণালের এই সকল ভাগ বাখিয়া দিয়াছিলে; আমি কিন্তু কিছুই পাই নাই। কে ঐ সকল ভাগ অপহরণ কবিয়া আহাব কবিয়াছে, তাহা জানা আবশ্যক। মৃণাল অতি তুচ্ছ বস্তু। কিন্তু যাহাবা বিষয়ভোগেচ্ছা পবিহাবপূর্ব্বক প্রব্রজ্যা গ্রহণ কবিয়াছে, তাহাদের পক্ষে ইহা অপহরণ কবাও বড় বিসদৃশ।" মহাসত্ত্বের কথা শুনিয়া সকলেই একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন, "অহো! কি ভয়ানক কাজ!" তাঁহাবা সকলেই নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইলেন।

ঐ আশ্রমের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বনস্পতিতে এক দেবতা জন্মগ্রহণ কবিয়াছিলেন। তিনি স্বকীয় বিমান হইতে অবতরণ কবিয়া তপস্বীদিগেব নিকটে উপবেশন কবিলেন। একটা হস্তীকে বশ কবিবার কালে সে দুঃখ সহ্য কবিতে অসমর্থ হইয়া আলান ভাঙ্গিয়া পলায়ন করিয়াছিল; সে বনে প্রবেশ কবিয়া কখনও কখনও ঋষিদিগকে বন্দনা করিত। সেও আসিয়া ঐ সময় সেখানে উপস্থিত হইল এবং একান্তে অবস্থিতি কবিতে লাগিল। একটা মর্কট সাপ লইয়া খেলা কবিতে শিখিয়াছিল। সে অহিতুণ্ডিকেব হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া অরণ্যে প্রবেশপূর্ব্বক ঐ আশ্রমে বাস কবিত, সেও ঐ দিন ঋষিদিগকে প্রণাম করিয়া একান্তে বসিয়া রহিল। শক্র ঋষিদিগেব পরীক্ষার্থ অদৃশ্যমান দেহে তাঁহাদিগেব নিকটে রহিলেন। অনন্তর বোধিসত্ত্বের কনিষ্ঠ উপকাঞ্চন কুমাব আসন হইতে উত্থিত হইয়া বোধিসত্ত্বকে বন্দনা করিলেন এবং অপর সকলের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান দেখাইয়া বলিলেন, "আচার্য্য, অন্যের কথা বলিতে পারি না, আমি নিজের নির্দ্দোষভাব প্রতিপন্ন করিতে পারি কি?" "নিশ্চয় পার।" তখন উপকাঞ্চন কুমার ঋষিগণের মধ্যে দাঁড়াইয়া 'আমি যদি মৃণাল খাইয়া থাকি, তবে আমি যেন এইরূপ এইরূপ হই,' এবংবিধ শপথ করিবার উদ্দেশ্যে প্রথম গাথা বলিলেন :—

> ১। অশ্ব, গো, রজত, স্বর্ণ, ভার্য্যা মনোমত, ধরাধামে আর প্রিয় বস্তু আছে যত,
> স্ত্রী পুত্র লইয়া ভোগ করুক সে জন, যে করিল, দ্বিজ, তব মৃণাল হরণ। *

ইহা শুনিয়া ঋষিরা কাণে হাত দিয়া বলিলেন, "মারিষ, আপনি এমন কথা বলিবেন না, আপনি অতি ভয়ানক শপথ করিয়াছেন। বোধিসত্ত্বও বলিলেন, "বৎস, তোমার শপথ অতি ভীষণ; তুমি নিশ্চয় আমার মৃণাল খাও নাই, তুমি তোমার পত্রাসনে উপবেশন কর।" উপকাঞ্চনকুমার শপথান্তে উপবিষ্ট হইলে দ্বিতীয় ভ্রাতা উঠিয়া মহাসত্ত্বকে বন্দনা করিলেন এবং শপথ দ্বারা আত্মশুদ্ধির জন্য দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :—

> ২। মাল্য ও চন্দন, বস্ত্র বারাণসীজাত পরুক সে, হোক তার পুত্র শত শত,
> বিষয়-বাসনা তীব্র থাকে যেন তার, মৃণাল হরিল, দ্বিজ, যে জন তোমার।

তিনি উপবিষ্ট হইলে অপর সকলেও স্ব স্ব মনোভাব ব্যক্ত কবিবার নিমিত্ত প্রত্যেকে এক একটী গাথা বলিলেন :—

* এইটী এবং পরবর্ত্তী শপথগুলি স্থূল দৃষ্টিতে আশীর্ব্বাদ হইলেও প্রকৃতপক্ষে অভিশাপ; কারণ প্রিয়বস্তু যতই ভোগ করা যায়, তাহার বিপ্রয়োগে ততই দুঃখ ঘটে। এই গাথায় বস্তুকামনার নিন্দা করা হইয়াছে।

৩। "কৃষিলব্ধ ধান্যে পূর্ণ হোক গৃহ তার, ধনে, পুত্রে সর্ব্বকামে আনন্দ অপার
লভুক সে গৃহে থাকি ; আয়ুঃ যে ফুরায়, এ কথা তাহার যেন মনে নাহি লয় ;
চিরদিন গৃহে বাস করুক সে জন, যে করিল, দ্বিজ, তব মৃণাল হরণ।"

৪। "হয় যেন সে পাপিষ্ঠ ক্ষত্রিয়প্রধান, যশস্বী, রাজাধিরাজ, মহাবলবান্,
সর্ব্বত্র পৃথিবী সেই করুক শাসন, যে করিল, দ্বিজ, তব মৃণাল হরণ।"

৫। "হয় যেন সে ব্রাহ্মণ, বিষয়ে আসক্ত, নিপুণ গণিতে শুভ অশুভ মুহূর্ত্ত ;
পূজুক তাহারে মহামহাব্রাহ্মণগণ, যে করিল, দ্বিজ, তব মৃণাল হরণ।"

৬। "সাঙ্গ সর্ব্ববেদে সেই হউক নিপুণ, সকলে করুক গান তার তপোগুণ,
পূজুক তাহারে মিলি জানপদগণ, যে করিল, দ্বিজ, তব মৃণাল হরণ।"

৭। "সমৃদ্ধ, বাসবদত্ত গ্রাম সুবৃহৎ, সুপ্রচুর আছে যেথা চারিটী সম্পৎ,
ভুঞ্জুক সে, বিষয়ে আসক্ত আমরণ, যে করিল, দ্বিজ, তব মৃণাল হরণ।" *

৮। "হো'ক সে গ্রামণী ; নর্ম্মসচিব-বেষ্টিত হইয়া করুক নিত্য নৃত্য আর গীত ;
রাজা যেন তার প্রতি বিমুখ না হন, যে করিল, দ্বিজ, তব মৃণাল হরণ।" †

৯। "অদ্বিতীয় রাজা সসাগরা পৃথিবীর করিয়া বিবাহ যেন সেই রমণীর
ষোড়শ সহস্র কলত্রের মধ্যে তারে অগ্রস্থান দিয়া সদা সমাদর করে ;
নারীমধ্যে সেই যেন পায় শ্রেষ্ঠাসন, যে করিল, দ্বিজ, তব মৃণাল হরণ।"

১০। "চৌদিকে বেষ্টন করি আছে দাসীগণ, সে দিকে দৃক্‌পাত নাই ; করয় ভক্ষণ
একাকী মধুর খাদ্য যে নির্লজ্জা নারী, সদা বিকত্থন করে ভাগ্য আপনারি—
হয় যেন সে পাপিষ্ঠা রমণী এমন, যে করিল, দ্বিজ, তব মৃণাল হরণ।"

১১। "কজঙ্গলপুরে আছে যে মহাবিহার, আবাসিক হয়ে তার করুক সংস্কার ;
সারাদিন খাটি যেন করে সে গঠন একটী গবাক্ষমাত্র, ভাঙ্গি পুরাতন ;
হেন দুঃখ পায় যেন সেই দুরাচার, হরণ করিল যেই মৃণাল তোমার।" ‡

১২। "ষট্‌যঙ্গে শতপাশে বদ্ধ করি তারে রম্য বনভূমি হ'তে, অঙ্কুশ-প্রহারে,
রাজদ্বারে লয় যেন করি বিতাড়ন, যে করিল, দ্বিজ, তব মৃণাল হরণ।" §

১৩। "রাঙের মাকড়ি কাণে, অর্কমালা গলে, সদা বদ্ধ থাকি পথে ভয়ে ভয়ে চলে ;
সাপের মুখের কাছে হতে অগ্রসর বার বার করে তারে যষ্টির প্রহার ;
হেন দুঃখ চিরদিন সেই যেন পায়, মৃণাল তোমার যেই চুরি করি খায়।" ¶

সেই তের জন এই রূপ শপথ করিলে মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, 'আমি অনষ্টকে নষ্ট বলিতেছি, ইহারা হয়ত এরূপ সন্দেহ করিতে পারে। অতএব আমারও শপথ করা কর্ত্তব্য। তিনি চতুর্দ্দশ গাথায় শপথ করিলেন :—

---

* শক্র কিছু দান করিলে উহা যেমন দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, সেইরূপ। এই গাথাটী তাপস বলিতেছে। 'আছে যেথা চারিটী সম্পৎ'—মূলে 'চতুস্সদং' এই বিশেষণ আছে। যেখানে বহু লোক বাস করে, প্রচুর ধান্য জন্মে এবং জল ও কাষ্ঠের অভাব নাই এইরূপ। † ৮ম গাথাটী দাস ভাণসের, ৯মা গাথাটী কাকন-কুমারীর এবং ১০ম এই গাথাটী দাসী তপস্বিনীর।

‡ এই গাথাটী বৃক্ষদেবতার। টীকাকার বলেন যে কজঙ্গল একটী নগরের নাম। কাশ্যপ বুদ্ধের সময়ে সেখানে একটী মহাবিহার ছিল। বৃক্ষ-দেবতা উহার আবাসিক ছিলেন। বিহারটী জীর্ণ হইলে উহার সংস্কারের জন্য তিনি মহাকষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন, কেন না কজঙ্গলে হর্ম্ম্যনির্ম্মাণোপাদন নিতান্ত সুলভ (দুর্লভ ?) ছিল। 'আবাসিক' বলিলে যাহার উপর বিহারের রক্ষণাবেক্ষণের ভার থাকে (Caretaker) বুঝায়।

§ এই গাথাটী হস্তী বলিতেছে। মূলে 'তুত্তেহি সো হঞ্ঞতু পাচনেহি' আছে। তুত্ত—তোত্র (হস্তিচালনের জন্য বিকণ্টক দীর্ঘ যষ্টি। পাচন—অঙ্কুশ। বাঙ্গালার 'পাচন' শব্দটী ঈষৎ ভিন্নার্থে এখনও চলিতেছে।

¶ এই গাথাটী মর্কটের। সে অহিতুণ্ডিকের বশে থাকিবার কালে যে যে দুঃখ পাইয়াছিল, এখন তাহা বর্ণনা করিতেছে।

১৪। অনষ্ট হয়েছে নষ্ট বলে যেই জন, হয় যেন চরিতার্থ তার রিপুগণ ;
আসক্ত বিষয়ভোগে থাকি আজীবন হয় যেন গৃহবাসে তাহার মরণ।
সত্য এ শপথ ; যদি মিথ্যা ভাব মনে, তোমরাও এ দুর্গতি পাবে সর্ব্বজনে

ঋষি শপথ করিলে শক্র ভাবিলেন, 'ভয়ের কারণ নাই ; আমি ইহাদের পরীক্ষার নিমিত্ত মৃণালগুলি অন্তর্হিত করিয়াছিলাম। ইঁহারা কাম্যবস্তুসমূহ বহির্নিক্ষিপ্ত শ্লেষ্মাপিণ্ডবৎ ঘৃণার্হ মনে করিয়া এবং তাহাদের দোষ কীর্ত্তনপূর্ব্বক শপথ করিলেন। কাম্যবস্তুগুলি এত নিন্দনীয় কেন, তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি।' এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি দৃশ্যমান দেহ পরিগ্রহ করিয়া বোধিসত্ত্বকে বন্দনপূর্ব্বক একটী গাথায় প্রশ্ন করিলেন :—

১৫। ছুটাছুটি করে লোকে যাহা পাইবার তরে,
দেবতা, মনুষ্য যাহা ইষ্টবস্তু মনে করে,
প্রিয়, মনোহর যাহা জীবলোকে, ঋষিগণ,
হেন কাম্য বস্তু সব কর নিন্দা কি কারণ।

মহাসত্ত্ব দুইটী গাথায় এই প্রশ্নের উত্তর দিলেন :—

১৬। কাম দণ্ডাঘাতে জীব সদা ব্যথা পায় ; কামপাশে বদ্ধ হয়ে সুগতি হারায়,
কামে দুঃখ, কামে ভয় ; হয়ে কামমত্ত করে জীব, ভূতনাথ, মহাপাপ কত। *

১৭। পাপে পাপ বৃদ্ধি পায়, দেহান্তে পাপীর নিশ্চয় হইবে প্রাপ্তি নরক গভীর।
কামের এ সব দোষ করি নিরীক্ষণ, কাম্যবস্তু প্রশংসা না করে সুধীজন।

মহাসত্ত্বের কথা শুনিয়া শক্রের চিত্তোদ্বেগ জন্মিল এবং তিনি আর একটী গাথা বলিলেন :—

১৮। পরীক্ষিতে ঋষিদের চরিত্র কেমন, মৃণাল তোমার, ঋষি, করিনু হরণ।
সরোবরতীরে তাহা ছিল পড়িয়া, রেখেছি নিভৃত স্থানে আমি কুড়াইয়া।
নিষ্পাপ বিশুদ্ধমতি এই ঋষিগণ ; কর হে তোমার এই মৃণাল গ্রহণ।

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন :—

১৯। নহি মোরা নট—পাত্র ঠাট্টা তামাসায়, নহি মোরা বন্ধু কিংবা সখা হে তোমার ;
কি সাহসে তবে বল, সহস্রনয়ন, ভাবিলে করিয়া পরিহাসের ভাজন ?

শক্র ক্ষমা পাইবার জন্য বিংশ গাথা বলিলেন,

২০। আচার্য্য আমার তুমি, পিতার স্থানীয়, সে হেতু আমার এই দোষ মার্জ্জনীয়।
করেছি, একটী দোষ আমি, মহাশয় ; কর ক্ষমা ; পণ্ডিতে না ক্রোধবশ হয়।

মহাসত্ত্ব দেবরাজ শক্রকে নিজে ক্ষমা করিয়া ঋষিদিগকেও ক্ষমা করিতে অনুরোধ করিলেন :—

২১। ঋষিরা সুখে এ নিশি করিল যাপন, ভূতপতি বাসবের পাইয়া দর্শন।
প্রসন্ন, ভদন্তগণ, হও সর্ব্বজন ; পাইলাম অপহৃত মৃণাল এখন।

শক্র ঋষিদিগকে বন্দনা করিয়া দেবলোকে প্রস্থান করিলেন ; ঋষিরা ধ্যানসিদ্ধি ও অভিজ্ঞাসমূহ লাভ করিয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইলেন।

[শাস্তা এই ধর্ম্মদেশন করিয়া বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, প্রাচীন পণ্ডিতেরা এইরূপ শপথ করিয়া পাপ পরিহার করিয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন ; তাহা শুনিয়া সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। এই জাতকের সমবধানার্থ শাস্তা তিনটী গাথা বলিলেন :—

---

* 'ভূতনাথ' বৌদ্ধমতে ইন্দ্র বা শক্রের নামান্তর।

২২। ছিনু আমি, সারিপুত্র, শ্রীমৌদ্গল্যায়ন
কাশ্যপ, আনন্দ, পূর্ণ, অনিরুদ্ধ আর,
সেই সপ্তভ্রাতা।

২৩। সহোদরা আমাদের
ছিলেন উৎপলবর্ণা, দাসী কুব্জোত্তরা,
চিত্রগৃহপতি দাস ভদ্র সাতাগির
ছিলেন সে দেবপুত্র আশ্রমপাদপে।

২৪। পারিলেয্য হস্তী, মধুবাসিষ্ঠ বানর,
কালোদায়ী ছিলা শক্র দেবের প্রধান,
এইরূপে জাতকের কর অবধান। *

মহাভারতে (অনুশাসন পর্ব্ব, ৯৪ম অধ্যায়, কালীপ্রসন্ন সিংহ) মৃণালহরণবৃত্তান্ত-প্রসঙ্গে এইরূপ একটী আখ্যায়িকা আছে। একদা শুক্র, অঙ্গিরা, কবি, অগস্ত্য, নারদ, পর্ব্বত, ভৃগু, বসিষ্ঠ, কশ্যপ, গৌতম, বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি গালব, অষ্টাবক্র, ভরদ্বাজ, অরুন্ধতী, বালখিল্যগণ এবং রাজর্ষি শিবি, দিলীপ, নহুষ, অম্বরীষ, যযাতি, ধুন্ধুমার ও পুরু প্রভৃতি মহাত্মারা ভগবান্ শতক্রতুর সহিত তীর্থভ্রমণ করিতে করিতে কৌশিকীতীর্থে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তত্রত্য ব্রহ্মসরোবর হইতে অগস্ত্য মৃণাল উত্তোলন করিয়া তীরভূমিতে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলেন। ইন্দ্র তাহা অপহরণ করেন। অগস্ত্য তাঁহার সঙ্গীদিগকে সন্দেহ করিলে তাঁহারা আত্মদোষ-ক্ষালনার্থ একে একে শপথ করিয়াছিলেন। এই সকল শপথের মধ্যে দুই একটীতে তৎকালীন সমাজের চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়—যথা "যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে চিকিৎসা-ব্যবসায় অবলম্বন, ভার্য্যার উপার্জ্জিত ধনে জীবিকানির্ব্বাহ এবং নিয়ত শ্বশুরের অন্ন ভক্ষণ করিয়া প্রাণ ধারণ করুক," "সে গ্রামের অধ্যক্ষতা করুক," "সে দান করিয়া তাহা কীর্ত্তন করুক" "সে একাকী উপাদেয় বস্তু ভোজন করুক" "সে নরপতির দৌত্যকার্য্য স্বীকার করুক" "সে বেতন গ্রহণ করিয়া বিপ্র [illegible] করুক" ইত্যাদি।

৪৮৯—সুরুচি-জাতক

[মহোপাসিকা বিশাখা তথাগতের নিকট আটটী বর লাভ করিয়াছিলেন। তদুপলক্ষ্যে শাস্তা শ্রাবস্তী-সন্নিহিত মৃগধর-মাতার † প্রাসাদে অবস্থিতিকালে এই কথা বলিয়াছিলেন। একদিন জেতবনে ধর্ম্মকথা শুনিয়া বিশাখা পরদিনের জন্য ভগবান্‌কে ভিক্ষুসঙ্ঘসহ নিমন্ত্রণ করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু সেই দিনই রাত্রিকালে মহামেঘ হইতে এমন বৃষ্টিপাত হইয়াছিল যে, তাহাতে চারিটী মহাদ্বীপই প্লাবিত হইয়াছিল। বর্ষণকালে ভগবান্ ভিক্ষুদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন 'যেমন জেতবনে বর্ষণ হইতেছে, সেইরূপ চতুর্ম্মহাদ্বীপেও বর্ষণ হইতেছে। তোমরা স্ব স্ব দেহ জলার্দ্র কর, ইহার পর আর আমার সময়ে চতুর্মহাদ্বীপপ্লাবক এমন মহামেঘের ঘটা হইবে না।" ইহা বলিয়া জলার্দ্রদেহ ভিক্ষুদিগকে লইয়া তিনি ঋদ্ধিবলে জেতবন হইতে অন্তর্হিত এবং বিশাখার ভবনে আবির্ভূত হইলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া বিশাখা বলিলেন, "অহো কি আশ্চর্য্য। কি অদ্ভুত ব্যাপার। জলস্রোত কোথাও জানুপ্রমাণ, কোথাও কটিপ্রমাণ হইয়াছে, অথচ তথাগতের মহর্দ্ধিবলে ও মহানুভাব-বলে ভিক্ষুদিগের পদ ও চীবর জলসিক্ত হইবে না।" তিনি আনন্দে পুলকিত হইয়া বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে খাদ্য দ্রব্য পরিবেষণ করিলেন এবং ভগবানের ভোজন শেষ হইলে বলিলেন,

* পূর্ণ অশীতি মহাশ্রাবকের অন্যতম ইনি ধর্ম্মকথিকানং অগ্‌গো' বলিয়া বিদিত। চিত্রগৃহপতি একজন প্রসিদ্ধ উপাসক, ইনি ভিক্ষু না হইয়াও বুদ্ধদেবকর্তৃক 'ধর্ম্মকথিকানং অগ্‌গো,' এই নামে অভিহিত হইতেন। সাতাগির কুবেরের অষ্টাবিংশতি সেনাপতির অন্যতম, ইনি প্রথমে বুদ্ধবিরোধী ছিলেন, পরে উপাসক হইয়াছিলেন। শাস্তা যখন কৌশাম্বীতে ভিক্ষুদিগের কলহ মিটাইতে না পারিয়া পারিলেয্যক-নামক স্থানে বর্ষাবাস করিয়াছিলেন তখন একটী আরণ্য হস্তী তাঁহার বশবর্ত্তী হইয়াছিল। কালুদায়ী বা কালোদায়ীর সম্বন্ধে ১ম খণ্ডের ২৮০ম পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য। মধুবাসিষ্ঠ কে, তাহা আমি খুঁজিয়া পাইলাম না।

† মিগার (বা মৃগধর)-নামক শ্রেষ্ঠী বিশাখার শ্বশুর। বিশাখার চেষ্টাতেই তিনি বুদ্ধশাসন গ্রহণ করেন। এইজন্য লোকে বিশাখাকে মিগারমাতা বলিত (প্রথম খণ্ডের ২৮৮-৮৯ম পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য)।

"আমি এখন নিশ্চয় ভগবানের নিকট বর প্রার্থনা করিব।" ভগবান্ বলিলেন, "বিশাখে, তথাগতগণ অতিক্রান্তবর" (অর্থাৎ লোকে কি চায়, তাহা অগ্রে না জানিলে তাঁহারা বর দেন না)। "ভদন্ত, আমি সেই সকল বর চাই, যেগুলি ন্যায়সঙ্গত, যেগুলি অনিন্দনীয়।" "বল, তবে, কি চাও।" "ভগবন্, আমি চাই যে, যতদিন বাঁচিব, ভিক্ষুসঙ্ঘকে বর্ষাবাসোপযোগী বস্ত্র দিব, আগন্তুকদিগকে ভোজ্য দ্রব্য দিব, যাহারা কোথাও যাইবেন, তাঁহাদিগকে ভোজ্য দ্রব্য দিব, যাহারা পীড়িত, তাঁহাদিগকে পথ্য দিব, যাঁহারা পীড়িতদিগের সেবা করিবেন, তাঁহাদিগকে ভোজন করাইব, পীড়িতদিগকে ঔষধ দিব, অবিরত যাগূ দান করিব এবং যাবজ্জীবন ভিক্ষুণীদিগকে স্নানবস্ত্র দিব।" ইহা শুনিয়া শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিশাখে, তুমি কি ফলের দিকে লক্ষ্য করিয়া তথাগতের নিকট এই আটটী বর প্রার্থনা করিতেছ?" বিশাখা তাঁহার নিকট আটটী বরের সুফল নিবেদন করিলেন। তখন শাস্তা বলিলেন, "সাধু, বিশাখে, সাধু! তুমি যে এই সুফলের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তথাগতের নিকট আটটী বর চাহিয়াছ, ইহা উত্তম হইয়াছে। আমি তোমাকে এই সকল বর দিলাম।" অনন্তর বিশাখাকে আটটী বর দিয়া এবং তাঁহার কৃতকর্ম্মের অনুমোদন করিয়া শাস্তা জেতবনে প্রতিগমন করিলেন।

শাস্তা যখন পূর্ব্বারামে বাস করিতেছিলেন, তখন এক দিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় বলাবলি করিতে লাগিলেন, "দেখ, ভাই, মহোপাসিকা বিশাখা নারী হইয়াও দশবলের নিকটে আটটী বর লাভ করিয়াছেন। অহো! বিশাখা কি গুণবতী!" এই সময়ে শাস্তা উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও বিশাখা আমার নিকট বর লাভ করিয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

পুরাকালে মিথিলায় সুরুচি-নামক এক রাজা ছিলেন। তিনি পুত্র লাভ করিয়া তাঁহার নাম রাখিয়াছিলেন সুরুচিকুমার। বয়ঃপ্রাপ্তির পর সুরুচিকুমার বিদ্যাশিক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে তক্ষশিলায় গমন করিলেন এবং নগরের দ্বারদেশস্থ পান্থশালায় বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। ঘটনাক্রমে বারাণসীরাজপুত্র ব্রহ্মদত্তকুমারও সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং সুরুচিকুমার যে ফলকাসনে উপবিষ্ট ছিলেন, তাহাতেই গিয়া বসিলেন। কিয়ৎক্ষণ আলাপের পর তাঁহাদের মধ্যে বন্ধুত্ব জন্মিল। তাঁহারা এক সঙ্গেই কোন আচার্য্যের নিকট গেলেন এবং আচার্য্যভাগ † প্রদানপূর্ব্বক বিদ্যার্থী হইলেন। তাঁহারা অচিরে সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিলেন এবং আচার্য্যের অনুমতি লইয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা কিয়দ্দূর এক সঙ্গে গমন করিলেন, পরে যেখানে উপস্থিত হইলেন সেখানে পথ দুই-ভাগে বিভক্ত হইয়া তাঁহাদের দুই জনের রাজ্যাভিমুখে গিয়াছিল। তাঁহারা ঐ স্থানে দাঁড়াইয়া পরস্পরকে আলিঙ্গন করিলেন এবং যাহাতে তাঁহাদের মিত্রতা চিরস্থায়ী হয়, সে জন্য অঙ্গীকার করিলেন, 'যদি আমার পুত্র ও তোমার কন্যা জন্মে, অথবা আমার কন্যা এবং তোমার পুত্র জন্মে, তবে আমরা তাহাদিগকে পরস্পর পরিণয়সূত্রে বদ্ধ করিব।"

রাজকুমারদ্বয় যথাকালে রাজপদ পাইলেন। সুরুচি মহারাজের এক পুত্র জন্মিল, তাঁহার 'সুরুচিকুমার' এই নাম রাখা হইল। মহারাজ ব্রহ্মদত্তের জন্মিল এক কন্যা, তাহার নাম হইল সুমেধা। সুরুচিকুমার বয়ঃপ্রাপ্তির পর তক্ষশিলায় গিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিলেন এবং রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন। সুরুচি মহারাজ পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার ইচ্ছা করিয়া ভাবিলেন, 'আমার বন্ধু বারাণসীরাজের নাকি একটী কন্যা আছে, তাহাকেই

---

* বুঝিতে হইবে যে শাস্তার অভিরুচি যাইবার সময়েই ভিক্ষুদিগের চীবরাদি শুরু হইয়াছিল।

† আচার্য্যকে দক্ষিণাস্বরূপ অগ্রিম যাহা দেওয়া হইত, তাহার নাম ছিল আচার্য্যভাগ।

আমার পুত্রের অগ্রমহিষী করিতে হইবে।' তিনি ঐ কন্যা প্রার্থনা করিবার জন্য বহু উপঢৌকন সহ কতিপয় অমাত্য প্রেরণ করিলেন। ইঁহাদের পৌছিবার পূর্ব্বেই বারাণসীরাজ একদা তাঁহার অগ্রমহিষীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভদ্রে, স্ত্রীলোকের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুঃখ ঘটে কিসে?" মহিষী উত্তর দিলেন, "আর্য্যপুত্র, সপত্নীবিদ্বেষই নারীজাতির পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুঃখের কারণ।" "যদি তাহাই হয়, তবে সুমেধা দেবীকে ত এই মহাদুঃখ হইতে ত্রাণ করিতে হইবে। সে আমাদের একমাত্র কন্যা। যে কেবল সুমেধাকেই বিবাহ করিবে এবং পত্ন্যন্তর গ্রহণ করিবে না, তাহাকেই আমরা কন্যা দান করিব।"

অতঃপর মিথিলার অমাত্যেরা বারাণসীতে উপনীত হইয়া সুমেধার সঙ্গে সুরুচি কুমারের বিবাহ-প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। বারাণসীরাজ বলিলেন, "ভদ্রগণ! পূর্ব্বেই কন্যা সম্প্রদান করিব বলিয়া আমার বন্ধুর নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু আমার ইচ্ছা নাই যে, ইহাকে মহাবরোধের মধ্যে নিক্ষেপ করি। যিনি কেবল ইহাকে বিবাহ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিবেন, তাঁহাকেই আমি এই কন্যা সম্প্রদান করিব।"

অমাত্যেরা মিথিলায় গিয়া রাজাকে এই কথা জানাইলেন। কিন্তু মিথিলার রাজা ইহা শুনিয়া অসন্তুষ্ট হইলেন। তিনি বলিলেন, "আমার এই রাজ্য বিশাল, মিথিলা নগরী সপ্তযোজনব্যাপিনী এবং মিথিলা রাজ্যের পরিধি ত্রিশতযোজনব্যাপিনী; এরূপ রাজ্যের অধীশ্বরের ন্যূনকল্পে ষোড়শ সহস্র ভার্য্যা না থাকিলে চলিবে কেন?"

কিন্তু সুরুচি কুমার সুমেধার রূপলাবণ্যের কথা শুনিয়াছিলেন এবং কেবল শুনিয়াই তাঁহার প্রতি আসক্ত হইয়াছিলেন। তিনি মাতাপিতাকে বলিয়া পাঠাইলেন, "আমি কেবল সুমেধাকে বিবাহ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিব; আমার বহু পত্নীর প্রয়োজন নাই; আপনারা সুমেধাকেই আনয়ন করুন।" রাজা ও রাজমহিষী পুত্রের ইচ্ছায় বাধা দিলেন না; তাঁহারা বহু মণিমুক্তা উপহার দিয়া এবং বহু অনুচর পাঠাইয়া সুমেধাকে মিথিলায় আনাইলেন, তাঁহাকে কুমারের অগ্রমহিষী করিলেন এবং এক সঙ্গে উভয়ের অভিষেক-ক্রিয়া সম্পাদন করিলেন।

অতঃপর কুমার সুরুচিমহারাজ এই নাম ধারণপূর্ব্বক যথাধর্ম্ম রাজত্ব আরম্ভ করিলেন। সুমেধার সহবাসে তিনি পরমসুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। কিন্তু সুমেধা দশসহস্র বৎসর রাজভবনে অবস্থিতি করিয়াও পুত্র বা কন্যা লাভ করিলেন না। ইহাতে নগরবাসীরা বিচলিত হইয়া রাজাঙ্গণে সমবেত হইল এবং আপনাদের অসন্তোষ জানাইল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি?" নাগরিকেরা বলিল, "মহারাজ, আপনার অন্য কোন দোষ নাই, কিন্তু আপনার পুত্র নাই যে, বংশ রক্ষা হইবে। আপনার একটী মাত্র পত্নী; কিন্তু রাজকুলে ন্যূনকল্পে ষোড়শ সহস্র রাজ্ঞী থাকা উচিত। আপনি বহু পত্নী গ্রহণ করুন; তাঁহাদের মধ্যে কোন না কোন পুণ্যবতী পুত্র লাভ করিবেন।" রাজা বলিলেন, "ভদ্রগণ, তোমরা এ কি কথা বলিতেছ? আমি পত্ন্যন্তর গ্রহণ করিব না, এই প্রতিজ্ঞা করিয়া সুমেধাকে আনিয়াছি, এখন আমি মিথ্যাবাদী হইতে পারিব না। আমার বহু পত্নীর প্রয়োজন নাই।" রাজা এইরূপ প্রত্যাখ্যান করিলে নাগরিকেরা স্ব স্ব গৃহে প্রতিগমন করিল।

সুমেধা এই বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া ভাবিলেন, 'রাজা সত্যপরায়ণ বলিয়াই অন্য স্ত্রী

গ্রহণ করিতেছেন না; কিন্তু আমিই তাঁহার জন্য বহুপত্নী আনয়ন করিতেছি।' এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি যুগপৎ রাজার মাতৃস্থান ও পত্নীস্থান অধিকার করিলেন এবং সহস্র ক্ষত্রিয়কন্যা, সহস্র অমাত্য-কন্যা, সহস্র গৃহপতি-কন্যা এবং সহস্র সর্ব্ববিধ নর্ত্তকীকন্যা, সর্ব্বশুদ্ধ চতুঃসহস্র কন্যা আনয়ন করিলেন (এবং রাজার সহিত ইঁহাদের বিবাহ দিলেন।) ইঁহারাও দশসহস্র বৎসর রাজান্তঃপুরে বাস করিলেন, কিন্তু কেহই পুত্র বা কন্যা লাভ করিলেন না। ইহার পর উক্ত উপায়ে সুমেধা প্রতিবারে চতুঃসহস্র কন্যা আনাইয়া আরও তিন বার রাজাকে দান করিলেন; কিন্তু ইঁহাদের মধ্যেও কাহারও পুত্র বা কন্যা জন্মিল না।

সুমেধা উক্তরূপে রাজাকে ষোড়শ সহস্র রমণী দিয়াছিলেন; এবং একে একে চল্লিশ হাজার বৎসর কাটিয়া গিয়াছিল—কেবল সুমেধাকে লইয়া রাজা যে দশ হাজার বৎসর গৃহ-ধর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাহা ধরিলে ত পঞ্চাশ হাজার বৎসরই বলা যায়। রাজা এত কাল অপুত্রক থাকায় নাগরিকেরা আবার সমবেত হইয়া আপনাদের অসন্তোষ বিজ্ঞাপন করিল। রাজা ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলিল, "মহারাজ, আপনি রাণীদিগকে পুত্র প্রার্থনা করিতে আজ্ঞা দিন।"

রাজা বলিলেন, "বেশ, তাহারই ব্যবস্থা করিতেছি।" অনন্তর তিনি রাজ্ঞীদিগকে পুত্র প্রার্থনা করিতে বলিলেন। তদবধি রাজ্ঞীরা পুত্রকামনায় নানা দেবতার নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, নানা ব্রতের অনুষ্ঠানে নিরত হইলেন। কিন্তু কেহই পুত্রবতী হইলেন না। তখন রাজা সুমেধাকে বলিলেন, "ভদ্রে, তুমি দেবতাগণের নিকট পুত্র প্রার্থনা কর।" সুমেধা 'যে আজ্ঞা' বলিয়া পঞ্চদশীর দিন অষ্টাঙ্গ* পোষধ গ্রহণপূর্ব্বক শ্রীগর্ভে প্রবেশ করিলেন এবং সেখানে তৎকালোচিত আসনে উপবিষ্ট হইয়া শীল চিন্তা করিতে লাগিলেন। অন্যান্য রাণীরা কেহ ছাগবলি কেহ বা গোবলি দিবার জন্য † উদ্যানে গমন করিলেন। সুমেধার শীলতেজে শক্রভবন কম্পিত হইল। শক্র চিন্তা করিয়া দেখিলেন, সুমেধা পুত্র প্রার্থনা করিতেছেন। তিনি স্থির করিলেন, 'সুমেধাকে পুত্র দিতে হইবে, কিন্তু তাঁহাকে যে সে পুত্র দিলে চলিবে না।' তাঁহার উপযুক্ত পুত্র কোথায় পাওয়া যায়, ইহা অনুসন্ধান করিয়া শক্র নলকার দেবপুত্রকে দেখিতে পাইলেন। এই পুণ্যাত্মা কোন পূর্ব্বজন্মে বারাণসীতে বাস করিতেন। একদা বীজবপনকালে ক্ষেত্রে যাইবার সময়ে তিনি কোন প্রত্যেকবুদ্ধকে দেখিয়া দাস ও ভৃত্যদিগকে বপনের জন্য পাঠাইয়াছিলেন, নিজে প্রতিগমন পূর্ব্বক প্রত্যেকবুদ্ধকে গৃহে লইয়া গিয়াছিলেন, এবং তাঁহাকে ভোজন করাইয়া পুনর্ব্বার গঙ্গাতীরে আনয়ন করিয়াছিলেন। সেখানে তিনি ও তাঁহার পুত্র একটী পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। উহার ভিত্তি প্রস্তুত হইয়াছিল উডুম্বরকাষ্ঠ দ্বারা এবং বৃতি প্রস্তুত হইয়াছিল নল দ্বারা। তিনি উহাতে একটী দ্বার যোগ করিয়া দিয়াছিলেন এবং চঙ্ক্রমণের জন্য একটী পথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তিনি প্রত্যেকবুদ্ধকে এই পর্ণশালায় তিন মাস রাখিয়া বর্ষান্তে বিদায়ের সময়ে পিতাপুত্রে মিলিত হইয়া ত্রিচীবর দ্বারা তাঁহার দেহ আচ্ছাদিত করিয়াছিলেন। এই রূপে তাঁহারা ঐ পর্ণশালায় একে একে সাত জন প্রত্যেকবুদ্ধের সেবা করিয়া তাঁহাদিগকে

* অর্থাৎ তিনি অষ্টশীল গ্রহণ করিলেন। সাধারণের পক্ষে পঞ্চশীলগ্রহণের বিধি আছে। প্রথম খণ্ডের ২য় পৃষ্ঠের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

† পুরাকালে যজ্ঞার্থ গো-বলি দিবারও প্রথা ছিল।

ত্রিচীবর দান করিয়াছিলেন। আবার কেহ কেহ বলেন যে, পিতাপুত্র, উভয়েই নলকার ছিলেন এবং গঙ্গাতীরে বেণু সংগ্রহ করিবার কালে এক প্রত্যেকবুদ্ধকে দেখিতে পাইয়া ঐ রূপে তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন। দেহত্যাগের পর তাঁহারা উভয়েই ত্রয়স্ত্রিংশ ভবনে জন্মান্তর লাভপূর্ব্বক ষট্‌কামস্বর্গে অনুলোম-প্রতিলোমক্রমে দেবৈশ্বর্য্য ভোগ করিয়া বিচরণ করিতেছিলেন। * তাঁহাদের ইচ্ছা ছিল যে, কামস্বর্গে দেবলীলা-সংবরণানন্তর তাঁহারা ঊর্দ্ধতন দেবলোকে জন্মগ্রহণ করিবেন। শক্র দেখিলেন, তাঁহাদের এক জন উত্তরকালে তথাগত হইবেন। তিনি ঐ দেবতার বিমানদ্বারে উপস্থিত হইলেন; দেবতা অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে নমস্কার করিলেন। শক্র তাঁহাকে বলিলেন, "মারিষ, আপনাকে এখন মনুষ্যলোকে যাইতে হইবে।" ইহা শুনিয়া ঐ দেবতা বলিলেন, "মহারাজ, মনুষ্যলোক অতি ঘৃণার্হ ও অপবিত্র; যাহারা সেখানে থাকে, তাহারা দানাদি পুণ্যকর্ম্ম করিয়া দেবলোকপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা করে; আমি সেখানে গিয়া কি করিব?" শক্র বলিলেন, "মারিষ, যে ঐশ্বর্য্য কেবল দেবলোকেই ভোগ করা যায়, আপনি মনুষ্যলোকেও তাহা ভোগ করিবেন; আপনি পঞ্চবিংশতি যোজন উচ্চ রত্নময় প্রাসাদে বাস করিবেন, আপনি আমার প্রস্তাবে সম্মতি দিন।" এই কথায় দেবপুত্র সম্মত হইলেন।

দেবপুত্রের অঙ্গীকার লাভ করিয়া শক্র ঋষিবেশ ধারণপূর্ব্বক রাজার উদ্যানে প্রবেশ করিলেন, এবং ঐ সকল রাণীর উপরিস্থ আকাশে চঙ্ক্রমণ করিতে করিতে আত্মপ্রকাশ করিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, "কাহাকে পুত্রবর † দিব? কে পুত্রবর গ্রহণ করিবে?" ইহা শুনিয়া ঐ রমণীগণ, "ভদন্ত, আমায় দিন, আমায় দিন, বলিয়া একসঙ্গে সহস্র হস্ত উত্তোলন করিলেন। তখন শক্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "যাহারা শীলবতী, আমি কেবল তাঁহাদিগকে পুত্র দান করি; তোমাদের কাহার কি শীল, কাহার কি আচার, তাহা আমায় বল।" এই কথায় রাজ্ঞীরা তৎক্ষণাৎ সেই সহস্র হস্ত অবনত করিলেন, এবং শক্রকে বলিলেন, "যদি কোন শীলবতীকে বর দিতে চান, তবে সুমেধার নিকটে যান।" শক্র আকাশপথেই গমনপূর্ব্বক সুমেধার শয়নগৃহের বাতায়নের নিকটে উপস্থিত হইলেন। দাস দাসীরা গিয়া সুমেধাকে জানাইল, "চলুন, দেবি, দেখিবেন গিয়া, এক দেবপুত্র 'তোমাদিগকে পুত্রবর দিতে আসিয়াছি,' বার বার এই কথা বলিতে বলিতে আকাশ-পথে বিচরণ করিয়া এখন আপনার বাতায়নের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন।" এই কথা শুনিয়া সুমেধা সেখানে মহাসমারোহে গমন করিলেন এবং বাতায়ন উদ্‌ঘাটনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদন্ত, আপনি সত্যই কি শীলবতী নারীকে পুত্রবর দিবেন?" শক্র বলিলেন, 'হাঁ, আমি দিব।" "তবে আমাকে ঐ বরটী দিন।" "বল দেখি, তোমার শীল কি কি? যদি সে গুলি আমার প্রীতিজনক হয়, তবে তোমাকে পুত্রবর দান করিব।"

শক্রের কথা শুনিয়া সুমেধা উত্তর দিলেন, "তবে শ্রবণ করুন।" ইহা বলিয়া তিনি নিম্নলিখিত পনরটী গাথায় নিজের শীলগুণের পরিচয় দিলেন :—

১। সর্ব্বাগ্রে মহিষী করি আনিলেন সুরুচি আমায়;
যাপিনু অযুতবর্ষ একেশ্বরী, তাঁহার সেবায়।

---

* অর্থাৎ কখনও ঊর্দ্ধতন দেবলোক হইতে অধস্তন দেবলোকে, কখনও বা তাহার বিপরীতক্রমে।
† যে বরে পুত্র লাভ করিতে পারা যায়।

২। বিদেহের প্রতি তিনি, মিথিলার তিনি নরোত্তম,
উদয় যে তাঁর প্রতি অশ্রদ্ধার ভাব মনে মম
সমক্ষে, পরোক্ষে, কায়ে, মনে, বাক্যে হয়েছে কখন,
সত্য বলি, বিপ্রবর, হেন কথা না হয় স্মরণ।

৩। সত্য যদি বলি আমি, হই যেন পুত্রের জননী,
মিথ্যা যদি বলি, শির চূর্ণ হোক শতধা এখনি।

৪। শ্বশুর, শাশুড়ী মোর, প্রাণেশের পিতামাতা যাঁরা,
ছিলেন এ মর্ত্ত্য-ধামে যতদিন জীবিত তাঁহারা,
স্নেহভরে সযতনে শিখালেন বিনয় আমায়,
যা' কিছু আমাতে ভাল, সবই শুধু তাঁদের কৃপায়।

৫। অহিংসায় পাই সুখ, ভক্তি ধর্ম্ম আপন ইচ্ছায়,
দিবারাত্র সাবধানে রত ছিনু তাঁদের সেবায়।

৬। সত্য যদি বলি আমি, হই যেন পুত্রের জননী,
মিথ্যা যদি বলি, শির চূর্ণ হোক শতধা এখনি।

৭। ষোড়শ সহস্র মোর হইয়াছে সপত্নী এখনে,
কিন্তু কারো প্রতি কভু ঈর্ষ্যা ক্রোধ জন্মেনিক মনে।

৮। সতত সপত্নীগণে আত্মবৎ করি আমি জ্ঞান
সবাই কৃপার পাত্র মোর কাছে সবাই সমান।
দেখিলে তাদের সুখ, বড় সুখ পাই আমি মনে
সকলেই প্রিয় মোর অপ্রিয় না ভাবি কোন জনে।

৯। সত্য যদি বলি আমি, হই যেন পুত্রের জননী,
মিথ্যা যদি বলি, শির চূর্ণ হোক শতধা এখনি।

১০। দাস, ভৃত্য প্রেষ্য * আদি আছে যত অনুজীবিগণ,
সহাস্য বদনে সদা যথাধর্ম্ম করি হে পোষণ।

১১। সত্য যদি বলি আমি, হই যেন পুত্রের জননী,
মিথ্যা যদি বলি, শির চূর্ণ হোক শতধা এখনি।

১২। শ্রমণ, ব্রাহ্মণ আদি ভিক্ষা হেতু আসে যত জন
মুক্তহস্তে † অন্নপান দিয়া তুষি সকলের মন।

১৩। সত্য যদি বলি আমি, হই যেন পুত্রের জননী
মিথ্যা যদি বলি, শির চূর্ণ হোক শতধা এখনি।

১৪। কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী তিথি, পূর্ণিমা, অষ্টমী এই চার ‡
উপোসথ-দিনে পালি অষ্টশীল থাকি শুদ্ধাচার।
প্রাতিহার্য্যপক্ষে § আমি অষ্টশীল পালি সযতনে
শীলে সুরক্ষিত সদা থাকি, তাই পাপ নাই মনে।

১৫। সত্য যদি বলি আমি, হই যেন পুত্রের জননী,
মিথ্যা যদি বলি, শির চূর্ণ হোক শতধা এখনি। **

---

* প্রেষ্য—যাহাদিগকে কোন চিঠি বা খবর দিয়া পাঠান যায় আবিন্দা।

† অথবা 'ধৌতহস্তে'।

‡ অষ্টমী—শুক্লা ও কৃষ্ণা।

§ প্রাতিহার্য্যপক্ষ—(১) বর্ষার তিনমাস। এই সময়ে নিয়ত অষ্টাঙ্গশীল পালন করিতে হয় (২) বর্ষাবসানের অব্যবহিত পরবর্ত্তী মাস, (৩) ঐ মাসেরই ১৫ দিন। এই সকল সময়েও অষ্টাঙ্গশীল পালনীয়।

** রুমেধার গুণাবলী শুনিলে পতিগৃহ-গমনোদ্যতা শকুন্তলার প্রতি কণ্বের উপদেশের কথা মনে পড়ে :—

'শুশ্রূষস্ব গুরূন্ কুরু সখীবৃত্তিঃ সপত্নীজনে' ইত্যাদি।

ফলতঃ এইরূপ শত কি সহস্র গাথা দ্বারাও সুমেধার গুণরাশির পরিমাণ পাওয়া যায় না। তিনি যখন কেবল পনরটী গাথায় আত্মগুণ বর্ণন করিতে লাগিলেন, তখন শক্র নিজের করণীয় অন্য বহু বিষয় থাকিলেও তাঁহাকে বাধা দিলেন না। অনন্তর তিনি বলিলেন, "তোমার গুণগুলি অদ্ভুত ও অপ্রমেয়"। তিনি সুমেধার প্রশংসা করিয়া দুইটী গাথা বলিলেন :—

১৬। যশস্বিনি রাজপুত্রি, নিজমুখে করিলে কীর্ত্তন
যে সকল ধর্ম্মগুণ, সবই তব চরিত্রভূষণ।
১৭। পুত্র এক গুণবান্ বিশুদ্ধক্ষত্রিয়কুলোদ্ভব
অচিরে করিবা লাভ মনস্কাম পূর্ণ হবে তব।
পালিবে বিদেহ রাজ্য যথাধর্ম্ম তনয় তোমার,
গাইবে ত্রিলোকে, ভদ্রে, কীর্ত্তিগাথা সকলে তাহার।

শক্রের কথা শুনিয়া সুমেধা অপার আনন্দ লাভ করিলেন এবং দুইটী গাথায় তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন :—

১৮। কে তুমি অক্লিষ্টশ্মশ্রু? অমুণ্ডিত শির তব,
ধূলি-পঙ্কাচ্ছন্ন কলেবর;
অথচ মধুর ভাষে তুষিলে আমার মন,
শুনি তৃপ্ত হইল অন্তর।
১৯। দেবতা কি তুমি, বল, স্বর্গ হ'তে এলে হেথা?
কিংবা ঋদ্ধিমান্ তপোধন?
[illegible] পরিচয়, কে তুমি বল নিশ্চয়;
কর মোর সন্দেহ ভঞ্জন।

শক্র ছয়টী গাথায় আত্মপরিচয় দিলেন :—

২০। সুধর্ম্মা প্রাসাদে হয়ে সমবেত দেবগণ
করে যাঁর সাদরে অর্চ্চন,
তোমার নিকটে আসি উপস্থিত এবে, ভদ্রে,
সেই শক্র সহস্রলোচন। *
২১। আচারে সতত শুদ্ধা, বুদ্ধিমতী, পতিব্রতা,
শীলবতী যত আছে নারী,
সতত দেবতাজ্ঞানে সেবে যারা শ্বশ্রূজনে,
নারী তারা, ইহা না বিচারি,
২২। তাহাদের গুণে মুগ্ধ হন সদা দেবগণ,
সুচরিত্রবলে তারা পায়
মর্ত্ত্য হয়ে অমরের দরশন, রাজপুত্রি,
এই সত্য বলিনু নিশ্চয়।
২৩। জন্ম তব রাজকুলে হয়েছে এ ধরাধামে,
পূর্ব্বার্জ্জিত সুকর্ম্মের ফলে,
সর্ব্ব কামনার বস্তু এবে যে আয়ত্ত তব,
সে কেবল পূর্ব্ব পুণ্যবলে।

* বৌদ্ধমতে 'সহস্রলোচন' শব্দের অর্থ, যিনি যুগপৎ সহস্র অর্থ বা বিষয় দেখিতে বা বুঝিতে পারেন।

২০। তুমি সুচরিত-বলে, উভরাজ্য, রাজপুত্রি,
করিতেছ সুফল অর্জ্জন ;
ইহলোকে কীর্ত্তি লাভ, দেবলোকে জন্ম পুনঃ
হবে যবে এ দেহ-পতন।

২১। নিরত, সুমেধে, তুমি হও সুখী, এইরূপে
ধর্ম্মপথে করি বিচরণ ;
দেখিয়া তোমায় আজ পাইনু অপার প্রীতি ;
স্বর্গে আমি যাইব এখন।

"দেবলোকে আমায় এখন অনেক কাজ করিতে হইবে ; সেই জন্য যাইতেছি। তুমি অপ্রমত্ত হইয়া চলিবে," সুমেধাকে এই উপদেশ দিয়া শক্র প্রস্থান করিলেন। নলকার দেব প্রত্যূষকালে দেবদেহ ত্যাগ করিয়া সুমেধার গর্ভে জন্মান্তর গ্রহণ করিলেন। ইহা বুঝিতে পারিয়া সুমেধা রাজাকে জানাইলেন। রাজা গর্ভরক্ষার্থ সংস্কারসমূহ যথারীতি সম্পাদন করিলেন। দশম মাসে সুমেধা একটী পুত্র প্রসব করিলেন ; ঐ পুত্রের নাম হইল মহাপ্রণাদ। বিদেহ ও বারাণসী উভয় রাজ্যের অধিবাসীরাই, 'প্রভু আমরা আপনার পুত্রের জন্য দুগ্ধের মূল্য আনিয়াছি" বলিয়া প্রত্যেকে রাজাঙ্গণে এক একটা কার্ষাপণ নিক্ষেপ করিতে লাগিল ; ইহাতে সেখানে এক প্রকাণ্ড কার্ষাপণপুঞ্জ হইল। রাজা উহা গ্রহণ করিতে চাহিলেন না, কিন্তু প্রজারা উহা প্রতিগ্রহণ করিল না ; "মহারাজ, আপনার পুত্র যখন বড় হইবেন, তখন এই ধনে তাঁহার শিক্ষাবিধানের ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে," ইহা বলিয়া চলিয়া গেল।

রাজকুমার মহাযত্নে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন এবং বয়ঃপ্রাপ্তির পর অর্থাৎ ষোড়শবর্ষ বয়সেই সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিলেন। পুত্রের বয়ঃক্রম দেখিয়া রাজা সুমেধাকে বলিলেন, "দেবি, আমার পুত্রের রাজ্যাভিষেক-কালে তাহার বাসের জন্য একটী রমণীয় প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইব ; সেখানেই তাহার অভিষেক হইবে।" সুমেধা এই প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন। তখন রাজা বাস্তুবিদ্যাচার্য্যদিগকে ডাকাইয়া আদেশ দিলেন, "বাপু সকল, একজন বর্দ্ধকী লইয়া * আমার বাসভবনের অবিদূরে আমাদের পুত্রের জন্য একটী প্রাসাদ নির্ম্মাণ কর ; আমি তাহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিব।" তাঁহারা 'যে আজ্ঞা' বলিয়া প্রাসাদ-নির্ম্মাণের জন্য কোন্ ভূমি প্রশস্ত, তাহা দেখিতে লাগিলেন। সেই সময়ে শক্রের আসন উত্তপ্ত হইল। ইহার কারণ বুঝিয়া শক্র বিশ্বকর্ম্মাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "যাও, বৎস, মহাপ্রণাদের জন্য দৈর্ঘ্যে ও বিস্তারে অর্দ্ধযোজন-পরিমিত এবং পঞ্চবিংশতি যোজন উচ্চ এক রত্নময় প্রাসাদ নির্ম্মাণ কর।' বিশ্বকর্ম্মা বর্দ্ধকীর বেশে বর্দ্ধকীদিগের নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "তোমরা প্রাতরাশ সমাপন করিয়া আইস।" এইরূপে তাহাদিগকে সেখান হইতে পাঠাইয়া তিনি দণ্ডদ্বারা ভূমিতে আঘাত করিলেন, অমনি উক্তপ্রকার সপ্ত ভূমিক প্রাসাদ উত্থিত হইল।

মহাপ্রণাদের প্রাসাদ-প্রবেশোৎসব, রাজচ্ছত্র-গ্রহণোৎসব এবং পরিণয়োৎসব, এই তিন উৎসব একসঙ্গেই সম্পাদিত হইল। উৎসব-ক্ষেত্রে উভয় রাজ্যেরই অধিবাসীরা সমবেত হইয়া সপ্তবর্ষকাল আমোদপ্রমোদে অতিবাহিত করিল, তথাপি প্রকৃতি তাহাদিগকে বিদায় দিলেন না। তাহাদের বস্ত্রাভরণ, খাদ্য ভোজ্য ইত্যাদি সমস্তই রাজসংসার হইতে প্রদত্ত

* এখানে 'বর্দ্ধকী' শব্দে বোধ হয় প্রধান স্থপতিকে বুঝাইতেছে।

হইতে লাগিল। সপ্তসংবৎসর অতীত হইলে তাহারা অসন্তোষের চিহ্ন দেখাইল, মহারাজ সুরুচি ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলিল, "মহারাজ, উৎসবে মগ্ন থাকিয়া আমরা সপ্তবৎসর অতিবাহিত করিলাম; কবে এ উৎসবের অবসান হইবে বলুন।" রাজা উত্তর দিলেন, 'বাপু সকল, এতকালের মধ্যে একবারও আমার পুত্রের মুখে হাস্য দেখা যায় নাই। যখন তিনি হাসিবেন, তখন তোমরা স্ব স্ব গৃহে প্রতিগমন করিবে।"

তখন বহু লোকে ভেরী বাদন দ্বারা নটদিগকে সমবেত করিল। সহস্র সহস্র নট আসিল; তাহারা সাতটী দলে বিভক্ত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিল, কিন্তু কেহই রাজাকে হাসাইতে পারিল না। মহাপ্রণাদ পূর্ব্বজন্মে দিব্য নটদিগের নৃত্য দেখিয়াছিলেন; কাজেই ইহাদের নৃত্য তাঁহার মনোজ্ঞ হইল না। অনন্তর ভণ্ডুকর্ণ ও পাণ্ডুকর্ণ-নামক দুইজন সুনিপুণ নট বলিল, "আমরা রাজাকে হাসাইব।" ভণ্ডুকর্ণ রাজদ্বারে অতুলনামক এক বিশিষ্ট আম্রবৃক্ষ উৎপাদন পূর্ব্বক সূত্রগুটিকা নিক্ষেপ করিয়া তাহার শাখায় সংলগ্ন করিল এবং ঐ সূত্র অবলম্বন করিয়া অতুলাম্র বৃক্ষে আরোহণ করিল। অতুলাম্র নাকি বৈশ্রবণের বৃক্ষ। বৈশ্রবণের দাসেরা ভণ্ডুকর্ণের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছেদনপূর্ব্বক নিম্নে নিক্ষেপ করিল, অন্য নটেরা ঐ সমস্ত যথাস্থানে সাজাইয়া সেগুলির উপর জল ছিটাইয়া দিল, অমনি ভণ্ডুকর্ণ পুষ্পবাস পরিধান করিয়া এবং পুষ্পাচ্ছাদনে দেহ আবৃত করিয়া নৃত্য করিতে করিতে উত্থিত হইল। মহাপ্রণাদ এই কাণ্ড দেখিয়াও হাসিলেন না। পাণ্ডুকর্ণ রাজাঙ্গণে কাঠের চিতা প্রস্তুত করাইল এবং অনুচরদিগের সহিত সেই অগ্নিতে প্রবেশ করিল। যখন অগ্নি নির্ব্বাপিত হইল, তখন লোকে ভস্মরাশির উপর জল ছিটাইয়া দিল। অমনি পাণ্ডুকর্ণও পুষ্পময় অন্তর্ব্বাস ও বহির্ব্বাস পরিধান করিয়া নৃত্য করিতে করিতে উত্থিত হইল। কিন্তু ইহাতেও রাজার মুখে হাস্য দেখা দিল না। লোকে যখন কিছুতেই মহাপ্রণাদকে হাসাইতে পারিলনা, তখন তাহারা অসন্তুষ্ট হইল। ইহা দেখিয়া শক্র এক দেবনটকে বলিলেন, "যাও, বাপু, মহাপ্রণাদকে হাসাইয়া আইস।"

দেবনট আসিয়া রাজাঙ্গণে আকাশে অবস্থিতি করিলেন এবং উপার্দ্ধরঙ্গ * দেখাইলেন। তাঁহার এক খানি হস্ত, এক খানি পাদ, একটী চক্ষু ও একটী দন্ত নৃত্য করিতে, চলিতে ও স্পন্দন করিতে লাগিল, অবশিষ্ট অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি নিশ্চল রহিল। ইহা দেখিয়া মহাপ্রণাদ ঈষৎ হাস্য করিলেন। উপস্থিত অন্য সমস্ত দর্শক কিন্তু অবিরত হাস্য করিতে লাগিল, তাহারা কিছুতেই হাস্য সংবরণ করিতে পারিল না। হাস্যপ্রভাবে তাহারা উন্মত্তবৎ হইল, তাহাদের হাত পা শিথিল হইল, তাহারা রাজাঙ্গণে গড়াগড়ি দিতে লাগিল। এইরূপে তখন উৎসবের অবসান হইল।

এ আখ্যায়িকার অবশিষ্ট অংশ,

' প্রণাদ-নামক ছিলেন ভূপতি,
প্রাসাদ যাঁহার সুবর্ণ-নির্ম্মিত,' ইত্যাদি

মহাপ্রণাদ জাতকে (২৬৪) বর্ণিত হইয়াছে। রাজা মহাপ্রণাদ দানাদি পুণ্যানুষ্ঠানপূর্ব্বক আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইলে দেবলোকে গমন করিয়াছিলেন।

---

* এক প্রকার নৃত্য—যাহাতে শরীরের অর্দ্ধাংশ মাত্র—এক হাত, এক পা, এক চোক ইত্যাদি নৃত্য করে, অপরার্দ্ধ নিস্পন্দ থাকে।

[ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, বিশাখা পূর্ব্বেও এইরূপে আমার নিকট বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন।"

সমবধান—তখন ভদ্রজিৎ ছিলেন মহাপ্রণাদ; বিশাখা ছিলেন সুমেধা দেবী; আনন্দ ছিলেন বিশ্বকর্ম্মা এবং আমি ছিলাম শক্র।]

৪৯০—পঞ্চোপসথ-জাতক *

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে পঞ্চশত পোষধীকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। একদা শাস্তা ধর্ম্মসভায় চতুঃশ্রেণীর পরিষদের † মধ্যে অলঙ্কৃত বুদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া দয়ার্দ্রচিত্তে সভ্যদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, 'অদ্য, উপাসকদিগের কথা অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মদেশন হইবে।' ইহা বুঝিয়া তিনি উপাসকদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "উপাসকগণ, তোমরা পোষধ গ্রহণ করিয়াছ কি?" তাঁহারা উত্তর দিলেন, 'হাঁ, ভদন্ত, আমরা অদ্য পোষধী।" "তোমরা অতি উত্তম কার্য্য করিয়াছ। পোষধ পুরাণপণ্ডিতদিগের কুলক্রমাগত ব্রত। তাঁহারা কামাদি রিপু দমন করিবার জন্য পোষধব্রত পালন করিতেন।" অনন্তর সভ্যদিগের অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন:—]

পুরাকালে মগধ প্রভৃতি তিনটী রাজ্যের সাধারণ সীমায় একটা বন ছিল। বোধিসত্ত্ব মগধের এক আর্য্য ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পর বিষয়বাসনা ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং নিষ্ক্রমণানন্তর সেই বনে গিয়া আশ্রম নির্ম্মাণপূর্ব্বক বাস করিতেছিলেন। তাঁহার আশ্রমের অদূরে কোন বেণুগুল্মে এক কপোত তাহার ভার্য্যাসহ বাস করিত, কোন বল্মীকে একটা সর্প, কোন গুল্মের ভিতর একটা শৃগাল এবং অপর কোন গুল্মের ভিতর একটা ভল্লুক থাকিত। এই প্রাণিচতুষ্টয় সময়ে সময়ে ঐ ঋষির নিকটে গিয়া ধর্ম্মকথা শুনিত।

এক দিন কপোত তাহার ভার্য্যাকে লইয়া আহারান্বেষণের জন্য কুলায় হইতে বাহির হইল। কপোতী কপোতের পশ্চাতে যাইতেছিল; একটা শ্যেন তাহাকে ধরিয়া লইয়া পলায়ন করিল। তাহার আর্ত্তনাদ শুনিয়া কপোত মুখ ফিরাইল এবং দেখিল শ্যেন তাহাকে লইয়া যাইতেছে। কপোতী আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল; শ্যেন সেই অবস্থাতেই তাহাকে মারিয়া উদরস্থ করিল। তাহার বিরহে কপোত কামানলে দগ্ধ হইতে লাগিল। সে তখন চিন্তা করিল, 'এই কামরিপু আমাকে বড়ই যন্ত্রণা দিতেছে, এখন ইহাকে দমন না করিয়া আর চরিতে যাইব না।' অনন্তর সে চরা বন্ধ করিয়া তাপসের নিকটে গেল এবং কামদমনার্থ পোষধ গ্রহণ করিয়া এক পার্শে শুইয়া রহিল।

সর্পও খাদ্যান্বেষণে যাইবার জন্য ঐ দিন তাহার বল্মীক হইতে বাহির হইয়া কোন প্রত্যন্ত গ্রামে গোচারণ-ক্ষেত্রে খাবার খুঁজিতে লাগিল। ঐ সময়ে গ্রামভোজকের এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সর্ব্বশ্বেতবর্ণ বৃষ ঘাস খাইয়া একটা বল্মীকের মূলে জানুর উপর ভর দিয়া শৃঙ্গদ্বারা মৃৎখনন-ক্রীড়া করিতেছিল। সর্প গরুগুলার পায়ের শব্দে ভীত হইয়া ঐ বল্মীকে প্রবেশ করিবার জন্য ছুটিয়াছিল; সে বল্মীকের মূলে উপস্থিত হইলে বৃষটা হঠাৎ তাহার গায়ে পাদপ্রহার করিল; ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া সর্প তাহাকে দংশন করিল;

---

* অর্থাৎ কপোত, সর্প, শৃগাল, ভল্লুক ও ঋষি এই পঞ্চ প্রাণীর উপোসথের কথা।

† ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, উপাসক ও উপাসিকা।

বৃষটা সেখানেই তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিল। বৃষটা মারা গিয়াছে শুনিয়া গ্রামবাসীরা সকলে এক সঙ্গে সেখানে উপস্থিত হইল, কান্দিতে লাগিল, গন্ধমাল্যাদি দ্বারা তাহার মৃতদেহ পূজা করিল এবং উহা একটা গর্ত্তে পুঁতিয়া চলিয়া গেল। তাহারা প্রস্থান করিলে সর্প বল্মীক হইতে বাহির হইয়া ভাবিল, 'আমি ক্রোধবশে ইহার প্রাণহানি করিয়া বহুলোককে শোকসন্তপ্ত করিলাম; এখন এই ক্রোধকে দমন না করিয়া আর চরিতে যাইব না।' ইহা স্থির করিয়া সে ফিরিল এবং আশ্রমে গিয়া ক্রোধদমনের জন্য পোষধ গ্রহণপূর্ব্বক এক পাশে শুইয়া রহিল।

শৃগালও খাদ্যান্বেষণে বাহির হইয়াছিল। সে একটা মৃত হস্তী দেখিয়া ভাবিল,* "অহো! আমি কি প্রচুর খাদ্যই লাভ করিলাম। সে হৃষ্টচিত্তে উহার নিকটে গিয়া প্রথমে শুণ্ডটা দংশন করিল, কিন্তু বোধ হইল, যেন সে স্তম্ভে দংশন করিতেছে। শুণ্ডে কোন আস্বাদ না পাইয়া সে দন্ত দংশন করিল; ইহাতে তাহার মনে হইল, যেন পাষাণে দংশন করিতেছে। তাহার পর সে কুক্ষি দংশন করিল; উহা শস্যভাণ্ডে দংশনের ন্যায় বোধ হইল; লাঙ্গুলে দংশন করিল; কিন্তু দেখিল, উহাও লৌহস্থালিতে দংশনের মত। সর্ব্বশেষে সে মলদ্বারে দংশন করিল—দেখিল, যেন সে ঘৃতপক্ব পিষ্টকে দংশন করিতেছে! তখন সে লোভবশে খাইতে খাইতে মৃত হস্তীটার কুক্ষির ভিতর প্রবেশ করিল। সেখানে সে ক্ষুধার সময় মাংস খায়, পিপাসার সময় রক্তপান করে, শুইবার সময় অন্ত্র ও ফুস্‌ফুসের আস্তরণের উপর শুইয়া থাকে। সে ভাবিল, 'বেশ ত, এখানেই আমি অন্নপান পাইতেছি; এখানেই আমার শয়ন নির্ব্বাহ হইতেছে; অন্যত্র যাইয়া কি করিব?' ইহা স্থির করিয়া সে বাহিরে না গিয়া পরম প্রীতির সহিত হস্তীর কুক্ষির ভিতরেই অবস্থিতি করিল। কিয়ৎকাল পরে বাতাতপে হস্তীটার মৃতদেহ শুষ্ক হইল এবং মলদ্বার রুদ্ধ হইয়া গেল। শৃগাল তখন কুক্ষির ভিতরে থাকিয়া মর্ম্মযন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিল—তাহার রক্তমাংস কমিয়া গেল, শরীর পাণ্ডুবর্ণ হইল, সে নির্গমনের পথ পাইল না। অতঃপর এক দিন অকালে মেঘবর্ষণ হইল; হস্তীর মলদ্বার জলসিক্ত হইয়া কোমল হইল এবং সেখানে বিবর দেখা গেল। ছিদ্র দেখিয়া শৃগাল ভাবিল, 'বহুকাল কষ্ট পাইয়াছি। এখন এই বিবর দিয়া পলায়ন করিব।' সে মস্তকদ্বারা হস্তীর মলদ্বারে আঘাত করিল; কিন্তু ছিদ্রটী সঙ্কীর্ণ বলিয়া বেগে নির্গমনকালে তাহার ঘর্ম্মাক্ত শরীরের সমস্ত লোম সেখানে লাগিয়া থাকিল; সে যখন বাহির হইল, তখন তাহার দেহটা তালস্কন্ধের ন্যায় নির্লোম হইয়াছে। সে দেখিল, লোভবশেই তাহাকে এত দুঃখ পাইতে হইয়াছে। এজন্য সে স্থির করিল যে, লোভ দমন না করিয়া আর আহারান্বেষণে যাইবে না। সে আশ্রমে গিয়া লোভদমনার্থ পোষধ গ্রহণপূর্ব্বক এক পাশে শুইয়া রহিল।

ভল্লুকটাও বন হইতে বাহির হইয়া খাদ্যলোভে মলরাজ্যের † এক প্রত্যন্ত গ্রামে গিয়াছিল। ভল্লুক আসিয়াছে শুনিয়া গ্রামবাসীরা ধনুক, দণ্ড প্রভৃতি লইয়া বাহির হইল, এবং সে যে গুল্মে প্রবেশ করিয়াছিল তাহা ঘিরিয়া দাঁড়াইল। সে দেখিল, বহুলোকে তাহাকে বেষ্টন করিয়াছে; এজন্য গুল্ম হইতে বাহির হইয়া পলায়নপর হইল। ঐ সময়ে

* ১ম খণ্ডের শৃগাল-জাতক (১৪৮) দ্রষ্টব্য।

† মল্লরাজ্য কি?

লোকে তাহাকে ধনুক ও লগুড় প্রভৃতি দ্বারা আঘাত করিতে লাগিল। তাহার মাথা ফাটিয়া গেল; সর্ব্বশরীর রক্তপ্লাবিত হইল। এইরূপে অতি কষ্টে নিজের বাসস্থানে ফিরিয়া সে ভাবিল 'অতি লোভবশতঃ আমি এই দুঃখ পাইলাম। এখন এই লোভ দমন না করিয়া আর চরিতে যাইব না।' সেও ঐ আশ্রমে গিয়া অতিলোভ-দমনার্থ পোষধ গ্রহণ করিল এবং একপার্শে শুইয়া রহিল।

পরিশেষে সেই তাপসের কথা বলা যাইতেছে। তিনি উচ্চ জাতিতে জন্মিয়াছেন, এই গর্ব্ববশতঃ ধ্যানসমাপত্তি লাভ করিতে পারেন নাই। অনন্তর এক প্রত্যেকবুদ্ধ তাঁহার গর্ব্বিত ভাব লক্ষ্য করিয়া ভাবিলেন, "এই ব্যক্তি সাধারণ প্রাণী নহেন, ইনি বুদ্ধাঙ্কুর, বর্ত্তমান কল্পেই ইনি সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিবেন; অতএব যাহাতে ইনি গর্ব্ব দমন-পূর্ব্বক সমাপত্তিসমূহ প্রাপ্ত হইতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইতেছে।' এই উদ্দেশ্যে, বোধিসত্ত্ব যখন পর্ণশালায় উপবিষ্ট ছিলেন সেই সময়, উক্ত প্রত্যেকবুদ্ধ উত্তর হিমবন্ত হইতে সেখানে গমন করিলেন এবং বোধিসত্ত্বেরই পাষাণফলকে উপবেশন করিলেন। বোধিসত্ত্ব বাহিরে আসিয়া প্রত্যেকবুদ্ধকে নিজের আসনে উপবিষ্ট দেখিয়া গর্ব্বভরে আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না। তিনি প্রত্যেকবুদ্ধের নিকটে গিয়া অঙ্গুলি ছোটন করিতে করিতে বলিলেন, "নিপাত যা, বৃষল; অরে দুর্লক্ষণ, মুণ্ডিত-মস্তক শ্রমণক, তুই কি ভাবিয়া আমার বসিবার আসনে বসিয়াছিস?" প্রত্যেকবুদ্ধ উত্তর দিলেন, "হে সাধো! আপনি কি কারণে অহঙ্কারে এত মত্ত হইয়াছেন? আমি প্রত্যেকবোধি লাভ করিয়াছি। * আপনি এই কল্পেই সর্ব্বজ্ঞ বুদ্ধ হইবেন। এখন আপনি বুদ্ধাঙ্কুর; পারমিতাসমূহ পূর্ণ করিয়া এত দিন (একটা নির্দ্দিষ্ট কাল; এখানে তাহার উল্লেখ নাই) অতিবাহিত করিলে আপনি বুদ্ধ হইবেন। বুদ্ধত্বপ্রাপ্তির জন্মে আপনার নাম হইবে সিদ্ধার্থ।" ইহার পর প্রত্যেক-বুদ্ধ ভাবী বুদ্ধের নাম, গোত্র, কুল, অগ্রশ্রাবকাদির নাম প্রভৃতি সমস্ত বিজ্ঞাপন করিলেন, এবং তাপসকে উপদেশ দিলেন, "কেন আপনি অহঙ্কারে মত্ত হইয়া এত রূঢ়স্বভাব হইয়াছেন? ইহা সর্ব্বতোভাবে আপনার অযোগ্য।" কিন্তু তিনি এইরূপ বলিলেও তাপস তাঁহাকে প্রণাম করিলেন না, কখন বা কোথায় তিনি বুদ্ধ হইবেন, এরূপ কোন কথাও জিজ্ঞাসা করিলেন না। তখন প্রত্যেকবুদ্ধ বলিলেন, "দেখ, তোমার জাতিই বড়, না আমার গুণ বড়। যদি সাধ্য থাকে, তবে আমার মত আকাশে বিচরণ কর।" ইহা বলিয়া তিনি আকাশে উৎপতন পূর্ব্বক তাপসের জটামণ্ডলে নিজের পদধূলি বিকিরণ করিলেন এবং উত্তর হিমবন্তে ফিরিয়া গেলেন। তাঁহাকে এইভাবে যাইতে দেখিয়া তাপসের মনে অনুতাপ জন্মিল। তিনি ভাবিলেন, 'এই শ্রমণ এমন গুরু শরীর লইয়া বায়ুমুখে তুলাখণ্ডের ন্যায় আকাশে বিচরণ করেন; আমি জাত্যভিমানে এতাদৃশ প্রত্যেকবুদ্ধের পাদবন্দনা করিলাম না। কখন যে আমি বুদ্ধ হইব, এ কথাও জিজ্ঞাসা করিলাম না। কিন্তু আমার জাতিতে কি লাভ? ইহলোকে শীলাচারই শ্রেষ্ঠ; আমার এই গর্ব্ব বৃদ্ধি পাইয়া শেষে আমাকে নিরয়গামী করিবে। এই অহঙ্কার দমন না করিয়া আমি আর বন্যফলমূল আহরণের জন্য যাইব না।' এই প্রতিজ্ঞা করিয়া তিনি পর্ণশালায় প্রবেশ করিলেন এবং অহঙ্কারদমনের জন্য পোষধ গ্রহণপূর্ব্বক কাষ্ঠাসনে উপবেশন করিলেন। সেখানে এই মহাত্যাগী কুলপুত্র অহঙ্কার দমন

* অর্থাৎ যে জ্ঞান অর্জ্জন করিলে লোকে প্রত্যেকবুদ্ধ হয়, আমি তাহা পাইয়াছি।

করিয়া কৃৎস্ন ভাবনা করিলেন, অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ প্রাপ্ত হইয়া কুটীরের বাহিরে আসিলেন এবং চঙ্ক্রমণ-প্রান্তস্থ পাষাণফলকে উপবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর কপোতাদি প্রাণিচতুষ্টয় তাঁহার নিকটে গিয়া প্রণাম করিল ও এক পাশে বসিল। মহাসত্ত্ব কপোতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি ত অন্য দিন এ সময়ে আস না; এ সময়ে তুমি খাদ্যান্বেষণে নিরত থাক। আজ কি তুমি পোষধী হইয়াছ?" কপোত বলিল, "হাঁ, ভদন্ত।" মহাসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহার কারণ কি?

১। আজি যে নিশ্চেষ্ট তুমি রয়েছ, কপোত? হয়েছ যে, বিহঙ্গম, ভোজনে বিরত?
করিতেছ ক্ষুধাতৃষ্ণা ভোগ কি কারণ? কি নিমিত্ত করিয়াছ পোষধ গ্রহণ?"

ইহার উত্তরে কপোত দুইটী গাথা বলিল:—

২। লোভবশে পূর্ব্বে হেথা কপোতীর সহ করিতাম বিহার কতই অহরহ;
শ্যেন আসি আজ তার হরিল জীবন; বিরহে তাহার আমি মরাপ্রায় এখন।
৩। বিরহে তাহার আজ অন্তরে অন্তরে বিষম বেদনা পাই অশেষ প্রকারে;
তাই এবে করিলাম পোষধ গ্রহণ; কামবশ আর যেন হই না কখন।

কপোত নিজের পোষধকর্ম্মের কারণ বর্ণনা করিলে মহাসত্ত্ব সর্পাদিকেও একে একে পোষধের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারাও যথাক্রমে উত্তর দিল:—

৪। "ভুজঙ্গ, উরগ, সর্প, ঘোরবিষধর, দ্বিজিহ্ব, দশনায়ুধ, অতি ভয়ঙ্কর;
করিতেছ ক্ষুধাতৃষ্ণা ভোগ কি কারণ? কি নিমিত্ত করিয়াছ পোষধ গ্রহণ?"
৫। "গ্রামভোজকের ছিল বৃষ বলবান্, পরমসুন্দরদেহ চলৎককুদ্মান্,
দলিল আমায় পায়ে; দংশিনু তাহায়; তখনি সে ত্যজে প্রাণ বিষের জ্বালায়।
৬। পেয়ে সে সংবাদ লোকে কাঁদিতে কাঁদিতে গ্রামের বাহিরে এল বৃষকে দেখিতে।
তাই এবে করিলাম পোষধ গ্রহণ; ক্রোধবশ আর যেন হই না কখন।"
৭। "শ্মশানে মৃতের মাংস রয়েছে প্রচুর; শৃগালের পক্ষে তাই খাদ্য সুমধুর।
ক্ষুধাতৃষ্ণা ভোগ তবে কর কি কারণ? কি নিমিত্ত করিয়াছ পোষধ গ্রহণ?"
৮। "ভালবাসি মাংস মৃত জীবের খাইতে; গেনু তাই মৃত মহাগজের কুক্ষিতে
গজমাংসলোভে, হায়! উগ্র বায়ু আর প্রচণ্ড সূর্য্যের কর রোধে বহির্দ্বার,
৯। নির্গমের পথ কোন না পাই সেথায় হইনু, ভদন্ত, পাণ্ডুবর্ণ, শীর্ণকায়;
অকস্মাৎ মহামেঘ করিল বর্ষণ; মলদ্বার সিক্ত হ'ল সে জলে তখন।
১০। রাহুর বদন হ'তে চন্দ্রমা যেমন, নিষ্ক্রান্ত, ভদন্ত, আমি হইনু তখন।
তাই এবে করিলাম পোষধ গ্রহণ; লোভবশ আর যেন হই না কখন।"
১১। "করিতে, ভল্লুক, তুমি স্তূপে বল্মীকের খেয়ে পিপীলিকা রক্ষা নিজ শরীরের;
করিতেছ ক্ষুধাতৃষ্ণা ভোগ কি কারণ? কি নিমিত্ত করিয়াছ পোষধ গ্রহণ?"
১২। "অতি লোভে করিলাম ত্যাগ নিজালয়, মলতে* গেলাম আমি খাদ্যের আশায়;
বাহির হইল লোকে নানা অস্ত্র হাতে; চূরমার হল দেহ কোদণ্ড-আঘাতে।
১৩। ভাঙ্গিল মাথার খুলি, শোণিতাক্ত কায়; অতি কষ্টে আসিলাম ফিরি নিজালয়;
তাই এবে করিয়াছি পোষধ গ্রহণ; অতি লোভ আর যেন হয় না কখন।"

এইরূপ চারিটী জন্তুই স্ব স্ব পোষধের হেতু বর্ণনা করিল এবং তাহারা আসন হইতে উঠিয়া মহাসত্ত্বকে প্রণিপাতপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিল, "ভদন্ত, আপনিও ত অন্যান্য দিন এই বেলায় বন্য ফলাদি আহরণ করিবার জন্য বাহিরে গিয়া থাকেন। অদ্য না গিয়া পোষধী রহিয়াছেন কেন?

* মলত বলিলে মল্লরাজ্য বুঝায় কি?

১৪। জানিতে চাহিলা তুমি যাহা মহাশয়,
যথাজ্ঞান বলিলাম মোরা সমুদায়।
আমরাও শুধাই, ভদন্ত, কি কারণ
নিজে উপোসথ-ব্রত করিলা গ্রহণ?"

মহাসত্ত্ব ইহা বুঝাইবার জন্য বলিলেন,

১৫। আশ্রমে প্রত্যেকবুদ্ধ আসি একজন
দিলেন মুহূর্ত্ত তরে মোরে দরশন;
সর্ব্বপাপ-বিনির্মুক্ত, জ্ঞানবলে বলী,
ভূত ভবিষ্যৎ মোর বলিলা সকলি—
কোন্ গোত্রে, কি নামে জন্মিব পুনর্ব্বার,
কিরূপ চরিত্র পরে হইবে আমার।

১৬। তথাপি না বন্দিলাম চরণ তাঁহার
না করিনু সম্ভাষণ—হেন অহঙ্কার!
তাই এবে করিয়াছি পোষধ গ্রহণ;
অহঙ্কার আর যেন ঘটে না কখন।

মহাসত্ত্ব এইরূপে নিজের পোষধের কারণ বলিলেন এবং তাহাদিগকে সদুপদেশ দানপূর্ব্বক বিদায় দিয়া পর্ণশালায় প্রবেশ করিলেন। প্রাণী চারিটীও স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেল। অতঃপর মহাসত্ত্ব অপরিহীন ধ্যানবলে ব্রহ্মলোকপরায়ণ হইলেন; ইতর প্রাণী-কয়টীও তাঁহার উপদেশমত চলিয়া স্বর্গবাসের উপযুক্ত হইল।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা বলিলেন, "উপাসকগণ, পোষধপালন পুরাণ পণ্ডিতদিগের চিরাচরিত ব্রত। সকলেরই পোষধ পালন করা কর্ত্তব্য।"

সমবধান—তখন অনিরুদ্ধ ছিলেন সেই কপোত, কশ্যপ ছিলেন সেই ভল্লুক; মৌদ্গল্যায়ন ছিলেন সেই শৃগাল; সারিপুত্র ছিলেন সেই সর্প এবং আমি ছিলাম সেই তাপস।]

৪৯১—মহাময়ূর-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে কোন উৎকণ্ঠিত ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। শাস্তা ঐ ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে ভিক্ষু, তুমি কি সত্য সত্যই উৎকণ্ঠিত হইয়াছ?" ভিক্ষু উত্তর দিলেন, "হাঁ, ভদন্ত; একথা মিথ্যা নহে।" ইহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "এই ইন্দ্রিয়সুখেচ্ছা তোমার মত লোককে বিচলিত না করিবে কেন? যে বায়ুপ্রবাহ সুমেরুকে উৎপাটন করিতে সমর্থ, তাহা কি কখনও শুষ্কপত্রের কাছে লজ্জা পায়? পুরাকালে যাঁহারা সপ্তসহস্র বৎসর মানসিক রিপুগণ দমন করিয়া অবস্থিতি করিয়াছিলেন, সেই সকল বিশুদ্ধ সত্ত্বও কাম রিপুর প্রভাবে বিচলিত হইয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব প্রত্যন্ত প্রদেশে এক ময়ূরীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ময়ূরীর যখন গর্ভপূর্ণ হইয়াছিল, তখন সে বিচরণক্ষেত্রে একটী অণ্ড পাত করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। প্রসূতির যদি কোন রোগ না থাকে, তবে না কি (সর্পাদি কোন প্রাণী বিদ্যমান না থাকিলে) অণ্ড বিনষ্ট হয় না। এই নিমিত্ত সেই অণ্ড ক্রমে কর্ণিকার-মুকুলের ন্যায় সুবর্ণবর্ণ হইয়া যথাকালে আপনা হইতেই ভিন্ন হইল এবং তাহার অভ্যন্তর হইতে সুবর্ণবর্ণের এক ময়ূরশাবক নির্গত হইল। ইহার চক্ষু দুইটী হইল গুঞ্জা ফলের মত, তুণ্ড হইল প্রবালবর্ণ, এবং তিনটী রক্তবর্ণ রেখা ইহার গ্রীবাদেশ বেষ্টন-পূর্ব্বক পৃষ্ঠের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত বিরাজ করিতে লাগিল। শাবকটী যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইল, তখন তাহার সুন্দর দেহটী পণ্যবাহিশকট-পরিমিত হইল। নীল ময়ূর সকল এই সময়ে তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়া তাহাকে রাজপদে বরণ করিল।

এক দিন ময়ূররূপী বোধিসত্ত্ব নির্ঝরে জলপান করিবার কালে নিজের রূপলাবণ্য দেখিয়া

ভাবিলেন, 'আমি অন্য সকল ময়ূর অপেক্ষা বহুগুণে রূপবান্; আমি যদি ইহাদের সহিত মনুষ্যপথে বাস করি, তাহা হইলে আমার বিপদ্ ঘটিবে। আমি হিমবন্তে গিয়া সেখানে কোন মনোরম স্থানে একাকী বাস করিব।' এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া রাত্রিকালে যখন অন্য ময়ূরসকল স্ব স্ব কুলায়ে লীন হইয়াছিল সেই সময়ে, কাহাকেও না জানাইয়া তিনি হিমবন্তে প্রবেশ করিলেন এবং একে একে তিনটী পর্ব্বতশ্রেণী অতিক্রম করিয়া গেলেন। চতুর্থ পর্ব্বতশ্রেণীতে কোন অরণ্যে পদ্মশোভিত এক বৃহৎ হ্রদের অবিদূরে একটী পর্ব্বত ছিল। ঐ পর্ব্বতের নিকটে একটী প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের শাখায় তিনি অবতরণ করিলেন। উক্ত পর্ব্বতের মধ্যভাগে একটী সুন্দর গুহা ছিল। বোধিসত্ত্ব অতঃপর তাহার মধ্যে বাস করিবার ইচ্ছায় ঐ গুহার পুরোভাগে পর্ব্বততলে গিয়া অবতরণ করিলেন। কাহারও সাধ্য ছিল না যে ঐ স্থানে নিম্নদেশ হইতে আরোহণ করিতে, কিংবা ঊর্দ্ধদেশ হইতে অবতরণ করিতে পারে। সেখানে পক্ষী, বিড়াল, সর্পাদি সরীসৃপ এবং মানুষ—কোন প্রাণী হইতেই ভয়ের সম্ভাবনা ছিল না। বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, আমার বাসের জন্য এই স্থানটীই পরমসুখকর হইবে। তিনি সে দিন সেখানেই বাস করিলেন; পরদিন পর্ব্বতগুহা হইতে উত্থিত হইলেন এবং পর্ব্বতমস্তকে পূর্ব্বাভিমুখে অবস্থানপূর্ব্বক উদীয়মান সূর্য্যমণ্ডল দেখিয়া দিবাভাগে আত্মরক্ষার জন্য "চক্ষুষ্মান্ একরাজ উদিলেন অই" ইত্যাদি গাথায় আপনাকে নিরাপদ্ করিলেন।* অতঃপর তিনি বিচরণ-ক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া চরিতে লাগিলেন এবং চরা শেষ হইলে সায়ংকালে সেই পর্ব্বতমস্তকে পশ্চিমাভিমুখে উপবেশনপূর্ব্বক অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যমণ্ডল দেখিয়া রাত্রিকালে আত্মরক্ষার্থ "চক্ষুষ্মান্ একরাজ অস্ত যান অই" ইত্যাদি গাথায় আপনাকে নিরাপদ্ করিলেন। তিনি এইরূপে সেখানে বাস করিতে লাগিলেন।

কালক্রমে এক দিন এক ব্যাধপুত্র অরণ্যে বিচরণ করিতে করিতে পর্ব্বতমস্তকে আসীন বোধিসত্ত্বকে দেখিতে পাইল। সে গৃহে ফিরিয়া মৃত্যুকালে পুত্রকে বলিল, "বৎস, হিমালয়ের চতুর্থ পর্ব্বতরাজিতে বনমধ্যে এক সুবর্ণবর্ণ ময়ূর আছে। রাজা কখনও এ সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহাকে এই কথা জানাইবে।"

ইহার পর একদিন বারাণসীরাজের অগ্রমহিষী ক্ষেমা প্রত্যূষকালে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিলেন। স্বপ্নটী এই:—এক সুবর্ণবর্ণ ময়ূর ধর্ম্ম দেশন করিল; তিনি সাধুকার প্রদান পূর্ব্বক তাহা শ্রবণ করিলেন। অনন্তর, দেশনান্তে ময়ূর যখন যাইবার জন্য উঠিল, তখন তিনি বলিলেন, "ময়ূররাজ যাইতেছেন; উঁহাকে ধর।" এই কথা বলিতে বলিতেই তিনি জাগিয়া উঠিলেন; এবং জাগিবার পর বুঝিলেন যে তিনি স্বপ্ন দেখিতে-ছিলেন। কিন্তু তিনি ভাবিলেন, 'আমি যদি বলি যে স্বপ্ন দেখিয়াছি, তবে রাজা হয় ত ইহা হাসিয়া উড়াইয়া দিবেন। কিন্তু ইহা আমার দোহদ, এরূপ জানিলে তিনি আমার ইচ্ছা পূর্ণ করিবেন।' এইরূপ ভাবিয়া তিনি গর্ভিণীদিগের ন্যায় সাধের ভাব দেখাইয়া শুইয়া রহিলেন। রাজা তাঁহার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদ্রে, তোমার কি অসুখ করিয়াছে?" ক্ষেমা বলিলেন, "নাথ, আমার দোহদ জন্মিয়াছে।" "তুমি কি চাও, বল ত?" "সুবর্ণবর্ণ ময়ূরের মুখে ধর্ম্মকথা শুনিতে চাই।" "সেরূপ ময়ূর কোথায় পাইব, ভদ্রে?" "নাথ,

* দ্বিতীয় খণ্ডের ময়ূর-জাতক (১৫৯) দ্রষ্টব্য।

না পাইলে কিন্তু আমার জীবন রক্ষা হইবে না।" "ভদ্রে, তুমি নিশ্চিন্ত থাক, যদি এরূপ ময়ূর কোথাও থাকে, তবে তুমি নিশ্চিত পাইবে।"

মহিষীকে এইরূপে আশ্বাস দিয়া রাজা সভায় গমন করিলেন এবং সিংহাসনে উপবেশন করিয়া অমাত্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ওহে, দেবী সুবর্ণবর্ণ ময়ূরের মুখে ধর্ম্মকথা শুনিতে চান, ময়ূর কি সুবর্ণবর্ণের হয়?" অমাত্যেরা উত্তর দিলেন, "মহারাজ, ব্রাহ্মণেরা এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন।" রাজা তখন ব্রাহ্মণদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, 'মহারাজ, আমাদের লক্ষণশাস্ত্রে বলে যে, জলজ প্রাণীদিগের মধ্যে মৎস্য, কচ্ছপ ও কর্কট, স্থলজ প্রাণীদিগের মধ্যে মৃগ, হংস, ময়ূর ও তিত্তির—তির্য্যগ্জাতীয় এই কয়টী প্রাণী এবং মনুষ্য সুবর্ণবর্ণের হইতে পারে।"† ইহা শুনিয়া রাজা স্বীয় অধিকারস্থ ব্যাধদিগকে সমবেত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কেহ কি সুবর্ণবর্ণ ময়ূর দেখিয়াছ?" একজন ব্যতীত আর সকলেই বলিল, "না, মহারাজ, আমরা কখনও দেখি নাই।" যে ব্যাধের পিতা সুবর্ণবর্ণের ময়ূরের কথা বলিয়া গিয়াছিল, সে উত্তর দিল, "আমিও দেখি নাই; কিন্তু বাবা বলিয়াছিলেন, অমুক স্থানে সুবর্ণবর্ণ ময়ূর আছে।" তখন রাজা বলিলেন "ভদ্র, উহা আনিতে পারিলে আমাকে ও দেবীকে প্রাণদান করা হইবে। তুমি গিয়া উহাকে ধরিয়া আন।" অনন্তর তিনি তাহাকে বহু ধন দিয়া ঐ ময়ূর আনয়নের জন্য প্রেরণ করিলেন।

ব্যাধ তাহার স্ত্রীপুত্রকে ঐ ধন দিয়া হিমবন্তে গেল এবং মহাসত্ত্বকে দেখিয়া জাল পাতিল। সে প্রতিদিনই ভাবিত, আজ ধরা পড়িবে; কিন্তু মহাসত্ত্ব ধরা পড়িলেন না; এই ভাবে ব্যাধের সমস্ত জীবন কাটিয়া গেল। কালক্রমে মহিষীও অতৃপ্তবাসনা লইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন, ইহাতে রাজার ক্রোধ জন্মিল, তিনি ভাবিলেন, ঐ ময়ূরটার জন্যই আমার প্রিয় পত্নীর প্রাণবিয়োগ হইল। তিনি সুবর্ণপট্টে লেখাইলেন যে, হিমবন্তের চতুর্থ পর্ব্বতরাজিতে যে সুবর্ণবর্ণ ময়ূর বিচরণ করে, তাহার মাংস খাইলে লোকে অজর ও অমর হইবে। তিনি ঐ সুবর্ণপট্ট একটী দারুময় পেটিকার ভিতর রাখিয়া দিলেন এবং কিয়ৎকাল পরে দেহত্যাগ করিলেন। ইহার পর আর এক ব্যক্তি রাজা হইলেন। তিনি ঐ সুবর্ণপট্টের লিপি পাঠ করিয়া অজরামর হইবার অভিলাষে উক্ত ময়ূর ধরিবার জন্য এক ব্যাধকে পাঠাইলেন। এই ব্যক্তিও হিমবন্তে গিয়া যাবজ্জীবন চেষ্টা করিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইল না এবং অবশেষে প্রাণত্যাগ করিল। এইরূপে একে একে ছয় জন রাজা রাজত্ব করিলেন এবং মানবলীলা সংবরণ করিলেন; ছয় জন ব্যাধও হিমবন্তে গিয়া মারা গেল। পরিশেষে সপ্তম রাজাও আবার এক ব্যাধ পাঠাইলেন। এই সপ্তম ব্যাধও আজ ধরিব, কাল ধরিব এই আশায় সাত বৎসর অতিবাহিত করিল, কিন্তু ধরিতে পারিল না। তখন সে ভাবিল, "এই ময়ূররাজের পা যে ফাঁদে পড়ে না, ইহার কারণ কি?" সে সাবধানে ঐ ময়ূরের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল; সে দেখিল, মহাসত্ত্ব প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে ও প্রাতঃকালে আত্মরক্ষার জন্য মন্ত্রপাঠ করেন, সে স্থির করিল, 'এখানে যখন অন্য ময়ূর নাই, তখন এ ময়ূর নিশ্চয় ব্রহ্মচারী, এই ব্রহ্মচর্য্যের এবং এই রক্ষামন্ত্রের প্রভাবেই ইহার পাদ পাশবদ্ধ হইতেছে না।'

† মহাহংস-জাতকে (৫৩৪) যে সকল সুবর্ণবর্ণ প্রাণীর উল্লেখ আছে, তাহাদের মধ্যে তিত্তিরের নাম নাই।

উল্লিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া ব্যাধ প্রত্যন্ত জনপদে গিয়া একটা ময়ূরী ধরিল এবং তাহাকে এরূপ শিক্ষা দিল যে, তুড়ি দিলেই সে কেকারব করিত এবং করতালি দিলেই নৃত্য করিত। এক দিন বোধিসত্ত্ব রক্ষামন্ত্র পাঠ করিবার পূর্ব্বেই, সে ঐ ময়ূরী লইয়া সেখানে গেল এবং পাশ বিস্তার করিয়া তুড়ি দিতে লাগিল। তাহা শুনিয়া ময়ূরীটাও কেকারব আরম্ভ করিল। বোধিসত্ত্ব ময়ূরীর স্বর শুনিলেন; অমনি প্রহৃত সর্প যেমন ফণ বিস্তার করে, সেইরূপ যে পাপপ্রবৃত্তি সপ্ত সহস্র বৎসর প্রসুপ্ত ছিল, তাহা এখন তাঁহার মনে প্রবল হইয়া উঠিল। তিনি কামাতুর হইলেন, রক্ষামন্ত্র পাঠ করিতে পারিলেন না; দ্রুতবেগে ময়ূরীর দিকে ধাবিত হইলেন এবং আকাশ হইতে অবতরণ করিবামাত্র ফাঁদে পা দিলেন। যে পাশ সপ্তসহস্র বৎসর তাঁহাকে আবদ্ধ করিতে পারে নাই, আজ তাহাতেই তাঁহার পাদ বদ্ধ হইল। তিনি পাশদণ্ডের অগ্রভাগে ঝুলিতেছেন দেখিয়া ব্যাধ ভাবিল, "একে একে ছয় জন ব্যাধ এই ময়ূররাজকে ধরিতে পারে নাই; আমিও সাত বৎসর চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই; আজ কিন্তু এই ময়ূরীর জন্য কামাতুর হইয়াছে বলিয়া এ রক্ষামন্ত্র পাঠ করিতে পারে নাই; কাজেই আসিয়া পাশবদ্ধ হইয়াছে এবং অধঃশিরে ঝুলিতেছে। হায়, আমি এইরূপে এক শীলসম্পন্ন সত্ত্বকে দুঃখ দিলাম! এরূপ পুণ্যাত্মাকে পুরস্কারলাভের আশায় অন্যের হস্তে সমর্পণ করা অবিধেয়। রাজা আমাকে পুরস্কার দিবেন বটে, কিন্তু তাহাতে আমার প্রয়োজন নাই। আমি ইহাকে ছাড়িয়া দিব।' সে আবার ভাবিল, 'এই ময়ূর বলিষ্ঠ—এ হস্তীর ন্যায় বলবান্; আমি ইহার নিকটে গেলে মনে করিবে, আমাকে মারিতে আসিয়াছে।' তখন মরণভয়ে পাশ ছিঁড়িবার জন্য চেষ্টা করিলে ইহার পদ বা পক্ষ ভাঙ্গিতে পারে। অতএব ইহার নিকটে না গিয়া কোন প্রচ্ছন্ন স্থানে থাকিয়া শরনিক্ষেপপূর্ব্বক ইহার পাশ ছেদন করিব; তখন এ নিজের ইচ্ছামত উড়িয়া যাইতে পারিবে। ইহা স্থির করিয়া ব্যাধ প্রচ্ছন্ন স্থানে থাকিয়া ধনুকে ছিলা পরাইল এবং শরসন্ধান করিয়া জ্যা আকর্ষণ করিল।

এদিকে বোধিসত্ত্ব ভাবিতেছিলেন, 'এই ব্যাধ আমাকে কামাতুর করিয়াছে। আমি পাশে বদ্ধ হইয়াছি জানিলে এ কিছু নিশ্চেষ্ট থাকিবে না। লোকটা এখন কোথায় আছে?' তিনি ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, ব্যাধ ধনুকে শর যোজন করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তখন তাঁহার মনে হইল, ব্যাধ বোধ হয় তাঁহাকে মারিয়া লইয়া যাইবে। এই বিশ্বাসে তিনি মরণভয়ে ভীত হইয়া প্রথম গাথায় নিজের প্রাণভিক্ষা করিলেন :—

> ১। ধন হেতু যদি তুমি ধরেছ আমায়, না মারিয়া ধর ভাই, জীবিতাবস্থায়।
> চল মোরে লয়ে তুমি নিকটে রাজার; জানি, সেথা পাবে তুমি বহু পুরস্কার।

ইহা শুনিয়া ব্যাধ ভাবিল, 'ময়ূররাজ বোধ হয় মনে করিয়াছেন, আমি তাঁহার প্রাণবধের জন্য শর সন্ধান করিয়াছি। ইহাকে আশ্বাস দেওয়া যাউক।' সে তাঁহাকে আশ্বাসদিবার জন্য দ্বিতীয় গাথা বলিল :—

> ২। করি নাই আজ তব বধিবারে প্রাণ এই চাপবরে আমি শরের সন্ধান।
> শরাঘাতে পাশ তব করিব ছেদন; যথা ইচ্ছা, শিখিরাজ, করিবে গমন।

তখন বোধিসত্ত্ব দুইটী গাথা বলিলেন :—

> ৩। সপ্তবর্ষ দিবারাত্র, ক্ষুৎপিপাসা সহ্য করি
> ভ্রমিলে এ বনে, ব্যাধ, তুমি মোরে অনুসরি;

এবে পাশে বদ্ধ আমি তবু বল, কি কারণ
করিবে এখন এই পাশ হতে বিমোচন?
৪। প্রাণিহত্যা হ'তে আর হইয়াছ কি বিরত?
অভয় তোমার ঠাঁই পেল আজি প্রাণী যত?
কেন না—আবদ্ধ আমি— তবু তুমি দয়াবশে
করিয়াছ ইচ্ছা মোরে দিবে মুক্তি ছেদি পাশে।

ইহার পর তিনটী গাথায় উভয়ের উত্তর প্রত্যুত্তর প্রদত্ত হইল:—

৫। "প্রাণিহত্যা হ'তে কেহ হইলে বিরত
সর্ব্বভূতে দান কেহ করিলে অভয়,
বল, শিখিরাজ, হ'লে পরলোকগত,
কি সুফল করি লাভ সুখী সেই হয়?"

৬। "প্রাণি-হত্যা যে জন করেছে পরিহার,
সর্ব্বভূতে অভয় যে করিয়াছে দান,
ইহলোকে করে সবে যশ তার গান,
দেহান্তে নিশ্চিত ঘটে স্বর্গপ্রাপ্তি তার।"

৭। 'অনেকের মুখে আমি শুনিবারে পাই, দেবতা কল্পনামাত্র,—পরলোক নাই;
জীবের যা' কিছু সুখ, ইহলোকে ঘটে; পাপপুণ্যফল সব হেথাই প্রকটে,
করি দান, ফলে তার হবে স্বর্গলাভ, একথা কেবল না কি মূর্খের প্রলাপ:—
শ্রমণ ব্রাহ্মণে যদি বলে হেন কথা হইতে কি পারে কভু তাহার অন্যথা?
এ উচ্ছেদবাদে [illegible] বর্জ্জন।"

ইহা শুনিয়া মহাসত্ত্ব স্থির করিলেন, পরলোক যে আছে, ব্যাধকে এ কথা বলিতে হইবে। তিনি পাশদণ্ডে অধঃশির হইয়া প্রলম্বিত অবস্থাতেই বলিলেন

৮। রবি শশী কি সুন্দর! উজ্জ্বল প্রভায় অন্তরীক্ষপথে দেখ আসে আর যায়,
আছে কি এখানে তারা? কিংবা লোকান্তরে? এ সম্বন্ধে, বল, লোকে কি বিশ্বাস করে?

ব্যাধ বলিল,

৯। "রবি শশী সুদর্শন উজ্জ্বল প্রভায় অন্তরীক্ষ পথে দেখি আসে আর যায়,
লোকান্তরবাসী তারা, প্রত্যক্ষ দেবতা, মানুষের মুখে হেথা শুনি এই কথা।

তখন মহাসত্ত্ব বলিলেন,—

১০। তবেই ত নিরুত্তর নাস্তিক তোমার। কর্ম্মের হেতুত্ব যারা করে অস্বীকার;
পাপপুণ্যফল শুধু ইহলোকে হয়, একথা বলিয়া যারা লোকেরে ভুলায়;
মূর্খেরাই দানশীল, এ শিক্ষা যাহারা দেয়, ব্যাধ, জেন তুমি মিথ্যাবাদী তারা।

মহাসত্ত্ব যখন এইরূপ বলিতেছিলেন, তখন ব্যাধ চিন্তা করিতেছিল। অনন্তর সে দুইটী গাথা বলিল:—

১১। বলিলে যা', শিখী তুমি, সত্য তা' নিশ্চয়; দান যে নিষ্ফল, ইহা বলা নাহি যায়।
শুধু ইহলোকে ঘটে পাপপুণ্যফল, ইহাই বা কি প্রকারে বলা যায়, বল?
দানধর্ম্মবলে লোকে করে স্বর্গলাভ, এ নয় কেবল মূর্খ জনের প্রলাপ।
১২। কি রূপে, কি করি, পালি কি রূপ আচার কি তপস্যাগুণে, কারে সেবিয়া আমার
না হবে নরকপ্রাপ্তি, দেহ পরিহরি যাব যবে, শিখিরাজ? বল দয়া করি।

ইহা শুনিয়া মহাসত্ত্ব ভাবিলেন 'আমি যদি এই প্রশ্নের উত্তর দেই, তবে নরলোক

তুচ্ছ প্রতীয়মান হইবে। পৃথিবীতে যে ধার্ম্মিক শ্রমণ ব্রাহ্মণ আছেন, ইহাকে সেই কথা বলা যাউক। ইহা স্থির করিয়া তিনি দুইটী গাথা বলিলেন :—

১৩। পৃথিবীতে আছে হেন যে সব শ্রমণ, অনাগারী, পরিহিতকাষায়বসন,
প্রাতে করে পিণ্ডচর্য্যা যথাকালে যারা, কভু না বিকালে, জেন সাধু ভিক্ষু তারা।

১৪। যথাকালে তাহাদের গিয়া সন্নিধান
যে তোমার মনোমত, জিজ্ঞাসিও তা'রে,
হৃষ্টমনে বুঝায়ে সে দিবে যথাজ্ঞান
ইহকাল-পরকালরহস্য তোমারে।

অনন্তর তিনি ব্যাধকে নরকের ভয় দেখাইয়া তর্জ্জন করিতে লাগিলেন। এই ব্যাধ প্রত্যেকবোধিসত্ত্ব ছিল, যেমন পরিণত পদ্মকোরক প্রস্ফুটিত হইবার জন্য সৌরকরস্পর্শ প্রতীক্ষা করিয়া থাকে, এই ব্যক্তিও সেইরূপ জ্ঞানের পরিণতিপ্রতীক্ষায় বিচরণ করিতেছিল। সে যেখানে দাঁড়াইয়া মহাসত্ত্বের ধর্ম্মকথা শুনিতেছিল, সেই খানেই সংস্কারতত্ত্ব বুঝিতে পারিল, সংস্কারসমূহের লক্ষণত্রয় (অনিত্যতা, দুঃখ ও অনাত্ম্য অর্থাৎ অসারতা) উপলব্ধি করিল এবং প্রত্যেকবোধি প্রাপ্ত হইল। ব্যাধের প্রত্যেকবোধি-লাভ এবং মহাসত্ত্বের পাশমুক্তি এক সময়েই সম্পাদিত হইল। প্রত্যেকবুদ্ধ সর্ব্বক্লেশ প্রদলনপূর্ব্বক জন্মের শেষ সীমায় উপনীত হইয়া * এই উদান গান করিলেন :—

১৫। সর্প যথা জীর্ণ ত্বক্ করে পরিহার,
বিটপী বসন্তাগমে পাণ্ডুপত্র যথা,
ব্যাধভাব সেইরূপ ত্যজিনু আমার ;
[illegible]

এই উদান গান করিবার পর প্রত্যেকবুদ্ধ ভাবিলেন, 'আমি ত সর্ব্ববিধ ক্লেশবন্ধন হইতে মুক্ত হইলাম। গৃহে যে আমি বহু পক্ষী বন্ধন করিয়া রাখিয়াছি, তাহাদিগকে কিরূপে মুক্তি দেওয়া যায়?' তিনি মহাসত্ত্বকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ময়ূররাজ, আমার গৃহে বহু পক্ষী আবদ্ধ রহিয়াছে; তাহাদিগকে কিরূপে মুক্তি দিব বলুন ত?" সর্ব্বজ্ঞ বোধিসত্ত্বেরা প্রত্যেকবুদ্ধদিগের অপেক্ষা অধিকতর উপায়প্রয়োগকুশল। সেই কারণে মহাসত্ত্ব বলিলেন, 'তুমি যে পথে রিপু প্রদলনপূর্ব্বক প্রত্যেকবোধিসম্পন্ন হইলে, তাহাই অবলম্বন করিয়া সত্যক্রিয়া কর; তাহা করিলে সমস্ত জম্বুদ্বীপে কোন প্রাণীই আবদ্ধ অবস্থায় থাকিবে না।" বোধিসত্ত্ব এইরূপে দ্বার উদ্ঘাটন করিলেন, প্রত্যেকবুদ্ধ তাহাতেই প্রবেশপূর্ব্বক সত্যক্রিয়া করিলেন এবং এই গাথা বলিলেন :—

১৬। আছে মম গৃহে বদ্ধ পক্ষী শত শত, একটীও তাহাদের না হইবে হত।
দিনু মুক্তি তা' সবায়, কাননে আবার প্রবেশি লভুক তারা আনন্দ অপার।

প্রত্যেকবুদ্ধ যেমন সত্যক্রিয়া করিলেন, অমনি সমস্ত পক্ষী পাশমুক্ত হইয়া আনন্দধ্বনি করিতে করিতে স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেল। তখনি সমস্ত জম্বুদ্বীপে কাহারও গৃহে বিড়ালাদি কোন প্রাণীই আবদ্ধ অবস্থায় রহিল না। অতঃপর প্রত্যেকবুদ্ধ হাত তুলিয়া নিজের মাথায় বুলাইতে লাগিলেন; অমনি তাঁহার গৃহিচিহ্ন অন্তর্হিত হইল; তাঁহার দেহে প্রব্রাজকচিহ্ন আবির্ভূত হইল। তিনি ষষ্টিবর্ষবয়স্ক প্রব্রাজকোচিত-বেশী অষ্টপরিষ্কারধারী স্থবিরের

* অর্থাৎ এই জন্মের পরেই তাহার নির্ব্বাণপ্রাপ্তি ঘটিবে।

আকার প্রাপ্ত হইলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে ময়ূররাজকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক আকাশে উৎপতন করিয়া নন্দমূলগুহায় চলিয়া গেলেন। ময়ূররাজও পাশযষ্টির অগ্রভাগ হইতে উড্ডয়ন করিয়া কিয়ৎক্ষণ চরিবার পর স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

ব্যাধ সাত বৎসর পাশহস্তে বিচরণ করিয়া অবশেষে ময়ূররাজের দয়ায় দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিল। এই বিষয় সুন্দর রূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা শেষ গাথাটি বলিলেন :—

১৭। পাশহস্তে করে ব্যাধ বনে বিচরণ
বশবী ময়ূররাজে করিতে বন্ধন।
ধরি তারে দিল ছাড়ি, দুঃখ হতে ত্রাণ
অমনি লভিল নিজে; আমি যথা ত্রাণ
লভিয়া, করিল ভববন্ধন ছেদন,
আমি যথা দুঃখমুক্ত হয়েছি এখন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইলেন। সমবধান—তখন আমি ছিলাম সেই ময়ূররাজ।]

৪৯২—তক্ষকশূকর-জাতক।*

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে দুইজন বৃদ্ধ স্থবিরকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন মহাকোশল যখন বিম্বিসারের সহিত কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন, তখন না কি কন্যার স্নানাগারের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ কাশীগ্রাম দান করিয়াছিলেন। অজাতশত্রু পিতৃহত্যা করিলে প্রসেনজিৎ ঐ গ্রাম কাড়িয়া লইয়াছিলেন। তজ্জন্য উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ ঘটে এবং প্রথমে অজাতশত্রুই জয় লাভ করেন। কোশলরাজ পরাজিত হইয়া অমাত্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি উপায়ে অজাতশত্রুকে বন্দী করা যায়?" অমাত্যেরা উত্তর দিলেন, "মহারাজ, ভিক্ষুরা, শুনিয়াছি, মন্ত্রকুশল। আপনি চর পাঠাইয়া, ভিক্ষুরা বিহারে এ সম্বন্ধে কি বলেন, তাহা জানিলে ভাল হয়।" রাজা তাঁহাদের এই প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া চর পাঠাইবার কালে বলিয়া দিলেন "তোমরা বিহারে গিয়া অন্তরালে থাকিবে এবং ভদন্তেরা কি বলেন তাহা জানিবে।"

তখন বহু রাজপুরুষ জেতবনে গিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে দুইজন বৃদ্ধ স্থবির জেতবনের প্রত্যন্তে পর্ণশালা নির্ম্মাণপূর্ব্বক সেখানে বাস করিতেন :—তাঁহাদের এক জনের নাম স্থবির ধনুর্গ্রহ তিষ্য; আর একজনের নাম স্থবির মন্ত্রিদত্ত। সে দিন তাঁহারা সমস্ত রাত্রি নিদ্রা গিয়া প্রত্যূষ সময়ে জাগিয়াছিলেন। ধনুর্গ্রহ তিষ্য আগুন জ্বালিয়া ভদন্ত দত্তস্থবিরকে ডাকিলেন। দত্তস্থবির জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বলিতেছেন ভদন্ত?" "আপনি ঘুমাইতেছেন কি?" "আমি এখন ঘুমাইতেছি না, কি করিতে হইবে বলুন।" "দেখুন, ভদন্ত, আমাদের এই কোশলরাজ অতি জড়বুদ্ধি, তিনি কেবল চাটি † চাটি খাদ্য উদরস্থ করিতে জানেন।" এরূপ বলিবার কারণ কি ভদন্ত?" "অজাতশত্রু তাঁহার উদরজাত কৃমিবৎ হেয়; অথচ এই অজাতশত্রুই তাঁহাকে পরাজিত করিল।" "এখন তাঁহার কি করা কর্ত্তব্য?" "ভদন্ত দত্তস্থবির, শকটব্যূহ, চক্রব্যূহ ও পদ্মব্যূহ, এই ত্রিবিধ ব্যূহরচনাভেদে যুদ্ধও ত্রিবিধ। অজাতশত্রুকে বন্দী করিতে হইলে শকটব্যূহ রচনা করিতে হইবে। কোশলরাজ অমুক পর্ব্বতের স্কন্ধে নিজের উভয়পার্শ্বে শৌর্য্যসম্পন্ন যোদ্ধাদিগকে স্থাপন করুন, এবং বলপূর্ব্বক সম্মুখ দিকে অগ্রসর হউন। যখন বুঝিবেন যে, তিনি অজাতশত্রুর কটকে প্রবেশ করিয়াছেন, তখন ভীষণ নিনাদ করিতে করিতে ধাবিত হইবেন। মাছ ফাঁদে পড়িলে লোকে যেমন তাহাকে মুষ্টির মধ্যে ধরিয়া ফেলে, এই উপায়ে তিনিও অজাতশত্রুকে সেইরূপে ধরিতে পারিবেন।' কোশলরাজ যে সকল চর পাঠাইয়াছিলেন, তাহারা এই কথাবার্ত্তা শুনিতে পাইল এবং তাঁহাকে গিয়া জানাইল। প্রসেনজিৎ মহতী সেনা লইয়া যাত্রা করিলেন, উক্ত কৌশল প্রয়োগ করিয়া অজাতশত্রুকে বন্দী করিলেন এবং তাঁহাকে কয়েকদিন শৃঙ্খলাবদ্ধ রাখিয়া কষ্ট দিলেন। ‡ ইহার

---

* দ্বিতীয় খণ্ডের বর্দ্ধকিশূকর-জাতক (২৮৩) দ্রষ্টব্য। উপাখ্যানাংশে উভয় জাতকই এক।

† চাটি বা চাড়ি, নাদা।

‡ পাঠ 'নিম্মদ্দনং' ; পাঠান্তর 'নিম্মথং।' ইহার অর্থ হইবে—তাঁহার দর্প চূর্ণ করিলেন।

পর "তিনি আর কখনও এরূপ করিওনা" বলিয়া অজাতশত্রুকে বন্ধনমুক্ত করিলেন এবং তাঁহার সান্ত্বনার জন্য বজ্রকুমারীনাম্নী নিজের কন্যাকে তাঁহার হস্তে সম্প্রদানপূর্ব্বক বহুদাসদাসীসহ সমাদরে বিদায় দিলেন।

হবির ধনুগ্রহতিষ্য যে সঙ্কেত বলিয়াছিলেন, তাহা অবলম্বন করিয়াই কোশলরাজ অজাতশত্রুকে বন্দী করিয়াছিলেন, ভিক্ষুদিগের মধ্যে এইরূপ কথোপকথন চলিতে লাগিল। ধর্ম্মসভাতেও তৎসম্বন্ধে একদিন আলোচনা হইল। শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া ইহা জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও ধনুগ্রহতিষ্য যুদ্ধসংক্রান্ত ব্যাপারে সুনিপুণ ছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীতকথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসী নগরের দ্বারগ্রামবাসী কোন সূত্রধর কাষ্ঠ আহরণ করিবার জন্য বনে গিয়া দেখিতে পাইয়াছিল যে, একটা শূকরশাবক গর্ত্তে পড়িয়া গিয়াছে। সে উহাকে নিজের গৃহে লইয়া গেল এবং উহাকে 'তচ্ছক শূকর' এই নাম দিয়া পুষিতে লাগিল। শূকরশাবক এই সূত্রধরের বহু উপকার করিত; সে তুণ্ড দ্বারা গাছ উল্টাইয়া দিত, সে দাঁতে কালো সুতা বান্ধিয়া উহা টানিয়া লইয়া যাইত, মুখে করিয়া বাসী, বাটালি, মুগুর প্রভৃতি আনিয়া দিত।

শূকরশাবক ক্রমে বড় হইয়া মহাবল ও মহাকায় হইল। সূত্রধর তাহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিত। সে ভাবিল 'এই শূকর এখানে থাকিলে, না জানি, কখন কে ইহার প্রাণ বধ করিবে।' এই জন্য সে তাহাকে লইয়া বনে ছাড়িয়া দিল। শূকরশাবক মনে করিল, 'আমি এই বনে একাকী বাস করিতে পারিব না; আমার জ্ঞাতিগণকে অনুসন্ধান করা যাউক, আমি জ্ঞাতিগণপরিবৃত হইয়া বাস করিব।' ইহা স্থির করিয়া সে বনে বনে শূকর খুঁজিতে খুঁজিতে একস্থানে বহু শূকর দেখিতে পাইল এবং পরম সন্তোষ লাভ করিয়া তিনটী গাথা বলিল :—

১। পর্ব্বতে, অরণ্যে কত বিচরিনু জ্ঞাতিগণে করি অন্বেষণ;
লভি সেই জ্ঞাতিগণে ধন্য আমি; হ'ল আজি সার্থক জীবন।
২। আছে হেথা সুপ্রচুর ফলমূল, শূকরের আর খাদ্য যত;
রম্য গিরিনদীগণ, করি বাস এই স্থানে সুখ পাব কত!
৩। জ্ঞাতিগণসহ হেথা করিব বসতি আমি নিরুদ্বেগচিতে,
নির্ভয়ে, নিঃশঙ্কমনে; শোকতাপ আর কভু হবে না ভুঞ্জিতে।*

তাহার কথা শুনিয়া শূকরেরা চতুর্থ গাথা বলিল :—

৪। অন্যত্র আশ্রয় খোঁজ; শত্রু তব আছে হেথা অতি দুরাচার,
আসি সে তচ্ছক, করে বাছি বাছি বড় বড় শূকর সংহার।

(ইহার পরবর্ত্তী চারিটী গাথা তচ্ছক শূকরের ও অন্য সকল শূকরের প্রশ্নোত্তর)

৫। "শত্রু কে মোদের হেথা? একসঙ্গে মিলি যদি থাকে জ্ঞাতিগণ,
অজেয় তাহারা, তবু বিনাশ তাদের, বল, করে কোন্ জন?"
৬। "ঊর্দ্ধ হতে অধোদিকে বিচিত্র রোমের রাজি দেহে আছে তার;
মৃগরাজ, মহাবল, দংষ্ট্রায়ুধ, তীক্ষ্ণনখ সেই দুরাচার।
আসি সে, তচ্ছক, করে, বাছি বাছি, বড় বড় শূকর সংহার।"
৭। "নাই কি শরীরে বল? নাই কি হে বহুদশন দন্ত আমাদের?
একসঙ্গে মিলে সবে করিব দমন মোরা সেই পামরের।"

---

* চক্রবাক-জাতকেও (৪৫১) এই গাথার শেষার্দ্ধ দেখা যায়।

৮। "মনোহর বাক্য তব শুনিয়া জুড়াল কাণ, যদি পলায়ন
করিবে শূকর কোন, আমরাই শেষে তার বধিব জীবন।"

তক্ষক শূকর সকল শূকরকে একচিত্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাঘ্র কখন আসিবে?" অন্য শূকরেরা উত্তর দিল, "আজ সকাল বেলা একটা লইয়া গিয়াছে; কাল সকালবেলা, বোধ হয়, আবার আসিবে।" তক্ষক শূকর যুদ্ধকুশল ছিল; কোন্ স্থানে থাকিলে জয়লাভ করা যাইতে পারে, তাহা সে জানিত। সে একটী সুবিধাকর ভূভাগ দেখিতে পাইয়া রাত্রিকালেই শূকরদিগকে আহার করাইল এবং পরদিন অতি প্রত্যূষ সময় হইতে তাহাদিগকে বুঝাইতে লাগিল, শকটাদিব্যূহরচনাভেদে যুদ্ধ তিন প্রকার। অনন্তর সে পদ্মব্যূহ রচনা করিল। যে সকল শূকরশাবক মাতৃস্তন্য পান করিত, সে তাহাদিগকে ঐ ব্যূহের মধ্যভাগে রাখিয়া দিল; তাহাদের প্রসূতিরা তাহাদিগকে বেষ্টন করিয়া রহিল; বন্ধ্যা শূকরীরা আবার প্রসূতিদিগের চতুর্দ্দিকে থাকিল। বন্ধ্যাদিগের বাহিরে থাকিল অপেক্ষাকৃত অধিকবয়স্ক শূকরশাবকগণ; তাহাদের বাহিরে তরুণ শূকরসমূহ—যাহাদের দন্ত কেবল উদ্গত হইয়াছে, তাহাদের বাহিরে বড় বড় দাঁতাল শূকর এবং সকলের বাহিরে বৃদ্ধশূকরগণ। ইহা ছাড়া সে কোথাও দশটী, কোথাও বিশটী, কোথাও ত্রিশটী করিয়া বাছা বাছা শূকরের গুল্ম রাখিয়া দিল, নিজের অবস্থানের জন্য একটী গর্ত্ত এবং ব্যাঘ্রের পতনার্থ একটী শূর্পাকার গর্ত্ত খনন করাইল এবং এই গর্ত্তদ্বয়ের মধ্যে নিজে দাঁড়াইবার জন্য একটা পীঠ প্রস্তুত করাইল। ইহার পর সে বলবান্ যুদ্ধক্ষম শূকরদিগকে লইয়া ইতস্ততঃ গিয়া শূকরদিগকে আশ্বাস দিতে লাগিল।

তক্ষক শূকর যতক্ষণ এই সকল কার্য্য করিয়াছিল, ততক্ষণে সূর্য্য উদিত হইল। ব্যাঘ্র এক ধূর্ত্ত জটিল তপস্বীর আশ্রমে থাকিত। সে বাহির হইয়া একটা শৈলশিখরে গিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে দেখিয়া শূকরেরা বলিল, "ভদন্ত, ঐ আমাদের শত্রু আসিয়াছে।" তক্ষক শূকর বলিল, "ভয় পাইও না; বাঘ যাহা করিবে, তোমরাও ঠিক ঠিক তাহাই করিও।" বাঘ গা-ঝাড়া দিল এবং যেন চলিয়া যাইতেছে এই ভাব দেখাইয়া প্রস্রাব করিল; শূকরেরাও তাহাই করিল। বাঘ শূকরদিগের দিকে তাকাইয়া মহাগর্জ্জন করিল; শূকরেরাও সেইরূপ করিল। শূকরদিগের কাণ্ড দেখিয়া বাঘ ভাবিল, 'এই শূকরগুলা ত আর পূর্ব্বের মত নাই; আজ ইহারা প্রতিশত্রু হইয়া গুল্মে গুল্মে অবস্থান করিতেছে; ইহাদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করিবার জন্য সেনানায়কও আছে, আজ উহাদিগের কাছে যাওয়া বুদ্ধির কাজ হইবে না।' সে এইরূপে মরণভয়ে ভীত হইয়া প্রতিবর্ত্তনপূর্ব্বক সেই কূটজটিলের নিকটে গেল। তাহাকে রিক্তমুখে ফিরিতে দেখিয়া কূট তপস্বী নবম গাথা বলিল:—

৯। প্রাণিহত্যা পরিত্যাগ করিয়াছ তুমি কি হে আজ?
অভয় করিলে দান সর্ব্বভূতে কিংবা, মৃগরাজ?
পেয়ে শূকরের দল রিক্তমুখে এলে কি কারণ?
নাই কি হে দন্তে বল। তাই বসি ভাবিছ এখন?

ইহার উত্তরে ব্যাঘ্র তিনটী গাথা বলিল:—

১০। দংশে না দশন আজ, দেহে নাই বল। একসঙ্গে মিশিয়াছে শূকর সকল।
দেখি এ নূতন কাণ্ড ভাবি বসি বনে, তারা বহু, আমি একা; যুঝিব কেমনে?
১১। দেখি মোরে ভয়ে যারা চৌদিকে ছুটিয়া স্ব স্ব বাসস্থানে পূর্ব্বে যেত পলাইয়া,
এবে তারা এক সঙ্গে করিয়াছে জোট, তাকাইয়া মোর পানে করে ঘোঁৎ ঘোঁৎ।
যুঝিতে এদের সঙ্গে সাধ্য মোর নাই; রিক্তমুখে হেথা আজ ফিরিলাম তাই।

১২। পেয়েছে ইহারা পরিনায়ক এখন, একবাক্যে আজ্ঞা তার করিছে পালন।
সবে মিলি পারে মোর জীবন বধিতে, চাই না শূকর-মাংস এখন খাইতে।

ইহা শুনিয়া কূট জটাধর বলিল,

১৩। একেশ্বর পুরন্দর করেন অসুর জয়,
একাকী শ্যেনের বীর্য্যে শতপক্ষিধ্বংস হয়;
একা ব্যাঘ্র করে বধ, দেখিলে হরিণ-দল,
বাছি বাছি বড় বড়; দেহে তার এত বল।

তখন ব্যাঘ্র বলিল,

১৪। জ্ঞাতিগণ একমনে মিলিত যদ্যপি সবে হয়,
ইন্দ্র, শ্যেন, ব্যাঘ্র,—কেহ তুল্যকক্ষ তাহাদের নয়।

জটিল তাহাকে উৎসাহ দিবার জন্য আবার দুইটী গাথা বলিল :—

১৫। "চটকাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিহঙ্গমগণ, একসঙ্গে বহু তারা করে বিচরণ;
উড়ে, বসে একসঙ্গে, আনন্দে কেমন। ভীত কি হইবে শ্যেন, বল, সে কারণ?
১৬। উড়িবার কালে পাখী একটী যেমন গণচ্যুত হয়, শ্যেন আসিয়া তখন
ছোঁ মারি ধরিয়া তারে নিজস্থানে যায়; বাঘেও শিকার করে ধরি এ উপায়।

দেখ, ব্যাঘ্ররাজ, তুমি নিজের বল জান না। ভয় কি? তোমাকে কেবল গর্জন করিয়া লম্ফ দিতে হইবে, তখন দুইটা শূকরও যে এক সঙ্গে থাকিবে, ইহা মনে হয় না।" জটিলের উৎসাহে ব্যাঘ্র তাহাই করিল।

এই ভাব প্রকটিত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :—

১৭। নয়নে লোলুপদৃষ্টি লোভী জটাধর এরূপে উৎসাহ ব্যাঘ্রে দিল বার বার।
ভাবে ব্যাঘ্র, পূর্ব্ববৎ জয়ী হব রণে, দংষ্ট্রায়ুধ আক্রমিল দংষ্ট্রায়ুধগণে।

ব্যাঘ্র ফিরিয়া কিয়ৎক্ষণ পর্ব্বততলে অবস্থিতি করিল। শূকরেরা তক্ষক শূকরকে বলিল, "স্বামীন্, সেই চোর আবার আসিয়াছে।" তক্ষক শূকর তাহাদিগকে 'ভয় নাই' বলিয়া আশ্বাস দিল এবং নিজে উঠিয়া গর্ত্তদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী সেই পীঠের উপর দাঁড়াইল। ব্যাঘ্র সবেগে তক্ষক শূকরের অভিমুখে লম্ফ দিল, তক্ষক নিজের দেহ বিপর্য্যস্ত করিয়া অধঃশিরে প্রথম গর্ত্তটীর মধ্যে পড়িল; বেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া ব্যাঘ্রটাও সেই শূর্পাকার গর্ত্তে অস্থিমাংসপুঞ্জবৎ পতিত হইল। তক্ষক শূকর অমনি সবেগে উত্থিত হইল, ব্যাঘ্রের ঊরুদেশে নিজের দন্ত প্রবেশ করাইল, তাহার হৃদয় পর্য্যন্ত বিদীর্ণ করিয়া মাংস খাইল, দংশনে তাহার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত করিল এবং তাহাকে গর্ত্তের বাহিরে ফেলিয়া দিয়া বলিল, "তোমরা এই দাস ব্যাটাকে ধর।" যে সকল শূকর প্রথমে ব্যাঘ্রটার কাছে যাইতে পারিল, তাহারা এক এক গ্রাস মাংস পাইল; যাহারা পশ্চাতে গেল, তাহারা বলিতে লাগিল, "হাঁ গা, বাঘের মাংস কেমন?"

তক্ষকশূকর গর্ত্ত হইতে বাহির হইয়া শূকরদিগের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক বলিল, "কেমন হে, তোমরা খুব খুসী হও নাই কি?" শূকরেরা বলিল, "স্বামীন্, ব্যাটাকে ত নিকাশ করিলেন, কিন্তু এই দাসীপুত্রের যে এক জন নায়ক আছে।" "কে সে?" "বাঘ সময় সময় যে মাংস লইয়া যাইত, সেই মাংসের খাদক এক কূট তপস্বী।" "তবে এস, সে

ব্যাটাকেও ধরা যাউক," ইহা বলিয়া তক্ষক শূকর তাহাদিগকে লইয়া লম্ফ দিতে দিতে চলিল।

এদিকে কূট তপস্বী ব্যাঘ্রের বিলম্ব দেখিয়া তাহার আগমনপথের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিল। সে শূকরদিগকে আসিতে দেখিয়া ভাবিল, "ইহারা বাঘটাকে মারিয়া, বোধ হয়, এখন আমাকে মারিতে আসিতেছে।" সে পলায়ন করিয়া এক উডুম্বর বৃক্ষে আরোহণ করিল। শূকরেরা বলিয়া উঠিল, "ভণ্ডব্যাটা একটা গাছে উঠিয়াছে।" "কোন্ গাছে?" "উডুম্বর গাছে।" "তবে চিন্তার কোন কারণ নাই। উহাকে এখনই ধরিতেছি।" ইহা বলিয়া তক্ষক তরুণ শূকরদিগকে ডাকিয়া ঐ বৃক্ষের মূল হইতে ধূলি মাটি খোঁড়াইয়া সরাইল, শূকরীদিগের দ্বারা মুখ পূর্ণ করাইয়া জল আনাইল, এইরূপে কিয়ৎক্ষণের মধ্যে গাছটার সমস্ত শিকড়গুলি বাহির হইল; দেখা গেল গাছটা ঐ শিকড়গুলির উপর সোজা ভাবে দাঁড়াইয়া আছে। তখন তক্ষক অবশিষ্ট শূকরদিগকে দূরে যাইতে বলিল, নিজে জানুর উপর ভর দিয়া বসিল এবং বৃক্ষটার মূলে দন্তাঘাত করিল। যেন উহাতে কেহ কুঠারাঘাত করিয়াছিল, এই ভাবে মূল ছিন্ন হইল, গাছটা উল্টিয়া পড়িয়া গেল। কূট তপস্বী ভূতলে পতিত হইবার কালেই শূকরেরা তাহার দেহ খণ্ড বিখণ্ড করিল এবং তাহার মাংস খাইয়া ফেলিল। এই বিস্ময়কর ব্যাপার দেখিয়া বৃক্ষদেবতা বলিলেন।

১৮। বনজ বিটপিগণ একসঙ্গে রহে, মহাবাত-বেগ তাই অনায়াসে সহে।
সেইরূপ জ্ঞাতিগণ থাকিলে মিলিত, অরাতির ভয়ে কভু নাহি হয় ভীত।
একতার গুণে, হের, শূকরসকল একাঘাতে বিনাশিল ব্যাঘ্র মহাবল।

ব্যাঘ্র ও তাপস, এই উভয়ের বধবৃত্তান্ত সুস্পষ্টরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা আর একটী গাথা বলিলেন:—

১৯। ব্রাহ্মণ, শার্দ্দূল আর, উভয়ের বধিয়া জীবন
মহানন্দে হৃষ্টচিত্তে শূকরেরা করিল গমন।

তক্ষক শূকর আবার জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাদের আর কোন শত্রু আছে কি?" শূকরেরা বলিল, "না, প্রভু, আমাদের আর কোন শত্রু নাই।" অনন্তর তাহারা তক্ষক শূকরকে অভিষিক্ত করিয়া আপনাদের রাজা করিবার উদ্দেশ্যে জল অন্বেষণ করিতে গেল। তাহারা জটিলের পানীয় শঙ্খ দেখিতে পাইল। উহা দক্ষিণাবর্ত্ত ছিল। তাহারা ঐ শঙ্খবর পূর্ণ করিয়া জল আনিয়া সেই উডুম্বর বৃক্ষের মূলেই তক্ষকের অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন করিল। তাহারা তক্ষকের মস্তকোপরি অভিষেকোদক ঢালিয়া দিল এবং একটী শূকরীরে তাহার অগ্রমহিষী করিল। রাজাদিগকে উডুম্বর কাষ্ঠের পীঠে বসাইয়া দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খের জলে অভিষেক করিবার যে প্রথা আছে, তাহা এই সময় হইতেই প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

এই ব্যাপার বর্ণনা করিবার কালে শাস্তা শেষ গাথাটী বলিলেন:—

২০। উডুম্বর বৃক্ষমূলে সমবেত হয় আসি সকল শূকরে;
"রাজা তুমি আমাদের," বলি তারা তক্ষকের অভিষেক করে।

[এই ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও ধনুগ্রহতিষ্য বুদ্ধি-কৌশলে সুনিপুণ ছিলেন।"

সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল সেই কূট জটিল, ধনুর্গ্রহতিষ্য ছিলেন তক্ষকশূকর এবং আমি ছিলাম সেই বৃক্ষদেবতা।]

৪৯৩—মহাবাণিজ-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে শ্রাবস্তীবাসী কতিপয় বণিক্‌কে উপলক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহারা না কি বাণিজ্যার্থ যাত্রা করিবার কালে শাস্তাকে মহাদান দিয়া ত্রিশরণে ও শীলসমূহে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং বলিয়াছিল, "ভদন্ত, আমরা সুস্থদেহে ফিরিতে পারিলে, আবার আসিয়া আপনার পায়ের ধূলা লইব।" অনন্তর তাহারা পঞ্চশত শকট লইয়া যাত্রা করিল এবং কিয়দ্দিন পরে এক কান্তারে প্রবেশ করিয়া পথ হারাইল। দিগ্‌ভ্রান্ত পথিকেরা তখন জলহীন, খাদ্যহীন অরণ্যে বিচরণ করিতে করিতে নাগপরিরক্ষিত একটা ন্যগ্রোধ বৃক্ষ দেখিতে পাইল। তাহারা গাড়ী খুলিয়া ঐ বৃক্ষের তলে উপবেশন করিল এবং উহার পত্র দেখিয়া মনে করিল, যে গুলি যেন জলসিক্ত হইয়াছে; শাখাগুলিও জলপূর্ণ বলিয়া প্রতীয়মান হইল। তাহারা ভাবিল, 'এই বৃক্ষের মধ্যে বোধ হয় জলসঞ্চার হইতেছে, ইহার পূর্ব্বদিকের একখানি শাখা ছেদন করিয়া দেখা যাউক, বোধ হয়, আমরা তাহা হইতে পানার্থ জল পাইব।' তখন একজন বৃক্ষে আরোহণপূর্ব্বক একটি শাখা ছেদন করিল; অমনি ছিন্ন স্থান হইতে তালস্কন্ধপ্রমাণ জলধারা নিঃসৃত হইল। বণিকেরা উহাতে স্নান করিল; জলপান করিয়া তৃষ্ণা মিটাইল এবং তাহার পর দক্ষিণ দিকের একটী শাখা ছেদন করিল। তখন নানাবিধ সুরস খাদ্য বাহির হইল। উহা ভোজন করিয়া তাহারা পশ্চিমদিকের একটী শাখা ছেদন করিল, সেখান হইতে সালঙ্কারা রমণীগণ নির্গত হইল। তাহাদের সহিত আমোদ প্রমোদ করিয়া বণিকেরা উত্তরদিকের একটী শাখা ছেদন করিল। সেখান হইতে সপ্তরত্ন বর্ষণ হইল। বণিকেরা ঐ সকল রত্নে পঞ্চশত শকট পূর্ণ করিয়া শ্রাবস্তীতে ফিরিল, রত্নরাশি রক্ষা করিয়া গন্ধমাল্যাদিহস্তে জেতবনে গমন করিল এবং শাস্তার বন্দনা ও অর্চ্চনা করিয়া একান্তে উপবিষ্ট হইয়া ধর্ম্মকথা শুনিল। পর দিন তাহারা মহাদান করিয়া বলিল, "ভদন্ত, যে বৃক্ষদেবতা আমাদিগকে ধন দিয়াছেন, এই দানের ফলপ্রাপ্তি তাঁহাকে অর্পণ করিব।" ইহা বলিয়া তাহারা সেই বৃক্ষদেবতাকে দানফল প্রদান করিল। আহারান্তে শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ বৃক্ষদেবতাকে তোমরা দানফল প্রদান করিলে?" বণিকেরা তখন তথাগতের নিকট সেই ন্যগ্রোধ বৃক্ষ হইতে ধনলাভবৃত্তান্ত বলিল। শাস্তা বলিলেন, "তোমরা মাত্রাজ্ঞ; তৃষ্ণার বশ হও নাই বলিয়া ধন লাভ করিয়াছ, পূর্ব্বে কিন্তু মাত্রানভিজ্ঞ তৃষ্ণাবশ ব্যক্তিরা ধন ও জীবন উভয়ই হারাইয়াছিল।" অনন্তর তাহাদের অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসী নগরের নিকটে এই কান্তার ও এই ন্যগ্রোধ বৃক্ষ ছিল। বণিকেরা দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া ঐ ন্যগ্রোধ বৃক্ষ দেখিতে পাইয়াছিল।

অনন্তর শাস্তা অভিসম্বুদ্ধ হইয়া এই গাথাগুলিতে পূর্ব্ব বৃত্তান্ত প্রকট করিলেন :—

১। নানা রাজ্য হতে আসি মিলিয়া বণিকগণ
নেতৃপদে এক জনে করিল বরণ
শকট পূরিয়া পণ্যে যায় সবে এক সঙ্গে
করিতে বাণিজ্য যাহা ধন আহরণ।

২। পশে সে কান্তারে তারা; অন্ন জল নাই সেথা,
কোন্ পথে যাবে তাহা বুঝিতে না পারে,
দেখিতে পাইল শেষে সুন্দর ন্যগ্রোধ এক,
সুশীতল ছায়া তার সন্তাপ নিবারে।

৩। পর্ণাচ্ছদ তলে তার বসিল বণিজগণ
পথশ্রান্তি ক্ষণকাল নিবারণতরে,
কিন্তু হায় মূর্খ তারা! মোহবশে পরস্পর
বসি সেথা এইরূপ বলা বলি করে:—

৪। "জলসিক্ত এই তরু, দেখি ভাই মনে লয়
হইতেছে মধ্যে এর জলের সঞ্চার,
কাটিয়া পূর্ব্বের শাখা দেখি মোরা পাই কি না
স্বাদুঃবারি, নিবারণ করিতে তৃষ্ণার।'

৫। কাটিল পূর্ব্বের শাখা, স্বচ্ছ অনাবিল জল
ধারাকারে সেথা হতে হইল নিঃসৃত,
সে জলে করিয়া স্নান, সে জল করিয়া পান
যত ইচ্ছা, বণিকেরা হল পুলকিত।

৬। কিন্তু, হায়, মূর্খ তারা! মোহবশে পরস্পর
এইরূপ বলা বলি করে পুনর্ব্বার:—
"এস, মোরা কাটি গিয়া দক্ষিণের শাখা এবে,
দেখা যাক লভি কিনা অন্য পুরস্কার।"

৭। কাটিল দক্ষিণ শাখা, অমনি নির্গত হ'ল
শালিতণ্ডুলের অন্ন, মাংস সুপ্রচুর,
খাদ্য, [illegible] বিবিধ পায়সান্ন,
মুগসূপ আদি আর দ্রব্য সুমধুর।

৮। দেখি এই সব দ্রব্য বণিকেরা হৃষ্টমনে
খাইল, করিল পান ইচ্ছা যত যার;
কিন্তু, হায়, মূর্খ তারা! মোহবশীভূত হয়ে
নূতন সঙ্কল্প এক করিল আবার।

৯। "পশ্চিমের শাখা এর চল, ভাই, কাটি এবে"
বলি তা'রা সেই শাখা করিল ছেদন,
অমনি সেখান হতে বাহির হইয়া এল
বিদ্যাধরীসমা সালঙ্কারা নারীগণ।

১০। আমৃষ্টকুণ্ডলা তারা, বিচিত্র বসন পরা,
শত শত নারী তেন দিল দরশন;
প্রত্যেক বণিকে পায় ভোগহেতু নারী এক,
নেতা পায় পঁচিশটী রমণীরতন।

১১। লয়ে এ রমনীগণ, ন্যগ্রোধে করি বেষ্টন
বণিকেরা করে কেলি শীতল ছায়ায়;
মনের উল্লাসে সবে, যতক্ষণ ছিল ইচ্ছা,
পূর্ণাহুতি দেয় তা'রা ভোগের তৃষ্ণায়।

১২। কিন্তু, হায়, মূর্খতারা! মোহবশে পরস্পর
এইরূপ বলা বলি করে পুনর্ব্বার:—
"চল, মোরা কাটি গিয়া উত্তরের শাখা এবে,
দেখা যা'ক পাই কিনা অন্য পুরস্কার।"

১৩। ছিন্ন হল সেই শাখা ; অমনি সেখান হতে
নিঃসরে বৈদূর্য্য, মুক্তা, রজত, কাঞ্চন ;
গালিচা কম্বল আদি * বহুমূল্য দ্রব্য কত
পড়িল যে তরুতলে, না যায় গণন।

১৪। পড়িল কাশিক বস্ত্র, উদ্রলোমজাত আর †
কম্বল পড়িল সেথা বহু স্তূপাকারে ;
দেখিয়া বণিকগণ বাঁধিতে লাগিল সবে
বোঝাই করিতে গাড়ী যে জন যা পারে।

১৫। কিন্তু, হায়, মূর্খ তারা। লোভবশে পরস্পর
বলা বলি এইরূপ করে আর বার :—
"এস, কাটি মূল এর ; কাটিলে সমূলে এরে
নিশ্চিত প্রভূত লাভ হবে সবাকার।"

১৬। শুনি এ দারুণ কথা সার্থবাহ পায় ব্যথা ;
উঠি কৃতাঞ্জলিপুটে বলিল সবায়,
"কল্যাণ ভাজন হও, তোমরা বণিক্‌গণ ;
কি দোষ করিল তরু বল ত আমায় ?

১৭। পূর্ব্বশাখা দিল স্বচ্ছ সলিল প্রচুর, দক্ষিণ করিল দান খাদ্য সুমধুর ;
পশ্চিম রমণী দিয়া তুষিল অন্তর ; সর্ব্বকাম্য বস্তু দান করিল উত্তর।
ন্যগ্রোধ কি অপরাধ করিয়াছে, বল ? সুখী হও, লভি সবে কল্যাণ সকল।

১৮। শোও, বসো যে তরুর শীতল ছায়ায়, শাখাচ্ছেদ তাহার কি উপযুক্ত হয় ?
এমন তরুর শাখা যে করে ছেদন, অকৃতজ্ঞ মিত্রদ্রোহী হয় সেই জন।"

১৯। সার্থবাহ একা, বণিকেরা বহু জন ; না মানিল কেহ আর তাহার বারণ।
লইল সকলে হস্তে নিশিত কুঠার ; আরম্ভিল বৃক্ষমূলে করিতে প্রহার।

বণিকেরা ছেদনের জন্য বৃক্ষমূলে গিয়াছে, দেখিয়াই নাগরাজ চিন্তা করিয়াছিলেন, 'ইহারা তৃষ্ণাতুর হইলে আমি জল দেওয়াইয়াছি, তাহার পর দিবাভোজন, শয়ন ও পরিচারিকা দিয়াছি ; শেষে পঞ্চশত শকট পূর্ণ করিয়া বহু রত্নও দিয়াছি, এখন ইহারা বলে কি না যে, আমার এই গাছটীকে সমূলে ছেদন করিবে ! ইহারা অতিলোভী ; এক সার্থবাহ বিনা অন্য সকলেই প্রাণদণ্ডার্হ।' ইহা ভাবিয়া তিনি, "এত জন বর্ম্মধারী যোদ্ধা, এত জন তীরন্দাজ, এত জন অসিচর্ম্মধর ছুটিয়া যাও" বলিয়া সেনা সমবেত করিলেন।

এই বৃত্তান্ত শাস্তা নিম্নলিখিত গাথায় আরও বিশদ করিলেন :—

২০। আসিল খাইশ নাগ পঁচিশটী, বর্ম্মাবৃত কায় ;
তিন শত তীরন্দাজ, অসিচর্ম্মধর শত ছয়।

অতঃপর নাগরাজ ভাক্ত গাথা :—

---

* মূলে 'কুত্তিযো পটিযানি চ' আছে। টীকাকার বলেন, "কুত্তিযো হত্থত্থরাদযো, পটিযানি উণ্ণাময় পচ্চত্থরণানি চেত কম্বলানি পি বদন্তি।" বোধ হয়, ইহাতে শাল বা তাহার মত অন্য কোন বহুমূল্য পশমী বস্ত্র বুঝিতে হইবে।

† মূলে "উদ্দিয়ানেচ কম্বলে" আছে। টীকাকার বলেন, 'উদ্দিযা নাম কম্বলা অত্থি।' কিন্তু ইহাতে দ্রব্যটী যে কি, তাহা বুঝা যায় না। "উদ্দিয়" শব্দটী সংস্কৃত উদ্র শব্দজ কি ? উদ্র বলিলে উদ্‌বিড়াল কিংবা তৎসদৃশ সূক্ষ্মলোমবিশিষ্ট জন্তু বুঝা যাইতে পারে।

২১। বাঞ্জ, যার দুষ্টগণে, ফিরি যেন নাহি যায় প্রাণ লয়ে কেহ,
সার্থবাহ বিনা আর কর অন্ত সবাকার ভস্মীভূত দেহ।

নাগগণ তাহাই করিল। অনন্তর তাহারা উত্তর শাখা হইতে পতিত কম্বলাদি পঞ্চশত শকটে স্থাপন করিয়া সার্থবাহকে সঙ্গে লইল, নিজেরাই সে সমস্ত বারাণসীতে লইয়া গেল, তাঁহার গৃহে সে গুলি রাখিয়া দিল এবং তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া নাগলোকে প্রত্যাবর্তন করিল।

অনন্তর শাস্তা উপদেশ দিবার জন্য দুইটী গাথা বলিলেন :—

২২। এ কারণ সুধীজন আত্মহিত লক্ষ্য করি
লোভবশীভূত যেন হয় না কখন;
করি লোভ সংবরণ চলুক সে অনুক্ষণ;
হবে না প্রফুল্ল তার অরাতির মন।

২৩। দুঃখের জননী তৃষ্ণা; দেখি তার হেন দোষ
বীততৃষ্ণ, অনাসক্ত হও, ভিক্ষুগণ,
হও ধ্যানপরায়ণ; পালিলে এ ভিক্ষুধর্ম্ম
নিশ্চয় করিবে ভববন্ধন ছেদন।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা বলিলেন, "উপাসকগণ, পূর্ব্বে লোভপরায়ণ বণিকেরা মহাবিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল, অতএব কাহারও লোভপরায়ণ হওয়া কর্ত্তব্য নহে।"

অনন্তর তিনি সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই বণিকেরা স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইল।

[সমবধান—তখন সারিপুত্র ছিলেন সেই নাগরাজ এবং আমি ছিলাম সেই সার্থবাহ।]

৪৯৪—স্বাধীন-জাতক।

[কতিপয় উপাসক পোষধব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে উপলক্ষ্য করিয়া শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি-কালে এই কথা বলিয়াছিলেন। শাস্তা বলিয়াছিলেন, "উপাসকগণ, প্রাচীন পণ্ডিতেরা স্বীয় পোষধকর্ম্মের বলে মানবদেহেই দেবলোকে গমনপূর্ব্বক সেখানে দীর্ঘকাল বাস করিয়াছিলেন।" অনন্তর উপাসকদিগের প্রার্থনায় তিনি সেই অতীত কথা বলিয়াছেন :—]

পুরাকালে মিথিলায় স্বাধীন-নামক এক ব্যক্তি যথাধর্ম্ম রাজত্ব করিতেন। তিনি চতুর্দ্বারে, নগরমধ্যে ও প্রাসাদদ্বারে ছয়টী দানশালা স্থাপন করিয়াছিলেন এবং এমন মহাদানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন যে, সমস্ত জম্বুদ্বীপে আর কৃষিদ্বারা ধান্যোৎপাদনের প্রয়োজন ছিল না। এই দানে তিনি প্রতিদিন ছয় লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিতেন। তিনি পঞ্চশীল রক্ষা করিতেন এবং পোষধ পালন করিতেন, রাষ্ট্রবাসীরাও তাঁহার উপদেশমত চলিয়া দানাদি পুণ্যানুষ্ঠান করিত এবং মৃত্যুর পর দেবলোকে জন্মলাভ করিত। ইহাতে দেবরাজের সুধর্ম্ম-নামক দেবসভা পরিপূর্ণ হইল। দেবপুত্রেরা সেখানে আসীন হইয়া দেবরাজের নিকট মিথিলারাজের শীলাচারাদি গুণ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তাহা শুনিয়া অন্য দেবতারা মিথিলারাজকে দেখিবার ইচ্ছা করিলেন। দেবরাজ শক্র তাঁহাদের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা স্বাধীন রাজাকে দেখিতে চাও কি?" তাঁহারা উত্তর দিলেন, "হাঁ, দেবরাজ।"

"তখন শক্র মাতলিকে আজ্ঞা দিলেন, "যাও, বৈজয়ন্ত রথ যোজন করিয়া স্বাধীনকে এখানে আনয়ন কর।" মাতলি "যে আজ্ঞা" বলিয়া রথ যোজনপূর্ব্বক মিথিলা রাজ্যে উপস্থিত হইলেন।

সে দিন পূর্ণিমা তিথি। লোকে সায়মাশ সমাপনপূর্ব্বক আরামের জন্য স্ব স্ব দ্বারদেশে বসিয়া আছে, এমন সময়ে মাতলি চন্দ্রমণ্ডলের সঙ্গে সঙ্গে রথ চালাইতে লাগিলেন। লোকে প্রথমে মনে করিল, বুঝি দুইটী চন্দ্র উদিত হইয়াছে। কিন্তু যখন রথখানি চন্দ্রমণ্ডল অতিক্রম করিয়া আসিতে লাগিল, তখন তাহারা বলিল, "এত চন্দ্র নয়! এ রথ, ইহাতে এক জন দেবপুত্র আছেন বলিয়া মনে হয়। ইনি কাহার জন্য এই স্বপ্নকল্পিতবৎ সৈন্ধবযুক্ত দিব্য রথ আনয়ন করিতেছেন? বোধ হয়, আমাদের রাজার জন্যই; অন্যের জন্য নহে। আমাদের রাজা ধার্ম্মিক; তিনি ধর্ম্মরাজ।" ইহা বলিতে বলিতে তাহারা আনন্দে পুলকিত হইল এবং কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিত হইয়া প্রথম গাথা বলিল:—

১। অহো কি অদ্ভুত দৃশ্য! সর্ব্ব অঙ্গ আনন্দে শিহরে;
দিব্যরথ প্রাদুর্ভূত যশস্বী মিথিলারাজ তরে!

মাতলি রথখানি ভূতলের আরও নিকটে আনয়ন করিলেন; লোকে গন্ধমাল্যাদি দ্বারা পূজা করিতে লাগিল; মাতলি মিথিলা নগরী তিন বার প্রদক্ষিণ করিয়া রাজভবনের দ্বার-দেশে গিয়া রথ ফিরাইলেন এবং পশ্চিমদিকের বাতায়ন-দেহলীর নিকটে স্বর্গারোহণ-সজ্জায় অবস্থিত হইলেন। ঐ দিন রাজা দানশালাগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, কি নিয়মে দান করিতে হইবে, কর্ম্মচারীদিগকে তাহা বলিয়া দিয়াছিলেন এবং পোষধগ্রহণান্তে সমস্ত দিবাভাগ অতিবাহনপূর্ব্বক অমাত্যগণসহ অলঙ্কৃত প্রাসাদে পূর্ব্বদিকের বাতায়নাভিমুখে আসীন হইয়া ধর্ম্মযুক্ত কথোপকথন করিতেছিলেন। এই সময়ে মাতলি তাঁহাকে রথারোহণের জন্য অনুরোধ করিলেন এবং অনুরোধান্তে তাঁহাকে লইয়া প্রস্থান করিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদ করিবার জন্য শাস্তা নিম্নলিখিত গাথাগুলি বলিলেন:—

২। দেবপুত্র, ঋদ্ধিমান্, দেবেন্দ্রের সারথি মাতলি
করিলেন নিমন্ত্রণ বিদেহরাজেরে এই বলি:—

৩। "এই রথে আরোহণ কর তুমি, নৃপতিপ্রধান;
সেন্দ্র ত্রয়স্ত্রিংশ দেব দেখিতে তোমায় সবে চান।
স্মরেন তোমারে তাঁরা; রয়েছেন তব প্রতীক্ষায়
সমবেত হয়ে সবে মহেন্দ্রের সুধর্ম্ম-সভায়।"

৪। ফিরাইয়া মুখ ভূপ মাতলিরে করিলা দর্শন
সহস্র তুরঙ্গযুক্ত দেবরথে করে আরোহণ;
আরোহি সে দিব্যরথে দেবলোকে করিলা গমন।

৫। উপস্থিত দেখি তাঁরে দেবপুত্রগণ হৃষ্টমনে
করিলা অভিনন্দন সুমধুর স্বাগত-বচনে:—
"এস, হে রাজর্ষে, মোরা বড় সুখ পাইলাম আজ;
আসন গ্রহণ কর দেবেন্দ্রের পাশে, মহারাজ।"

৬। শক্র নিজে অভ্যর্থনা করিলেন মিথিলারাজের,
দিলেন আসন তাঁরে, আর যত সামগ্রী ভোগের।

৭। বলেন দেবেন্দ্র তাঁরে, "দেবলোকে তব আগমন
হয়েছে, রাজর্ষে, আজ সাতিশয় সুখের কারণ।
যত কাম্য বস্তু আছে, সমস্তই দেবের আয়ত্ত;
ত্রয়স্ত্রিংশ লোকে থাকি কর ভোগ দিব্য সুখ নিত্য।"

দেবরাজ শক্র দশসহস্র যোজনব্যাপী দেবনগর, সার্দ্ধ দ্বিকোটি অপ্সরা এবং বৈজয়ন্ত প্রাসাদ, ঠিক দুই সমান ভাগ করিয়া মিথিলারাজকে এক ভাগ দান করিলেন। এই দেবসম্পত্তি ভোগ করিতে করিতে রাজা সাধীন মনুষ্যগণনায় সপ্তশত বৎসর অতিবাহিত করিলেন। কিন্তু দেবলোকে এই ভাবে অবস্থিতি করিতে করিতে ক্রমে তিনি ক্ষীণপুণ্য হইলেন, তিনি দিব্য সুখে আর প্রীতি পাইলেন না। এই জন্য একদিন তিনি শক্রের সঙ্গে আলাপ করিবার কালে বলিলেন,

৮। স্বর্গে আমি এত দিন নৃত্যবাদ্যগীতে পরম আনন্দ আমি পাইতাম চিতে,
এবে কিন্তু এ সকলে হই না প্রসন্ন হইল কি আয়ুঃক্ষয়? মরণ আসন্ন?
অথবা কি মূঢ় আমি হয়েছি এখন? এ দশা, দেবেশ, মোর হল কি কারণ?

শক্র উত্তর দিলেন:—

৯। হয় নাই আয়ুঃক্ষয়; সুদূর মরণ তব,
হও নাই মূঢ় তুমি অথবা, বীরপুঙ্গব।
পুণ্য ও পরিত্রা * তব হয়েছে নিঃশেষ এবে,
সুফল তাহার আর কেমনে পাইবে তবে?

১০। তথাপি এখানে থাকি ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগৃহে
ভুঞ্জ মম অনুগ্রহে দিব্য সুখ অহরহ।

শক্রের অনুগ্রহ প্রত্যাখ্যান করিয়া মহাসত্ত্ব বলিলেন:—

১১। যাচ্ঞা লব্ধ যান, কিংবা যাচ্ঞা লব্ধ ধন—অপরের দত্ত সুখ তাহারই মতন।

১২। পরদত্ত সুখ আমি ভুঞ্জিতে না চাই; নিজকৃত পুণ্যফলে সুখ যেন পাই।
তাহাই প্রকৃত স্বত্ব, নিজস্ব আমার, পর অনুগ্রহ বিনা প্রাপ্তি ঘটে যার।

১৩। তাই আমি নরলোকে ফিরিয়া এখন করিব কুশলকর্ম্ম বহু সম্পাদন।
হইব সংযমী, দান্ত, দানশীল আর, সেই সুখী, হয় যেই হেন সদাচার।
করে না এমন কার্য্য সে যেন কখন, অনুতাপানলে দগ্ধ হয় যাতে মন।

রাজার কথা শুনিয়া শক্র মাতলিকে আজ্ঞা দিলেন, "যাও, রাজা সাধীনকে মিথিলায় লইয়া তত্রত্য উদ্যানে রাখিয়া আইস।" মাতলি তাহাই করিলেন। রাজা উদ্যানে পাদবিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া উদ্যানপাল পরিচয় লইল এবং নারদ রাজাকে গিয়া সংবাদ দিল। সাধীন আসিয়াছেন শুনিয়া নারদ উদ্যানপালকে বলিলেন, "তুমি অগ্রে গিয়া তাঁহার এবং আমার জন্য দুই খানি আসন সাজাইয়া রাখ।" উদ্যানপাল ফিরিয়া গিয়া তাহাই করিল। সাধীন জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাহার জন্য দুই খানি আসন সজ্জিত করিলে?" উদ্যানপাল উত্তর দিল, "এক খানি আপনার জন্য এবং একখানি আমাদের রাজার জন্য।" ইহা শুনিয়া সাধীন বলিলেন, "এমন কোন্ প্রাণী আছে যে, আমার সম্মুখে আসনে বসিতে পারে।" অনন্তর তিনি এক খানি আসনে উপবেশন করিয়া অপর

---

* পরিত্রা— (পালি 'পরিত্তা') যাহা রক্ষা করে অর্থাৎ অপায় বা বিপদ্ হইতে ত্রাণ করে।

খানির উপর পাদ স্থাপন করিলেন। এই সময়ে রাজা নারদ সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং স্বাধীনকে বন্দনা করিয়া এক পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। শুনা যায় যে, এই নারদ স্বাধীনের অধস্তন সপ্তম পুরুষ। তখন নাকি লোকের পরমায়ুঃ একশত বৎসর ছিল। মহাসত্ত্ব নিজপুণ্যবলেই এত কাল জীবন ধারণ করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি নারদের হাত ধরিয়া উদ্যানে বিচরণ করিতে করিতে তিনটী গাথা বলিলেন :—

১৪। এই কৃষিক্ষেত্র সব, এই জলনালি,
সুন্দর নির্গমপথ রয়েছে তাহায়
জল-নিঃসরণ তরে ; দুই পাশে তার
সবুজ তৃণের রাজি শোভে মনোহর।
এই স্রোতস্বতীগণ কুল কুল তানে
বহিতেছে, পূর্ব্বে তারা বহিত যেমন।

১৫। অতি রমণীয় এই পুষ্করিণী সব,
পদ্মোৎপলসমাচ্ছন্ন জল নিরমল।
চক্রবাক-মিথুনের মধুর কূজনে
সদা মুখরিত ; হের শোভে তটদেশে
মন্দার তরুর রাজি মনোহর বেশে।

১৬। সেই ক্ষেত্র, সেই স্থান, সেই উপবন,
সেই নদী, পুষ্করিণী রয়েছে সকলি ;
কিন্তু যারা পরিচিত আছিল আমার,
কোথা তারা? একজনও দেখিতে না পাই।
চিনে না আমায় কেহ এখানে এখন,
শূন্যবৎ চক্ষে সব, নারদ, আমার।

নারদ বলিলেন, "আপনি দেবলোকে প্রস্থান করিবার পর সপ্তশত বৎসর অতীত হইয়াছে ; আমি আপনার অধস্তন সপ্তম পুরুষ। আপনার সেবকগণ সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। এই আপনার কুলক্রমাগত রাজ্য ; আপনি ইহা ভোগ করুন।" ইহার উত্তরে স্বাধীন বলিলেন, "বৎস নারদ, আমি এখানে রাজ্যলাভের জন্য আসি নাই ; আমি এখন পুণ্যানুষ্ঠান করিব।

১৭। দেখিয়াছি কত আমি দেবতা-ভবন,
চতুর্দ্দিক্ উদ্ভাসিত প্রভায় যাহার,
যাপিয়াছি কত কাল দেবতা সমাজে,
দেখিয়াছি দেবরাজে বসিয়া সম্মুখে।

১৮। দেবলোকে দীর্ঘকাল যাপিয়াছি আমি,
দিব্যসুখ সর্ব্ববিধ করিয়াছি ভোগ।
সর্ব্বকামবস্তুযোগী ত্রয়স্ত্রিংশ দেব ;
তাঁহাদের সঙ্গে সুখ পেয়েছি প্রচুর।

১৯। দেখি এ সকল, ভুঞ্জি এ সকল সুখ,
ফিরিনু হেথায় পুণ্য উপার্জন তরে,
রহিব দেহের পাশে যতদিন দিন।
ইচ্ছা মোর নাই আর রাজত্ব করিতে।

২০। যে পথে চরিলে জীব দণ্ড নাহি পায়,
বুদ্ধ-প্রদর্শিত সেই সুপথে এখন
চরিতে সংকল্প মম—তথাগতগণ
সে পথে চরিয়া লাভ করেন নির্ব্বাণ।”

মহাসত্ত্ব নিজের সর্ব্বজ্ঞতা-বলে এই গাথা কয়েকটীতে সমস্ত সংক্ষেপে বলিলেন। তখন নারদ বলিলেন, “দেব, আপনি রাজ্য শাসন করুন।” স্বাধীন বলিলেন, “বৎস, রাজ্যে আমার প্রয়োজন নাই। এই সপ্তশত বৎসরে আমি যে দান করিতাম, এখন এক সপ্তাহের মধ্যে আমি তাহা দান করিতে ইচ্ছা করি।” নারদ বলিলেন, “ইহা অতি উত্তম সঙ্কল্প।” তিনি মহাসত্ত্বের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া মহাদানের আয়োজন করিলেন। স্বাধীন সপ্তাহ কাল দান করিয়া সপ্তম দিবসে দেহত্যাগপূর্ব্বক ত্রয়স্ত্রিংশ ভবনে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইলেন।

[ধর্ম্মদেশনান্তে শাস্তা বলিলেন, “পোষধব্রত এই রূপেই পালন করিতে হয়।” অতঃপর তিনি সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন; তাহা শুনিয়া উপাসকদিগের কেহ কেহ স্রোতাপত্তি-ফল, কেহ কেহ বা সকৃদাগামী ফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন নারদ রাজা, অনিরুদ্ধ ছিলেন শক্র এবং আমি ছিলাম স্বাধীন রাজা।]

৪৯৫—দশব্রাহ্মণ-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে অসদৃশ দানসম্বন্ধে * এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার সবিস্তর বৃত্তান্ত অষ্টনিপাতে সুচির-জাতকে † বলা হইয়াছে। শুনা যায়, এই দান করিবার কালে রাজা বুদ্ধপ্রমুখ এমন পঞ্চশত ভিক্ষু বাছিয়া লইয়াছিলেন, যাঁহাদের সর্ব্বতোভাবে পাপক্ষয় ‡ হইয়াছিল। তিনি কেবল তাঁহাদিগকেই দান দিয়াছিলেন। একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মশালায় এই দানের প্রশংসা কীর্ত্তন করিয়া বলিতেছিলেন, “দেখ ভাই, রাজা এই অসদৃশ দানের জন্য এমন ভাবে পাত্র নির্ব্বাচন করিয়াছেন যে, যাঁহাদিগকে দিলে দাতার মহাফল-প্রাপ্তি হইবে, কেবল তাঁহারাই দান পাইয়াছেন।” এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিয়া বলিলেন, “দেখ, আমার ন্যায় বুদ্ধের সেবক হইয়া কোশলরাজ যে পাত্রাপাত্র স্থির করিয়া দান করিবেন, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। যখন বুদ্ধের আবির্ভাব ঘটে নাই, তখনও প্রাচীন পণ্ডিতেরা ঔচিত্যানৌচিত্য-বিচারপূর্ব্বক দান করিতেন।” অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

পুরাকালে কুরুরাজ্যে ইন্দ্রপ্রস্থ নগরে যুধিষ্ঠির-গোত্রজ কোরব্য নামে এক রাজা রাজত্ব করিতেন। বিদুর-নামক এক ব্যক্তি তাঁহার ধর্ম্মার্থানুশাসক ছিলেন। কোরব্য এমন মহাদান করিতেন যে, তাহাতে সমস্ত জম্বুদ্বীপের অধিবাসী বিস্মিত হইয়াছিল।§ কিন্তু যাহারা এই দান লাভ করিয়া ভোগ করিত, তাহাদের মধ্যে এক ব্যক্তিও, অন্যকথা দূরে থাকুক, পঞ্চশীল পর্য্যন্ত পালন করিত না। তাহারা সকলেই দুঃশীল ছিল, কাজেই রাজা

---

* যে দানের তুলনা নাই অর্থাৎ যাহা অসাধারণ।

† এনামে কোন জাতক দেখা যায় না। আদীপ্ত-জাতকের (৪২৪) প্রত্যুৎপন্ন বস্তুতে ইহার উল্লেখ আছে, কিন্তু সেখানেও ইহা অতি সংক্ষেপেই বর্ণিত হইয়াছে। সবিস্তর বিবরণের জন্য মহাগোবিন্দ-সূত্রের অর্থকথা দ্রষ্টব্য।

‡ যাঁহারা মহাক্ষীণাস্রব ছিলেন অর্থাৎ যাঁহাদের কাম, জীবনাকাঙ্ক্ষা ও অবিদ্যা লোপ পাইয়াছিল।

§ আক্ষরিক অনুবাদ করিলে বলিতে হয় “বিক্ষুব্ধ” হইয়াছিল।

এত দান করিয়াও পরিতোষ লাভ করিতে পারিলেন না। অনন্তর তিনি ভাবিলেন, বিচারপূর্ব্বক দান করিলেই তাহা মহাফলপ্রদ হয়। যে সকল ব্যক্তি শীলবান্ তিনি তাঁহাদিগকেই দান করিবার অভিলাষী হইয়া বিদুর পণ্ডিতের সহিত মন্ত্রণা করিবার সঙ্কল্প করিলেন এবং বিদুর যখন তাঁহার সহিত দেখা করিতে গেলেন, তখন তাঁহাকে আসনে বসাইয়া প্রশ্ন করিলেন।

ইহা বিশদ করিবার জন্য শাস্তা অর্দ্ধগাথা বলিলেন, অবশিষ্ট গাথাগুলি রাজা ও বিদুরের বচন-প্রতিবচন।

১। বলিলেন বিদুরকে ধর্ম্মরাজ রাজা যুধিষ্ঠির,
"শীলবান্ শাস্ত্রাভিজ্ঞ কর খুঁজি ব্রাহ্মণ বাহির।
২। বীতকাম বিপ্রগণ অন্ন মম করুন ভোজন;
সুপাত্রে করিয়া দান মহাপুণ্য করিব অর্জ্জন।"
৩। "শীলবান্, শাস্ত্রাভিজ্ঞ, বীতকাম ব্রাহ্মণ দুর্লভ;
অন্নদানতরে, ভূপ, হেন পাত্র পাওয়া অসম্ভব।
৪। ব্রাহ্মণ, লক্ষণভেদে, দশবিধ করি দরশন;
একে একে পরিচয় সবাকার দিতেছি, রাজন্।
৫। শিকড়ে পূরিয়া থলি ঔষধের মোড়ক বাঁধিয়া,
স্নান করি, মন্ত্র পড়ি বাড়ী বাড়ী বেড়ায় ঘুরিয়া,
৬। বৈদ্য ব্যবসায়ী, তবু ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত।
জানি এ লক্ষণ, ভূপ, নিমন্ত্রণ করা কি বিহিত?

৭। "ইহারা ব্রাহ্মণ্যহীন, যোগ্য নয় পাইতে সম্মান,
শীলশাস্ত্রজ্ঞানযুত কর অন্য ব্রাহ্মণ সন্ধান।
বীতকাম বিপ্রগণ অন্ন মম করুন ভোজন,
সুপাত্রে করিয়া দান মহাপুণ্য করিব অর্জ্জন।"
"ধনীদের আগে আগে করতাল বাজাইয়া যায়,
রথশিরে পটু কেহ, * কেহ বা সংবাদ লয়ে ধায়;
১০। পরসেবা-রত, তবু ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত।
জানি এ লক্ষণ; ভূপ, নিমন্ত্রণ করা কি বিহিত?"
১১। "ইহারা ব্রাহ্মণ্যহীন, যোগ্য নয় পাইতে সম্মান,
শীলশাস্ত্রজ্ঞানযুত কর অন্য ব্রাহ্মণ সন্ধান।
১২। বীতকাম বিপ্রগণ অন্ন মম করুন ভোজন;
সুপাত্রে করিয়া দান মহাপুণ্য করিব অর্জ্জন।"
১৩। 'কমণ্ডলু, বকদণ্ড করে লয়ে নিগমে বা গ্রামে
রাজার পশ্চাতে ছুটে, ধর্ণা দেয় ধনীদের ধামে,
১৪। স্পর্দ্ধা করে, 'ছাড়ি, নাক ভিক্ষা না পাইলে কোন স্থান,
কি বা গ্রামে, কি বা বনে নড়ি মোরা সর্ব্বত্রই যান।'
করগ্রাহী রাজভৃত্য করাদায় না করি যেমন
ছাড়ে না, এরাও ঠিক সেই মত করয়ে পীড়ন।
অথচ ব্রাহ্মণ নামে সমাজে ইহারা পরিচিত।
জানি এ লক্ষণ, ভূপ নিমন্ত্রণ করা কি বিহিত?"

---

* [illegible] স্তুতি করিত ছিল।

১৫। "ইহারা ব্রাহ্মণ্যহীন, যোগ্য নয় পাইতে সম্মান ;
শীলশাস্ত্রজ্ঞানযুত কর অন্য ব্রাহ্মণ সন্ধান

১৬। বীতকাম বিপ্রগণ অন্ন মম করুন ভোজন ;
'সুপাত্রে করিয়া দান মহাপুণ্য করিব অর্জ্জন।"

১৭। ১৮। "হস্তে, পদে দীর্ঘ নখ, মুখ, আর কক্ষ রোমাবৃত,
মলে আচ্ছাদিত দন্ত, মস্তকটী ধূলি ধূসরিত ;
ধূলিভস্মে অঙ্গ মাখা— হঠাৎ দেখিলে মনে হয়,
যেন কোন কাঠুরিয়া কোথা হতে হইল উদয়।
অথচ সমাজে এরা ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত !
জানি এ লক্ষণ, ভূপ, নিমন্ত্রণ করা কি বিহিত ?"

১৯। "ইহারা ব্রাহ্মণ্যহীন, যোগ্য নয় পাইতে সম্মান,
শীলশাস্ত্রজ্ঞানযুত কর অন্য ব্রাহ্মণ সন্ধান ?

২০। বীতকাম বিপ্রগণ অন্ন মম করুন ভোজন ;
সুপাত্রে করিয়া দান মহাপুণ্য করিব অর্জ্জন।"

২১। "হরীতকি, আমলকি, আম, জাম, বহেড়া, লকুচ,
দাঁতন, বদরি, বেল, পিয়ালের ফল সুমধুর,

২২। ইক্ষুপুট, ধূমনেত্র,* পদ্মমধুমিশ্রিত অঞ্জন,
এরূপ বিবিধ পণ্য বেচি যারা করে অর্থার্জ্জন,

২৩। বণিক্‌সমান তারা, তবু বিপ্র নামে পরিচিত !
জানি এ লক্ষণ, ভূপ, নিমন্ত্রণ করা কি বিহিত ?"

২৪। "ইহারা ব্রাহ্মণ্যহীন, যোগ্য নয় পাইতে সম্মান,
শীলশাস্ত্রজ্ঞানযুত কর অন্য ব্রাহ্মণ সন্ধান।

২৫। বীতকাম বিপ্রগণ অন্ন মম করুন ভোজন ;
সুপাত্রে করিয়া দান মহাপুণ্য করিব অর্জ্জন।"

২৬। "কৃষি ও বাণিজ্য করে, ছাগমেষ অর্থ-হেতু পালে,
কন্যা বেচে, কন্যা কেনে তনয়ের বিবাহের কালে,—

২৭। বৈশ্য বা অম্বষ্ঠসম ; তবু বিপ্র নামে পরিচিত !
জানি এ লক্ষণ, ভূপ, নিমন্ত্রণ করা কি বিহিত ?"

২৮। "ইহারা ব্রাহ্মণ্যহীন, যোগ্য নয় পাইতে সম্মান,
শীলশাস্ত্রজ্ঞানযুত কর অন্য ব্রাহ্মণ সন্ধান।

২৯। বীতকাম বিপ্রগণ অন্ন মম করুন ভোজন ;
সুপাত্রে করিয়া দান মহাপুণ্য করিব অর্জ্জন।"

৩০। ৩১। গ্রাম্য পুরোহিত সাজি যজমানদত্ত ভোজ্য খায় ;
শুভক্ষণ নির্দ্ধারিতে কত লোক সদা আসে যায় ;
খাসী করে, দাগা দেয় গো মহিষে অর্থের কারণে ;
মহিষ, শূকর, ছাগ বধি মাংস বেচে সংগোপনে ;
গো-ঘাতক সম এরা, তবু বিপ্র নামে পরিচিত !
জানি এ লক্ষণ, ভূপ, নিমন্ত্রণ করা কি বিহিত ?"

৩২। "ইহারা ব্রাহ্মণ্যহীন, যোগ্য নয় পাইতে সম্মান ;
শীলশাস্ত্রজ্ঞানযুত কর অন্য ব্রাহ্মণ সন্ধান।

* 'ধূমনেত্র' এক প্রকার নালিকা। আগুনে ঔষধ নিক্ষেপ করিয়া শ্বাসের সহিত তাহার ধূম টানিয়া লইবার জন্য ইহা ব্যবহৃত হইত।

৩৩। বীতকাম বিপ্রগণ অন্ন মম করুন ভোজন,
সুপাত্রে করিয়া দান মহাপুণ্য করিব অর্জ্জন।"

৩৪। "অসিচর্ম্মশক্তি লয়ে বৈশ্যদের যাতায়াত পথে
সার্থবাহগণে যারা রক্ষা করে দস্যুহস্ত হতে;

৩৫। গোপ বা নিষাদসম— তবু বিপ্র নামে পরিচিত।
জানি এ লক্ষণ, ভূপ, নিমন্ত্রণ করা কি বিহিত?"

৩৬ "ইহারা ব্রাহ্মণ্যহীন, যোগ্য নয় পাইতে সম্মান,
শীলশাস্ত্রজ্ঞানযুত কর অন্য ব্রাহ্মণ সন্ধান।

৩৭। বীতকাম বিপ্রগণ অন্ন মম করুন ভোজন,
সুপাত্রে করিয়া দান মহাপুণ্য করিব অর্জ্জন।"

৩৮। অরণ্যে কুটীর বাঁধি, ফাঁদ পাতি করয়ে বন্ধন
শশক, বিড়াল, গোধা মৎস্য, কূর্ম্ম আদি জীবগণ,

৩৯। ব্যাধবৃত্তিধারী এরা, তবু বিপ্র নামে পরিচিত।
জানি এ লক্ষণ, ভূপ, নিমন্ত্রণ করা কি বিহিত?"

৪০। "ইহারা ব্রাহ্মণ্যহীন, যোগ্য নয় পাইতে সম্মান;
শীলশাস্ত্রজ্ঞানযুত কর অন্য ব্রাহ্মণ সন্ধান।

৪১। বীতকাম বিপ্রগণ অন্ন মম করুন ভোজন;
সুপাত্রে করিয়া দান মহাপুণ্য করিব অর্জ্জন।"

৪২। সোমযজ্ঞ-অন্তে যবে রত্নাসনে নরপতিগণ
তীর্থজল ঢালি দেহে করে নিজ পাপ প্রক্ষালন,
আসনের নিম্নে থাকে ধনলোভে কেহ সে সময়,

৪৩। নাপিতের বৃত্তি ইহা বিচারিয়া দেখ, মহাশয়,
তথাপি সমাজে সেই ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত।
জানি এ লক্ষণ, ভূপ, নিমন্ত্রণ করা কি বিহিত?"

৪৪। "ইহারা ব্রাহ্মণ্যহীন যোগ্য নয় পাইতে সম্মান;
শীলশাস্ত্রজ্ঞানযুত কর অন্য ব্রাহ্মণ সন্ধান।

৪৫। বীতকাম বিপ্রগণ অন্ন মম করুন ভোজন,
সুপাত্রে করিয়া দান মহাপুণ্য করিব অর্জ্জন।"

যাহারা কেবল সমাজের ব্যবহারানুসারে ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য, এইরূপে তাহাদের প্রকৃতি প্রদর্শন করিয়া, যাঁহারা প্রকৃতই ব্রাহ্মণপদবাচ্য, নিম্নের গাথাদ্বয়ে বিদুর তাঁহাদের চরিত্র বর্ণন করিলেন;—

৪৬। শীলবান্ শাস্ত্রবিজ্ঞ আছে, দেব, অনেক ব্রাহ্মণ
বীতকাম; যোগ্য যারা অন্ন তব করিতে ভোজন।

৪৭। একাহারী; সুরা তারা ভ্রমেও না পরশে কখন;
ঈদৃশ ব্রাহ্মণ, ভূপ, আনি্দ করিয়া নিমন্ত্রণ।

বিদুরের কথা শুনিয়া রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "সৌম্য বিদুর, এবংবিধ অগ্রদানার্হ ব্রাহ্মণেরা কোথায় থাকেন?" বিদুর উত্তর দিলেন, "মহারাজ, তাঁহারা উত্তর হিমবন্তে নন্দমূলগুহায় অবস্থিতি করেন।" "পণ্ডিতবর, যদি এইরূপ হয়, তবে তুমি নিজের প্রভাববলে তাঁহাদিগের সন্ধান কর।" অনন্তর রাজা মনের আনন্দে বলিলেন,

৪৮। উভয় ব্রাহ্মণ তাঁরা, শাস্ত্রবিজ্ঞ তাঁরা শীলবান্;
নিমন্ত্রিয়া আন দেখি অতিশীঘ্র করিয়া সন্ধান।

বিদুর তাঁহার আদেশমত কার্য্য করিতে সম্মত হইয়া বলিলেন, "যে আজ্ঞা মহারাজ।

আপনি ভেরী বাজাইয়া নগরবাসীদিগকে বলুন যে, তাহারা সমস্ত নগর সুসজ্জিত করুক, দান দিউক, পোষধ পালন করুক, এবং শীলপালনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হউক। আপনি নিজেও পরিজনসহ পোষধপালনে রত হউন।" অনন্তর, প্রত্যুষে ভোজনসমাপনান্তে শীলগ্রহণ-পূর্ব্বক তিনি একটী জাতীপুষ্পপূর্ণ করণ্ড আনাইলেন এবং রাজার সহিত পঞ্চাঙ্গে * প্রণিপাতপূর্ব্বক প্রত্যেকবুদ্ধদিগের গুণ স্মরণ করিতে করিতে বলিলেন, "যে পঞ্চশত প্রত্যেকবুদ্ধ উত্তর হিমবন্তে নন্দমূলগুহায় বাস করেন, তাঁহারা যেন আগামী কল্য আমাদের ভিক্ষা গ্রহণ করেন।" এইরূপে নিমন্ত্রণ করিয়া তিনি আকাশে অষ্ট মুষ্টি পুষ্প নিক্ষেপ করিলেন। পঞ্চশত প্রত্যেকবুদ্ধ যেখানে বাস করিতেন, পুষ্পগুলি সেখানে গিয়া তাঁহাদের গায়ে পড়িল। তাঁহারা ধ্যানবলে ইহার কারণ বুঝিতে পারিলেন এবং বলাবলি করিতে লাগিলেন, "মারিষগণ, বিদুরপণ্ডিত আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। ইনি যে সে লোক নহেন, স্বয়ং বুদ্ধাঙ্কুর ;—এই কল্পেই বুদ্ধত্ব লাভ করিবেন। ইঁহার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতে হইবে।" এই বলিয়া তাঁহারা নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। পুষ্পগুলি ফিরিয়া আসিল না দেখিয়া মহাসত্ত্ব বুঝিলেন যে, নিমন্ত্রণ গৃহীত হইয়াছে। তিনি বলিলেন, "মহারাজ, প্রত্যেকবুদ্ধগণ আগামী কল্য আগমন করিবেন। তাঁহাদের সৎকার ও সম্মানের আয়োজন করুন।"

পরদিন রাজা মহাসৎকারের আয়োজন করিয়া মহাবেদীর উপর মহার্হ আসন সজ্জিত করাইয়া রাখিলেন। প্রত্যেকবুদ্ধগণ অনবতপ্ত হ্রদে স্নানাদি করিয়া যখন দেখিলেন, প্রাণরক্ষার জন্য আহারাদির বেলা উপস্থিত হইয়াছে, তখন তাঁহারা আকাশপথে গমন-পূর্ব্বক রাজাঙ্গণে অবতীর্ণ হইলেন। রাজা ও বোধিসত্ত্ব প্রসন্নচিত্তে তাঁহাদের হস্ত হইতে পাত্রগুলি গ্রহণ করিলেন, তাঁহাদিগকে প্রাসাদের উপরি তলে লইয়া গেলেন এবং উপবেশন করাইয়া দক্ষিণোদক-প্রদানান্তে খাদ্য ও ভোজ্য পরিবেষণ করিতে লাগিলেন।

প্রত্যেকবুদ্ধদিগের ভোজন শেষ হইলে রাজা তাঁহাদিগকে পর দিনের জন্যও নিমন্ত্রণ করিলেন। এইরূপে উপর্য্যুপরি সাতদিন মহাদান চলিল। সপ্তম দিনে রাজা সর্ব্বপরিষ্কার দান করিলেন। অনন্তর প্রত্যেকবুদ্ধগণ রাজার দান অনুমোদনপূর্ব্বক আকাশপথেই স্বস্থানে ফিরিয়া গেলেন, পরিষ্কারগুলিও তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে গেল।

[এইরূপে ধর্ম্ম দেশন করিয়া শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কোশলরাজ আমার ভক্ত; তিনি যে পাত্রাপাত্র বিচার করিয়া দান করিবেন, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। যখন বুদ্ধের আবির্ভাব হয় নাই, তখনও প্রাচীন পণ্ডিতেরা এইরূপ দান করিয়াছিলেন।

সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন সেই রাজা এবং আমি ছিলাম বিদূর পণ্ডিত।]

৪৯৬—ভিক্ষাপারম্পর্য্য-জাতক।

শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে জনৈক ভূস্বামীকে উপলক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। সেই ব্যক্তি না কি এক জন শ্রদ্ধাবান্ ও নিষ্ঠাবান্ উপাসক ছিলেন। তিনি নিয়ত তথাগতের এবং ভিক্ষুসঙ্ঘের মহাসৎকার

---

* কপাল, কটিদেশ, কনুই, জানু ও পা, এই পঞ্চ অঙ্গ দ্বারা মাটি স্পর্শ করিয়া প্রণাম করাকে পঞ্চাঙ্গ প্রণাম কহে। "সাষ্টাঙ্গ প্রণাম" বলিলে কপাল, দুই হাত, বুক, দুই জানু ও দুই পা দ্বারা মাটি স্পর্শ করিয়া প্রণাম করা বুঝায়।

করিতেন। তিনি এক দিন ভাবিলেন, 'আমি প্রত্যহ উৎকৃষ্ট ভোজ্য এবং সূক্ষ্মবস্ত্র দিয়া বুদ্ধরত্নের ও সঙ্ঘরত্নের মহাসৎকার করিয়া থাকি, ইদানীং ধর্ম্মরত্নেরও সৎকার করিব; কিন্তু ধর্ম্মরত্নের সৎকার করিবার জন্য কি অনুষ্ঠান আবশ্যক ?'' অনন্তর তিনি প্রচুর গন্ধমাল্যাদি লইয়া জেতবনে গমন করিলেন এবং শাস্তাকে প্রণিপাত পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, ''ভদন্ত, ধর্ম্মরত্নের সৎকার করিতে আমার বাসনা হইয়াছে, এই সৎকারের জন্য কি কর্ত্তব্য, দয়া করিয়া বলুন।'' শাস্তা বলিলেন, "যদি ধর্ম্মরত্নের সৎকার করিতে অভিলাষী হইয়া থাক, তবে আনন্দের সৎকার কর, কারণ তিনি ধর্ম্মভাণ্ডাগারিক।'' ভূস্বামী ''যে আজ্ঞা'' বলিয়া তাহাই অঙ্গীকার করিলেন এবং পরদিন আনন্দকে নিমন্ত্রণ করিয়া পরমসমাদরে নিজের গৃহে লইয়া গেলেন। তিনি স্থবিরকে মহার্ঘ আসনে উপবেশন করাইলেন, গন্ধমাল্যাদি দ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন, তাঁহার ভোজনের জন্য নানাবিধ উৎকৃষ্ট রসযুক্ত খাদ্য এবং পরিধানের জন্য ত্রিচীবর প্রস্তুত হইতে পারে, এই পরিমাণ বহুমূল্য বস্ত্র দান করিলেন। স্থবির ভাবিলেন, 'এই সৎকার ধর্ম্মরত্নের জন্য, আমি ইহার উপযুক্ত নহি, অগ্রশ্রাবক ধর্ম্মসেনাপতিই ইহা পাইবার যোগ্য।' ইহা স্থির করিয়া তিনি ভূস্বামিদত্ত অন্ন ও বস্ত্র বিহারে আনিয়া স্থবির সারিপুত্রকে দান করিলেন। সারিপুত্র ভাবিলেন, 'এই সৎকার ধর্ম্মরত্নের জন্য; যিনি ধর্ম্মস্বামী, কেবল সেই সম্যক্‌সম্বুদ্ধই ইহা পাইবার যোগ্য।' ইহা স্থির করিয়া তিনি ঐ সমস্ত উপহার দশবলকে দান করিলেন। শাস্তা নিজের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর পাত্র দেখিতে পাইলেন না, কাজেই তিনি সেই অন্ন ভোজন করিলেন, চীবরশাটকও গ্রহণ করিলেন। ভিক্ষুরা এই সম্বন্ধে ধর্ম্মসভায় কথোপকথন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "দেখ ভাই, অমুক ভূস্বামী ধর্ম্মরত্নের সৎকার করিবার জন্য ধর্ম্মভাণ্ডাগারিক স্থবির আনন্দকে অনেক দান করিয়াছিলেন; কিন্তু আনন্দ ভাবিয়াছিলেন, তিনি এই দানের যোগ্য পাত্র নন, একারণ তিনি সমস্ত দ্রব্য ধর্ম্মসেনাপতিকে দিয়াছিলেন। তিনিও আপনাকে ইহার অনুপযুক্ত বিবেচনা করিয়া সে সমুদায় তথাগতকে দান করিয়াছিলেন। তথাগত দেখিলেন, তাঁহা অপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তি নাই; তিনি ধর্ম্মস্বামী, অতএব তিনিই এ দানের উপযুক্ত পাত্র। কাজেই তিনি সেই উপাসকদত্ত অন্ন ভোজন করিয়াছেন, চীবরশাটকও গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপে সেই অন্ন যিনি উহার উপযুক্ত তাঁহারই ভোগ্য বলিয়া স্বামীর পাদমূলেই পতিত হইয়াছে।" ভিক্ষুরা এইরূপ বলাবলি করিতেছেন, এমন সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "দেখ, ভিক্ষুগণ, কেবল এখনই যে পিণ্ডপাত পারম্পর্য্যবশতঃ উপযুক্ত পাত্রের ভোগ্য হইয়াছে, এমন নহে; যখন বুদ্ধের আবির্ভাব হয় নাই, তখনও এইরূপ ঘটিয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীতে ব্রহ্মদত্তনামক এক রাজা সর্ব্ববিধ পাপাচার হইতে বিরত থাকিয়া দশবিধ রাজধর্ম্ম প্রতিপালনপূর্ব্বক যথাধর্ম্ম রাজ্য শাসন করিতেন। রাজার সুশাসনে বিচারালয় একপ্রকার জনহীন হইল। ব্রহ্মদত্ত নিজের দোষান্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া যাহারা তাঁহার নিকটে অবস্থিতি করিত, একে একে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু কি অন্তঃপুরে, কি নগরের মধ্যে, কি নগরদ্বারসন্নিহিত গ্রামসমূহে, কুত্রাপি তাঁহার অগুণবাদী দেখিতে পাইলেন না। অনন্তর, জনপদবাসীরা তাঁহার সম্বন্ধে কি বলে, ইহা জানিবার জন্য তিনি অমাত্যদিগের উপর রাজ্যরক্ষার ভার দিয়া পুরোহিতের সঙ্গে অজ্ঞাতবেশে কাশীরাজ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার দোষের কথা বলে, কোথাও এমন লোক দেখিতে পাইলেন না।

একদিন ব্রহ্মদত্ত সীমান্তস্থিত কোন গণ্ডগ্রামে উপস্থিত হইয়া তাহার দ্বারের বহিঃস্থিত ধর্ম্মশালায় বসিয়াছিলেন, এমন সময়ে তত্রত্য অশীতিকোটি-বিভবসম্পন্ন জনৈক ভূস্বামী বহু অনুচরসহ স্নান করিতে যাইতেছিলেন। ধর্ম্মশালাস্থিত সুবর্ণবর্ণ সুকুমারদেহ রাজাকে দেখিয়া তাঁহার মনে স্নেহের উদ্রেক হইল; তিনি ধর্ম্মশালায় প্রবেশ করিয়া রাজাকে

বলিলেন, "আপনি এখানেই কিছুক্ষণ অবস্থিতি করুন।" অনন্তর তিনি গৃহে গিয়া নানাবিধ সুস্বাদ খাদ্য প্রস্তুত করাইলেন এবং বহু লোকের দ্বারা অন্নব্যঞ্জনাদির পাত্র বহন করাইয়া ঐ স্থানে ফিরিয়া আসিলেন। এই সময়ে হিমালয়বাসী পঞ্চাভিজ্ঞাসম্পন্ন জনৈক তাপস এবং নন্দমূলগুহা হইতে জনৈক প্রত্যেকবুদ্ধও আগমন করিয়া ঐ স্থানে উপবেশন করিলেন। ভূস্বামী রাজাকে হস্তপ্রক্ষালনের জল দিয়া নানাবিধ সুস্বাদ সূপব্যঞ্জনাদিসহ অন্নপাত্রগুলি সাজাইয়া তাঁহার সম্মুখে স্থাপিত করিলেন। রাজা সে সমস্ত গ্রহণ করিয়া নিজের পুরোহিত ব্রাহ্মণকে দান করিলেন, ব্রাহ্মণ গ্রহণ করিয়া সে গুলি তাপসকে দিলেন, তাপস প্রত্যেকবুদ্ধের নিকটে গিয়া বাম হস্তে অন্নপাত্র এবং দক্ষিণ হস্তে কমণ্ডলু ধারণপূর্ব্বক দক্ষিণোদক দিলেন এবং প্রত্যেকবুদ্ধের পাত্রে অন্ন নিক্ষেপ করিলেন। প্রত্যেকবুদ্ধ কাহাকেও নিমন্ত্রণ না করিয়া এবং কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া আহার করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভোজন শেষ হইলে ভূস্বামী চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'আমি যাহা রাজাকে দিলাম, তিনি তাহা ব্রাহ্মণকে দান করিলেন; ব্রাহ্মণ দিলেন তাহা তাপসকে, আবার তাপস দিলেন প্রত্যেকবুদ্ধকে। প্রত্যেকবুদ্ধ কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া এই সমস্ত আহার করিলেন। এ সকল ব্যক্তির একপ ভাবে দান করিবার হেতু কি? প্রত্যেকবুদ্ধই বা কেন কাহাকেও কিছু না বলিয়া ভোজন করিলেন? জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি, ব্যাপার কি?' অনন্তর তিনি এক এক জনের নিকটে গিয়া তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, তাঁহারাও একে একে উত্তর দিলেন:—

১। "সুরম্য হর্ম্যেতে বাস, শয্যা যাঁর সুকোমল, দেহ যাঁর অতি সুকুমার,
এমন পুরুষ এক দেখিলাম এই বনে এসেছেন রাজ্য ছেড়ে তাঁর।'

২। দেখি উপজিল প্রেম; উৎকৃষ্ট তণ্ডুলে রান্ধি অন্ন দিনু ভোজনের তরে;
সুপক্ক মাংসের সূপ, ব্যঞ্জনাদি নানারূপ দিনু আমি যত্নসহকারে।

৩। করিলে গ্রহণ বটে; কিন্তু নিজে না খাইয়া ব্রাহ্মণে করিলা দান সব।
কারণ ইহার মোরে দাও তুমি বুঝাইয়া; কোটি নমস্কার পদে তব।"

৪। "একে ত ব্রাহ্মণ ইনি, তাহাতে আচার্য্য মম, সর্ব্ববিধ কর্ত্তব্যে নিপুণ;
গুরু, আমন্ত্রণ-যোগ্য— তিনিই দানের পাত্র, একাধারে এত যাঁর গুণ।"

৫। "গৌতমগোত্রজ বিপ্র! পূজেন নৃপতি যাঁরে, শুধাই তোমায় এই বার,
রাজা করিলেন দান উৎকৃষ্ট অন্নব্যঞ্জন, সুপক্ক মাংসের সূপ আর;

৬। করিলে গ্রহণ বটে; পাত্রাপাত্র না বিচারি কিন্তু দিলা তাপসেরে সব।
কারণ ইহার মোরে দাও তুমি বুঝাইয়া, কোটি নমস্কার পদে তব।"

৭। "থাকি আমি গৃহাশ্রমে, পুষি দারাসুতগণে, উপদেশ দেই বটে ভূপে,
প্রাকৃত জনের সম কিন্তু কামসেবারত, আছি আমি অজ্ঞানান্ধকূপে।

৮। ইনি ঋষি বনবাসী তপস্যায় দিবা নিশি দীর্ঘকাল আছেন নিরত;
ধার্ম্মিক, পরমজ্ঞানী; দানের সুপাত্র ইনি; আর কেহ নয় এঁর মত।'

৯। "কৃশাঙ্গ—ধমনী যাঁর বাহির হইতে সব পারা যায় করিতে গণন,
কেশে ধূলি, দন্তে মল, অতি দীর্ঘ নখ, লোম— ঋষিবরে শুধাই এখন:—

১০। একাকী বিচর বনে, মায়া কি নাই জীবনে? হেন খাদ্য দিলা তুমি যাঁরে,
বল দেখি বুঝাইয়া কি কারণে, কোন্ গুণে শ্রেষ্ঠ বলি মানিলা তাঁহারে।"

১১। "কন্দমূল নখে খনি, নীবার কুড়ায়ে আনি, ঝাড়ি, বাছি, রৌদ্রেতে শুকাই,
রাখি তুলি যত্ন করি নিজের ভোজন তরে, সঞ্চয়ের ইচ্ছা বায় নাই।

১২। শাক, বিসকিশলয়, মধু, মাংস, আমলকি, বদরিকা আদি বনফল
আদি ভোজনের তরে, এই মোর নিত্য কর্ম্ম; এই সব আমার সম্বল।

১৩। আসক্ত পার্থিব সুখে, স্বাদদোষে ' লিপ্ত আমি, দেহরক্ষা হেতু সকিঞ্চন,
ইনি কিন্তু অনাসক্ত, অপাকী, মমত্বহীন; পাত্র এঁরে দিনু সে কারণ।"

১৪। "নীরবে আছেন বসি সুব্রত যে ভিক্ষুবর, করি তাঁরে জিজ্ঞাসা এখন,
তাপস করিলা দান বিশুদ্ধ ভোজন দ্রব্য— অন্ন, মাংস, বিবিধ ব্যঞ্জন,

১৫। নীরবে খাইলা একা, বলিলে না কাহাকেও লইতে একটী কণা তার।
এ কেমন ব্যবহার বল দেখি বুঝাইয়া? পদে তব কোটি নমস্কার।"

১৬। "না করি রন্ধন নিজে; বলি না অপরে কভু মোর তরে করিতে রন্ধন,
নিজে নাহি করি হিংসা, অন্য কোন জনে আমি হিংসায় না করি প্রবর্ত্তন,

১৭। নিরস্বত্ব অকিঞ্চন, সর্ব্বপাপ-বিনির্মুক্ত হেরি মোরে ঋষি সাধুশীল
ল'য়ে বাম হস্তে ভিক্ষা, অন্য হস্তে কমণ্ডলু, মাংসযুক্ত অন্ন আনি দিল।

১৮। ইঁহারা বিষয়ী, ধনী, পাত্রাপাত্র বুঝি দান কর্ত্তব্য এঁদের সে কারণ,
সাধে সে, আমার মতে শত্রুতা উভয় পক্ষে, দাতারে যে করে নিমন্ত্রণ।" †

প্রত্যেকবুদ্ধের কথা শুনিয়া ভূস্বামী শেষের দুইটী গাথা বলিলেন:—

১৯। শুভক্ষণে, ঋষিবর, আসিলাম হেথা আমি। হয়েছিল আজ সুপ্রভাত;
পূর্ব্বে নাহি জানিতাম, করিলে কিরূপ দান মহাফল হয় হস্তগত।

২০। রাজ্যগৃধ্নু রাজগণ; স্বস্ত্যয়ন-আদি কৃত্যে অর্থগৃধ্নু যাজক ব্রাহ্মণ,
ফলমূলগৃধ্নু ঋষি; সর্ব্বপাপ-বিনির্মুক্ত কেবল সতত ভিক্ষুগণ।

প্রত্যেকবুদ্ধ ভূস্বামীকে ধর্ম্মতত্ত্ব বলিয়া স্বস্থানে প্রতিগমন করিলেন। রাজাও তাঁহার নিকটে কতিপয় দিন অতিবাহনপূর্ব্বক বারাণসীতে ফিরিয়া গেলেন।

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, পিণ্ডপাত যে কেবল এখনই উপযুক্ত পাত্রে অধিগত হইয়াছে তাহা নহে, পূর্ব্বেও এইরূপ হইয়াছি।।

সমবধান—তখন এই ধর্ম্মরত্ন-সেবক ভূস্বামী ছিলেন সেই ভূস্বামী; আনন্দ ছিলেন সেই রাজা, সারিপুত্র ছিলেন সেই পুরোহিত এবং আমি ছিলাম সেই হিমবন্তবাসী ঋষি।]

জাতক

বিংশতি নিপাত

৪৯৭—মাতঙ্গ-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে বৎস(বংশ)-রাজ উদয়নের সম্বন্ধে * এই কথা বলিয়াছিলেন। তৎকালে আয়ুষ্মান্ পিণ্ডোল ভারদ্বাজ জেতবন হইতে আকাশপথে গিয়া সচরাচর দিবাবিহারার্থ† কৌশাম্বী নগরে উদয়ন রাজার উদ্যানে অবস্থিতি করিতেন। এই স্থবির না কি পূর্ব্বজন্মে রাজা ছিলেন এবং ঐ উদ্যানেই দীর্ঘকাল বহু পরিজনের সহিত ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতেন। তিনি পূর্ব্বসঞ্চিত পুণ্যবলে সাধারণতঃ সেখানেই অর্হত্ত্বপ্রাপ্তিরূপ ফলের সুখাস্বাদন করিতে করিতে মধ্যাহ্নকাল অতিবাহিত করিতেন।

একদিন পিণ্ডোল ভারদ্বাজ ঐ উদ্যানে গিয়া একটী সুপুষ্পিত শাল বৃক্ষের তলে উপবেশন করিয়াছেন, এমন সময় উদয়ন উদ্যান-কেলি করিবার জন্য বহু পরিজনসহ সেখানে উপস্থিত হইলেন। উদয়ন সপ্তাহকাল অবিরত প্রচুর মদ্যপান করিতেছিলেন। তিনি মঙ্গল-শিলাপট্টে এক রমণীর অঙ্কে শয়ন করিয়া সুরামদমত্ততা-বশতঃ শীঘ্রই নিদ্রাভিভূত হইলেন। রাজার নিকটে বসিয়া যে সকল রমণী গান করিতেছিল, তাহারা তখন বাদ্যযন্ত্রগুলি ছাড়িয়া উদ্যানে প্রবেশপূর্ব্বক পুষ্পমাল্যাদি চয়ন করিতে করিতে স্থবিরকে দেখিতে পাইল এবং নিকটে গিয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক উপবেশন করিল। স্থবির বসিয়া বসিয়া ধর্ম্মকথা বলিতে লাগিলেন। এদিকে অপর রমণী অঙ্গ চালন করিয়া রাজাকে জাগাইল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "রমণীরা কোথা গেল?" সে উত্তর দিল, "তাহারা এক শ্রমণকে ঘিরিয়া বসিয়া আছে।" ইহাতে রাজা ক্রুদ্ধ হইলেন, স্থবিরের নিকট গিয়া তাঁহাকে গালি দিলেন ও তিরস্কার করিলেন এবং 'মজা দেখাইতেছি, শ্রমণটাকে তাম্র পিপীলিকা দ্বারা‡ খাওয়াইতেছি,' ক্রোধবশে এইরূপ স্থির করিয়া স্থবিরের শরীরে তাম্রপিপীলিকার একটা বাসা ভাঙ্গিয়া দিলেন। তখন স্থবির আকাশে উত্থান করিয়া রাজাকে উপদেশ দিলেন এবং জেতবনে গিয়া গন্ধকুটীরের দ্বারদেশে অবতরণ করিলেন। তথাগত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কোথা হইতে আসিতেছ?" তখন স্থবির সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। তাহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "ভারদ্বাজ, উদয়ন যে এবারই প্রব্রাজকের পীড়ন করিলেন, তাহা নহে, পূর্ব্বেও তিনি এইরূপ পীড়ন করিয়াছিলেন।" অনন্তর পিণ্ডোল ভারদ্বাজের প্রার্থনানুসারে তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে মহাসত্ত্ব নগরের বহির্ভাগে চণ্ডালযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। লোকে তাঁহার নাম রাখিয়াছিল মাতঙ্গ।§ উত্তরকালে যখন তিনি জ্ঞানার্জ্জন করিয়াছিলেন, তখন তিনি মাতঙ্গ পণ্ডিত নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ঐ সময়ে বারাণসীশ্রেষ্ঠীর কন্যা দৃষ্টমঙ্গলিকা কখনও প্রতিমাসে, কখনও দুই মাস অন্তর বহু অনুচর

---

* মূলে 'উদেনবংসরাজানং' আছে। পালি সাহিত্যে দেখা যায় 'বৎস' দেশ কোথাও কোথাও 'বংস' দেশ বলিয়াও অভিহিত আছে।

† দিবাবিহার—মধ্যাহ্নকালে বিশ্রাম।

‡ 'তম্বকিপিল্লিকপুটং।' লাল পিপড়াগুলি গাছের পাতা যুড়িয়া তাহার মধ্যে থাকে। এই বাসাকে একরূপ পত্রপুট বলা যাইতে পারে।

§ 'মাতঙ্গ' শব্দের একটী অর্থও চণ্ডাল।

সঙ্গে লইয়া উদ্যানকেলি করিতে যাইতেন। এক দিন মহাসত্ত্ব কোন কার্য্যোপলক্ষ্যে নগরে প্রবেশ করিতেছিলেন, এমন সময়ে তোরণের মধ্যে দৃষ্টমঙ্গলিকাকে দেখিতে পাইলেন। তখন তিনি একটু পাশ কাটিয়া একান্তে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। দৃষ্টমঙ্গলিকাও পর্দ্দার অন্তরাল হইতে দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও লোকটা কে?" তাঁহার সঙ্গীরা বলিল, "আর্য্যে, ও এক জন চণ্ডাল।" "বল কি? যাহা পূর্ব্বে দেখি নাই এবং যাহা দেখিতে নাই, তাহাই দেখিলাম!" অনন্তর তিনি গন্ধোদকদ্বারা চক্ষু ধুইয়া গৃহে ফিরিয়া গেলেন। যাহারা তাঁহার সঙ্গে যাইতেছিল, তাহারা বলিল, "অরে দুষ্ট চণ্ডাল, আজ তোর জন্য আমাদের বিনামূল্যে লভ্য সুরা ও অন্ন নষ্ট হইল।" ইহা বলিয়া তাহারা ক্রোধবশে বোধিসত্ত্বকে লাথি, কিল ও চড়ে অচেতন করিয়া ফেলিয়া গেল।

মুহূর্ত্তপরে মাতঙ্গের সংজ্ঞা সঞ্চার হইল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, 'দৃষ্টমঙ্গলিকার সহচরেরা আমাকে বিনা অপরাধে প্রহার করিল; আমি দৃষ্টমঙ্গলিকাকে লাভ করিতে পারি ত উঠিব, নচেৎ যে শুইলাম সেই শুইলাম।' ইহা স্থির করিয়া তিনি দৃষ্টমঙ্গলিকার পিতার গৃহদ্বারে গিয়া শুইয়া পড়িলেন। কেন শুইয়া আছেন জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর দিলেন "আমি দৃষ্টমঙ্গলিকাকে চাই, অন্য কোন হেতু ধর্ণা দেই নাই।" এইরূপে এক দিন, দুই দিন, তিন দিন, চারি দিন, পাঁচ দিন, ছয় দিন কাটিয়া গেল। বোধিসত্ত্বদিগের অভিপ্রায় না কি অসিদ্ধ থাকে না। এই জন্য সপ্তম দিনে লোকে দৃষ্টমঙ্গলিকাকে বাহিরে আনিয়া তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিল। দৃষ্টমঙ্গলিকা বলিলেন, "স্বামিন্, উঠুন, চলুন আপনার গৃহে যাই।" মাতঙ্গ বলিলেন, "ভদ্রে, তোমার সহচরেরা আমাকে এমন দারুণ প্রহার করিয়াছে যে, আমি দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছি। আমাকে তুলিয়া তোমার পৃষ্ঠে বহন করিয়া লইয়া চল।" দৃষ্টমঙ্গলিকা তাহাই করিলেন। নগরবাসীরা সকলে ঐ দৃশ্য দেখিতে লাগিল। তিনি মহাসত্ত্বকে লইয়া নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং চণ্ডালগ্রামে গমন করিলেন।

মহাসত্ত্ব জাতিভেদ বিতর্ক না করিয়া দৃষ্টমঙ্গলিকাকে কয়েক দিন গৃহে রাখিলেন, তাহার পর তিনি ভাবিলেন, 'একমাত্র প্রব্রজ্যা গ্রহণদ্বারাই আমি এই রমণীকে সর্ব্বাপেক্ষা যশস্বিনী ও লাভবতী করিতে পারি; অন্য উপায়ে নহে।' ইহা স্থির করিয়া তিনি দৃষ্টমঙ্গলিকাকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "ভদ্রে, অরণ্য হইতে কিছু আহরণ না করিলে আমাদের জীবিকা-নির্ব্বাহের সম্ভাবনা নাই। আমি অরণ্যে চলিলাম; যত দিন না ফিরি, তুমি উৎকণ্ঠিত হইও না।" তিনি পরিজনবর্গকে বলিলেন, সকলে যেন সাবধানে দৃষ্টমঙ্গলিকার তত্ত্বাবধান করে। অনন্তর তিনি বনে গিয়া শ্রমণক-প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন এবং এমন অপ্রমত্তভাবে তপস্যা করিলেন যে, সপ্তম দিবসেই অষ্ট সমাপত্তি ও পঞ্চ অভিজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন। তখন তাঁহার প্রতীতি হইল যে, তিনি দৃষ্টমঙ্গলিকাকে আশ্রয় দিবার শক্তি সঞ্চয় করিয়াছেন। তিনি ঋদ্ধিবলে সেই চণ্ডালগ্রামে অবতরণপূর্ব্বক দৃষ্টমঙ্গলিকার গৃহদ্বারে গমন করিলেন। তিনি আসিয়াছেন শুনিয়া দৃষ্টমঙ্গলিকা বাহিরে আসিলেন এবং "আমাকে অনাথা করিয়া আপনি কেন প্রব্রজ্যা লইলেন?" এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। মাতঙ্গ বলিলেন, "ভদ্রে, চিন্তা করিও না; তোমাকে এখন পূর্ব্বাপেক্ষাও সম্মানার্হা করিব। কিন্তু তুমি কি সকলের সমক্ষে বলিতে পারিবে যে, মাতঙ্গ তোমার স্বামী নহেন; তোমার স্বামী মহাব্রহ্মা?" দৃষ্টমঙ্গলিকা বলিলেন, "নিশ্চয় পারিব।" "তবে এখন, তোমার স্বামী কোথায়, কেহ

জাতক

বিংশতি নিপাত

৪৯৭—মাতঙ্গ-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে বৎস(বংশ)-রাজ উদয়নের সম্বন্ধে * এই কথা বলিয়াছিলেন। তৎকালে আয়ুষ্মান্ পিণ্ডোল ভারদ্বাজ জেতবন হইতে আকাশপথে গিয়া সচরাচর দিবাবিহারার্থ† কৌশাম্বী নগরে উদয়ন রাজার উদ্যানে অবস্থিতি করিতেন। এই স্থবির না কি পূর্ব্বজন্মে রাজা ছিলেন এবং ঐ উদ্যানেই দীর্ঘকাল বহু পরিজনের সহিত ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতেন। তিনি পূর্ব্বসঞ্চিত পুণ্যবলে সাধারণতঃ সেখানেই অর্হত্ত্বপ্রাপ্তিরূপ ফলের সুখাস্বাদন করিতে করিতে মধ্যাহ্নকাল অতিবাহিত করিতেন।

একদিন পিণ্ডোল ভারদ্বাজ ঐ উদ্যানে গিয়া একটী সুপুষ্পিত শাল বৃক্ষের তলে উপবেশন করিয়াছেন, এমন সময় উদয়ন উদ্যান-কেলি করিবার জন্য বহু পরিজনসহ সেখানে উপস্থিত হইলেন। উদয়ন সপ্তাহকাল অবিরত প্রচুর মদ্যপান করিতেছিলেন। তিনি মঙ্গল-শিলাপট্টে এক রমণীর অঙ্কে শয়ন করিয়া সুরামদমত্ততা-বশতঃ শীঘ্রই নিদ্রাভিভূত হইলেন। রাজার নিকটে বসিয়া যে সকল রমণী গান করিতেছিল, তাহারা তখন বাদ্যযন্ত্রগুলি ছাড়িয়া উদ্যানে প্রবেশপূর্ব্বক পুষ্পফলাদি চয়ন করিতে করিতে স্থবিরকে দেখিতে পাইল এবং নিকটে গিয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক উপবেশন করিল। স্থবির বসিয়া বসিয়া ধর্ম্মকথা বলিতে লাগিলেন। এদিকে অপর রমণী অঙ্ক চালন করিয়া রাজাকে জাগাইল ; রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৃষলীরা কোথা গেল ?" সে উত্তর দিল, "তাহারা এক শ্রমণকে ঘিরিয়া বসিয়া আছে।" ইহাতে রাজা ক্রুদ্ধ হইলেন, স্থবিরের নিকট গিয়া তাঁহাকে গালি দিলেন ও তিরস্কার করিলেন এবং 'মজা দেখাইতেছি, শ্রমণটাকে তাম্র পিপীলিকা দ্বারা‡ খাওয়াইতেছি,' ক্রোধবশে এইরূপ স্থির করিয়া স্থবিরের শরীরে তাম্রপিপীলিকার একটা বাসা ভাঙ্গিয়া দিলেন। তখন স্থবির আকাশে উত্থান করিয়া রাজাকে উপদেশ দিলেন এবং জেতবনে গিয়া গন্ধকুটীরের দ্বারদেশে অবতরণ করিলেন। তথাগত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কোথা হইতে আসিতেছ ?" তখন স্থবির সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। তাহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "ভারদ্বাজ, উদয়ন যে এবারই প্রব্রাজকের পীড়ন করিলেন, তাহা নহে, পূর্ব্বেও তিনি এইরূপ পীড়ন করিয়াছিলেন।" অনন্তর পিণ্ডোল ভারদ্বাজের প্রার্থনানুসারে তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে মহাসত্ত্ব নগরের বহির্ভাগে চণ্ডালযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। লোকে তাঁহার নাম রাখিয়াছিল মাতঙ্গ।§ উত্তরকালে যখন তিনি জ্ঞানার্জ্জন করিয়াছিলেন, তখন তিনি মাতঙ্গ পণ্ডিত নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ঐ সময়ে বারাণসীশ্রেষ্ঠীর কন্যা দৃষ্টমঙ্গলিকা কখনও প্রতিমাসে, কখনও দুই মাস অন্তর বহু অনুচর

---

* মূলে 'উদেনবংসরাজানং' আছে। পালি সাহিত্যে দেখা যায় 'বৎস' দেশ কোথাও কোথাও 'বংস' দেশ বলিয়াও অভিহিত আছে।

† দিবাবিহার—মধ্যাহ্নকালে বিশ্রাম।

‡ 'তম্বকিপিল্লকপুটং।' লাল পিপড়াগুলি গাছের পাতা যুড়িয়া তাহার মধ্যে থাকে। এই বাসাকে একরূপ পত্রপুট বলা যাইতে পারে।

§ 'মাতঙ্গ' শব্দের একটী অর্থও চণ্ডাল।

সঙ্গে লইয়া উদ্যানকেলি করিতে যাইতেন। এক দিন মহাসত্ত্ব কোন কার্য্যোপলক্ষ্যে নগরে প্রবেশ করিতেছিলেন, এমন সময়ে তোরণের মধ্যে দৃষ্টমঙ্গলিকাকে দেখিতে পাইলেন। তখন তিনি একটু পাশ কাটিয়া একান্তে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। দৃষ্টমঙ্গলিকাও পর্দার অন্তরাল হইতে দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও লোকটা কে?" তাঁহার সঙ্গীরা বলিল, "আর্য্যে, ও এক জন চণ্ডাল।" "বল কি? যাহা পূর্ব্বে দেখি নাই এবং যাহা দেখিতে নাই, তাহাই দেখিলাম!" অনন্তর তিনি গন্ধোদকদ্বারা চক্ষু ধুইয়া গৃহে ফিরিয়া গেলেন। যাহারা তাঁহার সঙ্গে যাইতেছিল, তাহারা বলিল, "অরে দুষ্ট চণ্ডাল, আজ তোর জন্য আমাদের বিনামূল্যে লভ্য সুরা ও অন্ন নষ্ট হইল।" ইহা বলিয়া তাহারা ক্রোধবশে বোধিসত্ত্বকে লাথি, কিল ও চড়ে অচেতন করিয়া ফেলিয়া গেল।

মুহূর্ত্তপরে মাতঙ্গের সংজ্ঞা সঞ্চার হইল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, 'দৃষ্টমঙ্গলিকার অনুচরেরা আমাকে বিনা অপরাধে প্রহার করিল; আমি দৃষ্টমঙ্গলিকাকে লাভ করিতে পারিলে উঠিব, নচেৎ যে শুইলাম সেই শুইলাম।' ইহা স্থির করিয়া তিনি দৃষ্টমঙ্গলিকার পিতার গৃহদ্বারে গিয়া শুইয়া পড়িলেন। কেন শুইয়া আছেন জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর দিলেন "আমি দৃষ্টমঙ্গলিকাকে চাই, অন্য কোন হেতু ধর্ণা দেই নাই।" এইরূপে এক দিন, দুই দিন, তিন দিন, চারি দিন, পাঁচ দিন, ছয় দিন কাটিয়া গেল। বোধিসত্ত্বদিগের অভিপ্রায় না কি অসিদ্ধ থাকে না। এই জন্য সপ্তম দিনে লোকে দৃষ্টমঙ্গলিকাকে বাহিরে আনিয়া তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিল। দৃষ্টমঙ্গলিকা বলিলেন, "স্বামিন্, উঠুন, চলুন আপনার গৃহে যাই।" মাতঙ্গ বলিলেন, "ভদ্রে, তোমার অনুচরেরা আমাকে এমন দারুণ প্রহার করিয়াছে যে, আমি দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছি। আমাকে তুলিয়া তোমার পৃষ্ঠে বহন করিয়া লইয়া চল।" দৃষ্টমঙ্গলিকা তাহাই করিলেন। নগরবাসীরা সকলে ঐ দৃশ্য দেখিতে লাগিল। তিনি মহাসত্ত্বকে লইয়া নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং চণ্ডালগ্রামে গমন করিলেন।

মহাসত্ত্ব জাতিভেদ বিতর্ক না করিয়া দৃষ্টমঙ্গলিকাকে কয়েক দিন গৃহে রাখিলেন, তাহার পর তিনি ভাবিলেন, 'একমাত্র প্রব্রজ্যা গ্রহণদ্বারাই আমি এই রমণীকে সর্ব্বাপেক্ষা যশস্বিনী ও লাভবতী করিতে পারি; অন্য উপায়ে নহে।' ইহা স্থির করিয়া তিনি দৃষ্টমঙ্গলিকাকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "ভদ্রে, অরণ্য হইতে কিছু আহরণ না করিলে আমাদের জীবিকা-নির্ব্বাহের সম্ভাবনা নাই। আমি অরণ্যে চলিলাম; যত দিন না ফিরি, তুমি উৎকণ্ঠিত হইও না।" তিনি পরিজনবর্গকে বলিলেন, সকলে যেন সাবধানে দৃষ্টমঙ্গলিকার তত্ত্বাবধান করে। অনন্তর তিনি বনে গিয়া শ্রমণক-প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন এবং এমন অপ্রমত্তভাবে সাধনা করিলেন যে, সপ্তম দিবসেই অষ্ট সমাপত্তি ও পঞ্চ অভিজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন। তখন তাঁহার প্রতীতি হইল যে, তিনি দৃষ্টমঙ্গলিকাকে আশ্রয় দিবার শক্তি সঞ্চয় করিয়াছেন। তিনি ঋদ্ধিবলে সেই চণ্ডালগ্রামে অবতরণপূর্ব্বক দৃষ্টমঙ্গলিকার গৃহদ্বারে গমন করিলেন। তিনি আসিয়াছেন শুনিয়া দৃষ্টমঙ্গলিকা বাহিরে আসিলেন এবং "আমাকে অনাথা করিয়া আপনি কেন প্রব্রজ্যা লইলেন?" এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। মাতঙ্গ বলিলেন, "ভদ্রে, চিন্তা করিও না; তোমাকে এখন পূর্ব্বাপেক্ষাও সম্মানার্হা করিব। কিন্তু তুমি কি সকলের সমক্ষে বলিতে পারিবে যে, মাতঙ্গ তোমার স্বামী নহেন; তোমার স্বামী মহাব্রহ্মা?" দৃষ্টমঙ্গলিকা বলিলেন, "নিশ্চয় পারিব।" "তবে এখন, তোমার স্বামী কোথায়, কেহ

ইহা জিজ্ঞাসা করিলে তুমি উত্তর দিবে যে, তিনি ব্রহ্মলোকে গিয়াছেন। যদি কেহ আবার জিজ্ঞাসা করে যে, তিনি কবে ফিরিবেন, তবে তুমি বলিবে, অদ্য হইতে সপ্তম দিনে পূর্ণচন্দ্রমণ্ডল ভেদ করিয়া আগমন করিবেন।' দৃষ্টমঙ্গলিকাকে এই উপদেশ দিয়া মহাসত্ত্ব হিমবন্তেই ফিরিয়া গেলেন।

দৃষ্টমঙ্গলিকা বারাণসীর নানাস্থানে বহু লোকের নিকট এইরূপ বলিলেন। এই কথা বিশ্বাস করিয়া লোকে বলাবলি করিতে লাগিল, "তিনি মহাব্রহ্মা কি না, সেই জন্য দৃষ্টমঙ্গলিকার সহবাস করেন না। দৃষ্টমঙ্গলিকা যাহা বলিতেছে, তাহা হইতে পারে।"

অতঃপর, পূর্ণিমাতিথিতে যখন পূর্ণচন্দ্র আকাশের মধ্যভাগে উপস্থিত হইল, তখন বোধিসত্ত্ব মহাব্রহ্মার বিগ্রহ ধারণপূর্ব্বক চন্দ্রলোক ভেদ করিয়া অবতীর্ণ হইলেন এবং সমস্ত কাশীরাজ্য ও দ্বাদশযোজন বিস্তৃত বারাণসীপুরী যুগপৎ উদ্ভাসিত করিয়া বারাণসীর উপরিভাগে তিন বার পরিভ্রমণ করিলেন। অসংখ্যলোকে তাঁহাকে গন্ধমাল্যাদিদ্বারা পূজা করিতে লাগিল, তিনি এইরূপে পূজিত হইতে হইতে চণ্ডাল-গ্রামের অভিমুখে গমন করিলেন। যাহারা ব্রহ্মভক্ত, তাহারাও সমবেত হইয়া চণ্ডালগ্রামে গেল, শুদ্ধবস্ত্রদ্বারা দৃষ্টমঙ্গলিকার গৃহ আচ্ছাদিত করিল, চতুর্জ্জাতীয় গন্ধদ্রব্য* উহার ভূমি বিলেপন করিল, সর্ব্বত্র পুষ্প বিকিরণ করিল, ধূপগুগ্গুলাদির ধূম দিল, চন্দ্রাতপ খাটাইল, তাহার অধোভাগে উৎকৃষ্ট শয্যা রচনা করিল, সুগন্ধ তৈলের দীপ জ্বালিল, দ্বারদেশে রজতপট্টনিভ বালুকাস্তরণ নির্ম্মাণ করিল, তাহার উপর ফুল ছড়াইল এবং ধ্বজ উত্তোলন করিল। মহাসত্ত্ব এই অলঙ্কৃত গৃহে অবতরণ করিলেন এবং অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক অল্পক্ষণের জন্য সেই শয্যায় উপবিষ্ট হইলেন। দৃষ্টমঙ্গলিকা ঐ সময়ে ঋতুমতী ছিলেন। মহাসত্ত্ব অঙ্গুষ্ঠদ্বারা তাঁহার নাভি স্পর্শ করিলেন এবং তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "ভদ্রে, তুমি এক পুত্র প্রসব করিবে; তুমি ও তোমার পুত্র সর্ব্বাপেক্ষা অধিক যশস্বী ও লাভবান্ হইবে; তোমার পাদোদকদ্বারা সমস্ত জম্বুদ্বীপের ভূপতিগণের অভিষেক সম্পাদিত হইবে, তোমার স্নানোদক অমৃতকল্প ঔষধ হইবে, ইহা মস্তকে অভিসেচন করিলে লোকে সর্ব্বদা নীরোগ থাকিবে, কালকর্ণী দূরে পলায়ন করিবে, যাহারা তোমার পাদপীঠে মস্তক স্থাপনপূর্ব্বক বন্দনা করিবে, তাহারা তোমাকে সহস্র মুদ্রা প্রণামী দিবে, যাহারা তোমার শ্রবণগোচরে থাকিয়া বন্দনা করিবে, তাহারা তোমাকে শত মুদ্রা দিবে, যাহারা তোমার দৃষ্টিপথে থাকিয়া বন্দনা করিবে তাহারা তোমাকে এক কার্ষাপণ দিবে। তুমি অপ্রমত্তভাবে থাকিও।" দৃষ্টমঙ্গলিকাকে এইরূপ উপদেশ দিয়া মহাসত্ত্ব গৃহ হইতে বাহির হইলেন এবং সেই সমবেত জনসঙ্ঘের সম্মুখেই আকাশে উত্থিত হইয়া চন্দ্রমণ্ডলে প্রবেশ করিলেন।

ব্রহ্মভক্তগণ সমবেত হইয়া সমস্ত রাত্রি সেখানে অবস্থিতি করিল এবং প্রাতঃকালে দৃষ্টমঙ্গলিকাকে সুবর্ণশিবিকায় আরোহণ করাইয়া মস্তকোপরি বহন করিতে করিতে নগরে প্রবেশ করিল। তিনি মহাব্রহ্মার ভার্য্যা, এই বিশ্বাসে বহুলোক দৃষ্টমঙ্গলিকার নিকটে গিয়া গন্ধমাল্যাদি দ্বারা তাঁহার পূজা করিতে লাগিল। যাহারা তাঁহার পাদপীঠে মস্তক রাখিয়া বন্দনা করিতে পারিত, তাহারা প্রত্যেকে সহস্র মুদ্রা প্রণামী দিত; যাহারা শ্রবণপথে থাকিয়া বন্দনা

* কুঙ্কুম, জাতীপুষ্প, তুরুষ্ক, (তুর্কদেশীয় গন্ধদ্রব্য বিশেষ—myrh?) এবং যবন (গ্রীস্ দেশজাত গন্ধদ্রব্যবিশেষ), এই চারিটী মিশাইয়া যে গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত হইত, তাহাকে চতুর্জ্জাতীয় গন্ধ বলা যাইত।

করিত, তাহারা শত মুদ্রা দিত; যাহারা কেবল দৃষ্টিগোচরে থাকিয়া বন্দনা করিত, তাহারা এক এক কার্ষাপণ দিত। দ্বাদশযোজনবিস্তীর্ণ বারাণসীপুরীর সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া দৃষ্টমঙ্গলিকা এইরূপে অষ্টাদশ কোটি ধন প্রাপ্ত হইলেন।

নগর পরিভ্রমণান্তে ভক্তগণ দৃষ্টমঙ্গলিকাকে নগরমধ্যে আনয়ন করিল এবং এক অতি উৎকৃষ্ট মণ্ডপ নির্ম্মাণপূর্ব্বক চারিদিকে পর্দা খাটাইয়া তাঁহাকে সেই খানে মহাঘটার সহিত বাস করাইল। তাহারা মণ্ডপের নিকট সাতটী তোরণযুক্ত এক সপ্তভূমিক প্রাসাদনির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইল; এই নূতন কর্ম্ম মহা ঘটার সহিত চলিতে লাগিল।

দৃষ্টমঙ্গলিকা মণ্ডপেই পুত্র প্রসব করিলেন। শিশুর নামকরণ-দিবসে ব্রাহ্মণেরা সমবেত হইয়া বলিলেন, "এ যখন মণ্ডপে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, তখন ইহার নাম হইল মাণ্ডব্য কুমার।* এদিকে দশ মাসে সেই প্রাসাদেরও নির্ম্মাণ শেষ হইল এবং দৃষ্টমঙ্গলিকা সেখানে গিয়া মহাসম্মানের ও আড়ম্বরের সহিত বাস করিলেন। মাণ্ডব্য কুমারও অতি যত্নের ও ঐশ্বর্য্যলভ্য ভোগের সহিত বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। যখন তাঁহার বয়স্ সাত, কি আট বৎসর হইল, তখন জম্বুদ্বীপতলে যে সকল উত্তম আচার্য্য ছিলেন, তাঁহারা সমবেত হইয়া তাঁহাকে বেদত্রয় শিক্ষা দিলেন ষোল বৎসর বয়সে মাণ্ডব্যকুমার ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি প্রতিদিন ষোড়শ সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতেন; চতুর্থ দ্বারকোষ্ঠকে ব্রাহ্মণদিগকে দান দিবার ব্যবস্থা হইল।

একদিন কোন মহাপর্ব্বোপলক্ষ্যে দৃষ্টমঙ্গলিকার গৃহে বহু পায়স প্রস্তুত হইল। চতুর্থ দ্বারকোষ্ঠের নিকটে ষোড়শ সহস্র ব্রাহ্মণ স্বর্ণরসের ন্যায় পীতবর্ণ নবঘৃত, পক্কমধু † ও শর্করাচূর্ণসহযোগে ঐ পায়স ভোজন করিতে বসিল এবং মাণ্ডব্যকুমার সর্ব্বালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া, স্বর্ণপাদুকা পরিধান করিয়া এবং স্বর্ণযষ্টি হস্তে লইয়া 'এখানে ঘি দাও', 'এখানে মধু দাও' বলিতে বলিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে মাতঙ্গ পণ্ডিত হিমবন্তে নিজের আশ্রমে বসিয়া দৃষ্টমঙ্গলিকার পুত্রের বিষয় ভাবিতেছিলেন। কুমার বিপথে চলিতেছেন দেখিয়া তিনি স্থির করিলেন, 'আমি আজই গিয়া কুমারকে দমনপূর্ব্বক, যেখানে দান করিলে মহাফল পাওয়া যায়, তাহাদ্বারা সেখানে দান করাইব।' অনন্তর তিনি আকাশ-পথে অনবতপ্ত হ্রদে গমন করিলেন, সেখানে মুখধোবনাদি শেষ করিয়া মনঃশিলাতলে উপবেশন করিলেন, রক্তবর্ণ দ্বিপট্ট ও কায়বন্ধন পরিলেন, তদুপরি পাংশুকূল-সংঘাটি‡ দিয়া দেহ আচ্ছাদিত করিলেন, এবং মৃন্ময় পাত্র হস্তে লইয়া আকাশমার্গে গমনপূর্ব্বক চতুর্থ দ্বারকোষ্ঠের সন্নিহিত সেই দানশালায় অবতরণ করিয়া একান্তে অবস্থান করিলেন। মাণ্ডব্য ইতস্তত দৃষ্টিপাত করিতে করিতে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন, "কে হে তুমি? তোমার এমনই বিকট আকার যে, দেখিলে মনে হয়, তুমি কোন পাংশুপিশাচ বা যক্ষ,

* মণ্ড, মণ্ডপ, মাণ্ডব্য, নামটির এইরূপ ব্যাখ্যা ব্যাকরণবিরুদ্ধ।

† মধু জ্বাল দিয়া রাখিলে গাঢ় ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়।

‡ শ্মশানাদি স্থলে যে সকল বস্ত্রখণ্ড নিক্ষিপ্ত হয়, সেই সকল দিয়া প্রস্তুত সংঘাটি। এরূপ সংঘাটি ব্যবহার করা ধুতাঙ্গ দ্বাদশ (১ম খণ্ডের দশম পৃষ্ঠের টীকা দ্রষ্টব্য)।

§ সঙ্কারযক্ষ—'সঙ্কার' শব্দের অর্থ ধূলি বা আবর্জ্জনা। একপ্রকার পিশাচ মলপূর্ণ স্থানে থাকে বলিয়া পাংশুপিশাচ নামে অভিহিত হয়। এখানে 'সঙ্কারযক্ষ' শব্দেও তাহাই বুঝাইতেছে।

তুমি কোথা হইতে আসিলে?" এই কথা জিজ্ঞাসা করিবার কালে কুমার প্রথম গাথা বলিলেন:—

১। পাংশুপিশাচের মত রূপ তব দেখি ঘৃণা পায়;
মলিন সংঘাটি এক শতছিন্ন পরিয়াছ গায়।
অবরুর-তুপনক, ছিন্নবস্ত্র কণ্ঠে প্রলম্বিত;
অপাত্রে, তোমার মত, দান করা অতি অবিহিত।

মহাসত্ত্ব এই সম্ভাষণ শ্রবণ করিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন না। তিনি মৃদুচিত্তে কুমারের সহিত দ্বিতীয় গাথায় আলাপ করিলেন:—

২। আহারের আয়োজন হয়েছে প্রচুর হেথা, কেহ খায়, কেহ করে পান,
জান তুমি, হে যশস্বী, পরদত্ত অন্ন খেয়ে রক্ষা মোরা করি নিজ প্রাণ।
কর ক্রোধ সংবরণ, উঠি ভিক্ষা দাও তুমি; চণ্ডালের-ক্ষুধা কর নাশ;
ঘৃণাবশে তুমি যদি দেও মোরে তাড়াইয়া, বল তবে যাব কার পাশ।

তখন মাণ্ডব্য বলিলেন,

৩। নিজের মঙ্গল তরে শ্রদ্ধাসহকারে
করেছি প্রস্তুত অন্ন দিতে বিপ্রগণে।
দূর হও, জাল্ম, কভু লভিতে না পারে
মাদৃশ ব্যক্তির দান তোমা সম জনে।
বৃথা কেন দাঁড়াইয়া রয়েছ এখানে?
এখনি চলিয়া যাও অন্য কোন স্থানে।

ইহার উত্তরে মহাসত্ত্ব বলিলেন,

৪। উচ্চ, নীচ, অনুপ—ত্রিবিধ ক্ষেত্র আছে; উপেক্ষিত কোনটী কি কৃষকের কাছে?
কত পরিমাণে বৃষ্টি হবে কোন্ বার, পূর্ব্ব হ'তে সাধ্য তার নাহি জানিবার।
তাই সে সর্ব্বত্র বীজ বপে সযতনে, পাইবে কিছু না কিছু, এ বিশ্বাস মনে।
তুমিও হৃদয়ে ধরি একরূপ বিশ্বাস উচ্চ নীচ সকলের পূর্ণ কর আশ।
নিশ্চয় সার্থক দান লভিবার তরে থাকিবে কেহ না কেহ তাদের ভিতরে।

তখন মাণ্ডব্য বলিলেন,

৫। চিনি আমি ক্ষেত্র, জানি বপিলে কোথায় ঘটিবে সুফলপ্রাপ্তি আমার নিশ্চয়।
উচ্চকুলে জাত বেদবিৎ বিপ্রগণ— তাঁরাই প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র, বলে সর্ব্বজন।

ইহা শুনিয়া মহাসত্ত্ব দুইটী গাথা বলিলেন:—

৬। জাতিগত অহঙ্কারে, অভিমানে আর লোভ দ্বেষ-মদ-মোহে পূর্ণ মন যার;—
একাধারে, এত দোষ দেখা যদি যায় কেমনে প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র বলিবে তাহায়?
৭। জাতিগত অহঙ্কারে, অভিমানে আর লোভ-দ্বেষ-মদ মোহে পূর্ণ মন যার,
কুক্ষেত্র সে; এ সকল দোষ না থাকিলে দানের প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র লোকে তারে বলে।

মহাসত্ত্ব পুনঃ পুনঃ এইরূপ বলিলে মাণ্ডব্য ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "এ লোকটা অতিমাত্রায় প্রলাপ করিতেছে, দৌবারিকেরা কোথায় গেল, এখনও এ চণ্ডালটাকে দূর করিয়া দিল না?

৮। কোথা গেলি ভাণ্ডকুক্ষি? কোথা উপাধ্যায়? কোথা উপজ্যোতিঃ? সবে ছুটি হেথা আয়।*
মার্, কাট্, শাস্তি এরে দে ত আচ্ছা করে, গলাধাক্কা দিয়া দূর কর ত ব্যাটারে।

* ভাণ্ডকুক্ষি, উপাধ্যায় ও উপজ্যোতিঃ দৌবারিকদিগের নাম।

মাণ্ডব্যের চীৎকার শুনিয়া দৌবারিকেরা ছুটিয়া আসিল এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিল, "প্রভু, আমাদিগকে কি করিতে হইবে?"

"ঐ চণ্ডালাধমটাকে আসিতে দেখিয়াছিস্?" "না প্রভু, ও কোন্ পথে আসিয়াছিল, তাহা দেখি নাই। ব্যাটা হয় কোন বাজীকর, নয় মায়াবী।" "দাঁড়াইয়া রহিলি যে?" "কি করিব, আজ্ঞা করুন।" "ব্যাটার মুখে ঘা কত মার, গালের হাড় ভাঙ্, লাঠি ও বাঁশের বাখারির চোটে পিঠের চামড়া উল্টাইয়া দে, আধমরা কর্, গলাধাক্কা দিয়ে ফেলে দে এবং এখান থেকে বাহির কর্।" কিন্তু দৌবারিকেরা তাঁহার নিকটে যাইবার পূর্ব্বেই মহাসত্ত্ব উৎপতনপূর্ব্বক আকাশে অবস্থিত হইয়া এই গাথা বলিলেন:—

৯। কার সাধ্য ঋষিজনে কটু বাক্য বলে? গিলিতে কি পারে কেহ জ্বলন্ত অনলে?
নখ বিলিখনে গিরিখনন না হয়, দন্তের পেষণে লৌহ খাওয়া নাহি যায়।

এই গাথা বলিবার পরেই মহাসত্ত্ব ঊর্দ্ধাকাশে উঠিয়া গেলেন; মাণ্ডব্য কুমার ও ব্রাহ্মণেরা তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন।

এই ঘটনা বর্ণনা করিবার কালে শাস্তা নিম্নলিখিত গাথাটী বলিলেন:—

১০। বলি এই কথা তখন(ই) মাতঙ্গ ঋষি সত্যপরাক্রম
উঠেন আকাশে, সবিস্ময়ে তাহা দেখিল ব্রাহ্মণগণ।

মহাসত্ত্ব পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিলেন এবং একটী বীথিতে অবতরণপূর্ব্বক, যাহাতে লোকে তাঁহার পদচিহ্ন দেখিতে পারে এই উদ্দেশ্যে, পূর্ব্বদ্বারের নিকটে ভিক্ষাচর্য্যা করিলেন। এইরূপে কিয়ৎপরিমাণ মিশ্রখাদ্য* সংগ্রহপূর্ব্বক তিনি একটী গৃহে উপবেশন করিয়া উহা ভোজন করিতে লাগিলেন।

'কুমার আমাদের পূজনীয় ঋষিকে দুর্ব্বাক্য বলিয়া অপমানিত করিয়াছে; ইহা সহ্য করা অসম্ভব'; এইরূপ ভাবিয়া নগর-দেবতারা† সমবেত হইল। ইহাদের মধ্যে যে প্রধান যক্ষ, সে কুমারের গলা মোচড়াইল, অপর যক্ষেরা ব্রাহ্মণদিগের গলা মোচড়াইল। বোধিসত্ত্বের প্রতি অনুকম্পা বশতঃ তাহারা তাঁহার পুত্রকে প্রাণে মারিল না, কেবল যন্ত্রণা দিতে লাগিল। তাহারা মাণ্ডব্যের মাথাটা এমন ভাবে মোচড়াইল যে মুখখানি ঘুরিয়া পিঠের দিকে আসিল। তাঁহার হাত পা কাঠের মত শক্ত হইল, চক্ষু দুইটী মড়ার চোখের মত বিস্ফারিত হইল; তিনি নিশ্চেষ্ট শরীরে পড়িয়া রহিলেন। ব্রাহ্মণেরাও পরস্পরের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে ঘুরিতে লালা বমন করিতে লাগিল। লোকে দৃষ্টমঙ্গলিকাকে গিয়া জানাইল, "আর্য্যে, আপনার পুত্রের যেন কি অসুখ হইয়াছে।" তিনি ছুটিয়া পুত্রের নিকটে গেলেন এবং তাঁহার দশা দেখিয়া বলিলেন, "হায়, এ কি হইল?

১১। ব্যাবৃত্ত পৃষ্ঠাভিমুখে শিরঃ, বাহুদ্বয় নিতান্ত নিশ্চেষ্টভাবে দুলিতেছে, হায়!
শিবচক্ষু শ্বেতবর্ণ মৃতের মতন, এ দুর্দ্দশা বাছার করিল কোন্ জন?"

---

* 'মিস্সক ভত্তং'—ভিক্ষুদিগের পাত্রে লোকে নানাপ্রকার অন্ন ব্যঞ্জন ইত্যাদি দেয়। সমস্ত মিশিয়া এক অদ্ভুত খাদ্য প্রস্তুত হয়। ভিক্ষুরা তাহাই আহার করেন।

† এখানে যক্ষেরা নগর দেবতা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

সেখানে যে সকল লোক ছিল, তাহারা দৃষ্টমঙ্গলিকাকে জানাইল :—

১২। পাংশুপিশাচের মত এসেছিল ভিক্ষু একজন।
দেখিলে উপজে ঘৃণা, ছিন্ন তার মলিন বসন।
অবস্কর-স্তূপলব্ধ চীর কণ্ঠে বিলম্বিত তার,
করি গেল সেই, দেখি, এ দুর্দ্দশা পুত্রের তোমার।

তাহাদের কথা শুনিয়া দৃষ্টমঙ্গলিকা ভাবিলেন, 'অন্য কাহারও এমন ক্ষমতা নাই, ইহা নিঃসংশয় মাতঙ্গ পণ্ডিতের কাজ। কিন্তু যিনি ধীর ও মৈত্রীভাবসম্পন্ন, তিনি এই সকল ব্যক্তিকে এরূপ যন্ত্রণায় ফেলিয়া চলিয়া যাইতে পারেন না। দেখা যাউক, তিনি কোন্ স্থানে গিয়াছেন।' তিনি উপস্থিত লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন :—

১৩। কোন্ দিকে গিয়াছেন সেই প্রাজ্ঞবর, বল, মাণবক সব, বলহ সত্বর।
পায়ে পড়ি, অপরাধ করিয়া স্বীকার, মাগিয়া লইব প্রাণ বাছার আমার:

উপস্থিত মাণবকেরা উত্তর দিল :—

১৪। গেলেন আকাশপথে সেই প্রাজ্ঞবর, যায় যথা মধ্যাকাশে পূর্ণ শশধর।
সত্যব্রত, সাধুশীল ঋষি পরক্ষণে চলিলেন পূর্ব্বমুখে, এই পড়ে মনে।

মাণবকদিগের কথা শুনিয়া দৃষ্টমঙ্গলিকা তাঁহার স্বামীর অনুসন্ধান করিবার সঙ্কল্প করিলেন। তিনি দাসীদিগকে স্বর্ণকলস ও স্বর্ণ শরাব লইয়া আসিতে বলিলেন এবং তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া, যেখানে ভূতলে মহাসত্ত্বের পদচিহ্ন অঙ্কিত হইয়াছিল, সেখানে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর সেই চিহ্ন অনুসরণপূর্ব্বক যাইতে যাইতে তিনি দেখিতে পাইলেন, মহাসত্ত্ব পীঠিকায় উপবেশন করিয়া ভোজন করিতেছেন। তিনি তাঁহার নিকটে গিয়া প্রণাম করিয়া একান্তে অবস্থিতি করিলেন। মহাসত্ত্ব দৃষ্টমঙ্গলিকাকে দেখিয়া পাত্রে কিছু অন্ন রাখিয়া দিলেন। দৃষ্টমঙ্গলিকা তখন স্বর্ণ কলস হইতে তাঁহাকে জল দিলেন, তিনি সেখানেই হাত ধুইয়া মুখ প্রক্ষালন করিলেন। তখন দৃষ্টমঙ্গলিকা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে আমার পুত্রের প্রতি এই নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছে?

১৫। ব্যাবৃত্ত পৃষ্ঠাভিমুখে শিরঃ, বাহুদ্বয় নিতান্ত নিশ্চেষ্টভাবে দুলিতেছে, হায়।
স্থিরচক্ষু শ্বেতবর্ণ মৃতের মতন, এ দুর্দ্দশা বাছার করিল কোন জন?"

ইহার পর যে চারিটী গাথা আছে, সে গুলি উভয়ের উত্তর প্রত্যুত্তর :—

১৬। "মহা অনুভাব যক্ষ থাকে শত শত সাধুশীল ঋষিদের সদা অনুগত।
দুষ্টচিত্ত, ক্রুদ্ধ দেখি তনয়ে তোমার যক্ষোরাজ এ দুর্দ্দশা করেছে তাহার।"

১৭। "যক্ষোরাজ এ দুর্দ্দশা করেছে বাছার, তুমি মোর প্রতি ক্রুদ্ধ হইও না আর।
তব পাদপদ্মে, ভিক্ষু, লইনু শরণ, পুত্রশোকাতুরা মাগে পুত্রের জীবন।"

১৮। "যবে সে বলিয়াছিল দুর্ব্বাক্য আমায়, যবে তুমি শরণ লইলে মোর পায়,
না ছিল, না আছে কোন দ্বেষ মনে মম। কিন্তু তনয়ের তব বড় মতিভ্রম।
জানি বেদ, ভাবি ইহা অহঙ্কারে মত্ত; পড়িয়াছে বটে, কিন্তু নাহি বুঝে অর্থ।"

১৯। "মোহবশে মানুষের নিমেষে নিশ্চয় কখন(ও) কখন(ও), ভিক্ষু, মতিভ্রম হয়।
এক অপরাধ তার ক্ষম, তপোধন, পণ্ডিতেরা ক্রোধবশ হন না কখন।"

দৃষ্টমঙ্গলিকা এইরূপে ক্ষমা প্রার্থনা করিলে মহাসত্ত্ব বলিলেন, "আচ্ছা, আমি সেই যক্ষ-দিগের পলায়নার্থ অমৃতোপম ঔষধ দিতেছি।

২০। আমার উচ্ছিষ্ট এই অন্ন লয়ে যাও ; মুখে খাওয়ায়ে গিয়া এখন(ই) খাওয়াও।
যক্ষ না করিবে আর অনিষ্ট তাহার, অচিরে নীরোগ তব হইবে কুমার।"

মহাসত্ত্বের কথা শুনিয়া দৃষ্টমঙ্গলিকা, "স্বামীন্, অমৃতৌষধ দান করুন" বলিয়া তাঁহার সম্মুখে সুবর্ণশরাব ধরিলেন। মহাসত্ত্ব তাহাতে একটু উচ্ছিষ্ট কাঞ্জিক সেচন করিয়া বলিলেন, "প্রথমে তোমার পুত্রের মুখে ইহার অর্দ্ধ পরিমাণ দিবে, তাহার পর, অবশিষ্ট কাঞ্জিক একটা চাটিতে * জলের সঙ্গে মিশাইয়া ব্রাহ্মণদিগের মুখে দিবে। ইহাতে তাহারা সকলেই রোগমুক্ত হইবে।" এই ব্যবস্থা দিবার পর তিনি আকাশে উৎপতনপূর্ব্বক হিমবন্তে ফিরিয়া গেলেন

দৃষ্টমঙ্গলিকা সেই শরাবখানি মস্তকে রাখিয়া, "আমি অমৃতৌষধ পাইয়াছি" বলিতে বলিতে নিজের আলয়ে ফিরিলেন এবং প্রথমে পুত্রের মুখে কাঞ্জিক দিলেন। যক্ষ পলায়ন করিল; কুমার গায়ের ধূলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে উঠিলেন এবং দৃষ্টমঙ্গলিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কি হইয়াছে, মা ?" দৃষ্টমঙ্গলিকা বলিলেন, "তোমার কাজ তুমিই জান, বাবা। এস, তুমি যাহাদিগকে দানের উপযুক্ত পাত্র বলিয়া ভাবিয়াছিলে, এক বার তাহাদের দুর্গতি দেখ।" কুমার তাহাদিগকে দেখিয়া অনুতপ্ত হইলেন। দৃষ্টমঙ্গলিকা বলিলেন, "বৎস মাণ্ডব্য, তুমি নির্ব্বোধ ; কাহাকে দান করিলে মহাফল পাওয়া যায়, তাহা তুমি জান না। এরূপ লোক কখনও দানের উপযুক্ত পাত্র নহে, যাহারা মাতঙ্গ পণ্ডিতের ন্যায়, তাহারাই দানের সুপাত্র। তুমি এখন হইতে এই দুঃশীল লোকগুলাকে দান দিও না, যাঁহারা শীলবান্, তাহাদিগকেই দান দিও।

২১। মাণ্ডব্য, বড়ই তুমি অল্প বুদ্ধি ধর, পুণ্যক্ষেত্র কি যে, তাহা বিচার না কর।
মহাপাপলিপ্ত, আর অসংযমী যারা, তোমার নিকটে দান পায় শুধু তারা।
২২। মাথায় জটার ভার, অজিন বসন, ভূগর্ভের জলহীন কূপের মতন
মুখখানি—অরঞ্জিত রুক্ষ বাস গায়, ধর্ম্মধ্বজী হয়ে লোকে এ ভাবে বেড়ায়।
ঈদৃশ ঘৃণার্হ লোকে, বল ত কেমনে তারিবে তোমার মত হীনমতি জনে ?
২৩। অনাসক্ত, দ্বেষহীন, হয়েছে আস্রব† ক্ষীণ ;
অবিদ্যা হয়েছে বিদূরিত,—
এমন অর্হদ্গণে দেয় দান যেই জনে,
মহাফল লভে সে নিশ্চিত।

অতএব, বাছা, তুমি এখন হইতে এইরূপ দুঃশীলদিগকে কিছু না দিয়া, যাঁহারা ইহলোকে অষ্টসমাপত্তি লাভ করিয়াছেন এবং যাঁহারা পঞ্চবিধ অভিজ্ঞাসম্পন্ন শ্রমণ, ব্রাহ্মণ ও প্রত্যেকবুদ্ধ, তাঁহাদিগকেই দান দিবে। এস বৎস, এখন আমাদের আশ্রিত এই লোকগুলিকে অমৃতৌষধ পান করাইয়া রোগমুক্ত করি।" ইহা বলিয়া তিনি সেই উচ্ছিষ্ট কাঞ্জিক লইয়া জলপূর্ণ চাটিতে নিক্ষেপ করিলেন এবং ষোড়শ সহস্র ব্রাহ্মণের মুখে একটু একটু দেওয়াইলেন। তাহারা একে একে গায়ের ধূলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে উঠিল। তাহারা চণ্ডালের উচ্ছিষ্ট পান করিয়াছে বলিয়া অন্য ব্রাহ্মণেরা তাহাদিগকে অব্রাহ্মণ করিল। ইহাতে লজ্জিত হইয়া সেই ষোড়শ সহস্র ব্রাহ্মণ বারাণসী ত্যাগ করিয়া মেধ্য রাজ্যে‡

* চাটি—গামলা বা "চাড়ি"।
† আসব (আস্রব)—পাপ, রিপু।
‡ মেধ্যরাজ্য (মেজ্ঝরট্ঠং) কি, তাহা বুঝা গেল না। "মেজ্ঝ" না হইয়া 'মজ্ঝ' (মধ্য) হইবে কি ? মধ্যরাজ্য বলিলে মধ্যদেশ বুঝা যাইতে পারে। পঞ্চাল ব্রহ্মর্ষি দেশে। আচার-সম্বন্ধে মধ্যদেশ, ব্রহ্মাবর্ত্ত ও ব্রহ্মর্ষি অপেক্ষা হীনতর ছিল। সদাচারসম্পন্ন বলিয়া ব্রহ্মাবর্ত্ত ও ব্রহ্মর্ষি দেশবাসীরা গর্ব্ব করিতেন। মনু বলেন "এতদ্দেশ প্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ। স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ।"

গমন করিল এবং মেধ্যরাজের আশ্রয়ে বাস করিতে লাগিল। মাণ্ডব্য কিন্তু নিজের দেশেই রহিলেন।

ঐ সময়ে বেত্রবতী নগরের নিকটে বেত্রবতী নদীর তীরে জাতিমন্ত-নামক একজন ব্রাহ্মণ প্রব্রাজক ছিলেন। তিনি জাতিসম্বন্ধে বড় গর্ব্ব করিয়া বেড়াইতেন। মহাসত্ত্ব তাঁহার দর্প চূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে ঐ স্থানে গমন করিলেন, এবং তাঁহার অদূরে নদীর উপরিস্রোতে নিজের বাসস্থান নির্ম্মাণ করিলেন। তিনি এক দিন দন্তধাবনান্তে দন্তকাষ্ঠখানি "জাতিমন্তের জটায় গিয়া লাগুক", এই উদ্দেশ্যে নদীতে নিক্ষেপ করিলেন। জাতিমন্ত যখন আচমন করিতেছিলেন, তখন দন্তকাষ্ঠখানি তাঁহার জটায় সংলগ্ন হইল। তাহা দেখিয়া জাতিমন্ত বলিলেন, "নিপাত যাও, বৃষল।" অনন্তর এই কালকর্ণীরূপী কাষ্ঠখানি কোথা হইতে আসিল, ইহা অনুসন্ধান করিবার জন্য তিনি স্রোতের বিপরীত দিকে যাইতে যাইতে মহাসত্ত্বকে দেখিতে পাইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কোন্ জাতি?" মহাসত্ত্ব উত্তর দিলেন। "আমি চণ্ডাল।" "তুমি কি নদীতে দন্তকাষ্ঠ নিক্ষেপ করিয়াছ?" "হাঁ, মহাশয়।" "নিপাত যা, নরাধম! ব্যাটা দুর্লক্ষণ চণ্ডাল! এখান হইতে উঠিয়া যা, অধোস্রোতে গিয়া থাক!" কিন্তু অধোস্রোতে গিয়া বোধিসত্ত্ব যে দন্তকাষ্ঠ নিক্ষেপ করিলেন, তাহাও স্রোতের বিপরীত দিকে ভাসিতে ভাসিতে জাতিমন্তের জটাসংলগ্ন হইল। তখন জাতিমন্ত বলিলেন, "ব্যাটার মরণ নাই। যদি এখানে থাকিবি, তবে অদ্য হইতে সপ্তম দিনে তোর মস্তকটা সপ্তধা বিদীর্ণ হইবে।" মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, 'আমি যদি ইহার উপর ক্রুদ্ধ হই, তবে আমার শীল ভঙ্গ হইবে। কোন উপায় অবলম্বন করিয়া ইহার দর্প নাশ করিতে হইবে।' অনন্তর তিনি সূর্য্যের উদয় বন্ধ করিলেন, লোকে উদ্‌বিগ্ন হইয়া জাতিমন্ত তপস্বীর নিকটে গেল এবং বলিল, 'আপনি কি সূর্য্য উঠিতে দিতেছেন না?' জাতিমন্ত বলিলেন, "ইহা আমার কর্ম্ম নহে; নদীতীরে একটা চণ্ডাল বাস করে, এ কাজটা বোধ হয় তাহারই।" তখন তাহারা মহাসত্ত্বের নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ভদন্ত, আপনিই কি সূর্য্যকে উঠিতে দিতেছেন না?" "হাঁ, ভাইসকল।" "ইহার কারণ কি?" তোমাদের আশ্রিত তাপস আমাকে নিরপরাধ জানিয়াও অভিশাপ দিয়াছেন; তিনি যদি আসিয়া ক্ষমাপ্রাপ্তির জন্য আমার পায়ে পড়েন, তবেই আমি সূর্য্যকে মুক্তি দিব।" লোকে গিয়া তাপসকে টানিতে টানিতে লইয়া আসিল, তাঁহাকে মহাসত্ত্বের পাদমূলে ফেলিয়া ক্ষমা করাইল এবং মহাসত্ত্বকে বলিল, "ভদন্ত, এখন সূর্য্যকে মুক্তি দিন।" মহাসত্ত্ব বলিলেন, "আমি মুক্তি দিতে পারিতেছি না, কারণ সূর্য্যকে মুক্তি দিলেই এই তাপসের মস্তক সপ্তধা বিদীর্ণ হইবে। "এখন আমাদের কি করা কর্ত্তব্য?" "তোমরা একটা মৃৎপিণ্ড লইয়া আইস।" তাহারা মৃৎপিণ্ড আনয়ন করিলে তিনি বলিলেন, "তোমরা এই মাটি তাপসের মাথায় রাখিয়া তাঁহাকে নামাইয়া জলের মধ্যে রাখ।" লোকে তাহাই করিল, মহাসত্ত্ব সূর্য্যকে মুক্তি দিলেন; সূর্য্য উদিত হইলে সেই মৃৎপিণ্ড সপ্তধা বিদীর্ণ হইল, তাপসও জলে ডুব দিলেন।

জাতিমন্তকে দমন করিবার পর মহাসত্ত্ব ভাবিতে লাগিলেন, 'সেই ষোল হাজার ব্রাহ্মণ এখন কোথায়?' তিনি ধ্যানবলে বুঝিতে পারিলেন, তাহারা মেধ্যরাজের আশ্রয়ে আছে। তখন তাহাদিগকেও দমন করিবার সঙ্কল্পে তিনি ঋদ্ধিবলে নগরের নিকটে অবতরণ

করিলেন এবং পাত্র লইয়া নগরের মধ্যে পিণ্ডচর্য্যা করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে দেখিয়া ভাবিল, 'এ যদি এখানে দুই এক দিনও থাকে, তবে আমাদিগকে নিরাশ্রয় করিবে।' তাহারা সত্বর রাজার নিকটে গিয়া বলিল, "মহারাজ, এক যতি দুষ্ট মায়াবী আসিয়াছে; আপনি তাহাকে ধরিয়া আনুন।" রাজা বলিলেন, "বেশ বলিয়াছ; আমি তাহাকে বন্দী করিতেছি।" মহাসত্ত্ব মিশ্রভক্ত লইয়া একটী প্রাচীরের নিকটে পীঠিকায় বসিয়া অন্যমনস্কভাবে ভোজন করিতেছিলেন, এক সময়ে রাজপ্রেরিত লোকে অসির আঘাতে তাঁহার জীবনান্ত করিল। মৃত্যুর পরে তিনি ব্রহ্মলোকে জন্মান্তর লাভ করিলেন। এই জাতকে তিনি কোণ্ডদমক* ছিলেন এবং সেই কারণে পরাধীনভাবে নিহত হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রাণবধে দেবতারা ক্রুদ্ধ হইয়া তপ্তভস্মবর্ষণে সমস্ত মেধ্য রাজ্য বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন। এই জন্য লোকে বলে,

৩৪। যশস্বী মাতঙ্গ যবে মেধ্যরাজ্যে এইরূপে হইলেন হত,
উচ্ছিন্ন হইল রাজা, আর তার পাত্র, মিত্র, প্রজা ছিল যত।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা বলিলেন, "কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও উদয়ন প্রব্রাজকদিগের পীড়ন করিয়াছিলেন।"

সমবধান—তখন উদয়ন ছিলেন মাণ্ডব্য এবং আমি ছিলাম মাতঙ্গ পণ্ডিত।

৪৯৮—চিত্রসম্ভূত-জাতক।

[আয়ুষ্মান্ মহাকাশ্যপের দুইজন সার্দ্ধবিহারিক পরস্পর পরম সৌহার্দ্যে মিলিত বাস করিতেন। শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে তাঁহাদের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ভিক্ষুদ্বয় পরস্পরকে অবিচলিত ভাবে বিশ্বাস করিতেন, তাঁহারা যাহা পাইতেন, ভাগবন্টন না করিয়া দুই জনেই ভোগ করিতেন। ভিক্ষাচর্য্যার কালেও তাঁহারা এক সঙ্গে যাইতেন, এক সঙ্গে ফিরিতেন, একে অপরের সাহচর্য্য বিনা থাকিতে পারিতেন না। এক দিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় বসিয়া তাঁহাদের পরস্পরের এই প্রগাঢ় বন্ধুত্বসম্বন্ধে কথোপকথন করিতেছিলেন, এমন সময়ে শাস্তা সেখানে গিয়া উহা জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "ইহারা যে এই এক জন্মে পরস্পরের প্রণয়ে একরূপ আবদ্ধ হইয়াছে, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, পুরাণ পণ্ডিতেরা তিন চারি বার জন্মান্তর গ্রহণ করিয়াও মিত্রতা পরিহার করেন নাই।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে অবন্তীরাজ্যে উজ্জয়িনী নগরে অবন্তীমহারাজ নামে এক রাজা ছিলেন। তখন উজ্জয়িনীর বাহিরে এক খানি চণ্ডালগ্রাম ছিল। মহাসত্ত্ব এই গ্রামে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

* 'কোণ্ডদমক' শব্দটীর অর্থ কি, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। নূতন পালি-ইংরাজী অভিধানে শব্দটী ধরা হইয়াছে বটে, কিন্তু কোন অর্থ দেওয়া নাই, কেবল 'কুণ্ড' শব্দের এবং (জাতক) দ্বিতীয় খণ্ডের ২০৯ম পৃষ্ঠের 'কোণ্ট' শব্দের উপর বরাত দেওয়া হইয়াছে। 'কুণ্ড' শব্দের অর্থ বক্র; কোণ্ট=ঘৃণার্হ বা জুগুপ্সিত অভ্যাস-বিশিষ্ট ব্যক্তি। ইহার কোন অর্থই এখানে প্রযোজ্য বলিয়া মনে হয় না। ইংরাজী অনুবাদক 'কোণ্ড' শব্দের পরিবর্ত্তে 'কুণ্ড' শব্দ গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার একটী অর্থ 'নকুল'। যদি বেজি ধরা ও বেজি পোষা চণ্ডালের ব্যবসায় বলিয়া মনে করা যায়, তবে এ অর্থ কষ্টকল্পনার বলে নিতান্ত অগ্রাহ্য নয়। গরুড় গোস্বামী তাঁহার অমাবতুর (অমৃতোদক বা অমৃতপ্রবাহ)-নামক গ্রন্থে এই জাতকের প্রতিপাদ্য বিষয় প্রদর্শন করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, বোধিসত্ত্ব এই জন্মে মিথ্যাদৃষ্টি দমন করিয়াছিলেন। কিন্তু আখ্যায়িকার কোন অংশেই প্রত্যক্ষভাবে মিথ্যাদৃষ্টির দিকে লক্ষ্য করা হয় নাই।

অপর একটী প্রাণীও তাঁহার মাতার গর্ভে জন্মিয়াছিলেন। তাঁহাদের নাম হইয়াছিল যথাক্রমে চিত্র ও সম্ভূত। তাঁহারা দুইজনেই বয়ঃপ্রাপ্তির পর চণ্ডালবংশ-ধোপন * নামক বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। এক দিন তাঁহারা উজ্জয়িনী নগরের দ্বারদেশে আপনাদের ক্রীড়ানৈপুণ্য দেখাইবার উদ্দেশ্যে এক জন উত্তর দ্বারে এবং এক জন পূর্ব্ব দ্বারে গিয়া খেলা দেখাইতে লাগিলেন। এই দ্বারদ্বয়ের নিকটে দুই জন দৃষ্টমঙ্গলিকা† বাস করিতেন—একজন শ্রেষ্ঠীর কন্যা এবং এক জন পুরোহিতের কন্যা। তাঁহারা বহুখাদ্যভোজ্যমাল্যগন্ধাদি লইয়া উদ্যান-কেলি করিবার জন্য এক জন উত্তর দ্বার দিয়া এবং এক জন পূর্ব্বদ্বার দিয়া যাত্রা করিলেন। চণ্ডালপুত্রেরা খেলা দেখাইতেছে, ইহা দেখিয়া তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এরা কি জাতি?" লোকে যখন বলিল যে তাঁহারা চণ্ডালপুত্র, তখন তাঁহারা মনে করিলেন, 'যাহা দর্শনের অযোগ্য, তাহা দেখিলাম।' অমঙ্গলের আশঙ্কায় তাঁহারা গন্ধোদক দ্বারা স্ব স্ব চক্ষু ধৌত করিলেন এবং নগরে ফিরিয়া গেলেন। তাঁহাদের অনুচরগণ চণ্ডালপুত্রদিগের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "অরে ধূর্ত্ত চণ্ডালগণ, তোদের জন্যই আমরা বিনামূল্যে লভ্য সুরাভক্ষ্যাদি হইতে বঞ্চিত হইলাম।" তাহারা প্রহার করিয়া দুই সহোদরেরই দুর্দ্দশার একশেষ করিল। সংজ্ঞালাভের পর দুইজনেই পরস্পরের নিকটে যাইবার জন্য চলিলেন এবং এক স্থানে মিলিত হইয়া স্ব স্ব দুর্দ্দশার কথা বলিয়া রোদন ও বিলাপ করিতে লাগিলেন। অতঃপর কি কর্ত্তব্য, ইহা চিন্তা করিয়া দুই জনেই স্থির করিলেন, 'জাতির নীচতাবশতঃ আমরা এই দুঃখ পাইলাম। আমরা আর চণ্ডালের কর্ম্ম করিতে পারিব না; চল, আমরা জাতি গোপন করিয়া ব্রাহ্মণের বেশে তক্ষশিলায় যাই এবং সেখানে গিয়া বিদ্যা শিক্ষা করি।' এই সঙ্কল্প করিয়া তাঁহারা তক্ষশিলায় গেলেন এবং সেখানে কোন সুবিখ্যাত আচার্য্যের ধর্ম্মান্তেবাসিকভাবে‡ বিদ্যা অভ্যাস করিতে লাগিলেন। এদিকে সমস্ত জম্বুদ্বীপের লোকে বলাবলি করিতে লাগিল যে দুই জন চণ্ডাল নাকি জাতি গোপন করিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিতেছে। চিত্র পণ্ডিতের শিক্ষা সম্পূর্ণ হইল, কিন্তু সম্ভূতের শিক্ষা পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল না।

এক দিন কোন গ্রামবাসী ব্রাহ্মণভোজন দিবার মানসে§ ঐ আচার্য্যকে নিমন্ত্রণ করিল। ঘটনাক্রমে রাত্রিকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হওয়ায় পথের সমস্ত গর্ত্ত জলপূর্ণ হইল। আচার্য্য প্রত্যূষেই চিত্র পণ্ডিতকে ডাকাইয়া বলিলেন, 'বৎস, আমি যাইতে পারিব না; তুমি ছাত্রদিগকে লইয়া যাও, সেখানে গিয়া মঙ্গলবাক্য বল (অর্থাৎ স্বস্তিবচন পাঠ কর বা আশীর্ব্বাদ কর) এবং নিজেরা যাহা পাইবে তাহা আহার করিয়া, আমাকে যাহা দিবে তাহা লইয়া আইস।" চিত্র

---

* 'চণ্ডালবংশধোপন' কি তাহা নির্ণয় করা কঠিন। ইংরাজী অনুবাদক ইহার অর্থ করিয়াছেন, sweeping in the Chandala breed। কিন্তু এ অর্থের অর্থগ্রহ করা অসম্ভব 'বংশ' শব্দ এখানে 'কুল' বা 'গোত্র' অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই, ইহা বাঁশ। বুদ্ধঘোষ বলেন, ইহা "বেণুং উস্সাপেত্বা কীলনং।" এই ক্রীড়ায় লোকে হাতের তলে বংশযষ্টি রাখিয়া এমন কৌশলে নৃত্য করে যে, বাঁশখানি লম্বভাবেই দাঁড়াইয়া থাকে। কাহারও কোমরে বাঁশ তুলিয়া তাহার উপরে উঠিয়া নানা রূপ কৌশলপ্রদর্শন এই ক্রীড়ার অঙ্গ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

† 'দৃষ্টমঙ্গলিক' শব্দের ব্যাখ্যা মহামঙ্গল-জাতকের (৪৫৩) প্রত্যুৎপন্ন বস্তুতে প্রদত্ত হইয়াছে।

‡ মূলে "ধম্মান্তেবাসিকা" আছে। ইংরাজী অনুবাদকের মতে ইহার অর্থ—তাঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্রশিক্ষার্থী হইয়াছিলেন; কিন্তু আমার মনে হয়, যাহারা গুরুদক্ষিণা দিতে অসমর্থ, এমন দরিদ্র ছাত্রই ধর্ম্মান্তেবাসিক বা পুণ্যশিষ্য নামে অভিহিত হইত।

§ মূলে 'ব্রাহ্মণবাচনকং করিস্সামি' আছে। এ সম্বন্ধে পঞ্চম খণ্ডের ১৫০ম পৃষ্ঠের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

"যে আজ্ঞা" বলিয়া শিষ্যগণসহ গমন করিলেন। সেখানে গিয়া ইঁহারা যখন মুখ ধুইতে ও স্নান করিতে লাগিলেন, তখন গ্রামবাসীরা পায়স বাড়িয়া জুড়াইবার জন্য রাখিয়া দিল। কিন্তু পায়স জুড়াইবার পূর্ব্বেই ছাত্রেরা আসিয়া আসনে বসিল। লোকে তাহাদিগকে দক্ষিণোদক দিয়া প্রত্যেকের সম্মুখে পায়সের পাত্রগুলি স্থাপন করিল। সম্ভূত যেন কেমন মোহাচ্ছন্ন হইয়াছিলেন; তিনি পায়স জুড়াইয়াছে ভাবিয়া এক গ্রাস মুখে দিলেন; উহা তপ্ত লৌহ-গোলকের ন্যায় তাহার মুখ দগ্ধ করিল। যন্ত্রণায় তিনি নিজের ছদ্মবেশের কথা ভুলিয়া গেলেন এবং চিত্র পণ্ডিতের দিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক কাঁদিতে কাঁদিতে চণ্ডালভাষায় বলিলেন, "এবং খলু" (বড় গরম)। চিত্রও ছদ্মবেশের কথা ভুলিয়া বলিলেন, "নিগ্‌গল, নিগ্‌গল" (থু করিয়া ফেল)।* ছাত্রেরা পরস্পরের দিকে অবলোকন করিয়া বলিল, "এ কি ভাষা?" অনন্তর চিত্র পণ্ডিত আশীর্ব্বচন পাঠ করিলেন।

আহারান্তে ছাত্রেরা সেখান হইতে বাহির হইয়া এক এক স্থানে এক এক দল বান্ধিয়া চিত্র ও সম্ভূতের ভাষা-সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিল, এবং যখন বুঝিল যে, তাঁহারা চণ্ডালভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন, তখন বলিল, "অরে দুষ্ট চণ্ডালগণ, তোরা এত দিন ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিয়া আমাদিগকে বঞ্চনা করিয়াছিস্।" তাহারা দুই জনকেই প্রহার করিতে লাগিল, কিন্তু এক জন ভদ্র লোক তাহাদিগকে বারণ করিয়া সরাইয়া দিলেন এবং "এ তোমাদের জাতিগত দোষ, তোমরা কোথাও গিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক জীবন যাপন কর," ইহা বলিয়া চিত্র ও সম্ভূতকে বিদায় দিলেন। তাঁহারা দুই জন যে চণ্ডাল, শিষ্যেরা গিয়া আচার্য্যকে তাহা জানাইল।

চিত্র ও সম্ভূত বনে প্রবেশ করিয়া ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন এবং অচিরে দেহত্যাগ করিয়া নৈরঞ্জনা নদীর † তীরে এক মৃগীর গর্ভে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইলেন। মাতৃগর্ভ হইতে নির্গত হইবার পর হইতেই তাঁহারা উভয়ে এক সঙ্গে বিচরণ করিতেন, একে অপরকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেন না। এক দিন তাঁহারা তৃণপত্রাদি ভোজন করিয়া এক বৃক্ষমূলে পরস্পরের মস্তকে মস্তক, শৃঙ্গে শৃঙ্গ, তুণ্ডে তুণ্ড সংলগ্ন করিয়া রোমন্থন করিতেছিলেন, ইহা দেখিয়া কোন ব্যাধ শক্তি নিক্ষেপপূর্ব্বক একাঘাতেই উভয়ের জীবনান্ত করিল।

মৃগদেহত্যাগের পর তাঁহারা নর্ম্মদাতীরে উৎক্রোশ-যোনিতে জন্মান্তর লাভ করিলেন। সেখানেও বড় হইয়া তাঁহারা এক দিন আহারান্তে পরস্পরের মস্তকে মস্তক ও তুণ্ডে তুণ্ডে সংলগ্ন করিয়া অবস্থিত ছিলেন, এমন সময়ে এক ব্যাধ যষ্টি ও পাশের সাহায্যে একাঘাতেই তাঁহাদিগকে ধরিয়া ও মারিয়া ফেলিল।

উৎক্রোশজন্ম ত্যাগ করিবার পর চিত্র পণ্ডিত কৌশাম্বী নগরে পুরোহিতের পুত্ররূপে জন্মান্তর লাভ করিলেন। সম্ভূত পণ্ডিত উত্তরপঞ্চালরাজের পুত্র হইয়া জন্মিলেন। নাম-করণ দিন হইতেই তাঁহারা জাতিস্মর হইয়াছিলেন; কিন্তু সম্ভূত পণ্ডিত সমস্ত বৃত্তান্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে স্মরণ করিতে পারিতেন না; তাঁহার কেবল চতুর্থ অর্থাৎ চণ্ডাল জন্মের কথাই স্মরণ ছিল, চিত্র পণ্ডিত কিন্তু চারিটী জন্মের কথাই যথাক্রমে অনুস্মরণ করিতে

* বুঝিতে হইবে যে 'খলু' ও 'নিগ্‌গল' শব্দ তখন উল্লিখিত অর্থে চণ্ডালদিগের ভাষাতেই প্রচলিত ছিল।

† বুদ্ধগয়ার নিকটবর্ত্তী নদী।

পারিতেন। তিনি ষোড়শবর্ষ বয়সে নিষ্ক্রমণপূর্ব্বক হিমবন্তে প্রবেশ করিয়া ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন এবং অভিজ্ঞালাভানন্তর ধ্যানসুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

পিতৃবিয়োগের পর সম্ভূত পণ্ডিত রাজচ্ছত্র গ্রহণ করিলেন। ছত্রগ্রহণোৎসবের দিন তিনি সমবেত জনবৃন্দের মধ্যে মনের আবেগে মঙ্গলগীতরূপে দুইটী গাথা করিলেন। তাহা শুনিয়া অন্তঃপুরবাসিনীগণ ও গন্ধর্ব্বগণ মনে করিল, ইহা আমাদের রাজার মঙ্গলগীতি, এবং তাহারাও উহা গান করিল। ক্রমে নগরবাসীরাও ঐ গান গাইতে লাগিল, কারণ তাহারা ভাবিল, ইহা রাজার অতি প্রিয় গান।

এদিকে চিত্র পণ্ডিত এক দিন হিমালয়স্থ আশ্রমে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন, 'আমার ভ্রাতা সম্ভূত রাজচ্ছত্র লাভ করিলেন কি না?' তিনি চিন্তা করিয়া দেখিলেন, সম্ভূত রাজছত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন। তখন তিনি ভাবিলেন, 'সম্ভূত নূতন রাজ্য পাইয়াছে, এখন তাহাকে বুঝাইতে পারিব না; যখন সে বৃদ্ধ হইবে, তখন তাহার নিকটে যাইব এবং ধর্ম্মকথা শুনাইয়া তাহাকে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করাইব।' ইহা স্থির করিয়া তিনি পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত সম্ভূতের নিকট গেলেন না। অতঃপর যখন রাজার পুত্র ও কন্যাগণ বড় হইল, তখন চিত্র ঋদ্ধিবলে রাজোদ্যানে অবতরণ করিলেন এবং মঙ্গলশিলাপট্টে সুবর্ণপ্রতিমার ন্যায় উপবিষ্ট হইলেন। ঐ সময়ে একটী বালক রাজার সেই প্রিয় গীতটী গান করিতে করিতে কাষ্ঠসংগ্রহ করিতেছিল। চিত্র পণ্ডিত তাহাকে ডাকিলেন; সে তাঁহার নিকটে গিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল। চিত্র পণ্ডিত বলিলেন, "তুমি প্রাতঃকাল হইতে এই এক গানই গাইতেছ, অন্য গান কি জান না?" বালক বলিল, "ভদন্ত, আমি অনেক গান জানি; কিন্তু এই গানটী আমাদের রাজার বড় প্রিয়, এই জন্যই ইহা গান করি।" "কেহ কি রাজার গীতের প্রতিগীত * গান করিয়া থাকে?" "না ভদন্ত।" "তুমি প্রতিগীত গান করিতে পারিবে ত?" "জানিলে পারিব।" "বেশ, আমি তোমাকে একটী গাথা শিখাইতেছি। রাজা যখন গাথা দুইটী গাইবেন, তখন তুমি এইটীকে তৃতীয় গাথা করিয়া গাইবে।" ইহা বলিয়া চিত্র পণ্ডিত বালককে একটী গাথা শিখাইলেন, এবং তাহাকে বিদায় দিবার কালে বলিলেন, "গিয়া রাজার নিকটে গান কর, তিনি সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে প্রচুর ধন দিবেন।"

বালক যত শীঘ্র পারিল, তাহার মাতার নিকটে গিয়া উৎকৃষ্ট বস্ত্রাভরণ পরিধান করিল এবং রাজদ্বারে গিয়া সংবাদ দিল, "এক বালক মহারাজের সঙ্গে প্রতিগীত গান করিবে।" রাজা তাহাকে প্রবেশ করিতে অনুমতি দিলে, সে গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন "বৎস, তুমি না কি প্রতিগীত গান করিবে?" বালক উত্তর দিল, "হাঁ, মহারাজ, আপনি সমস্ত রাজপুরুষদিগকে সমবেত হইতে আজ্ঞা দিন।" রাজার আদেশে রাজপুরুষগণ সমবেত হইলে বালক বলিল, "মহারাজ, আপনি নিজের গীতটী গান করুন; তাহার পর আমি প্রতিগীত গান করিব।" তখন রাজা দুইটী গাথা গান করিলেন:—

১। কর্ম্ম কভু হয় না বিফল, ভাই।
করলে যথাধর্ম্ম পুণ্যকর্ম্ম, সুফল ফলে সন্দেহ নাই।
দেখ সুকৃতির বলে ভাগ্যে সম্ভূতের ফলে
রাজা আর ঐশ্বর্য্য কত, তুলনা না পাই।
আজ ধনে মানে বলে বীর্য্যে সবাই ছোট আমার ঠাঁই।

* পাল্টা গান।

২। কর্ম্ম কভু হয় না বিফল, ভাই।
কর্‌লে যথাধর্ম্ম পুণ্যকর্ম্ম, সুফল ফলে সন্দেহ নাই।
চিত্র প্রাণের ভাই আমার, ছিল অসীম স্নেহ যাঁর,
আছেন কেমন, আছেন কোথা জান্‌তে আমি চাই।
আহা। সে সুখে কি সুখী তিনি, যাহা সদাই পাই।

রাজার গান শেষ হইলে বালকটী তৃতীয় গাথা গান করিল :—

৩। কর্ম্ম কভু হয় না বিফল ভাই।
কর্‌লে যথাধর্ম্ম পুণ্য কর্ম্ম সুফল ফলে সন্দেহ নাই।
চিত্র প্রাণের ভাই তোমার ছিল অসীম স্নেহ যাঁর,
আছেন তিনি, নরমণি, সুখেতে সদাই।
ঠিক তোমার যেমন, তাঁরও তেমন, আনন্দের না অন্ত পাই।

ইহা শুনিয়া রাজা চতুর্থ গাথা বলিলেন :—

তুমিই কি চিত্র? কিংবা নিজ পরিচয় অন্যের নিকটে চিত্র দিলা যে সময়,
করিয়াছ তুমি কি হে সে কথা শ্রবণ? অথবা অপর কেহ বলেছে এমন?
গাইলে যে গীত তুমি, বড়ই মধুর। শুনিয়া সন্দেহ মম হইয়াছে দূর।
শুনালে যে সুসংবাদ, উপযুক্ত তার এক শত গ্রাম আমি দিনু পুরস্কার।

ইহার পর সেই বালকটী পঞ্চম গাথা বলিল :—

আজ্ঞা দিলা ঋষি এক আসিয়া এখানে গাইতে এ প্রতিগীত তব সন্নিধানে।
বলিলেন, "শুনি তুষ্ট হ'য়ে নৃপবর তুষিবেন দিয়া তোরে বহু পুরস্কার।"

বালকের কথায় রাজা ভাবিলেন, 'সেই ঋষি আমার ভ্রাতা চিত্র; আমি এখনই গিয়া তাঁহাকে দর্শন করিব।' ইহা স্থির করিয়া তিনি নিম্নলিখিত দুইটী গাথায় ভৃত্যদিগকে আজ্ঞা দিলেন :—

৬। চিত্রআস্তরণযুত রাজরথে কর ত্বরা তুরগ যোজন;
গজের আটিয়া পেটি পরায়ে গলায় হার কর আনয়ন।
৭। বাজাও মৃদঙ্গভেরী; তার সঙ্গে ঘন ঘন হোক শঙ্খধ্বনি,
দ্রুতগামী যানবাহী অশ্ব আনি কর হেথা যোজন এখনি।
এখনি যাইব আমি রয়েছেন যে উদ্যানে সেই তপোধন,
পুণ্যদরশন তাঁর লভিয়া হইবে আজ সার্থক নয়ন।

ইহা বলিয়া রাজা রথে আরোহণপূর্ব্বক সত্বর যাত্রা করিলেন, উদ্যানদ্বারে রথ রাখিয়া চিত্র পণ্ডিতের নিকট উপস্থিত হইলেন, তাঁহাকে প্রণাম করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন এবং অত্যন্ত আনন্দসহকারে অষ্টম গাথা বলিলেন :—

৮। অভিষেককালে গাথা গাইলাম সভামধ্যে, সার্থক তা হইল এক্ষণে,
শীলবান্ তাপসের লভি আজ দরশন বড় সুখ উপজিল মনে।

চিত্র পণ্ডিতকে দেখিবামাত্রই রাজার মনে পরমা প্রীতির সঞ্চার হইল। 'আমার ভ্রাতার জন্য পল্যঙ্ক আনয়ন কর" ইত্যাদি আজ্ঞা দিতে দিতে তিনি নবম গাথা বলিলেন :—

৯। দয়া করি যদি, ঋষে, করেছেন হেথা আগমন,
উদক, আসন, পাদ্য, অর্ঘ এই করুন গ্রহণ।

এইরূপে মধুর সম্ভাষণপূর্ব্বক রাজা নিজের রাজ্য দুই ভাগ করিয়া চিত্রকে তাহার এক ভাগ দান করিবার প্রস্তাব করিয়া দশম গাথা বলিলেন :—

১০। দিব তব বাসহেতু সুরম্য ভবন ; সযতনে সতত সেবিবে নারীগণ,
যে বাসনা আছে চিত্তে তোমার তুষিতে দয়া করি অবকাশ দাও পুরাইতে।
এস, দুই জনে মিলি ভুঞ্জি এ ঐশ্বর্য্য, মিলিয়া উভয়ে মোরা শাসিব এ রাজ্য।

রাজার এই প্রস্তাব শুনিয়া চিত্র পণ্ডিত ছয়টী গাথায় ধর্ম্মদেশন করিলেন :—

১১। দেখিয়াছি দুষ্কৃতির ফল বিষময়, সুকৃতির বলে লোকে মহাফল পায়।*
রাখিব নিজেরে, তাই, সংযমে সদাই, পুত্রপশুধনে মোর প্রয়োজন নাই।
১২। দশ বর্ষে এক এক দশা নিরূপণ, দশদশাপরিমিত মানবজীবন।
দশম দশার পূর্ব্বে অনেকেই, হায়, ছিন্ন মৃণালের মত শুকাইয়া যায়।
১৩। আমোদ, প্রমোদ কিংবা ইন্দ্রিয়সেবন, অথবা ভোগের তরে ধন-অন্বেষণ,—
কিছুতেই প্রয়োজন নাই ত আমার, দারাসুত, পরিজন,—কে বল কাহার?
ছিঁড়িয়াছি সর্ব্ববিধ মায়ার বন্ধন ; রয়েছি পরম সুখে আমি সে কারণ।
১৪। ভুলিবে না যম মোরে, জানি বিলক্ষণ। মৃত্যু পাশ ছেদিতে না পারে কোন জন।
মৃত্যু আসি অভিভূত করিবে যাহারে, অর্থকামে কিবা সুখ দিতে তারে পারে?
১৫। দ্বিপদের মধ্যে, ভূপ, চণ্ডাল অধম ; সেই কুলে দুই জনে লভিনু জনম
স্ব স্ব কর্ম্মফলে, মোরা করিলাম বাস চণ্ডালিনী-গর্ভে, হায়, পূর্ণ দশমাস।
১৬। চণ্ডাল অবন্তী রাজ্যে ছিনু মোরা চতুর্থ জনমে,
নৈরঞ্জনাতীরে পরে মৃগরূপে জন্মিনু দুজনে।
তার পর উভয়েই নর্ম্মদার তীরে জন্মান্তর
তির্য্যগ যোনিতে লভি হইলাম উৎক্রোশ খেচর।
এখন ব্রাহ্মণ আমি, তুমি, ভূপ ক্ষত্রিয় এখন,
পর পর এই রূপ লভেছি জনম দুই জন।

এইরূপে অতীতের হীন জন্মগুলি প্রকটিত করিয়া বর্ত্তমান জন্মেও পরমায়ুর ক্ষণিকত্ব প্রদর্শনপূর্ব্বক পুণ্যকর্ম্মে উৎসাহ দিবার জন্য মহাসত্ত্ব আর চারিটী গাথা বলিলেন :—

১৭। মরণ আসন্ন সদা, ক্ষণস্থায়ী প্রাণ প্রভাতে তৃণাগ্রলগ্ন শিশিরসমান।
জরা যবে গ্রাসে, মুখ করিয়া ব্যাদান, পুত্র, কি কলত্র, বল, কে করিবে ত্রাণ?
শুন মোর বাক্য তুমি, পঞ্চালঈশ্বর। দুঃখবিবর্দ্ধক কর্ম্ম বর্জ্জ নিরন্তর।
১৮। মরণ আসন্ন সদা, ক্ষণস্থায়ী প্রাণ প্রভাতে তৃণাগ্রলগ্ন শিশিরসমান।
জরা যবে গ্রাসে, মুখ করিয়া ব্যাদান, পুত্র, কি কলত্র, বল, কে করিবে ত্রাণ?
শুন মোর বাক্য তুমি, পঞ্চালপ্রধান! করো না সে কর্ম্ম, যাহা দুঃখের নিদান।
১৯। মরণ আসন্ন সদা, ক্ষণস্থায়ী প্রাণ প্রভাতে তৃণাগ্রলগ্ন শিশিরসমান।
জরা যবে গ্রাসে, মুখ করিয়া ব্যাদান, পুত্র, কি কলত্র, বল, কে করিবে ত্রাণ?
তাই বলি তোমায়, পঞ্চালমহারাজ! রিপুবশে করিও না কভু কোন কাজ।
২০। মরণ আসন্ন সদা, ক্ষণস্থায়ী প্রাণ প্রভাতে তৃণাগ্রলগ্ন শিশিরসমান।
জরা যবে দেখা দেয় দেহের ভিতরে, যৌবনের রূপ, বল নিমেষেতে হরে।
তাই করি সাবধান তোমায়, রাজন্! করো না যে কর্ম্মে ঘটে নিরয়গমন।

মহাসত্ত্বের কথায় রাজা সন্তুষ্ট হইয়া তিনটী গাথা বলিলেন :—

* চণ্ডালকুলে জন্ম ইত্যাদি দুষ্কৃতির ফল ; ব্রাহ্মণকুলে জন্ম, দেবত্বলাভ প্রভৃতি সুকৃতির পরিণাম।

২১। বলিলে যা, দেব, তাহা সত্য সুনিশ্চিত ; হিতকর বাক্য তব ঋষিজনোচিত।
ভোগাকাঙ্ক্ষা কিন্তু মোর এখন(ও) প্রবল, ত্যজিবে মাদৃশ জনে কেমনে তা বল ?
২২। সম্মুখে সুদৃঢ় স্থল, দেখিয়াও তায় পঙ্কমগ্ন করী নারে উঠিতে সেথায়।
কামপঙ্কে মগ্ন, হায়, আমিও তেমন। পারি না লইতে ভিক্ষুপথের শরণ।
২৩। মাতাপিতা তনয়ের হিতকামনায় হিত উপদেশ দান করেন তাহায়।
তেমতি আমারে শিক্ষা দাও, ঋষিবর, যার বলে সুখী আমি হব নিরন্তর।

তখন মহাসত্ত্ব রাজাকে বলিলেন,

২৪। কামভোগ মানুষের স্বভাবসুলভ, যদ্যপি ছাড়িতে ইহা ইচ্ছা নাই তব,
যথাধর্ম্ম কর, ভূপ, রাজস্ব গ্রহণ ; হয় না প্রজার যেন অযথা পীড়ন।
২৫। চতুর্দ্দিকে দূত এবে করিয়া প্রেরণ শ্রমণব্রাহ্মণগণে কর নিমন্ত্রণ ;
সেব সবে দিয়া অন্ন, বস্ত্র, শয্যা আর আসনাদি যে যে দ্রব্য আবশ্যক যার।
২৬। অন্নপান করি দান সুপ্রসন্নমনে পরিতুষ্ট কর নব শ্রমণব্রাহ্মণে।
যথাসাধ্য করে দান যাচকে যে জন, যথাসাধ্য ধর্ম্মপথে করে বিচরণ,
কদাপি না হয় সেই নিন্দার ভাজন, দেহান্তে ত্রিদিবধামে করে সে গমন।
২৭। নারীগণ পরিচর্য্যা করিবে তোমার ; এতে যদি ঘটে তব মনের বিকার,—
শুন এই গাথা, ইহা করিয়া স্মরণ গাইবে সভার মধ্যে তখনি, রাজন্ :—
২৮। কুঁড়ে ঘরখানিও ছিল না তার, হায়।
কত রোদ বৃষ্টি দিবারাত্রি মাথার উপর চলে যায়।
তাহার মাতার দুর্দ্দশার কথা বলব কি হে আর ?
ছেলে কোলে কাঠ কুড়াত বনের মাঝার।
ছেলে কান্দত যখন শান্ত তখন করত দিয়ে স্তন্য তার।
এমন ছেলের দুর্দ্দশার কথা বলব কিহে আর ?
খেলাধূলায় কুকুর কেবল সাথী ছিল তার।
আজ তাহার ছেলের শিরে দেখ রাজার মুকুট শোভা পায়।

মহাসত্ত্ব এইরূপ উপদেশ দিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আমি উপদেশ দিলাম। এখন আপনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করুন বা না করুন, আমি আমার কৃতকর্ম্মের ফল ভোগ করিতে চলিলাম।" অনন্তর তিনি আকাশে উৎপতনপূর্ব্বক রাজার মস্তকোপরি পদরজঃ বিক্ষিপ্ত করিয়া হিমবন্তে চলিয়া গেলেন। ইহা দেখিয়া রাজার অন্তঃকরণে বিষয়বিতৃষ্ণা জন্মিল। তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্রকে রাজ্য দান করিলেন এবং যোদ্ধাদিগকে নিমন্ত্রণপূর্ব্বক তাহাদিগের নিকট বিদায় লইয়া (বা তাহাদিগকে নূতন রাজার আজ্ঞাবহ হইতে বলিয়া) হিমালয়াভিমুখে চলিলেন। মহাসত্ত্ব তাঁহার আগমনবৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া ঋষিগণসহ প্রত্যুদ্গমন করিলেন, তাঁহাকে লইয়া গিয়া প্রব্রজ্যা দিলেন, এবং তাঁহাকে কৃৎস্নপরিকর্ম্ম শিক্ষা দিলেন। ইহাতে তিনি ধ্যানাভিজ্ঞা লাভ করিলেন। এইরূপে তাঁহারা দুই জনেই ব্রহ্মলোক-পরায়ণ হইলেন।

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, পুরাণ পণ্ডিতেরা এই রূপে উপর্য্যুপরি তিনি চারি জন্মেও পরস্পরের সহিত বন্ধুত্ববন্ধনে বদ্ধ ছিলেন।

সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন সম্ভূত পণ্ডিত এবং আমি ছিলাম চিত্র পণ্ডিত।]

☞ সঙ্গীতের সাহায্যে নিরুদ্দেশ ব্যক্তিকে খুঁজিয়া বাহির করা সাহিত্যে বহুস্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। চারণ ব্লণ্ডেল এই উপায়েই কারারুদ্ধ রিচার্ডের সন্ধান পাইয়াছিলেন, দময়ন্তী নলের অনুসন্ধানার্থ এক জন লোককে একটী গান শিখাইয়া দিয়াছিলেন। তৃতীয় খণ্ডের কণবের জাতকে (৩১৮) এবং পঞ্চম খণ্ডের শোণক জাতকেও (৫২৯) এই উপায়ের প্রয়োগ দেখা যায়।

৪৯৯—শিবি-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে অসদৃশ দানসম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন।* অষ্টনিপাতে সৌবীর জাতকে† ইহার বৃত্তান্ত সবিস্তর বলা হইয়াছে। তখন রাজা সপ্তম দিবস সর্বপরিষ্কার দান করিয়া অনুমোদন প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু শাস্তা অনুমোদন না করিয়াই চলিয়া গিয়াছিলেন।

পরদিন রাজা প্রাতরাশ সমাপনপূর্বক বিহারে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদন্ত, আপনি অনুমোদন করিলেন না কেন?" শাস্তা উত্তর দিলেন, "মহারাজ, লোকে এখন অশুচিচিত্ত।" অনন্তর, "কৃপণের স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটে না কখন" এই গাথা বলিয়া‡ তিনি ধর্মদেশন করিলেন। ইহাতে রাজা প্রসন্ন হইয়া শত সহস্র মুদ্রা মূল্যের শিবিদেশজাত উত্তরাসঙ্গ দ্বারা শাস্তাকে পূজা করিলেন এবং নগরে ফিরিয়া গেলেন।

ইহার পর ধর্মসভায় এ সম্বন্ধে কথোপকথন হইল। ভিক্ষুরা বলাবলি করিতে লাগিলেন, 'দেখ ভাই, কোশলরাজ অসদৃশ দান করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতেও তিনি তৃপ্তিলাভ করেন নাই। শাস্তা যখন তাঁহার নিকট ধর্মদেশন করিলেন, তখন তিনি তাঁহাকে শতসহস্র মুদ্রা মূল্যের শিবিদেশজাত বস্ত্র উপঢৌকন দিলেন। দেখিতেছ যে, রাজার দানের সাধ কিছুতেই মিটে না।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া ভিক্ষুদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, বাহ্যবস্তুর দান§ প্রশংসনীয় বটে, প্রাচীন পণ্ডিতেরা এমন দান করিয়াছিলেন যে, সমস্ত জম্বুদ্বীপে কাহাকেও আর কৃষিবৃত্তিদ্বারা জীবিকা অর্জন করিতে হইত না। তাঁহারা প্রতিদিন ছয় লক্ষ মুদ্রা দান করিতেন, তথাপি কেবল বাহ্যবস্তুর দানে তৃপ্ত হইতে পারেন নাই। "প্রিয় বস্তু দেয় যেই, প্রিয় ফল লভে সেই," এই মহাজনবাক্য স্মরণ করিয়া তাঁহারা সমাগত যাচককে নিজের চক্ষুর্দ্বয় উৎপাটনপূর্বক দান করিয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন:—]

পুরাকালে শিবি রাজ্যে অরিষ্টপুর নগরে শিবি মহারাজ রাজত্ব করিতেন। মহাসত্ত্ব তাঁহার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। লোকে তাঁহার নাম রাখিয়াছিল শিবিকুমার। তিনি বয়ঃপ্রাপ্তির পর তক্ষশিলায় গিয়া বিদ্যাশিক্ষা করেন এবং রাজধানীতে প্রত্যাগমনপূর্বক পিতার নিকট বিদ্যার পরিচয় দিয়া উপরাজ্য লাভ করেন। কালক্রমে শিবি মহারাজের মৃত্যু হইলে শিবিকুমার রাজা হইলেন এবং অগতিগমন পরিহার করিয়া দশবিধ রাজধর্ম প্রতিপালনপূর্বক যথাধর্ম রাজত্ব করিতে লাগিলেন। তিনি নগরের চতুর্দ্বারে, নগরের মধ্যে এবং প্রাসাদের দ্বারে ছয়টী দানশালা নির্মাণ করাইয়া প্রতিদিন ছয় লক্ষ মুদ্রা বিতরণপূর্বক মহাদান করিতেন এবং অষ্টমী, চতুর্দশী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় নিজে দানশালায় গিয়া বিতরণ পর্যবেক্ষণ করিতেন।

একদা পূর্ণিমা তিথিতে তিনি প্রাতঃকালে সমুচ্ছিতশ্বেতচ্ছত্র রাজপর্যঙ্কে উপবেশনপূর্বক নিজের দানকর্মের কথা চিন্তা করিতেছিলেন। তিনি দেখিলেন, এমন কোন বাহ্য বস্তুই নাই, যাহা তিনি দান করেন নাই। তখন তাঁহার মনে হইল, 'দান করি নাই, এমন কোন বস্তু ত দেখিতে পাইতেছি না। কিন্তু কেবল বাহ্য বস্তুর দানে আমার তৃপ্তি হইতেছে

---

* অসদৃশ দানসম্বন্ধে দশব্রাহ্মণ-জাতকের (৪৯৫) বর্তমানবস্তু দ্রষ্টব্য।

† সৌবীর-জাতক নামে কোন জাতক দেখা যায় না। সম্ভবতঃ ইহাদ্বারা আদীপ্ত-জাতক (৪২৪) বুঝিতে হইবে।

‡ ধর্মপদ, ১৭৭

§ যাহা দাতার শরীরের বাহিরে আছে—যেমন অন্ন, বস্ত্র ইত্যাদি, তাহা বাহ্য বস্তু।

না। আমার ইচ্ছা হইতেছে যে, আধ্যাত্মিক* দান করি। অহো! আজ যদি আমার দানশালায় কোন যাচক উপস্থিত হইয়া বাহ্যবস্তু প্রার্থনা না করে এবং আধ্যাত্মিক বস্তুর নাম লয়। যদি কেহ আমার হৃদয়মাংস চায়, তবে শেল দ্বারা আমি বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিব এবং লোকে যেমন নির্ম্মল জল হইতে সনাল পদ্ম উত্তোলন করে, সেই রূপে রক্তবিন্দুস্রাবী হৃৎপিণ্ড বাহির করিয়া তাহাকে দান করিব। যদি কেহ আমার দেহের মাংস চায়, লোকে যেমন বাটালি দিয়া কাঠ কাটে, আমিও সেই রূপ নিজের শরীর টুকরা টুকরা করিয়া দিব, যদি কেহ আমার রক্ত চায়, আমি তাহার মুখ, অথবা সে যে পাত্র আনিবে তাহা পূর্ণ করিয়া রক্ত দিব। যদি কেহ বলে যে, "আমার গৃহে কাজ কর্ম্ম চলিতেছে না, চল, আমার দাসত্ব কর গিয়া," আমি রাজবেশ ত্যাগ করিয়া বাহিরে যাইব, আপনাকে দাস বলিয়া প্রচার করিব এবং দাসত্ব করিব। যদি কেহ আমার চক্ষু দুইটী চায়, লোকে যেমন তালশাঁস বাহির করে, আমিও সেই রূপ চক্ষু দুইটী উৎপাটন করিয়া দিব।

মানুষের দেয়; দেই না ক তবু— এমন কিছুই নাই,
চায় যদি কেহ চক্ষু দুটী মোর, অকাতরে দিব তাই।

এই রূপ চিন্তা করিয়া শিবিকুমার গন্ধোদকপূর্ণ ষোলটী কলসীতে স্নান করিলেন, সর্ব্ববিধ অলঙ্কারে সজ্জিত হইলেন এবং নানাবিধ উৎকৃষ্ট রসযুক্ত খাদ্য আহার করিয়া অলঙ্কৃত হস্তিবরের স্কন্ধে আরোহণপূর্ব্বক দানশালায় গমন করিলেন।

এদিকে দেবরাজ শক্র তাঁহার অধ্যাশয় জানিতে পারিয়া ভাবিতে লাগিলেন, 'শিবিরাজ স্থির করিয়াছেন যে, অদ্য কোন যাচক উপস্থিত হইয়া প্রার্থনা করিলে নিজের চক্ষু উৎপাটনপূর্ব্বক তাহাকে দান করিবেন। কিন্তু তিনি ঐ দুষ্কর কার্য্য করিতে সমর্থ হইবেন কি না?' এই প্রশ্নের মীমাংসার্থ তিনি জরাগ্রস্ত অন্ধব্রাহ্মণের বেশে রাজার গমনপথে এক উন্নত প্রদেশে দাঁড়াইলেন এবং রাজা যখন সেখান দিয়া দানশালায় যাইতেছিলেন, তখন হস্ত প্রসারণপূর্ব্বক তাঁহার জয় ঘোষণা করিলেন। রাজা তাঁহার দিকে হস্তী চালাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুর, আপনি কি বলিলেন?" শক্র উত্তর দিলেন "মহারাজ, আপনার দানশীলতাসম্ভূতা কীর্ত্তিঘোষণায় নিখিলভুবন পরিপূর্ণ, আমি অন্ধ, আপনি দ্বিচক্ষুষ্মান্।" অনন্তর ব্রাহ্মণ প্রথম গাথা বলিয়া চক্ষু যাচ্ঞা করিলেন :—

১। দূরদেশ হতে এ অন্ধ স্থবির
আসিয়াছে, ভূপ, মাগিতে নয়ন।
একটী নয়ন কর যদি দান
একনেত্র হব আমরা দুজন।

ইহা শুনিয়া মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, 'অহো! আমার কি পরমলাভ হইল! আমি প্রাসাদে বসিয়া এই চিন্তাই করিয়া আসিতেছি। অদ্য আমার মনোরথ পরিপূর্ণ হইবে। যাহা পূর্ব্বে দান করি নাই, আজ তাহাই দান করিব।' অনন্তর প্রফুল্লচিত্তে তিনি দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :—

* অর্থাৎ যাহা আত্মদেহের অংশ।

২। শিখায়াছে কে তোমায় আসিতে হেথায়?
বলিয়াছে কে তোমায় চক্ষু যাচিবারে?
উত্তমাঙ্গ বলি লোকে বাখানে যাহায়,
হেন চক্ষু সহজে কি দিতে কেহ পারে?

(অতঃপর যে সকল গাথা আছে, সে গুলি দুই দুইটী করিয়া শক্রের ও রাজার উত্তরপ্রত্যুত্তরস্বরূপে ধরিতে হইবে।)

৩। "সুজম্পতি * নাম ত্রিদশের ধামে, নরলোকে খ্যাত মঘবা নামে;
আদেশে তাঁহার যাচিতে নয়ন করিয়াছি আমি হেথা আগমন।

৪। তোষ দিয়া মোরে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান; একটী নয়ন তব ভিক্ষা চাই।
নহে অন্য অঙ্গ চক্ষুর সমান, সুদুষ্ত্যাজ্য ইহা, শুনি সব ঠাঁই।"

৫। 'যে উদ্দেশ্যে তব হেথা আগমন, যে ইচ্ছা তোমার জাগিছে হৃদয়ে,
পূর্ণ হো'ক তাহা অচিরে, ব্রাহ্মণ; লভ চক্ষু মোর চক্ষু দুটী লয়ে।

৬। চেয়েছ একটী নয়ন আমার, দুটীই তোমায় করিলাম দান,
দেখুক সকলে সৌভাগ্য তোমার; যাও চলি তুমি হয়ে চক্ষুষ্মান্।"

ইহা বলিয়া রাজা ভাবিলেন, 'এখানে চক্ষু উৎপাটন করা ভাল হইবে না।' এজন্য তিনি ব্রাহ্মণকে লইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন এবং রাজাসনে উপবেশনপূর্ব্বক সীবক নামক বৈদ্যকে ডাকাইয়া বলিলেন, "আমার একটী চক্ষু তুলিয়া ফেল।"†

রাজা নাকি নিজের চক্ষু দুইটী তুলিয়া কোন ব্রাহ্মণকে দান করিবেন, এই সংবাদে অচিরে সমস্ত নগরে তুমুল কোলাহল উপস্থিত হইল। তখন সেনাপতি প্রভৃতি রাজার প্রিয়পাত্র, নগরবাসী এবং অন্তঃপুরবাসী সকলে সমবেত হইয়া নিম্নলিখিত গাথাগুলিতে রাজাকে বারণ করিতে লাগিলেন :—

৭। করিও না, দেব, চক্ষু তব দান, ছাড়ি আমা সবে করো না প্রস্থান। ‡
দাও যাচকেরে যত চায় ধন, অথবা বৈদূর্য্য, মুক্তা, রাজন্।

৮। উত্তমতুরগযুত, অলঙ্কৃত দাও রথ, মণিমুক্তাখচিত,
অথবা সাজায়ে সোণার সাজরে শত শত গজ দান কর এরে।

৯। হেনরূপ দান কর, রথিবর, যেন শিবিবাসী থাকে নিরন্তর
লয়ে নিজ নিজ যান ও বাহন চৌদিকে তোমায় বিষ্টিয়া, রাজন্।

ইহার উত্তরে রাজা তিনটী গাথা বলিলেন :—

১০। দিব বলি পুনঃ না দিতে মনন
যে করে, তাহারে ধিক্ শতবার,
ভূমিতে পতিত পাশ উত্তোলন
করি পরে সেই গলে আপনার।

১১। দিব বলি পুনঃ না দিতে মনন
করিলে পাপের বৃদ্ধি হয় তার,
দেহান্তে বড়ই দুর্দ্দশা তাহার,
করে সে নিশ্চয় নিরয়ে গমন।

---

* সুজা ইন্দ্রের পত্নী। এই জন্য পালি সাহিত্যে সুজাম্পতি বলিলে ইন্দ্রকে বুঝায়।

† মূলে "সোধেহি" আছে। ইহার অর্থ শোধন কর বা কাটি দিয়া ফেল। ব্রাহ্মণকে যাহা দিয়াছেন, নিজের শরীরে তাহা এখন আবর্জ্জনামাত্র শিবিরাজের মনে, বোধ হয়, এই ভাব হইয়াছিল।

‡ অন্ধ হইলে তিনি রাজত্ব করিতে পারিবেন না, অন্য কেহ রাজা হইবেন, এই ভাব।

১২। দাও তারে তাই, যা' চায় যে জন,
চায় না যা' তাহা দিও না কখন।
চেয়েছে ব্রাহ্মণ যাহা মোর ঠাঁই,
তুষিব তাহারে করি দান তাই।

অমাত্যেরা জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, আপনি কি কামনায় আপনার চক্ষু দান করিবেন ?

১৩। সুস্বাস্থ্য, সুযশ, লভিতে কি ফল ?— আয়ুঃ, কিংবা রূপ কিংবা সুখ, বল।
শিবিদেশে তুমি রাজা সর্ব্বোত্তম, ঐশ্বর্য্যে কেহই নহে তব সম.
পরলোক-হেতু ত্যজিবে এ সব। দিবে নিজ চক্ষু। একি বুদ্ধি তব ?" *

ইহার উত্তরে রাজা বলিলেন,

১৪। ধন, পুত্র, যশ, রাজ্য-বিভব— দিব চক্ষু আমি না পেতে এ সব।
দান সাধুদের ধর্ম্ম চিরন্তন, তাই দানে তৃপ্তি পায় মোর মন। †

মহাসত্ত্বের কথায় অমাত্যেরা নিরুত্তর হইলেন। তখন মহাসত্ত্ব সীবক বৈদ্যকে বলিলেন,

১৫। সখা, মিত্র তুমি, সীবক আমার; বৈদ্যশাস্ত্রে তব আছে অধিকার।
রাখ মোর কথা, করি উৎপাটন চক্ষু দুটী কর যাচকে অর্পণ।
করিতে এ দান হইয়াছে সাধ, তোমার ইহাতে নাহি অপরাধ।

সীবক বলিলেন, "মহারাজ, বিবেচনা করিয়া দেখুন, চক্ষু দান করা বড় কঠিন কাজ।" রাজা বলিলেন, "সীবক, আমি বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছি, তুমি বিলম্ব করিও না, আমার সঙ্গে বেশী কথা বলিও না।" তখন সীবক ভাবিলেন, 'আমার মত সুশিক্ষিত বৈদ্যের পক্ষে রাজার চক্ষুতে শস্ত্র প্রয়োগ করা সমুচিত নহে।' তিনি নানাবিধ ঔষধ চূর্ণ করিয়া একটা নীলপদ্মের উপর ছড়াইয়া দিলেন এবং ঐ পদ্ম রাজার দক্ষিণ চক্ষুতে বুলাইতে লাগিলেন। অমনি চক্ষুর গোলক ঘুরিয়া গেল এবং দারুণ বেদনা জন্মিল। সীবক বলিলেন, "মহারাজ, ভাবিয়া দেখুন, এখনও আমি প্রতিকার করিতে পারি।" রাজা উত্তর দিলেন 'না ভাই। বিলম্ব করিও না।"

সীবক আবার পদ্মটার উপর সেই গুঁড়া ছড়াইয়া রাজার চক্ষুতে বুলাইলেন, তখন চক্ষুটী কোটর হইতে বাহিরে আসিল; বেদনাও পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইল।" সীবক বলিলেন, "মহারাজ, এখনও ভাবিয়া দেখুন, এখনও আমি প্রতিকার করিতে পারিব।" রাজা বলিলেন, "না; বৃথা বাক্যব্যয় করিতেছ কেন ?"

সীবক তৃতীয়বারে পদ্মটায় তীক্ষ্ণবীর্য্য ঔষধ মাখিয়া রাজার চক্ষুর নিকট ধরিলেন, ঔষধের প্রভাবে অক্ষি গোলক ঘুরিতে ঘুরিতে কোটর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া কেবল একটী স্নায়ু-সূত্রাবলম্বনে ঝুলিতে লাগিল। এবারও সীবক বলিলেন, "নরনাথ, আরও একবার ভাবিয়া দেখুন এখনও প্রতিকার করা অসাধ্য নহে।" রাজা উত্তর দিলেন, "কেন বার বার প্রপঞ্চ

* অর্থাৎ আপনি ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি দৃষ্টফল ত্যাগ করিয়া পরলোকে অদৃষ্ট ফললাভের আশায় চক্ষু দান করিতেছেন কেন ?

† এই গাথার ব্যাখ্যায় টীকাকার চরিয়াপিটকের একটি গাথা তুলিয়াছেন:—
চক্ষু দুটী নয় মোর অপ্রীতিভাজন, নিজ দেহ হেয় আমি ভাবি না কখন।
সর্ব্বজ্ঞতা সব চেয়ে কিন্তু প্রিয়তর, তাই চক্ষু দিতে আমি হই না কাতর।

করিতেছ ?" তখন তিনি দুঃসহ বেদনা অনুভব করিতেছিলেন, ক্ষত হইতে রক্ত পড়িয়া পরিহিত বস্ত্র ভিজিয়া গিয়াছিল। রাজার অন্তঃপুরবাসিনী ও অমাত্যেরা তাঁহার পাদমূলে পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "মহারাজ, চক্ষু দান করিবেন না।" কিন্তু রাজা বেদন সহ্য করিয়া সীবককে বলিলেন, "ভাই, আর বিলম্ব করিও না।" "যে আজ্ঞা, মহারাজ," এই কথা বলিয়া সীবক বাম হস্তে রাজার চক্ষুটী ধরিলেন এবং দক্ষিণ হস্তে শস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক স্নায়ুসূত্র ছেদন করিয়া রাজার হস্তে চক্ষুটী স্থাপন করিলেন। রাজা বাম চক্ষু দ্বারা দক্ষিণ চক্ষুটী দেখিলেন এবং বেদনা সহ্য করিয়া ব্রাহ্মণকে ডাকিয়া বলিলেন, "আসুন, ঠাকুর, আমার নিকট সর্ব্বজ্ঞতারূপ চক্ষু এই চক্ষু অপেক্ষা শতগুণে, সহস্রগুণে প্রিয়তর। ইহাতেই বুঝিবেন, আমি কি বিশ্বাসে এই কার্য্য করিলাম।" অনন্তর তিনি ব্রাহ্মণকে চক্ষুটী দিলেন, ব্রাহ্মণ তাহা তুলিয়া নিজের অক্ষিকোটরে স্থাপন করিলেন, দৈবানুভাববশতঃ উহা সেখানে বিকসিত নীলোৎপলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। মহাসত্ত্ব বামচক্ষু দ্বারা সেই চক্ষু দেখিয়া ভাবিলেন, 'অহো! আমার অক্ষিদান সার্থক হইয়াছে!' তিনি মনে মনে পরমা প্রীতি লাভ করিয়া পুলকিত হইলেন এবং ব্রাহ্মণকে অপর চক্ষুটীও দান করিলেন। শক্র সেটীও নিজের অক্ষিকোটরে স্থাপনপূর্ব্বক রাজভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সমবেত জনসঙ্ঘ দেখিতে পাইল যে, তিনি নগরের বাহিরে গেলেন। অনন্তর তিনি দেবনগরে প্রস্থান করিলেন।

[এই ভাব প্রকট করিবার জন্য শাস্তা নিম্নলিখিত সার্দ্ধ গাথা বলিলেন :—

১৬। শিবি নৃপতির আদেশে তখন ভিষক্ সীবক করিল পালন;
উপাড়িয়া দুটী রাজার নয়ন ব্রাহ্মণের করে করিল অর্পণ।
চক্ষুষ্মান্ দ্বিজ হইল অমনি; অন্ধ এবে, হায়, হলেন নৃমণি।

অল্পদিনের মধ্যেই রাজার অক্ষিকোটর পূর্ণ হইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু পূরিবার কালে উহা পূর্ব্বের মত হইল না, ঊর্ণাপিণ্ড-সদৃশ একটা মাংসপিণ্ড উদ্গত হইয়া কোটর পূর্ণ করিল। তখন রাজার চক্ষু দুইটী চিত্রিত চক্ষুর ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। কিন্তু বেদনা দূর হইল।

মহাসত্ত্ব কিয়দ্দিন প্রাসাদে বাস করিয়া ভাবিলেন, 'যে অন্ধ, তাহার রাজ্যে কি প্রয়োজন? আমি অমাত্যদিগের হস্তে রাজ্য সমর্পণপূর্ব্বক উদ্যানে গিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ ও শ্রামণ্যধর্ম্ম পালন করিব।' ইহা স্থির করিয়া তিনি অমাত্যদিগকে ডাকাইলেন এবং তাঁহাদিগকে নিজের অভিপ্রায় জানাইয়া বলিলেন, "মুখপ্রক্ষালন ও অন্যান্য আবশ্যক কাজে সাহায্য করিবার জন্য কেবল এক জন লোক আমার সঙ্গে থাকিবে, আর শৌচাগারাদিতে একগাছি রজ্জু এমন ভাবে বান্ধিবে (যেন আমি তাহা ধরিয়া যাতায়াত করিতে পারি)।" অনন্তর তিনি সারথিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তুমি রথ সজ্জিত কর।" অমাত্যেরা কিন্তু তাঁহাকে রথে যাইতে না দিয়া সুবর্ণশিবিকায় তুলিয়া দিলেন, পুষ্করিণীর তটে লইয়া গিয়া সেখানে উপবেশন করাইলেন এবং তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করিয়া স্ব স্ব গৃহে প্রতিগমন করিলেন।

রাজা পল্যঙ্কে উপবেশন করিয়া নিজের দানের কথা ভাবিতে লাগিলেন, অমনি শক্রের আসন উত্তপ্ত হইল। শক্র চিন্তা করিয়া ইহার কারণ বুঝিতে পারিলেন এবং 'মহারাজকে

বর দিয়া তাঁহার চক্ষু দুইটী পূর্ব্বের মত করিব', এই সঙ্কল্প করিয়া সেই পুষ্করিণীর তটে গমনপূর্ব্বক মহাসত্ত্বের অবিদূরে বার বার চঙ্ক্রমণ করিতে লাগিলেন।

[এই ভাব প্রকাশ করিবার জন্য শাস্তা নিম্নলিখিত গাথা কয়টী বলিলেন :—

১৭। কিছু দিনে মাংসপিণ্ডে পূর্ণ হ'ল চক্ষুর কোটর,
আনিয়া তখন ডাকি সারথিরে শিবি নরেশ্বর।

১৮। "যোত রথ ; লয়ে মোরে চল, সূত ; যাইব যেথায়
উদ্যান, অরণ্য, আর সপঙ্কজ সরঃ শোভা পায়।"

১৯। পুষ্করিণী-তীরে রাজা পল্যঙ্কে বসিল গিয়া আজ ;
আবির্ভূত হইলেন সম্মুখে তাঁহার দেবরাজ।

মহাসত্ত্ব শক্রের পাদশব্দ শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কে ?" শক্র বলিলেন,

২০। শক্র আমি দেবরাজ ; এসেছি, রাজর্ষে, তব পাশ,
মাগ বর ; যাহা চাও, দিয়া তব পূরাইব আশ।

ইহা শুনিয়া রাজা নিম্নলিখিত গাথা বলিলেন :—

২১। ধন, বল সুপ্রচুর, অক্ষয় ভাণ্ডার আছে শক্র ; কিন্তু তাহে কি ফল আমার ?
হইয়াছি অন্ধ এবে হারায়ে নয়ন ; মরিতে বাসনা তাই কেবল এখন।

তখন শক্র বলিলেন, "শিবিরাজ, তুমি কি কেবল মৃত্যুকামনা করিয়াই মরিতে চাও, না অন্ধ হইয়াছ বলিয়া মরিতে চাও ?" রাজা উত্তর দিলেন, "দেবেন্দ্র, আমি অন্ধ হইয়াছি বলিয়াই মরণ চাই।" "মহারাজ, কেবল দানকর্ম্মেই যে দানফল নিঃশেষ হয়, ইহা নহে। লোকে পারলৌকিক ফললাভের আশাতেও দান করিয়া থাকে। ঐহিক দৃষ্টফলপ্রাপ্তিও দানের অন্যতর উদ্দেশ্য। যাচক তোমার একটী চক্ষু চাহিয়াছিল ; তুমি তাহাকে দুইটী দিয়াছিলে। এখন তুমি সত্যক্রিয়া কর।

২২। ক্ষত্রিয় নৃমণি, তুমি কর সত্যকার ; সত্যের প্রভাবে চক্ষু লভিবে আবার।"

ইহা শুনিয়া মহাসত্ত্ব বলিলেন, "দেবরাজ, যদি প্রকৃতই আপনি আমাকে চক্ষু দান করিতে অভিপ্রায় করিয়াছেন, তবে অন্য কোন উপায় নির্দ্দেশ করিবেন না, মদীয় দানের ফলেই যেন আমার চক্ষু উৎপন্ন হয়।" শক্র বলিলেন, "মহারাজ, আমি দেবরাজ শক্র, কিন্তু অন্যকে চক্ষু দিবার ক্ষমতা আমার নাই। আপনি যে দান দিয়াছেন, তাহার ফলেই আপনার চক্ষু উৎপন্ন হইবে।" রাজা বলিলেন, "তবে আমার দান সুফলপ্রদ হইল।" অনন্তর তিনি বলিলেন,

২৩। 'উচ্চ, নীচ, যে যাচক আসে মোর ঠাঁই,
যে আসিয়া যাচ্ঞা করে, সেই মোর প্রিয়,—
এই সত্যক্রিয়া-বলে পুনঃ যেন পাই
চক্ষু আমি, বলে যারে প্রধান ইন্দ্রিয়।

ইহা বলিয়া রাজা সত্যক্রিয়া করিলেন। তাঁহার বচনাবসান হইবামাত্র প্রথম চক্ষুটী উৎপন্ন হইল। অনন্তর দ্বিতীয়টীর উৎপাদনের জন্য তিনি বলিলেন,

২৪। নয়ন একটী মোর যাচিতে ব্রাহ্মণ এসেছিল, দিয়াছিনু দুইটী নয়ন।

২৫। এ দানে পরমা প্রীতি, সন্তোষ অপার লভেছিনু,—এই সত্যপ্রভাবে আবার
পূর্ব্ববৎ হোক মোর দ্বিতীয় নয়ন ; লভি চক্ষু হোক মোর সার্থক জীবন।

এই গাথা বলিবামাত্র দ্বিতীয় চক্ষুও উৎপন্ন হইল। কিন্তু এই চক্ষু দুইটী না হইল স্বাভাবিক, না হইল দিব্য। ব্রাহ্মণরূপী শক্র যে চক্ষু দান করিলেন, তাহা স্বাভাবিক হইতে পারে না; যে চক্ষু পূর্ব্বে নষ্ট হইয়াছে, তাহা দিব্য চক্ষুও হইতে পারে না।* শিবি যে চক্ষু লাভ করিলেন, তাহাকে সত্যপারমিতা-চক্ষু বলা যায়। এই চক্ষু উৎপন্ন হইবামাত্র শক্রের অনুভাববলে রাজপুরুষগণ সকলে সেখানে উপস্থিত হইলেন। এই সমবেত মহাজনের সমক্ষে শক্র রাজার স্তুতি করিতে করিতে বলিলেন,

২৬। ধর্ম্মানুমত বাক্য, নৃমণি, তোমার; তাই দিব্য চক্ষু দুটী লভিলে আবার।
২৭। প্রাকার, পর্ব্বত, শৈল ভেদিয়া এখন পারিবে দেখিতে তুমি শতেক যোজন।

মহাজনের সম্মুখে আকাশে উপবেশনপূর্ব্বক এই গাথা দুইটী বলিবার পর শক্র রাজাকে অপ্রমত্ত হইতে উপদেশ দিয়া দেবলোকে প্রস্থান করিলেন। রাজাও বহুজন-পরিবৃত হইয়া মহাসমারোহে নগরে প্রবেশ করিলেন এবং চন্দ্রক-নামক প্রাসাদে আরোহণ করিলেন। তিনি যে পুনর্ব্বার চক্ষু লাভ করিয়াছেন, এই সংবাদ অচিরে সমস্ত শিবিরাজ্যে প্রচারিত হইল এবং তাঁহার দর্শনলাভের জন্য প্রজারা নানাবিধ উপহার লইয়া আসিতে লাগিল। মহাসত্ত্ব এই মহাজনের নিজের দানমাহাত্ম্য বর্ণন করিবার অভিপ্রায় করিলেন। তিনি রাজদ্বারে এক প্রকাণ্ড মণ্ডপ নির্ম্মাণ করাইয়া শ্বেতচ্ছত্রের তলে রাজপল্যঙ্কে উপবেশন করিলেন, এবং ভেরীবাদনদ্বারা নগরবাসী সকল ব্যবসায়িশ্রেণী আনয়নপূর্ব্বক বলিলেন, "ভো শিবিরাজ্যবাসিগণ, আমার এই দিব্য চক্ষুর্দ্বয় দেখিয়া এখন হইতে তোমরা দান না করিয়া ভোজন করিও না।" অনন্তর তিনি চারিটী গাথায় ধর্ম্মদেশন করিলেন:—

২৮। [illegible] যাহা কভু [illegible]
তাহাও চাহিলে দিতে [illegible] মন বটিকের।
শিবিবাসী সবে আসি দেখ আমি পেয়েছি কি ধন;
দানবলে লভিয়াছি দেখ দিব্য দুইটী নয়ন।
২৯। প্রাকার, পর্ব্বত, শৈল অন্তরায় নহে মোর কাছে;
পাই দেখিবারে যাহা যোজন শতেক দূরে আছে।
৩০। দানের সদৃশ নাই; জীবনে তাহার ত্যাগ হ'তে শ্রেষ্ঠ গুণ নাহি কিছু আর।
ব্রাহ্মণে মানুষ চক্ষু করিনু অর্পণ; অমানুষ চক্ষু তাই পাইনু এখন।
৩১। দেখি ইহা শিবিরাজ্যবাসী সর্ব্বজন, অগ্রে করি দান পরে করহ ভোজন।
ভোগ কর, যথাশক্তি করি আগে দান; পাইবে প্রশংসা হেথা, স্বর্গে পাবে স্থান।

রাজা এই চারিটী গাথায় ধর্ম্মদেশন করিলেন এবং সেই দিন হইতে প্রতি অর্দ্ধ মাসে, পূর্ণিমা ও অমাবস্যার পোষধ দিবসে, বহুলোককে আহ্বানপূর্ব্বক এই গাথাচতুষ্টয় বলিয়াই ধর্ম্মদেশন করিতে লাগিলেন। তাহা শুনিয়া বহুলোকে দানাদি পুণ্যব্রতে রত হইল এবং দেবলোক পূর্ণ করিতে লাগিল।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, তোমরা দেখিলে, পুরাণ পণ্ডিতেরা বাহ্যদানে সন্তুষ্ট হন নাই; তাঁহাদের নিকট যে সকল যাচক উপস্থিত হইত, তাহাদিগকে নিজের চক্ষু পর্য্যন্ত উৎপাটন করিয়া দান করিতেন।

সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন সীবক বৈদ্য, অনিরুদ্ধ ছিলেন শক্র, বৌদ্ধগণ ছিলেন অন্যান্য লোক এবং আমি ছিলাম শিবিরাজ।]

* পরে কিন্তু এই নবজাত চক্ষু দুইটীকে দিব্য চক্ষুই বলা হইয়াছে।

☞ দান-পারমিতার মাহাত্ম্যসম্বন্ধে শিবিরাজের আখ্যান হিন্দু বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায়েরই সুপরিচিত। মহাভারতের (কালীপ্রসন্ন সিংহ) বনপর্ব্বে (১৩১ম অধ্যায়) এবং অনুশাসন পর্ব্বে (৩২শ অধ্যায়) এই আখ্যান দেখিতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধ গ্রন্থে চক্ষুর্দানের, মহাভারতে আত্মমাংসদানের বিবরণ আছে।

৫০০—শ্রীমন্দ-জাতক

শ্রীমন্দপ্রশ্ন মহা-উন্মার্গ-জাতকে (৫৪৬) প্রদত্ত হইবে।

৫০১—রোহন্তমৃগ-জাতক

[আয়ুষ্মান্ আনন্দ প্রাণ দিতে গিয়াছিলেন, শাস্তা বেণুবনে অবস্থিতিকালে তদুপলক্ষ্যে এই কথা বলিয়াছিলেন। আনন্দের প্রাণদানসঙ্কল্প অশীতিনিপাতে চুল্লহংস-জাতকে (৫৩৩) ধনপালদমন-প্রসঙ্গে বলা যাইবে। শাস্তার জন্য আয়ুষ্মান্ আনন্দ প্রাণদানের সঙ্কল্প করিলে এক দিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় বলিতে লাগিলেন, "আয়ুষ্মান্ আনন্দ শৈক্ষ-প্রতিসম্ভিদা * লাভ করিয়া দশবলের জন্য নিজের প্রাণ দান করিতে গিয়াছিলেন।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "কেবল এখন নয়, পূর্ব্বেও ইনি আমার জন্য প্রাণ দিতে গিয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীতে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার অগ্রমহিষীর নাম ছিল ক্ষেমা। তখন বোধিসত্ত্ব হিমবন্তপ্রদেশে মৃগযোনিতে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার দেহ অতি সুন্দর এবং বর্ণ সুবর্ণোপম ছিল। তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর চিত্রের এবং কনিষ্ঠা ভগিনী সুতনার দেহও সুবর্ণবর্ণ হইয়াছিল। বোধিসত্ত্বের নাম হইয়াছিল রোহন্ত। তিনি মৃগদিগের রাজা ছিলেন।

বোধিসত্ত্ব হিমবন্তের দুইটী পর্ব্বতশ্রেণী অতিক্রমপূর্ব্বক তৃতীয় শ্রেণীর অভ্যন্তরে রোহন্ত-নামক সরোবরের নিকটে অশীতি সহস্র মৃগসহ বাস করিতেন। তাঁহার মাতাপিতা অন্ধ হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহাদিগের পোষণ করিতেন।

বারাণসীর অবিদূরে এক নিষাদগ্রাম ছিল। সেখানকার এক নিষাদপুত্র হিমবন্তে প্রবেশ করিয়া বোধিসত্ত্বকে দেখিতে পাইয়াছিল। সে স্বগ্রামে প্রতিগমন করিয়া কালসহকারে প্রাণত্যাগ করিবার সময়ে নিজের পুত্রকে বলিয়াছিল, "বৎস, আমাদের মৃগয়াভূমির অমুকস্থানে এক সুবর্ণবর্ণ মৃগ বাস করে। যদি রাজা জিজ্ঞাসা করেন, তবে তাঁহাকে এই কথা বলিবে।"

একদিন ক্ষেমাদেবী প্রত্যূষকালে একটী স্বপ্ন দেখিলেন। স্বপ্নটী এই :—এক সুবর্ণবর্ণ মৃগ কাঞ্চনপীঠে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহার নিকটে ধর্ম্মদেশন করিতেছে, তাহার স্বর এমন মধুর যে, বোধ হইতেছে যেন স্বর্ণকিঙ্কিণী কণ্ কণ্ ধ্বনি করিতেছে; তিনি সাধুকার দিয়া ধর্ম্মকথা শুনিতেছেন; কিন্তু কথা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই যেন ঐ মৃগ উঠিয়া চলিয়া গেল। তখন তিনি 'মৃগকে ধর' বলিয়া চীৎকার করিলেন এবং তাহাতে তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

---

* প্রতিসম্ভিদা = কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য, উচিত্যানৌচিত্য প্রভৃতি বিশ্লেষ করিবার ক্ষমতা। অর্থ ধর্ম্ম, নিরুক্তি এবং প্রতিভান-ভেদে ইহা চতুর্ব্বিধ। আনন্দ অর্হত্ব লাভ করেন নাই; তিনি শৈক্ষ ছিলেন। কিন্তু এই অবস্থাতেও তিনি বুদ্ধের সমস্ত বাক্যের অর্থ সূক্ষ্মাসূক্ষ্মরূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

পরিচারিকারা তাঁহার চীৎকার শুনিয়া হাসিতে লাগিল ; তাহারা ভাবিল, 'ঘরের দ্বার ও বাতায়নগুলি সাবধানে রুদ্ধ আছে ; ইহার মধ্যে বায়ুরও প্রবেশ করিবার অবসর নাই ; অথচ আর্য্যা এতবেলায় মৃগ ধরিতে বলিতেছেন !' রাণীও তখন বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি স্বপ্ন দেখিয়াছেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, 'আমি যদি বলি যে ইহা স্বপ্ন, তবে রাজা একথা অবহেলা করিবেন ; কিন্তু যদি বলি যে, ইহা আমার দোহদ, তবে, বোধ হয়, তিনি আমার ইচ্ছা পূরণ করিতে যত্ন করিবেন।' ইহা স্থির করিয়া এবং সুবর্ণমৃগের মুখে ধর্ম্মকথা শুনিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া তিনি পীড়ার ভাণ করিয়া শুইয়া রহিলেন। রাজা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদ্রে, তোমার কি অসুখ করিয়াছে ?" ক্ষেমা বলিলেন, "অন্য কোন অসুখ নয় ; আমার একটা সাধ হইয়াছে।" "কি সাধ, প্রিয়ে !" "সুবর্ণবর্ণ ধার্ম্মিক মৃগের মুখে ধর্ম্মকথা শুনিব।" "ভদ্রে, যাহা আদৌ নাই, তাহাতে তোমার সাধ জন্মিল ! সুবর্ণবর্ণ মৃগ কোথাও নাই।" "এ ইচ্ছা পূর্ণ না হইলে এখানেই আমি প্রাণত্যাগ করিব।" ইহা বলিয়া ক্ষেমা রাজার দিকে পিঠ ফিরাইয়া শুইয়া রহিলেন। "যদি থাকে, তবে নিশ্চয় পাইবে" বলিয়া রাজা সভায় গেলেন এবং [ইতঃপূর্ব্বে ময়ূর-জাতকে (১৫৯) যেরূপ বলা হইয়াছে, সেইভাবে] অমাত্য ও ব্রাহ্মণদিগকে জিজ্ঞাসাপূর্ব্বক জানিতে পারিলেন, পৃথিবীতে সুবর্ণবর্ণের মৃগ আছে। তখন তিনি ব্যাধদিগকে ডাকাইয়া বলিলেন, "কে এইরূপ মৃগ দেখিয়াছ বা এরূপ মৃগের কথা শুনিয়াছ, তাহা জানিতে চাই।" যে নিষাদপুত্র তাহার পিতার মুখে সুবর্ণবর্ণের মৃগের কথা শুনিয়াছিল, সে রাজার নিকট তাহা নিবেদন করিল। রাজা বলিলেন, "বাপু, তুমি এই মৃগ আনিতে পারিলে প্রচুর পুরস্কার পাইবে। যাও, তাহাকে আন গিয়া।" অনন্তর তিনি ঐ ব্যাধকে পাথেয় দিয়া মৃগের অন্বেষণে প্রেরণ করিলেন। যাইবার কালে নিষাদপুত্র বলিয়া গেল, "মহারাজ যদি সে মৃগকেও আনিতে না পারি, তবে তাহার চর্ম্ম, নিতান্ত পক্ষে, তাহার রোমও লইয়া আসিব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।" অনন্তর সে গৃহে গিয়া স্ত্রীপুত্রের ভরণপোষণের জন্য অর্থ দিল এবং হিমবন্তে গিয়া সেই মৃগরাজকে দেখিতে পাইল। তখন সে ভাবিতে লাগিল, 'কোন্ স্থানে পাশ স্থাপন করিলে আমি এই মৃগকে ধরিতে পারিব ?' সে ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া বুঝিতে পারিল, জলপান করিবার ঘাটে জালবিস্তার করিলে সুবিধা হইবে। সে চামড়া দিয়া এক শক্ত দড়ি পাকাইল এবং যেখানে বোধিসত্ত্ব জল পান করিতেন, সেই ঘাটে এক যষ্টি পুঁতিয়া তাহার সঙ্গে পাশ বান্ধিয়া রাখিল।

পরদিন বোধিসত্ত্ব অশীতি সহস্র অনুচরসহ চরা শেষ করিয়া অন্যান্যদিনের ন্যায় সেই ঘাটে জল পান করিতে গেলেন ; কিন্তু যেমন অবতরণ করিতেছিলেন, অমনি পাশবদ্ধ হইলেন। তখন তিনি ভাবিলেন, 'আমি এ সময়ে কোনরূপ শব্দ করিয়া, বদ্ধ হইয়াছি, ইহা জানাইলে, আমার জ্ঞাতিগণ ভয় পাইবে এবং জলপান না করিয়াই পলাইয়া যাইবে।' তিনি সেই প্রোথিত যষ্টির সঙ্গে আবদ্ধ হইয়াছিলেন ; তথাপি এমন ভাব দেখাইতে লাগিলেন, যেন স্বচ্ছন্দেই জল পান করিতেছেন। অনন্তর সেই অশীতি সহস্র মৃগ যখন জলপান করিয়া উপরে উঠিল, তখন পাশ ছিন্ন করিব, এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি তিন বার পা টানিলেন ; প্রথম বারে তাঁহার চর্ম্ম কাটিয়া গেল ; দ্বিতীয় বারে মাংস কাটিল ; তৃতীয় বারে পাশরজ্জু স্নায়ু ভেদ করিয়া অস্থিতে গিয়া লাগিল। পাশ ছেদন করিতে অসমর্থ হইয়া

বোধিসত্ত্ব তখন বদ্ধরাব করিলেন অর্থাৎ এমনভাবে শব্দ করিলেন যে, তাহা শুনিয়া অন্য মৃগেরা বুঝিতে পারিল, তিনি বদ্ধ হইয়াছেন)। তাহা শুনিয়া মৃগেরা ভীত হইল, এবং তিন দলে বিভক্ত হইয়া পলায়ন করিল। ইহার কোন দলেই বোধিসত্ত্বকে দেখিতে না পাইয়া চিত্রমৃগ ভাবিল, 'এই যে ভয়ের কারণ উপস্থিত হইয়াছে, ইহা বোধ হয় আমার অগ্রজকেই বিপন্ন করিয়াছে।' সে ছুটিয়া বোধিসত্ত্বের নিকটে গেল এবং দেখিল, তিনিই পাশে বদ্ধ হইয়াছেন। তাহাকে দেখিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, 'ভাই, এখানে তিষ্ঠিও না; এখানে ভয়ের কারণ আছে।" অনন্তর তাহাকে পলায়নে উদ্যুক্ত করিবার জন্য তিনি প্রথম গাথা বলিলেন :—

১। মৃগগণ পলায়ন করে লয়ে নিজ নিজ প্রাণ,
চিত্রক, তুমিও, ভাই, অবিলম্বে করহ প্রস্থান।
রক্ষ গিয়া সবাকারে, রক্ষিয়াছি আমি যে প্রকার,
তোমা বিনা ইহাদের বাঁচিবার গতি নাই আর

ইহার পর দুই ভাই পর পর তিনটী গাথা বলিলেন :—

২। "যাব না, রোহন্ত, আমি; আছি হেথা হৃদয়ের টানে,
যাব না তোমায় ছাড়ি, পরাণ ত্যজিব এইখানে।"
৩। "মাতাপিতা—অন্ধ তাঁরা— অসহায়ে ত্যজিবেন প্রাণ;
যাও ফিরি ত্বরা তুমি; তাঁহাদের কর প্রাণ দান "
৪। "যাব না, রোহন্ত, আমি; আছি হেথা হৃদয়ের টানে,
বদ্ধ তুমি, যাব আমি? পরাণ ত্যজিব এই খানে।"

চিত্রক বোধিসত্ত্বের দক্ষিণ পার্শ্ব অবলম্বন করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল এবং তাঁহাকে আশ্বাস দিতে লাগিল।

মৃগপোতিকা সুতনাও [illegible] মৃগদিগের মধ্যে দুই ভ্রাতাকেই দেখিতে না পাইয়া ভাবিল, 'এই ভয়ের কারণ, বোধ হয়, আমার দুই ভাইকেই বিপন্ন করিয়াছে।' অনন্তর সেও ফিরিয়া ভ্রাতৃদ্বয়ের নিকট গেল। তাহাকে দেখিয়া মহাসত্ত্ব পঞ্চম গাথা বলিলেন :-

৫। এখনি পলাও, ভীরু; লৌহময় কূট-পাশে আমি
হইয়াছি বদ্ধ হেথা, বিলম্বে কি ফল পাবে তুমি?
যাও শীঘ্র, মৃগদের কর গিয়া রক্ষণাবেক্ষণ,
করিয়াছি আমি যথা, এখানে রহিবে কি কারণ?

ইহার পর ভগিনী ও ভ্রাতার মধ্যে পূর্ব্ববৎ এই তিনটী গাথায় কথাবার্ত্তা হইল :—

৬। "যাব না, রোহন্ত, আমি, আছি হেথা হৃদয়ের টানে,
যাব না তোমায় ছাড়ি, পরাণ ত্যজিব এইখানে।"
৭। "মাতাপিতা—অন্ধ তাঁরা— অসহায়ে ত্যজিবেন প্রাণ;
যাও ফিরি ত্বরা তুমি, তাঁহাদের কর প্রাণ দান।"
৮। "যাব না, রোহন্ত, আমি, আছি হেথা হৃদয়ের টানে,
বদ্ধ তুমি, যাব আমি? পরাণ ত্যজিব এইখানে।"

এইরূপে সুতনাও যাইতে অসম্মত হইয়া মহাসত্ত্বের বামপার্শ্বে দাঁড়াইল এবং তাঁহাকে আশ্বাস দিতে লাগিল।

মৃগদিগকে পলাইতে দেখিয়া এবং বদ্ধরাব শুনিয়া ব্যাধ ভাবিল, মৃগরাজ পাশবদ্ধ হইয়াছে। সে মালকাছা আঁটিয়া মৃগমারণোপযুক্ত শক্তি হস্তে লইয়া ছুটিল। তাহাকে আসিতে দেখিয়া মহাসত্ত্ব নবম গাথা বলিলেন :—

৯। আসিছে আয়ুধহস্তে কদ্ররূপ ব্যাধের তনয়,
শর কিংবা শক্ত্যাঘাতে আমা সবে বধিবে নিশ্চয়।

ব্যাধকে দেখিয়াও চিত্র পলায়ন করিল না; সুতনা নিজের সাহসে নির্ভর করিয়া থাকিতে অসমর্থ হইল; সে মরণভয়ে কিছুদূর পলাইয়া গেল; কিন্তু তাহার পরেই ভাবিল, 'আমি সহোদর দুইটীকে রাখিয়া কোথায় পলাইব?' সে জীবিতাশা ত্যাগ করিয়া, মৃত্যুকে ললাটলিপি জ্ঞান করিয়া ফিরিয়া আসিল এবং পুনর্ব্বার জ্যেষ্ঠের বামপার্শ্বে দাঁড়াইল।

[এই ব্যাপার বুঝাইবার কালে শাস্তা দশম গাথা বলিলেন :—

১০। পলায় ভয়ার্ত্তা ভীরু মুহূর্ত্তের তরে ; বড়ই কঠিন কার্য্য লোকে কিন্তু করে।
পড়িতে মৃত্যুর মুখে আসিল ফিরিয়া ছিল যেথা ভ্রাতা পাশে আবদ্ধ হইয়া।

ব্যাধ গিয়া প্রাণী তিনটীকে তদবস্থায় একত্র দেখিতে পাইল। ইহাতে তাহার মনে মৈত্রীভাবের উদ্রেক হইল; সে অনুমান করিল যে, তাহারা এক জননীর গর্ভজাত। সে ভাবিল, 'মৃগরাজ পাশে আবদ্ধ; কিন্তু এই প্রাণী দুইটী অনার্য্যানুষ্ঠানভয়রূপ বন্ধনে আবদ্ধ।* মৃগরাজের সহিত ইহাদের সম্বন্ধ কি?' অনন্তর নিম্নলিখিত গাথায় সে এই কথা জিজ্ঞাসা করিল : -

১১। এই মৃগ দুটী বল কে তোমার হয়?
এরা মুক্ত, তুমি বদ্ধ, তবু বল, কি নিমিত্ত
দাঁড়াইয়া পাশে তব? ছাড়িতে না চায়,
নিজেরা যে যাবে মারা সে ভয় না পায়।

বোধিসত্ত্ব বলিলেন,

১২। ভাই আর বোন্ মোর এরা দুই জন; এক মাতৃগর্ভে সবে লভেছি জনম।
তাই জীবনের মায়া করি পরিহার আছে দাঁড়াইয়া পাশে ইহারা আমার।

বোধিসত্ত্বের উত্তরে ব্যাধের মন আরও গলিয়া গেল। তাহার মনটা নরম হইয়াছে বুঝিয়া চিত্র বলিল, "ভাই নিষাদ, এই মৃগরাজ যে সাধারণ মৃগমাত্র, তুমি ইহা মনে করিও না। ইনি অশীতিসহস্র মৃগের অধিপতি। ইনি শীলাচারসম্পন্ন, সকল প্রাণীর প্রতি করুণাময় এবং মহাপ্রাজ্ঞ। ইনি জরাজীর্ণ অন্ধ মাতাপিতাকে পোষণ করিয়া থাকেন। এমন ধার্ম্মিকের প্রাণনাশ করিলে, পরোক্ষে আমাদের মাতাপিতা, আমি ও এই ভগিনী, সর্ব্বশুদ্ধ পাঁচ প্রাণীকেই বধ করা হইবে। তুমি আমার ভ্রাতার জীবন দান কর; তাহা করিলে পাঁচটী প্রাণীর জীবনদান-জনিত পুণ্য অর্জ্জন করিবে।

১৩। অন্ধ, অসহায় তাঁরা পুত্রশোকে ত্যজিবেন প্রাণ।
দাদারে মুকতি দাও, পঞ্চ জীবে কর প্রাণ দান।"

চিত্রের কথায় প্রসন্নচিত্ত হইয়া ব্যাধ আশ্বাস দিল, "স্বামিন্, কোন ভয় নাই।" অনন্তর সে এই গাথা বলিল :—

১৪। মাতাপিতৃপোষকেরে মুক্তি আমি দিলাম এখন;
মুক্ত দেখি মহামৃগে হোক সুখী সেই দুই জন।

ইহা বলিয়া সে ভাবিতে লাগিল, 'রাজদত্ত পুরস্কারে আমার কি উপকার হইবে? আমি এই মৃগরাজকে বধ করিলে, হয় পৃথিবী বিদীর্ণ হইয়া আমাকে রসাতলে লইয়া যাইবে,

* অর্থাৎ পলাইলে অতি অনার্য্য কর্ম্ম করা হইবে এই ভয়ে।

নয় বজ্রাঘাতে আমাব মস্তক চূর্ণ হইবে। অতএব আমি ইহাকে ছাড়িয়া দিব।' ইহা স্থির কবিয়া সে মহাসত্ত্বের নিকটে গেল, যষ্টিখানি তুলিয়া ফেলিল, চর্ম্মবন্ধন ছিঁড়িল, মহাসত্ত্বকে আলিঙ্গন কবিল, তাঁহাকে জলেব নিকটে লইয়া শোওয়াইল; অতি সন্তর্পণে পাশ খুলিয়া দিল; ক্ষতস্থানেব স্নায়ুব মুখে স্নায়ু, মাংসেব মুখে মাংস, চর্ম্মেব মুখে চর্ম্ম লাগাইয়া দিল; জল দিয়া রক্ত ধুইল এবং মৈত্রীপূর্ণ চিত্তে তাঁহাব গাত্র পরিমার্জ্জন কবিতে লাগিল। তাহাব মৈত্রীভাব এবং মহাসত্ত্বেব পারমিতাব প্রভাবে স্নায়ুমাংসচর্ম্ম প্রভৃতি সমস্তই সুন্দররূপে যুড়িয়া গেল; পা খানি পূর্ব্ববৎ লোমে এবং চর্ম্মে এমন আবৃত হইল যে, উহার কোন্ অংশে যে তিনি বদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা আব বুঝা গেল না। ইহাতে মহাসত্ত্ব বড় সুখ অনুভব কবিতে লাগিলেন। তাঁহাকে সুস্থ দেখিয়া চিত্র পরম প্রীতিলাভ কবিল এবং ব্যাধের নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইবাব জন্য বলিল,

১৫। মুক্ত দেখি মহামৃগে যে আনন্দ উপজিল মনে,
সে আনন্দ লভ, ব্যাধ, লয়ে তব জ্ঞাতিবন্ধুজনে।

এদিকে মহাসত্ত্ব ভাবিতে লাগিলেন, 'এ ব্যাধ নিজেব কার্য্যানুরোধে আমাকে ধবিল, না অন্য কাহারও আজ্ঞায় এ কাজ করিল?' তিনি ব্যাধকে প্রকৃত কারণ জিজ্ঞাসা কবিলেন। ব্যাধ উত্তর দিল, "আপনাকে ধবিতে আমাব নিজেব কোন প্রয়োজন ছিল না। রাজার অগ্রমহিষী ক্ষেমা আপনাব মুখে ধর্ম্মকথা শুনিতে চাহিয়াছিলেন, সেইজন্য রাজাব আজ্ঞায় আমি আপনাকে ধবিয়াছি।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "যদি তাহা হয়, তবে আমাকে ছাড়িয়া দেওয়া ত তোমাব পক্ষে অতি দুঃসাহসের কাজ হইতেছে। চল, আমায় লইয়া গিয়া রাজাকে দাও। আমি দেবীকে ধর্ম্মকথা শুনাইব।" ব্যাধ কহিল, "স্বামিন্, রাজারা বড় নিষ্ঠুর। আপনাকে লইয়া গেলে কি হইবে কে জানে?" আপনি যেখানে সুখী হইবেন, সেইখানে চলিয়া যান।" মহাসত্ত্ব দেখিলেন, তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়া ব্যাধ অতি দুষ্কর কার্য্য করিল; অতএব যাহাতে সে রাজাব অঙ্গীকৃত পুরস্কার পায়, তাহাব উপায় করা কর্ত্তব্য। ইহা চিন্তা কবিয়া তিনি ব্যাধকে বলিলেন, "ভাই, তুমি আমাব পিঠে হাত বুলাও।" ব্যাধ হাত বুলাইতে আরম্ভ কবিল; তাহাব হাতখানি সুবর্ণবর্ণ লোমে পূর্ণ হইল। তখন সে জিজ্ঞাসা কবিল, "স্বামিন্, আমি এ লোমগুলা দিয়া কি করিব?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "তুমি এগুলি লইয়া রাজা ও রাণীকে দেখাও, এবং বল গিয়া যে, এগুলা সুবর্ণবর্ণ মৃগের লোম। অনন্তর, যে গাথাগুলি বলিতেছি, তুমি আমার প্রতিনিধি হইয়া সেই সকল গাথায় দেবীব নিকট ধর্ম্মদেশন কর। তাহা শুনিলেই মহিষীব দোহদ নিবৃত্ত হইবে।" ইহা বলিয়া বোধিসত্ত্ব ব্যাধকে "ধম্মং চর মহারাজ" ইত্যাদি দশটী ধর্ম্মচর্য্যা-গাথা শিক্ষা দিলেন, পঞ্চশীল দান করিলেন এবং "অপ্রমত্ত হও" এই উপদেশ দিয়া বিদায় কবিলেন। তাঁহারা তিন ভ্রাতা ভগিনীই কিয়দ্দূর ব্যাধেব অনুগমন করিলেন এবং পানাহার শেষ করিয়া মাতাপিতাব নিকট ফিরিয়া গেলেন। তাঁহাদেব মাতাপিতা জিজ্ঞাসা কবিলেন, "বৎস রোহন্ত, তুমি না কি ধরা পড়িয়াছিলে? কিরূপে মুক্তিলাভ কবিলে বল।

১৬। কিরূপে লভিলে মুক্তি, জীবন যখন গতপ্রায়?
কূট পাশ হতে ব্যাধ মুক্তি কেন দিয়াছে তোমায়?"

ইহার উত্তরে বোধিসত্ত্ব তিনটী গাথা বলিলেন :—

১৭। মিষ্ট, শ্রুতিসুখকর মর্ম্মস্পর্শী মনোহর
বাক্যে ব্যাধে করি অনুনয়
চিত্রক প্রাণের ভাই তুষিল ব্যাধেরে, তাই
পাশ হতে মুক্তি মোর হয়।
১৮। মিষ্ট, শ্রুতিসুখকর মর্ম্মস্পর্শী মনোহর
বাক্যে ব্যাধে করি অনুনয়
তুষিল ব্যাধের মন সুতনা ভগিনী মম,
পাশ হতে মুক্তি তাই হয়।
১৯। মিষ্ট, শ্রুতিসুখকর মর্ম্মস্পর্শী মনোহর
বাক্য শুনি ব্যাধের অন্তরে
উপজিল দয়ারস, হইয়া তাহার বশ,
ব্যাধ আজ মুক্তি দিল মোরে।

তখন তাঁহার মাতাপিতা ব্যাধের নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইবার জন্য বলিলেন,

২০। রোহন্তে দেখিয়া আজ যে মহা আনন্দ মনে ভোগ করি আমরা দুজন,
লুব্ধক, সদার তুমি ভুঞ্জ নিত্য সে আনন্দ সহ সর্ব্ব আত্মীয়স্বজন।

এদিকে ব্যাধ বন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া রাজভবনে উপস্থিত হইল এবং রাজাকে প্রণাম করিয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইল। তাহাকে দেখিয়া রাজা বলিলেন,

২১। মৃগ কিংবা চর্ম্ম তার করি আহরণ আনিবে বলিয়াছিলে; তবে কি কারণ
না মৃগ, না চর্ম্মলোম, কিছুমাত্র লয়ে ফিরিয়া আসিলে তুমি রিক্তহস্ত হয়ে?

ইহা শুনিয়া ব্যাধ বলিল,

২২। সে মৃগ হইয়াছিল অত্যন্তলগ্ন মম কূটপাশে সুবদ্ধ হইয়া;
আশ্বাস করিতে দান বিমুক্ত দুইটী মৃগ ছিল তার কাছে দাঁড়াইয়া।
২৩। দেখি এ অপূর্ব্ব দৃশ্য অপূর্ব্ব আবেগবশে শিহরিল সর্ব্ব কলেবর;
ভাবিনু মারিলে এরে, সে মহাপাপের ফলে যাবে সদ্যঃ জীবন আমার।

ইহা শুনিয়া রাজা বিস্ময়ভরে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন,

২৪। কিরূপ দেখিতে বল সেই মৃগগণ? কোন্ ধর্ম্ম, বল, তারা করে আচরণ?
কেমন দেহের বর্ণ, চরিত্র কেমন? এত যে প্রশংসা তুমি কর কি কারণ?

ব্যাধ বলিল,

২৫। রোমগুলি সুনির্ম্মল, পৃষ্ঠগুলি রজতধবল,
সর্ব্বাঙ্গে চর্ম্মের ভাতি সুবর্ণের সমান উজ্জ্বল;
সুন্দর পায়ের খুর সুলোহিত প্রবাল-উপম;
অঞ্জনে রঞ্জিতপ্রায় নয়নের শোভা মনোরম।

ইহা বলিতে বলিতে ব্যাধ মহাসত্ত্বের সেই সুবর্ণবর্ণের রোমগুলি রাজার হস্তে স্থাপন করিল এবং নিম্নলিখিত গাথায় সেই মৃগদিগের রূপগুণ ব্যাখ্যা করিল:—

২৬। এরূপ তাদের রূপ, গুণেও তেমন; সযতনে করে মাতাপিতার পোষণ।
এ কারণে, নরবর, শক্তি মোর নাই আনিতে সে মৃগরাজে বান্ধি তব ঠাঁই।

উল্লিখিত গাথাগুলি দ্বারা ব্যাধ মহাসত্ত্বের, চিত্রের ও সুতনার গুণ কীর্ত্তনপূর্ব্বক বলিল, দেব, সেই মৃগরাজ আমাকে নিজের লোম দিয়া আজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, আমি যেন তাঁহার প্রতিনিধি হইয়া দেবীকে দশধর্ম্মচর্য্যা-গাথা দ্বারা ধর্ম্মকথা শুনাই।*"

* ব্রহ্মদেশীয় পুস্তকে লিখিত আছে:—

ইহা বলিয়া সে কাঞ্চনপীঠে উপবেশনপূর্ব্বক ঐ গাথাগুলি দ্বারা ধর্ম্মদেশন করিল। তাহা শুনিয়া দেবীর দোহদ নিবৃত্ত হইল। রাজাও পরিতুষ্ট হইয়া ব্যাধপুত্রকে বহু পুরস্কার দিলেন। তিনি বলিলেন :—

"তিনি আমাকে দশ ধর্ম্মচর্য্যাগাথা শিখাইয়া আজ্ঞা দিয়াছেন যে, আমি যেন তাঁহার প্রতিনিধি হইয়া দেবীকে ধর্ম্মকথা শুনাই।"

ইহা শুনিয়া রাজা ব্যাধকে সপ্তরত্নখচিত পল্যঙ্কে উপবেশন করাইলেন, দেবীর সহিত নিজে এক নীচাসনে একান্তে উপবিষ্ট রহিলেন এবং ধর্ম্মদেশন করিবার জন্য তাহাকে কৃতাঞ্জলিপুটে অনুরোধ করিলেন। ব্যাধ এই গাথাগুলি বলিয়া ধর্ম্ম দেশন করিল :—

১। মাতার পিতার সেবা যথাধর্ম্ম কর তুমি, ক্ষত্রিয় রাজন্,
ইহলোকে ধর্ম্মচর্য্যা করিলে রাজার হয় স্বরগে গমন।
২। তব দারাসুতগণ— যথাধর্ম্ম পাল সবে, ক্ষত্রিয় রাজন্,
ইহলোকে ধর্ম্মচর্য্যা করিলে রাজার হয় স্বরগে গমন।
৩। মিত্রামাত্যগণে তব যথাধর্ম্ম পাল সবে, ক্ষত্রিয় রাজন্,
ইহলোকে ধর্ম্মচর্য্যা করিলে রাজার হয় স্বরগে গমন।
৪। যুদ্ধ-যাত্রা-আদি তব হয় যেন যথাধর্ম্ম, ক্ষত্রিয় রাজন্,
ইহলোকে ধর্ম্মচর্য্যা করিলে রাজার হয় স্বরগে গমন।
৫। কি নগরে, কিবা গ্রামে যথাধর্ম্ম রক্ষ প্রজা, ক্ষত্রিয় রাজন্,
ইহলোকে ধর্ম্মচর্য্যা করিলে রাজার হয় স্বরগে গমন।
৬। পৌরজানপদগণে যথাধর্ম্ম পাল তুমি, ক্ষত্রিয় রাজন্,

ইহলোকে ধর্ম্মচর্য্যা করিলে রাজার হয় স্বরগে গমন।
৭। শ্রমণব্রাহ্মণগণে যথাধর্ম্ম কর দয়া, ক্ষত্রিয় রাজন্,
ইহলোকে ধর্ম্মচর্য্যা করিলে রাজার হয় স্বরগে গমন।
৮। ইতর জীবের প্রতি যথাধর্ম্ম কর দয়া, ক্ষত্রিয় রাজন্,
ইহলোকে ধর্ম্মচর্য্যা করিলে রাজার হয় স্বরগে গমন।
৯। ধর্ম্মচর্য্যা কর, দেব ; সুচরিত ধর্ম্ম হয় সুখের নিদান,
ইহলোকে ধর্ম্মচর্য্যা করিলে রাজার হয় স্বরগে প্রয়াণ।
১০। ধর্ম্মচর্য্যা কর, দেব, প্রমাদ ইহাতে যেন হয় না কখন।
ধর্ম্মবলে স্বর্গলাভ করিলেন ইন্দ্র-আদি দেবব্রহ্মগণ।
১১। জানিবে এ সব, ভূপ, কর্ত্তব্য-সোপান, অনুশাসনের মধ্যে এরাই প্রধান।
সুপ্রাজ্ঞের উপদেশ করিয়া পালন, কল্যাণী করিয়াছিল ত্রিদিবে গমন।*

মহাসত্ব যে পদ্ধতি দেখাইয়াছিলেন, নিষাদপুত্র তাহার অনুসরণ করিয়া বুদ্ধলীলায় এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিল; বোধ হইল যেন সে আকাশগঙ্গাকে অবতরণ করাইল। সমবেত বিশাল জনসঙ্ঘ তাহাকে সহস্র সহস্র সাধুবাদ দিতে লাগিল। ধর্ম্মকথা-শ্রবণান্তে দেবীরও দোহদ নিবৃত্ত হইল।

* একাদশ গাথাটির অর্থ দুর্ব্বোধ্য। ইংরাজী অনুবাদক 'কল্যাণী' পদটিকে কল্যাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী-বাচক বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু ইহা, বোধ হয়, কোন ধর্ম্মপরায়ণা নারীর নাম। হয় ত তিনি কোন সাধুর সঙ্গলাভ করিয়া তদীয় উপদেশমত চলিতেন। গাথাকার এই কিংবদন্তী স্মরণ করিয়া গাথাটি রচনা করিয়াছিলেন, ইহা সম্ভবপর। ব্যাধ ক্ষেমার দোহদনিবৃত্তির জন্য বোধিসত্বের উপদেশ শুনাইতেছে, এস্থলে কোন নারীর সদুপদেশশ্রবণের বৃত্তান্ত স্মরণ করাইয়া দেওয়া সুসঙ্গত। কিন্তু ইহাতেও 'এতী' শব্দের কোন অর্থ থাকে না।

২৭। শত নিষ্ক, * মণিময় প্রকাণ্ড কুণ্ডল,
খট্বা এই চতুরস্র, † অতসীপুষ্পের
নীল শাভা মনোলোভা দারুতে যাহার,— ‡
দিলাম নিষাদপুত্র এ সব তোমায়।

২৮। দিনু আরও ভার্য্যাদ্বয় § তুল্য রূপে গুণে,
বলিষ্ঠ বৃষভ এক ধেনু শতসহ
দিলাম তোমায়, ব্যাধ। বহু উপকার
করিলে আমার তুমি। ধর্ম্মপথে চলি
করিব রাজত্ব এই প্রতিজ্ঞা আমার।

২৯। কৃষি ও বাণিজ্য, ঋণদান, উঞ্ছবৃত্তি, করে লোকে এই চারি বৃত্তির সুখ্যাতি।
এ সকল বৃত্তিদ্বারা পোষ দারাসুতে, দিওনা যাইতে মন পুনঃ পাপপথে।

রাজার কথা শুনিয়া ব্যাধ বলিল, "মহারাজ, আমার আর গৃহে থাকিবার প্রয়োজন নাই। আপনি আমাকে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে অনুমতি দিন।" অনন্তর সে রাজার অনুমোদন গ্রহণ করিল, রাজদত্ত পুরস্কার দারাপুত্রদিগকে দান করিল, হিমবন্তে প্রবেশ করিয়া ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিল এবং অষ্টসমাপত্তি লাভ করিয়া ব্রহ্মলোক-পরায়ণ হইল। রাজাও মহাসত্ত্বের উপদেশানুসারে চলিয়া স্বর্গবাসীদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে গেলেন। মহাসত্ত্বের এই উপদেশগুলি সহস্রবর্ষ স্থায়ী হইয়াছিল।

[ধর্ম্মদেশনান্তে শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, পূর্ব্বেও আনন্দ এইরূপে আমার জন্য আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন।"

সমবধান—তখন ছন্দক ছিলেন সেই ব্যাধ, সারিপুত্র ছিলেন সেই রাজা, একজন ভিক্ষুণী ছিলেন ক্ষেমাদেবী, মহারাজকুলের কেহ কেহ ছিলেন সেই মৃগরাজমাতা ও মৃগরাজপিতা, উৎপলবর্ণা ছিলেন সুতনা, আনন্দ ছিলেন চিত্রমৃগ, শাক্যগণ ছিল সেই অশীতিসহস্র মৃগ এবং আমি ছিলাম রোহন্ত মৃগরাজ।

৫০২—হংস-জাতক

[স্থবির আনন্দ নিজের প্রাণ দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। তদুপলক্ষ্যে শাস্তা বেণুবনে অবস্থিতি-কালে এই কথা বলিয়াছিলেন। এ সময়েও এক দিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া স্থবিরের গুণ কীর্ত্তন করিতেছিলেন। শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া যখন প্রশ্নদ্বারা তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন, তখন তিনি বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও আনন্দ আমার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীতে বহুপুত্রক-নামক এক রাজা ছিলেন। তাঁহার অগ্রমহিষীর

* নিষ্ক=সুবর্ণমুদ্রা-বিশেষ, অথবা ৩২০ রতি ওজনের সোনা। দ্বিতীয় খণ্ডের ২৮/০ পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য।

† চতুরস্র—মূলে 'চতুস্সদং' এই পদ আছে। টীকাকার ইহার অর্থ করিয়াছেন :—'চতুরস্সদং চতুউস্সিসকং।' 'চতুরস্সং' এই পাঠান্তরও দেখা যায়। ইংরাজী অনুবাদকের মতে ইহা 'চতুউস্সদং' অর্থাৎ চারিটী আস্তরণযুক্ত। এ অর্থও অসঙ্গত নহে।

‡ 'উম্মাপুপ্ফসিরিন্নিভং'—টীকাকার এই বিশেষণের অর্থ করিয়াছেন 'নীলপচ্চত্থরণতায় উম্মাপুপ্ফসদিসায় নিভায় ওভাসেন সমন্নাগতং কালবল্লদারুসারময়ং', অর্থাৎ হয় নীলবর্ণের আস্তরণযুক্ত বলিয়া অতসী পুষ্পনিভ, নয় কৃষ্ণসারময় কাষ্ঠ-(যেমন আবলুশ) নির্ম্মিত।

§ ভার্য্যাদ্বয়—ব্যাধের পূর্ব্বেও স্ত্রীপুত্র ছিল, তাহার উপর আবার একটী নয়, দুইটী ভার্য্যালাভ!

নাম ছিল খেমা। তখন মহাসত্ত্ব সুবর্ণ হংসযোনিতে জন্মান্তরলাভপূর্ব্বক নবতিসহস্র হংস-পরিবৃত হইয়া চিত্রকূটে বাস করিতেন।

রোহন্তমৃগ-জাতকে যেরূপ বলা হইয়াছে, এক্ষেত্রেও মহিষী সেইরূপ স্বপ্ন দেখিয়া রাজাকে জানাইলেন যে, সুবর্ণবর্ণের হংসের মুখে ধর্ম্মদেশন শুনিবার জন্য তাঁহার দোহদ জন্মিয়াছে। রাজা জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিলেন, সুবর্ণবর্ণের হংসেরা নাকি চিত্রকূট পর্ব্বতে বাস করে। তিনি খেম-নামক একটী সরোবর খনন করাইলেন, তাহার ধারে নানাপ্রকার নিবাপধান্যাদি রোপণ করাইলেন, প্রতিদিন চতুর্দ্দিকে অভয়ঘোষণা (অর্থাৎ কেহ কোন প্রাণী মারিতে পারিবে না, এই আদেশ প্রচার) করিতে লাগিলেন এবং হংস ধরিবার নিমিত্ত এক জন ব্যাধ নিযুক্ত করিলেন। ব্যাধের নিয়োগ, ব্যাধকর্ত্তৃক পক্ষীদিগের প্রতীক্ষায় প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি, সুবর্ণহংসগণ উপস্থিত হইলে রাজাকে সেই সংবাদজ্ঞাপন, তদনন্তর জালবিস্তার, মহাসত্ত্বের পাশবন্ধন, হংসদিগের তিন ঝাঁকেই তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া হংস-সেনাপতি সুমুখের নিবর্ত্তন, এ সমস্ত মহাহংস-জাতকে (৫৩৪) বলা হইবে। * যে সময়ের কথা হইতেছে, তখন মহাসত্ত্ব যষ্টিসংলগ্ন পাশে বদ্ধ হইয়া যষ্টি অবলম্বনপূর্ব্বক ঝুলিতে ঝুলিতে গ্রীবা বিস্তার করিয়া হংসদিগের পলায়ন-পথ দেখিতেছিলেন। এমন সময়ে সুমুখ ফিরিয়া আসিতেছেন দেখিয়া, তিনি স্থির করিলেন, 'ফিরিয়া আসিলে ইহাকে পরীক্ষা করিব।' অনন্তর সুমুখ ফিরিলে তিনি তিনটী গাথা বলিলেন :—

১। ওই দেখ, ভয় পেয়ে কিরূপে বক্রাঙ্গগণ† করে পলায়ন,
পীতপত্র, হেমবর্ণ সুমুখ! তুমিও কর যথেচ্ছ গমন।
২। একাকী ফেলিয়া মোরে পাশবদ্ধ অবস্থায় জ্ঞাতিগণ যায়
না ভাবি আমার দশা, তুমি একা, বল, কেন রহিলে হেথায়?
৩। যাও উড়ি, খগবর; বন্ধুত্ব বন্দীর সনে বিফল নিশ্চয়,
মুক্তির সুযোগ তুমি ছেড় না, চলিয়া যাও যেথা ইচ্ছা হয়।

পঙ্কপৃষ্ঠাসীন সুমুখ বলিলেন,

৪। এমন বিপত্তিমধ্যে ধৃতরাষ্ট্র,* ফেলি তোমা যাব না কখন,
জীবন, মরণ মম হইবে তোমার সাথে; এই মোর পণ।

সুমুখ সিংহনাদে এই সঙ্কল্প জানাইলে ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,

৫। অর্য্যজনগোচিত বলিলে, সুমুখ, যাহা, বড়ই উদার!
বলেছিনু উড়ে যেতে শুধু পরীক্ষার তরে মনের তোমার।

হংসদ্বয় এইরূপ কথোপকথন করিতেছে, এমন সময়ে ব্যাধ দণ্ডহস্তে সেখানে ছুটিয়া আসিল। সুমুখ ধৃতরাষ্ট্রকে আশ্বাস দিয়া ব্যাধের অভিমুখে গমন করিলেন এবং যথোচিত সম্ভ্রম প্রদর্শন করিয়া হংসরাজের গুণ বর্ণনা করিতে লাগিলেন। তাহা শুনিবামাত্র ব্যাধের মন নরম হইল। তাহার মন নরম হইয়াছে বুঝিয়া সুমুখ আবার হংসরাজের নিকটে গেলেন এবং তাঁহাকে আশ্বাস দিতে লাগিলেন। ব্যাধও হংসরাজের নিকটে গিয়া ষষ্ঠ গাথা বলিল :—

* মহাহংস জাতকে এই সকল হংসকে ধৃতরাষ্ট্র হংস বলা হইয়াছে।
† বক্রাঙ্গ—লোহিতবর্ণের হংস।
* হংসরাজের নাম।

৬। পদচিহ্নহীন অন্তরীক্ষ-পথে আসে যায় পক্ষিগণ,
দূর হ'তে তবু নারিলা দেখিতে পাশ তুমি কি কারণ?

মহাসত্ত্ব উত্তর দিলেন :—
৭। বিনাশ যখন হয় সমাগত, হয় যবে আয়ুঃক্ষয়।
অদূরেও যদি থাকে পাশ, জাল, দেখিতে না শক্তি রয়।

মহাসত্ত্বের উত্তরে ব্যাধ সন্তুষ্ট হইল। অনন্তর সে নিম্নলিখিত তিনটী গাথায় সুমুখের সহিত আলাপ করিল :—

৮। ওই দেখ, ভয় পেয়ে কিরূপে বক্রাঙ্গগণ প্রাণ লয়ে করে পলায়ন;
হে হেমবরণ হংস, রয়েছ এখানে শুধু একা তুমি বল কি কারণ?
৯। করিয়া ভোজন, পান গিয়াছে বিহঙ্গগণ, অপেক্ষা না করি কারো তরে;
একাকী রয়েছ তুমি সেবিতে এ হংসবরে, দেখি ভয়ে বিস্ময় অন্তরে।
১০। কে ইনি তোমার হন? কি সম্বন্ধ তোমাদের? মুক্ত করে বদ্ধের শুশ্রূষা।
ছাড়ি এঁরে পলায়ন করিল বিহঙ্গগণ; তুমি শুধু আছ, এ কি দশা?

সুমুখ বলিলেন,
১১। রাজা ইনি, মিত্র ইনি, সখা মোর প্রাণের সমান।
যাব না ছাড়িয়া এঁরে যত দিন দেহে আছে প্রাণ।

সুমুখের কথায় ব্যাধের চিত্ত আরও প্রসন্ন হইল। সে ভাবিল, আমি যদি এরূপ শীলসম্পন্ন পক্ষীদিগের অনিষ্ট করি, তবে পৃথিবী দুই ভাগ হইয়া আমাকে গ্রাস করিবে। আমি ইহাদিগকে মুক্তি দিব। ইহা স্থির করিয়া সে বলিল,

১২। সখার রক্ষার তরে চাও নিজ প্রাণ দিতে! সখায় তোমার
দিনু মুক্তি, যান চলি সঙ্গে তব হংসরাজ যেথা ইচ্ছা তাঁর।

ইহা বলিয়া ব্যাধ ধৃতরাষ্ট্রকে যষ্টি-পাশ হইতে নামাইল, নদীতীরে লইয়া গেল, পাশ খুলিয়া দিল, অতি সাবধানে রক্ত ধুইল এবং ছিন্ন স্নায়ু প্রভৃতি মুখে মুখে যুড়িয়া দিল। ব্যাধের কারুণ্য এবং মহাসত্ত্বের পারমিতার প্রভাবে তাঁহার পা তৎক্ষণাৎ পূর্ব্ববৎ হইল, কোন্ স্থানে বদ্ধ হইয়াছিল, তাহার চিহ্ন পর্য্যন্ত রহিল না। সুমুখ মহাসত্ত্বকে তদবস্থায় দেখিয়া পরিতুষ্টচিত্তে এই গাথায় কৃতজ্ঞতা জানাইলেন :—

১৩। মুক্ত দেখি হংসরাজে যে আনন্দ পাইলাম আজ,
জ্ঞাতিগণসহ তুমি সে আনন্দ ভুঞ্জ, ব্যাধরাজ।

ইহা শুনিয়া ব্যাধ বলিল, "মহাশয়েরা এখন প্রস্থান করুন।" তখন মহাসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সৌম্য ব্যাধ, তুমি কি নিজের প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য আমায় ধরিয়াছিলে, না অন্য কাহারও আজ্ঞায়?" ব্যাধ যখন তাঁহাকে প্রকৃত কারণ জানাইল, তখন তিনি ভাবিলেন, এখন আমার পক্ষে চিত্রকূটে যাওয়াই কর্ত্তব্য, না নগরে যাওয়া কর্ত্তব্য?' তিনি স্থির করিলেন, 'আমি নগরে গেলে এই ব্যাধপুত্র ধনলাভ করিবে, মহিষীর দোহদ নিবৃত্ত হইবে, সুমুখের মিত্রধর্ম্মও প্রকটিত হইবে।" আমি জ্ঞানবলে ক্ষেম সরোবরটীও দক্ষিণা-স্বরূপ এমন ভাবে লাভ করিব যে, সমস্ত প্রাণী তাহার তটে ও জলে নির্ভয়ে বিচরণ করিতে পারিবে। 'অতএব নগরে গমন করাই যুক্তিযুক্ত।' এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি বলিলেন, 'ব্যাধ, তুমি আমাদিগকে বাঁকে তুলিয়া রাজার নিকট লইয়া চল; রাজার যদি ইচ্ছা হয়,

আমাদিগকে ছাড়িয়া দিবেন   ব্যাধ বলিল, 'আপনারা চলিয়া যান; কারণ রাজারা অতি ক্রূরস্বভাব।" "সে কি কথা!" আমরা তোমার ন্যায় ব্যাধের মন নরম করিতে পারিলাম, আর রাজার মন নরম করিতে পারিব না! রাজার আরাধনার ভার আমরা লইলাম; তুমি, ভাই, আমাদিগকে লইয়া চল।" ব্যাধ তাহাই করিল।

হংসদুইটীকে দেখিয়া রাজা পরম প্রীতি লাভ করিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে কাঞ্চন-পীঠে বসাইলেন, মধুমিশ্রিত লাজ খাওয়াইলেন, মধুমিশ্রিত জল পান করাইলেন, এবং তাঁহাদের মুখে ধর্ম্মকথা শুনিবার জন্য কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা জানাইলেন। হংসরাজ দেখিলেন, রাজা ধর্ম্মকথা শুনিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন। তিনি প্রথমে তাঁহাকে মিষ্ট কথায় অভিবাদন করিলেন। হংসরাজ এবং রাজার মধ্যে যে আলাপ হইয়াছিল, নিম্নলিখিত এক একটী গাথায় পর্য্যায়ক্রমে তাহা বলা যাইতেছে :—

১৪। "কুশল ত তব? কোন অসুখ ত নাই?　　ধন ধান্যে রাজ্য তব পূর্ণ সব ঠাঁই?
করেন ত যথাধর্ম্ম প্রজার শাসন?　　শুনিতে উৎসুক আমি এ সব, রাজন্।"

১৫। "সর্ব্বত্র কুশল, হংস, আছি সুস্থদেহ;　　ধনধান্যে পূর্ণ রাজ্য—অসুখী না কেহ।
যথাধর্ম্ম করি আমি প্রজার শাসন;　　না করি অন্যায় পথে কভু বিচরণ।"

১৬। "অমাত্যেরা আপনার নির্দ্দোষ ত সব?　　দূরেতে আছে ত সদা শত্রুগণ তব?
দক্ষিণে পতিত ছায়া বাড়ে না যেমন, *　　বাড়ে না ত সেই মত তব শত্রুগণ?"

১৭। আমার অমাত্যগণ নির্দ্দোষ সকলে;　　সুদূরে রেখেছি আমি সদা শত্রুদলে।
দক্ষিণে পতিত ছায়া বাড়ে না যেমন,　　তেমতি বাড়িতে নারে মম শত্রুগণ।"

১৮। "ভার্য্যা ত সদৃশী তব সর্ব্বাংশে, নৃমণি?　　আজ্ঞাবহা, সদা পতিচ্ছন্দানুবর্ত্তিনী,
সুরূপা সুশীলা, পুত্রবতী, প্রিয়ংবদা,　　যশস্বিনী, পেয়ে যাঁরে সুখী আছ সদা?'

১৯। "ভার্য্যা মম [illegible]　　[illegible]দা পতিচ্ছন্দানুবর্ত্তিনী,
সুরূপা, সুশীলা, পুত্রবতী, প্রিয়ংবদা,　　যশস্বিনী, পেয়ে যাঁরে সুখী আমি সদা।"

২০। "আছে ত অনেক পুত্র তব, নরবর　　সুজাত, সহজে দুঃখনির্ণয়ে তৎপর,
যে কাজে তাহারা হয় নিযুক্ত যখন,　　করি ত সম্পন্ন তাহা তোষে সর্ব্বজনে?"

২১। "একাধিক শতপুত্র, ধৃতরাষ্ট্র, মম,　　তেঁই 'বহুপুত্র' এই লভিয়াছি নাম।
কি কর্ত্তব্য তাহাদের, দাও উপদেশ,　　পালিতে তাহারা যত্ন করিবে অশেষ।"

রাজার কথায় মহাসত্ত্ব রাজপুত্রদিগের উপদেশার্থ পাঁচটী গাথা বলিলেন :—

২২। করা যাবে শেষে, এই ভাবি মনে মনে　　অবহেলা করে নিজ কৃত্যসম্পাদনে,—
হোক উচ্চকুলে জন্ম, হোক সদাচার　　চেষ্টার সুযোগ সেই নাহি পায় আর।

২৩। বাল্যে বা যৌবনে চিত্ত চঞ্চল যাহার　　সদা ছিদ্র দেখা দেয় চরিত্রে তাহার।
রাত্রিকালে চন্দ্রালোকে করে দরশন　　যে সকল বস্তু শুধু স্থূলআয়তন।
অশিক্ষিত যুবা, ভূপ, তেমন সে প্রকার;　　স্থূল ভিন্ন সূক্ষ্ম দৃষ্টি নাহিক তাহার।

২৪। অসারে যে ভাবে সার, সুমতি যেমন　　বহুশিক্ষা পাইলেও না লভে কখন।
শরভ ছুটিয়া যবে যায় গিরিপথে,　　অসমানে সম ভাবি পড়ে সে প্রপাতে।
অসারে যে ভাবে সার, সেই মূঢ়মতি　　নিশ্চয় বিনষ্ট হয়, জানিও তেমতি।

২৫। ধৃতিমান্, সদাচার, শীলপরায়ণ,—　　হোক না অশ্রদ্ধ কেন যেন কোন জন,—
সুযশ চৌদিকে তার হয় বিকিরণ,　　নৈশ অগ্নিশিখা যথা উদ্দলশরণ।

---

* কর্কটক্রান্তির উত্তরস্থ স্থানসমূহে মধ্যাহ্নকালে দক্ষিণে ছায়া পড়ে না, কর্কটক্রান্তির দক্ষিণের উত্তর নিকটবর্ত্তী স্থানে ঋতুভেদে দক্ষিণ দিকে পতিত ছায়া খুব ছোট হয়, উত্তরে পতিত ছায়ার মাপ বৃদ্ধি পায় না।

২৬। এ দুটী উপমা ভূপ, করি প্রণিধান, পুত্রদের কর তুমি সুশিক্ষাবিধান।
মেধা তাহাদের বৃদ্ধি পাবে নিরন্তর, উপ্তবীজ সুক্ষেত্রে যেমন, নরেশ্বর।

মহাসত্ত্ব সমস্ত রাত্রি রাজাকে এইরূপ ধর্ম্মোপদেশ দিলেন। ইহা শুনিয়া মহিষীরও দোহদ নিবৃত্ত হইল। মহাসত্ত্বের কৃপায় অরুণোদয়কালেই রাজা শীলসমূহে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, তিনি রাজাকে অপ্রমত্ত থাকিতে বলিয়া সুমুখের সহিত উত্তরদিকের বাতায়ন দিয়া নিষ্ক্রমণপূর্ব্বক চিত্রকূটে প্রস্থান করিলেন।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা বলিলেন, "তবেই দেখিলে, ভিক্ষুগণ, ইনি কেবল এ জন্মে নয়, পূর্ব্বেও আমার জন্য প্রাণ ত্যাগ করিতে বসিয়াছিলেন।'

সমবধান—তখন ছন্দক ছিলেন সেই ব্যাধ, সারিপুত্র ছিলেন সেই রাজা, একজন ভিক্ষুণী ছিলেন ক্ষেমাদেবী, শাক্যগণ ছিলেন হংসগণ, আনন্দ ছিলেন সুমুখ এবং আমি ছিলাম সেই হংসরাজ।]

৫০৩ শক্তিগুল্ম জাতক

[শাস্তা মদ্রকুক্ষি-নামক স্থানের মৃগদাবে অবস্থিতিকালে দেবদত্তের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। দেবদত্ত প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়াছিলেন * তাহার একখণ্ডের আঘাতে শাস্তার পাদ ক্ষত হইয়াছিল এবং ঐ ক্ষতস্থানে অত্যন্ত বেদনা জন্মিয়াছিল। সমাগত ব্যক্তিদিগকে দেখিয়া ভগবান্ বলিলেন, "দেখ, এখানে স্থানের বড় অভাব, অথচ বোধ হইতেছে, এখানে বহুলোকসমাগম হইবে, অতএব তোমরা আমাকে শিবিকায় তুলিয়া মদ্রকুক্ষিতে লইয়া চল।" ভিক্ষুরা তাহাই করিলেন। জীবকের সুচিকিৎসায় তথাগতের পা ভাল হইল। ভিক্ষুরা এক দিন শাস্তার নিকটে বসিয়াই বলিতে লাগিলেন, "দেখ ভাই, দেবদত্ত নিজেও পাপী, তাহার অনুচরগণও পাপী। পাপী পাপিগণে পরিবৃত হইয়া বিচরণ করিতেছে।" শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভিক্ষুগণ, তোমরা কি বলিতেছ?" ভিক্ষুরা উত্তর দিলেন। তিনি বলিলেন, "কেবল এ জন্মে নয়, পূর্ব্বেও দেবদত্ত পাপী ছিল এবং পাপিগণে পরিবৃত থাকিত।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

পুরাকালে উত্তর-পঞ্চাল নগরে পঞ্চাল নামে এক রাজা ছিলেন। তখন মহাসত্ত্ব এক পর্ব্বতের সানুদেশস্থ অরণ্যের মধ্যে শাল্মলীবনে কোন শুকরাজের পুত্ররূপে জন্মলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা দুই ভাই ছিলেন।

ঐ পর্ব্বতের উপরিবাতে এক চোরগ্রাম ছিল; সেখানে পঞ্চশত চোর বাস করিত। অধোবাতে ছিল পঞ্চশত ঋষির আশ্রম। শুকশাবকদ্বয়ের পক্ষনির্গমকালে একদা বাতাবর্ত্ত উত্থিত† হইয়া একটী শুকশাবককে চোরগ্রামে চোরদিগের আয়ুধের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছিল। সে আয়ুধের মধ্যে পতিত হইয়াছিল বলিয়া লোকে তাহাকে শক্তিগুল্ম বলিত। অপর শুকশাবকটী নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল আশ্রমস্থিত বালুকাস্তীর্ণ ভূমির পুষ্পরাশির মধ্যে, এই জন্য লোকে তাহার নাম রাখিয়াছিল পুষ্পক। অনন্তর শক্তিগুল্ম চোরদিগের মধ্যে এবং পুষ্পক ঋষিদিগের মধ্যে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

এক দিন মহারাজ পঞ্চাল সর্ব্বালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া উৎকৃষ্ট রথে আরোহণপূর্ব্বক শত শত অনুচরসহ মৃগয়ার্থ নগরের অনতিদূরস্থ সুপুষ্পিত ও ফলিত তরুলতাসমাকীর্ণ রমণীয় উপবনে গমন করিলেন। তিনি বলিলেন, "যাহার পার্শ্ব দিয়া মৃগ পলায়ন করিবে, তাহাকেই দায়ী হইতে হইবে।" অনন্তর তিনি রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক, তাঁহার জন্য যে কুটীর নির্দিষ্ট

* প্রথম খণ্ডের পরিশিষ্ট (২৮০ পৃষ্ঠ) দ্রষ্টব্য।

† 'বাতমণ্ডলিকা'।

ছিল, তন্মধ্যে শরাসনহস্তে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করিলেন। তাঁহার লোকজন মৃগ বাহির করিবার জন্য গুল্মসমূহে আঘাত আরম্ভ করিল। ইহাতে একটা এণমৃগ * বাহির হইয়া পলায়নের পথ দেখিতে লাগিল। সে দেখিল, যেখানে রাজা রহিয়াছেন, কেবল সেই স্থানে পথ খোলা আছে। তখন সে সেই দিকেই ছুটিয়া পলাইয়া গেল। যখন অমাত্যেরা জিজ্ঞাসা করিলেন, কাহার পাশ দিয়া মৃগ পলাইল, তখন লোকে উত্তর দিল, "রাজার পাশ দিয়া।" ইহা শুনিয়া তাঁহারা রাজাকে উপহাস করিতে লাগিলেন। রাজা অহঙ্কারবশতঃ তাঁহাদের উপহাস সহ্য করিতে পারিলেন না; এখনই সেই মৃগটাকে ধরিতেছি বলিয়া রথে উঠিলেন, সারথিকে দ্রুতবেগে রথ চালাইতে আদেশ দিলেন এবং যে পথে মৃগ গিয়াছিল, সেই পথে ধাবিত হইলেন। রথ অতি দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল বলিয়া রাজার সহচরেরা পশ্চাতে পড়িয়া রহিল, রাজা কেবল সারথিকে সঙ্গে লইয়া মধ্যাহ্নকাল পর্যন্ত ছুটাছুটি করিলেন, কিন্তু মৃগ দেখিতে পাইলেন না। প্রতিবর্তনকালে তিনি সেই চোরগ্রামের সন্নিকটে এক রমণীয় কন্দর দেখিয়া সেখানে অবতরণ করিলেন, জলে গিয়া স্নান ও পান করিলেন এবং সেখান হইতে উপরে উঠিয়া আসিলেন। সারথি রথের আস্তরণ নামাইয়া এক বৃক্ষের ছায়ায় বিছাইয়া দিল। রাজা তাহার উপর শুইয়া পড়িলেন, সারথি বসিয়া তাঁহার পা টিপিতে আরম্ভ করিল। রাজা একবার নিদ্রা যাইতে, একবার জাগিতে লাগিলেন।

চোরগ্রামবাসী চোরেরাও রাজার রক্ষাবিধানার্থ বনে গিয়াছিল, গ্রামে তখন কেবল শক্তিগুল্ম এবং প্রতিকোলম্ব-নামক একজন পাচক ছিল। শক্তিগুল্ম গ্রামে গিয়া রাজাকে দেখিতে পাইল এবং ভাবিল, 'ইহাকে নিদ্রিত অবস্থায় মারিয়া সমস্ত আভরণ গ্রহণ করা যাউক।' ইহা স্থির করিয়া সে প্রতিকোলম্বকে গিয়া এই কথা জানাইল।

[এই সকল ঘটনা বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা পাঁচটী গাথা বলিলেন :—

১। মৃগলোভে গেলা বনে পঞ্চাল ভূপতি নরবর;
রহিল পশ্চাতে সেনা, ছিল মাত্র সারথি দোসর।

২। বনমধ্যে করিলেন তস্কর-কুটীর দরশন;
কুটীর হইতে আসি শুক বলে দারুণ বচন:—

৩। "উৎকৃষ্ট বাহন এর, কর্ণে শোভে সুমৃষ্ট কুণ্ডল,
শিরে দেখ রক্তোষ্ণীষ প্রভাকরসমসমুজ্জ্বল।

৪। রাজা ও সারথি, দেখ, মধ্যাহ্নে নিদ্রায় অচেতন,
এস, মোরা কাড়ি লই ইহাদের সব আভরণ।

৫। সুষুপ্ত সারথি, রাজা, নিশীথের সুযোগ এখন, †
না জানিবে কেহ, এবে ইহাদের করিলে নিধন।
কর বধ, হর বস্ত্র মণিমুক্তাদি আছে যত,
শাখা পত্র দিয়া শেষে মৃতদেহ কর আচ্ছাদিত।"

শুকের কথা শুনিয়া প্রতিকোলম্ব বাহিরে আসিল এবং নিদ্রিত ব্যক্তি যে রাজা, ইহা বুঝিতে পারিয়া ভীত হইয়া বলিল:—

৬। উন্মত্তের মত তুমি কি বলিলে, শক্তিগুল্ম? মতিভ্রম ঘটিল তোমার।
প্রজ্বলিত অগ্নিসম ভূপাল দুরধিগম; নিকটে যাইতে সাধ্য কার?

* এণ=একজাতীয় হরিণ। † অর্থাৎ নিশীথে যে সুযোগ ঘটে, এক্ষণে তাহা উপস্থিত হইয়াছে।

শুক উত্তর দিল :—

৭। তুমিই উন্মত্ত নিজে, উচ্ছিষ্ট আসব সেবি করিতেছ অসার গর্জ্জন।
মা আছেন নগ্না হয়ে,* তবু তুমি চোর-কর্ম্ম করিতেছ নিন্দা কি কারণ ?

প্রতিকোলম্বের সহিত শুক এইরূপে মনুষ্যভাষায় কথাবার্ত্তা বলিতেছে, এমন সময়ে রাজা জাগিয়া তাহা শুনিতে পাইলেন। তিনি বুঝিলেন, ঐ স্থানে ভয়ের কারণ আছে; এইজন্য তিনি সারথিকে জাগাইয়া বলিলেন,

৮। উঠ, সৌম্য, ত্বরা করি রথে অশ্ব করহ যোজন,
বিশ্বাস নাহি এ শুকে; চল করি অন্যত্র গমন।

সারথি তাড়াতাড়ি উঠিয়া রথ সজ্জিত করিল এবং বলিল,

৯। রথ সুসজ্জিত, ভূপ; অশ্ববর করেছি যোজন.
উঠুন, করিব মোরা স্থানান্তরে আশ্রয় গ্রহণ।

রাজা রথে আরোহণ করিবামাত্র সৈন্ধবঘোটকগুলি বাতবেগে ধাবিত হইল। রথ যাইতেছে দেখিয়া শক্তিগুল্ম সাতিশয় উত্তেজিত হইয়া বলিল,

১০। পরিচারকেরা সব † কে কোথায় করেছে প্রস্থান।
দেখিল না তারা, তাই রাজা যায় লয়ে নিজ প্রাণ।
১১। কোদণ্ড, তোমর, শক্তি লয়ে এস এখনি ছুটিয়া,
রেখ না জীবন এর,‡ যাইছে পাকাল পলাইয়া।

শক্তিগুল্ম ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিয়া এইরূপে চীৎকার করিতে লাগিল, এদিকে রাজা ঋষিদিগের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তখন ঋষিরা ফলমূলাদি আহরণ করিবার জন্য বাহিরে গিয়াছিলেন; কেবল পুষ্পক শুক আশ্রমে ছিল। সে রাজাকে দেখিয়া প্রত্যুদ্গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে অভিবাদন করিল।

[শাস্তা এই ঘটনা বর্ণন করিবার জন্য চারিটী গাথা বলিলেন :—

১২। আশ্রমের শুক লোহিততুণ্ডক নিরখি পঞ্চালে প্রীত হ'ল মনে।
স্বাগত জিজ্ঞাসে মধুর সম্ভাষে, বলে, "মহারাজ, আসুন এখানে।
আপনি নৃমণি, আগমনে তব ধন্য হ'ল আজ এই তপোবন,
কৃপা করি প্রভু, বলুন আমায় কি হেতু এখানে হ'ল আগমন।
১৩। তিন্দুক, পিয়াল, মধুকাদি আর ¶ সুমধুর ফল আছে যা হেথায়,
যথারুচি বাছি উত্তম উত্তম খেয়ে তৃপ্তিলাভ কর মহাশয়।

---

* দস্যুদলপতির ভার্য্যা। টীকাকার 'নগ্না' শব্দের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন 'সাখাভঙ্গং নিবাসেত্বা চরতি;' অর্থাৎ দস্যুপত্নী বৃক্ষের শাখা পরিধান করিয়া বিচরণ করিতেছে। উড়িষ্যার জঙ্গল মহলে পূর্ব্বে পাতুয়ারা (জুয়াং জাতি) স্ত্রীপুরুষে কটিদেশে পত্রপল্লবের মালা পরিয়াই লজ্জা নিবারণ করিত।

† দস্যুদলপতির অনুচরগণ।

‡ মূলে 'মা বো মুঞ্চিথ জীবিতং' আছে। টীকাকার অর্থ করিয়াছেন 'তুম্হাকং জীবিতটঠানং মা মুঞ্চিথ।' কিন্তু ইহার পরেই, সপ্তদশ গাথায় 'মা এবং মুঞ্চিথ জীবিতং' এই পাঠান্তর দেখা যায়। ইহাই বোধ হয় সমীচিন।

¶ তিন্দুক=গাব। মূলে 'মধুক' ও 'কাস্মারি' এই দুইটী ফলেরও নাম আছে। মধুক=মহুয়া। 'কাশ্মারি' কি, তাহা বুঝিতে পারি নাই। টীকাকার বলেন ইহা 'কারফল।' 'কার'-সম্বন্ধে ১৬৩ পৃষ্ঠের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

১৪। গিরিগুহা হতে হয়েছে আনীত পাদ্যশীতল যে নির্মল ,
ইচ্ছা যদি হয়, পিতা লইয়া তাহে করি পান উহা পাইবেন বল।
১৫। অতিথিদের আছে যাহারা, গিয়াছেন বনে উঞ্ছের তরে ;
উঠি নিজে সব করুন গ্রহণ , হস্তহীন আমি , দিব কি প্রকারে ?"

শুকের অভ্যর্থনায় প্রীত হইয়া রাজা বলিলেন,

১৬। দেখ, এ বিহঙ্গ ভদ্র, ধার্ম্মিক কেমন। সে শুকের মুখে শুধু নিষ্ঠুর বচন।
মার ধরে বাঁধ এরে বধ এরে আগে, শুধু হেন ক্রূর কথা তাহার বদনে।
১৭। সে দুস্থান ত্যজিলাম, তাই, শীঘ্রগতি ; আসি এ আশ্রমে স্বস্তি লভিলাম অহি।

রাজার কথা শুনিয়া পুষ্পক দুইটী গাথা বলিল :—

১৮। "সে আমার, মহারাজ, সহোদর ভাই ,
এক(ই) বৃক্ষে উভয়ের হইল জনম ,
দৈববশে কিন্তু শেষে ভিন্ন ভিন্ন ঠাঁই
অবস্থান করিলাম মোরা দুইজন।

১৯। শক্তিগুল্ম চোরসহ আমি ঋষিসহ করিতেছি অবস্থান এবে অহরহ ;
সদসৎসঙ্গহেতু চরিত্রগঠন ভিন্নরূপে আমাদের হয়েছে, রাজন্।"

অতঃপর পুষ্পক সদসৎসংসর্গের ধর্ম্ম পৃথক্ পৃথক্ নির্দ্দেশ করিবার জন্য দুইটী গাথা বলিল :—

২০। বধ, বন্ধ, শাঠ্য, প্রবঞ্চনা, দিনমানে দস্যুবৃত্তি, লুণ্ঠন সে শিখেছে সেখানে।
২১। সত্যব্রত, ধর্ম্মরত, হিংসায় বিরত, জিতেন্দ্রিয়, আতিথেয়, সতত সংযত,
এমন তাপসগণ অঙ্কে দিয়া স্থান করেছেন যত্নে মোর সুশিক্ষা-বিধান।

ইহা বলিয়া শুক আবার নিম্নলিখিত গাথাগুলিতে রাজার নিকট ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিল :—

২২। যে যাহারে ভজে, ভূপ, সুশীলে, দুঃশীলে, সদসতে,—
নিয়ত-সংসর্গহেতু চরিত্র সে লভে সেই মতে।
২৩। যাহার যেমন মিত্র, যে যাহার করে আরাধন,
সে হয় তাহার মত , সংসর্গের প্রভাব এমন !
২৪। প্রভু-ভৃত্য, গুরুশিষ্য পরস্পর সংস্পর্শকারণ
একে করে অপরের আত্মতুল্য চরিত্র গঠন।
তূণীরের মধ্যে কেহ রাখে যদি বিষলিপ্ত শর,
তূণীর(ও) ক্রমশঃ শেষে বিষে লিপ্ত হয় ভয়ঙ্কর।
২৫। সংস্পর্শ-ভয়ে সুধী পাপসখ না হয় কখন।
কুশ দিয়া পূতিমৎস্য যদি কেহ করে আচ্ছাদন,
পূতিগন্ধ পায় কুশ , নিষ্পাপ যে, সেও সেই মত
পাপীরে ভজিলে শেষে নিজে হয় পাপপথগত।
২৬। রাখিবে তগর * যদি পত্রপুটে করি আচ্ছাদিত,
তগরের গন্ধ লভি পত্রও হইবে আমোদিত।
সেই রূপ, সাধুজনে সেব যদি করিয়া যতন,
তুমিও সাধুতা পেয়ে হবে শুদ্ধ, প্রশংসাভাজন।

২৭। পত্রের সুগন্ধ হেরি, নিজ পরিণাম ভাবি মনে
অসৎ বর্জিয়া সুধী সাধুসেবা করে সযতনে।
নরকে পতন ধ্রুব অসৎসঙ্গের পরিণাম,
সাধুসঙ্গে দেহ-অন্তে প্রাপ্ত হয় জীব দিব্যধাম।

শুকের মুখে ধর্ম্মকথা শুনিয়া রাজা প্রসন্ন হইলেন। এদিকে ঋষিরা আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। রাজা তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "ভদন্তেরা দয়া করিয়া আমার আলয়ে বাস করুন।" ঋষিরা ইহা স্বীকার করিলেন; রাজা রাজধানীতে গিয়া সমস্ত শুকপক্ষীকে অভয় দিলেন। ঋষিরাও সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা নিজের উদ্যানে তাঁহাদিগের বাসের ব্যবস্থা করিলেন এবং তাঁহাদিগের সেবা করিয়া স্বর্গ লাভ করিলেন। তাঁহার পুত্রও রাজচ্ছত্রগ্রহণপূর্ব্বক ঋষিদিগের সেবাপরায়ণ হইলেন। এইরূপে ঐ রাজবংশ একে একে শত পুরুষ পর্য্যন্ত দানাদি সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেন। মহাসত্ত্ব অরণ্যেই রহিলেন এবং কর্ম্মানুরূপ গতি প্রাপ্ত হইলেন।

[এইরূপে ধর্ম্ম দেশন করিয়া শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, দেবদত্ত পূর্ব্বেও পাপিগণে পরিবৃত থাকিত।"

সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল শক্তিগুল্ম, তাহার অনুচরেরা ছিল সেই সকল চোর, বুদ্ধশিষ্যেরা ছিলেন সেই সকল ঋষি এবং আমি ছিলাম পুষ্পকনামা শুক।]

৫০৪—ভল্লাতিক-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি-কালে মল্লিকা দেবীকে উপলক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। এক দিন তাঁহার সহিত রাজার 'শয়নকলহ' হইয়াছিল।* রাজা ক্রোধবশে কিছুদিন তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত পর্য্যন্ত করিলেন না। তখন মল্লিকা ভাবিলেন, 'রাজা যে আমার উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, তথাগত, বোধ হয় তাহা জানিতে পারেন নাই।' অনন্তর এই কলহের বিবরণ শাস্তার কর্ণগোচর হইল, তিনি পরদিনই ভিক্ষুসঙ্ঘ-পরিবৃত হইয়া ভিক্ষাচর্য্যার্থ শ্রাবস্তী নগরে প্রবেশ করিলেন এবং রাজার গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন। রাজা প্রত্যুদ্গমনপূর্ব্বক শাস্তার হস্ত হইতে ভিক্ষাপাত্র লইলেন, তাঁহাকে প্রাসাদের অভ্যন্তরে লইয়া গেলেন, যথাস্থানে উপবেশন করাইলেন, দক্ষিণোদক প্রদানপূর্ব্বক, শাস্তার ও অন্যান্য ভিক্ষুদের জন্য সুস্বাদু ভোজ্য পরিবেষণ করাইলেন এবং, তাঁহাদের ভোজন শেষ হইলে একান্তে আসন গ্রহণ করিলেন। তখন শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, মল্লিকাকে দেখিতে পাইতেছি না কেন?" রাজা বলিলেন, "তিনি নিজের সুখে মত্ত রহিয়াছেন। শাস্তা বলিলেন, "মহারাজ, আমি পূর্ব্বে কিন্নরযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া একরাত্রি মাত্র কিন্নরীর বিচ্ছেদে সাত শত বৎসর পরিদেবন করিয়া বেড়াইয়াছিলাম।" ইহার পর প্রসেনজিতের প্রার্থনায় তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীতে ভল্লাটিক নামে এক রাজা ছিলেন। একদা তিনি অঙ্গারপক্ব মাংসভোজনের ইচ্ছায় অমাত্যদিগের হস্তে রাজ্যরক্ষার ভার দিয়া পঞ্চবিধ আয়ুধসহ সুশিক্ষিত এবং উৎকৃষ্ট জাতীয় কুক্কুরপরিবৃত হইয়া নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং হিমবন্তে প্রবেশ করিয়া গঙ্গার ধারে ধারে গমন করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিন পরে তিনি

* সুজাতা-জাতকেও (৩০৬) এই কলহের উল্লেখ আছে। শয়নকলহ বলিলে, বোধ হয়, কোনরূপ দাম্পত্য কলহ বুঝিতে হইবে।

আর উপরে উঠিতে অসমর্থ হইয়া হরিণশূকর প্রভৃতি মারিতে মারিতে প্রথমে একটী উপ-নদীর তীর দিয়া অগ্রসর হইলেন এবং অঙ্গারে মাংস পাক করিয়া ভোজন করিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি এক উচ্চ প্রদেশে উপস্থিত হইলেন। সেখানে একটী সুন্দর গিরিনদী ছিল। যখন ঐ নদী জলপূর্ণ থাকিত, তখনও উহাতে বুক-জল হইত; অন্য সময়ে কেবল হাঁটু-জল থাকিত। উহার জলে নানাবিধ মৎস্য ও কচ্ছপ কেলি করিত, উহার সৈকত-ভূমি রজতপট্টমণ্ডিত বলিয়া প্রতীয়মান হইত, উহার উভয় তীরে পুষ্প ও ফলভারে অবনত তরু-রাজি বিরাজ করিত; তাহাদের শাখাসমূহ ফলপুষ্পরসপানে উন্মত্ত নানা জাতীয় বিহঙ্গমগণে সমাকীর্ণ থাকিত; তাহাদের ছায়ায় বিবিধ হরিণ ও অন্যান্য বন্য জন্তু বিশ্রামসুখ ভোগ করিত। ঐ রমণীয় হৈমবতী নদীর তীরে এক কিন্নর ও এক কিন্নরী পরস্পরকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করিয়া বহু বিলাপ ও ক্রন্দন করিতেছিল। রাজা নদীর তীর দিয়া গন্ধমাদন শৈলে আরোহণ করিতেছিলেন; তিনি কিন্নরমিথুনকে দেখিয়া ভাবিলেন, 'ইহারা বিলাপ করিতেছে কেন, জিজ্ঞাসা করি।' তিনি কুকুরগুলির দিকে তাকাইয়া তুড়ি দিলেন; সুশিক্ষিত উৎকৃষ্ট জাতীয় কুকুরগুলি সেই সঙ্কেতে গুল্মে প্রবেশ করিল এবং বুকে ভর দিয়া অবস্থান করিতে লাগিল। কুকুরগুলি দৃষ্টির অগোচর হইয়াছে দেখিয়া রাজা শরাসন, তূণীর ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র ত্যাগ করিয়া নদীতীরস্থ একটী বৃক্ষের নিকটে রাখিয়া দিলেন এবং নিঃশব্দে ও ধীরে ধীরে কিন্নরযুগলের সমীপবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কাঁদিতেছ কেন?"

৬। আলিঙ্গনে বদ্ধ আছে প্রিয়জন ; তথাপি তোমরা বিষণ্ণবদন !
নরদেহধারী, বল কি কারণে, কি দুঃখে করিছ বিলাপ এখানে ?
৭। আলিঙ্গনে বদ্ধ আছে প্রিয়জন, তথাপি তোমরা বিষণ্ণবদন !
নরদেহধারী, বল কি কারণে করিতেছ শোক বসি দুই জনে ?

ইহার পর যে গাথাগুলি দেওয়া যাইতেছে, তাহাতে উভয়ের উত্তরপ্রত্যুত্তর পাওয়া যাইবে :—

৮। 'এক রাত্রি তরে বিচ্ছেদ যন্ত্রণা পেয়েছিনু বহু মোরা দুই জনা।
অতৃপ্ত কামনা পুষিয়া অন্তরে যাপিনু সে নিশি স্মরি পরস্পরে।
সে দুঃখের নিশি পড়ে যবে মনে, শোকে অভিভূত হই দুই জনে।
পাছে সেই নিশি আর বার আসে কাঁপি উঠে হিয়া সদা সে তরাসে।"
৯। "পাও দুঃখ স্মরি যে রাত্রি স্মরণ, কি হেতু বিচ্ছেদ ঘটিল তখন ?
ধন কি বিনষ্ট হ'ল অকস্মাৎ ? কিংবা কোন মহাগুরুর নিপাত ?
নরদেহধারী, সে নিশিতে বল, কি হেতু জ্বলিল বিচ্ছেদ-অনল ?"
১০। "অই যে সম্মুখে তব নির্ঝরিণী, বহে শৈলপাদে খরস্রোতস্বিনী,
তরু নানাজাতি উপরে যাহার করিয়াছে ঘন শাখার বিস্তার,
প্রিয় পতি মম বর্ষার সময়, এক দিন পার হইলেন হায়।
ভাবিলেন আমি রয়েছি পশ্চাতে, আমিও হইব পার তাঁর সাথে।
১১। দূরে কিন্তু আমি ছিলাম তখন ফুল নানাবিধ করিতে চয়ন,—
অঙ্কোলক, * নবমালিকার ফুল, † মাধবী, যূথিকা সৌরভে অতুল।
মালা গাঁথি আমি সাজাব প্রাণেশে, নিজেও সাজিয়া যাব তাঁর পাশে,
মনে মনে এই ছিল বড় সাধ ; নিদারুণ বিধি সাধিলেন বাদ।
১২। কুরবক কত, কত কর্ণিকার, ‡ সুরভি পাটলি, আর সিন্ধুবার,
এ সকল ফুল করিতে চয়ন অন্য দিকে মোর নাহি ছিল মন।
মালা গাঁথি আমি সাজাব প্রাণেশে, নিজেও পরিয়া যাব তাঁর পাশে,
মনে মনে এই ছিল বড় সাধ ; নিদারুণ বিধি সাধিলেন বাদ।
১৩। ছিল সুপুষ্পিত কত শালতরু, তুলি ফুল মালা গাঁথিনু সুচারু,
মালা গাঁথি আমি সাজাব প্রাণেশে, নিজেও পরিয়া যাব তাঁর পাশে,
মনে মনে এই ছিল বড় সাধ ; নিদারুণ বিধি সাধিলেন বাদ।
১৪। রাশি রাশি ফুল করিয়া চয়ন সুকোমল শয্যা করিনু রচন ;
শুইয়া সেখানে, ছিল আশা মনে, সুখে সে যামিনী করিব যাপন।
১৫। পিষিনু শিলায়, বসি বহুক্ষণ, পরম যতনে অগুরু, চন্দন,
দিব অনুলেপ পতির শরীরে, অনুলেপ দিয়া সাজাব নিজেরে।
পতিপাশে শেষে করিব শয়ন, এ আশায় মুগ্ধ ছিল মোর মন।
১৬। হেন কালে বন্যা আসিল নদীতে, প্লাবিয়া দুকূল লাগিল ছুটিতে ;
নিমেষে ভাসিয়া গেল কোথা চলি শালকর্ণিকার-আদি ফুলগুলি।
পরিপূর্ণ জলে সে নদী আমার রহিল না সাধ্য হ'য়ে যেতে পার।

* অঙ্কোল, অঙ্কোলক, অঙ্কোট, অঙ্কোট বা অঙ্কোঠ। Flora Indica নামক গ্রন্থে দেখা যায়, ইহার বাঙ্গালা নাম 'আকরকণ্ট'। আমি এ গাছ দেখি নাই।

† ইহার পালি নাম 'সত্তলি' (সংস্কৃত 'সপ্তলা')।

‡ মূলে 'উদ্দালক' আছে। সিন্ধুবার = নিসিন্দা।

২৪। কিন্নরের বাক্যগুলি পরস্পর প্রীতভাবে
যাপ দিন ; বিবাদ না করিও কখন ;
কিন্নরের মত যেন আত্মঅপরাধহেতু
হয় না পাইতে অনুতাপ কদাচন।

তথাগতের ধর্ম্মদেশন শুনিয়া মল্লিকাদেবী আসন হইতে উঠিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে দশবলের স্তুতি করিতে করিতে শেষ গাথাটী বলিলেন :—

২৫। শুনিনু নিবিষ্টচিত্তে নানা উপদেশ আপনার,
অর্থের গৌরবে এর সমতুল নাহি কিছু আর।
সুমধুর উপদেশে দুঃখ মোর হ'ল বিদূরিত,
সুখেতে, মহাশ্রমণ, চিরদিন থাকুন জীবিত।

অতঃপর কোশলরাজ মল্লিকার সহিত সম্প্রীতভাবে বাস করিতে লাগিলেন।

[সমবধান - তখন কোশলরাজ ছিলেন সেই কিন্নর ; মল্লিকাদেবী ছিলেন সেই কিন্নরী, এবং আমি ছিলাম ভল্লাটিক রাজা।]

৫০৫—সৌমনস্য-জাতক

[দেবদত্ত শাস্তার প্রাণবধের আয়োজন করিয়াছিল। তদুপলক্ষ্যে শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি-কালে এই কথা বলিয়াছিলেন। "ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও দেবদত্ত আমার বধের জন্য চেষ্টা করিয়াছিল", ইহা বলিয়া শাস্তা সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে কুরুরাজ্যে উত্তর পঞ্চাল নগরে বেণু নামে এক রাজা ছিলেন। তখন মহারক্ষিত-নামক একজন তপস্বী পঞ্চশত শিষ্যসহ হিমবন্তে বাস করিতেন। একদা তিনি ও তাঁহার অনুচরগণ লবণ ও অম্লসেবনার্থ ভিক্ষাচর্য্যা করিতে করিতে উত্তর পঞ্চাল নগরে উপস্থিত হইলেন এবং রাজোদ্যানে অবস্থিতি করিলেন।

এক দিন সানুচর মহারক্ষিত পিণ্ডচর্য্যার জন্য রাজদ্বারে গমন করিলেন। রাজা ঋষিদিগের সাধুজনোচিত চালচলন দেখিয়া প্রসন্ন হইলেন, তাঁহাদিগকে অলঙ্কৃত প্রাসাদতলে উপবেশন করাইলেন তাঁহাদের আহারার্থ উৎকৃষ্ট ভক্ষ্যভোজ্য পরিবেষণ করিলেন এবং প্রার্থনা করিলেন, "ভদন্তগণ, আপনারা এই বর্ষাকাল আমার উদ্যানেই বাস করুন।" অনন্তর তিনি তাঁহাদিগকে লইয়া উদ্যানে গেলেন, তাঁহাদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করিলেন এবং প্রব্রাজকদিগের ব্যবহার্য্য সর্ব্ববিধ উপকরণ প্রদানপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া গৃহে ফিরিলেন। ঐ দিন হইতে তপস্বীরা সকলেই রাজভবনে আহার করিতে লাগিলেন। রাজা অপুত্রক ছিলেন ; তিনি পুত্রকামনা করিতেন ; কিন্তু তাঁহার কোন পুত্র জন্মে নাই।

বর্ষাকাল অতিবাহিত হইলে মহারক্ষিত ভাবিলেন, 'এখন হিমবন্ত অতি রমণীয় হইয়াছে ; অতএব সেখানে ফিরিয়া যাই।' তিনি রাজার অনুমতি চাহিলেন ; রাজা তাঁহার বহু সম্মান করিলেন এবং তাঁহাকে বহু উপহার দিয়া বিদায় করিলেন। নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া মহারক্ষিত মধ্যাহ্নসময়ে রাজপথ ত্যাগ করিলেন এবং এক বৃক্ষের নিবিড় ছায়ায় নবশাদ্বলের উপর অনুচরগণসহ উপবেশন করিলেন। তখন

লইয়া শাকের ক্ষেত্রে জল সেচন করিতেছে। ইহাতে বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, 'এই ভণ্ডটা নিজের শ্রমণধর্ম্ম উপেক্ষা করিয়া পর্ণিকবৃত্তি ধরিয়াছে!' তিনি তাহাকে সম্বোধন-পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভো পর্ণিক গৃহপতে। আপনি কি করিতেছেন?"

বোধিসত্ত্ব এইরূপে ভণ্ডকে লজ্জা দিলেন এবং তাহাকে প্রণাম না করিয়াই বাহিরে আসিলেন। ভণ্ড ভাবিল, 'এই ছেলেটা এখন হইতে আমার শত্রু হইল। কে জানে, এ কখন কি করিবে? অতএব ইহাকে শীঘ্রই মারিয়া ফেলিতে হইবে।' ইহা স্থির করিয়া সে রাজার আগমনকালে পাষাণফলকখানি এক পার্শ্বে ফেলিয়া রাখিল, পানের ঘটগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিল, পর্ণশালার আশে পাশে তৃণ ছড়াইয়া রাখিল, শরীরে তেল মাখিয়া পর্ণশালায় প্রবেশ করিল এবং যেন কতই দুঃখ হইয়াছে, ইহা দেখাইবার জন্য মঞ্চের উপর শুইয়া পড়িল।

এদিকে রাজা ফিরিয়া আসিলেন, নগর প্রদক্ষিণ করিলেন এবং দিব্যচক্ষুকে দেখিবার জন্য প্রাসাদে প্রবেশ না করিয়াই পর্ণশালাদ্বারে উপস্থিত হইলেন। সেখানে সমস্ত দ্রব্য ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে দেখিয়া তিনি ভাবিলেন, "ব্যাপার কি?" অনন্তর তিনি ভিতরে গিয়া দেখিলেন, দিব্যচক্ষু শুইয়া আছে। তিনি তাহার পাদ সংবাহন করিতে করিতে বলিলেন,

> ১। কে ক'রেছে হিংসা, অনিষ্ট তোমার? কি হেতু বিমর্ষ, অসুখী তুমি?
> কা'র মাতা পিতা কাঁদিবে হে আজ? কে হইয়া হত চুম্বিবে ভূমি?

ইহা শুনিয়া ভণ্ড-তপস্বী আর্ত্তনাদ করিতে করিতে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং দ্বিতীয় গাথা বলিল:—

> ২। হইলাম তুষ্ট দরশনে তব; হয় নাই দেখা অনেক দিন।
> করি নাই কারো অনিষ্ট কখন, জান ত রাজন্, আমি হিংসাহীন।
> তবু পুত্র তব বহু অনুচর লয়ে অকস্মাৎ পশিল কুটীরে;
> কত যে লাঞ্ছনা দিয়াছে দেখ না; চিহ্ন তাহে সব ভিতরে বাহিরে।

[ইহার পর যে গাথাগুলি দেওয়া গেল, সেগুলির সম্বন্ধ যথাপর্য্যায়ে বুঝিতে হইবে।

> ৩। "খড়্গ লয়ে দৌবারিক যাও অন্তঃপুরে ছুটি,
> জল্লাদ যাউক তব সনে,
> সোমদত্তে করি বধ, সুন্দর মাথাটা তার
> কাটি ত্বরা আন এইখানে।"

> ৪। রাজদূতগণ বলিল কুমারে "পরিত্যাগ রাজা করিলা তোমারে;
> আদেশ তাঁহার বধিতে তোমায়; পালিতে সে আজ্ঞা এসেছি হেথায়।"
> ৫। এ নিষ্ঠুর বাণী শুনিয়া কুমার উঠিলা অমনি করি হাহাকার।
> করযোড়ে বলে, "জীবিতাবস্থায় লয়ে চল মোরে, দেখিব রাজায়।
> ৬। শুনি কুমারের কাতর বচন লয়ে গেল তাঁরে রাজদূতগণ
> রাজার নিকটে; দেখিয়া পিতারে দূর হ'তে পুত্র নিবেদন করে:—
> ৭। "খড়্গ ল'য়ে হাতে দৌবারিকগণ, অথবা জল্লাদ বধুক জীবন।
> কিন্তু দয়া করি বল, মহারাজ, অপরাধ মোর হ'য়েছে কি আজ।"

রাজা বলিলেন "যিনি পরম পূজার্হ, তাঁহার অত্যন্ত অপমান করা হইয়াছে। তুমি নিতান্ত গুরু অপরাধ করিয়াছ।" তিনি নিম্নলিখিত গাথায় নিজের মনোভাব ব্যক্ত করিলেন:—

৮। অগ্নিদেবের তরে সকালে বিকালে করেন যতনে পৌষ্ট বন্দন,
অগ্নিপরিচর্য্যা পরম নিষ্ঠায় প্রতিদিন যিনি করে সম্পাদন,
সংযত সতত যেন ব্রহ্মচারী, কি হেতু তাঁহারে কর অপমান
বলি 'গৃহপতি'? এ বড় দুর্মতি; এ হেতু তোমার বধিব পরাণ।"

ইহা শুনিয়া কুমার বলিলেন, "পিতঃ, আমি গৃহপতিকে গৃহপতি বলিয়াছি; ইহাতে কি দোষ হইয়াছে?

৯। তাল আর মূল, কুষ্মাণ্ড, অলাবু— পরিচর্য্যাপাত্র এ সব ইঁহার;
সদা সাবধানে এ সব বপনে দেখা যায় আছে যতন অপার।
ব্রাহ্মণের কুলে লভিয়া জনম এ সকল কাজে রত যার হয়,
গৃহপতি বিনা অন্য কোন্ আখ্যা যোগ্য তার পেতে, বল, মহাশয়।

এই কারণেই আমি ইঁহাকে গৃহপতি বলিয়াছি। যদি আমার কথা বিশ্বাস না করেন, তবে নগরের চতুর্দ্বারে ফলমূলবিক্রেতাদিগকে (মালীদিগকে) জিজ্ঞাসা করাইয়া দেখুন।" রাজা জিজ্ঞাসা করাইলেন, তাহারা বলিল "আমরা এই তাপসের হাত হইতে শাক ও ফলমূল লইয়া বিক্রয় করিয়া থাকি।" অতঃপর রাজা শাকসব্জির বাগান দেখিয়া প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইলেন; কুমারের অনুচরেরাও ভণ্ড তাপসের পর্ণশালায় প্রবেশ করিয়া সেখান হইতে শাকাদিবিক্রয়লব্ধ কার্ষাপণমাষকাদির পুঁটুলি বাহির করিয়া রাজাকে দেখাইল। রাজা বুঝিলেন, মহাসত্ত্বের কোন দোষ নাই। তিনি বলিলেন :—

১০। বলিলে যা সত্য, আছে বটে এর পরিচর্য্যাপাত্র অনেক প্রকার;
সদা সযতনে বপনাবেক্ষণ করে এই ভণ্ড তাহা সবাকার।
ব্রাহ্মণের কুলে লভিয়া জনম হীনবৃত্তি হেন ধরে যেই জন,
গৃহপতি সেই; এ সত্যের জন্য অপমান-দোষ হয় কি বৎস?

তখন মহাসত্ত্ব চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'এই মূর্খ রাজার নিকটে থাকা অপেক্ষা হিমবন্তে গিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করা শ্রেয়স্কর। সভার মধ্যে আমি ইঁহার দোষ প্রকাশ করিব এবং অনুমতি লইয়া অদ্যই নিষ্ক্রমণপূর্ব্বক প্রব্রজ্যা লইব।' তিনি সভায় সকলকে নমস্কারপূর্ব্বক বলিলেন,

১১। পৌর, জানপদ, সকলে এখন কর শ্রবণ মোর নিবেদন।
মূর্খ রাজা ভণ্ডে করিয়া বিশ্বাস উদ্যত করিতে মোর প্রাণনাশ।

ইহার পর তিনি প্রব্রজ্যাগ্রহণসম্বন্ধে অনুমোদনলাভার্থ বলিলেন,

১২। তুমি, নরনাথ, বিটপী বিশাল, আমি দুর্ব্বল প্রশাখা তাহার।
যদি ইচ্ছা হয়, দাও অনুমতি, প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব সম্প্রতি।

এখন যে গাথাগুলি দেওয়া যাইতেছে, সেগুলি রাজা ও কুমারের উত্তরপ্রত্যুত্তর :—

১৬। "বুদ্ধি পরনেয়া যদ্যপি আমার, মূর্খের মতন যদি ব্যবহার,
এক বার দোষ অনেকেই করে, ভাবি ইহা ক্ষমা করহ আমারে।
হ'লে পুনর্ব্বার এরূপ ঘটন যাহা ইচ্ছা তব, করিবে তখন।"

১৭। "দোষগুণ না বিচারি কর যদি কর্ম্ম সম্পাদন,
না রাখি উদ্দেশ্য কোন বৃথা যদি করিবে চিন্তন,
অকল্যাণ পরিণামে তাহা হ'তে ঘটিবে নিশ্চয়,
ভৈষজ্য কুবৈদ্যদত্ত সেবি যথা প্রাণনাশ হয়।

১৮। বিচারিয়া দোষগুণ কর যদি কর্ম্ম সম্পাদন,
সদুদ্দেশ্যে রাখি লক্ষ্য যদি তুমি করিবে চিন্তন,
শুভ পরিণাম তার নিশ্চয় দেখিবে, নরবর,
বিজ্ঞচিকিৎসকদত্ত ভৈষজ্য যেমন শুভকর।

১৯। অলস, বিলাসী গৃহী, প্রব্রাজক অসংযমী,
অবিবেকী রাজা যিনি অবিচারপথগামী,
সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, তবু ক্রোধপরায়ণ,—
সাধুপদ-বাচ্য নহে কভু এই তিন জন।

২০। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম এই, বাদি-বিবাদীর শুনি কথা সাবধানে সত্য করে স্থির।
এরূপ শুনিয়া যিনি করেন বিচার, যশঃ আর কীর্ত্তি বৃদ্ধি হয় সদা তাঁর।

২১। বিচারি করেন রাজা দণ্ডের বিধান, সহসা করিলে কাজ অনুতাপ পান।
থাকে যদি প্রণিধান প্রকৃষ্ট অন্তরে অনুতাপ পশ্চাতে না ভোগ কেহ করে।

২২। যুক্তাযুক্ত সাবধানে বিচারিয়া মনে নিরত থাকেন যিনি কর্ম্মসম্পাদনে,
কার্য্য তাঁর সুখকর, বিশুদ্ধ মানস, পণ্ডিতের প্রশংসাই হইবে সতত।

২৩। খড়্গ লয়ে ছুটি গেল দৌবারিকগণ, জল্লাদ ধাইল মোরে করিতে নিধন;
ছিলাম মায়ের কোলে, টানিয়া আমায় আনিল তাহারা, ভূপ, তোমার আজ্ঞায়।

২৪। বড়ই যাতনা আমি পাইয়াছি, দেব, এ কারণ,
লভিলাম কষ্টে শেষে সুমধুর এ প্রিয় জীবন।
বহুকষ্টে মৃত্যুগ্রাস হ'তে মুক্তি পাইলাম আজ,
প্রব্রজ্যাগ্রহণে তাই অভিলাষ এবে, মহারাজ।"

মহাসত্ত্ব এইরূপে ধর্ম্ম দেশন করিলে রাজা সুধর্ম্মাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,

২৫। সৌমনস্য পুত্র মোর শিশু, তবু অনুকম্পা তার
যাচিলাম বৃথা, দেবি, প্রার্থনা সে শুনে না আমার।
জননীর অনুরোধ রাখিলেও রাখিবারে পারে,
তুমিও প্রার্থনা, দেবি, এক বার কর ত তাহারে।

কিন্তু রাণী কুমারকে প্রব্রজ্যাগ্রহণে উৎসাহিত করিয়াই বলিলেন,

২৬। যাও বৎস, পাও আনন্দ অপার ভিক্ষালব্ধ অন্ন করিয়া আহার।
সত্যধর্ম্মে থাকি প্রব্রজ্যা লইবে, সর্ব্বভূতে সদা মৈত্রী দেখাইবে।
অনিন্দিত এই পথে বিচরণ অন্তে ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তির কারণ।

রাজা বলিলেন,

২৭। অহো কি আশ্চর্য্য বচন তোমার! দুঃখোপরি দুঃখ ঘটিল আমার।
বলিনু কুমারে নিরস্ত করিতে; তুমি কি না এলে উৎসাহ দিতে।

ইহার উত্তরে দেবী বলিলেন,

২৮। জীবন্মুক্ত শুদ্ধাচারী সাধুগণ আছেন অনেকে এই পৃথিবীতে,
তাঁহাদের পথে করিতে গমন বাসনা বাছার; নারি নিবারিতে।

অগ্রমহিষীর কথা শুনিয়া রাজা অবশিষ্ট গাথাটী বলিলেন :—

২৯। প্রাজ্ঞ, সুপণ্ডিত, চিন্তাশীল যাঁরা, সতত্ই লোকের সেবনীয় তাঁরা।
শুনি তাঁহাদের মধুর বচন প্রশান্ত হয়েছে সুধর্ম্মার মন।
শোক, কি ঔৎসুক্য নাই তার আর; অন্তর তাহার সদা নির্ব্বিকার।

মহাসত্ত্ব মাতাপিতাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "যদি কোন দোষ করিয়া থাকি, তাহা ক্ষমা করিবেন।" অনন্তর সমবেত জনবৃন্দকে করযোড়ে নমস্কারপূর্ব্বক তিনি হিমবন্তের অভিমুখে যাত্রা করিলেন; লোকে কিয়দ্দূর তাঁহার অনুগমন করিয়া ফিরিয়া গেল; তখন দেবতারা মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া তাঁহাকে সাতটী পর্ব্বতশ্রেণী পার করাইয়া হিমবন্তে লইয়া গেলেন; তিনি সেখানে বিশ্বকর্ম্ম-নির্ম্মিত পর্ণশালায় ঋষি-প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন; যত দিন না তাঁহার বয়স্ ষোল বৎসর হইল, দেবতারা রাজকুলের পরিচারকরূপে তত দিন তাঁহার পরিচর্য্যা করিলেন। এ দিকে বহু লোকে সেই ভণ্ডতাপসকে নানারূপ প্রহার করিয়া মারিয়া ফেলিল।

মহাসত্ত্ব ধ্যানবল ও অভিজ্ঞা লাভ করিয়া ব্রহ্মলোক-পরায়ণ হইলেন।

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন, "দেবদত্ত কেবল এ জন্মে নহে, পূর্ব্বেও আমার বধের জন্য চেষ্টা করিয়াছিল।'

সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল সেই ভণ্ডতপস্বী, মহামায়া ছিলেন সোমনস্ত কুমারের মাতা, সারিপুত্র ছিলেন মহারক্ষিত এবং আমি ছিলাম সোমনস্ত কুমার।]

৫০৬—চাম্পেয়-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি-কালে পোষধকর্ম্মের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। "হে উপাসকগণ, তোমরা পোষধব্রত গ্রহণ করিয়া অতি উত্তম কার্য্য করিয়াছ। প্রাচীন পণ্ডিতেরা নাগলোকের সম্পত্তি পরিহারপূর্ব্বক পোষধ পালন করিয়াছিলেন।" ইহা বলিয়া শাস্তা সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে অঙ্গরাজ্যে অঙ্গ এবং মগধরাজ্যে মগধ নামে রাজা রাজত্ব করিতেন। অঙ্গ ও মগধ রাজ্যের মধ্যে চম্পা নদী; ঐ নদীতে নাগগণ বাস করিত। নাগরাজের নাম ছিল চাম্পেয়।

তৎকালে কখনও মগধরাজ অঙ্গরাজ্য অধিকার করিতেন, কখনও বা অঙ্গরাজ মগধরাজ্য অধিকার করিতেন। এক দিন মগধরাজ অঙ্গরাজের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া পরাজিত হইলেন; তিনি অশ্বারোহণে পলায়ন করিলেন; অঙ্গরাজের যোদ্ধারা নিরন্তর তাঁহার অনুধাবন করিতে লাগিল। তিনি চম্পাতীরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, নদী জলপূর্ণ; কিন্তু তিনি ভাবিলেন, 'পরহস্তে মরণ অপেক্ষা নদীতে প্রবেশ করিয়া মরণই শ্রেয়স্কর।' ইহা স্থির করিয়া তিনি অশ্বসহ নদীগর্ভে অবতরণ করিলেন।

নাগরাজ চাম্পেয় জলের মধ্যে এক রত্নমণ্ডপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তিনি ঐ সময়ে সেখানে বসিয়া বহু পরিবারসহ প্রচুর মদ্যপান করিতেছিলেন। রাজা অশ্বসহ জলে নিমগ্ন হইয়া নাগরাজের পুরোভাগে অবতরণ করিলেন। নানালঙ্কারভূষিত রাজাকে

দেখিয়া নাগরাজের মনে স্নেহ সঞ্জাত হইল, তিনি আসন হইতে উঠিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আপনার ভয় নাই।" অনন্তর তিনি রাজাকে নিজের পল্যঙ্কে বসাইলেন এবং কি হেতু তিনি জলমগ্ন হইয়াছেন, তাহা জিজ্ঞাসিলেন। রাজা যথাভূত সমস্ত বলিলেন। নাগরাজ বলিলেন, "আপনি নিঃশঙ্ক থাকুন, আমি আপনাকে দুই রাজ্যেরই অধিপতি করিতেছি।" রাজাকে এইরূপে আশ্বস্ত করিয়া নাগরাজ এক সপ্তাহকাল তাঁহার মহা সমাদর করিলেন এবং সপ্তম দিনে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া নাগভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। নাগরাজের অনুভাববলে মগধরাজ অঙ্গরাজকে বন্দী করিলেন এবং তাঁহার প্রাণবধপূর্ব্বক উভয় রাজ্যেই রাজত্ব করিতে লাগিলেন। এই ঘটনার পর মগধরাজের ও নাগরাজের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব জন্মিল, মগধরাজ প্রতি বৎসর চম্পাতীরে রত্নমণ্ডপ প্রস্তুত করাইতেন এবং মহাসমারোহে নাগরাজকে পূজা দিতেন। নাগরাজ তখন বহু পরিজনসহ নাগভবন হইতে বাহির হইয়া আসিতেন এবং পূজা গ্রহণ করিতেন। লোকে তাঁহার প্রভূত ঐশ্বর্য্য দেখিয়া বিস্মিত হইত।

ঐ সময়ে বোধিসত্ত্ব দরিদ্রকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি রাজপুরুষদিগের সহিত নদীতীরে গিয়া নাগরাজের সম্পত্তি দেখিতে পাইলেন। ইহাতে তাঁহার লোভ জন্মিল। তিনি মনে মনে ঐ সম্পত্তি প্রার্থনা করিয়া দান ও শীলরক্ষা করিতে লাগিলেন। নাগরাজ চাম্পেয়ের যে দিন মৃত্যু হইল, তাহার সপ্তম দিবসে তিনিও এই বাসনা লইয়া দেহত্যাগ করিলেন এবং নাগরাজভবনেই রাজশয্যায় প্রসূত হইলেন। তাঁহার দেহ হইল একটী বৃহৎ মল্লিকাপুষ্পমালার ন্যায়। আত্মদেহদর্শনে বোধিসত্ত্বের অনুতাপ জন্মিল। তিনি ভাবিলেন, 'আমি যে কুশলকর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছি, তাহার ফলে, কোষ্ঠে যেমন ধান্য সঞ্চিত থাকে, আমারও সেইরূপ ছয়টী কামস্বর্গে ঐশ্বর্য্য নিহিত আছে। সেই আমি কি না এখন তির্য্যগ্‌যোনিতে জন্ম লাভ করিলাম! আমার জীবনে কি প্রয়োজন?' ফলতঃ তাঁহার প্রাণপরিত্যাগের সঙ্কল্প জন্মিল। এই সময়ে সুমনানাম্নী এক নাগকুমারী তাঁহাকে দেখিয়া মনে করিল, 'এই মহানুভাব নাগ কে? ইন্দ্র নাগদেহ ধারণ করিয়া জন্মিলেন না কি?' সে অন্যান্য নাগকুমারীদিগকে সংবাদ দিল, তাহারা সকলে নানাবিধ বাদ্য করিতে করিতে মহাসত্ত্বের নিকট উপস্থিত হইল এবং তাঁহাকে প্রচুর উপহার দিল। তখন তাঁহার সেই নাগভবন শক্রভবনের ন্যায় সমৃদ্ধিশালী হইল, তাঁহার মরণের সঙ্কল্প দূরে গেল; তিনি নাগদেহ পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক সর্ব্বালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া পল্যঙ্কে উপবেশন করিলেন। তিনি মহাযশস্বী হইলেন এবং নাগলোকে রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

ইহার পর তাঁহার আবার অনুতাপ জন্মিল। তিনি ভাবিলেন, 'আমার তির্য্যগ্‌-জীবনে কোন প্রয়োজন নাই। আমি পোষধব্রত গ্রহণ করিব, এখান হইতে মুক্ত হইব এবং নরলোকে গিয়া সত্য শিক্ষা দ্বারা দুঃখের অবসান করিব।' ইহা স্থির করিয়া তিনি সে দিন হইতে নিজের প্রাসাদে থাকিয়াই পোষধ পালন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু নাগকন্যারা নানালঙ্কারে ভূষিত হইয়া সেখানে তাঁহার নিকটে যাইত বলিয়া পুনঃ পুনঃ তাঁহার শীলভঙ্গ হইতে লাগিল। কাজেই তিনি প্রাসাদ হইতে বাহির হইয়া উদ্যানে গেলেন; কিন্তু নাগকন্যারা সেখানেও তাঁহার নিকট যাইতে লাগিল, তাঁহার পোষধ-ব্রতও প্রতি-পালিত হইতে পারিল না। এজন্য তিনি স্থির করিলেন, 'নাগভবন পরিত্যাগপূর্ব্বক

মনুষ্যলোকে গিয়া পোষধ পালন করাই যুক্তিযুক্ত।' তিনি পোষধদিনে নাগভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া কোন প্রত্যন্ত গ্রামের নিকটে রাজপথের সমীপে বল্মীকাগ্রে উপবিষ্ট হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, 'যে চর্ম্মাদি চায়, সে আমার চর্ম্মাদি গ্রহণ করুক; যে ক্রীড়া-সর্প পাইতে চায়, সে আমাকে ক্রীড়াসর্প করুক; আমি এই দেহ দানমুখে বিসর্জ্জন করিলাম। আমি ভোগবর্জ্জনপূর্ব্বক এখানে পড়িয়া থাকিয়া পোষধ পালন করিব।" এই সময় হইতে যাহারা রাজপথ দিয়া যাতায়াত করিত, তাহারা তাঁহাকে দেখিয়া গন্ধাদি দ্বারা পূজা করিয়া যাইতে লাগিল, প্রত্যন্তগ্রামবাসীরাও ভাবিল, এই নাগরাজ মহানুভাব; এজন্য তাহারা ঐ বল্মীকের উপরি একখানি মণ্ডপ প্রস্তুত করিল, চারিদিকে বালুকা ছড়াইয়া স্থানটী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিল এবং গন্ধাদিদ্বারা তাঁহার পূজা করিতে লাগিল। ফলতঃ লোকে মহাসত্ত্বের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া তাঁহাকে পূজা দিতে এবং তাহার নিকট পুত্রাদি প্রার্থনা করিতে আরম্ভ করিল।

মহাসত্ত্ব চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা ও পূর্ণিমার দিন বল্মীকমস্তকে শুইয়া থাকিতেন এবং প্রতিপদে নাগভবনে ফিরিয়া যাইতেন। এইরূপে তিনি বহুদিন পোষধ পালন করিলেন। অনন্তর এক দিন তাঁহার অগ্রমহিষী সুমনা বলিলেন, "স্বামিন্ আপনি নরলোকে গিয়া পোষধ পালন করেন, কিন্তু সেখানে নানারূপ ভয়ের ও বিপদের কারণ আছে। যদি আপনার কোন বিপদ্ ঘটে, তবে আমি যাহাতে তাহা জানিতে পারি, এমন কোন নিমিত্ত নির্দ্দেশ করুন।" মহাসত্ত্ব সুমনাকে মঙ্গলপুষ্করিণীর তীরে লইয়া বলিলেন, "ভদ্রে, কেহ আমাকে প্রহার করিয়া কষ্ট দিলে, এই পুষ্করিণীর জল আবিল হইবে, যদি কোন সুপর্ণ আমাকে গ্রহণ করে, তবে এই পুষ্করিণীর জল অন্তর্হিত হইবে; যদি কোন অহিতুণ্ডিক (সাপুড়ে) আমাকে ধরে, তবে ইহার জল লোহিতবর্ণ হইবে।" সুমনাকে এই তিনটী নিমিত্ত জানাইয়া তিনি চতুর্দ্দশীর পোষধসম্পাদনার্থ নাগভবন হইতে বাহির হইলেন এবং সেই বল্মীকের উপরে গিয়া শুইলেন। তাঁহার শরীরের শোভায় বল্মীকটা অতি শোভান্বিত হইল, কেন না তাঁহার দেহ রজতদামের ন্যায় শুভ্র এবং মস্তক রক্তকম্বলপিণ্ডের ন্যায় ছিল। [এই জন্মে বোধিসত্ত্বের দেহ লাঙ্গলাগ্রের ন্যায়, ভূরিদত্ত-জন্মে* ঊরুর ন্যায় এবং শঙ্খপাল জন্মে† দ্রোণীর‡ ন্যায় স্থূল ছিল]।

এই সময়ে বারাণসীবাসী এক ব্রাহ্মণকুমার তক্ষশিলার কোন আচার্য্যের নিকট আলম্বনমন্ত্র§ শিক্ষা করিয়া সেই পথে নিজের গৃহে ফিরিতেছিল। সে মহাসত্ত্বকে দেখিয়া ভাবিল, 'এই সাপটাকে ধরিয়া গ্রাম, নিগম, রাজধানী প্রভৃতি স্থানে খেলা দেখাইয়া ধন উপার্জ্জন করিব।' সে নানাবিধ দিব্যৌষধ সংগ্রহ করিল এবং দিব্য মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তাঁহার নিকটে গেল। দিব্য মন্ত্র শুনিবার পরেই মহাসত্ত্বের কর্ণে যেন তপ্তশলাকা প্রবেশ করিতে লাগিল, তাঁহার মস্তক যেন খড়্গ দ্বারা আহত হইল। লোকটা কে, ইহা দেখিবার জন্য মহাসত্ত্ব কুণ্ডলের মধ্য হইতে মস্তক উত্তোলন করিলেন এবং অহিতুণ্ডিককে দেখিতে পাইয়া ভাবিলেন, 'আমার বিষ অতি উগ্র; আমি ক্রুদ্ধ হইয়া নিঃশ্বাস ছাড়িলে ইহার শরীর

* ভূরিদত্ত-জাতক (৫৪৩)। † শঙ্খপাল-জাতক (৫২৪)। ‡ দ্রোণের আকারে গঠিত একপ্রকার ডিঙ্গী বা ডোঙ্গা।

§ আলম্বনমন্ত্র—যে মন্ত্র দ্বারা সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থের উপর প্রভুত্ব জন্মে।

কুশমুষ্টির ন্যায় চারিদিকে বিকীর্ণ হইবে; আমারও শীলভঙ্গ ঘটিবে; আমি আর ইহার দিকে তাকাইব না।' ইহা স্থির করিয়া তিনি চক্ষু নিমীলনপূর্ব্বক কুণ্ডলের মধ্যে মস্তক স্থাপন করিলেন। অহিতুণ্ডিক ব্রাহ্মণ একটা ঔষধ খাইল, এবং মন্ত্র পড়িতে পড়িতে মহাসত্ত্বের শরীরে নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করিল। যেখানে যেখানে নিষ্ঠীবন লাগিল, সেখানে সেখানেই স্ফোটক উঠিবার কালে যেরূপ যন্ত্রণা হয়, ঔষধ ও মন্ত্রের প্রভাবে সেইরূপ যন্ত্রণা হইল। তখন অহিতুণ্ডিক মহাসত্ত্বকে লাঙ্গুল ধরিয়া টানিয়া আনিল, সোজা করিয়া ফেলিল, ছাগলের পায়ের হাড়* দিয়া পুনঃ পুনঃ আঘাত করিয়া এবং মস্তকটা দৃঢ়রূপে ধরিয়া নিপীড়ন করিতে লাগিল। মহাসত্ত্ব মুখব্যাদান করিলেন, সে তাঁহার মুখে নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করিল, ঔষধ ও মন্ত্রের বলে তাঁহার (বিষ-) দাঁত ভাঙ্গিল, মহাসত্ত্বের মুখবিবর রক্তে পূর্ণ হইল। এত দুঃখ পাইয়াও কিন্তু মহাসত্ত্ব শীলভঙ্গের ভয়ে এক বার চক্ষু মেলিয়া তাহার দিকে তাকাইলেন না। অহিতুণ্ডিক তাঁহাকে আরও দুর্ব্বল করিবার মানসে এমন মর্দ্দন করিতে লাগিল যে, তাঁহার অস্থিগুলি যেন চূর্ণ হইয়া গেল। লোকে যেমন কাপড়ের গাঁট বান্ধে, সে তাঁহাকে সেইরূপ বান্ধিল; লোকে যেমন দড়িতে পাক দেয়, সেইমত তাঁহার দেহে পাক দিল; ধোবার যেমন কাপড় পিটে, সেও লাঙ্গুল ধরিয়া তাঁহাকে সেইরূপ পিটিল। ইহাতে মহাসত্ত্বের সর্ব্বশরীর রক্তাক্ত হইল, তিনি মহাবেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন। অহিতুণ্ডিক যখন দেখিল, তিনি বড় দুর্ব্বল হইয়াছেন, তখন সে লতা দিয়া একটা পেটিকা প্রস্তুত করিল, উহার মধ্যে তাঁহাকে নিক্ষেপ করিয়া প্রত্যন্ত গ্রামে লইয়া গেল, এবং বহুলোকের সমক্ষে তাঁহাকে লইয়া খেলা করিতে লাগিল। তিনি তাহার ইঙ্গিতে কখনও নীলবর্ণ, কখনও অন্যান্য বর্ণ ধারণ করিয়া, কখনও বৃত্তাকারকুণ্ডলে, কখনও চতুরস্র কুণ্ডলে, কখনও সূক্ষ্মাকারে, কখনও স্থূলাকারে নৃত্য করিলেন, বোধ হইল, তিনি যেন কখনও শত ফণ, কখনও সহস্র ফণ বিস্তার করিয়াছেন। বহুলোকে সন্তুষ্ট হইয়া বহুধন দান করিল। এইরূপে এক দিনেই সে লোকটা সহস্র কার্ষাপণ এবং সহস্র কার্ষাপণ মূল্যের নানাবিধ দ্রব্য লাভ করিল। সে প্রথমে ভাবিয়াছিল, সহস্র কার্ষাপণ পাইলেই সাপটাকে ছাড়িয়া দিব, কিন্তু এখন ঐ পরিমাণ অর্থ লাভ করিয়া মনে করিল, প্রত্যন্ত গ্রামেই যখন এত পাইলাম, তখন রাজা ও মহামাত্র-দিগের নিকটে গেলে আমার বহুতর প্রাপ্তি হইবে। সে এক খানি শকট ও এক খানি সুখযান† সংগ্রহ করিল, দ্রব্যসম্ভার শকটে তুলিল, নিজে সুখযানে আরোহণ করিল এবং বহু অনুচরসহ মহাসত্ত্বকে নানা গ্রামে ও নিগমাদিতে নাচাইতে নাচাইতে শেষে স্থির করিল, বারাণসীরাজ উগ্রসেনকে এই সর্পের ক্রীড়া দেখাইয়া ইহাকে ছাড়িয়া দিব।

সে ভেক মারিয়া নাগরাজকে খাইতে দিত; কিন্তু তাঁহার জন্য যেন প্রাণিবধ না হয়, ইহা ভাবিয়া তিনি কোনবারই তাহা খাইতেন না। অহিতুণ্ডিক শেষে তাঁহাকে মধু-মিশ্রিত লাজ দিত, কিন্তু মহাসত্ত্ব তাহাও খাইতেন না, কারণ তিনি ভাবিতেন, আহার গ্রহণ করিলে ঐ পেটিকার মধ্যেই তাঁহাকে আমরণ অবরুদ্ধ থাকিতে হইবে।

অহিতুণ্ডিক এক মাসের পর বারাণসীতে উপস্থিত হইল। সে প্রথমে নগরের

---

* 'অজপাদের দণ্ডেন'—বোধ হয় তৎকালে সাপুড়েদিগের মধ্যে এরূপ কোন যষ্টিকা থাকিত। এখনও বাজীকরেরা ভেল্কী দেখাইবার কালে এক খানা হাড় ব্যবহার করিয়া থাকে।

† যাহাতে সুখে যাওয়া যায়—যেমন রথ, শিবিকা ইত্যাদি।

দ্বারসন্নিহিত গ্রামগুলিতে সাপখেলা দেখাইয়া বহু ধন উপার্জ্জন করিল। অনন্তর রাজা তাহাকে ডাকাইয়া বলিলেন, "আমাদিগকে সাপখেলা দেখাও।" সে বলিল, "যে আজ্ঞা মহারাজ, আমি কালই আপনাকে খেলা দেখাইব।" তখন রাজা ভেরীবাদন দ্বারা ঘোষণা করাইলেন, "আগামী কল্য নাগরাজ রাজাঙ্গনে নৃত্য করিবে; বহু লোকে যেন সমবেত হইয়া তাহা দেখে।"

পরদিন রাজা প্রাসাদাঙ্গন সজ্জিত করাইয়া অহিতুণ্ডিককে ডাকাইলেন। সে মহাসত্ত্বকে একটী রত্নখচিত পেটিকায় লইয়া গেল এবং বিচিত্রবস্ত্রের উপর ঐ পেটিকা রাখিয়া নিজে উপবেশন করিল। রাজাও প্রাসাদ হইতে অবতরণপূর্ব্বক দর্শকগণ-পরিবৃত হইয়া রাজাসনে উপবিষ্ট হইলেন। ব্রাহ্মণ মহাসত্ত্বকে বাহির করিয়া নৃত্য করাইতে লাগিল। তদ্দর্শনে সেই সহস্র সহস্র দর্শকের কেহই স্বস্থানে স্থির হইয়া থাকিতে পারিল না; সহস্র সহস্র উত্তরীয়বস্ত্র বায়ুতে দুলিতে লাগিল; বোধিসত্ত্বের শরীরোপরি সপ্তরত্ন বর্ষণ হইতে লাগিল।

বোধিসত্ত্বের ধরা পড়িবার পর এক মাস পূর্ণ হইয়াছে; তিনি এই দীর্ঘকাল নিরাহার আছেন। এদিকে সুমনা ভাবিতে লাগিলেন, 'আমার প্রাণনাথ যে বড়ই বিলম্ব করিতেছেন। আজ পূর্ণ এক মাস হইল, তিনি এখানে আসেন নাই। ইহার কারণ কি?' তিনি গিয়া মঙ্গল পুষ্করিণীর দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন; দেখিতে পাইলেন, উহার জল লোহিতবর্ণ হইয়াছে। ইহাতে তিনি বুঝিলেন যে, মহাসত্ত্ব কোন অহিতুণ্ডিকের হাতে ধরা পড়িয়াছেন। তখন তিনি নাগভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সেই বল্মীকের নিকটে গেলেন; যেখানে মহাসত্ত্ব ধৃত হইয়াছিলেন, যেখানে তাঁহাকে [illegible] দেওয়া হইয়াছিল, সে সকল স্থান দেখিলেন এবং ক্রন্দন করিতে করিতে প্রত্যন্ত গ্রামে গিয়া ব্যাপার কি, জিজ্ঞাসা করিলেন। সেখানে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া তিনি বারাণসীতে গেলেন এবং রাজাঙ্গনের সেই সভামধ্যে আকাশে আসীন হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। মহাসত্ত্ব নৃত্য করিতে করিতে আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন এবং লজ্জিত হইয়া পেটিকার ভিতরে গিয়া শুইয়া পড়িলেন। তিনি যখন পেটিকার ভিতর যাইতেছিলেন, তখন ইহার কারণ কি জানিবার জন্য রাজা ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক আকাশস্থা সুমনাকে দেখিয়া প্রথম গাথা বলিলেন:—

১। বিদ্যুতের সমপ্রভা, কিংবা যেন শুকতারা, * কে তুমি গো আকাশে আসীনা?
নিশ্চয় মানবী নহ, এত কি সুন্দর হয় গন্ধর্ব্বী অথবা দেবী কিনা?

নিম্নের গাথাগুলিতে সুমনার ও রাজার উত্তরপ্রত্যুত্তর দেওয়া গেল:—

২। "দেবী আমি নহি, ভূপ, অথবা গন্ধর্ব্বী, নারী, নাগকুলে লভেছি জনম;
আছে এক প্রয়োজন, তাহারই সাধন তরে করিয়াছি হেথা আগমন।"

৩। "দেখিলে তোমায়, শুভে, মনে হয়, চিত্তের বিভ্রম ঘটেছে তোমার,
ইন্দ্রিয় সকল হ'য়েছে বিকল, নয়নযুগলে বহে অশ্রুধার।
কি উদ্দেশ্য তব? কি চাহিতে, বল, করিয়াছ তুমি হেথা আগমন?
বল, বরাননে! সাধ্য যদি থাকে, অবশ্য তাহার করিব পূরণ।"

---

* মূলে 'ওষধিরিব তারকা' আছে। সুধাভোজন-জাতকেও (৫৩৫) এই প্রয়োগ দেখা যায়। ওষধি তারা বলিলে শুকতারাই বুঝিতে হইবে।

৪। "অতি উগ্রবিষ উরগ বলিয়া সবে জানে যাঁরে, ওহে নরমণি,
মানুষে যাঁহাকে বলে নাগরাজ, পেটিকায় বদ্ধ রয়েছেন তিনি।
জীবিকার তরে ধরেছে তাঁহারে এ অহিতুণ্ডিক অতি নীচাশয়।
পতি তিনি মম; এই ভিক্ষা মাগি, মুক্তি দিতে তাঁরে যেন আজ্ঞা হয়।"

৫। "বলবীর্য্যে যার কাঁপে চরাচর, নিঃশ্বাস যাহার ভস্ম সব করে,
সেই নাগরাজ ভিখারীর এই হ'ল হস্তগত বল কি প্রকারে?
পেটিকার মধ্যে আছে যে আবদ্ধ, সে যে সেই সর্প কেমনে জানিব?
বল, নাগকন্যে, বিবরিয়া সব, শুনিয়া উচিত ব্যবস্থা করিব।"

৬। "এত উগ্রবিষ, এত বীর্য্য এঁর, ইচ্ছা যদি হয় পারেন করিতে
ভস্মীভূত এই নগর তোমার নিমেষের মধ্যে নিঃশ্বাস-বায়ুতে;
কিন্তু পাছে হয় ধর্ম্ম-অপচয়, এই ভয়ে, এত পাইয়াও দুখ,
তপস্বীর মত ক্রোধ করি হত হ'য়েছেন প্রতিহিংসায় বিমুখ।"

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ লোকটা কিরূপে ইঁহাকে ধরিল?" সুমনা উত্তর দিলেন:—

৭। চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা তিথিতে যাইতেন নাগরাজ পোষধ পালিতে,
চতুষ্পথে থাকিতেন প্রাণেশ্বর, হায়, সাপুড়ে জীবিকা-হেতু ধরিল তাঁহায়।
দয়া করি দিন মুক্তি পতিরে আমার, করযোড়ে এই ভিক্ষা চাই বার বার।

ইহা বলিয়া সুমনা দুইটী গাথায় আবার পতির প্রাণভিক্ষা করিলেন:—

৮। রতনে খচিত মণি-কুণ্ডল উজ্জ্বল বারিগৃহে যাহাদের করে ঝলমল,
ষোড়শ সহস্র নাগকন্যা এইরূপ নাগলোকে পত্নীভাবে সেবে এঁরে, ভূপ।

৯। যথাধর্ম্ম—কোনরূপ না করি পীড়ন, দিয়া গ্রাম, গোশত, অথবা বহুধন,
লভুন মুকতি এঁর। হ'য়ে মুক্তকায় চরিবেন সর্পরাজ যেথা ইচ্ছা যায়।
করিলে পতির মোর বন্ধন মোচন, আপনার(ও) হবে, ভূপ, পুণ্য-উপার্জ্জন।

ইহা শুনিয়া রাজা তিনটী গাথা বলিলেন:—

১০। যথাধর্ম্ম—কোনরূপ না করি পীড়ন দিয়া গ্রাম গোশত, অথবা বহুধন
লভিব নাগের মুক্তি। হ'য়ে মুক্তকায় চরুন অবাধে ইনি যেথা ইচ্ছা যায়।
করিলে ইঁহার এই বন্ধন মোচন নিশ্চয় হইবে মম পুণ্য-উপার্জ্জন।

১১। শত নিষ্ক, মণিময় প্রকাণ্ড কুণ্ডল, চতুরস্র পর্য্যঙ্ক, যার বর্ণ সমুজ্জ্বল
অতসী পুষ্পের মত অতি শোভাময়, দিনু ব্যাধ, লও তুমি এসব নিষ্ক্রয়। *

১২। দিনু আর(ও) ভার্য্যাদ্বয় তুল্য রূপগুণে বলিষ্ঠ বৃষভ এক ধেনুশত সনে,
যাও ল'য়ে তুমি, এবে হ'য়ে মুক্তকায় চরুন নাগেশ তাঁর যেথা ইচ্ছা যায়।
করিয়া ইঁহার এই বন্ধন মোচন নিশ্চয় হইবে মম পুণ্য-উপার্জ্জন।

ব্যাধ বলিল:—

১৩। আজ্ঞাই যথেষ্ট তব, নিষ্ক্রয়ের নাহি প্রয়োজন,
করিলাম, নরনাথ, আমি এঁর বন্ধন মোচন।
মুক্তদেহে সর্পরাজ যান চলি যেথা ইচ্ছা হয়,
মুক্তিদানহেতু মোর হবে জানি পুণ্যের সঞ্চয়।

অনন্তর সে মহাসত্ত্বকে পেটিকা হইতে বাহিরে আনিল। নাগরাজ বাহির হইয়া ফুলের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, নিজের সর্পদেহ পরিবর্ত্তন করিয়া সালঙ্কৃত মানবদেহধারণ-

* এই গাথা এবং পরবর্ত্তী অর্দ্ধগাথা রোহন্তমৃগ-জাতকেও (৫০১) পাওয়া গিয়াছে।

পূর্ব্বক অবস্থিত হইলেন। বোধ হইল যেন, তিনি পৃথিবী ভেদ করিয়া উত্থিত হইলেন। সুমনাও আকাশ হইতে অবতরণ করিয়া তাঁহার নিকটে দাঁড়াইলেন। নাগরাজ করযোড়ে নমস্কার করিতে লাগিলেন।

এই বৃত্তান্ত বর্ণনা করিবার কালে শাস্তা দুইটী গাথা বলিলেন :—

১৪। চাম্পেয় লভিয়া মুক্তি কাশীরাজে করে নিবেদন,
'নমি আমি, কাশীনাথ, করি তব চরণ বন্দন।
কৃতাঞ্জলিপুটে আমি এই ভিক্ষা মাগি তব ঠাঁই,
আমার ভবন যেন আপনারে দেখাইতে পাই।"

১৫। "সকলেই বলে, শুনি, অমনুষ্যে * বিশ্বাসস্থাপন,
মানুষের পক্ষে হয় পরিণামে বিপত্তি-কারণ,
তবু তুমি কর যদি অনুরোধ দেখিতে আমায়
পুরী তব, যাব সেথা ; দেখা যাবে ভাগ্যে কিবা হয়।"

রাজার বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য মহাসত্ত্ব দুইটী গাথায় শপথ করিলেন :—

১৬। বায়ুবেগে হবে যদি উৎপাটিত গিরিবর,
ভূতলে পড়িবে খসি যদি চন্দ্র-দিবাকর,
উজানে বহিয়া যাবে যদি কভু স্রোতস্বিনী,
এ মুখে তথাপি আমি বলিব না মিথ্যাবাণী। †

১৭। আকাশ বিদীর্ণ হবে সাগরে না রবে জল,
প্রলয়ে বিলয় হবে এ বিশাল ধরাতল,
সুমেরু শৈলের হবে সমূলেই উৎপাটন,
তথাপি [illegible] বলিব না [illegible]।

মহাসত্ত্ব এইরূপ বলিলেও রাজার বিশ্বাস জন্মিল না। তিনি বলিলেন :—

১৮। সকলেই বলে, শুনি, অমনুষ্যে বিশ্বাস-স্থাপন
মানুষের পক্ষে হয় পরিণামে বিপত্তি-কারণ।
তবু তুমি কর যদি অনুরোধ দেখিতে আমায়
পুরী তব, যাব সেথা, দেখা যাবে ভাগ্যে কিবা হয়।

গাথা শেষ করিয়া রাজা আবার বলিলেন, "আমি তোমার যে উপকার করিয়াছি, তাহা তোমার স্মরণ রাখা উচিত। তোমাকে বিশ্বাস করা বা অবিশ্বাস করা কিন্তু আমার বিবেচনার উপর নির্ভর করে।

১৯। জানি আমি সর্পজাতি মহাতেজা, উগ্রবিষধর,
সহসা হইয়া ক্রুদ্ধ কাজ তারা করে ভয়ঙ্কর ;
বন্ধনমোচন তব হ'ল কিন্তু আমার দয়ায়,
স্মরি ইহা, নাগরাজ, কৃতজ্ঞতা দেখাবে আমায়।

রাজার বিশ্বাস উৎপাদন করিবার জন্য নাগরাজ আবার শপথ করিলেন :—

২০। পচুক অনন্তকাল ভীষণ নরকে, বঞ্চিত হউক সর্ব্ববিধ কাম-সুখে,
নরক সে বদ্ধ হ'য়ে পেটিকা-ভিতরে, পেয়ে হেন উপকার যে না তাহা স্মরে।

* 'অমনুষ্য' বলিলে সাধারণতঃ যক্ষ, রাক্ষস প্রভৃতি অপদেবতা বুঝায়। এখানে নাগদিগকেও অমনুষ্য বলা হইয়াছে।

† এই গাথাটী মহাসুতসোম-জাতকের (৫৩৭) ৩৫শ গাথা।

ইহাতে রাজার শ্রদ্ধা জন্মিল। তিনি নিম্নলিখিত গাথায় নাগরাজের প্রশংসা করিলেন :—

২১। প্রতিজ্ঞা করিলে যাহা, পালন তা' ক'রো নিরন্তর ,
হ'য়ে ক্রোধ-দ্বেষ হীন থেকো যেন সদা, নাগেশ্বর ;
নিদাঘে যেমন কেহ অগ্নির নিকটে নাহি যায়,
তেমতি সুপর্ণ যেন নাগকুল দেখিয়া পলায়।

তখন নাগরাজ রাজার স্তুতি করিয়া নিম্নলিখিত গাথা বলিলেন :—

২২। একপুত্র জননীর স্নেহলাভ করে যে প্রকার,
সেই মত নাগকুল অনুকম্পা পেয়েছে তোমার।
নাগকুলসহ, ভূপ, সেবিব তোমায় সযতনে,
করিলে যে উপকার, চিরদিন স্মরি তাহা মনে।

ইহা শুনিয়া রাজা নাগভবনে যাইবার উদ্দেশ্যে সেনা সুসজ্জিত করিবার আজ্ঞা দিলেন। তিনি বলিলেন,

২৩। এখনই যোজন কর, সুবিচিত্র রাজরথে
কাম্বোজের সুশিক্ষিত অশ্বতরগণ ,
হিরণ্ময় সজ্জাযুত হস্তীও যোজন কর ,
যাব আমি নাগালয় করিতে দর্শন।

ইহার পর একটী অভিসম্বুদ্ধ গাথা :—

২৪। বাজিল মৃদঙ্গ, ঢাক, বাজে ঢোল,* বাজে শঙ্খ,—
যত বাদ্যযন্ত্র ছিল রাজার ভবনে।
কিবা শোভা চমৎকার নারীগণ মধ্যে তাঁর!
করিলেন যাত্রা নাগালয়-দরশনে।

কাশীরাজ যেমন নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, অমনি মহাসত্ত্বের অনুভাববলে নাগভবনের সর্ব্বরত্নময় প্রাকার ও তোরণসন্নিহিত অট্টালকগুলি † দৃশ্যমান হইল, এবং সেখানে যাইবার পথ অলঙ্কৃত হইল। সানুচর রাজা সেই পথে নাগালয়ে প্রবেশ করিয়া তত্রত্য রমণীয় ভূভাগ ও প্রাসাদ দেখিতে পাইলেন।

এই বৃত্তান্ত বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :—

২৫। সবিস্ময়ে দেখিলেন কাশীনরনাথ
স্বর্ণবেণু-সমাবৃত ভূভাগ সেখানে,
প্রাসাদ সুবর্ণময়, কুট্টিম যাহার
বিমণ্ডিত বৈদুর্য্যের উজ্জ্বল ফলকে।

২৬। সূর্য্য, সুমার্জ্জিত কাংস্য, কিংবা মেঘশিরে
সৌদামিনী সমুজ্জ্বল দেখায় যেমন,
যে দিব্য ভবনে বাস করেন চাম্পেয়
তেমনি ভাস্বর তাহা ; রাজা সানুচর
প্রবেশ করেন সেই প্রাসাদ ভিতরে।

---

* মূলে 'পণব' (প্রণব) পদ আছে। † অট্টালক = প্রাকারের উপরে প্রহরীদিগের থাকিবার জন্য ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ।

২৭। বিতরে শীতল ছায়া তরু নানাজাতি ;
মনোহর গন্ধ লয়ে বহে সমীরণ।
দেখিয়া বিস্মিত অতি হন নরপতি।
২৮। সে দিব্য ভবনে রাজা দিলে দরশন
সুমধুর বাদ্যধ্বনি উঠিল চৌদিকে ;
আরম্ভিল দিব্য নৃত্য নাগকন্যাগণ।
২৯। উঠিলা প্রাসাদতলে কাশীনরাধিপ
এনন্তরে, নাগনন্দিনী সকল
চলিল পশ্চাতে তাঁর, বসিলেন তিনি
হেমপীঠে, সুকোমল আস্তরণ যার
হরিচন্দনের সারে আছিল চর্চিত।

তিনি উপবেশন করিবামাত্র নাগরাজের ভৃত্যগণ তাঁহার এবং তদীয় ষোড়শসহস্র রমণী ও অন্যান্য অনুচরদিগের ভোজনার্থ নানাবিধ সুস্বাদু দিব্য ভোজ্য আনয়ন করিল। তিনি পূর্ণ এক সপ্তাহ অনুচরগণের সহিত দিব্য খাদ্য ভোজন, দিব্য পানীয় পান এবং অন্যান্য দিব্য সুখ ভোগ করিলেন। অনন্তর সুখাসীন হইয়া তিনি মহানন্দের গুণকীর্তন করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন "নাগরাজ, তুমি এবংবিধ ঐশ্বর্য্য পরিহারপূর্ব্বক নরলোকে গিয়া বল্মীকাগ্রে শুইয়া থাক ও পোষধ পালন কর, ইহার কারণ কি?" নাগরাজ তাঁহার এই প্রশ্নের উত্তর দিলেন।

এই সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিবার কালে শাস্তা বলিলেন,

৩০। আহার, বিহার [illegible] সমাপন, [illegible] বলিলেন বচন,
'বিমানের শ্রেষ্ঠ এই ভবন তোমার ; সূর্য্যসমপ্রভ ইহা অতি চমৎকার ;
সমতুল নরলোকে ইহার ত নাই ; তপস্যা কি হেতু, তবে? বল ত, শুধাই।
৩১। সুবর্ণকেয়ুরধরা নাগকন্যাগণ, পরিধান যাহাদের বিচিত্র বসন,
প্রবাল-অঙ্কুরসম অঙ্গুলি সুগোল, তাম্রবর্ণ যাহাদের হস্ত-পদতল,
অপরূপ রূপবতী আলিঙ্গি তোমায় পানহেতু দিব্য মধু সতত যোগায়।
সমতুল ইহাদের নরলোকে নাই ; তপস্যা কি হেতু তবে? বল ত, শুধাই।
৩২। সেথা তটিনী তয়ে বারি বিতরণ, শল্কবান্ মৎস্য * তাহে করে বিচরণ ;
শোভিছে উভয় তটে ঘাট সারি সারি, দেখিলে জুড়ায় আঁখি, যাই বলিহারি!
ক্রৌঞ্চ আদি নানাজাতি বিহগেরা সদা † মুখরিত রাখে তার সুবর্ণ সৈকতা।
সমতুল ইহাদের নরলোকে নাই ; তপস্যা কি হেতু তবে? বল ত, শুধাই।
৩৩। দিব্য হংস, ক্রৌঞ্চ, শিখী বসে তরুশাখে, বর্ষে সুধা কলকণ্ঠ কোকিলের ডাকে।
সমতুল ইহাদের নরলোকে নাই, তপস্যা কি হেতু তবে? বল ত, শুধাই।

---

* মূলে 'পুথুলোমমচ্ছা' আছে। পুথু=পৃথু (স্থূল বা বড়)। লোম শব্দে শল্কও বুঝায়। এখানে 'পুথুলোম' পদই 'শল্ক' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

† মূলে 'আদাসকুন্তাভিরুদা' আছে। পালি টীকাকার বলেন, 'অদাস সকুণেহি নন্দিতেহি অভিরুদা'। ইহা হইতে বুঝা গেল 'আদাস' একপ্রকার পক্ষীর নাম। নূতন পালি-ইংরাজী অভিধানেও এই অর্থ ধরা হইয়াছে এবং 'অদাস=দন্তহীন' এই ব্যুৎপত্তি দেওয়া হইয়াছে। 'কুন্ত' শব্দটি পালি টীকাকার আদৌ ধরেন নাই। অভিধানে দেখা যায়, ইহা ক্রৌঞ্চের নামান্তর।

৩৪। তিলক, রসাল, শাল, জম্বু, কর্ণিকার, পুষ্পিত পাটলি করে সৌরভ বিস্তার।
সমতুল ইহাদের নরলোকে নাই, তপস্যা কি হেতু তবে? বল ত, শুধাই।

৩৫। দর্পণের মত শোভে পুষ্করিণী সব, বহে সমীরণ সদা স্বর্গীয় সৌরভ।
সমতুল ইহাদের নরলোকে নাই, তপস্যা কি হেতু তবে? বল ত, শুধাই।

৩৬। "না করি কামনা পুত্র, আয়ুঃ, বিংবা ধন, এ সব পদার্থে মোর নাহি প্রয়োজন।
মনুষ্যযোনিতে যেন লভি জন্মান্তর, এই হেতু করিতেছি তপঃ ঘোরতর।

চাম্পেয়ের কথা শুনিয়া রাজা বলিলেন,

৩৭। বিশাল উরস তব, * আরক্ত নয়ন, সুকল্পিত কেশ-শ্মশ্রু, দিব্য আভরণ;
লোহিত চন্দনে লিপ্ত দিব্য কলেবর, আভা সমুজ্জ্বল যথা গন্ধর্ব-ঈশ্বর,

৩৮। দেবর্দ্ধিসম্পন্ন † তুমি, মহা-অনুভাব, কাম্য কোন পদার্থের নাহি ত অভাব
এমন ঐশ্বর্য্য লভি, বল, কি কারণে নরলোক শ্রেষ্ঠতর ভাব তুমি মনে?

ইহার উত্তরে নাগরাজ বলিলেন,

৩৯। নরলোক ভিন্ন অন্য কুত্রাপি, রাজন্, লভিতে সংযম, শুদ্ধি নারে কোন জন।
নরজন্ম লভি আমি ভবে তরি পার, জাতি মরণের ‡ ক্লেশ ভুগিব না আর। §

রাজা বলিলেন,

৪০। প্রাজ্ঞ, সুপণ্ডিত আর সাধুশীল যাঁরা, সত্যই লোকের হন সেবনীয় তাঁরা। ¶
দেখি তোমা, দখি এই নাগকন্যাগণ, আমিও করিব বহু পুণ্যের অর্জ্জন।

চাম্পেয় বলিলেন,

৪১। প্রাজ্ঞ, সুপণ্ডিত, আর সাধুশীল যাঁরা, সত্যই লোকের হন সেবনীয় তাঁরা।
দেখি মোরে, দেখি এই নাগকন্যাগণ করুন আপনি বহু পুণ্যের অর্জ্জন।

নাগরাজের কথাবসানে উগ্রসেন স্বীয় রাজধানীতে প্রতিগমনের ইচ্ছায় বলিলেন, "নাগরাজ, অনেক দিন এখানে থাকিলাম, এখন আমাকে প্রতিগমন করিতে অনুমতি দিন।" মহাসত্ত্ব বলিলেন, "মহারাজ, যদি একান্তই যাইবেন, তবে যত ইচ্ছা ধন লইয়া যান।" অনন্তর তিনি ধন প্রদর্শন করিয়া বলিতে লাগিলেন।

৪২। রয়েছে এখানে, ভূপ, ত্রিতালপ্রমাণ ‖ স্বর্ণরাশি। ইচ্ছামত তাহা লয়ে যান।
স্বর্ণের প্রাসাদ আর রৌপ্যের প্রাকার করুন নির্ম্মাণ গিয়া পুরে আপনার।

৪৩। বৈদূর্য্যমিশ্রিত আছে মুক্তা-নিচয়,
বহিতে যা' চাই পঞ্চ সহস্র বাহন,—
লয়ে যান এ সকল হবে আবশ্যক
রচিতে কৃত্রিম অন্তঃপুরের নিচয়।

---

* মূলে 'বিহতন্তরংসো' আছে। বিহত (বৃহৎ)+অন্তর+অংস (স্কন্ধ) অর্থাৎ যাহার স্কন্ধদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী অংশ বৃহৎ=যে 'ব্যূঢোরস্ক'।

† দেব+ঋদ্ধি। নাগ হইয়াও তুমি দেবতাদিগের ন্যায় ঋদ্ধিমান্।

‡ ৩৭শ, ৩৮শ ও ৩৯শ গাথা যথাক্রমে শঙ্খপাল-জাতকের (৫২৪) ৪১শ, ৪২শ ও ৪৩শ গাথা।

§ জাতি=জন্ম বা পুনর্জ্জন্ম। তুং 'দুক্খা জাতি পুনপ্পুনং'।

¶ সৌমনস্য-জাতকেও এই দুই চরণ দেখা যায় (২৯৯ পৃষ্ঠ)।

‖ অর্থাৎ তিনটা তাল গাছ উপর্য্যুপরি রাখিলে যত উচ্চ হয়, তত উচ্চ। মূলে 'জাতরূপ' ও 'সুবর্ণ' শব্দ পৃথক্ পৃথক্ ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু ইহারা একার্থবাচক। একার্থবাচক দুইটী শব্দের একসঙ্গে প্রয়োগ গদ্যেও দেখা যায়। ইহার পরেই মূলে 'হিরণ্য-সুবর্ণাদি' ধনের উল্লেখ আছে।

বসিলে এ সব দিয়া কুট্টিম গঠন
না হইবে ধূলি সেথা, না হবে কর্দ্দম।

৪৪। রাজকুলে শ্রেষ্ঠ হন কাশীনরেশ্বর, প্রাসাদ(ও) তাঁহার শ্রেষ্ঠ হউক সুন্দর।
হউক সমৃদ্ধিশালী বারাণসী ধাম; সুখে, ভূপ, সেথানে করুন অবস্থান।
করুন রাজত্ব সুখে, নিজ প্রজ্ঞাবলে রাখুন অক্ষয় কীর্ত্তি মেদিনীমণ্ডলে।

নাগরাজের অনুরোধে উগ্রসেন ধন গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন। তখন মহাসত্ত্ব ভেরীবাদন দ্বারা ঘোষণা করিলেন, "রাজার অনুচরগণ, যে যত ইচ্ছা করে, সুবর্ণাদি ধন লইয়া যাউক।" রাজার নিকটে ও তিনি বহুশতসহস্র ধন প্রেরণ করিলেন। তখন রাজা মহাসমারোহে নাগপুরী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং বারাণসীতে ফিরিয়া গেলেন। লোকে বলে, এই সময় হইতেই জম্বুদ্বীপের ভূভাগ হিরণ্যে পূর্ণ হইয়াছে।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা বলিলেন। "দেখ, পুরাণ পণ্ডিতেরা নাগলোকের ঐশ্বর্য্য পরিহার করিয়াও পোষধী হইয়াছিলেন।"

সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল সেই অহিতুণ্ডিক, রাহুলজননী ছিলেন সুমনা, সারিপুত্র ছিলেন উগ্রসেন এবং আমি ছিলাম নাগরাজ চাম্পেয়।]

৫০৭ মহাপ্রলোভন-জাতক।

[বিশুদ্ধ ব্যক্তিদিগেরও চরিত্রভ্রংশ ঘটে, ইহা দেখাইবার নিমিত্ত শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি-কালে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্নবস্তু পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে।* একেত্রেও শাস্তা বলিলেন, "দেখ ভিক্ষু, যাঁহারা শুদ্ধচরিত, রমণীরা তাঁহাদিগেরও চরিত্রভ্রংশ ঘটায়।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

[পূর্ব্বকালে বারাণসীতে ইত্যাদি ক্ষুল্লপ্রলোভন-জাতকে যেরূপ বলা হইয়াছে, এই প্রসঙ্গেও অতীতবস্তু সেইরূপে সবিস্তর বলিতে হইবে।] তখন মহাসত্ত্ব ব্রহ্মলোকভ্রষ্ট হইয়া কাশী-রাজের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম হইয়াছিল অস্ত্রীগন্ধ কুমার। তিনি স্ত্রীলোকের কোলে থাকিতেন না, রমণীরা পুরুষের বেশ পরিয়া তাঁহাকে স্তন্য পান করাইত, তিনি ধ্যানাগারে বসিয়া থাকিতেন, কখনও স্ত্রীলোক দর্শন করিতেন না।

[এই বৃত্তান্ত বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা চারিটী গাথা বলিলেন:—

১। দেবপুত্র ঋদ্ধিমান্ ব্রহ্মলোক করি পরিহার
কাশীরাজপুত্ররূপে মর্ত্ত্যে জন্ম লভিলা আবার।
অপার ঐশ্বর্য্যশালী কাশীরাজ, বলে সর্ব্বজন,
ভাণ্ডারে বিরাজে তাঁর সর্ব্বকাম্য বস্তু অগণন।

২। কাম, কিংবা কামসংজ্ঞা ব্রহ্মলোকে কাহার(ও) না থাকে,
স্মরি তাহা বড় ঘৃণা করেন কুমার কামনাকে।

৩। অন্তঃপুরে তাঁর তরে সুনির্ম্মিত হ'ল ধ্যানাগার,
একাকী নির্জ্জনে সেথা ধ্যানমগ্ন থাকেন কুমার।

৪। হেরি ইহা কাশীরাজ বিলাপ করেন, "হায়, হায়!
একমাত্র পুত্র মোর ইন্দ্রিয়ের সুখ নাহি চায়!"

* ক্ষুল্লপ্রলোভন-জাতক (২৬৩)।

পঞ্চম গাথাটীকে রাজার পরিদেবন-গাথা বলা যায় :—

৫। নাহি কি উপায় কোন ? প্রলোভন দেখায়ে কুমারে
কামসুখভোগে রত, বল, কেবা করিবে তাহারে ?

ইহার পর দেড়টী অভিসম্বুদ্ধ গাথা :—

৬। রাজ-অন্তঃপুরে ছিল সেই কালে নটকন্যা এক বয়সে নবীনা,
উজ্জ্বলবর্ণা, রূপে অনুপমা, নৃত্যগীতবাদ্যে অতীব নিপুণা।
রাজসন্নিধানে করিয়া গমন এই নিবেদন করে সে ললনা :—

'আমি যদি কুমারকে প্রলুব্ধ করিতে পারি, তবে তিনি আমার ভর্ত্তা হইবেন', ইহা জানাইবার জন্য সেই কুমারী অর্দ্ধ গাথা বলিল :—

–৭। (ক) প্রলুব্ধ করিব কুমারে নিশ্চয়, স্বামী মোর তিনি হবেন, এ পণে।

কুমারী এই কথা বলিলে রাজা উত্তর দিলেন,

৭। (খ) প্রলুব্ধ করিলে, স্বামিরূপে তারে পাইবে নিশ্চয়, তুমি বরাননে ?

ইহা বলিয়া রাজা কুমারীকে কার্য্যসিদ্ধির অবসর দিবার অভিপ্রায়ে তাহাকে কুমারের পরিচর্য্যার জন্য প্রেরণ করিলেন। সে প্রত্যূষকালে বীণা লইয়া কুমারের শয়নাগারের বাহিরে, অথচ অনতিদূরে থাকিয়া নখাগ্রদ্বারা বীণাবাদন করিয়া এবং মধুরস্বরে গান করিয়া তাঁহার মন ভুলাইতে লাগিল।

এই ব্যাপার সবিস্তর বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা নিম্নলিখিত গাথাগুলি বলিলেন :—

৮। রাজ-অন্তঃপুরে ধ্যানাগারপাশে কুমারী তখন করি প্রয়াণ
কামউদ্দীপনী, হৃদয়গ্রাহিণী চিত্রগাথা কত করিল গান।
৯। নারীকণ্ঠগীত শুনি সেই গান হ'ল বিচলিত কুমারের মন।
কামে অভিভূত হইলা কুমার, ভৃত্যগণে ডাকি জিজ্ঞাসে তখন :—
১০। "এ স্বর কাহার ? কে গায় এ গান কভু উচ্চ, কভু কোমল তান ?
হৃদয় মোহিল, কাণ জুড়াইল, প্রেম উপজিল শুনি এ গান।"
১১। "বড় বিলাসিনী প্রমদা এ, দেব, কামসেবা যদি কর এক বার,
না লভিবে তৃপ্তি, সেবিতে তাহারে পুনঃ পুনঃ ইচ্ছা হইবে তোমার।
১২। "আসুক সে হেথা ; আশ্রম সমীপে সম্মুখে আমার করুক গান,
নিকট হইতে করিব শ্রবণ, শুনিয়া আমার জুড়াবে কাণ।'
১৩। আগে প্রাচীরের বাহিরে থাকিয়া করেছিল গান সে বিলাসবতী ;
এবে প্রবেশিল ধ্যানাগার মাঝে। হায়রে প্রেমের কি বিচিত্র গতি !
ক্রমে সে রমণী নানা প্রলোভনে বান্ধিল কুমারে প্রেমের বন্ধনে,
বান্ধে যথা লোক বিবিধ কৌশলে সুদৃঢ় নিগড়ে আরণ্য বারণে।
১৪। কামের আস্বাদে ঈর্ষ্যা উপজিল ; প্রতিজ্ঞা কুমার করে মনে মনে,
'একা আমি ভিন্ন প্রণয়ী ইহার দিব না হইতে অন্য কোন জনে।'
১৫। পুরুষ দেখিলে অসি ল'য়ে করে বধিতে তাহারে ধায় কুমার ;
বলে উচ্চৈঃস্বরে, "ভুঞ্জিবে ইহারে একা আমি ভিন্ন কেহ না আর।"
১৬। ভয়ে লোকজন ছুটি গেল সবে, রাজার নিকটে কান্দিয়া বলে,
"তনয় তোমার, ওহে মহারাজ, বিনা অপরাধে বধে সকলে।"
১৭। শুনি এ বৃত্তান্ত ভূপতি তখন রাজ্য হ'তে পুত্রে করে নির্ব্বাসন,
বলে, "আসিও না এ অঞ্চলে আর, যতকাল রবে জীবন আমার।"

১৮। ভার্য্যার সহিত চলিল কুমার, উত্তরিল গিয়া সাগরের ধারে;
পর্ণশালা সেথা করিয়া নির্ম্মাণ, উঞ্ছবৃত্তি করে কানন মাঝারে।
১৯। উতরি জলধি আকাশের পথে আসিল সেথানে ঋষি এক জন,
কুমারের সেই কুটীর ভিতরে ভোজনের বেলা দিল দরশন।
২০। অতি নিদারুণ সে নারী তখন করিল যে কাণ্ড, দেখ ত ভাবিয়া!
হাবভাবলীলা প্রকাশিল কত! লইল ঋষির মন ভুলাইয়া।
অহো কি দুর্দ্দশা ঘটিল ঋষির করিল যখন এই অনাচার!
টুটে ব্রহ্মচর্য্য, গেল তপোবল যা' কিছু সঞ্চিত আছিল তাহার।
২১। হেথা রাজপুত্র সমাপি উঞ্ছন, ফলমূল বহু করি আহরণ
বাঁক লয়ে কান্ধে দিবা-অবসানে আশ্রমের দ্বারে দিলা দরশন।
২২। দেখিয়া কুমারে পলায় তাপস, উতরিল গিয়া সাগরতীরে
আকাশে যাইতে শক্তি কিন্তু নাই! হাবুডুবু খায় জলধিনীরে।
২৩। মহার্ণবে ডুবি মরিবে এখনি, দেখি কুমারের দয়া উপজিল;
বলি এই গাথা সম্ভাষে তাপসে, জিজ্ঞাসে কি হেতু এমন ঘটিল:—
২৪। "জলপথে তুমি আস নাই হেথা; আকাশের পথে এসে ঋদ্ধিবলে;
নারীর সংসর্গে গেল ঋদ্ধিবল, ডুবিতেছ তাই মহার্ণব জলে।
২৫। ডুবিলে নারীর মায়ার আবর্ত্তে ব্রহ্মচর্য্য পায় অচিরে বিনাশ;
তাই সুধীগণ অতি সাবধানে দূর হতে ত্যজে রমণীর পাশ।
২৬। মধুর ভাষিণী রমণীর আশা পূরাইতে কেহ পারেনা কখন;
নদীগর্ভে জল ঢালি অবিরত পূরাতে কি তায় পারে কোনজন?
নারীর গমন সদা অধঃপথে, মরণের পর নরকে নিবাস;
তাই সুধীজন অতি সাবধানে দূরে হ'তে ত্যজে রমণীর পাশ।
২৭। প্রণয়ের বশে, কিংবা ধনদানে যে চায় তুষিতে রমণীর মন,
তার(ই) সর্ব্বনাশ করে বামানীরা, দহে হুতাশন ইন্ধন যেমন।" *
২৮। কুমারের বাণী করিয়া শ্রবণ নির্ব্বিণ্ণ হইলা সেই তপোধন;
লভি পূর্ব্বতন সেই ঋদ্ধিবল, আকাশ-মার্গেতে করিলা গমন;
২৯। গেল চলি ঋষি আকাশ-মার্গেতে, দেখি কুমারের জন্মে অনুতাপ;
প্রব্রজ্যা লইতে জন্মিল বাসনা, যাপিতে জীবন হ'য়ে নিষ্পাপ।
৩০। প্রব্রজ্যা লইয়া ঋণাসহকারে কামভাব সব করিলা বর্জ্জন,
হ'য়ে বীতকাম, লভি ধ্যানবল হ'ল ক্রমে ব্রহ্মলোক-পরায়ণ।

[ধর্ম্ম দেশন করিয়া শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, স্ত্রীলোকের জন্য শুদ্ধচরিত্র ব্যক্তিরাও এইরূপে পাপরত হন।" অনন্তর সত্যচতুষ্টয়ের ব্যাখ্যা শুনিয়া সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—তখন আমিই ছিলাম সেই অন্তরীক্ষকুমার।]

৫০৮—পঞ্চপণ্ডিত-জাতক।

পঞ্চপণ্ডিত-জাতক মহাউম্মার্গ-জাতকে (৫৪৬) বর্ণিত হইবে।

---

* ২৪শ, ২৫শ ও ২৭শ গাথা চুল্লপ্রলোভন-জাতকে (২৬৩) এবং ২৬শ ও ২৭শ গাথা মৃদুপাণি-জাতকেও (২৬২) দেখা যায়। ২৫শ, ২৬শ ও ২৭শ গাথা যথাক্রমে কুণাল-জাতকের (৫৩৬) ৫৯ম, ৫৮ম এবং ৬০ম গাথা।

৫০৯ হস্তিপাল-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি কালে নিষ্ক্রমণ-সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। 'ভিক্ষুগণ, কেবল এ জন্মে নহে, পূর্ব্বেও তথাগত নিষ্ক্রমণ করিয়াছিলেন, ইহা বলিয়া তিনি সেই অতীত কথা বর্ণন করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীতে এস্থকারী নামে এক রাজা ছিলেন। শৈশব হইতেই পুরোহিতের সহিত তাঁহার গাঢ় সখ্য জন্মিয়াছিল। তাঁহারা উভয়েই অপুত্রক ছিলেন। তাঁহারা এক দিন সুখাসনে উপবিষ্ট হইয়া বলাবলি করিতে লাগিলেন, "আমাদের ঐশ্বর্য্য প্রভূত, কিন্তু আমাদের পুত্র কন্যা নাই, এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি?" অনন্তর রাজা পুরোহিতকে বলিলেন, "সখে, যদি তোমার গৃহে পুত্র জন্মে, তবে সে আমার রাজ্যের অধিপতি হইবে। আর যদি আমার গৃহে পুত্র জন্মে, সে ও তোমার ঐশ্বর্য্য ভোগ করিবে।" তাঁহারা উভয়ে এইরূপে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন।

এক দিন পুরোহিত তাঁহার ভোগগ্রাম হইতে ফিরিবার কালে দক্ষিণদ্বার দিয়া নগরে প্রবেশ করিতেছিলেন, এমন সময়ে প্রাকারের বাহিরে এক বহুপুত্রবতী দুঃখিনী নারীকে দেখিতে পাইলেন। ঐ নারীর সাতটী পুত্র ছিল, তাহারা সকলেই সুস্থদেহ। তাহাদের এক জন রান্ধিবার হাঁড়িকুঁড়ি এবং এক জন শুইবার মাদুর ও পানপাত্র লইয়া যাইতেছিল; এক জন আগে আগে এবং এক জন পিছনে পিছনে চলিতেছিল; এক জন মায়ের আঙ্গুল ধরিয়া চলিতেছিল, এক জন তাহার কোলে এবং এক জন কাঁধে চড়িয়াছিল। পুরোহিত তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভদ্রে! এই বালকদিগের পিতা কোথায়?" সে উত্তর দিল, 'মহাশয়। ইহাদের কোন নির্দ্দিষ্ট পিতা নাই।" তবে তুমি কি করিয়া সাত সাতটী ছেলে পাইয়াছ?" আশে পাশে অনেক গাছপালা ছিল, রমণী সেগুলির দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া একটী বটগাছ দেখাইয়া বলিল, 'মহাশয়, এই বটগাছে যে দেবতা আছেন, তাঁহারই নিকট প্রার্থনা করিয়া আমি বাছাদিগকে পাইয়াছি। তিনিই আমায় পুত্র দিয়াছেন।" "আচ্ছা তুমি এখন যাইতে পার", ইহা বলিয়া পুরোহিত রমণীকে বিদায় দিলেন, রথ হইতে নামিয়া সেই বটবৃক্ষের মূলে গমন করিলেন এবং একটা শাখা ধরিয়া উহাতে ঝাঁকি দিতে দিতে বলিলেন, "ভো দেবপুত্র, বলুন ত, আপনি রাজার নিকট কি না পাইয়া থাকেন? রাজা প্রতিবৎসর সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া আপনাকে পূজা দিয়া থাকেন, অথচ আপনি তাঁহাকে একটী পুত্র দেন না। আর এই দুঃখিনী রমণী আপনার কি উপকার করিয়াছে শুনিতে চাই, যে ইহাকে সাত সাতটী পুত্র দেওয়া হইয়াছে। যদি আমাদের রাজাকে পুত্র না দেন, তবে অদ্য হইতে সপ্তম দিনে আমি এই বৃক্ষ সমূলে ছেদন করিয়া খণ্ড বিখণ্ড করিব।" বৃক্ষ-দেবতাকে এইরূপে তর্জ্জন করিয়া পুরোহিত তখনকার মত চলিয়া গেলেন; কিন্তু পর পর ছয় দিন সেখানে গিয়া ঐ ভাবেই ভয় দেখাইলেন। ষষ্ঠ দিনে তিনি একটী শাখা ধরিয়া বলিলেন, "বৃক্ষদেবতে। আজ কেবল এক রাত্রি অবশিষ্ট আছে; যদি রাজাকে পুত্র না দেন, তবে কল্য আপনার নিপাত করাইব।"

বৃক্ষদেবতা চিন্তা করিয়া প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন। তিনি দেখিলেন, এই ব্রাহ্মণ পুত্র না পাইলে তাঁহার বিমান ধ্বংস করিবেন। কিন্তু কি উপায়ে ইঁহাকে পুত্র দেওয়া

যাইতে পারে? তিনি চতুর্মহারাজের নিকটে গিয়া এই ব্যাপার জানাইলেন। মহারাজেরা বলিলেন, "আমাদিগের পুত্র দিবার সাধ্য নাই।" ইহার পর তিনি অষ্টাবিংশ যক্ষসেনাপতির নিকট গেলেন; কিন্তু তাঁহাদের মুখেও ঐ উত্তর পাইলেন। পরিশেষে তিনি দেবরাজ শক্রের শরণ লইলেন। রাজা পুত্রলাভ করিবেন কি না, শক্র ইহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার মনে হইল, চারিজন পুণ্যবান্ দেবপুত্র আছেন। তাঁহারা নাকি পূর্ব্বের কোন জন্মে বারাণসীতে তন্তুবায় ছিলেন। তাঁহারা বস্ত্রবয়নদ্বারা যাহা উপার্জ্জন করিতেন, তাহা পাঁচ ভাগ করিয়া চারি ভাগ দ্বারা নিজেদের ভরণ পোষণ করিতেন এবং অবশিষ্ট ভাগ সকলে মিলিয়া দানে নিয়োগ করিতেন। এই পুণ্যবলে তাঁহারা দেহান্তে প্রথমে ত্রয়স্ত্রিংশদ্‌ভবনে, পরে যামলোকে * জন্ম লাভ করিয়াছিলেন এবং ক্রমশঃ অনুলোম-প্রতিলোমভাবে ষড়্‌দেবলোকেরই সম্পত্তি ভোগ করিয়া বিচরণ করিতেছিলেন। যে সময়ের কথা হইতেছে, তখন তাঁহাদের ত্রয়স্ত্রিংশদ্‌ভবন ত্যাগ করিয়া আবার যামলোকে গমনের বার উপস্থিত হইয়াছিল। শক্র তাঁহাদের নিকটে গিয়া সম্বোধন-পূর্ব্বক বলিলেন, "মারিষগণ, আপনাদের এখন মনুষ্যলোকে যাওয়া কর্ত্তব্য। আপনারা এষুকার রাজার অগ্রমহিষীর গর্ভে শরীর পরিগ্রহ করুন গিয়া।" শক্রের বচন শুনিয়া তাঁহারা উত্তর দিলেন, "উত্তম প্রস্তাব, দেবরাজ! আমরা মনুষ্যলোকে যাইব; কিন্তু আমাদের রাজকুলে কোন প্রয়োজন নাই। আমরা পুরোহিতের গৃহে শরীর পরিগ্রহপূর্ব্বক তরুণ বয়সেই কামনা পরিহার করিয়া প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিব।" "আপনাদের যেরূপ অভিপ্রায়"। ইহা বলিয়া শক্র তাঁহাদের প্রতিজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং বৃক্ষদেবতাকে এই বৃত্তান্ত জানাইলেন। ইহাতে বৃক্ষদেবতা পরিতুষ্ট হইয়া শক্রকে বন্দনা করিলেন এবং স্বকীয় বিমানে ফিরিয়া গেলেন।

এদিকে, পুরোহিত পরদিন বহু বলবান্ লোক সঙ্গে লইয়া বাসী, পরশু প্রভৃতি শস্ত্রসহ সেই বৃক্ষমূলে গমন করিলেন এবং বৃক্ষের একখানি শাখা ধরিয়া বলিলেন, "ভো বৃক্ষদেবতে! আমি আপনার নিকট এই সাত দিন প্রার্থনা করিলাম। এখন আপনার লীলাসংবরণের কাল উপস্থিত।" তখন দেবতা মহানুভাববলে তরুস্কন্ধবিবর হইতে নির্গত হইয়া পুরোহিতকে মধুরস্বরে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, 'ব্রাহ্মণ, এক পুত্র ত তুচ্ছ বিষয়, আমি তোমাকে চারি পুত্র দান করিব।" পুরোহিত বলিলেন, "আমার পুত্রে প্রয়োজন নাই; আমাদের রাজাকে পুত্র দান করুন।" বৃক্ষদেবতা বলিলেন, "না হে; তোমাকে দিব।" "তবে আমাকে দুই পুত্র এবং রাজাকে দুই পুত্র দিন।" "রাজাকে দিব না; চারি পুত্রই তোমাকে দিব। তুমিও তাহাদিগকে লাভ করিবে মাত্র; তাহারা গৃহে তিষ্ঠিবে না; তরুণ বয়সেই প্রব্রাজক হইবে।" "আপনি ত পুত্র দিন। যাহাতে তাহারা প্রব্রজ্যা অবলম্বন না করে, সে ভার আমার।" অতঃপর বৃক্ষদেবতা পুরোহিতকে পুত্রবর দান করিয়া নিজের বিমানে প্রবেশ করিলেন। তদবধি লোকে মহাভক্তির সহিত তাঁহার পূজা করিতে লাগিল।

ইহার পর জ্যেষ্ঠ দেবপুত্র দেবলোক ত্যাগ করিয়া পুরোহিতপত্নীর গর্ভে জন্মান্তর গ্রহণ করিলেন। নামকরণ-দিবসে লোকে তাঁহার 'হস্তিপাল' এই নাম রাখিল। যাহাতে

* তৃতীয় কামদেবলোক। কামলোক এগারটী; তন্মধ্যে দেবলোক ছয়টী; অপর পাঁচটী মনুষ্যলোক, অসুরলোক, প্রেতলোক, তির্য্যগ্‌যোনি ও নরক। দেবলোক ছয়টী:—চতুর্মহারাজিক দেবলোক, ত্রয়স্ত্রিংশদ্‌-দেবলোক, যাম দেবলোক, তুষিত দেবলোক, নির্ম্মাণরতি দেবলোক ও পরনির্ম্মিতবশবর্ত্তী দেবলোক।

তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ না করেন, সেই উদ্দেশ্যে তাঁহাকে হস্তিপালকদিগের তত্ত্বাবধানে রাখা হইল। হস্তিপাল ইহাদের আশ্রয়ে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন।

হস্তিপাল যখন পায়ে হাঁটিতে শিখিলেন, সেই সময়ে দ্বিতীয় দেবপুত্রও দেবপুরী ত্যাগ করিয়া পুরোহিতপত্নীর গর্ভে জন্মান্তর গ্রহণ করিলেন। ভূমিষ্ঠ হইবার পর ইনি 'অশ্বপাল' নামে অভিহিত হইলেন এবং অশ্বপালকদিগের সংসর্গে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। তৃতীয় দেবপুত্রের জন্মান্তরগ্রহণান্তে 'গোপাল' এই নাম হইল এবং তিনি গোপালদিগের রক্ষণাবেক্ষণে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। সর্ব্বশেষে চতুর্থ দেবপুত্র জন্মান্তর লাভ করিয়া 'অজপাল' নাম পাইলেন এবং অজপালেরা তাঁহার লালনপালন করিতে লাগিল। কুমার-চতুষ্টয় ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্ন হইলেন।

কুমারেরা পাছে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন, এই আশঙ্কায় রাজার অধিকার হইতে প্রব্রাজকেরা নির্ব্বাসিত হইলেন, সমস্ত কাশীরাজ্যে এক জন প্রব্রাজকও থাকিলেন না। এ দিকে কুমারেরা অতি দুঃশীল হইলেন; তাঁহারা যেখানে যাইতেন সেখানেই—রাজার নিকট কেহ কোন উপহার লইয়া যাইতেছে দেখিলে, তাহা লুঠ করিতেন।

হস্তিপালের বয়স্ যখন ষোল বৎসর হইল, তখন তাঁহার পূর্ণাঙ্গ দেহ দেখিয়া রাজা ও পুরোহিত চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'কুমারেরা বড় হইয়াছে, ইহাদের মস্তকোপরি শ্বেতচ্ছত্র উত্তোলন করিবার কালে কি করা যাইতে পারে? অভিষেকের সময় হইতেই ইহারা সাতিশয় ঐশ্বর্য্যশালী হইবে, তখন প্রব্রাজকেরা ইহাদের নিকটে আসিবেন; তাঁহাদিগকে দেখিয়া ইহারাও প্রব্রজিত হইবে; ইহারা প্রব্রজ্যা লইলে সমস্ত জনপদ লণ্ডভণ্ড হইবে। অতএব অগ্রে পরীক্ষা করা যাউক; শেষে ইহাদের অভিষেক করিব।' এইরূপ মন্ত্রণা করিয়া রাজা ও পুরোহিত ঋষিবেশ ধারণ করিলেন, এবং ভিক্ষাচর্য্যা করিতে করিতে হস্তিপালের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া হস্তিপালের চিত্ত প্রসন্ন ও পরিতুষ্ট হইল; তিনি অগ্রসর হইয়া তাঁহাদিগকে বন্দনা করিলেন এবং তিনটী গাথা বলিলেন:—

১। এতকাল পরে আজ দেবকল্প ব্রাহ্মণের পাই দরশন,
নিরন্তর নির্ব্বিকার, সুখতরে যাঁহাদের নাহি ধায় মন।
শিরে ধূলি, জটাভার, স্কন্ধোপরি ভিক্ষাহেতু বহিছেন ঝুলি,
ধাবনে ঔদাস্যহেতু পঙ্কে লিপ্ত অবিরত থাকে দন্তগুলি।
২। এতকাল পরে আজ ধর্ম্মে রত ঋষি দেখি সার্থক নয়ন,
পরিধান যাঁহাদের বল্কলচীবর, আর কাষায় বসন।
৩। দিতেছি আসন পাদ্য, আনিয়াছি অর্ঘ এই করি আহরণ,
কৃতার্থ করুন দাসে দয়া করি এই সব করিয়া গ্রহণ।

হস্তিপাল রাজা ও পুরোহিতকে একে একে এইরূপে অভ্যর্থনা করিলেন। তখন পুরোহিত বলিলেন, "বৎস হস্তিপাল, তুমি আমাদিগকে কি মনে করিয়া এরূপ বলিতেছ? ভাবিয়াছ বুঝি যে, আমরা হিমালয় হইতে আগত ঋষি? কিন্তু বৎস, আমরা ঋষি নই। ইনি রাজা এসুকারী; আমি রাজপুরোহিত এবং তোমার পিতা।" হস্তিপাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে আপনারা ঋষিবেশ ধারণ করিলেন কেন?" "তোমার পরীক্ষার জন্য।" "আমার কি পরীক্ষা করিবেন?" "আমাদিগকে দেখিয়া যদি প্রব্রজ্যাগ্রহণ না কর, তবে

তোমাকে রাজপদে অভিষিক্ত করিব।" "পিতঃ, আমার রাজ্যে প্রয়োজন নাই; আমি প্রব্রজ্যা লইব।" "বৎস হস্তিপাল, তোমার এখন প্রব্রজ্যার সময় হয় নাই।" অনন্তর পুরোহিত নিম্নলিখিত চতুর্থ গাথায় নিজের অভিপ্রায় বুঝাইয়া দিলেন :—

৪। বেদশিক্ষা সমাপিয়া, বিত্ত করি উপার্জ্জন,
উপযুক্ত পুত্রহস্তে সমর্পিয়া পরিজন,
ভুঞ্জিয়া বিষয় সুখ—গন্ধ-রস আদি যত,
শোভা পায় বানপ্রস্থ তার পরে, শুন, তাত।
এইরূপে বৃদ্ধকালে মুনি হন যেই জন,
মুক্তকণ্ঠে করে সবে গুণ তাঁর সঙ্কীর্ত্তন।

ইহার উত্তরে হস্তিপাল এই গাথা বলিলেন,

৫। বেদে কিংবা বিত্তে, পিতঃ, নাহি সত্য কদাচন;
পুত্র ল'ভি জরা হ'তে মুক্তি পায় কোন্ জন?
বিষয়বাসনা যদি এড়াইতে পারে নর,
সদা করতলগত সত্য তার অনশ্বর।
কর্ম্মঅনুরূপফল পায় জীব নিঃসংশয়;
সনাতন এ সত্যের ব্যতিক্রম নাহি হয়।

কুমারের এই উক্তি শুনিয়া রাজা বলিলেন :—

৬। বলিলে যা' সত্য, বাছা; কর্ম্মফল সবে পায়;
এড়াইতে কর্ম্মফল শক্তি কা'রো নাহি, হায়!
কিন্তু তব মাতাপিতা জরাজীর্ণ, এ কারণে

শতবর্ষী হইলেও সেব এই দুই জনে।

"মহারাজ, আপনি এ কি কথা বলিতেছেন?" ইহা জিজ্ঞাসা করিয়া হস্তিপাল দুইটী গাথা বলিলেন :—

৭। বন্ধুভাবে, নরবর, যাহার শমন
থাকিবে না নিজপাশে, জরাসহ যার
ঘটিয়াছে চিরতরে মৈত্রীর বন্ধন,
'মরিব না' যার মনে এরূপ সংস্কার,
শতবর্ষ বিনা রোগে থাকিবার তরে
করুক দুর্ম্মতি সেই বাসনা অন্তরে।

৮। খেয়াঘাটে তরী লয়ে পাটনি যেমন বহি যায় পরপারে পারগামী জন,
জরা আর ব্যাধি, ভূপ, সেইরূপে, হায়, শমনের মুখে সদা জীবে লয়ে যায়।

এইরূপে প্রাণীদিগের আয়ুঃসংস্কারের ক্ষণিকত্ব প্রদর্শন করিয়া হস্তিপাল বলিতে লাগিলেন, "মহারাজ, আপনি যতক্ষণ এখানে দাঁড়াইয়া আছেন এবং আমি যতক্ষণ আপনাদের সহিত কথা বলিতেছি, তাহারই মধ্যে, আপনাদের সহিত কথা বলিবার কালে, ব্যাধি, জরা ও মরণ আমার নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। অতএব সকলেরই অপ্রমত্ত হওয়া কর্ত্তব্য।" এইরূপে উপদেশ দিয়া তিনি রাজাকে ও পিতাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক স্বীয় অনুচরদিগের সহিত বারাণসী রাজ্য পরিত্যাগ করিলেন, এবং প্রব্রজ্যাগ্রহণের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করিলেন। 'প্রব্রজ্যাই অতি উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম,' ইহা ভাবিয়া আরও বহুসংখ্যক লোক হস্তিপালের অনুগামী হইল। সমুদায়ে প্রব্রজ্যাকামী এই সকল ব্যক্তি এক যোজন স্থান অধিকার করিল। হস্তিপাল

ইহাদিগকে লইয়া গঙ্গাতীরে গমন করিলেন এবং গঙ্গোদকদর্শনে কৃৎস্নপরিকর্ম্ম করিয়া ধ্যানস্থ হইলেন। অনন্তর তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'এখানে অসংখ্য লোকের সমাগম হইবে। আমার অনুজত্রয়, মাতাপিতা, রাজা, রাজমহিষী সকলেই সানুচর প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবেন এবং বারাণসী জনহীন হইবে। ইহারা যতদিন না আসেন, ততদিন আমি এখানেই অপেক্ষা করিব।' এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি সেখানে অবস্থিতি করিয়াই সেই মহাজনসঙ্ঘকে উপদেশ দিতে লাগিলেন।

পরদিন রাজা ও পুরোহিত চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'হস্তিপাল কুমার ত রাজ্য ত্যাগ করিয়া বহু অনুচরসহ প্রব্রজ্যাগ্রহণের জন্য গঙ্গাতীরে বাস করিতেছে। অতএব এখন অশ্বপালকে পরীক্ষা করিয়া রাজপদে অভিষিক্ত করা যাউক।' তাঁহারা পূর্ব্ববৎ ঋষিবেশে অশ্বপালের গৃহদ্বারে গমন করিলেন। অশ্বপাল তাঁহাদিগকে দেখিয়া প্রসন্নচিত্তে অগ্রসর হইয়া পূর্ব্বোক্ত "এতকাল পরে আজ" ইত্যাদি গাথা দ্বারা তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিলেন। তাঁহারাও পূর্ব্ববৎ আপনাদের আগমনের কারণ জানাইলেন। অশ্বপাল বলিলেন "আমার অগ্রজ হস্তিপাল বিদ্যমান থাকিতে আমাকেই কেন প্রথমে শ্বেতচ্ছত্র দিতে চাহিতেছেন?" "বৎস, তোমার ভ্রাতা বলিয়াছেন, তাঁহার রাজ্যে প্রয়োজন নাই; তিনি প্রব্রজ্যাগ্রহণের অভিপ্রায়ে নিষ্ক্রমণ করিয়াছেন।" "তিনি এখন কোথায় আছেন?" 'তিনি গঙ্গাতীরে অবস্থিতি করিতেছেন।" "পিতঃ, আমার ভ্রাতা যে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিয়াছেন, তাহাতে আমার প্রয়োজন নাই। যাহারা নির্ব্বোধ, যাহাদের প্রজ্ঞা অতি ক্ষীণ, তাহারাই পাপ পরিহার করিতে পারে না। আমি ইহা নিশ্চিত বর্জ্জন করিব।" অনন্তর অশ্বপাল রাজা ও পুরোহিতকে ধর্ম্ম বুঝাইবার জন্য দুইটী গাথা বলিলেন :—

৯। বিষয়সুখের ভোগ আপাততঃ বটে মনোহর,
চোরাবালি সম ইহা,* কিংবা মহাপঙ্ক সুদুস্তর।
মৃত্যুর সদন ইহা, পড়ে যেই ভিতরে ইহার,
হীনচিত্ত হবে ক্রমে কভু নাহি লভে সে নিস্তার।†

১০। কতই নিষ্ঠুর কাজ এতকাল করিলাম, হায়!
এবে পড়িয়াছি ধরা, নাহি দেখি মুক্তির উপায়।
কুপ্রবৃত্তি নিরোধিয়া আত্মরক্ষা করিব এখন,
আর যেন পাপপথে মন নাহি ধায় কদাচন।

অশ্বপাল আবার বলিতে লাগিলেন, 'আপনারা এখানে যতক্ষণ অবস্থিতি করিতেছেন, এবং আমি আপনাদের সঙ্গে যতক্ষণ কথা বলিতেছি, ইহারই মধ্যে ব্যাধি, জরা ও মরণ আমার দিকে অগ্রসর হইয়াছে।" অনন্তর এক যোজনব্যাপী অনুচরবৃন্দসহ নিষ্ক্রমণপূর্ব্বক অশ্বপালও হস্তিপালের নিকট উপস্থিত হইলেন। হস্তিপাল আকাশে উপবেশনপূর্ব্বক অশ্বপালকে ধর্ম্মোপদেশ দিলেন এবং বলিলেন "ভ্রাতঃ, এখানে বহু লোকসমাগম হইবে। অতএব আমরা এখানেই অবস্থিতি করিব।" অশ্বপাল এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

তৃতীয় দিন রাজা ও পুরোহিত পূর্ব্ববৎ ঋষিবেশে কুমার গোপালের গৃহে গমন করিলেন এবং তৎকর্তৃক পূর্ব্ববৎ অভ্যর্থিত হইলেন। অনন্তর তাঁহারা আপনাদের আগমনের কারণ বলিলে গোপালও রাজ্য প্রত্যাখ্যান করিলেন। তিনি বলিলেন, "আমি অনেক দিন হইতেই

---

* তুঃ—দরীমুখ-জাতক (৩৭৮)। † অর্থাৎ নির্ব্বাণ।

প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। বনে গরু হারাইলে লোকে যেমন তাহার অনুসন্ধান করে, আমিও সেইরূপ প্রব্রজ্যার অনুসন্ধানে (অর্থাৎ সুযোগের অন্বেষণে) বেড়াইতেছিলাম। বনে যেমন গরুর পদচিহ্ন দেখিয়া সে কোন্ দিকে গিয়াছে তাহা বুঝা যায়, সেইরূপ ভ্রাতাদিগের পথ দেখিয়া আমিও প্রব্রজ্যার পথ পাইলাম। আমি এখন সেই পথেই চলিব।

১১। বনেতে হারালে গরু, দেখিতে না পাইয়া তাহায়
খোঁজে যথা লোকে তারে, আমি, ভূপ, সেই মত, হায়,
হারায়ে চরম লক্ষ্য— যাহে হয় সার্থক জীবন,
খুঁজিব না কেন তারে, করি এবে প্রব্রজ্যা গ্রহণ?"

রাজা বলিলেন, "বৎস গোপাল, চল, আমাদের সঙ্গে এক দিন, দুই দিন, কি তিন দিন থাক; আমাদিগকে সুখী করিয়া পরে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবে।" গোপাল উত্তর দিলেন, "কল্য করিব, ইহা বলা কর্তব্য নহে। যাহাতে কল্যাণ হইবে, এইরূপ কাজ অদ্যই নিষ্পন্ন করা উচিত।

১২। আজ না, করিব কাল, দেখা যাবে আর এক দিন,
ইহা বলি অবহেলা করে কার্য্য যারা মতিহীন।
ভবিষ্যতে কি বিধান? ভাবি ইহা চিত্তে সুধীগণ
সময় থাকিতে করে কুশলকর্ম্মের সম্পাদন।"

গোপাল এইরূপে, দুইটী গাথায়, ধর্ম্মপ্রদর্শনপূর্ব্বক বলিলেন, "দেখুন, আপনারা এখানে যতক্ষণ আসিয়াছেন এবং আমি আপনাদের সঙ্গে যতক্ষণ কথাবার্ত্তা বলিতেছি, ইহারই মধ্যে জরা, মরণ ও ব্যাধি আমার দিকে অগ্রসর হইয়াছে।" অনন্তর তিনি যোজনৈকব্যাপী অনুচরগণপরিবৃত হইয়া নিষ্ক্রমণপূর্ব্বক হস্তিপালের নিকটে গেলেন। হস্তিপাল আকাশে আসীন হইয়া তাঁহাকেও ধর্ম্মকথা শুনাইলেন।

অবশেষে রাজা ও পুরোহিত পূর্ব্ববৎ অজপালকুমারের গৃহদ্বারে গমন করিলেন। পূর্ব্বে যেরূপ বলা হইয়াছে, অজপালও সেইরূপে তাঁহাদের অভিনন্দন করিলেন। রাজা ও পুরোহিত আপনাদের আগমনকারণ বুঝাইয়া বলিলেন, "চল, তোমার মস্তকোপরি রাজচ্ছত্র উত্থাপন করি।" অজপাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার ভ্রাতারা কোথায়?" রাজা ও পুরোহিত উত্তর দিলেন, "রাজ্যে ইচ্ছা নাই বলিয়া তাঁহারা শ্বেতচ্ছত্র পরিহারপূর্ব্বক যোজনত্রয়ব্যাপী অনুচরবৃন্দপরিবৃত হইয়া নিষ্ক্রমণ করিয়াছেন এবং নদীতীরে অবস্থিতি করিতেছেন।" "আমি ভ্রাতৃগণনিক্ষিপ্ত নিষ্ঠীবন শিরে বহন করিয়া বিচরণ করিতে পারিব না; আমিও প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব।" "বৎস, তুমি বালক; আমাদের প্রতিপাল্য; বয়ঃপ্রাপ্ত হও, তখন প্রব্রজ্যা লইবে।" "আপনারা এ কি আজ্ঞা করিতেছেন? প্রাণিগণ অল্প বয়সেও মরে, অধিক বয়সেও মরে। এ অল্প বয়সে মরিবে, ও অধিক বয়সে মরিবে, কাহারও হস্তে বা পদে এমন কোন চিহ্ন আছে কি? আমি যখন আমার মরণকাল জানি না, তখন এই মুহূর্ত্তেই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব।

১৩। তরুণী কুমারী কত আয়তলোচনা, লীলা-বিলাসেতে যার সতত মগনা,
কতই পাইবে সুখ আশা মনে মনে; না পুরিতে আশা, হেন রমণীরতনে
মৃত্যু আসি করে গ্রাস, দেখিবারে পাই। কালাকাল বিচার না আছে তার ঠাঁই।

১৪। উচ্চকুলে জাত, ইন্দু জিনিয়া বদন,
ওষ্ঠেতে গোঁফের রেখা মাত্র দেখা যায়

কুসুমকিংশুকসম,—কি বলিব, হায়,
এ হেন যুবকে গ্রাসে নিষ্ঠুর শমন।
ত্যজিব বাসনা তাই, গৃহ পরিহরি
লইব প্রব্রজ্যা আমি, দাও দয়া করি
অনুমতি দাসে তব, রাখ এ মিনতি,
যাও চলি গৃহে ফিরি, ওহে নরপতি।

দেখুন না, আপনারা যতক্ষণ এখানে আসিয়াছেন এবং আমি যতক্ষণ আপনাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিতেছি, ইহারই মধ্যে ব্যাধি, জরা ও মরণ আমার দিকে অগ্রসর হইয়াছে।” ইহা বলিয়া অজপাল রাজার ও পুরোহিতের চরণ বন্দনাপূর্ব্বক একযোজনব্যাপী অনুচরবৃন্দে পরিবৃত হইয়া নিষ্ক্রমণ করিলেন এবং গঙ্গাতীরে উপনীত হইলেন। হস্তিপাল আকাশে আসীন হইয়া তাঁহাকেও ধর্ম্মকথা শুনাইলেন এবং বহুলোকসমাগম হইবে, ইহা ভাবিয়া সেখানেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

পরদিন পুরোহিত পল্যঙ্কে উপবেশন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, ‘আমার পুত্রগণ প্রব্রজ্যাগ্রহণ করিল, শাখাহীন হইলে বৃক্ষ যেমন স্থাণুমাত্রে পর্য্যবসিত হয়, মনুষ্যদিগের মধ্যে আমারও এখন সেই দশা ঘটিল। অতএব আমার পক্ষেও প্রব্রজ্যাগ্রহণই প্রকৃষ্ট পথ।’ মনে মনে এইরূপ আন্দোলন করিয়া তিনি ব্রাহ্মণীকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন,

১৫। তারে বলে শাখী, অঙ্গ শাখায় শোভিত যার,
ছিন্নশাখ হ'লে তরু, শোভা নাহি থাকে তার।
শাখাহীন তরুসম পুত্রহীন নর, প্রিয়ে।*
লইব প্রব্রজ্যা আমি গৃহ[illegible] তেয়াগিয়ে।

ইহা বলিয়া তিনি অন্যান্য ব্রাহ্মণদিগকে ডাকাইলেন। তাঁহার গৃহে ষাট হাজার ব্রাহ্মণ সমবেত হইলেন। তিনি ব্রাহ্মণদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনারা কি করিতে চান?” তাঁহারা উত্তর দিলেন, “আপনি কি করিবেন, আচার্য্য।” “আমি প্রব্রজ্যা লইয়া আমার পুত্রদিগের নিকট গমন করিব।” “নরক কেবল আপনার পক্ষেই উক্ত নহে, আমরাও প্রব্রজ্যা লইব।” তখন পুরোহিত ব্রাহ্মণীর হস্তে অশীতিকোটি ধন সমর্পণপূর্ব্বক যোজনব্যাপী ব্রাহ্মণসঙ্ঘে পরিবৃত হইয়া নিষ্ক্রমণ করিলেন এবং পুত্রদিগের নিকট উপস্থিত হইলেন। হস্তিপাল আকাশে আসীন হইয়া এই সকল ব্যক্তিকেও ধর্ম্মোপদেশ দিলেন।

পরদিন ব্রাহ্মণী ভাবিতে লাগিলেন, ‘আমার চারিটী পুত্রই শ্বেতচ্ছত্র ত্যাগপূর্ব্বক প্রব্রজ্যাগ্রহণের জন্য নিষ্ক্রমণ করিয়াছে, ব্রাহ্মণও রাজপৌরোহিত্য এবং অশীতিকোটি ধনের মায়া ছাড়িয়া পুত্রদিগের নিকট গিয়াছেন। এখন আমার কর্ত্তব্য কি? আমিও পুত্রদিগের পথই অনুসরণ করিব।’ অনন্তর তিনি একটী প্রাচীন উদাহরণ স্মরণ করিয়া এই উদানগাথা বলিলেন:—

১৬। “বর্ষাশেষে হংসগণ ঊর্ণনাভ জাল† ভেদি
ক্রৌঞ্চবৎ করেছিল প্রয়াণ আকাশে,
পুত্রপতি প্রব্রাজক; হেরি ইহা যাইব না
প্রজ্ঞালাভতরে কেন আমি বনবাসে?

* মূলে, ‘বাসেট্ঠি’ অর্থাৎ ‘বশিষ্ঠগোত্রজে’ এই পদ আছে।

† এই গাথার ব্যাখ্যায় টীকাকার বলিয়াছেন:—‘পুরাকালে ষণ্ণবতি সহস্র সুবর্ণহংস কাঞ্চনগুহায়

ইহা জানিয়া আমিও কেন প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব না?" এই সিদ্ধান্ত করিয়া পুরোহিতপত্নী অন্যান্য ব্রাহ্মণীদিগকে আহ্বানপূর্ব্বক বলিলেন, "তোমরা কি করিবে, জানিতে চাই।" তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি করিবেন আর্য্যে?" "আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব।" "তবে আমরাও প্রব্রাজিকা হইব।" তখন পুরোহিতপত্নী সেই বিভব পরিহারপূর্ব্বক যোজন-ব্যাপী ব্রাহ্মণীবৃন্দসহ পুত্রদিগের নিকট গমন করিলেন। হস্তিপাল এই সকল ব্যক্তিকেও আকাশে আসীন হইয়া ধর্ম্মকথা শুনাইলেন।

পরদিন রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আমার পুরোহিত কোথায়?' কর্ম্মচারীরা উত্তর দিল, "মহারাজ, পুরোহিত এবং তাঁহার ব্রাহ্মণী সমস্ত ঐশ্বর্য্য ত্যাগপূর্ব্বক যোজনদ্বয়ব্যাপী অনুচরবৃন্দসহ তাঁহাদের পুত্রদিগের নিকট গমন করিয়াছেন।" অস্বামিক ধন রাজার প্রাপ্য, এই নিমিত্ত রাজা পুরোহিতের গৃহ হইতে তাঁহার ত্যক্ত সম্পত্তি আনাইলেন। তাঁহার অগ্রমহিষী কর্ম্মচারীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ এ কি করিতেছেন?" তাঁহারা উত্তর দিলেন, "পুরোহিতের গৃহ হইতে ধন আনাইতেছেন।" 'পুরোহিত কোথায়?" "তিনি প্রব্রজ্যাগ্রহণের জন্য ভার্য্যাসহ নিষ্ক্রমণ করিয়াছেন।" ইহা শুনিয়া মহিষী ভাবিতে লাগিলেন, 'তাই ত, ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণী ও তাঁহাদের পুত্রচতুষ্টয় যে মল ও নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, এই মূঢ় রাজা মোহবশে তাহা স্বগৃহে আনয়ন করিতেছেন! ইঁহাকে একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রবুদ্ধ করিতে হইবে।' তিনি কসাইখানা হইতে মাংস আনাইয়া রাজাঙ্গনে স্তূপাকারে রাখাইলেন, এবং ঊর্দ্ধদিকে একটী মাত্র ঋজুপথ রাখিয়া সমস্ত জাল দিয়া ঘেরাইলেন। গৃধ্রগণ দূর হইতে এই মাংসস্তূপ দেখিয়া তাহা খাইবার জন্য অবতরণ করিল। কিন্তু তাহাদের মধ্যে যাহারা বুদ্ধিমান্, তাহারা চতুর্দ্দিকে জাল প্রসারিত দেখিয়া ভাবিল, 'আমাদের দেহ অতি ভারী হইলে আমরা উড়িতে অসমর্থ হইব।' কাজেই তাহারা ভুক্তমাংস উদ্গিরণপূর্ব্বক ঋজুপথে ঊর্দ্ধে উড়িয়া গেল, কেহই জালে আবদ্ধ হইল না। কিন্তু যাহারা নির্ব্বোধ, তাহারা ঐ উদ্গীর্ণ মাংসও খাইয়া ফেলিল। ইহাতে তাহাদের দেহ অতি ভারী হইল বলিয়া তাহাদের উৎপতনের শক্তি রহিল না, কাজেই তাহারা জালে আবদ্ধ হইল। রাজভৃত্যেরা ইহাদের একটা গৃধ্র লইয়া মহিষীকে দেখাইল; মহিষী উহা লইয়া রাজার নিকট গেলেন এবং বলিলেন, "আসুন, মহারাজ, অঙ্গনে কি কাণ্ড হইয়াছে দেখি গিয়া।" অনন্তর তিনি গবাক্ষ উন্মোচন করিয়া বলিলেন, "মহারাজ, ঐ গৃধ্রগুলার দুর্দ্দশা দেখুন।

১৭। আহারের পর যারা করিল বমন, স্বচ্ছন্দে উড়িয়া গেল সেই পক্ষিগণ।
খাইয়া বমন কিন্তু না করিল যারা, ধরা পড়িয়াছে মোর হাতে, দেখ, তারা।

বর্ষাকালে ব্যবহারের জন্য পর্য্যাপ্ত শালি নিক্ষেপ করিয়া হিমের ভয়ে বাহির হইতে পারে নাই, সেখানেই চারিমাস অতিবাহিত করিয়াছিল। এদিকে একটা ঊর্ণনাভ গুহাদ্বার জাল দ্বারা বদ্ধ করিয়াছিল। হংসেরা আপনাদের মধ্যে দুইটা হংসযুবককে দ্বিগুণ খাদ্য খাইতে দিত, ইহাতে তাহারা এত বলবান্ হইয়াছিল যে, তাহারা সেই জাল ছেদ করিয়া অগ্রে অগ্রে গিয়াছিল এবং অবশিষ্ট হংসগণ তাহাদের গমনপথের অনুসরণ করিয়াছিল।" গাথার 'হিমাচ্চয়ে' (হিমাত্যয়ে) শব্দের "বর্ষাবসানে" অর্থটী একটু অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এই অর্থ না ধরিলে প্রাচীন কথাটীর সহিত ইহার সুসঙ্গতি হয় না। হিমাচ্চয়ে=বসন্তান্তে। এই হংসদিগের আখ্যায়িকা অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত আকারে মহাসুতসোম-জাতকে (৫৩৭) প্রদত্ত হইবে।

১৮। ব্রাহ্মণ ভোগের বস্তু করিল বমন; তুমি কি সে বান্তদ্রব্য করিবে ভোজন?
বান্তদ্রব্য, নরনাথ, ভোজন যে করে, সকলে ধিক্কার দেয় অধম সে নরে।"

মহিষীর কথায় রাজার অনুতাপ জন্মিল। ভবত্রয়* তাঁহার নিকট প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় দুঃসহ বোধ হইতে লাগিল। তিনি স্থির করিলেন, 'অদ্যই আমার প্রব্রজ্যা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।' মনের আবেগবশতঃ তিনি মহিষীর স্তুতি করিয়া এই গাথাটী বলিলেন :—

১৯। মহাপঙ্কে কিংবা চোরাবালির ভিতরে পড়িলে দুর্ব্বলে যথা সবলে উদ্ধারে,
তুমিও, পাঞ্চালি, আজ সুমিষ্ট গাথায় উদ্ধারিলে পাপপঙ্ক হইতে আমায়।

অনন্তর সেই মুহূর্ত্তেই প্রব্রজ্যা লইবার ইচ্ছায় রাজা অমাত্যদিগকে ডাকাইয়া বলিলেন, "আপনারা এখন কি করিবেন?" তাঁহারা উত্তর দিলেন, "আপনি কি করিবেন, মহারাজ?" "আমি হস্তিপালের নিকটে গিয়া প্রব্রজ্যা লইব।" "আমরাও প্রব্রজ্যা লইব, মহারাজ।" তখন রাজা দ্বাদশযোজনব্যাপী বারাণসী রাজ্য ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "যাহার ইচ্ছা হয়, শ্বেতচ্ছত্র গ্রহণ করিতে পারে।" তিনি যোজনত্রয়ব্যাপী অমাত্যানুচরগণসহ হস্তিপাল কুমারের নিকট গমন করিলেন। হস্তিপাল আকাশে আসীন হইয়া সেই সকল লোককেও ধর্ম্মকথা শুনাইলেন।

শাস্তা রাজার প্রব্রজ্যাগ্রহণবৃত্তান্ত পরিস্ফুট করিবার জন্য বলিলেন,

২০। ইহা বলি মহারাজ চক্রবর্ত্তী এসুকারী
রাজ্য ত্যজি করিলেন প্রব্রজ্যা গ্রহণ,
যতনে পালিত গজ যায় চলি বনে যথা
পরাধীনতাপাশ করিয়া ছেদন।

নগরে তখনও যে সকল লোক ছিল, তাহারা পরদিন রাজদ্বারে সমবেত হইল, মহিষীকে সংবাদ দিয়া প্রাসাদে প্রবেশ করিল এবং তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক একান্তে দাঁড়াইয়া বলিল :—

২১। রাজ্য ত্যজি নরনাথ যথারুচি করেছেন প্রব্রজ্যা গ্রহণ,
রক্ষিব তোমায় মোরা; পাল রাজ্য এবে, দেবি, রাজার মতন।

মহিষী সেই বিশাল জনসঙ্ঘের কথা শুনিয়া নিম্নলিখিত অবশিষ্ট গাথাগুলি বলিলেন :—

২২। রাজ্য ত্যজি নরনাথ যথারুচি করেছেন প্রব্রজ্যা গ্রহণ,
ত্যজি কাম মনোরম আমি এবে একাকিনী করিব ভ্রমণ।
২৩। রাজ্য ত্যজি নরনাথ যথারুচি করেছেন প্রব্রজ্যা গ্রহণ,
কাম্যবস্তু আছে যত, ত্যজি সব একাকিনী করিব ভ্রমণ।
২৪। কালস্রোত বহে সদা, দিবা, রাত্রি পর পর আসে আর যায়,
কৌমার-যৌবন আদি বয়সের গুণ যত ক্রমে লোপ পায়।
অনিত্য এ সুখ তরে কে বল রহিবে ঘরে বন্দীর মতন?
ত্যজি কাম মনোরম আমি তাই একাকিনী করিব ভ্রমণ।
২৫। কালস্রোত বহে সদা, দিবা, রাত্রি পর পর আসে আর যায়;
কৌমার-যৌবন আদি বয়সের গুণ যত ক্রমে লোপ পায়।
অনিত্য এ সুখ তরে কে বল রহিবে ঘরে বন্দীর মতন?
কাম্যবস্তু আছে যত ত্যজি সব একাকিনী করিব ভ্রমণ।

* ভব বা সংসার। ইহা ত্রিবিধ—কামভব, রূপভব ও অরূপভব, অর্থাৎ কামলোকে, রূপলোকে ও অরূপলোকে জন্ম। জন্মমাত্রই দুঃখকর—তাহা যেখানেই হউক না কেন।

২৬। কালস্রোত বহে সদা ; দিবা, রাত্রি পর পর আসে আর যায় ;
কৌমার-যৌবন আদি বয়সের ধর্ম্ম যত ক্রমে লোপ পায়।
রাগ দ্বেষ আদি, তাই, সমস্ত বন্ধন আমি করিয়া ছেদন
লভি শান্তি সুশীতল নিরুদ্বেগে একাকিনী করিব ভ্রমণ।

সমবেত জনসঙ্ঘকে এই গাথাগুলি দ্বারা ধর্ম্মোপদেশ দিয়া মহিষী অমাত্যপত্নীদিগকে আহ্বান করাইলেন এবং তাঁহারা কি করিবেন, জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "আর্য্যে, আপনি কি করিবেন ?" মহিষী উত্তর দিলেন, "আমি প্রব্রজ্যা লইব।" তখন তাঁহারাও প্রব্রজ্যা লইবেন, এই সঙ্কল্প জানাইলেন। মহিষী তাঁহাদের উদ্দেশ্য অনুমোদন করিলেন এবং রাজভবনের সুবর্ণভাণ্ডারাদি উন্মুক্ত করাইয়া একখানি সুবর্ণফলকে লেখাইলেন, "অমুক স্থানে মহাধন নিহিত আছে। আমি তাহা দান করিলাম ; যাহার ইচ্ছা, সে তাহা গ্রহণ করিতে পারে।" অনন্তর মহাবেদীর একটা স্তম্ভে তিনি এই ফলক বান্ধিয়া রাখাইলেন এবং ভেরীবাদন দ্বারা নগরবাসীদিগকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইয়া বিপুল সম্পত্তি পরিহারপূর্ব্বক নগর হইতে নিষ্ক্রমণ করিলেন। 'রাজা এবং রাণী, উভয়েই না কি প্রব্রজ্যাকামী হইয়া রাজ্যত্যাগপূর্ব্বক নিষ্ক্রমণ করিয়াছেন, এখন আমাদের কি উপায় হইবে', ইহা ভাবিয়া নগরের সমস্ত লোক সংক্ষুব্ধ হইল। তাহারাও, যাহার গৃহে যে সম্পত্তি ছিল, সমস্ত পরিহারপূর্ব্বক স্ব স্ব পুত্রকন্যাদির হস্ত ধারণ করিয়া নিষ্ক্রমণ করিল। বিপণিসমূহ উন্মুক্ত রহিল ; কেহ তাহাদিগের দিকে ফিরিয়াও দৃক্‌পাত করিল না ; ফলতঃ সমস্ত নগর জনহীন হইল।

মহিষী এইরূপে ত্রিযোজনব্যাপী জনসঙ্ঘসহ হস্তিপালের নিকট উপস্থিত হইলেন। হস্তিপাল আকাশে আসীন হইয়া মহিষীর অনুচরদিগকেও ধর্ম্মকথা শুনাইলেন এবং সমুদায়ে দ্বাদশযোজন বিস্তীর্ণ জনসঙ্ঘসহ হিমালয়াভিমুখে গমন করিলেন। 'হস্তিপাল কুমার দ্বাদশযোজন বিস্তীর্ণ বারাণসীপুরী শূন্য করিয়া অসংখ্য অনুচরসহ প্রব্রজ্যাকামনায় হিমালয়ে যাইতেছেন, আমাদের ত ইহা অপেক্ষাও অধিক করা কর্ত্তব্য', ইহা ভাবিয়া সমস্ত কাশীরাজ্যবাসী সংক্ষুব্ধ হইল। অচিরে হস্তিপালের অনুচরগণ ত্রিশ যোজন স্থান ব্যাপিয়া চলিল। হস্তিপাল তাহাদিগকে লইয়া হিমালয়ে প্রবেশ করিলেন। শক্র চিন্তা করিয়া এই বৃত্তান্ত জানিতে পারিলেন এবং ভাবিলেন, 'হস্তিপাল নিষ্ক্রমণ করিয়াছেন, তজ্জন্য বহুলোকসমাগম হইবে ; তাহাদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।' তিনি বিশ্বকর্ম্মাকে আজ্ঞা দিলেন, "তুমি গিয়া ছত্রিশ যোজন দীর্ঘ এবং পনর যোজন বিস্তৃত একটী আশ্রম প্রস্তুত কর এবং প্রব্রাজকদিগের যে যে দ্রব্য আবশ্যক, সমস্ত সংগ্রহ করিয়া রাখ।" বিশ্বকর্ম্মা 'যে আজ্ঞা' বলিয়া যাত্রা করিলেন এবং গঙ্গাতীরে এক রমণীয় ভূভাগে উক্তরূপ আশ্রম রচনাপূর্ব্বক তাহার মধ্যে সহস্র সহস্র পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিলেন, সে গুলি কাষ্ঠাস্তরণ ও পর্ণাস্তরণযুক্ত আসনাদি দ্বারা সজ্জিত করিলেন এবং তাহাদের মধ্যে প্রব্রাজক-ব্যবহার্য্য সর্ব্ববিধ উপকরণ রাখিয়া দিলেন। প্রত্যেক পর্ণশালার স্বতন্ত্র দ্বার ; প্রত্যেক পর্ণশালার সম্মুখে চঙ্‌ক্রমণস্থান এবং রাত্রিবাস ও দিবাবাসের জন্য পৃথক্ পৃথক্ ব্যবস্থা ; প্রকোষ্ঠগুলি সুধাধবলিত ; বিশ্রাম করিবার জন্য কাষ্ঠফলক ; স্থানে স্থানে ফুলের গাছ ; তাহাতে নানা-বর্ণের সুরভি পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া আছে ; প্রত্যেক চঙ্‌ক্রমণের একপ্রান্তে জলপূর্ণ * কূপ ;

* মূলে 'উদক ভরিত' আছে। ভরিত=পূর্ণ। তুং—বাঙ্গালা 'ভরা'।

কূপের পার্শ্বে ফলবান্ বৃক্ষ, একই বৃক্ষে সর্ব্ববিধ ফল ফলিতেছে। এ সমস্তই দৈবশক্তিদ্বারা সম্পাদিত হইল। বিশ্বকর্ম্মা এই আশ্রম নির্ম্মাণপূর্ব্বক পর্ণশালাসমূহে প্রব্রাজক-ব্যবহার্য্য সমস্ত দ্রব্যসম্ভার রাখিয়া ভিত্তিতে উৎকৃষ্ট হিঙ্গুলদ্বারা এই কয়টী কথা লিখিলেন:—'যে কেহ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি এই সকল দ্রব্য গ্রহণ করুন।' অনন্তর তিনি স্বকীয় অনুভাববলে সেই স্থান হইতে সর্ব্ববিধ কঠোর শব্দ, সর্ব্ববিধ কদাকার পশুপক্ষী এবং যক্ষপিশাচাদি অপদেবতা অপসারিত করিয়া স্বস্থানে প্রতিগমন করিলেন।

হস্তিপাল একপদিক পথে চলিতে চলিতে শক্রদত্ত এই আশ্রমে প্রবেশ করিলেন এবং হিঙ্গুলচিত্রিত অক্ষরগুলি দেখিয়া ভাবিলেন, 'আমি যে মহাভিনিষ্ক্রমণ করিয়াছি, শক্র, বোধ হয়, তাহা জানিতে পারিয়াছেন।' তিনি একটী পর্ণশালার দ্বার উন্মোচনপূর্ব্বক তাহাতে প্রবেশ করিলেন, সেখানে ঋষিপ্রব্রজ্যার চিহ্ন ধারণ করিয়া বাহিরে আসিলেন, একটী চঙ্ক্রমণে অবতরণ করিয়া কয়েকবার বিচরণ করিলেন, সঙ্গে যে সকল লোক ছিল, তাহাদিগকে প্রব্রজ্যা দিলেন এবং আশ্রমের অন্যান্য অংশ দেখিতে গেলেন। যে সকল রমণীর সঙ্গে অল্পবয়স্ক পুত্রকন্যা ছিল, তিনি তাহাদের বাসের জন্য মধ্যভাগের পর্ণশালাগুলি নিয়োজিত করিলেন; তাহার পার্শ্বে যথাক্রমে প্রবীণা রমণীদিগের ও বন্ধ্যা রমণীদিগের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। ইহার বাহিরে চতুর্দ্দিকে অন্য যে সকল পর্ণশালা ছিল, সেগুলিতে পুরুষেরা থাকিতে আদিষ্ট হইলেন।

এই ঘটনার পর জনৈক রাজা, বারাণসীতে কোন রাজা নাই শুনিয়া ঐ নগর দেখিতে গেলেন। তিনি অলঙ্কৃত ও সুসজ্জিত নগরের শোভা দেখিলেন এবং রাজভবনে গমন করিয়া ইতস্ততঃ রত্নরাশি পড়িয়া রহিয়াছে দেখিয়া ভাবিতে লাগিলেন, 'অহো, সুযোগ পাইবামাত্র এরূপ নগর ত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যাগ্রহণ কি অসাধারণ ঔদার্য্যের কার্য্য!' এক ব্যক্তি সুরাপানে উন্মত্ত হইয়া সেখান দিয়া যাইতেছিল, তিনি তাহাকে পথ জিজ্ঞাসা করিয়া হস্তিপালকে দেখিবার জন্য যাত্রা করিলেন। তিনি বনান্তে আসিয়াছেন জানিয়া হস্তিপাল প্রত্যুদ্গমন করিলেন এবং আকাশে আসীন হইয়া তাঁহাকে ও তাঁহার অনুচরদিগকে ধর্ম্মকথা শুনাইলেন। অনন্তর তিনি তাঁহাদিগকে আশ্রমে লইয়া গেলেন এবং সকলকেই প্রব্রজ্যা দিলেন। এইরূপে আরও ছয় জন রাজা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। এই সাত জন রাজাই সর্ব্ববিধ ভোগের দ্রব্য ত্যাগ করিলেন। অতঃপর নিরন্তর আরও লোক গিয়া ষট্‌ত্রিংশ-যোজনব্যাপী এই আশ্রমপদ পূর্ণ করিতে লাগিল। যখনই কোন ব্যক্তির মনে কামভাবের বা অন্য কোন বিষয়চিন্তার উদয় হইত, তখনই সেই মহাপুরুষ তাঁহাকে ধর্ম্মকথা শুনাইতেন, ব্রহ্মবিহার-ভাবনা শিক্ষা দিতেন এবং কৃৎস্নপরিকর্ম্মদ্বারা চিত্তস্থৈর্য্য সম্পাদন করিতে বলিতেন। এইরূপে তাঁহারা সকলেই ক্রমশঃ ধ্যান শিক্ষা করিলেন এবং অভিজ্ঞা লাভ করিলেন। তাঁহাদের তিন ভাগের দুই ভাগ ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইলেন; তৃতীয় ভাগের তৃতীয়াংশও ব্রহ্মলোকে এবং তৃতীয়াংশ ষট্‌কামস্বর্গে জন্মান্তর লাভ করিলেন; অবশিষ্ট একভাগ ঋষিদিগের পরিচর্য্যা করিয়া পুনর্ব্বার মনুষ্যলোকে জন্মিলেন; কিন্তু তাঁহারাও ত্রিবিধ * কুশলসম্পত্তিরই অধিকারী হইলেন। এইরূপে হস্তিপালের শিক্ষাবলে নিরয়গমন, তির্য্যগ্‌যোনিতে, প্রেতলোকে ও অসুরলোকে জন্মগ্রহণ প্রভৃতি দুর্গতি নিবারিত হইল।

* নৈষ্ক্রম্য, অব্যাপাদ ও অবিহিংসা। ইহারা যথাক্রমে অলোভ, অক্রোধ ও অমোহ হইতে জাত। প্রথম খণ্ডের ৮ম পৃষ্ঠের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

পৃথিবীচালক স্থবির ধর্ম্মগুপ্ত,* কটকান্ধকারবাসী স্থবির পুষ্যদেব, উপরিমণ্ডলকমলয়বাসী স্থবির মহাসঙ্ঘরক্ষিত, স্থবির মলিমহাদেব, ভগ্গিরিবাসী স্থবির মহাদেব, বামন্তপব্ভারবাসী স্থবির মহাশিব, কাড়বল্লি-মণ্ডপবাসী স্থবির মহানাগ, ইঁহারা, প্রথমে কুদ্দালের, পরে যথাক্রমে মূগপক্ষ, চূলহংসসোনের, অয়োঘর পণ্ডিতের এবং হস্তিপালের অনুচরভাবে থাকিয়া সর্ব্বশেষে এই তাম্রপর্ণীদ্বীপে অভিনিষ্ক্রমণ করিয়াছিলেন। এই জন্যই ভগবান্ বলিয়াছিলেন, "কল্যাণেতে কর ত্বরা" ইত্যাদি (ধর্ম্মপদ, ১১৬) †, অর্থাৎ যাহা কল্যাণকর, তাহা অতি সত্বর সম্পাদন করা কর্ত্তব্য।

[এই ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা বলিলেন "ভিক্ষুগণ, তথাগত পূর্ব্বেও মহানিষ্ক্রমণ করিয়াছিলেন।"

সমবধান—তখন মহারাজ শুদ্ধোদন ছিলেন রাজা এষুকারী, মহামায়া ছিলেন তাঁহার মহিষী, কাশ্যপ ছিলেন তাঁহার পুরোহিত, ভদ্রকাপিলিনী ছিলেন পুরোহিতপত্নী, অনিরুদ্ধ ছিলেন অজপাল, মৌদ্গল্যায়ন ছিলেন গোপাল, সারীপুত্র ছিলেন অশ্বপাল, বুদ্ধশিষ্যেরা ছিল সেই জনসঙ্ঘ, এবং আমি ছিলাম হস্তিপাল।]

৫১০—অয়োঘর-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি-কালে মহানিষ্ক্রমণসম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নয়, পূর্ব্বেও তথাগত মহানিষ্ক্রমণ করিয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীতে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার অগ্রমহিষী গর্ভবতী হইলে গর্ভরক্ষার জন্য যথাবিধি সংস্কারাদি সম্পাদিত হইল এবং তিনি পূর্ণগর্ভা হইয়া এক দিন প্রত্যূষসময়ে এক পুত্র প্রসব করিলেন। পূর্ব্ব জন্মে তাঁহার এক সপত্নী ছিল। সে প্রার্থনা করিয়াছিল, 'তোর গর্ভজাত সন্তানকে যেন খাইতে পাই।' ঐ রমণী নাকি বন্ধ্যা ছিল; সেইজন্য পুত্রবতী সপত্নীর প্রতি বিদ্বেষবশতঃ এইরূপ প্রার্থনা করিয়াছিল। অনন্তর সে দেহত্যাগপূর্ব্বক যক্ষযোনিতে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইয়াছিল। আর তাহার সেই পুত্রবতী সপত্নী রাজার অগ্রমহিষী হইয়া এক্ষণে পুত্র প্রসব করিলেন। ঐ যক্ষী এতকাল পরে সুযোগ পাইয়া ভীষণ রূপ ধারণ করিল এবং মহিষীর চক্ষুর সম্মুখেই তাঁহার পুত্রটীকে লইয়া পলায়ন করিল। 'ওগো, যক্ষী আমার ছেলে লইয়া পলাইল', ইহা বলিয়া মহিষী চীৎকার করিয়া উঠিলেন; এদিকে যক্ষী, লোকে যেমন মূলা খায়, সেইরূপে কচ কচ করিয়া ছেলেটীকে খাইয়া ফেলিল এবং মহিষীকে হাত-পা নাড়িয়া নানারূপ ভয় দেখাইয়া চলিয়া গেল। রাজা এই দুর্ঘটনা শুনিলেন, কিন্তু নীরব রহিলেন, কারণ তিনি ভাবিলেন, 'আমি যক্ষীর কি করিতে পারি?'

ইহার পর মহিষীর যখন আবার প্রসবের সময় আসিল, তখন রাজা তাঁহার জন্য অনেক রক্ষক নিযুক্ত করিলেন। মহিষী এবারও পুত্র প্রসব করিলেন; কিন্তু যক্ষী আসিয়া তাহাকেও খাইয়া গেল।

তৃতীয় বারে মহাসত্ত্ব মহিষীর গর্ভে জন্মান্তর গ্রহণ করিলেন। রাজা বহুলোক ডাকাইয়া বলিলেন, "মহিষী যখনই পুত্র প্রসব করেন, তখনই এক যক্ষী আসিয়া তাহাকে খাইয়া ফেলে। এসম্বন্ধে তোমাদের বিবেচনায় কি কর্ত্তব্য?" এক জন উত্তর দিল,

---

* অর্থাৎ তাঁহার অসাধারণ ধর্ম্মপরায়ণতায় পৃথিবী পর্য্যন্ত কম্পিত হইয়াছিল।

† অভিত্থরেথ কল্যাণে পাপা চিত্তং নিবারয়ে, দন্ধং হি করতো পুঞ্ঞং পাপস্মিং রমতী মনো। দন্ধং = মন্দং।

"মহারাজ, যক্ষীরা নাকি তালপাতা ভয় করে; আপনি মহিষীর হাতে পায়ে তালপাতা বাঁধিয়া রাখুন।" আর এক জন পরামর্শ দিল, "যক্ষীরা লোহার ঘর ভয় করে; অতএব আপনি একটা লোহার ঘর প্রস্তুত করুন।" রাজা দেখিলেন, শেষের প্রস্তাবটাই উত্তম। তিনি রাজ্যের সমস্ত কর্ম্মকার আনাইয়া তাহাদিগকে অয়োগৃহ নির্ম্মাণ করিতে আজ্ঞা দিলেন এবং তাহাদের কাজকর্ম্ম দেখিবার জন্য পরিদর্শক নিযুক্ত করিলেন। তাহারা নগরের মধ্যস্থানে এক রমণীয় ভূভাগে গৃহ নির্ম্মাণ করিল; তাহার স্তম্ভ-প্রভৃতি সমস্তই লৌহময় হইল। তাহারা নয় মাস খাটিয়া এই প্রকাণ্ড চতুরস্রশাল গৃহ নির্ম্মাণ করিল; গৃহাভ্যন্তরে প্রতিদিন প্রদীপ জ্বলিতে লাগিল।

মহিষী পূর্ণগর্ভা হইয়াছেন জানিয়া রাজা এই অয়োগৃহ সুসজ্জিত করিলেন এবং মহিষীকে লইয়া তাহাতে প্রবেশ করিলেন। মহিষী সেখানে সৌভাগ্যসূচক-পুণ্যলক্ষণযুক্ত এক পুত্র প্রসব করিলেন; এই পুত্রের নাম রাখা হইল 'অয়োঘর-কুমার'। রাজা বহু রক্ষক নিযুক্ত করিয়া কুমারকে ধাত্রীহস্তে সমর্পণপূর্ব্বক মহিষীসহ নগর প্রদক্ষিণ করিলেন এবং অলঙ্কৃত রাজভবনে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এদিকে যক্ষী জল আনিতে গিয়া * বৈশ্রবণের জল অপহরণ করিয়াছিল বলিয়া বিনষ্ট হইল।

মহাসত্ত্ব অয়োগৃহে থাকিয়া বাড়িতে লাগিলেন ও জ্ঞানলাভ করিলেন এবং ক্রমে সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী হইলেন।

একদিন রাজা অমাত্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন আমার পুত্রের বয়স্ কত হইল?" অমাত্যেরা বলিলেন, "মহারাজ, তাঁহার বয়স্ এখন ষোল বৎসর; তিনি শৌর্য্যবান্ ও বলিষ্ঠ, তিনি সহস্র যক্ষকেও পরাভূত করিতে পারেন।" তখন পুত্রকে রাজ্য দান করিবার অভিপ্রায়ে রাজা সমস্ত নগর সুসজ্জিত করাইলেন এবং আদেশ দিলেন, "তাঁহাকে অয়োগৃহ হইতে বাহির করিয়া আন।" অমাত্যেরা "যে আজ্ঞা" বলিয়া দ্বাদশযোজনবিস্তীর্ণ বারাণসী নগরী সুসজ্জিত করিলেন, মঙ্গলহস্তী লইয়া অয়োগৃহে উপস্থিত হইলেন, কুমারকে অলঙ্কার পরাইয়া তাহার স্কন্ধে স্থাপন করিলেন, এবং নিবেদন করিলেন; "দেব, এই অলঙ্কৃত নগর আপনার পৈতৃক সম্পত্তি। কাশীরাজ আপনার পিতা। আপনি নগর প্রদক্ষিণপূর্ব্বক পিতাকে প্রণাম করুন, অদ্যই আপনি শ্বেতচ্ছত্র লাভ করিবেন।"

মহাসত্ত্ব নগর প্রদক্ষিণ করিলেন এবং রমণীয় উদ্যান, নানাবর্ণের পদ্মশোভিত মনোহর সরোবর, সুন্দর রাজভবন ইত্যাদি দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, "পিতা আমাকে এতকাল বন্ধনাগারে বাস করাইয়াছেন; এমন যে সুন্দর নগর, একবারও তাহা দেখিতে দেন নাই। আমি কি দোষ করিয়াছি?" তিনি অমাত্যদিগকে এই প্রশ্ন করিলে তাঁহারা উত্তর দিলেন, "আপনার কোন দোষ নাই, এক যক্ষী আপনার দুই সহোদরকে খাইয়া ফেলিয়াছিল। সেইজন্য আপনার পিতা আপনাকে অয়োগৃহে রাখিয়াছিলেন। অয়োগৃহই আপনার প্রাণরক্ষা করিয়াছে।" অমাত্যদিগের কথা শুনিয়া মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, "আমি দশ মাস মাতৃগর্ভে বাস করিয়াছি; তাহা লৌহকুম্ভনরক বা বিষ্ঠানরকের সদৃশ। মাতৃগর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার পরে ষোল বৎসর এই বন্ধনাগারে থাকিলাম; একবার গৃহের বাহিরে তাকাইতেও পারি নাই, যক্ষীর হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছি বটে, কিন্তু আমি ত

* মূলে 'উদকবারং গন্ত্বা' আছে। উদকবার=জল আনিবার বার বা পালা, অথবা জল আনয়ন করা।

অজর ও অমর হইতে পারি নাই। এখন আমার রাজ্যে কি প্রয়োজন? রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলে নিক্রমণ দুঃসাধ্য হইবে। অতএব অদ্যই পিতার নিকট প্রব্রজ্যাগ্রহণের অনুমতি লইব এবং হিমালয়ে গিয়া প্রব্রজ্যা লইব।' এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি নগর প্রদক্ষিণপূর্ব্বক রাজভবনে প্রবেশ করিলেন এবং রাজাকে প্রণিপাত করিয়া অবস্থিত হইলেন।

পুত্রের শরীর-শোভা দেখিয়া রাজা গাঢ়স্নেহাভিভূত হইলেন এবং অমাত্যদিগের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। অমাত্যেরা বলিলেন, "মহারাজ, আমাদিগকে কি করিতে হইবে?" রাজা বলিলেন, "তোমরা আমার পুত্রকে রত্নরাশির উপর উপবেশন করাও, শঙ্খোদকে তাহার অভিষেক কর এবং তাহার মস্তকোপরি কাঞ্চনমালাশোভিত শ্বেতচ্ছত্র ধারণ কর।" তখন মহাসত্ত্ব পিতাকে আবার প্রণাম করিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আমার রাজ্যে কোন প্রয়োজন নাই; আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব; আপনি আমাকে অনুমতি দিন।" রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, তুমি কি কারণে রাজ্য প্রত্যাখ্যান করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবে?" "দেব, আমি মাতৃকুক্ষিতে দশমাস বাস করিয়াছি; তাহা বিষ্ঠানরকের সদৃশ। ভূমিষ্ঠ হইয়া আবার যক্ষীর ভয়ে ষোল বৎসর বন্ধনাগারে আবদ্ধ ছিলাম; একবার বাহিরে তাকাইতে পারি নাই। আমি যেন এত দিন উৎসদনরকে নিক্ষিপ্ত ছিলাম। আমি যক্ষীর গ্রাস হইতে মুক্ত হইয়াছি বটে, কিন্তু অজর ও অমর হইতে পারি নাই। কেহই মৃত্যুকে জয় করিতে পারে না। জীবন এখন আমার পক্ষে উৎকণ্ঠাময়। যত দিন ব্যাধি, জরা ও মরণ উপস্থিত না হয়, তত দিন প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মচর্য্যা করিব, আমার রাজ্যে প্রয়োজন নাই, মহারাজ, আমাকে অনুমতি দিন।" অনন্তর মহাসত্ত্ব পিতাকে ধর্ম্মপ্রদর্শন করিবার জন্য বলিতে লাগিলেন:—

১। যে নিশিতে পশে জীব জননীজঠরে
সে নিশি হ'তে সতত বহে জীবনের স্রোত,
ফিরেনা কখনো তাহা মুহূর্ত্তের তরে।
বাতাহত মেঘ যথা একই দিকে ধায়,
তেমতি জীবনস্রোত; কে তারে ফিরায়? *

২। সুবিখ্যাত যোদ্ধা, কিংবা মহাবলবান্,— জরামৃত্যু হ'তে এঁরা নিস্তার না পান।
জরামৃত্যু-উপদ্রব দেখি সব ঠাঁই; চরিতে ধর্ম্মের পথে মতি মম তাই।

৩। চতুরঙ্গ শত্রুবল অতীব ভীষণ নরপতি বাহুবলে করেন মর্দ্দন।
মৃত্যুকে দমিতে কিন্তু শক্তি তাঁর নাই; চরিতে ধর্ম্মের পথে মতি মম তাই।

৪। শত্রুগণ হস্তি-অশ্ব-রথ-পত্তিসহ ঘিরিলেও মুক্তিলাভ করে কেহ কেহ।
মৃত্যুগ্রাস হ'তে মুক্তি দেখিতে না পাই; চরিতে ধর্ম্মের পথে মতি মম তাই।

৫। সঙ্গে লয়ে শূরগণ চতুরঙ্গ বল বিচূর্ণ, বিধ্বস্ত করে অরাতির দল।
মৃত্যুকে করিতে চূর্ণ শক্তি কারো নাই; চরিতে ধর্ম্মের পথে মতি মম তাই।

---

* টীকাকারের মতে "যে নিশিতে" ইত্যাদি গাথাটির তাৎপর্য্য এই যে, একবার জীবন-স্রোতের উৎপত্তি হইলে কিছুতেই উহা ফিরে না, অর্থাৎ যুবক শিশু হয় না, বৃদ্ধ যুবক হয় না ইত্যাদি। তিনি এই প্রসঙ্গে জীবের ক্রমবিকাশ-সম্বন্ধে নিম্নলিখিত গাথাগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন:—

প্রথমে কললরূপে গর্ভে লভে স্থান; কলল হইতে হয় অর্ব্বুদপ্রমাণ।
অর্ব্বুদ হইতে পেশী, পেশী হ'তে ঘন; ঘন হ'তে উদ্ভকেশনখাদি-গঠন।
অন্নপান যাহা মাতা করেন গ্রহণ, গর্ভস্থ জীবের ২০ তা'তেই পোষণ।

৬। ভিন্ন-কুম্ভ * মদস্রাবী মত্তগজগণ নগর মর্দ্দন করে, মানুষ নিধন।
মৃত্যুকে মর্দ্দিতে কিন্তু শক্তি কারো নাই, চরিতে ধর্ম্মের পথে মতি মম তাই।

৭। সুনিপুণ, দূরবেধী ধনুর্দ্ধরগণ ক্ষিপ্রহস্তে † লক্ষ্য বেধ করে অগণন।
মৃত্যুকে বোধিতে কিন্তু শক্তি কারো নাই; চরিতে ধর্ম্মের পথে মতি মম তাই।

৮। সশৈলকাননা ধরা, মহাজলাশয়, সমস্তই দেখি ক্রমে ক্রমে পায় ক্ষয়।
কালবশে হ'য়ে যায় বিলুপ্ত সবাই, চরিতে ধর্ম্মের পথে মতি মম তাই।

৯। মাতালের বস্ত্র ‡ তরু নদীতটস্থিত এই আছে, এই নাই, সদা অনিশ্চিত।
নরনারী আদি যত প্রাণীর জীবন তেমতি চঞ্চল সদা করি বিলোকন।
কখন ঘটিবে মৃত্যু জানা কারো নাই, চরিতে ধর্ম্মের পথে মতি মম তাই।

১০। বায়ুবেগে পড়ে যথা পক্বাপক্ব ফল, নরনারীনপুংসক, তেমতি সকল—
কেহ বৃদ্ধকালে, কেহ শৈশবে, যৌবনে জরাব্যাধিবশে যায় শমন-সদনে।
কখন ঘটিবে মৃত্যু জানা কারো নাই, চরিতে ধর্ম্মের পথে মতি মম তাই।

১১। ক্ষয়-অন্তে উপচয় হয় চন্দ্রমার, প্রাণীদের ভাগ্যে কিন্তু বিপরীত তার।
বয়স্ চলিয়া গেলে ফিরে না কখন, জীর্ণে কি করিতে পারে সুখ আস্বাদন?
স্থায়িসুখ এ জগতে দেখিতে না পাই, চরিতে ধর্ম্মের পথে মতি মম তাই।

১২। যক্ষপ্রেতপিশাচাদি কুপিত হইয়া মানুষ বিনাশ করে নিঃশ্বাস ছাড়িয়া।
এরাও সামর্থ্যহীন মরণের ঠাঁই, চরিতে ধর্ম্মের পথে মতি মম তাই।

১৩। যক্ষপ্রেতপিশাচাদি হইলে কুপিত, করে লোকে স্বস্ত্যয়নে কোপ প্রশমিত।
মৃত্যুকে তুষিতে কিন্তু সাধ্য কারো নাই, চরিতে ধর্ম্মের পথে মতি মম তাই।

১৪। অপরাধী, রাজদ্রোহী, পীড়ক পরের— যথাযুক্ত দণ্ড রাজা করেন তাদের।
মৃত্যুকে দণ্ডিতে কিন্তু শক্তি কারো নাই, চরিতে ধর্ম্মের পথে মতি মম তাই।

১৫। অপরাধী, রাজদ্রোহী, পীড়ক যে জন নিবারে রাজার কোপ কখন কখন।
মৃত্যুকে নিবারে, হেন শক্তি কারো নাই, চরিতে ধর্ম্মের পথে মতি মম তাই।

১৬। বলবান্, তেজোবান, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, ধনী বা দরিদ্র, মূর্খ, পণ্ডিত যে জন,
না পায় করুণা কেহ শমনের ঠাঁই, চরিতে ধর্ম্মের পথে মতি মম তাই।

১৭। সিংহ, ব্যাঘ্র, দ্বীপী, এরা প্রকাশিয়া বল, আত্মরক্ষাহেতু যারা বড়ই বিহ্বল,
হেন পশু মারি খায় নিত্য অগণন, এতই প্রতাপশালী তাহারা, রাজন্!
মৃত্যুকে খাইতে কিন্তু শক্তি কারো নাই, চরিতে ধর্ম্মের পথে মতি মম তাই,

১৮। রঙ্গমঞ্চে মায়াবীরা করি আরোহণ ভুলায় মায়ার বলে লোকের নয়ন।
মৃত্যুকে ভুলা'তে কিন্তু সাধ্য কারো নাই, চরিতে ধর্ম্মের পথে মতি মম তাই।

১৯। উগ্রতেজা আশীবিষ কুপিত হইয়া মারে লোক বিষদন্তে দংশন করিয়া।
মৃত্যুকে দংশিতে কিন্তু সাধ্য তার নাই, চরিতে ধর্ম্মের পথে মতি মম তাই।

২০। ক্রোধবশে আশীবিষে করিলে দংশন ঔষধ-প্রয়োগে বিষ নাশে বৈদ্যগণ।
মৃত্যু আসি দংশি যবে দেহে বিষ ঢালে, সে বিষ নাশিতে কেহ নারে কোন কালে।
নিস্তার মৃত্যুর মুখে দেখিতে না পাই, চরিতে ধর্ম্মের পথে মতি মম তাই।

২১। ধন্বন্তরি, বৈতরণী, ভোজ আদি যত বিষবৈদ্য বাঁচালেন সর্পাহতে কত
ঔষধ প্রয়োগে, এবে তাঁহারাও নাই; চরিতে ধর্ম্মের পথে মতি মম তাই।

---

* হস্তীর কুম্ভে যে ছিদ্র থাকে, তাহা দিয়া মদস্রাব হয়।

† মূলে অক্ষণবেধী এই বিশেষণ আছে। যাহার শর লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না, কিংবা যে বিদ্যুতের আলোকে লক্ষ্য বেধ করিতে পারে, তাহাকে অক্ষণবেধী বলা যায়। অক্ষণা = ক্ষণপ্রভা, বিদ্যুৎ।

‡ মদ্যপানের লোভে মাতালেরা নিজের পরিধেয় বস্ত্রের বিনিময়েও মদ্য ক্রয় করে। কাজেই মাতাল এখন যে বস্ত্র পরিয়া আছে, পরক্ষণেও যে সেই বস্ত্র তাহার থাকিবে, ইহা অনিশ্চিত।

২২। ঘোরা বিদ্যা * শিখি না কি বিদ্যাধরগণ † মন্ত্রৌষধিবলে হ'তে পারে অদর্শন।
এড়াতে যমের চক্ষু শক্তি কিন্তু নাই, চরিতে ধর্ম্মের পথে মতি মম তাই।

২৩। ধর্ম্মই রক্ষক তাঁর, ধর্ম্মপথে যিনি যান,
সুচরিত ধর্ম্ম করে ইহামুত্র সুখ দান।
ধার্ম্মিকের ভাগ্যে ঘটে ধ্রুব এই পুরস্কার,—
দেহান্তে অগতিলাভ হয় না কখনো তাঁর। ‡

২৪। ধর্ম্ম আর অধর্ম্মের একবিধ পরিণাম হয় না কখন।
ধর্ম্মে হয় স্বর্গলাভ, অধর্ম্মেতে করে লোক নিরয়ে গমন।

মহাসত্ত্ব এইরূপে চতুর্ব্বিংশতি গাথায় পিতার নিকট ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আপনার রাজ্য আপনারই থাকুক; আমার রাজ্যে প্রয়োজন নাই। আমি আপনার সঙ্গে যতক্ষণ কথা বলিতেছি, তাহারই মধ্যে ব্যাধি-জরা-মরণ আমার দিকে অগ্রসর হইয়াছে। আপনিই এখানে অবস্থিতি করুন।" অনন্তর, মত্তমাতঙ্গ যেমন লৌহশৃঙ্খল ছিন্ন করে, সিংহশাবক যেমন কাঞ্চনপঞ্জর ভগ্ন করে, তিনিও সেইরূপ কামপাশ ছিন্ন করিয়া মাতাপিতাকে প্রণতিপূর্ব্বক নিষ্ক্রমণ করিলেন। 'আমারও রাজ্যে কোন প্রয়োজন নাই' ভাবিয়া রাজাও কুমারের সঙ্গে নিষ্ক্রমণ করিলেন। রাজা নিষ্ক্রান্ত হইলে মহিষী, অমাত্যবর্গ, ব্রাহ্মণ, গৃহপতি প্রভৃতি সমস্ত নগরবাসী—ইহারাও স্ব স্ব গৃহ ত্যাগ করিয়া নিষ্ক্রমণ করিলেন। কাজেই বহুলোকের সমাগম হইল। তাঁহারা দ্বাদশযোজন স্থান ব্যাপিয়া চলিলেন। মহাসত্ত্ব তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া হিমবন্তে প্রবেশ করিলেন। শক্র তাঁহার নিষ্ক্রমণ-বৃত্তান্ত জানিতে পারিলেন। তিনি বিশ্বকর্ম্মাকে প্রেরণ করিয়া দ্বাদশযোজন দীর্ঘ এবং সপ্তযোজন বিস্তৃত এক আশ্রমপদ নির্ম্মাণ করাইলেন। তাঁহার আদেশে বিশ্বকর্ম্মা ঐ আশ্রমে প্রব্রাজকব্যবহার্য্য সর্ব্ববিধ দ্রব্য রাখিয়া দিলেন। ইহার পর বুঝিতে হইবে যে, মহাসত্ত্বের প্রব্রজ্যাগ্রহণ, অনুচরদিগকে উপদেশদান, তাহাদের ব্রহ্মলোকপরায়ণতা, সদ্গতি-লাভ (অনপায়গমনীয়তা) ইত্যাদি সমস্ত বৃত্তান্ত, ইতঃপূর্ব্বে হস্তিপাল-জাতকে যেরূপ বলা হইয়াছে, সেই ভাবে সম্পাদিত হইল।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, তথাগত পূর্ব্বেও মহানিষ্ক্রমণ করিয়াছিলেন।"

সমবধান—তখন মহারাজকুলের মাতাপিতা (অর্থাৎ মহামায়া এবং শুদ্ধোদন) ছিলেন সেই মাতাপিতা, বুদ্ধের শিষ্যেরা ছিল অয়োঘর পণ্ডিতের সেই সকল অনুচর এবং আমি ছিলাম অয়োঘর পণ্ডিত।]

☞ লৌহময় গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া প্রাণরক্ষা করিবার চেষ্টা বেহুলা-লখীন্দরের আখ্যায়িকাতেও দেখা যায়।

---

* ঘোরা বিদ্যা—মারণ-উচ্চাটনাদি ক্রিয়ার জন্য অথর্ব্ববেদোক্ত বীভৎস অনুষ্ঠানাদির জ্ঞান। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে ইহার উল্লেখ দেখা যায়।

† বিদ্যাধর—পালিসাহিত্যে বিদ্যাধর শব্দটী মায়াবী (magician), এই অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে।

‡ এই গাথাটি মহাধর্ম্মপাল-জাতকেও (৪৪৭) দেখা যায়।

জাতক

অর্থাৎ গৌতমবুদ্ধের অতীত জন্মসমূহের বৃত্তান্ত

ফৌসবোল-সম্পাদিত জাতকার্থবর্ণনা-নামক মূল পালিগ্রন্থ হইতে

শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষ
অনূদিত

পঞ্চম খণ্ড

করুণা প্রকাশনী । কলিকাতা ৯

সূচীপত্র।

ক্রোড়-পত্র।

উন্মাদয়ন্তী-জাতকের (৫২৭) আখ্যায়িকা জাতকমালায় (১৩) এবং কথাসরিৎসাগরেও (২১-শ তরঙ্গ) দেখা যায়। কথাসরিৎসাগরে রাজার নাম যশোধন, সেনাপতির নাম বলধর এবং নায়িকার নাম উন্মাদিনী। যশোধন কামানলে দগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, তথাপি উন্মাদিনীকে গ্রহণ করেন নাই।

পালি সাহিত্যে সুজম্পতি (ইন্দ্র) এবং সহম্পতি (মহাব্রহ্মা) এই দুইটা শব্দ দেখা যায়। উদীচ্য বৌদ্ধ-সংস্কৃত সাহিত্যে এই শব্দ দুইটা যথাক্রমে সুজাম্পতি ও সহাম্পতি। ইহাদের উৎপত্তি নির্ণয় করা কঠিন। পালি পণ্ডিতদিগের মতে 'সুজা' ইন্দ্রের পত্নীর নাম; কিন্তু 'সহ' বা 'সহা' কি? বেদে 'সুজা' শব্দ যজ্ঞে ব্যবহৃত চমসবিশেষের নাম। যজ্ঞে ব্যবহৃত অনেক দ্রব্যে দেবত্ব আরোপিত হইত। এতএব 'সুজম্পতি' বা সুজাম্পতি শব্দের এইরূপে উৎপত্তি হইয়াছে কি না, তাহা বিবেচ্য। 'সহম্পতি' বা 'সহাম্পতি', বোধ হয়, 'স্বধা' কিংবা 'স্বাহা' শব্দজ।

জাতক

ত্রিংশতি নিপাত।

৫১১—কিংছন্দোজাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে পোষধকর্ম্মসম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। একদিন বহু উপাসক ও উপাসিকা পোষধ গ্রহণপূর্ব্বক ধর্ম্মশ্রবণার্থ ধর্ম্মসভায় গিয়া উপবেশন করিলে শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'উপাসকগণ, তোমরা পোষধ গ্রহণ করিয়াছ কি?" তাঁহারা উত্তর দিলেন, "হাঁ ভদন্ত; আমরা পোষধী।" ইহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "তোমরা পোষধী হইয়া অতি উত্তম কাজ করিয়াছ। পুরাকালে লোকে অর্দ্ধ পোষধমাত্র পালন করিয়া তাহার ফলে মহাযশস্বী হইয়াছিলেন।" অনন্তর উপাসকদিগের অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্ত যথাধর্ম্ম রাজ্য শাসন করিতেন। তিনি সদ্ধর্ম্মে শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন এবং অপ্রমত্তভাবে শীলরক্ষা ও পোষধ পালন করিতেন। তিনি অমাত্যাদি অন্য সকলকেও দানাদি পুণ্যকর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার পুরোহিত উৎকোচগ্রাহী ও অবিচারক ছিলেন এবং লোকের অসমক্ষে তাহাদের নিন্দা করিয়া বেড়াইতেন।* একদা পোষধের দিন রাজা অমাত্যাদি সকলকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "তোমরা অদ্য পোষধী হইও।" কিন্তু পুরোহিত পোষধ গ্রহণ করিলেন না; তিনি সমস্ত দিন উৎকোচ গ্রহণ করিলেন এবং অবিচার করিয়া অন্যায় আজ্ঞা দিলেন। অনন্তর তিনি রাজদর্শনে গেলেন। রাজা তখন, অমাত্যদিগের মধ্যে কে কে পোষধ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। তিনি পুরোহিতকেও জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচার্য্য, আপনিও ত পোষধ গ্রহণ করিয়াছেন?" "হাঁ, মহারাজ," এই মিথ্যা উত্তর দিয়া পুরোহিত প্রাসাদ হইতে অবতরণ করিলেন। কিন্তু ইহাতে জনৈক অমাত্য তাঁহাকে ভৎর্সনা করিয়া বলিলেন, "মহাশয়, আপনি নিশ্চয়ই পোষধ গ্রহণ করেন নাই।" পুরোহিত বলিলেন, "আমি প্রাতরাশের সময়ে ভোজন করিয়াছি বটে; কিন্তু গৃহে ফিরিয়া মুখ প্রক্ষালন করিব এবং পোষধ গ্রহণপূর্ব্বক সায়ংকালে কিছু আহার করিব না। রাত্রিকালেও আমি শীলরক্ষা করিয়া চলিব। ইহাতে আমার অর্দ্ধপোষধ পালন করা হইবে।" অমাত্য বলিলেন, "বেশ, তাহাই করুন গিয়া, আচার্য্য।" অনন্তর পুরোহিত গৃহে গিয়া এইরূপই করিলেন।

ইহার পর একদিন পুরোহিত বিচারাসনে উপবেশন করিলে জনৈক শীলবতী নারী বিচারপ্রার্থনায় সেখানে উপস্থিত হইল। বিচার শেষ হইতে বিলম্ব ঘটিল বলিয়া সে গৃহে ফিরিতে পারিল না। পোষধ লঙ্ঘন করিব না, এই সঙ্কল্পে সে ব্রতের সময় উপস্থিত হইলে মুখ প্রক্ষালন আরম্ভ করিল। ঐ সময়ে এক ব্যক্তি পুরোহিতকে একথলো সুপক্ক আম্রফল

---

* মূলে 'পিট্‌ঠিমাংসিক' (backbiter) ছিলেন, এইরূপ আছে।

আনিয়া দিল। ঐ নারী পোষধী আছে জানিয়া পুরোহিত তাহাকে ফলগুলি দিয়া বলিলেন; "তুমি এই আম কটা খাইয়া পোষধ পালন কর।" ঐ নারী তাহাই করিল। এই হইল পুরোহিতের কৃত কর্ম্মের কথা।

কালক্রমে পুরোহিতের মৃত্যু হইল; তিনি দিব্য রূপ ধারণপূর্ব্বক হিমবন্ত প্রদেশে কৌশিকী গঙ্গার তীরে কোন রমণীয় ভূভাগে এক ত্রিযোজনব্যাপী আম্রকাননস্থ কাঞ্চনময় বিমানে অলঙ্কৃত রাজপল্যঙ্কে সুপ্তপ্রবুদ্ধবৎ জন্মান্তর লাভ করিলেন। ষোড়শ সহস্র দেবকন্যা তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু তিনি রাত্রিকালেই এবংবিধ শ্রীসম্পত্তি ভোগ করিতেন। বিমানবাসী হইলেও তিনি প্রেত ছিলেন; তাঁহার কর্ম্মের পরিণাম কর্ম্মানুরূপই হইল। অরুণোদয় হইলেই তিনি আম্রবণে প্রবেশ করিতেন; অমনি তাঁহার দিব্যভাব অন্তর্হিত হইত; তিনি অশীতিহস্তপ্রমাণ তালতরুর ন্যায় মহাকায় ধারণ করিতেন; তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে ভীষণ জ্বালা জন্মিত; তাহাতে তাঁহার দেহ সুপুষ্পিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় দেখাইত; তখন তাঁহার হস্তদ্বয়ে এক একটী মাত্র অঙ্গুলি থাকিত; তাহার অগ্রভাগে কুদ্দালপ্রমাণ বৃহৎ নখ থাকিত; তিনি ঐ নখ দ্বারা নিজের পৃষ্ঠ মাংস চিরিয়া ও তুলিয়া খাইতেন এবং বেদনায় উন্মত্ত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করিয়া বেড়াইতেন। সারাদিন তাঁহাকে এতই দুঃখ পাইতে হইত! কিন্তু সূর্য্য অস্তমিত হইবামাত্র তাঁহার এই বিকট দেহ অন্তর্হিত হইত; তিনি দিব্য দেহ লাভ করিতেন; সালঙ্কারা দিব্যানর্ত্তকীগণ নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাকে বেষ্টন করিত; তিনি মহা সম্পত্তি ভোগ করিতে করিতে রমণীয় আম্রবণে দিব্য প্রাসাদে আরোহণ করিতেন। ইহাতেই দেখা যাইতেছে যে, পূর্ব্বজন্মে সেই পোষধাবলম্বিনী নারীকে আম্রফল দান করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি ত্রিযোজনব্যাপী আম্রবণ পাইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি উৎকোচ গ্রহণপূর্ব্বক অবিচার করিতেন বলিয়া এখন নিজের পৃষ্ঠমাংস উৎপাটন করিয়া তাহা ভক্ষণ করিতেন। তিনি অর্দ্ধপোষধ পালন করিয়াছিলেন এই জন্য রাত্রিকালে মহা সম্মান লাভ করিতেন, ষোড়শসহস্র নর্ত্তকী তাঁহার চিত্ত বিনোদন করিত।

এই সময়ে বারাণসীরাজ বিষয়ভোগের দোষ দেখিয়া ঋষিপ্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি গঙ্গার (কৌশিকীর) অধোদেশে* এক রমণীয় ভূভাগে পর্ণশালা নির্ম্মাণপূর্ব্বক উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা জীবন ধারণ করিতেন। একদিন পূর্ব্ববর্ণিত আম্রবণ হইতে বৃহৎ ঘটপ্রমাণ একটা আম্রফল গঙ্গায় পড়িয়া স্রোতোবেগে চলিতে চলিতে, যে ঘাটে উক্ত তাপস স্নানাদি করিতেন, তাহার সম্মুখে উপনীত হইল। রাজর্ষি তখন মুখ ধুইতেছিলেন। তিনি নদীর মধ্যভাগে ঐ ফলটা আসিতেছে দেখিয়া সাঁতার দিয়া উহা ধরিলেন এবং আশ্রমে আনিয়া অগ্নিশালায় রাখিলেন। অনন্তর তিনি ছুরিকা দিয়া উহা চিরিলেন, যতটুকু খাইলে জীবন রক্ষা হয়, ততটুকু মাত্র ভোজন করিলেন এবং অবশিষ্ট আম কলার পাতায় ঢাকিয়া রাখিলেন। ইহার পর—যতদিন সমস্ত ফলটা নিঃশেষ না হইল ততদিন—প্রত্যহ তিনি একটু একটু খাইতে লাগিলেন। কিন্তু এই আমটা যখন ফুরাইয়া গেল, তখন অন্য কোন ফল খাইতে তাঁহার প্রবৃত্তি রহিল না। তিনি রসতৃষ্ণায় বদ্ধ হইয়া ঐরূপ আম্র খাইবার

* মূলে 'অধোগঙ্গায়া' আছে (যেখানে পুরোহিত জন্মান্তর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহার 'ভাটিতে')।

মানসে নদীতীরে গিয়া তাকাইতে লাগিলেন এবং আম না পাইলে এখান হইতে উঠিব না, এই সংকল্প করিলেন। তিনি সেখানে অনাহারে উপর্য্যুপরি ছয় দিন বসিয়া রহিলেন; বায়ু ও তাপে তাঁহার দেহ শুষ্ক হইল, তথাপি তিনি নদীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বসিয়া রহিলেন। সপ্তম দিনে ঐ নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা চিন্তা করিয়া ঋষির এই আচরণের কারণ বুঝিতে পারিলেন; তিনি ভাবিলেন, 'এই তাপস তৃষ্ণাবশে সপ্তাহকাল অনশনে থাকিয়া গঙ্গার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিয়াছে। ইহাকে আম্রফল না দিলে অন্যায় হইবে; কারণ এ অনাহারে মারা যাইবে; অতএব ইহাকে আম্রফল দিতে হইতেছে।" ইহা স্থির করিয়া তিনি তাপসের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন এবং গঙ্গার উপরে আকাশে আসীন হইয়া তাঁহার সহিত প্রথম গাথায় আলাপ করিলেন :—

১। কি আশায়, কি উদ্দেশ্যে, কিসের কারণ কি খুঁজিছ এত গ্রীষ্মে একাকী, ব্রাহ্মণ?

ইহা শুনিয়া তাপস নয়টী গাথা বলিলেন :—

২। আকারে বৃহৎ, উত্তম গঠন উদকের ঘটসম
দেখিলাম এক আম্রফল আমি, বর্ণগন্ধরসোত্তম।

৩। স্রোতোবেগে তাহা যেতেছিল ভেসে দেখিয়া, তথঙ্গি, তায়
দুই হাতে আমি করি উত্তোলন রাখিনু অগ্নিশালায়।

৪। রাখিনু ঢাকিয়া কলার পাতায়; কাটিলাম ছুরি দিয়া
টুকরা একটী; ক্ষুধাতৃষ্ণা দূর হ'ল তাহা আস্বাদিয়া।

৫। গেল ক্লান্তি জ্বালা; কিন্তু ক্রমে খেয়ে নিঃশেষ করিনু তায়;
এবে মহাকষ্ট; অন্য কোন ফল খেতে মন নাহি যায়।

৬। সুস্বাদু যে আম্র স্রোত হ'তে আমি করিলাম আহরণ।
তারি তরে হায়, শীর্ণ দেহে বুঝি ঘটিবে এবে মরণ।

৭। বহু মীন চরে সলিলে তোমার; রমণীয় তট তব;
তবু পাই ক্লেশ থাকি অনাহারে: বলিলাম খুলি সব।

৮। মৃগরাজকটি কে তুমি কল্যাণি? করিওনা পলায়ন:
নিজ পরিচয় দাও শুনি এবে; হেথা তুমি কি কারণ?

৯। প্রমৃষ্ট কাঞ্চন- সম সমুজ্জ্বল কান্তি যাহাদের দেহে,
ত্রিদশললনা পরিচর্য্যারতা বিরাজে দেবের গেহে—
গিরি সানুদেশে ব্যাঘ্রী লীলাবতী বিরাজ যেমন করে,
বিলাস তাদের অতি মনোহর, দর্শকের মন হরে।

১০। নরলোকে আছে পরমসুন্দরী রমণীরতন কত;—
নারী কি গন্ধর্ব্বী, কিন্তু কেহ নয়, চার্ব্বঙ্গি, তোমার মত।
কি নাম তোমার? জন্ম কোন্ কুলে? কাহারা বান্ধব তব?
শুধাই তোমায় না করি গোপন প্রকাশিয়া বল সব।

তখন নদীদেবতা আটটী গাথা বলিলেন :—

১১। এই যে কৌশিকী, রম্য তটে তুমি বসিয়া রয়েছ যার,
করি আমি বাস বিমানে গভীর জলরাশিতলে তার।

১২। নানা তরুরাজি- সমাকীর্ণ কত কন্দর হইতে আসি
স্রোতস্বিনীগণ ঢালে অঙ্গে মোর দিবানিশি বারিরাশি।

১৩। নাগলোকপ্রিয় বনভূমি হ'তে নীলাম্বুবাহিনী নদী
আসি শত শত করে কলেবর পুষ্ট মোর নিরবধি।

১৪। আম্র, জম্বু, নীপ, তিল, উড়ুম্বর, লকুচাদি ফল কত
বহি আনি তাহা উপহার মোরে করে দান অবিরত।

১৫। দুই তীরে মোর মহীরুহ হ'তে ফল যত পড়ে জলে,
সে সব নিশ্চয় মম বশানুগ; ভেসে যায় স্রোতোবলে

১৬। তুমি বুদ্ধিমান্, মহাপ্রাজ্ঞ, ভূপ; শুন উপদেশ মোর;
বলিলাম যাহা, বিচারি তা মনে রোধ তৃষ্ণারিপু ঘোর।

১৭। নবীন বয়সে মরিতে যে চাও বসি হেথা অনশনে,
এই ব্যবসায় রাজর্ষি, তোমার, ঘৃণা আমি করি মনে।

১৮। তৃষ্ণাবশ যেই, চরিত্র তাহার গোপন কভু না থাকে;
দেবতা, গন্ধর্ব্ব, পিতৃগণ-আদি সকলেই জানে তা'কে।
পার্শ্বচর যারা এই সকলের; বিজ্ঞ ঋষিগণ আর
দিব্য চক্ষু দিয়া চরিত্রের দোষ দেখিতে পারেন তার।

অনন্তর তাপস চারিটী গাথা বলিলেন :—

১৯। সমস্ত নশ্বর; আয়ুঃ হইতেছে ক্ষয়,— জানি ইহা সুচরিত ধর্ম্মে যেই রয়।
অন্যের অহিত চিন্তা না করে যে জন, পাপবৃদ্ধি হ'তে তার পারে না কখন।

২০। ঋষিগণ সমাদর করেন তোমার; পাপ হ'তে লোক সব করিতে উদ্ধার
সঙ্কল্প তোমার, দেবি, বড়ই শোভন; অকারণ করি কিন্তু মোরে সম্ভাষণ
অনার্য্য ভাষায় আজ তুমি, বরাননে নিজেই অর্জ্জিলে পাপ, ভাবি দেখ মনে।

২১। ঘটে যদি তব তীরে মরণ আমার, নিশ্চয়, সুশ্রোণি, নিন্দা রটিবে তোমার।

২২। পাপ কর্ম্ম হ'তে তাই রক্ষ আপনারে; নিন্দা যেন কোন জন না করে তোমারে;—
মারা গেল ঋষি কিছু না করি আহার; না করিলা তুমি তার কোন প্রতিকার!

ইহা শুনিয়া দেবতা পাঁচটী গাথা বলিলেন :—

২৩। দুষ্কর করিলা তুমি দমি রিপুগণে; ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে শান্তি পাও মনে;
সে হেতু, অদম্য তৃষ্ণা আম্রের কারণ জানিয়া তোমার, হেথা মম আগমন।
নিয়োজিব নিজে আমি সেবায় তোমার; দিব আম্র, চাও যাহা করিতে আহার।

২৪। পূর্ব্বের বন্ধন যেই করিয়া ছেদন
নব বন্ধনেতে বদ্ধ মোহবশে হয়,
অধর্ম্মের পথে সেই করে বিচরণ,
আবার পাপের তার হয় উপচয়।

২৫। চল, আমি করি তব বাসনা পূরণ;
চিত্তের উৎকণ্ঠা তব হইবে বিগত;
সুশীতল আম্রবনে করি বিচরণ
নিরুদ্বেগে খাও সেথা আম্র ইচ্ছামত।

২৬। বিচরে, নৃপতি, সেথা চক্রবাকগণ নানাপুষ্পরসপানে মত্ত অনুক্ষণ ;
বিচরে ময়ূর ক্রৌঞ্চ বিবিধ বর্ণের, শারিকা মধুরকণ্ঠা ; কূজন হংসের
শ্রবণে অমৃত বর্ষে ; কোকিল সেথানে জানায় আছে যে সেথা, সুমধুর তানে।

২৭। ফলভারে অবনত আম্রবৃক্ষরাজি, অথচ মুকুলে তারা রহিয়াছে সাজি
পলাল-খলের ন্যায় হরিদ্রা বরণে! কুসুম্ভকদম্ব-আদি পুষ্প-আস্তরণে
মণ্ডিত ভূভাগ সেথা ; ঝুলিছে উপরে পক তালফল অই, হের, থরে থরে।

এইরূপ বর্ণনা করিয়া নদীদেবতা তাপসকে লইয়া সেইখানে নামাইয়া দিলেন এবং "এই আম্রবণে আম্র ভক্ষণ করিয়া নিজের তৃষ্ণা দমন কর" ইহা বলিয়া চলিয়া গেলেন। তাপস আম্র ভোজন করিয়া নিজের আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি করিলেন ; অনন্তর কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া তিনি আম্রবণে বিচরণ করিতে করিতে সেই প্রেতকে দুঃখভোগ করিতে দেখিয়া অবাক্ হইলেন। সূর্য্য অস্তমিত হইলে কিন্তু তাহাকেই আবার নর্ত্তকীপরিবৃত ও দিব্যসম্পত্তি-সম্পন্ন দেখিয়া তিনি তিনটী গাথা বলিলেন :—

২৮। অঙ্গদ, কেয়ূর, মালা, কিরীট পরিয়া সর্ব্ব অঙ্গ দিব্য গন্ধ-চন্দনে চর্চ্চিয়া
বিহরিছ রাত্রিমানে ; কিন্তু দিনমানে এত দুঃখ ভোগ তুমি কর কি কারণে ?

২৯। ষোড়শ সহস্র নারী পরিচর্য্যা যার রাত্রিকালে করে, অহো কি ঐশ্বর্য্য তার!
দিনমানে দুঃখ তব বড়ই ভীষণ শিহরে বিস্ময়ে তনু করি বিলোকন।

৩০। পূর্ব্বজন্মকৃত, বল, কোন্ মহাপাপ ঘটাইল ভাগ্যে তব হেন দুঃখ তাপ ?
কি পাপ করিলে ধরি মানব জীবন ? নিজ পৃষ্ঠমাংস এবে খাও কি কারণ ?

প্রেত তাপসকে চিনিতে পারিয়া বলিল, "আমি পূর্ব্বে আপনার পুরোহিত ছিলাম ; আমি আপনারই অনুগ্রহে অর্দ্ধপোষধ পালন করিয়াছিলাম। তাহার ফলে রাত্রিকালে সুখ অনুভব করিতেছি। আর দিবাভাগে আমি যে দুঃখ পাই, তাহা আমার স্বকৃত পাপের পরিণাম। আপনি আমাকে ধর্ম্মাধিকরণে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন ; আমি উৎকোচ গ্রহণ করিয়া শাস্ত্রবিরুদ্ধ বিচার করিতাম ; আমি লোকের অসমক্ষে তাহাদের গ্লানি করিতাম। দিবাভাগে এই সকল পাপ করিতাম বলিয়া সেই কর্ম্মের ফলে এখন দিনমানে এত দুঃখ পাইতেছি।

৩১। বেদাদি বিবিধ শাস্ত্র করি অধ্যয়ন হয়েছিনু কিন্তু আমি রিপুপরায়ণ।
করিয়া সুদীর্ঘ কাল পরের অহিত সে পাপের ফল এবে পাই সমুচিত।

৩২। অসমক্ষে পরনিন্দা করে যেইজন
পরপৃষ্ঠমাংস-ভোজী বলা তারে যায় ;
দেহান্তে স্ব-পৃষ্ঠমাংস করি উৎপাটন
খায় সে, খেতেছি যথা আমি এবে, হায়।"

ইহা বলিয়া প্রেত তাপসকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি উদ্দেশ্যে এখানে আসিয়াছেন ?" তাপস তাহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। প্রেত জিজ্ঞাসা করিল, "ভদন্ত, এখন আপনি এখানেই থাকিবেন, না চলিয়া যাইবেন ?" তাপস উত্তর দিলেন, "আমি এখানে থাকিব না ; আশ্রমে ফিরিয়া যাইব।" প্রেত বলিল, "বেশ, আপনি যান ; আমি এখন আপনাকে নিয়ত আম্রফল দিব।" অনন্তর সে নিজের অনুভাববলে তাপসকে

লইয়া তাঁহার আশ্রমে নামাইয়া দিল; তাঁহাকে সেখানে অনুৎকণ্ঠচিত্তে অবস্থিতি করিতে বলিল এবং তিনি এই উপদেশমত চলিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিলে স্বস্থানে ফিরিয়া গেল। অতঃপর ঐ প্রেত তাপসকে প্রত্যহ আম্রফল দিতে লাগিল। তাপস উহা খাইতেন এবং কৃৎস্ন-পরিকর্ম্ম করিতেন। শেষে তিনি ধ্যানবল ও অভিজ্ঞা-সমূহ লাভ করিয়া ব্রহ্মলোক-পরায়ণ হইলেন।

[উপাসকদিগের নিকটে এই ধর্ম্মকথা বলিয়া শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন এবং জাতকের সমবধান করিলেন। সত্যব্যাখ্যা শুনিয়া তাহাদের কেহ কেহ স্রোতাপন্ন, কেহ কেহ সকৃদাগামী, কেহ কেহ বা অনাগামী হইলেন।

সমবধান—তখন উৎপলবর্ণা ছিলেন সেই দেবতা এবং আমি ছিলাম সেই তাপস।]

৫১২—কুম্ভ-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে বিশাখার পঞ্চশত সুরাপায়িনী সখীদিগের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। শুনা যায়, একদা শ্রাবস্তী নগরে সুরোৎসব * ঘোষিত হইয়াছিল। ঐ পঞ্চশত রমণী উৎসবান্তে স্ব স্ব স্বামীর পানার্থ তীক্ষ্ণ সুরার আয়োজন করিয়া নিজেরাও উৎসবে আমোদ প্রমোদ করিবার অভিপ্রায়ে বিশাখার নিকট গমন করিয়াছিল এবং বলিয়াছিল, "সখি, এস আমরা এই উৎসবে একটু আমোদ প্রমোদ করি।" বিশাখা বলিয়াছিলেন, "এ তোমাদের সুরোৎসব; আমি সুরাপান করিব না।" "বেশ, তুমি সম্যক্‌-সম্বুদ্ধকে দান দিতে থাক, আমরাই গিয়া উৎসব করি।" "বেশ, তাহাই করা যাউক" বলিয়া বিশাখা তাহাদিগকে বিদায় দিয়াছিলেন।

অনন্তর বিশাখা শাস্তাকে নিমন্ত্রণ করিয়া মহাদান দিলেন এবং সায়ংকালে বহু গন্ধমালা লইয়া ঐ সকল রমণীর সঙ্গে জেতবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাহারা পথেই সুরাপান করিতে করিতে চলিল এবং বিহারের দ্বারকোষ্ঠকে গিয়াও সুরাপান করিল। অনন্তর বিশাখার সঙ্গে তাহারা শাস্তার নিকট উপস্থিত হইল। বিশাখা শাস্তাকে প্রণাম করিয়া একান্তে উপবিষ্ট হইলেন; অন্য রমণীরা কেহ কেহ শাস্তার সম্মুখে নৃত্য আরম্ভ করিল, কেহ কেহ গান করিতে লাগিল, কেহ কেহ অতি অশ্লীলভাবে হস্তপদ চালনা করিতে লাগিল, কেহ কেহ বা কলহে প্রবৃত্ত হইল। তাহাদিগের ত্রাস জন্মাইবার জন্য শাস্তা নিজের ভ্রূরোমাবলী হইতে রশ্মি নিঃসারণ করিলেন; তাহাতে ভয়ানক অন্ধকার হইল; ঐ রমণীরা মরণভয়ে ভীত হইল; এবং তাহাদের মত্ততা ছুটিয়া গেল। এদিকে শাস্তা যে পল্যঙ্কে উপবেশন করিয়াছিলেন, সেখান হইতে অন্তর্হিত হইলেন, এবং সুমেরুর শিখরোপরি উপবিষ্ট হইয়া ভ্রূযুগলমধ্যস্থ রোমরাজি হইতে রশ্মি নিঃসারণ করিলেন। ইহাতে বোধ হইল যেন যুগপৎ সহস্র চন্দ্র উদিত হইতেছে। তিনি সেখানে অবস্থিত হইয়াই ঐ রমণীদিগের উদ্বেগ উৎপাদন করিবার উদ্দেশ্যে বলিলেন,

১। পুড়িতেছে এ জগৎ নিত্য রাগদ্বেষাদির ভীষণ জ্বালায়;
হাস্যের কি আনন্দের অবসর কিছু, কি হে, আছে হেথা, হায়?
চৌদিকে অজ্ঞানরূপ নিবিড় তিমিররাশি রয়েছে ঘিরিয়া;
নাশিতে তাহারে তবু জ্ঞানরূপদীপ কেহ দেখে না খুঁজিয়া! †

---

* বোধ হয় বর্ত্তমান 'হোলি' সুরোৎসবের স্থানীয়। রত্নাবলী-নামক সংস্কৃত নাটকে যে বসন্তোৎসবের বর্ণনা দেখা যায়, তাহাও সুরোৎসব। প্রাচীন গ্রীকদিগের Bacchanalia এবং রোমকদিগের Saturnalia নামক উৎসবেও স্ত্রীপুরুষ সকলেই সুরাপানে মত্ত হইত।

† ধর্ম্মপদ—১৪৬ (জরাবর্গের প্রথম গাথা)।

এই গাথা শুনিয়া উক্ত পঞ্চশত রমণীর সকলেই স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইল। শাস্তাও প্রত্যাগমন-পূর্ব্বক গন্ধকুটীরের ছায়ায় বুদ্ধাসনে উপবেশন করিলেন। তখন বিশাখা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "ভদন্ত, এই সুরাপানের অভ্যাস—যাহাতে লোকে এত নির্লজ্জ হয়, যাহাতে বিশ্বাস বিলুপ্ত হইয়া যায়—এই কুপ্রথা কখন প্রথম দেখা দিয়াছে?" এই প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য শাস্তা এক অতীত বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে কাশীরাজ্যবাসী সুরনামক এক বনেচর বিক্রয়োপযোগী দ্রব্য সংগ্রহের জন্য হিমালয়ে প্রবেশ করিয়াছিল। হিমালয়ে তখন এমন একটী বৃক্ষ ছিল, যাহার কাণ্ড মানুষপ্রমাণ উচ্চ হইয়া তিনটী শাখায় বিভক্ত হইয়াছিল। যেখান হইতে এই শাখা তিনটী উদ্‌গত হইয়াছিল, সেখানে সুরাচাটি প্রমাণ* একটা গর্ত্ত জন্মিয়াছিল। বৃষ্টি হইলে এই গর্ত্তটী জলপূর্ণ হইত। ঐ বৃক্ষের চতুর্দ্দিকে হরীতকী ও আমলকী বৃক্ষ এবং মরিচের গুল্ম ছিল। তাহাদের পক্কফলগুলি বৃন্তচ্যুত হইয়া গর্ত্তটার মধ্যে পড়িত। অদূরে স্বয়ংজাত শালি জন্মিত; শুকেরা সেখান হইতে শালির শীষ আনিয়া যখন ঐ বৃক্ষে বসিয়া খাইত, তখন তাহাদের মুখভ্রষ্ট শালি এবং তণ্ডুলও সেখানে পড়িত। এই সমস্ত সূর্য্যোত্তাপে পচিলে গর্ত্তের জল রক্তবর্ণ হইত। গ্রীষ্মকালে পিপাসার্ত্ত শুকগণ ঐ জল পান করিয়া এমন মত্ত হইত যে, তাহারা বৃক্ষমূলে পড়িয়া যাইত এবং কিয়ৎক্ষণ সেইভাবে ঘুমাইয়া কূজন করিতে করিতে চলিয়া যাইত। বন্য কুক্কুর, মর্কট প্রভৃতিরও এই দশা ঘটিত। ইহা দেখিয়া উক্ত বনেচর ভাবিল, 'এই জল যদি বিষ হইত, তাহা হইলে এই সকল প্রাণী মরিয়া যাইত; ইহারা কিন্তু অল্পক্ষণ ঘুমাইয়া যথাসুখে চলিয়া যায়; অতএব ইহা বিষ নহে।' এই সিদ্ধান্ত করিয়া সে নিজেও ঐ জল পান করিল, মত্ত হইয়া মাংস খাইবার ইচ্ছা করিল, আগুন জ্বালিল, বৃক্ষমূলে পতিত তিত্তিরকুক্কুটাদি মারিয়া তাহাদের মাংস অঙ্গারে পাক করিল, এক হাত তুলিয়া নাচিতে আরম্ভ করিল এবং এক হাতে মাংস খাইতে লাগিল। এইভাবে মাংস খাইয়া সে দুই এক দিন সেই স্থানে অবস্থিত করিল।

ঐ স্থানের নিকটে বরুণ-নামক এক তাপস থাকিতেন। বনেচর পূর্ব্বে সময়ে সময়ে তাঁহার নিকটে যাইত। এখন সে মনে করিল, "তাপসের সঙ্গে বসিয়া এই পানীয় পান করিতে হইবে।' সে একটি বাঁশের নালিতে ঐ পানীয় পূরিল, তাহার সহিত কিছু পক্ক মাংসও লইল এবং তাপসের পর্ণশালায় গিয়া বলিল, "ভদন্ত, আসুন, আমরা দুই জনে এই মাংস খাই ও রস পান করি।" সুর ও বরুণ কর্ত্তৃক প্রথম দৃষ্ট হইল বলিয়া এই পানীয়ের 'সুরা' ও 'বারুণী' নাম হইল।

তাপস ও বনেচর উভয়েই ভাবিল, 'উত্তম উপায় জুটিয়াছে।' তাহারা অনেকগুলি বাঁশের নালি সুরাপূর্ণ করিল, সেগুলি বাঁকে ঝুলাইয়া কোন প্রত্যন্ত নগরে গেল, এবং রাজার নিকট সংবাদ দিল যে, দুইজন পানাগারিক† আসিয়াছে। রাজা তাহাদিগকে

---

* চাটি—নাদা বা মাটির গামলা, ইহা হইতে বাঙ্গালার প্রদেশবিশেষে প্রচলিত 'চাড়ি' শব্দটীর উৎপত্তি হইয়াছে।

† পানাগারিক—যাহারা সাধারণের জন্য পানাগার অর্থাৎ মদ্য বিক্রয়ের স্থান রাখে, শৌণ্ডিক।

ডাকাইলেন, তাহারা তাঁহার সম্মুখে সুরাপাত্র ধরিল; তিনি দুই তিনবার পান করিয়া প্রমত্ত হইলেন। তিনি যে সুরা পাইলেন, তাহাতে দুই একদিন চলিল। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর আছে?" বনেচরেরা উত্তর দিল "আছে, মহারাজ।" "কোথায় আছে?" "হিমালয়ে।" "বেশ, আন গিয়া।" তাহারা গিয়া দুই একবার সুরা আনয়ন করিল, তাহার পর ভাবিল 'কতবার যাতায়াত করিব?' তাহারা সুরার উপাদানগুলি লক্ষ্য করিয়া সমস্ত সংগ্রহ করিল এবং নগরে ফিরিয়া ঐ বৃক্ষের ত্বক্ ও অন্য সমস্ত উপকরণ পাত্রে ফেলিয়া সুরা প্রস্তুত করিল। নগরবাসীরা সুরাপান করিয়া স্ব স্ব কার্য্যে অনবহিত এবং নিতান্ত দুর্দ্দশাপন্ন হইল; সমস্ত নগর জনহীনবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। তখন শৌণ্ডিকদ্বয় পলায়ন করিয়া বারাণসীতে গেল এবং সেখানেও রাজাকে আপনাদের আগমনবার্ত্তা জানাইল। রাজা তাহাদিগকে ডাকাইয়া অর্থ দিলেন; তাহারা সেখানেও সুরা প্রস্তুত করিল। এইরূপে বারাণসী নগরেরও সর্ব্বনাশ ঘটিল। তাহার পর শৌণ্ডিকেরা পলাইয়া সাকেত এবং সাকেত হইতে শ্রাবস্তীতে গেল। তখন শ্রাবস্তীতে সর্ব্বমিত্র-নামক এক রাজা ছিলেন। তিনি শৌণ্ডিকদ্বয়ের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কি চাও?" তাহারা বলিল, "তণ্ডুলচূর্ণ, অন্য সমস্ত উপকরণ এবং পাঁচ শ চাটি।" রাজা তাহাদিগকে এ সমস্ত দেওয়াইলেন। তাহারা সেই পাঁচ শ চাটিতে সুরা পূরিল এবং সেগুলি রক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রত্যেক চাটির কাছে একটা বিড়াল বান্ধিয়া রাখিল। অনন্তর যখন চাটিগুলির সমস্ত দ্রব্য পচিয়া উথলিয়া পড়িল, তখন বিড়ালেরা চাটির অভ্যন্তর হইতে নিঃসৃত সুরা পান করিয়া মত্ত ও নিদ্রাভিভূত হইল। মূষিকেরা তাহাদের নাক, কাণ, দাড়ি ও অঙ্গুলি কামড়াইয়া খাইল। ইহা দেখিয়া রাজার নিযুক্ত লোকে গিয়া তাঁহাকে জানাইল যে, বিড়ালগুলি সুরাপান করিয়া মারা গিয়াছে। রাজা ভাবিলেন, 'লোক দুটা তবে বিষ প্রস্তুত করে'; তিনি তাহাদের দুই জনেরই শিরশ্ছেদ করাইলেন। মৃত্যুকালেও তাহারা "সুরা দাও," "মধু দাও"* বলিয়া প্রার্থনা করিয়াছিল।

শৌণ্ডিকদ্বয়ের প্রাণবধ করাইয়া রাজা চাটিগুলি ভাঙ্গিতে আদেশ দিলেন। এদিকে বিড়ালগুলির নেশা ভাঙ্গিয়াছিল; তাহারা উঠিয়া ইতস্ততঃ খেলা করিয়া বেড়াইতেছিল। ইহা দেখিয়া রাজপুরুষেরা রাজাকে আবার সংবাদ দিল। রাজা ভাবিলেন, 'যদি ঐ দ্রব্য বিষ হইত, তাহা হইলে বিড়ালগুলা নিশ্চয় মারা যাইত; উহা বিষ নয়, বোধ হয় কোন মধুর দ্রব্য হইবে। অতএব পান করিয়া দেখা যাইক।' অনন্তর তিনি নগর অলঙ্কৃত করাইলেন, রাজাঙ্গনে মণ্ডপ নির্ম্মাণ করাইলেন; তাহা উত্তমরূপে সাজাইলেন, এবং সেখানে সমুচ্ছ্রিত শ্বেতচ্ছত্রতলে রাজপল্যঙ্কে উপবেশনপূর্ব্বক অমাত্যগণ-পরিবৃত হইয়া সুরাপানে প্রবৃত্ত হইলেন।

এই সময়ে দেবরাজ শক্র ভাবিতেছিলেন, 'পৃথিবীতে এখন এমন কে আছে যে মাতৃসেবা ইত্যাদি ধর্ম্মে অপ্রমত্ত হইয়া ত্রিবিধ-সুচরিতে† ভূষিত হইয়াছে। তিনি পৃথিবীর দিকে অবলোকন করিয়া দেখিতে পাইলেন, শ্রাবস্তীরাজ রাজাসনে বসিয়া সুরাপান করিতেছেন।

* 'মধু' সুরার নামান্তর।

† অর্থাৎ কায়িক, বাচিক ও মানসিক সদনুষ্ঠান।

ইহাতে তাঁহার মনে হইল, 'এই রাজা যদি সুরাসক্ত হন, তাহা হইলে সমস্ত জম্বুদ্বীপের সর্ব্বনাশ হইবে। অতএব যাহাতে ইনি সুরাপান না করেন, আমি তাহার ব্যবস্থা করিব।'

এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি হস্ততলে এক সুরাপূর্ণ কুম্ভ লইলেন এবং ব্রাহ্মণবেশে রাজার পুরোভাগে আকাশস্থ হইয়া বলিতে লাগিলেন, "এই কুম্ভ ক্রয় কর", "এই কুম্ভ ক্রয় কর।" তিনি আকাশস্থ হইয়া এইরূপ বলিতেছেন দেখিয়া রাজা সর্ব্বমিত্র ভাবিলেন, 'এই ব্রাহ্মণ কোথা হইতে আসিল?' তিনি তিনটী গাথায় শক্রের সহিত আলাপ করিলেন :—

১। কে তুমি ত্রিদিব হ'তে প্রাদুর্ভূত হলে নভস্তলে?
চন্দ্রের উদয়ে যথা তমোহীনা শর্ব্বরী উজলে!
গাত্র হ'তে কি সুন্দর হইতেছে রশ্মি নিঃসরণ,—
অন্তরীক্ষে মেঘপাশে হয় যেন বিদ্যুৎ স্ফুরণ।

২। বায়ুহীন মহাশূন্যে করিতেছ তুমি বিচরণ।
ব্যোমে যাতায়াত-স্থিতি দেখিলে বিস্মিত হয় মন।
ঋদ্ধি করতলগত দেখিতেছি সুস্পষ্ট তোমার।
অপাদবিক্ষেপে গতি সাধ্য শুধু পক্ষে দেবতার।

৩। আসিয়া আকাশপথে করিতেছ শূন্যে অবস্থান,
'কর কুম্ভ ক্রয়' বলি করিতেছ সবায় আহ্বান।
কে তুমি? কি দ্রব্য তব আছে কুম্ভে, বল তুমি, শুনি,
বিক্রয় করিতে যাহা এত ব্যগ্র হইয়াছ তুমি।

শক্র উত্তর দিলেন, "তবে শুনুন।" তিনি এই গাথাগুলি দ্বারা সুরার দোষ প্রদর্শন করিলেন :—

৪। এ নয় ঘৃতের কুম্ভ অথবা তৈলের,
মধু কিংবা গুড় নাই ভিতরে ইহার;
ভূরি ভূরি অনর্থের এ কুম্ভ আধার;
বলিতেছি, শুন কত শত দোষ এর।

৫। এ কুম্ভের দ্রব্য কেহ পান যদি করে পা টলি প্রপাত হ'তে পড়ি সেই মরে;
কিংবা পূতিগর্ত্তে * পড়ি হাবুডুবু খায়, অভক্ষ্য ভক্ষণ করে পাগলের প্রায়।
একাধারে এত গুণ আর কোথা নাই; পূর্ণ কুম্ভ এই তবে কিনি লও, ভাই।

৬। পান যদি করে কেহ এ কুম্ভের রস, রবে না শরীর, চিত্ত তার আত্মবশ।
বেড়াবে গরুর মত খাবার খুঁজিয়া, অথবা উন্মত্তবৎ নাচিয়া গাহিয়া।
একাধারে এত গুণ আর কোথা নাই: পূর্ণ কুম্ভ এই তবে কিনি লও, ভাই।

৭। এই রসপানে লোকে ঘুরে পথে পথে বিবস্ত্র নাগার মত—লজ্জা নাই তাতে!
কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান তার থাকে না তখন; মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত রয় নিদ্রায় মগন।
একাধারে এত গুণ আর কোথা নাই: পূর্ণ কুম্ভ এই তবে কিনি লও, ভাই।

৮। খেলে ইহা উঠি লোকে থর থর কাঁপে, নাড়ে মাথা, ছোঁড়ে হাত ইহার প্রভাবে;
কলের পুতুল প্রায় নাচিয়া বেড়ায়; সে দশা তাদের দেখি বড় হাসি পায়।
একাধারে এত গুণ আর কোথা নাই; পূর্ণ কুম্ভ এই তবে কিনি লও, ভাই।

* মূলে 'সোব্‌ভ, গুহ, চন্দনিকা, অলিগল্ল এই চারিটী স্থানে পড়িবার কথা আছে। সোব্‌ভ ও গুহ গর্ত্তবাচক। চন্দনিকা ও অলিগল্ল গ্রামোপান্তস্থিত মলপূর্ণ গর্ত্ত বা পল্বল—cesspool, ইহা হইতে 'অলি গলি শব্দটী জন্মিয়াছে কি?

৯। খেলে ইহা হবে লোকে হেন অচেতন, শয্যার আগুনে পড়ি ত্যজিবে জীবন ;
শৃগাল, কুকুর কিংবা মাংস ছিঁড়ি খাবে, তথাপি সে সে যাতনা টের নাহি পাবে।
কারাদণ্ড, প্রাণনাশ, বিত্তপরিক্ষয় এ রস-পানের ফলে সমস্তই হয়।
একাধারে এত গুণ আর কোথা নাই ; পূর্ণ কুম্ভ এই তবে কিনি লও, ভাই।

১০। অবক্তব্য বলে ইহা খায় যেই জন, সভামধ্যে বসে গিয়া হ'য়ে বিবসন ;
বমন করিয়া বাস্ত দ্রব্যে কিন্নকায় বিষণ্ণবদনে বসি ফ্যাল্‌ফ্যাল্ চায়।
একাধারে এত গুণ আর কোথা নাই ; পূর্ণ কুম্ভ এই তবে কিনি লও, ভাই।

১১। এ রসে আবিল চক্ষে ভাবে লোকে মনে, আমার সমান কেহ নাই ত্রিভুবনে।
আমারি নিজস্ব এই বিপুলা ধরণী ; আসমুদ্র-ক্ষিতিপতি—তুচ্ছ তাবে গণি।'
একাধারে এত গুণ আর কোথা নাই ; পূর্ণ কুম্ভ এই তবে কিনি লও, ভাই।

১২। সুরার অশেষ গুণ,—দম্ভের জননী, নিয়ত কলহ-পরনিন্দা-প্রসবিনী,
কুরূপা, নির্লজ্জা, সদা শঙ্কাপ্রপীড়িতা, ধূর্ত্ত চৌর প্রভৃতির একান্ত সেবিতা।
একাধারে এত গুণ আর কোথা নাই : পূর্ণ কুম্ভ এই তবে কিনি লও, ভাই।

১৩। থাকুক সমৃদ্ধি-যুক্ত কুলের গৌরব, অনেক সহস্রমিত বিপুল বিভব,—
পৈতৃক সম্পত্তি সব বিনাশ করিতে, সুরাসম আর কিছু পাই না দেখিতে।
একাধারে এত গুণ আর কোথা নাই ; পূর্ণ কুম্ভ এই তবে কিনি লও, ভাই।

১৪। ধন, ধান্য, মণি, মুক্তা, রজত, কাঞ্চন. গো, ভূমি. সকলি যায় সুরার কারণ।
বিত্তনাশ, কুলক্ষয় ঘটে সুরাপানে সুরার প্রভাব এই সর্ব্ব লোকে জানে।
একাধারে এত গুণ আর কোথা নাই ; পূর্ণ কুম্ভ এই তবে কিনি লও, ভাই।

১৫। সুরাপানে দর্পভরে কটু ভাষে নর, মাতা, পিতা, গুরুজনে গর্জ্জে নিরন্তর ;
'এ বুঝি কলত্র মোর' ভাবি ইহা মনে শ্বশ্রূ-স্নুষা-দুহিতার হাত ধরি টানে।
একাধারে এত গুণ আর কোথা নাই ; পূর্ণ কুম্ভ এই তবে কিনি লও, ভাই।

১৬। সুরাপানে মত্ত যদি হয় নারীগণ, দর্পভরে করে শ্বশ্রূশ্বশুরে তর্জ্জন,
দাসভৃত্যসহ রত হয় ব্যভিচারে। সুরার মাহাত্ম্য যত বর্ণিতে কে পারে ?
একাধারে এত গুণ আর কোথা নাই ; পূর্ণ কুম্ভ এই তবে কিনি লও, ভাই।

১৭। বধে লোকে মত্ত হয়ে করি সুরাপান ধার্ম্মিক শ্রমণ আর ব্রাহ্মণের প্রাণ।
এই দুষ্কৃতির ফলে শেষে মতিহীন অপায়ে জনম লভি পচে চিরদিন।
একাধারে এত গুণ আর কোথা নাই ; পূর্ণ কুম্ভ এই তবে কিনি লও, ভাই।

১৮। সুরায় আসক্ত হ'য়ে নরাধম যত কায়ে, মনে, বাক্যে সদা অপকর্ম্মে রত।
যাবৎ জীবন তারা পাপপথে চরি নরকে জনম লভে দেহ পরিহরি।
একাধারে এত গুণ আর কোথা নাই ; পূর্ণ কুম্ভ এই তবে কিনি লও, ভাই।

১৯। প্রচুর সুবর্ণদানে, কাতরবচনে যাচিলেও যে জন না মিথ্যা কভু ভণে,
সুরাসক্ত হয় যদি পরে সেই জন, অকুণ্ঠিতচিত্তে বলে অলীক বচন।
একাধারে এত গুণ আর কোথা নাই ; পূর্ণ কুম্ভ এই তবে কিনি লও, ভাই।

২০। প্রেরিত হইলে কোন কার্য্যসিদ্ধিতরে, উদ্দেশ্যটী সুরাপায়ী বিস্মরণ করে।
যতই জরুরী কেন কাজ তার হাতে, শুধালেও বলিতে না পারে কোন মতে।
একাধারে এত গুণ আর কোথা নাই ; পূর্ণ কুম্ভ এই তবে কিনি লও, ভাই।

২১। স্বভাবতঃ লজ্জাশীল, প্রভাবে সুরার হইয়া উন্মত্ত করে লজ্জা পরিহার।
স্বভাবতঃ ধীর বলি লোকে যারে জানে, অনর্গল প্রলাপ করিবে সুরাপানে।
একাধারে এত গুণ আর কোথা নাই; পূর্ণ কুম্ভ এই তবে কিনি লও, ভাই।

২২। এ রস করিয়া পান চণ্ডাল, ব্রাহ্মণ শূকরশাবকবৎ একত্র শয়ন
করে পানাগারে শুধু মাটির উপর ; অনাহারে ক্রমে ভগ্ন হয় কলেবর,
অঙ্গশ্রী বিনষ্ট হয় এসব কারণ ; হয় তারা সকলের ধিক্কারভাজন।
একাধারে এত গুণ আর কোথা নাই ; পূর্ণ কুম্ভ এই তবে কিনি লও, ভাই।

২৩। করিলে গরুর মাথে দারুণ প্রহার পড়ে সে ভূতলে যথা—সাধ্য নাহি তার
উঠিতে আবার ; হায় ঠিক সেই মত ভূতলে পড়িয়া থাকে সুরাপায়ী যত।
বারুণীর বেগ হায় বড়ই ভীষণ ; সহিতে তা' কভু কিহে পারে কোন জন ?

২৪। ঘোরবিষসর্পবৎ ভাবি যারে মনে নিয়ত বর্জ্জন করে সুধী সর্ব্ব জনে,
যে বিষ করিতে পান, মানুষ যে জন, ইচ্ছা কি করিতে ভবে পারে হে কখন

২৫। বৃষ্ণিপুত্র, অন্ধকেরা হয়ে সুরামত্ত হইল সাগর তীরে কলহে প্রবৃত্ত ; *
মুষল লইয়া হাতে করে মহারণ, জ্ঞাতিরা নাশিল পরস্পরের জীবন।
একাধারে এত গুণ আর কোথা নাই ; পূর্ণ কুম্ভ এই তবে কিনি লও, ভাই।

২৬। অসুরেরা, মহারাজ, পান করি সুরা শাশ্বত ত্রিদিব হ'তে চ্যুত হ'ল পুরা।
সুরার অনর্থ এত জানি শুনি কেবা সে সর্ব্বনাশীর বল, করিবে হে সেবা ?

২৭। দধি কিংবা মধু, ভূপ, এ কুম্ভেতে নাই ; ইহাতে যে দ্রব্য আছে, আমি তব ঠাঁই
বলিলাম, সর্ব্বমিত্র, গুণ তার যত ; জানি, কিনি লও, আর খাও ইচ্ছামত।

ইহা শুনিয়া রাজা সুরার অনিষ্টকারিতা বুঝিতে পারিলেন এবং তুষ্ট হইয়া তুইটী গাথায় শক্রের স্তুতি করিলেন :—

২৮। মাতা বল, পিতা বল, কেহই আমার হিতকারী নয়, বিপ্র, সদৃশ তোমার।
সাধিতে আমার তুমি পরম কল্যাণ দয়াবশে উপদেশ করিয়াছ দান।
সাবধানে অতঃপর করিব পালন আজ্ঞা তব ; হব আমি কল্যাণ-ভাজন।

২৯। সুবৃহৎ পঞ্চ গ্রাম, দাসী একশত,
সপ্ত শত গো তোমায় করিলাম দান,
আর এই রমণীয় রথ দশখান
উৎকৃষ্ট তুরগযুক্ত পুষ্পরথ মত।
আচার্য্য আমার তুমি ; কল্যাণ অশেষ
ঘটিল আমার লভি তব উপদেশ।

ইহা শুনিয়া শক্র নিজের দেবভাব প্রকটিত করিলেন এবং পূর্ব্ববৎ আকাশস্থ হইয়াই তুইটী গাথায় আত্মপরিচয় দিলেন :—

৩০। দাসী শত, গ্রাম পঞ্চ, গবাদি যে ধন, থাকুক সে সব তব ভোগের কারণ।
তুমিই করহে ভোগ রথগুলি তব, বহন যা' করে সব অশ্ব মনোজব।
আমি শক্র দেবরাজ, শুন হে রাজন্, এ সকল দ্রব্যে মোর নাই প্রয়োজন।

৩১। পলান্ন, পায়স, সর্পিঃ করহে ভক্ষণ ; মধুযুক্ত পূপে কর রসনা তর্পণ ;
নাই তায় দোষ ; থাকে ধর্ম্মে যেন মতি ; পাইবে প্রশংসা, শেষে স্বর্গে হবে গতি।

---

* ভাগবত এবং বিষ্ণুপুরাণের যদুবংশধ্বংসকাহিনী এবং ৪র্থ খণ্ডের ঘটজাতক (৪৫৪) দ্রষ্টব্য। এই খণ্ডের সংকৃত্য-জাতকেও (৫৩০) উক্ত ঘটনার উল্লেখ আছে।

শক্র রাজাকে এই উপদেশ দিয়া স্বর্গে প্রতিগমন করিলেন। রাজাও আর সুরাপান না করিয়া সুরাভাণ্ডগুলি ভগ্ন করাইলেন এবং শীল গ্রহণপূর্ব্বক দানে রত ও স্বর্গবাসের উপযুক্ত হইলেন। কিন্তু জম্বুদ্বীপে ক্রমে ক্রমে সুরাপানের অভ্যাস বৃদ্ধি পাইল।

[সমবধান :—তখন আনন্দ ছিলেন রাজা সর্ব্বমিত্র এবং আমি ছিলাম শক্র।]

—জাতকমালাতেও এই আখ্যায়িকাটী আছে (১৭)।

৫১৩—জয়দ্দিষ-জাতক।*

[শাস্তা জনৈক মাতৃপোষক ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। *শ্যাম-জাতকে* (৫৪০) যেরূপ কথিত আছে, ইহার বর্ত্তমান বস্তুও সেইরূপ। কিন্তু এই প্রসঙ্গে শাস্তা বলিয়াছিলেন, "পুরাকালে পণ্ডিতেরা কাঞ্চনমালা-শোভিত শ্বেতচ্ছত্র পরিহার করিয়াও মাতাপিতার ভরণ পোষণ করিয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি এই অতীত কথা বলিয়াছিলেন :—]

পুরাকালে কাম্পিল্য রাজ্যে উত্তর পঞ্চাল নগরে পঞ্চাল নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার অগ্রমহিষী গর্ভধারণানন্তর এক পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন। এই রমণীর পূর্ব্বজন্মে এক সপত্নী ক্রুদ্ধ হইয়া প্রার্থনা করিয়াছিল, "আমি যেন তোর গর্ভজাত সন্তান ভক্ষণ করিতে সমর্থ হই।" তদনুসারে সে মরণান্তে যক্ষী হইয়াছিল। পঞ্চাল-মহিষী পুত্র প্রসব করিলে সে এই কামনা চরিতার্থ করিবার অবসর পাইল; সে মহিষীর চক্ষুর সম্মুখেই অপক্ব মাংসখণ্ডসদৃশ কুমারকে গ্রহণ করিল এবং মুর্মুর শব্দে ভক্ষণ করিয়া সূতিকাগৃহ হইতে চলিয়া গেল। মহিষী দ্বিতীয় বার পুত্র প্রসব করিলেন; যক্ষী দ্বিতীয় বারেও ঐরূপ করিল। তৃতীয় বার যখন মহিষী সূতিকাগারে প্রবেশ করিলেন, তখন উহার চারিদিকে কড়া পাহারা দিবার ব্যবস্থা হইল। কিন্তু যে দিন তিনি প্রসব করিলেন, সেদিন যক্ষী পুনর্ব্বার উপস্থিত হইয়া নবজাত কুমারকে গ্রহণ করিল। "যক্ষী আসিয়াছে" বলিয়া মহিষী চীৎকার করিয়া উঠিলেন, তিনি যে দিক দেখাইয়া দিলেন, আয়ুধহস্ত রক্ষকেরা সেই দিকে ছুটিয়া যক্ষীর অনুধাবন করিল। সে কুমারকে ভক্ষণ করিবার অবসর না পাইয়া পলায়নপূর্ব্বক একটা জলের নর্দ্দমায় প্রবেশ করিল। সেখানে শিশুটী তাহাকে নিজের জননী মনে করিয়া তাহার স্তনে মুখ দিল; ইহাতে তাহার হৃদয়ে অপত্যস্নেহ জন্মিল; সে শ্মশানে গিয়া শিশুটীকে একটা পাষাণময় গহ্বরে রাখিল এবং তাহার লালন পালনে প্রবৃত্ত হইল। ছেলেটী ক্রমে যখন বড় হইল, তখন যক্ষী মনুষ্য মাংস আনিয়া তাহাকে খাইতে দিতে লাগিল।

রাজকুমার ও যক্ষী উভয়েই মনুষ্যমাংস খাইত; রাজকুমার নিজের মনুষ্যভাব জানিত না। সে আপনাকে যক্ষীপুত্র বলিয়াই মনে করিত; কিন্তু যক্ষেরা যেমন নিজরূপ ত্যাগ করিয়া ইচ্ছামত অন্যরূপ ধারণ করিতে বা লোকচক্ষুর অগোচর হইতে পারে, কুমার তাহা পারিত না। সে যাহাতে ইচ্ছামত অন্তর্হিত হইতে পারে, এই উদ্দেশ্যে যক্ষী

* এই জাতকের সহিত অয়োগৃহ-জাতক (৫১০) এবং পরবর্ত্তী মহাসুতসোম-জাতক (৫৩৭) তুলনীয়।

তাহাকে একটা শিকড় দিল। এই শিকড়ের গুণে সে লোকচক্ষুর অগোচর হইয়া মনুষ্যমাংস ভোজনপূর্ব্বক বিচরণ করিতে লাগিল। যক্ষী মহারাজ বৈশ্রবণের সেবার জন্য গিয়া সেখানে প্রাণত্যাগ করিল।

পঞ্চাল-মহিষী চতুর্থবার একটী পুত্র প্রসব করিলেন। যক্ষী তখন মারা গিয়াছিল বলিয়া এই কুমারের কোন বিঘ্ন ঘটিল না। কুমার তাঁহার পরম শত্রু যক্ষীকে পরাজিত করিয়া জন্মিয়াছেন, এই মনে করিয়া তাঁহার নাম রাখা হইল জয়দ্দিষ*। তিনি বয়ঃপ্রাপ্তির পর সর্ব্বশিল্পে ব্যুৎপন্ন হইলেন এবং মস্তকোপরি শ্বেতচ্ছত্র উত্থাপিত করিয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন। এই সময়ে বোধিসত্ত্ব তাঁহার অগ্রমহিষীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিলেন। তাঁহার নাম হইল অলীনশত্রু কুমার। বোধিসত্ত্ব বয়ঃপ্রাপ্তির পর কৃতবিদ্য হইয়া ঔপরাজ্য লাভ করিলেন।

এদিকে যক্ষীর পালিতপুত্র অনবধানতাবশতঃ সেই শিকড়টা নষ্ট করিয়াছিল; কাজেই সে আর লোকচক্ষুর অগোচর হইতে পারিত না; সকলকে দেখা দিয়াই শ্মশানে গিয়া মনুষ্যমাংস খাইত। লোকে তাহাকে দেখিয়া ভয় পাইল এবং রাজার নিকট গিয়া অভিযোগ করিল, "মহারাজ, এক দৃশ্যমানরূপ যক্ষ শ্মশানে মনুষ্যমাংস খাইতেছে; সে ক্রমে নগরেও প্রবেশ করিয়া মানুষ মারিয়া খাইবে; তাহাকে ধরা কর্ত্তব্য।" রাজা অঙ্গীকার করিলেন, "আচ্ছা; তাহাকে ধরিবার ব্যবস্থা করিতেছি।" অনন্তর তিনি ঐ যক্ষ ধরিবার জন্য কর্ম্মচারীদিগকে আদেশ দিলেন। সৈনিকগণ গিয়া শ্মশান ঘিরিয়া দাঁড়াইল। ইহা দেখিয়া সেই নগ্ন ও বিরাটকায় যক্ষীপুত্র মরণভয়ে বিরাব করিতে করিতে লম্ফ দিয়া সৈনিকদিগের ভিতরে গিয়া পড়িল। সৈনিকেরাও 'যক্ষ আসিয়াছে' বলিয়া মরণভয়ে দুই দলে বিভক্ত হইয়া পলায়ন করিল। যক্ষীপুত্র এই অবসরে সেখান হইতে পলায়নপূর্ব্বক অরণ্যে প্রবেশ করিল; আর কখনও মনুষ্যপথে দেখা দিল না। ঐ অরণ্যের ভিতর দিয়া যে রাজপথ ছিল, তাহারই অদূরে একটা ন্যগ্রোধ বৃক্ষমূলে সে বাস করিল এবং যে সকল লোক ঐ পথ দিয়া যাতায়াত করিত, তাহাদের এক একটী ধরিয়া খাইতে লাগিল।

একদা এক ব্রাহ্মণ সার্থবাহ অটবীপালদিগকে † সহস্র মুদ্রা দিয়া পঞ্চশত শকটসহ ঐ পথে যাইতেছিলেন। নরযক্ষ বিকট শব্দ করিতে করিতে ঐ দল আক্রমণ করিল, লোকে ভয় পাইয়া বুকে ভর দিয়া শুইয়া পড়িল; ব্রাহ্মণকে ধরিয়া পলায়ন করিবার কালে যক্ষের পায়ে একটা কাঠের টুকরা ফুটিল; অটবীপালেরা তাহার অনুধাবন করিতেছে দেখিয়া সে ব্রাহ্মণকে ছাড়িয়া দিল এবং নিজের বাসস্থানে গিয়া নিস্তার পাইল।

নরযক্ষ যে দিন উক্তরূপে আহত হইয়াছিল, তাহার সপ্তম দিনে রাজা জয়দ্দিষ মৃগয়ার আদেশ দিয়া রাজধানী হইতে যাত্রা করিলেন। তিনি যখন নগরের বাহির হইতেছিলেন, সেই সময় তক্ষশিলাবাসী নন্দনামক এক মাতৃপোষক ব্রাহ্মণ চারিটী শতার্হ গাথা ‡ লইয়া

---

* পালি 'জয়দ্দিস'। মূলে শব্দটীর উৎপত্তি-সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে মনে হয় ইহা দ্বিষ্-ধাতুমূলক। ইহার অর্থ শত্রুদমন বা রিপুঞ্জয়।

† সার্থবাহদিগকে বনমধ্যে দস্যু ও হিংস্র জন্তু হইতে রক্ষা করিবার জন্য যাহারা প্রহরীর কাজ করিত, তাহারা অটবীপাল নামে অভিহিত হইত।

‡ অর্থাৎ প্রত্যেক গাথার মূল্য শত মুদ্রা।

তাঁহার সঙ্গে দেখা করিবেন। রাজা বলিলেন, "মৃগয়া হইতে ফিরিয়া আপনার গাথা শুনিব।" তিনি ব্রাহ্মণের বাসের জন্য একটী বাড়ী দেওয়াইলেন এবং মৃগয়ায় গমন করিয়া সহচরদিগকে বলিলেন, "যাহার পাশ কাটাইয়া মৃগ পলাইবে, সে ঐ ব্রাহ্মণের পুরস্কারের জন্য দায়ী হইবে।" অনন্তর একটা পৃষতমৃগ গহন স্থান হইতে উঠিয়া রাজার অভিমুখেই ছুটিল এবং পলাইয়া গেল। ইহা দেখিয়া অমাত্যেরা পরিহাস করিতে লাগিলেন। রাজা খড়্গ হস্তে লইয়া মৃগটার অনুধাবন করিলেন, তিন যোজন গিয়া খড়্গাঘাতে তাহার দেহ দ্বিখণ্ড করিলেন এবং উহা বাঁকে তুলিয়া ফিরিবার কালে নরযক্ষের আবাসস্থানে উপস্থিত হইয়া দর্ভতৃণের উপর উপবেশন করিলেন। সেখানে অল্পক্ষণ বিশ্রাম করিবার পর তিনি আবার চলিতে উদ্যত হইলেন। তখন নরযক্ষ দাঁড়াইয়া বলিল, "থাম; যাইবে কোথায়? তুমি যে আমার ভক্ষ্য।" সে রাজার হাত ধরিয়া প্রথম গাথা বলিল :—

১। ঘটিল সুযোগ আজ বহুদিন পরে; লভিলাম মহাখাদ্য সপ্তাহ অন্তরে।
কোথা হতে এলে তুমি, কিবা নাম ধর? কোন্ জাতি, কোন্ গোত্র সত্য করি বল।

যক্ষকে দেখিয়া রাজার উরু কাঁপিতে লাগিল; তিনি পলায়ন করিতে অশক্ত হইলেন; কিন্তু শীঘ্রই প্রকৃতিস্থ হইয়া দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :—

২। জয়দ্দিষ নাম ধরি, পঞ্চাল-ঈশ্বর; জানিনা এ নাম তব শ্রবণ-গোচর
হয়েছে কি কোন দিন; মৃগয়ার তরে ভ্রমিতেছি কচ্ছে আর কানন ভিতরে।
এই মৃগমাংস তুমি করহ ভক্ষণ; বিনিময়ে এর মোরে দাও হে মোচন।

ইহা শুনিয়া নরযক্ষ তৃতীয় গাথা বলিল :—

৩। আপনারে বাঁচাইতে মৃগমাংস বল খেতে,
আমার যা' আমাকেই দিতে তাহা চাও।
প্রথমে তোমারে, শেষে মৃগমাংস খাব আমি;
বৃথা বাক্যে কেন আর সময় কাটাও?

ইহাতে রাজা নন্দব্রাহ্মণের কথা স্মরণ করিলেন এবং চতুর্থ গাথা বলিলেন :—

৪। মুক্তি যদি নাহি দেও পাইয়া নিশ্চয়,
আজিকার মত মোরে দাও ছাড়ি তাই;
প্রত্যূষে ফিরিয়া কল্য আসিব নিশ্চয়,
করছি যে অঙ্গীকার ব্রাহ্মণের ঠাঁই
পালন করিয়া তাহা—সত্য রক্ষা করি,
নিশ্চয় আসিব পুনঃ নিকটে তোমারি।

ইহা শুনিয়া যক্ষ পঞ্চম গাথা বলিল :—

৫। জানিতেছ এবে তব আসন্ন মরণ; তবু কি কর্ম্মের তরে মন উচাটন?
সত্য করি বল; আমি দেখিব বিচারি, প্রত্যূষে ফিরিতে আজ্ঞা দিতে কি না পারি।

রাজা ষষ্ঠ গাথায় তাঁহার প্রার্থনার কারণ বলিলেন :—

৬। দিয়াছি ব্রাহ্মণে আশা, দিব তাঁরে ধন; করিনি এখনো সেই প্রতিজ্ঞা পালন।
পালি সেই অঙ্গীকার, সত্য রক্ষা করি, নিশ্চয় আসিব পুনঃ নিকটে তোমারি।

ইহার উত্তরে যক্ষ সপ্তম গাথা বলিল :—

৭। দিয়াছ ব্রাহ্মণে আশা, দিবে তাঁরে ধন, করোনি এখনো সেই প্রতিজ্ঞা পালন।
পালি সেই অঙ্গীকার—সত্য রক্ষা করি, নিশ্চয় আসিও পুনঃ নিকটে আমারি।

এই কথা বলিয়া যক্ষ রাজাকে মুক্তি দিল। মুক্তি লাভ করিয়া রাজা বলিলেন, "তোমার কোন চিন্তা নাই; আমি প্রাতঃকালেই ফিরিয়া আসিব।" অনন্তর পথের কতকগুলি চিহ্ন লক্ষ্য করিতে করিতে তিনি নিজের সেনার সহিত মিলিত হইলেন; সেনা-পরিবৃত হইয়া নগরে প্রবেশ করিলেন; নন্দ ব্রাহ্মণকে মহার্হ আসনে উপবেশন করাইলেন, তাঁহার গাথাগুলি শুনিয়া তাঁহাকে চারি সহস্র মুদ্রা দান করিলেন, * এবং তাঁহাকে যানে আরোহণ করাইয়া ভৃত্যদিগকে বলিলেন, "ইহাকে তক্ষশিলায় পৌঁছাইয়া দাও।" এইরূপে ব্রাহ্মণকে বিদায় দিয়া তিনি দ্বিতীয় দিবসে যক্ষসমীপে ফিরিবার অভিপ্রায়ে পুত্রকে সম্বোধন-পূর্ব্বক উপদেশ দিলেন :—

[শাস্তা এই উপদেশ বিশদভাবে বুঝাইবার জন্য বলিলেন,

৮। নৃমাংসাদ হস্ত হ'তে পাইয়া মুকতি প্রাসাদে ফিরিলা সুখভোগী নরপতি।
ব্রাহ্মণের সঙ্গে করি প্রতিজ্ঞা পালন অলীনশত্রুকে এই বলেন বচন,

৯। "অদ্যই এ রাজ্য, বৎস, করহ গ্রহণ; যথাধর্ম্ম আত্মপরে করিও পালন।
অধর্ম্ম এ রাজ্যে যেন কভু নাহি ঘটে; চলিলাম আমি নরখাদক-নিকটে।

ইহা শুনিয়া রাজকুমার দশম গাথা বলিলেন :—

১০। করেছি কি অপরাধ তোমার চরণে? বল, শুনি, অসন্তুষ্ট হলে কি কারণে?
রাজত্ব অদ্যই মোরে কেন চাও দিতে? তোমা বিনা নাহি চাই রাজত্ব করিতে।

ইহার উত্তরে রাজা আর একটী গাথা বলিলেন :—

১১। কার্য্যে কিংবা বাক্যে কভু, হয় না স্মরণ, হয়েছ যে, বৎস, মম অপ্রীতিভাজন।
যক্ষের নিকটে বদ্ধ আছি অঙ্গীকারে; যাইব তাহার কাছে সত্য রক্ষিবারে।

ইহা শুনিয়া কুমার বলিলেন,

১২। আপনি থাকুন হেথা; আমি যাব যক্ষ সন্নিধানে।
প্রাণ ল'য়ে ফিরিবে না কভু কেহ গেলে সেই থানে।
আপনি যক্ষের কাছে যদি, পিতঃ, করেন গমন,
আমিও নিশ্চিত যাব; উভয়েরি ঘটিবে মরণ।

রাজা বলিলেন,

১৩। ধর্ম্ম সুসঙ্গত, সাধু, বৎস, এই তোমার প্রস্তাব;
মরণ অপেক্ষা কিন্তু পাব আমি বেশী মনস্তাপ
যখন নিষ্ঠুর যক্ষ আত্মবল করিয়া প্রয়োগ
তীক্ষ্ণ শূলে করি পাক মাংস তব করিবেক ভোগ।

---

* পূর্ব্বে কিন্তু বলা হইয়াছে যে গাথাগুলি শতার্হ।

কুমার বলিলেন,

১৪। রক্ষিব তোমার প্রাণ আত্মপ্রাণ করি বিনিময় ;
দিবনা তোমায় যেতে যেথা সেই যক্ষ দুরাশয়।
এইরূপে তব প্রাণ, হে পিতঃ, রক্ষিতে পারি যদি,
জীবন অপেক্ষা আমি মরণেই সুখ পাব অতি।

রাজা কুমারের বল জানিতেন। এই গাথা শুনিবার পর তিনি সম্মতি দিয়া বলিলেন, "বেশ, বৎস ; তুমিই গমন কর।" কুমার তখন জনক-জননীর চরণ বন্দনা করিয়া নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

এই বৃত্তান্ত সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা অর্দ্ধ গাথা বলিলেন :—

১৫। (ক) ততঃ পর ধৃতিমান্ রাজার নন্দন বন্দিলা মাতার আর পিতার চরণ।

তখন 'কুমারের মাতা, পিতা, ভগিনী, ভার্য্যা ও অমাত্যগণও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে নগর হইতে বাহির হইলেন। নগরের বাহিরে গিয়া কুমার পিতার নিকট হইতে পথ জানিয়া লইলেন, পথে যে যে দ্রব্যের প্রয়োজন হইবে, সুন্দররূপে সে সমস্ত সঙ্গে লইলেন এবং অপর সকলকে সময়োচিত উপদেশ দিয়া কেশরীর ন্যায় নির্ভয়চিত্তে গন্তব্যপথ অবলম্বনপূর্ব্বক যক্ষের বাসস্থানাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহাকে প্রস্থান করিতে দেখিয়া তাঁহার জননী শোকসংবরণ করিতে পারিলেন না ; তিনি নিঃসংজ্ঞ অবস্থায় ভূতলে পতিত হইলেন। তাঁহার পিতাও দুই বাহু তুলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদভাবে বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা অপরার্দ্ধ গাথা বলিলেন :—

১৫। (খ) শোকে অভিভূতা মাতা ভূতলে পড়িলা ; বাহু তুলি পিতা তাঁর কান্দিতে লাগিলা।

অতঃপর পিতার আশীর্ব্বাদ এবং মাতা, ভগিনী ও ভার্য্যার সত্যক্রিয়া বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা চারিটী গাথা বলিলেন :—

১৬। কুমারে যাইতে দেখি মুখ ফিরাইয়া প্রার্থনা করেন রাজা প্রাঞ্জলি হইয়া,
চন্দ্রার্ক, বরুণ, প্রজাপতি, দেবরাজ, সোমদেব,—তোমা সবে রক্ষা কর আজ
নিষ্ঠুর যক্ষের গ্রাস হইতে কুমারে ; সুস্থদেহে গৃহে যেন ফিরিতে সে পারে।*

১৭। রামের চার্ব্বঙ্গী মাতা স্তুতি দেবগণে রক্ষিলা তনয়ে তাঁর দণ্ডক কাননে।
আমারও কাতর বাক্য করিয়া শ্রবণ, স্মরি সেই সত্য কথা যেন দেবগণ
রক্ষেন যক্ষের গ্রাস হইতে বাছারে ; সুস্থ দেহে গৃহে যেন ফিরিতে সে পারে। †

---

* এই গাথায় 'সোম' ও 'চন্দ্র' পৃথক্ দেবতা বলিয়া আহূত হইয়াছেন। বেদেও এই শব্দ দুইটী একার্থ-বাচক নহে। সোম দেব সোমরসের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। চন্দ্রমণ্ডলে সোমরস রক্ষার কথা উত্তরকালে কল্পিত হইয়াছিল ; এবং তখন চন্দ্রই সোমরসের অধিষ্ঠাতা হইয়াছিলেন।

† এই গাথার সহিত মূল রামায়ণের কোন বিরোধ নাই ; কিন্তু ইহার পৌরাণিকী কথা উদ্ধার করিতে গিয়া টীকাকার যে অদ্ভুত রামায়ণ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত হাস্যোদ্দীপক। তিনি বলিয়াছেন

১৮। স্বপক্ষে, পরোক্ষে, কভু হয় না স্মরণ, অপ্রিয় ভ্রাতার কিছু করেছি কখন।
স্মরি এই সত্য কথা দেবতা সকল আমার ভ্রাতার যেন করেন মঙ্গল।
আজ্ঞা পাইয়াছে যেতে যক্ষের নিকটে, অনিষ্ট সেখানে তার নাহি যেন ঘটে।
রক্ষা যেন দেবগণ করেন ভ্রাতারে, সুস্থ দেহে গৃহে যেন ফিরিতে সে পারে।

১৯। উপেক্ষি আমায় অন্য রমণীর প্রতি হয় নাই, প্রভু, কভু তোমার আসক্তি।
আমারও, জীবিতেশ্বর, হয় নি কখন তুমি যে অপ্রিয় মোর, ভাবনা এমন।
স্মরি এই সত্য কথা যেন দেবগণ করেন বিপদে মোর স্বামীর রক্ষণ।

জয়দ্দিষ যে সকল চিহ্ন নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, সেইগুলি লক্ষ্য করিয়া কুমার যক্ষের বাসস্থানে যাইবার পথ চিনিতে পারিয়া চলিতে লাগিলেন। এদিকে যক্ষ ভাবিতেছিল, 'ক্ষত্রিয়েরা নানা ছল জানে। কে জানে এ ক্ষেত্রে কি ঘটিবে?' সে এক বৃক্ষে আরোহণ করিল এবং সেখানে বসিয়া রাজা আসিতেছেন কিনা, দেখিতে লাগিল। কুমারকে আসিতে দেখিয়া সে মনে করিল 'পিতার পরিবর্ত্তে বোধ হয় পুত্র আসিতেছে। কাজেই আশঙ্কার কোন কারণ নাই।' অনন্তর সে বৃক্ষ হইতে অবতরণপূর্ব্বক কুমারের দিকে পিঠ ফিরাইয়া বসিল, কুমারও গিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। তখন যক্ষ বলিল,

২০। কে তুমি হে চারুমুখ যুবা ঋজুকায়? কোথা হ'তে আগমন করিলে হেথায়?
জাননা কি বাস করি এই বনে আমি? নিষ্ঠুর, নৃমাংসভোজী আমি, ইহা জানি
কোন্ জন, চায় যেই আপনার হিত, ইচ্ছা করি এ অরণ্যে হয় উপস্থিত?

ইহার উত্তরে কুমার বলিলেন,

২১। জানি, যক্ষ, এই বন তব বাসভূমি নিষ্ঠুর, নৃমাংসভোজী শুনিয়াছি তুমি।
আমি হই জয়দ্দিষ রাজার নন্দন দাও তাঁরে মুক্তি, মোরে করিয়া ভক্ষণ।

যক্ষ বলিল,

২২। বুঝিলাম তুমি জয়দ্দিষের নন্দন; একরূপ উভয়ের মুখের গঠন।
বড়ই দুষ্কর কর্ম্ম এসেছ করিতে; রক্ষিতে পিতারে চাও মৃত্যু আলিঙ্গিতে।

"বারাণসীতে রাম-নামক এক মাতৃপোষক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বাণিজ্যের জন্য দণ্ডকি-রাজার অধিকারস্থ কুম্ভবতী নগরে গমন করিয়াছিলেন। যখন প্রভূত বারি বর্ষণে দণ্ডকির সমস্ত রাজ্য বিনষ্ট হয়, তখন রাম মাতা পিতার গুণ স্মরণ করিয়াছিলেন। তিনি মাতৃপোষক ছিলেন, এই নিমিত্ত দেবতারা তাঁহাকে রক্ষা করিয়া তাঁহার মাতার নিকট লইয়া গিয়াছিলেন।" এই টীকা পাঠ করিলে বুঝা যায়, সিংহল দেশীয় ভিক্ষুরা সাধারণতঃ মূল রামায়ণ জানিতেন না, লোকমুখে রামের নাম ও গুণগ্রামের কথা শুনিয়াছিলেন মাত্র। দশরথ-জাতকে যে বিচিত্র রামায়ণ আছে, তাহাও বোধ হয় এইরূপেই কল্পিত হইয়াছিল।

ফলতঃ রামায়ণ ও মহাভারত যে জাতকরচনাকালে, এমন কি বুদ্ধদেবের সময়েও প্রচলিত ছিল, জাতকের নানা অংশে তত্তদ্গ্রন্থ-বর্ণিত ব্যক্তিদিগের নামোল্লেখে তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। জাতকের প্রাচীন গাথা-গুলির সঙ্গেও এই গ্রন্থদ্বয়ের কুত্রাপি কোন বিরোধ নাই। কিন্তু সংস্কৃতভাষানভিজ্ঞ সিংহলী ভিক্ষুরা গদ্যাংশে স্বকপোলকল্পিত উপাখ্যান রচনা করিয়া ঐ সকল চরিত্রের বিকৃতি ঘটাইয়াছেন। সেই কারণেই জাতকে রাম, কৃষ্ণা প্রভৃতি নায়কনায়িকার এতাদৃশী দুর্দ্দশা হইয়াছে।

কুমার বলিলেন,

২৩। পিতৃ-হেতু পুত্র করে প্রাণ বিসর্জন, আমি ত দুষ্কর ইহা ভাবিনি কখন।
মাতাপিতৃ-সেবা-তরে ত্যজিলে জীবন পুত্র হয় স্বর্গবাসী, সুখের ভাজন।

ইহা শুনিয়া যক্ষ বলিল, "রাজপুত্র, মরণকে ভয় করে না, এমন প্রাণী ত নাই। তুমি কেন মরণকে ভয় কর না, জানিতে চাই।" ইহার উত্তরে কুমার দুইটা গাথা বলিলেন,

২৪। গোপনে কি অগোপনে করেছি কখন কোন পাপ কাজ আমি, হয় না স্মরণ।
জন্মমরণের তত্ত্ব জানি আমি ভাল; করি তাই তুল্য জ্ঞান ইহ-পরকাল।

২৫। কর, মহাবল, অদ্য আমায় ভক্ষণ; লইয়া এ দেহ তব সাধ প্রয়োজন।
পড়িব বৃক্ষাগ্র কিংবা প্রপাত হইতে— যেই ভাবে তোমার ইচ্ছা আমায় বধিতে।
প্রাণশূন্য দেহ মোর লইয়া তখন যথারুচি মাংস তুমি করিও ভক্ষণ।

রাজপুত্রের কথায় যক্ষ ভয় পাইল। সে ভাবিল, 'আমার সাধ্য নাই যে ইহার মাংস খাই। এমন কোন কৌশল অবলম্বন করা আবশ্যক, যে এ পলায়ন করে।' ইহা স্থির করিয়া সে বলিল,

২৬। নিতান্তই ইচ্ছা যদি, হে রাজকুমার, পিতার রক্ষিতে প্রাণ দিতে আপনার,
বন হতে কাষ্ঠ ভাঙ্গি কর আনয়ন; অবিলম্বে কর হেথা অগ্নি প্রজ্বালন।

এই বৃত্তান্ত বিশদভাবে বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

২৭। রাজপুত্র ধৃতিমান্ আনিয়া ইন্ধন করিলেন তাহে মহা অগ্নি প্রজ্বালন।
বলেন যক্ষেরে, "অগ্নি হয়েছে প্রস্তুত; অবিলম্বে কার্য্য তব কর ইচ্ছামত।"

কুমার অগ্নি প্রস্তুত করিয়া আবার উপস্থিত হইয়াছেন দেখিয়া যক্ষ ভাবিল, 'এই ব্যক্তি পুরুষসিংহ; এ মরণকেও ভয় করে না। আমি এত কাল এরূপ নির্ভয় লোক কখনও দেখি নাই।' ইহা ভাবিতে ভাবিতে তাহার শরীর রোমাঞ্চিত হইল, সে বসিয়া বসিয়া পুনঃ পুনঃ কুমারের দিকে তাকাইতে লাগিল। কুমার তাহার এই কাণ্ড দেখিয়া বলিলেন,

২৮। অবিলম্বে খাও মোরে; অত্যাচারী যক্ষ তুমি; দেরি কেন আর?
অবাক্ হইয়া কেন দেখিতেছ মুখ মম তুমি বার বার?
বল আর কি করিলে তৃপ্তিসহ মাংস মোর করিবে ভক্ষণ?
যে আদেশ দিবে তুমি, তাহাই করিব, যক্ষ, আমি সম্পাদন।

যক্ষ বলিল,

২৯। ঈদৃশ ধার্ম্মিক, সত্যবাদী সদাশয় মহাপ্রাণী রাক্ষসেরও ভোজ্য নাহি হয়,
হেন সত্যবাদীর যে হইবে ভক্ষক, শতধা বিদীর্ণ তার হইবে মস্তক।

ইহা শুনিয়া কুমার বলিলেন, "যদি আমাকে খাইতে ইচ্ছা না কর, তাহা হইলে, আমা দ্বারা কাঠ ভাঙ্গাইয়া আগুন জ্বালাইলে কেন?" যক্ষ বলিল, "তুমি পলাও কিনা, এই পরীক্ষা করিবার জন্য।" কুমার বলিলেন, "তুমি এখন আমার কি পরীক্ষা করিবে?

আমি তির্য্যগ্‌যোনিতে শশকরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াও দেবরাজ শক্রের নিকট পরীক্ষা দেই নাই কি?

৩০। শশজন্মে দেহোৎসর্গ করিয়া আমার
দ্বিজরূপী দেবেন্দ্রের করিনু সৎকার।
তুষ্ট হয়ে করিলেন শক্র সে কারণ
চন্দ্রের মণ্ডলে মোর মূরতি অঙ্কন।
মনোহর চন্দ্রদেব তখন হইতে
'শশী' নামে হন, যক্ষ, অর্চ্চিত মহীতে।*

ইহা শুনিয়া যক্ষ কুমারকে ছাড়িয়া দিল। সে বলিল,

৩১। পক্ষ-অন্তে রাহুমুক্ত চন্দ্রার্ক যেমন
উজলে চৌদিক্ করি প্রভা বিকিরণ,
তেমতি তুমিও আজ, মহাত্মা কাম্পিল্যরাজ,
যক্ষগ্রাস-মুক্ত হয়ে করহ প্রস্থান
করুক সকলে তব মহাগুণ গান।
দেখিয়া তোমার মুখ লভিন অপার সুখ
জনক-জননী তব, জ্ঞাতিবন্ধুগণ;
আনন্দ-সাগরে সবে হউন মগন।

'মহাবীর তুমি স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাও,' ইহা বলিয়া যক্ষ মহাসত্ত্বকে বিদায় দিল। তিনিও যক্ষকে এইরূপে সংযত করিয়া তাহাকে পঞ্চশীল দান করিলেন এবং সে প্রকৃতই যক্ষ কিনা, ইহা অবধারণ করিবার জন্য ভাবিতে লাগিলেন, 'যক্ষদিগের চক্ষু রক্তবর্ণ; তাহারা নির্নিমেষ, তাহাদের ছায়া নাই এবং তাহারা নির্ভীক। এ ব্যক্তি যক্ষ নহে; এ মানুষ। শুনিয়াছি আমার পিতার তিনটী সহোদরকে এক যক্ষী হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল। বোধ হয়, সে তাহাদের দুই জনকে খাইয়াছিল, কিন্তু পুত্রস্নেহবশতঃ তৃতীয়টাকে না মারিয়া পালন করিয়াছিল। এ নিশ্চয় আমার পিতার তৃতীয় সহোদর। ইহাকে সঙ্গে লইয়া পিতাকে সমস্ত কথা বলিব এবং ইহাকে রাজত্ব দেওয়াইব।' এই সিদ্ধান্ত করিয়া কুমার বলিলেন, "শুনুন মহাশয়, আপনি যক্ষ নহেন, আপনি আমার পিতার জ্যেষ্ঠ সহোদর। চলুন, আমার সঙ্গে গিয়া বংশগত রাজ্যভার গ্রহণ করুন; আপনার মস্তকোপরি শ্বেতচ্ছত্র উত্তোলিত হউক।" যক্ষরূপী পুরুষ বলিল, "আমি মনুষ্য নই।" কুমার বলিলেন, "যদি আমার কথা বিশ্বাস না করেন, তবে বলুন, কাহার কথা বিশ্বাস করিবেন।" "অমুক স্থানে এক দিব্যচক্ষুঃ তাপস আছেন। (তাঁহার কথা বিশ্বাস করি।)" তখন কুমার পুরুষাদকে লইয়া সেই তাপসের নিকট গেলেন। তাঁহাদিগকে দেখিবামাত্র তাপস বলিলেন, "তোমরা পিতাপুত্রে এই বনে কি করিয়া বেড়াইতেছ?" অনন্তর তিনি উভয়ের প্রকৃত সম্বন্ধ বুঝাইয়া দিলেন। তখন পুরুষাদ কুমারের কথা বিশ্বাস করিল। সে বলিল, 'বৎস, তুমি যাও। আমি এক দেহে দ্বিবিধা প্রকৃতি পাইয়াছি। আমার রাজ্যে প্রয়োজন নাই, আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব।"

* শশ-জাতক (৩১৬) দ্রষ্টব্য। আমি 'যক্খ' এই সম্বোধন পদ ধরিলাম; টীকাকার 'যক্খো' পাঠ করিয়া যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা আমার বিবেচনায় অসঙ্গত। তিনি বলেন, "সক্কো...চন্দমণ্ডলে সসলক্খণং অকাসি, ততো পট্ঠায় তেন সসলক্খণেন স চন্দিমা সসী সসীতি এবং সসভ্খুত লোকস্স পেমবদ্ধনে অজ্জ যক্খো বিরোচতি।"

ইহা বলিয়া সে ঐ তপস্বীর নিকট প্রব্রজ্যা হইল। কুমার তাহাকে প্রণাম করিয়া নগরে চলিয়া গেলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৩২। রাজপুত্র ধৃতিমান্ যুড়ি দুই হাত নৃমাংস ভক্ষকে করিলেন প্রণিপাত।
বিদায় লইয়া পুনঃ কাম্পিল্য নগরে গেলেন অক্ষত দেহে প্রফুল্ল অন্তরে।

অনন্তর নগরবাসীরা রাজপুত্রের যেরূপ অভ্যর্থনা করিয়াছিল, তাহা বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা অবশিষ্ট গাথাটী বলিলেন ;—

৩৩। পৌর-জানপদগণ সকলে তখন গজসাদী, রথী, পদাতিক সর্ব্বজন,
কৃতাঞ্জলিপুটে নমি বলে বার বার, "অহো কি দুষ্কর কর্ম্ম করিলা কুমার !"

কুমার আসিতেছেন শুনিয়া রাজা তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিলেন। কুমার মহাজনসঙ্ঘ-পরিবৃত হইয়া রাজাকে প্রণাম করিলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন। "বৎস, তুমি কি উপায়ে তাদৃশ নরখাদকের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিলে ?" কুমার বলিলেন, "পিতঃ, ঐ ব্যক্তি যক্ষ নহেন ; তিনি আপনার জ্যেষ্ঠ সহোদর, এবং আমার জ্যেষ্ঠ তাত।" অনন্তর তিনি সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়া অনুরোধ করিলেন, "আপনি গিয়া একবার জ্যাঠা মহাশয়কে দেখিলে ভাল হয়।" রাজা তৎক্ষণাৎ ভেরীবাদন দ্বারা অনুচরদিগকে সমবেত করাইলেন এবং বহু অনুচরসহ সেই তাপসদিগের নিকটে গেলেন। কিরূপে যক্ষী রাজকুমারকে লইয়া গিয়াছিল, কিন্তু ভক্ষণ না করিয়া তাঁহার লালন পালন করিয়াছিল, কি কারণে কুমার যক্ষ-ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, মহাতপস্বী রাজাকে এই সমস্ত বৃত্তান্ত সবিস্তর বলিলেন। রাজা বলিলেন, "চলুন, দাদা। আপনি গিয়া রাজত্ব করুন।" তাঁহার সহোদর বলিলেন, "না ভাই ; আমি রাজ্য চাই না।" "যদি রাজ্য না চান, তথাপি চলুন ; আমার উদ্যানে বাস করিবেন ; আমি চতুর্ব্বিধ উপকরণ দিয়া আপনার পরিচর্য্যা করিব।" কিন্তু তাঁহার অগ্রজ বলিলেন, "না মহারাজ, আমি সেখানেও যাইব না।" তখন রাজা আশ্রমের অদূরে পর্ব্বতীয় ভূভাগে স্কন্ধাবার স্থাপনপূর্ব্বক সেখানে এক সুবৃহৎ সরোবর খনন করাইলেন ; কর্ষণোপযোগী ক্ষেত্র প্রস্তুত করাইলেন, প্রভূত ঐশ্বর্য্যশালী সহস্র ঘর লোক আনাইয়া সেখানে এক বৃহৎ গ্রাম পত্তন করিলেন এবং তাপসদিগের ভিক্ষাপ্রাপ্তির সুব্যবস্থা করিলেন। ঐ গ্রামের নাম হইল খুল্লকল্মাষদম্য নিগম।

মহাসত্ত্ব সুতসোম যেখানে এক নরখাদককে দমন করিয়াছিলেন, তাহা মহাকল্মাষদম্য নামে বেদিতব্য।*

[এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা জাতকের সমবধান করিলেন। সত্যব্যাখ্যার পর সেই মাতৃপোষক ভিক্ষু স্রোতাপত্তি ফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—তখন মহারাজকুলের মাতা পিতা ছিলেন সেই মাতা পিতা, সারিপুত্র ছিলেন সেই মহা-তাপস ; অঙ্গুলিমাল ছিলেন সেই নরখাদক ; উৎপলবর্ণা ছিলেন সেই কনিষ্ঠা ভগিনী ; রাজমাতা ছিলেন সেই অগ্রমহিষী (?) এবং আমি ছিলাম অলীনশত্রুকুমার। চরিয়া পিটক, ২।৯

---

* মহাসুতসোম-জাতক (৫৩৭) দ্রষ্টব্য।

৫১৪—ষড়্দন্ত-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি-কালে এক তরুণী ভিক্ষুণীর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এরূপ আছে যে, ঐ রমণী শ্রাবস্তী নগরের এক কুলকন্যা ছিলেন এবং গৃহস্থাশ্রমের দোষ দেখিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি এক দিন ভিক্ষুণীদিগের সহিত ধর্ম্মসভায় গিয়া দেখিলেন, দশবল অলঙ্কৃত ধর্ম্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া ধর্ম্মদেশন করিতেছেন। তাঁহার অপরিসীম পুণ্যপ্রভাবজাত উত্তমরূপসম্পত্তিযুক্ত দেহ অবলোকন করিয়া ঐ রমণী ভাবিলেন, 'যাঁহারা এই মহাপুরুষের পাদসেবা করিয়াছেন, কোন অতীত জন্মে আমি কি তাঁহাদের কাহারও সেবাশুশ্রূষা করিয়াছি?' তাঁহার মনে এই প্রশ্ন উদিত হইবামাত্র তিনি জাতিস্মরত্ব লাভ করিলেন, তিনি জানিলেন যে, যখন বোধিসত্ত্ব ষড়্দন্ত বারণরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন তিনি নিজেই তাঁহার সেবিকা হইয়াছিলেন। এই বৃত্তান্ত স্মরণ করিবার কালে তাহার মনে বিপুল আনন্দ জন্মিল। তিনি প্রীতির বেগে অট্টহাস্য করিয়া দাঁড়াইলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন, 'পাদচারিকাদিগের মধ্যে যাহারা স্বামীর হিতাকাঙ্ক্ষিণী; তাহাদের সংখ্যা অল্প; যাহারা স্বামীর অহিতকামনা করে, তাহারাই সংখ্যায় বহুতর। আমি ইঁহার হিতাকাঙ্ক্ষিণী ছিলাম, না অহিতানুষ্ঠান করিতাম?'

অনন্তর পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া তিনি আবার চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'অহো! আমি আত্মহৃদয়ে ইঁহার অল্পমাত্র দোষ পোষণ করিয়া শোণোত্তর-নামক এক জন নিষাদকে পাঠাইয়াছিলাম এবং তাহা দ্বারা ইঁহার বিংশত্যধিক শতহস্তপরিমিত দেহ বিষদিগ্ধ শরে বিদ্ধ করাইয়া ইঁহার প্রাণবিয়োগ ঘটাইয়াছিলাম।" এই বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া সেই নবীনা ভিক্ষুণী মহাশোকসন্তপ্ত হইলেন; তাঁহার হৃৎপিণ্ড উত্তপ্ত হইল; তিনি শোক-সংবরণে অসমর্থ হইয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে এবং উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই কাণ্ড দেখিয়া শাস্তা ঈষৎ হাস্য করিলেন। ইহাতে ভিক্ষুসঙ্ঘ জিজ্ঞাসা করিলেন 'ভদন্ত, আপনার হাস্য করিবার কারণ কি?' শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, এই তরুণী ভিক্ষুণী পূর্ব্ব জন্মে আমার প্রতি যে অন্যায় ব্যবহার করিয়াছিলেন, আজ তাহা স্মরণ করিতেছেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন;—]

পুরাকালে হিমবৎপ্রদেশে ষড়্দন্ত হ্রদের নিকটে অষ্টসহস্র ঋদ্ধিমান্ ও আকাশগামী হস্তী বাস করিত। বোধিসত্ত্ব এই গজযূথপতির পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; তাঁহার সর্ব্ব শরীর শ্বেতবর্ণ, এবং মুখ ও পদচতুষ্টয় রক্তবর্ণ ছিল। তিনি কালক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া উচ্চতায় অষ্টাশীতি হস্তপরিমিত এবং দৈর্ঘ্যে বিংশত্যধিক শতহস্তপরিমিত হইয়াছিলেন। তাঁহার রজতদামসদৃশ শুণ্ডের পরিমাণ অষ্টপঞ্চাশৎ হস্ত ছিল; তাঁহার দন্তগুলির পরিধি ছিল পঞ্চদশ হস্ত এবং দৈর্ঘ্য ছিল ত্রিংশৎ হস্ত; সেগুলি হইতে ষড়্বর্ণ রশ্মি নিঃসৃত হইত। তিনি অষ্টসহস্র হস্তীর অধিনেতা হইয়াছিলেন এবং প্রত্যেকবুদ্ধদিগের সেবা করিতেন। ক্ষুদ্র সুভদ্রা ও মহা সুভদ্রা নাম্নী দুইটী হস্তিনী তাঁহার অগ্র মহিষীর পদ পাইয়াছিল। এই নাগরাজ অষ্টসহস্র গজপরিবৃত হইয়া কাঞ্চনগুহায় বাস করিতেন।

ষড়্দন্ত হ্রদ দৈর্ঘ্যে ও বিস্তারে পঞ্চাশ যোজন। ইহার মধ্যভাগে দ্বাদশ যোজন-পরিমিত জলাংশে শৈবালাদি কোনরূপ জলজ উদ্ভিদ্ নাই *; সেখানে নির্ম্মল জলরাশি ঐন্দ্রজালিক মণির ন্যায় শোভা পাইতেছে। এই জলরাশি বেষ্টন করিয়া এক যোজন পরিমিত নিরবচ্ছিন্ন কহ্লারবন, তদনন্তর কহ্লারবন বেষ্টন করিয়া যোজন পরিমিত নীলোৎপলবন, তাহার পর এক একটীকে বেষ্টন করিয়া যথাক্রমে যোজনব্যাপী রক্তোৎপল, শ্বেতোৎপল, রক্তপদ্ম, শ্বেতপদ্ম ও কুমুদের বন অবস্থিত। এই সপ্তবন বেষ্টন করিয়া আবার কহ্লারাদি

* মূলে "সেবালং বা পণকং" আছে। 'পণক' এক প্রকার জলজ উদ্ভিদ্।

উক্ত সপ্তবিধ পুষ্পের যোজনব্যাপী আর একটী বন। তাহার পর যোজনব্যাপী রক্তশালি বন; সেখানে জল এত অগভীর যে, হস্তীরা অনায়াসে বিচরণ করিতে পারে। সর্ব্বশেষে জলের শেষ সীমা পর্য্যন্ত নীল, পীত, লোহিত ও শ্বেতবর্ণের সুরভি ও রমণীয় কুসুমপরিশোভিত নানাজাতীয় ক্ষুদ্র গুল্ম। এই যে দশটী বনের কথা বলা হইল, তাহাদের প্রত্যেকটীরই বিস্তার এক যোজন। ইহাদের বহির্ভাগে যথাক্রমে ছোট বড় নানাবিধ উৎকৃষ্ট জাতীয় মাস ও মুদ্গের বন, কলম্বী, এর্ব্বারুক,* অলাবু, কুষ্মাণ্ড প্রভৃতি লতার বন, পূগবৃক্ষপ্রমাণ ইক্ষুর বন, গজদন্তপ্রমাণ ফলবিশিষ্ট কদলীবন, শালিবন, চাটিপ্রমাণ ফলবিশিষ্ট পনসবন, সুমধুরফলবিশিষ্ট তিন্তিড়ী বন, কপিত্থ-বন, এবং সর্ব্বশেষে নানাজাতীয় তরুলতাসমাকীর্ণ মহারণ্য। ইহার বহির্ভাগে আবার বেণুবন। যে সময়ের কথা হইতেছে, তখন ষড়্দন্ত হ্রদের এইরূপ শোভাসম্পত্তি ছিল। ইহার বর্ত্তমান শোভাসম্পত্তির কথা সংযুক্তার্থকথায় বর্ণিত আছে।

বেণুবনের চতুর্দ্দিকে একে একে সাতটী পর্ব্বতমালা আছে। বাহির হইতে ধরিলে ইহাদের প্রথমটীর নাম ক্ষুদ্র কৃষ্ণ, দ্বিতীয়টীর নাম মহাকৃষ্ণ, তৃতীয়টীর নাম উদক, চতুর্থটীর নাম চন্দ্রপার্শ্ব, পঞ্চমটীর নাম সূর্য্যপার্শ্ব, ষষ্ঠটীর নাম মণিপার্শ্ব এবং সপ্তমটীর নাম সুবর্ণপার্শ্ব। সুবর্ণপার্শ্ব ষড়্দন্তহ্রদকে পরিবেষ্টন করিয়া পাত্রমুখবর্ত্তির † ন্যায় অবস্থিত রহিয়াছে। ইহার উচ্চতা সপ্ত যোজন। ইহার যে পার্শ্ব অভ্যন্তরীণ, তাহা সুবর্ণবর্ণ; ইহা হইতে যে আভা বিকীর্ণ হয়, তাহাতে ষড়্দন্তহ্রদ বালসূর্য্যের ন্যায় দীপ্তি পায়। বহিঃস্থ পর্ব্বতগুলির মধ্যে একটীর উচ্চতা ছয়, একটীর পাঁচ, একটীর চারি, একটীর তিন, একটীর দুই ও একটী এক যোজন। সপ্তগিরি-পরিবেষ্টিত ষড়্দন্তহ্রদের পূর্ব্বোত্তর কোণে, হ্রদশীকরশীতল স্থানে একটী বিশাল বটবৃক্ষ আছে। ইহার স্কন্ধের পরিধি পাঁচ যোজন, উচ্চতা সাত যোজন, চারিদিকে যে চারিটী শাখা গিয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকটীর দৈর্ঘ্য ছয় যোজন; যে শাখাটী ঊর্দ্ধদিকে গিয়াছে তাহারও প্রমাণ ছয় যোজন। কাজেই মূল হইতে ধরিলে ইহা তের যোজন উচ্চ; ইহার এক দিকের শাখা হইতে তাহার বিপরীত দিকের শাখা ধরিলে বার যোজন। ইহার প্ররোহের সংখ্যা আট হাজার। ফলতঃ এই মহাবৃক্ষ তৃণগুল্মাদিহীন মণিপর্ব্বতের ন্যায় বিরাজ করিত।

ষড়্দন্তহ্রদের পশ্চিমদিকে সুবর্ণ পর্ব্বতে দ্বাদশ যোজন বিস্তীর্ণ কাঞ্চনগুহা। ষড়্দন্ত-নামক নাগরাজ অষ্টসহস্র নাগসহ বর্ষাকালে এই গুহায় এবং গ্রীষ্মকালে হ্রদশীকর-সিক্ত বায়ুসেবনার্থ ঐ মহাতরুর প্ররোহান্তরে বাস করিতেন।

একদিন গজরাজের অনুচরেরা সংবাদ দিল যে মহাশালবন পুষ্পিত হইয়াছে। তখন শালবনে কেলি করিবার অভিপ্রায়ে তিনি সপরিবারে ঐ বনে গমন করিলেন এবং স্কন্ধদ্বারা একটা সুপুষ্পিত শালবৃক্ষে আঘাত করিলেন। তখন চুল্লসুভদ্রা গজরাজের উপরিবাত স্থানে দাঁড়াইয়াছিল; আহত তরু হইতে শুষ্ক প্রশাখাদিযুক্ত পুরাণ পত্র ও বহু তাম্র

* এর্ব্বারুক (পালি 'এলালুক'। ইহা এক প্রকার শশা।

† অর্থাৎ হ্রদের ধার হইতেই বৃত্তাকারে উঠিয়াছে। 'বর্ত্তি' বলিলে গামলা প্রভৃতির 'কানা' বা ধার বুঝায়।

পিপীলিকা তাহার শরীরোপরি পতিত হইল। মহাসুভদ্রা কিন্তু অধোবাতপার্শ্বে ছিল; তাহার শরীরের উপর পুষ্পরেণু, কিঞ্জল্ক ও নব কিসলয় পতিত হইল। ইহা দেখিয়া ক্ষুদ্র-সুভদ্রা ভাবিল, "বটে, নিজের প্রিয় ভার্য্যার শরীরে পুষ্পরেণু, কিঞ্জল্ক ও কিসলয় বিকিরণ করিল, আর আমার শরীরে ফেলিল কেবল শুষ্ক প্রশাখা, পুরাতন পত্র ও তাম্র পিপীলিকা। ইহার প্রতিশোধ কি হইবে, তাহা আমি দেখিয়া লইব।' তখন হইতে সে মহাসত্ত্বের সম্বন্ধে মনে মনে বৈরভাব পোষণ করিতে লাগিল।

আর এক দিন নাগরাজ স্নানার্থ সপরিবারে ষড়্‌দন্তহ্রদে অবতরণ করিলেন। দুইটা তরুণ হস্তী শুণ্ড দ্বারা বীরণমূলগুচ্ছ গ্রহণ করিয়া নাগরাজের কৈলাসগিরিনিভ শরীর মর্দ্দন করিল; তিনি স্নান করিয়া উপরে উঠিলে তাহারা করেণু দুইটীকেও স্নান করাইল; করেণুদ্বয় স্নানান্তে উপরে উঠিয়া মহাসত্ত্বের পার্শ্বে দাঁড়াইল। তাহার পর অষ্ট সহস্র হস্তী হ্রদে অবতরণ করিয়া জলকেলি করিল এবং সরোবর হইতে নানা পুষ্প আহরণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা প্রথমে নাগরাজের রজতস্তূপনিভ দেহ, পরে করেণুদ্বয়ের দেহ মণ্ডিত করিল। একটা হস্তী, সরোবরে বিচরণ করিবার কালে একটী বৃহৎ পদ্মফুল * পাইয়া, উহা আহরণপূর্ব্বক মহাসত্ত্বকে দান করিল; তিনি উহা শুণ্ড দ্বারা গ্রহণ করিয়া রেণুগুলি নিজের কুম্ভে বিকিরণ করিলেন এবং পুষ্পটী জ্যেষ্ঠা মহিষী মহা-সুভদ্রাকে দিলেন। ইহা দেখিয়া তাঁহার অপরা ভার্য্যা ভাবিল, 'এই বড় ফুলটা নিজের প্রিয়ভার্য্যাকেই দিল, আমাকে ত দিল না।' সে পুনর্ব্বার মহাসত্ত্বের প্রতি বৈরভাব পোষণ করিল।

অতঃপর একদিন মহাসত্ত্ব পদ্মমধুমিশ্রিত নানাবিধ মধুর ফল ও বিসমূল সংগ্রহপূর্ব্বক যখন প্রত্যেকবুদ্ধদিগকে ভোজন করাইতেছিলেন, সেই সময়ে ক্ষুদ্রসুভদ্রা স্বয়ংলব্ধ বন্যফলগুলি বুদ্ধদিগকে দান করিয়া মনে মনে কামনা করিল. 'এই দেহ ত্যাগ করিয়া যেন মদ্ররাজকুলে জন্ম লাভ করি; তখন যেন আমার সুভদ্রা এই নাম হয়, আমি যেন বয়ঃপ্রাপ্তির পর বারাণসীরাজের অগ্রমহিষীর পদ পাইয়া তাঁহার এমন প্রিয়া ও মনোমোহিনী হই যে, তিনি আমার রুচি চরিতার্থ করিবার জন্য সর্ব্বদা উৎসুক থাকেন। তখন তাঁহাকে বলিয়া এক ব্যাধ পাঠাইব, বিষদিগ্ধ বাণে বিদ্ধ করাইয়া এই হস্তীর প্রাণনাশ করাইব এবং ইহার যে দন্তযুগল হইতে ষড়্‌বর্ণ রশ্মি নিঃসৃত হইতেছে, সেই দুইটী আহরণ করাইতে সমর্থ হইব।'

এই ঘটনার পর ক্ষুদ্রসুভদ্রা আহার ত্যাগ করিল; এবং ক্রমে শীর্ণ হইয়া অল্পদিনের মধ্যে প্রাণত্যাগপূর্ব্বক মদ্ররাজ্যে মহিষীর গর্ভে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইল। ভূমিষ্ঠ হইবার পরে সে সুভদ্রা এই নামে অভিহিত হইল। সে যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইল, তখন মদ্ররাজ বারাণসী-রাজের সহিত তাহার বিবাহ দিলেন। সে ভর্ত্তার অতি প্রিয়া ও মনোমোহিনী হইল, এবং তাঁহার ষোড়শ সহস্র রমণীর মধ্যে প্রধান স্থান লাভ করিল। সে জাতিস্মরা ছিল; এক দিন অতীত জন্মবৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া সে ভাবিতে লাগিল, 'আমার প্রার্থনা পূর্ণ

* মূলে 'সত্তুদ্দয়মহাপদুমং' আছে। 'উদ্দয়' শব্দটী অভিধানে পাই নাই। ইংরাজী অনুবাদে বিশেষণটী with seven shoots করা হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে অর্থ বুঝা যায় না। আমার মনে হয়, যাহার দলগুলি সাতটা স্তরে সন্নিবিষ্ট, এইরূপ কোন ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। সাধারণতঃ পদ্মের দল তিন চারিটী স্তরে সজ্জিত থাকে।

হইয়াছে ; এখন সেই গজরাজের দন্তযুগল আনাইতে হইবে।' সে সর্ব্বাঙ্গে তৈল মাখিল, এবং একখানি মলিন বস্ত্র পরিধান করিয়া পীড়ার ভাণ করিয়া খট্বায় শুইয়া রহিল। রাজা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "সুভদ্রা কোথায় ?" এবং যখন শুনিলেন সে পীড়িত হইয়াছে, তখন শয়নাগারে প্রবেশ করিয়া খট্বায় উপবেশন করিয়া তাহার পৃষ্ঠ মর্দ্দন করিতে করিতে প্রথম গাথা বলিলেন :—

১। কি হেতু, অনবদ্যাঙ্গি, মলিন বদন ? হেম কান্তি কেন তব পাণ্ডুর বরণ ?
বল শুনি, কি কারণ, আয়ত-নয়নে, মর্দ্দিতমালার মত রয়েছ শয়নে ?

ইহা শুনিয়া সুভদ্রা দ্বিতীয় গাথা বলিল :—

২। স্বপনে দোহদ এক জনমিল আজ, কিন্তু সে দোহদ সুদুর্ল্লভ, মহারাজ।

ইহার উত্তরে রাজা বলিলেন :—

৩। সুখময় ধরাধামে মানুষের যত আছে কাম্য, সব মম করতলগত।
কি পাইতে ইচ্ছা তব হয়েছে, সুন্দরি ? পুরাইব সাধ, তাহা আহরণ করি।

সুভদ্রা বলিল, "মহারাজ, আমার দোহদ দুর্ল্লভ। আমি এখন ইহা বলিতেছি না। আপনার রাজ্যে যত ব্যাধ আছে, সকলকে সমবেত করুন। আমি তাহাদের নিকট আমার ইচ্ছা ব্যক্ত করিব।" সে আপনার ইচ্ছা আরও স্পষ্টভাবে জানাইবার জন্য বলিল,—

৪। রাজ্যে তব ব্যাধ যত আছে এক ঠাঁই সমাগত হোক এসে একত্র সবাই।
বলিব তাদের কাছে তখন, রাজন্, কি পেলে মনের সাধ হইবে পূরণ।

"বেশ তাহাই করিব" বলিয়া রাজা শয়নাগার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং অমাত্যদিগকে আজ্ঞা দিলেন, "ভেরীবাদন দ্বারা ঘোষণা কর যে, ত্রিশতযোজন ব্যাপী কাশীরাজ্যে যত ব্যাধ আছে, সকলে এখানে সমবেত হউক।" অমাত্যেরা তাহাই করিলেন ; অবিলম্বে কাশীরাজ্যবাসী ব্যাধগণ স্ব স্ব অবস্থানুরূপ উপঢৌকন লইয়া রাজভবনে সমবেত হইল এবং রাজাকে আপনাদের আগমনবার্ত্তা জানাইল। তাহাদের সংখ্যা প্রায় ষষ্টিসহস্র ছিল। তাহারা আসিয়াছে শুনিয়া রাজা বাতায়নসমীপে দাঁড়াইয়া হস্তপ্রসারণপূর্ব্বক দেবীকে তাহাদের আগমন বার্ত্তা জানাইলেন। তিনি বলিলেন।

৫। এই, দেবি, সমাবেত হের ব্যাধগণ, শরবেধে সিদ্ধহস্ত, নিরাতঙ্কমন ;
বনজ্ঞ, মৃগজ্ঞ * এরা, প্রাণ দিতে পারে, যদি হয় প্রয়োজন, তুষিতে আমারে।

ইহা শুনিয়া সুভদ্রা ব্যাধদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক ষষ্ঠ গাথা বলিল :—

৬। সমবেত হেথা যত ব্যাধপুত্রগণ, বলি যাহা সাবধানে করহ শ্রবণ।
ষড়্দন্ত শ্বেতহস্তী দেখিনু স্বপনে ; দন্ত তার পেতে সাধ হইয়াছে মনে।
এ সাধ তোমরা যদি না কর পূরণ, নিশ্চয় আমার তবে ঘটিবে মরণ।

ব্যাধপুত্রেরা বলিল,

৭। ষড়্দন্ত গজ, দেবি ! পিতা পিতামহ দেখেনি এমন প্রাণী কোন কালে কেহ।
রাজপুত্রি, বল শুনি সে গজ কেমন, স্বপনে যাহারে তুমি করিলে দর্শন।

* অর্থাৎ ইহারা বনের কোথায় কি আছে, কোন্ পথে বনের কোন্ অংশে যাইতে হয়, কোথায় কোন্ পশু থাকে, কোন্ পশুর কিরূপ স্বভাব, ইত্যাদি জানে।

ইহার পর ব্যাধপুত্রেরা আরও একটী গাথা বলিল :—

৮। দিক্‌, বিদিক্‌ চারি চারি, ঊর্দ্ধ, অধঃ আর, এই দশ দিক্‌, দেবি, বিদিত সবার।
এর মধ্যে কোন্‌ দিকে আছে বল শুনি, ষড়্‌দন্ত, স্বপ্নে যারে দেখিয়াছ তুমি।

ইহা শুনিয়া সুভদ্রা ব্যাধদিগের দিকে তাকাইল এবং শোণোত্তর-নামক এক ব্যাধ তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। ঐ ব্যক্তির পদদ্বয় প্রশস্ত, জঙ্ঘা অন্নপাত্রের ন্যায় স্থূল, উহার জানুদ্বয়ের ও পঞ্জরের অস্থিগুলি বৃহদাকার, শ্মশ্রু নিবিড়, দন্তগুলি নিরবচ্ছিন্ন পিঙ্গল-বর্ণ; উহার আকার যেমন কুৎসিত, তেমনি বীভৎস; উহার শরীর এত দীর্ঘ যে, অন্য লোকের মাথার উপর দিয়া উহার মাথা দেখা যাইতেছিল। ঐ ব্যক্তি কোন পূর্ব্ব জন্মে মহাসত্ত্বের শত্রু ছিল। উহাকে দেখিয়া সুভদ্রা ভাবিল, 'এই লোকটাই আমার কথা মত কাজ করিতে পারিবে।' সে রাজার অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক শোণোত্তরকে লইয়া সেই সপ্তভূমিক প্রাসাদের উচ্চতম তলে আরোহণ করিল এবং উত্তর দিকের বাতায়ন খুলিয়া হিমালয়ের দিকে হস্তপ্রসারণপূর্ব্বক চারিটী গাথা বলিল :—

৯। ঋজু পথে হেথা হতে যাইবে উত্তরে, লঙ্ঘিবে বৃহৎ সপ্ত গিরি পরে পরে,
উত্তুঙ্গ সুবর্ণপার্শ্ব গিরি তার পর, সুপুষ্পিত আছে সেথা গন্ধর্ব্ব, কিন্নর।

১০। কিন্নরাধ্যুষিত সেই শৈলে আরোহণ করি পাদদেশে তার কর বিলোকন
মহামেঘনিভ, শ্যাম, বিশাল-আকার ন্যগ্রোধ, প্ররোহ অষ্টসহস্র যাহার।

১১। ষড়্‌দন্ত, সর্ব্বশ্বেত, দুষ্প্রসহ অতি কুঞ্জরেব রাজা সেথা করেন বসতি।
গজাষ্টসহস্র করে রক্ষণ তাহার, দন্ত যাহাদের দীর্ঘ লাঙ্গলীষাকার।
বায়ুবৎ ক্ষিপ্রগতি সে সব বারণ, নিমেষে অরির বক্ষঃ করে বিদারণ।

১২। সে সব গজের নাদ বড়ই ভীষণ, মদমত্ত তারা শ্বাস ছাড়ে ঘন ঘন।
বায়ুর কম্পনশব্দ কাণে যদি পশে, তৎক্ষণাৎ উগ্রমূর্ত্তি হয় রোষবশে,
মানুষ তাদের যদি দৃষ্টিপথে পড়ে, ছাড়িয়া নিঃশ্বাস বায়ু ভস্ম তাবে করে।

সুভদ্রার কথায় মরণভয়ে ভীত হইয়া শোণোত্তর বলিল,

১৩। রাজকোষে আভরণ আছে বহুবিধ, স্বর্ণ-রৌপ্য-মণিমুক্তা-বৈদূর্য্যাদিনির্ম্মিত
তবে কেন পেতে সাধ হইল তোমার গজদন্তময়, দেবি, তুচ্ছ অলঙ্কার?
কিংবা অভিলাষ তব করিতে নির্ম্মূল, দুষ্কর-সাধনে নিয়োজিয়া, ব্যাধকুল?

সুভদ্রা বলিল,

১৪। স্মরিয়া পূর্ব্বের কথা ঈর্ষ্যাদুঃখানলে শীর্ণ হল দেহ মোর, সদা বুক জ্বলে।
পূরণ করহে, ব্যাধ, মোর মনস্কাম, দিব আমি তোমায় উত্তম পঞ্চ গ্রাম।

সুভদ্রা আবার বলিল, "সৌম্য ব্যাধ, আমি প্রত্যেকবুদ্ধদিগকে দান দিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলাম, যেন এই ষড়্‌দন্ত হস্তীর প্রাণনাশ করাইয়া তাহার দুইটী দন্ত আনাইতে সমর্থ হই। আমি যে স্বপ্নে কিছু দেখিয়াছি, ইহা মিথ্যা কথা। আমার সে প্রার্থনা পূর্ণ হইবে। তুমি যাও, ভয় পাইও না।" এই আশ্বাস পাইয়া ব্যাধ বলিল, "যে আজ্ঞা, মহারাণী।" সে আজ্ঞাপালনে সম্মত হইয়া বলিল, "ঐ গজের বাসস্থান কোথায়, তাহা আরও একটু বিশদ করিয়া বলুন।

১৫। কোথা আছে, কোথা থাকে বল সে বারণ ?
কোন্ পথে চলে, ফিরে স্নানের কারণ ?
কোথায় সে করে স্নান, বল বিস্তারিয়া,
গতিবিধি জানা তার যাবে কি দেখিয়া ?"

জাতিস্মরণ-জ্ঞানের প্রভাবে সুভদ্রার নিকট সে স্থানটী প্রত্যক্ষবৎ ছিল। সে দুইটি গাথায় ব্যাধের নিকট উহা বর্ণন করিল :—

১৬। গজরাজ থাকে যেথা, অদূরে তাহার
আছে রম্য, সুতীর্থ গভীর সরোবর,
জলে তার ফুটে ফুল বিবিধবরণ,
অলির গুঞ্জনে সেথা জুড়ায় শ্রবণ,
সেই ষড়্দন্ত হ্রদে স্নানের কারণ
প্রতিদিন নাগরাজ করয় গমন।

১৭। স্নানে তার শ্বেত অঙ্গ শ্বেততর হয়,
প্রস্ফুটিত পুণ্ডরীকসম শোভা পায় ;
উৎপলের মালা শিরে করিয়া ধারণ
মহানন্দে ফিরে যায় নিজ নিকেতন।
অগ্রে চলে মহিষী, সুভদ্রা নাম যার,
গজরাজ থাকে নিজে পশ্চাতে তাহার।

ইহা শুনিয়া শোণোত্তর অঙ্গীকার করিল, "মহারাণী, আমি সেই হস্তীর প্রাণনাশ করিয়া তাহার দন্তগুলি আনয়ন করিব।" সুভদ্রা তুষ্ট হইয়া তাহাকে সহস্র মুদ্রা দান করিল এবং বলিল, "তুমি এখন নিজের বাড়ীতে যাও ; অদ্য হইতে সাত দিনের মধ্যে সেখানে যাত্রা করিবে।" শোণোত্তরকে বিদায় দিয়া সুভদ্রা কর্ম্মকারদিগকে ডাকাইয়া বলিল, "বাবা সকল, বাইস, কোদালি, আগর, হাতুড়ি, বাঁশের ঝাড় কাটিবার অস্ত্র, ঘাস কাটিবার জন্য কাস্তে, শাবল, লোহার কীলক এবং তেকাঁটা একটা অস্ত্র, এই সকল দ্রব্য * আমি চাই। তোমরা শীঘ্র এই সব প্রস্তুত করিয়া আন।" এইরূপ আজ্ঞা দিয়া সে চর্ম্মকারদিগকে ডাকাইল, এবং বলিল, "এক কুম্ভ ওজনের † দ্রব্য ধরে, এমন একটা চামড়ার থলি প্রস্তুত করিতে হইবে। ইহা ছাড়া চামড়ার যোত, পেটি, হাতীর পায়ে খাটে এমন জুতা ও একটা ছাতা, এই সকল দ্রব্যও চাই। শীঘ্র এই সকল দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া আন।" কর্ম্মকার এবং চর্ম্মকারেরা শীঘ্রই উক্ত সমস্ত দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া আনয়ন করিল। তখন সুভদ্রা সমস্ত পাথেয় দ্রব্য, অরণী প্রভৃতি অন্যান্য উপকরণ এবং ছাতুর লাড়ু § ইত্যাদি খাদ্য দ্রব্য সেই চামড়ার থলিতে পুরিল, এই সকল দ্রব্যের ওজন এক কুম্ভ হইল। শোণোত্তর যাত্রার জন্য সমস্ত বন্দোবস্ত করিল এবং সপ্তম দিনে উপস্থিত হইয়া সুভদ্রাকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল। সুভদ্রা বলিল, "ভদ্র, তোমার পাথেয়াদি সমস্ত ঠিক ঠাক করিয়া রাখিয়াছি ; তুমি এই থলিটা লও। শোণোত্তর মহাবলবান্ ; তাহার গায়ে পাঁচটা হাতীর বল ছিল ; সে ঐ প্রকাণ্ড ভারী থলিটা এমন ভাবে তুলিল, যেন উহা কেবল একটা পিষ্টকের থলি মাত্র। সে থলিটাকে

* মূলে 'বাসিফরসু-কুদ্দাল নিখাদন-মুট্‌ঠিক-বেলুগুম্বচ্ছেদনসণ্ডি-তিণলায়নঅসি-লোহদণ্ড-খাণুক-অয়-সিঙ্ঘাটকেহি' এইরূপ আছে। পরে দেখা যাইবে 'নিখাদন' ছিদ্র করিবার উপযোগী যন্ত্রবিশেষ আমি ইংরাজী অনুবাদকের সঙ্গে একমত হইয়া ইহাকে (auger) অর্থে ধরিলাম। 'সিঙ্ঘাটক' শিঙ্গাড়া বা পানিফলের আকারবিশিষ্ট তেকাঁটা যন্ত্র।

† মূলে এক অংশে 'কুম্ভকারগাহিকং' এবং অপর অংশে 'কুম্ভভারগাহিকং' আছে। শেষের পাঠটাই বিশুদ্ধ। ৪ আঢক=১ দ্রোণ ; ১১ দ্রোণ=১ অম্মণ ; ১০ অম্মণ=১ কুম্ভ। কাজেই ১ কুম্ভ=৪৪০ আঢক।

§ 'বদ্ধসত্তু-আদিকং'। আমি 'বদ্ধশক্তু' শব্দটী ছাতুর লাড়ু এই অর্থে গ্রহণ করিলাম। এই শব্দটী শঙ্খ-ভদ্রা-জাতকেও (৪০২) পাওয়া গিয়াছে।

বগলের নীচে রাখিয়া এমন ভাবে দাঁড়াইল যে, বোধ হইল যেন তাহার হাতে কিছুই নাই। অতঃপর সুভদ্রা শোণোত্তরের পুত্রাদির ভরণপোষণের ব্যয় দিল এবং রাজাকে বলিয়া তাহাকে হিমাচলে পাঠাইল।

শোণোত্তর রাজা ও রাণীকে প্রণাম করিয়া রাজভবন হইতে অবতরণ করিল; সমস্ত দ্রব্য রথে তুলিল এবং বহু অনুচর সঙ্গে লইয়া নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। সে অনেক গ্রাম ও নিগম অতিক্রমপূর্ব্বক ক্রমে প্রত্যন্ত প্রদেশে উপস্থিত হইল, সেখান হইতে জনপদ-বাসীদিগকে ফিরাইয়া দিল এবং প্রত্যন্তবাসীদিগের সহিত বনভূমিতে প্রবেশ করিল। ইহার পর সে মনুষ্যপথ অতিক্রম করিল, প্রত্যন্তবাসীদিগকেও ফিরাইয়া দিল এবং একাকী ত্রিশ যোজন পর্য্যন্ত অগ্রসর হইল। ইহার প্রথমে কুশবন, পরে যথাক্রমে কাসবন, তৃণবন, তুলসীবন, শরবণ, তিরিবৎসবন * ষট্‌কণ্টকগুল্মবন, বেত্রবন, নানাজাতীয় বন্য উদ্ভিদের বন, নলবন, শরবণসদৃশ নিবিড় বন (যাহার ভিতর সর্পেও প্রবেশ করিতে পারে না), বড় বড় গাছের বন, বাঁশের বন, পঙ্কিল ভূমি, জলাবৃত ভূমি, পাষাণাবৃত ভূমি—এইরূপ আঠারটা অঞ্চল। সে কাস্তে দিয়া কুশবন কাটিল, বেণুগুল্মাদিচ্ছেদনোপযোগী অস্ত্র দ্বারা তুলসীবন প্রভৃতি কাটিল, কুড়াল দিয়া বড় বড় গাছ গুলা কাটিল, যে গুলি খুব বড় গাছ, সে গুলি আগর দিয়া ছেঁদা করিল; এবং এইরূপে পথ প্রস্তুত করিতে করিতে যখন বাঁশ বনে উপস্থিত হইল, তখন একখানা মই প্রস্তুত করিল। সে ঐ মইএর সাহায্যে একটা বাঁশের ঝাড়ের উপরে উঠিল, একটা বাঁশ কাটিয়া সম্মুখবর্ত্তী ঝাড়ের উপরে ফেলিল এবং ঐ বাঁশের উপর দিয়া সম্মুখবর্ত্তী ঝাড়ের উপরে গেল। এই ভাবে সে বাঁশের ঝাড়গুলির উপর দিয়াই পথ প্রস্তুত করিয়া ঐ অঞ্চল অতিক্রম করিল এবং পঙ্কাবৃত ভূভাগে উপনীত হইল। এখানে সে কাদার উপর একখানা শুষ্ক তক্তা ফেলিল, উহার উপর দাঁড়াইয়া সম্মুখে আর একখানা তক্তা রাখিল এবং তাহার উপর দাঁড়াইয়া প্রথম তক্তাখানা তুলিয়া লইল ও সম্মুখে ফেলিল। এই ভাবে কেবল দুইখানা তক্তার সাহায্যেই সে উক্ত ভূভাগ অতিক্রম করিল। ইহার পর সে একটা ডোঙ্গা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে চড়িয়া জলাবৃত অঞ্চল পার হইয়া পর্ব্বতপাদে উপস্থিত হইল। সেখানে দাঁড়াইয়া সে লোহার তেকাঁটাটা চামড়ার যোতে বান্ধিল, উহা ঊর্দ্ধে ছুড়িয়া পাহাড়ের গায়ে লাগাইল এবং যোত ধরিয়া কিয়দ্দূর আরোহণ করিল। তাহার সাবলের আগায় হীরার টুকরা ছিল। উহা দিয়া সে পাহাড়ের গায়ে ছেঁদা করিল এবং ঐ ছেঁদায় লোহার কীলক ঘা দিয়া বসাইয়া দিল। এইরূপে সেখানে সে দাঁড়াইবার সুবিধা পাইল, তেকাঁটাটা তুলিয়া পুনর্ব্বার কোন উচ্চতর স্থানে লাগাইল, সেখানে গিয়া চামড়ার যোতের সাহায্যে আবার কীলকের উপর নামিল, যোতটার অপর প্রান্ত কীলকের সঙ্গে বান্ধিল, বাঁ হাতে যোতটা ধরিল, ডান হাত দিয়া মুগুর লইয়া উহাতে ঘা দিল; ইহাতে কীলকটা পাহাড়ের গা হইতে খুলিয়া গেল এবং সে উহা হাতে লইয়া পুনর্ব্বার যেখানে তেকাঁটাটা ছিল, সেখানে আরোহণ করিল। এই উপায়ে সে ক্রমে প্রথম পর্ব্বতের শিখরোপরি আরোহণ করিল। অনন্তর ইহার অপর পার্শ্ব দিয়া অবতরণ আরম্ভ করিল। সে প্রথম পর্ব্বতের শিখরে কীলক প্রোথিত করিয়া

* 'তিরিবচ্ছগহন' শব্দে কি বুঝায় তাহা নির্ণয় করিতে পারিলাম না।

চামড়ার থলিটাতে যোত বান্ধিল ; ঐ যোত কীলকটার চারিদিকে জড়াইয়া দিয়া নিজে থলির মধ্যে বসিল, এবং মাকড়শা যেমন সূতা ছাড়িতে থাকে, সেই ভাবে ঐ যোত ছাড়িতে ছাড়িতে নামিতে লাগিল। লোকে বলে যে যখন যোতে আর কুলাইল না, তখন সে চামড়ার ছাতাটায় বায়ু আবদ্ধ করিয়া পাখীর ন্যায় নামিয়া গেল।*

সুভদ্রার আজ্ঞা লইয়া নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার পরে কিরূপে সাতটী দুর্গম অঞ্চল অতিক্রমপূর্ব্বক শোণোত্তর পর্ব্বতীয় অঞ্চলে উপনীত হইয়াছিল এবং কিরূপে সেখানে একে একে ছয়টী পর্ব্বত লঙ্ঘন করিয়া সুবর্ণপার্শ্ব পর্ব্বতের শিখরে আরোহণ করিয়াছিল, শাস্তা নিম্নলিখিত গাথা কয়টীতে তাহা বর্ণনা করিয়াছিলেন;—

১৮। শুনিয়া রাণীর বাক্য লুব্ধক তখন
তূণীর, ধনুক লয়ে করিল প্রস্থান।
লঙ্ঘিয়া সে সপ্ত মহাগিরি উত্তরিল
উত্তুঙ্গ সুবর্ণপার্শ্ব পর্ব্বত যেখানে।

১৯। কিন্নরের বাস যেথা, আরোহি সেখানে
নিরখিল ব্যাধ সেই শিখরের পাদে
বিশাল, শ্যামল যেন নব জলধর,
ন্যগ্রোধ, প্ররোহ অষ্টসহস্র যাহার।

২০। দেখিল তাহার তলে সর্ব্বশ্বেতকায়
ষড়্দন্ত গজে, দুষ্প্রসহ অরাতির।
রক্ষিছে তাহারে অষ্টসহস্র কুঞ্জর
[illegible] ঈষাসম দন্ত যাহাদের।
বায়ুবেগে নিক্ষিপ্ত সে সব বারণ
নিমেষে অরির বক্ষঃ করে বিদারণ।

২১। অদূরে দেখিল সেই রম্য সরোবর
সুতীর্থ, গভীর, নানা কুসুমে শোভিত,
অলির গুঞ্জনে যেথা জুড়ায় শ্রবণ,
অবগাহে জলে যার সেই গজরাজ।

২২। কোন্ পথে গজরাজ করে যাতায়াত,
থাকে কোথা, কোন্ পথে স্নান তরে যায়,
সমস্ত পরীক্ষা করি দেখে সাবধানে
লুব্ধক সে ; প্রযোজিত দুষ্কার্য্যে এমন
ঈর্ষ্যাপরায়ণা সেই রাণীর আদেশে।

অতঃপর এই কাহিনীর আদ্যন্তবৃত্তান্ত :—শোণোত্তর নাকি সাত বৎসর সাত মাস ও সাত দিনে মহাসত্ত্বের বনবাসস্থানে উপনীত হইয়াছিল এবং উল্লিখিতরূপে তাঁহার বনবাস-স্থান লক্ষ্য করিয়া স্থির করিয়াছিল, 'আমি এখানে একটা গর্ত্ত খনন করিব এবং

---

* অর্থাৎ ইদানীং লোকে parachuteএর সাহায্যে যেমন উচ্চ স্থান হইতে অবতরণ করে, সেই ভাবে।

তাহার মধ্যে থাকিয়া গজরাজকে শরাঘাতে নিহত করিব।' এই ব্যবস্থা করিয়া সে স্তম্ভাদি আহরণ করিবার জন্য বনের মধ্যে গিয়াছিল এবং বড় বড় গাছ কাটিয়া সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ করিয়াছিল। এই সমস্ত আয়োজন শেষ হইলে একদিন হস্তীরা যখন স্নান করিতে গেল, তখন সে প্রকাণ্ড কুদ্দাল লইয়া গজরাজের দাঁড়াইবার স্থানে একটা চতুষ্কোণ গর্ত্ত খনন করিল; খনন করিবার কালে যে মাটি তুলিতে লাগিল, তাহা লোকে যেমন বীজ বপন করে সেই ভাবে অবলীলাক্রমে জলের উপর ফেলিয়া দিল, উদূখলের মত পাথরের উপর কাষ্ঠস্তম্ভগুলি বসাইল, সেগুলিকে পরস্পরের সহিত রজ্জু দ্বারা বান্ধিয়া (এবং তাহাদের গোঁড়ায় ভারী ভারী পাথর চাপা দিয়া) দৃঢ় করিল, তক্তা আনিয়া তাহার মধ্য দিয়া বাণ যাইতে পারে এমন একটা ছিদ্র করিল, তক্তা বিছাইয়া তাহা মাটি ও ঘাস পাতা দিয়া ঢাকিল, এবং পার্শ্বেই নিজের প্রবেশের জন্য একটা বিবর রাখিল।

এই ভাবে গর্ত্ত নির্ম্মাণ শেষ হইলে শোণোত্তর প্রত্যূষকালে শিখা বন্ধনপূর্ব্বক কাষায় বস্ত্র পরিধান করিল এবং শরাসন ও বিষাক্ত শরসহ গর্ত্তে অবতরণ করিয়া তাহার মধ্যে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

এই কাণ্ড বর্ণন করিবার কালে শাস্তা বলিলেন,

২০। খনন করিয়া গর্ত্ত আচ্ছাদিল তায়
কাষ্ঠের ফলকে। ধনু লয়ে দুরাশয়
লুকাইল মাঝে তার। পার্শ্ব দিয়া যবে
যেতেছিল গজরাজ, বিঁধিল তাহারে
বিষদিগ্ধ তীব্র শরে হানি দুষ্টমতি।

২৪। শরাহত গজরাজ ছাড়ে ক্রৌঞ্চনাদ,
অনুচর গজগণ করে ঘোর রব;
অরাতির অন্বেষণে করি ছুটাছুটি
অষ্টদিকে চূর্ণ করে কাষ্ঠতৃণচয়।

২৫। শুণ্ড বিস্তারিয়া যবে বধের কারণ
ধরিলেন দুষ্ট ব্যাধে গজযূথপতি,
কাষায় বসন তার পেলেন দেখিতে—
ঋষিগণ-চিহ্ন যাহা। তীব্র বেদনায়
কাতর, তথাপি তিনি ভাবিলেন মনে,
অর্হতের বেশধারী অবধ্য সাধুর।

মহাসত্ত্ব তখন দুইটী গাথায় ব্যাধের সঙ্গে আলাপ করিলেন:—

২৬। পাপপঙ্কে মগ্ন, সত্যে, ধর্ম্মে নাই মন, পরিতে কাষায় বস্ত্র অযোগ্য সে জন।
২৭। নিষ্পাপ, ধার্ম্মিক, সত্যশীলবান্ জন,— তা'রি পক্ষে শোভা পায় কাষায় বসন।

ইহা বলিয়া মহাসত্ত্ব ব্যাধের সম্বন্ধে নিজের চিত্তকে সম্পূর্ণ দ্বেষহীন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সৌম্য, তুমি কি উদ্দেশ্যে আমাকে শরবিদ্ধ করিলে? নিজের প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্যই করিলে বা অন্য কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়া করিলে?"

এই প্রশ্ন বিশদ করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :—

> ২৮। মহাশরবিদ্ধ, তবু প্রশান্তহৃদয়
> জিজ্ঞাসেন গজরাজ লুব্ধকে তখন,
> 'কি হেতু বিঁধিলা শরে বলত আমায়?
> কে তোমারে নিয়োজিল করিতে এমন?"

ইহার উত্তরে ব্যাধ বলিল :—

> ২৯। "কাশীরাজ-প্রিয়তমা সুভদ্রা মহিষী
> তোমায় স্বপনে দেখি বলিলা আমায়,
> "বধ গিয়া গজরাজে, আন দন্ত তার;
> সে দন্তে আমার আছে বহু প্রয়োজন।"

ব্যাধের কথা শুনিয়া মহাসত্ত্ব বুঝিলেন, ইহা খুল্ল সুভদ্রারই কাজ। তিনি বেদনায় অভিভূত না হইয়া ভাবিলেন, 'আমার দন্তে তাহার কোন প্রয়োজন নাই; আমার প্রাণ-নাশের জন্যই সে এই লোকটাকে পাঠাইয়াছে।' এই ভাব ব্যক্ত করিবার জন্য তিনি দুইটী গাথা বলিলেন :—

> ৩০। আছে বহু দন্তযুগ বিশাল আমার,
> পূর্ব্বপুরুষের মুখে শোভিত যে সব;
> জানে ইহা রাজপুত্রী কোপনস্বভাবা;
> তথাপি বধিয়া মোরে সাধিল শত্রুতা!

> ৩১। উঠ ব্যাধ, অসি করে কাট দন্তগুলি
> যতক্ষণ নাহি আমি ত্যজি এ জীবন।
> বল গিয়া ক্রোধনা সে রাজনন্দিনীরে
> "মরিয়াছে গজ; এই দন্ত সব তার।"

মহাসত্ত্বের কথা শুনিয়া শোণোত্তর যেখানে ছিল, সেখান হইতে উঠিল এবং করাত লইয়া দন্ত ছেদন করিবার জন্য তাঁহার নিকটে গেল। মহাসত্ত্বের পর্ব্বতবৎ দেহ অষ্টাশীতি হস্ত উচ্চ ছিল; কাজেই শোণোত্তর হাত বাড়াইয়া তাঁহার দন্ত স্পর্শ পর্য্যন্ত করিতে পারিল না। তখন মহাসত্ত্ব তাহার দিকে নিজের দেহ অবনত করিয়া এবং মস্তক অধোদিকে রাখিয়া বসিলেন। ব্যাধ তাঁহার রজতদামসদৃশ শুণ্ডটীর উপর পা দিয়া কৈলাসকূটনিভ কুম্ভে আরোহণ করিল, জানুর আঘাতে তাঁহার মুখপ্রান্তের মাংস মুখবিবরের মধ্যে সরাইল এবং কুম্ভ হইতে অবতরণপূর্ব্বক করাত চালাইল। ইহাতে মহাসত্ত্ব তীব্র বেদনা পাইলেন; তাঁহার মুখবিবর রক্তে পূর্ণ হইল। ব্যাধ একবার এদিক্ হইতে, একবার ওদিক্ হইতে করাত চালাইতে লাগিল, কিন্তু দন্ত ছেদন করিতে সমর্থ হইল না। তখন মহাসত্ত্ব মুখ হইতে রক্ত নিঃসারণ করিয়া বেদনা সংবরণপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ভাই, দাঁত কাটিতে পারিলে না?" ব্যাধ উত্তর দিল, "না, প্রভু।" মহাসত্ত্ব একটু ভাবিয়া বলিলেন, "তুমি আমার শুঁড়টা তুলিয়া করাতের প্রান্তে ধরাও; শুঁড়টা যে নিজে তুলিব, এখন আমার সে বল নাই।" ব্যাধ তাহাই করিল; মহাসত্ত্ব শুণ্ড দ্বারা করাত ধরিলেন এবং উহা একবার এদিকে, একবার ওদিকে টানিতে লাগিলেন। লোকে যেমন অনায়াসে গাছের আগা কাটে,

মহাসত্ত্বও সেইরূপে নিজের দাঁতগুলি কাটিয়া ফেলিলেন। তাঁহার আদেশে ব্যাধ ছিন্নদন্তগুলি কুড়াইয়া আনিল; তিনি তাহাদিগকে শুণ্ড দ্বারা তুলিয়া দান করিবার সময়ে বলিলেন, "ভাই ব্যাধ, আমার দাঁতগুলি তোমাকে দান করিলাম। মনে করিও না যে, এগুলি আমার অপ্রিয় বলিয়া, বা শক্রত্ব, মারত্ব অথবা ব্রহ্মত্ব লাভের আশায় দিলাম। কিন্তু সর্ব্বজ্ঞতা জ্ঞানরূপ দন্ত আমার পক্ষে এই সকল দন্ত অপেক্ষা শতসহস্রগুণে প্রিয়তর। আমি যেন এই পুণ্যের ফলে সর্ব্বজ্ঞতা-জ্ঞান লাভ করিতে পারি।" অনন্তর দন্ত দান করিয়া তিনি আবার বলিলেন, "ভাই, তুমি কত দিনে এখানে আসিয়াছ?" ব্যাধ বলিল, "আমি সাত বৎসর সাত মাস ও সাত দিনে আসিয়াছি।" "যাও, এই দন্তগুলির অনুভাববলে তুমি এখন সাত দিনে বারাণসীতে উপনীত হইবে।" ইহা বলিয়া, পথে যাহাতে তাহার কোন বিপদ্ না ঘটে সেইরূপ ব্যবস্থা করিয়া, মহাসত্ত্ব ব্যাধকে বিদায় দিলেন এবং বিদায় দিবার পর তাঁহার অনুচরগণের ও মহা সুভদ্রার ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বেই প্রাণত্যাগ করিলেন।

এই বৃত্তান্ত বর্ণন করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :—

৩২। উঠি, ক্ষুর লয়ে ব্যাধ লাগিল কাটিতে
গজরাজ-দন্তগুলি, সুন্দর, উজ্জ্বল—
তুলনা যাদের কোথা নাই পৃথিবীতে।
অনন্তর দন্তগুলি লইয়া সত্বর
কাশী-অভিমুখে সেই করিল প্রস্থান।

ব্যাধ চলিয়া গেলে হস্তিসকল কোন শত্রু দেখিতে না পাইয়া প্রত্যাবর্তন করিল।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :—

৩৩। ভয়ার্ত্ত, শোকার্ত্ত সেই গজগণ, যারা
অষ্ট দিকে প্রধাবিত হয়েছিল সবে,
গজরাজ-শত্রু কোন না পেয়ে দেখিতে
ফিরি এল, ষড়্‌দন্ত মরিল যেখানে।

তাহাদের সহিত মহা সুভদ্রাও আসিলেন। তাহারা সকলে সেখানে রোদন ও ক্রন্দন করিয়া মহাসত্ত্বের কুলগুরুস্থানীয় প্রত্যেকবুদ্ধদিগের নিকটে গেল এবং বলিল, "ভদন্তগণ, যিনি আপনাদিগকে উপকরণাদি দান করিতেন, বিষদিগ্ধবাণে বিদ্ধ হইয়া তিনি প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। যেখানে তাহার শব পড়িয়া আছে, সেখানে আসিয়া উহা দর্শন করুন।" এই সংবাদ শুনিয়া পঞ্চশত প্রত্যেকবুদ্ধ আকাশপথে গিয়া সেই পবিত্র ভূখণ্ডে অবতরণ করিলেন। তখন দুইটী তরুণ গজ দন্ত দ্বারা নাগরাজের শরীর উত্তোলনপূর্ব্বক প্রথমে উহা দ্বারা প্রত্যেক-বুদ্ধদিগকে প্রণাম করাইল; পরে উহা চিতায় রাখিয়া দগ্ধ করিল। প্রত্যেক-বুদ্ধেগণ সমস্ত রাত্রি শ্মশানে বসিয়া ধর্ম্মগ্রন্থের বচনসমূহ আবৃত্তি করিলেন। অনন্তর সেই

অষ্টসহস্র হস্তী শ্মশানানল নির্ব্বাণ করিল, এবং স্নানান্তে মহা সুভদ্রাকে অগ্রে লইয়া স্ব স্ব বাসস্থানে চলিয়া গেল।

এই বৃত্তান্ত বর্ণন করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :—

৩৪। করিল সে গজগণ কতই ক্রন্দন!
করিল মস্তকে তারা ভস্ম বিকিরণ।
সর্ব্বভদ্রা মহিষীরে রাখি পুরোভাগে
পরে তারা গেল চলি নিজ নিকেতনে।

এদিকে শোণোত্তর সপ্তাহ অতীত হইবার পূর্ব্বেই দন্ত লইয়া বারাণসীতে প্রবেশ করিল।

এই ঘটনা বর্ণন করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :—

৩৫। গজরাজ-দন্তগুলি, সুন্দর, উজ্জ্বল—
তুলনা যাদের কোথা নাই পৃথিবীতে,
উদ্ভাসিত যাহাদের সুবর্ণ আভায়
ছিল সর্ব্ব বনস্থলী—লয়ে সেই সব
উপনীত হল ব্যাধ বারাণসী ধামে।
দিল উপহার তাহা রাজনন্দিনীকে
"হত গজ, এই তার দন্ত", ইহা বলি।

দন্তগুলি রাণীর সম্মুখে ধরিয়া শোণোত্তর বলিল, "আর্য্যে, যাঁহার সামান্য মাত্র দোষের কথা আপনি এতকাল মনে মনে পোষণ করিতেছিলেন, সেই নাগ আমার বাণে বিদ্ধ ও নিহত হইয়াছে।" সুভদ্রা বলিল, "তুমি কি বলিতেছ যে, সেই নাগ সত্য সত্যই মরিয়াছে?" "নিশ্চয় জানিবেন যে, সে মারা গিয়াছে। এই সব তাহার দাঁত।" ইহা বলিয়া শোণোত্তর সুভদ্রাকে দাঁতগুলি দিল। সুভদ্রা মণিখচিত তালবৃন্তের উপরি মহাসত্ত্বের সেই ষড়্‌বর্ণ-রশ্মিযুক্ত বিচিত্র দন্তগুলি গ্রহণপূর্ব্বক নিজের উরুদেশে রাখিল, এবং যিনি পূর্ব্বজন্মে তাহার প্রিয় ভর্ত্তা ছিলেন, তাঁহার দন্তগুলি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। অমনি তাহার মনে হইল, "হায়, এই ব্যাধ এতাদৃশ সৌভাগ্যবান্ গজরাজকে বিষদিগ্ধ শরে নিহত করিয়া তাঁহার দন্তগুলি ছেদন করিয়া আনিয়াছে!" এইরূপে পূর্ব্বস্বামীকে স্মরণ করিয়া তাহার মনে মহাশোক জন্মিল। সে উহা সংবরণ করিতে পারিল না; উহাতে তৎক্ষণাৎ তাহার হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ হইল; সে সেই দিনই প্রাণত্যাগ করিল।

এই ঘটনা বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :—

৩৬। পূর্ব্ব জন্মে ছিল যেই পতি প্রিয়তম
দেখি তার দন্তগুলি অমনি হৃদয়
বিদীর্ণ হইল শোকে সেই রমণীর।
করিল সে প্রাণত্যাগ নিজ বুদ্ধি দোষে।

৩৭। সম্বোধি-সম্পন্ন শাস্তা মহা-অনুভাব
করিলেন হাস্য ববে ধর্ম্মসভা মাঝে,
জীবমুক্ত ভিক্ষুগণ জিজ্ঞাসেন তাঁরে,
"অকারণে হাস্য বুদ্ধ করেন কি কভু?"

৩৮। "ওই যে কুমারী", শাস্তা দিলেন উত্তর,
"প্রব্রজ্যা লইয়া যিনি নবীন বয়সে
কাষায় বসন পরি রয়েছেন হোথা,
উনিই ছিলেন পূর্ব্বে ঈর্য্যাপরায়ণা
সেই রাজকন্যা; আমি ছিনু গজরাজ।

৩৯। লয়ে তার দন্তগুলি সুন্দর উজ্জ্বল,—
তুলনা যাদের নাহি ছিল পৃথিবীতে
যে লুব্ধক কাশীতে হইল উপনীত
দেবদত্ত ছিল সেই পাপ দুরাশয়।

৪০। বীতব্যথ, বীতশোক, বীতরিপুচয়,
বলিলেন দশবল নিজ প্রজ্ঞাবলে
বিচিত্রা, বিষাদময়ী পুরাণ কাহিনী,
ঘটে ছিল বহু শত যুগ পূর্ব্বে যাহা।

৪১। "ষড়্দন্ত হ্রদতীরে আমিই তখন
চরিতাম, ভিক্ষুগণ, নাগরাজ-বেশে
সে অতীত যুগে; এই কর অবধান।
[illegible] এই জাতকের।"

দশবলের গুণবর্ণনাকাবক, ধর্ম্মসংগায়ক স্থবিরগণ কালে এই গাথাগুলি রক্ষা করিয়াছিলেন।

[এই ধর্ম্মদেশন শুনিয়া বহু ব্যক্তি স্রোতাপন্ন প্রভৃতি হইয়াছিলেন। সেই ভিক্ষুণীও উত্তরকালে বিদর্শন সম্পন্ন হইয়া অর্হত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন।]

☞ এই জাতকের সহিত ৭২, ১২২, ২৬৭ ও ৫৫৫ সংখ্যানির্দ্দিষ্ট জাতকগুলি তুলনীয়।

৫১৫—সম্ভব-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি করিবার কালে প্রজ্ঞাপারমিতা-সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার বর্ত্তমান বস্তু মহাউম্মার্গ-জাতকে (৫৪৬) প্রদত্ত হইবে।]

পুরাকালে কুরুরাজ্যে ইন্দ্রপ্রস্থ নগরে ধনঞ্জয় কৌরব্য নামে এক রাজা ছিলেন। শুচিরত-নামক এক ব্রাহ্মণ তাঁহার অর্থধর্ম্মানুশাসক ছিলেন ও পৌরোহিত্য করিতেন। তিনি এক দিন ধর্ম্মযাগ-নামক এক প্রশ্ন প্রণয়নপূর্ব্বক শুচিরত ব্রাহ্মণকে আসনে বসাইয়া ও বহু সম্মান করিয়া চারিটী গাথায় উহা জিজ্ঞাসা করিলেন:—

১। রাজা, আধিপত্য লাভ করেছি যথেষ্ট; কিন্তু, শুচিরত, এতে নই আমি তুষ্ট।
লভিতে মহত্ত্ব এবে ব্যগ্র মোর মন, প্রতিষ্ঠা এ পৃথিবীতে করিতে স্থাপন

২। ধর্ম্মবলে; অধর্ম্মকে ঘৃণা আমি করি, রাজার কর্ত্তব্য এই—ধর্ম্মপথে চরি
প্রজার শিক্ষার্থ তিনি আদর্শ উত্তম করিবেন নিজের চরিত্রে প্রদর্শন।

৩। ইহামুত্র হইব না নিন্দার ভাজন; গাইবে আমার যশ দেব-নরগণ,

৪। এতাদৃশ সৌভাগ্য লাভের যে উপায়, দয়া করি বল, বিপ্র, শুধাই তোমায়।
এই অর্থ, এই ধর্ম্ম ভাবিয়াছি সার; ইহা ছাড়া নাই অন্য উদ্দেশ্য আমার।

এই গম্ভীর প্রশ্নের বিষয় কেবল বুদ্ধদিগেরই জ্ঞানগোচর। সর্ব্বজ্ঞ বুদ্ধকেই এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা উচিত; সর্ব্বজ্ঞ বুদ্ধ বর্ত্তমান না থাকিলে সর্ব্বজ্ঞতান্বেষী বোধিসত্ত্বকেও ইহা জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে। শুচিরত বোধিসত্ত্ব ছিলেন না; কাজেই তিনি ইহার উত্তর দিতে অসমর্থ হইলেন। তিনি পণ্ডিতম্মন্য না হইয়া নিম্নলিখিত গাথায় নিজের অসামর্থ্য জানাইলেন :—

৫। যে অর্থের, যে ধর্ম্মের প্রাপ্তির কারণ ব্যগ্র হইয়াছে, ভূপ, আপনার মন,
প্রদর্শিতে পথ তার একমাত্র ক্ষম বিদুর পণ্ডিতবর; নহে অন্য জন।

শুচিরতের উত্তর শুনিয়া রাজা বলিলেন, "বিপ্রবর, যদি আপনার কথা সত্য হয়, তাহা হইলে শীঘ্রই বিদুরের নিকট গমন করুন।" অনন্তর তিনি বিদুরের উপযুক্ত উপঢৌকন দিয়া বলিলেন,

৬। অবিলম্বে চাও তুমি বিদুর-সকাশে ধর্ম্মার্থ-সংক্রান্ত শিক্ষা পাইবার আশে।
এই স্বর্ণ নিষ্ক * তাঁরে দিবে উপহার; জানাবে চরণে তার কোটি নমস্কার।

বিদুর প্রশ্নের যে উত্তর দিবেন, তাহা লিখিয়া লইবার জন্য রাজা শুচিরতকে লক্ষ মুদ্রা মূল্যের একখানি স্বর্ণ পট্ট দিলেন। অনন্তর কালবিলম্ব না করিয়া রাজা শুচিরতের গমনের জন্য যান এবং অনুগমনের জন্য রক্ষিগণ দিয়া উপঢৌকনসহ তাঁহাকে বিদুরের নিকট প্রেরণ করিলেন। শুচিরত ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ঋজুপথে বারাণসীতে না গিয়া, যেখানে যেখানে পণ্ডিত লোক বাস করিতেন, সেই সেই স্থানে গমন করিলেন। এইরূপে সমস্ত জম্বুদ্বীপ পরিভ্রমণ করিয়াও যখন প্রশ্নের উত্তর পাইলেন না, তখন তিনি বারাণসীতে উপস্থিত হইলেন এবং সেখানে কোথাও নিজের বাসস্থান নির্ব্বাচন করিয়া প্রাতরাশসময়ে কতিপয় অনুচরসহ বিদুরের গৃহে গমন করিলেন। তিনি বিদুরের নিকট নিজের আগমন বার্ত্তা জানাইলে বিদুর তাঁহাকে ডাকাইলেন। তিনি গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখেন, বিদুর তখন ভোজন করিতেছেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদভাবে বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :—

৭। বিদুর করিতেছিলা স্বগৃহে ভোজন,
এমন সময়ে ভারদ্বাজ † বিপ্রবর
উপস্থিত হইলেন নিকটে তাঁহার।

---

* টীকাকার বলেন, এক নিষ্ক = ১৫ সুবর্ণ। এ সম্বন্ধে দ্বিতীয় খণ্ডের উপক্রমণিকার ২৸৴০ পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য।
† বুঝিতে হইবে যে শুচিরত ভরদ্বাজগোত্রজ।

বিদুর শুচিরতের বাল্যবন্ধু; তাঁহারা একই আচার্য্যের গৃহে বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত তাঁহারা দুইজনে এক সঙ্গে ভোজন করিলেন। অনন্তর, আহারান্তে সুখাসীন হইয়া বিদুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই, তুমি কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছ?' শুচিরত নিম্নলিখিত গাথায় নিজের আগমনের হেতু বলিলেন :—

৮। যুধিষ্ঠির-বংশজাত ভুবনবিখ্যাত
কৌরব্য নৃপতি মোরে করিলা প্রেরণ
দূতরূপে তব পাশে; আজ্ঞা দিলা এই—
"অর্থ আর ধর্ম্মতত্ত্ব, জান গিয়া তুমি
বিদুরের মুখে"; তাই শুধাই তোমায়,
অর্থ কি, ধর্ম্মই বা কি, বল মহাশয়।

বিদুর ব্রাহ্মণ তখন বিনিশ্চয়াগারে বিচার করিতেন। সেখানে বহু বাদিপ্রতিবাদীর সমাগম হইত। তাহাদের কাহার মনের ভাব কিরূপ, ইহা নির্ণয় করা অতি কঠিন কাজ,—গঙ্গাস্রোতের প্রতিরোধচেষ্টা-সদৃশ এক প্রকার অসাধ্য ব্যাপার। এই নিমিত্ত এই প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য তাঁহার অবকাশ ছিল না। তিনি নিজের অসামর্থ্য জানাইবার জন্য নবম গাথা বলিলেন :—

৯। বিনিশ্চয়াগারে আমি রয়েছি নিযুক্ত;
সহস্র সহস্র বাদিপ্রতিবাদী সেথা
আসে নিত্য; পরস্পরবিরোধী তাদের
চিত্ত বুঝা সুকঠিন; গঙ্গৌঘসদৃশ
[illegible]
নাই শক্তি মোর, বিপ্র, সে সিন্ধুর বেগ
রোধিতে মুহূর্ত্তকাল। অবকাশ তবে
কেমনে পাইব বল দিতে সদুত্তর
ধর্ম্মার্থ সংক্রান্ত এই প্রশ্নের তোমার?

নিজের অসামর্থ্য জানাইয়া বিদুর বলিলেন, "আমার (জ্যেষ্ঠ) পুত্র সুপণ্ডিত এবং আমা অপেক্ষাও প্রাজ্ঞ; সেই এই প্রশ্নের মীমাংসা করিবে; তুমি, ভাই, তাহার কাছে যাও।

১০। ভদ্রকার নামে মম সুত সুপণ্ডিত;
তার কাছে গিয়া তুমি জিজ্ঞাস, ব্রাহ্মণ,
প্রকৃত ধর্ম্মার্থ লাভ হয় কি উপায়ে।"

ইহা শুনিয়া শুচিরত বিদুরের গৃহ হইতে নিষ্ক্রমণপূর্ব্বক ভদ্রকারের গৃহে গমন করিলেন। ভদ্রকার তখন প্রাতরাশ গ্রহণ করিয়া বন্ধুজনসহ বসিয়া ছিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদভাবে বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

১১। ভদ্রকার বসি ছিলা নিজের আলয়ে,
এমন সময়ে ভারদ্বাজ বিপ্রবর
উপস্থিত হইলেন নিকটে তাঁহার।

শুচিরতকে দেখিয়া ভদ্রকার তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। তিনি আসন গ্রহণ করিলে ভদ্রকার তাঁহার আগমনের কারণ জানিতে চাহিলেন ; শুচিরত বলিলেন,

> ১২। যুধিষ্ঠির-বংশজাত ভুবনবিখ্যাত
> কৌরব্য নৃপতি মোরে করিলা প্রেরণ
> দূতরূপে এ নগরে ; আজ্ঞা দিলা এই—
> "অর্থ আর ধর্ম্মতত্ত্ব জান তুমি গিয়া।"
> অর্থ কি, ধর্ম্মই বা কি, বল ভদ্রকার।

ভদ্রকার বলিলেন, "মহাশয়, আমি ইদানীং পরদারগমনে অভিনিবিষ্ট ; আমার চিত্ত ব্যাকুল ; কাজেই এই প্রশ্নের উত্তর দিতে আমার সাধ্য নাই। আমার অনুজ সঞ্জয়কুমার আমা অপেক্ষা অধিক বিশদজ্ঞানী।" শুচিরতকে সঞ্জয়ের নিকট পাঠাইবার উদ্দেশ্যে ভদ্রকার দুইটী গাথা বলিলেন :—

> ১৩। স্কন্ধে আছে মৃগ মাংস, তবু তাহা ফেলি
> গোধা দেখি ছুটি আমি পিছু পিছু তার!*
> কি সাধ্য আমার বল দিতে সদুত্তর
> অর্থ কি? ধর্ম্ম কি? এই কঠিন প্রশ্নের?

> ১৪। অনুজ আমার, বিপ্র, পরম পণ্ডিত,
> সঞ্জয় তাহার নাম, যাও তার কাছে,
> অর্থ কি? ধর্ম্ম কি? ইহা শুধাও তাহারে

শুচিরত তৎক্ষণাৎ সঞ্জয়ের আলয়ে গমন করিলেন। সঞ্জয় তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়া আগমনের কারণ জিজ্ঞাসিলেন এবং শুচিরত তাহা জানাইলেন।

[এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা দুইটী গাথা বলিলেন :—

> ১৫। সঞ্জয় বসিয়াছিলা বন্ধুগণ লয়ে,
> এমন সময়ে ভারদ্বাজ বিপ্রবর
> উপস্থিত হইলেন নিকটে তাঁহার।

> ১৬। 'যুধিষ্ঠির-বংশজাত ভুবন বিখ্যাত
> কৌরব্য নৃপতি মোরে করিলা প্রেরণ
> দূতরূপে এ নগরে ; আজ্ঞা দিলা এই,
> 'অর্থ আর ধর্ম্মতত্ত্ব জান গিয়া তুমি।'
> অর্থ কি? ধর্ম্মই বা কি? বলহে সঞ্জয়।"

ঐ সময়ে সঞ্জয়কুমারও পরদারসেবা করিতেন। তিনি বলিলেন, "মহাশয়, আমি পরদারসেবী ; সেজন্য আমাকে গঙ্গাপার হইয়া যাতায়াত করিতে হয়। সন্ধ্যাকালে ও প্রাতঃকালে যখন গঙ্গা পার হই, তখন মৃত্যু যেন আমাকে গ্রাস করিতে আসে। এই

---

* অর্থাৎ গৃহে সুন্দরী ও সুশীলা ভার্য্যা থাকিতেও আমি পরদারাভিলাষী।

নিমিত্ত আমার চিত্ত সর্ব্বদা ব্যাকুল। আমি আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে অশক্ত। আমার এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা আছে ; তাহার নাম সম্ভবকুমার। তাহার বয়স্ সাত বৎসর। সে আমা অপেক্ষা শতগুণে, সহস্র গুণে জ্ঞানী। সেই আপনার প্রশ্নের উত্তর দিবে ; আপনি তাহার কাছে যান।”

[এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

১৭। সকালে, বিকালে নিত্য বদন ব্যাদান
করিয়া গিলিতে চায় মৃত্যু যে পাপীরে,
সে কি পারে, শুচিরত, দিতে সদুত্তর
অর্থ কি ? ধর্ম্ম কি ? এই কঠিন প্রশ্নের ?

১৮। কনিষ্ঠ সোদর মোর পরম পণ্ডিত;
সম্ভব তাহার নাম ; যাও কাছে তার ;
অর্থ কি ? ধর্ম্মই বা কি ? শুধাও তাহারে।

সঞ্জয়ের কথা শুনিয়া শুচিরত ভাবিলেন, ‘দেখিতেছি, এ জগতে ইহা অতি অদ্ভুত প্রশ্ন। কেহই ইহার উত্তর-দানে সমর্থ নহে।’ ইহা ভাবিয়া তিনি দুইটী গাথা বলিলেন :—

১৯। অদ্ভুত এ প্রশ্ন বটে, সাধ্য কারো নাই
দিতে এর সদুত্তর ; পিতা, পুত্রদ্বয়
না জানেন যাহা, তাহা বালকে যে জানে
এ কথা বিশ্বাস আমি করিব কেমনে ?

২০। অর্থ কি ? ধর্ম্ম কি ? ইহা প্রবীণেরা যদি
বলিতে অক্ষম হন, কেমনে উত্তর
পারিবে করিতে দান বালক যে জন ?

ইহা শুনিয়া সঞ্জয় বলিলেন, “মহাশয়, সম্ভবকুমারকে বালক মনে করিবেন না, অন্য কেহ যদি আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারে, তাহা হইলে আপনি সম্ভবের নিকটেই গমন করুন।” অনন্তর তিনি নানাবিধ অর্থদীপিকা উপমা প্রয়োগ করিয়া দ্বাদশটি গাথায় সম্ভবের গুণ বর্ণনা করিলেন :—

২১। না জিজ্ঞাসি প্রশ্ন, শুধু বালক বলিয়া
করো না অবজ্ঞা তুমি সম্ভব কুমারে।
জিজ্ঞাসা করিলে তারে পাবে সদুত্তর ;
অর্থ কি, ধর্ম্ম কি, তুমি জানিবে, ব্রাহ্মণ।

২২। নির্ম্মল পূর্ণচন্দ্র গগনে যেমন
নিষ্প্রভ নক্ষত্রগণে করে স্বপ্রভায়,

২৩। তেমতি সম্ভব করে প্রজ্ঞাবলে সবে
অতিক্রম, যদিও সে বয়সে নবীন।
না জিজ্ঞাসি প্রশ্ন, শুধু বালক বলিয়া
করো না অবজ্ঞা তুমি সম্ভব কুমারে।

জিজ্ঞাসা করিলে তুমি পাবে সদুত্তর ;
অর্থ কি, ধর্ম্ম কি, তুমি জানিবে, ব্রাহ্মণ।

২৪। মাস মধ্যে গ্রীষ্মকালে মধুমাস যথা
পত্রপুষ্পে অন্য মাসে করে অতিক্রম,

২৫। তেমতি সম্ভব করে প্রজ্ঞাবলে সবে
অতিক্রম, যদিও সে বয়সে নবীন।
না জিজ্ঞাসা প্রশ্ন, শুধু বালক বলিয়া
করো না অবজ্ঞা তুমি সম্ভব কুমারে।
জিজ্ঞাসা করিলে তারে পাবে সদুত্তর।
অর্থ কি, ধর্ম্ম কি, তুমি জানিবে, ব্রাহ্মণ।

২৬। তুষার-কিরীটী গন্ধমাদন পর্ব্বত—
দিব্যৌষধি-প্রভা যার উজলে চৌদিক,
সানুদেশে শোভে যার তরু নানাজাতি,
পুষ্পের সৌরভভার করিয়া বহন
বিতরে পবন যথা, দেববান তুমি—
শোভা সম্পত্তিতে যথা এই শৈলবর
অতিক্রম করিয়াছে অন্যান্য পর্ব্বত,

২৭। তেমতি সম্ভব করে প্রজ্ঞাবলে সবে
অতিক্রম, যদিও সে বয়সে নবীন।
না জিজ্ঞাসি প্রশ্ন, শুধু বালক বলিয়া
করো না অবজ্ঞা তুমি সম্ভব কুমারে।
জিজ্ঞাসা করিলে তারে পাবে সদুত্তর ;
অর্থ কি, ধর্ম্ম কি, তুমি জানিবে, ব্রাহ্মণ।

২৮। পরিয়া অর্চ্চির মালা অনল যেমন
ধায় বেগে কচ্ছদেশে দহি তৃণরাজি,
রাখিয়া পশ্চাদ্ভাগে কৃষ্ণবর্ত্ম শুধু ;

২৯। কিংবা যবে ঘৃত আর উৎকৃষ্ট ইন্ধনে
পরিপুষ্ট হয়ে জ্বলে নিশীথ সময়ে
পর্ব্বত শিখরোপরি—কি যে তেজ তার !
শিরে শোভে ধূমরাশি জটার আকারে,

৩০। তেমতি সম্ভব করে প্রজ্ঞাবলে সবে
অতিক্রম, যদিও সে বয়সে নবীন।
না জিজ্ঞাসি প্রশ্ন, শুধু বালক বলিয়া
করো না অবজ্ঞা তুমি সম্ভব কুমারে।
জিজ্ঞাসা করিলে তারে পাবে সদুত্তর ;
অর্থ কি ধর্ম্ম কি তুমি জানিবে, ব্রাহ্মণ।

৩১। দেহ দেখি গুণ বুঝা অসম্ভব অতি,
যে পারে অধিক ভার করিতে বহন,
গুণ যত ধেনুর দোহনে বুঝা যায় ;
সেই অশ্ব ভাল, যাহা ধায় শীঘ্রগতি।
সেই বলীবর্দ্দ ভাল বলে সর্ব্বজন ;
পণ্ডিতের উৎকর্ষ বাক্‌পটুতায়।

> ৩২। তেমতি সম্ভব করে প্রজ্ঞাবলে সবে
> অতিক্রম, যদিও সে বয়সে নবীন।
> না জিজ্ঞাসি প্রশ্ন, শুধু বালক বলিয়া
> করো না অবজ্ঞা তুমি সম্ভব কুমারে।
> জিজ্ঞাসা করিলে তারে পাবে সদুত্তর ;
> অর্থ কি, ধর্ম্ম কি, তুমি জানিবে ব্রাহ্মণ।

সম্ভবের গুণকীর্ত্তন শুনিয়া শুচিরত ভাবিলেন, 'প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া দেখা যাউক।' তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার কনিষ্ঠ কোথায় আছেন?" সঞ্জয় বাতায়ন উন্মুক্ত করিয়া হস্ত প্রসারণপূর্ব্বক বলিলেন, "ঐ যে হেমবর্ণ বালকটী প্রাসাদদ্বারে পথের উপর অন্য বালকদিগের সহিত ক্রীড়া করিতেছে, ওই আমার কনিষ্ঠ সহোদর। আপনি উহার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করুন। ও বুদ্ধলীলায় উত্তর দিবে।" এই কথা শুনিয়া শুচিরত প্রাসাদ হইতে অবতরণপূর্ব্বক সম্ভবকুমারের নিকট গমন করিলেন। কুমার তখন শিথিল পরিহিত বস্ত্র স্কন্ধোপরি রাখিয়া উভয় হস্তে ধূলি তুলিতেছিলেন।

[এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

> ৩৩। সম্ভব খেলিতেছিলা বাটীর বাহিরে,
> এমন সময়ে ভারদ্বাজ বিপ্রবর
> হইলেন উপস্থিত নিকটে তাঁহার।

ব্রাহ্মণ গিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন দেখিয়া মহাসত্ত্ব বলিলেন, "মহাশয় কি অভিপ্রায়ে আগমন করিয়াছেন?" শুচিরত বলিলেন, "বৎস, আমার একটী প্রশ্ন আছে; আমি সমস্ত জম্বুদ্বীপ খুঁজিয়াও এমন কোন লোক পাইলাম না, যে তাহার উত্তর দিতে পারে। সেই জন্য তোমার নিকটে উপস্থিত হইয়াছি।" কুমার ভাবিলেন 'ইনি বলিতেছেন, সমস্ত জম্বুদ্বীপে ইঁহার প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় নাই এবং সেই নিমিত্ত আমার নিকটে আসিয়াছেন। আমি জ্ঞানবৃদ্ধ বটি।' এই চিন্তা করিয়া তিনি লজ্জিত হইলেন; হস্তস্থ ধূলি ফেলিয়া দিলেন, স্কন্ধ হইতে বস্ত্র লইয়া পরিধান করিলেন এবং বলিলেন, "ব্রাহ্মণ, আপনি প্রশ্ন করুন, আমি বুদ্ধ-লীলায় তাহার উত্তর দিতেছি।" তিনি সর্ব্বজ্ঞোচিতভাবে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে বলিলে শুচিরত কহিলেন,

> ৩৪। যুধিষ্ঠির-বংশজাত ভুবনবিখ্যাত
> কৌরব্য নৃপতি মোরে করিলা প্রেরণ
> দূতরূপে এ নগরে; আজ্ঞা দিলা এই,—
> অর্থ আর ধর্ম্মতত্ত্ব জান তুমি গিয়া।
> অর্থ কি, ধর্ম্ম কি, ইহা বল হে সম্ভব।

গগনতলে যেমন পূর্ণচন্দ্র প্রকটিত হয়, সম্ভবের নিকটে এই প্রশ্নের উত্তরও সেইরূপ প্রকটিত হইল। "তবে শুনুন" বলিয়া তিনি নিম্নলিখিত গাথায় ধর্ম্মযাগপ্রশ্নের উত্তর দিলেন:—

৩৫। প্রশ্নের উত্তর সত্য দিব তব, মহাশয় ;
বলিব নিশ্চয় আমি কুশল যাহাতে হয়।
রাজাও জানেন ইহা ; কিন্তু তাহা সম্পাদন
করেন কি না করেন, জানে বল কোন্ জন ?

সম্ভবকুমার পথে দাঁড়াইয়া মধুর স্বরে ধর্ম্মদেশন করিতে লাগিলেন ; সেই শব্দ দ্বাদশ যোজন বিস্তীর্ণ বারাণসী নগরের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইল ; রাজা, উপরাজ প্রভৃতি সকলে সম্ভবের নিকট সমবেত হইলেন ; মহাসত্ত্ব এই মহাজনসঙ্ঘের মধ্যে ধর্ম্মদেশন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী গাথায়, প্রশ্নের উত্তর দিবেন এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন ; এখন ধর্ম্মযাগপ্রশ্নের উত্তর দিলেন :—

৩৬। যুধিষ্ঠির-বংশজাত রাজাকে তোমার
বল গিয়া, শুচিরত, 'কুশল কর্ম্মের
সুযোগ ঘটিবে যবে, অদ্য আর কল্য
তুল্য জ্ঞান করি—অবহেলি বর্ত্তমান—
কল্যের আশায় যেন না রন বসিয়া।

৩৭। বলিও তাঁহারে, তিনি শুধাবেন যবে,
আধ্যাত্মিক তত্ত্ব এই ; মূঢ়জনবৎ
কদাচ কুকর্ম্ম-সেবী নাহি হন যেন।

৩৮। কভু যেন আত্মনাশ না করেন তিনি
হইয়া কুকর্ম্মরত — ত্যজিবেন সর্ব
অধর্ম্ম ; কুমার্গে যেতে কোন মতে যেন
প্রবর্ত্তিত কাহাকেও না করেন তিনি।
যাহাতে অনর্থ ঘটে, অতি সাবধানে
করিবেন সংস্রব তাহার পরিহার।

৩৯। এইরূপে সযতনে কৃত্য সম্পাদন
করিতে জানেন যিনি, সেই নৃপতির
অভ্যুদয় ঘটে নিত্য, শুক্ল পক্ষে যথা
চন্দ্রমার উপচয় হয় প্রতিদিন।

৪০। প্রাণসম ভালবাসে তাঁরে জ্ঞাতিগণ ;
মিত্রগণ করে তাঁর মহিমা কীর্ত্তন ;
কালবশে ঘটে যবে দেহের বিনাশ,
করেন সে পুণ্যশ্লোক স্বর্গলোকে বাস।

মহাসত্ত্ব এইরূপে বুদ্ধলীলায় শুচিরত ব্রাহ্মণের প্রশ্নের উত্তর দিলেন—যেন গগনতলে চন্দ্র উপস্থাপিত করিলেন। সমবেত মহাজনসঙ্ঘ করতালি দিয়া উচ্চৈঃস্বরে সাধুকার দিতে লাগিল ; তাহারা চেলোৎক্ষেপণ ও অঙ্গুলিস্ফোটন দ্বারা আপনাদের অনুমোদন জানাইল। তাহাদের যাহার হস্তে যে আভরণ ছিল, তাহা খুলিয়া দান করিল ; এইরূপে নিক্ষিপ্ত ধনের পরিমাণ হইল এক কোটি। রাজাও পরিতুষ্ট হইয়া মহাসত্ত্বকে প্রভূত পুরস্কার দিলেন ; শুচিরত সহস্র নিষ্ক দিয়া তাঁহার পূজা করিলেন. উৎকৃষ্ট হিঙ্গুল দিয়া সেই সুবর্ণ পট্টে প্রশ্নের

উত্তর লিখিয়া লইলেন এবং ইন্দ্রপ্রস্থে প্রতিগমনপূর্ব্বক কৌরব্যকে ধর্ম্মযাগপ্রশ্নের উত্তর শুনাইলেন। কৌরব্য সেই ধর্ম্ম পালন করিয়া জীবনান্তে স্বর্গবাসী হইলেন।

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এ জন্মে নয়, পূর্ব্বেও তথাগত মহাপ্রাজ্ঞ ছিলেন।

সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন ধনঞ্জয় মহারাজ; অনিরুদ্ধ ছিলেন শুচিরত, কাশ্যপ ছিলেন বিদুর, মৌদ্গল্যায়ন ছিলেন ভদ্রকার, সারিপুত্র ছিলেন সঞ্জয় কুমার এবং আমি ছিলাম সম্ভব পণ্ডিত।]

৫১৬—মহাকপি-জাতক।

[দেবদত্ত শিলা নিক্ষেপ করিয়া শাস্তাকে আহত করিয়াছিলেন। তদুপলক্ষ্যে শাস্তা বেণুবনে অবস্থিতি-কালে এই কথা বলিয়াছিলেন। দেবদত্ত শাস্তার প্রাণবধার্থ ধনুর্গ্রহ নিয়োগ করিয়াছিলেন এবং তাহার পর শাস্তাকে শিলানিক্ষেপে আহত করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত ভিক্ষুগণ একদিন তাঁহার অগুণ বর্ণনা করিতেছিলেন। তাহা শুনিয়া শাস্তা বলিয়াছিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও দেবদত্ত আমাকে শিলা দ্বারা আহত করিয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন;—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে কাশীগ্রামের এক কৃষক ব্রাহ্মণ একদিন ক্ষেত্রকর্ষণপূর্ব্বক গরুগুলি ছাড়িয়া দিলেন এবং কোদালির কাজ করিতে লাগিলেন। গরুগুলি একটা গুল্মের পাতা খাইতে খাইতে বনে প্রবেশ করিল ও পলায়ন করিল। বেলা অনেক হইয়াছে দেখিয়া ব্রাহ্মণ কোদালি করিয়া গরু খুঁজিতে গেলেন; তাহাদিগকে দেখিতে না পাইয়া বড় দুঃখিত হইলেন এবং বনে প্রবেশ করিয়া খুঁজিতে খুঁজিতে হিমালয়ের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেখানে তাঁহার দিগ্‌ভ্রম হইল; তিনি সপ্তাহ কাল অনাহারে কাটাইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে একদিন একটা তিন্দুক বৃক্ষ দেখিতে পাইলেন। তিনি উহাতে উঠিয়া ফল খাইতে খাইতে স্খলিতপদ হইয়া ষাট হাত নীচে এক নরকসদৃশ গহ্বরে পতিত হইলেন। তিনি ঐ গহ্বরের মধ্যে দশ দিন আবদ্ধ থাকিলেন।

বোধিসত্ত্ব ঐ সময়ে কপিযোনিতে জন্মলাভ করিয়াছিলেন। তিনি বন্য ফল খাইয়া বিচরণ করিতে করিতে ঐ দুর্গত ব্রাহ্মণকে দেখিতে পাইলেন এবং প্রথমে শিলাখণ্ড তুলিতে অভ্যাস করিয়া শেষে তাঁহাকে উদ্ধার করিলেন। অতঃপর বোধিসত্ত্ব যখন নিদ্রা যাইতেছিলেন, তখন ঐ ব্যক্তি এক খণ্ড প্রস্তরের আঘাতে তাঁহার মাথা ভাঙ্গিলেন। মহাসত্ত্ব ব্রাহ্মণের এই কাণ্ড দেখিয়া উল্লম্ফনপূর্ব্বক বৃক্ষশাখায় উপবেশন করিয়া বলিলেন, "অরে নরাধম, তুই মাটিতে হাঁটিয়া চল্; আমি গাছের ডালে ডালে চলিয়া তোকে পথ দেখাইয়া যাইতেছি।" অনন্তর তিনি এই ভাবে উক্ত ব্যক্তিকে পথ প্রদর্শনপূর্ব্বক বন হইতে বাহির করিয়া দিয়া পর্ব্বতের মধ্যে ফিরিয়া গেলেন।

মহাসত্ত্বের প্রতি এইরূপ নিষ্ঠুরাচরণ করিয়া ঐ ব্রাহ্মণ হাতে হাতেই তাহার ফল পাইলেন। তিনি কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইয়া ইহ জীবনেই প্রেতরূপ প্রাপ্ত হইলেন; সাত বৎসর অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে একদিন বারাণসীর মৃগাচির-নামক উদ্যানে প্রবেশ করিলেন এবং বেদনায় উন্মত্তবৎ হইয়া প্রাকারের ভিতরে কদলীপত্র পাতিয়া তাহার

উপর শয়ন করিলেন। সে দিন বারাণসীরাজও উদ্যানে গিয়াছিলেন। তিনি বিচরণ করিতে করিতে ঐ ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি? কোন্ কর্ম্মের ফলে তুমি এত দুঃখ পাইতেছ?" ব্রাহ্মণ তখন তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন।

[এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :—

১। মিত্রামাত্যগণসহ কাশীনরেশ্বর যাইলেন মৃগাচির উদ্যান ভিতর।

২। দেখিলেন বিপ্র তথা অস্থিচর্ম্মসার শ্বেতকুষ্ঠগ্রস্ত, অতি বেদনাকাতর।
হয়েছে বিবিধবর্ণ ত্বকের তাহার, বনমাঝে ভূপতিত যেন কোবিদার।
ব্রণমুখা হ'তে মাংস পড়িছে গলিয়া; সর্ব্বাঙ্গে ধমনীগুলি উঠেছে ফুটিয়া।

৩। বিপ্রের দুর্দ্দশা হেরি দয়া আর ভয় যুগপৎ মনে তাঁর হইল উদয়।
জিজ্ঞাসেন মহীপাল পরিচয় তাঁর, "যক্ষকুলে বল শুনি কি নাম তোমার?

৪। হস্তপাদ শ্বেত তব, শিরঃ শ্বেততর, কুষ্ঠে কত বিকৃত তোমার কলেবর;
ত্বক্ হইয়াছে তব বিবিধবরণ, কোথা শ্বেত, কোথা কৃষ্ণ, ঘোরদরশন।

৫। সারি সারি বৃন্তবৎ কুষ্ঠব্রণ সব উচু নীচু করিয়াছে পিঠখানি তব।
অঙ্গপর্ব্বগুলি সব মষির বরণ; এমন বীভৎস দৃশ্য দেখিনি কখন।

৬। ক্ষুধাতৃষ্ণারৌদ্রে তব শীর্ণ কলেবর; পা-দুখানি হইয়াছে ধূলায় ধূসর।
সর্ব্বাঙ্গে উঠেছে ভাসি ধমনী সকল; কোথা হ'তে তুমি হেথা আসিয়াছ, বল।

৭। দেহের গঠন তব স্বাভাবিক যাহা, বিকৃত করেছে, হায়, মহাব্যাধি তাহা।
হইয়াছ এবে তুমি হেন কদাকার, ঘটেছে এতই তব বর্ণের বিকার,
দেখিলে তোমায় ভয়ে শিহরে শরীর। থাকুক অন্যের কথা, তব জননীর
ইচ্ছা না হইবে এবে করিতে দর্শন গর্ভজাত তনয়ের এ রূপ ভীষণ।

৮। কি কুকর্ম্ম পূর্ব্বে তুমি করিয়াছ বল। অবধ্যে বধিয়া কি হে পাও এই ফল?
কি পাপের পরিণাম ভীষণ এমন? কেন এ দারুণ দুঃখ পাও অনুক্ষণ?"

ইহার পর ব্রাহ্মণ বলিলেন :—

৯। বলিব নিশ্চয় সত্য, না করি গোপন; প্রাজ্ঞের প্রশংসা লভে সত্যবাদিগণ।

১০। গরুগুলি একদিন হারাল আমার; খুঁজিতে খুঁজিতে গেনু বনের মাঝার।
ভীষণ সে বন, মরুভূমির সমান, নানাজাতি কুঞ্জরের বিচরণস্থান।
পথ ছাড়ি গিয়া মোর ঘটিল দিগ্ভ্রম; ভাবিলাম সেখানেই হইবে মরণ।

১১। শ্বাপদসঙ্কুল সেই বনের ভিতর ক্ষুধা আর পিপাসায় হইয়া কাতর,
যাপিনু সপ্তাহকাল ছুটি ইতস্ততঃ; দিগ্ভ্রান্ত হইয়া দুঃখ পাইলাম কত!

১২। ক্ষুধার জ্বালায় আমি ভ্রমিতে ভ্রমিতে দেখিনু তিন্দুক বৃক্ষ দুর্গম ভূমিতে।*
প্রচুর ফলের ভার বহন করিয়া প্রপাতের অভিমুখে পড়েছে ঝুলিয়া।

১৩। বায়ুবেগে পড়ে ছিল যত তার ফল, খাইতে লাগিল ভাল, খাইনু সকল।
অতৃপ্ত রহিল ক্ষুধা, উঠিলাম পরে বৃক্ষোপরি, আরও ফল খাইবার তরে।

---

* মূলে 'তত্থ তিন্দুকং অদ্দক্খিং বিসমট্ঠং বুভুক্খিতো' আছে। আমি 'বিসমট্ঠং' এই পাঠ ধরিয়া ইহাকে তিন্দুকের বিশেষণ করিলাম।

১৪। একটী শাখার তার যত ছিল ফল, প্রথমে উদরসাৎ করিনু সকল।
অন্য এক শাখা পরে ধরিব বলিয়া যেমন দিলাম আমি হাত বাড়াইয়া,
যে শাখায় ছিনু আমি, ভাঙ্গিয়া পড়িল; কুঠার-আঘাতে যেন ছিন্ন কে করিল।

১৫। ঊর্দ্ধপাদে, অধঃশিরে শাখার সহিত প্রপাত হইতে আমি হইনু পতিত,
গহ্বরে; সেখানে কোন তিষ্ঠিবার স্থান, কিংবা কোন অবলম্ব নাই বিদ্যমান।

১৬। ভাগ্যে সুগভীর জল সে গুহায় ছিল, পড়ি, তাই দেহ মোর চূর্ণ না হইল।
জলের শয্যায় আমি বিষণ্ণ অন্তরে যাপিনু দশটী দিন তাহার ভিতরে।

১৭। শাখা হ'তে শাখান্তরে চরিতে চরিতে, বিবিধ বৃক্ষের ফল খাইতে খাইতে,
শাখামৃগ এক, গোলাঙ্গুল, দরীচর, সেথা আসি দরশন দিল তার পর।
পাণ্ডু, শীর্ণ দেহ মোর দেখিতে পাইল; অমনি তাহার মনে দয়া উপজিল।

১৮। জিজ্ঞাসে সে কপি, "কে হে গুহা মধ্যে পড়ি পাইতেছ দুঃখ বড়? বল সত্য করি,
মনুষ্য, কি অমনুষ্য বলিব তোমায়? সত্য করি দাও তুমি আত্মপরিচয়।"

১৯। নমস্কার করি তারে, যুড়ি দুই কর, বলিনু, "মনুষ্য আমি, শুন কপিবর।
পড়েছি বিপদে ঘোর; নাহিক নিস্তার; কর এ গহ্বর হ'তে আমায় উদ্ধার।
নিরুপায় আমি, তব লইনু শরণ; বাঁচাও আমারে, হও কল্যাণভাজন।"

২০। শুনি ইহা গুরুভার শিলা উত্তোলন, করিয়া পর্ব্বতে কপি করে বিচরণ।
গুরু-ভারবহনের অভ্যাস করিল, তার পর বানরেন্দ্র আমায় বলিল, *

২১। "এস, মোর পিঠে চড়; দুই বাহু দিয়া গলা মোর ধরি তুমি থাকহ বসিয়া।
এ গিরিকন্দর হ'তে করি উত্তোলন শীঘ্রই করিব তব উদ্ধার সাধন।"

২২। শুনি সে শ্রীমান্, বিজ্ঞ কপির বচন করিলাম আমি তার পৃষ্ঠে আরোহণ।
বেষ্টিয়া দুইটী বাহু ধরিলাম তার গ্রীবাদেশ, গুহা হইতে পাইতে উদ্ধার।

২৩। তেজস্বী বানর সেই মহা বলবান্ গুহা হইতে তুলিয়া রক্ষিল মোর প্রাণ।
এ দুষ্কর কার্য্য কিন্তু করিতে সাধন হল সে নিতান্ত ক্লান্ত করি বহু শ্রম।

২৪। উদ্ধারি আমায় শ্রান্ত, ক্লান্ত কপীশ্বর বলে, "ভাই, তুমি মোরে এবে রক্ষা কর।
ঘুমাইব আমি হেথা মুহূর্ত্তের তরে; দেখিও, কেহ না যেন বধ মোরে করে।

২৫। সিংহ, ব্যাঘ্র, দ্বীপী, ঋক্ষ আদি হিংস্রগণ প্রমত্ত † পাইলে মোরে করিবে হনন।
সতর্ক হইয়া তুমি তাড়াইবে সবে, বিশ্রামের তরে আমি ঘুমাইব যবে।"

২৬। পরিত্রাণ এইরূপে করিয়া আমায় মুহূর্ত্তের তরে কপি সেখানে ঘুমায়।
কিন্তু সে সময় মোর দুর্মতি ঘটিল; মোহবশে পাপ চিন্তা মনে উপজিল।

২৭। 'বনবাসী অন্য অন্য পশুর যেমন, বানরের(ও) মাংস ভক্ষ্য নরের তেমন।
ক্ষুধায় হয়েছে মোর প্রাণ ওষ্ঠাগত; মারি এরে খাব মাংস ইচ্ছা হয় যত।

২৮। খেয়ে, আর লয়ে কিছু পথের সম্বল অতিক্রম করি যাব এই বনস্থল।

---

* অতঃপর কপি গহ্বরের মধ্যে গেল, ইহা বুঝিতে হইবে।

† প্রমত্ত—অনবহিত।

২৯। লইলাম একখান পাথর তুলিয়া ; মস্তকে কপির তাহা ফেলিনু ছুঁড়িয়া।
কিন্তু হাতে বল মোর ছিল না তখন ; সামান্য আঘাত কপি পেল সে কারণ।

৩০। সবেগে রক্তাক্ত মুখে বানর তখন তরুর শাখায় উচ্চে করি আরোহণ,
অশ্রুপূর্ণ নেত্রে মোরে দেখিতে লাগিল ; গণ্ড তার অশ্রুজলে প্লাবিত হইল।

৩১। বলিল, "এমন কাজ, শুন মহাশয়, তোমা হেন জনের উচিত নাহি হয়।
কদাচ ঈদৃশ কাজ করিও না আর ; আশীর্ব্বাদ করি, হোক্ কল্যাণ তোমার।
করিলে যে কর্ম্ম তুমি, হেরি তার ফল হেন পাপ না করিবে অন্যে বহুকাল।

৩২। আহা কি কুকর্ম্ম তুমি করিলে হে বল ? উদ্ধারিনু গুহা হতে ; এই তার ফল !

৩৩। আনিনু ফিরায়ে তোমা যমদ্বার হ'তে ; অথচ চাহিলে তুমি আমায় বধিতে।
পাপাশয় তুমি, রত পাপ আচরণে ; পাপ চিন্তা তাই তব উপজিল মনে।

৩৪। এই অধর্ম্মের হেতু নরক-যন্ত্রণা ভাগ্যে যেন তব, পাপী, কখন(ও) ঘটে না।
ফলপ্রসবান্তে হয় বেণুর মরণ ; এ কুকর্ম্মফলে তব না হয় তা' যেন।

৩৫। বিশ্বাস করিতে তোমা পারি না এখন ; পাপ চিন্তা আছে তব মনে অনুক্ষণ।
চলি আমি অগ্রে অগ্রে বৃক্ষ শাখা ধরি ; পশ্চাতে আসিবে তুমি পথ অনুসরি।
কিন্তু সাবধান, তুমি থাকিবে নিকটে, দেখিব কখন তব কোন্ বুদ্ধি ঘটে।

৩৬। হিংস্র জন্তু হ'তে মুক্তি লভিলে এখন ; এসে যথা যাতায়াত করে লোকজন।
এই পথে, পাপাশয়, এ বন ছাড়িয়া যথা ইচ্ছা সেইখানে যাও হে চলিয়া।"

৩৭। এতেক বলিয়া মোরে সেই গিরিচর ধুইল হ্রদের জলে মস্তক তাহার।
মুছিয়া চক্ষুর জল সংবরি ক্রন্দন শাখায় উপরি পুনঃ করে আরোহণ।

৩৮। বানরের অভিশাপে আমার তখন সর্ব্বাঙ্গে হইল জ্বালা বড়ই ভীষণ।
পুড়িতে লাগিল দেহ ; জলপান তরে নামিলাম গিয়া সেই হ্রদের ভিতরে।

৩৯। কপিরক্ত-বিমিশ্রিত সে হ্রদের জল অগ্নিবৎ দগ্ধ মোরে করিল কেবল।
মনে হল, যত জল সে হ্রদেতে ছিল, পূয়ে পরিণত মম পাপেতে হইল।

৪০। যত বারিবিন্দু পড়ে শরীরে আমার, হইল স্ফোটক অর্দ্ধ বিল্বফলাকার।

৪১। ফাটিল স্ফোটক সব, ক্ষত স্থান হ'তে
পূতিগন্ধময় পূয় লাগিল ক্ষরিতে।
গ্রামে কি নিগমে, আমি, যেখানেই যাই,

৪২। সর্ব্বত্র সবার কাছে তাড়া সদা খাই।
স্ত্রীপুরুষ সকলেই দুর্গন্ধ পাইলা
দূর হতে দণ্ডহস্তে দেয় তাড়াইয়া।

৪৩। এত দুঃখে সপ্তবর্ষ করেছি যাপন ; পাইতেছি নিজ পাপফল বিলক্ষণ।

৪৪। সমবেত হইয়াছ যাহারা এখানে সবাকেই বলিতেছি আমি সে কারণে
মিত্রদ্রোহী মহাপাপী ; যেন কোন জন মিত্রের অহিত কিছু করে না কখন।

৪৫। মিত্রদ্রোহী হয় দুষ্ট আমার মতন ; দেহ অন্তে করে সেই নিরয়ে গমন।

ব্রাহ্মণ রাজার নিকটে এইরূপে আত্মকাহিনী বর্ণনা করিতেছিলেন, এমন সময়ে পৃথিবী বিদীর্ণ হইল, তিনি তৎক্ষণাৎ সেই বিবরে অদৃশ্য হইয়া অবীচিতে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইলেন। তিনি ভূগর্ভে প্রবেশ করিলে রাজা উদ্যান হইতে বাহির হইয়া রাজধানীতে ফিরিয়া গেলেন।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, পূর্ব্বেও দেবদত্ত আমাকে শিলানিক্ষেপে আহত করিয়াছিল।"

সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল সেই মিত্রদ্রোহী ব্রাহ্মণ এবং আমি ছিলাম সেই কপিরাজ।]

জাতকমালা, ২৪।

৫১৭—উদকরাক্ষস-জাতক

এই আখ্যায়িকা মহাউম্মার্গ-জাতকে (৫৪৬) প্রদত্ত হইবে।

৫১৮—পাণ্ডর-জাতক

[দেবদত্ত মিথ্যা কথা বলিয়াছিল এবং পাপের ফলে ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়াছিল। তৎপ্রসঙ্গে শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি কালে এই কথা বলিয়াছিলেন। ভিক্ষুরা যখন দেবদত্তের দোষ কীর্ত্তন করিতেছিলেন, তখন শাস্তা বলিয়াছিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও দেবদত্ত মিথ্যা কথা বলিয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়াছিল। অনন্তর তিনি সেই অতীত বৃত্তান্ত বলিয়াছিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে পঞ্চশত বণিক একদা নৌকারোহণে সমুদ্র যাত্রা করিয়াছিল। সপ্তম দিনে তাহারা এতদূর অগ্রসর হইল যে, কূল আর দেখিতে পাওয়া গেল না। এই সময় নৌকাখানি ভাঙ্গিয়া গেল এবং আরোহীদিগের মধ্যে একজন ব্যতীত অন্য সকলেই মৎস্যদিগের উদরস্থ হইল। যে ব্যক্তি রক্ষা পাইল, সে বায়ুবশে করম্বিক পট্টনে উপনীত হইল। সে নগ্নবেশে ও নিঃস্ব অবস্থায় সমুদ্র হইতে উঠিয়া ঐ পট্টনে ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল। লোকে ভাবিল, 'এই ব্যক্তি সন্ন্যাসী এবং অল্পে সন্তুষ্ট।' এই কারণে তাহারা ঐ ব্যক্তির অভ্যর্থনা ও সমাদর করিল। সেও ভাবিল, 'এখন আমি জীবিকা-নির্ব্বাহের একটা উপায় পাইলাম।' লোকে যখন তাহাকে নিবাসন ও প্রাবরণ দিতে চাহিল, তখনও সে ঐ দুই দ্রব্য গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিল না। লোকে মনে করিল, 'ইহা অপেক্ষা বাসনাহীন শ্রমণ কোথাও নাই।' তাহারা আরও সন্তুষ্ট হইয়া এই লোকটার জন্য আশ্রম নির্ম্মাণ করিল, এবং সেখানে তাহাকে বাস করাইল। তাহার নাম হইল করম্বিক অচেলক †। সে করম্বিক পট্টনে বাস করিয়া প্রভূত সম্মান ও উপহার পাইতে লাগিল। এমন কি, এক নাগরাজ এবং এক সুপর্ণরাজও তাহাকে উপাসনা করিবার জন্য সেই আশ্রমে যাইতেন। নাগরাজের নাম ছিল পাণ্ডর।

একদিন সুপর্ণরাজ এই ভণ্ড তপস্বীর নিকটে গিয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক একান্তে উপবিষ্ট

* নিবাসন—অন্তর্ব্বাস, বা ধুতি। প্রাবরণ—বহির্ব্বাস, বা উত্তরীয়।

† অচেলক—নগ্ন সন্ন্যাসী।

হইয়া বলিলেন, "ভদন্ত, আমার বহু জ্ঞাতি নাগ ধরিবার কালে বিনষ্ট হয়। নাগদিগকে যে কি উপায়ে নিরাপদে গ্রহণ করা যাইতে পারে, তাহা আমরা জানি না। শুনা যায় ইহার কোন গুহ্য উপায় আছে। আপনি নাগদিগকে মিষ্টবাক্যে ভুলাইয়া উপায়টা জানিতে পারেন কি?" তপস্বী বলিল, "বেশ, আমি জিজ্ঞাসা করিব।"

সুপর্ণরাজ তপস্বীকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন; তাহার পর নাগরাজ গিয়া তাহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক একান্তে উপবিষ্ট হইলে তপস্বী জিজ্ঞাসা করিল, "নাগরাজ, শুনিতে পাই, অনেক সুপর্ণ তোমাদিগকে ধরিতে গিয়া বিনষ্ট হয়। তোমাদিগকে কি উপায়ে নিরাপদে ধরা যায়, বল ত?" নাগরাজ বলিলেন, "ভদন্ত, ইহা আমাদের অতি গূঢ় রহস্য, আমি ইহা প্রকাশ করিলে জ্ঞাতিজনের মৃত্যু ডাকিয়া আনিব।" "তুমি কি মনে কর যে, আমি ইহা অন্য কাহাকেও বলিব? আমি অন্য কাহাকেও ইহা জানাইব না; কেবল নিজের কৌতূহলনিবৃত্তির জন্যই তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। তুমি আমাকে বিশ্বাস করিয়া নির্ভয়ে বল।" "আচ্ছা, বলিব, ভদন্ত।" ইহা বলিয়া সে দিন নাগরাজ উহা বলিলেন না। পরদিনও তপস্বী ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিল; সে দিনও নাগরাজ উহা বলিলেন না। তৃতীয় দিনে যখন নাগরাজ আবার আসিয়া আসন গ্রহণ করিলেন, তখন তপস্বী বলিল, "আজ তৃতীয় দিন, আমি প্রতিদিন যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাহার উত্তর দিতেছ না কেন?" "পাছে, ভদন্ত, আপনি অন্য কাহাকেও বলেন, এই আশঙ্কায়।" "কাহাকেও বলিব না। নির্ভয়ে বল।" "দেখিবেন, ভদন্ত, অন্য কাহারও নিকট যেন প্রকাশ না করেন।" অতঃপর তপস্বীর প্রতিজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক নাগরাজ বলিলেন, "ভদন্ত, আমরা বড় বড় পাথর গিলিয়া খুব ভারী হই, এবং শুইয়া থাকি। যখন সুপর্ণেরা আসে, তখন আমরা হা করিয়া দাঁত দেখাইয়া তাহাদিগকে দংশন করিতে যাই। তাহারা আসিয়া আমাদের মাথা ধরে। আমরা খুব ভারী হইয়া পড়িয়া থাকি বলিয়া আমাদিগকে তুলিতে তাহাদের বহু শ্রম হয়, তাহাদের শরীর হইতে জল নির্গত হয় এবং সেই জলের মধ্যে তাহারা প্রাণত্যাগ করে। আমাদিগকে ধরিবার কালে প্রথমে যে মাথা কেন ধরে, তাহা বুঝিতে পারি না। বোকা সুপর্ণেরা যদি আমাদিগের ল্যাজ ধরিয়া তুলে, তাহা হইলে মাথা নীচের দিকে ঝুলিবার কালে আমরা যে সকল পাথর গিলিয়াছি, তাহা পড়িয়া যাইতে পারে, তাহা হইলে আমাদের ভার কম হয়, সুপর্ণেরা অক্লেশে আমাদিগকে লইয়া যাইতে পারে।" নাগরাজ এইরূপে সেই দুঃশীল তপস্বীর নিকট আত্মরহস্য প্রকাশ করিলেন।

নাগরাজ প্রস্থান করিলে সুপর্ণরাজ আগমন করিলেন এবং করম্বিক অচেলককে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "ভদন্ত, আপনি নাগরাজকে সেই গূঢ় রহস্যসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন কি?" "করিয়াছি, ভাই।" অনন্তর নাগরাজ যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, তপস্বী সুপর্ণরাজকে সমস্ত জানাইল। তাহা শুনিয়া সুপর্ণরাজ ভাবিলেন, "নাগরাজ অতি অবিবেচনার কাজ করিয়াছেন, যাহাতে তাঁহার জ্ঞাতিগণের বিনাশ হইবে, পরের নিকট এমন উপায় প্রকাশ করা অতি অকর্ত্তব্য। যাহা হউক, আমি আজ সুপর্ণবাত* উৎপাদন করিয়া

* সুপর্ণের পক্ষাঘাতে যে বায়ুপ্রবাহ উৎপত্তি হয়। নাগানন্দে দেখা যায়, গরুড়ের পক্ষসঞ্চালনে সমুদ্রজল তলদেশ পর্য্যন্ত দ্বিধা বিভক্ত হইত।

সর্ব্বপ্রথমে এই নাগরাজকেই ধরিব।' ইহা স্থির করিয়া তিনি সুপর্ণবাত উৎপাদনপূর্ব্বক নাগরাজ পাণ্ডরের লাঙ্গুল ধরিলেন, তাঁহাকে অধঃশির করিয়া ভুক্ত দ্রব্য সকল উদ্গিরণ করাইলেন এবং উৎপতন করিয়া আকাশে গমন করিলেন। পাণ্ডর আকাশে অধঃশিরে প্রলম্বিত হইয়া পরিদেবন করিতে লাগিলেন, "হায়, আমি নিজেই নিজের দুঃখ আনয়ন করিয়াছি।

১। না ভাবিয়া বলে কথা মুখে যাহা আসে
অশক্ত রক্ষিতে গূঢ় মন্ত্রণা নিজের,
সর্ব্বথা সংযমহীন, অবিমৃশ্যকারী,
এমন অবোধে দুঃখ করে আসি গ্রাস,
করিল পাণ্ডর নাগে সুপর্ণ যেমন।

২। যে গূঢ় রহস্য সদা পরিরক্ষণীয়,
প্রকাশে যে তাহা অন্য লোকের সকাশে,
মন্ত্রভেদ-হেতু তারে দুঃখ করে গ্রাস,
করিল পাণ্ডর নাগে সুপর্ণ যেমন।

৩। সাহচর্য্য-হেতু মিত্র যে জন তোমার,
অথবা প্রকৃত মিত্র, মূর্খ, কি পণ্ডিত,—
কখনো কাহারো কাছে করো না প্রকাশ
গুহ্যতম কথা তব ; মূর্খ যে জন,
সেও পারে, যদি তার বুদ্ধি নাহি থাকে
ঘটাতে বিপদ্ তব প্রকাশি সে কথা।
বুদ্ধিমান্ যেই, সেও অনিষ্ট তোমার
ইচ্ছে যদি মনে মনে, পাইবে সুযোগ,
জানিলে রহস্য তব, ঘটাতে বিপদ্।

৪। অচেল সন্ন্যাসী দেখি ভাবিলাম আমি
হইবে নিশ্চয় এই ধর্ম্মপরায়ণ ;
বলিলাম তাই তারে রহস্য আমার
উপেক্ষিয়া আত্মহিত ; এবে ফলে তার
এ ঘোর বিপদে পড়ি কান্দিতেছি, হায়!

৫। নারিনু, সুপর্ণরাজ, রক্ষিতে আমার
নিগূঢ় রহস্য ; সেই বিশ্বাসঘাতক
ঘটাইল এই মহাবিপত্তি এখন।
না বুঝিনু আত্মহিত ; এবে ফলে তার
এ ঘোর বিপদে পড়ি করি হাহাকার।

৬। পরম সুহৃৎ মম, ভাবি ইহা মনে
প্রীতিবশে, ভয়ে, কিংবা চিত্তের দৌর্ব্বল্যে
নীচের নিকটে নিজ রহস্য প্রকাশ
যে করে, সে মূর্খ ; তার হয় সর্ব্বনাশ।

৭। পরের রহস্ত জানি না রাখি গোপন
প্রকাশে যে সত্তামধ্যে ধূর্ত্তদের কাছে,
নিশ্চিত সে নররূপী সর্প বিষমুখ।
দূর হ'তে পরিত্যাগ হেন পাপাত্মার
সংসর্গ করিবে, যদি আত্মহিত চাও।

৮। দিব্য অন্ন, দিব্য পান, বস্ত্র কাশীজাত,
মোহিনী রমণীগণ, দিব্য পুষ্পমালা,
দিব্য গন্ধ-বিলেপন—কাম্য সর্ববিধ,
সমর্পি তোমায় আজ করিব প্রস্থান.
হও যদি, খগরাজ, শরণ মোদের।

আকাশে অধঃশির হইয়া ঝুলিতে ঝুলিতে পাণ্ডরক আটটী গাথায় এইরূপ পরিদেবন করিলেন। তাঁহার পরিদেবনের শব্দ শুনিয়া সুপর্ণরাজ তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "নাগরাজ। তুমি অচেলকের নিকটে আত্মরহস্য প্রকাশ করিয়া এখন কেন বিলাপ করিতেছ ?

৯। তুমি, আমি, অচেলক—এই তিন প্রাণী
রয়েছি এখানে ; বল, নিন্দার ভাজন
প্রকৃত কে, নাগরাজ, ইহাদের মাঝে ?
কার দোষে,—তাপসের, অথবা আমার—
পাণ্ডর গৃহীত হ'ল সুপর্ণে মুখে ?"

ইহা শুনিয়া পাণ্ডর বলিলেন,

১০। করিতাম শ্রদ্ধা তারে তপস্বী ভাবিয়া,
ভাবিতাম আমি তারে শ্রদ্ধার ভাজন।
তাই বলিলাম তারে রহস্য আমার
উপেক্ষিয়া আত্মহিত ; এবে ফলে তার
এ ঘোর বিপদে পড়ি কান্দিতেছি হায় !

তখন সুপর্ণরাজ চারিটী গাথা বলিলেন ;—

১১। অমর না কেহ ভবে ; নিন্দার ভাজন
প্রাজ্ঞগণ নন কভু ; তবু কেন তুমি
নিন্দিতেছ তপস্বীকে ? বুদ্ধিবলে তিনি
জানিলেন অতিগুহ্য রহস্য তোমার।
সত্য, ধর্ম্ম, বুদ্ধি, দম, এই চারি বল
আছে যার, সেই হয় অলভ্য লভিয়া
চিরসুখী, নাগরাজ, এ ভবভবনে।

১২। আত্মীয়গণের মাঝে মাতা আর পিতা
পরম কৃপালু সদা সন্তানের প্রতি—
তৃতীয় তাঁদের মত অন্য কেহ নাই—
নিজের রহস্য কিন্তু তাঁদের(ও) নিকটে
করেনা প্রকাশ সুধী মন্ত্রভেদ-ভয়ে।

১৩। মাতা, পিতা, সহোদর, সহোদরাগণ,
মিত্র, সখা আদি যাঁরা করেন সতত
পক্ষ তব সমর্থন সম্পদে, বিপদে,
তাঁদের(ও) নিকটে কভু করিলে প্রকাশ
নিজের রহস্য, থাকে বিপদের ভয়।

১৪। সুন্দরী যুবতী তব ভার্য্যা প্রিয়ংবদা,
পুত্রবতী, জ্ঞাতিবন্ধুগণ-সমাদৃতা,
সেও যদি চায় তব রহস্য জানিতে,
করোনা প্রকাশ কভু। কে জানে, কখন
কোন্ সূত্রে হয় মন্ত্রভেদসংঘটন?

অতঃপর নিম্নলিখিত পাঁচটী গাথা :—(এগুলি উন্মার্গ জাতকে পঞ্চপণ্ডিত-প্রশ্নেও পাওয়া যাইবে)

১৫। প্রকাশের যোগ্য নয় রহস্য তোমার;
মহারত্নবৎ তারে রক্ষিবে যতনে।
নিজের রহস্য গুরু যে করে প্রকাশ
নিন্দেন পণ্ডিতগণ বুদ্ধি সে মূর্খের।

১৬। স্ত্রীর কিংবা অরাতির নিকটে কখন
রহস্য পণ্ডিতে কভু করে না প্রকাশ।
লোভী যারা, কিংবা যারা চিত্তস্থৈর্য্যহীন,
বিশ্বাস-ভাজন তারা নয় কদাচন।

১৭। নিজের রহস্য যদি দুষ্টমতি জনে
বলিবে কখনো, তবে চিরকাল তরে
দাস হয়ে রবে তার, মন্ত্রভেদ-ভয়ে।

১৮। যখনি রহস্য কারো অন্য কেহ জানে,
তখনি জনমে মনে উদ্বেগ তাহার।
এ কারণ মন্ত্র রক্ষা করিবে যতনে।

১৯। দিবসে নির্জনে বল, অতি সাবধানে
শুধু আত্মসন্নিধানে রহস্য তোমার।
নিশীথে নিজের(ও) কাণে না পশে তা' যেন,
কেন না শুনিতে তাহা উৎকর্ণ রয়েছে
কত লোকে; টের তারা পেলে ঘুণাক্ষরে
হইবে মন্ত্রণা-ভেদ তোমার নিশ্চয়।

অতঃপর সুপর্ণরাজ আরও দুইটী গাথা বলিলেন :—

২০। দ্বারহীন, লৌহময়-হর্ম্ম্যসুশোভিত,
বেষ্টিত গভীর খাতে মহানগরের
আগম-নির্গম পথ রুদ্ধ যে প্রকার,
গূঢ়মন্ত্র পুরুষের হৃদয় তেমনি
রুদ্ধ সদা; কার সাধ্য জানে তার ভাব?

২১। গূঢ়মন্ত্র, আত্মহিতে স্থিরা যার মতি,
অসতর্ক ভাবে বাক্য বলেনা যে জন,
হেন দৃঢ়চেতা নরে সদা করে ভয়
শত্রুগণ তার, নাগ। দেখিলে তাহারে
দূর হ'তে শত্রু সব যায় পলাইয়া,
পলায় যেমন লোকে হেরি আশীবিষে।

সুপর্ণ এইরূপ ধর্ম্মসঙ্গত কথা বলিলে, পাণ্ডর কহিলেন :—

২২। গৃহ ত্যজি অচেলক লয়েছে প্রব্রজ্যা;
মুণ্ডিতমস্তক, নগ্ন—ভিক্ষা মাগি খায়।
বলিয়া কুক্ষণে তারে রহস্য নিজের
হইয়াছি অর্থধর্ম্মভ্রষ্ট এবে, হায়!

২৩। বল শুনি, খগরাজ, কি কর্ম্ম করিলে,
কোন শীল অবলম্বি, কি ব্রতপালনে
শ্রমণ করিতে পারে তৃষ্ণা পরিহার?
কি উপায়ে স্বর্গলাভ ঘটে ভাগ্যে তার?

সুপর্ণ বলিলেন,

২৪। আত্মপাপ হেতু মনে লজ্জা যেই পায়,
অক্রোধ তিতিক্ষাবান্, ক্ষান্ত, দান্ত যেই,
পরনিন্দা, পরচর্চ্চা করে না যে জন,
সেই প্রব্রাজক পারে, তৃষ্ণা পরিহরি,
প্রবেশিতে দেহ-অন্তে অমর নগরী।

সুপর্ণরাজের ধর্ম্মসঙ্গত কথা শুনিয়া পাণ্ডর নিম্নলিখিত গাথায় আত্মজীবন ভিক্ষা করিলেন :—

২৫। নিজ গর্ভজাত শিশু তনয়ে নেহারি
আনন্দে মাতার সর্ব্ব শরীর শিহরে।
তুমিও, দ্বিজেন্দ্র, মোরে পুত্র মনে করি,
কর অনুকম্পা-দৃষ্টি আমার উপর।

সুপর্ণরাজ তাঁহার প্রাণরক্ষা করিতে অঙ্গীকার করিয়া বলিলেন :—

২৬। মৃত্যু হ'তে মুক্তি অদ্য লভ, নাগরাজ।
আত্মজ, দত্তক, আর অন্তেবাসী এই
তিন জন পুত্ররূপে বিদিত জগতে;
অন্য কেহ পুত্র নয়। হও সুখী তুমি।
অন্তেবাসী পুত্ররূপে লইনু তোমায়।

ইহা বলিয়া সুপর্ণরাজ আকাশ হইতে অবতরণপূর্ব্বক নাগরাজকে ভূতলে ছাড়িয়া দিলেন।

[এই বৃত্তান্ত বিশদভাবে বুঝাইবার জন্য শাস্তা দুইটী গাথা বলিলেন :—]

২৭। বলি ইহা খগরাজ, আনিয়া ভূতলে
ছাড়ি দিলা নাগরাজে ; আশ্বাসিলা তাঁরে,
"পেলে মুক্তি ; আজ হ'তে রক্ষিব তোমায় :
জলে, স্থলে কোথাও না রবে তব ভয়।

২৮। ব্যাধিতের পক্ষে যথা নিপুণ ভিষক্,
তৃষ্ণার্ত্তের পক্ষে যথা জল সুশীতল,
হিমার্ত্তের পক্ষে যথা কান্তারে কুটীর,
তেমনি তোমার আমি হইনু শরণ।"

"তুমি এখন যেখানে ইচ্ছা যাইতে পার" বলিয়া সুপর্ণরাজ নাগরাজকে বিদায় দিলেন। নাগরাজ নাগভবনে প্রবেশ করিলেন ; সুপর্ণরাজ সুপর্ণভবনে গিয়া ভাবিলেন, 'আজ আমি শপথ করিয়া নাগরাজের বিশ্বাস উৎপাদনপূর্ব্বক তাহাকে মুক্তি দিয়াছি। এখন আমার প্রতি তাহার মনের ভাব কি, একবার পরীক্ষা করা যাউক।' এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি নাগভবনে গমনপূর্ব্বক সুপর্ণবাত উৎপাদন করিলেন। তাহা দেখিয়া নাগরাজ ভাবিলেন, 'সুপর্ণরাজ সম্ভবতঃ আমাকে আবার ধরিতে আসিয়াছে।' এই আশঙ্কায় তিনি সহস্র ব্যামপ্রমাণ দেহ ধারণ করিলেন, পাষাণ ও বালুকা গিলিয়া গুরুভার হইলেন এবং লাঙ্গুল অধোভাগে রাখিয়া কুণ্ডলিত দেহের উপরিভাগে ফণা বিস্তার করিয়া এমনভাবে শুইয়া রহিলেন, যেন সুপর্ণরাজকে দংশন করিতে উদ্যত হইয়াছেন। তাহা দেখিয়া সুপর্ণরাজ বলিলেন,

২৯। শত্রুর সহিত সন্ধি করি, জরায়ুজ,
বিকাশি দন্তের পঙ্‌ক্তি রয়েছ শুইয়া
কি হেতু ? ভয়ের তব শুনি কি কারণ ?

এই প্রশ্নের উত্তরে নাগরাজ তিনটী গাথা বলিলেন :—

৩০। শত্রু ত শঙ্কার(ই) পাত্র ; মিত্রেও বিশ্বাস
সর্ব্বথা কর্ত্তব্য নয় ; মিত্র যারে ভাবি
থাকিব নিশ্চিন্ত আমি, সেও হতে পারে
ভয়ের কারণ ঘোর, বিনাশের তরে।*

৩১। কলহ যাহার সঙ্গে ঘটেছে কখন ;
কিরূপে বিশ্বাস বল, করা তারে যায় ?
এমন সংশয়স্থলে, কখন কি ঘটে,
ভাবিয়া উচিত থাকা সর্ব্বদা প্রস্তুত।
শত্রু কবে হয় পূর্ণ বিশ্বাসভাজন ?

---

* ২৯শ ও ৩০শ গাথা নকুল-জাতকেও (১৬৫) পাওয়া গিয়াছে। এখানে কিন্তু নাগ ও সুপর্ণ উভয়েই 'অণ্ডজ'।

৩২। আমি হব সকলের বিশ্বাস-ভাজন;
বিশ্বাস কাহাকে কিন্তু করিব না কভু;
না দিব অপরে মোরে সন্দেহ করিতে;
আমি কিন্তু সবাকেই করিব সন্দেহ;—
বিজ্ঞ যে, নিয়ত সেই এই চেষ্টা করে,
মনোভাব তার যেন না জানে অপরে।

উভয়ে এইরূপ আলাপ করিয়া পরস্পরের প্রতি প্রীতিমান্ হইলেন এবং এক সঙ্গে সেই অচেলকের আশ্রমে গমন করিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদ করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৩৩। সুকুমার দিব্যদেহধারী, শুদ্ধচেতা
সুপর্ণ, পাণ্ডর করি হাত ধরাধরি
পুণ্য গন্ধে দশদিক্ করি আমোদিত,
চলিল সে তপস্বীর আশ্রমের দিকে।
তুল্যরূপ দোঁহাকার—যত্নে নির্ব্বাচিত
রথবাহী অশ্বযুগলের যে প্রকার।

আশ্রমে গিয়া সুপর্ণরাজ ভাবিলেন, 'এই নাগরাজ অচেলকের প্রাণনাশ করিবে। অচেলক অতি দুঃশীল। আমি ইহাকে প্রণাম করিব না।' ইহা স্থির করিয়া তিনি বাহিরে থাকিলেন এবং নাগরাজকে ভিতরে পাঠাইলেন।

এই ভাব ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৩৪। নিজেই যাইয়া তবে পাণ্ডর তখন
সন্ন্যাসি-সমীপে বলে, "সর্ব্বভয় হ'তে
হইয়াছি মুক্ত আজ; কিন্তু এ সৌভাগ্য
ঘটে নাই, অরে ভণ্ড, তোর স্নেহ হেতু।"

অতঃপর অচেলক বলিল:—

৩৫। খগরাজ প্রিয়তর পাণ্ডর হইতে:
নাহিক সন্দেহ ইথে; ভালবাসি তারে:
জানি শুনি তাই পাপ করিয়াছি আমি;
মোহবশে এ কুকর্ম্মে হইনি প্রবৃত্ত।

ইহা শুনিয়া নাগরাজ দুইটী গাথা বলিলেন:—

৩৬। প্রকৃত প্রব্রজ্যা-ধর্ম্মে রত যেই জন,
ইহামুত্র উভয়তঃ লক্ষ্য থাকে তার।
প্রিয় বা অপ্রিয় জ্ঞান না পারে সে হেতু
নাশিতে তাহার ধৈর্য্য। তুই রে পামর
সংযমীর বেশ ধরি বেড়াস্ ঘুরিয়া
অসংযতভাবে নিত্য প্রতারণা করি।

৩৭। আর্য্যবেশে রত তুই অনার্য্য আচারে ;
সংযমীর বেশে সদা অসংযমশীল ;
কুকর্ম্ম প্রকৃতিগত রে নির্লজ্জ, তোর,
করেছিস এতকাল কত মহাপাপ !

অচেলককে এইরূপ তিরস্কার করিয়া নাগরাজ নিম্নলিখিত গাথায় তাহাকে শাপ দিলেন।

৩৮। করে নাই অপরাধ, এমন মিত্রের
করিলি অনিষ্ট, অরে পরপরিবাদী।
সত্য যদি হয় ইহা, তবে যেন তোর
সপ্তধা বিদীর্ণ হয় এখনি মস্তক।

অমনি নাগরাজের সম্মুখেই অচেলকের মস্তক সপ্তধা বিদীর্ণ হইল ; সে যেখানে বসিয়াছিল, সেখানে মাটি ফাটিয়া গেল ; সে ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়া অবীচিতে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইল। তখন নাগরাজ ও সুপর্ণরাজ স্ব স্ব ভবনে চলিয়া গেলেন।

অচেলকের ভূগর্ভে প্রবেশবৃত্তান্ত শাস্তা অবশিষ্ট গাথাটীতে বিশদভাবে বর্ণনা করিলেন :—

৩৯। অতএব মিত্রদ্রোহী হইও না কোন মতে ;
মিত্রদ্রোহিসম পাপী নাই কেহ এ জগতে।
হৃদয়ে গরল ভরা, বাহিরে সন্ন্যাসী সাজে ;
ভূগর্ভে পশিয়া তাই সে পাপিষ্ঠ প্রাণ ত্যজে।
'রক্ষিব রহস্য তব' করি মিথ্যা এ শপথ
নাগেন্দ্রের অভিশাপে এবে সে হইল হত।

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এ জন্মে নহে, পূর্ব্বেও দেবদত্ত মিথ্যা কথা বলিয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়াছিল।"

সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল সেই অচেলক, সারিপুত্র ছিলেন নাগরাজ এবং আমি ছিলাম সুপর্ণরাজ।]

৫১৯—সম্বুলা-জাতক।

[শাস্তা মল্লিকা দেবীর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার বর্ত্তমান বস্তু কুল্মাষপিণ্ড-জাতকে (৪১৫) সবিস্তর বলা হইয়াছে। মল্লিকা তথাগতকে তিনটী মাত্র কুল্মাষপিণ্ড দিয়া সেই পুণ্যবলে সেই দিনেই কোশলরাজের অগ্রমহিষী হইয়াছিলেন। তিনি পূর্ব্বোত্থানশীলতাদি পঞ্চবিধ কল্যাণধর্ম্মে অলঙ্কৃতা, বুদ্ধিমতী, বুদ্ধসেবিকা ও পতিপরায়ণা ছিলেন। নগরবাসী সকলেই তাঁহার পাতিব্রত্যের প্রশংসা করিত। একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় বলাবলি করিতে লাগিলেন, "দেখ ভাই, লোকে বলে মল্লিকা দেবী সুব্রতা ও পতিপরায়ণা।" শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিয়া বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্ব জন্মেও মল্লিকা পতিব্রতা ছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের স্বস্তিসেন-নামক এক পুত্র ছিলেন। স্বস্তিসেন বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে রাজা তাঁহাকে ঔপরাজ্য দান করিলেন। তাঁহার প্রধানা মহিষীর নাম ছিল সম্বুলা। সম্বুলা অতি রূপবতী ছিলেন ; তাঁহার দেহের প্রভা নিবাতস্থানস্থ দীপ-শিখার প্রভার ন্যায় প্রতীয়মান হইত। কিয়ৎকাল পরে স্বস্তিসেনের শরীরে কুষ্ঠরোগ

জন্মিল; বৈদ্যেরা তাহার প্রতিকার করিতে পারিলেন না। কুষ্ঠব্রণগুলি যখন কাটিতে আরম্ভ করিল, তখন তিনি নিজের বীভৎসরূপ দেখিয়া নিতান্ত অনুতপ্ত হইলেন। তিনি ভাবিলেন, 'রাজ্যে আমার কোন প্রয়োজন নাই। আমি একাকী বনে গিয়া প্রাণত্যাগ করিব'। তিনি রাজাকে জানাইয়া অন্তঃপুর পরিত্যাগপূর্ব্বক নিষ্ক্রমণ করিলেন। সম্বুলা তাঁহার অনুগমন করিলেন। স্বত্তিসেন নানা উপায়ে তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইলেন না। সম্বুলা বলিলেন, "স্বামিন্, আমি বনে গিয়া আপনার সেবাশুশ্রূষা করিব।"

স্বত্তিসেন বনে গিয়া কোন উদকফলচ্ছায়াসম্পন্ন প্রদেশে পর্ণশালা নির্ম্মাণপূর্ব্বক সেখানে বাস করিতে লাগিলেন। রাজদুহিতা তাঁহার সেবাশুশ্রূষায় রত হইলেন। তিনি কিরূপে পতিসেবা করিতেন?—তিনি প্রত্যূষে উঠিয়া আশ্রমটী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিতেন, পতির পানের জন্য জল এবং মুখ প্রক্ষালনের জন্য দন্তকাষ্ঠ ও জল আনিয়া দিতেন, পতি মুখ প্রক্ষালন করিলে নানাবিধ ঔষধ পিষিয়া ক্ষতস্থানগুলিতে মাখাইতেন, তাঁহাকে মধুর বন্যফল খাওয়াইতেন। আহারান্তে স্বত্তিসেন মুখ ও হাত ধুইলে সম্বুলা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিতেন, "আপনি সতর্ক হইয়া থাকিবেন।" অনন্তর তিনি ঝুড়ি, খন্তা ও অঙ্কুশ লইয়া ফল আহরণ করিবার জন্য বনে প্রবেশ করিতেন। ফল আহরণ করিবার পর তিনি সেগুলি একপাশে রাখিয়া কলস পূরিয়া জল আনিতেন, নানাবিধ চূর্ণ ও মৃত্তিকা মাখাইয়া স্বত্তিসেনকে স্নান করাইতেন, তাঁহার আহারের জন্য মধুর ফল দিতেন। তাঁহার আহার শেষ হইলে সম্বুলা তাঁহাকে পানার্থ সুবাসিত জল দিতেন। তাহার পর তিনি নিজে ফল আহার করিয়া একখণ্ড কাষ্ঠফলকের উপর আস্তরণ পাতিতেন; তাহাতে স্বামীকে শোয়াইতেন, তাঁহার ঘা ধুইয়া দিতেন, তাঁহার মাথায়, পিঠে ও পায়ে হাত বুলাইতেন এবং পরিশেষে নিজে সেই শয্যার এক পাশে শুইতেন। এত কষ্টে ও এত যত্নে তিনি পতিসেবা করিতেন।

একদিন বন হইতে ফল আহরণ করিয়া আনিবার কালে সম্বুলা একটা গিরিকন্দর দেখিয়া মাথা হইতে ঝুড়িটা নামাইলেন, নিজের শরীরে হরিদ্রা মাখাইয়া স্নান করিলেন এবং স্নাতদেহে উপরে উঠিয়া বল্কল পরিধানপূর্ব্বক কন্দরের ধারে উপবেশন করিলেন। তখন তাঁহার শরীরের প্রভায় সমস্ত বন উদ্ভাসিত হইল। ঐ সময়ে এক দানব আহার-সংগ্রহ করিবার জন্য বিচরণ করিতেছিল। সে সম্বুলাকে দেখিতে পাইল এবং তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইয়া দুইটী গাথা বলিল :—

১। সুগঠিত মনোরম উরু রম্ভাতস্তোপম,
কটিদেশ মুষ্টিপ্রম*, অহো কি সুন্দর!
কন্দরে বসিয়া তুমি কাঁপিতেছ কেন, শুনি?
কে তোমার বন্ধু হেথা? কিবা নাম ধর?

২। সিংহব্যাঘ্রনিষেবিত রম্য বন উদ্ভাসিত
করিয়াছ, হে কল্যাণি, দেহের প্রভায়!
কে তুমি? ঘরণী কার? লও মোর নমস্কার:
দৈত্য আমি;' করি অভিবাদন তোমায়।

* মূলে 'পাণিপমেয্যমজ্ঝে' আছে (যাহার মধ্যদেশ অর্থাৎ কোমর মুঠার মধ্যে ধরা যায়)।

ইহার উত্তরে সম্বুলা তিনটী গাথা বলিলেন :—

৩। স্বত্তিসেন নামে কাশীরাজের তনয় ; আমি তাঁর ভার্য্যা, দৈত্য। দিনু পরিচয়।
সম্বুলা আমার নাম ; লও নমস্কার ; হও তুষ্ট তুমি অভিবাদনে আমার।

৪। বৈদেহীর গর্ভজাত * আমার সে পতি ; ব্যাধিগ্রস্ত হ'য়ে বনে করেন বসতি।
সেবাশুশ্রূষার তরে আমি অভাগিনী রহিয়াছি সঙ্গে তাঁর হেথা একাকিনী।

৫। খাদ্যসংগ্রহের তরে বনমাঝে যাই ; আনি মধু, আনি মাংস যদি কভু পাই,
আহারান্তে শ্বাপদে যা' গিয়াছে ফেলিয়া ; এই সব খেয়ে তিনি আছেন বাঁচিয়া।
না জানি না পেয়ে খাদ্য আজ এতক্ষণ কতই হয়েছে তাঁর মলিন বদন !

[অতঃপর নিম্নলিখিত পাঁচটী গাথায় দৈত্য ও সম্বুলার উত্তর প্রত্যুত্তর পাওয়া যাইবে :—]

৬। "রোগাতুর রাজপুত্রে পরিচর্য্যা করি এ বিজন বনে, তুমি, বল ত সুন্দরি,
কি ফল লভিবে ? আমি লইব তোমার আজ হ'তে ভর্ত্তৃরূপে রক্ষণের ভার।"

৭। "শোকে দুঃখে শীর্ণদেহ হয়েছে যে জন, রূপসী তাহারে কেহ বলে কি কখন ?
সন্ধান করিলে তুমি পাবে, মহাশয়, আমা হ'তে শতগুণে সুন্দরী নিশ্চয়।"

৮। "উঠ এই গিরি পরে ; ভার্য্যা চারি শত দেখিবে সেখানে মোর সুখে আছে কত।
তাহাদের মধ্যে তুমি লভি শ্রেষ্ঠাসন করিবে সকল কাম্যরস আস্বাদন।

৯। হেমাঙ্গি, সেখানে তুমি বস্ত্র অলঙ্কার ইচ্ছামত সব(ই) পাবে ; রয়েছে আমার
প্রচুর ঐশ্বর্য্য ; তুমি এস, বরাননে ; ভোগ করি গিয়া তাহা আমরা দুজনে।

১০। যদি, লো সম্বুলে, তুমি, কর প্রত্যাখ্যান অযাচনলভ্য মহিষীর স্থান,
তবে সম্ভবতঃ আমি [illegible] প্রাতরাশ সম্পাদিতে খাইব তোমারে।"

ইহা বলিয়া

১১। নৃমাংসাদ দানব সে, সপ্তজটাধর নিষ্ঠুর, পিঙ্গলবর্ণ, প্রসারিয়া কর
সম্বুলাকে ধরে ; হায় কানন মাঝারে না দেখে কাহাকে সতী, রক্ষিতে তাহারে !

১২। সে নিষ্ঠুর পাপচক্ষু পিশাচ যখন সম্বুলারে এইরূপে করিল গ্রহণ,
মনে কি করিবে পতি, এই আশঙ্কায় অসহায়া সতী কান্দে বলি হায়, হায়,—

১৩। "রাক্ষসে খাইবে মোরে, দুঃখ তা'তে নাই ; কি হবে স্বামীর মনে ভাবি আমি তাই।

১৪। স্বর্গে নাই দেবগণ, গিয়াছেন প্রবাসে নিশ্চয় ;
কোথা লোকপাল সব ? কেন সবে এমন নির্দ্দয় ?
বলাৎকার করে পাপী ; কেহ কিহে নাই পৃথিবীতে
অবলার রক্ষা হেতু হেন অত্যাচার বাধা দিতে ?"

সম্বুলার শীলতেজে শক্রভবন কাঁপিতে লাগিল ; দেবরাজের পাণ্ডুকম্বলশিলাসন উত্তপ্ত হইল। তিনি ইহার কারণ চিন্তা করিয়া সম্বুলার অবস্থা বুঝিতে পারিলেন এবং বজ্রহস্তে লইয়া দ্রুতবেগে অবতরণপূর্ব্বক দানবের মস্তকোপরি অবস্থান করিয়া বলিলেন,

১৫। সুপণ্ডিতা, জিতেন্দ্রিয়া' ইনি অতি যশস্বিনী,
অগ্নিসমা উগ্রতেজা, রমণীর শিরোমণি।

---

* "আমার শাশুড়ী বিদেহরাজের কন্যা।"

এমন সতীর মাংস করিবি যদি ভক্ষণ
করিব সপ্তধা, দৈত্য, শির তোর বিদারণ।
এ পতিব্রতার দেহ স্পর্শে তোর কলুষিত
করিস্ না; ছাড়্ শীঘ্র; চাস্ যদি নিজ হিত।

শক্রের তর্জনে দানব সম্বুলাকে ছাড়িয়া দিল। পাছে দানব আবার তাঁহাকে ধরে, এই আশঙ্কায় শক্র তাহাকে দিব্য শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া পর্ব্বতরাজির তৃতীয় শ্রেণীর অভ্যন্তরে রাখিয়া দিলেন, কারণ সেখান হইতে তাহার পুনরাগমনের সম্ভাবনা ছিল না। অতঃপর তিনি রাজকন্যাকে অপ্রমত্তভাবে চলিতে উপদেশ দিয়া স্বস্থানে প্রতিগমন করিলেন। তখন সূর্য্যাস্ত হইয়াছিল। সম্বুলা চন্দ্রালোকে আশ্রমে উপনীত হইলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন:—

১৬। রাক্ষসের হস্ত হ'তে মুক্তি লাভ করি
ধাইল সম্বুলা শূন্য * আশ্রমের দিকে
পক্ষিণী যেমন ধায় নীড় অভিমুখে,
যবে, তার শাবকেরা লুকাইয়া রয়
উপদ্রব ভয়ে কোন; অথবা যেমন
ছুটি যায় ধেনু শূন্য-বৎসশালা পানে।

১৭। যশস্বিনী রাজপুত্রী, চকিতনয়না,
[illegible]
করিল বিলাপ কত, বলিল কাতরে,

১৮। "শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, পুণ্যশীল ঋষিগণ, বন্দি তোমা সবে; মোর হও হে শরণ।
পাইব পতির দেখা কোন পথে চলি, তোমরা সদয় হ'য়ে দাও মোরে বলি।

১৯। সিংহ, ব্যাঘ্র, আর যত বন্য জীবগণ, বন্দি তোমা সবে; মোর হও হে শরণ।
পাইব পতির দেখা কোন্ পথে চলি, তোমরা সদয় হ'য়ে দাও মোরে বলি।

২০। তৃণ, লতা, ওষধি, পর্ব্বত আর বন, বন্দি তোমা সবে মোর হও হে শরণ।
পাইব পতির দেখা কোন্ পথে চলি তোমরা সদয় হ'য়ে দাও মোরে বলি।

২১। বন্দি ইন্দীবরশ্যামা নক্ষত্র-মালিনী রজনীরে করযোড়ে আমি অভাগিনী।
পাইব পতির দেখা কোন্ পথে চলি, সদয় হইয়া, মাগো, দাও মোরে বলি,

২২। ভাগীরথী গঙ্গা, যিনি করেন গ্রহণ
জল যত আনি দেয় অন্য নদীগণ,
তোমাকেও বন্দি আমি; হও গো শরণ।
পাইব পতির দেখা কোন্ পথে চলি,
সদয় হইয়া তুমি দাও মোরে বলি।

---

* এই গাথাগুলিতে সম্বুলার আশ্রমাভিমুখে গমন করিবার বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। আশ্রম 'শূন্য', কেননা সোত্থিসেন তাঁহার প্রত্যাগমনে বিলম্ব দেখিয়া তাঁহাকে খুঁজিবার জন্য আশ্রমের বাহিরে গিয়াছিলেন (?)। সম্বুলা আশ্রমে গিয়া তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া ইতস্ততঃ তাঁহার অনুসন্ধান করিয়াছিলেন।

২৩। উত্তুঙ্গ পর্ব্বতরাজ তুমি হিমালয় ; তোমাকেও বন্দি আমি ; হও হে সদয়।
পাইব পতির দেখা কোন্ পথে চলি কৃপা করি, নগরাজ, দাও মোরে বলি।

সম্বুলার এইরূপ পরিদেবন শুনিয়া স্বস্তিসেন ভাবিলেন, "ইনি বড়ই পরিদেবন করিতেছেন ; কিন্তু ইঁহার মনের প্রকৃত ভাব কি, তাহা ত জানি না। যদি এই পরিদেবন আমার প্রতি স্নেহবশতঃ হয়, তাহা হইলে ইঁহার হৃদয় ত এখনই বিদীর্ণ হইবে। ইঁহাকে পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক।" ইহা স্থির করিয়া তিনি পর্ণশালাদ্বারে গিয়া উপবেশন করিলেন। সম্বুলা বিলাপ করিতে করিতে পর্ণশালাদ্বারে উপনীত হইয়া তাঁহার পাদবন্দনাপূর্ব্বক বলিলেন, "প্রভু, আপনি কোথায় গিয়াছিলেন ?" স্বস্তিসেন বলিলেন, "ভদ্রে, তুমি অন্য-দিন ত এত বিলম্ব কর না। আজ বড় বিলম্ব করিয়া ফিরিয়াছ।

২৪। যশস্বিনি রাজপুত্রি, আজ কি কারণ আসিতে বিলম্ব তব হইল এমন ?
কার সঙ্গে এতক্ষণ বল কাটাইলে ? আমা হ'তে প্রিয়তম কাহাকে পাইলে ?"

সম্বুলা বলিলেন, "আর্য্যপুত্র, আমি অম্ল ফল লইয়া আসিতেছিলাম, এমন সময়ে একটা দানব দেখিতে পাইলাম। সে আমার প্রতি অনুরক্ত হইয়া আমাকে দুই হাত ধরিয়া বলিল, 'যদি আমার কথা না শুনিস্, তবে তোকে খাইব।' আমি তখন নিজের জন্য দুঃখ করি নাই, আপনার জন্যই দুঃখ করিয়াছিলাম।

২৫। সে ঘোর শত্রুর হাতে পড়িয়া তখন বলিলাম, প্রভু, করি তোমায় স্মরণ,
রাক্ষসে খাইবে মোরে, দুঃখ তাতে নাই ; কি হবে স্বামীর মনে, ভাবি আমি তাই।"

অতঃপর শেষে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সম্বুলা সে সমস্ত বলিলেন :—"প্রভু, আমি দানবের হাত হইতে মুক্তি লাভ করিতে না পারিয়া, যাহাতে দেবতাদিগের উদ্বোধন হয় তাহা করিলাম। তখন শক্র বজ্র হস্তে লইয়া আকাশে উপবেশনপূর্ব্বক সেই দানবকে তর্জ্জন করিলেন, আমাকে ছাড়াইয়া দিলেন এবং তাহাকে দিব্য শৃঙ্খলে বান্ধিয়া তৃতীয় পর্ব্বতরাজির ভিতরে নিক্ষেপপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। আজ শক্রের কৃপাতেই আমার প্রাণ রক্ষা হইয়াছে।" ইহা শুনিয়া স্বস্তিসেন বলিলেন, "সে যাহা হউক, ভদ্রে ; স্ত্রীজাতির অন্তঃকরণে সত্য-নামক কোন পদার্থ নাই। এই হিমাচলে বহু বনেচর, তাপস ও বিদ্যাধর বাস করে। কে তোমাকে বিশ্বাস করিবে বল ত ?

২৬। রমণীজাতির বুদ্ধি নানা দিকে খেলে ; চৌরী তারা ; সত্য সদা দুই পায়ে ঠেলে।
উদকে মৎস্যের গতি বুঝা নাহি যায় ; সেইরূপ স্ত্রী-চরিত্র বুঝা বড় দায়।"

স্বস্তিসেনের কথা শুনিয়া সম্বুলা বলিলেন, "আর্য্যপুত্র, আপনি বিশ্বাস না করিলেও আমি নিজ সত্যবলে আপনার আরোগ্য সম্পাদন করিব।" ইহা বলিয়া তিনি একটা কলসী জলপূর্ণ করিয়া তাঁহার মস্তকে সেচন করিতে করিতে সত্যক্রিয়া করিলেন :—

২৭। "সত্যবলে রক্ষা আমি পেয়েছি যেমন, ভবিষ্যতে সত্য মোরে রক্ষিবে তেমন।
তোমা হ'তে প্রিয়তর কেহ মোর নয়, এই সত্যবাক্যবলে যেন, প্রভু, হয়
পীড়া-উপশম তব ; সতী হই যদি, এই সত্যক্রিয়া-বলে যাবে তব ব্যাধি।"

এই সত্যক্রিয়া করিয়া সম্বুলা যেমন স্বস্তিসেনের গাত্রে জল সেচন করিলেন, অমনি কুষ্ঠকতগুলি অপগত হইল,—অম্লধৌত হইলা যেন তাম্রকলঙ্ক উঠিয়া গেল। তাঁহারা

সেখানে কয়েকদিন অতিবাহিত করিয়া বন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং বারাণসীতে উপস্থিত হইয়া তত্রত্য উদ্যানে প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা আসিয়াছে শুনিয়া রাজা উদ্যানে গমন করিলেন এবং সেখানে স্বস্তিসেনের মস্তকোপরি শ্বেতচ্ছত্র উত্তোলিত করাইয়া সম্বুলাকে অগ্রমহিষীর পদে অভিষিক্ত করিলেন। অনন্তর নগরে গিয়া তিনি ঋষিপ্রব্রজ্যা অবলম্বন করিলেন এবং উদ্যানে বাস করিতে লাগিলেন। তিনি প্রতিদিন রাজভবনেই আহার করিতেন। স্বস্তিসেন সম্বুলাকে অগ্রমহিষী করিলেন বটে, কিন্তু অন্য কোনরূপে তাঁহার মনস্তুষ্টি সম্পাদন করিতেন না; তিনি আছেন কিনা, সে সংবাদও লইতেন না—নিয়ত অন্য রমণীদিগের সহিত আমোদ প্রমোদ করিতেন। সপত্নীদিগের প্রতি রোষবশতঃ সম্বুলা ক্রমে কৃশ হইলেন, তাঁহার দেহ পাণ্ডুবর্ণ হইল, সর্বাঙ্গে ধমনী ফুটিয়া উঠিল। একদিন তাঁহার তপস্বী শ্বশুর ভোজনার্থ উপস্থিত হইলে তিনি শোকবিনোদনার্থ তাঁহার নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহার আহারান্তে প্রণাম করিয়া একান্তে উপবিষ্ট হইলেন। তাঁহাকে বিমর্ষ দেখিয়া রাজতপস্বী বলিলেন,

২৮। দিবারাত্র সপ্তশত প্রকাণ্ড কুঞ্জর, ধানুষ্ক ষোড়শ শত নানাঅস্ত্রধর
রয়েছে নিরত, ভদ্রে, তোমার রক্ষণে। শত্রু তুমি মনে তবে কর কোন্ জনে?

সম্বুলা বলিলেন, "দেব, আমার প্রতি আপনার পুত্রের আর পূর্ব্ব ভাব নাই।

২৯। অলঙ্কৃতা, ক্ষীণকটি, কমলবরণা মধুরভাষিণী যারা কলহংসীসমা, *
সেই সব রমণীরা হরিল এখন ভাগ্যদোষে মোর তব তনয়ের মন।
সুমধুর গীত বাদ্যে নিপুণা তাহারা; তাহা শুনি এবে তিনি হন আত্মহারা।
অনাদৃতা আমি তাই; পূর্ব্বের মতন ভালবাসা আমি আর পাইনা এখন।

৩০। চার্ব্বঙ্গী, কনপ্রভা, অপ্সরার মত সর্ব্বাঙ্গে অনিন্দ্যা রাজকন্যা শত শত
বিভূষিত হ'য়ে দিব্য বস্ত্রআভরণে শয্যায় নিরত তাঁর চিত্ত-বিনোদনে।

৩১। ভাবি আমি তাই, পিতঃ, পূর্ব্বের মতন যদি বনে বনে করি খাদ্য আহরণ
পারিতাম পুত্রে তব পুষিবে আবার, তবে বুঝি হ'ত অন্ত এই দুর্দ্দশার।
অনাদৃতা পুনর্ব্বার পেত সমাদর; ইহা হ'তে বনবাস ছিল প্রিয়তর।

৩২। অন্নপান সুপ্রচুর রহিয়াছে ঘরে, সমুজ্জ্বল নানা অলঙ্কার সদা পরে:
আছে রূপ, আছে গুণ; পতিপ্রেম বিনা থাকিতে এ সব কিন্তু নারী অতি দীনা।

৩৩। দীনা, নিঃস্বা, † তৃণশয্যাশায়িনী যে নারী সেও যদি হয় পতিপ্রেম-অধিকারী,
ধন্যা সে রমণী কুলে; বঞ্চিতা যে জন পতিপ্রেমে, বৃথা তার রূপ আর ধন।

সম্বুলা কেন কৃশ হইয়াছেন, এইরূপে শ্বশুরকে তাহার কারণ জানাইলেন। তখন রাজতপস্বী রাজাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "বৎস স্বস্তিসেন, তুমি যখন কুষ্ঠরোগে অভিভূত হইয়া বনে গিয়াছিলে, তখন সম্বুলা তোমার অনুগমন করিয়া তোমার সেবা-শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। তিনিই সত্যবলে তোমাকে রোগমুক্ত ও রাজ্যলাভযোগ্য করিয়াছেন।

* কবিরা সচরাচর কলহংসীর মন্থর গমনেরই প্রশংসা করেন, মঞ্জু স্বরের নহে। তুঃ—কলমন্যভৃতাসু ভাসিতং কলহংসীষু মদালসং গতং—রঘুবংশ।

† মূলে 'অনাঢ্যকা' এই পদ আছে। ইহার অর্থ বোধ হয়, „যাহার গৃহে আঢ়ক-প্রমাণ তণ্ডুলও নাই।

এখন কি না তিনি কোথায় থাকেন, কোথায় বসেন, তুমি সে খোঁজ খবর পর্য্যন্ত রাখ না! তুমি অতি অন্যায় কাজ করিয়াছ। ইহাকে লোকে মিত্রদোহ বলে; ইহা মহাপাপ।" ইহা বলিয়া তিনি পুত্রকে নিম্নলিখিত গাথায় উপদেশ দিলেন :—

৩৪। পতিহিত-পরায়ণা ভার্য্যা মিলা ভার; পতিও দুর্লভ, ভার্য্যাগত প্রাণ যায়।
সম্বুলা সুশীলা, তব শুভানুধ্যায়িনী; ভাগ্যবলে পাইয়াছ এমন গৃহিণী।
স্মরি গুণগ্রাম তাঁর সমাদর কর; তাঁর সঙ্গে, নরনাথ, ধর্ম্মপথে চর।

পুত্রকে এই উপদেশ দিবার পর তপস্বী উঠিয়া গেলেন। তিনি গমন করিলে রাজা সম্বুলাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "ভদ্রে, আমি এতদিন যে দোষ করিয়াছি, তাহা ক্ষমা কর। এখন হইতে সর্ব্বৈশ্বর্য্য তোমাকে দান করিলাম।

৩৫। বিপুল ঐশ্বর্য্য এবে হস্তগত হ'ল তব; তথাপি তোমার
ঈর্ষ্যাবশে কোনরূপে ঘটে পাছে কোন কালে মনের বিকার,
বলি, ভদ্রে, এ কারণ, নিজে আমি, আর এই রাজকন্যাগণ
আজ হ'তে সবে মিলি সাগ্রহে করিব তব আদেশ পালন।

অতঃপর তাঁহারা দুইজনে সম্প্রীতভাবে বাস করিয়া দানাদি পুণ্যানুষ্ঠানপূর্ব্বক কর্ম্মানুরূপ গতি লাভ করিলেন। রাজতপস্বীও ধ্যানাভিজ্ঞা লাভ করিয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইলেন।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও মল্লিকা দেবী পতি-পরায়ণা ছিলেন।

সমবধান—তখন মল্লিকা ছিলেন সম্বুলা; কোশলরাজ ছিলেন স্বত্থিসেন এবং আমি ছিলাম স্বত্থিসেনের পিতা সেই তপস্বী।]

৫২০—গণ্ডতিন্দু-জাতক।*

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি-কালে রাজাকে উপদেশ দিবার উপলক্ষ্যে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই উপদেশ পূর্ব্বে সবিস্তর বলা হইয়াছে †]

পুরাকালে কাম্পিল্যরাজ্যে উত্তর পঞ্চাল নগরে পঞ্চাল নামক এক রাজা অগতি-পরায়ণ হইয়া যথেচ্ছাচারভাবে ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ উপায়ে রাজ্য শাসন করিতেন। ইহাতে তাঁহার অমাত্যাদি কর্ম্মচারীরাও অধার্ম্মিক হইয়াছিলেন। করভারপীড়িত প্রজারা স্ত্রীপুত্র লইয়া বনে বনে বন্যপশুর ন্যায় বিচরণ করিত। পূর্ব্বে যেখানে গ্রাম ছিল, সেখানে আর গ্রামের চিহ্ন রহিল না। লোকে রাজপুরুষদিগের ভয়ে দিবাভাগে গৃহে থাকিতে পারিত না;

---

* তিন্দু বা তিন্দুক বৃক্ষ। 'গণ্ড' শব্দের অর্থ কি? ইহার অর্থ হইতে পারে 'বৃহৎ', 'বড়', যেমন 'গণ্ডগ্রাম', 'গণ্ডগোল'।

† রাজাববাদ-জাতক (৩৩৪)। পরবর্ত্তী ত্রিশকুন) জাতকও দ্রষ্টব্য।

তাহারা ঘরগুলি কণ্টকশাখা দ্বারা বেষ্টন করিয়া অরুণোদয়কালেই বনে প্রবেশ করিত। দিনমানে রাজপুরুষেরা এবং রাত্রিকালে দস্যুতস্করেরা লোকের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিত।

ঐ সময়ে বোধিসত্ত্ব রাজধানীর বহির্ভাগে একটা তিন্দুকবৃক্ষদেবতারূপে জন্ম লাভ করিয়াছিলেন। তিনি প্রতি বৎসর রাজার নিকট এক সহস্র মুদ্রার পূজা পাইতেন। এক দিন বোধিসত্ত্ব চিন্তা করিলেন, "এই রাজা প্রমত্তভাবে রাজত্ব করিতেছেন, সমস্ত রাজ্য বিনষ্ট হইতেছে; আমি ভিন্ন কেহই ইহাকে সৎপথে প্রবর্ত্তিত করিতে সমর্থ নহে। ইনি আমার উপকারক; প্রতিবৎসর সহস্র মুদ্রার উপকরণ দিয়া আমার পূজা করিয়া থাকেন। ইহাকে সদুপদেশ দিতে হইতেছে"। এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি রাত্রিকালে রাজার শয়নকক্ষে প্রবেশপূর্ব্বক শিয়রের দিকে প্রভাবিকিরণ করিতে করিতে আকাশে অবস্থিত হইলেন। তাঁহার বালসূর্য্যের ন্যায় ভাস্বর দেহ দেখিয়া রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে এবং কি নিমিত্ত আসিয়াছেন?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "মহারাজ, আমি তিন্দুকদেবতা; আপনাকে সদুপদেশ দিবার অভিপ্রায়ে আসিয়াছি।" "আপনি আমাকে কি উপদেশ দিতে ইচ্ছা করেন?" "মহারাজ, আপনি প্রমত্ত হইয়া রাজত্ব করিতেছেন; ভৃতিভুক্ সেনাকর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হইলে রাজ্যের যে দুর্দ্দশা হয়, আপনার রাজ্যেরও সেই দশা হইয়াছে এবং ইহা অধঃপাতে যাইতেছে। রাজা অনবহিত হইলে তিনি প্রকৃতপক্ষে সমস্ত রাজ্যের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে পারেন না। অনবধানের ফলে ইহলোকে তাঁহার সর্ব্বনাশ এবং পরলোকে মহানরকে গমন হয়। তিনি অনবহিত হইলে তাঁহার অন্তঃপুরের ও বাহিরের লোকেও অনবহিত হয়। সেই জন্য রাজার পক্ষে অনুক্ষণ অতি সাবধান হইয়া চলাই কর্ত্তব্য।" অনন্তর বোধিসত্ত্ব রাজাকে প্রণিধি এই কয়টী গাথা বলিলেন :—

১।	অপ্রমত্ত জন লভে নির্ব্বাণ-অমৃত; যমরাজ্যে অপ্রমত্ত কখনো না যায়,	প্রমত্ত যে, সেই হয় মৃত্যুবশগত। প্রমত্ত ত মৃতবৎ জীবিতাবস্থায়।
২।	গর্ব্বেতে প্রমাদ * জন্মে, প্রমাদেতে ক্ষয়; গর্ব্বের এ পরিণাম করি বিলোকন	ক্ষয়হেতু লোকে শেষে পাপে রত হয় করিও, ভারতর্ষভ, গর্ব্ব বিসর্জ্জন।
৩।	রাজ মহারাজ, ভূপ, প্রমাদবশতঃ গ্রামণী প্রমত্ত হ'লে গ্রাম তার যায়;	রাজ্যভ্রষ্ট, হৃতধন হইয়াছ কত? প্রমত্ত হইলে গৃহী সর্ব্বস্ব হারায়।
৪।	প্রব্রজ্যা বিফল হয় প্রমাদকারণ;	এই হেতু করে সুধী প্রমাদ বর্জ্জন।
৫।	অকালে প্রমত্তভাবে রাজ্যের শাসন ধনধান্যে পূর্ণ পূর্ব্বে রাজ্য ছিল তব;	রাজার উচিত ধর্ম্ম নয় কদাচন। দস্যু তস্করেরা এবে নষ্ট করে সব।
৬।	ধনধান্য নষ্ট যদি হয় এই ভাবে, সর্ব্বস্ব প্রজার তব বিলুণ্ঠিত হয়;	পুত্র তব পরিণামে এ রাজ্য না পাবে। প্রতিদিন ঘটে তব ঐশ্বর্য্যের ক্ষয়।
৭।	যে রাজা হৃতসর্ব্বস্ব, জ্ঞাতি, মিত্র তাঁর	সম্মান না পূর্ব্ববৎ করিবেক আর।

* টীকাকার বলেন গর্ব্ব (মদ) ত্রিবিধ—আরোগ্যজ, যৌবনজ, জীবিতজ, অর্থাৎ বলগর্ব্ব, রূপগর্ব্ব ও ধনগর্ব্ব (?)। গর্ব্বিত লোক সাবধানে চলে না বলিয়া তাহাদের ধনক্ষয় ঘটে; ধনক্ষয় হইলে ধনোপার্জ্জনের জন্য লোকে পাপপথে চলে।

৮। গজসাদী, অশ্বারোহ, রথিপত্তিগণ দেহরক্ষকাদি আর অনুজীবিজন,
রাজা বলি কেহই না মান্য করে আর, রাজলক্ষ্মী অন্তর্হিতা হইয়াছে যার।

৯। কুমন্ত্রি-চালিত যেই রাজা মূঢ়মতি, রাজকার্য্যে সদা যার অব্যবস্থা অতি,
অচিরে শ্রীহীন সেই হইবে নিশ্চয় যেমন নির্ম্মোক-ভ্রষ্ট উরগেরা হয়।

১০। যথাকালে শয্যাত্যাগ, তন্দ্রাপরিহার,
যথাধর্ম্ম সুব্যবস্থা কার্য্য-সম্পাদনে,
এই মহাগুণত্রয় থাকিলে রাজার
পারে না করিতে তাঁর ক্ষতি কোন জনে।
রাজ্যশ্রী থাকেন তাঁর সঙ্গে অনুক্ষণ,
থাকে বৃষভের সঙ্গে যথা গবীগণ।

১১। যাও জনপদে, ভূপ, করিতে শ্রবণ, তোমার সম্বন্ধে কে কি বলে প্রজাগণ।
দেখি শুনি সেথা সব, হ'য়ে অবহিত চরিত্র সংশোধি তুমি সাধ আত্মহিত।

মহাসত্ত্ব এইরূপে একাদশটী গাথায় রাজাকে সদুপদেশ দিলেন, এবং "যাও, বিলম্ব না করিয়া রাজ্যের অবস্থা পরীক্ষা কর; রাজ্য নাশ করিও না" ইহা বলিয়া স্বস্থানে চলিয়া গেলেন। এই আদেশ শুনিয়া রাজার চিত্তে উদ্বেগ জন্মিল। তিনি পরদিন অমাত্যদিগের উপর রাজ্যরক্ষার ভার সমর্পণপূর্ব্বক পুরোহিতের সঙ্গে যথাসময়ে পৃষ্ঠদ্বার দিয়া নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তাঁহারা এক যোজন মাত্র গিয়া গ্রামবাসী এক বৃদ্ধকে দেখিতে পাইলেন। ঐ ব্যক্তি বন হইতে কণ্টকবৃক্ষশাখা আনয়ন করিয়া গৃহের চতুর্দ্দিক্ ঘিরিয়াছিল এবং দ্বার রুদ্ধ করিয়া স্ত্রীপুত্র লইয়া বনে আশ্রয় লইয়াছিল। রাজপুরুষেরা গ্রাম হইতে চলিয়া গেলে সে একাকী গৃহে ফিরিবার কালে দ্বারদেশে কণ্টকে বিদ্ধ হইল। সে দুই পা ছড়াইয়া দাপনার উপর ভর দিয়া বসিল এবং কণ্টক উদ্ধার করিতে করিতে এই গাথায় রাজাকে গালি দিল :—

১২। হইয়া কণ্টকবিদ্ধ পাইলাম বেদনা যেমন,
যুদ্ধে শরবিদ্ধ হ'য়ে পঞ্চালও পাউক তেমন।

বোধিসত্ত্বের অনুভাববলেই লোকটা ঐরূপ গালি দিয়াছিল; বুঝিতে হইবে যে বোধিসত্ত্বই তাহার দেহে প্রবেশ করিয়া রাজাকে ঐরূপ গালি দিয়াছিলেন। ঠিক এই সময়ে রাজা ও পুরোহিত অজ্ঞাতবেশে তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন। বৃদ্ধের কথা শুনিয়া পুরোহিত বলিলেন,

১৩। বুড়া তুমি, দৃষ্টিশক্তি হইয়াছে ক্ষীণ; তাই এবে যুক্তাযুক্ত-বিচার-বিহীন।
কণ্টকে হইল বিদ্ধ চরণ তোমার; কি দোষ ইহাতে দেখ পঞ্চাল রাজার?

ইহার উত্তরে বৃদ্ধ তিনটী গাথা বলিল :—

১৪। পথ চলিবার কালে যদি কারো কাঁটা বিন্ধে পায়,
ব্রহ্মদত্ত * ছাড়া, বিপ্র, অন্যকে কি দোষ দেওয়া যায়?
অরক্ষিত, অসহায়, তা'রই দোষে জানপদগণ;
অন্যায় করের ভারে প্রজাদের হয় উৎপীড়ন।

* বুঝিতে হইবে যে পঞ্চালের নামান্তর ব্রহ্মদত্ত।

১৫। রাত্রিকালে দস্যুগণ, উৎপীড়ক করগ্রাহী দিনে
প্রজার সর্ব্বস্ব লুঠে ; বল, তারা বাঁচিবে কেমনে ?
যেমন পাপিষ্ঠ রাজা, কর্ম্মচারী সব সেই মত ;
ধর্ম্মজ্ঞান নাই কারো ; সদা তারা অত্যাচারে রত।

১৬। এই ভয়ে ভীত সবে বন হ'তে কণ্টক আনিয়া
নিজ নিজ ঘর দ্বার তাহা দিয়া রেখেছে ঢাকিয়া।
প্রভাত হইলে মোরা লুকাইয়া থাকি গিয়া বনে ;
নতুবা মরিতে হয় করগ্রাহীদের উৎপীড়নে।

ইহা শুনিয়া রাজা পুরোহিতকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "আচার্য্য, এই বৃদ্ধ যাহা বলিল, তাহা যুক্তিসঙ্গত। দোষ আমাদেরই। চলুন, ফিরিয়া গিয়া যথাধর্ম্ম রাজত্ব করি।" তখন বোধিসত্ত্ব পুরোহিতের দেহে প্রবেশ করিয়া রাজার সম্মুখে দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন, "আরও পরীক্ষা করা যাউক, মহারাজ।"

রাজা ও পুরোহিত গ্রামান্তরে যাইবার কালে পথিমধ্যে এক বৃদ্ধার স্বর শুনিতে পাইলেন। সে নাকি অতি দরিদ্রা ; তাহাকে প্রাপ্তবয়স্কা দুইটী কুমারী কন্যা রক্ষা করিতে হইত। সে তাহাদিগকে বনে যাইতে দিত না ; নিজে বন হইতে কাষ্ঠ ও শাক আনয়ন করিয়া তাহাদিগের ভরণপোষণ করিত। ঐ দিন সে একটা গুল্মে আরোহণ করিয়া শাক তুলিবার কালে মাটিতে পড়িয়া গিয়াছিল। সে গড়াগড়ি দিতে দিতে নিম্নলিখিত গাথায় রাজার মরণ কামনা করিল :—

১৭। কবে যাবে [illegible] যমের আলয়, [illegible] কুমারীর বিবাহ না হয় ?

পুরোহিত বৃদ্ধাকে বাধা দিয়া বলিলেন,

১৮। না বুঝিয়া বৃথা তুই কুবাক্য বলিলি ; বুদ্ধি নাই, তাই গালি ব্রহ্মদত্তে দিলি
জুটিয়া দিবেন রাজা কুমারীর ভর্ত্তা, একথা শুনিলি তুই বল দেখি কোথা ?

ইহার উত্তরে বৃদ্ধা দুইটী গাথা বলিল :—

১৯। অন্যায় কিছুই আমি বলি নাই, শুনহে, ব্রাহ্মণ।
নিন্দিলাম ব্রহ্মদত্তে, নয় তাহা কভু অকারণ।
অরক্ষিত, অসহায় তা'রই দোষে জানপদগণ ;
অন্যায় করের ভারে প্রজাদের হয় উৎপীড়ন।

২০। রাত্রিকালে দস্যুগণ, উৎপীড়ক করগ্রাহী দিনে
প্রজার সর্ব্বস্ব লুঠে ; বল, তারা বাঁচিবে কেমনে ?
যেমন পাপিষ্ঠ রাজা, কর্ম্মচারী সব সেই মত ;
ধর্ম্মজ্ঞান নাই কারো ; সদা তারা অত্যাচারে রত।
স্ত্রীকেও দুর্ব্বহ ভাবে লোকে হেন কষ্টের সময় ;
কুমারীর ভাগ্যে তবে পতিলাভ কি প্রকারে হয় ?

রাজা ও পুরোহিত দেখিলেন, বৃদ্ধার কথাও যুক্তিবিরুদ্ধ নহে। অতঃপর অগ্রসর হইয়া তাঁহারা এক কর্ষকের স্বর শুনিতে পাইলেন। ক্ষেত্র কর্ষণ করিবার সময়ে ঐ ব্যক্তির

শালিক নামে একটা বলদ লাঙ্গলের ফালের আঘাতে শুইয়া পড়িয়াছিল। ইহাতে সে রাজার উপর রোষ করিয়া বলিতেছিল,

২১। লাঙ্গলের ফালে বিদ্ধ হইয়া যেমন হতভাগ্য বলীবর্দ্দ করেছে শয়ন,
রণক্ষেত্রে শক্তিবিদ্ধ হ'য়ে সে প্রকার পতন হউক শীঘ্র পঞ্চাল রাজার।

পুরোহিত ইহাকে বাধা দিতে গিয়া বলিলেন,

২২। পঞ্চালের প্রতি তোর অকাতর রোষ; অভিশাপ দিস্ তাঁরে নিজে করি দোষ।

ইহার উত্তরে কর্ষক তিনটী গাথা বলিল :—

২৩। পঞ্চালের প্রতি মোর হয় নাই রোষ অকারণ;
সেই যে প্রকৃত দোষী. বলিতেছি, শুনহে, ব্রাহ্মণ।
অরক্ষিত, অসহায় তা'রই দোষে জানপদগণ;
অন্যায় করের ভারে প্রজাদের হয় উৎপীড়ন।

২৪। রাত্রিকালে দস্যুগণ, উৎপীড়ক করগ্রাহী দিনে
প্রজার সর্ব্বস্ব লুঠে; বল, তারা বাঁচিবে কেমনে?
যেমন পাপিষ্ঠ রাজা, কর্ম্মচারী সব সেই মত;
ধর্ম্মজ্ঞান নাই কারো; সদা তারা অত্যাচারে রত।

২৫। গৃহিণী সকাল বেলা রেঁধেছিল ভাত মোর তরে;
রাজপুরুষেরা আসি খেয়ে গেল সব জোর করে।
আবার রাত্রিতে ভাত হয়েছিল বিকাল নিশ্চয়;
না খাইয়া সারাদিন জ্বলে পেট ক্ষুধার জ্বালায়।
কখন আনিবে ভাত, পথ পানে দেখি তাকাইয়া;
ফালে বিদ্ধি সে সময়ে বলদটা গিয়াছে মরিয়া।

ইহার পর রাজা ও পুরোহিত আরও অগ্রসর হইয়া একটা গ্রামে বাসা লইলেন। পরদিন প্রাতঃকালে একটা দুষ্ট গাই চাঁট মারিয়া দোহককে দুধসুদ্ধ ধরাশায়ী করিল। লোকটা গড়াগড়ি দিতে দিতে নিম্নলিখিত গাথায় ব্রহ্মদত্তকে অভিশাপ দিল :

২৬। গবীপদাঘাতে অস্থি ভাঙ্গিল আমার; দুগ্ধসহ দুগ্ধভাণ্ড হ'ল চুরমার।
নিপাতিত এইরূপে যেন রণস্থলে অরাতির খড়্গাঘাতে কররে পঞ্চালে

ইহা শুনিয়া পুরোহিত বলিলেন,

২৭। বলদটা ফালে বিদ্ধ, দুধ ফেলে গাই;
ইথে কেন ব্রহ্মদত্তে দোষ দাও, ভাই?

ইহার উত্তরে দোহকও তিনটী গাথা বলিল :—

২৮। পঞ্চালই নিন্দার যোগ্য, অন্য কেহ নিন্দাভাগী নয়;
তাহাকেই সে কারণে, নিত্য অভিশাপ দিতে হয়।
অরক্ষিত, অসহায় তা'রই দোষে জানপদগণ;
অন্যায় করের ভারে প্রজাদের হয় উৎপীড়ন।

২৯। রাত্রিকালে দস্যুগণ, উৎপীড়ক করগ্রাহী দিনে
প্রজার সর্ব্বস্ব লুঠে; বল, তারা বাঁচিবে কেমনে?
যেমন পাপিষ্ঠ রাজা, কর্ম্মচারী সব সেই মত;
ধর্ম্মজ্ঞান নাই কারো; সদা তারা অত্যাচারে রত।

৩০। গাইটা বড়ই দুষ্ট, বনে সদা পলাইয়া যায়,
এই জন্য এত দিন করি নাই দোহন তাহায়।
রাজার লোকের এবে তাড়া বড় দুধের কারণ;
না পেয়ে কোথাও দুধ করিলাম ইহাকে দোহন।

রাজা ও পুরোহিত দেখিলেন, লোকটা অন্যায় বলে নাই। তাহারা অতঃপর ঐ গ্রাম ত্যাগ করিয়া রাজপথ ধরিয়া নগরাভিমুখে চলিলেন। পথে একটা গ্রামে রাজস্ব-সংগ্রাহকেরা তলোয়ারের খাপ তৈয়ার করিবার জন্য একটা পাঁচরঙ্গা বাছুর* মারিয়া তাহার চামড়া তুলিয়া লইয়াছিল। ইহাতে গবীটা শোকাতুরা হইয়া ঘাস জল ত্যাগ করিয়াছিল; সে হাম্বা হাম্বা রবে কেবল ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিত। তাহার দশা দেখিয়া গ্রামবালকেরা রাজাকে এই বলিয়া অভিশাপ দিতেছিল :—

৩১। হারাইয়া বৎস, গবী হাম্বারবে ধায়; দেখিলে দুর্দ্দশা এর বুক ফাটি যায়।
পঞ্চাল নির্ব্বংশ হোক; শোকে, তাপে যেন শীর্ণকায়ে হা হুতাশ করে সে এমন।

ইহা শুনিয়া পুরোহিত বলিলেন,

৩২। পাল হ'তে ছুটি গরু হাম্বা রবে ধায়; অপরাধ পঞ্চালের কি আছে তাহায়?

ইহার উত্তরে গ্রামবালকেরা দুইটী গাথা বলিল :—

৩৩। পঞ্চালেরই অপরাধ; অন্য কেহ অপরাধী নয়;
তাহাকেই সে কারণে সদা অভিশাপ দিতে হয়।
অরক্ষিত, অসহায় তা'রই দোষে জানপদগণ;
অন্যায় করের ভারে প্রজাদের হয় উৎপীড়ন।

৩৪। রাত্রিকালে দস্যুগণ, উৎপীড়ক করগ্রাহী দিনে
প্রজার সর্ব্বস্ব লুঠে; বল, তারা বাঁচিবে কেমনে?
যেমন পাপিষ্ঠ রাজা, কর্ম্মচারী সব সেই মত;
ধর্ম্মজ্ঞান নাই কারো; সদা তারা অত্যাচারে রত।

রাজা ও পুরোহিত বলিলেন, "তোমাদের কথা সত্য।" অনন্তর তাঁহারা সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন। পথে একটা শুষ্ক পুষ্করিণীতে কয়েকটা কাক ভেকগুলাকে তুণ্ডে বিদ্ধ করিয়া খাইতেছিল। তাঁহারা এই স্থানে উপস্থিত হইলে বোধিসত্ত্ব নিজের অনুভাববলে একটা মণ্ডুকের দ্বারা বলাইলেন,

৩৫। কাক থাকে গ্রামে, আর আমি থাকি বনে; তবু তারা আজ মোরে খাইল এখানে!
সপুত্র পঞ্চালরাজ হোক্ রণে হত; শৃগালকুকুরে তারে খা'ক এই মত।

* মূলে 'কবর বচ্ছ' আছে। কবর=শবল, চকরা বকরা, পাঁচরঙ্গা।

ইহা শুনিয়া পুরোহিত ঐ মণ্ডুকের সহিত নিম্নলিখিত গাথায় আলাপ করিলেন :—

৩৬। ভাব কি, মণ্ডুক, রাজা পারেন রক্ষিতে ছোট বড় যত প্রাণী আছে এ মহীতে ?
কাকে খাবে ক্ষুদ্র জীব তোমার মতন ; রাজার অধর্ম্ম এতে হবে কি কারণ ?

ইহার উত্তরে মণ্ডুক দুইটী গাথা বলিল :—

৩৭। ব্রহ্মচারী বট তুমি ; নাই কিন্তু ধর্ম্মজ্ঞান ;
চাটুবাক্য বলি শুধু তুষিছ রাজার কাণ।
রাজ্য গেল অধঃপাতে, প্রজা করে হাহাকার ;
তবু কর গুণগান তোমা সবে এ রাজার !

৩৮। হইত সুরাজ্য যদি, শস্যপূর্ণা বসুন্ধরা ;
হ'ত যদি প্রজা সুখী, নিত্য নিত্য দিত তারা
অগ্রপিণ্ড বলিরূপে, খেয়ে তাহা কাকগণ
মাদৃশ জীবেরে খেতে চাহিত না কদাচন।*

রাজা ও পুরোহিত দেখিলেন, বনবাসী তির্য্যগ্‌যোনিসম্ভূত মণ্ডুক পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে অভিশাপ দিতেছে তাঁহারা নগরে ফিরিয়া গেলেন, যথাধর্ম্ম রাজ্যপালনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং মহাসত্ত্বের উপদেশ স্মরণ করিয়া দানাদি পুণ্যানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন।

[কথান্তে শাস্তা কোশলরাজকে বলিলেন, "মহারাজ, রাজাদিগের কর্ত্তব্য যে, অগতি পরিহারপূর্ব্বক যথা-ধর্ম্ম রাজ্যপালন করেন।"

সমবধান—তখন আমি ছিলাম সেই গণ্ডতিন্দুক-দেবতা।]

---

* ভূতবলিপ্রদান পঞ্চ মহাযজ্ঞের অন্যতম। এই বলি খায় বলিয়া কাকের অন্যতম নাম 'গৃহবলিভুক'।

জাতক

চত্বারিংশন্নিপাত

৫২১—ত্রিশকুন-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি-কালে কোশলরাজকে উপদেশ দিবার জন্য এই কথা বলিয়াছিলেন। একদিন রাজা ধর্ম্মোপদেশ শুনিবার জন্য উপস্থিত হইলে শাস্তা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "মহারাজ, রাজাদিগের ধর্ম্মানুসারে রাজ্যশাসন করা কর্ত্তব্য। রাজা অধার্ম্মিক হইলে তাঁহার কর্ম্মচারীরাও অধার্ম্মিক হন।" অতঃপর, চতুর্নিপাতে * যেরূপে বর্ণিত হইয়াছে, সেইরূপে রাজাকে উপদেশ দিয়া তিনি অগতিগমনের দোষ দেখাইলেন, অগতি-পরিহারের প্রশংসা করিলেন; এবং সবিস্তররূপে স্বপ্নাদিবৎ অসার কামের কুফল বর্ণনা করিয়া বলিলেন,

উৎকোচ প্রদান করি কভু কোন জন
মৃত্যুকে আনিতে বশে পারে কি কখন?
যুঝিতে মৃত্যুর সনে পারে বল, কোন্ জনে?
মৃত্যুকে করিতে জয় সাধ্য আছে কার?
মৃত্যুমুখে হয়, ভূপ, পতন সবার।

পরলোকে প্রস্থান করিবার কালে জীবের আত্মকৃত কল্যাণ কর্ম্ম ব্যতীত অন্য কোন সহায় নাই। নীচ সংসর্গ অবশ্য পরিহার্য্য; যিনি যশঃপ্রার্থী, তাঁহার পক্ষে প্রমত্ত হইয়া চলা অকর্ত্তব্য; তিনি অপ্রমত্তভাবে যথাধর্ম্ম রাজত্ব করিবেন। যখন বুদ্ধের আবির্ভাব ঘটে নাই, তখনও প্রাচীনকালে ভূপতিরা পণ্ডিতদিগের উপদেশানুসারে যথাধর্ম্ম রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং দেহান্তে দেবত্বপ্রাপ্ত হইয়া দেবনগর পূর্ণ করিয়াছিলেন।" অনন্তর কোশলরাজের অনুরোধে শাস্তা সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীতে ব্রহ্মদত্ত রাজত্ব করিতেন। তিনি অপুত্রক ছিলেন; তিনি পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিয়াও কি পুত্র, কি কন্যা, কোন সন্তান লাভ করেন নাই। একদিন তিনি বহু অনুচর সঙ্গে লইয়া উদ্যানে গিয়াছিলেন এবং কিয়ৎকাল উদ্যানকেলি করিয়া মঙ্গল শালবৃক্ষের মূলে শয্যা বিস্তার করাইয়া ক্ষণকাল নিদ্রা যাইতেছিলেন। নিদ্রাভঙ্গের পর শালবৃক্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি সেখানে একটা পক্ষীর কুলায় দেখিতে পাইলেন। উহা দেখিবা মাত্র তাঁহার মনে স্নেহ সঞ্চার হইল; তিনি একজন অনুচরকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "এই বৃক্ষে আরোহণ করিয়া দেখ, কুলায়ে কিছু আছে, কি না আছে।" লোকটা আরোহণ করিয়া কুলায়ে তিনটী অণ্ড দেখিতে পাইল ও রাজাকে জানাইল। রাজা বলিলেন, "তবে সাবধান; অণ্ডগুলিতে যেন তোমার নিঃশ্বাস না লাগে।" অনন্তর তিনি একখানা চাঙ্গাড়ির মধ্যে কার্পাসতুল আস্তৃত করাইলেন এবং আদেশ দিলেন, "ইহার মধ্যে অণ্ডগুলি রাখিয়া ধীরে ধীরে নামিয়া এস।"

লোকটাকে এইভাবে নামাইয়া রাজা স্বহস্তে চাঙ্গাড়িখানা লইলেন এবং অমাত্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এগুলি কোন্ পক্ষীর অণ্ড?" অমাত্যেরা উত্তর দিলেন,

---

* রাজাববাদ-জাতক (৩৩৪)।

"আমরা জানি না ; বোধ হয় নিষাদেরা জানিতে পারে।" রাজা নিষাদদিগকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ; তাহারা বলিল, মহারাজ, "একটা অণ্ড পেচিকার, একটা শারিকার এবং একটা শুকীর।" রাজা বলিলেন, "একটা কুলায়ে কি ত্রিবিধ পক্ষীর অণ্ড থাকিতে পারে ?" নিষাদেরা বলিল, "মহারাজ, এরূপ দেখা যায় ; কোন বিঘ্ন না ঘটিলে এবং অণ্ডগুলি সাবধানে নিক্ষিপ্ত হইলে বিনষ্ট হয় না।" রাজা শুনিয়া তুষ্ট হইলেন। 'ইহারা আমার পুত্র হইবে' স্থির করিয়া তিনি তিন জন অমাত্যের উপর অণ্ড তিনটী রক্ষা করিবার ভার দিয়া বলিলেন, "এই অণ্ডজাত শাবকগুলি আমার পুত্র হইবে। তোমরা সাবধানে এগুলি রক্ষা করিবে এবং যখন অণ্ডকোষ বিদীর্ণ করিয়া শাবকগুলি বাহির হইবে, তখন আমাকে সংবাদ দিবে।"

অমাত্যেরা যত্নসহকারে অণ্ড তিনটী রক্ষা করিতে লাগিলেন। সর্ব্বপ্রথমে পেচিকাণ্ড ভেদ করিয়া পেচকশাবক বাহির হইল। যে অমাত্যের উপর ইহার রক্ষার ভার ছিল, তিনি একজন নিষাদ ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই শাবকটী স্ত্রী, না পুরুষ ?" সে পরীক্ষা করিয়া বলিল, "ইহা পুংশাবক।" তখন অমাত্য রাজার সকাশে গিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আপনার একটী পুত্র জন্মিয়াছে।" এই সংবাদে তুষ্ট হইয়া রাজা অমাত্যকে বহু ধন দিলেন এবং তাঁহাকে বিদায় দিবার কালে বলিলেন, "আমার এই পুত্রটীকে যত্নসহকারে পালন করিবে এবং ইহার 'বিশ্বন্তর' এই নাম রাখিবে। অমাত্য তাহাই করিলেন।

ইহার কয়েকদিন পরে শারিকার অণ্ড হইতে শাবক নির্গত হইল। যে ব্যক্তির উপর ইহার রক্ষার ভার ছিল, তিনি সেই নিষাদকে ডাকাইয়া উহা স্ত্রী কি পুরুষ জিজ্ঞাসা করিলেন। সে বলিল শাবকটী স্ত্রী জাতীয়। ইহা শুনিয়া অমাত্য রাজার নিকটে গমন করিয়া সংবাদ দিলেন, "মহারাজ, আপনার একটী কন্যা জন্মিয়াছে।" রাজা তুষ্ট হইয়া এই অমাত্যকেও ধন দান করিলেন এবং তাঁহাকে বিদায় দিবার কালে বলিলেন, "আমার কন্যাটীকে যত্নসহকারে লালন পালন করিবে এবং ইহার 'কুণ্ডলিনী' এই নাম রাখিবে।" অমাত্য তাহাই করিলেন।

আরও কয়েকদিন পরে শুকীর অণ্ডটী ভেদ করিয়া একটী শাবক নির্গত হইল। ইহার রক্ষক অমাত্যও সেই নিষাদের সাহায্যে উহা যে পুংজাতীয়, ইহা জানিতে পারিলেন এবং রাজাকে গিয়া সংবাদ দিলেন, "মহারাজ; আপনার আরও একটী পুত্র জন্মিয়াছে।" রাজা তুষ্ট হইয়া তাঁহাকেও ধন দিলেন এবং বিদায় দিবার কালে বলিলেন, "খুব ঘটা করিয়া আমার পুত্রের জন্মোৎসব সম্পন্ন কর এবং ইহার 'জম্বুক' এই নাম রাখ।" অমাত্য তাহাই করিলেন।

এই তিনটী পক্ষী তিনজন অমাত্যের গৃহে রাজকুমারলভ্য আদরযত্নের সহিত বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। রাজা যখন তখন তাহাদের সম্বন্ধে বলিতেন, "এ আমার পুত্র", "এ আমার কন্যা"। এজন্য অমাত্যেরা পরস্পরের মধ্যে তাঁহাকে পরিহাস করিতেন ; তাঁহারা বলিতেন, "দেখ, ভাই, রাজার কাণ্ড ; তিনি তির্য্যক্ প্রাণীকে নিজের পুত্র কন্যা বলিয়া বেড়ান।" রাজা ভাবিলেন, 'এই অমাত্যেরা আমার পুত্রদিগের প্রজ্ঞ সম্পদ্ জানেন না ; আমি ইঁহাদের নিকট ইহা প্রকট করিব।' অনন্তর একদিন তিনি এক অমাত্যকে বিশ্বন্তরের নিকট প্রেরণ করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, "তোমার পিতা তোমাকে একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে চান; তিনি কবে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন, বল।" অমাত্য গিয়া বিশ্বন্তরকে

নমস্কার করিলেন এবং রাজার অভিপ্রায় জানাইলেন। বিশ্বন্তর নিজের রক্ষক অমাত্যকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "আমার পিতা নাকি আমাকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন; তিনি এখানে আসিলে তাঁহার সমুচিত সৎকার করিতে হইবে।" শেষোক্ত অমাত্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজা কবে আসিবেন?" প্রথম অমাত্য বলিলেন, "অদ্য হইতে সপ্তম দিনে।" "বেশ, পিতা যেন অদ্য হইতে সপ্তম দিনেই আগমন করেন", ইহা বলিয়া বিশ্বন্তর প্রথম অমাত্যকে বিদায় দিলেন। অমাত্য গিয়া রাজাকে এই কথা জানাইলেন। রাজা সপ্তম দিনে নগরে ভেরী বাদন করাইয়া বিশ্বন্তরের বাসস্থানে গমন করিলেন। বিশ্বন্তর রাজার রীতিমত অভ্যর্থনা করিলেন; তাঁহার সঙ্গে যে সকল দাস-কর্ম্মকর গিয়াছিল, তাহাদিগেরও যথেষ্ট আদর যত্ন করাইলেন। রাজা বিশ্বন্তর বিহঙ্গের গৃহে ভোজন করিয়া এবং সেখানে মহা সম্মান লাভ করিয়া স্বগৃহে প্রতিগমন করিলেন; রাজাঙ্গণে একটী প্রকাণ্ড মণ্ডপ নির্ম্মাণ করাইলেন, নগরে ভেরী বাদন করাইয়া অধিবাসী-দিগকে সেখানে সমবেত হইবার জন্য আহ্বান করিলেন, এবং বহুজনপরিবৃত হইয়া সেই অলঙ্কৃত মণ্ডপে উপবেশনপূর্ব্বক বিশ্বন্তরকে আনয়ন করিবার জন্য তাঁহার রক্ষক সেই অমাত্যের নিকট লোক পাঠাইলেন। অমাত্য বিশ্বন্তরকে সুবর্ণপীঠে বসাইয়া তাঁহার নিকট লইয়া গেলেন। বিশ্বন্তর পিতার কোলে বসিয়া তাঁহার সঙ্গে কিয়ৎক্ষণ ক্রীড়া করিলেন; তাহার পর উপবেশন করিলেন। অতঃপর রাজা সেই মহাজনসঙ্ঘের সমক্ষে, রাজধর্ম্ম কি, প্রথম গাথায় তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন:—

১। সুখে থাক, বিশ্বন্তর; জিজ্ঞাসা করি তোমায়,
[illegible] রাজা জানিতে চায়।
কোন্ পথ সুপ্রশস্ত, কোন্ কর্ম্ম সর্ব্বোত্তম
তার পক্ষে? সদুত্তর দাও মোরে, প্রিয়তম;

বিশ্বন্তর প্রথমেই প্রশ্নের উত্তর না দিয়া রাজাকে তাঁহার অনবধানতার জন্য মৃদু ভৎর্সনা করিয়া দ্বিতীয় গাথা বলিলেন:—

২। কংস মহারাজ, * আমি যাঁহার নন্দন, গুণে যাঁর বশীভূত কাশীবাসিগণ,
পরিহাস-ভরে তিনি প্রমাদবশতঃ জিজ্ঞাসা না করিলেন প্রশ্ন ইচ্ছামত
অপ্রমত্ত পুত্রে তাঁর এই দীর্ঘকাল; এবে কিন্তু ঘুচিয়াছে সেই ভ্রমজাল।
রাজধর্ম্ম ব্যাখ্যার আদেশ দিয়া আজ উৎসাহিত করিলেন পুত্রে মহারাজ।

এই গাথায় রাজাকে ভৎর্সনা করিয়া বিশ্বন্তর বলিলেন, "মহারাজ, রাজাদিগের পক্ষে তিনটী ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যথাধর্ম্ম রাজত্ব করা কর্ত্তব্য।" অনন্তর তিনি এইরূপে রাজধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিলেন:—

৩। রাজার প্রথম ধর্ম্ম মিথ্যা-পরিহার, ক্রোধের দমন দ্বিতীয়তঃ ধর্ম্ম তাঁর।
পরিহাস-বর্জ্জন তৃতীয় রাজধর্ম্ম; এই তিন ধর্ম্মে সিদ্ধ হয় রাজকর্ম্ম।

৪। রাগাদি রিপুর বশে করেছ যে কাজ, স্মরি যাহা জন্মে মনে অনুতাপ আজ,
করিতে প্রবৃত্তি যেন তাহাই আবার না হয় কস্মিন্ কালে অন্তরে তোমার।

* বুঝিতে হইবে যে ব্রহ্মদত্তের নামান্তর 'কংস'।

৫। প্রমত্ত রাজার রাজ্য অধঃপাতে যায়;
সকল ভোগের বস্তু নাশ তাঁর পায়।
হও অপ্রমত্ত, ভূপ, তুমি সে কারণ;
রাজার প্রমাদ-দোষ বড়ই ভীষণ।*

৬। জিজ্ঞাসা করিয়াছিনু শ্রীকে মহাভাগ,
"কার প্রতি দেবী তব বেশী অনুরাগ?'
"বড় ভালবাসি", দেবী বলিলা আমারে,
"বীর্য্যবান্, অনসূয় পুরুষপ্রবরে।" †

৭। দুর্ম্মতি, দুষ্কর্ম্মা যেই, অসূয়ার দাস,
কালকর্ণী তা'র(ই) সঙ্গে নিত্য করে বাস
কালকর্ণী—মানুষের সৌভাগ্যনাশিনী,
ঈদৃশ পুরুষাধমে সদানুরাগিণী।

৮। হও যদি সকলের প্রতি প্রীতিমান্,
রক্ষিবে তোমায় সবে দিয়া নিজ প্রাণ।
অলক্ষ্মীর সংসর্গ করিলে পরিহার
থাকিবেন লক্ষ্মী সদা সঙ্গেতে তোমার।

৯। লক্ষ্মী আর ধৃতি যাঁর আছে নৃপবর,
উন্নতি তাঁহার ঘটে উত্তর উত্তর;
সমূলে বিনষ্ট তাঁর হয় শত্রুগণ;
নিষ্কণ্টকে রাজ্য তিনি করেন শাসন।

১০। যে জন উৎসাহবান্, শক্র নিজে তাঁর
সাধিতে কল্যাণ সদা থাকেন তৎপর।
কল্যাণদায়িনী ধৃতি; ভাবি ইহা মনে
হন তিনি রত ধৃতিমানের রক্ষণে।

১১। গন্ধর্ব্ব, দেবতা আর পিতৃগণ, সবে
আদর্শ বলিয়া মানে হেন নৃপুঙ্গবে।
নিয়ত উৎসাহশীল, সদা অপ্রমত্ত—
দেবতা এমন জনে রক্ষেন সতত।

১২। অপ্রমত্ত হয়ে, পিতঃ, নিন্দার অতীত,
আত্মকৃত্যসম্পাদনে হও অবহিত।
কৃত্য-সম্পাদনে সদা করহ যতন;
কদাপি না পায় সুখ অলস যে জন।

১৩। এই তব কৃত্য সব, এই উপদেশ
পালন করিলে সুখ পাইবে অশেষ;
মিত্রগণ হবে তব সুখের ভাজন,
দুঃখের সাগরে মগ্ন হবে রিপুগণ।

বিশ্বন্তর এইরূপে একটী গাথায় রাজাকে প্রমাদের জন্য ভৎ সনা করিলেন এবং একাদশটী গাথায় ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়া বুদ্ধলীলায় রাজার প্রশ্নের উত্তর দিলেন। সেই মহাজনসঙ্ঘ ইহা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল এবং শত শত সাধুকার দিতে লাগিল। রাজা সন্তুষ্ট হইয়া অমাত্যদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "আপনারা বলুন, আমার পুত্র বিশ্বন্তর যে এইরূপে ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিল, ইহাতে সে কাহার কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিল।" অমাত্যেরা বলিলেন, "ইহা মহাসেনাগোপ্তার কর্ত্তব্য।" "তবে আমি বিশ্বন্তরকে মহাসেনাগোপ্তা করিলাম," ইহা বলিয়া রাজা বিশ্বন্তরকে স্থানান্তরে রাখিয়া দিলেন। ঐ সময় হইতে মহাসেনাগোপ্তার পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিশ্বন্তর পিতার কার্য্য করিতে লাগিলেন। বিশ্বন্তরপ্রশ্ন সমাপ্ত।

(২)

ইহার কয়েক দিন পরে রাজা পূর্ব্বোক্তভাবে কুণ্ডলিনীর নিকট দূত পাঠাইলেন; সপ্তম দিনে সেখানে গিয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করিলেন; এবং প্রত্যাগমন করিয়া মণ্ডপমধ্যে

* এই গাথাটী গণ্ডতিন্দু-জাতকেও পাওয়া গিয়াছে।

† তুল—উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ। টীকাকার বলেন যে, এই গাথায় শুচিপরিবার শ্রেষ্ঠীর আখ্যায়িকার ধ্বনি আছে [শ্রীকালকর্ণী-জাতক (৩৮২)]।

উপবেশনপূর্ব্বক কুণ্ডলিনীকে আনয়ন করাইলেন। কুণ্ডলিনী সুবর্ণপীঠে আসীন হইলে রাজা নিম্নলিখিত গাথায় তাঁহাকে রাজধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিলেন :—

১৪। ক্ষত্রিয়বান্ধবা তুমি, হইয়াছ রাজার নন্দিনী ;
প্রশ্নের উত্তর মোর পারিবে কি দিতে কুণ্ডলিনী ?
রাজ্য যে করিতে চায়, কর্ত্তব্য তাহার কি কি বল ;
কোন্ কর্ম্ম দ্বারা তার লাভ হয় সর্ব্বোত্তম ফল ?

রাজধর্ম্মসম্বন্ধে রাজার প্রশ্ন শুনিয়া কুণ্ডলিনী বলিলেন, "পিতঃ আপনি মনে করিয়াছেন, আমি পক্ষিণী ; আমি আপনার প্রশ্নের কি উত্তর দিব ? এই জন্য, বোধ হয়, আপনি আমার পরীক্ষা করিতেছেন। যাহা হউক, আমি দুইটী মাত্র পদে আপনাকে সর্ব্ববিধ রাজধর্ম্ম শুনাইতেছি :—

১৫। দু'টী মাত্র মূলসূত্র আছে, যাহা করিয়া আশ্রয়
হইয়াছে প্রতিষ্ঠিত অন্য রাজনীতি-সমুচ্চয়।
লভিবে অলব্ধ যাহা, লব্ধ যাহা, করিবে রক্ষণ ;—
এই দুই নীতি করে রাজাদের উন্নতি সাধন।

১৬। ধীর, অর্থশাস্ত্রবিৎ, অনাসক্ত অক্ষে, দ্যূতে, মদে,
মিতব্যয়ী হেন জনে নিয়োজিবে অমাত্যের পদে।

১৭। নিপুণ সারথি যথা সমাসম সর্ব্ববিধ পথে
সতর্ক [illegible] নির্ব্বিঘ্নে চালায় সদা রথে,
সুযোগ্য অমাত্য-হস্তে রাজা আর রাজধন, পিতঃ,
সম্পদে বিপদে থাকে সেইরূপ সদা সুরক্ষিত।

১৮। বশীভূত থাকে যেন অন্তঃপুরচারী লোক যত ;
নিজের কি ধন আছে সাবধানে দেখিবে সতত।
ধনরক্ষা, ঋণদান, এ দুই বিষয়ে কদাচন
অন্যের উপরে, পিতঃ, না করিও বিশ্বাস স্থাপন।

১৯। নিজের কি আয় ব্যয় স্বচক্ষে দেখিয়া জানা চাই ;
কে সাধিল কাজ তব, কাজে কা'র বড় কিছু নাই,
না শুনি পরের কথা দেখ নিজে করিয়া বিচার ;
নিগ্রহার্হে দিবে দণ্ড, প্রশংসার্হে দিবে পুরস্কার।

২০। নিজে জানপদগণে শিক্ষা দিবে সৎপথে চলিতে ;
কর্ম্মচারীদের প্রতি লক্ষ্য সদা হইবে রাখিতে।
অধার্ম্মিক হয়, ভূপ, যদি রাজকর্ম্মচারিগণ,
প্রজার দুর্দ্দশা ঘটে ; নষ্ট হয় রাজ্য, রাজধন,

২১। করিও না, করা'ও না কোন কর্ম্ম সহসা ভূপতি ;
সহসা করিলে কাজ, শেষে দুঃখ পায় মন্দমতি।*

* তু০—মূঢ়ঃ পরপ্রত্যয়নেয়বুদ্ধিঃ।
* তু০—সহসা বিদধীত ন ক্রিয়াং, অবিবেকঃ পরমাপদাং পদং।

২২ ন্যায়ের মর্য্যাদা লঙ্ঘি হইও না অতিক্রোধদাস;
ক্রোধহেতু হইয়াছে কত রাজকুলের বিনাশ।

২৩। রাজশক্তি-বলে তুমি, প্রতারণা করি প্রজাগণে
করিওনা প্রবর্ত্তিত কভু কোন অনর্থসাধনে।
রাজ্যবাসী স্ত্রীপুরুষ সবে যেন তোমার, রাজন্,
হয় না কস্মিন্ কালে কোনরূপ দুঃখের ভাজন।

২৪। যে রাজা নিঃশঙ্কমনে ইচ্ছামত কাম করে ভোগ,
হয় তা'র সর্ব্বনাশ; ইহাই রাজার মুখ্য রোগ।

২৫। এই তব কৃত্য সব; পাল এই উপদেশ, পিতঃ,
ইহামুত্র উভয়ত্র যদি তুমি চাও নিজহিত।
হও অনলস সদা; পুণ্যকার্য্যে রত অনুক্ষণ,
সুরারূপ বিষপান তুমি যেন না কর কখন।
হও শীলে প্রতিষ্ঠিত; দুঃশীলের বড়ই দুর্গতি;
ইহকালে, পরকালে সুখ নাহি পায় মূঢ়মতি।

কুণ্ডলিনীও এইরূপে একাদশটী গাথায় ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিলেন। রাজা তুষ্ট হইয়া অমাত্যদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার কন্যা কুণ্ডলিনী যে ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিল, তাহাতে সে কাহার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিল?" অমাত্যেরা বলিলেন, "ভাণ্ডাগারিকের, মহারাজ।" "অতএব আমি ইহাকে ভাণ্ডাগারিকের পদ দিব"। ইহা বলিয়া তিনি কুণ্ডলিনীকে স্থানান্তরে রাখিয়া দিলেন। কুণ্ডলিনী ঐ দিন হইতে ভাণ্ডাগারিকের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পিতার কার্য্য করিতে লাগিলেন। কুণ্ডলিনীপ্রশ্ন সমাপ্ত।

(৩)

পরিশেষে, আরও কয়েক দিন পরে, রাজা পূর্ব্ববৎ জম্বুক পণ্ডিতের নিকট দূত পাঠাইলেন, সপ্তম দিবসে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিলেন, সেখানে অভ্যর্থিত হইয়া গৃহে ফিরিলেন, এবং সেই মণ্ডপের মধ্যে উপবেশন করিলেন। জম্বুকের প্রতিপালক সেই অমাত্য তাঁহাকে কাঞ্চনমণ্ডিত পীঠে বসাইয়া উহা নিজের মস্তকোপরি রাখিয়া বহন করিয়া আনিলেন। জম্বুক ক্ষণকাল পিতার কোলে বসিয়া তাঁহার সহিত ক্রীড়া করিলেন এবং তাহার পর কাঞ্চনপীঠে গিয়া বসিলেন। রাজা তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন:—

২৬। পেচকে করিনু প্রশ্ন, শারিকারে তার পর;
জিজ্ঞাসি তোমায় এবে, হে জম্বুক দ্বিজবর,
কি বল প্রকৃত বল, বলোত্তম বলে কা'রে,
এ প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান কর আমারে।

রাজা অন্য পক্ষী দুইটীকে যে ভাবে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, মহাসত্ত্বকে সে ভাবে প্রশ্ন করিলেন না; তিনি তাঁহাকে বিশিষ্টভাবে প্রশ্ন করিলেন। মহাসত্ত্ব উত্তর দিলেন, বলিতেছি, মহারাজ, আপনি অবহিতচিত্তে শ্রবণ করুন। আমি আপনাকে সমস্তই বলিব।"

অনন্তর, দাতা যেমন যাচকের প্রসারিত হস্তে সহস্রমুদ্রাপূর্ণ স্থবিকা অর্পণ করেন, মহাসত্ত্বও সেইরূপে শুশ্রূষু রাজার নিকট ধর্ম্মব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন :—

২৭। মহোদয় নামে যাঁরা জগতে বিদিত পঞ্চবিধ বলে তাঁরা শক্তিসমন্বিত।
বাহুবল বলাধম জানি সর্ব্বকাল; তার চেয়ে ধনবল কথঞ্চিৎ ভাল।

২৮। তৃতীয় অমাত্য বল, শুন আয়ুষ্মন্; আভিজাত্য বলে দিবে তার ঊর্দ্ধে স্থান।
প্রজ্ঞারূপ মহাবলে পণ্ডিত জনের পরাভব ঘটে কিন্তু এ চারি বলের।

২৯। প্রজ্ঞাবল মহাবল, প্রজ্ঞা বলোত্তম; প্রজ্ঞাবলে বলী লোকে সর্ব্বকার্য্যক্ষম।

৩০। লভে যদি মন্দমতি ধনধান্যে ভরা বসুধার আধিপত্য, রক্ষা তাহা করা
অসাধ্য তাহার; প্রজ্ঞা-বল আছে যার, কাড়ি ল'তে পারে সেই সর্ব্বস্ব তাহার।

৩১। উচ্চ কুলে জন্মি কেহ রাজ্য করে লাভ; কিন্তু যদি হয় তার প্রজ্ঞার অভাব,
পারে না সে, কাশীপতি, রাজ্যের সর্ব্বত্র করিতে সম্ভোগ নিষ্কণ্টক আধিপত্য।

৩২। পরমুখে শ্রুত যাহা, সত্যাসত্য তার প্রাজ্ঞ অতি ধীর ভাবে করেন বিচার।
প্রাজ্ঞের সুযশ নিত্য হয় বিবর্দ্ধন; দুঃখেও পড়িলে সুখ ভুঞ্জে প্রাজ্ঞ জন।

৩৩। সুপণ্ডিত ধার্ম্মিকের উপদেশ শ্রদ্ধা সহকারে
না শুনিলে কেহ, পিতঃ, প্রজ্ঞা লাভ করিতে না পারে।

৩৪। যথাকালে শয্যাত্যাগী, অতন্দ্রিত পুরুষপ্রধান;
ধর্ম্মের বিধি জানে সুবিবেক আছে যার জ্ঞানে,
ধর্ম্ম অনুষ্ঠান যিনি যথাকালে করেন যতনে,
লভেন সুযশ তিনি সর্ব্ববিধ কর্ম্মসম্পাদনে।

৩৫। দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্তি যার, দুঃশীলের সেবায় যে রত,
মন নাহি লাগে কাজে, তবু তাতে হয় যে প্রবৃত্ত,
বিফল প্রয়াস তার; কর্ম্মফল সম্যক্ প্রকারে,
যতই করুক চেষ্টা, লভিতে সে কভু নাহি পারে।

৩৬। আত্মদৃষ্টি আছে যার, সাধুজনে সেবে যেই জন,
সর্ব্বান্তঃকরণে চেষ্টা করে কৃত্য করিতে সাধন,
সার্থক তাহার শ্রম! কর্ম্মফল সম্যক্ প্রকারে
লভিয়া যায় সে সুখে পরিণামে ভবসিন্ধুপারে।

৩৭। ধনের অর্জ্জন আর প্রয়োগ বিহিত যে উপায়ে হয় তাহা বলিলাম, পিতঃ.
ইহাতেই রক্ষা হয় সঞ্চিত যে ধন; তাই এই উপদেশ পাল অনুক্ষণ।
কদাচ কুকর্ম্মে যেন মন নাহি যায়; অপব্যয়ে বিত্তনাশ ঘটিবে নিশ্চয়।
যে জন কুকার্য্যে রত, পতন তাহার নলের ঘরের মত অতি দুর্নিবার।

বোধিসত্ত্ব এইরূপ উল্লিখিত অবধানের বিষয়গুলি দ্বারা পঞ্চবিধ বল বর্ণনা করিলেন এবং প্রজ্ঞাবলের উৎকর্ষ প্রদর্শন করিলেন—তাঁহার বাক্যগুলি যেন

চন্দ্রমণ্ডলকে প্রহার করিল।* অনন্তর তিনি আরও দশটী গাথায় রাজাকে উপদেশ দিলেন :—

৩৮। মাতার পিতার সেবা যথাধর্ম্ম কর তুমি, ক্ষত্রিয় রাজন
ইহলোকে ধর্ম্মচর্য্যা করিলে রাজার হয় স্বরগে গমন।

৩৯। তব দারাসুতগণ— যথাধর্ম্ম পাল সবে, ক্ষত্রিয় রাজন্
ইহলোকে ধর্ম্মচর্য্যা করিলে রাজার হয় স্বরগে গমন।

৪০। মিত্রামাত্যগণ তব— যথাধর্ম্ম পাল সবে ক্ষত্রিয় রাজন
ইহলোকে ধর্ম্মচর্য্যা করিলে রাজার হয় স্বরগে গমন।

৪১। যুদ্ধযাত্রা-আদি তব হয় যেন যথাধর্ম্ম, ক্ষত্রিয় রাজন
ইহলোকে ধর্ম্মচর্য্যা করিলে রাজার হয় স্বরগে গমন।

৪২। কি নগরে, কিবা গ্রামে যথাধর্ম্ম রক্ষ প্রজা, ক্ষত্রিয় রাজন
ইহলোকে ধর্ম্মচর্য্যা করিলে রাজার হয় স্বরগে গমন।

৪৩। পৌরজানপদগণে যথাধর্ম্ম পাল তুমি, ক্ষত্রিয় রাজন
ইহলোকে ধর্ম্মচর্য্যা করিলে রাজার হয় স্বরগে গমন।

৪৪। শ্রমণব্রাহ্মণগণে যথাধর্ম্ম কর শ্রদ্ধা, ক্ষত্রিয় রাজন
ইহলোকে ধর্ম্মচর্য্যা করিলে রাজার হয় স্বরগে গমন

৪৫। ইতর জীবের প্রতি যথাধর্ম্ম কর দয়া, ক্ষত্রিয় রাজন
ইহলোকে ধর্ম্মচর্য্যা করিলে রাজার হয় স্বরগে গমন।

৪৬। ধর্ম্মচর্য্যা কর দেব সুচরিত ধর্ম্ম হয় সুখের নিদান
ইহলোকে ধর্ম্মচর্য্যা করিলে রাজার হয় স্বরগে প্রয়াণ।

৪৭। ধর্ম্মচর্য্যা কর, দেব প্রমাদ ইহাতে যেন হয় না কখন
ধর্ম্মবলে স্বর্গলাভ করিলেন ইন্দ্র আদি দেবতা ব্রাহ্মণ।†

এই সকল ধর্ম্মাত্মিকা গাথা বলিবার পর রাজাকে আরও উপদেশ দিবার জন্য মহাসত্ত্ব অবশিষ্ট গাথাটী বলিলেন :—

৪৮। এই সব কৃত্য তব পালি এই উপদেশ, পিতঃ,
সজ্জনে করিয়া সেবা পাবে তুমি কল্যাণ নিশ্চিত।
স্বচক্ষে দেখিয়া সব সত্যাসত্য জানিবে সর্ব্বদা
করিওনা কোন কাজ কেবল পরের শুনি কথা।

মহাসত্ত্ব এইরূপে বুদ্ধলীলায় ধর্ম্মদেশন করিলে, বোধ হইল যেন তিনি আকাশগঙ্গাকে ভূতলে অবতারণ করিলেন। মহাজনসঙ্ঘ তাঁহাকে প্রভূত সম্মান করিল এবং সহস্র সহস্র সাধুকার দিল; রাজা তুষ্ট হইয়া অমাত্যদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "বলুন ত, আমার তরুণজম্বুফলনিভতুণ্ডবিশিষ্ট পুত্র জম্বুক পণ্ডিত যে সকল ধর্ম্মকথা

---

* এই উৎপ্রেক্ষার সার্থকতা ভাল বুঝিতে পারা গেল না,—ত্রিভুবনের সর্ব্বত্র প্রজ্ঞার মাহাত্ম্য ঘোষিত হইল, অথবা এমনভাবে প্রকটিত হইল যেন চন্দ্রোদয়ে অন্ধকারের ন্যায় সমস্ত সংশয়ের অপনোদন হইল (?)।

† এই দশটী গাথা রোহন্তমৃগ-জাতকে (৫০১) এবং শ্যাম-জাতকেও (৫৪০) দেখা যায়।

বলিলেন, তদ্দ্বারা তিনি কাহার কৃত্য সম্পাদন করিলেন?" অমাত্যেরা বলিলেন, "মহারাজ, ইনি সেনাপতির* কৃত্য সম্পাদন করিলেন।" "তাহা হইলে আমি ইহাকে সেনাপতির পদ দিলাম", ইহা বলিয়া রাজা জম্বুককে স্বতন্ত্র স্থানে রাখিয়া দিলেন। ঐ দিন হইতে জম্বুক পণ্ডিত সৈনাপত্য লাভ করিয়া পিতার কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন।

রাজা তিনটী পক্ষীরই মহা আদরযত্ন করিতেন, পক্ষী তিনটীও তাঁহাকে অর্থ ও ধর্ম্মসম্বন্ধে উপদেশ দিত। রাজা মহাসত্ত্বের উপদেশানুসারে চলিয়া দানাদি পুণ্যানুষ্ঠানপূর্ব্বক কালক্রমে স্বর্গলাভ করিলেন। অমাত্যেরা তাঁহার শরীরকৃত্য সম্পাদন করিয়া শকুনত্রয়কে জানাইলেন এবং বলিলেন, "প্রভু জম্বুকশকুন, রাজা আপনার মস্তকোপরি শ্বেতচ্ছত্র উত্তোলন করিতে বলিয়া গিয়াছেন।" মহাসত্ত্ব বলিলেন, "আমার রাজ্যে কোন প্রয়োজন নাই, আপনারাই অপ্রমত্ত ভাবে রাজ্য শাসন করুন।" অনন্তর তিনি সকল লোককে শীলে প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন, সমস্ত বিচার-পদ্ধতি সুবর্ণপট্টে লেখাইলেন এবং "এই নিয়মে যেন বিচার করেন" বলিয়া অরণ্যে প্রস্থান করিলেন। এইরূপে তিনি যে ধর্ম্মস্থাপন করিয়া গেলেন, তাহা চত্বারিংশৎ সহস্র বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল।

[কোশলরাজকে উপদেশ দিবার উপলক্ষ্যে শাস্তা এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া জাতকের সমবধান করিলেন। সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন সেই রাজা, উৎপলবর্ণা ছিলেন কুণ্ডলিনী, সারিপুত্র ছিলেন বিশন্তর এবং আমি ছিলাম জম্বুক পণ্ডিত।]

৫২২—শরভঙ্গ-জাতক।

[শাস্তা বেণুবনে অবস্থিতিকালে স্থবির মহামৌদ্গল্যায়নের পরিনির্ব্বাণ-সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইতঃপূর্ব্বে তথাগত যখন জেতবনে ছিলেন, সেই সময়ে সারিপুত্র পরিনির্ব্বাণ-লাভার্থ তাঁহার অনুমতি লইয়া নালগ্রামে গমন করিয়াছিলেন এবং সেখানে যে প্রকোষ্ঠে তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, সেই প্রকোষ্ঠেই দেহরক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার পরিনির্ব্বাণপ্রাপ্তির সংবাদ পাইয়া শাস্তা রাজগৃহে গমনপূর্ব্বক বেণুবনে অবস্থিতি করিতেছিলেন। ঐ সময়ে স্থবির মহামৌদ্গল্যায়ন ঋষিগিরির পার্শ্বে কালশিলায় বাস করিতেন। প্রবাদ আছে যে, তিনি ঋদ্ধিবলের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া কখনও কখনও দেবলোকে ও নরকে ভিক্ষাচর্য্যা করিতে যাইতেন। দেবলোকে বুদ্ধশ্রাবকদিগের মহৈশ্বর্য্য এবং নরকে তীর্থিকদিগের মহাদুঃখ দেখিয়া তিনি নরলোকে ফিরিয়া বলিতেন, "অমুক উপাসক ও অমুক উপাসিকা অমুক দেবলোকে জন্মান্তর লাভ করিয়া মহাসুখ ভোগ করিতেছেন তীর্থিক শ্রাবকদিগের অমুক পুরুষ ও অমুক স্ত্রী অমুক নরকে জন্মিয়াছেন।" এই সমস্ত শুনিয়া লোকে বুদ্ধশাসনে শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া তীর্থিকদিগের সংসর্গ পরিহার করিল। ইহাতে বুদ্ধশ্রাবকদিগের সম্মান বৃদ্ধি হইল এবং তীর্থিকদিগের সম্মান কমিয়া গেল। কাজেই তীর্থিকেরা স্থবিরের উপর জাতক্রোধ হইল। তাহারা ভাবিল, 'এই লোকটা যতদিন জীবিত থাকিবে, ততদিন আমাদের ভক্তদিগকে ভাঙ্গাইয়া লইবে, আমাদের মানপ্রতিপত্তি হ্রাস হইবে। অতএব ইহাকে বধ করাইতে হইবে।' একজন দস্যু শ্রমণদিগকে ভিক্ষাচর্য্যার

* পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, বিশন্তরকে 'মহাসেনাগোপ্তা' করা হইয়াছিল। বিশন্তর অপেক্ষা জম্বুক উচ্চতর পদাই, কেননা তিনি বোধিসত্ত্ব। এই জন্য বোধ হয় যে, মহাসেনাগোপ্তা বলিলে সেনাপতির অধস্তন কোন সৈনিক কর্ম্মচারী বুঝাইত।

সময়ে রক্ষা করিত। তীর্থিকেরা স্থবিরের প্রাণসংহারার্থ এই লোকটাকে সহস্র মুদ্রা দিল। সে, স্থবিরের প্রাণ বধ করিব, এই অঙ্গীকার করিয়া বহু অনুচরসহ কালশিলায় গমন করিল। তাহাদিগকে আসিতে দেখিয়া স্থবির ঋদ্ধিবলে উৎপতনপূর্ব্বক সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। দস্যুরা স্থবিরকে দেখিতে না পাইয়া ফিরিয়া গেল; কিন্তু এই উদ্দেশ্যে উপর্য্যুপরি ছয় দিন সেখানে গমন করিল। স্থবিরও পূর্ব্ববৎ ঋদ্ধিবলে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আত্মরক্ষা করিলেন। সপ্তম দিবসে কিন্তু স্থবিরের পূর্ব্বজন্মকৃত যথাকালফলপ্রদ পাপকর্ম্ম অবসর লাভ করিল। তিনি না কি পূর্ব্বে ভার্য্যার কথায় মাতাপিতাকে বধ করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাদিগকে যানে আরোহণ করাইয়া বনে লইয়া গিয়াছিলেন এবং যেন দস্যুরা আক্রমণ করিয়াছে এইরূপ দেখাইয়া বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাকে প্রহার করিয়াছিলেন। তাঁহারা দৃষ্টিক্ষীণতাবশতঃ লোক চিনিতে পারেন নাই। তাঁহাদের পুত্রই যে এই দারুণ প্রহার করিতেছে ইহা জানিতে না পারিয়া তাঁহারা স্থির করিয়াছিলেন যে, প্রকৃতই দস্যুরা তাঁহাদিগকে মারিতেছে। তাঁহারা বলিয়াছিলেন 'বৎস, দস্যুরা আমাদিগকে মারিয়া ফেলিল। তুমি পলাইয়া যাও।'' তাঁহাদের এই পরিদেবন শুনিয়া পুত্র ভাবিয়াছিলেন, "হায়, আমি কি অন্যায় কাজই করিতেছি! আমি ইঁহাদিগকে প্রহার করিতেছি; অথচ ইঁহারা আমারই মরণশঙ্কায় শোক করিতেছেন!'' অতঃপর তিনি মাতাপিতাকে আশ্বাস দিয়াছিলেন এবং দস্যুরা পলায়ন করিয়াছে এইরূপ বুঝাইয়া তাঁহাদের হাত পা টিপিতে টিপিতে বলিয়াছিলেন, ''ভয় নাই, মা; ভয় নাই, বাবা, দস্যুরা পলাইয়া গিয়াছে।'' অতঃপর তিনি তাঁহাদিগকে পুনর্ব্বার স্বগৃহে লইয়া গিয়াছিলেন।

এতদিন এই পাপফল প্রসবের অবসর না পাইয়া ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় অপ্রকট ছিল; এখন ইহা স্থবিরের অন্তিম শরীরকে * গ্রহণ করিল; ইহার সংসর্গে তিনি আর আকাশে উৎপতন করিতে পারিলেন না। যে ঋদ্ধি এক সময়ে নন্দ ও উপনন্দকে † দমন করিয়াছিল, যাহার প্রভাবে বৈজয়ন্ত পর্য্যন্ত কম্পিত হইত, তাহা আজ কর্ম্মবশে এমনই দুর্ব্বল হইল। দস্যুরা তাঁহার অস্থিগুলি পলালপিষ্টকের ন্যায় চূর্ণবিচূর্ণ করিল, এবং তিনি মরিয়াছেন এই বিশ্বাসে দলবলসহ প্রস্থান করিল। স্থবির সংজ্ঞালাভ করিয়া ধ্যানরূপ আচ্ছাদন দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিলেন এবং উৎপতনপূর্ব্বক শাস্তার নিকটে গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, ''ভদন্ত, আমার আয়ুঃসংস্কার শেষ হইয়াছে; অনুমতি দিন যে, আমি পরিনির্ব্বাণ লাভ করি।'' শাস্তার অনুমোদন পাইয়া স্থবির সেইখানেই পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলেন; অমনি ষড়্‌বিধ দেবলোকে মহাকোলাহল উত্থিত হইল; "আমাদের আচার্য্য না কি পরিনির্ব্বাণ লাভ করিয়াছেন, ইহা বলিতে বলিতে সকলে দিব্যগন্ধমাল্যধূপাদি এবং নানাবিধ কাষ্ঠ লইয়া উপস্থিত হইল; চন্দন কাষ্ঠ ও একোনশত রত্ন দ্বারা চিতা সজ্জিত করিল; শাস্তা স্বয়ং স্থবিরের পার্শ্বে থাকিয়া চিতায় তাঁহার শব নিক্ষেপ করাইলেন। শ্মশানের সমন্তাৎ যোজনব্যাপী স্থানে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল; দেবতাদিগের সঙ্গে মনুষ্যেরা এবং মনুষ্যদিগের সঙ্গে দেবতারা মিশিয়া এক সপ্তাহ এই দাহোৎসব সম্পন্ন করিলেন। শাস্তা স্থবিরের ধাতু সংগ্রহ করাইয়া বেণুবনদ্বারকোষ্ঠকের নিকটে তদুপরি এক চৈত্য নির্ম্মাণ করাইলেন।

এই সময়ে একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় বলাবলি করিতে লাগিলেন, "দেখ ভাই, স্থবির সারিপুত্র তথাগতের সমীপে পরিনির্ব্বাণ লাভ করেন নাই বলিয়া বুদ্ধদত্ত সম্মান পাইতে পারেন নাই। ‡ মহামৌদ্‌গল্যায়ন কিন্তু তথাগতের সমীপেই পরিনির্ব্বাণ পাইয়া মহাসম্মান লাভ করিলেন।'' শাস্তা ধর্ম্মসভায় গিয়া তাঁহাদের এই কথাবার্ত্তা শুনিয়া বলিলেন, ''ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও মৌদ্‌গল্যায়ন আমার নিকট মহাসম্মান পাইয়াছিলেন।'' অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—] §

---

* অন্তিম শরীর, কেননা ইহাই তাঁহার শেষ জন্ম।

† নন্দ ও উপনন্দ দুইজন নাগরাজ।

‡ সারিপুত্রের পরিনির্ব্বাণলাভ-সম্বন্ধে মহাসুদর্শন-জাতক (৯৫) দ্রষ্টব্য।

§ স্থবির মৌদ্‌গল্যায়নের শবসৎকারের সময়ে বুদ্ধদেবের অবস্থিতির কথায় যবন হরিদাসের সৎকারের সময়ে চৈতন্যদেবের উপস্থিতির কথা মনে পড়ে।

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব রাজার পুরোহিতপত্নীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। দশ মাস অতীত হইলে তিনি একদিন প্রত্যূষকালে মাতৃকুক্ষি হইতে ভূমিষ্ঠ হইলেন। ঐ সময়ে দ্বাদশযোজন বিস্তীর্ণ বারাণসী নগরের সমস্ত আয়ুধ জ্বলিয়া উঠিল।* পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র পুরোহিত বাহিরে গিয়া আকাশের দিকে অবলোকন করিলেন এবং নক্ষত্রগণের সংস্থান দেখিয়া বুঝিলেন, অমুক নক্ষত্রে জন্মিয়াছেন বলিয়া তাঁহার পুত্র সমস্ত জম্বুদ্বীপের মধ্যে ধনুর্দ্ধরদিগের অগ্রগণ্য হইবেন। অনন্তর তিনি যথাকালে রাজভবনে গিয়া রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, সুনিদ্রা হইয়াছিল ত?" রাজা বলিলেন, "সুনিদ্রা হইবে কিরূপে? আজ প্রাসাদের সর্ব্বত্র আয়ুধগুলি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল।" পুরোহিত বলিলেন, "ভয় পাইবেন না, মহারাজ। কেবল আপনার ভবনে নয়, নগরের সর্ব্বত্রই আয়ুধগুলি এইরূপ প্রজ্বলিত হইয়াছিল। আজ আমার গৃহে যে পুত্র জন্মিয়াছে, তাহারই জন্য এরূপ ঘটিয়াছে।" "আচার্য্য, যে পুত্র এইভাবে ভূমিষ্ঠ হইল, তাহার ভাগ্যে পরিণামে কি ঘটিবে?" "কোন কুফল নয়, মহারাজ। সে সমস্ত জম্বুদ্বীপের মধ্যে ধনুর্দ্ধরদিগের অগ্রগণ্য হইবে।" "উত্তম কথা। আপনি তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করুন। সে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহাকে আমার নিকটে আনিবেন।" ইহা বলিয়া রাজা কুমারের জন্য সহস্র মুদ্রা ক্ষীরমূল্য † দেওয়াইলেন। পুরোহিত উহা লইয়া গৃহে ফিরিলেন, এবং কুমারের জন্মমুহূর্ত্তে আয়ুধসমূহ প্রজ্বলিত হইয়াছিল বলিয়া নামকরণ-দিবসে তাঁহার জ্যোতিঃপাল এই নাম রাখিলেন।

জ্যোতিঃপাল মহা আদরযত্নের সহিত লালিত পালিত হইতে লাগিলেন এবং ক্রমে ষোড়শবর্ষে উপনীত হইলেন। তখন তাঁহার সুন্দর রূপের পূর্ণ বিকাশ হইল। পুত্রের দেহ-সৌন্দর্য্য দেখিয়া পুরোহিত বলিলেন, "বৎস, তুমি তক্ষশিলায় গিয়া কোন বিখ্যাত আচার্য্যের নিকট বিদ্যা শিক্ষা কর।" কুমার "যে আজ্ঞা" বলিয়া আচার্য্যদক্ষিণা লইয়া মাতাপিতাকে প্রণাম করিলেন এবং তক্ষশিলায় গিয়া কোন আচার্য্যকে সহস্র মুদ্রা দিয়া বিদ্যা প্রার্থনা করিলেন। এক সপ্তাহের মধ্যেই তাঁহার শিক্ষা-সমাপ্তি হইল। ইহাতে আচার্য্য অতিমাত্র তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে নিজের ব্যবহার্য্য একখানি উৎকৃষ্ট তরবারি, মেণ্ডকশৃঙ্গ-নির্ম্মিত সন্ধিযুক্ত ধনু, সন্ধিযুক্ত তূণীর, নিজের সন্নাহ, কঞ্চুক ও উষ্ণীষ দান করিয়া বলিলেন, "বৎস জ্যোতিঃপাল, আমি বৃদ্ধ হইয়াছি; এখন হইতে তুমিই এই সকল ছাত্রকে শিক্ষা দাও।" ইহা বলিয়া তিনি বোধিসত্ত্বের হস্তে পঞ্চশত শিষ্য সমর্পণ করিলেন। বোধিসত্ত্ব সমস্ত গ্রহণ করিয়া আচার্য্যকে প্রণিপাতপূর্ব্বক বারাণসীতে মাতাপিতার নিকট ফিরিয়া গেলেন। তিনি প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলে পুরোহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছ কি?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "হাঁ, বাবা; বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছি।" ইহা শুনিয়া পুরোহিত রাজ-ভবনে গেলেন এবং রাজাকে বলিলেন, "আমার পুত্র বিদ্যা শিক্ষা করিয়া ফিরিয়াছে। এখন তাহাকে কি করিতে হইবে, অনুমতি দিন।" রাজা বলিলেন, "সে আমারই পরিচর্য্যা করুক।" "মহারাজ, তাহার খরচপত্র সম্বন্ধে কি স্থির করিয়াছেন?" "সে

* তৃতীয় খণ্ডের ইন্দ্রিয়-জাতকের (৪২৩) সহিত তুলনীয়।

† দুধের দাম বলিয়া যে অর্থ দেওয়া হইত, তাহাকে ক্ষীরমূল্য বলিত।

প্রত্যহ সহস্র মুদ্রা পাইবে।" পুরোহিত "যে আজ্ঞা" বলিয়া এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, এবং গৃহে ফিরিয়া জ্যোতিঃপালকে ডাকাইয়া বলিলেন, "বৎস, তোমাকে রাজসেবা করিতে হইবে।" জ্যোতিঃপাল তখন হইতে রাজসেবায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং দৈনিক সহস্র মুদ্রা পাইতে লাগিলেন। রাজার অন্যান্য কর্ম্মচারীরা ইহাতে অপমান বোধ করিলেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, "জ্যোতিঃপাল যে কি কর্ম্ম করিয়াছে, তাহা ত আমরা দেখিতে পাই না। অথচ সে প্রতিদিন সহস্র মুদ্রা পাইতেছে! আমরা তাহার কাজ দেখিতে চাই।" রাজা এই সকল লোকের কথা শুনিয়া পুরোহিতকে জানাইলেন। পুরোহিত বলিলেন, "উত্তম প্রস্তাব।" অনন্তর তিনি পুত্রকে এই বিষয় জানাইলেন। জ্যোতিঃপাল বলিলেন, "বেশ কথা; অদ্য হইতে সপ্তম দিনে আমি বিদ্যার পরিচয় দিব; আপনি রাজাকে বলুন যে, ঐ দিন যেন তাঁহার রাজ্যের সকল ধনুর্দ্ধর সমবেত হয়।" পুরোহিত গিয়া রাজার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। রাজা নগরে ভেরীবাদন দ্বারা সমস্ত ধনুর্দ্ধর আনয়ন করিলেন। অচিরে ষষ্টি সহস্র ধনুর্দ্ধর সমবেত হইল। ইহারা আসিয়াছে জানিয়া রাজা জ্যোতিঃপালের বিদ্যা দেখিবার নিমিত্ত ভেরীবাদন দ্বারা নগরবাসীদিগকে আহ্বান করিলেন। রাজাঙ্গণ সুসজ্জিত হইল; রাজা মহাজনসঙ্ঘ-পরিবৃত হইয়া মহার্হ পল্যঙ্কে উপবেশন করিলেন, এবং ধনুর্দ্ধরদিগকে ডাকাইয়া, জ্যোতিঃপালকে আনয়ন করিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। জ্যোতিঃপাল আচার্য্যদত্ত ধনুস্তূণীরসন্নাহকঞ্চুক ও উষ্ণীষ অন্তর্ব্বাসের অভ্যন্তরে লুকাইয়া রাখিলেন এবং কেবল তরবারিখানি হস্তে লইয়া স্বাভাবিক বেশে রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া এক পার্শ্বে অবস্থিতি করিলেন। ধনুর্দ্ধরেরা [illegible] করিতে লাগিল, "জ্যোতিঃপাল নাকি ধনুর্ব্বিদ্যায় নৈপুণ্য দেখাইবে; অথচ ধনুক লইয়া আসে নাই। সে বোধ হয় ভাবিয়াছে যে, আমাদের ধনুক ব্যবহার করিবে।" তাহারা স্থির করিল, কিছুতেই জ্যোতিঃপালকে নিজেদের ধনুক দিবে না।

রাজা জ্যোতিঃপালকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "তুমি বিদ্যার পরিচয় দাও।" জ্যোতিঃপাল চতুর্দ্দিকে পর্দ্দা খাটাইয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন, সেখানে অন্তর্ব্বাস খুলিয়া সন্নাহ ও কঞ্চুক পরিধান করিলেন, মস্তকে উষ্ণীষ দিলেন, মেণ্ডকশৃঙ্গ-নির্ম্মিত ধনুকে প্রবালবর্ণ জ্যা রোপণ করিলেন, পৃষ্ঠে তূণীর বন্ধন করিলেন, বামপার্শ্বে তরবারি ধারণ করিলেন এবং নখপৃষ্ঠে একটী বজ্রাগ্র শর ঘুরাইতে ঘুরাইতে শাণি অপসারণপূর্ব্বক রাজার সম্মুখে গিয়া প্রণাম করিলেন,—যেন নানাভরণমণ্ডিত কোন নাগকুমার পৃথিবী বিদীর্ণ করিয়া আবির্ভূত হইল। তাঁহাকে দেখিয়া লোকে বিস্ময়ে নৃত্য করিতে লাগিল, বাহবা দিতে লাগিল এবং করতালি দিতে লাগিল। রাজা আদেশ দিলেন, "জ্যোতিঃপাল, এখন তোমার বিদ্যার পরিচয় দাও।" জ্যোতিঃপাল বলিলেন, "মহারাজ, আপনার এরূপ অনেক ধনুর্দ্ধর আছেন, যাঁহারা বিদ্যুদ্বেগে লক্ষ্য বেধ করিতে পারেন, যাঁহারা দূর হইতে লক্ষ্য করিয়া একটী কেশকেও বেধ করিতে পারেন, যাঁহারা শব্দবেধী এবং শরবেধী।† আপনি

* 'কটিকং করিংসু'। এই 'কটিক' বা কথিক শব্দ হইতে, বোধ হয়, বাঙ্গালা 'কো'ট' শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। কো'ট করা বলিলে দশজনে মিলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করে তাহা বুঝায়।

† মূলে এই চারিপ্রকার ধানুষ্কের উল্লেখ আছে:—অক্ষণবেধী, বালবেধী, শব্দবেধী ও শরবেধী

তাঁহাদের মধ্যে চারিজনকে আহ্বান করুন।" রাজা উক্তরূপ চারি জনকে ডাকাইলেন। মহাসত্ত্ব রাজাঙ্গণে একটী চতুরস্রাকার পরিবেষ্টিত স্থানে মণ্ডল অঙ্কিত করিলেন, চতুরস্রের চারিকোণে চারিজন ধনুর্দ্ধর রাখিয়া দিলেন, তাঁহাদের এক এক জনের হাতে ত্রিশ হাজার শর দিবার জন্য এক এক জন লোক রাখিয়া দিলেন এবং নিজে সেই বজ্রাগ্র শরটী লইয়া মণ্ডপমধ্যে দাঁড়াইলেন। অনন্তর তিনি বলিলেন, "মহারাজ, এই চারিজন ধনুর্দ্ধর একসঙ্গে শরপ্রহার করিয়া আমাকে বিদ্ধ করিতে চেষ্টা করুন। আমি ইহাদের নিক্ষিপ্ত শর প্রতিরোধ করিব।" রাজা ধনুর্দ্ধরদিগকে শরনিক্ষেপ করিতে আদেশ দিলেন; কিন্তু তাহারা বলিল "আমরা অক্ষণবেধী, বালবেধী, শব্দবেধী ও শরবেধী; জ্যোতিঃপাল বালক; ইহাকে আমরা বিদ্ধ করিব না।" মহাসত্ত্ব বলিলেন, "আপনাদের যদি সাধ্য থাকে ত আমাকে বিদ্ধ করুন।" "তাহাই করিতেছি" বলিয়া ধনুর্দ্ধরেরা চারি জন যুগপৎ শরনিক্ষেপ করিতে লাগিল; জ্যোতিঃপাল বজ্রাগ্র নারাচের আঘাতে সেগুলি চতুর্দ্দিকে ভূতলে পাতিত করিতে লাগিলেন। তিনি ভূপতিত শরগুলি লইয়া চতুর্দ্দিকে যেন একটী কোষ্ঠক-নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি সেগুলি এমন ভাবে ফেলিতে লাগিলেন, যে ফলকের উপর ফলক, কাণ্ডের উপর কাণ্ড, পত্রের উপর পত্র পতিত হইল, কোন দিকে তিলমাত্র ব্যতিক্রম ঘটিল না। এইরূপে তিনি একটী শরনির্ম্মিত প্রকোষ্ঠ নির্ম্মাণ করিলেন; ধনুর্দ্ধরদিগের সমস্ত শর নিঃশেষ হইল। তাহাদের শর নিঃশেষ হইয়াছে জানিয়া মহাসত্ত্ব সেই শরপ্রকোষ্ঠ ভগ্ন না করিয়া উল্লম্ফনপূর্ব্বক রাজার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। দর্শকেরা আনন্দে চীৎকার করিতে, নৃত্য করিতে ও করতালি দিতে লাগিল, এবং মহাসত্ত্বের অভিমুখে বহু বস্ত্রাভরণ নিক্ষেপ করিল। এই বস্ত্র ও আভরণরাশির মূল্য অষ্টাদশ কোটি মুদ্রা। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি যে বিদ্যার পরিচয় দিলে, তাহার নাম কি?" "মহাসত্ত্ব বলিলেন, ইহার নাম শরপ্রতিবাহন।" "অন্য কেহ এ কৌশল জানে কি?" "মহারাজ, সমস্ত জম্বুদ্বীপে একা আমি ভিন্ন আর কেহ ইহা জানে না।" "এখন তুমি অপর কোন কৌশল দেখাও।" "মহারাজ, এই চারিজন ধনুর্দ্ধর চারি কোণে অবস্থিতি করুন; আমি একটী মাত্র শর নিক্ষেপ করিয়া ইঁহাদের চারিজনকেই বিদ্ধ করিব।" কিন্তু ধনুর্দ্ধরদিগের কেহই দাঁড়াইতে সাহস করিল না। তখন মহাসত্ত্ব চারি কোণে চারিটী কদলীস্তম্ভ রাখাইলেন, নারাচের পুঙ্খে রক্তসূত্র বান্ধিলেন এবং একটী কদলীস্তম্ভ লক্ষ্য করিয়া নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। নারাচ ঐ স্তম্ভটী বেধ করিল, অনন্তর পর পর দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ স্তম্ভ বেধ করিল এবং প্রথমটীকে আবার বিদ্ধ করিয়া মহাসত্ত্বের হস্তে ফিরিয়া আসিল। কদলীস্তম্ভগুলি রক্তসূত্রে পরিবেষ্টিত হইয়া রহিল। এই বিস্ময়কর ব্যাপার দেখিয়া দর্শকবৃন্দ সহস্র সহস্র সাধুকার দিতে লাগিল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কৌশলের নাম কি? মহাসত্ত্ব বলিলেন "মহারাজ, ইহার নাম চক্রবেধ।" "তুমি আর কোন নৈপুণ্যের পরিচয় দাও।" শরলটঠি, শররজ্জু, শরবেণি, শরপ্রাসাদ, শরমণ্ডপ, শরপ্রাকার, শরসোপান ও শরপুষ্করিণী কি কৌশলে করিতে

শরবেধীরা প্রথমে একটী শর নিক্ষেপ করিয়া যখন উহা ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়, তখন এমন কৌশলে আর একটী শর ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করেন যে, উহা অধোমুখে পতিত হইয়া প্রথমটীকে বিদ্ধ করে। Ivanhoe নামক ইংরাজী আখ্যায়িকায় Robinhood (Locksley) এইরূপ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছিলেন বলিয়া বর্ণিত আছে।

হয়, মহাসত্ত্ব তাহা দেখাইলেন ; তিনি শরপদ্ম নির্ম্মাণপূর্ব্বক তাহা প্রস্ফুটিত করাইলেন শরবর্ষ ঘটাইয়া বৃষ্টির আকারে শর পাতিত করিলেন।

মহাসত্ত্ব এইরূপে ধনুর্ব্বিদ্যায় দ্বাদশবিধ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিলেন ; তাহার পর সাতটী অসাধারণ বৃহদাকার পদার্থ শরাঘাতে বিদীর্ণ করিলেন :—তিনি অষ্টাঙ্গুল বেধবিশিষ্ট উড়ুম্বর-ফলক, চতুরঙ্গুল বেধবিশিষ্ট আসনফলক, দ্ব্যঙ্গুল বেধবিশিষ্ট তাম্রপট্ট, একাঙ্গুল বেধবিশিষ্ট লৌহপট্ট, এবং একত্রাবদ্ধ শতফলক বেধ করিলেন, পলালশকট ও বালুকাশকটের পুরোভাগে এমন বেগে শর নিক্ষেপ করিলেন যে, উহা পলাল ও বালুকারাশি বেধ করিয়া শকটের পশ্চাদ্-ভাগ দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইল ; আবার যখন পশ্চাদ্ভাগে নিক্ষেপ করিলেন, তখন শরটী পুরোভাগ দিয়া বাহির হইয়া গেল। তাঁহার নিক্ষিপ্ত শর জলের মধ্যে ৫৬০ হাত এবং স্থলে ১১২০ হাত পর্য্যন্ত গেল *; তিনি ১২০ হাত দূরে একগাছি চুল রাখিয়া দিয়া উহা যেমন বাতাসে কাঁপিতেছে দেখিলেন, অমনি শর নিক্ষেপ করিয়া বিদ্ধ করিলেন। এই সমস্ত নৈপুণ্য দেখাইতে দেখাইতে সূর্য্য অস্তমিত হইল ; রাজা তাঁহাকে সৈনাপত্য দিবার অঙ্গীকার করিয়া বলিলেন, "জ্যোতিঃপাল, আজ বেলা গিয়াছে ; কাল সৈনাপত্য গ্রহণ করিও। তুমি ক্ষৌরকর্ম্ম করাইয়া ও স্নান করিয়া আসিও।" ইহা বলিয়া ঐ দিন তাঁহার ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ তিনি এক লক্ষ মুদ্রা দান করিলেন। মহাসত্ত্ব বলিলেন, "আমার এই অর্থে প্রয়োজন নাই।" যাহারা তাঁহাকে অষ্টাদশ কোটি পুরস্কার দিয়াছিল, তিনি ঐ ধনও, যে যাহা দিয়াছিল, তাহাকে প্রত্যর্পণ করিলেন। বহু লোকে তাঁহার সঙ্গে চলিল ; তিনি স্নানার্থ গমন করিলেন, ক্ষৌরকর্ম্ম করাইয়া স্নান করিলেন, নানাবিধ আভরণে বিভূষিত হইয়া অনুপম সমারোহে গৃহে প্রতিগমন করিলেন, নানাবিধ উৎকৃষ্ট রসযুক্ত খাদ্য ভোজন করিলেন, এবং শয়নকক্ষে আরোহণ করিয়া শয়ন করিলেন।

মহাসত্ত্ব দুই প্রহর কাল নিদ্রা গেলেন ; শেষপ্রহরে নিদ্রাভঙ্গ হইলে তিনি শয্যার উপর পর্য্যঙ্কাসনে উপবিষ্ট হইয়া নিজের শিল্পনৈপুণ্য-সম্বন্ধে আদি, মধ্য, অন্ত, সমস্ত পর্য্যা-লোচনা করিয়া ভাবিলেন, আমার এই বিদ্যা আদিতঃ মরণ ভিন্ন অন্য কিছু নয় ; ইহার মধ্যভাগে পাপাভিরতি ও পরিণামে নরকে জন্মপ্রাপ্তি, কারণ প্রাণিহত্যা ও ইন্দ্রিয়সুখ-ভোগাদিপ্রমাদবশতঃই লোকে নরকে জন্মগ্রহণ করে। রাজা আমাকে সৈনাপত্য দিয়াছেন ; ইহাতে আমার মহা ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তি ঘটিবে ; আমি বহু ভার্য্যা ও পুত্র কন্যা লাভ করিব। কিন্তু ভোগের বস্তু উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইলে তাহা ত্যাগ করা যায় না। অতএব আমি এখনই নিষ্ক্রমণপূর্ব্বক একাকী বনে যাইব। সেখানে গিয়া ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করাই আমার পক্ষে যুক্তিযুক্ত। এই সঙ্কল্প করিয়া মহসত্ত্ব শয্যা হইতে উঠিলেন, কাহাকেও না জানাইয়া প্রাসাদ হইতে অবতরণপূর্ব্বক অগ্রদ্বার দিয় † নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং একাকী বনে প্রবেশ করিয়া গোদাবরীতীরে যোজনত্রয়বিস্তৃত কপিত্থবনাভিমুখে চলিলেন।

---

* মূলে 'উদকে চতুউসভং থলে অট্‌ঠ উসভং' আছে। ১ উসভ = ২০ যষ্টি ; ১ যষ্টি = ৭ হাত। ১ উসভ = ১৪০ হাত।

† ইহার পূর্ব্বেও কোন কোন আখ্যায়িকায় অগ্রদ্বার দিয়া গোপনে নিষ্ক্রান্ত হইবার কথা আছে। পলায়ন করিতে হইলে পশ্চাদ্দ্বার দিয়াই যাওয়া সম্ভবপর। অতএব 'অগ্রদ্বার' শব্দে সম্মুখের দ্বার না বুঝাইয়া অন্য কোন দ্বার (খিড়কির দরজা ?) বুঝিতে হইবে কি ?

মহাসত্ত্ব নিষ্ক্রমণ করিয়াছেন জানিয়া শক্র বিশ্বকর্ম্মাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "বৎস, জ্যোতিঃপাল অভিনিষ্ক্রমণ করিয়াছেন; তাঁহার সঙ্গে বহু লোকসমাগম হইবে। তুমি গিয়া গোদাবরী-তীরে কপিত্থবনে আশ্রম নির্ম্মাণ কর এবং তাহাতে প্রব্রাজক-ব্যবহার্য্য সমস্ত দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া রাখ।" বিশ্বকর্ম্মা তাহাই করিলেন। মহাসত্ত্ব সেখানে উপস্থিত হইয়া একপদিক পথ দেখিয়া ভাবিলেন, ইহা বোধ হয় প্রব্রাজকদিগের বাসস্থান হইবে। তিনি ঐ পথে আশ্রমে গিয়া কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া পর্ণশালায় প্রবেশ করিলেন এবং সেখানে প্রব্রাজক-ব্যবহার্য্য সমস্ত উপকরণ দেখিয়া বুঝিলেন, সম্ভবতঃ দেবরাজ শক্র তাঁহার নিষ্ক্রমণ-বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়াছেন। এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি পরিহিত বস্ত্র ত্যাগ করিলেন, রক্ত বল্কলের অন্তর্ব্বাস ও বহির্ব্বাস পরিধান করিলেন, এক স্কন্ধে মৃগচর্ম্ম ধারণ করিলেন, জটামণ্ডল বাঁধিলেন, শস্ত্রের বাঁক কান্ধে লইলেন *, ভিক্ষুদণ্ড হস্তে লইয়া পর্ণশালার বাহিরে গেলেন এবং চঙ্ক্রমণে উঠিয়া কয়েকবার একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত পা-চারি করিলেন। তাঁহার প্রব্রজ্যাশ্রীতে সেই বন শোভাময় হইল। তিনি কৃৎস্নপরিকর্ম্ম দ্বারা প্রব্রজ্যাগ্রহণের সপ্তমদিনেই অষ্ট সমাপত্তি ও পঞ্চ অভিজ্ঞা লাভ করিলেন এবং উঞ্ছচর্য্যা দ্বারা বন্য ফলমূল সংগ্রহপূর্ব্বক তাহাই আহার করিয়া একাকী বাস করিতে লাগিলেন।

এদিকে মহাসত্ত্বের মাতা, পিতা, মিত্র, সুহৃজ্জন, জ্ঞাতি প্রভৃতি তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে তাঁহার অনুসন্ধানে ছুটিলেন। এক বনেচর কপিত্থ আশ্রমপদে তাঁহাকে দেখিয়া চিনিতে পারিয়াছিল। সে গিয়া তাঁহার মাতা পিতাকে জানাইল। তাঁহার মাতা পিতা আবার রাজাকে এই সংবাদ দিলেন। রাজা বলিলেন, "চল, তাহাকে দেখি গিয়া।" তিনি মহাসত্ত্বের মাতা পিতাকে সঙ্গে লইয়া বহু অনুচর-সহ বনেচরপ্রদর্শিত পথে গোদাবরীতীরে উপনীত হইলেন। বোধিসত্ত্ব নদীতীরে গিয়া আকাশে আসীন হইয়া ধর্ম্মদেশনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে আশ্রমে লইয়া গেলেন এবং সেখানেও আকাশে আসীন হইয়া বিষয়ভোগের দোষ প্রদর্শনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার ধর্ম্মদেশন করিলেন। ইহাতে রাজা হইতে আরম্ভ করিয়া সকলেই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন; বোধিসত্ত্ব ঋষিগণ-পরিবৃত হইয়া বাস করিতে লাগিলেন। তিনি যে ঐ আশ্রমে বাস করিতেছেন, ক্রমে সমস্ত জম্বুদ্বীপবাসীরা তাহা জানিতে পারিল। রাজারা রাজ্যবাসীদিগের সহিত তাঁহার নিকট গিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে লাগিলেন; কাজেই সেখানে বহুলোকসমাগম হইল; ক্রমে সেখানকার লোকসংখ্যা বহুসহস্র হইল। কাহারও মনে কামচিন্তা, পরের অনিষ্টচিন্তা বা হিংসার চিন্তা উদয় হইলে মহাসত্ত্ব তখনই গিয়া তাহার সম্মুখে আকাশস্থ হইয়া ধর্ম্মদেশন করিতেন এবং কৃৎস্নপরিকর্ম্ম শিক্ষা দিতেন। যে সকল শিষ্য তাঁহার উপদেশ মত চলিতেন, তাঁহাদের মধ্যে শালীশ্বর, মেণ্ডেশ্বর, পর্ব্বত, কালদেবল, কৃশবৎস, অনুশিষ্য ও নারদ এই সাতজন সমাপত্তিসমূহে অলঙ্কৃত হইয়া তপস্যার পরাকাষ্ঠা লাভ করিলেন এবং তাঁহার প্রধান শিষ্য বলিয়া পরিগণিত হইলেন।

কালক্রমে কপিত্থাশ্রমে এত লোক জুটিল যে ঋষিদিগের বাসস্থানের অভাব ঘটিল।

* 'খারিকাজং অংসে কত্বা'। খারি = শস্ত্র।

মহাসত্ত্ব শালীশ্বরকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "এই আশ্রমে ঋষিদিগের জন্য পর্য্যাপ্ত স্থান হইতেছে না; তুমি ইঁহাদিগকে লইয়া চণ্ডপ্রদ্যোতের* রাজ্যে লম্বচূড়কনামক নিগম-গ্রামের নিকটে গিয়া বাস কর।" শালীশ্বর 'যে আজ্ঞা' বলিয়া তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং বহু সহস্র ঋষি সঙ্গে লইয়া ঐ স্থানে গিয়া বাস করিলেন। কিন্তু আরও অনেক লোক আসিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিল বলিয়া কপিত্থাশ্রম আবার পূর্ব্ববৎ পূর্ণ হইল। তখন বোধিসত্ত্ব মেণ্ডেশ্বরকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "তুমি এই ঋষিদিগকে লইয়া, সৌরাষ্ট্র-জনপদের সীমান্তে শাতোদিকা নাম্নী যে নদী আছে, তাহার তীরে গিয়া বাস কর।" মহাসত্ত্ব তৃতীয় বারে পর্ব্বতকে বলিলেন, "মহারণ্যে অঞ্জন নামে যে পর্ব্বত আছে তুমি গিয়া তাহার নিকটে বাস কর; চতুর্থ বারে কালদেবলকে বলিলেন, "দক্ষিণাপথে অবন্তীরাজ্যে ঘনশিলা-নামক পর্ব্বত আছে; তুমি তাহার নিকটে গিয়া বাস কর।" কিন্তু এইরূপে চারি বার চারি জনকে বহু ঋষিসহ পাঠাইলেও কপিত্থাশ্রম পূর্ব্ববৎ জনপূর্ণ হইল, পাঁচটী স্থানেই বহু সহস্র ঋষি বাস করিতে লাগিলেন। তখন কৃশবৎস মহাসত্ত্বের অনুমতি লইয়া দণ্ডকী রাজার অধিকারস্থ কুম্ভবতী নগরে সেনাপতির বাসভবনের অদূরে এক উদ্যানে বাস করিলেন, নারদ মধ্যদেশে অরঞ্জর-নামক পর্ব্বতাকীর্ণ অঞ্চলে চলিয়া গেলেন; কেবল অনুশিষ্য মহাসত্ত্বের নিকটে রহিলেন।

দণ্ডকী রাজার এক গণিকা তাঁহার নিকট পূর্ব্বে বেশ আদরযত্ন পাইত; কিন্তু এই সময়ে রাজা বিরক্ত হইয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। সে স্বেচ্ছামত বিচরণ করিতে করিতে একদিন উদ্যানে গিয়া কৃশবৎসকে দেখিতে পাইল এবং ভাবিল, "বোধ হয় এই ব্যক্তি কালকর্ণী; আমি ইহার শরীরে নিজের পাপ নিক্ষেপ করিব; তাহার পর স্নান করিয়া চলিয়া যাইব। ইহা স্থির করিয়া সে একখানা দাঁতন চিবাইয়া প্রথমে তাহার উপর প্রচুর থুথু ফেলিল, তাহার পর কৃশবৎসের জটাতে থুথু ফেলিল এবং সেই দাঁতনখানাও তাঁহার মাথায় ফেলিয়া দিল। অনন্তর সে নিজে স্নান করিয়া চলিয়া গেল। ঘটনাক্রমে রাজাও তাঁহাকে স্মরণ করিলেন এবং পূর্ব্বের মত আদরযত্ন করিতে লাগিলেন। সে মোহবশে মত্ত হইয়া মনে করিল, কালকর্ণীর শরীরে নিজের পাপ সঞ্চারিত করিয়াই সে আবার সৌভাগ্যবতী হইয়াছে। ইহার অল্প দিন পরে রাজপুরোহিত পদচ্যুত হইলেন। তিনি ঐ গণিকার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি উপায়ে স্বপদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইলে?" সে বলিল, "রাজার উদ্যানে কালকর্ণী আছে। তাহার শরীরে নিজের পাপ নিক্ষেপ করিয়াই আমি আবার রাজার প্রিয়পাত্রী হইয়াছি।" ইহা শুনিয়া পুরোহিত সেখানে গেলেন, এবং উক্তরূপে তাপসের শরীরে নিজের পাপ নিক্ষেপ করিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, রাজাও তাঁহাকে অচিরে পুনর্ব্বার পৌরোহিত্যে নিয়োজিত করিলেন।

কালক্রমে প্রত্যন্তপ্রদেশে বিদ্রোহ উপস্থিত হইল; রাজা চতুরঙ্গিণী সেনাপরিবৃত হইয়া যুদ্ধার্থ যাত্রা করিলেন। এই সময়ে মোহমূঢ় পুরোহিত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, আপনি জয় ইচ্ছা করেন, না পরাজয় ইচ্ছা করেন?" রাজা বলিলেন, "জয়ই চাই;

* প্রদ্যোত উজ্জয়িনীর রাজা এবং বাসবদত্তার পিতা। ইঁহার প্রকৃতি অতি উগ্র ছিল বলিয়া লোকে ইঁহাকে 'চণ্ড' আখ্যা দিয়াছিল।

পরাজয় ইচ্ছা করিব কেন?" "তবে, মহারাজ, আপনার উদ্যানে যে কালকর্ণী আছে, তাহার শরীরে নিজের পাপ নিক্ষেপপূর্ব্বক যুদ্ধযাত্রা করুন।" রাজা পুরোহিতের কথা বিশ্বাস করিয়া বলিলেন, "আমার সঙ্গে যাহারা যাইতেছে, তাহারাও উদ্যানে গিয়া কালকর্ণীর শরীরে পাপ নিক্ষেপ করুক।" অনন্তর উদ্যানে গিয়া দাঁতন চিবাইয়া প্রথমে তিনি নিজে তপস্বীর জটায় থুথু ও দাঁতনখানা ফেলিলেন এবং নিজের মাথা ধুইলেন। তাহার পর তাঁহার সৈন্য সামন্তেরাও ঐরূপ করিল। ইহারা চলিয়া গেলে সেনাপতি সেখানে গিয়া তাপসকে দেখিতে পাইলেন, দাঁতনগুলি বাহির করিয়া ফেলিয়া দিলেন, তাঁহাকে উত্তমরূপে স্নান করাইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজার অদৃষ্টে কি ঘটিবে?" তপস্বী বলিলেন "ভদ্র, আমার মনে কোন বিদ্বেষের ভাব নাই; কিন্তু দেবতারা ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। অদ্য হইতে সপ্তম দিনে সমস্ত রাজ্য বিনষ্ট হইবে। তুমি শীঘ্র পলায়ন করিয়া অন্যত্র যাও।" সেনাপতি ভীত ত্রস্ত হইয়া রাজাকে এই কথা জানাইলেন। রাজা তাঁহার কথায় কাণ দিলেন না। সেনাপতি কিন্তু গৃহে ফিরিয়া দারাপুত্রসহ পলায়নপূর্ব্বক রাজ্যান্তরে গমন করিলেন।

এদিকে শাস্তা শরভঙ্গ * এই বৃত্তান্ত জানিতে পারিলেন। তিনি দুইজন যুবক তপস্বী পাঠাইয়া কৃশবৎসকে মঞ্চশিবিকায় আকাশপথে নিজের আশ্রমে আনয়ন করিলেন। রাজাও যুদ্ধ করিয়া বিদ্রোহীদিগকে বন্দী করিয়া রাজধানীতে ফিরিলেন। তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিলে দেবতারা প্রথমে বারিবর্ষণ করাইলেন; জলপ্রবাহে প্রাণীদিগের মৃতদেহগুলি ভাসাইয়া লইয়া গেল, ভূমির উপর শুভ্র বালুকার আস্তরণ পড়িল। তাহার পর বালুকারাশির উপর দিব্য পুষ্পবৃষ্টি, পুষ্পরাশির উপর মাসকবৃষ্টি, মাসকস্তূপের উপর কার্ষাপণবৃষ্টি, কার্ষাপণস্তূপের উপর দিব্যাভরণবৃষ্টি হইল। লোকে মহানন্দে হিরণ্য আভরণগুলি কুড়াইতে প্রবৃত্ত হইল। তখন তাহাদের দেহোপরি নানাবিধ প্রজ্বলিত আয়ুধ বর্ষণ হইতে লাগিল। ইহাতে তাহাদের শরীর শতধা খণ্ডবিখণ্ড হইল; তদুপরি আবার প্রভূত পরিমাণে জলন্ত অঙ্গার † বর্ষণ হইল, তদুপরি প্রজ্বলিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গিরিশৃঙ্গ পতিত হইল এবং সর্ব্বোপরি ষষ্টিহস্ত গভীর সূক্ষ্ম বালুকাকণা বর্ষণ হইল। এইরূপে ষষ্টিযোজনায়তন সেই রাজ্য বিনষ্ট হইল। ইহার ঈদৃশ ধ্বংসের কথা জম্বুদ্বীপের সকলেই জানিতে পাইল। অনন্তর দণ্ডকী রাজার সামন্ত কলিঙ্গ, অর্থক ও ভীমরথ ভাবিলেন, 'শুনা যায় পূর্ব্বে বারাণসীরাজ কলাবু ‡ ক্ষান্তিবাদী তপস্বীর নির্য্যাতন করিয়া অবীচিতে প্রবেশ করিয়াছিলেন; নাড়িকীর নামক রাজা তপস্বীদিগকে কুক্কুর দ্বারা খাওয়াইয়া এবং সহস্রবাহু অর্জ্জুন § আঙ্গিরসের উৎপীড়ন করিয়াও এইরূপ দণ্ডভোগ করিয়াছিলেন; এখন শুনিতেছি দণ্ডকী রাজা তপস্বী কৃশবৎসের নির্য্যাতন করিয়া রাজ্যসহ বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছেন। এই চারিজন রাজা কোথায় জন্মান্তর লাভ করিয়াছেন, তাহা আমরা জানি না। শাস্তা শরভঙ্গ ব্যতীত অন্য কেহই আমাদিগকে ইহা বলিতে পারেন না। অতএব তাঁহার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করা যাউক।' এই

* বোধিসত্ত্ব জ্যোতিঃপাল প্রব্রজ্যাগ্রহণের পর এই নামে অভিহিত হইয়াছিলেন।

† মূলে 'বিতচ্চিকঙ্গার' আছে—যে অঙ্গারের স্পর্শে বিচর্চিকা বা ফোস্কা পড়ে, উত্তপ্ত বা জলন্ত অঙ্গার স্ফুলিঙ্গ (জাতক, ৪২১)।

‡ ক্ষান্তিবাদি-জাতক (৩, ৩)।

§ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন। (রামায়ণ উত্তর কাণ্ড, ৩ শ সর্গ, কথাসরিৎসাগর)।

উদ্দেশ্যে উক্ত তিন জন সামন্তরাজই বহু অনুচরসহ প্রশ্ন জিজ্ঞাসার জন্য যাত্রা করিলেন। তাঁহারা কেহই জানিতেন না যে, অমুক রাজাও এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছেন; প্রত্যেকেই ভাবিয়াছিলেন, একা তিনিই যাইতেছেন। ঘটনাক্রমে গোদাবরীর অদূরে তাঁহারা তিন জনেই সমবেত হইলেন। অনন্তর তাঁহারা স্ব স্ব রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক তিন জনে এক রথে আরোহণ করিয়া গোদাবরীতীরে উপনীত হইলেন।

ঐ সময়ে শক্র পাণ্ডুকম্বলশিলাসনে উপবেশনপূর্ব্বক সাতটী প্রশ্ন চিন্তা করিয়া ভাবিতেছিলেন, 'শাস্তা শরভঙ্গ ব্যতীত এই ব্রহ্মাণ্ডে দেবতা, মনুষ্য, এমন কেহই নাই, যে এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে। অতএব তাঁহাকেই এই সকল প্রশ্নের উত্তর জিজ্ঞাসা করিব। এই তিন জন রাজাও শাস্তা শরভঙ্গকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার অভিপ্রায়ে গোদাবরীতীরে উপস্থিত হইয়াছেন। ইঁহারা যে প্রশ্ন করিবেন, শরভঙ্গের নিকট আমিও তাহার উত্তর চাহিব।' এই উদ্দেশ্যে শক্র দুইটী দেবলোকের দেবগণসহ অবতরণ করিলেন।

ঐ দিন কৃশবৎস দেহত্যাগ করিলেন। তাঁহার শরীরকৃত্য সম্পাদনের জন্য চারিদিক্ হইতে বহু সহস্র ঋষি সমবেত হইয়া চন্দনকাষ্ঠের চিতা সজ্জিত করিলেন এবং তদুপরি তাঁহার শব দাহ করিলেন। শ্মশানের সমন্তাৎ অর্দ্ধযোজন-পরিমিত স্থানে দিব্য পুষ্পবৃষ্টি হইল। মহাসত্ত্ব চিতোপরি শব নিক্ষেপ করাইয়া আশ্রমে প্রতিগমনপূর্ব্বক ঋষিগণ-পরিবৃত হইয়া উপবেশন করিলেন।

রাজারা যখন নদীতীরে উপস্থিত হইলেন তখন তাঁহাদের সেনা, বাহন ও বাদ্যযন্ত্রের শব্দে মহাকোলাহল হইল। তাহা শুনিয়া মহাসত্ত্ব তপস্বী অনুশিষ্যকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "বৎস, তুমি গিয়া জান দেখি, ব্যাপার কি? এ কিসের কোলাহল?" অনুশিষ্য জলের ঘট লইয়া ঐ রাজা তিন জনকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন:—

১। পরিয়া সুন্দর বস্ত্র, আভরণ নানা,
কে তোমরা তিন জন বসি এক রথে?
কর্ণে শোভে তোমাদের কুণ্ডল উজ্জ্বল,
হস্তে তরবারি, ৎসরু যাহার খচিত
বৈদূর্য্যমুক্তা-আদি বিবিধ রতনে।
কি কি নাম তোমাদের, বল, নরলোকে?

অনুশিষ্যের কথা শুনিয়া রাজারা রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলেন, এবং অর্থক রাজা অনুশিষ্যের সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইয়া বলিলেন:—

২। অর্থক আমার নাম, ভীমরথ ইনি;
উনি সে কলিঙ্গরাজ, সুযশ যাঁহার
বিদিত সর্ব্বত্র; আসিয়াছি হেথা মোরা
জিতেন্দ্রিয় ঋষিগণে করিতে দর্শন,
পাইতে উত্তর আর প্রশ্ন একটীর।

অনুশিষ্য বলিলেন, "মহারাজগণ, আপনারা উত্তম কার্য্য করিয়াছেন,—যেখানে আসা কর্ত্তব্য, সেখানেই আসিয়াছেন। এখন স্নান ও বিশ্রাম করিয়া আশ্রমে চলুন এবং ঋষিগণকে

প্রণাম করিয়া শাস্তাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন।" রাজাদিগকে এইরূপে প্রতিসম্ভাষণ করিয়া অঙ্গুশিষ্য জলের ঘট উত্তোলন করিলেন এবং তাঁহার মুখে যে সকল জলবিন্দু পতিত হইল, সেগুলি পুছিয়া আকাশের দিকে অবলোকনপূর্ব্বক দেবগণপরিবৃত ঐরাবতস্কন্ধারূঢ় দেবরাজ শক্রকে অবতরণ করিতে দেখিয়া তাহার সহিত আলাপ করিবার জন্য তৃতীয় গাথা বলিলেন:—

৩। পৌর্ণমাসী রজনীতে অর্দ্ধপথগত *
শশধর সমসমুজ্জ্বলদিব্যদেহ
কে তুমি হে অন্তরীক্ষে বসি অই, বল?
নিশ্চয় মহানুভাব যক্ষ তুমি কোন;
কি নামে বিদিত তুমি, বল, নরলোকে? †

ইহার উত্তরে শক্র চতুর্থ গাথা বলিলেন:—

৪। দেবলোকে সুজম্পতি নামে পরিচিত;
ভূতলে মঘবা নামে অর্চে লোকে যাঁরে,
সেই দেবরাজ আমি; আসিয়াছি আজ
জিতেন্দ্রিয় ঋষিগণে করিতে দর্শন।

অঙ্গুশিষ্য বলিলেন, "বেশ, মহারাজ; আপনি আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলুন।" অনন্তর তিনি জলের ঘট লইয়া আশ্রমে ফিরিলেন এবং ঘটটী যথাস্থানে রাখিয়া, রাজা তিন জন এবং শক্র যে প্রশ্নজিজ্ঞাসার্থ আগমন করিয়াছেন, মহাসত্ত্বকে সেই সংবাদ দিলেন। মহাসত্ত্ব তখন ঋষিগণ-পরিবৃত হইয়া একটী সুবিস্তীর্ণ বেদির ‡ উপর বসিয়া ছিলেন। রাজা তিন জন সেখানে উপস্থিত হইয়া ঋষিদিগকে প্রণিপাতপূর্ব্বক একান্তে উপবেশন করিলেন, শক্রও অবতরণ করিয়া ঋষিগণের নিকটে গেলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাদিগের গুণ বর্ণনা করিয়া নমস্কার করিলেন। তিনি বলিলেন:—

৫। মহর্দ্ধি মহানুভাব ঋষিগণ, যাঁরা
সমাগত হেথা, গুণগান তাঁহাদের
সুদূর ত্রিদশালয়ে শুনি নিত্য মোরা।
জীবলোকে নরোত্তম এই আর্য্যগণে
সুপ্রসন্নচিত্তে আমি করি নমস্কার।

এইরূপে ঋষিগণের বন্দনা করিয়া শক্র ষড়্‌বিধ নিষদ্যাদোষ § পরিহারপূর্ব্বক একান্তে উপবেশন করিলেন। তিনি ঋষিগণের অধোবাতে বসিয়াছেন দেখিয়া অঙ্গুশিষ্য ষষ্ঠগাথা বলিলেন:—

* অর্দ্ধপথগত—চন্দ্র যখন দর্শকের মস্তকোপরি উঠে তখন তাহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উজ্জ্বল দেখায়।

† ৪র্থ খণ্ড; ৩১৪ পৃঃ।

‡ মূলে 'মালক' এই শব্দ আছে। কোন বৃতিবেষ্টিত বৃত্তাকার পবিত্র স্থানকে মালক বলা যায়।

§ ১ম খণ্ডের ১ম পৃষ্ঠের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

৬। বহুদিন প্রব্রাজক হয়েছেন যাঁরা;
গাত্রগন্ধ তাঁহাদের বড়ই বিকট।
বায়ু সেই গন্ধ, শক্র, করিছে বহন
নাসারন্ধ্রে তব ; তুমি ব'সো অন্য স্থানে।

শক্র বলিলেন ;—

৭। "চিরপ্রব্রাজিত ঋষিগণের যে গন্ধ,
যেথা ইচ্ছা বায়ু তাহা করুক বহন,
বিচিত্র কুসুম কিংবা সুরভি মালার
গন্ধ হ'তে এই গন্ধ ভালবাসি মোরা।
ধার্ম্মিকের গাত্র হ'তে যে গন্ধ নিঃসরে,
দেবতা কি কভু তাহা হেয় জ্ঞান করে? *

ভদন্ত অনুশিষ্য, আমি মহা উৎসাহের সহিত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি। আমাকে জিজ্ঞাসার জন্য অবসর দিবার উপায় করুন।" ইহা শুনিয়া অনুশিষ্য আসন হইতে উত্থিত হইলেন এবং দুইটী গাথা দ্বারা ঋষিগণের নিকট অবসর প্রার্থনা করিলেন:—

৮। মহাযশা, মহাদাতা, † অসুরমর্দ্দন
মঘবা, সুজার পতি, ভূতনাথ যিনি
সেই দেবরাজ নিজে চান অবসর,
ঋষিগণ, প্রশ্ন তাঁর করিতে জিজ্ঞাসা।

৯। এই তিন মহীপাল নিয়ে দেবরাজ
অতি সূক্ষ্ম প্রশ্ন জিজ্ঞাসিবেন নিশ্চয়।
কে সমর্থ সদুত্তর দিতে তাহাদের
সুপণ্ডিত এই সব ঋষির ভিতর?

ইহা শুনিয়া ঋষিরা বলিলেন, "মারিষ অনুশিষ্য, আপনি পৃথিবীতে থাকিয়াও যেন পৃথিবীটাকে দেখিতে পান না, এই ভাবে কথা বলিতেছেন। শাস্তা শরভঙ্গ ব্যতীত ‡ এমন আর কে আছেন, যিনি এই সকল প্রশ্নের উত্তরদানে সমর্থ?

১০। আজন্ম মৈথুনধর্ম্ম বিরত, তপস্বী
পুরোহিতপুত্র এই শরভঙ্গ ঋষি
করেছেন বশীভূত আত্মরিপুগণ।
ইনিই প্রশ্নের সব দিবেন উত্তর।

মারিষ, আপনি শাস্তাকে বন্দনা করিয়া, শক্র যে প্রশ্ন করিবেন, তাহার জন্য ঋষিগণের

---

* তু৽—ধর্ম্মপদ, পুষ্পবর্গ:—১১, ১২, ১৩।

† মূলে 'পুরিন্দদ' আছে। ইহা সংস্কৃত 'পুরন্দর'। পালিটীকাকার কিন্তু ইহার অদ্ভুত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলেন শক্র পুরী দান করিয়াছেন বলিয়া 'পুরিন্দদ'। শক্রের 'সহস্রলোচন' আখ্যাটীরও নূতন ব্যাখ্যা আছে:—যিনি অমাত্যসহস্র দ্বারা চরাচর পর্য্যবেক্ষণ করান।

‡ এখানে টীকাকার শরভঙ্গ শব্দের ব্যাখ্যায় বলেন, এই ঋষি পূর্ব্বে শরপ্রাসাদাদি নির্ম্মাণ করিয়া পুনর্ব্বার শরাঘাতেই সেগুলি ভগ্ন করিতেন বলিয়া শরভঙ্গ আখ্যা পাইয়াছিলেন।

অনুরোধে অবসর প্রার্থনা করুন।" অনুশিষ্য "যে আজ্ঞা" বলিয়া তাঁহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং শাস্তাকে প্রণাম করিয়া নিম্নলিখিত গাথায় অবসর প্রার্থনা করিলেন :—

১১। সাধুশীল এই সব তাপস, কৌণ্ডিণ্য, *
করেন প্রার্থনা সবে, দিন সদুত্তর
প্রশ্নের যে সব এঁরা জিজ্ঞাসিতে হেথা
উপনীত তব পার্শ্বে; ইহাই প্রকৃতি
মানুষের যাঁরা বৃদ্ধ জ্ঞানে ও বয়সে,
সূক্ষ্মপ্রশ্নোত্তরদান-রূপ মহাভার
অর্পিতে তাঁদের স্কন্ধে চায় সব লোকে।

তখন মহাসত্ত্ব নিম্নলিখিত গাথায় অবসর দান করিলেন :—

১২। দিনু অবসর আমি; করুন জিজ্ঞাসা
যাহা হয় অভিরুচি; জানা আছে মোর
ইহলোক, পরলোক তুল্যরূপে, তাই,
পারিব উত্তর দিতে প্রত্যেক প্রশ্নের।

মহাসত্ত্ব এইরূপে অবসর দান করিলে শক্র নিজে যে প্রশ্ন গঠন করিয়াছিলেন, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদভাবে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন :—

১৩। অর্থদর্শী, মহাদাতা দেবরাজ করিলেন জিজ্ঞাসা তখন
প্রথম প্রশ্নটী তাঁর, শুনিতে উত্তর যার ব্যগ্র তাঁর মন :—

১৪। কাহাকে করিয়া বধ শোক কভু না উপজে মনে?
কি করিলে পরিহার ধন্য ধন্য বলে ঋষিগণে?
কাহার পরুষ বাক্য সতত ক্ষমার যোগ্য হয়?
এ তিন প্রশ্নের মোর সদুত্তর দিন, মহাশয়।

মহাসত্ত্ব নিম্নলিখিত গাথায় এই প্রশ্ন তিনটীর উত্তর দিলেন :—

১৫। ক্রোধকে করিলে বধ শোক কভু না উপজে মনে;
কপটতা পরিহার প্রশংসাই বলে সর্ব্বজনে।
সবার(ই) পরুষ বাক্য ক্ষন্তব্য বলেন সাধুগণ;
ক্ষান্তি সর্ব্বোত্তমগুণ; হও সবে ক্ষান্তিপরায়ণ।

ইহার পরবর্ত্তী দুইটী গাথায় উত্তর প্রত্যুত্তর বুঝিতে হইবে :—

১৬। সমকক্ষ, কিংবা উচ্চকক্ষ যেই জন, অসহ্য তাহার নয় পরুষ বচন।
কিন্তু, হে কৌণ্ডিণ্য নীচে যদি উচ্চ ভাবে, কি প্রকারে লোকে তাহা উড়াইবে হেসে?

---

* শরভঙ্গের গোত্রনাম।

১৭। ভয় হেতু ক্ষমে লোকে উচ্চকক্ষ কটু যদি কয়;
সমকক্ষে করে ক্ষমা শুধু বিবাদের আশঙ্কায়;
নীচের পরুষ বাক্য সহিতে সমর্থ যেই জন,
তাঁহারই পরমা ক্ষান্তি গুণ তাঁর গান সাধুগণ।

মহাসত্ত্বের এই ব্যাখ্যা শুনিয়া শক্র বলিলেন, 'ভদন্ত, আপনি প্রথমে বলিলেন, সকলেরই পুরুষ বাক্য ক্ষমণীয়; ইহাই উত্তমা ক্ষান্তি; কিন্তু এখন বলিতেছেন, যে ইহলোকে নীচজনের পরুষ বাক্য ক্ষমা করে, তাহারই ক্ষান্তি সর্ব্বোত্তমা। ইহাতে যে পূর্ব্বাপর সুসঙ্গতি থাকিতেছে না।" মহাসত্ত্ব বলিলেন, 'আমি শেষে যাহা বলিয়াছি, তাহাতে পরুষভাষী হীন-লোক ইহা জানিয়াও যে ক্ষমা করা, তাহার দিকেই লক্ষ্য করিয়াছি। কিন্তু লোকে কাহারও রূপ দেখিয়া তাহার উৎকর্ষাপকর্ষ জানিতে পারে না। সেই জন্যই প্রথমে বলিয়াছি যে, সকলেরই কটুবাক্য সহ্য করা কর্ত্তব্য।"

কাহারও সঙ্গে মিশামিশি না করিলে, কেবল তাহার আকারদর্শনে সে উচ্চ কি নীচ ইহা যে জানা অসম্ভব, এই ভাব সুস্পষ্টভাবে বুঝাইবার জন্য মহাসত্ত্ব আবার বলিলেন :—

১৮। ঈর্য্যাপথে আপাততঃ, শিষ্ট বলি ভাবি যেই জনে,
শ্রেষ্ঠ, বা সদৃশ সেই, কিংবা হীন জানিব কেমনে?
পক্ষান্তরে সাধুগণ বিচরেন কথন কথন
ধরিয়া বিরূপ রূপ, কিন্তু তাঁরা নন হীনজন।
কি উচ্চ, কি নীচ তব, কিংবা কেহ সদৃশ তোমার—
ক্ষমিবে সর্ব্বচিত্তে পরুষ বচন সবাকার।

ইহা শুনিয়া শক্রের আর সংশয় রহিল না। তিনি প্রার্থনা করিলেন, 'ভদন্ত, আপনি আমার অবগতির জন্য এই ক্ষান্তিগুণের প্রশংসা কীর্ত্তন করুন।" মহাসত্ত্ব বলিলেন :—

১৯। রাজা যার নেতা, হেন সুবৃহৎ সৈনিকের দল
যুদ্ধ করি প্রাণপণে লভিতে না পারে সেই ফল,
যে ফল ক্ষান্তির বলে প্রাপ্ত হন সৎপুরুষগণ
করেন অক্লেশে তাঁরা ক্ষান্তিবলে অরাতি দমন।

মহাসত্ত্ব এইরূপে যখন ক্ষান্তির গুণ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন, তখন সেই নরপতিত্রয় ভাবিলেন, 'শক্র কেবল নিজের প্রশ্নই করিতেছেন; আমাদের প্রশ্নের অবকাশ দিতেছেন না।' শক্র তাঁহাদের মনের ভাব বুঝিয়া, নিজের আরও যে চারিটী প্রশ্ন ছিল, সেগুলি জিজ্ঞাসা না করিয়া, রাজারা যে প্রশ্ন করিতে আসিয়াছিলেন, তাহাই জিজ্ঞাসিলেন :—

২০। অনুমোদনের যোগ্য পাইলাম সদুত্তর তিনটী প্রশ্নের তব ঠাঁই;
আর এক প্রশ্ন আছে, উত্তর যাহার আমি, মুনিবর, জিজ্ঞাসিতে চাই।
নাড়িকীরার্জ্জুন আর কলাবু, দণ্ডকী এই চারিজন পাপকর্ম্মা রাজা—
ঋষিগণে নির্য্যাতন করিয়া তাঁহারা এবে পেতেছেন কোথা কোন্ সাজা?

এই প্রশ্নের উত্তরে মহাসত্ত্ব পাঁচটি গাথা বলিলেন :—

২১। নিক্ষেপিয়া দন্তকাষ্ঠ কৃশবৎস-শিরে
রাজ্যবাসিগণসহ সমূলে বিনাশ

পেয়েছে দণ্ডকী ; এবে পচিতেছে সেই
কুকূল নরকে, যেথা অবিরত তার
হইতেছে দেহে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বর্ষণ।

২২। সুসংযত, বীতপাপ, ধর্ম্মপ্রদর্শক,
নির্দ্দোষ তাপসগণে বঞ্চনা করিয়া
নাড়িকীর পাইতেছে পরলোকে এবে
ভীষণ যন্ত্রণা, তথা মহাভীমকায়
কুক্কুরেরা দংশে তারে, ভয়ে, যন্ত্রণায়
থর থর কাঁপিতেছে পাপী অনুক্ষণ।

২৩। শক্তিশূল নামে আছে নরক ভীষণ।
অধঃশিরে ঊর্দ্ধপাদে পড়িয়াছে সেথা
অর্জ্জুন সহস্রবাহু ; চিরব্রহ্মচারী
কান্তিমান্ আঙ্গিরস গৌতমে বধিয়া
বিষদিগ্ধ শল্যে, পাপী পায় শাস্তি এই।*

---

* টীকায় নাড়িকীয় ও অর্জ্জুন-সম্বন্ধে এই দুইটী কিংবদন্তী আছে :—

কলিঙ্গরাজ্যে দন্তপুর নগরে নাড়িকীর-নামক এক অধার্ম্মিক রাজা ছিলেন। একদা হিমালয় হইতে এক মহাতাপস পঞ্চশত তপস্বী সঙ্গে লইয়া আগমনপূর্ব্বক রাজার উদ্যানে অবস্থিতি করিয়া ধর্ম্মদেশনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। রাজা অমাত্যদিগের মুখে এই সকল তপস্বীর প্রশংসা শুনিয়া উদ্যানে গিয়া, তাঁহাদিগকে বন্দনা করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। মহাতপস্বী রাজাকে অভ্যর্থনা করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "মহারাজ, আপনি যথাধর্ম্ম রাজ্য শাসন করেন ত? প্রজাদিগের ত পীড়ন করেন না?" এই প্রশ্নে ক্রুদ্ধ হইয়া নাড়িকীর ভাবিলেন, এই ভণ্ড তপস্বী, বোধ হয়, এতদিন নগরবাসীদিগের নিকট আমারই নিন্দা করিতেছে। ইহাকে শিক্ষা দিতে হইতেছে। ইহা স্থির করিয়া তিনি তপস্বীদিগকে পরদিন রাজভবনে যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া গেলেন। অনন্তর তিনি বড় বড় নাদা বিষ্ঠাপূর্ণ করাইয়া রাখিলেন, তপস্বীরা উপস্থিত হইলে তাঁহাদের ভিক্ষাপাত্রে উহা ঢালাইলেন এবং দ্বার বন্ধ করিয়া মুষল, লৌহদণ্ড প্রভৃতির আঘাতে তাঁহাদের মস্তক চূর্ণ করাইলেন। এই পাপের ফলে তিনি ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়া শুনখ নামক মহানরকে জন্ম প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার দেহ হইল তিন গব্যূতপ্রমাণ। হস্তিকুক্ষিপ্রমাণ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কুক্কুরগুলা সেখানে তাঁহাকে দংশন করিয়া মাংস খায়। মহাসত্ত্ব ভূতল দ্বিধা বিদীর্ণ করিয়া শ্রোতাদিগকে এই দৃশ্য দেখাইলেন।

অর্জ্জুন মহিংসক রাজ্যে (মাহিষ্মতী রাজ্যে?) কেক নগরে রাজত্ব করিতেন। তিনি মৃগয়ায় গিয়া মৃগ মারিতেন এবং অঙ্গারপক্ক মৃগমাংস খাইয়া বিচরণ করিতেন। মৃগেরা যে পথে যাতায়াত করিত, একদিন সেখানে একখানা কুটীর নির্ম্মাণ করাইয়া তিনি তন্মধ্যে অবস্থিতি করিতেছিলেন। ঐ সময়ে এক তপস্বী একটা কারবৃক্ষে আরোহণ করিয়া ফল সংগ্রহ করিতেছিলেন। তিনি যে শাখা হইতে ফল তুলিয়া উহা ছাড়িয়া দিতেছিলেন, তাহার কম্পন শব্দ শুনিয়া সেখানে যে সকল মৃগ যাইতেছিল তাহারা পলায়ন করিতেছিল। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া রাজা বিষদিগ্ধ শল্যে ঐ তপস্বীকে বিদ্ধ করিলেন। তপস্বী বৃক্ষ হইতে একটা খদির কাষ্ঠের গোঁজের উপর পতিত হইলেন। উহাতে তাঁহার মস্তক বিদ্ধ হইল ; তিনি শূলাগ্রবিদ্ধ ব্যক্তির ন্যায় প্রাণত্যাগ করিলেন। রাজাও তৎক্ষণাৎ দ্বিধা ভিন্না ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়া শক্তিশূল নামক নিরয়ে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহারও দেহ হইল তিন গব্যূতপ্রমাণ। নরকপালেরা সেখানে তাঁহাকে প্রজ্বলিত অয়ঃপর্ব্বতের উপর রাখিয়া দিতেছে ; সেখান হইতে প্রচণ্ড বায়ুর আঘাতে তিনি অধোদেশস্থ তপ্তলোহময়ী ভূমির উপর পড়িতেছেন ; তাহার পতনকালে সেই ভূভাগ হইতে তালপ্রমাণ উত্তপ্ত লৌহ শূল উত্থিত হইতেছে, উহাতে তাঁহার মস্তক বিদ্ধ হইতেছে......ইত্যাদি। মহাসত্ত্ব ভূতল দ্বিধা বিদীর্ণ করিয়া শ্রোতাদিগকে এই দৃশ্যও দেখাইলেন।

২৪। ক্ষান্তিবাদী প্রব্রাজকে, বিনা অপরাধে
বধিল কলাবু; দিল অশেষ যাতনা;
একটী একটী করি ছেদিল তাঁহার
অঙ্গগুলি সে দুরাত্মা। সেই পাপে এবে
পচিতেছে পাপী এক ভীষণ নরকে;
পাইতেছে ভয়ানক যন্ত্রণা সেথায়।

২৫। এতাদৃশ, ইহা হ'তে আরও ভয়ানক
নরকে রয়েছে কত, পাপীরা যেখানে
ভুঞ্জে পাপফল সদা; শুনি সে কাহিনী
ধর্ম্মানুমোদিত কৃত্য সম্পাদিয়া সুধী
শ্রমণ-ব্রাহ্মণে তুষে। অন্তিমে তাহার
এ পুণ্যের বলে ধ্রুব স্বর্গলাভ হয়।

এইরূপে মহাসত্ত্ব পাপিরাজচতুষ্টয়ের পুনর্জ্জন্মস্থান প্রদর্শন করিলে উপস্থিত রাজাদিগের সংশয় অপনোদিত হইল; অতঃপর শক্র তাঁহার অবশিষ্ট চারিটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন :—

২৬। সকল প্রশ্নের তুমি অনুমোদন যোগ্য দিলা সদুত্তর।
আরও কতিপয় প্রশ্ন এবে আমি জিজ্ঞাসিতে চাই, মুনিবর।
কিরূপ আচারে লোকে প্রকৃতই শীলবান্ বলি গণ্য হয়?
কাহাকে বলিব প্রাজ্ঞ? সত্য সৎপুরুষ কেবা, বল, মহাশয়।
কমলা অচলা হয়ে কি গুণে লোকের সঙ্গে অনুক্ষণ রয়?

ইহার উত্তরে মহাসত্ত্ব চারিটি গাথা বলিলেন :—

২৭। কায়ে আর বাক্যে যেই সংযত সতত, মনেও সে জন্ পাপে নাহি হয় রত,
মিথ্যা যে না বলে কভু স্বার্থসিদ্ধি তরে, সত্য শীলবান্ বলি জানি সেই নরে।

২৮। গম্ভীর প্রশ্নের সব সমাধান-তরে আন্দোলন সে সকল মনে যেই করে,
পরের অহিত কর্ম্ম করে না কখন, যথাকালে কৃত্য সব করে সম্পাদন,
পণ্ডিতে প্রকৃত প্রাজ্ঞ বলে হেন জনে; প্রাজ্ঞ কে, তা' জানা যায় এ সব লক্ষণে।

২৯। কৃতজ্ঞ, সুধীর, মিত্রহিতপরায়ণ, বিপন্ন মিত্রের সঙ্গ না ছাড়ি কখন
সদা তার সহায়তা করে, হেন জনে সৎপুরুষ বলি সব পণ্ডিতে বাখানে।

৩০। এই সর্ব্বগুণোপেত যেই নরবর, শ্রদ্ধাশীল, প্রিয়ভাষী, লোকপ্রিয়ঙ্কর,
অন্য সহ ভাগ করি ভুঞ্জে নিজ ধন, করে দান, মুখে সদা প্রিয় সম্ভাষণ,
কমলার বরপুত্র জানিও তাহারে; সংসর্গ তাহার লক্ষ্মী ছাড়িতে না পারে।

মহাসত্ত্ব শক্রের প্রশ্ন চারিটার এইরূপ বিশদ উত্তর দিলেন যেন, তিনি গগনতলে চন্দ্র উত্থাপিত করিলেন। অতঃপর আরও কয়েকটী প্রশ্ন ও তাহাদের উত্তর প্রদত্ত হইতেছে :—

৩১। "সকল প্রশ্নের তুমি অনুমোদনের যোগ্য দিলা সদুত্তর।
অপর একটী প্রশ্ন এবে আমি জিজ্ঞাসিতে চাই, মুনিবর।
শীল, শ্রী, সদ্ধর্ম্ম, প্রজ্ঞা— এ চারি গুণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কারে বলি;
এ প্রশ্নের সদুত্তর পাইতে তোমার ঠাঁই আমি কুতুহলী।"

৩২। তারানাথ করে যথা উজ্জ্বল আভায় সব তারা অতিক্রম,
শীল, শ্রী, সদ্ধর্ম,—সবে অতিক্রম করে তথা প্রজ্ঞা গুণোত্তম।
শীল, শ্রী, সদ্ধর্ম আদি অন্য সব গুণ করে প্রজ্ঞানুগমন,
থাকে যদি প্রজ্ঞা, তবে অভাব এ সকলের ঘটেনা কখন।"

৩৩। "বলিলে উত্তম কথা, অনুমোদনের যোগ্য দিলা সদুত্তর ;
অপর একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে আমি চাই মুনিবর।
কিরূপে, কি কার্য্য করি, কোন্ আচারের বলে, সেবি কোন্ জনে
মানুষ লভিবে প্রজ্ঞা ? প্রজ্ঞা প্রাপ্তি-পথ কোথা, বল এ জীবনে ?

৩৪। "জ্ঞানবৃদ্ধ, সুপণ্ডিত, সূক্ষ্মবিনির্ণয়পটু আচার্য্যে সেবিবে ;
উপদেশলাভ হেতু ভক্তি সহ পুনঃ পুনঃ পদ জিজ্ঞাসিবে।
বলিবেন তিনি যাহা, অবহিতচিত্তে তাহা করিবে শ্রবণ
এ উপায় বিনা কেহ পারেনা করিতে লাভ প্রজ্ঞা মহাধন।

৩৫। অনিত্য বিষয় সুখ দুঃখাবহ, পীড়াকর, অশান্তি-নিদান ;
জানিয়া নিশ্চিত ইহা সর্ব্ববিধ কামদোষ ত্যজি প্রজ্ঞাবান্,
সর্ব্ববিধ অবস্থায়, দুঃখে কিংবা প্রলোভনে, কিংবা মহাভয়ে,
নির্ব্বিকারচিত্তে থাকি দেয় না ক বাসনায় থাকিতে হৃদয়ে।

৩৬। বীতরাগ, দ্বেষহীন, সর্ব্বভূতে প্রেমময়, ধন্য প্রজ্ঞাবান্ ;
অসীম মৈত্রীর ভাব হৃদয়ে পুষিয়া তিনি ব্রহ্মলোকে যান।"

মহাসত্ত্বের মুখে কামদোষের এইরূপ বর্ণনা শুনিয়া বৈপরীত্যবিদর্শনবশতঃ * সেই তিন জন রাজার এবং তাঁহাদের অনুগামী সৈন্যসামন্তদিগের মন হইতে কামাসক্তি অন্তর্হিত হইল। ইহা বুঝিতে পারিয়া মহাসত্ত্ব নিম্নলিখিত গাথায় তাঁহাদের প্রশংসা করিলেন :—

৩৭। অহো কি মাহেন্দ্রক্ষণে আগমন হেথা †
হ'ল তোমাদের আজ। অর্থক নৃপতি,
ভীমরথ, মহাযশা কলিঙ্গ-ঈশ্বর,
লভিলা তোমরা সবে বড়ই সুফল
দুঃখের নিদান কামরাগ পরিহরি।

ইহা শুনিয়া রাজারা মহাসত্ত্বের স্তুতি করিয়া বলিলেন,

৩৮। পরচিত্তবেদী তুমি, নাহি কিছু তব অগোচর
প্রকৃতই বীতরাগ এবে মোরা সবে, মুনিবর।

---

* মূলে 'তদঙ্গপ্পহানেন' এই পদ আছে, পহান=প্রহাণ=পরিহার। তদঙ্গপ্রহাণ বলিলে বিদর্শনজাত বৈপরীত্য দ্বারা মন হইতে মিথ্যাদৃষ্টির অপনয়ন, যাহা পরিহার্য্য তাহার বিপরীত কিছু দেখিয়া তাহার পরিহার বুঝায়। যেমন দীপ দ্বারা অন্ধকারের নিবারণ। এখানে অকামীর গুণ জানিয়া কামের পরিহার হইয়াছে।

† মূলে 'মহিদ্ধিয়ন্ আগমনম্ অহোসি' আছে। ইংরাজী অনুবাদক ইহার অর্থ করিয়াছেন 'by power of magic came.' কিন্তু এখানে টীকাকারের "মহন্তং মহাবিপফারং মহা জুতিকং" এই ভাব গ্রহণ করাই যুক্তিসঙ্গত

অনুগ্রহপ্রকাশের অবকাশ কর হে সম্প্রতি ; *
তোমার মতন যেন আমরাও লভি সদ্‌গতি।

মহাসত্ত্ব রাজাদিগের প্রতি অনুগ্রহপ্রকাশের ইচ্ছা করিয়া বলিলেন,

৩৯। করিলাম অনুগ্রহ সর্ব্বান্তঃকরণে, নৃপগণ,
কেন না তোমরা সবে বীতকাম হয়েছ এখন।
মনে, দেহে, সর্ব্ব অঙ্গে পাও সবে সুবিপুলা প্রীতি ;
যে গতি হয়েছে মোর, তোমরাও লভ সেই গতি।

ইহা শুনিয়া রাজারা আপনাদের সম্মতি জানাইয়া বলিলেন,

৪০। তুমি, প্রভো, মহাপ্রাজ্ঞ, উপদেশ দিবে যা' যখন,
সতত যতনে মোরা সমুদায় করিব পালন ;
সর্ব্বাঙ্গ করিবে নৃত্য পূর্ণ হয়ে আনন্দে অপার ; †
হইবে তোমার মত সদ্‌গতি আমা সবাকার।

অতঃপর মহাসত্ত্ব রাজাদিগের সৈন্য সামন্তদিগকে প্রব্রজ্যা দেওয়াইলেন এবং ঋষিদিগকে বিদায় দিবার কালে বলিলেন,

৪১। সমবেত হয়ে হেথা তোমরা সকলে
দেখালে সম্মান মৃত কৃশবৎস প্রতি ;
এবে, সাধুগণ, সবে নিজ নিজ স্থানে
যাও ফিরি ; হও রত ধ্যান-অনুষ্ঠানে
সদা সমাহিতচিত্তে ; ধ্যানজাত সুখ
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার পরিব্রাজকের।

ঋষিরা মহাসত্ত্বের আদেশ শিরোধার্য্য করিলেন এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আকাশে উৎপতনপূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেলেন। শক্রও আসন হইতে উত্থিত হইয়া মহাসত্ত্বের স্তুতিগান করিলেন এবং লোকে যেমন কৃতাঞ্জলিপুটে সূর্য্যকে নমস্কার করে, সেইরূপে মহাসত্ত্বকে নমস্কার করিয়া অনুচরগণসহ প্রস্থান করিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদভাবে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন :—

৪২। সুপণ্ডিত-ঋষি-প্রোক্ত পরমার্থযুক্ত এই গাথাগুলি করিয়া শ্রবণ
দিয়া তাঁরে ধন্যবাদ পুলকিত চিতে গেলা স্বরগে যশস্বী দেবগণ।

৪৩। অর্থবতী, সুভাষিতা যে শুনে এ সব গাথা ভক্তিসহ অবহিত-চিত্তে,
নিম্নতম হতে সেই চতুর্থ ধ্যানের সুখ ক্রমে ক্রমে পারিবে লভিতে।
পারম্পর্য্য-অনুসারে অর্হত্ব-মার্গেতে তার পরিণামে হইবেক গতি ;
লভে যে অর্হত্ব ফল ; দেখিতে তাহারে আর শমনের না থাকে শকতি।

---

* অর্থাৎ "আমাদিগকে প্রব্রজ্যা দিন।"

† ধ্যানজা প্রীতি।

[এইরূপে অর্হত্বলাভের উপায় নির্দ্দেশ করিয়া শাস্তা ধর্ম্মদেশনের চূড়ান্ত করিলেন এবং বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও মৌদ্গল্যায়নের শবদাহকালে পুষ্পবৃষ্টি হইয়াছিল।"

সমবধান— সারিপুত্র শালীশ্বর ছিলেন তখন,
কাশ্যপ সুমতি মেণ্ডেশ্বর তপোধন,
অনিরুদ্ধ পর্ব্বত, আনন্দ অনুশিষ্য,
কাত্যায়ন খ্যাত ছিল দেবল নামেতে; *
কোলিত সে কৃশবৎস, উদাসী নারদ;
আমি ছিনু বোধিসত্ত্ব শরভঙ্গ-রূপে।
ইহাই সমবধান এই জাতকের।]

৫২৩—অলম্বুষা-জাতক।

[কোন ভিক্ষু তাঁহার গৃহস্থাশ্রমের পত্নীর প্রলোভনে পড়িয়াছিলেন। তদুপলক্ষ্যে শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার বর্ত্তমান বস্তু ইন্দ্রিয়-জাতকে (৪২৩) সবিস্তর বিবৃত হইয়াছে। শাস্তা সেই ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তুমি উৎকণ্ঠিত হইয়াছ, ইহা সত্য কি?" ভিক্ষু বলিয়াছিলেন, "হাঁ, ভদন্ত; ইহা সত্য।" "কে তোমাকে উৎকণ্ঠিত করিল?" "আমার গার্হস্থ্য জীবনের পত্নী।" "দেখ, ভিক্ষু, এই রমণী তোমার অনর্থকারিণী; ইহারই জন্য তুমি ধ্যানভ্রংসবশতঃ তিন বৎসর মূঢ় ও বিসংজ্ঞ হইয়া পড়িয়া ছিলে; তৎপর সংজ্ঞা লাভ করিয়া অতি দুঃখে পরিদেবন করিয়া বেড়াইয়াছিলে।" অনন্তর শাস্তা সেই অতীত কথা বলিয়াছিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব কাশীরাজ্যের কোন ব্রাহ্মণকুলে জন্ম পরিগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি সর্ব্ববিদ্যায় নিপুণ হইয়াছিলেন এবং ঋষিপ্রব্রজ্যা অবলম্বনপূর্ব্বক অরণ্যে বাস করিয়া বন্যফলমূলাহারে জীবন যাপন করিতেন। তাঁহার প্রস্রাবস্থানে একটা মৃগী গিয়া বীর্য্যমিশ্রিত তৃণ ভক্ষণ ও জল পান করিত; ইহাতেই সে বোধিসত্ত্বের প্রতি অনুরক্তা হইয়া গর্ভধারণ করিল এবং তখন হইতে সেখানে গিয়া আশ্রমের নিকটে চরিতে লাগিল। মহাসত্ত্ব ইহার কারণ নির্ণয় করিতে গিয়া প্রকৃত বৃত্তান্ত অবগত হইলেন।

কালক্রমে ঐ মৃগী একটী মানবসন্তান প্রসব করিল। মহাসত্ত্ব পুত্রস্নেহপরায়ণ হইয়া শিশুটীর রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। শিশুটীর নাম হইল ঋষ্যশৃঙ্গ।† তাহার যখন বুদ্ধির উদ্রেক হইল, তখন মহাসত্ত্ব তাহাকে প্রব্রজ্যা দিলেন; এবং নিজে অতিবৃদ্ধ হইলে একদিন তাহাকে লইয়া নারীবনে গমনপূর্ব্বক বলিলেন, "বৎস, এই হিমালয়ে ঈদৃশ পুষ্পের

* অনিরুদ্ধ ও কাত্যায়ন বুদ্ধের দুইজন বিখ্যাত শিষ্য। মৌদ্গল্যায়নের অপর নাম কোলিত (প্রথম খণ্ডের পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)

† পালি—ইসিসিঙ্গ।

স্ত্রীয় বহু রমণী বিচরণ করে; তাহারা যে সকল পুরুষকে আত্মবশগত করিতে পারে, তাহাদের সর্ব্বনাশ করিয়া থাকে। অতএব তাহাদের বশীভূত হওয়া কর্ত্তব্য নহে।" পুত্রকে এই উপদেশ দিয়া মহাসত্ত্ব ব্রহ্মলোকারোহণ করিলেন।

ঋষ্যশৃঙ্গ ধ্যানসুখে মগ্ন হইয়া হিমালয়ে বাস করিতে লাগিলেন। তিনি কঠোরতপা হইলেন এবং সর্ব্ববিধ ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিলেন। তাঁহার শীলতেজে শক্রভবন কম্পিত হইল। শক্র ইহার কারণ চিন্তা করিয়া প্রকৃত বৃত্তান্ত জানিতে পারিলেন এবং ভাবিলেন, 'এই ঋষি হয় ত আমাকে শক্রত্ব হইতে বিচ্যুত করিবে। * একটী অপ্সরা পাঠাইয়া ইহার শীলভ্রংস ঘটাইতে হইবে।' তিনি সমস্ত দেবলোক পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলেন, স্বীয় সার্দ্ধদ্বিকোটি অপ্সরার মধ্যে এক অলম্বুষা ব্যতীত আর কেহই ঋষ্যশৃঙ্গের শীল ভঙ্গ করিতে পারিবে না। কাজেই তিনি অলম্বুষাকে আহ্বান করিয়া তাহাকে ঋষ্যশৃঙ্গের শীলভঙ্গ করিতে আদেশ দিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদভাবে বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা নিম্নলিখিত দুইটী গাথা বলিলেন :—

১। বৃত্রের নিধনকর্ত্তা দেবগণ-পিতা, †
মহেন্দ্র বলিলা তবে দেবসভামাঝে
অলম্বুষা অপ্সরাকে, বুঝিয়া তাহার
প্রচ্ছন্ন মোহিনী শক্তি করিতে বিনাশ
তপস্বীর ধ্যান-বল মোহন বিলাসে ;—

২। ইন্দ্র সহ ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণ ‡ আজি
যাচেন পরিচারিকে §, ভদ্রে অলম্বুষে,
যাও তুমি ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষির নিকট।
তুমিই সমর্থ একা প্রলোভিতে তাঁরে।

শক্র আজ্ঞা দিলেন, "তুমি ঋষ্যশৃঙ্গের নিকটে গিয়া তাঁহাকে নিজের বশে আনয়নপূর্ব্বক তাঁহার শীলভঙ্গ কর।

৩। ব্রতশীল, ব্রহ্মচারী সেই তপোধন, গুণবৃদ্ধ, নির্ব্বাণাভিরত অনুক্ষণ;
করেছেন অতিক্রম আমায় সে ঋষি নানা গুণে; তাঁর পাশে থাক দিবানিশি।

---

* ঋষ্যশৃঙ্গ নির্ব্বাণাভিরত; অতএব তাঁহার তপস্যায় শক্রের ভয় পাইবার কোন কারণ ছিল না।

† দেবতাদিগকে পালন করেন বলিয়া ইন্দ্র তাঁহাদের পিতা।

‡ ত্রয়স্ত্রিংশ-দেবগণ বলিলে তেত্রিশ জন প্রধান দেবতার অনুচরবর্গকে বুঝায়। শক্র এই সকল প্রধান দেবতার রাজা।

§ মূলে ইন্দ্র অলম্বুষাকে 'মিস্‌সে' (মিশ্রে) এই বিশেষণে সম্বোধন করিয়াছেন। টীকাকার বলেন, ইহা অলম্বুষার একটী নাম; অধিকন্তু রমণী মাত্রেই মিশ্রা, যেহেতু তাহারাই পুরুষদিগকে কামমিশ্রিত করে। কিন্তু বোধ হয় ইহা কষ্টকল্পনা। Childers বলেন, মিশ্রক শব্দ সময়ে সময়ে 'পরিচারক' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। তাহা হইলে এখানে মিস্‌সে=পরিচারিকে।

এই আদেশ শুনিয়া অলম্বুষা দুইটী গাথা বলিল :—

৪। একি আজ্ঞা দেবরাজ দিলেন আমায়? অপ্সরা অনেক আছে এ দেবসভায়।
দেখিতে কেবল বুঝি আমাকেই পান? বলেন, ভাঙ্গগে, তাই, তাপসের ধ্যান।

৫। চিরানন্দময় এই নন্দন কানন; রয়েছে অপ্সরা হেথা শত শত জন,
রূপে গুণে আমা হ'তে শ্রেষ্ঠ যারা সবে; এ কাজের ভার কেন তাহারা না লবে?
তাহাদেরি কেহ সেথা করিয়া গমন প্রলুব্ধ করুক সেই তাপসের মন।

ইহার উত্তরে শক্র তিনটী গাথা বলিলেন :—

৬। সত্য বটে চিরানন্দ নন্দন কাননে অপ্সরা অনেক আছে, ওগো বরাননে,
দেহের সৌন্দর্য্যে যারা তোমারি মতন; তোমা হ'তে শ্রেষ্ঠ আরো আছে কত জন;

৭। কিন্তু পরিচর্য্যা দ্বারা তুমি অনুক্ষণ কিরূপে ভুলাতে হয় পুরুষের মন,
এ বিদ্যা তুমিই জান, সর্ব্বাঙ্গ-শোভনে; অপরে সমর্থ নয় এ কার্য্য-সাধনে।

৮। তুমি, শুভে, রমণীকুলের শিরোমণি; তোমার করিতে হবে প্রস্থান এখনি।
রূপের ছটায় মন হরি, বরাননে, কর আত্মবশ তুমি সেই তপোধনে।

ইহা শুনিয়া অলম্বুষা দুইটী গাথা বলিল :—

৯। দেবেন্দ্র দিলেন আজ্ঞা যাইতে আমায়; 'যাব না' এ কথা তাই নাহি বলা যায়।
মুনির সকাশে কিন্তু যেতে পাই ভয়; উগ্রতেজা সে তপস্বী; না জানি কি হয়।

১০। ঋষিদের ধ্যানবিঘ্ন করি উৎপাদন করেছে অনেক মূঢ় নিরয়ে গমন।
পায় তারা মহাদুঃখ জন্মি বার বার; ভাবি তাই শিহরিছে সর্ব্বাঙ্গ আমার।

অতঃপর তিনটী অভিসম্বুদ্ধ গাথা :—

১১। বলি ইহা ঋষ্যশৃঙ্গে প্রলুব্ধ করিতে
দেবদাসী অলম্বুষা চলিলা সত্বর,
নানা আভরণে সাজাইয়া দিব্য দেহ;

১২। প্রবেশিলা দিব্যাঙ্গনা সে নিবিড় বনে—
ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষি যথা তপস্যানিরত।
দৈর্ঘ্যে প্রস্থে যোজনার্দ্ধ বিস্তৃত সে বন,
চারি দিকে শোভে পক্ক বিম্ব লতাজালে।

১৩। প্রভাতে অরুণোদয়ে, প্রাতরাশকাল
হয়নি যখন, ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিবর
অগ্নিশালাসম্মার্জ্জনে ছিলেন নিরত;
অলম্বুষা দিলা দেখা এমন সময়।

অতঃপর তাপস নিম্নলিখিত গাথাগুলিতে অলম্বুষার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন :—

১৪। কে তুমি তড়িৎকান্তি দাঁড়ায়ে ওখানে,
পূর্ব্বাকাশে শুকতারা প্রভাতে যেমন?

হস্তে শোভে আভরণ বিচিত্রবরণ,
কর্ণে দুলে মণিময় কুণ্ডলযুগল।

১৫। বর্ণ তব প্রভাকরসম সমুজ্জ্বল;
হরিচন্দনের গন্ধ নিঃসরে শরীরে;
কি সুন্দর সুবর্ত্তুল উরুদ্বয় তব!
অহো কি মোহিনী শক্তি, সুন্দরি, তোমার!

১৬। কিবা কমনীয় কান্তি! কি পবিত্র রূপ!
ক্ষীণ কটি, সুগঠিত * চরণ যুগল।
মরালের মত তব মনোহর গতি
করিয়াছে বরাননে, মুগ্ধ মোর মন।

১৭। করিকরোপম তব ক্রমসূক্ষ্ম উরু;
বিশাল নিতম্বদেশ তোমার, সুশ্রোণি,
সুবর্ণফলকসম † কিবা শোভাময়!

১৮। উৎপল কিঞ্জল্কবৎ রোমরাজি উঠি
করেছে নাভির তব শোভা বিবর্দ্ধন ‡,
দূর হ'তে মনে হয়, গর্ত্ত তার যেন
কৃষ্ণাঞ্জনে সুচিত্রিত করিয়াছে কেহ।

১৯। বক্ষে তব পীনোন্নত পয়োধরদ্বয়
বৃন্তহীন দ্বিধা ভিন্ন অলাবুর মত।

২০। কম্বুনিভ সুবর্ত্তুল গ্রীবা তব
হেরি এণি মৃগী মানে নিজ পরাজয়,
অধরোষ্ঠ সুলোহিত, প্রবাল যেমন
বর্ণের প্রকর্ষে ঠিক জিহ্বার মতন। §

২১। দোষহীন হনুমাংসোদ্ভূত, সুবদনে,
ঊর্দ্ধগ, অধোগ তব দন্তরাজিদ্বয়
দন্তকাষ্ঠ সুমার্জ্জিত হইয়া, আ মরি,
কিবা শোভা মনোলোভা করেছে ধারণ।

---

* মূলে 'সুপ্পতিট্ঠিতা' এই বিশেষণ আছে। দাঁড়াইলে পায়ের সমস্ত তলদেশ যদি ভূমি স্পর্শ করে, তাহা হইলে সেইরূপ পা'কে সুপ্রতিষ্ঠিত বলা যাইতে পারে। ইহা স্ত্রী লোকের একটী সুলক্ষণ।

† মূলে 'অক্খসুফলকং যথা' আছে। ইংরাজী অনুবাদক ইহাকে পাশা খেলিবার ফলক (dice board) এই অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। এদিকে টীকাকার বলেন "অক্খসুসা তি সুবণ্ণফলকং বিয় বিসালা"। 'অক্খ' শব্দের সুবর্ণ অর্থে প্রয়োগ কোথাও আছে কি না জানি না, তথাপি আমি টীকাকারের অনুসরণ করিলাম।

‡ তু°—তস্যাঃ প্রবিষ্টা নতনাভিরন্ধ্রং ররাজ তন্বী নবলোমরাজিঃ নীবীমতিক্রম্য সিতেতরস্য তন্মেখলা-মধ্যমণেরিবার্চিঃ —কুমারসম্ভব।

§ অর্থাৎ তোমার অধরোষ্ঠ তোমার জিহ্বারই মত লোহিতবর্ণ। মূলে জিহ্বাকে 'চতুত্থমন' বলা হইয়াছে, কেননা জিহ্বা চতুর্থ মনোবস্তুভূতা, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়পর্যায়ে চতুর্থ স্থানীয়া।

২২। গুঞ্জাফলনিভ তব আয়ত নয়ন—
অপাঙ্গে লোহিতবর্ণ, মধ্যে কৃষ্ণোজ্জ্বল।

২৩। সুবর্ণ চিরুণি দিয়া গন্ধ তৈল সহ
সুবিন্যস্ত, নাতিদীর্ঘ, চন্দনগন্ধিকা
কেশরাশি শোভা পায় শির'পরি তব। *

২৪। কর্ষক বা গোপালক, অথবা বণিক,
কিংবা তপঃপরায়ণ জিতেন্দ্রিয় ঋষি—
আছে যত ভূমণ্ডলে, ওগো বরাননে,

২৫। কেহই এ ধরাধামে তুল্য তব নয়।
কে তুমি? কাহার পুত্র? † দাও পরিচয়।

ঋষি এইরূপে অলম্বুষার চরণ হইতে আরম্ভ করিয়া মস্তক পর্য্যন্ত ‡ রূপ বর্ণনা কারতে লাগিলেন;—অলম্বুষা নীরব রহিল। তাঁহার যথাসঙ্গত দীর্ঘ বর্ণনা সমাপ্ত হইলে অলম্বুষা বুঝিতে পারিল, তিনি তাহার রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। সে বলিল,

২৬। সুখে থাক, হে কাশ্যপ, § এই যদি তব
চিত্তের হয়েছে গতি, এ নয় সময়
প্রশ্ন দ্বারা জিজ্ঞাসিতে মোর পরিচয়।
এস মোরা রতিসুখ ভুঞ্জি এ আশ্রমে;
এস প্রিয়, আলিঙ্গনে বদ্ধ হয়ে মোরা
নানাবিধ রতিসুখ করি আস্বাদন।

ইহা বলিয়া অলম্বুষা ভাবিল, 'আমি এখানে অবস্থিতি করিলে এ মুনি আমার হস্তপার্শ্বে আসিবেন না; কাজেই আমি যেন প্রস্থান করিতেছি এই ভাব দেখাই।' সে স্ত্রীজনসুলভ মায়ায় নিপুণা ছিল; সে তপস্বীর হৃদয় কম্পিত করিয়া, যে পথে আসিয়াছিল, সেই দিকে মুখ ফিরাইল।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

২৭। বলি ইহা, ঋষ্যশৃঙ্গে প্রলুব্ধ করিতে
সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী সেই দেবদাসী তবে
দ্রুতবেগে সেথা হ'তে লাগিল চলিতে।

---

* মূলে 'কনকগগা সমুচিতা' এই পদ আছে। টীকাকার বলেন, "কনকগগা বুচ্যতি সুবন্ন ফণিকা, তায় গন্ধতেলং আদায় পহরিতা সুরচিতা।"

† টীকাকার বলেন, ঋষি অপ্সরার স্ত্রীভাব না জানিতে পারিয়া তাহাকে পুরুষজ্ঞানে সম্বোধন করিতেছেন। কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী গাথাসমূহে বিশেষণগুলি স্ত্রীলিঙ্গ। অতএব সঙ্গতির হানি হইয়াছে।

‡ কাব্যে দেবীদিগের রূপ পদ হইতে আরম্ভ করিয়া মস্তক পর্য্যন্ত এবং নারীদিগের রূপ মস্তক হইতে আরম্ভ করিয়া পদ পর্য্যন্ত বর্ণনা করিবার রীতি আছে। উল্লিখিত বর্ণনায় কিন্তু সর্ব্বত্র সে রীতি রক্ষিত হয় নাই।

§ ইহা ঋষ্যশৃঙ্গের গোত্রনাম।

অলম্বুষাকে যাইতে দেখিয়া ঋষ্যশৃঙ্গ নিজের জাড্য ও মন্দগতি পরিহারপূর্ব্বক অতিবেগে তাহার অনুসরণ করিলেন এবং হস্তদ্বারা তাহার কেশ ধরিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

২৮। অমনি জড়তা করি পরিহার,
ছুটিলা তাপস পিছু পিছু তার;
নিমেষে তাহার রুধিলা গমন;
ধরি বেণী তার করে আকর্ষণ।

২৯। ফিরি তাঁর পানে কল্যাণী তখন
ঋষ্যশৃঙ্গে করে গাঢ় আলিঙ্গন।
অমনি তাঁহার ব্রহ্মচর্য্য নাশ
হইল; পূরিল বাসবের আশ।
প্রভুর উদ্দেশ্য করিয়া সাধন
পরিতুষ্ট হ'ল অপসরার মন।

৩০। তার পর সেই গেল মনে মনে, *
ইন্দ্রের নিকটে, নন্দন কাননে।
দেবেন্দ্র তাহার সঙ্কল্প বুঝিলা;
সজ্জিত পল্যঙ্ক ত্বরা পাঠাইলা।

৩১। শয্যায় যে ঘটা বলিব কি আর;
পঞ্চাশটী ছিল আস্তরণ তা'র;

ছাগরোমজাত কম্বল সহস্র
উপরি উপরি আছিল বিন্যস্ত।
ঋষ্যশৃঙ্গে করি বক্ষেতে ধারণ
করিলা সুন্দরী তাহাতে শয়ন।

৩২। এ সুখ শয়নে তিনটী বৎসর
মুহূর্ত্তের মত করিয়া অতীত
প্রবুদ্ধ হইলা ঋষি অতঃপর,
সংজ্ঞা মনে তাঁর হ'ল সঞ্চারিত। †

৩৩। দেখিলেন আছে পূর্ব্বের মতন
আশ্রম বেষ্টিয়া শ্যামতরুগণ;
দেখিলেন সেই অগ্নিশালা তাঁর,
শুনিলেন পুনঃ কোকিল-ঝঙ্কার
নবপল্লবিত পুষ্পিত কাননে
পূর্ব্ববৎ সুধা বরষিছে কাণে।

---

* অলম্বুষা ঋষির আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ থাকিয়াও মনে মনে দেবমায়ায় ইন্দ্রের নিকটে গেল।

† বুঝিতে হইবে যে, এই সময়ে দেবমায়াবলে অলম্বুষা ও খট্বা অন্তর্হিত হইল।

৩৪। চারিদিকে ঋষি করি নিরীক্ষণ
আরম্ভিলা অশ্রু করিতে বর্ষণ ;
করিলা বিলাপ, "এত কাল, হায়,
না ছিলাম আমি রত তপস্যায় !
আহুতি না দিনু, মন্ত্র না জপিনু,
অগ্নিহোত্র-ব্রত বর্জ্জন করিনু।

৩৫। একাকী এ বনে করি আমি বাস ;
কে আসি করিল হেন সর্ব্বনাশ ?
প্রলোভনে কার হইয়া পতিত
তপোবল সব হ'ল অন্তর্হিত ?
নানা রত্নপূর্ণ তরণী যেমন
অর্ণবকুক্ষিতে হয় নিমগন,
কাহার কুহকে তেমনি আমার
ব্রহ্মচর্য্য, হায়, হ'ল ছারখার ?

ঋষির পরিদেবন শুনিয়া অলম্বুষা ভাবিল, 'আমি যদি প্রকৃত বৃত্তান্ত না বলি, তাহা হইলে ইনি আমাকে শাপ দিবেন। ভাগ্যে যাহাই থাকুক, আমি ইহাঁকে সব কথা খুলিয়া বলি।' অনন্তর সে দৃশ্যমানদেহে আবির্ভূত হইয়া বলিল,

৩৬। তব পরিচর্য্যা তরে দেবরাজ পাঠালে আমায় ;
দুর্দ্দশা তোমার এই ঘটিয়াছে আমারই চিন্তায়।
প্রমাদবশতঃ কিন্তু ইহা তুমি পারনি বুঝিতে।
অপ্রমত্ত হ'লে কি হে রমণীর কুহকে পড়িতে ?

অলম্বুষার কথায় ঋষ্যশৃঙ্গের পিতার সেই উপদেশ মনে পড়িল। "হায়, পিতার উপদেশ লঙ্ঘন করিয়াছি বলিয়াই আমার এই সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে," ইহা বলিয়া তিনি চারিটী গাথায় বিলাপ করিলেন :—

৩৭। জনক কাশ্যপ দিলা উপদেশ,— "নারীগণ ফুল্ল কমলের মত ;
হরে মন, লয় বিপদে টানিয়া ; জানে যেন ইহা পুত্রবে সতত।

৩৮। বক্ষে রমণীর আছে গণ্ডদ্বয়, * থাকে যেন ইহা মনেতে তোমার ;"
দয়া করি পিতা এই উপদেশ দিয়াছিলা, হায়, মোরে বার বার।

৩৯। বৃদ্ধ জনকের হিত উপদেশ মোহবশে আমি করিনু লঙ্ঘন ;
সে পাপের ফলে এ বিজন বনে বিলাপ করিয়া বেড়াই এখন।

৪০। সেই উপদেশ পালিব এখন ; ধিক্ এ জীবনে ; যদি পুনর্ব্বার
তপোবল আমি না পারি লভিতে, ঘটিবে নিশ্চয় মরণ আমার।

এই প্রতিজ্ঞা করিয়া ঋষি কামানুরাগ পরিহারপূর্ব্বক পুনর্ব্বার ধ্যানবল লাভ করিয়াছেন ইহা বুঝিয়া অলম্বুষা ভয়ে কাঁপিতে লাগিল।

* গণ্ড—বৃহৎ স্ফোটক বা tumour

এই বৃত্তান্ত বিশদভাবে বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা দুইটী গাথা বলিলেন ;—

৪১। পূর্ব্ববৎ তেজ, বীর্য্য, ধৃতি মুনিবর
করিলেন লাভ, ইহা জানি অলম্বুষা
পাদমূলে পড়ি বলে মাথা লুটাইয়া :—

৪২। "হইও না, মহাবীর, ক্রুদ্ধ মোর প্রতি ; সংবর মহর্ষে, ক্রোধ, করি এ মিনতি।
ত্রিদশগণের হিত করিতে সাধন করিয়াছে দাসী মহাকার্য্য সম্পাদন।
দেবতারা কাঁপিতেন ভয়েতে তোমার ; এখন তাঁদের মনে শঙ্কা নাই আর।

ঋষ্যশৃঙ্গ বলিলেন, "ভদ্রে, আমি তোমাকে ক্ষমা করিলাম। তুমি যেখানে অভিরুচি, প্রস্থান কর।

৪৩। তুমি, ভদ্রে, দেবগণ ত্রিদশ মণ্ডলে— স-বাসব সুখে থাক তোমরা সকলে।
যেথা ইচ্ছা সেথা তুমি কর গো গমন ; করিয়াছি আমি, শুভে, ক্রোধ সংবরণ।"

অলম্বুষা ঋষ্যশৃঙ্গকে প্রণাম করিয়া সুবর্ণপল্যঙ্কে আরোহণপূর্ব্বক দেবলোকে চলিয়া গেল।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা তিনটী গাথা বলিলেন ;—

৪৪। প্রণমি চরণে, আর করি প্রদক্ষিণ"
ঋষিবরে অলম্বুষা কৃতাঞ্জলিপুটে
প্রস্থান করিল সেই তপোবন হ'তে।

৪৫। পঞ্চাশৎ আস্তরণে, সহস্র কম্বলে
লোহিত পল্যঙ্ক যাহা শক্র দিয়াছিলা,
তাহাতে আরোহি প্রলোভিকা দেবপুরে
গেলা, গিয়া দরশন দিলা দেবগণে।

৪৬। উল্কার সদৃশী বেগে ও ছটায়
বিদ্যুতের মত দেহের প্রভায়
আসিতে তাহাকে দেখিয়া তখন
হইলা দেবেশ অতিহৃষ্টমন। *
কার্য্যসিদ্ধি হেতু প্রসন্নঅন্তর,
ইচ্ছামত তারে দিলা ইন্দ্র বর।

শক্রের নিকট বর গ্রহণ করিবার কালে অলম্বুষা অবশিষ্ট গাথাটী বলিল :—

৪৭। দিবে যদি বর, শক্র সর্ব্বভূতেশ্বর, এই বর মাগি আমি যুড়ি দুই কর—
"যাও, গিয়া লুব্ধ কর অমুক ঋষিরে," এ আজ্ঞা কখন আর দিওনা দাসীরে।

[এইরূপে শাস্তা সেই ভিক্ষুকে উপদেশ দিলেন এবং সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিয়া জাতকের সমবধান করিলেন। সত্যব্যাখ্যা শুনিয়া সেই ভিক্ষু স্রোতাপত্তি-ফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—তখন এই ব্যক্তির গার্হস্থ্য জীবনের পত্নী ছিল অলম্বুষা ; এই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু ছিল ঋষ্যশৃঙ্গ ; আমি ছিলাম ঋষ্যশৃঙ্গের পিতা সেই মহর্ষি।]

* মূলে একার্থবাচক 'পতীতো,' 'সুমনো' ও 'বিত্তো' এই তিনটী বিশেষণ আছে।

৫২৪—শঙ্খপাল-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি-কালে পোষধকর্ম্ম-সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। কতিপয় উপাসক পোষধ পালন করিয়াছিলেন বলিয়া শাস্তা তাঁহাদিগকে প্রশংসা করিয়া বলিয়াছিলেন, "পুরাণ পণ্ডিতেরা মহতী নাগসম্পত্তি পরিহার করিয়াও পোষধ পালন করিয়াছিলেন।" অনন্তর উপাসকদিগের প্রার্থনায় তিনি সেই অতীত বৃত্তান্ত বলিয়াছিলেন :—]

পুরাকালে রাজগৃহ নগরে মগধরাজ রাজত্ব করিতেন। বোধিসত্ত্ব এই রাজার অগ্রমহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম হইয়াছিল দুর্য্যোধন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি তক্ষশিলায় গিয়া সর্ব্ববিদ্যায় ব্যুৎপন্ন হইলেন এবং তাহার পর রাজগৃহে ফিরিয়া পিতার সঙ্গে দেখা করিলেন। মগধরাজ তাঁহাকে রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন, এবং নিজে ঋষিপ্রব্রজ্যা অবলম্বনপূর্ব্বক উদ্যানে বাস করিতে লাগিলেন। বোধিসত্ত্ব প্রতিদিন তিন বার পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎকার করিতে যাইতেন; ইহাতে বৃদ্ধের বহু সম্মান ও উপহার লাভ হইত। কিন্তু এই পরিবাধবশতঃ তিনি কৃৎস্নপরিকর্ম্মের অবসর পাইতেন না। তিনি ভাবিলেন, 'আমি বহু সম্মান ও উপহার পাইতেছি; এখানে থাকিলে আমি এই লাভ-বাসনা দমন করিতে পারিব না; অতএব পুত্রকে না জানাইয়াই আমি অন্যত্র গমন করিব।' ইহা স্থির করিয়া তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া উদ্যান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং মগধরাজ্য অতিক্রমপূর্ব্বক মহিংসক রাজ্যে প্রবেশ করিলেন। সেখানে শঙ্খপাল হ্রদ হইতে কৃষ্ণবর্ণা (কৃষ্ণা ?) নদী নির্গত হইয়াছে, তাহারই অবিদূরে ঐ নদীর নিবর্ত্তনস্থানে চন্দ্রকপর্ব্বতের সন্নিকটে তিনি পর্ণশালা নির্ম্মাণপূর্ব্বক বাস করিলেন এবং কৃৎস্ন-পরিকর্ম্ম দ্বারা ধ্যানাভিজ্ঞা লাভ করিয়া উঞ্ছচর্য্যায় জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। শঙ্খপাল-নামক নাগরাজ সময়ে সময়ে বহু অনুচর সঙ্গে লইয়া কৃষ্ণবর্ণা নদী হইতে উত্থিত হইতেন এবং তাঁহাকে দর্শন করিয়া ধর্ম্মদেশন শুনিতেন।

এদিকে বৃদ্ধ রাজার পুত্র তাঁহার দর্শনলাভের জন্য ব্যাকুল হইলেন; তাঁহার বাসস্থান কোথায় তাহা না জানায় তিনি অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন এবং যখন শুনিলেন, তিনি অমুক স্থানে আছেন, তখন বহু অনুচর সঙ্গে লইয়া সেখানে যাত্রা করিলেন। তিনি আশ্রমের এক প্রান্তে স্কন্ধাবার স্থাপনপূর্ব্বক কতিপয় অমাত্যসহ আশ্রমপদাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ঐ সময়ে শঙ্খপাল বহু অনুচরসহ ঋষির নিকটে বসিয়া ধর্ম্ম কথা শুনিতেছিলেন। রাজাকে আসিতে দেখিয়া তিনি ঋষিকে প্রণাম করিয়া আসন হইতে উত্থান করিলেন এবং নাগলোকে চলিয়া গেলেন। রাজা পিতাকে প্রণাম ও ভক্তিপূর্ণ সম্ভাষণ করিয়া উপবেশনানন্তর জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদন্ত, আপনার নিকট কোন্ রাজা আসিয়াছিলেন ?" ঋষি বলিলেন, "বৎস, ইহার নাম শঙ্খপাল; ইনি নাগলোকের রাজা।"

শঙ্খপালের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া রাজার মনে নাগভবন-প্রাপ্তির লোভ জন্মিল। তিনি কয়েকদিন আশ্রমে রহিলেন এবং পিতার ভিক্ষাপ্রাপ্তির সুব্যবস্থা করিয়া রাজধানীতে ফিরিয়া গেলেন। সেখানে তিনি চতুর্দ্বারে দানশালা নির্ম্মাণ করিয়া এমন মহাদানে প্রবৃত্ত হইলেন যে, তাহাতে সমস্ত জম্বুদ্বীপ সংক্ষুব্ধ হইল। অনন্তর দান করিয়া, শীল রক্ষা করিয়া, পোষধ পালন করিয়া নাগলোক কামনা করিতে করিতে তিনি আয়ুঃক্ষয়ের পর নাগলোকে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইলেন; তাঁহার নাম হইল শঙ্খপাল নাগরাজ। তিনি কালসহকারে এই ঐশ্বর্য্যেও বীতরাগ হইলেন এবং মনুষ্যলোককামী হইয়া তখন হইতে পোষধব্রত অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু নাগলোকে থাকিলে পোষধব্রত সম্পাদন করা যায় না; শীলভ্রংসও ঘটিয়া থাকে; এই জন্য তিনি অতঃপর নাগলোক হইতে নিষ্ক্রমণপূর্ব্বক কৃষ্ণবর্ণার অবিদূরে একটা রাজপথ ও একটা একপদিক পথের মধ্যবর্ত্তী স্থানে একটী বল্মীকের চতুর্দ্দিকে নিজের দেহ কুণ্ডলিত করিয়া পোষধপালনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং এই শীল গ্রহণ করিলেন:—"যাহারা আমার চর্ম্ম চায়, তাহারা চর্ম্ম গ্রহণ করুক, যাহারা চর্ম্ম ও মাংস চায়, তাহারা চর্ম্ম ও মাংস লউক।" এইরূপে আপনাকে দানমুখে বিসর্জ্জন করিয়া তিনি প্রতি চতুর্দ্দশী ও পঞ্চদশীতে সেই বল্মীকের মস্তকে অবস্থানপূর্ব্বক শ্রমণধর্ম্ম পালন করিতেন এবং প্রতিপদে নাগভবনে ফিরিয়া যাইতেন।

একদিন শঙ্খপাল উক্তরূপে শীলগ্রহণ করিয়া বল্মীকোপরি পড়িয়া আছেন, এমন সময়ে প্রত্যন্ত গ্রামবাসী ষোলজন লোক সেখানে উপস্থিত হইল। তাহারা মাংসসংগ্রহার্থ অস্ত্র শস্ত্র লইয়া বনে প্রবেশ করিয়াছিল; কিন্তু কোন মাংস না পাইয়া ফিরিবার কালে বল্মীকনিষণ্ণ নাগরাজকে দেখিয়া বলিল, "আমরা আজ একটা গোধার শাবকও পাই নাই; এস, এই নাগরাজকে বধ করিয়া খাওয়া যাউক।" কিন্তু তাহারা ভাবিল, 'এই সর্পটা অতি বৃহৎ; আমরা ধরিলেও এ পলাইয়া যাইতে পারে; এ যে ভাবে শুইয়া আছে, সেই অবস্থাতেই ইহার কুণ্ডলগুলি শূলবিদ্ধ করা যাউক। ইহাতে এ দুর্ব্বল হইবে; তখন ইহাকে ধরা যাইবে।' ইহা স্থির করিয়া তাহারা শূল হাতে লইয়া তাঁহার নিকটে গেল। বোধিসত্ত্বের দেহ দ্রোণাকারে গঠিত একখানি নৌকার মত বৃহৎ। উহা ভূতলে সুমনঃপুষ্পমাল্যের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। তাহার চক্ষুর্দ্বয় ছিল গুঞ্জাফলনিভ, মস্তকটী ছিল জয়সুমনা* পুষ্পের সদৃশ। তিনি সেই ষোলজন লোকের পাদশব্দ শুনিয়া কুণ্ডল হইতে মস্তক উত্তোলন করিলেন এবং রক্তবর্ণ নয়নযুগল উন্মীলন করিয়া দেখিতে পাইলেন, তাহারা শূল হস্তে অগ্রসর হইতেছে। তখন তিনি ভাবিলেন, 'আজ আমার মনোরথ পূর্ণ হইবে; আমি আপনাকে দানমুখে সমর্পণপূর্ব্বক দৃঢ়তা-সহকারে এখানে পড়িয়া থাকিব; ইহারা যখন আমার শরীরে শক্তি প্রহার করিবে এবং আমার শরীর ছিদ্রবিচ্ছিদ্রযুক্ত করিবে, তখনও আমি ক্রোধবশে চক্ষু উন্মীলন করিয়া ইহাদের দিকে অবলোকন করিব না।' নিজের শীলভঙ্গের ভয়ে এইরূপ দৃঢ় সংকল্প করিয়া তিনি মস্তকটী পুনর্ব্বার কুণ্ডলের মধ্যে প্রবেশ করাইলেন এবং পূর্ব্ববৎ শুইয়া রহিলেন। এদিকে লোকগুলা গিয়া তাঁহাকে লাঙ্গুল

* Pentapetes Phoenicea.—রক্তক, দুপহরিয়া।

ধরিয়া ভূতলে ফেলিল, তীক্ষ্ণ শূলে অষ্ট স্থানে তাঁহার দেহ বিদ্ধ করিল, সকণ্টক কৃষ্ণবেত্র-যষ্টি ঐ সকল ক্ষতস্থানের মধ্যে ঠেলিয়া দিল, আটগাছি দড়ি দিয়া দেহের আট যায়গায় বান্ধিল এবং তাঁহাকে কান্ধে লইয়া চলিল। শূলবিদ্ধ হইবার পর হইতে মহাসত্ত্ব একবারও চক্ষু উন্মীলন করিয়া তাহাদের দিকে তাকাইলেন না। আট গাছি দড়ি দিয়া বান্ধিয়া যখন তাহারা তাঁহাকে লইয়া চলিল, তখন তাঁহার মাথাটা ঝুলিয়া পড়িয়া মাটিতে ঠেকিল। লোকগুলা দেখিল, তাঁহার মাথাটা ঝুলিয়া পড়িয়াছে। তাহারা তাঁহাকে রাজপথে ফেলিয়া একটা সূক্ষ্ম শূল দিয়া তাহার নাসাপুট বিন্ধিল এবং তাহার মধ্যে দড়ি পরাইয়া মাথাটা তুলিল, দড়ি দিয়া এক প্রান্ত বান্ধিল এবং মাথাটা আরও উপরে তুলিয়া পথ চলিতে লাগিল।

এই সময়ে বিদেহ রাজ্যের মিথিলা নগরবাসী আলার নামক এক আঢ্য ব্যক্তি পঞ্চ শত শকট লইয়া নিজে একখানি উৎকৃষ্ট যানে আরোহণপূর্ব্বক যাইতেছিলেন। দুষ্টেরা * বোধিসত্ত্বকে ঐ ভাবে ধরিয়া লইয়া যাইতেছে দেখিয়া তিনি সেই ষোলজন লোককে ষোলটা ভারবাহক গো, এক এক অঞ্জলি সুবর্ণমাষক, এক এক প্রস্থ অন্তর্ব্বাস ও বহির্ব্বাস এবং তাহাদের পত্নীদিগের জন্য বস্ত্রাভরণ দিয়া তাঁহাকে মুক্ত করাইলেন। বোধিসত্ত্ব নাগভবনে গেলেন; কিন্তু সেখানে বিলম্ব না করিয়া বহু অনুচরসহ নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং আলারের নিকটে গিয়া নাগভবনের সৌন্দর্য্য বর্ণনপূর্ব্বক তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া নাগলোকে প্রতিগমন করিলেন। তিনি আলারের মহাসম্মান করিলেন, তাঁহার সেবার জন্য তিনশত নাগকন্যা দিলেন এবং নানাবিধ দিব্য কাম্য বস্তু দ্বারা তাঁহাকে পরিতৃপ্ত করিলেন। আলার নাগলোকে এক বৎসর বাস করিয়া দিব্য সুখ ভোগ করিলেন, তাহার পর নাগরাজকে বলিলেন, "সৌম্য, আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি।" ইহা বলিয়া তিনি প্রব্রাজকব্যবহার্য্য উপকরণ লইয়া নাগলোক হইতে হিমালয়ে চলিয়া গেলেন এবং প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। হিমালয়ে দীর্ঘকাল বাস করিবার পর তিনি ভিক্ষাচর্য্যা করিতে করিতে একদা বারাণসীতে উপনীত হইয়া রাজোদ্যানে বাস করিলেন। পরদিন ভিক্ষার্থ নগরে প্রবেশ করিয়া তিনি রাজদ্বারে উপনীত হইলেন। বারাণসী-রাজ তাঁহার ঈর্য্যাপথ দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন; তাঁহাকে ডাকাইয়া সুবিন্যস্ত আসনে উপবেশন করাইলেন, নানাবিধ উৎকৃষ্ট রসযুক্ত দ্রব্য ভোজন করাইলেন এবং নিজে একটী অপেক্ষাকৃত নিম্ন আসনে উপবিষ্ট হইয়া নমস্কারপূর্ব্বক তাঁহার সহিত প্রথম গাথায় আলাপ করিলেন:—

১। আর্য্যজনোচিত আকার তোমার, প্রসন্ন নয়নদ্বয়;
সৎকুলে জন্মিয়া লয়েছ প্রব্রজ্যা, এই মোর মনে লয়।
বিত্ত, ভোগ্য বস্তু করি পরিহার গৃহ হ'তে নিষ্ক্রমণ
করিলে, সুপ্রাজ্ঞ, লইলে প্রব্রজ্যা, বল, তুমি, কি কারণ?

* মূলে 'ভোজপুত্তা' আছে। ইহার অর্থ লুব্ধক বা ব্যাধ। এই শব্দটীর ব্যুৎপত্তি কি? ভোজপুরের দুর্দ্দারা অনেকেরই বিদিত। ভোজপুরের সহিত এ শব্দটীর কোন সম্বন্ধ আছে কি?

অতঃপর যে গাথাগুলি আছে, সেগুলি তপস্বী ও রাজার বচনপ্রতিবচনভাবে বুঝিতে হইবে ঃ—*

২। "মহা-অনুভাব মহা উরগের স্বচক্ষে, ভূপাল, দেখেছি বিমান ;
নাগলোকে গিয়া প্রত্যক্ষ সেথায় করেছি পুণ্যের মহা পরিণাম।
পুণ্য অনুষ্ঠান করে যেই জন, মহা সুখপ্রাপ্তি ভাগ্যে তার হয় ;—
এ বিশ্বাসে আমি লয়েছি প্রব্রজ্যা ; বলিলাম সত্য ; অন্য হেতু নয়।"

৩। "কামনার বশে, ভয়ে কিংবা দ্বেষে প্রব্রাজক কভু মিথ্যা না ভণে,
জিজ্ঞাসি যা' আমি, বল দয়া করি ; শুনিয়া প্রসন্ন হইব মনে।"

৪। "বাণিজ্যের হেতু শুন, নরনাথ, যেতে যেতে দেখি, পথের পাশে
ম্লেচ্ছপুত্রগণ মহোরগে বান্ধি যেতেছে লইয়া মহা উল্লাসে।

৫। ভয়ে সর্ব্ব অঙ্গ উঠিল শিহরি ; নিকটে তাদের করিনু গমন ;
বলিনু, 'কোথায় হেন ভীমকায় নাগেরে লইবে ? কিবা প্রয়োজন ?'

৬। 'যেতেছি লইয়া এই মহোরগে, মাংস ইহার করিতে ভক্ষণ ;
জান না, আলার, স্থূল মাংস এর খাইতে কোমল, সুস্বাদ কেমন ?

৭। গৃহে ফিরি মোরা নিজ নিজ অস্ত্রে কাটিব ইহারে খণ্ড খণ্ড করি ;
খাইব মাংস মনের উল্লাসে ; পন্নগগণের আমরা অরি।'

৮। 'ভোজনের তরে সত্যই তোমরা চাও যদি এর বধিতে প্রাণ,
ছাড় নাগবরে, বিনিময়ে এর ষোলটী বলদ করিব দান।'

৯। 'বলদের মাংস খেতে ভাল বাসি ; সর্পমাংস পূর্ব্বে খাইয়াছি ঢের ;
হইনু সম্মত প্রস্তাবে তোমার ; তবুও, আলার, বন্ধু আমাদের।'

১০। নাসারজ্জুপাশ, একে একে তারা খুলিয়া মুকতি দিল নাগবরে ;
মুক্তি লাভ করি চলিল উরগ পূর্ব্ব অভিমুখে মুহূর্ত্তের তরে।

১১। পূর্ব্ব মুখে গিয়া মুহূর্ত্তের পরে সাশ্রুনেত্রে মোরে করে নিরীক্ষণ ;
পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইলাম তার যুড়ি দুই কর বলিনু তখন ;

১২। 'যাও চলি তুমি যত শীঘ্র পার ; শত্রু যেন আর ধরে না তোমায় ;
ব্যাধহস্তে দুঃখ পাইও না আর ; দেখা যেন তারা তোমার না পায়।'

১৩। নীল, নিরমল শঙ্খপাল-জল ; সুতীর্থ সে হ্রদ, রমণীয় অতি ;
তটে শোভে তার জম্বু বৃক্ষ কত, বেতস লতার মনোহর বৃত্তি।
ভয়ের কারণ নাই এবে আর, হৃষ্টচিত্তে তাই পন্নগ-ঈশ্বর
নিজ বাসস্থানে যাইবার তরে প্রবেশিল গিয়া তাহার ভিতর।

১৪। প্রবেশি সেথায় দিব্য দেহে নাগ দেখা দিল মোরে অচিরে আবার ;
পিতাকে যেমন পুত্রে ভক্তি করে, করিল সে ভক্তি তেমন আমার।
হৃদয় আমার লইল কাড়িয়া শ্রুতিসুখকর মধুর ভাবে,
বলিতে লাগিল, যুড়ি দুই কর, দাঁড়াইয়া সেই আমার পাশে :—

১৫। 'তুমিই, আলার, জননী আমার, তুমিই জনক, শ্রেষ্ঠ বান্ধব ;
পরমাত্মরঙ্গ তুমি হে আমার ; পেয়েছি জীবন কৃপায় তব।

* কিন্তু এই গাথাগুলিতে অন্য কোন কোন পাত্রেরও বচনপ্রতিবচন আছে (যেমন ব্যাধদিগের ও নাগরাজের)।

ঐশ্বর্য্য নিজের পাইয়াছি পুনঃ; দেখিবে, আলায়, মোর বাসস্থান;
দিব্য অন্নপান, ভোগ্য বস্তু সব রয়েছে সেথায় প্রচুরপ্রমাণ।
বৈজয়ন্ত ধাম * ইন্দ্রের যেমন ত্রিলোকবিখ্যাত, অতি রমণীয়,
তেমনি আমার বাসভবনের শোভা মনোলোভা অনির্ব্বচনীয়।'

মহারাজ, এইরূপ বলিয়া সেই নাগরাজ আত্মভবনের আরও শোভা বর্ণন করিবার জন্য দুইটী গাথা বলিল:—

১৬। নাগভূমি, সৌম্য, বড়ই সুন্দর,
কঙ্করবিহীন † সুখস্পর্শকর,
শ্যামল-কোমল শাদ্বলে আবৃত;
শোক সেথা হ'তে সদা অন্তর্হিত।

১৭। হ্রদ সমতট, প্রসন্ন-সলিল,
(ফুটে তথা নিত্য উৎপল নীল)
বৈদূর্য্য আছে সেই খানে
বেষ্টিত চৌদিকে আমের বাগানে।
ঋতুনির্ব্বিশেষে আছে তরুরাজি
পক্বাপক্ব ফল আর পুষ্পে সাজি।

১৮। সে কাননে হৈম্য হর্ম্য চমৎকার,
রজতনির্ম্মিত অর্গল যাহার;
রয়েছে চৌদিক প্রভায় উজলি
অন্তরীক্ষে যথা বিদ্যুতের বলী।

১৯। মাণিক্যে, সুবর্ণে সর্ব্বত্র খচিত
সে মহাপ্রাসাদ অতি সুনির্ম্মিত;
আছে সেথা বহু রমণী, রাজন্,
পরি কেয়ূরাদি নানা আভরণ।

২০। হাত ধরি মোর নাগেন্দ্র তখন
প্রাসাদ-উপরি করে আরোহণ।
অতি মনোহর, বর্ণন-অতীত
সে প্রাসাদ স্তম্ভসহস্র-শোভিত।
মহিষী তাহার ছিলেন সেখানে,
লয়ে গেল মোরে তাঁর সন্নিধানে।

২১। কাহারও আদেশ প্রতীক্ষা না করি
আসন আনিল ত্বরা এক নারী;
উৎকৃষ্ট রত্নরাজিবিমণ্ডিত,
মহার্হ, সকল সুলক্ষণোপেত
বৈদূর্য্যমাণিক্য করে শোভে তার,
অলসে নয়ন আভায় যাহার।

* মূলে 'মসক্কসারং' আছে। ইহা ইন্দ্রভবনের নামান্তর।

† কঙ্কর—কাঁকর। প্রকৃত শব্দটী কিন্তু শর্করা। 'কাঁকর' কঙ্করের অপভ্রংশ নয়; 'কাঁকর' হইতেই সাধু 'কঙ্করের উৎপত্তি। দানাবার চিনি কাঁকরের মত বলিয়া ইহার নাম শর্করা (ইংরাজী sugar)।

২২। সে শ্রেষ্ঠ আসনে ধরি মোর হাত
বসাইলা মোরে নাগলোকনাথ।
বলে সবিনয়ে, "তুমি হে আমার
গুরু অন্যতম ; হেথা বসিবার।
তব তুল্য যোগ্য নাই অন্য জন ;
কর দয়া করি আসন গ্রহণ।"

২৩। অন্য এক নারী শীঘ্র আনি বারি
করিল আমার পাদ প্রক্ষালন,
প্রক্ষালে যেমন পতিব্রতা নারী
পথশ্রান্ত প্রিয় পতির চরণ।

২৪। অন্য নারী শীঘ্র করে আনয়ন
স্বর্ণ পাত্রে সূপ, বিবিধ ব্যঞ্জন,
অন্ন সুবাসিত, গন্ধ পেয়ে যায়
হয় অবিলম্বে উদ্রেক ক্ষুধায়।

২৫। ভর্ত্তৃ-মনোভাব পারিয়া বুঝিতে
সেবিল আমারে নৃত্যবাদ্যগীতে
ভোজনাবসানে নাগকন্যাগণ।
নৃত্যবাদ্যগীত হলে সমাপন
নাগরাজ আসি করিলেন দান
দিলা আমারে এ অপ্সরাগণ।

নাগরাজ আমার নিকটে আসিয়া বলিল,

২৬। সুমধ্যা ত্রিশত এই ঘরণী আমার,
কমলিনী পরভৃতা রূপে যাহাদের,
তব পরিচর্য্যা হেতু করিলাম দান ;
করুক ইহারা তব চিত্ত বিনোদন।

অতঃপর ঋষি আবার বলিতে লাগিলেন :—

২৭। এইরূপে দিব্য রস করি আস্বাদন
সংবৎসর কাল আমি করিনু যাপন।
জিজ্ঞাসিনু শঙ্খপালে আমি তার পর,
"এই যে বিমানশ্রেষ্ঠ তব, নাগবর,
কি হেতু, কি কর্ম্মবলে করিয়াছ লাভ
বল, শুনি, সত্যের না করি অপলাপ।

২৮। দৈবাৎ কি পাইয়াছ ? কেহ কি নির্ম্মাণ
করেছে তোমার তরে এ মহাবিমান ?
নির্ম্মাণ করেছ নিজে, কিংবা দেবগণ
দিয়াছেন তোমারে এ বিচিত্র ভবন ?
জিজ্ঞাসি, নাগেশ, এই উত্তম বিমান
কি উপায়ে পাইয়াছ তুমি ভাগ্যবান্ ?"

ইহার পরবর্ত্তী গাথাগুলি উভয়ের বচন-প্রতিবচন :—

২৯। "দৈবাৎ না পাইয়াছি ; করে নি নির্ম্মাণ
কেহই আমার তরে এ মহাবিমান।
করি নি নির্ম্মাণ নিজে ; কিংবা দেবগণ
দেন নাই আমারে এ বিচিত্র ভবন।
নিষ্পাপ স্বকর্ম্মবলে, পুণ্য-অনুষ্ঠানে
করিয়াছি লাভ আমি এ মহাবিমানে।"

৩০। "কি ব্রত, কি ব্রহ্মচর্য্য করেছ পালন ? কোন্ সুকৃতির ফল এ দিব্য ভবন ?
বল, শুনি, নাগেশ, কি করি অনুষ্ঠান পাইয়াছ তুমি এই বিচিত্র বিমান ?"

৩১। "করিলাম পূরাকালে, আমি মহাসত্ত্ব দুর্য্যোধন নাম ধরি মগধে রাজত্ব।
বুঝিনু তখন আমি, জীবন আমার সদা পরিবর্ত্তশীল, অনিত্য, অসার।

৩২। হইনু প্রসন্নচিত্তে সর্ব্বান্তঃকরণে রত আমি সুপ্রচুর অন্নপানদানে;
রাজপথ-সন্নিহিত দীর্ঘিকার মত * গৃহ মোর সর্ব্বভোগ্য থাকিত সতত।
শ্রমণব্রাহ্মণগণ যাইতেন সেথা; অন্নপানে লভিতেন সন্তোষ সর্ব্বথা।

৩৩। এই মোর হিতব্রত, ব্রহ্মচর্য্য এই; এই সুকৃতির ফল এবে আমি পাই।
অন্নপানভক্ষ্যভোজ্যে পূর্ণ এ ভবন এ জীবনে লভিয়াছি আমি সে কারণ।"

৩৪। "নৃত্যগীতবাদ্যোৎসবে মহানন্দময় এ জীবন দীর্ঘকাল স্থায়ী যদি হয়,
তথাপি শাশ্বত নয়, বুঝিলাম সার; তুমি মহাবল, তবু কি হেতু তোমার
করিল দুর্দ্দশা হেন ক্ষীণবল যারা ? তুমি ত তেজস্বী, অতি নিস্তেজ তাহারা।
দংষ্ট্রায়ুধ তুমি, ধর দন্তে হলাহল; তথাপি তোমারে মারে ভিখারীর দল!

৩৫। মহাভয়ে অভিভূত হল তব মন; দন্তমূলে বিষ কি হে ছিল না তখন ?
বল শুনি, দংষ্ট্রায়ুধ, তুমি কি কারণ ভিখারীর হাতে দুঃখ পাইলে এমন ?"

৩৬। "কিছু মাত্র ভয় মনে হয় নি আমার; নাশিতে আমার তেজ শক্তি আছে কার ?
একবাক্যে বলে সবে, সজ্জনের ধর্ম্ম সাগরবেলার মত, নয় অতিক্রম্য। †

৩৭। চতুর্দ্দশী, পঞ্চদশী এই দুই তিথিতে নিরত সদাই থাকি পোষধ পালিতে।
ছিলাম পোষধী আমি সেদিন যখন, রজ্জুপাশ লয়ে এল ব্যাধ ষোল জন।

৩৮। বিন্ধিল নাসিকা, ছিদ্রে রজ্জু পরাইল, ব্যাধগণ ধরি মোরে লইয়া চলিল;
শীলভঙ্গভয়ে আমি সহিনু তখন মহাদুঃখ, দিল মোরে যাহা ব্যাধগণ।"

৩৯। "একায়ন পথে ‡ ছিলা করিয়া শয়ন; সেখানে তোমার দেখা পেল ব্যাধগণ।
রূপবান্ তুমি, দেহে মহাবল ধর; শ্রীপ্রজ্ঞাসম্পন্ন তুমি; তবু, নাগবর,
এমন নির্জ্জন স্থানে বল কি কারণ, একাকী করিতেছিলা তপস্যা সাধন ?"

৪০। "পুত্র, ধন, আয়ুঃ আমি করি না কামনা; লভিতে মনুষ্যযোনি আমার প্রার্থনা।
তাই, বীর্য্যসহকারে, যথাসাধ্য মোর করিতেছি, হে অলার, তপস্যা কঠোর।"

---

* মূলে 'ওপানভূতং' আছে। ইংরাজী অনুবাদক ইহার অর্থ করিয়াছেন like an inn অর্থাৎ পান্থশালার ন্যায়। বোধ হয় তিনি 'ওপান' শব্দটীকে 'আপান' বলিয়া ধরিয়াছেন। টীকায় আছে, চতুমহা-পথে খতোপোক্খরণী বিয়...যথাসুখং পরিভুঞ্জিতব্‌বিভবং"।

† অর্থাৎ সমুদ্রের জল যেমন বেলা অতিক্রম করিতে পারে না, সেইরূপ ক্রোধবেগাদি সাধুদিগের শান্তি অতিক্রম করিতে পারে না।

‡ এখানে 'একায়ন পথ' দ্বারা বোধ হয় অপ্রশস্ত পথ অর্থাৎ একজন ব্যতীত দুই জন পাশাপাশি যাইতে পারে না, এমন সঙ্কীর্ণ (একপদিক) পথ বুঝিতে হইবে। মনে করিতে হইবে যে, সেই বল্মীকের পাশ দিয়া এইরূপ একটা পথ ছিল। টীকাকার বলেন ইহা 'একগমনে জঙ্ঘপদিক মগ্গো।' একায়ন শব্দের আর একটী পারিভাষিক অর্থ নির্ব্বাণমার্গ

৪১। "বিশাল উরস * তব, আরক্ত নয়ন, সুকল্পিত কেশশ্মশ্রু, দিব্য আভরণ
লোহিত চন্দনে লিপ্ত দিব্য কলেবর, আভাসমুজ্জ্বল যথা গন্ধর্ব্ব-ঈশ্বর

৪২। দেবঋদ্ধিসম্পন্ন তুমি মহা-অনুভাব, ভোগের দ্রব্যের তব নাই ত অভাব,
এমন সৌভাগ্য হ'তে আরও প্রিয়তর কি পাইবে নরলোকে, বল, নাগবর ?"

৪৩। "নরলোক ভিন্ন, সৌম্য, আর কোন ঠাঁই ঋদ্ধি ও সংযম লভিবার আশা নাই †
জন্মান্তরলাভ যদি নরলোকে হয়, জন্মমরণের অন্ত করিব নিশ্চয়।" ‡

৪৪। "যাপিলাম সংবৎসর তোমার ভবনে বড় সুখে, দিব্য অন্নপান-আস্বাদনে।
বহু দিন ছাড়ি গৃহ রয়েছি হেথায় যাইব, নাগেশ, এবে দাও হে বিদায়।

৪৫। দারাপুত্র-অনুজীবী আছে মোর যত সেবিতে তোমায় আজ্ঞা পেয়েছে সতত।
করেছে কি কেহ তব অপ্রিয় কথন ? তুমি যে আমার বড় প্রীতির ভাজন।"

৪৬। "মাতাপিতা প্রিয় অতি স্নেহে তাঁহাদের গৃহস্থের গৃহে ছুটে উৎস আনন্দের।
শিশু পুত্র প্রিয়তর পালনে তাহার অন্তরেতে হয় বড় প্রীতির সঞ্চার।
যে সুখ পাইনু কিন্তু আলয়ে তোমার অন্য সব সুখ তুচ্ছ তুলনায় তার।"

৪৭। "আছে এক মণি মোর লোহিতবরণ যত চাও করে তত ধন আহরণ।
একান্তই যাবে যদি, সে মহারতন লয়ে তুমি নিজ গৃহে করহ গমন।
ইচ্ছামত ধন লাভ করিবে যখন করিও সে মণি তুমি মোরে প্রত্যর্পণ।"

অতঃপর অলার কহিলেন, "মহারাজ ইহার পর আমি নাগরাজকে বলিলাম, 'সৌম্য, আমি ধনার্থী নই; আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণের ইচ্ছা করিয়াছি।' আমি তাহার নিকট প্রব্রাজক-ব্যবহার্য্য উপকরণগুলি চাহিলাম, সে সমস্ত লইয়া তাহার সঙ্গে নাগভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম এবং তাহাকে বিদায় দিয়া হিমালয়ে প্রবেশপূর্ব্বক প্রব্রজ্যা লইলাম।" অতঃপর তিনি রাজাকে দুইটী গাথায় ধর্ম্মকথা শুনাইলেন :—

৪৮। ভোগের বিষয় আছে মানুষের যত, পরিবর্ত্তনশীল তারা, অস্থায়ী সতত।
কাম অতি দুঃখকর বুঝিয়াছি সার সে হেতু আশ্রয় আমি লই প্রব্রজ্যার।

৪৯। পক্ক ও অপক্ক সব ফলের যেমন তরুশাখা হ'তে হয় ভূতলে পতন,
বালবৃদ্ধ সর্ববিধ লোকেও তেমনি পড়িতেছে মৃত্যুমুখে দিবস রজনী।
প্রব্রজ্যা লইতে তাই ব্যগ্র মোর প্রাণ শ্রামণ্যই শ্রেষ্ঠ পথ লভিতে নির্ব্বাণ।

ইহা শুনিয়া রাজা পরবর্ত্তী গাথাটী বলিলেন :—

৫০। প্রজ্ঞাবান্, বহুশ্রুত বহুগুণধর, বহুবিধ বিষয়ের চিন্তনে তৎপর,
প্রকৃষ্ট সেবার পাত্র হেন মহাজন। শুনিয়া নাগের আর তোমার বচন,
বহু পুণ্য অনুষ্ঠান করিব, অলার পাপপথ সতত করিয়া পরিহার। §

* মূলে 'বিহতত্তরংসো' এই পদ আছে।

† নরলোকে বুদ্ধগণ ধর্ম্ম শিক্ষা দেন, এই জন্য এখানে বিশুদ্ধিলাভ হয়।

‡ অর্থাৎ "নির্ব্বাণ লাভ করিব।"

§ তু°—ষষ্ঠ গাথা, ধ্বজবিহেঠ-জাতক (৩৯১); ঊনত্রিংশ গাথা, সৌমনস্য-জাতক (৫০৫)।

রাজাকে উৎসাহ দিবার জন্য তপস্বী অবশিষ্ট গাথাটী বলিলেন :—

৫১। প্রজ্ঞাবান্, বহুশ্রুত, বহুগুণধর বহুবিধ বিষয়ের চিন্তনে তৎপর,—
সভাই সেবার পাত্র হেন মহাজন। শুনিয়া নাগের আর আমার বচন
বহু পুণ্য অনুষ্ঠান কর, নরপতি ; পাপপথে আর যেন নাহি হয় গতি।

এইরূপে রাজাকে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া তপস্বী সেখানে চারি মাস বাস করিলেন এবং তাহার পর হিমালয়ে প্রতিগমনপূর্ব্বক ব্রহ্মবিহারচতুষ্টয় ধ্যান করিয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইলেন। শঙ্খপালও যাবজ্জীবন পোষধ পালন করিলেন, এবং রাজা দানাদি পুণ্যানুষ্ঠানপূর্ব্বক কর্ম্মানুরূপ গতি প্রাপ্ত হইলেন।

[এই রূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা জাতকের সমবধান করিলেন।
সমবধান—তখন কাশ্যপ ছিলেন সেই তপস্বী রাজপিতা, আনন্দ ছিলেন বারাণসীরাজ, এবং আমি ছিলাম শঙ্খপাল।]

৫২৫—চুল্লসুতসোম-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে নৈষ্ক্রম্য-পারমিতার সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্ন বস্তু মহানারদকাশ্যপ-জাতকের (৫৪৪) প্রত্যুৎপন্নবস্তুসদৃশ।]

পুরাকালে বারাণসীর নাম ছিল সুদর্শন নগর। সেখানে ব্রহ্মদত্তনামক এক রাজা বাস করিতেন। বোধিসত্ত্ব তাঁহার অগ্রমহিষীর গর্ভে জন্মান্তর গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সুশ্রী ছিল বলিয়া তাঁহার নাম রাখা হইয়াছিল সোমকুমার। যখন তাঁহার বুদ্ধি পরিণত হইয়াছিল, তখন তিনি সোমরসপ্রিয় হইয়াছিলেন এবং সোমরসের আহুতি দিতেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে 'সুতসোম' বলিয়া জানিত।*

সুতসোম বয়ঃপ্রাপ্তির পর তক্ষশিলায় গিয়া বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং সেখান হইতে প্রতিবর্ত্তন করিয়া পিতার নিকট শ্বেতচ্ছত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি যথাধর্ম্ম রাজত্ব করিতেন। তাঁহার প্রচুর ঐশ্বর্য্য ছিল ; চন্দ্রাদেবীপ্রমুখা ষোড়শ সহস্র রমণী তাঁহার কলত্র হইয়াছিলেন। কিন্তু কালক্রমে, যখন তিনি বহু পুত্রকন্যা লাভ করিয়া সৌভাগ্যের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলেন, সেই সময়ে গৃহস্থাশ্রমে তাঁহার অনভিরতি জন্মিল ; তিনি বনে গিয়া প্রব্রজ্যাগ্রহণের জন্য ব্যাকুল হইলেন। তিনি এক দিন নাপিতকে ডাকাইয়া বলিলেন,

* মূলে 'সে বিঞ্ঞুতং পত্তো সুতবিত্তো সবনসীলো অহোসি তেন নং সুতসোমো তি সঞ্জানিংসু' এ আছে। 'সুতবিত্তো' পদের পরিবর্ত্তে সুতোচিত্তো' এই পাঠও দেখা যায়। এই পাঠই বোধ হয় সমীচীন। সু ধাতুর অর্থ (সোমলতা প্রভৃতি) মাড়িয়া রস বাহির করা। 'সুতসোম' বলিলে, বৈদিক ভাষায়, যিনি সোমলতা মাড়িয়া রস বাহির করেন কিংবা যিনি সোমরসের আহুতি দেন, তাঁহাকে বুঝায়।

আর্য্যশূর-বিরচিত জাতকমালায় সুতসোম-নামক একটী জাতক আছে। তাহা জাতকার্থবর্ণনার মহাসুতসোম-জাতকের (৫৩৭) অনুরূপ। এই জাতকে আর্য্যশূর লিখিয়াছেন "তস্য গুণশতকিরণমালিনঃ সোমপ্রিয়-দর্শনস্য সুতস্য সুতসোম ইত্যেবং পিতা নাম চক্রে।" এখানে নামকরণ-প্রসঙ্গে সোমরসের কোন উল্লেখ নাই।

"দেখ, বাপু, যখন আমার মাথায় পাকা চুল দেখিতে পাইবে, তখন আমায় জানাইবে।" নাপিত যে আজ্ঞা বলিয়া স্বীকার করিল এবং কিয়দ্দিন পরে স্থুতসোমের মাথায় পাকা চুল দেখিয়া জানাইল। স্থুতসোম বলিলেন, "তবে তুমি পাকা চুলটা তুলিয়া আমার হাতে দাও।" এই আজ্ঞা পাইয়া নাপিত সোণার শন্না দিয়া চুল গাছটা তুলিয়া রাজার হাতে দিল। তাহা দেখিয়া মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, 'অহো, জরা আসিয়া আমার দেহ অভিভূত করিল!' তিনি সভয়ে ঐ পাকা চুলটা হাতে লইয়া প্রাসাদ হইতে অবতরণ করিলেন, বহু লোকে দেখিতে পায় এমন স্থানে স্থবিন্যস্ত রাজপল্যঙ্কে উপবেশন করিলেন, এবং সেনাপতিপ্রমুখ অশীতি সহস্র অমাত্য, পুরোহিতপ্রমুখ ষষ্টি সহস্র ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য বহু পৌর ও জানপদগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "আমার মস্তক পলিত হইয়াছে; আমি বৃদ্ধ হইয়াছি; অতএব আপনারা জানিয়া রাখুন যে আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছি।

১। মিত্রামাত্যপারিষদ পৌরজানপদগণ, শুন সর্ব্বজন,
পলিত মস্তক মম: সে হেতু করিব আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ।"

ইহা শুনিয়া ঐ সকল লোকের প্রত্যেকেই বিষণ্ণ হইয়া বলিলেন:—

২। অযৌক্তিক কথা বলি কি হেতু বিন্ধিলে শেল হৃদয়ে আমার?
সপ্তশত ভার্য্যা তব, ভেবে দেখ, কি দুর্দ্দশা ঘটিবে সবার।

ইহার উত্তরে মহাসত্ত্ব তৃতীয় গাথা বলিলেন:—

৩। যুবতী তাহারা সবে; নিজ নিজ রূপে গুণে হবে সমাদৃত;
কে আমি তাদের বল? হবে তারা অবিলম্বে অন্যের আশ্রিত।
স্বর্গ লভিবার তরে হইয়াছে ব্যগ্র মন; আমি সে কারণ
ত্যজিয়া বিষয়ভোগ করিব অরণ্যে গিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ।

অমাত্যেরা বোধিসত্ত্বের কথার উত্তর দিতে না পারিয়া তাঁহার গর্ভধারিণীর নিকটে গিয়া এই বৃত্তান্ত জানাইলেন। ঐ রমণী শশব্যস্তে বোধিসত্ত্বের নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, তুমি প্রব্রজ্যাগ্রহণের সঙ্কল্প করিয়াছ, এ কথা সত্য কি?

৪। বৃথা তোর মাতা বলি সম্ভাষে আমায় লোকে! বিলাপ, ক্রন্দন
উপেক্ষি আমার সব, প্রব্রজ্যাগ্রহণে, তাই, করিলি মনন।

৫। বৃথা, স্থুতসোম, তোরে ধরিলাম গর্ভে, হায়! বিলাপ ক্রন্দন
উপেক্ষি আমার সব প্রব্রজ্যাগ্রহণে, তাই, করিলি মনন।"

জননীর এইরূপ পরিদেবন শুনিয়াও বোধিসত্ত্ব কোন কথা বলিলেন না। ঐ রমণী এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কেবল কান্দিতেই লাগিলেন। অনন্তর অমাত্যেরা গিয়া বোধিসত্ত্বের পিতার নিকট এই সংবাদ দিলেন। তিনি আসিয়া একটী গাথা বলিলেন:—

৬। এ কেমন ধর্ম্ম তব? কেমন প্রব্রজ্যা এই? বল, স্থুতসোম;
জরাজীর্ণ মাতাপিতা উপেক্ষি করিবে তুমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ।

ইহা শুনিয়া মহাসত্ত্ব নীরব রহিলেন। তখন তাঁহার পিতা আবার বলিলেন, "বৎস স্থুতসোম, যদি মাতা পিতার জন্যও তোমার স্নেহ না থাকে, তথাপি তোমার নিতান্ত শিশু

পুত্রকন্যাদির কথা ভাবিয়া দেখ। তোমা বিনা তাহারা বাঁচিতে পারিবে না। তাহারা যখন নিজের ভাল মন্দ বুঝিতে শিখিবে, তখন তুমি প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিও।

৭। আছে বহু পুত্র তব, মঞ্জুভাষী, সুকুমার, অপ্রাপ্তযৌবন;
তোমার না পেলে দেখা হইবে সকলে তারা বিষাদে মগন।"

মহাসত্ত্ব বলিলেন,

৮। আছে বহু পুত্র মোর, মঞ্জুভাষী, সুকুমার, অপ্রাপ্তযৌবন;
তাহাদের তোমাদের সঙ্গে আমি বহু দিন যাপিনু জীবন।
কিন্তু এ মায়ার খেলা; অনিত্য মেলন এই বুঝিয়াছি সার;
গৃহবাস ছাড়ি তাই, প্রব্রজ্যা লইতে এবে সঙ্কল্প আমার।

মহাসত্ত্ব এইরূপে পিতাকে ধর্ম্মসঙ্গত কথা বলিলেন। তাহা শুনিয়া তাঁহার পিতা তুষ্ণীভাব অবলম্বন করিলেন। অতঃপর লোকে তাঁহার সপ্তশত ভার্য্যাকে এই সংবাদ দিল। তাহারা প্রাসাদ হইতে অবতরণপূর্ব্বক তাঁহার নিকটে গেলেন এবং তাঁহার পা ধরিয়া বলিলেন,

৯। কান্দিয়া আকুল মোরা; তবু ছাড়ি সবে তুমি যাবে প্রব্রজ্যায়!
এতই কি স্নেহহীন হৃদয় তোমার, দেব, হইয়াছে হায়!
শোকাতুর দেখি সবে হয় না তোমার মনে করুণা সঞ্চার!
নিশ্চয় নিঠুর বিধি গড়েছে পাষাণ দিয়া হৃদয় তোমার।

তাঁহার পাদমূলে গড়াগড়ি দিয়া রমণীরা এইরূপে পরিদেবন করিতেছেন শুনিয়া মহাসত্ত্ব বলিলেন,

১০। হৃদয়ে রয়েছে স্নেহ; দুঃখ দেখি তোমাদের দয়া হয় মনে;
কিন্তু স্বর্গকামী আমি; প্রব্রজ্যা লইয়া, তাই, যাব চলি বনে।

তখন লোকে তাঁহার অগ্রমহিষীকে জানাইল। তিনি পূর্ণগর্ভা ছিলেন; কিন্তু এই গুরুভার লইয়াও তিনি মহাসত্ত্বের নিকট গেলেন এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া একান্তে উপবেশনপূর্ব্বক তিনটী গাথা বলিলেন:—

১১। বনিতা তোমার আমি হইলাম, সুতসোম, কি কুক্ষণে হায়!
তাই, মোর আর্ত্তনাদ উপেক্ষা করিয়া, দেব, যাবে প্রব্রজ্যায়।
১২। বনিতা তোমার আমি হইলাম সুতসোম, কি কুক্ষণে হায়!
গর্ভবতী অভাগিনী; তবু ফেলি তারে তুমি যাবে প্রব্রজ্যায়।
১৩। পূর্ণগর্ভা আমি এবে; যত দিন প্রসব না করিব সন্তান,
দাসীর মিনতি এই, দয়া করি কর, দেব, গৃহে অবস্থান।
একাকিনী পতিহীনা— ঘটেনা আমার যেন হেন অবস্থায়
প্রসবযন্ত্রণাভোগ; মাগি এই বর আমি ধরি তব পায়।

মহাসত্ত্ব বলিলেন,

১৪। পূর্ণগর্ভা জানি তুমি; কর শীঘ্র সুপ্রসব পুত্র রূপবান্;
পুত্রপত্নী ছাড়ি আমি প্রব্রজ্যার হেতু বনে করিব প্রয়াণ।

মহাসত্ত্বের কথা শুনিয়া অগ্রমহিষী শোক সংবরণ করিতে পারিলেন না ; "হায়, আজ হইতে শ্রীহীনা হইলাম" বলিয়া তিনি দুই হস্তে বক্ষঃস্থল ধারণ করিলেন এবং অশ্রু মুছিতে মুছিতে উচ্চৈঃস্বরে পরিদেবন করিতে লাগিলেন। মহাসত্ত্ব তাঁহাকে আশ্বাস দিবার জন্য বলিলেন,

১৫। চন্দ্রে, কোবিদারনেত্রে,* সংবরি রোদন কর প্রাসাদে গমন ;
ছিঁড়িয়া মায়ার পাশ নিশ্চয় করিব আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ।

অগ্রমহিষী এই কথা শুনিয়া সেখানে আর তিষ্ঠিতে পারিলেন না ; তিনি প্রাসাদে উঠিয়া সেখানে বসিয়া বসিয়া কান্দিতে লাগিলেন। তাঁহাকে এই অবস্থায় দেখিয়া বোধিসত্ত্বের জ্যেষ্ঠপুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, তুমি বসিয়া কান্দিতেছ কেন ?

১৬। কেন, মা গো, বার বার তাকায়ে আমার দিকে করিছ ক্রন্দন ?
ঘটিল দুর্মতি কার, করিতে তোমার মা গো, রোষ উৎপাদন ?
করি তব অপমান, অবধ্য যে জ্ঞাতি, সেও পাবে না নিস্তার ;
বল তার নাম, শুনি ; এখনই জীবন তার করিব সংহার।

ইহার উত্তরে দেবী বলিলেন,

১৭। নন তিনি বধ্য তোর ; চিরজয়ী যিনি মোর দুঃখের কারণ।
কাটিয়া মায়ার পাশ পিতা তোর করিবেন প্রব্রজ্যা গ্রহণ।

দেবীর উত্তর শুনিয়া কুমার বলিলেন, "আপনি কি কথা বলিলেন, মা ? এরূপ ঘটিলে ত আমরা একেবারে অনাথ হইব !

১৮। সুসজ্জিত রথে চড়ি গিয়াছি উদ্যানে আমি পূর্ব্বে কত বার
করিয়াছি ভোগ সেথা অন্তঃপুরসহ সুখে আনন্দ অপার।
অহো ভাগ্য বিপর্য্যয় ! কেমনে করিব আর জীবন ধারণ,
নিরাশ্রয় করি মোরে করেন জনক যদি প্রব্রজ্যা গ্রহণ ?"

কুমারের সপ্তবর্ষবয়স্ক কনিষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহাদের দুই জনকেই কান্দিতে দেখিয়া জননীর নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মা, তুমি কান্দিতেছ কেন ?" দেবী ক্রন্দনের কারণ বলিলে সে উত্তর দিল, "তুমি কান্দিও না ; আমি বাবাকে প্রব্রজ্যা লইতে দিব না।" এইরূপে দুই জনকেই আশ্বাস দিয়া সেই বালক ধাত্রীর সঙ্গে প্রাসাদ হইতে অবতরণ করিল এবং পিতার নিকট গিয়া বলিল, "বাবা, তুমি নাকি আমাদিগকে ছাড়িয়া প্রব্রজ্যা লইবে, বলিতেছ ? আমি তোমাকে প্রব্রজ্যা লইতে দিব না।" অনন্তর সে দুই হাতে পিতার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল,

১৯। মা কান্দে, চায় না দাদা ছাড়িতে তোমায় ; হাত ধরি জোর করি রাখিব হেথায়।
কত সাধ্য আছে, বাবা, দেখিব তোমার দুপায়ে ঠেলিতে ইচ্ছা আমা সবাকার।

মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, "এই শিশুই, দেখিতেছি, এখন আমার পরিপন্থী হইল। কি উপায়ে ইহার হাত এড়াইতে পারা যায় ?' অনন্তর তিনি ধাত্রীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া

* মূলে 'বনতিমিরমত্তক্খি' এই পদ আছে। এতৎসম্বন্ধে ৪র্থ খণ্ডের চন্দ্রকিন্নর-জাতকের (৪৮৫) দশম গাথার পাদটীকা দ্রষ্টব্য। টীকাকার অর্থ করিয়াছেন, 'গিরিকণ্ণিকসমাননেত্তে'। পাঠান্তর 'কোবিডারতম্বক্খি'।

বলিলেন, "বাছা ধাই, এই যে মণিময় আভরণখানি দেখিতেছ, ইহা তোমারই হইল। তুমি ছেলেটীকে সরাইয়া লইয়া যাও। এ যেন আমার অন্তরায় না হয়।" তিনি নিজে পুত্রের হাত ছাড়াইতে না পারিয়া ধাত্রীকে উৎকোচ দিতে চাহিলেন; বলিলেন,

২০। উঠ ধাই; চলি তুমি যাও স্থানান্তরে; খেলা দিয়া ভুলাইয়া রাখহ বাছারে।
স্বর্গলাভ হেতু ইচ্ছা হয়েছে আমার; না হয় এ শিশু যেন পরিপন্থী তার।

ধাত্রী উৎকোচ লইয়া বালকটীকে সান্ত্বনা করিয়া অন্যত্র গেল; কিন্তু সেখানে গিয়াই পরিদেবন করিতে লাগিল:—

২১। লইনু উৎকোচ আমি উজ্জ্বল রতন; ত্যাজ্য ইহা; নাহি মোর এতে প্রয়োজন।
যাইবেন সুতসোম প্রব্রজ্যা লইয়া; কি সুখ হইবে মোর এ মণি রাখিয়া?

অতঃপর মহাসেনাপতি ভাবিলেন, 'বোধ হয় রাজা ভাবিতেছেন যে, তাঁহার গৃহে ধন হ্রাস হইয়াছে। ভাণ্ডারে যে প্রচুর ধন আছে, এ কথা তাঁহাকে বলিতে হইতেছে।' ইহা স্থির করিয়া তিনি উঠিয়া বলিলেন,

২২। বিপুল ঐশ্বর্য্য কোষে হয়েছে সঞ্চয়;
ধনধান্যে পরিপূর্ণ ভাণ্ডার তোমার;
সমগ্র পৃথিবী তুমি করিয়াছ জয়;
ভুঞ্জ এই সব; ত্যজ ইচ্ছা প্রব্রজ্যার।

মহাসত্ত্ব বলিলেন,

২৩। বিপুল ঐশ্বর্য্য কোষে হয়েছে সঞ্চয়;
ধন-ধান্যে পরিপূর্ণ ভাণ্ডার আমার;
সমগ্র পৃথিবী আমি করিয়াছি জয়;
তথাপি হয়েছে মোর ইচ্ছা প্রব্রজ্যার।

ইহা শুনিয়া মহাসেনাপতি চলিয়া গেলেন। তখন কুলবর্দ্ধন-নামক এক শ্রেষ্ঠী উঠিয়া ও সুতসোমকে প্রণাম করিয়া বলিলেন,

২৪। সুপ্রচুর ধন, দেব, রয়েছে আমার; গণিতে যে সব সাধ্য নাই দেবতার।
করিতেছি তোমারে সমস্ত সমর্পণ; ভুঞ্জ সুখে; করিও না প্রব্রজ্যা গ্রহণ।

মহাসত্ত্ব বলিলেন,

২৫। জানি আমি, শ্রেষ্ঠিবর, তুমি মহাধনী; শ্রদ্ধা কর আমারে, তাহাও আমি জানি।
স্বর্গ পেতে কিন্তু এবে ব্যগ্র মোর মন; করিব সে হেতু আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ।

ইহা শুনিয়া কুলবর্দ্ধন শ্রেষ্ঠী চলিয়া গেলেন। তখন সুতসোম সোমদত্ত-নামক কনিষ্ঠ সহোদরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বৎস, আমি পঞ্জরাবদ্ধ বনকুক্কুটের ন্যায় উৎকণ্ঠিত হইয়াছি। আমার সর্ব্বেন্দ্রিয়ে গৃহবাসে অনাসক্তি জন্মিয়াছে। আমি অদ্যই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব। তুমি এখন এই রাজ্য রক্ষা কর।" অনন্তর তাঁহার হস্তে রাজ্য সম্প্রদানেচ্ছু হইয়া তিনি নিম্নলিখিত গাথাটী বলিলেন:—

২৬। হইয়াছি, সোমদত্ত, বড় উৎকণ্ঠিত; বিষয়ানাসক্ত মোর হইয়াছে চিত্ত।
পুণ্যপথে ঘটে কিন্তু বহু অন্তরায়; অদ্যই সে হেতু আমি যাব প্রব্রজ্যায়।

ইহা শুনিয়া সোমদত্তও প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। এই ভাব ব্যক্ত করিবার জন্য তিনি বলিলেন,

> ২৭। এই যদি, সুতসোম, সঙ্কল্প তোমার ;—
> অদ্যই করিবে তুমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ—
> তোমা বিনা গৃহে আমি না রহিব আর ;
> হইবে প্রব্রজ্যা, দাদা, আমারও শরণ।

সোমদত্তকে বারণ করিবার জন্য সুতসোম অর্দ্ধ গাথা বলিলেন ;

> ২৮। (ক) তুমি যদি কর, ভাই, প্রব্রজ্যা গ্রহণ, ত্যজিবে জীবন পৌর জানপদগণ,
> না করিয়া অন্ন পাক, থাকি অনাহারে। প্রব্রজ্যা লইতে, তাই, নিষেধি তোমারে।

ইহা শুনিয়া উপস্থিত সমস্ত লোকে মহাসত্ত্বের পাদমূলে পরিদেবন করিতে লাগিল,

> ২৮। (খ) সুতসোম প্রব্রজ্যা লইয়া যদি যান, কি সুখে আমরা, বল, ধরিব পরাণ ?

মহাসত্ত্ব বলিলেন, "তোমরা শোক করিও না। এত কাল তোমাদের সঙ্গে ছিলাম ; এখন তোমাদিগকে ছাড়িয়া থাকিব। যাহা জন্মিয়াছে, তাহার কিছুই নিত্য নহে।" অনন্তর তিনি তিনটী গাথায় সমবেত জনসঙ্ঘকে ধর্ম্মোপদেশ দিলেন :—

> ২৯। হইতেছে অনুক্ষণ জীবনের ক্ষয় ;
> রজকের ক্ষারজল বস্ত্রচ্ছিদ্র পথে
> নিঃশেষ যেমন হয় ক্রমে বাহিরিয়া,
> সেইরূপ হইতেছে জীবের জীবন,
> ক্ষণস্থায়ী। প্রমাদের হ'য়ে বশীভূত
> থাকিতে সময় জীব পাবে কি প্রকারে ?
>
> ৩০। হইতেছে অনুক্ষণ জীবনের ক্ষয় ;
> রজকের ক্ষারজল বস্ত্রচ্ছিদ্র পথে
> নিঃশেষ যেমন হয় ক্রমে বাহিরিয়া,
> সেইরূপ হইতেছে জীবের জীবন,
> ক্ষণস্থায়ী। প্রমাদের হয়ে বশীভূত
> থাকিতে কেবল পারে মূর্খ যেই জন।
>
> ৩১। তৃষ্ণার বন্ধনে বদ্ধ মূর্খ জীব যারা,
> মৃত্যু-অন্তে লভে গিয়া নরকে জনম,
> তির্য্যগ্‌যোনিতে, কিংবা দৈত্যপ্রেতরূপে।

মহাসত্ত্ব এইরূপে সমস্ত লোককে ধর্ম্ম কথা বলিয়া পুষ্পক নামক প্রাসাদে আরোহণ করিলেন এবং সপ্তম ভূমিতে অবস্থিতিপূর্ব্বক খড়্গ দ্বারা নিজের কেশ ছেদন করিলেন। "আমি এখন তোমাদের কেহই নই ; তোমরা নিজেদের জন্য ইচ্ছামত রাজা গ্রহণ কর," এই বলিয়া তিনি ঐ চুল উষ্ণীষসহ ঐ সকল লোকের মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। লোকে উহা ধরিয়া ভূতলে পড়িয়া পুনঃ পুনঃ গড়াগড়ি দিতে ও পরিদেবন করিতে লাগিল। এই কারণে সেখান হইতে স্তূপাকারে ধূলি উত্থিত হইল ; লোকে একটু হটিয়া গিয়া আবার

দাঁড়াইল এবং ঐ ধূলিস্তম্ভের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "রাজা নিশ্চিত তাঁহার কেশ ছেদন করিয়া উষ্ণীষসহ এই জনসঙ্ঘের মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছেন ; সেই জন্য প্রাসাদের নিকটে এত ধূলি উত্থিত হইয়াছে।" তাহারা পরিদেবন করিতে লাগিল,

৩২। উঠিছে ধূলির স্তম্ভ ওই ঊর্দ্ধদিকে
পুষ্পকপ্রাসাদসন্নিধানে, দেখ চেয়ে।
করিলেন বুঝি কেশ ছেদন নিজের
যশস্বী ধার্ম্মিক সুতসোম নৃপবর।

এদিকে মহাসত্ত্ব একজন পরিচারককে প্রেরণ করিয়া প্রব্রাজকের ব্যবহার্য্য সমস্ত দ্রব্য আনয়ন করাইলেন এবং নাপিতের দ্বারা কেশ ও শ্মশ্রু ছেদন করাইলেন। অতঃপর তিনি সমস্ত আভরণ খুলিয়া শয্যার উপর রাখিলেন, নিজের রঞ্জিত বস্ত্রের রক্তবর্ণ দশাগুলি ছেদনপূর্ব্বক অবশিষ্ট কাষায়াংশ পরিধান করিলেন, বামাংসকূটে মৃত্তিকাপাত্র বন্ধন করিলেন, প্রব্রাজকদণ্ড ধারণ করিয়া প্রাসাদের উচ্চতম তলে কিয়ৎক্ষণ ইতস্তত পাদচারণ করিলেন, এবং শেষে অবতরণপূর্ব্বক রাজপথ দিয়া চলিতে লাগিলেন। তিনি যখন নিষ্ক্রমণ করিলেন, তখন কেহই তাঁহাকে চিনিতে পারিল না। তাঁহার ক্ষত্রিয়কুলজা সপ্তশত ভার্য্যা প্রাসাদে আরোহণ করিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না ; কিন্তু তাঁহার আভরণসমূহ দেখিয়া অবতরণপূর্ব্বক অবশিষ্ট ষোড়শ সহস্র অন্তঃপুরচারিণীর নিকটে গিয়া বলিলেন, "তোমাদের প্রিয় ভর্ত্তা মহাভাগ সুতসোম প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছেন।" এই রমণীগণ উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে করিতে অন্তঃপুরের বাহির হইলেন। তখন লোকে বুঝিতে পারিল, সুতসোম প্রব্রাজক হইয়াছেন। এই সংবাদে সমস্ত নগর সংক্ষুব্ধ হইল ; 'আমাদের রাজা না কি প্রব্রাজক হইয়াছেন' ইহা বলিতে বলিতে বহু লোকে রাজদ্বারে সমবেত হইল। রাজা হয় ত এখানে আছেন, রাজা হয় ত ওখানে আছেন বলিয়া, তাহারা ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিয়া সমস্ত রাজভবন ও রাজার বিশ্রামের স্থান অনুসন্ধান করিল এবং কোথাও তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া বিলাপ করিতে লাগিল :—

৩৩। এই সে বিচিত্র, পুষ্পমাল্যবিভূষিত
প্রাসাদ, যেখানে রাজা থাকিতেন সুখে
অন্তঃপুরচারিণী রমণীগণসহ।

৩৪। এই সে বিচিত্র, পুষ্পমাল্যবিভূষিত
প্রাসাদ, যেখানে রাজা করিতেন বাস
জ্ঞাতিগণে, বন্ধুজনে হইয়া বেষ্টিত।

৩৫। এই কূটাগার * পুষ্পমাল্যবিভূষিত,
বিচিত্র, সেখানে রাজা সেবিতেন বায়ু
অন্তঃপুরচারিণী রমণীগণসহ।

৩৬। এই কূটাগার পুষ্পমাল্যবিভূষিত,
বিচিত্র, সেখানে রাজা সেবিতেন বায়ু
জ্ঞাতিগণে, বন্ধুজনে হইয়া বেষ্টিত।

* প্রাসাদের উচ্চতম ভূমিতে অবস্থিত গৃহ (attic) বা চীলাকোঠা।

৩৭। এ সেই অশোকবন অতি রমণীয়,
সর্ব্বকালে সুপুষ্পিত তরুরাজি যার ;
আসিতেন রাজা হেথা প্রমোদের তরে
অন্তঃপুরচারিণী রমণীগণসহ।

৩৮। এ সেই অশোকবন অতি রমণীয়,
সর্ব্বকালে সুপুষ্পিত তরুরাজি যার ;
আসিতেন রাজা হেথা প্রমোদের তরে
জ্ঞাতিগণে, বন্ধুজনে হইয়া বেষ্টিত।

৩৯। এ সেই উদ্যান রম্য, তরুলতা যার
সর্ব্বকালে নানা পুষ্পে থাকে সুশোভিত
আসিতেন রাজা হেথা করিতে বিহার
অন্তঃপুরচারিণী রমণীগণসহ।

৪০। এ সেই উদ্যান রম্য, তরুলতা যার
সর্ব্বকালে নানা পুষ্পে থাকে সুশোভিত ;
আসিতেন রাজা হেথা করিতে বিহার
জ্ঞাতিগণে, বন্ধুজনে হইয়া বেষ্টিত।

৪১। এই সেই রমণীয় কর্ণিকারবন
সর্ব্বকালে সুপুষ্পিত তরুরাজি যার ;
আসিতেন রাজা হেথা করিতে বিহার
অন্তঃপুরচারিণী রমণীগণসহ।

৪২। এই সেই রমণীয় কর্ণিকারবন,
সর্ব্বকালে সুপুষ্পিত তরুরাজি যার ;
আসিতেন রাজা হেথা করিতে বিহার
জ্ঞাতিগণে, বন্ধুজনে হইয়া বেষ্টিত।

৪৩। এ সেই পাটলিবন অতি রমণীয়,
সর্ব্বকালে সুপুষ্পিত তরুরাজি যার ;
আসিতেন রাজা হেথা করিতে বিহার
অন্তঃপুরচারিণী রমণীগণসহ।

৪৪। এ সেই পাটলিবন অতি রমণীয়,
সর্ব্বকালে সুপুষ্পিত তরুরাজি যার :
আসিতেন রাজা হেথা করিতে বিহার
জ্ঞাতিগণে, বন্ধুজনে হইয়া বেষ্টিত।

৪৫। এই সেই আম্রবণ অতি রমণীয়,
সর্ব্বকালে মুকুলিত তরুরাজি যার ;
আসিতেন রাজা হেথা করিতে বিহার
অন্তঃপুরচারিণী রমণীগণসহ।

৪৬। এই সেই আম্রবণ অতি রমণীয়,
সর্ব্বকালে মুকুলিত তরুরাজি যার ;

আসিতেন রাজা হেথা করিতে বিহার
জ্ঞাতিগণে, বন্ধুজনে হইয়া বেষ্টিত।

৪৭। এই সেই পুষ্করিণী, জলেতে যাহার
জলজ কুসুম নানা ফুটে বার মাস;
আসিতেন রাজা হেথা করিতে বিহার
অন্তঃপুরচারিণী রমণীগণসহ।

৪৮। এই সেই পুষ্করিণী, জলেতে যাহার
জলজ কুসুম নানা ফুটে বার মাস,
জলচর পক্ষী নানা বিচরে যেখানে;
আসিতেন রাজা হেথা করিতে বিহার
জ্ঞাতিগণে, বন্ধুজনে হইয়া বেষ্টিত।

এইরূপ বহু স্থানে বিলাপ করিয়া সেই সমস্ত লোক পুনর্ব্বার রাজাঙ্গণে সমবেত হইয়া বলিল :—

৪৯। রাজা না কি করিলেন প্রব্রজ্যা গ্রহণ? রাজা ত্যজি পরিলেন কাষায় বসন?
একচর গজ যথা, একাকী তেমনি গৃহ ছাড়ি বনবাস করিবেন তিনি?

অতঃপর তাহারাও গৃহ ও ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া দারাপুত্রাদির হাত ধরিয়া নিষ্ক্রমণ করিল এবং বোধিসত্ত্বের নিকট উপস্থিত হইল। তাঁহার মাতা পিতা, শিশুপুত্রগণ এবং ষোড়শ সহস্র নর্ত্তকীও ঐ সকল লোকের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। তাহাতে সমস্ত নগর জনহীন হইল। আবার জনপদবাসীরাও এই সকল লোকের অনুগমন করিল। বোধিসত্ত্বের অনুচরগণ এইরূপে দ্বাদশ যোজন স্থান ব্যাপিয়া যাইতে লাগিল। তিনি তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া হিমালয়ের অভিমুখে চলিলেন। তিনি অভিনিষ্ক্রমণ করিয়াছেন জানিয়া শক্র বিশ্বকর্ম্মাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "বৎস, রাজা সুতসোম অভিনিষ্ক্রমণ করিয়াছেন; তিনি যেন বাসের উপযোগী স্থান পান। তাঁহার সঙ্গে বহুলোক থাকিবে। তুমি হিমালয়ে গিয়া গঙ্গাতীরে ত্রিশ যোজন দীর্ঘ ও পঞ্চ যোজন বিস্তৃত আশ্রমপদ নির্ম্মাণ কর।" বিশ্বকর্ম্মা তাহাই করিলেন, প্রব্রাজকদিগের যে সকল দ্রব্য আবশ্যক, সমস্ত ঐ আশ্রমে রাখিয়া দিলেন এবং উহাতে যাইবার নিমিত্ত একটী একপদিক পথ প্রস্তুত করিয়া দেবলোকে চলিয়া গেলেন। মহাসত্ত্ব এই পথ অবলম্বন করিয়া আশ্রমে প্রবেশ করিলেন, প্রথমে নিজে প্রব্রজ্যাধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন, তাহার পর আরও বহুলোকে প্রব্রজ্যা লইল, এবং এইরূপে সেই ত্রিশ যোজন স্থান জনপূর্ণ হইল। বিশ্বকর্ম্মা কিরূপে এই আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, কিরূপে বহু লোক প্রব্রজ্যা লইয়াছিল, এবং আশ্রমের কোন্ অংশ কি কার্য্যের জন্য নিয়োজিত হইয়াছিল, এই সমস্ত হস্তিপাল-জাতক (৫০৯)-বর্ণিত বৃত্তান্তানুসারে বুঝিতে হইবে। এখানে যখনই কাহারও মনে কোনরূপ কামের ভাব বা মিথ্যা চিন্তার উদয় হইত, তখনই মহাসত্ত্ব আকাশপথে তাহার নিকট যাইতেন এবং আকাশে পর্য্যঙ্কাসনে উপবিষ্ট হইয়া দুইটী গাথায় তাহাকে সদুপদেশ দিতেন :—

৫০। করেছ ইন্দ্রিয় সেবা, আমোদ প্রমোদ পূর্ব্বে,
ভোগসুখে হাসিয়াছ কত;
সে সব ভাবিয়া এবে যেন নাহি হয় চিত
পুনর্ব্বার কামবশগত।
ভোগবিলাসের স্থান ছিল সুদর্শন ধাম,
ইহা আর ভাবিও না মনে।
ভাবিলে, সুযোগ পেয়ে হবে কাম পুনর্ব্বার
রত তব বিনাশসাধনে।

৫১। অপ্রমেয় মৈত্রীরসে পরিপূর্ণ অহর্নিশ যাহার হৃদয়,
পুণ্যাত্মজন-সুলভ ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি তার ঘটিবে নিশ্চয়।

ঋষিগণও বোধিসত্ত্বের উপদেশানুসারে চলিয়া ব্রহ্মলোক-পরায়ণ হইলেন (আর যাহা যাহা ঘটিল, সমস্ত হস্তিপাল-জাতকের বর্ণানুসারে বলিতে হইবে)।

[এইরূপে ধর্ম্মকথন করিয়া শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এ জন্মে নহে, পূর্ব্বেও তথাগত মহাভিনিষ্ক্রমণ করিয়াছিলেন।"

সমবধান—তখন মহারাজকুলের ব্যক্তিরা ছিলেন সুতসোমের মাতা ও পিতা, রাহুলমাতা ছিলেন চন্দ্রা, সারিপুত্র ছিলেন সুতসোমের জ্যেষ্ঠপুত্র, রাহুল ছিলেন কনিষ্ঠ পুত্র, কুব্জোত্তরা * ছিলেন সেই ধাত্রী, কাশ্যপ ছিলেন কুলবর্দ্ধন শ্রেষ্ঠী, মৌদ্‌গল্যায়ন ছিলেন সেই মহাসেনাপতি, আনন্দ ছিলেন সোমদত্তকুমার এবং আমি ছিলাম সুতসোম।]

---

* কুব্জোত্তরা-সম্বন্ধে তৃতীয় খণ্ডের ১০০-ম পৃষ্ঠের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

ক্রোড়-পত্র।

উন্মাদয়ন্তী-জাতকের (৫২৭) আখ্যায়িকা জাতকমালায় (১৩) এবং কথাসরিৎসাগরেও (৯১-ম তরঙ্গ) দেখা যায়। কথাসরিৎসাগরে রাজার নাম যশোধন, সেনাপতির নাম বলধর এবং নায়িকার নাম উন্মাদিনী। যশোধন কামানলে দগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, তথাপি উন্মাদিনীকে গ্রহণ করেন নাই।

পালি সাহিত্যে সুজম্পতি (ইন্দ্র) এবং সহম্পতি (মহাব্রহ্মা) এই দুইটী শব্দ দেখা যায়। উদীচ্য বৌদ্ধ-সংস্কৃত সাহিত্যে এই শব্দ দুইটী যথাক্রমে সুজাম্পতি ও সহাম্পতি। ইহাদের উৎপত্তি নির্ণয় করা কঠিন। পালি পণ্ডিতদিগের মতে 'সুজা' ইন্দ্রের পত্নীর নাম; কিন্তু 'সহ' বা 'সহা' কি? বেদে 'সুজা' শব্দ যজ্ঞে ব্যবহৃত চমসবিশেষের নাম। যজ্ঞে ব্যবহৃত অনেক দ্রব্যে দেবত্ব আরোপিত হইত। এতএব 'সুজম্পতি' বা সুজাম্পতি শব্দের এইরূপে উৎপত্তি হইয়াছে কি না, তাহা বিবেচ্য। 'সহম্পতি' বা 'সহাম্পতি', বোধ হয়, 'স্বধা' কিংবা 'স্বাহা' শব্দজ।

জাতক

পঞ্চাশন্নিপাত।

৫২৬—নলিনিকা-জাতক।

[এক ভিক্ষু তাঁহার গার্হস্থ্যজীবনের পত্নীর প্রলোভনে পড়িয়াছিলেন। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি-কালে এই কথা বলিয়াছিলেন। বলিবার কালে তিনি ঐ ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তোমার উৎকণ্ঠার কারণ কে?" ভিক্ষু উত্তর দিয়াছিলেন, "আমার ভূতপূর্ব্ব পত্নী।" শাস্তা বলিয়াছিলেন, "দেখ, ভিক্ষু, এই রমণী তোমার অনর্থকারিকা, পূর্ব্বেও তুমি ইহারই জন্য ধ্যানচ্যুত হইয়া মহাবিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিলে।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিয়াছিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব কোন উদীচ্য ব্রাহ্মণ মহাসারকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি বিদ্যাশিক্ষা করিয়া প্রব্রজ্যা লইয়াছিলেন এবং ধ্যানজাত অভিজ্ঞাসমূহ লাভ করিয়া হিমালয়ে বাস করিয়াছিলেন। অলম্বুষা-জাতকে (৫২৩) যেরূপ বলা হইয়াছে, ঠিক সেইরূপে বোধিসত্ত্বের রেতঃপান করিয়া এক মৃগী গর্ভবতী হইয়াছিল এবং এক পুত্র প্রসব করিয়াছিল। এই পুত্রেরও নাম হইয়াছিল ঋষ্যশৃঙ্গ।

ঋষ্যশৃঙ্গ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া পিতার নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন, কৃৎস্নপরিকর্ম্মে রত হইলেন এবং অচিরে ধ্যানাভিজ্ঞা লাভ করিয়া ঐ হিমালয়েই ধ্যানসুখে তৃপ্তি লাভ করিতে লাগিলেন। তিনি উগ্রতপা ও পরিমারিতেন্দ্রিয় হইলেন; তাঁহার শীলতেজে শক্রভবন কাঁপিয়া উঠিল। শক্র চিন্তা করিয়া কম্পনের কারণ বুঝিলেন এবং কৌশলবলে তাঁহার শীলভঙ্গ করিবার অভিপ্রায়ে উপর্য্যুপরি তিন বৎসর সমস্ত কাশীরাজ্যে বৃষ্টিপাত নিরোধ করিলেন। নগর ও জনপদসমূহ অগ্নিদগ্ধবৎ হইল, শস্য জন্মিল না বলিয়া দুর্ভিক্ষ দেখা দিল; ক্ষুধাতুর প্রজাগণ রাজাঙ্গণে সমবেত হইয়া হাহাকার করিতে লাগিল। রাজা বাতায়নে অবস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কি ব্যাপার?" প্রজারা বলিল, "মহারাজ, তিন বৎসর বিন্দুমাত্র বৃষ্টিপাত হয় নাই; সমস্ত রাজ্য পুড়িয়া ছারখার হইল; লোকের ভীষণ কষ্ট হইয়াছে; যাহাতে বৃষ্টি হয়, তাহার উপায় করুন।"

রাজা শীল গ্রহণ করিলেন, পোষধ পালন করিতে লাগিলেন, কিন্তু বৃষ্টিপাত করাইতে পারিলেন না। তখন শক্র একদিন নিশীথকালে রাজার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন এবং চতুর্দ্দিক্ উদ্ভাসিত করিয়া আকাশে অবস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া রাজা জিজ্ঞাসিলেন, "আপনি কে?" দেবরাজ উত্তর দিলেন, "আমি শক্র।" "আপনি কি অভিপ্রায়ে আগমন করিয়াছেন?" "মহারাজ, আপনার রাজ্যে বৃষ্টিপাত হইতেছে ত?" "না; ভয়ানক অনাবৃষ্টি হইয়াছে।" "অনাবৃষ্টির কারণ জানেন কি?" "না, দেবরাজ।" "মহারাজ, হিমালয়ে ঋষ্যশৃঙ্গ নামে এক তপস্বী আছেন। তিনি উগ্রতপা ও পরিমারিতেন্দ্রিয়।

যখনই বর্ষণ আরম্ভ হয়, তখনই তিনি ক্রোধভরে আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করেন; সেই জন্যই বৃষ্টি বন্ধ হয়। "তবে এখন কি উপায় করা যায়?" "তাঁহার তপস্যা ভঙ্গ করিলেই সুবৃষ্টি হইবে।" "কিন্তু কে তাঁহার তপস্যা ভঙ্গ করিতে পারিবে?" "মহারাজ আপনার কন্যা নলিনিকা তাঁহার তপস্যা ভঙ্গ করিতে সমর্থা। আপনি তাহাকে ডাকাইয়া বলুন 'বৎসে, অমুক স্থানে গিয়া তপস্বীর তপস্যা ভঙ্গ কর'। আপনার কন্যাকে এই আদেশ দিয়া হিমালয়ে পাঠাইয়া দিন, মহারাজ।" রাজাকে এই উপদেশ দিয়া শক্র স্বস্থানে প্রতিগমন করিলেন। রাজা পরদিন অমাত্যদিগের সহিত মন্ত্রণা করিয়া নলিনিকাকে আহ্বানপূর্ব্বক প্রথম গাথা বলিলেন :—

১। পুড়ি গেল জনপদ; হইতেছে রাজ্য ছারখার;
যাও, নলিনিকে, আন সেই বিপ্রে বশে আপনার।

ইহার উত্তরে নলিনিকা দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :—

২। পারি না সহিতে কষ্ট; জানিনা পথের বিবরণ;
কুঞ্জরসেবিত বনে কি উপায়ে করিব ভ্রমণ?

তখন রাজা দুইটী গাথা বলিলেন :—

৩। নিরাপদ্ * জনপদ রথে, গজে কর অতিক্রম;
দারুময় যানে উঠি তার পর করহ গমন।

৪। হস্তী, অশ্ব, রথ, পত্তি লও সঙ্গে যত ইচ্ছা হয়;
রূপে তবে, রাজকন্যে, ভুলিবে সে তাপস নিশ্চয়।

কন্যার নিকট যে কথা বলা উচিত নয়, রাজ্যপালনের জন্য রাজা উক্তরূপে তাহাই বলিলেন। নলিনিকাও 'যে আজ্ঞা' বলিয়া তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তখন রাজা কন্যাকে যে যে দ্রব্য দেওয়া আবশ্যক, সমস্ত দিয়া অমাত্যদিগের সহিত প্রেরণ করিলেন। অমাত্যেরা প্রত্যন্তে গিয়া সেখানে স্কন্ধাবার স্থাপন করিলেন, বনেচরেরা যে পথ প্রদর্শন করিল, সেই পথে রাজকন্যাকে যানে তুলিয়া হিমালয়ে প্রবেশ করিলেন এবং একদিন পূর্ব্বাহ্নে বোধিসত্ত্বের আশ্রমসমীপে উপনীত হইলেন। ঐ সময়ে বোধিসত্ত্ব পুত্রকে আশ্রমে রাখিয়া নিজে বন্যফলসংগ্রহের জন্য অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। বনেচরেরা স্বয়ং আশ্রমে গমন করিল না; যেখান হইতে আশ্রম দেখা যায়, সেখানে দাঁড়াইয়া তাহারা নলিনিকাকে উহা দেখাইবার কালে দুইটী গাথা বলিল :—

৫। অই যে আশ্রম রম্য, পত্র কদলীর
ধ্বজরূপে শোভিতেছে উপরে যাহার,
ভূর্জ্জতরু ঘিরি আছে বেষ্টিয়া চৌদিক্:
তপস্যা করেন হোথা ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষি।

৬। অই যে জ্বলিছে অগ্নি, ধূমজাল যার
যাইতেছে দেখা, উহা তাঁ'রি তপোবনে

* মূলে 'ফীতং' এই বিশেষণ আছে। ফীতং = স্ফীতং = সমৃদ্ধিশালী। এখানে ইহা 'নিরাপদ' (যেখানে কোন কষ্টের সম্ভাবনা নাই) এই অর্থে ধরা গিয়াছে। যতদূর পর্য্যন্ত লোকালয় আছে, ততদূর গজে বা রথে এবং লোকালয় অতিক্রম করিলে বনমধ্যে স্থলভাগে শকটে ও জলে নৌকায় যাইতে হইবে, এই অভিপ্রায়।

জ্বলিতেছে মনে মম; অনলে আহুতি
মহা-ঋদ্ধিমান্ ঋষি দিতেছেন এবে।

বোধিসত্ত্ব অরণ্যে ফল সংগ্রহ করিতেছিলেন; এদিকে অমাত্যেরা আশ্রমের চারিদিকে প্রহরী রাখিয়া রাজকন্যাকে ঋষিবেশে সাজাইলেন;—তাঁহাকে সুরঞ্জিত বল্কলের অন্তর্ব্বাস ও বহির্ব্বাস পরাইলেন, সর্ব্ববিধ অলঙ্কারে ভূষিত করিলেন; একটা চিত্রিত কন্দুকে সূত্র বান্ধিয়া উহা তাঁহার হাতে দিলেন এবং এই বেশে তাঁহাকে আশ্রমে প্রবেশ করাইয়া নিজেরা বাহিরে পাহারা দিতে লাগিলেন। নলিনিকা ঐ কন্দুক লইয়া ক্রীড়া করিতে করিতে চঙ্ক্রমণের প্রান্তে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন ঋষ্যশৃঙ্গ পর্ণশালার দ্বারে পাষাণফলকে উপবিষ্ট ছিলেন। রাজকন্যাকে আসিতে দেখিয়া তিনি ভয় পাইয়া তাড়াতাড়ি উঠিলেন এবং পর্ণশালার ভিতরে গিয়া লুকাইলেন। রাজকন্যা পর্ণশালার দ্বারে গিয়া ক্রীড়া করিতে লাগিলেন।

এই ঘটনা এবং ইহার পরে যাহা হইল, তাহা বিশদরূপে বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা তিনটী গাথা বলিলেন :—

৭। আসিতেছে নলিনিকা আশ্রমের দিকে
পরি সমুজ্জ্বল মণি-খচিত কুণ্ডল,
দেখি ইহা ঋষ্যশৃঙ্গ ভয় পেয়ে মনে
প্রবেশিলা ত্বরা পর্ণশালার ভিতর।

৮। কন্দুক লইয়া বালা আশ্রমের দ্বারে
হইলা ক্রীড়ায় রত, গুহ্য, বাহ্য সব
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের শোভা করি প্রদর্শন।

৯। পর্ণশালা-অভ্যন্তরে থাকি লুকাইয়া
ঋষি জটাধর তারে দেখিলা খেলিতে;
বাহিরে আসিলা শেষে সাহস পাইয়া;
হইলা প্রবৃত্ত ক্রমে আলাপ করিতে।

ঋষ্যশৃঙ্গ বলিলেন :—

১০। এমন সুন্দর ফল কোন্ বৃক্ষে ফলে?
নিক্ষিপ্ত হইয়া দূরে আসে পুনর্ব্বার
তোমারি নিকটে; নাহি কাছ ছাড়া হয়!

নলিনিকা নিম্নলিখিত গাথায় ঐ বৃক্ষের পরিচয় দিলেন :—

১১। গন্ধমাদনের পাশে আশ্রম আমার—
আছে বহু তরু সেথা, ফল যাহাদের
এইরূপ মনোরম; নিক্ষিপ্ত হইয়া
ফিরি আসি হয় মোর করতলগত।

নলিনিকা মিথ্যা কথা বলিলেন; কিন্তু ঋষ্যশৃঙ্গ তাহা বিশ্বাস করিলেন; তিনি ভাবিলেন, 'ইনি তপস্বী'। তিনি নিম্নলিখিত গাথায় নলিনিকাকে অভ্যর্থনা করিলেন :—

১২। আসিতে হউক আজ্ঞা আশ্রমে আমার ;
করহ গ্রহণ এই দর্ভাসন তুমি ;
খাদ্য, ভক্ষ্য যথাসাধ্য করিতেছি দান ;
গ্রহণ করিয়া ধন্য কর হে আমায়।
এই ফলমূল তুমি করহ ভোজন।

ततस्तस्याः पर्णशालां प्रविश्य काष्ठास्तरणे उपविष्टाया द्विधागते सुवर्णचीवरे शरीरमप्रतिच्छन्नमासीत्। मुनिरसौ नारीदेहादृष्टपूर्व्वत्वात् मात्सर्य्यमाह "किमेतत्ते"। पुनरप्यब्रवीत्

१३। किमेतद्दृश्यते भद्र शुक्तिपुटमुखं तव
समन्तात् कृष्णवर्णाभं मध्ये वङ्क्षणयोर्हि यत्?
याचितोऽसि मया तावदाख्याहि प्रियदर्शन
कोषान्तरप्रविष्टं किं शेफो न्यङ्क्ष्टतां गतः?

अथैनं सा वञ्चयन्ती गाथाद्वयमाह:—

१४। आहर्त्तुं फलमूलानि कदाचिद् भ्रमता वने
दृष्टो मया महाकायो भल्लुको भीमदर्शनः।
अनुधावन् समागत्य पातयामास भूतले
चिच्छेदाथ समीपस्थं शफाखुरैश्च तेजितैः।

१५। [illegible]
मुहूर्त्तमपि नाप्नोमि शान्तिं काञ्चिदहं यतः?
कण्डूयनं विनेतुं तत् समर्थोऽसि भवान् पुनः।
एहि सौम्य कुरु क्षिप्रं याच्ञाया मम पूरणम्।

अनृतमपि तद्वचनं सत्यमिति श्रद्दधानो विवृतवसनं तदङ्गं पुनः संलक्ष्य ऋष्यशृङ्गोऽवदत् यद्येतत्तव सुखावहं स्यात् तथैवाहं करिष्यामि।

१६। व्रणस्ते लोहितवर्णो गभीर पूतिवर्ज्जितः
स्तोकं तथापि दुर्गन्ध एषोऽनुभूयते मया।
काषायक्वाथमानीय धावामि खलु तं द्रुतम्,
येन त्वं परमं सुखं प्राप्स्यसि द्विजनन्दन।

ततो नलिनिका उवाच :—

१७। मन्त्रौषधि-प्रयोगान्न न च काषाय-धावनात्
कण्डूयनं प्रशाम्यति व्रणस्यैतस्य मे कदा।
प्रकारमिदं विनेतुं हि कोमलशेपघट्टनात् ;
एहि सौम्य कुरु क्षिप्रं याच्ञाया मम पूरणम्।

सत्यमेव भवतीति विश्वस्य व्यवायसंसर्गेन शीलं भिद्यते ध्यानञ्चान्तर्धीयते इत्यजानन् स्त्रीणामदृष्टपूर्व्वत्वादज्ञातमोहनधर्म्मा स भैषज्यं प्रार्थयत इति सम्प्रधार्य्य

तयासह व्यवायं सिषेवे। तदैवास्य शीलं भिन्नं ध्यानञ्च परिहीनतां यातं। स द्वित्रीन् वारान् तया सह कृतसंवेशनः परिक्लान्तः सन् निष्क्रम्य सरस्यवतीर्य्य स्नात्वा वीतक्लमः पर्णशालां प्रतिगम्य निषसाद, पुनरपि च तां तापस इति मन्यमानस्तस्या वासस्थानं पप्रच्छ :—

ঋষ্যশৃঙ্গ জিজ্ঞাসিলেন,

১৮। হেথা হ'তে কোন্ দিকে আশ্রম তোমার?
অরণ্যে সুখে ত তুমি আছ সর্ব্বক্ষণ?
প্রচুর ত ফলমূল পাও প্রতিদিন?
হিংস্র জন্তু ভয়হেতু হয় না ত কভু?

ইহার উত্তরে নলিনিকা চারিটী গাথা বলিলেন ;—

১৯। উত্তরে এখান হ'তে ঋজুপথে গেলে
দেখ যায় ক্ষেমানাম্নী স্রোতস্বতী এক,
প্রবাহিত হয় যাহা হিমালয় হ'তে।
সুরম্য আশ্রম মোর তীরে তার শোভে।
অহো যদি পারিতাম দেখাইতে আমি
আপনারে মনোহর সৌন্দর্য্য তাহার!

২০। রসাল, তিলক, শাল, জম্বু, উদ্দালক,
পাটলি প্রভৃতি সেথা সদা সুপুষ্পিত ;
[illegible] চারিদিকে কিম্পুরুষগণ।
অহো যদি পারিতাম দেখাইতে আমি
আপনারে মনোহর সৌন্দর্য্য তাহার!

২১। কন্দ, মূল, তাল আদি ফল নানাবিধ
আছে সে উদ্যানে মোর। বর্ণে, গন্ধে আর
ভূমির উৎকর্ষে রম্য সে আশ্রমপদ।
অহো যদি পারিতাম দেখাইতে আমি
আপনারে মনোহর সৌন্দর্য্য তাহার!

২২। বর্ণ-গন্ধ-রসোত্তম ফলমূল বহু
সংগ্রহি প্রচুর আমি রেখেছি আশ্রমে।
যাই ফিরি, চোর যদি পশে সেথা এবে
সমস্ত হরিয়া তারা করিবে প্রস্থান।

ঋষ্যশৃঙ্গ ইহা শুনিলেন এবং যতক্ষণ তাঁহার পিতা আশ্রমে ফিরিয়া না আসেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবার জন্য বলিলেন,

২৩। ফলমূল আহরণ করিবার তরে গিয়াছেন পিতা মোর বনের ভিতরে।
সন্ধ্যা হল ; ফিরিবেন, দেরি নাই আর, ফলমূলসহ ; লয়ে অনুমতি তাঁর
তুমি আমি, উভয়েই করিব গমন ; আশ্রম তোমার গিয়া দেখিব তখন।

নলিনিকা ভাবিলেন, 'এই তাপস আজন্ম বনে বর্দ্ধিত হইয়াছে ; আমি যে নারী, এ তাহা বুঝিতে পারিতেছে না। ইহার পিতা কিন্তু আমাকে দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন

এবং 'তুই এখানে কি করিতেছিস্' বলিয়া তাঁহার বাঁকের আগা দিয়া আমাকে প্রহার করিয়া মাথা ফাটাইবেন। কাজেই তাঁহার ফিরিবার পূর্ব্বেই আমার প্রস্থান করা আবশ্যক। আমি যে জন্য আসিয়াছিলাম, তাহা ত সম্পন্ন হইয়াছে।' ইহা স্থির করিয়া তিনি ঋষ্যশৃঙ্গের নিকটে গিয়া কিরূপে তাঁহার আশ্রমে যাইতে হইবে, তাহার উপায় বলিলেন :—

> ২৪। বিলম্ব করিতে আমি পারিব না আর ;
> সাধুশীল ঋষি, রাজ-ঋষি কত জন
> বসতি করেন পথে ; অনুরোধ যদি
> করেন আপনি কোন তাপসে, তখনি
> লইয়া যাবেন তিনি নিজে সঙ্গে করি
> হৃষ্টচিত্তে আপনারে আশ্রমে আমার।

এইরূপে নিজের পলায়নের উপায় করিয়া নলিনিকা পর্ণশালা হইতে বাহির হইলেন। ঋষ্যশৃঙ্গ তাঁহার দিকে তাকাইয়া ছিলেন দেখিয়া তিনি বলিলেন, 'আপনি ফিরিয়া যান।' অতঃপর, তিনি যে পথে আসিয়াছিলেন, সেই পথেই অমাত্যদিগের নিকটে ফিরিয়া গেলেন ; অমাত্যেরা তাঁহাকে লইয়া স্কন্ধাবারে গমন করিলেন এবং প্রতিবর্ত্তন করিয়া যথাকালে বারাণসীতে উপস্থিত হইলেন। শক্র সন্তুষ্ট হইয়া সেই দিনেই সমস্ত রাজ্যে বারি বর্ষণ করাইলেন।

নলিনিকা চলিয়া গেলে ঋষ্যশৃঙ্গের সর্ব্বাঙ্গে দাহ জন্মিল। তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে পর্ণশালায় প্রবেশ করিলেন এবং বল্কলচীবরে শরীর আচ্ছাদিত করিয়া শুইয়া শুইয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। বোধিসত্ত্ব ফিরিয়া আসিয়া পুত্রকে দেখিতে না পাইয়া ভাবিলেন, 'সে কোথায় গেল ?" তিনি বাঁক নামাইয়া পর্ণশালার ভিতরে গেলেন এবং ঋষ্যশৃঙ্গ শুইয়া আছেন দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "বৎস, তুমি কি করিয়াছ ?" তিনি তাঁহার পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে তিনটী গাথা বলিলেন :—

> ২৫। কর নাই তুমি ইন্ধন ছেদন ; কর নাই তুমি জল আনয়ন ;
> জাল নাই অগ্নি, ওহে মন্দমতি। কি ভাবিছ শুয়ে দীন ভাবে অতি ?
>
> ২৬। কাষ্ঠ তুমি পূর্ব্বে করিতে ছেদন ; করিতে প্রত্যহ অগ্নির হবন ;
> তপনী * আমার রাখিতে জ্বালিয়া ; আসন করিতে যত্নে সাজাইয়া ;
> জল মোর তরে আনিয়া রাখিতে ; পাইতে আনন্দ এ সব করিতে।
>
> ২৭। হয় নাই আজ ইন্ধনচ্ছেদন ; কর নাই আজ জল আনয়ন ;
> অগ্নি হেথা আজ দেখিতে না পাই ; খাদ্য মোর তরে সিদ্ধ কর নাই।
> আমার সহিত নাই বাক্যালাপ, কি হয়েছে আজ, বল শুনি, বাপ।
> কি হয়েছে নষ্ট ? বল কি কারণ ; চিত্ত তব আজ বিরস এমন ?

পিতার কথা শুনিয়া ঋষ্যশৃঙ্গ নিম্নলিখিত গাথাগুলি দ্বারা সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলেন :—

> ২৮। জটাধারী ব্রহ্মচারী এসেছিল এক,
> নাতিদীর্ঘ. নাতিখর্ব্ব, সুগঠিতকায়,

---

* অগ্নিসেবনের জন্য আগুন রাখিবার পাত্রবিশেষ।

স্বদর্শন, স্ববিনীত *—মস্তকে তাহার
বিরাজে ভ্রমরকৃষ্ণ কেশের কলাপ।

২৯। নবীন, অজাতশ্মশ্রু সেই ব্রহ্মচারী ;
কণ্ঠে তার বৃত্তাকার মহা আভরণ ; †
স্বগঠিত গণ্ডদ্বয় শোভে বক্ষোদেশে
সমুজ্জ্বল, যথা হেমকন্দুকযুগল।

৩০। অহো কি অপূর্ব্ব শোভা শ্রীমুখের তার !
কর্ণে দুলে কুঞ্চিতাগ্র কুণ্ডলযুগল ;
কুণ্ডলের, আর তার জটাবন্ধনের
সূত্র হ'তে অপরূপ হয় বিকিরণ
কি সুন্দর প্রভা, তাত, চলে সে যখন !

৩১। স্বর্ণ, রৌপ্য, মণি আর মুক্তানির্ম্মিত
দেহে তার আরো চতুর্ব্বিধ অলঙ্কার
রক্ত, নীল, নানাবর্ণ ; রুণু রুণু ধ্বনি
সমুত্থিত সংঘট্টনে হয় তাহাদের
চলে সে মাণব যবে ; বড়ই মধুর,
বর্ষায় চাতকসঙ্ঘ-কাকলির মত।

৩২। মুঞ্জময়ী মেখলা সে পরে না ক, তাত,
অথবা বল্কল, চিহ্ন তাপসের যাহা।
[illegible]
উজলে, মেঘের কোলে বিদ্যুৎ যেমন।

৩৩। বিরাজে নাভির নীচে নিতম্ব বেষ্টিয়া
শত শত অকণ্টক বৃন্তহীন ফল। ‡
বিঘট্টন বিনা করে রুণু রুণু ধ্বনি
নিয়ত সে সব, পিতঃ। বল দয়া করি
কোন্ বৃক্ষে পাওয়া যায় অই সব ফল।

৩৪। জটার বিচিত্র ছটা কি বর্ণিব তার !
কুঞ্চিতাগ্র শত শত বেণীর আকারে
বিধাতির শির' পরি অহো কি সুন্দর !
বিতরি সৌরভ করে বিমোহিত মন।

* মূলে 'বিনেতি' এই পদ আছে। টীকাকার ইহার অর্থ করিয়াছেন, "অত্তনো সরীরপ্পভায় অসুন্দরং একোভাসং বিয় পূরেতি।" আমি এরূপ অর্থের কোন হেতু নির্ণয় করিতে না পারিয়া 'বিনীত' এই কল্পনা করিয়াছি।

† "আধাররূপঞ্চপনস্স কণ্ঠে"—ইহার ব্যাখ্যায় টীকাকার বলেন, "অক্কাকং ভিক্খাভাজনঠাপনপণ্ণধারসদিসং পিলন্ধনং অত্থীতি মুত্তাভরণং সন্ধায় বদতি।" ভিক্ষাভাজন রাখিবার জন্য পর্ণাধার বলিলে 'বিড়া' বুঝাইবে কি ? নলিনিকার কণ্ঠের বৃহৎ মুক্তাহার বর্ণনা করিবার জন্য আজন্ম বনবাসী ঋষিকুমার এই অদ্ভুত উপমা প্রয়োগ করিয়াছিলেন।

‡ এখানে হেমময়মণিখচিত মেখলার বর্ণনা হইতেছে। ইহার অংশগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফলের আকারবিশিষ্ট।

কত যে হইত সুখ জটার কলাপ
থাকিত তেমন যদি মস্তকে আমার।

৩৫। সুগন্ধ, সুন্দর তার জটার বন্ধন
খুলিল যখন সেই নবীন তাপস,
হইল সৌরভে পূর্ণ এই তপোবন—
বিকীর্ণ করিল যেন নীলোৎপল-রেণু
মৃদুমন্দ গন্ধবহ আনিয়া চৌদিকে।

৩৬। গাত্রে লিপ্ত চূর্ণ তার অতি মনোহর;
কিছুমাত্র নাই, তাত, সাদৃশ্য তাহার
এ চূর্ণের সঙ্গে, যাহে লিপ্ত মোর দেহ।
আমোদিত বনস্থলী সৌরভে তাহার,
প্রস্ফুটিত পুষ্পগন্ধে বসন্তে যেমন।

৩৭। সুন্দর, বিচিত্রোজ্জ্বল ফল এক লয়ে
করিল সে কেলি; দূরে নিক্ষেপ করিল;
তবু তাহা ফিরি গেল করতলে তার!
বল, পিতঃ, কোন্ বৃক্ষে ফলে সেই ফল?

৩৮। সুন্দর দন্তের পঙক্তি রাজে মুখে তার,
সুবিন্যস্ত, সুবিমল, শঙ্খকুন্দোজ্জ্বল।
জুড়ায় নয়ন, অহো, দেখিলে তাহার
বিকসিত দশনের শোভা অপরূপ!
[illegible] আমাদের মত,
তবে কি হইত দন্ত সুন্দর তেমন?

৩৯। বাক্য তার সুমধুর, সুস্পষ্ট, সুমিত,
অনুদ্ধত, অচপল, বরষে শ্রবণে
অমৃতের ধারা, যথা কোকিলকূজন।

৪০। মধুর কণ্ঠের স্বর অনতিবিস্পষ্ট—*
সামগান অতি ছার তুলনায় তার।
ইচ্ছা হয় পুনর্ব্বার দেখি তারে আমি;
বলেছে আমায় সে যে, "মিত্র আমি তব।"

৪১। सुगठित: सुकोमला पद्मकोरकसन्निभ:
मध्ये वक्षसयोस्तस्य यथा: शुक्तिपुटोपम: ।
विस्तृतजघन: स हि पातयित्वा च तत्र माम्
निपीड़ पुन: पुन: ऊरुद्वयेन माधव: ।

৪২। উজ্জ্বল দেহের আভা—কিবা ছটা তার!
অন্তরীক্ষে স্ফুরে যেন বিদ্যুতের রেখা।

---

* "নাতিবিস্সট্ঠ বাক্যে।"—'বিস্সট্ঠ'=সুস্পষ্টরূপে সুচ্চারিত। সুশিক্ষিত ঋষিকুমারের কাণে নলিনিকার বাক্যগুলি সম্পূর্ণরূপে সুচ্চারিত হয় নাই; এই জন্যই বোধ হয় তিনি তাহা মধুর মনে করিয়াছিলেন। নারী-কণ্ঠের প্রেমগদ্গদস্বর মিষ্ট লাগিবারই কথা।

বিরাজে অঞ্জনবর্ণ সূক্ষ্মরোমরাজি
সুকোমল বাহুদ্বয়ে অহো কি সুন্দর!
প্রবালশলাকাবৎ বর্ত্তুল অঙ্গুলি
করিতেছে তাহাদের শোভা বিবর্দ্ধন।

৪৩। অকর্কশ অঙ্গে তার নাই দীর্ঘ রোম;
দীর্ঘ, সুলোহিত তার নখ সমুদায়;
সুকুমার বাহু দিয়া গাঢ় আলিঙ্গনে
সে প্রিয়দর্শন যুবা সেবিল আমায়।

৪৪। শিমূলের তূলসম দেহ সুকোমল;
কম্বুবৎ সুবর্ত্তুল অঙ্গ সুগঠিত,
হেমকান্তি। শিরীষকুসুমসুকুমার
বাহুদ্বয়ে স্পর্শি মোরে গেল এই পথে।
সেই স্পর্শ সুখকর স্মরি আমি এবে
সর্ব্বাঙ্গে দুঃসহ জ্বালা করিতেছি ভোগ।

৪৫। ছিল না শস্ত্রের ভার স্কন্ধেতে তাহার;
বনে গিয়া নিজে কাঠ ভাঙ্গিতে না হয়;
কুঠার লইয়া গাছ কাটে না সে কভু;
স্বহস্তে সে করে না ক কাঠ আহরণ।

৪৬। অস্তি নস্য রণী দৈহে স্কন্দদেশনসম্ভাতঃ।
অর্বাচীন কা আমন্ত্রক "এহি ভদ্র, দেহি স্নানম্"।
এবং সুখং ময়া নত্ম সমাশ্লিষ্য সুখং ন্যস্তঃ।
জলার্থঃ সমুবাচ স "নমীঽস্মি তব কর্ম্মণা।"

৪৭। রচিত মালুবপত্রে অই শয্যা দেখ
আলু থালু করিয়াছি আমরা দুজনে।
জলকেলি দ্বারা মোরা ক্লান্তি করি দূর
পশিয়াছি বার বার উটজ ভিতরে।

৪৮। বেদমন্ত্র মুখে মোর সরে নাক আজ;
নাই রুচি যজ্ঞে, অগ্নিহোত্রে কিছু মাত্র,
আপনি যে ফলমূল এনেছেন হেথা,
তাহাও খাবনা, পিতঃ, আমি যতক্ষণ
না পাব সে মাণবের আবার দর্শন।

৪৯। আপনার আছে জানা, হে পিতঃ, নিশ্চয়
যেখানে বসতি করে সেই ব্রহ্মচারী।
শীঘ্র মোরে তার পাশে চলুন লইয়া:
নচেৎ ত্যজিব প্রাণ এই তপোবনে।

৫০। তপোবন তার, তাত, শুনিয়াছি আমি
বিবিধ বিচিত্র পুষ্পে শোভিত সতত;
কলকণ্ঠ বিহগের প্রিয়বাসভূমি:
মঞ্জরিত অনুক্ষণ মধুর কূজনে।

শীঘ্র মোরে তার পাশে না লইলে প্রাণ
আশ্রমে সম্মুখে তব ত্যজিব নিশ্চয়।

ঋষ্যশৃঙ্গের এই সমস্ত বিলাপ ও প্রলাপ শুনিয়া মহাসত্ত্ব বুঝিলেন, কোন রমণী তাঁহার শীল ভঙ্গ করিয়াছে। তিনি ছয়টী গাথায় পুত্রকে উপদেশ দিলেন :—

৫১। হোমাগ্নির রশ্মি দ্বারা সদা উদ্ভাসিত
গন্ধর্ব্ব-দেবতাপ্সরোগণ নিষেবিত
প্রাচীন এ তপোবন ; তাপসেরা হেথা
তপস্যাসাধনে রত ; উৎকণ্ঠা ঈদৃশী
হন পুণ্য ক্ষেত্রে তব অতি অশোভন।

৫২। আছে কারো মিত্র, কারো নাই ইহলোকে ;
মিত্রবান্ করে প্রেম জ্ঞাতিমিত্রসহ।
এই মূর্খ ঋষ্যশৃঙ্গ জানে না নিশ্চয়,
কি ভাবে উৎপত্তি এর, কোথা হ'তে এল।

৫৩। এক সঙ্গে এক স্থানে পুনঃ পুনঃ বাস
করিলে একের মিত্র হয় অন্য জন।
একত্রাবস্থান যদি না করে দুজনে।
মিত্রতা তাদের নষ্ট হয় অচিরাৎ।

৫৪। দেখ যদি পুনর্ব্বার সে মাণবে তুমি,
আলাপ তাহার সঙ্গে কর যদি আর,
প্লাবনে বিনষ্ট যথা পক্ক শস্য হয়,
তপোগুণ নষ্ট তব হইবে অচিরে

৫৫। দেখ যদি পুনর্ব্বার সে মাণবে তুমি
আলাপ তাহার সঙ্গে কর যদি আর,
প্লাবনে বিনষ্ট যথা পক্ক শস্য হয়,
পাইবে শ্রামণ্যতেজ অচিরে বিনাশ।

৫৬। মানুষের সর্ব্বনাশ করিতে সাধন যক্ষীরা বিবিধবেশে করে বিচরণ।
প্রাজ্ঞ কভু তাহাদের সংসর্গে না যায় ; দুষ্টার সংসর্গে হয় ব্রহ্মচর্য্য ক্ষয়।

পিতার কথায় ঋষ্যশৃঙ্গের ভয় হইল যে, সেই ছদ্মবেশী ব্রহ্মচারী যক্ষী। তিনি তৎক্ষণাৎ চিত্তবেগ দমন করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তিনি বলিলেম, "পিতঃ, আমি এখান হইতে যাইব না ; আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।" মহাসত্ত্ব তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "এস, মাণবক, মৈত্রী ভাবনা কর ; করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা ভাবিয়া ব্রহ্মবিহারে আনন্দ ভোগ কর।" ঋষ্যশৃঙ্গ এই পথে বিচরণ করিয়া পুনর্ব্বার ধ্যানবল লাভ করিলেন।

[শাস্তা এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। সত্যব্যাখ্যা শুনিয়া সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—তখন এই ভিক্ষুর গৃহস্থাশ্রমের পত্নী ছিল নলিনিকা, এই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু ছিল ঋষ্যশৃঙ্গ এবং আমি ছিলাম ঋষ্যশৃঙ্গের পিতা।]

☞ ঋষ্যশৃঙ্গের কথা অলম্বুষা-জাতকেও (৫২৩) পাওয়া গিয়াছে। রামায়ণের আদিকাণ্ডে (৯ম সর্গ) ঋষ্যশৃঙ্গের আখ্যায়িকা আছে। তিনি কাশ্যপের পুত্র বিভাণ্ডকের আত্মজ। অঙ্গরাজ রোমপাদের রাজ্যে দারুণ অনাবৃষ্টি ঘটিয়াছিল। তাহার প্রতিকারের জন্য তিনি বারবনিতা প্রেরণ করিয়া ঋষ্যশৃঙ্গকে ভুলাইয়া নিজের রাজধানীতে আনাইয়াছিলেন এবং সুবৃষ্টিলাভের পর তাঁহার সহিত নিজের পালিতা কন্যা শান্তার বিবাহ দিয়াছিলেন। বাল্মীকির রামায়ণে ঋষ্যশৃঙ্গের হরিণীর গর্ভে জন্ম-সম্বন্ধে কোন কথা নাই। কিন্তু কৃত্তিবাসের রামায়ণে এই অস্বাভাবিক জন্মবৃত্তান্ত বিবৃত হইয়াছে; কেবল ইহাই নহে; বিভাণ্ডকের ভয়ে বারবনিতাদিগের হৃৎকম্প, মোদক প্রভৃতি মিষ্টান্ন বৃক্ষের ফল ইহা বলিয়া ঋষ্যশৃঙ্গের মন ভুলান, বিভাণ্ডক আশ্রমে ফিরিলে তাঁহার নিকটে ঋষ্যশৃঙ্গের আক্ষেপ এবং বারবনিতাদিগের রূপবর্ণন ইত্যাদি কৃত্তিবাসে ও জাতকে প্রায় একরূপ। ইহাতে অনুমান হয়, জাতক-বর্ণিত ঋষ্যশৃঙ্গ জন্মবৃত্তান্ত পূর্ব্বে এদেশে কথকদিগের এবং জনসাধারণের সুবিদিত ছিল; কৃত্তিবাস গ্রন্থরচনাকালে ইহা লইয়া নিজের বর্ণনার সৌষ্ঠব সম্পাদন করিয়াছেন।

৫২৭—উন্মাদয়ন্তী-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি-কালে কোন উৎকণ্ঠিত ভিক্ষুকে উপলক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। ঐ ব্যক্তি নাকি এক দিন শ্রাবস্তী নগরে ভিক্ষাচর্য্যা করিবার কালে এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী ও আভরণমণ্ডিতা রমণীকে দেখিয়া তাহার প্রতি এত অনুরক্ত হইয়াছিল যে, কিছুতেই সে চিত্ত নিবৃত্ত করিতে পারে নাই। সে বিহারে প্রতিগমন করিয়া ঐ দিন হইতে কামবশে শল্যবিদ্ধ উদ্‌ভ্রান্ত মৃগের ন্যায় হইয়াছিল; তাহার শরীর কৃশ ও পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছিল এবং সর্ব্বাঙ্গে ধমনীগুলি ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তাহার কিছুই ভাল লাগিত না, সে কোন ঈর্য্যা-পথেই চিত্তের শান্তি পাইত না। সে আচার্য্যের সেবা করিত না; উদ্দেশ, পরিপৃচ্ছা,† কর্ম্মস্থান—সকল বিষয়ই অবহেলা করিত। তাহার এই দশা দেখিয়া তাহার ভিক্ষুবন্ধুগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই, তুমি ত পূর্ব্বে প্রশান্তেন্দ্রিয় ও প্রসন্ন-মুখ ছিলে; এখন তোমার এরূপ [illegible] দেখা যাইতেছে, ইহার কারণ কি বল ত।" সে বলিল, ভ্রাতৃগণ, আমার কিছুই ভাল লাগে না।" "আনন্দ কর, ভাই। বুদ্ধের আবির্ভাব অতি বিরল; সদ্ধর্ম্মশ্রবণের সুবিধা এবং মনুষ্যজন্মলাভও অতি বিরল। তুমি মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া দুঃখের অন্তকামনায় সাশ্রুলোচন জ্ঞাতিগণকে পরিহার করিয়াছ, শ্রদ্ধাসহকারে প্রব্রজ্যা লইয়াছ; এখন কেন রিপুর বশীভূত হইবে? কামরিপু গণ্ডূপাদ প্রভৃতি কৃমি হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত অজ্ঞ প্রাণীরই সাধারণ ধর্ম্ম। যে যে বস্তু এই রিপুর উত্তেজক, সে সমস্তও সুরুচিবিরুদ্ধ। কাম বহু দুঃখের কারণ, বহু নৈরাশ্যের মূল। ইহা হইতে উত্তরোত্তর কষ্টেরই বৃদ্ধি হয়। ইহা অস্থিকঙ্কাল সদৃশ, ইহা মাংসখণ্ড সদৃশ; ইহা তৃণোল্কার ন্যায়, ইহা প্রজ্বলিত অঙ্গারপূর্ণ গর্ত্তের ন্যায়; ইহা স্বপ্নের ন্যায় অসার, যাচ্ঞালব্ধ দ্রব্যের ন্যায় হেয়, বৃক্ষফলের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী; শল্যের ন্যায় ও সর্পমুখের ন্যায় প্রাণহারক। ছি! তুমি এরূপ উৎকৃষ্ট শাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া ঈদৃশ অনর্থকর রিপুর দাস হইলে!" ভিক্ষুরা তাহাকে পুনঃ পুনঃ এইরূপ উপদেশ দিলেন, কিন্তু ঐ উপদেশ গ্রহণ করাইতে পারিলেন না। তখন তাঁহারা সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষুকে ধর্ম্মসভায় শাস্তার নিকটে লইয়া গেলেন। শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, 'কি হে ভিক্ষুগণ, তোমরা এই ব্যক্তিকে ইহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এখানে আনয়ন করিলে কেন?" ভিক্ষুরা বলিলেন, "এই ব্যক্তি না কি উৎকণ্ঠিত হইয়াছে?" শাস্তা বলিলেন, "কি হে, এ কথা সত্য কি?" সে উত্তর দিল, "হাঁ, ভদন্ত।" শাস্তা বলিলেন, "দেখ, প্রাচীন পণ্ডিতেরা রাজ্য শাসন করিবার সময়েও মনে কামভাব উৎপন্ন হইলে ক্ষণকালের জন্য তাহাতে অভিভূত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু শেষে চিত্তকে নিবৃত্ত করিয়া অন্যায়ানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন নাই।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন:—]

* জাতকমালা—১৩।

† উদ্দেশ—প্রাতিমোক্ষ প্রভৃতির আবৃত্তি; পরিপৃচ্ছা—প্রশ্নজিজ্ঞাসা।

পুরাকালে শিবিরাজ্যে অরিষ্টপুর নগরে শিবি-নামক এক রাজা ছিলেন। বোধিসত্ত্ব তাঁহার অগ্রমহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম হইয়াছিল শিবিকুমার। ঐ সময়ে সেনাপতিরও একটী পুত্র জন্মিয়াছিল; তাঁহার নাম রাখা হইয়াছিল অহিপারক। কুমারদ্বয় পরস্পরের খেলার সাথী ছিলেন। যখন তাঁহারা বড় হইয়া ক্রমে ষোড়শবর্ষে উপনীত হইলেন তখন তক্ষশিলায় গিয়া বিদ্যা শিক্ষা করিলেন। তাঁহারা সেখান হইতে ফিরিলে রাজা বোধিসত্ত্বকে রাজ্য দান করিলেন; বোধিসত্ত্ব অহিপারককে সৈনাপত্য দিয়া যথাধর্ম্ম রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

অরিষ্টপুর নগরে অশীতিকোটি-বিভবসম্পন্ন তিরীটবৎস-নামক শ্রেষ্ঠী বাস করিতেন। তাঁহার একটী পরমসুন্দরী, সৌভাগ্যবতী, সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্না কন্যা জন্মিয়াছিল। নামকরণদিবসে এই বালিকাটীর নাম রাখা হইয়াছিল উন্মাদয়ন্তী। ষোড়শবর্ষ বয়সে এই বালিকা লোকাতীত সৌন্দর্য্যবতী অপ্সরার ন্যায় প্রতীয়মান হইত। সাধারণ লোকের যে কেহ তাহাকে দর্শন করিত, সেই প্রকৃতিস্থ থাকিতে পারিত না;—কামবশে সুরাপানোন্মত্তের ন্যায় আত্মহারা হইত। একদিন তিরীটবৎস রাজদর্শনে গিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আমার গৃহে একটী স্ত্রীরত্ন জন্মিয়াছে; সে সর্ব্বাংশে রাজভোগের যোগ্যা। আপনি কোন লক্ষণবিদ্ লোক দ্বারা তাহাকে পরীক্ষা করাইয়া যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন।" রাজা ইহাতে সম্মত হইয়া কয়েকজন ব্রাহ্মণ পাঠাইলেন। তাঁহারা শ্রেষ্ঠীর গৃহে গিয়া যথেষ্ট আদর অভ্যর্থনা পাইলেন। তাঁহারা পায়স ভোজন করিতেছেন এমন সময়ে উন্মাদয়ন্তী সর্ব্বালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া তাঁহাদের নিকটে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র ব্রাহ্মণেরা আত্মসংবরণে অসমর্থ হইলেন। তাঁহারা কামমদে মত্ত হইয়া, নিজেদের ভোজন যে অসম্পূর্ণ রহিয়াছে, তাহা পর্য্যন্ত ভুলিয়া গেলেন। কেহ খাদ্যের গ্রাস হাতে লইয়া, যেন উহা খাইতেছেন ভাবিয়া নিজের মাথায় তুলিয়া রাখিলেন; কেহ ঘরের মাঝখানে, কেহ বা দেওয়ালের গায়ে ছুড়িয়া ফেলিলেন। ফলতঃ সকলেই উন্মত্তের ন্যায় হইলেন। তাঁহাদের এই দশা দেখিয়া উন্মাদয়ন্তী ভাবিলেন, 'এই লোকগুলাই না কি, আমি সুলক্ষণা বা অলক্ষণা, তাহা নির্ণয় করিবে!' তিনি অনুচরদিগকে আদেশ দিলেন, "গলা ধাক্কা দিয়া এই বেহায়াগুলাকে বাড়ীর বাহির করিয়া দাও।" এইরূপে অবমানিত হইয়া ব্রাহ্মণেরা ক্রুদ্ধ হইলেন; তাঁহারা রাজবাড়ীতে ফিরিয়া বলিলেন, "মহারাজ, মেয়েটা কালকর্ণী; সে আপনার পত্নী হইবার উপযুক্ত নহে।" উন্মাদয়ন্তী কালকর্ণী, এই বিশ্বাসে রাজা তাঁহাকে আনয়ন করাইলেন না। এই বৃত্তান্ত শুনিয়া উন্মাদয়ন্তী ভাবিলেন, 'কালকর্ণী মনে করিয়া রাজা আমাকে গ্রহণ করিলেন না; যাহারা কালকর্ণী, তাহারা আমার মতই হয় বটে! বেশ; যদি কখনও রাজার দেখা পাই, তখন বুঝা যাইবে আমি কেমন কালকর্ণী।' উন্মাদয়ন্তী এইরূপে রাজার প্রতি রোষ পোষণ করিতে লাগিলেন। অতঃপর উন্মাদয়ন্তীর পিতা তাঁহাকে অহিপারকের হস্তে সম্প্রদান করিলেন। উন্মাদয়ন্তী পতির প্রিয়া ও মনোরমা হইলেন।

কোন্ কর্ম্মের ফলে উন্মাদয়ন্তী এইরূপ রূপলাবণ্যবতী হইয়াছিলেন? রক্তবস্ত্রদানের ফলে। তিনি না কি কোন পূর্ব্ব জন্মে বারাণসীনগরের এক দরিদ্রকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। একদা কোন উৎসবের দিনে কয়েকজন পুণ্যবতী রমণী কুসুম্ভ-রঞ্জিত রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়া

ও নানাবিধ আভরণে মণ্ডিত হইয়া কেলি করিতেছিলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া উন্মাদয়ন্তীর ইচ্ছা হইয়াছিল, তিনিও রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়া উৎসবকেলি করিবেন। তিনি মাতাপিতার নিকট এই বাসনা জানাইলে তাঁহারা বলিয়াছিলেন, "বাছা, আমরা দরিদ্র; এমন কাপড় আমরা কোথায় পাইব?" উন্মাদয়ন্তী বলিয়াছিলেন, "তবে আমাকে কোন ধনী লোকের বাড়ীতে খাটিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতে দাও; তাঁহারা আমার গুণ দেখিতে পাইলে আমাকে রক্তবস্ত্র দান করিবেন।" তাঁহার মাতা পিতা এই প্রস্তাবে অনুমতি দিয়াছিলেন; তিনি এক ধনিগৃহে গিয়া বলিয়াছিলেন, "কুসুম্ভবস্ত্র পাইলে আমি তাহার বিনিময়ে খাটিতে পারি।" গৃহস্থেরা উত্তর দিয়াছিলেন, "তুমি যদি তিন বৎসর খাট, তাহা হইলে তখন তোমার গুণাগুণ বুঝিয়া রক্তবস্ত্র দিতে পারি।" "বেশ, তাহাতেই রাজি আছি" এই অঙ্গীকার করিয়া উন্মাদয়ন্তী ঐ বাড়ীতে কাজ করিয়াছিলেন। তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া গৃহস্থেরা তিন বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে একখানি কুসুম্ভ-রঞ্জিত ঘন বস্ত্র এবং আরও একখানি বস্ত্র দান করিয়া বলিয়াছিলেন, "যাও, তোমার সখীদিগের সঙ্গে গিয়া স্নান কর এবং স্নানান্তে এই কাপড় পর।" প্রভুদিগের নিকট এইরূপে বিদায় পাইয়া উন্মাদয়ন্তী সখীদিগের সঙ্গে স্নান করিতে গিয়াছিলেন এবং রক্তবস্ত্রখানি তীরে রাখিয়া স্নান করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে দশবল কাশ্যপের জনৈক শ্রাবক অদ্ভুতবেশে সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। দস্যুরা তাঁহার চীবর কাড়িয়া লইয়াছিল; তিনি গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া তাহা দিয়াই অন্তর্ব্বাস ও বহির্ব্বাসের কাজ সাধিয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া উন্মাদয়ন্তী ভাবিয়াছিলেন, 'হায়, কেহ হয় ত এই ভদন্তের চীবর অপহরণ করিয়াছে। পূর্ব্বজন্মে দান করি নাই বলিয়া এ জন্য আমার ভাগ্যে বস্ত্র এত দুর্লভ হইয়াছে! আমি রক্তবস্ত্রখানি দুই টুকরা করিয়া এক টুকরা এই আর্য্যকে দান করিব।' এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া তিনি জল হইতে উঠিয়া নিজের অন্তর্ব্বাস পরিধান করিয়াছিলেন, এবং "ভদন্ত, একটু অপেক্ষা করুন" বলিয়া স্থবিরকে প্রণিপাতপূর্ব্বক রক্তবস্ত্রখানি চিরিয়া দুই খণ্ড করিয়া তাঁহাকে এক খণ্ড দান করিয়াছিলেন। স্থবির একান্তে কোন প্রতিচ্ছন্ন স্থানে গিয়া সেই শাখাপল্লবের অন্তর্ব্বাস ও বহির্ব্বাস ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং রক্তবস্ত্রখণ্ডের এক প্রান্ত অন্তর্ব্বাস ও এক প্রান্ত বহির্ব্বাসরূপে পরিধান করিয়াছিলেন। তিনি যখন প্রতিচ্ছন্ন স্থান হইতে বাহিরে আসিয়াছিলেন, তখন রক্তবস্ত্রখণ্ডের আভায় তাঁহার সর্ব্বশরীর বালার্কের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়াছিল। তাঁহাকে দেখিয়া উন্মাদয়ন্তী ভাবিয়াছিলেন, 'এই আর্য্য প্রথমে ত এমন সুন্দর দেখান নাই; এখন ইনি তরুণ সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল শোভা ধারণ করিয়াছেন! আমি এই বস্ত্রখণ্ডও ইঁহাকে দিব।' ইহা স্থির করিয়া তিনি স্থবিরকে দ্বিতীয় বস্ত্রখণ্ড দান করিবার কালে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, "ভদন্ত, জন্মান্তরে আমি যেন পরমরূপবতী হই; আমাকে দেখিয়া কোন পুরুষই যেন প্রকৃতিস্থ থাকিতে না পারে; অন্য কেহ যেন আমা অপেক্ষা সুন্দর না হয়।" স্থবির দানগ্রহণান্তে যথারীতি অনুমোদন করিয়া সেই স্থান হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন। ইহার পর দেবলোকে জন্মজন্মান্তর গ্রহণ করিয়া উন্মাদয়ন্তী অরিষ্টপুরে জন্ম-গ্রহণপূর্ব্বক তাদৃশী রূপলাবণ্যবতী হইয়াছিলেন।

একদা অরিষ্টপুরে কার্ত্তিকোৎসব ঘোষিত হইল; নগরবাসীরা কার্ত্তিকী পূর্ণিমার

দিন নগর সুসজ্জিত করিল। অহিপারক নিজের রক্ষণীয় স্থানে যাইবার কালে উন্মাদয়ন্তীকে বলিলেন, "ভদ্রে, অদ্য কার্ত্তিকোৎসব। রাজা নগর প্রদক্ষিণ করিতে বাহির হইয়া প্রথমে এই গৃহের দ্বারেই আসিবেন। তুমি তাঁহাকে দেখা দিও না। তোমাকে দেখিলে তিনি কিছুতেই আত্মসংবরণ করিতে পারিবেন না।" অহিপারক চলিয়া যাইতেছেন, এমন সময়ে উন্মাদয়ন্তী বলিলেন, "আমার কর্ত্তব্য আমি বুঝিয়া লইব।" অনন্তর অহিপারক প্রস্থান করিলে তিনি দাসীকে আজ্ঞা দিলেন, "রাজা যখন দরজার কাছে আসিবেন, তখন আমাকে খবর দিবি।"

ক্রমে সূর্য্য অস্ত গেল, পূর্ণচন্দ্র উদিত হইল; দেবপুরীর ন্যায় সুসজ্জিত অরিষ্টপুরের সর্ব্বদিকে দীপমালা প্রজ্বলিত হইল; রাজা সর্ব্বালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া আজানেয় অশ্ববাহিত রথে আরোহণ করিয়া অমাত্যগণে পরিবৃত হইয়া মহাসমারোহে নগর প্রদক্ষিণ করিতে যাত্রা করিলেন এবং সর্ব্বপ্রথমে অহিপারকের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন। ঐ গৃহ মনঃশিলাবর্ণের প্রাকার দ্বারা বেষ্টিত, দ্বার ও অট্টালিকাযুক্ত, সুশোভিত ও পরম রমণীয় ছিল। দাসী রাজার আগমনসংবাদ দিলে উন্মাদয়ন্তী পুষ্পকরণ্ড হস্তে লইয়া কিন্নরীলীলায় বাতায়নের নিকটে দাঁড়াইয়া রাজার মস্তকে পুষ্প নিক্ষেপ করিলেন। রাজা ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন এবং তৎক্ষণাৎ কামমদে এমন মত্ত হইলেন যে, তাঁহার আত্মসংবরণের ক্ষমতা রহিল না, ঐ গৃহ যে অহিপারকের ইহাও তাঁহার জানিবার সাধ্য থাকিল না। তিনি সারথিকে সম্বোধন করিয়া দুইটী গাথায় জিজ্ঞাসা করিলেন,

১। বল ত, সুনন্দ, এই প্রাসাদ কাহার, চতুর্দ্দিকে পাণ্ডুবর্ণ প্রাকার যাহার?
শৈলাগ্রে, আকাশে কিংবা অগ্নিশিখা সম কে ঐ রমণী দেখি অতি মনোরমা?
২। কার কন্যা ও রমণী? পুত্রবধূ কার? কোন্ ভাগ্যবান্ সেই, ভার্য্যা ও যাহার?
বল শীঘ্র, হে সুনন্দ, বল অই নারী বিবাহিতা, ভর্ত্তৃমতী, অথবা কুমারী?

এই প্রশ্নের উত্তরে সারথি দুইটী গাথা বলিলেন:—

৩। জানি আমি নরনাথ, ওঁর পরিচয়, কে উঁহার মাতা, আর কে বা পিতা হয়।
স্বামীকেও জানি ওঁর, দিবারাত্র যিনি সাবধানে হিত তব সাধেন, নৃমণি।
৪। মহর্দ্ধি, মহাঢ্য যিনি, মহাভাগ্যবান্ অমাত্য অহিপারক তব, আয়ুষ্মন্।
ঘরণী তাঁহার অই রমণী রতন; উন্মাদয়ন্তী নাম উঁহার রাজন্।

ইহা শুনিয়া রাজা ঐ রমণীর নামের প্রশংসা করিয়া একটী গাথা বলিলেন:—

৫। অহো এর মাতাপিতা, আত্মীয়স্বজন কি সুন্দর করিয়াছে নাম নির্ব্বাচন
একবার মাত্র মোরে নিরখিয়া, হায়, উন্মাদয়ন্তী করে উন্মত্ত আমায়!

রাজা চিত্তবৈকল্যে কম্পিত হইয়াছেন বুঝিয়া উন্মাদয়ন্তী বাতায়ন রুদ্ধ করিয়া শয়নকক্ষে চলিয়া গেলেন। এদিকে রাজা তাঁহাকে দেখিবার পর হইতেই নগর প্রদক্ষিণ করিবার ইচ্ছা ত্যাগ করিলেন। তিনি সারথিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "সৌম্য সুনন্দ, তুমি রথ ফিরাইয়া লও; এ উৎসব আমার সাজে না; ইহা সেনাপতি অহিপারকেই উপযুক্ত; এ রাজ্য তাঁহার পক্ষেই শোভা পায়।" ইহা বলিয়া তিনি রথ ফিরাইয়া প্রাসাদে প্রতিগমন করিলেন এবং রাজশয্যায় শয়ন করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন:—

৬। চকিতহরিণ-নয়না ললনা, পারাবতপাদলোহিতবসনা,
পৌর্ণমাসী এই সন্ধ্যায় যখন বাতায়ন-পথে দিল দরশন,
শুভ্র কান্তি তার নেহারি নয়নে সবিস্ময়ে আমি ভাবিলাম মনে,
এক পূর্ণ শশী গগনে বিরাজে, আর পূর্ণ শশী বাতায়ন মাঝে।

৭। ভ্রূলতা তাহার শোভে চাপাকার; ইন্দীবর জিনি নয়ন সুন্দর:
একবারমাত্র করি নিরীক্ষণ কাড়িয়া লইল সে আমার মন,
গিরিসানুদেশে কুসুমিত বনে বীণার সংযোগে সুমধুর গানে
কিন্নরী যেমন কিম্পুরুষমন অবলীলাক্রমে করে রে হরণ!

৮। সুদীর্ঘ সুন্দর দেহ সুগঠিত একমাত্র বস্ত্রে ছিল আচ্ছাদিত।
কাঞ্চনের মত বরণ উজ্জ্বল * কর্ণে দুলে চারু মণির কুণ্ডল।
করিল চকিতা মৃগীর মতন অপাঙ্গ দৃষ্টিতে আমায় দর্শন।

৯। বাহু সুকুমার, রোম সুকোমল, তাম্রবর্ণে নখ রঞ্জিত সকল;
চন্দনে চর্চিত চারু কলেবর, সুবর্তুল তার অঙ্গুলি নিকর:
তুষিবে কি কভু সে কল্যাণী, হায়, আপাদমস্তক পরশি আমায়?

১০। সুবর্ণ কঞ্চুকে বক্ষ আচ্ছাদিত; ক্ষীণ কটি হেরি কেশরী লজ্জিত;
কবে সুকোমল বাহুযুগে, হায়, আলিঙ্গিবে সেই রমণী আমায়,
আলিঙ্গে যেমতি সাজি পুষ্পসাজে লতাবধূ বনে বনবৃক্ষরাজে?

১১। অলক্তাভ তার ওষ্ঠ, করতল; শ্বেতপদ্মনিভ দেহ সুবিমল;
জলবিন্দুবৎ চারু-মণ্ডলিত কুচযুগ তার বক্ষে বিরাজিত
পাশে থাকি মোর, হায়, সে কখন আদান প্রদান করিবে চুম্বন,
মদ্যপে মদ্যপে আদান প্রদান করি পাত্র যথা সুরা করে পান?

১২। বাতায়নে অবস্থিতা মনোরমা সুগাত্রীকে একবার করিয়া দর্শন
হয়েছি উন্মত্তপ্রায়; সাধ্য নাই আত্মবশে চিত্ত আর রাখিতে এখন।

১৩। মণিকুণ্ডলাভরণা উন্মাদয়ন্তীকে হেরি দিবারাত্র ছাড়ি দীর্ঘ শ্বাস,
হারায়ে বিপুল ধন ত্যজি নিদ্রা লোকে যথা অনুক্ষণ করে হা হুতাশ।

১৪। বলেন বাসব যদি, 'ইচ্ছামত মাগ বর,' চাহিব যুড়িয়া দুই কর,
'দুই এক রাত্রি তরে অহিপারক আমারে দয়া করি কর, পুরন্দর;
উন্মাদয়ন্তীর সনে করি কেলি হৃষ্ট মনে হব পুনঃ শিবিনরবর।'

অন্যান্য অমাত্যেরা গিয়া অহিপারকে বলিলেন, "মহাশয়, রাজা নগর প্রদক্ষিণ করিতে গিয়া আপনার গৃহদ্বার হইতেই ফিরিয়া আসিয়াছেন এবং প্রাসাদে প্রবেশ করিয়াছেন।" অহিপারক গৃহে ফিরিয়া উন্মাদয়ন্তীকে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "ভদ্রে, তুমি রাজার সম্মুখে দেখা দিয়াছ কি?" উন্মাদয়ন্তী বলিলেন, "স্বামিন্, এক লম্বোদর, দীর্ঘদন্ত ব্যক্তি রথে আরোহণ করিয়া আসিয়াছিল; সে রাজা, কি রাজপুরুষ, তাহা আমি

* মূলে উন্মাদয়ন্তীকে এই গাথায় 'সামা' (শ্যামা) বলা হইয়াছে। টীকাকার সংস্কৃত অভিধানের অনুকরণ করিয়া ইহার অর্থ করিয়াছেন 'সুবর্ণসামা'। কিন্তু ষষ্ঠ গাথায় 'পুণ্ডরীকত্তচাঙ্গী' এই বিশেষণ দ্বারা নায়িকাকে শুভ্রবর্ণা বলা হইয়াছে।

জানি না। শুনলাম লোকটা না কি উচ্চপদস্থ; সেই জন্য বাতায়নে দাঁড়াইয়া পুষ্প নিক্ষেপ করিয়াছিলাম। সে তৎক্ষণাৎ রথ ফিরাইয়া চলিয়া গিয়াছিল।" ইহা শুনিয়া অহিপারক বলিলেন, "তুমি সর্ব্বনাশ ঘটাইয়াছ।"

পরদিন অহিপারক রাজভবনে গমন করিলেন এবং রাজার শয়নকক্ষের দ্বারে দাঁড়াইয়া শুনিলেন, রাজা উন্মাদয়ন্তীকে উদ্দেশ করিয়া বিলাপ করিতেছেন। তিনি বুঝিলেন, রাজা উন্মাদয়ন্তীর প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়াছেন; উন্মাদয়ন্তীকে না পাইলে তাঁহার মৃত্যু হইবে। এই জন্য তিনি স্থির করিলেন, যাহাতে রাজার এবং তাঁহার নিজের কোন অপবাদ না ঘটে, এমন কোন উপায়ে রাজার প্রাণ রক্ষা করিতে হইবে। তিনি গৃহে ফিরিয়া এক দৃঢ়মন্ত্র ভৃত্যকে ডাকাইয়া বলিলেন, "বাপু, অমুক জায়গায় একটা ভিতর-ফাঁপা চৈত্য গাছ আছে। তুমি কাহাকেও না জানাইয়া উহার মধ্যে বসিয়া থাক। আমি পূজা দিবার জন্য সেখানে যাইব এবং দেবতাকে প্রণাম করিবার কালে বলিব, 'দেবরাজ, নগরে উৎসব হইতেছে, অথচ আমাদের রাজা তাহাতে যোগ না দিয়া শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়াছেন, এবং সেখানে শুইয়া শুইয়া বিলাপ করিতেছেন; ইহার কারণ বুঝিতে পারিতেছি না। রাজা দেবতাদিগের একান্ত ভক্ত (বহুপকারক); তিনি প্রতিবৎসর সহস্র সহস্র মুদ্রাব্যয়ে তাঁহাদের পূজা করিয়া থাকেন; কি হেতু রাজা এরূপ অসম্বদ্ধ প্রলাপ করিতেছেন, দয়া করিয়া তাহা বলুন এবং রাজার প্রাণরক্ষা করুন।' আমি এইরূপ প্রার্থনা করিলে তুমি উত্তর দিবে, 'সেনাপতি, তোমাদের রাজার কোন ব্যাধি হয় নাই; তিনি তোমার ভার্য্যা উন্মাদয়ন্তীকে দেখিয়া আত্মহারা হইয়াছেন। উন্মাদয়ন্তীকে লাভ করিলেই তিনি বাঁচিবেন, নচেৎ তাঁহার মরণ হইবে। যদি তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিতে চাও, তাহা হইলে উন্মাদয়ন্তীকে তাঁহার হস্তে দান কর'।" অহিপারক ভৃত্যকে উত্তমরূপে এই শিক্ষা দিয়া ঐ চৈত্যে প্রেরণ করিলেন; সে গিয়া ঐ বৃক্ষের কোটরে বসিয়া থাকিল। পরদিন অহিপারক সেখানে গিয়া উত্তমরূপে প্রার্থনা করিলে ভৃত্য শিক্ষামত উত্তর দিল; সেনাপতি 'যে আজ্ঞা' বলিয়া দেবতাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক অমাত্যদিগকে দৈববাণী জানাইলেন এবং নগরে গিয়া রাজপ্রাসাদে আরোহণ করিয়া রাজার শয়নগৃহের দ্বারে ঘা দিলেন। রাজা চিত্তস্থৈর্য্য লাভ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে ওখানে।" সেনাপতি বলিলেন, "মহারাজ, আমি অহিপারক।" ইহা শুনিয়া রাজা দরজা খুলিলেন; অহিপারক কক্ষে প্রবেশ করিয়া রাজাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন,

১৫। ভূতবলি দিয়া যবে করিলাম প্রণিপাত,
যক্ষ এক দেখা দিয়া বলে মোরে, নরনাথ,
"উন্মাদয়ন্তীর রূপে রাজার বিমুগ্ধ মন।"
তাই আমি হৃষ্টমনে করি তারে সমর্পণ।
উন্মাদয়ন্তীরে, ভূপ, লও করি নিজ দাসী;
সুখী তার সহবাসে হও তুমি দিবানিশি।

ইহা শুনিয়া রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "সৌম্য অহিপারক, আমি যে উন্মাদয়ন্তীর রূপে মোহিত হইয়া বিলাপ করিতেছি, একথা তবে কি যক্ষেরাও জানিতে পারিয়াছে?" অহিপারক

বলিলেন, "হাঁ, মহারাজ।" "অহো, আমার চরিত্রহীনতার কথা ত্রিভুবনে সকলেরই নিকট প্রকটিত হইল!" এই আক্ষেপ করিয়া রাজা নিতান্ত লজ্জিত হইলেন এবং ধর্ম্মে দৃঢ়রূপে আস্থা স্থাপনপূর্ব্বক বলিলেন,

১৬। হইলে পুণ্যের ধ্বংস অমরত্বলাভ আমি পারিব না করিতে কখন;
আমার এ পাপকথা ত্রিভুবনে কারো কাছে থাকিবে না নিশ্চয় গোপন।
উন্মাদয়ন্তীরে যদি কর মোরে সমর্পণ, দুঃখ তব হইবেক অতি;
সে যে তব প্রাণপ্রিয়া; কেমনে সহিবে, বল, অদর্শন তার, সেনাপতি?

অতঃপর যে গাথাগুলি প্রদত্ত হইতেছে সেগুলি উভয়ের বচনপ্রতিবচন:—

১৭। "তুমি আর আমি ছাড়া, শুন, নরবর, এ কার্য্য না হবে অন্য কাহারো গোচর।
উন্মাদয়ন্তীরে আমি করিলাম দান; ভুঞ্জি তারে কর কামতৃষ্ণার নির্ব্বাণ।
পূরিলে বাসনা তব, ইচ্ছা যদি হয়, ফিরাইয়া তারে শেষে দিও, মহাশয়।"

১৮। "পাপ করি কেহ যদি ভাবে মনে মনে, জানিবে না এ দুষ্কর্ম্ম অন্য কোন জনে,
কি ভীষণ ভ্রান্তি তার! আছে ভূতগণ, আছেন বুদ্ধাচি প্রজ্ঞাবান্ বহুজন,
অগোচর যাঁহাদের কিছুমাত্র নাই; গোপন না থাকে পাপ তাঁহাদের ঠাঁই।

১৯। উন্মাদয়ন্তী তব প্রিয়া কভু নয়, এ কথা না কোন জন করিবে প্রত্যয়।
প্রিয়া উন্মাদয়ন্তীরে কর যদি দান, অদর্শনে তাহার ত্যজিবে তুমি প্রাণ।"

২০। "সত্য বটে সে আমার প্রীতির আধার; করে নাই কোন দিন অপ্রিয় আমার।
আনিতে অনিচ্ছা তাই যদ্যপি এখানে অবাধে চলিয়া যাও তার বাসস্থানে,
যায় যথা [illegible] গুহার ভিতরে সিংহীপাশে মৃগরাজ নির্ভয় অন্তরে।"

২১। "আত্মদুঃখে যদিও বা অভিভূত হয়, শুভফল কর্ম্ম সুধী ত্যজে না নিশ্চয়।
মূঢ় যারা, ভোগসুখে রত অনুক্ষণ, তাহারাও পাপ কর্ম্ম করে না এমন।"

২২। "তুমি মোর মাতা, পিতা, দেবতা, পোষক সদার-অপত্য আমি তোমার সেবক।
উন্মাদয়ন্তীরে আমি দিলাম তোমায়; যথাসুখ রত হও কামের সেবায়।"

২৩। "আমি প্রভু, এ বিশ্বাসে পাপ যেই করে, করি পাপ অনুতাপ না ভোগে অন্তরে,
দীর্ঘপরমায়ুর্লাভ ভাগ্যে নাই তার; হয় সে কোপের পাত্র সদা দেবতার।"

২৪। "যার বস্তু সেই যদি করে তাহা দান, ধার্ম্মিক পারেন তাহা করিতে আদান,
দাতা ও গৃহীতা হেন ক্ষেত্রে দুই জন শুভফলপ্রদ কর্ম্ম করে সম্পাদন।"

২৫। "উন্মাদয়ন্তী তব প্রিয়া কভু নয়, এ কথা না কোন জন করিবে প্রত্যয়।
প্রিয়া উন্মাদয়ন্তীরে কর যদি দান, অদর্শনে তাহার ত্যজিবে তুমি প্রাণ।"

২৬। "সত্য বটে সে আমার প্রীতির আধার; করে নাই কোন দিন অপ্রিয় আমার।
উন্মাদয়ন্তীরে তবু করিলাম দান; ভুঞ্জি তারে কর কামতৃষ্ণার নির্ব্বাণ।
পূরিলে বাসনা তব, ইচ্ছা যদি হয়, ফিরাইয়া তারে শেষে দিও, মহাশয়।"

২৭। "নিজ দুঃখ নাশ তরে পরে দুঃখী করে, নিজ সুখ হেতু যেই পরসুখ হরে,
ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম জানা তার নাই; আত্মপরে সমভাব ধার্ম্মিকের ঠাঁই।

২৮। উন্মাদয়ন্তী তব প্রিয়া কভু নয়, এ কথা না কোন জন করিবে প্রত্যয়।
প্রিয়া উন্মাদয়ন্তীরে কর যদি দান, অদর্শনে তাহার ত্যজিবে তুমি প্রাণ।"

২৯। “সত্য বটে সে আমার প্রীতির আধার ; করে নাই কোন দিন অপ্রিয় আমার।
প্রিয়কামী হ’য়ে প্রিয় দিলাম তোমায় ; প্রিয়দ সংসারে, ভূপ, প্রিয় বস্তু পায়।”

৩০। “অতৃপ্ত কামনা হেতু প্রাণ যদি যায়, যাউক, আমার তত দুঃখ নাই তায়,
যত দুঃখ পাব, যদি অধর্ম্ম আচরি আত্মসুখ হেতু আমি ধর্ম্মে বধ করি।”

৩১। “সে আমার ধর্ম্মপত্নী এই ভাবি যদি লইতে তাহার ইচ্ছা না কর, ভূপতি,
সর্ব্বজনে সাক্ষী করি বিবাহ-বন্ধন হৃষ্টচিত্তে, নরনাথ, করিব ছেদন।
মুক্তি আমি এইরূপে করিলে প্রদান নিজ পাশে লও তারে করিয়া আহ্বান।”

৩২। “বিনা অপরাধে পত্নী করিলে বর্জ্জন হবে তুমি মহাঘোর নিন্দার ভাজন।
অকৃত্য করেছ তুমি, লোকে ইহা কবে ; বিপক্ষ হইবে তব নাগরিক সবে।
হিতকারী তুমি মোর ; পারি কি করিতে এমন অনিষ্ট তব জীবন থাকিতে ?”

৩৩। “সহিব সহস্র নিন্দা অম্লানবদনে ; তিরস্কার পুরস্কার তুচ্ছ ভাবি মনে।
যটুক যা’ ভাগ্যে আছে আমার, রাজন্ ; ভুঞ্জি কাম’হও তুমি সুখের ভাজন।”

৩৪। “নিন্দা ও প্রশংসা দুই তুচ্ছ করে জ্ঞান, তুল্য মনে করে যেই ভর্ৎসনা-সম্মান,
কীর্ত্তি-লক্ষ্মী হেন জনে ছাড়িয়া পলায়, স্থল হ’তে বৃষ্টিজল যথা চলি যায়।”

৩৫। “ইহা হ’তে হোক সুখ, দুঃখ বা উদ্ভূত, ধর্ম্মের বিরুদ্ধ ইহা, কিংবা অরুন্তুদ,
বুক পাতি ফলাফল লইব ইহার, সর্ব্বংসহা বহে যথা সকলের ভার।
অর্হন্ কি পৃথগ্‌জন. * না করি বিচার ধরিত্রী বহেন বুকে ভার সবাকার।”

৩৬। “ধর্ম্মের বিরুদ্ধ কর্ম্ম, কিংবা যাহা হ’তে মনস্তাপ পাবে অন্যে, চাই না করিতে।
একাকী নিজের দুঃখ বহন করিব ; ধর্ম্মে থাকি কাহারো মনে কষ্ট নাহি দিব।”

৩৭। “স্বর্গফলপ্রদ পুণ্যকর্ম্ম-অনুষ্ঠানে হইও না অন্তরায় তুমি বাধাদানে।
দিলাম প্রসন্নমনে উন্মাদয়ন্তীরে, দক্ষিণা যেমন দেয় যজ্ঞে ঋত্বিকেরে।”

৩৮। “তুমি সৌম্য, আমার পরমহিতকারী ; তোমাকে, পত্নীকে তব সখা মনে করি।
লইলে পত্নীরে তব, দেব, পিতৃগণ সবার নিকটে হব ঘৃণার ভাজন।
ইহলোক ত্যজি যবে পরলোকে যাব এ পাপে নরকে পড়ি মহা দুঃখ পাব।”

৩৯। “নরনাথ, কিছু মাত্র দোষ এতে নাই ; পৌর-জানপদগণ বলিবে সবাই,
উন্মাদয়ন্তীরে আমি করিয়াছি দান। ভুঞ্জি তারে কর কামতৃষ্ণার নির্ব্বাণ।
পুরিলে বাসনা তব, ইচ্ছা যদি হয়, ফিরাইয়া দিও তারে শেষে, মহাশয়।”

৪০। “তুমি, সৌম্য, আমার পরম হিতকারী ; তোমাকে, পত্নীকে তব সখা মনে করি।
সুকীর্ত্তিত সাধুদের ধর্ম্ম সনাতন সমুদ্র-বেলার মত দুর-অতিক্রম।”

৪১। “পূজ্য তুমি, দয়াময়, বিধাতা আমার ; সর্ব্বদা পূরণ কর সব বাসনার।
উন্মাদয়ন্তীরে আমি করিনু অর্পণ ; মাগি ভিক্ষা ; এই দান করহ গ্রহণ।”

৪২। “সত্য বটে পালিয়াছ তুমি পুত্রবৎ আমার হিতের তরে ধর্ম্ম এ যাবৎ।
(কিন্তু শত্রুবৎ তব আচরণ আজ ; করাইতে চাও মোরে নিন্দনীয় কাজ।)

* মূলে ‘পাবরানং তসানং’ আছে। থাবর=স্থাবর ; তস=ত্রস বা জঙ্গম। কিন্তু পালি সাহিত্যে এই দুইটী শব্দ বিশিষ্ট অর্থে প্রযুক্ত হয়। স্থাবর=ক্ষীণাস্রব বা অর্হন্ : ত্রস=পৃথগ্‌জন। তৃষ্ণাবশে ত্রস এবং তৃষ্ণাভাবে স্থাবর।

আমি ছাড়া পৃথিবীতে আছে কোন্ জন, তব পত্নী প্রতি হয়ে প্রতিবদ্ধমন,
প্রভাতে ছেদন করি মস্তক তোমার করিত না যে বাসনা পূর্ণ আপনার ?" *

৪৩। "নৃপতি-সমাজে তুমি শ্রেষ্ঠ সবাকার ; তোমা হ'তে বিজ্ঞ কোন ব্যক্তি নাই আর।
ধর্ম্মজ্ঞ, সুপ্রাজ্ঞ তুমি, ধর্ম্মের রক্ষণ অবহিতচিত্তে তুমি কর অনুক্ষণ।
সুচরিত ধর্ম্মবলে রক্ষা তুমি পাবে : দীর্ঘজীবী হবে তুমি ধর্ম্মের প্রভাবে।
দয়া করি, ধর্ম্মপাল, পড়ি তব পায়, ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝাও আমায়।"

৪৪। "শুনহে, অহিপারক, আমার বচন ; বুঝাইব ধর্ম্ম, যাহা সেবে সাধুগণ।

৪৫। রাজা সাধু, যদি তাঁর ধর্ম্মে থাকে মন ; লোক সাধু, যদি তাঁর থাকে প্রজ্ঞাধন।
সেও সাধু, মিত্রের যে করেনা ক ক্ষতি : পাপপরিহার হয় সুখকর অতি।

৪৬। ধার্ম্মিক, অক্রোধ যদি হন নরপতি, প্রজারা তাঁহার রাজ্যে সুখী হয় অতি ;
দারাপুত্রজ্ঞাতিসহ জীবন কাটায় স্ব স্ব গৃহে সুখে, যেন শীতল ছায়ায়।

৪৭। না চিন্তিয়া পরিণাম হন পাপাচার, না জানি, না শুনি নিজে করেন বিচার,
বড়ই ঘৃণার পাত্র হেন রাজগণ ; দৃষ্টান্ত দেখিয়া বুঝ ইহার কারণ।

৪৮। গোগণে নদীর পারে লইবার কালে পুঙ্গব নিজেই যদি বক্রপথে চলে,
পালের সমস্ত গরু নেতার পশ্চাতে ঋজুপথ পরিহরি চলে বক্র পথে।

৪৯। সেইরূপ লোকে যাঁরে শ্রেষ্ঠ বলি মানে সমাজের নেতা বলি সর্ব্বলোকে জানে,
তিনি যদি হন নিজে পাপাচারে রত, দেখি তাঁরে পাপপথে ধায় অন্য যত।
অধর্ম্মের পথে যদি চলেন নৃপতি, রাজ্যের সর্ব্বত্র হয় অশেষ দুর্গতি।

৫০। গোগণে নদীর পারে লইবার কালে পুঙ্গব নিজেও যদি ঋজুপথে চলে,
পালের সমস্ত গরু নেতারে দেখিয়া উত্তীর্ণ হইয়া থাকে ঋজুপথে গিয়া।

৫১। সেইরূপ লোকে যাঁরে শ্রেষ্ঠ বলি মানে, সমাজের নেতা বলি সর্ব্বলোকে জানে,
তিনি যদি হন নিজে পুণ্যব্রতে রত, দেখি তাঁরে পুণ্যপথে চলে অন্য যত।
ধার্ম্মিক রাজার রাজ্যে সুখী সর্ব্বজন ; পুণ্যপথে করে সবে সদা বিচরণ। †

৫২। সকলেই ইচ্ছা করে পেতে অমরত্ব, পৃথিবী মণ্ডলে একচ্ছত্র আধিপত্য।
তথাপি না চাই আমি এ সব লভিতে যদি হয় অধর্ম্মের পথে বিচরিতে।

৫৩। আছে এই ধরাধামে যে সব রতন, গো, দাস, হরিচন্দন, বসন, কাঞ্চন,

৫৪। অশ্বী, স্ত্রী, মাণিক্য, রত্ন, মুকুতা, প্রবাল,— চন্দ্র সূর্য্য দিবারাত্র রক্ষে যে সকল ‡—
চলি না বিষম পথে এ সব লভিতে। শিবিদের নেতৃরূপে জন্মেছি মহীতে।

৫৫। নেতা আমি, পিতা আমি, শ্রেষ্ঠাসনাসীন, রাষ্ট্রপাল, শিবিধর্ম্মরক্ষণে প্রবীণ।
সেই সনাতন ধর্ম্ম করিয়া স্মরণ আত্মচিত্তবশ আমি হব না কখন।"

৫৬। "প্রকৃতই মহারাজ, অব্যাসন, শুভঙ্কর রাজত্ব তোমার।
কর রাজ্য দীর্ঘকাল ; হও নিত্য অধিকারী পর্য্যাপ্ত প্রজ্ঞার।

---

* গাথাটী দুরূহ। আমি টীকাকারের অনুসরণ করিয়া ইহার সুসঙ্গত তাৎপর্য্য দিলাম। ইংরাজী অনুবাদে অর্থবিকৃতি ঘটিয়াছে।

† ৪৮, ৪৯, ৫০ ও ৫১ সংখ্যক গাথা তৃতীয় খণ্ডের রাজাববাদ-জাতকেও (৩৩৪) আছে।

‡ অর্থাৎ যে সকল বস্তুর উপর চন্দ্রসূর্য্যের আলোক পতিত হয় (ইহাতে সমস্ত রত্নই বুঝিতে হইবে।)

৫৭। ধর্ম্মচ্যুত কভু তুমি হওনা, সে হেতু মোরা সুখী সর্ব্বজন।
ধর্ম্মপথ ছাড়ি দিলে রাজত্ব-প্রভুত্বভ্রষ্ট হয় রাজগণ।

৫৮। মাতার, পিতায় সেবা যথাধর্ম্ম কর তুমি, ক্ষত্রিয় রাজন্;
ইহলোকে ধর্ম্মচর্য্যা করিলে রাজার হয় স্বরগে গমন।

৫৯। তব দারাসুতগণ— যথাধর্ম্ম পাল সবে, ক্ষত্রিয় রাজন্;
ইহলোকে ধর্ম্মচর্য্যা করিলে রাজার হয় স্বরগে গমন।

৬০। মিত্রামাত্যগণ তব— যথাধর্ম্ম পাল সবে, ক্ষত্রিয় রাজন্;
ইহলোকে ধর্ম্মচর্য্যা করিলে রাজার হয় স্বরগে গমন।

৬১। যুদ্ধযাত্রা আদি তব হয় যেন যথাধর্ম্ম, ক্ষত্রিয় রাজন্;
ইহলোকে ধর্ম্মচর্য্যা করিলে রাজার হয় স্বরগে গমন।

৬২। কি নগরে, কিবা গ্রামে যথাধর্ম্ম রক্ষ প্রজা, ক্ষত্রিয় রাজন্;
ইহলোকে ধর্ম্মচর্য্যা করিলে রাজার হয় স্বরগে গমন।

৬৩। পৌর-জানপদগণে যথাধর্ম্ম পাল তুমি, ক্ষত্রিয় রাজন্,
ইহলোকে ধর্ম্মচর্য্যা করিলে রাজার হয় স্বরগে গমন।

৬৪। শ্রমণব্রাহ্মণগণে যথাধর্ম্ম কর শ্রদ্ধা, ক্ষত্রিয় রাজন্;
ইহলোকে ধর্ম্মচর্য্যা করিলে রাজার হয় স্বরগে গমন।

৬৫। ইতর জীবের প্রতি যথাধর্ম্ম কর দয়া, ক্ষত্রিয় রাজন্;
ইহলোকে ধর্ম্মচর্য্যা করিলে রাজার হয় স্বরগে গমন।

৬৬। ধর্ম্মচর্য্যা কর, দেব; প্রমাদ ইহাতে যেন হয় না কখন;
ধর্ম্মবলে স্বর্গলাভ করিলেন ইন্দ্র-আদি দেবতাব্রাহ্মণ।*

সেনাপতি অহিপারক রাজার নিকট এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিলে তিনি উন্মাদয়ন্তীর প্রতি অনুরাগ পরিহার করিলেন।

[শাস্তা এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন সারথি সুনন্দ, সারিপুত্র ছিলেন অহিপারক, উৎপলবর্ণা ছিলেন উন্মাদয়ন্তী অন্যান্য বুদ্ধশিষ্যগণ ছিলেন অপরাপর ব্যক্তি এবং আমি ছিলাম শিবিরাজ।]

---

* ৫৮ হইতে ৬৬ সংখ্যক গাথাগুলি তৃতীয় খণ্ডের রোহন্তমৃগ-জাতকের (৫০১) পাদটীকায় এবং বর্ত্তমান খণ্ডের ত্রিশকুন-জাতকে (৫২১) অবিকল একভাবে দেখা গিয়াছে।

৫২৮—মহাবোধি-জাতক।*

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে প্রজ্ঞাপারমিতার সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার বর্ত্তমান বস্তু মহাউম্মার্গ-জাতকে (৫৪৬) বলা হইবে। এই প্রসঙ্গেও শাস্তা বলিয়াছিলেন : "ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও তথাগত প্রজ্ঞাবান ও বিরুদ্ধমত-মর্দ্দক ছিলেন। অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিয়াছিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব কাশীরাজ্যে এক অশীতি কোটি বিভবসম্পন্ন উদীচ্য ব্রাহ্মণ মহাসারকুলে† জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম ছিল বোধিকুমার। তিনি তক্ষশিলায় গিয়া বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং সেখান হইতে ফিরিবার পর কিছুদিন গৃহধর্ম্মে মন দিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি বিষয়বাসনা পরিহারপূর্ব্বক হিমালয়ে প্রবেশ করেন এবং প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়া সেখানে ফলমূলাহারে দীর্ঘকাল যাপন করেন।

বোধিসত্ত্ব একবার বর্ষাকালে হিমালয় হইতে অবতরণ করিয়া ভিক্ষাচর্য্যা করিতে করিতে বারাণসীতে গমন করিলেন এবং প্রথম দিন রাজোদ্যানে থাকিয়া পরদিন পরিব্রাজকের বেশে ভিক্ষার জন্য নগরে প্রবেশপূর্ব্বক রাজদ্বারে উপস্থিত হইলেন। রাজা প্রাসাদ-বাতায়নে উপবিষ্ট ছিলেন; তিনি বোধিসত্ত্বের প্রশান্তমূর্ত্তি দেখিয়া প্রসন্ন হইলেন এবং তাঁহাকে প্রাসাদে আনয়ন করিয়া রাজপল্যঙ্কে উপবেশন করাইলেন। পরস্পর প্রীতিসম্ভাষণের পর কিয়ৎক্ষণ ধর্ম্মকথা শুনিয়া রাজা বোধিসত্ত্বের ভোজনার্থ নানাবিধ উৎকৃষ্ট রসযুক্ত খাদ্য দেওয়াইলেন। মহাসত্ত্ব আহারান্তে ভাবিলেন, 'এই রাজভবন বহুদ্বেষপূর্ণ ও বহুশত্রু-সমাকুল। আমার ভয়ের কোন কারণ উৎপন্ন হইলে কে আমাকে তাহা হইতে পরিত্রাণ করিবে ?" তাঁহার অদূরে রাজার প্রিয় একটা পিঙ্গলবর্ণ কুক্কুর ছিল। তিনি উহাকে দেখিয়া একটা বড় অন্নপিণ্ড হাতে লইয়া তাহা এমনভাবে দেখাইলেন, যেন উহাকেই দিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। রাজা ইহা বুঝিতে পারিয়া কুক্কুরের ভোজনপাত্র আনাইলেন এবং ঐ অন্নপিণ্ড গ্রহণ করাইয়া উহাকে দেওয়াইলেন। বোধিসত্ত্বও কুক্কুরকে অন্নপিণ্ড দান করিয়া নিজের আহার শেষ করিলেন।

অতঃপর রাজা বোধিসত্ত্বের অনুমতি লইয়া নগরের অভ্যন্তরের রাজোদ্যানে এক পর্ণ-শালা নির্ম্মাণ করাইলেন এবং প্রব্রাজকদিগের ব্যবহার্য্য সমস্ত দ্রব্য দিয়া সেখানে তাঁহাকে বাস করাইলেন। রাজা প্রতিদিন দুই তিন বার সেই পর্ণশালায় গিয়া তাঁহাকে দর্শন করিতেন। ভোজনকালে কিন্তু মহাসত্ত্ব রাজপল্যঙ্কেই বসিতেন এবং রাজভোজ্য দ্রব্য আহার করিতেন। এইরূপে দ্বাদশ বৎসর অতীত হইল।

এই রাজার পাঁচ জন অমাত্য অর্থের ও ধর্ম্মের অনুশাসন করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে

---

* জাতকমালা, ২৩ (মহাবোধি-জাতক) এবং শ্রামণ্যফলসূত্র দ্রষ্টব্য।

† মহাসার (মহাশাল ?)=প্রভূত ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তি। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও গৃহপতিভেদে মহাসার ত্রিবিধ।

একজন ছিলেন অহেতুবাদী, একজন ছিলেন ঈশ্বরকারণবাদী, একজন ছিলেন পূর্ব্বকৃতবাদী, একজন ছিলেন উচ্ছেদবাদী এবং একজন ছিলেন ক্ষাত্রবিদ্যাবাদী। অহেতুবাদী লোককে শিক্ষা দিতেন যে, জীবগণ পুনর্জন্ম গ্রহণ করিয়া শুদ্ধি লাভ করে; ঈশ্বরকারণবাদী শিক্ষা দিতেন যে, এই জগৎ ঈশ্বরের সৃষ্টি; পূর্ব্বকৃতবাদী বলিতেন, জীবের যে দুঃখ হয়, তাহা পূর্ব্ব-জন্মকৃত কর্ম্মের ফল; উচ্ছেদবাদী বলিতেন যে, কেহই ইহলোক হইতে পরলোক যায় না; ইহলোকে সব বিনষ্ট হয়; ক্ষাত্রবিদ্যাবাদী বলিতেন, মাতাপিতাকেও নিধন করিয়া স্বার্থসিদ্ধি করা যাইতে পারে।* ইহারা রাজার ধর্ম্মাধিকরণে নিযুক্ত লইয়া উৎকোচ গ্রহণ করিতেন এবং যে ধন যাহার নয়, তাহাকেই তাহা দেওয়াইতেন।

একদিন এক ব্যক্তি কূটবিবাদে পরাজিত হইয়া যাইতেছে, এমন সময়ে মহাসত্ত্বকে ভিক্ষার্থ রাজভবনে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সে প্রণিপাতপূর্ব্বক বলিল, "ভদন্ত আপনি রাজভবনে নিত্য ভোজন করেন; তথাপি বিনিশ্চয়ামাত্যেরা উৎকোচ লইয়া লোকের সর্ব্বনাশ করিতেছে; আপনি কেন ইহা উপেক্ষা করিতেছেন? এই মাত্র পাঁচ জন অমাত্য কূটবিবাদকারীর হস্ত হইতে উৎকোচ লইয়া, যে প্রকৃত স্বত্ববান্ তাহাকে নিঃস্বত্ব করিয়াছে।" লোকটার পরিবেদন শুনিয়া বোধিসত্ত্বের করুণা হইল। তিনি বিনিশ্চয়াগারে গিয়া যথাধর্ম্ম বিচারপূর্ব্বক প্রকৃত স্বত্ববান্‌কেই স্বত্ববান্ করিলেন; ইহাতে সমবেত সমস্ত লোকে একবাক্যে মহাশব্দে তাঁহাকে সাধুকার দিল। রাজা সেই শব্দ শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি জন্য এ শব্দ হইতেছে?" তিনি উহার কারণ জানিয়া, মহাসত্ত্বের ভোজনান্তে তাঁহার নিকটে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদন্ত নাকি আজ একটা বিবাদের নিষ্পত্তি করিয়াছেন?" মহাসত্ত্ব বলিলেন, "হাঁ, মহারাজ।" "ভদন্ত, আপনি বিবাদের বিচার করিলে বহু জনের উপকার হইবে। এখন হইতে আপনিই বিচারের ভার গ্রহণ করুন।" "মহারাজ, আমি প্রব্রাজক; ইহা ত আমার কর্ম্ম নয়।" "ভদন্ত, বহু লোকের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া আপনার এই কাজ করা উচিত। আপনাকে যে সারাদিন বিচার করিতে হইবে, এমন নহে। আপনি যখন প্রাতঃকালে উদ্যান হইতে এখানে আসিবেন, তখন একবার বিনিশ্চয়াগারে গিয়া চারিটী বিবাদের বিচার করিবেন; আহারান্তে উদ্যানে ফিরিবার কালেও চারিটী বিবাদের বিচার করিবেন। ইহাতেই বহুলোকের উপকার হইবে।" রাজা পুনঃ পুনঃ এইরূপ প্রার্থনা করিলে "আচ্ছা, মহারাজ, তাহাই করিব" বলিয়া মহাসত্ত্ব তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, এবং তখন হইতে ঐরূপ বিচার করিতে লাগিলেন। ইহাতে কূটবিবাদকারীরা আর সুযোগ পাইল না; সেই অমাত্যেরাও আর উৎকোচ না পাইয়া

* অহেতুবাদীর ও পূর্ব্বকৃতবাদীর মত এখানে যে ভাবে বিবৃত হইয়াছে, তাহাতে বৌদ্ধমতের সহিত ইহাদের পার্থক্য সুস্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হয় নাই। অহেতুবাদীরা বলেন, জীবগণ জন্মজন্মান্তর গ্রহণ করিয়া উত্তরোত্তর শুদ্ধির মার্গেই অগ্রসর হয়; তাহাদের অধোগতি হয় না। কিন্তু বৌদ্ধমতে কর্ম্মানুসারে উর্দ্ধগতি ও অধোগতি উভয়ই সম্ভবপর। পূর্ব্বকৃতবাদীর মতে আমাদের ইচ্ছার স্বাধীনতা নাই; আমরা পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মের ফলে যন্ত্রের মত চালিত হইতেছি; ইহার প্রতিকূলে চলা আমাদের অসাধ্য। কিন্তু বৌদ্ধেরা বলেন, ইহজীবনের সুখদুঃখ পূর্ব্বকৃতকর্ম্মফল বটে; কিন্তু আমাদের ইচ্ছার স্বাধীনতাও আছে; আমরা বীর্য্য, উদ্যম বা পুরুষকারবলে সৎকর্ম্ম করিয়া, ইহকালে না হউক, অন্ততঃ পরকালেও সুখী হইতে পারি।

দুরবস্থাপন্ন হইলেন। তাঁহারা ভাবিলেন, 'যে দিন হইতে বোধি পরিব্রাজক বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সেই দিন হইতে আমরা কিছুই পাইতেছি না। লোকটা যে রাজার শত্রু, ইহা বলিয়া আমরা রাজার মন ভাঙ্গাইয়া তাঁহার প্রাণ নাশ করাইব।' এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা একদিন রাজার নিকটে গিয়া বলিলেন, "মহারাজ, বোধিপরিব্রাজক আপনার অনর্থকারক।" রাজা তাঁহাদের কথা বিশ্বাস করিলেন না। তিনি বলিলেন, "এই পরিব্রাজক শীলবান্ ও প্রজ্ঞাবান্; ইনি কখনও এমন কাজ (আমার শত্রুতা) করিবেন না।" "মহারাজ, তিনি সমস্ত নগরবাসীকে নিজের হস্তগত করিয়াছেন; কেবল আমাদিগের এই পাঁচ জনকে পারেন নাই। আমাদের কথায় যদি বিশ্বাস না হয়, তবে তিনি যখন এখানে আসিবেন, তখন একবার দেখিবেন, তাঁহার অনুচর কত?"

"বেশ বলিয়াছ" বলিয়া রাজা প্রাসাদ-বাতায়নে অবস্থিত হইয়া বোধিসত্ত্বের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে বহুলোকের সহিত আসিতে দেখিলেন। ইহারা যে বিচারপ্রার্থী এবং বোধিসত্ত্বের অজ্ঞাতসারেই তাঁহারা পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে, রাজা ইহা জানিলেন না; তিনি ভাবিলেন, ইহারা বোধিসত্ত্বের বশবর্ত্তী অনুচর। ইহাতে তাঁহার মনে ঘোর সন্দেহ জন্মিল; তিনি সেই অমাত্যদিগকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন কি করা যায়?" অমাত্যেরা বলিলেন, "লোকটাকে বন্দী করুন, মহারাজ।" "কোন গুরু অপরাধ না দেখিলে কিরূপে বন্দী করিব?" "তবে, মহারাজ, ইঁহার প্রতি সাধারণতঃ যে সম্মান প্রদর্শন করেন, তাহা হ্রাস করুন; আদরযত্নের ত্রুটি দেখিলে বুদ্ধিমান্ প্রব্রাজক কাহাকে কিছু না বলিয়া নিজেই পলাইয়া যাইবেন।" রাজা এই প্রস্তাব সঙ্গত মনে করিয়া ক্রমশঃ বোধিসত্ত্বের প্রতি সম্মানের হ্রাস করিতে লাগিলেন। তিনি প্রথম দিনে তাঁহাকে বসিবার জন্য আস্তরণহীন পল্যঙ্ক দিলেন। বোধিসত্ত্ব পল্যঙ্ক দেখিয়াই বুঝিলেন, কেহ রাজার মন ভাঙ্গাইয়াছে। তিনি উদ্যানে গিয়া সেই দিনই প্রস্থান করিবার ইচ্ছা করিলেন; কিন্তু তাহার পর ভাবিলেন, ভালরূপে জানিয়া শুনিয়া যাইব। কাজেই তিনি সে দিন প্রস্থান করিলেন না। ইহার পর দিন তিনি যখন সেই আস্তরণহীন পল্যঙ্কে উপবেশন করিলেন, তখন রাজার জন্য যে খাদ্য প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহার সহিত অন্য খাদ্য মিশাইয়া তাঁহাকে খাইতে দেওয়া হইল; তৃতীয় দিনে কেহ তাঁহাকে উপরে উঠিতে দিল না; সিঁড়ির মাথায় বসাইয়াই ঐরূপ মিশ্র খাদ্য দিল; তিনি উহা লইয়া উদ্যানে গিয়া ভোজন করিলেন। চতুর্থ দিনে রাজার লোকে তাঁহাকে নিম্নতলে বসাইয়া ক্ষুদের যাউ দিল; তিনি উহাই লইয়া উদ্যানে গিয়া খাইলেন। অনন্তর রাজা অমাত্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাবোধি প্রব্রাজক আদরযত্নের হ্রাস হইয়াছে দেখিয়াও প্রস্থান করিতেছেন না; এখন কর্ত্তব্য কি?" অমাত্যেরা বলিলেন, "মহারাজ, তিনি অন্নের জন্য আসেন না, ছত্রের* জন্য আসেন। যদি অন্নপ্রাপ্তিই তাঁহার উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে প্রথম দিনেই তিনি চলিয়া যাইতেন।" "এখন কি করিতে হইবে, বল।" "কালই তাঁহার প্রাণবধের ব্যবস্থা করুন।" "বেশ, তাহাই কর"। বলিয়া রাজা অমাত্যদিগের হস্তে তরবারি দিয়া বলিলেন, "তোমরা দ্বারের অন্তরালে লুকাইয়া থাকিবে; তিনি যখন প্রবেশ

* অর্থাৎ রাজ্য লাভ করিবার নিমিত্ত।

করিবেন, তখনই তাঁহার মাথাটা কাটিবে, সমস্ত দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া কাহাকেও না জানাইয়া পায়খানায় ফেলিয়া দিবে এবং স্নান করিয়া আসিবে।"

অমাত্যেরা এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং "কাল আসিয়া এই কাজই করিব" ইহা বলিয়া পরস্পরের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশপূর্ব্বক স্ব স্ব গৃহে চলিয়া গেলেন। রাজাও আহারান্তে রাজশয্যায় শয়ন করিলেন। তখন মহাসত্ত্বের গুণের কথা তাঁহার স্মরণ হইল; তখনই তাঁহার মনে মহাশোক জন্মিল, তাঁহার শরীর হইতে ঘর্ম্ম নিঃসরণ হইতে লাগিল; তিনি শয়নে স্বস্তি না পাইয়া এপাশ ওপাশ করিতে লাগিলেন। অগ্রমহিষী তাঁহার পাশে শুইয়া ছিলেন; রাজা তাঁহার সহিত বাক্যালাপ পর্য্যন্ত করিলেন না। মহিষী জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ যে আজ আমার সহিত কথা বলিতেছেন না; আমি কি কোন অপরাধ করিয়াছি?" "তুমি কোন অপরাধ কর নাই, দেবি! কিন্তু শুনিতেছি বোধি প্রব্রাজক নাকি আমার শত্রু হইয়াছেন। আমি তাঁহার প্রাণবধের জন্য অমাত্যদিগকে আজ্ঞা দিয়াছি। অমাত্যেরা তাঁহাকে মারিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া পায়খানার ভিতর ফেলিয়া দিবে। তিনি বার বৎসর আমাকে বহু ধর্ম্মদেশন করিয়াছেন। আমি এতদিন তাঁহার একটী মাত্র অপরাধও প্রত্যক্ষ করি নাই। পরের কথা বিশ্বাস করিয়া আমি তাঁহার প্রাণবধের আজ্ঞা দিয়াছি; সেই জন্য শোক করিতেছি।" মহিষী তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "যদি তিনি প্রকৃতই আপনার শত্রু হন, তাহা হইলে তাঁহার প্রাণবধে শোকের কারণ কি? পুত্রেও শত্রু হইলে তাহার প্রাণ বধ করিয়া নিজের স্বস্তিসাধন করা কর্ত্তব্য। আপনি চিন্তা করিবেন না।" মহিষীর কথায় আশ্বাস পাইয়া রাজা নিদ্রিত হইলেন। ঐ সময়ে রাজার উৎকৃষ্ট জাতীয় সেই পিঙ্গলবর্ণ কুকুরটা রাজা ও রাণীর কথাবার্ত্তা শুনিয়া ভাবিল, 'কাল আমাকে নিজের ক্ষমতাবলে প্রব্রাজকের প্রাণ রক্ষা করিতে হইবে।' সে রাত্রি প্রভাত হইলে প্রাসাদ হইতে অবতরণ করিল, সদর দরজায় গিয়া গোবরাটের উপর মাথা রাখিয়া শুইল এবং মহাসত্ত্বের আগমন-পথের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। সেই অমাত্যেরাও প্রাতঃকালেই তরবারি হস্তে লইয়া দ্বারের অন্তরালে অবস্থিতি করিলেন। বোধিসত্ত্ব বেলা হইতেছে দেখিয়া উদ্যান হইতে বাহির হইলেন এবং রাজদ্বারের দিকে চলিলেন; তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া কুকুরটা মুখব্যাদানপূর্ব্বক দন্তচতুষ্টয় দেখাইয়া মহাশব্দে বলিল, "ভদন্ত, এই সুবৃহৎ জম্বুদ্বীপে অন্যত্র কি ভিক্ষা জুটে না? আমাদের রাজা আপনার প্রাণবধের জন্য অমাত্যদিগকে তরবারি হস্তে দিয়া দ্বারের অন্তরালে স্থাপিত করিয়াছেন। আপনি ললাটে মৃত্যু লিখিয়া এখানে আসিবেন না; এখনই প্রস্থান করুন।" বোধিসত্ত্ব সর্ব্বারাবজ্ঞ ছিলেন; তিনি সমস্ত ব্যাপার বুঝিয়া সেখান হইতে ফিরিলেন, উদ্যানে চলিয়া গেলেন এবং প্রস্থান করিবার জন্য নিজের ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি লইলেন। রাজা প্রাসাদ-বাতায়নে ছিলেন। তিনি বোধিসত্ত্বকে আসিতে না দেখিয়া ভাবিলেন, 'ইনি যদি আমার শত্রু হন, তাহা হইলে উদ্যানে গিয়া নিজের লোক জন সমবেত করিবেন এবং নিজের কার্য্যসিদ্ধির জন্য প্রস্তুত হইবেন; আর তাহা না হইলে নিজের ব্যবহার্য্য দ্রব্যগুলি লইয়া প্রস্থানের জন্য প্রস্তুত হইবেন। ইনি কি করেন, তাহা জানিতে হইতেছে।' ইহা স্থির করিয়া তিনি উদ্যানে গেলেন। মহাসত্ত্ব তখন প্রস্থান করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া নিজের ব্যবহার্য্য দ্রব্যসহ পর্ণশালা হইতে বাহির

হইয়া চঙ্ক্রমণের প্রান্তে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া রাজা প্রণিপাতপূর্ব্বক এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া প্রথম গাথা বলিলেন :—

১। দণ্ডাজিনাঙ্কুশছত্র * পাদুকাসজ্ঘাটি-পাত্র তাড়াতাড়ি করিছ গ্রহণ,
কি নিমিত্ত দ্বিজবর ? এই সব ল'য়ে তুমি কোন্ দিকে করিবে গমন ?

রাজার প্রশ্ন শুনিয়া মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, 'বোধ হইতেছে এ ব্যক্তি আত্মকৃতকর্ম্মের সম্পূর্ণ তাৎপর্য্য বুঝিতে পারে নাই। ইহাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতেছি।' এই উদ্দেশ্যে তিনি দুইটী গাথা বলিলেন :—

২। যাপিনু দ্বাদশ বর্ষ তব ঠাঁই, মহারাজ ; করি নাই কখনো শ্রবণ
তোমার পিঙ্গলবর্ণ কুক্কুরের মহারাব, আজ আমি শুনেছি যেমন।

৩। তুমি, তব ভার্য্যা, ভূপ, হয়েছ অতিবিরূপ আমা প্রতি, সেই সে কারণে
দৃপ্ত হ'য়ে ক্রোধভরে কুক্কুর গর্জ্জন করে ; শুনি বড় ভয় পাই মনে।

তখন রাজা নিজের দোষ স্বীকারপূর্ব্বক চতুর্থ গাথায় ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন :—

৪। শুনিয়া পরের কথা করিয়াছি দোষ আমি ; বলিলে যা' সত্য সমুদায় ;
কর ক্ষমা ; যাইও না ; পূর্ব্বাপেক্ষা সমাদর এবে আমি করিব তোমায়।

ইহা শুনিয়া মহাসত্ত্ব বলিলেন, "যাহারা বুদ্ধিমান্, তাঁহারা কখনই পরপ্রত্যয়নেয়বুদ্ধি, অপ্রত্যক্ষকারী লোকের সংসর্গে বাস করেন না।" অনন্তর তিনি নিম্নলিখিত গাথাগুলিতে রাজার গর্হিতাচার প্রদর্শন করিলেন :—

৫। প্রথমে পেয়েছি আমি অন্ন সর্ব্বশ্বেত ; তার পর মিশ্র অন্ন—শ্বেত ও লোহিত ;
কেবল লোহিত অন্ন এবে আমি পাই ; সময় হয়েছে, তাই, যেতে অন্য ঠাঁই !

৬। প্রাসাদের মধ্যে গতি ছিল অবারিত ; সোপানমস্তকে পরে হইনু স্থাপিত ;
প্রাসাদের বহির্ভাগে এবে নির্ব্বাসন ; ক্রমে ক্রমে ঘটিয়াছে এ অধোগমন।
অর্দ্ধচন্দ্র-প্রাপ্তি পাছে ঘটে পরিণামে, এ ভয়ে নিজেই চলি যাব মানে মানে।

৭। যে জন না করে শ্রদ্ধা, সেবিলে তাঁহায় সুফল কস্মিন্ কালে কেহ কি হে পায় ?
যতই খনন কর শুষ্ক কোন কূপ, পাইবে কর্দ্দমগন্ধ জল শুধু, ভূপ।

৮। সুপ্রসন্ন মন যার, সেই সেবনীয় ; অপ্রসন্ন জন অনুক্ষণ বর্জ্জনীয়।
সুপেয় জলের তরে হ্রদে লোকে যায় ; সুপ্রসন্ন জনে সেবে হিত যারা চায়।

৯। যে তোমায় ভজে, তারে করহ ভজন ; যে না ভজে, ভজিও না তাহারে কখন।
সেই পারে হিতকর মিত্রকে ত্যজিতে, কোনরূপ ধর্ম্মভাব নাই যার চিতে।

১০। ভজনকারীরে যে না করয়ে ভজন, সেবাকারী জনে যে না করয়ে সেবন,
নরকুলে পাপী কেহ নাই তার সম ; শাখামৃগবৎ হেয় সেই নরাধম।

১১। পরস্পর দেখা শুনা অত্যধিক বার, কিংবা যদি নাহি ঘটে কভু সাক্ষাৎকার,
অসময়ে যাচ্ঞা আর, এ তিন কারণে মিত্রতা বিনষ্ট হয়, বলে সুধী জনে।

১২। যাবে না মিত্রের কাছে, তাই অনুক্ষণ ; গিয়াও সুদীর্ঘ কাল করো না যাপন ;
জানাবে প্রার্থনা তব বুঝিয়া সময় : এরূপে বন্ধুত্ব সদা সুরক্ষিত রয়।

* অঙ্কুশ—ফলপত্রাদি পাড়িবার জন্য অঙ্কুশাকার লৌহদণ্ড।

১৩। বহুকাল এক সঙ্গে করিলে বসতি
অপ্রিয় তোমার ভূপ, হবার পূর্ব্বেতে
প্রিয়ও অপ্রিয় পরিণামে হয় অতি;
বিদায় লইয়া চাই স্থানান্তরে যেতে।*

রাজা বলিলেন,

১৪। করিতেছি যাচ্ঞা যাহা যুড়ি দুই কর
আমরা সেবক তব, কিন্তু, তপোধন
তথাপি এ অনুগ্রহ চাই তব ঠাঁই—
একান্তই যদি নাহি দেও, ঋষিবর,
রক্ষা যদি নাহি কর মোদের বচন,
পুনঃ যেন হেথা তব দরশন পাই।

বোধিসত্ত্ব বলিলেন,

১৫। এইরূপে যতদিন যাপিব জীবন,
তুমি, আমি, দুইজন থাকিলে জীবিত,
তোমাতে আমাতে, নরনাথ, পরস্পর
যদি নাহি হয় কোন বিঘ্নসঙ্ঘটন,
বহুদিন, বহুরাত্রি হইলে অতীত,
হলেও হইতে পারে দেখা পুনর্ব্বার।

অনন্তর মহাসত্ত্ব রাজাকে ধর্ম্মোপদেশ দিলেন, "মহারাজ, অপ্রমত্ত ভাবে চলিবেন" বলিয়া উদ্যান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, সেখানে ভিক্ষুরা সকলেই ভিক্ষাচর্য্যা করিতে পারে, এমন কোন স্থানে ভিক্ষা করিলেন এবং বারাণসী পরিত্যাগপূর্ব্বক চলিতে চলিতে ক্রমে হিমালয়ের এক অংশে উপনীত হইলেন। সেখানে কিয়দ্দিন বাসের পর তিনি আবার পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিলেন এবং এক প্রত্যন্ত গ্রামের সন্নিহিত অরণ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

মহাসত্ত্ব বারাণসী হইতে প্রস্থান করিবামাত্র পূর্ব্ববর্ণিত অমাত্যগণ বিচারালয়ে আসীন হইয়া প্রজাদিগের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তাঁহারা ভাবিতে লাগিলেন 'যদি মহাবোধি পরিব্রাজক ফিরিয়া আইসে, তাহা হইলে আমাদের প্রাণরক্ষা করা অসম্ভব হইবে। সে যাহাতে না আসে, তাহার কি উপায় করা যায়?' তাঁহারা ভাবিলেন, 'জীব যে বস্তু ভালবাসে, তাহা পরিত্যাগ করিতে পারে না। মহাবোধি এখানে কি ভালবাসে?' তখন তাঁহারা দেখিলেন, 'বারাণসীতে রাজার অগ্রমহিষীই মহাবোধির সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক প্রীতির পাত্র। তাঁহার জন্য সে পাছে এখানে ফিরিয়া আসে, এহেতু পূর্ব্বেই মহিষীর প্রাণবধ করাইতে হইবে।' এই দুরভিসন্ধি করিয়া অমাত্যেরা রাজাকে বলিলেন, "মহারাজ, আজ নগরে একটা কথা শুনা যাইতেছে।" রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি কথা?" "মহাবোধি প্রব্রাজক এবং আপনার অগ্রমহিষী পরস্পরের নিকট চিঠি লেখালেখি করিতেছেন।" "কি উদ্দেশ্যে?" "মহাবোধি নাকি দেবীকে লিখিয়াছিলেন, তুমি রাজার প্রাণনাশ করাইয়া আমাকে শ্বেতচ্ছত্র দিতে পারিবে? ইহার উত্তরে দেবী লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, রাজার প্রাণনাশের ভার আমি লইলাম; আপনি শীঘ্র আগমন করুন।" অমাত্যেরা পুনঃ পুনঃ এই রূপ বলিলেন; রাজা তাঁহাদের কথা বিশ্বাস করিলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন কর্ত্তব্য কি?" অমাত্যেরা বলিলেন, দেবীর প্রাণবধ করাই কর্ত্তব্য।" রাজা সত্যাসত্য পরীক্ষা না করিয়াই আদেশ দিলেন, "তবে তোমরা রাণীর প্রাণবধ কর এবং দেহটা খণ্ড খণ্ড করিয়া মলকূপে ফেলিয়া দাও।" অমাত্যেরা রাজার আদেশ মত কার্য্য করিলেন। মহিষীর নিধন-বার্ত্তা নগরে প্রচারিত হইল; তাঁহাকে বিনা অপরাধে বধ করা হইল বলিয়া তাঁহার পুত্র-চতুষ্টয় রাজার শত্রু হইলেন। ইহাতে রাজা বড় ভয় পাইলেন। ক্রমে এই সংবাদ

* ৪র্থ খণ্ড, জবনহংস-জাতক (৪৭৬)।

মহাসত্ত্বের কর্ণগোচর হইল। তিনি ভাবিলেন, 'আমি ব্যতীত অন্য কেহই কুমারদিগকে শান্ত করিয়া তাঁহাদের পিতাকে ক্ষমা করাইতে পারিবে না; আমি রাজার জীবন রক্ষা করিব এবং কুমারদিগকেও পাপ হইতে নিবৃত্ত করিব।' ইহা স্থির করিয়া তিনি পরদিন সেই প্রত্যন্ত গ্রামে প্রবেশ করিলেন, লোকে তাঁহাকে যে মর্কটমাংস দান করিল, তাহা খাইলেন; তাহাদের নিকট হইতে মর্কটটার চর্ম্মখানি ভিক্ষা করিয়া লইলেন, আশ্রমে ফিরিয়া উহা শুকাইয়া নির্গন্ধ করিলেন, উহা কাটিয়া নিবাসন ও প্রাবরণ প্রস্তুত করিলেন, এবং এই অদ্ভুত পরিচ্ছদ স্কন্ধোপরি ধারণ করিলেন। তাঁহার এরূপ করিবার কারণ কি? "মর্কটটা আমার বহু উপকারী ছিল", লোকের নিকট এই কথা বলিবার অভিপ্রায়ে তিনি এরূপ করিয়াছিলেন।

মহাসত্ত্ব এই মর্কটচর্ম্ম লইয়া ক্রমে বারাণসীতে উপস্থিত হইলেন এবং কুমারদিগের সঙ্গে দেখা করিয়া বলিলেন, "পিতৃহত্যা অতি দারুণ কর্ম্ম; ইহা তোমাদের কখনই করা উচিত নহে। কোন প্রাণীই অজর ও অমর নহে। আমি তোমাদিগকে পরস্পরের প্রতি প্রীতিমান্ করিবার নিমিত্ত আসিয়াছি। আমি যখন বলিয়া পাঠাইব, তখন তোমরা আমার নিকটে যাইও।" কুমারদিগকে এই উপদেশ দিয়া মহাসত্ত্ব নগরাভ্যন্তরস্থ উদ্যানে প্রবেশ করিলেন এবং শিলাপট্টের উপর মর্কটচর্ম্ম বিস্তার করিয়া উপবেশন করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া উদ্যানপাল অবিলম্বে রাজাকে সংবাদ দিল। রাজা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং সেই সকল অমাত্য সঙ্গে লইয়া উদ্যানে গিয়া মহাসত্ত্বকে প্রণাম করিলেন। অনন্তর আসন গ্রহণ করিয়া তিনি মহাসত্ত্বের সহিত প্রীতিসম্ভাষণে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাসত্ত্ব কিন্তু কোনরূপ প্রীতিসম্ভাষণ না করিয়া মর্কটচর্ম্মখানিই পরিমার্জ্জন করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া রাজা বলিলেন, "ভদন্ত, আপনি আমার সঙ্গে বাক্যালাপ না করিয়া কেবল মর্কটচর্ম্মই পরিমার্জ্জন করিতেছেন! এই চর্ম্ম কি আমা অপেক্ষাও আপনার অধিক উপকার করিয়াছে?" মহাসত্ত্ব বলিলেন, "সত্যই, মহারাজ; এই বানর আমার বহু উপকার করিয়াছে। আমি ইহার পৃষ্ঠে উপবেশন করিয়া বিচরণ করিয়াছি; এ আমার পানীয়-ঘট আনিয়া দিত; বাসস্থান সম্মার্জ্জন করিত; ছোটখাট নানা কাজ করিয়াও আমার সেবা করিত। আমি কিন্তু নিজের চিত্তদৌর্ব্বল্য বশতঃ ইহার মাংস খাইয়াছি; চর্ম্ম শুকাইয়া তাহা পাতিয়া বসিতেছি, তাহার উপর শয়ন করিতেছি। কাজেই এই মর্কট আমার বহুবিধ উপকার করিয়াছে।" অমাত্যদিগের বাদখণ্ডনার্থ মহাসত্ত্ব এইরূপে বানরচর্ম্মে বানরের কার্য্য আরোপ করিলেন এবং উল্লিখিত পর্য্যায়ে রাজার প্রশ্নের উত্তর দিলেন। তিনি পূর্ব্বে ঐ চর্ম্ম পরিধান করিয়াছিলেন, এজন্য বলিলেন, "আমি ইহার পৃষ্ঠে বসিয়া বিচরণ করিয়াছি।" তিনি ঐ চর্ম্ম স্কন্ধে রাখিয়া পানীয়-ঘট আনয়ন করিতেন, এজন্য বলিলেন, "এ আমার পানীয়-ঘট আনিয়া দিত।" তিনি ঐ চর্ম্ম দ্বারা ঘরের মেঝে মার্জ্জন করিয়াছিলেন, এজন্য বলিলেন, "এ আমার বাসস্থান ঝাঁট দিত।" শুইয়া থাকিবার সময় তাঁহার পৃষ্ঠদেশে চর্ম্ম সংলগ্ন হইত; উঠিবার সময়ে উহা তাঁহার পাদ স্পর্শ করিত, এজন্য বলিলেন, "এ ছোটখাট বহুপ্রকারে আমার উপকার করিত।" ক্ষুধার সময়ে তিনি খাইবার জন্য উহার মাংস পাইয়াছিলেন, এজন্য বলিলেন, "আমি আত্মদৌর্ব্বল্যবশতঃ ইহার মাংস খাইয়াছি।"

মহাসত্ত্বের কথা শুনিয়া সেই অমাত্যেরা ভাবিলেন, 'এই লোকটা প্রাণাতিপাত করিয়াছে'। তাঁহারা করতালি দিয়া পরিহাসপূর্ব্বক বলিলেন, "দেখ ত প্রব্রাজকের কাণ্ড! ইনি না কি মর্কট মারিয়া তাহার মাংস খাইয়াছেন এবং এখন তাহার চর্ম্মখানি সঙ্গে লইয়া বিচরণ করিতেছেন!" অমাত্যদিগকে এইরূপ পরিহাস করিতে দেখিয়া মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, 'আমি যে ইহাদের বাদখণ্ডনার্থ চর্ম্ম সঙ্গে লইয়া এখানে আসিয়াছি, এ কথা ইহাদিগকে জানিতে দিব না।' অনন্তর তিনি অহেতুবাদীকে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই, তুমি আমার নিন্দা করিতেছ কেন?" অহেতুবাদী উত্তর দিলেন, "আপনি মিত্রদ্রোহীর কাজ করিয়াছেন; প্রাণাতিপাত করিয়াছেন, এইজন্য নিন্দা করিতেছি।" মহাসত্ত্ব বলিলেন, "যে ব্যক্তি তোমার মতে (অহেতুবাদে) শ্রদ্ধা করিয়া এরূপ কাজ করে, সে অন্যায় করিল কি প্রকারে?" অনন্তর তিনি অহেতুবাদ-খণ্ডনার্থ বলিলেন :—

১৬। হ'তেছে কারণ বিনা কার্য্য উৎপাদন, স্বভাবতঃ হইতেছে সমস্ত ঘটন,
করে লোকে পাপ কিংবা পুণ্য অনুষ্ঠান স্বভাবতঃ; ইচ্ছা তাহে নাহি বিদ্যমান;—
এই বাদ সদা তুমি শিখাও সবায়। তর্কস্থলে যদি ইহা সত্য বলা যায়,
অনিচ্ছায় যদি লোকে সব কাজ করে, তবে কেন পাপভাক্ বল তা-সবারে?

১৭। যে শিক্ষা দিতেছ তুমি, সত্য যদি তাই, ধর্ম্মার্থকল্যাণ যদি তাহাতেই পাই,
অহেতুবাদীরা যদি পাপভাক্ নয়, আমার মর্কটবধ নিষ্পাপ নিশ্চয়।

১৮। জানিতে যদি হে তুমি কত দোষাবহ সে শিক্ষা, লোকেরে যাহা দেও অহরহ,
পারিতে না তুমি মোরে দোষ দিতে আজ; তুমিই ত শিখায়েছ করিতে এ কাজ।

এইরূপে তিরস্কার করিয়া মহাসত্ত্ব অহেতুবাদীকে নিরুত্তর করিলেন। রাজাও সভা-মধ্যে তিরস্কৃত হইয়া নিতান্ত বিরক্তির সহিত নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া রহিলেন। মহাসত্ত্ব অহেতুবাদীর বাদ খণ্ডনপূর্ব্বক ঈশ্বরকারণবাদীকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "তুমি, ভাই, যদি প্রকৃতই ঈশ্বরকারণবাদের উপর নির্ভর কর, তবে কেন আমাকে নিন্দা করিলে?

১৯। ঈশ্বর—নিখিল-লোক-প্রভু যাঁকে বল, জীবের উন্নতি-ধ্বংস-কুশলাকুশল
সমস্তই ঘটে যদি নির্দ্দেশে তাঁহার, তাঁহারই স্কন্ধে পড়ে সর্ব্বপাপভার।

২০। যে শিক্ষা দিতেছ তুমি, সত্য যদি তাই, ধর্ম্মার্থকল্যাণ যদি তাহাতেই পাই,
ঈশ্বরবাদীরা যদি পাপভাক্ নয়, আমার মর্কটবধ নিষ্পাপ নিশ্চয়।

২১। জানিতে যদি হে তুমি কত দোষাবহ সে শিক্ষা, দিতেছ তুমি যাহা অহরহ,
পারিতে না তুমি মোরে দোষ দিতে আজ; তুমিই ত শিখায়েছ করিতে এ কাজ।"

লোকে যেমন আম্রকাষ্ঠের মুদ্গর দ্বারা আম্রফল পাতিত করে, মহাসত্ত্বও সেইরূপ ঈশ্বরকারণবাদ দ্বারাই ঈশ্বরকারণবাদের খণ্ডন করিলেন। অনন্তর তিনি পূর্ব্বেকৃতবাদীকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "ভাই, তুমি যদি পূর্ব্বেকৃতবাদকেই সত্য মনে কর, তবে কেন আমাকে নিন্দা করিলে?

২২। পূর্ব্ব জন্মে সম্পাদিত কর্ম্মের কারণ ভোগ করে সুখ দুঃখ যদি জীবগণ,
করেছিল পূর্ব্বে পাপ বানর নিশ্চয়; সে ঋণ শুধিয়া এবে পাপমুক্ত হয়।
যে যা' করে, শুধু পূর্ব্বঋণ-শোধ তরে; তবে কেন পাপভাক্ বল সেই নরে?*

* বৌদ্ধেরা বলেন, পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলে ইহলোকে সুখদুঃখ হয় বটে, কিন্তু দুঃখভোগ করিয়াই যে পাপমুক্ত হওয়া যায়, তাহা নহে; পাপমুক্তির উপায় কর্ম্মশুদ্ধি অর্থাৎ অষ্টাঙ্গিকমার্গের অনুসরণ।

২৩। যে শিক্ষা দিতেছ তুমি, সত্য যদি তাই, ধর্ম্মার্থকল্যাণ যদি তাহাতেই পাই,
"পূর্ব্বেকৃতবাদী" যদি পাপভাক্ নয়, আমার মর্কটবধ নিষ্পাপ নিশ্চয়।
২৪। জানিতে যদি হে তুমি কত দোষাবহ সে শিক্ষা, দিতেছ তুমি যাহা অহরহ,
পারিতে না তুমি মোরে দোষ দিতে আজ; তুমিই ত শিখায়েছ করিতে এ কাজ।"

এইরূপে পূর্ব্বেকৃতবাদ খণ্ডন করিয়া মহাসত্ত্ব উচ্ছেদবাদীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তুমি ত ভাই বল, 'দানাদির কোন ফল নাই *; জীব এখানেই ধ্বংস পায়; তাহারা যে পরলোকে যায়, ইহা মিথ্যা কথা, কারণ পরলোক নাই।' এই যখন তোমার বিশ্বাস তখন তুমি আমার নিন্দা করিলে কেন?

২৫। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, বায়ু হয়ে উপাদান করে রূপময় জীবদেহের নির্ম্মাণ।
কালবশে ঘটে যবে প্রাণের অত্যয় চারি ভূতে চারি ভূত † পুনঃ মিশে যায়।
২৬। জীবের জীবন যাহা, কেবল সম্ভবে ইহলোকে; পরলোকে কে গিয়াছে কবে?
মরণের সঙ্গে সব ফুরাইয়া যায়, উচ্ছেদ পণ্ডিত, মূর্খ নির্ব্বিশেষে পায়।
এ উচ্ছেদবাদ যদি সত্য বলি ধরি, কেন পাপী হবে লোকে কোন কাজ করি?
২৭। যে শিক্ষা দিতেছ তুমি, সত্য যদি তাই, ধর্ম্মার্থকল্যাণ যদি তাহাতেই পাই,
উচ্ছেদবাদীরা যদি পাপভাক্ নয়, আমার মর্কটবধ নিষ্পাপ নিশ্চয়।
২৮। জানিতে যদি হে তুমি কত দোষাবহ সে শিক্ষা, দিতেছ তুমি যাহা অহরহ,
পারিতে না তুমি মোরে দোষ দিতে আজ; তুমিই ত শিখায়েছ করিতে এ কাজ।"

মহাসত্ত্ব এইরূপে উচ্ছেদবাদের খণ্ডন করিয়া ক্ষত্রিয়বিদ্যাবাদীকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "তুমি, ভাই, শিক্ষা দেও যে স্বার্থসিদ্ধির জন্য মাতাপিতাকেও বধ করা কর্ত্তব্য। তুমি যখন এইরূপ মত পোষণ করিয়া বেড়াও, তখন আমাকে নিন্দা করিতেছ কেন?

২৯। রয়েছে পণ্ডিতম্মন্য মূর্খ কত জন, ক্ষাত্র বিদ্যা শিক্ষা দিয়া করে বিচরণ।
বলে তারা, 'মাতা, পিতা, স্ত্রী, পুত্র, সোদরে, নিধন করিতে পার আত্মহিত তরে।'"

এইরূপে উক্ত ব্যক্তির মিথ্যাদৃষ্টি সুস্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিয়া মহাসত্ত্ব নিজের ধর্ম্মমত বিজ্ঞাপনার্থ বলিলেন,

৩০। শয়নোপবেশনের নিমিত্ত যাহার ছায়ার আশ্রয় তুমি লও একবার,
সে তরুর শাখা ভাঙ্গা অবিধেয় অতি; যে ভাঙ্গে সে মিত্রদ্রোহী, ক্রূর, পাপমতি।
৩১। তুমি কিন্তু বল, 'যদি ঘটে প্রয়োজন, সমূলে করিবে সেই বৃক্ষ উৎপাটন।'
দেখ ত, এ মতে তুমি করিয়া বিচার, পাথেয়ের প্রয়োজন আছিল আমার,
সাধিতে সে প্রয়োজন বধিনু বানরে, হইলাম পাপী ইথে তবে কি প্রকারে?
৩২। যে শিক্ষা দিতেছ তুমি, সত্য যদি তাই, ধর্ম্মার্থকল্যাণ যদি তাহাতেই পাই।
ক্ষাত্রবিদ্যাবাদী যদি পাপভাক্ নয়, আমার মর্কটবধ নিষ্পাপ নিশ্চয়।
৩৩। জানিতে যদি হে তুমি কত দোষাবহ, সে শিক্ষা, দিতেছ তুমি যাহা অহরহ।
পারিতে না তুমি মোরে দোষ দিতে আজ; তুমিই ত শিখায়েছ করিতে এ কাজ।

এইরূপে মহাসত্ত্ব ক্ষাত্রবিদ্যাবাদীর মতও খণ্ডন করিলেন। একে একে অমাত্য পাঁচজন নিষ্প্রভ ও বাঙ্নিষ্পত্তিরহিত হইলে তিনি রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মহারাজ,

* ন অত্থি দিন্নং ন'অত্থি যিট্ঠং ন'অত্থি হুতং ন'অত্থি সুকট দুক্কটানং কম্মানং ফলং বিপাকো, ন'অত্থি মাতা ন'অত্থি পিতা, ন'অত্থি অয়ং লোকো, ন'অত্থি পরলোকো।

† বৌদ্ধমতে 'ব্যোম' ভূতমধ্যে পরিগণিত নহে।

আপনি রাজ্যের লুণ্ঠনকারী এই পাঁচজন মহাচোরকে সঙ্গে লইয়া বিচরণ করিতেছেন। অহো! আপনি কি নির্ব্বোধ! যে ব্যক্তি ঈদৃশ লোকের সংসর্গে থাকে, সে কি ইহলোকে, কি পরলোকে মহাদুঃখ ভোগ করে।” অনন্তর তিনি নিম্নলিখিত গাথাদ্বয়ে রাজাকে ধর্ম্মোপদেশ দিলেন :—

৩৪। কারণ ব্যতীত হয় কার্য্যের সাধন ;— ঈশ্বরই হন সর্ব্ব কার্য্যের কারণ ;—
পূর্ব্বকৃত পাপরূপ ঋণ পরিশোধ, ইহজন্মে করে জীব দুঃখ করি ভোগ ;—
মরণের পর আর কিছুই থাকে না, পরলোক-প্রাপ্তি শুধু অলীক কল্পনা ;—
সাধিতে আপন কার্য্য হ'লে প্রয়োজন, অবাধে বধিতে পার আত্মীয়স্বজন ;—

৩৫। এই পঞ্চবিধ মত বড়ই ভীষণ ; নিতান্ত পাষণ্ড হেন মিথ্যাবাদিগণ।
ইহারাই ধরাধামে অসাধু নিশ্চয় পাণ্ডিত্যাভিমানী কিন্তু মূর্খ সাতিশয়!
নিজে এরা করে পাপ ; মিথ্যা-শিক্ষাদানে অন্যকেও ভুলাইয়া পাপপথে টানে।
অসাধু-সংসর্গ কভু নয় হিতকর, ইহামুত্র ইহা দুঃখদণ্ডের আকর।

অতঃপর উপমাপ্রয়োগদ্বারা তিনি ধর্ম্মোপদেশগুলি আরও বিস্তৃতভাবে বলিলেন :—

৩৬। ধরিয়া মেষের বেশ বৃক পুরাকালে, অশঙ্কিত ভাবে গিয়া মিশে অজ-পালে।
ছাগ, ছাগী, মেষী যত পায় মহাভয় ; করিল নিধন সবে বৃক দুরাশয়।
নিঃশেষ করিয়া পাল ধূর্ত্ত তার পর ইচ্ছামত পলাইয়া গেল স্থানান্তর।

৩৭। শ্রমণ-ব্রাহ্মণ-বেশ ধরি সেই মত, বঞ্চিয়া বেড়ায় লোকে ধূর্ত্ত শত শত।
অপরিষ্কার জটা তারা করয়ে প্রদর্শন অনশন-ব্রত যেন করেছে ধারণ।
ভূমি-শয্যা, উৎকুটুক আসনগ্রহণ,* ভস্মে আচ্ছাদিত দেহ পুণ্যের লক্ষণ!
নির্দ্দিষ্ট কালান্তে কেহ কণামাত্র খেয়ে আছে যেন কোন রূপে প্রাণটী বাঁচায়ে।
কেহ বা দেখায়, সেই রাখিয়াছে প্রাণ বিন্দুমাত্র জল কভু না করিয়া পান।
অর্হন্ বলিয়া দেয় আত্ম-পরিচয়, অথচ তা'দের মত নাই পাপাশয়।

৩৮। তাহারাই ধরাধামে অসাধু নিশ্চয়, পাণ্ডিত্যাভিমানী, কিন্তু মূর্খ সাতিশয়!
নিজে তারা করে পাপ ; মিথ্যা শিক্ষাদানে অন্যকেও ভুলাইয়া পাপপথে টানে।
অসাধু-সংসর্গ কভু নয় হিতকর, ইহামুত্র ইহা দুঃখদণ্ডের আকর।

৩৯। বীর্য্যের† অস্তিত্ব যারা করে অস্বীকার, করয়ে অহেতুবাদ যাহারা প্রচার,
আত্মকৃত, পরকৃত করমের তরে কেহ নয় দায়ী, যারা এ বিশ্বাস করে,

৪০। তাহারাই ধরাধামে অসাধু নিশ্চয়, পাণ্ডিত্যাভিমানী কিন্তু মূর্খ সাতিশয়!
নিজে তারা করে পাপ ; মিথ্যা শিক্ষাদানে অন্যকেও ভুলাইয়া পাপপথে টানে।
অসাধু-সংসর্গ কভু নয় হিতকর, ইহামুত্র ইহা দুঃখদণ্ডের আকর।

৪১। বীর্য্য যদি না থাকিত, পাপ পুণ্য আর, শিল্পিগণ পোষা কভু হ'ত কি রাজার?
হইত কি নৃপতির আদেশে কখন প্রকাণ্ড সুরম্য হর্ম্ম্যাদির সুগঠন?

৪২। বীর্য্য আছে দেখি রাজা, পাপ পুণ্য আর, শিল্পিগণে পুষিবার লয়েছেন ভার।
করে তারা নিরমাণ আদেশে তাঁহার, হর্ম্ম্য আদি, শোভা যার অতি চমৎকার।

* তৃতীয় খণ্ডের ১৩৮ পৃষ্ঠের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

† টীকাকার বলেন ঞানসম্পয়ং কায়িকচেতসিকং বিরিয়ং।

৪৩। বৃষ্টি কিংবা হিমপাত নাহি হয় যদি ভূতলে কোথাও শতবর্ষ নিরবধি,
দগ্ধীভূতা হবে ধরা; কিছু না রহিবে; সমূলে মানবকুল বিনষ্ট হইবে।

৪৪। যথাকালে হয় কিন্তু বারি বরষণ; তা'র পরে স্থানে স্থানে তুষার পতন।
পাকে শস্য; খেয়ে রক্ষা পায় জীবগণে; উচ্ছেদ(ই) নিয়ম, ইহা বলিব কেমনে?

৪৫। নদী পার হয়ে যায় গোগণ যখন, করে যদি বক্রপথে পুঙ্গব গমন,
নেতার পশ্চাতে অন্য গো সকল ধায়; সকলেই তার মত বক্রপথে যায়।

৪৬। সেইরূপ, লোকে শ্রেষ্ঠ গণ্য যেই নর, সে যদি অধর্ম্ম-পথে হয় অগ্রসর,
ইতর লোকেরা তার দৃষ্টান্ত দেখিয়া ঘোর অধর্ম্মের পথে যাইবে ছুটিয়া।
নৃপতি নিজেই যদি অধার্ম্মিক হন, সমুদায় রাজ্য হয় দুঃখের ভাজন।

৪৭। নদীপার হয়ে যায় গোগণ যখন, যদি করে ঋজুপথে পুঙ্গব গমন,
নেতার পশ্চাতে অন্য গো সকল ধায়; সকলেই তার মত ঋজু পথে যায়।

৪৮। সেইরূপ, লোকে শ্রেষ্ঠ গণ্য যেই নর, সে যদি ধর্ম্মের পথে হয় অগ্রসর,
ইতর লোকেরা তার দৃষ্টান্ত দেখিয়া, সকলেই ধর্ম্মপথে যাইবে ছুটিয়া।
রাজা যদি হন নিজে ধর্ম্মপরায়ণ, বড় সুখে থাকে সদা তাঁর প্রজাগণ*।

৪৯। পাকিবার আগে, বল, মহাবৃক্ষ হ'তে পাড়িয়া আনিলে ফল কি লাভ তাহাতে?
সুপক্ক ফলের রস জানা নাহি যায়; অধিকন্তু ফলের বীজটী নষ্ট হয়।

৫০। রাজ্য মহাবৃক্ষসম; রাজা পাপপথে, চরিয়া শাসিলে এরে যান অধঃপাতে
রাজত্বের সুখ তিনি পান না কখন; রাজ্যের(ও) অচিরে তাঁর হয় বিনশন।

৫১। যে পাড়ে সুপক্ক ফল মহাবৃক্ষ হ'তে, ফলের যে কি আস্বাদ পারে সে জানিতে।
রসনা সুতৃপ্ত তার মিষ্টরসে হয়; ফলের, বীজের(ও) নাহি ঘটে অপচয়।

৫২। রাজ্য মহাবৃক্ষ সম; যথাধর্ম্ম যদি শাসন করেন রাজা রাজ্য নিরবধি,
রাজত্বের সুখভোগ ভাগ্যে তাঁর ঘটে রাজ্য তাঁর কোন কালে পড়ে না সঙ্কটে।

৫৩। অধার্ম্মিক রাজার পীড়ন ভয়ঙ্কর; জানপদগণ ভয়ে কাঁপে নিরন্তর।
ফলশস্য বসুধা না করেন প্রসব; খাদ্যাভাবে করে লোকে হাহাকার রব।

৫৪। নিগমে থাকিয়া করে ব্যবসায়িগণ ক্রয়বিক্রয়ের দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন।
নির্দ্দিষ্ট নিয়মে তারা দেয় যেই কর, তাহাতেই রাজকোষ পূর্ণ নিরন্তর।
অধার্ম্মিক রাজা কিন্তু করিয়া পীড়ন, করেন বণিক্‌দের উচ্ছেদ সাধন।
থাকে না তখন কেহ শুল্ক দিতে আর; ধনহীন হয় তাই রাজার ভাণ্ডার।

৫৫। শস্ত্রপ্রহরণপটু, সংগ্রামকুশল যোধগণ, আর নিজ অমাত্য সকল—
অত্যাচার ইহাদের প্রতি যদি হয়, সেনাবলহীন রাজা হবেন নিশ্চয়।

৫৬। প্রব্রাজক, জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারিগণ— করেন নৃপতি যদি এঁদের পীড়ন,
মরিলে নরকে তাঁর হইবে বসতি; স্বর্গলাভ তাঁর পক্ষে অসম্ভব অতি।

* ৪৫শ হইতে ৪৮শ গাথা তৃতীয় খণ্ডের রাজোবাদ-জাতকে (৩৩৪) এবং বর্ত্তমান খণ্ডের উন্মাদয়ন্তী-জাতকেও (৫২৭) পাওয়া গিয়াছে।

৫৭। যে রাজা বিচরি ঘোর অধর্ম্মের পথে
রাখে সে নির্ম্মিয়া নিজ বসতির তরে,
জীবনেও কিছুমাত্র শান্তি নাই তার ;
বিনা অপরাধে মহিষীর প্রাণ বধে,
নরকে ভীষণ স্থান, মরণের পরে।
পুত্রেরাই শত্রু হয় সেই পাপাত্মার।

৫৮। পৌর. জানপদ. সেনা—প্রতি সবাকার
ঋষিদের কখন(ও) না করিও পীড়ন ;
যথাধর্ম্ম পাল, ভূপ, কর্ত্তব্য তোমার।
দারাসুত প্রতি হও স্নেহপরায়ণ।

৫৯। যে রাজা ঈদৃশ সর্ব্ববিধ গুণযুত,
সামন্তেরা ভয়ে তাঁর কাঁপে অনুক্ষণ,
হন না কখন(ও) যিনি ক্রোধ-বশীভূত,
কাঁপে বাসবের ভয়ে অসুর যেমন।

মহাসত্ত্ব এইরূপে রাজার নিকট ধর্ম্মদেশন করিয়া কুমার চারিজনকে ডাকাইলেন. তাঁহাদিগকে সদুপদেশ দিলেন, রাজা যে কাজ করিয়াছিলেন তাহা প্রকাশ করিলেন, রাজার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বলিলেন এবং রাজার দ্বারা ক্ষমা করাইয়া বলিলেন, "মহারাজ, এখন হইতে আপনি পরপরীবাদকারীদিগের কথার সত্যাসত্যতা ওজন না করিয়া ঈদৃশ নিষ্ঠুর কর্ম্ম করিবেন না। কুমারগণ, তোমরাও রাজার প্রতি কোনরূপ বৈরভাব পোষণ করিও না।" তিনি সকলকেই এইরূপ উপদেশ দিলেন। তখন রাজা বলিলেন, 'ভদন্ত, আমি এই ধূর্ত্তদিগের কথাতেই আপনার ও মহিষীর প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ করিয়া অপরাধী হইয়াছি। আমি এই পাঁচজনের প্রাণদণ্ড করিব।" মহাসত্ত্ব বলিলেন,' "মহারাজ, ইহা করিতে পারিবেন না।" "তবে ইহাদের হস্তপাদ ছেদন করা যাউক।" "তাহাও করিতে পারিবেন না।" রাজা "যে আজ্ঞা" বলিয়া ঐ ধূর্ত্তদিগের সমস্ত সম্পত্তি কাড়িয়া লইলেন, তাহাদের মস্তক মুণ্ডন করাইয়া উহাতে কেবল পাঁচটী শিখা রাখিয়া দিলেন. * তাহাদিগকে চর্ম্মরজ্জু-দ্বারা বান্ধাইলেন, তাহাদের শরীরে গোময় ছিটাইলেন এবং তাহাদিগকে আরও নানারূপে লাঞ্ছিত করিয়া রাজ্য হইতে দূর করিয়া দিলেন। বোধিসত্ত্ব কয়েকদিন রাজার নিকট অবস্থিতি করিলেন ; অনন্তর তাঁহাকে অপ্রমত্ত হইতে উপদেশ দিয়া হিমবন্তে চলিয়া গেলেন এবং ধ্যানাভিজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া যাবজ্জীবন ব্রহ্মবিহার চিন্তা করিতে করিতে ব্রহ্মলোক-পরায়ণ হইলেন।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশনপূর্ব্বক শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও তথাগত প্রজ্ঞাবান্ ও পরবাদমর্দ্দক ছিলেন।

সমবধান—তখন পূরণ কাশ্যপ, মস্করি-গোশালিপুত্র, ককুদকাত্যায়ন, অজিতকেশকম্বল ও নির্গ্রন্থ নাটপুত্র ছিলেন সেই পঞ্চ মিথ্যাদৃষ্টি অমাত্য ; আনন্দ ছিলেন সেই পিঙ্গলবর্ণ কুকুর এবং আমি ছিলাম মহাবোধি পরিব্রাজক।]

---

* মস্তকমুণ্ডন একটা কঠোর দণ্ড বলিয়া গণ্য ছিল। কথাসরিৎসাগরে (১২শ তরঙ্গে) দেখা যায়, মকর-দংষ্ট্রা-নাম্নী এক পাপিষ্ঠা রমণীর মস্তক মুণ্ডন করিয়া তাহাতে পাঁচটা মাত্র শিখা রাখা হইয়াছিল। বিধুর-জাতকে দেখা যায়, চূড়া বা শিখা কখনও কখনও দাসত্বের চিহ্ন বলিয়া পরিগণিত ছিল। চীনদেশের 'pigtal' বা বেণীও হীনতার নিদর্শন। ভারতবর্ষে আর এক প্রকার দণ্ড ছিল মাথা মুড়াইয়া তাহাতে ঘোল ঢালা।

জাতক

ষষ্টি নিপাত

৫২৯—শোণক-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে নৈষ্ক্রম্য-পারমিতাসম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া নৈষ্ক্রম্য পারমিতার গুণকীর্ত্তন করিতেছিলেন, এমন সময়ে শাস্তা তাঁহাদের মধ্যে উপবেশন করিয়া বলিলেন "ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও তথাগত মহাভিনিষ্ক্রমণ করিয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন :—]

পুরাকালে রাজগৃহ নগরে মগধরাজ রাজত্ব করিতেন। বোধিসত্ত্ব তাঁহার অগ্রমহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। নাম-করণ দিবসে তাঁহার নাম রাখা হইয়াছিল অরিন্দমকুমার। বোধিসত্ত্ব যে দিন ভূমিষ্ঠ হন, সেইদিন পুরোহিতেরও এক পুত্র জন্মে। এই পুত্রের নাম হইয়াছিল শোণককুমার।

কুমারদ্বয় এক সঙ্গে লালিত পালিত হইতেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তাঁহাদের দেহের সৌন্দর্য্য বৰ্দ্ধিত হইল। তাঁহারা উভয়েই পরস্পর সমান রূপবান্ হইলেন। তাঁহারা তক্ষশিলায় গিয়া বিদ্যা শিক্ষা করিলেন, তক্ষশিলা হইতে প্রস্থান করিয়া, ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের আচার ব্যবহার ও লোকচরিত্র জানিবার উদ্দেশ্যে নানাস্থানে ভ্রমণপূর্ব্বক বারাণসীতে উপনীত হইয়া তত্রত্য রাজোদ্যানে অবস্থিতি করিলেন এবং পরদিন নগরে প্রবেশ করিলেন। ঐ দিন কতিপয় লোক ব্রাহ্মণভোজনের জন্য* পায়স পাক করাইয়া আসন সাজাইয়া রাখিয়াছিল। কুমারদ্বয়কে যাইতে দেখিয়া তাহারা তাঁহাদিগকে গৃহে লইয়া গেল এবং সজ্জিত আসনে উপবেশন করাইল। বোধিসত্ত্ব যে সজ্জিত আসনে উপবেশন করিলেন তাহা শ্বেতবস্ত্র দ্বারা এবং শোণক যে আসনে উপবেশন করিলেন, তাহা রক্তকম্বল দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। এই 'নিমিত্ত' দেখিয়া শোণক ভাবিলেন, 'আমার প্রিয়সখা অরিন্দমকুমার

---

* মূলে "ব্রাহ্মণবাচনকম্ করিস্সামাতি" আছে। পূর্ব্বেও (তৃতীয় খণ্ড,) কারণ্ডিক জাতকে (৩৫৬) এবং দরীমুখ-জাতকে (৩৭৮) 'ব্রাহ্মণবাচনক' শব্দটী পাওয়া গিয়াছে। কারণ্ডিক-জাতকে দেখা যায়, "একস্স পাথা মনুস্সা ব্রাহ্মণবাচনকত্থায় আচারিয়ং নিমন্তিয়িংসু। সো কারণ্ডিয়ং মাণবকং পক্কোসিত্বা 'তাত অহং ন গচ্ছামি ত্বং...তত্থ গন্ত্বা বাচনাকানি পটিচ্ছিত্বা অম্হাকং দিন্নকোট্ঠসং আহর' তি পেসেসি।" দরীমুখ-জাতকে আছে, "একস্মিং কুলে 'ব্রাহ্মণে ভোজেত্বা বাচনকং দস্সাম' তি পায়সং পচিত্বা আসনানি পঞ্ঞাপেত্বা আগমনং ওলোকেন্তি।" — [sic: printed] আসনানি পঞ্ঞাত্তানি হোন্তি। তে তত্থ ভুঞ্জিত্বা বাচনকং গহেত্বা মঙ্গলং বত্বা রাজুয্যানং অগমংসু।" উভয়ত্রই দেখা যায়, ব্রাহ্মণেরা এই উপলক্ষ্যে ভোজন করিবেন, বাচনক গ্রহণ করিবেন এবং মঙ্গলাচরণ করিবেন। আমার বোধ হয়, 'ব্রাহ্মণবাচনক' বলিলে স্বস্ত্যয়নার্থ শাস্ত্রগ্রন্থপাঠন, ব্রাহ্মণ-ভোজন এবং ব্রাহ্মণকে দক্ষিণাদান এই সকল ভাব বুঝায়। রক্তকম্বল ও শ্বেতবস্ত্র দ্বারা নিমিত্তনির্ণয়, দরীমুখ-জাতকেও দেখা গিয়াছে।

আজ বারাণসীতে রাজা হইবে এবং আমাকে সেনাপতির পদ দিবে।' অনন্তর তাঁহারা দুই জনে ভোজন শেষ করিয়া সেই উদ্যানে ফিরিয়া গেলেন।

এই ঘটনার ছয়দিন পূর্ব্বে বারাণসীরাজের মৃত্যু হইয়াছিল। রাজকুলে পুত্রসন্তান ছিল না; অমাত্যগণ অবগাহনপূর্ব্বক সমবেত হইয়া, "যিনি রাজপদ পাইবার যোগ্য, তাঁহার নিকটে যাও" বলিয়া পুষ্পরথ* ছাড়িয়া ছিলেন। রথ নগর হইতে বাহির হইয়া চলিতে চলিতে পরিশেষে রাজোদ্যানের দ্বারে আসিল এবং সেখানে আরোহী লইবার জন্য সজ্জিত হইয়া থাকিল। বোধিসত্ত্ব বহির্ব্বাস দ্বারা মস্তক আবৃত করিয়া মঙ্গলশিলাপট্টে শয়ন করিয়া ছিলেন। শোণককুমার তাঁহার নিকটে বসিয়াছিলেন। তিনি বাদ্যধ্বনি শুনিয়া ভাবিলেন, 'অরিন্দমকে লইয়া যাইবার জন্য পুষ্পরথ আসিয়াছে; ইনি আজ রাজা হইয়া আমাকে সৈনাপত্য দান করিবেন; কিন্তু আমার ঐশ্বর্য্যে প্রয়োজন নাই; অরিন্দম প্রস্থান করিলে আমি নিষ্ক্রমণপূর্ব্বক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব।' এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি প্রচ্ছন্নভাবে একান্তে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

এদিকে পুরোহিত উদ্যানে প্রবেশপূর্ব্বক মহাসত্ত্বকে শয়ান অবস্থায় দেখিতে পাইয়া বাদ্যধ্বনি করিতে বলিলেন। বাদ্য শুনিয়া মহাসত্ত্বের ঘুম ভাঙ্গিল; তিনি পাশ ফিরিয়া কিয়ৎক্ষণ শুইয়া রহিলেন এবং শেষে উঠিয়া শিলাপট্টে পর্য্যঙ্কাসনে উপবেশন করিলেন। তখন পুরোহিত কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, "মহাভাগ, রাজলক্ষ্মী আসিয়া আপনাকে বরণ করিতেছেন।" মহাসত্ত্ব জিজ্ঞাসিলেন, "রাজকুল কি অপুত্রক?" "হাঁ, দেব; রাজকুল অপুত্রক।" "তবে আমার আপত্তি নাই।" ইহা শুনিয়া রাজপুরুষেরা সেখানেই তাঁহার অভিষেক করিল, এবং তাঁহাকে রথে তুলিয়া বহু অনুচরসহ মহাসমারোহে নগরে লইয়া গেল। তিনি নগর প্রদক্ষিণ-পূর্ব্বক প্রাসাদে আরোহণ করিলেন; এবং মহাসৌভাগ্য লাভ করিয়া শোণককুমারের কথা একেবারে ভুলিয়া গেলেন।

মহাসত্ত্ব নগরে প্রবেশ করিলে শোণক গিয়া সেই শিলাপট্টে উপবেশন করিলেন। এই সময়ে একটা পাণ্ডুবর্ণ শালপত্র বৃন্তচ্যুত হইয়া তাঁহার সম্মুখে পতিত হইল। ইহা দেখিয়া তিনি ভাবিলেন, 'জরার প্রভাবে এই শালপত্রের ন্যায় আমারও দেহের পতন হইবে।' এইরূপে জগতের অনিত্যত্ব ভাবিয়া তিনি বিদর্শনা লাভ করিলেন এবং প্রত্যেকবোধি প্রাপ্ত হইলেন। অমনি তাঁহার শরীর হইতে সমস্ত গৃহি-চিহ্ন অন্তর্হিত হইল এবং সেগুলির পরিবর্ত্তে প্রব্রাজক-চিহ্নসমূহ দেখা দিল। 'হইবে না এবে আর জন্মান্তর লভিতে আমায়' এই উদান গান করিতে করিতে তিনি নন্দমূলক গুহায় চলিয়া গেলেন।

মহাসত্ত্ব চল্লিশ বৎসর পরে একদা শোণককে স্মরণ করিলেন। 'আমার বন্ধু শোণক এখন কোথায়?' পুনঃ পুনঃ তিনি ইহা ভাবিতে লাগিলেন; কিন্তু শোণকের নাম শুনিয়াছে

---

* পালি "ফুস্সরথ।" ফুস্স=পুষ্য। 'পুষ্য' শব্দে সংস্কৃত ভাষায় তন্নামধেয় নক্ষত্র বুঝায়, পুষ্পও বুঝায়। পুষ্যরথ=প্রমোদের জন্ত সুসজ্জিত রথ। আমার বোধ হয়, পুষ্যরথ ও পুষ্পরথ একই। 'পুষ্প' শব্দটী পালিতেও যে 'ফুস্স' না হইতে পারে এমন নহে। সংস্কৃত 'পুষ্পরাগ' পালিতে 'ফুস্সরাগ'। জাতকে যেখানে যেখানে ফুস্সরথের উল্লেখ আছে [দরীমুখ (৩৭৮), ন্যগ্রোধ (৪৪৫), বিশেষতঃ মহাজনক (৫৩৯)], সর্ব্বত্রই দেখা যায়, ইহার প্রধান আরোহী হইতেন পুরোহিত এবং অশ্বগণ যেন যদৃচ্ছাক্রমে চলিয়া রাজপদার্হ ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হইত। এ সম্বন্ধে দ্বিতীয় খণ্ডের উপক্রমণিকার ১।৵ চিহ্নিত পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য।

বা শোণককে দেখিয়াছে, এমন কোন লোকই পাইলেন না। তিনি এক দিন প্রাসাদের সুসজ্জিত উচ্চতম তলে রাজপল্যঙ্কে গন্ধর্ব্বনটনর্ত্তকগণে পরিবৃত হইয়া রাজৈশ্বর্য্যের আস্বাদ ভোগ করিতে করিতে বলিলেন, "যে কাহারও নিকট শুনিয়াছে যে শোণক অমুক স্থানে আছেন, সে আমাকে জানাইলে শতমুদ্রা পুরস্কার পাইবে; আর, যদি কেহ বলে, সে নিজেই শোণককে দেখিয়াছে, তবে তাহাকে সহস্র মুদ্রা দিব।" তিনি মনের এই আবেগ একটা উদানে গ্রথিত করিলেন এবং নিম্নলিখিত প্রথম গাথায় সেই উদান গান করিলেন:—

> শত মুদ্রা দিব তারে, শুনেছে যে শোণক কোথায়।
> সহস্র করিবদান, স্বচক্ষে যে দেখেছে তাঁহায়।
> ধূলাখেলা ছেলেখেলা করিয়াছি সঙ্গে কত তাঁর;
> কে দিবে সংবাদ, এবে, কোথা প্রিয় সে সখা আমার?

ইহা শুনিয়া এক নটী যেন রাজার মুখ হইতে কাড়িয়া লইয়া এই উদানটী গান করিল; তাহার পর একে একে অন্য স্ত্রীরাও ইহা গাইল। এইরূপে অন্তঃপুরের সকল রমণীই 'এটা আমাদের রাজার প্রিয় গীত' ইহা বলিয়া এই উদান গান করিতে প্রবৃত্ত হইল; ক্রমে নগরবাসী ও জনপদবাসীরাও ইহা শিখিল; রাজা নিজেও ইহা পুনঃ পুনঃ গান করিতে লাগিলেন।

রাজপদপ্রাপ্তির পর পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে অরিন্দম বহু পুত্রকন্যা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম ছিল দীর্ঘায়ুঃকুমার। এই সময়ে এক দিন প্রত্যেকবুদ্ধ শোণক ভাবিতে লাগিলেন, 'অরিন্দম আমাকে দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন। আমি গিয়া তাঁহাকে কামভোগের দুঃখ এবং নিষ্ক্রমণের সুখ বুঝাইয়া দিব; তাঁহাকে প্রব্রজ্যার পথ প্রদর্শন করিব।' ইহা স্থির করিয়া তিনি ঋদ্ধিবলে গমনপূর্ব্বক রাজার উদ্যানে আসীন হইলেন। ঐ সময়ে এক সপ্তবর্ষবয়স্ক পঞ্চচূড়ক* বালককে তাহার মাতা রাজোদ্যানে পাঠাইয়াছিল। সে পুনঃ পুনঃ রাজার উদানটী গান করিতে করিতে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতেছিল। শোণক তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বালক, তুমি অন্য কোন গান না করিয়া বার বার একই গান করিতেছ; তুমি অন্য কোন গান জান কি?" বালক বলিল, "জানি, ভদন্ত; কিন্তু এই গানটী আমাদের রাজার প্রিয়; কাজেই বার বার ইহাই গাইতেছি।" "এই গানের পাল্টা গান করিয়াছে, এমন কোন লোক দেখিয়াছ কি?" "না, ভদন্ত; এমন কোন লোক দেখি নাই।" "আমি তোমাকে ইহার পাল্টা গান শিখাইতেছি; তুমি রাজার কাছে গিয়া সেই পাল্টা গান গাইতে পারিবে ত?" "পারিব, ভদন্ত।" তখন শোণক ঐ বালককে রাজার উদানের "শুনিয়াছি আমি"...ইত্যাদি প্রতিগীত শিখাইলেন। বালক প্রতিগীতটী সুন্দররূপে শিখিলে তাহাকে রাজার নিকটে পাঠাইবার কালে শোণক বলিলেন, "যাও, বালক; রাজার সঙ্গে এই পাল্টা গান কর গিয়া; রাজা তোমাকে বহু ধন দিবেন; তুমি কাঠ কুড়াইয়া কি করিবে? ছুটিয়া যাও।" বালক "যে আজ্ঞা" বলিয়া প্রতিগীতটী ভালরূপে শিখিয়া লইল এবং শোণককে প্রণাম করিয়া বলিল, "ভদন্ত, আমি

* পঞ্চচূড়ক—যাহার কেশ পাঁচটী চূড়া বা শিখার আকারে সজ্জিত। এইরূপে চূড়া-বন্ধন দৈন্য বা দাসত্বের নিদর্শন বলিয়া গণ্য হইত।

যতক্ষণ রাজাকে সঙ্গে লইয়া না ফিরিতেছি, আপনি দয়া করিয়া ততক্ষণ এখানেই থাকুন।" ইহা বলিয়া সে তাহার মাতার নিকট ছুটিয়া গেল এবং বলিল, "মা, শীঘ্র আমাকে স্নান করাইয়া সাজাইয়া দাও; আমি আজ তোমার দারিদ্র্য মোচন করিব।" অনন্তর স্নান করিয়া ও সজ্জিত হইয়া সে বেগে রাজদ্বারে গমন করিল এবং দৌবারিককে বলিল, "আর্য্য দ্বারপাল, অনুগ্রহ করিয়া রাজাকে গিয়া বলুন, তাঁহার সঙ্গে গান করিবার উদ্দেশ্যে একটী বালক আসিয়া দ্বারদেশে অপেক্ষা করিতেছে।" দ্বারবান্ অবিলম্বে রাজাকে এই সংবাদ দিল; রাজা বলিলেন, "সে আসিতে পারে।" তিনি বালকটীকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, তুমি কি আমার সঙ্গে গান করিবে?" বালক বলিল, "হাঁ, মহারাজ।" "বেশ, গান কর।" "মহারাজ, এখানে গান করিব না; আপনি ভেরীবাদন দ্বারা বহু লোক আনয়ন করুন; আমি বহু লোকের সমক্ষে গান করিব।" রাজা তাহাই করাইলেন। তিনি নিজে সুসজ্জিত মণ্ডপের মধ্যে পল্যঙ্কে উপবেশন করিলেন; এবং বালকটীকে উপযুক্ত আসন দেওয়াইয়া বলিলেন, "এখন তবে গান কর।" বালক বলিল "মহারাজ, আপনি অগ্রে গান করুন; তাহার পর আমি আপনার গানের পাল্টা গান করিব।" তখন রাজা প্রথম গাথা গান করিলেন;—

১। শত মুদ্রা দিব তারে, শুনেছে যে শোণক কোথায়।
সহস্র করিব দান স্বচক্ষে যে দেখেছে তাঁহায়।
ধূলাখেলা ছেলেবেলা করিয়াছি সঙ্গে কত তাঁর;
কে দিবে সংবাদ এবে, কোথা প্রিয় সে সখা আমার?

রাজা এইরূপে প্রথম উদানগাথা গান করিলে সেই পঞ্চচূড়ক বালক যে প্রতিগীতি গান করিয়াছিল, তাহা সুস্পষ্টরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা অভিসম্বুদ্ধ হইয়া দুইটী চরণ* বলিলেন:—

২। পঞ্চচূড় শিশু সেই প্রতিগীত গাইল তখন,
"শুনেছি শোণক কোথা; শত মুদ্রা দাও হে, রাজন্;
করহ সহস্র দান, দেখিয়াছি স্বচক্ষে তাঁহায়;
বলিব তোমার সেই বাল্যসখা শোণক কোথায়"

[অতঃপর যে গাথা কয়টী আছে, সেগুলির পরম্পরসম্বন্ধ অর্থানুসারে গ্রহণ করিতে হইবে]।

৩। "কোন্ জনপদে, কোন্ রাজ্যে বা নগরে দেখিলে শোণকে, বল; জিজ্ঞাসি তোমারে।"
৪, ৫। "তোমারি এ রাজ্যে, ভূপ, উদ্যানে তোমার ঋজুকাণ্ড, ঘনসন্নিবিষ্ট, মেঘাকার
আছে বহু মহাশাল; মূলে তাহাদের পেয়েছি, নৃমণি, আমি দেখা শোণকের।
নিষ্কাম, নির্লিপ্তভাবে বসিয়া সেখানে আছেন শোণক ঋষি মগ্ন মহাধ্যানে।
উপাদানে দগ্ধ হয় জীব অনুক্ষণ, নির্ব্বাপি সে অগ্নি তিনি সুপ্রসন্ন মন।"†
৬। চলিল রাজার সঙ্গে চতুরঙ্গ বল, হইল আদেশে তাঁর পথ সমতল।
গেলেন সত্বর রাজা উদ্যানে, যেথানে শোণক ছিলেন বসি মগ্ন মহাধ্যানে।

---

* মূলে কিন্তু তিনটী চরণ আছে।

† মূলে শোণকের সম্বন্ধে 'অনুপাদানো' এই বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে। 'উপাদান' বলিলে জীবনে আসক্তি বুঝায়। ইহা তৃষ্ণাজাত এবং পুনর্জ্জন্মের কারণ। উপাদান বিনষ্ট না হইলে অর্হত্বপ্রাপ্তি হয় না। এইজন্য অর্হতেরা 'অনুপাদান' বলিয়া অভিহিত। [অনুপাদান (দীপ) = তৈলহীন দীপ]।

৭। প্রবেশি উদ্যানে সেই, ভ্রমি ইতস্তত: দেখিলেন শোণকেরে মহাধ্যানে রত।
রাগ, দ্বেষ আদি অগ্নি একাদশ বিধ হইয়াছে শোণকের সব নির্ব্বাপিত।

রাজা শোণককে বন্দনা না করিয়াই একান্তে উপবেশন করিলেন এবং নিজে কামাদি রিপুর দাস ছিলেন বলিয়া শোণককে দুঃখী ও কৃপার পাত্র মনে করিয়া বলিলেন :—

৮। "মুণ্ডিত-মস্তক অই, কৃপার ভাজন, মাতৃহীন, পিতৃহীন, ধ্যানে নিমগন,
বৃক্ষতলে ভিক্ষু এক রয়েছে বসিয়া কেবল সঙ্ঘাটি দিয়া দেহ আবরিয়া।
৯। শুনিয়া রাজার কথা শোণক তখন বলিলেন, "নয় সেই কৃপার ভাজন,
ধর্ম্ম যার সর্ব্ব অঙ্গে সদা বিরাজিত কৃপাপাত্র বলা তারে না হয় বিহিত।
১০। ধর্ম্মের বিশুদ্ধ মার্গ করি পরিহার যে করে অধর্ম্মপথে নিরত বিহার,
সেই পাপী, ভূপ ; সেই পাপপরায়ণ প্রকৃত কৃপার পাত্র, বলে সর্ব্বজন।"

শোণক এইরূপে বোধিসত্ত্বের নিন্দা করিলেন ; কিন্তু বোধিসত্ত্ব যেন ঐ নিন্দা বুঝিতে পারিলেন না, এই ভাব দেখাইয়া নিজের নামগোত্র কীর্ত্তনপূর্ব্বক নিম্নলিখিত গাথায় তাঁহাকে প্রীতিসম্ভাষণ করিলেন :—

১১। কাশীরাজ আমি, ধরি অরিন্দম নাম ; সর্ব্বসুখে সুখী আমি পূর্ণমনস্কাম।
আসি এ উদ্যানে, বল, হয় নি ত তব, হে শোণক, কোন রূপ কষ্ট-অনুভব ?

ইহার উত্তরে সেই প্রত্যেকবুদ্ধ বলিলেন, "মহারাজ, কেবল এখানে কেন, অন্যত্র বাস করিলেও আমার কোনরূপ অসুখ হয় না।" অনন্তর তিনি নিম্নলিখিত গাথাগুলিতে শ্রমণদিগের সুখ বর্ণনা করিলেন :—

১২। অনাগার, অকিঞ্চন ভিক্ষু যেই জন, সেই সে প্রকৃত সদা কল্যাণভাজন।
ধন ধান্য কভু সেই সঞ্চয় না করে গোলায়, জালায় কিংবা ঝুড়ির* ভিতরে ;
অশন, বসন আদি প্রয়োজন মত পরগৃহে অনায়াসে পায় সে সতত ;
কাজেই সে নিরুদ্বেগচিত্তে অনুক্ষণ সুব্রত পালিয়া করে জীবন যাপন।
১৩। অনাগার, অকিঞ্চন ভিক্ষু যেই জন, তাহার দ্বিতীয় সুখ করি নিবেদন।
অনিন্দ্য উপায়ে† হয় সম্পন্ন আহার ; পেতে তাহা কোন কষ্ট হয় না তাহার।
১৪। অনাগার, অকিঞ্চন ভিক্ষু যেই জন, তাহার তৃতীয় সুখ করি নিবেদন।
নিরুদ্বেগে সদা সুখে অন্ন সেই খায় কদাপি সে হেতু কোন কষ্ট নাহি পায়।‡
১৫। অনাগার, অকিঞ্চন ভিক্ষু যেই জন, তাহার চতুর্থ সুখ করি নিবেদন।
সতত মুক্তির রাজ্যে করে সে বিহার ; আসক্তিতে বদ্ধ নয় দেহ মন তার।
১৬। অনাগার, অকিঞ্চন ভিক্ষু যেই জন, তাহার পঞ্চম সুখ করি নিবেদন।
যদিও নগর পুড়ি হয় ছারখার, তথাপি না হয় দগ্ধ কিছু মাত্র তার।§
১৭। অনাগার, অকিঞ্চন ভিক্ষু যেই জন, ষষ্ঠ যে তাহার সুখ করি নিবেদন।
যদিও সমস্ত রাজ্য বিলুণ্ঠিত হয় কিছুই তাহার কভু নাহি পায় ক্ষয়।

* মূলে 'কলোপিয়া' আছে। কলোপি=পচ্ছি (অর্থাৎ ঝুড়ি)।
† বৈদ্যকর্ম্ম, ভাগ্যগণনা ইত্যাদি নিন্দনীয়।
‡ অনাগারীকে মূলে 'নিবুত্তপিণ্ড' বলা হইয়াছে। 'নিবুত্তপিণ্ড' শব্দে অর্হন্‌ও বুঝায়।
§ তুঃ—অনন্তং বত মে বিত্তং যস্য মে নাস্তি কিঞ্চন। মিথিলায়াং প্রদীপ্তায়াং ন মে কিঞ্চিৎ প্রদহ্যতে।
মহাভারত—শান্তি, ১৭।

১৮। অনাগার, অকিঞ্চন ভিক্ষু যেই জন, সপ্তম তাহার সুখ করি নিবেদন।
চৌরপন্থঘাতকাদি মার্গবিঘ্নকারী আছে যত পথিকের সর্ব্বস্বাপহারী,
কিছুই না হরে তার; সতত সুব্রত পাত্র ও চীবর লয়ে ভ্রমে ইচ্ছামত।
১৯। অনাগার, অকিঞ্চন ভিক্ষু যেই জন, অষ্টম তাহার সুখ করি নিবেদন।
প্রাপ্তির বাসনা মনে নাহি দিয়া স্থান যখন যেখানে ইচ্ছা করে সে প্রয়াণ।

প্রত্যেকবুদ্ধ শোণক এইরূপে অষ্ট শ্রমণভদ্র বর্ণনা করিলেন। ইহারও উপর তিনি শত, সহস্র অপরিমেয় শ্রামণ্যসুখ প্রদর্শন করিতে সমর্থ ছিলেন, কিন্তু কামাভিরত রাজা তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলেন, "আমার শ্রামণ্যসুখে প্রয়োজন নাই।" তিনি দুইটী গাথায় বিষয়ভোগ-সুখে নিজের অত্যাসক্তি-প্রকাশ করিলেন :—

২০। প্রব্রজ্যার বহু সুখ করিলে কীর্ত্তন।
কিন্তু, হে শোণক, আমি কামপরায়ণ।
আমার কর্ত্তব্য কি তা' বল ত এখন।
২১। দিব্য ও মানুষ সুখ, দুই আমি চাই; ইহামুত্র কি উপায়ে বল সুখ পাই।

তখন প্রত্যেকবুদ্ধ রাজাকে বলিলেন,

২২। কামুক, কামাভিরত যাহারা এ ভবে, করি পাপ অশেষ দুর্গতি তারা লভে।
২৩। কাম পরিহরি যারা করে নিষ্ক্রমণ, বিচরে অকুতোভয়ে তারা অনুক্ষণ।
করিয়া অনন্যমনে ধ্যানে অভিরতি দেহান্তে ঈদৃশ লোকে না লভে দুর্গতি।
২৪। দৃষ্টান্ত তোমায় এক করি প্রদর্শন; প্রণিধান করি তাহা শুন, অরিন্দম।
কোন কোন বিজ্ঞ লোক দৃষ্টান্ত দেখিয়া সদসৎ বুঝি লয় মনে বিচারিয়া।
২৫। গভীর গঙ্গার জলে ভাসিয়া যাইতে মৃতহস্তিদেহ কাক পাইল দেখিতে।
দেখি তার মনে বড় লোভ উপজিল; মনে মনে মূঢ় এই সিদ্ধান্ত করিল :—
২৬। 'অহো কি সৌভাগ্য মোর! পাইনু এখন একাধারে যান, আর প্রচুর ভোজন।
কি বা দিন, কি বা রাত্রি ইহার উপর থাকিয়া অপার সুখ পাব নিরন্তর।
২৭। ভাবি ইহা হস্তীটার মাংস সে খাইল, পান করি গঙ্গাজল তৃষ্ণা নিবারিল।
বন, চৈত্য দুই পাশে শত শত ছিল, কিন্তু সেথা যেতে কাক কভু না উড়িল।
২৮। সাগরের দিকে গঙ্গা ছুটি চলি যায়, মাংসমত্ত বায়সের লক্ষ্য নাই তায়।
উপনীত হ'ল শেষে সাগর মাঝারে পক্ষীরা যেথায় কভু তিষ্ঠিতে না পারে।
২৯। ফুরাইয়া গেল খাদ্য; হয়ে নিরুপায় পূর্ব্বে ও পশ্চিমে কাক বার বার ধায়—
উত্তরে, দক্ষিণে আর; কোন দিকে, হায়, আশ্রয়লাভের স্থান দেখিতে না পায়!
৩০। না দেখিতে পায় দ্বীপ সাগর মাঝারে; আশ্রয় লভিতে সেথা পক্ষী নাহি পারে;
পড়িল বায়স শেষে হইয়া দুর্ব্বল; রক্ষিতে তাহারে এবে সাধ্য কার বল?
৩১। মকর, কুম্ভীর, শিশুমার আদি যত আছিল অর্ণবচর প্রাণী শত শত,
ঘিরিল বায়সে সবে; ভয়ে থর থর কাঁপিতে লাগিল তার সর্ব্ব কলেবর।
পলাতে না পারে এবে; পক্ষ আর নাই; মাংস তার মকরাদি খাইল সবাই।
৩২। তোমার, তোমার মত কামপরায়ণ অন্যেরও ঈদৃশী দশা; না হয় খণ্ডন।
কাম যদি পরিহার না কর কখন, কাকবৎ প্রাজ্ঞ তুমি, কবে সর্ব্বজন।*
৩৩। প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত এই, শুন, মহীপাল, দেখাবে তোমায় হিতপথ সর্ব্বকাল।
স্বর্গে যাবে, পাল যদি এই উপদেশ; নচেৎ নরকে পাবে যন্ত্রণা অশেষ।

*এই দৃষ্টান্তে নদী দ্বারা সংসার, নদী-বাহিত গলিত শব দ্বারা কামাদি রিপুসেবা, কাক দ্বারা অজ্ঞানান্ধ পৃথগ্‌জন এবং সাগর দ্বারা নরক বুঝিতে হইবে, টীকাকারের এই অভিপ্রায়।

প্রত্যেকবুদ্ধ এই দৃষ্টান্ত দ্বারা রাজাকে উপদেশ দিলেন এবং রাজার মনে ইহা দৃঢ়রূপে অঙ্কিত করিবার অভিপ্রায়ে বলিলেন,

৩৪। কৃপা করি একবার, কিংবা দুইবার
করিবেন উপদেশ দান সাধুগণ;
অনুচিত ইহা হ'তে বেশী বলা আর;
পুনঃ পুনঃ এক(ই) কথা বলা অশোভন।
দাস যেই, সেই শুধু পারে বহুবার
জানাতে প্রভুকে এক(ই) প্রার্থনা তাহার।

ইহার পর একটী অভিসম্বুদ্ধ গাথা:—

৩৫। বলিতে বলিতে ইহা, রাজাকে করিয়া এই উপদেশ দান
শোণক অসীমপ্রাজ্ঞ অন্তরীক্ষপথে চলি করিলা প্রস্থান।

শোণকের আকাশপথে যাইবার কালে যতক্ষণ তাঁহাকে দেখা গেল, রাজা একদৃষ্টিতে অবলোকন করিলেন; অনন্তর তিনি দৃষ্টিপথের অতীত হইলে রাজার চিত্তে সংবেগ জন্মিল; তিনি ভাবিলেন, 'এই ব্রাহ্মণ হীনজাতীয়*; আমার জন্ম পুরুষপরম্পরায় বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়বংশে, অথচ এ আমার মস্তকে নিজের পাদধূলি বিকিরণ করিয়া আকাশপথে চলিয়া গেল! আমাকে অদ্যই নিষ্ক্রমণপূর্বক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে হইতেছে।' অনন্তর তিনি রাজ্য ত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যাগ্রহণের অভিলাষে দুইটী গাথা বলিলেন:—

৩৬। উপযুক্ত পাত্র খুঁজি কর যারা হস্তে তার রাজ্য-সমর্পণ,
কোথায় সারথি আদি নিপুণ আমার সেই মহামাত্রগণ?
তোমাদিগকেই আজ ফিরাইয়া দিব আমি রাজ্য তোমাদের,
চাই না রাজত্ব আর; পুরিয়াছে এত দিনে সাধ রাজত্বের।
৩৭। অদ্যই প্রব্রজ্যা লব; কল্য যে হবে না মৃত্যু, নিশ্চয়তা নাই।
কামবশে আমি যেন দুর্মতি কাকের মত বিনাশ না পাই।

অরিন্দম এইরূপে রাজ্যত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে অমাত্যেরা বলিলেন,

৩৮। তনয় তোমার, দেব, দীর্ঘায়ুঃকুমার, যিনি প্রজাদের প্রীতির ভাজন;
অভিষিক্ত রাজপদে কর তাঁরে; রাজা তিনি আমাদের হউন এখন।

ইহার পর রাজা যে গাথা বলিলেন, তাহা হইতে আরম্ভ করিয়া অবশিষ্ট গাথাগুলি তাহাদের পরম্পর সুব্যক্ত সম্বন্ধানুসারে বুঝিতে হইবে:—

৩৯। "আনয়ন কর শীঘ্র দীর্ঘায়ুঃকুমারে হেথা, প্রজার যে প্রীতির ভাজন;
করিতেছি আমি তার অভিষেক; রাজা সেই তোমাদের হউক এখন।"
৪০। আনিল অমাত্যগণ দীর্ঘায়ুঃকুমারে সেথা, প্রজার যে প্রীতির ভাজন;
একমাত্র পুত্র সেই রাজার, পরম প্রিয়; দেখি রাজা বলেন বচন:—

---

* দ্বিতীয় খণ্ডের উপক্রমণিকা (।৵০ পৃষ্ঠ) দ্রষ্টব্য।

৪১। 'এ ষষ্টিসহস্র গ্রাম, ধনে জনে পরিপূর্ণ, সর্ব্বথা সমৃদ্ধিশালী সব;
হইল তোমার আজ রাজ্য এই সমর্পণ করিলাম, বৎস, হস্তে তব।
৪২। অদ্যই প্রব্রজ্যা লব; কল্য যে হবে না মৃত্যু, নিশ্চয়তা তার কিছু নাই;
কামবশে আমি যেন দুর্ম্মতি কাকের মত ভবার্ণবে বিনাশ না পাই।
৪৩। এ ষষ্টিসহস্র গজ সর্ব্বাভরণ-মণ্ডিত; যোত্র সব সুবর্ণ-নির্ম্মিত;
স্বালয় আসন আদি গজসজ্জা আছে যত, সমস্তই সুবর্ণে খচিত—
৪৪। পরিচালনের জন্য তোমর-অঙ্কুশধারী নিয়োজিত গজসাদিগণ;
এ সবও হইল তব; রাজ্য আমি হস্তে তব করিলাম, বৎস, সমর্পণ।
৪৫। অদ্যই প্রব্রজ্যা লব; কল্য যে হবে না মৃত্যু, নিশ্চয়তা তার কিছু নাই;
কামবশে আমি যেন দুর্ম্মতি কাকের মত ভবার্ণবে বিনাশ না পাই।
৪৬। এ ষষ্টিসহস্র অশ্ব সর্ব্বালঙ্কার-ভূষিত, প্রত্যেকেই উৎকৃষ্ট জাতীয়—
সিন্ধুদেশজাত সবে, বায়ুসম বেগবান্, রূপে গুণে তুল্য রমণীয়—
৪৭। পৃষ্ঠোপরি যাহাদের খড়্গ*-চাপধারী নর যোধগণ করে আরোহণ,
এ সবও হইল তব; রাজ্য আমি হস্তে তব করিলাম, বৎস, সমর্পণ।
৪৮। অদ্যই প্রব্রজ্যা লব; কল্য যে হবে না মৃত্যু, নিশ্চয়তা তার কিছু নাই;
কামবশে আমি যেন দুর্ম্মতি কাকের মত ভবার্ণবে বিনাশ না পাই।
৪৯। এ ষষ্টিসহস্র রথ সমুচ্ছ্রিত ধ্বজযুত, দ্বীপি-ব্যাঘ্রচর্ম্মে আচ্ছাদিত,
বহনার্থ যাহাদের উৎকৃষ্ট তুরগগণ অনুক্ষণ আছে নিয়োজিত;
৫০। বর্ম্মে আবরিয়া দেহ সুনিপুণ রথিগণ যে সকলে করে আরোহণ,
এ সবও হইল তব; রাজ্য আমি হস্তে তব করিলাম, বৎস, সমর্পণ।
৫১। অদ্যই প্রব্রজ্যা লব; কল্য যে হবে না মৃত্যু, নিশ্চয়তা তার কিছু নাই;
কামবশে আমি যেন দুর্ম্মতি কাকের মত ভবার্ণবে বিনাশ না পাই।
৫২। এ ষষ্টিসহস্র ধেনু সবাই রোহিণী এরা†, আর এই শ্রেষ্ঠ বৃষগণ,—
এ সবও তোমারি বৎস; রাজ্য আমি হস্তে তব করিলাম আজ সমর্পণ।
৫৩। অদ্যই প্রব্রজ্যা লব; কল্য যে হবে না মৃত্যু, নিশ্চয়তা তার কিছু নাই;
কামবশে আমি যেন দুর্ম্মতি কাকের মত বিনাশের পাত্র নাহি হই।
৫৪। ষোড়শ সহস্র নারী পরমসুন্দরী সবে, বিভূষিতা সর্ব্ব আভরণে,
এরাও তোমার আজ; রাজত্ব তোমায় দিনু; প্রব্রজ্যা লইয়া যাই বনে।
৫৫। অদ্যই প্রব্রজ্যা লব; কল্য যে হবে না মৃত্যু, নিশ্চয়তা তার কিছু নাই;
কামবশে আমি যেন দুর্ম্মতি কাকের মত ভবার্ণবে বিনাশ না পাই।"
৫৬। "শৈশবে, শুনেছি; পিতঃ, জননী আমায় ত্যজি পরলোকে করিলা গমন;
এবে যদি ছাড় তুমি, হব অতি অসহায়; রাখিতে না পারিব জীবন।
৫৭। সমাসম সর্ব্বস্থানে, দুর্গম পর্ব্বত মাঝে, বন্য গজ যেখানে বিচরে
শাবক সতত তার পশ্চাতে পশ্চাতে যায়; সঙ্গ ত্যাগ কখনো না করে।
৫৮। হস্তে লয়ে পাত্র আমি তেমতি তোমার, পিতঃ পশ্চাতে থাকিব অনুক্ষণ;
হব না দুর্ব্বহ কভু; বরঞ্চ করিব তব সেবা দ্বারা সন্তোষ সাধন।"
৫৯। "আবর্ত্তে পড়িলে যথা ধনান্বেষী বণিকের মহার্ণবে পোত ডুবি যায়,
বণিক্, নাবিকগণ সে ঘোর বিপদে, হায়, সকলেই জীবন হারায়,
৬০। এই পুত্র-অপসাদ তেমতি বা সাধে বাদ, হয় মম অন্তরায় পাছে;
এখনি লইয়া যাও বিলাসভবনে এরে, কাম্য বস্তু বহু যেথা আছে।

* মূলে 'ইল্লি' আছে। ইল্লি (সংস্কৃত 'ইলি'), ভোজালির মত এক প্রকার ছোট তলোয়ার।
† রোহিণী—লাল রঙের (রাঙ্গুলী) গাই।

৬১। সুবর্ণাভরণহস্তা সুন্দরী রমণীগণ তুষিবে ইহারে সেই খানে,
যেমন অপ্সরোগণ তুষে নিত্য বাসবেরে ত্রিদিবের প্রমোদ-উদ্যানে।"

৬২। তখন অমাত্যগণ ল'য়ে গেলা দীর্ঘায়ুকে রমণীয় বিলাস-ভবনে।
সে প্রজারঞ্জকে হেরি মহা হর্ষে সব নারী সম্ভাষিল মধুরবচনে ;—

৬৩। "দেব, কি গন্ধর্ব্ব তুমি? কিংবা হও পুরন্দর? কার পুত্র? কি তোমার নাম?
জিজ্ঞাসি আমরা সবে, দাও নিজ পরিচয়, কে তুমি? কোথায় তব ধাম?'

৬৪। "দেবতা, গন্ধর্ব্ব নই, নই আমি পুরন্দর ; পরিচয় দিতেছি আমার ;—
প্রকৃতিপুঞ্জের প্রিয় কাশীরাজপুত্র আমি ; নাম ধরি দীর্ঘায়ুঃকুমার।
গ্রহণ করহ মোরে ; কল্যাণভাজন হও ; হব ভর্ত্তা তোমা সবাকার।"

৬৫। শুনি ইহা নারীগণ জিজ্ঞাসিল দীর্ঘায়ুকে, প্রজাদের যিনি প্রিয়ঙ্কর,
'ত্যজি এই রম্য পুরী কোথা গিয়াছেন রাজা? কোথা ভূতপূর্ব্ব নরবর?"

৬৬। 'মহাপঙ্ক অতিক্রমি পেয়েছেন এবে তিনি সুপ্রতিষ্ঠা স্থলের উপর ;
তৃণলতাগুল্মহীন অকণ্টক মহাপথে এবে তিনি হন অগ্রসর। *

৬৭। পাইয়াছি আমি কিন্তু দুর্গতি-গামীর পথ ; প্রতিপদে আকীর্ণ কণ্টকে,
তৃণলতা-গুল্মাচ্ছন্ন চলি এই পথে হায় পড়িব গো বিষম সঙ্কটে।"

৬৮। 'স্বাগত হে মহারাজ, এস এ প্রাসাদে, যথা পশে সিংহ নিজের গুহায় ;
আজ হ'তে আমাদের রাজা তুমি ; ইচ্ছামত কর, প্রভু, পালন সবায়।"

ইহা বলিয়া তাহারা সকলে তুর্য্যধ্বনি করিল এবং নৃত্যগীত করিতে লাগিল। ফলতঃ নবীন রাজার এতই ঐশ্বর্য্যলাভ হইল যে, তিনি ভোগসুখে মত্ত হইয়া পিতার কথা ভুলিয়া গেলেন। কিন্তু তিনি যথাধর্ম্ম রাজত্ব করিলেন এবং কালক্রমে কর্ম্মানুরূপ গতিপ্রাপ্ত হইলেন। বোধিসত্ত্বও ধ্যানাভিজ্ঞা লাভ করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও তথাগত মহাভিনিষ্ক্রমণ করিয়াছিলেন।"

সমবধান—তখন সেই প্রত্যেকবুদ্ধ পরিনির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন। তখন রাহুলকুমার ছিলেন সেই রাজপুত্র (দীর্ঘায়ুঃকুমার) এবং আমি ছিলাম রাজা অরিন্দম।]

☞ পাণ্টা গানের দ্বারা কোন ব্যক্তির খোঁজ লওয়ার কথা চিত্রসম্ভূত-জাতকেও (৪৯৮) পাওয়া যাইবে

৫৩০—সংকৃত্য-জাতক।

শাস্তা অজাতশত্রুর পিতৃহত্যা-সম্বন্ধে জীবকাম্রবণে এই কথা বলিয়াছিলেন। অজাতশত্রু দেবদত্তের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া তাহারই পরামর্শে নিজের পিতার প্রাণবধ করিয়াছিলেন। সঙ্ঘভেদের পর যখন বুদ্ধশাসন-ভ্রষ্ট ব্যক্তিদিগের মধ্যে নানা রোগ দেখা দিয়াছিল, তখন দেবদত্ত তথাগতের ক্ষমাপ্রাপ্তির জন্য মঞ্চশিবিকায় আরোহণ-পূর্ব্বক শ্রাবস্তীর অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন ; কিন্তু জেতবনের দ্বারদেশেই তিনি ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়া প্রাণ হারাইয়াছিলেন। † এই ঘটনা অজাতশত্রুর কর্ণগোচর হইলে তিনি ভাবিলেন, 'দেবদত্ত সম্যক্‌সম্বুদ্ধের প্রতিপক্ষ

---

* মহাপঙ্ক=কামাসক্তি। স্থল=প্রব্রজ্যা। মহাপথ=স্বর্গপ্রাপ্তির পথ।

† এই বৃত্তান্ত সমুদ্রবাণিজ-জাতকের (৪৬৬) প্রত্যুৎপন্ন বস্তুতে সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে।

হইয়া ভূগর্ভে-প্রবিষ্ট হইয়াছে এবং অবীচিতে জন্ম লাভ করিয়াছে। আমি তাহারই কথার উপর নির্ভর করিয়া পরম-পূজ্য ধার্ম্মিক রাজার প্রাণবধ করিয়াছি; আমাকেও তাহারই মত ভূগর্ভে প্রবেশ করিতে হইবে।' এই ভয়ে অজাত-শত্রু রাজ্যশ্রীতে আর চিত্তের তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না; একটু নিদ্রালাভের আশায় তিনি নিদ্রিত হইবামাত্র স্বপ্ন দেখিতেন, যেন কেহ তাঁহাকে নবযোজন বিস্তীর্ণ লৌহময় ভূতলে ফেলিয়া লৌহশূলের আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিতেছে, কুকুরেরা অবিরত দংশন করিয়া তাঁহার মাংস ভক্ষণ করিতেছে। অমনি তিনি মহাভয়ে উচ্চৈঃস্বরে ত্রাহি ত্রাহি বলিয়া জাগিয়া উঠিতেন।

অনন্তর কার্ত্তিকী পূর্ণিমার চাতুর্ম্মাস্যের দিন * তিনি অমাত্যগণ-পরিবৃত হইয়া নিজের ঐশ্বর্য্য বিলোকন করিতে করিতে ভাবিলেন, 'আমার পিতার ঐশ্বর্য্য ইহা অপেক্ষাও মহত্তর ছিল। হায়, আমি দেবদত্তের কথার উপর নির্ভর করিয়া তথাবিধ ধার্ম্মিক রাজার প্রাণসংহার করিয়াছি!' এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার দেহে দাহ জন্মিল, সর্ব্বাঙ্গ স্বেদসিক্ত হইল। তিনি ভাবিলেন, 'কে আমার ভয়াপনোদন করিতে পারে? দশবল ব্যতীত অন্য কাহারও এ সাধ্য নাই। কিন্তু আমি তথাগতের নিকট মহাপরাধী। কে আমাকে তাঁহার নিকট লইয়া দর্শন করাইবে?' তিনি দেখিলেন জীবক ব্যতীত অন্য কেহই তাঁহাকে দশবলের নিকটে লইয়া যাইতে পারে না। তিনি জীবককে সঙ্গে লইয়া যাইবার উপায় চিন্তা করিতে করিতে মনের আবেগে বলিলেন, 'দেখ, আজ কেমন মেঘশূন্য সুন্দর রাত্রি! এমন রাত্রিতে কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণের নিকটে গিয়া তাঁহার উপাসনা করা যাউক না কেন?" তাঁহার ইচ্ছা শুনিয়া পূরণ কাশ্যপাদির শিষ্যগণ স্ব স্ব গুরুর গুণকীর্ত্তন করিলেন; কিন্তু তিনি ঐ সকল ব্যক্তির কথায় কর্ণপাত না করিয়া জীবকের মত জিজ্ঞাসা করিলেন। জীবক তথাগতের গুণকীর্ত্তনপূর্ব্বক বলিলেন, 'মহারাজ, আপনি সেই ভগবানেরই আরাধনা করুন।" তখন হস্ত্যাদি বাহন সজ্জিত হইল; অজাতশত্রু জীবকের আশ্রবণে তথাগতের নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। তথাগত তাঁহাকে প্রীতি-সম্ভাষণ করিলে তিনি শ্রামণ্যের দৃষ্ট ফল জানিবার ইচ্ছা করিলেন। তথাগত মধুরস্বরে তাঁহাকে শ্রামণ্যফল শুনাইলেন। শ্রামণ্যফলসূত্র শেষ হইলে অজাতশত্রু নিবেদন করিলেন যে, তিনি তথাগতের উপাসক-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। অনন্তর তিনি তথাগতের নিকট ক্ষমা পাইয়া প্রাসাদে প্রত্যাগমন করিলেন।

এই সময় হইতে অজাতশত্রু দান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, শীল রক্ষা করিতে লাগিলেন এবং তথাগতের সংসর্গে থাকিয়া মধুর ধর্ম্মকথা শুনিতে আরম্ভ করিলেন। কল্যাণমিত্রের সংসর্গবশতঃ তাঁহার ভয় অপনীত হইল, বিভীষিকা দূরে গেল; তিনি পুনর্ব্বার চিত্তের প্রসন্নতা লাভ করিলেন, এবং পরমসুখে ঈর্য্যাপথ-চতুষ্টয়ের অনুসরণ করিতে লাগিলেন।

একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় বলিতে লাগিলেন, "দেখ, ভাই, পিতৃহত্যারূপ দুষ্কর্ম্ম করিয়া অজাতশত্রু মহাভীত হইয়াছিলেন; রাজ্যশ্রীও তাঁহার চিত্তপ্রসাদ জন্মাইতে পারে নাই; সমস্ত ঈর্য্যাপথেই তিনি দুঃখ অনুভব করিতেন; কিন্তু এখন তিনি তথাগতের শরণ লইয়া কল্যাণমিত্র-সংসর্গের গুণে বীতভয় হইয়াছেন এবং ঐশ্বর্য্যসুখ ভোগ করিতেছেন।' এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় শুনিলেন এবং বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও এই ব্যক্তি পিতৃহত্যারূপ দারুণ দুষ্কার্য্য করিয়া শেষে আমারই অনুগ্রহে সুখে নিদ্রা গিয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্ত ব্রহ্মদত্তকুমার-নামক এক পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে বোধিসত্ত্ব রাজপুরোহিতের গৃহে জন্মান্তর গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ভূমিষ্ঠ হইলে তাঁহার নাম রাখা হইয়াছিল সংকৃত্যকুমার। কুমারদ্বয় এক সঙ্গে রাজভবনে লালিত পালিত হইতে লাগিলেন; উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব জন্মিল। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তাঁহারা তক্ষশিলায় গেলেন এবং সেখানে সর্ব্ববিদ্যায় নিপুণ হইয়া বারাণসীতে ফিরিয়া আসিলেন।

---

* এই বর্ণনার সহিত সঞ্জীব-জাতকের (১৫০) প্রত্যুৎপন্ন বস্তু তুলনীয়।

° 'কোমুদিয়া চাতুমাসিনিয়া'। কৌমুদী=কার্ত্তিকী পূর্ণিমা। চতুর্ম্মাস=আষাঢ়ী পূর্ণিমা হইতে কার্ত্তিকী পূর্ণিমা পর্য্যন্ত চারিমাস বৌদ্ধদিগের বর্ষাবাসের সময়।

ব্রহ্মদত্ত তখন পুত্রকে উপরাজ্য দিলেন; বোধিসত্ত্ব উপরাজের সঙ্গেই বাস করিতে লাগিলেন।

একদিন ব্রহ্মদত্ত উদ্যানকেলি করিবার জন্য যাত্রা করিয়াছিলেন। তাঁহার যানবাহনাদি মহৈশ্বর্য্য দেখিয়া কুমারের মনে লোভ জন্মিল। তিনি ভাবিলেন, "আমার পিতা ত বয়সে আমার জ্যেষ্ঠসহোদরসদৃশ; ইনি যথাকালে মরিবেন, তাহা যদি আমাকে দেখিতে হয়, তবে নিজের ভাগ্যে বৃদ্ধ বয়সে রাজ্যপ্রাপ্তি ঘটিবে। তখন রাজ্য পাইলে কি লাভ? আমি পিতার প্রাণসংহার করিয়াই রাজ্য গ্রহণ করিব।' এই চিন্তা করিয়া তিনি বোধিসত্ত্বকে নিজের অভিপ্রায় জানাইলেন। বোধিসত্ত্ব তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলেন, "ভাই, পিতৃহত্যা নিদারুণ কাজ। ইহা নরকগমনের পথ। তুমি কখনও এমন কাজ করিতে পারিবে না। তুমি, ভাই, ইহা হইতে নিবৃত্ত হও।" উপরাজ বোধিসত্ত্বের নিকট তিন বার এই প্রস্তাব করিলেন; বোধিসত্ত্ব তিন বারই তাঁহাকে বাধা দিলেন। তখন তিনি পরিচারকদিগের সহিত ষড়্‌যন্ত্র আরম্ভ করিলেন। তাহারা সম্মতি বিজ্ঞাপন করিয়া রাজার বধোপায় নির্দ্ধারণ করিল। ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব স্থির করিলেন, "আমি এই দুর্ব্বৃত্তদিগের সঙ্গে থাকিব না।" তিনি নিজের মাতাপিতাকে না জানাইয়া অগ্রদ্বার দিয়া* গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, হিমালয়ে প্রবেশপূর্ব্বক ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া ধ্যানাভিজ্ঞা লাভ করিলেন এবং ফল-মূলাহারে জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন। বোধিসত্ত্ব গৃহত্যাগ করিলে রাজকুমার পিতৃহত্যা করিয়া মহৈশ্বর্য্যসুখের আস্বাদ পাইলেন।

সংকৃত্যকুমার ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছেন, এই সংবাদে সৎকুলজাত বহুযুবক নিষ্ক্রমণ-পূর্ব্বক তাঁহার নিকটে গিয়া প্রব্রজ্যা লইলেন। সংকৃত্যকুমার এইরূপে বহুঋষিপরিবৃত হইয়া বাস করিতে লাগিলেন; তাঁহার শিক্ষাগুণে ঋষিরা সকলেই সমাপত্তিসমূহ লাভ করিলেন।

এ দিকে পিতৃহত্যাদ্বারা রাজত্ব লাভ করিয়া ব্রহ্মদত্তকুমার অতি অল্পদিনই সুখ অনুভব করিয়াছিলেন। যত দিন যাইতে লাগিল, ততই তাহার ত্রাস জন্মিল; তিনি চিত্তপ্রসাদ হারাইলেন এবং সর্ব্বদা যেন কর্ম্মানুরূপ নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলেন। তিনি বোধিসত্ত্বকে স্মরণ করিয়া ভবিতেন, 'বন্ধু আমাকে নিষেধ করিয়া বলিয়াছিলেন, পিতৃহত্যা নিদারুণ কর্ম্ম; কিন্তু আমাকে তাঁহার উপদেশানুবর্ত্তী করিতে না পারিয়া নিজে পলায়ন-পূর্ব্বক নির্দ্দোষ হইয়াছেন। তিনি এখানে থাকিলে আমাকে কখনও পিতৃহত্যা করিতে দিতেন না; এখনও আমার ভয়াপনোদন করিতে পারিতেন। তিনি এখন কোথায়? যদি তাঁহার বাসস্থান জানিতাম, তাহা হইলে তাঁহাকে এখানে আনাইতাম। হায়! কে আমাকে তাঁহার বাসস্থান বলিয়া দিবে?' এই সময় হইতে তিনি, কি অন্তঃপুরে, কি রাজসভায়, সর্ব্বত্র বোধিসত্ত্বের গুণকীর্ত্তন করিতেন।

ইহার দীর্ঘকাল পরে একদিন বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, "রাজা আমাকে স্মরণ করিতেছেন; রাজধানীতে গিয়া ধর্ম্মদেশনপূর্ব্বক তাঁহাকে অভয় দিয়া আমার ফিরিয়া আসা কর্ত্তব্য।'

* জাতকে যেখানে যেখানে গোপনে গৃহত্যাগ করিবার কথা আছে, প্রায় সেই সেই স্থানে 'অগ্রদ্বার' দিয়া প্রস্থানের উল্লেখ দেখা যায় [শরভঙ্গ-জাতক (৫২২) ইত্যাদি।] এই অগ্রদ্বার যে সদর দরজা নহে ইহা নিশ্চিত। বোধ হয়, ইহা বাসভবনের পুরোবর্ত্তী কদাচিদ্ব্যবহৃত কোন ক্ষুদ্র দ্বার হইবে।

পঞ্চাশ বৎসর হিমালয়ে বাস করিবার পর এই উদ্দেশ্যে তিনি পঞ্চশত তাপসপরিবৃত হইয়া আকাশপথে বিচরণপূর্ব্বক 'দায়পস্স'-নামক উদ্যানে অবতীর্ণ হইলেন এবং ঋষিদিগের সহিত শিলাপট্টে উপবেশন করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া উদ্যানপাল জিজ্ঞাসা করিল, "ভদন্ত, এই ঋষিদিগের যিনি শাস্তা, তাঁহার নাম কি ?' বোধিসত্ত্ব বলিলেন, 'সংকৃত্য পণ্ডিত।" ইহা শুনিয়া উদ্যানপাল তাঁহাকে চিনিতে পারিল। সে বলিল, "ভদন্ত, আমি যতক্ষণ রাজাকে আনয়ন না করি, আপনি দয়া করিয়া ততক্ষণ এখানেই অবস্থিতি করুন। আমাদের রাজা আপনাকে দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন।" সে সংকৃত্যকে প্রণাম করিয়া রাজভবনে ছুটিয়া গেল এবং রাজাকে সংকৃত্যপণ্ডিতের আগমনের কথা শুনাইল। রাজা তৎক্ষণাৎ সংকৃত্যের নিকটে গেলেন এবং যথাকর্ত্তব্য তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিয়া একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন :—

১। সিংহাসনে বসি ব্রহ্মদত্ত নরবর ; দেখিয়া উদ্যানপাল যুড়ি দুই কর
করে নিবেদন, "প্রভু, যাঁর দরশন পাইতে তোমার সদা ব্যগ্র এত মন,
২। সংকৃত্য পণ্ডিত সেই তাপস-সত্তম উদ্যানে তোমার করেছেন আগমন।
অবিলম্বে কর যাত্রা ; উদ্যান মাঝারে শীঘ্র গিয়া দরশন করহ তাঁহারে।"
৩। নিমেষে সজ্জিত রথে, অতি শীঘ্রগতি মিত্রামাত্য সহ যাত্রা করিলা ভূপতি।
৪। পঞ্চ রাজচিহ্ন ত্যাগ করে নরবর— উষ্ণীষ, পাদুকা, খড়্গ, ছত্র ও চামর।
৫। ভাণ্ডারিকহস্তে দিয়া রাজচিহ্ন সব রথ হ'তে উতরিলা কাশী নরর্ষভ।
প্রবেশিলা দায়পস্স-নামক উদ্যানে, গেলা বসি ছিলা ঋষি সংকৃত্য যেখানে।
৬। নিকটে যাইয়া তাঁর, প্রীতিসম্ভাষণে অভ্যর্থিলা নরনাথ সেই তপোধনে।
পূর্ব্বের সে কথা তবে করিয়া স্মরণ করে রাজা এক পার্শ্বে আসন গ্রহণ।
৭। একান্তে বসিয়া, পরে পেয়ে অবসর পাপের সম্বন্ধে প্রশ্ন করে নরবর :—
৮। "বেষ্টিত তাপসগণে তাপসসত্তম সংকৃত্য দিলেন দেখা ভাগ্যবলে মম।
পেয়ে তাঁরে এ উদ্যান ধন্য হ'ল অতি ; প্রশ্ন এক জিজ্ঞাসিতে চাই অনুমতি :—
৯। ধর্ম্ম অতিক্রম যারা করে এ জীবনে, কি গতি তাদের হয় দেহ-অবসানে ?
ধর্ম্মের বিরুদ্ধ কর্ম্ম করিয়াছি, তাই কি গতি হইবে মোর, সংকৃত্যে শুধাই।"

এই বৃত্তান্ত বিশদভাবে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :—

১০। দায়পস্সে আসীন সংকৃত্য তপোধন বলিলেন, "মহারাজ, করহ শ্রবণ ;
১১। ভ্রমসমাকুল পথে চলে যেই জন, সুপথ তাহারে যদি করি প্রদর্শন,
শুনিয়া সে কথা যদি সুপথে সে যায় নির্ব্বিঘ্নে সে গম্য স্থানে উপনীত হয়।
১২। যে জন অধর্ম্মচারী, ধর্ম্মতত্ত্ব তারে বুঝাইলে যদি সেই পাপাচার ছাড়ে,
পাপে রত যদি সেই নাহি হয় আর দুর্গতি দেহান্তে তবে ঘটে না তাহার।"

সংকৃত্য রাজাকে এইরূপ উপদেশ দিয়া ততঃপর আরও ধর্ম্মদেশন করিতে করিতে বলিলেন :—

১৩। ধর্ম্মই প্রকৃষ্ট মার্গ, অধর্ম্ম উন্মার্গ ; অধর্ম্ম নরকে টানে, ধর্ম্ম দেয় স্বর্গ।*
১৪। দেহান্তে নরকে গিয়া পায় পাপিগণ কি দুর্গতি, বলিতেছি, শুনহ, রাজন্ :—

---

* অয়োঘর-জাতক (৫১০)।

১৫। সঞ্জীব, সংঘাত, কালসূত্র, মহাবীচি,
দুইটা রৌরব, প্রতাপন ও তপন :—*

১৬। অষ্ট মহানরকের এই গুলি নাম।
নাহি কারো সাধ্য, ভূপ, পাপ কর্ম্ম করি
অতিক্রমি যেতে এই নরক সকল।
উৎসদ নামেতে আর নরক ষোড়শ
প্রতি মহানরকের আছে বিদ্যমান
ক্রূরকর্ম্মকারিগণে পরিপূর্ণ সদা।

১৭। মহাঘোর, জ্বালাময়, অতীব ভীষণ,
অতি ভয়ঙ্কর, অতি দুঃখের আগার
নরক এ সব ; হেথা দারুণ যন্ত্রণা
ভুঞ্জে পাপী অহর্নিশ ; ভাবিলে তা' মনে
মহাভয়ে সর্ব্ব অঙ্গ হয় রোমাঞ্চিত।

১৮। চতুষ্কোণ, চতুর্দ্বার প্রত্যেক নরক ;
চতুর্ভাগে সুবিভক্ত সমান সমান ;
বেষ্টিত চৌদিকে লৌহনির্ম্মিত প্রাকারে ;
উপরে বিশাল তার লৌহময় ছাদ।

১৯। ভিত্তিও গঠিত লৌহে ; প্রখর জ্বালায়
উত্তপ্ত সতত সেই ভীম কারাগার—
শতেক যোজন যার বেষ্টন চৌদিকে।

২০। জিতেন্দ্রিয় ঋষিদের পরীবাদকারী
পাষণ্ডেরা ঊর্দ্ধপাদে অধঃশিরে পড়ে
এ সব নরকে, পেতে শাস্তি নিদারুণ।

২১। ঋষিদের অপভাষী নরকুলাধম
পাতকীরা ভ্রূণহত্যাকারীর সমান—†
আত্মহিত নাশে তারা আত্মকর্ম্মদোষে।

---

* টীকাকার মহানরকগুলির নামসমূহের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন :—(১) সঞ্জীব। এখানে যমকিঙ্করেরা পাপীদের দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিতেছে, অথচ তাহারা নবজীবন লাভ করিতেছে ; আবার তাহাদের দেহ ছিন্ন হইতেছে, আবার তাহারা বাঁচিতেছে। এইরূপে তাহারা অবিরত যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। গ্রীক্ পুরাণে দেখা যায়, Prometheusএর প্রতিও এইরূপ একটা দণ্ডের বিধান হইয়াছিল। (২) সঙ্ঘাত—এখানে অতি বৃহৎ লৌহপর্ব্বতের আঘাতে নারকীদিগকে অহরহ আহত ও পিষ্ট করা হয়। (৩) কালসূত্র - সূত্রধারেরা যেমন কাঠ কাটিবার জন্য তাহাতে কালো সূতা দিয়া দাগ দেয়, যমকিঙ্করেরাও তেমনি এই নরকে পাপীদিগকে লৌহময়ী উত্তপ্ত ভূমির উপর ফেলিয়া তাহাদের দেহে কালো সূতা দিয়া দাগ দেয় এবং ঐ দাগে দাগে পরশুদ্বারা তাহাদের দেহ খণ্ড বিখণ্ড করে। (৪) মহা+অবীচি—যন্ত্রণার বীচি অর্থাৎ অন্ত নাই বলিয়া এই নরকের অবীচি নাম হইয়াছে। (৫, ৬) রৌরব—এই নামে দুইটা নরক আছে, একটা জ্বালা-রৌরব, আর একটা ধূমরৌরব। এখানে পাপীরা যন্ত্রণায় ভীষণ বিলাপ করে। (৭, ৮) "তপতীতি তপনো, অতিবিয় তাপেতীতি পতাপনো।"

প্রত্যেক মহানরকের চতুর্দ্বারে চারি চারিটা করিয়া উৎসদ-নামক ষোলটা উপনরক। কাজেই সমস্ত নরক-সংখ্যা ৮+৪×৪×৮=১৩৬।

† মূলে 'ভূণহনো' আছে। টীকাকার বলেন অত্তানা বড্‌ঢিয়া হতত্তা 'ভূণহনো'। পাঠান্তর 'গুণহনো'—ঋষিদের গুণঘ্ন অর্থাৎ অপভাষী বা পরীবাদকারী।

খণ্ডবিখণ্ডিত মৎস্য পক্ব যথা হয়
কটাহে, তেমতি এরা কোটিকল্পকাল
দারুণ যন্ত্রণা পায় নরক জ্বালায়।

২২। অন্তরে বাহিরে সদা দহ্যমান দেহে
ছুটাছুটি করে পাপী পলায়ন তরে ;
নির্গমের পথ কিন্তু কোথাও না-পায়।

২৩। ধায় তারা পূর্ব্বদিকে, কভু বা পশ্চিমে,
উত্তরে, দক্ষিণে আর ; কিন্তু সর্ব্বদ্বারে
বাধা-দেন দেবগণ। পলাইতে নারে।

২৪। এরূপে বসতি করে নরকে পাতকী
অনেক সহস্র বর্ষ ; পেয়ে দুঃখ ঘোর
বাহুতুলি আর্ত্তনাদ করে অবিরত।

২৫। উগ্রবীর্য্য, ক্রুদ্ধ আশীবিষের সমান
দুর-অতিক্রম তপোধন ঋষিগণ,
যদিও সংযতেন্দ্রিয় সাধুশীল তাঁরা।
কায়ে কিংবা বাক্যে, তাই, ঘৃণাক্ষরে যেন
অপমান তাঁহাদের করোনা কখনো।

২৬। অতিকায়, মহেষ্বাস কেককাধিপতি
অর্জ্জুন সহস্রবাহু * বিনষ্ট হইল
বিষদিগ্ধ শল্যে বিদ্ধি ঋষি গৌতমকে। †

২৭। করিল দণ্ডকী রাজা রজঃ বিকিরণ
মস্তকে অরজঃ ‡ কৃশবৎস তপস্বীর ;
ছিন্নমূল তালসম তাই সে পাতকী
রাজ্য-রাজ্যবাসি-সহ পাইল বিনাশ।

২৮। করি আক্রমণ ক্রুদ্ধ মেধ্য-অধীশ্বর
যশস্বী মাতঙ্গ তপোধনের উপর,
অমাত্যগণের সহ পাইল বিনাশ। §

২৯। আছিল অন্ধকবৃষ্ণি নামে দুর্ব্বিনীত
রাজপুত্রগণ ; করি অপমান তারা
কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তপস্বীর পুরাকালে
বিনাশিল পরস্পরে মুষল-আঘাতে ;
গেল সবে এইরূপে শমনসদনে। ¶

৩০। চেদিরাজ পুরাকালে ঋদ্ধির প্রভাবে
চরিতেন অন্তরীক্ষে অবলীলাক্রমে ;
মিথ্যাবাক্যে কপিলের করি অপমান
হীনত্ব পেলেন তিনি ; হলেন পতিত

* টীকাকার 'সহস্রবাহু' এই বিশেষণের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, "পঞ্চহি ধনুগ্গহসতেহি বাহুসহস্সেন আরোপেতব্বং ধনুং আরোপণসমত্থবাহু।"

† শরভঙ্গ-জাতক (৫২২) দ্রষ্টব্য। কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন হৈহয়দিগের রাজা ; নর্ম্মদাতীরবর্ত্তী মাহিষ্মতী নগর তাঁহার রাজধানী ছিল। কিন্তু পালি গ্রন্থকারেরা বলেন, তিনি মহিংশক রাজ্যে কেক নগরে রাজত্ব করিতেন।

‡ অরজঃ=নিষ্পাপ। § মাতঙ্গ-জাতক (৪৯৭) ¶ ঘট-জাতক (৪৫৪)।

ভূগর্ভে অবীচিমধ্যে অভিশাপে তাঁর। *

৩১। রিপুপরায়ণ যারা, অগতির দাস,
প্রাজ্ঞের প্রশংসা তারা পায়না ক কভু;
পুণ্যাত্মা, নির্ম্মলচেতা ভ্রমেও কখন
সত্য ভিন্ন মিথ্যা না করেন উচ্চারণ। †

৩২। সুবিদ্বান্, সদাচার মুনিগণে যেই
দুষ্টমনে তুচ্ছজ্ঞান করে, সে পামর
অধস্তম নরকেতে পড়িবে নিশ্চয়।

৩৩। বয়োবৃদ্ধে, জ্ঞানবৃদ্ধে পরুষবচনে
মিথ্যা নিন্দা করে যারা, সে পাপের ফলে
নির্ব্বংশ হইবে তারা; হইবে বিনষ্ট
ছিন্নমূল তালতরুকাণ্ড যে প্রকার।

৩৪। প্রব্রজ্যা লইয়া যিনি ব্রত তাপসের
পালেন একাগ্রচিত্তে, হেন মহর্ষিকে
বধিলে হন্তার হয় কালসূত্রে গতি;
করে সে সেখানে ভোগ অনন্ত যন্ত্রণা।

৩৫। চরিয়া অধর্ম্মপথে, জানপদগণে
উৎপীড়ন করে যদি রাজা মূঢ়মতি, ‡
রাজ্য হয় ছারখার; জীবনাবসানে
তপনে পামর পায় নিজ কর্ম্মফল।

৩৬। নরকের অগ্নিশিখা [illegible]
বেষ্টিয়া শরীর তার; এরূপ যন্ত্রণা
পায় সেই দিব্য শত সহস্র বৎসর। §

৩৭। শরীর হইতে তার নিঃসরে সতত
প্রখর অগ্নির শিখা; গাত্র, রোম, নখ—
সর্ব্বাঙ্গ অনলময়, দেখিতে ভীষণ।
অগ্নিই কেবল সেথা খাদ্য অভাগার।

৩৮। অন্তরে, বাহিরে সদা দহ্যমানদেহে,
মহাদুঃখে অভিভূত হইয়া সে পাপী
করে আর্ত্তনাদ সদা, হায়রে যেমতি
অঙ্কুশ-আঘাতে করী করে আর্ত্তনাদ!

৩৯। লোভে কিংবা দ্বেষবশে বধে যে পিতারে,
মহাঘোর কালসূত্রে সেই নরাধম
পতিত হইয়া পায় দুঃখ চিরদিন।

৪০। যমকিঙ্করেরা তারে লৌহকুম্ভে ফেলি
দেয় জ্বাল; তাহা হ'তে করি উত্তোলন
শক্তিদ্বারা করে বিদ্ধ; সর্ব্বাঙ্গ পাপীর
এরূপে নিশ্চর্ম্ম হয়; করে তার পর

---

* চেদি-জাতক (৪২২)। † এই গাথাটী চেদি-জাতকেও আছে। ‡ মূলে 'যো চ রাজা জনপদং অধম্মেন ঠবিদ্ধংসনো মগো'...আছে। ইংরাজী অনুবাদক ইহার অর্থ করিয়াছেন 'And if a wicked Mago king...! মগ=মূগ=নির্ব্বোধ ব্যক্তি। § দেবতাদের একদিন=মনুষ্যদিগের এক বৎসর।

চক্ষুদুটী উৎপাটন ; দেয় মুখে পুরি
উত্তপ্ত বিষ্ঠা ; নাই তাতেও নিস্তার ;
ডুবায়ে তাহারে শেষে রাখে ক্ষারজলে।

৪১। আসিছে খাইতে দিতে লোহের বর্তুল
প্রতপ্ত, দেখিয়া পাপী বন্ধ যদি করে
মুখ, রাক্ষসেরা তবে করে আনয়ন
দীর্ঘ লৌহকাল, যাহা ছিল বহুক্ষণ
প্রখর অগ্নির মধ্যে ; আনে রজ্জু আর,
ব্যাদান করায় মুখ রজ্জু আর ফালে ;
অয়ঃপিণ্ড মুখমধ্যে দেয় শেষে ফেলি।

৪২। শ্যামবর্ণ, রক্তবর্ণ গৃধ্র নানাজাতি,
অধোমুখ পক্ষী কত, কাকোল, শ্বাপদ
খণ্ড খণ্ড করি কাটে রসনা পাপীর,
সরক্ত ভক্ষণ করে সেই খণ্ড সব,—
ছিন্ন, তবু কম্পমান্ যেন যাতনায়।

৪৩। জ্বালায় সর্ব্বাঙ্গদগ্ধ, ছিন্নভিন্নদেহ
পাপীদের পিছু ধায় রাক্ষসেরা সদা,
মড়ার উপরে খাড়া হানে বার বার।
রাক্ষসেরা ইহাতেই বড় প্রীতি পায়,
মরণের বেশী দুঃখ কিন্তু পাতকীর।
ইহলোকে পিতৃহত্যা করিয়াছে যারা,
এরূপ যন্ত্রণা পায় নরকে তাহারা।

৪৪। মাতৃহত্যা করে যারা, যমলোকে গিয়া
আত্মকর্ম্মফলরূপ যে দুঃখ ভীষণ
পায় তারা নিরন্তর, বলিতেছি শুন :—

৪৫। মহাবল দৈত্যগণ মাতৃঘাতকেরে
অয়োময় ফালে দীর্ণ করে বার বার।

৪৬। যে রক্ত নিঃসৃত হয় দেহ হ'তে তার,
দৈত্যগণ করে গাঢ় উত্তাপ সংযোগে,
দ্রবীভূত তাম্র যথা ; করায় তাহাই
পাতকীরে পান তারা জানালে পিপাসা।

৪৭। গলিত শবের ন্যায় পুতিগন্ধময়,
পুরীষকর্দ্দমে পূর্ণ, বিকটদুর্গন্ধ,
প্রগাঢ় শোণিতবৎ রক্তবর্ণ হ্রদে
নিমজ্জিত করি দেহ মাতৃহন্তা রয়।

৪৮। অতিকায়, অয়োমুখ কৃমিগণ সেথা
দংশি তার দেহ খায় মাংস ও শোণিত
অবিরত ; তবু হায়, বুভুক্ষা তাদের
অণুমাত্র নিবৃত্ত না হয় কোন কালে!

৪৯। শতব্যাম নিয়ে সেই হ্রদের ভিতরে
থাকে মগ্ন মাতৃহন্তা ; চৌদিকে তাহার

তারই মত পূতিগন্ধযুক্ত শব কত
শতেক যোজন ব্যাপি রয়েছে সেখানে।

৪০। ছিল তার চক্ষু হায়, এ দুর্গন্ধে এবে
অন্ধ হইয়াছে তাহা। এতই যাতনা
মাতৃহন্তা করে ভোগ নরকে, রাজন্।

৪১। গর্ভপাতিনীর শাস্তি বলিতেছি এবে :—
পড়ে তারা ক্ষুরধার-নামক নিরয়ে,
দুর-অতিক্রম যাহা। যদিও বা কেহ
চলি যায় সেথা হ'তে, পড়িবে নিশ্চয়
বৈতরণীগর্ভে সেই, এড়াইতে যাহা
কস্মিন্‌কালও নাহি পারে পাতকীরা।

৪২। রয়েছে উভয় তটে সে ঘোরা নদীর
বিশাল শাল্মলি বৃক্ষ ; কণ্টক যাদের
ষোড়শ অঙ্গুলি দীর্ঘ, লৌহ-বিনির্ম্মিত।

৪৩। যোজনপ্রমাণ দীর্ঘ সে সব শাল্মলি
নিয়ত আদীপ্ত থাকে অগ্নির সংযোগে।
কাণ্ডবিনিঃসৃত অর্চ্চিঃপ্রভায় তাহারা
অগ্নির স্তম্ভের মত দূরতঃ দেখায়।

৪৪। শাল্মলি-বৃক্ষের তীক্ষ্ণ প্রতপ্ত কণ্টকে
আবদ্ধ হইয়া ঝুলে ব্যভিচারিণীরা,
পরদারসেবী আর পুরুষ সকল।

৪৫। নরকপালেরা করে হেন অবধি
পুনঃ পুনঃ কশাঘাত ; পড়ে অধোমুখে
ক্ষতবিক্ষতাঙ্গে পাপী ঘূরিতে ঘূরিতে।
পড়িয়া নরকতলে করে হাহাকার ;
নিশিতে নিমেষ তরে নিদ্রা নাই তার।

৪৬। প্রভাতা হইলে রাত্রি পর্ব্বতপ্রমাণ
লৌহকুম্ভ মধ্যে পশে পাতকীরা সব,
অগ্নিসম তপ্ত জলে পরিপূর্ণ যাহা।

৪৭। দুশ্চরিত্র মূঢ়গণ ভুঞ্জে অবিরত—
দিবারাত্র—এইরূপে স্বকর্ম্মের ফল—
স্বীয় স্বীয় দুষ্কৃতির ঘোর পরিণাম।

৪৮। ধন দিয়া করি ক্রয় আনিয়াছে যারে, *
সে ভার্য্যা পতির যদি করে অপমান ;
শ্বশুর, শাশুড়ী আর ননদ প্রভৃতি
পতিগৃহে থাকে অন্য গুরুজন যারা,
না সেবি তাদের যদি করে অনাদর,
নরকপালেরা টানি রজ্জু ও বড়িশে
করিবে বাহির তার জিহ্বাটা নিশ্চয়।

---

* প্রাচীনকালে বিবাহের জন্য সাধারণতঃ পণ দিয়া কন্যা আনয়ন করা হইত।

৫৯। ব্যাম-পরিমিত দীর্ঘ কৃমি সে দেখিবে
নিজের জিহ্বার মধ্যে, নারিবে বলিতে
ভীষণ যাতনা কত করিতেছে ভোগ।
এইরূপে দুশ্চরিত্রা নারী আছে যত
তপন নরকে পায় দুঃখ অবিরত।

৬০। গো-মেষ-শূকরঘাতী, চৌর ও ধীবর,
মৃগয়াব্যসনাসক্ত, ব্যাধগণ, আর
করে যারা মিথ্যা-দ্বারা দিনকেও রাত, *

৬১। শক্তি-লৌহময়ীগদা-খড়্গ-শরাঘাতে
আহত হইয়া তারা পড়ে অধঃশিরে
নরকের মহাঘোরা ক্ষারনদীজলে। †

৬২। মিথ্যা-মকদ্দমা যারা করে ইহলোকে,
নরকে প্রহৃত তারা হয় রাত্রিদিন
লৌহময় ভয়ঙ্কর গদার আঘাতে।
আঘাতে দুরাত্মগণ বমন যা করে,
পরস্পর তাই সেথা খেতে তারা পায়।

৬৩। শৃগাল, কাকোল, কাক, শকুনি প্রভৃতি
অয়োমুখ প্রাণী সেথা পায় অবিরত
কম্পমান্ পাতকীর মাংস ও শোণিত।

৬৪। পশুদ্বারা পশুবধ করে যেই জন,
পক্ষীদ্বারা পক্ষীমারা ব্যবসায় যার,
এইসব ক্রূর কর্ম্ম ত্যজি ইহলোক
ভীষণ যাতনা পায় উৎসদ নরকে। ‡

মহাসত্ত্ব এইরূপে নরকসমূহ বর্ণনা করিয়া অতঃপর দেবলোক উদ্‌ঘাটনপূর্ব্বক রাজাকে দেবলোক দেখাইতে দেখাইতে বলিলেন :—

৬৫। ইহলোকে পুণ্যকর্ম্ম করি সম্পাদন জীবনাবসানে যান স্বর্গে সাধুগণ।
তার সাক্ষী ইন্দ্রআদি দেব-ব্রহ্মগণ পেয়েছেন স্ব স্ব পদ পুণ্যের কারণ।

৬৬। তাই বলি, মহারাজ, ধর্ম্মপথে চর ; এরূপে সতত ধর্ম্ম অনুষ্ঠান কর,
যেন পরলোকে সেই সুকৃতির বলে হইতে না হয় দগ্ধ অনুতাপানলে।

মহাসত্ত্বের মুখে এই সকল ধর্ম্মকথা শুনিয়া রাজা তখন হইতে আশ্বাস লাভ করিলেন মহাসত্ত্বও কিয়ৎকাল সেখানে অবস্থিতি করিয়া নিজের আশ্রমে ফিরিয়া গেলেন।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও আমি অজাতশত্রুকে আশ্বাস দিয়াছিলাম।"

সমবধান—তখন অজাতশত্রু ছিলেন সেই রাজা, বুদ্ধের অনুচরেরা ছিলেন সেই ঋষিগণ, এবং আমি ছিলাম সংকৃত্য পণ্ডিত।]

* মূলে 'অবঞ্চে বঞ্চকারকা' আছে। ইহাতে জালিয়াৎ প্রভৃতি প্রতারকদিগকে বুঝায়।

† টীকাকার বলেন, ক্ষারনদী বৈতরণীর নামান্তর।

‡ পশুদ্বারা পশু মারা—যেমন কুকুর, চিতা প্রভৃতির সাহায্যে শিকার করা। পক্ষীদ্বারা পক্ষীমারা—যেমন শিক্ষিত বাজ পাখী দিয়া অন্য পাখী মারা।

জাতক

সপ্ততি নিপাত

৩৩১—কুশ জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে কোন উৎকণ্ঠিত ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি শ্রাবস্তী নগরের কোন সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বুদ্ধশাসনে শ্রদ্ধাবান্ হইয়া প্রব্রজ্যা লইয়াছিলেন। তিনি একদিন শ্রাবস্তীতে ভিক্ষাচর্য্যা করিবার কালে কোন অলঙ্কৃতা রমণীকে প্রেমের চক্ষে দেখিয়া কামাভিভূত হইয়াছিলেন এবং অন্য সর্ব্ববিষয়ে অনভিরত হইয়া দিন যাপন করিতেছিলেন। তাঁহার কেশ ও নখ দীর্ঘ হইল; শরীর কৃশ ও পাণ্ডুবর্ণ হইল; ধমনীগুলি ফুটিয়া উঠিল; তিনি মলিনবস্ত্রে বিচরণ করিতে লাগিলেন। দেবপুত্রগণের দেবলোক হইতে বিচ্যুত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে পঞ্চবিধ নিমিত্তদ্বারা তাহা সূচিত হয়;—তাঁহাদের মালা ও বস্ত্র ম্লান হইয়া যায়, শরীর বিবর্ণ হয়, তাঁহাদের উভয় কক্ষ হইতে স্বেদ নির্গত হইতে থাকে; তাঁহারা দেবাসনে থাকিয়াও স্বস্তি পান না। সেইরূপ, উৎকণ্ঠিত ভিক্ষুদিগেরও বুদ্ধশাসনচ্যুতির পাঁচটী পূর্ব্বলক্ষণ দেখা দেয়। তাঁহাদের শ্রদ্ধারূপ পুষ্প ও শীলরূপ বস্ত্র মলিন হয়; হৃদয়ে অসন্তোষ ও বাহিরে অযশ, এই উভয় কারণে তাঁহাদের অঙ্গসৌষ্ঠবের হানি ঘটে; তাঁহাদের শরীর হইতে কামরূপ স্বেদ নির্গত হইতে থাকে; তাঁহারা আরণ্যবৃক্ষমূলরূপ শূন্যাগারে থাকিয়াও তৃপ্তি লাভ করেন না। ভিক্ষুদিগের শাসনচ্যুতি এই পঞ্চ নিমিত্ত দ্বারা সূচিত হইয়া থাকে।

একদিন লোকে এই অসন্তুষ্ট ভিক্ষুকে শাস্তার নিকটে লইয়া বলিল, "ভদন্ত, ইনি উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন " শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, "কি হে, এ কথা সত্য কি ?" ভিক্ষু নিজের অপরাধ স্বীকার করিলে শাস্তা বলিলেন, "দেখ, কোন মতেই কামপরবশ হইও না; ঐ রমণী পাপিষ্ঠা; উহার প্রতি তোমার যে আসক্তি জন্মিয়াছে, তাহা দমন কর, বুদ্ধশাসনে আনন্দ লাভ কর। তেজস্বী প্রাচীন পণ্ডিতেরাও রমণীর প্রতি আসক্ত হইয়া তেজ হারাইয়াছিলেন এবং দুঃখ ও ব্যসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।" ইহা বলিয়া তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে মল্লরাজ্যের রাজধানী কুশাবতী * নগরে ইক্ষ্বাকু নামক এক রাজা যথাধর্ম্ম রাজত্ব করিতেন। তাঁহার ষোড়শ সহস্র অন্তঃপুরচারিণী ছিল; শীলবতী নাম্নী রমণী ইহাদের মধ্যে অগ্রমহিষীর পদ লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজা কি পুত্র, কি কন্যা কোন সন্তান লাভ করেন নাই। পৌর ও জানপদবর্গ রাজভবনদ্বারে সমবেত হইয়া চীৎকার করিতে লাগিল, "মহারাজ, এই রাজ্য বিনষ্ট হইল।" রাজা বাতায়ন উন্মুক্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার রাজত্বে কেহই অধর্ম্মাচরণ করে না; তথাপি তোমরা আমার দোষ দিতেছ কেন ?" প্রজারা বলিল, "আপনার রাজত্বে কেহ অধর্ম্মাচরণ করে না, ইহা সত্য বটে; কিন্তু আপনার বংশরক্ষার জন্য পুত্র জন্মিতেছে না; কাজেই অন্য কেহ এই রাজ্য অধিকার করিয়া ইহার সর্ব্বনাশ করিবে। এজন্য আপনি এমন একটী পুত্র প্রার্থনা করুন, যিনি যথাধর্ম্ম এই রাজ্য রক্ষা করিতে পারিবেন।" রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "পুত্র প্রার্থনা করিবার জন্য আমাকে কি করিতে হইবে ?" "মহারাজ, আপনি প্রথমে এক সপ্তাহকাল

---

* কুশিনগরের প্রাচীন নাম।

আপনার অন্তঃপুরচারিণীদিগের মধ্য হইতে অল্পসংখ্যক কয়েকজনকে 'ধর্ম্মনাটক'-ভাবে * রাস্তায় ছাড়িয়া দিন ; ইহাতে যদি তাঁহাদের মধ্যে কেহ পুত্র লাভ করেন ত উত্তম, নচেৎ ক্রমে মধ্যম নাটক এবং জ্যেষ্ঠ নাটকও ছাড়িতে হইবে ; এতগুলি রমণীর মধ্যে কোন না কোন পুণ্যবতী নিশ্চিত পুত্র লাভ করিবেন।

প্রজাদিগের কথায় রাজা ঐরূপ ব্যবস্থাই করিলেন এবং সাত সাত দিন অন্তর এক একটী 'নাটক' পাঠাইতে লাগিলেন। রমণীরা যথাসুখ পুরুষসংসর্গ করিয়া যখন ফিরিয়া আসিতেন, তখন রাজা জিজ্ঞাসা করিতেন, "তোমাদের মধ্যে কেহ পুত্র লাভ করিলে কি ?" তাঁহারা সকলেই বলিতেন, "না, মহারাজ।" তাঁহার ভাগ্যে পুত্রলাভ নাই মনে করিয়া রাজা বিষণ্ন হইলেন। নাগরিকেরাও পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ অসন্তোষ বিজ্ঞাপন করিল। রাজা বলিলেন, "তোমরা আমাকে দোষ দিতেছ কেন ? আমি তোমাদের কথামত একে একে তিনটী নাটক প্রেরণ করিলাম ; কিন্তু রমণীদিগের মধ্যে কেহই পুত্রবতী হইলেন না। আমি আর কি করিতে পারি ?" প্রজারা বলিল, "মহারাজ, এই সকল রমণী, বোধ হয়, দুঃশীলা ও নিষ্পুণ্যা। ইঁহারা কেহই পুত্রলাভের উপযোগী পুণ্য করেন নাই। ইঁহারা পুত্রলাভ করিলেন না বলিয়াই আপনি নিরুৎসাহ হইবেন না। আপনার অগ্রমহিষী শীলবতী দেবী শীলসম্পন্না ; এখন আপনি তাঁহাকেই প্রেরণ করুন ; তাঁহার গর্ভে নিশ্চয় পুত্র উৎপন্ন হইবে।" "বেশ, তাহাই করিব" বলিয়া রাজা ভেরীবাদন দ্বারা প্রচার করিলেন, "অদ্য হইতে সপ্তম দিনে রাজা শীলবতী দেবীকে ধর্ম্মনাটকে প্রেরণ করিবেন ; পুরুষেরা যেন ঐ সময়ে সমবেত হয়।" অনন্তর, সপ্তম দিনে রাজা শীলবতীকে নানা আভরণে সজ্জিত করিয়া প্রাসাদ হইতে অবতারণপূর্ব্বক রাজভবনের বাহিরে ছাড়িয়া দিলেন।

শীলবতীর শীলতেজে শক্রভবন উত্তপ্ত হইল ; শক্র ইহার কারণ চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং দেবী পুত্র প্রার্থনা করিতেছেন, ইহা বুঝিতে পারিলেন। তিনি স্থির করিলেন যে, শীলবতীকে পুত্র দান করা কর্ত্তব্য। দেবলোকে শীলবতীর উপযুক্ত কোন পুত্র আছেন কি না, ইহা চিন্তা করিয়া তিনি বোধিসত্ত্বকে দেখিতে পাইলেন। বোধিসত্ত্ব না কি তখন ত্রয়স্ত্রিংশভবনে আয়ুষ্কাল শেষ করিয়া ঊর্দ্ধতন দেবলোকে জন্মান্তরলাভের অভিলাষ করিতেছিলেন। শক্র তাঁহার বিমানদ্বারে গমন করিয়া তাঁহাকে আহ্বানপূর্ব্বক বলিলেন, 'মারিষ, আপনাকে মনুষ্যলোকে গিয়া ইক্ষ্বাকু রাজার অগ্রমহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে।" বোধিসত্ত্ব এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তখন শক্র অন্য এক জন দেবপুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আপনিও ঐ মহিষীর পুত্র হইবেন।" অনন্তর, পাছে কেহ শীলবতীর শীলভঙ্গ করে, এই আশঙ্কায় শক্র বৃদ্ধব্রাহ্মণের বেশে রাজদ্বারে উপস্থিত হইলেন।

---

* মূলে 'চুল্লনাটকং ধর্ম্মনাটকং কত্বা বিস্‌সজ্জেথ' আছে। 'চুল্লনাটক' বলিলে, বোধ হয়, নর্ত্তকীদিগের অল্প কয়েকজন, অথবা যাহারা তত সুন্দরী নহে, অথবা যাহাদের বংশগৌরব তত বেশী নয়, তাহাদিগকে বুঝায়। ইহার পর ক্রমে 'মজ্‌ঝিম নাটকং' এবং 'জেট্‌ঠ নাটকং'এর উল্লেখ দেখা যায়। সম্ভবতঃ 'চুল', 'মধ্যম' ও 'জ্যেষ্ঠ' এই বিশেষণ তিনটী নর্ত্তকীদিগের সংখ্যা, বা রূপযৌবন, বা বংশমর্য্যাদা-জ্ঞাপক। এই নর্ত্তকীগণ ধর্ম্মের দোহাই দিয়া কিয়দ্দিনের জন্য অবাধভাবে ইন্দ্রিয় সেবা করিত এবং কেহ কেহ এই সুযোগে গর্ভবতীও হইত। রমণীদিগকে এইরূপে অবাধভাবে পুংসংসর্গ করিতে দিয়া বংশরক্ষা করা ধর্ম্মশাস্ত্রসঙ্গত বলিয়া গণ্য ছিল ; কাজেই কেহ ইহা দোষাবহ মনে করিত না। বহুরমণীসেবারত অনেক পুরুষের সন্তানোৎপাদিকা শক্তি থাকেনা ; এই জন্যই, বোধ হয়, কোন কোন রাজা নিঃসন্তান হইতেন এবং উক্তরূপে ক্ষেত্রজ পুত্র লাভ করিয়া বংশরক্ষা করিতেন।

এদিকে বহুলোকেও স্নান করিয়া ও সুভূষিত হইয়া রাজদ্বারে গমন করিল। প্রত্যেকেই ভাবিতে লাগিল, আমিই মহিষীকে গ্রহণ করিব। তাহারা শক্রকে দেখিয়া পরিহাস করিয়া বলিল, "তুমি কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছ, ঠাকুর?" শক্র উত্তর দিলেন, "আমায় নিন্দা করিতেছ কেন? আমার শরীর জীর্ণ হইয়াছে বটে, কিন্তু কামপ্রবৃত্তি ত জীর্ণ হয় নাই; যদি শীলবতীকে পাই, তাহা হইলে তাঁহাকে লইয়া যাইব। এই উদ্দেশ্যেই আসিয়াছি।" তিনি নিজের অনুভাববলে সকলের সম্মুখে অবস্থিত হইলেন; তাঁহার তেজোবলে অন্য কেহই তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিল না। মহিষী যেমন সর্ব্বালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া রাজভবনের বাহিরে আসিলেন, অমনি শক্র তাঁহার হাত ধরিয়া চলিয়া গেলেন। ইহা দেখিয়া সেখানে যাহারা উপস্থিত ছিল, তাহারা তাঁহাকে গালি দিতে লাগিল। তাহারা বলিল, "দেখ ত বুড়া বামণটার কাণ্ড! এমন সুন্দরী রমণীকে লইয়া যাইতেছে; নিজের কি করা উচিত, বুড়াটার সে জ্ঞান নাই!" একজন বৃদ্ধ তাঁহাকে লইয়া যাইতেছে দেখিয়া মহিষীর মনেও যুগপৎ দুঃখ, ক্রোধ ও ঘৃণার উদ্রেক হইল। মহিষীকে কে গ্রহণ করে, ইহা দেখিবার জন্য রাজা বাতায়নের নিকট অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনিও বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কাণ্ড দেখিয়া অসন্তুষ্ট হইলেন।

শক্র মহিষীকে লইয়া নগরদ্বার দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন; তাঁহার অনুভাববলে দ্বারসমীপে একখানি গৃহ নির্ম্মিত হইল; উহার দরজা খোলা ছিল এবং ভিতরে কাষ্ঠের আস্তরণ ছিল। মহিষী জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই কি আপনার বাড়ী?" শক্র বলিলেন, "হাঁ, ভদ্রে; এতদিন আমি একা ছিলাম; এখন আমরা দুই জন হইলাম। আমি ভিক্ষাচর্য্যা করিয়া তণ্ডুলাদি আনয়ন করিতেছি; তুমি এই কাষ্ঠাস্তরণের উপর শুইয়া থাক।" অনন্তর তিনি হস্তদ্বারা মৃদুভাবে মহিষীর অঙ্গস্পর্শ করিলেন; দিব্যস্পর্শে মহিষীর সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ শুইয়া পড়িলেন; দিব্যস্পর্শজ আনন্দে তাঁহার সংজ্ঞা অন্তর্হিত হইল। তখন শক্র অনুভাববলে তাঁহাকে ত্রয়স্ত্রিংশ ভবনে লইয়া গেলেন এবং সুসজ্জিত দিব্যশয্যায় শোওয়াইয়া রাখিলেন। সপ্তম দিনে মহিষী প্রবুদ্ধা হইলেন; এবং শয়নকক্ষের দিব্যশ্রী দেখিয়া বুঝিলেন, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মনুষ্য নহেন, ছদ্মবেশী শক্র। ঐ সময়ে শক্র মন্দারমূলে * দেবকন্যা-পরিবৃত হইয়া তাঁহাদের নৃত্য দেখিতেছিলেন। মহিষী শয্যা হইতে উঠিয়া তাঁহার নিকটে গেলেন এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া একান্তে অবস্থিতি করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া শক্র বলিলেন, "দেবি, আমি তোমাকে বর দিব; তুমি বর প্রার্থনা কর।" মহিষী বলিলেন, "তবে, আমাকে একটী পুত্র দিন।" "দেবি, একটী কেন, আমি তোমাকে দুইটী পুত্র দিব। তাহাদের এক জন প্রজ্ঞাবান্ হইবে, কিন্তু রূপবান্ হইবে না; অপর জন রূপবান্ হইবে, কিন্তু প্রজ্ঞাবান্ হইবে না। ইহাদের মধ্যে প্রথমে তুমি কোনটী পাইতে ইচ্ছা কর?" 'যেটী প্রজ্ঞাবান্ হইবে, প্রভু।" শক্র 'তথাস্তু' বলিয়া তাঁহাকে কুশতৃণ, দিব্যবস্ত্র, দিব্যচন্দন, মন্দারপুষ্পমালা, এবং কোকনদ-নামক বীণা† দান করিলেন, তাঁহাকে লইয়া রাজার শয়নকক্ষে প্রবেশপূর্ব্বক রাজার সহিত একশয্যায় শয়ন করাইলেন এবং অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা তাঁহার নাভি স্পর্শ করিলেন। বোধিসত্ত্বও তম্মুহূর্ত্তে তাঁহার গর্ভে জন্মান্তর গ্রহণ করিলেন। অনন্তর শক্র স্বস্থানে চলিয়া গেলেন।

* মূলে 'পারিচ্ছত্তকমূলে' আছে। পারিচ্ছত্রক দেবতরু বিশেষ।

† পারিছত্রক বৃক্ষের পুষ্পকেও 'কোকনদ' বলা যায়।

শীলবতী বুদ্ধিমতী ছিলেন। তিনি জানিতে পারিলেন যে, তিনি গর্ভধারণ করিয়াছেন। নিদ্রাভঙ্গের পর রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তোমাকে লইয়া গিয়াছিল, বল ত?" মহিষী বলিলেন, "দেবরাজ শক্র।" "আমি স্বচক্ষে দেখিলাম, এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তোমাকে লইয়া যাইতেছে; আমাকে বঞ্চনা করিতেছ কেন?" "বিশ্বাস করুন, মহারাজ; শক্রই আমাকে গ্রহণ করিয়া দেবলোকে লইয়া গিয়াছিলেন।" "না, দেবি; আমি এ কথা বিশ্বাস করি না।" তখন মহিষী রাজাকে শক্রদত্ত কুশতৃণ দেখাইয়া বলিলেন, "এখন বিশ্বাস করুন, মহারাজ।" রাজা ভাবিলেন, 'কুশতৃণ ত যেখানে সেখানেই পাওয়া যায়'; কাজেই তিনি বিশ্বাস করিলেন না। অনন্তর মহিষী তাঁহাকে দিব্যবস্ত্রগুলি দেখাইলেন; তখন রাজার বিশ্বাস হইল। তিনি বলিলেন, "ভদ্রে, শক্র ত তোমাকে লইয়া গিয়াছিলেন; তুমি পুত্রলাভ করিয়াছ কি?" "করিয়াছি, মহারাজ; আমার গর্ভসঞ্চার হইয়াছে।" রাজা অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইয়া মহিষীর গর্ভরক্ষার জন্য সংস্কারাদি সম্পাদন করাইলেন। দশ মাস গর্ভধারণের পর মহিষী এক পুত্র প্রসব করিলেন। এই শিশুর অন্য কোন নাম রাখা হইল না; কুশতৃণের নামানুসারেই নামকরণ হইল।

কুশকুমার যখন হাঁটিতে শিখিলেন, তখন অপর দেবপুত্র মহিষীর গর্ভে জন্মান্তর গ্রহণ করিলেন। তাঁহার নাম হইল জয়ম্পতি। কুমারদ্বয় সাতিশয় আদরযত্নের সহিত বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। বোধিসত্ত্ব প্রজ্ঞাবান্ ছিলেন; তিনি আচার্য্যের উপদেশ বিনাই নিজের প্রজ্ঞাবলে সর্ব্ববিদ্যায় নৈপুণ্য লাভ করিলেন। তাঁহার বয়স্ যখন ষোল বৎসর হইল, তখন রাজা তাঁহাকে রাজ্য দান করিবার অভিপ্রায়ে মহিষীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ভদ্রে, তোমার পুত্রকে রাজ্য দান করিব এবং তদুপলক্ষে নাট্যাভিনয়াদি উৎসব করাইব। আমাদের জীবদ্দশাতেই তাহাকে রাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত দেখিতে ইচ্ছা করি। সমস্ত জম্বুদ্বীপের যে কোন রাজার কন্যাকে ইচ্ছা কর, আনয়ন করিয়া তাহাকে তোমার পুত্রের অগ্রমহিষী করিব। তুমি তোমার পুত্রের মন জানিতে চেষ্টা কর—সে কোন্ রাজকন্যা লাভ করিতে চায় তাহা জান।" মহিষী বলিলেন "যে আজ্ঞা, মহারাজ।" তিনি রাজার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া একজন পরিচারিকাকে বলিলেন, "কুমারকে এই সংবাদ দিয়া তাহার কি ইচ্ছা, জানিতে চেষ্টা কর?" পরিচারিকা গিয়া কুমারকে সংবাদ দিল। তাহা শুনিয়া মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, 'আমি কুরূপ; কোন রূপবতী রাজকন্যাকে এখানে আনয়ন করিলেও সে আমাকে দেখিবামাত্র ভাবিবে, আমি এমন কুরূপ স্বামী লইয়া কি করিব? সে নিশ্চয় পলাইয়া যাইবে। সেরূপে ঘটিলে আমাদের বড় লজ্জার কারণ হইবে। আমার গৃহবাসে কি প্রয়োজন? যত দিন মাতাপিতা জীবিত থাকিবেন, তত দিন তাঁহাদের সেবা করিব; তাঁহাদের মৃত্যু হইলে প্রব্রজ্যা লইয়া নিষ্ক্রান্ত হইব।' তিনি পরিচারিকাকে বলিলেন, "আমার রাজ্যে বা নাট্যাভিনয় প্রভৃতি আমোদপ্রমোদে কোন প্রয়োজন নাই; আমি মাতাপিতার দেহান্তে প্রব্রাজক হইব।" পরিচারিকা গিয়া মহিষীকে এই উত্তর জানাইল। ইহাতে রাজা বড় দুঃখিত হইলেন; তিনি কয়েকদিন পরে কুমারের নিকট আবার ঐ প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন; কুমার এবারেও তাহা প্রত্যাখ্যান করিলেন। বার বার তিন বার এইরূপ প্রত্যাখ্যান করিয়া চতুর্থবারে কুমার ভাবিলেন, 'মাতাপিতার সঙ্গে একান্ত প্রতিপক্ষভাবে চলা অকর্ত্তব্য। কোন একটা উপায় করিতে হইবে।' তিনি প্রধান

কর্ম্মকারকে ডাকাইয়া তাহাকে বহু সুবর্ণ দিয়া বলিলেন, "তুমি ইহা দিয়া একটী স্ত্রীমূর্ত্তি গঠন কর।" কর্ম্মকার চলিয়া গেলে তিনি আরও সুবর্ণ লইয়া নিজেই এক স্ত্রীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিলেন। বোধিসত্ত্বদিগের অভিপ্রায় কখনও অসম্পন্ন থাকে না। কুশকুমার যে স্ত্রীমূর্ত্তি গঠন করিলেন, তাহার রূপবর্ণনা করা জিহ্বার সাধ্যাতীত। তিনি এই মূর্ত্তিটীকে ক্ষৌমবস্ত্র পরাইয়া নিজের শয়নপ্রকোষ্ঠে রাখিয়া দিলেন। এদিকে সেই প্রধান কর্ম্মকারও মূর্ত্তি লইয়া আসিল। মহাসত্ত্ব তাহা দেখিয়া বলিলেন, 'মূর্ত্তিটা ভাল হয় নাই। আমার শয্যাপ্রকোষ্ঠে যে মূর্ত্তিটা আছে, তুমি গিয়া তাহা লইয়া আইস।" কর্ম্মকার শয়নগর্ভে গিয়া সেই মূর্ত্তি দেখিয়া ভাবিল, 'কুমারের সঙ্গে কেলি করিবার জন্য বুঝি কোন অপ্সরা আসিয়াছেন।' সে হস্ত প্রসারণ করিতে অসমর্থ হইয়া কক্ষ হইতে নিষ্ক্রমণপূর্ব্বক কুমারকে বলিল, "দেব, আপনার শয়নকক্ষে এক আর্য্যা দেবদুহিতা রহিয়াছেন; আমি তাঁহার নিকটে যাইতে পারিলাম না।" কুমার বলিলেন, "ভয় কি, বাপু? উহা সোণার মূর্ত্তি; তুমি লইয়া এস।" ইহা বলিয়া তিনি কর্ম্মকারকে পাঠাইয়া মূর্ত্তিটী আনয়ন করিলেন। অতঃপর তিনি কর্ম্মকার-নির্ম্মিত মূর্ত্তিটা শয়নকক্ষে নিক্ষেপ করাইয়া স্বনির্ম্মিত মূর্ত্তিটীকে সাজাইলেন এবং রথের উপর চাপাইয়া উহা মাতার নিকট পাঠাইয়া বলিলেন, "এইরূপ পাত্রী পাইলে তাহাকে গ্রহণ করিব।"

মহিষী অমাত্যদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "বাপু সকল, আমার পুত্র শক্রদত্ত; সে মহাপুণ্যবান্; সে নিশ্চয় নিজের উপযুক্ত কুমারী লাভ করিবে। তোমরা এই মূর্ত্তিটী আবৃতযানে লইয়া সমস্ত জম্বুদ্বীপ পরিভ্রমণ কর; যে রাজার কন্যাকে এই মত রূপবতী দেখিবে, তাঁহাকে ইহা দান করিয়া বলিবে, 'মহারাজ ইক্ষ্বাকু আপনার কন্যার সহিত তাঁহার পুত্রের বিবাহ * দিবেন।' অতঃপর বিবাহের দিন স্থির করিয়া এখানে ফিরিবে।" অমাত্যেরা 'যে আজ্ঞা' বলিয়া ঐ মূর্ত্তি লইয়া বহু অনুচরসহ যাত্রা করিলেন। তাঁহারা যে যে রাজধানীতে যাইতেন, সেই সেই নগরেই সায়াহ্নে মূর্ত্তিটীকে বস্ত্রপুষ্পালঙ্কারে বিভূষিত করিয়া সুবর্ণ-শিবিকায় স্থাপনপূর্ব্বক বহুলোকসমাগম-স্থানে, ঘাটের পথের ধারে, রাখিয়া দিতেন এবং নিজেরা একটু ফিরিয়া গিয়া গতাগত লোকদিগের কথা শুনিবার জন্য একান্তে অবস্থিতি করিতেন। লোকে দেখিয়া উহা যে সুবর্ণময়ী ইহা জানিতে পারিত না; তাহারা বলিত, "ইনি মানবী হইয়াও দেবকন্যার ন্যায় কি অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যসম্পন্না! ইনি এখানে রহিয়াছেন কেন? কোথা হইতেই বা আসিয়াছেন? আমাদের নগরে ত এমন সুন্দরী নারী নাই।" এইরূপ বর্ণনা করিতে করিতে তাহারা চলিয়া যাইত। তাহা শুনিয়া অমাত্যেরা বুঝিতেন, 'যদি এখানে এমন কন্যা থাকিত, তাহা হইলে ইহারা বলিত, অমুক রাজকন্যা কিংবা অমুক অমাত্যকন্যা এতাদৃশী সুন্দরী। অতএব নিশ্চয় এ নগরে এমন কোন কন্যা নাই।' তখন তাঁহারা মূর্ত্তিটী লইয়া নগরান্তরে যাইতেন। এইরূপে বিচরণ করিতে করিতে পরিশেষে তাঁহারা মদ্ররাজ্যের রাজধানী শাকল নগরে † উপস্থিত হইলেন।

* মূলে 'আবাহং করিস্সতি' আছে। আবাহ—পুত্রের বিবাহ; বিবাহ—কন্যার বিবাহ। অশোকের ৯ম শিলালিপি এবং জাতকের নানা স্থানে এইরূপ অর্থে শব্দদ্বয়ের ব্যবহার দেখা যায়।

† বর্ত্তমান 'শিয়ালকোট।'

মদ্ররাজের সাতটী পরমসুন্দরী দেবকন্যা-সদৃশী কন্যা ছিল। জ্যেষ্ঠা কন্যা প্রভাবতীর দেহ হইতে প্রাতঃসূর্য্যের আভার ন্যায় আভা নিঃসরণ হইত। ঘোর অন্ধকারেও তাঁহার কক্ষে চতুর্হস্ত পরিমিত স্থানে প্রদীপের কোন প্রয়োজন ছিল না; সমস্ত কক্ষ সমরূপ উদ্ভাসিত হইত। প্রভাবতীর এক কুব্জা ধাত্রী ছিল। সে প্রভাবতীকে ভোজন করাইয়া তাহার মাথা ধুইবার জন্য আটজন বারাঙ্গনার কক্ষে আটটী কলসী দিয়া সন্ধ্যাকালে জল আনিতে যাইতেছিল, এমন সময়ে ঘাটের পথে অবস্থিত সেই রমণীমূর্ত্তি দেখিয়া তাহাকে প্রভাবতী মনে করিল এবং ভাবিল 'প্রভাবতী ত বড় দুর্ব্বিনীতা! সে মাথা ধুইব বলিয়া আমাদিগকে জল আনিতে পাঠাইল; কিন্তু নিজেই আগে আসিয়া ঘাটের পথে দাঁড়াইল।' সে ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, 'অরে কুলকলঙ্কিনী! তুমি আগেই আসিয়া এখানে দাঁড়াইয়া রহিয়াছিস্! রাজা জানিলে ত আমাদের রক্ষা নাই!" ইহা বলিয়া সে মূর্ত্তিটীর গণ্ডে চপেটাঘাত করিল; কিন্তু ইহাতে তাহার নিজেরই করতল যেন ভাঙ্গিয়া গেল, এইরূপ বোধ হইল। তখন সে বুঝিতে পারিল যে, মূর্ত্তিটী সোণার। সে হাসিয়া বারাঙ্গনাদিগের নিকটে গিয়া বলিল, 'দেখিলি আমার কাণ্ড! আমার মেয়ে মনে করিয়া আমি মূর্ত্তিটার গালে চড় দিলাম! আমার মেয়ের তুলনায় এ মূর্ত্তি কি ছার! লাভের মধ্যে কেবল নিজের হাতেই ব্যথা পাইলাম।" ইহা শুনিয়া রাজদূতেরা তাহাকে ধরিয়া বসিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "বাছা, তুমি বলিতেছ যে, তোমার কন্যা এই মূর্ত্তির অপেক্ষাও সুন্দরী। তুমি কাহাকে লক্ষ্য করিয়া এ কথা বলিলে, তাহা শুনিতে চাই।" ধাত্রী উত্তর দিল, "আমি মদ্ররাজকন্যা প্রভাবতীকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছি। তাহার তুলনায় এ মূর্ত্তির মূল্য ষোল ভাগের এক ভাগও নয়।" ইহা শুনিয়া দূতেরা হৃষ্ট হইলেন এবং রাজদ্বারে গিয়া প্রতিহারী দ্বারা সংবাদ পাঠাইলেন, "রাজা ইক্ষ্বাকুর দূতেরা দ্বারদেশে উপস্থিত।" মদ্ররাজ আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং আজ্ঞা দিলেন, 'তাঁহাদিগকে ডাকিয়া আন।" দূতগণ প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া রাজাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক বলিলেন, "মহারাজ, আমাদের রাজা আপনার আরোগ্য জিজ্ঞাসা করিতেছেন।" রাজা তাঁহাদের যথেষ্ট সৎকার ও সম্মান করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, 'আপনারা কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছেন?" দূতেরা বলিলেন, 'আমাদের রাজার পুত্র সিংহবিক্রম কুশকুমার। রাজা তাঁহাকে রাজ্য দান করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন এবং সেইজন্য আমাদিগকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন। আমাদের কুশ-কুমারের হস্তে আপনার প্রভাবতী-নাম্নী দুহিতাকে সম্প্রদান করিতে হইবে। পণস্বরূপ আপনি এই সুবর্ণমূর্ত্তি গ্রহণ করুন।" ইহা বলিয়া অমাত্যেরা মদ্ররাজকে সেই স্বর্ণমূর্ত্তিটী দান করিলেন। ইক্ষ্বাকুর ন্যায় মহারাজের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে এবং বিবাহ কালে নানারূপ উৎসব হইবে, ইহা ভাবিয়া মদ্ররাজ পরম পরিতোষ লাভ করিলেন; তিনি তৎক্ষণাৎ বিবাহের প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন।

অনন্তর দূতেরা মদ্ররাজকে বলিলেন, "মহারাজ, আমরা আর বিলম্ব করিতে পারিব না; আমরা যে আপনার কন্যাকে লাভ করিলাম, রাজাকে গিয়া এখন এই সংবাদ দিব; রাজা নিজে আসিয়া প্রভাবতীকে লইয়া যাইবেন।" "তাহাই হউক," এই উত্তর দিয়া মদ্ররাজ দূতদিগকে বিদায় দিলেন; তাঁহারা গিয়া ইক্ষ্বাকু ও তাঁহার মহিষীকে এই শুভসংবাদ দিলেন। ইক্ষ্বাকু বহু অনুচর সঙ্গে লইয়া কুশাবতী হইতে যাত্রা করিলেন।

এবং যথাসময়ে শাকল নগরে উপস্থিত হইলেন। মদ্ররাজ প্রত্যুদ্‌গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে রাজধানীতে লইয়া গেলেন এবং সেখানে মহাসমারোহে তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। শীলবতী দেবী বুদ্ধিমতী ছিলেন; 'কি জানি কি ঘটিবে' ভাবিয়া তিনি দুই এক দিন পরে মদ্ররাজকে বলিলেন, "মহারাজ, আপনার কন্যাকে আমাদের পুত্রবধূরূপে দান করুন।" মদ্ররাজ বলিলেন, "দান করিতেছি।" তিনি প্রভাবতীকে আনয়ন করিতে বলিলেন। প্রভাবতী সর্ব্বালঙ্কারে বিভূষিতা ও ধাত্রীগণপরিবৃতা হইয়া উপস্থিত হইলেন এবং শ্বশ্রূকে প্রণাম করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া শীলবতী ভাবিলেন, 'কুমারী পরমসুন্দরী, কিন্তু আমার পুত্র কুরূপ। এ যদি আমার পুত্রকে দেখে, তবে আমাদের গৃহে একদিনও না থাকিয়া পলায়ন করিবে। অতএব পূর্ব্ব হইতে একটা উপায় দেখিতে হইতেছে।' তিনি মদ্ররাজকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, মহারাজ, আমার পুত্রবধূ সর্ব্বাংশে আমার পুত্রের উপযুক্ত; কিন্তু আমাদের বংশে পুরুষপরম্পরায় একটা রীতি চলিয়া আসিতেছে; যদি কন্যা সেই রীতি পালন করেন, তাহা হইলেই আমরা ইঁহাকে লইয়া যাইতে পারি।" মদ্ররাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কুলপ্রথাটী কি?" "আমাদের বংশে একবার গর্ভধারণ না করা পর্য্যন্ত দিনমানে স্বামীর মুখ দেখিতে নাই যদি প্রভাবতী এই নিয়ম স্বীকার করেন তবেই আমরা ইঁহাকে বধূরূপে গ্রহণ করিতে পারি।" মদ্ররাজ কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, তুমি এই নিয়ম পালন করিতে পারিবে ত?" প্রভাবতী বলিলেন, "পারিব, বাবা!" তখন ইক্ষ্বাকু রাজা মদ্ররাজকে বহু ধন দিয়া স্বীয় রাজধানীতে গমন করিলেন। মদ্ররাজও বহু অনুচর সঙ্গে দিয়া প্রভাবতীকে কুশাবতীতে প্রেরণ করিলেন।

ইক্ষ্বাকু কুশাবতীতে প্রত্যাগমন করিয়া সমস্ত নগর সুসজ্জিত করাইলেন; সমস্ত বন্দীকে মুক্তি দিলেন, পুত্রকে রাজপদে এবং প্রভাবতীকে অগ্রমহিষীর পদে অভিষিক্ত করিলেন, এবং ভেরীবাদন দ্বারা ঘোষণা করিলেন, "এখন হইতে কুশরাজের আজ্ঞা পালন করিতে হইবে।" জম্বুদ্বীপের যে সকল রাজার কন্যা ছিল, তাঁহারা তাঁহাদিগকে কুশরাজের নিকট পাঠাইলেন, যাঁহাদের পুত্র ছিল, তাহারাও কুশরাজের মিত্রতাকামনায় স্ব স্ব পুত্রকে তাঁহার উপস্থাপকভাবে পাঠাইলেন। বোধসত্ত্বের নর্ত্তকীসংখ্যাও বহু ছিল। তিনি মহাসমারোহে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। কিন্তু দিনমানে তিনি প্রভাবতীকে কিংবা প্রভাবতী তাঁহাকে দেখিতে পাইতেন না। কেবল রাত্রিকালেই তাঁহাদের পরস্পর সাক্ষাৎকার হইত। তখন প্রভাবতীর দেহ হইতে অসাধারণ লাবণ্যচ্ছটা নির্গত হইত। বোধিসত্ত্ব রাত্রি থাকিতেই শয়নকক্ষ হইতে বাহির হইতেন। তিনি কয়েকদিন পরে দিনমানে প্রভাবতীকে দেখিতে ইচ্ছা করিয়া মাতাকে নিজের অভিপ্রায় জানাইলেন। কিন্তু মাতা তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন; তিনি বলিলেন, "তুমি এ ইচ্ছা করিও না; যতদিন একটী পুত্র না না জন্মে, ততদিন অপেক্ষা কর।" কিন্তু বোধিসত্ত্ব পুনঃ পুনঃ এই প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, শীলবতী অগত্যা বলিলেন, "তবে তুমি হস্তিশালায় গিয়া সেখানে মাহুতের বেশে অপেক্ষা কর; আমি প্রভাবতীকে সেখানে লইয়া যাইব; তখন তুমি তাহাকে যত ইচ্ছা, চক্ষু পুরিয়া দেখিবে; কিন্তু সাবধান, যেন আত্মপরিচয় না দেও।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "এ অতি উত্তম পরামর্শ।" তিনি ছদ্মবেশে হস্তিশালায় গমন করিলেন। রাজমাতা

হস্তিমঙ্গলোৎসবের আয়োজন করাইয়াছিলেন; তিনি প্রভাবতীকে বলিলেন, "চল, আমরা আজ তোমার স্বামীর হস্তীগুলি দেখি গিয়া।" তিনি প্রভাবতীকে সেখানে লইয়া এই হস্তীর অমুক নাম, এই হস্তীর অমুক নাম, ইহা বলিয়া হস্তীগুলি দেখাইতে লাগিলেন। প্রভাবতী রাজমাতার পশ্চাতে পশ্চাতে যাইতেছিলেন। রাজা হস্তীর একটা মলপিণ্ড লইয়া তাঁহার পৃষ্ঠে আঘাত করিলেন। প্রভাবতী ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "রাজাকে বলিয়া তোর হাত কাটাইব।" তাঁহার কথা শুনিয়া রাজমাতা একটু অসন্তুষ্ট হইলেন; তিনি প্রভাবতীর পিঠে হাত বুলাইয়া তাহাকে ঠাণ্ডা করিলেন। আর এক দিন প্রভাবতীকে দেখিতে ইচ্ছা করিয়া রাজা অশ্বপালের বেশে অশ্বশালায় ছিলেন এবং অশ্বমলপিণ্ডদ্বারা তাঁহার পৃষ্ঠে আঘাত করিয়াছিলেন। ইহাতে প্রভাবতী ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন এবং শ্বাশুড়ী পূর্ব্বের মত তাঁহাকে ঠাণ্ডা করিয়াছিলেন। ইহার পর একদিন প্রভাবতীই মহাসত্ত্বকে দেখিবার ইচ্ছা করিয়া শ্বাশুড়ীকে নিজের অভিলাষ জানাইলেন। শ্বাশুড়ী বলিলেন, "এ ইচ্ছা করিও না, মা।" কিন্তু পুনঃ পুনঃ প্রত্যাখ্যাতা হইয়াও প্রভাবতী নিজের প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন। শীলবতী নিরুপায় হইয়া বলিলেন, "বেশ, আগামী কল্য আমার পুত্র নগর প্রদক্ষিণ করিবে, তুমি জানালা খুলিয়া তাহাকে দেখিতে পাইবে।" ইহা বলিয়া তিনি পরদিন নগর সুসজ্জিত করাইলেন, এবং জয়ম্পতিকুমারকে রাজবেশ পরাইয়া হস্তিপৃষ্ঠে বসাইয়া নগর প্রদক্ষিণ করাইলেন। তিনি প্রভাবতীকে লইয়া বাতায়নের নিকট দাঁড়াইয়া বলিলেন, "মা, তোমার স্বামীর শ্রীসৌভাগ্য দর্শন কর।" নিজের উপযুক্ত পতি লাভ করিয়াছেন ভাবিয়া প্রভাবতী অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। ঐ দিন মহাসত্ত্ব হস্তিপালকের বেশে জয়ম্পতির পশ্চাতে বসিয়াছিলেন। তিনি মনের সাধ মিটাইয়া প্রভাবতীকে নিরীক্ষণ করিলেন এবং নানারূপ হস্ত সঞ্চালন দ্বারা নিজের আনন্দ জানাইলেন। হস্তীগুলি চলিয়া গেলে রাজমাতা প্রভাবতীকে জিজ্ঞাসিলেন, "বৎসে, স্বামী দেখিলে ত।" "দেখিলাম, মা। কিন্তু তাহার পশ্চাতে যে হস্তিপালক বসিয়াছিল, সে অতি দুর্বিনীত; সে আমাকে নানারূপ হস্তভঙ্গী দেখাইয়াছে। এরূপ লক্ষ্মীছাড়াকে রাজার পশ্চাতে বসিতে দেওয়া হইল কেন?" "মা, রাজার পশ্চাতে ত একজন দেহরক্ষক রাখা চাই।" প্রভাবতী ভাবিলেন, 'এই হস্তিপালক অতি নির্ভয়, রাজাকেও রাজা বলিয়া মানে না। তবে এই ব্যক্তিই কি কুশ রাজা? তিনি নিশ্চিত অতি কুরূপ; এই জন্যই ইহারা আমাকে তাঁহার মুখ দর্শন করিতে দেয় না।" এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি কুব্জার কাণে কাণে বলিলেন, "মা, তুমি গিয়া জান, কে রাজা,—যিনি সম্মুখের আসনে বসিয়াছেন তিনি, না যিনি পশ্চাতের আসনে বসিয়াছেন তিনি।" ধাত্রী বলিল, "আমি কিরূপে জানিব, মা?" "যিনি রাজা, তিনিই প্রথমে হস্তিপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিবেন। এই সঙ্কেত দ্বারাই তুমি জানিতে পারিবে।" ইহা শুনিয়া ধাত্রী গিয়া এক পাশে দাঁড়াইয়া রহিল এবং দেখিল যে, প্রথমে মহাসত্ত্ব তাহার পর জয়ম্পতি অবতরণ করিলেন। মহাসত্ত্ব ইতস্ততঃ অবলোকনপূর্ব্বক কুব্জাকে দেখিতে পাইয়া, কি কারণে সে ওখানে আসিয়াছে তাহা অনুমান করিলেন এবং তাহাকে ডাকাইয়া দৃঢ়ভাবে বলিলেন, "সাবধান, এই রহস্য প্রকাশ করিও না।" ইহা বলিয়া তিনি কুব্জা ধাত্রীকে বিদায় দিলেন। সে গিয়া প্রভাবতীকে বলিল, "যিনি সম্মুখের আসনে বসিয়াছিলেন, তিনিই প্রথমে অবতরণ করিয়াছেন।" প্রভাবতী তাহার কথা বিশ্বাস করিলেন।

অতঃপর রাজা আবার প্রভাবতীকে দেখিবার জন্য মাতার নিকট প্রার্থনা করিলেন। শীলবতী তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে অসমর্থ হইয়া বলিলেন, "আচ্ছা, তুমি অজ্ঞাতবেশে উদ্যানে গমন কর।" রাজা উদ্যানে গিয়া পুষ্করিণীর মধ্যে গলপ্রমাণ জলে দাঁড়াইয়া একটী পদ্মপত্রে মস্তক এবং একটী প্রস্ফুটিত পদ্মে মুখ আবৃত করিয়া রহিলেন। শীলবতীও প্রভাবতীকে লইয়া উদ্যানে প্রবেশ করিলেন, এবং এই গাছগুলি দেখ, এই পাখীগুলি দেখ, এই হরিণগুলি দেখ বলিয়া লোভ দেখাইতে দেখাইতে তাঁহাকে ঐ পুষ্করিণীর তীরে লইয়া গেলেন। পঞ্চবিধ পদ্মসুশোভিত পুষ্করিণী দেখিয়া তাহাতে স্নান করিবার অভিপ্রায়ে প্রভাবতী পরিচারিকাদের সহিত উহাতে অবতরণ করিলেন, এবং ক্রীড়া করিতে করিতে সেই পদ্মটী দেখিয়া উহা গ্রহণ করিবার জন্য হাত বাড়াইলেন। তখন রাজা পদ্মপত্রটী অপসারিত করিয়া, "আমিই কুশ রাজা" বলিয়া তাঁহার হাত ধরিলেন। তাঁহার মুখ দেখিয়া প্রভাবতী চীৎকার করিয়া উঠিলেন, এবং "আমাকে যক্ষে ধরিয়াছে" বলিয়া তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইলেন। তখন রাজা তাঁহার হাত ছাড়িয়া দিলেন। সংজ্ঞালাভের পর প্রভাবতী ভাবিলেন, 'লোকে বলিতেছে, কুশরাজই আমার হাত ধরিয়াছিলেন। ইনিই আমাকে হস্তিশালায় হস্তীর মলপিণ্ডদ্বারা এবং অশ্বশালায় অশ্বের মলপিণ্ডদ্বারা আঘাত করিয়াছিলেন, ইনিই সে দিন হস্তীর পৃষ্ঠে পশ্চাতের আসনে বসিয়া আমাকে বিদ্রূপ করিয়াছিলেন। এরূপ কদাকার দুর্মুখ পতি লইয়া আমি কি করিব? যদি বাঁচিয়া থাকি, তবে অন্য পতি গ্রহণ করিব।' মনে মনে এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া, তাঁহার সঙ্গে যে সকল অমাত্য আসিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদিগকে ডাকাইয়া বলিলেন, "আমার যানবাহনাদি সজ্জিত করুন, আমি আজই প্রস্থান করিব।" অমাত্যেরা কুশরাজকে এই আদেশ জানাইলেন। কুশ ভাবিলেন, 'যদি যাইতে না পারে, তবে উহার হৃদয় বিদীর্ণ হইবে। এখন যেতে ইচ্ছা করে যাউক, ইহার পর আমি আত্মবলেই উহাকে আনয়ন করিব।' ইহা স্থির করিয়া তিনি প্রভাবতীর গমন অনুমোদন করিলেন। প্রভাবতী তাঁহার পিতার রাজধানীতেই ফিরিয়া গেলেন। মহাসত্ত্বও উদ্যান হইতে নগরে প্রতিগমনপূর্ব্বক অলঙ্কৃত প্রাসাদে আরোহণ করিলেন।

[পূর্ব্বজন্মকৃত কোন প্রার্থনাবশতঃই প্রভাবতী বোধিসত্ত্বকে পতিভাবে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিতেন না; পূর্ব্বজন্মকৃত কোন কর্ম্মবশেই বোধিসত্ত্বও এইরূপ কদাকার হইয়াছিলেন। পুরাকালে নাকি বারাণসী নগরের দ্বারসন্নিহিত কোন গ্রামে উপরিভাগের ও নিম্নভাগের দুইটী বর্ত্মের ধারে দুইটী ভদ্র পরিবার বাস করিতেন। এক পরিবারে দুইটী পুত্র এবং এক পরিবারে একটী কন্যা জন্মিয়াছিল। পুত্রদ্বয়ের মধ্যে বোধিসত্ত্ব ছিলেন ছোট। ঐ কন্যাটীর সহিত বোধিসত্ত্বের অগ্রজের বিবাহ হইয়াছিল; বোধিসত্ত্ব অবিবাহিত অবস্থায় তাঁহার অগ্রজের সহিত বাস করিতেন। এক দিন এই বাড়ীতে অতি রসযুক্ত পিষ্টক পাক হইয়াছিল। বোধিসত্ত্ব তখন বনে গিয়াছিলেন। পরিবারের লোকে তাঁহার জন্য এক খানি পিষ্টক রাখিয়া অবশিষ্ট সমস্ত ভাগ করিয়া খাইয়াছিল। ঐ সময় এক জন প্রত্যেকবুদ্ধ ভিক্ষার জন্য দ্বারদেশে উপস্থিত হইলে বোধিসত্ত্বের ভ্রাতৃজায়া সেই পিষ্টকখানি তাঁহাকে দান করিয়াছিলেন—তিনি ভাবিয়াছিলেন, দেবরের জন্য অন্য পিষ্টক পাক করিব। ঠিক ঐ সময়ে বোধিসত্ত্ব বন হইতে ফিরিয়াছিলেন। বোধিসত্ত্বের ভ্রাতৃজায়া বলিয়াছিলেন, "ঠাকুর পো, ব্যাজার হইও না, তোমার ভাগ প্রত্যেকবুদ্ধকে দিয়াছি।" ইহার উত্তরে বোধিসত্ত্ব বলিয়াছিলেন, "নিজের ভাগ খাইলে, আমার ভাগ দান করিলে! আরও কি না করিবে?" তিনি ক্রোধবশে প্রত্যেকবুদ্ধের পাত্র হইতে পিষ্টক তুলিয়া লইয়াছিলেন। ইহার পর উক্ত রমণী মাতার গৃহ হইতে সদ্যোজাত চম্পকপুষ্পবর্ণাভ ঘৃত আনয়ন করিয়া প্রত্যেকবুদ্ধের পাত্র পূর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন।

* অথবা 'নিতান্ত বালক ছিলেন বলিয়া।' 'অদায়া হয়নে' ও 'হারকতাথেন', এই দুই পাঠ দেখা যায়।

ঐ ঘৃত হইতে আভা নিঃসৃত হইয়াছিল; ইহা দেখিয়া উক্ত রমণী প্রার্থনা করিয়াছিলেন, "ভদন্ত, আমি যেখানেই জন্মান্তর লাভ করি না কেন, আমার শরীর হইতে যেন আভা নির্গত হয়; আমি যেন পরমসুন্দরী হই; আর এই রূপ দুষ্টলোকের সঙ্গে যেন আমাকে এক স্থানে থাকিতে না হয়।" পূর্ব্বজন্মকৃত এই প্রার্থনার বলে প্রভাবতী বোধিসত্ত্বকে এখন পতিরূপে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন না। বোধিসত্ত্বও সেই পিষ্টকখানি পুনর্ব্বার প্রত্যেক-বুদ্ধের পাত্রে নিক্ষিপ্ত করিবার কালে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, "ভদন্ত, এই রমণী শতযোজন দূরে থাকিলেও আমি যেন ইহাকে আনয়ন করিয়া আমার পাদচারিকা করিতে পারি।" তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া পিষ্টক গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া সেই পূর্ব্বকর্ম্মফলে এ জন্মে এমন কদাকার হইয়াছিলেন।]

প্রভাবতী প্রস্থান করিলে কুশ রাজা এমন শোকাভিভূত হইলেন যে, তাঁহার অন্য পত্নীরা নানাপ্রকার পরিচর্য্যা করিয়াও তাঁহার মুখের দিকে তাকাইতে পারিলেন না। প্রভাবতী বিনা রাজভবন তাঁহার নিকট শূন্য বলিয়া প্রতীয়মান হইল। প্রভাবতী এতক্ষণে শাকলনগরে পৌঁছিয়াছেন, ইহা মনে করিয়া তিনি প্রত্যূষে জননীর নিকটে গিয়া বলিলেন, "মা, আমি প্রভাবতীকে আনিব। আমার অনুপস্থিতি-কালে তুমি এই রাজ্য শাসন কর।

১। পঞ্চরাজচিহ্নযুক্ত, সর্ব্বকাম্যদ্রব্যোপেত,
ধনরাহনাদি পূর্ণ এ রাজ্য এখন
সমর্পিনু হস্তে তব; *কর, মা, শাসন।
প্রভাবতী অতি প্রিয়া; হইতেছে দগ্ধ হিয়া
বিরহে তাহার; তাই করিব গমন
যেখানে তাহার আমি পাব দরশন।"

মহাসত্ত্বের কথা শুনিয়া শীলবতী বলিলেন, "বেশ, যাও, কিন্তু সাবধান থাকিবে। রমণীরা শুদ্ধাশয়া নহে।" অনন্তর একটী সুবর্ণপাত্র নানাবিধ উৎকৃষ্ট রসযুক্ত খাদ্যে পূর্ণ করিয়া তিনি পুত্রের হস্তে দিয়া বলিলেন, "পথে এই সমস্ত দ্রব্য ভোজন করিও।" মহাসত্ত্ব উহা গ্রহণ করিয়া মাতাকে প্রণাম ও তিনবার প্রদক্ষিণ করিলেন এবং "যদি বাঁচিয়া থাকি ত আবার দেখা হইবে," ইহা বলিয়া শয়নকক্ষে প্রবেশপূর্ব্বক পঞ্চবিধ আয়ুধ গ্রহণ করিলেন, একটা থলির মধ্যে ভোজনপাত্রসহ সহস্র কার্ষাপণ পুরিলেন এবং এই সমস্ত ও কোকনদ বীণাটী লইয়া নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তিনি মহাবল ও মহাবীর্য্যবান্ ছিলেন; মধ্যাহ্ন অতীত হইতে না হইতে তিনি পঞ্চাশ যোজন অতিক্রম করিলেন; অনন্তর অন্ন আহার করিয়া অবশিষ্ট দিবাভাগে আরও পঞ্চাশ যোজন গেলেন। এইরূপে এক দিনেই শতযোজন চলিয়া তিনি সন্ধ্যাকালে স্নান করিলেন এবং শাকল নগরে প্রবেশ করিলেন।

মহাসত্ত্ব নগরে প্রবেশ করিবামাত্র তাঁহার তেজে প্রভাবতী শয্যোপরি তিষ্ঠিতে পারিলেন না; তিনি শয্যা হইতে অবতরণপূর্ব্বক ভূতলে শয়ন করিলেন। বোধিসত্ত্ব পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে রাস্তা দিয়া যাইতে দেখিয়া এক রমণী ডাকিয়া নিজের গৃহে লইয়া গেল এবং তাঁহাকে বসাইয়া ও তাঁহার পা ধুইয়া দিয়া শয়নের ব্যবস্থা করিয়া দিল। তিনি নিদ্রিত হইলে সে অন্ন প্রস্তুত করিল এবং তাঁহাকে জাগাইয়া উহা খাওয়াইল। ইহাতে পরিতুষ্ট হইয়া মহাসত্ত্ব তাহাকে সেই সুবর্ণপাত্রসহ সহস্র কার্ষাপণ দান করিলেন। তাঁহার পঞ্চবিধ আয়ুধও তিনি ঐ রমণীর গৃহে রাখিয়া দিলেন এবং

* টীকাকার বলেন, কোন পুরুষের হাতে শাসনভার দিলে পুনর্ব্বার রাজ্য গ্রহণ করা অযুক্ত, এই জন্য কুশ পিতা ও সহোদরকে শাসনক্ষমতা না দিয়া শীলবতীকেই রাজ্যশাসনে নিযুক্ত করিলেন।

'আমাকে এক যায়গায় যাইতে হইবে' বলিয়া বীণাটী লইয়া হস্তিশালায় গেলেন। সেখানে তিনি হস্তিপালকদিগকে বলিলেন, "আজ আমাকে এখানে থাকিতে দাও; আমি তোমাদিগকে গান, বাজনা শুনাইব।" হস্তিপালকেরা তাঁহাকে থাকিতে বলিলে তিনি এক পাশে গিয়া শুইলেন। অনন্তর পথক্লান্তি দূর হইলে তিনি উঠিয়া আবরণ হইতে বীণা বাহির করিলেন এবং নগরবাসী সকলেই শুনিতে পায়, এই ভাবে বাজাইতে ও গাইতে লাগিলেন। প্রভাবতী ভূতলে শুইয়াছিলেন। তিনি ঐ শব্দ শুনিয়া ভাবিলেন, 'ইহা অন্য কাহারও বীণার শব্দ নয়; নিশ্চয় কুশ রাজা আমার জন্য এখানে আসিয়াছেন।' মদ্ররাজও ঐ বীণার ঝঙ্কার শুনিতে পাইলেন এবং ভাবিলেন, 'কি মধুর বাদ্যই বাজাইতেছে! কাল লোকটাকে ডাকাইয়া আমার গন্ধর্ব্বের পদে নিযুক্ত করিব।' বোধিসত্ত্ব স্থির করিলেন, 'এ অস্থান; এখানে থাকিয়া প্রভাবতীর দর্শনলাভ হইবে না।' তিনি প্রাতঃকালেই সেখান হইতে চলিয়া গেলেন এবং পূর্ব্বদিন সন্ধ্যার সময়ে যে গৃহে ভোজন করিয়াছিলেন, সেখানে প্রাতরাশসমাপনপূর্ব্বক বীণাটী রাখিয়া রাজকুম্ভকারের গৃহে গমন করিলেন। সেখানে তিনি কুম্ভকারের অন্তেবাসিক হইলেন। তিনি এক দিনের মধ্যেই ভাণ্ডাদি-গঠনোপযোগী মৃত্তিকা আনয়ন করিয়া তাহার গৃহ পূর্ণ করিয়া বলিলেন, "আচার্য্য, আমি ভাণ্ড প্রস্তুত করিব কি?" কুম্ভকার বলিল, "বেশ ত; তুমি ভাণ্ড প্রস্তুত কর।" তখন বোধিসত্ত্ব চাকের উপর এক তাল মাটি রাখিয়া উহা ঘুরাইয়া দিলেন। তিনি এক বারমাত্র ঘুরাইলেই চাকটা মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত দ্রুতবেগে ঘুরিতে লাগিল। তিনি প্রথমে ছোট বড় বহুবিধ পাত্র গড়িলেন, তাহার পর প্রভাবতীর জন্য একটা ভাণ্ড গঠন করিলেন। উহার বহিঃপৃষ্ঠে তিনি নানারূপ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিলেন। বোধিসত্ত্বদিগের অভিপ্রায় সর্ব্বত্রই সিদ্ধি লাভ করে। কুশরাজ ইচ্ছা করিলেন যে, কেবল প্রভাবতীই যেন ঐ সকল মূর্ত্তি দেখিতে পান। তিনি ভাণ্ডগুলি শুকাইয়া ও পোড়াইয়া কুম্ভকারের গৃহ পূর্ণ করিলেন। কুম্ভকার নানাবিধ ভাণ্ড লইয়া রাজবাড়ীতে গেল। রাজা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এগুলি কে গড়িয়াছে?" কুম্ভকার বলিল, "আমি গড়িয়াছি, মহারাজ।" "আমি বেশ জানি, তুমি এ সব গড় নাই; সত্য বল, কে গড়িয়াছে?" "আমার অন্তেবাসী গড়িয়াছে, মহারাজ।" "সে তোমার অন্তেবাসী নয়; সে তোমার আচার্য্য। তুমি তাহার কাছে শিল্প শিক্ষা করিও। সে এখন হইতে আমার কন্যাদের জন্য ভাণ্ড প্রস্তুত করিবে। এই সহস্র মুদ্রা লও; তাহাকে দিবে।" ইহা বলিয়া রাজা কুম্ভকারের হস্তে সহস্র মুদ্রা দেওয়াইলেন এবং বলিলেন, "এই ক্ষুদ্র ভাণ্ডগুলি আমার মেয়েদিগকে দিয়া যাও।" কুম্ভকার কুমারীদিগের নিকট গিয়া বলিল, "মহারাজ এই ক্ষুদ্র ভাণ্ডগুলি আপনাদের খেলার জন্য পাঠাইয়াছেন।" ইহা শুনিয়া কুমারীরা তাহার নিকটে ছুটিয়া আসিলেন। মহাসত্ত্ব প্রভাবতীর জন্য যে ভাণ্ড প্রস্তুত করিয়াছিলেন, কুম্ভকার সেটী তাঁহাকেই দিল। প্রভাবতী ভাণ্ডটী লইয়া তাহার বহিঃপৃষ্ঠে নিজের ও কুব্জার ছবি দেখিয়া বুঝিলেন, কুশ রাজা ভিন্ন অন্য কেহ উহা নির্ম্মাণ করে নাই। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "আমি ইহা চাই না; যে চায়, তাহাকে দাও।" তাঁহার ভগিনীরা তাঁহার ক্রোধের ভাব বুঝিয়া পরিহাসপূর্ব্বক বলিলেন, "তুমি কি ভাবিয়াছ যে, ইহা কুশ রাজা গড়িয়াছেন? ইহা তিনি গড়েন নাই, কুম্ভকার গড়িয়াছে; তুমি ইহা লও।" কুশ রাজাই যে উহা গড়িয়াছেন এবং তিনি যে শাকল নগরে আসিয়াছেন, প্রভাবতী

ভগিনীদিগকে এ কথা বলিলেন না। কুম্ভকার গৃহে ফিরিয়া বোধিসত্ত্বের হস্তে রাজদত্ত সহস্র মুদ্রা দিয়া বলিল, "বাপু, রাজা তোমার উপর বড় খুসী হইয়াছেন। এখন হইতে তোমাকে রাজকন্যাদের জন্য খেলনা গড়িতে হইবে। আমি সেগুলি তাঁহাদের কাছে লইয়া যাইব।" মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, "এখানে থাকিলেও প্রভাবতীর দেখা পাইব না।" তিনি কুম্ভকারকেই ঐ সহস্র মুদ্রা দান করিলেন এবং রাজভৃত্য এক নলকারের নিকটে গিয়া তাহার অন্তেবাসী হইলেন। সেখানে তিনি প্রভাবতীর জন্য একখানি তালবৃন্ত প্রস্তুত করিলেন এবং তাহাতে একটী শ্বেতচ্ছত্র অঙ্কিত করিয়া আপানভূমিকে বস্তুরূপে * কল্পনা করিয়া সেখানে অন্যান্য ছবির সহিত প্রভাবতীর দণ্ডায়মানা মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিলেন। নলকার এই তালবৃন্ত এবং মহাসত্ত্ব-নির্ম্মিত আরও অনেক দ্রব্য লইয়া রাজবাড়ীতে গেল। রাজা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এ সব কে প্রস্তুত করিয়াছে?' অনন্তর পূর্ব্ববৎ তাহাকেও সহস্র মুদ্রা দিয়া বলিলেন, "এই সব বাঁশের খেলনা আমার মেয়েদিগকে দাও গিয়া।" বোধিসত্ত্ব প্রভাবতীর জন্য যে তালবৃন্ত নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, নলকার সেখানি তাঁহাকেই দিল। তালবৃন্তের মূর্ত্তিগুলিও অন্যের দৃষ্টির অগোচর ছিল; প্রভাবতী কিন্তু সেগুলি দেখিয়াই বুঝিলেন, কুশ রাজাই ঐ তালবৃন্ত নির্ম্মাণ করিয়াছেন। "যার ইচ্ছা হয়, সে লউক' ইহা বলিয়া তিনি ক্রোধসহকারে উহা ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। ইহা দেখিয়া তাঁহার ভগিনীরা পূর্ব্ববৎ পরিহাস করিলেন। নলকার গৃহে গিয়া বোধিসত্ত্বকে সেই সহস্র মুদ্রা দিল। বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, ইহাও আমার বাসের পক্ষে প্রকৃষ্ট স্থান নয়। তিনি নলকারকেই সেই সহস্র মুদ্রা দান করিলেন এবং রাজমালাকারের নিকটে গিয়া তাহার অন্তেবাসী হইলেন। তিনি নানাবিধ মালা গাঁথিয়া প্রভাবতীর জন্য একটী বড় মালা গাঁথিলেন, এবং তাহাতে নানারূপ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিলেন। মালাকার মালাগুলি লইয়া রাজভবনে গেল। রাজা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে গাঁথিয়াছে?" মালাকার বলিল, "আমি গাঁথিয়াছি, মহারাজ।" "তুই যে গাঁথিস্ নাই, তা আমি বেশ জানি। সত্য বল, কে গাঁথিয়াছে?" "আমার অন্তেবাসী গাঁথিয়াছে।" "সে তোর অন্তেবাসী নয়; সে তোর আচার্য্য। তাহার কাছে এখন শিল্প শিক্ষা করিস্। সে এখন হইতে আমার মেয়েদের জন্য মালা গাঁথিবে। তাহাকে এই সহস্র মুদ্রা দিস্।" ইহা বলিয়া রাজা তাহার হস্তে সহস্র মুদ্রা দিলেন এবং বলিলেন, "এই মালাগুলি আমার মেয়েদিগকে দিয়া যা।" বোধিসত্ত্ব প্রভাবতীর জন্য যে বড় মালাটী গাঁথিয়াছিলেন, মালাকার সেটী প্রভাবতীকেই দিল। তিনি উহাতেও নিজের ও কুশের প্রতিমূর্ত্তির সহিত আরও নানা প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন এবং মালাটী ছুঁড়িয়া ফেলিলেন। ইহা দেখিয়া তাঁহার ভগিনীরা পূর্ব্ববৎ পরিহাস করিলেন। মালাকার রাজদত্ত সহস্র মুদ্রা লইয়া গিয়া বোধিসত্ত্বকে দিল এবং যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সমস্ত জানাইল। বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, মালাকারের গৃহও তাঁহার বাসের উপযোগী নহে। তিনি ঐ সহস্র মুদ্রা তাহাকে দিয়া রাজার সূপকারের নিকটে গেলেন এবং তাহার অন্তেবাসী হইলেন। এক দিন সূপকার রাজার জন্য নানারূপ ভোজ্যদ্রব্য লইবার সময়ে নিজের আহারার্থ বোধিসত্ত্বকে একখণ্ড মাংসযুক্ত অস্থি পাক করিতে দিয়া গেল। বোধিসত্ত্ব উহা এমন সুন্দররূপে পাক করিলেন যে, উহার গন্ধে সমস্ত নগর আমোদিত হইল। রাজা ঘ্রাণ পাইয়া

* বস্তু—প্রতিপাদ্য বিষয়।

সূপকারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'পাকশালায় আরও মাংস পাক করিতেছ কি?' "মাংস ত নাই, মহারাজ। তবে আমার অন্তেবাসীকে একখণ্ড মাংসযুক্ত অস্থি দিয়াছিলাম। এ, বোধ হয়, তাহারই গন্ধ।" রাজা উহা আনাইলেন এবং উহার এক টুকরা জিহ্বাগ্রে দিলেন। অমনি তাঁহার দেহস্থ সপ্তসহস্র রসগ্রাহী স্নায়ু অপূর্ব্ব স্বাদ পাইয়া উত্তেজিত ও স্পন্দিত হইল। তিনি সুস্বাদের লোভে এমন মুগ্ধ হইলেন যে, সূপকারকে সহস্র মুদ্রা দিয়া বলিলেন, "এখন হইতে তোমার অন্তেবাসী দ্বারা আমার ও আমার মেয়েদের খাদ্য পাক করাইবে। আমার খাদ্য আনিয়া তুমি পরিবেষণ করিবে; তোমার অন্তেবাসী আমার মেয়েদের নিকট খাদ্য লইয়া যাইবে।" সূপকার গিয়া বোধিসত্ত্বকে এই আদেশ জানাইল। বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, 'এতদিনে আমার মনোরথ সিদ্ধ হইল; এখন আমি প্রভাবতীর দর্শন লাভ করিব।' তিনি তুষ্ট হইয়া সেই সহস্র মুদ্রা সূপকারকেই দান করিলেন এবং পরদিন খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিয়া রাজার ভোজ্যপাত্রসমূহ প্রেরণপূর্ব্বক নিজে রাজকন্যাদিগের ভোজ্যদ্রব্য বাঁকে তুলিয়া প্রভাবতীর প্রাসাদে আরোহণ করিলেন। তিনি বাঁক ঘাড়ে করিয়া উঠিতেছেন দেখিয়া প্রভাবতী ভাবিলেন, 'এই লোকটী নিজের অনুপযুক্ত দাসভৃত্যাদির কর্ম্ম করিতেছে। আমি যদি এখন নীরব থাকি, তাহা হইলে এ মনে করিবে যে, আমি বুঝি ইহাকে পছন্দ করিয়াছি; তখন এ আর অন্য কোথাও যাইবে না; এখানে বাস করিয়াই আমার দিকে তাকাইতে থাকিবে। অতএব এখনই ইহাকে এমন ভাবে গালি দিব ও দুর্ব্বাক্য বলিব যে, মুহূর্ত্তকালও ইহাকে এখানে তিষ্ঠিতে দিব না; এ পলাইয়া যাইবে।' ইহা স্থির করিয়া তিনি দ্বারটী অর্দ্ধোন্মুক্ত করিয়া এক হস্ত কবাটে রাখিয়া এবং অপর হস্তে অর্গল ঠেকিয়া ধরিয়া দ্বিতীয় গাথা বলিলেন:

২। দিনমানে, রাত্রিকালে, নিশীথ সময়ে
এ ভার বহন তব পক্ষে অসঙ্গত।
যাও শীঘ্র ফিরি, কুশ, কুশাবতী ধামে।
অতি কদাকার তুমি; উপস্থিতি তব
এখানে না ইচ্ছা করি মুহূর্ত্তের তরে।

প্রভাবতী তাঁহার সঙ্গে কথা বলিলেন, ইহাতে মহাসত্ত্ব অতি সন্তুষ্ট হইলেন এবং তিনটী গাথায় নিজের মনোভাব জানাইলেন: -

৩। কুশাবতী ধামে আমি ফিরিব না আর; প্রলুব্ধ হয়েছি, ধনি, রূপেতে তোমার।
মদ্ররাজধানী এই অতি মনোহর; এখানেই সুখে আমি রব নিরন্তর:
ত্যজি নিজ রাজ্য, তব রূপ নিরীক্ষণ করিব আনন্দে আমি ভরি দুনয়ন।
৪। প্রলুব্ধ হয়েছি, ধনি, রূপেতে তোমার; কামবশে ঘটিয়াছে বুদ্ধির বিকার।
হয়েছি উন্মত্ত আমি, কুরঙ্গনয়নে; ঘুরিতেছি দেশে দেশে তোমারই কারণে।
কোথা মোর দেশ, আসিয়াছি কোথা হ'তে জানিলেও ইচ্ছা আর নাই ফিরে যেতে।
৫। পরিহিত বস্ত্র তব সুবর্ণে খচিত; হেমমেখলায় চারু নিতম্ব শোভিত।
সুশ্রোণি, তোমারই আমি ভালবাসা চাই; রাজ্যে ও ঐশ্বর্য্যে মোর প্রয়োজন নাই।

মহাসত্ত্ব এইরূপ বলিলে প্রভাবতী ভাবিলেন, 'অনুতাপ জন্মাইবার অভিপ্রায়ে ইহাকে কত ধিক্কার দিলাম, অথচ এ আমার মনস্তুষ্টির জন্যই কথা বলিতেছে; 'আমি কুশরাজা,' ইহা বলিয়া যদি এ আমার হাত ধরে, তবে কে ইহাকে বারণ করিবে? যদি কেহ আমাদের

এই কথাবার্ত্তা শুনিতে পায়, তবেই বা কি হইবে?" এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি দরজা বন্ধ করিলেন এবং খিল লাগাইয়া ভিতরে রহিলেন। মহাসত্ত্ব ভোজ্যদ্রব্যের বাঁক আনিয়া অন্য রাজকন্যাদিগকে খাওয়াইলেন। প্রভাবতী কুব্জাকে বলিলেন, "কুশরাজা যে খাদ্য প্রস্তুত করিয়াছেন, তুমি গিয়া তাহা লইয়া এস।" কুব্জা উহা আনিয়া বলিল, "খাও।" 'কুশরাজা যাহা রান্ধিয়াছেন, আমি তাহা খাইব না। উহা তুমি খাও; তুমি নিজে যে চাল পাইয়াছ, তাহা পাক করিয়া আন। কুশরাজা যে এখানে আসিয়াছেন, এ কথা কাহাকেও বলিও না।" ইহার পর কুব্জা প্রভাবতীর অংশ আনিয়া নিজে খাইতে লাগিল; নিজে যে খাদ্য পাইত, তাহা প্রভাবতীকে দিতে লাগিল। কাজেই কুশ রাজা প্রভাবতীকে দেখিবার আর সুযোগ পাইলেন না। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, 'আমার প্রতি প্রভাবতীর মনে স্নেহ আছে কি না আছে, পরীক্ষা করা যাউক।' এই উদ্দেশ্যে, এক দিন রাজকন্যাদিগের ভোজন সমাপন করিয়া তিনি ভোজ্য দ্রব্যের বাঁক লইয়া বাহির হইবার কালে প্রভাবতীর গৃহদ্বারের নিকট গিয়া ভূতলে পদাঘাত করিলেন এবং ভোজনপাত্রগুলি ঝনাৎকারে ফেলিয়া দিয়া, গোংড়াইতে গোংড়াইতে অজ্ঞানবৎ উবুড় হইয়া পড়িয়া গেলেন। তাঁহার গোংড়ানি শুনিয়া প্রভাবতী দ্বার খুলিলেন এবং তিনি বাঁকের নীচে পড়িয়া আছেন দেখিয়া ভাবিলেন, 'এই রাজা জম্বুদ্বীপের সকল রাজার অগ্রগণ্য; অথচ আমার নিমিত্ত দিবারাত্র কষ্টভোগ করিতেছেন। ইঁহার সুকুমার দেহ এখন বাঁকে চাপা পড়িয়াছে! ইনি বাঁচিয়া আছেন ত?' তিনি তৎক্ষণাৎ প্রকোষ্ঠের বাহিরে আসিলেন এবং বোধিসত্ত্ব নিঃশ্বাস ফেলিতেছেন কি না, জানিবার জন্য গ্রীবা প্রসারণপূর্ব্বক তাঁহার মুখ দেখিতে লাগিলেন। তখন মহাসত্ত্ব এক মুখ থুথু আনিয়া তাঁহার মুখের উপর নিক্ষেপ করিলেন। ইহাতে প্রভাবতী তাঁহাকে গালি দিলেন এবং কক্ষে প্রবেশ করিয়া অর্দ্ধোন্মুক্ত দ্বারের অন্তরালে থাকিয়া বলিলেন:—

৬। না করে তোমার ইচ্ছা পাইতে যে জন, ইচ্ছা যদি কর তারে পাইতে, রাজন্,
হবে না মঙ্গল কভু। পাও পেতে তারে, চায় না যে কোন কালে পাইতে তোমারে।
কুৎসিত যে, লভিবে সে ভার্য্যা রূপবতী! বিচারিয়া দেখ ইহা অসম্ভব অতি।

প্রভাবতীর প্রতি একান্ত অনুরাগবশতঃ, তিরস্কৃত ও ভর্ৎসিত হইয়াও, মহাসত্ত্ব ক্রুদ্ধ হইলেন না; তিনি বলিলেন,

৭। চায় বা না চায়, ইহা না বিচারি মনে, প্রিয় যাহা, ছুটে লোক তার অন্বেষণে;
ধন্য সেই, প্রিয় লাভ করে যেই জন; অলাভে অশেষ দুঃখে দগ্ধ হয় মন।*

মহাসত্ত্বের এই উত্তর শুনিয়াও প্রভাবতীর মন নরম হইল না। তিনি মহাসত্ত্বকে তাড়াইবার উদ্দেশ্যে দৃঢ়ভাবে বলিলেন,

৮। কর্ণিকারযষ্টি দিয়া করিছ খনন কঠিন পাষাণ তুমি, বল কি কারণ?
জাল দিয়া চাও তুমি বান্ধিতে বাতাস; তোমায় চায়না, তারে পেতে কর আশ!

---

*তুঃ—ভালবাসিবে বলে ভালবাসিনে,
আমার স্বভাব এই তোমা বই আর জানিনে।
সুধামুখে মধুর হাসি দেখ্‌তে বড় ভালবাসি,
তাই তোমারে দেখ্‌তে আসি, দেখা দিতে আসিনে!
রামনিধি বসু।

ইহার উত্তরে কুশরাজা তিনটী গাথা বলিলেন :—

৯। সত্যই পাষাণ দিয়া বিধি নিরদয় গঠিলেন, সুলক্ষণে, তোমার হৃদয়।
রাজ্যান্তর হতে হেথা করি আগমন না লভিনু তব ঠাঁই প্রীতি-সম্ভাষণ।

১০। ভ্রূকুটিকুটিলনেত্রে যদি নিরীক্ষণ কর মোরে, রাজপুত্রি, তুমি অনুক্ষণ,
মদ্ররাজ-অন্তঃপুরে হয়ে সুপকার করিব যাপন, ভদ্রে, জীবন আমার।

১১। কিন্তু যদি স্মিতমুখে চাও মোর পানে, সুপকারবেশে আর না রব এখানে,
হইব তখন রাজা—জানিবে সকলে আমি সেই কুশ রাজা খ্যাত ধরাতলে।

প্রভাবতী দেখিলেন, কুশ রাজা নিতান্ত নাছোড়ভাবে কথা বলিতেছেন। তিনি তাঁহাকে মিথ্যা কথা শুনাইয়া তাড়াইবার উদ্দেশ্যে বলিলেন,

১২। দৈবজ্ঞগণের বাণী সত্য যদি হয়, কুশ, তুমি পতি মোর হবে না নিশ্চয়।
সপ্তধা খণ্ডিত যদি হয় মম কায়, তবু না বরিব আমি পতিত্বে তোমায়।

রাজা ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, "ভদ্রে, আমিও আমার রাজ্যের দৈবজ্ঞদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম; তাঁহারা গণিয়া বলিয়াছেন, সিংহনাদ কুশ ভিন্ন অন্য কেহ তোমার পতি হইবে না। আমিও নিজে আত্মজ্ঞান-প্রদর্শিত নিমিত্তসমূহ দেখিয়া তাহাই বলিতেছি।

১৩। অন্যের, আমার আর ভবিষ্যতী বাণী সত্য যদি হয়, তবে তুমি পাটরাণী
সিংহনাদ কুশ ভিন্ন অপর কাহার হবে না, হবে না কভু, জানিয়াছি সার।"

ইহা শুনিয়া প্রভাবতী ভাবিলেন, 'আমি কিছুতেই ইহাকে লজ্জা দিতে পারিতেছি না। এ পলাইয়া যাউক বা না যাউক, তাহাতে আমার ক্ষতিবৃদ্ধি কি?' তিনি এইরূপ চিন্তা করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন; নিজে আর দেখা দিলেন না। মহাসত্ত্বও বাঁক ঘাড়ে করিয়া নামিলেন। এই সময় হইতে তিনি আর প্রভাবতীর দর্শন লাভ করিলেন না। তিনি পাচকের কাজ করিতে করিতে নিতান্ত ক্লান্ত হইলেন। তিনি প্রাতরাশান্তে কাঠ চিরিতেন, বাসন ধুইতেন, বাঁকে করিয়া জল আনিতেন, শুইতে হইলে শস্যের গাদার উপর শুইতেন, ভোরে উঠিয়া যবাগূ ইত্যাদি পাক করিতেন, তাহা পরিবেষণের জন্য লইয়া যাইতেন, রাজকন্যাদিগকে খাওয়াইতেন। প্রভাবতীর প্রতি অনুরাগবশতঃ তিনি এত কষ্ট স্বীকার করিতেন। এক দিন কুব্জাকে পাকশালার দরজার নিকট দিয়া যাইতে দেখিয়া তিনি তাহাকে ডাকিলেন। সে প্রভাবতীর ভয়ে তাঁহার নিকটে যাইতে সাহস করিল না; তাহার যেন কতই তাড়া আছে, এই ভাবে চলিতে লাগিল। তখন মহাসত্ত্ব ছুটিয়া তাহার নিকটে গিয়া বলিলেন, "কুব্জে!" সে ফিরিয়া দাঁড়াইল, এবং বলিল, "কে তুমি? আমি তোমার কোন কথা শুনিব না।" মহাসত্ত্ব বলিলেন "তুমি ও তোমার মনিব, দুই জনেই বড় একগুঁয়ে। এতকাল তোমাদের কাছে আছি; তোমরা ভাল আছ কি না, এ খবরটা পর্য্যন্ত পাই না।" "আমাকে কি দিবে বল।" "যদি দেই, তবে তুমি আমার প্রতি প্রভাবতীর মন নরম করিয়া তাহাকে আমায় দেখাতে পারবে ত?" "ঠিক পারব" বলিয়া সে সম্মতি জানাইল। তখন মহাসত্ত্ব বলিলেন, "যদি তুমি প্রভাবতীকে আমায় দেখাইতে পার, তবে আমি কুঁজ ভাল করিয়া তোমাকে সোজা করিব এবং গলায় পরিবার গহনা দিব।" কুব্জাকে প্রলোভন দেখাইয়া মহাসত্ত্ব পাঁচটী গাথা বলিলেন :—

১৪।	নিষ্কে* হেমবতী, কুব্জে,	করিব তোমার গ্রীবা,	গৃহে ফিরি যাইব যখন,
	করিকরোপম-উরু	প্রভাবতী যদি মোরে	প্রীতিভরে করে নিরীক্ষণ।
১৫।	নিষ্কে হেমবতী, কুব্জে,	করিব তোমার গ্রীবা	গৃহে ফিরি যাইব যখন,
	করিকরোপম-উরু	প্রভাবতী যদি করে	মোর সনে প্রীতিসম্ভাষণ।
১৬।	নিষ্কে হেমবতী, কুব্জে,	করিব তোমার গ্রীবা,	গৃহে ফিরি যাইব যখন,
	করিকরোপম-উরু	প্রভাবতী যদি মোরে	স্মিতমুখে করে নিরীক্ষণ।
১৭।	নিষ্কে হেমবতী, কুব্জে,	করিব তোমার গ্রীবা,	গৃহে ফিরি যাইব যখন,
	করিকরোপম-উরু	প্রভাবতী হাসে যদি	পাইয়া আমার দরশন।
১৮।	নিষ্কে হেমবতী, কুব্জে,	করিব তোমার গ্রীবা,	গৃহে ফিরি যাইব যখন,
	করিকরোপম-উরু	প্রভাবতী যদি করে	হস্তে মোর অঙ্গ পরশন

রাজার কথা শুনিয়া কুব্জা বলিল, "মহারাজ, আপনি যান, আমি কয়েক দিনের মধ্যেই প্রভাবতীকে আপনার বশ করিব। আমার কি ক্ষমতা, দেখুন।" অনন্তর কুব্জা নিজের কর্ত্তব্য স্থির করিল এবং প্রভাবতীর নিকটে গিয়া তাহার ঘর ঝাঁট দিতে আরম্ভ করিল, পায়ে লাগিতে পারে এমন একটা কাঁকরও কোথাও রহিল না, ঘরের মধ্যে যে পাদুকা ছিল, তাহা পর্য্যন্ত বাহির করিয়া সমস্ত ঘর সুন্দররূপে পরিষ্কার করিল। অতঃপর সে দরজার গোবরাটের বাহিরে একখানি উচ্চাসন এবং প্রভাবতীর জন্য আস্তরণ পাতিয়া একখানা নিম্নাসন আনিয়া রাখিল, "আয় মা, তোর মাথার উকুন মারি" ইহা বলিয়া প্রভাবতীকে বসাইল, নিজের উরুদ্বয়ের মধ্যে তাঁহার মাথা রাখিল, উহা একটু চুলকাইয়া 'ইস্, তোর মাথায় কত উকুন" বলিতে বলিতে নিজের মাথা হইতে উকুন লইয়া প্রভাবতীর মাথায় দিতে লাগিল এবং [illegible] "দেখ, তোর মাথায় কত উকুন।" এইরূপে প্রভাবতীকে মিষ্ট কথা শুনাইয়া সে শেষে মহাসত্ত্বের গুণকীর্ত্তন পূর্ব্বক একটী গাথা বলিল :—

১৯।	কুশরাজে, রাজপুত্রি,	প্রণয়ের চিহ্ন তব	অণুমাত্র দেখিতে না পাই,
	মহাবল, পরাক্রান্ত,	বিখ্যাত ভূপতি তিনি,	কিছুরই অভাব তাঁর নাই।
	সামান্য বেতনে তবু	পাচকের কার্য্যে ব্রতী;	ভোজ্যদ্রব্য বহেন বহন
	কেবল তোমার তরে	তবু তুমি তাঁর প্রতি	এমন নিষ্ঠুর কি কারণ?

ইহাতে কুব্জার উপর প্রভাবতীর বড় ক্রোধ হইল। তখন কুব্জা গলা ধরিয়া প্রভাবতীকে ঘরের মধ্যে ঠেলিয়া দিল এবং নিজে বাহির হইয়া দরজা বন্ধ করিয়া কবাট টানিবার দড়ি† ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। প্রভাবতী তাহাকে ধরিতে না পারিয়া দ্বারমূলে থাকিয়া নিম্নলিখিত গাথায় তাহাকে গালি দিলেন :—

২০।	বড় যে আস্পর্দ্ধা তোর! বলিলি আমায়	দুর্ব্বাক্য, যা দাসীমুখে শুনা নাহি যায়।
	তীক্ষ্ণশস্ত্রে জিহ্বা তোর করি দ্বিখণ্ডিত	দিব, কুব্জে, এর আমি দণ্ড সমুচিত।

* নিষ্ক—সুবর্ণনির্ম্মিত আভরণ বিশেষ ইহা স্ত্রীলোকে গলদেশে পরিত। বোধ হয় ইহা বর্ত্তমানকালের হাঁসুলি বা চিকের ন্যায় কোন অলঙ্কার হইবে।

† মূলে 'আবিঞ্জন রজ্জু' আছে। ইহা কি বাহিরের শিকলের কাজ করিত? ইহা রাজবাড়ীর উপযুক্ত সরঞ্জামই বটে!

কুব্জা সেই রজ্জু ধরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "নিষ্পুণ্যে! দুর্ব্বিনীতে! তোর রূপে কি হইবে বল্ ত? আমরা কি তোর রূপ খাইয়া কাল কাটাইব না কি?" অতঃপর সে তেরটী গাথায় কুব্জাসুলভ কর্কশস্বরে মহাসত্ত্বের গুণ কীর্ত্তন করিল:—

২১। রূপে, কিদেহের দৈর্ঘ্যে করিওনা, প্রভাবতি, গুণের বিচার;
তিনি অতি মহাশয়, এই জ্ঞানে সম্পাদন কর প্রিয় তাঁর।
২২। রূপে, কি দেহের দৈর্ঘ্যে করিওনা, প্রভাবতি, গুণের বিচার;
তিনি মহাধনবান্, এই জ্ঞানে সম্পাদন কর প্রিয় তাঁর।
২৩। রূপে কি দেহের দৈর্ঘ্যে করিওনা, প্রভাবতি, গুণের বিচার;
তিনি মহাবলবান্ এই জ্ঞানে সম্পাদন কর প্রিয় তাঁর।
২৪। রূপে, কি দেহের দৈর্ঘ্যে করিওনা, প্রভাবতি, গুণের বিচার;
তিনি মহারাজ্যেশ্বর, এই জ্ঞানে সম্পাদন কর প্রিয় তাঁর।
২৫। রূপে, কি দেহের দৈর্ঘ্যে করিওনা, প্রভাবতি, গুণের বিচার;
রাজরাজেশ্বর তিনি, এই জ্ঞানে সম্পাদন কর প্রিয় তাঁর।
২৬। রূপে, কি দেহের দৈর্ঘ্যে করিওনা, প্রভাবতি, গুণের বিচার;
সিংহনাদ সে ভূপতি, এই জ্ঞানে সম্পাদন কর প্রিয় তাঁর।
২৭। রূপে, কি দেহের দৈর্ঘ্যে করিওনা, প্রভাবতি, গুণের বিচার;
তিনি অতি প্রিয়ভাষী, এই জ্ঞানে সম্পাদন কর প্রিয় তাঁর।
২৮। রূপে, কি দেহের দৈর্ঘ্যে করিওনা, প্রভাবতি, গুণের বিচার।
তিনি সুগম্ভীরভাষী, এই জ্ঞানে সম্পাদন কর প্রিয় তাঁর।
২৯। রূপে, কি দেহের দৈর্ঘ্যে করিওনা, প্রভাবতি, গুণের বিচার;
তিনি অতি মিষ্টভাষী, এই জ্ঞানে সম্পাদন কর প্রিয় তাঁর।
৩০। রূপে, কি দেহের দৈর্ঘ্যে করিওনা, প্রভাবতি, গুণের বিচার;
তিনি সুমধুরভাষী, এই জ্ঞানে সম্পাদন কর প্রিয় তাঁর।
৩১। রূপে, কি দেহের দৈর্ঘ্যে করিওনা, প্রভাবতি, গুণের বিচার;
শতবিদ্যাপটু তিনি এই জ্ঞানে সম্পাদন কর প্রিয় তাঁর।
৩২। রূপে, কি দেহের দৈর্ঘ্যে করিওনা, প্রভাবতি, গুণের বিচার;
তিনি ক্ষাত্রকুলাগ্রণী, এই জ্ঞানে সম্পাদন কর প্রিয় তাঁর।
৩৩। রূপে, কি দেহের দৈর্ঘ্যে করিওনা, প্রভাবতি, গুণের বিচার;
তিনি সেই কুশরাজ, এই জ্ঞানে সম্পাদন কর প্রিয় তাঁর।

ইহা শুনিয়া প্রভাবতী তর্জ্জন করিয়া বলিলেন, 'কুব্জে, তুই যে বড়ই গর্জ্জন করিতেছিস্। এক বার ধরিতে পারিলে, কে মনিব, কে দাসী বুঝাইয়া দিব।' কুব্জাও ভয় দেখাইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "তোকে রক্ষা করিতে গিয়া আমি এতদিন তোর বাপকে জানাই নাই যে, মহারাজ কুশ এখানে আসিয়াছেন। যা হবার তা হইয়াছে; আজি গিয়া তাঁহাকে এ কথা বলিতেছি।" পাছে কেহ শুনে, এই ভয়ে প্রভাবতী ক্রোধ সংবরণ করিলেন। ক্রমাগত সাত মাস কদর্য্য অন্ন খাইয়া ও কদর্য্য আসনে শুইয়া বোধিসত্ত্ব ক্লান্ত হইয়াছিলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, 'এই রমণীর দ্বারা আমার কি উপকার হইবে? এখানে সাত মাস থাকিয়া ইহার দর্শন পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারিলাম না! এ নিতান্ত নিষ্ঠুরা ও রূঢ়স্বভাবা। আমি এখন ফিরিয়া মাতাপিতার চরণ দর্শন করি গিয়া।'

এই সময়ে শক্র উল্লিখিত ঘটনার বিষয় চিন্তা করিয়া বোধিসত্ত্বের উৎকণ্ঠার কারণ বুঝিতে

পারিলেন। তিনি ভাবিলেন, 'এই রাজা সাত মাসেও প্রভাবতীর দর্শন পাইলেন না। যাহাতে ইনি প্রভাবতীকে পাইতে পারেন, তাহা করিতে হইবে।' তিনি মদ্ররাজের দূত সাজাইয়া সাত জন দেবপুত্রকে সাত জন রাজার নিকট এই সংবাদ দিলেন যে "প্রভাবতী কুশরাজকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন, আপনি আসিয়া প্রভাবতীকে গ্রহণ করুন।" তিনি প্রত্যেক রাজাকে পৃথগ্ভাবে এই সংবাদ পাঠাইলেন। রাজারা বহু অনুচর সঙ্গে লইয়া মদ্ররাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা কেহই অপর সকলের আগমনের কারণ জানিতেন না; পরে যখন "আপনি কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছেন?" এই প্রশ্ন করিয়া প্রকৃত বৃত্তান্ত বুঝিতে পারিলেন, তখন বলাবলি করিতে লাগিলেন. "মেয়ে নাকি একটী, অথচ তাহাকে দান করা হইবে সাত জনকে! দেখ ত কি অনাসৃষ্টি ব্যবহার! 'প্রভাবতীকে গ্রহণ কর' ইহা বলিয়া মদ্ররাজ আমাদিগকে পরিহাস করিতেছেন বৈ ত নয়।" অনন্তর তাঁহারা নগর পরিবেষ্টনপূর্ব্বক মদ্ররাজকে বলিয়া পাঠাইলেন, "হয় আমাদের সকলকেই প্রভাবতীকে দান কর, নয় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও।" রাজাদিগের আদেশ শুনিয়া মদ্ররাজ মহা ভয় পাইলেন, তিনি অমাত্যদিগকে আহ্বান করিয়া কি কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা করিলেন। অমাত্যেরা বলিলেন, 'মহারাজ, এই সাত জন রাজাই প্রভাবতীকে পাইবার জন্য আসিয়াছেন, যদি আমরা প্রভাবতীকে না দেই, তবে ইঁহারা প্রাকার ভেদপূর্ব্বক নগরে প্রবেশ করিবেন এবং আমাদের প্রাণনাশ করিয়া রাজ্য অধিকার করিবেন। অতএব, প্রাকার ভগ্ন হইবার পূর্ব্বেই প্রভাবতীকে প্রেরণ করা যাউক।

৩৪। এই সব গজগণ, এই রাজগণ

বর্ম্মধারী, বলদৃপ্ত, [illegible] এসে থানা
নগরের চতুর্দ্দিকে, প্রাকার ভাঙ্গিয়া
ইহাদের পশিবার পূর্ব্বেই, রাজন্,
কন্যাকে এদের ঠাঁই করুন প্রেরণ।"

ইহা শুনিয়া মদ্ররাজ ভাবিলেন, 'আমি যদি এই সকল রাজার মধ্যে কেবল এক জনের নিকট প্রভাবতীকে প্রেরণ করি, তাহা হইলে অবশিষ্ট ছয় জনও যুদ্ধ করিবেন। কাজেই আমি কেবল এক জনকে দান করিতে পারি না। জম্বুদ্বীপের মধ্যে যিনি সর্ব্বপ্রধান রাজা, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া আসিবার ফল দুর্ব্বৃত্তা এখন ভোগ করুক। আমি তাহার প্রাণবধ করিয়া এবং দেহটা সাত টুকরা করিয়া সাতজন রাজার নিকট পাঠাইব।

৩৫। বধিতে আমার যত ক্ষত্রিয় ভূপতি এসেছেন এ নগরে হয়ে ক্রুদ্ধমতি।
সপ্তধা ছেদন করি দেহটী কন্যার প্রতিজনে তাঁ-সবার দিব উপহার।'

রাজার এই প্রতিজ্ঞা নগরবাসীদিগের কর্ণগোচর হইল। পরিচারিকা গিয়া প্রভাবতীকে বলিল, "রাজা নাকি তোমাকে কাটিয়া সাত টুকরা সাত জন রাজার নিকট পাঠাইবেন।" প্রভাবতী মরণভয়ে ভীত হইয়া তখনই আসন হইতে উত্থিত হইলেন এবং ভগিনীগণ-পরিবৃতা হইয়া মাতার শয়নকক্ষে গমন করিলেন।

[এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৩৬। কৌষেয়বসন-পরা রাজপুত্রী শ্যামা *
আসন হইতে উঠি চলিলা তখন।
ঝরিল নয়ন হ'তে অশ্রুধারা বেগে;
যাইতে লাগিল অগ্রে অগ্রে দাসীগণ।]

প্রভাবতী মাতার নিকটে গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং পরিবেদন করিতে লাগিলেন :—

৩৭। রঞ্জিত বিবিধ চূর্ণে ; † প্রতিবিম্ব যার
গজদন্তময়ৎসরু-শোভিত দর্পণে
হেরি আমি প্রতিদিন, সুন্দর, সুনেত্র,
সুবিমল, সুপবিত্র সে মুখ আমার
ফেলি দিবে বনে ছুড়ি রাজারা ঘৃণায়!

৩৮। ঘনকৃষ্ণ, কুঞ্চিতাগ্র কেশরাজি মম
চন্দনের তৈলে লিপ্ত, অতি সুকোমল,
আমক শ্মশানে যবে নিক্ষিপ্ত হইবে,
গৃধ্রগণ পাদনখে টানিবে, ছিঁড়িবে।

৩৯। চন্দনের তৈলে লিপ্ত, সুকোমল লোমে
আচ্ছাদিত এই সুকুমার বাহুদ্বয়,
রঞ্জিত লোহিত বর্ণে নখরাজি যার ‡—
[illegible] হ'তে করি ছেদন নৃপতিগণ
ফেলি দিবে বনে ; বৃক করিয়া গ্রহণ
যেথা ইচ্ছা যাবে তাহা করিতে ভক্ষণ।

৪০। তালফলাকার লম্বমান স্তনদ্বয়
চন্দনের সূক্ষ্মচূর্ণে সুগন্ধ সতত ; §
শৃগাল ঝুলিবে, হায়, ধরি তাহা মুখে
ঝুলে যথা শিশুপুত্র জননীর বুকে!

৪১। সুগঠিত, সুবিশাল নিতম্ব আমার,
কাঞ্চন-মেখলা শোভে বেষ্টিয়া যাহার,—
ঘৃণাভরে রাজগণ দিবে ইহা ফেলি
বনমাঝে ; বৃকগণ করিয়া গ্রহণ
যেথা ইচ্ছা যাবে, মাগো, করিতে ভক্ষণ।

---

* 'শ্যামা' তি সুবর্ণবর্ণা'—টীকা। "শীতে সুখোষ্ণসর্বাঙ্গী গ্রীষ্মে তু সুখশীতলা, তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা সা স্ত্রী শ্যামেতি কথ্যতে।"

† মূলে 'কক্কূপনিসেবিতং' আছে। কক্কু (সংস্কৃত 'কল্ক') = মুখচূর্ণ। টীকাকার বলেন সর্ষপচূর্ণ, লবণচূর্ণ, মৃত্তিকাচূর্ণ, তিলচূর্ণ ও হরিদ্রাচূর্ণ এই পঞ্চবিধ মুখচূর্ণ।

‡ ইহাতে বোধ হয়, মুসলমানদিগের আগমনের পূর্ব্বেও 'হেনা' বা তৎসদৃশ অন্য কোন দ্রব্যদ্বারা এদেশের সীমন্তিনীরা নখ রঞ্জিত করিতেন।

§ মূলে 'কাসিকচন্দনেন নিসেবিতে' আছে। টীকাকার কাসিকচন্দনের অর্থ করিয়াছেন 'সুখুম চন্দন'। বোধ হয়, কাশীতে চন্দন পিষিয়া এক প্রকার সূক্ষ্ম চূর্ণ প্রস্তুত হইত।

৪২। শৃগাল, কুকুর, বৃক হিংস্র জন্তু আছে যত আর,
অজর অমর হবে করি মাংস প্রভার আহার।

৪৩। মাংস যদি লয়ে যান দূরাগত রাজারা সবাই,
মাগিয়া লইবে মোর অস্থিগুলি তাঁহাদের ঠাঁই।
ছোট পথ, বড় পথ* এ দুয়ের মাঝে যেই স্থান,
সেই অস্থি পোড়াইতে হয় যেন আমার শ্মশান।

৪৪। কেয়াড়ি করিয়া সেথা কর্ণিকার করিও রোপণ,
হিমাত্যয়ে পুষ্পোদ্গম হবে, মা গো, তাহাতে যখন
দেখিয়া স্মরণ করো অভাগিনী মেয়েরে তোমার,
বলিও, "এমনি ছিল সমুজ্জ্বল বরণ প্রভার।"

প্রভাবতী মরণভয়ে ভীত হইয়া মাতার নিকট এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন। এদিকে মদ্ররাজ আজ্ঞা দিলেন 'ঘাতক পরশু ও ধর্ম্মগণ্ডিকা লইয়া আসুক।' ঘাতক যে আসিয়াছে, রাজভবনের সকলেই ইহা জানিল। ঘাতক আসিয়াছে শুনিয়া প্রভাবতীর মাতা আসন হইতে উঠিয়া শোকার্ত্তমনে রাজার নিকট গমন করিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন :—

৪৫। ক্ষত্রিয়া জননী তাঁর, দেবকন্যাসমরূপবতী,
আসন হইতে উঠি চলিলেন দ্রুতবেগে অতি।
পরশু, গণ্ডিকা আদি অন্তঃপুরে হয়েছে আনীত,
দেখিয়া বিলাপ তিনি করিলেন হ'য়ে মহাভীত :—

৪৬। "সুগঠিতা, সুমধ্যমা, দুহিতারে করিতে নিধন
করিলেন মদ্ররাজ হেথা এই সব আনয়ন।
সপ্তধা ছেদন করি সুকুমার দেহখানি তার
তুষিবেন দিয়া তাহা মন সব ক্ষত্রিয় রাজার।"

রাজা মহিষীকে সান্ত্বনা দিবার জন্য বলিলেন, "দেবি, তুমি কি বলিতেছ? যিনি জম্বুদ্বীপের রাজগণের মধ্যে অগ্রগণ্য, তোমার কন্যা সেই কুশকে কদাকার দেখিয়া পরিত্যাগ করিয়াছে এবং যে পথে গিয়াছিল, তাহার পদাঙ্কগুলি বিলুপ্ত হইবার পূর্ব্বেই নিজের ললাটে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা লেখাইয়া সেই পথে ফিরিয়া আসিয়াছে। তাহার রূপের জন্য যে ঈর্ষ্যা জন্মিয়াছে, এখন তাহার ফলভোগ করুক।" রাজার কথা শুনিয়া মহিষী প্রভাবতীর নিকটে গিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন :—

৪৭। বলিলাম যাহা, বৎসে, হিতভরে, মা শুনিলি কাণে;
রক্তাক্ত শরীরে তাই যাবি আজ শমন-সদনে।

৪৮। হিতকামী, অর্থদর্শী বন্ধুবাক্য না শুনে যে জন,
ঈদৃশ, ইহারও চেয়ে ঘোর, তার ঘটে রে ব্যসন।

৪৯। কুশের আশ্রিত কোন রূপবান্ রাজার কুমারে—
বিভূষিত দেহ যার মাণিক্যখচিত হেমহারে—
বরিলে হইতি তুই জ্ঞাতিদের সম্মানভাজন;
যেতে না হইত, প্রভা, তোরে আজ শমনসদন।

---

* মূলে 'অনুপথে মহাপথ' আছে। টীকাকার 'অনুপথে' শব্দের অর্থ করিয়াছেন 'জনপদমগ্গ-মহামগ্গানং অন্তরে'।

৫০। যে রাজভবনে ভেরী বাজে অনুক্ষণ,' স্বর্ণগজগণ যথা করয়ে বৃংহণ,
তদপেক্ষা সুখকর অন্য কোন স্থান ক্ষত্রিয় নারীর পক্ষে নাই বিদ্যমান।
৫১। অশ্ব করে হ্রেষা যথা, বন্দী স্তুতি গান, তার চেয়ে নাই, ভদ্রে, সুখকর স্থান।
৫২। ময়ূরক্রৌঞ্চের রব, পিকের কূজন মুখরিত করে সদা যে রাজভবন,
তদপেক্ষা সুখকর অন্য কোন স্থান ক্ষত্রিয় নারীর পক্ষে নাই বিদ্যমান।

মহিষী এই সকল গাথায় প্রভাবতীর নিকট মনের দুঃখ ব্যক্ত করিয়া ভাবিলেন, 'হায়, আজ যদি কুশরাজা এখানে থাকিতেন, তবে এই সাত জন রাজাকে বিতাড়িত করিয়া আমার মেয়েকে দুঃখ হইতে মুক্ত করিতেন এবং তাহাকে লইয়া যাইতেন।' এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি বলিলেন,

৫৩। কোথা তুমি, অরিন্দম, পররাজ্যপ্রমর্দ্দন মহাপ্রজ্ঞাবান্,
রাজকুলশ্রেষ্ঠ কুশ! দুঃখ হ'তে আমাদের কর পরিত্রাণ।'

ইহা শুনিয়া প্রভাবতী ভাবিলেন, 'কুশের গুণকীর্ত্তন, দেখিতেছি, মায়ের মুখে ধরে না! তিনি যে এখানে থাকিয়া পাচকের কাজ করিতেছেন, মাকে এ কথা বলি।' ইহা স্থির করিয়া তিনি বলিলেন

৫৪। সেই অরিন্দম, পররাজ্যবিমর্দ্দন,
মহাপ্রাজ্ঞ কুশরাজ আছেন হেথায়;
তিনিই অরাতি সব করিয়া নিধন
সাধিবেন আমাদের রক্ষার উপায়।

প্রভাবতীর কথা শুনিয়া তাঁহার মাতা ভাবিলেন, 'আহা, মেয়ে আমার মরণভয়ে প্রলাপ করিতেছে।' তিনি বলিলেন,

৫৫। হলি কি পাগল তুই? বুদ্ধি হ'ল হত; বলিলি যা'মুখে এল নির্ব্বোধের মত!
কুশ যদি আসিতেন এ রাজধানীতে, পারিতাম না কি তাহা আমরা জানিতে?

মহিষীর কথা শুনিয়া প্রভাবতী ভাবিলেন, 'মা আমার কথা বিশ্বাস করিতেছেন না, কুশ যে এখানে আসিয়া সাত মাস বাস করিতেছেন, ইহাও জানেন না। আমি মাকে কুশরাজাকে দেখাইব।' ইহা স্থির করিয়া তিনি মাতার হাত ধরিয়া প্রাসাদবাতায়ন উন্মুক্ত করিলেন এবং হস্তপ্রসারণপূর্ব্বক কুশরাজাকে প্রদর্শন করিয়া বলিলেন,

৫৬। কুমারীর পুরীমধ্যে পাচক যে জন দৃঢ়ভাবে কচ্ছ বান্ধি করেন ধোবন
জলকুম্ভ; উনি, মা গো, কুশ মহীপতি; করিছেন মোর তরে দুঃখভোগ অতি।

কুশ নাকি ভাবিতেছিলেন, 'আজ আমার মনোরথ পূর্ণ হইবে; মরণভয়ে কাতর হইয়া প্রভাবতী আজ নিশ্চয় আমার আগমনবার্ত্তা প্রকাশ করিবে। আমি বাসনগুলি ধুইয়া সরাইয়া রাখি।' ইহা স্থির করিয়া তিনি জল আনিয়া বাসন ধুইতে লাগিলেন। এদিকে মহিষী প্রভাবতীকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন,

৫৭। বেণুকার চণ্ডালের কুলে কি জনম লভিলি, কুলদূষিকে? দাস যেই জন,
নিজের প্রণয়প্রার্থী তাহারে বলিলি! মদ্ররাজকুলে, হায়, কালী তুই দিলি!

প্রভাবতী ভাবিলেন, ইনি যে আমার জন্য এরূপভাবে বাস করিতেছেন, মা, দেখিতেছি, তাহা জানেন না।' তিনি বলিলেন

৫৮। বেণুকার চণ্ডালের কুলেতে জনম হয় নি; আমি না কুলদূষিকা কখন।
উনিই ইক্ষ্বাকুপুত্র কুশ মহাশয়; নিযুক্ত দাসের বর্ণে স্বেচ্ছায় হেথায়।
দাস বলি ও'কে কভু করিও না মনে; উঁহার কৃপায় সুখী হবে সর্ব্বজনে।

অতঃপর কুশের কীর্ত্তি বর্ণন করিয়া প্রভাবতী আবার বলিলেন:—

৫৯। বিংশতি সহস্র বিপ্র ভোজন করান নিত্য ইক্ষ্বাকুনন্দন;
হোক, মাগো, ভাল তব; দাস বলি তুচ্ছ এঁরে ভেব না কখন।
৬০। বিংশতি সহস্র গজ সদা থাকে সুসজ্জিত ইক্ষ্বাকুপুত্রের;
হোক, মাগো, ভাল তব; দাস বলি করিওনা অনাদর এঁর।
৬১। বিংশতি সহস্র অশ্ব সদা থাকে সুসজ্জিত ইক্ষ্বাকুপুত্রের,
হোক, মাগো, ভাল তব, দাস বলি করিওনা অনাদর এঁর।
৬২। বিংশতি সহস্র রথ সদা থাকে সুসজ্জিত ইক্ষ্বাকুপুত্রের;
হোক, মাগো, ভাল তব; দাস বলি করিওনা অনাদর এঁর।
৬৩। বিংশতি সহস্র বৃষ সদা থাকে সুসজ্জিত ইক্ষ্বাকুপুত্রের,
হোক, মাগো, ভাল তব; দাস বলি করিওনা অনাদর এঁর।
৬৪। বিংশতি সহস্র ধেনু সদা করে দুগ্ধ দান ইক্ষ্বাকুনন্দনে,
হোক, মাগো, ভাল তব, দাস বলি ভাবিও না তুচ্ছ হেন জনে।

প্রভাবতী এইরূপে ছয়টী গাথায় মহাসত্ত্বের কীর্ত্তি বর্ণন করিলেন। ইহা শুনিয়া তাঁহার মাতা ভাবিলেন, 'প্রভাবতী যেমন নির্ভয়ে বলিতেছে, তাহাতে, মনে হয়, ইহার কথা নিশ্চয় সত্য।' তিনি নিজে বিশ্বাস করিয়া রাজার নিকটে গেলেন এবং প্রভাবতী যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা নিবেদন করিলেন। রাজা ছুটিয়া প্রভাবতীর নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, সত্যই কি কুশরাজ এখানে আসিয়াছেন?" প্রভাবতী বলিলেন, "সত্য, বাবা। তিনি সাত মাস আপনার মেয়েদের পাচকের কাজ করিতেছেন।" প্রভাবতীর কথা বিশ্বাস না করিয়া রাজা কুব্জাকে জিজ্ঞাসা করিলেন এবং সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া কন্যাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন,

৬৫। বড়ই অন্যায়, মূঢ়ে, করিয়াছ কাজ; রয়েছেন হেথা মহাবল কুশরাজ,
মণ্ডুকের বেশে, হায়, গজেন্দ্র যেমন, একথা আমায় তুমি বলনি কখন।'

কন্যাকে এইরূপ ভর্ৎসনা করিয়া তিনি দ্রুতবেগে কুশের নিকটে গেলেন এবং অভিবাদনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে নিজের দোষ স্বীকার করিয়া বলিলেন,

৬৬। এসেছ অজ্ঞাতবেশে হেথা, রথিবর, চিনি নাই, অপরাধ ক্ষমা এবে কর।

ইহা শুনিয়া মহাসত্ত্ব বিবেচনা করিলেন, 'আমি পরুষ উত্তর দিলে ইঁহার হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ হইবে। অতএব ইঁহাকে আশ্বস্ত করিব।' ইহা স্থির করিয়া তিনি বাসনগুলির মধ্যে থাকিয়াই বলিলেন,

৬৭। ছদ্মবেশে সম্পাদন পাচকের কাজ অনুচিত মোর পক্ষে, সত্য, মহারাজ।
ইহাতে তোমার কিন্তু দোষ কিছু নাই, তুমিই প্রসন্ন হও, এই আমি চাই।

মহাসত্ত্বের মুখে এইরূপ প্রীতিসম্ভাষণ শুনিয়া রাজা প্রাসাদে আরোহণপূর্ব্বক প্রভাবতীকে আহ্বান করিয়া তাঁহা দ্বারা কুশের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করাইবার জন্য বলিলেন,

৬৮। যাও, মূঢ়ে, চাও ক্ষমা কুশরাজে করি নমস্কার ;
পাও যদি ক্ষমা তাঁর রক্ষা হবে জীবন তোমার।

পিতার আদেশ শুনিয়া প্রভাবতী ভগিনী ও পরিচারিকাদিগকে সঙ্গে লইয়া কুশরাজের নিকটে গেলেন। কুশরাজ তখনও দাসের বেশেই ছিলেন ; প্রভাবতী তাঁহার নিকটে আসিতেছেন জানিয়া ভাবিলেন, "আজ মান ভাঙ্গিয়া ইহাকে আমার পাদমূলে লুণ্ঠিত করাইব।" ইহা স্থির করিয়া, তিনি নিজে যত জল আনিয়াছিলেন, সমস্ত ঢালিয়া খলনগুল-পরিমিত স্থান মর্দ্দন করিয়া, কর্দ্দমময় করিলেন। প্রভাবতী নিকটে গিয়া তাঁহার পায়ে পড়িলেন এবং কর্দ্দমের উপর শুইয়া পড়িয়া ক্ষমা চাহিলেন।

[এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :—

৬৯। পিতার বচন শুনি দেবকন্যাসমা প্রভাবতী
মহারাজ কুশপদে শীঘ্র গিয়া করেন প্রণতি।

প্রভাবতী বলিলেন,

৭০। তোমার সংসর্গ ত্যজি বহু রাত্রি করিণাছি আমি অতিক্রম,
প্রণমি চরণে এবে ; করিও না ক্রোধ তুমি দোষ মোর ক্ষম।
৭১। করিনু প্রতিজ্ঞা সত্য দয়া করি, মহারাজ, কর হে শ্রবণ.
তোমার অপ্রিয় আর করিব না এ জীবনে আমি কদাচন।
৭২। দাসীর এ ভিক্ষা যদি দয়া করি, মহারাজ, প্রদান না কর,
এখনি বধিয়া মোরে শবটা ভূপতিগণে দিবে উপহার।

ইহা শুনিয়া কুশ ভাবিলেন, 'আমি যদি বলি যে, তোমার ভাগ্যে কি আছে না আছে, তাহা তুমিই জানিবে, তবে ইহার বুক ফাটিয়া যাইবে অতএব ইহাকে আশ্বাস দেওয়া যাউক।' ইহা স্থির করিয়া তিনি বলিলেন,

৭৩। চাহিলা কাতরস্বরে যে ভিক্ষা, কল্যাণি, তুমি, না দেওয়া কি যায় ?
নাই ক্রোধ তব প্রতি ; ত্যজ ভয়, প্রভাবতি ; রক্ষিব তোমায়।
৭৪। আমিও প্রতিজ্ঞা সত্য করিলাম, রাজপুত্রি, করগো শ্রবণ,
তোমার অপ্রিয় আর করিব না এ জীবনে আমি কদাচন।
৭৫। তোমায় যে ভাল বাসি সে হেতু, সুশ্রোণি, আমি সহিলাম এত দুঃখ হায় !
নতুবা নিহত করি বহু মদ্রকুল আমি যাইতাম লইয়া তোমায়।

দেবরাজ শক্রের পরিচারিকার ন্যায় সুন্দরী রমণীকে নিজের পরিচর্য্যা করিতে দেখিয়া কুশের মনে ক্ষত্রিয়জনোচিত গর্ব্ব জন্মিল। "কি! আমি জীবিত থাকিতে অন্যে আমার ভার্য্যাকে লইয়া যাইবে।" বলিতে বলিতে তিনি রাজাঙ্গণে সিংহের ন্যায় বিজম্ভণ করিতে লাগিলেন ; তিনি উল্লম্ফন, বাহ্বাস্ফোটন ও সিংহনাদ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "নগরবাসী সকলে জানুক যে, আমি এখানে উপস্থিত হইয়াছি। আমি এখনই বিপক্ষরাজদিগকে জীবিতাবস্থায় বন্দী করিতেছি। তোমরা রথাদি সজ্জিত কর।

৭৬। সুশিক্ষিত অশ্ব সব সুচিত্রিত রথে দ্রুবা করহ যোজন,
অরাতিবিধ্বংসে কত পরাক্রম আছে মোর দেখিবে তখন।

শত্রুদিগকে বন্দী করিবার ভার আমার থাকিল। তুমি গিয়া স্নান কর এবং অলঙ্কার পরিধান করিয়া প্রাসাদে আরোহণ কর", ইহা বলিয়া মহাসত্ত্ব প্রভাবতীকে বিদায় দিলেন। এদিকে মদ্ররাজও মহাসত্ত্বের সম্মান সৎকারার্থ অমাত্যদিগকে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা সেই পাকশালার দ্বারেই পর্দ্দা খাটাইয়া নাপিত ডাকাইলেন। নাপিত আসিয়া মহাসত্ত্বের দাড়ি কামাইল ও মাথা ধুইল, তিনি সর্ব্বালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া অমাত্যগণসহ প্রাসাদে আরোহণ করিবার ইচ্ছা করিলেন। তিনি চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক করতালি দিলেন। তিনি যে যে স্থানে দৃষ্টিপাত করিলেন, সেই সেই স্থান কাঁপিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "এখন তোমরা আমার পরাক্রম দেখ।"

[এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৭৭। মদ্ররাজ অন্তঃপুরে দেখিলা রমণীগণ কুশনরপতিরে তখন
উত্তেজিত সিংহবৎ দ্বিগুণ উৎসাহে নিত্র বাহুযুদ্ধ করিতে খোটন।

অতঃপর মদ্ররাজ মহাসত্ত্বের জন্য একটী সুসজ্জিত হস্তী পাঠাইলেন। উহা এমন ভাবে শিক্ষিত হইয়াছিল যে যুদ্ধকালে চালকের ইচ্ছামত নিশ্চল হইয়া থাকিত। * ঐ হস্তীর পৃষ্ঠোপরি শ্বেতচ্ছত্র উচ্ছ্রিত হইল; মহাসত্ত্ব হস্তিস্কন্ধে আরোহণপূর্ব্বক প্রভাবতীকে আনয়ন করিতে আদেশ দিলেন। তিনি প্রভাবতীকে নিজের পশ্চাতে বসাইলেন, চতুরঙ্গিণী সেনাপরিবৃত হইয়া পূর্ব্বদ্বার দিয়া বাহির হইলেন এবং শত্রুসেনার দিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক তিন বার সিংহনাদে বলিলেন, "আমি কুশরাজা; যাহারা প্রাণ বাঁচাইতে ইচ্ছা কর, তাহারা পেটের উপর ভর দিয়া শুইয়া পড়।" অতঃপর তিনি শত্রু মথন করিতে লাগিলেন।

[এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,—

৭৮। গজস্কন্ধে উঠিলেন কুশ নরপতি, পশ্চাতে বসেন তাঁর দেবী প্রভাবতী।
পশেন সংগ্রামে রাজা করি সিংহনাদ, শুনিয়া নৃপতি সব গণে পরমাদ।

৭৯। সিংহের গর্জ্জন শুনি অন্যমৃগগণ যেমন চৌদিকে ছুটি করে পলায়ন,
তেমনি, হুঙ্কার কুশ ছাড়িলা যখন, শুনি তাহা পলায়ন করে রাজগণ।

৮০। গজসাদি অশ্বারোহ-রথি-পত্তিগণ, শরীররক্ষক আর ছিল যতজন,
সকলে হইয়া ভীত কুশের হুঙ্কারে পলায় ভাঙ্গিয়া ব্যূহ যে দিকে যে পারে।

৮১। সংগ্রামের পুরোভাগে কুশের বিক্রম দেখিয়া দেবেন্দ্র হন অতি হৃষ্টমন।
বিরোচন নামে এক মহার্হ রতন কুশে পুরস্কার তিনি দিলেন তখন।

৮২। লভিয়া বিজয়লক্ষ্মী মণি বিরোচন মদ্রপুরে ফিরে গেলা নৃমণি তখন

---

* মূলে 'কতআনন্দ-কারণং বারণং' আছে। 'কতআনন্দকারণং' বিশেষণটী মৃদুপাণি জাতক (২৬২) প্রভৃতি আরও কয়েকটী জাতকে পাওয়া গিয়াছে।

৮৩। করিয়াছিলেন বন্দী জীবিতাবস্থায় শত্রুরাজগণে; বান্ধি শৃঙ্খলে সবায়।
শ্বশুরের হস্তে এবে করেন অর্পণ; বলেন, 'ইঁহারা, দেব, তব শত্রুগণ।

৮৪। সকলেই এঁরা এবে বশগত তব, পরাভূত হইয়াছে রণে শত্রু সব।
যাহা ইচ্ছা কর তুমি—এই শত্রুগণে দাও মুক্তি, কিংবা বধ করহ পরাণে।"

মদ্ররাজ বলিলেন,

৮৫। ইঁহারা তোমরাই শত্রু, শত্রু এঁরা নহেন আমার;
তুমি প্রভু আমাদের, ছাড়, মার, যে ইচ্ছা তোমার।

ইহা শুনিয়া মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, 'ইহাদিগকে মারিলে কি লাভ হইবে? ইহাদের আগমনও যাহাতে নিরর্থক না হয়, তাহা করা কর্ত্তব্য। মদ্ররাজের আরও সাতটী কন্যা আছেন, * তাঁহারা প্রভাবতীর অনুজা। এই রাজাদিগকে সেই সকল কন্যা সম্প্রদান করা যাউক।' ইহা স্থির করিয়া তিনি মদ্ররাজকে বলিলেন,

৮৬। এই সপ্ত কন্যা তব, শুভা, সুলক্ষণা সবে, দেবকন্যা সম রূপবতী;
একটী একটী দিয়া তোমার জামাতৃপদে বর এই সপ্ত নরপতি।

মদ্ররাজ বলিলেন,

৮৭। আমাদের, ইহাদের সকলের প্রভু তুমি; তুমি রাজগণের প্রধান,
আমার দুহিতৃগণে এই সপ্ত নৃপতিরে ইচ্ছামত কর তুমি দান।

তখন কুশ সেই সাত কন্যাকে নানা অলঙ্কারে সাজাইয়া রাজাদিগের এক এক জনকে একটী দান করিলেন।

[এই বৃত্তান্ত বিশদভাবে বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,—

৮৮। সিংহস্বর কুশরাজ করিলা তখন প্রত্যেক রাজাকে এক কন্যা সমর্পণ।
৮৯। কন্যালাভে পরিতুষ্ট রাজারা হইল, কুশের ঔদার্য্যে সবে সন্তোষ পাইল।
নবপরিণীতা ভার্য্যা সঙ্গে লয়ে তবে আপন আপন রাজ্যে ফিরি গেল সবে।
৯০। প্রভাবতী ভার্য্যা, আর মণি বিরোচন লয়ে কুশ করে কুশাবতীতে গমন।
৯১। এক রথে আরোহিয়া চলিল দুজনে, প্রবেশিল রাজপুরে হরষিত মনে।
বিরোচন মণির কি প্রভাব অদ্ভুত! বর বধূ দুই এবে তুল্যরূপযুত।
প্রভাবতী রূপবতী, কুশ রূপবান্, সৌন্দর্য্যে প্রভেদ আর নাই বিদ্যমান্!
৯২। মাতা কোলে লইলেন পুত্রকে আবার, নবদম্পতীর সুখ হইল অপার।
হইল সকল রাজ্য পূর্ণ ধনে জনে; করিলেন ভোগ দোঁহে আনন্দিত মনে।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু স্রোতাপত্তি-ফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—তখন রাজকুলের মাতা পিতা ছিলেন কুশের মাতাপিতা, আনন্দ ছিলেন কুশের অনুজ; কুব্জোত্তরা ছিলেন সেই কুব্জা, রাহুলমাতা ছিলেন প্রভাবতী; বুদ্ধশিষ্যগণ ছিলেন অন্যান্য লোক এবং আমি ছিলাম মহারাজ কুশ।

* পূর্ব্বে কিন্তু বলা হইয়াছে যে, মদ্ররাজের সর্ব্বশুদ্ধ সাতটী কন্যা ছিল। লিপিকারের অসাবধানতাবশত এই অসঙ্গতি ঘটিয়াছে।

৫৩২—শোণনন্দ-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে কোন মাতৃপোষক ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার বর্ত্তমান বস্তু শ্যাম-জাতকে (৫৪০)-কথিত বর্ত্তমান বস্তুর ন্যায়। শাস্তা বলিয়াছিলেন, "ভিক্ষুগণ, তোমরা এই ভিক্ষুর প্রতি অসন্তুষ্ট হইওনা। প্রাচীন পণ্ডিতেরা সমস্ত জম্বুদ্বীপের আধিপত্য লাভ করিবার সুযোগ পাইয়াও উহা গ্রহণ করেন নাই; মাতাপিতার পোষণেই নিরত ছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীর নাম ব্রহ্মবর্দ্ধন ছিল। সেখানে মনোজ-নামক এক ব্যক্তি রাজত্ব করিতেন। বারাণসীতে অশীতি কোটি বিভবসম্পন্ন এক ব্রাহ্মণ মহাসার অপুত্রক ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণীকে পুত্র প্রার্থনা করিতে বলিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণী পুত্র প্রার্থনা করিলে বোধিসত্ত্ব ব্রহ্মলোক ত্যাগ করিয়া তাঁহার গর্ভে জন্মান্তর গ্রহণ করিলেন। তিনি ভূমিষ্ঠ হইলে তাঁহার নাম রাখা হইল শোণকুমার। তিনি যখন পায়ে চলিতে শিখিলেন, তখন আরও এক দেবতা ব্রহ্মলোক ত্যাগ করিয়া ঐ ব্রাহ্মণীর গর্ভেই পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হইলেন। নামকরণ-দিবসে তাঁহার নাম হইল নন্দকুমার। কুমারদ্বয় বেদাধ্যয়নের পর সর্ব্বশিল্পে পারদর্শী হইলেন। তাঁহাদের রূপসম্পত্তি দেখিয়া ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ভবতি, তোমার পুত্র শোণকুমারকে গার্হস্থ্য বন্ধনে বদ্ধ করিব।' ব্রাহ্মণী "যে আজ্ঞা" বলিয়া তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং শোণকুমারকে ব্রাহ্মণের অভিপ্রায় জানাইলেন। শোণকুমার বলিলেন, "মা, আমার গৃহবাসে প্রয়োজন নাই। আমি যাবজ্জীবন তোমাদের সেবা করিব এবং তোমাদের দেহাত্যয় ঘটিলে হিমালয়ে প্রবেশপূর্ব্বক প্রব্রজ্যা লইব।" ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণকে এই কথা জানাইলেন। কিন্তু তাঁহারা দুই জনে পুনঃ পুনঃ বলিয়াও শোণকুমারের সম্মতি লাভ করিতে পারিলেন না। তখন তাঁহারা নন্দকুমারকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বাবা, তোমার অগ্রজ কিছুতেই বিবাহ করিতে চায় না; অতএব তুমি দারপরিগ্রহ করিয়া গৃহস্থ হও।" নন্দকুমার বলিলেন, 'দাদা যাহা নিষ্ঠীবনের ন্যায় ত্যাগ করিলেন, আমি তাহা মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করিব না। আমিও তোমাদের মৃত্যুর পর দাদার সঙ্গেই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব।" তখন ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী ভাবিলেন, 'ইহারা যুবক হইয়াও কাম পরিহার করিতেছে; আমাদের সকলেরই ত এজন্য আরও আগ্রহ-সহকারে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।' এই চিন্তা করিয়া তাঁহারা বলিলেন, "তোমরা আমাদের মৃত্যুর পর প্রব্রজ্যা লইবে কেন; এস, আমরা সকলেই প্রব্রজ্যা লই।" অনন্তর তাঁহারা রাজাকে জানাইয়া সমস্ত ধন ধর্ম্মার্থ উৎসর্গ করিলেন; দাসদিগকে স্বাধীনতা দিলেন,* জ্ঞাতিজনকে যাহা দান করা উচিত, তাহা দিলেন; চারিজনে এক সঙ্গে ব্রহ্মবর্দ্ধন নগর হইতে নিষ্ক্রমণপূর্ব্বক হিমালয়ে এক পঞ্চবিধপদ্ম-শোভিত সরোবরের নিকটে রমণীয় বনভূমিতে আশ্রম নির্ম্মাণ করিলেন এবং প্রব্রজ্যা লইয়া সেখানে বাস করিতে লাগিলেন। শোণ ও নন্দ, দুই সহোদরেই মাতাপিতার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা প্রাতঃকালে মাতাপিতাকে দন্তকাষ্ঠ এবং মুখ প্রক্ষালনের জল দিতেন, পর্ণশালা ও পরিবেণ সম্মার্জ্জনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে পানীয় জল দিতেন, বন হইতে মধুর ফল আনয়নপূর্ব্বক ভোজন করাইতেন, ঋতুভেদে কখনও উষ্ণ, কখনও শীতল জলে স্নান করাইতেন, তাঁহাদের জটা পরিষ্কার করিয়া দিতেন, পা টিপিতেন এবং আরও নানাপ্রকারে

* মূলে 'দাসজনং ভুজিস্সং কত্বা' আছে। ভুজিস্য = দাসত্বমুক্ত ব্যক্তি (freed or manumitted slave)।

সেবা করিতেন। এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে নন্দ ভাবিলেন, 'আমি যে ফল আনিব, তাহাই মাকে ও বাবাকে খাওয়াইব।' এই সঙ্কল্প করিয়া, তিনি পূর্ব্বদিন, কিংবা তাহারও পূর্ব্বদিন * যে সকল স্থান হইতে ফল আনয়ন করিয়াছিলেন, সেই সকল স্থান হইতে, প্রাতঃকালে সাধারণ রকমের যে ফল পাইতেন, আনয়ন করিয়া মাতাপিতাকে খাওয়াইতে লাগিলেন। বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা ঐ সকল ফল খাইয়া মুখ ধুইয়া পোষধ গ্রহণ করিতেন। শোণ পণ্ডিত দূরে গিয়া যে সকল সুপক্ক ও মধুর ফল আনিতেন, মাতাপিতাকে সেগুলি খাইতে দিতেন। তাঁহারা বলিতেন, "বাবা, তোমার ছোট ভাই যে ফল আনিয়াছিল, আমরা প্রাতঃকালে তাহা খাইয়াই পোষধ গ্রহণ করিয়াছি। এখন আর আমাদের ফলে প্রয়োজন নাই।" কাজেই শোণ পণ্ডিত যে ফল আনিতেন, তাহা কাহারও ভোগে না লাগিয়া নষ্ট হইত। প্রথমে এক দিন, তাহার পর এক দিন এইরূপে প্রতিদিনই ইহা ঘটিতে লাগিল। শোণ পণ্ডিত পঞ্চবিধ অভিজ্ঞাবলে † বহুদূরে গিয়া যে সকল ফল আহরণ করিতেন বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা সেগুলিও আহার করিতেন না। এই জন্য মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, 'আমার মাতাপিতার সুকুমার দেহ, নন্দ যে সে অপক্ক ও অর্দ্ধপক্ক বন্য ফল আনিয়া তাঁহাদিগকে খাওয়াইতেছে। এরূপ করিলে ইঁহারা বেশী দিন বাঁচিবেন না; আমার ভাইকে নিষেধ করিব।' ইহা স্থির করিয়া তিনি নন্দ পণ্ডিতকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, 'নন্দ, এখন হইতে তুমি বন্য ফল ইত্যাদি আনিবার পর আমার আগমন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিও; আমরা দুই জনে একত্র হইয়া মাকে ও বাবাকে খাওয়াইব।" শোণ এইরূপ বলিলেও নন্দ নিজেই সমস্ত পুণ্য অর্জ্জন করিবেন, এই প্রত্যাশায় সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, 'নন্দ আমার কথা না রাখিয়া অন্যায় করিতেছে; ইহাকে আশ্রম হইতে দূর করিতে হইতেছে।' তিনি একাকীই মাতাপিতার রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন, এই সঙ্কল্পে নন্দকে বলিলেন, "ভাই, তুমি উপদেশ মানিয়া চল না; পণ্ডিতজনের কথায় কর্ণপাত কর না। আমি জ্যেষ্ঠ, মাতাপিতার সেবাশুশ্রূষা আমারই কর্ত্তব্য, আমিই ইঁহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিব। তোমার এখানে বাস করা হইবে না, তুমি অন্যত্র যাও।" ইহা বলিয়া তিনি নন্দের মুখের দিকে অঙ্গুলি ছোটন করিলেন।

অগ্রজকর্ত্তৃক বিদূরিত হইয়া নন্দ আর তাঁহার সম্মুখে থাকিতে পারিলেন না, তিনি অগ্রজকে প্রণাম করিয়া মাতাপিতার নিকটে গেলেন এবং তাঁহাদিগকে অগ্রজের আদেশ জানাইয়া নিজের পর্ণশালায় প্রবেশ করিলেন। সেখানে কৃৎস্ন পর্য্যবলোকন করিয়া তিনি সেই দিনই পঞ্চ অভিজ্ঞা ও অষ্ট সমাপত্তি লাভ করিলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন, আমি সুমেরুর পাদদেশ হইতে রত্নচূর্ণ আনিয়া অগ্রজের পর্ণশালা-পরিবেণে বিকিরণপূর্ব্বক তাঁহার ক্ষমা পাইতে পারি; ইহাতে যদি তাঁহার মন নরম না হয়, তবে অনবতপ্ত হ্রদ হইতে জল আনিয়া তাঁহার ক্ষমা চাহিতে পারি, ইহাতেও যদি ক্ষমা না পাই, এবং আমার অগ্রজ দেবতাদিগের অনুরোধে ক্ষমা করিবেন এরূপ বুঝি, তবে চতুর্ম্মহারাজ এবং শক্রকে আনয়ন করিয়া তাঁহাদের দ্বারা আমাকে ক্ষমা করাইব, তাহাতেও অকৃতকার্য্য হইলে,

* মূলে 'পরমহ' আছে, সম্ভবতঃ ইহা 'পরাহ'। জাতকের কোথাও কোথাও দেখা যায়, পরাহ বলিলে কাল যে দিন হইবে, তাহার পরদিন বুঝায়। কাল', 'পরশ্ব' এবং পালি 'হিয্যো' শব্দও কখনও অতীত, কখনও ভবিষ্যৎকাল-নির্দ্দেশক।

† অভিজ্ঞা সাধারণতঃ ছয়টী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট, কিন্তু কোথাও কোথাও পঞ্চ অভিজ্ঞারও উল্লেখ দেখা যায়।

আমি জম্বুদ্বীপের রাজাগ্রগণ্য মনোজ এবং অন্যান্য রাজাদিগকে আনিয়া ক্ষমা লাভ করিব। এরূপ করিলে আমার অগ্রজের সুযশ সমস্ত জম্বুদ্বীপে পরিব্যাপ্ত হইবে; উহা চন্দ্রসূর্য্যের ন্যায় প্রকটিত হইবে।' এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ ঋদ্ধিবলে ব্রহ্মবর্দ্ধন নগরে গমনপূর্ব্বক রাজভবনের দ্বারদেশে অবতরণ করিলেন এবং রাজার নিকট সংবাদ দিলেন, 'একজন তাপস আপনার সঙ্গে দেখা করিতে চান।' রাজা ভাবিলেন, 'প্রব্রাজক আমার সঙ্গে দেখা করিয়া কি ফল পাইবে? সম্ভবতঃ আহারার্থ আসিয়াছে।' এই বিশ্বাসে তিনি দেখা না দিয়া অন্ন পাঠাইয়া দিলেন। নন্দ অন্ন গ্রহণ করিলেন না; তখন রাজা একে একে তণ্ডুল, বস্ত্র, মূল প্রভৃতি পাঠাইলেন; কিন্তু নন্দ সে সমস্ত গ্রহণ করিলেন না। পরিশেষে রাজা দূত-দ্বারা জিজ্ঞাসা করাইলেন, "কি উদ্দেশ্যে আপনি এখানে আসিয়াছেন?" নন্দ বলিলেন "আমি রাজাকে সেবা করিবার জন্য আসিয়াছি।" ইহা শুনিয়া রাজা বলিয়া পাঠাইলেন, "আমার বহু সেবক আছে। আপনি নিজের তপস্যাধর্ম্ম পালন করুন গিয়া।" নন্দ উত্তর দিলেন, "আমি আত্মবলে সমস্ত জম্বুদ্বীপের রাজত্ব গ্রহণ করিয়া তোমাদের রাজাকে দান করিব।" ইহা শুনিয়া রাজা ভাবিলেন, "প্রব্রাজকেরা না কি পণ্ডিত; হয় ত এ ব্যক্তি কোন উপায় জানে।" তিনি নন্দকে ডাকাইয়া বসিবার আসন দিলেন, এবং প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "ভদন্ত, আপনি নাকি সমস্ত জম্বুদ্বীপের রাজত্ব গ্রহণ করিয়া আমাকে দান করিবেন?" নন্দ বলিলেন, "হাঁ, মহারাজ।" "কিরূপে গ্রহণ করিবেন?" "মহারাজ, ক্ষুদ্র একটী মক্ষিকায় যে পরিমাণ পান করিতে পারে, তত টুকু রক্তও পাত না করিয়া এবং আপনার ধনের কিঞ্চিন্মাত্র অপচয় না ঘটাইয়া আমি নিজ ঋদ্ধিবলে সমস্ত জয় করিব এবং আপনাকে দিব। কালক্ষেপ না করিয়া অদ্যই আপনাকে রাজধানী হইতে নিষ্ক্রমণ করিতে হইবে।" নন্দের কথা বিশ্বাস করিয়া রাজা চতুরঙ্গিণী সেনাসহ যাত্রা করিলেন। যখন যোদ্ধারা গরম বোধ করিত, তখন নন্দ পণ্ডিত ঋদ্ধিবলে ছায়া উৎপাদন করিয়া তাহাদিগকে ঠাণ্ডা করিতেন; যখন বৃষ্টি হইত, তখন নন্দ সেনাকটকের উপর বর্ষণ হইতে দিতেন না; তিনি কাহারও গায়ে গরম বাতাস লাগিতে দিতেন না। তাঁহার ইচ্ছায় পথ হইতে পাথর, কাঠের টুকরা, কাঁটা ইত্যাদি সর্ব্ববিধ অসুবিধা অন্তর্হিত হইল; সমস্ত পথ কৃৎস্ন-মণ্ডলের* ন্যায় সমান হইল। তিনি আকাশে চর্ম্মবিস্তার-পূর্ব্বক পর্য্যঙ্কবন্ধনে আসীন হইয়া সেনার অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিলেন।

সেনাসহ এইরূপে যাইতে যাইতে তাঁহারা ক্রমে কোশল রাজ্যে প্রবেশ করিলেন এবং নগরের অবিদূরে স্কন্ধাবার স্থাপনপূর্ব্বক দূতমুখে কোশলরাজকে বলিয়া পাঠাইলেন, "হয় যুদ্ধ দিন, নয় বশ্যতা স্বীকার করুন।" কোশলরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "কি, আমি কি রাজা নই? আমি যুদ্ধই দিতেছি।" তিনি সেনা লইয়া নগরের বাহিরে আসিলেন। উভয় পক্ষের সেনা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল; নন্দ দুই সেনার মধ্যভাগে অবস্থিত হইয়া নিজে যে অজিনাসনে উপবিষ্ট ছিলেন, তাহা বর্দ্ধিত করিয়া উভয় পক্ষের নিক্ষিপ্ত শরসমূহ চর্ম্ম দ্বারা ধরিতে লাগিলেন। এই জন্য উভয় পক্ষের এক জন যোদ্ধাও শরবিদ্ধ হইল না। যখন তাহাদের হস্তস্থিত শরগুলি নিঃশেষ হইল, তখন দুই দলের লোকই নিরুপায় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তদনন্তর, নন্দ পণ্ডিত "কোন ভয় নাই, মহারাজ" এই আশ্বাস দিয়া কোশলরাজের

* পৃথিবী-কৃৎস্নে কতিপয় অঙ্গুলি ব্যাসবিশিষ্ট বৃত্তাকার মৃন্ময় চক্র ব্যবহার করিতে হয়। এখানে তাহারই প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে।

নিকট গমন করিলেন এবং বলিলেন, "মহারাজ, ভয় পাইবেন না; আপনার কোন বিপদের আশঙ্কা নাই; আপনার রাজ্য আপনারই থাকিবে; আপনি কেবল মনোজ রাজার বশ্যতা স্বীকার করুন।" ইহা শুনিয়া কোশলরাজ "যে আজ্ঞা" বলিয়া তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তখন নন্দ কোশলরাজকে মনোজের নিকটে লইয়া গিয়া বলিলেন, "মহারাজ, কোশলরাজ আপনার বশবর্ত্তী হইলেন; ইঁহার রাজ্য ইঁহারই থাকুক।" এই প্রস্তাব উত্তম বলিয়া মনোজ ইহাতে সম্মত হইলেন। তিনি কোশলরাজকে নিজের বশে আনিয়া উভয় সেনাসহ অঙ্গরাজ্যে গমন করিলেন; অঙ্গরাজ্য জয় করিয়া মগধে উপস্থিত হইলেন এবং মগধও জয় করিলেন। এইরূপে তিনি ক্রমে জম্বুদ্বীপের সমস্ত রাজাকে নিজের বশবর্ত্তী করিলেন এবং ইঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া ব্রহ্মবর্দ্ধন নগরে ফিরিয়া গেলেন। এই সকল রাজার রাজ্য জয় করিতে তাঁহার সাত বৎসর, সাত মাস, সাত দিন লাগিয়াছিল। তিনি প্রত্যেকের রাজধানী হইতে নানাপ্রকার খাদ্য ভোজ্য আনয়ন করিলেন এবং এক শত এক জন রাজার সঙ্গে সপ্তাহকাল মহাপানে প্রবৃত্ত হইলেন। নন্দ পণ্ডিত ভাবিলেন, 'রাজা সপ্তাহকাল ঐশ্বর্য্যসুখ অনুভব করিবেন; ইহা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাকে দেখা দিব না।' এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি উত্তরকুরুতে ভিক্ষাচর্য্যা করিয়া সপ্তাহকাল হিমালয়স্থ কাঞ্চনগুহাদ্বারে বাস করিলেন।

সপ্তম দিনে মনোজ নিজের বিপুল শ্রীসম্পত্তি দেখিয়া ভাবিলেন, 'এই সৌভাগ্য আমার মাতাপিতা বা অন্য কেহ দেন নাই; ইহা নন্দ তাপসের অনুগ্রহেই লাভ করিয়াছি। আজ এক সপ্তাহকাল তাঁহার দেখা পাই নাই; আমার সৌভাগ্যদাতা সেই বন্ধু নন্দ এখন কোথায়?' এইরূপে তিনি নন্দকে স্মরণ করিলেন। রাজা যে তাঁহাকে স্মরণ করিতেছেন, নন্দ তাহা জানিতে পারিলেন এবং তৎক্ষণাৎ আগমন করিয়া তাঁহার পুরোভাগে আকাশে অবস্থিতি করিলেন। মনোজ ভাবিলেন, 'আমি জানিনা, এই তপস্বী দেবতা, কি মানব; ইনি যদি মনুষ্য হন, তাহা হইলে সমস্ত জম্বুদ্বীপের আধিপত্য ইঁহাকেই প্রদান করিব; আর যদি ইনি দেবতা হন, ইঁহাকে দেবযোগ্য ভক্তিশ্রদ্ধার সহিত পূজা করিব।' তিনি প্রথম গাথায় নন্দের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন:—

> ১। দেবতা, গন্ধর্ব্ব তুমি, কিংবা শত্রু পুরন্দর,
> ঋদ্ধিমান্ নর কিংবা? কে তুমি, তাপসবর?

ইহার উত্তরে নন্দ দ্বিতীয় গাথায় আত্ম-পরিচয় দিলেন;—

> ২। দেবতা, গন্ধর্ব্ব নই, নই শক্র পুরন্দর;
> ঋদ্ধিমান্ নর বলি জেন মোরে, নৃপবর *।

ইহা শুনিয়া রাজা ভাবিলেন, 'এ ব্যক্তি মনুষ্য; ইনি আমার বহু উপকার করিয়াছেন। বহুসম্মান দ্বারা ইহাকে পরিতৃপ্ত করিব।' তিনি বলিলেন,

> ৩। করিয়াছ আমাদের বহু উপকার; হতেছিল যে সময়ে প্লাবন বর্ষার,
> দিলা না পড়িতে তুমি বিন্দুমাত্র বারি যাত্রাকালে আমাদের কা'রো শির'পরি।

* মূলে 'ভারত' আছে। ভরতের বংশধরেরা ভারত। কিন্তু পালি টীকাকার ইহার এক নূতন ব্যাখ্যা দিয়াছেন। তিনি বলেন, "রট্‌ঠভার ধারিতায় (রাজ্যভার ধারণের জন্য) নং এবং আলপি।"

৪। সুশীতল ছায়া তুমি করি উৎপাদন নিবারিলা বাতাসের উত্তাপ ভীষণ।
শত্রুমধ্যে রক্ষিলা সবায় তা'র পর ধরি নিজে, যত তারা নিক্ষেপিল শর।
৫। করিলে সমৃদ্ধিশালী রাজ্য কত শত নিজ বুদ্ধিবলে মোর করতলগত।
এক শত এক জন রাজা যে আমায় সেবে এবে, তা'ও, প্রভু, তোমারি দয়ায়।
৬। হয়েছি সন্তুষ্ট মোরা তব ব্যবহারে; কি বরপ্রদানে, বল, তুষিব তোমারে?
যা' চাও তাহাই দিব,—রম্য বাসস্থান, তুরগবাহিত রথ, কিংবা হস্তিযান।
৭। অঙ্গ, বা মগধ, কিংবা অবন্তী, অশ্বক— যে রাজ্য তোমার বল হয় আবশ্যক,
তাহাই প্রদান আমি করিব তোমায় হৃষ্টান্তঃকরণে, ইথে নাহিক সংশয়।
৮। কিংবা যদি অর্দ্ধরাজ্য মোর তুমি চাও, সর্ব্বান্তঃকরণে দান করিব তাহাও।
রাজত্বে তোমার যদি থাকে প্রয়োজন, কি চাও, বলিলে তাহা করিব অর্পণ।

নন্দ নিজের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবার জন্য বলিলেন,

৯। "রাজ্যে, ধনে, নগরে না আছে প্রয়োজন কিংবা কোন জনপদে আমার, রাজন্।

আমার প্রতি যদি আপনার স্নেহ থাকে, তবে আমার একটী অনুরোধ রক্ষা করুন:—

১০। এ রাজ্যে, অরণ্যে এক শান্ত তপোবনে, মাতা পিতা মোর বাস করেন দুজনে।
১১। সেবিতে সে বৃদ্ধ মহাগুরু দুই জন, সেবায় তাঁদের পুণ্য করিতে অর্জ্জন
পারি না ক আমি; তথাবিধ জনে তাই সঙ্গে ল'য়ে ক্ষমা পেতে যাব শোণ ঠাঁই।"

তখন রাজা বলিলেন,

১২। বলিলে যা, বিপ্র, তুমি নিশ্চয় করিব; শোণ পাশে গিয়া ক্ষমা এখনই চাহিব।
সঙ্গে মোর লব আর কোন্ কোন্ জন ক্ষমাপ্রার্থনার তরে, বল, হে ব্রাহ্মণ।

নন্দ পণ্ডিত বলিলেন,

১৩। শতাধিক জানপদ, আঢ্য বিপ্র আর, এই সব অনুগামী, রাজা, আপনার,
সুবিখ্যাত কুলে জাত যাঁরা কীর্ত্তিমান্— এই সব সঙ্গে লয়ে নিজে যদি যান
আপনি মনোজ্ঞরূপ সেই তপোবনে, যাচকের অভাব না হবে কোন ক্রমে।

ইহা শুনিয়া রাজা আদেশ দিলেন,

১৪। হস্তী, অশ্ব সুসজ্জিত কর হে সত্বর; রথিগণ, রথসব সুসজ্জিত কর;
আবশ্যক দ্রব্য যত, করহ গ্রহণ; ধ্বজদণ্ড হ'তে ধ্বজা কর উত্তোলন;
যাইব আশ্রমে আমি, কৌশিক* যেথায় আছেন প্রশান্ত ভাবে রত তপস্যায়।

১৫। চতুরঙ্গ বল ল'য়ে রাজা তা'র পর আশ্রমের অভিমুখে হন অগ্রসর।
সে আশ্রমপদ শান্ত রমণীয় অতি, যেখানে কৌশিক ঋষি করেন বসতি।

এইটী অভিসম্বুদ্ধ গাথা।

যে দিন নন্দ পণ্ডিত এইভাবে আশ্রমে উপনীত হইলেন, সেই দিন শোণ পণ্ডিত ভাবিতেছিলেন, 'আজ সাত বৎসর সাত মাস সাত দিনেরও অধিক হইল, আমার অনুজ

* শোণ, নন্দ ও তাঁহাদের পিতা কৌশিক গোত্রজ ছিলেন ইহা বুঝিতে হইবে।

এখান হইতে চলিয়া গিয়াছে, সে এখন সম্ভবতঃ কোথায় আছে ?' অনন্তর দিব্যচক্ষু দ্বারা অবলোকন করিয়া তিনি জানিতে পারিলেন, নন্দ এক শত এক জন রাজা ও চতুর্বিংশতি অক্ষৌহিণী অনুচর লইয়া তাঁহারই ক্ষমা লাভের জন্য আসিতেছেন। তিনি ভাবিলেন, 'আমার অনুজ নিশ্চয় এই সকল রাজাকে ও এই সকল লোককে অনেক অলৌকিক কার্য্য দেখাইয়াছে। ইহারা আমার অনুভাব জানেনা, ভাবিয়াছে যে আমি কূটতপস্বী, নিজের ওজন না বুঝিয়া ইহাদের গুরুর সহিত প্রতিযোগিতা করি। ইহারা আমাকে এইরূপ সগর্ব্ব ঘৃণা করিয়া নরকে যাইবার উপক্রম করিয়াছে। আমিও ইহাদিগকে ঋদ্ধিবলে অলৌকিক কিছু দেখাইব।' তিনি নিজের স্কন্ধ হইতে চতুরঙ্গুল ব্যবধানে আকাশে কাচ স্থাপন করিলেন এবং অনবতপ্ত হ্রদ হইতে জল আনিবার নিমিত্ত মনোজ্ঞ রাজার অবিদূরে আকাশপথে যাইতে লাগিলেন। তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া নন্দ পণ্ডিত নিজে দেখা দিতে সাহস করিলেন না, তিনি যেখানে বসিয়াছিলেন সেখান হইতেই অন্তর্হিত হইলেন এবং পলায়নপূর্ব্বক হিমালয়ে প্রবেশ করিলেন। মনোজ্ঞ রাজা কিন্তু শোণকে রমণীয় ঋষিবেশে আসিতে দেখিয়া বলিলেন,

১৬। কদম্বকাষ্ঠের কাচ স্কন্ধোপরি দেখা যায়
স্কন্ধের সহিত কাচ অথচ সংলগ্ন নয়;
রহিয়াছে ব্যবধান চতুরঙ্গুলি প্রমাণ,
কিরূপে রয়েছে কাচ বিনা কোন অধিষ্ঠান ?
কে তুমি আকাশপথে জল আহরণ তরে
যাইতেছ দ্রুতবেগে ? পরিচয় দাও মোরে।

ইহার উত্তরে মহাসত্ত্ব দুইটী গাথা বলিলেন :—

১৭। শোণ আমি, মহারাজ, ঋষি শীলপরায়ণ,
অতন্দ্রিত ভাবে পুষি মাতা, পিতা অনুক্ষণ।

১৮। পেয়েছি যে উপকার পূর্ব্বে তাঁহাদের ঠাঁই,
তাঁহাদের স্নেহ, দয়া, কিছু আমি ভুলি নাই;
বন হ'তে ফলমূল করি তাই আহরণ
পুষিতেছি মাতা, পিতা হইয়া একাগ্রমন।

ইহা শুনিয়া রাজা শোণের সহিত মিত্রতা করিবার উদ্দেশ্যে বলিলেন,

১৯। যেখানে কৌশিক ঋষি করেন বসতি, যেতে সেথা আমাদের ইচ্ছা বলবতী।
বল, শোণ, কোন্ পথে করিলে গমন পাইব আশ্রমে গিয়া তাঁহার দর্শন ?

মহাসত্ত্ব নিজের অনুভাববলে তৎক্ষণাৎ আশ্রমে যাইবার জন্য একটী পথ সৃষ্টি করিয়া বলিলেন,

২০। "এই একপদী পথে করহ গমন, ঐ দেখা যায় দূরে সুনীলবরণ
কোবিদার বৃক্ষে ঘেরা আশ্রম সুন্দর, বাস যেথা করেন কৌশিক মুনিবর।"

২১। রাজগণে এইরূপে পথ প্রদর্শিয়া অন্তরীক্ষপথে ঋষি গেলেন চলিয়া
সত্বর অনবতপ্তে জল তুলি ল'য়ে ফিরেন মুহূর্ত্ত মধ্যে নিজের আলয়ে।

২২। স্বহস্তে আশ্রম সেই করি সমার্জ্জন উপবেশনের তরে স্থাপিয়া আসন,
করিলা প্রবেশ পর্ণশালার ভিতর জাগাইলা সেথা জনকেরে তার পর।

২৩। "আসিছেন অই, পিতঃ, বহুরাজগণ, যশস্বী, সদ্বংশজাত, কুলের ভূষণ,
আপনার দরশন পাইবার তরে; বসুন আসনে পর্ণশালার বাহিরে।"
২৪। শুনিয়া শোণের বাক্য মহর্ষি ত্বরিতে করিলেন নিষ্ক্রমণ কুটীর হইতে;
হইলেন উপবিষ্ট পর্ণশালাদ্বারে দিতে দরশন সেই রাজা সবাকারে।

এই চারিটী অভিসম্বুদ্ধ গাথা।

বোধিসত্ত্ব যখন অনবতপ্ত হ্রদের জল লইয়া আশ্রমে প্রবেশ করিলেন, নন্দ পণ্ডিতও সেই সময়ে রাজার নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং আশ্রমের অবিদূরে স্কন্ধাবার করাইলেন। অনন্তর রাজা স্নান করিলেন, সর্ব্বাভরণে মণ্ডিত হইলেন এবং একাধিক শতরাজ-পরিবৃত হইয়া নন্দ পণ্ডিতের সহিত মহা আড়ম্বরে বোধিসত্ত্বের ক্ষমালাভার্থ আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া বোধিসত্ত্বের পিতা নানা প্রশ্ন করিতে লাগিলেন; বোধিসত্ত্বও সেই সকল প্রশ্নের উত্তর দিলেন।

[শাস্তা এই সকল প্রশ্ন ও তাহাদের উত্তর নিম্নলিখিত গাথাগুলিতে সুব্যক্ত করিলেন:—

২৫। জলন্ত অগ্নির মত মহাদীপ্তিমান্
কাশী নরেশ্বর যবে রাজগণসহ
আশ্রমের অভিমুখে চলিলা, তখন
হেরি তাঁরে শুধাইলা কৌশিক তাপস:—

২৬। "বাজিছে মৃদঙ্গ, ভেরী, পণব, ডিণ্ডিম
কা'র পুরোভাগে অই ? কোন্ রথবরে
তুষিতে বাজের হেন হইয়াছে ঘটা ?

২৭। কে অই যুবক, শিরে উষ্ণীষ যাহার
হেমসূত্র-বিনির্ম্মিত, বিদ্যুদ্‌বরণ;
তুণীর সংলগ্ন পৃষ্ঠে ? কে আসিছে, বল,
রূপে, বেশে চতুর্দ্দিক্ করিয়া উজ্জ্বল ?
২৮। অহো কিবা আভাময় সুচারু বদন !
স্বর্ণকার-মূষিকায়* প্রতপ্ত কাঞ্চন,
অথবা খদিরাঙ্গার জলন্ত যেমন।
ঝলসে নয়ন হেরি; কে আসিছে, বল,
রূপে, বেশে চতুর্দ্দিক্ করিয়া উজ্জ্বল ?
২৯। সুন্দর, শলাকাযুক্ত ছত্র সমুচ্ছি ত
নিবারিছে রৌদ্র কা'র ? কে আসিছে, বল,
রূপে, বেশে চতুর্দ্দিক্ করিয়া উজ্জ্বল ?
৩০। কে অই পরমপ্রাজ্ঞ, গজস্কন্ধারূঢ়
আসিছে এ দিকে বল ? সুচারু চামর
দুলিয়া দুপাশে কা'র মক্ষিকা তাড়ায়।
৩১। আজানেয় অশ্বগণ, বর্ম্মাবৃত সবে—
শ্বেতচ্ছত্র শোভা পায় আরোহিগণের

---

* মূষিকা (crucible)—ইহা হইতে আমাদের 'মুচী' শব্দটী উৎপন্ন হইয়াছে।

মস্তক উপরি তাপ নিবারণ তরে—
বেষ্টিয়া আসিছে কা'রে ? কি নাম উহার,
রূপে, বেশে, চতুর্দ্দিক্ সমুজ্জ্বল যার ?

৩২। শতাধিক বীর্য্যবান্ ভূপাল কাহারে
বেষ্টিয়া আসিছে হেথা ? কি নাম উহার,
রূপে, বেশে চতুর্দ্দিক্ সমুজ্জ্বল যার ?

৩৩। হস্তী, অশ্ব, রথ, পত্তি—চতুরঙ্গ বল
বেষ্টিয়া আসিছে কা'রে ? কি নাম উহার,
রূপে, বেশে চতুর্দ্দিক্ সমুজ্জ্বল যার ?

৩৪। ও মহতী সেনা কা'র আসিছে পশ্চাতে
অক্ষুব্ধ, গণনাতীত সাগরোর্ম্মি যথা ?"

৩৫। "উনি রাজ-অধিরাজ নৃপেন্দ্র মনোজ
মনুজকুলের শ্রেষ্ঠ, বাসব যেমন
শ্রেষ্ঠ সদা জয়শীল অমর সমাজে।
নন্দকে লইয়া সঙ্গে আসিছেন উনি
এ আশ্রমে, ক্ষমা মোর লভিবার তরে।

৩৬। ও মহতী সেনা তাঁর(ই) আসিছে পশ্চাতে—
অক্ষুব্ধ, গণনাতীত সাগরোর্ম্মি যথা।"

শাস্তা বলিলেন,

৩৭। চন্দনে চর্চিত অঙ্গ, [illegible] কাশীজাত
পরিহিত অম্বরাদি—হেন ভূপগণ
কৃতাঞ্জলিপুটে গেলা ঋষিদের পাশে।

অনন্তর মহারাজ মনোজ ঋষিদিগকে প্রণাম করিয়া একান্তে উপবিষ্ট হইয়া অভিভাষণ-পূর্ব্বক বলিলেন,

৩৮। কুশল ত ? আছেন ত অনাময়ে সবে ? *
উঞ্ছের প্রাপ্তির তরে আছে ত সুবিধা ?
নাই ত এ বনে ফলমূলের অভাব ?

৩৯। দংশ-মশকের কোন উৎপাত ত নাই ?
ভুজগাদি সরীসৃপ অল্প ত এখানে ?
শ্বাপদ-সঙ্কুল এই অরণ্য মাঝারে
হয়না ত উপদ্রব ভুগিতে কখন ?

ইহার পর ঋষিদিগের ও মনোজ রাজার উত্তর-প্রত্যুত্তর নিম্নলিখিত গাথাগুলিতে প্রদত্ত হইল :—

---

* মনুসংহিতানুসারে (২।১২৭) 'ব্রাহ্মণং কুশলং পৃচ্ছেৎ ক্ষত্রবন্ধুমনাময়ং বৈশ্যং ক্ষেমং সমাগম্য শূদ্রমারোগ্যমেবচ।' কুল্লুক বলেন, 'কুশলক্ষেমশব্দয়ো রনাময়ারোগ্যপদয়োশ্চ সমানার্থত্বাচ্ছব্দবিশেষোচ্চারণমেব বিবক্ষিতং।'

৪০। "সর্ব্বথা কুশল, ভূপ ; আছি অনাময়ে ;
উঞ্ছের প্রাপ্তির তরে অসুবিধা নাই।
বহু ফলমূল পাওয়া যায় এই বনে।

৪১। দংশ-মশকের হেথা নাই উপদ্রব ;
ভুজগাদি সরীসৃপ বিরল এখানে ;
যদিও শ্বাপদ বহু আছে এই বনে,
করে না অনিষ্ট তারা কভু আমাদের।

৪২। ফলে এই তপোবনে শুবাক প্রচুর,
তাপসগণের সেব্য ; হয় নি এখানে
উৎকট ব্যাধির কোন কভু প্রাদুর্ভাব।

৪৩। কৃতার্থ হইনু মোরা আগমনে তব,
মহারাজ। বসুধা-ঈশ্বর তুমি, দেব,
ভাগ্যবলে আমাদের হেথা উপস্থিত।
আগমন কি কারণ, বল দয়া করি। *

৪৪। তিন্দুক, পিয়াল আদি সুমধুর ফল
আছে হেথা, খাও বাছি উত্তম উত্তম। *

৪৫। পানার্থ কন্দর হ'তে এনেছি আমরা
এই সুশীতল জল ; ইচ্ছা যদি হয়,
পান করি কর, ভূপ, তৃষ্ণা নিবারণ।" *

৪৬। "দিলেন যা' দয়া করি, করিনু গ্রহণ ;
করিলেন আপনারা আমা সবাকার
অভ্যর্থনা সমুচিত। বক্তব্য নন্দের
আছে কিছু ; হো'ক আজ্ঞা শুনিতে তা' এবে।

৪৭। এসেছি আমরা সবে ভবৎসকাশে
নন্দের হইয়া ক্ষমা মাগিবার তরে।
দয়া করি কথা তার করুন শ্রবণ।"

এই রূপে আদিষ্ট হইয়া নন্দ পণ্ডিত আসন হইতে উঠিয়া মাতা, পিতা ও ভ্রাতাকে প্রণাম করিলেন এবং সভ্যদিগকে সম্বোধন করিয়া নিম্নলিখিত গাথাগুলি বলিলেন :—

৪৮। শতাধিক জানপদ, বিপ্রমহাসায়,
যশস্বী সৎকুলজাত এই রাজগণ,
মনোজ্ঞ ভূপাল আর, দয়া করি সবে
করুন অনুমোদন বচন আমার।

৪৯। সমবেত এ আশ্রমে যক্ষ যে সকল,
ভূতভব্য অশরীরী সত্ত্ব † যত হেথা,
করুন শ্রবণ সবে আমার বচন।

৫০। নমি সকলের পদে করি নিবেদন
সুব্রত অগ্রজ মোর শোণকের ঠাঁই ;—

* এই তিনটী গাথা শক্তিগুল্ম-জাতকেও (৫০৩) আছে।
† মূলে 'ভূতভব্যানি'। টীকাকার বলেন ভূতগণ বুদ্ধিমর্য্যাদাপ্রাপ্ত এবং ভব্যগণ তরুণ দেবত্ত।

অনুজ সোদর আমি তব, ঋষিবর,
দক্ষিণ হস্তের ন্যায় সদা সেবারত।

৫১। মাতাপিতৃসেবারূপ পুণ্য-উপার্জ্জনে
নিতান্ত বাসনা মোর জানা আছে তব।
করো না নিষেধ মোরে, ওহে মহাভাগ।

৫২। মাতাপিতৃসেবারূপ পরম ধর্ম্মের
প্রশংসা করেন নিত্য সাধুসুধীগণ।
করিয়াছ বহুদিন পরিচর্য্যা তুমি
সযতনে তাঁহাদের; এবে সেই ভার
নিক্ষেপি আমার স্কন্ধে অবসর মোরে,
দাও তুমি, স্বর্গ পেতে জীবনাবসানে।

৫৩। গুরুজন-সেবারূপ ধর্ম্মের মাহাত্ম্য
জানে অন্যে, জান তুমি, শোণক, যেমন,
ইহাই যাইতে স্বর্গে সুপ্রশস্ত পথ।

৫৪। সেবা-শুশ্রূষায় তৃপ্তি মাতার, পিতার
সাধিতে আমার ইচ্ছা বলবতী অতি।
নিজে পুণ্যবান্ যিনি, তিনি কিন্তু, হায়,
অর্জিতে এ মহাপুণ্য না দেন আমায়।

নন্দকর্ত্তৃক এইরূপ অনুযুক্ত হইয়া মহাসত্ত্ব বলিলেন, "আপনারা নন্দের কথা শুনিলেন; এখন আমার বক্তব্য শুনুন:—

৫৫। আমার ভ্রাতার সঙ্গে এসেছেন যাঁরা
করুন শ্রবণ এবে উত্তর আমার:—
কুলের প্রাচীন প্রথা করি পরিহার
যে হয় অধর্ম্মচারী বয়োজ্যেষ্ঠ প্রতি,
নিশ্চিত নরকে তার হইবে বসতি।

৫৬। প্রাচীন ধর্ম্মজ্ঞ সচ্চরিত্র যেই জন,
দুর্গতি ভুঞ্জিতে তাঁরে না হয় কখন।

৫৭। মাতা, পিতা, ভগ্নী, ভ্রাতা, জ্ঞাতি বন্ধুদের
জ্যেষ্ঠের উপরে আছে ভার পালনের।

৫৮। জ্যেষ্ঠ পুত্র আমি, তাই এই গুরুভার
করিব বহন, যথা নাবিক নিপুণ,
সোৎসাহে বাহিয়া যায় পোত মহার্ণবে।
অপ্রমত্তভাবে ধর্ম্ম পালিব আমার।"

ইহা শুনিয়া উপস্থিত সকল রাজাই সন্তুষ্ট হইলেন এবং বলিলেন, 'জ্যেষ্ঠ পুত্রই যে বংশের অপর সকলের রক্ষার ভার গ্রহণ করিবে, আমরা আজ ইহা জানিতে পারিলাম।' তাঁহারা নন্দ পণ্ডিতের পক্ষ পরিহার করিয়া মহাসত্ত্বেরই প্রতি অনুরক্ত হইলেন এবং তাঁহার স্তুতিসূচক দুইটী গাথা বলিলেন:—

৫৯। ছিনু মোরা এত দিন অজ্ঞান-তিমিরে;
জ্ঞানরূপ অগ্নিশিখা করি উৎপাদন
বিনাশিল কৌশিকের বচনপ্রে তমঃ।

৬০। সাগরের পৃষ্ঠোপরি যবে প্রভাকর
করে প্রভা বিকিরণ, প্রাণীরা যেমন
পরিদৃষ্ট হয় সবে নিজ নিজ রূপে—
কেহ বা সুন্দরমূর্ত্তি, কেহ কদাকার –
সেইরূপ কৌশিকের বচনচ্ছটায়
প্রকটিত হ'ল পাপ-পুণ্যের স্বরূপ।

রাজারা এতকাল নন্দ পণ্ডিতের অলৌকিক কার্য্যাবলী দেখিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন; কিন্তু মহাসত্ত্ব এখন জ্ঞানবলে তাঁহাদের সেই শ্রদ্ধা দূর করিলেন। তিনি যাহা বলিলেন, রাজারা তাহাই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলেন; সকলেই উপদেশ পাইবার জন্য তাঁহার মুখের দিকে তাকাইতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া নন্দ ভাবিলেন, 'আমার ভ্রাতা পণ্ডিত, জ্ঞানী ও ধর্ম্মজ্ঞ। ইনি রাজাদের মন পরিবর্ত্তন করিয়া তাঁহাদিগকে নিজের পক্ষভুক্ত করিলেন। ইনি ভিন্ন আমার আর কোন শরণ নাই। আমি ইঁহার নিকটে নিজের প্রার্থনা জানাই।' ইহা স্থির করিয়া তিনি বলিলেন,

৬১। যাচিনু যা' তব ঠাঁই কৃতাঞ্জলিপুটে,
নাহি যদি দাও, প্রভো, নিজ দাস করি
লও মোরে দয়াবশে; সদা সযতনে
সেবিব চরণ তব যাবৎজীবন।

মহাসত্ত্ব স্বভাবতঃ নন্দ পণ্ডিতের প্রতি রুষ্ট বা বৈরভাবাপন্ন ছিলেন না। নন্দ নিতান্ত একগুঁয়েব মত কথা বলিয়াছিলেন; তাঁহার আস্পর্দ্ধা দূর করিবার জন্য মহাসত্ত্ব এইরূপ নিগ্রহ করিয়াছিলেন। এখন নন্দের বিনীত বাক্যে তিনি সন্তুষ্ট ও প্রসন্ন হইলেন। তিনি বলিলেন, "ভাই, আমি এখন তোমাকে ক্ষমা করিলাম; এখন হইতে তুমি মাতাপিতার রক্ষণাবেক্ষণের ভার পাইবে।" তিনি নন্দের গুণবর্ণনা করিয়া নিম্নলিখিত গাথা চারিটী বলিলেন:—

৬২। শিক্ষা দেন যে সদ্ধর্ম্ম সাধুরা সতত, সংশুই, নন্দ, তুমি আজ অবগত।
সুন্দর প্রকৃতি তব, আচার সুন্দর; তোমা হ'তে নাই কেহ মম প্রিয়তর।
৬৩। শুন পিতঃ, শুনঃ মাতঃ, মোর নিবেদন; ভার বলি মনে আমি করি নি কখন
পরিচর্য্যা তোমাদের; সদা হৃষ্টমনে সেবিয়াছি যথাসাধ্য তোমা দুইজনে।
৬৪। জনক জননী মোর সুখী যাতে হন করি আমি সযতনে তাহা সর্ব্বক্ষণ।
তথাপি একান্ত ইচ্ছা হয়েছে নন্দের নিজে সে করিবে সেবা পদ তোমাদের।
৬৫। উভয়েই পুত্র মোরা তোমা দুজনার; উভয়েই ব্রহ্মচারী; বল ত, কাহার
কে চাও পাইতে সেবা? নন্দে যে চাহিবে, তাহার(ই) সেবায় নন্দ নিরত রহিবে।

এই কথা শুনিয়া তাঁহাদের মাতা আসন হইতে উঠিয়া বলিলেন, "বৎস শোণ পণ্ডিত, তোমার কনিষ্ঠ বহু দিন বিদেশে ছিল; সে এত কাল পরে ফিরিয়া আসিয়াছে; কিন্তু তাহার নিকট কোন ইচ্ছা প্রকাশ করিতে আমাদের সাহস হইতেছে না, কারণ আমরা সেবাশুশ্রূষার জন্য তোমার উপরেই নির্ভর করিয়া আছি। তবে তুমি যখন অনুমতি দিতেছ, তখন আমি নন্দকে দুই হাতে আলিঙ্গন করিয়া তাহার মস্তক আঘ্রাণ করিতে চাই।

৬৬। তুমি অবলম্ব, শোণ, আমা দুজনার; যদি পাই, বৎস, আমি সম্মতি তোমার,
করিয়া নন্দের আমি মস্তক আঘ্রাণ বহুদিন পরে আজ জুড়াইব প্রাণ।"

মহাসত্ত্ব বলিলেন, "তোমার যদি এই ইচ্ছা হয়, তবে, মা, আমি সম্মতি দিলাম। তুমি গিয়া তোমার পুত্র নন্দকে আলিঙ্গন কর ও তাহার মস্তক আঘ্রাণ কর। তাহাকে চুম্বন করিয়া তোমার হৃদয়নিহিত শোক দমন কর।" বৃদ্ধা তখন নন্দের নিকটে গেলেন, সভামধ্যেই তাঁহাকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করিলেন এবং তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করিলেন। এইরূপে শোকাপনোদন করিয়া তিনি মহাসত্ত্বকে বলিলেন,

৬৭। কাঁপে যথা অশ্বত্থের নব কিসলয় বায়ুবেগে, সেই মত কাঁপিছে হৃদয়,
শোণক, আমার আজ মহানন্দভরে পাইয়া নন্দের দেখা এত কাল পরে।
৬৮। নিদ্রিত হইয়া যদি দেখি রে স্বপন— আসিয়াছে ফিরি মোর নন্দ বাছাধন,
আনন্দে বিভোর হ'য়ে শয্যা তেয়াগিয়া, "এসেছে আমার নন্দ" বলি চেঁচাইয়া।
৬৯। কিন্তু হায়, জাগি যবে না দেখি বাছারে দ্বিগুণিত শোকে প্রাণ ধড়ফড় করে।
৭০। সত্যই সে নন্দ আজ, এত কাল পরে জুড়াতে আমার প্রাণ আসিয়াছে ঘরে।
পিতামাতা, উভয়ের নয়নের মণি কুটীরে প্রবেশ, বাছা, করুক এখনি।
৭১। পিতারও সুপ্রিয় পুত্র অনুজ তোমার; ঘরে যেতে বাধা তারে দিও না ক আর
দাও অনুমতি তারে করিতে যা' চায়; হো'ক নন্দ রত এবে আমার সেবায়।

"তাহাই হউক" বলিয়া মহাসত্ত্ব তাঁহার মাতার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। অনন্তর তিনি নন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ভাই, জ্যেষ্ঠের যাহা নিজস্ব, আজ তুমি তাহার অংশ পাইলে। মাতার মত হিতকারিণী আর কেহই নাই। তুমি অপ্রমত্তভাবে ইঁহার সেবাশুশ্রূষা করিবে।" নন্দকে এই উপদেশ দিয়া তিনি দুইটী গাথায় মাতার মহিমা কীর্ত্তন করিলেন :—

৭২। পারি কি যাঁদের দয়া করিতে বর্ণন? সন্তানের একমাত্র মাতাই শরণ।
স্তন্য দিয়া শিশুকালে বাঁচালেন প্রাণ; মাতৃসেবা আমাদের স্বর্গের সোপান।
ধন্য নন্দ! হল তব সার্থক জীবন; করিবেন সেবা তব জননী গ্রহণ।
৭৩। শৈশবে বাঁচালে মাতা করি স্তন্য দান; রক্ষেন বিপদ্ হ'তে সন্তানের প্রাণ;
প্রত্যক্ষ দেবতা তিনি, কল্যাণকারিণী, স্বর্গের প্রশস্ত মার্গ, পুণ্যপ্রদায়িনী।
ধন্য নন্দ! হ'ল তব সার্থক জীবন; করিবেন সেবা তব জননী গ্রহণ।

মহাসত্ত্ব এইরূপে দুইটী গাথায় মাতার গুণ বর্ণনা করিলেন। অনন্তর তাঁহার মাতা আবার গিয়া আসন গ্রহণ করিলে তিনি নন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ভাই নন্দ, তোমার জননী তোমার জন্য কতই দুঃখভোগ করিয়াছেন! এই মাতার ভরণপোষণের ভার আজ তুমি লাভ করিলে। মাতা আমাদের দুই জনকে কত কষ্টে বড় করিয়াছেন তাহা আর কি বলিব? তুমি অপ্রমত্তভাবে তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণ কর; কদাপি তাঁহাকে অমধুর বন্যফল খাওয়াইও না।" মাতা সন্তানের জন্য কত দুঃখ করেন, ইহা বুঝাইবার জন্য তিনি অতঃপর সেই সভামধ্যে নিম্নলিখিত গাথাগুলি বলিলেন :—

৭৪। পুত্ররূপ ফললাভ করিয়া কামনা
করেন জননী কত দেবে নমস্কার;
দৈবজ্ঞের কাছে গিয়া করান গণনা,
দীর্ঘায়ুঃ, অল্পায়ুঃ কিংবা হইবে কুমার।
জন্মনক্ষত্রের যোগে, জন্মঋতু-ফলে
অথবা নিজের বয়ঃপরিমাণ-বলে,

"নাই ত বাছার রিষ্টি" শুধান তাহার,
কাঁপে বুক সদা অমঙ্গল-আশঙ্কায়। *

৭৫। ঋতুস্নান-অন্তে হয় গর্ভের সঞ্চার, তাহা হ'তে ক্রমে ক্রমে দোহদ মাতার।
দোহদ হইতে হয় স্নেহ আবির্ভাব, গর্ভস্থ সন্তান সেই স্নেহ করে লাভ।

৭৬। এক বর্ষ, কিংবা কিছু ন্যূন কাল তার গর্ভিণী রক্ষেন যত্নে গর্ভ আপনার।
অনন্তর যথাকালে সন্তান প্রসবি লভেন সৌভাগ্যবতী 'জননী' পদবী।

৭৭। কাঁদিয়া উঠিলে শিশু স্তন দিয়া মুখে গান গেয়ে, কোলে লয়ে, ঢাকি তারে বুকে
সস্নেহে করেন শান্ত আনন্দদায়িনী। কি দুঃখ তাহার যার আছেন জননী ?

৭৮। অবোধ সন্তান পাছে কষ্ট কোন পায় উগ্রবাতাতপে, তাই রক্ষিতে তাহায়
জননী সতত ব্যস্ত, তাঁহার মতন দয়াময়ী ধাত্রী আর আছে কোন জন ?

৭৯। নিজের যে ধন আছে, স্বামীর যে ধন, অতি সাবধানে মাতা করেন রক্ষণ।
'পেয়ে ইহা সুখী বাছা পারিবে হইতে' এ আশায় অপচয় না দেন ঘটিতে।

৮০। ভাগ্যদোষে পুত্র যদি হয় মতিহীন, অসীম উদ্বেগে কাটে জননীর দিন।
'ইহা কর, বাছাধন, এইভাবে চল', অনুক্ষণ মুখে তাঁর এ কথা কেবল।
পরদারসেবী যদি হয় সে যৌবনে, নিশীথ পর্য্যন্ত থাকে অন্যের ভবনে,
'সন্ধ্যা হ'ল ফিরিল না' এই দুশ্চিন্তায় পথপানে চান মাতা করি হায় হায়।

৮১। এত কষ্টে পালিত যে, যদি সেই জন মোহবশে জননীরে না করে পালন,
মাতৃদ্রোহী নরাধম সেই পাপাত্মার ঘটিবে যন্ত্রণাভোগ নরকে অপার।

৮২। এত কষ্টে পালিত যে যদি সেই জন মোহবশে জনকেরে না করে পালন,
পিতৃদ্রোহী নরাধম সেই পাপাত্মার ঘটিবে যন্ত্রণাভোগ নরকে অপার।

৮৩। মাতৃসেবা না করিলে, শুনি লোকে কয়, ধনশালী পুরুষেরও হয় ধনক্ষয়।
মাতার যে পরিচর্য্যা না করে দুর্মতি, ধননাশ হেতু দুঃখ পায় সেই অতি।

৮৪। পিতৃসেবা না করিলে, শুনি লোকে কয়, ধনশালী পুরুষের হয় ধনক্ষয়।
পিতার যে পরিচর্য্যা না করে দুর্মতি, ধননাশ হেতু দুঃখ পায় সেই অতি।

৮৫। আনন্দ, প্রমোদ, হাস্য, ক্রীড়া, এ সকল লভ্য সদা সেই সুধীজনের কেবল,
ইহামুত্র, যিনি নিত্য অতি সযতনে রত হন জননীর সুখ সম্পাদনে।

৮৬। আনন্দ, প্রমোদ, হাস্য, ক্রীড়া এ সকল লভ্য সদা সেই সুধীজনের কেবল,
ইহামুত্র, যিনি নিত্য অতি সযতনে রত হন জনকের সুখ-সম্পাদনে।

৮৭। মাতাপিতা যখন যে দ্রব্য পেতে চান, তখনি তনয় তাহা করিবেক দান।
প্রিয়ভাবে তুষিবে সে তাঁহাদের মন করিবে তাঁদের সেবা যত্নে অনুক্ষণ।
গৃহে, আর সভা-মধ্যে, সর্ব্বত্র সমান যথাযোগ্য তাঁহাদের করিবে সম্মান।

৮৮। দান, প্রিয় বাক্য, সেবা, বৃদ্ধের সম্মান সমাজরক্ষার হেতু উপায় প্রধান।
না চলে সমাজযন্ত্র বিনা এ সকল, আণী না থাকিলে রথ যেমন অচল।
এ সব পাইতে আশা যদি না থাকিত, পুত্রবতী হ'তে তবে কেহ কি চাহিত?

৮৯। জনক সতত পূজ্য জননীর মত, সেবে যে তাঁহারে উক্ত প্রকারে সতত,
সুপুত্র বলিয়া খ্যাতি লভে সেই জন, সমাদর করে তারে সদা সুধীগণ।

৯০। পুত্রের প্রত্যক্ষ ব্রহ্মা পূর্ব্বাচার্য্যদ্বয় মাতা আর পিতা, ইহা সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
যে করে তাঁদের সেবা, ধন্য সেই জন, নরশ্রেষ্ঠ, সকলের প্রশংসা ভাজন। †

* গাথার এই অংশে, অমুক নক্ষত্রে, অমুক ঋতুতে বা মাতার অমুক বয়সে জন্মিলে সন্তান দীর্ঘায়ুঃ বা অল্পায়ুঃ হয়, ইত্যাদি ফলিত জ্যোতিষের সিদ্ধান্তের দিকে লক্ষ্য হইয়াছে।

† মূল ৮৮ম হইতে ৯০ম গাথা যথাযথভাবে মুদ্রিত হয় নাই কাজেই দুরন্বয় দোষ ঘটিয়াছে। এক

১১। দয়া মায়া তাঁহাদের সদা রাখি মনে সুপুত্র করিবে সেবা অতি সযতনে ;
নমিবে তাঁদের পায়ে শত শত বার, ভক্তিভরে তাঁহাদের করিবে সৎকার

১২। অন্ন, পান, অর্থ, বস্ত্র, শয্যা তৃপ্তিকর দিয়া সদা তুষিবেক তাঁদের অন্তর।
করিবে সুগন্ধ তৈলে শরীর মর্দ্দন ; করাইবে স্নান, পাদ করিবে ধোবন।

১৩। অপ্রমত্ত হয়ে নিত্য সুপুত্র সে জন এইরূপে করে মাতা-পিতার অর্চ্চন।
সকলের প্রশংসা সে ইহ লোকে পায়, ভুক্তিতে অপার সুখ স্বর্গে শেষে যায়।

মহাসত্ত্ব এইরূপে ধর্ম্মদেশন সমাপন করিলেন,—মনে হইল যেন তিনি সুমেরু পর্ব্বতকে ওলট-পালট করিলেন। * তাঁহার উপদেশগুলি ভূপতিগণ এবং তাঁহাদের সৈন্যসামন্ত সকলেই প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করিলেন। মহাসত্ত্ব তাঁহাদিগকে পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন এবং 'অপ্রমত্তভাবে দানাদির অনুষ্ঠান করুন' এই উপদেশ দিয়া বিদায় দিলেন। তাঁহারা সকলে যথাধর্ম্ম রাজ্য শাসন করিয়া আয়ুঃক্ষয়ান্তে দেবনগর পূর্ণ করিলেন ; শোণ পণ্ডিত এবং নন্দ পণ্ডিতও যাবজ্জীবন মাতাপিতার পরিচর্য্যাপূর্ব্বক ব্রহ্মলোকবাসী হইলেন।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা সত্যসমূহের ব্যাখ্যা এবং জাতকের সমবধান করিলেন। সত্যব্যাখ্যা শুনিয়া সেই মাতৃপোষক ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

সমবধান—তখন মহারাজকুলের মাতা পিতা ছিলেন সেই মাতা পিতা ; আনন্দ ছিলেন নন্দ পণ্ডিত, সারিপুত্র ছিলেন মনোজ রাজা ; অশীতি মহাস্থবির ও অন্যান্য স্থবিরেরা ছিলেন সেই এক শত এক রাজা। বুদ্ধের শিষ্যগণ ছিল তাঁহাদের চতুর্ব্বিংশতি অক্ষৌহিণী ; এবং আমি ছিলাম শোণ পণ্ডিত।]

জন সুপণ্ডিত পালি অধ্যাপকের মতে ৮৮ম গাথার শেষে পূর্ণচ্ছেদ হইবে না ; ইহার সঙ্গে ৮৯ম গাথার প্রথম চরণ যোগ করিয়া অন্বয় করিতে হইবে ; ৮৯ম গাথার দ্বিতীয় চরণ এবং ৯০ম গাথার প্রথম চরণ এক সঙ্গে অন্বিত ; ইহার সঙ্গে পূর্ব্ববর্ত্তী বা পরবর্ত্তী গাথার অন্বয় নাই। উক্ত অনুমানবলে গাথা তিনটীর অনুবাদ এইরূপ হইতে পারে :—

৮৮ - ৮৯। দান, প্রিয় বাক্য, সেবা, বৃদ্ধের সম্মান সমাজরক্ষার হেতু উপায় প্রধান।
না চলে সমাজযন্ত্র বিনা এ সকল, আণী না থাকিলে রথ যেমন অচল।

৮৯ – ৯০। না থাকিলে এই চারি ধর্ম্ম বিদ্যমান লভিতে না পারিতেন পূজা ও সম্মান
পুত্রের নিকটে মাতা ; পিতাও তেমতি যাপিতেন দিন গৃহে অনাদরে অতি।
সমাজরক্ষার হেতু প্রধান সহায় যেহেতু এ চারিধর্ম্ম সুধীগণে কয়,
সে কারণ, করে যারা এ সব পালন, তাহারাই ধন্য, তারা প্রশংসা ভাজন।

৯০। পুত্রের প্রত্যক্ষ ব্রহ্মা, পূর্ব্বাচার্য্যদ্বয় মাতা আর পিতা, ইহা সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।

কিন্তু গাথা তিনটীর এরূপ ব্যাখ্যাও সন্তোষজনক নহে, সম্ভবতঃ ইহাদের পাঠ নিতান্ত ভ্রমদূষিত।

* 'সিনেরুং পবট্টেন্তো বিয়' এই উৎপ্রেক্ষার সার্থকতা কি, বুঝা কঠিন। উপদেশগুলি বিষয়ের গুরুত্বে সুমেরুর গুরুত্বের সমান, সম্ভবতঃ ইহাই লেখকের অভিপ্রায়।

জাতক

অশীতি নিপাত

৫৩৩ - খুল্লহংস-জাতক।*

[আয়ুষ্মান্ আনন্দ শাস্তার প্রাণরক্ষার্থ নিজের প্রাণ দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। তদুপলক্ষ্যে শাস্তা বেণুবনে অবস্থিতিকালে এই কথা বলিয়াছিলেন। দেবদত্ত শাস্তার প্রাণবধার্থ ধানুষ্কদিগকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, ইহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি প্রথমে এই দুরভিসন্ধি সিদ্ধ করিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছিল, সে ফিরিয়া গিয়া বলিল, "ভদন্ত, আমি ভগবানের প্রাণবধ করিতে পারিব না ; তিনি মহর্দ্ধি ও মহানুভাব।" দেবদত্ত বলিল, "দরকার নাই ; তুমি শ্রমণ গৌতমের প্রাণবধ নাই করিলে। আমি নিজেই গিয়া তাঁহার জীবনান্ত করিব।" তখন পশ্চিম দিকে গৃধ্রকূটের ছায়া পড়িয়াছিল, এবং শাস্তা ঐ ছায়ায় পা-চারি করিতেছিলেন। ইহা দেখিয়া দেবদত্ত গৃধ্রকূটের শিখরে আরোহণ করিল, এবং এমন বেগে এক খণ্ড শিলা ফেলিয়া দিল যে, বোধ হইল উহা কোন যন্ত্রের সাহায্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। দেবদত্ত মনে করিল যে, সেই শিলার আঘাতেই শ্রমণ গৌতমের জীবনান্ত হইবে। কিন্তু ঐ সময়ে দুইটী পর্ব্বতশৃঙ্গ পরস্পরের নিকটবর্ত্তী হইয়া সেই শিলার গতি রোধ করিল ; কেবল একটা টুকরা ঊর্দ্ধে ছুটিয়া পুনর্ব্বার অধোদিকে গিয়া ভগবানের পাদে আঘাত করিল। আহত স্থান হইতে রক্ত বাহির হইল, ভগবান্ অত্যন্ত বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন। অনন্তর জীবক শস্ত্র দ্বারা ক্ষতস্থান চিরিলেন, কুরক্ত বাহির করিলেন, পচামাংস তুলিয়া ফেলিলেন এবং ঔষধের প্রলেপ লাগাইলেন। ইহাতে শাস্তা নীরোগ হইলেন ; তিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিনের ন্যায় ভিক্ষুসঙ্ঘপরিবৃত হইয়া আবার মহতী বুদ্ধলীলায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া দেবদত্ত ভাবিল, 'শ্রমণ গৌতমের অলৌকিক বিভূতিসম্পন্ন কলেবর অবলোকন করিলে প্রকৃতই কোন মানুষ (শত্রুভাবে) তাঁহার সমীপে যাইতে পারে না। রাজার নালাগিরি নামক একটা অতি উগ্রস্বভাব দুষ্ট হস্তী আছে ; বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের যে কি মাহাত্ম্য, সে কিছু তাহা জানে না। সেই হাতীটাই শ্রমণ গৌতমের প্রাণবধ করিবে।' ইহা ভাবিয়া দেবদত্ত রাজাকে তাহার অভিসন্ধি জানাইল। রাজা এই প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন এবং মাহুতকে ডাকাইয়া বলিলেন, "ভদ্র, কাল নালাগিরিকে মাতাল করিবে এবং শ্রমণ গৌতম যে পথে যাতায়াত করেন, প্রাতঃকালে তাহাকে সেই পথে ছাড়িয়া দিবে।" দেবদত্ত মাহুতকে জিজ্ঞাসা করিল, "অন্যান্য দিনে হাতীটা কি পরিমাণ মদ খায়?" মাহুত বলিল, "আট ঘট।" "কাল ইহাকে ষোল ঘট পান করাইবে এবং যাহাতে শ্রমণ গৌতমের অভিমুখে ছুটে, তাহার ব্যবস্থা করিবে।" মাহুত 'যে আজ্ঞা" বলিয়া সম্মতি জানাইল।

এদিকে রাজা ভেরীবাদন দ্বারা ঘোষণা করাইলেন, "কাল নালাগিরিকে মাতাল করিয়া নগরের মধ্যে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। নগরবাসীরা যেন প্রাতঃকালেই স্ব স্ব কার্য্য শেষ করে এবং রাস্তায় বাহির না হয়।" দেবদত্তও রাজভবন হইতে অবতরণপূর্ব্বক হস্তিশালায় গিয়া হস্তিপালকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "আমার কথা শুন ; আমি উচ্চস্থানীয়কে নিম্নস্থানীয় করিতে পারি ; যদি তোমরা ভাল চাও, তবে প্রাতঃকালেই নালাগিরিকে ষোল ঘট তীক্ষ্ণসুরা পান করাইবে ; শ্রমণ গৌতম যখন বাহির হইবে, তখন অঙ্কুশে বিদ্ধ করিয়া হাতীটাকে ক্রুদ্ধ করিবে ; সে হস্তিশালা ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া পড়িলে, যে পথে শ্রমণ গৌতম আসিবেন, সেই পথে তাহাকে তাড়াইয়া লইয়া যাইবে। এইরূপ তোমাদিগকে শ্রমণ গৌতমের প্রাণনাশ করিতে হইবে।" হস্তিপালেরা "যে আজ্ঞা" বলিয়া তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইল।

এই ষড়্‌যন্ত্র অচিরে সমস্ত নগরবাসীর কর্ণগোচর হইল। যে সকল উপাসক বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের প্রতি অনুরক্ত, তাহারা শাস্তার নিকটে গিয়া বলিল, "ভদন্ত, দেবদত্ত রাজার সঙ্গে যোগ দিয়া, কাল আপনি যে পথে যাইবেন,

---

* এই জাতকের এবং ইহার পরবর্ত্তী জাতকের অতীত বস্তুর সহিত চতুর্থখণ্ডের হংস-জাতকের (৫০২) অতীত বস্তু এবং জাতক-মালার হংস-জাতক (২২) তুলনীয়।

সেই পথে নালাগিরিকে ছাড়িয়া দেওয়াইবে। কাল আপনি ভিক্ষাচর্য্যার জন্য নগরে প্রবেশ করিবেন না; এখানেই থাকিবেন আমরা বুদ্ধপ্রমুখ সঙ্ঘের খাদ্য বিহারেই আনিয়া দিব।" "আমি কাল ভিক্ষার জন্য নগরে প্রবেশ করিব," শাস্তা একথা না বলিয়া উত্তর দিলেন, "কাল আমি একটী অলৌকিক ঘটনা দেখাইব। আমি নালাগিরিকে দমন করিব, তীর্থিকদিগকে মর্দ্দিত করিব; রাজগৃহে ভিক্ষাচর্য্যা না করিয়াই ভিক্ষুসঙ্ঘসহ নগর হইতে নিষ্ক্রমণপূর্ব্বক বেণুবনে যাইব। রাজগৃহবাসীরা প্রচুর ভক্ষ্যপাত্র লইয়া সেখানে উপস্থিত হইবে; এইরূপে বিহারেই উৎকৃষ্ট খাদ্যের ব্যবস্থা হইবে।" শাস্তা উক্তরূপে উপাসকদিগের প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। উপাসকেরা মনে করিল, তথাগত তাহাদের প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছেন। তাহারা ভক্ষ্যপাত্র লইয়া যাত্রা করিল এবং ভাবিল, বিহারে গিয়াই ভক্ষ্য দান করিব।

ক্রমে রাত্রি হইল, শাস্তা প্রথম যামে ধর্ম্মদেশন করিলেন, দ্বিতীয় যামে দুরূহ প্রশ্নের মীমাংসা করিলেন, শেষ যামের প্রথম ভাগে সিংহশয্যায়* শয়ন করিলেন, দ্বিতীয় ভাগে ফলসমাপত্তির আনন্দভোগ করিলেন, তৃতীয় ভাগে মহাকরুণাদ্র হইয়া ধ্যানস্থ হইলেন এবং তাঁহার বান্ধবদিগের মধ্যে কে কে বৌদ্ধশাসনে প্রবেশ করিবার উপযুক্ত হইয়াছেন, তাহা চিন্তা করিলেন। তিনি দেখিলেন, নালাগিরিকে দমন করিলে চতুরশীতি সহস্র জীব সদ্ধর্ম্মের মর্ম্ম বুঝিতে পারিবে। অনন্তর রাত্রি প্রভাত হইল তিনি শরীরকৃত্য সমাপনপূর্ব্বক আয়ুষ্মান্ আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'আনন্দ, রাজগৃহের চতুর্দ্দিকে যে অষ্টাদশ বিহার আছে, তাহাদের সমস্ত ভিক্ষুকে বল, আজ আমার সঙ্গে রাজগৃহে প্রবেশ করিতে হইবে।" স্থবির ভিক্ষুদিগকে এই আদেশ জানাইলেন, সমস্ত ভিক্ষু বেণুবনে সমবেত হইলেন। শাস্তা এই মহাভিক্ষুসঙ্ঘ-পরিবৃত হইয়া রাজগৃহে প্রবেশ করিলেন।

হস্তিপালেরা যেরূপ আদিষ্ট হইয়াছিল, সেইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিল। এই কাণ্ড দেখিবার জন্য বহুলোক সমবেত হইল। যাহাদের চিত্ত বুদ্ধশাসনে প্রসন্ন হইয়াছিল, তাহারা ভাবিল, 'আজ বুদ্ধনাগের সহিত পশুনাগের সংগ্রাম হইবে অনুপম বুদ্ধলীলায় পশুনাগের দমন হইবে, ইহা আমরা দেখিতে পাইব।' তাহারা প্রাসাদ, হর্ম্ম্য ও গৃহের ছাদে আরোহণ করিয়া অবস্থিতি করিল। যাহারা বুদ্ধশাসনে শ্রদ্ধাহীন, সেই মিথ্যাদৃষ্টিকেরা ভাবিল "নালাগিরি চণ্ডস্বভাব, ও [illegible] জানে না, সে আজ শ্রমণ গৌতমের হেমবর্ণ দেহ বিধ্বস্ত করিয়া তাঁহার জীবনান্ত করিবে। আমরা আজ আমাদের শত্রুর পৃষ্ঠ দেখিতে পাইব (অর্থাৎ আজ আমাদের শত্রু নাশ হইবে)। এই বিশ্বাসে তাহারাও প্রাসাদাদির উপরে উঠিয়া দেখিতে লাগিল।

ভগবান্ অগ্রসর হইতেছেন দেখিয়া নালাগিরি জনসমূহের ভয়োৎপাদনপূর্ব্বক গৃহ সকল ধ্বংস করিতে করিতে, শকটসমূহ চূর্ণবিচূর্ণ করিতে করিতে শুণ্ড তুলিয়া, কর্ণ ও পুচ্ছ তুলিয়া পতনশীল সর্ব্বসংহারক পর্ব্বতের ন্যায় তাঁহার অভিমুখে ধাবিত হইল। তাহা দেখিয়া ভিক্ষুরা বলিলেন, "ঐ নালাগিরি চণ্ড, পরুষ ও মনুষ্যঘাতক; ও এই পথেই ছুটিয়া আসিতেছে, ও নিশ্চয় বুদ্ধাদির মাহাত্ম্য জানে না। অতএব, হে ভগবন্, আপনি ফিরুন; হে সুগত, আপনি ফিরুন।" শাস্তা বলিলেন, "কোন ভয় নাই, ভিক্ষুগণ। নালাগিরিকে দমন করিবার জন্য যে বল আবশ্যক তাহা আমার আছে।" আয়ুষ্মান্ সারিপুত্র শাস্তার নিকট প্রার্থনা করিলেন, "ভদন্ত, পিতার সেবার জন্য যদি কোন কার্য্য করিতে হয়, তবে সে ভার জ্যেষ্ঠ পুত্রের উপরই পড়ে। আমি নালাগিরিকে দমন করিতেছি।" শাস্তা তাঁহাকে নিষেধ করিয়া বলিলেন, "সারিপুত্র, বুদ্ধের বল একপ্রকার, শ্রাবকের বল অন্যপ্রকার। তুমি বিরত হও।" অতঃপর অশীতি মহাস্থবিরদিগের প্রায় সকলেই সারিপুত্রের ন্যায় ঐরূপ প্রার্থনা জানাইলেন; কিন্তু শাস্তা তাঁহাদের সকলকেই নিবৃত্ত করিলেন।

কিন্তু শাস্তার প্রতি আয়ুষ্মান্ আনন্দের অপরিসীম স্নেহ ছিল। তিনি শাস্তার এই সঙ্কট সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া ভাবিলেন, 'হস্তীটা প্রথমে আমাকে মারুক।' তিনি তথাগতকে রক্ষা করিবার জন্য আত্মজীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইলেন এবং তাঁহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। তাহা দেখিয়া শাস্তা বলিলেন, "সরিয়া যাও, আনন্দ; আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিও না।" আনন্দ বলিলেন, "ভদন্ত, এই হস্তী চণ্ড, পরুষ, মনুষ্যঘাতী, প্রলয়াগ্নিকল্প; এ প্রথমে আমাকে মারুক, তাহার পর আপনার নিকটে আসুক।" শাস্তা আনন্দকে তিন বার সরিয়া যাইতে বলিলেন, কিন্তু আনন্দ পূর্ব্ববৎ তাঁহার সম্মুখেই দাঁড়াইয়া রহিলেন, সেখান হইতে প্রতিবর্ত্তন করিলেন না। তখন ভগবান্ তাঁহাকে ঋদ্ধিবলেই সরাইয়া ভিক্ষুদিগের মধ্যে স্থাপন করিলেন।

* অর্থাৎ দক্ষিণপার্শ্বে ভর দিয়া।

এই সময়ে এক নারী নালাগিরিকে দেখিয়া মরণভয়ে এমন ভীত হইল যে, পলাইবার কালে অঙ্কস্থিত পুত্রটীকে নালাগিরি ও তথাগতের মধ্যবর্ত্তী পথে ফেলিয়া রাখিয়া গেল। নালাগিরি ঐ নারীকে তাড়া করিয়া যাইতেছিল, সে এখন ছেলেটীর কাছে গিয়া উপস্থিত হইল ছেলেটী মহা চীৎকার করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া শাস্তা নালাগিরিকে মৈত্রীভাবে স্পন্দিত করিয়া সুমধুর ব্রহ্মস্বরে বলিলেন, "ভো নালাগিরে, তোমাকে যে ষোড়শ ঘট সুরাপান করাইয়া মত্ত করিয়াছে, তাহা আমাকে বধ করাইবার জন্য অন্য কাহারও বধের জন্য নহে। তুমি ছুটাছুটি করিয়া অকারণে ব্যস্ত হইও না, আমার দিকে অগ্রসর হও।"

শাস্তার বচন শুনিয়া নালাগিরি চক্ষু উন্মীলনপূর্ব্বক তাঁহার রূপশ্রীসম্পন্ন দেহ অবলোকন করিল, অমনি তাহার মনে বড় উদ্বেগ জন্মিল বুদ্ধের তেজে সুরামত্ততা অন্তর্হিত হইল সে শুণ্ড অবনত করিয়া কর্ণ সঞ্চালন করিতে করিতে শাস্তার পাদমূলে পতিত হইল। তখন শাস্তা বলিলেন, "নালাগিরে, তুমি পশুযোনিজ বারণ আমি বুদ্ধ বারণ এখন হইতে তুমি আর চণ্ড পরুষ ও মনুষ্যঘাতক হইও না চিত্তে মৈত্রীভাব পোষণ কর।" এই উপদেশ দিয়া তিনি দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ করিয়া নালাগিরির কুম্ভে বুলাইতে বুলাইতে আবার বলিলেন,

এ কুঞ্জরে আক্রমণ	করিও না, হে কুঞ্জর
এ কুঞ্জরে আক্রমিলে	পাবে দুঃখ ভয়ঙ্কর।
বধ যদি এ কুঞ্জরে	মৃত্যু তব হবে যবে,
পরলোকে গিয়া তুমি	দুর্গতি দারুণ পাবে।
হয়োনা কখনো মত্ত	প্রমত্ত হয়োনা আর,
প্রমত্ত যে, কোনকালে	সুগতি হয় না তার।
সেই কর্ম্ম ইহলোকে	কর তুমি অনুষ্ঠান,
যার বলে পরলোকে	লভিবে উত্তম স্থান।

নালাগিরির সর্ব্বশরীর প্রীতিবিস্ফুরিত হইল সে যদি তির্য্যগ্‌যোনিজ না হইত, তবে ঐ সময়েই সে স্রোতাপত্তিফল লাভ করিতে পারিত। দর্শকবৃন্দ এই অলৌকিক কাণ্ড দেখিয়া বিস্ময়ে কোলাহল করিতে লাগিল, করতালি দিতে লাগিল এবং প্রীত্যতিশয়-হৃষ্ট হইয়া নালাগিরির উপর এত আভরণ নিক্ষেপ করিল যে, তাহাতে ঐ হস্তীর সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত হইল। এই কারণে উক্ত সময় হইতে নালাগিরি "ধনপাল" এই আখ্যা পাইল।

ধনপালকের সমাগমে ঐ সময়ে চতুরশীতি সহস্র জীব নির্ব্বাণামৃত পান করিল। শাস্তা ধনপালককে পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন, সে শুণ্ডদ্বারা ভগবানের পদরজঃ গ্রহণ করিয়া তাহা নিজের মস্তকে বিকিরণ করিল অবনতদেহে প্রতিবর্ত্তনপূর্ব্বক যতক্ষণ পর্য্যন্ত দশবলকে দেখা গেল, এক স্থানে অবস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতে লাগিল। অতঃপর সে প্রতিগমনপূর্ব্বক হস্তিশালায় প্রবেশ করিল এবং তখন হইতে এমন শান্তশিষ্ট হইল যে, আর কাহারও কোন অনিষ্ট করিল না।

শাস্তা নিজের অভিপ্রায় সিদ্ধ করিয়া আদেশ দিলেন, যে ব্যক্তি ধনপালের উপর যে ধন নিক্ষেপ করিয়াছে, সেই ধন তাহারই হইবে। তিনি ভাবিলেন, 'আমি অদ্য এক দুষ্কর অলৌকিক কার্য্য করিয়াছি। এই নগরে এখন পিণ্ডচর্য্যা করা বিসদৃশ হইবে।' এইজন্য, তীর্থিকদিগের মর্দ্দনের পর তিনি ভিক্ষুসঙ্ঘ-পরিবৃত হইয়া রণজয়ী রাজার ন্যায় নগর হইতে নিষ্ক্রমণপূর্ব্বক বেণুবনে চলিয়া গেলেন। নগরবাসীরাও বহু অন্নপানীয় লইয়া বিহারে গিয়া মহাদানে প্রবৃত্ত হইল।

ঐ দিন সন্ধ্যাকালে ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভা পূর্ণ করিয়া উপবেশন করিলেন এবং বলাবলি করিতে লাগিলেন, "দেখিলে ভাই, আয়ুষ্মান্ আনন্দ তথাগতের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করিতে গিয়া কি দুষ্কর কার্য্যই করিয়াছেন! নালাগিরিকে দেখিয়া শাস্তা তাঁহাকে তিন বার সরিয়া যাইতে বলিলেও তিনি সরিয়া যান নাই! অহো! স্থবির আনন্দ অতি দুষ্কর কার্য্যই করিয়াছেন।" শাস্তা গন্ধকুটীরে থাকিয়াই বুঝিতে পারিলেন যে, ধর্ম্মসভায় আনন্দের গুণসম্বন্ধে কথোপকথন হইতেছে, তিনি ভাবিলেন, সেখানে আমার উপস্থিত থাকা কর্ত্তব্য। তিনি গন্ধকুটীর হইতে বাহির হইয়া ধর্ম্মসভায় গেলেন এবং প্রশ্নদ্বারা ভিক্ষুদিগের আলোচ্যমান বিষয় জানিয়া বলিলেন, "কেবল এখন নহে, আনন্দ পূর্ব্বকালে যখন তির্য্যগ্‌যোনিতে জন্মিয়াছিলেন, তখনও আমার জন্য নিজের প্রাণ দিতে গিয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন]

পুরাকালে মহিংশক রাজ্যে শকুলনগরে শকুলনামক এক রাজা যথাধর্ম্ম রাজত্ব করিতেন। ঐ নগরের অদূরে এক নিষাদগ্রামবাসী নিষাদ পাশবিস্তার-পূর্ব্বক পক্ষী ধরিয়া নগরে আনিয়া বিক্রয় করিত এবং ইহাতেই তাহার জীবিকানির্ব্বাহ হইত। শকুলনগরের নিকটে দ্বাদশ যোজন পরিধিবিশিষ্ট মানুষিক-নামক এক পদ্ম-সরোবর ছিল। উহা পঞ্চবিধ পদ্ম দ্বারা আচ্ছাদিত থাকিত। সেখানে নানা জাতীয় পক্ষী বিচরণ করিত এবং উক্ত নিষাদ তাহাদিগকে ধরিবার জন্য যথেচ্ছভাবে পাশ বিস্তার করিত।

ঐ সময়ে ধৃতরাষ্ট্র-হংসকুলের রাজা ষণ্ণবতিসহস্র হংস-পরিবৃত হইয়া চিত্রকূট পর্ব্বতে সুবর্ণগুহায় বাস করিতেন। তাঁহার সেনাপতির নাম ছিল সুমুখ। এক দিন সেই হংসযূথ হইতে কতিপয় সুবর্ণহংস মানুষিক সরোবরে গিয়াছিল এবং সেই প্রভূতখাদ্যসম্পন্ন জলাশয়ে যথাসুখ ভোজন করিয়া বিচিত্র চিত্রকূটে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক ধৃতরাষ্ট্ররাজকে বলিয়াছিল, "মহারাজ; লোকালয়ে মানুষিক নামে এক পদ্ম-সরোবর আছে; তাহা প্রচুর খাদ্যে পরিপূর্ণ; আমরা ভোজনার্থ সেখানেই যাইব।" ধৃতরাষ্ট্ররাজ তাহাদিগকে নিষেধ করিলেন; তিনি বলিলেন, "লোকালয় শঙ্কাক্রান্ত, অতএব সেখানে যাইতে যেন তোমাদের অভিলাষ না হয়।" কিন্তু তাহারা নিষিদ্ধ হইয়াও পুনঃ পুনঃ ঐ প্রার্থনা জানাইতে লাগিল। তখন হংসরাজ বলিলেন, "বেশ; তোমাদের যদি ইহাই রুচি হয়, তবে আমিও সেই সরোবরে যাইব।" অনন্তর তিনি পরিজনসহ মানুষিক সরোবরে গমন করিলেন। কিন্তু আকাশ হইতে অবতরণ করিবার কালেই তিনি পাশের মধ্যে পা দিলেন। ঐ পাশ লোহার কাঁচির মত দৃঢ়ভাবে তাঁহার পা আটকাইয়া ধরিল। তিনি উহা ছিঁড়িবার জন্য পা টানিতে লাগিলেন; ইহাতে প্রথমে আবদ্ধ স্থানের চর্ম্ম, দ্বিতীয় বারে মাংস, তৃতীয় বারে স্নায়ু কাটিয়া পাশরজ্জু শেষে অস্থিতে গিয়া ঠেকিল। ক্ষতস্থান হইতে রক্ত ছুটিল; দুঃসহ বেদনা জন্মিল। হংসরাজ ভাবিলেন, 'আমি যে বদ্ধ হইয়াছি, যদি ইহা জানাইবার জন্য রব করি, তবে আমার জ্ঞাতিগণ ভয় পাইয়া আহার গ্রহণ না করিয়াই ক্ষুধার্ত্ত অবস্থায় পলায়ন করিবে এবং দুর্ব্বলতাবশতঃ সমুদ্রে পড়িয়া মরিবে।' এই জন্য তিনি বেদনা সহ্য করিয়া রহিলেন। অনন্তর তাঁহার জ্ঞাতিরা যখন আহার শেষ করিয়া হংসকেলি আরম্ভ করিল, তখন তিনি উচ্চৈঃস্বরে বন্ধনরব করিলেন। উহা শুনিবামাত্র হংসগণ মরণভয়ে চিত্রকূটাভিমুখে ধাবিত হইল।

হংসগণের প্রস্থান করিবার কালে হংস-সেনাপতি সুমুখ ভাবিলেন, 'এই বন্ধনরব ত আমাদের মহারাজের বিপত্তির সূচক নহে? প্রকৃত ব্যাপার কি তাহা জানিতে হইতেছে।' তিনি বেগে ধাবিত হইয়া পুরোগামী হংসদিগের নিকটে গেলেন; কিন্তু তাহাদের মধ্যে মহাসত্ত্বকে দেখিতে পাইলেন না। যে সকল হংস পলায়মান যূথের মধ্যভাগে ছিল, তিনি তাহাদের মধ্যেও মহাসত্ত্বকে দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি বুঝিলেন যে, হংসরাজেরই নিশ্চয় বিপদ্ ঘটিয়াছে। তিনি পশ্চাতে ফিরিয়া যাইবার কালে দেখিলেন, মহাসত্ত্ব পাশবদ্ধ হইয়া পঙ্কপৃষ্ঠে পড়িয়া আছেন। তাঁহার দেহ রক্তাক্ত এবং বেদনায় অবসন্ন। তিনি বলিলেন, "ভয় পাইবেন না, মহারাজ! আমি নিজের প্রাণ দিয়াও আপনাকে পাশমুক্ত করিব।" ইহা বলিতে বলিতে সুমুখ অবতরণ করিলেন এবং পঙ্কপৃষ্ঠে উপবেশন করিয়া মহাসত্ত্বকে আশ্বাস দিতে লাগিলেন। মহাসত্ত্ব তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য প্রথম গাথা বলিলেন:—

১। না চাহি আমার পানে চলি গেল হংসগণ তুমিও, সুমুখ,
অবিলম্বে যাও চলি বন্দিসহ মিত্রতায় নাই কোন সুখ।

অতঃপর প্রথমে সুমুখের ও হংসরাজের পরে সুমুখের ও ব্যাধের বচন-প্রতিবচনস্বরূপ গাথাসমূহ :—

২। "যাই বা না যাই চলি রহি, বা না রহি হেথা, অমর ত হব না কখন।
সুখের সময়ে সেবি, বিপদে ফেলিয়া এবে কিরূপে করিব পলায়ন?

৩। মরণ তোমার সঙ্গে তোমা বিনা বেঁচে থাকা,— ইহা ছাড়া নাই গত্যন্তর,
মরণই আমার ভাল তোমা বিনা ক্ষণকাল বাঁচিতে না চাই হংসেশ্বর।

৪। ঈদৃশী দুর্দ্দশাপন্ন প্রভুকে ছাড়িয়া যাওয়া— ভৃত্যের এ ধর্ম্ম নয় কভু,
যে গতি তোমার হবে, আমিও প্রহৃষ্ট মনে বরিয়া লইব তাহা প্রভু।"

৫। "পাশবদ্ধ বিহঙ্গের পাকশালা ভিন্ন আর অন্য কোথা নাই কোন গতি।
মুক্ত তুমি বুদ্ধিমান লভিতে এমন গতি কি হেতু হইল তব মতি?

৬। তোমার, আমার, আর অবশিষ্ট জ্ঞাতিদের - কাহার কি লাভ হবে, ভাই
যদি আজ এই স্থানে পড়িয়া ব্যাধের হাতে উভয়েই জীবন হারাই?

৭ হে হেমাভ্রিপক্ষ খগ এই আত্মোৎসর্গ তব চিরদিন রবে অবিদিত
কি ফল হইবে বল, এভাবে ত্যজিলে প্রাণ কারো কিছু নাহি হবে হিত।"

৮ কন হে বিহগবর দেখিতে না পাও তুমি ধর্ম্ম পরমার্থের নিদান?
ধর্ম্ম সম্পূজিত যেথা, পরমার্থ লাভ সেথা ঘটে সদা, নাহি ইথে আন।

৯ ধর্ম্ম রক্ষা করি, আর ধর্ম্মদত্ত পরমার্থ প্রভুভক্ত এ কিঙ্কর আজ
স্মরি তব গুণগ্রাম তোমা বিনা ক্ষণকাল বাঁচিতে না চায়, হংসরাজ।

১০ চাহিয়া ধর্ম্মের পানে বিপদে না যায় ছাড়ি, নিজ প্রাণ করিতে রক্ষণ
মিত্র যে, মিত্রকে সেই ইহাই নিশ্চয়, প্রভু, সাধুদের ধর্ম্ম সনাতন।"

১১ "পালিলে প্রকৃষ্টরূপে ভৃত্যধর্ম্ম হে সুমুখ প্রভুভক্তি সুবিদিত তব।
দিনু আমি অনুমতি যাও তুমি শীঘ্রগতি তাহাতেই তৃপ্তি আমি পাব।

১২ জ্ঞাতিগণ মোর সঙ্গে বদ্ধ ছিল এতদিন যে বন্ধনে, কালসহকারে
তব সঙ্গে সে বন্ধনে বুদ্ধিবশে, সবে মিলি পুনঃ তারা বদ্ধ হ'তে পারে।"

১৩ করিতেছে হংসদ্বয় আর্য্যবৃত্তি, মহাশয়, এইরূপ কথোপকথন,
হেনকালে ব্যাধ সেথা, ব্যাধিতের পার্শ্বে যেন যমসম দিল দরশন।

১৪। পরস্পরের হিত সাধিয়াছে প্রাণপণে এতকাল যে হংসযুগল
শত্রুকে আসিতে দেখি নীরবে রহিল বসি নিজ নিজ আসনে নিশ্চল।

১৫। ধৃতরাষ্ট্র-হংসগণ গেছেছে উড়িয়া সবে ইতঃস্তত:, করি দরশন
ধাইয়া আসিল ব্যাধ যেখানে বসিয়াছিল সেই দুই হংসকুলোত্তম।

১৬। মহাবেগে ছুটি ব্যাধ হংসবরদ্বয়-পাশে অবিলম্বে হ'ল উপনীত,
হইয়াছে বদ্ধ কি না ভাবিতে ভাবিতে তার হতেছিল হৃদয় কম্পিত।

১৭। দেখিল রয়েছে সেথা পাশবদ্ধ হংস এক অবদ্ধ অপর হংস তার
মুখপানে তাকাইয়া বিষণ্ণবদনে পার্শ্বে রহিয়াছে! এ কি চমৎকার।

১৮। হেমবর্ণ, স্থূলকায় সেই হংসরাজদ্বয় হেন ভাবে রয়েছে. নিরখি
বিস্ময়াকুলিত মনে শুধায় নিষাদ তবে, "বল শুনি, এ ব্যাপার কি?

১৯। মহাপাশে বদ্ধ যেই, সে যে না গিয়াছে উড়ি, বুঝিতে তা' পারি বিলক্ষণ,
অবদ্ধ তুমি হে পক্ষী আছে দেহে বল তব যাও নাই তুমি কি কারণ?

২০। কে ইনি তোমার হন? কি সম্বন্ধ তোমাদের? মুক্তে করে বদ্ধের শুশ্রূষা!
ছাড়ি এরে পলায়ন করিল বিহগগণ; একাকী তোমার এ দুর্দ্দশা!"

২১। ধৃতরাষ্ট্র-হংসদের রাজা ইনি, হে নিষাদ! সখা মোর প্রাণের সমান;
এ বিপদে ফেলি এঁরে যাব না কোথাও আমি, যতদিন দেহে রবে প্রাণ।"

২২। "রাজা ইনি, তবে কেন দেখিতে না পাইলেন এ বিস্তৃত পাশ, খগবর?
জ্ঞানী, বলী নেতা যাঁরা, বিপত্তি কোথায় ঘটে, ভাবি তাহা হন অগ্রসর।"

২৩। "বিনাশের কাল যবে হয়, ব্যাধ, সমাগত, আয়ুর যখন ঘটে ক্ষয়,
সম্মুখে বিস্তৃত আছে পাশ, জাল, তবু তাহা দেখিতে শকতি নাহি রয়।"*

২৪। "সত্য বটে, বলিলে যা', ওহে মহাপুণ্যবান্ † বহুবিধ পাতি আমি পাশ;
তার মধ্যে গূঢ় যেটা, তাহাতে সে পড়ে আসি, হয় যার আসন্ন বিনাশ।"

এইরূপ আলাপের দ্বারা সুমুখ ব্যাধের চিত্তমোদনপূর্ব্বক নিম্নলিখিত গাথায় মহাসত্ত্বের জীবন ভিক্ষা করিলেন:—

২৫। সঙ্গে তব এতক্ষণ হইল যে সম্ভাষণ
শুভফলপ্রদ তাহা হবে ত নিশ্চয়?
পেলেন কি অনুমতি চলি যেতে হংসপতি?
নাই ত মোদের এবে জীবনের ভয়?

সুমুখের মধুর বাক্যে ব্যাধের হৃদয় বিগলিত হইল। সে বলিল,

২৬। তুমি নও বধ্য মোর; তোমায় না চাই হে বধিতে।
যেথা ইচ্ছা যাও চলি চিরসুখে জীবন যাপিতে।

ইহার পর সুমুখ চারিটী গাথা বলিলেন:—

২৭। চাই না ক ইহা আমি; ইহঁার জীবন ভিন্ন অন্য কিছু নাহি আমি চাই;
এ কে যদি হও তুষ্ট, দাও ছাড়ি হংসরাজে; বধি মোরে মাংস খাও, ভাই।

২৮। দৈর্ঘ্যে আর স্থূলতায় উভয়েই সমকায়; সমবয়া আমরা দুজন;
এঁর বিনিময়ে যদি করহ আমাকে বধ, নাই তব ক্ষতির কারণ।

২৯। ভাবি ইহা কর শীঘ্র আমাতেই লোভ তব চরিতার্থ, নিষাদনন্দন;
অগ্রে কর মোরে বধ; পশ্চাতে বন্ধন হ'তে হংসরাজে করহ মোচন।

৩০। খাইবে আমার মাংস; রাখিবে প্রার্থনা মম; এ লাভ ত কম নয়, ভাই;
আজীবন মৈত্রীপাশে ধৃতরাষ্ট্র-হংসগণ আবদ্ধ থাকিবে তব ঠাঁই।

সুমুখের ধর্ম্মদেশনে ব্যাধের হৃদয় তৈলে নিক্ষিপ্ত কার্পাস তূলার ন্যায় কোমল হইল। লোকে যেমন দাসকে দাসস্বামীর হস্তে সমর্পণ করে, সেও সেইরূপ মহাসত্ত্বকে সুমুখের হস্তে সমর্পণ করিবার কালে বলিল,

৩১। হংসসঙ্ঘ সুবিশাল করুক দর্শন— মিত্রামাত্য, দারাসুত, ভৃত্য, বন্ধুগণ—
তোমারই চরিত্রবলে মুক্তি লভি আজ এস্থান হইতে চলি যান হংসরাজ।

৩২। এমন সৌভাগ্যবান্ আছে কয় জন, পায় যারা মিত্র, ভদ্র, তোমার মতন?
প্রাণসাধারণ সখা তব হংসপতি; রক্ষিতে ইঁহারে নিজে না চাও মুকতি!

৩৩। হংসরাজে মুক্তি তাই করিলাম দান; অনুগামী হয়ে তব করুন প্রস্থান।
যাও শীঘ্র, আছে যেথা জ্ঞাতির সমাজ; তাহাদের মধ্যে গিয়া করহ বিরাজ।

* ১৩শ গাথা মহাহংস-জাতকের (৫৩৪) ১০ম গাথা; ২০শ, ২১শ ও ২৩শ গাথা যথাক্রমে হংস-জাতকের (৫০২) ১০ম, ১১শ ও ৭ম গাথা।

† মূলে 'মহাপুঞ্ঞ' শব্দের পরিবর্ত্তে 'অহংময়ে' এই পাঠান্তরও দেখা যায়।

ইহা বলিয়া নিষাদপুত্র প্রেমার্দ্র-হৃদয়ে মহাসত্ত্বের নিকটে গেল, বন্ধন ছেদন করিয়া করিয়া তাঁহাকে কোলে তুলিয়া সরোবর হইতে উপরে আনিল, এবং তীরস্থ তরুণ দর্ভতৃণের উপর রাখিল; পরে সে অতি সাবধানে, অথচ যত শীঘ্র পারিল, তাহার পদবন্ধনটা খুলিয়া দূরে নিক্ষেপ করিল। মহাসত্ত্বের প্রতি তাহার মনে প্রগাঢ় স্নেহ জন্মিল; সে মৈত্রীপূর্ণচিত্তে জল আনিয়া রক্ত ধুইল, এবং ক্ষত স্থানে পুনঃ পুনঃ হাত বুলাইতে লাগিল। তাহার মৈত্রীর প্রভাবে বোধিসত্ত্বের পাদস্থ ক্ষত যুড়িয়া গেল; শিরার সঙ্গে শিরা, মাংসের সঙ্গে মাংস, চর্ম্মের সঙ্গে চর্ম্ম মিলিল; নূতন চর্ম্ম জন্মিল, তাহার উপর নূতন পালক দেখা দিল। ফলতঃ বোধিসত্ত্বের পাদ এমন হইল, যেন ইহা পাশবদ্ধ হয় নাই। তিনি পরমসুখে পূর্ব্ববৎ স্বাভাবিক ভাবে উপবেশন করিলেন। তাঁহারই চেষ্টায় মহাসত্ত্ব এইরূপ সুখভাজন হইলেন দেখিয়া সুমুখ অপার আনন্দ অনুভব করিলেন। তিনি নিষাদের স্তুতি করিতে লাগিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদ করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৩৪। প্রভুভক্ত বক্রগ্রীব   প্রভুর মুক্তিতে সুখ পায়;
বলিয়া মধুর কথা   নিষাদের শ্রবণ জুড়ায়:—
৩৫। "মুক্ত দেখি হংসরাজে   সে আনন্দ হইল আমার,
তুমিও স্বজনসহ   ভুঞ্জ সেই আনন্দ অপার।*

এইরূপে ব্যাধের স্তুতি করিয়া সুমুখ মহাসত্ত্বকে বলিলেন, "মহারাজ, এই ব্যক্তি আমাদের মহা উপকার করিয়াছে। এ যদি আমাদের কথা না শুনিয়া আমাদিগকে ক্রীড়ার্থ পুষিয়া ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তিদিগকে দিত, তাহা হইলে প্রচুর ধনলাভ করিতে পারিত; আমাদিগকে মারিয়া মাংস বিক্রয় করিলেও ইহার অর্থাগম হইত। কিন্তু এ নিজের জীবিকার দিকে লক্ষ্য না করিয়া আমাদের কথা রক্ষা করিয়াছে। ইহাকে রাজার নিকটে লইয়া, যাহাতে ইহার সুখে জীবিকানির্ব্বাহ হয়, তাহা করা আবশ্যক। মহাসত্ত্ব এই প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন। সুমুখ নিজের ভাষায় মহাসত্ত্বকে এই কথা বলিয়া মনুষ্যভাষায় ব্যাধপুত্রকে সম্বোধন করিলেন। তিনি জিজ্ঞাসিলেন "সৌম্য, তুমি কি নিমিত্ত জাল পাত?" ব্যাধ বলিল, "ধনের জন্যই আমাকে এ কাজ করিতে হয়।" "তবে আমাদিগকে লইয়া নগরে প্রবেশ কর এবং রাজার নিকটে চল। তোমাকে বহু ধন দেওয়াইব।

৩৬। এস, ব্যাধ, বলি শুন একটী উপায়,
যাহাতে ঘটিবে বহু ধনলাভ তব।
ধৃতরাষ্ট্র হংসরাজ না করেন কভু
হেন কাজ, পাপের সংস্পর্শ আছে যাতে।
৩৭। লও তুমি বাঁক কান্ধে; অবদ্ধাবস্থায়
রাজাকে, আমাকে তার বসাও দুপাশে,
বসি যথা স্বভাবতঃ অরণ্যে আমরা।
এই ভাবে চল লয়ে, যত শীঘ্র পার,
রাজ-অন্তঃপুরে, সেথা দেখাও রাজারে।

---

* হংস-জাতকের (৫০২) ১৩শ গাথা।

৩৮। বল তাঁরে, 'মহারাজ, আনিয়াছি আমি
ধৃতরাষ্ট্রকুলোত্তম এ দুই বিহঙ্গ।
ইনি হংসরাজ, ইনি হংস-সেনাপতি।'

৩৯। হংসরাজে বিলোকন করিয়া ভূপতি
নিশ্চয় পরমা প্রীতি পাইবেন মনে।
তোমাকেও বহু বিত্ত করিবেন দান।"

ইহা শুনিয়া ব্যাধ বলিল, "প্রভু, আপনারা রাজদর্শনের ইচ্ছা ত্যাগ করুন। রাজারা অব্যবস্থিত চিত্ত; রাজা আপনাদিগকে কেলিহংস করিয়া রাখিতে পারেন, বধ করিতেও পারেন।" সুমুখ ব'লিলেন, "তুমি ভয় পাইও না, সৌম্য। আমি তোমার মত পরুষ, রক্তকলুষিতহস্ত ব্যাধের হৃদয় ধর্ম্মকথা দ্বারা কোমল করিয়া তোমাকে আমার পদানত করিয়াছি। রাজারা সাধারণতঃ পুণ্যবান্ ও প্রজ্ঞাবান্; তাঁহারা সুভাষিত ও দুর্ভাষিতের প্রভেদ জানেন। তুমি শীঘ্র আমাদিগকে লইয়া রাজাকে দেখাও।" ব্যাধ বলিল, "বেশ, তাহাই করিতেছি। আমার উপর ক্রুদ্ধ হইবেন না। আপনারা যখন ইচ্ছা করিতেছেন, তখন আমি আপনাদিগকে রাজ-সকাশেই লইয়া যাইতেছি।" অনন্তর সে দুইটী হংসকেই বাঁকের দুই প্রান্তে বসাইয়া রাজভবনে গেল এবং রাজাকে হংস দুইটী দেখাইল। রাজা তাহাকে বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন; সে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা জানাইল।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :—

৪০। হংসদের কথামত করে ব্যাধ কাজ;
বসিল বাঁকের দুই প্রান্তে হংসবর,
অবদ্ধ, যেমন তারা বসে স্বভাবতঃ।
লয়ে তাহা স্কন্ধে ব্যাধ রাজ-অন্তঃপুরে
প্রবেশিল, প্রদর্শন করিল রাজারে।

৪১। বলে, "ভূপ, আনিয়াছি দিতে উপহার
ধৃতরাষ্ট্রকুলোত্তম এ দুই বিহঙ্গ।
ইনি হংসরাজ, ইনি হংস সেনাপতি।"

৪২। "ধৃতরাষ্ট্র হংসগণ শ্রেষ্ঠ হংসকুলে;
রাজা, আর সেনাপতি ইঁহারা তাদের।
তব হস্তে বন্দী এঁরা হলেন কিরূপে?
কিরূপে ধরিলে, ব্যাধ, এই হংসদ্বয়ে?"

৪৩। "যেখানে সুবিধা দেখি পাখী মারিবার—
পল্বলে পল্বলে আমি রাখি, মহারাজ,
পাশ বিস্তারিয়া; এই জীবিকা আমার।

৪৪। হলেন তাদৃশ পাশে বদ্ধ হংসরাজ;
যদিও অবদ্ধ নিজে, তবু সেনাপতি
ছিলেন বিষণ্ণমুখে প্রভুপার্শ্বে বসি।
সেনাপতিসহ মোর হ'ল সম্ভাষণ।

৪৫। অনার্য্যের পক্ষে যাহা নিতান্ত দুষ্কর,
হেন উচ্চাশয় মনে করেন পোষণ
হংস-সেনাপতি এই; হিতার্থে প্রভুর
আত্মবিসর্জ্জনরূপ ধর্ম্মে মহাযত্ন।

৪৬। জীবিতাই এই সেনাপতি মহাশয়
বর্ণিয়া প্রভুর গুণ, করিয়া বিলাপ
মাগিলেন ভিক্ষা এঁর প্রভুর জীবন,
নিজের জীবন তার দিয়া বিনিময়ে।

৪৭। হইনু প্রসন্নচিত্ত, করিনু মোচন
পাশ হতে হংসরাজে, দিনু অনুমতি
যথাসুখে চিত্রকূটে করিতে প্রস্থান।

৪৮। মুক্তি লভি প্রভুভক্ত বক্রাঙ্গ প্রভুর
পাইলা পরমা প্রীতি; কর্ণসুখকর
মধুর বচনে তুষ্ট করিলা আমায়:—

৪৯। 'হংসরাজে মুক্ত দেখি যে আনন্দ আজ
পাইনু, নিষাদ, আমি জ্ঞাতিগণসহ
সে আনন্দ ভোগ তুমি কর চিরকাল।

৫০। এস, ব্যাধ, বলি শুন একটী উপায়,
যাহাতে ঘটিবে বহু ধনলাভ তব।
ধৃতরাষ্ট্র-হংসরাজ না করেন কভু
হেন কাজ, পাপের সংস্পর্শ আছে যাতে।

৫১। লও তুমি বাঁক কান্ধে; অবদ্ধাবস্থায়
রাজাকে, আমাকে আর বসাও দুপাশে,
[illegible] আমরা
এইভাবে চল ল'য়ে, যত শীঘ্র পার,
রাজ-অন্তঃপুরে, সেথা দেখাও রাজারে।

৫২। বল তাঁরে, "মহারাজ, আনিয়াছি আমি
ধৃতরাষ্ট্র-কুলজাত এ দুই বিহঙ্গ;
ইনি হংসরাজ, ইনি হংস-সেনাপতি।"

৫৩। হংসরাজে বিলোকন করিয়া ভূপতি
নিশ্চয় পরমা প্রীতি পাইবেন মনে।
তোমাকেও বহুবিত্ত করিবেন দান।'

৫৪। পেয়ে এই আজ্ঞা করিয়াছি আনয়ন
হংসরাজে, আর সেনাপতিকে এখানে।
বন্দী নন এঁরা মোর; অনুমতি আমি
দিয়াছি, পারেন এঁরা যেথা ইচ্ছা যেতে।

৫৫। বলিলাম, মহারাজ, কিরূপে এ দশা
পেলেন বিহঙ্গ এই পরম ধার্ম্মিক।
ধন্য ইনি; মোর মত নিষ্ঠুর ব্যাধের
চিত্তকে দয়ার্দ্র ইনি করিলেন আজ।

৫৬। করিনু প্রদান, ভূপ, এই খগোত্তম
উপহাররূপে আসি; নিষাদের গ্রামে
কুত্রাপি ঈদৃশ পক্ষী দেখা নাহি যায়।
পরীক্ষা করুন, আছে কি গুণ ইঁহার।"

রাজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ব্যাধ এইরূপে সুমুখের গুণকীর্ত্তন করিল। তখন রাজা হংসরাজকে মহার্হ আসন এবং সুমুখকে সুবর্ণভদ্রপীঠ দেওয়াইলেন, তাঁহারা উপবেশন করিলে সুবর্ণপাত্রে লাজ, মধু, গুড় প্রভৃতি আনাইলেন এবং তাঁহাদের ভোজন শেষ হইলে কৃতাঞ্জলিপুটে মহাসত্ত্বের নিকট ধর্ম্মকথা প্রার্থনাপূর্ব্বক নিজেও সুবর্ণ-পীঠে আসীন হইলেন। রাজার অনুরোধে মহাসত্ত্ব তাঁহার সহিত প্রীতিসম্ভাষণ করিতে লাগিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৫৭। শুভসুবর্ণপীঠাসীন দেখিয়া রাজারে
বলিল বক্রাঙ্গ শ্রুতিসুমধুর বাণী :-

৫৮। "কুশল ত, ভূপ, তব? আপৎ ত নাই?
রাজ্য ত সমৃদ্ধিশালী? যথাধর্ম্ম তুমি
পালন ত করিতেছ পৌরজানপদে?"

৫৯। "সর্ব্বতঃ কুশল মম; নিরাপৎ আমি;
রাজ্যও সমৃদ্ধিশালী? ধর্ম্ম অনুসরি
পালিতেছি সদা পৌরজানপদগণে।"

৬০। "তোমার অমাত্যগণ নির্দ্দোষ ত সবে?
সাধিতে তোমার কার্য্য তব হিততরে
জীবন পর্য্যন্ত পণ করে ত তাহারা?"

৬১। "অমাত্য আমার সব বিশ্বাসভাজন;
অম্লানবদনে তারা, করি প্রাণপণ,
সতত আমার হিত করে সম্পাদন।"

৬২। "ভার্য্যা ত সদৃশী তব বংশে আর গুণে,
প্রফুল্ল অন্তরে আজ্ঞাবহনতৎপরা,
ছন্দানুবর্ত্তিনী সদা, মধুরভাষিণী,
চরিত্রে বিশুদ্ধা, পুত্রবতী, রূপবতী?"

৬৩। "সদৃশী আমার ভার্য্যা বংশে আর গুণে,
প্রফুল্ল অন্তরে আজ্ঞাবহনতৎপরা,
ছন্দানুবর্ত্তিনী সদা, মধুরভাষিণী,
চরিত্রে বিশুদ্ধা, পুত্রবতী, রূপবতী।"

বোধিসত্ত্ব রাজাকে এইরূপে প্রীতিসম্ভাষণ করিলে রাজা তাঁহাকে বলিলেন,

৬৪। মহাশত্রু নিষাদের হস্তগত হ'য়ে
পেলে কি দারুণ দুঃখ সে বিপত্তিকালে?

৬৫। দণ্ডহস্তে ধেয়ে গিয়া দারুণ প্রহারে
দিল কি যাতনা এই পামর তোমায়?
এই সব পাষণ্ডের নাই দয়ামায়া;
নিষ্ঠুরতা ইহাদের প্রকৃতি-সুলভ।"

বোধিসত্ত্ব বলিলেন,

৬৬। বিপৎ ঘটিয়াছিল সত্য, মহারাজ ;
কিন্তু অমঙ্গল কিছু ঘটেনি আমার।
করেনি আমার প্রতি নিষাদনন্দন
কোনরূপ ব্যবহার শত্রুর মতন।

৬৭। কম্পমান দেহে ব্যাধ নিজেই প্রথমে
করেছিল সম্ভাষণ আমা দুই জনে।
পণ্ডিত সুমুখ পরে হইলা প্রবৃত্ত
কথোপকথনে ওর সঙ্গে, নরবর।

৬৮। শুনি সুমুখের বাণী প্রসন্ন অন্তরে
করিল বন্ধনমুক্ত নিষাদ আমায় ;
দিল অনুমতি মোরে যেতে যথাসুখে।

৬৯। নিষাদ লভুক ধন, এই ইচ্ছা করি
সুমুখ(ই) উপায় এক চিন্তিলেন মনে ;
এসেছি সেহেতু মোরা তোমার সকাশে।

রাজা বলিলেন,

৭০। স্বাগত, বিহগবর, তোমা দোঁহাকার ;
পাইলাম প্রীতি আগমনে তোমাদের ;
নিষাদ(ও) লভুক ধন যত ইচ্ছা তার।

ইহা শুনিয়া রাজা জনৈক অমাত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। অমাত্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি করিতে হইবে, মহারাজ ?" "এই নিষাদের কেশ ও শ্মশ্রু ছাঁটাইবার ব্যবস্থা করুন ; তাহার পর ইহাকে স্নান করাইয়া গন্ধ দ্বারা অনুলিপ্ত করিবার আদেশ দিন। শেষে ইহাকে সর্ব্ববিধ অলঙ্কারে সজ্জিত করাইয়া এখানে আনয়ন করুন।" নিষাদ অমাত্যকর্তৃক উক্তরূপে আনীত হইলে রাজা তাহাকে একখানি গ্রাম, একটী বাসভবন, একখানি উৎকৃষ্ট রথ এবং সুবর্ণাদি অন্যান্য বহু ধন দান করিলেন। গ্রামখানির বার্ষিক আয় লক্ষ মুদ্রা ছিল ; বাসভবনটীর দুই দিক্ দিয়া ছিল দুইটী রাস্তা।

এই বৃত্তান্ত সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৭১। তুষিলেন ব্যাধে রাজা দিয়া বহু ধন ; তুষিলেন হংসে বলি মধুর বচন।

অনন্তর মহাসত্ত্ব রাজার নিকট ধর্ম্মদেশন করিলেন। ধর্ম্মকথা শুনিয়া রাজার চিত্ত প্রসন্ন হইল ; তিনি ধর্ম্মকথকের প্রতি সম্মান দেখাইবার অভিপ্রায়ে তাঁহাকে শ্বেতচ্ছত্র ও রাজ্য দান করিবার কালে বলিলেন,

৭২। ধর্ম্মানুমোদিত দ্রব্য যে আছে আমার,
যা' কিছু আমার বলি—সমস্ত ঐশ্বর্য্য
তোমাদের সেবাহেতু হ'ল নিয়োজিত ;
আজ্ঞা দাও, কি লইতে ইচ্ছা তোমাদের।

৭৩। দান হেতু, কিংবা ভোগ করিবার তরে
যাহা চাও, তাহা লও ; রাজ্য ও ঐশ্বর্য্য
সমর্পিনু সমুদায় তোমাদের করে।

রাজা যে শ্বেতচ্ছত্র দান করিলেন, মহাসত্ত্ব তাহা তাঁহাকেই প্রত্যর্পণ করিলেন। রাজা ভাবিলেন, 'আমি ত হংসরাজের মুখে ধর্ম্মকথা শুনিলাম; এই সুমুখ মধুরভাষী; ব্যাধপুত্র ইহা বার বার মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছে। ইঁহারও মুখে ধর্ম্মকথা শুনিব।' এই অভিপ্রায়ে তিনি সুমুখকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,

৭৪। সুপণ্ডিত, বুদ্ধিমান্ সুমুখ আমায়
দয়া করি ইচ্ছামত কিছু উপদেশ
দেন যদি, শুনি তাহা পাব বড় সুখ।

সুমুখ বলিলেন,

৭৫। তুমি নরনাথ, আর হংসনাথ ইনি;
পর্ব্বতবিবর-গত নাগরাজ সম
মধ্যে আমি তোমাদের; সাধ্য মোর নাই
অবিনয় দেখাইতে বলি কোন কথা।

৭৬। রাজা ইনি আমাদের হংস-কুলোত্তম;
মনুজেন্দ্র তুমি ভূপ; বিবিধ কারণে
পূজনীয় আমাদের তোমরা দুজনে।

৭৭। হেন শ্রেষ্ঠ সত্ত্বদ্বয় নিবিষ্ট যেখানে
গুরুতর নানা বিষয়ের সমাধানে,
সেবক যে, তার পক্ষে অতি অসঙ্গত
কোন কথা বলা, ভূপ; দেখহ বিচারি।

সুমুখের কথায় রাজা তুষ্ট হইলেন। তিনি বলিলেন, "নিষাদ বলিয়াছে, সুমুখের মত মধুরধর্ম্মকথক আর কেহ নাই।

৭৮। পণ্ডিত বলিয়া এই বিহগবরের
দিয়াছে যে পরিচয় নিষাদনন্দন,
সত্য তাহা; হেন প্রজ্ঞা দেখা নাহি যায়
মিত্রদ্রোহী অবিনয়ী প্রাণীর কখন।

৭৯। যত দূর দেখিয়াছি এ জীবনে আমি,
নির্ম্মলস্বভাব হেন, হেন শ্রেষ্ঠ জীব
কুত্রাপি হয় নি মম নয়নগোচর।

৮০। মধুর প্রকৃতি, আর বাক্য সুমধুর
তোমা দোঁহাকার মম হরিয়াছে মন।
একান্ত বাসনা তাই, যেন চিরদিন
দরশন তোমাদের ঘটে ভাগ্যে মোর।"

অতঃপর মহাসত্ত্ব রাজার প্রশংসা করিয়া কয়েকটী গাথা বলিলেন:—

৮১। পরম বন্ধুর প্রতি কৃত্য যাহা আছে।
আমাদের প্রতি, ভূপ, করেছ সে সব।
ভক্তি, প্রীতি সুপ্রচুর পেয়েছি আমরা
তোমার নিকটে, ইহা জানিবে নিশ্চয়।

৮২। আমাদের অদর্শনে জ্ঞাতিগণ মাঝে
যে স্থান হয়েছে শূন্য, অতি বড় তাহা।
হইয়াছে হংসগণ নিতান্ত দুঃখিত।

৮৩। তাই তুমি, অরিন্দম, দাও অনুমতি,
প্রদক্ষিণ করি মোরা দুজনে তোমায়
জ্ঞাতিদের শোক-অপনোদনের তরে
যাই এবে জ্ঞাতিগণে দেখিতে সত্বর।
৮৪। পেয়েছি বড়ই প্রীতি দর্শনে তোমার;
আশ্বাসপ্রদানে সুখী করা জ্ঞাতিগণে—
ইহাও উদ্দেশ্য মহা সম্প্রতি মোদের।

মহাসত্ত্ব এইরূপ বলিলে রাজা তাঁহাদের গমন অনুমোদন করিলেন। মহাসত্ত্ব রাজাকে পঞ্চবিধ দুঃশীলের দুঃখকর পরিণাম ও পঞ্চশীলের গুণ বুঝাইলেন; বলিলেন, "মহারাজ, যথাধর্ম্ম রাজত্ব করুন এবং চতুর্ব্বিধ সংগ্রহবস্তু * দ্বারা প্রজাদিগের অনুরাগভাজন হউন।" অনন্তর তিনি চিত্রকূটে চলিয়া গেলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৮৫। নৃপতিকে এইরূপে করি সম্ভাষণ
ধৃতরাষ্ট্রহংসরাজ গেলা মহাবেগে
যেখানে চরিতেছিল জ্ঞাতিগণ তাঁর।
৮৬। রাজা, সেনাপতি, দু'য়ে অক্ষতশরীরে
ফিরিলেন দেখি তারা মহা কেকারবে
নিনাদিত দশদিক্ করিল সকলে।
৮৭। বন্ধন-বিমুক্ত হ'য়ে এসেছেন তাঁরা,
এ আনন্দে প্রভুভক্ত বিহঙ্গমগণ
উড়িতে লাগিল সবে চৌদিকে তাঁদের।
ছিল নিরাশ্বাস, এবে আশ্বাস পাইল।

হংসরাজকে পরিবেষ্টন করিয়া এইরূপে যাইতে যাইতে হংসেরা জিজ্ঞাসা করিল, "মহারাজ, আপনি কি উপায়ে মুক্তি লাভ করিলেন?" মহাসত্ত্ব তাহাদিগকে জানাইলেন যে, তিনি সুমুখের গুণেই মুক্ত হইয়াছেন। অনন্তর, শকুনরাজ ও ব্যাধপুত্রের সঙ্গে তাঁহাদের যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তিনি সমস্ত বলিলেন। তাহা শুনিয়া হংসগণ সন্তুষ্ট হইল এবং "সেনাপতি সুমুখ, রাজা ও ব্যাধপুত্র যেন কোন দুঃখ না পাইয়া পরমসুখে চিরজীবী হন" ইহা বলিয়া তাঁহাদের গুণকীর্ত্তন করিতে লাগিল।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা শেষের গাথাটী বলিলেন :—

৮৮। মৈত্রীভাবে পরিপূর্ণ যাহার হৃদয়, সকল অভীষ্ট তার সদা সিদ্ধ হয়;
ধৃতরাষ্ট্রহংসগণ ইহার প্রমাণ; জ্ঞাতিমধ্যে গেল পুনঃ নিজ নিজ স্থান।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও আনন্দ আমার জন্য নিজের প্রাণ দিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন।

সমবধান—তখন ছন্ন ছিলেন সেই নিষাদ, সারিপুত্র ছিলেন সেই রাজা, আনন্দ ছিলেন সুমুখ, বুদ্ধসেবকেরা ছিল সেই নবতিসহস্র হংস এবং আমি ছিলাম সেই হংসরাজ।]

---

* সংগ্রহবস্তু চতুর্ব্বিধ—দান, প্রিয়বাক্য, তথার্থচর্য্যা, সমানসুখদুঃখতা।

৩৩৪—মহাহংস-জাতক।*

[এই আখ্যায়িকাও শাস্তা বেণুবনে অবস্থিতকালে স্থবির আনন্দের আত্মজীবনোৎসর্গ-সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন। ইহার বর্তমান বস্তু পূর্ব্ববর্তী জাতকের বর্তমানবস্তুসদৃশ। এ ক্ষেত্রে শাস্তা অতীত কথাটী নিম্নলিখিত ভাবে বলিয়াছিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ সংযমের† ক্ষেমানাম্নী অগ্রমহিষী ছিলেন। তখন বোধিসত্ত্ব নবতি সহস্র হংসপরিবৃত হইয়া চিত্রকূটে বাস করিতেন। একদা ক্ষেমা দেবী প্রত্যূষকালে স্বপ্ন দেখিলেন, কয়েকটী সুবর্ণবর্ণ হংস আসিয়া রাজপল্যঙ্কে উপবেশনপূর্ব্বক মধুর স্বরে ধর্ম্মকথা বলিতেছে; তিনি সাধুকার দিয়া ধর্ম্মকথা শুনিতেছেন; কিন্তু শ্রবণের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই রজনী প্রভাতা হইল; হংসগুলি ধর্ম্মকথা বলিয়া প্রাসাদ-বাতায়নপথে নিষ্ক্রমণপূর্ব্বক প্রস্থান করিল। তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া "ধর, ধর, হংসগুলি পলায়ন করিতেছে" বলিয়া হস্ত প্রসারণ করিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। দেবীর কথা শুনিয়া পরিচারিকারা ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল, "হংস কোথায়?" এই সময়ে দেবীর জ্ঞান হইল যে, তিনি স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। কিন্তু তিনি ভাবিলেন, 'যাহা নাই বা ছিল না, আমি কখনও তাহা দেখি নাই। নিশ্চয় এই পৃথিবীতে সুবর্ণবর্ণ হংস আছে। যদি রাজাকে বলি যে, আমি সুবর্ণহংসদিগের মুখে ধর্ম্মকথা শুনিতে অভিলাষ করিয়াছি, তবে তিনি উত্তর দিবেন যে, তিনি পূর্ব্বে কখনও সুবর্ণহংস দেখেন নাই; হংসেরা যে ধর্ম্মকথা বলে, ইহাও অসম্ভব। ইহা বলিয়া তিনি আমার ইচ্ছাপূরণের জন্য কোন চেষ্টাই করিবেন না। কিন্তু যদি বলি যে, আমার দোহদ উৎপন্ন হইয়াছে, তবে তিনি যে কোন উপায়েই হউক, অনুসন্ধান করিবেন, আমার মনোরথ পূর্ণ হইবে।' মনে মনে ইহা স্থির করিয়া মহিষী পীড়ার ভাণ করিলেন, এবং পরিচারিকাদিগকে ইঙ্গিত করিয়া শুইয়া রহিলেন। রাজা সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া, মহিষীর আগমনবেলায় তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ক্ষেমা দেবী কোথায়?" পরিচারিকারা বলিল, "তাঁহার অসুখ করিয়াছে।" তখন রাজা ক্ষেমার নিকটে গিয়া শয্যার এক পার্শ্বে বসিলেন এবং তাঁহার পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার না কি অসুখ করিয়াছে?" ক্ষেমা বলিলেন, "মহারাজ, কোন অসুখ করে নাই; কিন্তু আমার একটা দোহদ জন্মিয়াছে।" "বল, প্রিয়ে, তুমি কি পাইতে ইচ্ছা কর। আমি শীঘ্রই তাহা আনয়ন করিতেছি।" "মহারাজ, আমি একটী সুবর্ণহংসকে শ্বেতচ্ছত্রের নীচে রাজ-পল্যঙ্কে বসাইয়া ও গন্ধমালাদি দ্বারা পূজা করিয়া সাধুকার দিতে দিতে তাহার মুখে ধর্ম্মকথা শুনিতে ইচ্ছা করি। এই অভিলাষ যদি পূর্ণ হয়, তবেই আমার মঙ্গল; নচেৎ আমার প্রাণ রক্ষা হইবে না।" "মনুষ্যলোকে যদি এরূপ হংস থাকে, তবে নিশ্চয় তুমি পাইবে; তুমি নিশ্চিন্ত থাক।" মহিষীকে এইরূপে আশ্বাস দিয়া রাজা শ্রীগর্ভ হইতে

* তু°—চুল্লহংসজাতক (৫৩৩), হংস-জাতক (৫০২) এবং জাতকমালা, ২২। ফলতঃ মহাহংস-জাতকটী হংস ও চুল্লহংস-জাতকের সমষ্টি।

† রাজার নাম কোন কোন পুস্তকে 'সেয্যস্স', কোন কোন পুস্তকে 'সংযমস্স' দেখা যায়। ইহার কোনটীই সংস্কৃত নামানুযায়ী নয়। পরে দেখা যাইবে যে, ইঁহার নাম সংযম।

নিষ্ক্রমণপূর্ব্বক অমাত্যদিগের সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, "ভো অমাত্যগণ, ক্ষেমাদেবী বলিতেছেন যে সুবর্ণহংসের মুখে ধর্ম্মকথা শুনিতে পাইলে প্রাণ রাখিবেন; নচেৎ তিনি প্রাণত্যাগ করিবেন; কোথাও সুবর্ণহংস আছে কি?" অমাত্যেরা বলিলেন, 'মহারাজ, আমরা কখনও সুবর্ণহংস কেমন, তাহা দেখি নাই, শুনিও নাই।" "কাহারা জানিতে পারে, বলুন ত।" "ব্রাহ্মণেরা, মহারাজ!" রাজা ব্রাহ্মণদিগকে আহ্বান করাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। "আচার্য্যস্থানীয় * সুবর্ণ হংস কোথাও আছে কি?" "হাঁ, মহারাজ, পুরুষপরম্পরায় শুনিয়া আসিতেছি যে, কোন কোন জাতীয় মৎস্য, কর্কট, কচ্ছপ, মৃগ, ময়ূর ও হংস, এই সকল তির্য্যগ্‌গণ সুবর্ণবর্ণ। তন্মধ্যে ধৃতরাষ্ট্র-কুলজাত হংসগণ না কি সুপণ্ডিত ও জ্ঞানবান্। মনুষ্য লইয়া এই সপ্তবিধ জীব সুবর্ণবর্ণ।" রাজা ব্রাহ্মণদিগের কথায় প্রীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ধৃতরাষ্ট্র হংসাচার্য্যগণ কোথায় থাকে?" ব্রাহ্মণেরা উত্তর দিলেন, "জানি না, মহারাজ।" "কাহারা জানিতে পারে?" "ব্যাধেরা।" রাজা তখন ব্যাধদিগকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাপু সকল, ধৃতরাষ্ট্র-কুলজাত হংসেরা কোথায় বাস করে?" একজন ব্যাধ বলিল, "কুলপরম্পরায় শুনিয়া আসিতেছি, তাহারা না কি হিমালয়স্থ চিত্রকূট পর্ব্বতে থাকে।" "তাহাদিগকে কি উপায়ে ধরা যাইতে পারে, তাহা জান কি?" "না, মহারাজ; তাহা জানি না।"

রাজা আবার পণ্ডিত-ব্রাহ্মণদিগকে ডাকাইয়া বলিলেন, "শুনিলাম, সুবর্ণহংসেরা চিত্রকূটে বাস করে। কি উপায়ে তাহাদিগকে ধরা যাইতে পারে, তাহা আপনারা জানেন কি?" ব্রাহ্মণেরা বলিলেন, "মহারাজ, সেখানে গিয়া ধরিবার প্রয়োজন কি; তাহাদিগকে এই নগরের নিকটে আনিয়াই ধরিব।" "তাহার উপায় কি, বলুন।" "মহারাজ, আপনি নগরের উত্তরে ত্রি-গব্যূতপ্রমাণ ক্ষেম নামক একটী সরোবর খনন করাইবার ব্যবস্থা করুন; উহা জলে পূর্ণ করিয়া তন্মধ্যে নানা জাতীয় ধান্য রোপণ করা হউক; উহার জলরাশি পঞ্চ বর্ণের পদ্মে সমাচ্ছন্ন করাইবার আদেশ দিন। এক জন বুদ্ধিমান্ ব্যাধের হস্তে ঐ সরোবরের রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিন; কোন লোক যেন উহার নিকটে যাইতে না পায়। উহার চারি কোণে লোক অবস্থিত হইয়া সর্ব্ব প্রাণীর অভয় ঘোষণা করুক। অভয়বাণী শুনিলে বহু পক্ষী ঐ সরোবরে অবতরণ করিবে; ধৃতরাষ্ট্র হংসেরাও পক্ষিমুখ-পরম্পরায় উহার নিরাপদ্‌ভাব শুনিতে পাইয়া ওখানে আসিবে, তাহাদিগকে রোম-নির্ম্মিত পাশে আবদ্ধ করাইবেন।"

ব্রাহ্মণদিগের পরামর্শে রাজা উক্ত স্থানে ঐরূপ সরোবর খনন করাইলেন, এবং এক জন সুনিপুণ নিষাদকে ডাকাইয়া তাহাকে সহস্র মুদ্রা দানপূর্ব্বক বলিলেন, "তুমি আজ হইতে ব্যাধবৃত্তি ছাড়িয়া দাও; আমিই তোমার স্ত্রী-পুত্রের পোষণ করিব; তুমি সাবধানে ক্ষেম সরোবরের রক্ষণাবেক্ষণ কর; কোন মানুষ সে দিকে অগ্রসর হইলে তাহাকে ফিরাইয়া দিবে, চারি কোণে লোক রাখিয়া অভয় ঘোষণা করাইবে এবং যে সকল পক্ষী সেখানে যাতায়াত করিবে, আমাকে তাহাদের নাম জানাইবে। যখন সেখানে সুবর্ণ-হংসগণ আসিতে থাকিবে, তখন তুমি প্রচুর পুরস্কার পাইবে।" এইরূপে উৎসাহিত করিয়া রাজা ঐ ব্যাধকে ক্ষেম সরোবরের রক্ষায় নিযুক্ত করিলেন; সেও ঐ দিন হইতে, রাজা যেরূপ

* পাঠান্তরে, 'হে আচার্য্যগণ!'

বলিলেন, সেইভাবে উহার তত্ত্বাবধান করিতে লাগিল। ক্ষেম সরোবরের রক্ষক হইল বলিয়া তাহার নাম হইল 'ক্ষেম নিষাদ।'

অতঃপর নানা জাতীয় পক্ষী ঐ সরোবরে অবতরণ করিতে লাগিল। সেখানে কোন ভয়ের কারণ নাই, পক্ষিমুখপরম্পরায় এই ঘোষণা শুনিয়া নানারূপ হংসও আসিতে আরম্ভ করিল। প্রথমে দেখা দিল তৃণহংস।* তাহাদের কথা শুনিয়া আসিল পাণ্ডুহংস; এইরূপে যথাক্রমে মনঃশিলাহংস, শ্বেতহংস, পাকহংস আসিয়াও ঐ সরোবরে চরিতে লাগিল। তখন ক্ষেমক গিয়া রাজাকে জানাইল, "মহারাজ, এখন পঞ্চবর্ণের পঞ্চবিধ হংস আসিয়া সরোবরে চরিতে আরম্ভ করিয়াছে। পাকহংসেরা আসিয়াছে দেখিয়া, মনে হয়, কয়েকদিনের মধ্যে সুবর্ণহংসেরাও দেখা দিবে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।" ইহা শুনিয়া রাজা বলিলেন, "দেখ, অন্য কেহ যেন ক্ষেম সরোবরে না যাইতে পারে। তিনি ভেরী বাজাইয়া ঘোষণা করিলেন, "কেহ সেখানে গেলে তাহার হাত পা কাটিয়া ফেলা হইবে, ঘরবাড়ী লুঠ করা হইবে।" এই আজ্ঞা শুনিয়া কেহই ঐ সরোবরের ত্রিসীমায় পা দিত না।

পাকহংসেরা চিত্রকূটের অবিদূরে কাঞ্চনগুহায় বাস করে। তাহারাও মহাবল; তবে তাহাদের বর্ণ ধৃতরাষ্ট্র-হংসদিগের বর্ণ হইতে পৃথক্। কিন্তু পাকহংসরাজের কন্যা হেমবর্ণা ছিল; সে ধৃতরাষ্ট্র-হংসরাজের অনুরূপা ইহা মনে করিয়া পাকহংসরাজ তাহাকে ধৃতরাষ্ট্র হংসরাজের পত্নী হইবার জন্য প্রেরণ করিয়াছিল। এই হংসী ধৃতরাষ্ট্রপতির প্রিয়া ও মনোরমা হইয়াছিল, এবং এই নিমিত্ত পাকহংস ও ধৃতরাষ্ট্র-হংসদিগের মধ্যে সৌহার্দ্দ জন্মিয়াছিল।

একদিন বোধিসত্ত্বের অনুচর হংসেরা পাকহংসদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা আজকাল কোথায় চরায় যাও?" তাহারা বলিল, "আমরা বারাণসীর নিকটে ক্ষেম সরোবরে চরিতে যাই; তোমরা কোথায় যাও, বল ত?" তাহারা উত্তর দিল, 'অমুক স্থানে'। "তোমরা ক্ষেমসরোবরে যাও না কেন? সেই সরোবর অতি রমণীয়, নানাজাতীয় পক্ষিসমাকীর্ণ, পঞ্চবর্ণের পদ্মশোভিত, বহুবিধ ফলশস্যসম্পন্ন ও বিবিধভ্রমরগুঞ্জনমুখরিত। তাহার চতুষ্কোণে প্রত্যহ অভয় ঘোষিত হইতেছে; কোন লোকের সাধ্য নাই যে, তাহার নিকটে যায়; সেখানে কোন উপদ্রব করা ত দূরের কথা। তাহা এমনই সুন্দর সরোবর!" পাকহংসেরা এইরূপে ক্ষেমসরোবরের মনোহারিতা বর্ণন করিল। তাহা শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্র-হংসেরা সুমুখের নিকট গিয়া বলিল, "বারাণসীর নিকটে না কি এবংবিধ সর্ব্বাংশে সুবিধাজনক এক সরোবর আছে; পাকহংসেরা সেখানে গিয়া চরিতেছে; আপনি ধৃতরাষ্ট্রহংসপতিকে এই সংবাদ দিন; তিনি অনুমতি দিলে আমরাও সেখানে গিয়া চরিতে পারি।" সুমুখ হংসরাজকে তাহাদের প্রার্থনা জানাইলেন। হংসরাজ ভাবিলেন, 'মানুষ নানা মায়া জানে; নানা কৌশল অবলম্বন করে; সম্ভবতঃ আমাদিগকে ধরিবার জন্যই এই ব্যবস্থা করিয়া থাকিবে।' তিনি সুমুখকে বলিলেন, 'সেখানে যাইতে যেন তোমার অভিরুচি না হয়; মানুষে সদ্ধর্ম্মপ্রণোদিত হইয়া যে এই সরোবর খনন করিয়াছে, তাহা নয়; আমাদিগকে ধরিবার জন্যই তাহারা এই কৌশল করিয়াছে। মানুষ অতি নিষ্ঠুর ও উপায়কুশল; তোমরা নিজ গোচরক্ষেত্রেই চরিতে থাক।'

* সূত্রনিপাতের অর্থকথায় বুদ্ধঘোষ হরিৎ, তাম্র, ক্ষীর, কাল, পাক ও সুবর্ণ, এই ছয় প্রকার হংসের উল্লেখ করিয়াছেন। তৃণহংস ও হরিৎহংস, বোধ হয়, এক বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

সুবর্ণহংসেরা কিন্তু এ কথায় নিরস্ত হইল না; তাহারা আবার সুমুখকে বলিল, "আমাদের বড় ইচ্ছা যে, ক্ষেমসরোবরে চরিতে যাই।" সুমুখ মহাসত্ত্বকে এই কথা জানাইলেন। মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, 'আমার জন্য জ্ঞাতিদের মনঃকষ্ট হওয়া সঙ্গত নহে; কাজেই আমাকেও সেখানে যাইতে হইবে।' তিনি নবতিসহস্র হংসপরিবৃত হইয়া ক্ষেমসরোবরে গমন করিলেন এবং সেখানে চরিয়া হংসকেলি সমাপনপূর্ব্বক চিত্রকূটে ফিরিয়া গেলেন। সুবর্ণহংসগণ বিচরণান্তে প্রস্থান করিলে ক্ষেমক গিয়া রাজাকে তাহাদের আগমনবৃত্তান্ত জানাইল। এই সংবাদে রাজা সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "তুমি ইহাদের একটী বা দুইটী ধরিতে চেষ্টা কর; আমি তোমাকে প্রচুর পুরস্কার দিব।" অনন্তর তিনি তাহাকে পাথেয় দিয়া বিদায় করিলেন। ক্ষেমক সরোবরে গিয়া একটা জালার মত খাঁচার মধ্যে লুকাইয়া থাকিয়া হংসদিগের বিচরণস্থান পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। বোধিসত্ত্বেরা নির্লোলুপ। কাজেই মহাসত্ত্ব যেখানে অবতরণ করিতেন, সেই স্থান হইতে ক্রমে অগ্রসর হইতে হইতে শালি ভক্ষণ করিতেন; অন্য হংসেরা কিন্তু কখনও এখানে, কখনও সেখানে যাইয়া বিচরণ করিত। ইহা দেখিয়া ব্যাধ ভাবিল, 'এই হংসটী নির্লোলুপ-ভাবে চরে; ইহাকেই পাশবদ্ধ করা যাউক।' ইহা স্থির করিয়া, পরদিন হংসেরা সরোবরে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই, সে বোধিসত্ত্বের বিচরণ-স্থানে গিয়া নিকটে সেই খাঁচার মধ্যে লুকাইয়া রহিল এবং উহার একটা ছিদ্র দিয়া দেখিতে লাগিল। ঐ সময়ে মহাসত্ত্ব নবতি সহস্র হংসপরিবৃত হইয়া দেখা দিলেন, পূর্ব্বদিন যেখানে অবতরণ করিয়াছিলেন, সেখানেই অবতরণ করিলেন, এবং পূর্ব্বদিন যে স্থানের ধান্যাদি খাইয়াছিলেন, তাহার শেষ সীমায় গিয়া ভোজন আরম্ভ করিলেন। ব্যাধ পিঞ্জরের ছিদ্র দিয়া তাঁহার অলৌকিক রূপ দেখিয়া ভাবিল, 'এই হংসটীর দেহ শকটপ্রমাণ বর্ণ সুবর্ণের ন্যায় পীতোজ্জ্বল, ইহার গলদেশ বেষ্টন করিয়া তিনটী রক্তবর্ণ রেখা; সেখান হইতে আবার তিনটী রেখা অধোদিকে নামিয়া উদরের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত গিয়াছে এবং আর তিনটী রেখা পৃষ্ঠদেশকে সুশোভিত করিয়াছে। এ রক্তকম্বলসূত্র-প্রলম্বিত কাঞ্চনখণ্ডের ন্যায় বিরাজ করিতেছে! এ নিশ্চয় এই সকল হংসের রাজা; ইহাকেই ধরিতে হইবে।'

হংসরাজ সেদিনও বহুক্ষণ বিচরণ করিয়া জলকেলি সমাপনান্তে হংসগণসহ চিত্রকূটে প্রতিবর্ত্তন করিলেন। এইরূপে একে একে ছয়দিন অতীত হইল। সপ্তমদিনে ক্ষেমক কৃষ্ণবর্ণ অশ্বলোমের দৃঢ় ও বৃহৎ রজ্জু প্রস্তুত করিল, উহা যষ্টিতে বান্ধিল এবং পরদিন হংসরাজ কোথায় অবতরণ করিবেন, তাহা নিশ্চয় জানিতে পারিয়াছিল বলিয়া সেখানেই যষ্টিপাশ বিস্তার করিল।

হংসরাজ পরদিন যেন পাশের মধ্যে নিজের পা প্রবেশ করাইয়াই অবতরণ করিলেন। লৌহপট্টের ন্যায় দৃঢ় সেই পাশ তাঁহার পা কষিয়া ধরিল। তিনি উহা ছিঁড়িবার জন্য যথাসাধ্য বলপ্রয়োগে পা টানিতে লাগিলেন এবং পুনঃ পুনঃ উহাতে আঘাত করিলেন। প্রথম বারে তাঁহার সুবর্ণবর্ণ চর্ম্ম ছিঁড়িয়া গেল, দ্বিতীয় বারে কম্বলবর্ণ মাংস কাটিল; তৃতীয় বারে স্নায়ু ছিঁড়িল; চতুর্থ বারে পা খানিও * ছিঁড়িয়া যাইত; কিন্তু রাজাদের পক্ষে অঙ্গহীনতা অশোভন বলিয়া মহাসত্ত্ব আর টানাটানি করিলেন না। তিনি ক্ষতস্থানে অত্যন্ত বেদনা

* মূলে 'পাদা' আছে। কিন্তু হংসটীর এক খানি পাই পাশে আবদ্ধ হইয়াছিল।

অনুভব করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন, 'আমি বদ্ধ হইয়াছি,' যদি এইভাবে রব করি, তবে জ্ঞাতিরা মহাভীত হইয়া আহার গ্রহণ না করিয়াই পলায়ন করিবে এবং পেটে ক্ষুধা থাকিবে বলিয়া তাহারা পলায়নকালে সমুদ্রে পড়িয়া মরিবে।' কাজেই তিনি বেদনা সহ্য করিয়া রহিলেন এবং পাশবশগত হইয়াও এমনভাব দেখাইলেন, যেন তিনি শালিই ভক্ষণ করিতেছেন। অনন্তর, যখন হংসেরা যত ইচ্ছা ভোজন করিয়া কেলি আরম্ভ করিল, তখন তিনি মহাশব্দে বদ্ধরাব * করিলেন। পূর্ব্বে যেরূপ বলা হইয়াছে (খুল্লহংস-জাতকে) এখনও হংসেরা ইহা শুনিয়া সেইরূপে পলায়ন করিল। সুমুখও পূর্ব্বোক্তরূপে চিন্তা করিয়া তিন দলেই অনুসন্ধান করিলেন; কিন্তু কোথাও মহাসত্ত্বকে দেখিতে না পাইয়া স্থির করিলেন যে, তিনিই বিপদে পড়িয়াছেন। তিনি ফিরিয়া মহাসত্ত্বের নিকটে গিয়া বলিলেন, "ভয় নাই, মহারাজ; আমি নিজের প্রাণ দিয়াও আপনাকে মুক্ত করিব।" অবতরণের সময় মহাসত্ত্বকে এইরূপে আশ্বাস দিয়া সুমুখ পঙ্কের উপর উপবিষ্ট হইলেন। মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, নবতিসহস্র হংস আমাকে ছাড়িয়া পলায়ন করিল; কেবল এই একটী ফিরিয়া আসিল। যখন ব্যাধ আসিবে, তখন সুমুখ পলাইবেন কি না, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য তিনি সেই রক্তাক্ত পাশযষ্টির প্রান্ত হইতে প্রলম্বমান অবস্থাতেই তিনটী গাথা বলিলেন :—

১। অই দেখ, ভয় পেয়ে কিরূপে বক্রাঙ্গগণ করে পলায়ন।
পীতপত্র, হেমবর্ণ সুমুখ! তুমিও কর যথেচ্ছ গমন।
২। একাকী ফেলিয়া মোরে পাশবদ্ধ অবস্থায় জ্ঞাতিগণ যায়
না ভাবি আমার দশা; তুমি একা, বল কেন রহিবে হেথায়?
৩। যাও উড়ি, খগবর, [illegible] বিলম্ব নিশ্চয়;
মুক্তির সুযোগ তুমি ছেড় না; চলিয়া যাও যেথা ইচ্ছা হয়।†

ইহা শুনিয়া সুমুখ ভাবিলেন, 'এই হংসরাজ আমার মনের ভাব জানেন না; ইনি মনে করিয়াছেন আমি ইঁহার চাটুবাদী মিত্র; আমি যে ইঁহাকে কত ভালবাসি, তাহা বুঝাইতে হইতেছে।' ইহা স্থির করিয়া তিনি চারিটী গাথা বলিলেন :—

৪। যতই বিপদ্ হোক্, ধৃতরাষ্ট্র, ফেলি তোমা যাব না কখন;
জীবন, মরণ মম হইবে তোমারি সাথে, এই মোর পণ।
৫। যতই বিপদ্ হোক্, ধৃতরাষ্ট্র, ফেলি তোমা যাইব না আমি;
করো না প্রবৃত্ত মোরে অনার্য্য-উচিত কার্য্যে, ওহে হংসস্বামী।
৬। আশৈশব আমি তব মিত্র, সখা প্রিয়তম, একচিত্তমন;
হংসদের সেনাপতি বলিয়া আমার খ্যাতি, ওহে হংসোত্তম!
৭। কোন্ মুখে হেথা হ'তে জ্ঞাতিগণ মাঝে আমি যাইব ফিরিয়া?
তুমি বিহঙ্গমশ্রেষ্ঠ; এ বিপদে ফেলি তোমা বলিব কি গিয়া?
ত্যজিব এখানে প্রাণ; করিতে অনার্য্য কর্ম্ম নাহি চায় হিয়া।

সুমুখ সিংহনাদে এই চারিটী গাথা বলিলে মহাসত্ত্ব তাঁহার গুণ বর্ণনা করিয়া বলিলেন,

৮। যে আর্য্য সঙ্কল্প তুমি করেছ, সুমুখ, তাই ধর্ম্ম সনাতন;
প্রভু-সখা আমি তব; চাও না ত্যজিতে মোরে তুমি সে কারণ।
৯। পেয়ে তব দরশন কিছুমাত্র ভয় মোর হয় না উদয়;
যদিও হয়েছি বন্দী, তবু তুমি প্রাণ মোর বাঁচাবে নিশ্চয়।

* অর্থাৎ যে রব করিলে তিনি পাশবদ্ধ হইয়াছেন, ইহা বুঝায়।
† ৪র্থ খণ্ডের হংস-জাতকের (৫০২) প্রথমেও এই গাথা তিনটী আছে।

হংসরাজ ও সুমুখ এইরূপ কথোপকথন করিতেছিলেন; এদিকে সরোবরের এক প্রান্তে অবস্থিত নিষাদনন্দন দেখিতে পাইল, হংসগণ তিন দলে বিভক্ত হইয়া পলায়ন করিতেছে। ব্যাপার কি জানিবার জন্য সে যেখানে পাশ বিস্তার করিয়াছিল, সেই দিকে তাকাইল এবং দেখিতে পাইল, বোধিসত্ত্ব পাশযষ্টির অগ্রভাগ হইতে ঝুলিতেছেন। ইহাতে আনন্দিত হইয়া সে পরিকর বদ্ধ করিয়া ও মুদ্গর হস্তে লইয়া ছুটিয়া গেল এবং পার্ষ্ণিদ্বয় কর্দ্দমে প্রোথিত করিয়া হংসদ্বয়েরও উর্দ্ধে নিজের মস্তক উত্তোলনপূর্ব্বক প্রলয়াগ্নির ন্যায় ভীতি বিস্তার করিতে করিতে অবস্থিত হইল।

এই বৃত্তান্ত বিশদভাবে বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন:—

১০। করিতেছে হংসদ্বয় আর্য্যবৃত্তি, মহাশয়, কথোপকথন,
হেনকালে দণ্ড লয়ে ত্বরা মহাবল ব্যাধ দিল দরশন।
১১। আসিতে দেখিয়া তাকে উচ্চৈঃস্বরে সেনাপতি বলে, "কি বা ভয়?"
ব্যথিতে আশ্বাস দিয়া পুরোভাগে গিয়া তাঁর দাঁড়াইয়া রয়।
১২। "কি ভয়, বিহগবর? ত্বাদৃশ বিজ্ঞের পক্ষে ভয় অশোভন;
ধর্ম্মানুমোদিত বীর্য্যে করিতেছি উপযুক্ত উপায় এমন,
যে সাধু উপায়ে তুমি এখনি বন্ধনমুক্ত হইবে, রাজন্।"

সুমুখ মহাসত্ত্বকে এইরূপ আশ্বাস দিয়া ব্যাধের নিকটে গেলেন এবং মধুর মানুষী বাণী নিঃসারণপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সৌম্য, তোমার নাম কি?" ব্যাধ বলিল, 'সুবর্ণ-হংসরাজ, আমার নাম খেমক।" 'সৌম্য খেমক, তুমি যে রোমপাশ বিস্তার করিয়াছ, মনে করিওনা যে, তাহাতে যে সে একটা সামান্য হংস আবদ্ধ হইয়াছে। যিনি নবতিসহস্র হংসের অধিপতি, সেই ধৃতরাষ্ট্র-হংসরাজ তোমার পাশে বন্দী। ইনি জ্ঞানবান্, শীলাচার-সম্পন্ন, চতুর্ব্বিধ সংগ্রহবস্তু-প্রয়োগে সর্ব্বজনপ্রিয়; ইঁহার প্রাণবধ কিছুতেই কর্ত্তব্য নহে। ইনি তোমার যে প্রয়োজন সিদ্ধ করিতেন, আমিই তাহা করিতেছি। ইনি সুবর্ণবর্ণ, আমিও সুবর্ণবর্ণ; আমি ইঁহার জীবনরক্ষার্থে আত্মজীবন ত্যাগ করিতেছি। তুমি যদি ইঁহার পক্ষগুলি গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়া থাক, তবে তদ্বিনিময়ে আমার পক্ষগুলিই গ্রহণ কর; যদি চর্ম্ম, মাংস, স্নায়ু, অস্থি প্রভৃতির কোন একটা তোমার লইতে ইচ্ছা থাকে, তবে তাহা আমার শরীর হইতেই লও। ইঁহাকে পুষিয়া যদি ক্রীড়া করিতে চাও, তবে আমার দ্বারাই সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ কর, আমাকে জীবিত অবস্থায় বিক্রয় কর। অথবা যদি ধনার্জ্জনই তোমার লক্ষ্য হয়, তবে আমাকে বিক্রয় করিয়া ধন লাভ কর। ইনি নানা গুণালঙ্কৃত; ইঁহাকে বধ করিও না। ইঁহাকে বধ করিলে তুমি নরকাদি অপায় হইতে মুক্তি পাইবে না।" সুমুখ ব্যাধকে নরকের ভয় দেখাইয়া এবং নিজের মধুর কথা তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করাইয়া পুনর্ব্বার হংসরাজের নিকট গেলেন এবং তাঁহাকে আশ্বাস দিতে লাগিলেন। তাঁহার কথা শুনিয়া ব্যাধ ভাবিতে লাগিল, "যাহা মানুষে করিতে পারে না, এই পক্ষী তির্য্যগ্‌যোনিজ হইয়াও তাহা করিল! মানুষেও এমন ভাবে মিত্রধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারে না। অহো! এই পক্ষী কিরূপ জ্ঞানী, কিরূপ মধুরভাষী, কিরূপ ধার্ম্মিক!' এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে সে সর্ব্বাঙ্গে প্রীতিরসে পূর্ণ হইল; তাহার দেহ রোমাঞ্চিত হইল; সে দণ্ড ত্যাগ করিয়া মস্তকে অঞ্জলি স্থাপনপূর্ব্বক, যেন সূর্য্যকে প্রণাম করিতেছে এই ভাবে, সুমুখের গুণ কীর্ত্তন করিল।

এই ভাব ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :—

১৩। সুমুখের সুভাষিত বাক্য শুনি নিষাদের হইল বিস্ময় ;
রোমাঞ্চিত দেহে সেই করিল প্রণাম তাঁরে যুড়ি করদ্বয়।
১৪। "অদৃষ্ট! অশ্রুতপূর্ব্ব! পক্ষী হয়ে বলে কথা মানুষের মত!
মানুষী ভাষায় হংস বলে মহাধর্ম্মকথা এ বড় অদ্ভুত!
১৫। কে হন তোমার ইনি ? অবদ্ধ, অথচ তুমি আছ বদ্ধপাশে!
সব পক্ষী গেছে ছাড়ি ; রয়েছ একাকী হেথা তুমি কোন্ আশে ?

ক্রূরমনা ব্যাধ সুমুখকে এই কথা বলিলে তিনি ভাবিলেন, 'ইহার মন একটু নরম হইয়াছে ; আমি যে ইহার অন্তঃকরণ পূর্ণরূপে করুণার্দ্র করিতে পারি, এখন আমার সেই গুণের পরিচয় দিতে হইতেছে।' তিনি বলিলেন,

১৬। রাজা ইনি আমাদের ; আমি সেনাপতি এঁর, পক্ষিনিসূদন!
ত্যজিতে বিহগরাজে এ ঘোর বিপদে মোর নাহি চায় মন।
১৭। বহু অনুচর এঁর : একাকী কি হেতু তবে হবেন বিপন্ন ?
তাই, সৌম্য, হয় মোর প্রভুর নিকটে থাকি চিত্ত সুপ্রসন্ন।

সুমুখের ধর্ম্মসঙ্গত মধুর বচনে ব্যাধের চিত্ত সুপ্রসন্ন হইল ; সে পুলকিত দেহে ভাবিতে লাগিল, 'শীলাদিগুণযুক্ত এই হংসরাজকে বধ করিলে আমি কখনও চতুর্ব্বিধ অপায় হইতে নিষ্কৃতি পাইব না। আমার সম্বন্ধে রাজা যাহা ইচ্ছা করুন ; আমি এই হংসরাজকে পাশমুক্ত করিয়া সুমুখকে দান করিব।' সে বলিল,

১৮। পালিলে মিত্রের ধর্ম্ম ; অন্নদাতা যিনি, তাঁর রাখিলে সম্মান ;
তোমার প্রভুকে, হংস, দিনু ছাড়ি, যথা ইচ্ছা এবে তিনি যান।

ইহা বলিয়া সেই নিষাদ সদয়হৃদয়ে মহাসত্ত্বের নিকটে গেল, যষ্টি নামাইয়া তাঁহাকে কর্দ্দমের উপর বসাইল, পাশ হইতে যষ্টিখানি খুলিয়া ফেলিল, মহাসত্ত্বকে লইয়া তীরে উঠিল, তাঁহাকে নবদর্ভতৃণের উপর রাখিল এবং অতি সাবধানে পাদসংলগ্ন পাশ মোচন করিল। এই সময়ে তাহার মনে মহাসত্ত্বের প্রতি প্রবল স্নেহ সঞ্জাত হইল ; সে মৈত্রীভাবপূর্ণচিত্তে জল আহরণ করিয়া রক্ত ধুইল এবং পুনঃ পুনঃ জল দিয়া ক্ষত স্থান পরিষ্কার করিল। তাহার মৈত্রীভাবে শিরার সহিত শিরা, মাংসের সহিত মাংস, চর্ম্মের সহিত চর্ম্ম সংযুক্ত হইল ; বোধিসত্ত্বের পাখানি স্বাভাবিক অবস্থা পাইল ; তাঁহার অপর পাখানির সহিত ইহার কোনই প্রভেদ থাকিল না। তিনি পরমসুখে স্বাভাবিকরূপে আসীন হইলেন। 'আমারই চেষ্টায় রাজা আবার সুখী হইলেন', ইহা ভাবিয়া, সুমুখের মহা আনন্দ হইল ; তিনি ভাবিলেন, এই ব্যাধ আমাদের মহা উপকার করিল ; কিন্তু আমরা ইহার কোন প্রত্যুপকার করি নাই। এ যদি রাজা কিংবা মহামাত্রদিগের জন্য হংসরাজকে ধরিয়া থাকে, তবে আমাদিগকে তাঁহাদের নিকট লইয়া গেলে বহু ধন পাইত ; নিজের জন্য ধরিয়া থাকিলেও আমাদিগকে বিক্রয় করিয়া ধনলাভ করিতে পারিত। ইহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি।' এই চিন্তা করিয়া তিনি ব্যাধের উপকার করিবার ইচ্ছায় জিজ্ঞাসা করিলেন,

১৯। করে থাক যদি তুমি নিজ প্রয়োজনহেতু বাগুরা বিস্তার,
অকুণ্ঠিত চিত্তে, সৌম্য, লইতে আমরা পারি এ দয়া তোমার।
২০। অন্যের আজ্ঞায় কিন্তু বাগুরা বিস্তার তুমি করে থাক যদি,
বিনা অনুমতি তাঁর দিলে মুক্তি, হবে তুমি চৌর্য্যে অপরাধী।

ইহা শুনিয়া নিষাদ বলিল, "আমি নিজের কোন প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্য আপনাদিগকে ধরি নাই; বারাণসীরাজ সংযমই আপনাদিগকে ধরাইয়াছেন।" অতঃপর, সে দেবীর স্বপ্নদর্শন হইতে আরম্ভ করিয়া রাজা হংসদিগের আগমন-সংবাদ পাইয়া যে বলিয়াছিলেন,—"সৌম্য ক্ষেমক, তুমি একটী বা দুইটী হংস ধরিতে চেষ্টা কর; তুমি প্রচুর পুরস্কার পাইবে", এবং ইহা বলিয়া তাহাকে যে পাথেয় দিয়া বিদায় করিয়াছিলেন,—এই সকল বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক নিবেদন করিল। ইহা শুনিয়া সুমুখ ভাবিলেন, 'এই নিষাদ নিজের জীবন তুচ্ছজ্ঞান করিয়া আমাদিগকে যে ছাড়িয়া দিতেছে, ইহা অতি দুষ্কর কর্ম্ম; আমরা এখান হইতেই চিত্রকূটে চলিয়া গেলে ধৃতরাষ্ট্ররাজের পুণ্যভাব এবং আমার মিত্রধর্ম্ম, সমস্তই অপ্রকট থাকিবে; এই ব্যাধপুত্র ধনলাভ করিতে পারিবে না, রাজা পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠাপিত হইবেন না, রাজ্ঞীর মনোরথও পূর্ণ হইবে না।' এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি বলিলেন, "সৌম্য, তুমি যাহা বলিলে, যদি তাহাই হয়, তবে আমাদিগকে ছাড়িতে পার না; তুমি আমাদিগকে লইয়া রাজাকে দেখাও; তাঁহার যেরূপ অভিরুচি হয়, আমাদের সঙ্গে সেইরূপ ব্যবহার করিবেন।

এই ভাব সুব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

২১। যে রাজার ভৃত্য তুমি, অবিলম্বে কর, ব্যাধ, অভিলাষ পূরণ তাঁহার:
নিজের প্রাসাদে পেয়ে সংযম মোদের প্রতি করুন যথেচ্ছ ব্যবহার।

ক্ষেমক বলিল, "ভদন্তগণ, আপনারা রাজদর্শনের ইচ্ছা করিবেন না। রাজারা অতি ভয়ঙ্কর জীব। আমাদের রাজা হয় ত আপনাদিগকে কেলিহংস করিয়া রাখিবেন, নয় বধ করিবেন।" সুমুখ বলিলেন, "সৌম্য ব্যাধ, আমাদের জন্য কোন চিন্তা করিও না। আমি তোমার মত ক্রূরমতি ব্যাধকেও ধর্ম্মকথা দ্বারা করুণার্দ্র করিয়াছি; রাজাকেও কেন সেরূপ করিতে পারিব না? রাজারা সুপণ্ডিত; তাঁহারা সৎকথার গুণ গ্রহণ করিতে জানেন। তুমি শীঘ্র আমাদিগকে রাজসকাশে লইয়া চল; লইবার সময়ে আমাদিগকে বদ্ধ রাখিও না; আমাদিগকে পুষ্পপঞ্জরে বসাইয়া লইয়া যাও। তুমি ধৃতরাষ্ট্রের জন্য একখানি বৃহৎ পঞ্জর প্রস্তুত করিয়া তাহা শ্বেতপদ্মে আচ্ছাদিত কর; আমার জন্য অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র একখানি পঞ্জর প্রস্তুত করিয়া তাহা রক্তপদ্মে আচ্ছাদিত কর; ধৃতরাষ্ট্রকে অগ্রে এবং আমাকে তাঁহার পশ্চাতে অপেক্ষাকৃত নিম্নস্থানে বসাও। আমাদিগকে এইভাবে লইয়া শীঘ্র রাজার সহিত সাক্ষাৎকার করাও।" সুমুখের কথায় ব্যাধ ভাবিল, 'ইনি রাজদর্শন করিয়া হয় ত আমাকে মহা ধন দেওয়াইবার ইচ্ছা করিয়াছেন।' এই বিশ্বাসে সে বড় আনন্দিত হইল, কোমল লতাদ্বারা দুই খানি পঞ্জর প্রস্তুত করিয়া পদ্মদ্বারা আচ্ছাদিত করিল এবং উক্তরূপে হংসদ্বয়কে লইয়া চলিল।

এই বৃত্তান্ত সুব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

২২। শুনি ইহা, দুই হাতে হেমবর্ণ, পীতবর্ণ হংসদ্বয়ে করি উত্তোলন,
লইতে রাজার ঠাঁই, পঞ্জরের মধ্যে ব্যাধ সাবধানে করিল স্থাপন।
২৩। হংসরাজ, সেনাপতি হইলেন পঞ্জরস্থ; উভয়েরি বরণ ভাস্বর,
তুলি নিজ স্কন্ধোপরি এ দুই বিহগবরে চলে ব্যাধ রাজার গোচর।

ব্যাধ যখন এইরূপে তাঁহাদিগকে রাজসকাশে লইয়া যাইতেছিল, তখন ধৃতরাষ্ট্র-হংস নিজের ভার্য্যা সেই পাকরাজহংসকন্যাকে স্মরণ করিয়া সুমুখকে সম্বোধনপূর্ব্বক কামবশে বিলাপ করিতে লাগিলেন।

এই বৃত্তান্ত সুব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

২৪। রাজপাশে নীয়মান ধৃতরাষ্ট্র-হংস বলে সুমুখে করিয়া সম্বোধন,
"বড় ভয় পাই মনে, শ্যামাঙ্গী মহিষী মোর,— উরুদ্বয় যার সুলক্ষণ—
পতির নিধনবার্ত্তা শুনি, সেই শোকে পাছে করে আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন।
২৫। সুহেমা * আমার, হায়, পীতোজ্জ্বল ত্বক্ যার, পাকহংসরাজের দুহিতা,
কান্দিতেছে বুঝি এবে, একাকিনী, সিন্ধুতীরে পতিহীনা ক্রৌঞ্চী কান্দে যথা।"

ইহা শুনিয়া সুমুখ ভাবিলেন, 'এই হংস অন্যকে উপদেশ দিতে যাইতেছে; অথচ নিজেই একটা রমণীর জন্য কামবশে বিলাপ করিতেছে! অহো! ইহার মন যেন উত্তপ্ত জলের ন্যায় টগ্‌বগ্ করিতেছে; বৃতি হইতে উড়িয়া পাখীরা শস্যক্ষেত্রে শস্য খাইবার কালে যা' তা' রব করে; এও সেইরূপ করিতেছে। আমি আত্মবলে স্ত্রীজাতির দোষ দেখাইয়া ইহার চৈতন্য সম্পাদন করিব।' ইহা চিন্তা করিয়া তিনি বলিলেন,

২৬। অপ্রমেয় গুণোপেত তুমি হংস-কুলশ্রেষ্ঠ, মহাহংসসঙ্ঘের নায়ক;
তোমা হেন পুণ্যাত্মার এক স্ত্রীর হেতু শোক হৃদয়ের দৌর্ব্বল্যসূচক।
২৭। সুগন্ধ, দুর্গন্ধ, দুই সমীরণ নির্ব্বিশেষে সদা যথা করে আহরণ,
সুপক্ক, অপক্ক কিংবা, না বিচারি বালকেরা ফল যথা করয়ে ভক্ষণ,
লোলুপ অন্ধেরা যথা বিচার না করি মনে ভালমন্দ সবই মাংস খায়,
রমণীর হেতু তব বিলাপ তাদেরি মত অজ্ঞানজনিত মনে হয়।†
২৮। কি করিলে আত্মহিত সাধিত হইতে পারে, ম... তাহা করিতে বিচার
আছে কি না বুদ্ধি তব, এ ঘোর সন্দেহ, প্রভু, হইয়াছে অন্তরে আমার।
এ আপৎকালে তুমি দেখিতেছ স্পষ্টরূপে প্রত্যাসন্ন হয়েছে মরণ;
তবু কৃত্যাকৃত্যজ্ঞান পেয়েছে তোমার লোপ! ইহা বড় দুঃখের কারণ।
২৯। রমণী যে শ্রেষ্ঠরত্ন, এ প্রলাপ কর তুমি অর্দ্ধমত্ত হইয়া নিশ্চয়;
সাধারণ-ভোগ্যা তারা, শৌণ্ডিকের পানাগার যথা সর্ব্ব-অধিগম্য হয়।
৩০। মায়া তারা; মরীচিকা; রোগ-শোক-উপদ্রব— সর্ব্ববিধ অশান্তিনিদান;
প্রখরা, পাপের পঙ্কে বান্ধে তারা জীবগণে; তাহা হ'তে নাই পরিত্রাণ।
দেহরূপ গুহামধ্যে মৃত্যুপাশসমা তারা; পদে পদে বিপদ্ ঘটায়।
এহেন রমণীগণে যে জন বিশ্বাস করে, নরকুলাধম সে নিশ্চয়।

* হংসরাজীর নাম 'সুহেমা'।

† টীকাকার শেষ চরণের পরিবর্ত্তে এই অর্থ করিয়াছেন:—রমণীরা সেই মত, না বিচারি পাত্রাপাত্র, সকলেরই সমভোগ্যা হয়।

ধৃতরাষ্ট্রের চিত্ত রমণীগণে আসক্ত ছিল; এইজন্য তিনি সুমুখকে বলিলেন, "তুমি স্ত্রীজাতির গুণ জান না; কিন্তু পণ্ডিতেরা জানেন। স্ত্রীজাতিকে এরূপ নিন্দা করা অসঙ্গত।" এই ভাব সুব্যক্ত করিবার জন্য তিনি আবার বলিলেন,

৩১। জ্ঞানবৃদ্ধগণ যাহা জেনেছেন সত্য বলি, নিন্দিতে তা' সাধ্য আছে কার?
নানাগুণে গুণবতী সত্যই রমণীজাতি, কল্পারম্ভে আগ্না সৃষ্টি যার।
৩২। কেলি, রতি আদি নানা প্রাণীদের সুখ যত, সকলেরই রমণী নিদান;
গর্ভে থাকি তাহাদের বীজ হয় অঙ্কুরিত; লভে জীব নিজ নিজ প্রাণ;
প্রাণ-প্রদায়িনী যারা, এমন রমণীগণে কে করিতে পারে হীন জ্ঞান?
৩৩। স্মরি দেখ, হে সুমুখ, অন্যে নয়, তুমি নিজে স্ত্রী-জাতিতে আসক্ত কেমন;
মরণের ভয়ে বুঝি নিন্দিতে রমণীগণে মতি তব হয়েছে এখন?
৩৪। থাকুক অন্যের কথা, ভীরুও আপৎকালে সংবরণ করে নিজ ভয়;
মহানর্থ-প্রতীকার করে বিজ্ঞ প্রাণপণে; ভয়ে কভু কাতর না হয়।
৩৫। এ কারণ রাজগণ মন্ত্রিরূপে নিয়োজন করে শৌর্য্যবীর্য্যশালী জনে,
ঘটিলে বিপদ্ যারা সুমন্ত্রণা করি দান সমর্থ সর্ব্বথা সংরক্ষণে।
৩৬। বাঁশের বিনাশ ঘটে, জন্মে যদি কোনকালে ফল তাহাদের; *
হেমবর্ণ পক্ষদ্বয় হতে পারে বিনাশের হেতু আমাদের।
উপায় চিন্তিয়া দেখ, রাজার পাচকগণ লয়ে মহানসে
আমাদের দু'জনাকে খণ্ড খণ্ড করি কাটি আজ না বিনাশে।
৩৭। হয়েছিলে মুক্ত, তবু বদ্ধ হলে স্ব-ইচ্ছায়; † চেলে না উড়িতে,
রাজদর্শনের হেতু পড়িয়াছি এবে মোরা ঘোর বিপত্তিতে।
হয়েছি সঙ্কটাপন্ন: দেখ চিন্তি, পরিত্রাণ পাব কি উপায়ে;
স্ত্রী-জাতির নিন্দা দ্বারা কেন মুখ কলুষিত কর এ সময়ে?

মহাসত্ত্ব এইরূপে স্ত্রীজাতির গুণবর্ণনা করিলে সুমুখ নীরব হইলেন। তিনি দুঃখিত হইয়াছেন দেখিয়া মহাসত্ত্ব তাঁহার মনস্তুষ্টি-সম্পাদনের জন্য বলিলেন,

৩৮। বলেছিলে পূর্ব্বে যাহা, ধর্ম্মানুমোদিত কোন করহ উপায়;
তব বীর্য্যবলে যেন আমার, সুমুখ, আজ প্রাণরক্ষা পায়।

সুমুখ ভাবিলেন, 'হংসরাজ মরণভয়ে অত্যন্ত ভীত হইয়াছেন। ইনি আমার বল জানেন না, রাজার সঙ্গে দেখা হইলে এবং দুই চারিটা কথা বলিবার অবসর পাইলে, কি করিতে হইবে, তাহা আমি বুঝিয়া লইব; এখন ত ইঁহাকে আশ্বাস দেওয়া যাউক।' এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি বলিলেন,

৩৯। ভয় নাই, মহারাজ; ত্বাদৃশ বিজ্ঞের পক্ষে ভয় অশোভন;
ধর্ম্মানুমোদিত বীর্য্যে করিতেছি উপযুক্ত উপায় এখন,
যে সাধু উপায়ে তুমি এখনি বন্ধনমুক্ত হইবে, রাজন্।

* কোন কোন সময়ে বাঁশের ফুল ও ফল হয়। ফলগুলি তণ্ডুলের মত। ঐ ফল পাকিলে বাঁশ মরিয়া যায়। হংসের হেমবর্ণ পক্ষ বাঁশের ফলের মত প্রায়ই দেখা যায় না। ইহার লোভে লোকে হংসদ্বয়কে মারিতে পারে।

† ব্যাধ ত ছাড়িয়াই দিয়াছিল। তুমিই রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্য ইচ্ছাপূর্ব্বক পরাধীন হইলে।

হংসরাজ ও হংসসেনাপতি পক্ষিভাষায় এইরূপ কথোপকথন করিতেছিলেন; ব্যাধ তাহার বিন্দুবিসর্গও বুঝিতে পারিল না। সে কেবল তাঁহাদিগকে বাঁকে তুলিয়া লইয়া বারাণসীতে প্রবেশ করিল। নগরবাসীরা এই অপূর্ব্ব হংসদ্বয় দেখিয়া বিস্মিত হইল; এবং বহু লোকে কৃতাঞ্জলিপুটে ব্যাধের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। ব্যাধ রাজদ্বারে গিয়া রাজাকে নিজের আগমন-সংবাদ জানাইল।

এই বৃত্তান্ত বিশদ করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :—

৪০। বাঁকে তুলি হংসদ্বয়ে উপনীত হ'ল ব্যাধ অবিলম্বে রাজার আলয়ে;
বলিল দ্বারীকে, "যাও, রাজাকে সংবাদ দাও, আসিয়াছি ধৃতরাষ্ট্রে লয়ে।"

দৌবারিক গিয়া রাজাকে এই সংবাদ দিল। রাজা মহানন্দে আদেশ দিলেন, "সে শীঘ্র আসুক।" অনন্তর তিনি অমাত্যগণপরিবৃত হইয়া সমুচ্ছ্রিত শ্বেতচ্ছত্রের তলে রাজপল্যঙ্কে উপবেশন করিলেন; এবং ক্ষেমককে হাঁসের বাঁক লইয়া মহাতলে উঠিতে দেখিয়া ও হেমবর্ণ হংসদ্বয় অবলোকন করিয়া ভাবিলেন, "এত দিনে আমার মনোরথ পূর্ণ হইল।" তিনি ব্যাধকে যে পুরস্কার দেওয়া কর্ত্তব্য, তাহা দিবার জন্য অমাত্যদিগকে আজ্ঞা করিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদ করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৪১। প্রত্যক্ষ পুণ্যের মূর্ত্তি সর্ব্বসুলক্ষণযুত হংসদ্বয় করি বিলোকন
সুপ্রসন্ন মনে রাজা অমাত্যবর্গের প্রতি এই আজ্ঞা দিলেন তখন :—
৪২। বস্ত্র, ভোজ্য সুপ্রচুর, পানীয় অতি মধুর দাও ব্যাধে বিলম্ব না করি;
সুবর্ণ করক পূর্ণ আজ এর মনোরথ; যত ইচ্ছা লয়ে যা'ক চলি।

এইরূপ পুরস্কারের ব্যবস্থা করিয়া প্রীতিপ্রসাদে উৎসাহিত হইয়া রাজা আবার বলিলেন, "যাও, এই ব্যাধকে বেশভূষায় সজ্জিত করিয়া আনয়ন কর।" অমাত্যেরা তাহাকে রাজভবন হইতে অবতরণ করাইলেন, তাহার শ্মশ্রু ও কেশ কাটাইয়া ছাটাইয়া দিলেন, তাহাকে স্নান করাইলেন এবং অনুলেপ দেওয়াইলেন; এবং সর্ব্বালঙ্কারে বিভূষিত করিয়া রাজার নিকট লইয়া গেলেন। তখন রাজা তাহাকে বার্ষিক ষষ্টিসহস্রমুদ্রা আয়ের দ্বাদশখানি গ্রাম, আজানেয়অশ্বযুক্ত একখানি রথ, একটী বৃহৎ সুসজ্জিত প্রাসাদ ইত্যাদি মহাপুরস্কার দান করিলেন। বহু ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া, ব্যাধ নিজে যে কত বড় কাজ করিয়াছে তাহা বুঝাইবার জন্য বলিল "মহারাজ, আমি যে সে হংস ধরি নাই; ইনি নবতিসহস্র হংসের রাজা ধৃতরাষ্ট্র; আর ইনি হংসসেনাপতি সুমুখ।" রাজা জিজ্ঞাসিলেন, "সৌম্য, তুমি কি উপায়ে ইঁহাদিগকে ধরিলে?"

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৪৩। সন্তুষ্ট হইল ব্যাধ; অতঃপর কাশীরাজ জিজ্ঞাসেন তারে,
"বহু হংসে পরিপূর্ণ, ক্ষেমক, সে সরোবর; বল কি প্রকারে
৪৪। সুদর্শন হংসগণে বেষ্টিয়া আছিল যাঁরে, তাঁহাকে চিনিলে?
পাশহস্তে গিয়া তুমি মধ্যমে, অধমে ছাড়ি উত্তমে ধরিলে?

ইহার উত্তরে ব্যাধ বলিল,

৪৫। ছয় রাত্রি, ছয় দিন খাঁচায় লুকায়ে থাকি অতি সাবধানে
করিলাম লক্ষ্য আমি ধৃতরাষ্ট্র হংসরাজ চরে কোন্ স্থানে।

৪৬। বুঝিনু নিশ্চয় আজ কোন্ স্থানে হংসরাজ করে বিচরণ;
বিস্তারিনু পাশ সেথা; এইরূপে হংসরাজে করিনু গ্রহণ।

রাজা ভাবিলেন, 'ব্যাধ যখন দ্বারে দাঁড়াইয়া হংসগ্রহণের বৃত্তান্ত বলিয়াছিল, তখন এ কেবল ধৃতরাষ্ট্রের আগমন-বৃত্তান্তই কহিয়াছিল; এখনও বলিতেছে যে, কেবল একটা হাঁস ধরিয়াছে। ইহার কারণ কি?' ইহা চিন্তা করিয়া তিনি ব্যাধকে বলিলেন,

৪৭। এনেছ দুইটী হংস; একটীর মাত্র তুমি দিলে পরিচয়;
হয়েছে কি ভুল? কিংবা দ্বিতীয় হংসটী দিতে অন্যে ইচ্ছা হয়?

ব্যাধ বলিল, "মহারাজ, আমার ভুল হয় নাই; দ্বিতীয় হংসটীকেও অন্য কাহাকে দিতে ইচ্ছা করি নাই। আমি যে জালবিস্তার করিয়াছিলাম, তাহাতে একটী হংসই আবদ্ধ হইয়াছিল।" এই বৃত্তান্ত বুঝাইবার জন্য সে বলিল,

৪৮। হেমপ্রভ, সুলোহিত রেখাত্রয় শোভাপায় গ্রীবা হ'তে বক্ষোঽবধি যাঁর,
ধৃতরাষ্ট্র-হংসরাজ সেই, কাশীনাথ, পাশে বদ্ধ হয়েছিলেন আমার।

৪৯। এই সমুজ্জ্বলকায় বিহগ, অবদ্ধ নিজে, তবু আর্ত্ত বন্ধুমিত্রপাশে
বসিয়া আশ্বাস দান করিতেছিলেন তাঁরে সুমধুর মানুষের ভাষে।

ধৃতরাষ্ট্র পাশবদ্ধ হইয়াছেন জানিয়া ইনি প্রতিবর্ত্তনপূর্ব্বক তাঁহাকে আশ্বাস দিয়াছিলেন, এবং আমাকে আসিতে দেখিয়া প্রত্যুদ্গমন করিয়া আকাশে অবস্থিত হইয়াই আমাকে মধুর প্রীতিসম্ভাষণ করিয়াছিলেন। ইনি মানুষীভাষায় ধৃতরাষ্ট্রের গুণকীর্ত্তনদ্বারা আমার হৃদয় করুণার্দ্র করিয়াছিলেন এবং তাহার পর আবার ধৃতরাষ্ট্রের সম্মুখে গিয়া অবস্থিত হইয়াছিলেন। সুমুখের সুমধুর বাক্যে প্রসন্ন হইয়া আমি ধৃতরাষ্ট্রকে পাশমুক্ত করিয়াছিলাম। ইহাই ধৃতরাষ্ট্রের পাশমুক্তির বৃত্তান্ত। আমি যে হংস দুইটীকে লইয়া এখানে আসিয়াছি, তাহাও সুমুখের ইচ্ছাবশতঃ।" ব্যাধ এইরূপে সুমুখের গুণকীর্ত্তন করিলে রাজা সুমুখের মুখে ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিবার ইচ্ছা করিলেন। এদিকে ব্যাধকে পুরস্কারাদি দিতে দিতে সূর্য্যাস্ত হইল, লোকে প্রদীপ জ্বালিল; রাজভবনে ক্ষত্রিয়াদি বহুজন সমবেত হইল; ক্ষেমা দেবী বিবিধ নর্ত্তক সঙ্গে লইয়া রাজার দক্ষিণপার্শ্বে উপবেশন করিলেন; রাজা সুমুখের দ্বারা কথা বলাইবার অভিপ্রায়ে জিজ্ঞাসা করিলেন,

৫০। কেন, হে, সুমুখ, এবে রয়েছ বসিয়া, বদ্ধ করি মুখ তব,
আসি এ রাজসভায় পেয়েছ কি ভয়, তাই হয়েছ নীরব?

সুমুখ যে ভয় পান নাই, ইহা জানাইবার জন্য বলিলেন,

৫১। আসিয়া সভায় তব পাই নাই, কাশীপতি, কিছু মাত্র ভয়।
অবকাশ পাই যদি, ভয়েতে নীরব আমি রব না নিশ্চয়।

সুমুখের দ্বারা আরও কিছু বলাইবার উদ্দেশ্যে রাজা নিম্নলিখিত গাথাদ্বয়ে তাঁহাকে পরিহাস * করিলেন:—

* আমি 'পরিজাসং' এই পাঠের পরিবর্ত্তে 'পরিহাসং' এই পাঠ গ্রহণ করিলাম।

৫২। দেখি না, সুমুখ, হেথা রক্ষাহেতু আছে তব রথী কিংবা পদাতিকগণ;
নাই অসি, নাই চর্ম্ম, বর্ম্ম, ধনুর্দ্ধর কেহ করেনা ক তোমার রক্ষণ

৫৩। সুবর্ণাদি ধন, কিংবা সুনির্ম্মিত পুরী নাই; চতুর্দ্দিকে পরিখাবেষ্টিত
নাই ত সুদৃঢ় দুর্গ, অট্টালকে, কোষ্ঠে যাহা অনুক্ষণ থাকে সুরক্ষিত;
যার বলে, কিংবা যেথা প্রবেশি সুমুখ নিজে মৃত্যুভয়ে হয় না কম্পিত।

রাজা এইরূপে সুমুখের অভয়ের কারণ জিজ্ঞাসিলেন। সুমুখ বলিলেন,

৫৪। শরীররক্ষকে ধনে, সুদৃঢ়নগরে কিংবা আমাদের নাই প্রয়োজন;
ব্যোমচর মোরা, যেথা তোমরা না পাও পথ, সেইখানে করি বিচরণ।

৫৫। শুনেছ, পণ্ডিত মোরা; হিতাহিত প্রদর্শিতে আমাদের আছে নিপুণতা;
সত্যে যদি প্রতিষ্ঠিত হও তুমি, নরপতি, শুনাইব অর্থবতী কথা।

৫৬। কিন্তু যদি মিথ্যাবাদী, অনার্য্য, অসত্যে তুমি প্রতিষ্ঠিত হও, নরবর,
ব্যাধের হৃদয়স্পর্শী বাক্য শুনি প্রসন্নতা না লভিবে তোমার অন্তর।

ইহা শুনিয়া রাজা কহিলেন, "তুমি আমাকে অনার্য্য ও মিথ্যাবাদী বলিতেছ কেন? আমি কি করিয়াছি?" সুমুখ উত্তর দিলেন, "বলিতেছি, মহারাজ; শ্রবণ করুন:—

৫৭। শুনি ব্রাহ্মণের কথা ক্ষেমনামে সরোবর করাইলে তুমি হে খনন;
করাইলে দশদিকে তত্রগামী পক্ষীদের সর্ব্ববিধ অভয় ঘোষণ।

৫৮। পবিত্র প্রসন্ন জলে অবগাহি পক্ষিগণ পায় সেথা প্রচুর আহার;
আদেশে তোমার, ভূপ, বাধা নাই করে কেহ তাহাদের প্রতি অত্যাচার।

৫৯। পক্ষিমুখে এই বার্ত্তা করিয়া শ্রবণ মোরা এসেছিনু সেই সরোবরে,
তোমারি আদেশে এবে হইলাম পাশ বদ্ধ! মিথ্যাবাদী বলে আর কারে?

৬০। মিথ্যার আশ্রয় লয়ে পাপ লোভ, পাপ ইচ্ছা চরিতার্থ করিতে যে চায়,
নরযোনি, দেবযোনি, উভয়ই পরিহরি দেহ-অন্তে নরকে সে যায়।"

সুমুখ সভামধ্যে রাজাকে এইরূপে লজ্জা দিলেন? রাজা বলিলেন, "সুমুখ তোমাদিগকে মারিয়া মাংস খাইব, এ ইচ্ছায় আমি তোমাদিগকে ধরাই নাই। তোমরা, শুনিয়াছি, সুপণ্ডিত; তোমাদিগের মুখে সৎকথা শ্রবণ করিবার অভিপ্রায়েই ধরাইয়াছি।

৬১। সুমুখ, নির্দ্দোষ আমি; লোভবশে পাশবদ্ধ করাই নি তোমা দুই জনে;
শুনেছি, তোমরা বিজ্ঞ; সুশিক্ষা করিতে দান পার হিতাহিত-প্রদর্শনে।

৬২। তোমরা আসিয়া হেথা বল যদি ধর্ম্মকথা, উপকৃত হইব নিশ্চয়,
এ আশায়, ব্যাধে, সৌম্য ধরিতে সুবর্ণহংস দিনু আজ্ঞা, অন্য হেতু নয়।"

ইহা শুনিয়া সুমুখ বলিলেন, "মহারাজ, আপনি বিজ্ঞের মত কাজ করেন নাই।

৬৩। এখনি জীবন যাবে, মরণ আসন্ন অতি, এই ভয়ে কম্পিত যে জন,
অর্থবতী কথা সেই দেখ ভাবি, কাশীপতি, বলিতে কি পারে হে তখন?

৬৪। পশুদিয়া বধে পশু পক্ষী দিয়া পক্ষী মারে, করি মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দান
ধার্ম্মিকে যে করে বন্দী, কে বল দুরভিসন্ধি আছে, ভূপ, তাহার সমান?

৬৫। মুখে সদা মিষ্টবাণী, অথচ অনার্য্য কর্ম্মে অভিরতি যার অনুক্ষণ,
ইহলোক, পরলোক, উভয়ই নষ্ট তার নিশ্চয় হইবে সে কারণ।

৬৬। সৌভাগ্যেতে অপ্রমত্ত সঙ্কটেতে নির্ব্বিকার, উদ্যোগী কর্ত্তব্যসম্পাদনে
হইয়া ধার্ম্মিকগণ রত হন অনুক্ষণ নিজ নিজ দোষাপনয়নে।

৬৭। চরি যেন ধর্ম্মপথে জ্ঞানবৃদ্ধ নর যাঁরা, জীবনের হলে অবসান,
ছাড়ি এ নশ্বর দেহ সহাস্যবদনে, ভূপ, ত্রিদিবেতে করেন প্রয়াণ।

৬৮। শুনি, কাশীপতি এই সনাতন ধর্ম্মকথা আত্মধর্ম্ম করহ পালন,
ধৃতরাষ্ট্র হংসরাজে— হংসগণোত্তম যিনি— অবিলম্বে করহ মোচন।

ইহা শুনিয়া রাজা ভৃত্যদিগকে বলিলেন

৬৯। পাদ্য অর্ঘ, মালা আর মহার্হ আসন সত্বর তোমরা হেথা কর আনয়ন।
যশস্বী এ ধৃতরাষ্ট্রে পঞ্জর হইতে দিনু মুক্তি, যেথা ইচ্ছা সেখানে যাইতে।

৭০।
সেনাপতি তাঁর যিনি ধীর, প্রজ্ঞান্বিত,
হিতাহিত নির্দ্ধারিতে সুনিপুণ অতি
প্রভুর সুখেতে সুখী দুঃখেতে দুঃখিত,
তাঁহাকেও এবে আমি দিলাম মুকতি।

৭১। প্রভুর খাদ্যের মত খাদ্য পাইবার যেবা সর্ব্বতোভাবে হয় অধিকার
রাজার বান্ধব ইনি জীবনে মরণে হইলেন রাজবৎ পূজ্য সে কারণে।

রাজার আজ্ঞা শুনিয়া রাজভৃত্যগণ আসনাদি আনয়ন করিল, হংসদ্বয় উপবিষ্ট হইলে গন্ধোদক দ্বারা তাঁহাদের পাদ প্রক্ষালন করিল এবং তাঁহাদের পায়ে শতপাক তৈল মাখাইয়া দিল।

এই বৃত্তান্ত সুব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন।

৭২। সর্ব্বাংশে স্বর্ণনির্ম্মিত সুসজ্জিত, অষ্টপদ কাশীজাত বস্ত্রে আচ্ছাদিত
মনোরম পীঠোপরি ধৃতরাষ্ট্র হংসপতি হইলেন সুখে অবস্থিত।

৭৩। সর্ব্বাংশে স্বর্ণনির্ম্মিত, ব্যাঘ্রচর্ম্মে আচ্ছাদিত মনোহর কোচ্ছের* উপর
প্রবেশি, প্রভুর পাশে হইলেন সমাসীন সেনানী সুমুখ হংসবর।

৭৪। আনালেন কাশীরাজ বিবিধ সুস্বাদ খাদ্য হংসদ্বয়ে দিতে উপহার
শত শত কাশীবাসী তুলিয়া সুবর্ণ পাত্রে আনিল সে দ্রব্যের সম্ভার।

ভৃত্যগণ উক্তরূপে উপহার আনয়ন করিলে হংসদ্বয়ের প্রতি সম্মানপ্রদর্শনার্থ কাশীরাজ নিজেও একটী স্বর্ণপাত্র বহন করিয়া তাঁহাদিগকে উপহার দিলেন। হংসদ্বয় তাহা হইতে মধুমিশ্রিত লাজ ভক্ষণ করিয়া সুমিষ্ট জল পান করিলেন। অতঃপর মহাসত্ত্ব রাজদত্ত উপহার এবং রাজার চিত্তপ্রসাদ দেখিয়া তাঁহাকে প্রীতিসম্ভাষণ করিলেন।

এই বৃত্তান্ত সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন

৭৫।
কাশীরাজদত্ত সেই বিবিধ সুস্বাদ
খাদ্য বিলোকন করি, প্রহৃষ্ট অন্তরে
ক্ষাত্রধর্ম্ম বিশারদ হংসকুলেশ্বর
জিজ্ঞাসিলা নরনাথে মধুর বচনে

---

*কোচ্ছ—ভদ্রপীঠ ইহা মোড়ার মত একপ্রকার আসন। টীকাকার বলেন যে মাঙ্গলিক দিবসে অগ্রমহিষী এই আসন গ্রহণ করিতেন।

৭৬। "কুশল ত, নৃপ, তব ? আপৎ ত নাই ?
রাজ্য ত সমৃদ্ধিশালী ? যথাধর্ম্ম তুমি
পালন ত করিতেছ পৌর-জানপদে ?"

৭৭। "সর্ব্বতঃ কুশল মম ; নিরাপৎ আমি ;
রাজ্যও সমৃদ্ধিশালী ; ধর্ম্ম অনুসরি
পালিতেছি সদা পৌর-জানপদগণে।"

৭৮। "তোমার অমাত্যগণ নির্দ্দোষ ত সবে ?
সাধিতে তোমার কার্য্য, তব হিততরে
জীবনপর্য্যন্ত পণ করে ত তাহারা ?"

৭৯। "অমাত্য আমার সব বিশ্বাসভাজন,
অম্লানবদনে তারা, করি প্রাণপণ
সতত আমার হিত-অনুষ্ঠানে রত।"

৮০। "ভার্য্যা ত সদৃশী তব বংশে আর গুণে,
প্রফুল্ল-অন্তরে আজ্ঞাবহন-তৎপরা,
ছন্দানুবর্ত্তিনী সদা, মধুরভাষিণী,
চরিত্রে বিশুদ্ধা, পুত্রবতী, রূপবতী ?"

৮১। "সদৃশী আমার ভার্য্যা বংশে আর গুণে,
প্রফুল্ল অন্তরে আজ্ঞাবহন-তৎপরা,
ছন্দানুবর্ত্তিনী সদা, মধুরভাষিণী,
চরিত্রে বিশুদ্ধা, পুত্রবতী, রূপবতী।"

৮২। "হয় না ত রাজ্যে তব প্রজার পীড়ন ?
উপদ্রব কোনরূপ ঘটে না ত কভু ?
বিনা অত্যাচারে, আর বিনা পক্ষপাতে
যথাধর্ম্ম শাসন ত করিতেছ তুমি ?"

৮৩। "হয় না আমার রাজ্যে প্রজার পীড়ন,
উপদ্রব কোনরূপ ঘটে না কখনো ;
বিনা অত্যাচারে, আর বিনা পক্ষপাতে
যথাধর্ম্ম করি আমি রাজ্যের শাসন।"

৮৪। "সাধুদের সমুচিত কর ত সম্মান ?
অসাধুসংসর্গ ত্যাগ করেছ ত তুমি ?
কিংবা ধর্ম্ম-পথ তুমি করি পরিহার
কেবল অধর্ম্মপথে কর বিচরণ ?"

৮৫। "সাধুদের সমুচিত রাখি আমি মান ;
অসাধুসংসর্গ আমি করিয়াছি ত্যাগ ;
ধর্ম্মপথে বিচরণ করি অনুক্ষণ ;
ভ্রমেও অধর্ম্মমার্গে চরি না কখন।"

৮৬। "জীবন যে ক্ষণস্থায়ী, ভাব ত সতত ?
মাতিয়া ঐশ্বর্য্যমদে পরলোক-ভয়
মন হ'তে অপনীত কর নি ত তুমি ?"

* ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০ ও ৮১ চিহ্নিত গাথাগুলি যথাক্রমে খুল্লহংস-জাতকের ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২ ও ৬৩ চিহ্নিত গাথা।

৮৭। "জীবন যে ক্ষণস্থায়ী, জানি বিলক্ষণ;
দশবিধ রাজধর্ম্মে হ'য়ে প্রতিষ্ঠিত
পরলোক-ভয়ে আমি হই না কম্পিত।

৮৮। দান, শীল, পরিত্যাগ, আর্জ্জব, মার্দ্দব,
অক্রোধ, অহিংসা, তপঃ, ক্ষান্তি, অবিরোধ,— *
এই দশ রাজধর্ম্ম পালি আমি সদা।

৮৯। এ সব কুশলপ্রদ ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত
হইয়াছি, ভাবি ইহা, পাই আমি মনে
অপার আনন্দ, আত্মপ্রসাদ প্রচুর।

৯০। বিচার না করি মোর আছে কিবা গুণ,
চিত্ত যে নির্দ্দোষ মোর, ইহাও না ভাবি,
সুমুখ বলিল। অতি পরুষ বচন।

৯১। অকারণ ক্রুদ্ধ হ'য়ে বলিলেন তিনি
পরুষ বচন; করিলেন অপরাধী
সেই দোষে, নাই যাহা স্বভাবে আমার।
এ নয় প্রাজ্ঞের পক্ষে কার্য্য সমুচিত।"

রাজার কথা শুনিয়া সুমুখ ভাবিলেন, "আমি এই গুণবান্ রাজাকে অসন্তুষ্ট করিয়াছি; ইনি আমার উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। ইঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা যাউক।" ইহা চিন্তা করিয়া তিনি বলিলেন,

৯২। [illegible] দেখি পাইলাম দুঃখ;
না ভাবিয়া না চিন্তিয়া, তাই, মহারাজ,
কি বলিতে কি বলিনু চিত্তের আবেগে আমি,
ভাবি তাহা এবে মনে পাই বড় লাজ।

৯৩। পুত্রের যেমন পিতা, জীবের ধরিত্রী যথা
আশ্রয়স্থানীয় হয়ে সহে অত্যাচার,
তুমিও, নৃপতি, তথা মোদের আশ্রয়দাতা;
দয়া করি অপরাধ ক্ষমহ আমার।

রাজা সুমুখকে আলিঙ্গন করিয়া সুবর্ণপীঠে বসাইয়া তাঁহার দোষস্বীকারোক্তি গ্রহণপূর্ব্বক বলিলেন,

৯৪। ধন্য তুমি, বিহঙ্গম; চাও না ক তুমি
আত্মমনোগতভাব করিতে গোপন।
আত্মদোষ-স্বীকারে না কর ইতস্ততঃ।
স্বভাব সরল তব; করিলাম ক্ষমা।

রাজা এই কথা বলিলেন। তিনি মহাসত্ত্বের ধর্ম্মকথায় এবং সুমুখের সরলতায় প্রসন্ন হইয়া ভাবিলেন, "আমি যখন প্রসন্ন হইয়াছি, তখন ইহাদিগকে প্রসাদের চিহ্নস্বরূপ উপযুক্ত দান করা কর্ত্তব্য।" ইহা চিন্তা করিয়া তিনি হংসদ্বয়কে নিজের রাজকীয় ঐশ্বর্য্য দিবার অভিপ্রায়ে বলিলেন,

* তপঃ = পোষধপালন।

৯৫। কাশীরাজ-গৃহে আছে রত্নরাজি যত—
সুবর্ণ, রজত, মুক্তা, বৈদূর্য্য প্রচুর,

৯৬। দক্ষিণ-আবর্ত্ত শঙ্খ,* মণি নানাবিধ,
বস্ত্রাজীন, গন্ধদ্রব্য হরিচন্দনাদি,
গজদন্ত, তাম্র, লৌহ বহুপরিমাণ,
এই সব, আর এই রাজত্ব আমার
ভোগহেতু তোমাদের করিলাম দান।

ইহা বলিয়া রাজা শ্বেতচ্ছত্র দান করিয়া দুইটী হংসেরই পূজা করিলেন এবং তাঁহাদিগকে রাজ্য দান করিলেন। অতঃপর মহাসত্ত্ব রাজার সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন:—

৯৭। সৎকার, সম্মান বহু পাইলাম তব ঠাঁই;
এবে কিন্তু নিবেদন আমরা করিতে চাই;—
প্রজ্ঞাবলে তুমি, ভূপ, আমাদের শ্রেষ্ঠতর;
মোদের আচার্য্য হয়ে ধর্ম্মশিক্ষা দান কর।

৯৮। পেয়ে আচার্য্যের আজ্ঞা, প্রদক্ষিণ করি তাঁরে
আমরা যাইতে চাই জ্ঞাতিগণে দেখিবারে।

রাজা তাঁহাদিগকে প্রস্থান করিতে অনুমতি দিলেন। বোধিসত্ত্ব ধর্ম্মকথা বলিয়া সমস্ত রাত্রি যাপন করিলেন; পূর্ব্বাকাশে অরুণোদয় হইল।

এই বৃত্তান্ত সুব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৯৯। যাপিলা সমস্ত রাত্রি কাশীনরপতি
হংসরাজসহ বহুবিধ সদালাপে;
নিগূঢ় তত্ত্বের কত করিলা বিচার।
দিলা শেষে উভয়কে যাইতে বিদায়।

রাজার অনুমতি লাভ করিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "মহারাজ, অপ্রমত্তভাবে যথাধর্ম্ম রাজত্ব করুন।" অনন্তর তিনি রাজাকে পঞ্চশীলে সুপ্রতিষ্ঠাপিত করিলেন। রাজাও আবার তাঁহাদিগের জন্য কাঞ্চনপাত্রে মধুমিশ্রিত লাজ ও সুমধুর জল আনাইলেন এবং তাঁহাদের আহার শেষ হইলে গন্ধমালাদিদ্বারা পূজা করিয়া বোধিসত্ত্বকে স্বহস্তেই কাঞ্চন চঙ্কোটকে† তুলিলেন; ক্ষেমাদেবী সুমুখকে তুলিলেন, এবং প্রাসাদবাতায়ন উদ্‌ঘাটনপূর্ব্বক সূর্য্যোদয়কালে, "মহাভাগদ্বয়, আপনারা যথারুচি চলিয়া যান" বলিয়া তাঁহারা উভয়কে বিদায় দিলেন।

এই বৃত্তান্ত সুব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

১০০। রজনী প্রভাতা হল; উদিতে না উদিতে তপন
হংসেরা উড়িয়া গেল; কাশীরাজ করে বিলোকন।

---

* দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খ একমুখী রুদ্রাক্ষের ন্যায় অতি বিরল; লোকে এই দুই বস্তুকে সৌভাগ্যের চিহ্ন বলিয়া মনে করে।

† চঙ্কোটক—ছোট ঝুড়ি। বোধ হয়, বাঙ্গালা 'চাঙ্গাড়ি' শব্দটী 'চঙ্কোটক' হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

হংসদ্বয়ের মধ্যে মহাসত্ত্ব সুবর্ণচঙ্গোটক হইতে উৎপতনপূর্ব্বক আকাশে অবস্থিত হইয়া বলিলেন, "মহারাজ, কোন চিন্তা করিবেন না; অপ্রমত্তভাবে আমাদের উপদেশ পালন করিয়া চলিবেন।" রাজাকে এইরূপে আশ্বাস দিয়া তিনি সুমুখকে লইয়া সোজাসুজি চিত্রকূটে গমন করিলেন। সেই নবতিসহস্র হংস কাঞ্চনগুহা হইতে বাহির হইয়া পর্ব্বততলে অবস্থিতি করিতেছিল; রাজা ও সেনাপতিকে আসিতে দেখিয়া তাহারা প্রত্যুদ্গমনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে পরিবেষ্টন করিল; ধৃতরাষ্ট্র ও সুমুখ জ্ঞাতিগণে পরিবৃত হইয়া চিত্রকূটতলে প্রবেশ করিলেন।

এই বৃত্তান্ত সুব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

১০১। রাজা, সেনাপতি, দু'য়ে অক্ষতশরীরে
ফিরিলেন দেখি তারা মহা কেকারবে
নিনাদিত দশদিক্ করিল সকলে। *

১০২। বন্ধন-বিমুক্ত হ'য়ে এসেছেন তাঁরা,
এ আনন্দে প্রভুভক্ত বিহঙ্গমগণ
উড়িতে লাগিল সবে চৌদিকে তাঁদের।
ছিল নিরাশ্বাস, এবে লভিল আশ্বাস।

এইরূপে রাজার অনুগমন করিবার কালে হংসেরা জিজ্ঞাসা করিল, "মহারাজ, আপনি কি উপায়ে মুক্তিলাভ করিলেন?" কিরূপে সুমুখের গুণে তিনি মুক্ত হইয়াছেন এবং রাজা সংযম ও তাঁহার পুরজনেরা কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, মহাসত্ত্ব হংসদিগকে সেই সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। ইহা শুনিয়া হংসেরা পরম প্রীতি লাভ করিল; এবং একবাক্যে বলিল, 'সেনাপতি সুমুখ, রাজা সংযম, ও ব্যাধ, ইঁহারা সকলেই চিরজীবী ও সুখী হউন।"

এই বৃত্তান্ত সুব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

১০৩। মৈত্রীভাবে পরিপূর্ণ যাহার হৃদয়, সকল অভীষ্ট তার সদা সিদ্ধ হয়।
ধৃতরাষ্ট্র-হংসগণ তাহার প্রমাণ; জ্ঞাতিমধ্যে পেল পুনঃ নিজ নিজ স্থান।

এ সমস্তই খুল্লহংস-জাতকে সবিস্তার বলা হইয়াছে।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা জাতকের সমবধান করিলেন।

সমবধান—তখন ছন্ন ছিলেন সেই ব্যাধ; ক্ষেমা ভিক্ষুণী ছিলেন সেই ক্ষেমা রাজ্ঞী; সারিপুত্র ছিলেন সেই রাজা; বুদ্ধশিষ্যেরা ছিলেন রাজপুরুষগণ, আনন্দ ছিলেন সুমুখ এবং আমি ছিলাম ধৃতরাষ্ট্র।]

৫৩৫—সুধাভোজন-জাতক †

[শাস্তা এক দানশীল ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। ঐ ব্যক্তি শ্রাবস্তী নগরের কোন ভদ্রবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। উত্তরকালে শাস্তার মুখে ধর্ম্মব্যাখ্যা শুনিয়া তিনি প্রসন্নচিত্তে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং সাতিশয় যত্নসহকারে দশশীলে সুপ্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হন। ভিক্ষুজনোচিত সদাচারে কখনও তাঁহার ভ্রম-প্রমাদ ঘটিত না। তিনি ধূতাঙ্গসমূহ পালন করিতেন, সতীর্থগণের প্রতি স্নেহপরায়ণ ছিলেন এবং প্রতিদিন তিন বার

---

* এই গাথা দুইটী খুল্লহংস-জাতকের ৮৬ ও ৮৭ চিহ্নিত গাথা।

† এই জাতকের প্রথমাংশের সহিত ইল্লীস-জাতকের (৭৮) বহু সাদৃশ্য দেখা যায়।

বস্ত, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের পরিচর্য্যা করিতেন। তাঁহার এমনই দানশীলতা ও সৌজন্য ছিল যে কোন দানগ্রহণার্থী উপস্থিত থাকিলে স্বয়ং অনাহারী থাকিয়াও ভিক্ষালব্ধ সমস্ত অন্ন তাহাকেই খাওয়াইতেন। তাঁহার এই অসামান্য দানশীলতা ও দানাভিরতির কথা ক্রমে সঙ্ঘমধ্যে সুবিদিত হইল, এবং এক দিন ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া এ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন "দেখ, অমুক ভিক্ষু এমনই দানশীল যে, নিজে অর্দ্ধাঞ্জলি মাত্র * পানীয় প্রাপ্ত হইলেও তাহা নির্লোভচিত্তে সতীর্থগণকে দিয়া থাকেন. দিৎসাবৃত্তিতে তিনি বোধিসত্ত্বকল্প।" শাস্তা দিব্যশ্রোত্র দ্বারা ভিক্ষুদিগের এই কথা শুনিতে পাইয়া গন্ধকুটীর হইতে নিষ্ক্রমণপূর্ব্বক ধর্ম্মসভায় উপস্থিত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে ভিক্ষুগণ, তোমরা এখন কি সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছ?" ভিক্ষুরা উত্তর দিলেন, "ভদন্ত, আমরা অমুক দানশীল ভিক্ষুর কথা বলিতেছিলাম।" তখন শাস্তা বলিলেন, "দেখ এই ব্যক্তি পুরাকালে নিতান্ত কৃপণ ও দানবিমুখ ছিলেন; ইনি তৃণাগ্রে করিয়াও কাহাকে তৈলবিন্দু পর্য্যন্ত দান করিতেন না। তখন আমিই ইঁহাকে সৎপথে আনিয়াছিলাম এবং স্বার্থপরতাহীন হইতে শিক্ষা দিয়া ও দানের মহাফল বুঝাইয়া দানশীল করিয়াছিলাম। তজ্জন্য ইনি আমার নিকট এই বর গ্রহণ করিয়াছিলেন যে, 'অর্দ্ধাঞ্জলিমাত্র জল পাইলেও যেন অপরকে তাহার অংশ না দিয়া পান না করি।' সেই বরের প্রভাবেই ইনি এখন এমন দানপরায়ণ ও দানাভিরত হইয়াছেন।" অনন্তর শাস্তা সেই অতীত বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন:—]

(১)

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে অশীতিকোটিবিভবসম্পন্ন এক আঢ্য গৃহস্থ ছিলেন। ব্রহ্মদত্ত তাঁহাকে শ্রেষ্ঠীর পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। রাজসম্মানে ভূষিত এবং পৌর ও জানপদগণকর্ত্তৃক পূজিত এই গৃহস্থ এক দিন নিজের ঐশ্বর্য্যের কথা ভাবিতে ভাবিতে চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'আমি যদি পূর্ব্ব জন্মে আলস্যপরতন্ত্র বা পাপাচারসম্পন্ন হইতাম, তবে কখনও এই বিপুল বিভব লাভ করিতে পারিতাম না। পূর্ব্বজন্মের সুকৃতিই আমার বর্ত্তমান সৌভাগ্যের প্রসূতি। অতএব ভবিষ্যতেও যাহাতে সদ্গতি হয়, তাহা করা আবশ্যক।'

এইরূপ চিন্তা করিয়া শ্রেষ্ঠী রাজার নিকট গিয়া বলিলেন, "দেব, আমার গৃহে অশীতি কোটি ধন সঞ্চিত আছে; আপনি তাহা গ্রহণ করুন।" রাজা বলিলেন, "তোমার ধনে আমার প্রয়োজন নাই; আমার নিজের বহু ধন আছে; তাহা হইতে বরং তুমি যত ইচ্ছা গ্রহণ করিতে পার।" "আমি নিজের ধন ইচ্ছামত দান করিতে পারি কি?" "তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিতে পার।"

রাজার নিকট এই অনুমতি লাভ করিয়া শ্রেষ্ঠী নগরের চতুর্দ্বারে, মধ্যভাগে ও স্বকীয় বাসভবনের সন্নিধানে ছয়টী দানশালা স্থাপিত করিলেন এবং প্রত্যহ ছয় লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে ঐ সকল স্থানে মহাদানে ব্রতী হইলেন। এইরূপে যাবজ্জীবন মুক্তহস্তে দান করিয়া তিনি পুত্রকে উপদেশ দিয়া গেলেন, "দেখিও, আমি এত দিন যে দানব্রত পালন করিলাম, এ বংশে যেন তাহার ব্যতিক্রম না ঘটে।" অনন্তর দেহত্যাগ করিয়া তিনি ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

কালক্রমে শ্রেষ্ঠীর পুত্র পিতৃবৎ দান করিয়া চন্দ্ররূপে, পৌত্র সূর্য্যরূপে, প্রপৌত্র মাতলিরূপে এবং বৃদ্ধ-প্রপৌত্র পঞ্চশিখরূপে* শরীর পরিগ্রহ করিলেন। তাঁহার অতি-

* 'পসতমত্তম্'—প্রসৃতমাত্র।

* পুরাণে 'পঞ্চশিখ নামে' এক গন্ধর্ব্ব ও শিবের এক অনুচরের উল্লেখ দেখা যায়।

বৃদ্ধপ্রপৌত্রের নাম মৎসরী কৌশিক। ইঁহারও অশীতি কোটি ধন ছিল; কিন্তু ইনি ভাবিতেন, 'আমার পিতা, পিতামহ প্রভৃতি নির্ব্বোধ ছিলেন: তাঁহারা কষ্টলব্ধ অর্থ উড়াইয়া গিয়াছেন; আমি এখন হইতে সযত্নে ধন রক্ষা করিব, কাহাকেও কিছু দিব না।' এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি দানশালাগুলি ভাঙ্গিয়া ভস্মীভূত করিলেন, এবং ভয়ানক কৃপণ হইয়া দাঁড়াইলেন। যাচকগণ তাঁহার গৃহদ্বারে সমবেত হইয়া বাহুবিস্তারপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, "মহাশ্রেষ্ঠিন্, দান করুন, পিতৃ-পৈতামহিক প্রথা উচ্ছেদ করিবেন না।" তাহা শুনিয়া সকলেই মৎসরীর নিন্দা আরম্ভ করিল। তাহারা বলিল, "দেখ, মৎসরী নিজের কুলপ্রথা উঠাইয়া দিলেন।" ইহা শুনিয়া মৎসরীর লজ্জা হইল; দ্বারদেশে আর ভিক্ষার্থী দাঁড়াইতে না পারে, এই উদ্দেশ্যে তিনি প্রহরী নিযুক্ত করিলেন। কাজেই যাচকেরা নিরুপায় হইয়া তাঁহার গৃহের দিকে দৃষ্টিপাত পর্য্যন্ত করিতে পারিত না।

মৎসরী অতঃপর ধনসঞ্চয়ে মন দিলেন; কিন্তু ঐ ধন তিনি নিজেও ভোগ করিতেন না, পুত্রকলত্রদিগকেও ভোগ করিতে দিতেন না। তিনি কাঞ্জিকমাত্র উপকরণ সহকারে সকুণ্ডক তণ্ডুলের* অন্ন আহার করিতেন, বৃক্ষমূলাদিজাতসূত্রনির্ম্মিত স্থূলবস্ত্র পরিধান করিতেন, আতপনিবারণার্থ মস্তকের উপর পর্ণনির্ম্মিত ছত্র ব্যবহার করিতেন এবং জরাগ্রস্ত গো-চালিত জীর্ণ শকটে গমনাগমন করিতেন। ফলতঃ এই পুরুষাধমের অর্থরাশি কুক্কুরলব্ধ নারিকেলফলের ন্যায় কাহারও কোন কাজে লাগিত না।

এক দিন মৎসরী রাজদর্শনে যাইবার সময়ে সহকারী শ্রেষ্ঠীকে সঙ্গে লইয়া যাইবেন, এই অভিপ্রায়ে তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইলেন। তখন সহকারী শ্রেষ্ঠী পুত্রকন্যাপরিবৃত হইয়া আসনে উপবেশন-পূর্ব্বক নবনীতপক্ব মধু ও শর্করাচূর্ণমিশ্রিত পায়স ভোজন করিতেছিলেন। মৎসরীকে দেখিয়া তিনি আসন হইতে উঠিয়া বলিলেন, 'আসিতে আজ্ঞা হউক, মহাশ্রেষ্ঠিন্! আসুন, এই পল্যঙ্কে উপবেশনপূর্ব্বক আমরা পায়স ভোজন করি।" পায়স দেখিয়া মৎসরীর মুখ লালায়িত হইল, ভোজনের জন্য তাঁহার প্রবল লালসা জন্মিল; কিন্তু তিনি ভাবিলেন, 'এখন যদি পায়স খাই, তবে ইনি যখন আমার গৃহে যাইবেন, তখন ইঁহার প্রতিসৎকার করিতে হইবে: তাহা করিলে ত আমার ধনক্ষয় ঘটিবে' ইহা ভাবিয়া তিনি বলিলেন, "না হে, আমি এখন পায়স খাইব না।" সহকারী শ্রেষ্ঠী তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু "আমি এইমাত্র আহার করিয়া আসিতেছি, উদর পূর্ণ রহিয়াছে" বলিয়া তিনি অনিচ্ছা জানাইলেন। কিন্তু মুখে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেও তিনি মনের লোভ দমন করিতে পারিলেন না। যখন সহকারী শ্রেষ্ঠী পায়স খাইতে লাগিলেন এবং তিনি তাহা দেখিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার মুখ বার বার লালায়িত হইতে লাগিল।

সহকারী শ্রেষ্ঠীর ভোজন শেষ হইলে উভয়ে রাজসদনে গেলেন এবং সেখানে কার্য্য শেষ করিয়া স্ব স্ব গৃহে প্রতিগমন করিলেন। গৃহে গিয়া মৎসরীর পায়সভোজন-স্পৃহা অতি বলবতী হইল, কিন্তু তিনি ভাবিতে লাগিলেন, 'আমি যদি বলি যে, পায়স খাইতে ইচ্ছা হইয়াছে, তবে বাড়ীসুদ্ধ লোকেরই এই ইচ্ছা জন্মিবে এবং তণ্ডুলাদি উপকরণের বিস্তর অপচয় ঘটিবে; অতএব কাহাকেও কোন কথা বলা হইবে না।'

মনের ভাব এইরূপে চাপিয়া রাখিলেও মৎসরী দিবারাত্র পায়সের চিন্তাতেই নিমগ্ন

* খাঁকোড়া চাউল।

রহিলেন; তথাপি ধননাশের ভয়ে মুখ ফুটিয়া কাহাকেও কিছু বলিলেন না, মনের কথা মনে লুকাইয়া রাখিলেন। কিন্তু ক্রমাগত দীর্ঘকাল ইচ্ছাদমন করা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য হইল তাঁহার শরীর দিন দিন পাণ্ডুবর্ণ হইতে লাগিল, তথাপি ধনক্ষয়ের ভয়ে তিনি কাহারও নিকট নিজের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন না। শেষে তিনি নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া শয্যা ধরিলেন।

মৎসরীর ভার্য্যা এক দিন তাঁহারা পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু, আপনার কি অসুখ করিয়াছে?" মৎসরী বলিলেন, "অসুখ হউক তোমার; আমার কোন অসুখ নাই।" "সে কি বলেন, প্রভু! আপনার শরীর পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছে; তবে, বোধ হয়, আপনার মনে কোন দুশ্চিন্তা প্রবেশ করিয়াছে। রাজা কি কুপিত হইয়াছেন, ছেলেরা কি আপনার কোন অপমান করিয়াছে, অথবা কোন দ্রব্যের প্রতি কি আপনার লোভ জন্মিয়াছে?" "হাঁ, আমার একটা লোভ জন্মিয়াছে বটে।" "বলুন না, প্রভু!" "কথাটা গোপন রাখিতে পারিবে ত?" "গোপন রাখিবার বিষয় হইলে গোপন রাখিতে পারিব বৈ কি।" কিন্তু এরূপ আশ্বাস পাইলেও ধননাশের আশঙ্কায় মৎসরী সহসা মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারিলেন না। অবশেষে যখন তাঁহার ভার্য্যা নিতান্ত পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলেন, তখন তাঁহাকে অগত্যা বলিতে হইল, "ভদ্রে, একদিন সহকারী শ্রেষ্ঠীকে সর্পি, মধু ও শর্করাচূর্ণযুক্ত পায়স খাইতে দেখিয়া তখন হইতে সেইরূপ পায়স খাইবার জন্য আমার প্রবল ইচ্ছা হইয়াছে।" ইহা শুনিয়া সেই রমণী ক্রোধভরে বলিলেন, "হতভাগ্য, তোমার অভাব কি বল ত? আমি এত পায়স পাক করিয়া দিতেছি যে, তাহাতে সমস্ত বারাণসীবাসীর ভূরি ভোজন হইবে।" এই কথা শুনিয়া মৎসরীর মনে হইল, যেন কেহ তাঁহার মস্তকে দণ্ডাঘাত করিল। তিনি ভার্য্যার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "তোমার যে প্রচুর ধন আছে, তাহা আমার অগোচর নাই; ঐ ধন যদি তোমার পিত্রালয় হইতে আনিয়া থাক, তবে পায়স পাক করিয়া বারাণসীর সমস্ত লোককেই খাওয়াইতে পার।" "আচ্ছা, তাহা না করিলাম; আমি এত পায়স পাক করিয়া দিতেছি যে, তাহাতে এই রাজপথের দুই ধারে যত লোক বাস করে, তাহারা সকলেই ভোজন করিতে পারিবে।" "তাদের সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক বল ত? তাহারা যে যাহার নিজের দ্রব্য খাউক।" "তবে এখান সেখান হইতে সাত ঘর বাছিয়া তাহাদের উপযুক্ত পায়স প্রস্তুত করা যাউক।" "তাহাদিগকে ইহার মধ্যে জড়াইতেছ কেন?" "তবে নিতান্ত পক্ষে এই বাটীর লোক কয়টীর জন্য ব্যবস্থা করিলেই চলিবে।" "তাহাদের জন্যই বা কেন?" "আচ্ছা, আপনার বন্ধুবর্গের জন্য আয়োজন করি?" "বন্ধুবর্গকে পায়স দিবে কি জন্য?" "বেশ, আজ্ঞা দেন ত, কেবল আপনার এবং আমার জন্যই রন্ধন করি।" "তুমি কে গা? তুমি ত কিছুই পাইতে পার না।" "নাই পাইলাম; শুদ্ধ আপনার জন্যই ব্যবস্থা করিব।" "আমার জন্যও পাক করিও না। গৃহে পাক করিলে বহু লোকে প্রত্যাশা করিবে। তুমি আমাকে আধ আঢ়া চাউল,* এক পোয়া দুধ, এক

*এক 'পথ'। পথ—প্রস্থ। মূলে অন্যান্য উপকরণের এইরূপ পরিমাণ দেওয়া আছে:—'চতুর্ভাগ' দুধ; এক 'অচ্ছর' চিনি, এক 'করণ্ড' মধু। অচ্ছর—টিপ, দুই আঙ্গুল দিয়া যতটুকু তোলা যায় (pinch)। করণ্ড=ঝুড়ি বা পেটিকা। কিন্তু ইহা ত দ্রব পদার্থের আধার নহে। শ্রেষ্ঠীর পায়সে ঘৃতের অভাব বোধ হয় লিপিকারের অনবধানতাবশতঃ ঘটিয়াছে। পাঠান্তরে এক করণ্ড সর্পিরও ব্যবস্থা আছে।

টিপ চিনি, এক শিশি মধু এবং পাক করিবার একটা পাত্র দাও; আমি বনে গিয়া পাক করিয়া খাইব।"

গৃহিণী তাহাই করিলেন এবং মৎসরী কৌশিক এই সকল দ্রব্য এক জন চাকরের মাথায় দিয়া বলিলেন, "অমুকস্থানে গিয়া আমার প্রতীক্ষা কর্।" ভৃত্যকে অগ্রে পাঠাইয়া তিনি নিজে অবগুণ্ঠনে মস্তক আবৃত করিয়া অজ্ঞাতবেশে সেখানে গমন করিলেন এবং নদীতীরে এক গুল্মমূলে চুল্লী প্রস্তুত করিয়া জল ও কাষ্ঠ আনাইলেন। তাহার পর তিনি ভৃত্যকে বলিলেন, "তুই পথে গিয়া থাক্; কাহাকেও দেখিলে আমাকে সঙ্কেত করিবি। আমি যখন ডাকিব, তখন আসিবি।" ভৃত্য চলিয়া গেলে মৎসরী আগুন জ্বালিয়া পায়স পাক আরম্ভ করিলেন।

এই সময়ে দেবরাজ শক্র নিজের অপার ঐশ্বর্য্যের কথা ভাবিতেছিলেন। তাঁহার অলঙ্কৃতা দেবপুরী দশসহস্রযোজনব্যাপিনী; সুবর্ণমণ্ডিত দেবপথ ষষ্টিযোজন দীর্ঘ; বৈজয়ন্ত প্রাসাদ সহস্রযোজন উচ্চ; সুধর্ম্মনামক সভামণ্ডপ পঞ্চশত যোজনায়তন; পীতমণিময় শিলাসন ষষ্টিযোজন বিস্তৃত; কাঞ্চনমালাশোভিত শ্বেতচ্ছত্র পঞ্চযোজনপরিধিবিশিষ্ট; সার্দ্ধদ্বিকোটি দিব্যাঙ্গনা নিয়ত তাঁহার চিত্তবিনোদনে নিরতা। তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'কি সুকৃতির ফলে আমি এতাদৃশ শ্রীসম্পন্ন হইলাম?' অতীত জন্মে বারাণসীতে তিনি যে মহাদানব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তখন মনশ্চক্ষুতে তাহা দেখিতে পাইলেন। অনন্তর তিনি ভাবিলেন, 'দেখা যাউক আমার পুত্রপৌত্রাদি এখন কোথায় কি ভাবে জন্মিয়াছে'। তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার পুত্র চন্দ্ররূপে, পৌত্র সূর্য্যরূপে, প্রপৌত্র মাতলিরূপে এবং বৃদ্ধপ্রপৌত্র পঞ্চশিখরূপে স্বর্গলোকে বাস করিতেছেন। এইরূপে বৃদ্ধপ্রপৌত্র পর্য্যন্ত সকলের জন্মান্তরগ্রহণ জানিতে পারিয়া তিনি আবার ভাবিলেন, 'পঞ্চশিখের পুত্র এখন কোথায়?' অমনি অনুভাববলে তিনি দেখিতে পাইলেন, সেই কুলাঙ্গার কুলধর্ম্ম বিনষ্ট করিয়াছে। তখন তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'সেই নরাধম কার্পণ্যবশতঃ স্বীয় বিপুল ঐশ্বর্য্য নিজেও ভোগ করিতেছে না, অন্যকেও ভোগ করিতে দিতেছে না। সে কুলকীর্ত্তি ধ্বংস করিয়াছে, কাজেই মৃত্যুর পর তাহাকে নরকে যাইতে হইবে। অতএব উপদেশ-বলে তাহাকে পুনর্ব্বার কুলধর্ম্মে প্রতিষ্ঠাপিত করিতে হইবে। তখন সে বুঝিতে পারিবে, লোকে কিরূপে মৃত্যুর পর দেবত্ব লাভ করিয়া থাকে।'

ইহা স্থির করিয়া শক্র, চন্দ্র প্রভৃতিকে আহ্বানপূর্ব্বক বলিলেন, "চল, আমরা নরলোকে যাই। মৎসরী কৌশিক আমাদের কুলকীর্ত্তি নষ্ট করিয়াছে; সে দানশালা দগ্ধ করিয়াছে, বিপুল ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াও নিজে কিছু ভোগ করিতেছে না, অপরকেও কিছু দিতেছে না। এই মুহূর্ত্তেই সে পায়স খাইবার অভিপ্রায়ে, পাছে ঘরে পাক করিলে অপরকে দিতে হয়, এ আশঙ্কায়, বনে গিয়া একাকী পাক করিতেছে। চল, তাহার চরিত্র শোধন করিয়া এবং তাহাকে দানফল শিক্ষা দিয়া আসি। আমরা যদি সকলে এক সঙ্গে গিয়া তাহার নিকট পায়স চাই, তবে সে হয় ত বনের মধ্যেই মারা যাইবে। অতএব আমি অগ্রে গিয়া পায়স যাচ্ঞা করি; তাহার পর, আমি যখন উপবেশন করিব, তখন তোমরাও ব্রাহ্মণের বেশে একে একে সেখানে উপস্থিত হইয়া পায়স চাহিবে।"

এই যুক্তি করিয়া শক্র ব্রাহ্মণের বেশে মৎসরীর সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন এবং

জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওহে বাপু, বারাণসী যাইবার কোন্ পথ?" মৎসরী কহিলেন, "তুমি পাগল না কি? বারাণসী যাইবার পথটা পর্য্যন্ত জান না? এখানে আসিয়াছ কেন? অন্যত্র চলিয়া যাও।" শক্র যেন তাঁহার কথা শুনিতে পাইলেন না, এই ভাব দেখাইবার জন্য তাঁহার আরও নিকটে গিয়া বলিলেন, "কি বলিলে, বাপু!" মৎসরী বলিলেন, "ভাল ত কালা বামুণ! এদিকে আসিলে কেন? সোজাসুজি চলিয়া যাও না!"

শক্র। এত চেঁচাইয়া কথা বল কেন? ধূম দেখা যাইতেছে, অগ্নি দেখা যাইতেছে। বা! তুমি যে পায়স পাক করিতেছ! ব্রাহ্মণ-ভোজনের আয়োজন হইতেছে বুঝি? বেশ, বাবা, আমিও তবে ব্রাহ্মণ-ভোজনের সময় একটু পায়স পাইব। আমাকে তাড়াইয়া দিচ্ছ কেন, বাবা?

মৎসরী। এখানে ব্রাহ্মণ ভোজন হইবে না, ঠাকুর। তুমি এখনই দূর হও।

শক্র। চট কেন, বাপ? তুমি যখন খাইবে, তখন আমিও একটু পাইব ত।

মৎসরী। তোমাকে এক গ্রাসও দিব না। যে সামান্য পায়স দেখিতেছ, তাহাতে আমার নিজের পেট ভরাই ভার। তাও আবার ভিক্ষা করিয়া যোগাড় করিয়াছি। তুমি যাও, ঠাকুর; অন্য কোথাও গিয়া খাবার উপায় দেখ।

মৎসরী ভার্য্যার নিকট উপকরণ চাহিয়া আনিয়াছিলেন; মনে মনে তাহা ভাবিয়াই বলিয়াছিলেন, "তাও আবার ভিক্ষা করিয়া যোগাড় করিয়াছি।" অনন্তর তিনি এই গাথা বলিলেন:—

১। কেনাবেচা নয় ব্যবসা আমার; পুঁজি নাই কিছু ঘরে;
বহু কষ্টে এই আধ আড়া চাল এনেছি যোগাড় করে।
পূরিবে না বুঝি আমারই উদর, ভাবিতেছি ইহা চিতে;
কুলাইবে কেন এ পায়সটুকু দুজনার মুখে দিতে।

শক্র। আমিও তোমাকে মধুরস্বরে একটী শ্লোক বলিতেছি, শুন।

মৎসরী। আমার শ্লোক শুনিয়া কাজ নাই।

কিন্তু তাঁহার নিষেধ সত্ত্বেও শক্র নিম্নলিখিত গাথা দুইটী বলিলেন:—

২। 'দিব না' এ কথা মুখে আনিও না, ভাই
দানের সমান ধর্ম্ম এ জগতে নাই।
অল্প থাকে, অল্প দেয়; যদি মধ্যবিত্ত হয়,
মধ্যম প্রকার দান করিবে সে জন;
বহুদানে ধনী তোষে যাচকের মন।

৩। শুন, হে কৌশিক, তুমি বচন আমার,
দান কর, ভোগ(ও) কর যা আছে তোমার।
দানের মাহাত্ম্য যত, বর্ণন করিব কত?
অর্হত্ত্ব পর্য্যন্ত লভে দানবলে নর;
একাকী ভোজন করা নহে সুখকর।

শক্রের কথা শুনিয়া মৎসরী বলিলেন, "ঠাকুর, তুমি অতি উত্তম উপদেশ দিয়াছ, তুমি ব'সো; পায়স পাক হইলে একটু পাইবে।" ইহা শুনিয়া শক্র এক পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। তখন চন্দ্র পূর্ব্ববৎ আবির্ভূত হইয়া শ্রেষ্ঠীর সহিত আলাপ আরম্ভ করিলেন এবং শ্রেষ্ঠীর নিষেধ সত্ত্বেও বলিলেন,

৪। বৃথা যজ্ঞ, বৃথা তার ধন উপার্জ্জন,
অতিথি বসিয়া দ্বারে; বঞ্চিত করিয়া তারে
একাকী আহার করে যে পাষণ্ড জন।
৫। শুন, হে কৌশিক, তুমি বচন আমার,
দান কর, ভোগ(ও) কর যা আছে তোমার।
দানের মাহাত্ম্য যত, বর্ণন করিব কত?
অর্হত্ত্ব পর্য্যন্ত লভে দানবলে নর;
একাকী ভোজন করা নহে সুখকর।

মৎসরী অতিকষ্টে ও নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত বলিলেন, "তবে ব'সো, তুমিও একটু পাইবে"। এই অনুমতি পাইয়া চন্দ্র শক্রের পার্শ্বে গিয়া উপবেশন করিলেন। তাহার পর সূর্য্য আসিয়া ঠিক ঐ ভাবে আলাপ আরম্ভ করিলেন। মৎসরী পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিলেন, তথাপি তিনি বলিতে লাগিলেন,

৬। সার্থক যজন তার, ধন উপার্জ্জন,
অতিথি দেখিলে দ্বারে, খাদ্য দেয় যে তাহারে
একাকী সমস্ত অন্ন না করি ভোজন।
৭। শুন, হে কৌশিক, তুমি বচন আমার,
দান কর, ভোগ(ও) কর যা আছে তোমার।
দানের মাহাত্ম্য যত, বর্ণন করিব কত?
অর্হত্ত্ব পর্য্যন্ত লভে দানবলে নর;
একাকী ভোজন করা নহে সুখকর।

এবারও মৎসরী অতিকষ্টে ও অনিচ্ছার সঙ্গে কলিলেন, "তুমিই বা বঞ্চিত হইবে কেন? ব'সো; একটু পাইবে।" তখন সূর্য্য গিয়া চন্দ্রের পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। অতঃপর মাতলি আসিয়া দেখা দিলেন এবং পূর্ব্ববৎ আলাপে প্রবৃত্ত হইয়া মৎসরীর সনির্ব্বন্ধ নিষেধ না মানিয়া বলিলেন,

৮। নাগ, যক্ষ, ভূত, প্রেত তুষিবার তরে
বহুবিধ জলাশয়ে পূজা দেয় নরে।
গয়াক্ষেত্রে নদীগর্ভে, নানা বলি দেয় সর্ব্বে,
দ্রোণতীর্থে, তিম্বরুতে—বিশাল তটিনী
বহিছে যেখানে অতি খরস্রোতস্বিনী।
৯, ১০। এসব দানের ফল লভে সেই জন,
তার(ই) মনোবাঞ্ছা শুধু হইবে পূরণ,
অতিথি দেখিলে দ্বারে, খাদ্য দেয় যে তাহারে,
একাকী সমস্ত অন্ন না করি ভোজন;
আত্মম্ভরী কোন সুখ পায় না কখন।
শুন, হে কৌশিক তুমি বচন আমার,
দান কর, ভোগ(ও) কর যা আছে তোমার।
দানের মাহাত্ম্য যত, বর্ণন করিব কত?
অর্হত্ত্ব পর্য্যন্ত লভে দানবলে নর,
একাকী ভোজন করা নহে সুখকর।

লোকের বুকের উপর পাথর চাপা পড়িলে যেমন হয়, এই কথায় মৎসরীর সেইরূপ কষ্টবোধ হইল এবং তিনি বলিলেন, "ব'সো, তুমিও একটু পাইবে।" তখন মাতলি গিয়া সূর্য্যের পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। সর্ব্বশেষে পঞ্চশিখ আসিয়া ঐরূপ আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন এবং মৎসরীর নিষেধ না মানিয়া বলিলেন,

১১, ১২। সূত্রবদ্ধ বড়িশ গিলিয়া লোভবশে
মূঢ় মীনগণ যথা মৃত্যুমুখে পশে,
অতিথি বসিয়া দ্বারে ; বঞ্চনা করিয়া তারে
একাকী যে খায় তার(ও) দুর্দ্দশা তেমন ;
পাপ-আকর্ষণে করে নরকে গমন।
শুন, হে কৌশিক, তুমি বচন আমার।
দান কর, ভোগ(ও) কর যা আছে তোমার।
দানের মাহাত্ম্য যত, বর্ণন করিব কত?
অর্হত্ব পর্য্যন্ত লভে দানবলে নর ;
একাকী ভোজন করা নহে সুখকর।

মৎসরী দুঃখভরে বিলাপ করিতে করিতে বলিলেন, "তুমিও ব'সো ; পাক হইলে একটু পাইবে।" তখন পঞ্চশিখ গিয়া মাতলির পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। এইরূপে সেই পঞ্চ ব্রাহ্মণ উপবিষ্ট হইবামাত্র পায়স পাক শেষ হইল। মৎসরী তাহা উনান হইতে নামাইয়া বলিলেন, "তোমরা ভোজনের জন্য পাত্র লইয়া আইস।" ব্রাহ্মণবেশধারী দেবগণ স্ব স্ব আসন হইতে উত্থিত না হইয়াই হস্ত প্রসারণপূর্ব্বক হিমালয় হইতে মালুবালতার * পত্র আহরণ করিলেন। তাহা দেখিয়া মৎসরী বলিলেন, "তোমাদের এত বড় পাতায় দিবার পায়স আমার নাই। খদির বা অন্য কোন গাছের ছোট পাতা আন।" দেবতাগণ তাহাই আনিলেন, কিন্তু সেগুলিও ঢালের মত বড় হইল। মৎসরী দর্ব্বীতে তুলিয়া সকলকে একটু একটু পায়স দিলেন ; কিন্তু পরিবেষণ করিবার পরেও, ভাণ্ডস্থ পায়স যে কিছুমাত্র কমিয়াছে, এরূপ বোধ হইল না।

পরিবেষণান্তে মৎসরী ভাণ্ডটী লইয়া নিজে আহারে বসিলেন। তখন পঞ্চশিখ আসন হইতে উত্থিত হইয়া কুক্কুরের বেশ ধারণ করিলেন এবং সকলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া মূত্রত্যাগ করিলেন। ব্রাহ্মণেরা স্ব স্ব পায়স পত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করিলেন ; মৎসরী হাত দিয়া ঢাকিয়াছিলেন ; এক বিন্দু মূত্র গিয়া তাঁহার হাতে পড়িল।

ব্রাহ্মণবেশী দেবতারা কমণ্ডলুতে করিয়া জল তুলিয়া পায়সে ছিটাইয়া দিলেন এবং যেন উহা খাইতেছেন, এই ভাব দেখাইলেন। মৎসরী বলিলেন, "আমাকেও একটু জল দাও, আমি হাত ধুইয়া খাইব।" তাঁহারা বলিলেন, "তুমি নিজে জল আনিয়া হাত ধোও।" "আমি তোমাদিগকে পায়স দিলাম ; তোমরা আমায় একটু জল দিবে না?" "আমরা ভিক্ষাচর্য্যায় কোনরূপ বিনিময় করি না।" † "বেশ, না করিলে, কিন্তু আমার ভাণ্ডটার দিকে লক্ষ্য রাখিও ; আমি হাত ধুইয়া আসিতেছি।" ইহা বলিয়া মৎসরী অবতরণ করিলেন ; ইত্যবসরে কুক্কুরটা পায়সভাণ্ডটীকে মূত্রপূর্ণ করিল। মৎসরী তাহাকে

* এক প্রকার মিষ্ট আলু ; ইহার পাতাগুলি বাটীর আকারে গঠিত।
† পিণ্ডপ্রতিপিণ্ডকর্ম্ম। সজ্যে ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যের বিনিময় নিষিদ্ধ।

প্রস্রাব করিতে দেখিয়া এক প্রকাণ্ড যষ্টি লইয়া গর্জ্জন করিতে করিতে তাড়া করিলেন। তখন পঞ্চশিখ আজানেয় অশ্বের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া মৎসরীর অনুধাবন করিলেন এবং কখনও কৃষ্ণ, কখনও শ্বেত, কখনও পীত, কখনও শবলবর্ণ ধারণ করিতে লাগিলেন। তিনি কখনও উচ্চ হইলেন, কখনও নীচ হইলেন এবং এইরূপে নানা ভাবে মৎসরীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতে লাগিলেন। মৎসরী তখন প্রাণভয়ে ভীত হইয়া ব্রাহ্মণদিগের নিকটে গেলেন; কিন্তু ব্রাহ্মণেরা তৎক্ষণাৎ ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া আকাশে সমাসীন হইলেন। তাঁহাদের এই অলৌকিক ঋদ্ধি দেখিয়া মৎসরী বলিলেন,

১৩। ব্রাহ্মণ তোমরা দিব্যবর্ণ সমুজ্জ্বল। কি হেতু এনেছ সঙ্গে, সত্য করি বল,
কুক্কুরে, যে নানা বর্ণে নানা মূর্ত্তি ধরি ছুটিয়া আসিছে ওই আস্ফালন করি?
কে তোমরা, সত্য বল, এই নিবেদন; স্বরূপ প্রকাশি কর সন্দেহ ভঞ্জন।

ইহা শুনিয়া দেবরাজ শক্র বলিলেন,

১৪। ইনি চন্দ্র, ইনি সূর্য্য, দেবলোক ত্যজি তোমার নিকটে হেথা আসিছেন আজি।
মাতলি ইঁহার নাম, দেবের সারথি, আমি শক্র ত্রিদশআলয়-অধিপতি।
ছুটি যিনি আসিছেন পশ্চাতে তোমার পঞ্চশিখ নামে তিনি খ্যাত চরাচর।

অতঃপর শক্র নিম্নলিখিত গাথায় পঞ্চশিখের গুণ বর্ণনা করিলেন:—

১৫। পাণিস্বর, মৃদঙ্গ, মুরজ, আড়ম্বর,
এ সব যন্ত্রের বাদ্যে বিনিদ্র হইয়া
প্রভাতে উঠেন যিনি শয্যা তেয়াগিয়া;
মিষ্ট বাক্যে তুষ্ট হন প্রজা সকলে।

শক্রের কথা শুনিয়া মৎসরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, আপনারা কি পুণ্যের বলে এই বিভূতি লাভ করিয়াছেন, বলুন ত?" শক্র উত্তর দিলেন, "যাহারা কৃপণ ও দানকুণ্ঠ, তাহারা এবং পাপাচারেরা কখনও দেবলোকে যাইতে পারে না; তাহারা গিয়া নরকে জন্মে।"

এই ভাব বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য শক্র নিম্নলিখিত গাথাটী বলিলেন:—

১৬। কৃপণ, কুকার্য্যে রত কায়ে আর মনে, নিরর্থক নিন্দা করে শ্রমণে, ব্রাহ্মণে,
স্থূল শরীরের যবে হয় অবসান, হেন নীচাশয় করে নরকে প্রয়াণ।

পক্ষান্তরে ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিদিগের স্বর্গপ্রাপ্তি-সম্বন্ধে শক্র বলিলেন,

১৭। "সদ্‌গতির আশা পোষে হৃদয়ে যে জন, করে সে নিয়ত ধর্ম্মপথে বিচরণ;
সর্ব্বদা সংযমে থাকে, দীনে দেয় দান, দেহান্তে দেবের ধামে করে সে প্রয়াণ।

তুমি মনে করিও না যে, আমরা পরমান্ন-ভোজনের উদ্দেশ্যে তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। তোমার অধোগতি দেখিয়া আমাদের মনে করুণার সঞ্চার হইয়াছে। অতএব তোমাকে অনুকম্পা করিবার জন্য আমরা আগমন করিয়াছি।" এই ভাব সুব্যক্ত করিবার অভিপ্রায়ে শক্র নিম্নলিখিত গাথাটী বলিলেন:—

১৮। পূর্ব্বজন্ম-সম্বন্ধেতে জ্ঞাতি আমাদের; অথচ হয়েছ দাস অনর্থ অর্থের;
কোপনস্বভাব তব, পাপাচারে মতি; অন্তিমে ইহার ফল নরকেতে গতি।
আগমন আমাদের রক্ষিতে তোমায়; ত্যজ পাপ, ভজ ধর্ম্ম থাকিতে সময়।

এই সমস্ত শুনিয়া মৎসরী বিবেচনা করিলেন, 'ইহারা বলিতেছেন যে, ইহারা

আমার শুভাকাঙ্ক্ষী; আমাকে নরক হইতে উদ্ধার করিয়া স্বর্গে স্থাপিত করিবার জন্ম এখানে আগমন করিয়াছেন।' এই বিশ্বাসে অতিমাত্র হৃষ্ট হইয়া তিনি বলিলেন,

১৯। উপদেশে পাতকীরে করিতে উদ্ধার এসেছ তোমরা বুঝিলাম এই সার।
হিতৈষীর আজ্ঞা যত পালিব যতনে, করিনু প্রতিজ্ঞা আমি এই মনে মনে।
২০। আজ হতে কৃপণতা করি পরিহার কোন পাপে লিপ্ত মন হবে না আমার।
অদেয় আমার আর কিছু মাত্র নাই, যা' আমার, অংশ তার পাইবে সবাই।
জলমাত্র থাকে যদি, তার(ও) অংশ দিব; অকাতরে করি দান যাচকে তুষিব।
২১। দান-হেতু ধনক্ষয় ঘটিবে যখন করিব তখন আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ।
বিষয়-বাসনা যত, পাইবে বিলয়; এই মম বাঞ্ছা, শক্র, কহিনু নিশ্চয়।

এইরূপে মৎসরীকে ধর্ম্মপথে আনয়ন করিয়া শক্র তাঁহাকে আত্মসংযম শিক্ষা দিলেন, দানফল বুঝাইলেন, সদুপদেশ দিয়া পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন এবং অনুচরগণসহ দেব-নগরে ফিরিয়া গেলেন। মৎসরীও নগরে প্রবেশ করিয়া রাজার অনুমতি লইয়া সঞ্চিত ধন বিতরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি ঘোষণা করিলেন যে, যাচকেরা যে, যে পাত্র লইয়া আসিবে, সে তাহাই পূর্ণ করিয়া ধন গ্রহণ করিতে পারিবে। এইরূপে সমস্ত ধন নিঃশেষ করিয়া তিনি অবিলম্বে সংসার ত্যাগ করিলেন এবং হিমালয়ের দক্ষিণ পার্শ্বে, এক দিকে গঙ্গা, অন্য দিকে একটী হ্রদ, * এরূপ কোন স্থানে পর্ণশালা নির্ম্মাণপূর্ব্বক প্রব্রজ্যা-গ্রহণানন্তর বন্যফলমূলে জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন। এই ভাবে দীর্ঘকাল যাপন করিয়া তিনি বার্দ্ধক্যে উপনীত হইলেন।

যে সময়ের কথা হইতেছে, তখন শক্রের আশা, শ্রদ্ধা, শ্রী ও হ্রী-নাম্নী চারিটী কন্যা ছিলেন। তাঁহারা এক দিন প্রচুর দিব্যমাল্যগন্ধাদি লইয়া জলকেলি করিবার অভিপ্রায়ে অনবতপ্ত হ্রদে† গমন করিয়াছিলেন। ক্রীড়া শেষ হইলে শক্রকন্যাগণ মনঃশিলাতলে উপবেশন করিলেন। সেই মনঃশিলার শিখরদেশে কাঞ্চনগুহায় নারদ-নামক এক ব্রাহ্মণ তপস্বী বাস করিতেন। তিনি ঐ দিন দিবাভাগে বিশ্রাম করিবার জন্য ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন এবং সেখানে নন্দনবনস্থ চিত্রকূট শিলায় এক লতাকুঞ্জে ক্লান্তি অপনোদনপূর্ব্বক ফিরিবার কালে আতপনিবারণার্থ একটী পারিচ্ছত্রক পুষ্প ‡ লইয়া আসিতেছিলেন। শক্রকন্যাচতুষ্টয় নারদের হস্তে ঐ দিব্য পুষ্প দর্শন করিয়া উহা যাচ ঞা করিলেন।

অনন্তর শাস্তা সমস্ত বৃত্তান্ত বিশদভাবে বুঝাইবার জন্য নিম্নলিখিত গাথাগুলি বলিলেন :—

২২। নগকুলরাজ গন্ধমাদনের সুরম্য শিখরদেশ;
কেলি করে সেথা শক্রকন্যাগণ পরি মনোহর বেশ।
এমন সময়ে দেখা দিলা আসি, দেবতরু-শাখা ল'য়ে,
তাপস নারদ, গমন যাঁহার অবাধ ভুবনত্রয়ে।

---

* জাতস্সর = জাতসরঃ বা দেবখাত, হ্রদ।

† বৌদ্ধ সাহিত্যে হিমালয়স্থ সপ্তমহাসরোবরের অন্যতম।

‡ সংস্কৃতসাহিত্যের 'পারিজাত'। মর্ত্ত্যলোকে এই পুষ্প এদেশে 'পালুটে মান্দার' নামে পরিচিত।

২৩। সে তরুর ফুল সৌরভে অতুল, ত্রিদশগণের ভোগ্য,
অতি রমণীয় দেবরাজপ্রিয়; অন্যে নয় তার যোগ্য।
দানব মানব, সাধ্য কারো নাই করে তাহা দরশন;
সেবিতে তাহারে না পারে অপরে, বিনা স্বর্গবাসিগণ!

২৪। আশা, শ্রদ্ধা, শ্রী, হ্রী কনকবরণী, রূপে গুণে অদ্বিতীয়া,
নারদের হাতে দেখি পারিজাতে উঠে সবে দাঁড়াইয়া।
পারিজাত পেলে পরিপাটি বেশ হবে এই ভাবি মনে,
মুনির নিকট করিল প্রার্থনা একবাক্যে চারিজনে—

২৫। "অপর কাহাকে দিবে বলি মনে নাহি যদি অভিপ্রায়,
দয়া করি তবে দেবপুষ্প ওই দাও, তব পড়ি পায়!
বাসব যেমন, তুমিও তেমন সদয় মোদের প্রতি;
সর্ব্বসিদ্ধিলাভ হইবে তোমার, শুন, ওহে মহামতি।"

২৬। দেবকন্যাগণ করিলা প্রার্থনা পুষ্প পাইবার আশে;
শুনি তাহা মুনি, ঘটাতে কলহ, কহিলা মধুর ভাষে:—
"নাহি প্রয়োজন এ পুষ্পে আমার; করিলাম আমি দান।"
শ্রেষ্ঠা যেই জন তোমাদের মাঝে, করুক সে পরিধান।

নারদের কথা শুনিয়া দেবকন্যারা বলিলেন:—

২৭। তুমি, মহামুনি, সর্ব্ব জ্ঞানের আধার; যাকে ইচ্ছা তাকে দাও করিয়া বিচার।
তুমি যাকে দিবে পুষ্প, শুন, মহাশয়, তাহাকেই শ্রেষ্ঠ মানি লইব নিশ্চয়।

নারদ উত্তর করিলেন:—

২৮। এ যুকতি ভাল নহে, লো সুন্দরি;*
আমি কেন এই ভার ঘাড়ে করি?
ঘটাব কলহ, হইয়া ব্রাহ্মণ!
আমা হতে ইহা হবে না কখন। †
যাও পিতৃপাশে—ভূতনাথ যিনি, ‡
মীমাংসা ইহার করিবেন তিনি।
কে উচ্চ, কে নীচ, জানা আছে তাঁর;
তাঁরি কাছে হবে উচিত বিচার।

[অনন্তর শাস্তা বলিলেন:—]

২৯। যশের গৌরবে মত্তা দেব-কন্যাগণ, নারদের বাক্য শুনি রুষিল তখন।
সহস্রলোচন শক্র বিরাজেন যথা, ত্বরা করি সবে গিয়া উতরিল তথা।
বলে, "পিতঃ, কোন্ কন্যা, বল ত তোমার, গুণগ্রামে শ্রেষ্ঠপদ করে অধিকার?

* মূলে 'সুগাত্তে' আছে। চারি জনের সঙ্গে আলাপ করিলেও নারদ এক জনের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া উত্তর দিতেছেন, এইরূপ বুঝিতে হইবে।

† অতএব দেখা যাইতেছে, এই জাতকের রচনাসময়েও নারদের কলহঘটনপ্রিয়তা জনসাধারণের সুবিদিত ছিল।

‡ পালি সাহিত্যে শক্রই ভূতনাথ বা ভূতপতি নামে বর্ণিত হইয়া থাকেন।

শক্রকন্যাগণ এই প্রশ্ন করিয়া উত্তর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

৩০। উৎকণ্ঠিত মনে কৃতাঞ্জলিপুটে উত্তরের প্রতীক্ষায়
দাঁড়াইয়া আছে কন্যাচতুষ্টয়, দেখি পুরন্দর * কয়,—
"তুল্য রূপে গুণে তোমরা সকলে, তারতম্য কিছু নাই;
করিল বপন এ কলহবীজ, কে, বল ? শুনিতে চাই।"

দেবকন্যাগণ উত্তর দিলেন,

৩১। সানুদেশে গিরিবর গন্ধমাদনের পাইলাম দেখা মোরা ঋষি নারদের,
সত্যের নির্ণয়ে যাঁর অসীম শকতি, সর্ব্বকালে সর্ব্বলোকে অব্যাহত গতি;
করেন ধর্ম্মের পথে সদা বিচরণ, বলিলেন আমা সবে সেই তপোধন:—
"জানিবারে চাও যদি তোমাদের মাঝে কে উত্তম, কে অধম, পুছ দেবরাজে।"

শক্র ভাবিলেন, 'ইহারা চারি জনেই আমার কন্যা। আমি যদি বলি যে, ইহাদের মধ্যে অমুকা গুণগ্রামে শ্রেষ্ঠা, তবে অপর তিন জন ক্রুদ্ধা হইবে। অতএব এ ক্ষেত্রে কোন মীমাংসা করা আমার পক্ষে অসম্ভব। ইহাদিগকে হিমালয়ে কৌশিক তাপসের নিকট প্রেরণ করা যাউক; তিনিই ইহাদের প্রশ্নের সদুত্তর দিবেন।" ইহা স্থির করিয়া শক্র বলিলেন, "দেখ, তোমাদের এই বিবাদ আমি মীমাংসা করিতে পারিব না; হিমালয়ে কৌশিক নামক এক তাপস আছেন। আমি তাঁহার নিকট আমার ভোজ্য সুধা প্রেরণ করিতেছি। তিনি অন্যকে না দিয়া কোন দ্রব্য উদরস্থ করেন না; দিবার সময়েও বিচার করিয়া যাহারা গুণবান্, তাহাদিগকেই দিয়া থাকেন। অতএব তোমাদের মধ্যে যে তাঁহার হস্ত হইতে এই সুধার অংশ পাইবে, সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা বলিয়া পরিগণিত হইবে। হে বরাঙ্গি,

৩২। মহারণ্যমাঝে তপস্যানিরত আছেন সে মহামুনি;
না দিয়া অপরে কণামাত্র কভু নাহি খান অন্ন তিনি।
উপযুক্ত পাত্রে দান দেন তিনি; অপাত্রে কভু না পায়;
দিবেন যাহারে, তোমাদের মাঝে শ্রেষ্ঠ বলি মেন তায়।"

দুহিতাদিগকে এইরূপে কৌশিকের নিকট প্রেরণ করিয়া শক্র মাতলিকে আহ্বান করিলেন এবং তাঁহাকেও ঐ আশ্রমে পাঠাইবার অভিপ্রায়ে বলিলেন:—

৩৩। 'হিমালয় পর্ব্বতের দক্ষিণ পার্শ্বেতে
গঙ্গাতীরে দেখিবে যে তাপস-পুঙ্গবে,
কৌশিক তাঁহার নাম; অতি ক্লিষ্ট তিনি
অভাববশতঃ খাদ্য আর পানীয়ের।
অতএব যাও তুমি, হে দেব-সারথে,
দাও গিয়া সুধা তাঁরে ভোজনের তরে

অতঃপর শাস্তা বলিলেন,—

৩৪। আজ্ঞা পেয়ে দেবেন্দ্রের মাতলি তখনি
সহস্রতুরগযুক্ত স্যন্দনে আরোহি
ছুটিলা অশনিবেগে; উতরিলা গিয়া
মুনির আশ্রম যেথা; দিলা সুধাভাণ্ড
হস্তে তাঁর; দেখা কিন্তু নাহি দিলা নিজে।

* বৌদ্ধমতে, মানবজন্মে পুরীতে পুরীতে দান করিয়াছিলেন বলিয়া, শক্রের এক নাম পুরন্দর।

কৌশিক সুধাভাণ্ড গ্রহণ করিয়া দণ্ডায়মান অবস্থাতেই বলিলেন,—

৩৫। অগ্নি-পরিচর্য্যা করি আসিনু কুটীর-দ্বারে তিমিরারি করিতে বন্দন,
হেনকালে কে গো তুমি, বল দেখি কোন্ দ্রব্য হস্তে মোর করিলা অর্পণ ?
এ নহে অন্যের কাজ ; বিনা শক্র দেবরাজ এত দয়া কে দেখায় আর ?
সর্ব্বভূতে অতিক্রমি বিরাজ করেন তিনি ; ধন্য তাঁর মহিমা অপার !
৩৬। ধবল শঙ্খের মত ; সুগন্ধে মানস হরে, হেন দ্রব্য পূর্ব্বে দেখি নাই ;
পবিত্র, অদ্ভুত ইহা, দেখিলে জুড়ায় আঁখি, তুলনা ইহার কোথা পাই ?
কোন্ দেব, বল তুমি, অধমেরে দয়া করি করিয়াছ হেথা আগমন ?
নয়ন-মানসহর কি বা অপরূপ দ্রব্য হস্তে মোর করিলা অর্পণ ?

মাতলি উত্তর দিলেন :—

৩৭। মহেন্দ্রের আজ্ঞা পেয়ে আসিয়াছি হেথা ধেয়ে,
তব তরে, মহামুনে, সুধাভাণ্ড লয়ে ;
ভোজ্যোত্তম এই সুধা খেয়ে নাশ কর ক্ষুধা
মাতলি আমার নাম ; খাও নিঃসংশয়ে।
৩৮। রসোত্তম সুধা এই ভোজন করিবে যেই
দ্বাদশ দুঃখের তার হবে নিবারণ :—
ক্ষুধা, তৃষ্ণা, অসন্তোষ, বৈরভাব, ক্রোধদোষ,
গাত্রব্যথা, ক্লান্তি, তথা কলহে মগন,
শীতগ্রীষ্মে কাতরতা, [illegible] শিশুমতা,
আলস্য—এসব হতে পাবে অব্যাহতি।
সত্বর ভোজন কর, নিঃসংশয়ে, মুনিবর,
শক্রদত্ত সুধা, যার এমন শকতি।

ইহা শুনিয়া কৌশিক নিজে যে ব্রত পালন করেন, তাহা বুঝাইবার জন্য মাতলিকে বলিলেন,

৩৯। একাকী ভোজন অসঙ্গত ভাবি
ব্রতোত্তম এই করেছি গ্রহণ—
ভোজ্য অংশ কিছু না দিয়া অপরে
করিব না কভু গলাধঃকরণ।
একাকী ভোজন অতি অবিধেয়,
শুনিয়াছি আমি আর্য্যগণমুখে ;
না দিয়া অপরে আহার যে করে,
বঞ্চিত সে পাপী সর্ব্ববিধ সুখে।

মাতলি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদন্ত, অপরকে অংশ না দিয়া ভোজন করিলে এমন কি দোষ হয় দেখিয়াছেন যে, আপনি এই ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন ?"

কৌশিক বলিলেন,

৪০। নারীহন্তা, ব্যভিচারী, মিত্রজনদ্রোহকারী
দানকুণ্ঠ, সাধুদ্বেষী – এই পঞ্চজন
নরাধম বলি খ্যাত ; তাই এই দানব্রত,
শুন হে, মাতলে, আমি করেছি গ্রহণ।

৪১। স্ত্রী-পুরুষ এ বিচার নাহিক দানে আমার
পণ্ডিতেরা একবাক্য দানগুণগানে ;
করে দান অকাতরে, এ হেন বদান্ত নরে
শুচি, সত্যপ্রিয় বলি সকলে বাখানে।

ইহা শুনিয়া মাতলি দৃশ্যমান শরীর পরিগ্রহ করিয়া তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। সেই সময়ে দেবকন্যারাও এক এক জন কৌশিকের এক এক দিকে অবস্থিতি করিলেন। শ্রী রহিলেন পূর্ব্বদিকে, আশা দক্ষিণদিকে, শ্রদ্ধা পশ্চিমদিকে এবং হ্রী উত্তরদিকে।

এই ভাব পরিস্ফুট করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৪২। আশা, শ্রদ্ধা, শ্রী, হ্রী, কনকবরণী
বাসবনন্দিনী এ চারি ভগিনী
পিতার আদেশে সুধার কারণ
কৌশিক-আশ্রমে দিলা দরশন।

৪৩। চতুরা চারিটী বাসবদুহিতা
চৌদিকে মুনির হ'ল অবস্থিতা,
উজলি চৌদিক অগ্নিশিখাপ্রায়
দিব্যদেহযষ্টি-রূপের ছটায়।
নেহারি সে রূপ পরমপুলকে
জিজ্ঞাসে তাপস মাতলি-সম্মুখে :—

৪৪। “পূর্ব্ব আকাশে শুকতারাসমা, *
অথবা কনক-লতিকা-উপমা,
দেববালা তুমি ; নাম তব বল,
নিবৃত্ত আমার কর কৌতূহল।”

৪৫। “পূজ্যা নরকুলে শ্রী আমার নাম
পুণ্যাত্মায় সদা করি অধিষ্ঠান ;
সুধাদানে মোর পূর মনস্কাম ;
এসেছি করিতে হেথা সুধাপান।

৪৬। সুখী করিবারে চাই আমি যারে
সর্ব্ব মনোরথ লভিতে সে পারে ;
হোতৃশ্রেষ্ঠ তুমি, মহাপ্রজ্ঞাবান্,
শ্রীকে তুষ্ট কর করি সুধাদান।”

ইহা শুনিয়া কৌশিক বলিলেন,

৪৭। সর্ব্বশিল্পপটু, পরম বিদ্বান্,
পৌরুষসম্পন্ন, অতি বুদ্ধিমান্,
সেও শ্রী তোমার দয়া নাহি পায়
অশেষ কেলেশে দিন তার যায়।
এই কি তোমার সাধু ব্যবহার ?
ন্যায়ান্যায়ে তব এই কি বিচার ?

---

* , ‘ওষধিতারবরা’। ওষধিতারা বলিলে শুকতারা বুঝাইবে কি ? চন্দ্র কিন্তু ওষধিপতি।

৪৮। দেখি পুনঃ কোন অলস মানব,
উদরসর্ব্বস্ব, নীচকুলোদ্ভব,
অতি কদাকার, প্রসাদে তোমার
ভুঞ্জে নানা সুখ, ঐশ্বর্য্য অপার।
কুলীন-সন্তান দৈন্যের জ্বালায়
দাস হ'য়ে তার(ই) চরণে লুঠায়।

৪৯। পণ্ডিত জনের পীড়নে নিরতা,
মূঢ়া, পাত্রাপাত্র-জ্ঞান-বিরহিতা;
ন্যায়ের মর্য্যাদা নাহি তব ঠাঁই;
তুষিতে তোমায় ইচ্ছা মোর নাই।
সুধা দূরে থাক—উদক, আসন,
তাও, শ্রি, তোমায় দিব না কখন।

এই কথা শুনিয়া শ্রী তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর কৌশিক আশাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,

৫০। চিত্রাঙ্গদা শুক্লদতী কে তুমি, কল্যাণি, বিমৃষ্ট-কনকময়কুণ্ডল-ধারিণি?
দিব্য শ্বেত দুকূলেতে গাত্র আচ্ছাদিত, কর্ণিকার, অশোকের মঞ্জরী লোহিত
কর্ণদ্বয়ে দুলে তব; যাহার ছটায় কুশাগ্নির উজ্জ্বলতা মানে পরাজয়।

৫১। যেরূপ ব্যাধের বাণে অবিদ্ধা হরিণী চকিত নয়নে চায় বনবিহারিণী,
সেই মত দৃষ্টি তব; নাহি কি কোন ভয় একাকী ভ্রমিতে বনে? কে তব সহায়?

আশা উত্তর দিলেন:—

৫২। সহায় এখানে মোর নাহি কোন জন, অমরাবতীতে * আমি লভেছি জনম,
আশা নাম ধরি আমি, সুধার আশায় এসেছি তোমার পাশে, শুন, মহাশয়।
তাপস কৌশিক তুমি মহাপ্রজ্ঞাবান্; সুধাদান করি রাখ আমার সম্মান।

ইহা শুনিয়া কৌশিক বলিলেন, "শুনিতে পাই যে, তুমি যাহাকে ইচ্ছা কর, কেবল তাহারই আশা পূরণ করিয়া তাহার মনে আবার নব নব আশার উৎপাদন করিয়া থাক, কিন্তু যাহাকে অনুগ্রহ কর না, তাহাকে নিয়ত নৈরাশ্যের মধ্যেই রাখ। শেষোক্ত ব্যক্তির কার্য্যসাফল্য সম্পূর্ণরূপে তোমার সাহায্যনিরপেক্ষ।" এই ভাবের বিশদীকরণার্থ তিনি নিম্নলিখিত গাথাগুলি বলিলেন:—

৫৩। আশার ছলনে ধন-অন্বেষণে বণিক্ বিদেশে যায়,
পণ্যাপরিপূর্ণ পোতে আরোহিয়া সাগর তরিতে ধায়।
দৈবযোগে যদি মগ্ন হয় তরী, ধনে প্রাণে মারা যায়,
বাঁচিলেও প্রাণে, চিরদিন তরে ধননাশে দুঃখ পায়।

৫৪। আশার ছলনে কৃষীবলগণ ক্ষেত্রের কর্ষণ করে,
বপে বীজ তাহে, করে কত শ্রম শস্য লভিবার তরে।
কিন্তু কোন ঈতি † দেখা দেয় যদি, তা হ'লে ত রক্ষা নাই;
ক্ষেত্র ছারখার; অভাগা চাষার সে আশায় পড়ে ছাই।

* মূলে 'মসকসার' পদ আছে। পালি টীকাকারের মতে ইহার অর্থ 'ত্রয়স্ত্রিংশভবন।' সংস্কৃতে এই শব্দের কোন প্রতিরূপ দেখা যায় না। সংস্কৃত "মসারক" শব্দ ইন্দ্রনীলমণিবাচক। ইহা হইতেই কি "মসারক শালা" বা 'মসকসার' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে?

† অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, মূষিক, শলভ, শুকপক্ষী ও প্রত্যাসন্ন রাজা, এই ষড়্বিধ শস্যনাশক।

৫৫। আশার ছলনে বিলাসী মানব তুষিতে প্রভুর মন
যায় যুদ্ধক্ষেত্রে পৌরুষ দেখাতে, বল এ কি বিড়ম্বন?
শত্রুর বিক্রমে ছত্রভঙ্গ শেষে; যে যাহার প্রাণ লয়ে
কপর্দ্দক মাত্র না লভি সমরে পলায় চৌদিকে ভয়ে।
৫৬। আশার ছলনে স্বর্গলাভ-হেতু জ্ঞাতিজনে করি দান
ধনধান্য আদি সর্ব্বস্ব, বিষয়ী সংসার ছাড়িয়া যান;
কঠোর তপস্যা করি দীর্ঘকাল মার্গ-দোষহেতু, হায়,
অশেষ দুর্গতি লভেন তাঁহারা দেহের হইলে ক্ষয়।
৫৭। কুহকিনি আশে, ত্যজ সুধা-আশা; তোমার মতন যারা,
সুধা ত দুর্ল্লভ, আসন, উদক ইহাও না পায় তারা।

এইরূপে প্রত্যাখ্যাতা হইয়া আশাও তন্মুহূর্ত্তেই অন্তর্হিতা হইলেন। তখন কৌশিক শ্রদ্ধার সহিত আলাপ আরম্ভ করিলেন:—

৫৮। কে তুমি গো যশস্বিনি! আলোকিত করি রূপে
অকল্যাণকরী * দিকে লয়েছ আশ্রয়?
কাঞ্চনবল্লীর সম দেহ তব অনুপম;
কোন্ দেবী তুমি মোরে বল ত নিশ্চয়।

ইহার উত্তরে শ্রদ্ধা বলিলেন,

৫৯। নরকুলে পূজ্যা আমি শ্রদ্ধা এই নাম ধরি,
পুণ্যশীলা ... সদা আমার সদন;
সুধা পাইবার তরে ঘটিয়াছে যে বিবাদ,
তাহার(ই) মীমাংসা-হেতু হেথা আগমন।
পরম পণ্ডিত তুমি মহাপ্রজ্ঞাবান্,
সুধা দিয়ে রক্ষা কর আমার সম্মান।

এই পরিচয় পাইয়া কৌশিক বলিলেন, "মনুষ্যেরা যার তার কথায় শ্রদ্ধা স্থাপন করিয়া তদনুসারে পরিচালিত হয়; এই নিমিত্ত তাহারা কর্ত্তব্য অপেক্ষা অকর্ত্তব্যেরই অধিকতর অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। অতএব প্রকৃতপক্ষে তাহাদের এই সমস্ত পাপাচারের জন্য তোমাকেই দায়ী বলিতে হয়।

৬০। শ্রদ্ধাবশে হয় লোকে কখনও বা পুণ্যব্রত,
দাতা, দান্ত, ত্যাগী, জিতেন্দ্রিয়;
কভু বা কুপথে চলি পরপরীবাদ করে,
হয় মিথ্যাবাদী, চৌর্য্যপ্রিয়।
৬১। গৃহে পতিব্রতা নারী, সুশীলা, সদ্বংশজাতা,
রূপে গুণে সদৃশী ভর্ত্তার;
তাহার সংসর্গে থাকি, বাসনা সংযত করি
পারে লোক করিতে সংসার।
কিন্তু বারবনিতার ছলনায় ভুলি নর
হেন ভার্য্যা ত্যাগ করি যায়;
মিটিবে দুখের তৃষ্ণা পঙ্কিল সলিলপানে
এই মূর্খ ভাবে হায়, হায়!

* পশ্চিম দিকে।

৬২। তোমার প্রভাবে, শ্রদ্ধে, পরদারসেবী নর,
পুণ্যত্যাগী, পাপপরায়ণ;
সুধা ত দূরের কথা, জলাসন পাইবারে
অযোগ্য, যে তোমার মতন।

এই কথা শুনিয়া শ্রদ্ধাও অন্তর্হিতা হইলেন। তখন কৌশিক উত্তর দিকে অবস্থিতা হ্রী-দেবীর সঙ্গে আলাপ আরম্ভ করিয়া দুইটী গাথা বলিলেন :—

৬৩। কে তুমি, কল্যাণি, হেথা? দেবতা কিম্বা অপ্সরী,
দাঁড়ায়ে রয়েছ রূপে চৌদিক্ উজ্জ্বল করি?
প্রভাতে অরুণোদয়ে বিচিত্রবসনপরা
স্মিতমুখে শোভে যেন, প্রাচীদিক্ মনোহরা;

৬৪। কিংবা যেন দগ্ধক্ষেত্রে নবজাতা কালালতা* *
দুলে যবে বায়ুভরে লোহিতপত্রমণ্ডিতা?
নয়নে সলজ্জদৃষ্টি দেখি তব হয় মনে
কি যেন বলিতে ইচ্ছা করিয়াছ, বরাননে।
অথচ নীরব তুমি রহিয়াছ কি কারণ?
বল সত্য, কি নিমিত্ত হেথা তব আগমন?

হ্রী উত্তর দিলেন :—

৬৫। মানবকুলের পূজ্যা হ্রী দেবী আমার নাম,
স্পর্শে মম পূত সদা পুণ্যাত্ম-হৃদয়-ধাম।
বিবাদ সুধার হেতু তাহার মীমাংসা তরে
এসেছি তোমার কাছে, কিন্তু বাক্য নাহি সরে।
নিতান্ত অক্ষমা সুধা যাচিতে তোমার ঠাঁই:
যাচ্ঞাসমা রমণীর নির্লজ্জতা আর নাই।

ইহার উত্তরে কৌশিক দুইটী গাথা বলিলেন :—

৬৬। সুগাত্রে, তোমার এই সুধা পাইবার ন্যায়তঃ, ধর্মতঃ আছে পূর্ণ অধিকার।
কে বলে চাহিলে শুধু সুধা পাওয়া যায়? অযাচিত নিমন্ত্রণ করিনু তোমার।
পাবে পূজা, খাবে সুধা কুটীরে আমার, যার জন্য আগমন এখানে তোমার।

৬৭। অতএব, হে তন্বঙ্গি. করি নিমন্ত্রণ, কর এ আশ্রমে অদ্য আতিথ্য গ্রহণ।
নানারসযুক্ত খাদ্যে করিব অর্চ্চনা, আস্বাদে যাহার তৃপ্ত হইবে রসনা।
যে সুধার তরে তব হেথা আগমন, তাহাও পাইবে অগ্রে করিতে ভোজন।
তব ভোজনান্তে যাহা অবশিষ্ট রবে, তাহাতেই এ দীনের ক্ষুন্নিবৃত্তি হবে।

[ইহার পর শাস্তার মুখ হইতে কয়েকটী অভিসম্বুদ্ধ গাথা বাহির হইল :—

৬৮। দিব্যদ্যুতিবিমণ্ডিতা হ্রীদেবী তখন
কৌশিকের নিমন্ত্রণে প্রবেশি আশ্রমে
অপরূপ শোভা তার হেরিলা নয়নে।
বিরাজে বিটপিরাজী চৌদিকে সেখানে
ফলভারে অবনত; কুল কুল ধ্বনি
শ্রবণে অমৃত বর্ষে গিরিতটিনীর।

---

* কালা, কলম্বীলতা (?)—ipomœa coerulia (নীলকলমী)। ইহার বীজ 'কালাদানা' নামে পরিচিত। কিন্তু প্রথমে ইহার পত্রগুলি কি লোহিতবর্ণ থাকে? বসন্তের শেষে বা গ্রীষ্মারম্ভে কৃষকেরা বনভূমির

শত শত সাধুজনসমাগমে সদা
পবিত্র সে ভূমি ; পাপ নাহি পশে সেথা।

৬৯। ঘনসন্নিবিষ্ট তথা নানা তরুলতা—
পিয়াল, পনস, আম্র, অশোক, কিংশুক,

৭০, ৭১। শাল, সৌভাঞ্জন, লোধ্র, পদ্ম, কেক, ভঙ্গ,
তিলক, বরুণ, জম্বু, অশ্বত্থ, ন্যগ্রোধ,
মধুক, বেদিশ, বেণু, তিন্দুক, পাটলি,
সুবর্ণক, সিন্ধুবার, কেতকী, কদলী,
ভূর্জ্জ, মুচকুন্দ আদি কত, কি বলিব ?—
ফলে, ফুলে, সৌরভেতে, অথবা ছায়ায়,
যাহার যেমন শক্তি, বিতরি সর্ব্বস্ব, *
পালে অকাতরে এরা পরহিতব্রত।
কোথাও রয়েছে ক্ষেত্র বিবিধ শস্যের—
শ্যামাক, নীবার, ধান্য, তণ্ডুল, চীনক, †
মুদ্গ, মাষ আদি, তথা শিম্বী নানারূপ। ‡

৭২। শোভিছে উত্তর ভাগে দর্পণের মত
সর্ব্বত্র অভগ্নতট দীর্ঘ সরোবর ;
শৈবলাদিবিবর্জ্জিত বারিরাশি তার
দেখিলে জুড়ায় চক্ষু।

বা ক্ষেত্রের শুষ্ক উদ্ভিদ্‌কাণ্ডাদি অগ্নিপ্রয়োগে দগ্ধ করিয়া থাকে। বর্ষাকালে তাহা আবার নবকিসলয়মণ্ডিত তৃণলতাদিতে সুশোভিত হয়।

* এই গাথাগুলিতে বনৌষধিবর্গের নামের ঘটা দেখিয়া ইংরাজী অনুবাদক হাল ছাড়িয়া দিয়াছেন। আমারও অবস্থা প্রায় তদ্রূপ। অতিকষ্টে যে গুলির স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারিয়াছি এবং সে গুলির পারি নাই, তাহা নিম্নে দেখাইতেছি। 'সৌভাঞ্জন' আমাদের সজ্‌না। 'পদ্ম' দ্বারা এখানে স্থলপদ্ম বুঝিতে হইবে। 'কেক' কি বুঝিতে পারি নাই। কেহ কেহ 'কোক' এই পাঠ করেন। কোক = খর্জ্জুর। 'ভঙ্গ' ভাঙ্গ বা 'সিদ্ধি'। তিলক একপ্রকার পুষ্পগুল্ম। শ্বেত ও লোহিত পুষ্পভেদে ইহা না কি দুই প্রকার, কিন্তু ইহা আমি দেখি নাই। 'বেদিশ' কি জানি না। 'সুবর্ণক' সোণালি ; সংস্কৃতে ইহার নামান্তর রাজবৃক্ষ বা কর্ণিকার ; মূলে ইহার পরিবর্ত্তে 'উদ্দালক' শব্দ আছে। পাটলির বর্ণনা অভিজ্ঞান-শকুন্তলেও পড়িয়াছি ; ইহা বোধ হয় পারুল। তিন্দুক' আমাদের গাব (গালব শব্দজ কি ?) বা আবলুশ এবং 'সিন্ধুবার' নিশিন্দা। মূল গাথায় 'অশোক' বৃক্ষের উল্লেখ নাই ; উহা আমি জোর করিয়া বসাইয়াছি। কদলীর উল্লেখ পরবর্ত্তী গাথায় আছে ; সঙ্গতির অনুরোধে ইহাকেও আমি স্থানচ্যুত করিয়াছি। মূলে মোচ ও কদলী পৃথক্ পৃথক্ উল্লিখিত হইয়াছে। পালি টীকাকার বলেন 'মোচ' = অস্থিকদলী, অর্থাৎ বীচে কলা। ইহা হইতেই কি আমাদের মুখরোচক 'মোচার' উদ্ভব ?

† শ্যামাক—'শামা' ঘাসের বীজ। লোকে ইহার চাষ করিয়া থাকে। নীবার—বনজ ধান্য। 'তণ্ডুলা—নিক্কুণ্ডক-থুসা সয়ংজাত তণ্ডুলসীসানি' অর্থাৎ ইহা কাণ্ড হইতে তণ্ডুলরূপেই বহির্গত হয় ; ইহার গায়ে কুঁড়া বা তুষ কিছুই থাকে না। চীনক—চীনা। ইহা প্রথমে চীনদেশ হইতে আসিয়াছিল কি ? সংস্কৃতে কিন্তু ইহার নাম 'ব্রীহিভেদ'।

‡ মূলে 'হরেণুকা' এই পদ আছে। পালি সাহিত্যে 'হরেণু' বলিলে মুগ, মাষ, তিল, কুলথ, অলাবু ও কুষ্মাণ্ড বুঝায়। সংস্কৃত ভাষায় 'হরেণু' শব্দে এক প্রকার মটর বুঝায়।

১৩। বিচরে নির্ভয়ে
মনের আনন্দে সেথা পাঠীন, শকুল,
শতবক্র, কাকমৎস্য, সবক্র, রোহিত,
কাকির, আলিগর্গর, শৃঙ্গী আদি মৎস্য ;
না ঘটে অভাব কভু খাদ্যের তাদের। *

১৪। প্রচুর খাদ্যের লোভে রহে তার তটে
বিহঙ্গম নানাজাতি নিঃশঙ্ক হৃদয়ে—
হংস, ক্রৌঞ্চ, চক্রবাক, ময়ূর, কোকিল,
বহুচিত্রা, জীবঞ্জীব, উৎক্রোশ ইত্যাদি। †

১৫, ১৬। বারিপান-হেতু সেই স্বচ্ছ সরোবরে
আসে যায় অবিরত কত শত পশু—
কেহ হিংস্র, কেহ শান্ত ; মাহাত্ম্য এমনি
কিন্তু সেই আশ্রমের, ছাড়িয়াছে এরা
বৈরভাব স্বাভাবিক ! করে বারিপান
সিংহ-ব্যাঘ্র-তরক্ষু-ভল্লুক-কোক-পার্শ্বে
গণ্ডার, গবয়, অশ্ব, মহিষ, বরাহ,
বিড়াল, শশক, আর মৃগ নানাজাতি—
রোহিত, এণক, রুরু, গোকর্ণ, কর্ণিকা, ‡
কদলী প্রভৃতি। পুণ্যক্ষেত্র সে আশ্রম,

১৭। বিচিত্র কুসুমাকীর্ণ শিলাপট্টাসীন
বিপ্রকণ্ঠ-সমুত্থিত শাস্ত্রবাক্যে সদা
মুখরিত ; সাধুশীল দ্বিজগণ ছাড়া
না করে বসতি সেথা অন্য কোন জন।

ভগবান্ এইরূপে কৌশিকের আশ্রমের বর্ণনা করিলেন। অনন্তর হ্রীদেবীর আশ্রম প্রবেশাদি বলিতে লাগিলেন :—

১৮। তরুর হরিৎশাখে ভর দিয়া চারুগাত্রী কুটীরের দ্বারদেশে যায় ;
নীল মহামেঘ হ'তে ছুটিয়া বিজলী যেন অবতীর্ণা হইল ধরায়।
কুশময় খট্টা এক, শীর্ষ প্রান্তে সুবিন্যস্ত সুগন্ধি উশীর শোভে যায়, §
আনি তাহা মহামুনি অজিনে আবৃত করি আসনার্থ দিলেন তাঁহায়।
বলিলেন যুড়ি কর হ্রীদেবীকে অতঃপর, "কর ভদ্রে আসন গ্রহণ ;
তব পাদস্পর্শে, দেবি, পবিত্র আশ্রম এই ; অদ্য মোর সফল জীবন।

১৯। হ্রীদেবী বসেন সুখে ; জটাজিনধারীমুনি ছুটি সরোবরে চলি যান ;
আনিয়া কমলপত্র, গড়ি পূত পুট তাহে জলসহ করে সুধাদান।

---

* পাঠীন—বোয়াইল মাছ। শকুল—শোল মাছ। শৃঙ্গী—শিঙ্গী মাছ। শতবক্র প্রভৃতি কতকগুলি মাছ যে কি প্রকার, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। 'কাকির' কাঁকলে মাছ কি ?

† পক্ষিপর্য্যায়ে মূলে ময়ূর ও শিখণ্ডী উভয় শব্দই দেখা যায়। টীকাকার 'শিখণ্ডী' শব্দে শিখাযুক্ত পক্ষী বুঝিয়াছেন।

‡ কোক—নেকড়ে। রোহিত, এণক, কদলী প্রভৃতি নানাজাতীয় হরিণ।

§ উশীর—বীরণ মূল বা খস্ খস্ (বীরণ=বেণা)।

৮০। দুই হস্তে লয়ে তাহা, পাইয়া পরমা তুষ্টি, শ্রীদেবী মধুর ভাবে কয়
জটাধর মুনিবরে, "তব দয়াহেতু আজ লভিলাম পূজা আর জয়।
আজ্ঞা দেহ এবে তুমি, যাইব ত্রিদশভূমি, যথা শক্র সহস্রলোচন
পথপানে চেয়ে মোর রয়েছেন, মহামুনে, বিলম্ব দেখিয়া এতক্ষণ।"

৮১। লভি আজ্ঞা কৌশিকের, যশের আশায় মত্তা শ্রীদেবী স্বরগে চলি যান;
"বলে, পিতঃ, এই সুধা দেখ লভিয়াছি আমি; জয় মোরে কর এবে দান।"

৮২। শক্র আদি দেবগণ, কৃতাঞ্জলিপুটে সবে সম্মান তখন করে তাঁর;
দেবকন্যাকুলে শ্রেষ্ঠা শ্রীদেবী হইলা তুষ্টা লভি পূজা স্থানে সবাকার।
বিচিত্র নব আসন তাঁর তরে নিয়োজন দিলা করি সহস্রলোচন;
দেবতা, মানব সবে দাঁড়ায়ে তাঁহার পাশে করে শ্রীর মহিমা কীর্ত্তন।

শক্র এইরূপে শ্রীর যথোচিত সম্মান করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, "কৌশিক অন্য কাহাকেও না দিয়া শ্রীকেই যে সুধা দিলেন, ইহার অর্থ কি?" প্রকৃত কারণ জানিবার নিমিত্ত তিনি মাতলিকে পুনর্ব্বার তাঁহার আশ্রমে পাঠাইলেন।

[এই ভাব সুব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :—

৮৩। পুনর্ব্বার মাতলিকে করি সম্বোধন সহস্রলোচন ইন্দ্র বলেন বচন :—
যাও কৌশিকের পাশে, শুধাও তাঁহায় শ্রী একা কি হেতু লাভ করিল সুধায়।

মাতলি 'যে আজ্ঞা' বলিয়া বৈজয়ন্তরথে আরোহণপূর্ব্বক যাত্রা করিলেন।

[শাস্তা নিম্নলিখিত গাথাগুলি দ্বারা রথের সৌন্দর্য্য এবং মাতলির কৌশিকাশ্রম-গমন বর্ণনা করিলেন :—

৮৪। দেবরথ সুসজ্জিত করিলা মাতলি,
আরোহিলে যায় নাহি হয় অনুভূত
পথক্লান্তি কোনরূপ; অগ্নিশিখা-সমা
উজ্জ্বল তাহার ভাতি নয়ন ঝলসে।
বিচিত্র যেমন রথ, সাজসজ্জাগুলি
তেমনি বিচিত্র সব; ঈষা খানি তার
জাম্বুনদ-বিনির্ম্মিত; * পশুপক্ষী কত
খচিত সর্ব্বাঙ্গে তার বিবিধ রতনে।

৮৫। হেথা নৃত্যশীল শিখী; পুচ্ছে জ্বলে, দেখ,
বিবিধবরণ-মণিবিন্যাস-রচিত
চন্দ্রক-সহস্র অই; নীলকণ্ঠ হোথা;
গো, ব্যাঘ্র, বারণ, দ্বীপী, মৃগ নানাজাতি—
বৈদূর্য্যে রচিত কেহ, কেহ মরকতে।
সকলি জীবন্ত বলি ভ্রম হয় মনে—
যেন সবে নিজ নিজ প্রতিদ্বন্দ্বিসহ
রণে মত্ত হইয়াছে অরণ্যের মাঝে।

---

* বিশুদ্ধ, রক্তাভ সুবর্ণ। হিমালয়ে যে মহাজম্বুবৃক্ষ আছে (যাহার নাম হইতে জম্বুদ্বীপের নামকরণ হইয়াছে), তাহার ফল নদীর জলে পড়িয়া ও চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া স্বর্ণরেণুতে পরিণত হয়, এই বিশ্বাসে বিশুদ্ধ সুবর্ণের 'জাম্বুনদ' নাম হইয়াছে।

৮৬। তরুণ বারণসম অতি বীর্য্যবান্
সহস্র হরিৎ অশ্ব যুজিলা সে রথে
মাতলি সারথিবর ; চামীকর-জালে
আচ্ছাদিত উরঃস্থল প্রত্যেক অশ্বের,
কর্ণে দুলে কনকের মালা সুশোভন।
এমনি শিক্ষিত তারা, দৃঢ়বদ্ধ কভু
যোত্র দ্বারা করিবারে নাহি প্রয়োজন,
বায়ুবেগে ছুটি যায় শব্দমাত্র শুনি।

৮৭। এ হেন স্যন্দনশ্রেষ্ঠে আরোহি মাতলি
চলিলা ছুটিয়া, নিনাদিয়া দশদিক্
গম্ভীর নির্ঘোষে ; কাঁপে নভস্তল,
কাঁপে শৈল, বনস্পতি, সসাগরা ধরা
সে নিনাদ-অভিঘাতে উঠিল্ কাঁপিয়া।

৮৮। উত্তরি অশনিবেগে আশ্রমে মাতলি,
আবরি একটী অংশ প্রাবরে নিজের *
নিবেদন সবিনয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে
করেন ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠে, † যিনি দেবোপম,
সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ, বৃদ্ধ জ্ঞানবলে—

৮৯। "দূত আমি, মহামুনে, শুনাই তোমারে
বাসবের আজ্ঞা যাহা ; শুধান দেবেন্দ্র :—
আশা, শ্রদ্ধা, শ্রীকে তুমি বর্জন করিয়া
কি হেতু করিলা দান সুধা হ্রী দেবীরে ?"

মাতলির প্রশ্ন শুনিয়া কৌশিক বলিলেন,

৯০। শ্রীদেবীর দেখি পক্ষপাত-দোষ, শ্রদ্ধার স্থিরত্ব নাই ;
আশা কুহকিনী সর্ব্বস্বনাশিনী ; দেই নাই সুধা তাই।
আর্য্যগণ যত বিরাজ সতত করে হ্রীদেবীর মনে ;
তিনি ভিন্ন সুধা পাইবার যোগ্যা নাহি কেহ ত্রিভুবনে।

অনন্তর তিনি হ্রী দেবীর গুণবর্ণনা করিতে লাগিলেন :—

৯১। রক্ষিতা পিতার গৃহে অদত্তা কুমারী,
বিধবা, সধবা কিংবা যত আছে নারী—
পর পুরুষের সনে মিলন বাসনা মনে
হয় যদি ইহাদের, হ্রী আসি তখন
পাপ পথে বিচরিতে করে নিবারণ।

---

* বৌদ্ধভিক্ষুরা উত্তরীয় বস্ত্র পরিধানকালে একটী অংস আবৃত এবং একটী অংস অনাবৃত রাখেন। ইহার বিপরীতাচরণ অবিনয়ের চিহ্ন।

† কৌশিককে ব্রাহ্মণ বলা হইল কেন? তিনি ত শ্রেষ্ঠি-(সম্ভবতঃ বৈশ্য) কুলে জন্মিয়াছিলেন। ইহার উত্তরে ধর্ম্মপদ (ব্রাহ্মণবগ্‌গো) দ্রষ্টব্য :—ব্রাহ্মণযোনিজকে আমি ব্রাহ্মণ বলি না ; যিনি ধ্যানশীল, আসক্তি-রহিত, একাকী অবস্থিত, কর্ত্তব্যানুষ্ঠায়ী, পাপবিমুক্ত ও অর্হত্বপ্রাপ্ত, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি…ইত্যাদি।

১২। ভীষণ সময়ে যবে শক্তিশরাঘাতে
কেহ মরে, কেহ ভয়ে চায় পলাইতে,
হ্রী দেবীর শুনি বাণী, নিজপ্রাণ তুচ্ছ মানি
পলায়নপর যারা, যুদ্ধে পুনর্ব্বার,
শত্রুহস্ত হ'তে করে নেতার উদ্ধার।

১৩। বেলা যথা রুদ্ধ করে বেগ সাগরের,
হ্রী তথা রোধেন দুষ্টবৃত্তি পাপীদের।
সর্ব্বলোকে আর্য্যগণ হ্রীকে পূজে অনুক্ষণ,
বলিও একথা ইন্দ্রে, হে দেবসারথি,
হ্রীর অনুগ্রহে সবে লভেন শুমতি।

ইহা শুনিয়া মাতলি বলিলেন,

১৪। ব্রহ্মা, ইন্দ্র প্রজাপতি, * কে বল, তাপস, দিয়াছেন তব মনে এহেন বিশ্বাস ?
হ্রীদেবী মহেন্দ্রাত্মজা, শুন তপোধন, সুরলোকে শ্রেষ্ঠা বলি অর্চ্চিতা এখন,

মাতলির বাক্য শেষ হইতে না হইতেই কৌশিকের কর্ম্মফল জনিত দেহত্যাগের সময় উপস্থিত হইল। তখন মাতলি বলিলেন, "কৌশিক, তোমার আয়ুঃ ফুরাইয়াছে, দানধর্ম্মেরও অবসান হইয়াছে। এখন আর মনুষ্যলোকের সহিত তোমার সম্পর্ক কি? চল, আমরা দেবলোকে যাই।"

কৌশিককে দেবলোকে লইয়া যাইবার অভিলাষে মাতলি বলিলেন :—

১৫। এই প্রিয় রথমধ্যে আরোহণ করি এখনই চল স্বর্গে মর্ত্য পরিহরি।
মহেন্দ্র সগোত্র তব, ইচ্ছা তাঁর মনে, তুমি গিয়া বাস কর তাঁহার ভবনে।
উঠ মুনে যাই মোরা ইন্দ্রের সভায়। অদ্যই সকলে সেথা দেখিবে তোমায়।

মাতলির সহিত এইরূপ আলাপ করিতেছেন, এমন সময়ে কৌশিক ঔপপাতিক দেবপুত্রে † পরিণত হইয়া দিব্যরথে আসন পরিগ্রহ করিলেন এবং মাতলি তাঁহাকে শক্রের নিকট লইয়া গেলেন। কৌশিককে দেখিয়া শক্র পরম পরিতোষ লাভ করিলেন, এবং নিজের কন্যা হ্রীকে তাঁহার অগ্রমহিষীর পদে নিয়োজিত করিয়া দিলেন। তিনি প্রভূত স্বর্গসুখ ভোগ করিতে লাগিলেন।

"মহাপুরুষদিগের কৃতকার্য্যের এইরূপই বিশুদ্ধীভাব হইয়া থাকে" ইহা বলিয়া শাস্তা নিম্নলিখিত গাথা দ্বারা জাতক সমাপ্ত করিলেন :—

১৬। পুণ্যাত্মার কর্ম্মে ফলে শুভফল, সদা দেখিবারে পাই,
সুকৃতির ফল হয় চিরস্থায়ী বিনাশ তাহার নাই।
কৌশিক আশ্রমে হ্রীকে সুধাদান দেখিল যে সব জন,
দিব্য জ্ঞান লভি ইন্দ্রের সভায় দেহান্তে করে গমন।

---

* ব্রহ্মা ও প্রজাপতি সংস্কৃত ভাষায় একই দেবতার ভিন্ন ভিন্ন নাম। কিন্তু পালি গ্রন্থকার এখানে ইঁহাদিগকে পৃথক্ কল্পনা করিয়াছেন।

† ঔপপাতিক অর্থাৎ শুক্রশোণিত-সংযোগ বিনা জাত। মর্ত্ত্যলোকে জীবোৎপত্তির জন্য স্ত্রীপুরুষের সঙ্গম আবশ্যক ; কিন্তু দেবলোকে শরীরধারী হইবার জন্য ইহার প্রয়োজন নাই।

[এইরূপে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এ জন্মে নহে, পূর্ব্ব এক জন্মেও, যখন এই ভিক্ষু তাদৃশ দানকুণ্ঠ কৃপণাধম ছিল, তখন আমি ইহার মতি পরিবর্ত্তন করিয়াছিলাম।"

সমবধান—তখন উৎপলবর্ণা ছিলেন হ্রীদেবতা ; এই দান-ভীরু ভিক্ষু ছিল কৌশিক ; অনিরুদ্ধ ছিলেন পঞ্চশিখ ; আনন্দ ছিলেন মাতলি ; কাশ্যপ ছিলেন সূর্য্য, মৌদ্‌গল্যায়ন ছিলেন চন্দ্র, সারিপুত্র ছিলেন নারদ ; এবং আমি ছিলাম শক্র।]

☞ যে সকল জাতক উৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত, সুধাভোজন-জাতক তাহাদের অন্যতম। কৌশিককর্তৃক সুধাদান-বৃত্তান্ত পাঠ করিলে শ্রীবৎসরাজার নিকট প্রাধান্যপ্রার্থী শনি ও লক্ষ্মীর, কিংবা ট্রয়রাজপুত্র পারিশের সম্মুখে সুবর্ণ-সেবফলপ্রার্থিনী গ্রীক্‌দেবীত্রয়ের আবির্ভাব-কাহিনী মনে পড়ে। কিন্তু গ্রীক্‌দেবীরা রূপগর্ব্বিতা ও রূপজিগীষা-পরায়ণা ; বৌদ্ধদেবীচতুষ্টয় রূপসম্বন্ধে উদাসীনা, গুণপ্রাধান্যের জন্যই লালায়িতা। হিন্দু ও গ্রীক আখ্যায়িকায় পরাজিত দেবতারা বিচারপতিদিগের চিরশত্রু হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের নানারূপ অনিষ্ট করিয়াছিলেন। কিন্তু বৌদ্ধদেবীগণ এরূপ নীচতা প্রদর্শন করেন নাই।

আশার সুন্দরী মূর্ত্তি দেখা যায় গ্রীক্ পুরাণবর্ণিত প্যাণ্ডোরার আখ্যায়িকায়। জাতককার আশাকে কুহকিনী মায়াবিনীভাবেই দেখিয়াছেন।

হ্রী=লজ্জা—পাপকার্য্যের বাধাদায়িনী বিবেকবুদ্ধি—"ছি! আমি মানুষ হইয়া মানুষের অকার্য্যসাধনে অগ্রসর হইতেছি" এই বুদ্ধি, বিবেচনা বা আত্মধিককৃতি। 'শ্রদ্ধা' এই আখ্যায়িকায় অন্ধ বিশ্বাস (credulity) বুঝাইয়াছে।

৫৩৬-কুণাল-জাতক।*

[শাস্তা কুণালহ্রদে অবস্থিতিকালে পঞ্চশত অসন্তোষ-পীড়িত ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত এই :—শাক্য ও কোলিকগণ কপিলবস্তু নগরের এবং কোলিক নগরের অন্তর্ব্বর্ত্তিনী রোহিণী নদীতে একটীমাত্র বাঁধ † দিয়াই উভয় তীরে শস্যোৎপাদন করিত। এক বার জ্যৈষ্ঠ মাসে যখন ক্ষেত্রের শস্য শুকাইতে আরম্ভ করিল, তখন উভয় নগরের অধিবাসীদিগের কৃষাণেরাই (নদীতীরে) সমবেত হইল। কোলিক-বাসীরা বলিল, "এই জল যদি উভয় পারেই লওয়া যায়, তবে তোমাদের বা আমাদের, কাহারও প.ক পর্য্যাপ্ত হইবে না! এক বার সেচ দিলেই কিন্তু আমাদের ফসল পাকিবে। এজন্য আমাদিগকেই জল ব্যবহার করিতে দাও।" কপিলবস্তুবাসীরা বলিল, "বেশ ত কথা। তোমাদের গোলা শস্যে পূর্ণ হইবে, আর আমরা—খাঁটি সোণা, পান্না ও তামার কাহণ লইয়া এবং ধামা ও বস্তা হাতে করিয়া তোমাদের দরজায় দরজায় ঘুরিব! ইহা কখনও হইতে পারে না। আমাদের শস্যও এক সেচ পাইলেই পাকিবে ; কাজেই আমাদিগকে এই জল ব্যবহার করিতে দাও।" কোলিকেরা বলিল, "আমরা দিব না।" শাক্যেরাও বলিল্‌, "আমরা দিব না।" কথা বাড়িতে বাড়িতে শেষে এক দলের এক জন উঠিয়া অপর দলের এক জনকে প্রহার করিল, তখন দ্বিতীয় ব্যক্তিও প্রথম ব্যক্তিকে প্রহার করিল। এইরূপে দুই দলে হাতাহাতি করিতে করিতে পরস্পরের রাজকুলের জাতি উচ্চারণপূর্ব্বক কলহটা আরও পাকাইয়া তুলিল। কোলিক-কৃষাণেরা বলিল, "দূর হ, বাটারা! তোদের কপিলবস্তুতে চলে যা। যাহারা শৃগাল-কুকুরের মত নিজেদের ভগিনীগণের সহবাস করিয়াছিল, ‡ তাহাদের হাতী ঘোড়া বা ঢালতরোয়ালে আমাদের কি ক্ষতি করিতে পারে?" শাক্য-কৃষাণেরা বলিল, "তোরা ত কুষ্ঠরোগী ; ছেলেপিলে নিয়ে এখনই দূর হ। যাহারা পক্ষীর মত নিঃস্ব ও অনাথ হইয়া কোলগাছে § বাস করিয়াছিল, তাহাদের হাতী ঘোড়া বা ঢালতরোয়ালে

---

* এই জাতকের কোন্ কোন্ অংশ মূল আখ্যায়িকা, কোন্ কোন্ অংশ অর্থবর্ণনার অন্তর্ভূত, তাহা সম্পূর্ণ পৃথগ্‌ভাবে প্রদর্শন করা কঠিন। যে যে অংশ মূলের ব্যাখ্যামাত্র বলিয়া বোধ হইয়াছে, সেইগুলি টীকাকারে মুদ্রিত হইল। ইহার বর্ত্তমান বস্তুর সহিত বৃক্ষধর্ম্ম-জাতকের (৭৪) বর্ত্তমান বস্তু তুলনীয়।

† মূলে 'আবরণ' আছে। এরূপ বাঁধকে এনিকাট (anicut) বলে।

‡ শাক্য ও কোলিকদিগের উৎপত্তিসম্বন্ধে প্রথম খণ্ডের ২৮০ ও ২৮১ পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য। শেষোক্তপৃষ্ঠে 'কোল' শব্দ দ্বারা কেলিকদম্ব বৃক্ষ বুঝাইতেছে, ইহা বলা ভুল হইয়াছে। কোল=কুল গাছ।

§ পালি ও সংস্কৃতে 'কোল'। 'কোল' শব্দ হইতে বাঙ্গালা 'কুল' এবং 'বদরী' শব্দ হইতে পূর্ব্ব বাঙ্গালার 'বড়ই' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে।

আমাদের কি ক্ষতি করিতে পারে?" অনন্তর কৃষাণেরা স্ব স্ব নগরে ফিরিয়া গেল এবং যে সকল অমাত্য জলসেচনের তত্ত্বাবধান করিতেন, তাঁহাদিগকে এই বৃত্তান্ত বলিল; তাঁহারা আবার রাজকুলের লোকদিগকে সংবাদ দিলেন। তখন শাক্যেরা, "ভগিনী-সহবাসীদিগের বলবীর্য্য দেখাইতেছি" বলিয়া যুদ্ধসজ্জা করিয়া বাহির হইল, কোলিকেরাও "কোলবৃক্ষবাসীদিগের বলবীর্য্য দেখাইতেছি" বলিয়া যুদ্ধসজ্জা করিয়া বাহির হইল।

(অপর কয়েকজন আচার্য্য কিন্তু এই আখ্যায়িকাটী অন্যভাবে বলেন। তাঁহাদের মতে শাক্য ও কোলিক-দিগের দাসীরা এক দিন জল আনিবার জন্য নদীতে গিয়া, মাথার বিড়াগুলি মাটিতে রাখিয়া, বসিয়াছিল এবং পরস্পরের সঙ্গে নানাবিধ সুখের কথা বলিতেছিল, এমন সময়ে এক জন দাসী নিজের বিড়া ভাবিয়া অন্য এক জনের বিড়া তুলিয়া লইয়াছিল। তজ্জন্য, 'তোমার বিড়া আমার বিড়া' এইরূপে কথায় কথায় কলহের সৃষ্টি হইয়াছিল এবং ক্রমে উভয় নগরের দাস, মজুর, সেবক, গ্রামভোজক, অমাত্য, উপরাজ প্রভৃতি সকলেই যুদ্ধসজ্জা করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিল।)

এই বৃত্তান্তদ্বয়ের মধ্যে প্রথমটীই বহু অর্থকথায় দেখা যায়; ইহা যুক্তিযুক্তও বটে; এইজন্য ইহাই গৃহীতব্য। যাহাই হউক, সকলে যুদ্ধসজ্জা করিয়া সন্ধ্যাকালে যুদ্ধ করিবে, এইরূপ স্থির করিয়াছিল। ঐ সময়ে শাস্তা শ্রাবস্তীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি সে দিন প্রত্যূষকালে, পৃথিবীর কোথায় কি হইতেছে, ইহা চিন্তা করিয়া জ্ঞানচক্ষুদ্বারা দেখিতে পাইলেন যে, শাক্য ও কোলিকেরা যুদ্ধার্থ যাত্রা করিতেছে। তিনি ভাবিলেন, 'আমি গিয়া উপস্থিত হইলে এই কলহ প্রশমিত হইবে কি না?' অনন্তর তিনি স্থির করিলেন, 'আমি গিয়া কলহ উপশমন করিবার জন্য ইহাদিগকে তিনটী জাতক শুনাইব; তাহা করিলেই এই বিবাদের অবসান হইবে। তাহার পর একতার মাহাত্ম্য বুঝাইবার জন্য দুইটী জাতক শুনাইয়া আত্মদণ্ডসূত্র দেশন করিব। তাহা শুনিয়া উভয় নগরের অধিবাসীরাই আমার নিকট সার্দ্ধদ্বিশত করিয়া কুমার আনয়ন করিবে। আমি ঐ কুমারদিগকে প্রব্রজ্যা দান করিব; তখন মহাজনসমাগম হইবে।'

এই সিদ্ধান্ত করিয়া শাস্তা বেশবিন্যাস করিলেন, শ্রাবস্তীনগরে ভিক্ষাচর্য্যা করিতে গেলেন এবং সেখান হইতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক সায়াহ্নসময়ে কাহাকেও না বলিয়া স্বয়ংই পাত্রচীবর গ্রহণপূর্ব্বক গন্ধকুটীর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তিনি উভয়সেনার অন্তর্বর্ত্তী স্থানে আকাশে পর্য্যঙ্কাসনে উপবেশন করিলেন। যোদ্ধাদিগকে চমকিত করিবার প্রয়োজন বুঝিয়া তিনি অন্ধকার করিবার জন্য নিজের কেশরশ্মি† বিকিরণ করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া যখন তাহারা উদ্বিগ্ন হইল, তখন তিনি তাহাদের দৃষ্টিগোচর হইয়া দেহ হইতে ষড়্‌বর্ণ রশ্মি নিঃসারণ করিলেন। কপিলবস্তুবাসীরা ভগবান্‌কে দেখিয়া ভাবিল, 'আমাদের জ্ঞাতিশ্রেষ্ঠ শাস্তা আসিয়াছেন; আমাদের উপর যে বিবাদের ভার পড়িয়াছে, তাহা কি ইনি জানিতে পারিয়াছেন? শাস্তা যখন উপস্থিত হইয়াছেন, তখন আমরা কিছুতেই শত্রুর শরীরে অস্ত্রাঘাত করিতে পারিব না। কোলিকবাসীরা আমাদিগকে মারিয়া ফেলুক বা জীবন্ত দগ্ধ করুক (আমরা যুদ্ধ করিব না)।' ইহা স্থির করিয়া তাহারা অস্ত্র ত্যাগ করিল। কোলিকবাসীরাও অস্ত্র ত্যাগ করিল।

অনন্তর ভগবান্ অবতরণপূর্ব্বক সৈকতপুলিনে এক রমণীয় স্থানে সুসজ্জিত উৎকৃষ্ট বুদ্ধাসনে উপবেশন করিলেন। তাঁহার দেহ হইতে অনুপম বুদ্ধশ্রী নিঃসৃত হইতে লাগিল। উভয় রাজ্যের রাজারাও ভগবান্‌কে প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। শাস্তা সমস্তই জানিতেন, তথাপি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজগণ, আপনারা এখানে কি উদ্দেশ্যে আগমন করিয়াছেন?" তাঁহারা উত্তর দিলেন, "ভদন্ত, আমরা নদী দেখিবার জন্য বা ক্রীড়া করিবার জন্য আসি নাই, আসিয়াছি সংগ্রাম করিবার অভিপ্রায়ে।" "মহারাজগণ, কি কারণে আপনাদের কলহ উপস্থিত হইয়াছে?" "জলের জন্য, ভদন্ত।" "মহারাজগণ, জলের মূল্য কি?" "জলের মূল্য অতি অল্পই, ভদন্ত।" "পৃথিবীর মূল্য কি, মহারাজগণ?" "পৃথিবী ত অমূল্য ধন, ভদন্ত।" "ক্ষত্রিয়দিগের মূল্য কি?" "ক্ষত্রিয়দিগের মূল্যের ইয়ত্তা নাই, ভদন্ত।" "অকিঞ্চিৎকর জলের জন্য তবে কেন অমূল্য ক্ষত্রিয়জীবনের বিনাশ করিতে যাইতেছেন? প্রকৃতপক্ষে কলহে কোনই সুখ নাই তবে কলহবশে পুরাকালে এক বৃক্ষদেবতা কোন কৃষ্ণসিংহের সহিত যে বিবাদ করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান কল্প পর্য্যন্ত তাহাই চলিয়া

* স্পন্দনজাতক ৪৭৫।

† মূ: 'নীলরশ্মিং বিসজ্জেত্বা'।

আসিতেছে।" ইহা বলিয়া শাস্তা তাঁহাদিগকে স্পন্দন-জাতক (৪৭৫) শুনাইলেন। ইহার পর শাস্তা আবার বলিলেন, "মহারাজগণ, পরের অনুকরণ করিয়া চলা উচিত নহে; পরের অনুকরণ করিতে গিয়াই ত্রিসহস্র যোজন-ব্যাপী হিমালয় পর্ব্বতের অসংখ্য চতুষ্পদ প্রাণী এক শশকের কথায় মহাসমুদ্রের মধ্যে লাফাইয়া পড়িয়াছিল। এই জন্যই বলি, পরপ্রত্যয়নেয়বুদ্ধি হওয়া কর্ত্তব্য নহে।" ইহা বলিয়া শাস্তা উপস্থিত রাজগণকে দদ্দভ জাতক (৩২২) শুনাইলেন। অনন্তর শাস্তা আবার বলিলেন, "কোন কোন সময়ে দুর্ব্বলেও বলবানের রন্ধ্র দেখিতে পায়, কোন কোন সময়ে আবার বলবানেই দুর্ব্বলের দোষ দেখিয়া থাকে। তার সাক্ষী দেখুন না কেন, এক *টুকাপক্ষিণী এক মহাবল মাতঙ্গের প্রাণনাশ করিয়াছিল।" ইহা বলিয়া তিনি উভয়পক্ষকে লটুকা-জাতক (৩৫৭) শুনাইলেন।

কলহের উপশমনার্থ এইরূপে তিনটী জাতক বলিয়া ঐকমত্যের মাহাত্ম্য বুঝাইবার জন্য শাস্তা দুইটী জাতক বলিলেন। তিনি বলিলেন, "মহারাজগণ, যাহারা একতাবদ্ধ, কেহই তাহাদের কোন ছিদ্র দেখিতে পায় না।" ইহার দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য তিনি বৃক্ষধর্ম্মজাতক (৭৪) শুনাইলেন। অনন্তর তিনি আবার বলিলেন, "মহারাজগণ, যাহারা একতাবদ্ধ ছিল, কেহই তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার সুবিধা পায় নাই; কিন্তু তাহারাই যখন পরস্পর বিবাদ করিয়াছিল, তখন এক নিষাদপুত্র তাহাদিগকে মারিয়া লইয়া গিয়াছিল। বস্তুতই কলহে কোন সুখ নাই।" ইহা বলিয়া তিনি দৃষ্টান্তচ্ছলে বর্ত্তক-জাতক* বর্ণন করিলেন।

উক্তরূপে পাঁচটী জাতক বলিয়া শাস্তা পরিশেষে আত্মদণ্ডসূত্র দেশন করিলেন। রাজারা চিত্তপ্রসাদ লাভ করিয়া বলাবলি করিতে লাগিলেন, "শাস্তা যদি না আসিতেন, তবে ত আমরা পরস্পরের কণ্ঠচ্ছেদন করিয়া রক্তের গঙ্গা ছুটাইতাম। অহো! শাস্তা যদি গৃহস্থাশ্রমে থাকিতেন, তবে দ্বিসহস্রদ্বীপপরিবেষ্টিত চতুর্ম্মহাদ্বীপের আধিপত্য ইঁহার করতলগত হইত; ইঁহার পুত্রগণের সংখ্যাও সহস্রাধিক হইত। কত শত ক্ষত্রিয়, ইঁহার অনুচর হইয়া চলিত! কিন্তু ইনি এই সমস্ত ঐশ্বর্য্য পরিহার করিয়া নিষ্ক্রমণ করিয়াছেন এবং সম্বোধিপ্রাপ্ত হইয়াছেন। যাহা হউক, এখনও ইনি যাহাতে ক্ষত্রিয়গণপরিবৃত হইয়া বিচরণ করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করা যাউক।"

এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া দুই নগরের অধিবাসীরাই শাস্তার নিকট সার্দ্ধ দ্বিশত, সার্দ্ধ দ্বিশত ক্ষত্রিয়যুবক আনিয়া দিল। শাস্তা তাহাদিগকে প্রব্রজ্যা দিয়া একটা বৃহৎ বনে গমন করিলেন। ইহার পরদিন হইতে তিনি এই সকল নবীনভিক্ষুপরিবৃত হইয়া কখনও কপিলপুরে, কখনও কোলিকনগরে ভিক্ষাচর্য্যা করিতে যাইতেন এবং উভয় নগরের লোকেই তাঁহার মহাসৎকার করিত।

ক্ষত্রিয়যুবকেরা শাস্তার প্রতি সম্মানপ্রদর্শনার্থই প্রব্রজ্যা লইয়াছিল; তাহাদের নিজেদের ইহাতে কোন অভিরুচি ছিল না। কাজেই অল্পদিনের মধ্যে তাহাদের মনে অসন্তোষের উৎপত্তি হইল; তাহাদের পূর্ব্বতন পত্নীরাও নানারূপ সংবাদ পাঠাইয়া এই অসন্তোষের মাত্রা বৃদ্ধি করিতে লাগিল। ইহাতে নবীন ভিক্ষুগণ নিতান্ত উৎকণ্ঠিত হইল। ভগবান্ চিন্তা করিয়া তাহাদের এই অসন্তোষভাব জানিতে পারিলেন এবং ভাবিলেন, 'আমার ন্যায় বুদ্ধের সঙ্গে একত্র বাস করিয়াও ইহারা উৎকণ্ঠিত হইতেছে' বুঝিতেছি না, কিরূপ ধর্ম্মকথা বলিলে ইহাদের উপকার হইবে।' তিনি ভাবিয়া দেখিলেন, কুণালের ধর্ম্মদেশনই ইহাদের পক্ষে হিতকর। তখন তাঁহার মনে হইল, 'ইহাদিগকে হিমবৎপ্রদেশে লইয়া গিয়া কুণালের কথাদ্বারা ইহাদের নিকট স্ত্রীজাতির দোষ ব্যাখ্যা করা যাউক; তবেই ইহাদের অসন্তোষ অপনীত হইবে; আমি ইহাদিগকে স্রোতাপত্তিমার্গ প্রদান করিব।'

এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া শাস্তা পরদিন প্রাতঃকালে অন্তর্ব্বাস পরিধানপূর্ব্বক পাত্র ও চীবর লইয়া কপিল-বস্তুতে ভিক্ষাচর্য্যা করিতে গেলেন, ভোজনান্তে প্রতিবর্ত্তন করিলেন এবং ভোজনবেলা অতীত হইবার পূর্ব্বেই সেই পঞ্চশত ভিক্ষুকে সম্বোধনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভিক্ষুগণ, তোমরা কি পূর্ব্বে কখনও রমণীয় হিমবৎ প্রদেশ দেখিয়াছ?" তাহারা উত্তর দিল, "না, ভগবন্।" "হিমবৎ প্রদেশে বেড়াইতে যাইবে কি?" "ভদন্ত, আমাদের ঋদ্ধি নাই; আমরা কিরূপে যাইব?" "যদি কেহ তোমাদিগকে লইয়া যায়, তবে যাইবে কি?" "নিশ্চয় যাইব।" এই উত্তর শুনিয়া শাস্তা নিজের ঋদ্ধিবলেই সকলকে লইয়া আকাশে উৎপতন করিলেন, এবং হিমালয়ে গিয়া আকাশেই অবস্থানপূর্ব্বক ঐ রমণীয় প্রদেশে কোথায় কি আছে, দেখাইতে

* প্রথম খণ্ডে এই জাতকের নাম 'সম্মোদমান' (৩৩)।

লাগিলেন। কাঞ্চনপর্ব্বত, মণিপর্ব্বত, হিঙ্গুলপর্ব্বত, অঞ্জনপর্ব্বত সানুপর্ব্বত, স্ফটিকপর্ব্বত প্রভৃতি নানাবিধ পর্ব্বত, পঞ্চ মহানদী*, কর্ণমুণ্ড, রথকার, সিংহপ্রপাত, ষড়্‌দন্ত, ত্র্যর্গল, অনবতপ্ত ও কুণাল, এই সাতটী হ্রদ,† হিমালয়ের এই সকল দৃশ্য দেখাইলেন। হিমবৎ বলিলে পঞ্চশত যোজন উচ্চ, ত্রিসহস্রযোজনবিস্তৃত এক বিশাল অঞ্চল বুঝায়। শাস্তা নিজের অনুভাববলে তাহার এই রমণীয় অংশসমূহ ভিক্ষুদিগকে প্রদর্শন করিলেন। তত্রত্য লোকের বাসস্থান, সিংহব্যাঘ্রহস্তী প্রভৃতি চতুষ্পদগণ—এ সকল দেখাইলেন; রমণীয় উদ্যান ও বিহারসমূহ, ফলপুষ্পসমন্বিত তরুগণ, নানাজাতীয় বিহঙ্গম, জলজ ও স্থলজ কুসুম,—এ সকল দেখাইলেন। হিমবন্তের পূর্ব্বপার্শ্বে সুবর্ণময়ী অধিত্যকা, পশ্চিমপার্শ্বে হিঙ্গুলময়ী অধিত্যকা। এই সকল রমণীয় বিহারাদি দেখিবামাত্রই ভিক্ষুদিগের পূর্ব্বতন ভার্য্যাদিগের প্রতি অনুরাগ বিনষ্ট হইল।

অনন্তর শাস্তা সেই ভিক্ষুদিগকে লইয়া আকাশ হইতে অবতরণপূর্ব্বক হিমবানের পশ্চিমপার্শ্বস্থ ষষ্টি-যোজনায়তন শিলাতলে কল্পস্থায়ী সপ্তযোজন বিস্তৃত শালবৃক্ষের অধোদেশে ত্রিযোজনবিস্তৃত মনঃশিলাতলে উপবেশন করিলেন। ঐ সকল ভিক্ষু তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া থাকিল। তাঁহার দেহ হইতে ষড়্‌বর্ণ বুদ্ধরশ্মি নির্গত হইতে লাগিল; বোধ হইল যেন অর্ণবকুক্ষি বিদীর্ণ করিয়া উজ্জ্বল প্রভাকর উত্থিত হইতেছে। তিনি মধুরস্বরে ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, পূর্ব্বে কখনও দেখ নাই, এমন কিছু এই হিমালয়ে দেখিলে কি? যদি দেখিয়া থাক, তবে তৎসম্বন্ধে আমাকে প্রশ্ন করিতে পার।" এই সময়ে সেখান দিয়া দুইটী চিত্রকোকিলা‡ একটা দণ্ডের দুই প্রান্ত স্ব স্ব চঞ্চুদ্বারা ধরিয়া এবং তাহার উপরে আপনাদের স্বামীকে বসাইয়া উড়িয়া যাইতেছিল। তাহাদের পুরোভাগে আটটী, পশ্চাতে আটটী, দক্ষিণপার্শ্বে আটটী, বামপার্শ্বে আটটী, অধোদেশে আটটী এবং উর্দ্ধভাগে ছায়া বিস্তার করিয়া আটটী চিত্রকোকিলাও সেই পুংস্কোকিলটীকে বেষ্টন করিয়া আকাশপথে যাইতেছিল। ভিক্ষুরা এই শকুনসঙ্ঘ দেখিয়া শাস্তাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ভদন্ত, এ সকল পক্ষী কি করিতেছে?" শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, ইহারা আমার একটী কুলক্রমাগত পুরাতন প্রথা পালন করিতেছে; আমিই এই প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলাম। অতীত যুগেও ইহারা এইরূপে আমার অনুগমন করিত। কিন্তু তখন পক্ষীদিগের সংখ্যা ইহা অপেক্ষা অনেক অধিক ছিল। তখন সার্দ্ধত্রিসহস্র পক্ষিকন্যা আমার পরিচারিকা ছিল। ক্রমে কমিয়া তাহাদের সংখ্যা এখন এই মাত্র হইয়াছে।" "ভদন্ত, কিরূপ বনে সেই পক্ষিকন্যারা আপনার পরিচর্য্যা করিত?" "বলিতেছি, শুন।" অনন্তর শাস্তা পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ করিলেন এবং সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

কথিত আছে (শুনিয়াছি) যে, কোন রমণীয় বনভূমিতে কুণালনামক এক পক্ষী বাস করিতেন। সেখানে পর্ব্বতসমূহ সর্ব্ববিধ ওষধিদ্বারা মণ্ডিত থাকিত, সেখানে তরুলতা নানাবিধ পুষ্পমাল্যে বিভূষিত ছিল; সেখানে গজ, গবয়, মহিষ, রুরু, চমরী, পৃষত, খড়্গী, গোকর্ণ, সিংহ, ব্যাঘ্র, দ্বীপী, ঋক্ষ, কোক, তরক্ষু, উদ্‌বিড়াল, কদলীমৃগ, বিড়াল, শশকর্ণী প্রভৃতি প্রাণী বিচরণ করিত; সেখানে নানাজাতীয় মহাকায় বিড়াল ও গজযূথ বাস করিত; সেখানে ঈষামৃগ, শাখামৃগ, শরভমৃগ, এণিমৃগ, বাতমৃগ, পৃষতমৃগ, পুরিষল্ল, কিম্পুরুষ, যক্ষ ও রাক্ষসগণ থাকিত। মুকুলমঞ্জরীধর, পুষ্পিতাগ্র, ঘনসন্নিবিষ্ট মহামহীরুহগণ এই অরণ্যের শোভা বর্দ্ধন করিত। কুবর, চকোর, বারণ, ময়ূর, পরভৃৎ, জীবঞ্জীবক, চেলাবক, ভিঙ্কার, করবীক প্রভৃতি শত শত জাতীয় মত্তবিহঙ্গের নিনাদে এই বনস্থলী নিয়ত মুখরিত হইত।

---

* গঙ্গা, যমুনা, অচিরবতী, সরযূ ও মাহী।

† কোথাও কোথাও ত্র্যর্গলের পরিবর্ত্তে মন্দাকিনী হ্রদের নাম দেখা যায় (১ম খণ্ড, ৩০০ম পৃষ্ঠ)।

‡ কোকিল কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু ইহাদের গায়ে শাদা শাদা ছিট ছিল। ইহাতে মনে হয়, এই জাতীয় পক্ষী এখন পাপিয়া নামে বিদিত।

তাহার ভূতল অঞ্জন, মনঃশিলা, হরিতাল, হিঙ্গুল এবং সুবর্ণ, রজত প্রভৃতি শত শত ধাতুদ্বারা রঞ্জিত ছিল। *

নানাবর্ণের পত্রে আচ্ছাদিত ছিল বলিয়া কুণালের দেহ অতি উজ্জ্বল দেখাইত। সার্দ্ধত্রিসহস্র-পক্ষিকন্যা পত্নীরূপে কুণালের পরিচর্য্যা করিত। দীর্ঘপথ অতিক্রম করিবার কালে কুণাল যাহাতে ক্লান্ত ও অবসন্ন না হন, এই জন্য দুইটী পক্ষিকন্যা একখণ্ড কাষ্ঠের দুইপ্রান্ত মুখে ধরিয়া তাঁহাকে উহার উপর বসাইয়া উড়িয়া যাইত। পঞ্চশত পক্ষিকন্যা তাঁহার অধোদেশ দিয়া উড়িত; কারণ তাহারা মনে করিত, কুণাল যদি আসনচ্যুত হইয়া পড়িয়া

---

* বনভূমির এই বর্ণনায় যে যে প্রাণী ও বৃক্ষের নাম আছে, তাহাদের সকলগুলির অর্থ নির্ণয় করা আমার পক্ষে অসাধ্য। প্রায় সমস্ত বিশেষণই সার্দ্ধহস্ত দীর্ঘ সমস্তপদ। তদন্তর্গত কোন কোন পদ অভিধানে পাওয়া যায় না; কোন কোন পদে আবার পুনরুক্তি-দোষও আনয়ন করিয়াছে। পাঠকদিগের কৌতূহল-নিরাকরণার্থ নিম্নে মূল পদগুলি তুলিয়া দিলাম :—

(১) সব্বোসধিধরণিধরে। (২) অনেকপুপ্ফমালাবিততে। (৩) গয়-গবজ-মহিস রুরু-চমর-পসদ খগ্গ-গোকন্ন-সীহ-ব্যাগ্ঘ দীপি-অচ্ছ-কোক-তরচ্ছ-উদ্দারকা-কদলিমিগ-বিলাড়-সসকণ্ণিকানুচরিতে। গবজ=গবয় বা গোমৃগ, ইহারা একপ্রকার বন্য গো; হরিণ নহে। রুরু বা রুরু=হরিণবিশেষ। টীকাকারের মতে ইহা 'সুবর্ণমৃগ'। রুরু শব্দে কুকুরও বুঝায়। পসদ=পৃষত; একপ্রকার হরিণ; ইহাদের গায়ে শাদা শাদা ছিট থাকে। খগ্গ=খড়্গী, গণ্ডার। গোকন্ন=গোকর্ণ; ইহাও একজাতীয় হরিণ। সীহ=সিংহ। দীপি=দ্বীপী। অচ্ছ=ঋক্ষ, ভল্লুক। কোক=নেকড়ে। তরচ্ছ=তরক্ষু; hyena। উদ্দারকা=উদ্র (?); ইংরাজী অনুবাদক এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। চলিত কথায় ইহার নাম খেঁকড়ে। টীকাকার 'উদ্দারক' শব্দের অর্থ করিয়াছেন উদ্রমৃগ'। কদলিমিগ=একজাতীয় হরিণ। ইহার চর্ম্ম আসনরূপে ব্যবহৃত হয়। সসকণ্ণি=শশকর্ণী। এই শব্দটী কোন অভিধানে নাই। ইহাতে হরিণবিশেষ বা অন্য কোন প্রাণী বুঝায়, তাহা স্থির করা যায় না। ইংরাজী অনুবাদক ইহাকে long-eared hare বলিয়াছেন। কিন্তু সমস্ত শশই ত লম্বকর্ণ।

(৪) আবিদ্ধনেলমণ্ডলমহাবরাহনাগকুলকণেরুসঙ্ঘাধিবুথে। ইংরাজী অনুবাদক লিখিয়াছেন, inhabited by numberless herds of different kinds of elephants। টীকাকারেরও এই মত। তিনি বলেন, গোত্রভেদে দশবিধ হস্তী আছে। এই বিশেষণে তাহাদিগকে বুঝাইতেছে। নেলমণ্ডল' বলিলে মহাকায় বিড়াল বুঝায়, তরুণ গজশাবকও বুঝায়। মহাবরাহ' কিন্তু হস্তীর কোন জাতিবাচক শব্দ নহে। 'বরাহ' শব্দের প্রচলিত অর্থ গ্রহণ করিতে আপত্তি কি?

(৫) ইস্সমিগ-সাখমিগ-সরভমিগ-এণিমিগ-বাতমিগ পসদমিগ পুরিসলু-কিম্পুরিস-যকখ-রক্খস-নিসেবিতে। ইস্স=ঋশ্য বা ঋষ্য; ইহা একজাতীয় হরিণ। সাখমিগ=শাখামৃগ=বানর বা কাঠবিড়াল। এণি=এণ; ইহাও একজাতীয় হরিণ। বাতমিগ=অতি দ্রুতগামী একজাতীয় হরিণ। পুরিসলু যে কি, তাহা অভিধানে পাওয়া যায় না। টীকাকার বলেন ইহারা বড়বামুখ 'যক্ষিণী'। 'পসদমিগে' পুনরুক্তি-দোষ ঘটিয়াছে।

(৬) অমজ্জমঞ্জরীধরপহট্ঠপুপ্ফফুপ্ফিতগ্গনেকপাদপগণবিততে। অমজ্জ=মুকুল।

(৭) কুরর-চকোর-বারণ-ময়ূর-পরভূত-জীবঞ্জীবক-চেলাবক ভিঙ্কার-করবীক-মত্তবিহঙ্গসতসম্পঘুট্ঠে। কুরর=ঈগলজাতীয় একপ্রকার পক্ষী (ospery)। বারণ=হস্তিলিঙ্গপক্ষী; ইহা একজাতীয় দীর্ঘচঞ্চু গৃধ্র। পরভুত্ত=পরভৃত, কোকিল। জীবঞ্জীবক=কপোতজাতীয় একপ্রকার পক্ষী। বৌদ্ধসাহিত্যে একপ্রকার কাল্পনিক দ্বিমস্তক পক্ষীও এই নামে অভিহিত। চেলাবক বলিলে কি কি পাখী বুঝায়, তাহা অভিধানে নাই। ইহা সংস্কৃত 'চিল্ল' শব্দজ কি? চিল্ল=চীল। ভিঙ্কার=ভৃঙ্গরাজ পক্ষী। করবীক বোধহয় পাপিয়া। ইংরাজী অনুবাদক ইহাকে কোকিল মনে করেন; কিন্তু 'পরভুত' শব্দেই কোকিলের উল্লেখ হইয়াছে।

(৮) অঞ্জন-মনোশিল-হরিতাল-হিঙ্গুলক-হেম-রজত-কনকধাতুসতবিনদ্ধপতিমণ্ডিতপ্পদেসে। এখানেও হেম ও কনক শব্দের প্রয়োগে পুনরুক্তি দোষ দেখা যায়। টীকাকারের মতে এই শব্দ দুইটী বিভিন্নজাতীয় স্বর্ণবাচক।

যান, তবে আমরা পক্ষবিস্তার করিয়া তাঁহাকে ধরিব। পাছে কুণাল আতপে কষ্ট পান, এই আশঙ্কায় পঞ্চশত পক্ষিকন্যা তাঁহার উপর দিয়া উড়িত। শীতাতপ, তৃণরজঃ-শিশিরাদি কুণালকে কোন কষ্ট দিতে না পারে, এইজন্য তাঁহার দক্ষিণ ও বাম, প্রতিপার্শ্বে আরও পঞ্চশত পক্ষিকন্যা থাকিত। পাছে গোপালক, অজপশুপালক, তৃণহারক, বনেচর প্রভৃতি কেহ কাষ্ঠখণ্ড, খর্পর, হস্ত, লোষ্ট্র, যষ্টি, শস্ত্র বা উপলখণ্ড দ্বারা কুণালকে প্রহার করে অথবা যাইবার কালে লতা, বৃক্ষ, স্তম্ভ, পাষাণ বা কোন বলবান্ পক্ষীর সহিত কুণালের সঙ্ঘর্ষ ঘটে, এই আশঙ্কায় পঞ্চশত পক্ষিকন্যা তাঁহার পুরোভাগে যাইত। কুণাল আসনে বসিয়া যাহাতে উৎকণ্ঠিত না হন, এই নিমিত্ত পঞ্চশত পক্ষিকন্যা তাঁহার পশ্চাতে থাকিয়া শ্লক্ষ্ণ, প্রিয়, মঞ্জু ও মধুরবাক্যে তাঁহার চিত্তবিনোদন করিত। কুণাল পাছে ক্ষুধায় কাতর হন, এই আশঙ্কায় অবশিষ্ট পঞ্চশত পক্ষিকন্যা নানাদিকে উড়িয়া গিয়া বৃক্ষ হইতে বিবিধ ফল আহরণ করিয়া আনিত। কুণালের তৃপ্তিসাধনার্থ পক্ষিকন্যাগণ এইরূপে ক্ষিপ্রগতিতে তাঁহাকে আবাস হইতে আবাসান্তরে, উদ্যান হইতে উদ্যানান্তরে, নদীতীর্থ হইতে নদীতীর্থান্তরে, গিরিশিখর হইতে গিরিশিখরান্তরে, আম্রবণ হইতে আম্রবণান্তরে, জম্বুবন হইতে জম্বুবনান্তরে, লকুচবন হইতে লকুচবনান্তরে, * নারিকেলবন হইতে নারিকেলবনান্তরে বহন করিয়া লইয়া যাইত। কিন্তু প্রতিদিন ঐ পক্ষিকন্যাগণের ঈদৃশী সেবা পাইয়াও কুণাল তাহাদিগকে এইরূপ দুর্ব্বাক্য বলিতেন :—"বৃষলীগণ, তোরা নিপাত যা ; তোরা চৌরী, ধূর্ত্তা, অসতী, লঘুচিত্তা ও অকৃতজ্ঞা ; তোরা স্বৈরিণী ; সর্ব্বত্র তোদের বায়ুর মত অবাধগতি।"

[এইরূপে অতীত আরম্ভ করিয়া শাস্তা পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন, "ভিক্ষুগণ, আমি তির্য্যগ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াও স্ত্রীজাতির অকৃতজ্ঞতা, বহুমায়াবিতা, অনাচারতা ও দুঃশীলতা জানিতে পারিয়াছিলাম। আমি তখনও তাহাদের বশে যাই নাই, তাহাদিগকেই নিজের বশে আনিয়াছিলাম।" এইরূপে ভিক্ষুদিগের অসন্তোষ অপনোদনপূর্ব্বক শাস্তা তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। ঐ সময়ে দুইটা কৃষ্ণকোকিলা তাহাদের স্বামীকে দণ্ডের উপর বহন করিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। তাহাদের অধোদেশ দিয়া এবং পার্শ্বে পার্শ্বে চারি চারিটা পক্ষিকন্যা ছিল। ইহাদিগকে দেখিয়া ভিক্ষুরা আবার ইহার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিল। শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, পুরাকালে পূর্ণমুখ নামে এক কোকিল আমার সখা ছিল। † তাহার বংশের এই রীতি।" অনন্তর ঐ সকল ভিক্ষুর প্রার্থনায় তিনি পূর্ব্ববৎ বলিতে লাগিলেন :—]

নগরাজ হিমালয়ের পূর্ব্বভাগে এক অতি রমণীয় প্রদেশ আছে। সেখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গিরিনদী সকল হরিদ্বর্ণ শৈবাল বহন করিয়া কুণালদহে প্রবাহিত হইতেছে ; সে স্থান প্রস্ফুটিত ‡ নীলোৎপল, কুমুদ, শ্বেতশতদল, মন্দার প্রভৃতি পুষ্পের সুগন্ধে আমোদিত ও অতি পবিত্র ; কুরবক, মুচকুন্দ প্রভৃতি নানাজাতীয় তরু তাহার শোভা সম্পাদন করিতেছে এবং তত্রত্য নদীকচ্ছসমূহ অতিমুক্ত প্রভৃতি নানাজাতীয় লতায় মণ্ডিত ; হংস, প্লব, কাদম্ব

---

* লকুচ = ডহু।

† মূলে 'ফুস্সকোকিল' বা 'পুস্সকোকিল' আছে। ফুস্স = চিত্রিত, অর্থাৎ এই কোকিল সম্পূর্ণ কৃষ্ণবর্ণ নয় ; ইহার গায়ে শাদা শাদা ছিট থাকে (যেমন পাপিয়ার)। কেহ কেহ বলেন, ইহা 'পুংস্কোকিল' পদের রূপান্তর। টীকাকার বলেন, 'পরেহি পুট্ঠত্তায় ফুস্সকোকিল।' কিন্তু কোকিল মাত্রেই ত 'অন্যপুষ্ট।'

‡ এই প্রসঙ্গে মূলে তরুলতাদির যে সুবৃহৎ তালিকা আছে, তাহার অক্ষরে অক্ষরে অনুবাদ করা আমার পক্ষে অসম্ভব, কারণ অনেকগুলির নাম অভিধানেই পাওয়া যায় না। পাঠকদিগের অবগতির জন্য এখানে টীকাকারে

ও কারণ্ডক প্রভৃতি জলচর পক্ষীর নিনাদে মুখরিত হইতেছে। এই প্রদেশ সিদ্ধ, বিদ্যাধর, শ্রমণ, তাপস, প্রধান প্রধান দেবতা, যক্ষ, রাক্ষস, দানব, গন্ধর্ব্ব ও মহোরগ প্রভৃতির বাসস্থান ও বিচরণক্ষেত্র।

এই মনোহর স্থানে পূর্ণমুখ-নামক এক পুংস্কোকিল বাস করিত। তাহার স্বর অতি মধুর ছিল এবং মদিরনয়নযুগল দর্শকের মন হরণ করিত। সার্দ্ধ ত্রিশত পক্ষিকন্যা পত্নীরূপে তাহার পরিচর্য্যা করিত। দীর্ঘপথ অতিক্রম করিবার কালে পূর্ণমুখ যাহাতে ক্লান্ত ও অবসন্ন না হয়, এইজন্য দুইটী পক্ষিকন্যা একখণ্ড কাষ্ঠের দুই প্রান্ত মুখে ধরিয়া তাহাকে উহার উপর বসাইয়া উড়িয়া যাইত। [ইহার পর, কুণালের সম্বন্ধে যেরূপ বলা হইয়াছে, পূর্ণমুখের অধোদেশে, উপরিভাগে, উভয়পার্শ্বে, পুরোভাগে ও পশ্চাতে পক্ষিকন্যাদের গমন অবিকল সেইভাবে বলিতে হইবে; তবে কুণালের সম্বন্ধে প্রতিদলে পাঁচ শত পক্ষিণীর কথা আছে; পূর্ণমুখের সম্বন্ধে কেবল পঞ্চাশটী লইয়া এক একটী দল ছিল। পূর্ণমুখের আহারসংগ্রহার্থও পঞ্চাশটী পক্ষিকন্যা ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিত।] পূর্ণমুখের তৃপ্তিসাধনার্থ পক্ষিকন্যাগণ উক্তরূপে ক্ষিপ্রগতিতে তাহাকে আবাস হইতে আবাসান্তরে, উদ্যান হইতে উদ্যানান্তরে, নদীতীর্থ হইতে নদীতীর্থান্তরে, গিরিশিখর হইতে গিরিশিখরান্তরে, আম্রবণ হইতে আম্রবণান্তরে, জম্বুবন হইতে জম্বুবনান্তরে, লকুচবন হইতে লকুচবনান্তরে, নারিকেলবন হইতে নারিকেল-বনান্তরে বহন করিয়া লইয়া যাইত। সারাদিন পক্ষিকন্যাদিগের সেবা পাইয়া পূর্ণমুখ তাহাদের প্রশংসা করিত বলিত, "ভগিনীগণ, * তোমরা যে ভর্ত্তার পরিচর্য্যা করিতেছ, ইহা তোমাদের ন্যায় কুলকন্যাদিগেরই উচিত ধর্ম।" এক দিন সানুচর পূর্ণমুখ কুণালের বাসস্থানের নিকটে উপস্থিত হইলে, কুণালের পরিচারিকাগণ দূর হইতে তাহাকে দেখিতে পাইল, এবং তাহার নিকটে গিয়া বলিল, "সৌম্য পূর্ণমুখ, কুণাল অতি নিষ্ঠুর ও পরুষভাষী। তুমি সাহায্য করিলে, বোধ হয়, আমরা তাহার মুখে দু'টা মিষ্টকথা পাইতে পারি।" পূর্ণমুখ উত্তর দিল, "বলিয়া দেখি, ভগিনীগণ; হয় ত তোমাদের বাসনা পূর্ণ হইতে পারে।" অনন্তর সে কুণালের নিকটে গিয়া স্বাগতবচনাদির পর একান্তে উপবেশনপূর্ব্বক বলিল, "তোমার পত্নীগণ সুজাত, সৎকুলোৎপন্ন ও সদাচারসম্পন্ন; অথচ তুমি ইহাদের সহিত দুর্ব্ব্যবহার কর, ইহার কারণ কি? রমণীরা পরুষভাষিণী হইলেও তাহাদের প্রতি মিষ্টবাক্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য;

নামগুলি দিলাম;—কুরবক, মুচিলিন্দ (মুচুকুন্দ), কেতক, চেতস, বজুড়, (সংস্কৃত 'বঞ্জুল'; ইহাতে বেত, অশোক প্রভৃতি কয়েক জাতীয় উদ্ভিদ্ বুঝায়), পুন্নাগ, বকুল, তিলক, পিয়ক (প্রিয়ক=পিয়াশাল), আসন, সাল (শাল), সরল, চম্পক, অশোক, নাগরুক্খ [নাগবৃক্ষ, নাগকেশর (?)], তিরীটি (তিরীতক, লোধ্র), ভুজপত্ত (ভূর্জ্জ), লোদ্দ (লোধ্র), চন্দন। কাড়াগলু (কালাগুরু), পদ্মক, পিয়ঙ্গু (প্রিয়ঙ্গু), দেবদারু, চোচ (কদলি), ককুধ (ককুভ=অর্জ্জুন), কুটজ, অঙ্কোল (অকরকণ্ট), কচ্চিকার [কচ্ছক (?), তুণ, Toon], কর্ণিকার, কণবের (করবীর), কোরণ্ড (?), কোবিদার, কিংশুক, যোধি (যোধিকা=যূথিকা বা যুঁই), বনমল্লিকা, অনঙ্গন (?), অনবজ্জ (?), ভণ্ডি [ভণ্ডিল=শিরীষ কিংবা ঘেঁটু (?)], সুরুচির (?), ভগিনী (?), জাতী, সুমন (ডবল যুঁই বা মল্লিকা), মধুগন্ধিক (?), ধনুকারিক (?), তালিস [তালী, পনিয়ালা], তগর, উসির [উশীর (?)], কোট্ঠ (?), অতিমুত্তক (অতিমুক্ত, মাধবীলতা)। টীকাকার কয়েকটী শব্দের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন:—পিয়ক=সেতপত্ত; দেবদারুক-চোচগহনে=দেবদারুরুক্খেহি চেব কদলীহি চ গহনে। ধনুকারিক=ধনুপাটলি।

* টীকাকারের মতে 'ভগিনী'-সম্বোধন আর্য্যব্যবহারসঙ্গত আলাপ।

যাহারা মিষ্টভাষিণী, তাহাদের সম্বন্ধে ত কথাই নাই।" পূর্ণমুখের এই বাক্য শুনিয়া কুণাল তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "দূর হও, ভাই; তুমি মূর্খ ও অপদার্থ। তুমি নিপাত যাও, হতভাগ্য! অন্য কেহ কি স্ত্রীর কথায় তোমার মত কাণ্ডজ্ঞানহীন হয়?"

এইরূপে ভর্ৎসিত হইয়া পূর্ণমুখ সেখান হইতে প্রতিগমন করিল। ইহার অল্পদিন পরেই তাহার কঠিন পীড়া জন্মিল, সে রক্তাতিসার রোগে আক্রান্ত হইয়া মরণান্তিক যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিল ও মৃতপ্রায় হইল। ইহা দেখিয়া তাহার পরিচারিকাগণ ভাবিতে লাগিল, "পূর্ণমুখ এখন ব্যাধিগ্রস্ত; সে আর রোগমুক্ত হইবে কি?" অনন্তর তাহারা পূর্ণমুখকে একাকী ফেলিয়া কুণালের বাসস্থানে গেল। কুণাল দূর হইতে তাহাদিগকে দেখিতে পাইলেন; এবং দেখিয়াই বলিলেন, "বৃষলীগণ, তোদের ভর্ত্তা কোথায় রে?" তাহারা উত্তর দিল, "সৌম্য কুণাল, তিনি পীড়িত হইয়াছেন; তবে বাঁচিলেও বাঁচিতে পারেন।" ইহা শুনিয়া কুণাল পক্ষিকন্যাদিগকে তিরস্কারপূর্ব্বক বলিলেন, "নিপাত যা, বৃষলীরা; গোল্লায় যা তোরা, বৃষলীরা। তোরা চৌরী, ধূর্ত্তা, অসতী, লঘুচিত্তা, অকৃতজ্ঞা, স্বৈরিণী; তোদের বায়ুর মত অবাধগতি।" অনন্তর তিনি পূর্ণমুখের নিকটে গিয়া ডাকিলেন, "বয়স্য পূর্ণমুখ!" পূর্ণমুখ উত্তর দিল, "কে? সৌম্য কুণাল যে?" তখন কুণাল পক্ষ ও তুণ্ডদ্বারা ধরিয়া পূর্ণমুখকে উত্তোলন করিলেন, এবং তাহাকে নানাবিধ ঔষধ পান করাইলেন। ইহাতে পূর্ণমুখের পীড়ার উপশম হইল।

পূর্ণমুখ আরোগ্যলাভ করিলে সেই পক্ষিকন্যারা ফিরিয়া আসিল। কুণাল তাহাকে আরও কয়েকদিন বন্যফল খাওয়াইলেন এবং তাহার বলাধান হইলে বলিলেন, "বয়স্য, তুমি এখন অরোগ হইয়াছ; এখন নিজের পরিচারিকাদিগের সহিত বাস কর; আমিও নিজের বাসস্থানে ফিরিয়া যাই।" পূর্ণমুখ বলিল, "ইহারা দারুণ পীড়ার সময় আমাকে ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছিল। ঈদৃশী ধূর্ত্তাদিগের সাহচর্য্যে আমার প্রয়োজন নাই।" ইহা শুনিয়া মহাসত্ত্ব বলিলেন, "তবে, ভাই, রমণীদিগের পাপ চরিত্রের কথা বলিতেছি, শুন।" ইহা বলিয়া তিনি পূর্ণমুখকে হিমালয়পার্শ্বস্থ মনঃশিলাতলে লইয়া গেলেন এবং সপ্তযোজনায়তন শালবৃক্ষের মূলে মনঃশিলাসনে উপবেশন করিলেন; পূর্ণমুখও পরিজনবর্গসহ একপার্শ্বে আসন গ্রহণ করিল। হিমাচলের সর্ব্বত্র দেবতারা ঘোষণা করিলেন, "শকুনরাজ কুণাল অদ্য হিমালয়ের মনঃশিলাসনে আসীন হইয়া বুদ্ধলীলায় ধর্ম্মদেশন করিবেন; তোমরা গিয়া শ্রবণ কর।" মুখপরম্পরায় এই ঘোষণা ষট্ কামস্বর্গের দেবগণের কর্ণগোচর হইল; তাঁহারা দলে দলে সেখানে সমবেত হইলেন; নাগ, সুপর্ণ, গৃধ্র ও বনদেবতারাও এই সংবাদ প্রচার করিলেন। তখন আনন্দ-নামক গৃধ্ররাজ দশসহস্র গৃধ্রানুচরসহ গৃধ্রপর্ব্বতে বাস করিতেন; তিনিও এই কোলাহল শুনিতে পাইলেন এবং ধর্ম্মশ্রবণের জন্য পরিজনসহ সেই মনঃশিলাতলে উপস্থিত হইয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। পঞ্চাভিজ্ঞাসম্পন্ন তপস্বী নারদ দশসহস্র তাপসসহ হিমালয়ে বিচরণ করিতেছিলেন; তিনিও দেবতাদিগের মুখে এই ঘোষণা শুনিয়া ভাবিলেন, 'আমার বন্ধু কুণাল না কি স্ত্রীজাতির অগুণ বর্ণন করিবেন; আমাকেও গিয়া তাঁহার ধর্ম্মদেশন শ্রবণ করিতে হইবে।' তিনি ঋদ্ধিবলে সেই অযুত তপস্বী সঙ্গে লইয়া কুণালের নিকটে গমনপূর্ব্বক এক পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। ফলতঃ বুদ্ধদিগের ধর্ম্মদেশনকালে যেমন মহাজনতা হয়, এক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছিল। কুণাল জাতিস্মর ছিলেন, স্ত্রীজাতির দোষসম্বন্ধে

তিনি অতীতজন্মে যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, পূর্ণমুখকে কায়সাক্ষী * করিয়া তাহা বলিতে লাগিলেন।

পূর্ণমুখ অল্পদিন মাত্র ব্যাধিমুক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। উল্লিখিত বৃত্তান্ত তাহাকে আরও বিশদ করিয়া বুঝাইবার জন্য কুণাল বলিলেন, "বয়স্য পূর্ণমুখ, আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম যে, দ্বিপিতৃকা † ও পঞ্চভর্তৃকা কৃষ্ণা ষষ্ঠ পুরুষে আসক্তা হইয়াছিল। সে ষষ্ঠ পুরুষ আবার কবন্ধসদৃশ একটা পঙ্গু। ‡ ইহা ছাড়া এসম্বন্ধে একটা প্রচলিত গাথাও বলিতেছি :—

১। অর্জ্জুন, নকুল, ভীমসেন যুধিষ্ঠির,
সহদেব এই পঞ্চ পতি যে নারীর,
সেই কি না, ভাবিতেও ঘৃণা হয় মনে,
পাপাচার করে কুব্জবামনের সনে।' §

---

* কায়সাক্ষী—প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী, personal witness। দলিল ইত্যাদিও সাক্ষী বা প্রমাণ; কিন্তু কায়সাক্ষী নহে। তবে পূর্ণমুখ ত এ সমস্ত অতীত বৃত্তান্ত প্রত্যক্ষ করে নাই; সে কিরূপে কায়সাক্ষী হইল? সে ভুক্তভোগী, স্বচক্ষে স্ত্রীজাতির অকৃতজ্ঞতা দেখিয়াছে, বোধ হয়, এইজন্য এখানে তাহাকে কায়সাক্ষী বলা হইয়াছে।

† কোশলরাজ জন্মদাতা এবং কাশীরাজ পালক, এজন্য দুই জনই পিতা।

‡ গলাটা এত ছোট যে, মাথাটা ধড়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে,—যেন একেবারেই নাই। মূলে 'পঙ্গু' শব্দ নাই, 'পীঠসর্পী' এই শব্দ আছে।

§ টীকাকার কৃষ্ণার আখ্যায়িকাটি এইভাবে বর্ণন করিয়াছেন :—শুনা যায় পুরাকালে কাশীরাজ ব্রহ্মদত্ত সেনাবলে বলীয়ান্ হইয়া কোশলরাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন এবং কোশলরাজের প্রাণসংহারপূর্ব্বক তাঁহার সসত্ত্বা অগ্রমহিষীকে কাশীতে লইয়া গিয়া নিজের অগ্রমহিষী করিয়াছিলেন। এই রমণী যথাকালে একটী কন্যা প্রসব করেন। কাশীরাজের কোন ঔরস পুত্র বা কন্যা ছিল না; তিনি তুষ্ট হইয়া মহিষীকে বলিলেন, "ভদ্রে, তুমি বর গ্রহণ কর।" মহিষী বলিলেন, "বর গ্রহণ করিলাম, কিন্তু কি বর চাই, তাহা পরে বলিব।" তাঁহারা এই কন্যার নাম রাখিলেন কৃষ্ণা। সে বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে এক দিন মহিষী বলিলেন, "বাছা, তোর পিতা আমাকে একটী বর দিয়াছিলেন; আমি উহা গ্রহণ করিয়া বলিয়াছিলাম, কি চাই তাহা পরে বলিব। এখন তুই নিজের ইচ্ছামত সেই বর গ্রহণ কর্।" সে কামপ্রবৃত্তির তাড়নায় লজ্জার মাথা খাইয়া জননীকে বলিল, "মা, আমার অন্য কিছুরই অভাব নাই, আমি যাহাতে পতিগ্রহণ করিতে পারি, সেই উদ্দেশ্যে তুমি পিতাকে বলিয়া স্বয়ংবরের আয়োজন করাও।" মহিষী রাজাকে কৃষ্ণার অভিলাষ জানাইলেন। "বেশ, কৃষ্ণা ইচ্ছামত পতি বরণ করুক" বলিয়া রাজা স্বয়ংবর ঘোষণা করিলেন। সর্ব্বালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া বহুলোক রাজাঙ্গণে সমবেত হইল। কৃষ্ণা পুষ্পকরণ্ডক হস্তে লইয়া ঊর্দ্ধদিকের বাতায়ন হইতে তাহাদিগকে দেখিতে লাগিল, কিন্তু কেহই তাহার মনঃপূত হইল না। ঐ সময়ে পাণ্ডুরাজবংশীয় অর্জ্জুন, নকুল, ভীমসেন, যুধিষ্ঠির ও সহদেব—এই পঞ্চ রাজপুত্র তক্ষশিলায় কোন দেশবিখ্যাত আচার্য্যের নিকট বিদ্যাশিক্ষা করিয়া দেশচরিত্র অবগত হইবার জন্য বিচরণ করিতে করিতে বারাণসীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা নগরের কোলাহল শুনিতে পাইলেন, জিজ্ঞাসা করিয়া ইহার কারণ জানিতে পারিলেন, এবং আমরাও কেন যাই না, ভাবিয়া সভামণ্ডপে গমনপূর্ব্বক শ্রেণীবদ্ধ হইয়া স্বর্ণপ্রতিমার ন্যায় অবস্থিত হইলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া কৃষ্ণা তাহাদের পাঁচজনেরই প্রতি অনুরক্তা হইল এবং পাঁচজনেরই মস্তকোপরি পুষ্পমাল্যগুলাদি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "মা, আমি এই পাঁচজনকেই বরণ করিব।" মহিষী রাজাকে ইহা জানাইলেন; রাজা বর দিয়াছিলেন বলিয়া বাধা দিলেন না বটে, কিন্তু মনে মনে অসন্তুষ্ট হইলেন। তাহার পর, রাজপুত্রেরা কাহার পুত্র, তাঁহাদের জাতি কি ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিয়া যখন শুনিলেন যে, তাঁহারা পাণ্ডুরাজপুত্র, তখন রাজা সমুচিত অভ্যর্থনার সহিত কৃষ্ণাকে তাঁহাদের পাদচারিকা করিয়া দিলেন। কৃষ্ণা তাঁহাদের সহিত এক সপ্তভূমিক প্রাসাদে বাস করিতে লাগিল এবং নিজের কামাতিশয্যবশতঃ সকলেরই মন হরণ করিল।

"বয়স্য পূর্ণমুখ, আমি দেখিয়াছি, সত্যতপাবী-নাম্নী এক শ্রমণী শ্মশানমধ্যে বাস করিত ;* সে চারিদিন পরে একদিন আহার করিত ; তথাপি সে এক মণিকারের সহিত

কৃষ্ণার পরিচারকদিগের মধ্যে একটা কুব্জ ছিল ; লোকটা একে কুব্জ, তাহার উপর আবার পঙ্গু। কৃষ্ণা কামাতিশয়ে পাঁচজন রাজপুত্রের মন হরণ করিয়াও তৃপ্তিলাভ করিল না ; রাজপুত্রেরা যখন বাহিরে যাইতেন, তখন সে অবসর পাইয়া কামতাপবশতঃ ঐ কুব্জের সঙ্গেই পাপাচার করিত। সে কুব্জকে বলিত, "তোমার মত প্রিয় আমার আর কেহ নাই। আমি রাজপুত্রদিগকে সংহার করিয়া তাঁহাদের কণ্ঠশোণিতে তোমার চরণ রঞ্জিত করিব।" যখন জ্যেষ্ঠ রাজপুত্রের সহবাস করিত, তখন সে বলিত, "অপর চারিজন অপেক্ষা আপনিই আমার প্রিয়তম ; আমি আপনার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে পারি ; পিতার মৃত্যু হইলে আপনাকেই রাজা দেওয়াইব।" আবার যখন অন্য রাজপুত্রদিগের সঙ্গে থাকিত, তখন তাঁহাদিগকেও এইরূপ বলিত। ইহাতে তাঁহারা সকলেই সন্তুষ্ট থাকিতেন—ভাবিতেন, এই রমণী আমাদিগকে বড় ভালবাসে এবং ইহার জন্যই আমরা এই ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতেছি।

এক দিন কৃষ্ণার পীড়া হইল ; রাজপুত্রেরা তাহাকে বেষ্টন করিয়া বসিলেন ; এক জন তাহার মাথা টিপিতে এবং এক এক জন তাহার হাত, পা টিপিতে লাগিলেন ; কুব্জটা পাদমূলে বসিয়া রহিল। জ্যেষ্ঠ কুমার অর্জ্জুন তাহার মাথা টিপিতেছিলেন ; সে শিরঃসঞ্চালনদ্বারা তাঁহাকে ইঙ্গিতে জানাইল, 'কেহই আপনা অপেক্ষা আমার প্রিয়তর নহে ; যত দিন বাঁচি আপনার জন্যই জীবন ধারণ করিব ; পিতার মৃত্যু হইলে আপনাকেই রাজা দেওয়াইব। এইরূপে অর্জ্জুনকে তুষ্ট করিয়া অন্য যাঁহারা তাহার হাত পা টিপিতেছিলেন, হস্তপাদাদিসঞ্চালন দ্বারা ইঙ্গিত করিয়া সে তাঁহাদেরও মনস্তুষ্টি সম্পাদন করিল। কুব্জকে কিন্তু সে, জিহ্বা সঞ্চালন দ্বারা জানাইল, তুমিই আমার একমাত্র প্রণয়ভাজন ; তোমার জন্যই আমি জীবন ধারণ করিব। কৃষ্ণা পূর্ব্বে রাজপুত্রদিগকে যেরূপ বলিয়া আসিতেছিল, এখনও তাঁহারা ইঙ্গিতগুলি হইতে সেই অর্থ গ্রহণ করিলেন ; অর্জ্জুন কিন্তু তাহার হস্ত, পাদ ও জিহ্বার বিকার লক্ষ্য করিয়া ভাবিলেন, 'এই রমণী যেমন আমাকে, সেইরূপ সম্ভবতঃ অপর সকলকেও ইঙ্গিত করিল ; বোধহয় কুব্জের সঙ্গেও ইহার প্রণয় আছে।' তিনি ভ্রাতাদিগকে বাহিরে লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই পঞ্চভর্ত্তৃকা আমাকে শিরঃসঞ্চালন দ্বারা যে ইঙ্গিত করিল, তাহা দেখিয়াছ কি ?" তাঁহারা উত্তর দিলেন, "হাঁ, দেখিয়াছি।" "ইহার অর্থ জান কি ?" "না, তাহা জানি না।" "ইহার এই (অর্থাৎ তিনি যাহা বুঝিয়াছেন তাহা) অর্থ ; তোমাদিগকে হস্ত ও পাদদ্বারা যে ইঙ্গিত করিয়াছিল, তাহার অর্থ জান ত ?" "আমাদিগের ইঙ্গিতের অর্থও তাই।" "জিহ্বা সঞ্চালনদ্বারা কুব্জকে যে ইঙ্গিত করিল, তাহার অর্থ বুঝিয়াছ কি ?" "না, তাহা বুঝি নাই।" তখন অর্জ্জুন তাঁহাদিগকে প্রকৃত বৃত্তান্ত বুঝাইয়া বলিলেন, "এই কুব্জের সঙ্গেও কৃষ্ণা পাপাচারে রত।" কিন্তু অর্জ্জুনের ভ্রাতারা ইহা বিশ্বাস করিলেন না। তখন তিনি কুব্জকে ডাকিয়া প্রশ্ন করিলেন ; কুব্জ সমস্ত বৃত্তান্ত খুলিয়া বলিল। কৃষ্ণার প্রতি রাজপুত্রদিগের যে অনুরাগ ছিল, ইহাতে তাহা অন্তর্হিত হইল। তাঁহারা বলিয়া উঠিলেন, "অহো, রমণীরা কি পাপচরিত্রা ও দুঃশীলা ! আমাদের ন্যায় সৎকুলজাত সুদর্শন পতি পরিহার করিয়া কৃষ্ণা কি না অতি ঘৃণার্হ কুব্জের সহিত পাপাচারে রত হইল ! ইহার পর কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ঈদৃশী নির্লজ্জা ও পাপিষ্ঠা রমণীদিগের সহবাসে সুখ ভোগ করিবে ?" তাঁহারা এইরূপে বহুবার স্ত্রীজাতির বহু দোষ উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "আমাদের গার্হস্থ্য জীবনে প্রয়োজন নাই।" তাহারা পাঁচজনেই হিমালয়ে গিয়া কৃৎস্নপরিকর্ম্ম করিতে লাগিলেন এবং আয়ুঃক্ষয় হইলে কর্ম্মানুরূপ গতি লাভ করিলেন।

তখন শকুনরাজ কুণাল ছিলেন অর্জ্জুন কুমার ; কাজেই কুণাল নিজে এই ঘটনা দেখিয়াছিলেন বলিয়া পূর্ণমুখকে বলিয়াছিলেন, "আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম" ইত্যাদি।

---

* এই প্রসঙ্গে টীকাকার বলেন :—পুরাকালে সত্যতপাবী-নাম্নী এক শ্বেতশ্রমণী (শ্বেতাম্বর জৈন সম্প্রদায়ভুক্তা সন্ন্যাসিনী কি ?) কাশীর নিকটস্থ শ্মশানে পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিত। সে চারিদিন অনাহারে থাকিয়া পঞ্চম দিনে আহার করিত। ইহাতে সে সকল নগরবাসীদিগের দৃষ্টিতে দ্বিতীয় চন্দ্র বা সূর্য্যের ন্যায় প্রতীয়মান হইত। বারাণসীবাসীরা হাঁচিলে বা হোঁচট খাইলেও (অমঙ্গল নিরাকরণার্থ) সত্যতপাবীর নাম উচ্চারণ করিত।

একদা কোন উৎসবের প্রথম দিবসে স্বর্ণকারেরা মিলিত হইয়া এক স্থানে একটা মণ্ডপ প্রস্তুত করিল এবং

ব্যভিচার করিয়াছিল। বৈনতেয়ের ভার্য্যা কাকবতী-নাম্নী এক দেবী সমুদ্রমধ্যে বাস করিয়াও সেখানে মৎস্যমাংসসুরাগন্ধমালা প্রভৃতি আনয়নপূর্ব্বক সুরাপানে প্রবৃত্ত হইল। তাহাদের মধ্যে এক সুরাসক্ত গমন করিবার কালে বলিল, "সত্যতপাবীকে নমস্কার।" ইহা শুনিয়া কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি বলিলেন, "তুই ত ঘোর মূর্খ; তুই কি না একজন চলচিত্তা নারীকে নমস্কার করিলি! তোর অজ্ঞতাকে ধিক্!" প্রথম ব্যক্তি বলিল "ভাই, এমন কথা মুখে আনিও না; যাহাতে নরকে পচিতে হইবে, এমন কর্ম্ম করিও না।" বিজ্ঞ ব্যক্তি বলিল, "ওরে মূর্খ, চুপ কর্। হাজার টাকা বাজি রাখ; * আমি তোর সত্যতপাবীকে সাতদিনের মধ্যে অলঙ্কার পরাইয়া এখানে আনিয়া বসাইব এবং তাহাকে মদ খাইতে শিখাইয়া এখানে (তাহার সঙ্গে) মদ খাইব। স্ত্রীচরিত্রের আবার স্থৈর্য্য কোথায় রে?" প্রথম ব্যক্তি বলিল, "কখনও পারিবে না।" সে হাজার টাকা বাজি রাখিল। তখন দ্বিতীয় ব্যক্তি অন্য স্বর্ণকারদিগকে এই ব্যাপার জানাইল এবং পরদিন তপস্বীর বেশে সেই শ্মশানে প্রবেশপূর্ব্বক সত্যতপাবীর বাসস্থানের অনতিদূরে অবস্থিত হইয়া সূর্য্যোপাসনায় প্রবৃত্ত হইল। সত্যতপাবী ভিক্ষায় যাইবার কালে তাহাকে দেখিয়া ভাবিল, 'এই তাপস, বোধ হয়, মহা ঋদ্ধিমান্। আমি এই শ্মশানের এক পার্শ্বে থাকি; ইনি ইহার মধ্যভাগে রহিয়াছেন। সম্ভবতঃ ইঁহার অন্তঃকরণে কোন অশান্তি নাই। যাই, ইঁহাকে প্রণাম করি গিয়া।' ইহা স্থির করিয়া সে ঐ ছদ্মবেশীর নিকট গেল এবং প্রণাম করিল। ছদ্মবেশী কিন্তু সে দিকে দৃক্‌পাত করিল না, তাহার সঙ্গে কোন আলাপও করিল না। দ্বিতীয় দিবসেও ঠিক এইরূপ হইল। তৃতীয় দিন সত্যতপাবী প্রণাম করিলে ছদ্মবেশী অধোমুখে বলিল "যাও।" চতুর্থ দিবসে সে ঐ রমণীকে সম্ভাষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ভিক্ষাচর্য্যায় ক্লান্তি বোধ কর না কি?" তপস্বীর নিকট মিষ্টসম্ভাষণ পাইয়াছি ভাবিয়া সত্যতপাবী সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া গেল। পঞ্চম দিনে সে আরও মিষ্টসম্ভাষণ পাইয়া কিয়ৎক্ষণ তপস্বীর নিকটে অবস্থিতি করিয়া প্রস্থান করিল। ষষ্ঠ দিনে আসিয়া সে যখন প্রণাম করিয়া উপবেশন করিল, তখন ছদ্মবেশী জিজ্ঞাসা করিল, "ভগিনি, আজ বারাণসীতে কি জন্য এত গীতবাদ্যের শব্দ শুনা যাইতেছে?" সত্যতপাবী বলিল, "আর্য্য, আপনি কি জানেন না যে, নগরে উৎসব ঘোষিত হইয়াছে? যাহারা উৎসব করিতেছে, এ শব্দ তাহাদের।" ছদ্মবেশী যেন কিছুই জানে না, এইভাবে বলিল, "বটে, এ তবে উৎসবের কোলাহল?" অনন্তর সে জিজ্ঞাসা করিল, "ভগিনি, তুমি কতবার আহার হইতে বিরত থাক?" "চারিবার, আর্য্য। আপনি কতবার বিরত থাকেন?" "সাতবার, ভগিনী।" কিন্তু ছদ্মবেশী সম্পূর্ণ মিথ্যা উত্তর দিল, কারণ সে দিবারাত্র সব সময়েই ভোজন করিত। সে আবার জিজ্ঞাসা করিল, "ভগিনি, তুমি কত দিন প্রব্রজ্যা লইয়াছ?" "বার বৎসর। আপনি কত বৎসর লইয়াছেন?" "এই ছয় বৎসর হইল।" ইহার পর ছদ্মবেশী বলিল, 'ভগিনি, তুমি ধর্ম্মজনিত শান্তিলাভ করিয়াছ ত?" "না, প্রভু। আপনি লাভ করিয়াছেন কি?" "না, আমিও শান্তি পাই নাই। দেখ ভগিনি, আমরা কামসুখ ও নৈষ্ক্রম্য-সুখ, উভয় সুখেই বঞ্চিত। নরক অতি তপ্ত হইলেই বা তাহাতে আমাদের ক্ষতিবৃদ্ধি কি? বহুলোকে যাহা করে, এস আমরাও তাহাই করি। আমি গৃহী হইব; আমার মাতৃধন আছে; তাহার জন্য আমাকে কোন কষ্ট পাইতে হইবে না।" ছদ্মবেশীর এই বাক্য শুনিয়া সত্যতপাবী চিত্তচাঞ্চল্যবশতঃ তাহার প্রতি অনুরক্তা হইল এবং বলিল, "আর্য্য, আমিও উৎকণ্ঠিত হইয়াছি। আপনি যদি আমাকে ত্যাগ না করেন, তবে আমিও গৃহিণী হইব।" ছদ্মবেশী উত্তর দিল, "এস তবে, আমি তোমাকে ত্যাগ করিব না; তুমি আমার ভার্য্যা হইবে।" অনন্তর সে তপস্বিনীকে লইয়া নগরে প্রবেশ করিল; তাহাকে নিজের কলত্র করিল, সুরাপানমণ্ডপে লইয়া গেল, সুরাপান করাইল এবং নিজেও সুরাপান করিল। কাজেই সেই প্রথম ব্যক্তি হাজার টাকার বাজি হারিল।

কালক্রমে উক্ত স্বর্ণকারের ঔরসে সত্যতপাবীর অনেক পুত্রকন্যা জন্মিল। তখন কুণাল ছিলেন সেই স্বর্ণকার। তিনি ঘটনাটী প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। এইজন্য বলিলেন, "আমি দেখিয়াছি" ইত্যাদি।

* মূলে 'সহস্সেন অব্ভুতং কর' আছে। অব্ভুত করা = বাজি রাখা।

নটকুবেরের সহিত পাপকর্ম করিয়াছিলেন *; আমি দেখিয়াছি, সুকেশী। কুরঙ্গবী এড়কমারের প্রণয়াসক্তা হইয়াও ষড়ঙ্গকুমার ও ধনান্তেবাসিকের সহিত ব্যভিচার করিয়াছিল ‡.

---

* তৃতীয় খণ্ডের কাকবতী-জাতক (৩২৭) দ্রষ্টব্য। কুণাল তখন ছিলেন সেই গরুড ; কাজেই বলিলেন, 'আমি দেখিয়াছি' ইত্যাদি।

† মূলে 'লোমসুন্দরী' আছে। টীকাকার বলেন, ইহাতে কুরঙ্গবীর উদরলোমরাজির সৌন্দর্য্য প্রমাণ করিতেছে।

‡ এই আখ্যায়িকা-সম্বন্ধে টীকাকার বলেন :—পুরাকালে ব্রহ্মদত্ত কোশলরাজের প্রাণসংহারপূর্ব্বক তাঁহার সসত্ত্বা অগ্রমহিষীকে লইয়া বারাণসীতে প্রতিগমন করিয়াছিলেন। ঐ রমণী যে গর্ভিণী, ইহা জানিয়াও ব্রহ্মদত্ত তাঁহাকে নিজের অগ্রমহিষী করিলেন। গর্ভপরিণতি হইলে মহিষী সুবর্ণপ্রতিমাসদৃশ এক পুত্র প্রসব করিলেন। মহিষী ভাবিলেন, 'এই বালক যখন বড় হইবে, তখন বারাণসীরাজ ভাবিবেন, এ আমার শত্রুর পুত্র, ইহাকে জীবিত রাখি কেন? এইজন্য তিনি ইহার প্রাণবধ করাইবেন। যাহাতে শত্রুহস্তে বাছার প্রাণদণ্ড না ঘটে, তাহা করিতে হইবে।' ইহা স্থির করিয়া তিনি ধাত্রীকে বলিলেন, "মা, আমার এই শিশুকে কাপড় ঢাকা দিয়া ভাগাড়ে রাখিয়া আয়।" ধাত্রী তাহাই করিল এবং স্নান করিয়া ফিরিয়া আসিল।

কোশলরাজ মৃত্যুর পর স্বীয় পুত্রের রক্ষিকা দেবতা হইয়া জন্মান্তর গ্রহণ করিয়াছিলেন। এক অজপালক ঐ শ্মশানের নিকটে ছাগ চরাইতেছিল। দেবতার অনুভাববলে একটা ছাগীর মনে ঐ শিশুর প্রতি স্নেহসঞ্চার হইল; সে তাহাকে দুগ্ধপান করাইল, অল্পক্ষণ চরিয়া আবার আসিয়া দুধ দিল; এইরূপে ছাগী দুই, তিন, চারিবার দুধ দিল। অজপালক এই ব্যাপার দেখিয়া শিশুটীর নিকটে গেল; দেখিয়াই তাহার মনে পুত্রস্নেহের উদ্রেক হইল, সে শিশুটীকে তুলিয়া লইয়া নিজের ভার্য্যাকে দিল। এই রমণী নিঃসন্তান ছিল, কাজেই তাহার স্তনে দুধ ছিল না; সেই ছাগীটাই শিশুকে দুগ্ধপান করাইতে লাগিল। কিন্তু ঐ দিন হইতে প্রত্যহ অজপালের দুই তিনটা ছাগ মরিতে আরম্ভ করিল। অজপাল ভাবিল, 'এই শিশুকে পালন করিতে হইলে, দেখিতেছি, আমার সকল ছাগই মরিয়া যাইবে। এ শিশু দিয়া আমার কি উপকার হইবে?' সে শিশুটীকে একটা মৃৎপাত্রে নিক্ষেপ করিল, আর একটী পাত্র দিয়া প্রথম পাত্রটা ঢাকা দিল, পাত্রটার মুখে এমন প্রলেপ দিল যে কোথাও কোন ছিদ্র রহিল না; এবং এইভাবে উহা নদীতে নিক্ষেপ করিল।

রাজভবনের নিকটে এক চণ্ডাল থাকিত, সে পুরাতন দ্রব্য মেরামত করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। মৃৎপাত্রটা অধঃস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে যখন প্রাসাদের নিকট দিয়া যাইতেছিল, তখন সে ও তাহার স্ত্রী সেখানে মুখ ধুইতেছিল। সে ছুটিয়া গিয়া পাত্রটা তুলিয়া আনিল, তীরে রাখিয়া, উহার মধ্যে কি আছে জানিবার জন্য ঢাকনিটা খুলিল এবং কুমারকে দেখিতে পাইল। এই চণ্ডালের স্ত্রীও অপুত্রিকা ছিল, কুমারকে দেখিয়া তাহারও মনে পুত্রস্নেহ সঞ্জাত হইল; সে তাহাকে গৃহে লইয়া লালনপালন করিতে লাগিল।

কুমারের বয়স্ যখন সাত আট বৎসর হইল, তখন চণ্ডালদম্পতী রাজভবনে যাইবার কালে তাহাকেও সঙ্গে লইয়া যাইতে আরম্ভ করিল। যখন তাহার ষোল বৎসর বয়স্ হইল, তখন বালক নিজেই রাজবাড়ীতে গিয়া ভাঙ্গাচুরা জিনিষ মেরামত করিতে লাগিল।

রাজার (ভূতপূর্ব্ব) অগ্রমহিষীর কুরঙ্গবী নাম্নী এক পরমসুন্দরী কন্যা ছিল। যে দিন সে কুমারকে প্রথম দেখিতে পাইল, সেইদিন হইতেই তাহার প্রতি অনুরাগবতী হইল। তাহার অন্য কোন বিষয়েই রুচি রহিল না, কুমার যেখানে বসিয়া মেরামত করিত, সেও তথায় যাইতে লাগিল। পরস্পরকে সর্ব্বদা এইরূপে দেখিয়া তাহারা উভয়েই পরস্পরের প্রণয়পাশে আবদ্ধ হইল, এবং রাজভবনের কোন গুপ্তস্থানে পাপাচার আরম্ভ করিল। এইভাবে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে পরিচারিকারা রাজাকে এই গুপ্তপ্রণয়ের কথা জানাইল; রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া অমাত্যদিগকে সমবেত করাইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই চণ্ডালপুত্র অতি কুকর্ম্ম করিয়াছে, এখন কর্ত্তব্য কি, তাহা তোমরা স্থির কর।' অমাত্যেরা বলিলেন, "মহারাজ, এ মহাপরাধ করিয়াছে, ইহাকে প্রথমে নানাবিধ দণ্ড দিয়া শেষে বধ করা কর্ত্তব্য।" এই সময়ে কুমারের জনক (যিনি তাহার রক্ষিকা দেবতা হইয়াছিলেন) তাহার গর্ভধারিণীর দেহে প্রবেশ করিলেন; ঐ রমণী দেবানুভাববলে রাজার নিকটে গিয়া বলিলেন, "এই বালক চণ্ডাল নয়; এ আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল; এ কোশলরাজের ঔরসপুত্র। আমি তখন আপনাকে মিথ্যা

আমি দেখিয়াছি ব্রহ্মদত্তের মাতা কোশলরাজকে পরিহার করিয়া পঞ্চালচণ্ডের সহিত ব্যভিচার করিয়াছিল *; সৌম্য পূর্ণমুখ, এই পাঁচজন এবং আরও বহু রমণী পাপাচারে রত ছিল; সেইজন্য আমি রমণীদিগকে বিশ্বাস করি না; তাহাদের প্রশংসাও করি না। বিশ্বমণ্ডলে পৃথিবী যেমন সকলের প্রতিই সমানুরক্তা, সকলের জন্যই ধনরত্ন ধারণ করে, সাধু অসাধু সকলেরই অধিষ্ঠানভূতা হইয়াছে, সকলই সহ্য করিতেছে—তাহার না আছে

কথা বলিয়াছিলাম যে, আমার পুত্র মারা গিয়াছে; এ আপনার শত্রুর পুত্র, এইজন্যই আমি ইহাকে ধাত্রী দ্বারা আগাড়ে ফেলাইয়া দিয়াছিলাম। সেখানে এক অজপালক ইহার রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছিল; কিন্তু যখন তাহার ছাগগুলি মরিতে আরম্ভ করিল, তখন সে ইহাকে নদীতে ফেলিয়া দিয়াছিল। আমাদের বাড়ীতে যে চণ্ডাল পুরাতন জিনিষ মেরামত করে, সে ইহাকে নদীতে ভাসিয়া যাইতে দেখিয়া লইয়া যায় এবং এখন পর্য্যন্ত ইহার লালনপালন করিতেছে। যদি আমার কথা বিশ্বাস না করেন, তবে ঐ সকল লোক ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করুন।" ইহা শুনিয়া রাজা ধাত্রী প্রভৃতি সকলকে ডাকাইয়া প্রকৃত বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন এবং মহিষী যাহা বলিয়াছিলেন, ইহাদের মুখেও তাহাই শুনিয়া বুঝিলেন যে, বালকটী সদ্বংশজাত। তিনি পরিতুষ্ট হইয়া কুমারকে স্নান করাইলেন; নানা অলঙ্কারে মণ্ডিত করাইলেন এবং তাহারই হস্তে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। কুমারের সংসর্গে অজপালের ছাগ মারা গিয়াছিল বলিয়া লোকে তাহার নাম রাখিল "এড়কমার"।

বিবাহের পর রাজা কুমারকে সেনা ও হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি দিয়া বলিলেন, "তুমি গিয়া তোমার পৈতৃক রাজ্য গ্রহণ কর।" কুমার কুরঙ্গবীকে লইয়া কোশলের সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। অতঃপর বারাণসীর রাজা ভাবিলেন, 'কুমারের বিদ্যালাভ হয় নাই।' এই জন্য তিনি কুমারের অধ্যাপনার্থ ষড়ঙ্গকুমার নামক এক ব্যক্তিকে আচার্য্য নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। কুমার তাঁহাকে আচার্য্যের পদে বরণ করিয়া সৈনাপত্যে নিযুক্ত করিলেন। ইহার কিছুদিন পরে কুরঙ্গবী এই ব্যক্তির সহিত ব্যভিচার আরম্ভ করিল। এই সেনাপতির ধনান্তেবাসি-নামক এক ভৃত্য ছিল; সেনাপতি তাহার হাত দিয়া কুরঙ্গবীকে বস্ত্রালঙ্কারাদি পাঠাইতেন। কুরঙ্গবী এই ব্যক্তির সঙ্গেও অনাচারে প্রবৃত্ত হইল। মহাসত্ত্ব তখন ষড়ঙ্গকুমার ছিলেন; কাজেই এই সকল ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত তিনি অতীত বৃত্তান্ত আহরণ করিবার সময়ে বলিলেন, "আমি দেখিয়াছি" ইত্যাদি।

---

* টীকাকার পঞ্চম আখ্যায়িকাটী এইভাবে বলিয়াছেন:—পুরাকালে, কোশলরাজ বারাণসী রাজ্য অধিকার করিয়া তত্রত্য মহিষীকে গর্ভবতী জানিয়াও নিজের অগ্রমহিষী করিয়াছিলেন। যথাকালে এই রমণী এক পুত্র প্রসব করিলেন; কোশলরাজ অপুত্রক ছিলেন; তিনি এই বালককে স্নেহ করিয়া পুত্রনির্ব্বিশেষে পালন করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে সর্ব্ববিধ বিদ্যায় সুশিক্ষিত করিলেন। কুমার যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইল, তখন কোশলরাজ তাহাকে স্বীয় পৈতৃক রাজ্য গ্রহণ করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। কুমার বারাণসীতে গিয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহার গর্ভধারিণী পুত্রকে দেখিবার অভিপ্রায়ে কোশলরাজের নিকট বিদায় লইয়া বহু অনুচরসহ বারাণসীতে যাত্রা করিলেন। পথে তিনি কাশী ও কোশলের সাধারণ সীমার নিকটস্থ কোন নিগমগ্রামে অবস্থিতি করিলেন। এখানে পঞ্চালচণ্ড-নামক এক সুরূপ ব্রাহ্মণযুবক বাস করিত। সে এক দিন উপঢৌকন লইয়া মহিষীর সহিত দেখা করিল; মহিষী দর্শনমাত্র তাহার প্রতি অনুরাগবতী হইলেন; সেখানে কয়েকদিন তাহার সহিত পাপাচার করিয়া তিনি বারাণসীতে গেলেন, সেখানে পুত্রকে দেখিয়া যত শীঘ্র পারিলেন ফিরিলেন এবং সেই গ্রামেই বাসা লইয়া পুনর্ব্বার কয়েকদিন সেই ব্রাহ্মণযুবকের সহিত অনাচার করিলেন। তিনি কোশলে ফিরিলেন বটে, কিন্তু সেই সময় হইতে দুই পাঁচদিন পরেই পুত্রকে দেখিবার জন্য একটা না একটা হেতুনির্দ্দেশ করিয়া রাজার নিকট বিদায় লইতেন এবং যাতায়াতের কালে মাসের মধ্যে পনর দিন সেই গ্রামে থাকিয়া ব্রাহ্মণযুবকের সহিত পাপাচার করিতেন। তখন কুণালই ছিলেন পঞ্চালচণ্ড; কাজেই তাঁহার প্রত্যক্ষজ্ঞান লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, "হে পূর্ণমুখ, রমণীরা এমনই দুঃশীলা ও মিথ্যাবাদিনী!" "আমি দেখিয়াছি" ইত্যাদি।

স্পন্দন, না আছে ক্রোধ—রমণীরাও সেইরূপ। * এই নিমিত্ত তাহাদিগকে বিশ্বাস করা অবিধেয়।

২। সদা রক্তমাংসপ্রিয়, কঠোর হৃদয়, পঞ্চায়ুধ, † ক্রূরমতি সিংহ দুরাশয়,
অতিলোভী, নিত্য প্রাণিহিংসাপরায়ণ, বধি অন্যে করে নিজ উদর পূরণ।
স্ত্রীজাতি তেমতি সর্ব্বপাপের আবাস ; চরিত্রে তাহাদের কভু করো না বিশ্বাস।

"সৌম্য পূর্ণমুখ, রমণীদিগকে বেশ্যা, কুলটা বা বন্ধকী নাম দিলে ইহাদের স্বভাবের প্রকৃত পরিচয় দেওয়া হয় না। ইহারা—অর্থাৎ এই বেশ্যা ও কুলটারা সত্যসত্যই প্রাণবধিকা। ইহারা বেণিধরা চৌরী ; ইহারা বিষমিশ্রিত মদিরার ন্যায় অনিষ্টকারিণী, বণিক্‌দিগের ন্যায় আত্মশ্লাঘারতা, মৃগশৃঙ্গের ন্যায় কুটিলা, ‡ সর্পের ন্যায় দ্বিজিহ্বা, § মলকূপের ন্যায় বহিরাবরণ-প্রতিচ্ছন্না, পাতালের ন্যায় দুষ্পূরা, রাক্ষসীর ন্যায় দুস্তোষা, যমের ন্যায় সর্ব্বসংহারিকা, অগ্নির ন্যায় সর্ব্বগ্রাসিনী, নদীর ন্যায় সর্ব্ববাহিনী, বায়ুর ন্যায় যদৃচ্ছাগামিনী, মেরুর ন্যায় ¶ পাত্রাপাত্র বিচারবিহীনা, বিষবৃক্ষের ন্যায় নিত্যকুফলপ্রসবিনী ‖। এ সম্বন্ধে আরও কয়েকটী প্রবাদ বাক্য বলা যাইতেছে :—

৩। চৌর, বিষদিগ্ধসুরা, বিকত্থী বণিক্,
কুটিল হরিণশৃঙ্গ, দ্বিজিহ্বা সর্পিণী,—
প্রভেদ এদের সঙ্গে নাই রমণীর।

৪। প্রতিচ্ছন্ন মলকূপ, দুষ্পূর পাতাল,
দুস্তোষা রাক্ষসী, যম সর্ব্বসংহারক,—
প্রভেদ এদের সঙ্গে নাই রমণীর।

৫। অগ্নি, নদী, বায়ু, মেরু (পাত্রাপাত্রভেদ
জানে না যে), কিংবা বিষবৃক্ষ নিত্যফল,—
প্রভেদ এদের সঙ্গে নাই রমণীর।
নাশে নারী ধনরত্ন, ভোগের সামগ্রী
গৃহে যাহা আনে পতি করিয়া যতন। ‡‡

---

* এখানে পৃথিবীর সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, রমণীদিগের প্রতি তাহা কদর্থে আরোপ করিতে হইবে। প্রণয়ে রমণীর পাত্রাপাত্রবিচার নাই ; তাহার রূপযৌবন সাধারণ-ভোগ্য ; সে কামবশে সর্ব্ববিধ ক্লেশই সহ্য করে, বাহিরে ক্রোধ বা বিরক্তির চিহ্ন দেখায় না, ইত্যাদি।

† পদচতুষ্টয় ও মুখ এই পঞ্চাঙ্গ সিংহের আয়ুধ।

‡ টীকাকার বলেন, লঘুচিত্তা বা চপলা। কোন কোন হরিণের শিং যেমন পাকে পাকে ঘুরিয়া একবার সম্মুখে, একবার পশ্চাতে গিয়াছে দেখা যায়, স্ত্রীজাতিও সেইরূপ এক এক বার এক এক বিষয়ে আকৃষ্ট হয় ; তাহাদের চিত্তস্থৈর্য্য নাই।

§ মূলে 'দুজ্জিহ্বা' আছে। দুজ্জিহ্বা অর্থাৎ পরুষভাষিণী বা মিথ্যাবাদিনী। কিন্তু সর্পের সম্বন্ধে 'দুজিহ্ব' (দ্বিজিহ্বা) পাঠই সমীচীন। রমণীদিগের কথায় বিশ্বাস নাই ; তাহারা এক এক সময়ে এক এক প্রকার কথা বলে।

¶ মেরুর প্রভায় ভালমন্দ সমস্তই হেমবর্ণ দেখায়। মেরু-জাতক (৩৭৯) দ্রষ্টব্য।

‖ বিষবৃক্ষ-সম্বন্ধে কিংপক্ক-জাতক (৮৫) দ্রষ্টব্য।

‡‡ পঞ্চম গাথার ব্যাখ্যায় টীকাকার দুইটী গাথা উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

(১) রমণীই মায়া, মরীচিকা, রোগ, শোক,
রমণীর হেতু হয় উপদ্রব-ভোগ।

অতঃপর নানাপ্রকারে নিজের ধর্ম্মদেশন-পটুতা প্রদর্শনপূর্ব্বক কুণাল বলিলেন, "সৌম্য পূর্ণমুখ, চারিটী বস্তু কার্য্যকালে অনর্থকারক; এজন্য ইহাদিগকে পরকুলে রাখা অকর্ত্তব্য। বস্তু চারিটী এই :—বলীবর্দ্দ, ধেনু, যান, ভার্য্যা। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এই চারিটী বস্তুর সম্বন্ধে নিজের গৃহ সুরক্ষিত রাখিবেন।

৬। বলীবর্দ্দ, ধেনু, যান, ভার্য্যা নিজ তব,— রাখিও না জ্ঞাতিগৃহে কখনও এ সব।
যান নষ্ট হয় পড়ি আনাড়ীর হাতে। বলীবর্দ্দ প্রাণে মরে অতি খাটুনিতে।

৭। দুধ দু'য়ে বাছুরের জীবনান্ত করে। রমণী প্রদুষ্টা হয় থাকি জ্ঞাতিঘরে।

সৌম্য পূর্ণমুখ, এই ছয়টী বস্তু কার্য্যকালে অনিষ্টজনক হয়—গুণহীন ধনুঃ, জ্ঞাতিকুলস্থা ভার্য্যা, নাবিকহীন নৌকা *, ভগ্নাক্ষ যান, দূরস্থ মিত্র ও দুষ্ট সঙ্গী। ইহার কার্য্যকালে অনিষ্টের নিদান হইয়া থাকে। সৌম্য-পূর্ণমুখ, আটটী কারণে স্ত্রীরা স্বামীকে অবজ্ঞা করে :—দরিদ্রতা, আতুরতা, বার্দ্ধক্য, সুরাসক্তি, মূঢ়তা, অনবধানতা, সর্ব্বকার্য্যে স্ত্রীর অনুবর্ত্তন, নিজে না রাখিয়া স্ত্রীর হাতে সর্ব্বস্বসমর্পণ। সৌম্য পূর্ণমুখ, এই আটটী কারণেই স্বামীরা স্ত্রীর অবজ্ঞাভাজন হয়। এ সম্বন্ধে প্ররাদ বাক্য এই :—

৮। দরিদ্র, আতুর, বৃদ্ধ, মূঢ়, সুরাসক্ত, প্রমত্ত, ভার্য্যার অনুবর্ত্তননিরত,
স্ত্রীর হাতে করে যেই সর্ব্বস্ব অর্পণ,— পত্নীর অবজ্ঞাপাত্র এই আট জন।

সৌম্য পূর্ণমুখ, নয়টী কারণে স্ত্রীদের কলঙ্ক ঘটে; যদি তাহারা সর্ব্বদা আরামে, উদ্যানে ও নদীতীর্থে বেড়াইয়া বেড়ায়, যদি তাহারা নিয়ত জ্ঞাতিকুটুম্বের কিংবা পরের বাড়ীতে যাতায়াত করে, যদি তাহারা ভদ্রলোকের ব্যবহার্য্য সুন্দর বস্ত্রাদি পরিধান করিতে ভালবাসে, যদি তাহারা মদ্যপানে আসক্ত হয়, যদি তাহারা বাতায়নাদি খুলিয়া সর্ব্বদা ইতস্ততঃ বিলোকন করে, কিংবা দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া আপনাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সৌষ্ঠব দেখায়, তবে তাহারা কলঙ্কভাগিনী হয়। এ সম্বন্ধে প্রবাদ এই :—

প্রখরা সে, তারই তরে, পুরুষে বন্ধন পরে;
হৃদয়ে নিহিতা, নারী, যেন মৃত্যুপাশ.
কোন্ নরাধম করে নারীকে বিশ্বাস?—মহাহংস-জাতক (৫৩৪।৩০)।

(২) পরিণাম না জানিয়া সেবে কাম যেই জন,
কিংপক্ক-ভোজীর ন্যায় ঘটে তার বিনশন।—কিংপক্ক-জাতক (৮৫)

মূলে 'নের' এই পদের পরে 'নাবসমাকতা' এই পদ আছে। কিন্তু ইহার অর্থ বুঝা গেল না। পাঠান্তর 'নাবসমাগতা'—নৌকার ন্যায় বেগবতী।

মূলে 'নাসয়ন্তি' পদের পূর্ব্বে 'পকথা' এই পদ আছে। পাঠান্তর 'নিচ্চক্কলো'; ইহা 'বিসক্ককথ' পদের বিশেষণ। আমি এই পাঠই গ্রহণ করিলাম।

* নাবা পদের পূর্ব্বে 'চারং' এই পদ আছে। ফৌস্‌বোল বলেন, হয়ত ইহা 'চারা' পদের অশুদ্ধ পাঠ। এখানে অন্যান্য বিশেষ্য পদের ন্যায় 'নাবা' পদেরও যে একটী বিশেষণ ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব 'চারা' শব্দটীকেই সেই বিশেষণ মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু ইহার অর্থ কি?—a boat adrift, নাবিকহীন, বায়ু ও স্রোতের ক্রীড়াস্বরূপ নৌকা কি?

৯। আরামে, উদ্যানে, * তীর্থে, জ্ঞাতিপরকুলে সদা বেড়াইতে যায়,
মদ্যপান করে যারা, পরিতে বিচিত্র বস্ত্র সদা যারা চায়,
১০। বিনা কাজে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করে যারা সদা শূন্যমনে,
দ্বারে থাকে দাঁড়াইয়া,— কলুষিতা হয় নারী এ সব কারণে।

সৌম্য পূর্ণমুখ, নারীরা চল্লিশটা উপায়ে স্বামীর নিকটে থাকিয়াও পুরুষান্তরকে প্রলুব্ধ করে:—তাহারা বিজৃম্ভণ করে, দেহ অবনত করিয়া নিজের পৃষ্ঠদেশ দেখায়, অঙ্গসঞ্চালন দ্বারা নানারূপ হাবভাব প্রকাশ করে, লজ্জার ভাণ করিয়া কবাট বা ভিত্তির অন্তরালে লুকায়, নখে নখ ঘর্ষণ করে, এক পদের উপর অন্য পদ রাখে, কাঠি দিয়া মাটিতে দাগ কাটে, ছেলেকে এক বার উপরে তুলিয়া, এক বার নীচে নামাইয়া নাচায়, তাহাকে খেলা দেয় ও খেলা করায়, তাহাকে চুমা দেয় ও তাহার চুমা খায়, তাহাকে খাওয়ায় ও নিজে খায়, তাহাকে কিছু দেয় বা তাহার কাছে কিছু চায়, ছেলে যাহা করে, নিজে তাহার অনুকরণ করে, কখনও উচ্চৈঃস্বরে, কখনও মৃদুস্বরে, কখনও নির্জ্জনে, কখনও জনমধ্যে কথা কয়; নৃত্য, গীত, বাদ্য, ক্রন্দন, বিলাস ও ভূষণ দ্বারা মন ভুলায় তাহারা অট্টহাস্য করে, নায়কের প্রতীক্ষায় তাকাইয়া থাকে, নিতম্ববস্ত্র সঞ্চালন করে, ঊরুদেশ হইতে আবরণ তুলিয়া লয় অথবা বস্ত্র টানিয়া ঊরু ঢাকে, স্তন খুলিয়া রাখে, কক্ষ খুলিয়া দেখায়, নাভি খুলিয়া দেখায়, চক্ষু নিমীলন করে, ভ্রূ টানিয়া তুলে, ওষ্ঠ দংশন করে, জিহ্বা বাহির করিয়া দংশন করে, জিহ্বা দ্বারা অধরোষ্ঠ লেহন করে, বস্ত্র খুলিয়া ফেলে বা বস্ত্র কশিয়া পরে, চুল খোলে বা চুল বাঁধে। সৌম্য পূর্ণমুখ, এই চল্লিশটা উপায়ে নারীরা স্বামীর পার্শ্বে থাকিয়াও পরপুরুষকে আপনাদের মনোভাব জানায়।

সৌম্য পূর্ণমুখ, পঁচিশটা উপায়ে দুষ্টা রমণীদিগকে চিনিতে পারা যায়:—তাহারা স্বামীর প্রবাস প্রশংসা করে, স্বামী প্রবাসে গেলে তাহাকে স্মরণ করে না, প্রবাস হইতে ফিরিলে তাহার অভিনন্দন করে না; তাহারা স্বামীর দোষকীর্ত্তন করে, গুণকীর্ত্তন করে না; তাহারা স্বামীর অনিষ্ট করে, ইষ্ট করে না; তাহারা স্বামীর অপ্রিয় কার্য্য করে, প্রিয় কার্য্য করে না; তাহারা সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত করিয়া শয্যায় যায় এবং স্বামীর বিপরীত দিকে মুখ ফিরাইয়া শয়ন করে; তাহারা শুইয়া নিয়ত এ পাশ ও পাশ করে, দীপ জ্বাল ইত্যাদি বলিয়া কোলাহল করে, দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে, যেন কত কষ্ট হইতেছে এই ভাব দেখায়, মলমূত্র ত্যাগের ছলে পুনঃ পুনঃ বাহিরে যায়; সতত স্বামীর প্রতিকূলাচরণ করে, পরপুরুষের স্বর শুনিলে কর্ণবিবর উন্মুক্ত করে এবং অবধানের সহিত তাহা শ্রবণ করে; তাহারা স্বামীর সমস্ত ভোগের সামগ্রী উড়াইয়া দেয়; তাহারা প্রতিবেশীদিগের সহিত আত্মীয়তা করে; পাড়ায় পাড়ায় ও পথে পথে বেড়ায়; তাহারা ব্যভিচার করে এবং স্বামীর সম্মান না রাখিয়া মনে দুষ্ট সঙ্কল্প পোষণ করে। সৌম্য পূর্ণমুখ, এই পঞ্চবিংশতি লক্ষণ দেখিয়াই দুষ্টা রমণীদিগকে চিনিতে পারা যায়। এ সম্বন্ধে কয়েকটী প্রবাদ বাক্য বলিতেছি:—

* 'আরাম' বলিলে বাগানবাড়ী এবং উদ্যান বলিলে বড় বাগান বুঝা যাইতে পারে কি?

১১। পতিরে উৎসাহ দেয় প্রবাসে যাইতে, প্রবাসে যাইলে পতি কষ্ট নাই তাতে ;
ফিরিলে পতিরে অভিনন্দন না করে, পতির গুণের কথা মুখে নাহি সরে ;
মুক্তকণ্ঠে করে দোষ পতির বর্ণন ;— দুষ্টা রমণীর হয় এ সব লক্ষণ।

১২। অসংযতা, পতির অহিতবিধায়িনী পতিহিতে দৃষ্টি নাই, অকৃত্যকারিণী ;
সর্ব্বাঙ্গ আবরি বস্ত্রে, অতি অনিচ্ছায়, মুখ ফিরাইয়া শোয় পতির শয্যায় ;
পতিরে দেখিতে কভু নাহি চায় মন ;—দুষ্টা রমণীর হয় এ সব লক্ষণ।

১৩। শয়নে নাহিক স্বস্তি, এ পাশ ও পাশ করে সদা, ছাড়ে আর সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ;
কভু কোন ছল ধরি কলহ ঘটায়, অসুখের ভাণ করি বেদনা জানায় ;
মল কিংবা মূত্র ত্যাগ করিবে বলিয়া পুনঃ পুনঃ চলি যায় বাহির হইয়া ;
এই ভাবে সারানিশি করে জ্বালাতন ;—দুষ্টা রমণীর হয় এ সব লক্ষণ।

১৪। পতি যাহা চায় তার করে বিপরীত ; নিরতা সাধিতে সদা কার্য্য অবিহিত ;
পতির সম্পত্তি সব দু' হাতে উড়ায়, প্রতিবেশীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতায় ;
পরপুরুষের তরে মন উচাটন ;— দুষ্টা রমণীর হয় এ সব লক্ষণ।

১৫। অতি কষ্টে উপার্জ্জিত, সঞ্চিত যা' হয়, জারকে তুষিতে তার সব করে ক্ষয়।
যতনে সতত তোষে পরশীর মন ;— দুষ্টা রমণীর হয় এ সব লক্ষণ।

১৬। মুক্তপদে পথে পথে বেড়ায় ঘুরিয়া, নিজের পতিরে সদা অবজ্ঞা করিয়া,
ব্যভিচার-স্রোতে শেষে হয় নিমগন ;— দুষ্টা রমণীর হয় এ সব লক্ষণ।

১৭। দ্বারদেশে অনুক্ষণ আসিয়া দাঁড়ায়, বস্ত্র খুলি স্তন, কক্ষ অন্যেরে দেখায়
ভ্রান্তচিত্তে ইতস্ততঃ করে বিলোকন,— দুষ্টা রমণীর হয় এ সব লক্ষণ।

১৮। বক্রপথে নদী সব যাইছে ছুটিয়া ; কাষ্ঠময় বন সব, দেখহ ভাবিয়া,
পাপরতা নারী সব, যদি অবকাশ পায়, তারা কিরূপে পূরাইতে আশ।

১৯। পাইলে নিভৃত স্থান, পেলে অবসর, হেন নারী নাই এই পৃথিবী ভিতর,
না করিবে পাপ যেই ; না পেলে অপরে পঙ্গুর সহিত রত হয় ব্যভিচারে।

২০। সত্য বটে ভাবে লোকে সুখদা রমণী ; কিন্তু সর্ব্ব নারী পরপুরুষগামিনী।
দমিতে নারীর মন নিগ্রহের বলে শকতি কাহারো নাই এ মহীমণ্ডলে।
প্রিয়ঙ্করী, তবু এরা বিশ্বাস-অযোগ্যা, বেশ্যা, তীর্থবৎ এরা সর্ব্বজন-ভোগ্যা *

---

* নারীদিগের দুশ্চরিত্রের বর্ণনাসম্বন্ধে পঞ্চতন্ত্রোদ্ধৃত নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি তুলনীয় :—

নাগ্নিস্তৃপ্যতি কাষ্ঠানাং নাপগানাং মহোদধিঃ।
নান্তকঃ সর্ব্বভূতানাং ন পুংসাং বামলোচনাঃ॥ (মহাভা°, অনুশা°, ৭৪ অ°)।
রহো নাস্তি, ক্ষণো নাস্তি, নাস্তি প্রার্থয়িতা নরঃ।
তেন নারদ নারীণাং সতীত্বমুপজায়তে॥
নাসাং কশ্চিদগম্যোঽস্তি নাসাং চ বয়সি স্থিতিঃ।
বিরূপং রূপবন্তং বা পুমানিত্যেব ভুঞ্জতে॥ (মহাভা ঐ)।
অলক্তকো যথা রক্তো, নিষ্পীড্য পুরুষস্তথা।
অবলাভির্বলাদ্রক্তঃ পাদমূলে নিপাত্যতে॥

মহাভারতের নিম্নলিখিত শ্লোকগুলিও দ্রষ্টব্য :—

যা চ শশ্বদ্‌বহুমতা রক্ষ্যন্তে দয়িতা স্ত্রিয়ঃ।
অপি তাঃ সংপ্রসজ্জন্তে কুব্জান্ধজড়বামনৈঃ॥
পঙ্গুষ্বথ চ দেবর্ষে যে চান্যে কুৎসিতা নরাঃ।
স্ত্রীণামগম্যো লোকেঽস্মিন্নাস্তি কশ্চিন্মহামুনে॥
অন্তকঃ শমনো মৃত্যুঃ পাতালং বড়বামুখম্।
ক্ষুরধারা বিষঃ সর্পো বহ্নিরিত্যেকতঃ স্ত্রিয়ঃ।—অনুশা°, ৭৪ অ°।

আরও শুন। পুরাকালে বারাণসীতে কণ্ডরি নামে এক পরম রূপবান্ রাজা ছিলেন। অমাত্যেরা তাঁহার জন্য সহস্র গন্ধকরণ্ড আহরণ করিতেন। এই গন্ধ দ্বারা তাঁহারা রাজভবন লেপিতেন এবং করণ্ডগুলি চিরিয়া গন্ধদারুদ্বারা রাজার খাদ্য পাক করাইতেন। রাজার ভার্য্যাও পরম সুন্দরী ছিলেন। তাঁহার নাম কিন্নরা। রাজার সমবয়স্ক পঞ্চালচণ্ড-নামক এক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাঁহার পৌরোহিত্য করিতেন।

প্রাসাদের নিকটে প্রাকারের অন্তর্ভাগে একটা জম্বুবৃক্ষ জন্মিয়াছিল। তাহার শাখাগুলি প্রাকারের উপর ঝুলিত এবং ছায়ায় একটা জুগুপ্সিত কদাকার খঞ্জ বাস করিত। এক দিন কিন্নরা দেবী বাতায়ন হইতে এই লোকটাকে দেখিয়া তাহারই প্রতি আসক্তা হইয়াছিলেন। তিনি রাত্রিকালে প্রথমে রাজাকে রতিদানে সন্তুষ্ট করিয়া, তিনি ঘুমাইলে মশারি তুলিয়া বাহির হইতেন, সুবর্ণপাত্রে নানাবিধ উৎকৃষ্ট রসযুক্ত খাদ্য লইতেন, উহা লইয়া বস্ত্ররজ্জুর সাহায্যে বাতায়ন হইতে নামিতেন, জম্বুবৃক্ষে আরোহণ করিয়া তাহার শাখাবলম্বনে অবতরণ করিতেন, সেই খঞ্জকে খাওয়াইয়া তাহার সহিত ব্যভিচার করিতেন, যে পথে যাইতেন, সেই পথেই প্রাসাদে আরোহণ করিতেন, নানাবিধ গন্ধ দ্বারা দেহ উদ্বর্ত্তন করিতেন এবং পুনর্ব্বার রাজার কাছে গিয়া শুইতেন। এইরূপে তিনি নিয়ত পাপ করিতেন; কিন্তু রাজা তাহা জানিতেন না।

এক দিন রাজা নগরপ্রদক্ষিণপূর্ব্বক প্রাসাদে প্রবেশ করিতেছিলেন এমন সময়ে দেখিলেন, পরমকারুণ্যপাত্র সেই খঞ্জটা জম্বুচ্ছায়ায় শুইয়া আছে। তিনি পুরোহিতকে বলিলেন, "এই নরদেহধারী প্রেতটাকে দেখ।" পুরোহিত বলিলেন, "দেখিয়াছি, মহারাজ।" "বল ত, বয়স্য, কোন রমণী কি কামবশে ঈদৃশ ঘৃণার্হ ব্যক্তির নিকটে যাইতে পারে।" রাজার এই কথা শুনিয়া খঞ্জের মনে অভিমান জন্মিল; সে ভাবিল, 'রাজা বলে কি? ইহার স্ত্রী যে আমার নিকটে আসিয়া থাকে, তাহা বোধ হয় জানে না।' অনন্তর সে কৃতাঞ্জলিপুটে জম্বুবৃক্ষকে প্রণাম করিয়া বলিল, "প্রভো জম্বুবৃক্ষদেব! তুমি ভিন্ন অন্য কেহই এ বৃত্তান্ত জানে না।" পুরোহিত তাহার কাণ্ড দেখিয়া ভাবিলেন, 'রাজার অগ্রমহিষী নিশ্চয় এই জম্বুবৃক্ষাবলম্বনে অবতরণ করিয়া এ লোকটার সহিত ব্যভিচার করেন।' তিনি রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, রাত্রিকালে দেবীর শরীর স্পর্শ করিলে কিরূপ বোধ হয়?" রাজা বলিলেন, "আর ত কিছু বোধ করি না; তবে মধ্যমযামে তাঁহার শরীর শীতল হয়।" "তবে, মহারাজ, অন্য স্ত্রীর কথা থাকুক, আপনার কিন্নরা দেবীও এই লোকটার সঙ্গে ব্যভিচার করেন।" "কি বল, ভাই? কিন্নরা পরম বিলাসপাত্রী। সে কি এতাদৃশ জুগুপ্সিত ব্যক্তির সহবাসে সুখ পাইতে পারে?" "বেশ, মহারাজ; পরীক্ষা করিয়া দেখুন।" রাজা বলিলেন, "আচ্ছা, তাহাই করিব।"

অনন্তর রাত্রিকালে রাজা সায়মাশ গ্রহণানন্তর মহিষীর সঙ্গে শয়ন করিলেন এবং পরীক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে অন্য দিন যে সময়ে ঘুমাইতেন, সেই সময়ে নিদ্রার ভাণ করিলেন। মহিষীও তখন উঠিয়া পূর্ব্ববৎ নিজের কার্য্য করিলেন। রাজা তাঁহার অনুসরণ করিয়া গেলেন এবং জম্বুচ্ছায়ার নিকটে দাঁড়াইয়া থাকিলেন। খঞ্জটা মহিষীর উপর ক্রোধ করিয়া বলিল, "আজ তুমি বড় বিলম্বে আসিয়াছ।" ইহা বলিয়া সে হাত দিয়া মহিষীর কর্ণবিলম্বিত স্বর্ণশৃঙ্খলে আঘাত করিল। মহিষী বলিলেন, "স্বামিন্, রাগ করিবেন না।

রাজা কখন নিদ্রিত হইবেন তাহা প্রতীক্ষা করিতেছিলাম।" অনন্তর তিনি ঐ ব্যক্তির কুটীরে তাহার গৃহিণীর ন্যায় কাজ করিতে লাগিলেন।

খঞ্জের হস্তাঘাতে মহিষীর কর্ণ হইতে সিংহমুখ কুণ্ডল খুলিয়া গিয়া রাজার পাদমূলে পড়িয়াছিল। রাজা ভাবিলেন, 'এই জিনিষটাতেই আমার কার্য্য সিদ্ধ হইবে।' তিনি উহা গ্রহণ করিয়া চলিয়া গেলেন; মহিষীও খঞ্জের সহিত ব্যভিচার করিয়া পূর্ব্ববৎ ফিরিয়া গেলেন এবং রাজার পার্শ্বে গিয়া শুইলেন। রাজা কিন্তু এবার তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন।

পরদিন রাজা আজ্ঞা দিলেন, "আমি যে সমস্ত আভরণ দিয়াছি, সেগুলি পরিধান করিয়া কিন্নরা দেবী আমার নিকটে আসুন।" "আমার সিংহকুণ্ডল স্বর্ণকারের কাছে আছে" বলিয়া কিন্নরা রাজার নিকটে গেলেন না। রাজা পুনর্ব্বার তাঁহাকে ডাকাইলেন; তখন তিনি একটীমাত্র কুণ্ডল পরিয়াই গেলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার আর একটা কুণ্ডল কোথায়?" মহিষী উত্তর দিলেন, "স্বর্ণকারের কাছে।" রাজা স্বর্ণকারকে ডাকাইয়া বলিলেন, "তুমি রাণীর কুণ্ডল দিতেছ না কেন?" সে বলিল, "আমি ত কুণ্ডল লই নাই" তখন রাজা ক্রোধভরে বলিলেন, "পাপিষ্ঠে! চণ্ডালি! বোধ হয় তোর কুণ্ডল আমার মত কোন স্বর্ণকারের নিকট আছে।" তিনি কুণ্ডলটী সম্মুখে নিক্ষেপ করিয়া পুরোহিতকে বলিলেন, "বয়স্য, তুমি সত্যই বলিয়াছিলে। যাও, এখনই ইহার শিরশ্ছেদ করাও।" পুরোহিত মহিষীকে রাজভবনেরই কোন স্থানে রাখিয়া রাজার নিকটে গিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আপনি কিন্নরা দেবীর উপর ক্রুদ্ধ হইবেন না। স্ত্রীলোক মাত্রেই এইরূপ। আপনি যদি স্ত্রীলোকদিগের দুঃশীলভাব দেখিতে চান, তবে আমি তাহা দেখাইতে পারি। দেখিবেন ইহারা কত পাপ করে, কত মায়া জানে। চলুন, আমরা ছদ্মবেশে জনপদে বিচরণ করি গিয়া।" রাজা বলিলেন, "বেশ, তাহাই করা যাউক।" তিনি মাতার উপর রাজ্যরক্ষার ভার দিয়া পুরোহিতের সঙ্গে জনপদ দেখিতে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা এক যোজন চলিয়া রাজপথের এক স্থানে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে দেখিলেন, কোন সম্পত্তিপন্ন গৃহস্থ মঙ্গলাচরণান্তে নিজের পুত্রের জন্য এক কুমারীকে আবৃত যানে বসাইয়া বহু অনুচরসহ লইয়া যাইতেছেন। পুরোহিত বলিলেন, "মহারাজ, ইচ্ছা করেন ত, আমি এই কুমারীকে দিয়া আপনার সহিত পাপাচার করাইতে পারি।" রাজা কহিলেন, "বল কি, ভাই? ইহার সঙ্গে এত অনুচর আছে; তুমি কখনও পারিবে না।" "আচ্ছা, দেখুন মহারাজ।" ইহা বলিয়া পুরোহিত পথের অবিদূরে একস্থানে পর্দ্দা খাটাইলেন এবং রাজাকে পর্দ্দার ভিতরে রাখিয়া নিজে পথপার্শ্বে বসিয়া কান্দিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া গৃহস্থটী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কান্দিতেছ কেন?" পুরোহিত বলিলেন, "আমার স্ত্রী পূর্ণগর্ভা; তাহাকে বাড়ীতে লইয়া যাইতেছি; এখন পথের মধ্যেই তাহার প্রসববেদনা উপস্থিত হইয়াছে; সে ঐ পর্দ্দার ভিতরে বেদনা ভোগ করিতেছে; সঙ্গে কোন স্ত্রীলোক নাই, আমিও তাহার কাছে যাইতে পারিতেছি না; জানি না অদৃষ্টে কি আছে।" ভদ্রলোকটী বলিলেন, "তাঁহার নিকট এক জন স্ত্রীলোক থাকা দরকার বটে; আপনার ভয় নাই; এখানে অনেক স্ত্রীলোক আছে; এক জন তাঁহার নিকটে যাইবে।" "তবে এই কুমারীই যাউন; ইহা ইঁহার পক্ষেও মঙ্গলকর হউক।" ভদ্রলোকটী ভাবিলেন, "সত্যই বলিতেছে; প্রসবসময়ে উপস্থিত থাকা আমার পুত্রবধূর পক্ষে শুভ নিমিত্ত হইবে। তিনি বহু পুত্র ও

কন্যার জননী হইবেন।” ইহা স্থির করিয়া তিনি পুত্রবধূকে সেখানে পাঠাইলেন; সে পর্দ্দার ভিতরে গিয়া রাজাকে দেখিতে পাইল এবং দর্শনমাত্রেই তাঁহার প্রতি অনুরক্তা হইল। সে রাজার সহিত ব্যভিচার করিল; রাজাও তাহাকে নিজের নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়ক দান করিলেন। কার্য্য সমাধা করিয়া কুমারী যখন বাহিরে আসিল, তখন লোকে জিজ্ঞাসা করিল, ‘কি হইয়াছে?’ সে উত্তর দিল, “ছেলে হইয়াছে—তাহার গায়ের রং সোণার মত।” ভদ্রলোকটী তখন পুত্রবধূকে লইয়া যাত্রা করিলেন। পুরোহিত রাজার নিকটে গিয়া বলিলেন, “দেখিলেন ত, মহারাজ; কুমারীরাই যখন এমন পাপাসক্তা, তখন অন্য নারীর ত কথাই নাই। ভাল, আপনি তাহাকে কিছু দিয়াছেন কি?” রাজা বলিলেন, “আমার নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়কটী দিয়াছি।” “তাহা উহাকে দেওয়া হইবে না”, ইহা বলিয়া পুরোহিত দ্রুতবেগে গিয়া যানখানি ধরিলেন। লোকে ব্যাপার কি জিজ্ঞাসিলে তিনি বলিলেন, “আমার ব্রাহ্মণী বালিশের উপর অঙ্গুরীয়ক রাখিয়াছিলেন; কুমারী তাহা লইয়া আসিয়াছেন। অঙ্গুরীয়কটী দাও না, মা।” কুমারী অঙ্গুরীয়ক দিবার কালে নখদ্বারা ব্রাহ্মণের হস্ত বিদ্ধ করিয়া বলিলেন, “এই নে, চোর।”

পুরোহিত এইরূপে নানা উপায়ে রাজাকে আরও বহু অতিচারিণী নারী দেখাইলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন, “এখানে এই পর্য্যন্তই থাকুক। চলুন, আমরা অন্যত্র যাই।” অতঃপর রাজা সমস্ত জম্বুদ্বীপ পর্য্যটন করিলেন। পুরোহিত বলিলেন, “সকল নারীই এইরূপ; নারীতে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। চলুন, আমরা এখান হইতে ফিরি।’ ইহার পর বারাণসীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি রাজাকে বলিলেন, ‘মহারাজ, সকল স্ত্রীই এইরূপ। তাহাদের প্রকৃতি এইরূপই পাপপরায়ণা। অতএব আপনি কিন্নরা দেবীকে ক্ষমা করুন।” পুরোহিতের প্রার্থনায় রাজা কিন্নরাকে ক্ষমা করিলেন বটে, কিন্তু প্রাসাদ হইতে দূর করিয়া দিলেন। কিন্নরাকে স্থানচ্যুত করিয়া তিনি অন্য এক নারীকে অগ্রমহিষী করিলেন; সেই খঞ্জটাকেও তাড়াইয়া দিয়া জম্বুবৃক্ষের শাখাগুলি কাটাইলেন। তখন কুণাল ছিলেন পঞ্চালচণ্ড; এইজন্য, তিনি স্বচক্ষেই দেখিয়াছেন ইহা বিজ্ঞাপন করিয়া নিম্নলিখিত গাথা বলিলেন:—

> ২১। কণ্ডরি-কিন্নরাকথা এই শিক্ষা দেয়, কোন স্ত্রী পতির গৃহে সুখ নাহি পায়।
> এমন সুন্দর পতি! ত্যজি পত্নী তাঁরে হইল পঙ্গুর সঙ্গে রতা ব্যভিচারে।

আর একটী কথা বলিতেছি। পুরাকালে বারাণসীতে বক-নামক এক ব্যক্তি যথাধর্ম্ম রাজত্ব করিতেন। ঐ সময়ে বারাণসীর পূর্ব্বদ্বারের নিকটে এক দরিদ্র বাস করিত। তাহার পঞ্চপাপা নামে এক কন্যা ছিল। সে না কি অতীত এক জন্মেও দরিদ্রের গৃহে জন্মিয়াছিল। তখন সে এক দিন মাটি ছেনিয়া ঘরের দেয়ালে প্রলেপ দিতেছিল, এমন সময়ে এক প্রত্যেকবুদ্ধ নিজের গুহাটী লেপিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিবার জন্য মাটি কোথায় পাইবেন, ভাবিতেছিলেন। তিনি দেখিলেন, বারাণসীতে মাটি পাইতে পারেন। এইজন্য তিনি চীবর পরিধান করিয়া পাত্রহস্তে নগরে প্রবেশপূর্ব্বক সেই দরিদ্রকন্যার অদূরে অবস্থিত হইলেন। সে ক্রোধভরে তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, ‘লোকটার ভিতরে বেশ দুষ্টামি আছে; এ দেখিতেছি মাটিও ভিক্ষা করে।” প্রত্যেকবুদ্ধ নীরবে নিশ্চল হইয়া রহিলেন। প্রত্যেকবুদ্ধকে নিশ্চল দেখিয়া তাহার মন প্রসন্ন হইল; সে পুনর্ব্বার তাঁহার দিকে তাকাইয়া বলিল, “শ্রমণ, মাটিও কি কোথাও জুটে না?” অনন্তর সে তাঁহার পাত্রে

বড় একতাল মাটি রাখিল; তিনি উহা দিয়া নিজের গুহা লেপিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিলেন। ইহার কিছুদিন পরেই ঐ কন্যার মৃত্যু হইল এবং সে ঐ বারাণসী নগরেরই বহির্দ্বার-গ্রামে এক দুঃখিনীর গর্ভে জন্মান্তর লাভ করিয়া দশম মাসে ভূমিষ্ঠ হইল। মৃৎপিণ্ডদানের ফলে এ জন্মে তাহার দেহ অতি স্পর্শসুখকর হইল; কিন্তু ক্রোধভরে অবলোকন করিয়াছিল বলিয়া তাহার হস্ত, পাদ, মুখ, চক্ষু ও নাসা ভীষণ বিরূপ হইল। লোকে তাহাকে এজন্য 'পঞ্চপাপা' এই নাম দিল।

একদা রাত্রিকালে বারাণসীরাজ অজ্ঞাতবেশে নগরের কোথায় কি হইতেছে, তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে পঞ্চপাপার পিতৃগৃহের নিকট উপস্থিত হইলেন। পঞ্চপাপা তখন গ্রামবালিকাদিগের সহিত কেলি করিতেছিল। সে রাজাকে জানিত না; হঠাৎ গিয়া তাঁহার হাত ধরিল। তাহার হস্তস্পর্শে রাজা আর প্রকৃতিস্থ থাকিতে পারিলেন না; তিনি যেন দিব্যস্পর্শে স্পৃষ্ট হইলেন; স্পর্শরাগবশতঃ তাদৃশী কুরূপারও হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "তুমি কার কন্যা?" পঞ্চপাপা বলিল, "আমি ঐ দ্বারবাসীর কন্যা।" রাজা আবার প্রশ্ন করিয়া জানিলেন, তাহার বিবাহ হয় নাই। তখন তিনি বলিলেন, "আমি তোমার স্বামী হইব; যাও, তোমার মাতাপিতার অনুমতি গ্রহণ কর।" পঞ্চপাপা মাতাপিতার নিকটে গিয়া বলিল, "একটা লোক আমাকে বিবাহ করিতে চায়।" তাহারা বলিল, "উত্তম কথা; সেও বোধ হয়, আমাদের ন্যায় দুর্দ্দশাপন্ন; তাই তোমার মত কুরূপাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে।" পঞ্চপাপা রাজাকে গিয়া জানাইল যে, তাহার মাতাপিতার আপত্তি নাই। রাজা তাহাদেরই গৃহে পঞ্চপাপার সহিত রাত্রিযাপন করিয়া প্রাতঃকালে প্রাসাদে ফিরিয়া গেলেন। অতঃপর তিনি প্রতিদিনই অজ্ঞাতবেশে সেখানে যাইতে লাগিলেন, অন্য কোন রমণীকে দেখিতে পর্য্যন্ত ইচ্ছা করিলেন না!

ইহার পর একদিন পঞ্চপাপার পিতার রক্তাতিসার হইল। এরূপ রোগীর পক্ষে নিয়ত ক্ষীরসর্পির্মধুশর্করা-মিশ্রিত পায়সসেবন সুপথ্য। কিন্তু দরিদ্রতাবশতঃ এরূপ পথ্য সংগ্রহ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। পঞ্চপাপার মাতা মেয়েকে বলিল, "বাছা, তোর স্বামী কিছু পায়স আনিয়া দিতে পারে কি?" "মা, আমার স্বামী হয় ত আমাদের অপেক্ষাও দরিদ্র। তবু তুমি চিন্তা করিও না। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিব।" অনন্তর, স্বামীর আগমনকালে সে বিষণ্ণবদনে বসিয়া রহিল; রাজা আসিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "আজ মুখখানি এত ব্যাজার কেন?" পঞ্চপাপা তাঁহাকে বিষাদের কারণ জানাইল; রাজা বলিলেন, "ভদ্রে, এরূপ অত্যুপাদেয় ভৈষজ্য আমি কোথায় পাইব?" ইহার পর তিনি ভাবিলেন, 'আমি চিরদিন এইভাবে চলিতে পারিব না। পথে কত রকম বাধা বিঘ্ন ঘটিতে পারে, তাহাও ভাবিয়া দেখা উচিত। ইহাকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলে, লোকে পরিহাস করিয়া বলিবে, আমাদের রাজা একটা যক্ষীকে লইয়া আসিয়াছেন, কারণ তাহারা ইহার স্পর্শসম্পত্তি জানে না। অতএব নগরবাসীদিগকে ইহার স্পর্শের প্রভাব জানাইয়া লোকগঞ্জনা নিবারণ করা যাউক।' এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি বলিলেন, "ভদ্রে, তুমি ভাবিও না; আমি তোমার পিতার জন্য পায়স আনয়ন করিব।" তিনি পঞ্চপাপার সঙ্গে রাত্রিবাস করিয়া রাজভবনে ফিরিলেন এবং পরদিন ঐরূপ পায়স পাক করাইলেন; পাতা আনাইয়া দুইটা ঠোঙ্গা তৈয়ার করিলেন, একটা ঠোঙ্গায় পায়স, একটায় নিজের চূড়ামণি রাখিলেন, দুইটাই বেশ ঢাকা দিয়া বান্ধিলেন এবং রাত্রিকালে গিয়া বলিলেন, "ভদ্রে, আমি দরিদ্র;

অতি কষ্টে এই পায়স যোগাড করিয়াছি; তুমি তোমার পিতাকে বল, আজ এই ঠোঙ্গার পায়স খাইবেন, কাল এই ঠোঙ্গার।" পঙ্কপাপা তাহার পিতাকে সেইরূপ বলিল; তাহার পিতা পথ্যের গুণে অল্পমাত্র পায়স খাইয়াই তৃপ্তিলাভ করিল; যাহা অবশিষ্ট থাকিল, তাহা পঙ্কপাপা নিজে খাইল, তাহার মাকেও খাইয়াইল। এইরূপে তাহাদের তিনজনেরই পরিতৃপ্তি হইল, যে ঠোঙ্গায় চূড়ামণি ছিল, সেটা তাহারা পরদিনের জন্য রাখিয়া দিল।

রাজা প্রাসাদে গিয়া মুখপ্রক্ষালন করিয়া বলিলেন, "আমার চূড়ামণিটা লইয়া এস ত।" ভৃত্যেরা বলিল, "মহারাজ, মণিটা ত পাওয়া যাইতেছে না।" রাজা আদেশ দিলেন, "বেশ করিয়া খোঁজ; সমস্ত নগর তন্ন তন্ন করিয়া দেখ" তাহারা সমস্ত নগর খুঁজিল; কিন্তু কোথাও চূড়ামণি পাইল না। তখন রাজা বলিলেন, "নগরের বাহিরেও অনুসন্ধান কর; দরিদ্রদিগের গৃহে তাহাদের ভাতের ঠোঙ্গা পর্য্যন্ত খুলিয়া দেখিবে।" এইরূপে খুঁজিতে খুঁজিতে কর্ম্মচারিগণ ঐ দরিদ্রের গৃহে চূড়ামণি পাইল, এবং পঙ্কপাপার মাতাপিতা চোর, ইহা বলিয়া তাহাদিগকে বান্ধিয়া লইয়া চলিল। তাহার পিতা বলিল, "প্রভু, আমি চোর নই; অন্য এক ব্যক্তি এই মণি আনিয়াছে।" রাজপুরুষেরা জিজ্ঞাসিল, "কে সে?" "আমার জামাতা।" "সে কোথায় থাকে?" "আমার মেয়ে জানে।" ইহা বলিয়া সে পঙ্কপাপাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাছা, তোমার স্বামীকে জান?" পঙ্কপাপা উত্তর দিল, 'না, বাবা।" "তবে ত আমরা প্রাণে মারা গেলাম।" 'বাবা, তিনি যখন আসেন, তখন অন্ধকার হয়; তিনি যখন যান, তখনও অন্ধকার থাকে। কাজেই, তাঁহার চেহারা কেমন, দেখি নাই। তবে তাঁহার হাত স্পর্শ করিলে চিনিতে পারিব।" পঙ্কপাপার পিতা রাজপুরুষদিগকে এই কথা জানাইল; তাহারাও রাজাকে জানাইল। রাজা যেন কিছুই জানেন না, এই ভাণ করিয়া বলিলেন, 'তবে এই রমণীকে লইয়া রাজাঙ্গণে পর্দ্দার ভিতর রাখ; পর্দ্দার ভিতরে হাত যাইতে পারে এমন একটা ছিদ্র কর, এবং নগরের সমস্ত লোক ডাকাও; তাহার পর ইহাদ্বারা তাহাদের হস্ত স্পর্শ করাইয়া চোর বাহির কর।" রাজপুরুষেরা সেইরূপ করিবার জন্য পঙ্কপাপার নিকটে গেল; কিন্তু তাহার বিকট রূপ দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল; তাহারা বলিল, "এ মানবী নয়, পিশাচী।" তাহাদের মনে এত ঘৃণার উদ্রেক হইল যে, তাহারা তাহাকে ছুঁইতেও সাহস করিল না। যাহা হউক, তাহারা শেষে তাহাকে লইয়া রাজাঙ্গণে পর্দ্দার ভিতর রাখিল এবং নগরের সমস্ত লোককে সমবেত করিল।' এক এক জন করিয়া ছিদ্র দিয়া হাত বাড়াইতে লাগিল; পঙ্কপাপা উহা স্পর্শ করিয়া "এ নয়", "এ নয়" বলিতে লাগিল। লোকে তাহার দিব্যস্পর্শে এত মোহিত হইল যে, তাহাদের ফিরিয়া যাইবার সাধ্য রহিল না। তাহারা ভাবিল, 'এই রমণী যদি দণ্ডার্হা হয়, তবে ইহাকে দণ্ড দিতে হইবে বটে; কিন্তু তাহার পর দাসত্ব পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াও ইহাকে ঘরণী করিব।" জনতা বৃদ্ধি হইতেছে দেখিয়া রাজপুরুষেরা তাহাদিগকে প্রহার করিয়া তাড়াইয়া দিল। ফলতঃ উপরাজাদি সকলেই এইরূপে উন্মত্তের ন্যায় হইলেন। তখন রাজা বলিলেন, "তবে কি আমিই চোর?" অনন্তর তিনিও ছিদ্রপথে হস্ত প্রসারণ করিলেন; পঙ্কপাপা উহা গ্রহণ করিবামাত্র চীৎকার করিয়া উঠিল, "চোর ধরিয়াছি।" রাজা সমবেত লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই নারী যখন তোমাদের হস্ত স্পর্শ করিয়াছিল, তখন তোমরা কি ভাবিয়াছিলে?" তাহারা যাহা ঘটিয়াছিল, সমস্ত খুলিয়া বলিল। তাহা শুনিয়া রাজা বলিলেন, "আমি ইহাকে আমার বাড়ীতে আনিবার জন্যই এরূপ করিয়াছি। যদি

লোকে ইহার স্পর্শের ক্ষমতা না জানিত, তবে আমাকে ধিক্কার দিত। আমি তোমাদিগকে জানাইলাম। এখন বল, এই রমণী কাহার গৃহে থাকিবার উপযুক্ত।" সকলেই একবাক্যে বলিল, "আপনার গৃহে, মহারাজ।"

এই কাণ্ডের পর রাজা পঞ্চপাপাকে অগ্রমহিষীর পদে অভিষিক্ত করিয়া তাহার মাতাপিতাকে বহু ধন দান করিলেন। তিনি ইহার প্রেমে উন্মত্ত হইলেন; বিচারাদি রাজকার্য্য ত্যাগ করিলেন, অন্য কোন নারীর মুখদর্শন পর্য্যন্ত করিতে বিরত হইলেন। অন্য রাজ্ঞীরা ইহার কারণ জানিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

এক দিন পঞ্চপাপা স্বপ্ন দেখিল যে, সে দুই রাজার অগ্রমহিষী হইয়াছে। সে রাজাকে এই দুর্নিমিত্ত জানাইল; রাজা স্বপ্নপাঠকদিগকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এরূপ স্বপ্নের কারণ কি?" স্বপ্নপাঠকেরা অন্যান্য রাজ্ঞীদিগের নিকট উৎকোচ পাইয়াছিল; তাহারা বলিল, "অগ্রমহিষী স্বপ্ন দেখিয়াছেন যে, তিনি একটা সর্ব্বশ্বেত হস্তীর স্কন্ধে বসিয়াছেন। ইহাতে আপনার মৃত্যু সূচিত হইতেছে। তিনি দেখিয়াছেন যে, গজস্কন্ধে বসিয়া চন্দ্র স্পর্শ করিতেছেন; ইহাতে জানা যাইতেছে যে, তিনি আপনার কোন শত্রু আনয়ন করিবেন।" * রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন তবে কর্ত্তব্য কি?" স্বপ্নপাঠকেরা বলিল, "মহারাজ, ইহাকে প্রাণে মারিতে পারেন না; ইহাকে এক খানা নৌকায় তুলিয়া নদীতে ছাড়িয়া দিলে হয়।" রাজা ভোজ্যবস্ত্র ও অলঙ্কার দিয়া পঞ্চপাপাকে নৌকায় উঠাইয়া ভাসাইয়া দিলেন।

নদীর নিম্নদিকে রাজা প্রাবারিক জলকেলি করিতেছিলেন। পঞ্চপাপা স্রোতাবেগে তাঁহার অভিমুখে চলিল। রাজসেনাপতি নৌকা দেখিয়া বলিলেন, "এই নৌকাখানি আমার হইল।" রাজা বলিলেন, "নৌকায় যে দ্রব্য আছে, তাহা হইবে আমার।" অনন্তর নৌকাখানি নিকটে উপস্থিত হইলে তাঁহারা পঞ্চপাপাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "তোমার নাম কি গো? তুমি যে, দেখিতেছি, পিশাচীকেও পরাস্ত করিয়াছ।" পঞ্চপাপা ঈষৎ হাস্য করিয়া উত্তর দিল, "আমি রাজা বকের অগ্রমহিষী।" অনন্তর সে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনপূর্ব্বক বলিল, "আমার নাম যে পঞ্চপাপা, সমস্ত জম্বুদ্বীপের লোকেই ইহা জানে।" তখন রাজা তাহাকে হাত ধরিয়া নৌকা হইতে তুলিলেন; অমনি তিনি স্পর্শরাগে এমন মোহিত হইলেন যে, অন্য রাজ্ঞীদিগকে আর স্ত্রী বলিয়াই মনে করিলেন না; তিনি পঞ্চপাপাকেই অগ্রমহিষীর স্থান দিলেন; সে তাঁহার প্রাণের ন্যায় প্রিয়া হইল।

ক্রমে বক এই সংবাদ শুনিলেন; তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, কিছুতেই পঞ্চপাপাকে প্রাবারিকের অগ্রমহিষী হইতে দিবেন না। তিনি সেনা সংগ্রহ করিয়া প্রাবারিকের পুরোভাগে নদীর অপর পারে শিবির সন্নিবেশ করিয়া প্রাবারিককে পত্র লিখিলেন, "হয় আমাকে ভার্য্যা দান কর, নয় যুদ্ধ দান কর।" প্রাবারিক যুদ্ধের জন্য সজ্জিত হইলেন, কিন্তু উভয়পক্ষের অমাত্যেরা বলিলেন, "একটা নারীর জন্য, যাহাতে প্রাণান্ত হইতে পারে এমন কাজ করা ভাল নয়। বক এই নারীর প্রথম স্বামী; কাজেই তাঁহার অধিকার আছে। প্রাবারিক ইহাকে নৌকা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, এজন্য তিনিও ইহাকে ভোগ করিতে

* মূল গাথার সহিত ব্যাখ্যার কোন সম্বন্ধ দেখা যায় না। ইহাতে, বোধ হয়, জাতকের এই অংশে লিপিকার-প্রমাদবশতঃ কিছু পরিত্যক্ত হইয়াছে।

পারেন। অতএব সে এক এক রাজার গৃহে এক এক সপ্তাহ বাস করুক।" তাঁহারা এই মন্ত্রণা করিয়া উভয় রাজাকেই আপনাদের সিদ্ধান্ত জানাইলেন; ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া রাজারা দুইজনেই নদীর দুই পারে দুইটী নগর স্থাপন করিলেন এবং সেখানে বাস করিতে লাগিলেন। পঞ্চপাপা এইরূপে দুই রাজার মহিষী হইয়া তাঁহাদের মন যোগাইতে লাগিল। দুই রাজাই তাহার সহবাসে উন্মত্তপ্রায় হইলেন। সে এক জনের গৃহে সপ্তাহকাল বাস করিয়া নৌকারোহণে অপরের গৃহে যাইত; এক বৃদ্ধ খঞ্জ ঐ নৌকা চালাইত; পঞ্চপাপা পার হইবার কালে মধ্যনদীতে তাহার সঙ্গেও ব্যভিচার করিত। তখন শকুনরাজ কুণাল ছিলেন বক রাজা; কাজেই তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, এইভাবে আখ্যায়িকা বর্ণনপূর্ব্বক বলিলেন :—

২২। বক নরপতি, প্রাবারিক নরপতি কামভোগে উভয়েই অতিরত অতি;
ইহাদের ভার্য্যা কি না—কি বলিব আর— বিবস্ত্র দাসের সঙ্গে করে অনাচার!
দেখিতে না পাই আমি, কে আছে এমন, না করে যাহার সঙ্গে পাপ নারীগণ?

অপর একটী আখ্যায়িকা এই :- একদা ব্রহ্মদত্তের স্ত্রী পিঙ্গিয়ানী বাতায়ন খুলিয়া ইতস্তত: দৃষ্টিপাত করিতে করিতে রাজার অশ্বপালকে দেখিয়াছিলেন। অনন্তর, রাজা নিদ্রিত হইলে, তিনি সেই বাতায়ন দ্বারা অবতরণপূর্ব্বক ঐ ব্যক্তির সহিত ব্যভিচার করিয়াছিলেন। ব্যভিচারান্তে তিনি বাতায়ন দ্বারা প্রাসাদে অধিরোহণ করিতেন এবং নানাবিধ গন্ধদ্রব্যে শরীর উদ্বর্ত্তন করিয়া রাজার পার্শ্বে গিয়া শুইতেন। এক দিন রাজা ভাবিলেন, 'প্রত্যহই অর্দ্ধরাত্রিকালে রাজ্ঞীর শরীর শীতল হয় কেন? ইহার কারণ পরীক্ষা করিতে হইবে।' অতঃপর এক দিন তিনি নিদ্রার ভাণ করিয়া শুইলেন, রাণী যেমন শয্যা ত্যাগ করিয়া গেলেন, অমনি তাঁহার অনুগমন করিলেন, এবং অশ্বপালের সহিত রাণীর অনাচার দেখিতে পাইলেন। তিনি ফিরিয়া গিয়া শয্যায় অধিরোহণ করিলেন। রাণীও অনাচার শেষ করিয়া ফিরিয়া একটা ক্ষুদ্র শয্যায় শয়ন করিলেন। পরদিন রাজা অমাত্যদিগের সমক্ষে রাজ্ঞীকে ডাকাইলেন, তাঁহার কুকার্য্য প্রকাশ করিলেন, "সকল স্ত্রীই পাপরতা" ইহা বলিয়া যে দোষে রাজ্ঞীর প্রাণদণ্ড, কারাদণ্ড, অঙ্গচ্ছেদ বা দেহবিদারণ হইতে পারিত, তাহা ক্ষমা করিলেন। কিন্তু তিনি ঐ রমণীকে অগ্রমহিষীর স্থান হইতে অপসারিত করিয়া অপরা এক রমণীকে সেই পদে অভিষিক্ত করিলেন। ঐ সময়ে পক্ষিরাজ কুণালই ছিলেন ব্রহ্মদত্ত; কাজেই 'আমি দেখিয়াছি' বলিয়া তিনি এই প্রাচীন কথা বর্ণনা করিলেন। তিনি বলিলেন,

২৩। সর্ব্বলোকেশ্বর ব্রহ্মদত্তের প্রেয়সী পিঙ্গিয়ানী দাস-সহ হ'ল পাপিয়সী!
কিন্তু শেষে পাপিষ্ঠার ঘটিল দুর্গতি; না লইল আর তারে, না লইল পতি।

অতীতকালের এই সকল কাহিনী দ্বারা স্ত্রী চরিত্রের দোষ দেখাইয়া কুণাল অন্য এক উপায়ে রমণীদিগের দোষ বর্ণনা করিলেন :—

২৪। ক্ষুদ্রমনা, লঘুচিত্তা, বিশ্বাসঘাতিনী নারী; কৃতজ্ঞতা জানে না কেমন,
ভুতে না পেয়েছে যারে, এমন পুরুষ তারে না করে বিশ্বাস কদাচন,
২৫। উপকার ভুলে যায়, না সাধে কর্ত্তব্য কভু; পিতা, মাতা, ভ্রাতা—তারা পর
ত্যজিয়া সকল ধর্ম্ম, অনার্য্যা নিজের চিত্ত তুষিতেই রত নিরন্তর।
২৬। অতিপ্রিয়, প্রিয়ঙ্কর, দয়াশীল, সাধু নর, প্রাণসম বলা যারে যায়,
কাটায়ে সুদীর্ঘকাল তার সহবাসে নারী বিপদে ছাড়িয়া চলি যায়।
বিপদে কর্ত্তব্য যাহা, না করি সম্পন্ন তাহা আত্মসুখ করে অন্বেষণ;
ধিক তারে, শত ধিক্; নারীর চরিত্রে আমি করি না বিশ্বাস একারণ।

২৭। বানরের চিত্তসম চঞ্চল নারীর মন, স্থৈর্য্য তার অণুমাত্র নাই ;
বিটপীর ছায়াবৎ ব্যাপে তাহা সমস্তাৎ তুল্যরূপে উচ্চ নীচ ঠাঁই।
নারীচিত্ত চলাচল ; চক্রনেমি তুল্য তার সদা ঘটে পরিবরতন ;
করিয়া প্রত্যক্ষ ইহা নারীর চরিত্রে বল কে করিবে বিশ্বাস স্থাপন ?

২৮। দেখে যদি নারী কভু গ্রহণের যোগ্য কোন পুরুষের ঘরে আছে ধন,
আত্মবশ করে তারে, সর্ব্বস্ব তাহার হরে, বলি নানা মধুর বচন।
কাম্বোজের লোকে যথা শৈবলে মাখিয়া মধু বশে আনে বন্য অশ্বগণ,
রমণীরা সেই মত বলি প্রিয় বাক্য কত হরে পরপুরুষের মন।

২৯। কিন্তু যদি দেখে নারী গ্রহণের যোগ্য কোন পুরুষের ঘরে নাই ধন,
তখনি তাহারে ত্যজে, নদীপার হ'য়ে যথা করে লোকে ভেলক বর্জন।

৩০। বান্ধে গাঢ় আলিঙ্গনে পুরুষের চিত্ত নারী ; বেষ্টে তারে সর্ব্বভুক্ মত ;
নারীর দুশ্ছেদ্য মায়া, প্রবৃত্তি উদ্দাম যেন বরষায় গিরিনদী-স্রোত।
স্বার্থসিদ্ধিতরে তারা প্রিয়াপ্রিয়নির্ব্বিশেষে করে সর্ব্ব পুরুষ ভজন,
তরণী উভয় তট ভজে যথা তটিনীর করি সদা গমনাগমন।*

৩১। না একের, না দুয়ের ; উন্মুক্ত আপণসম সাধারণ-ভোগ্যা নারীগণ ;
'এ নারী আমার' ইহা ভাবে যে, সে জাল দিয়া চায় বায়ু করিতে বন্ধন।

৩২। নারী সাধারণ-ভোগ্যা, ভোগ্যা যে প্রকার নদী, পথ, পানাগার, সভা, প্রপা † আর।
কালাকাল, পাত্রাপাত্র না করি বিচার চরিতার্থ করে নারী কাম দুর্নিবার।

৩৩। ঘৃতযোগে তৃপ্ত যথা হয় হুতাশন, কামভোগে তৃপ্ত তথা হয় নারীগণ।
খলতা ক্রূরতা আদি নানা দোষে নারী কৃষ্ণসর্পসমা হয় অতি ভয়ঙ্করী।
গবী চায় নবতৃণ প্রতিক্ষণ ; নারী হরে নিত্য নব নায়কের ধন।

৩৪। অগ্নি, হস্তী, কৃষ্ণসর্প, রাজা ও প্রমদা, এ পঞ্চে বিশ্বাস নাহি করিবে সর্ব্বদা।
চরিত্র এদের কেহ বুঝিবারে নারে, করিবে কখন্ কি যে, কে বলিতে পারে ?

৩৫। রূপবতী, বহুজনপ্রিয়া, নৃত্যগীতে যে নারী নিপুণা হয় পুরুষে তুষিতে,
যে নারী পরের ভার্য্যা, কিংবা ধনাশায় সেবিতে তোমারে ইচ্ছা যে নারী জানায়,
চাও যদি নিজ হিত, এ পঞ্চ জনার যতনে সংসর্গ তুমি কর পরিহার।

মহাসত্ত্ব এইরূপ বলিলে সমবেত সকলে, "অহো! কি সুন্দরই বলিলেন" এইরূপ সাধুকার দিতে লাগিল। তিনি স্ত্রীদিগের কুচরিত্রের এই সকল উদাহরণ দিয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন।

মহাসত্ত্বের কথা শুনিয়া গৃধ্ররাজ আনন্দ বলিলেন, "সৌম্য কুণালরাজ, আমিও নিজের জ্ঞানবলে স্ত্রীলোকের অগুণ বলিতেছি।" ইহা কহিয়া তিনি নারীজাতির অগুণ-কথা বর্ণনা করিতে লাগিলেন :—

[ইহা বিশদ করিবার জন্য ভগবান্ বলিলেন, "গৃধ্ররাজ আনন্দ পক্ষিরাজ কুণালের বর্ণনার আদি, মধ্য ও অন্ত বুঝিতে পারিয়া এই গাথাগুলি বলিয়াছিলেন :—]

৩৬। মনের মতন রমণী লভিয়া ধনপূর্ণা ধরা কর তারে দান,
তথাপি অসতী পেলে অবসর কভু না রাখিবে তোমার সম্মান।

* তু:—গাথা ৩৮, ৪৩।

† প্রপা—পথপার্শ্বস্থ জলসত্র।

নারীর এমন জঘন্য স্বভাব   সদা সর্ব্বস্থানে করি বিলোকন
করে কি কখন বুদ্ধিমান্ জন   চরিত্রে তাদের বিশ্বাস স্থাপন!

৩৭। অতি বীর্য্যবান্, কুক্রিয়ানাসক্ত,   প্রিয়ঙ্কর, চিত্তরঞ্জন-নিরত
যুবক পতিরে দুঃখের সময়   পরিত্যাগ করি নারী চলি যায়।
নারীর এমন জঘন্য স্বভাব   সদা সর্ব্বস্থানে করি বিলোকন
করে কি কখন বুদ্ধিমান্ জন   চরিত্রে তাদের বিশ্বাস স্থাপন?

৩৮। ভালবাসে মোরে, ভাবি ইহা মনে   করো না বিশ্বাস কভু নারীগণে।*
অশ্রুপাত যেন দেখিয়া তাহার   ভিজে না ক মন কখনো তোমার।
এ পারে, ও পারে নদীর যেমন   লাগে গিয়া নৌকা, যথা প্রয়োজন,
প্রিয় বা অপ্রিয় বিচার না করি   সেবে সমভাবে সর্ব্বজনে নারী। †

৩৯। জীর্ণ শাখাপত্র যেখানে বিস্তৃত   পদক্ষেপ তথা না হয় বিহিত;
মিত্র ছিল পূর্ব্বে, ভাবি ইহা মনে   বিশ্বাস করিতে নাই চৌরজনে;
ছিলেন আমার সখা পূর্ব্বকালে   ভাবিয়া বিশ্বাস করো না ভূপালে;
দশটী সন্তান গর্ভে ধরিয়াছে,—   সে নারীতে তবু বিশ্বাস না আছে।

৪০। অতীব দুঃশীলা, অতি অসংযতা   রতিদানে মূঢ়ে তুষিতে নিরতা;
প্রেমালাপ করে বসি তব পাশ,   মনে কিন্তু সদা পাপ-অভিলাষ;
তীর্থসম সর্ব্ব-ভোগ্যা নারীগণ;   নারীরে বিশ্বাস করো না কখন।

৪১। বধে, কাটে, কিংবা কাটায় পতিরে,   কামতৃষ্ণা দমে পতির রুধিরে;
হেন পাপাশয়া, হেন অসংযতা   নারী সনে কেহ করে কি মিত্রতা? ‡
নারীর চরিত্র কি বলিব আর?   তীর্থসম তারা ভোগ্যা সবাকার।

৪২। নাই তাহাদের সত্যমিথ্যাজ্ঞান,   সত্য তাহাদের মিথ্যার সমান।
গবীগণ নব তৃণের আশায়   গোচর-বাহিরে ছুটি যথা যায়,
নবীন নাগর লভিতে তেমনি   ছুটাছুটি করে সকল রমণী। §

৪৩। মদালস গতি, বিলোল প্রেক্ষণ,   আস্যে ঈষদ্ধাস্য, মধুর বচন,
ছদ্মবেশ, এই সব প্রলোভন   নারীর উপায় ভুলাইতে মন।

৪৪। চৌরী, মূঢ়া, নিষ্ঠুরা, আলাপে মধুমতী;   হৃদয়ে গরল কিন্তু ভয়ানক অতি;
পুরুষে বঞ্চিতে আছে যতেক কৌশল,   ভালরূপে নারীগণ জানে সে সকল।

৪৫। নারী নীচাশয়া অতি   মর্য্যাদা সে না রাখে কাহার;
কামোন্মত্তা হ'য়ে পাপ   করে মাথা খাইয়া লজ্জার।
খাদ্যাখাদ্য এ বিচার   আগুনের কাছে কিছু নাই;
প্রেমে পাত্রাপাত্রজ্ঞান   কে দেখেছে রমণীর ঠাঁই?

৪৬। প্রিয় বা অপ্রিয়ভেদ জানে না রমণীগণ;
প্রিয়াপ্রিয়নির্ব্বিশেষে ভজে তারা সর্ব্বজন।
এ তট, ও তট অই, না করিয়া এ বিচার
তরণী সংলগ্ন হয় যথা প্রয়োজন তার। ¶

* তু০—যো মোহাদ্মন্যতে মূঢ়ো রক্তেয়ং মম কামিনী।
স তস্যা বশগো নিত্যং ভবেৎ ক্রীড়াশকুন্তবৎ ॥—পঞ্চতন্ত্র।

† এই গাথা ত্রিংশ গাথারই পুনরুক্তি। তু০—গাথা ৪৬।

‡ মূলে 'মা ভাবং করে' আছে। 'ভাব করা' অবিকল বাঙ্গালা।

§ ত্রয়স্ত্রিংশ গাথারই অনুরূপ।

¶ তু০—গাথা ৩০।৩৮

৪৭। প্রিয়াপ্রিয়, এ বিচার করে না রমণীগণ ;
ধন লোভে ভজে তারা উচ্চ নীচ সর্ব্বজন।
আশ্রয়লাভের তরে যে তরু সম্মুখে পায়,
তাই আলিঙ্গন করি লতা উর্দ্ধে উঠি যায়।

৪৮। মাহুত, সহিস, ডোম, * গরুর রাখাল, মন্দিরের ঝাড়ুদার, † অথবা চণ্ডাল,—
আছে যার ধন তারে করিবে ভজন ; ধনহেতু সবই কার্য্য করে নারীগণ।

৪৯। নির্দ্ধন কুলীনে নারী করে হেয় জ্ঞান ; সে জন নারীর চক্ষে চণ্ডালসমান।
অথচ চণ্ডাল যদি হয় ধনেশ্বর, ধনহেতু ভজে তারে নারী নিরন্তর।

গৃধ্ররাজ আনন্দ নারীদিগের অগুণসম্বন্ধে নিজে যাহা জানিতেন, তাহা এইরূপে বলিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। তাঁহার কথা শুনিয়া, নারদও স্ত্রীদিগের সম্বন্ধে যাহা যাহা জানিতেন, বলিতে লাগিলেন।

[ইহা বিশদ করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন, "দেবব্রাহ্মণ নারদ গৃধ্ররাজ আনন্দের বর্ণনার আদি, মধ্য ও অন্ত বুঝিতে পারিয়া এই গাথাগুলি বলিলেন :—]

৫০। নারীর চরিত্র আমি বলিতেছি আর ; সাবধানে শ্রবণ করহ, গৃধ্ররাজ।
সমুদ্র, ব্রাহ্মণ, নরপতি আর নারী, পূরিতে কাহারো সাধ্য নাই এই চারি

৫১। পৃথিবীতে স্রোতস্বিনী আছে শত শত ; নিয়ত সাগরে এরা ঢালে জল কত।
অপূর্ণ সর্ব্বদা কিন্তু থাকে পারাবার ; উণত্বের হ্রাস কভু না হয় তাহার।

৫২। চারিবেদ, ইতিহাস হ[illegible] একমন দিবারাত্র অধ্যয়ন করেন ব্রাহ্মণ ;
আরো শিখিবার তরে তবু আকিঞ্চন ! উণত্ব তাঁহার কভু না হয় পূরণ।

৫৩। সশৈলা সাগরাম্বরা বিপুলা ধরণী জিনিয়া অনন্তরত্ন পেয়েছেন যিনি,
নবরাজ্য চান তিনি সাগরের পারে ! উণত্ব এ নৃপতির কে পূরিতে পারে !

৫৪। এক রমণীর যদি হয় অষ্ট পতি, বীর, বলবান্ সবে, কামপ্রদ অতি ;
লভিতে নবম তবু চায় সেই মনে ! উণত্ব অপূর্ণ তার থাকে সর্ব্বক্ষণে।

৫৫। অগ্নিসমা সর্ব্বভক্ষ্যা সকল রমণী ; নদীসমা সর্ব্বনারী সর্ব্বপ্রবাহিনী ;
কণ্টকশাখার তুল্য রমণী সকল পুরুষের হয় হেতু দুঃখের কেবল।
ধনলোভে সব নারী কুপথেতে যায় ; ত্যজি পতি রতা পরপুরুষসেবায়।

৫৬। জালের সাহায্যে বদ্ধ করা সমীরণ, অঞ্জলি পূরিয়া কিংবা সাগর সেচন,
এক হাতে করতালি—অসম্ভব যথা, সেইরূপ প্রমদার শুনি মিষ্ট কথা
বিশ্বাস সর্ব্বতোভাবে স্থাপিতে তাহায় কোনকালে কোনমতে পারা নাহি যায়।

৫৭। চৌরী, বহুবুদ্ধি নারী ; চরিত্রে তাহার সত্যের অস্তিত্ব কিছু খুঁজি পাওয়া ভার।
মৎস্যদের গতিবিধি উদকে যেমন, সেরূপ দুর্জ্ঞেয় হয় রমণীর মন। ‡

৫৮। মধুর-ভাষিণী রমণীর আশা পূরাইতে কেহ পারে না কখন ;
নদীগর্ভে জল ঢালি অবিরত পূরাতে কি তায় পারে কোন জন ?
নারীর গমন সদা অধঃপথে ; মরণের পর নরকে নিবাস ;
তাই সুধীগণ অতি সাবধানে দূর হ'তে ত্যজে রমণীর পাশ।

---

* মূলে 'ছবডাহক' এই পদ আছে।

† মূলে 'পুপ্ফছড্ডক' (পুষ্পচ্ছর্দ্দক) এই পদ আছে। টীকাকার ইহার অর্থ করিয়াছেন 'বচ্চট্ঠান-সোধক'—যে বর্চ্চঃস্থান অর্থাৎ পায়খানা পরিষ্কার করে, মেথর। এ অর্থও সুসঙ্গত।

‡ এই গাথা সমুদ্দ-জাতকেও (৫।৯) পাওয়া গিয়াছে।

৫৯। ডুবিলে নারীর মায়ার আবর্ত্তে ব্রহ্মচর্য্য পায় অচিরে বিনাশ ;
তাই সুধীগণ অতি সাবধানে দূর হ'তে ত্যজে রমণীর পাশ। *

৬০। যে ইন্ধনে বৃদ্ধি পায় হুতাশন অতি শীঘ্র তাই করয়ে সে গ্রাস ;
ভজে যারে নারী কামতৃপ্তি তরে, কিংবা ধনাশায়, তা'রো সর্ব্বনাশ।

৬১। তীক্ষ্ণধার খড়্গহস্তে পিশাচ দেখায় ভয়, তথাপি সাহসে
পণ্ডিতে হইতে পারে হেন অরাতির সনে প্রবৃত্ত সম্ভাষে ;
উগ্রতেজা আশীবিষ ফণতুলি অগ্রসর করিতে দংশন ;
পড়িলে সম্মুখে তার নাও বা হইতে পারে বিপদ্ ঘটন ;
একাকী বিবিক্ত স্থানে কিন্তু প্রমদার সনে যদি কেহ থাকে,
যতই সতর্ক হোক্, নিশ্চয় সে জন আশু পড়িবে বিপাকে।

৬২। নৃত্য, গীত, মঞ্জুভাষা, স্মিতমুখ, এই সব অস্ত্রবলে নারী
মথে পুরুষের মন, অচিরে বিনাশ, হায়, ঘটায় তাহারি,
ঘটাইল যে প্রকার রাক্ষসীরা পুরাকালে মানবীর সাজে
নির্ব্বোধ বণিক্‌দের, ভুলায়ে তাদের মন তাম্রপর্ণী মাঝে। †

৬৩। মদ্যমাংসপ্রিয়া নারী, বিনয়, মর্য্যাদাজ্ঞান নাই তাহাদের,
সংযমবিহীনা তারা, গ্রাসে কষ্টার্জ্জিত যত ধন পুরুষের,
সাগর মাঝারে গ্রাসে মহাকায় তিমিঙ্গিল মকরে যেমন।
নারীর কবলে পড়ি মুহূর্ত্তে বিনাশ পায় পুরুষের ধন।

৬৪। পঞ্চবিধ কামগুণ ‡ নারীর গোচর-ক্ষেত্র, এই অভিমানে
মত্ত তারা, অসংযতা, সতত চঞ্চলচিত্তা, কে রোধিতে পারে ?
যে না থাকে সাবধান, প্রমদা তাহারি কাছে হয় উপস্থিত,
হয় যথা স্রোতস্বতী লবণাম্বুনিধি যথা আছে বিরাজিত।

৬৫। প্রেমবশে, কামবশে, ধন পাইবার আশে, যে কোন কারণে
ভজিয়া পুরুষে নারী অগ্নিসম দহে তারে কামের দহনে।

৬৬। দেখে যদি কোন জন, আছে যার বহুধন, অমনি তাহায়
ধনসহ অনায়াসে লয়ে যায় আত্মবশে নারীগণ, হায়।
কামাসক্ত হতভাগ্য পড়িয়া প্রেমের ফাঁসে পায় মহা ব্যথা,
মালুবালতালিঙ্গনে § মহাবনে শালতরু পায় ব্যথা যথা।

৬৭। নানা মায়া জানে নারী সংবর দৈত্যের ¶ মত ; কে বুঝিবে তায় ?
সুরঞ্জিত দেহে, আস্যে, মৃদু কিবা অট্টহাস্যে মানব ভুলায়।

৬৮। পতিকুলে পায় যত্ন, স্বর্ণমণিমুক্তার কত আভরণ'
কত সাবধানে পতি, পতিবন্ধুগণ আর করেন রক্ষণ।
পতিরে বঞ্চিয়া নারী তবু করে ব্যভিচার, করিল যেমন
দানবকুক্ষিরক্ষিতা বামা বায়ুনন্দনের পেয়ে দরশন। ||

* এই গাথা দুইটী মহাপ্রলোভন-জাতকেও (৫০৭) পাওয়া গিয়াছে।

† বলাহাশ্ব-জাতক (১৯৬) দ্রষ্টব্য।

‡ রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দসম্ভূত ইন্দ্রিয় সুখ।

§ মালুবালতা-সম্বন্ধে সুধাভোজন-জাতকে (৫৩৫) ২৪৪ পৃষ্ঠের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

¶ সংবর বা শম্বর দৈত্যের কথা ঋগ্বেদে এবং ভাগবতে বর্ণিত আছে। সে রুক্মিণীগর্ভজাত মদনাবতার কুমার প্রদ্যুম্নকে হরণ করিয়া সমুদ্রে ফেলিয়া দিয়াছিল। উত্তরকালে প্রদ্যুম্ন মায়াবিদ্যা শিক্ষা করিয়া শম্বরের প্রাণবধ করেন।

|| এ সম্বন্ধে সমুদ্দ-জাতক (৪৩৬) দ্রষ্টব্য।

৬৯। তেজীয়ান্, সুপণ্ডিত, বহুজন-পূজনীয় সম্মান-ভাজন,
বুদ্ধি আর ক্ষমতায় সর্ব্বত্র প্রশংসা পায়, তথাপি সেজন
রমণীর বশগত হয় যদি একবার, মাহাত্ম্য তাহার
পায় লোপ, পায় যথা পড়িয়া রাহুর গ্রাসে প্রভা চন্দ্রমার।

৭০। শত্রু বটে ক্রোধবশে ভীষণ অনিষ্ট করে শত্রুর তাহার,
নিষ্ঠুরেও আত্মবশে অরিরে পাইলে দেয় দণ্ড ভয়ঙ্কর;
এ দণ্ড, অনিষ্ট কিন্তু দণ্ড বা অনিষ্ট নয়, তার তুলনায়
ভোগ যাহা করে নরে হ'য়ে নারীবশগত কামের তৃষ্ণায়।

৭১। মুণ্ডিত করিয়া মাথা, নখে বিদারিয়া ত্বক্ লাথি, কিল মারি
দণ্ড আর কষাঘাতে নিয়ত তর্জ্জন কর, তবু তব নারী
ভজিবে অধম জনে; তাহাতেই প্রীতি তার; অন্যে নাহি চায়;
অন্য সব পরিহরি গলিত শবের দিকে মক্ষিকারা ধায়।

৭২। নারী নমুচির * পাশ, বিস্তৃত হইয়া তাহা আছে সব ঠাঁই,
ঘর, পথ, রাজধানী, নগর, নিগম, গ্রাম, কিছু বাদ নাই।
তারে বলি চক্ষুষ্মান্, যে জন সুখের তরে বর্জ্জে এই পাশ,
সংযমের পথে চলে, না করে কখনো যেই নারীরে বিশ্বাস।

৭৩। ত্যজি তপস্যার বল অনার্য্য আচারে রত হয় যেই জন,
দেবলোক-বিনিময়ে করে সেই মূঢ়মতি নরকে বরণ।
মহার্ঘ মাণিক্য দিয়া ছিদ্রযুক্ত মণি ক্রয় করে যে বণিক্
হ'য়েছে সে মতিচ্ছন্ন, ধিক্ তার মূর্খতায়, ধিক্, শত ধিক্।

৭৪। নারীবশে পড়ে যেই ইহলোকে হয় সেই ভাজন ঘৃণার,
অনির্দ্দিষ্ট কালতরে অপায়ে অপায়ে ঘটে পতন তাহার।
গড়াগড়ি দিতে দিতে ক্রমে তারে অধোদিকে হইবে যাইতে
দুষ্টগর্দ্দভবাহিত রথ যথা গর্ত্তে পড়ে গড়া'তে গড়া'তে।

৭৫। প্রতাপনে † পড়ি দুঃখ পায় সে, কভু বা ভুগে যন্ত্রণা ভীষণ
আছে যথা লৌহময় সুদীর্ঘ কণ্টকধারী শাল্মলির বন,
তীর্য্যগ্-যোনিতে কভু নিজকর্ম্ম দোষে ঘটে জনম তাহার;
ছাড়িয়া যাইতে নাহি পারে সে কস্মিন্‌কালে যম-অধিকার।

৭৬। প্রমদা কুহকবলে অশেষ দুর্গতি করে প্রমত্ত জনের।
নন্দনে স্বর্গের সুখ, সদা সহবাসলাভ অমরগণের,
অখণ্ড মহীমণ্ডলে সার্ব্বভৌম অধিকার, ঐশ্বর্য্য অপার,
সকলি বিনাশ পায় হয় যদি বশীভূত লোকে প্রমদার।

৭৭। দেহান্তে স্বরগসুখ, সার্ব্বভৌম অধিকার এই পৃথিবীতে,
হৈম বিমানেতে বাস, যেখানে অপ্সরা থাকে নিরত সেবিতে,
ইহলোকে, পরলোকে এইরূপ সুখলাভ দুর্ল্লভ ত নয়,
সতর্কতা-সহকারে যদি লোকে প্রমদায় অনাসক্ত রয়।

৭৮। কামলোক পরিত্যাগ, রূপলোকে গিয়া তথা জনমগ্রহণ,
তদূর্দ্ধে অরূপ-লোকে— বাসনা-অতীত যেথা থাকে সদা মন,—
এরূপ সুগতি লাভ, ঊর্দ্ধ হতে ঊর্দ্ধস্তরে, দুর্ল্লভ ত নয়।
সতর্কতা-সহকারে যদি লোকে প্রমদায় অনাসক্ত রয়।

* নমুচি মারের নামান্তর।
† অষ্ট মহানরকের অন্যতম। সংকৃত্য-জাতক (৫৩০) দ্রষ্টব্য।

৭৯। সর্ব্ববিধ দুঃখপারে
তাহাও সুলভ তাঁর,
ইহাই চরম ফল ;
সতর্কতা-সহকারে

অচলিত, অসংস্কৃত*
শুচি, শুদ্ধশীল যিনি
নির্ব্বাণ ইহার নাম ;
যে মানব অনাসক্ত

মঙ্গল অসীম—
কামনা-বিহীন।
সেই ইহা পায়,
রয় প্রমদায়।

মহাসত্ত্ব এইরূপে মহানির্ব্বাণামৃত-প্রাপ্তির পথ প্রদর্শন করিয়া ধর্ম্মদেশন সমাপন করিলেন। হিমালয়স্থ কিন্নর, মহোরগাদি এবং আকাশস্থ দেবতাগণ, "অহো, বুদ্ধলীলায় কি অপূর্ব্ব উপদেশই দিলেন' বলিয়া সাধুকার দিতে লাগিলেন। অতঃপর গৃধ্ররাজ আনন্দ, দেবব্রাহ্মণ নারদ ও কোকিলরাজ পূর্ণমুখ স্ব স্ব অনুচরগণসহ যথাস্থানে চলিয়া গেলেন। অন্যান্য প্রাণীরা এই সময় হইতে কখনও কখনও আগমন করিয়া মহাসত্ত্বের নিকট উপদেশ গ্রহণ করিতে লাগিল এবং তদনুসারে চলিয়া স্বর্গপরায়ণ হইল।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা জাতকের সমবধান করিলেন :—

৮০। তখন কুণাল আমি ছিনু ; পূর্ণমুখ
উদায়ী ; আনন্দ গৃধ্রগণ-অধিপতি ;
তপস্বী নারদরূপে সারিপুত্র তদা
ছিলেন এ ধরাধামে—বুঝি এইরূপ
করিবে সমবধান এই জাতকের।

ঐ ভিক্ষুরা হিমালয়ে গমনকালে শাস্তার অনুভাববলে গিয়াছিলেন, ফিরিবার সময় স্ব স্ব অনুভাববলেই ফিরিয়া আসিলেন। শাস্তা মহাবনে তাঁহাদিগকে কর্ম্মস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন ; তাঁহারা সেই দিনই অর্হত্ব প্রাপ্ত হইলেন। ঐ সময়ে দেবতাদিগের মহাসমাগম হইয়াছিল। এই নিমিত্ত ভগবান্ তখন মহাসময়সূত্র† বলিয়াছিলেন।

৫৩৭—মহাসুতসোম-জাতক‡।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে স্থবির অঙ্গুলিমালের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। অঙ্গুলিমালের জন্মবৃত্তান্ত এবং প্রব্রজ্যাগ্রহণের কথা অঙ্গুলিমালসূত্রে§ বর্ণিত আছে। এখানে সেই ভাবেই সমস্ত কথা বুঝিতে হইবে। অঙ্গুলিমাল সত্যক্রিয়াদ্বারা প্রসববেদনাকাতরা এক রমণীর প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। ঐ সময় হইতে তিনি অনায়াসে ভিক্ষা পাইতেন। অতঃপর তিনি নির্জ্জনস্থানে ধ্যানপরায়ণ হইয়া ক্রমে অর্হত্ব লাভ করিয়াছিলেন এবং অশীতি মহাস্থবিরের অন্যতম বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। ইহার পর এক দিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় বলাবলি করিতেছিলেন, "দেখিলে ভাই, ভগবান্ এতাদৃশ নিষ্ঠুর রুধিরকলুষিত-হস্ত অঙ্গুলিমালকে বিনা দণ্ডে, বিনা শস্ত্রপ্রয়োগে দমন করিয়া কেমন সংযত করিয়াছেন! ইহা অতি দুষ্কর নয় কি? অহো! দুষ্করসাধনে বুদ্ধদিগের কি অদ্ভুত ক্ষমতা!" শাস্তা এই সময়ে গন্ধকুটীরে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি দিব্যকর্ণে ভিক্ষুদিগের এই কথোপকথন শুনিয়া ভাবিলেন, 'আজ আমি ধর্ম্মসভায় গেলে লোকের বহু উপকার হইবে ; আজ মহাধর্ম্মদেশন করিতে হইবে।' তিনি অনুপমা বুদ্ধলীলায় ধর্ম্মসভায় গমন করিলেন এবং সুসজ্জিত আসনে উপবেশন করিয়া ভিক্ষুদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

---

* যাহা 'সংস্কার' নহে অর্থাৎ নিত্য ও ধ্রুব ; যাহা পদার্থনিচয়ের মিশ্রণ-জাত নহে।

† অর্থাৎ সে সূত্র বহুলোকের সমক্ষে কথিত হইয়াছিল। এই সূত্রটী সূত্র-নিপাতের অন্তর্ভূত নহে।

‡ তুল :—জাতকমালা, ৩১ ; জয়দ্দিষ-জাতক (৫১৩)।

§ মধ্যমনিকায়, ৮৬। এই অনুবাদের প্রথম খণ্ডের পরিশিষ্টেও অঙ্গুলিমালের কথা দেওয়া হইয়াছে।

"তোমরা কোন্ বিষয়ে কথাবার্ত্তা বলিতেছিলে?" অনন্তর ভিক্ষুদিগের উত্তর শুনিয়া তিনি বলিলেন, "আমি এখন পরমাভিসম্বোধি লাভ করিয়া অঙ্গুলিমালকে যে বিনীত করিয়াছি, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; অতীত জীবনে আমি যখন জ্ঞানের অংশমাত্র লাভ করিয়াছিলাম, তখনও ইহাকে দমন করিয়াছিলাম।" ইহার পর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে কুরুরাজ্যে ইন্দ্রপ্রস্থ নগরে কৌরব্য নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি যথাধর্ম্ম রাজত্ব করিতেন। বোধিসত্ত্ব তাঁহার অগ্রমহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বোধিসত্ত্ব সোমরসপ্রিয় ছিলেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে 'সুতসোম' এই নাম দিয়াছিল।* তিনি যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন, তখন কৌরব্য রাজা তাঁহাকে তক্ষশিলা নগরে কোন প্রসিদ্ধ আচার্য্যের নিকট প্রেরণ করিলেন। বোধিসত্ত্ব আচার্য্যের দক্ষিণা লইয়া তক্ষশিলায় যাত্রা করিলেন। বারাণসী প্রদেশের কাশীরাজপুত্র ব্রহ্মদত্তকুমারও তাঁহার পিতার আদেশে ঐ উদ্দেশ্যে উক্তপথেই যাইতেছিলেন।

সুতসোম সমস্ত পথ অতিক্রমপূর্ব্বক তক্ষশিলা নগরের দ্বারদেশে কোন ধর্ম্মশালায় বিশ্রাম করিবার জন্য এক ফলকাসনে উপবেশন করিলেন। ব্রহ্মদত্তকুমারও আসিয়া তাঁহার পার্শ্বে ঐ ফলকাসনে উপবিষ্ট হইলেন। সুতসোম তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই, তুমি পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়াছ। কোথা হইতে আসিতেছ, বল ত?" ব্রহ্মদত্তকুমার উত্তর দিলেন, "বারাণসী হইতে।" "তুমি কাহার পুত্র?" "আমি ব্রহ্মদত্তের পুত্র।" "তোমার নাম কি?" "আমার নাম ব্রহ্মদত্তকুমার।" "কি জন্য আসিয়াছ?" "বিদ্যাশিক্ষা করিবার জন্য।" অতঃপর ব্রহ্মদত্তকুমারও বলিলেন, "তোমাকেও ত পথশ্রমে ক্লান্ত দেখিতেছি।" ইহার পর তিনি উক্তরূপে প্রশ্ন করিয়া সুতসোমের পরিচয় লইলেন। তখন তাঁহারা দুই জনেই ভাবিলেন, 'আমরা উভয়েই ক্ষত্রিয়কুমার। উভয়ে এক আচার্য্যের নিকট বিদ্যাশিক্ষার জন্য যাইতেছি।' এইরূপ চিন্তায় তাঁহাদের পরস্পরের প্রতি মিত্রভাব জন্মিল; তাঁহারা দুই জনেই নগরে প্রবেশ করিলেন, আচার্য্যের গৃহে গিয়া তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক জাতি উল্লেখ করিয়া আত্মপরিচয় দিলেন এবং জানাইলেন যে, তাঁহারা বিদ্যাশিক্ষার জন্য আসিয়াছেন। আচার্য্য 'সাধু' বলিয়া তাঁহাদের আচার্য্যত্ব গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন। রাজকুমারদ্বয় তখন তাঁহাকে দক্ষিণা দিয়া অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। কেবল তাঁহারা দুই জন নহেন, জম্বুদ্বীপের আরও এক শত রাজপুত্র ঐ আচার্য্যের নিকট বিদ্যা শিক্ষা করিতেন। সুতসোম ইঁহাদের মধ্যে প্রধানতম ছাত্র বলিয়া গণ্য হইলেন এবং অচিরে শিক্ষাদান-কার্য্যে নৈপুণ্যলাভ করিলেন। তিনি অন্য ছাত্রদের নিকটে বড় যাইতেন না, 'ব্রহ্মদত্তকুমার আমার বন্ধু', ইহা ভাবিয়া তিনি তাঁহারই পৃষ্ঠাচার্য্য † হইলেন এবং তাঁহার

---

* "সুতবিত্তকতায় পন তং সুতসোমো তি সঞ্জানিংসু"। বোধহয়, এখানে মূলের কিয়দংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে। চুল্লসুতসোম-জাতকের (৫২৫) পাঠই প্রকৃত হইবে। এ সম্বন্ধে ঐ জাতকের পাদটীকা দ্রষ্টব্য। 'সুতবিত্তক' শব্দের অর্থ 'শ্রুতবিত্ত'ও ধরা যাইতে পারে। শ্রুতবিত্ত—শ্রুতিতে বা বিদ্যায় বিভবশালী। কিন্তু ইহাতে 'সুতসোম' বা 'শ্রুতসোম' নামের ব্যাখ্যা হয় না।

† যে ছাত্র অন্য ছাত্রের পার্শ্বে গিয়া শিক্ষা দেয়। এরূপ ছাত্র pupil teacher বা সর্দ্দার পোড়ো; সে শিক্ষাদানে প্রধান শিক্ষকের সাহায্য করে। অনভিরতি-জাতকেও (১৮৫) এই শব্দটী পাওয়া গিয়াছে। সেখানে ইহার অনুবাদ করিয়াছি 'সহকারী শিক্ষক' এই শব্দ দুইটী দিয়া।

কাছে গিয়া শীঘ্র শীঘ্র শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তিনি অন্য ছাত্রদিগকেও শিক্ষা দিতেন বটে; কিন্তু তাহা শনৈঃ শনৈঃ সম্পাদিত হইত।

যথাকালে সকল রাজপুত্রই মনোযোগ দিয়া শিক্ষা সমাপ্ত করিলেন এবং আচার্য্যকে প্রণাম করিয়া সুতসোমকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক তক্ষশিলা হইতে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে তাঁহাদিগকে বিদায় দিবার কালে সুতসোম তাঁহাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "তোমরা স্ব স্ব পিতার নিকট বিদ্যার পরিচয় দিয়া রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইবে; রাজ্যপ্রাপ্তির পর আমার উপদেশ পালন করিয়া চলিবে।" তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি উপদেশ, আচার্য্য?" "পক্ষদিনে (পক্ষান্তে অর্থাৎ পূর্ণিমায় ও অমাবস্যায়) পোষধ পালন করিবে এবং প্রাণিহত্যা হইতে বিরত থাকিবে।" রাজপুত্রেরা 'যে আজ্ঞা' বলিয়া এই উপদেশ গ্রহণ করিলেন। বোধিসত্ত্ব অঙ্গবিদ্যায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন; তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, ভবিষ্যতে ব্রহ্মদত্তকুমার হইতে মহাভয়ের কারণ জন্মিবে। এইজন্যই রাজপুত্রদিগকে তিনি ঐ উপদেশ দিয়া বিদায় করিলেন।

রাজপুত্রেরা স্ব স্ব জনপদে ফিরিয়া গেলেন, পিতার নিকট বিদ্যার পরিচয় দিলেন এবং রাজপদ লাভ করিলেন। তাঁহারা যে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এবং সেই উপদেশ পালন করিতেছেন, ইহা জানাইবার জন্য তাঁহারা বোধিসত্ত্বকে নানা উপহারসহ পত্র প্রেরণ করিলেন। মহাসত্ত্ব এই সংবাদ পাইয়া তাঁহাদিগকে পত্রদ্বারা বলিলেন, "তোমরা অপ্রমত্ত হইয়া চলিও।"

ঐ সকল রাজার মধ্যে বারাণসীর রাজা মাংস বিনা অন্ন খাইতেন না। পোষধ-দিনের জন্যও পরিচারকেরা তাঁহার জন্য পূর্ব্ব হইতে মাংস রাখিয়া দিত। এক দিন পাচকের অনবধানতাবশতঃ রাজভবনস্থ উৎকৃষ্ট জাতীয় কুকুরগুলা ঐ মাংস খাইয়া ফেলিয়াছিল। পাচক মাংস দেখিতে না পাইয়া একমুষ্টি কার্ষাপণ লইয়া মাংসক্রয়ের জন্য ঘুরিয়া বেড়াইল, কিন্তু কোথাও মাংস সংগ্রহ করিতে পারিল না। সে ভাবিতে লাগিল, 'হায়, আমি যদি রাজার সম্মুখে মাংসহীন অন্ন লইয়া যাই, তবে প্রাণরক্ষা হইবে না। এখন উপায় কি?' অনন্তর সে একটা উপায় বাহির করিল; সে আমকশ্মশানে * গিয়া সদ্যোমৃত একটা লোকের উরুমাংস পাক করিয়া রাজার আহারার্থ লইয়া গেল। উহার একখণ্ড মাংস মুখে দিবামাত্র রাজার সপ্তসহস্র রসহরণী স্নায়ু যুগপৎ স্পন্দিত হইল, সর্ব্বশরীরে এক অদ্ভুত ভাবের সঞ্চার হইল। ইহার কারণ কি? কারণ এই যে, পূর্ব্বেও তিনি উহা খাইয়াছিলেন। কথিত আছে যে, ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বজন্মে ব্রহ্মদত্তকুমার যক্ষ ছিলেন এবং প্রচুর নরমাংস খাইয়াছিলেন। সেইজন্য নরমাংস তাঁহার এত প্রিয় হইয়াছিল। এখন তিনি সেই প্রিয় খাদ্যের আস্বাদ পাইয়া ভাবিলেন, 'আমি যদি নীরবে খাইয়া যাই, তবে এ যে কি মাংস, পাচক তাহা বলিবে না।' এইরূপ চিন্তা করিয়া (যেন ঐ মাংস তাঁহার রুচিকর হয় নাই, ইহা দেখাইবার জন্য) তিনি থুৎকারের সহিত উক্ত মাংসখণ্ড ভূমিতে ফেলিয়া দিলেন। পাচক বলিল, "এ মাংস নির্দ্দোষ; আপনি নিঃসঙ্কোচে ইহা খাইতে পারেন।" ইহা শুনিয়া রাজা অপর সকল লোককে বাহিরে পাঠাইয়া বলিলেন, "এ মাংস যে নির্দ্দোষ, তাহা আমি জানি; কিন্তু ইহা কি মাংস, তাহা শুনিতে চাই।" পাচক বলিল, "মহারাজ,

* যেখানে শৃগালকুক্কুরাদির জন্য মড়া ফেলিয়া রাখা হয়, দাহ বা নিখনন করা হয় না।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিন যে মাংস খাইয়াছেন, ইহাও সেই মাংস।" "কিন্তু অন্যান্য দিন ত তাহা এমন সুস্বাদ হয় নাই।" "আজ পাক ভাল হইয়াছে, মহারাজ।" "কেন? অন্যান্য দিনও তুমি এইরূপই পাক করিতে।" রাজার এই কথায় পাচক নীরব রহিল; তাহা দেখিয়া রাজা বলিলেন, "যদি প্রকৃত কথা বল, তবেই তোমার রক্ষা; নচেৎ তোমার প্রাণ থাকিবে না।" পাচক তখন অভয় প্রার্থনা করিয়া প্রকৃত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। রাজা বলিলেন, "গোল করিও না; সাধারণ মাংস পাক করিয়া তুমি নিজে খাইও; আমার জন্য মনুষ্যমাংস পাক করিবে" "ইহা যে অতি দুষ্কর, মহারাজ।" "দুষ্কর নয়; তুমি ভয় পাইও না।" "নিত্য নরমাংস কিরূপে পাইব?" "কেন, কারাগারে ত বহু লোক আছে।"

তখন হইতে পাচক এই ইঙ্গিতানুসারে চলিতে লাগিল, কিন্তু কিয়দ্দিন পরে কারাগার জনহীন হইলে সে রাজাকে জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কি করা যায়, মহারাজ?" রাজা বলিলেন, "পথের মধ্যে হাজার টাকার এক একটা থলি ফেলিয়া রাখ, যে তাহাতে হাত দিবে, তাহাকেই চোর বলিয়া ধরিবে এবং বধ করিবে।" পাচক কিয়দ্দিন এই কৌশল অবলম্বন করিল; কিন্তু শেষে এমন হইল যে, কেহ টাকার থলির দিকে দৃক্‌পাতও করিত না। সে রাজাকে জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কি করা যায়, মহারাজ?" রাজা বলিলেন, "যখন যামভেরী * বাজে, তখন বহুলোকে নগরের মধ্যে ছুটিয়া আসে। তুমি সেই সময়ে কোন ঘরে সিন্ধ কাটিয়া তাহার ভিতরে, কিংবা চতুষ্কে লুক্কায়িত থাকিয়া কাহাকেও বধ করিবে এবং তাহার মাংস লইয়া আসিবে।" পাচক এই পরামর্শমত মানুষ মারিয়া তাহাদের স্থূলমাংস আনিতে প্রবৃত্ত হইল, লোকে যেখানে সেখানে শব দেখিতে লাগিল; 'আমার মাকে পাওয়া যাইতেছে না', 'আমার বাবাকে পাওয়া যাইতেছে না', 'আমার ভাইকে বা ভগ্নীকে পাওয়া যাইতেছে না' বলিয়া বিলাপ আরম্ভ করিল, সমস্ত নগরবাসী ভীত ও সন্ত্রস্ত হইল, এবং তাহাদিগকে বাঘে, বা সিংহে, বা যক্ষে খাইয়াছে, ইহা জানিবার জন্য শবদেহে আঘাতের চিহ্ন পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত করিল, কোন মানুষেই তাহাদের মাংস খায়। তখন বহুলোকে রাজাঙ্গণে গিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে, বাপুসকল?" তাহারা বলিল, "মহারাজ, এই নগরে এক মনুষ্যখাদক চোর আসিয়াছে; তাহাকে ধরিবার ব্যবস্থা করুন।" রাজা বলিলেন, 'আমি কি করিয়া জানিব, কে চোর? আমি কি সমস্ত সহর পাহারা দিয়া বেড়াইব?" তখন নগরবাসীরা বলিল, "রাজা, দেখিতেছি, নগরের রক্ষবিধানে উদাসীন। চল, আমরা সেনাপতি কালহস্তীকে গিয়া এই ব্যাপার জানাই।" তাহারা কালহস্তীকে গিয়া বিপদের কথা জানাইল এবং তাঁহাকে চোর ধরিবার জন্য অনুরোধ করিল। কালহস্তী বলিলেন, "তোমরা এক সপ্তাহ অপেক্ষা কর; ইহার মধ্যে আমি চোর ধরিয়া দিতেছি।" তিনি নাগরিকদিগকে এইরূপ আশ্বাস দিয়া বিদায় করিলেন এবং অনুচরদিগকে আদেশ দিলেন, "বাপুসকল, নগরে নাকি এক মনুষ্যখাদক চোর আসিয়াছে; তোমরা অমুক অমুক স্থানে লুক্কায়িত থাকিয়া তাহাকে ধর।" তাহারা "যে আজ্ঞা" বলিয়া ঐ সময় হইতে সমস্ত নগর বেষ্টন করিয়া পাহারা দিতে লাগিল।

* প্রহরে প্রহরে সময়-বিজ্ঞাপনার্থ ভেরীবাদন করিবার প্রথা ছিল।

এক দিন পাচক কোন ঘরে সিন্ধ কাটিয়া সেখানে লুকাইয়া ছিল। নিকট দিয়া একটা স্ত্রীলোক যাইতেছে দেখিয়া সে তাহাকে বধ করিল এবং তাহার দেহ হইতে স্থূল স্থূল মাংসখণ্ড কাটিয়া ঝুড়ি পূরিতে লাগিল। এই সময়ে কালহস্তীর লোকে আসিয়া তাহাকে ধরিল, যতদূর পারিল উত্তম মধ্যম দিল, পিঠমোড়া দিয়া বান্ধিল এবং 'মানুষচোর ধরিয়াছি' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। তাহা শুনিয়া বহুলোকে তাহাদিগকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। সকলে পাচককে মনের সাধে উত্তম মধ্যম দিল এবং মাংসের ঝুড়িটা তাহার গলায় বান্ধিয়া তাহাকে সেনাপতির নিকট হাজির করিল। সেনাপতি তাহাকে দেখিয়া ভাবিলেন, 'এ লোকটা নিজেই নরমাংস খায়, কিংবা অন্য মাংসের সহিত ইহা মিশাইয়া বিক্রয় করে, অথবা অন্য কাহারও আদেশে মানুষ মারিয়া মাংস সংগ্রহ করে, ইহা জানা আবশ্যক'। তিনি প্রকৃত বৃত্তান্ত জানিবার জন্য প্রথম গাথায় প্রশ্ন করিলেন:—

১। হেন নিদারুণ কর্ম্ম করিতেছ, সূপকার, বল কি কারণ?
বধ নিত্য নরনারী মাংসলোভে? কিংবা ধন করিতে অর্জ্জন?

[ইহার পরবর্ত্তী গাথা তিনটী যে যথাক্রমে পাচক ও সেনাপতির উত্তরপ্রত্যুত্তর, তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে।]

২। "করি না এ কর্ম্ম আমি আত্মহেতু, কিংবা ধন করিতে অর্জ্জন,
হই নাই রত এতে জ্ঞাতিবন্ধুপুত্রকন্যা করিতে পোষণ।
ভর্ত্তা মম ভগবান্ কাশীরাজ প্রতিদিন করেন ভোজন
নরমাংস, হে ভদন্ত, নরহত্যা করি আমি নিত্য সে কারণ।"

৩। "ভর্ত্তার প্রীতির তরে সত্য সত্য যদি তুমি হয়েছ নিরত
এমন নিষ্ঠুর কর্ম্মে, চল রাজ-অন্তঃপুরে হইলে প্রভাত।
রাজার সম্মুখে সেথা বল তুমি এই কথা; জানিব তখন
করিতেছ, হে পাচক, সত্য কিংবা মিথ্যা বলি আত্মসমর্থন।"

৪। "তাহাই করিব আমি, যে আজ্ঞা ভদন্ত এবে দিলেন আমায়।
প্রাতে অন্তঃপুরে গিয়া রাজার সম্মুখে ইহা বলিব নিশ্চয়।"

ইহার পর সেনাপতি পাচককে দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া শোওয়াইয়া রাখিলেন; এবং রাত্রি প্রভাত হইলে অমাত্যদিগের সহিত কর্ত্তব্যতাসম্বন্ধে পরামর্শ করিলেন। তাঁহারা সকলেই একমত হইলেন; তদনুসারে সেনাপতি স্থানে স্থানে প্রহরী রাখিয়া নগর হস্তগত করিলেন; পাচকের গলদেশে সেই মাংসের ঝুড়ি বান্ধিয়া তাহাকে লইয়া রাজভবনে গমন করিলেন, সমস্ত নগরে মহাকোলাহল উত্থিত হইল। রাজা পূর্ব্বদিন প্রাতরাশ ভোজন করিয়াছিলেন বটে; তিনি সায়মাশ না পাইয়া, পাচক এই আসিবে, এই আসিবে ভাবিয়া বসিয়া বসিয়া সমস্ত রাত্রি যাপন করিয়াছিলেন। যখন প্রভাত হইল, তখন তিনি ভাবিলেন, 'পাচক যে এখনও আসিল না। এদিকে নগরবাসীদিগের বিকট চীৎকার শুনিতেছি; ব্যাপার কি?' তিনি বাতায়ন হইতে দৃষ্টিপাত করিবার কালে তদবস্থায় আনীয়মান পাচককে দেখিয়া বুঝিলেন, প্রকৃত বৃত্তান্ত প্রকটিত হইয়াছে। তিনি কথঞ্চিৎ স্থৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক পল্যঙ্কে উপবেশন করিলেন; এদিকে কালহস্তী তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইয়া অনুযোগ করিলেন, এবং তিনি তাহার উত্তর দিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন :—

৫। রজনী হইল শেষ, উদিল ভাস্কর ;
সেনাপতি কালহস্তী রাজার সকাশে ;
পাচকে লইয়া সঙ্গে চলিলা সত্বর
যেমন দেখিলা তাঁরে, অমনি জিজ্ঞাসে :—

৬। "সত্য কি, পাচক এই আদেশে তোমার
করিতেছে নরনারী বধ অনিবার ?
সত্যই কি মাংস সেই হতভাগাদের
খেয়ে তৃপ্ত কর তুমি রসনা নিজের।"

৭। "সত্যই, হে কাল, করে এই সূপকার
নরহত্যা প্রতিদিন আদেশে আমার।
করে যেই হেন কর্ম্ম তুষিতে আমায়,
কি সাহসে চোর বলি বাঁধ তুমি তায় ?

রাজার কথা শুনিয়া সেনাপতি ভাবিলেন, 'এ দেখিতেছি নিজের মুখেই দোষ স্বীকার করিতেছে। অহো, এ লোকটা কি দুঃসাহসিক! এ এতকাল মানুষ মারিয়া ঔদরসাৎ করিয়াছে! যাহা হউক, আমি ইহাকে নিরস্ত করিতেছি।' তিনি রাজাকে বলিলেন, "মহারাজ, আপনি আর এমন কাজ করিবেন না; আর মনুষ্যমাংস খাইবেন না।" রাজা উত্তর দিলেন, "বল কি, কালহস্তী; আমার ইহা হইতে বিরত হইবার সাধ্য নাই।" "মহারাজ, বিরত না হইলে আপনার নিজের এবং এই রাজ্যের ধ্বংস অনিবার্য্য।" "রাজ্য ধ্বংস হয় হউক, আমি কিছুতেই এ অভ্যাস ছাড়িতে পারিব না।" তখন সেনাপতি রাজার চৈতন্য-সম্পাদনার্থ উদাহরণ স্বরূপ একটা আখ্যায়িকা বলিলেন :—"মহারাজ, পুরাকালে মহাসাগরে ছয়টা মহাকায় মৎস্য ছিল। আনন্দ, তিমন্দ্র, * ও অধ্যবহার, † এই তিনটীর প্রত্যেকের দেহ ছিল পঞ্চশত যোজন প্রমাণ। তিমি, তিমিঙ্গিল ও তিমিরপিঙ্গল, এই তিনটীর প্রত্যেকের দেহ ছিল সহস্র যোজনপ্রমাণ। ইহারা সকলেই পাষাণজাত শৈবল ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিত। ইহাদের মধ্যে আনন্দ মহাসমুদ্রের এক পার্শ্বে থাকিত; প্রতিদিন বহু মৎস্য তাহার সঙ্গে দেখা করিতে যাইত। এক দিন তাহারা ভাবিল, 'সমস্ত দ্বিপদ-চতুষ্পদেরই রাজা আছেন, দেখা যায়; কিন্তু আমাদের রাজা নাই; এস, আমরাও এই আনন্দকে রাজা করি।' ইহা স্থির করিয়া তাহারা সর্ব্বসম্মতিক্রমে আনন্দকে রাজা করিল। তখন হইতে সকল মৎস্যই প্রত্যহ সকালে সন্ধ্যায় রাজদর্শনে গিয়া আপনাদের রাজভক্তি জানাইতে লাগিল।

এক দিন আনন্দ পাষাণজাত শৈবল ভক্ষণ করিবার কালে না জানিয়া, শৈবল মনে করিয়া একটা মৎস্য ভক্ষণ করিল। খাইবার সময়ে ইহার মধুর স্বাদ পাইয়া আনন্দ ভাবিল, 'এ কি অপূর্ব্ব দ্রব্য খাইতেছি?' সে মুখ হইতে বাহির করিয়া দেখিল, উহা এক টুকরা মাছ। তখন সে ভাবিল, 'এত কাল জানি নাই বলিয়াই ইহা খাই নাই। এখন হইতে সকালে সন্ধ্যায় আমার সম্বর্দ্ধনার জন্য যে সকল মৎস্য আসিবে, তাহাদের ফিরিবার কালে একটা দুইটা খাইব। কিন্তু আমি যদি সকলকে জানাইয়া শুনাইয়া খাই, তবে কোন মাছই আর আমার উপাসনার জন্য আসিবে না, সব পলাইয়া যাইবে।' ইহা বিবেচনা করিয়া সে প্রতিচ্ছন্ন থাকিত এবং যে সকল মাছ ফিরিয়া যাইত, তাহাদিগের কয়েকটাকে পশ্চাদ্দিক্ হইতে প্রহার করিয়া খাইত।

এইরূপে মৎস্যদিগের সংখ্যা ক্রমে হ্রাস হইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া মৎস্যেরা চিন্তা

---

* পাঠান্তর—পনন্দ, প্রপন্দ।

† অধ্যবহার—যে, যাহা পায় তাহাই গিলিয়া ফেলে।

করিল, 'আমাদের জ্ঞাতিগণের এই ভয়ের কারণ উপস্থিত হইল কোথা হইতে?' তাহাদের মধ্যে একটা বিচক্ষণ মৎস্য ভাবিল, 'আনন্দের চালচলন আমার ভাল লাগিতেছে না। ইহাকে একবার পরীক্ষা করিতে হইতেছে।' অনন্তর এক দিন, মৎস্যেরা যখন আনন্দকে উপাসনা করিতে গেল, তখন সে আনন্দের কর্ণপত্রের মধ্যে লুক্কায়িত থাকিল। আনন্দ মৎস্যদিগকে বিদায় দিয়া, যাহারা পশ্চাতে যাইতেছিল, তাহাদিগকে ভক্ষণ করিল। ইহা দেখিয়া সেই বিচক্ষণ মৎস্যটী অন্যান্য মৎস্যদিগকে ভয়ের কারণ জানাইল। তখন তাহারা সকলেই ভয় পাইয়া পলায়ন করিল; মৎস্যরসলুব্ধ আনন্দও অন্যখাদ্য গ্রহণ করিল না। সে ক্ষুধায় কাতর হইয়া পড়িল, মাছগুলা কোথায় গেল, তাহা খুঁজিতে খুঁজিতে একটা পাহাড় দেখিয়া ভাবিল, 'বোধ হয় আমার ভয়ে তাহারা এই পাহাড়ের কাছেই লুকাইয়া আছে। আমি এই পর্ব্বতটা বেষ্টন করিয়া থাকিব এবং তাহারা কোথায় যায় দেখিব।' এই সঙ্কল্প করিয়া আনন্দ লাঙ্গুল ও মস্তক দ্বারা পর্ব্বতের উভয় পার্শ্বই বেষ্টন করিল—ভাবিল, 'যদি তাহারা এখানে থাকে, তবে এখন নিশ্চয় পলায়ন করিবে। তাহার দেহটা সমস্ত পর্ব্বত বেষ্টন করিয়াছিল; কাজেই সে প্রথমে নিজের পুচ্ছটা দেখিতে পাইল। সে মনে করিল, 'এটা একটা মাছ; আমাকে বঞ্চনা করিয়া এই পর্ব্বতে আসিয়া বাস করিতেছে।' ইহা ভাবিয়া সে ক্রোধভরে নিজের পঞ্চাশ যোজনপ্রমাণ পুচ্ছটা গ্রাস করিল এবং উহাকে অন্য কোন মৎস্য বিবেচনা করিয়া মুর্ মুর্ শব্দে দংশন করিল। অমনি সে মহতী বেদনা অনুভব করিল; তাহার রুধিরের গন্ধে বহু মৎস্য গিয়া জুটিল, এবং একটু একটু করিয়া মাংস খাইতে খাইতে তাহার মাথার কাছে গিয়া পৌঁছিল। দেহটা এত বড় ছিল বলিয়া আনন্দের ফিরিবার সাধ্য রহিল না। সে ঐ স্থানে প্রাণত্যাগ করিল; চিহ্নের মধ্যে থাকিল তাহার পর্ব্বতাকার অস্থিপুঞ্জ। আকাশচারী তাপস ও পরিব্রাজকেরা এই বৃত্তান্ত মনুষ্যদিগকে জানাইলেন; এইরূপে সকল জম্বুদ্বীপে উক্ত ঘটনা লোকের জ্ঞানগোচর হইল। এই আখ্যায়িকাটী বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য কালহস্তী বলিলেন—

৮। আনন্দ মৎস্যের রাজা বহু মৎস্য করিয়া ভক্ষণ
মৎস্য ভিন্ন অন্য খাদ্য চায় না ক করিতে গ্রহণ।
ক্রমে অনুচরগণ যবে তার সংসর্গ ছাড়িল,
নিজমাংস খেয়ে লোভী অবশেষে জীবন ত্যজিল।

৯। রসনার দাস যারা, বুদ্ধিহীন উন্মত্তের প্রায়,
ভবিষ্যতে কি হইবে, সে দিকে না কখনও তাকায়।
পুত্রকন্যাজ্ঞাতিবন্ধু— করে তারা বিনাশ সবার,
না পেয়ে অপরে শেষে সর্ব্বনাশ করে আপনার।

১০। শুন মোর বাক্য, ভূপ; কুপ্রবৃত্তি কর পরিহার,
এখন হইতে আর নরমাংস করো না আহার।
মীনরাজ আনন্দের পরিণাম স্মরিয়া, ভূপাল,
করো না, করো না তুমি জনহীন রাজ্য এ বিশাল।

ইহা শুনিয়া রাজা বলিলেন, "কালহস্তী, তুমি যে উদাহরণ দিলে, আমিও এমন একটা উদাহরণ জানি যাহাতে তাহার অসারতা বুঝিতে পারিবে।" অনন্তর, মনুষ্যমাংসভোজনে তাঁহার এত আগ্রহ কেন, তাহা বুঝাইবার জন্য তিনি একটী প্রাচীন আখ্যায়িকা বলিলেন:—

১১। সুজাত যাহার নাম, তার পুত্র জম্বুপেশীতরে
দুর্দ্দম্য লালসাবশে তদভাবে অনাহারে মরে। *
১২। আমিও খেয়েছি, কাল, মানুষের মাংস রসোত্তম ;
না খেলে এখন তাহা দেহে প্রাণ না রহিবে মম।

ইহা শুনিয়া কালহস্তী ভাবিলেন, 'এই রাজা নিতান্ত রসলোলুপ। ইহাকে আরও একটী উদাহরণ দেখাইতে হইবে।' অনন্তর তিনি বলিলেন, "মহারাজ, বিরত হউন।" রাজা বলিলেন, "তাহা আমার অসাধ্য।" "আপনি বিরত না হইলে কি জ্ঞাতি-বন্ধুগণ, কি রাজ্যশ্রী, সকলেই আপনাকে ছাড়িয়া যাইবে। বহুদিন পূর্ব্বে এই বারাণসী নগরেই এক পঞ্চশীলরক্ষক শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণপরিবারের বাস ছিল। ঐ বংশে একটী পুত্র জন্মগ্রহণ করে ; সে সুপণ্ডিত মাতাপিতার প্রিয় ও আনন্দবর্দ্ধক ছিল এবং বেদত্রয়ে পারগতা লাভ করিয়াছিল ; কিন্তু সে সমবয়স্ক যুবকদিগের সহিত দল বান্ধিয়া বেড়াইত। দলের অন্য সকল যুবক মৎস্যমাংসাদি খাইত ও সুরাপান করিত ; কিন্তু ঐ শ্রোত্রিয়কুমার মাংসাদি খাইত না, সুরাও পান করিত না। ইহাতে তাহার বয়স্যেরা ভাবিল, 'এই মাণবক সুরা পান করে না বলিয়া আমরা যে সুরা পান করি তাহার মূল্যও দেয় না ; অতএব কোন উপায়ে ইহাকে সুরা পান করিতে শিখাইতে হইবে।' তাহারা এক দিন সমবেত হইয়া মাণবককে বলিল, "এস, ভাই, সকলে মিলিয়া একটু আমোদ করি গিয়া।" সে উত্তর দিল, "তোমরা সুরা পান কর, আমি করি না ; অতএব তোমরাই যাও।" "ভাই, তোমার পানের জন্য কিছু দুধ

* পুরাকালে বারাণসীতে সুজাত-নামক এক ভূস্বামী ছিলেন। একদা হিমালয় হইতে পঞ্চশত ঋষি লবণ ও অম্লসেবনার্থ আগমন করিলে তিনি তাঁহাদিগকে নিজের উদ্যানে বাস করাইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের সেবা করিতেন। তাঁহার গৃহে ঋষিদিগের ব্যবহারার্থ ভোজ্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিত। কিন্তু তপস্বীরা কখনও কখনও জনপদেও ভিক্ষা করিতে যাইতেন এবং সেখান হইতে সুবৃহৎ জম্বুফলের পেশী আহরণ করিয়া তাহা ভক্ষণ করিতেন। তাঁহারা জম্বুপেশী আহরণ করিয়া খাইবার সময়ে তিন চারি দিন সুজাতের গৃহে যান নাই। সুজাত ভাবিলেন, 'ভদন্তেরা তিন চারি দিন আসিতেছেন না কেন? তাঁহারা কোথায় গেলেন?' অনন্তর তিনি নিজের ছেলেটীর হাত ধরিয়া লইয়া উদ্যানে গমন করিলেন। তখন তপস্বীদিগের ভোজনবেলা ; সর্ব্বা পেক্ষা অল্পবয়স্ক এক জন তপস্বী বৃদ্ধ তপস্বীদিগকে মুখপ্রক্ষালনের জল দিয়া জম্বুপেশী খাইতেছিলেন। সুজাত তপস্বীদিগকে প্রণাম করিয়া উপবেশন করিলেন এবং জিজ্ঞাসিলেন, "ভদন্তগণ, আপনারা কি ভোজন করিতেছেন?" "আমরা বৃহৎ জম্বুফলের পেশী ভোজন করিতেছি।" ইহা শুনিয়া উহা খাইবার জন্য ছেলেটীর লালসা জন্মিল। তাহা দেখিয়া প্রধান তপস্বী তাহাকে এক টুকরা জাম দেওয়াইলেন। সে উহার মধুর আস্বাদে মুগ্ধ হইল এবং আর এক টুকরা দাও, আর এক টুকরা দাও বলিয়া পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিতে লাগিল। ভূস্বামী তখন ধর্ম্মকথা শুনিতেছিলেন ; তিনি ছেলেটীকে ধমক দিয়া বলিলেন, "চেঁচাস্ না ; বাড়ীতে গিয়া খাইবি অখন।" ছেলেটীর চীৎকারে পাছে তপস্বীদিগের বিরক্তি জন্মে, এই জন্যই তিনি উক্তরূপে তাহাকে বঞ্চিত করিলেন। পুত্রকে এই বৃথা আশ্বাস দিয়া তিনি ঋষিদিগের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। কিন্তু সেই সময় হইতেই ছেলেটী 'এক টুকরা জাম দাও' বলিয়া পরিদেবন আরম্ভ করিল। এদিকে ঋষিরা ভাবিলেন, 'আমরা এখানে বহু দিন বাস করিলাম' ; এজন্য তাঁহারা হিমালয়ে ফিরিয়া গেলেন। যাইবার কালে ছেলেটীকে বাগানে দেখিতে না পাইয়া তাঁহারা তাহার জন্য শর্করামিশ্রিত আম্রজম্বু-পনসকদলী প্রভৃতির পেশী পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু উহা তাহার জিহ্বাগ্রে স্থাপিত হইবামাত্র হলাহলের মত কার্য্য করিল ; ছেলেটী সপ্তাহকাল অনাহারে থাকিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল।

পেশী—টুকরা বা ছাল (খোষা)। জম্বুপেশী বলিলে, বোধ হয়, জামের আঁটি ছাড়া অবশিষ্ট অংশ বুঝায়।

লইয়া যাইব।" এই প্রস্তাবে মাণবক তাহাদের সঙ্গে যাইতে সম্মত হইল। ধূর্ত্তেরা বাগানে গিয়া পদ্মের পাতায় দোণা তৈয়ার করিয়া তাহাতে তীক্ষ্ণ সুরা বান্ধিয়া রাখিল, এবং পান করিবার কালে মাণবকের জন্য দুগ্ধ আনয়ন করিল। ইহার পর একজন ধূর্ত্ত বলিল, 'ওহে, পদ্মমধু লইয়া এস।' ইহা বলিয়া সে ঐ দোণাটা আনাইল এবং পদ্মপাতার নীচে একটা ছিদ্র করিয়া সুরা চুষিয়া পান করিল। ইহার পর অন্য সকল ধূর্ত্তও ঐ পাত্র হইতে উক্তরূপে সুরাপান করিল। মাণবক জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা কি খাইতেছ?" তাহাদের উত্তর শুনিয়া সেও পদ্মমধুজ্ঞানে সুরা পান করিল। ইহার পর ধূর্ত্তেরা তাহাকে কিছু অঙ্গারপক্ক মাংস দিল; সে তাহাও খাইল। এইরূপে বার বার সুরাপান করিয়া মাণবক মত্ত হইল, তখন ধূর্ত্তেরা তাহাকে বলিল, "এ পদ্মমধু নয়; ইহারই নাম সুরা।" মাণবক বলিল, 'হায়, এতকাল এই মধুর রসের আস্বাদে বঞ্চিত ছিলাম। তোমরা আমাকে আরও সুরা দাও।' ধূর্ত্তেরা আবার তাহাকে সুরা আনিয়া দিল। ইহাতে তাহার ভয়ানক পিপাসা জন্মিল। সে আবার সুরা চাহিলে ধূর্ত্তেরা বলিল, "আর নাই।" "নাই বলিলে চলিবে না, আবার আনাও" বলিয়া মাণবক তাহাদিগকে নিজের নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়ক দিল। এইরূপে মাণবক সারাদিন তাহাদের সঙ্গে সুরাপান করিল; তাহার চক্ষু দুইটী রক্তবর্ণ হইল, সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল; সে প্রলাপ করিতে করিতে বাড়ীতে গিয়া শুইয়া পড়িল। তাহার পিতা বুঝিতে পারিলেন যে, সুরাপান করাতেই তাহার এ দশা ঘটিয়াছে। তাহার নেশা ছুটিলে তিনি বলিলেন, "বৎস, তুমি শ্রোত্রিয়কুলে জন্মিয়া অতি গর্হিত কাজ করিয়াছ; আর কখনও ইহা করিও না।" মাণবক বলিল, "বাবা, আমি কি দোষ করিয়াছি?" "সুরা পান করিয়াছ।" "বলেন কি, বাবা? আমি এতকাল ত এমন মধুর রসের আস্বাদ পাই নাই।" ব্রাহ্মণ তাহাকে পুনঃ পুনঃ বারণ করিলেন; সে একই কথা বলিয়া উত্তর দিল "আমি মদ ছাড়িতে পারিব না।" তখন ব্রাহ্মণ ভাবিলেন, 'যদি না ছাড়ে, তবে আমাদের পুরুষ-পরম্পরাগত বংশমর্য্যাদা ও ধনসম্পত্তি সমস্তই নষ্ট হইবে।' তিনি বলিলেন,

১৩। "করো না এমন কাজ, হে প্রিয়দর্শন, শ্রোত্রিয় কুলেতে তুমি লভেছ জনম।
অভক্ষ্য ভক্ষণ করা উচিত কি তব? কেন বিনাশিবে তুমি কুলের গৌরব?

বৎস, তুমি বিরত হও। তুমি বিরত না হইলে, হয় আমি এই গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইব, নয় তোমাকে এই রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করাইব।" মাণবক বলিল, 'যদি এরূপও ঘটে, তথাপি আমি সুরা ত্যাগ করিতে পারিব না।

১৪। খাইতে নিষেধ কর যাহা রসোত্তম! যাব চলি যেথা সাধ পূর্ণ হবে মম।
১৫। যাব চলি, সঙ্গে তব থাকিব না আর; চক্ষুঃশূল হইয়াছি এখন তোমার।

আমি সুরাপান হইতে বিরত হইব না; আপনার যাহা অভিরুচি হয় করুন।" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "তুমি যখন আমাদিগকে ত্যাগ করিলে, তখন আমরাও তোমাকে ত্যাগ করিলাম।

১৬। এ ধনভোগের তরে পাইব নিশ্চয় অন্য কোন পুত্র আমি, শোন্ পাপাশয়।
যা চলি, নিপতি যা, ইচ্ছা যেই স্থানে; কোথা যাস্ তাহা যেন নাহি শুনি কাণে।"

অনন্তর ব্রাহ্মণ সেই কুলাঙ্গারকে লইয়া বিনিশ্চয়শালায় গমন করিলেন এবং সেখানে তাহাকে ত্যজ্যপুত্র করিয়া দূর করিয়া দিলেন। কালক্রমে এই হতভাগ্য মাণবক নিতান্ত

নিঃস্ব ও দুর্দ্দশাপন্ন হইল; সে ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করিয়া খর্পরহস্তে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে লাগিল এবং পরিশেষে অবসন্নদেহে পথপার্শ্বস্থ একটা প্রাচীরের নিকটে প্রাণত্যাগ করিল।"

এই বৃত্তান্ত শুনাইয়া কালহস্তী রাজাকে বলিলেন, "আপনি যদি আমাদের কথামত না চলেন, তবে আপনাকেও আমরা রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিব।

১৭। শুন, নৃপ, সাবধানে মম উপদেশ; নচেৎ দুর্গতি তব ঘটিবে অশেষ।
রাজ্য হতে হবে তব চির নির্ব্বাসন, সুরাপায়ী মাণবের হইল যেমন।"

কালহস্তীর এই উদাহরণ শুনিয়াও রাজা নিজের অভ্যাসদোষ হইতে বিরত হইতে পারিলেন না; তিনি ইহার একটা প্রত্যুদাহরণ দিয়া বলিলেন,

১৮। আত্মভ্রদর্শীদের শ্রাবক সুজাত অপ্সরা লাভের তরে হইল প্রমত্ত।
নাহি খায় অন্ন, নাহি করে বারি পান; অপ্সরা পাইতে সদা উচাটন প্রাণ।
১৯। কুশাগ্র-সংলগ্ন অতি ক্ষুদ্র বারিকণা; সাগর-জলের সঙ্গে তার কি তুলনা?
যে কাম উপজে মানুষীর রূপে মনে, যে কাম উপজে দিব্যাঙ্গনা-দরশনে,—
প্রভেদ এ উভয়ের ঠিক সে প্রকার, অপ্সরার তুলনায় নারী অতি ছার। *
২০। আমিও খেয়েছি, কাল, মাংস রসোত্তম, তাহা বিনা দেহে প্রাণ না রহিবে মম।

সুগতের সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, এই আখ্যায়িকাও প্রায় সেইরূপ।

রাজার কথা শুনিয়া কালহস্তী ভাবিলেন, 'এই রাজা নিতান্ত রসনার দাস হইয়াছেন। আমি ইহার চৈতন্য সম্পাদন করিতেছি।' অনন্তর তিনি বলিলেন, "মহারাজ, স্বজাতির মাংস খাইয়া আকাশচর সুবর্ণহংসেরা [illegible] বিনষ্ট হইয়াছিল, আমি তাঁহাদের কথা বলিতেছি:—

* ১৮শ ও ১৯শ গাথায় যে পৌরাণিকী কথার উল্লেখ আছে, তাহার ব্যাখ্যার জন্য টীকাকার বলিয়াছেন:—সেই পঞ্চশত ঋষি (১১শ গাথার টীকায় যাঁহাদের কথা বলা হইয়াছে) মহাজম্বুপেশী ভোজন করিতে গিয়া ফিরিলেন না দেখিয়া সুজাত ভাবিলেন, 'তাঁহারা আসিতেছেন না কেন? তাঁহারা কোথায় গেলেন, জানিতে হইতেছে। তাঁহাদের নিকটে গিয়া ধর্ম্মকথা শুনিব।' অনন্তর তিনি উদ্যানে গেলেন এবং প্রধান ঋষির মুখে ধর্ম্মকথা শুনিতে লাগিলেন। ক্রমে সূর্য্য অস্ত গেল; ঋষি তাঁহাকে বিদায় দিলেন, কিন্তু তিনি স্থির করিলেন, 'আজ এখানেই থাকিব।' তিনি ঋষিদিগকে প্রণাম করিয়া একটা পর্ণশালার মধ্যে গিয়া শুইলেন। রাত্রিকালে দেবরাজ শক্র দেবসঙ্ঘ-পরিবৃত হইয়া এবং নিজের পরিচারিকাদিগকে সঙ্গে লইয়া ঋষিদিগকে উপাসনা করিতে আসিলেন। তখন সমস্ত উদ্যান উদ্ভাসিত হইল। ইহার কারণ জানিবার জন্য সুজাত শয্যা হইতে উঠিলেন এবং পর্ণশালার একটা ছিদ্র দিয়া, ঋষিদিগের উপাসনার্থ সমাগত দেবাপ্সরঃপরিবৃত শক্রকে দেখিতে পাইলেন! অপ্সরাদিগকে দেখিবামাত্র তাঁহার মনে কামোদয় হইল। শক্র উপবিষ্ট হইয়া ধর্ম্মকথা শুনিলেন এবং তাহার পর স্বস্থানে চলিয়া গেলেন। ভূস্বামী পরদিন ঋষিদিগকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "ভদন্তগণ, কাল রাত্রিকালে কে আপনাদিগকে পূজা করিবার জন্য আসিয়াছিলেন?" "ঋষিরা বলিলেন, 'ভদ্র, তিনি শক্র।' "তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া ছিল কাহারা?" 'দেবতা ও অপ্সরারা†।" ইহা শুনিয়া সুজাত ঋষিদিগকে আবার প্রণাম করিলেন এবং গৃহে ফিরিলেন। কিন্তু সেই সময় হইতেই "আমাকে 'অচ্ছরা' দাও, আমাকে 'অচ্ছরা' দাও" বলিয়া তিনি প্রলাপ করিতে লাগিলেন। জ্ঞাতিবন্ধুগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল; তাহারা ভাবিল, তিনি বুঝি ভূতাবিষ্ট হইয়াছেন। তাহারা তাঁহার মুখের কাছে তুড়ি দিতে লাগিল। তিনি বলিলেন, "আমি এ অচ্ছরার কথা বলি নাই, আমি দেবাচ্ছরা চাই।" তখন তাহারা ভূস্বামীর ভার্য্যাকে এবং গণিকাদিগকে নানা অলঙ্কারে সাজাইয়া তাঁহার সম্মুখে আনয়ন করিল; কিন্তু তিনি একে একে ইহাদিগকে দেখিয়া বলিলেন, 'এ অচ্ছরা নয়, যক্ষী; তোমরা আমাকে দেবাচ্ছরা দাও।" এইরূপ প্রলাপ করিতে করিতে শেষে অনাহারে তাঁহার জীবনান্ত হইল।

† পালি 'অচ্ছরা'। পালি ভাষায় 'অচ্ছরা' শব্দে 'অপ্সরা' ও 'তুড়ি' (ছোটিকা) উভয়ই বুঝায়।

২১। প্রকৃতিবিরুদ্ধ খাদ্য করিয়া ভক্ষণ মরিল খেচর ধৃতরাষ্ট্র হংসগণ। *
২২ তুমিও যদ্যপি কর অভক্ষ্য গ্রহণ, রাজ্য হ'তে হবে তব ধ্রুব নির্ব্বাসন।

ইহার উত্তরে রাজা আরও একটী উদাহরণ দিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু নগরবাসীরা দাঁড়াইয়া বলিল, "সেনাপতি মহাশয়, আপনি করিতেছেন কি? আপনি মনুষ্যখাদক চোরকে ধরিয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করিবেন, বলুন। সে যদি এই নিষ্ঠুর কাজ হইতে বিরত না হয়, তবে তাহাকে রাজ্য হইতে দূর করিয়া দিন্।" তাহারা রাজাকে আর কিছু বলিতে দিল না। রাজাও এত লোকের কথা শুনিয়া ভয় পাইলেন; তাঁহার মুখে আর কথা সরিল না। সেনাপতি তাঁহাকে আবারও জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, বিরত হইতে পারিবেন কি?" রাজা পূর্ব্ববৎ উত্তর দিলেন, "না।" তখন সেনাপতি রাজার অন্তঃপুরবাসীদিগকে এবং দারাপুত্র প্রভৃতিকে সর্ব্বালঙ্কারে বিভূষিত করিয়া তাঁহার পার্শ্বে স্থাপনপূর্ব্বক বলিলেন, "মহারাজ, আপনার এই জ্ঞাতিবন্ধুগণ, অমাত্যগণ, এই রাজশ্রী, এ সমস্ত অবলোকন করুন; নিজের সর্ব্বনাশ করিবেন না; মনুষ্যমাংস হইতে বিরত হউন।" রাজা বলিলেন, "আমার নিকট মনুষ্যমাংস অপেক্ষা প্রিয়তর আর কিছুই নাই।" "তবে, মহারাজ, আপনি এই নগর ও এই রাজ্য হইতে প্রস্থান করুন।" "কালহস্তী, আমার রাজ্যে কোন প্রয়োজন নাই, আমি চলিয়া যাইতেছি; আমাকে একখানি খড়্গ এবং পাচকটীকে দাও।" তখন সেনাপতি রাজাকে একখানি খড়্গ দিলেন এবং পাচকের স্কন্ধে মনুষ্যমাংসপাকের পাত্র ও মাংসের ঝুড়ি দিয়া তাঁহাকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিলেন।

রাজা পাচককে সঙ্গে লইয়া নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং বনে গিয়া একটা ন্যগ্রোধবৃক্ষের মূলে বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিলেন। তিনি সেখানে বাস করিতেন, বনপথের

* এই প্রসঙ্গে টীকাকার বলিয়াছেন:—পুরাকালে চিত্রকূট পর্ব্বতে সুবর্ণগুহায় নবতিসহস্র হংস বাস করিত। তাহারা বর্ষার চারি মাস বাহিরে যাইত না, কারণ তাহাদের ভয় ছিল বাহিরে গেলে বৃষ্টির জলে পক্ষ সিক্ত হইবে এবং তাহারা উড্ডয়নে অশক্ত হইয়া সমুদ্রে পড়িয়া যাইবে। এইজন্য তাহারা বর্ষার চারি মাস বাহিরে যাইত না, বর্ষা আসিবার প্রাক্কালে হ্রদ হইতে স্বয়ংজাত শালি আহরণ করিয়া গুহা পূর্ণ করিয়া রাখিত এবং উহা খাইয়া বর্ষা কাটাইত। তাহারা গুহায় প্রবেশ করিলে রথচক্রপ্রমাণ একটা ঊর্ণনাভ উহার দ্বারদেশে এক এক মাসে এক একটা জাল নির্ম্মাণ করিত; ঐ জালের এক একটা সূত্র গো-রজ্জুর ন্যায় স্থূল ছিল। ঐ জাল ছেদন করাইবার জন্য হংসগণ একটা তরুণ হংসকে আপনাদের দ্বিগুণ পরিমাণ খাদ্য দিত। বর্ষান্তে সে পুরোবর্ত্তী হইয়া জাল ছেদন করিত; অন্য হংসেরা সেই পথে গুহার বাহির হইত।

একবার পঞ্চমাসব্যাপী বর্ষাকাল হইয়াছিল। হংসদিগের খাদ্যের অভাব ঘটিল; তাহারা কর্ত্তব্যনির্ণয়ের জন্য মন্ত্রণা করিল এবং স্থির করিল, 'এখন প্রাণ বাঁচাইতে পারিলে শেষে অণ্ড পাইব।' এই সিদ্ধান্ত করিয়া তাহারা প্রথমে অণ্ডগুলি খাইল; তাহার পর ক্রমে শাবকগুলি এবং জরাজীর্ণ হংসগুলিও উদরসাৎ করিল। পাঁচ মাসের পর বর্ষা শেষ হইল. ঊর্ণনাভ পাঁচটা জাল বান্ধিয়া রাখিয়াছিল। হংসগণ স্বজাতির মাংস খাইয়া ক্ষীণবল হইয়াছিল। যে তরুণ হংসটা অন্যের দ্বিগুণ খাদ্য পাইত, সে চঞ্চুর আঘাতে চারিটা জাল ছেদন করিল, কিন্তু পঞ্চম জালটা ভেদ করিতে পারিল না। সে উহাতেই সংলগ্ন হইয়া থাকিল; ঊর্ণনাভ তাহার মাথাটা কাটিয়া রক্ত পান করিল। ইহার পর অন্য হংসেরাও একে একে অগ্রসর হইয়া জালে আঘাত করিতে লাগিল; কিন্তু তাহারাও উহাতে সংলগ্ন হইয়া রহিল। এইরূপে ঊর্ণনাভটা সমস্ত হংসের রক্ত পান করিল। লোকে বলে, এইরূপেই ধৃতরাষ্ট্র হংসদিগের † বিলোপ ঘটিয়াছিল।

† পালি সাহিত্যে ছয় প্রকার হংসের নাম দেখা যায়। ধৃতরাষ্ট্রগণ তাহাদের অন্যতম। মহাহংস-জাতকের (৫৩৪) ২২২ম পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য।

পার্শ্বে থাকিয়া মানুষ মারিতেন, তাহাদের মাংস আনিয়া পাচককে দিতেন, পাচক উহা পাক করিয়া দিত। এইরূপে তাঁহারা দুই জনে জীবিকানির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। রাজা যখন "আমি সেই নরমাংসভুক্ দস্যু" বলিয়া বাহির হইতেন, তখন কেহই প্রকৃতিস্থ থাকিতে পারিত না; সকলে ভয়ে ভূতলশায়ী হইত; তিনি তাহাদের যাহাকে ভাল মনে করিতেন, তাহাকে কখনও ঊর্দ্ধপাদে, কখনও অধঃপাদে তুলিয়া পাচকের হস্তে সমর্পণ করিতেন।

এক দিন রাজা বনে কোন মানুষ না পাইয়া বৃক্ষমূলে ফিরিয়া গেলেন। পাচক জিজ্ঞাসা করিল, "উপায় কি, মহারাজ?" রাজা বলিলেন, 'উনানে হাড়ি চড়াও।" "মাংস কোথায়, মহারাজ?" "আমি মাংস পাইবার ব্যবস্থা করিতেছি।" পাচক বুঝিল, এত দিনে তাহার প্রাণান্ত ঘটিল। সে কাঁপিতে কাঁপিতে উনানে আগুন জ্বালিল ও হাঁড়ি চড়াইল। নরমাংসভুক্ রাজা অসির আঘাতে তাহাকে বধ করিলেন এবং তাহার মাংস পাক করিয়া খাইলেন। তখন হইতে তিনি একাকী বাস করিতে লাগিলেন এবং নিজেই পাক করিয়া খাইতে লাগিলেন।

এদিকে সমস্ত জম্বুদ্বীপে প্রচার হইল যে, এক নরমাংসাশী পথিকদিগের প্রাণবধ করে। ঐ সময়ে এক বিভবশালী ব্রাহ্মণ পঞ্চশত শকটসহ বাণিজ্য করিয়া পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমাভিমুখে যাইতেছিলেন। তিনি ভাবিলেন, 'নরমাংসভুক্ দস্যু না কি পথে পাইলে মানুষ মারে; আমি ধন দিয়া বন উত্তীর্ণ হইব।' তিনি বনমুখবাসী লোকদিগকে সহস্র মুদ্রা দিয়া বলিলেন, "তোমরা আমাকে বনপার করিয়া দাও।" অনন্তর তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া তিনি বনপথে প্রবেশ করিলেন; শকটগুলি আগে আগে চলিল; তিনি স্নাত ও গন্ধানুলিপ্ত হইয়া ও সর্ব্বালঙ্কার পরিধান করিয়া শ্বেতগোবাহিত সুখযানে আসীন হইলেন এবং সেই সকল অটবীরক্ষক দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া সর্ব্বপশ্চাতে চলিলেন। নৃমাংসাদ রাজা একটা বৃক্ষে আরোহণ করিয়া লোক আসিতেছে কি না, দেখিতেছিলেন; তিনি অপর সমস্ত লোকের মধ্যে কাহাকেও ভক্ষণের যোগ্য বলিয়া মনে করিলেন না, কিন্তু ঐ ব্রাহ্মণকে দেখিবামাত্র তাঁহাকে খাইবার জন্য তাঁহার মুখ লালায়িত হইল; ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকটে আসিলে, "অরে, আমি সেই নরমাংসখাদক দস্যু" বলিয়া তিনি নিজের নাম শুনাইলেন এবং খড়্গ ঘুরাইতে ঘুরাইতে সকলের চক্ষুতে বালুকা নিক্ষেপ করিতে করিতে ব্রাহ্মণের অনুচরদিগের উপরে গিয়া পড়িলেন। কাহারও তাঁহাকে বাধা দিবার শক্তি রহিল না; সকলে বুকে ভর দিয়া মাটিতে শুইয়া পড়িল। নৃমাংসাদ তখন সুখযানাসীন সেই ব্রাহ্মণকে পা ধরিয়া নিজের পিঠে তুলিয়া লইলেন; হতভাগ্যের মাথাটা নিম্নাভিমুখে ঝুলিয়া পড়িল এবং নৃমাংসাদের গুল্‌ফের সহিত ঠক্ ঠক্ করিয়া ঠেকিতে লাগিল। এই অবস্থায় নৃমাংসাদ ব্রাহ্মণকে তুলিয়া লইয়া গেল। রক্ষকেরা উঠিয়া বলিল, "ভাই সকল, চুপ করিয়া থাকিলে চলিবে না; আমরা ব্রাহ্মণের হাতে হাজার টাকা পাইয়াছি; ধিক্ আমাদের পুরুষকারে! শক্তিমান্ হও, শক্তিহীন হও, এস, সকলে কিছুদূর দস্যুটাকে তাড়া করি।" তাহারা কিয়দ্দূর তাড়া করিল; তাহার পর নৃমাংসাদ মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন, কেহই অনুধাবন করিতেছে না। তখন তিনি ধীরে ধীরে চলিলেন। এদিকে একটা সাহসী লোক মহাবেগে ছুটিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া নৃমাংসাদ একটা বেড়া ডিঙ্গাইবার জন্য লাফ দিলেন এবং খদিরকাষ্ঠের একটা গোঁজার উপর গিয়া পড়িলেন। ইহাতে তাঁহার একখানি পা এফোঁড়

ওফোঁড় হইল। পায়ের উপরের পিঠ দিয়া গোঁজাটার আগা বাহির হইল। তিনি খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে চলিলেন, ক্ষতস্থান হইতে রক্তস্রাব হইতে লাগিল। তখন সেই লোকটা বলিল, "আমি নিশ্চয় ইহাকে জখম করিয়াছি; তোমরা পিছনে পিছনে এস; দস্যুটাকে এখনই ধরিব।" অন্য সকলেও বুঝিল, নৃমাংসাদ দুর্ব্বল হইয়াছেন; তাহারা তাঁহাকে আবার তাড়া করিল। ইহা দেখিয়া তিনি ব্রাহ্মণকে ছাড়িয়া দিয়া আত্মরক্ষা করিলেন। ব্রাহ্মণকে পাইয়া রক্ষকেরা ভাবিল, দস্যু ধরিলে আর কি লাভ হইবে? তাহারা প্রতিনিবৃত্ত হইল; নৃমাংসাদও ন্যগ্রোধমূলে গিয়া প্ররোহান্তরে প্রবেশপূর্ব্বক শয়ন করিলেন এবং বৃক্ষদেবতার নিকট কামনা করিলেন, "আর্য্যে বৃক্ষদেবতে, যদি এক সপ্তাহের মধ্যে আমার এই ক্ষত নীরোগ হয়, তবে সমস্ত জম্বুদ্বীপের এক শত এক জন ক্ষত্রিয় রাজার গলরক্তে তোমার কাণ্ড প্রক্ষালন করিব, তাহাদের অন্ত্রদ্বারা চতুর্দ্দিকে তোমার শাখাপল্লব সাজাইব এবং মধুর মাংস দ্বারা তোমাকে পূজা দিব।"

অন্নপানাভাবে নৃমাংসাদের শরীর শীর্ণ হইল; কিন্তু সপ্তাহের মধ্যেই তাঁহার ঘা শুকাইয়া গেল। তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন, দেবতার অনুগ্রহেই নীরোগ হইয়াছেন। কয়েকদিন মনুষ্য মাংস খাইয়া যখন তিনি সবল হইলেন, তখন তিনি ভাবিলেন, "এই দেবতা আমার বড় উপকার করিয়াছেন; অতএব মানত শোধ করিতে হইবে।" তিনি রাজাদিগকে ধরিবার উদ্দেশ্যে খড়্গ হস্তে লইয়া সেই বৃক্ষমূল হইতে যাত্রা করিলেন।

কোন অতীত জন্মে এই রাজা যখন যক্ষ ছিলেন, তখন আর এক যক্ষ বন্ধুভাবে অনুচর্য্যা করিয়া ইহার সহিত একসঙ্গে মনুষ্যমাংস খাইত। সে রাজাকে দেখিয়া চিনিল যে, তিনি পূর্ব্বজন্মে তাহার বন্ধু ছিলেন। সে বলিল, "ভাই, তুমি আমাকে চিনিতে পারিয়াছ কি?" রাজা বলিলেন, 'না।" ইহা শুনিয়া যক্ষ তাঁহাকে পূর্ব্বজন্মের বৃত্তান্ত বলিল। রাজা তখন তাহাকে চিনিতে পারিয়া সুহৃৎসম্ভাষণ করিলেন। যক্ষ জিজ্ঞাসিল, "এখন কোথায় জন্মিয়াছ?" রাজা তাহাকে নিজের জন্মস্থান বলিলেন, কিরূপে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন, এখন কোথায় বাস করিতেছেন, কিরূপে পায়ে গোঁজা ফোঁটায় আহত হইয়াছিলেন, এ সমস্তও জানাইলেন এবং বলিলেন, "বৃক্ষদেবতার নিকট যে মানত করিয়াছিলাম, তাহা শোধ করিবার জন্য বাহির হইয়াছি। এই সঙ্কল্পসিদ্ধির জন্য তোমারও আমাকে সাহায্য করা কর্ত্তব্য; চল ভাই, দুজনে একসঙ্গে যাই।" যক্ষ বলিল, "আমি যাইতাম, কিন্তু আমার অন্য একটা কাজ আছে। আমি অনর্ঘপদলক্ষণ-নামক * একটী মন্ত্র জানি; তাহার প্রভাবে দেহে বল হয়, দ্রুতগমনের ক্ষমতা জন্মে এবং হৃদয়ে সাহস বাড়ে। তুমি সেই মন্ত্র গ্রহণ কর।" "বেশ বলিয়াছ" বলিয়া রাজা ঐ মন্ত্র গ্রহণ করিলেন; যক্ষ তাঁহাকে মন্ত্র দান করিয়া চলিয়া গেল। মন্ত্র শিখিয়া নৃমাংসাদ বায়ুর ন্যায় বেগবান্ এবং অতি সাহসী হইলেন; কোন রাজা উদ্যানাদিতে গমন করিতেছেন দেখিলেই তিনি নিজের নাম উচ্চারণপূর্ব্বক বায়ুবেগে তাঁহার উপরে গিয়া পড়িতেন, উল্লম্ফন ও চীৎকার করিয়া তাঁহাকে সন্ত্রস্ত করিতেন; তাঁহাকে পাদুখানি ধরিয়া অধঃশির করিতেন। এইভাবে বহন করিবার কালে তিনি নিজের পার্ষ্ণি দ্বারা তাঁহার মস্তকে আঘাত করিতেন, বায়ুবেগে ছুটিতেন এবং বন্দীর করতলে ছিদ্র করিয়া রজ্জুদ্বারা তাঁহাকে সেই ন্যগ্রোধ বৃক্ষে

* যে মন্ত্রের পদগুলি মহামূল্য অর্থাৎ মহাপ্রভাবসম্পন্ন।

এমনভাবে ঝুলাইয়া রাখিতেন যে তাঁহার পাদাঙ্গুলির অগ্রভাগমাত্র ভূমি স্পর্শ করিত। বন্দী এইভাবে প্রলম্বিত হইয়া শুষ্ক পুষ্পমাল্য-করণ্ডের ন্যায় আবর্ত্তন করিতেন। এবম্প্রকারে এক সপ্তাহের মধ্যেই নৃমাংসাদ এক শত রাজাকে বন্দী করিলেন। সুতসোম তাঁহার পৃষ্ঠাচার্য্য ছিলেন; বিশেষতঃ তাঁহাকে বধ করিলে জম্বুদ্বীপ রাজশূন্য হইবে, ইহা ভাবিয়া তিনি তাঁহাকে আনিলেন না। অতঃপর তিনি বলিদান-কর্ম্ম সম্পন্ন করিবার জন্য আগুন জ্বালিলেন এবং বসিয়া বসিয়া কাঠের শূল কাটিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া বৃক্ষদেবতা ভাবিলেন, 'এ ব্যক্তি না কি আমাকে পূজা দিবে; কিন্তু আমি ত ইহার কত ভাল করি নাই। অথচ এ একটা মহাবিনাশের আয়োজন করিয়াছে। কিন্তু আমি ত ইহাকে নিরস্ত করিতে পারিব না।' ইহা চিন্তা করিয়া তিনি চতুর্ম্মহারাজের (লোকপালের) নিকটে গিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন এবং অনুরোধ করিলেন, "আপনারা ইহাকে নিষেধ করুন।" তাঁহারা উত্তর দিলেন, "আমাদের সাধ্য নাই।" তখন বৃক্ষদেবতা শক্রের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ঐ ব্যাপার জানাইলেন এবং বলিলেন, "আপনি নিবারণ করুন। শক্র উত্তর দিলেন, "আমার সাধ্য নাই, কিন্তু যাঁহার সাধ্য আছে, এমন এক জনের নাম করিতেছি।" "কে তিনি?" "দেবলোকে ও নরলোকে অন্য কেহই নাই, যে এই ব্যক্তিকে নিরস্ত করিতে পারে; কেবল কুরুরাজ্যে ইন্দ্রপ্রস্থ নগরে কৌরবরাজপুত্র সুতসোমই ইহাকে সম্পূর্ণরূপে দমন করিবেন, বন্দী রাজাদিগের প্রাণরক্ষা করিবেন, ইহার নরমাংসভক্ষণরূপ রোগ দূর করিবেন এবং সমস্ত জম্বুদ্বীপে অমৃত সেচন করিবেন। তুমি যদি রাজাদিগের প্রাণরক্ষা করিতে ইচ্ছা কর, তবে [illegible] সুতসোমকে আনিয়া তাহার পর বলিদান কর্ম্ম সম্পন্ন করুক।" বৃক্ষদেবতা 'যে আজ্ঞা' বলিয়া সত্বর ফিরিয়া গেলেন এবং প্রব্রাজকের বেশ গ্রহণ করিয়া নৃমাংসাদের অদূরে অবস্থিত হইলেন। তাঁহার পায়ের শব্দ শুনিয়া নৃমাংসাদ ভাবিলেন, রাজাদের মধ্যে কেহ পলায়ন করিল না কি?' তিনি সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ছদ্মবেশী বৃক্ষদেবতাকে দেখিতে পাইলেন এবং ভাবিলেন, প্রব্রাজকেরা সচরাচর ক্ষত্রিয়জাতীয়। ইহাকে ধরিয়া এক শত এক সংখ্যা পূরণ করিয়া বলিকর্ম্ম নির্ব্বাহ করা যাউক।' তিনি উঠিয়া অসিহস্তে বৃক্ষদেবতার অনুধাবন করিলেন; কিন্তু তিন যোজন অনুধাবন করিয়াও তিনি বৃক্ষদেবতাকে ধরিতে পারিলেন না। তাঁহার গা দিয়া ঘাম ছুটিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, 'পূর্ব্বে হস্তী, অশ্ব বা রথ ছুটিয়া গেলেও আমি অনুধাবন করিয়া ধরিতাম, কিন্তু আজ এই প্রব্রাজক স্বাভাবিক গতিতে চলিলেও ইহাকে শরীরের সমস্ত বলপ্রয়োগপূর্ব্বক অনুধাবন করিয়াও ধরিতে পারিলাম না! ইহার কারণ কি?' ইহার পর তিনি আবার চিন্তা করিলেন, 'প্রব্রাজকেরা না কি আজ্ঞাবহ। আমি যদি ইহাকে 'তিষ্ঠ' বলি এবং এ যদি থামে, তবে আমি ইহাকে থামিলেই ধরিতে পারিব।' ইহা স্থির করিয়া তিনি বলিলেন, 'তিষ্ঠ, শ্রমণ।" প্রব্রাজক বলিলেন, "আমি ত থামিয়াছি, তুমিও থামিবার চেষ্টা কর।" নরমাংসাদ বলিলেন, "প্রব্রাজকেরা না কি প্রাণরক্ষার জন্যও মিথ্যা কথা বলে না; অথচ তুমি মিথ্যা বলিতেছ।

১৩। আমি বলি 'তিষ্ঠ', তুমি আগে আগে যাও চলি,
না থামিয়া 'থামিয়াছি' কেন এই মিথ্যা বলি?

গ্রহণের উপযুক্ত নহ তব শরে*,
ভেবেছ কি আমি এই তুচ্ছ কঙ্কপত্র সম* ?

ইহার উত্তরে বৃক্ষদেবতা দুইটী গাথা বলিলেন :—

২৭। সদ্ধর্ম্মেতে প্রতিষ্ঠিত আছি অনুক্ষণ, নাম গোত্র পরিবর্ত্ত করি না কখন,
চোর যারা, তাহারাই প্রতিষ্ঠা-বিহীন, অচিরে নরকে যাও আয়ু হ'লে ক্ষীণ।†
২৮। থাকে যদি শক্তি, নৃপ, সুতসোমে ধর, বধি তাঁরে, স্বর্গহেতু যজ্ঞ সাঙ্গ কর। ‡

ইহা বলিয়া দেবতা নিজের প্রব্রাজকবেশ অন্তর্দ্ধাপন করাইলেন এবং নিজবেশে দ্বিতীয় প্রভাকরের ন্যায় আকাশে অবস্থিত হইলেন। তাঁহার কথা শুনিয়া ও রূপ দেখিয়া নৃমাংসাদ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি কে?" দেবতা উত্তর দিলেন, "আমি এই বৃক্ষেই দেবরূপে জন্মান্তর গ্রহণ করিয়াছি।" 'আজ আমার ইষ্টদেবতার দর্শন পাইলাম' ভাবিয়া নৃমাংসাদ আহ্লাদিত হইলেন; তিনি বলিলেন, 'প্রভু দেবরাজ, আপনি সুতসোমের জন্য কোন চিন্তা করিবেন না; আপনি স্বীয় বৃক্ষে প্রবেশ করুন।' দেবতা তাঁহার চক্ষুর সম্মুখেই বৃক্ষে প্রবেশ করিলেন। ঐ সময়ে সূর্য্য অস্তমিত এবং চন্দ্র উদিত হইল; নৃমাংসাদ বেদ-বেদাঙ্গপারগ ছিলেন, তিনি নক্ষত্রগণের গতিবিধি জানিতেন। তিনি নভোমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, পরদিন চন্দ্র পুষ্যা নক্ষত্রে থাকিবে; কাজেই সুতসোম স্নানার্থ উদ্যানে গমন করিবেন। তিনি স্থির করিলেন, 'সেখানেই সুতসোমকে ধরিতে হইবে। তাঁহার বহু শরীররক্ষক থাকিবে; চতুর্দ্দিকে তিন যোজন পর্য্যন্ত জম্বুদ্বীপবাসী সমস্ত লোকে তাঁহাকে রক্ষা করিবে। অতএব ইহারা সমবেত হইবার পূর্ব্বেই প্রথম যামে মৃগাচির উদ্যানে গিয়া মঙ্গলপুষ্করিণীতে অবতরণ করিয়া রহিব।

এই সঙ্কল্প করিয়া নৃমাংসাদ গিয়া সেই মঙ্গলপুষ্করিণীর মধ্যে অবতরণ করিলেন; এবং পদ্মপত্রদ্বারা নিজের মস্তক আচ্ছাদিত করিয়া সেখানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তাঁহার দেহের তেজে পুষ্করিণীর মৎস্যকচ্ছপ প্রভৃতি হটিয়া গিয়া তটের ধারে দলে দলে বিচরণ করিতে লাগিল। যদি বল 'তাহার এত তেজ হইল কি কারণে?" ইহা তাঁহার পূর্ব্বজন্মানুষ্ঠিত সৎকর্ম্মের ফল। তিনি কাশ্যপ দশবলের সময়ে শলাকা-বিতরণ করিয়া ভিক্ষুদিগের পানার্থ দুগ্ধদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; এই পুণ্যের জন্য মহাবল হইয়াছিলেন। তিনি অগ্নিশালা নির্ম্মাণ করিয়া ভিক্ষুদিগের শীতনিবারণার্থ অগ্নি, কাষ্ঠ এবং কাঠ চিরিবার জন্য বাসীপরশু দিয়াছিলেন; এইজন্য এত তেজস্বী হইয়াছিলেন।

নৃমাংসাদ এইভাবে উদ্যানে গিয়া থাকিলেন; এদিকে অতি প্রত্যূষে তিন যোজন পর্য্যন্ত রক্ষিগণ প্রতিষ্ঠিত হইল; রাজা সুতসোম প্রাতঃকালেই প্রাতরাশ গ্রহণ করিলেন

* কঙ্ক = ক্রৌঞ্চ বা বক। বকের পালক দিয়া শরপুচ্ছ গঠিত হইত বলিয়া শরের একটী নাম কঙ্কপত্র। এখানে, বোধ হয়, কঙ্কপত্রে শর বুঝাইতেছে না, কঙ্কের অর্থাৎ বকের পালকই বুঝাইতেছে।

† এই গাথায় বৃক্ষদেবতা প্রকারান্তরে রাজাকে বলিতেছেন, "তোমার নাম পূর্ব্বে ছিল ব্রহ্মদত্ত, এখন হইয়াছে কল্মাষপাদ, তোমার জন্ম ছিল ক্ষত্রিয়কুলে, এখন হইয়াছ তুমি নরমাংসাশী রাক্ষস। তুমি চোর, তুমি দুরাচার, এইজন্যই তোমাকে নামগোত্র পরিবর্ত্ত করিতে হইয়াছে। অচিরে তোমাকে নরকেও যাইতে হইবে।

‡ এই গাথায় প্রকারান্তরে বলা হইল, "মিথ্যাবাদী আমি নই, মিথ্যাবাদী তুমি; কারণ তুমি এক শত এক জন রাজা মারিয়া পূজা দিবে বলিয়াছিলে, কিন্তু এখন এক শত রাজা মারিয়া অঙ্গীকারমুক্ত হইতে চাহিতেছ।

এবং অলঙ্কৃত গজস্কন্ধে আরূঢ় হইয়া চতুরঙ্গিণী সেনাসহ নগর হইতে যাত্রা করিলেন। ঐ সময়ে তক্ষশিলা হইতে নন্দনামক এক ব্রাহ্মণ চারিটী শতার্হ গাথা লইয়া দ্বিসহস্র যোজন পথ অতিক্রমপূর্ব্বক ইন্দ্রপ্রস্থে আগমন করিয়াছিলেন এবং নগরদ্বার-সন্নিহিত এক গ্রামে অবস্থিতি করিতেছিলেন। সূর্য্য উদিত হইলে তিনি নগরে প্রবেশ করিতে গিয়া দেখিলেন, সুতসোম পূর্ব্বদ্বার দিয়া বাহির হইতেছেন। তিনি হস্ত উত্তোলন করিয়া বলিলেন "মহারাজের জয় হউক।" রাজা ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে করিতে যাইতেছিলেন। তিনি উন্নতপ্রদেশে দণ্ডায়মান ব্রাহ্মণের প্রসারিত হস্ত দেখিতে পাইয়া হস্তীকে তাঁহার নিকটে লইয়া গেলেন এবং জিজ্ঞাসিলেন,

২৬। "কোন্ দেশে জন্ম তব? কি কারণে হেথা আগমন?
যা' চাহিবে দিব আজ, কি চাও তা' বল, হে ব্রাহ্মণ।"

ইহার উত্তরে ব্রাহ্মণ বলিলেন,

২৭। "মহাসাগরের মত সুগভীর অর্থযুত
এনেছি চারিটী গাথা শুনাতে তোমায়:
তিষ্ঠ হেথা ক্ষণকাল, শুন, ওহে মহীপাল,
পরমার্থযুক্ত সেই গাথা-চতুষ্টয়।

মহারাজ, এই গাথা চারিটী দশবল কাশ্যপের উপদেশ। ইহাদের এক একটীর মূল্য এক শত মুদ্রা। শুনিয়াছি, আপনি নাকি 'সুতবিত্ত' *; এইজন্য আপনাকে এই গাথাগুলি শিখাইতে আসিয়াছি।" ব্রাহ্মণের কথায় রাজা সন্তুষ্ট হইলেন; তিনি বলিলেন, "আচার্য্য, আপনি অতি উত্তম কাজ করিয়াছেন; আমি কিন্তু এখন ফিরিতে পারিতেছি না; অদ্য পুষ্যাযোগে অবগাহন-স্নানের দিন। স্নানান্তে ফিরিয়া আপনার গাথা শুনিব। আপনি সেজন্য উৎকণ্ঠিত হইবেন না।" অনন্তর তিনি অমাত্যদিগকে আজ্ঞা দিলেন, "যাও, অমুক গৃহে ব্রাহ্মণের জন্য শয্যা রচনা কর এবং তাঁহার আহারাদির ব্যবস্থা কর।"

অনন্তর সুতসোম সেই উদ্যানে প্রবেশ করিলেন। উহা চতুর্দ্দিকে অষ্টাদশ হস্ত উচ্চ প্রাকারে পরিবেষ্টিত ছিল। শত শত হস্তী পরস্পরের গাত্রসংলগ্ন হইয়া উহা বেষ্টন করিয়াছিল; হস্তীদিগের পর অশ্ব, অশ্বের পর রথ, রথের পর ধানুষ্ক প্রভৃতি পদাতিকগণ কাতারে কাতারে পাহারা দিতেছিল। ফলতঃ উদ্যানের চতুর্দ্দিকে বিন্যস্ত রাজকীয় সেনা তখন সংক্ষুব্ধ মহাসাগরের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। রাজা গুরুভার আভরণসমূহ উন্মোচন করিলেন, ক্ষৌরকর্ম্ম করাইলেন, শরীর উদ্বর্ত্তন করাইলেন, রাজোচিত সমারোহের সহিত স্নান করিলেন, এবং স্নানবস্ত্রসহ উপরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ভৃত্যগণ তাঁহার ব্যবহারার্থ গন্ধমালা ও আভরণ লইয়া আসিল। ইহা দেখিয়া নৃমাংসাদ ভাবিলেন, 'রাজা আভরণ পরিধান করিলে গুরুভার হইবেন; এখন ইঁহার দেহ লঘু আছে; এখনই ইঁহাকে ধরা কর্ত্তব্য।' ইহা স্থির করিয়া তিনি গর্জ্জন ও লম্ফন করিতে করিতে বিদ্যুদ্বেগে মস্তকের উপর খড়্গ ঘুরাইতে ঘুরাইতে, 'অরে, আমি সেই নৃমাংসাদ দস্যু' এই বলিয়া নিজের নাম

* এখানে পালিতে 'সুত' শব্দটীতে শ্লেষ আছে; সুতবিত্ত ও শ্রুতবিত্ত উভয় শব্দই পালিভাষায় একরূপ। সুতবিত্ত বা সুতসোম=যিনি সোমরস আহুতি দেন। শ্রুতবিত্ত=যিনি শ্রুতি অর্থাৎ বেদ আয়ত্ত করিয়াছেন কিংবা যিনি বিদ্যাধনে ধনী।

ঘোষণা করিলেন এবং অঙ্গুলিদ্বারা ললাটস্পর্শ করিয়া * জল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তাঁহার ঘোরনিনাদ শুনিয়া হস্তিসাদীরা হস্তিসহ, অশ্বসাদীরা অশ্বসহ রথীরা রথসহ ভূতলে নিপতিত হইল; সৈনিকেরা হাতের অস্ত্রশস্ত্র ফেলিয়া বুকে ভর দিয়া শুইয়া পড়িল; নৃমাংসাদ সুতসোমকে ধরিয়া তুলিলেন। তিনি অন্য রাজাদিগকে পাদুখানি ধরিয়া অধঃশির করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন এবং যাইবার কালে নিজের পার্ষ্ণিদ্বারা তাঁহাদের মস্তকে আঘাত করিয়াছিলেন; কিন্তু বোধিসত্ত্বকে তুলিবার কালে নিজের দেহ অবনত করিলেন, এবং তাঁহাকে নিজের স্কন্ধোপরি স্থাপন করিলেন। উদ্যানের দ্বার দিয়া বাহির হইতে হইলে অনেক পথ ঘুরিতে হইবে ভাবিয়া তিনি পুরোবর্ত্তী সেই অষ্টাদশ হস্ত উচ্চ প্রাকারই উল্লঙ্ঘন করিলেন। সম্মুখে যে সকল মত্তহস্তী ছিল, তিনি তাহাদের কুম্ভ মর্দ্দন করিয়া চলিলেন; সে-গুলা শৈলকূটের ন্যায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইল। অতঃপর তিনি সেই বায়ুবেগ উৎকৃষ্ট অশ্বগুলির পৃষ্ঠের উপর দিয়া চলিলেন; তাঁহার পদাঘাতে তাহারা ভূতলে পড়িয়া গেল। তিনি রথের অগ্রভাগে পদাঘাত করিলে তাহা ঘুরিতে লাগিল, বোধ হইতে লাগিল যেন কেহ লাট্টু ঘুরাইতেছে কিংবা নাগকেশরের নীলপত্র † বা বটপত্র মর্দ্দন করিতেছে। এক ছুটে এইরূপে চলিয়া তিন যোজন অতিক্রমপূর্ব্বক, সুতসোমের উদ্ধারার্থ কেহ অনুধাবন করিতেছে কি না দেখিবার জন্য তিনি মুখ ফিরাইলেন; কিন্তু কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া তখন ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলেন। সুতসোমের কেশ হইতে জলবিন্দু ক্ষরিত হইয়া তাঁহার গাত্রে পতিত হইতেছিল। তিনি ভাবিলেন, 'মরণকে ভয় করে না, এমন কেহই নাই। বোধ হয়, সুতসোমও মরণের ভয়ে ক্রন্দন করিতেছেন।' এই অনুমান করিয়া তিনি বলিলেন,

২৮। প্রজ্ঞাবান্, বহুশ্রুত; বহু বিষয়ের চিন্তা করেন যাঁহারা,
বিপদের কালে কি হে ক্রন্দন করিয়া তাঁরা হন আত্মহারা?
সিন্ধুবক্ষে দ্বীপ যথা ভগ্নপোত নাবিকের আশ্রয়ের স্থান,
তেমতি পণ্ডিতগণ করেন শোকার্ত্ত নরে সান্ত্বনা প্রদান।

২৯। আত্মহেতু, কিংবা তুমি দারাসুতজ্ঞাতিগণে করিয়া স্মরণ,
কিংবা ধনধান্য তরে — কেন, কুরুরাজ, তুমি করিছ ক্রন্দন?

সুতসোম বলিলেন,

৩০। কান্দি না নিজের তরে কিংবা দারাসুতহেতু,
ধনরাজ্যনাশভয়ে করি না ক্রন্দন;
সাধুজন-প্রদর্শিত সুচরিত মার্গে আমি
অনুক্ষণ সাবধানে করি বিচরণ।
স্নানান্তে ফিরিয়া ঘরে শুনিব তাঁহার গাথা,
ব্রাহ্মণের কাছে এই ছিল অঙ্গীকার;
হ'ল সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ পড়িয়া তোমার হাতে,
এই দুঃখে দুনয়নে ঝরে অশ্রুধার।

* ইংরাজী অনুবাদক বলেন, ইহা পৃষ্ঠাচার্য্যস্থানীয় বোধিসত্ত্বের প্রতি সম্মানপ্রদর্শনার্থ।

† মূলে 'নীলফলকানি' আছে। 'ফলক' শব্দের অর্থ এখানে নাগকেশর বৃক্ষের পত্র। আমি এই অর্থ গ্রহণ করিলাম।

৩১। ছিনু রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত ; বলিনু ব্রাহ্মণে আমি,
'স্নানান্তে শুনিব তব গাথা-চতুষ্টয়' ;
ছাড় মোরে, গিয়া সেথা, সত্যরক্ষা করি পুনঃ
আসিব তোমার ঠাঁই, বলিনু নিশ্চয়।

ইহা শুনিয়া নৃমাংসাদ বলিলেন,

৩২। মৃত্যুমুখ হ'তে মুক্তি লভি সুখী যেই জন,
শত্রুহস্তগত হবে সে আসি আবার,
বিশ্বাস এ স্তোকবাক্যে হয় বল কার?
তুমিও, কৌরবশ্রেষ্ঠ, মুক্তি যদি একবার
কর লাভ বজ্রমুষ্টি হইতে আমার,
নিশ্চয় এ দিকে তুমি ফিরিবে না আর।

৩৩। নরমাংস-খাদকের গ্রাস হ'তে মুক্তি লভি
নিজ গৃহে, ভূপ, তুমি যাইবে যখন,
প্রিয় প্রাণ পেয়ে পুনঃ কামভোগে হবে রত ;
ফিরিবে আমার পাশে বল কি কারণ?

ইহা শুনিয়া মহাসত্ত্ব সিংহের ন্যায় নির্ভয়ে বলিলেন,

৩৪। চরিত্রের বিশুদ্ধতা- রক্ষাহেতু গেলে প্রাণ নাই তা'তে দুখ ;
সাধুজন-বিগর্হিত পাপকর্ম্মে হয়ে রত বাঁচিয়া কি সুখ?
আত্মরক্ষা তরে যদি মোহবশে বলে কেহ অলীক বচন,
নরক হইতে তা'রে সে মিথ্যা না কভু পারে করিতে রক্ষণ।

৩৫। বায়ুবেগে হয় যদি উৎপাটিত গিরিবর,
ভূতলে পড়িবে খসি যদি চন্দ্র-দিবাকর,
উজান বহিয়া ধায় যদি কভু স্রোতস্বিনী,
এ মুখে তথাপি আমি বলিব না মিথ্যাবাণী *।

বোধিসত্ত্বের এ কথাতেও যখন নৃমাংসাদের বিশ্বাস জন্মিল না, তখন তিনি ভাবিলেন, 'এ আমাকে বিশ্বাস করিতেছে না ; অতএব শপথ করিয়া ইহার বিশ্বাস উৎপাদন করিব।' তিনি বলিলেন, "সৌম্য নৃমাংসাদ, তুমি আমাকে স্কন্ধ হইতে নামাইয়া দাও ; আমি শপথ করিয়া তোমার বিশ্বাস জন্মাইতেছি।" তখন নৃমাংসাদ তাঁহাকে স্কন্ধ হইতে নামাইয়া ভূতলে রাখিলেন ; তিনি এই বলিয়া শপথ করিলেন,

৩৬। অসি, শক্তি ক্ষত্রিয়ের কত প্রিয় জান তুমি ;
তাই ছুঁয়ে তব ঠাঁই শপথ করিনু আমি :—
ছাড়ি যদি দাও মোরে, গিয়া সত্য রক্ষা করি
বিপ্রের আনৃণ্য লভি আসিব এখানে ফিরি।

নরখাদক ভাবিলেন, 'সুতসোম ক্ষত্রিয়ের অকর্ত্তব্য শপথ করিলেন ; ইঁহাকে দিয়া আমি কি করিব? আমিও ক্ষত্রিয় ; আমি নিজের বাহুর রক্ত দিয়াই দেবতার পূজা করিব। ইনি দেখিতেছি অত্যন্ত আর্ত্ত হইয়াছেন।' ইহা চিন্তা করিয়া তিনি বলিলেন,

৩৭। রাজৈশ্বর্য্য সব ছিল যখন তোমার, ব্রাহ্মণের সকাশে করিলে অঙ্গীকার।
যাও, তাহা পাল গিয়া ; সত্য রক্ষা করি নিশ্চয় আমার পাশে এস যেন ফিরি।

* এই গাথাটী চাম্পেয়জাতকের (৫০৬) ষোড়শ গাথা।

মহাসত্ত্ব বলিলেন, "তুমি কোন চিন্তা করিও না, ভাই। শতার্হ গাথা চারিটী শুনিয়া ধর্ম্মকথকের পূজা করিয়া প্রাতঃকালেই এখানে ফিরিব।"

৩৮। রাজৈশ্বর্য্য সব ছিল যখন আমার ব্রাহ্মণের সকাশে করিনু অঙ্গীকার।
যাই, তাহা পালি গিয়া; সত্য রক্ষা করি নিশ্চয় আসিব আমি তব পার্শে ফিরি।

নরখাদক বলিলেন, "মহারাজ, আপনি ক্ষত্রিয়ের অকর্ত্তব্য শপথ করিয়াছেন। দেখিবেন, তাহা যেন পালন করেন।" সুতসোম বলিলেন, "ভাই, তুমি আমাকে শৈশব হইতে জান, আমি পরিহাসচ্ছলেও কখনও মিথ্যা বলি নাই; এখন রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছি, ধর্ম্মাধর্ম্ম জানিয়াছি; এখন কি মিথ্যা বলিব? আমাকে বিশ্বাস কর; আমি তোমার বলিদানকর্ম্ম সম্পাদন করাইব।" ইহা শুনিয়া নরখাদক তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিলেন এবং বলিলেন, "তবে আপনি যাত্রা করুন, আপনি না ফিরিলে আমার বলিপ্রদানকর্ম্ম হইবে না, দেবতাও আপনাকে বিনা বলি গ্রহণ করিবেন না, দেখিবেন, আপনি যেন আমার বলিদানকর্ম্মের অন্তরায় না হন।" এইরূপে নরখাদকের নিকট বিদায় পাইয়া মহাসত্ত্ব রাহুমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তাঁহার দেহে হস্তীর মত বল ও মনে মহাস্ফূর্ত্তির সঞ্চার হইল। তিনি সত্বর নগরে উপনীত হইলেন।

সুতসোমের সৈনিকগণ ভাবিয়াছিল, 'মহারাজ সুতসোম সুপণ্ডিত, তিনি মধুরভাবে ধর্ম্মদেশন করিতে পারেন, তিনি যদি নরখাদকের সঙ্গে দুই একটী কথা বলিবার অবসর পান, তবে নিশ্চয় তাহাকে দমন করিয়া সিংহমুখমুক্ত মত্তবারণের ন্যায় প্রত্যাগমন করিবেন।' রাজাকে নরখাদকের গ্রাসে ফেলিয়া দিয়া নিজেরা পলাইয়া আসিয়াছে, লোকে এইরূপ তিরস্কার করিবে ভাবিয়া তাহারা নগরের বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিল। এখন দূর হইতে রাজাকে আসিতে দেখিয়া তাহারা প্রত্যুদ্গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম করিল এবং অভিবাদন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'মহারাজ, নরখাদকের হাতে পড়িয়া আপনার ত কোন কষ্ট হয় নাই?" রাজা বলিলেন, "নরখাদক আমার জন্য যে দুষ্কর কার্য্য করিয়াছে, তাহা আমার মাতাপিতাও আমার জন্য করেন নাই। যাদৃশ উগ্র ও ভীষণপ্রকৃতির লোক হইয়াও সে আমার ধর্ম্মকথা শুনিয়া আমাকে ছাড়িয়া দিয়াছে।" তখন সৈনিকেরা রাজাকে রাজাভরণ পরিধান করাইল, গজস্কন্ধে আরোহণ করাইল এবং তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া নগরে প্রবেশ করিল। তাঁহাকে দেখিয়া নগরের সমস্ত অধিবাসী সন্তুষ্ট হইল।

সুতসোম এমন ধর্ম্মাসক্ত * ছিলেন যে, মাতাপিতার সহিত দেখা না করিয়াই তিনি রাজভবনে প্রবেশ করিয়া রাজাসনে উপবেশন করিলেন এবং সেই ব্রাহ্মণকে ডাকাইলেন। তিনি ভাবিলেন, 'মাতাপিতার সঙ্গে পরে দেখা করা যাইবে।' তিনি ভৃত্যাদিগকে ব্রাহ্মণের ক্ষৌরকর্ম্ম করাইতে আজ্ঞা দিলেন; ব্রাহ্মণের কেশ ও শ্মশ্রু ক্লিপ্ত হইলে তাঁহাকে স্নাত, অনুলিপ্ত ও বস্ত্রাভরণে বিভূষিত করাইলেন। ব্রাহ্মণ এই বেশে তাঁহার সম্মুখে আনীত হইলে তিনি স্বচক্ষে তাঁহাকে দেখিয়া পরে নিজে স্নান করিলেন, ব্রাহ্মণকে নিজের ভোজ্যদ্রব্য দান করিলেন এবং ব্রাহ্মণের ভোজন শেষ হইলে নিজে ভোজন করিলেন। অতঃপর তিনি ব্রাহ্মণকে মহার্হ পলঙ্কে বসাইলেন, এবং ধর্ম্মের গৌরব রক্ষার জন্য গন্ধমালাদি দ্বারা তাঁহার পূজা করিয়া স্বয়ং নীচাসনে উপবিষ্ট হইয়া প্রার্থনা করিলেন, "আচার্য্য, আপনি যে গাথা চারিটী আনয়ন করিয়াছেন, আমি এখন সেগুলি শুনিতে ইচ্ছা করি।"

* মূলে 'ধম্মসোণ্ড' (=ধর্ম্মশৌণ্ড) আছে।

[এই বৃত্তান্ত সুব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৩৯। মুক্তি লভি হস্ত হ'তে নরখাদকের
গেলেন স্বগৃহে রাজা, ডাকিয়া ব্রাহ্মণে
বলেন, "শুনিব এবে আত্মহিত তরে
শতার্হ তোমার, দ্বিজ, গাথাচতুষ্টয়।

বোধিসত্ত্ব এই প্রার্থনা করিলে ব্রাহ্মণ নানাবিধ গন্ধদ্বারা নিজের হস্তমর্দ্দনপূর্ব্বক থলি হইতে একখানি মনোরম পুস্তক বাহির করিলেন এবং বলিলেন, "তবে শুনুন, মহারাজ, এই গাথা চারিটী দশবল কাশ্যপকর্ত্তৃক উপদিষ্ট; এই সকল গাথা অবধান করিলে বাসনা তিরোহিত হয়, কর্ম্মবিপাক থাকে না, তৃষ্ণাক্ষয় হয়, বৈরাগ্য জন্মে এবং নিবোধ অর্থাৎ নির্ব্বাণরূপ অমৃত লাভ করা যায়। ইহার প্রত্যেক গাথার মূল্য শতমুদ্রা।" অনন্তর তিনি পুস্তকের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া পাঠ করিলেন,

৪০। একবার মাত্র যদি　　সাধুসঙ্গে থাক তুমি
তাহাই চরিত্র তব করিবে রক্ষণ; *
অসতের সঙ্গে কিন্তু　　থাকিলেও বহুবার
অপায় হইতে ত্রাণ পাবে না কখন।

৪১। থাক বদ্ধ সাধুসহ　　মৈত্রীপাশে অহরহ;
সাধুর সংসর্গে সদা থাক সযতনে;
সদ্ধর্ম্মে সুপ্রতিষ্ঠিত　　হইবে তুমি নিশ্চিত,
প্রবেশিতে না পারিবে পাপ তব মনে।

৪২। সুচিত্রিত রাজরথ　　জীর্ণ হয় কালবশে,
জীবের শরীর জীর্ণ হয় অনুক্ষণ;
সাধুদের ধর্ম্ম কিন্তু　　জরার অতীত নিত্য,
সাধুজনে শিক্ষা তাহা দেন সাধুগণ।

৪৩। সুদূরে আকাশ আছে,　　সুদূর-বিস্তৃত ধরা;
সুদূরে সাগরপার আছে অবস্থিত;
সাধু আর অসাধুর　　আচরিত ধর্ম্ম যাহা,
আরো বহুদূরে করে প্রভাব বিস্তৃত। †

কাশ্যপবুদ্ধ যেরূপে শিক্ষা দিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণও ঠিক সেইরূপে উল্লিখিত শতার্হ গাথা চারিটী শিক্ষা দিয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। তাঁহার উপদেশ শুনিয়া মহাসত্ত্ব অতি সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি ভাবিলেন, 'আমার আগমন সফল হইয়াছে। এই গাথাগুলি শ্রাবকের, ঋষির বা কবির উপদেশ নহে; ও সকল সর্ব্বজ্ঞের মুখনিঃসৃত। ইহাদের মূল্যের কি ইয়ত্তা করা যায়? ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সমস্ত চক্রবাল সপ্তরত্ন দ্বারা পূর্ণ করিয়া দান করিলেও ইহাদের অনুরূপ মূল্য দেওয়া হয় না। আমি এই ত্রিশতযোজনবিস্তীর্ণ কুরুরাজ্য সপ্তযোজনব্যাপী ইন্দ্রপ্রস্থনগরসহ দান করিতে পারি; কিন্তু এই ব্রাহ্মণের অদৃষ্টে রাজ্যপ্রাপ্তি আছে কি?' অনন্তর অঙ্গবিদ্যাবলে তিনি বুঝিলেন যে, ব্রাহ্মণের ভাগ্যে রাজ্যলাভ নাই। তাহার পর তিনি দেখিলেন, ব্রাহ্মণের অদৃষ্টক্রমে সৈনাপত্যাদি অমাত্যপদ, এমন কি একটী গ্রামের

---

* তু°—ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা।

† অর্থাৎ কর্ম্ম ভালই হউক, আর মন্দই হউক, তাহার প্রভাব বহুদূর পর্য্যন্ত লক্ষিত হয়।

মণ্ডলের পদও পাইবার উপায় নাই। পরিশেষে তিনি দেখিলেন, ব্রাহ্মণের ভাগ্যে ধনলাভ আছে কি না। তিনি কোটি মুদ্রা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে কমাইতে কমাইতে দেখিলেন, ব্রাহ্মণের ভাগ্যে চতুঃসহস্র কার্ষাপণপ্রাপ্তি আছে। তখন ঐ ধন দিয়াই ব্রাহ্মণকে পূজা করিবার অভিপ্রায়ে তিনি চারিটী থলিতে চারি হাজার কার্ষাপণ আনয়ন করিয়া তাঁহাকে দান করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচার্য্য, আপনি অন্য রাজাদিগকে এই গাথাগুলি শিক্ষা দিয়া কি পাইয়াছেন?" ব্রাহ্মণ উত্তর দিলেন, "মহারাজ, এক একটী গাথার জন্য এক এক শত কার্ষাপণ পাইয়াছি। এইজন্যই গাথাগুলির শতার্হ নাম হইয়াছে।" মহাসত্ত্ব বলিলেন, "আচার্য্য, আপনি যে পণ্যভাণ্ড লইয়া বিচরণ করিতেছেন, তাহা যে অমূল্য ধন ইহা আপনি জানেন না। এখন হইতে এই গাথাগুলিকে সহস্রার্হ বলিবেন।

৪৪। ইহার প্রত্যেক গাথা অমূল্য রতন   শতমুদ্রা মূল্য এর বলে কোন জন?
লইবে সহস্র মুদ্রা প্রত্যেক গাথায়   দিলাম সহস্র চারি সেহেতু তোমায়।
দয়া করি এই পণ লবে, দ্বিজবর,   সত্বর চলিয়া যাও, যথা নিজ ঘর।"

অনন্তর মহাসত্ত্ব ব্রাহ্মণকে এক খানি সুখযান দান করিয়া ভৃত্যদিগকে আজ্ঞা দিলেন, "ইঁহাকে ইঁহার গৃহে পৌঁছাইয়া দাও।" রাজা সুতসোম শতার্হ গাথাগুলিকে সাদরে সহস্রার্হ করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, সমস্ত নগরের লোকে উচ্চৈঃস্বরে এই কথা বলিয়া সাধুকার দিতে লাগিল। সুতসোমের মাতাপিতা এই শব্দ শুনিয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন এবং প্রকৃত বৃত্তান্ত জানিয়া ধনলোভবশতঃ সুতসোমের প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন। এদিকে ব্রাহ্মণকে বিদায় দিয়া সুতসোম মাতাপিতার নিকটে গিয়া তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি এরূপ দুর্দ্ধর্ষ দস্যুর [illegible] ভয়ের চিহ্ন না দেখাইয়া এবং তাঁহাকে দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ না করিয়া তাঁহার পিতা ধনলালসাবশতঃ জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, তুমি চারিটী গাথা শুনিয়া চারি হাজার কার্ষাপণ দান করিয়াছ, এ কথা সত্য কি?" সুতসোম বলিলেন, "হাঁ পিতঃ।" তাঁহার পিতা বলিলেন

৪৫। উৎকৃষ্ট হইলে গাথা, অশীতি, নবতি,   অতি ঊর্দ্ধে শত মুদ্রা মূল্য গাথা প্রতি।
একেক সহস্র মুদ্রা একেক গাথায়   কে দিয়াছে, সুতসোম? শুনিলে কোথায়?

সুতসোম তাঁহার পিতাকে বুঝাইবার জন্য বলিলেন, "পিতঃ, আমি ধনে বড় হইতে চাই না; আমি বিদ্যায় উন্নতিলাভ করিতে অভিলাষী।

৪৬। শাস্ত্রজ্ঞানে উন্নতি লভিতে আমি চাই   শাস্ত্রজ্ঞানবলে যেন সাধুসঙ্গ পাই।
নিয়ত সাগরে জল ঢালে নদীগণ   সাগর অপূর্ণ তবু থাকে সর্ব্বক্ষণ
আমারও তৃপ্তি, পিতঃ, মিটে না কখন,   যতই সৎকথা কেন করি না শ্রবণ।
৪৭। রাশি রাশি তৃণকাষ্ঠ করিয়া দহন   হয় না কদাচ তৃপ্তি অগ্নির সাধন।
সেইরূপ, রাজশ্রেষ্ঠ, সুপণ্ডিত জনে   না লভেন পূর্ণতৃপ্তি সৎকথা শ্রবণে?
৪৮। আমার যে দাস, তারো মুখে, নরেশ্বর,   অর্থবতী গাথা হলে শ্রবণগোচর,
সাদরে সে গাথা আমি করিব গ্রহণ।   ধর্ম্মে, পিতঃ, তৃপ্তি মোর পূরে না কখন।

আপনি ধনের জন্য আমাকে তিরস্কার করিবেন না। আমি ধর্ম্মকথা শুনিয়া ফিরিয়া যাইব, এই শপথ করিয়া আসিয়াছি! এখন আমি সেই নরখাদকের নিকট যাইতেছি। আপনি এই রাজ্য গ্রহণ করুন।" পিতাকে রাজ্য প্রত্যর্পণ করিবার কালে মহাসত্ত্ব বলিলেন,

৪৯। সর্ব্বকামপ্রদবস্তুপূর্ণ, সবাহন, ধনসহ রাজ্য এই, রাজ-আভরণ,
সকলই দিলাম আমি ; কি কারণে আর বৃথা কাম্যবস্তু তরে কর তিরস্কার ?
নরখাদকের কাছে চলিনু এখন ; নচেৎ প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হইবে, রাজন্।

এই কথা শুনিয়া সুতসোমের পিতার হৃদয় উত্তপ্ত হইল। তিনি বলিলেন, "বৎস সুতসোম, তুমি এ কি কথা বলিতেছ ? আমি চতুরঙ্গিণী সেনা লইয়া সেই দস্যুকে ধরিব।

৫০। গজসাদী, অশ্বসাদী, রথী, পদাতিক, ধনুর্দ্ধর,
রাজারক্ষাতরে মোর সদা আজ্ঞাপালনে তৎপর।
সঙ্গে লয়ে এই সব এখনই করিব প্রয়াণ,
যুঝিব সকলে মোরা, বিনাশিব অরাতির প্রাণ।"

মহাসত্ত্বের মাতাপিতা অশ্রুপূর্ণমুখে বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন, "বৎস, তোমার যাওয়া উচিত নহে"; ষোড়শ সহস্র নর্ত্তকী এবং অন্য পরিজনগণও পরিদেবন করিয়া বলিতে লাগিল, "আপনি আমাদিগকে অনাথ করিয়া কোথায় যাইতেছেন ?' নগরবাসী সকলেই এই শোকসংবাদে আত্মহারা হইল ; তাহারা বলাবলি করিতে লাগিল, "সুতসোম না কি নরখাদকের নিকট শপথ করিয়া আসিয়াছিলেন ; এখন সহস্রার্হ গাথা চারিটী শুনিয়া, ধর্ম্মকথকের সৎকার করিয়া এবং মাতাপিতাকে প্রণাম করিয়া সেই দস্যুর নিকট ফিরিয়া যাইতেছেন।" এইরূপে সমস্ত নগরে মহাকোলাহল উত্থিত হইল। সুতসোম মাতাপিতার বচন শুনিয়া বলিলেন,

৫১। করেছে সে নৃশংসাদ কার্য্য সুদুষ্কর
জীবন্ত ধরিয়া মোরে দিয়াছে ছাড়িয়া ;
স্মরি তার পূর্ব্বকৃত্য এবে, নরেশ্বর,
পারি কি হইতে পাপী শপথ ভাঙ্গিয়া ?

অনন্তর তিনি মাতাপিতা উভয়কে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "আপনারা আমার জন্য চিন্তিত হইবেন না ; আমি কল্যাণকর কর্ম্ম করিয়াছি ; ষড়্বিধ কামের * উপর প্রভুত্ব করা (অর্থাৎ ইহাদিগকে দমনে রাখা) দুষ্কর নহে" অনন্তর মাতাপিতাকে প্রণাম করিয়া এবং অপর সকলকে আশ্বাস দিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বর্ণন করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৫২। পিতামাতা দুজনার প্রণমি চরণে, আশ্বাসি সৈনিক আর জানপদগণে,
চলিলেন সত্যবাদী সত্যরক্ষা তরে নরখাদকের পাশে প্রফুল্ল অন্তরে।

এদিকে নরখাদক ভাবিতেছিলেন, 'আমার সখা সুতসোম আসিতে ইচ্ছা করিলে আসুন ; নচেৎ না আসুন ; বৃক্ষদেবতা আমার সম্বন্ধে যাহা ইচ্ছা হয় করুন ; আমি এই সকল রাজাকেই বধ করিয়া পঞ্চবিধ মধুর মাংস লইয়া বলিকর্ম্ম সম্পাদন করিব।' মনে মনে এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া তিনি অঙ্গার প্রস্তুত করিবার জন্য অগ্নি জ্বালিয়া বসিয়া বসিয়া শূলের আগা সরু করিতেছিলেন, এমন সময়ে সুতসোম গিয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া নরখাদক সন্তুষ্ট হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি গিয়া কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন ত ?" মহাসত্ত্ব বলিলেন, "হাঁ মহারাজ ; আমি দশবল কাশ্যপকর্ত্তৃক ভণিত গাথাগুলি শুনিয়াছি, ধর্ম্মকথকের সৎকার করিয়াছি ; অতএব আমার কর্ত্তব্যও শেষ হইয়াছে।

* পঞ্চ বহিরিন্দ্রিয় ও মন এই ষট্ স্থান হইতে জাত কাম।

৫৩। রাজ্যৈশ্বর্য্য ছিল সব যখন আমার ব্রাহ্মণের সকাশে করিনু অঙ্গীকার ;
পালি সে প্রতিজ্ঞা আমি, সত্য রক্ষা করি আসিলাম, নৃমাংসাদ, তব পাশে ফিরি।
বধি মোরে, মাংসে মম কর সম্পাদন যজ্ঞ তব ; কিংবা কর নিজেই ভক্ষণ।"

মহাসত্ত্বের কথা শুনিয়া নরখাদক ভাবিলেন, 'এই রাজা ভয় পান নাই ; ইহার কথায় বোধ হইতেছে যে, ইনি মরণভয়ে ভীত নন। এই মহাতেজের কারণ কি ? ইহার অন্য কোন কারণই হইতে পারে না ; ইনি বলিতেছেন যে দশবল কাশ্যপকর্ত্তৃক ভণিত গাথাগুলি শুনিয়াছেন। বোধহয় যে সেই গাথাগুলিই ইঁহাকে এই মহাতেজ দিয়াছে। আমিও ইঁহাদ্বারা বলাইয়া সেই গাথাগুলি শ্রবণ করিব ; তাহা করিলে আমিও ইঁহার মত অকুতোভয় হইব।' এইরূপ স্থির করিয়া তিনি বলিলেন,

৫৪। বিলম্বে খাইতে মোর আছে অধিকার ; এখনও সধূম অগ্নি রয়েছে আমার।
নির্ধূম অগ্নিতে পক্ক মাংস উপাদেয়। শুনি আগে শতার্হ সে গাথাচতুষ্টয়।

ইহা শুনিয়া মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, 'এই নরখাদক পাপধর্ম্মা ; ইহাকে একটু নিগ্রহ করিয়া ও লজ্জা দিয়া বলা যাউক।' ইহা চিন্তা করিয়া তিনি বলিলেন,

৫৫। অতি অধার্ম্মিক তুমি নরমাংসাশন ; রাজ্যভ্রষ্ট হইয়াছ লোভের কারণ।
ধর্ম্মশিক্ষাপ্রদ এই গাথাচতুষ্টয় ; ধর্ম্মে ও অধর্ম্মে কোথা ঘটে সমন্বয় ?
৫৬। চরে যে অধর্ম্ম পথে, লোভ-বশীভূত হয়ে যে রুধিরে করে হস্ত কলুষিত,
ধর্ম্ম ত দূরের কথা, সত্যও কেমন জানিতে পারেনা কভু সেই নরাধম।
তাই ভাবি, শুনিলে সে গাথাচতুষ্টয় লভিবে না তুমি কোন সুফল নিশ্চয়।

এই তিরস্কার শুনিয়াও নরখাদক ক্রুদ্ধ হইলেন না। না হইবার কারণ কি ? মহাসত্ত্বের মহামৈত্রী-বলই ইহার কারণ। নরখাদক উত্তর দিলেন, "সৌম্য সুতসোম কেবল আমিই কি অধার্ম্মিক ?

৫৭। মাংসলোভে মৃগয়ায় যে করে গমন, তীক্ষ্ণশরাঘাতে করে পশুর হনন,
নরমাংসহেতু নরে বধে যেই আর— দেহান্তে একই গতি এই দুজনার।
অধার্ম্মিক তবে কি হে আমিই কেবল ? মৃগঘাতকেরে তুমি ধার্ম্মিক কি বল ?

মহাসত্ত্ব নরখাদকের এই মিথ্যাবুদ্ধির কূটতা ভেদ করিবার জন্য বলিলেন,

৫৮। সুবিদিত সর্ব্ব ঠাঁই এই ধর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের,
পঞ্চমাত্র পঞ্চনখ প্রাণী ভক্ষ্য তাহাদের।*
অভক্ষ্য-ভক্ষণে তুমি হয়েছ নিরত, তাই ;
অধার্ম্মিক বলি আমি গণিনু তোমায় তাই।

এইরূপে নিগৃহীত হইয়া নরখাদক নিষ্কৃতিলাভের উপায়ান্তর পাইলেন না ; তিনি নিজের পাপ গোপন করিবার জন্য বলিলেন,

৫৯। নৃমাংসাদ হস্ত হতে মুক্তি তুমি পেয়ে গিয়াছিলে, হে বিষয়ী, নিজের আলয়ে ;
শত্রুহস্তে ধরা আসি দিলা আর বার ; নীতিশাস্ত্রে অজ্ঞ তুমি বুঝিলাম সার।†

* পঞ্চনখ প্রাণীদের মধ্যে কেবল শশক, শল্যক, গোধা, গণ্ডার ও কচ্ছপ এই পাঁচটী খাদ্য। মনু (৫।১৮) বলেন "শ্বাবিধং শল্যকং গোধাং খড়্গকূর্ম্মশশাংস্তথা ভক্ষ্যান্ পঞ্চনখেষ্বাহুঃ। শ্বাবিধ ও শল্যক একই জাতীয় প্রাণী—সজারু। অতএব মনুর ছয়টীকে পাঁচটী বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

† 'মূলে নকখত্তধম্মে কুসলোসি রাজা' আছে। ইংরাজী অনুবাদ ইহাকে নকত্ত (নক্ষত্র) ধম্ম, এইরূপে ভাঙ্গিয়া অর্থ করিয়াছেন 'তুমি ফলিত জ্যোতিষে ব্যুৎপন্ন নও। কিন্তু এ অর্থ অসঙ্গত। ন+খত্তধম্ম এইরূপে ব্যাখ্যা করিতে হইবে। পরবর্ত্তী গাথাতেও সুতসোম ক্ষাত্রধর্ম্মের কথাই বলিয়াছেন।

মহাসত্ত্ব বলিলেন, "ভাই, আমার ন্যায় লোকে ক্ষাত্রধর্ম্মে নিশ্চয় অভিজ্ঞ। আমি ক্ষাত্রধর্ম্ম জানি, কিন্তু তদনুসারে চলি না।

৬০। নৈপুণ্য ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে লভেছে যাহারা, প্রায় সকলেই যায় নরকে তাহারা।[1]
তাই আমি ক্ষাত্রধর্ম্ম করি পরিহার সত্যরক্ষাহেতু আসি নিকটে তোমার।
যজ্ঞ তব, নৃমাংসাদ, কর সম্পাদন; যথারুচি মাংস মোর করহ ভক্ষণ।

নরখাদক বলিলেন,

৬১। প্রাসাদ, পৃথিবী, অশ্ব, গো, সুশ্রী রমণী মহার্হ বসন, নানা গন্ধ, নরমণি,
তোমার সেবায় রত সমস্ত সতত, এর চেয়ে সত্যে সুখ পাবে বল কত?

বোধিসত্ত্ব বলিলেন,

৬২। পৃথিবীতে যত রস আছে বিদ্যমান. মধুর কিছুই নয় সত্যের সমান।
সত্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে শ্রমণব্রাহ্মণ জাতি-মরণের পারে করেন গমন।[2]

মহাসত্ত্ব এইরূপে সত্যের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলেন। নরখাদক তাঁহার বিকসিত পদ্মবৎ, পূর্ণচন্দ্রসদৃশ মুখাবলোকন করিয়া ভাবিলেন, 'এই সুতসোম দেখিতে পাইতেছেন যে, আমি জলন্ত অঙ্গারের চিতা সাজাইয়াছি এবং শূল প্রস্তুত করিতেছি, তথাপি ইঁহার চিত্তে কিঞ্চিন্মাত্র ত্রাস জন্মে নাই। ইহা কি ইঁহার সেই শতার্হ গাথাসমূহের প্রসাদাৎ, না ইহার অন্য কোন প্রকৃত কারণ আছে? ইঁহাকে আরও একবার জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি।' এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি বলিলেন,

৬৩। নৃমাংসাদহস্ত হতে মুক্তি তুমি পেয়ে গিয়াছিলে, হে বিষয়ী, নিজের আলয়ে।
শত[illegible] [illegible] মরণের ভয়, ভূপ, নাই কি তোমার?
হয়েছে বিতৃষ্ণা তব বিষয়ের সুখে? সত্যরক্ষা তরে তাই পশ মৃত্যুমুখে।

ইহার উত্তরে মহাসত্ত্ব বলিলেন,

৬৪। কল্যাণকারক কর্ম্ম করিয়াছি বহু অনুষ্ঠান,
মহাযজ্ঞ সম্পাদিয়া বহু বার করিয়াছি দান;
সুযশে হ'য়েছে মোর পরলোক-পথ পরিষ্কৃত।
ধার্ম্মিকহৃদয় কভু মৃত্যুভয়ে হয় না কম্পিত।

৬৫। কল্যাণকারক কর্ম্ম করিয়াছি বহু অনুষ্ঠান;
মহাযজ্ঞ সম্পাদিয়া বহু বার করিয়াছি দান,
অনুতাপহীন মনে পরলোকে করিব গমন।
সাঙ্গ কর যজ্ঞ তব; মাংস মোর কর হে ভক্ষণ।

৬৬। জনক-জননী আমি সেবিয়াছি সদা কায়মনে;
যথাধর্ম্ম পালি রাজ্য, এ প্রশংসা করে সর্ব্বজনে,
সুযশে হ'য়েছে মোর পরলোক-পথ পরিষ্কৃত।
ধার্ম্মিক-হৃদয় কভু মৃত্যুভয়ে হয় না কম্পিত।

৬৭। জনক-জননী আমি সেবিয়াছি সদা কায়মনে;
যথাধর্ম্ম পালি রাজ্য, এ প্রশংসা করে সর্ব্বজনে;
অনুতাপহীন মনে পরলোকে করিব গমন।
সাঙ্গ কর যজ্ঞ তব; মাংস মোর কর হে ভক্ষণ।

---

1 গর্হিত ক্ষাত্রধর্ম্ম-সম্বন্ধে মহাবোধি-জাতক (৫২৮) দ্রষ্টব্য।
2 অর্থাৎ তাঁহাদের আর জন্ম ও মরণ হয় না—তাঁহারা নির্ব্বাণ লাভ করেন।

৬৮। উপকারে তুষিয়াছি সদা আমি জ্ঞাতিবন্ধুগণে ;
যথাধর্ম্ম পালি রাজ্য, এ প্রশংসা করে সর্ব্বজনে ;
সুযশে হ'য়েছে মোর পরলোকপথ পরিষ্কৃত।
ধার্ম্মিক-হৃদয় কভু মৃত্যুভয়ে হয় না কম্পিত।
৬৯। উপকারে তুষিয়াছি সদা আমি জ্ঞাতিবন্ধুগণে ;
যথাধর্ম্ম পালি রাজ্য, এ প্রশংসা করে সর্ব্বজনে ;
অনুতাপহীন মনে পরলোকে করিব গমন।
সাঙ্গ কর যজ্ঞ তব ; মাংস মোর কর হে ভক্ষণ।
৭০। অকাতরে বহু দান করিয়াছি দীনহীনজনে ;
ভক্তিভরে পূজিয়াছি নিত্য আমি শ্রমণব্রাহ্মণে ;
সুযশে হয়েছে মোর পরলোকপথ পরিষ্কৃত।
ধার্ম্মিক-হৃদয় কভু মৃত্যুভয়ে হয় না কম্পিত।
৭১। অকাতরে বহু দান করিয়াছি দীনহীনজনে ;
ভক্তিভরে পূজিয়াছি নিত্য আমি শ্রমণব্রাহ্মণে ;
অনুতাপহীন মনে পরলোকে করিব গমন।
সাঙ্গ কর যজ্ঞ তব ; মাংস মোর কর হে ভক্ষণ।

নরখাদক ভাবিলেন, 'সুতসোম সজ্জন ও জ্ঞানবান্। ইঁহাকে ভক্ষণ করিলে আমার মস্তক সপ্তধা বিদীর্ণ হইবে ; অথবা পৃথিবী বিদীর্ণ হইয়া আমাকে রসাতলে লইয়া যাইবে।' এইরূপ ভয় পাইয়া তিনি বলিলেন, "সৌম্য, আপনি আমার ভক্ষণের উপযুক্ত ব্যক্তি নন।

৭২। জানি শুনি হলাহল কে করিবে পান ?
অগ্নিসম উগ্রতেজা আশীবিষ আলিঙ্গিয়া
চায় কি কখন কেহ দিতে নিজ প্রাণ ?
ভবাদৃশ সত্যবাদী সজ্জনের প্রাণ বধি
লোভবশে যে পাপিষ্ঠ করিবে আহার,
ধরণী তাহার ভার পারে কি সহিতে আর ?
সপ্তধা বিদীর্ণ হবে মস্তক তাহার।

নরখাদক মহাসত্ত্বকে আবার বলিলেন, "আপনি আমার পক্ষে হলাহলসদৃশ, কে আপনার মাংস খাইবে বলুন ?" অনন্তর তিনি সেই গাথাগুলি শুনাইবার জন্য সুতসোমকে অনুরোধ করিলেন। ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার অনুরাগ উৎপাদন করিবার জন্য সুতসোম আবারও তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন—বলিলেন, "এতাদৃশ অনবদ্যধর্ম্মদেশক গাথাগুলি শুনিবার জন্য তুমি অতি অনুপযুক্ত পাত্র।" নরখাদক বিবেচনা করিলেন, 'সমস্ত জম্বুদ্বীপে সুতসোমের ন্যায় পণ্ডিত নাই। ইনি আমার হাত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া গিয়াছিলেন, তথাপি গাথা শুনিয়া ও ধর্ম্মকথকের সৎকার করিয়া নিজের ললাটে অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু লিখিয়া পুনর্ব্বার আসিয়াছেন। ইনি যে গাথাগুলি শুনিয়াছেন, সেগুলি নিশ্চয় অতি উৎকৃষ্ট হইবে।' এইরূপে নরখাদকের মনে গাথা শুনিবার আকাঙ্ক্ষা আরও বলবতী হইল। তিনি পুনর্ব্বার গাথা শুনিবার জন্য প্রার্থনা করিয়া বলিলেন,

৭৩। ধর্ম্মকথা শুনি লোকে বিচারিয়া শুভাশুভ,
ত্যজে পাপ, করে পুণ্যার্জ্জন,
ধর্ম্মে অনুরক্ত আমি হ'লেও হইতে পারি
গাথাগুলি করিলে শ্রবণ।

মহাসত্ত্ব দেখিলেন, গাথাগুলি শুনিবার জন্য নরখাদকের নিতান্ত আগ্রহ জন্মিয়াছে। তিনি গাথাগুলি শুনাইবার ইচ্ছা করিয়া বলিলেন, "সৌম্য, তোমার যখন এত ঔৎসুক্য হইয়াছে, তখন বলিতেছি; তুমি অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর।" এইরূপে তিনি নরখাদকের মনঃসংযোগসহকারে শ্রবণের ইচ্ছা উৎপাদন করিলেন, এবং নন্দ ব্রাহ্মণ যে ভাবে বলিয়াছিলেন, ঠিক সেই ভাবে গাথাগুলির মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলেন। তাহা শুনিয়া ষট্‌কামাবচর-দেবলোকবাসীরা একবাক্যে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিতে ও "সাধু," "সাধু" বলিতে লাগিলেন। সুতসোম বলিলেন,

৭৪। একবার মাত্র যদি সাধুসঙ্গে থাক তুমি,
তাহাই চরিত্র তব করিবে রক্ষণ,
অসতের সঙ্গে কিন্তু থাকিলেও বহুবার
অপায় হইতে ত্রাণ পাবে না কখন।

৭৫। থাক বন্ধ সাধুসহ মৈত্রীপাশে অহরহ,
সাধুর সংসর্গে সদা থাক সযতনে,
সদ্ধর্ম্মে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে তুমি নিশ্চিত,
প্রবেশিতে না পারিবে পাপ তব মনে।

৭৬। সুচিত্রিত রাজরথ জীর্ণ হয় কালবশে,
জীবের শরীর জীর্ণ হয় অনুক্ষণ,
সাধুদের ধর্ম্ম কিন্তু জরার অতীত নিত্য,
সাধুজনে শিক্ষা তাহা দেন সাধুগণ।

৭৭। সুদূরে আকাশ আছে সুদূরে বিস্তৃত ধরা
সুদূরে সাগরপার আছে অবস্থিত;
সাধু আর অসাধুর আচরিত ধর্ম্ম যাহা,
আরো বহুদূরে করে প্রভাব বিস্তৃত। *

গাথাগুলি অতি মধুরভাবে উচ্চারিত হইল; নরখাদক নিজেও সুপণ্ডিত ছিলেন; কাজেই তাঁহার বোধ হইল, যেন কোন সর্ব্বজ্ঞবুদ্ধ স্বয়ং সে গুলি বলিলেন। তাঁহার সর্ব্বশরীর পঞ্চবিধা প্রীতিরসে† পরিপ্লুত হইল; বোধিসত্ত্বের সম্বন্ধে এখন তাঁহার চিত্ত মৃদুভাব অবলম্বন করিল; তিনি বোধিসত্ত্বকে শ্বেতচ্ছত্রদায়ক পিতার ন্যায় মনে করিলেন। তিনি ভাবিলেন, 'এমন সুবর্ণ নাই, যাহা সুতসোমকে দিবার উপযুক্ত; ইঁহাকে এক একটী গাথার জন্য এক একটী বর দেওয়া যাউক।' ইহা স্থির করিয়া তিনি বলিলেন,

৭৮। অর্থবতী সুব্যঞ্জনা গাথাচতুষ্টয় বলিলে সুস্পষ্টস্বরে তুমি, মহাশয়,
বিপুল আনন্দরসে পূরিল অন্তর; তুষিব তোমারে, সৌম্য, দিয়া চারি বর।

মহাসত্ত্ব তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "তুমি আবার কি বর দিবে?

৭৯। একদিন ঘটিবে যে অবশ্য মরণ, এ কথা তুমি না কভু কর হে স্মরণ।
স্বর্গে ও নরকে ভেদ, হিতে ও অহিতে, নাহিক শকতি তব ইহাও বুঝিতে।
লোভে হইয়াছ দুশ্চরিত-পরায়ণ; পাপী দিলে বর, তাহা লয় কোন্ জন?

* ৪০শ, ৪১শ, ৪২শ ও ৪৩শ, এই গাথা চারিটীই এখানে পুনরুক্ত হইয়াছে।

† পঞ্চবিধা প্রীতি—ক্ষুদ্রকা প্রীতি, ক্ষণিকা প্রীতি, অবক্রান্তিকা প্রীতি, উদ্বেগ-প্রীতি ও স্ফুরণ-প্রীতি। ক্ষুদ্রকা প্রীতি তুচ্ছবিষয়জাত, অবক্রান্তিকা প্রীতি আকস্মিক, উদ্বেগ-প্রীতি এত বলবতী যে, তাহার প্রভাবে লোকে আত্মসংবরণ করিতে পারে না (নৃত্য করিতে থাকে)। স্ফুরণ-প্রীতির রস সর্ব্বশরীরে সঞ্চারিত হয়, দেহ যেন অবশ হইয়া পড়ে।

৮০। আমি যদি চাই বর, "দাও মোরে" বলি, না দিয়া কিছুই তুমি যে'তে পার চলি।
কলহ এরূপ ক্ষেত্রে ঘটিবে নিশ্চয় বুদ্ধিমান্ লোকে এতে প্রবৃত্ত কি হয়?"

নরখাদক বুঝিলেন, সুতসোম তাঁহাকে বিশ্বাস করিতেছেন না। তিনি বিশ্বাস উৎপাদন করিবার জন্য বলিলেন,

৮১। সে বর দিবার যোগ্য কোন জন নয়, প্রত্যাহার করে যাহা দানের সময়।
মাগ বর ইচ্ছামত, যায় যদি প্রাণ, তথাপি নিশ্চয় তাহা করিব প্রদান।

সুতসোম ভাবিলেন, 'নরখাদক মহা তেজের সহিত কথা বলিতেছেন; আমি যাহা বলিব, তাহা ইনি নিশ্চয় করিবেন। অতএব বর লওয়া যাউক। কিন্তু প্রথম বরেই যদি প্রার্থনা করি যে, নরমাংসভোজন ত্যাগ করুন, তবে ইঁহার মনে বড় কষ্ট হইবে। অতএব প্রথমে অন্য তিনটী বর লওয়া যাউক; তাহার পর নরমাংসভোজন ত্যাগ করাইবার বর গ্রহণ করিব।' ইহা স্থির করিয়া তিনি বলিলেন,

৮২। আর্য্যসঙ্গ পেয়ে আর্য্য প্রীতিলাভ করে, প্রাজ্ঞসহ প্রাজ্ঞ মিলি সুখে কাল হরে।
নীরোগ, শতায়ুঃ যেন দেখি হে তোমায়; এ বর প্রদান কর প্রথমে আমায়।

এই গাথা শুনিয়া নরখাদক ভাবিলেন, 'কি আশ্চর্য্য। আমি ইঁহার ঐশ্বর্য্য নষ্ট করিয়া এখন ইঁহার মাংস খাইতে উদ্যত হইয়াছি; অথচ ইনি মাদৃশ মহানিষ্টকারীর মাদৃশ ভয়ঙ্কর দস্যুর দীর্ঘজীবন ইচ্ছা করিতেছেন। অহো! ইনি আমার কি হিতৈষী!' তিনি সুতসোমের প্রার্থনায় অতি প্রীত হইলেন; বুঝিলেন না যে, সুতসোম এই বর চাহিয়া তাহার মঙ্গলের জন্যই তাঁহাকে ছলনা করিতেছেন। তিনি বলিলেন,

৮৩। আর্য্যসঙ্গ পেয়ে আর্য্য প্রীতিলাভ করে, প্রাজ্ঞসহ প্রাজ্ঞ মিলি সুখে কাল হরে।
নীরোগ, শতায়ুঃ চাও দেখিতে আমায়, দিলাম এ বর আমি প্রথমে তোমায়।

অতঃপর বোধিসত্ত্ব বলিলেন,

৮৪। যথাশাস্ত্র-অভিষিক্ত ভূমিপালগণ, ক্ষাত্রকুলে হইয়াছে যাঁদের জনম,
এতাদৃশ বন্দিগণে করিও না গ্রাস— দ্বিতীয় এ বর আমি মাগি তব পাশ।

এইরূপে, দ্বিতীয় বরে সুতসোম শতাধিক ক্ষত্রিয়ের জীবন প্রার্থনা করিলেন। নরখাদক এই বর দিবার সময়ে বলিলেন,

৮৫। যথাশাস্ত্র-অভিষিক্ত ভূমিপালগণ, ক্ষাত্রকুলে হইয়াছে যাঁদের জনম,
খাব না তাঁদের মাংস, ওহে নরেশ্বর, দিলাম তোমায় আমি দ্বিতীয় এ বর।

ক্ষত্রিয় বন্দিগণ সুতসোম ও নরখাদকের এই কথাবার্ত্তা শুনিতে পাইতেছিলেন কি না? তাঁহারা সমস্ত কথা শুনিতে পাইতেছিলেন না, কারণ ধূম ও আগুনের আঁচ লাগিয়া বৃক্ষটার পাছে কোন অনিষ্ট হয়,এই আশঙ্কায় নরখাদক বৃক্ষমূল হইতে একটু দূরে সরিয়া আগুন জ্বালিয়াছিলেন, এবং সেই অগ্নি ও বৃক্ষমূল, এই দুই স্থানের মধ্যবর্ত্তী স্থানে বসিয়া মহাসত্ত্ব তাঁহার সঙ্গে কথা বলিতেছিলেন। কাজেই বন্দীরা তাঁহাদের কথাবার্ত্তার কতক শুনিতে পাইতেছিলেন, কতক পাইতেছিলেন না। তথাপি তাঁহারা পরস্পরকে আশ্বাস দিতেছিলেন, "আর ভয় নাই, সুতসোম নরখাদককে দমন করিবেন।" মহাসত্ত্ব আবার বলিলেন,

৮৬। বন্দী হয়ে শতাধিক ক্ষত্রিয় ভূপাল প্রলম্বিত হেথা রজ্জুবিদ্ধ-করতল;
করিছেন সদা এঁরা অশ্রু বরষণ, কর ত্বরা ইঁহাদের বন্ধন মোচন।
নিজ নিজ রাজ্য এঁরা লভুন আবার,— তৃতীয় এ বর পেতে বাসনা আমার।

মহাসত্ত্ব এইরূপে তৃতীয় বর দ্বারা ঐ সকল ক্ষত্রিয় রাজার স্ব স্ব রাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠা প্রার্থনা করিলেন। ইহার কারণ কি? নরখাদক তাঁহাদিগকে ভক্ষণ না করিলেও শত্রুতার আশঙ্কায় তাঁহাদিগকে দাসত্বে নিয়োজিত করিয়া সেই বনের মধ্যেই আবদ্ধ রাখিতে পারেন; তাঁহাদিগকে বধ করিয়া শবগুলি শৃগালশকুনাদির ভোজনের জন্য ফেলিয়া দিতে পারেন, অথবা প্রত্যন্ত জনপদে লইয়া গিয়া বিক্রয় করিতেও পারেন। পাছে এরূপ কিছু ঘটে, এই ভয়েই সুতসোম তাঁহাদের স্ব স্ব রাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠা প্রার্থনা করিলেন। নরখাদকও নিম্নলিখিত গাথা বলিয়া তাঁহাকে ঐ বর দিলেন :—

৮৭। বন্দী হয়ে শতাধিক ক্ষত্রিয় ভূপাল প্রলম্বিত হোথা রজ্জুবিদ্ধ-করতল।
করিছেন সদা এঁরা অশ্রু বরষণ করিতেছি ইঁহাদের বন্ধন মোচন।
নিজ নিজ রাজ্য এঁরা লভুন আবার; পূর্ণ হোক্ এ তৃতীয় বাসনা তোমার।

পরিশেষে বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত গাথায় চতুর্থ বর প্রার্থনা করিলেন :—

৮৮। উৎসন্ন হয়েছে তব রাজ্য নরেশ্বর সদা ভয়ে কাঁপে তব প্রজা থর থর।
পুত্রকন্যাসহ তারা করি পলায়ন বিজন গুহার মাঝে যাপিছে জীবন।
ভাবি ইহা, নরমাংস কর পরিহার, চতুর্থ এ বরে তুষ্টি সাধ হে আমার।

মহাসত্ত্বের এই প্রার্থনা শুনিয়া নরখাদক করতল প্রহার ও হাস্য করিয়া উঠিলেন। তিনি বলিলেন, "সৌম্য সুতসোম, তুমি এ কি প্রস্তাব করিতেছ? আমি তোমাকে এ বর কিরূপে দিব? যদি আরও একটী বর চাও, তবে অন্য কিছু প্রার্থনা কর।

৮৯। অতি প্রিয় এই খাদ্য জান ত আমার
ইহারই [illegible] মোর বনে নির্বাসন,
কিরূপে করিব আমি ইহা পরিহার?
চতুর্থ অপর বর মাগ, হে রাজন।"

মহাসত্ত্ব বলিলেন, "তুমি বলিতেছ, মনুষ্য-মাংস তোমার প্রিয়; এজন্য উহা ত্যাগ করিতে পারিবে না। কিন্তু যে ব্যক্তি প্রিয়ের জন্য শ্রেয়ঃ পরিহার করে ও পাপপথে চলে, সে মূর্খ।

৯০। বিজ্ঞ যে তোমার মত, কর্ত্তব্য তাহার নয় প্রিয় পাইবার তরে করিতে নিজের ক্ষয়।
জগতে আত্মার তুল্য নাহি অন্য কোন ধন, তাই বুদ্ধিমান্ করে সতত আত্মরক্ষণ।
পুণ্যকর্ম্ম দ্বারা যদি আত্মার উৎকর্ষ হয়, ইহামুত্র প্রিয়প্রাপ্তি ঘটে ভাগ্যে সুনিশ্চয়।" *

মহাসত্ত্বের কথা শুনিয়া নরখাদকের আতঙ্ক জন্মিল; তিনি ভাবিলেন 'আমি কি উভয় সঙ্কটেই পড়িলাম! আমি সুতসোমের প্রার্থিত বর না দিয়াও পারিতেছি না, অথচ নরমাংস হইতেও বিরত হইতে পারিব না। এখন উপায় কি করি?' তিনি অশ্রুপূর্ণ-নয়নে বলিলেন,

৯১। নরমাংস অতি প্রিয় খাদ্য মোর, সুতসোম ত্যজিতে এ খাদ্য সাধ্য অণুমাত্র নাই মম।
সে কারণে অনুরোধ করিতেছি, নরবর, সত্যমুক্ত কর মোরে মাগি তুমি অন্য বর।

ইহা শুনিয়া মহাসত্ত্ব বলিলেন,

৯২। প্রিয় ইহা, ভাবি মনে লভিতে তাহায় আত্মধ্বংসকর পথে যেই জন যায়,
মদ্যপের মত ঠিক আচরণ তার, বিষপাত্র তার ঠাঁই সুধার আধার।
ক্ষণস্থায়ী সুখ তরে শ্রেয়ঃ সে হারায় ভুঞ্জিতে অনন্ত দুঃখ পরলোকে যায়।

* এই গাথাটী তৃতীয়খণ্ডের থরপুত্র-জাতকেও (৩৮৬) দেখা গিয়াছে।

৯৩। কিন্তু যে বিচারি করে প্রিয় পরিহার, কষ্টসাধ্য আর্য্য-ধর্ম্মে স্থিরা মতি যার,
রোগী করি কটুতিক্ত ঔষধ সেবন ব্যাধিমুক্ত হয় যথা, তেমতি সে জন
প্রথমে পাইয়া কষ্ট দেহ-অবসানে অপার আনন্দ লভে গিয়া স্বর্গধামে।

মহাসত্ত্বের কথায় নরখাদকের বড় দুঃখ হইল; তিনি পরিদেবন করিতে করিতে বলিলেন,

৯৪। পিতামাতা ছাড়িলাম ইহারই কারণ,
পঞ্চেন্দ্রিয়-ভোগ্য দ্রব্য আছে যত আর;
এরই জন্য বনে মোর হ'ল নির্ব্বাসন;
এ বর প্রদান করা অসাধ্য আমার।

মহাসত্ত্ব বলিলেন,

৯৫। পণ্ডিতে না করে কভু এক কথা আর; সত্যসন্ধ সাধুগণ বিদিত সবার।
চাহিতে বলিলে মোরে বর তব ঠাঁই; এবে তার বিপরীত বল কেন, ভাই?

নরখাদক আবারও কান্দিতে কান্দিতে বলিলেন,

৯৬। অযশ, অকীর্ত্তি কত ঘটিয়াছে ভাগ্যে মম করিয়াছি পাপ কত শত,
পাইয়াছি কষ্ট কত, পুণ্যহানিকর কার্য্যে কতবার হয়েছি যে রত
নরমাংস-লোভে আমি, জানিতেছ সব তুমি, বল দেখি, কিরূপে এখন
যে বর চাহিলে তুমি, দিব তাহা; চির তরে সেই খাদ্য করিব বর্জ্জন?

মহাসত্ত্ব বলিলেন,

৯৭। "সে বর দিবার যোগ্য কোন জন নয়, প্রত্যাহার করে যাহা দানের সময়।
মাগ বর ইচ্ছামত, যায় যদি প্রাণ তথাপি নিশ্চয় তাহা করিব প্রদান"—*

তুমি না পূর্ব্বে এই কথা বলিয়াছিলে?" অতঃপর তিনি নরখাদককে বরদানে উৎসাহিত করিবার জন্য বলিলেন,

৯৮। সাধুজন ত্যজে প্রাণ, তবু ধর্ম্ম না করে বর্জ্জন,
সাধুজনে সযতনে করে নিজ প্রতিজ্ঞা পালন।
দিব বলি অঙ্গীকার করিয়াছ, রাজরাজেশ্বর;
ক্ষিপ্র তাহা কর পূর্ণ; দাও মোরে মাগি যেই বর।

৯৯। ঘটে যার বুদ্ধি আছে, অঙ্গরক্ষাহেতু ত্যজে ধন;
অঙ্গ ত্যাগ করে পুনঃ মৃত্যু হ'তে রক্ষিতে জীবন;
ধন, অঙ্গ, প্রাণ, সব(ই) করে ত্যাগ অম্লানবদনে
ধর্ম্মের মাহাত্ম্য স্মরি ধর্ম্মরক্ষাহেতু সাধুগণে।

মহাসত্ত্ব এই উপায়ে নরখাদককে সত্যে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া অতঃপর আত্মগৌরব-দ্যোতনার্থ বলিলেন,

১০০। "যে জন তোমার করে কৃপাবশে ধর্ম্মশিক্ষা দান,
যার উপদেশে তব সংশয়ের হয় তিরোধান,
সে জন শরণ তব, সঙ্কটেতে পরম আশ্রয়;
মিত্রতা তাহার সনে কভু যেন বিনষ্ট না হয়।

দেখ ভাই, নরখাদক, গুণবান্ আচার্য্যের আজ্ঞা লঙ্ঘন করা অকর্ত্তব্য। যখন তুমি বালক ছিলে, তখন আমি পৃষ্ঠাচার্য্য হইয়া তোমাকে বহুবিষয়ে শিক্ষা দিয়াছিলাম। এখন

* ৮১ম গাথা দ্রষ্টব্য।

আমি তোমাকে বুদ্ধলীলায় শতার্হ গাথাগুলি শুনাইলাম। এই সকল কারণে আমার কথা রাখা তোমার একান্ত কর্ত্তব্য।" ইহা শুনিয়া নরখাদক ভাবিলেন, 'সুতসোম আমার আচার্য্য ছিলেন; ইনি সুপণ্ডিত; বিশেষতঃ আমি ইঁহাকে বর দিতে অঙ্গীকার করিয়াছি। এখন আমি কি করিব? ব্যক্তিগতভাবে মরণ ত অবশ্যম্ভাবী। আমি আর মনুষ্যমাংস খাইব না; ইঁহাকে বর দিব।' তিনি অশ্রুবিগলিতনেত্রে আসন হইতে উত্থিত হইয়া সুতসোমের পাদমূলে পতিত হইলেন এবং নিম্নলিখিত গাথায় তাঁহাকে বর দিলেন:—

১০১। প্রকৃতই নরমাংস খাদ্য মোর প্রিয় অতি এর(ই) জন্য রাজ্য ছাড়ি অরণ্যে করি বসতি,
ছাড়াইতে এ অভ্যাস তবু যদি ইচ্ছা কর, পূর্ণ হোক ইচ্ছা তব, দিলাম চতুর্থ বর।

মহাসত্ত্ব বলিলেন, "তাহাই কর, ভাই। যে ব্যক্তি শীলে প্রতিষ্ঠিত, মরণও তাহার বরণীয়। মহারাজ, আমি তোমার বর গ্রহণ করিলাম। অদ্য হইতে তুমি আচার্য্যপদে প্রতিষ্ঠিত হইলে। এজন্য আমিও তোমার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি যে, যদি আমার প্রতি তোমার স্নেহ থাকে, তবে পঞ্চশীল গ্রহণ কর।" নরখাদক বলিলেন, "সৌম্য, এ অতি উত্তম প্রস্তাব, তুমি আমাকে শীল দান কর।" 'মহারাজ, তুমি শীল গ্রহণ কর।' নরখাদক মহাসত্ত্বকে পঞ্চাঙ্গে * প্রণিপাত করিয়া একান্তে উপবিষ্ট হইলেন; মহাসত্ত্বও তখন তাঁহাকে পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন। অমনি ভূদেবতাগণ সেখানে সমবেত হইলেন এবং সমস্ত বনভূমি নিনাদিত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে 'ধন্য', 'ধন্য' বলিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন, 'অহো! সুতসোম কি দুষ্কর কার্য্যই করিলেন; অবীচি হইতে ভবাগ্র পর্য্যন্ত এক তিনি ভিন্ন আর কেহই নাই, যিনি এই নরখাদককে নরমাংস হইতে বিরত করিতে পারিতেন।" এই সাধুকার শুনিয়া চতুর্মহারাজিকেরাও মুক্তকণ্ঠে সুতসোমের কীর্ত্তি ঘোষণা করিলেন এবং ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সমস্ত চক্রবাল এককোলাহলে নিনাদিত হইল। বৃক্ষে যে সকল রাজা আবদ্ধ ছিলেন, তাঁহারাও দেবতাদিগের এই সাধুকার শুনিতে পাইলেন; ঐ বৃক্ষের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাও স্বীয় বিমান হইতে 'ধন্য', 'ধন্য' বলিতে লাগিলেন। দেবতাদিগের সাধুকার শুনা যাইতে লাগিল বটে, কিন্তু তাঁহারা অদৃশ্য রহিলেন। দেবতাদিগের সাধুকার শুনিয়া রাজারা ভাবিলেন, "সুতসোমের চেষ্টায় আমাদের প্রাণরক্ষা হইল, সুতসোম অতি দুষ্কর কার্য্য করিয়াছেন; তিনি নরখাদককে দমন করিয়াছেন।' এইরূপে আশ্বস্ত হইয়া তাঁহারা সুতসোমের স্তুতি করিতে লাগিলেন।

নরখাদক সুতসোমের চরণে প্রণিপাত করিয়া একান্তে অবস্থিতি করিতেছিলেন। মহাসত্ত্ব তাঁহাকে বলিলেন, 'সৌম্য, তুমি রাজাদিগের বন্ধন মোচন কর।" নরখাদক ভাবিলেন, 'আমি এই সকল রাজার পরম শত্রু।' বন্ধনমুক্ত হইয়া হয় ত ইহারা বলিবে, 'ধর এই নরখাদককে, এ আমাদের ঘোর শত্রু। কিন্তু আমি সুতসোমের নিকট যে শীল গ্রহণ করিয়াছি, প্রাণান্তেও তাহা ভঙ্গ করিতে পারিব না। আমি সুতসোমের সঙ্গে গিয়া বন্ধন মোচন করিব, তাহা করিলে আমার কোন ভয়ের কারণ থাকিবে না।' ইহা স্থির করিয়া তিনি সুতসোমকে আবার প্রণাম করিলেন এবং বলিলেন, "সুতসোম, চল, দুই জনেই রাজাদিগের বন্ধনমোচন করি গিয়া।

* 'পঞ্চপতিট্ঠিতেন বন্দিত্বা' = পঞ্চাঙ্গ যথা, কপাল, কনুই, কটি জানু ও পা—এই অঙ্গগুলি ভূমিতে স্থাপন করিয়া প্রণাম করিয়া। তৃতীয় খণ্ডের আদীপ্ত-জাতকে (৪২৪) ২৮৭ম পৃষ্ঠের এবং চতুর্থখণ্ডের দশব্রাহ্মণ জাতকে (৪৯৫) ২৮৮ম পৃষ্ঠের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

১০২। হইয়াছ তুমি মম শাস্তা আর সখা একাধারে।
পালিয়াছি যথাসাধ্য আজ্ঞা যাহা দিয়াছ আমারে।
চল, এবে দুই জনে এক সঙ্গে করিব মোচন
বন্দিগণে, এই মোর অনুরোধ রাখ, হে রাজন্।"

বোধিসত্ত্ব বলিলেন,

১০৩। একাধারে শাস্তা, সখা আমি তব হয়েছি রাজন্,
যথাসাধ্য করিয়াছ আজ্ঞা তুমি আমার পালন।
অনুরোধ রক্ষা তব নিশ্চয় করিব আমি এবে,
এক সঙ্গে গিয়া দোঁহে চল দেই মুক্তি বন্দী সবে।

অনন্তর বোধিসত্ত্ব রাজাদিগের নিকটে গিয়া বলিলেন,

১০৪। কল্মাষপাদের হাতে দুর্গতি অপার হইয়াছে, ভূপগণ, তোমা সবাকার।
প্রলম্বিত সবে রজ্জুবিদ্ধকরতল ঝরিতেছে দু'নয়নে অশ্রু অবিরল।
তথাপি হইয়া প্রতিহিংসা-পরায়ণ করিও না কভু এঁর অনিষ্ট সাধন
কর সবে সত্য করি এই অঙ্গীকার লঙ্ঘন না হয় যেন এই প্রতিজ্ঞার।

রাজারা বলিলেন,

১০৫। কল্মাষপাদের হাতে দুর্গতি অপার হইয়াছে, সুতসোম আমা সবাকার।
প্রলম্বিত মোরা রজ্জুবিদ্ধকরতল ঝরিতেছে দু'নয়নে অশ্রু অবিরল।
তথাপি হইয়া প্রতিহিংসা-পরায়ণ করিব না কভু এঁর অনিষ্ট সাধন
করিনু সকলে এই সত্য অঙ্গীকার ব্যতিক্রম কখনো না হইবে ইহার।

তখন বোধিসত্ত্ব তাঁহাদিগকে শপথ করিতে অনুরোধ করিলেন এবং বলিলেন

১০৬। মাতাপিতা কত স্নেহ করেন সন্তানে। সতত নিরত তার শুভ-অনুধানে।
আজি হ'তে ইনিও করুন অধিকার জনকজননীস্থান তোমা সবাকার।
তনয় তোমরা এঁর, ভাবি ইহা মনে পিতৃবৎ ভক্তি এঁরে করিবে যতনে।

রাজারা এই আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া বলিলেন,

১০৭। মাতাপিতা কত স্নেহ করেন সন্তানে। সতত নিরত তার শুভ-অনুধানে।
আজ হ'তে করিলেন ইনি অধিকার জনক-জননীস্থান আমা সবাকার।
তনয় আমরা এঁর, ভাবি ইহা মনে পিতৃবৎ ভক্তি এঁরে করিব যতনে।

মহাসত্ত্ব এইরূপে রাজাদিগের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়া নরখাদককে ডাকিলেন এবং বলিলেন, "তুমি আসিয়া এই ক্ষত্রিয়দিগকে মুক্তি দাও।" নরখাদক খড়্গ লইয়া এক জন রাজার বন্ধন ছেদন করিলেন। ঐ ব্যক্তি সপ্তাহকাল অনাহারে ছিলেন এবং বন্ধনযন্ত্রণায় উন্মত্তবৎ হইয়াছিলেন। যেমন তাঁহার বন্ধন ছিন্ন হইল, অমনি তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। তাঁহার দুর্দ্দশা দেখিয়া মহাসত্ত্বের মনে করুণার উদ্রেক হইল; তিনি বলিলেন, "ভাই নরখাদক, তুমি এভাবে বন্ধন ছেদন করিও না।" তিনি এক জন রাজাকে উভয়হস্তে দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া এবং তাঁহাকে নিজের বক্ষঃস্থলে স্থাপন করিয়া বলিলেন, "এখন বন্ধন ছেদন কর।" নরখাদক খড়্গ দ্বারা বন্ধন ছেদন করিলেন; মহাসত্ত্ব মহাবলবান্ ছিলেন; তিনি ঐ রাজাকে নিজের বুকে তুলিয়া লইলেন এবং লোকে যেমন ঔরসপুত্রকে অঙ্ক হইতে সস্নেহে নামাইয়া রাখে, সেইভাবে তাঁহাকে নামাইয়া ভূতলে শোওয়াইয়া রাখিলেন। তিনি এইরূপে একে একে সকল বন্দীকেই ভূতলে শোওয়াইলেন তাঁহাদের ক্ষতগুলি ধুইলেন এবং লোকে যেমন ছোট মেয়েদের কাণের ছিদ্র হইতে সূতা টানিয়া লয়,

সেইভাবে আস্তে আস্তে তাঁহাদের করতল হইতে রজ্জু বাহির করিয়া লইলেন। ইহার পর তিনি জমাট রক্ত ধুইয়া ক্ষতগুলি নির্দ্দোষ করিলেন এবং বলিলেন, "ভাই নরখাদক, এই গাছের একটু ছাল পাথরে পিষিয়া লইয়া আইস।" নরখাদক উহা আনয়ন করিলে মহাসত্ত্ব সত্যক্রিয়া করিলেন এবং ঐ পিষ্টবল্কল বন্দীদিগের করতলে মাখিলেন। ইহাতে ক্ষতগুলি তৎক্ষণাৎ ভাল হইল। নরখাদক কিছু তণ্ডুল আহরণ করিয়া পথ্য * পাক করিলেন এবং তিনি ও মহাসত্ত্ব শতাধিক রাজাকে সেই পথ্য পান করাইলেন। ইহাতে তাঁহারা সকলেই তৃপ্ত হইলেন। ইহার পর সূর্য্য অস্ত গেল। পরদিনও মহাসত্ত্ব প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নে এবং সায়ংকালে তাঁহাদিগকে ঐরূপ পথ্য সেবন করাইলেন; তৃতীয় দিনে তিনি তাঁহাদিগকে সসিক্থক † যবাগূ খাইতে দিলেন; যতদিন তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ না করিলেন, ততদিন এইরূপ পথ্যের ব্যবস্থা চলিল। অতঃপর মহাসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা এখন চলিয়া যাইতে পারিবে কি?" তাঁহারা বলিলেন, "হাঁ, আমরা যাইব।" তখন মহাসত্ত্ব নরখাদককে বলিলেন, "চল ভাই, নরখাদক, আমরাও স্ব স্ব রাজ্যে প্রতিগমন করি।" নরখাদক রোদন করিতে করিতে তাঁহার পাদমূলে পতিত হইয়া বলিলেন, "ভাই, তুমিই এই রাজাদিগকে লইয়া যাও; আমি এখানেই অবস্থিতি করিয়া ফলমূলাহারে জীবন যাপন করিব।" মহাসত্ত্ব বলিলেন, "তুমি এখানে থাকিবে কেন? তোমার রাজ্য অতি রমণীয়; বারাণসীতে গিয়া রাজত্ব করিবে, চল।" "কি বলিতেছ, ভাই? আমার সেখানে যাইবার সাধ্য নাই। নগরের সকল লোকেই আমার শত্রু। আমাকে দেখিলেই তাহারা গালি দিবে, বলিবে, 'এই লোকটা আমার মাতাকে, এ আমার পিতাকে ভক্ষণ করিয়াছে; ধর অই দস্যুটাকে।' তাহারা লোষ্ট্রাঘাতে আমার প্রাণান্ত করিবে। আমি তোমার নিকটে শীল গ্রহণ করিয়াছি; এখন নিজের প্রাণরক্ষার জন্যও আমি অপরের প্রাণহানি করিতে পারিব না। এইজন্যই আমি যাইব না। মনুষ্যমাংসাহার হইতে বিরত হইয়া আর কতদিনই বা বাঁচিব? দুঃখের মধ্যে এই যে, এখন হইতে আর তোমার দর্শন পাইব না।" নরখাদক কান্দিতে কান্দিতে আবার বলিলেন, "তোমরা যাও।" তখন মহাসত্ত্ব তাঁহার পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "সৌম্য, আমার নাম সুতসোম; আমি তোমার মত নিষ্ঠুরকেও বিনীত করিয়াছি; বারাণসীবাসীদিগের সম্বন্ধে আবার কি বলিব? আমি তোমাকে সেই রাজ্যে প্রতিষ্ঠাপিত করিব; যদি তাহা না করিতে পারি, তবে তোমাকে আমারই রাজ্যের অর্দ্ধাংশ দান করিব।" "তোমার রাজধানীতেও ত আমার শত্রুর অভাব নাই!" মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, 'এই ব্যক্তি আমার আজ্ঞানুসারে দুষ্কর কার্য্য সম্পাদন করিয়াছে; এজন্য যে কোন উপায়ে ইহাকে স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠাপিত করিতে হইবে।'

* মূলে "বারণং" এই পদ আছে। নূতন পালি-ইংরাজী অভিধানে, ইহা 'বারুণী' শব্দের অপভ্রংশ, এইরূপ অনুমান করা হইয়াছে। কিন্তু তণ্ডুল হইতে মদ্য প্রস্তুত করা কালসাপেক্ষ; কাজেই এ অনুমান এখানে সমীচিন নয়। আমার বোধ হয়, যাহা খাইলে রোগ জন্মে না অর্থাৎ যাহা prophylactic, তাহাকেই 'বারণ' বলা যাইতে পারে। কিন্তু এখানে সেরূপ কোন উদ্দেশ্য দেখা যায় না। যাহাতে রোগীর বলাধান হয়, এইরূপ দ্রব্যই লেখকের অভিপ্রেত। এজন্য আমি ইহার পরিবর্ত্তে 'পথ্য' শব্দ ব্যবহার করিলাম। বোধ হয়, এখানে ইহ ভাতের ফেন বা মাড়।

† সিক্থ=ভাতের পিণ্ড। 'সসিক্থক যাগু' দ্বারা, বোধ হয়, অন্নমণ্ড বুঝিতে হইবে। প্রথম দুই দিনের পথ ছিল কেবল ফেন; তৃতীয় দিনে হইল অন্নমণ্ড।

তিনি নরখাদকের প্রলোভন জন্মাইবার জন্য নিম্নলিখিত গাথা কয়টীতে তাঁহার রাজধানীর শোভাসম্পত্তি বর্ণনা করিলেন :—

১০৮। সুনিপুণ সূপকার করিত রন্ধন পশুপক্ষিমাংস তব ভোজন-কারণ।
খেয়ে তাহা তৃপ্তি তুমি লভেছ, রাজন্, সুধাপানে তৃপ্তি ইন্দ্র লভেন যেমন।
কি কারণে হেন সুখ করি পরিহার একাকী অরণ্যে চাও করিতে বিহার?

১০৯। তপ্তকাঞ্চনের মত উজ্জ্বলবরণা ক্ষীণকটি শত শত ক্ষত্রিয় ললনা
সেবিত তোমায় পরি নানা আভরণ, সেবে যথা স্বর্গে শক্রে দিব্যাঙ্গনাগণ।
কি কারণে হেন সুখ করি পরিহার একাকী অরণ্যে চাও করিতে বিহার?

১১০। রক্তবর্ণ উপধান, বহু সুকোমল থাকিত বিন্যস্ত তব খট্টায় কম্বল,
অন্য যাহা চাই সুখ-শয়নের তরে, সকল(ই) করেছ ভোগ থাকি নিজ ঘরে
কি কারণে হেন সুখ করি পরিহার একাকী অরণ্যে চাও করিতে বিহার?

১১১। শুইয়া শুনিতে তুমি নিশীথ সময় মন্দিরার, মৃদঙ্গের বাদ্য মধুময়,
কভু বা গন্ধর্ব্বগান তোমার, রাজন্, শ্রবণে অমৃতধারা করিত বর্ষণ।
কি কারণে হেন সুখ করি পরিহার একাকী অরণ্যে চাও করিতে বিহার?

১১২। রম্য রাজধানী তব সকলে বাখানে, মৃগাচির নামে খ্যাত উদ্যান সেখানে।
বহুপুষ্পে সুশোভিত তরুলতা তার, অশ্বগজরথে পূর্ণ নগর তোমার।
কি কারণে হেন স্থান করি পরিহার একাকী অরণ্যে চাও করিতে বিহার?

মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, 'এই ব্যক্তি পূর্ব্বে যে বিষয়সুখ ভোগ করিয়াছে, তাহা স্মরণ করিয়া হয় ত আমার সঙ্গে যাইতে ইচ্ছা করিবে।' এই জন্যই তিনি তাঁহাকে প্রথমে ভোজনের লোভ দেখাইলেন; তাহার পর ক্রমে কামবৃত্তির, শয়নের, নৃত্যগীতাদির, প্রমোদোদ্যানের ও নগরের লোভ দেখাইয়া বলিলেন, "চল, মহারাজ; আমি তোমাকে লইয়া গিয়া বারাণসীরাজ্যে প্রতিষ্ঠাপিত করিব; তাহার পর স্বরাজ্যে ফিরিয়া যাইব। যদি বারাণসী রাজ্য না পাই, তবে আমার রাজ্যই দুই ভাগ করিয়া অর্দ্ধাংশ তোমাকে দিব। বনবাসে তোমার প্রয়োজন কি? আমি যাহা বলিতেছি, তাহাই কর।" সুতসোমের কথায় নরখাদকের মনে যাইবার ইচ্ছা জন্মিল; তিনি ভাবিলেন, "সুতসোম আমার হিতার্থী। ইনি অনুকম্পাবশে প্রথমে আমাকে কল্যাণধর্ম্মে স্থাপন করিয়াছেন; এখন আমার নষ্টগৌরবও পুনরুদ্ধার করিতে চাহিতেছেন। ইনি নিশ্চয় ইহা করিতে সমর্থ হইবেন। অতএব ইঁহার সঙ্গে যাওয়াই কর্ত্তব্য। আমি বনে থাকিয়া কি করিব?' ইহা বিবেচনা করিয়া তিনি বড় সন্তুষ্ট হইলেন; এবং সুতসোমের গুণের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিবার অভিপ্রায়ে বলিলেন, "সৌম্য সুতসোম, কল্যাণমিত্রসংসর্গ অপেক্ষা অধিক হিতকর এবং পাপমিত্রসংসর্গ অপেক্ষা অধিক অনিষ্টকর আর কিছুই নাই।

১১৩। যেমন অসিতপক্ষে প্রতিদিন হয়, ভূপ, চন্দ্রমার ক্ষয়,
অসতের সঙ্গে পড়ি সুমতিও সেইরূপ ক্রমে পায় লয়।

১১৪। নরাধম পাচকের সংসর্গে সুমতি মোর হ'ল তিরোহিত,
করিলাম পাপ কত; নরকে এখন বাস হইবে নিশ্চিত।

১১৫। শুক্লপক্ষে হয় যথা প্রতিদিন চন্দ্রমার বৃদ্ধি কলেবর,
সাধুর সংসর্গে, তথা, সুমতি লভিয়া নিত্য ধন্য হয় নর।

১১৬। আমিও, হে সুতসোম, পাইয়া তোমার সঙ্গ, জানিবে নিশ্চয়,
করিব কুশল কর্ম্ম; সদ্‌গতি তাহার ফলে ভাগ্যে যেন হয়।

১১৭। যতই না হো'ক স্থলে বারি-বরষণ, সে জল সেখানে নাহি থাকে বহুক্ষণ।
যতই কর না মৈত্রী অসাধুর সনে, নিশ্চয় বিলয় তার হবে অল্পক্ষণে।
১১৮। সাগরে হইলে বৃষ্টি কিন্তু, হে ভূপাল, সে জল সাগরগর্ভে থাকে চিরকাল।
করিলে সাধুর সঙ্গে মিত্রতা-স্থাপন অণুমাত্র ক্ষয় তার হয় না কখন।
১১৯। সাধুসহ মৈত্রীর না হয় কভু ক্ষয়,
যাবজ্জীবন তাহা সমভাবে রয়।
অসাধুর সঙ্গে প্রীতি কিন্তু ক্ষণস্থায়ী অতি,
সাধুশীল যিনি, সৌম্য, তিনি সে কারণ
দূরে থাকি অসাধুরে করেন বর্জ্জন।"

নরখাদক এইরূপে সাতটী গাথায় মহাসত্ত্বের মহিমা কীর্ত্তন করিলেন। মহাসত্ত্ব নরখাদককে এবং অপর রাজাদিগকে সঙ্গে লইয়া এক প্রত্যন্তগ্রামে উপস্থিত হইলেন। গ্রামবাসীরা মহাসত্ত্বকে দেখিয়া নগরে গিয়া সংবাদ দিল। তখন অমাত্যেরা বলবাহনাদি লইয়া অগ্রসর হইলেন এবং মহাসত্ত্বকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইলেন। মহাসত্ত্ব এই সকল অনুচর সঙ্গে লইয়া বারাণসীরাজ্যে গমন করিলেন। পথে জনপদবাসীরা নানাবিধ উপহার দিয়া তাঁহার অনুগমন করিল। এইরূপে তাঁহার অনুচরসংখ্যা বৃদ্ধি পাইল। তিনি তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া বারাণসীতে উপনীত হইলেন। তখন নরখাদকের পুত্র সেখানে রাজত্ব করিতেছিলেন; এবং কালহস্তীই সেনাপতি ছিলেন। নগরবাসীরা রাজাকে জানাইল, "মহারাজ সুতসোম নাকি নরখাদককে দমন করিয়া এবং তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া এখানে আসিতেছেন; ইঁহাকে নগরে প্রবেশ করিতে দিব না।" ইহা বলিয়া তাহারা যত শীঘ্র পারিল, নগরের দ্বারসমূহ রুদ্ধ করিল এবং আয়ুধহস্তে নগর রক্ষা করিতে লাগিল। নগরদ্বার রুদ্ধ হইয়াছে শুনিয়া মহাসত্ত্ব নরখাদককে এবং সেই শতাধিক রাজাকে পশ্চাতে রাখিয়া কতিপয় অমাত্যের সঙ্গে অগ্রসর হইলেন এবং বলিলেন, "আমি রাজা সুতসোম; তোমরা দরজা খোল।" লোকে গিয়া রাজাকে এই কথা জানাইল; তিনি আদেশ দিলেন, "শীঘ্র দরজা খুলিয়া দাও।" তখন নগরবাসীরা দ্বার উন্মুক্ত করিল, মহাসত্ত্ব নগরে প্রবেশ করিলেন; রাজা ও কালহস্তী প্রত্যুদ্গমন করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন এবং তাঁহাকে প্রাসাদে লইয়া গেলেন। তিনি রাজাসনে উপবিষ্ট হইয়া নরখাদকের অগ্রমহিষী এবং অপর অমাত্যদিগকে ডাকাইয়া কালহস্তীকে বলিলেন, "কালহস্তী, তোমরা রাজাকে নগরে প্রবেশ করিতে দিতেছ না কেন?" কালহস্তী উত্তর দিলেন, "তিনি রাজত্ব করিবার সময় এই নগরের বহু মনুষ্য ভক্ষণ করিয়াছেন; যাহা ক্ষত্রিয়ের অকর্ত্তব্য, তাহা করিয়াছেন; তাঁহার অত্যাচারে সমস্ত জম্বুদ্বীপ লণ্ডভণ্ড হইয়াছে। তিনি এমনই পাপিষ্ঠ! এই কারণেই আমরা দ্বার রুদ্ধ করিয়াছিলাম। এখনও তিনি সেইরূপ অত্যাচারই করিবেন।" সুতসোম বলিলেন, "কোন চিন্তা করিও না; আমি তাঁহাকে দমন করিয়া শীলে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছি; এখন তিনি নিজের প্রাণরক্ষার জন্যও অপরের কোন অনিষ্ট করিবেন না। এখন তাঁহা হইতে তোমাদের কোন ভয়ের কারণ নাই। তোমরা এরূপ শত্রুতাচরণ করিও না। মাতাপিতার রক্ষণাবেক্ষণ করা পুত্রের কর্ত্তব্য। যাহারা মাতাপিতার পোষক, তাহারা স্বর্গলাভ করে। অপর সকলে নিরয়গামী হয়।" সুতসোম এইরূপে নিম্নাসনস্থ নরখাদকের পুত্রকে উপদেশ দিয়া কালহস্তীকে সম্বোধন-পূর্ব্বক বলিলেন, "দেখ সেনাপতি, তুমি রাজার বন্ধু ও ভৃত্য ছিলে। তোমার এই মহৈশ্বর্য্য তাঁহারই প্রসাদাৎ। এজন্য রাজার হিতচর্য্যা

তোমারও কর্ত্তব্য।" কালহস্তীকে এই উপদেশ দিয়া তিনি মহিষীকে বলিলেন, "দেবি, আপনি সংকুল হইতে আগমন করিয়া রাজার অনুগ্রহে মহিষীর পদ পাইয়াছিলেন; তাঁহারই অনুগ্রহে আপনি বহুপুত্রকন্যাবতী হইয়াছেন। তাঁহার আনুকূল্য করা আপনার পক্ষেও উচিত।" দেবীকেও এইরূপ উপদেশ দিবার পর সংক্ষেপে সকল কথার সার বুঝাইবার জন্য মহাসত্ত্ব নিম্নলিখিত চারিটী গাথায় ধর্ম্মদেশন করিলেন :—

১২০। জয়ের অযোগ্য যিনি তাঁরে করে জয়, * রাজপদ-বাচ্য কিহে হেন জন হয়?
বলিব কি সখা তারে, কপটতা করি সখার সর্ব্বস্ব যেই লয়ে যায় হরি?
পতি দেখি পায় ভয়, ভার্য্যা সে কেমন? পুত্র কি সে, যে না করে ভরণপোষণ
মাতার, পিতার, হায়, বার্দ্ধক্য-পীড়নে অক্ষম যখন তাঁরা ধন-উপার্জ্জনে?

১২১। কে বলে তাহারে সভা, বিজ্ঞ নাই যেথা? সে জন কি বিজ্ঞ, যে না ভণে ধর্ম্মকথা?
রাগদ্বেষমোহ—সব করিয়া বর্জ্জন শুনায় সদ্ধর্ম্ম যেই, বিজ্ঞ সেইজন।

১২২। থাকিলে নীরব বিজ্ঞ মূর্খের সভায় বিজ্ঞ বলি তাঁহাকে কিরূপে জানা যায়?
নির্ব্বাণ-লাভের পথ করি প্রদর্শন মুখ হ'তে বাক্য তাঁর হ'লে নিঃসরণ,
সুপণ্ডিত বলি তাঁরে জানিবে সবাই, বিজ্ঞের লক্ষণ ইহা ভিন্ন কিছু নাই।

১২৩। ধর্ম্মব্যাখ্যা করা, আর ধর্ম্মের ভণন, জানিবে, ইহাই হয় ঋষির লক্ষণ।
'সুভাষিতধ্বজ' নামে ঋষিরা বিদিত ;† ধর্ম্মই ঋষির ধ্বজ জানিবে নিশ্চিত।

সুতসোমের ধর্ম্মকথা শুনিয়া রাজা ও সেনাপতি পরিতোষ লাভ করিলেন এবং বলিলেন, "আমরা গিয়া মহারাজকে আনয়ন করিতেছি।" অনন্তর তাঁহারা ভেরীবাদন দ্বারা নগরবাসী দিগকে সমবেত করাইয়া বলিলেন, "তোমরা ভয় পাইও না; রাজা নাকি এখন ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন; এস, তাঁহাকে আনি গিয়া।" তাঁহারা বহুলোকজন সঙ্গে লইয়া এবং মহাসত্ত্বকে পুরোভাগে রাখিয়া (নরখাদক) রাজার নিকটে গমন করিলেন, তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, তাঁহার বেশবিন্যাসের জন্য নাপিত আনাইলেন। নাপিতেরা তাঁহার চুল ও দাড়ি কামাইল, তাঁহাকে স্নান করাইয়া রাজাভরণ পরাইল; অমাত্যেরা তাঁহাকে রত্নরাশির উপর বসাইয়া অভিষেচন করিলেন, এবং নগরের মধ্যে লইয়া গেলেন। নরখাদক রাজা সেই শতাধিক রাজার ও মহাসত্ত্বের মহাসৎকার করিলেন। সমস্ত জম্বুদ্বীপে মহাকোলাহল উত্থিত হইল যে, নরেন্দ্র সুতসোম নরখাদককে দমন করিয়াছেন এবং তাঁহাকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছেন।

অতঃপর ইন্দ্রপ্রস্থবাসীরা রাজাকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে অনুরোধ করিয়া দূত পাঠাইল। মহাসত্ত্ব বারাণসীতে একমাসমাত্র অবস্থিতি করিয়া নরখাদককে বলিলেন, "ভাই, আমরা এখন প্রস্থান করিব।" যাইবার পূর্ব্বে তিনি নরখাদককে উপদেশ দিলেন, "তুমি অপ্রমত্তভাবে চলিবে, নগরের দ্বারচতুষ্টয়ে এবং প্রাসাদদ্বারে পাঁচটী দানশালা প্রতিষ্ঠা করিবে, এবং দশরাজধর্ম্ম অক্ষুন্ন রাখিয়া অগতিগমন পরিহার করিবে।"

শতাধিক রাজধানী হইতে বহু বলবাহন সমবেত হইয়াছিল। মহাসত্ত্ব এই বিপুল অনুচরবর্গে পরিবৃত হইয়া বারাণসী হইতে যাত্রা করিলেন; নরখাদকও নিক্রান্ত হইয়া অর্দ্ধপথপর্য্যন্ত তাঁহার অনুগমনপূর্ব্বক ফিরিয়া গেলেন। যে সকল রাজার কোন বাহন ছিল

---

* টীকাকার বলেন মাতা ও পিতা জয়ের অযোগ্য।

† অর্থাৎ সুন্দররূপে ধর্ম্ম-ব্যাখ্যা করাই ঋষিদিগের প্রধান লক্ষণ।

না, মহাসত্ত্ব তাঁহাদিগকে উপযুক্ত বাহন দিয়া সকলকে বিদায় দিলেন, তাঁহারা মহাসত্ত্বের সহিত প্রীতিসম্ভাষণপূর্ব্বক যথাযোগ্য বন্দনালিঙ্গনাদি করিয়া স্ব স্ব রাজ্যে চলিয়া গেলেন। মহাসত্ত্বও যথাসময়ে স্বীয় রাজধানীতে উপনীত হইলেন। তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য ইন্দ্রপ্রস্থ তখন সুসজ্জিত হইয়া অমরাবতীর ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। তিনি মহাসমারোহে নগরে প্রবেশ করিয়া মাতাপিতাকে প্রণাম করিলেন এবং প্রীতিসম্ভাষণপূর্ব্বক মহাতলে আরোহণ করিলেন। অতঃপর যথাধর্ম্ম রাজ্যশাসন করিবার কালে এক দিন তিনি ভাবিলেন, সেই ন্যগ্রোধবৃক্ষদেবতা আমার মহা উপকার করিয়াছেন; যাহাতে যথাবিধি তাঁহার পূজা হয়, আমি সেই ব্যবস্থা করিব।' এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি উক্ত ন্যগ্রোধবৃক্ষের অদূরে একটী বৃহৎ তড়াগ খনন করাইলেন এবং তাহার ধারে বহু গৃহস্থ বসাইয়া একটী গ্রাম পত্তন করিলেন। এই গ্রাম অচিরে বৃহদায়তন ধারণ করিল। ইহার আপণের সংখ্যা হইল অশীতি সহস্র। ঐ বৃক্ষমূলের চতুর্দ্দিকে যতদূর পর্য্যন্ত শাখাপ্রশাখা বিস্তৃত হইয়াছিল, মহাসত্ত্ব সেই সমস্ত ভূমি সমতল করিয়া তদুপরি তোরণদ্বার-শোভিত মণ্ডলাকার বেদি নির্ম্মাণ করাইলেন। ইহাতে দেবতা প্রসন্ন হইলেন। কল্মাষপাদের দমনস্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া এই গ্রামের নাম হইল কল্মাষদম্যনিগম।

এই কথাবর্ণিত সকল রাজাই মহাসত্ত্বের উপদেশমত চলিয়া দানাদি পুণ্যকার্য্য করিয়াছিলেন এবং দেহান্তে স্বর্গবাসী হইয়াছিলেন।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও আমি অঙ্গুলিমালকে দমন করিয়াছিলাম।

সমবধান—তখন অঙ্গুলিমাল ছিলেন সেই নরখাদক রাজা, সারিপুত্র ছিলেন কালহস্তী, আনন্দ ছিলেন নন্দব্রাহ্মণ, কাশ্যপ ছিলেন সেই বৃক্ষদেবতা, অনিরুদ্ধ ছিলেন শক্র, বুদ্ধানুচরেরা ছিলেন অবশিষ্ট রাজগণ, মহারাজ শুদ্ধোদন ও তাঁহার মহিষী ছিলেন সুতসোমের মাতাপিতা এবং আমি ছিলাম সুতসোম।]

[illegible] মহাভারতের আদিপর্ব্বে (১৭৬ম অধ্যায়ে) কল্মাষপাদ-নামক এক নরমাংসাশী রাজার কথা আছে। ইনি সূর্য্যবংশের রাজা—বসিষ্ঠের শাপে রাক্ষস হইয়া বনে বনে মানুষ খাইয়া বেড়াইতেন। সম্ভবতঃ এই আখ্যায়িকার আভাস লইয়া বৌদ্ধেরা সুতসোমের কথা রচনা করিয়াছেন, কারণ প্রথমে দেখা যায়, নরখাদকের নাম ছিল ব্রহ্মদত্তকুমার; কিন্তু শেষে কথাকার তাঁহাকে কল্মাষপাদ নামে অভিহিত করিয়াছেন, অথচ 'কল্মাষপাদ' শব্দটীতে নরমাংসভোজনের কোন পরিচয়ই পাওয়া যায় না।

জাতক

অর্থাৎ গৌতমবুদ্ধের অতীত জন্মসমূহের-বৃত্তান্ত

ফৌসবোল-সম্পাদিত জাতকার্থবর্ণনা-নামক মূল পালিগ্রন্থ হইতে

ষষ্ঠ খণ্ড

শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষ

অনূদিত

করুণা প্রকাশনী। কলকাতা-৯

ক্রোড়পত্র

(১) মহাজনক-জাতকে সীবলির সঙ্গে মহাজনকের বিবাহ-প্রসঙ্গে যাহা বর্ণিত আছে, তাহার সহিত সেক্স্‌পিয়ার প্রণীত Merchant of venice নাটকের Portia-নাম্নী মহিলার বিবাহের বৃত্তান্ত তুলনীয়।

(২) ভূরিদত্ত-জাতকে ১৬৭ম গাথায় (৫৫১ম পৃষ্ঠে) 'অকাশিক' শব্দের ব্যাখ্যা দেওয়া হয় নাই। ইহার অর্থ "যাহারা কাশীদেশের লোক নয়" (কাজেই কাশীরাজ্যের লোকদিগের উপর অত্যাচার করিতে কুণ্ঠিত হয় না)।

(৩) মহানারদকাশ্যপ-জাতকে (১৭৪ম ও ১৭৫ম পৃষ্ঠে) কায়রথের বর্ণনা আছে— গাথাকার মানবদেহকে একখানি রথ কল্পনা করিয়া মন, অহিংসা, মিতাহার প্রভৃতিকে ইহার সারথি, কক্ষ, নাভি ইত্যাদি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কঠোপনিষদের প্রথমাধ্যায়ের তৃতীয় বল্লীতেও এই উপমার অতি সুন্দর প্রয়োগ দেখা যায়। এই জন্য তাহা হইতে কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত হইল :—

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ ॥
ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহু বিষয়াংস্তেষু গোচরান্‌।
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ ॥*
যস্ত্ববিজ্ঞানবান্‌ ভবত্যযুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণ্যবশ্যানি দুষ্টাশ্বা ইব সারথেঃ ॥
যস্ত্ববিজ্ঞানবান্‌ ভবত্যমনস্কঃ সদাশুচিঃ ।**
ন স তৎপদমাপ্নোতি সংসারং চাধিগচ্ছতি ॥
যস্তু বিজ্ঞানবান্‌ ভবতি সমনস্কঃ সদা শুচিঃ।
স তু তৎপদমাপ্নোতি যস্মাদ্‌ভূয়ো ন জায়তে ॥
বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃপ্রগ্রহবান্‌ নরঃ।
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং ॥

(৪) বিশ্বন্তর-জাতকে (৩৭৪ম পৃষ্ঠে) পূর্ণপাত্রের উল্লেখ আছে। এ সম্বন্ধে ঈশ্বর গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন-সম্পাদিত কাদম্বরী হইতে একটী অতিরিক্ত টীকা প্রদত্ত হইল :—

"উৎসবেষু সুহৃদ্ভির্যদ্‌ বলাদাকৃষ্য গৃহ্যতে, বস্ত্রং মাল্যঞ্চ তৎ পূর্ণপাত্রং পূর্ণানকঞ্চ তৎ।" "আনন্দতোহি সৌহার্দ্দ্যাদেত্য বস্ত্রাদিকং বলাৎ। অজ্ঞানতো হরত্যেব পূর্ণপাত্রন্তু তৎ স্মৃতম।" কোন উৎসবের সময়ে কিংবা কোন গৃহস্বামীর পুত্রাদি ভূমিষ্ঠ হইলে আত্মীয়-স্বজনেরা তাঁহার বস্ত্রমাল্যাদি কাড়িয়া লইত কিংবা গোপনে লইয়া যাইত। ইহাও "পূর্ণপাত্র" নামে অভিহিত।

---

* বিষয়—রূপাদি; গোচর—বিচরণপথ। ** সদা + অশুচিঃ।

সূচীপত্র

জাতক।

মহানিপাত।

৫৩৮—মূকপঙ্গু-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে মহাভিনিষ্ক্রমণ-সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এক দিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় সমাসীন হইয়া ভগবানের মহাভিনিষ্ক্রমণের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতেছিলেন, এমন সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া প্রশ্নদ্বারা তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, আমি যে ইদানীং সমস্ত পারমিতা পূর্ণ করিয়া রাজ্যত্যাগপূর্ব্বক অভিনিষ্ক্রমণ করিয়াছি, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; যখন আমার জ্ঞান পরিপক্ব হয় নাই, আমি পারমিতাসমূহ পূর্ণ করিতে প্রয়াস পাইতেছিলাম মাত্র, তখনও আমি রাজ্যত্যাগ করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলাম।" অনন্তর ভিক্ষুদিগের অনুরোধে তিনি সেই অতীত বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন :-]

পুরাকালে বারাণসীতে কাশীরাজ-নামক এক ব্যক্তি যথাধর্ম্ম রাজত্ব করিতেন। তাঁহার ষোড়শ সহস্র ভার্য্যা ছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে এক জনও কি পুত্র, কি কন্যা, কোন সন্তান লাভ করিতে পারেন নাই। কুশ-জাতকে (৫৩১) যেরূপ বলা হইয়াছে, এক্ষেত্রেও নগরবাসীরা "আমাদের রাজার বংশরক্ষক কোন পুত্র নাই" বলিয়া রাজভবনে গমন করিল এবং রাজাকে বলিল, "মহারাজ, আপনি পুত্র প্রার্থনা করুন।" রাজা তাঁহার ষোড়শ সহস্র রমণীকে পুত্র প্রার্থনা করিতে আজ্ঞা দিলেন। তাঁহারা চন্দ্রাদি দেবতার পূজা করিয়া পুত্র কামনা করিলেন, কিন্তু ইহাতেও কেহ পুত্রবতী হইলেন না। রাজার অগ্রমহিষী মদ্ররাজ-দুহিতা চন্দ্রাদেবী শীলবতী ছিলেন। রাজা তাঁহাকেও পুত্র প্রার্থনা করিতে বলিলেন। চন্দ্রা পূর্ণিমার দিন পোষধ গ্রহণ করিয়া অপ্রশস্ত শয্যায় শয়নপূর্ব্বক নিজের শীল চিন্তা করিতে করিতে সত্যক্রিয়া করিলেন, "আমি যদি কখনও শীলভঙ্গ না করিয়া থাকি, তবে এই সত্যবলে আমার পুত্রোৎপত্তি হউক।"

চন্দ্রার শীলতেজে শক্রভবন উত্তপ্ত হইল, শক্র চিন্তা করিয়া ইহার কারণ বুঝিতে পারিলেন। তিনি ভাবিলেন, 'চন্দ্রাদেবী পুত্র প্রার্থনা করিতেছেন, তাঁহাকে পুত্র দান করিব।' অনন্তর, কে তাঁহার উপযুক্ত পুত্র হইতে পারে, ইহা নির্ণয় করিতে গিয়া বোধিসত্ত্বের দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। বোধিসত্ত্ব পূর্ব্বে বারাণসীতে বিংশতি বৎসর রাজত্ব করিয়া মৃত্যুর পর উৎসদ নরকে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; সেখানে অশীতিসহস্র বৎসর যন্ত্রণা ভোগ করিয়া পরে ত্রয়স্ত্রিংশ-ভবনে পুনর্জ্জন্মলাভ করিয়াছিলেন; সেখানেও নির্দ্দিষ্ট আয়ুষ্কাল অবস্থিতি করিয়া এই সময়ে দেহত্যাগপূর্ব্বক তিনি উপরিদেবলোকে* যাইতে অভিপ্রায় করিতেছিলেন। শক্র তাঁহার নিকট গিয়া বলিলেন "সৌম্য, তুমি মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করিলে পারমিতা পূর্ণ করিবার সুবিধা পাইবে, বহুলোকেরও কল্যাণ সাধিত হইবে। কাশীরাজের অগ্রমহিষী চন্দ্রাদেবী পুত্র প্রার্থনা করিতেছেন; তুমি গিয়া তাঁহার গর্ভে প্রবেশ কর।" বোধিসত্ত্ব তাহাই করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন। তিনি পঞ্চশত দেবপুত্রসহ দেবদেহ ত্যাগ করিয়া নিজে চন্দ্রার গর্ভে প্রবিষ্ট হইলেন; অন্যান্য দেবপুত্রেরা অমাত্যপত্নীদিগের গর্ভে জন্মান্তর গ্রহণ করিলেন।

---

* সর্ব্বশুদ্ধ ছয়টী দেবলোক। সর্ব্বনিম্নে চতুর্ম্মহারাজিক; তদূর্দ্ধে যথাক্রমে ত্রয়স্ত্রিংশ, যাম, তুষিত, নির্ম্মাণরতি ও পরনির্ম্মিতবশবর্ত্তী। বোধিসত্ত্ব এই সময়ে যাম দেবলোকে যাইতে বাসনা করিয়াছিলেন।

বোধিসত্ত্বের তেজে চন্দ্রার গর্ভ যেন বজ্রপূর্ণ বলিয়া প্রতীয়মান হইল। চন্দ্রা গর্ভ ধারণ করিয়াছেন, ইহা বুঝিয়া রাজাকে জানাইলেন; রাজা গর্ভরক্ষার জন্য যথাশাস্ত্র সমস্ত সংস্কার * সম্পাদিত করিলেন। মহিষী পূর্ণগর্ভা হইয়া যথাকালে পুণ্যলক্ষণসম্পন্ন এক পুত্র প্রসব করিলেন। ঐ দিন অমাত্যদিগের গৃহেও পঞ্চশত কুমার ভূমিষ্ঠ হইল। রাজা অমাত্যগণে বেষ্টিত হইয়া প্রাসাদতলে উপবিষ্ট ছিলেন; যখন লোকে গিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিল, 'মহারাজ, আপনার পুত্র জন্মিয়াছে," তখনই তাঁহার মনে পুত্রস্নেহ সঞ্জাত হইল; স্নেহ যেন তাঁহার চর্ম্মমাংস ভেদ করিয়া অস্থিমজ্জায় সঞ্চারিত হইল; তাঁহার অন্তঃকরণ প্রীতি-রসে পূর্ণ হইল, হৃদয় শীতল হইল। তিনি অমাত্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার পুত্র জন্মিয়াছে শুনিয়া আপনারা সন্তুষ্ট হইয়াছেন ত?" অমাত্যেরা উত্তর দিলেন, "কি বলিতেছেন, মহারাজ? আমরা এতদিন অনাথ ছিলাম, এখন সনাথ হইলাম—একজন প্রভু পাইলাম।" রাজা প্রধান সেনাপতিকে আদেশ দিলেন, "আমার পুত্রের জন্য উপযুক্ত অনুচরসমূহ নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা আবশ্যক। আপনি গিয়া জানুন, আজ অমাত্যদিগের গৃহে কতজন বালক ভূমিষ্ঠ হইয়াছে।" সেনাপতি পঞ্চশত সদ্যঃপ্রসূত বালক দেখিতে পাইয়া রাজাকে জানাইলেন। রাজা ঐ পঞ্চশত বালকের জন্য রাজপুত্রোচিত পরিচ্ছদাদি এবং পঞ্চশত দাসী পাঠাইলেন। অতঃপর মহাসত্ত্বের জন্য তিনি অতিদীর্ঘাদি-দোষশূন্যা, অলম্বস্তনী ও মধুরক্ষীরবতী চতুঃষষ্টি ধাত্রী নিয়োজিত করিলেন। [ধাত্রীর দেহ অতি-দীর্ঘ হইলে তাহার কক্ষে বসিয়া স্তন্যপান করিবার কালে গ্রীবা বিস্তার করিতে হয়; এজন্য শিশুর গ্রীবা দীর্ঘ হইয়া থাকে। আবার ধাত্রী যদি খর্ব্বকায়া হয়, তবে তাহার কক্ষে বসিয়া স্তন্য পান করিতে শিশুর স্কন্ধাস্থির পীড়ন ও সঙ্কোচন ঘটে। ধাত্রী অতিকৃশা হইলে তাহার কক্ষে বসিয়া স্তন্যপানকালে শিশুর উরুতে ব্যথা হয়; সে অতিস্থূলা হইলে তাহার কক্ষে বসিয়া স্তন্যপান করিতে করিতে শিশুর পা বাঁকিয়া যায়।† ধাত্রীর গায়ের রং খুব কালো হইলে তাহার স্তন্য‡ অতিশীতল, এবং অতি গৌর হইলে তাহার স্তন্য‡ অত্যুষ্ণ হয়। ধাত্রীর স্তন বেশী ঝুলিয়া পড়িলে শিশুর নাক চাপে চাপে চেপটা হইয়া যায়। কোন কোন ধাত্রীর স্তন অম্লদোষযুক্ত; কাহারও কাহারও আবার কটু বা অন্যভাবে বিস্বাদ। এজন্য রাজা উক্ত সর্ব্ববিধদোষবর্জ্জিতা অর্থাৎ অতিদীর্ঘাদি-দোষরহিতা, অলম্বস্তনী, মধুরক্ষীরবতী চতুঃষষ্টি ধাত্রী নিয়োজিত করিয়া] পুত্রের মহা আদরযত্ন করিলেন এবং চন্দ্রাদেবীকে একটী বর দিলেন। চন্দ্রা বর গ্রহণ করিলেন, কিন্তু তখন কিছু না চাহিয়া উহা ভবিষ্যতের জন্য মনে রাখিলেন। কুমারের নামকরণ-দিবসে রাজা লক্ষণপাঠক ব্রাহ্মণদিগকে উপহার দিলেন এবং কোন রিষ্টি আছে কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাহ্মণেরা কুমারের বহু সুলক্ষণ দেখিয়া বলিলেন, "মহারাজ, কুমার ধন্যপুণ্যলক্ষণসম্পন্ন; একটী দ্বীপ ত তুচ্ছ, ইনি চতুর্ম্মহাদ্বীপেও রাজত্ব করিতে সমর্থ; ইঁহার কোনরূপ রিষ্টি দেখা যাইতেছে না।" রাজা এই কথায় তুষ্ট হইলেন এবং নামকরণকালে পুত্রের "তেমিয় কুমার" এই নাম রাখিলেন, কারণ কুমারের ভূমিষ্ঠ হইবার কালে সমস্ত কাশীরাজ্যে এত বৃষ্টি হইয়াছিল যে, তাহাতে কুমারের দেহ জলসিক্ত হইয়াছিল §।

* যথা পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, পঞ্চামৃত।

† মূলে 'খলঙ্কপাদা হোন্তি' আছে। ইহার অর্থ অভিধানে পাইলাম না। ইংরাজী অনুবাদক 'bow-legged' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা সঙ্গত মনে করিয়া আমিও তাঁহার অনুসরণ করিলাম। সম্ভবতঃ 'খলঙ্ক' না হইয়া 'কলঙ্ক' হইবে।

‡ পাঠান্তর 'সরীরং' আছে। আমি 'খীরং' এই পাঠই গ্রহণ করিলাম।

§ "তিম" ধাতুর অর্থ জলসিক্ত হওয়া।

কুমারের বয়স্ যখন এক মাস হইল, তখন পরিচারিকারা তাঁহাকে সাজাইয়া রাজার নিকট লইয়া গেল। রাজা প্রিয়পুত্রকে দেখিয়া আলিঙ্গন করিলেন এবং তাঁহাকে কোলে বসাইয়া খেলা দিতে লাগিলেন। এই সময়ে রাজার নিকট চারি জন চোর আনীত হইল। রাজা তাহাদের একজনকে কণ্টককশা দ্বারা সহস্রবার প্রহৃত হইতে, একজনকে শৃঙ্খলাবদ্ধ ও কারানিক্ষিপ্ত হইতে, একজনকে শক্তিবিদ্ধ হইতে ও একজনকে শূলারোপিত হইতে আজ্ঞা দিলেন। পিতার আদেশ শুনিয়া মহাসত্ত্ব ভীতত্রস্ত হইয়া ভাবিলেন, 'আমার পিতা রাজ্যের জন্য ভয়ঙ্কর নিরয়গামিকর্ম্ম করিতেছেন।' পরদিন পরিচারিকারা কুমারকে শ্বেতচ্ছত্রের নিম্নে অলঙ্কৃত রাজশয্যায় শোওয়াইল; কুমার অল্পক্ষণ নিদ্রা যাইবার পর জাগিয়া চক্ষু মেলিলেন এবং শ্বেতচ্ছত্র ও রাজভবনের ঐশ্বর্য্য অবলোকন করিলেন। তিনি স্বভাবতঃ ধর্ম্মভীরু ছিলেন; এই সমস্ত দেখিয়া তাঁহার ভয় আরও বৃদ্ধি হইল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, 'হায়, আমি কোথা হইতে এই রাজভবনে আসিলাম?' এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি জাতিস্মরত্ব-প্রভাবে বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি দেবলোক হইতে আসিয়াছেন; তাহার পূর্ব্বে কি ছিলেন তাহা ভাবিয়া নরকে যে যন্ত্রণাভোগ করিয়াছিলেন তাহা জানিতে পারিলেন, তাহারও পূর্ব্বে, দেখিতে পাইলেন, তিনি এই বারাণসী নগরেই রাজা ছিলেন। তখন তাঁহার মনে হইল, 'আমি বিংশতি বৎসর রাজত্ব করিয়া অশীতিসহস্র বৎসর উৎসদ নরকে পচিয়াছি, এখন আবার এই চোরের ঘরে জন্মিয়াছি! কাল যখন পিতার নিকট চারিজন চোর আনীত হইয়াছিল, তখন তিনি তাহাদের সম্বন্ধে কি ভয়ঙ্কর নিরয়নায়ক পরুষ বাক্যই প্রয়োগ করিয়াছিলেন! আমি যদি আবার রাজত্ব করি, তবে পুনর্ব্বার নরকে জন্মিয়া মহাদুঃখ ভোগ করিব।' মহাসত্ত্ব যতই এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার ভয় বৃদ্ধি হইল; তাঁহার হেমবর্ণ দেহ হস্তমর্দ্দিত পদ্মের ন্যায় ম্লান ও বিবর্ণ হইল। কি উপায়ে এই চৌরগৃহ হইতে মুক্তি লাভ করিবেন, তিনি শুইয়া শুইয়া তাহাই ভাবিতে লাগিলেন।

মহাসত্ত্বের পূর্ব্ব কোন এক জন্মে যিনি জননী ছিলেন, তিনি এই সময়ে রাজভবনের ছত্রাধিষ্ঠাত্রী দেবতা হইয়াছিলেন। তিনি মহাসত্ত্বকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "বৎস তেমিয়, ভয় পাইও না; যদি এখান হইতে মুক্তিলাভের ইচ্ছা থাকে, তবে অপীঠসর্পী হইয়াও পীঠসর্পীর* ন্যায় পড়িয়া থাক, অবধির হইয়াও বধিরের মত দেখাও, অমূক হইয়াও মূকবৎ নীরব থাক। এই তিন উপায় অবলম্বন করিয়া নিজের বুদ্ধিমত্তা অপ্রকটিত রাখ।

> ১। দেখাবে না কিছুমাত্র বুদ্ধির লক্ষণ; সকলের কাছে রবে জড়ের মতন।
> 'অপেয়' বলিয়া সবে ত্যজিবে তোমায়; ইষ্টসিদ্ধিহেতু তব ইহাই উপায়।

ছত্রদেবীর বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া মহাসত্ত্ব বলিলেন।

> ২। মা গো, তুমি আমার পরমহিতৈষিণী; তুমিই আমার সত্য কল্যাণকামিনী।
> দয়া করি করিলে যে উপদেশ দান, যতনে পালিব তাহা হয়ে সাবধান।

অতঃপর মহাসত্ত্ব উক্ত উপায় তিনটী অবলম্বন করিলেন। রাজা পুত্রের চিত্তবিনোদনার্থ সেই পঞ্চশত শিশুকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন; তাহারা স্তন্যের জন্য রোদন করিত। কিন্তু নরকভয়ভীত মহাসত্ত্ব ভাবিতেন, 'রাজত্ব করা অপেক্ষা শুকাইয়া মরাও ভাল'। এজন্য তিনি কাঁদিতেন না। ধাত্রীরা গিয়া চন্দ্রাদেবীকে এই বৃত্তান্ত জানাইল; তিনি আবার রাজাকে বলিলেন। রাজা নিমিত্তজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগকে ডাকাইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

* পীঠসর্পী—পঙ্গু।

ব্রাহ্মণেরা বলিলেন, "মহারাজ, কুমারকে যে সময়ে স্তন্য দিবার নিয়ম আছে, সেই সময় অতিক্রম করাইয়া দিবার আদেশ দিন। তাহা করিলে কুমার কান্দিতে কান্দিতে দৃঢ়রূপে স্তন ধরিয়া নিজেই পান করিবেন।" এই পরামর্শমত ধাত্রীরা তখন হইতে বেলা অতিক্রম করিয়া স্তন্য দিতে লাগিল; তাহারা কখনও একবার অতিক্রম করিত, কখনও সমস্ত দিনই দিত না। মহাসত্ত্ব ক্ষুৎপিপাসায় শুষ্ক হইতেন, কিন্তু নরকভয়ে কখনও স্তন্যপানের জন্য রোদন করিতেন না। তিনি না কান্দিলেও, "আহা বাছার খিদে পেয়েছে" বলিয়া কখনও মাতা, কখনও বা ধাত্রীরা তাঁহাকে স্তন্য পান করাইতেন। অন্য বালকেরা যথাসময়ে স্তন্য না পাইলেই কান্দিত; কিন্তু মহাসত্ত্ব না কান্দিতেন, না ঘুমাইতেন, না হাত পা গুটাইতেন, না কোন শব্দ শুনিতে পাইয়াছেন এমন ভাব দেখাইতেন। ধাত্রীরা ভাবিল, 'পীঠসর্পীর হাত পা ত এখন হয় না; যাহারা মূক, তাহাদের ত হনুর গঠন এমন নয়; যাহারা বধির, তাহাদের কর্ণের গঠন ত অন্যরূপ। তেমিয়কুমারের এরূপ হইবার নিশ্চয় অন্য কোন কারণ আছে। দেখা যাউক, ব্যাপার কি, তাহা বাহির করিতে পারি কি না।' ইহা চিন্তা করিয়া তাহারা প্রথমে দুগ্ধদ্বারা পরীক্ষা করিবার সঙ্কল্প করিল এবং কুমারকে সারাদিন দুধ খাইতে দিল না। কুমার পিপাসার্ত্ত হইয়াও দুগ্ধের জন্য কোন শব্দ করিলেন না। তখন তাঁহার মাতা গিয়া বলিলেন, বাছার আমার খিদে পেয়েছে।" তিনি কুমারকে দুগ্ধ দেওয়াইলেন। এইরূপে মাঝে মাঝে দুগ্ধ দ্বারা তাহারা এক বৎসর কাল পরীক্ষা করিল; কিন্তু কি বিশিষ্ট কারণে কুমারের যে ঐ দশা ঘটিয়াছে, তাহা দেখিতে পাইল না। তখন তাহারা ভাবিল, 'শিশুরা পূপমোদকাদি মিষ্টদ্রব্য খাইতে ভালবাসে; এই সকল দ্রব্যদ্বারাই কুমারকে পরীক্ষা করিতে হইবে।' তাহারা কুমারের নিকটে সেই বালকদিগকে বসাইত; নানাবিধ মোদকাদি আনয়ন করিয়া অদূরে রাখিয়া দিত, "তোমরা যে যত ইচ্ছা কর, মিঠাই খাও" বলিয়া নিজেরা লুকাইয়া দেখিত; অন্য বালকেরা পরস্পর মারামারি ও কলহ করিয়া মিষ্টান্ন খাইত; কিন্তু মহাসত্ত্ব ভাবিতেন, 'তেমিয়, যদি নরকে যাইতে চাও, তবে মিষ্টান্ন খাও।' তিনি নরকের ভয়ে মিষ্টান্নের দিকে দৃষ্টিপাতও করিতেন না। পূপমোদকাদি দ্বারা এইরূপে এক বৎসর পরীক্ষা করিয়াও তাহারা কুমারের নিশ্চেষ্টতার কোন কারণ দেখিতে পাইল না। ইহার পর তাহাদের মনে হইল, 'শিশুরা নানারূপ ফল খাইতে ভালবাসে।' তাহারা নানারূপ ফল আনয়ন করিয়া পরীক্ষা করিল; অন্য শিশুরা কাড়াকাড়ি করিয়া ফল খাইত; মহাসত্ত্ব সে দিক দৃক্‌পাতও করিতেন না। ফল দ্বারাও এক বৎসর পরীক্ষা চলিল; কিন্তু তাহাদের চেষ্টা বিফল হইল। শিশুরা ক্রীড়নকপ্রিয়, এই বিশ্বাসে তাহারা সুবর্ণনির্ম্মিত গজ প্রভৃতির প্রতিমূর্ত্তি নিকটে রাখিয়া দিত; অন্য বালকেরা, যেন লুঠের দ্রব্য পাইয়াছে এই ভাবে, সেগুলি গ্রহণ করিত; কিন্তু সে দিকে মহাসত্ত্বের দৃষ্টি যাইত না। ক্রীড়নকদ্বারাও এইরূপে এক বৎসর বৃথা পরীক্ষা হইল। চারি বৎসর বয়সের শিশুরা ভোজ্যদ্রব্য বড় ভালবাসে, ইহা মনে করিয়া তাহারা নানারূপ ভোজ্য আনিয়া দিতে লাগিল; অন্য শিশুরা সে সমস্ত টুকরা টুকরা করিয়া খাইয়া ফেলিত; মহাসত্ত্ব ভাবিতেন, 'তেমিয়, তুমি যে কত জন্ম অনাহারে কাটাইয়াছ তাহা গণিয়া শেষ করা যায় না'। তিনি নরকের ভয়ে ভোজ্য দ্রব্যের দিকে তাকাইতেন না। ইহাতে মাতার বুক যেন ফাটিয়া যাইত; তিনি সহিতে না পারিয়া নিজেই গিয়া কুমারকে খাওয়াইতেন।* পঞ্চবর্ষীয় বালকেরা অগ্নিকে ভয় করে, ইহা ভাবিয়া তাহারা কুমারকে অগ্নিদ্বারা পরীক্ষা করিবার সঙ্কল্প করিল। তাহারা বহুদ্বারবিশিষ্ট একখানি বড় ঘর প্রস্তুত করাইত, উহা তালপাতা দিয়া ছাওয়াইত, মহাসত্ত্বকে অন্যান্য বালক-

* "অথস্স মাতা সয়মেব হদয়েন ভিজ্জমানা বিয় অসহন্তেন সহত্থেন ভোজনং ভোজেসি" এই পাঠ অনূদিত হইল।

দিগের দ্বারা বেষ্টিত করিয়া ঐ ঘরে বসাইত এবং ঘরে আগুন লাগাইত। অন্যান্য বালকেরা ভয়ে চীৎকার করিতে করিতে পলাইত; মহাসত্ত্ব ভাবিতেন, 'নবকযন্ত্রণাভোগ করা অপেক্ষা ইহা বরং ভাল।' তিনি নিরোধসমাপন্নবৎ * নিশ্চল থাকিতেন। অতঃপর আগুন যখন তাঁহার কাছে আসিত, তখন তাহারা তাঁহাকে বাহিরে লইয়া যাইত। ষড়্‌বর্ষীয় বালকেরা মত্তহস্তী দেখিয়া ভয় পায়, এজন্য তাহারা একটা হস্তীকে বেশ শিক্ষিত করিয়া, বোধিসত্ত্বকে অন্যান্য বালকদিগের সহিত রাজাঙ্গণে বসাইত এবং হাতীটাকে সেখানে ছাড়িয়া দিত। হাতীটা ক্রৌঞ্চনাদ করিতে করিতে এবং শুণ্ডদ্বারা ভূতলে আঘাত করিতে করিতে ভয় দেখাইতে দেখাইতে অগ্রসর হইত; অন্যান্য বালকেরা মরণভয়ে দিগ্‌বিদিকে ছুটিয়া যাইত; মহাসত্ত্ব নরকভয়ে সেখানেই বসিয়া থাকিতেন; সুশিক্ষিত হস্তীটা তাঁহাকে লইয়া এক বার উপরে, একবার নীচে দোলাইত এবং শেষে তাঁহার শরীরে কোনরূপ আঘাত না করিয়া চলিয়া যাইত ক্রমে বোধিসত্ত্বের বয়স্ সাত বৎসর হইল; তিনি যখন বালকগণ-পরিবৃত্ত হইয়া বসিয়া থাকিতেন, তখন তাহারা কয়েকটা উৎপাটিতবিষদন্ত ও বদ্ধমুখ সর্প আনিয়া সেখানে ছাড়িয়া দিত। অন্যান্য বালকেরা চীৎকার করিতে করিতে পলাইয়া যাইত, মহাসত্ত্ব কিন্তু নরকের ভয় চিন্তা করিয়া নিশ্চল থাকিতেন, তিনি ভাবিতেন, 'ক্রুদ্ধ সর্পের মুখেও প্রাণত্যাগ শ্রেয়স্কর'। সর্পগুলি তাঁহার সর্ব্বশরীর বেষ্টন করিয়া মস্তকের উপর ফণ তুলিয়া থাকিত, কিন্তু ইহাতেও তিনি বিচলিত হইতেন না। এইরূপে তাহারা পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করিল; কিন্তু কিছুতেই মহাসত্ত্বের কোন বিশিষ্ট দোষ দেখিতে পাইল না। বালকেরা সমাজোৎসব ভাল বাসে, ইহা মনে করিয়া তাহারা মহাসত্ত্বকে পঞ্চশত বালকের সহিত রাজাঙ্গণে বসাইয়া সেখানে বহু নট আনয়ন করিত। অন্যান্য বালকেরা নটদিগের ক্রীড়া দেখিয়া বাহাবা দিত ও হাস্য করিত; কিন্তু মহাসত্ত্ব ভাবিতেন, 'নরকে জন্মিলে মুহূর্ত্তের জন্যও হাস্য ও আনন্দ থাকে না'; তিনি নরকের ভয় ভাবিয়া নিশ্চল থাকিতেন; নটদিগের দিকে দৃক্‌পাতও করিতেন না। বার বার এ পরীক্ষাদ্বারাও তাহারা মহাসত্ত্বের কোন বিশিষ্ট দোষ বাহির করিতে পারিল না। অতঃপর তাহারা খড়্গের দ্বারা পরীক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে মহাসত্ত্বকে বালকদিগের সহিত রাজাঙ্গণে বসাইত। বালকেরা যখন ক্রীড়ায় রত হইত, তখন একটা লোক স্ফটিকবর্ণের একখানি খড়্গ ঘুরাইতে ঘুরাইতে, লম্ফ দিতে দিতে ও বিকট রব করিতে করিতে সেখানে ছুটিয়া আসিত। সে বলিত, "কাশীরাজের নাকি একটা অপেয়ে (কালকর্ণী) ছেলে হইয়াছে। (সেটা কোথায়? তাহার মাথা কাটিব)।" তাহাকে দেখিয়া অন্যান্য বালকেরা মহাভয়ে চীৎকার করিতে করিতে পলায়ন করিত; বোধিসত্ত্ব কিন্তু নরকযন্ত্রণার কথা ভাবিয়া যেন কিছুই জানেন না, এই ভাবে বসিয়া থাকিতেন। লোকটা খড়্গদ্বারা তাঁহার মস্তকস্পর্শ করিয়া ভয় দেখাইত যে, তাঁহার মাথা কাটিবে; কিন্তু তাঁহাকে ভীত করিতে অসমর্থ হইয়া চলিয়া যাইত। বার বার এই পরীক্ষা করিয়াও তাহারা মহাসত্ত্বের কোন বিশিষ্ট দোষ দেখিতে পাইল না। এইরূপে নয় বৎসর অতীত হইল। তিনি প্রকৃতই বধির কি না, ইহা পরীক্ষা করিবার জন্য দশমবর্ষে রাজভৃত্যেরা তাঁহার শয্যার চারিদিকে পর্দ্দা খাটাইত; উহার চারি কোণে চারিটা ছিদ্র রাখিত; তাঁহার অজ্ঞাতসারে শয্যার নিম্নে কয়েকজন শঙ্খধ্মাতা রাখিত; শঙ্খধ্মাতারা সকলে একসঙ্গে শঙ্খধ্বনি করিত। রাজভবন শঙ্খনাদে নিনাদিত হইত; অমাত্যগণ পর্দ্দার চতুষ্কোণে যে সকল ছিদ্র থাকিত, সেই গুলির ভিতর দিয়া দেখিতেন; কিন্তু মহাসত্ত্বের যে একদিনও কোনরূপ চিত্তবিকার হইয়াছে, বা হস্তপদের বিকার হইয়াছে বা কোন অঙ্গ স্পন্দিত হইয়াছে, ইহা

* নিরোধ—কায়িক, বাচিক ও চৈতসিক বৃত্তিসমূহের ক্রিয়ারাহিত্য। নিরোধসমাপন্ন=মহাধ্যানমগ্ন।

লক্ষ্য করিতে পারিতেন না। এইরূপে এক বৎসর অতীত হইল। পরবৎসর ভেরীর শব্দ দ্বারা পরীক্ষা করা হইল; তাহাতেও কোন দোষ দেখিতে পাওয়া গেল না। ইহার পর দীপ দ্বারা পরীক্ষা আরম্ভ হইল। কুমার রাত্রিকালে অন্ধকারে হস্তপাদ স্পন্দন করেন কি না ইহা দেখিবার জন্য রাজভৃত্যেরা কতকগুলি ঘটের মধ্যে দীপ জ্বালিত; তাহার পর কক্ষের অভ্যন্তরস্থ অন্য দীপগুলি নিবাইয়া কুমারকে কিয়ৎক্ষণ অন্ধকারে রাখিত, শেষে ঘটের মধ্যস্থ দীপগুলি এক সঙ্গে তুলিত, ইহাতে সমস্ত কক্ষ উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত হইত; তাহারা এই আলোকে কুমার কোনরূপ অঙ্গ ভঙ্গী করেন কি না তাহা পর্যাবেক্ষণ করিত। কিন্তু পূর্ণ এক বৎসর এ পরীক্ষাদ্বারাও তাহারা তাঁহার দেহের কুত্রাপি স্পন্দনমাত্র লক্ষ্য করিতে পারিল না। তখন তাহারা স্থির করিল, কুমারকে গুড় দ্বারা পরীক্ষা করিতে হইবে। তাহারা তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে গুড় মাখাইয়া মক্ষিকাবহুল স্থানে শোওয়াইয়া রাখিত, ঝাঁকে ঝাঁকে মাছি তাড়াইয়া তাঁহার দিকে লইয়া যাইত; সেগুলি তাহার সর্ব্বশরীর ছাইয়া ফেলিয়া সূচীর মত হুল ফুটাইত; কিন্তু ইহাতেও তিনি নিরোধসমাপন্নবৎ নিশ্চল থাকিতেন। পূর্ণ এক বৎসর বার বার এই পরীক্ষা করিয়াও রাজপুরুষেরা কুমারের কোন বিশিষ্ট দোষ দেখিতে পাইল না। কুমারের বয়স্ চৌদ্দ বৎসর হইলে রাজপুরুষেরা ভাবিল, 'কুমার এখন বড় হইয়াছে; এ বয়সে বালকেরা শুচিপ্রিয় ও অশুচিবিদ্বেষী হইয়া থাকে; অতএব ইহাকে অশুচিদ্বারা পরীক্ষা করা যাউক।' এই উদ্দেশ্যে তাহারা তখন হইতে তাঁহাকে স্নান করাইত না; তিনি মলমূত্র ত্যাগ করিয়া তাহারই মধ্যে শুইয়া থাকিতেন; দুর্গন্ধে দুর্গন্ধে তাঁহার পেটের নাড়িভুঁড়ি বাহির হইবার উপক্রম হইত, তাঁহাকে মাছিতে খাইত, লোকে তাঁহাকে ঘিরিয়া নিন্দা ও ভর্ৎসনা করিত, "তেমিয়, তুমি এখন বড় হইয়াছ; কে সর্ব্বদা তোমার পরিচর্য্যা করিবে? তোমার কি লজ্জা হয় না; দিন রাত শুইয়া আছ কেন? উঠিয়া গা পরিষ্কার কর।" কিন্তু এইরূপ ধিক্কারজনক মল-রাশিতে নিমগ্ন থাকিয়াও মহাসত্ত্ব নিশ্চিন্তভাবে গূথনরকের কথা ভাবিতেন যে গূথনরকের দুর্গন্ধে শতযোজন দূরস্থ লোকের হৃদয়ও ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। এক বৎসর কাল বার বার এই পরীক্ষা করিয়াও কেহ মহাসত্ত্বের ঈদৃশী দশার কোন হেতু নির্ণয় করিতে পারিল না। অতঃপর তাহারা মহাসত্ত্বের শয্যার নিম্নে আগুনের মালসা রাখিতে লাগিল; তাহারা ভাবিল, 'কুমার যখন অগ্নির তাপে পীড়িত হইয়া আর যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিবেন না, তখন হয়ত তাঁহার শরীরের স্পন্দন হইবে।' অগ্নির তাপে মহাসত্ত্বের শরীরে ফোস্কা পড়িল; কিন্তু তিনি ভাবিলেন, 'অবীচিনরকের অগ্নিশিখা শতযোজন পর্য্যন্ত উত্থিত হয়; তাহার তুলনায় এ উত্তাপ শতগুণে, সহস্র গুণে উপভোগ্য।' এইরূপে চিন্তা করিয়া তিনি উত্তাপ সহ্য করিতেন ও নিশ্চল রহিতেন। তাঁহার মাতাপিতার হৃদয় এ দৃশ্য দেখিয়া যেন বিদীর্ণ হইত; তাঁহারা লোক-জনকে সরাইয়া মহাসত্ত্বকে অগ্নিসন্তাপের বাহিরে আনিতেন এবং বলিতেন, "বৎস তেমিয়, তুমি পীঠসর্পী, বা মূক, বা বধির হইয়া জন্ম নাই, ইহা আমরা জানি; যাহারা পীঠসর্পী, মূক, বা বধির, তাহাদের পা, মুখ ও কাণ এরূপ হয় না। আমরা দেবতাদিগের নিকট কত প্রার্থনা করিয়া তোমাকে পাইয়াছি। আমাদের সর্ব্বনাশ করিওনা। সমস্ত জম্বুদ্বীপের রাজারা যাহাতে আমাদিগকে ধিক্কার না দেন, তুমি তাহার উপায় কর।" মাতাপিতা মহাসত্ত্বের নিকট এইরূপ যাচ্ঞা করিতেন; কিন্তু তিনি সেই যাচ্ঞা শুনিয়াও যেন শুনিতেন না; যথাপূর্ব্ব নিশ্চল-ভাবে শুইয়া থাকিতেন। ইহাতে তাঁহার মাতাপিতা কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া যাইতেন। কখনও তাঁহার পিতা একাকী তাঁহার নিকট অনুরোধ করিতেন; কখনও বা তাঁহার মাতাই একা গিয়া ঐরূপ বলিতেন। এবংবিধ উপায়ে এক বৎসর পরীক্ষা করিয়াও কিন্তু কেহ, কি জন্য যে তাঁহার এ দশা, তাহা বুঝিতে পারিলেন না। মহাসত্ত্বের যখন বয়স্ ষোল বৎসর

হইল, তখন রাজা রাণী প্রভৃতি ভাবিলেন, পীঠসর্পীই হউক, কিংবা মূকবধিরই হউক, এমন কেহই নাই, যে চিত্তরঞ্জক বিষয়ে সুখ পায় না, কিংবা যাহা প্রীতিজনক নয় তাহাতে প্রীতি পায়। যেমন যথাকালে পুষ্পের বিকাশ হয়, তেমনি যথাবয়সে লোকের চিত্তেরও এইরূপ অবস্থা ঘটে। অতএব ইহার চিত্তরঞ্জনার্থ নট নর্ত্তকী প্রভৃতি দ্বারা নানারূপ অভিনয় করাইয়া পরীক্ষা করা যাউক। ইহা স্থির করিয়া তাঁহারা দেবকন্যার ন্যায় বিলাসবতী পরমসুন্দরী রমণীগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "যে এই কুমারকে হাসাইতে অথবা কামপাশে বদ্ধ করিতে পারিবে, সেই ইহার অগ্রমহিষী হইবে।" তাঁহারা কুমারকে গন্ধোদক-দ্বারা স্নান করাইলেন, দেবপুত্রের মত সাজাইলেন, দেববিমানকল্প রাজকীয় প্রকোষ্ঠে রাজ-শয্যায় শয়ন করাইলেন এবং সমস্ত কক্ষটী সুগন্ধ মাল্য (চন্দনের বা কর্পূরের মালা), পুষ্প-মাল্য, ধূপ, বাস, মদিরা, আসব ইত্যাদির গন্ধে আমোদিত করিয়া চলিয়া গেলেন। রমণীগণ তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া নৃত্যগীত, মধুরালাপ প্রভৃতি নানা উপায়ে অভিরমণের চেষ্টা পাইল; কিন্তু তিনি তাহাদিগকে প্রজ্ঞাসহকারে অবলোকন করিলেন এবং পাছে তাহারা তাঁহার শরীর স্পর্শ করে, এই আশঙ্কায় নিঃশ্বাস প্রশ্বাস রুদ্ধ করিয়া মৃতবৎ স্তব্ধকায় হইলেন। তাঁহার শরীর স্পর্শ করিতে না পারিয়া তাহারা ভাবিল, 'কি আশ্চর্য্য! ইহার শরীর মৃতের ন্যায় স্তব্ধ; এ মানুষ না, যক্ষ।' তাহারা গিয়া কুমারের মাতাপিতাকে এই কথা জানাইল।

এইরূপে বার বার পরীক্ষা করিয়াও রাজা ও রাণী কুমারের এতাদৃশী দশার কোন কারণ নির্ণয় করিতে পারিলেন না। তাঁহারা ষোল বৎসর ষোলটী মহাপরীক্ষা এবং বহু ক্ষুদ্র পরীক্ষা করিলেন; কিন্তু কিছুই বুঝিতে সমর্থ হইলেন না। রাজা নিরতিশয় বিরক্ত হইয়া লক্ষণপাঠকদিগকে ডাকাইয়া বলিলেন, "তোমরা না কুমারের জন্মকালে বলিয়াছিলে যে, এ ধন্য-পুণ্যলক্ষণ এবং ইহার কোন রিষ্টি নাই! এই কুমার আজন্ম পীঠসর্পী ও মূকবধির। তোমাদের কথানুরূপ ফল হইল না কেন?" দৈবজ্ঞেরা বলিল, "মহারাজ, কিছুই আচার্য্যদিগের অগোচর নাই; কিন্তু আপনারা দেবতাদিগের নিকট এত প্রার্থনা করিয়া যে পুত্র লাভ করিয়াছেন, সে অপেয়ে (কালকর্ণী) হইবে একথা বলিলে আপনাদের দুঃখ হইতে পারে, ইহা মনে করিয়াই আমরা তখন প্রকৃত কথা বলি নাই।" "এখন আমার কর্ত্তব্য কি?" "মহারাজ, কুমার এই রাজভবনে বাস করিলে হয় আপনার, নয় মহিষীর জীবনান্ত হইবে, অথবা আপনার রাজ্য যাইবে। আমরা এই তিনটীর একটী না একটী অমঙ্গল আশঙ্কা করিতেছি। অতএব একখানা অপেয়ে রথে অপেয়ে ঘোড়া যোতাইয়া কুমারকে তাহাতে তুলিয়া দিন; এবং পশ্চিমদ্বার দিয়া বাহির করাইয়া আমক শ্মশানে পুতিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করুন।" অমঙ্গলের কথা শুনিয়া রাজার ভয় হইল, তিনি 'যে আজ্ঞা' বলিয়া দৈবজ্ঞদিগের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

এই সংবাদ শুনিয়া চন্দ্রা রাজার নিকট গিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আপনি আমাকে একটী বর দিয়াছিলেন; আমিও উহা গ্রহণ করিয়াছিলাম, কিন্তু তখন কিছু চাই নাই। এখন আমি যাহা চাই, তাহা দান করুন" "কি চাও, বল।" "আমার পুত্রকে রাজ্য দিন।" "না, দেবি; তাহা আমি দিতে পারিব না। তোমার পুত্র কালকর্ণী।" "মহারাজ, চিরজীবনের জন্য না হউক, সাত বৎসরের জন্য তাহাকে রাজ্য দিন।" "তাহা দিতে পারিব না।" "তবে পাঁচ, চারি, তিন, দুই, এক বৎসর, সাত মাস, ছয় মাস, পাঁচ, চারি, তিন, দুই মাস, এক মাস, অর্দ্ধ মাসের জন্য দিন।" "না দেবি; আমি দিতে পারিব না।" "অন্ততঃ সাত দিনের জন্য দিন, মহারাজ।" "বেশ, এবার তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করিলাম।" তখন চন্দ্রা পুত্রকে সাজাইলেন, নগরে ভেরী বাদন দ্বারা প্রচার করিলেন যে, তেমিয়কুমার

রাজত্ব করিতেছেন। তিনি নগর সুসজ্জিত করাইয়া পুত্রকে গজস্কন্ধে আরোহণ করাইলেন, তাঁহার মস্তকোপরি শ্বেতচ্ছত্র উত্থাপিত করিয়া নগর প্রদক্ষিণ করাইলেন, প্রাসাদে ফিরিয়া আসিলে তাঁহাকে রাজকীয় শয্যায় শয়ন করাইয়া সমস্ত রাত্রি প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, "বাবা তেমিয় কুমার! তোর জন্য এই ষোল বছর আমি ঘুমাই নাই; কান্দিয়া কান্দিয়া চক্ষু যাইতে বসিয়াছে; শোকে বুক ফাটিবার উপক্রম হইয়াছে; তুই যে পীঠসর্পী ও মূখবধির হইয়া জন্মিস্ নাই, ইহাও জানি; তুই আমাকে অনাথা করিস না, বাপ।" চন্দ্রা এইরূপে পর পর পাঁচ দিন প্রার্থনা করিলেন। ষষ্ঠ দিনে রাজা সুনন্দনামক সারথিকে ডাকাইয়া বলিলেন, "বাপু, কাল ভোরেই একখানা অপেয়ে রথে অপেয়ে ঘোড়া যুতিয়া কুমারকে তাহাতে শোওয়াইয়া এবং পশ্চিম দরজা দিয়া বাহির করিয়া আমকশ্মশানে লইয়া যাইবে। সেখানে একটা চারিকোণা গর্ত্ত খুঁড়িয়া কুমারকে তাহার মধ্যে ফেলিয়া দিবে; কোদালির পিঠ দিয়া মাথাটা ভাঙ্গিয়া তাহাকে মারিবে, শবের উপর মাটি ফেলিবে এবং সর্ব্বোপরি একটা মাটির ঢিবি করিয়া নিজে স্নান করিয়া এখানে ফিরিবে।" ষষ্ঠ রাত্রিতে কুমারের নিকট পূর্ব্ববৎ যাচ্ঞা করিয়া চন্দ্রা বলিলেন 'বাবা, কাশীরাজ তোকে কাল আমকশ্মশানে পুতিবার আদেশ দিয়াছেন। কাল, বাছা, তোর মরণ হইবে।" ইহা শুনিয়া মহাসত্ত্ব আনন্দিত হইলেন; তিনি ভাবিলেন, আমি 'ষোল বৎসর যে চেষ্টা করিয়া আসিতেছি এতদিনে তাহা ফলবতী হইল ' তাঁহার মাতার হৃদয় কিন্তু বিদীর্ণপ্রায় হইল। কিন্তু তাহা জানিয়াও, পাছে তাঁহার মনোরথ অপূর্ণ থাকে এই আশঙ্কায়, মহাসত্ত্ব মাতার সঙ্গে আলাপ করিলেন না।

এদিকে রজনী প্রভাতা হইল, সারথি সুনন্দ প্রত্যুষেই রথ সজ্জিত করিয়া দ্বারদেশে রাখিল এবং কুমারের শয়নকক্ষে প্রবেশপূর্ব্বক বলিল, "দেবী, আমার উপর ক্রুদ্ধ হইবেন না; আমি রাজার আজ্ঞা পালন করিতেছি।" চন্দ্রা পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া পড়িয়াছিলেন। সুনন্দ তাঁহাকে হস্তপৃষ্ঠ দ্বারা সরাইয়া পুষ্পকলাপবৎ সুকুমার কুমারকে লইয়া প্রাসাদ হইতে অবতরণ করিল। চন্দ্রা বক্ষে করাঘাত পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে পরিদেবন করিতে করিতে মহাতলেই পড়িয়া রহিলেন তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, 'আমি কথা না বলিলে ইঁহার হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ হইবে; ইনি মারা যাইবেন।' এবার তাঁহার কথা বলিবার ইচ্ছা হইল; কিন্তু তিনি আবার ভাবিলেন, কথা বলিলে এই ষোল বৎসর যে চেষ্টা করিয়া আসিলাম, তাহা ব্যর্থ হইবে; আমি কথা না বলিলে পরিণামে আমার এবং আমার পিতামাতারও কল্যাণ সাধিত হইবে।' এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি কথা বলিবার ইচ্ছা সংবরণ করিলেন।

অতঃপর সারথি কুমারকে রথে তুলিল এবং পশ্চিম দ্বারাভিমুখে রথ চালাইতে গিয়া উহা পূর্ব্বদ্বারাভিমুখে চালাইল। দ্বার অতিক্রম করিবার কালে রথের চাকা গোবরাটে প্রতিহত হইল। ঐ শব্দ শুনিয়া মহাসত্ত্ব অবিলম্বে তাঁহার মনোরথ পূর্ণ হইবে বুঝিয়া আরও সন্তুষ্ট হইলেন। রথখানি নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া দেবতাদিগের অনুভাববলে তিন যোজন পথ অতিক্রম করিল; ঐ স্থানে লোকালয় শেষ হইয়া বনভূমি আরম্ভ হইয়াছিল।* সারথির নিকট উহাই আমকশ্মশানরূপে প্রতীয়মান হইল। সে ঐ স্থানটী ভাল মনে করিয়া রথখানি সরাইয়া পথের ধারে রাখিল; নিজে অবতরণ করিয়া মহাসত্ত্বের আভরণগুলি খুলিল এবং ঐ গুলি একটা পুঁটুলি করিয়া এক স্থানে রাখিয়া কোদালি দ্বারা অদূরে গর্ত্ত খনন করিতে আরম্ভ করিল। ইহা দেখিয়া বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, 'এখন আমার

* পাঠ—"তথ বনাঘটো সারথিস্স আমকসুসানং বিয়' ইত্যাদি। পাঠান্তর 'পন ঘটং।' বোধ হয় 'বন ঘটং' বা 'বন ঘটনং' এই পাঠ গ্রহণ করিলে সুসঙ্গত অর্থ পাওয়া যাইতে পারে। ঘটং বা ঘটনং = সন্নিধান।

সামর্থ্য প্রয়োগের সময় আসিয়াছে। আমি ষোল বৎসর হাত পা চালি নাই ; এ সং এখন আমার বশে আছে কি ?' অনন্তর তিনি দাঁড়াইয়া বাম হস্ত দ্বারা দক্ষিণ হস্ত, দক্ষিণ হস্ত দ্বারা বাম হস্ত এবং উভয় হস্ত দ্বারা পাদদ্বয় সংবাহনপূর্ব্বক রথ হইতে অবতরণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। অমনি তাঁহার পাদপ্রতিষ্ঠাস্থানে মহাপৃথিবী বাতপূর্ণ ভস্ত্রাচর্ম্মের ন্যায় উদ্‌গত হইয়া রথের পশ্চাদ্‌ভাগ স্পর্শ করিল। তিনি অবতরণ করিয়া কয়েকবার ইতস্ততঃ চঙ্ক্রমণ করিয়া বুঝিলেন যে, ঐ ভাবেই এক দিনে শত যোজন যাইবার বল তাঁহার আছে। ইহার পর তাঁহার মনে হইল, 'সারথি যদি আমার প্রতি বল প্রয়োগ করে, তবে তাহাকে প্রতিরোধ করিতে পারি, এমন বল আমার আছে ত ?' ইহা বুঝিবার জন্য তিনি পশ্চাদ্‌ভাগ ধরিয়া রথখানিকে বালকদিগের ক্রীড়ারথবৎ অবলীলাক্রমে উত্তোলন করিলেন। ইহাতে তাঁহার বিশ্বাস হইল যে, তিনি সারথিকে প্রতিরোধ করিতে সমর্থ। অনন্তর তাঁহার প্রসাধনের ইচ্ছা জন্মিল। অমনি শক্রভবন উত্তপ্ত হইল ; শক্র ইহার কারণ বুঝিতে পারিয়া ভাবিলেন, 'তেমিয় কুমারের মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে ; তিনি প্রসাধন ইচ্ছা করিতেছেন, মানুষ যে আভরণ ব্যবহার করে, তাহা ইঁহার পক্ষে তুচ্ছ।' তিনি দিব্য আভরণ দিয়া বিশ্বকর্ম্মাকে বলিলেন, 'যাও, কাশীরাজপুত্রকে গিয়া সজ্জিত কর।" বিশ্বকর্ম্মা "যে আজ্ঞা" বলিয়া প্রস্থান করিলেন এবং তেমিয় কুমারকে দশ সহস্র দিব্য বস্ত্রে আচ্ছাদিত করিয়া দিব্য ও মানুষিক আভরণে মণ্ডিত করিলেন। ইহাতে তেমিয় কুমার স্বয়ং শক্রের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন। সারথি যেখানে গর্ত্ত খনন করিতেছিল, তিনি শক্রলীলায় সেখানে গিয়া গর্ত্তের ধারে দাঁড়াইয়া তৃতীয় গাথা বলিলেন :—

৩। কেন এত তাড়া তাড়ি করিছ খনন ? গর্ত্তে তব, হে সারথে, কিবা প্রয়োজন ?

ইহা শুনিয়াও সারথি উপরে তাকাইল না ; সে গর্ত্ত খনন করিতে করিতেই চতুর্থ গাথা বলিল :—

৪। মূক, পঙ্গু, জড়বৎ রাজার তনয় : আজ্ঞা দিলা তেঁই মোরে রাজা মহাশয় :—
'খনন করিয়া গর্ত্ত কানন মাঝারে, রাখ সেথা সমাহিত করিয়া কুমারে।'

মহাসত্ত্ব বলিলেন,—

৫। মূক, বা বধির, কিংবা পঙ্গু, খঞ্জ নই আমি, শুন সত্য, সারথিপ্রবর ;
তথাপি আমারে যদি সমাহিত কর বনে, হবে তব পাপ ঘোরতর।
৬। দেখ চারু উরু মম, সুগঠিত বাহুদ্বয়, বাক্য কর শ্রবণগোচর ;
তথাপি আমারে যদি সমাহিত কর বনে, হবে তব পাপ ঘোরতর'।

ইহা শুনিয়া সারথি ভাবিল, "এ কে ? এখানে আসিবার পরেই এ এইরূপ আত্মবর্ণন করিতেছে !" সে গর্ত্তখনন হইতে বিরত হইয়া ঊর্দ্ধদিকে অবলোকন করিয়া মহাসত্ত্বের অলৌকিক রূপ দেখিতে পাইল এবং তিনি দেবতা, কি মানুষ, তাহা বুঝিতে না পারিয়া বলিল,

৭। দেবতা, গন্ধর্ব্ব, কিংবা দেবরাজ পুরন্দর, কে তুমি, নিশ্চয় করি বল ;
পুণ্যবলে কে তোমায় লভেছে তনয়রূপে ? কোন্ কুল করেছ উজ্জ্বল ?

তখন মহাসত্ত্ব সারথির নিকট আত্মপ্রকাশপূর্ব্বক ধর্ম্মদেশন করিলেন :—

৮। দেবতা, গন্ধর্ব্ব, কিংবা দেবরাজ পুরন্দর নই আমি বলিনু নিশ্চয়,
কাশীরাজপুত্র আমি, সমাহিতে গর্ত্তে যারে আজ তুমি করেছ আশয়।
৯। কাশীরাজ পিতা মোর ; সেবক তাঁহার তুমি, দেখ ভাবি, সারথিপ্রবর ;
তথাপি আমারে যদি সমাহিত কর বনে, হবে তব পাপ ঘোরতর।

১০। যে তরুর ছায়া সেবি লভে তৃপ্তি অনুক্ষণ, তার হ্) শাখা করিতে ছেদন
পারে কি করিতে কেহ ? যে করে সে পাপ, তারে মিত্রদ্রোহী বলে সাধুজন।
১১। কাশীরাজ তরুবর ; আমি হই শাখা তাঁর ; ছায়াসেবী সারথি প্রবর ;
তথাপি আমায় যদি সমাহিত কর বনে, হবে তব পাপ ঘোরতর।

বোধিসত্ত্ব এইরূপ বলিলেও সারথি তাঁহার কথা বিশ্বাস করিল না। তাহার বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য তিনি দশটী মিত্রপূজক গাথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে তাঁহার ব্রহ্মস্বরে এবং দেবতাদিগের সাধুকারে সমস্ত বনসন্নিস্থান নিনাদিত হইল।

১২। মিত্রের হিতৈষী লোকে লভে অনায়াসে খাদ্য, বহু পরিচর্য্যা গিয়া দূরদেশে।
১৩। মিত্রের হিতৈষী যেই, গ্রামে, কি নগরে, সর্ব্বত্র সকলে তার সমাদর করে।
১৪। মিত্রের হিতৈষী যেই, দস্যুগণ তার পারে না করিতে কোনরূপ অপকার।
না পারে করিতে যোদ্ধা হেয়জ্ঞান তারে ; দমন করিতে সর্ব্ব অরাতি সে পারে।
১৫। মিত্রের হিতৈষী যেই, প্রসন্নঅন্তরে প্রবাস হইতে সেই ফিরে নিজ ঘরে।
জ্ঞাতিগণ মধ্যে সেই লভে শ্রেষ্ঠাসন ; সভায় সর্ব্বত্র হয় প্রশংসাভাজন।
১৬। মিত্রের হিতৈষী যেই, প্রাপ্তি হয় তার সৎকারের বিনিময়ে সর্ব্বত্র সৎকার।
অন্যের গৌরব হানি করেনা কখন ; তাই সে সবার হয় গৌরবভাজন।
গুণ আর কীর্ত্তি তার করে সবে গান ; কি স্বদেশে, কি বিদেশে পায় সে সম্মান
১৭। মিত্রের হিতৈষী যেই, পূজিয়া অপরে অপরের ঠাঁই সেই পূজা লাভ করে।
প্রণমি অপরে হয় প্রণম্য তাদের ; হয় সেই অধিকারী কীর্ত্তি ও যশের।
১৮। মিত্রের হিতৈষী যেই, সতত কমলা থাকেন তাহার সঙ্গে হইয়া অচলা।
উজলে সে দশদিক্ গুণের ছটায়, অগ্নি বা দেবতা যথা নিজের প্রভায়।
১৯। মিত্রের হিতৈষী যেই, তাহার গোধন নবজাত বৎসে বৃদ্ধি পায় অনুক্ষণ।
উপ্তবীজ সব তার হয় অঙ্কুরিত, কৃষিফল ভুঞ্জি সেই হয় আনন্দিত।
২০। মিত্রের হিতৈষী যেই, তাহার কখন দরী, গিরি কিংবা বৃক্ষ হইতে পতন
হয় যদি, করে সেই লাভ নিঃসংশয় হেন স্থান, বাঁচে যাহা করিয়া আশ্রয়।
২১। প্ররোহ রক্ষিত বট তরুকে যেমন উৎপাটিতে কখন(ও) না পারে প্রভঞ্জন,
মিত্রের হিতৈষী যেই, তেমতি তাহারে পরাস্ত করিতে কভু শত্রুরা না পারে।

মহাসত্ত্ব এই সকল গাথা দ্বারা ধর্ম্মদেশন করিলেও সুনন্দ তাঁহাকে চিনিতে পারিল না ; সে রথের নিকটে গেল ; কিন্তু সেখানে রথ ও অলঙ্কারভাণ্ড না দেখিয়াই ফিরিয়া গিয়া সে কুমারের দিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক তাঁহাকে চিনিতে পারিল, এবং তাঁহার পদতলে পড়িয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিল :—

২২। এস, রাজপুত্র ; পুনঃ স্বগৃহে তোমারে লয়ে যাই ;
সুখে থাক ; কর রাজ্য ; এ বনে থাকিয়া কাজ নাই।

মহাসত্ত্ব বলিলেন,

২৩। সে রাজ্যে, সে ধনে, কিংবা জ্ঞাতিগণে নাই প্রয়োজন ;
রাজ্য হেতু পাপপথে করিতে হইবে বিচরণ।

সারথি বলিল,

২৪। ফিরি যদি যাও ঘরে, পূর্ণপাত্র লয়ে হাতে বরিবে তোমায় সর্ব্বজন,
জনক জননী তব তুষ্ট হয়ে দান মোরে করিবেন সুপ্রচুর ধন।
২৫। ফিরি যদি যাও ঘরে, অন্তঃপুরবাসিনীরা, বালক, ব্রাহ্মণ, বৈশ্যগণ
সন্তুষ্ট হইয়া সবে করিবেন দান মোরে যথাসাধ্য বহুবিধ ধন।
২৬। ফিরি যদি যাও ঘরে, গজসাদী, অশ্বসাদী, রথী আর পদাতিকগণ,
সন্তুষ্ট হইয়া সবে করিবেন দান মোরে যথাসাধ্য বহুবিধ ধন।

২৭। ফিরি যদি যাও ঘরে, সমাগত হয়ে সেথা পৌর আর জানপদগণ,
অপার আনন্দ লভি দিবেন আমায় সবে উপহার নানাবিধ ধন।

মহাসত্ত্ব বলিলেন,

২৮। পিতা, মাতা, রথী, পৌর, বালক সবাই কবিল আমারে ত্যাগ, গৃহ মোর নাই।
২৯। দিলা অনুমতি মাতা; সর্ব্বথা বর্জ্জন করিলা জনক মোরে; প্রব্রজ্যাগ্রহণ
একাকী অরণ্যে আমি কবিলাম তাই; কামের বাসনা মোর অণুমাত্র নাই।
৩০। যে জন না করে ত্বরা, ফলাশা তাহার(ও) সিদ্ধ হয়,
ব্রহ্মচর্য্য করি লাভ হইলাম সিদ্ধার্থ নিশ্চয়।
৩১। যে না করে ত্বরা, সেও হিতপরাকাষ্ঠা লাভ করে;
ব্রহ্মচর্য্য লভি করি নিষ্ক্রমণ নির্ভয়অন্তরে।

সারথি বলিল,

৩২। এত মিষ্টভাষী তুমি, এমন সুস্পষ্ট বাক্য তব;
মাতার পিতার ঠাঁই কেন তবে ছিলে হে নীরব?

মহাসত্ত্ব বলিলেন,

৩৩। অঙ্গসন্ধি নাই মোর ভাবিও না মনে, পঙ্গুবৎ রহি নাই আমি সে কারণে।
কর্ণ আছে; তবু আমি বধির সেজেছি; জিহ্বা আছে, তবু আমি মূক হইয়াছি।
৩৪। পূর্ব্বজন্মকথা মোর হয়েছে স্মরণ; করেছিনু কিছুদিন রাজত্ব তখন।
রাজত্বের অবসানে হইল আমার নরকে পড়িয়া একশেষ যন্ত্রণার।
৩৫। করিনু রাজত্ব আমি বিংশতি বৎসর; ভুঞ্জিনু তাহার ফল অতি ভয়ঙ্কর;—
অশীতি সহস্রবর্ষ সে পাপের ফলে পুড়িলাম অহর্নিশ নরক-অনলে।
৩৬। রাজ্যের নামেতে তাই ভয় বড় করে; রাজ্যে পাছে অভিষিক্ত করয় আমারে,
এই আশঙ্কায় মূক সাজিনু সর্ব্বথা, পিতার, মাতার সঙ্গে না কহিনু কথা।
৩৭। কোলে মোরে লয়ে পিতা পরুষবচনে, দিলেন ভীষণ এই আজ্ঞা ভৃত্যগণে,
'বধ এরে, বান্ধি এরে রাখ কারাগারে, শক্তিদ্বারা কাট এরে খণ্ড খণ্ড করে;
ইহারে কবহ গিয়া শূলে আরোপিত।" শুনিয়া হৃদয় মোর হইল কম্পিত।
৩৮। শুনি যে দারুণ বাণী কাঁপে মোর বুক; অমূক হইয়া আমি সাজিলাম মূক।
অপঙ্গু হইয়া থাকি পঙ্গুর মতন নিজের বিমূত্রে পরিপ্লুত অনুক্ষণ।
৩৯। দুঃখময় ক্ষণস্থায়ী জীবের জীবন; তার তরে পাপ লোকে করে কি কারণ?
৪০। এই জীবনের তরে আছে কি এমন প্রজ্ঞাহীন, ধর্ম্মদৃষ্টিহীন কোনজন,
প্রাণাতিপাতাদি পাপে হয় যেই রত? ধিক্ হেন পাষণ্ডেরে, ধিক্ শত শত!
৪১। যে জন না করে ত্বরা, ফলাশা তাহার(ও) সিদ্ধ হয়;
ব্রহ্মচর্য্য করি লাভ হইলাম সিদ্ধার্থ নিশ্চয়।
৪২। যে না করে ত্বরা, সেও হিতপরাকাষ্ঠা লাভ করে;
ব্রহ্মচর্য্য লভি করি নিষ্ক্রমণ নির্ভরঅন্তরে।

ইহা শুনিয়া সুনন্দ ভাবিল, 'এই কুমার ঈদৃশী রাজশ্রীকে গলিত শব মনে করিয়া বর্জ্জন করিতেছেন; এবং নিজের সঙ্কল্প অব্যাহত রাখিয়া প্রব্রজ্যাগ্রহণার্থ অরণ্যে আসিয়াছেন। আমারই বা এই কষ্টকর জীবনে কি প্রয়োজন? আমিও ইহার সঙ্গে প্রব্রজ্যা লইব।' এইরূপ চিন্তা করিয়া সে বলিল,

৪৩। আমিও প্রব্রজ্যা লব নিকটে তোমার;
'এস ভিক্ষু' বলি মোরে করহ আহ্বান,
সুখে থাক, কর পূর্ণ প্রার্থনা আমার,
প্রব্রজ্যা পাইতে বড় ব্যগ্র মোর প্রাণ।

সুনন্দের প্রার্থনা শুনিয়া মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, 'আমি যদি ইহাকে এখনই প্রব্রজ্যা দেই, তবে আমার মাতাপিতার এখানে আসা ঘটিবে না; ইহাতে তাঁহাদের ক্ষতি হইবে, কারণ এই অশ্ব, রথ ও আভরণভাণ্ড সমস্তই বিনষ্ট হইবে; আমারও নিন্দা হইবে, কারণ লোকে ভাবিবে, আমি প্রকৃতই যক্ষ; আমি সারথিকে খাইয়া ফেলিয়াছি।' এইরূপ চিন্তা করিয়া আত্মনিন্দাপরিহারার্থ এবং মাতাপিতার মঙ্গলসাধনার্থ তিনি সারথিকে বুঝাইলেন যে, সে অশ্ব, রথ ও আভরণভাণ্ড প্রত্যর্পণের জন্য রাজার নিকট ঋণী। তিনি বলিলেন,

৪৪। অনৃণ হইয়া এস, রথ করি প্রত্যর্পণ;
অনৃণ(ই) প্রব্রজ্যা পায়, বলে ইহা ঋষিগণ।

সারথি ভাবিল, 'আমি নগরে গমন করিলে কুমার যদি অন্যত্র চলিয়া যান এবং এই বৃত্তান্ত শুনিয়া 'আমার পুত্রকে দেখাও' বলিয়া মহারাজ এখানে আসিয়া ইঁহাকে দেখিতে না পান, তবে আমাকে দণ্ড দিবেন। অতএব আমার বর্ত্তমান অবস্থা বুঝাইয়া, ইনি যে চলিয়া যাইবেন না, এরূপ অঙ্গীকার গ্রহণ করা আবশ্যক।' এইরূপ চিন্তা করিয়া সে দুইটী গাথা বলিল :—

৪৫। তোমার আদেশ রক্ষা করিব আমি যেমন,
আমারও প্রার্থনা এক করহ তুমি পূরণ :—
৪৬। রাজাকে লইয়া সঙ্গে যতক্ষণ নাহি ফিরি,
এই স্থানে অবস্থিতি কর তুমি দয়া করি।
পিতা তব পুনর্ব্বার পুত্রমুখদরশনে,
বোধ হয়, পাইবেন অপার আনন্দ মনে।

মহাসত্ত্ব বলিলেন,

৪৭। পূরিব প্রার্থনা তব, সারথে, আমি নিশ্চয়,
পিতাকে দেখিতে হেথা আমার(ও) বাসনা হয়।
৪৮। আমার কুশলবার্ত্তা বল গিয়া জ্ঞাতিগণে;
জানাবে প্রণাম মোর মাতাপিতৃ-শ্রীচরণে।

এই আদেশ গ্রহণ করিয়া

৪৯। নমি কুমারের পায় প্রদক্ষিণ করি তাঁরে তখন সারথি
রথে করি আরোহণ রাজদ্বারে উপনীত হ'ল শীঘ্রগতি।

এই সময়ে চন্দ্রাদেবী প্রাসাদবাতায়ন উদ্‌ঘাটনপূর্ব্বক তাঁহার পুত্রের কোন সংবাদ আসিল কি না, জানিবার জন্য সারথির আগমনপথ অবলোকন করিতেছিলেন। তিনি সারথিকে একা আসিতে দেখিয়া পরিদেবন করিতে লাগিলেন।

[এই বৃত্তান্ত সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিবার শাস্তা বলিলেন,

৫০। সারথি ফিরেছে একা; শূন্য রথ, হায়। দেখি ইহা জননীর বুক ফেটে যায়।
এই নিদারুণ দৃশ্য দেখিতে দেখিতে অশ্রুপূর্ণনেত্রে মাতা লাগিলা কান্দিতে :—
৫১। "এই ত সারথি সেই, পুত্রকে আমার বধিয়া ক'রেছে আজ্ঞা পালন রাজার।
রেখেছে বাছারে পুতি গর্ত্তেতে নিশ্চয়; মাটিতে মাটির দেহ মিশিয়াছে, হায়।
৫২। তেমিয়কে করি বধ ফিরিল সারথি, দেখি ইহা শত্রুগণে হৃষ্ট হবে অতি।"
৫৩। সারথি ফিরেছে একা; শূন্য রথ হায়! দেখি ইহা সাশ্রুনেত্রে জননী শুধায় :—
৫৪। "সত্যই কি মূকপঙ্গু ছিল বাছাধন? গর্ত্তে ফেলি যবে তারে করিলে নিধন,
বিলাপ তখন সে কি কিছু করে নাই? বল সত্য, হে সারথে, তোমায় শুধাই।
৫৫। গর্ত্তে ফেলি যবে তারে করিলে নিধন, হাত পা ছুড়িয়া বাধা দিল কি তখন?"]

সারথি বলিল,

৫৬। রাজপুত্রমুখে যাহা করেছি শ্রবণ, স্নেহবশ তাঁর যাহা করেছি দর্শন
সত্য করি তোমাকে বলিব সমুদায়, যদি, আর্য্যে, দাও তুমি অভয় আমায়।

চন্দ্রাদেবী বলিলেন,

৫৭। অভয় দিলাম, সৌম্য ; বল অকপটে দেখিলে যা', শুনিলে যা' বাছার নিকটে।

সারথি বলিল :—

৫৮। নন মূক, নন পঙ্গু তনয় তোমার ; নিঃসরে সুস্পষ্ট বাণী মুখ হ'তে তাঁর।
কাঁপিতেন সদা তিনি রাজত্বের ভয়ে, মূকপঙ্গুবৎ, তাই, ছিলেন আলয়ে।
৫৯। স্মৃতিপথে জাগে তাঁর পূর্ব্বজন্ম কথা ; ছিলেন আরূঢ় তিনি রাজপদে হেথা।
কিন্তু তার পরিণাম অতি ভয়ঙ্কর ; করিতে হইল ভোগ নরক দুস্তর।
৬০। করিলেন রাজ্য তিনি বিংশতি বৎসর ; ভুঞ্জিলেন প্রতিফল তার ভয়ঙ্কর ;
অশীতিসহস্র বর্ষ সে পাপের ফলে পুড়িলেন অহর্নিশ নরক অনলে।
৬১। রাজ্যের নামেতে বড় ভয় পেয়ে মনে সাজিলেন মূকপঙ্গু তিনি সে কারণে।
রাজ্য পাছে দেন তাঁরে এই ভয়ে সদা নীরব ছিলেন তিনি বলেন নি কথা।
৬২। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের তাঁর নাই দোষ কোন ; শালপ্রাংশু, ব্যূঢোরস্ক দেহ সুগঠন।
সুস্পষ্টমধুরভাষী, মহাপ্রজ্ঞান্বিত হ'য়েছেন স্বর্গমার্গে তিনি প্রতিষ্ঠিত।
৬৩। দেখিতে তনয়ে যদি ইচ্ছা হয় মনে, অবিলম্বে চল, দেবি, তুমি মোর সনে।
লইব তোমারে আমি, প্রশান্তঅন্তরে যেখানে তেমিয় এবে অবস্থিতি করে।

সারথিকে প্রেরণ করিয়া কুমার প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবার ইচ্ছা করিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় জানিয়া শক্র বিশ্বকর্ম্মাকে বলিলেন, "যাও ; তেমিয় কুমার প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে চান ; তাঁহার জন্য পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিয়া এবং প্রব্রাজকব্যবহার্য্য সমস্ত উপকরণের ব্যবস্থা করিয়া এস।" বিশ্বকর্ম্মা 'যে আজ্ঞা' বলিয়া সত্বর গমন করিলেন ত্রিযোজনব্যাপী বনভূমিতে আশ্রম প্রস্তুত করিলেন, তাহার মধ্যে দিবাবাসের ও রাত্রিবাসের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠ নির্ম্মাণ করিলেন, সমস্ত তপোবনটীকে পুষ্করিণী, গুহা, ফলবৃক্ষ ইত্যাদি দ্বারা সাজাইলেন এবং প্রব্রাজকদিগের ব্যবহার্য্য সর্ব্ববিধ উপকরণের ব্যবস্থা করিয়া স্বস্থানে চলিয়া গেলেন। মহাসত্ত্ব দেখিয়াই বুঝিলেন, আশ্রমটী শক্রদত্ত ; তিনি পর্ণশালার অভ্যন্তরে গিয়া পরিহিত বস্ত্র ত্যাগ করিলেন, রক্তচীবরের অন্তর্ব্বাস ও বহির্ব্বাস পরিধান করিলেন, এক স্কন্ধে অজিন ধারণ করিলেন, জটামণ্ডল বন্ধন করিলেন এবং কান্ধে বাঁক লইয়া ও ভিক্ষুজনোচিত দণ্ড হস্তে লইয়া পর্ণশালা হইতে বাহির হইলেন। এইরূপে পূর্ণপরিব্রাজকশ্রী ধারণপূর্ব্বক তিনি ইতঃস্ততঃ চঙক্রমণ করিতে করিতে মনের উল্লাসে বলিতে লাগিলেন, "অহো ! কি সুখ ! অহো ! কি সুখ !" তিনি পুনর্ব্বার পর্ণশালায় প্রবেশ করিয়া কাষ্ঠাসনে উপবেশনপূর্ব্বক পঞ্চ অভিজ্ঞা লাভ করিলেন। অতঃপর সন্ধ্যাকালে তিনি পুনর্ব্বার বাহিরে গেলেন, অদূরবর্ত্তী একটী কারবৃক্ষ হইতে কতকগুলি পাতা লইয়া শক্রদত্ত পাত্রে অলবণ, অতক্র জলে, কোনরূপ মশলা না দিয়া * সিদ্ধ করিলেন, উহাই অমৃতজ্ঞানে ভোজন করিলেন এবং ব্রহ্মবিহারচতুষ্টয় ভাবিতে ভাবিতে সেখানেই বাস করিবার সঙ্কল্প করিলেন।

এদিকে, সুনন্দের কথা শুনিয়া কাশীরাজ প্রধান সেনাপতিকে আহ্বান করিয়া যাত্রার জন্য উদ্‌যোগ করিতে বলিলেন।

* "নিদ্ধূপনে উদকে সেদেত্বা =কোনরূপ মশলা দেওয়া হয় নাই এমন জলে সিদ্ধ করিয়া। 'কার'পত্র সম্বন্ধে অকীর্ত্তিজাতকের (৪৮০) পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

৬৪। যোত রথে অশ্ব সব; গজপৃষ্ঠে যোত্রদ্বারা বান্ধহ আসন;
বাজাও পণব, শঙ্খ; একমুখী ভেরী সব করহ বাদন।
৬৫। সুসম্বদ্ধ ভেরী সব, দুন্দুভি মধুরস্বরা লাগুক বাজিতে;
আন সব পৌরজনে; যাইব পুত্রকে আমি এবে বুঝাইতে।
৬৬। পুরস্ত্রী কুমারগণ বৈশ্য-ব্রাহ্মণাদি সবে বল সাজাইতে
নিজ নিজ যান সব; যাইব পুত্রকে আমি এবে বুঝাইতে।
৬৭। গজসাদী, দেহরক্ষী, রথী পদাতিকগণে বল সাজাইতে
নিজ নিজ যান সব; যাইব পুত্রকে আমি এবে বুঝাইতে।
৬৮। পৌরজানপদগণে সমবেত করি হেথা বল সাজাইতে
নিজ নিজ যান সব; যাইব পুত্রকে আমি এবে বুঝাইতে।

রাজার আজ্ঞা পাইয়া সারথিরা রথে অশ্ব যোজন করিয়া রাজদ্বারে উপস্থিত হইল এবং রাজাকে সংবাদ দিল।

[এই বৃত্তান্ত বিশদ করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৬৯। সৈন্ধব তুরগ রথে হইল যোজন; সারথিরা রাজদ্বারে করিল গমন।
বলে, "ভূপ, রথে অশ্ব হ'যেছে যোজিত; আজ্ঞাপ্রতীক্ষায় সবে দ্বারে উপস্থিত।"]

রাজা বলিলেন,

---

৭০ (ক)। স্থূল অশ্ব মন্দগতি; কৃশ বলহীন।

তিনি সারথিকে বলিলেন, "এরূপ অশ্ব যেন গ্রহণ করা না হয়।" সারথি বলিল,

৭০ (খ)। ভাল অশ্ব যুতিয়াছি, বর্জ্জি স্থূল, ক্ষীণ।

পুত্রের নিকট যাইবার কালে রাজা চতুর্ব্বর্ণের ও অষ্টাদশশ্রেণীর সমস্ত লোক এবং নিজের সমস্ত সৈন্যসামন্ত সমবেত করাইলেন। এই আয়োজন সম্পন্ন করিতে তিন দিন অতিবাহিত হইল। চতুর্থ দিনে, যে যে দ্রব্য সঙ্গে লওয়া আবশ্যক, সমস্ত লইয়া তিনি রাজধানী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং পুত্রের আশ্রমে গিয়া তৎকর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইয়া প্রীতিসম্ভাষণ করিলেন।

[এই ঘটনা বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৭১। ভূপতি তখন ত্বরা করিলেন আরোহণ সজ্জিত স্যন্দনে,
"চল সবে সঙ্গে মোর', বলিয়া দিলেন আজ্ঞা রাজপত্নীগণে।
৭২। চামর, উষ্ণীষ, খড়্গ, পাদুকা, ধবলচ্ছত্র করিয়া গ্রহণ,
সুবর্ণ-খচিত চারু সমুজ্জ্বল রাজরথে করি আরোহণ,
৭৩। সারথিকে পুরোভাগে রাখি করিলেন যাত্রা কাশীনরপতি;
যেখানে প্রশান্তমনে তেমিয় ছিলেন, সেথা যান শীঘ্রগতি।
৭৪। বেষ্টিত ক্ষত্রিয়গণে দীপ্ত-হুতাশনবৎ রাজাকে তেমিয়
আসিতে দেখিয়া সেথা করিলেন মিষ্টভাবে সম্ভাষণ প্রিয়।—
৭৫। "কুশল ত তব, পিতঃ? অসুখ ত নাই কিছু? রাজকন্যাগণ,
যাঁহারা আমার মাতা, আছেন ত সবে হ'য়ে আরোগ্যভাজন?"
৭৬। "কুশল আমার পুত্র; অসুখ কিছুই নাই; রাজকন্যাগণ,
যাঁহারা তোমার মাতা, আছেন সকলে হ'য়ে আরোগ্যভাজন।"
৭৭। "মদ্য ত না কর পান? সুরা ত অপ্রিয় তব? সত্যে, ধর্ম্মে, দানে
পাও ত আনন্দ মনে? পাল ত এ ব্রতত্রয় সদা সাবধানে?"
৭৮। "মদ্য নাহি করি পান; অপ্রিয় আমার সুরা; সত্যে, ধর্ম্মে, দানে
পাই আমি প্রীতি মনে; পালি এই ব্রতত্রয় সদা সাবধানে।"

৭৯। "নীরোগ ত অশ্বগণ? গজাদি বাহন তব নীরোগ ত সব?
শরীরের পীড়াকর কোনরূপ ব্যাধি, পিতঃ, হয় নি ত তব?"
৮০। "নীরোগ তুরগগণ; গজাদি বাহন মোর নীরোগ সকল,
শরীরের পীড়াকর হয় নাই ব্যধি কোন; আছি আমি ভাল।"
৮১। "রাজ্যের প্রত্যন্ত তব শান্ত ও সমৃদ্ধিশালী আছে ত সতত?
রাজ্যমধ্যবর্ত্তী ভাগ ধনেজনে পরিপূর্ণ রয়েছে ত, পিতঃ?"
কোষ, কোষস্থিত ধন রয়েছে ত অনুক্ষণ পূর্ণ ও রক্ষিত?
অনবধানতাহেতু হয় না ত সে সকল কভু অপচিত?
৮২। স্বাগত, হে মহারাজ!*তোমার দর্শনে বড়ই আনন্দ আজ পাইলাম মনে।
আন হে, তোমরা হেথা পল্যঙ্ক সত্বর; বসুন উপরে তার সুখে নরবর।"]

মহাসত্ত্বের প্রতি সম্মানপ্রদর্শনার্থ রাজা পল্যঙ্কে উপবেশন করিলেন না।

ইহা দেখিয়া মহাসত্ত্ব বলিলেন; 'ইনি যদি পল্যঙ্কে উপবেশন না করেন, তবে পর্ণাস্তরণ প্রস্তুত কর।' উহা প্রস্তুত হইলে তিনি বলিলেন,

৮৩। সুবিস্তৃত এই পর্ণ-আস্তরণোপরি বসুন আপনি, পিতঃ, অনুগ্রহ করি।
এখান হইতে জল করি আহরণ করিবে ভৃত্যেরা তব পাদ প্রক্ষালন।

মহাসত্ত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ রাজা পর্ণাস্তরণেও উপবেশন করিলেন না। তিনি ভূমিতে বসিলেন। মহাসত্ত্ব পর্ণশালায় প্রবেশপূর্ব্বক সেই কারপত্র আনয়ন করিলেন এবং তাহা ভোজন করিবার জন্য রাজাকে নিমন্ত্রণ করিলেন:—

৮৪। শুধু এই তুচ্ছ কারপত্র অলবণ খেয়ে এবে করিতেছি জীবন ধারণ।
আশ্রমে আপনি মোর অভ্যাগত আজ; দিনু ইহা, দয়া করি ভুঞ্জ, মহারাজ।

রাজা বলিলেন,

৮৫। খাই না কখন(ও) পর্ণ, উপযুক্ত খাদ্য ইহা, জান, বৎস, নয় ত আমার।
খাঁটি শালিতণ্ডুলের পলান্ন করায়ে পাক করি আমি তাহাই আহার।

এই সময়ে চন্দ্রাদেবী অন্যান্য অন্তঃপুরবাসিনী-পরিবৃতা হইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। তিনি প্রিয় পুত্রের পাদস্পর্শপূর্ব্বক তাঁহার বন্দনা করিয়া অশ্রুপূর্ণনেত্রে এক পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। রাজা তাঁহাকে বলিলেন, "ভদ্রে, তোমার পুত্র কি আহার করেন, দেখ।" ইহা বলিয়া তিনি ঐ পর্ণের এক টুকরা চন্দ্রার হস্তে দিলেন। চন্দ্রা ও তাঁহার সঙ্গিনীরা সকলেই বলিলেন, "প্রভো, আপনি কি সত্যসত্যই ইহা ভোজন করেন?" তাঁহারা উহার আস্বাদ লইয়া পুনর্ব্বার বলিলেন, "আপনি অতি দুষ্কর তপস্যা করিতেছেন!" তাঁহারা আবার উপবেশন করিলে রাজা বলিলেন, "বৎস, ইহা আমার নিকট বড় আশ্চর্য্যজনক বোধ হইতেছে।

৮৬। একাকী নির্জনে থাকি এমন বিস্বাদ খাদ্য করিতেছ প্রত্যহ আহার,
অথচ এ কি আশ্চর্য্য! হইয়াছে দেহ তব পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুন্দর!"

ইহার উত্তরে মহাসত্ত্ব বলিলেন,

৮৭। পর্ণে আচ্ছাদিত এই শয্যায় একাকী
শুয়ে থাকি, মহারাজ। একা শুই, তাই
দেহের বর্ণের মোর ঘটে না ব্যত্যয়।
৮৮। হাতে লয়ে তরবারি রাজরক্ষিগণ
থাকে না শয্যার পাশে, তাই, মহারাজ,
দেহের বর্ণের মোর ঘটে না ব্যত্যয়।

* "স্বাগতং তে মহারাজ অথো তে অদুরাগতং"।—'অদুরাগতং' শব্দটী (ন+দুর্+আগতং) অবিকল welcome শব্দের তুল্যার্থবাচক।

৮৯। অতীতের জন্য আমি না করি শোচনা;
অনাগত ভেবে আমি না করি বিলাপ;
ভালমন্দ না বিচারি সহি বর্ত্তমানে;
বর্ণের আমার তাই ঘটে না ব্যত্যয়।

৯০। অনাগত-ভয়ে সদা করিয়া বিলাপ,
অতীতের জন্য আর করিয়া শোচনা,
শীর্ণ হয় মূর্খগণ; ছিন্নমূল যথা
হরিদ্বর্ণ নল হয় শীর্ণ ও বিবর্ণ।

রাজা ভাবিলেন, "পুত্রকে আমি এখনই রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া সঙ্গে লইয়া যাইব।' তিনি নিম্নলিখিত গাথাগুলিতে পুত্রকে রাজ্যগ্রহণার্থ নিমন্ত্রণ করিলেন :—

৯১। গজসাদী, অশ্বসাদী, রথী, পত্তি, বর্ম্মিগণ, সুরমা ভবন,—
সমস্তই হস্তে তব করিলাম আজ হ'তে আমি সমর্পণ।

৯২। নানাভরণমণ্ডিত সুসজ্জিত অন্তঃপুর করিলাম দান;
রাজা হও আমাদের; দেখিয়া লভুক তৃপ্তি মন আর প্রাণ।

৯৩। নৃত্যগীতে সুনিপুণা, সুশিক্ষিতা, সুচতুরা নর্ত্তকী সকল
কাম চরিতার্থ তব করিবে; অরণ্যে, বল, থাকিয়া কি ফল?

৯৪। অলঙ্কৃতা রাজকন্যা আনি দিব প্রতিকূল রাজকুল হ'তে;
উৎপাদি তাদের গর্ভে অপত্য, পশ্চাতে যাবে প্রব্রজ্যা লইতে।

৯৫। যুবা তুমি—শিশু তুমি; তুমি হে আমার, বৎস, প্রথম তনয়;
কর রাজ্য, হও সুখী; একাকী অরণ্যে থাকি কিবা ফলোদয়?

অতঃপর বোধিসত্ত্ব ধর্ম্মদেশন করিলেন :—

৯৬। "যুবাকেই ল'তে হয় ব্রহ্মচর্য্যব্রত; যুবকের(ই) পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য সুসঙ্গত।
তরুণেই করিবেক প্রব্রজ্যা গ্রহণ— ঋষি-প্রবর্ত্তিত ইহা ধর্ম্ম সনাতন।

৯৭। যুবাকেই ল'তে হয় ব্রহ্মচর্য্যব্রত; যুবকের(ই) পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য সুসঙ্গত।
ব্রহ্মচর্য্যব্রত আমি পালিব সদাই; রাজত্ব করিতে লাভ ইচ্ছা মোর নাই।

৯৮। আজ আধ আধ স্বরে 'বাবা', 'মা' বলিয়া যে শিশু শ্রবণে দেয় অমৃত ঢালিয়া,
বহুকষ্টলব্ধ সেই প্রিয় পুত্র, হায়, তরুণ বয়সে, * দেখি, মৃত্যুমুখে যায়।

৯৯। নূতন বাঁশের কুড়ি † যেমন সুন্দর, সেইরূপ দেখি কত চারুকলেবর
শিশুকন্যাগণ, হায়, করে উৎপাটন অকালে সহসা আসি দুরন্ত শমন।

১০০। বাল্যেও মরিছে সদা নরনারীগণ; বয়স্ বিচার কভু করে না শমন।
'শিশু আমি', 'যুবা আমি', ভাবি ইহা মনে জীবনে বিশ্বাস জীব করিবে কেমনে?

১০১। রাত্রি যায়, দিন আসে, আয়ুঃ হয় ক্ষয়; এ প্রত্যক্ষ সত্যে কার(ও) আছে কি সংশয়?
অল্পোদকে মৎস্যবৎ হেথা জীবগণ; রক্ষা কি করিতে পারে শৈশব, যৌবন?

১০২। এ লোক সন্তপ্ত সদা; বেষ্টিত সতত; অমোঘারা চরিতেছে হেথা অবিরত,
এ সকল বিঘ্ন তুমি করি বিলোকন কেন রাজ্য দিতে চাও আমায়, রাজন্!"

১০৩। "কে করে সন্তপ্ত লোক? কে করে বেষ্টন? অমোঘা কাহারা হেথা করে বিচরণ?
সংক্ষেপে বলিলা তুমি, পারি না বুঝিতে; সে কারণ হ'ল এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিতে।" ‡

১০৪। "মৃত্যু দ্বারা অনুক্ষণ এ লোক সন্তপ্ত; জরা এরে রাখিয়াছে বেষ্টিয়া সতত;
রজনী অমোঘা, ভূপ; আসে আর যায়; সঙ্গে সঙ্গে জীবদের আয়ুঃ ক্ষয় পায়।

---

* 'অপ্পত্বা ব মরং'। এই গাথাটীর ইংরাজী অনুবাদ নিতান্ত অর্থশূন্য হইয়াছে।
† 'কলীর'; সংস্কৃত 'করীর'।
‡ এই গাথাটী রাজার উক্তি।

১০৫। বস্ত্রবয়নের জন্য টানা সাজাইয়া
একটী একটী করি পড়েন তাহায়
যেমন বয়নকারী দিলে পরাইয়া
তখনি বয়নযোগ্য অংশ হ্রাস পায়,
প্রতি রাত্রি অবসানে মর্ত্ত্যেরও জীবন
অল্প হ'তে অল্পতর হয় হে তেমন। *

১০৬। পুরতঃ জলের স্রোত ধায় অনুক্ষণ; পশ্চাতে ফিরিয়া তাহা আসে না কখন।
মানুষের আয়ুষ্কাল ধায় সে প্রকার সম্মুখে; পশ্চাতে ফিরি আসে না ক আর।

১০৭। স্রোতস্বতী তীররুহ তরু সমুদায় উপাড়ি লইয়া যথা সিন্ধুপানে ধায়,
জরা মৃত্যু সেইরূপ ধ্বংসি জীবগণে টানিতেছে অবিরত শমন-সদনে।

মহাসত্ত্বের ধর্ম্মকথা শুনিয়া রাজা গৃহবাসে বীতরাগ হইলেন; তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন, 'আমি আর নগরে ফিরিব না, এখানেই প্রব্রজ্যা লইব; আমার পুত্র যদি নগরে যায়, তবে তাহাকেই শ্বেতচ্ছত্র দান করিব।' তিনি মহাসত্ত্বকে পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে রাজ্য গ্রহণ করিতে পুনর্ব্বার অনুরোধ করিয়া বলিলেন,

১০৮। গজসাদী, অশ্বসাদী, রথী, পত্তি, বর্ম্মিগণ, সুরম্য ভবন,—
সমস্তই হস্তে তব করিলাম আজ হতে আমি সমর্পণ।

১০৯। নানাভরণমণ্ডিত অন্তঃপুর সুসজ্জিত করিলাম দান;
রাজা হও আমাদের; দেখিয়া লভুক তৃপ্তি মন আর প্রাণ।

১১০। নৃত্যগীতে সুনিপুণা, সুশিক্ষিতা, সুচতুরা নর্ত্তকী সকল
কাম চরিতার্থ তব করিবে, অরণ্যে বসি, থাকিয়া কি ফল?

১১১। অলঙ্কৃতা রাজকন্যা আনি দিব প্রতিকূল রাজকুল হতে;
উৎপাদি তাদের গর্ভে অপত্য, পশ্চাতে যাবে প্রব্রজ্যা লইতে।

১১২। কোষ, কোষস্থিত ধন, অশ্বাদি বাহন সব, সেনা সমুদায়,
সুরম্য প্রাসাদ যত,— সমস্ত ঐশ্বর্য্য, পুত্র, দিলাম তোমায়।

১১৩। সুভাষিণী নারীগণে† বেষ্টিত হইয়া তুমি রবে অনুক্ষণ;
করিবে তোমার সেবা কায়মনোবাক্যে সদা দাসদাসীগণ।
রাজত্ব গ্রহণ কর; থাক সুখে চিরদিন; কি কাজ এ বনে
এত কষ্টে থাকি একা? যাও, পুত্র, গৃহে ফিরি আমার বচনে।

মহাসত্ত্ব যে রাজ্য চান না, ইহা বুঝাইবার জন্য তিনি বলিলেন,

১১৪। কি লাভ পাইলে ধন? ধনের ত সদা হয় ক্ষয়।
কি লাভ পাইলে ভার্য্যা? ভার্য্যারা ত মরিবে নিশ্চয়।
কি কাজ যৌবন-সুখে? যৌবন কি চিরদিন থাকে?
আজ হোক, কাল হোক, জরা আসি গ্রাসিবে তাহাকে।

১১৫। জীবনে কি আছে সুখ? ক্রীড়া, রতি, ধন-উপার্জ্জন,
দারা, পুত্র, সব(ই) বৃথা। ছিন্ন আমি করেছি বন্ধন।

১১৬। মৃত্যু না ভুলিবে মোরে, জানিয়াছি এই সত্য সার;
মৃত্যুবশগত যেই, কামভোগ, ধন বৃথা তার।

১১৭। সুপক্ক হইলে ফল সদা তার পতনের ভয়;
মর্ত্ত্যের(ও) আজন্ম তথা মৃত্যু ভয় রয়েছে নিশ্চয়। ‡

* মৃত্যু = তন্তুবায়; জীবের আয়ুঃ = বস্ত্র; রাত্রি = পড়েনের সূতা।

† মূলে 'গোমণ্ডল পরিব্‌বূল্হো' আছে। টীকাকার ইহার অর্থ করিয়াছেন, 'সুভাসিত রাজকন্যাদের মণ্ডলের পরিক্খিত্তো।'

‡ এই গাথাটী ৪র্থ খণ্ডের দশরথ-জাতকের (৪৬১) পঞ্চম গাথা।

১১৮। প্রভাতে যে বহু জন করি দরশন, রহে না সায়াহ্নে তাহাদের এক জন।
দেখিতে অনেক লোক সায়াহ্নেও পাই; প্রভাতে তাঁদের কিন্তু একটীও নাই।
১১৯। সাধ্য যাহা, অদ্যই তা' কর সম্পাদন; জান কি, হবে না কল্য তোমার মরণ?
মহাসেনাপতি মৃত্যু*; কভু অঙ্গীকার করে না সে কবে বধ করিবে কাহার।
১২০। ধন পেতে চায় যেই, তস্কর সে জন; করিয়াছি ছিন্ন আমি সমস্ত বন্ধন।
তুমিও প্রব্রজ্যা আসি লও, মহারাজ; মুক্ত আমি; রাজত্বে কি আছে মোর কাজ?

মহাসত্ত্বের ধর্ম্মদেশন যথাসঙ্গতরূপে সম্পূর্ণ হইল। তাহা শুনিয়া রাজা এবং চন্দ্রাদেবী-প্রমুখা ষোড়শ সহস্র রাজান্তঃপুরবাসিনী রমণী প্রব্রজ্যাগ্রহণের জন্য ব্যগ্র হইলেন। রাজা নগরে ভেরীবাদন দ্বারা ঘোষণা করাইলেন, যাহার ইচ্ছা, সেই তাঁহার পুত্রের নিকট প্রব্রজ্যা লইতে পারে। তাঁহার সমস্ত সুবর্ণকোষাগারাদির দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল, এবং 'অমুক অমুক স্থানে মহানিধিকুম্ভসমূহ আছে, যাহার ইচ্ছা, সে ঐ সমস্ত লইতে পারে' সুবর্ণপট্টে তিনি এই কথা লেখাইয়া তাহা মহাস্তম্ভে সংলগ্ন করাইলেন। যেমন আপণ-দ্বার উন্মুক্ত থাকে, নগরবাসীরাও স্ব স্ব দ্বার সেইরূপ উন্মুক্ত করিয়া গৃহত্যাগপূর্ব্বক রাজার নিকটে গমন করিল। রাজা এই বিপুল জনসঙ্ঘসহ মহাসত্ত্বের নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। ইহাতে শক্রদত্ত সেই ত্রিযোজনবিস্তীর্ণ আশ্রম জনপূর্ণ হইল। মহাসত্ত্ব বিচরণ করিয়া পর্ণশালাগুলি দেখিলেন। যে সকল পর্ণশালা আশ্রমের মধ্যভাগে ছিল, সেগুলি তিনি প্রব্রাজিকাদিগকে দান করিলেন, কারণ স্ত্রী-জাতি স্বভাবতঃ ভীরু। বহিঃস্থ পর্ণশালাগুলি পুরুষেরা পাইলেন। সকলেই পোষধদিনে বিশ্বকর্ম্মরোপিত ফলবৃক্ষগুলির তলে ভূমিতে অবস্থিত হইয়া ফল গ্রহণ করিতেন এবং তাহা ভোজন করিয়া শ্রামণ্যধর্ম্ম পালন করিতেন। কাহারও চিত্তে কামচিন্তা, নিষ্ঠুরচিন্তা বা হিংসার চিন্তা উদিত হইলে মহাসত্ত্ব তৎক্ষণাৎ তাহার মন জানিতে পারিতেন এবং আকাশে আসীন হইয়া ধর্ম্মদেশন করিতেন। তাহা শুনিয়া সকলেই অতি শীঘ্র শীঘ্র অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ লাভ করিল।

কাশীরাজ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছেন শুনিয়া জনৈক সামন্তরাজ কাশীরাজ্য অধিকার করিবার জন্য রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন। সমস্ত নগর অলঙ্কৃত রহিয়াছে দেখিয়া তিনি প্রাসাদে আরোহণ করিলেন এবং সেখানে সপ্তবিধ উৎকৃষ্ট রত্নরাশি দেখিয়া ভাবিলেন, এই ধনের সম্বন্ধে নিশ্চয় কোন ভয়ের কারণ আছে।* তিনি কয়েকজন মাতাল ডাকাইয়া† জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজা কোন্ দ্বার দিয়া বাহির হইয়াছিলেন?" তাহারা বলিল, "পশ্চিম দ্বার দিয়া।" ইহা শুনিয়া তিনিও সেই দ্বার দিয়া নিষ্ক্রমণপূর্ব্বক নদীতীরে উপনীত হইলেন। তিনি আসিতেছেন জানিয়া মহাসত্ত্ব সেখানে উপস্থিত হইয়া আকাশে উপবেশনপূর্ব্বক ধর্ম্মদেশন করিলেন; তাহা শুনিয়া সেই সামন্তরাজ অনুচরগণসহ মহাসত্ত্বের নিকট প্রব্রজ্যা লইলেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে আরও তিনজন রাজা রাজ্য ত্যাগ করিলেন। কাজেই রাজহস্তিসকল বন্য হস্তী হইল, অশ্বসমূহ বন্য অশ্ব হইল, রথসকল জঙ্গলে পড়িয়া বিনষ্ট হইল, যে সকল কার্ষাপণ লোকের ভাণ্ডারে ছিল, সেগুলি এখন আশ্রমভূমিতে বালুকার ন্যায় বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়া রহিল। প্রব্রাজকগণ সকলেই সমাপত্তিসমূহ প্রাপ্ত হইয়া জীবনাবসানে ব্রহ্মলোক লাভ করিলেন। হস্তী অশ্ব প্রভৃতি তির্য্যকেরাও ঋষিদিগের প্রভাবে প্রসন্নচিত্ত হইয়া ষট্ কামসর্গের কোন না কোনটীতে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইল।

---

* নচেৎ এগুলি লোকে লইয়া যায় নাই কেন?

† কারণ তখন নগরে ভাল লোক কেহই ছিল না।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা বলিলেন "ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও আমি রাজ্যত্যাগপূর্ব্বক নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলাম।

সমবধান—তখন উৎপলবর্ণা ছিলেন সেই ছত্রাধিষ্ঠাত্রী দেবী সারিপুত্র ছিলেন সেই সারথি, শাক্য মহারাজ-বংশীয় পিতা ও মাতা ছিলেন সেই পিতা ও মাতা, বুদ্ধশিষ্যেরা ছিলেন সেই রাজানুচরগণ এবং আমি ছিলাম সেই মূকপঙ্গু পণ্ডিত।]

☞ এই জাতকের শেষে টীকাকার নিম্নলিখিত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন:—সিংহল দ্বীপে আগমন করিবার পরে মঙ্গণবাসী খুদ্দক তিস্স স্থবির এবং মহাবংসক স্থবির কটকন্ধকারবাসী ফুস্সদেব স্থবির, উপরিমণ্ডকমালবাসী মহারক্ষিত স্থবির, ভগ্গরিবাসী মহাতিস্স স্থবির বামন্তপব্ভারবাসী মহাসিব স্থবির, কাড়বেলবাসী মহামলিয়দেব স্থবির—এই স্থবিরগণ কুদ্দালকসমাগমে, মূকপঙ্গুসমাগমে অয়োঘরসমাগমে ও হস্তিপালসমাগমে পশ্চাদাগত নামে অভিহিত। মন্ধবাসী মহানাগ স্থবির এবং মলিয়মহাদেব স্থবিরপরিনির্ব্বাণ-দিবসে বলিয়াছিলেন "বন্ধুগণ, মূকপঙ্গু-জাতক বর্ণিত জনসঙ্ঘ আজ বিচ্ছিন্ন হইল।" "কেন ভদন্ত?" এই প্রশ্নের উত্তরে তাঁহারা উভয়েই বলিয়াছিলেন, "আমি তখন মাতাল ছিলাম, আমার সঙ্গে সুরাপান করিবে এমন কাহাকেও না পাইয়া, আমি সর্ব্বশেষে নিষ্ক্রমণপূর্ব্বক প্রব্রজ্যা লইয়াছিলাম।"

এই মন্তব্যের তাৎপর্য্য:—উল্লিখিত জাতকসমূহে বর্ণিত জনসঙ্ঘের সকলেই কেহ অগ্রে, কেহ পরে জন্মান্তরে অর্হত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি উত্তরকালে সিংহলদ্বীপে জন্মিয়াও পরিনির্ব্বাণ পাইয়াছিলেন। কুদ্দালক-জাতকের নির্দ্দেশক সংখ্যা ৭০, হস্তিপালের ৫০৯, অয়োঘরের ৫১০।

৫৩৯—মহাজনক-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে মহানিষ্ক্রমণের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এক দিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় বসিয়া তথাগতের মহানিষ্ক্রমণের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছিলেন, এমন সময়ে শাস্তা প্রশ্নদ্বারা তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিয়া বলিয়াছিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও তথাগত মহানিষ্ক্রমণ করিয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়াছিলেন:—]

পুরাকালে বিদেহনগরে মিথিলারাজ্যে মহাজনক নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র,—অরিষ্টজনক ও পোলজনক। রাজা জ্যেষ্ঠ পুত্রকে ঔপরাজ্য এবং কনিষ্ঠ পুত্রকে সৈনাপত্য দান করিয়াছিলেন।

কালক্রমে মহাজনকের মৃত্যু হইলে অরিষ্টজনক রাজপদ গ্রহণ করিলেন এবং পোলজনককে ঔপরাজ্য দিলেন। মহাজনকের জনৈক ভৃত্য তাঁহাকে বলিতে লাগিল, "মহারাজ, উপরাজ আপনার প্রাণবধের সঙ্কল্প করিয়াছেন।" তাহার মুখে পুনঃ পুনঃ এই কথা শুনিয়া অরিষ্টজনক সহোদরের প্রতি বিরূপ হইলেন, তিনি পোলজনককে শৃঙ্খলাবদ্ধ করাইয়া রাজ-ভবনের অদূরে কোন গৃহে রক্ষিপরিবেষ্টিত করিয়া রাখিলেন। কুমার কারানিক্ষিপ্ত হইয়া সত্যক্রিয়া করিলেন, "আমি যদি ভ্রাতার বৈরী হই, তবে এই শৃঙ্খলের যেন মোচন হয় না, কারাদ্বারও যেন উন্মুক্ত হয় না; নচেৎ শৃঙ্খল খুলিয়া যাউক, দ্বারও উন্মুক্ত হউক।" তিনি সত্যক্রিয়া করিবামাত্র শৃঙ্খল খণ্ডবিখণ্ড হইয়া পড়িয়া গেল, কারাদ্বারও উন্মুক্ত হইল। কুমার নিষ্ক্রমণপূর্ব্বক এক প্রত্যন্তগ্রামে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। প্রত্যন্তবাসীরা তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া তাঁহার সেবা করিতে লাগিল; রাজা তাঁহাকে ধরিতে পারিলেন না।

কুমার ক্রমে সমস্ত প্রত্যন্ত জনপদ হস্তগত করিয়া বহু অনুচর লাভ করিলেন। 'আমি পূর্ব্বে ভ্রাতার বৈরী ছিলাম না, কিন্তু এখন হইলাম' এই ভাবিয়া তিনি বহুসংখ্যক যোদ্ধা লইয়া মিথিলায় গমনপূর্ব্বক নগরের বহির্ভাগে সেনা সন্নিবেশ করিলেন। পোলজনককুমার আগমন করিয়াছেন শুনিয়া রাজধানীর প্রায় সমস্ত অধিবাসীই গজাদি-বাহনসহ তাঁহার সঙ্গে যোগ দিল। অন্যান্য লোকেও এইরূপ করিল। তখন পোলজনক

ভ্রাতাকে এই পত্র পাঠাইলেন ;—আমি পূর্ব্বে আপনার বৈরী ছিলাম না, কিন্তু এখন বৈরী হইয়াছি। হয় আমাকে রাজচ্ছত্র দিন, নয় যুদ্ধ দিন। রাজা যুদ্ধদানার্থ যাত্রা করিবার কালে অগ্রমহিষীকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "ভদ্রে, যুদ্ধে জয় কি পরাজয় হইবে, তাহা জানা অসম্ভব। যদি আমার পতন হয়, তবে তুমি সাবধানে গর্ভ রক্ষা করিও।"

যুদ্ধ হইল, পোলজনকের যোদ্ধারা রাজার প্রাণসংহার করিল; রাজা নিহত হইয়াছেন, এই সংবাদে সমস্ত নগরে মহা কোলাহল উত্থিত হইল। তাঁহার নিধনবার্ত্তা শুনিয়া মহিষী যত শীঘ্র পারিলেন, একটা ঝুড়িতে সুবর্ণাদির বহু মূল্য আভরণ পূরিলেন, তাহার উপরিভাগ ছিন্ন বস্ত্র দিয়া ঢাকিলেন, সর্ব্বোপরি কিছু চাউল ছড়াইয়া দিলেন; এক খণ্ড মলিন ও ছিন্ন বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক নিজের শরীর যথাসাধ্য বিরূপ করিলেন এবং ঐ ঝুড়ি মাথায় তুলিয়া প্রাতঃকালেই অন্তঃপুর হইতে বাহির হইলেন। কেহই তাঁহাকে চিনিতে পারিল না। তিনি উত্তর দ্বার দিয়া নগরের বাহিরে গেলেন; কিন্তু তিনি পূর্ব্বে কখনও কোথাও যান নাই বলিয়া পথ জানিতেন না; কোন্‌দিকে যে যাইবেন, তাহা বুঝিতে পারিলেন না। তিনি কেবল শুনিয়াছিলেন যে কালচম্পা নামে একটা নগর আছে। এখন একস্থানে বসিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, "তোমরা কেহ কালচম্পা নগরে যাইবে কি ?"

মহিষীর গর্ভে তখন যিনি অবস্থিতি করিতেছিলেন, তিনি যে সে সত্ত্ব ছিলেন না; পূর্ণপারমি স্বয়ং মহাসত্ত্বই তাঁহার গর্ভে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহার তেজে শক্রভবন কম্পিত হইল; শক্র চিন্তা করিয়া ইহার কারণ বুঝিতে পারিলেন। তিনি দেখিলেন, মহিষীর কুক্ষিতে মহাপুণ্য সত্ত্ব রহিয়াছেন, অতএব তাঁহাকে (মহিষীর সাহায্যার্থ) যাইতে হইবে। ইহা ভাবিয়া তিনি একখানি আবৃত যান প্রস্তুত করিলেন, তাহার মধ্যে একখানি শয়নমঞ্চ স্থাপিত করিলেন এবং নিজে বৃদ্ধের বেশ ধারণ করিয়া, যেন ঐ যান চালাইতেছেন এই ভাবে, মহিষী যে গৃহদ্বারে বসিয়াছিলেন, সেখানে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেহ কালচম্পা নগরে যাইবে কি ?" মহিষী বলিলেন, "বাবা, আমি কালচম্পায় যাইব।" "যদি যেতে চাও, মা, তবে শকটে উঠিয়া বোস।" "বাবা, আমি পূর্ণগর্ভা; শকটে উঠিবার সাধ্য নাই। আমি তোমার পিছু পিছু যাইব; তুমি গাড়ীর মধ্যে আমার এই ঝুড়িটা রাখিবার একটু যায়গা দাও।" "কি বল, মা ? কার সাধ্য যে, আমার মত গাড়ী চালাইতে পারে ? তুমি ভয় পেও না, মা; উঠে বোস।" মহিষী যখন গাড়ীর নিকটে গেলেন, তখন শক্রের অনুভাববলে পৃথিবী স্ফীত হইয়া গাড়ীর পশ্চাদ্‌ভাগ স্পর্শ করিল। মহিষী গাড়ীতে উঠিয়া শয্যায় শুইয়া ভাবিলেন, ইনি নিশ্চয় কোন দেবতা হইবেন। তিনি দিব্য শয্যায় শয়ন করিবামাত্র নিদ্রিত হইলেন। ত্রিশ যোজন অতিক্রম করিবার পর এক নদীর তীরে উপস্থিত হইয়া শক্র তাঁহাকে জাগাইয়া বলিলেন, "নাম, মা; নদীতে স্নান কর। শিয়রের দিকে একখানা শাড়ী আছে; তাহা পর; গাড়ীর ভিতরে মিষ্টান্ন আছে, তাহা খাও।" মহিষী তাহাই করিয়া আবার শয়ন করিলেন।

সায়াহ্নকালে শকট চম্পানগরে উপনীত হইল। মহিষী নগরের দ্বার, অট্টালক ও প্রাকার দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, এ কোন্ নগর ?" শক্র উত্তর দিলেন, "মা, ইহাই চম্পানগর।" "কি বল, বাবা ? চম্পানগর যে আমাদের নগর হইতে ষাট যোজন দূরে !" "তাই বটে, মা; কিন্তু আমার সোজা পথ জানা আছে।" অনন্তর শক্র মহিষীকে দক্ষিণদ্বারের নিকটে শকট হইতে অবতরণ করাইয়া বলিলেন, "মা, বাড়ীতে পৌছিবার জন্য আমাকে আরও খানিকটা রাস্তা চলিতে হইবে। তুমি নগরে প্রবেশ কর।" ইহা বলিয়া

শক্র কিয়দ্দুর অগ্রসর হইলেন এবং অন্তর্হিত হইয়া স্বস্থানে চলিয়া গেলেন। মহিষী একটী পান্থশালায় বসিয়া রহিলেন।

এই সময়ে চম্পাবাসী এক বেদপাঠক ব্রাহ্মণ পঞ্চশত মাণবক-পরিবৃত হইয়া স্নান করিবার জন্য যাইতেছিলেন। তিনি দূর হইতে পান্থশালায় উপবিষ্টা রূপবতী ও সর্ব্বসুলক্ষণ-সম্পন্না মহিষীকে দেখিতে পাইলেন; এবং মহিষীর গর্ভস্থ মহাসত্ত্বের অনুভাববলে দর্শনমাত্রেই তাঁহার মনে মহিষীর প্রতি কনিষ্ঠাভগিনীস্নেহ সঞ্জাত হইল। তিনি মাণবকদিগকে পথে দাঁড়াইতে বলিয়া একা পান্থশালায় প্রবেশপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগিনি, তোমার বাড়ী কোথায়?" মহিষী বলিলেন, "আমি মিথিলারাজ অরিষ্টজনকের অগ্রমহিষী।" "এখানে আসিবার কারণ কি?" "পোলজনক রাজাকে নিহত করিয়াছেন; আমি ভয়ে, গর্ভরক্ষার্থ এখানে আসিয়াছি।" "এ নগরে তোমার জ্ঞাতিজন কেহ আছেন কি?" "না, বাবা; আমার কেহই নাই।" "তোমার কোন চিন্তা নাই; আমি উদীচ্য ব্রাহ্মণ মহাসার এবং দেশবিখ্যাত আচার্য্য; আমি তোমাকে আমার ভগিনীস্থানে স্থাপিত করিব, এবং নিজের ভগিনীজ্ঞানে তোমার রক্ষণাবেক্ষণ করিব। তুমি আমাকে ভ্রাতা বলিয়া সম্বোধন কর এবং আমার পা ধরিয়া পরিদেবন আরম্ভ কর।" এই কথায় মহিষী উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে ঐ ব্রাহ্মণের পায়ে পড়িলেন; অতঃপর তাঁহারা দুইজনেই পরস্পরের কথা শুনিয়া পরিদেবন করিতে লাগিলেন। শিষ্যেরা ছুটিয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচার্য্য, আপনার কি হইয়াছে?" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "ইনি আমার কনিষ্ঠা ভগিনী, অমুক সময়ে ইঁহার জন্ম হয়; তখন আমি স্থানান্তরে ছিলাম।" শিষ্যেরা বলিল, "এখন ত আপনি ইঁহার দেখা পাইলেন; আর ত চিন্তার কোন কারণ নাই।"

ব্রাহ্মণ তখন একখানি আচ্ছাদিত বৃহদ্ যান আনয়ন করাইলেন এবং মহিষীকে তাহাতে বসাইয়া শিষ্যদিগকে বলিলেন, "বৎসগণ, ব্রাহ্মণীকে বলিবে, ইনি আমার ভগিনী; ইঁহার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যাহা কিছু কর্ত্তব্য, তাহা যেন তিনি করেন।" শিষ্যদিগকে এই আদেশ দিয়া তিনি মহিষীকে নিজের গৃহে প্রেরণ করিলেন। ব্রাহ্মণী মহিষীকে গরম জলে স্নান করাইলেন, এবং শয্যা রচনা করিয়া তাহাতে তাঁহাকে শয়ন করাইলেন। অনন্তর ব্রাহ্মণ স্নানান্তে গৃহে ফিরিলেন এবং ভোজনকালে ব্রাহ্মণীকে বলিলেন, "আমার ভগিনীকে ডাক।" ব্রাহ্মণী মহিষীকে ডাকিলেন; ব্রাহ্মণ তাঁহার সঙ্গে একত্র আহার করিলেন এবং ইহার পর নিজের অন্তঃপুরে রাখিয়া তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন।

মহিষী অচিরে একটী পুত্র প্রসব করিলেন; পিতামহের নামানুসারে এই পুত্রের নাম হইল মহাজনক-কুমার। একটু বড় হইলে তিনি সমবয়স্ক অন্যান্য বালকদিগের সঙ্গে খেলা করিতেন। কিন্তু ইহাদের মধ্যে যাহারা তাঁহার রোষ জন্মাইত, তিনি তাঁহাদিগকে নিষ্ঠুর ভাবে প্রহার করিতেন;—এরূপ করিবারই কথা, কারণ তিনি উভয়কুলে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়; তাঁহার শরীরে প্রচুর বল এবং মনে আভিজাত্যসম্ভূত দুর্জ্জয় অভিমান ছিল। প্রহৃত বালকেরা বিকট চীৎকার করিয়া কান্দিত; কে মারিয়াছে জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দিত, "বিধবার ছেলেটা।" পুনঃ পুনঃ এই কথা শুনিয়া কুমার ভাবিলেন, 'ইহারা সর্ব্বদাই আমাকে বিধবার ছেলে বলে; মাকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে, ব্যাপার কি।' ইহা স্থির করিয়া তিনি এক দিন মহিষীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার বাবা কে, মা?" "ব্রাহ্মণ ঠাকুর তোমার পিতা" এই উত্তর দিয়া মহিষী তাঁহাকে বঞ্চনা করিলেন। অতঃপর তিনি আবার একদিন একটী ছেলেকে প্রহার করিলে, সে যেমন বলিল "বিধবার ছেলেটা আমাকে মারিল, অমনি কুমার প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, "আমাকে বিধবার ছেলে বলিস্

কেন রে? জানিস্ না যে ব্রাহ্মণ ঠাকুর আমার বাবা?" ছেলেরা হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ব্রাহ্মণ তোমার কে হন বলিলে?" এই প্রশ্ন শুনিয়া কুমার ভাবিলেন, 'তাই ত! এরা জিজ্ঞাসা করিতেছে, ব্রাহ্মণ আমার কে হন? মা নিশ্চয় প্রকৃত ব্যাপার বলেন নাই; হয় ত তিনি আত্মসম্মানরক্ষার্থেই সত্য কথা বলেন নাই। সে যাহাই হউক, আমি তাঁহাদ্বারা প্রকৃত কথা বলাইবই বলাইব।' এই প্রতিজ্ঞা করিয়া তিনি স্তন্যপানকালে মহিষীর একটী স্তন দংশন করিয়া বলিলেন, "আমার বাবা কে, বল। না বলিলে কামড়াইয়া তোমার স্তন কাটিয়া ফেলিব।" মহিষী কুমারকে আর বঞ্চনা করিতে পারিলেন না; তিনি বলিলেন, "বাবা, তুই মিথিলারাজ অরিষ্টজনকের পুত্র।" পোলজনক তোর পিতার প্রাণসংহার করিয়াছিলেন; আমি তোকে রক্ষা করিবার জন্য এই নগরে আসিয়াছিলাম। এই ব্রাহ্মণ আমাকে নিজের ভগিনীস্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া আসিতেছেন।" ইহার পর কেহ কুমারকে বিধবার পুত্র বলিলে তিনি রাগ করিতেন না। তাঁহার বয়স্ ষোল বৎসর হইবার পূর্ব্বেই তিনি তিন বেদে এবং অন্য সমস্ত বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন হইলেন। ষোল বৎসর পূর্ণ হইলে তিনি পরমসুন্দর যৌবনশ্রীসম্পন্ন হইলেন। তখন তিনি ভাবিলেন, আমি পৈতৃক রাজ্য গ্রহণ করিব। তিনি জননীকে বলিলেন, "মা, তোমার হাতে কিছু আছে কি? না থাকিলে ব্যবসায় দ্বারা অর্থসংগ্রহপূর্ব্বক পৈতৃক রাজ্য উদ্ধার করিতে হইবে।" মহিষী বলিলেন, "বাবা, আমি খালি হাতে আসি নাই। আমার কাছে এমন সকল উৎকৃষ্ট মুক্তা, মণি ও হীরক আছে, যাহাদের এক একটী দ্বারাই রাজ্য উদ্ধার করা যাইতে পারে। তুমি সেই সমুদায় লও এবং রাজ্য উদ্ধার কর। ব্যবসায়ে তোমার কি প্রয়োজন?" "মা, তুমি আমাকে ঐ ধন দাও; আমি ঐ ধনের অর্দ্ধমাত্র লইয়া সুবর্ণভূমিতে গিয়া বহু ধন উপার্জ্জন করিব এবং তাহা দিয়া রাজ্য উদ্ধার করিব।" কুমার মহিষীকে ইহা বলিয়া অর্দ্ধধন আনয়ন করাইলেন, উহা দ্বারা পণ্য সংগ্রহ করিলেন, সুবর্ণভূমিগামী বণিক্‌দিগের সঙ্গে মিলিয়া উহা পোতে তুলিলেন এবং মাতাকে গিয়া প্রণাম করিয়া বলিলেন, "মা, আমি সুবর্ণভূমিতে চলিলাম।" মহিষী বলিলেন "বাবা, সমুদ্রে সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা অতি বিরল; সেখানে বহু বিঘ্ন আছে; তুমি যাইও না, রাজ্য উদ্ধার করিবার জন্য ত তোমার বহু ধন আছে।" কিন্তু কুমার বলিলেন, "না, মা; আমাকে যাইতেই হইবে।" তিনি মাতাকে প্রণাম করিয়া নিষ্ক্রমণপূর্ব্বক পোতে আরোহণ করিলেন। ঠিক এই দিনেই পোলজনকের শরীরে রোগ জন্মিল; তিনি যে শয্যায় শয়ন করিলেন, তাহা হইতে আর উঠিলেন না।

কুমারের পোতে সার্দ্ধ তিন শত আরোহী ছিল।* উহা সাত দিনে সপ্তশত যোজন অতিক্রম করিল; কিন্তু অতি দ্রুতবেগে চলিল বলিয়া শেষে উহার আর অগ্রসর হইবার সামর্থ্য রহিল না; উহা বা'নচা'ল হইল; তক্তাগুলি ভাঙ্গিয়া গেল; ছিদ্রপথ দিয়া জল উঠিতে লাগিল; এইরূপে পোতখানি মধ্যসমুদ্রে নিমগ্ন হইল। আরোহীরা রোদন ও পরিদেবন করিতে করিতে নানা দেবতাকে প্রণাম করিতে লাগিল; কিন্তু মহাসত্ত্ব রোদন করিলেন না, পরিদেবনও করিলেন না; নৌকা ডুবিবে, ইহা বুঝিয়াই তিনি ঘৃতের সঙ্গে শর্করা মর্দ্দন করিয়া পেট পুরিয়া ভোজন করিয়াছিলেন, দুইখানি পরিষ্কৃত বস্ত্র তৈলসিক্ত করিয়া তদ্দ্বারা নিজের শরীর দৃঢ়রূপে আচ্ছাদিত করিয়াছিলেন এবং মাস্তুল ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। যখন

* মূলে 'সত্তজঙ্ঘসতানি' আছে। 'সাত শত জঙ্ঘা' = ৩৫০ জন লোক। ইংরাজী অনুবাদক সত্তজঙ্ঘসথানি' এই পাঠ কল্পনা করিয়া বলেন, ঐ পোতে সাতজন সার্থবাহের পণ্য ও তাহাদের বহনোপযোগী পশু ছিল। এরূপ ;'ইঃ অসঙ্গত আছে।'

পোত নিমগ্ন হইল, তখন তিনি মাস্তুলে আরোহণ করিলেন। মৎস্যকচ্ছপাদি অন্য সমস্ত আরোহীকে উদরসাৎ করিল; হতভাগ্যদিগের রক্তে চতুর্দ্দিকের জল লোহিত বর্ণ হইল। মহাসত্ত্ব মাস্তুলের অগ্রে থাকিয়া কোন্ দিকে মিথিলা ইহা নির্ণয় করিলেন। তাঁহার শরীরে এত বল ছিল যে, সেখান হইতে লম্ফ দিয়া তিনি মৎস্যকচ্ছপাদি অতিক্রমপূর্ব্বক পোত হইতে ১৪০ হাত * দূরে সমুদ্রগর্ভে পতিত হইলেন। ঠিক ঐ দিন পোলজনকের মৃত্যু হইল।

মহাসত্ত্ব এখন হইতে মণিবর্ণ উর্ম্মিমালা দ্বারা চালিত সুবর্ণখণ্ডের ন্যায় সমুদ্র অতিক্রম করিতে লাগিলেন। এইভাবে সাত দিন কাটিয়া গেল; কিন্তু উহা তাঁহার নিকট মাত্র এক দিন বলিয়া বোধ হইল। অতঃপর বেলাভূমি দেখিতে পাইয়া তিনি লবণোদকে মুখ প্রক্ষালন করিলেন এবং পোষধী হইলেন। এই সময়ে মণিমেখলা-নাম্নী দেবকন্যা লোকপালচতুষ্টয়-কর্ত্তৃক সমুদ্ররক্ষিকারূপে নিয়োজিত হইয়াছিলেন। লোকপালেরা বলিয়া দিয়াছিলেন, "যে সকল লোক মাতৃসেবাদিগুণযুক্ত, তাহারা সমুদ্রে পতিত হইয়া বিনষ্ট হইবার অনুপযুক্ত; তুমি অনুসন্ধান দ্বারা এই সকল লোকের রক্ষা করিবে।" মণিমেখলা কিন্তু এই সাত দিন সমুদ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই, দেবসম্পত্তির আস্বাদনে নাকি তাঁহার স্মৃতি বিমূঢ় হইয়াছিল, অথবা তিনি দেবসভায় গিয়াছিলেন। এখন তাঁহার মনে হইল, 'আজ সাত দিন আমি সমুদ্রের দিকে লক্ষ্য করি নাই। না জানি, সেখানে কি ঘটিয়াছে!' তিনি সমুদ্রের দিকে তাকাইয়া মহাসত্ত্বকে দেখিতে পাইলেন, এবং ভাবিলেন, 'যদি মহাজনককুমার সমুদ্রে বিনষ্ট হন, তবে আমি আর দেবসভায় প্রবেশ করিতে পারিব না।' তিনি মহাসত্ত্বের অদূরে দিব্যাভরণমণ্ডিত দেহে আকাশে অবস্থিত হইয়া পরীক্ষার্থ প্রথম গাথা বলিলেন:—

১। দুস্তর সাগরে পড়ি কূল না দেখিতে পাও,
তবু বীর্য্যবলে তুমি জীবন বাঁচাতে চাও।
কে তুমি? করিবে রক্ষা এ বিপদে কে তোমায়?
এমন প্রয়াস তুমি করিতেছ কি আশায়?

মহাসত্ত্ব বলিলেন, "আমি এই সাত দিন সমুদ্র পার হইবার চেষ্টা করিতেছি; এতদিন দ্বিতীয় প্রাণী দেখিতে পাই নাই। কে এখন আমার সঙ্গে কথা বলিতেছে?" অনন্তর ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সেই দেবীকে দেখিতে পাইয়া তিনি দ্বিতীয় গাথা বলিলেন:—

২। সুব্রত সুফল দেয় শুনি লোকে অনুক্ষণ,
পুরুষকারের গুণ সকলে করে কীর্ত্তন।
যদিও না দেখি কূল, দুস্তর সাগরে, তাই,
আত্মরক্ষা হেতু, দেবি, ঈদৃশ প্রয়াস পাই।

মহাসত্ত্বের মুখে ধর্ম্মকথা শুনিবার অভিপ্রায়ে দেবী আবার বলিলেন:—

৩। অপ্রমেয়, সুগভীর পার নাহি দেখা যায়,
এ হেন সাগরে নাই পুরুষকারের, হায়,
কোন সাধ্য বাঁচাইতে, না পাইয়া বেলাভূমি
অর্ণবকুক্ষিতে প্রাণ নিশ্চয় হারাবে তুমি।

মহাসত্ত্ব বলিলেন, "আপনি এমন কথা বলিতেছেন কেন? প্রাণরক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও যদি মরি, তথাপি আমি নিন্দাভাজন হইব না।

* ১ উসভ=২০ যষ্টি। ৪র্থ খণ্ডের ১১শ পৃষ্ঠের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

৪। জ্ঞাতি-পিতৃ-দেবগণ, ইঁহাদের ঠাঁই ঋণপাশে আছে বদ্ধ মানব সবাই।
পুরুষকারের বলে ঋণ হয় শোধ; করিতে না হয় কভু অনুতাপ বোধ।"

দেবী বলিলেন :–

৫। বিফল এ চেষ্টা, ইহা শুধু ক্লেশকর, এর বলে তরিবে কি দুস্তর সাগর?
আসন্ন মরণ যার অতীব নিশ্চয়, প্রদর্শি পুরুষকার কি ফল সে পায়?

দেবী এইরূপ বলিলে মহাসত্ত্ব পরবর্ত্তী চারিটী গাথায় তাঁহাকে নিরুত্তর করিলেন :—

৬। নিতান্ত বিফল চেষ্টা, ভাবি ইহা মনে নিরুদ্যম থাকে যেই জীবনরক্ষণে,
না করে পুরুষকার প্রয়োগ বিপদে আলস্যের ফল সেই পায় পদে পদে।
৭। কেহ কেহ কার্য্যে ব্রতী হয় ফলাশায়, চেষ্টা করে সিদ্ধিলাভ করিতে তাহায়;
যদিও না পায় ফল কিবা দোষ তার? করিয়াছে যাহা তার সাধ্য করিবার।
৮। কর্ম্মের প্রত্যক্ষ ফল পাও ত দেখিতে, ডুবেছে সঙ্গীরা মোর অর্ণবকুক্ষিতে;
আমি কিন্তু তরিতেছি এখন(ও) সাগর, দিলে তুমি দেখা; কিবা ভয় অতঃপর?
৯। যথাশক্তি, যথাবল করিব প্রয়াস, যতক্ষণ রবে প্রাণ না ছাড়িব আশ।
পৌরুষ প্রয়োগ আমি করি সাধ্যমতে নিশ্চয় সাগর পারে যাইব, দেবতে।

মহাসত্ত্বের দৃঢ়সঙ্কল্পব্যঞ্জক বাক্য শুনিয়া দেবী তাঁহার প্রশংসা করিয়া বলিলেন :—

১০। অসীম, তরঙ্গক্ষুব্ধ হেন মহার্ণবে পড়ি
হও নাই নিরুদ্যম; পৌরুষ না পরিহরি
ধর্ম্মানুমোদিত চেষ্টা করিতেছ যথাশক্তি
রাখিতে নিজের প্রাণ; দেখি আমি তুষ্ট অতি।
দিনু বর, যাও যেথা যেতে তব চায় মন;
উদ্যমশীলের রক্ষা করেন দেবতাগণ।

ইহা বলিয়া দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে মহাপরাক্রম পণ্ডিত, আমি তোমাকে কোথায় লইয়া যাইব?" মহাসত্ত্ব বলিলেন, "মিথিলা নগরে।" তখন দেবী তাহাকে মাল্যকলাপের ন্যায় উত্তোলন করিয়া উভয় হস্তদ্বারা নিজের বক্ষঃস্থলে স্থাপন করিলেন, এবং যেন নিজের প্রিয় পুত্রকে লইয়া যাইতেছেন, এইভাবে আকাশে উত্থিত হইলেন। সাত দিন লবণোদকে সিক্ত হইয়া মহাসত্ত্বের শরীর জীর্ণ হইয়াছিল; এক্ষণে দিব্যস্পর্শে তিনি অপূর্ব্ব শান্তি লাভ করিয়া নিদ্রিত হইলেন। দেবী তাঁহাকে মিথিলায় লইয়া গিয়া তত্রত্য আম্রবণে মঙ্গল-শিলায় দক্ষিণপার্শ্বে ভর দেওয়াইয়া শয়ন করাইলেন এবং উদ্যান-দেবতাদিগের উপর তাঁহার রক্ষার ভার দিয়া স্বস্থানে চলিয়া গেলেন।

পোলজনকের পুত্র ছিল না; একটী মাত্র কন্যা ছিলেন; তাঁহার নাম সীবলি। সীবলি পণ্ডিতা ও প্রজ্ঞাবতী ছিলেন। পোলজনক যখন মৃত্যুশয্যায়, তখন অমাত্যেরা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "মহারাজ আপনি দেবত্ব লাভ করিলে কাহাকে রাজ্য দান করিব?" পোলজনক বলিয়াছিলেন, "যে আমার কন্যার মনস্তুষ্টি সম্পাদন করিতে পারিবে, চতুরস্র পল্যঙ্কের শিয়র কোন্ দিক্ তাহা বুঝিতে পারিবে, সহস্রপুরুষনম্য ধনুকে জ্যা আরোপণ করিবে এবং যোড়শ মহানিধি উদ্ধার করিতে সমর্থ হইবে, তাহাকেই এই রাজ্য দিবে।" "মহারাজ, এই সমস্ত যাহাতে স্মরণ রাখিতে পারি, এমন কয়েকটী গাথা বলুন।"* রাজা বলিলেন :—

* মূলে এই গাথা তিনটীকে 'উদান' বলা হইয়াছে। হর্ষের বা দুঃখের আবেগে যে গাথা নিঃসৃত হয়, সচরাচর তাহাই উদান নামে অভিহিত। এখানে চিত্তের সেরূপ কোন ভাব দেখা যায় না।

১১। সূর্য্যের উদয় যেথা, অস্ত যেথা আর,
না ভিতরে, না বাহিরে আছে বিদ্যমান
ভিতরে, বাহিরে নিধি রয়েছে অপার।
ভূগর্ভনিহিত নিধি প্রচুরপ্রমাণ।

১২। উঠিবার স্থানে নিধি, নামিবার স্থানে,
যোজনপ্রমাণ স্থানে চারিদিকে তার
চারি মহাশালস্তম্ভে আছে সঙ্গোপনে;
ভূগর্ভে নিহিত আছে মহানিধি আর।

১৩। দন্তাগ্রে, বালাগ্রে নিধি বিজ্ঞ শুধু জানে;
কেবুকে, বৃক্ষাগ্রে নিধি—নিধি ষোল স্থানে।
এই সব নিধি যেই করিবে উদ্ধার;
অথবা দেখাবে দেহে কত শক্তি তার
সজ্য করি সে ধনুক, নোয়াইতে যারে
সহস্র পুরুষ মিলি পারে কি না পারে;
পল্যঙ্ক-রহস্য যেই করিবে নির্ণয়,
সীবলিকে তুষিতে বা যার সাধ্য হয়,
হেন জনে রাজ্য মম কর সমর্পণ;
অন্যে যেন নাহি পায় এ রাজ্য কখন।

পোলজনক নিধির উদান বলিবার কালে সেই সঙ্গে সঙ্গে অপর পণগুলিরও উদান বলিলেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে অমাত্যেরা প্রেতকৃত্য সমাপনপূর্ব্বক সপ্তম দিনে সমবেত হইয়া মন্ত্রণায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা বলিলেন, 'রাজার আদেশ এই যে, যে ব্যক্তি তাঁহার কন্যার মনস্তুষ্টি সম্পাদন করিতে পারিবেন, তাঁহাকেই রাজ্য দিতে হইবে। দেখা যাউক, কে রাজকন্যার প্রীতিভাজন হইতে পারেন।' অনেকেই বলিলেন, "সেনাপতি মহাশয়, বোধ হয়, তাঁহার প্রিয়পাত্র।" তদনুসারে তাঁহারা সেনাপতিকে সংবাদ দিলেন। সেনাপতি রাজ্য লাভার্থ রাজদ্বারে উপনীত হইলেন এবং রাজকন্যার নিকট আপনার আগমন-সংবাদ পাঠাইলেন। রাজকন্যা তাঁহার আগমনের কারণ বুঝিতে পারিয়া ভাবিলেন, 'এই ব্যক্তির রাজচ্ছত্র-ধারণের উপযুক্ত ধৃতি আছে কি?' ইহা পরীক্ষা করিবার জন্য তিনি বলিয়া পাঠাইলেন, 'তিনি আসিতে পারেন।' এই আদেশ শুনিয়া রাজকন্যাকে সন্তুষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে সেনাপতি সোপানপাদমূল হইতে দ্রুতবেগে ধাবিত হইয়া তাঁহার নিকটে দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে আরও পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে রাজকন্যা বলিলেন, "আপনি উপরের ছাদে খুব তাড়াতাড়ি ছুটুন।" রাজকন্যা তুষ্ট হইবেন মনে করিয়া সেনাপতি লাফাইতে লাফাইতে ছুটিলেন। তখন রাজকন্যা বলিলেন, "ফিরিয়া আসুন।" সেনাপতি ছুটিয়া ফিরিয়া আসিলেন। ইহাতে রাজকন্যা বুঝিলেন যে, সেনাপতি মহাশয়ের কিছুমাত্র ধৃতি নাই। তিনি আজ্ঞা দিলেন, "আমার পা টিপিয়া দাও।" সেনাপতি তাঁহাকে তুষ্ট করিবার জন্য বসিয়া পা টিপিতে আরম্ভ করিলেন। তখন রাজকন্যা তাঁহাকে বুকে লাথি মারিয়া চীৎ করিয়া ফেলিলেন এবং দাসীদিগকে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, "এই অজ্ঞ, ধৃতিহীন মূর্খটাকে গলা ধরিয়া মারিতে মারিতে বাহির করিয়া দাও।" দাসীরা তাহাই করিল; লোকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি খবর, সেনাপতি মহাশয়?" সেনাপতি উত্তর দিলেন, "ও কথা আর বলো না ভাই; এ রাজকন্যা মানুষী নয়।" ইহার পর ভাণ্ডাগারিক মহাশয় গেলেন এবং ঐরূপ লজ্জা পাইলেন। অনন্তর শ্রেষ্ঠী, ছত্রধর, অসিগ্রাহক প্রভৃতি কর্ম্মচারীরাও একে একে লজ্জাভাজন হইলেন। তখন প্রজারা সকলে সমবেত হইয়া বলিতে লাগিল, "রাজদুহিতাকে তুষ্ট করিতে পারে, এমন লোক ত কেহই নাই। এখন দেখ, যে ধনুতে ছিলা পরাইতে সহস্র লোক আবশ্যক, তাহাতে ছিলা পরাইতে পারে এমন কোন লোক পাওয়া যায় কি না; পাইলে তাহাকেই রাজ্য দেওয়া যাউক।" কিন্তু কেহই ঐ ধনুতে জ্যা আরোপণ করিতে পারিল না। তাহার পর প্রস্তাব হইল, যে ব্যক্তি চতুরস্র পল্যঙ্কের শিয়র নির্দ্দেশ করিতে পারিবে, তাহাকেই রাজ্য দেওয়া যাউক; কিন্তু এরূপ লোকও পাওয়া গেল না। পরিশেষে, কথা হইল, যে ষোড়শ স্থান হইতে মহানিধি উদ্ধার করিতে পারিবে তাহাকেই রাজা করা হইবে। কিন্তু ইহাও কেহ করিতে পারিল না। তখন সকলে বলিতে লাগিল, "রাজ্য অরাজক হইলে কে প্রজাপালন করিবে? এখন কর্ত্তব্য কি?" তাহাদের কথা শুনিয়া

পুরোহিত বলিলেন, "তোমাদের কোন চিন্তা নাই। এস, আমরা পুষ্পরথ* ছাড়িয়া দেই। পুষ্পরথের সাহায্যে যে রাজা পাওয়া যায়, তিনি সমস্ত জম্বুদ্বীপে আধিপত্য করিতে সমর্থ।" তাহারা পুরোহিতের প্রস্তাবে সম্মত হইল, সমস্ত নগর সাজাইল, মঙ্গলরথে চারিটী কুমুদশুভ্র অশ্ব যোজিত করিল, রথখানি উৎকৃষ্ট আস্তরণে আচ্ছাদিত করিল এবং উহাতে পঞ্চরাজ-চিহ্ন† স্থাপনপূর্ব্বক, চতুর্দ্দিকে চতুরঙ্গিণী সেনা সন্নিবেশিত করিল। রাজ্যে রাজা থাকিলে রথের পুরোভাগে বাদ্যধ্বনি হয়; রাজা না থাকিলে পশ্চাতে বাদ্য করিবার নিয়ম। কাজেই পুরোহিত আদেশ দিলেন, "রথের পশ্চাতে বাদ্যধ্বনি করিতে করিতে চল।" তিনি সুবর্ণ ভৃঙ্গারে জল লইয়া রথের যোত্র ও প্রতোদ‡ অভিষিক্ত করিলেন, এবং "যে ব্যক্তির রাজত্ব করিবার উপযোগী পুণ্য আছে, তাঁহার নিকটে যাও" বলিয়া রথ ছাড়িয়া দিলেন।

রথ রাজভবন প্রদক্ষিণপূর্ব্বক ভেরীবাদকদিগের বীথি অবলম্বন করিয়া চলিল। সেনাপতি প্রভৃতি ভাবিতে লাগিলেন, 'পুষ্পরথ বুঝি আমার নিকটে আসিল।' রথ কিন্তু তাঁহাদের সকলেরই গৃহ অতিক্রমপূর্ব্বক সমস্ত নগর প্রদক্ষিণ করিয়া পূর্ব্ব দ্বার দিয়া নিষ্ক্রমণ করিল এবং উদ্যানাভিমুখে চলিল। রথ অতিবেগে যাইতেছে দেখিয়া লোকে বলিল, "রথ থামাও।" পুরোহিত কিন্তু বাধা দিয়া বলিলেন, "থামাইও না, যদি ইচ্ছা হয়, তবে শত যোজন যাউক না কেন?" অনন্তর রথ উদ্যানে প্রবেশ করিল, মঙ্গলশিলাপট্ট প্রদক্ষিণ করিল এবং আরোহণোপযোগী হইয়া থামিয়া রহিল। শিলাপট্টশয়ান মহাসত্ত্বকে দেখিয়া পুরোহিত অমাত্যদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "দেখ, শিলাপট্টে এক ব্যক্তি শুইয়া আছেন। ইঁহার শ্বেতচ্ছত্রধারণোপযোগী ধৃতি আছে কি না, তাহা জানি না। যদি ইনি পুণ্যবান্ হন, তবে আমাদের দিকে দৃক্পাতও করিবেন না। কিন্তু যদি ইনি কোন দুর্লক্ষণযুক্ত সত্ত্ব হন, তবে ভয়ে ও ত্রাসে শয্যাত্যাগ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে আমাদের দিকে তাকাইবেন। তোমরা শীঘ্র একসঙ্গে সর্ব্বপ্রকার বাদ্যধ্বনি কর।" ইহা শুনিয়া লোকে তৎক্ষণাৎ যুগপৎ বহুশত বাদ্যযন্ত্র বাজাইল; বাদ্যধ্বনি সাগরকল্লোলের ন্যায় চতুর্দ্দিক্ নিনাদিত করিল। এই শব্দ শুনিয়া মহাসত্ত্বের নিদ্রাভঙ্গ হইল; তিনি মাথার কাপড় খুলিয়া সেই জনসঙ্ঘ দেখিতে পাইলেন এবং সম্ভবতঃ শ্বেতচ্ছত্র তাঁহার নিকট উপনীত হইয়াছে, ইহা ভাবিয়া পুনর্ব্বার মাথা ঢাকিলেন এবং পাশ ফিরিয়া বাম পার্শ্বে ভর দিয়া শুইয়া রহিলেন। পুরোহিত তাঁহার পায়ের কাপড় খুলিয়া লক্ষণ পরীক্ষা করিলেন। তিনি দেখিলেন, এক মহাদ্বীপ ত তুচ্ছ কথা, এই ব্যক্তি চতুর্মহাদ্বীপে রাজত্ব করিতে সমর্থ। তাঁহার আদেশে পুনর্ব্বার তূর্য্যধ্বনি হইল; মহাসত্ত্ব মুখের কাপড় খুলিয়া আবার পাশ ফিরিলেন এবং দক্ষিণপার্শ্বে ভর দিয়া শুইয়া শুইয়া সেই জনসঙ্ঘ অবলোকন করিতে লাগিলেন।

পুরোহিত জনসঙ্ঘকে আশ্বাস দিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ও অবনতদেহে বলিলেন, 'প্রভু, উত্থান করুন; রাজশ্রী আপনাকে আশ্রয় করিয়াছেন।' মহাজনককুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনাদের রাজা কোথায়?" "তিনি মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন।" "তাঁহার কি পুত্র বা ভ্রাতা নাই?" "না, প্রভু।" "বেশ আমি রাজত্ব গ্রহণ করিব।" ইহা বলিয়া তিনি উত্থিত হইলেন এবং শিলাপট্টোপরি পর্য্যঙ্কাসনে উপবেশন করিলেন। পুরোহিতপ্রমুখ অমাত্যগণ সেখানেই তাঁহার অভিষেক সম্পাদন করিলেন। তাঁহার নাম হইল 'মহাজনক রাজা।' তিনি সেই রথবরে আরোহণপূর্ব্বক

* ফুস্সরথ বা পুষ্পরথ-সম্বন্ধে পঞ্চম খণ্ডের শোণক-জাতকের (৫২৯) পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

† ছত্র, চামর, উষ্ণীষ, খড়্গ ও পাদুকা।

‡ প্রতোদ=চাবুক।

মহাসমারোহে নগরে প্রবেশ করিলেন এবং প্রাসাদে আরোহণ করিবার কালে, সেনাপতি প্রভৃতি স্ব স্ব স্থানে প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন, এই আদেশ দিয়া উচ্চতম তলে উপনীত হইলেন। রাজকন্যা পূর্ব্বানুষ্ঠিত উপায় দ্বারাই তাঁহার পরীক্ষা করিবেন এই অভিপ্রায়ে* একজন ভৃত্যকে আজ্ঞা দিলেন, "যাও, রাজার নিকট গিয়া বল, সীবলি দেবী আপনাকে ডাকিতেছেন; শীঘ্র আসুন।" রাজা সুপণ্ডিত; তিনি যেন ইহা শুনিয়াও শুনিলেন না; তিনি প্রাসাদের সৌন্দর্য্য বর্ণনপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, "অহো কি সুন্দর!" ভৃত্য রাজাকে নিজের বক্তব্য শুনাইতে অসমর্থ হইয়া রাজকন্যাকে গিয়া বলিল, "আর্য্যে, তিনি আপনার আদেশ শুনিলেন বটে, কিন্তু কোন উত্তর না দিয়া কেবল প্রাসাদের সৌন্দর্য্যই বর্ণনা করিতে লাগিলেন। তিনি আপনাকে তৃণের মতও জ্ঞান করেন না।" ইহা শুনিয়া সীবলি ভাবিলেন, 'সম্ভবতঃ এই ব্যক্তি মহানুভাব।' তিনি রাজার নিকট দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার ভৃত্য পাঠাইলেন; তখন রাজা নিজের ইচ্ছামত স্বাভাবিক গতিতে সিংহবৎ বিক্রম করিতে করিতে প্রাসাদে আরোহণ করিলেন। রাজা নিকটবর্ত্তী হইলে রাজকন্যা তদীয় তেজে এমন অভিভূত হইলেন যে, তিনি নিজের স্বাভাবিক স্থৈর্য্য রক্ষা করিতে পারিলেন না, অগ্রসর হইয়া হস্তপ্রসারণপূর্ব্বক তাঁহাকে হস্ত ধরিয়া উপরে লইয়া গেলেন। রাজা কুমারীর হস্ত ধরিয়া মহাতলে আরোহণ করিলেন এবং সমুচ্ছ্রিতশ্বেতচ্ছত্রতলে রাজপল্যঙ্কে উপবেশনপূর্ব্বক অমাত্যদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আপনাদের রাজা মৃত্যুকালে কোন আদেশ দিয়া গিয়াছেন কি?" অমাত্যেরা উত্তর দিলেন, "হাঁ, মহারাজ।" "কি আদেশ, বলুন ত?" তিনি বলিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি সীবলি দেবীর মনস্তুষ্টি সম্পাদন করিতে পারিবেন, তাঁহাকে রাজ্য দিতে হইবে।" "সীবলি দেবী অগ্রসর হইয়া আমাকে হস্তালম্ব দিয়াছেন, ইহাতেই দেখা যাইতেছে যে, তিনি আমার উপর প্রসন্ন হইয়াছেন। আর কোন আদেশের কথা বলুন।" "মহারাজ, তিনি বলিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি চতুরস্র পল্যঙ্কের শিয়রের দিক্ নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন, তাঁহাকে রাজ্য দিতে হইবে।" রাজা ভাবিলেন, 'ইহা জানা কঠিন বটে; কিন্তু উপায়প্রয়োগে জানা যাইতে পারে।' তিনি নিজের মস্তক হইতে একটী স্বর্ণ সূচী তুলিয়া উহা সীবলিদেবীর হস্তে দিয়া বলিলেন, "ভদ্রে, এটী যথাস্থানে রাখিয়া দাও।" সীবলি উহা লইয়া পল্যঙ্কের শিয়রের দিকে রাখিলেন এবং (কেহ কেহ বলেন যে) রাজার হস্তে একখানি খড়্গ দিলেন। এই উপায়ে পল্যঙ্কের কোন্ দিক্ শিয়র, রাজা তাহা বুঝিতে পারিলেন এবং তিনি অমাত্যদের কথা শুনিতে পান নাই এই ভাণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বলিলেন?" অমাত্যেরা পূর্ব্ববৎ উত্তর দিলে তিনি বলিলেন, 'ইহা জানা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? এই দিক্টা শিয়র। রাজার অন্য কোন আদেশ থাকে ত বলুন।" "মহারাজ, একখানি ধনুক আছে; সহস্র লোকে চেষ্টা করিলেও তাহাতে ছিলা পরাইতে পারে কি না সন্দেহ। রাজা বলিয়া গিয়াছেন, যে ব্যক্তি ঐ ধনুকে ছিলা পরাইতে পারিবেন, রাজত্ব তাঁহাকে দিতে হইবে।" "বেশ, সেই ধনুক লইয়া আসুন।" অমাত্যেরা ধনুক আনয়ন করিলেন; রাজা পল্যঙ্কে উপবেশন করিয়াই, স্ত্রীলোকেরা কাপাস ধুনিবার ধনুতে যেমন ছিলা পরায়, সেইরূপ অবলীলাক্রমে উহাতে ছিলা পরাইলেন এবং তাহার পর বলিলেন, "অন্য কোন আদেশ আছে কি" "যে ব্যক্তি ষোড়শ স্থান হইতে মহানিধি উদ্ধার করিতে

* অর্থাৎ সেনাপতি প্রভৃতিকে পূর্ব্বে যে যে উপায়ে পরীক্ষা করিয়াছিলেন, সেইগুলি প্রয়োগ করিয়া ইঁহাকেও পরীক্ষা করিবার জন্য। এখানে ইংরাজী অনুবাদক 'পুরিম সঞ্ঞায়' শব্দের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন (by his first behaviour), আমি তাহা গ্রহণ করিতে পারিলাম না।

পারিবেন, তাঁহাকে রাজত্ব দিতে হইবে।" "ঐ স্থানগুলির সম্বন্ধে কোন উদান আছে কি?" "আছে, মহারাজ," বলিয়া অমাত্যেরা 'সূর্য্যের উদয় যেথা" ইত্যাদি উদান কয়টী বলিলেন। সেগুলি শুনিতে শুনিতেই রাজার মনে গগনতলে চন্দ্রমার ন্যায় তাহাদের অর্থ সুস্পষ্ট হইল। তিনি অমাত্যদিগকে বলিলেন, "আজ বেলা নাই; কাল নিধিগুলির উদ্ধার করিব।" পরদিন তিনি অমাত্যদিগকে সমবেত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনাদের রাজা প্রত্যেকবুদ্ধদিগকে ভোজন করাইতেন কি?" অমাত্যেরা বলিলেন, "হাঁ, মহারাজ।" রাজা ভাবিলেন, উদানের সূর্য্য আকাশের সূর্য্য নয়, যাঁহারা সূর্য্যসম তেজস্বী, সেই প্রত্যেকবুদ্ধদিগকেই সূর্য্য বলা হইয়াছে। মৃত রাজা প্রত্যুদ্গমন-পূর্ব্বক যেখানে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিতেন, সম্ভবতঃ সেখানেই ধন নিহিত আছে।' তিনি অমাত্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রত্যেকবুদ্ধেরা আগমন করিলে রাজা প্রত্যুদ্গমন করিয়া কোথায় যাইতেন?" "অমুক স্থানে, মহারাজ" ইহা বলিয়া অমাত্যেরা সেই স্থান নির্দ্দেশ করিলেন। তখন রাজা সেই স্থান খনন করাইয়া নিহিত ধন উদ্ধার করাইলেন এবং আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রত্যেকবুদ্ধেরা যখন প্রস্থান করিতেন, তখন রাজা অনুগমন করিয়া কোথা হইতে তাঁহাদিগকে বিদায় দিতেন?" "অমুকস্থান হইতে, মহারাজ" ইহা বলিয়া অমাত্যেরা সেই স্থান নির্দ্দেশ করিলে রাজা সেখান হইতেও ধন উদ্ধার করাইলেন। লোকে বিস্ময়াভিভূত হইয়া সহস্রবার বাহবা দিতে দিতে বলিতে লাগিল, 'সূর্য্যের উদয়ে নিধি' আছে শুনিয়া লোকে এতদিন সূর্য্যোদয়ের দিক্ খনন করিয়া বেড়াইতেছিল; 'সূর্য্যের অস্তে নিধি' আছে শুনিয়া সূর্য্যাস্তের দিকে খুঁড়িতেছিল; এখন কিন্তু সত্যসত্যই ধন বাহির হইল, অহো! কি আশ্চর্য্য!" অতঃপর রাজভবনের মহাদ্বারের মুখে গোবরাটের এক প্রান্তে ভূমি খনন করিয়া 'ভিতরের' নিধি এবং উহার বাহিরের ভূমি খনন করাইয়া 'বাহিরের' নিধি উদ্ধার করা হইল। 'না ভিতরে না বাহিরে' যে নিধির কথা ছিল, তাহা গোবরাটের তলদেশে পাওয়া গেল। রাজার মঙ্গলহস্তীতে আরোহণ করিবার কালে যেখানে সোণার সিঁড়ি* রাখা হইত, সেখান হইতে 'উঠিবার স্থানের' নিধি এবং যেখানে তিনি হস্তিপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিতেন, সেখান হইতে 'নামিবার স্থানের' নিধি বাহির হইল। যেখানে অমাত্যেরা ভূতলে দাঁড়াইয়া রাজাকে প্রণাম করিতেন, সেখানে শালস্তম্ভচতুষ্টয়যুক্ত রাজপর্য্যঙ্ক ছিল। সেইগুলির তলদেশ হইতে চারিটী ধনকুম্ভ উত্তোলিত হইল; ইহাই 'চারি মহাশাল-স্তম্ভের' নিধি। 'যোজনপ্রমাণ স্থানে চারিদিকে তার'—মহাসত্ত্ব দেখিলেন এখানে যোজন শব্দে রথের যুগ বুঝিতে হইবে। রাজপর্য্যঙ্কের চতুর্দ্দিকে যুগ প্রমাণ স্থানে বহু ধন নিহিত ছিল। তিনি উহা খনন করাইয়া বহু ধনপূর্ণ কুম্ভ উত্তোলন করাইলেন। দন্তাগ্রে—যেখানে মঙ্গল হস্তী দাঁড়াইত, সেখানে তাহার দন্তযুগলাভিমুখ স্থান হইতে নিধি উদ্ধৃত হইল। বালাগ্রে—যেখানে মঙ্গলাশ্ব দাঁড়াইত, সেখানে তাহার পুচ্ছাভিমুখ স্থান হইতে নিধি পাওয়া গেল। কেবুকে—'কেবুক' শব্দে জল বুঝায়। মহাসত্ত্ব মঙ্গলপুষ্করিণীর জল বাহির করাইয়া গুপ্তধন দেখাইলেন। বৃক্ষাগ্রে—উদ্যানে একটা বিশাল শালবৃক্ষ ছিল। মধ্যাহ্নকালে যতদূর পর্য্যন্ত উহার ছায়া পড়িত, মণ্ডলাকারে ততদূর খনন করাইয়া অনেক গুপ্তধন উদ্ধৃত হইল। এইরূপে ষোড়শ স্থান হইতে ধন উদ্ধার করিয়া মহাসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আর কোন আদেশ আছে কি?'' অমাত্যেরা বলিলেন, "না, মহারাজ, আর কোন আদেশ নাই।"

মহাসত্ত্বের অলৌকিক প্রজ্ঞার পরিচয় পাইয়া প্রজাবৃন্দ পরম সন্তোষ লাভ করিল। মহাজনক উদ্ধৃত সমস্ত ধন দানে নিয়োজিত করিবার অভিপ্রায়ে নগর মধ্যে এবং চতুর্দ্বারে

* নিস্সেণি = নিশ্রেণী, মই।

পাঁচটী দানশালা নির্ম্মাণ করাইয়া মহাদানে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি কালচম্পানগর হইতে নিজের জননী এবং সেই ব্রাহ্মণকে আনয়ন করিয়া তাঁহাদের মহাসংকার করিলেন।

অরিষ্টজনকের পুত্র মহাজনক এইরূপে সমস্ত বিদেহরাজ্যের অধিপতি হইলেন। নবীন ভূপতি অতি বুদ্ধিমান্, ইহা শুনিয়া তাঁহার দর্শনার্থ সমস্ত নগরবাসী সংক্ষুব্ধ হইল; তাহারা নানাবিধ উপঢৌকন লইয়া রাজদর্শনে যাইতে লাগিল; সমস্ত নগরে মহোৎসবের আয়োজন হইল। পঞ্চাঙ্গুলিক দ্বারা * রাজভবন চিত্রিত হইল, স্থানে স্থানে গন্ধ, মালা, পুষ্পগুচ্ছ প্রলম্বিত হইল, লাজবৃষ্টি, কুসুমবৃষ্টি এবং চন্দনধূপাদির ধূমে সমস্ত নগর অন্ধকারময় হইল; রাজাকে উপঢৌকন দিবার জন্য সুবর্ণরজতপাত্রে নানাবিধ খাদ্য, ভোজ্য, পানীয় ও ফল লইয়া লোকে রাজভবন বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। কোথাও অমাত্যেরা মণ্ডলাকারে অবস্থিত হইলেন, কোথাও ব্রাহ্মণেরা, কোথাও শ্রেষ্ঠিপ্রভৃতি, কোথাও পরমসুন্দরী নর্ত্তকীগণ, স্বস্তিবাচক ব্রাহ্মণগণ ও মুখমঙ্গলিকগণ † সমবেত হইল; কোথাও মঙ্গলগীতিকুশল চারণেরা গান করিতে লাগিল। বহু বহু তূর্য্যধ্বনি হইতে লাগিল। সমস্ত রাজপুরী যুগন্ধর-সাগরকুক্ষির ন্যায় একনিনাদে নিনাদিত হইল। রাজা যে দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, সেই দিকেরই লোকে সসম্ভ্রমে কাঁপিয়া উঠিল।

মহাসত্ত্ব শ্বেতচ্ছত্রতলে রাজাসনে আসীন হইয়া দেখিলেন, তাঁহার ঐশ্বর্য্য ও রাজশ্রী শক্রের ঐশ্বর্য্য ও রাজশ্রীর সদৃশ। তিনি মহাসমুদ্রে পড়িয়া যে বীর্য্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন তখন সেই কথা তাঁহার মনে পড়িল। তিনি ভাবিলেন 'উদ্যম একান্ত কর্ত্তব্য, আমি যদি মহাসমুদ্রে পৌরুষ প্রদর্শন না করিতাম, তবে আজ এই ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে পারিতাম না।' সেই উদ্যমশীলতার কথা স্মরণ করিয়া তিনি অপার আনন্দ অনুভব করিলেন এবং প্রীতির বেগে এই উদানগুলি বলিলেন:—

১৪। ছাড়িওনা আশা, নর, অনির্ব্বিণ্ণ, পণ্ডিত যে জন;
ছিল যাহা অভিলাষ, পেয়ে পরিতুষ্ট মোর মন।
১৫। ছাড়িও না আশা, নর অনির্ব্বিণ্ণ, পণ্ডিত যে জন,
দেখনা, উদক হ'তে স্থলে উঠি লভিনু জীবন।
১৬। উদ্যোগী হও, হে নর, অনির্ব্বিণ্ণ, পণ্ডিত যে জন,
ছিল যাহা অভিলাষ, পেয়ে পরিতুষ্ট মোর মন।
১৭। উদ্যোগী হও, হে নর, অনির্ব্বিণ্ণ, পণ্ডিত যে জন;
দেখনা উদক হ'তে স্থলে উঠি লভিনু জীবন।

১৮। যদিও পতিত হয় দুঃখ-পারাবারে, তথাপি সুখের আশা পণ্ডিত না ছাড়ে।
সুখের, দুঃখের চিন্তা কতই প্রকার নিয়ত উদিত হয় চিত্তে সবাকার।
অতর্কিতভাবে মৃত্যু উপস্থিত হয়; তবে বল, আশাত্যাগে কিবা ফলোদয়?

১৯। ভাবি নাই কভু যাহা, তাহাও ঘটিয়া থাকে, আবার নিশ্চয়
ঘটিবে বলিয়া স্থির করিনু যা' মম মনে, তাহা নাহি হয়।
ভাবনা বিফল, তাই, নরনারী সকলের সুখের কারণ,
হৃদয়ে আশার পুষি নিরত উদ্যমশীল হও সর্ব্বজন। ‡

মহাজনক অতঃপর দশবিধ রাজধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া রাজত্ব করিতে এবং প্রত্যেকবুদ্ধদিগের উপাসনা করিতে লাগিলেন। কালক্রমে সীবলিদেবী ধন্যপুণ্যলক্ষণ এক

* 'হত্থত্থরাদিহি'—হস্ত+অস্তর (আস্তর)।

† চতুর্থ খণ্ডে মহামঙ্গল-জাতকে (৪৫৩) তিন প্রকার মাঙ্গলিকের উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে 'মুখমঙ্গলিক' নাই। যাহারা মঙ্গলসূচক আশীর্ব্বাদ করিত বা যাহাদের মুখ দেখিয়া মঙ্গল আশা করা যাইত, তাহারাই কি 'মুখমঙ্গলিক'?

‡ এই কয়েকটী গাথা চতুর্থ খণ্ডের শরভমৃগ-জাতকের (৪৮৩) ১ম হইতে ৬ষ্ঠ গাথা।

পুত্র প্রসব করিলেন; এই শিশুর নাম রাখা হইল দীর্ঘায়ুঃকুমার। পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে রাজা তাঁহাকে ঔপরাজ্য দান করিলেন।

একদিন উদ্যানপাল নানাবিধ ফল ও পুষ্প আনয়ন করিলে রাজা সে সমস্ত দেখিয়া প্রীত হইয়া তাহাকে পুরস্কার দিলেন এবং বলিলেন, "সৌম্য, আমি উদ্যান দেখিব; তুমি গিয়া ইহা সুসজ্জিত করিয়া রাখ।" সে "যে আজ্ঞা" বলিয়া প্রস্থান করিল এবং কিয়ৎকাল পরে আসিয়া নিবেদন করিল, "মহারাজ, উদ্যান সুসজ্জিত হইয়াছে।" রাজা বহু অনুচরসহ গজারোহণে উদ্যানদ্বারে উপস্থিত হইলেন। সেখানে দুইটী ঘনশ্যাম আম্রবৃক্ষ ছিল; তন্মধ্যে একটীতে তখন ফল ছিল না; আর একটীতে বহু সুমধুর ফল ছিল। রাজা ঐ ফল এতদিন খান নাই বলিয়া অন্য কেহ উহাতে হাত দিতে সাহস পায় নাই। এখন রাজা গজস্কন্ধে বসিয়াই একটী ফল খাইলেন; উহা তাঁহার জিহ্বা স্পর্শ করিবামাত্র স্বর্গীয় ফলের ন্যায় সুমধুর বোধ হইল। রাজা ভাবিলেন, 'ফিরিবার সময় এই বৃক্ষ হইতে বহু ফল ভোজন করিব।' এদিকে, রাজা অগ্রফল গ্রহণ করিয়াছেন জানিয়া, উপরাজ হইতে মাহুত পর্য্যন্ত সকলেই ঐ ফল ছিঁড়িয়া উদরসাৎ করিল; যখন ফল পাইল না, তখন যষ্টির আঘাতে ডাল পালা ভাঙ্গিয়া তাহারা বৃক্ষটীকে নিষ্পত্র করিল। উহা ন্যাড়ামুড়ো হইয়া থাকিল, দ্বিতীয় গাছটা কিন্তু পূর্ব্বের মত মণিপর্ব্বতের ন্যায়ই বিরাজ করিতে লাগিল। রাজা উদ্যানের বাহিরে আসিয়া প্রথম গাছটার দুর্দ্দশা দেখিয়া অমাত্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি?" অমাত্যেরা বলিলেন, "মহারাজ অগ্রফল গ্রহণ করিয়াছেন জানিয়া অন্য সব লোকে গাছটাকে লুঠ করিয়াছে।" "এই গাছটার ত কি পত্রের, কি বর্ণের কোন হানি হয় নাই?" "নিষ্ফল বলিয়াই ইহার কোন হানি ঘটে নাই।" এই উত্তর শুনিয়া রাজার চিত্ত ব্যাকুল হইল; তিনি ভাবিলেন, 'এই বৃক্ষটা নিষ্ফলতার জন্য পূর্ব্ববৎ শ্যামলপত্র-শোভিত রহিয়াছে; আর অপর বৃক্ষটী ফলবান্ ছিল বলিয়া নিষ্পত্র ও ভগ্নশাখ হইয়াছে। এই রাজত্বও ফলবান্ বৃক্ষসদৃশ এবং প্রব্রজ্যা নিষ্ফল বৃক্ষসদৃশ। যে সকিঞ্চন, তাহারই ভয়; অকিঞ্চনের কোন ভয়ই নাই। আমিও আর ফলবান্ বৃক্ষসদৃশ হইব না; নিষ্ফল বৃক্ষসদৃশ হইব; সম্পত্তি পরিহার করিয়া নিষ্ক্রমণপূর্ব্বক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব।"

মনে মনে এই দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়া মহাজনক রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন এবং দ্বারদেশে দাঁড়াইয়াই সেনাপতিকে ডাকাইয়া বলিলেন, "মহাসেনাপতে, আজ হইতে আমার খাদ্য আনিবার জন্য এক জন ভৃত্য এবং মুখপ্রক্ষালনের জল ও দন্তকাষ্ঠ দিবার জন্য এক জন ভৃত্য ব্যতীত আর কেহ যেন আমাকে দেখিতে পায় না; আপনি প্রাচীন বিনিশ্চয়ামাত্যদিগকে লইয়া রাজ্য শাসন করুন। আমি এখন হইতে মহাতলে থাকিয়া শ্রামণ্যধর্ম্ম পালন করিব।" অনন্তর তিনি প্রাসাদে আরোহণ করিলেন এবং নির্জনে শ্রামণ্যধর্ম্ম পালন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিছুদিন এইরূপে অতীত হইলে প্রজারা রাজাঙ্গণে সমবেত হইল এবং মহাসত্ত্বকে দেখিতে না পাইয়া বলিতে লাগিল, "আমাদের রাজা পূর্ব্বে যেমন ছিলেন, এখন ত তেমন নাই।

২০। সার্ব্বভৌম রাজা মিথিলার।
পূর্ব্বের মতন কিছু দেখি না ত তাঁর।
না চান দেখিতে নৃত্য, না শুনেন গীতবাদ্য,
কি হ'য়েছে, বল ত, রাজার?

২১। রাজপুরে হয় না এখন
তুষিতে রাজার মন পশুদের রণ।*

*মৌর্য্যরাজ চন্দ্রগুপ্তের সময়ে এবং উত্তরকালে মোগলদিগের সময়ে রাজধানীতে হস্তী, ব্যাঘ্র প্রভৃতি পশুর যুদ্ধ হইত।

উদ্যানে না যান তিনি, না দেখেন পুষ্করিণী
যাহে কেলি করে হংসগণ ;
মূকের মতন সদা ; কারো সঙ্গে নাহি কথা ;
না করেন রাজ্যের পালন।"

তাহারা খাদ্যাহরক ও শুশ্রূষাকারক ভৃত্যদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিল, "রাজা তোমাদের সঙ্গে কোন কথাবার্ত্তা বলেন কি ?" তাহারা উত্তর দিল, "না. কোন কথাই বলেন না। তাঁহার চিত্ত কামাদিতে অনাসক্ত এবং বিবেকনিমগ্ন ; যে সকল প্রত্যেকবুদ্ধের লোকালয়ে গতিবিধি আছে, তিনি নিয়ত তাঁহাদিগকে স্মরণ করিয়া বলেন, 'কে আমাকে সেই সকল শীলাদিগুণসম্পন্ন অকিঞ্চন মহাত্মাদিগের বাসস্থান দেখাইয়া দিবে।' তিনটী গাথাদ্বারা তিনি এই উদান ব্যক্ত করিয়া থাকেন :—

২২। নির্ব্বাণ-অমৃতকামী, শীলপরায়ণ- করেন না আত্মগুণ কখন(ও) খ্যাপন—
বধবন্ধ-উপরত হেন পুণ্যাত্মারা— কি যুবক, কিবা বৃদ্ধ—বল, শুনি, তাঁরা
করেন বিরাজ এবে উদ্যানে কাহার ? জানিতে বাসনা বড় হ'য়েছে আমার।
২৩। রিপুশূন্য ধরাধামে দমি রিপুগণে বিহরেন মহর্ষিরা সদা শান্ত মনে।
ধীর, নির্ব্বিকার তাঁরা, অতীত তৃষ্ণার ; শ্রীচরণে তাঁহাদের কোটি নমস্কার।
২৪। ছেদি মৃত্যুজাল, মায়াবীর দৃঢ় পাশ, মমতা বন্ধন কাটি, তৃষ্ণা করি নাশ,
বিহার করেন লোকে প্রত্যেকবুদ্ধেরা। কে মোরে দেখাবে যেথা আছেন তাঁহারা ?

মহাজনক প্রাসাদে অবস্থিতি করিয়া শ্রামণ্যধর্ম্মপালনে চারি মাস অতিবাহিত করিলেন ; অতঃপর তাঁহার প্রব্রজ্যাগ্রহণের ইচ্ছা অত্যন্ত বলবতী হইল। রাজভবন তাঁহার নিকট লোকান্তরিক নরকের* ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। তিনি ভবত্রয়কে† প্রজ্বলিত অগ্নিসম দুঃখকর বলিয়া মনে করিলেন। তিনি প্রব্রজ্যাকামী হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, 'কবে আমি মিথিলা ত্যাগ করিয়া হিমালয়ে গমন করিব এবং সেখানে প্রব্রাজকের বেশ ধারণ করিব !' এই সময়ে তিনি মিথিলার শোভা বর্ণনা করিয়া কতিপয় গাথা বলিলেন :—

২৫। সমৃদ্ধিশালিনী এই মিথিলা নগরী,
সমুজ্জ্বলা অলঙ্কৃত সৌধের মালায়,—
পরিহরি কবে, হায়, প্রব্রজ্যা লইব।
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।
২৬। সমৃদ্ধিশালিনী এই মিথিলা নগরী,
নিপুণ স্থপতিগণ, মাপি, ভাগ করি,
প্রাসাদ, প্রাকার, বীথি নির্ম্মিয়াছে যার,—
পরিহরি কবে, হায়, প্রব্রজ্যা লইব।
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।
২৭। সমৃদ্ধিশালিনী এই মিথিলা নগরী,
প্রাকার-তোরণাদিতে সুশোভিতা যাহা,—
পরিহরি কবে, হায়, প্রব্রজ্যা লইব।
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।
২৮। সমৃদ্ধিশালিনী এই মিথিলা নগরী
দৃঢ় অট্টালকে আর কোষ্ঠে সুরক্ষিতা,—

* তিন তিনটী চক্রবালের অন্তর্ব্বর্ত্তী স্থান 'লোকান্তর' নামে বিদিত। লোকান্তরস্থ নরক সাধারণতঃ প্রেতদিগের যন্ত্রণাগার।

† কামলোকে, রূপলোকে ও অরূপলোকে জন্ম ভবত্রয় বলিয়া গণ্য। জন্মমাত্রই দুঃখকর, তাহা যেখানেই হউক না কেন।

পরিহরি কবে, হায়; প্রব্রজ্যা লইব।
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

২৯। সমৃদ্ধিশালিনী এই মিথিলা নগরী,
সুবিন্যস্ত সমুদায় রাজপথ যার,—
পরিহরি কবে, হায়, প্রব্রজ্যা লইব!
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

৩০। সমৃদ্ধিশালিনী এই মিথিলা নগরী,
মধ্যে যার সুগঠিত আপণসমূহ,—
পরিহরি কবে, হায়, প্রব্রজ্যা লইব।
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

৩১। সমৃদ্ধিশালিনী এই মিথিলা নগরী,
সদা সমাকীর্ণা যাহা গো-ঘোটক-রথে,—
পরিহরি কবে, হায়, প্রব্রজ্যা লইব।
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

৩২। সমৃদ্ধিশালিনী এই মিথিলা নগরী,
চারু উপবনমালা শোভে যার বুকে,—
পরিহরি কবে, হায়, প্রব্রজ্যা লইব।
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

৩৩। সমৃদ্ধিশালিনী এই মিথিলা নগরী,
চারু উদ্যানের মালা শোভে যার বুকে,—
পরিহরি কবে, হায়, প্রব্রজ্যা লইব!
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

৩৪। সমৃদ্ধিশালিনী এই মিথিলা নগরী,
প্রাসাদের, কাননের মালা যার বুকে —
পরিহরি কবে, হায়, প্রব্রজ্যা লইব।
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

৩৫। সমৃদ্ধিশালিনী এই মিথিলানগরী,
রাজবন্ধুগণে সদা পরিপূর্ণা যাহা,
নিরমিলা পূর্ব্বে যাহা সৌমনস্য-নামা
যশস্বী বিদেহ, বেষ্টি তিনটী প্রাকারে,*—
পরিহরি কবে, হায়, প্রব্রজ্যা লইব!
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

৩৬। সমৃদ্ধিশালিনী এই মিথিলানগরী,
ধনধান্যে পরিপূর্ণা, ধর্ম্মে সুরক্ষিতা—
পরিহরি কবে, হায়, প্রব্রজ্যা লইব!
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

৩৭। সমৃদ্ধিশালিনী এই মিথিলানগরী,
অজেয়া, রক্ষিতা সদা ধর্ম্মবলে যাহা,—
পরিহরি কবে, হায়, প্রব্রজ্যা লইব।
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার!

৩৮। সুবিভক্ত, সুগঠিত রম্য অন্তঃপুর
পরিহরি কবে, হায়, প্রব্রজ্যা লইব।
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

* তিপুরং বা 'তিপুরং' দুই পাঠই ধরা হইয়াছে। তি-পাকারং., তিকখণ্ডং পুরং

৩৯। সুধাধবলিত, রম্য এই অন্তঃপুর
পরিহরি কবে, হায়, প্রব্রজ্যা লইব।
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

৪০। শুচিগন্ধ, মনোরম এই অন্তঃপুর
পরিহরি কবে, হায়, প্রব্রজ্যা লইব।
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

৪১। যথামান সুবিভক্ত কূটাগার সব *
পরিহরি কবে, হায়, প্রব্রজ্যা লইব।
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

৪২। সুধাধবলিত এই কূটাগার সব
পরিহরি কবে, হায়, প্রব্রজ্যা লইব।
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

৪৩। শুচিগন্ধ, রম্য এই কূটাগার সব
পরিহরি কবে, হায়, প্রব্রজ্যা লইব।
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

৪৪। লোহিত চন্দনলিপ্ত কূটাগার সব
পরিহরি কবে হায়, প্রব্রজ্যা লইব।
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

৪৫। সুবর্ণ পল্যঙ্ক, আর বিচিত্র শয়ন,
সুকোমল দীর্ঘরোম কম্বল যাহার †
উপরে আস্তৃত থাকে,—এই সমুদায়
পরিহরি কবে, হায়, প্রব্রজ্যা লইব।
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

৪৬। কৌষেয়, কার্পাস বস্ত্র, ক্ষৌমবস্ত্র, আর
কোটুম্বর রাজ্যে যাহা হয়েছে নির্ম্মিত—‡
পরিহরি কবে হায়, প্রব্রজ্যা লইব।
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

৪৭। রম্যা, পদ্মবিভূষিতা এই সরোবর,
চক্রবাক কুজে যেথা মধুর কূজনে—
পরিহরি কবে, হায়, প্রব্রজ্যা লইব।
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

৪৮। মাতঙ্গবাহিনী এই, সর্ব্ব অলঙ্কারে
বিভূষিতা যাহা, যার গজগণ পরে
সুবর্ণনির্ম্মিত কচ্ছ, মস্তকে তাদের
উজ্জ্বল সুবর্ণজাল করে ঝলমল,—

৪৯। অঙ্কুশতোমর হস্তে গ্রামনীসকল
স্কন্ধোপরি তাহাদের করে আরোহণ,—
ত্যজিয়া এসব কবে প্রব্রজ্যা লইব!
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

---

* অর্থাৎ যাহার প্রকোষ্ঠগুলি যেখানে যে মাপের হওয়া উচিত, ঠিক সেইরূপে নির্ম্মিত। কূটাগার বলিলে কূট বা চূড়াযুক্ত মন্দির প্রাসাদাদি বুঝায়।

† মূলে 'গোণক' শব্দ আছে। গোণকো=দীর্ঘলোমকো মহাকোজবো, চতুরঙ্গুলাধিকানি কির তস্স লোমানি। কোজব—ছাগরোম-নির্ম্মিত উৎকৃষ্ট শয্যাবিশেষ।

‡ মিলিন্দ পঞ্হে শাকল নগরবর্ণনায় কাশী ও কুটুম্বরজাত বস্ত্রের উল্লেখ আছে। মান্দ্রাজ অঞ্চলে কোইম্বাটুর নগর 'কুটুম্বর' নাম রক্ষা করিতেছে কি?

৫০। অশ্বের বাহিনী, যাহা বিভূষিত সদা
সর্ব্ববিধ অলঙ্কারে ; অশ্বগণ যার
শীঘ্রগামী, আজানেয়, সিন্ধুদেশ-জাত ,—

৫১। ইলী * আর চাপ হস্তে গ্রামণিসকল
পৃষ্ঠোপরি তাহাদের করে আরোহণ ,—
ত্যজিয়া এসব কবে প্রব্রজ্যা লইব।
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

৫২। এই সব রথশ্রেণী, সুসজ্জিত সদা ,
বিরাজে বিচিত্র ধ্বজ প্রতি রথোপরি ,
দ্বীপিব্যাঘ্রচর্ম্মে আচ্ছাদিত প্রতি রথ ,—

৫৩। বর্ম্ম পরি চাপ হস্তে গ্রামণিসকল
আরোহণ করে যাতে আদেশে আমার ,—
ত্যজিয়া এসব কবে প্রব্রজ্যা লইব।
কবে সেই শুভদিন হবে সমাগত।

৫৪। সুবর্ণখচিত এই রথ সমুদায়
সুসজ্জিত, সুন্দরপতাকাসুশোভিত ,
দ্বীপিব্যাঘ্রচর্ম্মে আচ্ছাদিত প্রতি রথ —

৫৫। বর্ম্ম পরি চাপহস্তে গ্রামণিসকল
আরোহণ করে যাতে আদেশে আমার —
ত্যজিয়া এসব কবে প্রব্রজ্যা লইব।
কবে সেই শুভদিন হবে সমাগত।

৫৬। রজতখচিত এই রথ সমুদায়
সুসজ্জিত, সুন্দরপতাকাসুশোভিত
দ্বীপিব্যাঘ্রচর্ম্মে আচ্ছাদিত প্রতি রথ —

৫৭। বর্ম্ম পরি চাপহস্তে গ্রামণিসকল
আরোহণ করে যাতে আদেশে আমার —
ত্যজিয়া এসব কবে প্রব্রজ্যা লইব।
কবে সেই শুভদিন হবে সমাগত।

৫৮। তুরঙ্গবাহিত এই রথ সমুদায়
সুসজ্জিত ; সুন্দরপতাকাসুশোভিত ,
দ্বীপিব্যাঘ্রচর্ম্মে আচ্ছাদিত প্রতি রথ ,—

৫৯। বর্ম্ম পরি চাপহস্তে গ্রামণিসকল
আরোহণ করে যাতে আদেশে আমার ,
ত্যজিয়া এসব কবে প্রব্রজ্যা লইব।
কবে সেই শুভদিন হবে সমাগত।

৬০। উষ্ট্রবাহ্য এই সব রথ মনোহর,
সুসজ্জিত, সুন্দরপতাকাসুশোভিত ,
দ্বীপিব্যাঘ্রচর্ম্মে আচ্ছাদিত প্রতি রথ ,—

৬১। বর্ম্ম পরি চাপহস্তে গ্রামণিসকল
আরোহণ করে যাতে আদেশে আমার ,—
ত্যজিয়া এসব কবে, প্রব্রজ্যা লইব।
কবে সেই শুভদিন হবে সমাগত।

---

* ইলী — তোজালির মত এক প্রকার ছোট তলোয়ার।

৬২। গো-বাহিত এই সব রথ মনোহর,
সুসজ্জিত, সুন্দরপতাকাসুশোভিত ;
দ্বীপিব্যাঘ্রচর্ম্মে আচ্ছাদিত প্রতি রথ ;—

৬৩। বর্ম্ম পরি চাপহস্তে গ্রামণি সকল
আরোহণ করে যাতে আদেশে আমার ;—
ত্যজিয়া এসব কবে, প্রব্রজ্যা লইব।
কবে সেই শুভদিন হবে সমাগত।

৬৪। অজবাহ্য এইসব রথ মনোহর,*
সুসজ্জিত, সুন্দরপতাকাসুশোভিত ;
দ্বীপিব্যাঘ্রচর্ম্মে আচ্ছাদিত প্রতি রথ,—

৬৫। বর্ম্ম পরি চাপহস্তে গ্রামণিসকল
আরোহণ করে যাতে আদেশে আমার,—
ত্যজিয়া এসব কবে প্রব্রজ্যা লইব।
কবে সেই শুভদিন হবে সমাগত।

৬৬। মেণ্ডবাহ্য এইসব রথ মনোহর,
সুসজ্জিত, সুন্দরপতাকাসুশোভিত,
দ্বীপিব্যাঘ্রচর্ম্মে আচ্ছাদিত প্রতি রথ,—

৬৭। বর্ম্ম পরি চাপহস্তে গ্রামণিসকল
আরোহণ করে যাতে আদেশে আমার ;—
ত্যজিয়া এসব কবে প্রব্রজ্যা লইব।
কবে সেই শুভদিন হবে সমাগত।

৬৮। মৃগবাহ্য এইসব রথ মনোহর,
সুসজ্জিত, সুন্দরপতাকাসুশোভিত,
দ্বীপিব্যাঘ্রচর্ম্মে আচ্ছাদিত প্রতি রথ ;—

৬৯। বর্ম্ম পরি চাপহস্তে গ্রামণিসকল
আরোহণ করে যাতে আদেশে আমার ;—
ত্যজিয়া এসব কবে প্রব্রজ্যা লইব।
কবে সেই শুভদিন হবে সমাগত।

৭০। সুসজ্জিত, মহাবল গজসাদিগণ,
(নীলবর্ম্মধর, হস্তে অঙ্কুশ, তোমর),—
ত্যজি সবে কবে আমি প্রব্রজ্যা লইব।
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

৭১। সুসজ্জিত, মহাবল অশ্বারোহগণ,
(নীলবর্ম্মধর, হস্তে ইলী-শরাসন),—
ত্যজি সবে কবে আমি প্রব্রজ্যা লইব।
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

৭২। সুসজ্জিত, মহাবল ধনুর্দ্ধরগণ
(নীলবর্ম্মী, চাপহস্ত—তূণীর পৃষ্ঠেতে),—
ত্যজি সবে কবে আমি প্রব্রজ্যা লইব।
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

৭৩। সুসজ্জিত, মহাবল রাজপুত্রগণ,—
রঞ্জিত বিচিত্র বর্ম্মে দেহ যাহাদের,
(শির'পরি হেমমালা কিবা শোভা পায়।)—

* টীকাকার বলেন যে অজরথ, মেণ্ডরথ ও মৃগরথ শোভার জন্য রাখা হইত।

ত্যজি সবে কবে আমি প্রব্রজ্যা লইব।
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

৭৪। সুব্রত ব্রাহ্মণগণ, বিভূষিত যাঁরা
নানাবিধ অলঙ্কারে, শরীর চর্চ্চিত
হরিচন্দনের লেপে কিবা চমৎকার;
পরিধান কাশীজাত দুকূল সুন্দর,—
ত্যজি সবে কবে আমি প্রব্রজ্যা লইব।
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

৭৫। বিভূষিতা সর্ব্ববিধ অলঙ্কারে যাঁরা,
মনোরমা সপ্তশত সেই ভার্য্যাগণে
পরিহরি কবে আমি প্রব্রজ্যা লইব।
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

৭৬। সুসংযতা, ক্ষীণকটি ভার্য্যা সপ্তশত
পরিহরি কবে আমি প্রব্রজ্যা লইব।
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

৭৭। আজ্ঞানুবর্ত্তিনী প্রিয়ভাষিণী সতত
এই মোর প্রিয়ঙ্করী ভার্য্যা সপ্তশত
পরিহরি কবে আমি প্রব্রজ্যা লইব।
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

৭৮। শতরাজি, শতপল সুবর্ণে নির্ম্মিত
আমার এ মহামূল্য পাত্র সমুদায় *
পরিহরি কবে আমি প্রব্রজ্যা লইব।
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

৭৯। মাতঙ্গবাহিনী এই, সর্ব্ব অলঙ্কারে
বিভূষিতা যাহা, যার গজগণ পরে
সুবর্ণনির্ম্মিত কচ্ছ, মস্তকে তাদের
উজ্জ্বল সুবর্ণ-জাল করে ঝলমল,—

৮০। অঙ্কুশ-তোমর হস্তে গ্রামণিসকল
স্কন্ধোপরি তাহাদের করে আরোহণ,—
যবে আমি যাব চলি, পশ্চাতে পশ্চাতে
যাইবে না মোর সঙ্গে এই সব আর!
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার!

৮১। অশ্বের বাহিনী, যাহা বিভূষিতা সদা
সর্ব্ববিধ অলঙ্কারে; অশ্বগণ যার
শীঘ্রগামী, আজানেয়; সিন্ধুদেশ-জাত,

৮২। ইলী আর চাপহস্তে গ্রামণিসকল
পৃষ্ঠোপরি তাহাদের করে আরোহণ,—
যবে আমি যাব চলি, পশ্চাতে পশ্চাতে
যাইবে না মোর সঙ্গে এই সব আর!
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

---

* "সতফলং কংসং সোবণ্ণং সতরাজিকং"। এই জাতকের ১২২ম গাথায় এবং বিধুর-জাতকের ২০০ম গাথায় ঠিক এই পদগুলি দেখা যায়। শেষোক্ত গাথার টীকায় আছে:—"ফলসতেন কতা কঞ্চন পাতী"। 'ফল' শব্দটী 'পল' শব্দের রূপান্তর। ১পল = ৪কর্ষ = ৩২০ রতি। রাজিক = রাই সরিষা। শতরাজিক = যাহার ওজন একশত সর্ষপবীজের সমান; বহুমূল্য। কিন্তু একশত সর্ষপবীজের ওজন এত বেশী নয় যে, তৎপরিমাণ স্বর্ণকে বহুমূল্য বলা যায়। টীকাকার এখানে শতরাজিকের অর্থ করিয়াছেন, 'পিট্‌ঠি পস্‌সে রাজিসতেন সমন্নাগতং,' অর্থাৎ যাহার পৃষ্ঠে ও পার্শ্বে এক শত রাজি বা 'পল' তোলা আছে। এ অর্থ অসঙ্গত নহে। 'কংস' শব্দটীতে যে কোন ধাতু বুঝায়।

৮৩। এই সব রথশ্রেণী, সুসজ্জিত সদা,
বিরাজে বিচিত্র-ধ্বজ প্রতি রথোপরি,
দ্বীপি-ব্যাঘ্রচর্ম্মে আচ্ছাদিত প্রতি রথ,—

৮৪। বর্ম্ম পরি চাপহস্তে গ্রামণিসকল
আরোহণ করে যাতে আদেশে আমার,—
যবে আমি যাব চলি, পশ্চাতে পশ্চাতে
যাইবে না মোর সঙ্গে এই সব আর।
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

৮৫। সুবর্ণখচিত এই রথ সমুদায়
সুসজ্জিত, সুন্দরপতাকাসুশোভিত
দ্বীপি-ব্যাঘ্রচর্ম্মে আচ্ছাদিত প্রতি রথ :—

৮৬। বর্ম্ম পরি চাপহস্তে গ্রামণিসকল
আরোহণ করে যাতে আদেশে আমার—
যবে আমি যাব চলি পশ্চাতে পশ্চাতে
যাইবে না মোর সঙ্গে এই সব আর।
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

৮৭। রজতখচিত এই রথ সমুদায়
সুসজ্জিত সুন্দরপতাকাসুশোভিত
দ্বীপি ব্যাঘ্রচর্ম্মে আচ্ছাদিত প্রতি রথ—

৮৮। বর্ম্ম পরি চাপহস্তে গ্রামণিসকল
আরোহণ করে যাতে আদেশে আমার—
যবে আমি যাব চলি, পশ্চাতে পশ্চাতে
যাইবে না মোর সঙ্গে এই সব আর।
কবে সেই শুভদিন হবে সমাগত।

৮৯। তুরগবাহিত এই রথ সমুদায়
সুসজ্জিত সুন্দরপতাকাসুশোভিত
দ্বীপি ব্যাঘ্রচর্ম্মে আচ্ছাদিত প্রতি রথ,—

৯০। বর্ম্ম পরি চাপহস্তে গ্রামণিসকল
আরোহণ করে যাতে আদেশে আমার
যবে আমি যাব চলি পশ্চাতে পশ্চাতে
যাইবে না মোর সঙ্গে এই সব আর।
কবে সেই শুভদিন হবে সমাগত।

৯১। উষ্ট্রবাহ এই সব রথ মনোহর,
সুসজ্জিত, সুন্দরপতাকাসুশোভিত,
দ্বীপি-ব্যাঘ্রচর্ম্মে আচ্ছাদিত প্রতি রথ —

৯২। বর্ম্ম পরি চাপহস্তে গ্রামণিসকল
আরোহণ করে যাতে আদেশে আমার —
যবে আমি যাব চলি, পশ্চাতে পশ্চাতে
যাইবে না মোর সঙ্গে এই সব আর।
কবে সেই শুভদিন হবে সমাগত।

৯৩। গোবাহিত এই সব রথ মনোহর,
সুসজ্জিত, সুন্দরপতাকাসুশোভিত,
দ্বীপিব্যাঘ্রচর্ম্মে আচ্ছাদিত প্রতি রথ —

৯৪। বর্ম্ম পরি চাপহস্তে গ্রামণিসকল
আরোহণ করে যাতে আদেশে আমার,—

যবে আমি যাব চলি, পশ্চাতে পশ্চাতে
যাইবে না মোর সঙ্গে এই সব আর।
কবে সেই শুভদিন হবে সমাগত!

৯৫। অজবাহ্য এই সব রথ মনোহর,
সুশোভিত, সুন্দরপতাকাসুশোভিত,
দ্বীপিব্যাঘ্রচর্ম্মে আচ্ছাদিত প্রতি রথ,—

৯৬। বর্ম্ম পরি চাপহস্তে গ্রামণিসকল
আরোহণ করে যাতে আদেশে আমার;
যবে আমি যাব চলি, পশ্চাতে পশ্চাতে
যাইবে না মোর সঙ্গে এই সব আর।
কবে সেই শুভদিন হবে সমাগত।

৯৭। মেণ্ডবাহ্য এই সব রথ মনোহর,
সুসজ্জিত, সুন্দরপতাকাসুশোভিত
দ্বীপিব্যাঘ্রচর্ম্মে আচ্ছাদিত প্রতি রথ

৯৮। বর্ম্ম পরি চাপহস্তে গ্রামণিসকল
আরোহণ করে যাতে আদেশে আমার —
যবে আমি যাব চলি, পশ্চাতে পশ্চাতে
যাইবে না মোর সঙ্গে এই সব আর।
কবে সেই শুভদিন হবে সমাগত।

৯৯। মৃগবাহ্য এই সব রথ মনোহর,
সুসজ্জিত, সুন্দরপতাকাসুশোভিত;
দ্বীপিব্যাঘ্রচর্ম্মে আচ্ছাদিত প্রতি রথ;

১০০। বর্ম্ম পরি চাপহস্তে গ্রামণিসকল
আরোহণ করে যাতে আদেশে আমার,—

যবে আমি যাব চলি, পশ্চাতে পশ্চাতে
যাইবে না মোর সঙ্গে এই সব আর।
কবে সেই শুভদিন হবে সমাগত

১০১। সুসজ্জিত, মহাবল গজসাদিগণ
(নীলবর্ম্মধর—হস্তে অঙ্কুশ, তোমর),—
যবে আমি যাব চলি পশ্চাতে পশ্চাতে
যাইবে না মোর সঙ্গে এই সব আর।
কবে সেই শুভদিন হবে সমাগত।

১০২। সুসজ্জিত, মহাবল অশ্বারোহগণ,
(নীলবর্ম্মধর, হস্তে ইল্লী শরাসন);—
যবে আমি যাব চলি পশ্চাতে পশ্চাতে
যাইবে না মোর সঙ্গে এই সব আর।
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

১০৩। সুসজ্জিত, মহাবল ধনুর্দ্ধরগণ,
(নীলবর্ম্মী; চাপ হস্তে— পৃষ্ঠেতে তূণীর);—
যবে আমি যাব চলি, পশ্চাতে পশ্চাতে
যাইবে না মোর সঙ্গে এই সব আর।
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

১০৪। সুসজ্জিত, মহাবল রাজপুত্রগণ,
রঞ্জিত বিচিত্রবর্ম্মে দেহ যাহাদের;
(শিরপরি হেমমালা কিবা শোভা পায়)।—

যবে আমি যাব চলি, পশ্চাতে পশ্চাতে
যাইবে না মোর সঙ্গে এই সব আর।
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

১০৫। সুব্রত ব্রাহ্মণগণ, বিভূষিত যাঁরা—
নানাবিধ অলঙ্কারে, শরীর চর্চ্চিত
হরিচন্দনের লেপে অতি চমৎকার।
পরিধান কাশীজাত দুকূল সুন্দর।—
যবে আমি যাব চলি, পশ্চাতে পশ্চাতে
না যাবেন মোর সঙ্গে এই সব আর।
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

১০৬। বিভূষিতা সর্ব্ববিধ অলঙ্কারে যাঁরা,
মনোরমা, সপ্তশত সেই ভার্য্যাগণ,—
যবে আমি যাব চলি পশ্চাতে পশ্চাতে
না যাবেন মোর সঙ্গে এই সব আর।
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

১০৭। সুসংযতা, ক্ষীণকটি ভার্য্যা সপ্তশত,—
যবে আমি যাব চলি, পশ্চাতে পশ্চাতে
না যাবেন মোর সঙ্গে এই সব আর।
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

১০৮। আজ্ঞানুবর্ত্তিনী প্রিয়ভাষিণী সতত,
প্রিয়ঙ্করী সপ্তশত ঘরণী আমার,—
যবে আমি যাব চলি, পশ্চাতে পশ্চাতে
না যাবেন মোর সঙ্গে এই সব আর
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

১০৯। মুণ্ডিত মস্তকে কবে সঙ্ঘাটি পরিয়া
বিচরিব পাত্রহস্তে ভিক্ষাচর্য্যা তরে।
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

১১০। রাজপথে পরিত্যক্ত ধূলি-ধূসরিত
ছিন্নবস্ত্র দ্বারা করি সঙ্ঘাটি প্রস্তুত
তাহাই পরিব আমি, অহো কতদিনে।
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

১১১। সপ্তাহ ব্যাপিয়া বৃষ্টি হবে অবিরাম,
হইবে চীবর মোর আর্দ্র সেই জলে,
তাই পরি ভিক্ষাহেতু বিচরিব আমি।
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

১১২। কবে আমি স্থানাস্থান না করি বিচার
কোন্ বন, কোন্ বৃক্ষ ভাল মন্দ আর,
সর্ব্বত্র প্রশান্তচিত্তে করিব গমন।
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

১১৩। দুর্গম পর্ব্বতে, বনে নির্ভয় অন্তরে
ভ্রমিব একাকী আমি, অহো কত দিনে।
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

১১৪। সপ্তস্বরা, মনোহরা বীণার বাদক
সাতটী তারের করে লয় সম্পাদন।
তেমতি চিত্তকে কবে করিব সুতান;

হইবে অনার্য্যভাব বিদূরিত সব ;
বাজিবে হৃদয়তন্ত্রী মুদিতার তানে।

১১৫। পাদুকা নির্ম্মাণকালে চর্ম্মকার যথা*
কাটি ছাটি দেয় ফেলি মাপের বাহিরে
যেখানে যেখানে চর্ম্ম বেশী দেখা যায় ;
তেমতি কি দিব্য, কি বা মানুষিক কামে
কোন প্রয়োজন নাই, বুঝি ইহা মনে
আমিও করিব ছিন্ন তৃষ্ণার বন্ধন।†

যখন মহাজনকের জন্ম হয়, তখন মানুষের পরমায়ুঃ দশ সহস্র বৎসর ছিল। তন্মধ্যে তিনি সপ্ত সহস্র বৎসর রাজত্ব করিয়া আয়ুষ্কালের অবশিষ্ট তিন সহস্র বৎসর প্রব্রজ্যায় অতিবাহিত করেন। উদ্যানদ্বারে আম্রবৃক্ষ দর্শন করিবার পর চারিমাস তিনি প্রাসাদে থাকিয়াই প্রব্রজ্যা-ধর্ম্ম পালন করিয়াছিলেন, অতঃপর তাঁহার ধারণা হইল যে, রাজবেশ অপেক্ষা প্রব্রাজিতের বেশই শ্রেষ্ঠ ; তিনি প্রকৃত প্রব্রাজক হইবার অভিপ্রায়ে ভৃত্যকে বলিলেন, "ভদ্র, তুমি কাহাকেও না জানাইয়া বাজার হইতে কয়েকখানি কাষায় বস্ত্র এবং একটা মৃৎপাত্র আনয়ন কর।" ভৃত্য তাহাই করিল। তখন রাজা নাপিত ডাকাইয়া কেশ শ্মশ্রু মুণ্ডন করাইলেন, নাপিতকে বিদায় দিয়া একখানি কাষায় বস্ত্র পরিধান করিলেন, একখানি দিয়া দেহ আচ্ছাদিত করিলেন, একখানি স্কন্ধোপরি রাখিলেন, মাটির পাত্রটী থলিতে পূরিয়া উহা স্কন্ধে ঝুলাইলেন, ভিক্ষুদণ্ড হস্তে লইয়া কয়েকবার মহাতলে প্রত্যেকবুদ্ধলীলায় ইতস্ততঃ চঙ্‌ক্রমণ করিলেন এবং সেইদিন প্রাসাদেই রহিলেন। পরদিন সূর্য্যোদয়কালে তিনি প্রাসাদ হইতে অবতরণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে সীবলি দেবী রাজার অপর সপ্তশত প্রিয় ভার্য্যাকে ডাকাইয়া বলিলেন, "আমরা অনেক দিন রাজাকে দেখি নাই ; আজ তাঁহাকে দেখিব ; তোমরা অলঙ্কার পরিয়া যথাসাধ্য স্ত্রীজাতি-সুলভ হাবভাব বিলাস দেখাইয়া তাঁহাকে কামপাশে বদ্ধ করিতে চেষ্টা কর।" ইহা বলিয়া তিনি ঐ সকল রমণীর সঙ্গে প্রসাদে আরোহণ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং পথে রাজাকে অবতরণ করিতে দেখিলেন। কিন্তু তাঁহারা রাজাকে চিনিতে পারিলেন না, ভাবিলেন রাজাকে উপদেশ দিবার জন্য কোন প্রত্যেকবুদ্ধ আসিয়াছিলেন। এই বিশ্বাসে তাঁহারা নমস্কারপূর্ব্বক এক পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইলেন। ইত্যবসরে মহাসত্ত্ব প্রাসাদ হইতে অবতরণ করিলেন। রমণীগণ প্রাসাদে আরোহণ করিয়া দেখেন, রাজশয্যায় রাজার ভ্রমরকৃষ্ণ কেশ এবং আভরণগুলি পড়িয়া আছে। তখন তাঁহারা বুঝিলেন, সিঁড়িতে যে ব্যক্তিকে দেখিয়াছিলেন, তিনি প্রত্যেকবুদ্ধ নহেন, তাঁহাদেরই প্রিয়ভর্ত্তা। তাঁহারা বলিলেন, "এস, আমরা তাঁহাকে ফিরাইয়া আনি।" তাঁহারা প্রাসাদ হইতে অবতরণপূর্ব্বক রাজাঙ্গণে গেলেন ; তাঁহাদের কেশকলাপ পৃষ্ঠোপরি আলুলায়িত হইতে লাগিল ; তাঁহারা বক্ষে করাঘাত করিতে বলিলেন, "মহারাজ, আপনি এরূপ কাজ কেন করিতেছেন ?" তাঁহারা করুণস্বরে পরিদেবন করিতে করিতে রাজার অনুগমন করিলেন। এই সংবাদে সমস্ত নগর সংক্ষুব্ধ হইল ; "রাজা নাকি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছেন ;

* মূলে 'রথকারো' আছে। কিন্তু কাষ্ঠপাদুকা ব্যবহার করা ভিক্ষুদিগের পক্ষে নিষিদ্ধ বলিয়া এখানে 'চর্ম্মকার' শব্দ ব্যবহৃত হইল। চতুর্থ খণ্ডের ১২০ম পৃষ্ঠের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

† ২৫শ হইতে ১০৮ম গাথায় মিথিলা বর্ণন করা হইয়াছে। ইহার অধিকাংশই পুনরুক্তিদুষ্ট, এজন্য ইংরাজী অনুবাদক কেবল সারাংশ অবলম্বন করিয়া সংক্ষিপ্ত অনুবাদ দিয়াছেন। কিন্তু মূলের সহিত সুসঙ্গতি রক্ষার্থ আমি সবিস্তর অনুবাদই দিলাম।

এমন ধার্ম্মিক রাজা আমরা কোথায় পাইব?" এই বলিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে নগর-বাসীরাও রাজার পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটিল।

রাজা ও প্রজাদিগের পরিবেদন শুনিয়াও তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া প্রস্থান করিলেন। এই বৃত্তান্ত সুন্দররূপে বর্ণন করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন:—

১১৬। সপ্তশত রাজভার্য্যা, বিভূষিতা ছিল যারা সর্ব্ব অলঙ্কারে,
বাহু তুলি কান্দি বলে, "কেন ছাড়ি যাও তুমি আমা সবাকারে?
১১৭। সপ্তশত রাজভার্য্যা সুসংযতা, ক্ষীণকটি, পরমসুন্দরী
বাহু তুলি কান্দি বলে, "কেন যাও আমা সবে নাথহীনা করি?"
১১৮। সপ্তশত রাজভার্য্যা আজ্ঞাবহা, প্রিয়ংবদা সকলেই যারা,
বাহু তুলি কান্দি বলে, "কেন যাও? উপায় কি করিব আমরা?"
১১৯। সপ্তশত রাজভার্য্যা, বিভূষিতা ছিল যারা সর্ব্ব আভরণে,—
ত্যজি রাজা যান ছুটি প্রব্রজ্যার তাড়নায় তিষ্ঠেন কেমনে?
১২০। সপ্তশত রাজভার্য্যা সুসংযতা, ক্ষীণকটি, পরমসুন্দরী,
ত্যজি রাজা যান ছুটি প্রব্রজ্যা তাড়ন আর সহিতে না পারি।
১২১। সপ্তশত রাজভার্য্যা, আজ্ঞাবহা, প্রিয়ংবদা সকলেই যারা,—
ত্যজি রাজা যান ছুটি পশ্চাতে অসহ্য তাঁর প্রব্রজ্যার তাড়া।
১২২। শতরাজি শত পল সুবর্ণে নির্ম্মিত পাত্র করি পরিহার
মৃৎপাত্র লইলা রাজা দ্বিতীয় এ অভিষেক হইল তাঁহার।

সীবলি দেবী পরিদেবন করিয়াও রাজাকে ফিরাইতে না পারিয়া ভাবিলেন, "একটা উপায় আছে।" তিনি মহাসেনাপতিকে ডাকাইয়া আজ্ঞা দিলেন, "বাবা, রাজা যে দিকে অগ্রসর হইতেছেন, তুমি গিয়া সেই দিকের জীর্ণ গৃহগুলিতে অগ্নি প্রয়োগ কর এবং স্থানে স্থানে তৃণপত্রাদি একত্র করিয়া ধূম উৎপাদন কর।" মহাসেনাপতি তাহাই করি-লেন। তখন সীবলি দেবী রাজার নিকটে গিয়া তাঁহার পায়ে পড়িয়া জানাইলেন যে, মিথিলা নগরী দগ্ধ হইতেছে।

১২৩। 'জ্বলিছে ভীষণ অগ্নি, কোষের প্রকোষ্ঠ সব
পুড়িতেছে, স্বর্ণ রৌপ্য সব নষ্ট হ'ল তব।
১২৪। দক্ষিণ-আবর্ত্ত শঙ্খ, হীরক-হরিচন্দন
গজদন্তাজিনতাম্র লৌহ আদি বহুধন—
ভস্মীভূত হয় সব এস ফিরি, নরবর,
বিপুল ঐশ্বর্য্য তব ফিরি শীঘ্র রক্ষা কর।'

মহাসত্ত্ব বলিলেন, "দেবী, তুমি কি বলিতেছ? যাহার কিছু আছে, তাহার সেই বস্তু দগ্ধ হইতে পারে, কিন্তু আমি যে অকিঞ্চন।

১২৫ অকিঞ্চন যেই জন, সেই সে প্রকৃত সুখে যাপয়ে জীবন,
পুড়িছে মিথিলা পুরী কিন্তু তাহে নাহি পুড়ে আমার কিঞ্চন।*"

ইহা বলিয়া মহাসত্ত্ব উত্তর দ্বার দিয়া নিষ্ক্রমণ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ভার্য্যাগণও নগরের বাহির হইলেন। অতঃপর সীবলিদেবী আর একটী উপায় চিন্তা করিয়া আজ্ঞা দিলেন, "গ্রামসমূহ যেন বিধ্বস্ত এবং রাজ্য বিলুণ্ঠিত হইতেছে, এইরূপ দেখাও।" অমনি লোকে রাজাকে দেখাইতে লাগিল, আয়ুধহস্ত পুরুষেরা ইতস্ততঃ ধাবিত হইয়া লুণ্ঠন করি-

---

* তু॰ মহাভারত, শান্তি ২২৩অ॰ (মান্দ্রাজ):—
অনন্তং বত মে বিত্তং ভাব্যং মে নাস্তি কিঞ্চন, মিথিলায়াং প্রদীপ্তায়াং ন মে কিঞ্চন দহ্যতে।

তেছে; তাহারা অনেকের শরীর লাক্ষারসে রঞ্জিত করিয়া দেখাইল, যেন তাহারা আহত হইয়াছে; অনেককে কাষ্ঠফলকে বহন করিতে করিতে দেখাইল, যেন তাহারা মারা গিয়াছে। বহু লোকে চীৎকার করিতে লাগিল, "মহারাজ, আপনি জীবিত থাকিতেই রাজ্য বিলুণ্ঠিত এবং প্রজারা নিহত হইতেছে।" সীবলিদেবীও রাজাকে প্রণাম করিয়া তাঁহাকে ফিরাইবার উদ্দেশ্যে বলিলেন,

১২৬। বনদস্যুগণ আসি সোণার এ রাজ্য করে নাশ;
ফির, ভূপ; কর রক্ষা; তুমি হে তস্কর-দস্যুত্রাস।

রাজা ভাবিলেন, 'আমার জীবদ্দশায় দস্যুরা যে আক্রমণ করিয়া রাজ্যবিধ্বংস করিবে, ইহা অসম্ভব। এ নিশ্চয় সীবলিদেবীর কৌশল।' তিনি দুইটী গাথায় দেবীকে নিরুত্তর করিলেন:—

১২৭। অকিঞ্চন যেই জন, সেই সে প্রকৃত সুখে যাপয়ে জীবন,
রাজ্য হয় বিলুণ্ঠিত, নষ্ট কিন্তু আমার ত না হয় কিঞ্চন।
১২৮। অকিঞ্চন যেই জন, সেই সে প্রকৃত সুখে যাপয়ে জীবন,
আভাস্বর দেববৎ চরিব কেবল প্রীতি করিয়া ভক্ষণ।*

রাজা এইরূপ বলিলেও সেই জনবৃন্দ তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিল। তখন রাজা ভাবিলেন, 'এসকল লোক ফিরিতে চায় না। ইহাদিগকে ফিরাইতে হইতেছে।' তিনি অৰ্দ্ধপথ অতিক্রম করিয়া ফিরিলেন এবং রাজপথে দাঁড়াইয়া অমাত্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ রাজ্য কাহার?" অমাত্যেরা উত্তর দিলেন, "মহারাজ, এ রাজ্য আপনার।" "যদি তাহাই হয়, তবে যে কেহ এই রেখা অতিক্রম করিবে, তাহার দণ্ডবিধান কর"—ইহা বলিয়া তিনি হস্তস্থিত ভিক্ষুদণ্ড দ্বারা পথের এপার্শ্ব হইতে ওপার্শ্ব পর্য্যন্ত একটী রেখা অঙ্কিত করিলেন। তেজস্বী রাজা এই রেখা অঙ্কিত করিলেন, কেহই তাহা লঙ্ঘন করিতে পারিল না; জনবৃন্দ রেখাটীকে সম্মুখে রাখিয়া উচ্চৈঃস্বরে পরিদেবন করিতে লাগিল। সীবলিরও সাধ্য রহিল না যে, রেখা লঙ্ঘন করেন। কিন্তু রাজা যখন তাঁহাকে পশ্চাতে ফেলিয়া আবার যাইতে লাগিলেন, তখন আর শোক সংবরণ করিতে না পারিয়া বক্ষঃস্থলে করাঘাত করিতে করিতে তিনি রাজপথের উপর আড়ো ভাবে পড়িয়া গেলেন এবং গড়াইতে গড়াইতে রেখা পার হইয়া গেলেন। তখন লোকে বলিয়া উঠিল, "যাহারা রেখার স্বামী, তাহারাই রেখা লঙ্ঘন করিল"। কাজেই তাহারাও রেখা লঙ্ঘন করিয়া সীবলি যে পথে গেলেন, সেই পথে ছুটিল।

মহাসত্ত্ব উত্তর হিমালয়ের অভিমুখে চলিলেন। মহিষীও সমস্ত সেনা ও বাহন লইয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। রাজা জনবৃন্দকে ফিরাইতে না পারিয়া এইরূপে ষষ্টি যোজন পথ অতিক্রম করিলেন। ঐ সময়ে নারদনামক এক পঞ্চবিধ অভিজ্ঞাসম্পন্ন তপস্বী হিমালয়ের কাঞ্চনগুহায় অবস্থিতি করিতেন। তিনি সপ্তাহকাল ধ্যানসুখে অতিবাহিত করিয়া ধ্যানভঙ্গের পর উঠিয়া "অহো কি সুখ! অহো কি সুখ!" মনের উল্লাসে এই উদান বলিতে বলিতে ভাবিলেন, 'জম্বুদ্বীপে এবংবিধ সুখপ্রয়াসী আর কেহ আছে কি?' অনন্তর দিব্যচক্ষু দ্বারা তিনি বুদ্ধাঙ্কুর মহাজনককে দেখিতে পাইয়া বুঝিলেন যে, তিনি মহানিষ্ক্রমণ করিয়াছেন; কিন্তু সীবলিদেবীপ্রমুখ জনবৃন্দকে ফিরাইতে পারিতেছেন না। পাছে এই সকল লোক বিঘ্ন ঘটায়, এই আশঙ্কায় আরও অধিক পরিমাণে তাঁহার সঙ্কল্পের দৃঢ়তা-

* ব্রহ্মলোকবাসী উজ্জ্বলকান্তি দেবগণ 'আভাস্বর দেব' নামে অভিহিত। ইঁহারা মূর্ত্তিমান্ মৈত্রী ও প্রীতি বলিয়া বর্ণিত।

সম্পাদনার্থ নারদ ঋদ্ধিবলে গমনপূর্ব্বক রাজার পুরোভাগে আকাশে অবস্থিত হইয়া তাঁহাকে একটী গাথায় উৎসাহিত করিলেন :—

১২৯। কেন এত মহাশব্দ? মহোৎসবে মত্ত কিহে গ্রামবাসিগণ?
কেন হেথা এত লোক? বলহে, শ্রমণ, তুমি ইহার কারণ।

ইহার উত্তরে রাজা বলিলেন,

১৩০। অতিক্রম করি আমি সীমা বাসনার যাইতেছি চলি এবে ছাড়িয়া আগার
মনের আনন্দে; রত হয়ে তপস্যায় মুনিজনলভ্য প্রজ্ঞা পাব, এ আশায়।
ফিরাতে আমারে এরা আসিয়াছে সবে; জান তুমি; জিজ্ঞাসিছ কেন, বল, তবে?

তখন রাজার সঙ্কল্পের দৃঢ়তাসম্পাদনের জন্য নারদ বলিলেন

১৩১। প্রব্রাজক-চিহ্ন বটে করেছ ধারণ, তের না তথাপি, করিয়াছ অতিক্রম
কামাদি রিপুর সীমা, জানিও নিশ্চয়, সহজে না প্রশমিত হয় রিপুচয়।
রয়েছে স্বর্গের পথে বিঘ্ন নানামত লঙ্ঘিতে সে সব তুমি হও দৃঢ়ব্রত।

মহাসত্ত্ব বলিলেন,

১৩২। দৃষ্ট বা অদৃষ্ট কাম্য* কিছুই না চাই, সর্ব্বথা নিষ্কামভাবে রয়েছি বেড়াই
বাসনাবিহীন হেন জনের পথেতে কি যে বিঘ্ন আছে, তাহা পারি না বুঝিতে।

নারদ একটী গাথায় রাজাকে বিঘ্ন সমস্ত প্রদর্শন করিলেন :—

১৩৩। নিদ্রা, তন্দ্রা, আলস্যজনিত বিজৃম্ভণ,
উৎকণ্ঠা, আহার-অন্তে নিদ্রার সেবন,—
[illegible]
এসব করিবে দূর হয়ে সাবধান।†

অনন্তর মহাসত্ত্ব একটী গাথায় নারদের স্তুতি করিলেন :—

১৩৪। কৃপা করি দিলা, বিপ্র, যেই উপদেশ, তাহাতে কল্যাণ মম হইবে অশেষ।
কে তুমি, মারিষ, আমি চাই জিজ্ঞাসিতে, কি নাম? কোথায় বাস? পারি কি জানিতে?

ইঁহার উত্তরে নারদ বলিলেন :—

১৩৫। নারদ আমার নাম, শুন, নৃপোত্তম, বিখ্যাত কাশ্যপ গোত্রে লভেছি জনম।
সাধুসমাগমে লোকে শুভফল পায়, এসেছি সেহেতু আমি দেখিতে তোমায়।
১৩৬। জন্মুক আনন্দ তব এই প্রব্রজ্যায়, ধ্যান কর ব্রহ্মাখ্য বিহারচতুষ্টয়,
চরিত্রে অভাব কিছু করিলে দর্শন শান্তি ও সংযমে তাহা করিবে পূরণ।
১৩৭। আত্মাবমাননা,‡ কিংবা আত্ম-অভিমান, উভয়ই ত্যজিবে তুমি হয়ে সাবধান।
কর্ম্ম, ধর্ম্ম, অভিজ্ঞা, এ তিনের সৎকারে লভিতে অভীষ্টফল প্রব্রাজক পারে।§

---

* অর্থাৎ কি ঐহিক, কি পারত্রিক সুখ।

† তুং—ষড় দোষা পুরুষেণেহ হাতব্যা ভূতিমিচ্ছতা—
নিদ্রা, তন্দ্রা, ভয়ং, ক্রোধ, আলস্যং, দীর্ঘসূত্রতা।—হিতোপদেশ।
বিজৃম্ভণ=হাইতোলা। আহারান্তে নিদ্রা=দিবা নিদ্রা। ভিক্ষুদিগের পক্ষে মধ্যাহ্নের পর ভোজন নিষিদ্ধ, কাজেই আহারান্তে নিদ্রা বলিলে দিবানিদ্রা বুঝাইবে।

‡ তুং—নাত্মানমবমন্যেত পূর্ব্বাভিরসমৃদ্ধিভিঃ
আমৃত্যোঃ শ্রিয়মন্বিচ্ছেন্নৈনাং মন্যেত দুর্লভাং।—মনু ৪।১৩৭

§ অর্থাৎ যাঁহার কর্ম্ম শুদ্ধ, যিনি সদ্ধর্ম্মপরায়ণ এবং যিনি অভিজ্ঞাসম্পন্ন, সেই প্রব্রাজকই সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন।

নারদ মহাসত্ত্বকে এইরূপ উপদেশ দিয়া আকাশপথে স্বস্থানে চলিয়া গেলেন। অতঃপর মৃগাজিন-নামক অপর এক তাপস পূর্ব্ববৎ ধ্যানাবসানে আসন হইতে উত্থিত হইয়া ইতঃস্ততঃ বিলোকন করিতে করিতে মহাসত্ত্বকে দেখিতে পাইলেন এবং সেই জন-বৃন্দকে নিবর্ত্তন করাইবার উদ্দেশ্যে তাঁহাকে উপদেশ দিবার ইচ্ছা করিলেন। তিনিও আকাশপথে গমন করিয়া দেখা দিলেন এবং বলিলেন :—

১৩৮। হস্তী, অশ্ব শত শত, পুরী, জনপদ— ছাড়িয়া, জনক, তুমি এ সব সম্পৎ,
মৃন্ময় ভিক্ষার পাত্রে সন্তুষ্ট এখন। কি হেতু হইল তব এ পরিবর্ত্তন!
১৩৯। মিত্রামাত্যজ্ঞাতি কিংবা জানপদগণ করেছে কি ক্ষতি কোন তোমার কখন?
ঐশ্বর্য্যের মায়া তব কি হেতু কাটিল? মৃৎপাত্রে এমন রুচি কেমনে হইল!

মহাসত্ত্ব বলিলেন,

১৪০। করি নাই, মৃগাজিন, আমি কোন দিন আচরি অধর্ম্ম জ্ঞাতিগণে দীন হীন।
জ্ঞাতিরাও কোন দিন করে নি আমার প্রত্যক্ষে, পরোক্ষে কিংবা, কোন অপকার।

এইরূপে মৃগাজিনের প্রশ্নটীর নিরাকরণ করিয়া মহাসত্ত্ব কি জন্য যে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা বলিলেন :—

১৪১। লোকের দুর্দ্দশা আমি করেছি দর্শন, রিপুগ্রাসে পড়িতেছে সদা মূঢ়গণ,
ডুবিছে পাপের পঙ্কে; করে মারামারি; বান্ধে পরস্পরে;—এই দৃষ্টান্ত নেহারি
করিয়াছি, মৃগাজীন, প্রব্রজ্যা গ্রহণ, না ঘটে আমার যেন দুর্দ্দশা এমন।

রাজার প্রব্রজ্যাগ্রহণের কারণ সবিস্তর জানিবার জন্য মৃগাজিন জিজ্ঞাসা করিলেন,

১৪২। বল তুমি, শিষ্য হও কোন মহাত্মার? হেন শুদ্ধ উপদেশ বল ত কাহার?
অভিজ্ঞাসম্পন্ন কর্ম্মবাদী তাপসের, অথবা পরমজ্ঞানী প্রত্যেকবুদ্ধের
প্রত্যক্ষ দর্শন বিনা, ওহে রথিবর, ঈদৃশ শ্রমণ কভু হয় না ক নর,
অবলীলাক্রমে যেই করয়ে বর্জ্জন দুঃখ অতিক্রম হেতু রাজ্য আর ধন।

মহাসত্ত্ব বলিলেন,

১৪৩। শ্রমণ ব্রাহ্মণে আমি পূজি কোন দিন করি নি জিজ্ঞাসা কিছু, ওহে মৃগাজিন।

অনন্তর, যে কারণে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা আদ্যন্ত দেখাইবার জন্য মহাসত্ত্ব বলিলেন,

১৪৪। মহা-আড়ম্বরে, হয়ে রাজ-শ্রী-ভূষিত,
গিয়াছিনু একদিন উদ্যান-বিহারে।
হতেছিল গান; তূর্য্যধ্বনি সুমধুর;
বীণা-করতাল-আদি যন্ত্রসমূহের
বাদনে উদ্যান-ভূমি হল নিনাদিত।
১৪৫। প্রাকার-বাহিরে আমি দেখিনু তখন
ফলবান্ আম্রতরু, ফল হেতু যারে
প্রহার করিতেছিল ফলকামিগণ
লগুড় আঘাতে, আর লোষ্ট্রনিক্ষেপণে।
১৪৬। দেখি ইহা, মৃগাজীন, গজস্কন্ধ হতে
অবতরি, পরিহরি রাজশ্রী আমার
আম্রতরুদ্বয়-মূলে গেলাম সত্বর—
ফলবান্ এক বৃক্ষ, নিষ্ফল অপর।

১৪৭। ফলবান ছিল যেটী, দেখিনু তাহার
কি দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে প্রহারে প্রহারে—
ভগ্নশাখ, ছিন্নপত্র, কাণ্ডমাত্রসার!
নিষ্ফল তরুটী কিন্তু পূর্ব্বের মতন
রহিয়াছে দাঁড়াইয়া সুশ্যাম, সুন্দর।

১৪৮। ঐশ্বর্য্য যাদের আছে দশা তাঁহাদের
ঠিক ফলবান্ আম্রতরুর মতন।
সর্ব্বদা অশান্তি বহু করে তারা ভোগ,
শত্রুরা সুবিধা পেলে হরয়ে জীবন।

১৪৯। চর্ম্মলোভে মারে দ্বীপী, দন্তলোভে হাতী;
ধনার্থে ধনীকে মারে—ইহাই ত রীতি;
অনাগার, অকিঞ্চন কিন্তু যেই জন,
কি লোভে তাহার লোকে বধিবে জীবন?
ফলবান্, ফলহীন, আম্রতরুদ্বয়,—
ইহারাই শাস্তা মোর; অন্য কেহ নয়।

ইহা শুনিয়া মৃগাজিন বলিলেন, "মহারাজ! অপ্রমত্ত হইয়া চলিবেন" এবং এই উপদেশ দিয়া তিনি স্বস্থানে প্রতিগমন করিলেন। মৃগাজীন প্রস্থান করিলে সীবলিদেবী রাজার পাদমূলে পতিত হইয়া বলিলেন,

১৫০। প্রব্রজ্যা লবেন রাজা, শুনি এ বারতা
মহাভয় পাইয়াছে রাজ্যবাসী যত;—
গজসাদী, দেহরক্ষী, রথী পদাতিক—
সকলেই হইয়াছে ভয়েতে বিহ্বল।

১৫১। করহ আশ্বাস সবে; রক্ষার এদের
সুব্যবস্থা কর, দেব; পুত্রে তারপর
অভিষিক্ত করি রাজ্যে যাবে প্রব্রজ্যায়।

বোধিসত্ত্ব বলিলেন,

১৫২। জানপদ, মিত্রামাত্য, জ্ঞাতিগণ সবে
করিয়াছি ত্যাগ আমি; পরিব্রাজকের
পুত্র নাই, প্রজাবতি,* জানিও নিশ্চয়।
আছেন ক্ষত্রিয়সুত বিদেহে অনেক;
তাঁহারাই করাবেন এখন হইতে
শাসন মিথিলা রাজ্য দীর্ঘায়ুর দ্বারা।

সীবলি বলিলেন, "মহারাজ আপনি ত প্রব্রজ্যা লইলেন; এখন আমি কি করিব, বলুন।" মহাসত্ত্ব বলিলেন, "আমি তোমাকে উপদেশ দিতেছি, তুমি আমার উপদেশ পালন করিয়া চলিও।

১৫৩। (ক) এস; উপদেশ যাহা ভাল মনে করি,
করিব তোমায় দান;—পুত্রে রাজ্য দিয়া
অহঙ্কারে মত্ত হয়ে, বাক্যে, কায়ে, মনে
কর যদি পাপ বহু, দুর্গতি অশেষ
দেহান্তে করিতে ভোগ হইবে তোমায়।

১৫৩। (খ) পরদত্ত, পরপক্ব পিণ্ডের ভোজনে
জীবন যাপন হয় সুধীর লক্ষণ।"

---

* রাজা সীবলিদেবীকে 'প্রজাপতী' বা 'প্রজাবতী' বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন। 'প্রজাবতী' শব্দ হইতে 'পাজাতী' (পুত্রবতী) শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে।

মহাসত্ত্ব মহিষীকে উপদেশ দিলেন। তাঁহারা পরস্পর এইরূপ আলাপ করিতে করিতে যাইতে লাগিলেন। ক্রমে সূর্যাস্ত হইল। মহিষী একটী স্থান মনোনীত করিয়া স্কন্ধাবার স্থাপন করাইলেন; মহাসত্ত্ব একটা বৃক্ষের মূলে গিয়া সেখানে রাত্রি যাপন করিলেন এবং পরদিন প্রাতঃকৃত্য সম্পাদনপূর্ব্বক আবার পথ চলিতে আরম্ভ করিলেন। সীবলি সৈনিকদিগকে পশ্চাতে আসিতে আজ্ঞা দিয়া নিজে তাঁহার অনুগমন করিলেন। তাঁহারা ভিক্ষাচর্য্যার বেলায় থূণা-নামক এক নগরে উপস্থিত হইলেন। ঐ সময়ে এক ব্যক্তি নগরের মধ্যবর্ত্তী মাংসবিপণি হইতে একটা বড় মাংসপিণ্ড কিনিয়া উহা শূলদ্বারা অঙ্গারে পাক করিয়া জুড়াইবার জন্য একখানা তক্তার একপ্রান্তে রাখিয়া দিয়াছিল। সে অন্যমনস্ক হইলে একটা কুকুর ঐ মাংস লইয়া পলায়ন করিল। লোকটা কুকুরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়া নগরের বাহিরে দক্ষিণদ্বার পর্য্যন্ত গেল; শেষে ক্লান্ত হইয়া ফিরিল। রাজা ও রাণী কুকুরটার সম্মুখে আসিয়া দুই জনে দুই দিকে গেলেন; কুকুর ভয়ে মাংস ফেলিয়া পলাইয়া গেল; ইহা দেখিয়া মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, 'কুকুরটা মাংস ফেলিয়া ও ইহার আশা ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছে; এই মাংসের অন্য কোন স্বামী যে আছে, তাহাও জানা যায় না; এইরূপ সর্ব্বদোষ-বিবর্জ্জিত ধূলিমিশ্রিত খাদ্য ত আর নাই! অতএব আমি ইহাই আহার করিব।' তিনি ঝুলি হইতে মৃৎপাত্র বাহির করিলেন, সেই মাংসখণ্ড তুলিয়া উহা হইতে ধূলি পুছিলেন, উহা পাত্রে লইলেন এবং যেখানে জল আছে, এমন কোন মনোরম স্থানে গিয়া পরিতোষসহকারে ভোজন করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া রাণী চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'ইনি যদি রাজ্যাভিলাষী হইতেন, তবে ঈদৃশ ধূলিমিশ্রিত ঘৃণাজনক কুক্কুরোচ্ছিষ্ট মাংসপিণ্ড ভোজন করিতেন না। ইনি আর আমাদের প্রভু হইবেন না।' তিনি বলিলেন, "প্রভু মহারাজ, আপনি এমন কদর্য্য খাদ্য ভক্ষণ করিতেছেন!" মহাসত্ত্ব বলিলেন, "দেবি, তুমি অজ্ঞানান্ধতাবশতঃ এই পিণ্ডপাতের বিশিষ্ট গুণ দেখিতে পারিতেছ না।' যেখানে ঐ মাংস খণ্ড পতিত হইয়াছিল, সেইদিকে পুনঃ পুনঃ দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি উহা অমৃতজ্ঞানে ভোজন করিলেন এবং মুখ প্রক্ষালন করিয়া হাত পা ধুইলেন। তখন দেবী তাঁহার নিন্দা করিয়া বলিলেন,

১৫৪। চতুর্থ ভোজন কালে* খাদ্য না পাইলে
ক্ষুধার জ্বালায় লোকে মরে অনশনে,
তথাপি সদবংশজাত সৎপুরুষগণ
ধূলিতে আচ্ছন্ন হেন জঘন্য আহার
গ্রহণ করিয়া কভু না রাখেন প্রাণ।
এ নয় উচিত তব; এ নয় শোভন,
খাইলে কুক্কুরোচ্ছিষ্ট তুমি, নরমণি।

মহাসত্ত্ব বলিলেন,

১৫৫। গৃহী বা কুক্কুরে যাহা করে পরিত্যাগ,
অভক্ষ্য, সীবলি, তাহা নয় ত আমার।
ধর্ম্মানুমোদিত লাভ হয় যে খাদ্যের,
তাহাই ভোজনযোগ্য; দোষ নাই তার।

পরস্পর এইরূপ কথাবার্ত্তা বলিতে বলিতে তাঁহারা নগরদ্বারে উপস্থিত হইলেন। সেখানে বালক বালিকারা খেলা করিতেছিল। একটী বালিকা একখানি ছোট কুলো

* তিন দিন অন্তে প্রতি চতুর্থ দিনে একবার ভোজন করাকে 'চতুর্থ ভোজন' বলে। এই প্রসঙ্গে কুণালজাতকের অনুবাদে (পঞ্চম খণ্ড, ২০৮ম পৃষ্ঠে) ভ্রমক্রমে 'তিন দিন' না লিখিয়া 'চারিদিন' এবং 'চতুর্থ দিনে' না লিখিয়া 'পঞ্চম দিনে' লেখা হইয়াছে।

লইয়া বালি ঝাড়িতেছিল। তাহার এক হাতে ছিল একটা বালা, এক হাতে ছিল দুইটা বালা। শেষোক্ত হস্তের বলয়দ্বয় পরস্পরের বিঘট্টনে শব্দ করিতেছিল; অপর হস্তের বলয়টী নিঃশব্দ ছিল। রাজা ইহার কারণ বুঝিতে পারিয়া ভাবিলেন, 'সীবলি আমার পশ্চাতে পশ্চাতে আসিতেছেন; স্ত্রীই কিন্তু প্রব্রাজকদিগের মলস্বরূপ।* আমি প্রব্রজ্যাগ্রহণ করিয়াও ভার্য্যা ত্যাগ করিতে পারি নাই, এজন্য লোকে আমার নিন্দা করিতেছে। যদি এই বালিকা বুদ্ধিমতী হয়, তবে এ সীবলিকে প্রতিনিবর্ত্তনের হেতু বুঝাইয়া দিবে। ইহার উত্তর শুনিয়া আমি সীবলীকে বিদায় দিব।' এই সঙ্কল্প করিয়া মহাসত্ত্ব বলিলেন।

১৫৬। মায়ের কোলের ধনা! সুন্দর বলয় হাতে; বাছা, তুমি বল ত আমায়,
এক হাতে শব্দ হয়; কিন্তু অন্য হাতে তব শব্দ কেন শুনা নাহি যায়?

বালিকা বলিল,

১৫৭। শ্রমণ, এ হাতে মোর বান্ধা আছে দুইটা বলয়;
ঠোকাঠুকি করে তারা, তাহাতেই শব্দ এই হয়।
সেই মত এ জগতে দ্বিতীয় যাহার সঙ্গে থাকে,
বিবাদে, কলহে সদা অশান্তি ভুঞ্জিতে হয় তাকে।
১৫৮। শ্রমণ, অপর হাতে বান্ধা আছে একটী বলয়;
দ্বিতীয় অভাবে সেটী মৌন ও নিঃশব্দভাবে রয়।
১৫৯। দ্বিতীয় থাকিলে সঙ্গে ঘটিবেক বিবাদ নিশ্চিত
একাকী যে, কার সঙ্গে বিবাদে সে হইবে প্রবৃত্ত?
স্বর্গলাভহেতু যার হইয়াছে বাসনা অন্তরে
একাকে স্থাপিয়া মতি একাকী সে বিচরণ করে।

সেই অল্পবয়স্কা কুমারীর উত্তর শুনিয়া মহাসত্ত্ব সীবলিকে উপদেশ দিবার অবসর পাইলেন। তিনি বলিলেন।

১৬০। শুনিলে ত, ভদ্রে, তুমি কথা বালিকার; দাসী যে, সেও ত মোরে দিতেছে ধিক্কার।
বনিতাদ্বিতীয় প্রব্রাজক যেই জন, সেই হয় এইরূপ নিন্দার ভাজন।
১৬১। গিয়াছে এখান হ'তে দুই দিকে পথ, পথিকেরা যাহা দিয়া করে যাতায়াত।
যে পথে তোমার ইচ্ছা, যাও তুমি চলি, প্রস্থান করিব আমি অন্য পথ ধরি।
আমি তব পতি, ইহা ভেব না ক আর; ভাবিব না তুমিও যে ঘরণী আমার।

এই কথা শুনিয়া সীবলি বলিলেন, "প্রভু, আপনি এই উৎকৃষ্ট দক্ষিণ পথে অগ্রসর হউন, আমি বাম পথ অবলম্বন করিব।" তিনি রাজাকে প্রণাম করিয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেন; কিন্তু শোকসংবরণ না করিতে পারিয়া ফিরিয়া রাজার সঙ্গেই নগরে প্রবেশ করিলেন।

[এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বর্ণন করিবার জন্য শাস্তা অর্দ্ধগাথা বলিলেন:—
১৬২। করিতে করিতে হেন কথোপকথন,† প্রবেশিলা থূণায় তাঁহারা দুইজন।

নগরে প্রবেশ করিয়া মহাসত্ত্ব ভিক্ষাচর্য্যা করিতে করিতে এক ইষুকারের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন। সীবলি দেবী একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ঐ সময়ে ইষুকারক একটা বাণ আগুনের হাঁড়িতে রাখিয়া তাহা কাঞ্জিক দ্বারা ভিজাইতেছিল এবং একটা চক্ষু বুজিয়া

* তুঃ-"ইত্থি মলং ব্রহ্মচরিয়স্স।"

† মূলে 'উপসেনিয়ে' আছে। "মাতরং উপগম্য সয়নিকা" অর্থাৎ যে বালিকা মায়ের কোলে শুইয়া থাকে, তাহাকে উপসেনিয়া বলা যায়। ইহা একপ্রকার স্নেহসম্ভাষণ।

আর একটা দ্বারা দেখিয়া উহা সোজা করিতেছিল। ইহা দেখিয়া মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, 'যদি এই লোকটা বিজ্ঞ হয়, তবে এরূপ করিবার প্রকৃত কারণ বলিতে পারিবে। ইহাকে জিজ্ঞাসা করা যাউক।' এই উদ্দেশ্যে তিনি ইষুকারকের নিকট গেলেন।

। এই বৃত্তান্ত সুস্পষ্টভাবে বর্ণন করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

১৬৩। ইষুকারকের কক্ষে ভোজনবেলায়
উপস্থিত হন রাজা ; সে ব্যক্তি তখন
নিমীলিয়া এক চক্ষু, অপাঙ্গদৃষ্টিতে
অন্য চক্ষুদ্বারা ইষু ছিল নিরখিতে।

মহাসত্ত্ব বলিলেন,

১৬৪। ইষুকার, তুমি এক চক্ষু নিমীলিয়া
নিরীক্ষণ করিতেছ অপাঙ্গদৃষ্টিতে
অন্য চক্ষুদ্বারা ইষু ; বোধ হয় মোর,
ঠিক এতে দেখিতে না পাইতেছ তুমি

ইষুকার বলিল,

১৬৫। দুই চক্ষুদ্বারা যদি করহ দর্শন,
সকল(ই) বিশালরূপে হয় দৃশ্যমান ,
কোন্ অংশে আছে বাঁকা বুঝা নাহি যায়
ঠিক সোজা করি গড়া অসম্ভব হয়।
১৬৬। কিন্তু নিমীলিয়া যদি কেহ চক্ষু এক

অপাঙ্গদৃষ্টিতে ইষু দেখি বার বার,
কোন্ অংশ বাঁকা তাহা বুঝিতে পারিয়া
সোজা করি গড়ি ইষু ; না ঘটে ব্যত্যয়।
১৬৭। একত্র থাকিলে দুই হয় পরস্পর
বিবাদে নিরত তারা ; একাকী যে জন,
কার সঙ্গে বিবাদে সে হইবে প্রবৃত্ত ?
স্বর্গলাভহেতু যার বাসনা অন্তরে,
একাকী থাকিয়া সেই বিচরণ করে।

মহাসত্ত্বকে এই উপদেশ দিয়া ইষুকার নীরব হইল। তিনি পিণ্ডাচর্য্যা করিয়া মিশ্রখাদ্য * সংগ্রহপূর্ব্বক নগরের বাহিরে গেলেন এবং যেখানে জল আছে, এমন কোন রমণীয় স্থানে উপবেশন করিয়া ভোজন সম্পন্ন করিলেন। অনন্তর তিনি ঝুলির মধ্যে পাত্রটী রাখিয়া সীবলিকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন,

১৬৮। ইষুকার বলিল যা', শুনিলে ত তুমি ;
দাস যে, সেও ত মোরে দিতেছে ধিক্কার।
বনিতাদ্বিতীয় প্রব্রাজক যেই জন,
সেই হয় এইরূপ নিন্দার ভাজন।

১৬৯। গিয়াছে এখান হ'তে দুই দিকে পথ, পথিকেরা যাহা দিয়া করে যাতায়াত।
যে পথে তোমার ইচ্ছা যাও তুমি চলি ; প্রস্থান করিব আমি অন্য পথ ধরি।
আমি তব পতি ইহা ভেব না ক আর ; ভাবিব না তুমিও যে ঘরণী আমার।

---

* ভিক্ষুদের পাত্রে গৃহীরা কটু, অম্ল, মধুর প্রভৃতি নানাবিধ খাদ্য নিক্ষেপ করে ; এজন্য ঐ খাদ্য মিশ্রখাদ্য নামে অভিহিত।

'আমি তব পতি, ইহা ভেব না ক আর', মহাসত্ত্ব একথা বলিলেও সীবলি তাঁহার অনুগমন করিয়াই চলিলেন। কিন্তু তিনি রাজাকে ফিরাইতে পারিলেন না। জনসঙ্ঘও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। ক্রমে বনভূমি নিকটবর্ত্তী হইল; মহাসত্ত্ব বনের নীলিমা দেখিতে পাইয়া মহিষীকে নিবর্ত্তন করাইবার ইচ্ছা করিলেন। তিনি যাইতে যাইতে পথের ধারে মুঞ্জ তৃণ দেখিয়া তাহা হইতে একটা কাণ্ড ছিঁড়িয়া লইলেন এবং সীবলিকে বলিলেন, "দেখ, এই কাণ্ডটা আর যুড়িতে পারা যায় না; এইরূপ, তোমার সঙ্গেও আমার আর সহবাস সম্ভবপর নয়।" অনন্তর তিনি এই অর্দ্ধগাথা বলিলেন:

১৭০। ছিন্না মুঞ্জযষ্টিবৎ একাকিনী বিহর, সীবলি।

ইহা শুনিয়া সীবলি বুঝিলেন, এখন হইতে তিনি আর রাজেন্দ্র মহাজনকের সহবাস করিতে পারিবেন না। তিনি শোকবেগ ধারণে অসমর্থ হইয়া উভয় হস্তে বক্ষঃস্থলে আঘাত করিতে করিতে রাজপথে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। তিনি সংজ্ঞাহীনা হইয়াছেন দেখিয়া মহাসত্ত্ব নিজের পদচিহ্ন বিলোপ করিতে করিতে অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। অমাত্যেরা আসিয়া সীবলির শরীরে জল সেচন করিলেন এবং হস্তপাদ পরিমর্দ্দন করিয়া তাঁহার মূর্চ্ছাপনোদন করিলেন। তিনি চৈতন্যলাভ করিয়াই জিজ্ঞাসিলেন, 'রাজা কোথায়?" অমাত্যেরা বলিলেন, "আপনি কি জানেন না, মা?" সীবলি বলিলেন, "বাবা সকল, শীঘ্র তাঁহার খোঁজ কর।" অমাত্যেরা ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিলেন, কিন্তু রাজার দেখা পাইলেন না। সীবলি মহাপরিদেবন করিতে লাগিলেন, রাজা যেখানে শেষে দাঁড়াইয়াছিলেন, সেখানে একটী চৈত্য নির্ম্মাণ করাইয়া গন্ধমালাদি দ্বারা তদীয় পূজা করিলেন এবং শোকভারাক্রান্ত হৃদয়ে রাজধানীর অভিমুখে চলিলেন।

মহাসত্ত্ব হিমালয়ে প্রবেশ করিয়া এক সপ্তাহের মধ্যেই অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ লাভ করিলেন। তিনি আর মনুষ্যপথে ফিরিলেন না। যেখানে ইষুকারকের সঙ্গে তাঁহার আলাপ হইয়াছিল, যেখানে কুমারীর সহিত তাঁহার আলাপ হইয়াছিল, যেখানে তিনি মাংস পরিভোজন করিয়াছিলেন, যেখানে তিনি মৃগাজিনের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিয়াছিলেন, যেখানে নারদের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎকার হইয়াছিল, সীবলিদেবী এই সকল স্থানে এক একটী চৈত্য নির্ম্মাণ করাইয়া গন্ধমালাদি দ্বারা পূজা করিলেন এবং চতুরঙ্গিণী সেনাপরিবৃত হইয়া মিথিলায় ফিরিয়া গেলেন। সেখানে আম্রকাননে তিনি পুত্রের অভিষেক সম্পাদন করিলেন এবং তাঁহাকে চতুরঙ্গিণী সেনাসহ নগরে প্রেরণপূর্ব্বক নিজে ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া ঐ উদ্যানেই বাস করিতে লাগিলেন। তিনি অচিরে কৃৎস্নপরিকর্ম্ম দ্বারা ধ্যান অভ্যাস করিলেন এবং ব্রহ্মলোকপরায়ণ হইলেন।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা বলিলেন, ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও তথাগত মহাভিনিষ্ক্রমণ করিয়াছিলেন।

সমবধান—তখন উৎপলবর্ণা ছিলেন সেই সমুদ্রদেবতা; সারিপুত্র ছিলেন নারদ, মৌদ্গল্যায়ন ছিলেন মৃগাজিন, ক্ষেমা ভিক্ষুণী ছিলেন সেই কুমারী, আনন্দ ছিলেন সেই ইষুকার, রাহুল ছিলেন দীর্ঘায়ুঃকুমার, রাজকুলের মাতাপিতা ছিলেন সেই মাতাপিতা এবং আমি ছিলাম মহাজনক নরেন্দ্র]।

৫৪০—শ্যাম-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে কোন মাতৃপোষক ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। শ্রাবস্তী নগরে অষ্টাদশকোটি ধনশালী কোন শ্রেষ্ঠিপরিবারে একটীমাত্র পুত্র জন্মিয়াছিল; কাজেই সে মাতাপিতার অতি প্রিয় ও প্রীতিভাজন ছিল। সে একদিন প্রাসাদোপরি অবস্থিত হইয়া বাতায়ন উদ্ঘাটনপূর্ব্বক দেখিতে পাইল,

বহুলোক গন্ধমালাদি হাতে লইয়া ধর্ম্মশ্রবণার্থ জেতবনে যাইতেছে। ইহাতে তাহারও জেতবনে যাইতে ইচ্ছা হইল; সে গন্ধমালাদি লইয়া বিহারে গিয়া ভিক্ষুসঙ্ঘকে বস্ত্র-ভৈষজ্য-পানীয়াদি দান করিল এবং গন্ধমালাদিদ্বারা ভগবানের পূজা করিয়া একান্তে উপবিষ্ট হইল। ধর্ম্মকথা শুনিয়া সে কামাদি রিপুর দোষ এবং প্রব্রজ্যার গুণ বুঝিতে পারিল এবং সভা হইতে উঠিয়া ভগবানের নিকট প্রব্রজ্যা যাচ্ঞা করিল। ভগবান্ বলিলেন, "যে মাতাপিতার অনুমতি পায় নাই, তথাগতগণ তাহাকে প্রব্রজ্যা দান করেন না।" ইহা শুনিয়া যে গৃহে ফিরিয়া সপ্তাহকাল অনশনে থাকিয়া মাতাপিতার অনুমতি লাভ করিল এবং জেতবনে গিয়া পুনর্ব্বার প্রব্রজ্যা চাহিল। শাস্তা এক ভিক্ষুকে আজ্ঞা দিলেন; সেই ভিক্ষু শ্রেষ্ঠিকুমারকে প্রব্রজ্যা দান করিলেন।

প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া শ্রে ত্র মহালাভ ও সম্মান পাইলেন। তিনি আচার্য্য ও উপাধ্যায়ের সেবা করিয়া উপসম্পদা লাভ করিলেন। তিনি পাঁচ বৎসরে সমস্ত ধর্ম্মগ্রন্থ আয়ত্ত করিলেন। ইহার পর তিনি ভাবিতে লাগিলেন, 'আমি এই জনবহুল স্থানে অবস্থিতি করিতেছি; ইহা আমার পক্ষে যুক্তিসঙ্গত নহে।' তিনি অরণ্যবাসে বিদর্শনধুর * পরিপূরণার্থ (অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে অন্তর্দৃষ্টি লাভের আশায়) উপাধ্যায়ের নিকট কর্ম্মস্থান গ্রহণপূর্ব্বক কোন প্রত্যন্তগ্রামে গমন করিলেন এবং সেখানে অরণ্যে বাস করিতে লাগিলেন। এই অরণ্যে তিনি বিদর্শন উৎপাদনের জন্য বার বৎসর যথাসাধ্য চেষ্টা ও পরিশ্রম করিলেন, কিন্তু উহা লাভ করিতে পারিলেন না।

এদিকে তাঁহার মাতাপিতা কালক্রমে দুরবস্থাপন্ন হইলেন। যাঁহারা তাঁহাদের ক্ষেত্রে বা বাণিজ্যে নিয়োজিত ছিল, তাহারা দেখিল ঐ বংশে কোন পুত্র বা ভ্রাতা নাই যে, প্রাপ্য অর্থ আদায় করিতে পারে; কাজেই তাহারা স্ব স্ব হস্তগত ধন লইয়া যাহার যেখানে ইচ্ছা পলায়ন করিল, গৃহের দাসভৃত্যগণও স্বর্ণরৌপ্যাদি লইয়া পলাইয়া গেল. শেষে শ্রেষ্ঠিদম্পতি এমন নিঃস্ব হইলেন যে, তাঁহাদের হাত ধুইবার পাত্রটী পর্য্যন্ত রহিল না; তাঁহারা বাড়ী ঘর বিক্রয় করিলেন, তাঁহাদের মাথা রাখিবার স্থান পর্য্যন্ত গেল; তাঁহারা নিতান্ত দীনদশাপন্ন হইয়া ছিন্নবস্ত্র পরিয়া খর্পরহস্তে ভিক্ষা করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে একজন ভিক্ষু জেতবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া শ্রেষ্ঠিপুত্রের সেই অরণ্যবাসে উপস্থিত হইলেন। শ্রেষ্ঠিপুত্র তাঁহার আতিথ্যকৃত্য করিলেন এবং তিনি সুখাসীন হইলে জিজ্ঞাসিলেন, "আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন?" ভিক্ষু উত্তর দিলেন, "জেতবন হইতে।" তখন শ্রেষ্ঠিপুত্র শাস্তা ও মহাশ্রাবকাদি সুস্থ আছেন কি না জিজ্ঞাসা করিয়া নিজের মাতাপিতার কথা তুলিলেন। তিনি বলিলেন, "ভদন্ত, শ্রাবস্তীর অমুক শ্রেষ্ঠিকুলের সুসংবাদ ত?" ভিক্ষু উত্তর দিলেন, "ভাই, সেই শ্রেষ্ঠিকুলের কথা আর জিজ্ঞাসা করিও না।" "কেন, ভদন্ত?" "ভাই, সেই শ্রেষ্ঠিকুলে না কি একটীমাত্র পুত্র জন্মিয়াছিল; সে বৌদ্ধশাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছে; তাহার প্রব্রজ্যাগ্রহণের সময় হইতে এই পরিবারের অবস্থা হীন হইতে আরম্ভ হয়। কর্ত্তা ও কর্ত্রী দুইজনে জনসাধারণের কৃপাপাত্র হইয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছেন।" ভিক্ষুর কথা শুনিয়া শ্রেষ্ঠিপুত্র আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না; তিনি অশ্রুপূর্ণনেত্রে রোদন করিতে লাগিলেন। ভিক্ষু জিজ্ঞাসিলেন, "ভাই, কাঁদিতেছ কেন?" "ভদন্ত, সেই দুই ব্যক্তি আমার মাতাপিতা; আমি তাঁহাদের পুত্র।" "ভাই, তোমার দোষেই তোমার মাতাপিতার সর্ব্বনাশ হইয়াছে; যাও, এখন গিয়া তাঁহাদের রক্ষণাবেক্ষণ কর।" ইহা শুনিয়া শ্রেষ্ঠিপুত্র ভাবিলেন, 'আমি এই বার বৎসর অবিরত চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়াও, কি মার্গ, কি মার্গফল, কিছুই লাভ করিতে পারি নাই। আমি, বোধ হয় ইহাতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। প্রব্রজ্যায় আমার কি ফল? আমি গৃহী হইয়া মাতাপিতার পোষণ করিব, দান দিব এবং এই উপায়েই স্বর্গপরায়ণ হইব।' এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি অরণ্যস্থ কুটীরখানি স্থবিরকে দান করিয়া পরদিন গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং চলিতে চলিতে শ্রাবস্তীর অবিদূরে জেতবনের পৃষ্ঠদেশস্থ বিহারে উপনীত হইলেন। সেখান হইতে একটী পথ শ্রাবস্তীর দিকে এবং একটী পথ জেতবনের দিকে গিয়াছিল। শ্রেষ্ঠিপুত্র সেখানে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলেন, 'প্রথমে মাতাপিতাকে দর্শন করি, কি দশবলকে দর্শন করি? মাতাপিতাকে পূর্ব্বে বহুদিন দেখিয়াছি; কিন্তু এখন হইতে বুদ্ধদর্শন আমার পক্ষে দুর্লভ হইবে। অতএব আজ সম্যক্সম্বুদ্ধকে দেখিয়া এবং ধর্ম্মকথা শুনিয়া কাল প্রাতঃকালেই মাতাপিতাকে দর্শন করিব।' ইহা স্থির করিয়া তিনি শ্রাবস্তীর পথ ছাড়িয়া সায়াহ্ন সময়ে জেতবনে প্রবেশ করিলেন।

ঐ দিন প্রত্যূষকালে শাস্তা সকল ভুবন অবলোকন করিতে করিতে দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, সেই কুলপুত্রের অর্হত্বপ্রাপ্তির সময় আসিয়াছে। তাঁহার আগমনকালে শাস্তা মাতৃপোষক সূত্র দ্বারা মাতাপিতার গুণ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। শ্রেষ্ঠিপুত্র ভিক্ষুসভার একপ্রান্তে অবস্থিত হইয়া ধর্ম্মকথা শুনিতে শুনিতে ভাবিলেন, "আমি গৃহী হইলে মাতাপিতার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারিব বটে, কিন্তু শাস্তা বলিতেছেন যে,

---

* ধুর—ভার। ইহা দ্বিবিধ—গ্রন্থধুর ও বিদর্শনধুর অর্থাৎ শিক্ষা এবং অন্তর্দৃষ্টি বা ধ্যান।

প্রব্রাজিত পুত্রও মাতাপিতার উপকার করিতে সমর্থ। আমি পূর্ব্বে শাস্তাকে দর্শন না করিয়াই (অরণ্যে) গিয়াছিলাম; কাজেই এরূপ প্রব্রজ্যার অঙ্গহানি হইয়াছিল; এখন আমি গৃহী না হইয়াও প্রব্রজ্যায় থাকিয়াই মাতাপিতার ভরণপোষণ করিব।" এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি শলাকা লইয়া শলাকাভক্ত এবং শলাকা-যবাগূ গ্রহণ করিলেন; কিন্তু তাঁহার বোধ হইতে লাগিল যে, দ্বাদশ বৎসর অরণ্যে বাস করিয়া তিনি ভিক্ষুসঙ্ঘ হইতে নিষ্কাসনার্হ হইয়াছেন। তিনি পরদিন প্রাতঃকালেই শ্রাবস্তীতে গমন করিলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন, 'আমি প্রথমে যবাগূই গ্রহণ করিব, না মাতাপিতাকে দর্শন করিব?' তিনি দেখিলেন, যাঁহারা দীনহীন, তাঁহাদের নিকট রিক্তহস্তে যাওয়া উচিত নহে। এজন্য তিনি যবাগূ গ্রহণ করিয়া বৃদ্ধ ও বৃদ্ধার পুরাতন গৃহদ্বারে গমন করিলেন। তাঁহার মাতাপিতা তখন যবাগূ ভিক্ষা করিয়া সম্মুখবর্ত্তী প্রাচীরের নিকটে বসিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে এই অবস্থায় দেখিয়া শ্রেষ্ঠিপুত্র সাতিশয় দুঃখিত হইলেন; তিনি সাশ্রুনয়নে তাঁহাদের নিকটে গিয়া দাঁড়াইলেন। শ্রেষ্ঠিদম্পতী তাঁহাকে দেখিয়াও চিনিতে পারিলেন না। তাঁহার মাতা ভাবিলেন, লোকটা বুঝি ভিক্ষার আশায় দাঁড়াইয়া আছে। তিনি বলিলেন, 'ভদন্ত, আপনাকে দিবার উপযুক্ত আমাদের কিছুই নাই; আপনি অন্যত্র ভিক্ষা করুন গিয়া।" মাতার কথায় শ্রেষ্ঠিপুত্রের হৃদয় শোকে পরিপূর্ণ হইল; কিন্তু তাহা সংবরণপূর্ব্বক তিনি সাশ্রুনয়নে সেখানেই দাঁড়াইয়া থাকিলেন; বৃদ্ধা তাঁহাকে দুই তিনবার অন্যত্র যাইতে অনুরোধ করিলেন; কিন্তু তিনি দাঁড়াইয়াই রহিলেন। তখন তাঁহার পিতা বলিলেন, "ভদ্রে, গিয়া দেখ ত, এই ব্যক্তি তোমার পুত্র কি না।" বৃদ্ধা পুত্রের কাছে গিয়া তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন এবং তাঁহার পাদমূলে পড়িয়া পরিদেবন করিতে লাগিলেন। তাঁহার পিতাও ঐরূপ করিলেন; সেখানে শোকের মহোচ্ছ্বাস হইল। পুত্রও মাতাপিতার দুর্দ্দশা দেখিয়া আর আত্ম-সংবরণ করিতে পারিলেন না; তিনি অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। অতঃপর শোকবেগ কথঞ্চিৎ প্রশমিত করিয়া তিনি বলিলেন, "আপনাদের কোন চিন্তা নাই; আমি আপনাদিগের ভরণপোষণ করিব।" মাতাপিতাকে এই আশ্বাস দিয়া তিনি তাঁহাদিগকে যবাগূ পান করাইলেন, কিয়ৎক্ষণ তাঁহাদের পার্শ্বে বসিয়া রহিলেন, পুনর্ব্বার ভিক্ষা আহরণ করিয়া তাঁহাদিগকে ভোজন করাইলেন; অনন্তর নিজের জন্য আবার ভিক্ষা করিলেন, তাঁহাদের নিকটে গিয়া, আর খাইবেন কি না, জিজ্ঞাসা করিলেন এবং নিজের আহার সম্পাদন করিয়া তাঁহাদেরই অবিদূরে বাস করিতে লাগিলেন। ঐদিন হইতে তিনি উক্ত প্রকারে মাতাপিতাকে পোষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি যে ভিক্ষা পাইতেন, এমন কি, প্রতিপক্ষে যে খাদ্যাদি পাইতেন,* সমস্তই তাঁহাদিগকে দিতেন এবং আবার ভিক্ষা করিয়া কিছু পাইতেন ত তাহাই নিজে খাইতেন। লোকে তাঁহাকে বর্ষাবাসের জন্য যে খাদ্য দিত, বা তিনি অন্য যাহা কিছু পাইতেন, তাহাও মাতাপিতাকে দিতেন। তাঁহারা পরিধানের পর যে সকল জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ করিতেন, তিনি ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া সেগুলিতে রং দিয়া নিজে পরিধান করিতেন। তিনি অল্পদিনই ভিক্ষা পাইতেন, বহুদিন পাইতেন না। তাঁহার অন্তর্ব্বাস ও বহির্ব্বাস অতি রূক্ষ হইল; মাতাপিতার পোষণ করিতে করিতে তাঁহার শরীর ক্রমে নিতান্ত কৃশ ও পাণ্ডুবর্ণ হইল। তাঁহার এই দশা দেখিয়া বন্ধুবয়স্যেরা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই, পূর্ব্বে তোমার দেহ সোণার মত উজ্জ্বল ছিল; এখন পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছ; তোমার কোন পীড়া হইয়াছে কি?" তিনি উত্তর দিলেন, "না ভাই, আমার কোন পীড়া হয় নাই; কিন্তু একটা বিঘ্ন ঘটিয়াছে।" তিনি বন্ধুদিগকে সমস্ত ব্যাপার খুলিয়া বলিলেন। বন্ধুরা বলিলেন, "উপাসকেরা শ্রদ্ধাবশে যাহা দান করে, শাস্তা তাহা নষ্ট করিতে নিষেধ করিয়াছেন; তুমি সেই শ্রদ্ধাদত্ত-দ্রব্য গৃহীদিগকে দান করিয়া ন্যায়বিরুদ্ধ কার্য্য করিতেছ।" ইহা শুনিয়া শ্রেষ্ঠিপুত্র লজ্জায় অধোবদন হইলেন। বন্ধুরা কিন্তু ইহাতেও সন্তুষ্ট হইলেন না; তাঁহারা শাস্তার নিকটে গিয়া বলিলেন, "ভদন্ত, অমুক ভিক্ষু গৃহীদিগকে পোষণ করিয়া শ্রদ্ধাদত্ত দ্রব্যের অপচয় করিতেছেন।" শাস্তা সেই কুলপুত্রকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সত্যই কি তুমি শ্রদ্ধাদত্ত দ্রব্য দ্বারা গৃহীদিগের পোষণ করিতেছ?" শ্রেষ্ঠিপুত্র উত্তর দিলেন, "হাঁ, ভদন্ত; একথা সত্য।" তাঁহার সৎক্রিয়ার মাহাত্ম্য বর্ণন করিবার এবং নিজের পূর্ব্বজন্মাচরিত কার্য্য প্রকটিত করিবার অভিপ্রায়ে শাস্তা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি যে গৃহীদিগের পোষণ করিতেছ, তাহারা কে?" শ্রেষ্ঠিপুত্র বলিলেন, "ভদন্ত, তাঁহারা আমার মাতা ও পিতা।" ইহা শুনিয়া তাঁহার উৎসাহবর্দ্ধনার্থ শাস্তা "সাধু", "সাধু", "সাধু" বলিয়া তিনবার সাধুকার দিলেন এবং বলিলেন, "পূর্ব্বে আমি যে পথে চরিয়াছিলাম, তুমিও সেই পথ ধরিয়াছ। আমিও পূর্ব্বে ভিক্ষাচর্য্যা দ্বারা মাতাপিতার পোষণ করিয়াছিলাম।" শাস্তার এই কথায় শ্রেষ্ঠিপুত্রের মনে উৎসাহ সঞ্চারিত হইল। অনন্তর ভিক্ষুদিগের প্রার্থনায় নিজের পূর্ব্বচরিত-বর্ণনার্থ শাস্তা সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

---

* 'পক্ষিকভক্তাদি'—প্রতিপক্ষে ভিক্ষুদিগকে বিহার হইতে বিশিষ্ট ভক্তাদি দিবার প্রথা ছিল। পাঁচ প্রকার ভক্তের উল্লেখ দেখা যায়—নিত্য ভক্ত, শলাকা ভক্ত, পাক্ষিক ভক্ত, পোষধিক ভক্ত ও প্রাতিপদিক ভক্ত।

পুরাকালে বারাণসীর নিকটে নদীর এপারে এক খানি এবং ওপারে একখানি নিষাদ-গ্রাম ছিল। প্রত্যেক গ্রামে পঞ্চশত নিষাদপরিবার বাস করিত এবং প্রত্যেক গ্রামে এক জন নিষাদজ্যেষ্ঠক ছিল। এই উভয় নিষাদজ্যেষ্ঠকের মধ্যে বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল। তাহারা যৌবনে অঙ্গীকার করিয়াছিল যে, তাহাদের একজনের কন্যা ও একজনের পুত্র জন্মিলে ঐ পুত্র ও কন্যাকে পরস্পর বিবাহসূত্রে বদ্ধ করিবে।

নদীর এপারে যে নিষাদজ্যেষ্ঠক বাস করিত, কালক্রমে তাহার একটী পুত্র জন্মিল। এই শিশু যখন ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল, তখন তাহাকে একখণ্ড সূক্ষ্মবস্ত্রের উপর ধরা হইয়াছিল, এই জন্য তাহার নাম রাখা হইল দুকূলক। অপর নিষাদজ্যেষ্ঠকের একটী কন্যা জন্মিল; সে নদীর অপর পারে জন্মিয়াছিল বলিয়া তাহার নাম রাখা হইল পারিকা। এই শিশুদ্বয় উভয়েই পরমসুন্দর ও হেমকান্তি হইল, নিষাদকুলে জন্মিয়াও তাহারা প্রাণিহত্যা করিত না। ক্রমে যখন তাহাদের বয়স্ ষোল বৎসর হইল, তখন দুকূলককুমারের মাতাপিতা বলিল, "বৎস, তোমার জন্য একটী পাত্রী আনয়ন করিব। দুকূলককুমার ব্রহ্মলোক ত্যাগ করিয়া মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিল; তাহার মনে পাপের লেশমাত্র ছিল না, সে উভয় কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া বলিল, "আমার গৃহবাসে রুচি নাই; আপনারা এমন আজ্ঞা করিবেন না।' তাহার মাতাপিতা পুনঃ পুনঃ বলিলেও সে গার্হস্থ্যধর্ম্ম গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিল না।

পারিকা কুমারীর মাতাপিতা যখন তাহাকে বলিল, "বৎসে, আমাদের বন্ধুর এক পুত্র আছে; সে পরমসুন্দর; তাহার বর্ণ স্বর্ণের মত উজ্জ্বল, আমরা তোমাকে তাহারই হস্তে সম্প্রদান করিব." তখন সেও কাণে আঙ্গুল দিয়া ঐরূপ উত্তর দিল, কারণ সেও ব্রহ্মলোক হইতে আসিয়াছিল।

দুকূলক গোপনে পারিকাকে বলিয়া পাঠাইল, "যদি তোমার মৈথুনে অভিরুচি থাকে, তবে অন্য কাহারও গৃহে গমন কর, কারণ আমার মৈথুনে প্রবৃত্তি নাই।" পারিকাও দুকূলককে এইরূপ কথাই বলিয়া পাঠাইল। কিন্তু তাহাদের ইচ্ছা না থাকিলেও নিষাদ-জ্যেষ্ঠকদ্বয় তাহাদিগকে পরস্পরের সহিত বিবাহসূত্রে বদ্ধ করিল। তাহারা দুই জনেই কামসমুদ্রে অবতরণ না করিয়া একই গৃহে মহাব্রহ্মের ন্যায় বাস করিতে লাগিল।

দুকূলক মৎস্য, মৃগ প্রভৃতি মারিত না, এমন কি অন্যে মাংস আনিয়া দিলেও সে তাহা বিক্রয় করিত না। তাহার মাতাপিতা বলিল, "বাছা তুমি নিষাদকুলে জন্মিয়াছ; কিন্তু না চাও গৃহস্থালী করিতে, না চাও পশুপক্ষী মারিতে; তুমি কি করিবে, বল ত?" দুকূলক বলিল, "আপনারা আজ্ঞা দিলে আমি আজই প্রব্রজ্যা লইব।" "বেশ, তোমরা দুই জনেই যাও," বলিয়া তাহারা দুকূলক ও পারিকাকে বিদায় দিল। তাহারা মাতাপিতাকে প্রণাম করিয়া গঙ্গার তীর অবলম্বন করিয়া যাত্রা করিল এবং হিমালয়ে প্রবেশ করিল। যেখানে মৃগসম্মতা-নাম্নী নদী হিমালয় হইতে অবতরণ করিয়া গঙ্গার সহিত মিশিয়াছে, তাহারা সেখানে উপস্থিত হইয়া গঙ্গাত্যাগ করিল এবং মৃগসম্মতার অভিমুখে শৈলারোহণ করিতে লাগিল।

এই সময়ে শক্রভবন উত্তপ্ত হইল। শক্র ইহার কারণ জানিয়া বিশ্বকর্ম্মাকে সম্বোধন-পূর্ব্বক বলিলেন "বৎস, দুই জন মহাপ্রাণী নিষ্ক্রমণ করিয়া হিমালয়ে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। তাঁহারা যাহাতে উপযুক্ত বাসস্থান পান, তাহার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। তুমি মৃগসম্মতা নদীর অর্দ্ধ ক্রোশান্তরে * ইহাদের জন্য পর্ণশালা এবং প্রব্রাজক-ব্যবহার্য্য উপকরণাদি প্রস্তুত

* 'অড্‌ঢ কোসন্তরে'। নূতন পালি অভিধানে 'কোস' শব্দ এই প্রসঙ্গে 'কোষ' বা 'গৃহ' অর্থে ধরা হইয়াছে। কিন্তু দূরত্বনির্দ্দেশার্থ এ অর্থ গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না। কোস—ক্রোশ, এই অর্থ গ্রহণ করাই সমীচীন। পালিতেও 'অড্‌ঢ যোসন্তরে' এই পাঠান্তর আছে।

করিয়া রাখ।" বিশ্বকর্ম্মা 'যে আজ্ঞা' বলিয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন, মূকপঙ্গুজাতকে যেরূপ বলা হইয়াছে, ঠিক সেইরূপে সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া সেখান হইতে কর্কশরাবী পশুদিগকে তাড়াইয়া দিলেন এবং পদব্রজে যাতায়াত করিবার উপযোগী একপদিক পথ প্রস্তুত করিয়া স্বস্থানে প্রতিগমন করিলেন। দুকূলক ও পারিকা সেই পথ দেখিতে পাইয়া তাহা অনুসরণ করিয়া আশ্রমপদে উপনীত হইলেন। পর্ণশালায় প্রবেশ করিয়া দুকূলক প্রব্রাজকব্যবহার্য্য উপকরণসমূহ দেখিতে পাইয়া বুঝিলেন, শক্রই সে সমস্ত দান করিয়াছেন। তিনি পরিহিত বস্ত্র ত্যাগ করিয়া রক্তবল্কলের অন্তর্ব্বাস ও বহির্ব্বাস পরিধান করিলেন, স্কন্ধে অজিন ধারণ করিলেন এবং মস্তকে জটা প্রস্তুত করিলেন। এইরূপে ঋষিবেশ ধারণ করিয়া তিনি পারিকাকেও প্রব্রজ্যা দিলেন। অনন্তর তাঁহারা উভয়েই সেখানে বাস করিয়া কামাবচরলোক-লভ্যা * মৈত্রী চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মৈত্রীভাবনার প্রভাবে তত্রত্য পশু-পক্ষীরাও পরস্পরের প্রতি মৈত্রীভাবাপন্ন হইল; একে অন্যকে আক্রমণ বা প্রহার করিতে বিরত হইল। পারিকা খাদ্য ও পানীয় সংগ্রহ করিতেন; আশ্রমপদ সম্মার্জ্জন করিতেন এবং অন্য সমস্ত কৃত্য সম্পাদন করিতেন; উভয়েই বন্য ফল আহরণ করিয়া ভোজন করিতেন এবং ভোজনান্তে স্ব স্ব পর্ণশালায় গিয়া শ্রামণ্যধর্ম্ম পালন করিতেন। শক্র স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাদের সৎকার করিতেন।

একদিন শক্র চিন্তা করিয়া দেখিলেন, দুকূলক ও পারিকার একটা মহাবিঘ্ন ঘটিবে;—তাঁহারা অন্ধ হইবেন। তিনি দুকূলকের সঙ্গে দেখা করিয়া প্রণাম করিলেন এবং একান্তে উপবিষ্ট হইয়া বলিলেন, "ভদন্ত, বুঝা যাইতেছে যে আপনাদের একটা বিঘ্ন উপস্থিত হইবে। আপনাদের রক্ষণাবেক্ষণার্থ একটী পুত্রলাভ করা নিতান্ত আবশ্যক। অতএব আপনারা লোকধর্ম্মের অনুসরণ করুন।" দুকূলক বলিলেন, "শক্র, আপনি এ কি কথা বলিতেছেন? আমরা যখন গৃহে ছিলাম, তখন লোকধর্ম্মকে কৃমিসঙ্কুল মলরাশিবৎ মনে করিয়া পরিহার করিয়াছি; এখন বনে আসিয়া ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া কিরূপে সেই লোকধর্ম্মের সেবা করিব?" "ভদন্ত, যদি একান্ত তাহা না করেন, তবে পারিকা ঋতুমতী হইলে আপনি হস্তদ্বারা তাঁহার নাভি স্পর্শ করিবেন।" দুকূলক বলিলেন, "ইহা করা যাইতে পারে।" শক্র তাঁহাকে প্রণাম করিয়া স্বস্থানে চলিয়া গেলেন।

মহাসত্ত্ব পারিকাকে এই বৃত্তান্ত জানাইলেন এবং তিনি যখন রজস্বলা হইলেন, তখন তাঁহার নাভিতে হাত বুলাইলেন। ঐ সময়ে বোধিসত্ত্ব দেবলোকে দেহত্যাগপূর্ব্বক পারিকার গর্ভে জন্মান্তর লাভ করিলেন। দশমাস অতীত হইলে পারিকা এক হেমকান্তি পুত্র প্রসব করিলেন। পুত্রের কনকোজ্জ্বল বর্ণ দেখিয়া মাতাপিতা তাঁহার নাম রাখিলেন সুবর্ণশ্যাম। পর্ব্বতান্তরবাসিনী কিন্নরীগণ পারিকার পুত্রের ধাত্রীকর্ম্ম করিয়াছিল। দুকূলক ও পারিকা পুত্রকে স্নান করাইয়া পর্ণশালায় শোওয়াইয়া রাখিয়া বন্য ফলমূল আহরণের জন্য যাইতেন; ঐ সময়ে কিন্নরীরা শিশুটীকে লইয়া গিরিকন্দরাদিতে স্নান করাইত, পর্ব্বত শিখরে উঠিয়া তাহাকে নানা পুষ্পাভরণে সাজাইত, এবং তাহাকে হরিতাল-মনঃ-শিলাদির তিলক পরাইয়া পর্ণশালায় আনিয়া শোওয়াইয়া রাখিত। পারিকা ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে স্তন্য পান করাইতেন।

সুবর্ণশ্যাম এইরূপে প্রতিপালিত হইয়া ক্রমে বোড়শবর্ষে উপনীত হইল। তখনও মাতাপিতা তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা পুত্রকে পর্ণশালায় বসাইয়া

* কামাবচর লোক বা কামস্বর্গ। ইহা ছয়টী (১ম খণ্ডের ৮ম পৃষ্ঠের পাদটীকা দ্রষ্টব্য)। কাম-লোকের অধিবাসীরা দেবত্ব লাভ করিয়াও কামের বশীভূত; ব্রহ্মলোকবাসীরা কামের অতীত।

রাখিয়া নিজেরা বন্য ফলমূল আহরণের জন্য যাইতেন। কখন কি বিপদ্ ঘটে, এই আশঙ্কায় মহাসত্ত্ব তাঁহাদের গমনপথটী লক্ষ্য করিতেন। অনন্তর একদিন তাপসদম্পতী বন্য ফলমূল সংগ্রহপূর্ব্বক সায়াহ্নকালে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, এমন সময়ে আশ্রমপদের অদূরে আকাশে মহামেঘ দেখা দিল; তাঁহারা একটা বৃক্ষের মূলে গিয়া বল্মীকোপরি আশ্রয় লইলেন। ঐ বল্মীকের মধ্যে একটা বিষধর সর্প বাস করিত। তাঁহাদের শরীর হইতে স্বেদগন্ধযুক্ত জল নামিয়া সর্পটার নাসাপুটে প্রবেশ করিল; ইহাতে সে ক্রুদ্ধ হইয়া সবেগে নাসাবাত ত্যাগ করিল; উহার সংস্পর্শে তাঁহারা দুইজনেই অন্ধ হইলেন, একে অপরকে দেখিতে পাইলেন না। দুকূলক পণ্ডিত পারিকাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "পারিকে, আমার দুইটী চক্ষুই নষ্ট হইয়াছে, আমি তোমাকে দেখিতে পাইতেছি না।" পারিকাও ঠিক এইরূপ বলিয়া নিজের দুর্দ্দশা জানাইলেন। তাঁহারা পথ দেখিতে না পাইয়া, "হায়, আজ আমরা প্রাণ হারাইলাম," এইরূপ পরিদেবন করিতে করিতে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন।

পূর্ব্বকৃত কোন্ কর্ম্মের ফলে তাঁহাদের এই দুর্দ্দশা ঘটিল? তাঁহারা নাকি কোন বৈদ্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কোন মহাধনশালী ব্যক্তির চক্ষুরোগ হইলে বৈদ্য তাঁহার চিকিৎসা করিয়াছিলেন; কিন্তু রোগী তাঁহাকে কোন পারিশ্রমিক দেন নাই। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া বৈদ্য নিজের ভার্য্যাকে এই কথা বলিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "বল ত, এখন কি করি?" ভার্য্যাও ক্রুদ্ধা হইয়া বলিয়াছিলেন, "সে পাপিষ্ঠের কাছে ধন লইবার কোন প্রয়োজন নাই; তুমি একটা দ্রব্যকে ঔষধ বলিয়া উহা একবার তাহার চক্ষুতে প্রয়োগ কর এবং এই উপায়ে তাহার দুইটা চক্ষুই নষ্ট করিয়া ফেল।" পত্নীর এই পরামর্শ গ্রহণ করিয়া বৈদ্য উক্ত লোকটার চক্ষুর্দ্বয় নষ্ট করিয়াছিলেন। এই কর্ম্মফলে এখন তাঁহাদের দুইজনেরই চক্ষু নষ্ট হইল।

এদিকে মহাসত্ত্ব ভাবিতে লাগিলেন, 'আমার মাতাপিতা অন্যান্য দিন এই সময়ে ফিরিয়া আসেন; কিন্তু আজ তাঁহারা কোথায় আছেন, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। তাঁহারা যে পথে যান, আমি সেই পথ ধরিয়া গিয়া দেখি।' ইহা স্থির করিয়া তিনি ঐপথে গিয়া শব্দ করিতে লাগিলেন। দুকূলক ও পারিক ঐ শব্দ শুনিয়া বুঝিলেন, তাঁহাদের পুত্রই শব্দ করিতেছেন। তাঁহারা সাড়া দিলেন এবং পুত্রস্নেহবশতঃ বলিলেন, "বৎস থাম, এ পথে বিপদ্ আছে। তুমি অগ্রসর হইও না।" মহাসত্ত্ব তাঁহাদের হস্তে একখানি দীর্ঘ যষ্টি দিয়া বলিলেন, "তবে আপনারা এই যষ্টি ধরিয়া আসুন।" তাঁহারা যষ্টির একপ্রান্ত ধরিয়া পুত্রের নিকটে গেলেন। মহাসত্ত্ব জিজ্ঞাসিলেন "আপনাদের চক্ষু নষ্ট হইল কিরূপে?" তাঁহারা উত্তর দিলেন, 'বাবা, বৃষ্টি হইতেছিল বলিয়া আমরা বৃক্ষমূলে একটা বল্মীকের উপর বসিয়াছিলাম; ইহা ছাড়া অন্য কোন কারণ ত দেখিতে পাই না।" ইহা শুনিয়া মহাসত্ত্ব বুঝিলেন যে ঐ বল্মীকে বিষধর সর্প আছে; সে ক্রুদ্ধ হইয়া নাসাবাত ত্যাগ করিয়া থাকিবে। অনন্তর তিনি মাতাপিতার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, এবং একবার কাঁদিলেন ও একবার হাসিলেন। ইহাতে তাঁহারা জিজ্ঞাসিলেন, "বাবা, কাঁদিলে বা কেন, হাসিলেই বা কেন?" তিনি বলিলেন, "যৌবনেই আপনারা চক্ষু হারাইলেন, এইজন্য কাঁদিলাম; কিন্তু এখন আপনাদের ভরণপোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করিব, এইজন্য হাসিলাম। আপনারা চিন্তা করিবেন না; আমি আপনাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিব।" এইরূপ আশ্বাস দিয়া মহাসত্ত্ব মাতাপিতাকে আশ্রমে লইয়া গেলেন; তাঁহারা রাত্রিকালে যেখানে থাকিতেন, দিবাভাগে যেখানে থাকিতেন, তাঁহাদের চঙ্ক্রমণে, পর্ণশালায়, মলকুটীরে ও প্রস্রাব-স্থানে—সর্ব্বত্র এমন করিয়া রজ্জু বাঁধিলেন যে, তাহা ধরিয়া তাঁহারা যখন যেখানে প্রয়োজন, যাইতে পারেন; এবং পরদিন হইতে তাঁহাদিগকে

আশ্রমে রাখিয়া নিজেই বন্যফলমূল আহরণ করিতে লাগিলেন। তিনি প্রাতঃকালেই তাঁহাদের বাসস্থান সম্মার্জ্জন করিতেন, মৃগসম্মতা নদীতে গিয়া জল আনিতেন, তাঁহাদের ভোজ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিতেন, দন্তকাষ্ঠ ও মুখোদক সাজাইয়া রাখিতেন, ভোজনের জন্য নানাবিধ মধুর ফল দিতেন, এবং তাঁহারা ভোজনান্তে) মুখ প্রক্ষালন করিলে নিজে ভোজন করিতেন। ইহার পর মাতাপিতাকে প্রণাম করিয়া তিনি মৃগগণ-পরিবৃত হইয়া ফলাহরণার্থ বনে প্রবেশ করিতেন, পর্ব্বতান্তরে কিন্নরগণপরিবৃত হইয়া ফল সংগ্রহ করিতেন, সায়াহ্নকালে আশ্রমে ফিরিতেন, কলসী পূর্ণ করিয়া জল আনিতেন, উহা গরম করিতেন; গরম জল দিয়া মাতাপিতার ইচ্ছামত হয় তাঁহাদিগকে স্নান করাইতেন, নয় তাঁহাদের পা ধোওয়াইতেন, খাপড়ায় জলন্ত অঙ্গার আনিয়া তাঁহাদের গায়ে সেক দিতেন, তাঁহাদিগকে বসাইয়া নানাবিধ ফল খাওয়াইতেন, শেষে নিজে খাইয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিত, তাহা পরদিনের জন্য রাখিতেন। এইরূপে মহাসত্ত্ব মাতাপিতার সেবা করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে বারাণসীতে পিলিযক্ষ-নামক এক রাজা ছিলেন। তিনি মৃগমাংসলোভে মাতার উপর রাজ্যরক্ষার ভার দিয়া পঞ্চায়ুধে সুসজ্জিত হইয়া হিমালয়ে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং মৃগ বধ করিয়া তাহাদের মাংস খাইতেছিলেন। এইরূপে বিচরণ করিতে করিতে একদা তিনি মৃগসম্মতা নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন এবং যে ঘাট হইতে শ্যাম জল লইয়া যাইতেন, সেখানে মৃগপদচিহ্ন দেখিয়া মণিবর্ণ শাখা দ্বারা একটা কোষ্ঠ নির্ম্মাণপূর্ব্বক শরাসনে বিষদিগ্ধ শর সংযোজন করিয়া তাহার মধ্যে লুকাইয়া রহিলেন। মহাসত্ত্ব সন্ধ্যাকালে নানাবিধ ফল আহরণ করিয়া সে সমস্ত আশ্রমে রাখিয়া মাতাপিতাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "আমি স্নান করিয়া জল লইয়া আসিতেছি।" [illegible] তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। তিনি দুইটী মৃগ একত্র করিয়া তাহাদের পৃষ্ঠে [illegible] কলসটা রাখিলেন এবং সেই দুইটীকে হাত দিয়া ধরিয়া নদীতীরে গমন করিলেন। কোষ্ঠকস্থিত রাজা তাঁহাকে ঐভাবে আসিতে দেখিয়া ভাবিলেন, আমি এতদিন এই অঞ্চলে বিচরণ করিতেছি; কিন্তু মানুষের মুখ দেখি নাই। এ দেবতা, কি নাগ? আমি ইহার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলে, এ যদি দেবতা হয় তবে আকাশে উত্থিত হইবে; যদি নাগ হয় তবে ভূগর্ভে প্রবেশ করিবে। আমি ত চিরকাল এই হিমালয়ে থাকিব না; বারাণসীতেই ফিরিতে হইবে। সেখানে অমাত্যেরা জিজ্ঞাসা করিবেন, 'মহারাজ, আপনি হিমালয়ে বাস করিবার কালে আশ্চর্য্য কিছু দেখিয়াছেন কি?' আমি উত্তর দিব, এইরূপ একটী প্রাণী দেখিয়াছি। কিন্তু তাঁহারা যখন আবার প্রশ্ন করিবেন, 'সে প্রাণী কে!' তখন আমাকে বলিতে হইবে যে, আমি জানি না। এই উত্তর শুনিয়া তাঁহারা আমাকে নিন্দা করিবেন। অতএব এই প্রাণীকে শরবিদ্ধ করিয়া দুর্ব্বল করা যাউক; শেষে ইহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিব।' রাজা এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন; এদিকে বোধিসত্ত্বের অনুগামী মৃগেরা প্রথমে নদীতে অবতরণপূর্ব্বক জলপান করিয়া উপরে উঠিল; তাহার পর বোধিসত্ত্ব ব্রতাচারসম্পন্ন মহাস্থবিরের ন্যায় ধীরে ধীরে জলে নামিলেন, প্রশান্তমনে উপরে ফিরিয়া আসিলেন, বল্কলটী পরিধান করিলেন, এক স্কন্ধে অজিন ধারণ করিলেন, কলস তুলিয়া তাহার বাহিরে সংলগ্ন জল মুছিয়া ফেলিলেন এবং উহা বামাংসকূটে স্থাপন করিলেন। রাজা ভাবিলেন, ইহাই শরবিদ্ধ করিবার উত্তম সময়। তিনি বিষদিগ্ধ শর নিক্ষেপ করিয়া মহাসত্ত্বকে দক্ষিণপার্শ্বে বিদ্ধ করিলেন; শর এত বেগে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল যে উহা মহাসত্ত্বের দেহ ভেদ করিয়া বামপার্শ্ব দিয়া বাহির হইয়া গেল। তিনি বিদ্ধ হইয়াছেন বুঝিয়া মৃগগণ ভয়ে পলায়ন করিল। সুবর্ণশ্যাম পণ্ডিত কিন্তু শরবিদ্ধ হইয়াও যে সে প্রকারে জলের কলসটী রক্ষা করিলেন। তিনি কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া উহা

ধীরে ধীরে নামাইলেন, বালি সরাইয়া সেই গর্ত্তে উহা রাখিয়া দিলেন এবং দিক্ নিরূপণ করিয়া যে দিকে তাঁহার মাতাপিতার আশ্রম, সেইদিকে নিজের মস্তক স্থাপন করিয়া রজতপট্টনিভ সিকতার উপর স্বর্ণ প্রতিমার ন্যায় শুইয়া পড়িলেন। তিনি পুনর্ব্বার চৈতন্য লাভ করিয়া বলিলেন, "এই হিমালয়ে ত আমার কোন শত্রু নাই; আমি ত কাহারও সহিত শত্রুতা করি নাই!" এই সময়ে তাঁহার মুখ হইতে মরণসূচক রক্তপ্রবাহ নিঃসৃত হইল। তিনি রাজাকে দেখিতে না পাইয়াই বলিলেন,

১। জল তুলিবার কালে না ছিলাম সাবধান;
হেনকালে দেহে মোর কে তুমি হানিলা বাণ?
ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য—কোন্ কুলে জন্ম তব?
বিদ্ধি মোরে লুকাইলে। বীরের কি এ গৌরব?

তাঁহার দেহের মাংস যে অভক্ষ্য ইহা প্রদর্শন করিবার জন্য তিনি আবার বলিলেন,

২। মাংস মোর খাদ্য নয়; চর্ম্মে নাই প্রয়োজন;
বৈধার্হ ভাবিলে তবে তুমি মোরে কি কারণ?

অতঃপর শরনিক্ষেপকের নামাদি জানিবার জন্য তিনি তৃতীয় গাথা বলিলেন:—

৩। শুধাই তোমায়, সৌম্য; দাও পরিচয়, কি নাম তোমার? তুমি কাহার তনয়?
কি হেতু বিন্ধিলা মোরে? লুকায়ে এখন রহিয়াছ, বল, শুনি, তুমি কি কারণ?

ইহা শুনিয়া রাজা ভাবিলেন, 'এই ব্যক্তিকে আমি বিষদিগ্ধ শরে আহত করিয়া ফেলিয়াছি; তথাচ এ আমাকে গালি দিতেছে না, বা আমার নিন্দা করিতেছে না; এ প্রিয় বাক্য দ্বারা আমার হৃদয় যেন স্পর্শ করিতেছে। যাই, ইহার নিকটে গিয়া দেখি।' ইহা স্থির করিয়া তিনি শ্যামের নিকটে গিয়া বলিলেন,

৪। কাশীরাজ আমি পিলিযক্ষ নাম ধরি,
মাংসলোভে রাজ্য ছাড়ি বিচরণ করি।
মৃগ অন্বেষণে সদা ফিরি বনে বনে;
৫। বড়ই নিপুণ আমি শরনিক্ষেপণে।
দৃঢ়ধন্বা বলি মোরে জানে সর্ব্বজন;
পড়ে যদি শরপথে আবার কখন,
মানুষ ত তুচ্ছজীব, নিজে নাগেশ্বর,
মরণ হইতে তার নাহিক নিস্তার।

এইরূপে নিজের বল বর্ণনা করিয়া রাজা শ্যামের নাম গোত্র জিজ্ঞাসা করিলেন:—

৬। কি নাম তোমার? দাও নিজ পরিচয়; কোন্ গোত্রে জন্ম? তুমি কাহার তনয়?

শ্যাম ভাবিলেন, 'আমি যদি দেব, নাগ, কিন্নর বা ক্ষত্রিয়াদি বলিয়া আত্মপরিচয় দেই, তবে ইনি তাহাই বিশ্বাস করিবেন। দূর হোক, সত্য কথাই বলা উচিত।' ইহা স্থির করিয়া তিনি বলিলেন,

৭। নিষাদের পুত্র আমি; জীবিত ছিলাম যবে
'শ্যাম' নামে ডাকিতেন মোরে জ্ঞাতিবন্ধু সবে।
অন্তিম শয্যায়, হায়, শুইয়াছি আমি আজ,
হউক সর্ব্বতোভদ্র, তোমার, হে মহারাজ।
৮। মৃগবৎ বিদ্ধ আমি বিষদিগ্ধ স্থূল শরে;
পড়িত, দেখ না, নিজ-রক্তাপ্লুত কলেবরে।

৯। বিদ্ধিয়া দক্ষিণ পার্শ্ব নিদারুণ বাণ তব
বাম পার্শ্ব দিয়া, দেখ, গেছে চলি, নরর্ষভ।
রক্ত উঠে মুখে, আর মৃত্যুর বিলম্ব নাই.
বিদ্ধি মোরে লুকাইয়া ছিলা কেন, বল তাই।

১০। সুন্দর চর্ম্মের তরে লোকে দ্বীপী বধ করে;
দন্তযুগলের তরে বধে লোকে করিবরে;
সাধিতে কি প্রয়োজন, ভাবিলে আমায়, বল,
যোধার্হ,—জানিতে ইহা জন্মিয়াছে কুতুহল।

শ্যামের কথা শুনিয়া, যাহা প্রকৃত ঘটিয়াছিল তাহা গোপন করিয়া, রাজা মিথ্যা উত্তর দিলেন :—

১১। শরপাতনের পথে মৃগ এক এসেছিল;
তোমায় দেখিয়া সেটা ভয় পেয়ে পলাইল।
ক্রুদ্ধ আমি তব প্রতি হইলাম সে কারণ;
বিদ্ধিতে তোমাকে শর করিলাম নিক্ষেপণ।

মহাসত্ত্ব বলিলেন, "আপনি কি বলিতেছেন, মহারাজ? এই হিমালয়ে আমাকে দেখিয়া পলায়ন করে, এমন কোন পশু নাই।

১২। জীবন-বৃত্তান্ত পূর্ব্ব যতদূর পারি আমি করিতে স্মরণ,
যখন হইতে মোর হইয়াছে, নরনাথ, জ্ঞান-উন্মেষণ,
কি বা মৃগ, কি শ্বাপদ, এ অরণ্যে আছে যারা, দর্শনে আমার
হয় নি চকিত কভু; আমি যে বিশ্বাসপাত্র তাহা সবাকার।

১৩। যখন হইতে এই বল্কলচীবর আমি করেছি ধারণ,
যখন হইতে আমি বাল্য অতিক্রম করি পেয়েছি যৌবন,
কি বা মৃগ, কি শ্বাপদ, এ অরণ্যে আছে যারা, দর্শনে আমার
হয় নি চকিত কভু; আমি যে বিশ্বাসপাত্র তাহা সবাকার।

১৪। থাকুক পশুর কথা, এ গন্ধমাদনে আছে কিম্পুরুষগণ,
স্বভাবতঃ ভীরু যারা— কিন্তু আমি তাহাদের বিশ্বাসভাজন।
মিলিয়া তাদের সনে পর্ব্বতে, কাননে আমি আনন্দে বিচরি।
তবে সে হরিণ কেন দেখি মোরে পেল ভয়, বুঝিতে না পারি।

ইহা শুনিয়া রাজা ভাবিলেন, 'একে ত আমি এই নিরপরাধ ব্যক্তিকে শরবিদ্ধ করিলাম; তাহার পর আবার মিথ্যা বলিলাম! এখন সত্য কথাই বলা যাউক।' এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি বলিলেন,

১৫। দেখি নাই মৃগ কোন; হে শ্যাম, তোমায় বলিনু অলীক কথা; ক্ষমহ আমায়।
ক্রোধ ও লোভের দাস আমি নরাধম* করিনু তোমার দেহে শর নিক্ষেপণ।

ইহা বলিয়া রাজা আবার ভাবিলেন, 'এই সুবর্ণশ্যাম এ বনে একাকী বাস করে না; নিশ্চয় এখানে ইহার জ্ঞাতিবন্ধুগণ আছে; জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি।' তিনি বলিলেন,

১৬। কোথা হ'তে আসিয়াছ বল ত আমায়; প্রেরণ তোমারে কেবা করেছে হেথায়
মৃগসম্মতায় জল লইয়া যাইতে? কার আজ্ঞা পেয়ে তুমি আসিলে নদীতে?

শরাঘাতে শ্যাম মহা যাতনা ভোগ করিতেছিলেন; তিনি কথঞ্চিৎ ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া মুখ হইতে রক্তবমনপূর্ব্বক বলিলেন,

১৭। মাতা পিতা অন্ধ মোর; এ ভীষণ বনে তাঁহাদের সেবা আমি করি সযতনে।
করিতে তাঁদেরি তরে জল আহরণ মৃগসম্মতায় আমি এসেছি, রাজন্।

---

* মূলে 'তে' আছে। ইহার কোন অর্থ হয় না। পাঠান্তর 'তে ন'। ইহা একপদরূপে (অর্থাৎ 'তেন' এই ভাবে) গ্রহণ করিলে সুসঙ্গতি রক্ষা হয়। তেন = সে কারণ।

অনন্তর তিনি মাতাপিতাকে উদ্দেশ করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন :—

১৮। জীর্ণশীর্ণ তাঁরা, জীবন্মৃতের সমান দেহের উত্তাপে শুধু হয় অনুমান
বাঁচিয়া আছেন, হায়, কুটীরে কেবল ছয়টী দিনের খাদ্য রয়েছে সম্বল!
জল বিনা এতদিনে, বুঝিনু নিশ্চয় মরিবেন শুষ্ককণ্ঠে সেই অন্ধদ্বয়।

১৯। মরিব, তাহাতে কিন্তু দুঃখ নাই তত সকল প্রাণীই হয় মৃত্যুমুখগত।
জননীর পাদপদ্ম না দেখিব আর, এ চিন্তায় দুর্বিষহ কিন্তু দুঃখভার।

২০। মরিব, তাহাতে কিন্তু দুঃখ নাই তত, সকল প্রাণীই হয় মৃত্যুমুখগত।
জনকের পাদপদ্ম না দেখিব আর, এ চিন্তায় দুর্বিষহ কিন্তু দুঃখভার।

২১। জননী আমার দীনা, না দেখি আমায় শোকে ক্লিষ্ট চিরদিন হইবেন, হায়।
নিশীথে, পশ্চিম যামে বসি একাকিনী হইবেন অনিদ্রায় শীর্ণা অভাগিনী—
ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী যথা, নিদাঘে যখন তপন প্রখর তাপ করে বরষণ।

২২। জনক আমার দীন, না দেখি আমায় শোকে ক্লিষ্ট চিরদিন হইবেন, হায়!
নিশীথে, পশ্চিম যামে একাকী বসিয়া যাইবেন অনিদ্রায় ক্রমে শুকাইয়া—
ক্ষুদ্র নদীস্রোত যথা, নিদাঘে যখন তপন প্রখর তাপ করে বরষণ।

২৩। শয্যা ছাড়ি প্রতিদিন দুই তিনবার করিয়াছি সেবা-সংবাহন দু'জনার।
না পেয়ে তা' ভ্রমিবেন এ বিশাল বনে 'কোথা, বৎস শ্যাম' বলি তাঁরা দুই জনে।

২৪। অন্ধ মাতাপিতা মোর নারিনু দেখিতে মরণসময়ে; এই দুঃখ বড় চিতে।
ইহাই দ্বিতীয় শল্য, জ্বালায় যাহার হৃদয় হতেছে মোর পুড়ি ছারখার।

শ্যামের বিলাপ শুনিয়া রাজা চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'এই ব্যক্তি পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া মাতাপিতার পোষণ করেন, এখন এই ভীষণ যন্ত্রণার মধ্যেও ইনি কেবল তাঁহাদিগকেই লক্ষ্য করিয়া বিলাপ করিতেছেন। ঈদৃশ গুণবান্ ব্যক্তিকে শরবিদ্ধ করিয়া আমি মহা অপরাধী হইয়াছি। কি উপায়ে এখন ইঁহাকে আশ্বাস দেওয়া যায়? আমি যখন নরকে প্রবেশ করিব, রাজ্য তখন আমার কি উপকারে আসিবে? ইনি মাতাপিতাকে যে ভাবে পোষণ করিতেন, আমিও ঠিক সেই ভাবে তাঁহাদের ভরণপোষণে প্রবৃত্ত হইব। তাহাতে ইঁহার মরণও অমরণবৎ হইবে।' এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া তিনি বলিলেন,

২৫। ক'রো না বিলাপ বেশী, হে প্রিয়দর্শন। আমিই হইয়া দাস ভরণ-পোষণ
করিব এ মহারণ্যে যতনে সতত মাতার পিতার তব; হও, হে, আশ্বস্ত।

২৬। বড়ই নিপুণ আমি শরনিক্ষেপণে; দৃঢ়-ধন্বা বলি মোরে জানে সর্ব্বজনে।
আমিই হইয়া দাস এই মহাবনে পুষিব নিশ্চয়, জেন, সেই দুই জনে।

২৭। পশুরা বনে যে খাদ্য যাইবে ফেলিয়া, যতনে সে সব আমি লব কুড়াইয়া।
বনজাত ফলমূল সংগ্রহ করিব, দাসরূপে অন্ধদ্বয়ে যতনে সেবিব।

২৮। জনকজননী তব, বল দেখি, ভাই এ অরণ্যে বসতি করেন কোন ঠাঁই?
যাইব সেখানে আমি, করিব পোষণ তাঁদের, করেছ, শ্যাম, তুমিও যেমন।

মহাসত্ত্ব বলিলেন "সাধু, মহারাজ, সাধু! তবে আপনিই আমার মাতাপিতার ভরণপোষণের ভার গ্রহণ করুন।" তিনি একটী গাথায় আশ্রমের পথ নির্দ্দেশ করিলেন :—

২৯। শিয়রের দিকে অই একপদী পথ;
অই পথে অর্দ্ধক্রোশ করিলে গমন
দেখিতে পাইবে এক আশ্রম, রাজন্।
মাতাপিতা মোর সেথা করেন বসতি।
যাও চলি; আজ হতে লও তাঁহাদের
রক্ষণাবেক্ষণ ভার—সত্যসন্ধ তুমি।

এইরূপে রাজাকে পথ বুঝাইয়া দিয়া মাতাপিতার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তিবশতঃ তাদৃশী যন্ত্রণা ভোগ করিয়াও শ্যাম কৃতাঞ্জলিপুটে রাজার নিকট পুনর্ব্বার প্রার্থনা করিলেন :—

৩০। কাশীরাজ্যাধিপ তুমি, কাশীনরেশ্বর,
চরণে তোমার নমস্কার বার বার।
মাতাপিতা অন্ধ মোর ; পালিবে দু'জনে
এই মহারণ্যে তুমি পরম যতনে।

৩১। নমস্কার, কাশীরাজ। যুড়ি দুই কর
এই ভিক্ষা মাগিতেছি, ওহে নরেশ্বর,—
মাতার চরণে, আর পিতার আমার—
জানাবে আমার কোটি কোটি নমস্কার।

"নিশ্চয় জানাইব" বলিয়া রাজা সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। মহাসত্ত্ব রাজার মুখে পিতামাতাকে নমস্কার জানাইয়া বিসংজ্ঞ হইলেন।

এই বৃত্তান্ত সুস্পষ্ট করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৩২। বলি ইহা, বিষবেগে সে প্রিয়দর্শন
যুবক মূর্চ্ছিত হ'ল—সংজ্ঞাহীন এবে।

শ্যাম এতক্ষণ কথা বলিতেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার শ্বাসপ্রশ্বাস যেন রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। ক্রমে বিষবেগে তাঁহার ভবাঙ্গ, চিত্তসন্ততি, * হৃৎপিণ্ড ও দেহ এমন অভিভূত হইল যে, তাঁহার আর কথা বলিবার সামর্থ্য রহিল না ; তাঁহার মুখ বন্ধ হইল, চক্ষুর্দ্বয় নিমীলিত হইল, হস্তপদ স্তম্ভিত হইল ; সর্ব্বশরীর শোণিতসিক্ত হইল। রাজা ভাবিলেন, 'এই ব্যক্তি এখনই আমার সঙ্গে কথা বলিলেন ; এখন কেন ইনি এমন হইলেন ? তিনি শ্যামের নিঃশ্বাস প্রশ্বাস পরীক্ষা করিলেন ; দেখিলেন যে, নিঃশ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইয়াছে, শরীরও স্তব্ধ হইয়াছে। তখন 'শ্যাম ত তবে মরিয়াছেন !' ইহা স্থির করিয়া তিনি শোকবেগ সংবরণে অসমর্থ হইলেন। তিনি উভয় হস্তে মস্তক রাখিয়া উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন।

এই বৃত্তান্ত সুস্পষ্ট ভাবে বর্ণন করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৩৩। দেখি ইহা নরপাল বহু পরিতাপ
করেন করুণস্বরে :—"হায়, এতকাল
অজর অমর আমি, ভাবিতাম মনে !
মৃত্যু যে অবশ্যম্ভাবী, বুঝিলাম আজ।
পূর্ব্বে কিন্তু এই জ্ঞান ছিল না আমার।

৩৪। বিষদিগ্ধ শরাহত, বিষে অভিভূত—
তথাপি করিল শ্যাম উপদেশ দান।
এও যদি মৃত্যুমুখে হইল পতিত,
মৃত্যু না গ্রাসিবে বল অন্য কোন্ জনে ?

৩৫। মরিয়াছে শ্যাম ; মুখে নাই কথা তার ;
নরকে নিশ্চয় হবে গমন আমার।

৩৬। শ্যামকে বিন্ধিয়া শরে যে ভীষণ পাপ
করিয়াছি, চিরদিন ঘোর পরিণাম
ভুঞ্জিতে তাহার হবে ; গ্রামবালকেরা
ধিক্কার পাপীরে দিবে শত শত বার।
জনহীন কিন্তু এই অরণ্য মাঝারে
এমন কেহই নাই, চিনে যে আমারে।

৩৭। গ্রামবালকেরা মিলি করাবে স্মরণ,
করিলাম আমি আজ যে পাপ ভীষণ।
জনহীন কিন্তু এই অরণ্য মাঝারে
এমন কেহই নাই, চিনে যে আমারে।"

* ভবাঙ্গ—জীবনীশক্তি (যাহা দ্বারা ভব অর্থাৎ অস্তিত্ব রক্ষিত হয়)। চিত্ত-সন্ততি—চিত্তবৃত্তি-সমূহের অনুবৃত্তি।

এই সময়ে বহুসুন্দরী নাম্নী এক দেবকন্যা গন্ধমাদনে বাস করিতেন। তিনি অতীত সপ্তম জন্মে মহাসত্ত্বের জননী ছিলেন। পুত্রস্নেহবশতঃ তিনি মহাসত্ত্বের কথা ভাবিতেন। ঐ দিন কিন্তু তিনি নিজেই দিব্য সম্পত্তি অনুভব করিতে করিতে বোধিসত্ত্বের কথা ভাবেন নাই। কেহ কেহ বলেন, তিনি ঐ দিন দেবসভায় গিয়াছিলেন। শ্যাম যখন মূর্চ্ছিত হইলেন, তখন হঠাৎ দেবীর মনে হইল, তাঁহার পুত্রের যেন কি হইয়াছে। তিনি চিন্তা করিয়া দেখিলেন, রাজা পিলিযক্ষ তাঁহার পুত্রকে বিষদিগ্ধ শরে বিদ্ধ করিয়া মৃগসম্মতানদীর সৈকতভূমিতে পাতিত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতেছেন; তিনি নিজে যদি সেখানে না যান, তবে তাঁহার পুত্র সুবর্ণশ্যাম মারা যাইবেন, রাজার হৃদয় বিদীর্ণ হইবে, শ্যামের মাতাপিতাও অনাহারে, পানীয় জলটুকু পর্য্যন্ত না পাইয়া শুকাইয়া শুকাইয়া মরিবেন; কিন্তু তিনি যদি সেখানে উপস্থিত হন, তবে রাজা জলের কলসী লইয়া শ্যামের মাতাপিতার নিকট যাইবেন ও পুত্রের মৃত্যু সংবাদ দিয়া তাঁহাদিগকে নদীতীরে আনয়ন করিবেন; তখন শ্যামের মাতাপিতা এবং দেবী নিজে সত্যক্রিয়া করিবেন; এই সত্যক্রিয়া দ্বারা শ্যামের দেহপ্রবিষ্ট বিষ নষ্ট হইবে, শ্যাম প্রাণ লাভ করিবেন, তাঁহার অন্ধ মাতাপিতা পুনর্ব্বার চক্ষু পাইবেন, রাজাও শ্যামের মুখে ধর্ম্মকথা শুনিয়া রাজধানীতে প্রতিগমনপূর্ব্বক মহাদানে প্রবৃত্ত হইয়া পরিণামে স্বর্গলাভ করিবেন। এইরূপ চিন্তা করিয়া বহুসুন্দরী মৃগসম্মতার তীরে গমন করাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া স্থির করিলেন এবং সেখানে গিয়া আকাশে অদৃশ্যভাবে অধিষ্ঠিত হইয়া রাজার সঙ্গে আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন।

এই বৃত্তান্ত সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন:

তদা গন্ধমাদন পর্ব্বতে অদৃশ্য থাকিয়া,
হইয়া রাজার প্রতি অনুকম্পাবশ,
বলিলা বহুসুন্দরী এই গাথাদ্বয়:—

৩৯। "করিয়াছ, মহারাজ, মহা অপরাধ;
মহাপাপ তুমি, ভূপ, করিয়াছ আজ।
মাতা, পিতা, পুত্র তিন নির্দ্দোষ প্রাণীকে
সংহার করিলে তুমি এক শরাঘাতে।

৪০। এস, দেই উপদেশ, পালনে যাহার
সুগতি করিবে লাভ সম্ভবতঃ তুমি।
যথাধর্ম্ম অন্ধদ্বয়ে করিলে পোষণ
সুগতি হইবে তব, মনে এই লয়।"

দেবীর কথা শুনিয়া রাজার বিশ্বাস হইল যে, শ্যামের মাতাপিতার ভরণপোষণ করিলে তিনি পরলোকে স্বর্গলাভ করিতে পারিবেন। তিনি স্থির করিলেন, "রাজ্যে আমার কি প্রয়োজন? আমি অন্ধ দুইজনকেই পোষণ করিব।" এই দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া এবং বহু পরিদেবন দ্বারা শোকভার লঘু করিয়া তিনি ভাবিলেন, 'সুবর্ণশ্যাম মারাই গিয়াছেন'। তিনি নানাবিধ পুষ্পদ্বারা তাঁহার শরীর পূজা করিলেন; তাহাতে জল সেচন করিয়া তিনবার প্রদক্ষিণ করিলেন, তাহার চতুর্দ্দিকে প্রণাম করিয়া, সুবর্ণশ্যাম যাহা জলপূর্ণ করিয়াছিলেন * সেই কলসী লইয়া নিতান্ত বিষন্নমনে দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

---

* মূলে 'তেন পূজিতং উদকঘটং' আছে। আমার মনে হয় 'পূজিতং' পদের পরিবর্ত্তে 'পূরিতং' পদ গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত।

৪৯। অন্ধ আপনারা ; বনে না পান দেখিতে ;
কে করিল এই সব ফল আহরণ ?
নিশ্চয় সে অন্ধ নয়, হেন মনে লয়,
করেছে বিশুদ্ধ হেন খাদ্য যে সকল।

দুকূলপণ্ডিত বলিলেন, "মহারাজ, আমরা ফলমূল আহরণ করি না ; আমাদের পুত্র এই সমস্ত আহরণ করে।

৫০। পরম সুন্দর, যুবা নাতিদীর্ঘকায়,—
কুঞ্চিতাগ্র দীর্ঘ, কৃষ্ণ কেশ তার শিরে,—
৫১। শ্যাম নামে আমাদের সুপুত্র এসব
ফল আহরণ করি গিয়াছে নদীতে
ঘট লয়ে হেথা হতে আনিতে পানীয়।
অদূরেই আছে নদী ; ফিরিবে এখনি "

ইহা শুনিয়া রাজা বলিলেন,

৫২। পরমসুন্দর যুবা যে শ্যামের কথা
বলিলে, তাপস, তুমি, পরিচর্য্যা তব
করিত যে অনুক্ষণ অপ্রমত্তভাবে,
বধিয়াছি তারে আমি হানি তীক্ষ্ণশর।
৫৩। কুঞ্চিতাগ্র, দীর্ঘ বটে তার কৃষ্ণ কেশ ;
রুধিরে হয়েছে লিপ্ত তাহা এবে, হায় !
বধিয়াছি শ্যামে আমি ; ক্ষম, মহাশয়।

দুকূলপণ্ডিতের অদূরে পারিকার পর্ণশালা ছিল। তিনি কুটীরে বসিয়া রাজার কথা শুনিতে পাইয়া প্রকৃত বৃত্তান্ত জানিবার জন্য বাহিরে গেলেন এবং রজ্জুর সঙ্কেতে দুকূলপণ্ডিতের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন,

৫৪। হয়েছে নিহত শ্যাম, কে বলিল, হায়।
দুকূল। কাহার সঙ্গে বলিতেছ কথা ?
নিহত হয়েছে শ্যাম, শুনি এ বারতা,
হৃদয় বিদীর্ণ মোর হইতেছে শোকে।
৫৫। তরুণ অশ্বত্থাঙ্কুর, হায়, আচম্বিতে
হল কি হে ভগ্ন আজ প্রভঞ্জনাঘাতে ?
নিহত হয়েছে শ্যাম, শুনি এ বারতা
হৃদয় বিদীর্ণ মোর হইতেছে শোকে।

পারিকাকে উপদেশ দিবার উদ্দেশ্যে দুকূল বলিলেন,

৫৬। ইনি কাশী নরেশ্বর শুন লো, পারিকে
মৃগসম্মতার তীরে ক্রোধবশে ইনি
শ্যামকে করিয়াছেন বিদ্ধ তীক্ষ্ণশরে।
অভিশাপ এঁরে যেন না দেই আমরা।

পারিকা বলিলেন

৫৭। বহুকষ্টে প্রিয়পুত্র করেছিনু লাভ ;
ছিল সে অন্ধের যষ্টি এ ভীষণ বনে।
সেই এক পুত্রে মোর বধিল যে জন,
কেন না হইবে রুষ্ট তার প্রতি মন ?

দুকূল বলিলেন,

৫৮। বহুকষ্টে প্রিয়পুত্র করেছিনু লাভ ;
ছিল সে অন্ধের যষ্টি এ ভীষণ বনে।

যেন পুত্রে কিন্তু বধ করে যেই জন,
দিওনা ক শাপ তারে, বলে সাধুগণ।

অনন্তর পতিপত্নী উভয়েই বক্ষঃস্থলে করাঘাত করিতে করিতে শ্যামের গুণকীর্ত্তন-পূর্ব্বক বহু বিলাপ করিতে লাগিলেন। রাজা তাঁহাদিগকে আশ্বাস দিবার জন্য বলিলেন,

৫৯। বধিয়াছি শ্যামে আমি করিনু স্বীকার,
ক'রো না তোমরা আর ক্রন্দন বিলাপ।
আমিই হইয়া ভৃত্য এই মহাবনে
হব রত তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণে।

৬০। বড়ই নিপুণ আমি শরনিক্ষেপণে,
দৃঢ়ধন্বা বলি মোরে জানে সর্ব্বজনে।
আমিই হইয়া দাস এই মহাবনে
পুষিব নিশ্চয়, জেন, তোমা দুইজনে।

৬১। পশুরা যে খাদ্য বনে যাইবে ফেলিয়া,
যতনে সে সব আমি লব কুড়াইয়া;
বন হতে ফলমূল করিব সঞ্চয়;
তোমরা অভাবগ্রস্ত হবে না নিশ্চয়।
আমিই হইয়া দাস এই মহাবনে
রব রত তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণে।

নিষাদদম্পতী বলিলেন,

৬২। তুমি হবে দাস, ভূপ,- ধর্ম্ম ইহা নয়;
আমাদেরও পক্ষে ইহা শোভা নাহি পায়।
রাজা তুমি আমাদের; চরণে তোমার;
শ্রদ্ধাভরে দুই জনে করি নমস্কার।

ইহা শুনিয়া রাজা অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি ভাবিলেন, 'অহো! কি আশ্চর্য্য! আমি ইহাদের এমন সর্ব্বনাশ করিলাম, তথাপি ইঁহাদের মুখে একটী পরুষ কথাও শুনিলাম না! ইহারা আমাকে সাদরেই সম্ভাষণ করিতেছেন!' তিনি বলিলেন,

৬৩। ধর্ম্ম কি, বুঝাও মোরে, হে নিষাদবর।
রাজা বলি আমার যে রাখিলে সম্মান,
তোমার(ই) মাহাত্ম্য এতে হইল প্রকাশ।
তুমি মোর পিতা হ'লে এখন হইতে,
তুমিও, পারিকে, মোর জননীস্থানীয়া।

তাঁহারা কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, "মহারাজ, আপনি যে আমাদের দাস হইয়া থাকিবেন, ইহা হইতেই পারে না। আপনি যষ্টির অগ্রভাগ ধরিয়া আমাদিগকে শ্যামের কাছে লইয়া চলুন, আমরা এই ভিক্ষা চাহিতেছি।

৬৪। প্রণাম চরণে তব, কাশীনরেশ্বর;
এই ভিক্ষা মাগি মোরা যুড়ি দুই কর,
যেখানে রয়েছে শ্যাম মৃত্যুর শয্যায়,
সেখানে লইয়া চল আমা দু'জনায়।

৬৫। লুটায়ে চরণে তার পড়িব দু'জনে;
চুম্বিব মুখারবিন্দ প্রিয়দর্শনের;
যত দিন দেহে শেষে রহিবে জীবন
মৃত্যুর প্রতীক্ষা করি'কাটাইব কাল।"

তিন জনে এইরূপ বলাবলি করিতেছেন, এমন সময় সূর্য্য অস্তমিত হইল। তখন রাজা ভাবিলেন, 'আমি ইঁহাদিগকে এখনই সেখানে লইয়া গেলে শ্যামকে দেখিবামাত্র

ইঁহাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইবে, এইরূপে তিন মহাপ্রাণীর মৃত্যু ঘটিলে আমার নরকে পতন অবশ্যম্ভাবী। এজন্য ইঁহাদিগকে এখন সেখানে যাইতে দিব না।' এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি চারিটী গাথা বলিলেন :—

৬৬। ভীষণ শ্বাপদাকীর্ণ, আকাশপ্রমাণ*
অরণ্য, যেখানে শ্যাম প্রিয়দরশন
পড়িয়া রয়েছে, হায়, প্রাণহীনদেহে;
ভূতলে আকাশচ্যুত চন্দ্রমার মত।

৬৭। ভীষণ শ্বাপদাকীর্ণ, আকাশপ্রমাণ
অরণ্য, যেখানে শ্যাম প্রিয়দরশন
পড়িয়া রয়েছে হায়, প্রাণহীনদেহে,
ভূতলে আকাশচ্যুত ভাস্করের মত।

৬৮। ভীষণ শ্বাপদাকীর্ণ, আকাশপ্রমাণ
অরণ্য, যেখানে শ্যাম প্রিয়দরশন
পড়িয়া রয়েছে, হায়, প্রাণহীনদেহে।
ধূলি ধূসরিত তার সোণার শরীর।

৬৯। ভীষণ শ্বাপদাকীর্ণ, আকাশপ্রমাণ।
অরণ্য, যেখানে শ্যাম প্রিয়দরশন
পড়িয়া রয়েছে, হায়, প্রাণহীনদেহে।
আশ্রমেই আপনারা থাকুন এখন।

তাঁহারা যে শ্বাপদাদিকে ভয় করেন না, ইহা প্রদর্শন করিবার জন্য নিষাদদম্পতী বলিলেন,

৭০। থাকুক সে বনে শত সহস্র, নিযুত†
ভীষণ শ্বাপদ [illegible] তারা [illegible] পাই ভয়
করিবে না তারা কোন ক্ষতি আমাদের।

কোন রূপে নিবৃত্ত করিতে না পারিয়া রাজা তাঁহাদিগকে হাত ধরিয়া মৃগসম্মতাব তীরে লইয়া গেলেন।

এই বৃত্তান্ত সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৭১। হাত ধরি অন্ধদ্বয়ে কাশী-নরপতি
তখন লইয়া গেলা শরাহত শ্যাম
ছিলেন পড়িয়া যেথা বনের ভিতর।

রাজা তাঁহাদিগকে লইয়া শ্যামের পাশে বসাইলেন এবং বলিলেন, "এই আপনাদের পুত্র।" তখন পিতা শ্যামের মস্তক এবং মাতা পাদদ্বয় বক্ষঃস্থলে রাখিয়া উপবেশনপূর্ব্বক বিলাপ করিতে লাগিলেন :—

৭২। মহাবনে পুত্র শ্যাম শরাহত* হয়ে
ধূলি ধূসারিত দেহে রয়েছে পড়িয়া
ভূতলে আকাশচ্যুত চন্দ্রমার মত,

---

* 'আকাসন্তং পদিস্সতি'—তং বনং আকাসস্স অন্তো বিয় হুত্বা পদিস্সতি; অথবা, আকাসসমানং পকাসমানং। বোধ হয়, যেখানে ভূতলের সহিত আকাশ মিশিয়াছে অর্থাৎ দিগ্‌বলয় পর্য্যন্ত বিস্তৃত, এই অর্থ গ্রহণ করা যাইতে পারে।

† মূলে 'নহুত' আছে। নহুত একটী বৃহৎ সংখ্যা—একের পিঠে আটাশটী শূন্য বসাইলে যত হয়।

* মূলে 'অপবিদ্ধ' এই বিশেষণ পদ আছে। অপবিদ্ধ—নিরর্থকাপবিত্যক্ত, যেমন অপবিদ্ধ শিশু—a foundling, কিন্তু এখানে বোধ হয় 'শরাহত' অর্থেই পদটীর প্রয়োগ হইয়াছে।

৭৩। মহাবনে পুত্র শ্যাম শরাহত হ'য়ে
ধূলিধূসরিত দেহে রয়েছে পড়িয়া
ভূতলে আকাশচ্যুত ভাস্করের মত,

৭৪। মহাবনে পুত্র শ্যাম শরাহত হ'য়ে
ধূলিধূসরিত দেহে রয়েছে পড়িয়া
দেখি, দোঁহে বাহু তুলি করেন বিলাপ :—

৭৫। মহাবনে পুত্র শ্যাম শরাহত হ'য়ে
ধূলিধূসরিত দেহে রয়েছে পড়িয়া
দেখি, দোঁহে সকরুণ করেন বিলাপ :—
"ধর্ম্ম, গিয়াছেন ছাড়ি, হায়, ধরাধাম।

৭৬। রয়েছ কি, বৎস, গাঢ় নিদ্রায় মগন ?
এতক্ষণ বসি মোরা আছি তব পাশে,
তবু না বলিছ কথা, হে প্রিয়দর্শন।

৭৭। কিংবা মত্ত হইয়াছ করি সুরাপান ?
এতক্ষণ বসি মোরা আছি তব পাশে,
তবু না বলিছ কথা, হে প্রিয়দর্শন।

৭৮। অথবা আলস্যবশে এ দশা তোমার ?
এতক্ষণ বসি মোরা আছি তব পাশে,
তবু না বলিছ কথা, হে প্রিয়দর্শন।

৭৯। হ'য়েছ কি ক্রুদ্ধ তুমি আমাদের প্রতি ?
এতক্ষণ বসি মোরা আছি তব পাশে,
তবু না বলিছ কথা, হে প্রিয়দর্শন।

৮০। কিংবা ঈর্ষা হল তব ? আছ দর্প করি ?
এতক্ষণ বসি মোরা আছি তব পাশে,
তবু না বলিছ কথা, হে প্রিয়দর্শন।

৮১। বিমনা কি হইয়াছ, বাছা, কোন হেতু ?
এতক্ষণ বসি মোরা আছি তব পাশে,
তবু না বলিছ কথা, হে প্রিয়দর্শন।

৮২। হবে যবে আমাদের জটার মণ্ডল
মলপিণ্ড, কে তখন ধৌত করি তাহা
রাখিবে, হায় রে, পুনঃ সুবিন্যস্ত করি ?
শ্যাম যে অন্ধের যষ্টি ছিল আমাদের।
মরিল সে, এবে রক্ষা কে করিবে আর ?

৮৩। সম্মার্জনী হাতে লয়ে কে আর করিবে
সমস্ত আশ্রমপদ নিত্য পরিষ্কার ?
শ্যাম যে অন্ধের যষ্টি ছিল আমাদের।
মরিল সে, এবে রক্ষা কে করিবে আর ?

৮৪। শীতল, উত্তপ্ত জল, কমণ্ডলে আনি
কে করাবে স্নান আর অন্ধ দুইজনে ?
শ্যাম যে অন্ধের যষ্টি ছিল আমাদের।
মরিল সে; এবে রক্ষা কে করিবে আর ?

৮৫। বন হ'তে ফলমূল আহরণ করি
করাবে ভোজন কেবা অন্ধ দুইজনে ?
শ্যাম যে অন্ধের যষ্টি ছিল আমাদের!
মরিল সে; এবে রক্ষা কে করিবে আর ?

শ্যামের মাতা বহু বিলাপ করিয়া নিজের বুকে হাত দিয়া প্রকৃতই শোকের কারণ আছে কি না, বুঝিতে লাগিলেন; তিনি বিবেচনা করিলেন, 'পুত্রের জন্য ত বিলাপ করিলাম; কিন্তু হয় ত বাছা বিষবেগে মূর্চ্ছিত হইয়াছে। আমি বিষের বীর্য্য নষ্ট করিবার নিমিত্ত সত্যক্রিয়া করিব।' ইহা স্থির করিয়া তিনি সত্যক্রিয়া করিলেন।

[এই বৃত্তান্ত সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৮৬। ধূলায় ধূসর শ্যাম পড়িল ভূতলে,
দেখি শোকাতুরা মাতা এই সত্য বলে :—

৮৭। "চিরদিন ধর্ম্মপথে চরিয়াছে শ্যাম ;—
সত্য যদি হয় ইহা, সত্য বাক্যে এই
হউক বাছার দেহে বিষবীর্য্যক্ষয়।

৮৮। ব্রহ্মচর্য্যব্রত শ্যাম ভাঙ্গে নাই কভু :—
সত্য যদি হয় ইহা, সত্য বাক্যে এই
হউক বাছার দেহে বিষবীর্য্যক্ষয়।

৮৯। সত্য ভিন্ন মিথ্যা কভু বলে নাই শ্যাম ,—
সত্য যদি হয় ইহা, সত্য বাক্যে এই
হউক বাছার দেহে বিষবীর্য্যক্ষয়।

৯০। মাতাপিতৃসেবা সদা করিয়াছে শ্যাম ,—
সত্য যদি হয় ইহা, সত্য বাক্যে এই
হউক বাছার দেহে বিষবীর্য্যক্ষয়।

৯১। কুলজ্যেষ্ঠদের শ্যাম ক'রেছে সম্মান ,—
সত্য যদি হয় ইহা, সত্য বাক্যে এই
হউক বাছার দেহে বিষবীর্য্যক্ষয়।

৯২। প্রাণ হ'তে প্রিয়তর শ্যাম যে আমার ; —
সত্য যদি হয় ইহা, সত্য বাক্যে এই
হউক বাছার দেহে বিষবীর্য্যক্ষয়।

৯৩। আমি ও শ্যামের পিতা ক'রেছি অর্জন
যে পুণ্য এতেক কাল, প্রভাবে তাহার
হউক বাছার দেহে বিষবীর্য্যক্ষয়।"

মাতা সাতটী গাথায় এইরূপে সত্যক্রিয়া করিলে শ্যাম পাশ ফিরিয়া শুইলেন। তখন পিতা বলিলেন, 'আমার পুত্র ত জীবিত আছে। আমিও সত্যক্রিয়া করিব।' ইহা বলিয়া তিনিও সত্যক্রিয়া করিলেন।

এই বৃত্তান্ত সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৯৪। ধূলায় ধূসর শ্যাম পড়িয়া ভূতলে,
দেখি শোকাতুর পিতা এই সত্য বলে :—

৯৫। 'চিরদিন ধর্ম্মপথে চরিয়াছে শ্যাম ;—
সত্য যদি হয় ইহা, সত্যবাক্যে এই
হউক বাছার দেহে বিষবীর্য্যক্ষয়।

৯৬। ব্রহ্মচর্য্যব্রত শ্যাম ভাঙ্গে নাই কভু :—
সত্য যদি হয় ইহা, সত্যবাক্যে এই
হউক বাছার দেহে বিষবীর্য্যক্ষয়।

৯৭। সত্য ভিন্ন মিথ্যা কভু বলে নাই শ্যাম ;
সত্য যদি হয় ইহা, সত্যবাক্যে এই
হউক বাছার দেহে বিষবীর্য্যক্ষয়।

৯৮। মাতাপিতৃসেবা সদা করিয়াছে শ্যাম ;—
সত্য যদি হয় ইহা, সত্যবাক্যে এই
হউক বাছার দেহে বিষবীর্য্যক্ষয়।

৯৯। কুলজ্যেষ্ঠদের শ্যাম করেছে সম্মান,—
সত্য যদি হয় ইহা, সত্যবাক্যে এই
হউক বাছার দেহে বিষবীর্য্যক্ষয়।

১০০। প্রাণ হ'তে প্রিয়তর শ্যাম যে আমার ;—
সত্য যদি হয় ইহা, সত্যবাক্যে এই
হউক বাছার দেহে বিষবীর্য্যক্ষয়।[১]

১০১। আমি ও শ্যামের মাতা ক'রেছি অর্জ্জন
যে পুণ্য এতেককাল, প্রভাবে তাহার
হউক বাছার দেহে বিষবীর্য্যক্ষয়।'

দুকূলকের সত্যক্রিয়ার পর মহাসত্ত্ব আবার পাশ ফিরিয়া অপর পার্শ্বে ভর দিয়া শুইলেন। অনন্তর সেই দেবতা সত্যক্রিয়া করিলেন।

এই বৃত্তান্ত সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

১০২। অদৃশ্য থাকিয়া গন্ধমাদন পর্ব্বতে,
হইয়া শ্যামের প্রতি দয়াপরবশ,
বলিলা সে দেবী তবে এই সত্য বাণী :—

১০৩। "বহুদিন আছি আমি এ গন্ধমাদনে,
শ্যাম হ'তে প্রিয়তর নাই কেহ মোর :—
সত্য যদি হয় ইহা, সত্যবাক্যে এই
হউক শ্যামের দেহে বিষবীর্য্যক্ষয়।

১০৪। গন্ধমাদনেতে আছে কানন যতেক,
সমস্তই পুষ্পগন্ধে সদা সুবাসিত :—
সত্য যদি হয় ইহা সত্য বাক্যে এই
হউক শ্যামের দেহে বিষবীর্য্যক্ষয়।"

১০৫। এইরূপে তিন জনে করুণ বিলাপ
করিতেছিলেন যবে, দাঁড়াইলা উঠি
বিলম্ব না করি শ্যাম প্রিয়দর্শন—
যৌবনসম্পন্ন—ঠিক পূর্ব্বের মতন।

মহাসত্ত্বের আরোগ্যলাভ, তাঁহার মাতাপিতার পুনর্ব্বার চক্ষুর্লাভ, অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে দেবানুভাববলে তাঁহাদের চারিজনেরই আশ্রমে উপস্থিতি,—এই সমস্ত এক সময়েই ঘটিল। শ্যামের মাতা পিতা দৃষ্টি লাভ করিয়া এবং তাঁহাকে সুস্থ দেখিয়া পরম সন্তুষ্ট হইলেন। অতঃপর শ্যাম পণ্ডিত এই গাথাগুলি বলিলেন :—

১০৬। শ্যাম আমি, সুখী হও তোমরা সকলে,
সুস্থদেহে উঠিয়াছি মৃত্যুশয্যা হ'তে।
ক'রোনা বিলাপ আর ; স্নেহ-সম্ভাষণে
প্রিয় তনয়ের কর আনন্দ বিধান।

১০৭। স্বাগত, হে মহারাজ ; তব আগমনে
পবিত্র হইল এই আশ্রম মোদের।
তুমি নরেশ্বর ; বল কোন্ প্রয়োজনে
দেখা দিলা দয়া করি দীনের আশ্রমে ?

---

[১] ৯৮ম হইতে ১০০ম গাথা ৮৭ম হইতে ৮৯ম গাথার পুনরুক্তি।

১০৮। তিন্দুক, পিয়াল, কাশ্মারী* ও মধুক—
আছে হেতা নানাবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফল।
দীন মোরা ; দয়া করি তাই, নরবর,
ভক্ষণ করিয়া কর কৃতার্থ আমায়।
১০৯। এই সুশীতল জল হয়েছে আনীত
গিরিগুহাজাতা মৃগসম্মতা হইতে।
হয় যদি ইচ্ছা, ভূপ, কর ইহা পান।*

এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া রাজা বলিলেন,

১১০। বিস্ময়ে বিমূঢ় আমি ; দিক্ ও বিদিক্
কিছুই বিস্ময়ে নারি নির্ণিতে এখন।
দেখিলাম এইমাত্র মরিয়াছে শ্যাম,
পাইল জীবন শ্যাম কেমনে এখন ?

শ্যাম ভাবিলেন, 'রাজা আমাকে মৃত মনে করিয়াছিলেন ; আমি যে জীবিত ছিলাম তাহা ইহাকে বুঝাইতেছি।' তিনি বলিলেন,

১১১। রয়েছে জীবন দেহে ; গাঢ় বেদনায়
চিত্তবৃত্তিরোধ কিন্তু ক্ষণতরে হয়।
যদিও জীবিত আছে, দেখিলে তাহায়
মৃত মনে করা কিছু অসম্ভব নয়।
১১২। রয়েছে জীবন দেহে ; গাঢ় বেদনায়
নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসরোধ কভু কভু হয়।

যদিও জীবিত আছে, দেখিলে তাহায়
মৃত মনে করা কিছু অসম্ভব নয়।

এই কারণে লোকে সময়ে সময়ে জীবিত লোককেও মৃত মনে করে।" অতঃপর শ্যাম পণ্ডিত রাজাকে এই ব্যাপারের প্রকৃত অর্থ বুঝাইবার জন্য দুইটী গাথায় ধর্ম্মদেশন করিলেন :—

১১৩। যথাধর্ম্ম করে যেই মাতাপিতৃসেবা,
করেন চিকিৎসা তার দেবতারা নিজে।
১১৪। যথাধর্ম্ম করে যেই মাতাপিতৃসেবা
সর্ব্বত্র প্রশংসা লভি ইহলোকে সেই
পরলোকে স্বর্গে গিয়া ভুঞ্জে বহুসুখ।

ইহা শুনিয়া রাজা বলিলেন, "অহো! ইহা বড়ই আশ্চর্য্য! যে মাতাপিতার পোষণ করে, তাহার ব্যাধির নাকি দেবতারাও চিকিৎসা করেন! এই শ্যাম বড়ই গৌরবের পাত্র।" তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,

১১৫। পাইতেছে বৃদ্ধি মোর ক্রমেই বিস্ময় ;
দিঙ্মূঢ় হয়েছি আমি ; শরণ তোমার
লইলাম, শ্যাম, আমি, এখন হইতে
শরণ হইলে তুমি এই পাতকীর।

শ্যাম বলিলেন, "মহারাজ, আপনি যদি দেবলোকে যাইতে এবং প্রভূত দেবসম্পত্তি ভোগ করিতে চান, তবে দশবিধ ধর্ম্মচর্য্যা করুন।' অনন্তর তিনি রাজাকে দশধর্ম্ম-চর্য্যা-গাথাগুলি † শুনাইলেন :—

* ১০৭ম হইতে ১০৯ম গাথা যথাক্রমে ৪৬শ—৪৮শ গাথার পুনরুক্তি।

† এই দশটী গাথা রোহন্তমৃগ-জাতকে (৫০১) এবং ত্রিশকুন-জাতকেও (৫২১) পাওয়া গিয়াছে।

১১৬। মাতার পিতার সেবা যথাধর্ম্ম কর তুমি, ক্ষত্রিয় রাজন্;
ইহলোকে ধর্ম্মচর্য্যা করিলে রাজার হয় স্বরগে গমন।
১১৭। দারাসুতগণে তব যথাধর্ম্ম পাল সবে, ক্ষত্রিয় রাজন্;
ইহলোকে ধর্ম্মচর্য্যা করিলে রাজার হয় স্বরগে গমন।
১১৮। মিত্র'মাত্যগণে তব যথাধর্ম্ম পাল সবে, ক্ষত্রিয় রাজন্;
ইহলোকে ধর্ম্মচর্য্যা করিলে রাজার হয় স্বরগে গমন।
১১৯। যুদ্ধযাত্রা আদি তব হয় যেন যথাধর্ম্ম, ক্ষত্রিয় রাজন্;
ইহলোকে ধর্ম্মচর্য্যা করিলে রাজার হয় স্বরগে গমন।
১২০। কি নগরে, কিবা গ্রামে যথাধর্ম্ম রক্ষ প্রজা, ক্ষত্রিয় রাজন্;
ইহলোকে ধর্ম্মচর্য্যা করিলে রাজার হয় স্বরগে গমন।
১২১। পৌরজানপদগণে যথাধর্ম্ম পাল তুমি ক্ষত্রিয় রাজন্;
ইহলোকে ধর্ম্মচর্য্যা করিলে রাজার হয় স্বরগে গমন।
১২২। শ্রমণব্রাহ্মণগণে যথাধর্ম্ম কর শ্রদ্ধা, ক্ষত্রিয় রাজন্;
ইহলোকে ধর্ম্মচর্য্যা করিলে রাজার হয় স্বরগে গমন।
১২৩। ইতর জীবের প্রতি যথাধর্ম্ম কর দয়া ক্ষত্রিয় রাজন্,
ইহলোকে ধর্ম্মচর্য্যা করিলে রাজার হয় স্বরগে গমন।
১২৪। ধর্ম্মচর্য্যা কর দেব; সুচরিত ধর্ম্ম হয় সুখের নিদান;
ইহলোকে ধর্ম্মচর্য্যা করিলে রাজার হয় স্বরগে প্রয়াণ।
১২৫। ধর্ম্মচর্য্যা কর দেব, প্রমাদ ইহাতে যেন হয় না কখন;
ধর্ম্মবলে স্বর্গলাভ করিলেন ইন্দ্র আদি দেবব্রহ্মগণ।

মহাসত্ত্ব এইরূপ পিলিযক্ষকে দশরাজধর্ম্ম শুনাইয়া আরও অনেক উপদেশ দিলেন এবং পঞ্চশীলে স্থাপিত করিলেন। রাজা অবনতমস্তকে এই সকল উপদেশ গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বারাণসীতে ফিরিলেন এবং দানাদি পুণ্যানুষ্ঠানপূর্ব্বক পারিষদগণসহ স্বর্গপরায়ণ হইলেন। বোধিসত্ত্বও মাতাপিতার সঙ্গে অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মলোক লাভ করিলেন।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা বলিলেন, ভিক্ষুগণ, মাতা ও পিতার পোষণ পণ্ডিতজনের চিরাগত ধর্ম্ম।" অতঃপর তিনি সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন সেই রাজা, উৎপলবর্ণা ছিলেন সেই দেবকন্যা, অনিরুদ্ধ ছিলেন শক্র কাশ্যপ ছিলেন সেই পিতা; ভদ্রকাপিলানী ছিলেন সেই মাতা এবং আমি ছিলাম সুবর্ণশ্যাম পণ্ডিত।]

☞ শ্যাম-জাতক পাঠ করিলে রামায়ণবর্ণিত দশরথকর্ত্তৃক অন্ধক মুনির পুত্রবধের কথা মনে পড়ে। অন্ধক বৈশ্য; দুকুলক চণ্ডাল। দশরথ অজ্ঞানকৃত বধের জন্যও অন্ধককর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু পিলিযক্ষ জ্ঞানকৃত বধের জন্যও চণ্ডালতাপস কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হন নাই। ইহাই বৌদ্ধধর্ম্মের অহিংসা-নীতির অনুমোদিত।

৫৪১—নেমি-জাতক।

[মিথিলার নিকটবর্ত্তী মখাদেবাম্রবণে অবস্থিতিকালে শাস্তা একদা ঈষৎ হাস্য করিয়াছিলেন এবং তদুপলক্ষ্যে এই কথা বলিয়াছিলেন। শাস্তা ঐ দিন সন্ধ্যাকালে বহুভিক্ষুসহ উক্ত আম্রবণে বিচরণ করিতে করিতে এক রমণীয় ভূভাগ দেখিতে পাইয়া নিজের কোন অতীত জন্মবৃত্তান্ত বলিবার অভিপ্রায়ে ঈষৎ হাস্য করিয়াছিলেন। আয়ুষ্মান্ স্থবির আনন্দ এই হাস্যের কারণ জিজ্ঞাসিলে ভগবান বলিয়াছিলেন, "আনন্দ, পুরাকালে, আমি যখন মখাদেব নাম গ্রহণপূর্ব্বক রাজত্ব করিয়াছিলাম, তখন এই ভূভাগে অবস্থিতি করিয়া ধ্যানসুখ ভোগ করিয়াছিলাম।" অতঃপর আনন্দের প্রার্থনায় সুরচিত আসনে উপবেশন করিয়া তিনি সেই অতীত বৃত্তান্ত বলিয়াছিলেন:—]

পুরাকালে বিদেহ রাজ্যে মিথিলা নগরে মখাদেব নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি চতুরশীতি সহস্র বৎসর কৌমার ক্রীড়ায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন, চতুরশীতি সহস্র বৎসর ঔপরাজ্য করিয়াছিলেন এবং আরও চতুরশীতি সহস্র বৎসর রাজত্ব করিবার পর একদা নাপিতকে বলিয়াছিলেন, "ভদ্র, আমার মস্তকে পক্বকেশ দেখিবামাত্র তৎক্ষণাৎ আমাকে জানাইবে।"

ইহার কিছুকাল পরে নাপিত মখাদেবের মস্তকে পক্বকেশ দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে জানাইল। তিনি সন্না দিয়া তোলাইয়া উহা নিজের হাতে রাখাইলেন এবং ললাটে যেন মৃত্যুর আজ্ঞা পাঠ করিতেছেন, এই ভাবে অবলোকন করিতে লাগিলেন। তিনি স্থির করিলেন যে, প্রব্রজ্যা গ্রহণের সময় উপস্থিত হইয়াছে। তিনি নাপিতকে একখানি উৎকৃষ্ট গ্রাম দান করিলেন এবং জ্যেষ্ঠপুত্রকে ডাকাইয়া বলিলেন, "বৎস, তুমি রাজ্য গ্রহণ কর; আমি প্রব্রজ্যা লইব।" পুত্র জিজ্ঞাসিলেন, "এ আজ্ঞা করিতেছেন কেন, পিতঃ?" মখাদেব বলিলেন :—

দেবদূতরূপে* দেখা দিয়াছে মস্তকে মোর শুক্ল কেশরাজি
বয়স্ গিয়াছে চলি; প্রব্রজ্যা লইব, তাই আমি বৎস, আজি।

মখাদেব জ্যেষ্ঠ পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন, তাঁহাকে কর্তব্যসম্বন্ধে উপদেশ দিলেন, নগর হইতে নিষ্ক্রমণপূর্ব্বক ভিক্ষুপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন, এবং চতুরশীতি সহস্র বর্ষ ব্রহ্মবিহারচতুষ্টয় ধ্যান করিয়া ব্রহ্মলোকে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার পুত্রও এই উপায়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণানন্তর ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন; তদনন্তর ঐ পুত্রের পুত্রও উক্ত গতি লাভ করিলেন। এইরূপে একে একে মখাদেবের বংশের দুই চতুরশীতিসহস্র পুরুষ স্ব স্ব মস্তকে পক্বকেশ দেখিয়া উক্ত আম্রবনেই প্রব্রজ্যা লইয়া ব্রহ্মবিহারচতুষ্টয় ধ্যানপূর্ব্বক ব্রহ্মলোকে জন্মান্তর গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদের আদিপুরুষ মখাদেব ব্রহ্মলোকে অবস্থিত হইয়া নিজের বংশচরিত চিন্তা করিয়া দেখিতে পাইলেন দুই চতুরশীতিসহস্র বংশধর শেষ বয়সে প্রব্রাজক বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া তিনি আবার ভাবিলেন, 'অতঃপর এই প্রথা অনুষ্ঠিত হইবে, কি অনুষ্ঠিত হইবে না?' তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, ইহা আর চলিবে না। তখন তিনি সঙ্কল্প করিলেন, 'আমার কুলপ্রথা আমাকেই অক্ষুন্ন রাখিতে হইবে।' তিনি ব্রহ্মলীলা সংবরণপূর্ব্বক মিথিলা নগরে রাজার অগ্রমহিষীর গর্ভে জন্মান্তর গ্রহণ করিলেন। তাঁহার নামকরণ দিবসে দৈবজ্ঞেরা অঙ্গলক্ষণসমূহ দেখিয়া বলিলেন "মহারাজ, এই কুমার আপনার কুলপ্রথা রক্ষা করিবার জন্য উৎপন্ন হইয়াছেন। আপনার বংশ প্রব্রাজকবংশ, ঐ কুমারের পরে কিন্তু এ বংশে আর প্রব্রজ্যাগ্রহণপ্রথা প্রচলিত থাকিবে না।" ইহা শুনিয়া রাজা বলিলেন, "এই কুমার রথচক্রনেমির ন্যায় আমার বংশপদবি অনুসরণ করিবার জন্য জন্মিয়াছে বলিয়া আমি ইহার 'নেমিকুমার' এই নাম রাখিলাম।†

কুমার শৈশব হইতেই দাতা, শীলসম্পন্ন ও পোষধ কর্ম্মে অভিরত হইলেন। তাঁহার পিতা পূর্ব্বপুরুষপরম্পরাগত প্রথানুসারে নিজের মস্তকে পক্বকেশ দেখিবামাত্র, নাপিতকে একখানি উৎকৃষ্ট গ্রাম দান করিয়া এবং পুত্রকে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া এই আম্রবনে প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক ব্রহ্মলোকপরায়ণ হইলেন। মহারাজ নেমি মহাদানশীল ছিলেন বলিয়া নগরের দ্বারচতুষ্টয়ে ও মধ্যভাগে পাঁচটী দানশালা নির্ম্মাণ করাইয়া প্রভূত দানে প্রবৃত্ত হইলেন। এক এক দানশালায় প্রতিদিন এক লক্ষ কার্ষাপণ বিতরিত হইত। এইরূপ

* পালি সাহিত্যে 'দেব' শব্দটীতে যমকেও বুঝায়; কাজেই দেবদূত — যমদূত।
† বুঝিতে হইবে যে 'নেমি' শব্দটী উচ্চারণদোষে 'নিমি'তে পরিণত হইয়াছে।

তিনি প্রত্যহ লক্ষ লক্ষ কার্ষাপণ দান করিতেন; তিনি প্রত্যহ পঞ্চশীল রক্ষা করিতেন, পক্ষদিবসে * পোষধ পালন করিতেন; তিনি প্রজাবৃন্দকে দানাদি পুণ্যানুষ্ঠানে উৎসাহিত করিতেন এবং স্বর্গলাভের পথ প্রদর্শন করিয়া ও নরকের ভয় দেখাইয়া ধর্ম্মোপদেশ দিতেন। তাঁহার উপদেশ মত চলিয়া এবং দানাদি পুণ্য কর্ম্ম করিয়া লোকে মৃত্যুর পরেই দেবলোকে জন্মান্তর লাভ করিতে লাগিল। এইরূপে দেবলোক পূর্ণ এবং নরক প্রায় শূন্য হইল। দেবগণ ত্রয়স্ত্রিংশদ্ভবনে সুধর্ম্মানাম্নী দেবসভায় সমবেত হইয়া মহাসত্ত্বের গুণকীর্ত্তন করিতেন। তাঁহারা বলিতেন, "অহো! আমাদের আচার্য্য মহারাজ নেমির কি মাহাত্ম্য! তাঁহারই কৃপায়, তাঁহারই বুদ্ধসুলভ জ্ঞানের প্রভাবে আমরা এই অপার দিব্যসম্পত্তি ভোগ করিতেছি! নরলোকেও নেমির গুণকথা মহাসাগরপৃষ্ঠে নিক্ষিপ্ত তৈলের ন্যায় চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইল।

এই বৃত্তান্ত প্রকট করিবার জন্য শাস্তা ভিক্ষুসঙ্ঘকে বলিলেন,

১। আত্মপরকুশলার্থী সুপণ্ডিত নেমি যবে করিতেন পৃথিবী শাসন,
বহুলোক সাধুশীল হইল, দেখিয়া ইহা চমৎকৃত হল ত্রিভুবন।
২। অরিন্দম বিদেহেশ করিতেন মহাদান নিত্য দীনে, শ্রমণে, ব্রাহ্মণে;
দান করিবার কালে একদা হইল তাঁর এ বিতর্ক উপজাত মনে—
দান আর ব্রহ্মচর্য্য, এ দু'য়ের কোন ধর্ম্ম মহত্তর ফল দিতে পারে?
কোন্‌টী এদের শ্রেষ্ঠ? সর্ব্ব অগ্রে অনুষ্ঠেয়? সদুত্তর কে দিবে আমারে?

এই সময়ে শক্রভবন উত্তপ্ত হইল। শক্র ইহার কারণ চিন্তা করিয়া মিথিলাপতির মনে যে বিতর্ক জন্মিয়াছে তাহা বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার সন্দেহ মিটাইবার অভিপ্রায়ে অচিরে স্বয়ং সমস্ত রাজভবন উদ্ভাসিত করিয়া রাজার শয়নকক্ষে প্রবেশপূর্ব্বক দেহ হইতে প্রভা নিঃসৃত করিতে করিতে আকাশে অবস্থিত হইলেন এবং রাজার প্রশ্নের বিশদ উত্তর দিলেন।

এই বৃত্তান্ত সুস্পষ্টরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৩। নেমির সংশয় বুঝি দেবকুলেশ্বর—
মঘবা, সহস্রনেত্র—হন আবির্ভূত,
অপনীত করি তমঃ দেহের আভায়।
৪। বাসবের দিব্যমূর্ত্তি করি নিরীক্ষণ
শিহরিল মনুজেন্দ্র নেমির শরীর;
জিজ্ঞাসেন "কে হে তুমি? দেব, কি গন্ধর্ব্ব,
কিংবা দেবরাজ শক্র স্বয়মুপস্থিত?"
৫। পেয়েছেন ভয় নেমি, বুঝিয়া বাসব
বলিলা, "দেবেন্দ্র আমি; নির্ভয়ে, রাজন্,
জিজ্ঞাস যে কোন প্রশ্ন ইচ্ছা তব হয়।
আসিয়াছি হেথা আমি দিতে সদুত্তর।
৬। জিজ্ঞাসার অবসর পেয়ে এইরূপে
বলেন বাসবে নেমি, "সর্ব্বভূতেশ্বর
মহাবাহু শক্র তুমি, জিজ্ঞাসি তোমায়,
দান আর ব্রহ্মচর্য্য, এ দুই ধর্ম্মের
কোন্‌টী সমর্থ দিতে মহত্তর ফল?"

---

* অর্থাৎ চতুর্দ্দশী, পঞ্চদশী ও অষ্টমী তিথিতে।

৭। শুনি নরদেবের এ প্রশ্ন পুরন্দর
দিলা সদুত্তর ; ভাল জানা ছিল তাঁর
ব্রহ্মচর্য্য পরিণামে কি সুফল দেয়।
জানা নাহি ছিল তাহা নেমি নৃপতির।

৮। "উত্তম, মধ্যম, হীন, এ তিন প্রকার
ব্রহ্মচর্য্য আছে, ভূপ ; হীনের প্রভাবে
জনম ক্ষত্রিয়কুলে লভে জীবগণ ;
মধ্যম দেবত্ব দেয় ; উত্তম আচরি
অর্হন্ নির্ব্বাণ পান ভবসিন্ধুপারে।

৯। অনাগার তপস্বীরা ব্রহ্মচর্য্যবলে
যে উত্তমগতি লাভ করেন, ভূপাল,
দানে—যজ্ঞে সুলভ তা' নহে কদাচন।" *

শক্র উক্ত গাথাগুলি দ্বারা ব্রহ্মচর্য্যের মহাফলত্ব প্রকটিত করিলেন এবং পুরাকালে যে সকল্ রাজা মহাদান করিয়াও কামলোক † অতিক্রম করিতে পারেন নাই, তাঁহাদিগের উদাহরণ প্রদর্শনার্থ বলিলেন,

১০। দিলীপ, সগর, শৈল, পৃথু, মুচলিন্দ
অষ্টক, অশ্বক, উশীনর, ভগীরথ,—

১১। এই সব সুবিখ্যাত নৃপতি-পুঙ্গব,
আর(ও) অন্য কত শত ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ
করিয়া অনেক যজ্ঞ, দিয়া বহু দান
নারিলেন অতিক্রমি যেতে প্রেতলোক। ‡

দানফল হইতে ব্রহ্মচর্য্যফল যে মহত্তর, এইরূপে তাহা প্রদর্শনপূর্ব্বক, যে সকল তপস্বী ব্রহ্মচর্য্যবলে প্রেতলোক অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মলোকে জন্মান্তর লাভ করিয়াছিলেন, শক্র এখন তাঁহাদের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন :—

---

* 'যে কায়ে তপস্সিনো উপপজ্জন্তি, এতে কায়া যাচযোগেন ন সুলভা'—এখানে 'কায়' শব্দ ব্রহ্মঘট (ব্রহ্মসমূহ বা ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তি) বুঝাইতেছে। যাচযোগ=যাচনযুত্তকযাচযোগ বাবাঞ্জ্যপ্রযুত্তকন্ধ তি উভয়ম্পি দায়কস্সেবেতং নাম।

† ব্রহ্মলোকের অধস্তন একাদশ লোক কামলোক নামে অভিহিত—ছয়টী দেবলোক, মনুষ্যলোক অসুরলোক, প্রেতলোক তির্য্যগ্‌যোনি ও নিরয়। এই সমস্ত লোকের অধিবাসীরা কামগুণের বশবর্ত্তী। ছয় দেবলোক, যথা :—পরনির্ম্মিতবশবর্ত্তী, নির্ম্মাণরতি, তুষিতস্বর্গ, ত্রয়স্ত্রিংশৎ ও চতুর্ম্মহারাজিক। অধস্তন কামলোক চারিটী 'অপায়'। কামলোকের ঊর্দ্ধে ব্রহ্মলোক—ষোলটী রূপব্রহ্মলোক এবং চারিটী অরূপব্রহ্মলোক। সমুদায়ে একত্রিশটী সত্ত্বলোক।

‡ সাধারণতঃ জাতকবর্ণিত রাজাদিগের এবং হিন্দুদিগের পৌরাণিক রাজাদিগের নাম প্রায় একই। কিন্তু দশম গাথার 'শৈল' রাজার নাম কোন সংস্কৃত পুরাণে পাওয়া যায় না। মূলে 'পুথুজ্জনো' রাজার নাম আছে। আমি ইঁহাকে 'পৃথু' বলিয়া গ্রহণ করিলাম। 'পুথুজ্জন' (পৃথগ্‌জন) বলিলে সামান্য ব্যক্তি বা বৌদ্ধেতর ব্যক্তিকে বুঝায়। ইহা কোন রাজার নাম হইতে পারে না। অষ্টক রাজার নাম পঞ্চম খণ্ডের শরভঙ্গ-জাতকেও (৫২২) পাওয়া গিয়াছে।

একাদশ গাথায় দেবতাদিগকেও প্রেতের মধ্যে গণ্য করা হইয়াছে, কেননা 'কামাবচরদেবতা হি রূপাদিনো কিলেসবত্থুস্স কারণা পরং পচ্চাসিংসনতো কপণতায় পেতা তি বুচ্চন্তি।' এই উক্তির সমর্থনে টীকাকার একটী গাথা উদ্ধৃত করিয়াছেন :—যাহারা অন্যের সাহচর্য্য বিনা, একাকী থাকিয়া সুখলাভ করিতে না পারে, যাহারা বিবেকজা প্রীতির আস্বাদ পায়না, তাহারা ইন্দ্রের মত সৌভাগ্যশালী হইলেও পরাধীনসুখ (সুখের জন্য পরমুখাপেক্ষী) এবং কৃপার পাত্র।

১২-১৩। যামহনু, সোমযাগ, মাঘ, মনোজব,
সমুদ্র, ভরত, কালিকর তপোধন—
এই সপ্ত ঋষি, আর কশ্যপ, অঙ্গিরা,
অকীর্ত্তি ও কৃশবৎস, এই চারিজন—
অতিক্রমি প্রেতলোক ব্রহ্মচর্য্যবলে
করিলেন ব্রহ্মলোকে অন্তিমে প্রয়াণ।

ব্রহ্মচর্য্য মহাফলপ্রদ, এ সম্বন্ধে শক্র যাহা অন্যের মুখে শুনিয়াছিলেন, এতক্ষণ তাহাই বর্ণন করিলেন। অতঃপর তিনি নিজে যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন তাহা বুঝাইবার জন্য বলিলেন,

১৪। রয়েছে উত্তর দেশে নদী সুগভীরা
সীদা-নামধেয়া, * নাহি পারে কেহ যাহা
অতিক্রমি যেতে, এত লঘু তার জল।
বিরাজে উভয়পার্শ্বে নলাগ্নিসন্নিভ
কাঞ্চন পর্ব্বতরাজি সেই তটিনীর
১৫। নদীকচ্ছ আমোদিত গন্ধে তগরের;
গিরিকচ্ছ আচ্ছাদিত রমণীয় বনে।
প্রকৃতির অতিপ্রিয় এ রম্য ভূভাগে
থাকিতেন পুরাকালে তপস্বী অযুত।
১৬। ছিলাম তখন আমি মহাদানশীল।
ঋষিরা বিবিক্তচারী, দান্ত, জিতেন্দ্রিয়।
নিরোধি চিত্তের বৃত্তি পালিতেন তাঁরা
ব্রহ্মচর্য্যব্রত হেরি; তুষিতাম আমি
তাঁ'সবারে প্রতিদিন দিয়া বহুদান।
১৭। কুটিলতা-বিবর্জ্জিত চরিত্র যাঁহার,
স্বভাব সর্ব্বথা যাঁর সারল্যমণ্ডিত,
তাঁহার(ই) সতত আমি করিতাম সেবা।
জাত্যংশে কিরূপ তিনি—উচ্চ কিংবা নীচ,
কভু নাহি করিতাম এ বিচার আমি।
একমাত্র কর্ম্মই শরণ মর্ত্ত্যদের;
জাতিবলে কর্ম্মফল এড়াতে কে পারে?
১৮। উচ্চ, নীচ সর্ব্ববর্ণ পড়িবে নরকে,
করে যদি পাপপথে বিচরণ তারা।
উচ্চ, নীচ সর্ব্ববর্ণ সদ্ধর্ম্ম আচরি
শুদ্ধিমার্গে কামলোক করে অতিক্রম। †

* টীকাকার বলেন যে, এই নদীর জল এত লঘু যে, তাহাতে ময়ূরের পালক পড়িলেও তৎক্ষণাৎ ডুবিয়া যায়; এই কারণেই ইহার নাম 'সীদা' হইয়াছে।

† ব্রহ্মচর্য্য যে দান অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, শক্র নিজের দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা বুঝাইতেছেন। তিনি দানশীল ছিলেন, ঋষিরা তপস্যা করিতেন। দান করিয়াও তিনি কামলোক অতিক্রম করিতে পারেন নাই; কিন্তু যে সকল ঋষি তাঁহার দান গ্রহণ করিতেন, ব্রহ্মচর্য্যবলে তাঁহারা ব্রহ্মলোক লাভ করিয়াছিলেন। এই গাথা পাঁচটীর ব্যাখ্যায় টীকাকার একটা অতিদীর্ঘ আখ্যায়িকা যোজন করিয়াছেন। তাহার স্থূলমর্ম্ম এই :—সীদানদীতীরবাসী দশসহস্র ঋষির এক জন এক বার ভিক্ষার্থে আকাশপথে বারাণসীতে গিয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া তত্রত্য রাজপুরোহিতের প্রব্রজ্যাগ্রহণের ইচ্ছা হয় এবং তিনি রাজার অনুমতি লইয়া প্রব্রজ্যাগ্রহণ করেন। কালক্রমে তপঃসিদ্ধিলাভ করিয়া তিনি বারাণসীরাজকে দর্শন দেন। তাঁহার মুখে ঋষিদিগের গুণকীর্ত্তন শুনিয়া রাজা ঋষিদিগকে ভোজন করাইবার জন্য ব্যগ্র হন এবং পাছে তাঁহারা বারাণসীতে আসিতে সম্মত না হন, এই আশঙ্কায় নিজেই বহু অনুচর ও নানা দ্রব্য লইয়া সীদাতীরে গমন করেন। এখানে তিনি দশসহস্র বৎসর সেই দশসহস্র ঋষিকে নিত্যভোজন

শক্র আবার বলিলেন, "মহারাজ, দান অপেক্ষা ব্রহ্মচর্য্য অধিকতর মহাফলপ্রদ বটে; কিন্তু মহাপুরুষদিগের চরিত্রে এই দুই গুণেরই সমাবেশ আছে। অতএব আপনিও অপ্রমত্তভাবে দানে রত থাকিবেন এবং শীলরক্ষা করিবেন।" নেমিকে এই উপদেশ দিয়া শক্র স্বস্থানে প্রতিগমন করিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদ করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

১৯। বিদেহেশে করি এই উপদেশ দান দেবরাজ শক্র স্বর্গে করিলা প্রস্থান।

দেবতারা শক্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, আপনাকে ত কয়েকদিন দেখিতে পাই নাই; আপনি কোথায় গিয়াছিলেন?" শক্র বলিলেন, "মারিষগণ, মিথিলারাজ নেমির মনে একটা সন্দেহের উদয় হইয়াছিল। তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিয়া সেই সন্দেহ নিরাকরণ করিবার জন্য গিয়াছিলাম।" অতঃপর তিনি তিনটী গাথায় এই বৃত্তান্ত আবার বিশদ করিয়া বলিলেন :—

২০। বলিতেছি যাহা, সমবেত দেবগণ, অবহিতচিত্তে তাহা করুন শ্রবণ :—
ধার্ম্মিক বলিয়া গণ্য ভূমণ্ডলে যাঁরা উচ্চ, নীচ-বর্ণ ভেদে বহুবিধ তাঁরা।
২১। অরিন্দম, পরমার্থকামী, সুপণ্ডিত বিদেহের পতি নেমি সর্ব্বত্র বিদিত।
২২। মহাদানশীল তিনি, দানের সময় হইল তঁহোর মনে সন্দেহ উদয়,—
দান, আর ব্রহ্মচর্য্য—কোন্‌টী প্রধান? কোন্‌টী এদের করে মহাফলদান।

এইরূপে কিছুই অমুক্ত না রাখিয়া শক্র রাজার গুণ বর্ণনা করিলেন। তাহা শুনিয়া নেমিকে দেখিবার জন্য দেবতাদিগের ইচ্ছা হইল। তাঁহারা বলিলেন, "মহারাজ নেমিই আমাদের আচার্য্য। তাঁহার উপদেশ মত চলিয়া এবং তাঁহারই কৃপায় আমরা এই দিব্যসম্পত্তি লাভ করিয়াছি। তাঁহাকে দেখিবার জন্য আমাদের বড় ইচ্ছা হইয়াছে। আপনি তাঁহাকে আহ্বান করিয়া আমাদিগকে দেখান।" শক্র এই প্রস্তাব সুসঙ্গত মনে করিয়া সম্মত হইলেন এবং মাতলিকে ডাকাইয়া বলিলেন, "সৌম্য মাতলে, তুমি বৈজয়ন্ত-রথ যোজন করিয়া মিথিলায় যাও এবং মহারাজ নেমিকে সেই দিব্য যানে তুলিয়া এখানে আনয়ন কর।" মাতলি, 'যে আজ্ঞা' বলিয়া রথ যোজনা করিয়া যাত্রা করিলেন। শক্রের সহিত দেবতাদিগের কথোপকথন, মাতলির প্রতি আজ্ঞাদান, এবং মাতলির রথযোজনা—এই সকল কার্য্যে মনুষ্যগণনায় এক মাস অতিক্রান্ত হইয়াছিল। নেমি পূর্ণিমার পোষধ গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বদিকের বাতায়ন উদ্‌ঘাটনপূর্ব্বক প্রাসাদের উচ্চতলে অমাত্যগণ পরিবৃত হইয়া শীলের মাহাত্ম্য চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময়ে পূর্ব্বদিকের ক্ষিতিজ রেখার উর্দ্ধে উদীয়মান চন্দ্রমণ্ডলের সহিত মাতলির রথও দেখা গেল। লোকে তখন সায়মাশ সমাপনপূর্ব্বক স্ব স্ব গৃহদ্বারে বসিয়া পরম সুখে কথাবার্ত্তা বলিতেছিল; তাহারা ঐ দৃশ্য দেখিয়া বলিল, "আজ যে দুইটা চন্দ্র উদিত হইল।" তাহাদের কথাবার্ত্তা শেষ হইবার পূর্ব্বেই দিব্যরথখানি স্পষ্টরূপে দেখা যাইতে লাগিল। তখন বহুলোকে বলিয়া উঠিল, 'দ্বিতীয়টী চন্দ্র নহে, উহা রথ।" কিয়ৎক্ষণ পরে মাতলিচালিত সহস্রসৈন্ধবযুক্ত বৈজয়ন্ত রথখানি সুস্পষ্টরূপে দেখা যাইতে লাগিল। লোকে ভাবিল, 'কাহার জন্য এই দিব্যরথ আসিতেছে?' তাহারা একটু চিন্তা করিয়া বলিল, "আর কাহার জন্য আসিবে? আমাদের রাজা ধার্ম্মিক; শক্র তাঁহারই জন্য বৈজয়ন্ত রথ পাঠাইয়াছেন। এ সম্মান আমাদের রাজার উপযুক্তই হইয়াছে।" অনন্তর লোকে পরিতুষ্ট হইয়া এই গাথা বলিল :—

করাইতেন। এত লোকের নিয়তবসতিহেতু সীদাতীরে একটী নগরের উৎপত্তি হইয়াছিল। কালক্রমে ঋষিরা তপঃপ্রভাবে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন, রাজা কিন্তু এত দানশীল হইয়াও শক্রত্ব ভিন্ন আর কিছু লাভ করিতে পারেন নাই।

২৩। অহো! কি অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিল এখন। ভাবিলে বিস্ময়ে দেহে হয় রোমাঞ্চন।
দিব্যরথ অবতীর্ণ সুরলোক হ'তে বিদেহকে সশরীরে স্বর্গে লয়ে যেতে। *

লোকে এইরূপ বলাবলি করিতেছিল; এদিকে মাতলি বাতবেগে অগ্রসর হইয়া রথ ঘুরাইলেন, প্রসাদ-বাতায়নের ঝন্‌কাঠের নিকটে থামাইলেন এবং উহা সজ্জিত করিয়া রাজাকে আরোহণের জন্য অনুরোধ করিলেন।

এই বৃত্তান্ত সুস্পষ্টরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

২৪। দেবপুত্র, ঋদ্ধিমান্ শক্রের সারথি
মাতলি বলিলা তবে মিথিলাপতিকে,
(গুণে যাঁর মুগ্ধ সর্ব্ব-রাজ্যবাসিগণ):—

২৫। "এস হে, দিক্‌পালকল্প নরেন্দ্রপুঙ্গব।
আরোহি এ রথে চল ত্রিদশ-আলয়ে,
সেন্দ্র দেবগণ বসি সুধর্ম্মা সভায়
করেন স্মরণ সেথা গুণগ্রাম তব।

রাজা ভাবিলেন, 'দেবলোক কখনও দেখি নাই, এখন দেখিতে পাইব; মাতলির অনুরোধও রক্ষা করা হইবে; অতএব যাওয়াই কর্ত্তব্য।' এই চিন্তা করিয়া তিনি অন্তঃপুরচারিণী এবং প্রজাদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "আমি শীঘ্রই ফিরিব; তোমরা অপ্রমত্তভাবে দানাদি পুণ্যকার্য্যে নিরত থাক।" অনন্তর তিনি রথে আরোহণ করিলেন।

এই বৃত্তান্ত সুস্পষ্টরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

২৬। তখন মিথিলাপতি আসন ত্যজিয়া,
পশ্চাতে রাখিয়া যত সমবেত জন,
করিলেন আরোহণ সেই দিব্যরথে।

২৭। মাতলি স্যন্দনারূঢ় রাজাকে তখন
বলিলা, "আদেশ তুমি কর, নরবর,
কোন্ পথে লয়ে যাব ত্রিদিবে তোমায়।
পাপীর যন্ত্রণাগার আছে এক পথে;
অন্য পথে পুণ্যাত্মার সুখময় ধাম।"

রাজা ভাবিলেন, 'আমি পূর্ব্বে ইহার কোন স্থানই দেখি নাই; আমাকে দুই স্থানই দেখিতে হইবে।' তিনি বলিলেন,

২৮। লয়ে চল মোরে তুমি, হে দেবসারথে, উভয়তঃ, যেন আমি পাই নিরখিতে
কি যন্ত্রণা পায় লোকে পাপের কারণ, কি বা সুখ করে ভোগ পুণ্যাত্মা যে জন।

মাতলি ভাবিলেন, 'দুই পথই ত একসঙ্গে দেখাইতে পারা যায় না। জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি, ইনি প্রথমে কোন্ পথে যাইতে চান।' তিনি বলিলেন

২৯। কোন্ পথে, রাজশ্রেষ্ঠ, যাইবে প্রথমে?
পাপীর যন্ত্রণাগার স্বর্গবাস পুণ্যাত্মার,
কোন্‌টী দেখিতে আগে ইচ্ছা হয় মনে?

রাজা ভাবিলেন, 'আমি ত দেবলোকে নিশ্চয় যাইব। প্রথমে তবে নরকই দেখা যাউক।' তিনি বলিলেন,

---

* এই গাথাটী ৪র্থ খণ্ডের সাধীন-জাতকেও (৪৯৫) আছে। ফলতঃ সাধীন-জাতক এবং পঞ্চম খণ্ডের সংকৃচ্চ-জাতক (৫৩০), এই দুইটী আখ্যায়িকা লইয়া নেমি-জাতকের অধিকাংশ রচিত। সংকৃচ্চ-জাতকের নরকবর্ণনা এবং এই জাতকের নরকবর্ণনা প্রায় একই।

৩০। দেখিব নরক আগে পাপীরা যেখানে থাকে
ক্রূরকর্ম্মাদের স্থান করিব দর্শন ;
দেখিব কি গতি লভে দুঃশীল যে জন।

ইহা শুনিয়া মাতলি রাজাকে বৈতরণী দর্শন করাইলেন

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৩১। দেখাইলা নরবরে মাতলি তখন
মহাঘোরা ক্ষারোদকা বৈতরণী নদী,
ফুটিতেছে জলরাশি অবিরত যার
হুতাশনশিখাসম প্রচণ্ড উত্তাপে। *

৩২। ঘোরা বৈতরিণীগর্ভে পড়িতেছে পাপী
দেখি, ইহা মাতলিকে বলিলেন নেমি,
"পাপীর যন্ত্রণা ঘোর করি দরশন
বড় ভয় পাই মনে, হে দেবসারথে।
বল, শুনি, এরা সব কি পাপের ফলে
পেতেছে যন্ত্রণা পড়ি বৈতরণী-জলে।"

৩৩। কি পাপে, কি দণ্ড পাপী পায় পরলোকে,
সুবিদিত মাতলির আছে সমুদায় ;
রাজার ছিল না জানা ; সে কারণ তিনি
লাগিলেন বুঝাইতে পাপ-পরিণাম :—

৩৪। "সবল হইয়া যদি জীবলোকে কেহ
দুর্ব্বলের করে হিংসা, অথবা পীড়ন,
সে নিষ্ঠুর পাপকর্ম্মা জীবনাবসানে
শাস্তি পায় পড়ি এই বৈতরণী-জলে।"

৩৫। "রক্তবর্ণ কুক্কুর, শবল গৃধ্রগণ,
ভীষণ কাকোলসঙ্ঘ দংষ্ট্রতুণ্ডাঘাতে
ছিঁড়ি মাংস পাপীদের করযে ভক্ষণ।
পাপীদের এ যন্ত্রণা করি দরশন,
বড় ভয় পাই মনে, হে দেবসারথে!
বল, শুনি, এরা সব কি পাপের ফলে
কাকোলের ভক্ষ্য হয়ে রয়েছে এখানে ?"

৩৬। কি পাপে, কি দণ্ড পাপী পায় পরলোকে,
সুবিদিত মাতলির আছে সমুদায় ;
রাজার ছিল না জানা ; সে কারণ তিনি
লাগিলেন বুঝাইতে পাপ-পরিণাম :—

৩৭। "কৃপণ যাহারা ছিল, কিংবা অপরের
দানে বাধা দিত যারা, বলিত দুর্ব্বাক্য

---

* টীকাকার এই প্রসঙ্গে বৈতরণীর রোমহর্ষক চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। ইহার জল বেত্রলতাচ্ছন্ন ; সেই বেত্রের কণ্টকগুলি ক্ষুরধার ও অগ্নিময়। নদীতীরে নরকপালেরা প্রজ্বলিত অসি-শক্তি-তোমর-ভিন্দিপাল-মুদগরাদি অস্ত্রশস্ত্র লইয়া অবস্থিত। তাহাদের প্রহারের তাড়নায় পাপীরা খণ্ডবিখণ্ড দেহে ঐ বেত্রাবরণের উপর পতিত হয়। এখানে তাহারা কণ্টকে বিদ্ধ হয় ; অধোভাগ হইতে তালপ্রমাণ প্রজ্বলিত অয়ঃশূল সমূহ উত্থিত হইয়াও তাহাদের দেহ বিদ্ধ করে। তন্নিম্নে জলের উপর লৌহময় ও ক্ষুরধার পদ্মপত্র। এই সকল পত্রের নিম্নে ক্ষারময় তপ্তজল ; নদীর তলদেশও তীক্ষ্ণক্ষুরাচ্ছন্ন। পাপীরা যন্ত্রণায় ডুব দিয়া সেখানেও গিয়া শান্তি পায় না, তাহারা ভীষণ আর্ত্তনাদ করিতে করিতে কখনও স্রোতের অনুকূলে, কখনও বা বিপরীত দিকে ছুটাছুটি করে ইহার পর যখন তাহারা তীরে উঠে, তখন নরকপালেরা আবার পূর্ব্ববৎ প্রহার আরম্ভ করে।

শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণে, হিংসাপরায়ণ
কোপনস্বভাব হেন মহাপাপিগণ
হয়েছে কাকোল-ভক্ষ্য নরকে এখন।

৩৮। 'জ্বলিতেছে নিরযীর শরীর অনলে
ছুটিছে সে প্রজ্বলিত অযোভূমি' পরি
ধাইছে নরকপাল পশ্চাতে তাহার
চূর্ণ করি দেহ তপ্তলৌহদণ্ডাঘাতে।
দেখি ইহা বড় ভয় পাইতেছি মনে।
বল, হে মাতলে, এরা কি পাপের ফলে
ভূতলে পাতিত হয় ভীমদণ্ডাঘাতে ?"

৩৯। কি পাপে, কি দণ্ড পাপী পায় পরলোকে
সুবিদিত মাতলির আছে সমুদায়
রাজার ছিল না জানা সে কারণ তিনি
লাগিলেন বুঝাইতে পাপ পরিণাম :-

৪০। "জীবলোকে যে সকল মহাপাপী করে
হিংসা দ্বেষ সাধুশীল নর বা নারীকে
ক্রূরকর্ম্মা তারা এবে সে পাপের ফলে
ভূতলে পাতিত হয় ভীমদণ্ডাঘাতে।"

৪১। "জ্বলন্তঅঙ্গারপূর্ণ কুণ্ডের ভিতরে
পড়িতেছে কেহ কেহ নরকপালেরা
শির'পরি তাহাদের করে বরষণ
[illegible]
কাঁপে থর থর পাপী করয় ক্রন্দন।
দেখি ইহা বড় ভয় পাইতেছি মনে
বল, হে মাতলে এরা কি পাপের ফলে
পেতেছে যন্ত্রণা হেন অগ্নিকুণ্ড মাঝে ?"

৪২। কি পাপে কি দণ্ড পাপী পায় পরলোকে
সুবিদিত মাতলির আছে সমুদায়
রাজার ছিল না জানা সে কারণ তিনি
লাগিলেন বুঝাইতে পাপ-পরিণাম :—

৪৩। "করিব 'শ্রেণীর' হিত এই ব্যপদেশে *
যাহারা সংগ্রহি অর্থ, গণজ্যেষ্ঠগণে
উৎকোচ করিয়া দান, মিথ্যা সাক্ষ্যবলে
করে উহা আত্মসাৎ, জানি, শুনি আর
লুঠায় সে ধন যারা, সেই পাপাত্মারা
জ্বলন্ত অঙ্গারকুণ্ডে পড়িয়া এখন
করিতেছে ছট্‌ফট্ আত্মকর্ম্ম-দোষে।"

৪৪। "প্রজ্বলিত, অগ্নিময় পর্ব্বতপ্রমাণ
দ্রবীভূত লৌহ পূর্ণ কুম্ভ অই দেখ

* মূলে "পূগায়তনস্স হেতু" ইত্যাদি আছে। পূগ = শ্রেণী, guild পূগায়তন = পূগসত্তক ধন অর্থাৎ শ্রেণীর প্রাপ্য ধন, যেমন বর্ত্তমান সময়ের স্বরাজভাণ্ডার ইত্যাদি। টীকাকার বলেন, "একাসে সতি দানং বা দস্সাম পূজং বা পবত্তেস্সাম, বিহারং বা করিস্সাম সংকড্‌ঢিত্বা ঠাপিতস্স পূগসন্তকস্স ধনস্স হেতু তং ধনং যথারুচিং খাদিত্বা গণজেট্‌ঠকানং লঞ্চং দত্বা অমুকট্‌ঠানে দত্তকং বয়করণং গতং অমুকট্‌ঠানে অক্মেহে এত্তকং দিন্নং তি কূটসক্খিং দত্বা তং ইণং বিনাসেন্তি।"

ভীষণ জ্বালায় যার ঝলসে নয়ন ;
পাপীদের এ যন্ত্রণা করি দরশন
বড় ভয় পাই মনে, হে দেবসারথে।
কি পাপের ফলে পড়ে ভিতরে উহার
অধঃশিরে পাপিগণ, বল ত আমায় ?"

৪৫। কি পাপে, কি দণ্ড পাপী পায় পরলোকে,
সুবিদিত মাতলির আছে সমুদায় ;
রাজার ছিল না জানা ; সে কারণ তিনি
লাগিলেন বুঝাইতে পাপ-পরিণাম :—

৪৬। "সাধুশীল শ্রমণব্রাহ্মণগণে যারা
হিংসে, কিংবা পীড়া দেয়, সেই মহাপাপে
পড়ে তারা অধঃশিরে লৌহকুম্ভে এবে।"

৪৭। "গলায় লোহার ফাঁস পরায়ে পাপীর
দেখ না দিতেছে পাক নরকপালেরা।
ছিঁড়ি মুণ্ড তপ্তজলে দিতেছে ফেলিয়া।
একের বিচ্ছিন্ন মুণ্ড যুড়িতেছে গিয়া
অপরের গলদেশে পুনঃ পুনঃ. হায়
এইরূপ দুর্বিষহ পাইতে যন্ত্রণা।
দেখিয়া বড়ই ভয় পাইতেছি মনে
বল, হে মাতলে কোন পাপে এইরূপে
পাপীর মস্তক ছিন্ন হয় বার বার ?"

৪৮। কি পাপে, কি দণ্ড পাপী পায় পরলোকে,
সুবিদিত মাতলির আছে সমুদায়,
রাজার ছিল না জানা ; সে কারণ তিনি
লাগিলেন বুঝাইতে পাপ পরিণাম :—

৪৯। "জীবলোকে যে পাপীরা পাখী ধরি তার
পক্ষ দুটী ফেলে ছিঁড়ি, অথবা মস্তক,
সেই শাকুনিক সব নরকে, রাজন,
শুইয়া দারুণ দুঃখ পায় এই মত।"

৫০। "প্রচুর সলিলে পূর্ণা সমতটা অই
বহিতেছে নদী, যার আছে দুই ধারে
সুগঠিত ঘাট সব ; পিপাসার্ত্ত লোকে
যায় হোথা সুশীতল বারিপান তরে,
কিন্তু কি আশ্চর্য্য। দেয় মুখে যবে জল,
অমনি তা' শুষ্ক বুসে * হয় পরিণত। †

৫১। দেখি ইহা বড় ভয় পাই আমি মনে।
বল, হে মাতলে, কোন পাপে ইহাদের
পীয়মান জল হয় বুসে পরিণত ?"

৫২। কি পাপে, কি দণ্ড পাপী পায় পরলোকে
সুবিদিত মাতলির আছে সমুদায়,
রাজার ছিল না জানা, সে কারণ তিনি
লাগিলেন বুঝাইতে পাপ-পরিণাম :—

* পালি 'ভুসং' : বাঙ্গালা 'ভুসি'।

† গ্রীক্ পুরাণের Tantalus আকণ্ঠ জলে মগ্ন থাকিতেন, তাঁহার মস্তকোপরি এক গুচ্ছ সুপক্ব দ্রাক্ষাফল থাকিত. কিন্তু তিনি জলপান করিবার ইচ্ছা করিলে জল অদৃশ্য হইত, ক্ষুধায় কাতর হইয়া দ্রাক্ষাগ্রহণের জন্য হস্ত প্রসারিত করিলে তাহাও অন্তর্হিত হইত।

৫৩। ভাল শস্যে মিশাইয়া বুস যে বণিক
ক্রেতাকে বঞ্চনা করে, সেই, মহারাজ,
নরকজ্বালায় যবে পিপাসার্ত্ত হ'য়ে
নদীতে ছুটিয়া যায়, কর্ম্মদোষে তার
নদীর সলিল হয় বুসে পরিণত।"

৫৪। "হানিছে উভয়পার্শে নিরয়িগণের
শরশক্তিতোমরাদি নরকপালেরা।
দেখি ইহা বড় ভয় পাইতেছি মনে।
কোন্ পাপে, হে মাতলে, এই সব লোকে
হইতেছে ভূপাতিত শক্তিশরাঘাতে?"

৫৫। কি পাপে, কি দণ্ড পাপী পায় পরলোকে,
সুবিদিত মাতলির আছে সমুদায়,
রাজার ছিল না জানা, সে কারণ তিনি
লাগিলেন বুঝাইতে·পাপ·পরিণাম :—

৫৬। যে সকল পাপাশয় থাকি জীবলোকে,
অপহরি ধন, ধান্য সুবর্ণ, রজত,
অজ-মেষ-মহিষাদি পশু অপরের
করিত, হে ভূমিপাল, জীবিকানির্ব্বাহ,
তাহারাই সেই পাপে নরকভূতলে
হতেছে পাতিত এবে শক্তিশরাঘাতে।"

৫৭। "গ্রীবায় আবদ্ধ অই লৌহময়পাশে
[illegible] পাতকী সব, অন্য এক দল
খণ্ডবিখণ্ডিত হয় শস্ত্রের আঘাতে,
দেখি ইহা ভয় বড় পাইতেছি মনে।
কি পাপের হেতু, বল হে দেবসারথে,
খণ্ডবিখণ্ডিত দেহ হতেছে এদের?"

৫৮। কি পাপে কি দণ্ড পাপী পায় পরলোকে,
সুবিদিত মাতলির আছে সমুদায়;
রাজার ছিল না জানা, সে কারণ তিনি
লাগিলেন বুঝাইতে পাপ পরিণাম :—

৫৯। "গো মহিষ-ছাগ মেষ শূকর-মীনাদি
প্রাণিবধ যাহাদের বৃত্তি জীবলোকে,
বধি মাংস তাহাদের·বিক্রয়ের তরে
সূনায় সাজায়ে যারা রাখে স্তূপাকারে,
সেই ক্রূরকর্ম্মা সব জীবনাবসানে
খণ্ড বিখণ্ডিত হয় নরকে এখন।"

৬০। "মলমূত্রে পূর্ণ অই হ্রদ দেখা যায়,
ওষ্ঠাগত প্রায় প্রাণ পূতিগন্ধে যার।
ক্ষুধার্ত্ত পাপীরা, দেখ, ধায় ওর পাশে,
ওখানেই গিয়া অই মলমূত্র খায়।
দেখে ইহা বড় ভয় পাই আমি মনে।
কি পাপের ফলে এরা, হে দেবসারথে,
করিতেছে ক্ষুন্নিবৃত্তি মলমূত্র খেয়ে

৬১। কি পাপে, কি দণ্ড পাপী পায় পরলোকে,
সুবিদিত মাতলির আছে সমুদায়;

রাজার ছিল না জানা ; সে কারণ তিনি
লাগিলেন বুঝাইতে পাপপরিণাম :—

৬২। "মিত্রদ্রোহী, অপরের পীড়ক যাহারা,
সতত নিরত যারা পরের হিংসায়,
সেই সব পাপী, ভূপ জীবনাবসানে
নরকে পড়িয়া করে বিষ্‌মূত্র ভোজন।"*

৬৩। "রক্তপূয়ে পূর্ণ অই হ্রদ অভ্যন্তর,
ওষ্ঠাগতপ্রায় প্রাণ পূতিগন্ধে যার,
তৃষ্ণার্ত্ত মানবগণ করিতেছে পান
শুক্রারজনক অই রক্ত আর পূয়।
দেখি ইহা বড় আমি পাইতেছি ভয়।
কোন্ পাপে বল মোরে, হে দেবসারথে,
করে পান লোকে হেথা রক্ত আর পূয় ?

৬৪। কি পাপে কি দণ্ড পাপী পায় পরলোকে,
সুবিদিত মাতলির আছে সমুদায় ;
রাজার ছিল না জানা, সে কারণ তিনি
লাগিলেন বুঝাইতে পাপপরিণাম :—

৬৫। "সমাজের পরিত্যাজ্য পাপাত্মা যে সব
মাতা, পিতা পূজনীয় অন্যান্য ব্যক্তির
করিয়াছে প্রাণবধ থাকি জীবলোকে,
ক্রূরকর্ম্মফলে তারা পড়িয়া নরকে
রক্তপূয় পান করে পিপাসা দমন।

৬৬। "হয়েছে বড়িশে বিদ্ধ রসনা পাপীর,
শত শঙ্কু দ্বারা বিদ্ধ চর্ম্ম যে প্রকার,
স্থলেতে নিক্ষিপ্ত, হায়, মীনের মতন
করে এরা ধড় ফড় কান্দে অবিরত,
মুখ হ'তে হয় সদা ফেন উদ্গিরণ।

৬৭। দেখি ইহা বড় ভয় পাই আমি মনে।
কোন্ পাপে, বল মোরে, হে দেবসারথে,
হয়েছে বড়িশে বিদ্ধ রসনা এ সব ? ॥

৬৮। কি পাপে, কি দণ্ড পাপী পায় পরলোকে,
সুবিদিত মাতলির আছে সমুদায় ;
রাজার ছিল না জানা, সে কারণ তিনি
লাগিলেন বুঝাইতে পাপপরিণাম :—

৬৯। "ক্রয়বিক্রয়ের স্থানে অর্ঘকারকের
পদে প্রতিষ্ঠিত যারা উৎকোচগ্রহণে
দ্রব্যের প্রকৃত মূল্য দেয় কমাইয়া,
ধনলোভে কূট তুলা করি ব্যবহার
ওজনের ব্যতিক্রম ঘটায় যাহারা,
অথচ বলিয়া মুখে মধুর বচন
নিজের ধূর্ত্ততা রাখে করিয়া গোপন —

* মূলে "কারণিকা বিরোসকা পরেসং হিংসায় সদা নিবিট্‌ঠা" আছে। টীকাকার বলেন 'কারণিকা তে কারণকারকা বিরোসকা মিত্তসুহজ্জানং পি বিরোধকা"। সুহজ্জ = সুহৃৎ। 'কারণিক' শব্দের অর্থ এখানে যে কি হইবে, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। যাহারা শর নির্ম্মাণ করে তাহাদিগকে 'কারণিক' বলা হয়। কিন্তু এ অর্থ এখানে অপ্রযোজ্য। বোধ হয় ইহা, এখানে 'অকৃতজ্ঞ' বা 'কর্ত্তব্যে উদাসীন' এইরূপ কিছু বুঝাইতেছে।

মৎস্য ধরিবার তরে লোকে যে প্রকার
বড়িশ আমিষে ঢাকি ফেলে জলাশয়ে—

১০। হেন কূটকারিগণ পরিত্রাণ কভু
লভিতে না পারে ; তারা নিজ কর্ম্মফলে
পায় না ক পুরস্কার পরলোকে গিয়া।
ক্রূর কর্ম্মফলে সেই পাপীরা এখানে
পেতেছে যন্ত্রণা বদ্ধ হইয়া বড়িশে।"

১১। "ক্ষতবিক্ষতাঙ্গে, ওই দেখ, নারীগণ
বাহু তুলি করিতেছে সতত ক্রন্দন।
ছিন্নগ্রীবা গবী যথা থাকে আঘাতনে, *
রয়েছে শোণিত পূয়ে লিপ্তদেহা এরা।
ভূমিতে নিখাত আছে আকটি শরীর ;
পর্ব্বতপ্রমাণ অপবাগ্নি প্রজ্বলিত!
চৌদিক্ হইতে ছুটি জ্বলন্ত পর্ব্বত
পিষিতেছে পুনঃ পুনঃ ভীষণ আঘাতে
উর্দ্ধকায় ইহাদের, কিন্তু নবীভূত
পিষ্ট অংশ হয় পুনঃ, উচ্চতায় যাহা
অতিক্রমে সেই সব জ্বলন্ত পর্ব্বত। †

১২। দেখি ইহা বড় আমি পাইতেছি ভয় ;
বল, হে মাতলে, এরা কি পাপের ফলে
আকটি নিখাত আছে ভূমিতে সতত?
কেনই বা পিষ্ট উর্দ্ধকায় ইহাদের
[illegible]
উচ্চতায় এই সব জ্বলন্ত পর্ব্বত?"

১৩। কি পাপে কি দণ্ড পাপী পায় পরলোকে,
সুবিদিত মাতলির আছে সমুদায়,
রাজার ছিল না জানা ; সে কারণ তিনি
লাগিলেন বুঝাইতে পাপ-পরিণাম :—

১৪। "সৎকুলে লভিয়া জন্ম এরা জীবলোকে
করিল অশুদ্ধ কর্ম্ম ; ছিল দুশ্চারিণী,
করিয়া রূপের গর্ব্বে পতি পরিত্যাগ
ভজিল পুরুষান্তরে কামের তাড়নে।
জীবলোকে কামসুখ চরিতার্থ করি
পেতেছে এখন এই যন্ত্রণা ভীষণ।"

১৫। "পদদ্বয় ধরি, দেখ, অধঃশিরে অই
পাপীকে নরকপাল ফেলিছে নরকে।

---

* আঘাতন—কসাইখানা (Slaughterhouse)।

† এই গাথার শেষ চরণ—"খন্দাতিবত্তন্তি সজোতিভূতা" দুর্ব্বোধ্য। 'অতিবত্তন্তি' পদের অর্থ অতিক্রম করে। কিন্তু কাহাকে অতিক্রম করে? 'খন্দ'-ই বা কি? টীকাকার বলেন, "নারিয়ো এত্তে পব্বতপব্বা অতিক্কমন্তি, তাসং কিং এবং কটিপমাণং পথবিসিতা ঠপিতকালে পুরত্থিমায় দিসায় জলিতো অপরপব্বতো সমুট্ঠাহিত্বা অসনি বিয় বিরবন্তো আগন্ত্বা সরীরং সণ্হকরণিয়ং বিয় পিংসন্তো গচ্ছতি। তস্মিন্ অতিবত্তিত্বা পচ্ছিম-পস্সে ঠিতে পুন তাসং সরীরং পাতুভবতি, তা দুক্খং অধিবাসেতুং অসক্কোন্তিয়ো বাহা পগ্গয্হ কন্দন্তি, সেস দিসাসু উট্ঠিতপব্বতেসু পি এসেব নযো, যে পব্বতা সমুট্ঠায উচ্চ্ছাটিকং বিয় পীলেন্তি ...তেনাহ খন্দাতিবত্তন্তীতি।" ইহা হইতে কি অনুমান করা যায় যে, 'খন্দ' শব্দ দ্বারা ঐ সকল অগ্নিপর্ব্বত বুঝিতে হইবে? নারীদের দেহের উর্দ্ধভাগ পর্ব্বতপ্রমাণ উচ্চ, নচেৎ পেষণের সুবিধা হয় না; একবার পিষ্ট হইয়া উহা আবার নবীভূত হয় এবং জ্বালায় ও উচ্চতায় ঐ সকল পর্ব্বতকেও অতিক্রম করে।

বল, হে মাতলে, আমি শুধাই তোমায়,
কোন্ পাপে মানুষের এ দুর্দশা হয় ?"

৭৬। কি পাপে, কি দণ্ড পাপী পায় পরলোকে,
সুবিদিত মাতলির আছে সমুদায় ;
রাজার ছিল না জানা ; সে কারণ তিনি
লাগিলেন বুঝাইতে পাপ-পরিণাম :—

৭৭। "প্রিয়া পত্নী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধন মানুষের।
হেন ধন হরণ যে করে নরাধম,
পরদারসেবী সেই পাপাত্মার হয়
উর্দ্ধপাদে অধঃশিরে নরকে পতন।

৭৮। বহুবর্ষ এইরূপে নরকে থাকিয়া
এতাদৃশ পাপাত্মারা ভুঞ্জে দুঃখ সদা।
ক্রূরকর্ম্মী দুর্ম্মতিরা কভু, মহারাজ,
নাহি পায় পরিত্রাণ জীবনাবসানে।
আত্মকৃত কর্ম্ম আসি অগ্রে ইহাদের
ব্যবস্থা করিয়া রাখে উচিত দণ্ডের।
তাই, এরা অধঃশিরে পড়িছে নরকে।"

ইহা বলিয়া দেবসারথি মাতলি ঐ নরকও অন্তর্ধাপিত করিলেন এবং আরও অগ্রসর হইয়া যে নরকে মিথ্যাদৃষ্টিক* লোকে দণ্ড ভোগ করে, রাজাকে তাহা দেখাইলেন। অনন্তর রাজা প্রশ্ন করিলে মাতলি তাঁহাকে সমস্ত বুঝাইয়া দিলেন।

৭৯। "নিরয়ের [illegible] আমি
দেখিনু নরকে আসি ঘোর পরিণাম।
দেখি সব বড় ভয় পাইলাম মনে।
বল ত, মাতলে, ঐ লোকগুলা কেন
পাইতেছে হেন তীব্র ভীষণ যাতনা ?"

৮০। কি পাপে, কি দণ্ড পাপী পায় পরলোকে,
সুবিদিত মাতলির আছে সমুদায় ;
রাজার ছিল না জানা ; সে কারণ তিনি
লাগিলেন বুঝাইতে পাপ-পরিণাম :—

৮১। "মিথ্যাদৃষ্টি যাহাদের ছিল জীবলোকে,
মোহবশে ভ্রান্তমার্গে চলিত নিজেরা
অন্যকেও সেই পথে লইত টানিয়া,
সে সব পাষণ্ড আসি নরকে এখন
পাইতেছে হেন তীব্র যন্ত্রণা-পীড়া।

এদিকে দেবলোকে দেবতারা সুধর্ম্মা সভায় সমবেত হইয়া রাজার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। মাতলি ফিরিতে বিলম্ব করিতেছেন কেন, ইহা ভাবিয়া শক্র বিলম্বের কারণ বুঝিলেন। তিনি জানিলেন যে, 'মাতলি নিজের দৌত্যকুশলতা প্রদর্শন করিবার জন্য নেমিকে লইয়া নরকে নরকে ঘুরিতেছেন এবং পাপীরা অমুক পাপে অমুক নরকে অমুক দণ্ড ভোগ করে, ইহা বলিতেছেন। এরূপ করিলে নেমির সমস্ত জীবন কাটিয়া যাইবে, অথচ তিনি নরকের শেষ দেখিতে পাইবেন না।" এজন্য শক্র একজন মহাবেগবান্ দেবপুত্রকে বলিলেন, "তুমি মাতলিকে বল গিয়া যে, রাজাকে লইয়া শীঘ্র এখানে আগমন করুন।" দেবপুত্র সত্বর মাতলির

* যাহারা ধর্ম্মসম্বন্ধে ভ্রান্ত মত পোষণ করে ও সদ্ধর্ম্মে বিশ্বাস করে না।

নিকট গিয়া শক্রের আদেশ জানাইলেন। তাহা শুনিয়া মাতলি দেখিলেন যে, আর বিলম্ব করা চলে না। তখন তিনি রাজাকে চতুর্দ্দিকের বহুনরক যুগপৎ দেখাইয়া বলিলেন,

৮২। দেখিলেন পাপীদের যন্ত্রণা-আগার ;
ক্রূরকর্ম্মাদের স্থান, দুঃশীলের গতি
স্বচক্ষে, রাজর্ষে, সব পেলেন দেখিতে।
চলুন এখন যাই শক্রের নিকটে।

ইহা বলিয়া মাতলি দেবলোকাভিমুখে রথ চালাইলেন। দেবলোকে যাইবার কালে রাজা দেখিতে পাইলেন, আকাশে দ্বাদশযোজনবিস্তীর্ণ, মণিময়-পঞ্চকূটাগারশোভিত, সর্ব্বালঙ্কারবিভূষিত, উদ্যান-পুষ্করিণী-সমন্বিত, কল্পবৃক্ষপরিবৃত এক বিমান শোভা পাইতেছে। ঐ বিমান দেবদুহিতা বীরণীর। বীরণী তখন একটী কূটাগারে শয্যাপৃষ্ঠে উপবেশন করিয়া মণিময় বাতায়ন উদ্‌ঘাটনপূর্ব্বক বাহিরে দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন ; এক সহস্র অপ্সরা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া ছিল। রাজা মাতলিকে এই বিমানের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন এবং মাতলি তাঁহাকে তাহা বুঝাইয়া দিলেন :—

৮৩। "কি সুন্দর, সুগঠিত ঐ যে বিমান,
শোভিছে উপরে যার পঞ্চকূটাগার !
দিব্যমাল্যধরা, সর্ব্বাভরণমণ্ডিতা,
মহা-অনুভাবা এক নারী ও বিমানে
রয়েছে শয়ান, দেবসুলভ বিভূতি
দেখিয়ে বিকাশ করি নানান প্রকার।
[illegible]
হইতেছি পুলকিত আনন্দে অপার।
সম্পাদিয়া কোন্ সাধুকর্ম্ম নরলোকে
এ রমণী স্বর্গসুখ ভুঞ্জেন বিমানে ?"

৮৪। কি পুণ্যে, কি সুখ ভুঞ্জে লোকে পরকালে
সুবিদিত মাতলির আছে সমুদায়।
রাজার ছিল না জানা, সে কারণ তিনি
লাগিলেন বুঝাইতে পুণ্যের সুফল।

৮৫। "হয় নি কি জীবলোকে শ্রবণগোচর
বীরণীর নাম কভু ? ছিল পুরাকালে
কোন এক ব্রাহ্মণের গর্ভদাসী * সেই।

---

* দাসস্বামীর গৃহে দাসের ঔরসে ও দাসীর গর্ভে জাত সন্তান গর্ভদাস বা গর্ভদাসী বলিয়া অভিহিত হইত। পালি সাহিত্যে এইরূপ সন্তানকে 'আমায় দাস' 'জাতদাস', 'আমায় দাসী' 'জাতদাসী' বলা যায় (২য় খণ্ডের উপক্রমণিকার ৩।০ পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য)।

বীরণীর সম্বন্ধে এই কিংবদন্তী আছে :—সে দশবল কাশ্যপের সময় জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তাহার ব্রাহ্মণ প্রভু ভিক্ষুসঙ্ঘকে অষ্ট শলাকাভক্ত দিবার সঙ্কল্প করেন। তিনি গৃহে গিয়া ব্রাহ্মণীকে বলিলেন, "আগামী কল্য হইতে প্রত্যহ এক শত ভিক্ষুর জন্য এক এক কার্ষাপণ মূল্যের খাদ্যের ব্যবস্থা করিয়া আটটা শলাকাভক্ত প্রস্তুত করিতে হইবে"। ব্রাহ্মণী উত্তর দিলেন, "ভিক্ষুরা ধূর্ত ; আমি এ কাজ করিব না।" ব্রাহ্মণের কন্যারাও কেহই তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতে চাহিল না। তখন তিনি বীরণীকে এই ভার লইতে বলিলেন ; বীরণী প্রফুল্লচিত্তে ভার গ্রহণ করিল, যত্নসহকারে যাগূভক্তাদি রন্ধন করিতে লাগিল, যে সকল ভিক্ষু শলাকা পাইয়া যথাকালে ব্রাহ্মণের গৃহে দেখা দিতেন, তাঁহাদিগকে আদর করিয়া গোময়লিপ্ত পবিত্র স্থানে আসন পাতিয়া বসাইত এবং মাতা যেরূপ প্রবাসাগত পুত্রের সেবা করেন, সেইরূপে তাঁহাদিগকে ভোজন করাইত। ব্রাহ্মণদত্ত অর্থ ভিন্ন সে নিজের অর্থও ভিক্ষুদিগের সেবায় নিয়োজিত করিত।

যথাকালে সমাগত অতিথিগণের
করিত সে সেবা যত্নে, সেবে যথা মাতা
আত্মগর্ভজাত পুত্রে সানন্দ অন্তরে!
শীলবতী, ত্যাগবতী সে পুণ্যের বলে
লভি এ বিমান এবে ভুঞ্জে স্বর্গসুখ।

ইহা বলিয়া মাতলি রথ লইয়া অগ্রসর হইলেন এবং রাজাকে শোণদত্ত দেবপুত্রের কনকময় সপ্ত বিমান প্রদর্শন করিলেন। রাজা বিমানগুলি এবং তাহাদের শ্রীসম্পত্তি দেখিয়া, শোণদত্ত পূর্ব্বে কি কর্ম্ম করিয়াছিলেন তাহা জিজ্ঞাসিলেন, মাতলিও তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিলেন :—

৮৭। "ঐ যে জাজ্বল্যমান, মাতলে বিমান
শোভিতেছে পুরোভাগে, বিচরণ যেথা
করেন মহর্দ্ধি, সর্ব্বভূষণে মণ্ডিত
দেবপুত্র এক, নারীগণপরিবৃত
৮৮। দর্শন করিয়া ইহা, হে দেবসারথে,
হইতেছি পুলকিত আনন্দে অপার।
সম্পাদিয়া কোন শুভকার্য্য নরলোকে
ভুঞ্জেন এ স্বর্গসুখ ইনি ও বিমানে?"
৮৯। কি পুণ্যে, কি সুখ ভুঞ্জে লোকে পরকালে
সুবিদিত মাতলির আছে সমুদায়।
রাজার ছিল না জানা, সে কারণ তিনি
[illegible]
৯০। "নরলোকে শোণদত্ত নামে সুবিদিত
ছিলেন, রাজন্, ইনি আঢ্য গৃহপতি,
মুক্তহস্ত সদা দানে, প্রব্রাজকদের
উদ্দেশ্যে বিহার সপ্ত নিজব্যয়ে ইনি
নিরমি উৎসর্গ করিলেন পুরাকালে। *
৯১। সর্ব্বপাপবিনির্মুক্ত সরলস্বভাব
ভিক্ষু যাঁরা থাকিতেন এ সপ্ত বিহারে,
সেবিতেন শোণদত্ত সসম্মানে সবে
সতত প্রসন্নমনে, অন্নবস্ত্র দিয়া
শয্যাদীপ-আদি আর আবশ্যক যাহা।
৯২। চতুর্দ্দশী, পঞ্চদশী অষ্টমী তিথিতে,
প্রাতিহার্য্যপক্ষে আর পালিতেন ইনি
সযত্নে অষ্টাঙ্গ শীল, †
৯৩। পোষধী হইয়া
সর্ব্বদা সংযমবলে রক্ষিতেন শীল।
সে সংযম, সেই দানমাহাত্ম্যে, রাজন,
ভুঞ্জেন বিমানে ইনি এবে স্বর্গসুখ।"

* শোণদত্ত (সোণদিন্ন) কাশ্যপবুদ্ধের সময়ে কাশীরাজ্যের কোন নিগমগ্রামে বাস করিতেন।

† এই গাথাটী চতুর্থ খণ্ডের সুরুচি জাতকের (৪৮৯) ১৪শ গাথা। 'প্রাতিহার্য্য-পক্ষ' সম্বন্ধে তত্রত্য পাদটীকা দ্রষ্টব্য। টীকাকার বলেন যে, এই অতিরিক্ত পোষধদিন অষ্টমীর পূর্ব্বে বা পরে অর্থাৎ সপ্তমী বা নবমীতে, এবং চতুর্দ্দশী ও পঞ্চদশীর পূর্ব্বে বা পরে অর্থাৎ ত্রয়োদশী বা প্রতিপদে পালিত হইত। ফলতঃ ইহা একটা অতিরিক্ত পোষধদিন; এখন কিন্তু ইহা কেহ পালন করে না।

এইরূপে শোণদত্তের পুণ্যের কথা বলিয়া মাতলি সম্মুখের দিকে আরও অগ্রসর হইয়া রাজাকে একটী স্ফটিক-বিমান দেখাইলেন। উহা পঞ্চবিংশতি যোজন উচ্চ, বহুশত সপ্তরত্নময় স্তম্ভযুক্ত, বহুশত কূটাগারপ্রতিমণ্ডিত। উহার চতুর্দ্দিক্ কিঙ্কিণিযুক্ত জালে বেষ্টিত; চূড়ায় সুবর্ণরজতময় পতাকা; চতুষ্পার্শ্বে নানাপুষ্প-মণ্ডিত তরুলতার বিচিত্র উদ্যান ও উপবন; তাহাদের মধ্যে মধ্যে রমণীয় পুষ্করিণী। ভিতরে গীতবাদ্যাদি-নিপুণা সহস্র অপ্সরা। এই বিমান দেখিয়া রাজা অপ্সরাদিগের পূর্ব্বকৃতকর্ম্মসম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন এবং মাতলি সেই প্রশ্নের উত্তর দিলেন :—

৯৪। "স্ফটিকনির্ম্মিত অই শোভিছে বিমান,
কূটাগাররাজি যার অতি মনোহর।
দিব্যাঙ্গনা শত শত রয়েছে ওখানে;
অন্নপানে পরিপূর্ণ; দিব্যনৃত্যগানে
মুখরিত হইতেছে প্রকোষ্ঠ উহার।
৯৫। দর্শন করিয়া ইহা, হে দেবসারথে,
পুলকিত হইতেছি আনন্দে অপার
কোন্ শুভকর্ম্মফলে এই রমণীরা
স্বর্গসুখ ও বিমানে ভুঞ্জেন এখন ?"
৯৬। কি পুণ্যে, কি সুখ ভুঞ্জে লোকে পরকালে,
সুবিদিত মাতলির আছে সমুদায়।
রাজার ছিল না জানা; সে কারণ তিনি
[illegible] পুণ্যের [illegible]।
৯৭। "যে সকল উপাসিকা থাকি নরলোকে
সত্য আর শীলরক্ষা করিল যতনে,
অপ্রমত্তভাবে যারা পালিল পোষধ,
সতত প্রসন্নচিত্তা, হেন নারীগণ
সে সংযম, সেই দান-মাহাত্ম্যের বলে
ভুঞ্জিছে স্বর্গীয় সুখ বিমানে এখন।"

মাতলি আরও পুরোভাগে রথ চালাইয়া রাজাকে একটী মণিবিমান দেখাইলেন। ইহা সমতল ভূভাগের উপর প্রতিষ্ঠিত; উহা উত্তুঙ্গ মণিময়পর্ব্বতের ন্যায় প্রভা বিকিরণ করিতেছিল। উহার অভ্যন্তরে দিব্য নৃত্যগীত হইতেছিল এবং বহুদেবপুত্র অবস্থিতি করিতেছিলেন। ইহা দেখিয়া রাজা দেবপুত্রদিগের কৃতকর্ম্ম কি, জিজ্ঞাসিলেন; মাতলিও তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিলেন :—

৯৮। "সুন্দর ভূভাগে অই শোভিছে বিমান,
বৈদূর্য্যে নির্ম্মিত যাহা, সুন্দরগঠন;
৯৯। বাজিছে মৃদঙ্গ হোথা, আড়ম্বর-আদি
নানাবিধ বাদ্য যন্ত্র; দেবপুত্রগণ
করিছেন নৃত্য গীত ভিতরে উহার!
সুমধুর দিব্য শব্দ পশিছে শ্রবণে।
১০০। শুনি নাই পূর্ব্বে কভু শ্রুতিসুখকর
হেন দিব্য বাদ্য আমি; এ দৃশ্যসুন্দর
হয় নাই কভু মোর নয়ন-গোচর।
১০১। দেখিয়া এসব আমি, হে দেবসারথে,
হইতেছি পুলকিত আনন্দে অপার।
কোন্ শুভকর্ম্মফলে এই মহাত্মারা
স্বর্গসুখ ও বিমানে ভুঞ্জেন এখন ?"

১০২। কি পুণ্যে, কি সুখ ভুঞ্জে লোকে পরকালে,
সুবিদিত মাতলির আছে সমুদায়।
রাজার ছিল না জানা ; সে কারণ তিনি
লাগিলেন বুঝাইতে পুণ্যের সুফল।

১০৩। "যে সকল উপাসক থাকি নরলোকে
রক্ষিতেন শীল সব ; করিতেন যাঁরা
উদ্যান উৎসর্গ, জলসত্র, সেতু, কূপ *
নির্ম্মিতেন অকাতরে লোকহিততরে,

১০৪-১০৬। সসম্মানে করিতেন সেবা অনুক্ষণ
সরলস্বভাব শান্তচেতা ঋষিদের।
প্রদানি প্রসন্নমনে ভিক্ষুব্যবহার্য্য
চীবরান্নশয্যা-আদি দ্রব্য আছে যত
চতুর্দ্দশী, পঞ্চদশী অষ্টমী তিথিতে,
প্রাতিহার্য্য পক্ষে আর পালিতেন যাঁরা
সযত্নে অষ্টাঙ্গশীল ; পোষধী হইয়া
সর্ব্বদা সংযমবলে রক্ষিতেন শীল,
সে সংযম সেই দানমাহাত্ম্যে, রাজন,
ভুঞ্জেন বিমানে তাঁরা এবে দিব্যসুখ।"

পুণ্যবান্ উপাসকদিগের পুণ্যকীর্ত্তন করিয়া মাতলি আবার রথ চালাইলেন এবং রাজাকে অপর একটী স্ফটিক-বিমান দেখাইলেন। উহা বহুকূটাগারযুক্ত, নানাকুসুম-প্রতি-মণ্ডিত উৎকৃষ্ট তরুরাজি সমন্বিত, এবং একটী প্রসন্নসলিলা নদীদ্বারা বেষ্টিত। নদীতীরে নানাজাতীয় বিহঙ্গের কলনাদে শ্রবণে অমৃতবর্ষণ হইতেছিল। বিমানের অভ্যন্তরে এক পুণ্যবান্ পুরুষ অপ্সরোগণে পরিবৃত হইয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া রাজা মাতলিকে তাঁহার কৃতকর্ম্মের সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন, মাতলিও সেই প্রশ্নের উত্তর দিলেন :—

১০৭। "স্ফটিকনির্ম্মিত অই শোভিছে বিমান,
কূটাগাররাজি যার অতি মনোহর।
দিব্যাঙ্গনা শত শত রয়েছে ওখানে,
অন্নপানে পরিপূর্ণ ; দিব্যনৃত্যগানে
মুখরিত হইতেছে প্রকোষ্ঠ উহার।

১০৮। বেষ্টিয়া রয়েছে ওরে স্রোতস্বিনী এক,
নানাপুষ্পদ্রুমে তট সুশোভিত যার ;

১০৯। দেখিয়া এসব আমি, হে দেবসারথে,
হইতেছি পুলকিত আনন্দে অপার।
কি শুভকর্ম্মের ফলে, বল ত আমায়,
ভুঞ্জে নর হেন দিব্য সুখ ও বিমানে ?"

১১০। কি পুণ্যে, কি সুখ ভুঞ্জে লোকে পরকালে,
সুবিদিত মাতলির আছে সমুদায়।
রাজার ছিল না জানা, সে কারণ তিনি
লাগিলেন বুঝাইতে পুণ্যের সুফল।

* মূলে 'পপাসঙ্কমনানি' আছে। পপা (প্রপা) = জলসত্র। এ সম্বন্ধে ৩য় খণ্ডের ২৮৩ম পৃষ্ঠের পাদটীকা দ্রষ্টব্য। সঙ্কমন = সংক্রম, সাঁকো বা পুল।

১১১। "কিম্বিলা নগরে, ভূপ, নরজন্মে ইনি
ছিলেন বিখ্যাত গৃহপতি, দানবীর,
করিলেন ইনি বহু উৎসর্গ উদ্যান,
নির্ম্মিলেন কূপ, সেতু, জলসত্র বহু;

১১২-১১৪। সসম্মানে করিলেন সেবা অনুক্ষণ
সরলস্বভাব শান্তচেতা ঋষিদের,
প্রদানি প্রসন্নচিতে ভিক্ষুব্যবহার্য্য
চীবরান্নশয্যা-আদি দ্রব্য আছে যত;
চতুর্দ্দশী পঞ্চদশী, অষ্টমী তিথিতে,
প্রাতিহার্য্য পক্ষে আর পালিতেন ইনি
সযত্নে অষ্টাঙ্গ শীল, পোষধী হইয়া
সর্ব্বদা সংযমবলে রক্ষিতেন শীল,
সে সংযম সেই দানমাহাত্ম্যে, রাজন্,
ভুঞ্জেন বিমানে ইনি এবে দিব্যসুখ।"

কিম্বিলিক গৃহপতির পুণ্যের কথা বলিয়া মাতলি আবার রথ চালাইলেন এবং রাজাকে আরও একটী স্ফটিক-বিমান দেখাইলেন। পূর্ব্বে যে বিমানের কথা বলা হইল, এই বিমানের চতুষ্পার্শ্বে তাহা অপেক্ষাও অধিকতর পুষ্পফলযুক্ত বৃক্ষবাটিকা বিরাজ করিতেছিল। এই বিমানের অধিবাসী কি পুণ্যের বলে ঈদৃশ সুখ ভোগ করিতেছেন, ইহা জানিবার জন্য রাজা মাতলিকে প্রশ্ন করিলেন; মাতলিও সেই প্রশ্নের উত্তর দিলেন:—

১১৫। ঐই যে স্ফটিকময় শোভিছে বিমান,
সুগঠিত, চারুকূটাগার বিমণ্ডিত,
দিব্যাঙ্গনা শত শত রয়েছে ভিতরে

১১৬। অন্নপানে পরিপূর্ণ; দিব্যনৃত্যগীতে
মুখরিত হইতেছে প্রকোষ্ঠ যাহার
চৌদিকে বেষ্টিয়া বহে নদী মনোরমা,
সুপুষ্পিত তরুরাজি শোভে তটে যার,

১১৭। কপিত্থ-রাজায়তন জম্বু আম্র-শাল
তিন্দুক পিয়াল আদি নিত্যফলপ্রদ

১১৮। দেখিয়া এ সব আমি, হে দেবসারথে'
হইতেছি পুলকিত আনন্দে অপার
কি শুভকর্ম্মের ফলে, বল ত আমায়,
ভুঞ্জে নর হেন দিব্য সুখ ও বিমানে?"

১১৯। কি পুণ্যে, কি সুখ ভুঞ্জে লোকে পরকালে
সুবিদিত মাতলির আছে সমুদায়।
রাজার ছিল না জানা, সে কারণ তিনি
লাগিলেন বুঝাইতে পুণ্যের সুফল।

১২০। "মিথিলাপুরীতে, ভূপ, নরজন্মে ইনি
ছিলেন বিখ্যাত গৃহপতি, দানবীর।
করিলেন ইনি বহু উৎসর্গ উদ্যান,
নির্ম্মিলেন কূপ, সেতু, জলসত্র বহু

১২১-১২৩। সসম্মানে করিলেন সেবা অনুক্ষণ
সরলস্বভাব শান্তচেতা ঋষিদের
প্রদানি প্রসন্নমনে ভিক্ষুব্যবহার্য্য

চীবরান্নশয্যা-আদি দ্রব্য আছে যত ;
চতুর্দ্দশী, পঞ্চদশী, অষ্টমী তিথিতে,
প্রাতিহার্য্য পক্ষে আর পালিতেন ইনি
সযত্নে অষ্টাঙ্গশীল ; পোষধী হইয়া
সর্ব্বদা সংযমবলে রক্ষিতেন শীল।
সে সংযম, সেই দানমাহাত্ম্যে, রাজন্,
ভুঞ্জেন বিমানে ইনি এবে দিব্যসুখ।"

উক্ত গৃহপতির পুণ্য বর্ণনা করিয়া মাতলি আবার রথ চালাইলেন এবং রাজাকে পূর্ব্ব-বর্ণিত বিমানের মতই সুন্দর আর একটী বিমান দেখাইলেন। ঐ বিমানে যে দেবপুত্র স্বর্গীয় সুখ ভোগ করিতেছিলেন, রাজা তাঁহার কৃতকর্ম্ম-সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন ; মাতলি সেই প্রশ্নের উত্তর দিলেন :—

১২৪। "সুন্দর ভূভাগে অই শোভিছে বিমান—
বৈদূর্য্যে নির্ম্মিত যাহা, সুন্দরগঠন।
১২৫। বাজিছে মৃদঙ্গ হোথা আডম্বর-আদি
নানাবিধ বাদ্য যন্ত্র ; দেবপুত্রগণ
করিছেন নৃত্য গীত ভিতরে উহার।
সুমধুর দিব্য শব্দ পশিছে শ্রবণে।
১২৬। শুনি নাই পূর্ব্বে কভু শ্রুতিসুখকর
হেন দিব্য বাদ্য আমি ; এ দৃশ্য সুন্দর
দৃষ্ট নাই কভু মোর নয়ন-গোচর।
১২৭। দেখিয়া এসব, আমি, হে দেবসারথে,
হইতেছি পুলকিত আনন্দে অপার।
কোন্ শুভ কর্ম্মফলে দেবপুত্র এই
ভুঞ্জেন বিমানে থাকি দিব্যসুখ এবে ?"
১২৮। কি পুণ্যে, কি সুখ ভুঞ্জে লোকে পরকালে
সুবিদিত মাতলির আছে সমুদায়।
রাজার ছিল না জানা ; সে কারণ তিনি
লাগিলেন বুঝাইতে পুণ্যের সুফল।
১২৯। বারাণসীধামে, ভূপ, নরজন্মে ইনি
ছিলেন বিখ্যাত গৃহপতি, দানবীর,
করিলেন ইনি বহু উৎসর্গ উদ্যান ;
নির্ম্মিলেন কূপ, সেতু, জলসত্র বহু ;
১৩০-১৩২। সসম্মানে করিলেন সেবা অনুক্ষণ
সরলস্বভাব শান্তচেতা ঋষিদের,
প্রদানি প্রসন্নমনে ভিক্ষুব্যবহার্য্য
চীবরান্নশয্যা-আদি দ্রব্য আছে যত ;
চতুর্দ্দশী, পঞ্চদশী, অষ্টমী তিথিতে,
প্রাতিহার্য্য পক্ষে আর পালিতেন ইনি
সযত্নে অষ্টাঙ্গশীল ; পোষধী হইয়া
সর্ব্বদা সংযমবলে রক্ষিতেন শীল।
সে সংযম, সেই দানমাহাত্ম্যে, রাজন্,
ভুঞ্জেন বিমানে ইনি এবে দিব্যসুখ।"

অনন্তর আরও অগ্রসর হইয়া মাতলি রাজাকে বালসূর্য্যসঙ্কাশ একটী কনকবিমান দেখাইলেন এবং তত্রত্য দেবপুত্রের সম্পত্তি-সম্বন্ধে রাজার প্রশ্নের উত্তর দিলেন :—

১৩৩। "কনকনির্ম্মিত এই লোহিতবরণ
সুন্দর বিমান শোভে বালসূর্য্যসম,
১৩৪। হেরি ও বিমান আমি হে দেবসারথে,
হইতেছি পুলকিত আনন্দে অপার।
কোন শুভ কর্ম্মফলে দেবপুত্র এই
ভুঞ্জেন বিমানে থাকি দিব্যসুখ এবে?"
১৩৫। কি পুণ্যে, কি সুখ ভুঞ্জে লোকে পরকালে
সুবিদিত মাতলির আছে সমুদায়।
রাজার ছিল না জানা, সে কারণ তিনি
লাগিলেন বুঝাইতে পুণ্যের সুফল।
১৩৬। "শ্রাবস্তী নগরে, ভূপ, নরজন্মে উনি
ছিলেন বিখ্যাত গৃহপতি, দানবীর
করিলেন উনি বহু উৎকর্ষ উদ্যান
নির্ম্মিলেন কূপ সেতু, জলসত্র বহু;
১৩৭-১৩৮। সসম্মানে করিলেন সেবা অনুক্ষণ
শীলবন্ত শান্তচিত্ত ঋষিদের
প্রদানি প্রসন্নমনে ভিক্ষুব্যবহার্য্য
চীবরান্নশয্যা আদি দ্রব্য আছে যত,
চতুর্দ্দশী, পঞ্চদশী, অষ্টমী তিথিতে,
প্রাতিহার্য্য পক্ষে আর পালিলেন উনি
সতত সে উপোসথ, পোষধী হইয়া
সর্ব্বদা সংযমব্রতে রাখিলেন শীল।
সে সংযম, সেই দানমাহাত্ম্যে, রাজন,
ভুঞ্জেন বিমানে উনি এবে দিব্যসুখ।"

মাতলি এইরূপে উক্ত আটটী বিমানের পরিচয় দিতেছিলেন; এদিকে দেবরাজ শক্র তাহার অতিবিলম্ব হইতেছে দেখিয়া অপর একজন দ্রুতগামী দেবপুত্রকে প্রেরণ করিলেন। এই দেবপুত্রের মুখে শক্রের আজ্ঞা শুনিয়া মাতলি দেখিলেন, আর বিলম্ব করা চলে না। তিনি তখন রাজাকে যুগপৎ বহু বিমান দেখাইলেন, এবং এই সকল বিমানবাসীরা কি পুণ্যে স্বর্গসুখ ভোগ করিতেছেন, রাজা তাহা জিজ্ঞাসা করিলে যথাযথ উত্তর দিলেন:—

১৪০। "অন্তরীক্ষে এই সব বিরাজে বিমান
ভাস্বর, সুবর্ণময়, সহস্র, সহস্র,
নিবিড় মেঘের কোলে সৌদামিনী যথা
১৪১। দেখিয়া এ সব, আমি, হে দেবসারথে,
হইতেছি পুলকিত আনন্দে অপার।
কোন শুভ কর্ম্মফলে দেবপুত্রগণ
ভুঞ্জেন বিমানে থাকি দিব্যসুখ এবে?
১৪২। কি পুণ্যে, কি সুখ ভুঞ্জে লোকে পরকালে
সুবিদিত মাতলির আছে সমুদায়।
রাজার ছিল না জানা, সে কারণ তিনি
লাগিলেন বুঝাইতে পুণ্যের সুফল।
১৪৩। "পাইয়া প্রকৃষ্ট শিক্ষা যাঁরা নরলোকে
সদ্ধর্ম্মে সুপ্রতিষ্ঠিত হ'লেন, নৃমণি,
সম্যক্সম্বুদ্ধ শাস্তা যে যে উপদেশ
দিলেন, পালন সদা করিলেন যাঁরা

অপ্রমত্তভাবে, সেই স্রোতাপন্নগণ
এ সব বিমানে বাস করেন এখন।" *

রাজাকে এইরূপে আকাশস্থ বিমানসমূহ প্রদর্শন করিয়া মাতলি অতঃপর তাঁহাকে শক্রসকাশে গমন করিবার জন্য উৎসাহিত করিলেন :—

১৪৪। পাপকর্ম্মাদের যন্ত্রণা-আগার করিলেন নিরীক্ষণ ;
পুণ্যবান্ যাঁরা, তাঁদের(ও) রাজর্ষে, দেখিলেন নিকেতন।
চলুন সত্বর, করি গিয়া এবে দেবরাজে দরশন।

ইহা বলিয়া মাতলি পুরোভাগে রথ চালাইলেন ; এবং সুমেরুকে পরিবেষ্টন করিয়া কটিবন্ধাকারে যে সাতটী পর্ব্বত বিরাজমান আছে, রাজাকে সেগুলি দেখাইলেন। তদ্দর্শনে রাজা মাতলিকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহা ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :—

১৪৫। সহস্রতুরগযুক্ত স্যন্দনে আরূঢ় রাজা স্বর্গধামে যাইবার কালে
সীদা † তোয়নিধি মাঝে দেখিলেন সবিস্ময়ে মনোহর সপ্তকুলাচলে।
হেরি সে অপূর্ব্ব দৃশ্য, কৌতুহল নিবারিতে মাতলিকে শুধান নৃমণি,
"এই সব পর্ব্বতের কোন্‌টী কি নাম ধরে, দয়া করি বল, সুত, শুনি।"

রাজা এই প্রশ্ন করিলে দেবপুত্র মাতলি বলিলেন,

১৪৬। সুদর্শন, করবীক, ঈষাধর, যুগন্ধর,
নেমিন্ধর, বিনতক, অশ্বকর্ণ গিরিবর—‡
১৪৭। উচ্চ হ'তে উচ্চতর এই সব পর পর
বিরাজে সোপানবৎ সীদাবক্ষে কি সুন্দর।
চতুর্মহারাজ নামে বিখ্যাত ভুবনে যাঁরা,
এ সব পর্ব্বতে, ভূপ, বসতি করেন তাঁরা। §

রাজাকে চতুর্মহারাজিক দেবলোক দেখাইয়া মাতলি আবার রথ লইয়া অগ্রসর হইলেন এবং ত্রয়স্ত্রিংশদ্ভবনের ইন্দ্রের মূর্ত্তিপরিবৃত চিত্রকূট নামক দ্বার-কোষ্ঠক দেখাইলেন। তাহা দেখিয়াও রাজা প্রশ্ন করিলেন এবং মাতলি সেই প্রশ্নের উত্তর দিলেন :—

১৪৮। "খচিত বিবিধরত্নে বিবিধবরণ
অই যে তোরণ শোভে পুরোভাগে মোর,—
ইন্দ্রের প্রতিমা বহু রয়েছে চৌদিকে
রক্ষিতে এ স্থান যেন, রক্ষে বনভূমি
অন্য সব পশু হ'তে শার্দ্দূল যেমন ;

* ইঁহারা দশবল কাশ্যপের উপদেশ শুনিয়া স্রোতাপত্তিফল পাইয়াছিলেন, কিন্তু অর্হত্বে উপনীত হইতে পারেন নাই।

† ইতঃপূর্ব্বে এই জাতকের ১৪শ গাথায় 'সীদা' নদীর নাম পাওয়া গিয়াছে। এখানে 'সীদাসমুদ্রের' ব্যাখ্যাতেও টীকাকার বলেন যে, ইহার জল এত লঘু যে তাহাতে ময়ূরের পালক পর্য্যন্ত ডুবিয়া যায় এবং এইজন্যই ইহার নাম 'সীদা মহাসমুদ্র।' [সদ্ (সীদতি)—মগ্ন হওয়া]।

‡ কুলাচলগুলির সম্বন্ধে টীকাকার বলেন :—সকলের বাহিরে সুদর্শন পর্ব্বত ; তাহার পর করবীক পর্ব্বত ; ইহা সুদর্শন অপেক্ষা উচ্চতর। উভয় পর্ব্বতের মধ্যে একটী সীদান্তর সমুদ্র। অতঃপর যথাক্রমে ঈষাধর, যুগন্ধর, নেমিন্ধর, বিনতক ও অশ্বকর্ণ পর্ব্বত পর পর উচ্চতর হইয়া সোপানাকারে অবস্থিত। পরস্পর নিকটবর্ত্তী প্রতি দুই পর্ব্বতের অন্তর্ব্বর্ত্তী অংশ এক একটী সীদান্তর সমুদ্র। এই পর্ব্বত-বলয়গুলির কেন্দ্রভাগে সুমেরু পর্ব্বত ; তাহার শিখরদেশে ত্রয়স্ত্রিংশদ্ভবন বা দেবনগর। দেবনগর ও সুমেরু পর্ব্বতও সুদর্শন নামে বিদিত।

§ চতুর্মহারাজেরা লোকপাল বা দিক্‌পালের স্থানীয়। ধৃতরাষ্ট্র উত্তরদিকের, বিরূঢ়ক দক্ষিণদিকের, বিরূপাক্ষ পশ্চিমদিকের এবং বৈশ্রবণ পূর্ব্বদিকের অধিপতি। ইঁহাদের আবাসভূমি সর্ব্বাপেক্ষা অধস্তন দেবলোক। পুরাণে ইঁহারা গণদেবতা-পর্য্যায়ভুক্ত।

১৪৯। দর্শন করিয়া ইহা হে দেবসারথে,
হইলাম পুলকিত আনন্দে অপার।
কি নাম এ তোরণের, বল ত আমায়।"

১৫০। কি পুণ্যে, কি সুখ ভুঞ্জে লোকে পরকালে
সুবিদিত মাতলির আছে সমুদায়।
রাজার ছিল না জানা, সে কারণ তিনি
লাগিলেন বুঝাইতে পুণ্যের সুফল।

১৫১-১৫২। "চিত্রকূট এই দ্বার, দেবেন্দ্রের ইহা
আগম-নির্গমপথ; সুমেরু পর্ব্বতে
প্রবেশিতে হয়, ভূপ, এই দ্বার দিয়া।
হ'য়েছে খচিত ইহা বিবিধ রতনে,
ইন্দ্রের প্রতিমা দ্বারা সর্ব্বত্র রক্ষিত,
রক্ষিত অরণ্য যথা শার্দ্দূলসমূহে।
নীরজঃ স্বরগধামে, এই দ্বার দিয়া,
চলুন, প্রবেশ মোরা করিব এখন।"

ইহা বলিয়া মাতলি রাজাকে দেবনগরের অভ্যন্তরে লইয়া গেলেন; কথিত আছে:—

১৫৩। সহস্র তুরগযুক্ত স্যন্দন আরূঢ় রাজা যাইতে যাইতে অগ্রসর,
দেখিলেন অবশেষে রয়েছে সম্মুখে সভা ত্রিদশগণের মনোহর।

দিব্যযানস্থ রাজা [illegible] দেবসভা দেখিয়া মাতলিকে তাহার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন, মাতলিও সেই প্রশ্নের উত্তর দিলেন:—

১৫৪। "সুনীল শরদাকাশসম মনোহর বৈদূর্য্যনির্ম্মিত অই বিমান সুন্দর,
১৫৫। অপরূপ শোভা এর করি নিরীক্ষণ হইল আমার আজ সার্থক নয়ন।
কি নামে বিদিত হয় এ চারু বিমান? কি উদ্দেশ্যে হইয়াছে ইহার নির্ম্মাণ?"

১৫৬। কি পুণ্যে, কি সুখ ভুঞ্জে লোকে পরকালে
সুবিদিত মাতলির আছে সমুদায়।
রাজার ছিল না সে কারণ তিনি
লাগিলেন বুঝাইতে পুণ্যের সুফল।

১৫৭-১৫৯। "এ সেই সুধর্ম্মাসভা ত্রিদশগণের,
বৈদূর্য্যনির্ম্মিত চারু। আছে প্রতিষ্ঠিত
শত শত সুগঠিত, বৈদূর্য্যনির্ম্মিত
অষ্টকোণ * স্তম্ভোপরি এ চারু বিমান।
ত্রয়স্ত্রিংশদ্বাসী যত দেবগণ হেথা
ইন্দ্রকে অগ্রণী করি হ'য়ে সমাসীন
চিন্তেন দেবতা আর মানবের হিত।
এই পথে, হে রাজর্ষে, করুন প্রবেশ
দেবগণপ্রিয় এই বিচিত্র সভায়।"

দেবতারা রাজার আগমনপ্রতীক্ষায় সভাসীন হইয়াছিলেন। তিনি আসিয়াছেন শুনিয়া তাঁহারা দিব্য গন্ধবস্ত্রপুষ্পহস্তে চিত্রকূটদ্বারকোষ্ঠক পর্য্যন্ত প্রত্যুদ্গমন করিলেন, এবং মহাসত্ত্বকে গন্ধাদিদ্বারা অর্চনা করিয়া সুধর্ম্মাসভায় লইয়া গেলেন। রাজা রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক দেবসভায় প্রবেশ করিলেন; দেবতারা সেখানে তাঁহাকে আসন গ্রহণ

---

* 'অট্ঠংসা'—আটপলে।

করিবার জন্য আহ্বান করিলেন, শক্রও তাঁহাকে আসন এবং দিব্য কামবস্তুসমূহ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন।

এই বৃত্তান্ত সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করিবার অভিপ্রায়ে শাস্তা বলিলেন,

১৬০। উপস্থিত দেখি তাঁরে দেবতারা সবে হৃষ্টমনে
করিলা অভিনন্দন সুমধুর স্বাগতবচনে :—
এস, হে রাজর্ষে, মোরা বড় সুখ পাইলাম আজ,
আসন গ্রহণ কর দেবেন্দ্রের পাশে মহারাজ।

১৬১। শক্র নিজে অভ্যর্থনা করিলেন মিথিলানাথের,
দিলেন আসন তাঁরে, আর যত সামগ্রী ভোগের।

১৬২। বলেন দেবেন্দ্র তাঁরে, "দেবলোকে * তব আগমন
হ'য়েছে, রাজর্ষে, আজ সাতিশয় সুখের কারণ।
যত কাম্য বস্তু আছে সমস্তই তোমার আয়ত্ত
ত্রয়স্ত্রিংশদ্‌লোকে থাকি কর ভোগ দি'। সুখ নিত্য।"

শক্র রাজাকে দিব্য কাম ভোগ করিতে অনুরোধ করিলেন; কিন্তু রাজা উহা প্রত্যাখ্যান করিলেন। তিনি বলিলেন,

১৬৩। যাজ্ঞালব্ধ যান, আর যাজ্ঞালব্ধ ধন— অপরের দত্ত সুখ তাহারই মতন।

১৬৪। পরদত্ত সুখ আমি ভুঞ্জিতে না চাই, নিজকৃত পুণ্যফলে সুখ যেন পাই।
তাহাই প্রকৃত সুখ, নিজস্ব আমার, পর অনুগ্রহ বিনা প্রাপ্তি ঘটে যার।

১৬৫। তাই আমি নরলোকে ফিরিয়া এখন করিব কুশলকর্ম্ম বহু সম্পাদন।
হইব সংযমী, দান্ত, দানশীল আর। সেই সুখী, হয় যেই হেন সদাচার।
করে না এমন কর্ম্ম সে জন কখন, অনুতাপানলে দগ্ধ হয় যাতে মন ‡

মহাসত্ত্ব এইরূপে মধুরস্বরে দেবতাদিগের নিকট ধর্ম্ম দেশন করিলেন; মনুষ্যগণনায় এক সপ্তাহকাল তিনি দেবগণের প্রীতি সম্পাদনপূর্ব্বক দেবসভায় মাতলির গুণকীর্ত্তন করিবার কালে বলিলেন,

১৬৬। মাতলি সারথিবর করিলেন দয়াবশে উপকার প্রভূত আমার,
দেখালেন ইনি মোরে পুণ্যাত্মাদিগের ধাম, পাপীদের যন্ত্রণা-আগার।

অতঃপর রাজা শক্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আমি এখন নরলোকে ফিরিতে ইচ্ছা করি।" শক্র বলিলেন, "সৌম্য মাতলে, তুমি তবে নেমিরাজাকে মিথিলায় লইয়া যাও।" মাতলি "যে আজ্ঞা" বলিয়া রথ সজ্জিত করিলেন; রাজা প্রীতিপ্রমুখবচনে দেবগণের নিকট বিদায় লইলেন এবং নিবর্ত্তনপূর্ব্বক রথে আরোহণ করিলেন। মাতলি পূর্ব্বাভিমুখে রথ চালাইয়া মিথিলায় উপনীত হইলেন, নগরবাসীরা সকলে দিব্য রথ দেখিয়া, রাজা ফিরিয়া আসিলেন, জানিয়া আহ্লাদিত হইল; মাতলি মিথিলা প্রদক্ষিণ করিয়া, যে বাতায়ন হইতে সপ্তাহ পূর্ব্বে মহাসত্ত্বকে তুলিয়া লইয়াছিলেন সেই বাতায়নেই তাঁহাকে নামাইয়া দিলেন, এবং "আমি তবে এখন যাই" বলিয়া বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক স্বস্থানে প্রতিগমন করিলেন। অতঃপর বহুলোকে রাজাকে পরিবেষ্টন করিয়া, দেবলোক কীদৃশ, ইহা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। রাজা দেবগণের, বিশেষতঃ দেবরাজ শক্রের দিব্যসম্পত্তি বর্ণনপূর্ব্বক

---

* মূলে 'আবাসং বসবত্তিনং' আছে। বশবর্ত্তী—অপারবিভূতিসম্পন্ন বা আত্মসংযমী। ইহা দেববাচক।

† এই গাথা তিনটী যথাক্রমে চতুর্থ খণ্ডের স্বাধীন-জাতকের (৪৯৪) ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম গাথা।

‡ এই তিনটী গাথা যথাক্রমে চতুর্থ খণ্ডের স্বাধীন-জাতকের (৪৯৪) ১১শ, ১২শ ও ১৩শ গাথা।

বলিলেন, "তোমরাও দান কর, পুণ্যব্রত হও; এই সকল সৎকর্ম্ম করিলে তোমরাও দেবলোকে জন্মান্তর লাভ করিবে।"

কালক্রমে এক দিন নাপিত নেমিকে জানাইল যে, তাঁহার মস্তকে পক্ককেশ দেখা দিয়াছে। তিনি নাপিতের দ্বারা উহা তোলাইয়া পৃথক্ স্থানে রাখাইলেন এবং তাহাকে একখানি উৎকৃষ্ট গ্রাম পুরস্কার দিয়া প্রব্রজ্যাগ্রহণাভিলাষে পুত্রকে রাজ্য সম্প্রদান করিলেন। তাঁহার পুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেব, আপনি কি হেতু প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতেছেন?" ইহার উত্তরে নেমি "দেবদূতরূপে দেখা দিয়াছে মস্তকে মোর" ইত্যাদি গাথা বলিলেন, পূর্ব্বপুরুষদিগের মত প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিলেন এবং সেই আম্রবণেই অবস্থিতি করিয়া ব্রহ্মবিহারচতুষ্টয় ভাবিতে ভাবিতে ব্রহ্মলোকপরায়ণ হইলেন।

নেমির প্রব্রজ্যাগ্রহণবৃত্তান্ত বর্ণন করিবার জন্য শাস্তা শেষের গাথাটী বলিলেন:—

১৬৭। মিথিলার নরশ্রেষ্ঠ, বিদেহ-ঈশ্বর
করিলেন যজ্ঞ বহু, মুক্তহস্তে দান;
পুত্রের প্রশ্নের এই দিয়া সদুত্তর,
হলেন সংযমী আর মহাশীলবান।

নেমির পুত্র কড়ার জনক কিন্তু কুলপ্রথা ধ্বংস করিলেন; তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন না।*

[এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও তথাগত মহানিষ্ক্রমণ করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি জাতকের সমবধান করিলেন:—

তখন অনিরুদ্ধ ছিলেন শক্র, আনন্দ ছিলেন মাতলি, বুদ্ধের অনুচরগণ ছিলেন সেই চতুরশীতি সহস্র রাজা, এবং আমি ছিলাম নেমি।

☞ মিথিলারাজের নাম পালিতে 'নিমি' লেখা আছে। নামের ব্যাখ্যা দেখিয়া আমি ইহা 'নেমি' লিখিয়াছি। কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যে 'নিমি'-নামক অনেক রাজারই উল্লেখ দেখা যায়। অতএব এই জাতককে 'নিমি-জাতক' এবং রাজাকে 'নিমি'ও বলা যাইতে পারে।

৫৪২—খণ্ডহাল-জাতক।†

[শাস্তা গৃধ্রকূটে অবস্থিতি-কালে দেবদত্তের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই বৃত্তান্ত সঙ্ঘভেদকস্কন্ধে‡ বিবৃত আছে। দেবদত্তের প্রব্রজ্যাগ্রহণের সময় হইতে রাজা বিম্বিসারের মরণ পর্য্যন্ত ঘটনাবলী উক্ত স্কন্ধকের বর্ণনানুসারে বুঝিতে হইবে।§ বিম্বিসারের প্রাণ বধ করাইয়া দেবদত্ত অজাতশত্রুর নিকটে গিয়া বলিল, 'মহারাজ,

---

* মূলে 'তং বংসং উপচ্ছিন্দিত্বা অপব্বজি' আছে। প্রথমে বলা হইয়াছে, মখাদেববংশীয় নেমির পিতার পূর্ব্ববর্ত্তী দুই ন চতুরশীতি সহস্র রাজা বার্দ্ধক্যাগমে প্রব্রাজক হইয়াছিলেন। বংশের এই প্রথা রক্ষিত হইবে কি না, ভাবিয়া ব্রহ্মলোকবাসী মখাদেব বুঝিয়াছিলেন যে, উহা রহিত হইবার বিলম্ব নাই। বংশপ্রথারক্ষার জন্যই তখন তিনি নেমিরূপে জন্মান্তর গ্রহণ করিলেন। নেমির জন্ম হইলে দৈবজ্ঞেরা বলিলেন, 'ইনি বংশপ্রথা রক্ষা করিবেন বটে, কিন্তু "ইমিস্স পনতো তুম্হাকং বংসং ন গমিস্সতি।"' অতএব নেমির পুত্র যে প্রব্রাজক হন নাই, ইহা বলাই আখ্যায়িকা-কারের উদ্দেশ্য। কিন্তু 'অপব্বজি' কি ন+পব্বজি বলিয়া ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে? ইংরাজী অনুবাদক ইহার অর্থ করিয়াছেন, 'প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন' অর্থাৎ তাঁহার মতে নেমির পরেও এক পুরুষ পর্য্যন্ত প্রব্রজ্যাগ্রহণের প্রথা চলিয়াছিল। কিন্তু ইহাতে পৌর্ব্বাপর্য্যসঙ্গতি রক্ষা হয় না। নেমির পুত্র যে প্রব্রাজক হন নাই, তাহার আরও একটী যুক্তি এই:—নেমির জন্মের পূর্ব্বে মখাদেববংশের প্রব্রাজকগণের সংখ্যা মাত্র দুই কম চুরাশি হাজার ছিল। নেমির পিতা এবং নেমি, ইঁহারা প্রব্রাজক হইলে মামুলী চুরাশী হাজার পূর্ণ হইল, কুলক্রমাগত প্রথাও উঠিয়া গেল।

মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে বসিষ্ঠ-করালজনক সংবাদ নামে কয়েকটী অধ্যায় আছে। পুরাকালে মিথিলায় জনকবংশীয় রাজাদিগের আধিপত্য ছিল; তাঁহারা সকলেই 'জনক' আখ্যা গ্রহণ করিতেন।

† এই আখ্যায়িকার নামান্তর 'চন্দ্রকুমার-জাতক'।

‡ বিনয়পিটকের মহাবগ্গ ও চুল্লবগ্গ স্কন্ধক নামে অভিহিত। ইহারা আবার অনেকগুলি অধ্যায়ে বিভক্ত; প্রত্যেক অধ্যায় এক একটী স্বতন্ত্র স্কন্ধক। দেবদত্ত এবং অজাতশত্রুর সম্বন্ধে সবিস্তর বিবরণ ১ম খণ্ডের পরিশিষ্টে দেওয়া হইয়াছে।

§ বিম্বিসারের মৃত্যুসম্বন্ধে প্রথম খণ্ডের পরিশিষ্টে ২৭৭ম পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য।

আপনার মনোরথ ত সিদ্ধ হইয়াছে; আমার মনোরথ কিন্তু এখনও পূর্ণ হয় নাই।" অজাতশত্রু জিজ্ঞাসিলেন, "আপনার কি মনোরথ, ভদন্ত?" 'আমি দশবলকে বধ করাইয়া স্বয়ং বুদ্ধ হইব।" "ইহার জন্য আমাকে কি করিতে হইবে?" "আপনি কতকগুলি তীরন্দাজ সমবেত করুন।" "বেশ, তাহাই করিতেছি" বলিয়া অজাতশত্রু পঞ্চশত অক্ষণবেধী * ধানুষ্ক সমবেত করাইলেন, তাহাদের মধ্য হইতে একত্রিশ জন বাছিয়া লইলেন এবং 'যাও, স্থবির যে আদেশ দিবেন, তাহা পালন কর গিয়া', ইহা বলিয়া তাহাদিগকে দেবদত্তের নিকটে পাঠাইলেন। দেবদত্ত এই একত্রিশ জনের নেতাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "শুন, বাপু; শ্রমণ গৌতম গৃধ্রকূটে থাকেন; তিনি প্রতিদিন অমুক সময়ে দিবাবিহার-স্থানে চঙ্ক্রমণ করেন; তুমি সেখানে গিয়া বিষদিগ্ধ শরে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার প্রাণান্ত করিবে এবং অমুক পথে ফিরিয়া আসিবে।" ইহা বলিয়া সে ঐ লোকটাকে পাঠাইয়া দিল এবং যে পথে তাঁহার ফিরিবার কথা, সেই পথে দুই জন তীরন্দাজ স্থাপন করিয়া তাহাদিগকে বলিয়া দিল, "তোমরা যে পথে থাকিবে, সেই পথে একজন লোক আসিতে দেখিবে। তাহাকে বধ করিয়া তোমরা অমুক পথে ফিরিবে।" শেষোক্ত পথে সে চারিজন তীরন্দাজ রাখিল এবং তাহাদিগকে বলিয়া দিল, "তোমরা যে পথে থাকিবে, সেই পথে দুই জন লোক ফিরিয়া আসিতেছে দেখিবে। তোমরা তাহাদিগকে বধ করিয়া অমুক পথে ফিরিবে।" ইহাদের যে পথে ফিরিবার কথা, সেই পথে সে আটজন তীরন্দাজ পাঠাইল এবং তাহাদিগকে বলিয়া দিল, "তোমরা যে পথে থাকিবে, সেই পথে দেখিতে পাইবে, চারিজন লোক ফিরিয়া আসিতেছে। তোমরা তাহাদিগকে বধ করিয়া অমুক পথে ফিরিবে।" পরিশেষে সে শেষোক্ত পথে ষোলজন তীরন্দাজ স্থাপন করিল এবং তাহাদিগকে বলিয়া দিল, "তোমরা যে পথে থাকিবে, সেখানে দেখিতে পাইবে, আট জন লোক ফিরিয়া আসিতেছে। তোমরা তাহাদিগকে বধ করিয়া অমুক পথে ফিরিবে।" (জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, দেবদত্ত এরূপ ব্যবস্থা করিল কেন? এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, ইহা কেবল তাহার আত্মদুষ্কৃতি গোপন করিবার জন্য)।

তীরন্দাজদিগের নেতা বাম পার্শ্বে খড়্গ এবং পৃষ্ঠে তূণীর বন্ধন করিল এবং মেষশৃঙ্গনির্ম্মিত বৃহৎ কার্ম্মুক লইয়া তথাগতের নিকটে গমন করিল। তাঁহাকে বিদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে সে কার্ম্মুক সজ্জা করিয়া তাহাতে শর সন্ধান করিল; কিন্তু জ্যা আকর্ষণ করিয়াও শর বিক্ষেপ করিতে পারিল না, তাহার সর্ব্বাঙ্গ স্তম্ভিত হইল—যেন তাহার দেহখানি যন্ত্রে নিষ্পেষিত হইয়াছে, এইরূপ বোধ করিতে লাগিল। সে নিজেই মরণভয়ে ভীত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহাকে দেখিয়া শাস্তা মধুরস্বরে বলিলেন, "ভয় নাই, এখানে এস।" লোকটা তখনই অস্ত্র শস্ত্র ত্যাগ করিয়া শাস্তার পাদমূলে পড়িল, এবং বলিতে লাগিল "ভগবন্, আমি পাপবশে বালকের ন্যায়, মূঢ়ের ন্যায়, দুষ্কর্ম্মীর ন্যায় অভিভূত হইয়াছি।+ আমি আপনার মহিমা জানিতাম না, অজ্ঞানান্ধ দুর্ম্মতি দেবদত্তের কথা শুনিয়া আপনার প্রাণান্ত করিবার জন্য আসিয়াছিলাম। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।" শাস্তা তাহাকে ক্ষমা করিলে সে একান্তে উপবেশন করিল। তখন শাস্তা তাহাকে সত্যসমূহ বুঝাইয়া দিলেন সে স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইল। শাস্তা তাহাকে বলিলেন "ভদ্র দেবদত্ত তোমাকে যে পথে ফিরিতে বলিয়াছে, তুমি তাহা পরিহার করিয়া অন্য পথে ফিরিয়া যাও।"

তাহাকে বিদায় দিয়া শাস্তা চঙ্ক্রমণ হইতে অবতরণপূর্ব্বক একটা বৃক্ষের মূলে উপবিষ্ট হইলেন। এদিকে ঐ ধনুর্গ্রহ ফিরিতেছে না দেখিয়া তাহাকে বধ করিবার জন্য যে দুই জন প্রথমে আদিষ্ট হইয়াছিল, তাহারা ভাবিল, 'লোকটা আসিতে এত বিলম্ব করিতেছে কেন?' তাহারা ঐ পথে আরও অগ্রসর হইয়া শাস্তাকে দেখিতে পাইল এবং তাঁহার নিকটে গিয়া নমস্কারপূর্ব্বক একান্তে উপবেশন করিল। শাস্তা তাহাদিগকেও সত্যসমূহ বুঝাইয়া দিয়া স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন এবং বিদায় দিবার কালে বলিয়া দিলেন, "দেবদত্ত তোমাদিগকে যে পথে ফিরিতে বলিয়াছে, তোমরা তাহা পরিহার করিয়া অন্য পথে যাও।" অন্য যাহারা শাস্তার নিকটে উপস্থিত হইল, তাহারাও এইরূপে সত্যব্যাখ্যা শুনিয়া স্রোতাপত্তিফল লাভ করিল এবং মার্গান্তরে প্রতিগমন করিতে আদিষ্ট হইল।

প্রথমে যে ধনুর্গ্রহ গিয়াছিল, সে দেবদত্তের নিকটে ফিরিয়া বলিল, "ভদন্ত দেবদত্ত, আমি সম্যক্‌সম্বুদ্ধের জীবনান্ত করিতে অসমর্থ হইয়াছি। সেই ভগবান্ মহানুভাব ও মহর্দ্ধিসম্পন্ন।" অন্য সকলেও দেখিল, সম্যক্-

---

* অক্ষণ = বিদ্যুৎ। অক্ষণবেধী = যে বিদ্যুদ্‌বেগে অর্থাৎ নিমেষের মধ্যে বেধ করিতে পারে। কিন্তু অন্য কোথাও 'অক্ষণ' শব্দের এই অর্থে প্রয়োগ দেখা যায় না। 'অক্ষণবেধী' বলিলে সচরাচর কিন্তু যাহারা দূর হইতে অব্যর্থসন্ধানে বেধ করিতে পারে, তাহাদিগকে বুঝায়। কেহ কেহ অনুমান করেন, 'অক্ষিবেধী' শব্দই লিপিকারের দোষে 'অক্ষণবেধী' হইয়াছে। অক্ষি—চক্ষু, চাঁদমারী (bull's eye)। শরনিক্ষেপ-কৌশলসম্বন্ধে পঞ্চম খণ্ডের শরভঙ্গ-জাতকের (৫২২) ৭৭ম পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য।

+ "অচ্চয়ো মং অচ্চগমা"—আমি একটা দোষে বা পাপে অভিভূত হইয়াছে অর্থাৎ আমি একটা দোষ করিয়াছি। আত্মদোষখ্যাপনের কালে লোকে এই বাক্য ব্যবহার করিত।

সম্বুদ্ধের কৃপাতেই তাহাদের প্রাণরক্ষা হইয়াছে। এই নিমিত্ত সেই একত্রিশ জন ধনুগ্র হই শাস্তার নিকটে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিল এবং অচিরে অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইল।

ক্রমে ভিক্ষুগণ এই বৃত্তান্ত জানিতে পারিলেন। তাঁহারা ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া বলাবলি করিতে লাগিলেন, "শুনিলে, ভাই; দেবদত্ত এক তথাগতের প্রতি শক্রতাবশতঃ বহু লোকের প্রাণবধের চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু শাস্তার কৃপায় সেই সকল লোকের প্রাণরক্ষা হইয়াছে।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও দেবদত্ত কেবল আমার প্রতি শক্রতা-বশতঃ বহুলোকের প্রাণনাশের চেষ্টা করিয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীর নাম ছিল পুষ্পবতী। সেখানে বশবর্ত্তীর পুত্র একরাজ রাজত্ব করিতেন। একরাজের পুত্র চন্দ্রকুমার ছিলেন উপরাজ। রাজার পুরোহিতের নাম ছিল খণ্ডহাল। তিনি রাজার ধর্ম্মার্থের অনুশাসন করিতেন। তিনি সুপণ্ডিত, ইহা মনে করিয়া রাজা তাঁহাকে বিনিশ্চয়াগারে বিচারকের পদেও নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু খণ্ডহাল উৎকোচলোভী হইয়াছিলেন এবং উৎকোচ পাইয়া স্বত্ববান্‌কে নিঃস্বত্ব, নিঃস্বত্বকে স্বত্ববান্ করিতেন। এক দিন এক ব্যক্তি মকদ্দমা হারিয়া বিচারকের নিন্দা করিতে করিতে বিনিশ্চয়শালা হইতে বাহির হইয়াছিল। ঐ সময়ে চন্দ্রকুমার রাজদর্শনে যাইতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া পরাজিত ব্যক্তি তাঁহার পায়ে পড়িল। চন্দ্রকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে বল ত?" সে বলিল, "প্রভো, খণ্ডহাল বিচারার্থীদিগের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া নিজে ভোগ করিতেছেন। তিনি উৎকোচ গ্রহণ করিয়া আমাকে হারাইয়া দিয়াছেন।" চন্দ্রকুমার বলিলেন, "তুমি ভয় পাইও না।" এই আশ্বাস দিয়া তিনি তাহাকে বিচারালয়ে লইয়া গেলেন এবং সেখানে গিয়া তাহাকেই স্বত্ববান্ করিলেন। ইহাতে বহুলোকে ধন্য ধন্য বলিয়া তাঁহাকে উচ্চৈ স্বরে চন্দ্রকুমারের প্রশংসা করিতে লাগিল। রাজা এই কোলাহল শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কিসের কোলাহল?" পারিষদেরা উত্তর দিলেন, খণ্ডহাল কূটবিচার করিয়াছিলেন; চন্দ্রকুমার এখন সেই বিবাদের সুবিচার করিয়াছেন বলিয়া লোকে সাধুকার দিতেছে।" রাজা ইহা শুনিলেন, এবং কুমার যখন উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, তুমি না কি একটা বিবাদের বিচার করিয়াছ?" চন্দ্রকুমার উত্তর দিলেন, "হাঁ পিতঃ" "বেশ, এখন হইতে তুমিই বিচারকার্য্য সমাধান করিও। ইহা বলিয়া তিনি চন্দ্রকুমারের উপরেই সমস্ত বিবাদের বিচারভার ন্যস্ত করিলেন। ইহাতে খণ্ডহালের আয় কমিয়া গেল; কুমার তখন হইতে তাহার বিদ্বেষভাজন হইলেন; সে তাঁহার ত্রুটি খুঁজিতে লাগিল।

একরাজ ভূপতি জড়মতি ছিলেন। তিনি একদিন প্রত্যূষকালে নিদ্রাবসান হইবার কিঞ্চিন্মাত্র পূর্ব্বে অলঙ্কৃত দ্বারকোষ্ঠকযুক্ত, সপ্তরত্নময়-প্রাকারপরিবেষ্টিত, ষষ্টিযোজন-বিস্তৃত, সুবর্ণবীথি-পরিশোভিত, সহস্রযোজন উচ্চ বৈজয়ন্তাদি-প্রাসাদ-প্রতিমণ্ডিত, নন্দনাদি উপবন-শোভিত, নন্দাদিপুষ্করিণীযুক্ত এবং দেবগণাকীর্ণ ত্রয়স্ত্রিংশদ্ভবন দর্শন করিয়া সেখানে যাইবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। তিনি ভাবিলেন, 'আজ আচার্য্য খণ্ডহাল আগমন করিলে তাঁহাকে দেবলোকগমনের পথ জিজ্ঞাসা করিব; তিনি যে পথ প্রদর্শন করিবেন, আমি তাহাই অবলম্বন করিয়া দেবলোকে যাইব।'

খণ্ডহাল প্রাতঃকালেই রাজভবনে উপস্থিত হইলেন এবং রাজার সুনিদ্রা হইয়াছিল কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজা তাঁহাকে আসন দেওয়াইয়া নিজেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন।

এই বৃত্তান্ত সুস্পষ্টরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

১। পুষ্পবতী নগরীতে ক্রূরকর্ম্মা একরাজ পুরাকালে করেন রাজত্ব;
খণ্ডহাল নামধারী দুষ্টমতি বিপ্র এক করিতেন তাঁর পৌরোহিত্য।

২। বলেন ভূপতি তাঁরে, "সদ্ধর্ম্ম-বিনয় আদি আছে তব জানা সমুদায় ;
কি পুণ্যের বলে, বল, মানুষ সুগতি পায় ? স্বর্গপথ দেখাও আমায়।"

এরূপ প্রশ্ন কোন সর্ব্বজ্ঞবুদ্ধ কিংবা তাঁহার শ্রাবক, তদভাবে কোন বোধিসত্ত্বকেও জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে। সপ্তাহকাল পথ হারাইয়া, যে ব্যক্তি অর্দ্ধমাস পথ হারাইয়াছে, তাহার নিকট পথ জিজ্ঞাসা করা যেমন নির্ব্বোধের কার্য্য, খণ্ডহালকে স্বর্গলাভের উপায় জিজ্ঞাসা করাও সেইরূপ। খণ্ডহাল ভাবিল, 'আমার শত্রুকে দমন করিবার অতি উত্তম সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। আমি এখন চন্দ্রকুমারের প্রাণনাশ করাইয়া নিজের মনস্কাম পূর্ণ করিব।' সে রাজাকে সম্বোধন করিয়া তৃতীয় গাথা বলিল :—

৩। করিয়া প্রভূত দান, অবধ্যে বধিয়া প্রাণে সেই পুণ্যবলে লভে নর
দেহান্তে সুগতি, ভূপ ; ত্রিদশ-আলয়ে গিয়া দিব্য সুখ ভুঞ্জে নিরন্তর।

খণ্ডহাল প্রশ্নের যে উত্তর দিল, রাজা আর একটী গাথায় তাহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিলেন :—

৪। মহাদান কারে বলে ? অবধ্য অবনীধামে কোন্ জন ? বল, মহাশয়।
বুঝাইয়া দাও মোরে ; যজ্ঞ আর মহাদানে ব্রতী আমি হইব নিশ্চয়।

খণ্ডহাল ব্যাখ্যা করিল :

৫। পুত্র, রাজ্ঞী, শ্রেষ্ঠী, বৃষ, উৎকৃষ্ট তুরগ, গজাদি অন্য যে জীব আছে, ভূপ, তব,
প্রত্যেকের চারি চারি করিয়া নিধন রক্তে তাহাদের কর যজ্ঞ সম্পাদন।

রাজা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন স্বর্গপ্রাপ্তির পথ ; খণ্ডহাল তাঁহাকে দেখাইল নিরয়-গমনের পথ। সে ভাবিল, 'কেবল চন্দ্রকুমারকে বলি দিবার কথা বলিলে লোকে মনে করিবে যে, আমি শত্রুতাবশতঃ এই ব্যবস্থা করিতেছি।' কাজেই সে বলিদানের জন্য বহু পাত্রের নাম করিয়া তাঁহাকেও উহার মধ্যে টানিয়া আনিল।

রাজা ও খণ্ডহালের কথাবার্ত্তা শুনিয়া অন্তঃপুরবাসীদিগের মহা ভয় হইল ; তাহারা সকলে এক সঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ আরম্ভ করিল।

এই বৃত্তান্ত বিশদ করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৬। কুমার মহিষীগণে যজ্ঞহেতু করহ নিধন,—
শুনি এ দারুণ আজ্ঞা কান্দে অন্তঃপুরবাসিগণ।
এক সঙ্গে সকলের মিশে আর্ত্তনাদ ভয়ঙ্কর ;
নিনাদিত করে পুরী ; কাঁপে সবে ভয়ে থর থর।

ফলতঃ তখন সমস্ত রাজভবন যুগান্তবাতাহত শালবনের ন্যায় দুর্দ্দশাপন্ন হইল। খণ্ডহাল রাজাকে বলিল, "কি মহারাজ ? আপনি এই যজ্ঞ সম্পাদন করিতে পারিবেন, কি পারিবেন না ?" রাজা উত্তর দিলেন, "বলেন কি আচার্য্য ? আমি এই যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া দেবলোকে যাইব।" 'মহারাজ, যাহারা ভীরু এবং দুর্ব্বলপ্রকৃতিবিশিষ্ট, তাহারা এ যজ্ঞসম্পাদনে অক্ষম। আপনি এক কাজ করুন। আপনি সকলকে এখানে সমবেত করিবার ব্যবস্থা করুন। আমি যজ্ঞকুণ্ডে গিয়া তত্রত্য কর্ম্ম সম্পাদন করিব।" ইহা বলিয়া সে যজ্ঞসম্পাদনার্থ পর্য্যাপ্তসংখ্যক লোকজন সঙ্গে লইয়া নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল, সমতল যজ্ঞকুণ্ড প্রস্তুত করাইল এবং উহা বৃতিদ্বারা পরিবেষ্টিত করাইল। বৃতিদ্বারা ঘিরিবার কারণ এই :—পাছে কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইয়া যজ্ঞে বাধা দেয়, এই আশঙ্কায় পুরাকালের ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞকুণ্ড বৃতিদ্বারা পরিবেষ্টিত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

এদিকে রাজা পরিচারকদিগকে ডাকাইয়া বলিলেন, "বাপু সকল, আমি নিজের

পুত্রকন্যা এবং মহিষীদিগকে বধ করিয়া স্বর্গে যাইব; যাও, তোমরা গিয়া উহাদের সকলকে এখানে আনয়ন কর।" তিনি প্রথমে পুত্রদিগকে আনয়ন করিবার জন্য বলিলেন,

৭। চন্দ্র, সূর্য্য, ভদ্রসেন, শূর বামগোত্র,*
এ চারি পুত্রকে মোর বল শীঘ্র করি,
আসুক সকলে হেথা এক সঙ্গে মিলি।

পরিচারকেরা প্রথমতঃ চন্দ্রকুমারের নিকটে গিয়া বলিল, "কুমার, আপনার প্রাণবধ করিয়া আপনার পিতা স্বর্গে যাইবার অভিলাষী; আপনাকে লইয়া যাইবার জন্য তিনি আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন।" চন্দ্রকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাহার পরামর্শে আমাকে লইয়া যাইবার আদেশ দিয়াছেন?" "খণ্ডহালের পরামর্শে, কুমার।" "খণ্ডহাল কেবল আমাকেই, না অন্য কাহাকেও ধরাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন?" "অন্য অনেককেও ধরাইবার আদেশ হইয়াছে। তিনি নাকি চতুষ্কনামক যজ্ঞ সম্পাদন করিবেন।" ইহা শুনিয়া চন্দ্রকুমার ভাবিলেন, 'খণ্ডহালের সঙ্গে ত অন্য কাহারও শত্রুতা নাই; বিচারাগারে উৎকোচ পাইতেছে না বলিয়া সে শুদ্ধ আমার প্রতি সঞ্জাতবৈর হইয়া বহুলোকের প্রাণবধ করাইতেছে! একবার পিতার দেখা পাইলে কিরূপে সকলের মুক্তি লাভ করা যায়, তাহার ব্যবস্থা করা আমার কর্ত্তব্য।' মনে মনে এইরূপ আন্দোলন করিয়া তিনি বলিলেন, "বেশ, তোমরা পিতার আদেশ পালন কর।" তাহারা চন্দ্রকুমারকে লইয়া রাজাঙ্গনের এক প্রান্তে রাখিয়া দিল, অপর তিন জন কুমারকেও আনিয়া তাঁহার পার্শ্বে রাখিল এবং রাজাকে গিয়া সংবাদ দিল, "মহারাজ, আপনার পুত্রদিগকে আনয়ন করিয়াছি।" ইহা শুনিয়া রাজা বলিলেন "বাপু সকল, এখন গিয়া আমার কন্যাদিগকে আনিয়া তাহাদের পাশে রাখ।

৮। উপশ্রেণী, কোকিলা, মুদিতা, নন্দা আর—
কুমারী দুহিতা মোর এই চারিজন;
বল গিয়া তা' সবারে বিলম্ব না করি
যজ্ঞার্থে সকলে হেথা হোক সমবেত।"

ভৃত্যেরা "যে আজ্ঞা" বলিয়া কুমারীদিগের নিকটে গেল; এবং সেই রোরুদ্যমানা ও পরিদেবতী বালিকাদিগকে লইয়া তাঁহাদের ভ্রাতাদিগের পাশে রাখিয়া দিল। অনন্তর রাজা নিজের প্রিয়া ভার্য্যাদিগকে আনয়ন করিবার জন্য বলিলেন,

৯। বিজয়া মহিষী মোর, সর্ব্বসুলক্ষণবতী একপতী,† কেশিনী, সুনন্দা,
এই চারি পত্নী মোর যজ্ঞসম্পাদনহেতু, সমবেত হোক শীঘ্র হেথা।

এই আজ্ঞা শুনিয়া রাজ্ঞীরা পরিদেবন করিতে লাগিলেন; রাজভৃত্যেরা তাঁহাদিগকে আনিয়া কুমারদিগের পাশে রাখিয়া দিল। অতঃপর রাজা চারিজন শ্রেষ্ঠীকে আনয়ন করিবার জন্য বলিলেন,

* টীকাকার বলেন যে চন্দ্র ও সূর্য্য অগ্রমহিষী গোতমী দেবীর গর্ভজাত এবং ভদ্রসেন ও শূর বামগোত্র তাঁহাদের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। ৭ম গাথায় ৫ জন রাজপুত্রের নাম করা হইয়াছে। সমবধানে কিন্তু দেখা যাইবে যে শূর বামগোত্র একজনের নাম। অথচ গাথায় 'সূরং চ বামগোত্তং চ' থাকায় শূর ও বামগোত্র ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির নাম বলিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে। যজ্ঞের ব্যবস্থাতেও চারিজন থাকিবার কথা।

† ইংরাজী অনুবাদক কেবল তিনটী রাজ্ঞীর নাম দিয়াছেন। সঙ্গতি রক্ষার জন্য আমি 'একপতী'ও একজন রাজ্ঞীর নাম বলিয়া গ্রহণ করিলাম।

১০। গৃহপতি পূর্ণমুখ, ভদ্রিক, শৃঙ্গার,
বর্দ্ধন,—এ চারি জন বিলম্ব না করি
যজ্ঞার্থে আসিয়া হেথা হোক সমবেত।

রাজপুরুষেরা গিয়া সেই চারিজন গৃহপতিকেও আনয়ন করিল। যখন রাজার পুত্র কন্যাপ্রভৃতিকে ধরিয়া আনা হইয়াছিল, তখন নগরবাসীরা কোন উচ্চবাচ্য করে নাই; কিন্তু শ্রেষ্ঠীদিগের বহু জ্ঞাতিকুটুম্ব ছিল; কাজেই তাঁহাদিগকে ধরিয়া আনিবার কালে সমস্ত রাজ্য সংক্ষুব্ধ হইল; নগরবাসীরা বলিল, "রাজা যে শ্রেষ্ঠীদিগকে মারিয়া যজ্ঞ সম্পাদন করিবেন, ইহা কিছুতেই হইতে দিব না।" তাহারা শ্রেষ্ঠীদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া রাজভবনে উপস্থিত হইল। অনন্তর সেই শ্রেষ্ঠিচতুষ্টয় জ্ঞাতিগণ-পরিবৃত হইয়া রাজার নিকট জীবন ভিক্ষা করিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

১১। দারাসুত-পরিবৃত গৃহপতিগণ সবে
সমবেত হ'য়ে বলে, যুড়ি দুই কর,
"কেবল একটী শিখা রাখিয়া মুড়াও মাথা,
বধিও না প্রাণে, এই মাগি, নরেশ্বর।" *
হইলাম দাস তব, এ কথা বিশ্বাস যদি
করিতে না চাও তুমি, কর আনয়ন
সকল শ্রেণীর লোক সভায় শুনুক তারা,
হইলাম দাস তব মোরা চারিজন।

এইরূপ কাতর প্রার্থনা করিয়াও তাঁহারা জীবন-সম্বন্ধে অভয় পাইলেন না। রাজপুরুষেরা অপর লোকদিগকে হঠাইয়া দিয়া তাঁহাদিগকে লইয়া কুমারদিগের নিকটে বসাইয়া রাখিল। অতঃপর রাজা হস্তি-প্রভৃতি আনয়ন করিবার আজ্ঞা দিলেন:—

১২। আনহ অভয়ঙ্কর, অচ্যুত বারণবর,
আনহ বরুণদন্ত, আন রাজগিরি;—
সেই চারি গজ বধি সম্পাদিব যজ্ঞ আমি;
আন সবে এইখানে বিলম্ব না করি।

১৩। পূর্ণক, বিন্দক, কেশী, সুরমুখ, এই চারি
অশ্বতর আছে মোর বড়ই সুন্দর,
যজ্ঞার্থে বধিব আমি সেই চারি অশ্বতর,
সে চারিটা লয়ে হেথা এসহে সত্বর।

১৪। বাছি বাছি যূথশ্রেষ্ঠ আন বৃষচতুষ্টয়,
চারি চারি অন্য পশু কর আনয়ন;
যদি সবে সম্পাদিল যজ্ঞ আমি স্বর্গহেতু,
বহু দান পেয়ে তুষ্ট হবে বিপ্রগণ।

১৫। কল্য সূর্য্যোদয়কালে হবে যজ্ঞ সম্পাদিত
ভাবি ইহা যথোচিত কর আয়োজন;
বলহ কুমারগণে, আহারে বিহারে তারা
এই রাত্রি যথারুচি করুক যাপন।

১৬। কর আয়োজন সব, কল্য সূর্য্যোদয়কালে
সম্পাদিব যজ্ঞ, এই সঙ্কল্প আমার।
বলহ কুমারগণে, "অদ্যকার এই রাত্রি
জীবনের শেষ রাত্রি তোমা সবাকার"।

---

* অর্থাৎ "আমাদিগকে দাসত্বে নিয়োজিত কর।"

রাজার মাতাপিতা তখনও জীবিত ছিলেন। লোকে তাঁহার মাতার নিকটে গিয়া বলিল, "আর্য্যে, আপনার পুত্র নিজের পুত্রকলত্রের প্রাণবধ করিয়া যজ্ঞসম্পাদনের ইচ্ছা করিয়াছেন।" রাণী জিজ্ঞাসিলেন, "কি বলিলে বাবা?" তিনি হৃদয়ের বেগসংবরণার্থ দুই হাতে নিজের বুক চাপিয়া ধরিলেন, এবং ক্রন্দন করিতে করিতে রাজার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি না কি এইরূপ নিষ্ঠুর যজ্ঞসম্পাদনের সঙ্কল্প করিয়াছ! একথা সত্য কি?"

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

১৭। কান্দিতে কান্দিতে মাতা প্রাসাদ ছাড়িয়া গেলেন যেখানে রাজা ছিলেন বসিয়া।
শুধান, "বধিয়া চারি তনয় তোমার ইচ্ছা না কি হইয়াছে যজ্ঞ করিবার?"

রাজা বলিলেন,

১৮। চন্দ্র মোর পুত্ররত্ন, কুলের ভূষণ; তথাপি তাহার মায়া ক'রেছি বর্জ্জন।
বধি তারে, বধি অন্য পুত্র আছে যত সম্পাদিয়া যজ্ঞ আমি হব স্বর্গগত।

রাজার মাতা বলিলেন,

১৯। পুত্রমেধযজ্ঞদ্বারা হয় স্বর্গবাস, একথা কভু না বৎস, করিও বিশ্বাস।
যায় না স্বর্গে সে কভু, এ পথে যে চলে, অনন্ত যন্ত্রণা পায় নরক-অনলে।
২০। দানে যেন সদা তব হয় অভিরতি; ভূত, বর্ত্তমান, ভাবী, সর্ব্বজীব প্রতি
করহ অহিংসাব্রত পালন সতত। এই পথে চলি লোকে হয় স্বর্গগত।
পুত্রমেধযজ্ঞফলে হয় স্বর্গবাস— মূঢ় বিনা এ কথা কে করিবে বিশ্বাস?

রাজা বলিলেন,

২১। আচার্য্যের আজ্ঞা পেয়ে সঙ্কল্প আমার এই;
চন্দ্রসূর্য্যে দিয়া বলি যজ্ঞ সম্পাদিব।
দুস্ত্যাজ্য পুত্র বধি, সেই মহাত্যাগবলে,
দেহান্তে অনন্ত সুখ স্বরগে ভুঞ্জিব।

রাজমাতা পুত্রকে নিজের উপদেশ মত কাজ করাইতে অসমর্থা হইয়া চলিয়া গেলেন। অতঃপর রাজার পিতা এই ভীষণ বার্ত্তা শুনিয়া পুত্রকে বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন।

এই ঘটনা বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

২২। শুধালেন বশবর্ত্তী ঔরস তনয়ে আপনার,
"এ কি কথা শুনি, পুত্র! ইচ্ছা না কি হ'য়েছে তোমার
করিতে চতুষ্ক যজ্ঞ, বধি নিজ পুত্রচতুষ্টয়!
নিষ্ঠুর সঙ্কল্প তব শুনি উপজিল মহা ভয়।

রাজা বলিলেন,

২৩। চন্দ্র মোর পুত্ররত্ন, কুলের ভূষণ; তথাপি তাহার মায়া ক'রেছি বর্জ্জন।
বধি তারে, বধি অন্য পুত্র আছে যত, সম্পাদিয়া যজ্ঞ আমি হব স্বর্গগত।

রাজার পিতা বলিলেন,

২৪। পুত্রমেধযজ্ঞদ্বারা হয় স্বর্গবাস, এ কথা কভু না, বৎস, করিও বিশ্বাস।
যায় না স্বর্গে সে কভু, এ পথে যে চলে; অনন্ত যন্ত্রণা পায় নরক-অনলে।
২৫। দানে যেন সদা তব হয় অভিরতি; ভূত, বর্ত্তমান, ভাবী, সর্ব্বজীব প্রতি
করহ অহিংসাব্রত পালন সতত; এই পথে চলি লোকে হয় স্বর্গগত।
পুত্রমেধযজ্ঞফলে হয় স্বর্গবাস— মূঢ় বিনা এ কথা কে করিবে বিশ্বাস?

রাজা বলিলেন,

২৬। আচার্য্যের আজ্ঞা পেয়ে সঙ্কল্প আমার এই ;
চন্দ্রসূর্য্যে দিয়া বলি যজ্ঞ সম্পাদিব ;
সুদুস্ত্যাজ্য পুত্র বধি সেই মহাত্যাগবলে
দেহান্তে অনন্ত সুখ স্বরগে ভুঞ্জিব।

রাজার পিতা পুনর্ব্বার বলিলেন,

২৭। দানে যেন সদা তব হয় অভিরতি, ভূত বর্ত্তমান, ভাবী, সর্ব্বজীব প্রতি
হও প্রীতিমান্ ; হ'য়ে পুত্রপরিবৃত পৌরজানপদগণে পালহ সতত।

কিন্তু তিনিও রাজাকে নিজের কথামত কাজ করাইতে পারিলেন না। তখন চন্দ্রকুমার ভাবিলেন, 'আমার একার জন্যই এতগুলি প্রাণীর মহাদুঃখ ঘটিয়াছে; অতএব আমি পিতার নিকট এই সকল প্রাণীর দুঃখমোচন প্রার্থনা করিয়া দেখি।' তিনি পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,

২৮। বধিও না প্রাণে, দেব, দাসত্বে নিযুক্ত তুমি কর খণ্ডহালের সবায় ;
হইয়া নিগড়াবদ্ধ নিয়ত থাকিব তার অশ্বগজগবাদি-সেবায়।
২৯। বধিও না প্রাণে, দেব, করহ খণ্ডহালের দাসত্বে সবার নিয়োজন ;
হইয়া নিগড়াবদ্ধ করিব আমরা মল গজশালা হ'তে সম্মার্জ্জন।
৩০। বধিও না প্রাণে দেব ; করহ খণ্ডহালের দাসত্বে সবার নিয়োজন ;
হইয়া নিগড়াবদ্ধ করিব আমরা মল অশ্বশালা হ'তে সম্মার্জ্জন।
৩১। বধিও না প্রাণে, দেব, যার ইচ্ছা, তার(ই) দান কর আমা সবে, নরমণি ;
অথবা এ রাজ্য হ'তে নির্ব্বাসন-আজ্ঞাদান কর আমাসবার এখনি।
ভিক্ষাপাত্র লয়ে হাতে দূর দেশ দেশান্তরে ভ্রমিব আমরা সর্ব্বজন ;
বধিও না প্রাণে, দেব, বিনাদোষে এত প্রাণী করি আমি এই নিবেদন।

চন্দ্রকুমারের এবংবিধ বহু বিলাপ শ্রবণ করিয়া রাজার হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইল ; তিনি অশ্রুপূর্ণনেত্রে বলিলেন, "কেহই আমার পুত্রদিগকে বধ করিতে পারিবে না ; আমার দেবলোক প্রাপ্তির প্রয়োজন নাই।" তিনি সকলকে বন্ধনমুক্ত করিবার জন্য বলিলেন,

৩২। জীবন রক্ষার তরে করুণ বিলাপে এরা দুঃখার্ত্ত করিল মোর মন।
এখনি বন্ধনমুক্ত করহ কুমারগণে। পুত্রমেধে নাই প্রয়োজন।

রাজার আজ্ঞা পাইয়া ভৃত্যেরা কুমারগণ হইতে পক্ষিপর্য্যন্ত সমস্ত প্রাণীকে বন্ধনমুক্ত করিয়া ছাড়িয়া দিল। খণ্ডহাল যজ্ঞকুণ্ডে সমস্ত আয়োজন করিতেছিল। এক ব্যক্তি তাহাকে গিয়া বলিল, "অরে ধূর্ত্ত খণ্ডহাল! রাজা ত কুমারদিগকে মুক্তি দিয়াছেন। তুই এখন নিজের পুত্রদিগকে মারিয়া তাহাদের গলরক্তে যজ্ঞ সম্পাদন কর্।" "রাজা কি করিতেছেন?" ইহা বলিয়া খণ্ডহাল রাজার নিকট ছুটিয়া গেল এবং বলিল,

৩৩। পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি, দুষ্কর চতুষ্ক যজ্ঞ বহু কষ্টে হয় সম্পাদিত।
আরম্ভ করিয়া ইহা এখন বিরত হওয়া হয় না ক তোমার উচিত।
৩৪। যে করে এ মহাযজ্ঞ যে জন যাজক এতে অনুমোদন যে করে এর—
সবাই সুগতি লভে দেহান্তে ত্রিদশালয়ে ভোগী হয় অনন্ত সুখের।

রাজার কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়াছিল। তিনি ক্রুদ্ধ খণ্ডহালের কথা শুনিয়া ধর্ম্মভয়ে ভীত হইলেন এবং পুত্রগণকে পুনর্ব্বার ধরাইয়া আনিলেন। তখন চন্দ্রকুমার পিতাকে বুঝাই'তে লাগিলেন :—

৩৫। লভিলাম জন্ম যবে, এই খণ্ডহাল, দেব,
করেছিল আশীর্ব্বাদ কতই তখন!
এখন যজ্ঞের হেতু তাহারই অলীক বাক্যে
অকারণ আমাদের করিবে নিধন!

৩৬। শৈশবে যখন মোরা কিছু নাহি জানিতাম,
বধ না করালে, নিজে করিলে না বধ,
এখন যুবক সবে; তথাপি বধিতে চাও,
যদিও করি নি কেহ কোন অপরাধ!

২৬। শৌর্য্যশালী সবে মোরা; বর্ম্ম পরি, শস্ত্র ধরি
গজপৃষ্ঠে, অশ্বপৃষ্ঠে করি আরোহণ,
মাতিব সংগ্রামে সবে, মথিব অরাতিগণে,
দেখিয়া তোমার হবে সার্থক নয়ন।
আমাদের মত পুত্র কুলধুরন্ধর
যজ্ঞার্থে করিবে বধ! ছি, ছি, নরবর!

৩৮। প্রত্যন্তে বিদ্রোহী প্রজা, অটবীতে দস্যুগণ,—
তা'দেরই দমন তরে হয় নিয়োজিত
রাজপুত্রগণ বলবীর্য্যসমন্বিত।
হেন পুত্রগণে, পিতঃ, ছি, ছি, অকারণ
বিনাদোষে চাও তুমি করিতে নিধন।

৩৯। তৃণপত্র দিয়া পাখী কুলায় নির্ম্মাণ করি
স্নেহভরে করে নিজ শাবক পালন;
তুমি কিন্তু নরনাথ, ব্রাহ্মণের কথা শুনি
নিজ পুত্রগণে চাও করিতে নিধন!

৪০। করো না বিশ্বাস, পিতঃ, সে ধূর্ত্তের বাণী তুমি;
শুধু সে আমারে বধি নিবৃত্ত না হবে;
তোমার, অন্যের প্রাণ হরিবে সে নরাধম,
বাধা দিতে আমি আর রহিব না যবে।

৪১। উৎকৃষ্ট নিগম, গ্রাম, ধন রত্ন, অন্ন, পান
করি দান ভূপতিরা তোষেণ ব্রাহ্মণে;
গৃহের উৎকৃষ্ট খাদ্য ব্রাহ্মণেরই অগ্রে ভোগ্য;
গৃহীরা ব্রাহ্মণসেবা করে সযতনে।

৪২। এত অকৃতজ্ঞ, কিন্তু, হে পিতঃ ব্রাহ্মণ জাতি,
যা'র কাছে উপকার পায় হেন মত,
তাহার(ই) অনিষ্টতরে সদা এরা চেষ্টা করে;
উপকারে অপকার ইহাদের ব্রত।

৪৩। বধিও না প্রাণে, দেব; দাসত্বে নিযুক্ত তুমি কর খণ্ডহালের সবায়;
হইয়া নিগড়াবদ্ধ নিরত থাকিব তার অশ্বগজগবাদি-সেবায়।

৪৪। বধিও না প্রাণে, দেব; করহ খণ্ডহালের দাসত্বে সবার নিয়োজন;
হইয়া নিগড়াবদ্ধ করিব আমরা মল গজশালা হতে সম্মার্জ্জন।

৪৫। বধিও না প্রাণে, দেব; করহ খণ্ডহালের দাসত্বে সবার নিয়োজন;
হইয়া নিগড়াবদ্ধ করিব আমরা মল অশ্বশালা হতে সম্মার্জ্জন।

৪৬। বধিও না প্রাণে, দেব; যার ইচ্ছা তার ই) দাস কর আমা সবে, নরমণি;
অথবা এ রাজ্য হ'তে নির্ব্বাসন-আজ্ঞাদান কর আমা সবার এখনি;
ভিক্ষাপাত্র লয়ে হাতে দূর দেশদেশান্তরে ভ্রমিব আমরা সর্ব্বজন;
বধিও না প্রাণে, দেব, বিনাদোষে এত প্রাণী; করি আমি এই নিবেদন।

কুমারের বিলাপ শুনিয়া রাজা বলিলেন,

৪৭। জীবনরক্ষার তরে করুণ বিলাপে এরা দুঃখার্ত্ত করিল মোর মন,
এখনি বন্ধনমুক্ত করহ কুমারগণে, পুত্রমেধে নাই প্রয়োজন।

তিনি পুনর্ব্বার কুমারদিগের বন্ধন মোচন করাইলেন। এই সংবাদ পাইয়া খণ্ডহাল আবার আসিয়া বলিল,

৪৮। পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি, দুষ্কর চতুষ্ক যজ্ঞ বহুকষ্টে হয় সম্পাদিত,
আরম্ভ করিয়া ইহা এখন বিরত হওয়া হয় না ক তোমার উচিত।
৪৯। যে করে এ মহাযজ্ঞ, যে জন যাজক এতে, অনুমোদন যে করে এর —
সবাই সুগতি লভে; দেহান্তে ত্রিদশালয়ে ভোগী হয় অনন্ত সুখের।

ইহা বলিয়া সে কুমারদিগকে পুনর্ব্বার আবদ্ধ করাইল। চন্দ্রকুমার রাজাকে পুনর্ব্বার অনুনয় করিতে লাগিলেন :—

৫০। পুত্রে বধি যজ্ঞ করি দেবলোকে যজমান করে যদি দেহান্তে গমন
খণ্ডহাল কেন তবে প্রথমেই হেন যজ্ঞ নাহি করে নিজে সম্পাদন ?
দৃষ্টান্ত দেখা'ক সেই; বধুক তনয়ে তার যজ্ঞহেতু সকলের আগে;
সে দৃষ্টান্ত অনুসরি রাজাও তাহার পর ব্রতী হইবেন এই যাগে।
৫১। পুত্রে বধি যজ্ঞ করি দেবলোকে যজমান করে যদি দেহান্তে গমন,
নিজপুত্রগণে বধি খণ্ডহাল কেন তবে করুক না যজ্ঞ সম্পাদন ?
৫২। চতুষ্ক যজ্ঞের ফলে হয় স্বর্গবাস - খণ্ডহাল করে যদি ইহাই বিশ্বাস -
তবে কেন নিজ পুত্রগণে, জ্ঞাতিজনে বধে না সে যজ্ঞহেতু, ভাবি দেখ মনে।
আজ বলি দিক সেই; যা'ক স্বর্গে চ'লে, ত্যজি মর্ত্যধাম সেই মহাপুণ্যবলে।
৫৩। যে করে এ যজ্ঞ, এর যাজক যে হয়, এ যজ্ঞের প্রশংসা করে যে পাপাশয়,
সকলেই দেহ ত্যজি পচিবে নরকে। করে কি এমন যজ্ঞ কোন বিজ্ঞ লোকে ?

কুমার এত বলিয়াও পিতার মন ফিরাইতে পারিলেন না। অনন্তর, রাজাকে বেষ্টন করিয়া যে সকল লোক উপস্থিত ছিলেন, তিনি তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,

৫৪। অপত্যবৎসল গৃহপতিগণ, পুত্রস্নেহবতী গৃহিণীরা আর,—
করেন যাঁহারা এ নগরে বাস,— কেন না নিন্দেন এ কাজ রাজার ?
কেন না তাঁহারা করেন বারণ ঔরস পুত্রের করিতে নিধন ?
৫৫। অপত্যবৎসল গৃহপতিগণ পুত্রস্নেহবতী গৃহিণীরা আর,
করেন যাঁহারা এ নগরে বাস,— কেন না নিন্দেন এ কাজ রাজার ?
কেননা তাঁহারা করেন বারণ আত্মজ পুত্রের করিতে নিধন ?
৫৬। আমরা সতত হিতৈষী রাজার; কল্যাণসাধক সকল প্রজার;
অনিষ্ট কাহার(ও) করি নি কখন, হইনি কাহার(ও) বিরাগভাজন।
তবু আমাদের হেন দুর্দ্দশায় প্রতিবাদ কেহ করে না ক, হায় !

কুমার এইরূপ বলিলেও সভাস্থ কেহই বাঙ্নিষ্পত্তি করিলেন না। তখন তিনি নিজের ভার্য্যাদিগকে রাজার নিকট প্রাণভিক্ষার্থ যাইতে উৎসাহ দিবার জন্য বলিলেন,

৫৭। যাও গো, গৃহিণীগণ, বল গিয়া খণ্ডহালে
রাজাকেও বল সবে যুড়ি দুই কর,
"কেশরিবিক্রম তব পুত্রদের জীবনান্ত
করিও না বিনা দোষে, ওহে নরবর।"
৫৮। যাও গো গৃহিণীগণ, বল গিয়া খণ্ডহালে,
রাজাকেও বল সবে যুড়ি দুই কর
"সর্ব্বজনপ্রিয় তব পুত্রদের জীবনান্ত
করিও না বিনাদোষে, ওহে নরবর।"

রমণীরা গিয়া রাজার নিকট আপনাদের প্রার্থনা জানাইলেন; কিন্তু রাজা তাঁহাদিগের প্রতি দৃক্‌পাতও করিলেন না। তখন কুমার নিতান্ত অনাথের ন্যায় বিলাপ করিতে লাগিলেন :—

৫৯। পুক্কুশ, অথবা বৈণ, কিংবা রথকারগৃহে লভিতাম যদি এ জনম,
'তা' হলে ত আজ, হায় ঘটিত না এই রূপে যজ্ঞহেতু আমার নিধন।

অতঃপর উক্ত রমণীদিগকে আবার উৎসাহিত করিবার নিমিত্ত তিনি বলিলেন,

৬০। যাও, সীমন্তিনীগণ, পায়ে পড়ি বল খণ্ডহালে,
"অপরাধ কোনরূপ করি নি ত মোরা কোন কালে।"

৬১। যাও, সীমন্তিনীগণ পায়ে পড়ি বল খণ্ডহালে,
"কোন্ দোষে দোষী বল হইয়াছি মোরা কোন্ কালে?"

অতঃপর চন্দ্রকুমারের কনিষ্ঠা ভগিনী শৈলকুমারী শোকসংবরণে অসমর্থা হইয়া রাজার পায়ে পড়িয়া পরিদেবন করিতে লাগিলেন।

[এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৬২। বধ হেতু বদ্ধ হেরি ভ্রাতৃগণে, সকরুণ বিলাপ শৈলজা করে কত :-
'হায়রে এমন যজ্ঞ সম্পাদি জনক মোর হইবেন না কি স্বর্গগত।'

রাজা তাঁহার কথাতেও কর্ণপাত করিলেন না। তখন চন্দ্রকুমারের বাসুল-নামক পুত্র পিতাকে দুঃখাভিভূত দেখিয়া ভাবিল, 'আমি দাদামহাশয়ের নিকট কান্নাকাটি করিয়া পিতার প্রাণ রক্ষা করিব।' সে রাজার পদমূলে পড়িয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল।

[এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৬৩। গড়াগড়ি দিয়া রাজার সম্মুখে বাসুল কাঁদিয়া কয়,
"শিশু আমি, আর্য্য, অপ্রাপ্তযৌবন; হইও না নিরদয়।
মুখ পানে মোর চাও একবার; পিতারে মেরো না প্রাণে;
শৈশবেই যদি হই পিতৃহীন, দাঁড়াইব কোন্ স্থানে?"

শিশুর পরিদেবন শুনিয়া রাজার বুক যেন ফাটিয়া গেল। তিনি সাশ্রুনয়নে তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "ভয় নাই, দাদু; তোর পিতাকে ছাড়িয়া দিতেছি।

৬৪। বাসুল আমার। অই তোর পিতা, যারে ওর কাছে ছুটি;
অন্তঃপুর হতে বিলাপ রে তোর শুনি বুক গেল ফাটি।
কুমারগণের বন্ধনমোচন এখনি করহ সবে;
পুত্রমেধে মোর নাই প্রয়োজন; স্বর্গে কি বা সুখ হবে?"

ঠিক এই সময়ে খণ্ডহাল আসিয়া আবার দেখা দিল। সে বলিল,

৬৫। পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি, দুষ্কর চতুষ্ক যজ্ঞ বহু কষ্টে হয় সম্পাদিত;
আরম্ভ করিয়া ইহা এখন বিরত হওয়া হয় না ক তোমার উচিত।

৬৬। যে করে এ মহাযজ্ঞ, যে জন যাজক এতে, অনুমোদন যে করে এর,—
সবাই সুগতি লভে; দেহান্তে ত্রিদশালয়ে ভোগী হয় অনন্ত সুখের।

কাণ্ডাকাণ্ডহীন মূর্খরাজা খণ্ডহালের কথায় আবার পুত্রদিগকে ধরাইয়া আনিলেন। খণ্ডহাল ভাবিল, 'এ রাজা দুর্ব্বল-চিত্ত, এ কুমারদিগকে এক এক বার ধরাইতেছে, এক এক বার ছাড়িয়া দিতেছে; আবার হয় ত ছোট ছেলেদের কান্নায় ভুলিয়া কুমারদিগকে মুক্তি দিতে পারে। অতএব সকলকেই এখন যজ্ঞকুণ্ডের নিকট লইয়া যাওয়া ভাল।' সে যজ্ঞকুণ্ডের নিকট যাইবার উদ্দেশ্যে বলিল,

৬৭। হইয়াছে, একরাজ, যজ্ঞের সমস্ত আয়োজন ;
যাহাতে করিবে তুমি সর্ব্বরত্ন-আহুতি অর্পণ।
প্রাসাদ হইতে এবে যাত্রা করি চল যজ্ঞস্থানে,
সম্পাদিত হ'লে যজ্ঞ সদ্যঃ তুমি যাবে স্বর্গধামে।

ইহার পর রাজপুরুষেরা যখন বোধিসত্ত্বকে লইয়া যজ্ঞভূমির অভিমুখে যাত্রা করিল তখন তাঁহার অন্তঃপুরচারিণীগণ এক সঙ্গে রাজভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৬৮। চন্দ্রের যুবতী ভার্য্যা সপ্তশত পতির বিপদে পাগলের মত
আলুলিত কেশে কান্দিতে কান্দিতে পশ্চাতে তাঁহার লাগিল ছুটিতে।
৬৯। আর(ও) কত নারী নন্দনবাসিনী দেবকন্যাসমা রূপের ছটায়,
শোকবেগ তারা সংবরিতে নারি পশ্চাতে পশ্চাতে তাঁহাদের ধায়।
কৃষ্ণ কেশদাম শিরে আলুলিত ; ইন্দুনিভ মুখ অশ্রুপরিপ্লুত।

অতঃপর এই সকল নারীর বিলাপ :—

৭০। পরিধান কাশীজাত কৌষিক বসন,
উজ্জ্বল কুণ্ডল শোভে শ্রবণযুগলে
অগুরুচন্দনে লিপ্ত বপু মনোরম—
হেন চন্দ্রসূর্য্যে, দেখ, যেতেছে লইয়া
যথার্থ রাজার যজ্ঞে রাজভৃত্যগণ।
৭১। পরিধান কাশীজাত কৌষিক বসন,

উজ্জ্বল কুণ্ডল শোভে শ্রবণযুগলে,
অগুরুচন্দনে লিপ্ত বপু মনোরম—
হেন চন্দ্রসূর্য্যে দেখ, যেতেছে লইয়া
হানি মহাশোকশল্য জননীর বুকে।
৭২। পরিধান কাশীজাত কৌষিক বসন,
উজ্জ্বল কুণ্ডল শোভে শ্রবণযুগলে,
অগুরুচন্দনে লিপ্ত বপু মনোরম,—
হেন চন্দ্রসূর্য্যে দেখ, যেতেছে লইয়া
ডুবাইয়া প্রজাগণে বিষাদ-সাগরে।
৭৩। সুপক্ক মাংসের রসে রসনা এঁদের
প্রতিদিন হত তৃপ্ত, স্নাপকেরা কত
যতনে করা'ত স্নান এ কুমারদ্বয়ে,
শ্রবণে এঁদের শোভে উজ্জ্বল কুণ্ডল,
অগুরুচন্দনে লিপ্ত বপু মনোহর।
হেন চন্দ্রসূর্য্যে, দেখ, যেতেছে লইয়া
যথার্থ রাজার যজ্ঞে রাজভৃত্যগণ।
৭৪। গজবরস্কন্ধে এঁরা যাইতেন যবে,
যেত সঙ্গে ইঁহাদের পত্তি শত শত,
সেই চন্দ্রসূর্য্য, দেখ, যান পদব্রজে
যজ্ঞকুণ্ডে হবে যেথা প্রাণান্ত এঁদের।
৭৫। অশ্ববরপৃষ্ঠে এঁরা যাইতেন যবে,
যেত সঙ্গে ইঁহাদের পত্তি-শত শত,
সেই চন্দ্রসূর্য্য, দেখ, যান পদব্রজে
যজ্ঞকুণ্ডে, হবে যেথা প্রাণান্ত এঁদের।

৭৬। আরোহি সুন্দর রথে যেতেন যখন,
যেত সঙ্গে ইঁহাদের পত্তি শত শত,
সেই চন্দ্রসূর্য্য, দেখ, যান পদব্রজে
যজ্ঞকুণ্ডে হবে যেথা প্রাণান্ত এঁদের।
৭৭। বিচিত্র সোণার সাজ-সজ্জায় শোভিত
তুরগে আরোহি' যাঁরা চলিতেন পথে,
সেই চন্দ্রসূর্য্য, দেখ, যান পদব্রজে
যজ্ঞকুণ্ডে, হবে যেথা প্রাণান্ত এঁদের।

রমণীরা যখন এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন, তখন রাজভৃত্যেরা বোধিসত্ত্বকে নগরের বাহিরে লইয়া গেল। নগরের সমস্ত অধিবাসী সংক্ষুব্ধ হইয়া নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে লাগিল। এত লোক বাহির হইবার জন্ত ছুটিল যে, নগরদ্বারসমূহে তাহাদের নিষ্ক্রমণের স্থান রহিল না। খণ্ডহাল এই বিশাল জনস্রোত দেখিয়া ভাবিল, 'কে জানে ইহারা কি অনর্থ ঘটাইবে?' সে তৎক্ষণাৎ নগরদ্বারসমূহ রুদ্ধ করাইল। জনস্রোত নির্গমনের পথ পাইল না। নগরের মধ্যভাগের দ্বারসন্নিধানে একটা উদ্যান ছিল; তাহারা সেখানে গিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাহাকার করিতে লাগিল। সেই মহাশব্দে পক্ষীরা ভয় পাইয়া আকাশে উড়িতে আরম্ভ করিল। লোকে শকুনিদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল,

৭৮। মাংস খেতে সাধ যদি, শকুনি, তোমার,
পুষ্পবতী-পূর্ব্বদ্বারে * যাও শীঘ্র করি,
মূঢ় একরাজ সেথা চারি পুত্র বধি
সম্পাদিবে যজ্ঞ আজ স্বর্গলাভহেতু।
৭৯। মাংস খেতে সাধ যদি, শকুনি, তোমার,
পুষ্পবতী-পূর্ব্বদ্বারে যাও শীঘ্র উড়ি।
মূঢ় একরাজ সেথা চারি কন্যা বধি
সম্পাদিবে যজ্ঞ আজ স্বর্গলাভহেতু।
৮০। মাংস খেতে সাধ যদি, শকুনি, তোমার,
পুষ্পবতী-পূর্ব্বদ্বারে যাও শীঘ্র উড়ি।
মূঢ় একরাজ সেথা চারি রাজ্ঞী বধি
সম্পাদিবে যজ্ঞ আজ স্বর্গলাভহেতু;
৮১। মাংস খেতে সাধ যদি, শকুনি, তোমার,
পুষ্পবতী-পূর্ব্বদ্বারে যাও শীঘ্র উড়ি;
মূঢ় রাজা সেথা চারি গৃহপতি বধি
সম্পাদিবে যজ্ঞ আজ স্বর্গলাভহেতু।
৮২। মাংস খেতে সাধ যদি, শকুনি, তোমার,
পুষ্পবতী-পূর্ব্বদ্বারে যাও শীঘ্র উড়ি,
মূঢ় একরাজ সেথা হস্তী চারি বধি
সম্পাদিবে যজ্ঞ আজ স্বর্গলাভহেতু।
৮৩। মাংস খেতে সাধ যদি, শকুনি, তোমার,
পুষ্পবতী-পূর্ব্বদ্বারে যাও শীঘ্র উড়ি,
মূঢ় একরাজ সেথা চারি অশ্ব বধি
সম্পাদিবে যজ্ঞ আজ স্বর্গলাভহেতু।
৮৪। মাংস খেতে সাধ যদি, শকুনি, তোমার,
পুষ্পবতী-পূর্ব্বদ্বারে যাও শীঘ্র উড়ি

* কথারম্ভেই বলা হইয়াছে যে 'পুষ্পবতী' বারাণসীর নামান্তর।

মূঢ় একরাজ সেথা বৃষ চারি বধি
সম্পাদিবে যজ্ঞ আজ স্বর্গলাভহেতু।

৮৫। মাংস খেতে সাধ যদি, শকুনি, তোমার,
পুষ্পবতী-পূর্ব্বদ্বারে যাও শীঘ্র উড়ি;
মূঢ় একরাজ সেথা স্বর্গলাভহেতু
করিবে চতুষ্ক যজ্ঞ বহু প্রাণী বধি।

মহাজনসঙ্ঘ সেখানে উক্তরূপ বিলাপ করিয়া বোধিসত্ত্বের বাসস্থানে গমন করিল এবং প্রাসাদ প্রদক্ষিণ করিতে করিতে অন্তঃপুর, কূটাগার, উদ্যানাদি দেখিয়া এই সকল গাথায় পরিদেবন করিল :—

৮৬। প্রাসাদ তাঁদের এই রহিয়াছে দেখ;
রমণীর অন্তঃপুর—কিন্তু শূন্য এবে!
লইয়া গিয়াছে রাজপুত্র চারিজনে
বধার্থ পামরগণ যজ্ঞকুণ্ডে, হায়!

৮৭। এ তাঁদের কূটাগার সুবর্ণে খচিত,
পুষ্পমালাসুশোভিত,—কিন্তু শূন্য এবে।
লইয়া গিয়াছে রাজপুত্র চারিজনে
বধার্থ পামরগণ যজ্ঞকুণ্ডে, হায়।

৮৮। উদ্যান তাঁদের এই হের রমণীয়,
সর্ব্বঋতু-জাত পুষ্পে সদা সুশোভিত;
না আছেন তাঁরা কিন্তু এখানে এখন।
লইয়া গিয়াছে রাজপুত্র চারিজনে
বধার্থ পামরগণ যজ্ঞকুণ্ডে, হায়!

৮৯। এ সেই অশোকবন অতি রমণীয়,
সর্ব্বঋতু-জাত পুষ্পে সদা সুশোভিত।
না আছেন কিন্তু তাঁরা এখানে এখন
লইয়া গিয়াছে রাজপুত্র চারিজনে
বধার্থ পামরগণ যজ্ঞকুণ্ডে, হায়।

৯০। এই কর্ণিকারবন অতি রমণীয়
সর্ব্বঋতু-জাত পুষ্পে সদা সুশোভিত
না আছেন তাঁরা কিন্তু এখানে এখন!
লইয়া গিয়াছে রাজপুত্র চারিজনে
বধার্থ পামরগণ যজ্ঞকুণ্ডে, হায়।

৯১। এ সেই পাটলিবন অতি রমণীয়,
সর্ব্বঋতু-জাত পুষ্পে সদা সুশোভিত।
না আছেন তাঁরা কিন্তু এখানে এখন!
লইয়া গিয়াছে রাজপুত্র চারিজনে
বধার্থ পামরগণ যজ্ঞকুণ্ডে, হায়।

৯২। এই সেই আম্রবন অতি রমণীয়,
সর্ব্বঋতু-জাত পুষ্পে সদা সুশোভিত।
না আছেন কিন্তু তাঁরা এখানে এখন।
লইয়া গিয়াছে রাজপুত্র চারিজনে
বধার্থ পামরগণ যজ্ঞকুণ্ডে, হায়।

৯৩। এই সেই পুষ্করিণী, বক্ষে শোভে যার
পদ্মপুণ্ডরীক আদি জলজ কুসুম।
পুষ্পাভবিভূষিত, সুবর্ণে খচিত

সুন্দর বিচিত্র নৌকা রয়েছে এখানে
জলকেলিহেতু রাজকুমারগণের।
কিন্তু তাঁরা আর নাহি আসিবেন হেথা।
লইয়া গিয়াছে রাজপুত্র চারিজনে
যথার্থ পামরগণ যজ্ঞকুণ্ডে, হায়!

এইরূপে নানাস্থানে বিলাপ করিয়া তাহারা হস্তিশালাদির নিকটে গেল এবং আবার বলিতে লাগিল:—

৯৪। এই সেই দৃঢ়দন্ত ঐরাবত নামে
গজরত্ন তাঁর, হায়! কোথা এবে তিনি?
লইয়া গিয়াছে রাজপুত্র চারিজনে
যথার্থ পামরগণ যজ্ঞকুণ্ডে, হায়!

৯৫। এ সেই অভগ্নখুর অশ্বরত্ন তাঁর।
কে আর করিবে এর পৃষ্ঠে আরোহণ।
লইয়া গিয়াছে রাজপুত্র চারিজনে
যথার্থ পামরগণ যজ্ঞকুণ্ডে হায়।

৯৬। তুরগবাহিত, নানা রতনে খচিত
এই তাঁর রম্যরথ নির্ঘোষ যাহার
শারিকার স্বরবৎ শুনিতে মধুর।
কে আর করিবে বল এতে আরোহণ?
লইয়া গিয়াছে রাজপুত্র চারিজনে
যথার্থ পামরগণ যজ্ঞকুণ্ডে, হায়!

৯৭। চন্দনে চর্চ্চিত সুকুমার* কলেবর;
বিশুদ্ধ কাঞ্চননিভ বর্ণ সমুজ্জ্বল;
কোন্ প্রাণে বধি হেন পুত্র চারিজনে
মূঢ় রাজা চায় যজ্ঞ সম্পাদিতে, হায়?

৯৮। চন্দনে চর্চ্চিত সুকুমার কলেবর;
বিশুদ্ধ কাঞ্চননিভ বর্ণ সমুজ্জ্বল;
কোন্ প্রাণে বধি হেন কন্যা চারিজনে
মূঢ় রাজা চায় যজ্ঞ সম্পাদিতে, হায়?

৯৯। চন্দনে চর্চ্চিত সুকুমার কলেবর;
বিশুদ্ধ কাঞ্চননিভ বর্ণ সমুজ্জ্বল;
কোন্ প্রাণে বধি হেন রাজ্ঞী চারিজনে
মূঢ় রাজা চায় যজ্ঞ সম্পাদিতে, হায়?

১০০। চন্দনে চর্চ্চিত সুকুমার কলেবর;
বিশুদ্ধ কাঞ্চননিভ বর্ণ সমুজ্জ্বল,
কোন্ প্রাণে বধি হেন গৃহপতিগণে
মূঢ় রাজা চায় যজ্ঞ সম্পাদিতে, হায়?

১০১। যেমন নিগমগ্রাম জনশূন্য হলে
ভীষণ অরণ্যে শেষে হয় পরিণত,
তেমতি দুর্দ্দশাপন্ন হইবে অচিরে
এই পুষ্পবতী পুরী যজ্ঞহেতু যদি
বধে রাজ দারাপত্যগৃহপতিগণে।

জনসমূহ বাহিরে না যাইতে পারিয়া নগরমধ্যেই এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিল।

* আমি 'মরকত' পদের পরিবর্তে 'মুহুক্ক' এই পাঠান্তর গ্রহণ করিলাম।

এদিকে রাজভৃত্যেরা বোধিসত্ত্বকে যজ্ঞকুণ্ডের নিকটে লইয়া গেল। তখন তাঁহার মাতা গৌতমী দেবী রাজার পায়ে পড়িয়া গড়াগড়ি দিতে দিতে পুত্রের জীবন ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন,

১০২। চন্দ্রে যদি কর বধ, শ্বাসরুদ্ধ হয়ে
ঘটিবে এখনি, দেব, প্রাণান্ত আমার
অথবা হারায়ে বুদ্ধি পাগলিনীপ্রায়
ধূলিসমাকীর্ণ দেহে করিব ভ্রমণ।

১০৩। সূর্য্যে যদি কর বধ, শ্বাসরুদ্ধ হয়ে
ঘটিবে এখনি, দেব, প্রাণান্ত আমার ;
অথবা হারায়ে বুদ্ধি পাগলিনীপ্রায়
ধূলিসমাকীর্ণ দেহে করিব ভ্রমণ।

কিন্তু এইরূপ পরিদেবন করিয়াও তিনি রাজার মুখে হাঁ, না, কোন কথাই শুনিতে পাইলেন না। অতঃপর তিনি কুমারদিগের ভার্য্যা চারিজনকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "আমার ছেলে, বোধ হয়, তোদের উপর রাগ করিয়াছে। তোরা কেন তাকে ফিরাইয়া আনিতেছিস্ না ?

১০৪। পুষ্করাক্ষী, ওপরাক্ষী, ঘট্টিকা, শায়িকা,—*
তুষিস্ ত পরস্পরে তোরা অনুক্ষণ
সুমধুর বাক্যালাপে। কেন এবে তবে
তুষিস্ না চন্দ্রসূর্য্যে চৌদিকে তাদের
নিত্য করি এত কাল করিলি যেমন ?
এই জম্বুদ্বীপমাঝে কে আছে রে, বল্,
রূপেগুণে, নৃত্যগীতে তোদের সমান ?

পুত্রবধূদিগের সহিত এইরূপ বিলাপ করিয়া গৌতমী যখন আর কোন উপায় দেখিতে পাইলেন না, তখন তিনি এই সকল গাথায় খণ্ডহালকে অভিশাপ দিলেন :—

১০৫। চন্দ্রকে আনীত দেখি বধহেতু হেথা
যে শোকে আমার বুক ফাটিতেছে, তোর
মা যেন, রে খণ্ডহাল, সেই শোক পায়।†

১০৬। সূর্য্যকে আনীত দেখি বধহেতু হেথা
যে শোকে আমার বুক ফাটিতেছে, তোর
মা যেন, রে খণ্ডহাল সেই শোক পায়।

১০৭। চন্দ্রকে আনীত দেখি বধহেতু হেথা
যে শোকে আমার বুক ফাটিতেছে, তোর
জায়া যেন, খণ্ডহাল, সেই শোক পায়।

১০৮। সূর্য্যকে আনীত দেখি বধার্থ হেথায়
যে শোকে আমার বুক ফাটিতেছে, তোর
জায়া যেন, খণ্ডহাল, সেই শোক পায়।

১০৯। বধিলি, পামর, তুই কেশরিবিক্রম
তনয়যুগলে মোর বিনা অপরাধে ;
এই পাপে, খণ্ডহাল, মা যেন রে তোর
পতিপুত্রমুখ আর দেখিতে না পায়।

* এই চারিটী গৌতমীর পুত্রবধূদিগের নাম।
† তুং—চতুর্থখণ্ড, চন্দ্রকিন্নর-জাতকের (৪৮৫) ৮ম গাথা।

১১০। বধিলি, পামর, তুই সর্ব্বজনপ্রিয়
তনয়যুগলে মোর বিনা অপরাধে ;
এই পাপে খণ্ডহাল, মা যেন রে তোর
পতিপুত্রমুখ আর দেখিতে না পায়।

১১১। বধিলি, পামর, তুই কেশরিবিক্রম
তনয়যুগলে মোর বিনা অপরাধে ;
এই পাপে, খণ্ডহাল, জায়া যেন তোর
পতিপুত্রমুখ আর দেখিতে না পায়।

১১২। বধিলি, পামর, তুই সর্ব্বজনপ্রিয়
তনয়যুগলে মোর বিনা অপরাধে ;
এই পাপে খণ্ডহাল, জায়া যেন তোর
পতিপুত্রমুখ আর দেখিতে না পায়।

যজ্ঞকুণ্ডে গিয়া বোধিসত্ত্ব পুনর্ব্বার পিতার নিকট জীবন ভিক্ষা করিলেন :—

১১৩। বধিও না প্রাণে, দেব ; দাসত্বে নিযুক্ত তুমি কর খণ্ডহালের সবায়।
হইয়া নিগড়াবদ্ধ নিরত থাকিব তার অশ্বগজগবাদি-সেবায়।

১১৪। বধিও না প্রাণে, দেব, করহ-খণ্ডহালের দাসত্বে সবার নিয়োজন ;
হইয়া নিগড়াবদ্ধ করিব আমরা মল গজশালা হ'তে সম্মার্জ্জন।

১১৫। বধিও না প্রাণে, দেব ; করহ খণ্ডহালের দাসত্বে সবার নিয়োজন ;
হইয়া নিগড়াবদ্ধ করিব আমরা মল অশ্বশালা হ'তে সম্মার্জ্জন।

১১৬। বধিও না প্রাণে, দেব ; যার ইচ্ছা, তার(ই) দাস কর আমা সবে, নরমণি।
অথবা এ রাজ্য হ'তে নির্ব্বাসন-আজ্ঞাদান কর আমা সবার এখনি।
ভিক্ষাপাত্র লয়ে হাতে দূর দেশ দেশান্তরে ভ্রমিব আমরা সর্ব্বজন ;
বধিও না, প্রাণে, দেব, বিনাদোষে এতপ্রাণী : করি আমি এই নিবেদন।

১১৭। অপুত্রা, দরিদ্রা নারী পুত্রলাভ তরে করে দেবতার নিকটে প্রার্থনা ;
দোহদ-অভাবে কিন্তু অনেকেই তাহাদের পুত্রমুখ দেখিতে পায় না।

১১৮। কত আশা করে তারা ! পাবে পুত্র, পৌত্র আর ; বংশবৃদ্ধি হবে ক্রমে ক্রমে,
তুমি কিন্তু, নরনাথ, যজ্ঞার্থে করিবে বধ বিনাদোষে আত্মজগণে।

১১৯। দৈবকৃপাবলে নর লভে পুত্র, নরেশ্বর ; রাখ যত্নে হেন পুত্রধন ;
কষ্টলব্ধ পুত্রগণে মোহবশে বধি প্রাণে করো না এ যজ্ঞ সম্পাদন।

১২০। দেবের দয়ায় লোকে করে লাভ পুত্রধন ; রাখ যত্নে হেন পুত্রগণে ;
পেতে আমাসবে, দেব, জননী কতই কষ্ট পেয়েছেন, ভেবে দেখ মনে।
আমাদের বধে তাঁর অসহ্য শোকের ভারে হৃদয় হইবে চুরমার ;
করো না এমন কর্ম্ম ; কভু যেন নাহি হয় তাঁর সঙ্গে বিচ্ছেদ তোমার।

কিন্তু এইরূপ বলিয়াও চন্দ্রকুমার পিতার মুখে হাঁ, না, কোন উত্তরই পাইলেন না। তখন তিনি মাতার পাদমূলে পতিত হইয়া পরিদেবন করিতে লাগিলেন :—

১২১। কত কষ্টে চন্দ্রে, মা গো, করিলে পালন ; হারাইলে আজ সেই অঞ্চলের ধন।
এস মা, চরণে তব করিব প্রণাম ; পিতা মোর স্বর্গধামে করুণ প্রয়াণ।

১২২। স্নেহভরে আলিঙ্গন কর, মা, আমায়, জনমের মত দাও প্রণমিতে পায়।
করিবেন যজ্ঞ রাজা, তাহার কারণ ; মহাযাত্রা করিব গো আমি, মা, এখন।

১২৩। স্নেহভরে আলিঙ্গন কর, মা, আমায় ; জনমের মত দাও প্রণমিতে পায়।
মহাযাত্রা করিব গো আমি এইবার ; হানি মহাশোকশল্য হৃদয়ে তোমার।

১২৪। স্নেহভরে আলিঙ্গন কর, মা, আমায় ; জনমের মত দাও প্রণমিতে পায়।
মহাযাত্রা করিব গো আমি, মা, এখন ; বিষাদসাগরে মগ্ন হবে প্রজাগণ।

তাঁহার মাতাও চারিটী গাথায় এইরূপ বিলাপ করিলেন :—

১২৫। গৌতমীর প্রাণধন, বাঁধ রে মাথায়
সুন্দর পদ্মের মৌলী, ভিতরে যাহার
থাকিবে চম্পকদল; এই ত রে তোর
উপযুক্ত মৌলী বাছা, ছিল এত দিন।

১২৬। যেতিস্ সভায়, বাছা, বিলেপি শরীরে
যে চন্দনরস তুই, এ জন্মের মত
লেপ, সে চন্দনে তোর শরীর এখন।

১১৭। যেতিস্ সভায়, বাছা, পরি কাশীজাত
যে কৌষেয় বস্ত্র তুই, এ জন্মের মত
পর্ তাহা দেখি চক্ষু জুড়াক্ আমার।

১২৮। কাঞ্চননির্ম্মিত, মুক্তামাণিক্যখচিত
যে হস্তাভরণ পরি যেতিস্ সভায়,
পর রে সে আভরণ এ জন্মের মত।

চন্দ্রের অগ্রমহিষীটীর নাম ছিল চন্দ্রা। তিনি পতির পাদমূলে পড়িয়া এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন :—

১১৯। রাষ্ট্রপাল ইনি, প্রভু সকল প্রজার, রাজ্যের সর্ব্বত্র এঁর পূর্ণ অধিকার।
পৌরজানপদদের আছে যত বিত্ত, সমস্তই শাস্ত্রমত ইঁহার আয়ত্ত।
কিন্তু, হায়, ইহা বড় দুঃখের বিষয়, পুত্রস্নেহশূন্য হেন রাজার হৃদয়।

ইহা শুনিয়া রাজা বলিলেন।

১৩০। পুত্র [illegible] সকলেরই প্রিয় জীবন,
আমিও আমার প্রিয় করিব তা' কেমনে গোপন।
ভুঞ্জিব স্বর্গের সুখ, এই বড় সাধ মনে মনে;
সেই হেতু সমুদ্যত হইয়াছি পুত্রের নিধনে।

চন্দ্রা বলিলেন,

১৩১। বধহ প্রথমে মোরে, চন্দ্রের নিধন যদি হয় অগ্রে, দেব, সম্পাদন,
সে শোকে হৃদয় মোর নিশ্চিত বিদীর্ণ হবে, তিলেক না রহিবে জীবন।
পুত্র তব সুকুমার মনোহর কলেবর শুধু এঁরে বধ যদি কর,
সাঙ্গ না হইবে যজ্ঞ, উদ্দেশ্য তোমার ব্যর্থ নিশ্চিত হইবে, নরেশ্বর।

১৩২। বধ আমা দুই জনে, চন্দ্রের সহিত আমি পরলোকে করিব গমন,
মহাপুণ্য হবে তব; দুজনেই একসঙ্গে বিচরিব সেথা অনুক্ষণ।

রাজা বলিলেন,

১৩৩। মরণ কামনা, চন্দ্রে, কেন তুমি কর? তোমার রয়েছে ঘরে অনেক দেবর।
মরিলে গৌতমী-পুত্র তাহারাই সবে, বিশালাক্ষি, তব মনস্তুষ্টিরত হবে।*

[অতঃপর শাস্তা অর্দ্ধগাথা বলিলেন।

১৩৪ (ক)। শুনিয়া রাজার কথা চন্দ্রা নিজ বক্ষে কর হানে।

চন্দ্রা আবার বিলাপ করিতে লাগিলেন :—

১৩৪ (খ)। জীবনে কি ফল মোর? এ প্রাণ ত্যজিব বিষপানে।

১৩৫। নাই এ রাজার কি গো মিত্র কি অমাত্য হেন জন,
যে বলে ইঁহারে, "তুমি করিও না আত্মজ নিধন?"

১৩৬। নাই এ রাজার কি গো জ্ঞাতি কিংবা মিত্র হেন স্বজন,
যে বলে ইঁহারে, "তুমি করিও না আত্মজ নিধন?"

* ইহাতে বিধবাদিগের মধ্যে দেবরকে পতিরূপে গ্রহণ করার প্রথা সূচিত হইয়াছে।

১৩৭। আছে ত কেয়ূরধর গুণী আরো পুত্র কত তব,
যজ্ঞার্থে কেন না বধ কর তুমি সেই পুত্র সব?
গোতমীর পুত্র চন্দ্র তোমার বংশের ধুরন্ধর;
বধিও না তাঁরে তুমি, এই ভিক্ষা মাগি, নরবর।

১৩৮। শতধা কাটিয়া মোরে কর তুমি, মহারাজ, সম্পাদন যজ্ঞ সপ্তস্থানে;
কেশরি বিক্রম এই জ্যেষ্ঠপুত্রে বিনা দোষে বধিও না, বধিও না প্রাণে।

১৩৯। শতধা কাটিয়া মোরে কর তুমি, মহারাজ সম্পাদন যজ্ঞ সপ্তস্থানে,
সর্ব্বজনপ্রিয় সেই জ্যেষ্ঠপুত্রে বিনা দোষে বধিও না, বধিও না প্রাণে।

চন্দ্রা রাজার সমীপে এইরূপ বিলাপ করিলেন, কিন্তু কোন আশ্বাস পাইলেন না। তখন তিনি বোধিসত্ত্বের নিকটে গিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "চন্দ্রে, যতদিন জীবিত ছিলাম, যখনই কোন সৎপ্রসঙ্গ বা সদালাপ হইয়াছে, * তখনই তোমাকে অল্প হউক, অধিক হউক, মুক্তাদি বহু আভরণ দান করিয়াছি। আজ তোমাকে এই শেষ দান দিতেছি। তুমি আমার এই গাত্রাভরণ গ্রহণ কর।"

এই বৃত্তান্ত সুস্পষ্টরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

১৪০। যখনি হয়েছে প্রিয়ে, সৎপ্রসঙ্গ, সদালাপ এ রাজভবনে
তুষেছি তোমায় আমি ছোট বড় বহুবিধ আভরণদানে।
এই মোর শেষ দান, হীরক-বৈদূর্য্যময় অঙ্গ-আভরণ
দিলাম তোমায় এবে; প্রণয়ের শেষ চিহ্ন কর গো গ্রহণ।

ইহা শুনিয়া চন্দ্রাদেবী নয়টী গাথায় পরিদেবন করিলেন:—

১৪১। শোভিত [illegible] [illegible] [illegible] পতিত*
এখনি তাঁহার স্কন্ধে ঘাতকের বিনিক্ষিপ্ত নিস্ত্রিংশ** শাণিত।

১৪৩। রাজপুত্রদের স্কন্ধে এখনি সুতীক্ষ্ণ খড়্গ হবে রে পতিত,
তবু না আমার বুক বিদরে! নিশ্চিত ইহা পাষাণে গঠিত।

১৪১। পরিধান কাশীজাত কৌষিক বসন
উজ্জ্বল কুণ্ডল শোভে শ্রবণযুগলে,
অগুরু-চন্দনলিপ্ত বপু মনোহর,—
হেন চন্দ্র-সূর্য্যে লয়ে যাও গো তোমরা
সম্পাদিতে যজ্ঞ একরাজ ভূপতির।

১৪৫। পরিধান কাশীজাত কৌষিক বসন
উজ্জ্বল কুণ্ডল শোভে শ্রবণযুগলে,
অগুরুচন্দনলিপ্ত বপু মনোহর,—
হেন চন্দ্র সূর্য্যে লয়ে যাও গো তোমরা
হানি মহাশোকশল্য জননীর বুকে।

১৪৬। পরিধান কাশীজাত কৌষিক বসন;
উজ্জ্বল কুণ্ডল শোভে শ্রবণযুগলে;
অগুরুচন্দনলিপ্ত বপু মনোহর,—
হেন চন্দ্র সূর্য্যে লয়ে যাও গো তোমরা
ডুবাইয়া প্রজাগণে বিষাদ-সাগরে।

১৪৭। সুপক্ক মাংসের রসে রসনা এঁদের
প্রতিদিন হ'ত তৃপ্ত, সূপকেরা কত

---

* "সুভাষিতেষু কথিতেষু"—আমি ইহার যেরূপ অর্থগ্রহ করিয়াছি, অনুবাদ তাহাই দিলাম।

** নিস্ত্রিংশ—তরবারি।

যতনে করা'ত স্নান এ কুমারদ্বয়ে,
শ্রবণে এঁদের শোভে উজ্জ্বল কুণ্ডল,
অগুরুচন্দনে লিপ্ত বপু মনোহর ;—
হেন চন্দ্র সূর্য্যে লয়ে যাও গো তোমরা
সম্পাদিতে যজ্ঞ একরাজ ভূপতির।

১৪৮। সুপক্ব মাংসের রসে রসনা এঁদের
প্রতিদিন হ'ত তৃপ্ত ; স্নাপকেরা কত
যতনে ক'রাত স্নান এ কুমারদ্বয়ে
শ্রবণে এ দের শোভে উজ্জ্বল কুণ্ডল,
অগুরুচন্দনে লিপ্ত বপু মনোহর ;—
হেন চন্দ্র সূর্য্যে লয়ে যাও গো তোমরা
হানি মহাশোকশল্য জননীর বুকে !

১৪৯। সুপক্ব মাংসের রসে রসনা এঁদের
প্রতিদিন হ'ত তৃপ্ত, স্নাপকেরা কত
যতনে করাত স্নান এ কুমারদ্বয়ে।
শ্রবণে এঁদের শোভে উজ্জ্বল কুণ্ডল,
অগুরুচন্দনে লিপ্ত বপু মনোহর —
হেন চন্দ্র সূর্য্যে লয়ে যাও গো তোমরা
ডুবাইয়া প্রজাগণে বিষাদ-সাগরে।

চন্দ্রা এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন ; এ দিকে যজ্ঞকুণ্ডে সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন হইল। রাজভৃত্যেরা চন্দ্রকে সেখানে লইয়া গেল এবং তাঁহার গ্রীবা অবনত করিয়া বসাইয়া রাখিল। অগ্রভাগে একটী স্বর্ণপাত্র নিকটে রাখিয়া তাঁহার গ্রীবা ছেদন করিবার জন্য খড়্গহস্তে অবস্থিত হইল। চন্দ্রা দেখিলেন, তাঁহার অন্য কোন শরণ নাই ; তিনি নিজের সত্যপ্রভাবে স্বামীর কল্যাণসাধনের সংকল্প করিলেন। তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে সভামধ্যে বিচরণপূর্ব্বক সত্যক্রিয়া করিলেন।

। এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

১৫০। হ'ল সব আয়োজন ; বসাইল চন্দ্রে তারা যজ্ঞহেতু করিতে নিধন,
পঞ্চালরাজের কন্যা প্রাঞ্জলি হইয়া অমি বলে তবে এতেক বচন :

১৫১। "দুষ্টমতি খণ্ডহাল করিয়াছে পাপকর্ম্ম, এই কথা সত্য হয় যদি,
এ সত্যবাক্যের বলে স্বামীর সহিত মোর বাস যেন ঘটে নিরবধি।

১৫২। লোকাতীত শক্তিধর দেব, যক্ষ, ভূতভব্য* উপস্থিত যাঁহারা এখন,
করুন এ দয়া মোরে, স্বামীর বিচ্ছেদ যেন হয় না ক আমার ঘটন।

১৫৩ ভূতভব্য দেবতারা, এসেছেন হেথা যাঁরা, শরণ লইনু সবাকার,
বিপদে উদ্ধারি আজ করুন তাঁহারা এই প্রার্থনা পূরণ অনাথার।
এই দুরাশয়দের চক্রান্তে পড়িয়া যেন হারাই না পতিরে আমার।"

দেবরাজ শক্র চন্দ্রার পরিদেবনশব্দ শুনিয়া সমস্ত কাণ্ড বুঝিতে পারিলেন, অগ্নিময় প্রকাণ্ড লৌহখণ্ড হস্তে লইয়া যজ্ঞভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন এবং রাজাকে ভয় দেখাইয়া যজ্ঞার্থে আনীত সমস্ত প্রাণীকে মুক্তি দেওয়াইলেন।

এই বৃত্তান্ত সুস্পষ্টরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

১৫৪। শুনি ইহা দেবরাজ প্রকাণ্ড লৌহের পিণ্ড
ঘুরাইতে ঘুরাইতে দিলা দরশন।
দেখি তাহা মহাভয়ে হল সবে কম্পমান ;
রাজাকে বলেন শক্র এতেক বচন :—

---

* 'ভূতভব্য' সম্বন্ধে ৫ম খণ্ডের শোণনন্দ-জাতকের (৫৩২) ২০১ম পৃষ্ঠের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

১৫৫। "অরে লক্ষ্মীছাড়া রাজা! জেনে রাখ, মাথা তোর
ভাঙ্গিব এখনি এই লোহপিণ্ডাঘাতে
কেশরিবিক্রম তোর কুলশ্রেষ্ঠ জ্যেষ্ঠপুত্রে
করিস্ রে বধ যদি বিনা অপরাধে।

১৫৬। বল্ ত রে, হতভাগা, দেখেছে কি কেহ পূর্ব্বে
বিনা দোষে বধে লোকে স্বর্গলাভ করে
দারা, সুত, সুতা আর শ্রেষ্ঠ গৃহপতিগণ?
এমন নিষ্ঠুর কর্ম্ম কেহ কি রে করে?"

১৫৭। শুনি দেবেন্দ্রের বাণী, হেরি এ অদ্ভুত দৃশ্য,
রাজা, খণ্ডহাল ভয়ে কাঁপে থর থর,
করিল সকল জীবে তখনি বন্ধনমুক্ত
নির্দ্দোষকে ছাড়ে যথা বিচারের পর।

১৫৮। মুক্ত দেখি সকলকে সেখানে আছিল যারা
প্রত্যেকে লইল এক লোষ্ট্র তুলি হাতে;
দুরাচার খণ্ডহাল পায় নিজ কর্ম্মফল,
নিহত হইল সেই সব লোষ্ট্রাঘাতে।

খণ্ডহালের প্রাণান্ত করিয়া সেই জনসঙ্ঘ রাজাকেও বধ করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু বোধিসত্ত্ব পিতাকে আলিঙ্গন করিয়া রাখিলেন; কাহাকেও তাঁহার গায়ে হাত দিতে দিলেন না। লোকে বলিল, "বেশ, এই পাপিষ্ঠ রাজার প্রাণ বধ করিলাম না বটে; কিন্তু ইহাকে রাজচ্ছত্র ভোগ করিতে কিংবা নগরে বাস করিতে দিব না। ইহাকে চণ্ডাল করিয়া নগরের বাহিরে বাস করাইব।" তাহারা [illegible] কাড়িয়া লইল; তাঁহাকে কাষায় বস্ত্র পরাইল, তাহার মস্তকে পীতবর্ণ ছিন্নবস্ত্র জড়াইল এবং তাঁহাকে চণ্ডালজাতিভুক্ত করিয়া চণ্ডালপল্লীতে পাঠাইয়া দিল। যাহারা এই পশুঘাতক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিল, যাহারা ইহার সম্পাদনে ব্রতী হইয়াছিল এবং যাহারা ইহা অনুমোদন করিয়াছিল, সকলেই নরকপরায়ণ হইয়াছিল।

এই বৃত্তান্ত সুস্পষ্টরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

১৫৯। পড়িল নরকে সবে এই মহাপাপকর্ম্মফলে,
স্বর্গে যায় করি পাপ, এ কথা কি প্রাজ্ঞ কভু বলে?

উক্ত কালকর্ণীদ্বয়কে (রাজা ও খণ্ডহালকে) অপসারিত করিয়া জনসঙ্ঘ সেই যজ্ঞক্ষেত্রেই অভিষেকের সমস্ত দ্রব্য আহরণপূর্ব্বক চন্দ্রকে রাজপদে অভিষিক্ত করিল।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

১৬০। যজ্ঞার্থ আনীত প্রাণিসমূহ যখন হইল বন্ধনমুক্ত; সমবেতগণ—
রাজভৃত্যদর্শকাদি, সবে একমনে অভিষিক্ত করে চন্দ্রে রাজসিংহাসনে।

১৬১। যজ্ঞার্থে আনীত প্রাণিসমূহ যখন হইল বন্ধনমুক্ত; সমবেতগণ—
রাজকন্যা-দর্শকাদি, সবে একমনে অভিষিক্ত করে চন্দ্রে রাজসিংহাসনে।

১৬২। যজ্ঞার্থে আনীত প্রাণিসমূহ যখন হইল বন্ধনমুক্ত; সমবেতগণ—
দেব, দেব-অনুচর, সবে একমনে অভিষিক্ত করে চন্দ্রে রাজসিংহাসনে।

১৬৩। যজ্ঞার্থে আনীত প্রাণিসমূহ যখন হইল বন্ধনমুক্ত; সমবেতগণ—
দেবকন্যা-দর্শকাদি, সবে একমনে অভিষিক্ত করে চন্দ্রে রাজসিংহাসনে।

১৬৪। যজ্ঞার্থে আনীত প্রাণিসমূহ যখন হইল বন্ধনমুক্ত, সমবেতগণ—
রাজভৃত্য, দর্শক প্রভৃতি সর্ব্বজন আনন্দে পতাকা-আদি করে সঞ্চালন।

১৬৫। যজ্ঞার্থে আনীত প্রাণিসমূহ যখন হইল বন্ধনমুক্ত, সমবেতগণ —
রাজকন্যা, দর্শক প্রভৃতি সর্ব্বজন আনন্দে পতাকা-আদি করে সঞ্চালন।
১৬৬। যজ্ঞার্থে আনীত প্রাণিসমূহ যখন হইল বন্ধনমুক্ত, সমবেতগণ —
দেব, দেব-অনুচর-আদি সর্ব্বজন আনন্দে পতাকা, বস্ত্র করে সঞ্চালন।
১৬৭। যজ্ঞার্থে আনীত প্রাণীসমূহ যখন হইল বন্ধনমুক্ত, সমবেতগণ —
দেবকন্যা-দর্শকপ্রভৃতি সর্ব্বজন আনন্দে পতাকা-আদি করে সঞ্চালন।
১৬৮। চন্দ্রাদি সকলে মুক্তি লভিল যখন, অপার আনন্দ লভে পুরবাসিগণ।
শুভক্ষণে মহোৎসবে প্রবেশে নগরে ; রাজাদেশে ঘোষণা করিল ঘরে ঘরে—
যত জীব বন্দিভাবে আছে এই দেশে, লভুক সকলে মুক্তি চন্দ্রের আদেশে।

পিতার যখন যে অভাব হইত, বোধিসত্ত্ব তাহা পূরণ করিতেন ; কিন্তু সেই বৃদ্ধ আর নগরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারিতেন না। বোধিসত্ত্ব যদি উদ্যানকেলি প্রভৃতির জন্য নগরের বাহিরে যাইতেন, আর ঐ সময়ে যদি বৃদ্ধের অর্থ ফুরাইয়া যাইত, তবে তিনি বোধিসত্ত্বের সম্মুখে যাইতেন। কিন্তু 'আমিই প্রকৃত রাজা', মনে মনে এই অভিমান ছিল বলিয়া তিনি বোধিসত্ত্বকে বন্দনা করিতেন না, অঞ্জলি পাতিয়া, "প্রভু আপনি চিরজীবী হউন" এই কথা বলিতেন। বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসিতেন, "কি চাই ?" বৃদ্ধ যাহা আবশ্যক, তাহা জানাইতেন ; বোধিসত্ত্ব তাহা দেওয়াইতেন। বোধিসত্ত্ব যথাধর্ম্ম রাজত্ব করিয়া দেহান্তে দেবলোকে গমন করিয়াছিলেন।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, দেবদত্ত যে কেবল এখনি একা আমাকে বধ করিবার জন্য বহুজনের প্রাণনাশের চেষ্টা করিয়াছে তাহা নহে ; পূর্ব্বেও সে এরূপ করিয়াছিল।

সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল খণ্ডহাল ; মহামায়া ছিলেন গোতমী দেবী ; রাহুলমাতা ছিলেন চন্দ্রা, রাহুল ছিল বাসুল ; উৎপলবর্ণা ছিলেন শৈলজা, কাশ্যপ ছিলেন শূর বামগোত্র, মৌদ্গল্যায়ন ছিলেন মৌদ্গল্যায়ন, সারীপুত্র ছিলেন সূর্য্যকুমার।

৫৪৩—ভূরিদত্ত-জাতক

[শাস্তা শ্রাবস্তীনগরে অবস্থিতিকালে কতিপয় পোষধী উপাসককে উপলক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। ঐ উপাসকেরা কোন পোষধদিনে প্রাতঃকালেই পোষধ গ্রহণপূর্ব্বক দান করিয়াছিলেন এবং আহারান্তে গন্ধমাল্যাদি লইয়া জেতবনে গমনপূর্ব্বক ধর্ম্মশ্রবণ-বেলায় একান্তে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন। অতঃপর শাস্তা ধর্ম্মসভায় উপস্থিত হইয়া অলঙ্কৃত বুদ্ধাসনে আসীন হইলেন এবং ভিক্ষুসঙ্ঘের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। ভিক্ষুপ্রভৃতির মধ্যে যাঁহাদিগকে উপলক্ষ্য করিয়া ধর্ম্মকথা আরম্ভ হয়, তথাগতগণ তাঁহাদের সঙ্গেই প্রথমে আলাপ করেন। সেইজন্য, আজ উক্ত উপাসকদিগকে উপলক্ষ্য করিয়া পূর্ব্বাচার্য্যগণসংক্রান্ত ধর্ম্মকথা উত্থাপিত হইবে, ইহা জানিয়া শাস্তা উঁহাদের সঙ্গেই আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "উপাসকগণ, তোমরা পোষধ গ্রহণ করিয়াছ কি ?" তাঁহারা বলিলেন, "হাঁ, ভদন্ত !" "সাধু, সাধু। তোমরা অতি কল্যাণকর কার্য্য করিয়াছ। কিন্তু মাদৃশ বুদ্ধকে উপদেষ্টৃরূপে পাইয়া তোমরা যে পোষধ গ্রহণ করিয়াছ, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। পুরাণ পণ্ডিতেরা আচার্য্যহীন হইয়াও মহৈশ্বর্য্য পরিহারপূর্ব্বক পোষধী হইয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

(১)

পুরকালে বারাণসীতে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন ; তিনি পুত্রকে ঔপরাজ্য দান করিয়াছিলেন ; কিন্তু একদিন পুত্রের মহৈশ্বর্য্য দেখিয়া ভাবিয়াছিলেন, "কি জানি, এ পাছে আমার রাজত্ব কাড়িয়া লয়।" এই আশঙ্কায় তিনি পুত্রকে বলিলেন, "বৎস,

---

* আখ্যায়িকায় চন্দ্রসেন-নামক কোন ব্যক্তির উল্লেখ নাই। 'চন্দ্রসেনের' পরিবর্ত্তে 'ভদ্রসেন' পড়িলে সমবধান সম্পূর্ণ হয়।

তুমি এ রাজ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যেখানে ইচ্ছা হয় বাস কর; আমার যখন মৃত্যু হইবে, তখন আসিয়া কুলক্রমাগত রাজ্য গ্রহণ করিবে।" কুমার "যে আজ্ঞা" বলিয়া পিতাকে প্রণাম করিলেন এবং রাজধানী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যমুনাতীরে গিয়া যমুনা ও সমুদ্রের অন্তর্ব্বর্ত্তী * কোন স্থানে পর্ণশালা নির্ম্মাণপূর্ব্বক সেখানে ফলমূলাহারে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে সাগরগর্ভস্থ নাগভবনে এক বিধবা নাগকন্যা ছিল। সে সধবা নাগকন্যাদিগের সৌভাগ্য দেখিয়া কামবশে নাগভবন হইতে বাহির হইল এবং সাগরতীরে বিচরণ করিতে করিতে রাজপুত্রের পদচিহ্ন দেখিয়া তদনুসরণে সেই পর্ণশালায় উপস্থিত হইল। রাজপুত্র তখন বন্যফলাদি আহরণ করিবার জন্য বাহিরে গিয়াছিলেন। নাগকন্যা পর্ণশালায় প্রবেশ করিয়া তাঁহার কাষ্ঠময় শয্যা ও অন্যান্য গৃহসজ্জা দেখিতে পাইল এবং স্থির করিল যে, উহা কোন প্রব্রাজকের বাসস্থান। তিনি শ্রদ্ধাবশে প্রব্রজ্যা লইয়াছেন, বা অন্য কোন কারণে গৃহত্যাগ করিয়াছেন, নাগকন্যা তাহা পরীক্ষা করিবার সঙ্কল্প করিল। সে ভাবিল, 'ইনি যদি শ্রদ্ধাবশে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া থাকেন তবে, আমি ইঁহার শয্যা সুন্দররূপে সাজাইয়া রাখিলেও নিজে তপস্যানিরত বলিয়া ভোগ করিবেন না। কিন্তু ইনি যদি কামাভিরত হন এবং শ্রদ্ধাবশতঃ প্রব্রজ্যা অবলম্বন না করিয়া থাকেন, তবে নিশ্চয় আমার রচিত শয্যায় শয়ন করিবেন। এরূপ ঘটিলে আমি ইঁহাকে নিজের স্বামিরূপে বরণ করিয়া ইঁহার সঙ্গে এখানেই বাস করিব।' মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া সে নাগভবনে গেল এবং সেখান হইতে দিব্যপুষ্প ও দিব্যগন্ধ আনয়নপূর্ব্বক পর্ণশালার মধ্যে পুষ্পশয্যা রচনা করিল, পুষ্পোপহার রাখিয়া দিল, ভূমিতে গন্ধচূর্ণ বিকিরণ করিল এবং পর্ণশালাটীকে সুন্দররূপে সাজাইয়া নাগভবনে ফিরিয়া গেল।

রাজপুত্র সন্ধ্যাকালে ফিরিলেন এবং পর্ণশালায় প্রবেশ করিয়া নাগকন্যার এই সকল কাণ্ড দেখিতে পাইলেন। কে তাঁহার শয্যা সাজাইয়াছে, ইহা ভাবিতে ভাবিতে তিনি বন্য ফলাদি ভক্ষণ করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, "অহো, পুষ্পগুলির কি সুগন্ধ। আমার শয্যাও অতি মনোহররূপে রচিত হইয়াছে।" তিনি শ্রদ্ধাবশতঃ প্রব্রাজক হন নাই; এ কারণ পুষ্পশয্যা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং উহাতেই শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইলেন। পরদিন সূর্য্যোদয়কালে বিনিদ্র হইয়া তিনি পর্ণশালা সম্মার্জ্জন না করিয়াই বন্যফলাদি আহরণের জন্য বাহির হইলেন। নাগকন্যাও ঠিক সেই সময়ে ফিরিয়া আসিয়া ম্লান পুষ্পগুলি দেখিয়া বুঝিতে পারিল, 'এ ব্যক্তি নিশ্চয় কামপরায়ণ; এ শ্রদ্ধাবশে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে নাই; ইহাকে আত্মবশে আনিতে পারিব।' সে ম্লান পুষ্পগুলি বাহির করিল, অন্যান্য পুষ্পগন্ধাদি আনয়ন করিয়া নবশয্যা রচনা করিল, পর্ণশালাটীকে সুন্দররূপে সাজাইল, এবং চঙ্ক্রমণস্থানে পুষ্প বিকিরণ করিয়া নাগভবনে ফিরিয়া গেল। রাজপুত্র সে দিনও পুষ্পশয্যায় শয়ন করিলেন এবং পরদিন ভাবিতে লাগিলেন, 'কে আমার এই পর্ণশালাটীকে সাজাইয়া রাখিতেছে?' সে দিন তিনি আর বন্য ফলাদি আহরণের জন্য গেলেন না; পর্ণশালার অনতিদূরে লুকাইয়া রহিলেন। এদিকে নাগকন্যা বহুবিধ গন্ধ ও পুষ্প লইয়া আশ্রমে উপস্থিত হইল। রাজপুত্র সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী নাগকন্যাকে দেখিবামাত্র তাহার প্রতি আসক্ত হইলেন; কিন্তু তাহাকে দেখা দিলেন না। অনন্তর সে যখন পর্ণশালায় প্রবেশ করিয়া শয্যা রচনা করিতে লাগিল, তখন তিনি কুটীরের ভিতরে গিয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদ্রে তুমি কে?" সে

* স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, লেখক যমুনা কোথায়, তাহা জানিতেন না; জানিলে তিনি পর্ণশালার স্থান অন্যত্র নির্দ্দেশ করিতেন।

উত্তর দিল, "স্বামিন্, আমি নাগকন্যা।" "তুমি সধবা, না স্বামিহীনা?" "স্বামিন্, আমি স্বামিহীনা—বিধবা।" অতঃপর নাগকন্যা জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার নিবাস কোথায়?" রাজপুত্র বলিলেন, "আমার নাম ব্রহ্মদত্তকুমার; আমি বারাণসীরাজের পুত্র। তুমি নাগভবন ত্যাগ করিয়া বিচরণ করিতেছ কেন?" "স্বামিন্, নাগভবনের সধবা নাগ-কন্যাদিগের সৌভাগ্য দেখিয়া আমার মনে ভোগবাসনা জন্মিয়াছে; সেই উৎকণ্ঠাবশতঃ আমি নাগভবন ত্যাগ করিয়া মনোমত স্বামী লাভ করিবার উদ্দেশ্যে বিচরণ করিতেছি।" "ভদ্রে, আমিও শ্রদ্ধাবশে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করি নাই; পিতাই আমাকে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন এবং সেই জন্য এখানে আসিয়া বাস করিতেছি। তুমি নিশ্চিন্ত হও; আমিই তোমার স্বামী হইব এবং আমরা দুইজনে সম্প্রীতভাবে এখানেই কালযাপন করিব।" নাগকন্যা 'যে আজ্ঞা' বলিয়া তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইল এবং ঐ দিন হইতে তাঁহারা দুইজনে সম্প্রীত-ভাবে সেখানে বাস করিতে লাগিলেন। নাগকন্যা নিজের অনুভাববলে এক বৃহৎ প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইল এবং একখানি মহার্হ পল্যঙ্ক আনাইয়া তাহাতে শয্যা রচনা করিল। তাঁহারা বন্যফলমূলের পরিবর্তে দিব্য অন্নপান ভোগ করিতে লাগিলেন।

কালক্রমে নাগকন্যা গর্ভবতী হইল এবং যথাকালে এক পুত্র প্রসব করিল। এই পুত্রের নাম হইল সাগর ব্রহ্মদত্ত। সাগর ব্রহ্মদত্ত যখন পায়ে হাঁটিয়া চলিতে শিখিল, তখন নাগকন্যা এক কন্যাসন্তান প্রসব করিল। সমুদ্রতীরে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল বলিয়া এই কন্যার নাম হইল সমুদ্রজা। অতঃপর বারাণসীবাসী এক বনেচর ঐ স্থানে উপস্থিত হইল। রাজপুত্র তাহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন, সেও রাজপুত্রকে চিনিতে পারিল এবং সেখানে কয়েকদিন বাস করিয়া প্রস্থানকালে বলিয়া গেল, "রাজপুত্র, আপনি যে এখানে বাস করিতেছেন, আমি গিয়া রাজকুলে এই সংবাদ দিব।" এদিকে বারাণসীরাজের মৃত্যু হইয়াছিল। অমাত্যেরা তাঁহার ঊর্দ্ধদৈহিক কৃত্য সমাপনপূর্ব্বক সপ্তমদিবসে সমবেত হইয়া মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন "অরাজক রাজ্য অচিরে বিনষ্ট হয়; রাজপুত্র কোথায় আছেন, তিনি এখন জীবিত কি মৃত, তাহা আমরা জানি না। অতএব পুষ্পরথ পাঠাইয়া রাজা নির্ব্বাচন করা হউক।" ঠিক এই সময়ে উক্ত বনেচর নগরে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের এই কথোপকথন শুনিতে পাইল এবং তাঁহাদিগের নিকটে গিয়া বলিল, "আমি রাজপুত্রের সহিত তিন চারিদিন একত্র বাস করিয়া ফিরিয়া আসিতেছি।" এই সংবাদ শুনিয়া অমাত্যেরা তাহাকে পুরস্কার দিলেন, সে যে পথ দেখাইয়া চলিল, সেই পথে গিয়া রাজপুত্রের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং অভ্যর্থিত হইয়া রাজার মৃত্যুসংবাদ জ্ঞাপনপূর্ব্বক বলিলেন, "দেব, আপনি এখন রাজ্য গ্রহণ করুন। রাজপুত্র নাগকন্যার মনোভাব পরীক্ষার জন্য তাহার নিকটে গিয়া বলিলেন, "ভদ্রে, আমার পিতার মৃত্যু হইয়াছে; অমাত্যগণ আমার মস্তকোপরি রাজচ্ছত্র উত্তোলন করিবার অভিপ্রায়ে এখানে উপস্থিত হইয়াছেন। চল যাই, উভয়েই দ্বাদশ যোজনবিস্তীর্ণ বারাণসীপুরীতে গিয়া রাজত্ব করি। সেখানে তুমি ষোড়শসহস্র রমণীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিতা হইবে।" নাগকন্যা বলিল, "স্বামিন্, আমি যাইতে পারিব না।" "না পারিবার কারণ কি?" আমরা ঘোরবিষা; হঠাৎ ক্রুদ্ধ হই; সামান্যকারণেই আমাদের ক্রোধ জন্মে। ভার্য্যারা সপত্নীদিগের প্রতি স্বভাবতঃ রোষপরায়ণা। আমি যদি কিছু দেখিয়া বা শুনিয়া রোষবশে কাহারও দিকে দৃষ্টিপাত করি, সে তৎক্ষণাৎ বুসামুষ্টির* ন্যায় চূর্ণ-বিচূর্ণ ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইবে। এই কারণেই আমি যাইতে অসমর্থা।" রাজপুত্র পরদিনও নাগকন্যাকে তাঁহার সঙ্গে যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন, নাগকন্যা বলিল,

*বুসা—তুষা, ভুষি।

"আমি কিছুতেই যাইব না; আমার পুত্র ও কন্যা কিন্তু নাগের সন্তান নয়; আপনার ঔরসজাত বলিয়া ইহারা মনুষ্যজাতিভুক্ত; আপনি যদি আমাকে স্নেহ করেন, তবে যেন সাবধানে ইহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করেন। ইহারা কিন্তু জলীয় ধাতুবিশিষ্ট এবং সুকুমারকায়। পথ চলিবার কালে বাতাতপে ক্লিষ্ট হইয়া ইহারা মরা যাইতে পারে। অতএব আপনি কাঠ খোদাই করাইয়া একটা ডোঙ্গা প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা করুন। উহা জলপূর্ণ করিয়া সন্তান দুইটীকে পথ চলিবার কালে তাহাতে কেলি করিতে দিবেন। রাজধানীতে গিয়াও পুরীর মধ্যে ইহাদের জন্য একটী পুষ্করিণী খনন করাইবেন। এইরূপ ব্যবস্থা করিলে ইহারা কখনও ক্লান্ত হইবে না।" ইহা বলিয়া নাগকন্যা রাজপুত্রকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিল, সন্তান দুইটীকে আলিঙ্গন করিয়া স্তনান্তরে চাপিয়া ধরিল ও তাহাদের মস্তক চুম্বন করিল এবং তাহাদিগকে রাজপুত্রের হস্তে সমর্পণপূর্ব্বক রোদন করিতে করিতে সেখানেই অন্তর্হিত হইয়া নাগভবনে চলিয়া গেল।

নাগকন্যার অন্তর্দ্ধানে রাজপুত্র বিষণ্ণ হইলেন; তিনি সাশ্রুনয়নে বাসভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং চক্ষু প্রোঞ্ছনপূর্ব্বক অমাত্যদিগের নিকটে গমন করিলেন। অমাত্যেরা সেখানেই তাঁহার অভিষেক সম্পাদন করিয়া বলিলেন, "দেব, চলুন, এখন আমাদের নগরে যাই।" রাজা বলিলেন, "তাহাই করা যাউক; তোমরা একখানা ডোঙ্গা খোদাই করাইয়া গাড়ীতে তোল, উহা জলে পূর্ণ কর এবং ঐ জলে নানাবর্ণের সুগন্ধি ফুল ছড়াইয়া দাও; কারণ আমার সন্তান দুইটী জলীয়ধাতুবিশিষ্ট; তাহারা ঐ জলে কেলি করিয়া সুখী হইবে।" অমাত্যেরা রাজার আদেশমত সমস্ত করিলেন।

অতঃপর রাজা বারাণসীতে উপস্থিত হইলেন এবং সুসজ্জিত নগরে প্রবেশপূর্ব্বক ষোড়শসহস্র নর্ত্তকী রমণী ও অমাত্যগণে পরিবৃত হইয়া প্রাসাদের বলভীতে উপবেশন করিলেন। সেখানে তিনি এক সপ্তাহ কাল প্রচুর সুরাপানে অতিবাহিত করিলেন; অতঃপর সন্তানদ্বয়ের জন্য তিনি একটী পুষ্করিণী খনন করাইলেন। শিশুদুইটী প্রতিদিন সেখানে কেলি করিতে লাগিল।

এক দিন লোকে যখন ঐ পুষ্করিণীতে জল প্রবেশ করাইতেছিল, সেই সময়ে জলের সহিত একটা কচ্ছপ উহার মধ্যে গিয়াছিল। সে বাহির হইবার পথ না পাইয়া পুষ্করিণীর তলদেশে লুকাইয়া রহিল। ইহার পর শিশুদুইটী যখন কেলি করিতে লাগিল, তখন সে উঠিয়া জলের উপর মাথা তুলিল এবং তাহাদিগকে দেখিবামাত্র আবার ডুব দিয়া অদৃশ্য হইল। শিশুরা তাহাকে দেখিয়া ভয় পাইল। তাহারা পিতার নিকটে গিয়া বলিল, "বাবা, পুষ্করিণীর মধ্যে একটা যক্ষ আছে; সে আমাদিগকে ভয় দেখাইতেছে।" রাজা ভৃত্যদিগকে আজ্ঞা দিলেন, "যাও, যক্ষটাকে ধর গিয়া।" তাহারা জাল ফেলিয়া কচ্ছপটাকে ধরিল এবং রাজাকে দেখাইল। শিশুদুইটী চীৎকার করিয়া বলিল, "বাবা, এটা পিশাচ।" পুত্রস্নেহশীল রাজা কচ্ছপের উপর ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি আজ্ঞা দিলেন, "ইহাকে অপরাধের উপযুক্ত দণ্ড দাও।" ভৃত্যদের কেহ কেহ বলিল, "এটা রাজার শত্রু। ইহাকে উদূখলে ফেলিয়া মুষলের আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ করা কর্ত্তব্য।" কেহ কেহ বলিল, "এটাকে তিন প্রকার পাকে রান্ধিয়া খাওয়া যাউক।"* কেহ কেহ বলিল, "এটাকে জলন্ত অঙ্গারে দগ্ধ করা উচিত," কেহ কেহ বলিল "এটাকে একটা কটাহে ফেলিয়া পাক করা যাউক।" একজন অমাত্য জল

* "তীহি পাকেহি পচিত্বা"—ইংরাজী অনুবাদে ইহার অর্থ করা হইয়াছে "cooking it three times over" অর্থাৎ তিনবার রান্ধিয়া। তিনবার রান্ধিবার প্রয়োজন কি? আমার বোধ হয়, কতক পোড়াইয়া, কতক ভাজিয়া, কতক দিয়া সুপব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিয়া, এইরূপ অর্থ সুসঙ্গত হয়।

ভয় করিতেন; তিনি বলিলেন, "এটাকে যমুনার আবর্ত্তে ফেলিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য; সেখানে এ নিশ্চয় মহাবিনাশ প্রাপ্ত হইবে। কোন দণ্ডই ইহা অপেক্ষা কঠোরতর হইতে পারে না।" তাঁহার কথা শুনিয়া কচ্ছপ মস্তক উত্তোলনপূর্ব্বক বলিল, "ওগো মহাশয়গণ, আমি কি অপরাধ করিয়াছি যে, আপনারা আমার জন্য এইরূপ দণ্ডের ব্যবস্থা করিতেছেন? আমি অন্য দণ্ড সহ্য করিতে পারি; কিন্তু আপনারা শেষে যে দণ্ডের কথা বলিলেন, তাহা যে বড়ই কঠোর। দোহাই আপনাদের; আপনারা এরূপ দণ্ডের নামটী পর্য্যন্ত করিবেন না।" ইহা শুনিয়া রাজা বলিলেন, "তবে ইহাকে এই দণ্ড দেওয়াই আবশ্যক।" তখন তাঁহার আদেশে লোকে কচ্ছপটাকে যমুনার আবর্ত্তমধ্যে নিক্ষেপ করিল। একটা জলপ্রবাহ নাগভবনের দিকে ছুটিতেছিল; কচ্ছপ তাহা পাইয়া নাগালয়ে উপনীত হইল। ধৃতরাষ্ট্র-নাগরাজের পুত্রকন্যাগণ ঐ জলপ্রবাহে কেলি করিতেছিল; তাহারা কচ্ছপকে দেখিতে পাইয়া বলিল, "ধর ত ঐ দাসটাকে।" কচ্ছপ ভাবিল, 'অহো, আমি বারাণসীরাজের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া এখন কি না এই সকল নিষ্ঠুরস্বভাব নাগদিগের হাতে পড়িলাম! কি উপায়ে এখন উদ্ধার পাইব?' কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া সে ভাবিল, 'বেশ একটা উপায় আছে।' সে মিথ্যা করিয়া বলিল, "তোমরা নাগরাজ ধৃতরাষ্ট্রের পার্শ্বচর হইয়া কেন এমন দুর্ব্বাক্য বলিতেছ? আমার নাম চিত্রচূড় কচ্ছপ। আমি বারাণসীরাজের দূত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে আসিয়াছি। আমাদের রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে তাঁহার কন্যা দান করিবার অভিপ্রায়ে আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। তোমরা আমাকে লইয়া ধৃতরাষ্ট্রের সহিত সাক্ষাৎকার করাও।" কচ্ছপের কথায় নাগদিগের মন নরম হইল, তাহারা উহাকে ধৃতরাষ্ট্রের প্রাসাদে লইয়া তাঁহাকে সংবাদ দিল। ধৃতরাষ্ট্র আদেশ দিলেন, "তাহাকে এখানে আনয়ন কর।" কচ্ছপকে দেখিয়া কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র বিরক্ত হইলেন; তিনি বলিলেন, "যাহার ঈদৃশ কদাকার ও ক্ষুদ্রকায়, তাহারা কি কখনও দৌত্য সম্পাদন করিতে পারে?" কচ্ছপ বলিল, "রাজারা কি তবে তালপ্রমাণ দেহ খুঁজিয়া দূত নিযুক্ত করিবেন? ক্ষুদ্রকায়ই হউক, আর মহাকায়ই হউক, তাহাতে কিছু আসে যায় না; কর্ম্মসম্পাদন করিবার সামর্থ্যই হইতেছে মূল কথা। মহারাজ, আমাদের রাজার বহুদূত আছে;—মনুষ্যদূতেরা স্থলে, পক্ষিদূতেরা আকাশে এবং আমি জলে তাঁহার কার্য্যসম্পাদনে নিরত। আমি বিশিষ্ট পদে নিযুক্ত এবং রাজার প্রিয়পাত্র। আমার নাম চিত্রচূড়। অতএব, মহারাজ, উপহাস করিবেন না।" কচ্ছপ এইরূপ আত্মগুণ বর্ণনা করিলে ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজা তোমাকে কি অভিপ্রায়ে পাঠাইয়াছেন?" "মহারাজ, রাজা বলিয়াছেন, আমি জম্বুদ্বীপের সকল রাজার সহিত মিত্রতা-সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছি। এখন নাগরাজ ধৃতরাষ্ট্রের সহিত মিত্রতা করিবার উদ্দেশ্যে আমার কন্যা সমুদ্রজাকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিব।" এই প্রস্তাব উত্থাপন করিবার জন্যই তিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন। আপনি কালক্ষেপ না করিয়া আমার সঙ্গেই আপনার বিশ্বস্ত নাগদিগকে প্রেরণ করুন এবং বিবাহের দিন স্থির করিয়া রাজকন্যার পতি হউন।

কচ্ছপের কথায় ধৃতরাষ্ট্র সন্তুষ্ট হইলেন; তিনি উহার আদর অভ্যর্থনা করিলেন এবং উহার সঙ্গে যাইবার জন্য চারিজন নাগযুবক পাঠাইলেন। তিনি বলিয়া দিলেন, "তোমরা গিয়া রাজার আদেশ শুনিয়া বিবাহের দিন স্থির করিয়া আইস।" তাহারা "যে আজ্ঞা" বলিয়া কচ্ছপকে লইয়া নাগভবন হইতে প্রস্থান করিল। যমুনা ও বারাণসীর অন্তর্ব্বর্ত্তী প্রদেশে একটা পদ্মসরোবর ছিল। তাহা দেখিয়া কচ্ছপ কোন একটা উপায়ে পলায়ন করিবার ইচ্ছায় বলিল, "ওহে নাগমাণবকগণ, আমাদের রাজা, রাজপুত্র ও রাজমহিষীগণ

আমাকে জল হইতে উঠিয়া রাজভবনে যাইতে দেখিয়া বলিয়া থাকেন, "আমাদিগকে পদ্ম দাও, বিসমূল দাও।" অতএব আমি তাঁহাদের জন্য এই সকল দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাইব। তোমরা আমাকে এখানে ছাড়িয়া দাও; আমার সঙ্গে পথে আর দেখা না হইলেও তোমরা অগ্রে গিয়া রাজার সহিত সাক্ষাৎকার কর; আমাকে সেখানেই দেখিতে পাইবে।" নাগযুবকগণ কচ্ছপের কথা বিশ্বাস করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিল; সে তৎক্ষণাৎ জলে ডুব দিয়া রহিল।

নাগবালকেরা কচ্ছপকে দেখিতে না পাইয়া ভাবিল, 'বোধ হয়, সে রাজার নিকটেই গিয়াছে।' তাহারা মানববালকের বেশে রাজার সকাশে উপস্থিত হইল। রাজা তাহাদিগের অভ্যর্থনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমারা কোথা হইতে আসিয়াছ?" তাহারা বলিল, "আমরা নাগরাজ ধৃতরাষ্ট্রের নিকট হইতে আসিতেছি।" "কি উদ্দেশ্যে?" "মহারাজ, আমরা তাঁহার দূত; তিনি আপনার অনাময় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। আপনি যাহা চান, তিনি আপনাকে তাহাই দিবেন; আপনি আপনার কন্যা সমুদ্রজাকে আমাদের রাজার পাদচারিকা করুন।

১। ধৃতরাষ্ট্র নাগরাজ;—প্রাসাদে তাঁহার আছে যত রতন
সমস্তই পাবে তুমি; নিজ দুহিতায় কর তাঁহারে অর্পণ।"

ইহা শুনিয়া রাজা দ্বিতীয় গাথা বলিলেন:—

২। নাগকুলে কন্যাদান করে কি কস্মিন্‌কালে এ কুলের কোন নরপতি;
অসঙ্গত এ বিবাহ; কি প্রকারে বল, শুনি, দিব আমি ইহাতে সম্মতি?

রাজার উত্তর শুনিয়া নাগবালকেরা বলিল, "যদি ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন আপনি অশ্লাঘাকর মনে করেন, তবে আপনার পরিচারক চিত্রচূড়নামক কচ্ছপের মুখে বলিয়া পাঠাইলেন কেন যে, তাঁহাকে আপনার সমুদ্রজানাম্নী কন্যা দান করিবেন? এইরূপে দূত পাঠাইয়া এখন আমাদের রাজার অবমাননা করিলে আমাদের কি কর্তব্য, তাহা আমরা দেখিয়া লইব।" ইহা বলিয়া তাহারা দুইটী গাথায় রাজাকে তর্জ্জন করিল:—

৩। হারাইবে প্রাণ, নৃপ; এ বিশাল রাজ্য তব নিশ্চয় হইবে ছারখার;
ক্রুদ্ধ হ'লে নাগগণ অচিরে বিনষ্ট হয় নর যারা সদৃশ তোমার।
৪। ঋদ্ধিহীন নর তুমি; কিসিাহসে করে তবু যামুন নাগের অপমান? *
বরুণের পুত্র তিনি, নাগকুল-অধিপতি, ত্রিলোকবিখ্যাত, ঋদ্ধিমান্‌।

ইহার উত্তরে রাজা দুইটী গাথা বলিলেন:—

৫। ধৃতরাষ্ট্র যশোবান্‌; নাগকুল-অধীশ্বর জানি আমি তাহা বিলক্ষণ;
বুঝেছ তোমরা ভুল; অপমান আমি তাঁর করিতে কি পারি হে কখন?
৬। অসীম তাঁহার ঋদ্ধি; তথাপি উরগ তিনি; সমুদ্রজা উচ্চকুল-জাতা;
বিদেহ ক্ষাত্রিয়কুলে† জন্ম যার, তার পক্ষে সর্প পতি অযোগ্য সর্ব্বথা

রাজার কথায় নাগবালকদিগের ইচ্ছা হইল যে, তাঁহাকে সেইখানেই নাসাবাত দ্বারা নিহত করে; কিন্তু তাহারা ভাবিল, 'আমরা বিবাহের দিন স্থির করিতে আসিয়াছি। আমাদের পক্ষে এই রাজার প্রাণসংহার করিয়া ফিরিয়া যাওয়া অসঙ্গত। গিয়া আমাদের রাজাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি; তাহার পর যাহা করিতে হয়, বুঝা যাইবে।' তাহারা মনে মনে এই কথা স্থির করিয়া সেইখানেই অন্তর্হিত হইল এবং ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে গেল।

* ধৃতরাষ্ট্র নাগ যমুনাজাত বলিয়া যামুন (যামুনেয়) নামে বর্ণিত। ললিতবিস্তরে বরুণকে 'নাগরাজ' বলা হইয়াছে।

† বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্মদত্ত বারাণসীর রাজা হইলেও বিদেহ-কুলজাত বলিয়া গর্ব্ব করিতেন।

ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎসগণ, তোমরা রাজকন্যাকে লাভ করিতে পারিলে কি?" তাহারা ক্রোধবশে উত্তর দিল, "মহারাজ, আপনি আমাদিগকে অকারণ কেন যেখানে সেখানে প্রেরণ করেন? যদি আমাদিগকে প্রাণে মারিতে চান, তবে এখনই মারুন না কেন? সে রাজা আপনাকে গালি দিল, নিন্দা করিল, জাত্যভিমানবশতঃ সে নিজের কন্যাকে স্বর্গে তুলিতে চায়।" ফলতঃ বারাণসীরাজ যাহা বলিয়াছিলেন এবং যাহা না বলিয়াছিলেন, তাহারা এমন ভাবে সাজাইয়া গুজাইয়া নাগরাজকে নানা কথা শুনাইল যে, তিনি নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি নিজের অনুচরদিগকে সমবেত করিবার আজ্ঞা দিলেন:—

৭। কম্বলাশ্বতর-আদি* যেথানে যে আছে নাগ, অবিলম্বে করুক উত্থান,
যা'ক ধেয়া কাশীধামে; কিন্তু সেথা কভু যেন করে না ক বধ কার(ও) প্রাণ।

ইহা শুনিয়া নাগেরা জিজ্ঞাসা করিল, "যদি মানুষ বধ না করিতে পারি, তবে সেথানে গিয়া কি করিব?" 'তোমরা গিয়া এই কর, আমি গিয়া এই করিব,' ইহা বুঝাইবার জন্য নাগরাজ দুইটী গাথা বলিলেন:—

৮। লোকের আলয়ে, পথে, জলাশয়ে, বৃক্ষাগ্রে, তোরণে হ'য়ে প্রলম্বিত,
বিস্তারি বিশাল নিজ নিজ দেহ করুক সকলে ফণ উত্তোলিত।
৯। আমি গিয়া নিজে এই সর্ব্বশ্বেত শরীরের ভোগে সপ্তধা বেষ্টন
করি সুবিশাল বারাণসীপুরী; দেখি মহাভয় পাবে সর্ব্বজন।

নাগগণ তাহাই করিল।

এই বৃত্তান্ত সুস্পষ্টরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

১০। শুনি এ আদেশ নাগ নানাবিধ বারাণসীধামে করিল প্রয়াণ,
নাগেশ্বরের আজ্ঞা স্মরি কিন্তু তারা মনুষ্যমাত্র কার(ও) না বধিল প্রাণ।
১১। লোকের আলয়ে, পথে জলাশয়ে, বৃক্ষাগ্রে, তোরণে হ'য়ে প্রলম্বিত,
বিস্তারি বিশাল নিজ নিজ দেহ করিল সবায় ভয়ে কম্পান্বিত।
১২। ফণ তুলি সাপ করে ফোঁস ফোঁস, দেখি মহাভয় পায় নারীগণ,
কান্দে উচ্চৈঃস্বরে বার বার তারা, বলে, "এই বার গেল যে জীবন।"
১৩। বারাণসীবাসী পেয়ে মহাভয় কাতরবচনে বাহু তুলি কয়,
এখনি দুহিতা করি সম্প্রদান নাগেশে প্রসন্ন কর, মহাশয়।

রাজা শুইয়া শুইয়া নগরবাসীদিগের এবং নিজের ভার্য্যাদিগের আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইলেন; এদিকে সেই নাগমাণবকচতুষ্টয়ও তাঁহাকে তর্জ্জন করিতে লাগিল। কাজেই তিনি মরণভয়ে তিনবার প্রতিজ্ঞা করিলেন, "আমার কন্যা সমুদ্রজাকে ধৃতরাষ্ট্রের হস্তে সমর্পণ করিব।" ইহা শুনিয়া সমস্ত নাগ গব্যূতিপ্রমাণ স্থান হটিয়া গেল এবং সেখানে দেবপুরীর ন্যায় একটী পুরী নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল। তাহারা এই পুরী হইতে রাজার নিকট উপহার প্রেরণ করিল এবং তাঁহাকে কন্যা পাঠাইতে বলিল। রাজা নাগরাজের উপহার গ্রহণ করিলেন, এবং যাহারা উহা আনয়ন করিয়াছিল, তাহাদিগকে বলিলেন, 'তোমরা যাও; আমি অমাত্যদিগকে সঙ্গে দিয়া কন্যা পাঠাইতেছি।" অনন্তর তিনি কন্যাকে ডাকাইয়া তাহাকে লইয়া প্রাসাদের উপর উঠিলেন এবং জানালা খুলিয়া বলিলেন, "মা, ঐ যে সুন্দর নগর দেখিতেছ, তুমি নাকি উহার একজন রাজার অগ্রমহিষী হইবে। ঐ নগর বেশী দূরে নয়; চিত্তের উৎকণ্ঠা জন্মিলে অক্লেশেই তুমি এখানে আসিতে পারিবে। এখন ঐ নগরে গমন কর।" কন্যাকে এইরূপে বুঝাইয়া তিনি তাঁহার মস্তক ধৌত করাইলেন, এবং তাঁহাকে সর্ব্ববিধ অলঙ্কার পরাইলেন। নাগবরগণ প্রত্যুদ্

---

* বুঝিতে হইবে যে, কম্বল, অশ্বতর প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নাগজাতির নাম।

গমনপূর্ব্বক মহাসমারোহে রাজকন্যার অভ্যর্থনা করিলেন। অমাত্যেরা নগরে প্রবেশ করিয়া নাগরাজকে কন্যা সম্প্রদান করিলেন এবং প্রচুর ধন পাইয়া বারাণসীতে ফিরিয়া গেলেন।

নাগেরা রাজকন্যাকে প্রাসাদে তুলিয়া অলঙ্কৃত দিব্যশয্যায় শয়ন করাইল; নাগকন্যাগণ সেই সময়েই কুব্জাদির রূপ ধারণপূর্ব্বক মনুষ্যপরিচারিকার ন্যায় তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হইল। রাজকন্যা দিব্যশয্যায় শয়ন করিয়া দিব্যস্পর্শের প্রভাবে অবিলম্বে নিদ্রিত হইলেন; ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাকে লইয়া নাগপরিজনসহ সেখানেই অন্তর্হিত হইয়া নাগলোকে চলিয়া গেলেন। নিদ্রাভঙ্গের পর রাজকন্যা অলঙ্কৃত দিব্যশয্যা, সুবর্ণমণিময় রমণীয় উদ্যান ও পুষ্করিণী, এবং দেবপুরীর ন্যায় মনোহর নাগভবন দেখিয়া কুব্জাদি পরিচারিকাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই নগর অতীব অলঙ্কৃত; ইহা আমাদের নগরের ন্যায় নহে; এ নগর কাহার?" তাহারা বলিল, "দেবি, এই নগর আপনার স্বামীর সম্পত্তি; যাহারা অল্পপুণ্য তাহারা এরূপ সম্পত্তি লাভ করিতে পারে না। মহাপুণ্যের ফলেই ইহা ভোগ করা যায়।" এ দিকে ধৃতরাষ্ট্র পঞ্চশতযোজন ব্যাপী নাগলোকের সর্ব্বত্র ভেরীবাদনদ্বারা ঘোষণা করিলেন "যদি কেহ সমুদ্রজার সম্মুখে সর্পরূপে দেখা দেয়, তবে তাহার কঠোর দণ্ড হইবে।" এই আদেশবশতঃ নাগদিগের কাহারও সমুদ্রজাকে সর্পরূপে দেখা দিতে সামর্থ্য রহিল না। সমুদ্রজা ভাবিলেন; 'আমি মনুষ্যলোকেই আছি'; এবং এই বিশ্বাসে পতির সহিত পরমসম্প্রীতভাবে বাস করিতে লাগিলেন।

নগরখণ্ড সমাপ্ত

কালসহকারে ধৃতরাষ্ট্রের নবীনা মহিষী গর্ভবতী হইলেন এবং একটী পুত্র প্রসব করিলেন। শিশুটীর সুন্দর রূপ দেখিয়া তাহার নাম রাখা হইল সুদর্শন। ইহার পর তাঁহার আর এক পুত্র জন্মিল; তাহার নাম হইল দত্ত*। পুনর্ব্বার আর একটী পুত্র জন্মিল; তাহার নাম হইল সুভগ। শেষে আরও একটী পুত্র জন্মিল; তাহার নাম হইল অরিষ্ট। পর পর চারিটী পুত্র প্রসব করিয়াও সমুদ্রজা জানিতে পারিলেন না যে, তিনি নাগভবনে আছেন। অনন্তর কেহ কেহ অরিষ্টকে বলিল যে, তাহার মাতা নাগী নহেন। ইহা সত্য কি না, পরীক্ষা করিবার জন্য অরিষ্ট এক দিন স্তন্যপানকালে সর্পশরীর গ্রহণ করিয়া লাঙ্গুলদ্বারা মাতার পাদপৃষ্ঠে আঘাত করিল। সমুদ্রজা তাহার সর্পদেহ দেখিয়া মহাভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন এবং অরিষ্টকে ভূতলে ফেলিয়া নখধারা তাহার একটা চক্ষুতে খোঁচা দিলেন। চক্ষুর ক্ষতস্থান হইতে রক্ত বাহির হইল। এদিকে, সমুদ্রজার চীৎকার শুনিয়া নাগরাজ ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন এবং অরিষ্টের কৃতকার্য্যের কথা শুনিয়া "ধর্ ঐ দাসটাকে; এখনই উহাকে যমালয়ে পাঠাইয়া দি" এইরূপ তর্জ্জন করিতে করিতে ছুটিয়া গেলেন। নাগরাজ ক্রুদ্ধ হইয়াছেন দেখিয়া সমুদ্রজা পুত্রস্নেহবশতঃ বলিলেন, "স্বামিন্! বাছার একটা চক্ষু বিদ্ধ হইয়াছে; উহাকে ক্ষমা করুন।" তিনি এই কথা বলিলে নাগরাজ ভাবিলেন, 'তবে আমি আর কি করিতে পারি?' তিনি অরিষ্টের অপরাধ ক্ষমা করিলেন। সমুদ্রজা ঐ দিন বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি নাগভবনে আছেন। এই সময় হইতে অরিষ্টের নাম হইল কাণারিষ্ট।

কালক্রমে নাগরাজের পুত্র চারিটী প্রাপ্তবয়স্ক এবং কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-নির্ণয়ক্ষম হইলেন।

* 'দত্ত'নামক নাগরাজপুত্রই বোধিসত্ত্ব।

তখন তিনি তাঁহাদিগকে শতযোজনব্যাপী এক একটা রাজ্যাংশ দান করিলেন। কুমারেরা ঐশ্বর্য্যভোগ করিতে লাগিলেন; ষোড়শসহস্র নাগকন্যা তাঁহাদের প্রত্যেকের পরিচর্য্যায় রত হইল। তাঁহাদের পিতার রাজ্যের পরিমাণ এখন মাত্র এক শত যোজন হইল। কুমারদিগের মধ্যে তিন জন প্রতিমাসে এক বার মাতাপিতাকে দেখিতে যাইতেন। বোধিসত্ত্ব কিন্তু প্রতিপক্ষে এক বার যাইতেন, নাগলোকে কোন কঠিন প্রশ্ন উঠিলে তাহার সমাধান করিতেন, পিতার সঙ্গে বিরূপাক্ষ* মহারাজকে অভিবাদন করিতে যাইতেন; তাঁহার সমক্ষে কোন প্রশ্ন উঠিলেও তাহার মীমাংসা করিতেন। এক দিন বিরূপাক্ষ নাগপরিষৎ সঙ্গে লইয়া ত্রিদশালয়ে গমনপূর্ব্বক শক্রকে বন্দনা করিয়া সভাসীন হইয়াছেন, এমন সময়ে দেবতাদিগের মধ্যে একটা প্রশ্ন উত্থাপিত হইল। উৎকৃষ্ট পলাঙ্কাধিষ্ঠিত বোধিসত্ত্ব ব্যতীত আর কেহই তাহার উত্তর দিতে পারিলেন না। ইহাতে প্রীত হইয়া দেবরাজ দিব্যগন্ধ-পুষ্পাদিদ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিলেন এবং বলিলেন, "দত্ত, তোমার প্রজ্ঞা পৃথিবীর ন্যায় বিপুলা; অতএব এখন হইতে তোমার নাম হউক ভূরিদত্ত।" এইরূপে, দেবরাজের নিদেশমত, দত্ত 'ভূরিদত্ত' আখ্যা লাভ করিলেন।

অতঃপর ভূরিদত্ত শক্রের প্রতি সম্মান দেখাইবার জন্য দেবলোকে যাইতে লাগিলেন। সেখানে অলঙ্কৃত বৈজয়ন্ত প্রাসাদ, দেবতা ও অপ্সরোগণপরিকীর্ণ শক্রপুরী এবং শক্রের প্রভূত ঐশ্বর্য্য দেখিয়া তিনি দেবলোকলাভের স্পৃহা করিলেন। তিনি ভাবিলেন, 'মণ্ডূকভক্ষ্যনাগজীবনে কি ফল? আমি নাগলোকে গিয়া পোষধব্রত পালন করিব এবং যাহাতে এই দেবলোকে জন্মান্তর লাভ করিতে পারি, তাহার জন্য যত্নবান্ হইব।' মনে মনে এই সঙ্কল্প করিয়া ভূরিদত্ত নাগলোকে ফিরিয়া মাতাপিতাকে বলিলেন, "আমি পোষধব্রত পালন করিতে চাই।" তাঁহারা বলিলেন, "বৎস, ইহা অতি সাধুসঙ্কল্প; কিন্তু বাহিরে না গিয়া এই নাগালয়েরই কোন নিভৃত বিমানে ব্রতপরায়ণ হও। বাহিরে গেলে নাগদিগের মহাবিপদের আশঙ্কা।" ভূরিদত্ত 'যে আজ্ঞা' বলিয়া তাঁহাদের আদেশ পালন করিবার অঙ্গীকার করিলেন। তিনি নাগলোকেরই একটা অধিবাসিহীন বিমানে পোষধব্রতপালনে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু সেখানে নাগকন্যাগণ নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র হস্তে লইয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইত। এই জন্য তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, নাগলোকে বাস করিলে তাঁহার ব্রত সফল হইবে না। কাজেই তিনি মনুষ্যলোকে গিয়া পোষধী হইতে সঙ্কল্প করিলেন; কিন্তু পাছে তাঁহার মাতাপিতা বারণ করেন, এই আশঙ্কায় তিনি তাঁহাদিগকে কিছু জানাইলেন না; কেবল নিজের ভার্য্যাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ভদ্রে, আমি মনুষ্যলোকে যাইতেছি। সেখানে যমুনাতীরে একটা বিশাল ন্যগ্রোধ তরু আছে। তাহার অদূরে একটা বল্মীকের উপরি দেহ কুণ্ডলিত করিয়া আমি চতুরঙ্গসমন্বিত† পোষধ অবলম্বনপূর্ব্বক শুইয়া শুইয়া ব্রত পালন করিব। সমস্ত রাত্রি এইরূপে পোষধ পালন করিতে করিতে যখন সূর্য্যোদয় হইবে, তখন প্রতিবারে তোমার দশ দশ জন পরিচারিকা যেন বাদ্যযন্ত্র হস্তে লইয়া আমার নিকট উপস্থিত

* বিরূপাক্ষ - ইনি চতুর্মহারাজের অন্যতম। ১ম খণ্ডে ৭০ম পৃষ্ঠের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

† চতুরঙ্গসমন্বিত পোষধ কি? চতুর্থখণ্ডে সুরুচি-জাতকে (৪৮৯) অষ্টাঙ্গ পোষধের উল্লেখ আছে—তাহার অর্থ এই যে, পোষধী অষ্টশীল পালন করেন। দ্বিতীয় খণ্ডে ধর্ম্মধ্বজ-জাতকে (২২০) চতুর্ব্বিধ উৎকৃষ্ট গুণের বর্ণনা আছে—অসূয়াত্যাগ, মদ্যত্যাগ, আসক্তিত্যাগ ও ক্রোধত্যাগ। বিদুরপণ্ডিত-জাতকের (৫৪৫) প্রথমে ইন্দ্রাদি চারি জনের যে পোষধের কথা আছে, তাহাতেও চতুরঙ্গ পোষধের পরিচয় পাওয়া যায়। চতুর্থখণ্ডে চতুষ্পোষধিক নামক (৪৪১) একটী জাতক আছে; কিন্তু উহাতে কোন আখ্যায়িকা নাই; "পূর্ণক" নামক একটী জাতকের উপর বরাত দেওয়া আছে। জাতকার্থবর্ণনায় কিন্তু পূর্ণকনামক কোন জাতক পাওয়া যায় না।

হয়; আমাকে গন্ধ ও পুষ্পদ্বারা পূজা করে; এবং গান করিয়া ও নৃত্য করিয়া আমাকে লইয়া নাগভবনে ফিরিয়া আসে।" ভার্য্যাকে ইহা বলিয়া বোধিসত্ত্ব সেই বল্মীকাগ্রে কুণ্ডলিত দেহে চতুরঙ্গসমন্বিত পোষধব্রত গ্রহণ করিলেন। তাঁহার দেহটী লাঙ্গলশীর্ষপ্রমাণ* হইল। তিনি বলিলেন, "যে আমার চর্ম্ম, বা স্নায়ু, বা অস্থি, বা রুধির চায়, সে তাহা গ্রহণ করুক।"

বোধিসত্ত্ব বল্মীকাগ্রে শয়ন করিয়া রাত্রিকালে পোষধ পালন করিতেন, এবং পর দিন অরুণোদয়কালে নাগকন্যারা গিয়া পূর্ব্বনির্দ্দেশমত কার্য্যসম্পন্ন করিয়া তাঁহাকে নাগলোকে লইয়া যাইত। তিনি বহুকাল এই নিয়মে পোষধ পালন করিলেন।

পোষধখণ্ড সমাপ্ত।

---

(৩)

তৎকালে বারাণসী নগরের দ্বারসন্নিহিত কোন গ্রামবাসী এক ব্রাহ্মণ সোমদত্ত-নামক পুত্রকে সঙ্গে লইয়া বনে যাইত, শূল, যন্ত্র, পাশ, বাগুরা ইত্যাদি খাটাইয়া মৃগ বধ করিত, বাঁকে তুলিয়া ঐ সকল মৃগের মাংস নগরে লইয়া যাইত এবং তাহা বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। সে এক দিন একটা গোধার শাবক পর্য্যন্ত মারিতে না পারিয়া পুত্রকে বলিল, "বৎস সোমদত্ত, যদি খালি হাতে ফিরিয়া যাই, তোর মা ত তবে চটিয়া লাল হইবে। দেখা যাউক; যা কিছু পাই, লইয়া যাইতে হইবে।" ইহা বলিয়া সে বোধিসত্ত্বের পোষধ-স্থান সেই বল্মীকের নিকট উপস্থিত হইল, এবং যে সকল মৃগ জলপানের জন্য যমুনায় অবতরণ করিত, তাহাদের পদচিহ্ন দেখিয়া বলিল, "বৎস, মৃগদিগের চলিবার পথ দেখা যাইতেছে; তুই ফিরিয়া দাঁড়া; কোন মৃগ জল পান করিতে আসিলে আমি তাহাকে বিদ্ধ করিব।" ইহা বলিয়া সে ধনু লইয়া এক বৃক্ষমূলে বসিয়া মৃগ আসে কি না, দেখিতে লাগিল। অনন্তর, সন্ধ্যার প্রাক্কালে একটা মৃগ জল পান করিতে আসিল; ব্রাহ্মণ তাহাকে শরবিদ্ধ করিল; মৃগটা কিন্তু সেখানেই পড়িয়া গেল না; শরাঘাতে ব্যথা পাইয়া পলাইতে লাগিল; তাহার ক্ষতস্থান হইতে রক্ত ছুটিল; পিতাপুত্র উভয়েই তাহার অনুধাবন করিল; শেষে মৃগটা যখন অবসন্ন হইয়া ভূতলে পড়িল, তখন তাহারা উহার মাংস লইয়া বনের বাহির হইল। তাহারা যখন সেই ন্যগ্রোধবৃক্ষের নিকটে পৌছিল, তখন সূর্য্য অস্ত গিয়াছিল। তাহারা বলিল, 'এ অসময়ে ত আর অগ্রসর হওয়া যায় না; রাত্রিটা এখানেই থাকা যাউক।" তাহারা মাংসগুলি এক স্থানে রাখিয়া বৃক্ষে আরোহণ করিল এবং উহার বিটপান্তরে শুইয়া রহিল।

প্রভাতে ব্রাহ্মণের নিদ্রাভঙ্গ হইল। সে মৃগের শব্দ শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইল; এমন সময় নাগকন্যারা আসিয়া বোধিসত্ত্বের জন্য পুষ্পাসন সজ্জিত করিল; বোধিসত্ত্ব সর্পদেহ পরিহারপূর্ব্বক সর্ব্বাভরণবিভূষিত দিব্যদেহ ধারণ করিলেন, এবং ঐ আসনে শক্রলীলায় উপবিষ্ট হইলেন। তখন নাগকন্যারা গন্ধমাল্য দিয়া তাঁহার পূজা করিল এবং দিব্য তূর্য্যধ্বনিসহকারে নৃত্যগীত করিতে লাগিল। ঐ শব্দ শুনিয়া ব্রাহ্মণ বলিল, "এ লোকটা কে রে? ইহার পরিচয় জানিতে হইতেছে"। সে পুত্রকে বলিল, "ওঠ্, বাবা।" কিন্তু

---

* 'নাঙ্গলসীসমত্তং'। 'নাঙ্গুলসীসমত্তং' এই পাঠ গ্রহণ করিলে অর্থ হয়, তাঁহার দেহটা এত ছোট করিলেন যে, উহাতে যেন কেবল মাথাটা ও লেজটা থাকিল।

ইহা বলিয়াও সে তাহাকে জাগাইতে পারিল না ; বলিল "থাকুক শুয়ে ; বোধ হয় বড় ক্লান্ত হইয়াছে ; আমিই গিয়া পরিচয় লই।" সে বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিল, এবং বোধিসত্ত্বের নিকটে গেল। তাহাকে দেখিয়া নাগকন্যারা বাদ্যযন্ত্রাদিসহ ভূগর্ভে প্রবেশপূর্ব্বক নাগভবনে চলিয়া গেল। বোধিসত্ত্ব সেখানে একাকী রহিলেন। ব্রাহ্মণ তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া দুইটী গাথায় প্রশ্ন করিল :—

১৪। ব্যূঢোরস্ক, বৃষস্কন্ধ কে হে তুমি আছ বসি
কুসুমোপহার-বিভূষিত এই বনে ?
লোহিত বরণ তব নয়নযুগল হেরি
বড়ই বিস্ময় মোর উপজিছে মনে।
সুন্দর বসন পরা, সুবর্ণ কেয়ূর ধরা
দশটী রমণী তব নিরতা সেবায় ;
কে তুমি ? কি নাম ধর ? কোথায় বসতি কর ?
সত্য করি দাও মোরে আত্মপরিচয়।

১৫। কে হে তুমি, মহাবাহু, রয়েছ এ বনে বসি
উজলিয়া দশ দিক্, উজলে যেমন
ঘৃতের আহুতি পেয়ে দীপ্ত হুতাশন।
মহেশাখ্য* দেব তুমি কিংবা অন্য কোন দেব ?
কিংবা কোন নাগরাজ মহাঋদ্ধিমান্ ?
বল সত্য ; কর আত্মপরিচয় দান।

ইহা শুনিয়া মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, 'আমি শক্রাদি দেবতাদিগের মধ্যে এক জন, এইরূপ আত্মপরিচয় দিলেও ব্রাহ্মণ তাহা বিশ্বাস করিবে ; কিন্তু আজি আমাকে সত্যই বলিতে হইবে।' ইহা স্থির করিয়া, তিনি যে নাগ, এই পরিচয় দিবার জন্য বলিলেন,

১৬। নাগ আমি ঋদ্ধিমান্, তেজস্বী দুরতিক্রম,
ক্রুদ্ধ হয়ে দংশি যদি, বিষে তৎক্ষণাৎ
সুসমৃদ্ধ জনপদ হয় ভস্মসাৎ।

১৭। সমুদ্রজা মাতা মোর ; ধৃতরাষ্ট্র জন্মদাতা ;
অগ্রজ আমার নাগবর সুদর্শন ;
ভূরিদত্ত নাম মোর জানে সর্ব্বজন।

ইহা বলিয়া মহাসত্ত্ব আবার ভাবিলেন, 'এই ব্রাহ্মণ কোপন ও পরুষ ; হয়ত এ কোন অহিতুণ্ডিককে সংবাদ দিয়া আমার পোষধকর্ম্মের ব্যাঘাত ঘটাইবে। অতএব নাগভবনে লইয়া গিয়া মহাসমারোহে ইহার আদর অভ্যর্থনা করা যাউক এবং ইহাকে প্রচুর ঐশ্বর্য্য দেওয়া যাউক ; এই উপায়ে আমার পোষধব্রত অব্যাহত থাকিবে।' মনে মনে এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া তিনি ব্রাহ্মণকে বলিলেন, "নাগভবন রমণীয় স্থান ; চল, সেখানে যাই ; সেখানে তুমি মহাসমারোহে অভ্যর্থিত হইবে এবং প্রচুর ধনরত্ন উপহার পাইবে।" ব্রাহ্মণ বলিল, "প্রভো ; আমার একটী পুত্র আছে ; সেও যদি সঙ্গে যায়, তবে যাইতে পারি।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন ; "যাও, তোমার পুত্রকে লইয়া আইস।" অনন্তর তিনি দুইটী গাথায় নাগভবন বর্ণনা করিলেন :—

১৮। ঐ যে যমুনাগর্ভে অতি ভয়ানক দেখিতেছ সদাবর্ত্ত হ্রদ নীলোদক,
দিব্য মম বাসস্থান উহার(ই) ভিতরে ; বহু বহু নাগ তথা সুখে বাস করে।

*মহেসাক্খ—মহা+ঈস+আখ্যা ; মহাবিভূতিসম্পন্ন।

১৯। অরণ্যের মাঝে হের, কি শোভা সুন্দর নীলাম্বুবাহিনী এই নদী যমুনার,
ময়ূর ক্রৌঞ্চের নাদে তট নিনাদিত; পশ এ নদীর গর্ভে না হইয়া ভীত।
ধার্ম্মিক যাঁহারা, সাধুব্রত-পরায়ণ, না হন তাঁহারা কভু অশিবভাজন।

ব্রাহ্মণ গিয়া পুত্রকে এই সকল কথা বলিল এবং তাহাকে সঙ্গে লইয়া মহাসত্ত্বের নিকট ফিরিল। মহাসত্ত্ব তাহাদের দুই জনকেই লইয়া যমুনাতীরে গমন করিলেন এবং সেখানে দাঁড়াইয়া বলিলেন,

২০। সঙ্গে লয়ে পুত্র আর অনুচরগণ নাগালয়ে যবে তুমি করিবে গমন,
সর্ব্ব কাম্যবস্তু দিয়া পূজিব তোমায়; থাকিবে পরমসুখে ব্রাহ্মণ সেথায়।

ইহা বলিয়া মহাসত্ত্ব পিতাপুত্র উভয়কেই নিজ অনুভাববলে নাগভবনে লইয়া গেলেন। তাহারা সেখানে দিব্যভাব প্রাপ্ত হইল; মহাসত্ত্ব তাহাদিগকে দিব্য সম্পত্তি প্রদান করিলেন, তাহাদের প্রত্যেকের পরিচর্য্যার জন্য চারিসহস্র নাগকন্যা নিয়োজিত করিয়া দিলেন; তাহারা সেখানে মহাসম্পত্তি লাভ করিল। বোধিসত্ত্ব অপ্রমত্তভাবে পোষধকর্ম্ম সম্পাদন করিতে লাগিলেন: তিনি প্রতিপক্ষে মাতাপিতার চরণ দর্শন করিতে যাইতেন; সেখানে ধর্ম্মকথা বলিয়া ব্রাহ্মণের নিকট ফিরিতেন, তাহাকে কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া বলিতেন 'তোমার যাহা আবশ্যক হয়, তাহাই আদেশ করিবে। তুমি অনুৎকণ্ঠিত মনে সুখ ভোগ কর।" অতঃপর সোমদত্তকেও অভিবাদনপূর্ব্বক তিনি নিজালয়ে ফিরিতেন।

ব্রাহ্মণ নাগালয়ে এইরূপে এক বৎসর অতিবাহিত করিল। অতঃপর পুণ্যক্ষয়বশতঃ তাহার মনে উৎকণ্ঠা জন্মিল; সে নরলোকে ফিরিবার জন্য ব্যগ্র হইল; তাহার নিকট নাগভবন নরকবৎ, অলঙ্কৃত প্রাসাদ কারাগারবৎ, অলঙ্কৃত নাগকন্যাগণ যক্ষীবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। সে ভাবিল, 'আমি ত বড় উৎকণ্ঠিত হইয়াছি; একবার সোমদত্তের মন পরীক্ষা করিয়া দেখি।' সে সোমদত্তের নিকট গিয়া বলিল, "বৎস, তোমার মনে উৎকণ্ঠা জন্মিয়াছে কি?" সোমদত্ত বলিল, "উৎকণ্ঠিত হইব কেন? আপনি বুঝি উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন?" "হাঁ বৎস; আমি উৎকণ্ঠিত হইয়াছি।" "ইহার কারণ কি?" "তোমার মাতার ও সহোদরসহোদরার অদর্শনবশতঃ। চল, বৎস সোমদত্ত; আমরা নরলোকে ফিরিয়া যাই।" 'না, বাবা, আমি যাইব না।" কিন্তু ব্রাহ্মণ পুনঃ পুনঃ বলিলে সোমদত্ত শেষে "যে আজ্ঞা" বলিয়া যাইতে সম্মত হইল। তখন ব্রাহ্মণ ভাবিল, "পুত্রের ত মন পাইলাম; কিন্তু ভূরিদত্তকে যদি বলি যে, আমি উৎকণ্ঠিত হইয়াছি, তবে সে আমার আদর যত্ন আরও বেশী করিবে; তখন ত আমার যাওয়া ঘটিবে না। তবে একটা উপায় আছে। আমি নাগলোকের ঐশ্বর্য্য বর্ণনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিব, 'তুমি এরূপ ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া মনুষ্যলোকে গিয়া পোষধ পালন কর, ইহার কারণ কি?' সে উত্তর দিবে, 'স্বর্গলাভের জন্য।' আমি বলিব, 'তুমি যখন ঈদৃশ সম্পত্তি ত্যাগ করিয়া স্বর্গলাভের জন্য পোষধ পালন কর, তখন আমাদের পক্ষে ত এই ব্রত আরও যত্নের সহিত পালন করা কর্ত্তব্য, কেন না আমরা এত কাল প্রাণিহত্যা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছি। অতএব আমিও মনুষ্যলোকে গিয়া জ্ঞাতিগণের সঙ্গে দেখা করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক শ্রামণ্যধর্ম্মপালনে রত হইব।'. ভূরিদত্তকে এই অভিপ্রায় জানাইলে সে আমার নরলোকে প্রতিগমন অনুমোদন করিবে।" ব্রাহ্মণ এই সঙ্কল্প করিয়া রাখিল। অতঃপর একদিন ভূরিদত্ত তাহার নিকটে গিয়া যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্রাহ্মণ, তুমি উৎকণ্ঠিত হইয়াছ কি", তখন সে উত্তর দিল "আমাদের যাহা কিছু আবশ্যক, আপনার অনুগ্রহে তাহার কিছুরই অভাব নাই।" অনন্তর নরলোকে ফিরিবার ইচ্ছা গোপন করিয়া সে প্রথমে নাগলোকের শোভা বর্ণন করিতে লাগিল :—

২১। সর্ব্বস্থানে সমতল ভূতল এখানে
নয়নের অভিরাম হরিৎ শাদ্বলে
আচ্ছাদিত, কোথাও বা উজ্জ্বল লোহিত
ইন্দ্রগোপে* শোভা এর হয়েছে বর্দ্ধিত।
তগরের পুষ্পরাজি রাজে মনোহর।

২২। কুঞ্জে কুঞ্জে রম্য চৈত্য, সরোবর সব,
পঙ্কজ পুষ্পের বৃন্তচ্যুত পত্রগুলি
ঢাকিয়া রেখেছে স্বচ্ছ সলিল যাদের;
মধুর কূজনে সেথা কল হংসগণ
করিতেছে কর্ণে সদা সুধা বরষণ।

২৩। সুগঠিত অষ্টকোণ বৈদূর্য্যনির্ম্মিত
শোভিতেছে স্তম্ভরাজি কিবা মনোহর!
ঈদৃশ সহস্র স্তম্ভে প্রত্যেক প্রাসাদ
হয়েছে গঠিত হেথা, এ নাগভবন
উজলিছে দিব্যাঙ্গনালাবণ্য-প্রভায়।

২৪। দিব্য পুণ্যবলে তুমি করিয়াছ লাভ
এ রম্য বিমান, হেথা অবচ্ছিন্নভাবে
কল্যাণভাজন তুমি, করিতেছ ভোগ
সতত অপার সুখ পরিজনসহ।

২৫। তাই ভাবি, লভি তুমি ঈদৃশ বিমান
না চাও লভিতে পুরী ত্রিদশরাজের,
[illegible] তুলনায় [illegible] ক্ষীণ
বিপুল ঐশ্বর্য্য তব, প্রাসাদ উজ্জ্বল।

ইহা শুনিয়া মহাসত্ত্ব বলিলেন, "ব্রাহ্মণ, তুমি এমন কথা মুখে আনিও না। শক্রের মহিমার তুলনায় আমাদের মহিমা সুমেরুর পার্শ্বে সর্ষপকণার ন্যায় ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র। আমরা শক্রের পরিচারক হইবারও উপযুক্ত নই।

২৬। কি বল, ব্রাহ্মণ, তুমি? সর্ব্বশক্তিমান্
দেবতা উজ্জ্বলকান্তি, অনুচর যাঁরা
বাসবের, কত অনুভাব যে তাঁদের,
মনেও ধারণা মোরা করিতে না পারি।"

ব্রাহ্মণ যখন আবার বলিল "আপনার এ বিমানও সহস্রনেত্রের বিমানসদৃশ," তখন মহাসত্ত্ব বলিলেন, 'কখনই না; আমি সেই বিমানই স্মরণ করিয়া তাহা পাইবার আশায় পোষধ পালন করিতেছি।" তিনি ব্রাহ্মণকে নিজের কামনা জানাইবার জন্য বলিলেন,

২৭। লভিতে পরমসুখী অমরগণের
উজ্জ্বল বিমান আমি এ জন্মের পরে,
কঠোর পোষধ ব্রত করি হে পালন
শুইয়া বল্মীকশীর্ষে পোষধের দিনে।

ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ দেখিল, তাহার নিজের ইচ্ছা জানাইবার অবসর পাইয়াছে। সে হৃষ্টমনে নরলোকে প্রতিগমনার্থ অনুমতি পাইবার জন্য দুইটী গাথা বলিল:—

২৮। আমিও অন্বেষি মৃগ পুত্রসহ পশিলাম বনে;
মরেছে কি বেঁচে আছে, জানিনা ক, জ্ঞাতিবন্ধুজনে।

* "ইন্দ্রগোপ" সম্বন্ধে চতুর্থ খণ্ডের ১৭৭ম পৃষ্ঠের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

২৯। তাই বলি, ভূরিদত্ত কাশীরাজদুহিতৃনন্দন,
দাও অনুমতি, যাই জ্ঞাতিগণে করিতে দর্শন।

বোধিসত্ত্ব বলিলেন,

৩০। একান্ত আমার ইচ্ছা, থাক হেথা তোমরা দুজন,
এমন সুলভ কাম্য নরলোকে পাবে না কখন।

৩১। কিন্তু যদি চাও যেতে, কাম্যবস্তু দিব, যাহা ল'য়ে,
দিনু আমি অনুমতি, হও সুখী গিয়া নিজালয়ে।

ইহা বলিবার পর বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, 'এ ব্যক্তি যদি আমার অনুগ্রহে সুখে জীবন-যাপন করিতে পারে, তবে কখনও কাহারও নিকট আমি কোথায় পোষধ পালন করি, এ কথা প্রকাশ করিবে না। অতএব ইহাকে সর্ব্বকামপ্রদ মণি দান করা যাউক।' অনন্তর ব্রাহ্মণকে মণি দিতে উদ্যত হইয়া তিনি বলিলেন,

৩২। পশুপুত্রলাভ হইবে নিশ্চয় এই দিব্য মণি করিলে ধারণ;
না থাকিবে রোগ, হবে চিরসুখী; যাও ইহা ল'য়ে তুমি, হে ব্রাহ্মণ।

ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ বলিল,

৩৩। আমার কুশলতরে বলিলে যা', ভূরিদত্ত,
পরম সন্তোষে তাহা করিনু শ্রবণ;
কিন্তু আমি জীর্ণ এবে; ভোগের বাসনা নাই;
প্রব্রজ্যাই এবে মোর হইবে শরণ।

বোধিসত্ত্ব বলিলেন,

৩৪। ব্রহ্মচর্য্যব্রত তব হয় যদি ভঙ্গ কভু,
ভোগের বাসনা যদি জন্মে পুনঃ মনে,
না করিয়া দ্বিধা চিতে, ফিরিবে নিঃশঙ্কে হেথা,
তুষিব তোমায় আমি বহুধন-দানে।

ব্রাহ্মণ বলিল,

৩৫। আমার কুশলতরে বলিলে যা', ভূরিদত্ত,
পরমসন্তোষে তাহা করিনু শ্রবণ;
আসিব হে পুনর্ব্বার এ দিব্য ধামে তোমার
আসিতে কখন(ও) যদি হয় প্রয়োজন।

ব্রাহ্মণের আর নাগলোকে বাস করিতে ইচ্ছা নাই দেখিয়া মহাসত্ত্ব চারিজন তরুণ-নাগকে আহ্বান করিয়া তাহাদের সঙ্গে ব্রাহ্মণ (ও তাহার পুত্র)কে মনুষ্যলোকে পাঠাইয়া দিলেন।

[এই বৃত্তান্ত স্পষ্টরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৩৬। অতঃপর ভূরিদত্ত চারিজন নাগে ডাকি তখনই দিলেন আদেশ,
"নরলোকে উঠি শীঘ্র এই দুই ব্রাহ্মণকে পৌঁছাইয়া দাও নিরক্লেশ।"
৩৭। শুনি নাগেশের আজ্ঞা উঠিল যমুনা হ'তে অবিলম্বে নাগ চারিজন;
নরলোকে পৌঁছাইয়া দিয়া দুই ব্রাহ্মণকে রাজাদেশ করিল পালন।

ব্রাহ্মণ নরলোকে আসিয়া, "বৎস সোমদত্ত, এইস্থানে আমরা মৃগ বিদ্ধ করিয়াছিলাম; এইস্থানে শূকর বিদ্ধ করিয়াছিলাম", পুত্রকে এইরূপ বলিতে বলিতে অগ্রসর হইল এবং

পথিমধ্যে একটী পুষ্করিণী দেখিতে পাইয়া বলিল, "এস, বাবা, আমরা এই জলে স্নান করি।" সোমদত্ত "যে আজ্ঞা" বলিয়া সম্মত হইলে উভয়েই দিব্যাভরণ ও দিব্যবস্ত্রাদি মোচন করিয়া একটা পুটুলি বান্ধিয়া পুষ্করিণীর তীরে রাখিয়া দিল এবং জলে অবতরণ করিল। কিন্তু সেই সময়েই ঐ সকল বস্ত্রাভরণ অন্তর্হিত হইয়া নাগলোকে ফিরিয়া গেল; তাহারা প্রথমে যে কাষায়বর্ণের জীর্ণ বস্ত্র পরিয়া আসিয়াছিল, তাহাতেই আবার তাহাদের দেহ আচ্ছাদিত হইল; তাহাদের ধনুঃ, শর ও শক্তি প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র পূর্ব্বে যেরূপ ছিল, ঠিক সেইরূপ হইল। ইহা দেখিয়া সোমদত্ত পরিদেবন করিতে লাগিল। সে বলিল, "বাবা, তুমি আমাদের সর্ব্বনাশ ঘটাইলে।" ব্রাহ্মণ তাহাকে আশ্বাস দিবার জন্য বলিল, "কোন চিন্তা নাই; বনে যতদিন মৃগ থাকিবে, ততদিন তাহাদিগকে বধ করিয়াই জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিব।" পতি ও পুত্র ফিরিয়া আসিয়াছে শুনিয়া সোমদত্তের মাতা প্রত্যুদ্গমনপূর্ব্বক তাহাদিগকে গৃহে লইয়া গেল এবং অন্নপান দ্বারা তাহাদের ক্ষুৎপিপাসা অপনয়ন করিল। আহারান্তে ব্রাহ্মণ নিদ্রিত হইলে সে সোমদত্তকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাছা, তোরা এতকাল কোথা গিয়াছিলি?" সোমদত্ত বলিল, "মা, ভূরিদত্ত-নামক নাগরাজ আমাদিগকে নাগদিগের মহাপুরীতে লইয়া গিয়াছিলেন। উৎকণ্ঠাবশতঃ এখন সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়াছি।" "কিছু রত্ন আনিয়াছিস্ কি?" "না, মা, কিছুই আনি নাই।" "সে কি? তিনি কি তোদিগকে কিছুই দেন নাই?" "মা, ভূরিদত্ত সর্ব্বকামদ মণি দিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু বাবা তাহা গ্রহণ করেন নাই।" "কেন গ্রহণ করেন নাই?" "বাবা নাকি প্রব্রজ্যা লইবেন।" "বটে, এতকাল আমার ঘাড়ে ছেলেপিলে পুষিবার ভার চাপাইয়া নাগলোকে ছিল; এখন কি না সন্ন্যাসী হইবে।" ইহা ভাবিয়া ব্রাহ্মণী ক্রুদ্ধা হইল; সে খই ভাজিবার হাতা দিয়া ব্রাহ্মণের পৃষ্ঠে প্রহার করিতে করিতে বলিল, "পোড়ারমুখ বামুন; সন্ন্যাসী হইবি বলিয়া মণি ল'স্ নাই; তবে কেন সন্ন্যাস না লইয়া এখানে এলি? দূর হ এখনই আমার ঘর থেকে।" ব্রাহ্মণ মিনতি করিয়া বলিল, "ভদ্রে, রাগ ক'রোনা; বনে যতদিন মৃগ থাকিবে, ততদিন আমি তোমার ও ছেলেমেয়েদের ভরণপোষণ করিব।" ইহা বলিয়া ব্রাহ্মণ পরদিন পুত্রকে লইয়া বনে গেল এবং পূর্ব্ববৎ জীবিকানির্ব্বাহে প্রবৃত্ত হইল।

বনপ্রবেশখণ্ড সমাপ্ত।

(৪)

ঐ সময়ে হিমালয় পর্ব্বতে দক্ষিণ সাগরের দিকে এক গরুড়পক্ষী একটা শাল্মলি বৃক্ষে বাস করিত। সে একদিন পক্ষবাতদ্বারা সাগরের জল দ্বিধা বিভক্ত করিয়া নাগভবনে অবতরণপূর্ব্বক তুণ্ডদ্বারা একটা বৃহৎ নাগের মস্তক ধরিয়াছিল। নাগদিগকে কিরূপে ধরিতে হয়, গরুড়েরা তখন তাহা জানিত না; কখন জানিয়াছিল, তাহা পাণ্ডরজাতকে (৫১৮) বলা হইয়াছে। গরুড় নাগটার মস্তক ধরিয়া, দুই পাশের জলরাশি মিলিয়া এক হইবার পূর্ব্বেই, তাহাকে তুলিয়া হিমালয়ের দিকে ছুটিল; নাগটা তাহার মুখ হইতে ঝুলিতে ঝুলিতে চলিল।

তখন কাশীরাজ্যের এক ব্রাহ্মণ ঋষিপ্রব্রজ্যা অবলম্বনপূর্ব্বক হিমালয়ে পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছিলেন। তাঁহার চঙ্ক্রমণের এক প্রান্তে একটা বিশাল ন্যগ্রোধ বৃক্ষ ছিল। ঋষি ঐ বৃক্ষমূলে দিবাবিহার করিতেন। গরুড় এই ন্যগ্রোধ বৃক্ষের উপরি দিয়া নাগটাকে লইয়া যাইতেছিল; নাগটা ঝুলিতে ঝুলিতে মুক্তিলাভের আশায় লাঙ্গুলদ্বারা উক্ত বৃক্ষের একটা শাখা জড়াইয়া ধরিল। গরুড় ইহা জানিতে পারে নাই; সে নিজের অসীম বলদ্বারা আকাশে উড্ডয়ন করিল; ন্যগ্রোধ বৃক্ষটা সমূলে উৎপাটিত হইল। সুপর্ণ

নাগকে লইয়া শাল্মলিবনে গেল এবং সেখানে তুণ্ডাঘাতে তাহার কুক্ষি বিদীর্ণ করিয়া নাগমেদ ভক্ষণপূর্ব্বক পঞ্জরটা সমুদ্রগর্ভে ফেলিয়া দিল। ঐ সঙ্গে ন্যগ্রোধ বৃক্ষটাও পতিত হইল এবং সেজন্য মহাশব্দ শুনা গেল। গরুড় ভাবিল, 'এ কিসের শব্দ?' সে অধোদিকে অবলোকন করিয়া ন্যগ্রোধ বৃক্ষটাকে দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিল, 'এ বৃক্ষটা আমি কোথা হইতে উৎপাটন করিলাম।' অতঃপর সে বুঝিল যে, ঋষির চঙ্ক্রমণ-কোটিতে যে ন্যগ্রোধবৃক্ষ ছিল, সে নিশ্চয় তাহাই উৎপাটন করিয়াছে। তখন সে ভাবিল, 'এই গাছটা ঋষির বহু উপকার করিত; ইহাকে নষ্ট করিয়া আমি পাপভাক্ হইলাম না কি? ঋষিকেই জিজ্ঞাসা করিয়া শুনি, তিনি কি বলেন।' ইহা স্থির করিয়া গরুড় মাণবকের বেশে ঋষির নিকট গমন করিল। ঋষি তখন বৃক্ষমূলের গর্তটা সমান করিতেছিলেন। গরুড় তাঁহাকে প্রণাম করিয়া একান্তে উপবিষ্ট হইল এবং যেন কিছুই জানে না, এইভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "ভদন্ত, এ যায়গায় কি ছিল?" "একটা গরুড় আহারার্থ একটা নাগ ধরিয়া লইয়া যাইতেছিল; নাগটা মুক্তি পাইবার আশায় লাঙ্গুলদ্বারা ন্যগ্রোধবৃক্ষের শাখা জড়াইয়া ধরিয়াছিল; মহাবল গরুড় আকাশে উড্ডয়ন করিয়া যাইবার কালে গাছটাকে উৎপাটন করিয়াছিল। গাছটা এই স্থান হইতেই উৎপাটিত হইয়াছিল।" "ভদন্ত, ইহাতে সেই গরুড়ের কি পাপ হইয়াছিল?" "সে যদি না জানিয়া করিয়া থাকে, তবে পাপ হয় নাই; কারণ অজ্ঞানবশতঃ কোন কাজ করিলে তাহাতে পাপ স্পর্শে না।" 'সেই নাগের বেলায় কি বলিবেন, ভদন্ত?" "সে ত গাছটাকে নষ্ট করিবার জন্য ধরে নাই; কাজেই তাহারও পাপ হয় নাই।" ঋষির উত্তরে পরিতুষ্ট হইয়া গরুড় বলিল, "ভদন্ত, আমিই সেই সুপর্ণরাজ; আপনি আমার প্রশ্নের যে সদুত্তর দিলেন, তাহাতে প্রীত হইলাম। আপনি বনে বাস করেন। আমি আলম্বায়ন-নামক একটী মন্ত্র জানি। এই মন্ত্র অমূল্যধন। আমি আপনাকে গুরুদক্ষিণাস্বরূপ এই মন্ত্র দান করিব। আপনি ইহা গ্রহণ করুন।" ঋষি বলিলেন, "আমার মন্ত্রে প্রয়োজন নাই আপনি এখন প্রস্থান করুন।" কিন্তু গরুড় তাঁহাকে মন্ত্র গ্রহণ করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিল। কাজেই তিনি অগত্যা সম্মত হইলেন। গরুড় তাঁহাকে মন্ত্র শিখাইয়া এবং নানারূপ ঔষধ চিনাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

ঐ সময়ে বারাণসীর এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বহু ঋণ গ্রহণ করিয়াছিল। উত্তমর্ণগণ আদায়ের জন্য পীড়াপীড়ি করিলে সে ভাবিল, 'এখানে থাকিয়া লাভ কি? ইহা অপেক্ষা বনে গিয়া মরা ভাল।' সে বারাণসী হইতে বাহির হইয়া কালক্রমে ঐ ঋষির আশ্রমে প্রবেশ করিল এবং একমনে তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিল। ঋষি ভাবিলেন, 'এই ব্রাহ্মণ আমার বড় উপকারক; সুপর্ণরাজ আমাকে যে দিব্য মন্ত্র দিয়াছেন, আমি তাহা ইহাকে দিব।' তিনি ব্রাহ্মণকে বলিলেন, "দেখ, আমি আলম্বায়ন মন্ত্র জানি। তোমাকে এই মন্ত্র দিতেছি; তুমি ইহা গ্রহণ কর।" ব্রাহ্মণ বলিল, 'না, ভদন্ত, আমার মন্ত্রে কোন প্রয়োজন নাই।" কিন্তু ঋষি সনির্ব্বন্ধভাবে পুনঃ পুনঃ বলিলেন বলিয়া সে সম্মত হইল। ঋষি তাহাকে মন্ত্র দান করিলেন এবং মন্ত্রের উপযুক্ত ঔষধগুলি ও মন্ত্রোপচারসমূহ বুঝাইয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ ভাবিল, 'এতদিনে আমার জীবিকানির্ব্বাহের একটা পথ হইল।' সে ঋষির আশ্রমে আরও কয়েকদিন বাস করিয়া এক দিন বলিল, "ভদন্ত, আমি বাতব্যথায় বড় কষ্ট পাইতেছি।" সে এই ছলে ঋষির নিকট বিদায় লইল, তাঁহার ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া ও তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বন হইতে যাত্রা করিল এবং কালক্রমে যমুনাতীরে উপনীত হইয়া সেই মন্ত্র আবৃত্তি করিতে করিতে রাজপথ দিয়া অগ্রসর হইল। ঐ দিন ভূরিদত্তের সহস্র পরিচারিকা সেই সর্ব্বকামদ মণিসহ নাগভবন হইতে নিষ্ক্রমণপূর্ব্বক উহা যমুনাতীরস্থ বালুকারাশির উপর স্থাপন করিয়া উহারই আভায় সর্ব্বরাত্রি জলকেলি করিয়াছিল এবং

অরুণোদয়কালে স্ব স্ব দেহ সর্ব্বাভরণে বিভূষিত করিয়া মণিটার চতুর্দ্দিকে উপবেশনপূর্ব্বক উহার শ্রীতে নিজ নিজ দেহ উদ্ভাসিত করিতেছিল। ব্রাহ্মণ মন্ত্র জপ করিতে করিতে সেখানে উপস্থিত হইল; নাগকন্যারা মন্ত্রের শব্দ শুনিয়া ভাবিল, লোকটা বোধ হয় ছদ্মবেশী সুপর্ণ। এইজন্য তাহারা অতিমাত্র ভীত হইয়া সেই মণিটা না তুলিয়া লইয়াই ভূগর্ভে অদৃশ্য হইয়া নাগভবনে চলিয়া গেল। ব্রাহ্মণ মণি দেখিয়া ভাবিল, 'আমার মন্ত্র সফল হইয়াছে।' সে হৃষ্টচিত্তে মণিটা তুলিয়া লইয়া আবার পথ চলিতে লাগিল। ঐ সময়ে সেই নিষাদবৃত্তিধারী ব্রাহ্মণ সোমদত্তকে সঙ্গে লইয়া মৃগবধের জন্য বনে প্রবেশ করিতেছিল। সে ব্রাহ্মণের হস্তে মণি দেখিয়া তাহার পুত্রকে বলিল, 'ভূরিদত্ত আমাদিগকে যে মণি দিতে চাহিয়াছিলেন, এটা নিশ্চয় সেই মণি।" সোমদত্ত বলিল, "হাঁ বাবা, এ সেই মণিই বটে।" "তবে এখন মণিটার দোষ দেখাইয়া এই ব্রাহ্মণকে বঞ্চনা করিয়া ইহা গ্রহণ করা যাউক।" "সে কি বাবা? পূর্ব্বে ভূরিদত্ত ইহা দিতে চাহিয়াছিলেন; তখন আপনি ইহা গ্রহণ করেন নাই; এখন কিন্তু এই ব্রাহ্মণই আপনাকে বঞ্চনা করিবে। আপনি চুপ করুন।" "দেখ না কেন, বৎস, আমাদের দুই জনের মধ্যে কে কাহাকে বঞ্চন করিতে পারে।" ইহা বলিয়া সে আলম্বায়নের * সঙ্গে আলাপে প্রবৃত্ত হইল:—

৩৮। বিচিত্র মঙ্গলপ্রদ অতি মনোরম এই স্ফটিক রতন;
লক্ষণ দেখিয়া চিনি, কোথা পেলে এই মণি, বল ত ব্রাহ্মণ?

আলম্বায়ন বলিল,

৩৯। লোহিতাক্ষী নাগকন্যাসহস্র চৌদিকে
ছিল বসি বেষ্টি এরে আজ প্রাতঃকালে।
চলিতে চলিতে পথ আমি সেইখানে
উপস্থিত হয়ে লাভ করিনু এ মণি।

ব্রাহ্মণ-নিষাদ আলম্বায়নকে বঞ্চনা করিয়া নিজে ঐ মণি লইবার উদ্দেশ্যে উহার অগুণ বর্ণনা করিয়া তিনটী গাথা বলিল:—

৪০। আদরে যতনে, রাখিলে এ মণি, অর্চ্চনা করিলে এর,
হানি যদি এর না ঘটে, ব্রাহ্মণ, অসামান্য গৌরবের,
ধারণের কালে, কিংবা যবে খুলি তুলিয়া রাখিতে হয়,
সাবধানে এর রাখিলে মর্য্যাদা সর্ব্বার্থ এ মণি দেয়।

৪১। কিন্তু কোন ত্রুটি ঘটে যদি কভু এ মণির ব্যবহারে,
ধারণের কালে, কিংবা যবে তুমি রাখিবে খুলিয়া এরে,
রক্ষণে ইহার হলে বিশৃঙ্খলা অমনি তখন, হায়,
অভাগা মণীশ পড়িয়া সঙ্কটে ধনে প্রাণে মারা যায়।

৪২। হেন দিব্য কিন্তু অকল্যাণ মণি নও তুমি যোগ্য করিতে ধারণ।
লও শত নিষ্ক; বিনিময়ে তার দাও মোরে এই অশুভ রতন।†

তখন আলম্বায়ন বলিল,

৪৩। গো, বা যত্ন বহু দিলেও আমায় নারিবে কিনিতে এ মহারতন;
সুলক্ষণবান্ এ রত্ন আমার; বেচিব ইহার, বল, কি কারণ?

---

* 'আলম্বায়ন' মন্ত্র লাভ করিয়াছিল বলিয়া এই ব্রাহ্মণের নামও 'আলম্বায়ন' বলিয়া লিখিত আছে।

† ব্রাহ্মণের নিকট এক নিষ্কও ছিল না, কিন্তু সে ভাবিয়াছিল যে, মণি হাতে পাইলেই তাহার প্রভাবে সে শত নিষ্ক আহরণ করিতে পারিবে।

ব্রাহ্মণ বলিল,

৪৪। গো, বা রত্ন বহু পেলেও যদ্যপি বেচিতে বাসনা নাই,
কি পেলে বেচিবে? বল সত্য করি; শুধাই তোমায় তাই।

আলম্বায়ন বলিল,

৪৫। উগ্র তেজোবলে দুর-অতিক্রম, সেই মহানাগ রয়েছে কোথায়,
বলিবে যে মোরে, এ উজ্জ্বল মণি দিয়া বিনামূল্যে তুষিব তাহায়।

ব্রাহ্মণ বলিল,

৪৬। তুমি কি হে খগরাজ? ছদ্মবেশে ব্রাহ্মণের করিতেছ এ বনে ভ্রমণ,
খাদ্য অন্বেষণ তরে? খুঁজিতেছ নাগ তাই; পেলে তারে করিবে ভক্ষণ।

আলম্বায়ন বলিল,

৪৭। নই আমি খগরাজ; খগরাজে দেখি নি কখন;
সুনিপুণ বিষবৈদ্য আমি, ইহা জানে সর্ব্বজন।

ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিল,

৪৮। কি শক্তি তোমার? জান কোন বিদ্যা? কিসের ভরসা করি
আশীবিষে তুমি কর তুচ্ছ জ্ঞান, বুঝিতে আমি না পারি।

তখন আলম্বায়ন আত্মশক্তি-দ্যোতনার্থে কয়েকটী গাথা বলিল :—

৪৯। পুণ্যাত্মা কৌশিক ঋষি দীর্ঘকাল বনমাঝে করিলেন তপস্যা সদাই;
সুপর্ণ আসিয়া তাঁরে শিখাইল বিষবিদ্যা, যার তুল্য অন্য বিদ্যা নাই।
৫০। গিরিরাজি মাঝে সেই বিশুদ্ধ সংযতাত্মা তপোবনে করিতেন বাস;
অতন্দ্রিত ভাবে তাঁরে সেবিলাম দিবারাত্র হ'য়ে তাঁর চরণের দাস।
৫১। ব্রত ব্রহ্মচর্য্যবান্ স্বেচ্ছায় সে ভগবান্, পরিতুষ্ট হইয়া সেবায়,
জীবিকানির্ব্বাহ তরে সেই দিব্য মহামন্ত্র দয়া করি দিলেন আমায়।
৫২। মন্ত্রবলে বলীয়ান্; করি না ক আশীবিষে কিছুমাত্র ভয় হে এখন,
বিষবৈদ্যরাজ আমি; আলম্বায়ন নামে জানে এবে মোরে সর্ব্বজন।

ইহা শুনিয়া নিষাদবৃত্তিধারী ব্রাহ্মণ ভাবিল, 'যে নাগরাজকে দেখাইয়া দিবে, আলম্বায়ন তাহাকে মণিটা দিবে। আমি ভূরিদত্তকে দেখাইয়া দিয়া মণি গ্রহণ করিব।' অনন্তর পুত্রের সঙ্গে পরামর্শ করিবার জন্য সে বলিল,

৫৩। এস, বৎস সোমদত্ত, মণি মোরা করিব গ্রহণ;
মূর্খেই হাতের লক্ষ্মী দণ্ডাঘাতে করে বিতাড়ন।*

সোমদত্ত বলিল,

৫৪। লয়ে নিজ গৃহে তিনি সেবিলেন আমা দুইজনে,
সর্ব্ববিধ কাম্যবস্তু— অন্নপানধনরত্ন-দানে।
এরূপ কল্যাণকারী সুহৃদের অনিষ্টকামনা
মোহবশে, পিতঃ, তুমি স্থান কভু মনেও দিও না।
৫৫। ধন পেতে ইচ্ছা যদি, চাও গিয়া ভূরিদত্ত-পাশ;
যত চাও, তত দিয়া মিটাবেন তিনি তব আশ।

ব্রাহ্মণ বলিল,

৫৬। হাতে যাহা পাইয়াছ, কিংবা পাত্রে ভব,
অথবা রেখেছে বাড়ি সম্মুখে তোমার

* হিতোপদেশ-বর্ণিত ব্রাহ্মণ ও শৃগালের কথা বোধ হয় জাতকরচনাকালে প্রচলিত ছিল।

যে খাদ্য, ভোজন তুমি কর সেই সব ;
মূর্খ যে, সে বৃষ্টফল করে পরিহার।

সোমদত্ত বলিল,

৫৭। মিত্রদ্রোহী আত্মহিত বিনাশে নিশ্চয় ; লভে সে মৃত্যুর পরে ভীষণ নিরয় ;
বাঁচিয়াও পুড়ি সেই অনুতাপানলে প্রেতবৎ বিচরণ করে মহীতলে।
অথবা বিদীর্ণ হয়ে এ মহীমণ্ডল গ্রাসে তারে ; পায় পাপী নিজ কর্মফল।

৫৮। চাও যদি ধন, যাও ভূরিদত্ত-পাশ ; যত চাও দিয়া তিনি পূরাবেন আশ।
কিন্তু যদি কর পাপ, সে পাপ তোমায় দিবে উপযুক্ত ফল অচিরে নিশ্চয়।

ব্রাহ্মণ বলিল,

৫৯। শুদ্ধি লভে, বৎস সোমদত্ত, বিপ্রগণ যথাশাস্ত্র মহাযজ্ঞ করি সম্পাদন।
আমিও সম্পাদি মহাযজ্ঞ অতঃপর এ পাপ হইতে মুক্ত হইব সত্বর।

সোমদত্ত বলিল,

৬০। হা ধিক্! এখনি আমি প্রস্থান করিব, সঙ্গে তব আজ হতে আর না থাকিব।
ঈদৃশ জঘন্য কার্য্যে হয় যেবা রত, এক পাও তার সঙ্গে চলা অসঙ্গত।

সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণকুমার এইরূপ বলিয়াও যখন পিতাকে স্বীয় অভিপ্রায়মত কাজ করাইতে পারিল না, তখন সে বজ্রগম্ভীরস্বরে বনস্থলীর দেবগণকে চমকিত করিয়া বলিল, "আমি এমন পাপকর্ম্মার সংস্পর্শে থাকিব না।" সে ব্রাহ্মণের সম্মুখেই পলায়ন করিল এবং হিমবন্তে প্রবেশপূর্ব্বক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ লাভ করিল। অনন্তর যে ধ্যানবলে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া দেহান্তে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইল।

এই বৃত্তান্ত সুস্পষ্টরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৬১। অশনিনির্ঘোষ স্বরে পিতাকে বলিলা ইহা সোমদত্ত ভূরিপ্রজ্ঞাবান্ ;
চমকিল ভূতগণ ; সত্বর গমনে সুধী সেথা হতে করিলা প্রস্থান।

নিষাদবৃত্তিধারী ব্রাহ্মণ কিন্তু ভাবিল, 'সোমদত্ত নিজের বাড়ী ছাড়া আর কোথা যাইবে?' অনন্তর আলম্বায়নকে একটু বিরক্ত দেখিয়া সে বলিল, "ভেব না, আলম্বায়ন ; আমি ভূরিদত্তকে দেখাইতেছি।" অনন্তর সে আলম্বায়নকে সঙ্গে লইয়া, নাগরাজ যেখানে পোষধ পালন করিতেন, সেইখানে গেল। নাগরাজ দেহ কুণ্ডলিত করিয়া শয়ান ছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া অনতিদূরে অবস্থানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ হস্ত প্রসারণ করিয়া দুইটী গাথা বলিল :—

৬২। ধর অই মহানাগে, লোহিত মস্তক যার ইন্দ্রগোপনিভ শোভা পায় ;
পাল তব অঙ্গীকার ; বিলম্ব না করি আর মহামণি দাও হে আমায়।

৬৩। শরীর উহার দেখ কার্পাসতূলের রাশি- সম শোভে শুভ্র সুবিমল ;
বল্মীকাগ্রে আছে শুয়ে ; ধর অবিলম্বে ওরে ; হোক্ তব উদ্দেশ্য সফল।

মহাসত্ত্ব চক্ষু উন্মীলন করিয়া নিষাদকে দেখিতে পাইলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন, এ বুঝি আমার পোষধপালনের অন্তরায় হয়। আমি ইহাকে নাগভবনে লইয়া গিয়া মহাসম্পত্তির অধিকারী করিয়াছিলাম ; আমি মণি দান করিতে চাহিলেও এ তাহা গ্রহণ করে নাই ; এখন কি না একটা সাপুড়েকে লইয়া এখানে আসিতেছে? আমি এই মিত্রদ্রোহীর উপর ক্রুদ্ধ হইলে আমার শীলভঙ্গ হইবে। আমি প্রথম হইতেই চতুরঙ্গবিশিষ্ট পোষধব্রত গ্রহণ করিয়াছি ; সেই ব্রত অব্যাহত রাখিতে হইবে। আলম্বায়ন আমাকে

খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটুক, আমার মাংস পাক করুক, বা আমাকে শূলে বিদ্ধ করুক; আমি কিছুতেই তাহার উপর ক্রুদ্ধ হইব না। আমি যদি ইহার দিকে দৃষ্টিপাত করি, তাহাতেও আমার পোষধ ভঙ্গ হইবে।' মনে মনে এইরূপ আন্দোলন করিয়া মহাসত্ত্ব চক্ষু নিমীলন-পূর্ব্বক অধিষ্ঠান-পারমিতাকে* সর্ব্বাগ্রে পালনীয় বলিয়া স্থির করিলেন এবং কুণ্ডলের মধ্যে মস্তক লুক্কায়িত করিয়া নিশ্চলভাবে শুইয়া রহিলেন।

শীলখণ্ড সমাপ্ত।

(৫)

নিষাদবৃত্তিধারী ব্রাহ্মণ বলিল, "ভো আলম্বায়ন, এই সাপটাকে ধর এবং আমাকে মণিটা দাও।" আলম্বায়ন নাগরাজকে দেখিয়া তুষ্ট হইল এবং মণিটাকে অকিঞ্চিৎকর মনে করিয়া "এই লও" বলিয়া ব্রাহ্মণের হস্তে নিক্ষেপ করিল। মণিটা ব্রাহ্মণের হস্তস্খলিত হইয়া যেমন মাটিতে পড়িল, অমনি ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়া নাগভবনে চলিয়া গেল। এইরূপে ব্রাহ্মণের সব দিক্ নষ্ট হইল; সে মণি হারাইল, ভূরিদত্তের সহিত মিত্রতা হারাইল এবং পুত্রকে হারাইল। "হায়, আমি পুত্রের কথা না শুনিয়া সর্ব্বস্ব হারাইলাম", এইরূপ পরিদেবন করিতে করিতে সে গৃহে ফিরিয়া গেল।

এদিকে আলম্বায়ন নিজের শরীরে দিব্যৌষধি মাখিল, একটু ওষধি খাইয়া দেহের অভ্যন্তর ভাগটা সবল করিয়া লইল, এবং দিব্যমন্ত্র জপ করিতে করিতে বোধিসত্ত্বের নিকটে গিয়া লাঙ্গুল ধরিয়া তাঁহাকে টানিয়া আনিল। অনন্তর দৃঢ়রূপে ধরিয়া সে তাঁহাকে হাঁ করাইল এবং ওষধি চিবাইয়া তাঁহার মুখের মধ্যে থুৎকার নিক্ষেপ করিল। বিশুদ্ধবংশজ নাগরাজ শীলভঙ্গভয়ে ক্রোধ সংবরণ করিয়া রহিলেন এবং চক্ষু দুইটী উন্মীলন করিয়াও উন্মীলন করিলেন না। তাঁহাকে ওষধি দ্বারা সম্পূর্ণরূপে হৃতবীর্য্য করিয়া আলম্বায়ন তাঁহার লাঙ্গুল ধরিয়া মাথাটা অধোদিকে রাখিল এবং এইভাবে পুনঃ পুনঃ সঞ্চালন করিয়া, তিনি যে খাদ্য উদরস্থ করিয়াছিলেন, সমস্ত বমন করাইল। অনন্তর সে তাঁহাকে সটান মাটির উপর রাখিয়া দিল এবং লোকে যেমন বালিশ † মর্দ্দন করে, সেও সেইরূপ দুই হাতে তাঁহার দেহ মর্দ্দন করিল; ইহাতে তাঁহার অস্থিগুলি চূর্ণপ্রায় হইল। সে আবার তাঁহাকে লাঙ্গুল ধরিয়া তুলিল এবং ধোপারা যেমন কাপড় পিটে, সেইরূপে তাহার দেহটা পিটিতে লাগিল। কিন্তু এত দুঃখ পাইয়াও মহাসত্ত্ব ক্রুদ্ধ হইলেন না।

এই বৃত্তান্ত সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৬৮। দিব্য ওষধির বলে,	মন্ত্রজপ দ্বারা আর	হয়ে সুরক্ষিত
নাগেশে ধরিতে শক্তি	লভিয়া ব্রাহ্মণ তাঁরে	করে বশীভূত।

মহাসত্ত্বকে এইরূপে দুর্ব্বল করিয়া আলম্বায়ন লতাদ্বারা একটা পেটিকা প্রস্তুত করিল, এবং তাঁহাকে উহার মধ্যে নিক্ষেপ করিল। মহাসত্ত্বের বিপুল দেহের সমস্তটা উহার মধ্যে প্রবেশ করিল না; তখন আলম্বায়ন দুই হাত দিয়া পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে আঘাত করিতে লাগিল এবং কোন রূপে তাঁহাকে পেটিকার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া, উহা লইয়া একটা গ্রামে উপস্থিত হইল। সে গ্রামমধ্যে পেটিকা নামাইয়া বলিল, "যাহারা সাপের নাচ দেখিতে চায়,

---

* অধিষ্ঠান—দৃঢ় সঙ্কল্প—ইহা দশপারমিতার অন্যতম।

† মসূরক—একপ্রকার মঞ্চ বা গদিওয়ালা আসন। কিন্তু সর্ব্বত্রই বলাবর্তক 'বালিশ' শব্দটাই সুপ্রযোজ্য।

তাহারা আসুক।" ইহা শুনিয়া গ্রামবাসী সকলে সেখানে সমবেত হইল। তখন আলম্বায়ন বলিল, "মহানাগ, তুমি বাহিরে এস।" মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, 'আজ নৃত্য করিয়া এই সকল লোকের সন্তোষবিধান করাই কর্ত্তব্য। ইহাতে আলম্বায়ন ধনলাভ করিবে এবং ধনলাভে তুষ্ট হইয়া হয় ত আমাকে ছাড়িয়া দিবে। অতএব এ আমাকে যাহা করিতে বলিবে, তাহাই করিব।' অনন্তর আলম্বায়ন তাঁহাকে পেটিকা হইতে বাহির করিয়া বলিল, "দেহটা বড় কর।" মহাসত্ত্ব বিশাল দেহ ধারণ করিলেন। আলম্বায়ন তাঁহাকে ক্ষুদ্র হইতে, কুণ্ডলিত হইতে, চেপ্‌টা * হইতে, একফণ, দ্বিফণ, ত্রিফণ, চতুষ্ফণ, পঞ্চ-ষষ্‌-সপ্ত-অষ্ট-নব-দশ-বিংশতি-ত্রিংশৎ-চত্বারিংশৎ-পঞ্চাশৎফণ বা শতফণ হইতে, উচ্চ বা নীচ হইতে, দৃশ্যমানকায় বা অদৃশ্যমানকায় হইতে, নীল, পীত, লোহিত, শ্বেত বা মঞ্জিষ্ঠাবর্ণ হইতে, মুখ দিয়া আগুন বাহির করিতে, বা জল বা ধূম বাহির করিতে—ইত্যাদি যখন যাহা বলিল, তখনি তিনি নিজের শরীর তদ্রূপ করিয়া নৃত্য দেখাইতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া কেহই আনন্দাশ্রু (?) সংবরণ করিতে পারিল না; লোকে বহু স্বর্ণ, বস্ত্র প্রভৃতি দান করিল; আলম্বয়ন এইরূপে তাহাদের গ্রামে এক লক্ষ মুদ্রা প্রাপ্ত হইল। আলম্বায়ন মহাসত্ত্বকে ধরিয়া ভাবিয়াছিল, 'ইহাকে দেখাইয়া সহস্র মুদ্রা পাইলেই ইহাকে ছাড়িয়া দিব'; এখন এত ধন পাইয়া ভাবিল, 'গ্রামেই যখন এত ধন পাইলাম, তখন নগরে গেলে আরও বেশী ধন পাইব।' কাজেই ধনলোভবশতঃ সে মহাসত্ত্বকে মুক্তি দিল না; সে ঐ গ্রামেই নিজের পরিজন রাখিয়া দিল; একটা রত্নময়ী পেটিকা নির্ম্মাণ করিল, মহাসত্ত্বকে তাহার মধ্যে নিক্ষেপ করিল, সুখযানে আরোহণপূর্ব্বক বহু অনুচরসহ নগরাভিমুখে যাত্রা করিল এবং পথে নানা গ্রামে ও নিগমে ক্রীড়া দেখাইয়া বারাণসীতে উপস্থিত হইল। সে নাগরাজকে মণ্ডূক মারিয়া তাহা এবং মধু-মিশ্রিত লাজ খাইতে দিত; কিন্তু পাছে আলম্বায়ন কখনও তাঁহাকে না ছাড়ে, এই ভয়ে তিনি আহার করিতেন না। তিনি অনাহারী ছিলেন; তথাপি আলম্বায়ন নগরের দ্বারগ্রাম-চতুষ্টয়ে ও অন্যান্য স্থানে এক মাসকাল তাঁহার ক্রীড়া দেখাইল। অনন্তর পঞ্চাস্তপোষধের দিনে সে রাজাকে জানাইল যে, সেই দিন তাঁহাকে ক্রীড়া দেখাইবে। রাজা ভেরীবাদন দ্বারা নগরবাসীদিগকে আহ্বান করিলেন; তাহাদের উপবেশনের জন্য রাজাঙ্গণে মঞ্চ ও অতিমঞ্চ নির্ম্মিত হইল।

ক্রীড়াখণ্ড সমাপ্ত।

(৬)

আলম্বায়ন যে দিন ভূরিদত্তকে ধরিয়াছিল, সেই দিনই ভূরিদত্তের মাতা স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, এক কৃষ্ণকায় রক্তচক্ষু ব্যক্তি যেন খড়্গদ্বারা তাঁহার বাহু ছেদন করিল; ছিন্ন বাহু হইতে রক্ত নির্গত হইতে লাগিল; লোকটা উহা লইয়া চলিয়া গেল। ইহাতে ভয় পাইয়া তিনি শয্যা হইতে উঠিলেন এবং দক্ষিণ বাহুতে হাত বুলাইয়া বুঝিলেন যে, তিনি স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। অনন্তর তিনি ভাবিতে লাগিলেন, 'আমি অতি ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন দেখিলাম, ইহাতে হয় আমার পুত্র চারিটীর, নয় ধৃতরাষ্ট্র-মহারাজের, নয় আমার নিজের কোন বিঘ্ন ঘটিবে।' মহাসত্ত্বের বিপদাশঙ্কাই তাঁহাকে অধিক কাতর করিল, কারণ অন্য সকল নাগ স্ব স্ব আলয়ে বাস করে; কিন্তু তিনি শীল রক্ষার জন্য মনুষ্যলোকে গিয়া পোষধ পালন করেন; কাজেই সেখানে কোন অহিতুণ্ডিক বা সুপর্ণ তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া যাইতে পারে।

* মূলে 'বিপ্পিত' আছে। শুদ্ধ পাঠ 'চিপিত।'

ইহা ভাবিয়া তিনি ভূরিদত্তের জন্যই অধিক চিন্তান্বিতা হইলেন। যখন এক পক্ষ অতীত হইল, তখন তিনি ভাবিলেন, 'এক পক্ষ অতীত হইলে ত বাছা আমায় না দেখিয়া তিষ্ঠিতে পারে না। নিশ্চয় তাহার সম্বন্ধে কোন ভয়ের কারণ ঘটিয়াছে।' এই দুশ্চিন্তায় তিনি বিষণ্ণ হইলেন। অতঃপর যখন এক মাস অতিক্রান্ত হইল, তখন তাঁহার শোকাশ্রুসংবরণের সময় রহিল না; তাঁহার বুক শুকাইয়া গেল, তিনি চারিদিকে অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন *, 'বাছা এখনই আসিবে' মনে করিয়া তিনি ভূরিদত্তের আগমনপথের দিকে তাকাইয়া বসিয়া রহিলেন। অনন্তর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র সুদর্শন মাসান্তে মাতাপিতাকে দর্শন করিবার অভিপ্রায়ে বহু অনুচরসহ আগমন করিলেন এবং অনুচরদিগকে বাহিরে রাখিয়া প্রাসাদে আরোহণপূর্ব্বক মাতাকে প্রণাম করিয়া একান্তে উপবিষ্ট হইলেন। মাতার হৃদয় তখন ভূরিদত্তের শোকে অভিভূত; তিনি সুদর্শনের সহিত কোন আলাপ করিলেন না। সুদর্শন ভাবিলেন, 'ব্যাপার কি? পূর্ব্বে যখন আসিতাম, মা কত তুষ্ট হইলেন, আমাকে কত মিষ্ট কথা বলিতেন; আজ কিন্তু ইনি নিতান্ত বিষণ্ণা।' অনন্তর তিনি মাতাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন:—

৬৫। সর্ব্বথা হ'য়েছে মম পূর্ণ মনস্কাম, | এসেছি চরণে তব করিতে প্রণাম;
তথাপি হর্ষের চিহ্ন নাই তব মুখে। | মলিন তোমার মুখ, বল, কোন দুখে?

৬৬। বৃন্ত হ'তে ছিঁড়ি, করে করিলে মর্দ্দন | পরিম্লান হয়, মা গো, কমল যেমন,
তেমনি তোমার মুখ, পুত্র ভাগ্যবান | এসেছে চরণে তব করিতে প্রণাম,
তথাপি বিষণ্ণ তুমি, বল, কি কারণ? | কে হ'য়েছে, মা গো, তব অপ্রীতিভাজন?

সুদর্শন এইরূপে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেও তাঁহার মাতা কোন উত্তর দিলেন না। তখন সুদর্শন ভাবিলেন, 'হয় ত কেহ ইঁহাকে দুর্ব্বাক্য বলিয়াছে, অথবা ইঁহার কোন গ্লানি রটাইয়াছে।' এইজন্য তিনি আবার বলিলেন,

৬৭। বলেছে কি কটু কেহ? কি তব বেদনা? | জানিতে বড়ই ব্যগ্র হ'য়েছি, বল না?
এসেছি ফিরিয়া আমি, তবু কি কারণ | হেরিতেছি, মা গো, তব বিষণ্ণ বদন?

তাঁহার মাতা বিষাদের কারণ বলিলেন:—

৬৮। এক মাস হ'ল গত, দেখিনু স্বপন, | আমার দক্ষিণ বাহু করিয়া ছেদন,
কে যেন সে শোণিতাক্ত ছিন্ন বাহুখান | লইয়া এস্থান হ'তে করিল প্রস্থান।
কান্দিলাম কত আমি ত্রাহি ত্রাহি বলি, | তথাপি সে বাহু কাটি লয়ে গেল চলি।

৬৯। যে দিন দেখিনু এই স্বপ্ন ভয়ঙ্কর, | কাঁপিছে সে দিন হ'তে হিয়া থর থর।
দিবারাত্র সুখ নাই তিলেকের তরে, | সদা অমঙ্গল-শঙ্কা আমার অন্তরে।

ইহার পর তিনি পরিদেবন করিতে করিতে আবার বলিলেন, "বৎস, তোমার কনিষ্ঠ আমার অতি প্রিয়পুত্র; সম্ভবতঃ তাহার কোন ভয়ের কারণ ঘটিয়াছে।

৭০। চার্ব্বঙ্গী উরগকন্যা শত শত — | হেমজালে কেশদাম আচ্ছাদিত—
প্রেমভরে যার সেবিত চরণ, | সেই ভূরিদত্ত কোথায় এখন?

৭১। কর্ণিকারবৎ উজ্জ্বল কৃপাণ | হাতে লয়ে যারে করিত রক্ষণ
দিবারাত্র শতসহস্র প্রহরী, | সেই ভূরিদত্ত কোথায় এখন?

৭২। যাইব এখনি ভূরিদত্ত যেথা — | ভ্রাতা তব সেই ধর্ম্মপরায়ণ;
হৃদ নীল পালে সদা সাবধানে, | দেখিয়া তাহাকে জুড়াব নয়ন।"

এইরূপ বিলাপ করিয়া তিনি নিজের ও সুদর্শনের অনুচরগণসহ যাত্রা করিলেন। ভূরিদত্তের ভার্য্যাগণ তাঁহাকে সেই বল্মীকাগ্রে না দেখিতে পাইয়াও এতদিন কোন আশঙ্কা

* 'উপচিংসু' না হইয়া বোধ হয় 'অপচিয়িংসু' হইবে।

করে নাই; কারণ তাহারা ভাবিয়াছিল যে, তিনি মাতার গৃহে অবস্থিতি করিতেছেন। কিন্তু যখন শুনিল যে, তাহাদের শাশুড়ী পুত্রের অদর্শনে ব্যস্ত হইয়া আসিতেছেন, তখন তাহারা প্রত্যুদ্গমনপূর্ব্বক পরিদেবন করিতে করিতে তাঁহার পাদমূলে পতিত হইল। তাহারা বলিল, "আমরা এই এক মাস আপনার পুত্রের মুখ দেখিতে পাই নাই।"

[এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বর্ণন করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৭৩। আসিছেন দেখি ভূরিদত্তের জননী বাহু তুলি কান্দে সব তাঁহার রমণী :—

৭৪। এই দীর্ঘ একমাস পুত্রের তোমার অদর্শনে পাইতেছি যাতনা অপার।
সে যশস্বী নাগরাজ, ধর্ম্মপরায়ণ জীবিত অথবা মৃত জানি না এখন।

ভূরিদত্তের জননী পুত্রবধূদিগের সহিত পথিমধ্যে বহু পরিদেবন করিলেন এবং তাহাদিগকে লইয়া ভূরিদত্তের প্রাসাদে আরোহণপূর্ব্বক পুত্রের শূন্য শয্যা অবলোকন করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন :—

৭৫। শাবক বধেছে ব্যাধে, শূন্য নীড় হেরি
শোকানলে পুড়ে যথা অভাগী শকুনী,
না দেখিয়া প্রিয়পুত্র ভূরিদত্তে মোর
তেমনি পুড়িব শোকে আমি চিরদিন।

৭৬। শাবক বধেছে ব্যাধে; শূন্য নীড় হেরি
শাবকের অন্বেষণে, হায় রে যেমন
ইতস্ততঃ যায় ছুটি শোকার্ত্তা শকুনী,
তেমনি ভ্রমিব আমি পুত্র-অন্বেষণে।

৭৭। শাবক বধেছে ব্যাধে; শূন্য নীড় হেরি
শোকানলে পুড়ে যথা অভাগী কুররী,
না দেখিয়া প্রিয়পুত্র ভূরিদত্তে মোর
তেমতি পুড়িব শোকে আমি চিরদিন।

৭৮। না দেখিয়া ভূরিদত্তে চিরকাল, হায়,
দহিবে হৃদয় মোর, দহে যে প্রকার
চক্রবাকী নিরুদক পল্বল মাঝারে।

৭৯। কামারের হাপর বাহিরে ঠাণ্ডা বটে;
ভিতরে প্রখর অগ্নি কিন্তু জ্বলে তার;
ভূরিদত্তে না দেখিয়া আমার(ও) তেমন
শোকানলে হৃদয় হইবে ছারখার।

ভূরিদত্তের মাতা যখন এইরূপ পরিদেবন করিতে লাগিলেন, তখন ভূরিদত্তের বাসভবন অর্ণবকুক্ষির মত এককোলাহলময় হইল। কেহই প্রকৃতিস্থ থাকিতে পারিল না; সমস্ত নাগলোক প্রলয়বাতাহত শালবনের ন্যায় প্রতীয়মান হইল।

[এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৮০। মহাশোকবেগে ভূরিদত্তের ভবনে
হইল স্ত্রীপুত্র তাঁর ভূতলে লুণ্ঠিত,—
হায় রে, যেমন হয় শালতরুগণ
প্রভঞ্জনবিমর্দ্দিত অরণ্য মাঝারে।

অরিষ্ট ও সুভগ মাতাপিতাকে প্রণাম করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। তাঁহারাও এই কোলাহল শুনিয়া ভূরিদত্তের গৃহে গমনপূর্ব্বক মাতাকে আশ্বাস দিতে লাগিলেন।

[এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বর্ণনা করিবার অভিপ্রায়ে শাস্তা বলিলেন,

৮১। শুনি ভূরিদত্তগৃহে ক্রন্দনের রোল,
অরিষ্ট, সুভগ—এই দুই সহোদর
ছুটি গিয়া উপস্থিত হইল সেথায়।

৮২। "আশ্বস্তা হও গো মাতঃ, করিও না শোক,
প্রাণীদের ধর্ম্ম এই নিখিল জগতে,—
ছাড়ি দেহ দেহান্তর করয় গ্রহণ,
জীবের নিয়তি এই না হয় খণ্ডন।

সমুদ্রজা বলিলেন,

৮৩। জানি, বাছা, প্রাণীদের ইহাই ধরম।
ভূরিদত্তে না দেখিয়া কিন্তু রে আমার
হৃদয় দারুণ শোকে হ'ল অভিভূত।

৮৪। শোন, বাছা সুদর্শন, বলি যাহা তোরে—
অদ্য, অন্ধকার রাত্রি না হ'তে প্রভাত
বোধ হয় প্রাণ মোর না রবে এ দেহে,
যদি না দেখিতে পাই ভূরিদত্তে আমি।

সুদর্শন বলিলেন,

৮৫। আশ্বস্তা হও, গো মাতঃ; ভ্রাতাকে এখানে
নিশ্চয় আনিব মোরা। অন্বেষণে তার
ভ্রমিতে সকল দিকে চলিনু এখনি।

৮৬। [illegible]
সর্ব্বত্র খুঁজিব তারে তন্ন তন্ন করি,
অদ্য হ'তে দশ রাত্রি না হ'তে অতীত,
নিশ্চয় আনিব তারে; ত্যজ শঙ্কা তুমি।

অনন্তর সুদর্শন ভাবিতে লাগিলেন, আমরা তিন সহোদরই এক দিকে গেলে বিলম্ব ঘটিবে; এজন্য তিন জনের তিন দিকে যাওয়া কর্ত্তব্য—এক জন দেবলোকে, এক জন হিমবন্তে, এক জন মনুষ্যলোকে। কিন্তু কাণারিষ্ট মনুষ্যলোকে গেলে, যেখানে ভূরিদত্তকে দেখিবে, সেখানকার সমস্ত গ্রাম ও নিগম দগ্ধ করিয়া আসিবে, কারণ সে অতি নিষ্ঠুর ও পরুষ; অতএব তাহাকে সেখানে পাঠাইতে পারি না।' ইহা স্থির করিয়া তিনি বলিলেন, "ভাই অরিষ্ট, তুমি দেবলোকে যাও, দেবতারা যদি ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিবার অভিপ্রায়ে ভূরিদত্তকে সেখানে লইয়া থাকেন, তবে তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া ফিরিবে।" ইহা বলিয়া তিনি অরিষ্টকে দেবলোকে প্রেরণ করিলেন, এবং সুভগকে বলিলেন, "তুমি, ভাই, হিমবন্তে গিয়া পঞ্চ মহানদীতে ভূরিদত্তকে খুঁজিয়া এস।" ইহা বলিয়া তিনি সুভগকে হিমবন্তে পাঠাইলেন এবং নিজে মনুষ্যলোকে যাইবার ইচ্ছা করিয়া ভাবিলেন, 'আমি যদি মনুষ্যলোকে মাণবকের বেশে যাই, তবে লোকে আমাকে গালি দিবে*; আমার তাপসবেশে যাওয়াই কর্ত্তব্য, কারণ প্রব্রাজকেরা লোকের প্রিয়পাত্র।' ইহা স্থির করিয়া সুদর্শন তাপস সাজিলেন এবং মাতাকে প্রণাম করিয়া যাত্রা করিলেন।

* মূলে 'ওনয়িসসন্তি' আছে। ইহা নদ্ ধাতুজ—'লোকে আমাকে দেখিয়া হাসিয়া নাচিবে।' এই অর্থ অপ্রযোজ্য। ইংরাজী অনুবাদক 'ওনপিসসন্তি'; অব+নপ ধাতুজ; এই পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাই বোধ হয় সমীচীন।

বোধিসত্ত্বের অর্চ্চিমুখী-নাম্নী এক বৈমাত্রেয়ী ভগিনী ছিলেন। তিনি বোধিসত্ত্বকে বড় ভালবাসিতেন। সুদর্শনকে যাইতে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "ভাই, আমিও বড় উদ্‌বিগ্না হইয়াছি। আমি তোমার সঙ্গে যাব।" সুদর্শন বলিলেন, "তুমি যেতে পার না, বোন্; দেখিতেছ না যে, আমি প্রব্রাজকের বেশে যাইতেছি!" "আমি ক্ষুদ্র মণ্ডূকীর বেশ ধরিয়া তোমার জটার ভিতর বসিয়া যাইব।" "তবে এস।" অর্চ্চিমুখী মণ্ডূকশাবিকার রূপ ধরিয়া সুদর্শনের জটার ভিতর গিয়া রহিলেন। সুদর্শন স্থির করিলেন, 'মূল হইতে আরম্ভ করিয়া খুঁজিতে খুঁজিতে যাইব।' তিনি বোধিসত্ত্বের ভার্য্যাদিগের নিকট তাঁহার পোষধপালন-স্থান জানিয়া লইলেন এবং প্রথমেই সেই স্থানে গিয়া যেখানে আলম্বায়ন বোধিসত্ত্বকে ধরিয়াছিল সেখানে রক্তের চিহ্ন দেখিতে পাইলেন; যেখানে সে লতা দিয়া পেটিকা প্রস্তুত করিয়াছিল, তাহাও দেখিলেন। তখন আর তাঁহার সন্দেহ রহিল না যে, বোধিসত্ত্বকে কোন সাপুড়ে ধরিয়াছে। তিনি শোকাশ্রুপূর্ণ নয়নে আলম্বায়নের গমনমার্গ অনুসরণ করিতে করিতে যে গ্রামে সে প্রথমে খেলা দেখাইয়াছিল, সেই গ্রামে প্রবেশপূর্ব্বক ভূরিদত্তের আকার বর্ণন করিয়া লোকজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এইরূপ একটা সাপ লইয়া কোন সাপুড়ে এখানে খেলা দেখাইয়াছিল কি?" তাহারা বলিল, "হাঁ মহাশয়; আজ এক মাস হইল আলম্বায়ন নামে এক সাপুড়ে সাপখেলা দেখাইয়াছিল।" "সে পেয়েছিল কি?" "এই এক গ্রামেই সে এক লক্ষ মুদ্রা পাইয়াছিল।" "এখন সে কোথা গিয়াছে?" "বোধ হয় অমুক গ্রামে।' সুদর্শন এই সূত্র পাইয়া সেখান হইতে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে কালক্রমে রাজদ্বারে উপস্থিত হইলেন। ঐ সময়ে আলম্বায়নও গন্ধোদকাদি দ্বারা স্নান করিয়া, চন্দনাদি দ্বারা বিলেপন করিয়া, পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া, রত্নপেটিকা হস্তে লইয়া, সেখানে দেখা দিল। সেখানে বহু লোক সমবেত হইয়াছিল; রাজার জন্য আসন সজ্জিত হইয়াছিল; তিনি অন্তঃপুর হইতে বলিয়া পাঠাইলেন, "আমি আসিতেছি; নাগরিকদিগকে ক্রীড়া দেখাউক।" আলম্বায়ন বিচিত্র আস্তরণের উপর রত্নপেটিকা রাখিয়া উহা খুলিল এবং "এস, মহানাগরাজ" বলিয়া সঙ্কেত জানাইল। ঐ সময়ে সুদর্শনও জনসঙ্ঘের বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিলেন। মহাসত্ত্ব মস্তক বাহির করিয়া সমস্ত জনসঙ্ঘ অবলোকন করিতে লাগিলেন। সর্পেরা দুই কারণে জনসঙ্ঘ অবলোকন করিয়া থাকে:—উহাদের মধ্যে তাহাদের পরিপন্থী কোন সুপর্ণ কিংবা কোন নট আছে কি না ইহা দেখিবার জন্য। সুপর্ণ দেখিলে তাহারা ভয়বশতঃ নৃত্য করে না; নট দেখিলেও লজ্জায় নৃত্য করে না। মহাসত্ত্ব অবলোকন করিতে করিতে জনসঙ্ঘের মধ্যে তাঁহার ভ্রাতাকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল; তিনি উহা সংবরণপূর্ব্বক পেটিকা হইতে বাহির হইয়া ভ্রাতার অভিমুখে চলিলেন। লোকে তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া ভয় পাইয়া হঠিয়া গেল; একা সুদর্শনই সেখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। মহাসত্ত্ব গিয়া তাঁহার পাদপৃষ্ঠোপরি মস্তক রাখিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। সুদর্শনও কান্দিলেন; মহাসত্ত্ব ক্রন্দন করিয়া ফিরিয়া পুনর্ব্বার সেই পেটিকার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। আলম্বায়ন ভাবিল, সর্প বোধ হয়, তাপসকে দংশন করিয়াছে; সে তাঁহার নিকটে গিয়া আশ্বাস দিবার জন্য বলিল:—

> ৮৭। হাত হ'তে পড়ি মোর এই সর্পরাজ
> সবলে ধরিল পাদ তোমার, তাপস;
> দংশিল কি? করিও না কিছুমাত্র ভয়;
> করিতেছি তোমার এখনি অনাময়।

আলম্বায়নের সঙ্গে আলাপ করিবার উদ্দেশ্যে সুদর্শন বলিলেন,

৮৮। নাই এ নাগের শক্তি দুঃখ দিতে মোরে ;
সাপুড়ে যতেক আছে এই পৃথিবীতে
কারও সাধ্য নাই অতিক্রমিতে আমারে।

সুদর্শন যে কে, আলম্বায়ন তাহা জানিত না ; সে ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল,

৮৯। কে রে এই স্থূলবুদ্ধি ? ব্রাহ্মণের বেশে
এসেছে সভায় এই ? কি সাহসে করে
যুঝিতে আহ্বান মোরে ? শুন, সভাগণ,
দিও না আমায় দোষ কেহ অতঃপর।

সুদর্শন উত্তর দিলেন,

৯০। যুঝ তুমি সর্প লয়ে, মণ্ডূক-শাবিকা
লইয়া যুঝিব আমি, এ যুদ্ধের বাজি
রহিল সহস্র পঞ্চ প্রাপ্য বিজেতার।

আলম্বায়ন বলিল,

৯১। আছে মোর ধনরত্ন প্রচুরপ্রমাণ,
তুই ত দরিদ্র অতি, ব্রাহ্মণকুমার,
কে তোর প্রতিভূ, বল্ ? কোথা হতে তুই
হারিলে পণের অর্থ দিবি রে, বটুক ?
৯২। [illegible] আমি
এখনি সহস্র পঞ্চ দিব রে হারিলে,
প্রতিভূ যদ্যপি চাস্ অভাব তাহার
হবে না রে, রাখিলাম দ্বিধা নাহি করি
এ যুদ্ধে সহস্র পঞ্চ পণ আমি তাই।

ইহা শুনিয়া সুদর্শন বলিলেন, 'বেশ, আমাদের মধ্যে পঞ্চ সহস্র মুদ্রাই বাজি থাকুক।" অনন্তর তিনি নির্ভয়ে রাজভবনে আরোহণপূর্ব্বক তাঁহার মাতুল বারাণসীরাজের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিলেন

৯৩। নাগি, ভূপ, হও তুমি কল্যাণভাজন ;
প্রতিভূ আমার তুমি হও, কীর্ত্তিমান,
পণের সহস্র পঞ্চ কার্ষাপণ তরে।

রাজা ভাবিলেন, 'এই তপস্বী আমার নিকট অতিবহু ধন যাচ্ঞা করিতেছে ; ইহার কারণ কি ?' তিনি বলিলেন,

৯৪। পিতা মোর, কিংবা আমি নিজে কোন দিন লয়েছি কি তব ঠাঁই কোনরূপ ঋণ,
যার জন্য হেথা তুমি করি আগমন বলিছ তোমার এবে দিতে এত ধন ?

ইহার উত্তরে সুদর্শন দুইটী গাথা বলিলেন,—

৯৫। সর্প লয়ে আলম্বান যুদ্ধে মোরে পরাজিতে চায়
মণ্ডূক-শাবিকা লয়ে আমি ভূপ দংশাব তাহায়।
৯৬ এস, হে রাষ্ট্রবর্দ্ধন অনুচরগণ সঙ্গে লয়ে,
দেখ এ অদ্ভুত যুদ্ধ যাহা মোরা করিব উভয়ে।

রাজা বলিলেন "আচ্ছা, যাইতেছি চল।" তিনি তপস্বীর সঙ্গেই প্রাসাদ হইতে বাহির হইলেন। ইহা দেখিয়া আলম্বায়ন ভাবিল, 'এই তাপস গিয়াই রাজাকে লইয়া

আসিল! রাজকুলের সহিত বোধ হয় ইহার বিশিষ্ট ঘনিষ্ঠতা আছে।' সে ভয় পাইয়া সুদর্শনের পশ্চাতে পশ্চাতে চলিল এবং বলিল :—

৯৭। বিদ্যা বড় আছে মোর, বলি ইহা আস্ফালন করিতে না চাই ;
তোমাকেও হতমান করিতে সভার মধ্যে ইচ্ছা মোর নাই।
বিদ্যামদে মত্ত তুমি ; ভাব, আর নাই কেহ তোমার সমান ;
তাই ঘোরবিষধর নাগকুলরাজে এই কর তুচ্ছজ্ঞান।'

সুদর্শন বলিলেন,

৯৮। বিদ্যার বড়াই করি তোমাকেও হতমান করিতে আমার ইচ্ছা নাই ;
বিষহীন সর্প লয়ে ভুলাইছ সর্ব্বজনে, দেখি ইহা বড় লাজ পাই।
৯৯। জানিত লোকে হে যদি তোমার বিদ্যার দৌড়, জানিতেছি আমি যে প্রকার,
ধন ত দূরের কথা, একমুষ্টি শক্তু মাত্র ভাগ্যে নাহি জুটিত তোমার।

এই উত্তরে আলম্বায়ন ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল,

১০০। কর্কশ অজিনবাস, মস্তকে জটার ভার,
দেহের দুর্গন্ধে তোর তিষ্ঠা দেখা দায় ;
হস্তিমূর্খ তুই, তাই, নির্ব্বিষ বলিয়া নিন্দা
করিস্ এ সর্প-রাজে আসিয়া সভায়।
১০১। আয় না নিকটে এর, পরীক্ষা করিয়া দ্যাখ্
কত উগ্রতেজে পূর্ণ এই নাগবর ;
দংশিলে তোরে বিষের জ্বালায় তোর
নিমেষে হইবে ভস্মীভূত কলেবর।

সুদর্শন আলম্বায়নকে পরিহাস করিয়া বলিলেন,

১০২। ঘরে থাকে হেলে সাপ,* ঢোঁড়া থাকে জলে ; নলডগা‡ নামে সাপ বেড়ায় জঙ্গলে ;
ইহাদের দাঁতে বিষ যদিই বা হয় কোন কালে, তবু, তুমি জানিও নিশ্চয়,
এ রক্তমস্তক সর্প রবে চিরদিন তেজোবীর্য্যহীন, আর বিষস্পর্শহীন।

আলম্বায়ন বলিল,

১০৩। তপস্বী, সংযতেন্দ্রিয় অর্হদ্দিগের মুখে করিয়াছি আমি যে শ্রবণ,
এ জীবনে করি দান হয় দাতা তার ফলে দেহ-অন্তে স্বর্গপরায়ণ।
তাই, বলি, কর্ দান যা' কিছু আছে রে তোর, যতক্ষণ রহিবে জীবন।
১০৪। ঋদ্ধিমান্, মহাতেজা সর্ব্বথা দুরতিক্রম এই মহাবিষধর ফণী ;
ইহার সাহায্যে তোর করিব যে দর্পচূর্ণ ভস্মীভূত হইবি এখনি।

সুদর্শন বলিলেন,

১০৫। আমিও শুনেছি, সৌম্য, জিতেন্দ্রিয় মুনিদের এই উপদেশ মূল্যবান্,
এ লোকে করিলে দান করে দাতা তার ফলে দেহ-অন্তে স্বরগে প্রয়াণ।
তাই বলি, দাও এবে দাতব্য যা' আছে তব, থাকিতে তোমার দেহে প্রাণ।
১০৬। উগ্রতেজে পরিপূর্ণা ভেকের শাবিকা এই ; অর্চ্চিমুখী নাম এই ধরে ;
ইহার সাহায্যে তব করিব হে দর্পচূর্ণ ; ভস্ম এই করিবে তোমারে।
১০৭। ধৃতরাষ্ট্র পিতা এর ; আমি বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ; দিলাম ইহার পরিচয় ;
উগ্রতেজে পরিপূর্ণা মণ্ডূকরূপধারিণী অর্চ্চিমুখী দংশিবে তোমায়,

* পালি 'সিলুত্ত'—ঘরসাপ। বাঙ্গালা 'হেলে' বা 'ঘরযোগাই'।
† পালি 'ডেড্ডুভ'।
‡ পালি 'সিলাভূ'—নীলগ্রীববর্ণসাপ।

অনন্তর সুদর্শন সেই বিশাল জনসঙ্ঘের মধ্যে হস্ত প্রসারণপূর্ব্বক বলিলেন, "ভগিনি অর্চ্চিমুখি, তুমি জটার ভিতর হইতে বাহির হইয়া আমার হাতে বোসো ত।" তাঁহার আহ্বান শুনিয়া অর্চ্চিমুখী তিনবার মণ্ডূকস্বরে শব্দ করিলেন; জটা হইতে বাহির হইয়া প্রথমে তাহার অংসকূটে বসিলেন এবং সেখান হইতে লম্ফ দিয়া পড়িয়া তাঁহার হস্ততলে তিন বিন্দু বিষ নিক্ষেপপূর্ব্বক পুনর্ব্বার জটার মধ্যেই প্রবেশ করিলেন। সুদর্শন বিষ গ্রহণ করিয়া তিনবার উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "এই জনপদ ধ্বংস হইবে, এই জনপদ বিনষ্ট হইবে।" তাঁহার এই মহানিনাদ দ্বাদশযোজন বিস্তীর্ণ বারাণসীপুরীর সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "জনপদ বিনষ্ট হইবে কেন?" সুদর্শন বলিলেন, "আমি যে এই বিষ নিষেচনের স্থান দেখিতে পাইতেছি না!" "বাপু, এই পৃথিবী বিপুলা; তুমি ইহা পৃথিবীতে নিক্ষেপ কর।" সুদর্শন বলিলেন, "না মহারাজ, তাহা করিতে পারি না।" তিনি রাজার আদেশ পালন করিতে না চাহিয়া বলিলেন.

১০৮। নিক্ষেপিলে এই বিষ পৃথিবী উপরি
তৃণলতা ওষধি প্রভৃতি সমুদায়
নিমেষে শুকায়ে, ভূপ, হবে ছারখার।
এত বীর্য্য এ বিষের জানিও নিশ্চয়।

রাজা বলিলেন, "তবে ইহা উর্দ্ধদিকে আকাশে নিক্ষেপ কর।" সুদর্শন বলিলেন, "আকাশেও ইহা নিক্ষেপ করিতে পারি না।

১০৯। উর্দ্ধদিকে ফেলি যদি সপ্তবর্ষ কাল
বর্ষণ পর্জ্জন্যদেব না করিবে বারি;

হিমপাত হবে না ক এ রাজ্যে তোমার।
এত বীর্য্য এ বিষের জানিও নিশ্চয়।"

রাজা বলিলেন, "তবে ইহা জলে নিক্ষেপ কর।" সুদর্শন বলিলেন, "ইহা জলেও নিক্ষেপ করা যায় না।

১১০। জলে যদি ফেলি ইহা জলচরগণ—
মৎস্যকূর্ম্মপ্রভৃতি—মারা যাবে সবে।
এত বীর্য্য এ বিষের জানিও নিশ্চয়।"

তখন রাজা বলিলেন, "আমি ত বাপু, কিছুই বুঝি না। যাহা করিলে আমার রাজ্য বিনষ্ট না হয়, তাহা তুমিই জান।" সুদর্শন বলিলেন, "তবে মহারাজ, তিনটী গর্ত্ত খনন করাউন।" রাজা তিনটী গর্ত্ত খনন করাইলেন। সুদর্শন মধ্যের গর্ত্তটী নানাবিধ ভৈষজ্যদ্বারা, দ্বিতীয়টী গোময়দ্বারা এবং তৃতীয়টী দিব্যৌষধিদ্বারা পূর্ণ করাইলেন। অনন্তর তিনি মধ্যম গর্ত্তে বিষবিন্দুগুলি নিক্ষেপ করিলেন। অমনি তাহা হইতে প্রথমে ধূম, পরে অগ্নিশিখা উত্থিত হইল; ঐ অগ্নিশিখা গোময়পূর্ণ গর্ত্তটীকে স্পর্শ করিল; তাহা হইতে আবার অগ্নিশিখা নির্গত হইয়া দিব্যৌষধিপূর্ণ গর্ত্তটী ধরিল এবং ওষধিগুলি দগ্ধ করিয়া নিবিয়া গেল। আলম্বায়ন, এই গর্ত্তের অদূরে দাঁড়াইয়া ছিল; বিষের জ্বালা তাহার শরীরে লাগিল এবং সর্ব্বাঙ্গের ত্বক্ উৎপাটন করিয়া গেল। অমনি সে শ্বেতকুষ্ঠগ্রস্ত হইল; সে মহা ভয় পাইয়া তিন বার বলিল, "আমি নাগরাজকে মুক্তি দিতেছি।" ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব রত্নপেটিকা হইতে বাহির হইলেন, এবং সর্ব্বালঙ্কারবিভূষিত আত্মরূপ প্রকটিত করিয়া দেবরাজ শক্রের ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন। সুদর্শন এবং অর্চ্চিমুখীও সেইভাবে অবস্থিত হইলেন। অনন্তর সুদর্শন রাজাকে বলিলেন, "মহারাজ, চিনিতে পারেন,

কি, ইহারা কাহার পুত্র?" রাজা বলিলেন, "আমি ত চিনিতে পারিতেছি না।" "আমাদিগকে চিনিতে না পারেন; কিন্তু কাশীরাজকন্যা সমুদ্রজা যে ধৃতরাষ্ট্রের সহিত পরিণীতা হইয়াছিলেন, ইহা ত জানেন?" "হাঁ, তাহা জানি; সমুদ্রজা আমার কনিষ্ঠা ভগিনী।" "আমরা তাঁহার পুত্র; আপনি আমাদের মাতুল।" ইহা শুনিয়া রাজা তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিলেন, তাঁহাদের মস্তক চুম্বন করিলেন; আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া তাঁহাদিগকে প্রাসাদে লইয়া গেলেন, এবং মহা আদর যত্ন করিলেন। অনন্তর ভূরিদত্তকে অভিনন্দনপূর্ব্বক রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, তোমার বিষ এত উগ্র; অথচ আলম্বায়ন তোমাকে গ্রহণ করিতে পারিল, ইহার কারণ কি?" ভূরিদত্ত রাজাকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলেন এবং রাজাদিগকে কি কি নিয়মে রাজ্যশাসন করিতে হয়, তাহা বুঝাইয়া মাতুলকে ধর্ম্মকথা শুনাইলেন। অতঃপর সুদর্শন বলিলেন, 'মামা, ভূরিদত্তকে না দেখিয়া মা বড় কষ্ট পাইতেছেন; আমরা বাহিরে থাকিয়া আর কালক্ষেপ করিতে পারি না।" রাজা বলিলেন, "বেশ বৎসগণ, তোমরা এখন যাইতে পার; আমারও একবার ভগিনীকে দেখিবার বড় ইচ্ছা হইয়াছে। কিরূপে তাঁহার দেখা পাইব বল ত!" "মামা, আমাদের মাতামহ কাশীরাজ এখন কোথায়?" "আমার ভগিনীকে দান করিবার পর তাঁহার বিপ্রয়োগবশতঃ তিনি আর রাজধানীতে তিষ্ঠিতে পারিলেন না; প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক এখন অমুক বনে বাস করিতেছেন।" "মামা, আপনাকে এবং দাদামহাশয়কে দেখিবার জন্য মায়েরও বড় ইচ্ছা। আপনি অমুক দিন দাদা মহাশয়ের নিকটে যাইবেন; আমরাও মাকে লইয়া দাদামহাশয়ের আশ্রমে উপস্থিত হইব; এইরূপে সেখানেই সকলের সাক্ষাৎকার হইবে।" ইহা বলিয়া তাঁহারা দিন স্থির করিয়া রাজপ্রাসাদ হইতে অবতরণ করিলেন। রাজা ভাগিনেয়দিগকে বিদায় দিয়া রাজপ্রাসাদে প্রত্যাগমন করিলেন; তাঁহারা তিনজনও ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া নাগভবনে গমন করিলেন।

নগরপ্রবেশখণ্ড সমাপ্ত।

(৭)

মহাসত্ত্ব প্রতিগমন করিলে সমস্ত নাগভবন পরিদেবন-শব্দে নিনাদিত হইল। একমাস পেটিকার মধ্যে অনাহারে থাকিয়া তিনি নিতান্ত ক্লান্ত হইয়াছিলেন; এখন তিনি রোগশয্যায় শয়ন করিলেন। তাঁহাকে দেখিবার জন্য যে কত নাগ আসিতে লাগিল, তাহাদের সংখ্যা নির্ণয় করা অসম্ভব। ইহাদের সঙ্গে আলাপ করিবার সময় তাঁহার বড় ক্লান্তি হইত। কাণারিষ্ট দেবলোকে গিয়াছিলেন; সেখানে তিনি মহাসত্ত্বকে না পাইয়া সর্ব্বপ্রথমেই নাগভবনে ফিরিয়াছিলেন। তিনি চণ্ড ও পরুষ; মহাসত্ত্বের দর্শনার্থী নাগদিগকে বারণ করিতে তিনিই সমর্থ, এই বিবেচনায় সুদর্শনাদি তাঁহাকেই মহাসত্ত্বের শয়নগৃহে দৌবারিক নিযুক্ত করিলেন।

এদিকে, সুভগ প্রথমে সমস্ত হিমালয় পর্ব্বত তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াছিলেন; তাহার পর মহাসমুদ্র ও অন্যান্য নদীতে অনুসন্ধান করিয়া যমুনা নদী পরীক্ষা করিবার জন্য তাহার তীরে উপস্থিত হইলেন। আলম্বায়ন কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইয়াছে দেখিয়া নিষাদবৃত্তিধারী সেই ব্রাহ্মণ ভাবিয়াছিল, 'ভূরিদত্তকে দুঃখ দিয়া ইহার ত কুষ্ঠ হইল; ভূরিদত্ত আমার মহা উপকার করিয়াছিলেন; আমি কিন্তু মণির লোভে তাঁহাকে আলম্বায়নকে দেখাইয়াছিলাম; এ পাপের ফল ত আমাকেও ভুগিতে হইবে। কিন্তু সেই ফল দেখা দিবার পূর্ব্বেই আমি যমুনায় গিয়া পাপবাহতীর্থে অবগাহনপূর্ব্বক পাপ প্রক্ষালন করিব।' এই উদ্দেশ্যে সে যমুনায় গিয়া "আমি ভূরিদত্তের সম্বন্ধে মিত্রদ্রোহী হইয়া পাপ করিয়াছি; এখন সেই পাপ প্রক্ষালন করিব,"

এই সঙ্কল্পপূর্ব্বক জলে অবতরণ করিল। সুভগও ঠিক সেই সময়ে সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং তাহার সেই সঙ্কল্প শুনিয়া ভাবিলেন, "এই পাপিষ্ঠই মণিরত্নের লোভে, আমার যে সহোদর ইহাকে এত ধনরত্নাদি দিয়াছিলেন, তাঁহাকে আলম্বায়নের হাতে ধরাইয়া দিয়াছিল; ইহাকে আর প্রাণ লইয়া ফিরিতে দিব না।" ইহা স্থির করিয়া তিনি লাঙ্গুলদ্বারা তাহার পদদ্বয় বেষ্টন করিয়া তাহাকে জলের ভিতর টানিয়া লইয়া গেলেন এবং জলে ডুবাইয়া ধরিয়া রাখিলেন। পরে যখন তাহার শ্বাসরুদ্ধ হইবার উপক্রম হইল, তখন তিনি বন্ধন একটু শিথিল করিয়া তাহাকে মাথা তুলিয়া শ্বাস গ্রহণ করিতে দিলেন। তাহার পর তিনি আবার তাহাকে টানিয়া জলে ডুবাইলেন। বহুবার এইরূপ চুবানি খাইয়া নিষাদ-ব্রাহ্মণ অবসন্ন হইয়া পড়িল; শেষে অতিকষ্টে জলের উপর মাথা তুলিয়া বলিল,

১১১। প্রয়াগে করিলে স্নান লোকে বলে হয় পাপক্ষয়;
সেই পুণ্যতীর্থে স্নান করিতেছি, এমন সময়
গ্রাসিতে আমারে চাস্ কে রে তুই যক্ষ পাপাশয়?

সুভগ বলিলেন,

১১২। নাগলোক-অধিপতি যে যশস্বী ধৃতরাষ্ট্র
নিজের বিশাল দেহে করিলা বেষ্টন
সর্ব্ব-বারাণসীপুরী, সেই নাগোত্তমসুত
'সুভগ' নামেতে আমি বিদিত, ব্রাহ্মণ।

ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ ভাবিল, 'এ ভূরিদত্তের ভ্রাতা; এ ত কিছুতেই আমার প্রাণ রাখিবে না। ইহার এবং ইহার মাতাপিতার গুণকীর্ত্তন করিয়া যদি ইহার মন নরম করিতে পারি, তবে তখন নিজের জীবনভিক্ষা করিব।' সে বলিল,

১১৩। ভুবনবিদিত কংসরাজবংশে* জননী তোমার লভিলা জনম;
অমরসদৃশ উরগগণের অধিপতি তব পিতা নাগোত্তম;
মর্ত্ত্যলোকে যার অতুল্যা জননী, মহা-অনুভাব জনক যাহার,
এ ব্রাহ্মণাধমে জলের ভিতর ডুবাইয়া মারা সাজে না ক তার।

সুভগ বলিলেন, "অরে দুষ্ট ব্রাহ্মণ, তুই আমাকে বঞ্চনা করিয়া মুক্তি পাইবি মনে করিয়াছিস্! আমি কিছুতেই তোর প্রাণ রাখিব না।" অনন্তর তিনি কয়েকটী গাথায় ব্রাহ্মণের দুষ্কৃতি বর্ণন করিলেন:—

১১৪। জলপান তরে আসিল হরিণ; বৃক্ষ-অন্তরালে থাকি
শর-নিক্ষেপণে বিঁধিলি তাহারে, মনে তোর পড়ে না কি?
বিদ্ধ হয়ে পরে ভয়ে, যন্ত্রণায়, মৃগ করে পলায়ন;
শরবেগে ছুটি যায় বহুদূরে; করিলি অনুগমন।
১১৫। শেষে মহাবনে পড়িল ভূতলে মৃগ অবসন্নকায়;
মাংস সব তুই লইলি কাটিয়া, খণ্ড খণ্ড করি তায়।
বাঁকে তুলি তাহা করিলি রে যাত্রা গৃহে ফিরিবার আশে;
সন্ধ্যা হল পথে; হলি উপস্থিত ন্যগ্রোধ তরুর পাশে।
১১৬। বিভূষিত তরু শাখার পল্লবে; বসি তাহে করে গান
মঞ্জুভাষী পাখী— শুক, সারী, পিক— তুলিয়া মধুর তান।
রম্য সে ভূভাগ, পিঙ্গলবরণ মৃত্তিকাময় সে স্থান;
চিরশ্যাম তার শাদ্বলাস্তরণ দেখিলে জুড়ায় প্রাণ।

* টীকাকার বলেন, কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তের নামান্তর 'কংস।'

১১৭। হন প্রাদুর্ভূত,	সম্মুখে রে তোর	সেখানে সোদর মম,—
মহা-অনুভাব	ঋদ্ধিতেজোদীপ্ত	দ্বিতীয় ভাস্করসম।
নাগকন্যাগণ	বেষ্টি ছিল তাঁরে	পরিচর্য্যাহেতু সেথা ;
কর্ ত, ব্রাহ্মণ,	স্মরণ ; এখন	পড়ে কি মনে সে কথা ?
১১৮। করিলেন যত্ন	কতই রে তোর ;	তুষিলেন করি দান
ভোগ তরে তোর	উরগভবনে	কাম্যবস্তু অপ্রমাণ।
হেন হিতকারী	নাগেশ রে তোর।	তুই কিন্তু নীচাশয়
করিলি অনিষ্ট ;	সে পাপের ফল	পাবি এবে নিঃসংশয়।
১১৯। কর্ শীঘ্র তোর	গ্রীবা প্রসারণ ;	শির তোর ছেদ করি।
সোদরে আমার	দিলি রে যে দুখ,	মারিব তোরে তা স্মরি।

ব্রাহ্মণ ভাবিল, 'এ ত, দেখিতেছি, আমার প্রাণ রাখিবে না ; তবে যা' তা' কিছু বলিয়া আরও একবার মুক্তিলাভের চেষ্টা করা যাউক।' সে বলিল,

১২০। বেদ-অধ্যয়ন,	যাজন,* হবন,—
এ তিন কারণে	অবধ্য ব্রাহ্মণ।

ইহা শুনিয়া সুভগের চিত্ত সংশয়ে দোলায়মান হইল। তিনি স্থির করিলেন, 'ইহাকে নাগলোকে লইয়া সহোদরদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহারা যেরূপ বলেন, সেইরূপ ব্যবস্থা করিব।' সে বলিল,

১২১। যমুনা নদীর গর্ভে	হিমালয় পর্য্যন্ত বিস্তৃত
ধৃতরাষ্ট্র-নাগপুরী	হেমময়ী আছে বিরাজিত।
১২২। সেখানে পুরুষব্যাঘ্র	সোদরেরা আছেন আমার ;
তাঁদের বিচারে হবে	দণ্ড কিংবা নিষ্কৃতি তোমার।

ইহা বলিয়া তিনি ব্রাহ্মণের গ্রীবা ধরিলেন, এবং তাঁহাকে ঝাকুনি দিতে দিতে, গালি দিতে দিতে ও তর্জ্জন করিতে করিতে মহাসত্ত্বের প্রাসাদদ্বারে লইয়া গেলেন।

মহাসত্ত্বের পর্য্যেষণখণ্ড সমাপ্ত।

কাণারিষ্ট দ্বারপাল হইয়াছিলেন, একথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। তিনি দ্বারদেশে বসিয়াছিলেন ; সুভগ ব্রাহ্মণকে অবসন্ন করিয়া টানিয়া আনিতেছেন দেখিয়া তিনি তাঁহার সম্মুখে গিয়া বলিলেন, "ভাই, উঁহাকে ব্যথা দিওনা ; ব্রাহ্মণেরা মহাব্রহ্মার পুত্র ; তাঁহার পুত্রকে দুঃখ দিতেছি, ইহা জানিতে পারিলে মহাব্রহ্মা ক্রুদ্ধ হইয়া আমাদের সমস্ত নাগপুরী ধ্বংস করিবেন। ইহলোকে ব্রাহ্মণেরাই শ্রেষ্ঠ ও মহানুভাব ; তুমি ব্রাহ্মণের মহিমা জান না ; কিন্তু আমি জানি।" কাণারিষ্ট না কি ইহার পূর্ব্বজন্মে যজ্ঞকারী ব্রাহ্মণ ছিলেন ; সেইজন্যই তিনি এমন দৃঢ়ভাবে বলিলেন। তিনি পূর্ব্বজন্মজ সংস্কারবশতঃ যজ্ঞশীল ছিলেন ; এখন সুভগও অন্য নাগদিগকে আহ্বানপূর্ব্বক বলিলেন, "এস, আমি যজ্ঞকারী ব্রাহ্মণদিগের গুণ বর্ণন করিতেছি ; তাহা শুন।" অনন্তর তিনি প্রথমেই যজ্ঞের মাহাত্ম্য-সম্বন্ধে বলিতে লাগিলেন,

১২৩। বেদ-অধ্যয়ন আর যজনের মত
নাই ক শুভফলপ্রদ অন্য ধর্ম্ম কোন ;
হোক না ব্রাহ্মণ কেন পাপাশয় যত,
এ দুই ধর্ম্মের বলে সে শ্রদ্ধাভাজন।
নিন্দার অযোগ্য সেই ; নিন্দিলে তাহায়
বিত্ত ও সদ্ধর্ম্ম লোকে উভয়(ই) হারায়।

---

* মূলে 'যাচযোগ' আছে। যাচযোগ—(১) দানে মুক্তহস্ত—যং যং পরে যাচন্তি তস্স তস্স দানতো যাচনযোগ ; (২) যজ্ঞ প্রযুক্ত বা যাজক। শেষোক্ত অর্থই এখানে প্রযোজ্য।

অতঃপর কাণারিষ্ট জিজ্ঞাসা করিল, "সুভগ, জান কি তুমি, কে এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন?" সুভগ বলিলেন, "আমি তাহা জানি না।" "ব্রাহ্মণদিগের পিতামহ এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন।

১২৪। মহাব্রহ্মা সৃজিলেন জগৎ যখন, দিলেন ব্রাহ্মণে আজ্ঞা, "কর অধ্যয়ন।"
ক্ষত্রিয়কে বলিলেন ধরণী শাসিতে; বৈশ্যগণে কৃষিদ্বারা শস্য উৎপাদিতে।
শূদ্রেরা পাইল আজ্ঞা, "হও সবে রত এ তিন বর্ণের পরিচর্য্যায় সতত।"
এরূপে নির্দ্দিষ্ট হ'ল যে ধর্ম্ম যাহার, এখনও সে করে না ক ব্যতিক্রম তার।

ব্রাহ্মণেরা ঈদৃশ মহাগুণসম্পন্ন! যে ইঁহাদিগকে প্রসন্নচিত্তে দান করে, সে অন্য কোথাও জন্মান্তর গ্রহণ করেনা, একেবারে দেবলোকে চলিয়া যায়।

১২৫। সূর্য্য, সোম, যম, কুবের, বরুণ, ধাতা ও বিধাতা—দেবতা সবে,
করি যজ্ঞ বহু, বহু ধনদান তুষিয়া ব্রাহ্মণে দেবত্ব লভে।

১২৬। ভীমকায় সেই কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন আছিল সহস্র বাহু যাহার,
ধরি যুগপৎ চাপ পঞ্চশত গুণে তাহাদের দিত যে টঙ্কার,
তুল্য প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলনা যাহার এ মহীমণ্ডলে কেহ তখন
সেও ত আহুতি দিত হুতাশনে তুষি বিপ্রগণে দিয়া বহুধন।"

অরিষ্ট আবারও ব্রাহ্মণদিগেরই মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে লাগিলেন:—

১২৭। পুরাকালে এক বারাণসীরাজ করাত ভোজন ব্রাহ্মণগণে
বহু সংবৎসর যথাসাধ্য তার অন্নপান দিয়া সুপ্রসন্ন মনে।
ইহাতেই তার উপজিল মনে শুন, হে সুভগ, পরমা প্রীতি;
সে পুণ্যের বলে দেবত্ব লভিয়া করে গিয়া এবে স্বর্গে অবস্থিতি।

ব্রাহ্মণেরা এমনই অগ্রদক্ষিণার্হ!" ব্রাহ্মণদিগের ঈদৃশ প্রাধান্যের কারণ বুঝাইবার জন্য তিনি বলিলেন:—

১২৮। সমুজ্জলবর্ণ, দেবের প্রধান দেব সর্ব্বভুকে ঘৃতাহুতিদানে,
তুষিলেন যিনি, সেই মুচলিন্দ গেলা স্বর্গে চলি দেহ-অবসানে। *
ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কেবা বল, এ যজ্ঞ তাঁহারে বলিল করিতে?
ব্রাহ্মণসাহায্য ব্যতীত কি ছিল সাধ্য তাঁর এই যজ্ঞ সম্পাদিতে?

মনের ভাব আরও বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য অরিষ্ট বলিলেন,

১২৯। সহস্র বৎসর ছিল আয়ুঃ যাঁর, রথ, সেনাবল ছিল অগণন,
সে দিলীপ ভূপ পুণ্য উপার্জ্জিতে সর্ব্বস্ব ব্রাহ্মণে করিলা অর্পণ।
গেলা বনে চলি ত্যজি রাজপুরী; প্রব্রজ্যা রাজর্ষি করিলা গ্রহণ;
অন্তিমে নশ্বর ছাড়ি নরদেহ করিলেন তিনি স্বরগে গমন।

অতঃপর অরিষ্ট আরও কয়েকটী উদাহরণ প্রদর্শন করিলেন:—

১৩০। সগর নৃমণি আসমুদ্র ধরা নিজ বাহুবলে করিলা জয়;
যজ্ঞান্তে তাঁহার বিশাল সুন্দর হিরণ্ময় যূপ সমুচ্ছ্রিত হয়।
তুষি বৈশ্বানরে যত্ন সহকারে বহু পুণ্য তিনি করিলা অর্জ্জন;
লভেন দেবত্ব তার ফলে শেষে; যজ্ঞের মাহাত্ম্য, সুভগ, এমন।

১৩১। লোমপাদ, অঙ্গদেশের ভূপাল, ব্রাহ্মণভোজন হেতু আয়োজন
করিলেন এত দুগ্ধের, সুভগ, শুনি তা বিস্মিত হয় সর্ব্বজন।

* মুচলিন্দ প্রভৃতি রাজার নাম ইতঃপূর্ব্বে নিমি-জাতকেও (৫৪০) পাওয়া গিয়াছে।

ভোজনাবশিষ্ট ছিল দুগ্ধ যাহা, তা হতে গঙ্গার হল উৎপাদন,
সেই ক্ষীর, পুনঃ, দধিরূপে গিয়া সাগরের গর্ভ করিল পূরণ।*
অগ্নির হবন, ব্রাহ্মণভোজন— এই সুকৃতির বলে তিনি আজ,
নরদেহ ত্যজি দেবত্ব লভিয়া সহস্রাক্ষপুরে করেন বিরাজ।

অরিষ্ট অতীতকালের আর একটী উদাহরণ দিলেন :—

১৩২। মহা ঋদ্ধিমান্ যে দেবপুঙ্গব দেবলোকে এবে শক্রসেনাপতি,
সোমযজ্ঞে করি পাপ নিষ্ক্ালন লভেছেন তিনি এমন সুগতি।

কথনীয় বিষয় আরও বিশদ করিবার জন্য অরিষ্ট বলিলেন,

১৩৩। এই জগতের সৃষ্টিকর্তা যিনি, গঙ্গা, হিমালয় + সৃষ্টি যাঁহার,
অগ্নিকে পূজিয়া সে দেবাতিদেব লভিলেন এত ঋদ্ধি তাঁহার। ‡
১৩৪। করিলেন যজ্ঞ বারাণসীরাজ ; চৈত্যরূপে তাঁর হইল উদ্গত
গৃধ্রমালাগিরি-হিমালয় আদি আছে পৃথিবীতে পর্ব্বত যত।§

এই সকল উদাহরণ দেখাইয়া অরিষ্ট সুভগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই, জান কি, সমুদ্রের জল লবণময় ও অপেয় হইয়াছে কেন?" সুভগ বলিলেন, "না অরিষ্ট; আমি তাহা জানি না।" "তাহা জানিবে কেন? তুমি কেবল ব্রাহ্মণকে পীড়ন করিতে জান। বলিতেছি শুন :—

১৩৫। বেদ-অধ্যয়নে রত, বেদমন্ত্রে সুনিপুণ
যাজক তপস্বী এক সাগরের-তীরে
করিতেছিলেন জল-সেচন শরীরে ;
হেনকালে অকস্মাৎ উথলিয়া উঠে জল ;
করিল সাগর গ্রাস সেই তপোধনে ;
অপেয় হইল তার জল এ কারণে। ¶

* গঙ্গার উৎপত্তিসম্বন্ধে এই কিংবদন্তী বিচিত্র বটে। টীকাকার বলেন, 'অতীতস্মিন্ হি অঙ্গো নাম লোমপাদো বারাণসীরাজা ব্রাহ্মণে সগ্গমগ্গং পুচ্ছিত্বা তেহি হিমবন্তং পবিসিত্বা ব্রাহ্মণানং সক্কারং কত্বা অগ্গিং পরিচরা' তি বুত্তো অপরিমাণা গাবিয়ো চ মহিষিয়ো চ আদায় হিমবন্তং পবিসিত্বা তথা অকাসি ; ব্রাহ্মণেহি ভুত্তা-তিরিত্তং খীরদধিং কিং কাতব্বং তি চ বুত্তে ছড্ডেথা তি আহ ; তত্ত থোকস্স খীরস্স ছড্ডিতট্ঠানে কুন্নদীয়ো অহেসুং ; বহুকস্স ছড্ডিতট্ঠানে গঙ্গা পবত্তথ ; তং পন খীরং যথ দধি হুত্বা সন্নিসিন্নং ঠিতং তং যেব সমুদ্দং নাম জাতং।" "লোমপাদ"কে বিশেষণস্থানীয় করিয়া বারাণসীর রাজা বলিয়া বর্ণনা করা মহাভারতাদি পুরাণেতিহাসে অনভিজ্ঞতার পরিচায়ক।

† এখানে গৃধ্রকূটেরও নাম আছে। ইহা রাজগৃহের নিকটবর্ত্তী একটা ক্ষুদ্র পর্ব্বত ; কিন্তু বৌদ্ধদিগের নিকট বড় পর্ব্বত, কারণ এখানে বুদ্ধদেব কিয়ৎকাল বাস করিয়াছিলেন।

‡ সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মত্বলাভের পূর্ব্বে মানব ছিলেন এবং ব্রাহ্মণদিগের সাহায্যে যজ্ঞ করিয়া ব্রহ্মত্ব পাইয়াছিলেন।

§ এই গাথায় সুদর্শন, নিসভ ও কাকনেরু, এই তিনটী পর্ব্বতেরও নাম আছে। টীকাকার বলেন, পুরাকালে বারাণসীর এক রাজা ব্রাহ্মণদিগের নিকট স্বর্গলাভের উপায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণেরা বলিয়াছিলেন, "আপনি ব্রাহ্মণদিগের পূজা করুন।" এই উপদেশ শুনিয়া রাজা ব্রাহ্মণদিগকে মহাদান করিয়াছিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আমার দানে কোন দ্রব্যের অভাব হইয়াছে কি?" ব্রাহ্মণেরা বলিয়াছিলেন, "অন্য কিছুরই অভাব নাই ; কেবল আসনের অভাব দেখিতেছি।" তখন রাজা ইষ্টক দ্বারা তাঁহাদের জন্য আসন নির্ম্মাণ করাইলেন ; এই সকল আসন ব্রাহ্মণদিগের অনুভাববলে মালাগিরি প্রভৃতি পর্ব্বতে পরিণত হইল।

¶ ব্রহ্মা ক্রুদ্ধ হইয়া সাগরকে অভিশাপ দিলেন, "তুই আমার পুত্রকে বধ করিলি, এই পাপে তোর জল লবণময় ও অপেয় হইবে।"

১৩৬। ব্রাহ্মণমাহাত্ম্য যত বর্ণন করিব কত ?
দেবেন্দ্রের প্রিয়পাত্র সকল ব্রাহ্মণ ;
দানের সৎক্ষেত্র, অগ্র-দক্ষিণাভাজন।
উত্তরে, দক্ষিণে পূর্ব্বে পশ্চিমে—যে দিকে যাও
ব্রাহ্মণপ্রাধান্য অব্যাহত সর্ব্বস্থানে ;
ব্রাহ্মণ(ই) বেদের স্রষ্টা, জানে সর্ব্বজনে।

এইরূপ চৌদ্দটী গাথায় অরিষ্ট ব্রাহ্মণ, যজ্ঞ ও বেদের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলেন। বহু নাগ পীড়িত মহাসত্ত্বকে দেখিতে আসিত ; তাহার অরিষ্টের কথা শুনিয়া বলাবলি করিতে লাগিল, "অরিষ্ট পুরাণ কথা বলিতেছেন।" তাহারা এইরূপে মিথ্যাদৃষ্টি গ্রহণোন্মুখ হইল। মহাসত্ত্ব রোগশয্যায় থাকিয়াই এই সকল কথা শুনিতে পাইলেন। নাগেরাও তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইল। তখন তিনি ভাবিলেন, 'অরিষ্ট মিথ্যামার্গের প্রশংসা করিতেছে। তাহার এই মিথ্যাবাদ খণ্ডন করিয়া নাগদিগকে সম্যগ্‌দৃষ্টিসম্পন্ন করিতে হইতেছে।' ইহা স্থির করিয়া তিনি শয্যা হইতে উঠিলেন, স্নানান্তে সর্ব্বাভরণে বিভূষিত হইয়া ধর্ম্মাসনে উপবেশন করিলেন, এবং সমস্ত নাগ সমবেত করাইয়া ও অরিষ্টকে ডাকাইয়া বলিলেন, "দেখ অরিষ্ট, তুমি অলীক কথা বলিয়া বেদ, যজ্ঞ ও ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছ। ব্রাহ্মণেরা যে বেদবিধানুসারে যজ্ঞযাজন করেন, তাহা অনিষ্টের আকর, তাহাতে স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটে না, তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহা নিতান্তই অসার।" অনন্তর তিনি কতকগুলি গাথায় নানাবিধ যজ্ঞের স্বরূপ বর্ণনা করিলেন :—

১৩৭। প্রাজ্ঞ যিনি, তাঁর কাছে বেদ অধ্যয়ন

অকল্যাণকর অতি [illegible] কেবল
হাবে, ব্রতে হবে তাবা কল্যাণভাজন।
বেদত্রয়, মায়াবিনী মরীচিসদৃশ,
কুপথে লইয়া যায় ভ্রান্ত অজ্ঞজনে
প্রাজ্ঞকে শক্তিতে সাধ্য নাহি ইহাদের।*

১৩৮। প্রাণিহন্তা † মিত্রদ্রোহী পাপকর্ম্মাদের
পারে কি করিতে ত্রাণ বেদ কোনকালে ?
পাপাশয় আর্য্যবিগর্হিত কার্য্যে রত
যে জন, করুক না সে ঘৃতাহুতিদানে
অগ্নিপরিচর্য্যা সদা, অগ্নি কভু তারে
নারিবে করিতে ত্রাণ নরক হইতে।

১৩৯। পৃথিবীর কাষ্ঠ সব তৃণের সহিত
মিশাইয়া অগ্নি যদি জ্বালে কোন জন,
নিজের সমস্ত ধন, ভোগ্যবস্তু আর
আহুতি তাহাতে দেয় তবু সেই নাগ, ‡
নারিবে অমিততেজা অগ্নিকে তর্পিতে।

---

* 'কলী হি ধীরাণং কটং মগানং'—দ্যূতক্রীড়ায় পাশার যে 'দান' দ্বারা পরাজয় হয় তাহা "কলী", যাহা দ্বারা জয় হয় তাহা 'কট'।

† 'ভূনহনো'। 'ভূনহা' শব্দটীর অর্থ টীকাকারের মতে বৃদ্ধিঘাতক, অর্থাৎ যে ঋষি প্রভৃতি পূজ্য ব্যক্তিদের অবমাননা করিয়া নিজের পারত্রিক উন্নতি নষ্ট করে। অভিধানমতে ইহা 'প্রাণিহন্তা' এই অর্থেও গ্রহণ করা যাইতে পারে।

‡ মূলে 'দ্বিরসঞ্ঞ' এই পদ আছে। ১৪৫, ১৭৪ এবং ১৮০ সংখ্যক গাথাতেও এই পদের প্রয়োগ দেখা যায়। টীকাকার ইহার অর্থ করিয়াছেন 'দ্বিজিহ্ব' অর্থাৎ সর্প—দ্বীহি জিহ্বাহি রসজাননসমত্থ। এই অর্থই

১৪০। দুগ্ধ নয় নিত্য—ইহা পরিবর্ত্তশীল ;
দুগ্ধের বিকারে হয় দধি, নবনীত।
সদাপরিবর্ত্তশীল অগ্নিও তেমন ;—
এই নাই, এই এর হয় উৎপাদন
করিলে অরণি দ্বারা অরণি ঘর্ষণ।
শুষ্ক তৃণ, শুষ্ক কাষ্ঠ পেলে তার পর
ক্রমশঃ অগ্নির তেজ হয় বিবর্দ্ধিত।
লোকে যারে করে সৃষ্টি এ সব উপায়ে,
অচেতন এমন পদার্থে করে পূজা,
নিতান্ত অপ্রাজ্ঞ বিনা, আর কোন্ জন ?

১৪১। শুষ্ক বল, আর্দ্র বল, কোন কাষ্ঠে কভু
আপনা হইতে অগ্নি দেখা নাহি দেয়।
মানুষের চেষ্টাবলে, অরণি ঘর্ষণে
অগ্নির উৎপত্তি হয়। পরচেষ্টা বিনা
হয় কি হে জাতবেদ আবির্ভূত নিজে ?

১৪২। আর্দ্রানার্দ্র কাষ্ঠ-অভ্যন্তরে অগ্নি যদি
থাকিত নিহিত স্বয়ং, যেত শুকাইয়া
অরণ্যের তরুলতা, শুষ্ক কাষ্ঠ যত
জ্বলিত আপনা হ'তে—অন্য চেষ্টা বিনা।

১৪৩। ধূমধ্বজ সুপ্রতাপ অগ্নিকে ভোজন
দারুতৃণ দিয়া নিত্য করাইলে যদি
[illegible]
জল জ্বাল দিয়া যারা সংগ্রহে লবণ,
সূপকার, আর যারা করে শবদাহ,—
এরা ত সদাই তবে করে পুণ্যার্জ্জন।

১৪৪। এরা যদি পুণ্যার্জ্জন না পারে করিতে,
পারে কি তাহারা, যারা মন্ত্র উচ্চারিয়া
ধূমধ্বজ সুপ্রতাপ অগ্নিকে অর্চ্চন
করে নিত্য সযতনে ঘৃতাহুতি দিয়া ?

১৪৫। লোকে যারে পূজে, তার বল কি কারণ,
গলিত পদার্থদাহে তৃপ্তি এত, ভাই ?
এমনি বিকট গন্ধ, দূর হ'তে যারে
এড়াইয়া অন্যদিকে যায় চলি লোকে !
এমন জঘন্য অগ্নি পূজিবে কি লাগে ?

১৪৬। অগ্নিকে দেবতা বলি মানে বহুলোকে ;
জলকে দেবতা ভাবি অর্চ্চে ম্লেচ্ছগণ।
সকলের(ই) মহাভ্রম ! সলিল, অনল
সামান্য পদার্থমাত্র ; নয় এরা দেব।

১৪৭। নিরিন্দ্রিয়, সংজ্ঞাহীন, সকলের দাস
যেন বৈশ্বানরে পূজি পাপকর্ম্মাগণ
লভিবে সুগতি—ইহা বিশ্বাস কি হয় ?

সন্নত। নূতন পালিঅভিধানে এই শব্দের যে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহা ভ্রমাত্মিকা। 'দিব্‌সএ,এ' পদটী সম্বোধনবাচক। তুঃ—সর্ব্বএ,এ, কতএ,এ।

* যাহারা কাষ্ঠ পোড়াইয়া অঙ্গার প্রস্তুত করে।

১৪৮। জীবিকা-নির্ব্বাহতরে বলে ধূর্ত্তগণ,
"সর্ব্বশক্তিমান্ ব্রহ্মা পূজেন অগ্নিকে!"
অতি অসম্ভব ইহা; অযোনি যে জন,
সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বভূতের ঈশ্বর,
কি উদ্দেশ্যে সে পদার্থ পূজিবেন তিনি
করিলেন আত্মেচ্ছায় সৃজন যাহার?

১৪৯। ধন-উপার্জ্জন হেতু ব্রাহ্মণ ঈদৃশ
হাস্যাস্পদ, প্রাজ্ঞ-বিগর্হিত মিথ্যাবাদ
প্রচার করিয়াছিল প্রাচীন সময়ে।
হল না যখন লাভ তাহাতে প্রচুর,
প্রাণিগণে যজ্ঞক্ষেত্রে রাখিল বান্ধিয়া
শান্তি-স্বস্ত্যয়নসহ; করিল প্রচার,
হবে না ক শান্তিকর্ম্ম, প্রাণিবধ বিনা!

১৫০। 'বেদ-অধ্যয়ন হবে ব্রাহ্মণের কাজ;
ক্ষত্রিয়ের কাজ হবে পৃথিবী-পালন;
বৈশ্য হবে কৃষিজীবী; এ তিন বর্ণের
পরিচর্য্যা করা হবে কর্ত্তব্য শূদ্রের—
লোকস্থিতি হেতু এই ব্যবস্থা সৃজন
করিলেন মহাব্রহ্মা,'—বলে ব্রাহ্মণেরা।
এরূপে নির্দ্দিষ্ট হল যে ধর্ম্ম যাহার
আপনি [illegible] কি করে সে পালেন

১৫১। ব্রাহ্মণের এই উক্তি সত্য যদি হ'ত,
ক্ষত্রিয় ব্যতীত অন্য কেহ কি কখন
পারিত লভিতে রাজ্য? ব্রাহ্মণ ব্যতীত
বেদমন্ত্রে বিশারদ হইত কি কেহ?
বৈশ্য বিনা কৃষিজীবী হ'ত না অপরে;
পরের দাসত্ব হ'তে মুক্তিলাভ, ভাই,
হইত শূদ্রের ভাগ্যে চির অসম্ভব।

১৫২। এতই অলীক কথা মানবসমাজে
প্রচারে ব্রাহ্মণগণ! এত মিথ্যা বলে
উদরসর্ব্বস্ব এরা! অল্পবুদ্ধি লোকে
এ সব বিশ্বাস করে ধ্রুব সত্যজ্ঞানে।
কেবল প্রকৃত তথ্য জানে প্রাজ্ঞগণ।

১৫৩। কি ক্ষত্রিয়, কিবা বৈশ্য, অনেকে ত ভাই,
পূজেনা দেবতাগণে নানা উপচারে;
ব্রাহ্মণের(ও) অসিবৃত্তি দেখি অনুক্ষণ।
বর্ণ-ধর্ম্ম সনাতন হ'ত যদি কভু,
মর্য্যাদালঙ্ঘন তার বল কি কারণ,
না করেন মহাব্রহ্মা দমন এখন?

১৫৪। প্রজাপতি মহাব্রহ্মা প্রকৃতই যদি
হন সর্ব্বভূতেশ্বর, সর্ব্বশক্তিমান্,
তবে কেন জীবলোকে অমঙ্গল এত?
কেন না করেন তিনি সুখী সর্ব্বজনে?

১৫৫। প্রজাপতি মহাব্রহ্মা প্রকৃতই যদি
হন সর্ব্বভূতেশ্বর, সর্ব্বশক্তিমান

কেন মায়ামিথ্যা-আদি অধর্ম্মের জালে
বেষ্টি তিনি সৃজিলেন এই জীবলোক ?

১৫৬। প্রজাপতি মহাব্রহ্মা প্রকৃতই যদি
হন সর্ব্বভূতেশ্বর, সর্ব্বশক্তিমান,
নিজেও ত অধার্ম্মিক তিনি, হে অরিষ্ট।
করেন থাকিতে ধর্ম্ম অধর্ম্ম সৃজন।

১৫৭। 'উবগপতঙ্গকীটভেকমক্ষিকৃমি—
যদি কেন প্রাণিগণে শুদ্ধি লভে সব,
ইহাই প্রকৃষ্ট ধর্ম্ম'—অনার্য্য একথা
কাম্বোজবাসীর* মুখে শুধু শোভা পায়।

১৫৮। (যজ্ঞার্থে) যে বধে প্রাণী, যে হয় নিহত,
উভয়েই স্বর্গে যায়, সত্য যদি ইহা,
ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণগণে† কেন পরস্পর
করেনা ক বধ ভাই ? যজমান যারা
বিশ্বাস স্থাপন করে এ সব কথায়
করে না কি হেতু তারা পুরোহিতে বধ
অবিলম্বে স্বর্গে তারে দিতে পাঠাইয়া ?

১৫৯। গো-মৃগ প্রভৃতি পশু করে কি প্রার্থনা
আত্মবধ কভু ভাই ? কাঁপে না কি তারা
ভয়ে, যবে যজ্ঞক্ষেত্রে হয় সমানীত
জীবিকানির্ব্বাহহেতু ব্রাহ্মণগণের ?

১৬০। যূপ যাতে বাঁধে পশু, [illegible]
কত না বিচিত্র কথা বলে ধূর্ত্তগণ।
'পরলোকে এই যূপ কামধেনুরূপে
মঙ্গলসাধক তব হবে চিরদিন।

১৬১। শুষ্ক কিংবা আর্দ্র কাষ্ঠে গঠিত যে যূপ,
সত্য যদি হয় তাহা মণিমুক্তাময়—
পরিপূর্ণ ধনধান্যে, সুবর্ণে রজতে
সর্ব্বকাম দান যদি প্রকৃতই তাহা
করে যজমানে, যবে স্বর্গে যায় সেই,
বেদত্রয়ে ব্যুৎপন্ন ব্রাহ্মণ কি কারণ
নিজেই করে না বহু যজ্ঞ সম্পাদন ?

১৬২। শুষ্ক কিংবা আর্দ্র কাষ্ঠে গঠিত যে যূপ,
মণিমুক্তাময় তাহা হইবে কেমনে ?
ধনধান্যস্বর্ণরৌপ্য আছে তার মাঝে,
স্বর্গে তাহা সর্ব্বকামা করিবে প্রদান,
একথা উন্মত্ত ভিন্ন কে করে বিশ্বাস ?

১৬৩। প্রবঞ্চক ভয়ানক, শঠচূড়ামণি
ব্রাহ্মণেরা অজ্ঞ জনে বেড়ায় বঞ্চিয়া,

---

* কাম্বোজেরা পতিত ক্ষত্রিয়। মনু :—১০।৪৩, ৪৪ :—

শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ—
পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্রদ্রবিড়াঃ কাম্বোজাজবনাঃ শকাঃ পারদাপহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতাদরদাঃ খশাঃ।

† 'ভোবাদি ভোঅদিনা নায়য়েযাং'। ব্রাহ্মণেরা জাত্যভিমানবশতঃ অন্যবর্ণের লোককে 'ভো' এই শব্দ দ্বারা সম্বোধন করিত—সেই লোক যতই জ্ঞানী ও সম্ভ্রান্ত হউক না কেন। এই নিমিত্ত বৌদ্ধ সাহিত্যে 'ভোবাদী' শব্দ ব্রাহ্মণ বুঝায়।

যজ্ঞের প্রশংসা কত বিচিত্র ভাষায়
শুনায় অবোধ জনে অনর্গল মুখে!
বলে, "পূজ অগ্নিদেবে; দাও বিত্ত মোরে,
ইহাতেই হবে সুখী লভি সর্ব্বকাম।" *

১৬৪। বলে অনর্গল মুখে বিচিত্র ভাষায়
যজমানে ব্রাহ্মণেরা, "করহ প্রবেশ
অগ্নিশালা মাঝে তুমি; কেশ, শ্মশ্রু, নখ
কাটি অগ্নিহোত্র কর সম্পাদন।"
বেদের দোহাই দিয়া এইরূপে তারা
যজমান-বিত্তধ্বংস করে চিরকাল।

১৬৫। নিভৃতে পেচকে পেলে কাকেরা যেমন
পালক তাহার সব করে উৎপাটন,
সেইরূপ মনোমত পেলে যজমান
যজ্ঞের মাহাত্ম্য বিপ্র কতই শুনায়;
করিয়া মুণ্ডিত তারে লয়ে যায় শেষে
যজ্ঞরূপ মহাপথে সুগতি লভিতে।

১৬৬। যজমান একা; বহু প্রবঞ্চক তার
সর্ব্বস্ব লুঠিয়া লয়, হরে দৃষ্টধন
অদৃষ্ট ধনের লোভ দেখায়ে মুগ্ধকে।

১৬৭। 'অকাশিক' আখ্যাধারী* করগ্রাহকেরা
রাজার আদেশে করগ্রহণের কালে
প্রজার সর্ব্বস্ব লুঠে; এরাও সেরূপ
অসাধু-[illegible] সর্ব্বস্বান্ত করে
যজমানে; বধদণ্ড বিহিত এদের;
তথাপি না কোন দণ্ড করে এরা ভোগ!

১৬৮। ছেদিয়া পলাশযষ্টি যজ্ঞে এরা বলে,
"ইন্দ্রের দক্ষিণ বাহু এই দেখ সবে।"
সত্য যদি এই কথা, ছিন্নবাহু হ'য়ে
কিরূপে অসুরগণে দমেন বাসব?

১৬৯। নয় কি এ সব কথা নিতান্ত অলীক?
মহর্দ্ধি, অবধ্য শক্র, হন্তা অসুরের।
দেবরাজ ছিন্ন-বাহু হন কি কখন?
ব্রাহ্মণের মন্ত্র সব নিতান্ত নিষ্ফল
বঞ্চনা প্রত্যক্ষভাবে করে মূঢ় জনে।

১৭০। 'মাল্যবান্, হিমালয়, গৃধ্র, সুদর্শন,
আর(ও) যত মহীধর আছে ধরাতলে,

---

* এই গাথা এবং এতাদৃশ অন্যান্য গাথা পাঠ করিলে চার্ব্বাকদর্শনের নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি মনে পড়ে:—
নৈব বর্ণাশ্রমাদীনাং ক্রিয়াশ্চ ফলদায়িকাঃ।
অগ্নিহোত্রং ত্রয়োবেদাস্ত্রিদণ্ডং ভস্মগুণ্ঠনম্
বুদ্ধিপৌরুষহীনানাং জীবিকা ধাতৃনির্ম্মিতা।
পশুশ্চেন্নিহতঃ স্বর্গং জ্যোতিষ্টোমে গমিষ্যতি,
স্বপিতা যজমানেন তত্র কস্মান্ন হিংস্যতে?
* *
ত্রয়োবেদস্য কর্ত্তারো ভণ্ড-ধূর্ত্তনিশাচরাঃ;
জর্ভরী-তুর্ফরীত্যাদি পণ্ডিতানাং বচঃ স্মৃতম্।

এ সকল চৈত্যমাত্র—যজমানগণ
করেছিল যজ্ঞ-অন্তে এসব নির্ম্মাণ
ইষ্টকে প্রাচীনকালে।'—ব্রাহ্মণেরা এই
মিথ্যা বলি, হে অরিষ্ট, লোকেরে ভুলায়।

১৭১। যেরূপ ইষ্টক দ্বারা চৈত্য যে প্রকার
গড়ে যজ্ঞকর্ত্তৃগণ নয় ত সেরূপ
পর্ব্বত কোথাও, ভাই! অচল এ সব
কঠিন প্রস্তর দ্বারা আমূল গঠিত।

১৭২। থাকিলেও বহুকাল ইষ্টক কি কভু
হতে পারে পরিণত সুদৃঢ় পাষাণে?
কভু কি লৌহাদি ধাতু ইষ্টকের স্তূপে
সম্ভবে? মাহাত্ম্য তবু বর্ণিতে যজ্ঞের
ব্রাহ্মণেরা বলে, 'চৈত্য হইয়াছে গিরি।

১৭৩। 'বেদ অধ্যয়নরত মন্ত্রজ্ঞ তাপস
করিতেছিলেন বসি সাগরের তীরে
সলিল সেচন দেহে, এমন সময়
গ্রাসিল সাগর তাঁরে,—এ পাপের ফলে
হইল লবণময় সাগরের জল।'—
শুনি এই মিথ্যা উক্তি ব্রাহ্মণের মুখে।

১৭৪। বেদজ্ঞ মন্ত্রজ্ঞ শত সহস্র ব্রাহ্মণ
নদীর আবর্ত্তে পড়ি হারায় জীবন।
হেন গুরু অপরাধে, শুনেছ কি কেহ,
এখনও নদীর জল হয়েছে বিস্বাদ ?

অগাধসাগরজল কি বিচারে তবে
হইল অপেয় মারি একটী ব্রাহ্মণ?

১৭৫। মনুষ্যনিখাত আছে কূপ শত শত
ক্ষারজলে পূর্ণ, বল, এ দশা তাদের
হয়েছে কি বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণে গ্রাসিয়া?

১৭৬। কে কাহার ছিল ভার্য্যা বল আদি কালে?
স্ত্রীপুরুষ লিঙ্গভেদ ছিল না তখন,—
মনোজাত মনোময় দেহধারী নর
বিচরিত ধরাতলে, এ শ্রেষ্ঠ, ও হীন,
এ প্রভেদ অবিদিত ছিল সে কারণ।
কিন্তু কালক্রমে হ'ল আত্মকর্ম্মফলে
ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত মানব,
সম্মানের(ও) তাহাদের পার্থক্য ঘটিল।

১৭৭। সুবুদ্ধি চণ্ডালপুত্র বেদশিক্ষা করি
উচ্চারণ করে যদি বেদমন্ত্র সব,
হয় কি সপ্তধা ছিন্ন মস্তক তাহার?
রচি মিথ্যা বেদমন্ত্র ব্রাহ্মণেরা শুধু
নিজেদের অধঃপাত করেছে সাধন।

১৭৮। মিথ্যা বাক্যে পরিপূর্ণ বেদমন্ত্র স্তব;
অর্থলোভে ব্রাহ্মণেরা রচি এ সকল
নানা সুললিত ছন্দে চালায় সমাজে।
মিথ্যা ধর্ম্মে বদ্ধচিত্ত অজ্ঞান মানব
সত্য বলি মানে বেদ; পারে না এড়াতে

এ অন্ধ বিশ্বাস তারা, পারে না যেমন
উদগিরিতে মীন কভু গিলিত বড়িশ।

১৭৯। নয় ত পৌরুষবলে তুল্য ব্রাহ্মণেরা
সিংহ-দ্বীপি-ব্যাঘ্র আদি শ্বাপদগণের।
গো-জাতির সঙ্গে আছে সমতা এদের ;
আকারে মনুষ্য এরা ; অথচ প্রজ্ঞার
প্রভেদ গোগণ হ'তে দেখা নাহি যায়।

১৮০। ক্ষত্রিয়ে সৃজিলা ব্রহ্মা পৃথিবী শাসিতে,
সত্য যদি হ'ত ইহা, থাকিতেন রাজা
বিশ্বাসী অমাত্যপারিষদে পরিবৃত ;
না করি সংগ্রহ সেনা অনায়াসে তিনি
একাকীই দমিতেন অরাতি সকলে ;
থাকিত প্রজারা তাঁর সুখে অনুক্ষণ।

১৮১। উদ্দেশ্য-সম্বন্ধে যদি কর হে বিচার,
রাজনীতি, বেদত্রয়—এ দুয়ের মাঝে
প্রভেদ কিছুই, ভাই, নারিবে দেখিতে।
যাহার যেমন রুচি, বিধান তেমনি
করিল স্বার্থান্বেষণ। জনসাধারণে
তথ্য না বিচার করে ; উদ্দেশ্য প্রকৃত
বুঝিতে না পারে তাই ; বুঝে না যেমন
পথিক গন্তব্য পথ জলমগ্ন স্থানে।

১৮২। উদ্দেশ্য-সম্বন্ধে যদি কর হে বিচার,
রাজনীতি, বেদত্রয়—এ দুয়ের মাঝে

প্রভেদ কিছুই, ভাই, নারিবে দেখিতে।
বর্ণনির্ব্বিশেষে এই ধর্ম্ম সবাকার—
চায় লাভ, চায় যশ অলাভ, অখ্যাতি
সকলের(ই) হয় সদা দুঃখের কারণ।

১৮৩। গৃহপতিগণ যথা ধনধান্য হেতু
পৃথিবীতে বহু কর্ম্ম করে সম্পাদন,
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ ঠিক সেই মত
ধনার্জ্জন হেতু হয় নানা কর্ম্মে রত।
অন্যান্য জাতির মত জীবিকা যাহার,
কি হেতু পূজিব তারে শ্রেষ্ঠ ভাবি মনে ?

১৮৪। গৃহস্থেরা হ'য়ে, ভাই, বাসনার দাস,
কৃষিবাণিজ্যাদি কর্ম্ম করে বহুবিধ,
বিশ্রাম তাদের নাই ক্ষণেকের তরে।
ব্রাহ্মণের(ও) এই দশা ; নাই কোন ভেদ
গৃহস্থে, ব্রাহ্মণে আর ; ব্রাহ্মণ এখন
হারাইয়া প্রজ্ঞাধন, স্বার্থ অন্বেষণে
সদ্ধর্ম্ম হইতে দূরে পড়িয়াছে সরি।

মহাসত্ত্ব এইরূপে অরিষ্ট প্রভৃতির বাদ খণ্ডনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে স্বমতে প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন। তাঁহার ধর্ম্মকথা শুনিয়া নাগসভাসদ্‌গণ আনন্দিত হইল। মহাসত্ত্ব সেই নিষাদবৃত্তিধারী ব্রাহ্মণকে নাগলোক হইতে তাড়াইয়া দিলেন ; কিন্তু তাহাকে একটীও দুর্ব্বাক্য বলিলেন না। সাগর ব্রহ্মদত্ত নির্দ্দিষ্ট দিন অতিক্রম না করিয়া চতুরঙ্গিণী সেনাসহ যথাসময়ে তাঁহার পিতার আশ্রমে গমন করিলেন। মহাসত্ত্বও ভেরীবাদন দ্বারা ঘোষণা

করিলেন যে, তিনি মাতুল ও মাতামহকে দেখিতে যাইতেছেন। তিনি মহা আড়ম্বরের সহিত যমুনা হইতে উত্থিত হইলেন এবং প্রথমেই সেই আশ্রমে গমন করিলেন। তাঁহার মাতাপিতা এবং ভ্রাতারা অতঃপর সেখানে উপস্থিত হইলেন। মহাসত্ত্ব যে এত অনুচর সঙ্গে লইয়া আসিতেছেন, সাগর ব্রহ্মদত্ত প্রথমে তাহা বুঝিতে পারেন নাই। তিনি তাঁহার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

১৮৫। বাজিছে মৃদঙ্গ, ভেরী, পণব, ডিণ্ডিম
কা'র পুরোভাগে অই ? কোন্ রথিবরে
তুষিতে বাদ্যের হেন হইয়াছে ঘটা ?
১৮৬। কে অই যুবক, শিরে উষ্ণীষ যাহার
হেমসূত্রবিনির্ম্মিত, বিদ্যুদ্বরণ,
তূণীর সংলগ্ন পৃষ্ঠে ? কে আসিছে, বল,
রূপে, বেশে চতুর্দ্দিক্ করিয়া উজ্জ্বল ?
১৮৭। অহো কিবা আভাময় সুচারু বদন !
স্বর্ণকার-মূষিকার প্রতপ্ত কাঞ্চন,
অথবা খদিরাঙ্গার জ্বলন্ত যেমন।
হুলসে নয়ন হেরি ; কে আসিছে, বল,
রূপে, বেশে চতুর্দ্দিক্ করিয়া উজ্জ্বল ?
১৮৮। সুবর্ণশলাকাযুক্ত ছত্র মনোহর
আতপ নিবারে কার ? কে আসিছে, বল,
রূপে, বেশে চতুর্দ্দিক্ করিয়া উজ্জ্বল ?
১৮৯। কে অই পুরুষপ্রাজ্ঞ, সুচারু চামর
[illegible] দুলিতেছে, যার
মস্তক-উপরি, অই, অহো কি সুন্দর ? *

১৯০। রয়েছে উভয়পার্শ্বে পরিচারকেরা
বিচিত্র কোমল শিখিপুচ্ছগুচ্ছ লয়ে,
দণ্ড যার হেমময়, মাণিক্যে খচিত।
১৯১। দুই পাশে শোভে, হের, মুখমণ্ডলের
উজ্জ্বল কুণ্ডলদ্বয়, আভায় যাহার
জ্বলন্ত খদিরাঙ্গার, স্বর্ণকার-মূষি
দ্রবীভূত স্বর্ণে পূর্ণ, মানে পরাজয়।
১৯২। সুকোমল, সুমার্জ্জিত কৃষ্ণকেশগুচ্ছ
খেলিতে ললাটে বায়ুবেগে, বল, কার ?
খেলে জলধর-অঙ্কে চপলা যেমন ? †
১৯৩—৯৪। কে হে অই বিশালাক্ষ, নয়নযুগল
পদ্মপলাশের মত আরক্ত যাহার ?
কাঞ্চনদর্পণনিভ মুখমণ্ডলের ‡
কি সৌন্দর্য্য মনোহর, বলিহারি যাই।

---

* এই চারিটী গাথা প্রায় অবিকৃতভাবে পঞ্চম খণ্ডের শোণনন্দ-জাতকেও (৫৩২) পাওয়া গিয়াছে।

† কৃষ্ণকেশগুচ্ছকে বিদ্যুতের সঙ্গে তুলনা করা কিছু অস্বাভাবিক। এখানে সাদৃশ্য কেবল চাকচিক্যে ও চাঞ্চল্যে।

‡ 'উর্ণজং মুখং'—কঞ্চনাদাসো বিয় পরিপুণ্ণং। উর্ণা শব্দে ভ্রূযুগলের মধ্যবর্ত্তী রোমগুচ্ছকেও বুঝায়। ইহা দ্বাত্রিংশৎ মহাপুরুষলক্ষণের অন্যতম।

১৯৩—১৯৪। শঙ্খসম শুভ্র, কুন্দকোরকসদৃশ*
সুবিমল দন্তরাজি শোভে অই কার
শ্রীমুখবিবরে? দেখি লাগে চমৎকার।

১৯৫। হস্ত-পাদ সুগঠিত সৌভাগ্য-সূচক,
অলক্ত-রঞ্জিত বলি ভ্রম হয় মনে।
কিবা চারু বিম্বাধর! কে আসিছে অই
দ্বিতীয় উজ্জ্বল-কান্তি ভাস্করের মত?

১৯৬। পরিধান শুক্লাম্বর, হিমাত্যয়ে যেন
হিমাদ্রিসানুতে শোভে পুষ্পিত বিশাল
শালতরু; অসুরবিজয়ী শক্রসম
আসিতেছে এই দিকে, বল, কোন্ জন?

১৯৭। জন-সমূহের অগ্রে কে আসিছে অই
স্বর্ণাপিণ্ডাকীর্ণ অসি করি নিষ্কোষিত,
ৎসরু যার বিবিধ-বিচিত্র-মণিময়?

১৯৮। বিচিত্র বিবিধ সূত্রে স্যূত, সুনির্ম্মিত
সুবর্ণখচিত অই পাদুকাযুগল
খুলি কে ঋষির পদে করে প্রণিপাত?

সাগর ব্রহ্মদত্ত এই সকল প্রশ্ন করিলে সেই ঋদ্ধিমান্ ও অভিজ্ঞা-সম্পন্ন রাজর্ষি বলিলেন, "বৎস, ইহারা রাজা ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র এবং তোমার ভাগিনেয়; ইহারা নাগকুলজাত।

১৯৯। [illegible] এই উরগ সকল
ধৃতরাষ্ট্রাত্মজ; বৎস, সোদরা তোমার
সমুদ্রজা হন গর্ভধারিণী এদের।

পিতাপুত্রে এইরূপ কথোপকথন করিতেছিলেন, এমন সময় নাগগণ আসিয়া তপস্বীর চরণ বন্দনা করিয়া একপার্শ্বে উপবেশন করিলেন। সমুদ্রজাও পিতাকে প্রণাম করিলেন, এবং বিদায়কালে ক্রন্দন করিতে করিতে নাগগণের সহিত নাগভবনে প্রতিগমন করিলেন। সাগর ব্রহ্মদত্ত আরও কয়েকদিন সেই আশ্রমে থাকিয়া বারাণসীতে ফিরিয়া গেলেন। কাল-সহকারে নাগভবনেই সমুদ্রজার মৃত্যু হইল; বোধিসত্ত্ব যাবজ্জীবন শীল রক্ষা করিয়া এবং পোষধ পালন করিয়া আয়ুঃক্ষয়ান্তে নাগগণের সহিত স্বর্গলোক পূর্ণ করিলেন।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা বলিলেন, "উপাসকগণ, যখন বুদ্ধের আবির্ভাব হয় নাই, তখনও প্রাচীন পণ্ডিতেরা এতাদৃশী নাগসম্পত্তি পরিহার-পূর্ব্বক পোষধব্রত পালন করিয়াছিলেন।

সমবধান—তখন মহারাজকুলের মাতাপিতা ছিলেন সেই মাতাপিতা; দেবদত্ত ছিল সেই নিষাদবৃত্তিধারী ব্রাহ্মণ, আনন্দ ছিলেন সোমদত্ত, উৎপলবর্ণা ছিলেন অর্চ্চিমুখী, সারিপুত্র ছিলেন সুদর্শন, মৌদ্গল্যায়ন ছিলেন সুভগ, সুনক্ষত্র + ছিলেন কাণারিষ্ট এবং আমি ছিলাম ভূরিদত্ত।]

---

* 'কুম্বিলসদিসা'—কুম্বিল=মল্লালকমকুল। টীকাকার যে কোন্ দ্রব্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া এই ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। সুগঠিত দন্তের সহিত কুন্দকোরকের সাদৃশ্য কবিসম্মত।

+ সুনক্ষত্র-সম্বন্ধে প্রথম খণ্ডের লোমহর্ষ-জাতকের (৯৪) প্রত্যুৎপন্ন বস্তু দ্রষ্টব্য।

৫৪৪—মহানারদকাশ্যপ-জাতক

[বুদ্ধত্বলাভের কিছুদিন পরে শাস্তা উরুবিল্ব কাশ্যপকে দমন করিয়া স্বধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন।* লট্ঠি-বনে অবস্থিতিকালে তিনি এই উপলক্ষ্যে মহানারদকাশ্যপ-জাতক বলিয়াছিলেন।

শাস্তা ধর্মচক্র প্রবর্তনপূর্বক উরুবিল্ব-কাশ্যপ প্রভৃতি জটিলদিগকে দমন করিলেন, এবং বিম্বিসারের নিকট যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, এখন তাহা পালন করিবার অভিপ্রায়ে, পূর্বে জটিল ছিলেন, এখন তাঁহার শিষ্য হইয়াছেন, এইরূপ সহস্র শিষ্যপরিবৃত হইয়া লট্ঠিবনে (যষ্টিবনে) গমন করিলেন।† মগধরাজ বিম্বিসার তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য দ্বাদশ নহুত অনুচরসহ যষ্টিবনে গমন করিলেন এবং দশবলকে প্রণাম করিয়া একপার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর ঐ সকল অনুচরের মধ্যে যাঁহারা ব্রাহ্মণ ও গৃহপতি, তাঁহাদের মনে এক বিতর্ক উপস্থিত হইল। তাঁহারা ভাবিতে লাগিলেন, 'উরুবিল্ব কাশ্যপই মহাশ্রমণের নিকট ব্রহ্মচর্য শিক্ষা করিয়াছেন, কিংবা মহাশ্রমণই উরুবিল্ব কাশ্যপের শিষ্য হইয়াছেন?' তখন, কাশ্যপই যে তাঁহার নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা জানাইবার জন্য ভগবান্ কাশ্যপকে বলিলেন,

> তপস্বী বলিয়া খ্যাতি আছিল তোমার; কি দেখি করিলে অগ্নিপূজা পরিহার?
> কি কারণে অগ্নিহোত্র, উরুবিল্ববাসী, করিয়াছ পরিত্যাগ, তোমায় জিজ্ঞাসি।

স্থবির কাশ্যপ ভগবানের অভিপ্রায় বুঝিয়া বলিলেন,

> বেদে বলে, যজ্ঞ করি' হয় যজমান সুখী পেয়ে সব ভোগের বিষয়;—
> দারাসুত মনোমত, রূপরসশব্দাত্মক আর কাম্য বস্তু সমুদায়।
> আমি কিন্তু বুঝিয়াছি, তৃষ্ণাজাত, মলবৎ ঘৃণার্হ ঈদৃশ ফল যত;
> যজ্ঞে আর হোমে, প্রভো, হয় না ক সে কারণ মন মোর এবে অভিরত।

এই গাথা বলিয়া উরুবিল্ব কাশ্যপ নিজের শ্রাবকত্ব প্রকাশের জন্য তথাগতের পাদপৃষ্ঠে মস্তক স্থাপনপূর্বক বলিলেন, "ভগবন্, আপনি আমার শাস্তা; আমি আপনার শ্রাবক।" অনন্তর তিনি একতালপ্রমাণ, দ্বিতাল-প্রমাণ, ইত্যাদিক্রমে সপ্তমবারে সপ্ততালপ্রমাণ উর্দ্ধে আকাশে উত্থিত হইয়া অবতরণপূর্বক শাস্তাকে আবার প্রণাম করিলেন এবং একপার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন। এই অলৌকিক কাণ্ড দেখিয়া সেই বিশাল জনসঙ্ঘ একবাক্যে শাস্তার গুণ কীর্তন করিতে লাগিল। তাহারা বলিল, "অহো! বুদ্ধ কি মহানুভাব! যে উরুবিল্ব কাশ্যপের নিজের ধর্মমতে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এবং যিনি নিজেকে অর্হৎ বলিয়া মনে করিতেন, তথাগত ভ্রমাপনোদনপূর্বক তাঁহাকেই আত্মবশ করিয়াছেন।" তাহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "আমি এখন সর্বজ্ঞতা লাভ করিয়াছি; এখন যে ইঁহাকে বশে আনিয়াছি ইহা আশ্চর্যের বিষয় নহে; যখন আমি নারদ নামক ব্রহ্মা ছিলাম এবং রিপুর হাত এড়াইতে পারি নাই, তখনও ইঁহার মিথ্যাদৃষ্টিজাল ছিন্ন করিয়া ইঁহাকে বশীভূত করিয়াছিলাম।" অনন্তর রাজার প্রার্থনানুসারে তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন:—]

(১)

পুরাকালে বিদেহরাজ্যে মিথিলা নগরে অঙ্গতি-নামক এক পরম ধার্মিক রাজা যথাধর্ম রাজত্ব করিতেন। তাঁহার অগ্রমহিষীর গর্ভে রুজা-নাম্নী এক সুন্দরী ও মনোরমা কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই ললনা পূর্ব পূর্ব জন্মে শতসহস্র কল্পকাল কল্যাণকরী প্রার্থনা করিয়া বহুপুণ্য অর্জন করিয়াছিলেন।

রাজার অন্য ষোড়শ সহস্র পত্নী, সকলেই বন্ধ্যা ছিলেন। কাজেই এই কন্যারত্ন তাঁহার বড়ই প্রীতির পাত্রী হইয়াছিলেন। তিনি প্রতিদিন তাঁহার নিকট নানা পুষ্পপূর্ণ পঞ্চ-বিংশতি পুষ্পকরণ্ডক এবং নানাবিধ সুকোমল বস্ত্র পাঠাইয়া বলিতেন, "বাছা যেন এই

* প্রথম খণ্ডের পরিশিষ্টে ২৯৩ম পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য।

† সিদ্ধার্থ যখন গৃহত্যাগ করিয়া রাজগৃহে গমন করেন, তখন বিম্বিসার তাঁহাকে অর্দ্ধরাজ্য দান করিয়া নিজের নিকট রাখিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু সিদ্ধার্থ সম্বোধিকামী বলিয়া তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করেন নাই। তাঁহাকে বিদায় দিবার কালে বিম্বিসার বলিয়াছিলেন, "আপনি সম্বোধি লাভ করিয়া যেন প্রথমেই আমার রাজ্যে পদার্পণ করেন।" বুদ্ধ এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলেন।

সকল দ্বারা নিজের অঙ্গ বিভূষিত করে।" তিনি কন্যাকে সহস্র মুদ্রা দিয়া বলিয়া পাঠাইতেন, "আমার পুরীতে খাদ্যভোজ্যের অভাব নাই; বাছা যেন প্রতিপক্ষে ইচ্ছামত এই সকল মুদ্রা দান করে।" রাজার বিজয়, সুনামা ও অলাত নামক তিনজন অমাত্য ছিলেন।

প্রতি বৎসর কার্ত্তিকী পূর্ণিমার * পর্ব্বোপলক্ষ্যে রাজধানী দেবপুরীর ন্যায় সুসজ্জিত এবং রাজার অন্তঃপুর পতাকাপুষ্পমাল্যাদিদ্বারা বিভূষিত হইত। একবার এই দিনে রাজা সুস্নাত ও চন্দনাদিদ্বারা সুসজ্জিত হইয়া অমাত্যগণসহ প্রাসাদের উপরিতলে উন্মুক্ত বাতায়নের নিকট উপবেশনপূর্ব্বক নির্ম্মল নভোমণ্ডলারোহী চন্দ্রমণ্ডল দেখিতেছিলেন। প্রকৃতির মনোমোহিনী শোভা অবলোকন করিয়া তিনি অমাত্যদিগকে বলিলেন, "অহো, এই জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি কি রমণীয়া! বলুন ত কি উপায়ে এই রাত্রি আমরা আমোদপ্রমোদে অতিবাহিত করিতে পারি?"

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

১। ছিলা পুরাকালে বিদেহমণ্ডলে ক্ষত্রকুলজাত অঙ্গতি ভূপাল;
আছিল যাঁহার ঐশ্বর্য্য অপার যানবাহনাদি অতীব বিশাল।
২। কার্ত্তিকী পূর্ণিমা হলে সমাগত একবার তিনি প্রদোষ কালে †
অমাত্য সকলে আনিলেন ডাকি রাজভবনের উপরি তলে:—
৩। বিজয়, সুনামা, অলাত-নামক সেনাপতি, এই পণ্ডিতত্রয়,
শাস্ত্রজ্ঞ সকলে, অতি বিচক্ষণ, সস্মিত বদনে সদা কথা কয়।
৪। বিদেহ-নৃমণি বলিলেন সবে "স্ব স্ব রুচিমত বলুন আমায়,
কি উপায়ে আজ এ সুন্দর রাত্রি আমোদে আনন্দে কাটান যায়।
করেছে পৃথিবী চাতুর্মাস্যে ওই পূর্ণচন্দ্রমার জ্যোৎস্নায় স্নান;
হাসে দশদিক্ উজ্জ্বল আলোকে; নাই তিমিরের কুত্রাপি স্থান।"

রাজার প্রশ্ন শুনিয়া অমাত্যরা স্ব স্ব রুচির অনুরূপ উত্তর দিলেন।

[এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন:—

৫। শুনিয়া রাজার কথা সেনানী অলাত
বলিলা, "সমস্ত সৈন্য, সযানবাহন
করা যা'ক সুসজ্জিত;
৬। অসংখ্য সৈনিক
যুদ্ধার্থ লইয়া সঙ্গে করিব প্রয়াণ।
দমিব সে সব রিপু, হয় নি যাহারা
পদানত এপর্য্যন্ত তব, মহারাজ।
ইহাই আমার মত; অজিত যে দেশ
লভিব প্রভূত যশ করি তাহা জয়।"
৭। অলাতের বাক্য শুনি বলেন সুনামা;
"কোথা তব শত্রু, ভূপ? শত্রু যারা ছিল,
আসিয়াছে বশে তারা সকলে এখন।

---

* 'কুমুদিয়া চাতুমাসিনিয়া ছন।' কৌমুদী বলিলে কার্ত্তিকী পূর্ণিমা বুঝায়। বৎসরকে তিন ভাগ (গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শীত) করিয়া এক এক ভাগে এক একটী চাতুর্মাস্য ব্রত করিবার প্রথা ছিল। ফাল্গুনী পূর্ণিমায় বৈশ্বদেব, আষাঢ়ী পূর্ণিমায় বরুণপ্রঘাস এবং কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় শাকমেধ ব্রত আরব্ধ হইত। ইহাদের নাম ছিল চাতুর্মাস্য ব্রত। বৌদ্ধভিক্ষুরা বর্ষার চারিমাস বিজনে অবস্থিতি করিয়া বর্ষাবাস করিতেন।

† 'পুরিমে যামে অনাগতে'—প্রথম যাম আসিবার পূর্ব্বেই অর্থাৎ সন্ধ্যাকালে।

৮। ছাড়িয়াছে অন্ন সবে ; প্রত্যন্ত* এখন
শান্ত ভাবে আজ্ঞা তব করিছে পালন।
উৎসবের দিনে আজ যুদ্ধ-আয়োজন
অতি অসঙ্গত বলি হয় মনে মোর।

৯। করুক ভৃত্যেরা শীঘ্র হেথা আনয়ন
সুমধুর অন্ন-পান খাদ্য নানাবিধ ;
করুন সে সব ভোগ, নৃত্যবাদ্য গীতে
যাপুন এ সুখময়ী পূর্ণিমা-রজনী।''

১০। শুনি সুনামার কথা বিজয় তখন
বলিলা, "আছে ত নিত্য ভোগ তরে তব
সর্ব্ববিধ কাম্য বস্তু ; ভোগের সামগ্রী

১১। নয়ত দুর্লভ, ভূপ, কিছু আপনার।
যখন যা' ইচ্ছা হয় সদাই তা' পান।
ভাল নাহি লাগে মোর এ প্রস্তাব তাই।

১২। ধর্ম্মশাস্ত্রে—অর্থে তার আছে অভিজ্ঞতা,
এমন পণ্ডিত কোন শ্রমণে, ব্রাহ্মণে,
চলুন করি গে মোরা দরশন আজ।
যার যে সংশয় আছে, নিরাকৃত তাহা
করিবেন সেই সাধু ; জানিতে যা' চান,
বলিবেন বুঝাইয়া দয়া করি সব।''

১৩। শুনি বিজয়ের কথা বলেন অলাতি :—
"বিজয়ের [illegible] আমিও তাই বলি।

১৪। ধর্ম্মশাস্ত্রে অর্থে তার আছে অভিজ্ঞতা,
এমন পণ্ডিত কোন শ্রমণে, ব্রাহ্মণে
চলুন করি গে মোরা দরশন আজ।
যার যে সংশয় আছে খণ্ডিবেন তিনি ;
প্রশ্নের উত্তরদানে তুষিবেন সবে।

১৫। একমত এ প্রস্তাবে হউন সকলে।
যাইব কাহার ঠাঁই এ নিশিতে মোরা ?
করিবেন কে খণ্ডন সংশয় মোদের ?
বলিবেন যাহা মোরা চাহিব জানিতে।'

১৬। শুনিয়া রাজার কথা বলেন অলাত,
'মৃগদাবে রয়েছেন অচেলক† এক,
ধীর বলি সকলে সম্মান করে তাঁরে।

১৭। কাশ্যপগোত্রজ তিনি, 'গুণ'-নামে খ্যাত
শাস্ত্রবিৎ, গণশাস্তা, ‡ বাগ্মী, সুবিখ্যাত।
চরণে প্রণাম তাঁর করুন, ভূপাল।
তিনিই সংশয় দূর করিবেন সব।"

১৮। শুনি অলাতের কথা আজ্ঞা দিলা ভূপ
সারথিকে, "মৃগদাবে করিব গমন
সাজাইয়া রথ শীঘ্র কর আনয়ন।"

---

* মূলে 'পচচন্তা' আছে। আমি "পচচন্তা' এই পাঠ গ্রহণ করিলাম।

† অচেল বা অচেলক=(বৌদ্ধবিরোধী) নগ্ন সন্ন্যাসী। ইঁহাকে শেষে 'আজীবক' বলা হইয়াছে।

‡ যিনি বহু শিষ্যের গুরু।

১৯। গজদন্ত-বিনির্ম্মিত রজতপ্রক্ষর *
শুক্লোজ্জ্বল রথ তবে করিয়া সজ্জিত
আনিলা সারথি শীঘ্র ; যেমন সুন্দর
পৌর্ণমাসী রাত্রি সেই, তেমনি সুন্দর
পূর্ণচন্দ্রসম রথ করে ঝলমল।

২০। যোজিত সে রথে ছিল চারিটী সৈন্ধব
তুরগ কুমুদশুভ্র, বায়ুর সমান
দ্রুতগামী, সুশিক্ষিত ; প্রত্যেক অশ্বের
গলে দুলে সুবর্ণের হার মনোহর।

২১। শ্বেত রথে শ্বেত অশ্ব হয়েছে যোজিত ;
শ্বেতাম্বর ভৃত্য শ্বেত চামর দুলায় ;
সর্ব্বশ্বেত হেন রথে করি আরোহণ
অঙ্গতি বিদেহরাজ চলিলা সামাত্য,
চন্দ্রমার মত শোভা করিয়া ধারণ।

২২। শত শত বলবান্ ধীর অনুচর
সুশাণিত খড়্গহস্তে † অশ্ব-আরোহণে
চলিল পশ্চাতে সেই রাজাধিরাজের।

২৩। চলিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে ক্ষত্রিয় প্রবর
পৌঁছিলেন মৃগদাবে ; সামাত্য তখন
অবতরি রথ হ'তে গেলা পদব্রজে
গণশাস্তা গুণ যেথা ছিলেন বসিয়া।

২৪। ছিল সেথা বসি বহু গৃহস্থ, ব্রাহ্মণ

এসেছিল পূর্ব্বে যারা গুণকে দেখিতে।
না পারিল দিতে তারা উপযুক্ত স্থান
বিদেহ-পতিকে উপবেশনের তরে ;
তবু না করিলা দূর এ সকলে তিনি।

সমবেত নানা সম্প্রদায়ের লোকদ্বারা পরিবৃত্ত হইয়া রাজা একপার্শ্বে উপবেশন করিলেন এবং গুণকে অভিবাদন পূর্ব্বক তাঁহার সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন :—

২৫। হইল রাজার তরে আসন সজ্জিত
একপার্শ্বে ; কোমল, বিচিত্র মসূরার
উপরি আস্তৃত হ'ল কোমলাস্তরণ ;
রাখিল কোমল উপধান তদুপরি।
বসিলেন নরমণি সেই সুখাসনে।

২৬। আসীন হইয়া প্রীতিপ্রমুখবচনে
আরম্ভিলা সুখালাপ :—"নাই ত অভাব
দেহধারণোপযোগী কোন পদার্থের ?
কুপিত নয় ত তব অন্তর্ব্বায়ু সব ? ‡

---

* 'রূপিয়পক্খরং'। পক্খর (সংস্কৃত 'প্রক্ষর') = আচ্ছাদনাদির ধার বা ঝালর।

† ইট্ঠিখগ্গধরা = ইদ্ধ খগ্গধরা। ইদ্ধ = পরিষ্কৃত, বিমল (শাণিত)।

‡ প্রাণ, অপান ইত্যাদি। মূলে 'বাতানং অবিসমগতা' আছে। অবিসমগতা = অব্যাপ্গতা। অব্যাপ্গতা সৌসাম্যমূলক।

২৭। জীবনযাপনে কষ্ট হয় না ত কভু ?
পান ত প্রত্যহ ভিক্ষা পর্য্যাপ্ত প্রমাণ ?
অবাধে ত গতিবিধি হয় সম্পাদন ?
দৃষ্টিশক্তি নয়নের হয়নি ত ক্ষীণ ?"

২৮। বিনয়ী বিদেহরাজে তুষিলেন গুণ
সদুত্তর দিয়া আর প্রতিপ্রশ্ন করি :—
"দেহ ধারণোপযোগী কোন পদার্থের
নাই ক অভাব মোর ; শান্ত বায়ু সব :
শেষের যে দু'টী প্রশ্ন, রাজন্‌, তোমার,
তাদের(ও) উত্তর শুনি তুষ্ট হবে তুমি।*

২৯। শুধাই তোমায় এবে, প্রত্যন্তবাসীরা
করেনা ত উপদ্রব বলদৃপ্ত হয়ে ?
রথের ত দোষ কোন নাহিক তোমার ?
করে ত সুন্দররূপে বহন সতত
তুরঙ্গমাতঙ্গ আদি বাহন, নৃমণি ?
ব্যাধি ত শরীর তব না করে পীড়ন ?"

৩০। প্রত্যভিনন্দিত হয়ে এরূপে তখন
ধর্ম্মকাম রথিশ্রেষ্ঠ বিদেহ-ঈশ্বর
শাস্ত্র-শাস্ত্রবচনার্থনীতির সম্বন্ধে
আরম্ভিলা জিজ্ঞাসিতে অচেলক গুণে :—

৩১। "মাতা, পিতা, পুত্র, দারা আদি যে সকল
লোকের সহিত বাস করি পৃথিবীতে,
কার সঙ্গে আচরিব কি রূপ ধরম,
দয়া করি, হে কাশ্যপ বুঝাও আমায়।

৩২। বয়োবৃদ্ধ, শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, সৈন্যগণ,
পৌরজানপদ প্রজা—সম্বন্ধে এদের
পাত্রভেদে করিব কেমন ব্যবহার ?

৩৩। কি ধর্ম্ম আচরি লোকে দেহ-অবসানে
লভে স্বর্গ, আর কোন্‌ অধর্ম্ম আচরি
ভীষণ নরকে পড়ে হয়ে অধোগামী ?

এই সকল সারগর্ভ প্রশ্নের উত্তর কেবল সর্ব্বজ্ঞ বুদ্ধ, প্রত্যেকবুদ্ধ, বুদ্ধশ্রাবক এবং মহাবোধিসত্ত্বদিগকে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে। উক্ত মহাপুরুষদিগের মধ্যে যেখানে উর্দ্ধতনস্তরস্থ ব্যক্তির অভাব, সেখানে তাঁহার অধস্তনস্তরস্থ ব্যক্তিই এ সকল প্রশ্নের উত্তরদানে সমর্থ। রাজা কিন্তু একজন নিতান্ত অজ্ঞ, নগ্নতামাত্রসর্ব্বস্ব, হতশ্রী, মূর্খ ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যজ্ঞানহীন আজীবককে এই সকল প্রশ্ন করিলেন ! রাজা জিজ্ঞাসা করিলে গুণ প্রশ্নসমূহের যথাপর্য্যায় ব্যাখ্যা না করিয়া, কেহ কেহ যেমন চলন্ত গরুকে নিরর্থক প্রহার করে অথবা ভোজনপাত্রে আবর্জ্জনা নিক্ষেপ করে, সেইরূপ নিতান্ত অসংলগ্নভাবে, "শুনুন মহারাজ" বলিয়া বলিবার অবকাশগ্রহণপূর্ব্বক নিজের মিথ্যাবাদ ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন।

[এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন :—

---

* অর্থাৎ আমার গতিবিধি অব্যাহত এবং দৃষ্টিশক্তি অপরিক্ষীণ আছে। রাজা কিন্তু গুণকে চারটী প্রশ্ন করিয়াছিলেন।

৩৪। শুনি অঙ্গতির বাণী বলিলেন আজীবক, "শুন, মহারাজ ;
যাহা কিছু ধ্রুবসত্য, সমস্ত তোমায় আমি বুঝাইব আজ।
৩৫। ধর্ম্মাধর্ম্মপথে ধরি কেহই না করে ভোগ পুণ্যপাপফল,
নাই পরলোক, ভূপ ; সেথা হতে ফিরি হেথা কে এসেছে বল ?
৩৬। নর কেহ মাতা, পিতা ; মাতা পিতা কেহ কার(ও) না পারে হইতে ;
কেই বা আচার্য্য হবে ? অদম্য যে, কেহ তারে পারে কি দমিতে ?
৩৭। সমতুল্য সর্ব্বজীব ; পূজ্য বা পূজক কেহ হইবে কেমনে ?
নাই বল, নাই বীর্য্য, না আছে পুরুষকার জীবের জীবনে।
নিয়তির দাস জীব : নৌকার পশ্চাদ্‌ভাগে বদ্ধ রজ্জু যথা
নৌকার(ই) পশ্চাতে চলে, নিয়তিকে অনুসরি চলে জীব তথা।
৩৮। লভ্য ফল লভে নর ; দানের প্রভাব তায় নাই বিদ্যমান ;
দানে কোন ফল নাই : বীর্য্যহীন জড় যারা, তারা করে দান।
৩৯। নিতান্ত নির্ব্বোধ যারা, তাহারাই বলে, 'সবে হও দানরত' ;
পাণ্ডিত্যাভিমানী মূর্খ তাই করে ধীরজনে দান অবিরত।

আজীবক গুণ এইরূপ দানের নিষ্ফলতা বর্ণন করিলেন, এবং পাপও যে নিষ্ফল (অর্থাৎ পাপ করিলে যে পারত্রিক কোন দণ্ড নাই) অতঃপর তাহা বলিতে লাগিলেন :—

৪০। ক্ষিতি, অপ্‌, তেজঃ, বায়ু, সুখ, দুঃখ, আত্মা —এই সপ্ত পদার্থের
ধ্বংস বা বিকার নাই ; নিত্য ও অচ্ছেদ্য এরা, অতীত নাশের।
৪১। নাই হন্তা ইহাদের ; নাই ছেত্তা, কোন জন বিনাশিতে নারে ;
শস্ত্রাঘাতে ধ্বংস কেহ এই সপ্তপদার্থের করিতে না পারে।
৪২। ধরিয়া কাহার(ও) মাথা কাটি যদি লয় কেহ তীক্ষ্ণ ছুরিকায়,
এই সপ্ত পদার্থের কিছুই ত এ ছেদনে বিনাশ না পায়।

সপ্তে সপ্ত যায় মিশি ; কিছুতেই ইহাদের ধ্বংস অসম্ভব ;
তবে বধে পাপ কোথা ? কেন বা করিবে ভোগ পাপফল তব ?
৪৩। করুক না যাহা ইচ্ছা, চুরাশিটী মহাকল্প নানা যোনি ভ্রমি
শুদ্ধ হয় সব জীব ; তার পূর্ব্বে শুদ্ধিলাভ ঘটেনা কখন(ই)।
৪৪। বহু পুণ্যবান্‌ যারা, না আসিলে এ সময় শুদ্ধ নাহি হয় ;
বহু পাপকর্ম্মা যারা, চুরাশি কল্পান্তে তারা অশুদ্ধ না রয়।
৪৫। অনুপূর্ব্ব এইরূপে চুরাশি কল্পান্তে শুদ্ধি লভে জীবগণ ;
নিয়তি লঙ্ঘিতে নারে, সাগর লঙ্ঘিতে বেলা না পারে যেমন।

উচ্ছেদবাদী আজীবক এইরূপে, কেবল বাক্যের আড়ম্বরে একে একে নিজের মত প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিলেন।

৪৬। শুনিয়া তাঁহার কথা অলাত তখন
বলেন, "ভদন্ত যাহা কহিলেন আজ,
তাহাই আমার মতে যুক্তি-সুসঙ্গত।
৪৭। পূর্ব্বজন্মে কি ছিলাম, এ কথা আমার
স্মৃতিপথে জাগরূক এখন(ও) রয়েছে।
হয়েছিল জন্ম মোর গোঘ্ন ব্যাধকুলে ;
পিঙ্গল আমার নাম ছিল সে জনমে।
৪৮। এ সমৃদ্ধ কাশীরাজ্যে কতই না পাপ
করিনু তখন আমি। করিলাম বধ
শূকরমহিষ আদি প্রাণী অগণন।
৪৯। ত্যজি দেহ তায় পর না গিয়া নরকে
জন্মিলাম হেথা আর্য্য সেনাপতিকুলে!

পাপের যে ফল ভোগ করে জীবগণ,
এ কথা বিশ্বাস তবে করিব কেমনে? *

অতঃপর শাস্তা বলিতে লাগিলেন :—

৫০। বীজক নামেতে দাস ছিল মিথিলায়
নিতান্ত দরিদ্র সেই ; পালিয়া পোষধ
গিয়াছিল গুণ পাশে ধর্মার্থ শুনিতে।

৫১। শুনি সে গুণের, আর অলাতের কথা
ছাড়ি ঘন উষ্ণ শ্বাস লাগিল কাঁদিতে।

৫২। জিজ্ঞাসেন রাজা তারে, "সৌম্য, কি কারণ,
কি শুনি, কি দেখি তুমি করিছ রোদন?
শারীরিক, মানসিক—কোন্ ব্যথা, বল,
করিছে প্রকাশ তব নয়নের জল?

৫৩। শুনি অঙ্গতির প্রশ্ন বলিল বীজক :—
দুঃখ বা বেদনা কিছু নাই মোর, ভূপ।

৫৪। পূর্ব্বজন্মকথা মোর সদা পড়ে মনে ; —
ভুঞ্জিলাম কত সুখ সে জন্মে, নৃমণি,
সাকেত নগরে, "ভাবশ্রেষ্ঠী" নাম ধরি :
ছিলাম সৎকর্মে রত সেথা অনুক্ষণ।

৫৫। কি ব্রাহ্মণ, কি গৃহস্থ, সবাকার(ই) প্রিয়,
ছিলাম ; সতত শুচিব্রত, দানরত।
করেছি যে পাপ কোন, না হয় স্মরণ।

৫৬। [illegible] দেহ জন্মিলাম এক
[illegible]
দাসীকুক্ষি করিলেন ধন্য জননী আমায় ;
দেছিলেন দুঃখে অতি দারিদ্র্য, তবু।
[illegible] হৃদয়ে দৈন্য সে মন্ত্র আমার।

৫৭। যদিও দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছি এখন,
রেখেছি চিত্তের শান্তি সদা অব্যাহত।
চায় যদি কেহ, আমি অন্নাভাবে
শাস্ত্রানের অর্দ্ধভাগ করি তারে দান।

৫৮। চতুর্দ্দশী, পঞ্চদশী—উভয় পোষধ
পালিতেছি চিরদিন ; ভূত-নির্ব্বিশেষে
পালন অহিংসাব্রত করি সাবধানে।
ভ্রমেও পরের ধনে দৃকপাতও না করি।

৫৯। নিতান্ত নিষ্ফল কিন্তু সৎকার্য্য এ সব
হয়েছে আমার পক্ষে। বৃথা শীলব্রত।
অলাত যা' বলিলেন, সত্য বুঝি তাই।

৬০। পানভিজ্ঞ কেহ যদি কলি লয়ে খেলে,
নিশ্চয় তাহার দ্যূতে ঘটে পরাজয়।

* টীকাকার বলেন, এই ব্যক্তি সম্পূর্ণ জাতিস্মর ছিলেন না, কেবল অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী এক জন্মের কথা স্মরণ করিতে পারিতেন। সম্পূর্ণ জাতিস্মর হইলে তিনি দেখিতে পাইতেন যে, অতীত এক জন্মে তিনি দশবল কাশ্যপের চৈত্য পুষ্পমালা দ্বারা পূজা করিয়াছিলেন। ঐ পুণ্য ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় বহুকাল অপ্রকট ছিল, শেষে তাঁহার বাল্যজন্মের অবসানে প্রকটিত ও ফলপ্রদ হইয়াছিল এবং তাহারই প্রভাবে তিনি সেনাপতিকুলে জন্মলাভ করিয়াছিলেন।

আমিও তেমতি ধর্ম্মে স্থাপিয়া বিশ্বাস
পূর্ব্বজন্মলব্ধ ধন হারায়েছি হায়।
অলাত সুবুদ্ধি—ধূর্ত্ত দ্যূতকার তিনি,
কট লয়ে খেলি তাই হয়েছেন জয়ী।*

৬১। কোন্ দ্বারে প্রবেশিলে লভিব সুগতি,
দেখিতে না পাই আমি। কহি হে রাজন
কাশ্যপের কথা শুনি আমি সে কারণ। †

৬২। শুনি বীজকের বাণী বলেন অঙ্গতি,
"সুগতিলাভের তরে নাই কোন দ্বার;
নিয়তি প্রতীক্ষা করি যাপহ জীবন।

৬৩। সুখ, দুঃখ সমস্তই নিয়তির হাতে;
পুনঃ পুনঃ লভি জন্ম শুদ্ধ হয় জীব;
অনাগত যথাকালে হবে সমাগত;
তাড়াতাড়ি পেতে চেষ্টা করিলে কি ফল?

৬৪। আমিও কল্যাণধর্ম্মী ছিনু এতদিন
রত, সদা করিতাম সেবা প্রাণপণে
ব্রাহ্মণগৃহস্থগণে; ধর্ম্মাধিকরণে
যথাশাস্ত্র সুবিচার করিতাম সদা।
বিষয়ভোগের সুখ এত দিন, তাই
ঘটে নাই ভাগ্যে মোর, শুন, হে বীজক।"

অতঃপর রাজা কাশ্যপকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ভদন্ত, আমরা এতদিন বিষম ভ্রমে ছিলাম; এখন উপযুক্ত আচার্য্য লাভ করিয়াছি। এখন হইতে আপনার উপদেশানুসারে ভোগসুখই আস্বাদন করিব; অতঃপর ধর্ম্মদেশনও ইহার ব্যাঘাত জন্মাইতে পারিবে না। আপনি এখানে অবস্থিতি করুন; আমরা এখন প্রস্থান করি।" যাইবার সময় তিনি বলিলেন,

৬৫ (ক) "হলেও হইতে পারে দেখা পুনর্ব্বার।"
৬৫ (খ) বলি ইহা গেলা চলি রাজা নিজাগার।

রাজা যখন গুণের সঙ্গে প্রথমে দেখা করিতে গিয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে প্রণাম করিয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। প্রস্থান করিবার কালে কিন্তু তিনি গুণকে প্রণাম করিলেন না; গুণ নিজের নির্গুণতার জন্য প্রণামটী পর্য্যন্ত পাইলেন না; ভোজ্যভক্ষ্যাদি ত দূরের কথা।

সেই রাত্রি অতিবাহিত হইলে রাজা অমাত্যদিগকে আহ্বানপূর্ব্বক বলিলেন, ইন্দ্রিয়সুখভোগের জন্য যাহা কিছু আবশ্যক, আমার জন্য সমস্ত আয়োজন করুন। আমি এখন হইতে কেবল কামসুখ উপভোগ করিব। আমার নিকট যেন অন্য কোন বিষয়সম্বন্ধে কেহ কিছু না বলে। অমুক অমুক ব্যক্তি বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন।" ফলতঃ তিনি এখন হইতে নিতান্ত কামরত হইলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৬৬। প্রভাতে অমাত্যগণে ডাকি সভাস্থলে অঙ্গতি অদ্ভুত আজ্ঞা দিলেন সকলে:—
৬৭। "ভোগের যতেক বস্তু আছে এ ভুবনে সতত আনিয়া রাখ চন্দ্রক বিমানে। ‡
শুভ বা অশুভ কোন রাজকার্য্য তরে কেহ যেন সঙ্গে মোর দেখা নাহি করে।

---

* 'কলি' ও 'কট'-সম্বন্ধে ভূরিদত্তজাতকের (৫৪৩) ১৩৭ম গাথার পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

† টীকাকার বলেন যে, এই ব্যক্তিও কেবল অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী একটী জন্মের বৃত্তান্ত স্মরণ করিতে পারিতেন। অতীত এক জন্মে কাশ্যপ বুদ্ধের সময়ে তিনি যে একজন শ্রমণকে দুর্ব্বাক্য বলিয়াছিলেন এবং সেই পাপ এতদিন প্রচ্ছন্ন থাকিয়া তাঁহাকে দুর্গত করিয়াছিল, ইহা তিনি জানিতেন না।

‡ রাজার প্রাসাদের নাম 'চন্দ্রক'।

৬৮। বিজয়, সুনামা আর অলাত, ইঁহারা— সমস্ত বিচার শাস্ত্রে নিপুণ যাঁহারা,
বসিবেন আজ হ'তে বিচার-আগারে ; যাহার যা' প্রাপ্য, তাহা দিবেন তাহারে।"

৬৯। আজ্ঞা দিয়া এইরূপ বিদেহ-ঈশ্বর হইলেন কামভোগে রত নিরন্তর।
কি ব্রাহ্মণ, কি গৃহস্থ, কার(ও) হিতত্তরে আগ্রহ না র'ল আর তাঁহার অন্তরে।

৭০। এরূপে অতীত হ'ল দুইটী সপ্তাহ ; ভোগে ও বিলাসে মগ্ন রাজা অহরহ।
অতঃপর রাজকন্যা রুজা মনোরমা, ধাত্রীকে আহ্বান করি বলেন, "ধাই মা,

৭১। সাজাও আমায় শীঘ্র, আর সখীগণে ; যাইব এখন(ই) আমি পিতার সদনে।
কল্য অমাবস্যা ; সেই পবিত্র তিথিতে চাই আমি যথারীতি পোষধ পালিতে।"

৭২। রুজাকে সাজায় তারা নানা আভরণে— মনোহর মাল্য আর মহার্হ চন্দনে।
মণিশঙ্খমুক্তাময় নানা অলঙ্কার পরাইল, বিচিত্রবরণ বস্ত্র আর।

৭৩। হেমপীঠে বসিলেন রুজা মনোরমা ; বেষ্টিয়া তাঁহারে বহু পরিচারিকা ললনা
সাজাল মনের সাধে ; বিরাজিলা রুজা মর্ত্ত্যধামে যেন কোন দেবের আত্মজা।

৭৪। সখীগণসহ, পরি মনোহর বেশ চন্দ্রকপ্রাসাদে রুজা করেন প্রবেশ,
প্রবেশে যেমন মেঘে চপলাসুন্দরী উজ্জ্বল প্রভায় সব উদ্ভাসিত করি।

৭৫। গিয়া ভূপতির পাশে বিনম্রবদনে প্রণাম করিলা রুজা তাঁহার চরণে।
একান্তে খচিত হেমে পীঠ সুশোভন আছিল ; বসিলা তায় সহ সখীগণ।

৭৬। দেখি তনয়াকে, পরিবৃতা সখীগণে ভাবিলেন সবিস্ময়ে রাজা মনে মনে,
'এলো কি অপ্সরোগণ নামিয়া ধরায় ?' মধুর বচনে পরে শুধালেন তায় :—

৭৭। "প্রাসাদে ত আছ সুখে ; অন্তঃপুর মাঝে পুষ্করিণী তব ভোগতরে যে বিরাজে
করত মনের সুখে জলকেলি তায় ? রসনা ত নানারস খাদ্যে তৃপ্তি পায় ?

৭৮। নানাবিধ পুষ্পমাল্য করি আহরণ রচে ত প্রত্যহ, শুভে, তব সখীগণ
পুষ্পগৃহ, পুষ্পশয্যা ? হ'য়ে ক্রীড়ারত কপট-কলহ তারা করে ত সতত,
যে যাহা গড়েছে, তার সৌন্দর্য্য বাখানি, কার(ও) ঠাঁই পরাজিত কেহই না মানি ?

৭৯। মার্জ্জিত সর্ষপকল্কে তোমার বদন,* নেহারি আমার, বৎসে, জুড়াল নয়ন।
আছে কি অভাব তব ? যদি সুদুর্ল্লভ চন্দ্রবৎ হয়, যাহা পেতে ইচ্ছা তব,
তাহাও আনিয়া শীঘ্র দিবে ভৃত্যগণ, করিতে তোমার, বৎসে, তৃপ্তি সম্পাদন।"

৮০। বলিলেন, শুনি রুজা রাজার বচন, 'হইতেছে সদা মোর ইচ্ছার পূরণ
তোমার কৃপায় পিতঃ। রাজা পিতা যার, ঘটে কি কখন(ও) কোন অভাব তাহার ?

৮১। কল্য অমাবস্যা ; সেই পবিত্র তিথিতে করিয়াছি ইচ্ছা দুঃখী জনে দান দিতে
দিয়াছি যেমন পূর্ব্বে ; দিন আজ্ঞা, তাই, এখন(ই) সহস্রমুদ্রা আমি যেন পাই।"

৮২। বলেন অঙ্গতি শুনি রুজার প্রার্থনা, "কত যে নাশিলে বিত্ত তাহা ত জান না,
নিরর্থক দানে। কোন ফল নাই এতে। দান করি বহু অর্থ উড়ালে দু'হাতে।

৮৩। পোষধ পালহ তুমি ত্যজি অন্নপান। নিয়তির(ই), বৎসে, এই অদ্ভুত বিধান।
অনশনে পুণ্য হয় বলে মূঢ় জনে ; কেন বৃথা পাও কষ্ট থাকি অনশনে ?

৮৪। শুনি কাশ্যপের কথা বীজক কান্দিল ; বার বার উষ্ণশ্বাস কত সে ছাড়িল।
বীজকের কাহিনীতে এই বুঝা যায়, পুণ্যকর্ম্ম করি কেহ সুফল না পায়।†

৮৫। যতদিন রবে, রুজে, তোমার জীবন, ভোজনে বিরত তুমি হয়ো না কখন।
নাই পরলোক, ভদ্রে, জানিও নিশ্চয় ; ব্রত-উপবাসে তবে কিবা ফলোদয় ?"

৮৬। শুনিয়া পিতার কথা রুজা মনোরমা— অতীতানাগত ধর্ম্ম ছিল যাঁর জানা,

৮৭। বলিলা, 'শুনেছি পূর্ব্বে, দেখিলাম এবে, মন্দমতি হয় সেই মূর্খে যেবা সেবে।

---

* পূর্ব্বে সরিষার ও তিলের খোল, এঁটেল মাটি প্রভৃতি দিয়া গাত্রমল ধুইবার প্রথা ছিল। এখন সাবানের কৃপায় সে প্রথা লুপ্তপ্রায় হইয়াছে।

† বুঝিতে হইবে যে, রাজা কন্যাকে বীজকের কথা সবিস্তার শুনাইলেন।

৮৮। মূর্খের সংসর্গে মূর্খ হয় মূর্খতর। বীজক, অলাত—এরা, ওহে নরবর,
উভয়েই জড়মতি; মূর্খ কাশ্যপের কথায় ঘটিতে পারে মোহ ইহাদের।

৮৯। তুমি, দেব, প্রজ্ঞাবান্, ধীর, ধর্ম্মবিৎ; কি হেতু মূর্খের মত নিজ হিতাহিত,
না বিচারি মূর্খসহ মিশি অনুক্ষণ হইয়াছ এবে মিথ্যাধর্ম্মপরায়ণ?

৯০। বহুজন্মজন্মান্তর পরে জীবগণ প্রকৃতই শুদ্ধ যদি হয়, হে রাজন্,
গুণের প্রব্রজ্যা তবে নিষ্ফল কি নয়? কেন সেই মহামূর্খ মুক্তির আশায়
নগ্ন থাকি তপস্যায় হইয়াছে রত বহ্নিমুখগামী মূঢ় পতঙ্গের মত?

৯১। পুনঃ পুনঃ লভি জন্ম শুদ্ধ হয় নর, অনেকের এ বিশ্বাস মহানিষ্টকর।
অজ্ঞানবশতঃ তারা করে নানা পাপ; ফলে তার ভুঞ্জে শেষে বহু পরিতাপ।
দুষ্কর্ম্মের ফল তারা এড়াতে না পারে; গিলিত বড়িশ মীন উগারিতে নারে।

৯২। একটী দৃষ্টান্ত আমি দিতেছি, রাজন্; দৃষ্টান্ত দেখিয়া বুঝে কোন কোন জন।

৯৩। তুলিলে বাণিজ্যপোতে অপ্রমাণ ভার হয় যথা মহার্ণবে নিমজ্জন তার,

৯৪। অল্প অল্প পাপভার করিয়া সঞ্চয় ক্রমে লোকে মহাপাপভারাক্রান্ত হয়;
না পারি বহিতে শেষে সেই গুরুভার তেমতি নরকে হয় নিমজ্জন তার।

৯৫। অলাতের পাপভার অদ্যাপি, রাজন্, হয় নি ক পরিপূর্ণ; তিনি সে কারণ
এ জীবনে সুখী; কিন্তু এ জন্মের পাপ নিশ্চয় তাঁহাকে দিবে নরকে সন্তাপ।

৯৬। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্য ছিল অলাতের, তাই তিনি অধিকারী হেন ঐশ্বর্য্যের।

৯৭। সে পুণ্যের ফল কিন্তু এবে প্রতিদিন সুখভোগে, মহারাজ, হইতেছে ক্ষীণ।
অধিকন্তু এবে তিনি পাপপরায়ণ, করেন সন্মার্গ ছাড়ি কুমার্গে গমন:

৯৮। ভাণ্ডমুখ হ'তে তুলি তুলা লয়ে হাতে করে যদি কেহ দ্রব্য ওজন তাহাতে,
মণ্ডলে দ্রব্যের ভার বৃদ্ধি যত পাবে তুলানশীর্ষ তত উর্দ্ধগামী হবে।
মণ্ডলে সংলগ্ন তাহা না রহিবে আর; তত উন্নমিত হবে, যত পাবে ভার।*

৯৯। সেইরূপ, স্বর্গে যেতে উৎসুক যে জন, অল্পে অল্পে করে সেই পুণ্যের অর্জ্জন,
করিছে বীজক দাস যথা এবে, পিতঃ, থাকিয়া কুশল কর্ম্মে রত অবিরত।

রুজা নিজের অভিপ্রায় আরও স্পষ্ট রূপে বুঝাইবার জন্য আবার বলিলেন:—

১০০। বীজক যে এত দুঃখ পেতেছে এখন, পূর্ব্বজন্মকৃত পাপ তাহার কারণ।

১০১। সে পাপের ফল ক্রমে পাইতেছে ক্ষয়, আর(ও) সে করিছে এবে পুণ্যের সঞ্চয়,
তাই বলি, পিতঃ, তুমি করো না কখন কাশ্যপের কথা শুনি উন্মার্গে গমন।

অতঃপর রুজা ছয়টী গাথায় পাপমিত্রসংসর্গের দোষ এবং কল্যাণমিত্র-সংসর্গের গুণ বর্ণনা করিলেন:—†

১০২। যে যাহারে ভজে, ভূপ,— সুশীলে, দুঃশীলে, সদসতে,—
নিয়তসংসর্গহেতু চরিত্র সে লভে সেই মতে।

১০৩। যাহার যেমন মিত্র, যে যাহার করে আরাধন,
সে হয় তাহার মত; সংসর্গের প্রভাব এমন।

১০৪। প্রভু ভৃত্য, গুরুশিষ্য পরস্পরসংস্পর্শকারণ
একে করে অপরের আত্মতুল্য চরিত্র গঠন।
তূণীরের মধ্যে কেহ রাখে যদি বিষদিগ্ধ শর,
তূণীর(ও) ক্রমশঃ শেষে বিষে লিপ্ত হয় ভয়ঙ্কর।

---

* গাথাকার প্রান্তাবলম্ব তুলাকে (Danish balance) লক্ষ্য করিয়া এই দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করিয়াছেন। এপ্রকার তুলা এখন সচরাচর দেখা যায় না। তুলমণ্ডল শব্দটী আমার বিবেচনায় পাল্লা বুঝাইতেছে। মিষ্টান্ন প্রভৃতির বিক্রেতারা এইরূপ তুলার পাল্লা দিয়া ভাণ্ডের মুখ ঢাকিয়া রাখে; তখন দাঁড়িটা পাল্লার সঙ্গে সংলগ্ন থাকে। কোন দ্রব্য ওজন করিবার কালে পাল্লার দ্রব্যের ভার যত বেশী হইতে থাকে, দাঁড়ির মুক্ত প্রান্তটা ততই উপরে উঠে।

† এই ছয়টী গাথা চতুর্থ খণ্ডে শক্তিভদ্র-জাতকেও (৫০৩) পাওয়া গিয়াছে (২৫শ হইতে ২৭শ গাথা)

১০৫। সংক্রমণ-হবে সুধী পাপসখ না হয় কখন।
কুশ দিয়া পূতি-মৎস্য যদি কেহ করে আচ্ছাদন,
পূতিগন্ধ পায় কুশ। নিষ্পাপ যে, সেও সেই মত
পাপীরে ভজিলে শেষে নিজে হয় পাপপথগত।

১০৬। রাখিবে তগর যদি পত্রপুটে করি আচ্ছাদিত,
তগরের গন্ধ লভি পত্রও হইবে আমোদিত।
সেইরূপ সাধুজনে সেব যদি করিয়া যতন,
তুমিও সাধুতা পেয়ে হবে ধন্য, প্রশংসাভাজন।

১০৭। পত্রের সুগন্ধ হেরি' নিজ পরিণাম ভাবি মনে
অসৎ বর্জিয়া সুধী সাধুসেবা করে সযতনে।
নরকে পতন ধ্রুব অসৎসঙ্গের পরিণাম;
সাধুসঙ্গে স্নেহভরে প্রাপ্ত হয় জীব দিব্যধাম।

রাজকন্যা পিতাকে এইরূপ ধর্মকথা শুনাইয়া, নিজে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে যে দুঃখভোগ করিয়াছিলেন, অতঃপর তাহা বলিতে লাগিলেন :—

১০৮। সপ্তপূর্ব্বজন্মকথা রয়েছে পর্য্যায়ক্রমে স্মৃতিপথে জাগরূক মম;
অতঃপর সপ্তজন্মে ঘটিবে কি ভাগ্যে মোর, তাও আমি জানি বিলক্ষণ।*

১০৯। মগধের অন্তঃপাতী রাজগৃহ নামে যেই সুবিখ্যাত রয়েছে নগর,
অতীত সপ্তমজন্মে কর্ম্মকারপুত্র আমি হয়েছিনু সেথা, নরবর।

১১০। ছিল পাপী মিত্র এক; হইলাম তার সঙ্গে মহাঘোর পাপাচারে রত,
হয়ে পরদারগামী করিনু উভয়ে মোরা পরস্ত্রী হরণ শত শত।
অমর হই'। যেন জন্মিয়াছি, এ বিশ্বাসে পরিণামচিন্তা নাহি ছিল,
পাচারি [illegible] [illegible] ইন্দ্রিয় সেবা, এই ভাবে জীবন কাটিল।

১১১। এ পাপের ফল কিন্তু থাকিল প্রচ্ছন্ন হয়ে, ভস্মাচ্ছন্ন অনল যেমন,
কর্ম্মান্তর বশে আমি ত্যজি দেহ তারপর বংশরাজ্যে লভিনু জনম।

১১২। বংশরাজ্য-রাজধানী কৌশাম্বী সুন্দরী পুরী, শ্রেষ্ঠী এক ছিলেন সেথায়
প্রচুর ঐশ্বর্য্যবান, শত শত দাস দাসী ছিল তাঁর নিযুক্ত সেবায়।
একমাত্র পুত্র তাঁর হইলাম, পিতঃ, আমি; কতই যে আদর যতন
পাইতাম গৃহে তাঁর নিত্য আমি সে জনমে, পারিনা ক করিতে বর্ণন।

১১৩। পাইলাম সেই কালে ভাগ্যক্রমে মিত্র এক পুণ্যাত্মা, শাস্ত্রজ্ঞ, সুপণ্ডিত;
উপদেশ দিয়া তিনি করিলেন মোরে, পিতঃ, সাধুদের ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত।

১১৪। পবিত্র পোষধ-তিথি— চতুর্দ্দশী, পঞ্চদশী; এ দুই তিথিতে বহুদিন
রক্ষি শীল সাবধানে যাপিনু জীবন আমি থাকি সদা পাপচিন্তাহীন।
এ পুণ্যের ফল কিন্তু রহিল প্রচ্ছন্ন হয়ে যথাকালে দিতে দরশন;
থাকে কোন মহারত্ন নিবিড়ান্ধকারময় জলমধ্যে প্রচ্ছন্ন যেমন।

১১৫। এ দিকে, মগধরাজ্যে করেছিনু যত পাপ, ফল তার দুষ্টবিষময়
পক্ব হয়ে দিল দেখা এত কাল পরে, হায়। অভিভূত করিল আমায়।

১১৬। কৌশাম্বীতে ত্যজি দেহ সহস্র সহস্র বর্ষ ভুঞ্জিলাম স্বকর্ম্মের ফল
রৌরব নরকে পচি। এখনও সে দুঃখ স্মরি আঁখি মোর করে ছল ছল।

১১৭। দীর্ঘকাল দুঃখ ভোগ রৌরবে করিয়া পরে ছাগরূপে লভিনু জনম
ভেন্নাকটপুরে আমি। শৈশবেই খাসি করি প্রভু মোরে করিল পালন।

কন্যা এই গাথায় ছাগজন্মের দুঃখবর্ণনা করিলেন :—

১১৮। অমাত্যগণের পুত্র বহিতাম সেথা আমি; রথ টানি কিংবা পৃষ্ঠোপরি।
পরদারগমনের অহো কি ভীষণ দণ্ড! ভাবিলে তা এখন(ও) শিহরি।

* পরবর্ত্তী গাথা গুলিতে কিন্তু কন্যার তেরটী অতীত জন্মের কথা আছে।

ছাগদেহ ত্যাগ করিয়া তিনি অরণ্যে কপিযোনিতে প্রতিসন্ধি লাভ করিয়াছিলেন। সেখানে যেদিন তাঁহার জন্ম হয়, সেইদিনই কপিরা যূথপতিকে দেখাইবার জন্য তাঁহাকে লইয়া যায়। "আমার পুত্রকে আন" বলিয়া যূথপতি তাঁহাকে দৃঢ়রূপে ধরিল এবং দন্তাঘাতে তাঁহার বীজ দুইটী উৎপাটন করিল। তিনি যন্ত্রণায় চীৎকার করিতে লাগিলেন। এই ঘটনা বুঝাইবার জন্য রুজা বলিলেন,

১১৯। ত্যজি ছাগদেহ, ভূপ, বিশাল অরণ্য মাঝে কপিরূপে লভিনু জনম ;
নিষ্ঠুর যূথের পতি নির্মুষ্ক করিল মোরে তীক্ষ্ণ দন্তে করিয়া দংশন।
কপিজন্মে এই রূপে পরদারগমনের দণ্ড পুনঃ পেলেম ভীষণ।

অনন্তর রুজা অন্য কয়টী জন্মের বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন :—

১২০। কপিদেহ করি ত্যাগ লভিনু জনম
গোরূপে দশার্ণ দেশে ; করিল আমায়
নির্মুষ্ক সেখানে প্রভু ; সুশ্রী, দ্রুতগামী
দেখি মোরে নিয়োজিল শকটবহনে।
করিলাম এ দুর্দ্দশা ভোগ বহুদিন ;
পরদারগমনের ভুঞ্জিলাম ফল।

১২১। দুর্লভ মানবজন্ম লভিলাম পরে
বৃজি* জনপদে আমি ; কিন্তু হায়, হায়,
হইলাম নপুংসক—না স্ত্রী, না পুরুষ।
পরদারগমনের ভুঞ্জিলাম ফল।

১২২। তারপর জন্মিলাম ত্রয়স্ত্রিংশ-ধামে
নন্দনে হইনু নারী উজ্জ্বল-বরণী।

১২৩। বিচিত্র বসন আমি পরিতাম সেথা ;
কর্ণে ছিল মণিময় কুণ্ডল উজ্জ্বল ;
নৃত্যগীতে হয়ে পটু সেবিনু বাসবে।

১২৪। সেখানেই স্মৃতিপথে হল জাগরূক
এ সব জন্মের কথা ; জানিলাম আর
অনাগত সপ্ত জন্মে কি হবে আমার :—

১২৫। "করেছিনু কৌশাম্বীতে যে পুণ্য অর্জ্জন,
তার(ই) ফল এত দিনে দিল দরশন।
হবে যবে অবসান এ দেহের মোর
জন্মিব মনুষ্য হয়ে, কিংবা দেবলোকে।
তির্য্যগ্‌যোনিতে আমি ভ্রমিব না আর।

১২৬। পর পর সপ্তজন্মে আদর যতন
লভিব সতত আমি ; কিন্তু যত দিন
না হইবে অবসান ষষ্ঠ জনমের
স্ত্রীত্ব পরিহার আমি নারিব করিতে।"

১২৭। সপ্তম জনম মোর সমাগতপ্রায় ; †
দিব্য দেহ সমুজ্জ্বল করিয়া ধারণ
মহর্দ্ধি পুংদেব হয়ে জন্মিব ত্রিদিবে।

১২৮। আজ(ও) গাঁথিছেন মালা সন্তান পুষ্পের
দেবপুত্র জব, যিনি এ জন্মের পূর্ব্বে

* বৈশালীর লিচ্ছবিগণ বৃজি নামে অভিহিত হইতেন।

† টীকাকার বলেন যে, রুজা পর পর পাঁচ বার অপ্সরা হইয়া জন্মিয়াছিলেন। ষষ্ঠ জন্মে তিনি বিদেহের রাজকন্যা হইয়াছেন। যখনকার কথা হইতেছে, তখন তাঁহার বয়স্ ষোল বৎসর।

ছিলেন আমার স্বামী, জানেন না তিনি,
দেবদেহ ত্যজি আমি জন্মেছি যে হেথা।
তাই মোর তরে মালা করেন সংগ্রহ।*

১২৯। এই যে যোড়শবর্ষ বয়স্ আমার।
এ কাল মুহূর্তমাত্র দেবগণনার।
মানুষের শতবর্ষ অমরগণের
এক রাত্রি এক দিন ভিন্ন কিছু নয়।

১৩০। এরূপে অসংখ্য জন্মে কর্ম মানবের,
হোক্ ভাল, হোক্ মন্দ, অনুসরে তারে।
কর্মের কখন(ও), পিতঃ, হয় না বিনাশ।

অতঃপর রুজা রাজাকে উৎকৃষ্টতম ধর্ম বুঝাইতে লাগিলেন :—

১৩১। জন্মজন্মান্তরে, পর পর যদি উন্নতি লভিতে চায় তব মন,
পরদারসেবা কর পরিত্যাগ, ধৌতপাদ ত্যজে কর্দম যেমন।

১৩২। জন্ম-জন্মান্তরে, পর পর যদি উন্নতি লভিতে চায় তব মন,
স্বামিসেবা† সদা কর কায়মনে, সেবে ইন্দ্রে যথা অপ্সরোগণ।

১৩৩। দিব্য ভোগ, আয়ুঃ, দিব্যসুখধন লভিতে তোমার বাসনা যদি
ছাড়ি পাপাচার, ত্রিবিধধর্মের‡ অনুষ্ঠানে রত হও নিরবধি।

১৩৪। কি স্ত্রী, কি পুরুষ, যে কেহ না হোক, তাহাকেই আমি বলি বিচক্ষণ,
কায়ে, মনে, বাক্যে অপ্রমত্তভাবে পরমার্থলাভে যাহার যতন।

১৩৫। এই জীবলোকে যশস্বী যাহারা, সর্ববিধ ভোগ্য ভুঞ্জে অনুক্ষণ,
নিশ্চিত তাহারা পূর্বকোন জন্মে করেছিল, পিতঃ, বহু পুণ্যার্জন।
[illegible] কর্মের [illegible] নাহি সংশয় ;§
একে অপরের পাপ বা পুণ্যের কোন অংশে কভু ফলভাগী নয়।

১৩৬। ভাব কি কখন, ওহে নরনাথ, কি কারণে এত অপ্সরঃ সদৃশী
বিচিত্রাভরণা হেমজালাবৃতা রমণী তোমার সেবে দিবানিশি ?¶

রুজা পিতাকে এইরূপ উপদেশ দিতে লাগিলেন। এই বৃত্তান্ত বিশদভাবে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন।

১৩৭। এরূপে সুব্রতা রুজা মধুর বচনে,
শুনালেন ধর্মকথা অঙ্গতি ভূপালে ;—
মূঢ়কে সন্মার্গ তিনি দিলেন বলিয়া।

রুজা পূর্বাহ্ন হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত রাত্রি পিতাকে ধর্মোপদেশ দিলেন ; তিনি বলিতে লাগিলেন, "পিতঃ! আপনি সেই নগ্ন, মিথ্যাদৃষ্টিপরায়ণ আজীবকের কথা বিশ্বাস

* রাজ ভাবিতেছেন যে, রুজা এখনও দেবলোকেই জীবিত আছেন, কেন না রুজা যে ষোল বৎসর দেবলোক ত্যাগ করিয়াছেন, দেবতাদিগের গণনায় তাহা মুহূর্ত মাত্র।

† 'সামিক [illegible]' কি পতি বুঝাইতেছে, তাহা বিচার্য। যদি প্রথমচরণের 'পোরিস' শব্দে কেবল পুরুষকে বুঝায় [illegible] না, তবে এখন অর্থই সমীচীন। আর যদি 'পোরিস' শব্দ পুংলিঙ্গ হইয়াও স্ত্রীপুরুষ উভয়জাতীয় ব্যক্তিদিগকে বুঝায়, তবে দ্বিতীয় অর্থ গ্রাহ্য হইতে পারে। ইহা অপরোগণের শক্রসেবার সঙ্গে সঙ্গত।

‡ কায়িক, বাচিক ও মানসিকভেদে সুচরিত ধর্ম ত্রিবিধ।

§ মূলে "কম্মসসক। সব্ব সত্তা" আছে। 'কম্মসসক' শব্দের অর্থ কি ? অসস—অংসপুট "যাত্রীর কাঁধে লইবার পুটুলি বা থলি। ইহাতে বুঝা যাইতে পারে যে, সকলেই স্ব স্ব কর্মভার স্কন্ধে লইয়া [illegible]। 'অসসক' শব্দের আর একটী অর্থ অশ্ব-সম্পন্ন অর্থাৎ (যাহার) অশ্ব আছে। কর্ম যেন অশ্বরূপে কর্তাকে তাহার কর্মানুরূপ গন্তব্যস্থানে বহন করে। কিন্তু এরূপ ব্যাখ্যা কষ্টকল্পনা নয় কি ?

¶ অর্থাৎ মহারাজের এ সৌভাগ্য পূর্বজন্মার্জিত পুণ্যের ফল।

করিবেন না, ইহলোক আছে, পরলোক আছে; সুকৃতির দুষ্কৃতির ফলও আছে। আমি আপনার কল্যাণ কামনা করি; আমার কথা বিশ্বাস করুন। আপনি অঘাটে লম্ফ দিয়া পড়িবেন না।" কিন্তু এত বলিয়াও তিনি পিতার ভ্রম অপনোদন করিতে পারিলেন না। রাজা তাঁহার মধুর বচন শুনিয়া তুষ্ট হইলেন মাত্র; কারণ মাতা পিতা প্রিয় পুত্রকন্যার কথা শুনিতে ভালবাসেন; কিন্তু তাঁহারা স্ব স্ব বিশ্বাস পরিহার করেন না। নগরবাসীরা বলাবলি করিতে লাগিল, "রাজকন্যা রুজা না কি ধর্ম্মদেশন দ্বারা পিতাকে মিথ্যাদৃষ্টি হইতে উদ্ধার করিবেন।" সকলেই একবাক্যে উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "পণ্ডিতা রাজকন্যা তাঁহার পিতার মিথ্যা বিশ্বাস অপনোদনপূর্ব্বক আমাদিগকে স্বস্তিভাজন করিবেন।" এই আশ্বাসে নগরবাসীরা সন্তোষ লাভ করিল।

পিতাকে প্রবুদ্ধ করিতে অসমর্থ হইয়াও রুজা নিরুৎসাহ হইলেন না। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, যে কোন উপায়েই হউক, পিতাকে স্বস্তিভাজন করিবেন। তিনি মস্তকে অঞ্জলি তুলিয়া দশদিকে নমস্কারপূর্ব্বক বলিলেন, "এ জগতে এমন অনেক ধার্ম্মিক শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ এবং লোকপালগণ ও মহাব্রহ্মগণ আছেন, যাঁহাদের অনুভাববলে লোকস্থিতি ও লোকরক্ষা সম্পাদিত হইতেছে। তাঁহারা আসিয়া স্বীয় অনুভাবের প্রভাবে আমার পিতার ভ্রম অপনোদন করুন। আমার পিতার কোন গুণ না থাকিলেও তাঁহারা আমার গুণের, আমার বলের, আমার সত্যের প্রভাবে ইহার মিথ্যাদৃষ্টি অপনোদনপূর্ব্বক সর্ব্বলোকের কল্যাণসাধন করুন।" রুজা প্রণাম করিতে করিতে বার বার এই প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

ঐ সময়ে বোধিসত্ত্ব একজন মহাব্রহ্মা* হইয়া জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম ছিল নারদ। বোধিসত্ত্বগণ মৈত্রীভাবযুক্ত, কারুণ্যপূর্ণ ও মহর্দ্ধি-সম্পন্ন। এই কারণে, কাহারা সুকৃতিবান্, কাহারা দুষ্ক্রিয়াশীল, ইহা দেখিবার জন্য তাঁহারা সময়ে সময়ে জীবলোক অবলোকন করিয়া থাকেন। উক্ত দিন নারদ বোধিসত্ত্ব ভূলোক অবলোকন করিবার সময়ে দেখিতে পাইলেন, রাজকন্যা পিতার মিথ্যাদৃষ্টি অপনোদন করিবার নিমিত্ত লোকপালক দেবতাদিগকে প্রণাম করিতেছেন। তিনি ভাবিলেন, 'আমি ভিন্ন আর কেহই এই রাজার ভ্রম নিরাকরণ করিতে পারিবে না। অতএব আমি আজ রাজকন্যাকে সাহায্য করিব এবং সানুচর রাজাকে স্বস্তিভাজন করিয়া ফিরিয়া আসিব।' অনন্তর তিনি ভাবিতে লাগিলেন, 'কি বেশে নরলোকে যাওয়া ভাল?' তিনি দেখিলেন যে, প্রব্রাজকেরা মানুষের প্রিয়পাত্র; লোকে প্রব্রাজকদিগকে ভক্তি করে, তাহাদের কথাও শুনে; এই কারণে প্রব্রাজকের বেশে গমন করিলেই ভাল হয়। এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি মনোহর হেমবর্ণ মানবদেহ ধারণ করিলেন, মস্তকোপরি সুন্দর জটামণ্ডল বন্ধন করিলেন, জটাভ্যন্তরে একটী সুবর্ণসূচী রাখিলেন, পৃষ্ঠ ও পশ্চাৎ উভয়তঃই রক্তবর্ণ চীবর পরিধান করিলেন, এক স্কন্ধে সুবর্ণ-তারকখচিত রজতজালবেষ্টিত অজিন রাখিলেন, মুক্তাগ্রথিত শিক্যায় সুবর্ণময় ভিক্ষাভাজন স্থাপন করিলেন, তিনস্থানে বক্র সুবর্ণকাচ† স্কন্ধে লইলেন, মুক্তাগ্রথিত শিক্যায় প্রবাল-নির্ম্মিত কমণ্ডলু রাখিলেন এবং এইরূপ ঋষিবেশ ধারণ করিয়া চন্দ্রমার ন্যায় গগনতলে বিরাজ করিতে করিতে আকাশপথেই অলঙ্কৃত চন্দ্রকপ্রাসাদের উচ্চতমতলে প্রবেশপূর্ব্বক রাজার পুরোভাগে আকাশে অবস্থিত হইলেন।

---

* বৌদ্ধেরা ব্রহ্মলোকের অধিপতিকে মহাব্রহ্মা বা ব্রহ্মা সহাম্পতি বলেন। প্রত্যেক চক্রবালে এক জন মহাব্রহ্মা। চক্রবাল অসংখ্য; কাজেই মহাব্রহ্মাও অসংখ্য। শাক্যমুনি না কি বোধিসত্ত্বরূপে চারি জন্মে মহাব্রহ্মা হইয়াছিলেন।

† কাচ=বাঁক।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

১৩৮। জম্বুদ্বীপ নিরীক্ষণ করিতে করিতে অঙ্গতি রাজাকে সবে পেলেন দেখিতে,
তখন(ই) নারদ ব্রহ্মলোক পরিহরি আসিলেন নরলোকে শীঘ্র অবতরি।

১৩৯। রাজার প্রাসাদে আসি পুরোভাগে তাঁর আকাশে আসীন হন ; লাগে চমৎকার !
ঋষিকে আগত দেখি সানন্দ অন্তরে যুড়ি দুই কর রাজা নমস্কার করে।

রাজাও নারদকে দেখিয়া ব্রহ্মতেজে অভিভূত হইলেন এবং আসনে উপবিষ্ট থাকিতে অসমর্থ হইয়া অবতরণপূর্ব্বক ভূতলে দণ্ডায়মান হইয়া আগন্তুক কে, কোন্ গোত্রজ এবং কোথা হইতে আসিলেন, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

১৪০। সত্বরে আসন হ'তে নামিয়া তখন বলেন নারদে রাজা এতেক বচন :—

১৪১। হে দেবসঙ্কাশ, তুমি উজলি শর্ব্বরী চন্দ্রবৎ কোথা হ'তে এলে অবতরি ?
কি নাম, কি গোত্র তব ? জিজ্ঞাসি তোমায় ; কি ভাবে মানুষে জানে তব পরিচয় ?

নারদ ভাবিলেন, 'এই রাজা পরলোক মানেন না ; অতএব ইঁহাকে পরলোকের কথাই বলিব।' তিনি উত্তর দিলেন,

১৪২। আসিয়াছি দেবলোক হ'তে অবতরি, চন্দ্রবৎ উদ্ভাসিত করিয়া শর্ব্বরী।
নাম, গোত্র জিজ্ঞাসিলে ? করহ শ্রবণ, কাশ্যপ গোত্রজ আমি নারদ ব্রাহ্মণ।

রাজা ভাবিলেন, 'ইঁহাকে পরলোকের কথা শেষে জিজ্ঞাসা করিব ; কি কারণে যে ইনি এত ঋদ্ধি লাভ করিয়াছেন, অগ্রে তাহাই জিজ্ঞাসা করা যাউক।' তিনি বলিলেন,

১৪৩। আকাশে গমন তব, আকাশে আসন ; দেখিয়া বিস্ময়ে মোর অভিভূত মন।
বুঝিতে না পারি আমি এ যে কি ব্যাপার ; কি হেতু এমন ঋদ্ধি হইল তোমার ?

নারদ বলিলেন,

১৪৪। সত্য, ধর্ম্ম, ত্যাগ আর ইন্দ্রিয় দমন— পূর্ব্বজন্মে এ সকল ব্রতসম্পাদন
করিয়াছি সাবধানে ; তাহারই প্রভাবে মনোজব, কামগতি* হইয়াছি এবে।

রাজা মিথ্যাধর্ম্মপরবশ হইয়াছিলেন ; কাজেই, নারদ এরূপ উত্তর দিলেও, পরলোক যে আছে, ইহা তিনি বিশ্বাস করিলেন না। তিনি বলিলেন, "পুণ্যের কি তবে কোন পুরস্কার আছে ?

১৪৫। এ বড় অদ্ভুত কথা বলিলে আমায় ; পুণ্যবলে কেহ কি হে হেন ঋদ্ধি পায় ?
সত্যই কি ইহা ? আমি জিজ্ঞাসি তোমায় ; দয়া করি সদুত্তর দাও, মহাশয়।"

নারদ বলিলেন,

১৪৬। সচ্ছন্দে জিজ্ঞাসা কর ; আছে প্রয়োজন তোমার ঈদৃশ প্রশ্ন করিতে, রাজন্।
বল অকপটে তুমি, কি তব সংশয় ; সদুত্তরে আমি তাহা ঘুচাব নিশ্চয়
তর্কবলে, জ্ঞানবলে, হেতুপ্রদর্শনে† ; না রাখিব কিছুই সংশয় তব মনে।

রাজা বলিলেন,

১৪৭। জিজ্ঞাসি, নারদ, আমি একটী বিষয় ; মিথ্যা বলি ভুলা'য়োনা যেন হে আমায়।
দেবলোক, পরলোক, পিতৃলোক আছে, এ কথা শুনিতে পাই অনেকের কাছে।
সত্য; কি অলীক এই লোকের বিশ্বাস ? সদুত্তর দিয়া কর সংশয় নিরাস।

নারদ বলিলেন,

১৪৮। দেব-পিতা-পরলোক প্রকৃতই আছে ; মিথ্যা নয়, শুন যাহা অনেকের কাছে।
কামাসক্ত মূঢ়গণ মোহের কারণ কি যে পরলোক, তাহা বুঝে না কখন।

* মনোজব—মনের ন্যায় দ্রুতগমনশীল। কামগতি—ইচ্ছাধীন-গতি, যেখানে ইচ্ছা গমন করিতে সমর্থ।

† "নয়েহি, ঞায়েহি চ হেতুভী চা তি।" নয়=কারণবচন (টীকাকার) ; সিদ্ধান্ত। ঞায়=ন্যায় অর্থাৎ তর্কশাস্ত্র অথবা জ্ঞান (টীকাকার)।

ইহা শুনিয়া রাজা পরিহাস করিয়া বলিলেন,

১৪৯। সত্যই, নারদ, যদি কবহ বিশ্বাস, মৃত্যু-অন্তে করে নর পরলোকে বাস,
দাও পঞ্চশত মুদ্রা এ জন্মে আমাকে ; সহস্র তোমায় দিব গিয়া পরলোকে।

তখন মহাসত্ত্ব সভামধ্যে রাজাকে ভৎসনা করিয়া বলিলেন,

১৫০। দাতা, শীলবান্ বলি তোমায়, বিদেহপতি, যদি জানিতাম,
পঞ্চশত মুদ্রা আমি দ্বিধা নাহি করি মনে এখনি দিতাম।
নিষ্ঠুর, পামর তুমি, হইবে নিরয়গামী দেহ-অবসানে ;
সহস্র মুদ্রার তরে তাগাদা করিবে কে হে গিয়া সেই স্থানে ?

১৫১। অলস, কুকর্ম্মরত, দয়াহীন, পাপরত যদি কেহ হয়,
ইহলোকে পণ্ডিতেরা হেন অধমর্ণে কি হে কভু ঋণ দেয় ?
দিলে ঋণ পরিশোধ করিবে না, মহারাজ, কভু সেই জন ;
বৃদ্ধি ত দূরের কথা, ফিরি না আসিবে তার গৃহে মূলধন।

১৫২। দাতা, উপার্জ্জনক্ষম, অনলস, শীলবান্ যদি কেহ হয়,
সাদরে আহ্বান করি সকলে প্রসন্নচিত্তে ঋণ তারে দেয়।
ঋণের সাহায্যে সেই উৎপাদি প্রচুর ধন, বিনা তাগাদায়
করে ঋণ পরিশোধ। হেন জনে অবিশ্বাস করা কি হে যায় ?

নারদকর্ত্তৃক এইরূপে ভর্ৎসিত হইয়া রাজা তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। সমবেত লোকেরা কিন্তু অতিমাত্র তুষ্ট হইয়া বলাবলি করিতে লাগিল, "এই দেবর্ষি মহর্দ্ধি। ইনি নিশ্চয় রাজার মিথ্যাদৃষ্টি অপনোদন করিবেন।" সমস্ত নগরে সকলের মুখেই এই কথা শুনা যাইতে লাগিল। মহাসত্ত্বের অনুভাববলে সপ্তযোজনব্যাপী মিথিলানগরে এমন কেহই রহিল না, যে তাঁহার ধর্ম্মদেশনা শুনিতে পাইল না। তিনি ভাবিলেন, 'এই রাজা মিথ্যাদৃষ্টিতে অতি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। নরকের ভয় দেখাইয়া ইঁহার ভয়োৎপাদনপূর্ব্বক এই মহাভ্রম অপনোদন করিতে হইবে ; পরে দেবলোকের কথা বলিয়া ইঁহাকে আশ্বস্ত করিব।' ইহা স্থির করিয়া তিনি বলিলেন, "মহারাজ, আপনি যদি এই ভ্রমাত্মক বিশ্বাস পরিত্যাগ না করেন, তবে নরকে গিয়া যে অনন্ত দুঃখ ভোগ করিবেন তাহা শ্রবণ করুন।" অনন্তর তিনি নরকের কথা বলিতে লাগিলেন :—

১৫৩। গিয়া পরলোকে তুমি পাইবে দেখিতে,
ভীষণ কাকোলগণ ধরিয়া তোমায়
করিতেছে টানাটানি। নরকে যখন
হইবে পতন তব, কাক, গৃধ্র, শ্যেন
ছিঁড়িয়া তোমার মাংস করিবে ভক্ষণ।
ছিন্ন দেহ হ'তে তব ছুটিবে রুধির।
কে, বল, সেখানে গিয়া তাগাদা করিবে,
বলিবে 'সহস্র মুদ্রা কর পরিশোধ' ?

কাকোল-নরক বর্ণনা করিয়া মহাসত্ত্ব বলিলেন, "আপনার যদি এই নরকে জন্ম না হয়, তবে আপনি লোকান্তর-নরকে* জন্মিবেন।" অনন্তর তিনি সেই নরক বর্ণনা করিলেন :—

১৫৪। নিবিড়ান্ধকারাচ্ছন্ন সে ঘোর নরক ;
নাই চন্দ্রসূর্য্য সেথা ; নাই রাত্রিদিন ;
সতত তুমুল সেই ভয়ঙ্কর স্থানে
কে যাবে সে ঋণ বল, আদায় করিতে ?

* দুইটী চক্রবালের মধ্যবর্ত্তী নিবিড় অন্ধকারাচ্ছন্ন ব্যোমকে লোকান্তর বলে। এখানে বহু নরক আছে।

রাজাকে সবিস্তারভাবে লোকান্তর-নরকের অবস্থা শুনাইয়া মহাসত্ত্ব বলিলেন, "আপনি মিথ্যাদৃষ্টি পরিহার না করিলে, কেবল ইহাই নয়, আরও দুঃখ ভোগ করিবেন। বলিতেছি শুনুন :—

১৫৫। আছে সেথা আয়োদন্ত, বলী, মহাকায়
শ্যাম ও শবল নামে দুইটা কুকুর।
হেথা হতে বিতাড়িত পাপী পরলোকে
গেলে তা'রা মাংস তার করয় ভক্ষণ।

[পশ্চাল্লিখিত নরকসমূহের বর্ণনাও এই নিয়মে করিতে হইবে। তাহাদের সকলের নাম এবং নরকপালদিগের কার্য্য উক্তরূপে সবিস্তারভাবে, তত্তদ গাথার অব্যাখ্যাত পদগুলির ব্যাখ্যা করিয়া বলা আবশ্যক।].

১৫৬। হিংস্র শ্বাপদেরা মাংস খাইবে যাহার,
ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ হতে ছুটিবে যাহার
রক্তস্রোত অবিরত, কে বলিবে, বল,
নিরয়বাসীরে হেন, 'দাও হে সহস্র,
যার জন্য ঋণী তুমি আছ মোর ঠাঁই।'
১৫৭। সে ঘোর নরকে আছে ভীম রক্ষিগণ,
বিদিত কালুপকাল নামেতে যাহারা।
জর্জ্জরিত করে তারা দেহ পাপীদের
সুশাণিত ইষুশক্তিপ্রহারে নিরত।
১৫৮। নরকে দুর্দ্দশাপন্ন ঈদৃশ যে জন,
আয়ুধে বিদীর্ণ যার কুক্ষি পার্শ্বদ্বয়,
ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ হ'তে ছুটিছে যাহার
রক্তস্রোত অবিরত, কে বলিবে তার
'ঋণমুক্ত হও দিয়া সহস্র আমার?'
১৫৯। বরষে পর্জ্জন্য সেথা পাপীর মস্তকে
শরশক্তিভিন্দিপালতোমরপ্রভৃতি
বিবিধ শাণিত অস্ত্র জ্বলন্ত-অঙ্গার,
শিলাময় বজ্র আর অবিরামভাবে।
১৬০। প্রতপ্ত দুঃসহ বায়ু বহিয়া নিয়ত
অশেষ যাতনা দেয় নিরয়বাসীকে,
ক্ষণেকের তরে সেথা সুখ নাই হায়।
দুঃখার্ত্ত, আশ্রয়হীন পাপীরা সেখানে
ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করে যন্ত্রণায়।
এমন দুর্দ্দশাপন্নে কে বলিবে, বল,
'ঋণমুক্ত হও দিয়া সহস্র আমায়?'
১৬১। নরকপালেরা রথে যুতি পাপিগণে
প্রতোদযষ্টির দ্বারা করে বিতাড়ন;
ছুটে তারা প্রজ্বলিত ভূমির উপর
বহন করিয়া রথ; এমন সময়
বলিবে তোমাকে কেবা, 'দাও হে সহস্র?
১৬২। ক্ষুরাকীর্ণ, প্রজ্বলিত, অতি ভয়ঙ্কর
গিরিগাত্রে পাপী যবে করে আরোহণ
ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ হ'তে নিঃসরে তাহার
রক্তস্রোত। কে পারিবে বলিতে তখন,
'হও ঋণমুক্ত দিয়া সহস্র আমায়?'

১৬৩। জ্বলন্ত অঙ্গাররাশি পর্ব্বতপ্রমাণ
কোথাও নরকে আছে অতি ভয়ানক।
হতভাগ্য পাপী তাহে আরোহণ-কালে
দগ্ধগাত্রে উচ্চৈঃস্বরে করে হাহাকার।
তখন সহস্র কে হে চাবে তার ঠাঁই?

১৬৪। নরকে কোথাও আছে বৃক্ষ অগণন
মেঘকূট সম উচ্চ; কাণ্ডে তাহাদের
রয়েছে কণ্টকস্তূপ তীক্ষ্ণ, লৌহময়;
মানুষের রক্ত পান করে সে কণ্টক।

১৬৫। নরনারী, যারা ছিল ব্যভিচাররত—
যমের কিঙ্করগণ শক্তি লয়ে হাতে
বাধ্য করে তা' সবারে আরোহিতে সেই
সুতীক্ষ্ণ কণ্টকাচ্ছন্ন পাদপ সকলে।

১৬৬। নরকের সেই সব শাল্মলি তরুতে
আরোহিতে বাধ্য পাপী হয় যে সময়,
রুধিরে প্লাবিত হয় সর্ব্বাঙ্গ তাহার।
ভীষণ বেদনা হয় নিষ্কর্ণ শরীরে।

১৬৭। পূর্ব্বকৃত অপরাধবশতঃ এরূপ
যাতনা নরকে পাপী পায় ভয়ঙ্কর;
মুহুর্মুহু পরিত্যাগ করে উষ্ণ শ্বাস।
বলিবে সহস্র দিতে কে তখন তা'রে?

১৬৮। নরকে কোথাও আছে পর্ব্বতপ্রমাণ
নিবিড় বৃক্ষের বন; পত্র তাহাদের
লৌহময়, তীক্ষ্ণধার অসির সমান।
সে সকল পত্র করে নররক্ত পান।

১৬৯। অসিপত্র বৃক্ষে পাপী করে আরোহণ,
তীক্ষ্ণধারে হয় ক্ষত সর্ব্বাঙ্গ তাহার।
রক্তস্রোতে পরিপ্লুত হেন দুঃখীজনে
কে বলিবে, 'কর তুমি ঋণ পরিশোধ?'

১৭০। ঈদৃশ যন্ত্রণাপ্রদ অসিপত্রবন
ত্যজি পাপী পড়ে যবে বৈতরণীজলে,
কে তা'কে বলিবে, 'কর ঋণ পরিশোধ?'

১৭১। কর্কশ লবণময় বৈতরণীজল,
দুস্তরা দুর্গমা সেই ভীমা প্রবাহিনী;
লৌহময় পদ্ম আর তীক্ষ্ণ পত্র দ্বারা
রহিয়াছে আচ্ছাদিত জলরাশি তার।

১৭২। নিরাশ্রয় বৈতরণী-গর্ভে পড়ি পাপী
হইবে স্রোতের বেগে প্রবাহিত যবে,
কে বলিবে, 'দাও মোর সহস্র এখন'।"

[নিরয়খণ্ড সমাপ্ত] *

মহাসত্ত্বের মুখে নরকের বর্ণনা শুনিয়া রাজার হৃদয়ে মহাসংবেগ জন্মিল; তিনি মহাসত্ত্বের সাহায্যেই পরিত্রাণ পাইবার আশায় বলিলেন,

১৭৩। বলিলে যে গাথাগুলি, শুনি সে সকল মহাভয়ে মন মোর হইল বিকল।
কাঁপিতেছি তাই আমি, কাঁপে হে যেমন তরু, যবে করে কেহ তাহারে ছেদন।
হয়েছে বিলুপ্ত সংজ্ঞা দিগ্ভ্রম আমার, সাধ্য নাই ভালমন্দ করিতে বিচার।

* শরভঙ্গ-জাতকে (৫২২) সংকিচ্চ-জাতকে (৫৩০) এবং নিমি-জাতকেও (৫৪১) নরকবর্ণনা আছে।

১৭৪। উত্তাপক্লিষ্টের পক্ষে সলিল যেমন,
অথবা অর্ণববক্ষে ভগ্নপোত নাবিকের
পক্ষে যথা হয় দ্বীপ রক্ষিতে জীবন,
কিংবা ঘোর অন্ধকার নিরাকরণের তরে
প্রদীপ(ই) যেমন হয় প্রকৃত সাধন,
সেইরূপ হও তুমি আমার শরণ॥

১৭৫। কি অর্থ, কি ধর্ম্ম তুমি বুঝাও আমায়, অতীতে করেছি আমি বহুপাপ, হায়।
দেখাও শুদ্ধির মার্গ, যাহা অনুসরি ত্যজি দেহ আমি যেন নরকে না পড়ি।

তখন, রাজাকে শুদ্ধিমার্গ বুঝাইবার অভিপ্রায়ে মহাসত্ত্ব, যে সকল রাজা পুরাকালে সম্যগ্‌রূপে জীবনের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহাদের উদাহরণ দেখাইলেন:—

১৭৬, ১৭৭। ধৃতরাষ্ট্র, বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, উশীনর,
শিবি ও অষ্টক এই রাজা চয়জন,*
আরও বহু ভূমিপাল শ্রমণব্রাহ্মণে সেবি
দেহান্তে দেবেন্দ্রধামে করিলা গমন।
তুমিও, বিদেহনাথ, ছাড় অধর্ম্মের পথ,
ধর্ম্মপথে সাবধানে কর বিচরণ,
মর্ত্ত্যধাম পরিহরি যাবে অবলীলাক্রমে
যেখানে আছেন শক্র সহ দেবগণ।

১৭৮। কি প্রাসাদে, কি নগরে অন্নাদির পাত্রহস্তে
[illegible]
"কে ক্ষুধার্ত্ত? কে তৃষ্ণার্ত্ত? কে নগ্ন? বিচিত্র বস্ত্র
পরিবে কে? চায় কে বা মাল্য বিলেপন?

১৭৯। কোন পান্থ চায় ছত্র উৎকৃষ্ট পাদুকা কিংবা
পরিলে যা' পায়ে ব্যথা কভু নাহি হয়?"—
প্রভাতে, সন্ধ্যায় এই ঘোষণা করিয়া তারা
প্রত্যহ করুক দান যে জন যা' চায়।

১৮০। ভৃত্য-অশ্ব-গো প্রভৃতি হবে যবে জরাজীর্ণ,
খাটা'য়ো না সে সকলে পূর্ব্বের মতন,
কর তুমি সুব্যবস্থা তাদের পোষণ তরে;
খেটেছে তাহারা, বল ছিল যতক্ষণ।

এইরূপে দানকথা ও শীলকথা শুনাইয়া মহাসত্ত্ব বিবেচনা করিলেন যে, রাজার দেহকে একখানি রথের সঙ্গে উপমিত করিয়া বর্ণনা করিলে তাঁহার চিত্ত প্রসন্ন হইবে। এইজন্য সর্ব্বকামপ্রদ রথের উপমাপ্রয়োগপূর্ব্বক তিনি আবার ধর্ম্মদেশন করিলেন:—

১৮১। "দেহ তব রথোপম, শুন, নরবর,
আলস্য-জড়তা-হীন†; তাই লঘুগতি।
সারথি ইহার মন; অবিহিংসাধারা
হইয়াছে সুগঠিত অক্ষ এ রথের।
দানরূপ আবরণে থাকে ইহা ঢাকা।

---

* নিমি-জাতকেও ইঁহাদের কয়েকজনের নাম পাওয়া গিয়াছে। সংস্কৃত পুরাণে জমদগ্নি ঋষি, রাজা নহেন।

† 'বিগতথীনমিদ্ধতার সমন্বক'। থীন = স্ত্যান। মিদ্ধ ও স্ত্যান প্রায় একার্থবাচক।

১৮২। সুসংযত পাদক্ষেপ চক্রনেমি এর ;
সুসংযত হস্তক্ষেপ কালর সুন্দর,
উদরসংযম নাভি ; বাক্যের সংযম
নিবারে ঘর্ঘর শব্দ চক্রযুগলের।

১৮৩। সত্যবাক্যে সুগঠিত সর্ব্বাঙ্গ রথের ;
সন্ধিগুলি সুসম্বদ্ধ অপৈশুন্যবলে ;
করেছে মধুর বাক্য সর্ব্বাঙ্গ মসৃণ,
মিতভাবে যোড়গুলি মিলিয়াছে বেশ।

১৮৪। শ্রদ্ধা ও অলোভে রথ হয় অলঙ্কৃত :
সবিনয় নমস্কার কৃতাঞ্জলিপুটে
পূজ্যজনে—ইহাই রথের হয় বম,
অপৌরুষ্যে রাখে যারে সতত আনত।
শীল ও সংযম এর রজ্জু দুই পাশে।

১৮৫। থাকে ইহা অনুদ্ঘাত অক্রোধের বলে,
ধর্ম্মরূপ শ্বেতচ্ছত্র বিরাজে উপরে।
বহুসত্যশাস্ত্রজ্ঞান পৃষ্ঠালম্ব* এর
নিরত চিত্তের স্থির্য গদি সুকোমল।

১৮৬। রথের দারুর সার কালাকালজ্ঞান,
দৃঢ়াত্মপ্রত্যয়† হয় ত্রিদণ্ড ইহার,
সাবধানে উপদেশ বাক্যের পালন—
ইহাই রথের যোত্র, লঘু যুগরূপে
[illegible]

১৮৭। অনাসক্ত চিত্ত আছে আস্তরণরূপে
গদির উপরে এর, প্রাজ্ঞজনসেবা
রজোহীন সমযান। ধীর জন ইহা
চালান সাহায্যে স্মৃতিরূপ প্রতোদের,
ধৃতিরূপ রশ্মি দিয়া বদ্ধ করি আগে।

১৮৮। সদাচাররূপ অশ্বগণে দুষ্ট মন
চালায় এ রথ সদা দমরূপ পথে।
কুমার্গ তৃষ্ণা ও লোভ ; সন্মার্গ সংযম।

১৮৯। রূপ-রস-স্পর্শ-শব্দাত্মক কাম্য যত,
তাহাদের অভিমুখে যেতে চায় রথ,
প্রতোদের‡ যষ্টি হোক প্রজ্ঞা তব, ভূপ ;
তাহার তাড়নে একে চালাও সুপথে।
বিবেক(ই) সারথি হোক এই দেহরথে।

* আরোহীর পশ্চাদভাগে ঠেস্ দিবার জন্য যে কাঠ থাকে।

† বৈশারদ্য। বুদ্ধদেবের চতুর্বিধ বৈশারদ্য ছিল—অর্থাৎ তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছেন, তৃষ্ণামুক্ত হইয়াছেন, মুক্তিমার্গের বিঘ্নসমূহ ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং মুক্তিলাভের প্রকৃত উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন—এই চারিটী দৃঢ়বিশ্বাস ছিল। আত্মপ্রত্যয়সম্বন্ধে মনুর এই শ্লোকটী চিরস্মরণীয় :- আত্মানং নাবমন্যেত পূর্ব্বাভিরসমৃদ্ধিভিঃ। আমৃত্যোঃ শ্রিয়মন্বিচ্ছেন্নৈনাং মন্যেত দুর্লভাং ॥ 'ত্রিদণ্ড' কি ? রথপঞ্জরের নিম্নভাগ কি তিনখানা কাঠে গঠিত ?

‡ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে স্মৃতিই প্রতোদ, অর্থাৎ প্রতোদযষ্টি ও তৎসংলগ্ন রজ্জু বা চর্ম্ম। প্রজ্ঞা প্রতোদের যষ্টি মাত্র !

একসঙ্গে একটি বস্তুর সম্বন্ধে বহু উপমা প্রয়োগ করিতে হইলে সময়ে সময়ে কষ্ট কল্পনার আশ্রয় লইতে হয়, পুনরুক্তিও পরিহার করিতে পারা যায় না। আলোচ্য বর্ণনাংশে এই দুই দোষ রহিয়াছে।

১৯০। করিলে প্রশান্ত চিত্তে দৃঢ়ধৃতিসহ
এ রথে গমন, ভূপ, নরকে পতন
কভু নাহি হয় ; ইহা সর্ব্বকামপ্রদ।

মহারাজ, আপনি আমাকে শুদ্ধিমার্গ দেখাইতে বলিয়াছিলেন—যাহা অনুসরণ করিলে আপনার যেন নরক প্রাপ্তি না ঘটে। আমি নানা পর্য্যায়ে তাহা দেখাইলাম।" এইরূপে রাজার নিকটে ধর্ম্মদেশন করিয়া নারদ তাঁহার মিথ্যাদৃষ্টি দূর করিলেন এবং তাঁহাকে শীলে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া বলিলেন, "এখন হইতে আপনি পাপমিত্র পরিহার করিয়া কল্যাণমিত্রের সংসর্গে থাকুন এবং নিত্য অপ্রমত্তভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করুন।" রাজাকে, রাজপুরুষদিগকে এবং রাজান্তঃপুরচারিণীগণকে এইরূপ উপদেশ দিয়া এবং রাজদুহিতার গুণের প্রশংসা করিয়া নারদ তাঁহাদের সম্মুখেই মহানুভাববলে ব্রহ্মলোকে প্রতিগমন করিলেন।

এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নয়, পূর্ব্বেও আমি ভ্রান্তিজাল ভেদ করিয়া উরুবিল্ব কাশ্যপকে দমন করিয়াছিলাম। অনন্তর জাতকের সমবধানার্থ তিনি অবশিষ্ট গাথাগুলি বলিলেন :—

১৯১। দেবদত্ত অলাত ছিলেন সে জনমে,
ভগ্রজিৎ ছিলেন সুনাম রাজমন্ত্রী,
সারীপুত্র ছিলেন বিজয় বিচক্ষণ,
স্থবির মৌদ্গল্যায়ন ছিলেন বীজক।

১৯২। লিচ্ছবির রাজপুত্র সুনক্ষত্র মূঢ়
হইয়াছিলেন সেই আজীবক গুণ।
রাজার নন্দিনীরূপে আনন্দ তখন
করিলেন জনকের ভ্রমাপনোদন।

১৯৩। এই উরুবিল্বাবাসী কাশ্যপ সে কালে
ছিলেন বিদেহপতি, মিথ্যাদৃষ্টি যাঁর
ঘটেছিল মিথ্যাকথা শুনিয়া গুণের।
আমি ছিনু মহাব্রহ্মা নারদ কাশ্যপ।
জাতকের পাত্রগণে চিন এইরূপে।

৫৪৫-বিদুরপণ্ডিত-জাতক।+

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে প্রজ্ঞাপারমিতার সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এক দিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় বলাবলি করিতেছিলেন, "দেখ, ভাই, শাস্তার কি অসামান্য প্রজ্ঞা। ইহা যেমন রসবতী, তেমনই প্রত্যুৎপন্না, ইহা সুতীক্ষ্ণা, বিচার-পটীয়সী‡ ও বিরুদ্ধবাদখণ্ডনকুশলা। তিনি প্রজ্ঞাবলে ক্ষত্রিয় পণ্ডিতদিগের সূক্ষ্ম প্রশ্নসমূহ বিশ্লেষ পূর্ব্বক তাহাদের অসারতা প্রতিপাদন করেন এবং ঐ সকল ব্যক্তিকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিয়া শীলে ও ত্রিশরণে স্থাপনপূর্ব্বক অমৃতমার্গে লইয়া যান।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া প্রশ্নদ্বারা তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, পরমাভিসম্বোধিসম্পন্ন তথাগত যে পরবাদ খণ্ডন করিবেন এবং ক্ষত্রিয়প্রভৃতিকে দমন করিয়া স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিবেন, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। পূর্ব্বে এক জন্মে যখন তিনি সম্বোধি অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছিলেন মাত্র, তখনও তিনি পরবাদ প্রমর্দ্দন করিয়াছিলেন। যখন আমি বিদুরকুমার নামে জীবন যাপন করিতাম, তখন ষষ্টিযোজন উচ্চ কালপর্ব্বতের শিখরোপরি পূর্ণক-নামক যক্ষসেনাপতিকে জ্ঞানবলে দমন করিয়া আত্মবশে আনিয়াছিলাম এবং তাহাকে আমার প্রাণবধ হইতে নিরস্ত করিয়াছিলাম।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

---

* যে সময়ে শাস্তা মহানারদকাশ্যপ জাতক বলিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়, তখন কিন্তু দেবদত্ত বৌদ্ধ হন নাই ; তাঁহার অগুণসমূহও লোকের গোচর হয় নাই।

\+ "নিব্বেধিকা"।

‡ পালি 'নিধুর'। বিধুর—বিগতধুর বা বিগতধুর, অর্থাৎ যাঁহার সমস্ত ভার অপগত হইয়াছে। 'বিদুর' শব্দ 'বিদ্' ধাতুজাত।

(১)

পুরাকালে কুরুরাজ্যে ইন্দ্রপ্রস্থ নগরে ধনঞ্জয় কৌরব-নামক এক ব্যক্তি রাজত্ব করিতেন। বিদুর পণ্ডিত-নামক এক অমাত্য তাঁহার অর্থধর্ম্মানুশাসক* ছিলেন। তাঁহার স্বর এমন মিষ্ট ছিল এবং তিনি এমন মধুরভাবে ধর্ম্মদেশন করিতে পারিতেন যে, হস্তীরা যেমন বীণার স্বরে মুগ্ধ হয়, সমস্ত জম্বুদ্বীপের রাজারাও তাঁহার মধুর ধর্ম্মকথায় সেইরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন; তাঁহারা স্ব স্ব রাজ্যে ফিরিয়া না গিয়া বিদুরের মুখে ধর্ম্মকথাশ্রবণের জন্য ইন্দ্রপ্রস্থেই থাকিতেন; বিদুরও তাঁহাদের এবং অপর জনসমূহের নিকট বুদ্ধলীলায় ধর্ম্মদেশনপূর্ব্বক সকলের বহুসম্মানাস্পদ হইয়া সেখানে অবস্থিতি করিতেন।

তৎকালে বারাণসীতে চারিজন মহৈশ্বর্য্যশালী গৃহী ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহারা পরস্পর সখ্যসূত্রে বদ্ধ ছিলেন। বিষয়ভোগই দুঃখের নিদান, ইহা বুঝিতে পারিয়া তাঁহারা গৃহত্যাগপূর্ব্বক হিমালয়ে গিয়া ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ লাভ করিয়া বন্যফলমূলাহারে সেখানে অবস্থিতি করিতেন। এইরূপে বহুদিন অতীত হইলে তাঁহারা লবণ ও অম্লসেবনার্থ ভিক্ষাচর্য্যা করিতে করিতে একদা অঙ্গরাজ্যস্থ কালচম্পানগরে প্রবেশ করিলেন। তত্রত্য চারিজন ভূস্বামী (ইঁহারাও পরস্পর বন্ধুত্বসূত্রে বদ্ধ ছিলেন) ঋষিদিগের সাধুজনোচিত চাল-চলন দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন, তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া ভিক্ষাপাত্রগুলি নিজ নিজ হস্তে গ্রহণ করিলেন, এক এক জনকে এক এক জনের গৃহে লইয়া গিয়া উৎকৃষ্ট খাদ্য ভোজন করাইলেন এবং ঋষিরা তাঁহাদের উদ্যানে অবস্থিতি করিবেন, এই অঙ্গীকার গ্রহণ করিলেন। অতঃপর তাপসেরা ভূস্বামীদিগের গৃহে ভোজন করিয়া দিবাবিহারের জন্য এক জন ত্রয়স্ত্রিংশ-ভবনে, এক জন নাগভবনে, এক জন সুপর্ণভবনে এবং এক জন কৌরবরাজের মৃগাচির-নামক উদ্যানে যাইতেন। যিনি দেবলোকে গিয়া দিবাবিহার করিতেন, তিনি শক্রের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া আসিয়া নিজের উপস্থাপকের নিকট তাহা বর্ণনা করিতেন; যিনি নাগলোকে দিবাবিহার করিতে যাইতেন, তিনি নাগরাজের সম্পত্তি দেখিয়া আসিয়া নিজের উপস্থাপকের নিকট তাহা বর্ণনা করিতেন; যিনি সুপর্ণভবনে দিবাবিহার করিতেন, তিনি সুপর্ণরাজের বিভূতি দেখিয়া আসিয়া নিজের উপস্থাপকের নিকট তাহা বর্ণনা করিতেন; যিনি কুরুরাজের উদ্যানে দিবাবিহার করিতেন, তিনি নিজের উপস্থাপকের নিকট রাজা ধনঞ্জয়ের শ্রী ও সৌভাগ্য বর্ণনা করিতেন। এই সকল বর্ণনা শুনিয়া উক্ত উপস্থাপকদিগের মনে তাদৃশ দিব্যস্থান লাভ করিবার বাসনা জন্মিল এবং তাঁহারা দানাদি পুণ্যকার্য্য করিয়া আয়ুঃক্ষয়ান্তে একজন শক্ররূপে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইলেন, এক জন সদারাপত্য নাগলোকে জন্মিলেন, এক জন শাল্মলিবনস্থ বিমানে জন্মলাভ করিয়া সুপর্ণদিগের রাজা হইলেন এবং একজন ধনঞ্জয় কৌরবের প্রধানা মহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন। উক্ত তাপস চারিজনও কালক্রমে ব্রহ্মলোকে জন্মিলেন।

ধনঞ্জয়ের পুত্র বড় হইয়া পিতার মৃত্যুর পর রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেন এবং যথাধর্ম্ম রাজত্ব করিতে লাগিলেন। তিনি দ্যূত-বিশারদ ছিলেন; এবং বিদুরের উপদেশানুসারে দান করিতেন, শীল রক্ষা করিতেন, পোষধ পালন করিতেন। এক দিন পোষধ গ্রহণ করিয়া তিনি কিয়ৎকাল নির্জ্জনে অবস্থিতি করিবার উদ্দেশ্যে উদ্যানে গিয়া কোন রমণীয় স্থানে উপবেশনপূর্ব্বক শ্রামণ্যধর্ম্ম পালন করিতে লাগিলেন। শক্রও সে দিন পোষধ গ্রহণ করিয়াছিলেন; দেবলোকে শান্তির অনেক বিঘ্ন আছে দেখিয়া তিনিও মনুষ্যলোকে সেই উদ্যানে অবতরণপূর্ব্বক কোন রম্যস্থান উপবিষ্ট হইয়া শ্রামণ্যধর্ম্ম পালন করিতে লাগিলেন।

* অর্থাৎ ঐহিক ও পারত্রিক কুশলসম্বন্ধে উপদেষ্টা।

নাগরাজ বরুণও পোষধী ছিলেন; তিনি নাগলোকে বহুবিঘ্ন আছে দেখিয়া ঐ উদ্যানের আর একটী রম্য অংশে আসীন হইয়া শ্রামণ্যধর্ম্ম পালন করিতে লাগিলেন। সুপর্ণরাজও পোষধ অবলম্বনপূর্ব্বক সুপর্ণলোকে অনেক বিঘ্ন ঘটে বলিয়া ঐ উদ্যানেরই আর একটী রম্য অংশে আসীন হইয়া শ্রামণ্যধর্ম্ম পালন করিতে লাগিলেন।

এই চারি জন সন্ধ্যাকালে স্ব স্ব আসন ত্যাগ করিয়া মঙ্গলপুষ্করিণীর তীরে সমাগত হইলেন। পরস্পরকে অবলোকন করিবামাত্র তাঁহারা পূর্ব্বজন্মের স্নেহবশতঃ আনন্দিত হইলেন; তাঁহাদের মনে পূর্ব্বজন্মের সেই মৈত্রীভাব জাগরূক হইল; তাঁহারা পরস্পরকে প্রীতিসম্ভাষণপূর্ব্বক সেখানে উপবেশন করিলেন। শক্র মঙ্গলশিলাপট্টে বসিলেন; অন্য তিন জনও স্ব স্ব মর্য্যাদা বিবেচনা করিয়া যথাযোগ্য আসন গ্রহণ করিলেন।

অতঃপর শক্র বলিলেন, "আমরা চারিজনেই রাজা। দেখা যাউক, আমাদের মধ্যে কাহার শীল মহত্তর।" ইহা শুনিয়া নাগরাজ বরুণ বলিলেন, "আপনাদের তিন জনের শীল হইতে আমার শীলই মহত্তর।" শক্র জিজ্ঞাসিলেন, "ইহার কারণ কি?" "এই সুপর্ণ জাতাজাত সমস্ত নাগের শক্র; কিন্তু আমাদের প্রাণনাশক ঈদৃশ শক্রকে দেখিয়াও আমি ক্রুদ্ধ হই নাই; এই জন্যই বলিতেছি, আমার শীল মহত্তম।

১। যে জন ক্রোধের পাত্রে ক্রোধ নাহি করে, না উপজে ক্রোধ কভু যাহার অন্তরে,
হইলেও ক্রুদ্ধ তাহা না করে যে ব্যক্ত, তাহাকেই বলে লোকে শ্রমণ প্রকৃত।

[ইহা দশ নিপাতের চতুষ্পোষধ-জাতকের প্রথম গাথা।] *

আমার এই সকল গুণ আছে; এই কারণেই আমার শীল মহত্তম।" ইহা শুনিয়া সুপর্ণরাজ বলিলেন, "এই নাগ আমার প্রধান ভক্ষ্য; ঈদৃশ প্রধান খাদ্য সম্মুখে রহিয়াছে দেখিয়াও আমি যখন ক্ষুধা সংবরণপূর্ব্বক আহারহেতুক পাপ করিতেছি না, তখন বলিতে হইবে যে, আমারই শীল মহত্তম।

২। ক্ষুধা সহ্য করে যেই ক্ষুধার সময়, আহারের তরে যে না পাপে রত হয়,
তপোনিষ্ঠ, জিতেন্দ্রিয়, মিতপানাহার প্রকৃত শ্রমণ বলি প্রশংসা তাহার।"

অনন্তর দেবরাজ শক্র বলিলেন, "আমি নানাবিধ সুখের আলয় ও দেবলোকের ঐশ্বর্য্য পরিহার করিয়া শীলরক্ষার্থে মনুষ্যলোকে আসিয়াছি; এই কারণে আমারই শীল মহত্তম।

৩। আমোদ প্রমোদ সব যে করে বর্জ্জন, না বলে যে কভু কোন অলীক বচন,
বেশ, ভূষা, মৈথুনে যে নাহি হয় রত, তাহাকেই বলে লোকে শ্রমণ প্রকৃত।"

শক্র এইরূপে নিজের শীল বর্ণনা করিলেন। তাহা শুনিয়া ধনঞ্জয় † বলিলেন, "আমি প্রচুর ঐশ্বর্য্য এবং ষোড়শসহস্র নর্ত্তকীপূর্ণ অন্তঃপুর ত্যাগ করিয়া আজ উদ্যানে আসিয়া শ্রামণ্যধর্ম্ম পালন করিতেছি; এজন্য আমার আমারই শীল মহত্তম।

৪। দোষগুণ সমুদায় মনেতে বিচারি, কাম্য, লোভনীয় সর্ব্ব দ্রব্য পরিহরি,
থাকে যে সংযত; স্থির, ধীর, অনাসক্ত, অমন যে, তা'কে বলে শ্রমণ প্রকৃত।"

তাঁহারা এইরূপে সকলেই স্ব স্ব শীল মহত্তম বলিয়া বর্ণনা করিলেন। তখন শক্র ধনঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, আপনার সভায় এমন কোন পণ্ডিত আছেন কি, যিনি আমাদের এই সংশয় নিরাকরণ করিতে পারেন?" ধনঞ্জয় বলিলেন, "মহারাজগণ, বিদুর পণ্ডিত নামক এক ব্যক্তি আমার অর্থধর্ম্মানুশাসক; তিনি এই পদে যে ভার বহন করিতেছেন, অন্য কেহই তাহা বহন করিতে পারে না। তিনিই আমাদের সংশয় অপনোদন

* চতুষ্পোষধ-জাতকে (৪৪১) কিন্তু এ গাথা নাই।

† বুঝিতে হইবে যে পিতাপুত্র উভয়েরই নাম ধনঞ্জয়।

করিবেন। চলুন, আমরা তাঁহার নিকটে যাই।" "উত্তম প্রস্তাব" বলিয়া অপর তিনজন ইহাতে সম্মত হইলেন। অনন্তর তাঁহারা সকলে উদ্যান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ধর্ম্মসভায় গমন করিলেন, উহা সুসজ্জিত করিয়া বোধিসত্ত্বকে* পল্যঙ্কে উপবেশন করাইলেন এবং প্রীতি-সম্ভাষণপূর্ব্বক এক পার্শ্বে আসীন হইয়া বলিলেন, "পণ্ডিতবর, আমাদের মনে একটা সংশয় জন্মিয়াছে। আপনি তাহা অপনোদন করুন।

৫। মহাপ্রাজ্ঞ তুমি; ধর্ম্মার্থ-সম্বন্ধে উপদেশ তব করিয়া গ্রহণ
রাজা ধনঞ্জয় শাসেন এরাজ্য, করেন নিজের কর্ত্তব্য পালন।
বলিলাম মোরা গাথা চারি জনে; কিন্তু তাহা ল'য়ে মতদ্বৈধ ঘটে;
সে সংশয় দূর করিবার তরে আসিলাম সবে তোমার নিকটে।
কর অপনীত সংশয় মোদের, নিজ প্রজ্ঞাবলে তুমি, বিজ্ঞবর;
সংশয়বিহীন কর সবাকারে; লইলাম মোরা শরণ তোমার।"

তাঁহাদের কথা শুনিয়া বিধুর বলিলেন, "মহারাজগণ, আপনারা স্ব স্ব শীলসম্বন্ধে যে সকল গাথা বলিয়াছিলেন এবং যাহার জন্য মতভেদ ঘটিয়াছে, সেই সকল গাথায় আপনারা যাহা সাধুজনগ্রাহ্য তাহা বলিয়াছিলেন, কিংবা যাহা সাধুজনগ্রাহ্য নয় তাহা বলিয়াছিলেন, ইহা আমি কিরূপে জানিব?

৬। বিবাদের মূল যদি পারেন জানিতে, অর্থবিৎ পণ্ডিতেরা পারেন করিতে
সুমীমাংসা বটে তার; কিন্তু, ভূপগণ, তোমাদের গাথাগুলি না করি শ্রবণ,
দোষগুণ তাহাদের কবিতে নিশ্চয়, অতি বড় পণ্ডিতের(ও) সাধ্য নাহি হয়।

৭। কি বলিলা নাগরাজ, কিবা বৈনতেয়,
কি গাথা বলিলা শক্র প্রভু সুরঈশ্বর,

কি গাথা বলিলা কুরুরাজ ধনঞ্জয়,
শুনি পরে যথাজ্ঞান করিব বিচার।"

তখন শক্র প্রভৃতি এই গাথা বলিলেন:—

৮। নাগেশের মতে ক্ষান্তি শীল মহত্তম;
গরুড়ের মতে শ্রেষ্ঠ হয় মিতাহার;
দেবেশের মতে শ্রেষ্ঠ রতি-পরিহার;
কুরুরাজ অকিঞ্চনে দেন শ্রেষ্ঠাসন।

তাঁহাদের কথা শুনিয়া মহাসত্ত্ব এই গাথা বলিলেন:—

৯। সকলেই বলেছেন উত্তম বচন;
বলেন নি কেহ কিছু সাধুবিগর্হিত;
এই চতুর্ব্বিধ ধর্ম্মে যিনি প্রতিষ্ঠিত,
তাঁহাকেই বলা যায় প্রকৃত শ্রমণ।
চক্রনাভি মধ্যে সুসংলগ্ন অর যথা
সম্পাদে সর্ব্বতোভাবে চক্রের দৃঢ়তা,
তেমনি এ চারি গুণ অন্তরে নিহিত
হইলে চরিত্রভ্রংস ঘটেনা নিশ্চিত।

মহাসত্ত্ব এইরূপে চারিজনের শীলই একরূপ বলিয়া প্রতিপন্ন করিলেন। তাঁহার মীমাংসা শুনিয়া উক্ত চারিজনেই পরম প্রীত হইলেন এবং একটী গাথায় তাঁহার স্তুতি করিলেন:—

১০। নরকুলে শ্রেষ্ঠ তুমি; তোমার মতন ধর্ম্মগোপ্তা, ধর্ম্মবিৎ, বুদ্ধিমান্ জন
নাই এই ভুবনতলে। মহা প্রজ্ঞাবলে প্রশ্নের তাৎপর্য্য তুমি নিমেষে বুঝিলে।
অবলীলাক্রমে তুমি সংশয় ছেদন করিয়াছ আমাদের, ছেদে হে যেমন
গজদন্ত করপত্রদ্বারা দন্তকার। হইল সংশয় দূর আজ সবাকার।

* বিধুরই বোধিসত্ত্ব ছিলেন।

উক্ত চারি ব্যক্তি এইরূপে তাঁহার নিকট প্রশ্নের উত্তর শুনিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিলেন। অনন্তর শক্র তাঁহাকে দিব্য দুকূল দিয়া, গরুড় সুবর্ণমালা দিয়া, বরুণ (নাগরাজ) মণি দিয়া এবং ধনঞ্জয় সহস্রগবাদি দিয়া পূজা করিলেন। ধনঞ্জয় বলিলেন,

১১। প্রশ্নের উত্তর তুমি দিয়াছ সুন্দর; হইলাম তুষ্ট বড়, হে পণ্ডিতবর।
বৃষ এক, হস্তী এক, গবী দশশত, আজানেয় অশ্বযুক্ত দশখানি রথ,
সুন্দর সমৃদ্ধ ষোলখানি গ্রাম আর, এসব তোমায় আমি দিনু পুরস্কার।

শক্রাদি মহাসত্ত্বের পূজা করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রতিগমন করিলেন।

চতুষ্পোষধখণ্ড সমাপ্ত।

---

(২)

নাগরাজের ভার্য্যার নাম ছিল বিমলা দেবী। নাগরাজ গলদেশে যে মণি পরিতেন, তাহা দেখিতে না পাইয়া বিমলা জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভো, আপনার মণি কোথায়?" নাগরাজ বলিলেন, "ভদ্রে, চন্দ্র-নামক ব্রাহ্মণের পুত্র বিদুরের মুখে ধর্ম্মকথা শুনিয়া এত চিত্তপ্রসাদ লাভ করিয়াছিলাম যে, আমি তাঁহাকে মণিটী দিয়া পূজা করিয়াছি। কেবল আমি নই, স্বয়ং শক্র তাঁহাকে দিব্য দুকূল দিয়া, সুপর্ণরাজ সুবর্ণমালা দিয়া এবং রাজা ধনঞ্জয় সহস্র গবাদি দিয়া পূজা করিয়াছেন।" "তিনি তবে ধর্ম্মকথায় বেশ পটু?" "বল কি, ভদ্রে? বোধ হয় যেন এখন জম্বুদ্বীপে বুদ্ধের আবির্ভাব হইয়াছে। সমস্ত জম্বুদ্বীপের এক শত এক জন রাজা তাহার মধুর ধর্ম্মকথায় তাঁহার [illegible] এমন মুগ্ধ হইয়াছেন যে, তাঁহারা এখন স্ব স্ব রাজ্যে প্রতিগমন করিতেছেন না। বিদুর এতই মধুর ভাবে ধর্ম্মদেশন করিয়া থাকেন!" বিদুর পণ্ডিতের প্রশংসা শুনিয়া বিমলারও ইচ্ছা হইল যে তিনি তাঁহার মুখে ধর্ম্মকথা শ্রবণ করেন। তিনি ভাবিলেন, 'আমি যদি বলি, স্বামিন্, আমারও ইচ্ছা হইয়াছে যে, বিদুরের মুখে ধর্ম্মকথা শুনি; আপনি তাঁহাকে এখানে আনয়ন করুন, তবে সম্ভবতঃ ইনি সেই পণ্ডিতকে আনয়ন করিবেন না। অতএব পীড়ার ভাণ করিয়া বলা যাউক যে, সেই পণ্ডিতের হৃদয়-মাংস খাইবার জন্য আমার দোহদ জন্মিয়াছে।' ইহা স্থির করিয়া বিমলা পরিচারিকাদিগকে ইঙ্গিত করিয়া শুইয়া রহিলেন। যে সময় নাগেরা নাগরাজকে দর্শন করিতে যাইত, সে দিন ঐ সময়ে বিমলাকে দেখিতে না পাইয়া তিনি পরিচারিকাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিমলা কোথায়?" তাহারা বলিল, "প্রভু, তাঁহার অসুখ করিয়াছে।" ইহা শুনিয়া নাগরাজ বিমলার নিকটে গেলেন এবং শয্যার পার্শ্বে উপবেশনপূর্ব্বক তাঁহার গা টিপিতে টিপিতে প্রথম গাথা বলিলেন:—

১। শরীর হয়েছে পাণ্ডু, দুর্ব্বল তোমার; দেহের বরণ নাই পূর্ব্ববৎ আর।
বল, প্রিয়ে, কিছুমাত্র না করি গোপন, কিরূপে হয়েছে বাধা শরীরে এমন।

বিমলা বলিলেন,

২। হয়ে থাকে, নাগরাজ, স্ত্রী জাতির ইচ্ছা এক কখন কখন;
দুর্দ্দম্যা সে ইচ্ছা বড়; দোহদ বলিয়া তারে জানে সর্ব্বজন।
হয়েছে আমার, নাথ, বিদুরের হৃৎপিণ্ড খাইতে বাসনা,
এখানে আনিতে তাঁরে পার যদি সদুপায়ে মা করি বঞ্চনা।

ইহা শুনিয়া নাগরাজ তৃতীয় গাথা বলিলেন:—

৩। অদ্ভুত দোহদ তব কে বল পুরাবে? যেন্তে চাও চন্দ্র, সূর্য্য কিংবা বায়ুদেবে।
বিদুরের দর্শন মিলাও দুর্লভ কে পারে আনিতে তাঁরে সন্নিধানে তব?

নাগরাজের কথা শুনিয়া বিমলা বলিলেন, "বিদুরের হৃন্মাংস না পাইলে এখানেই আমার মরণ হইবে।" তিনি পাশ ফিরিয়া নাগরাজের দিকে পৃষ্ঠ রাখিয়া এবং পরিহিত বস্ত্রের অঞ্চল দ্বারা মুখ ঢাকিয়া শুইয়া রহিলেন। নাগরাজও নিজের শয়নকক্ষে গিয়া বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন, 'বুঝিতেছি যে, বিমলা বিদুরের হৃন্মাংস আনাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন। তাহা না পাইলে তিনি বাঁচিবেন না। কিন্তু আমি কি উপায়ে তাহা পাইব?' নাগরাজের ইরন্দতী-নাম্নী এক কন্যা ছিলেন। তিনি এই সময়ে সর্ব্বালঙ্কারে বিভূষিতা হইয়া নিজের সৌন্দর্য্যচ্ছটা বিকিরণ করিতে করিতে পিতৃদর্শনে উপস্থিত হইলেন এবং পিতাকে প্রণাম করিয়া এক পার্শ্বে উপবেশনপূর্ব্বক বুঝিতে পারিলেন, দুশ্চিন্তাবশতঃ নাগরাজের চিত্তবৈকল্য ঘটিয়াছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "পিতঃ, আপনাকে যে নিতান্ত দুর্ম্মনায়মান দেখিতেছি, ইহার কারণ কি?

৪। কি দুশ্চিন্তা আজ অন্তরে তোমার? হয়েছে শ্রীমুখ কেন পরিম্লান
করবিমর্দ্দিত কমলের মত? কি হেতু হয়েছ দুর্ম্মনায়মান?
তুমি অরিন্দম, ঐশ্বর্য্য অপার রয়েছে তোমার ভোগে নিয়োজিত,
তবে কি কারণ করিতেছ শোক? বিষাদের ভার পরিহর, পিতঃ।"

কন্যার কথা শুনিয়া নাগরাজ বিষাদের কারণ বলিলেন :—

৫। "মাতা তব, ইরন্দতি, চাহেন খাইতে বিদুরের হৃৎপিণ্ড। কে পারে আনিতে
বিদুর পণ্ডিতে হেথা? দর্শন(ই) তাঁহার দেবনাগনরভাগ্যে ঘটে উঠা ভার।

মা, বিদুরকে আমার নিকট আনিতে পারে, এখানে এমন কেহ নাই। যাহাতে তোমার মাতার প্রাণরক্ষা হয়, তুমিই তাহার ব্যবস্থা কর। বিদুরকে আনিতে পারে, তুমি এমন কোন ভর্ত্তা অনুসন্ধান কর।' তিনি কন্যাকে উৎসাহ দিবার জন্য অর্দ্ধগাথা বলিলেন :—

৬(ক)। হেন কোন ভর্ত্তা তুমি যাও লো খুঁজিতে পারিবেন যিনি হেথা বিদুরে আনিতে।

নাগরাজ কামমূঢ় হইয়া কন্যাকে যাহা বলা অনুচিত, তাহাই বলিলেন।

৬(খ)। শুনি ইহা ইরন্দতী ভর্ত্তার সন্ধানে নিশিতে করিল যাত্রা কামাসক্তমনে।

ইরন্দতী বিচরণ করিতে করিতে হিমালয় পর্ব্বতে বর্ণগন্ধরসসম্পন্ন পুষ্পসমূহ আহরণ করিলেন, সমস্ত পর্ব্বতটাকে একটা মহার্হ মণির ন্যায় সাজাইলেন, উহার উপরিভাগে পুষ্পশয্যা রচনা করিলেন এবং মনোহর নৃত্য করিতে করিতে মধুর স্বরে সপ্তম গাথা গান করিলেন :—

৭। গন্ধর্ব্ব-রাক্ষস-নাগ-কিম্পুরুষ-নর সর্ব্বকামপ্রদ যিনি, পণ্ডিতপ্রবর,
আছেন কি হেন কেহ পুরি মনস্কাম আজীবন যিনি মোর ভর্ত্তা হ'তে চান?

ঐ সময়ে মহারাজ বৈশ্রবণের ভাগিনেয় পূর্ণক-নামক যক্ষসেনাপতি ত্রিযোজনপ্রমাণ মনোময়* সৈন্ধব অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক মনঃশিলাময়ী অধিত্যকায় উপস্থিত হইবার জন্য কালপর্ব্বতের উপর দিয়া গমন করিতেছিলেন। তিনি ইরন্দতীর গান শুনিতে পাইলেন; অমনি ভবান্তরানুভূত স্ত্রীকণ্ঠনিঃসৃত সেই গীতশব্দ তাঁহার ত্বঙ্‌মাংসাদি ভেদ করিয়া তাঁহার অস্থিমজ্জায় প্রবিষ্ট হইল। তিনি বিমুগ্ধচিত্তে প্রতিবর্ত্তন করিলেন এবং অশ্বপৃষ্ঠের আসনে থাকিয়াই ইরন্দতীকে আশ্বাস দিবার জন্য বলিলেন, "ভদ্রে, কোন চিন্তা নাই; আমি প্রজ্ঞাবলে, ধর্ম্মবলে ও শমবলে বিদুরের হৃৎপিণ্ড আনয়ন করিতে সমর্থ।†

৮। হব পতি তব; শঙ্কা করিও না মনে; হব তব ভর্ত্তা আমি, অনিন্দ্যনয়নে!
আছে মোর বুদ্ধি, আমি প্রভাবে যাহার পারিব করিতে পূর্ণ বাসনা তোমার।
দিলাম আশ্বাস; কর পরিহার ভয়; হইবে আমার ভার্য্যা তুমি লো নিশ্চয়।"

* মনোময়=মনদ্বারা গঠিত, ঐন্দ্রজালিক।

† বুঝিতে হইবে যে ইরন্দতী পূর্ণককে দেখিবামাত্র নিজের পণ জানাইয়াছিলেন।

৯। ছিলা ইরন্দতী পূর্ব্বজন্মে পূর্ণকের ভার্য্যা ; তাই এবে তাঁর হইল চিত্তের
ভাব ঠিক সেই মত . বলিলা সুন্দরী, "পিতার নিকটে মোর চল ত্বরা করি।
কি চাই আমরা কিসে হইবে কল্যাণ, বলিবেন বুঝাইয়া সেই মতিমান্।"
১০। অলঙ্কৃতা, সুবসনা, চন্দনচর্চ্চিতা, বিচিত্র-সুগন্ধি-পুষ্পমাল্যবিভূষিতা
ইরন্দতী ধরি হস্ত যক্ষের গ্রহণ পিতার সদনে গিয়া দিলা দরশন।

যক্ষ পূর্ণক ইরন্দতীকে বাহিরে রাখিয়া * নাগরাজের নিকটে গিয়া তাঁহার কন্যা প্রার্থনা করিলেন :—

১১। কৃপা করি, নাগরাজ, করুণ শ্রবণ প্রার্থনা করিতে যাহা হেথা আগমন।
আপনার কন্যা ইরন্দতীকে বিবাহ করিতে আমার বড় হয়েছে আগ্রহ।
উপযুক্ত শুল্ক আমি দিব আপনারে ; করুন সমাঙ্গীভূত আমা দুজনারে।
১২। শত হস্তী, শত অশ্ব, অশ্বতরী শত, নানা রত্নে পূর্ণ শত বৃহৎ শকট —
এ সকল উপহার দিব তব পায়। করুন দুহিতা দিয়া কৃতার্থ আমায়।

নাগরাজ বলিলেন,

১৩। জ্ঞাতিবন্ধুমিত্রদের পরামর্শ বিনা কন্যাসম্প্রদান আমি করিতে পারি না।
না করি মন্ত্রণা, কার্য্যে প্রবৃত্ত যে হয়, অনুতাপভাগী শেষে হয় সে নিশ্চয়।
১৪, ১৫। নাগেশ বরুণ প্রবেশিয়া অতঃপর অন্তঃপুরে বিমলাকে ডাকিলা সত্বর।
বলিলা তাঁহারে, "ভদ্রে, যক্ষকুলোত্তম পূর্ণক প্রার্থনা করে দুহিতাকে মম।
দিবে সে বিপুল শুল্ক। বল ভাবি দেখি স্নেহেরপুত্তলি তা'কে সমর্পিব না কি ?"

বিমলা বলিলেন,

১৬। ধনবিত্তদানলভ্যা নয় ইরন্দতী সেই সুপণ্ডিত যদি হবে তার পতি,
পণ্ডিতের হৃৎপিণ্ড ধর্মবলে পেয়ে আনিতে সমর্থ যেই হবে নাগালয়ে।
এই শুল্কে লভ্যা মোর তনয়া, রাজন্ . অন্য শুল্কে—বিত্তে কিছু নাই প্রয়োজন।
১৭। শুনি বিমলার কথা বরুণ তখন করিলেন অন্তঃপুর হতে নিষ্ক্রমণ।
পূর্ণককে সম্বোধন করি অতঃপর বলিলা বক্তব্য নিজ নাগকুলেশ্বর :—
১৮। ধনবিত্তদানলভ্যা নয় ইরন্দতী। পাব তুমি, ওহে যক্ষ, হ'তে তার পতি,
পণ্ডিতের হৃৎপিণ্ড ধর্মবলে পেয়ে আনিতে সমর্থ যদি হও নাগালয়ে।
শুধু এই শুল্কে লভ্যা তনয়া আমার ; চাই না ক অন্য ধন বিনিময়ে তার।

পূর্ণক বলিলেন,

১৯। এক জনে বলে যারে পণ্ডিতপ্রধান, অন্যে তারে মূর্খ বলি করে হেয়জ্ঞান,
এ সম্বন্ধে মতভেদ যখন এমনি, কোন্ পণ্ডিতকে লক্ষ্য করেন আপনি ? +

নাগরাজ বলিলেন,

২০। কুরুরাজ ধনঞ্জয় উপদেশ পালি যাঁর
সুপথে চলেন সদা, শুনেছ কি নাম তাঁর ?
বিদুর তাঁহার নাম ; সুপণ্ডিত বিচক্ষণ ;
সদুপায়ে তাঁরে তুমি কর হেথা আনয়ন।
লভ মোর দুহিতারে দিয়া তুমি এই পণ ;
পত্নী হ'য়ে সেবা তব করিবে সে আজীবন।"

---

* মূলে 'পটিহারেত্বা' আছে। নূতন পালি অভিধানে ইহার যে অর্থ আছে, তাহাই গ্রহণ করিয়া অনুবাদ করা হইল। কিন্তু কষ্টকল্পনাদ্বারা ইহার আরও একটা অর্থ করা যাইতে পারে :—"প্রতিহারীর দ্বারা সংবাদ দিয়া"।

\+ ইরন্দতী পূর্ব্বেই বিদুর পণ্ডিতের নাম করিয়াছিলেন। এখন পূর্ণক তাঁহার সবিশেষ পরিচয় জানিবার উদ্দেশ্যে এইরূপ বলিতেছেন।

২১। শুনি বরুণের বাণী সানন্দ অন্তরে
উঠিলা আসন হতে যক্ষসেনাপতি।
সেখানেই সেই বেশে, অনুচরে ডাকি
দিলা আজ্ঞা, "আজানের সৈন্ধব তুরগ
সাজায়ে সত্বর হেথা কর আনয়ন।
২২। সেই অশ্ব আন, যার কর্ণ স্বর্ণময় ;
রক্তমণিময় যার খুর চারিখানি ;
গঠিত লোহিত স্বর্ণে * উরশ্ছদ যার।"

পূর্ণকের ভৃত্য তৎক্ষণাৎ ঘোটক আনয়ন করিল ; তিনি তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া আকাশমার্গে গমনপূর্ব্বক বৈশ্রবণের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং নাগলোকের শোভা বর্ণন করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। এই ঘটনা বুঝাইবার জন্য কয়েকটী গাথা বলা যাইতেছে :—

২৩। দেবের বাহন সেই দিব্য অশ্বোপরি
আরোহি পূর্ণক (কৃষ্ণ কেশশ্মশ্রু যাঁর)
উঠিলা নিমেষমধ্যে অন্তরিক্ষলোকে।
২৪। কামানলদগ্ধ সেই পূর্ণকের মনে
জন্মিল দুর্দ্দম্যা ইচ্ছা ইরন্দতী তরে।
বিভূতিসম্পন্ন ভূতপতি কুবেরের
নিকটে বলেন তিনি এতেক বচন :—
২৫। প্রথিতা হিরণ্যবতী নামে নাগপুরী ;
[illegible]
সুবর্ণে গঠিত সেই নাগরাজধানী।
২৬। পদ্মরাগ-বৈদূর্য্যাদি†-মণিতে খচিত
অট্টালক শোভে তার ওষ্ঠগ্রীবাকার‡,
মণিশিলা বিনির্ম্মিত প্রাসাদ সকল
স্বর্ণে রত্নে আচ্ছাদিত ভিতরে বাহিরে।
২৭, ২৮। আম্র, জম্বু, সপ্তপর্ণী, কেতকী, তিলক,
মুচকুন্দ, উদ্দালক, সিন্ধুবার, সহ,
প্রিয়ক, নাগমালিকা, ভদ্রক, চম্পক,
কোল ও ভগিনীমালা —এ সকল তরু,
ফলপুষ্পে অবনত শাখা যাহাদের,
করে নাগভবনের শোভা বিবর্দ্ধিত। §

---

* মূলে জম্বোনদস্স' আছে। জম্বু নামক নদীতে যে বিশুদ্ধ রক্তাভ পীতোজ্জ্বল স্বর্ণ পাওয়া যাইত, তাহাকে জাম্বুনদ বলিত।

† "লোহিতঙ্কমসারগল্লিকো"। লোহিতঙ্ক=লোহিতক বা পদ্মরাগমণি (ruby); মসারগল্ল=কবরমণি বা বৈদূর্য্য (cat's eye)।

‡ "ওট্ঠগীবিয়ো"। অট্টালকগুলি গ্রীবাকার ও ওষ্ঠাকার, কিংবা তাহাদের গায়ে ওষ্ঠ ও গ্রীবার আকারের গড়ন ছিল।

§ উদ্দালক—সোঁদালি (casia fistula)। সিন্ধুবার—নিষিন্দা। 'সহ' সম্বন্ধে টীকাকার বলেন যে, ইহা 'সহকার'। যে আম গাছের ফল অতি সুগন্ধযুক্ত (যেমন বৃন্দাবনী), তাহা সহকার। "সহকারোঽতি সৌরভঃ"। সংস্কৃত সাহিত্যে 'সহ' শব্দে অন্য জাতীয় কোন কোন উদ্ভিদও বুঝায় (যেমন রাস্না)। উপরিভদ্র বা ভদ্রক—দেবদারু কিংবা কদম্ব। 'নাগমালিকা' অভিধানে নাই। দ্রাবিড় দেশে এক জাতীয় যূথিকাকে 'নাগমল্লি' বলে। 'ভগিনীমাল' কি তাহা জানি না। কুণাল-জাতকে (৫৩৬) 'ভুগিনী'-নামক বৃক্ষের নাম পাওয়া গিয়াছে।

২৯। ইন্দ্রনীলমণিময় খর্জ্জুর পাদপ
রয়েছে সেখানে এক ; নিত্য বিভূষিত
কনককুসুমে যাহা ; হেন রম্যস্থানে
মহর্দ্ধি ঔপপাদিক * নাগেশ বরুণ
নিয়ত করেন বাস পরিজন সহ।

৩০। মহিষী বিমলা তাঁর সুচারুদর্শনা,
সুবর্ণপ্রতিমাসমা, তরুণী, সুন্দরী,
মধুর-বিলাসবতী, কালালতা যথা
দোলে যবে মৃদুমন্দ সমীর হিল্লোলে।
স্তনাগ্রে চুচুকদ্বয় নিম্বফলনিভ।

৩১। উজ্জ্বল দেহের বর্ণ, করপদতল
লাক্ষারসে সুরঞ্জিত, বিরাজেন তিনি
বিরাজে নিবাত স্থানে পুষ্পসমুজ্জ্বল
কর্ণিকার তরু যথা ; কিংবা ইন্দ্রালয়ে
বিরাজে অপ্‌সরা যথা ; অথবা যেমন
ঘনমেঘবিনিঃসৃতা শোভে সৌদামিনী।

৩২। জন্মেছে বিস্ময়কর দোহদ তাঁহার—
চান তিনি বিদুরের হৃৎপিণ্ড পাইতে।
আনি উহা দিব, প্রভো, নাগদম্পতীকে ;
কন্যাদানে তুষিবেন তাঁহারা আমায়।

বৈশ্রবণের অনুমতি বিনা যাইতে সাহস ছিলনা বলিয়া পূর্ণক তাঁহার অবগতির জন্য এই সকল গাথা বলিলেন। বৈশ্রবণ কিন্তু তাঁহার কথা শুনিতে পাইলেন না, কারণ তখন তিনি, দুইজন দেবপুত্রের মধ্যে একটা বিমানের অধিকার লইয়া যে বিবাদ হইয়াছিল, তাহার নিষ্পত্তি করিতেছিলেন। পূর্ণক বুঝিলেন যে, তাঁহার কথা বৈশ্রবণের কর্ণগোচর হয় নাই। দেবপুত্রদ্বয়ের মধ্যে যিনি বিচারে জয়ী হইলেন, পূর্ণক তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলেন। বৈশ্রবণ বিচারান্তে পরাজিত দেবপুত্রের দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া অপর দেবপুত্রকে বলিলেন, "যাও, তোমার বিমানে গিয়া বাস কর।" কিন্তু তিনি 'যাও" পদটী উচ্চারণ করিবামাত্র পূর্ণক কতিপয় দেবপুত্রকে সাক্ষী করিয়া বলিলেন, 'আপনারা শুনিলেন, মাতুল মহাশয় আমাকে যাইতে আজ্ঞা দিলেন।" অনন্তর পূর্বে যেরূপ বলা হইয়াছে, সেইভাবে সৈন্ধব ঘোটক আনাইয়া তিনি তাহার পৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৩৩। বিভূতিসম্পন্ন ভূতনাথ কুবেরকে
বলি ইহা লইলেন বিদায় পূর্ণক।
সেখানেই উপস্থিত অনুচরে ডাকি
বলিলেন, "আজানের সৈন্ধব তুরগ
সাজায়ে সত্বর হেথা কর আনয়ন।

৩৪। সেই অশ্ব আন, যার কর্ণ স্বর্ণময় ;
রক্তমণিময় যার খুর চারিখানি ;
গঠিত লোহিত স্বর্ণে উরশ্ছদ যার।"

---

* পালি 'ওপপাতিক', সংস্কৃত 'ঔপপাদুক' বা 'ঔপপাদিক।' যে জন্মে শুক্রশোণিতের সংযোগ বিনা স্বকর্ম্মবলে প্রতিসন্ধি লাভ করে, তাহা ঔপপাদিক নামে অভিহিত। যিনি এ ভাবে জন্মান্তর প্রাপ্ত হন, তাঁহাকেও উপপাদিক বলা যায়। এরূপ জন্ম দেবতাদিগের লভ্য। সুধাভোজন-জাতকেও (৫৩৫) উপপাদিক জন্মের উল্লেখ আছে।

৩৫। দেবের বাহন সেই দিব্য অশ্বোপরি
আরোহি পূর্ণক (কংপ্ত কেশশ্মশ্রু যাঁর)
উঠিলা নিমেষমধ্যে অন্তরিক্ষলোকে।

আকাশপথে যাইবার কালে পূর্ণক ভাবিতে লাগিলেন, "বিধুর পণ্ডিতের বহু অনুচর আছে; তাঁহাকে যে বলপ্রয়োগ করিয়া ধরিতে পারিব, ইহা অসম্ভব। ধনঞ্জয় রাজা দ্যূতবিশারদ; তাঁহাকে দ্যূতে পরাজিত করিয়া বিধুরকে গ্রহণ করিতে হইবে। রাজার কোষে বহুরত্ন আছে; তিনি অল্পমূল্য কোন পণ* রাখিয়া দ্যূতক্রীড়া করিবেন না। অতএব কোন মহার্ঘ রত্ন লইয়া যাওয়া আবশ্যক, কারণ রাজা যে সে রত্ন গ্রহণ করিবেন না। রাজগৃহ নগরের নিকটে বিপুল গিরির অভ্যন্তরে রাজচক্রবর্তীর পরিভোগ্য এক মহার্ঘ মণি আছে। ঐ মণির অদ্ভুত শক্তি। আমি উহা লইয়া রাজাকে লোভ দেখাইব এবং দ্যূতে জয়লাভ করিব।" অনন্তর পূর্ণক তাহাই করিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৩৬। গেলেন পূর্ণক ত্বরা রাজগৃহ-ধামে।
ধনধান্যে, অন্নপানে পূর্ণ সে নগর,
অঙ্গরাজ নিকেতন, † শক্রপুরীসম,
অমরাবতীর মত বিরাজে ভূতলে।

৩৭। ক্রৌঞ্চময়ূরের নাদে সদা মুখরিত,
কলকণ্ঠ বিহগের মধুর কূজনে
[illegible] ক্রীড়াভূমি যেথা, সুন্দর অঙ্গন ‡
শোভিছে যে পর্বতের গাত্রে শত শত,
কুসুমভূষণে হয়ে সুশোভিত যাহা
দ্বিতীয় হিমাদ্রিবৎ করিছে বিরাজ,

৩৮। বিপুল-নামক সেই শৈলে আরোহণ
করিলা পূর্ণক; মণি লাগিলা খুঁজিতে
পাইলা দর্শন তার গিরিকূট মাঝে।

৩৯। বৈদূর্য সে মহামণি দীপ্ত, দ্যুতিমান,
বিদ্যুল্লতাসমপ্রভ; যে ধন যে চায়,
মণির প্রভাবে সেই তখন(ই) তা' পায়।

৪০। দেখি সেই মহামূল্য, মহাশক্তিমান্,
মনোহর মহামণি লইলা তুলিয়া
পূর্ণক সুন্দরবপু; আজানেয়পৃষ্ঠে
আরোহণ করি পুনঃ অন্তরিক্ষপথে
ইন্দ্রপ্রস্থ-অভিমুখে হইলা ধাবিত।

৪১। হয়ে উপস্থিত সেথা, নামি অশ্ব হ'তে,
প্রবেশিলা কুরুরাজসভায় পূর্ণক।
এক শত এক রাজা ছিলেন সেথায়;
অকম্পিতচিত্তে তবু করিলা আহ্বান
দ্যূতে সবে।

---

* মূলে 'লক্ষ' শব্দ আছে। বৈদিক সাহিত্যেও ইহা 'পণ' বা 'বাজি' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।
† টীকাকার বলেন যে রাজগৃহ তখন অঙ্গরাজের অধীন ছিল। ইতিহাস কিন্তু এ সাক্ষ্য দেয় না।
‡ অঙ্গনাকার সমতলভূমি, যেমন বৈভার পর্বতস্থ জরাসন্ধের বৈঠক (?)।

৪২। কে আছেন রাজগণ মাঝে,
চান যিনি দ্যূতে জিতি পেতে রত্নোত্তম ?
পরাজিত করি কিংবা আমিই বা কারে
লভিব উত্তম ধন ? পাব মহামণি
জিতি দ্যূতে কার সঙ্গে ? কিংবা কোন্ রাজা
জিতিয়া লবেন এই মহারত্ন মোর ?

পূর্ণক এইরূপে চারিটী পাদে* কুরুরাজকে নিজের উদ্দেশ্য জানাইয়া পাঠাইলেন। রাজা ভাবিলেন, 'এত আস্পর্দ্ধার সহিত কথা বলিতে পারে, এমন লোক ত আমি কখনও দেখিতে পাই নাই। লোকটা কে?' তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,

৪৩। কোন্ রাজ্যে জন্ম তব ? কুরুরাজ্যবাসী যারা,
এভাবে ত কথাবার্ত্তা কভু নাহি বলে তারা।
সুন্দর শরীর তব, শরীরের দীপ্তি আর
হেরি অভিভূত মন হইয়াছে সবাকার।
কি নাম তোমার, বল ; কাহারা বান্ধব তব ?
জিজ্ঞাসি তোমারে আমি, সত্য করি বল সব।

ইহা শুনিয়া পূর্ণক ভাবিলেন, 'এই রাজা আমার নাম জিজ্ঞাসা করিতেছেন ; আমি ত কুবেরের দাস। আমি যদি পূর্ণক নামে নিজের পরিচয় দি, তবে ইনি মনে করিবেন, এ লোকটা নিজে দাস হইয়া আমার সহিত এরূপ প্রগল্‌ভভাবে কথা বলিতেছে কেন ? ফলতঃ ইনি আমাকে অবজ্ঞা করিবেন ; অতএব ভূতপূর্ব্বজন্মে আমার যে নাম ছিল, তাহা বলিয়াই আত্মপরিচয় দিব।" ইহা স্থির করিয়া তিনি বলিলেন,

৪৪। মাণবক আমি, ভূপ ; গোত্রে মোর কাত্যায়ন,
অনূন † এ নাম মোর ; জানে ইহা সর্ব্বজন।
জ্ঞাতি বন্ধুগণ মোর অঙ্গদেশে করে বাস,
অক্ষক্রীড়া হেতু আমি এসেছি তোমার পাশ।

রাজা জিজ্ঞাসিলেন, "মাণবক, দ্যূতে পরাজিত হইলে তুমি কি দিবে ? তোমার কি আছে ?

৪৫। মাণবক তুমি ; তব আছে কি রতন,
জিতি যাহা লবে, বল, অক্ষাসক্ত জন ?
রাশি রাশি আছে রত্ন রাজার ভাণ্ডারে,
দরিদ্র কি করে দ্যূতে আহ্বান তাঁহারে ?"

পূর্ণক বলিলেন,

৪৬। এই দ্যুতিমান্ মণি মোর, নরবর,
রত্নশ্রেষ্ঠ ইহা ; এর নাম 'মনোহর'।
যে জন যে ধন চায় পারে ইহা দিতে।
দ্যূতে যে সমর্থ হবে মোরে পরাজিতে,
এই মহামণি, আর অরাতিদমন
এই আজানেয় সেই করিবে হরণ।

ইহা শুনিয়া রাজা বলিলেন,

৪৭। এক মণি, এক অশ্ব, বল কি করিবে ?
এ লোভে কি দ্যূতে কেহ প্রবৃত্ত হইবে ?
রাশি রাশি মহামণি মহাদ্যুতিমান্,
শত শত অশ্ব বায়ুসম বেগবান্
আছে, তুমি জান না কি প্রত্যেক রাজার ?
সর্ব্বস্ব তোমার তার তুলনায় ছার।

দোহদখণ্ড সমাপ্ত।

---

* ৪২শ গাথাটী মূলে চারি চরণবিশিষ্ট।

† 'অনূন' পদটী শ্লিষ্ট। ন + ঊন = (১) কোন অংশে খাট নয় অর্থাৎ গৌরবব্যঞ্জক ; (২) কোন অংশে কম নয় অর্থাৎ পূর্ণ বা পূর্ণক ;

(৩)

রাজার কথা শুনিয়া পূর্ণক বলিলেন, "মহারাজ, আপনি এরূপ কথা বলিবেন না। একটী অশ্ব আছে; সহস্র অশ্ব আছে, লক্ষ অশ্ব আছে। একটা মণি আছে, সহস্র মণিও আছে। কিন্তু সকল অশ্ব একযোগ করিলেও অনেক সময় একটার তুল্যমূল্য হয় না। আমার অশ্বের বেগ কিরূপ, একবার দেখুন।" ইহা বলিয়া পূর্ণক সেই আজানেয়ের পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন এবং প্রাকারের শীর্ষ দিয়া ধাবিত হইলেন। প্রথমে বোধ হইল যেন সপ্তযোজন-ব্যাপী নগরপ্রাচীর সর্ব্বত্রই অশ্বদ্বারা পরিবেষ্টিত হইতেছে এবং ঐ সকল অশ্বের গ্রীবাগুলি পরস্পর আঘাত করিতেছে। ক্রমে বেগ আরও বর্দ্ধিত হইল; তখন কি অশ্ব, কি যক্ষ, কাহাকেও আর দেখা গেল না; মনে হইল আরোহীর উদরবন্ধ রক্তপট্টখানি দ্বারা যেন সমস্ত নগর বেষ্টিত হইয়া রহিয়াছে। অনন্তর পূর্ণক অশ্ব হইতে অবতরণপূর্ব্বক বলিলেন, "মহারাজ, আমার অশ্বের বেগ দেখিলেন ত?" রাজা বলিলেন, "হাঁ, দেখিয়াছি।" "তবে আরও দেখুন," ইহা বলিয়া তিনি নগরমধ্যস্থ উদ্যানের ভিতর একটা জলাশয়ের পৃষ্ঠোপরি অশ্ব চালাইলেন; অশ্বটা লম্ফ দিতে দিতে ধাবিত হইল, কিন্তু তাহার খুরাগ্রও জলসিক্ত হইল না। অতঃপর তিনি অশ্বটাকে পদ্মপত্রের উপর দিয়া বিচরণ করাইলেন এবং করতালি দিয়া হস্ত প্রসারণ করিলেন; অশ্ব অমনি আসিয়া তাহার হস্ত-তলের উপর দাঁড়াইল।" ইহা দেখাইয়া পূর্ণক বলিলেন, "নরনাথ, ভাবিয়া দেখুন ত ইহাকে অশ্বরত্ন বলা যায় না কি?" রাজা বলিলেন, "মাণবক, ইহা অশ্বরত্নই বটে।" "আচ্ছা; এখন অশ্বরত্নকে রাখিয়া দেওয়া যাউক; এক বার আমার মণিরত্নের ক্ষমতা দেখুন।" অনন্তর পূর্ণক কয়েকটী গাথায় তাঁহার মহামণির ক্ষমতা বর্ণনা করিলেন :—

৪৮, ৪৯। দেখুন হে নরশ্রেষ্ঠ রয়েছে নির্ম্মিত
এ মণির অভ্যন্তরে মূর্ত্তি নানাবিধ—
স্ত্রীমূর্ত্তি, পুরুষমূর্ত্তি, মূর্ত্তি পশুদের,
শকুন-নাগের মূর্ত্তি, মূর্ত্তি সুপর্ণের।

৫০। গজসাদি-রথি-পত্তি-অশ্বারোহগণ—
চতুরঙ্গ বল—ধ্বজ বিচিত্রবরণ,
এ মণির অভ্যন্তরে রয়েছে নির্ম্মিত;
হেরি অরাতিরা হয় সততে কম্পিত।

৫১। গজসাদী, রাজরক্ষী,* মহারথ কত,
পদাতিক,—ব্যূহবদ্ধ যোদ্ধা শত শত
রয়েছে নির্ম্মিত এই মণির ভিতরে।

৫২। নির্ম্মিত এ মণিমধ্যে, দেখুন চাহিয়া,
সুন্দর নগর এক, বেষ্টিয়া যাহার
প্রাকার সুদৃঢ়ভিত্তি আছে দাঁড়াইয়া
অনেক তোরণ সহ; বহু শৃঙ্গাটক।†

৫৩। সুন্দর পরিখা; স্তম্ভ, অর্গল, কীলক,
অট্টালক, দ্বার এর সব(ই) সুগঠিত।

৫৪, ৫৫। তোরণের পথে, হের, রয়েছে নির্ম্মিত
বিহঙ্গম নানাজাতি—ময়ূর, উৎক্রোশ,
পিক, চক্রবাক, চিত্রা,‡ জীবঞ্জীব আদি।

* অনীকস্থ (পা॰ অনীকট্‌ঠ)। ৪র্থ খণ্ডের ৯৩-ম পৃষ্ঠের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

† শৃঙ্গাটক—তিনটী কিংবা চারিটী পথের মেলনস্থান। ‡ টীকাকার বলেন যে চিত্র = চিত্রপত্র কোকিল (পাপিয়া কি?)। এই সকল পক্ষীর নাম সুধাভোজন-জাতকেও (৫ম খণ্ড, ২৫৫ম পৃষ্ঠে) পাওয়া গিয়াছে।

৫৬। অদ্ভুত, বিস্ময়কর নগর সুন্দর
সুবর্ণ প্রাচীরে ওই রয়েছে বেষ্টিত।
স্বর্ণরেণু দ্বারা ওর আকীর্ণ ভূতল।
বিচিত্র পতাকা উড়ে প্রাসাদশিখরে।

৫৭। হের পণ্যশালা* সব কি সুন্দররূপে
হইয়াছে সুবিভক্ত প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে।
পরস্পর অসংলগ্ন হের গৃহরাজি—
প্রত্যেকের দুই পার্শ্বে রহিয়াছে পথ—
কোনটা প্রশস্ত, যাহে করে গতায়াত
শকটাদি; অপ্রশস্ত পথগুলি দিয়া
করে লোকে ইতঃস্ততঃ গমনাগমন। †

৫৮। রয়েছে আপান ভূমি, মদ্যপায়িগণ,
শূনা, ওদনিকগৃহ, বারাঙ্গনা কত, ‡

৫৯। গ্রন্থ-অধ্যয়নরত মাণবকগণ,
রজক, বস্ত্রবিক্রেতা, শিল্পী শত শত—
মালাকার, স্বর্ণকার, মণিকার আদি—
হের এই মণিমধ্যে নির্ম্মিত, রাজন্।

৬০। সূপকার-পাচক-নর্ত্তক-নটগণ,
গায়ক—গাইছে যারা করতালি দিয়া §
বাদক বাজাইতেছে যন্ত্র—কুম্ভথূণ,

৬১, ৬২। পণব, দিণ্ডিম, শঙ্খ, ভেরী ও মৃদঙ্গ,
কাংস্য, করতাল, বীণা, [illegible]
সুমধুর, [illegible], শ্রুতিসুখকর,
হের এ সকল এই মণিতে নির্ম্মিত।

৬৩। মল্ল ঝল্ল, লঙ্ঘক, মায়াবী, বৈতালিক,
বিদূষক—মণিমধ্যে হের বিনির্ম্মিত। ¶

৬৪। রয়েছে ভিতরে এর চারু রঙ্গভূমি,
মঞ্চোপরি মঞ্চ কত হয়েছে গঠিত।
বসিয়া তাহাতে নরনারী শত শত
সমাজ-উৎসব তারা করে দরশন।

---

* "পন্নস্ ভূঃ পন্নশালায়ো"—পন্ন = পর্ণ, এই অর্থ ধরিলে পন্নশালা = পর্ণাচ্ছাদিত কুটীর। কিন্তু [illegible] এই অর্থ অসঙ্গত। এই জন্য টীকাকারের মতে পন্ন = পণিয় (পণ্য); পন্নশালা = আপণ (দোকান)।

† "নিবেসনে নিবেসে চ সন্ধিব্যূহে পথদ্ধিয়ো"। সন্ধিব্যূহে তি ঘরসন্ধিয়ো চ অনিব্বিদ্ধ রচ্ছা চ; পথদ্ধিয়ো তি নিব্বিদ্ধ বীথিয়ো। ঘরসন্ধি—ঘরগুলির মধ্যে ফাঁক। নিব্বিদ্ধ—অর্থাৎ যাহা দিয়া সর্ব্বদা যাতায়াত করা যায়; অনিব্বিদ্ধ রচ্ছা (রথ্যা)—যে পথ দিয়া সচরাচর পদব্রজে চলা যায় না; কিন্তু রথ শকটাদি চলে। নিব্বিদ্ধ বীথি—যে গলি দিয়া লোকে পদব্রজে যাতায়াত করে।

‡ সূনা = যেখানে পশু বধ করিয়া তাহাদের মাংস বিক্রয় করা হয় (slaughter house)। ওদনিক গৃহ—যে গৃহে অন্নমণ্ড বিক্রীত হয়।

§ অথবা "গাইছে পাণিস্বর বাজাইয়া"। পাণিস্বর একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র; কিন্তু টীকাকার অর্থ করিয়াছেন "পাণিপ্পহারেণ গায়ন্তে"। 'কুম্ভথূণ' একপ্রকার আনদ্ধ বাদ্যযন্ত্র (মৃৎকুম্ভের মুখ চর্ম্মদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া প্রস্তুত), যেমন খোল, নাকাড়া ইত্যাদি।

¶ মূলে 'মুট্‌ঠিক' (মুষ্টিক) = মল্ল। সোভিয় (সৌভিক) = বিদূষক কিংবা যাহারা সং সাজে। 'ঝল্ল' শব্দের অর্থ টীকাকারের মতে "মল্লহনি করোন্তো নহাপিতো," অর্থাৎ যে নাপিত ক্ষৌরকার্য্য করে। আমি ইহার আভিধানিক 'মল্ল' অর্থই গ্রহণ করিলাম।

৬৫। দেখ অই মল্লগণ রঙ্গভূমি মাঝে
দ্বিগুণিত বাহু সব করিছে স্ফোটন,
কেহ বা হয়েছে জয়ী, কেহ পরাজিত।

৬৬। বিচরে পর্ব্বতপাদে পশু নানাজাতি,—
সিংহ, ব্যাঘ্র, কোক, ঋক্ষ, তরক্ষু, বরাহ, *

৬৭-৬৮। গণ্ডার, মহিষ, শশ, বিড়াল, হরিণ,—
এণ-ন্যঙ্ক-চিত্রমৃগ-কর্ণক প্রভৃতি।+
মণিমধ্যে হের এই সব বিনির্ম্মিত।

৬৯, ৭০। সুপ্রতিষ্ঠা নদী কত! স্বচ্ছ জলস্রোত
স্বর্ণরেণুময় গর্ভে হয় প্রবাহিত।
বিচরে তাহাতে মৎস্য—পাঠীন, পাগুস,
রোহিত সুন্দর, কূর্ম্ম, কুম্ভীর, মকর
শিশুমার আদি আর(ও) নানা জলচর।‡

৭১। মণিমধ্যে বিনির্ম্মিত দেখহ অরণ্য
নানাদ্রুমসমাকীর্ণ, বিচরে সেথানে
বিহঙ্গম নানাজাতি, বৈদূর্য্যফলকে
মণ্ডিত হইয়া শোভে এই বনস্থলী। §

৭২। চতুর্দ্দিকে সুবিন্যস্ত পুষ্করিণী সব,
মৎস্য আর জলচর বিহঙ্গম নানা
খেলিছে যাহার জলে, দেখ মণি মাঝে।

৭৩। দেখ আর(ও) বসুন্ধরা সাগরকুণ্ডলা,
সর্ব্বত্র বেষ্টিয়া আছে জলরাশি যায়;
তীরে শোভে বনরাজি নয়নমোহন।

৭৪। হের পুরোভাগে আছে বিদেহ, নরেশ;
পশ্চাতে তাহার গোযানিক-জনপদ; ¶
কুরুরাজ্য, জম্বুদ্বীপ, সকল(ই) নির্ম্মিত
হয়েছে এ মণিমধ্যে কি চারুকৌশলে।

৭৫। হের চন্দ্রসূর্য্য, অই, বেষ্টিয়া সুমেরু
ভ্রমিতেছে চতুর্দ্দিক্ করি উদ্ভাসিত।

৭৬। সুমেরু, হিমাদ্রি, মহাসাগর সকল,
চতুর্ম্মহারাজ্য, হের, নির্ম্মিত ইহাতে।

৭৭। আরাম, অরণ্য, অধিত্যকা সমতল,
কিম্পুরুষাকীর্ণ রম্য ভূধর নিচয়
রয়েছে নির্ম্মিত এই মণির মাঝারে।

---

* কোক = নেকড়ে (wolf); ঋক্ষ = ভল্লুক; তরক্ষু = hyena।

+ এই সকল প্রাণীর অনেকগুলির নাম ৫ম খণ্ডে সুধাভোজন-জাতকের (৫৩৫) ৭৫ম ও ৭৬ম গাথায় এবং কুণাল-জাতকের (৫৩৬) প্রারম্ভে (২৬২ম পৃষ্ঠে) পাওয়া গিয়াছে। পলসত = গণ্ডার; গণী = গোকর্ণ; নিঙ্ক = ন্যঙ্ক, শশকণ্ণক বা শশকণ্ণিক = শশ + কণ্ণক (বা কণ্ণিক)। সুধাভোজন-জাতকের টীকায় দেখা যায়, কণ্ণিক বা কণ্ণক এক জাতীয় হরিণ। কুণাল-জাতকের অনুবাদকালে অনবধানতাবশতঃ আমি এই অর্থ ধরিতে পারি নাই। 'গবয' হইতে 'কর্ণক' পর্য্যন্ত পদগুলি ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় হরিণের নাম। ৬৬ম হইতে ৬৮ম গাথায় পুনরুক্তি-দোষ বেশী মাত্রায় দেখা যায়, কারণ পশুদিগের নামে 'বরাহ' শব্দটী দুইবার এবং শূকর শব্দটী একবার প্রযুক্ত হইয়াছে।

‡ পাবুস বা পাগুস = বাগুস (সংস্কৃত), বাউস (বাঙ্গালা)।

§ মূল ও টীকা, উভয়েই দুর্ব্বোধ্য। মূল 'বেলুরিযকরো দাযো'; টীকা—'বেলুরিয়পাসাণে পহরিত্বা সম্পং করিত্তিয়ো'।

¶ গোযানিক = অপরগোযানদীপং (টীকাকার)। ইহাতে কোন্ দেশ বুঝাইতেছে তাহা জানা যায় না।

৭৮। শক্রের উদ্যান চারি— নন্দন, মিশ্রক,
পারুষক, চিত্ররথ—বিরাজে ইহাতে।
ওই দেখ বৈজয়ন্ত, শক্রের প্রাসাদ।

৭৯। নির্ম্মিত 'সুধর্ম্মা' সভা এ মণির মাঝে
ত্রয়স্ত্রিংশ-ধাম, পারিজাত কুসুমিত,
নাগরাজ ঐরাবত ওই দেখা যায়।

৮০। নন্দনে ক্রীড়ায় রতা ত্রিদশ-অঙ্গনা
নভস্তলে বিস্ফুরিতা বিদ্যুতের সমা,
হের এই মণি মধ্যে রয়েছে নির্ম্মিতা।

৮১। দেবপুত্রমন হরে দেবকন্যাগণ,
দেবপুত্রগণ সুখে করে বিচরণ—
সকল(ই) এ মণিমধ্যে পাইবে দেখিতে।

৮২। রয়েছে সহস্রাধিক, বৈদূর্য্যমণ্ডিত
সমুজ্জ্বল দেবগৃহ মধ্যে এ মণির।

৮৩। ত্রয়স্ত্রিংশে, যামে, পরনির্ম্মিতে, তুষিতে
আছেন যে সব দেব, সকল(ই), নরেন্দ্র,
অদ্ভুত এ মণিমধ্যে হের, বিনির্ম্মিত।*

৮৪। প্রসন্নসলিলা, শুচি পুষ্করিণীচয়
হের, ওই সমাকীর্ণ ত্রিদিবসম্ভূত
মন্দারকমলোৎপলকুসুমের দলে।

৮৫ ৮৬ ৮৭। বিবিধ বিচিত্র রেখা এ মণির মাঝে —
দশ শ্বেত, দশ নীল কান্তি মনোহর,
[illegible] পীতোজ্জ্বল,
বিশ, বিশ, বর্ণ তার রক্তসন্নিভ,
ইন্দ্রগোপনিভ রেখা ত্রিশ দেখা যায়
কৃষ্ণবর্ণ চাল রেখা, মঞ্জিষ্ঠাবর্ণের
রয়েছে পঁচিশ রেখা, সঙ্গে তাহাদের
বন্ধুজীব নীলোৎপলগুচ্ছ মনোহর।

৮৮। সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, দ্যুতিমান, মনোহর
এই মণি দ্যূতে পণ রহিল আমার।
যে মোরে করিবে জয় দ্যূতে, নরবর
এ মণি লভিয়া ধন্য হবে সেই জন।

মণিখণ্ড সমাপ্ত।

(৪)

এইরূপে মণির গুণ বর্ণনা করিয়া পূর্ণক বলিলেন, "মহারাজ, আমি দ্যূতে পরাজিত হইলে এই মণি দিব, আপনি পরাজিত হইলে কি দিবেন বলুন ত?" রাজা বলিলেন, "আমার শরীর, (আমার মহিষী) এবং আমার শ্বেতচ্ছত্র ব্যতীত সর্ব্বস্বই পণ করিলাম।" "বেশ কথা, মহারাজ; তবে আর বিলম্ব করিবেন না; আমি বহুদূর হইতে আসিয়াছি। শীঘ্র দ্যূতমণ্ডল সজ্জিত করিতে আদেশ দিন।" রাজা অমাত্যদিগকে আজ্ঞা দিলেন,

* দেবলোক ছয়টী—চাতুর্ম্মহারাজিক, ত্রয়স্ত্রিংশ, যাম, তুষিত, নির্ম্মাণরতি, পরনির্ম্মিত বশবর্ত্তী।

+ 'দ্যূতমণ্ডল' বলিলে দ্যূতফলক বা দ্যূতপীঠ (অর্থাৎ যাহার উপর গুটিকাগুলি চালিত হয়) বুঝায়। কিন্তু এখানে বোধ হয় ইহা 'দ্যূতশালা' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

তাঁহারা অচিরে দ্যূতশালা সাজাইয়া কুরুরাজের জন্য উৎকৃষ্ট ঘনাস্তরণযুক্ত আসন, অপর রাজাদিগের জন্য আসন এবং পূর্ণকের জন্য উপযুক্ত আসন বিন্যাস করিলেন এবং রাজাকে জানাইলেন যে, দ্যূতক্রীড়ার সময় উপস্থিত হইয়াছে। তখন পূর্ণক রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,

৮৯। সুসজ্জিত দ্যূতশালা, লক্ষ অভিমুখে চল যাই,
এতাদৃশ মহামণি তোমার ত, নরবর, নাই।
প্রয়োগ না করি বল, অসাধু উপায় পরিহরি
ক্রীড়ায় হইব জয়ী, এস এ প্রতিজ্ঞা মোরা করি।
হও যদি পরাজিত, অবিলম্বে করিবে অর্পণ
আমাকে সে ধন, ভূপ, দ্যূতে যাহা করিয়াছ পণ।

রাজা বলিলেন' "মাণবক, আমি রাজা বলিয়া ভয় করিও না। আমাদের জয়-পরাজয় বিনা বলপ্রয়োগেই সম্পাদিত হইবে।" ইহা শুনিয়া পূর্ণক সভাস্থ রাজাদিগকে সাক্ষী করিয়া বলিলেন, "আমাদের জয়পরাজয় ধর্ম্মানুমোদিত উপায়ে হইবে।

৯০। মৎস্য-মদ্র-শূরসেন- পঞ্চাল-কেকয় আদি যত
দেশের ভূপালগণ কীর্ত্তিমান্ হেথা সমাগত,
দেখুন সকলে, যেন যথাধর্ম্ম দ্যূতক্রীড়া হয়,
সভার কেহই যেন অন্যায়ের না দেন প্রশ্রয়।"

অনন্তর কুরুরাজ এক শত এক জন রাজপরিবৃত হইয়া এবং পূর্ণককে সঙ্গে লইয়া দ্যূতসভায় প্রবেশ করিলেন; সেখানে সকলে যথাযোগ্য আসনে উপবিষ্ট হইলেন, রজতফলকের উপর সুবর্ণ পাশক স্থাপিত হইল। পূর্ণক কালক্ষেপ না করিয়া বলিলেন, "মহারাজ, জিতিবার জন্য মালিক, সাবট, বহুল, শান্তি, ভদ্র প্রভৃতি* চব্বিশ রকম দা'ন আছে। আপনি নিজের রুচিমত ইহাদের যে কোন দা'ন ফেলুন।" "বেশ কথা" বলিয়া রাজা 'বহুল' গ্রহণ করিলেন, পূর্ণক 'সাবট' গ্রহণ করিলেন। অনন্তর রাজা বলিলেন, "মাণবক, তুমি পাশক নিক্ষেপ কর।" পূর্ণক বলিলেন, "প্রথম দা'ন আমার প্রাপ্য নহে; আপনিই প্রথম দা'ন ফেলুন।" রাজা বলিলেন, "বেশ, তাহাই করা যাউক।" রাজার তৃতীয় পূর্ব্বজন্মে যিনি জননী ছিলেন, এ জন্মে তিনি তাঁহার রক্ষিকা দেবতা হইয়াছিলেন। তাঁহারা অনুভাববলে রাজা দ্যূতে জয়লাভ করিতেন। তিনি অদূরে অবস্থান করিতেছিলেন; রাজা তাঁহাকে স্মরণ করিয়া এবং দ্যূতগীত গান করিয়া† অক্ষ গুলি মুষ্টি মধ্যে ঘুরাইয়া আকাশে নিক্ষেপ করিলেন।

---

* এই পারিভাষিক শব্দগুলির অর্থ বুঝা কঠিন। মহাভারত, মৃচ্ছকটিক প্রভৃতি গ্রন্থে অক্ষদ্যূতের যে বর্ণনা আছে, তাহাতেও এ সকল শব্দ পাওয়া যায় না। দা'ন—ক্ষেপ (throw)।

† ব্রহ্মদেশীয় কোন কোন পুস্তকে এই দ্যূতগীতগুলি পাওয়া যায়:—

১। সব্বা নদী বঙ্কনদী, সব্বে কথা বনাময়া; সব্বিত্থিয়ো করে পাপং লব্ভমানে নিবেদকে।
২। দেবতে হুজ্জু রক্খ-দেবী পস্স মা মং বিভাবেথ; অনুকম্পকা পতিঠা চ পস্স ভদ্রানি রক্খিতং।
৩। জম্বোনদময়ং পাসং চতুরং সমঠঙ্গুলি বিভাতি পরিসমজ্‌ঝে সব্বকামদদো ভব।
৪। দেবতে মে জয়ং দেহি পস্স মং অপ্পভাগিনং মাতানুকম্পিকো পোসো সদা ভদ্রানি পস্সতি।
৫। অঠকং মালিকং বুত্তং সাবট্টং চ ছকং মতং, চতুক্কং বহুলং ঞেয্যং দ্বিবন্ধুসন্তিকভদ্রকং।
৬। চতুবিশতি আয়া চ মুনিন্দেন পকাসিতা তি মালিকো চ দুবে কাকা সাবট্টো মণ্ডকা রবি

বহুলো নেমি সব্বট্টো সন্তি ভদ্রা চ তিখিয়া তি।

এই গাথাগুলির পাঠ এত ভ্রমদূষিত যে সর্ব্বত্র অর্থগ্রহ করা অসম্ভব। মোটামুটি ভাব বোধ হয় এইরূপ:—
(১) সকল নদীই আঁকা বাঁকা, সকল কথাই (?), প্রার্থয়িতা থাকিলে সকল স্ত্রীই পাপ করে। (২) হে দেবতে,

অক্ষগুলি পূর্ণকের অনুভাববলে এমন ভাবে পড়িতে লাগিল যে, তাহা দেখিয়া মনে হইল, রাজার পরাজয় হইবে। রাজা দ্যূতবিদ্যায় সুনিপুণ ছিলেন; তিনি দেখিলেন পাশকগুলি সেই ভাবে পড়িলে তাঁহার পরাজয় অনিবার্য্য; সেই কারণে তিনি সেগুলি আকাশেই ধরিয়া ফেলিলেন এবং পুনর্ব্বার নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় বারেও অক্ষগুলি পূর্ব্ববৎ পড়িতেছে দেখিয়া তিনি নিজের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী মনে করিলেন এবং সেগুলিকে আকাশেই ধরিয়া ফেলিলেন। ইহা দেখিয়া পূর্ণক ভাবিতে লাগিলেন, 'এই রাজা মাদৃশ যক্ষের সঙ্গে দ্যূতে প্রবৃত্ত হইয়া পতনশীল অক্ষগুলিকে এক সঙ্গে আকাশেই ধরিতেছেন, ভূতলে পড়িতে দিতেছেন না, ইহার কারণ কি?' তিনি ইতঃস্তত দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক বুঝিলেন যে, সেই রক্ষিকা দেবতার অনুভাবেই ইহা ঘটিতেছে। তিনি চক্ষুর্দ্বয় ক্রুদ্ধভাবে উন্মেলন করিলেন; ইহাতে রক্ষিকা দেবতা ভয় পাইয়া চক্রবালপর্ব্বতের মস্তকোপরি গিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িলেন। এদিকে রাজা তৃতীয় বার অক্ষ নিক্ষেপ করিলেন; এবং সেগুলি পড়িবার কালে বুঝিলেন, তাঁহার পরাজয় হইবে। তিনি অক্ষগুলি ধরিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিলেন; কিন্তু পূর্ণকের অনুভাববশতঃ ধরিতে পারিলেন না। কাজেই সেগুলি এমন ভাবে ভূতলে পতিত হইল যে, তাঁহার পরাজয় ঘটিল। ইহার পর পূর্ণক অক্ষ নিক্ষেপ করিলেন। সেগুলি এমনভাবে পড়িল যে, তাঁহারই জয় হইল। রাজা পরাজিত হইলেন বুঝিয়া পূর্ণক করতালি দিয়া তিনবার উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, 'আমি জিতিয়াছি, আমি জিতিয়াছি।" তাঁহার এই উচ্চ নিনাদ জম্বুদ্বীপের সর্ব্বত্র শ্রুতিগোচর হইল।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন।

৯১। উভয়েই দ্যূতমত্ত — কুরুরাজ, যক্ষসেনাপতি;
প্রবেশিলা দ্যূতাগারে উভয়েই অতিশীঘ্রগতি।
করিলা গ্রহণ কলি বাছি বাছি রাজা ধনঞ্জয়;
পূর্ণক লইলা কট — নিশ্চয় যাহাতে হয় জয়।*

৯২। উভয়েই অবিলম্বে হইলেন প্রবৃত্ত খেলিতে;
সমবেত রাজগণ সাক্ষিরূপে লাগিলা দেখিতে।
যক্ষের হইল জয়; কুরুনৃপবর পরাজিত;
হইল সে দ্যূতাগারে মহাকোলাহল সমুত্থিত।

পরাজয়বশতঃ রাজা বিষণ্ণ হইলেন। পূর্ণক তাঁহাকে আশ্বাস দিবার জন্য বলিলেন,

৯৩। প্রতিযোগীদের মধ্যে সকলে না জয়ী হয়;
কেহ করে জয় লাভ, কা'র(ও) ঘটে পরাজয়।
হইয়াছ পরাজিত; জিতিয়াছি বহু ধন;
বিলম্ব না করি তাহা আমাকে কর অর্পণ।

তুমি আজ আমাকে রক্ষা কর; আমার সর্ব্বনাশ করিও না; তুমি সদয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হও; আমার কুশল যেন রক্ষিত হয়। (৩) স্বর্ণনির্ম্মিত এবং চতুরঙ্গলিপ্রমাণ এই অক্ষ সভামধ্যে বিরাজ করিতেছে। হে দেবতে, তুমি আমার সর্ব্বকামনা পূর্ণ কর। (৪) তুমি আমাকে জয় দাও; (?) যে ব্যক্তি মাতার অনুকম্পা লাভ করে সে কল্যাণভাজন হয়। মালিককে অষ্টক, সাবট্টকে ষষ্ঠক, বহুলকে চতুষ্ক এবং ভাবককে দ্বিবন্ধসন্ধিক (?) বলে। মুনীন্দ্র জয়লাভের জন্য চতুর্ব্বিংশতি প্রকার ক্ষেপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মালিক দুইটী কাকের এবং সাবট্ট মণ্ডূকের ন্যায় শব্দকারী (?); বহুলের শব্দ রথচক্রের ঘর্ঘর শব্দের ন্যায় এবং শান্তি ও ভদ্রার শব্দ তিত্তিরের রবের ন্যায়।

* 'কলি' ও 'কট'সম্বন্ধে ১৬৭ম পৃষ্ঠের পাদটীকা দ্রষ্টব্য। কলি বলিলে পাশকের যে পিঠে একটা বিন্দু থাকে এবং কট (সংস্কৃত 'কৃত') বলিলে যে পিঠে চারিটা বিন্দু থাকে তাহা বুঝায়। 'কট' জয়দ্যোতক: 'কলি' পরাজয়-দ্যোতক।

রাজা একটী গাথায় পূর্ণককে অবলব্ধ ধন গ্রহণ করিতে বলিলেন :—

৯৪। গো অশ্ব কুঞ্জর-মণি, কুণ্ডলাদি আভরণ—
আছে যত রত্ন মোর লও তুমি, কাত্যায়ন*!
সর্ব্বস্ব আমার তুমি স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করি,
হয়ে পূর্ণমনস্কাম, যেথা ইচ্ছা যাও চলি।

পূর্ণক বলিলেন,

৯৫। গো-অশ্ব-কুঞ্জর-মণি, কুণ্ডলাদি আভরণ
বিবিধ রতন বটে আছে তব, হে রাজন্,
অমাত্য বিধুর কিন্তু শ্রেষ্ঠ তব রত্নোত্তম,
লভেছি তাঁহারে পণে ; দাও মোরে সেই ধন।

রাজা বলিলেন,

৯৬। বিধুর আমার আত্মা,† শরণ আমার, তুলনা ধনের সঙ্গে হয় না তাঁহার।
ভগ্নপোত নাবিকের যেমন আশ্রয় সাগরের বক্ষে দ্বীপ, কিংবা যথা হয়
পথিকের পক্ষে গুহা, দেখা দেয় যবে দুর্দ্দিনে প্রবল [illegible]
সেরূপ, রাজনে মোর একমাত্র গতি, আশ্রয়ের স্থান এবং বিধুর সুমতি।
কেবল অমাত্য নন, দ্বিতীয় জীবিত আমার সে মহামতি বিধুর পণ্ডিত।

পূর্ণক বলিলেন,

৯৭। বিধুরের তরে দেখি, তোমার আমার হবে বাদ-অনুবাদ বহুক্ষণ,
চল বিধুরের ঠাই ; তাঁকেই বলিব মোরা এ বিবাদ করিতে ভঞ্জন
বিচার করিয়া তিনি দিবেন যে মধ্যনীতি, মানিয়া লইব মোরা তাই,
তাহাই প্রমাণরূপ হইবে গৃহীত, ভূপ ; বৃথা বাক্যব্যয়ে কাজ নাই।

রাজা বলিলেন,

৯৮। বলিয়াছ, মাণবক, নিশ্চিত এ সত্যকথা,
জোর কি জবরদস্তি এতে কিছু নাই।
চল বিধুরের পাশে ; জিজ্ঞাসা করিগে তাঁরে,
তাঁহার বিচারে তুষ্ট হব দুজনাই।

ইহা বলিয়া রাজা সেই একশত একজন রাজকঞ্চুক পরিবৃত হইয়া এবং পূর্ণককে সঙ্গে লইয়া হৃষ্টচিত্তে ও দ্রুতগতিতে ধর্ম্মসভায় গমন করিলেন। বিধুর আসন হইতে অবতরণপূর্ব্বক রাজাকে প্রণিপাত করিয়া এক পার্শ্বে অবস্থিত হইলেন। অনন্তর পূর্ণক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "পণ্ডিতবর, আপনি ধর্ম্মপরায়ণ; নিজের প্রাণরক্ষার জন্যও আপনি মিথ্যা বলেন না, ত্রিভুবনে সর্ব্বত্র আপনার এই কীর্ত্তিকথা শুনিতে পাই। আপনি ধর্ম্মে কতদূর সুপ্রতিষ্ঠিত, তাহা আমি আজ পরীক্ষা করিব।

৯৯। দেবগণমুখে করি সতত শ্রবণ, বিধুর অমাত্য অতি ধর্ম্মপরায়ণ
সত্য কি না এই উক্তি, পরীক্ষা করিতে বিধুরে একটী প্রশ্ন চাই জিজ্ঞাসিতে :—
বিধুর বলিয়া খ্যাত ভুবনে যে জন, সমাজে কীদৃশী তিনি মর্য্যাদাভাজন?
রাজার কি দাস তুমি? কিংবা জ্ঞাতি তাঁর? প্রকৃত উত্তর দাও প্রশ্নের আমার।

প্রথম খণ্ডের অক্ষভূতজাতকেও (৬২) অক্ষদ্যূতের বর্ণনা দেখা যায়। ইহার প্রথম গাথা এবং এই জাতকের প্রথম দ্যূতগাথা প্রায় একই। অক্ষভূতজাতকের উক্ত গাথা এই—সব্বা নদী বঙ্কগতা সব্বে কট্ঠময়া বনা, সব্বিত্থিয়ো করে পাপং লভমানা নিবাতকে।

* পূর্ণককে রাজা কাত্যায়ন-নামে সম্বোধন করিতেছেন, কেন না তিনি তখনও পূর্ণকের যক্ষভাব জানিতে পারেন নাই।

† রাজা পণ করিয়াছিলেন, দ্যূতে পরাজিত হইলে নিজের শরীর, মহিষী এবং শ্বেতচ্ছত্র ব্যতীত সর্ব্বস্ব দিবেন। এখন বিধুর ও তিনি আত্মা—একাত্ম—বলায় পণ ভঙ্গ হইতেছে না, ইহা দেখাইতেছেন।

মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, 'ইনি ত আমাকে এই প্রশ্ন করিলেন। আমি রাজার জ্ঞাতি, বা রাজা অপেক্ষা কুলগৌরবে উচ্চতর, বা রাজার কেহই নই, এরূপ কোন উত্তর ত দিতে পারিব না। ইহজগতে সত্যের ন্যায় আশ্রয় ত আর কিছু নাই। অতএব সত্যই বলা আবশ্যক।' মনে মনে এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি বলিলেন, "মাণবক, আমি রাজার জ্ঞাতি নই, কুলগৌরবে তাঁহা অপেক্ষা উচ্চতরও নই, সমাজে যে চতুর্ব্বিধ দাস আছে, আমি তাহাদেরই অন্যতম।

১০০। মানবসমাজে আছে দাস চতুর্ব্বিধঃ— গর্ভদাস, দাস যেই ধনদ্বারা ক্রীত ;
স্বেচ্ছায় স্বীকার করে দাসত্ব যেজন লভিতে প্রভুর ঠাঁই গ্রাস-আচ্ছাদন,
শত্রুভয়ে প্রবলের লইয়া আশ্রয় অথবা যেজন তার দাস হয়ে রয়।*

১০১। মানুষের থাকে দাস এ চারি প্রকার ; যোনিতঃ আমিও দাস নিশ্চয় রাজার†।
হউক রাজার এতে হিত কি অহিত, কিছুতেই বলিব না কখন(ও) অনৃত।
থাকি যদি দূরদেশে, নিকটে অন্যের তবু চিরদিন দাস রব আমি এঁর ;
আছে অধিকার এঁর ধর্ম্ম অনুসারে করিতে আমায় দান যাকে ইচ্ছা তারে।

ইহা শুনিয়া পূর্ণক অতিমাত্র হৃষ্ট হইয়া করতালি দিয়া বলিলেন,

১০২। হল আজ ভাগ্যে মোর বিজয় দ্বিতীয় বার,
অমাত্য প্রশ্নের মোর দিয়াছেন সদুত্তর।
রাজকুলে শ্রেষ্ঠ তুমি, হবে কি অধর্ম্মকর ?
কেন না মানিতে চাও বিদুরের সুবিচার ?

বিদুরের উত্তর শুনিয়া রাজা ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "আমি তোমার প্রতি এত সম্মান প্রদর্শন করি ; অথচ আমার দিকে না তাকাইয়া তুমি, যে মাণবকের এই মাত্র প্রথম দেখা পাইলে, তাহারই প্রীতি সম্পাদন করিলে।" অনন্তর তিনি পূর্ণককে বলিলেন, "ইনি যদি 'দাস' হন, তবে ইহাকে লইয়া যেখানে ইচ্ছা গমন কর।

১০৩। 'দাস আমি, নই জ্ঞাতি কুরুনরেশের' এ উত্তর দেন যদি মোদের প্রশ্নের,
লও, কাত্যায়ন, তুমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধন যেথা ইচ্ছা ল'য়ে এঁরে করহ গমন।"

কিন্তু ইহা বলিয়াই রাজা ভাবিলেন, "পণ্ডিতকে লইয়া মাণবক যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যাইবে। কিন্তু পণ্ডিত প্রস্থান করিলে ত মধুর ধর্ম্মকথা দুর্ল্লভ হইবে। অতএব পণ্ডিতকে এখানে রাখিয়া তাঁহাকে 'ঘরবাস' প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যাউক।‡" এই সঙ্কল্প করিয়া রাজা বলিলেন, "পণ্ডিতবর, আপনি এখান হইতে চলিয়া গেলে ত আমার পক্ষে মধুর ধর্ম্মকথা-শ্রবণ দুর্ল্লভ হইবে। অতএব আপনি অলঙ্কৃত ধর্ম্মাসনে উপবেশন করিয়া এবং আপনার পদোচিতভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আমি যে ঘরবাস প্রশ্ন করিতেছি, তাহার উত্তর দিন।" বিদুর 'যে আজ্ঞা' বলিয়া রাজার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং সুসজ্জিত ধর্ম্মাসনে আসীন হইয়া রাজা যে প্রশ্ন করিলেন, তাহার উত্তর দিলেন। রাজার প্রশ্ন এই :—

১০৪। "নিজগৃহে গৃহস্থেরা যবে করে বাস,
কি করিলে হবে বল তা'রা ক্ষেমাস্পদ,
সহানুভূতির পাত্র, সর্ব্বজনপ্রিয় ?§

* 'দাস'-সম্বন্ধে দ্বিতীয় খণ্ডের উপক্রমণিকায় ৩।০ পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য।

† অর্থাৎ আমি রাজার গর্ভদাস। দাসের ঔরসে দাসীর গর্ভজাত দাসকে গর্ভদাস (born slave) বলা যাইত। মহাভারতের বিদুরও দাসীপুত্র।

‡ অর্থাৎ গৃহস্থদিগের কর্ত্তব্য কি, তৎসম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যাউক।

§ 'কথং সু সুমন সংগহো' 'সংগ্রহ' বলিলে দয়া সহানুভূতি ইত্যাদি বুঝায়। বৌদ্ধ-সাহিত্যে চতুর্বিধ সংগ্রহের উল্লেখ পাওয়া যায়—দান, প্রিয়বাক্য, অর্থচর্যা ও সমানসুখদুঃখতা।

১০৫। কি করিলে দুঃখ হতে পাবে অব্যাহতি ?
কিরূপে যুবকগণ হবে সত্যবাদী ?
কি করিলে হবে না ক দুঃখের ভাজন,
যাবে যবে পরলোকে ছাড়ি মর্ত্ত্যধাম ?"

১০৬। সতত সন্মার্গগামী নিজপ্রজ্ঞাবলে,
ধৃতিমান্, সুপণ্ডিত, পরমার্থবিৎ
বিদুর রাজারে এই দিলেন উত্তর :—

১০৭। হয় না গৃহস্থ যেন পরদাররত,*
স্বাদু দ্রব্য একা যেন না করে ভোজন ;
হয় না প্রবৃত্ত যেন বৃথা বিতণ্ডায় †
জ্ঞানবিবর্দ্ধন যাহা করে না কখন।

১০৮। শীলবান্, শুচিব্রত, অপ্রমত্ত সদা,
বিনয়ী, মাৎসর্য্যহীন, স্নেহপরায়ণ,
মিষ্টভাষী কায়মনোবাক্যে মৃদু সদা,

১০৯। সদুপায়ে সাধুমিত্রসংগ্রহে নিপুণ,
দাতা, কালাকালবিৎ‡ হইবে গৃহস্থ।
তুষিবে সে অন্নপানে শ্রমণব্রাহ্মণে।

১১০। সুচরিতধর্ম্মকামী, ধর্ম্মের রক্ষক,
ধর্ম্মকে জিজ্ঞাসু সদা বহুশাস্ত্রবিৎ,
শীলবান্ সাধুদের সেবায় নিরত—
এ সকল গুণান্বিত হয় যেন গৃহী।

১১১। নিজগৃহে গৃহিজনা করে যবে বাস,
এই সব গুণে তারা হবে ক্ষেমাস্পদ,
লভিবে সহানুভূতি, সর্ব্বজনপ্রীতি।
ইহা ভিন্ন অন্য কোন নাই সদুপায়।

১১২। এড়াবে দুঃখের হাত ইহাতেই তারা,
ইহাতেই যুবকেরা হবে সত্যবাদী,
ইহাতেই হবে না ক দুঃখের ভাজন
যাবে যবে পরলোকে ছাড়ি মর্ত্ত্যধাম।

রাজা গৃহবাস-সম্বন্ধে যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, এইরূপে তাহার উত্তর দিয়া বিদুর পল্যঙ্ক হইতে অবতরণপূর্ব্বক রাজাকে নমস্কার করিলেন। রাজাও তাঁহার মহাসম্মান করিয়া একশত একজন রাজার সঙ্গে স্বগৃহে চলিয়া গেলেন।

[ঘরবাসপ্রশ্ন সমাপ্ত]

(৫)

মহাসত্ত্ব ফিরিয়া আসিলে পূর্ণক বলিলেন,

১১৩। চল এবে যাই মোরা। পূর্ব্বে প্রভু তব
করিলা তোমায় দান, কর্ত্তব্য যা এবে
অপ্রমত্তভাবে তাহা কর সম্পাদন।
ইহাই ত, বিজ্ঞবর, ধর্ম্ম-সনাতন।

* "ন সাধারণদারস্স"। সাধারণদার শব্দে একস্ত্রীর বহুপতি বুঝাইবে না, বহু উপপতি বুঝাইবে।
† 'ন সেবে লোকায়তিকং'। লোকায়তিকং = অনত্থনিসসিতং সগ্গমগ্গানং অদায়কং।
‡ কখন কি (যথা কর্ষণবপনাদি) কর্ত্তব্য, কখন বা অকর্ত্তব্য ইহা যাহার জানা আছে।

বিদুর বলিলেন

> ১১৪। জানি, মাণবক আমি এবে তব দাস,
> তব হস্তে প্রভু মোরে করিলা অর্পণ।
> তিন দিন তব পাশে ভিক্ষা আমি চাই
> থাকিতে নিজের গৃহে, দিতে উপদেশ
> পুত্রগণে, কর্ত্তব্যসম্বন্ধে তাহাদের।

ইহা শুনিয়া পূর্ণক ভাবিলেন 'পণ্ডিত সত্য কথা বলিয়াছেন, ইহাতে আমার বহু উপকার হইবে; ইনি এক সপ্তাহ কিংবা অর্দ্ধ মাসও আমাকে এখানে রাখিতে চাহিলে আমি সম্মত হইতাম।' তিনি বলিলেন,

> ১১৫। তাই হোক; দিনত্রয় আমিও থাকিব
> গৃহে তব; কর গৃহকৃত্য সম্পাদন,
> পুত্র ও কলত্রগণে দাও উপদেশ,—
> সাবধানে, যবে তুমি করিবে প্রস্থান,
> পালি যাহা হবে তা'রা কল্যাণভাজন।

ইহা বলিয়া পূর্ণক মহাসত্ত্বের সঙ্গে তাঁহার আলয়ে প্রবেশ করিলেন।

[এই বৃত্তান্ত সুস্পষ্টরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

> ১১৬। মহাভাগ আর্য্যশ্রেষ্ঠ পূর্ণক তখন
> বিদুরের প্রস্তাবে সম্মতি করি দান,
> তাঁহাকে লইয়া সঙ্গে করিলা গমন
> প্রবেশিলা অন্তঃপুরে, নানাস্থানে যার
> হস্তী, আজানেয় অশ্ব ছিল নানাবিধ

তিন ঋতুতে বাস করিবার জন্য মহাসত্ত্বের ক্রৌঞ্চ, ময়ূর ও প্রিয়কেত নামক তিনটী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রাসাদ ছিল। এই তিনটীকেই লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে,

> ১১৭। ক্রৌঞ্চ প্রিয়কেত আর ময়ূর, এ তিন
> আছিল প্রাসাদ রম্য বিদুরের সেথা—
> ভক্ষ্যভোজ্য, অন্নপানে পরিপূর্ণ সদা,
> ইন্দ্রভবনের তুল্য গঠিত সুন্দর।
> একে একে এই তিন বিচিত্র ভবন
> দেখাইলা পূর্ণককে বিদুর পণ্ডিত।

গৃহে গিয়া বিদুর একটী অলঙ্কৃত প্রাসাদের ভূমিতে একটী শয়নগৃহ ও মহাতল* সজ্জিত করাইলেন, গৃহের মধ্যে উৎকৃষ্ট শয্যা রচনা করাইলেন, সর্ব্ববিধ অন্নপানাদি রাখাইলেন, দেবকন্যোপমা পঞ্চশত রমণী আনাইলেন, এবং "ইহারা আপনার পাদচারিকা হউক, আপনি অনুৎকণ্ঠচিত্তে এখানে অবস্থিতি করুন" পূর্ণককে এই কথা বলিয়া নিজের বাসভবনে প্রবেশ করিলেন। তিনি চলিয়া গেলে ঐ রমণীরা নানা বাদ্যযন্ত্র গ্রহণ করিয়া পূর্ণকের পরিচর্য্যার্থ নৃত্যগীত আরম্ভ করিল।

---

* সর্ব্বোপরিস্থ ছাদ।

[এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে প্রকাশ করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন

১১৮। নৃত্য করে গান করে, মধুর স্বনে
অভ্যাগতে সম্ভাষণ করে নারীগণ
বিবিধভূষণে সবে হইয়া মণ্ডিত—
ভূতলে ত্রিদিবচ্যুতা দেবকন্যাসমা।
নৃত্যের সৌন্দর্য্যে, আর মাধুর্য্যে গানের
এক করে অতিক্রম অন্যে পর পর।

১১৯। অন্নপানপ্রমদাদিদানে যক্ষে তুষি
ধর্ম্মজ্ঞ বিধুর চিন্তি কল্যাণ সবার,
প্রবেশিলা ভার্য্যার সকাশে অতঃপর।

১২০। সুবর্ণনিভাভা, অনুলিপ্তা সর্ব্বদেহে
বিবিধ গন্ধের আর চন্দনের রসে,
আপনাকে সম্বোধি তিনি বলেন, "তাম্রাক্ষি,
পুত্রগণে ডাকাইয়া আন এই স্থানে।"

১২১। বিধুরের মুখ হেরি তাম্রলোচনা,
চম্পকবর্ণা নারী লোহিতবরণ—
আহ্বান করিলা তাঁরে বলেন অনুজ্জা।*
"পদ্ম ইন্দীবর শ্যামে, আনহ ডাকিয়া
পুত্রগণে এই স্থানে, সুরক্ষিতা তুমি
আভরণরূপ বর্ম্ম করি পরিধান।"+

চেতা "যে আজ্ঞা" [illegible] বিধুরের পুত্রদিগকে বলিলেন, "আপনাদিগকে উপদেশ দিবার নিমিত্ত পিতা আহ্বান করিতেছেন। তাঁহার সঙ্গে আপনাদের ইহাই শেষ দেখা।" ইহা বলিয়া তিনি বিধুরের সকল সুহৃজ্জন এবং পুত্রকন্যাদিগকে সেখানে সমবেত করাইলেন। এই কথা শুনিয়া বিধুরের পুত্র ধর্ম্মপাল কুমার ক্রন্দন করিতে লাগিলেন এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতৃগণপরিবৃত হইয়া পিতার নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া বিধুর পণ্ডিত চিত্তের ধৈর্য্য রক্ষা করিতে পারিলেন না; তিনি অশ্রুপূর্ণনেত্রে তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিলেন, তাঁহাদের মস্তক চুম্বন করিলেন, জ্যেষ্ঠপুত্রকে মুহূর্ত্তের জন্য নিজের বক্ষঃস্থলোপরি রাখিলেন, শেষে তাঁহাকে বক্ষঃ হইতে অবতারণ করিয়া শয়নকক্ষ হইতে বাহির হইলেন এবং মহাতলে পল্যঙ্কে উপবেশনপূর্ব্বক পুত্রসমূহকে উপদেশ দিতে লাগিলেন।

[এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

১২২। সমাগত পুত্রগণে দেখি ধর্ম্মপাল ‡
করিলেন অতিকষ্টে ধৈর্য্যাবলম্বন;
মস্তক তাদের ধরি সস্নেহে চুম্বন
বলিলেন, "বৎসগণ, মাণবক-হস্তে
করিলেন দান মোরে রাজা মহাশয়।
হইয়াছি এবে, তাই, দাস মাণবের।

---

* বিধুরের স্ত্রীর নাম 'অনুজ্জা'।
† বীরের পক্ষে যেমন বর্ম্ম, এই রমণীর পক্ষে তেমনি তাঁহার আভরণ।
‡ বিধুরকেই 'ধর্ম্মপাল' বলা হইয়াছে।

১২৩। আত্মবশ আমি আজ ; তিন দিন পরে
আজ্ঞাধীন হব কিন্তু সেই মাণবের।
যথা ইচ্ছা লয়ে তিনি যাবেন আমায়।
অরক্ষিত অবস্থায় ফেলি তোমা সবে
যাইতে অক্ষম আমি ; আসিয়াছি তাই
দিতে কিছু উপদেশ কল্যাণকারক।

১২৪। কুরুরাজ জনসন্ধ* আগ্রহের সহ
জিজ্ঞাসেন যদি কভু 'ইতঃপূর্ব্বে বল
পুরাণ বৃত্তান্ত কি কি জেনেছ তোমরা ?
কি বা উপদেশ দিয়া পিতা তোমাদের
গিয়াছেন কুরুদেশপরিত্যাগকালে ?'

১২৫। শুনি তোমাদের মুখে উপদেশ মম
আদরে বলেন যদি কুরুনরপতি,
'মোর সঙ্গে একাসনে হও সমাসীন—
তোমরা সকলে এবে, এই রাজকুলে
কে আছে সম্মানযোগ্য তোমাদের মত ?'—
বলিবে তোমরা তবে কৃতাঞ্জলিপুটে,
'দিবেন না, দেব, এই আজ্ঞা অনুচিত ;
কুলধর্ম্ম আমাদের নয় ইহা, প্রভো !
হীনজাতি শৃগাল কি করিবে গ্রহণ
মহাবল ব্যাঘ্ররাজসহ একাসন ?' "

সপ্তখণ্ড সমাপ্ত।

(৬)

বিদুরের এই কথা শুনিয়া তাঁহার পুত্রকন্যা-জ্ঞাতিমিত্রগণ কেহই ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে না পারিয়া উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন এবং মহাসত্ত্ব তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিলেন।

জ্ঞাতিগণ উপস্থিত হইয়া নীরব রহিলেন দেখিয়া বিদুর বলিলেন, "বৎসগণ, কোন দুশ্চিন্তা করিও না। যাহা জন্মিয়াছে (সংস্কার মাত্রই) অনিত্য ; সম্পত্তি বিপত্তিতেই পর্য্যবসিত হয়। আমি তোমাদিগকে রাজপরিচর্য্যা সম্বন্ধে কয়েকটী উপদেশ দিতেছি ; এগুলি পালন করিলে লোকে সম্পত্তি লাভ করিতে পারে। তোমরা একাগ্রচিত্তে এই উপদেশগুলি শ্রবণ কর।" অনন্তর তিনি বুদ্ধলীলায় রাজপরিচর্য্যা-সংক্রান্ত উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন।

[এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

১২৬। মনে ও সঙ্কল্পে কভু কপটতা কিছু
ছিল না ক বিদুরের। আরম্ভিলা তিনি
মিত্রামিত্রজ্ঞাতিগণে দিতে উপদেশ :—

১২৭। "এস বৎসগণ ; হেথা উপবিষ্ট হয়ে
রাজপরিচর্য্যাধর্ম্ম শুন মোর ঠাঁই ;
রাজকুল সেবে যারা, কি নিয়মে চলি
সম্মানার্হ হয় তারা, বলিতেছি আমি।

* পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে রাজার নাম ছিল ধনঞ্জয়। কাজেই 'জনসন্ধ' শব্দটাকে বিশেষণ-স্থানীয় ধরিয়া টীকাকার বলিয়াছেন, "মিত্তবন্ধনেন মিত্তজনসস সন্ধানকারো।" ফলিতার্থ জনসন্ধ ও জনপ্রিয় প্রায় এক।

১২৮। অপ্রকট গুণ যার, শৌর্য্য যার নাই,
প্রমত্ত ও বুদ্ধিহীন—ঈদৃশ লোকের
সম্মান না ঘটে ভাগ্যে সেবি রাজকুল।

১২৯। সেবকের শীল, প্রজ্ঞা, শৌর্য্য যবে রাজা
পারেন জানিতে, তিনি বিশ্বাস স্থাপন
করেন চরিত্রে তার; নিগূঢ় মন্ত্রণা
না রাখেন গুপ্ত আর নিকটে তাহার।

১৩০। যেমন সুধৃত হ'লে তুলাদণ্ড কভু
না হেলিয়া কোন দিকে থাকে সমভাবে,
তেমতি আজ্ঞপ্ত কর্ম্ম সম্পাদে যেজন
অকম্পিত মনে, ভালমন্দ না বিচারি,
সেই যেন হয় রাজকুলের সেবক।

১৩১। যেমন সুধৃত হ'লে তুলাদণ্ড কভু
না হেলিয়া কোন দিকে থাকে সমভাবে,
তেমতি যে করে সর্ব্বরাজকৃত্য সদা
অকম্পিত মনে, ভালমন্দ না বিচারি,
সেই যেন হয় রাজকুলের সেবক।

১৩২। কিবা দিন, কিবা রাত্রি, যখনই কেন
রাজকার্য্যসম্পাদনে হইলে আদিষ্ট,*
নির্ভয়ে সম্পাদে তাহা যে পণ্ডিত জন
সেই যেন হয় রাজকুলের সেবক।

১৩৩। কিবা দিন, কিবা রাত্রি যখনই কেন
রাজকার্য্যসম্পাদনে হইলে আদিষ্ট,
সুসম্পন্ন করে তাহা যে পণ্ডিত জন,
সেই যেন হয় রাজকুলের সেবক।

১৩৪। রাজব্যবহারতরে সুনির্ম্মিত পথ,
রাজার নিমিত্ত যাহা হয়েছে সজ্জিত,—
সে পথে, চলিতে আজ্ঞা দেন যদি তিনি,
তথাপি তাহাতে নাহি চলে যেই জন,
সেই যেন হয় রাজকুলের সেবক।

১৩৫। কাম্যবস্তু ভুঞ্জে না যে রাজার মতন,
রাজা হ'তে হীনতর ভাবে চলে সদা
সর্ব্ববিধ ভোগসুখে যে পণ্ডিত জন,
সেই যেন হয় রাজকুলের সেবক।

১৩৬। বস্ত্রমাল্যবিলেপন রাজার মতন
ব্যবহার করা কভু নয় নিরাপদ,
বেশভূষা, স্বরভঙ্গী, এ সকল(ও) যেন
হয় না রাজার মত ভৃত্যের কখন।
হবে অন্যবিধ তার বস্ত্র আভরণ।
এমন সতর্ক ভাবে চলিতে যে পারে,
সেই যেন হয় রাজকুলের সেবক।

১৩৭। ভার্য্যাগণে পরিবৃত ভূপতি যখন
অমাত্যদিগের সঙ্গে হন ক্রীড়ারত,
যে অমাত্য বুদ্ধিমান্, কোন রূপে যেন
না করেন তিনি রাজ্ঞীদিগের সম্বন্ধে
প্রকাশ মনের ভাব বাক্যে বা ইঙ্গিতে।

১৩৮। অনুদ্ধত, অচপল, বিজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয়,
স্থিরচেতা, প্রণিধানসম্পন্ন যেজন,
সেই যেন হয় রাজকুলের সেবক।

১৩৯। না হবে ক্রীড়ায় রত রাজপত্নী সহ,
গোপনে তাঁদের সঙ্গে কহিবে না কথা।
রাজকোষ হ'তে ধন লবে না কথন,—
এসব নিয়ম পালি চলে যেই জন,
সেই যেন হয় রাজকুলের সেবক।

১৪০। অতিনিদ্রাপরায়ণ যে জন না হয়,
মত্ততার হেতু সুরা না করে যে পান,
রাজার রক্ষিত বনে মৃগয়া না করে
সেই যেন হয় রাজকুলের সেবক।

১৪১। আমি রাজপ্রিয় ভৃত্য এই গর্ব্ববশে
রাজার পলাঙ্ক, পীঠ, কোচ্ছ*, নাগ, রথ
যে না করে ব্যবহার নিজে কদাচন,
সেই যেন হয় রাজকুলের সেবক।

১৪২। অতিদূরে কিংবা অতি নিকটে রাজার
বুদ্ধিমান্ অবস্থান করে না কথন।
থাকে সে সম্মুখে তাঁর হেন কোন স্থানে
সেখানে সকল কথা শুনিতে সে পায়।

১৪৩। দুজ্ঞেয়চরিত রাজা, যে সে লোক নন,
তুল্য তাঁর অন্য কেহ না পারে হইতে,
যবশূক প্রবেশিলে চক্ষুতে যেমন,
তখন(ই) দারুণ ব্যথা করে উৎপাদন,
সামান্য কারণে তথা হয় অকস্মাৎ
রাজার ভৃত্যের প্রতি ক্রোধ প্রজ্বলিত।

১৪৪। নিয়ত সন্দিগ্ধচিত্ত নরপতিগণ;
না করে পরুষস্বরে উত্তর প্রদান
রাজাকে মেধাবী, প্রাজ্ঞ কভু সে কারণ,
ভাবি মনে, 'রাজা মোরে করেন সম্মান।'

১৪৫। সুযোগ পাইলে তাহা করিবে গ্রহণ;
রাজকুলে বিশ্বাস না করিবে কথন।
রাজকোপ অগ্নিসম, অপ্রমত্ত ভাবে
তাহা হ'তে আত্মরক্ষা করে যেই জন,
সেই যেন হয় রাজকুলের সেবক।

১৪৬। নিজের পুত্রকে কিংবা ভ্রাতাকে যখন
তুষিতে চাহেন রাজা করি কিছু দান,—
গ্রাম বা নিগম কোন, অথবা প্রভুত্ব
পৌর জানপদ কোন শ্রেণীর উপর,
রহিবে নীরব প্রাজ্ঞ অমাত্য তখন;
না বলিবে তাঁহাদের দোষ কিংবা গুণ।

* সম্বন্ধে ৫ম খণ্ডের ২৩৩ম পৃষ্ঠের পাদটীকা দ্রষ্টব্য। কুচ্—ইংরাজী couch.

১৪৭। গজসাদী, অনীকস্থ,* রথী, পদাতিক—
এদের কাহার(ও) শুনি বীরত্বের কথা,
বেতন করিতে বৃদ্ধি চান যদি রাজা,
যে বিজ্ঞ তাহাতে কোন বাধা নাহি দেয়,
সেই যেন হয় রাজকুলের সেবক।

১৪৮। চাপবৎ কৃশোদর, † বংশের মতন
সহজে নমনশীল কার'(ও) প্রতিকূল
হয় না কখন যেই বুদ্ধিমান্ নর,
সেই যেন হয় রাজকুলের সেবক।

১৪৯। চাপবৎ কৃশোদর, মৎস্যের মতন
জিহ্বাহীন, প্রাজ্ঞ, শূর, মিতাহার যেই,
সেই যেন হয় রাজকুলের সেবক।

১৫০। অত্যধিক স্ত্রীসংসর্গে হয় তেজঃক্ষয়,
কাস, শ্বাস, দুর্ব্বলতা, সর্ব্বাঙ্গে বেদনা,
বুদ্ধির বিলোপ আর। এসব কুফল
দেখি স্ত্রীসংসর্গে সদা হবে মিতাচার।

১৫১। ওজন না করি কোন কথা বলা দোষ ;
নিতান্ত নীরব থাকা,—তা'ও ভাল নয়।
উপযুক্ত অবসর পাইবে যখন,
সংক্ষেপে ও মিতভাবে বক্তব্য তোমার
নিবেদিবে সবিনয়ে রাজার গোচর।

১৫২। ক্রোধহীন, সত্যবাদী, মধুরচিত্ত,
কলহবিমুখ,—পরনিন্দা নাই মুখে,
কদাচ অসার কথা বলে না যেজন,
সেই যেন হয় রাজকুলের সেবক।

১৫৩। সদাচারী, সুশিক্ষিত, শান্ত, সুসংযত,
গূঢ়েন্দ্রিয় | যশোলাভে সদা উদাসীন,
অপ্রমত্ত, অভিমানশূন্য, দক্ষ, শুচি—
একাধারে এতগুণ থাকিবে যাহার
সেই যেন হয় রাজকুলের সেবক।

১৫৪। বয়োবৃদ্ধদের কাছে সর্ব্বদা বিনীত,
আজ্ঞাবহ, শ্রদ্ধাবান্, স্নেহপরায়ণ,
আচার্য্যশুশ্রূষু সদা প্রফুল্ল অন্তরে,—
সেই যেন হয় রাজকুলের সেবক।

১৫৫। পররাজ্য হতে তব রাজার সকাশে
আসে যদি চর কোন নিকটে তাহার
যেও না কখন তুমি, প্রভু যিনি তব
নিজেই কল্যাণ তব করিবেন ভাবি,
যেও না লইতে অন্য রাজার শরণ।

১৫৬। শীলবান্, সুপণ্ডিত শ্রমণব্রাহ্মণে
ভক্তিভরে বার বার সেবে যেই নর,
সেই যেন হয় রাজকুলের সেবক।

* দেহরক্ষী, bodyguard.

† বেশী নোওয়াইয়া রাখিলে ধনুকের জোর থাকে না। এজন্য, যখন ব্যবহার না করা হয় তখন লোকে ছিলা শিথিল করিয়া রাখে।

‡ আমি 'যতত্তো' এই পাঠ গ্রহণ করিলাম (যত অর্থাৎ সংযত আত্মা যাহার)।

১৫৭। শীলবান্, পণ্ডিত শ্রমণ ব্রাহ্মণের
ভক্তিভরে আজ্ঞা যেই করয় পালন
সেই যেন হয় রাজকুলের সেবক।

১৫৮। শীলবান, সুপণ্ডিত শ্রমণ ব্রাহ্মণে
অন্নপান দিয়া তুষ্ট করে যেই জন,
সেই যেন হয় রাজকুলের সেবক।

১৫৯। আত্মহিত তরে প্রাজ্ঞ, সাধু, শীলবান
শ্রমণব্রাহ্মণগণসংসর্গে সতত
থাকিয়া তাঁদের সেবা কর সযতনে।

১৬০। শ্রমণব্রাহ্মণে যাহা করিয়াছ দান,
কদাপি ক'রো না তুমি তার প্রত্যাহার।
দানকালে ভিক্ষার্থীকে দেখি উপস্থিত
ক'রো না কখন(ও) গৃহ হ'তে বিতাড়িত।

১৬১। পুণ্যাত্মা সুবুদ্ধি, নানাবিধবিধিবিৎ,
কালাকালজ্ঞানবান্ হয় যেই নর,
সেই যেন হয় রাজকুলের সেবক।

১৬২। কর্ত্তব্যে উদ্যোগী, অপ্রমত্ত, বিচক্ষণ—
যাহার যে কার্য্য, তারে সুশৃঙ্খলরূপে
অর্পণ সে কর্ম্মভার করিতে যে পারে,
নিজের(ও) কর্ত্তব্যে যেই নিয়ত উদ্যোগী,
শ্রমশীল, আলস্যবিহীন যেই জন,
সেই যেন হয় রাজকুলের সেবক।

১৬৩। খল, বাটী, গৃহ, পশু, ক্ষেত্র পুনঃ পুনঃ
নিজে গিয়া পরীক্ষা করিবে সুধীজন।
মাপিয়া রাখিবে শস্য ভাণ্ডারে তুলিয়া,
মাপিয়া করিতে পাক দিবে প্রতিদিন।

১৬৪। পুত্র কিংবা ভ্রাতা যদি শীলভ্রষ্ট হয়,
আধিপত্য গৃহে তারে দিবে না কখন।
এমন দুঃশীলসহ অঙ্গ-অঙ্গিভাব
নাই তব; ভাব যেন হয়েছে সে প্রেত।
আসে যদি নিকটে সে, করিবে ব্যবস্থা
গ্রাসআচ্ছাদন মাত্র করিতে প্রদান *

১৬৫। দাস কিংবা কর্ম্মকর †—সেও যদি হয়
উদ্যোগসম্পন্ন, দক্ষ, সচ্চরিত্র আর,
বরঞ্চ তাহার(ই) হাতে কর্ত্তৃত্ব সমর্পি
হবে নিজে নিরুদ্বেগ বিজ্ঞ গৃহপতি।

১৬৬। শীলবান্, ক্রোধহীন, রাজ-অনুরক্ত—
রাজার সদনে সদা করি অবস্থিতি
রাজহিতপরায়ণ হয় যেই জন,
সেই যেন হয় রাজকুলের সেবক।

১৬৭। জানিবে বিশিষ্টরূপে ইচ্ছা কি রাজার
যোগাইবে মন তাঁর সদা সাবধানে,

* দুশ্চরিত্র লোকে গৃহে কর্ত্তৃত্ব করিলে সর্ব্বনাশ ঘটে; গৃহস্থের পক্ষে রাজসেবা অসাধ্য হয়।

† কর্ম্মকর=বর্তনভুক্ ভৃত্য, 'জন'। ইহারা স্বাধীন—কাহারও দাস নহে।

রাজার প্রতীপগামী হবে না কখন ;—
তবেই করিতে পারে রাজকুল সেবা।
১৬৮। করিবে রাজার অঙ্গ নিজে সংবাহন ;
করাইবে স্নান তাঁরে আনত নয়নে ; *
যদি তিনি কোপবশে করেন প্রহার,
তথাপি না হবে ক্রুদ্ধ ,—এই সব গুণে
হ'তে পারে লোকে রাজকুলের সেবক।
১৬৯। মঙ্গল কামনা করি কৃতাঞ্জলিপুটে
জলপূর্ণ কুম্ভে লোকে করে নমস্কার ,
দেখিলে বায়স, তারে করে প্রদক্ষিণ।
যিনি সর্ব্বকাম্যদাতা, ধীর, নরবর,
পূজার্হ সহস্রগুণে তিনি সবাকার। †
১৭০। শয্যা, বস্ত্র, বাসগৃহ, যানবাহনাদি
তিনিই করেন দান , বরষেন তিনি
সকল ভোগের বস্তু ভৃত্যগণোপরি,
বরষে পর্জ্জন্য যথা বারি ধরাতলে।
১৭১। বলিলাম, বৎসগণ, কিরূপে করিবে
রাজপরিচর্য্যা লোকে। এ সব নিয়ম
সাবধানে পালি যেই করে রাজসেবা,
হইবে প্রভুর সেই সম্মানভাজন।"

অদ্বিতীয় ধৃতিমান্ বিদুর এইরূপে বুদ্ধলীলায় রাজপরিচর্য্যাসম্বন্ধে উপদেশ দিলেন।

রাজপরিচর্য্যাখণ্ড সমাপ্ত।

(৭)

স্ত্রীপুত্র-সুহৃদ্‌গণকে এইরূপে উপদেশ দিতে দিতে তিন দিন অতিবাহিত হইল। নির্দ্দিষ্ট কাল পূর্ণ হইয়াছে দেখিয়া বিদুর চতুর্থ দিনে প্রাতঃকালে নানারূপ উৎকৃষ্ট রসযুক্ত ভক্ষ্যভোজ্য আহার করিয়া রাজার সহিত সাক্ষাৎকারপূর্ব্বক মাণবকের সঙ্গে প্রস্থান করিবেন এই অভিপ্রায়ে, জ্ঞাতিগণের সহিত রাজভবনে গমন করিলেন এবং রাজাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক একপার্শ্বে অবস্থিত হইয়া, নিজের যাহা বক্তব্য তাহা বলিলেন।

[এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

১৭২। এইরূপে উপদেশ দিয়া জ্ঞাতিগণে — সুবিজ্ঞ বিদুর গেলা রাজার ভবনে।
শত শত জ্ঞাতি-মিত্র সঙ্গে গেল তাঁর ; — হৃদয়ে তাদের তীব্র মহাদুঃখভার।
১৭৩। প্রণমি রাজার পদে, করি প্রদক্ষিণ — কৃতাঞ্জলিপুটে বলে বিদুর প্রবীণ,
১৭৪। "মাণবক এবে মোরে লইয়া যাইবে, — নিজের ইচ্ছানুরূপ কর্ম্মে নিয়োজিবে।
স্বজনহিতার্থ কিছু করি নিবেদন ; — দয়া করি, অরিন্দম, করহ শ্রবণ ;—
১৭৫। রহিল পুত্রেরা ঘরে, আর বহুধন , — করো, ভূপ, সকলের রক্ষণাবেক্ষণ,
যেন শেষে, যবে আমি করিব প্রস্থান — আমার আত্মীয়গণ দুঃখ নাহি পান।

* কেন না রাজার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করা অবিধেয়।

† অর্থাৎ লোকে যখন মঙ্গলকামনায় জলপূর্ণ ঘটকে প্রণাম করে এবং বায়সকে প্রদক্ষিণ করে, তখন রাজাকে ইহা অপেক্ষাও ভক্তিশ্রদ্ধা করা কর্ত্তব্য, কারণ রাজা ইচ্ছা করিলেই সেবকের মঙ্গল সাধন করিতে পারেন।

১৭৬। যে মাটিতে পড়ে লোক, উঠে ধরি তাই ; করিয়াছি দোষ বটে, কিন্তু এবে চাই
তোমার(ই) সাহায্য ; স্মরি মম দোষ, ভূপ, মম দারাপত্যপ্রতি হ'য়ো না বিরূপ। *

ইহা শুনিয়া রাজা বলিলেন, "পণ্ডিতবর, আপনি যে চলিয়া যাইবেন, ইহা আমার ভাল লাগিতেছে না। আপনি যাবেন না। আমি কৌশলে মাণবককে এখানে ডাকাইয়া আনিব। তখন তাহাকে বধ করিয়া সমস্ত ব্যাপার চাপা দিয়া রাখিব। আমার নিকট ইহাই উত্তম উপায় বলিয়া বোধ হয়।

১৭৭। সঙ্কল্প আমার এই :— দিব না ক কোন মতে যাইতে তোমারে ;
ডাকি আনি কার্য্যান্তরে করিব এখন(ই) তার প্রাণান্ত প্রহারে।
অদ্বিতীয় মহাপ্রাজ্ঞ তুমি, হে পণ্ডিতবর ; এই আমি চাই,—
যাবে না অন্যত্র কভু ; থাকিবে আমার সঙ্গে তুমি হে সদাই।"

ইহা শুনিয়া মহাসত্ত্ব বলিলেন, "দেব, ভবাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে এরূপ সঙ্কল্প নিতান্ত অযোগ্য।

১৭৮। হয় না ক, ভূপ, যেন ঈদৃশ অধর্ম্মে তব কোন কালে মতি ;
ধর্ম্মে, শাস্ত্রবচনার্থে, হে দেব, সুপ্রতিষ্ঠিত থাক নিরবধি।
অনার্য্য, অনর্থকর পাপকর্ম্মে শতধিক্, অনুষ্ঠানে যার
দেহ-অবসানে জীব ভীষণ নরকে পড়ি করে হাহাকার।
১৭৯। এ নয় ধর্ম্মসঙ্গত, ঈদৃশ প্রঘন্য কর্ম্ম অকর্ত্তব্য অতি ;
যদিও দণ্ডিতে দাসে প্রহারিতে বা বধিতে পারেন ভূপতি।
[illegible] ক্রোধ, প্রভো, মনে [illegible] মাণবের প্রতি ;
এবে আমি দাস তাঁর ; যাইব তাহার সঙ্গে ; দাও অনুমতি।"

ইহা বলিয়া মহাসত্ত্ব রাজাকে প্রণাম করিলেন এবং রাজান্তঃপুরবাসিনী ও রাজপুরুষদিগকে উপদেশ দিলেন। তাঁহারা কেহই প্রকৃতিগত ধৈর্য্য রক্ষা করিতে না পারিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাহাকার করিতে লাগিলেন। বিদুর রাজভবন হইতে বাহির হইলেন; এদিকে, নগরবাসীরা সকলে শুনিয়াছিল যে তিনি মাণবকের সহিত প্রস্থান করিতেছেন। তাহারা তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য রাজাঙ্গণে সমবেত হইয়াছিল। বিদুর তাহাদিগকে বলিলেন, "কোন চিন্তা নাই ; সংস্কার মাত্রেই অনিত্য ; তোমরা অপ্রমত্তভাবে দানাদি সৎকর্ম্ম প্রতিপালন কর।" ইহা বলিয়া বিদুর তাহাদিগকে ফিরাইয়া দিলেন এবং নিজের গৃহাভিমুখে গমন করিলেন। ঐ সময়ে ধর্ম্মপালকুমার† ভ্রাতৃগণসহ পিতার প্রত্যুদ্গমনার্থ বাটীর বাহির হইতেছিলেন। প্রাসাদের দ্বারদেশেই তিনি পিতাকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া মহাসত্ত্ব শোকসংবরণ করিতে অসমর্থ হইলেন ; তিনি পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন।

[এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন,
১৮০। প্রাণাধিক জ্যেষ্ঠপুত্রে করি আলিঙ্গন, হৃদয়নিহিত ব্যথা করি সংবরণ,
অশ্রুপূর্ণনেত্রে সেই পণ্ডিতপ্রবর প্রবেশিলা নিজের প্রাসাদে অতঃপর।]

বিদুরের গৃহে তাঁহার এক সহস্র পুত্র, এক সহস্র কন্যা, এক সহস্র ভার্য্যা এবং সপ্তশত গণিকা ছিল। ইহারা এবং দাস-কর্ম্মকর ও জ্ঞাতিমিত্র প্রভৃতি সকলেই শোকবেগে

---

* আমি আপনার মনের ভাবের দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া, "আমি দাস" এই কথা বলিয়া আপনার নিকট অপরাধী হইয়াছি বটে ; কিন্তু এখন আমার স্ত্রীপুত্রদিগের হিতের জন্য আপনার সাহায্য ভিক্ষা করিতেছি।

† বিদুরের জ্যেষ্ঠপুত্র।

ভূম্যবলুণ্ঠিত হইতে লাগিল—সমস্ত প্রাসাদ প্রলয়বাতোন্মথিত শালবৃক্ষাকীর্ণ অরণ্যের ন্যায় দুর্দ্দশাপন্ন হইল।

[এই ঘটনা বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

১৮১। ভীমপ্রভঞ্জনবেগে প্রমথিত, প্রমর্দ্দিত, উৎপাটিত শালের মতন
ভূতলে লুণ্ঠিত হয় বিদুরের গৃহে তার দারাপত্য-আত্মীয়স্বজন।

১৮২। সহস্র বনিতা তাঁর, সপ্তশত দাসী আর— ছিল যারা বিদুরের ঘরে,
"হায়, কি হইল।" বলি সকলেই বাহু তুলি কান্দিতে লাগিল উচ্চৈঃস্বরে।

১৮৩। অন্তঃপুরচারিণীরা, কুমার, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ছিল যত বিদুরের ঘরে,
"হায়, কি হইল।" বলি সকলেই বাহু তুলি কান্দিতে লাগিল উচ্চৈঃস্বরে।

১৮৪। গজারোহ, দেহরক্ষী, রথী আর পদাতিক ছিল যত বিদুরের ঘরে,
"হায় কি হইল!" বলি সকলেই বাহু তুলি কান্দিতে লাগিল উচ্চৈঃস্বরে।

১৮৫। পৌরজানপদগণ শুনি এই দুঃসংবাদ গিয়া সবে বিদুরের ঘরে
"হায়, কি হইল।" বলি সকলেই বাহু তুলি কান্দিতে লাগিল উচ্চৈঃস্বরে।

১৮৬। সহস্র বনিতা তাঁর, সপ্তশত দাসী আর ছিল বিদুরের নিকেতনে;
বাহু তুলি কান্দি বলে, "আমা সবে পরিত্যাগ করিতেছ, প্রভু, কি কারণে?"

১৮৭। অন্তঃপুরচারিণীরা, কুমার, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ছিল যত বিদুরভবনে,
বাহু তুলি কান্দি বলে, "আমা সবে পরিত্যাগ করিতেছ, প্রভু, কি কারণে?"

১৮৮। গজারোহ, দেহরক্ষী, রথী, পদাতিক যত ছিল বিদুরের নিকেতনে
বাহু তুলি কান্দি বলে, "আমা সবে পরিত্যাগ করিতেছ, প্রভু, কি কারণে?"

১৮৯। পৌরজানপদগণ শুনি এ অশুভবার্তা গিয়া বিদুরের নিকেতনে
বাহু তুলি কান্দি বলে, "আমা সবে পরিত্যাগ করিতেছ, প্রভু, কি কারণে?"]

মহাসত্ত্ব এই মহাজনসঙ্ঘের সকলকেই আশ্বাস দিলেন, নিজের অবশিষ্ট কৃত্যসমূহ সম্পাদন করিলেন, অন্তঃপুরস্থ সকলকে উপদেশ দিলেন, যাহা যাহা বলিবার উপযুক্ত সমস্ত বলিলেন এবং অবশেষে পূর্ণকের নিকটে গিয়া জানাইলেন, তাঁহার যে যে কার্য্য করিবার সঙ্কল্প ছিল, সমস্তই সম্পন্ন হইয়াছে।

[এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

১৯০—১৯১। গৃহকৃত্য সমুদায় করি সম্পাদন, স্ত্রীপুত্রবান্ধবামাত্য আত্মীয়স্বজন—
সবাকেই যথাযোগ্য দিয়া উপদেশ, অন্যান্য কর্তব্য সব করিয়া নির্দেশ,
আছে কি কি ধন গৃহে, কোথা গুপ্তধন রয়েছে নিহিত, তাহা করি প্রদর্শন,
দেয় প্রাপ্য সমস্তই বুঝাইয়া দিয়া বলিলা বিদুর তবে পূর্ণকে ডাকিয়া,

১৯২। "রহিয়াছ মম আগারে তিন দিন, কাত্যায়ন,
করিয়াছি গৃহকৃত্য সমস্তই সম্পাদন;
উপদেশ বিধিমত দিয়াছি স্ত্রীপুত্রগণে;
এখন করিব আমি, যাহা ইচ্ছা তব মনে।

পূর্ণক বলিলেন,

১৯৩। দিয়া যদি থাক, হে অমাত্যবর, দারাপত্য আর অনুজীবিগণে
উপদেশ তুমি প্রয়োজন মত, বিলম্ব না আর করিও গমনে।
অতি দীর্ঘ পথ সম্মুখে মোদের হইবে যাইতে করি অতিক্রম;
যাত্রা এবে তাই, করহ সত্বর; কালক্ষেপ আর হয় কি কারণ?

১৯৪। এই অশ্বপুচ্ছ ধরি দুই হাতে নির্ভয়ে যাইতে হবে মোর সাথে।
তোমার, পণ্ডিত, জীবলোক সনে এই শেষ দেখা, জেনে রাখ মনে।

মহাসত্ত্ব বলিলেন,

১৯৫। কায়মনোবাক্যে আমি দুষ্কার্য্য কখন(ও) কিছু করি নি এমন,
যে জন্য দুর্গতি পাব ; কি কারণ হবে তবে ভীত মোর মন?

মহাসত্ত্ব এইরূপ সিংহনাদ করিলেন, এবং অধিষ্ঠান-পারমিতা * আশ্রয় করিয়া দৃঢ়রূপে শাটক পরিধানপূর্ব্বক নির্ভীক সিংহের ন্যায় বলিলেন, "এই শাটক যেন আমি ইচ্ছা না করিলে খুলিয়া না যায়। অনন্তর তিনি অশ্বের পুচ্ছলোমগুলি দুই ভাগ করিয়া দুই হাতে ধরিলেন, পদদ্বয় দ্বারা অশ্বের উরুদ্বয়ে চাপ দিয়া দাঁড়াইলেন, এবং বলিলেন, "মাণবক, আমি অশ্বের পুচ্ছ ধরিয়াছি। তুমি ইচ্ছাগত গমন করিতে পার।" পূর্ণক তখনই সেই মনোময় অশ্বকে সঙ্কেত করিলেন ; সে পণ্ডিতকে লইয়া উল্লম্ফনপূর্ব্বক আকাশে উত্থিত হইল।

[এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

১৯৬। বিদুরে বহন করি সেই অশ্বরাজ
ছুটিল আকাশপথে ; না লাগে আঘাত
বিদুরের গায়ে কোন বৃক্ষ বা শৈলের।
'কালাগিরি' শৈলে গিয়া হল উপস্থিত।]

পূর্ণক মহাসত্ত্বকে লইয়া এইরূপে প্রস্থান করিলে, তাঁহার পুত্র প্রভৃতি সকলে, পূর্ণক যে গৃহে বাস করিয়াছিলেন সেখানে ছুটিয়া গেলেন, এবং সেখানে মহাসত্ত্বকে দেখিতে না পাইয়া ছিন্নপাদবৎ ভূতলে পড়িয়া ইতস্ততঃ অবলুণ্ঠিত হইতে হইতে উচ্চৈঃস্বরে পরিদেবন করিতে লাগিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

১৯৭। সহস্র বিদুরভার্য্যা, সপ্তশত দাসী আর বাহু তুলি কান্দি বলে, "হায়,
ব্রাহ্মণের বেশ ধরি, না জানি কি কু উদ্দেশ্যে বিদুরকে যক্ষে লয়ে যায়!"
১৯৮। অন্তঃপুরবাসিনীরা, কুমার, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, বাহু তুলি সবে কান্দে, "হায়,
ব্রাহ্মণের বেশ ধরি, না জানি কি কু উদ্দেশ্যে বিদুরকে যক্ষে লয়ে যায়!
১৯৯। গজারোহ, অশ্বসাদী, রথী, পদাতিক, সবে বাহু তুলি কান্দি বলে, "হায়,
ব্রাহ্মণের বেশ ধরি, না জানি কি কু উদ্দেশ্যে বিদুরকে যক্ষে লয়ে যায়!"
২০০। পৌরজানপদগণ সমবেত হয়ে সবে বাহু তুলি কান্দি বলে, "হায়,
ব্রাহ্মণের বেশ ধরি না জানি কি কু উদ্দেশ্যে বিদুরকে যক্ষে লয়ে যায়!"
২০১। সহস্র বিদুরভার্য্যা, সপ্তশত দাসী তাঁর, বাহু তুলি করয় ক্রন্দন ;
বলে সবে "হায়, হায়, বিদুর পণ্ডিতবর করিলেন কোথায় গমন?"
২০২। অন্তঃপুরবাসিনীরা, কুমার, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য বাহু তুলি করয় ক্রন্দন ;
বলে সবে, "হায়, হায়, বিদুর পণ্ডিতবর , করিলেন কোথায় গমন?"
২০৩। গজারোহ, অশ্বসাদী, রথী, পদাতিক, সবে বাহু তুলি করয় ক্রন্দন ;
বলে সবে "হায় হায়, বিদুর পণ্ডিতবর করিলেন কোথায় গমন?"
২০৪। পৌরজানপদগণ সমবেত হয়ে সবে বাহু তুলি, করয় ক্রন্দন ;
বলে সবে, "হায়, হায়, বিদুর পণ্ডিতবর করিলেন কোথায় গমন?"

লোকে মহাসত্ত্বকে আকাশপথে যাইতে দেখিয়া ও অনেকে লোকমুখে এই বৃত্তান্ত শুনিয়া, উক্তরূপে ক্রন্দন করিল এবং সমস্ত নগরবাসীদিগের সহিত মিলিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে রাজদ্বারে গিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের মহাবিলাপ শুনিয়া রাজা বাতায়ন খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা পরিদেবন করিতেছ কেন?" সমবেত লোকেরা বলিল, "মহারাজ,

---

* দশ পারমিতার অন্যতম। অধিষ্ঠান = দৃঢ়সঙ্কল্প।

সে লোকটা না কি ব্রাহ্মণ নয়; সে যক্ষ; ব্রাহ্মণের বেশে আসিয়া পণ্ডিতকে লইয়া গিয়াছে। পণ্ডিত না থাকিলে আমাদের জীবন বৃথা। যদি আজ হইতে সাতদিনের মধ্যে তিনি না ফিরেন, তবে আমরা শত শকট, সহস্র শকট কাষ্ঠ আহরণ করিয়া সকলেই অগ্নিতে প্রবেশ করিব।

২০৫। সপ্তাহের মধ্যে না ফিরিলে তিনি অনলে প্রবেশি সবে
মরিব আমরা; এ জীবনভার বহিয়া কি লাভ হবে?"

তাহাদের কথা শুনিয়া রাজা বলিলেন, "বিধুর মধুরভাষী; তিনি মাণবককে ধর্ম্মকথা শুনাইয়া এমন মুগ্ধ করিবেন যে, সে তাঁহার পাদমূলে পতিত হইবে; তিনিও অচিরে প্রত্যাগমন করিয়া তোমাদিগকে আহ্লাদিত করিবেন—তোমাদের অশ্রুপ্লাবিত মুখে আবার হাস্য দেখা দিবে। তোমরা শোক পরিহার কর।

২০৬। সুপণ্ডিত, সূক্ষ্মদর্শী, অর্থানর্থপ্রদর্শক, প্রত্যুৎপন্নমতি,
করিও না ভয় কোন; ফিরিবেন শীঘ্র তিনি লভিয়া মুকতি।"

এদিকে পূর্ণক মহাসত্ত্বকে কালাগিরির শিখরোপরি স্থাপিত করিয়া ভাবিলেন, 'এই ব্যক্তি জীবিত থাকিলে আমার উন্নতির সম্ভাবনা নাই। অতএব ইহাকে বধ করা যাউক। ইহার হৃৎপিণ্ড লইয়া নাগলোকে গিয়া তাহা বিমলাকে দিব এবং ইরন্দতীকে পাইয়া দেবলোকে যাইব।'

[এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

২০৭। গিয়া সেথা পূর্ণক ভাবিলা মনে মন 'নাহে না চিত্তের ভাব এক সর্ব্বক্ষণে।
এই ভাল, এই [illegible] ভাব বারংবার হইতেছে অবিরত অন্তরে উথিত।
হইয়াছে ইচ্ছা মোর ইহাকে বধিতে; কি হেতু বিলম্ব আর সে ইচ্ছা সাধিতে?
ইহার জীবনে মোর নাই প্রয়োজন, বধিয়া হৃৎপিণ্ড এর করিব গ্রহণ।

ইহার পর পূর্ণক চিন্তা করিলেন, 'ইহাকে স্বহস্তে না মারিয়া ভীষণ রূপ দেখাইয়া মারা যাউক।' এই উদ্দেশ্যে তিনি ভয়ঙ্কর রাক্ষসের বেশ ধরিয়া বিধুরের নিকটে গেলেন, তাঁহাকে ভূতলে পাতিত করিয়া এবং মুখে পুরিয়া এমন ভাব দেখাইলেন, যেন তাঁহাকে গ্রাস করিলেন। কিন্তু ইহাতে মহাসত্ত্বের রোমাঞ্চনও হইল না। অনন্তর পূর্ণক একবার সিংহরূপে, একবার মহামত্তহস্তিরূপে গিয়া দেখাইলেন, যেন মহাসত্ত্বকে তীক্ষ্ণ দন্তদংশনে বা দন্তাঘাতে বিদীর্ণ করিবেন; কিন্তু ইহাতেও মহাসত্ত্ব ভয় পাইলেন না। তখন পূর্ণক একটা দ্রোণাকার নৌকার মত বৃহৎ সর্পের রূপ ধারণ করিয়া ফোঁস ফোঁস করিতে করিতে তাঁহার দেহবেষ্টনপূর্ব্বক নিপীড়ন করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার মস্তকের উপর ফণ বিস্তার করিয়া রহিলেন। কিন্তু মহাসত্ত্ব ভয়ের কোন চিহ্ন দেখাইলেন না। এইরূপে অকৃতকার্য্য হইয়া পূর্ণক ভাবিলেন, 'ইহাকে পর্ব্বতমস্তকে রাখিয়া সেখান হইতে ফেলিয়া চূর্ণবিচূর্ণ করা যাউক।' অমনি তিনি ভয়ঙ্কর বায়ু-প্রবাহ উৎপাদন করিলেন; কিন্তু তাহাতে মহাসত্ত্বের কেশাগ্রও কম্পিত হইল না। তখন পূর্ণক মহাসত্ত্বকে পর্ব্বতের শিখরোপরি রাখিয়া, হস্তী যেমন খর্জ্জুর বৃক্ষ সঞ্চালন করে, সেইরূপে পর্ব্বতটা সঞ্চালন করিতে লাগিলেন; কিন্তু ইহাতেও মহাসত্ত্ব যেখানে ছিলেন, সেখান হইতে কেশাগ্রপ্রমাণ বিচলিত হইলেন না। ইহার পর পূর্ণক ভাবিলেন, 'মহাশব্দদ্বারা ভয় দেখাইলে ইহার হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ হইবে; এই উপায়েই ইহাকে বধ করিব।' এই উদ্দেশ্যে তিনি পর্ব্বতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া এমন ভয়ঙ্কর নিনাদ করিলেন যে, তাহাতে পৃথিবী ও আকাশ যুগপৎ নিনাদিত হইল; কিন্তু এই ভীষণ

শব্দেও মহাসত্ত্বের অণুমাত্র ত্রাস জন্মিল না, কারণ তিনি জানিতেন, যে ব্যক্তি যক্ষ, সিংহ, হস্তী ও নাগরাজের বেশে আসিয়াছিল, মহাবাত ও মহাবৃষ্টি ঘটাইয়াছিল এবং পর্ব্বতাভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক ভীমনাদ করিতেছিল, সে মাণবক ভিন্ন আর কেহ নয়। বার বার অকৃতকার্য্য হইয়া পূর্ণক বুঝিলেন যে, কোন বাহ্য উপায় প্রয়োগ করিয়া তিনি বিদুরকে বধ করিতে পারিবেন না; স্বহস্তেই তাঁহার নিধন সাধন করিতে হইবে। এইজন্য তিনি মহাসত্ত্বকে পর্ব্বতমস্তকে স্থাপন করিয়া নিজে পর্ব্বতপাদে গমন করিলেন, মণির ছিদ্র দিয়া যেমন পাণ্ডুসূত্র প্রবিষ্ট হয়, সেইরূপে (অবলীলাক্রমে) পর্ব্বতের ভিতর দিয়া মহানিনাদ করিতে করিতে উত্থিত হইয়া মহাসত্ত্বকে দৃঢ়রূপে ধরিলেন, এবং তাঁহাকে ঘুরাইতে ঘুরাইতে অধঃশিরে নিরালম্ব আকাশে নিক্ষেপ করিলেন। উক্ত ঘটনা এইরূপে বিবৃত হইয়া থাকে :—

২০৮। পূর্ণক প্রহৃষ্টচিত্ত পর্ব্বতের পাদে গিয়া
পুনরপি উঠিলেন পর্ব্বতের মধ্য দিয়া।
আছিল প্রপাত এক সেথা অতি ভয়ঙ্কর;
ঊর্দ্ধ হতে তলদেশ না হ'ত দৃষ্টিগোচর;
সে প্রপাতে বিদুরকে ধরিলেন পুনর্ব্বার,
প্রহারে শিখরোপরি চূর্ণিতে মস্তক তার।*

২০৯। দুর্গম, নরকবৎ সে প্রপাত ভয়ঙ্কর
দেখিলে শিহরি দেহ কাঁপে ভয়ে থর থর।
কুরুর অমাত্যবর+ তথাপি নির্ভয়মনে
নিজের মনের ভাব বলিলেন কাত্যায়নে।

২১০। "আর্য্যবেশ ধরি তুমি অনার্য্য আচারে রত।
[illegible]
অত্যহিত ক্রূরকর্ম্মে হয়েছ প্রবৃত্ত তাই;
হৃদয়ে কি লেশমাত্র সৎপ্রবৃত্তি তব নাই?

২১১। প্রপাত হইতে মোরে করিতেছ নিক্ষেপণ।
বধিতে আমারে, বল, চাও তুমি কি কারণ?
নয় ত মনুষ্যোচিত তোমার এ ব্যবহার।
কে তুমি, বল ত শুনি, ওহে দেবকুলাঙ্গার?

পূর্ণক বলিলেন,

* পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে যক্ষ বিদুরকে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, কিন্তু এই গাথায় দেখা যায়, তাঁহাকে নিক্ষেপার্থ প্রপাতের ধারে অধঃশিরে ধরিয়াছিলেন মাত্র। পরস্পরবিরোধী এই উক্তিদ্বয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্য টীকাকার বলেন, যক্ষ বিদুরকে তিনবার নিক্ষেপ করিয়াছিলেন—প্রথম বারে বিদুর অধোদিকে পনর যোজন পড়িলে যক্ষ তাঁহাকে হস্তবিস্তারপূর্ব্বক ধরিয়া ফেলেন এবং এত দূর পড়িয়াও তাঁহার মৃত্যু হয় নাই দেখিয়া আরও দুইবার নিক্ষেপ করেন। দ্বিতীয় বারে বিদুর ত্রিশ যোজন এবং তৃতীয় বারে ষাট যোজন পড়িয়াছিলেন এবং প্রতি বারেই তাঁহাকে তুলিয়া যক্ষ দেখিতে পাইয়াছিলেন যে তিনি জীবিত আছেন। বর্ত্তমান গাথায় যে সময়ের কথা হইতেছে, তখন যক্ষ বিদুরকে তৃতীয় বার ধরিয়া আকাশেই অধঃশিরে রাখিয়াছিলেন। বিদুর মনে করিয়াছিলেন, 'যক্ষ এবার আমাকে নিম্নে নিক্ষেপ না করিয়া ঊর্দ্ধে উৎক্ষেপণ করিবে এবং পর্ব্বতমস্তকে আছড়াইয়া আমার মস্তক চূর্ণ করিবে।'

+ কত্তুসেটঠ (কত্তু সেট্‌ঠ)। 'কত্তা' শব্দটী পূর্ব্বেও বহুবার পাওয়া গিয়াছে। ইহার অর্থ 'রাজকর্ম্মচারী' সম্ভবতঃ ইহা সংস্কৃত 'ক্ষত্তা' (ক্ষত্তৃ) শব্দের রূপান্তর। 'ক্ষত্তা' দৌবারিক, সারথি প্রভৃতি নানা অর্থে ব্যবহৃত হইত। ক্ষত্রিয়ের ঔরসে শূদ্রকন্যার গর্ভে এবং শূদ্রের ঔরসে ক্ষত্রিয়কন্যার বা বৈশ্যকন্যার গর্ভে জাত পুরুষকেও ক্ষত্তা বলা যাইত। মহাভারতের বিদুরেরও নামান্তর ক্ষত্তা।

২১২। শুন নাই কভু কি হে পূর্ণকের নাম, কুবেরের হন যিনি সচিবপ্রধান?
আমিই পূর্ণক সেই। পরম সুন্দর, মহাকায়, শুচিব্রত, নাগকুলেশ্বর
মহাবীর্য্য বরুণের নাম(ও) সম্ভবতঃ হয়েছে কখন(ও) তব শ্রুতিপথগত।
২১৩। কন্যা[*] তাঁর ইরন্দতী সদৃশী পিতার রূপে আর গুণে; আমি পাণিপ্রার্থী তাঁর।
লভিতে সুমধ্যা, প্রিয়া সে নাগকন্যারে করিতেছি চেষ্টা আমি বধিতে তোমারে।

ইহা শুনিয়া মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, 'লোকে গূঢ় কারণ বুঝিতে না পারিয়া অনর্থের উৎপাদন করে। এ নাগকন্যার পাণিগ্রহণার্থী; সেই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য আমার মরণের প্রয়োজন কি, তাহা তত্ত্বতঃ জানা আবশ্যক।' তিনি বলিলেন,

২১৪। করিও না যক্ষ তুমি মূঢবৎ আচরণ। বিপরীত অর্থ বুঝি নষ্ট হয় বহুজন।
সুমধ্যা প্রিয়ার তব কি ইষ্ট সাধিত হবে, বল দেখি বিচারিয়া, আমায় বধিবে যবে?

পূর্ণক ইহার উত্তরে বলিলেন,

২১৫। মহা অনুভাব সেই মহা উরগের
কন্যাপাণিগ্রহণার্থী আমি, সে কারণ
স্বজনস্থানীয় তাঁর হয়েছি, বিদুর।
চাহিনু প্রিয়াকে যবে, পবিত্র প্রণয়
আমার করিয়া লক্ষ্য, বলিলা শ্বশুর:—
২১৬। 'সুতনু, সুনেত্রা, শুচিস্মিতা ইরন্দতী,
চন্দনানুলিপ্ত তার বপু মনোহর।
পারিব করিতে দান এ হেন রতন
তোমার, যদি, হে যক্ষ, পারহ আনিতে
[illegible] লভি সদুপায়ে;
শুধু এই শুল্কে লভ্যা কুমারী আমার,
চাই না ক অন্য ধন বিনিময়ে তার।'"
২১৭। তবেই দেখিলে তুমি হে অমাত্যবর,
মূঢ আমি নই; বুঝি নি ক বিপরীত
এ ব্যাপারে কিছুমাত্র, লব্ধ সদুপায়
হৃৎপিণ্ড তোমার দিলে নাগেশ আমায়
তুষিবেন ইরন্দতী সম্প্রদান করি।
২১৮। এই হেতু বধে তব প্রযত্ন আমার,
তোমার নিধনে এই হবে ইষ্টলাভ।
নরকসদৃশ এই প্রপাত হইতে
ফেলিয়া তোমারে বধ করিব এখনি;
হবে হৃৎপিণ্ড তব করিব গ্রহণ।

পূর্ণকের কথা শুনিয়া মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, 'আমার হৃৎপিণ্ডদ্বারা বিমলার[†] কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে না। বরুণ ধর্মকথা শুনিয়া মণি দান করিয়া আমাকে পূজা করিয়াছিলেন, তিনি নিজালয়ে গিয়া বোধ হয় আমার ধর্মকথনবৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া থাকিবেন এবং তাহা হইতেই আমার মুখে ধর্মকথা শুনিবার জন্য বিমলার সাধ জন্মিয়া থাকিবে। বরুণ বিমলার কথার অর্থ বুঝিতে পারেন নাই; তিনি পূর্ণককে সেই জন্যই এই নিষ্ঠুর আজ্ঞা দিয়াছেন। পূর্ণকও সেই বিপরীত অর্থের প্রভাবে আমাকে বধ করিবার জন্য এই মহা

[*] "তস্সানুজং ধীতরং"।—ইংরাজী অনুবাদক অনুজা শব্দের 'সোদরা' অর্থ ধরিয়া বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। অনুজা=অনুজাতা, অর্থাৎ যে রূপে গুণে জনক (বা জননীর) অনুরূপা, এই অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে, ইরন্দতী বরুণের কন্যা; এখানেও "ধীতরং" পদ সেই সম্বন্ধই রক্ষা করিতেছে।

[†] পূর্ণক কিন্তু বিদুরের নিকট এতক্ষণ বিমলার নাম করেন নাই।

অনর্থ ঘটাইয়াছেন। আমি পণ্ডিত; নিমেষের মধ্যেই প্রত্যুৎপন্নমতিত্ববলে উপায়নির্দ্ধারণে সমর্থ। আমাকে মারিলে ইহার কি লাভ হইবে? একবার বলিয়া দেখি, "মাণবক, আমি সাধুনরধর্ম্ম জানি; যতক্ষণ আমার মরণ না হয়, ততক্ষণ আমাকে পর্ব্বতমস্তকে বসাইয়া সাধুনরধর্ম্ম শ্রবণ কর। তাহার পর তোমার যাহা ইচ্ছা করিও"। ইহা বলিয়া আমি সাধুনরধর্ম্ম বর্ণন করিব। এই উপায়ে আমার জীবন রক্ষা করিতে হইবে।' তিনি অধঃশির অবস্থায় থাকিয়াই বলিলেন,

২১৯। সত্যই হৃৎপিণ্ডে মোর থাকে যদি তব প্রয়োজন,
সত্বর আমায় তুমি উত্তোলন কর, কাত্যায়ন।
সাধুজনপ্রতিপাল্য যে যে ধর্ম্ম জানে সুধীগণ,
তোমায় বুঝাব আজ, কর মোরে শীঘ্র উত্তোলন।

ইহা শুনিয়া পূর্ণক ভাবিলেন, 'সম্ভবতঃ এই পণ্ডিত এমন ধর্ম্মকথা বলিবেন, যাহা দেবতা ও মনুষ্যদিগের মধ্যে কেহই পূর্ব্বে বলেন নাই। অতএব শীঘ্র ইঁহাকে উত্তোলনপূর্ব্বক সাধুনরধর্ম্ম শ্রবণ করা যাউক।' এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি মহাসত্ত্বকে উত্তোলন করিয়া পর্ব্বতমস্তকে উপবেশন করাইলেন।

[এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বর্ণন করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন

২২০। কুরুনৃপতির যিনি অমাত্য প্রধান,
সেই প্রাজ্ঞ বিদুরকে পূর্ণক তখন
তুলিয়া পর্ব্বতোপরি করিলা স্থাপন।
[illegible] দেখিতে
অশ্বত্থ পাদপ এক, ছিল অবস্থিত
সম্মুখে তাঁহার যাহা, বলিলা পূর্ণক :—
২২১। "প্রপাত হইতে তুলি এনেছি তোমায়;
হৃৎপিণ্ডে তোমার আজ প্রয়োজন মোর।
(যতক্ষণ আছে প্রাণ) বল, মহাশয়,
সাধুজনপ্রতিপাল্য ধর্ম্মসমুদায়।"

মহাসত্ত্ব বলিলেন,

২২২। "তুলেছ আমায় তুমি প্রপাত হইতে;
হৃৎপিণ্ডে আমার তব আছে প্রয়োজন।
তথাপি তোমায় আমি শুনাইব আজ
সাধুজনপ্রতিপাল্য ধর্ম্মসমুদায়।

আমার শরীর ধূলিকর্দ্দমাদিতে মলিন হইয়াছে; আমি স্নান করিব।" যক্ষ "যে আজ্ঞা" বলিয়া স্নানার্থ জল আনয়ন করিলেন, স্নানকালে মহাসত্ত্বকে দিব্যবস্ত্র ও দিব্য গন্ধমালাদি দিলেন এবং বেশভূষা সম্পাদিত হইলে দিব্য খাদ্য আহার করিতে দিলেন। ভোজনান্তে মহাসত্ত্ব কালাগিরির মস্তক সুসজ্জিত করাইলেন, আসন রচনা করাইলেন এবং সেই অলঙ্কৃত আসনে উপবিষ্ট হইয়া বুদ্ধলীলায় সাধুনরধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন :—

২২৩। গতানুগতিক হও; আর্দ্রহস্ত* ক'রো না দাহন;
হ'য়ো না ক মিত্রদ্রোহী; অসতীতে রত কদাচন।

---

* এই গাথার দ্বিতীয় চরণে "অদ্দং চ পাণিং পরিবজ্জয়স্সু" এই পাঠ বোধ হয় ভ্রমদূষিত; এ জন্য ইহা দুর্ব্বোধ্য। টীকাকার ব্যাখ্যায় বলেন, অদ্দং চ...তি অল্লং তিন্তং পাণিং মা দহি মা ঝাপয়ি।" কিন্তু মূলের সহিত এই ব্যাখ্যার ঐক্য কোথায়? পরবর্ত্তী ৩২৫ম ও ৩২৬ম গাথায় যথাক্রমে "অদ্দং চ পাণিং দহতে" ও "অদ্দুব্ভপাণিং

সাধুনরধর্ম্ম চারিটী অতি সংক্ষেপে কথিত হইল বলিয়া যক্ষ উহাদের অর্থ বুঝিতে পারিলেন না। তিনি সবিস্তার শুনিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন :—

২২৪। "কি প্রকারে করে লোকে গতানুগমন? কিরূপে বা হয় আর্দ্রহস্তের দাহন?
কে অসতী? মিত্রদ্রোহী কারে বলা যায়? জিজ্ঞাসি, বিস্তারি তুমি বলহ আমায়।"

২২৫। "নয় পরিচিত যেই, দেখা যার সনে
হয় নি কখন(ও) পূর্ব্বে, যদি হেন জনে
অভ্যর্থনা করে কেহ, অন্যাদি না হো'ক,
বসিতে আসন মাত্র করিয়া প্রদান,*
আতিথের এতাদৃশ লোকের কল্যাণ-
সাধনে সতত রত হয় ধর্ম্মবিৎ।
গতানুগমন ইহা বলে সুধীজন।†

২২৬। কেবল একটী রাত্রি আগারে যাহার
থাকিয়া করেছে সেথা লাভ অন্নপান,
মনেও কখন(ও) তার অনিষ্টকামনা,
করে না ক ধর্ম্মবিৎ। মিত্রদ্রোহী সেই,
উপকারকের হস্ত করে যে দাহন।‡

২২৭। শয়নোপবেশনের নিমিত্ত যাহার ছায়ায় আশ্রয় তুমি লও একবার,
সে তরুর শাখা ভাঙ্গা অবিধের অতি, যে ভাঙ্গে, সে মিত্রদ্রোহী, ক্রূর, পাপমতি।§

২২৮। ধনরত্নে পরিপূর্ণা বসুন্ধরা যদি
দেয় কেহ রমণীকে, ভাবি ইঁহা মনে,
আমিই ইহার প্রিয়, অন্য কেহ নয়,
অবকাশ পেলে কিন্তু সে নারী আবার
করিবে সে পুরুষকে তৃণবৎ জ্ঞান।
নারীর চরিত্রে হেন কদর্য্যতা হেরি
অসতীর সঙ্গত্যাগ করে ধর্ম্মবিৎ।

২২৯। গতানুগতিক হয় এইরূপে লোকে,
এইরূপে করে আর্দ্র হস্তের দাহন;
অসতী কে, মিত্রদ্রোহী কারে বলা যায়,
বলিনু বিবৃতভাবে সকল তোমায়।"

মহাসত্ত্ব এইরূপে বুদ্ধলীলায় যক্ষকে চারিটী সাধুনরধর্ম্ম শুনাইলেন। তাহা শুনিয়া পূর্ণক বুঝিলেন, 'এই চারিটী ধর্ম্মের উল্লেখদ্বারা বিজুর নিজের জীবনই ভিক্ষা করিতেছেন। আমি ইঁহার সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলাম; তথাপি ইনি পূর্ব্বে আমার অভ্যর্থনা করিয়াছেন; আমি ইঁহার গৃহে তিন দিন অবস্থিতি করিয়া যথেষ্ট আদর যত্ন পাইয়াছি। আমি কিন্তু একটা রমণীর জন্য ইঁহার প্রতি এই নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতেছি। কাজেই আমি সর্ব্বথা মিত্রদ্রোহী।

দহতে" দেখা যায়। অদুব্ভপাণি=যে হস্ত যথার্থ উদ্ধত হয় নাই, যে হস্ত কোন অপরাধ করে নাই। ইহাতে বোধ হয় 'অদ্দং' পাঠের পরিবর্ত্তে "অদুব্ভং" পাঠ গ্রহণ করাই সঙ্গত। কিন্তু "পরিবজ্জয়ে" (ত্যাগ কর) পদের প্রয়োগ সমর্থন করা যায় কিরূপে? ত্যাগ কর—মাপ কর—নষ্ট করিও না এইরূপ কল্পনা করিতে হইবে কি?

* তৃণানি ভূমিরুদকং বাক্ চতুর্থী চ সূনৃতা, এতান্যপি সতাং গৃহে নোচ্ছিদ্যন্তে কদাচন।

† অর্থাৎ তোমার সঙ্গে যে যেরূপ (সৎ) ব্যবহার করিয়াছে, তাহার সম্বন্ধেও তোমার সেইরূপ (সৎ) ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

‡ ইংরাজী "biting the hand that feeds" তুলনীয়।

§ পঞ্চম খণ্ডের মহাবোধি-জাতকের (৫২৮) ৩০শ এবং ষষ্ঠ খণ্ডের মূকপঙ্গু-জাতকের ১০ম গাথা।

এই পণ্ডিতের কোন অনিষ্ট করিলে আমি সাধুনরধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইব। নাগকন্যায় আমার কি প্রয়োজন? আমি ইঁহাকে সত্বর ইন্দ্রপ্রস্থে লইয়া গিয়া তত্রত্য ধর্ম্মসভায় অবতারণ করিয়া দিব; নগরবাসীদিগের অশ্রুপ্লাবিত মুখে আবার হাস্য দেখা দিবে।' মনে মনে ইহা স্থির করিয়া পূর্ণক বলিলেন,

২৩০। তিন দিন ছিনু আমি আগারে তোমার; হইয়াছি তৃপ্ত পেয়ে পানীয়, আহার।
তাই তুমি মিত্র মোর, ওহে প্রাজ্ঞবর; দিনু মুক্তি; ইচ্ছামত যাও নিজ ঘর।

২৩১। নাগেরা কি চায়, কার্য্য আমার কি তাতে? ইপ্সিতার্থ তাহাদের যা'ক অধঃপাতে,
নাগকন্যালাভে মোর ইচ্ছা নাই আর; করিব না কোনরূপ অহিত তোমার।
শুনাইয়া নিজে ধর্ম্মকথা সুভাষিত বধ হ'তে মুক্তি আজ লভিলে, পণ্ডিত,

মহাসত্ত্ব বলিলেন, "মাণবক, তুমি এখন আমাকে আমার গৃহে পাঠাইও না; আমাকে নাগভবনে লইয়া চল।

২৩২। চল লয়ে, যক্ষ মোরে যেথানে শ্বশুর তব করেন বসতি;
আমার এ ইচ্ছা পূর্ণ কর অকুণ্ঠিতচিতে; চল শীঘ্রগতি।
নাগকুলেশ্বরে, আর বিচিত্র বিমান তাঁর করিব দর্শন;
দেখি নাই পূর্ব্বে যাহা দেখি তাহা হবে এবে সার্থক নয়ন।"

পূর্ণক বলিলেন,

২৩৩। মানুষের পক্ষে যাহা হিতকর নয়, প্রাজ্ঞ কি দেখিতে তাহা কোন কালে চায়?
অমিত্রসঙ্কুল সেই স্থানে কি কারণ চাও, মহাপ্রাজ্ঞ, তুমি করিতে গমন?

মহাসত্ত্ব বলিলেন,

২৩৪। "আমিও জানি, হে যক্ষ, যাহা নয় হিতকর
দেখিতে না চায় তাহা কভু কোন প্রাজ্ঞ নর।
কিন্তু আমি কোন কালে পাপ কিছু করি নাই;
ঘটিবে মরণ ভাবি, সে হেতু, না শঙ্কা পাই।

দেখ, আমি তোমার ন্যায় নিষ্ঠুর যক্ষকেও ধর্ম্মকথা শুনাইয়া এমন মৃদুচিত্ত করিয়াছি যে, তুমি এখন বলিতেছ, 'নাগকন্যায় আমার প্রয়োজন নাই; আপনি নিজগৃহে প্রতিগমন করুন।' নাগরাজের মন নরম করিবার ভার আমার উপর থাকিল। তুমি আমাকে সেখানে লইয়া চল।" ইহা শুনিয়া পূর্ণক তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং বলিলেন,

২৩৫। "এস, হে অমাত্যবর, সঙ্গে মোর গিয়া
দেখিবে অতুলৈশ্বর্য্যপূর্ণ সেই স্থান,
নৃত্যগীতোৎসবে যেথা করেন বসতি
নাগকুল-অধিপতি, বরেণ্য যেমন
বসতি নলিনীধামে* যক্ষেশ কুবের।

২৩৬। অহোরাত্র নিত্য সেথা নাগকন্যাগণ
বেড়ায় করিয়া কেলি; আছে সুপ্রচুর
পুষ্পমাল্য পুষ্পাচ্ছন্ন সে নাগভবনে;
শোভে তাহা, অন্তরিক্ষে সৌদামিনী যথা।

২৩৭। অন্নপানে সদাপূর্ণ সে নাগভবন;
সতত আনন্দময় নৃত্যবাদ্যগীতে;
অলঙ্কৃতা নাগকন্যা, বস্ত্র, অলঙ্কার—
যত চাও, তত সেথা পাইবে দেখিতে।"

* সংস্কৃত সাহিত্যে কুবেরের রাজধানী "অলকা" নামে বর্ণিত।

২৩৮। কুরুরাজামাত্যশ্রেষ্ঠ বিদুরে পূর্ণক
বসাইলা অশ্বপৃষ্ঠে নিজের পশ্চাতে।
লইয়া সে মহাপ্রাজ্ঞে যক্ষ এইরূপে
হইলেন উপনীত নাগেশভবনে।

২৩৯। অতুল-ঐশ্বর্য্যপূর্ণ সেই স্থানে গিয়া
রহিলেন দাঁড়াইয়া যক্ষের পশ্চাতে
বিদুর অমাত্যবর। হেরি নাগরাজ
যক্ষমানবের মধ্যে সৌহার্দ্দলক্ষণ,
শুধালেন জামাতাকে প্রথমে সস্মিত ;—

নাগরাজ বলিলেন,

২৪০। পণ্ডিতের হৃৎপিণ্ড আহরণ তরে
মর্ত্ত্যলোকে হয়েছিল গমন তোমার।
হয়েছে কি ইষ্টসিদ্ধি ? মহাপ্রাজ্ঞ সেই
অমাত্যে লইয়া তুমি এসেছ কি হেথা ?

পূর্ণক বলিলেন,

২৪১। এই সেই ধর্ম্মগোপ্তা হেথা উপস্থিত,
লভিতে যাঁহারে তব ইচ্ছা বলবতী।
সদুপায়ে আমি এঁরে করিয়াছি লাভ।
দাঁড়ায়ে সম্মুখে তব, হের, নাগরাজ,
বলিবেন ধর্ম্মকথা এই মহামতি।
সাধুসঙ্গ হয় সদা সুখের কারণ।

মহাসত্ত্বের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া নাগরাজ বলিলেন,

২৪২। দেখিয়া অদৃষ্টপূর্ব্ব এ নাগভবন, ভয় পেয়ে আমায় না করে সম্ভাষণ ;
মর্ত্ত্যবাসী মৃত্যুভয়ে হয়েছে কম্পিত ; নয় ত এমন ভয় প্রাজ্ঞজনোচিত।

মহাসত্ত্ব নাগরাজের সম্ভাষণ প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। এখন তাঁহার কথা শুনিয়া "তুমি আমার বন্দনীয় নও" ইহা না বলিয়া নিজের জ্ঞানলব্ধ উপায়কুশলতাবলে, "আমি বধ্যভাবাপন্ন ; যে বধ্য সে কি কখনও বন্দনা করে ?" এই ভাব ব্যক্ত করিবার জন্য দুইটী গাথা বলিলেন :—

২৪৩। পাই নাই ভয়, নাথ ; হই নি ক আমি
কাতর মৃত্যুর ভয়ে। বধ্য যেই জন,
সে কি করে বধার্থীকে প্রিয় সম্ভাষণ ?
বধার্থী বা সম্ভাষণ করে কি কখন
বধ্যজনে ? এই হেতু রয়েছি নীরব।

২৪৪। বধিতে যাহাকে ইচ্ছা, প্রীতি-সম্ভাষণ
করা তারে অসম্ভব ; পেতে তার ঠাঁই
প্রীতি-সম্ভাষণ নিজে-কেবা আশা করে ?
পারে না এমন ক্ষেত্রে হ'তে কোনরূপে
প্রীতিবচনের কোন আদান-প্রদান।

ইহা শুনিয়া নাগরাজ দুইটী গাথায় মহাসত্ত্বের স্তুতি করিলেন :—

২৪৫। বলিলে যা', সত্য তাহা, ওহে বিজ্ঞবর ;
বধ্য বধার্থীকে নাহি করে সম্ভাষণ ;
বধার্থীও বধ্যকে না সম্ভাষে কখন।

২৪৬। বধিতে যাহাকে ইচ্ছা, প্রীতি-সম্ভাষণ
করা তারে অসম্ভব; পেতে তার ঠাঁই
প্রীতি-সম্ভাষণ নিজে কেবা আশা করে ?
পারে না এমন ক্ষেত্রে হ'তে কোনরূপে
প্রীতিবচনের কোন আদান-প্রদান।

অতঃপর মহাসত্ত্ব নাগরাজকে প্রীতিসম্ভাষণপূর্ব্বক বলিলেন,

২৪৭। এই যে ঐশ্বর্য্য তব, মহিমা অপার, এই ঋদ্ধি, বলবীর্য্য তব, নাগেশ্বর,—
যদিও শাশ্বত বলি আশু মনে হয়, কিছুই প্রকৃত পক্ষে শাশ্বত ত নয়।
জিজ্ঞাসা করিতে আমি চাই হে তোমারে, এ মহাবিমান তুমি পেলে কি প্রকারে ?

২৪৮। দৈবাৎ কি পাইয়াছ ? কেহ কি নির্ম্মাণ করেছে তোমার তরে এ মহাবিমান ?
নির্ম্মাণ করেছ নিজে ? কিংবা দেবগণ দিয়াছেন তোমাকে এ বিচিত্র ভবন ?
জিজ্ঞাসি, নাগেশ, এই উত্তম বিমান কি উপায়ে পাইয়াছ তুমি ভাগ্যবান্ ?*

নাগরাজ বলিলেন,

২৪৯। দৈবাৎ না পাইয়াছি; করে নি নির্ম্মাণ কেহই আমার তরে এ মহাবিমান।
করি নি নির্ম্মাণ নিজে; কিংবা দেবগণ দেন নাই আমাকে এ বিচিত্র ভবন।
নিষ্পাপ স্বকর্ম্মবলে, পুণ্য-অনুষ্ঠানে করিতেছি বাস আমি এ মহাবিমানে।†

মহাসত্ত্ব বলিলেন,

২৫০। কি ব্রত, কি ব্রহ্মচর্য্য করেছ পালন ? কোন্ সুকৃতির ফল এ দিব্য ভবন ?‡
এই ঋদ্ধি, এ মহিমা, এই বীর্য্যবল— কি পুণ্যের বলে তুমি পেলে এ সকল ?

নাগরাজ বলিলেন,

২৫১। আমি আর ভার্য্যা মোর ছিলাম যখন নরলোকে মনুষ্যদেহ করিয়া ধারণ,
হয়েছিনু শ্রদ্ধাশীল, ধর্ম্মপরায়ণ; মুক্তহস্তে করিতাম দান অনুক্ষণ।
রাজপথ-সন্নিহিত দীর্ঘিকার মত গৃহ মোর সর্ব্বভোগ্য থাকিত সতত;
শ্রমণব্রাহ্মণগণ যাইতেন সেথা, অন্নপানে লভিতেন সন্তোষ সর্ব্বথা।

২৫২। যখন যা' আবশ্যক হইত যাহার, মাল্য-গন্ধ-বিলেপন-খট্বা-বাসাগার,
দীপ-আচ্ছাদন-শয্যা-অন্ন আর পানীয় সাদরে যাচকে মোরা করিতাম দান।

২৫৩। এই মোর ব্রহ্মচর্য্য, এই হিতব্রত; পেয়েছি এ সব সেই সুকৃতিবশতঃ।
এই ঋদ্ধি, এ মহিমা, এই বীর্য্যবল, এ মহাবিমান - সব সে পুণ্যের ফল।

মহাসত্ত্ব বলিলেন,

২৫৪। এ উপায়ে লাভ যদি করিয়াছ এ বিমান,
নিশ্চয় পুণ্যের ফল জান তুমি, মতিমান্।
পুণ্যবলে জন্মান্তরে লভে জীব কি সুগতি,
তাহাও নিশ্চয় জানা আছে তব, নাগপতি।
অতএব সাবধানে কর ধর্ম্ম অনুষ্ঠান;
যেন জন্মান্তরে পুনঃ পাও হে হেন বিমান।

---

* পঞ্চম খণ্ডের শঙ্খপাল-জাতকের (৫২৪) ২৮শ গাথা।

† পঞ্চমখণ্ডের শঙ্খপাল-জাতকের (৫২৪) ২৯শ গাথা।

‡ পঞ্চম খণ্ডের শঙ্খপাল-জাতকের (৫২৪) ৩০শ গাথার প্রথমার্দ্ধ।

§ টীকাকার বলেন, অঙ্গরাজ্যে কালচম্পা নগরে।

‖ পঞ্চম খণ্ডের শঙ্খপাল-জাতকের (৫২৪) ৩২শ গাথার শেষার্দ্ধ।

¶ গাথায় 'সেয্যং' (শয্যা) এবং 'সয়নং' উভয় পদই আছে। আমি 'সেয্য' শব্দে খাটিয়া প্রভৃতি এবং 'সয়ন' শব্দে মাদুর তোষক ইত্যাদি বুঝিলাম।

নাগরাজ বলিলেন,

২৫৫। নাই নাগলোকে শ্রমণব্রাহ্মণ, করিব যাঁদের তৃপ্তি সম্পাদন
অন্নপানদানে, হে অমাত্যবর। জিজ্ঞাসি তোমায়, দাও সদুত্তর,
কি করিলে প্রাপ্তি হইবে আমার ভাগ্যে এতাদৃশ বিমান আবার?

মহাসত্ত্ব বলিলেন,

২৫৬। জন্মিয়াছে হেথা নাগ অগণন— তব পুত্র, দারা, অনুজীবিগণ।
ত্যজি দুষ্টভাব, কার্য্যে ও বচনে করহ পালন সেই সব জনে।
২৫৭। হও অপ্রদুষ্ট কার্য্যে ও বচনে; হও রত সদা আশ্রিতপালনে;
পূর্ণ আয়ুষ্কাল যাপি এ বিমানে যাবে শেষে উর্দ্ধতর দিব্যধামে।

মহাসত্ত্বের ধর্ম্মকথা শুনিয়া নাগরাজ ভাবিলেন, 'পণ্ডিতকে আর অধিকক্ষণ ইঁহার গৃহ হইতে দূরে রাখিতে পারি না! ইঁহাকে লইয়া বিমলার নিকটে যাই এবং ধর্ম্মকথা শুনাইয়া তাঁহার দোহদ নিবৃত্ত করি। তাহার পর ইঁহাকে ইন্দ্রপ্রস্থে পাঠাইয়া রাজা ধনঞ্জয়ের মনস্তুষ্টিসম্পাদন করা কর্ত্তব্য।' ইহা চিন্তা করিয়া তিনি বলিলেন,

২৫৮। সচিব যাঁহার তুমি, নিশ্চয় সে নরবর
তোমার বিহনে, প্রাজ্ঞ, পেয়েছেন দুঃখ বড়।
দুঃখিত যদিও এবে, শোকার্ত্ত হৃদয় তাঁর,
দেখিলে তোমায় সুখী হইবেক পুনর্ব্বার।

ইহা শুনিয়া মহাসত্ত্ব একটী গাথায় নাগরাজের প্রশংসা করিলেন:—

২৫৯। বলিলে যা নাগরাজ, সাধুদের ধর্ম্ম তাহা;
তাহা হ'তে ভাল কিছু নাই।
বিজ্ঞজনোচিত বাক্য অতীত সুবিবেচিত
শুনি তব তৃপ্তি আমি পাই।
ঈদৃশী বিপৎ যবে উপস্থিত হয়, নাগ,
তখন(ই) জানিতে পারা যায়,
কি বিশিষ্ট প্রজ্ঞাবলে মাদৃশ পণ্ডিত জন
অভিভূত নাহি হয় তায়।

ইহা শুনিয়া নাগরাজ আরও সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,

২৬০। বল ত, পূর্ণক কি হে বিনামূল্যে লভেছে তোমায়?
অথবা তোমায় কি সে দ্যূতে করিয়াছে পরাজয়?
বলে সেই, "আনিয়াছি না করি অসাধু ব্যবহার;"
বল, শুনি, কি প্রকারে হস্তগত হইলে তাহার?

মহাসত্ত্ব বলিলেন,

২৬১। "যে রাজা আমার প্রভু ইন্দ্রপ্রস্থধামে,
হইলেন অক্ষদ্যূতে পরাজিত তিনি।
দ্যূতপণরূপে দত্ত আমি, নাগরাজ।
লভিলা পূর্ণক মোরে ধর্ম্ম-অনুসারে,
অসাধু উপায় কোন না করি প্রয়োগ।

২৬২। পণ্ডিতের সত্য কথা করিয়া শ্রবণ মহাতেজা মহোরগ হন হৃষ্টমন।
হাত ধরি মহাপ্রাজ্ঞে লইয়া তখন করিলেন বিমলার সকাশে গমন।

নাগরাজ বলিলেন,

২৬৩। "যাঁর জন্য পাণ্ডুবর্ণ শরীর তোমার, অন্নপানে নাই রুচি, কর না আহার,
শুনিলে শ্রীমুখে যাঁর ধর্ম্মের দেশন অজ্ঞানতিমিরমুক্ত হয় জীবগণ,
অতুলা যাঁহার প্রজ্ঞা, সেই সুপণ্ডিত বিদুর সম্মুখে তব এবে উপস্থিত।
২৬৪। হৃৎপিণ্ড পাইতে যাঁর ছিলে ব্যগ্রচিত্ত, জ্ঞানপ্রভাকর সেই এবে সমুদিত।
শুন, প্রিয়ে, শ্রীমুখের মধুর বচন; সুদুর্লভ পুনর্ব্বার ইঁহার দর্শন।"

২৬৫। মহাপ্রাজ্ঞ বিদুরের পেয়ে দরশন,
বিমলা প্রণমে তাঁরে যুড়ি দশাঙ্গুলি;
লভিয়া পরমা প্রীতি প্রহৃষ্ট অন্তরে
কুরুরাজামাত্যশ্রেষ্ঠে বলে অতঃপর:—

[বিমলা ও বিদুরের বচনপ্রতিবচন]

২৬৬। "দেখিয়া অদৃষ্টপূর্ব্ব এ নাগভবন, ভয় পেয়ে আমাকে না করে সম্ভাষণ।
মর্ত্ত্যবাসী মৃত্যুভয়ে হয়েছে কম্পিত; নয়ত এমন ভয় বিজ্ঞজনোচিত।

২৬৭। "পাই নাই ভয়, নাগি; হই নি ক আমি
কাতর মৃত্যুর ভয়ে; বধ্য যেই জন,
সে কি করে বধার্থীকে কভু সম্ভাষণ?
২৬৮। বধিতে যাহাকে ইচ্ছা, প্রীতি সম্ভাষণ
করা তারে অসম্ভব; পেতে তার ঠাঁই
প্রীতি-সম্ভাষণ নিজে কেবা আশা করে?
পারে না এমন ক্ষেত্রে হ'তে কোনরূপে
প্রীতি-বচনের কিছু আদান-প্রদান।"
২৬৯। "দেখিলে যা, সত্য তাহা, ওহে বিজ্ঞবর;
বধ্য বধার্থীকে নাহি করে সম্ভাষণ,
বধার্থীও বধ্যকে না সম্ভাষে কখন।
২৭০। বধিতে যাহাকে ইচ্ছা, প্রীতি-সম্ভাষণ
করা তারে অসম্ভব; পেতে তার ঠাঁই
প্রীতি-সম্ভাষণ নিজে কে বা আশা করে?
পারে না এমন ক্ষেত্রে হ'তে কোনরূপে
প্রীতি-বচনের কিছু আদান-প্রদান।"

২৭১। "এই যে ঐশ্বর্য্য তব, মহিমা অপার, এই ঋদ্ধিবলবীর্য্য প্রভৃতি তোমার,—
যদিও শাশ্বত বলি আশু মনে হয়, কিছুই প্রকৃত পক্ষে শাশ্বত ত নয়।
জিজ্ঞাসা করিতে আমি চাই গো তোমারে এ মহাবিমান তুমি পেলে কি প্রকারে?
২৭২। দৈবাৎ কি পাইয়াছ? কেহ কি নির্ম্মাণ করেছে তোমার তরে এ মহাবিমান?
নির্ম্মাণ করেছ নিজে? কিংবা দেবগণ দিয়াছেন তোমারে এ বিচিত্র ভবন?"
বল শুনি, নাগকন্যে, কি উপায়ে তুমি করিয়াছ লাভ এই দিব্যবাসভূমি?"
২৭৩। "দৈবাৎ না পাইয়াছি; করে নি নির্ম্মাণ কেহই আমার তরে এ মহাবিমান।
করি নি নির্ম্মাণ নিজে, কিংবা দেবগণ দেন নাই আমারে এ বিচিত্র ভবন।
নিষ্পাপ স্বকর্ম্মবলে, পুণ্য-অনুষ্ঠানে করিতেছি বাস আমি এ মহাবিমানে।"
২৭৪। "কি ব্রত, কি ব্রহ্মচর্য্য করেছ পালন? কোন সুকৃতির ফল এ দিব্য ভবন?
এই ঋদ্ধি, এ মহিমা, এই বীর্য্যবল— কি পুণ্যের বলে তুমি পেলে এ সকল?"
২৭৫। "আমি আর পতি মোর ছিলাম যখন নরলোকে নরদেহ করিয়া ধারণ,
হয়েছিনু শ্রদ্ধাশীল, ধর্ম্মপরায়ণ; মুক্তহস্তে করিতাম দান অনুক্ষণ,
রাজপথ-সন্নিহিত দীর্ঘিকার মত গৃহ মোর সর্ব্বভোগ্য থাকিত সতত।
শ্রমণব্রাহ্মণগণ যাইতেন সেথা, অন্নপানে লভিতেন সন্তোষ সর্ব্বথা।

২৭৬। যখন যা' আবশ্যক হইত যাহার মাল্যগন্ধবিলেপনখট্বাধাগার-
দীপ-আচ্ছাদন-শয্যা-অন্ন আর পান সাদরে যাচকে মোরা করিতাম দান।
২৭৭। এই মোর ব্রহ্মচর্য্য, এই ছিতব্রত ; পেয়েছি এসব সেই সুকৃতিবশতঃ।
এই ঋদ্ধি, এ মহিমা, এই বীর্য্যবল, এ মহাবিমান—সব সে পুণ্যের ফল."

২৭৮। "এ উপায়ে লাভ যদি করেছ এ বাসভূমি,
নিশ্চয় পুণ্যের ফল, নাগজায়ে, জান তুমি।
পুণ্যবলে ভবান্তরে লভে জীব যে সুগতি,
তাহাও নিশ্চয় জানা আছে তব, ভাগ্যবতি।
অতএব সাবধানে কর ধর্ম্ম অনুষ্ঠান,
যেন জন্মান্তরে পুনঃ পাও লো হেন বিমান।"

২৭৯। "নাই নাগলোকে শ্রমণব্রাহ্মণ, করিব যাঁদের তৃপ্তি সম্পাদন
অন্নপানদানে, হে অমাত্যবর। জিজ্ঞাসি তোমায়, দাও সদুত্তর,
কি করিলে প্রাপ্তি হইবে আমার ভাগ্যে এতাদৃশ বিমান আবার ?"
২৮০। "জন্মিয়াছে হেথা নাগ অগণন— তব পতিপুত্র-অনুজীবিগণ।
ত্যজি দুষ্টভাব, কার্য্যে ও বচনে হও রত সদা আশ্রিত-পালনে ;
পূর্ণ আয়ুষ্কাল যাপি এ বিমানে যাবে শেষে ঊর্দ্ধতর দিব্যধামে।"

২৮২। "সচিব যাঁহার তুমি, নিশ্চয় সে নরবর
তোমার বিহনে, প্রাজ্ঞ, পেয়েছেন দুঃখ বড়।
দুঃখিত যদিও এবে, শোকার্ত্ত হৃদয় তাঁ'র,
দেখিলে তোমায় সুখী হইবেক পুনর্ব্বার।"

২৮৩। [illegible] বলিলে যা' [illegible] সাধুদের ধর্ম্ম তাহা ;
তাহা হ'তে ভাল কিছু নাই।
বিজ্ঞজনোচিত বাক্য অতীব সুবিবেচিত
শুনি তব তৃপ্তি আমি পাই।
ঈদৃশী বিপৎ যবে উপস্থিত হয়, নাগি,
তখনই জানিতে পারা যায়,
কি বিশিষ্ট প্রজ্ঞাবলে মাদৃশ পণ্ডিতজন
অভিভূত নাহি হয় তায়।"
২৮৪। "বল ত, পূর্ণক কি হে বিনামূল্যে লভেছে তোমায় ?
অথবা তোমায় কি সে দ্যূতে করিয়াছে পরাজয় ?
বলে সেই, 'আনিয়াছি না করি অসাধু ব্যবহার'।
বল, শুনি, কি প্রকারে হস্তগত হইলে তাহার ?"

২৮৫। 'যে রাজা আমার প্রভু ইন্দ্রপ্রস্থধামে,
হইলেন অক্ষদ্যূতে পরাজিত তিনি।
দ্যূতপণরূপে দত্ত আমি, নাগজায়ে।
লভিলা পূর্ণক মোরে ধর্ম্ম-অনুসারে,
অসাধু উপায় কোন না করি প্রয়োগ।"
২৮৬। করিয়াছিলেন যে যে প্রশ্ন নাগরাজ,
নাগী তবে জিজ্ঞাসিলা পণ্ডিতে সে সব।
২৮৭। বরুণের প্রশ্নোত্তর দিয়া সুধীবর
করিয়াছিলেন তাঁর সন্তোষসাধন :
নাগীর প্রশ্নের(৩) সেই মত সদুত্তরে
সন্তোষসাধন সুখী করিলেন তাঁর।

২৮৮।* নাগরাজ, নাগজায়া, প্রসন্ন উভয়ে
হয়েছেন বুঝি সুধী অবিকলচেতা,
নির্ভয়, অরোমাঞ্চিত—বলিলা দু'জনে,

২৯০। "কোন চিন্তা নাই, নাগ। মিত্র বলি মোরে
বধিতে নারিবে আর—ত্যজ এ ভাবনা;
আছি দাঁড়াইয়া আমি। আমার দেহের
মাংসে কিংবা হৃৎপিণ্ডে থাকে যদি তব
প্রয়োজন, স্বহস্তেই করিয়া ছেদন
সাধন করিব তাহা, বলিবে যেরূপে।"

নাগরাজ বলিলেন,

২৯১। প্রজ্ঞাই হৃৎপিণ্ড হয় পণ্ডিত জনের।
পরম সন্তোষ মোরা করিয়াছি লাভ
অতুলা প্রজ্ঞার তব পেয়ে পরিচয়।
যাঁহার অনূন নাম*, লভুক সে এবে
তনয়াকে আমাদের, রাখুক তোমায়
অদ্যই সে কুরুরাজ্যে ইন্দ্রপ্রস্থধামে।

ইহা বলিয়া বরুণ ইরন্দতীকে পূর্ণকের হস্তে সম্প্রদান করিলেন। পূর্ণক ভার্য্যা লাভ করিয়া আনন্দিত হইলেন এবং মহাসত্ত্বের সহিত শিষ্টালাপ করিতে লাগিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

২৯২। ইরন্দতী লাভে হ'য়ে প্রহৃষ্ট-অন্তর
মহোল্লাসে বলিলেন পূর্ণক তখন
কুরুরাজামাত্যবরে,

২৯৩। "প্রসাদে তোমার
করিলাম ভার্য্যা লাভ; এ উপকারের
উপযুক্ত প্রতিদান করিব নিশ্চয়।
দিনু এই মহামণি; করহ গ্রহণ।
কুরুদেশে পৌঁছাইয়া দিতেছি তোমায়।

মহাসত্ত্বও পূর্ণকের প্রশংসা করিয়া বলিলেন,

২৯৪। "থাক যেন, কাত্যায়ন, ভার্য্যাসহ তব
অচ্ছেদ্য প্রণয়ে বদ্ধ হইয়া সতত।
করহ সানন্দচিত্তে, প্রসন্ন অন্তরে
মণি মোরে দান, যক্ষ। "দাও পৌঁছাইয়া
সত্বর আমাকে তুমি ইন্দ্রপ্রস্থধামে"

২৯৫। তুলি অশ্বপৃষ্ঠে কুরুরাজামাত্যবরে
পূর্ণক বসান তাঁরে সম্মুখে নিজের।
মহাপ্রাজ্ঞ বিধুরকে ল'য়ে এই ভাবে
ইন্দ্রপ্রস্থ-অভিমুখে করিলা গমন।

২৯৬। মনোগতি শীঘ্র অতি; শীঘ্র ততোধিক
হইল আকাশপথে গতি পূর্ণকের।
নিমেষ না হ'তে গত কুরুরাজামাত্যে
লয়ে তিনি ইন্দ্রপ্রস্থে হন উপস্থিত।

* অর্থাৎ যাহার নাম "পূর্ণক"।

অতঃপর পূর্ণক বলিলেন,

২৯৬। হের এই ইন্দ্রপ্রস্থপুরী রমণীয়া,
নানা খণ্ডে সুবিভক্তা; আম্রবণ সব
রয়েছে চৌদিকে ওর, অহো কি সুন্দর!
দাও হে বিদায়; হল স্ত্রীলাভ আমার;
তুমিও স্বগৃহে, সুখী, হ'লে প্রত্যাগত।

ঐদিন প্রত্যূষকালে রাজা ধনঞ্জয় এক স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। স্বপ্নটী এই:—রাজভবনের দ্বারদেশে যেন একটী মহাবৃক্ষ রহিয়াছিল; উহার স্কন্ধ প্রজ্ঞাময়, শাখাপ্রশাখা দশশীল, ফল পঞ্চগোরস*; অলঙ্কৃত হস্তী ও অশ্বসমূহ যেন উহাকে পরিবেষ্টন করিয়া রাখিয়াছিল এবং বহুলোকে যেন কৃতাঞ্জলিপুটে নমস্কার করিয়া ভক্তিভরে উহার পূজা করিতেছিল। কিন্তু হঠাৎ সেখানে এক কৃষ্ণকায় ব্যক্তি দেখা দিল; তাহার পরিধান রক্তবস্ত্র, কর্ণে রক্তপুষ্পের কুণ্ডল, হস্তে আয়ুধ। সে আসিয়াই বৃক্ষটীকে সমূলে ছেদন করিতে প্রবৃত্ত হইল। লোকে তাহা দেখিয়া পরিদেবন করিতে লাগিল; সে তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া ছিন্ন বৃক্ষটীকে টানিতে টানিতে লইয়া গেল; কিন্তু কিয়ৎকাল পরে ফিরিয়া আসিয়া উহা পূর্ব্বস্থানেই স্থাপিত করিয়া চলিয়া গেল। রাজা এই স্বপ্নের মর্ম্ম উদ্ঘাটনপূর্ব্বক স্থির করিলেন, 'মহাবৃক্ষটী আর কিছুই নয়, উহা বিধুর পণ্ডিত; যে ব্যক্তি বহুলোকের পরিদেবনে কর্ণপাত না করিয়া উহাকে সমূলে ছেদন করিয়া লইয়া গিয়াছিল, সেও আর কেহ নয়, সেই মাণবক, যে বিধুর পণ্ডিতকে লইয়া গিয়াছে। সেই লোকটা যে বৃক্ষটীকে আনিয়া পুনর্ব্বার যথাস্থানে রাখিয়া গিয়াছে, ইহা দ্বারা সূচিত হইতেছে যে, সে পণ্ডিতকে আনয়নপূর্ব্বক ধর্ম্মসভায় রাখিয়া চলিয়া যাইবে। অতএব তিনি আজই পণ্ডিতের দর্শন লাভ করিবেন।' এই সিদ্ধান্ত করিয়া তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন, সমস্ত নগর ও ধর্ম্মসভা সুসজ্জিত করাইলেন, পূর্ব্বকথিত এক শত এক জন ভূপতি এবং পৌর ও জানপদগণে পরিবৃত হইয়া বলিলেন, "তোমরা চিন্তা করিও না; অদ্যই পণ্ডিতকে এখানে দেখিতে পাইবে।" সকলকে এইরূপে আশ্বস্ত করিয়া তিনি পণ্ডিতের আগমনপ্রতীক্ষায় ধর্ম্মসভায় বসিয়া রহিলেন; এদিকে পূর্ণকও পণ্ডিতকে ধর্ম্মসভাদ্বারে অবতারণ করিয়া উপস্থিত লোকদিগের মধ্যে স্থাপন করিলেন এবং ইরন্দতীকে লইয়া নিজের দেবনগরে চলিয়া গেলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন—

২৯৭। কুরুরাজামাত্যবরে ধর্ম্মসভামাঝে
দিলা নামাইয়া সেই যক্ষ দিব্যরূপ;
আজানেয় অশ্বে পুনঃ করি আরোহণ
করিলা আকাশ-পথে তখন(ই) প্রস্থান।

২৯৮। দরশন পুনর্ব্বার পেয়ে বিধুরের
লভিলা পরমা প্রীতি কুরুরাজ মনে;
উঠিয়া আসন হ'তে বিস্তারিয়া বাহু
করিলেন আলিঙ্গন অকম্পিত দেহে;
সকলের পুরোভাগে, সভাজন মাঝে
বসালেন সুধীবরে উত্তম আসনে।

বিধুরের সঙ্গে সস্নেহ সম্ভাষণ-প্রতিসম্ভাষণানন্তর রাজা মধুরস্বরে বলিলেন,

* পঞ্চগোরস—ক্ষীর, দধি, তক্র, নবনীত ও সর্পিঃ।

২৯৯। সারথি সজ্জিত রথ চালায় যেমন,
তুমিও তেমতি সদা উপদেশদানে
সৎপথে চালাও আমা সবে, বিজ্ঞবর।
কুরুরাজ্যবাসী সব দর্শনে তোমার
কত যে সন্তুষ্ট, তাহা কি বলিব আর!
মাণবকহস্ত হ'তে বল, কি উপায়ে
মুক্তি লভি ফিরি তুমি আসিলে এখানে?

মহাসত্ত্ব বলিলেন,

৩০০, ''বলিলেন মাণবক যাঁরে, নন তিনি
নর, হে নৃপশার্দ্দূল! পূর্ণকের নাম
বোধ হয় আছে তব শ্রবণ-গোচর।
ইনি সে পূর্ণক, প্রভো, মহা-ঋদ্ধিমান্,
যক্ষরাজ কুবেরের সচিবপ্রধান।
৩০১। মহাকায়, শ্বেতবর্ণ, মহাবীর্য্যবান্
বরুণ নামক রাজা উরগভবনে;
কন্যা তাঁর ইরন্দতী সর্ব্বাংশে সদৃশী
পিতার মাতার যিনি; পূর্ণক তাঁহার
হয়েছিলা পাণিপীড়নাভিলাষী, দেব।
৩০২। সুমধ্যা সে প্রিয়া নাগসুতার কারণ
পূর্ণক করিলা চেষ্টা বধিতে আমায়
আশাতীত ভাগ্যে তাঁর ঘটেছে এখন;
মহামণি করি লাভ আমিও তাঁহার
পাইয়াছি অনুমতি ফিরিতে এখানে।

মহারাজ, আমি চতুষ্পোষধিক প্রশ্নের যে সদুত্তর দিয়াছিলাম, * তাহাতে প্রসন্ন হইয়া সেই নাগরাজ আমাকে একটী মণি দিয়া পূজা করিয়াছিলেন। তিনি নাগলোকে প্রতিগমন করিলে বিমলা দেবী, মণি কোথায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ইহার উত্তর দিবার কালে নাগরাজ আমার ধর্ম্মকথকতার প্রশংসা করিয়াছিলেন। তাহাতে বিমলার মনে ধর্ম্মকথা শুনিবার ইচ্ছা হয় এবং আমার হৃৎপিণ্ড পাইবার জন্য তাঁহার দোহদ জন্মিয়াছে, এই কথা বলেন। নাগরাজ ইহার প্রকৃত অর্থ বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার কন্যা ইরন্দতীকে বলিয়াছিলেন, "বিদুরের হৃদয়মাংস পাইবার জন্য তোমার মাতার দোহদ হইয়াছে; তাহা আনিতে সমর্থ, এমন স্বামী লাভ করিবার চেষ্টা কর।" স্বামীর অন্বেষণে বাহির হইয়া ইরন্দতী বৈশ্রবণের ভাগিনেয় পূর্ণক নামক যক্ষকে দেখিতে পান। পূর্ণক তাঁহার প্রতি অনুরাগবান্ হইয়াছেন দেখিয়া ইরন্দতী তাঁহাকে পিতার নিকট লইয়া যান। নাগরাজ বলেন যে, তিনি বিদুরের হৃদয়-মাংস আনয়ন করিতে পারিলে ইরন্দতীকে লাভ করিবেন। পূর্ণক বিপুলগিরিতে গিয়া রাজচক্রবর্ত্তি-পরিভোগ্য মণি আহরণ করেন এবং আপনার সঙ্গে দ্যূতক্রীড়ায় জয়ী হইয়া আমাকে প্রাপ্ত হন। তিনি আমার গৃহে তিন দিন ছিলেন; তাহার পর আমাকে তাঁহার অশ্বের পুচ্ছ ধরাইয়া হিমালয় পর্ব্বতে লইয়া যান। তিনি প্রথমে ভাবিয়াছিলেন, বৃক্ষের ও পর্ব্বতের আঘাতে আমার মৃত্যু হইবে; কিন্তু তাহা হইল না দেখিয়া তিনি ঊর্দ্ধস্থ সপ্তমস্তরের বৈরম্ভ বায়ু † সঙ্গে লইয়া আমার দিকে উল্লম্ফন করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন, আমাকে ষষ্টিযোজন উচ্চ কালাগিরির উপরে স্থাপিত করিয়া সিংহাদির বেশে নানারূপ ভয় দেখাইলেন; কিন্তু কিছুতেই আমাকে মারিতে পারিলেন না।

* এই খণ্ডের ১৭৮ ম পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য। † বৈরম্ভ বায়ুর সম্বন্ধে ৩য় খণ্ডের ১৪৮ম ও ২৭৩ম পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য।

তখন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনি আমাকে বধ করিতে চান কেন'? তিনি ইহার উত্তরে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন; আমি তাঁহাকে সাধুনরধর্ম্ম শুনাইলাম; তাহা শুনিয়া তিনি প্রসন্ন হইলেন, এবং আমাকে এখানে ফিরাইয়া আনিতে ইচ্ছা করিলেন। অতঃপর আমি তাঁহাকে লইয়া নাগভবনে গমন করিলাম এবং নাগরাজ ও বিমলাকে ধর্ম্মকথা শুনাইলাম। তাহাতে নাগলোকের সকলেই পরমসন্তোষ লাভ করিল। আমি নাগলোকে ছয় দিন বাস করিলে নাগরাজ পূর্ণকের হস্তে ইরন্দতীকে সম্প্রদান করিলেন। ইহাতে অতিমাত্র আহ্লাদিত হইয়া পূর্ণক সেই মহামণি দিয়া আমার অর্চ্চনা করিলেন, নাগরাজের অনুমত্যনুসারে আমাকে মনোময় অশ্ববরে তুলিলেন, আমাকে সম্মুখের আসনে এবং ইরন্দতীকে পশ্চাতে বসাইয়া নিজে মধ্যমাসনে উপবিষ্ট হইলেন, আমাকে এখানে আনিয়া সভামধ্যে নামাইয়া দিলেন এবং ইরন্দতীকে লইয়া নিজের নগরে চলিয়া গেলেন। অতএব বুঝিতে পারিলেন, মহারাজ, যে, পূর্ণক তাঁহার প্রিয়া সেই সুমধ্যমা নাগকন্যার জন্যই আমার প্রাণবধের চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং শেষে আমারই প্রজ্ঞাবলে তিনি ভার্য্যা লাভ করিয়াছেন। আমার ধর্ম্মকথা শুনিয়া নাগরাজ প্রসন্নচিত্তে আমাকে ফিরিতে অনুমতি দিয়াছেন এবং আমি পূর্ণকের নিকট হইতে এই সর্ব্বকামদ রাজচক্রবর্ত্তি-পরিভোগ্য মহামণি প্রাপ্ত হইয়াছি। মহারাজ, আপনি এই মণি গ্রহণ করুন।" ইহা বলিয়া বিদুর রাজাকে সেই মণি দান করিলেন। রাজা প্রত্যূষকালে যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, এখন তাহা নগরবাসীদিগকে বলিবার অভিপ্রায়ে বলিলেন, "ভো নাগরিকগণ, আমি আজ যে-স্বপ্ন দেখিয়াছি, তাহা শ্রবণ কর:—

৩০৩। জন্মিল অপূর্ব্ববৃক্ষ প্রাসাদের দ্বারে;—
[illegible]
গঠিত হয়েছে তার শাখা ও প্রশাখা;
ধর্ম্মে আর অর্থে পুষ্ট সেই তরুবর;
ফল তার পঞ্চবিধ—ক্ষীর, নবনীত,
দধি, তক্র, সর্পিঃ আর; বেষ্টিত সর্ব্বতঃ
গো-অশ্ব-মাতঙ্গ দ্বারা;

৩০৪। পূজিতে সে তরু
হইল প্রবৃত্ত লোকে মহাসমারোহে;
কেহ নাচে, কেহ গায়, কেহ বা বাজায়।
হেন কালে অকস্মাৎ পুরুষ ভীষণ
ছেদি সেই তরু লয়ে করিল গমন।
হয়েছেন গৃহে মোর সেই মহাতরু
সমাগত পুনর্ব্বার; এস, সবে মিলি
বিধিমত পূজা তাঁর করিব এখন।

৩০৫। লভি অনুগ্রহ মোর সন্তুষ্ট যাহারা,
কর সবে আজ নিজ সন্তোষ প্রকাশ;
উপহার সুপ্রচুর করি আনয়ন
পুজ এই তরুবরে মনের উল্লাসে।

৩০৬। আমার এ রাজ্যে বদ্ধ রয়েছে যাহারা,
বন্ধন হইতে মুক্ত হো'ক সবে আজ।
বিদুর বন্ধনমুক্ত হলেন যেমন,
সেইরূপে দাও মুক্তি বদ্ধজীবগণে।

৩০৭। হউক এ রাজ্যে মহোৎসব এক মাস;
রাখুক লাঙ্গল তুলি কৃষিজীবিগণ;*

---

* 'উন্নলা নাসমিনং করন্তু।'

পলান্নে করাও সবে ব্রাহ্মণভোজন।
উপচিয়া পড়ে মদ্য, হেন পূর্ণ পাত্র
হাতে লয়ে মদ্যপেরা স্ব স্ব পানাগারে
বসিয়া করুক পান ইচ্ছা যত হয়।
৩০৮। রাজপথ সমুদায় কর সুসজ্জিত;
আহ্বানি আনহ সেথা বারাঙ্গনাগণে।
শান্তিরক্ষা হেতু কর ব্যবস্থা এমন,
না পারে করিতে যেন একে অপরের
কোনরূপ ক্ষতি কভু: কর এইরূপে
সকলে মিলিয়া পূজা এ তরুবরের।

রাজা এইরূপ বলিলে

৩০৯। রাজপত্নী, রাজপুত্র, বৈশ্য ও ব্রাহ্মণ— সকলেই করিলেন সত্বর প্রেরণ
বহুবিধ উপহার, অন্ন আর পান বিদুর পণ্ডিতবরে দেখাতে সম্মান।
৩১০। গজারোহ-অশ্বারোহ-রথি-পত্তিগণ, সকলেই করিলেন সত্বর প্রেরণ
বহুবিধ উপহার, অন্ন আর পান বিদুর পণ্ডিতবরে দেখাতে সম্মান।
৩১১। সমবেত হয়ে পৌরজানপদগণ, সকলেই করিলেন সত্বর প্রেরণ
বহুবিধ উপহার, অন্ন আর পান বিদুর পণ্ডিতবরে দেখাতে সম্মান।
৩১২। হেরি বিদুরকে গৃহে প্রত্যাগত হয় মগ্ন সবে আনন্দসাগরে।
দেখি তাঁরে সবে হরষের বেগে উত্তরীয় বাস সঞ্চালন করে।*

একমাস পরে উৎসব শেষ হইল। অতঃপর মহাসত্ত্ব যেন বুদ্ধকৃত্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন; তিনি সকল লোককে ধর্মতত্ত্ব শিক্ষা দিলেন, রাজাকে উপদেশ দিলেন এবং যতদিন জীবিত ছিলেন, এইভাবে অতিবাহিত করিয়া স্বর্গপরায়ণ হইলেন। তাঁহার উপদেশানুসারে চলিয়া রাজা এবং কুরুরাজ্যবাসী অন্য সকলেও দানাদি পুণ্যানুষ্ঠানপূর্ব্বক আয়ুঃক্ষয়ান্তে স্বর্গপুরী পূর্ণ করিতে গেলেন।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশন শেষ করিয়া শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নয়, পূর্ব্বেও তথাগত প্রজ্ঞাসম্পন্ন ও উপায়কুশল ছিলেন।

সমবধান—তখন বর্ত্তমান রাজকুলের মাতাপিতা ছিলেন বিদুরের মাতাপিতা: রাহুলমাতা ছিলেন বিদুরের জ্যেষ্ঠা ভার্য্যা; রাহুল ছিলেন তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র; সারিপুত্র ছিলেন নাগরাজ বরুণ, মৌদ্গল্যায়ন ছিলেন সেই সুপর্ণরাজ; অনিরুদ্ধ ছিলেন শক্র; আনন্দ ছিলেন রাজা ধনঞ্জয় এবং আমি ছিলাম বিদুর পণ্ডিত।]

৫৪৬—মহা উন্মার্গ-জাতক।†

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে প্রজ্ঞাপারমিতার সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় উপবিষ্ট হইয়া তথাগতের-প্রজ্ঞাপারমিতা বর্ণনা করিতেছিলেন। তাঁহারা বলিতেছিলেন, "অহো! তথাগতের কি অসামান্য প্রজ্ঞা। ইহা মহিয়সী ও বিশ্বব্যাপিনী; ইহা যেমন রসবতী, তেমনই প্রত্যুৎপন্না; ইহা সুতীক্ষ্ণা ও বিরুদ্ধবাদ-খণ্ডনকুশলা। এই অপার প্রজ্ঞাবলে তিনি কূটদন্ত প্রভৃতি ব্রাহ্মণদিগকে,‡ সভিক প্রভৃতি পরিব্রাজকদিগকে, অঙ্গুলিমাল প্রভৃতি দস্যুদিগকে, আলবক প্রভৃতি যক্ষদিগকে, শক্র প্রভৃতি দেবতাদিগকে এবং বকপ্রভৃতি ব্রহ্মাদিগকে সম্পূর্ণরূপে বিনয়ী করিয়া স্বমতে দীক্ষিত করিয়াছেন, সহস্র সহস্র লোককে প্রব্রজ্যা দিয়া মার্গফলের অধিকারী করিয়াছেন। ভিক্ষুরা এইরূপে শাস্তার মহাপ্রজ্ঞার মহিমা কীর্ত্তন করিতেছিলেন, এমন

---

* 'চেলুক্খেপো অবত্তথ'। ইহা সাহেবী 'waving of handkerchief' এর মত।

† উন্মার্গ—ভূগর্ভে খাত পয়ঃপ্রণালী, সুরঙ্গ বা বর্ম্ম—ইংরাজী tunnel বা mine শব্দের তুল্যার্থবাচক

‡ কূটদন্ত—মগধরাজ্যের একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। ইনি খানুমৎনগরে বাস করিতেন। ইনি, এক্ষণে

সময়ে তিনি সেখানে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভিক্ষুগণ, তোমরা এখানে বসিয়া কোন্ বিষয়ের আলোচনা করিতেছ?" তাঁহারা আলোচ্যমান বিষয় বিজ্ঞাপিত করিলে শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, তথাগত যে কেবল এখনই প্রজ্ঞাবান্ হইয়াছেন, এমন নহে; যখন তাঁহার জ্ঞানের সম্পূর্ণ পরিপক্বতা জন্মে নাই, যখন তিনি বুদ্ধত্বপ্রাপ্তির আশায় বোধিসত্ত্বরূপে বিচরণ করিতেছিলেন, সেই অতীতকালেও তিনি অসাধারণ প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

(১)

পুরাকালে মিথিলায় বিদেহ নামে এক রাজা ছিলেন। সেনক, পুক্কুশ, কবীন্দ্র ও দেবেন্দ্র, এই চারিজন পণ্ডিত তাঁহার ধর্ম্মানুশাসকের কাজ করিতেন। যেদিন বোধিসত্ত্ব মাতৃকুক্ষিতে প্রতিসন্ধি লাভ করেন,* সেইদিন প্রত্যূষকালে রাজা এই স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন:—রাজাঙ্গণের চারিকোণে চারিটী অগ্নিস্তম্ভ যেন মহাপ্রাকারের সমান উচ্চ হইয়া জ্বলিতেছিল; পরে তাহাদের মধ্যে খদ্যোতপ্রমাণ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উত্থিত হইয়া মুহূর্ত্তমধ্যে অগ্নিস্তম্ভ চারিটীকে অতিক্রমপূর্ব্বক ব্রহ্মলোকপ্রমাণ উচ্চতা লাভ করিল এবং চক্রবালসকল এরূপে উদ্ভাসিত করিয়া রহিল যে, ভূপতিত সর্ষপবীজ পর্য্যন্ত দেখা যাইতে লাগিল; দেবমানব প্রভৃতি সমস্ত লোক মাল্যগন্ধাদি দ্বারা তাহার পূজা করিতে লাগিল; বহুলোক তাহার ভিতর দিয়া গতায়াত করিল; কিন্তু কাহারও লোমকূপমাত্রও উষ্ণতা অনুভব করিল না।

এই স্বপ্ন দেখিয়া রাজা ভীত ও ত্রস্ত লইয়া শয্যাত্যাগ করিলেন এবং না জানি ইহা হইতে কি অনর্থই ঘটিবে, অঙ্গণের প্রান্তে বসিয়া বসিয়া এইরূপ ভাবিতে লাগিলেন। পূর্ব্বকথিত পণ্ডিত চারিজন প্রাতঃকালেই তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ সুখে নিদ্রা গিয়াছিলেন ত?" রাজা বলিলেন, "সুখ কোথায় পাইব? আমি এই দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছি।" তাহা শুনিয়া সেনক পণ্ডিত বলিলেন, "ভয় পাইবেন না, মহারাজ। এ সুস্বপ্ন; ইহাতে আপনার শ্রীবৃদ্ধিই হইবে।" "কিরূপে বুঝিলেন?" "এমন একজন পঞ্চম পণ্ডিতের আবির্ভাব হইবে, যিনি আমাদের এই চারিজনকে অতিক্রমপূর্ব্বক নিষ্প্রভ করিবেন। আমরা আপনার স্বপ্নদৃষ্ট অগ্নিস্তম্ভ চারিটী; তাহাদের মধ্যস্থলে যে অগ্নিস্তম্ভ দেখিয়াছেন, তাহাই সেই পঞ্চম পণ্ডিত। দেবলোকে ও নরলোকে, কুত্রাপি তাঁহার তুল্যকক্ষ কেহ থাকিবে না।" "তিনি এখন কোথায়?" সেনক নিজের বিদ্যাবলে দিব্যচক্ষুদ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া বলিলেন, "মহারাজ, তিনি অদ্য হয় প্রতিসন্ধি গ্রহণ করিয়াছেন; নয় মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন।" তখন হইতে রাজা এই কথা স্মরণ করিয়া রাখিলেন।

যজ্ঞার্থ বহু পশুবধের আয়োজন করিয়াছিলেন, এমন সময়ে বুদ্ধদেব সেখানে উপস্থিত হইয়া বুঝাইয়া দেন যে, দানই প্রকৃত যজ্ঞ; অন্য যজ্ঞ বৃথা। তখন কূটদন্ত পঞ্চশত শিষ্যসহ বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করেন।

সভিক—ইনি একজন বিখ্যাত তার্কিক। ইনি প্রথমে গৌতমকে তরুণবয়স্ক বলিয়া অবজ্ঞা করিতেন, কিন্তু শেষে তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন। শাস্তা তখন বেণুবনে অবস্থিতি করিতেন।

আলবক—এই নামধেয় এক যক্ষ গৌতমকে ধর্ম্ম-সম্বন্ধে কতিপয় প্রশ্ন করেন এবং উত্তরশ্রবণে প্রীত হইয়া বুদ্ধশাসনে প্রবিষ্ট হন। চতুর্থ খণ্ডের (মহাকৃষ্ণ-জাতক) ১২৪-১২৫ম পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য।

বক—বৌদ্ধেরা বলেন যে, ব্রহ্মলোক বহু; ব্রহ্মাও বহু। বক ব্রহ্মাদের অন্যতম। বক অনিত্যত্ববাদ স্বীকার করিতেন না; তিনি ভাবিতেন, ব্রহ্মলোক ও ব্রহ্মত্ব নিত্য। গৌতম ব্রহ্মলোকে গিয়া তাঁহার ভ্রম বুঝাইয়া দেন। বকব্রহ্ম-জাতক (৪০৫) দ্রষ্টব্য।

* মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে স্কন্ধগুলি বিশ্লিষ্ট হয়; পঞ্চস্কন্ধ আবার মিলিত হইলে জন্মান্তর ঘটে।

তৎকালে মিথিলা নগরীর চতুর্দ্বারসমীপে পূর্ব্ব যবমধ্যক, দক্ষিণ যবমধ্যক, পশ্চিম যবমধ্যক ও উত্তর যবমধ্যক নামে চারিখানি গণ্ডগ্রাম ছিল।* ইহাদের মধ্যে পূর্ব্ব যবমধ্যক গ্রামে শ্রীবর্দ্ধন নামে এক শ্রেষ্ঠী বাস করিতেন। তাঁহার ভার্য্যার নাম সুমনা দেবী। যে দিনের কথা হইল, সেইদিন, রাজার স্বপ্নদর্শনসময়ে, মহাসত্ত্ব ত্রয়স্ত্রিংশদ্ভবন ত্যাগ করিয়া এই রমণীর গর্ভে প্রবেশ করিলেন। অপর এক সহস্র দেবপুত্রও ত্রয়স্ত্রিংশদ্ভবন ত্যাগ করিয়া সেই গ্রামেই অন্যান্য শ্রেষ্ঠী ও অনুশ্রেষ্ঠীদিগের কুলে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করিলেন। সুমনা দেবী দশমাস গর্ভধারণ করিয়া এক হেমবর্ণ পুত্র প্রসব করিলেন। ঐ সময়ে শক্র নরলোক পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। মহাসত্ত্ব মাতৃগর্ভ হইতে বিনিক্রান্ত হইতেছেন জানিয়া তিনি স্থির করিলেন, 'এই বুদ্ধাঙ্কুরকে দেবলোকে ও নরলোকে প্রকটিত করিতে হইবে।' মহাসত্ত্ব যখন ভূমিষ্ঠ হইতেছিলেন, তখন শক্র অদৃশ্যমান শরীরে উপস্থিত হইয়া তাঁহার হস্তে একখণ্ড ওষধি স্থাপনপূর্ব্বক স্বস্থানে প্রতিগমন করিলেন। মহাসত্ত্ব ঐ ওষধিখণ্ড মুষ্টিবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। তিনি যখন ভূমিষ্ঠ হইলেন, তখন তাঁহার গর্ভধারিণী কিছুমাত্র যন্ত্রণা ভোগ করিলেন না। ধর্ম্মঘট (কমণ্ডলু) হইতে জল যেমন সহজে নির্গত হয়, তিনিও সেইরূপ সহজে মাতৃগর্ভ হইতে বিনা ক্লেশে বহির্গত হইলেন। জননী তাঁহার হস্তে ওষধিখণ্ড দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "বাবা, তুমি এ কি পাইয়াছ?" মহাসত্ত্ব বলিলেন, "মা, ইহা ঔষধ।" অনন্তর তিনি সেই দিব্য ঔষধ মাতার হস্তে দিয়া বলিলেন, "মা, এই ঔষধ লও; যাহার যে কোন পীড়া হউক না কেন, তাহাকেই এই ঔষধ দিও।" সুমনা দেবী তুষ্ট ও প্রহৃষ্ট হইয়া শ্রীবর্দ্ধন শ্রেষ্ঠীকে এই বৃত্তান্ত জানাইলেন। শ্রীবর্দ্ধন সাত বৎসর শিরঃপীড়ায় কষ্ট পাইতেছিলেন; তিনি সুমনার কথায় অতি আহ্লাদিত হইয়া ভাবিলেন, 'এই কুমার মাতৃগর্ভ হইতে নিক্রান্ত হইবার সময়ে ঔষধ লইয়া আগমন করিয়াছে; জন্মমুহূর্ত্তেই মাতার সঙ্গে কথা বলিয়াছে। এরূপ পুণ্যশীলসত্ত্বপ্রদত্ত ঔষধ নিশ্চয় মহাফলপ্রদ হইবে। তিনি ঐ ঔষধ শিলে ঘষিয়া অল্পমাত্র ললাটে মাখিলেন; অমনি তাঁহার সপ্তবর্ষের শিরোযন্ত্রণা দূর হইল, নিমিষের মধ্যে পদ্মপত্র হইতে যেন জল সরিয়া গেল। তিনি হর্ষভরে বলিতে লাগিলেন, 'অহো! এই ঔষধের কি অদ্ভুত ক্ষমতা!"

মহাসত্ত্ব যে ঔষধ লইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন, একথা সর্ব্বত্র প্রকাশিত হইল: যত ব্যাধিগ্রস্ত লোক, সকলে শ্রেষ্ঠীর গৃহে গিয়া ঔষধ চাহিতে লাগিল; দিব্যৌষধ শিলে ঘষিয়া ও জলে গুলিয়া শ্রেষ্ঠীর লোকজন সকলকেই একটু একটু দিত; তাহা শরীরে মাখিবামাত্র সকলেরই পীড়োপশম হইত; ব্যাধিমুক্ত লোকেরা মহানন্দে বলিয়া বেড়াইত, "শ্রীবর্দ্ধন শ্রেষ্ঠীর গৃহে যে ঔষধ আছে, তাহার অতি অদ্ভুত ক্ষমতা।" মহাসত্ত্বের নামকরণ-দিবসে শ্রীবর্দ্ধন ভাবিলেন, 'পূর্ব্বপুরুষদিগের নামানুসারে আমার পুত্রের নাম রাখিবার প্রয়োজন নাই; বৎস আমার ঔষধনামা হউক।' ইহা স্থির করিয়া তিনি পুত্রের "ঔষধকুমার" এই নাম রাখিলেন। তাহার পর তিনি আবার ভাবিলেন, 'আমার পুত্র মহাপুণ্যবান্; সে একাকী জন্মগ্রহণ করে নাই; তাহার সঙ্গে একই সময়ে আরও অনেক বালক জন্মিয়াছে।' তিনি অনুসন্ধান লইয়া জানিতে পারিলেন, সেদিন আরও এক সহস্র কুমার ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। তিনি এই সকল বালকের জন্য বস্ত্র ও ধাত্রী প্রেরণ করিলেন, এবং তাহারা ঔষধকুমারের সহচর হইবে, এই অভিপ্রায়ে আপন পুত্রের জাত

* যব—যবমধ্যাত শব্দ; যবের ক্ষেত্র। যবমধ্যক গ্রাম বলিলে চারি দিকে কৃষিক্ষেত্রবেষ্টিত গ্রাম বুঝায়। মিথিলার চারি দিকে এইরূপ চারিখানি গ্রাম ছিল। ইহাদিগকে যথাক্রমে পুব গাঁ, দখিণ গাঁ, পশ্চিম গাঁ ও উত্তর গাঁ বলা যাইতে পারে।

তাহাদেরও মাঙ্গলিক কার্য্য সম্পাদন করাইলেন। তাহারা প্রতিদিন অলঙ্কৃত হইয়া বোধিসত্ত্বের সহিত ক্রীড়া করিবার জন্য আনীত হইতে লাগিল। বোধিসত্ত্ব তাহাদের সঙ্গে খেলাধূলা করিয়া দিন দিন বড় হইতে লাগিলেন। সপ্তমবর্ষকালে তাঁহার দেহ সুবর্ণপ্রতিমার ন্যায় মনোহর হইল।

ঔষধকুমার যখন এই সকল সহচরের সহিত গ্রামমধ্যে ক্রীড়া করিতেন, তখন কখনও কখনও হস্তিপ্রভৃতি প্রাণী তাঁহাদের ক্রীড়া-ভূমির ভিতর দিয়া চলিয়া যাইত; বাতাতপের সময়েও বালকেরা ক্লান্ত হইত। এক দিন অকালে মেঘ উঠিল; তাহা দেখিয়া নাগবল ঔষধকুমার ছুটিয়া এক গৃহে প্রবেশ করিলেন; অন্যান্য বালক তাঁহার পশ্চাতে ছুটিতে ছুটিতে পরস্পরের পদাঘাতে আছাড় পড়িল; তাহাতে তাহাদের জানুতে ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে আঘাত লাগিল। ইহাতে মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, 'আমরা আর এভাবে ক্রীড়া করিব না; এখানে এক ক্রীড়াশালা নির্ম্মাণ করিতে হইবে।' তিনি সহচরদিগকে বলিলেন, "এস, আমরা এখানে এমন একটা ক্রীড়াশালা প্রস্তুত করি, যাহার মধ্যে ঝড়ে, জলে, রৌদ্রে সকল সময়েই আমরা ইচ্ছামত দাঁড়াইতে, বসিতে বা শুইতে পারিব। তোমরা এজন্য সকলেই এক এক কাহণ আনিও।" এই কথায় সহস্র বালকে সহস্র কার্ষাপণ আনয়ন করিল। ঔষধকুমার প্রধান সূত্রধারকে ডাকাইয়া বলিলেন "এই স্থানে ক্রীড়াশালা প্রস্তুত করিতে হইবে। তুমি (খরচের জন্য) এই হাজার কাহণ লও।"

সূত্রধার "যে আজ্ঞা" বলিয়া কার্ষাপণগুলি লইল, ভূমি সমান করিল, খুঁটা কাটিয়া সূতালি করিল, কিন্তু তাহা মহাসত্ত্বের ভাল লাগিল না; তিনি সূত্রধারকে, কিরূপে সূতালি করিতে হইবে, তাহা বুঝাইয়া বলিলেন, "এইরূপে সূতালি করিলে ঠিক হইবে।" "প্রভু, আমার নিজের যেমন বিদ্যা, সেইরূপই সূতালি করিয়াছি; তাহা ছাড়া অন্য কোনরূপ জানি না।" "যদি তাহা না জান, তবে আমাদের অর্থ লইয়া কিরূপে ক্রীড়াশালা প্রস্তুত করিবে? আচ্ছা, তুমি সূতা লও; আমি তোমাকে সূতালি করিয়া দেখাইতেছি।" ইহা বলিয়া তিনি সেই সূত্রধারের দ্বারা সূতা ধরাইলেন এবং নিজে এমন সূতালি করিলেন যে, বোধ হইতে লাগিল, স্বয়ং বিশ্বকর্ম্মা আসিয়া সব ঠিকঠাক্ করিয়া দিয়াছেন। তাহার পর তিনি সূত্রধারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন ত তুমি এইপ্রকার সূতালি করিতে পারিবে?" "না, মহাশয়; আমি পারিব না।" "আমি দেখাইয়া দিলে পারিবে ত?" "পারিব।" তখন মহাসত্ত্ব ঐ ক্রীড়াশালার নির্ম্মাণসম্বন্ধে এমন ব্যবস্থা করিলেন যে, তাহার এক অংশ অভ্যাগতদিগের বাসার্থ, এক অংশ অনাথদিগের বাসার্থ, এক অংশ অনাথা নারীদিগের প্রসবার্থ, এক অংশ আগন্তুক বণিক্‌দিগের পণ্যভাণ্ডরক্ষার্থ ব্যবহৃত হইতে পারে এবং প্রত্যেক প্রকোষ্ঠেরই দ্বার বহির্দিকে খোলা যায়। তিনি উহার মধ্যেই ক্রীড়া-ভূমি, বিচারগৃহ ও ধর্ম্মসভার পৃথক্ পৃথক্ প্রকোষ্ঠ রাখিয়া দিলেন। এইরূপে শালাটীর নির্ম্মাণ শেষ হইলে তিনি চিত্রকর ডাকাইলেন এবং নিজেই তাহাদের পরীক্ষা করিয়া তাহাদের দ্বারা উহা চিত্রিত করাইলেন। চিত্র শেষ হইলে ঐ ক্রীড়া-শালা শক্রের সুধর্ম্মাসভার ন্যায় দেখাইতে লাগিল। কিন্তু ইহাতেও শালাটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইল না বিবেচনা করিয়া তিনি একটী পুষ্করিণী খনন করাইবার অভিপ্রায় করিলেন। পুষ্করিণী খনন করা হইলে তিনি রাজমিস্ত্রী * ডাকাইলেন, কোথায় কি করিতে হইবে, নিজেই তাহা নির্দ্দেশ করিয়া তাহাকে অর্থ দিলেন এবং সহস্রবঙ্ক † ও

* ইট্ঠকবড্‌ঢকি—(ইষ্টকবর্দ্ধকী)।

† বঙ্ক—বাঁক। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে পুষ্করিণীটীর চারি ধার আঁকা বাঁকা ছিল।

তীর্থ—ঘাট। পুষ্করিণীখনন পূর্ব্বে হইয়াছিল; পরে রাজমিস্ত্রীরা আসিয়া ঘাট বাঁধিয়া দিয়াছিল।

শতভীর্থযুক্ত পুষ্করিণী নির্ম্মাণ করাইলেন। পঞ্চবিধ পদ্ম-বিভূষিত হইয়া এই পুষ্করিণী নন্দন সরোবরের শোভা ধারণ করিল। মহাসত্ত্ব তাহার তীরে বহুবিধ ফুল ও ফলের গাছ রোপণ করাইলেন; অচিরে এই উদ্যানও নন্দন কাননের ন্যায় রমণীয় হইল। মহাসত্ত্ব এই ক্রীড়াশালার নিকটে দানব্রতে ব্রত হইলেন; ধার্ম্মিক শ্রমণব্রাহ্মণগণ, দূরদেশাগত অতিথিগণ ও গ্রামবাসিগণ সেখানে দান পাইতে লাগিল। তাঁহার এই অদ্ভুত ক্রিয়া সর্ব্বত্র প্রকটিত হইল; তাঁহার ক্রীড়াশালায় বহুলোক যাইতে লাগিল। মহাসত্ত্ব সেখানে বসিয়া উপস্থিত লোকদিগের অভাব ও অভিযোগের যুক্তাযুক্ততা বিচার করিতেন। ফলতঃ তাঁহার ব্যবহারে বোধ হইতে লাগিল যেন বুদ্ধাবির্ভাবকাল উপস্থিত হইয়াছে।

এদিকে সপ্তবর্ষ অতীত হইলে বিদেহরাজের স্মরণ হইল যে, তাঁহার পণ্ডিত চারিজন বলিয়াছিলেন, এমন একজন পণ্ডিত আবির্ভূত হইবেন, যিনি তাঁহাদিগকেও অতিক্রম করিবেন। সেই পঞ্চম পণ্ডিত এখন কোথায়, এই চিন্তা করিয়া তিনি তাঁহার বাসস্থান জানিবার জন্য নগরের চারিদ্বার দিয়া চারিজন অমাত্য প্রেরণ করিলেন। যাঁহারা অন্য দ্বারগুলি দিয়া বাহির হইলেন, তাঁহারা মহাসত্ত্বের দেখা পাইলেন না; কিন্তু যিনি পূর্ব্বদ্বার দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন, তিনি পূর্ব্ববর্ণিত ক্রীড়াশালাদি দেখিয়া ভাবিলেন, 'এই বিচিত্র ভবন নিশ্চয় কোন সুপণ্ডিত ব্যক্তি হয় নিজে নির্ম্মাণ করিয়াছেন, নয় অন্য কাহারও দ্বারা নির্ম্মাণ করাইয়াছেন।' তিনি সেখানকার লোকজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ সূত্রধার এই ভবন নির্ম্মাণ করিয়াছেন, বল ত?" তাহারা উত্তর দিল, "কোন্ সূত্রধারই নিজের বুদ্ধিবলে এই ভবন নির্ম্মাণ করে নাই; শ্রীবর্দ্ধন শ্রেষ্ঠীর পুত্র মহৌষধ পণ্ডিতের উপদেশবলে ইহা প্রস্তুত হইয়াছে। "মহৌষধ পণ্ডিতের বয়স্ কত?" "এই সাত বৎসর পূর্ণ হইল।" অমাত্য গণনা করিয়া দেখিলেন, রাজা যে দিন স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, সেই সময় হইতেও ঠিক সাত বৎসর অতীত হইয়াছে; অতএব মহৌষধ কুমার হয় ত সেই পণ্ডিত। এই অনুমানে তিনি রাজার নিকট দূত পাঠাইয়া সংবাদ দিলেন, "মহারাজ, পূর্ব্বযবমধ্যক গ্রামের শ্রীবর্দ্ধনশ্রেষ্ঠীর মহৌষধ পণ্ডিত নামে এক পুত্র আছেন। তাহার বয়স্ এখন সাত বৎসর মাত্র। তিনি কিন্তু (এই অল্প বয়সেই) অতি অদ্ভুত ক্রীড়াশালা, পুষ্করিণী ও উদ্যান নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তাঁহাকে আপনার নিকট লইয়া যাইব কি?" রাজা এই সংবাদে তুষ্ট হইয়া সেনক পণ্ডিতকে ডাকাইলেন এবং তাঁহাকে অমাত্যের সংবাদ জানাইয়া মহৌষধ পণ্ডিতকে আনয়ন করিবেন কি না, জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু সেনক ঈর্ষ্যাবশে বলিলেন, "মহারাজ, ক্রীড়াশালাদি নির্ম্মাণ করাইলেই কেহ পণ্ডিত হয় না; যে সে লোকেই এরূপ কাজ করাইতে পারে; এ সব তুচ্ছ কাজ।" ইহা শুনিয়া রাজা ভাবিলেন, 'সেনকের এরূপ বলিবার হয় ত কোন কারণ আছে।' কিন্তু তিনি কিছু না বলিয়া দূতমুখে সেই অমাত্যকে বলিয়া পাঠাইলেন, "আপনি ঐখানেই অবস্থিতি করিয়া আরও কিছুদিন সেই পণ্ডিতকে পরীক্ষা করুন।" এই আদেশ পাইয়া উক্ত অমাত্য সেখানে থাকিয়া মহৌষধের পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। যে যে বিষয় লইয়া পরীক্ষা হইয়াছিল, সেগুলির তালিকা এই:—

মাংস, গরু, গ্রন্থি, সূত্র,	পুত্র, গোল, রথ, দণ্ড,	শীর্ষ, সর্প, কুক্কুট, হীরক,
বৃষগর্ভে বৎসজন্ম,	অতণ্ডুলভক্ত-পাক,	বালুকানির্ম্মিত রজ্জু এবং
গ্রাম হ'তে নগরেতে	তড়াগ, উদ্যান, এই	উভয়ের অদ্ভুত প্রয়াণ,
পুত্রাপেক্ষা হীন হয়,	কাকের কুলায়ে মণি,—	উনিশটি প্রজ্ঞার প্রমাণ।*

* এই গাথা পরবর্ত্তী আখ্যায়িকাগুলি স্মরণ রাখিবার সাহায্যকল্পে কেবল কতিপয় শব্দসমষ্টি লইয়া গঠিত। ইহার অন্য কোন অর্থ নাই।

একদিন বোধিসত্ত্ব ক্রীড়াভূমিতে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে একটা শ্যেন মাংসবিপণির ফলক হইতে একখণ্ড মাংস লইয়া উড়িয়া গেল। ইহা দেখিয়া কয়েকটী বালক, যাহাতে শ্যেন ভয় পাইয়া মাংসখণ্ড ফেলিয়া দেয়, এই উদ্দেশ্যে তাহাকে তাড়া করিল। শ্যেন এদিকে ওদিকে উড়িতে লাগিল; ছেলেরা উপরের দিকে তাকাইতে তাকাইতে তাহার সঙ্গে সঙ্গে ছুটিল, কিন্তু মাটির দিকে দৃষ্টি না রাখায় পাষাণাদিতে হোঁচোট খাইয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িল। ইহা দেখিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "আমি উহার মুখ হইতে মাংসখানা ফেলাইব কি?" ছেলেরা বলিল, 'ফেলান ত, প্রভু।" "তবে দেখ।" তখন তিনি উপরের দিকে না তাকাইয়া, যেখানে শ্যেনের ছায়া পড়িয়াছিল, বাতবেগে সেইখানে ছুটিয়া গেলেন এবং করতালি দিতে দিতে এমন চীৎকার করিলেন, যে সেই শব্দ যেন পাখীটার উদর বেধ করিয়া গেল। ইহাতে সে ভয় পাইয়া মাংস ত্যাগ করিল। বোধিসত্ত্ব ছায়া দেখিয়াই বুঝিলেন, শ্যেন মাংস ত্যাগ করিয়াছে; তিনি উহা মাটিতে পড়িতে না দিয়া আকাশেই ধরিয়া ফেলিলেন। এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখিয়া সমবেত সমস্ত লোকে করতালি দিতে দিতে উচ্চৈঃস্বরে "সাবাস্, সাবাস্" বলিতে লাগিল। রাজার অমাত্য এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া রাজার নিকট সংবাদ পাঠাইলেন:—"মহারাজের অবগতির জন্য জানাইতেছি, ঔষধপণ্ডিত না কি এই উপায়ে শ্যেনপক্ষীকে মাংসত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছেন।" রাজা সেনক পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঔষধ পণ্ডিতকে এখানে আনাইব কি?" সেনক ভাবিলেন, 'ঔষধপণ্ডিত আসিলে আমার গৌরব নষ্ট হইবে; এমন কি, আমি যে আছি, রাজা সে খবরও লইবেন না। অতএব তাঁহাকে এখানে আনাইতে দেওয়া হইবে না।' তিনি ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া উত্তর দিলেন, "মহারাজ, কেবল এই কাজটুকু করিয়া কেহ পণ্ডিত হয় না। এ অতি সামান্য কাজ।" রাজা মধ্যস্থভাব অবলম্বনপূর্ব্বক অমাত্যকে বলিয়া পাঠাইলেন, "আপনি ওখানেই থাকিয়া আরও কিছুদিন পরীক্ষা করুন।"

১—মাংস।

পূর্ব্বযবমধ্যক গ্রামবাসী এক ব্যক্তি বৃষ্টি পড়িলে চাষ করিবে এই অভিপ্রায়ে গ্রামান্তর হইতে কয়েকটা বলদ আনিয়াছিল। পরদিন সে একটা বলদের পিঠে চড়িয়া সবগুলাকে মাঠে চরাইতে লইয়া গেল এবং ক্লান্ত হইয়া অবতরণপূর্ব্বক এক স্থানে বসিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। এই অবসরে এক চোর আসিয়া গরুগুলি লইয়া পলায়ন করিল। এ দিকে ঐ ব্যক্তির ঘুম ভাঙ্গিল; সে গরু দেখিতে না পাইয়া নানা দিকে খুঁজিতে লাগিল এবং চোর পলাইয়া যাইতেছে দেখিয়া ছুটিয়া গিয়া তাহাকে ধরিল। সে চোরকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুই আমার গরু লইয়া কোথায় যাইতেছিস্?" চোর বলিল, "বা রে! আমার গরু, আমার যেখানে ইচ্ছা, লইয়া যাইতেছি।" এই দুই-জনের বিবাদ শুনিয়া বহু লোক সমবেত হইল। যখন তাহারা ক্রীড়াশালার দ্বারের নিকট উপস্থিত হইল, তখন মহৌষধ পণ্ডিত তাহাদের কলহ শুনিয়া দুই জনকেই ডাকাইলেন। তাহাদের আকার প্রকার দেখিয়াই তিনি বুঝিতে পারিলেন, কে চোর, কে সাধু। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার বুঝিয়াও তিনি তাহাদের বিবাদের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। যাহার গরু, সে বলিল, "আমি এই গরু কয়টা অমুক গ্রামের অমুকের নিকট হইতে কিনিয়া ঘরে রাখিয়াছিলাম; আজ মাঠে চরাইতে আসিয়াছিলাম; সেখানে আমি ঘুমাইয়াছিলাম দেখিয়া এ ব্যাটা চুরি করিয়া পলাইতেছিল। আমি চারি দিকে খুঁজিয়া ব্যাটাকে দেখিতে পাইলাম এবং পিছনে পিছনে ছুটিয়া ধরিয়া ফেলিলাম। আমি যে গরু কয়টা কিনিয়াছি, অমুক গ্রামের লোকে তাহা জানে।" চোর বলিল, "এ গুলা আমার নিজেরই পালের গরু। এ লোকটা মিছা কথা বলিতেছে।" তখন ঔষধপণ্ডিত বলিলেন, "আমি তোমাদের বিবাদের ন্যায্য বিচার করিতেছি। আমার বিচার মানিবে

২—গরু।

ত?" উভয়েই বলিল, "মানিব।" সমবেত লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিবার অভিপ্রায়ে ঔষধ-পণ্ডিত প্রথমে চোরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এই গরুগুলাকে আজ কি খাওয়াইয়াছ, ও কি পান করাইয়াছ?" সে বলিল, "আমি ইহাদিগকে যাউ পান করাইয়াছি এবং তিলের খোল ও মাষকলাই খাওয়াইয়াছি।" অনন্তর গো-স্বামীকে ঐ প্রশ্ন করিলে সে উত্তর দিল, "আমি গরীব লোক; যাউ ও খোল কোথায় পাইব। আমি ঘাস খাওয়াইয়াছি।" তখন মহৌষধ পণ্ডিত সমবেত লোকদিগকে তাহাদের কথা বুঝাইয়া দিয়া কতকগুলি প্রিয়ঙ্গু-পত্র আনাইলেন এবং সেগুলি উদূখলে কুটিয়া ও জলে গুলিয়া গরুগুলাকে পান করাইলেন। ইহাতে গরুগুলা তৃণ বমন করিয়া ফেলিল। তখন উপস্থিত ব্যক্তিদিগকে ইহা দেখিতে বলিয়া তিনি চোরকে জিজ্ঞাসিলেন, "এখন বল্, তুই চোর কি না।" সে উত্তর দিল, "আমিই চোর।" "তবে এখন হইতে আর এমন কাজ করিস্ না।" কিন্তু বোধিসত্ত্বের অনুচরেরা তাহাকে দূরে লইয়া গিয়া লাথি, কিল, চড়ে দুর্ব্বল করিয়া ফেলিল। অতঃপর বোধিসত্ত্ব তাহাকে সম্বোধন করিয়া পঞ্চশীল ব্যাখ্যা করিলেন এবং উপদেশ দিতে লাগিলেন, "দুষ্কর্ম্মের প্রত্যক্ষফল তোমার পক্ষে এত দুঃখজনক হইল; পরকালে নরকযন্ত্রণাদি আরও কত মহাদুঃখ তোমার অদৃষ্টে আছে। তুমি এখন হইতে এরূপ দুষ্কর্ম্ম ত্যাগ কর।" রাজার অমাত্য এই ঘটনা রাজাকে জানাইলেন, রাজা সেনককে জিজ্ঞাসা করিলেন, সেনক বলিলেন, "মহারাজ, গরু লইয়া যে বিবাদ হয়, যে কেহ তাহার বিচার করিতে পারে। আরও কিছুদিন অপেক্ষা করুন না।" রাজা মধ্যস্থভাব অবলম্বনপূর্ব্বক আবার সেইরূপ আদেশ দিলেন। (পরবর্ত্তী ঘটনাগুলির সম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিতে হইবে; অতঃপর পূর্ব্ব-প্রদত্ত তালিকামত কেবল ঘটনাগুলি বিবৃত হইবে।)

৩—গ্রন্থি।

এক দুঃখিনী নারী নানাবর্ণের সূত্র দ্বারা একটা গ্রন্থি বন্ধন করিয়া উহা গলায় হারের মত পরিত। সে উহা খুলিয়া নিজের শাড়ীর উপর রাখিয়া, বোধিসত্ত্ব যে পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলেন, তাহাতে স্নান করিবার জন্য নামিয়াছিল। গ্রন্থিটা দেখিয়া এক যুবতীর বড় লোভ হইল; সে উহা হাতে লইয়া বলিল, "মা, এই হারটী বড় সুন্দর হইয়াছে; ইহাতে কত খরচ পড়িয়াছে বল ত। আমিও এই রকম একটা হার তৈয়ার করিব; একবার গলায় দিয়া মাপ লইতে পারি কি?" সরলস্বভাবা দুঃখিনী বলিল, "তাতে দোষ কি? মাপ লও না।" তখন যুবতী উহা গলায় দিয়া পলায়ন করিল; তাহা দেখিয়া দ্বিতীয়া নারীও অতি শীঘ্র জল হইতে উঠিয়া শাড়ী পরিল এবং ছুটিয়া গিয়া যুবতীর শাড়ী ধরিয়া বলিল, "আমি গহনা তৈয়ার করিয়াছি; তুই যে তাহা লইয়া পলাইতেছিস্।" যুবতী বলিল, "আমি তোর জিনিস লইতে যাইব কেন? এ ত আমারই গলার গহনা।" ইহাদের কলহ শুনিয়া বিস্তর লোক জুটিল; বোধিসত্ত্ব তখন ছেলেদের সঙ্গে খেলা করিতেছিলেন। যখন ঐ রমণীদ্বয় কলহ করিতে করিতে ক্রীড়াশালার দ্বারের নিকট উপস্থিত হইল, তখন গণ্ডগোল শুনিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিসের গোল হইতেছে?" অনন্তর বিবাদের কারণ জানিয়া তিনি দুই জনকেই ডাকাইলেন এবং আকার দেখিয়াই কে চুরি করিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, আমি যে বিচার করিব, তাহা মানিবে ত?" দুইজনেই বলিল, "হাঁ, প্রভু, মানিব।" তখন তিনি প্রথমে চৌরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এই গহনায় কি গন্ধ মাখিয়া থাক।" সে বলিল, আমি ইহাতে প্রতিদিন সর্ব্বসংহারক* মাখিয়া থাকি।" অপরা রমণীকে জিজ্ঞাসা করিলে সে উত্তর দিল, "আমি গরীব লোক; সর্ব্বসংহারক পাইব কোথায়?

* বহুবিধ গন্ধ দ্রব্যের মিশ্রণজাত গন্ধদ্রব্যবিশেষ। ইহার গন্ধ অন্য সমস্ত গন্ধকে অতিক্রম করে বলিয়া ইহার নাম সর্ব্বসংহারক।

আমি প্রতিদিন ইহাতে প্রিয়ঙ্গু পুষ্পের গন্ধ বিলেপন করি।" ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব একটা পাত্রে জল আনাইলেন এবং তাহার মধ্যে সূতার হারটী ফেলিয়া দিলেন। অনন্তর তিনি একজন গন্ধিক ডাকাইয়া বলিলেন, "এই পাত্রটার ঘ্রাণ লইয়া বল ত, কিসের গন্ধ পাওয়া যায়।" সে ঘ্রাণ লইয়া প্রিয়ঙ্গু পুষ্পের গন্ধ অনুভব করিল এবং এক নিপাতে * যে গাথা উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা বলিল :—

নাই সর্ব্বসংহারক ; প্রিয়ঙ্গুর গন্ধ শুধু পাই :
ধূর্ত্তা বলে মিথ্যা কথা , বৃদ্ধা যাহা বলে সত্য তাই।

বোধিসত্ত্ব উপস্থিত লোকদিগকে প্রকৃত ব্যাপার বুঝাইয়া দিলেন এবং তরুণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল্, তুই চোর কি না ?" সেই যে চুরি করিয়াছে, ইহা তাহার দ্বারা তিনি স্বীকার করাইলেন। এই সময় হইতে জনসমাজে তাঁহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি আরও প্রকটিত হইল।

৪—সূত্র।

এক কার্পাসক্ষেত্ররক্ষিকা নারী ক্ষেত্র রক্ষা করিবার কালে সেখানে বসিয়া বসিয়াই পরিশুদ্ধ কার্পাস লইয়া খুব সরু সুতা কাটিয়াছিল এবং ঐ সূতার গুলি বুকের কাছে আঁচলে রাখিয়া গ্রামে ফিরিতেছিল। পথে বোধিসত্ত্বের পুষ্করিণীতে স্নান করিবার জন্য সে শাড়ীখানি খুলিয়া এবং তাহার উপরে সূতার গুলিটা রাখিয়া জলে নামিল। ঐ সূতা দেখিয়া অপর এক নারীর বড় লোভ জন্মিল। সে উহা হাতে লইয়া বলিল, "তুমি ত, মা, অতি সুন্দর সূতা কাটিয়াছ।" অনন্তর সে তুড়ি দিয়া সূতার গুলিটা যেন ভাল করিয়া দেখিবার জন্য নিজের কোলের কাছে তুলিয়া লইল এবং ছুটিয়া পলাইল। [অতঃপর যাহা ঘটিল তাহা পূর্ব্ববৎ বলিতে হইবে।] বোধিসত্ত্ব চোরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গুলি পাকাইবার সময়ে তুমি ইহার ভিতরে কি দিয়াছ ?" সে বলিল, "কার্পাসের বীজ দিয়াছি।" অপরা রমণী বলিল, সে তিম্বরুফলের † বীজ রাখিয়াছে। বোধিসত্ত্ব উপস্থিত লোকদিগকে উভয়েরই কথা বুঝাইয়া দিয়া সূতার গুলিটা খুলিলেন এবং তিম্বরু-বীজ দেখিতে পাইয়া চোরীর দ্বারা তাহার অপরাধ স্বীকার করাইলেন। ইহাতে সমস্ত লোকে অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইল, এবং "অহো ! কি সুবিচার হইয়াছে !" বলিয়া শতমুখে সাধুকার দিতে লাগিল।

৫। পুত্র।

এক রমণী মুখ ধুইবার জন্য তাহার পুত্রকে লইয়া বোধিসত্ত্বের পুষ্করিণীতে গিয়াছিল। সে পুত্রটীকে স্নান করাইয়া নিজের শাড়ীর উপর বসাইয়া রাখিল এবং মুখ ধুইয়া স্নানের জন্য পুষ্করিণীর মধ্যে অবতরণ করিল। সেই সময়ে এক যক্ষী ছেলেটীকে লইয়া যাইবার অভিপ্রায়ে নারীবেশে সেখানে গিয়া বলিল, "সই, খাসা ছেলেটী ত ? ছেলেটী কি তোমার ?" "হাঁ, মা।" "ছেলেটীকে দুধ দিব কি ?" "দাও"। তখন যক্ষী ছেলেটীকে তুলিয়া একটু খেলা দিল এবং তাহার পরেই তাহাকে লইয়া পলাইতে উদ্যত হইল। ইহা দেখিয়া সেই নারী ছুটিয়া গিয়া যক্ষীকে ধরিল এবং জিজ্ঞাসা করিল, "আমার ছেলে কোথায় লইয়া যাইতেছ ?" যক্ষী বলিল, "তুমি ছেলে কোথায় পাইলে ? এ ছেলে ত আমার।" তাহারা দুইজনে এইরূপ কলহ করিতে করিতে ক্রীড়াশালার দ্বারে উপস্থিত হইল। তাহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব উভয়কে ডাকাইলেন এবং ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিয়া যে যাহা বলিল শুনিলেন। তিনি যক্ষীর রক্তবর্ণ ও নির্নিমেষ চক্ষু দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন, সে মানবী নহে ; তথাপি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা

* সর্ব্বসংহারক-জাতক (১১০)। তাহাতে কিন্তু কোন গাথা নাই।

† তিম্বরু বা তিন্দুক—গাব বা আবলুশ গাছ।

করিলেন, "আমি বিচার করিলে তাহা তোমরা মানিবে ত ?" তাহারা উভয়েই সম্মত হইল। তখন তিনি ভূমিতে একটা রেখা আঁকিয়া তাহার উপর ছেলেটীকে বসাইলেন, যক্ষীর দ্বারা উহার হাত দুখানি ও মাতার দ্বারা পা দুখানি ধরাইয়া বলিলেন, "বেশ করিয়া ধরিয়া টান ; যে ছেলেটীকে টানিয়া রেখার বাহিরে লইতে পারিবে, তাহাকেই আমরা ইহার গর্ভধারিণী বলিয়া জানিব।" তাহারা দুইজনেই টানিতে আরম্ভ করিল; ছেলেটী যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া উঠিল। ইহাতে মাতার বুক যেন ফাটিয়া গেল; সে ছেলেটীকে ছাড়িয়া দিয়া কান্দিতে লাগিল। তখন বোধিসত্ত্ব উপস্থিত জনসমূহকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছেলের সম্বন্ধে কাহার হৃদয় বেশী স্নেহপ্রবণ, মায়ের না অপরের ?" সকলেই বলিল, "মায়ের।" "তবে বল দেখি, এ ছেলেটীর মা কে যে ইহাকে ধরিয়া রাখিয়াছে, না যে ইহাকে ছাড়িয়া দিয়াছে ?" 'যে ছাড়িয়া দিয়াছে।" "এই ছেলেধরা রমণীকে তোমরা জান কি ?' "না, আমরা ইহাকে জানি না। "এ যক্ষী ; ছেলেটীকে খাইবার জন্য ধরিয়াছে।" "এ যে যক্ষী, তাহা আপনি কিরূপে বুঝিলেন ?" "দেখ না, ইহার চক্ষুতে পলক ফিরে না ; ইহার চক্ষু দুইটী কেমন রক্তবর্ণ। ইহার শরীরের ছায়া পড়ে নাই; অধিকন্তু এ কেমন নির্ভয় ও কেমন নিষ্ঠুর !" অনন্তর তিনি যক্ষীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল, তুমি কে ?" "প্রভু, আমি যক্ষী।" "ছেলেটাকে ধরিয়াছিলে কেন ?" "খাইবার জন্য।" "অয়ি মূঢ়ে, পূর্ব্বে পাপ করিয়াছিলে বলিয়া যক্ষী হইয়া জন্মিয়াছ, তথাপি এখনও আবার পাপ করিতেছ ! অহো, তুমি কি মূর্খ, তুমি কি অন্ধ !" এইরূপ উপদেশ দিয়া বোধিসত্ত্ব যক্ষীকে পঞ্চশীলে স্থাপনপূর্ব্বক বিদায় দিলেন ; বালকটীর গর্ভধারিণী "আপনি চিরজীবী হউন" এই আশীর্ব্বাদ করিয়া বোধিসত্ত্বের মহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে ছেলেটীকে লইয়া প্রস্থান করিল।*

এক ব্যক্তি নাকি বামন ছিল বলিয়া 'গোল' এবং কৃষ্ণবর্ণ ছিল বলিয়া কাল, এইরূপে গোলকাল নামে অভিহিত হইয়াছিল। সে সাত বৎসর এক গৃহস্থের বাড়ীতে খাটিয়া এক স্ত্রী লাভ করিয়াছিল। ঐ রমণীর নাম ছিল দীর্ঘতালা। একদিন গোলকাল দীর্ঘতালাকে বলিল "ভদ্রে, কিছু পিষ্টক ও খাদ্য পাক কর ; বাপ মায়ের সঙ্গে দেখা করিতে যাইব ?" দীর্ঘতালা বলিল, "তোমার বাপ মায়ে কি প্রয়োজন ?" সে পিষ্টকাদি প্রস্তুত করিতে অসম্মত হইল ; কিন্তু গোলকাল একে একে তিনবার অনুরোধ করিলে সে কিছু পিষ্টক প্রস্তুত করিল। অনন্তর কিছু পাথেয় ও উপঢৌকন সঙ্গে লইয়া গোলকাল স্ত্রীর সঙ্গে যাত্রা করিল এবং চলিতে চলিতে এক নদীর তীরে উপস্থিত হইল। নদীটা অগভীর ছিল ; কিন্তু তাহারা জলের ভয়ে উহা পার হইতে সাহস করিল না, কূলে দাঁড়াইয়া রহিল। ঐ সময়ে দীর্ঘপৃষ্ঠ-নামক এক দুর্দ্দশাগ্রস্ত ব্যক্তি ঐ নদীর ধার দিয়া যাইতেছিল। তাহাকে দেখিয়া গোলকাল ও তাহার ভার্য্যা জিজ্ঞাসা করিল, "ভাই, এই নদী গভীর, কি অগভীর ?" তাহারা জল দেখিলে ভয় পায়, ইহা বুঝিয়া দীর্ঘপৃষ্ঠ বলিল, "এ নদী খুব গভীর ; ইহার জলে অনেক ভয়ানক মাছ আছে।" "তুমি, ভাই, কিরূপে যাইবে ?" "এই নদীতে যে সকল শিশুমার, মকর প্রভৃতি থাকে, তাহাদের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। কাজেই তাহারা আমার কোন ক্ষতি করে না।" "তবে, ভাই, দয়া করিয়া আমাদিগকেও লইয়া যাও।" "এ আর বেশী কথা কি ?" ইহাতে অতিমাত্র তুষ্ট হইয়া তাহারা দীর্ঘপৃষ্ঠকে খাদ্য দিল ; সে ভোজন শেষ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কাহাকে প্রথমে লইয়া যাইব ?" "তোমার সইকে প্রথমে পার করাও ; তাহার পরে আমায় লইয়া যাইবে।" "বেশ কথা"। ইহা বলিয়া দীর্ঘপৃষ্ঠ দীর্ঘতালাকে স্কন্ধে তুলিয়া, পাথেয় ও

৬—গোল।

* বাইবেলের পূর্ব্বখণ্ডে য়িহুদিরাজ সলোমনের বিচারনৈপুণ্যসম্বন্ধে এইরূপ একটা গল্প আছে। ১ম খণ্ডের উপক্রমণিকার ১৶৹ ও ১॥৹ চিহ্নিত পৃষ্ঠদ্বয় দ্রষ্টব্য।

উপহারাদি সমস্ত হাতে হইল এবং নদীতে অবতরণ করিয়া কিয়দ্দূর যাইবার পর বসিয়া পড়িল ও জানুর উপর ভর দিয়া চলিতে লাগিল।* গোলকাল তীরে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল, 'নদীটা সত্য সত্যই খুব গভীর; দীর্ঘপৃষ্ঠেরই যখন এই দশা, তখন আমি ইহা কিছুতেই পার হইতে পারিতাম না।' এদিকে দীর্ঘপৃষ্ঠ নদীর মধ্যভাগে গিয়া দীর্ঘতালাকে বলিল, "ভদ্রে, আমি তোমার ভরণ পোষণ করিব; তুমি উৎকৃষ্ট বস্ত্রালঙ্কার পরিয়া দাসদাসীপরিবৃতা হইয়া থাকিবে। ঐ বামনটা তোমায় কি সুখ দিতে পারিবে? আমি যাহা বলি, তাহাই কর।" এই কথায় দীর্ঘতালা আপনার স্বামীর প্রতি স্নেহশূন্যা হইল এবং তৎক্ষণাৎ দীর্ঘপৃষ্ঠের প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া বলিল, "নাথ, তুমি যদি আমায় কখনও ত্যাগ না কর, তবে যাহা বলিলে, তাহাই করিব।" অনন্তর উভয়ে অপর পারে উত্তীর্ণ হইয়া আমোদ প্রমোদে প্রবৃত্ত হইল; এবং "তুমি ওখানেই থাক," গোলকালকে এই কথা বলিয়া তাহার সমক্ষেই পিষ্টকাদি আহার করিয়া প্রস্থান করিল। ইহা দেখিয়া গোলকাল চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "ইহারা বুঝি দুইজনে মিলিয়া আমায় ফেলিয়া পলাইল।" অনন্তর সে অপর পারের অভিমুখে ছুটিয়া একটু নামিয়া ভয়ে ফিরিল, কিন্তু শেষে অত্যন্ত ক্রোধবশতঃ হয় মরিব, নয় বাঁচিব, এই স্থির করিয়া এক লম্ফে নদীগর্ভে পড়িল। পড়িয়া দেখে, নদী অগভীর। সে নদী পার হইয়া তাহাদের পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটিয়া দীর্ঘপৃষ্ঠকে ধরিল এবং চীৎকার করিয়া বলিল, "ওরে রে ব্যাটা চোর! তুই আমার স্ত্রীকে লইয়া কোথায় যাইতেছিস্।" সে উত্তর দিল, "ভাল রে পাজি বামনবীর! তোর স্ত্রী কোত্থেকে এল? এ ত আমার স্ত্রী।" সে গোলকালের গলা ধরিয়া পাক দিতে দিতে তাহাকে ফেলিয়া দিল এবং দীর্ঘতালার হাত ধরিয়া বলিল, "প্রিয়ে, যাও কোথায়? তুমি আমার স্ত্রী; গৃহস্থের বাড়ীতে খাটিয়া খাটিয়া তোমায় পাইয়াছি।" এইরূপ কলহ করিতে করিতে তাহারা বোধিসত্ত্বের প্রাসাদের দ্বারে উপস্থিত হইল। চারিদিক্ হইতে বিস্তর লোক আসিয়া জুটিল। বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত গোল হইতেছে কেন?" তিনি দুই জন পুরুষকেই ডাকাইয়া তাহাদের বচন-প্রতিবচন শুনিলেন এবং উভয়েই তাঁহার বিচার মানিবে বলিয়া অঙ্গীকার করিলে প্রথমে দীর্ঘপৃষ্ঠকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি?" সে উত্তর দিল, "আমার নাম দীর্ঘপৃষ্ঠ।" "তোমার স্ত্রীর নাম কি?" সে দীর্ঘতালার নাম জানিত না, কাজেই অন্য একটা নাম বলিল। "তোমার মা বাপের নাম কি?" "অমুক অমুক নাম।" "তোমার স্ত্রীর মাতা পিতার নাম কি?" সে ইহাও জানিত না, কাজেই যাহা মুখে আসিল, বলিল। বোধিসত্ত্ব দীর্ঘপৃষ্ঠের ভাষা যথাকথিতভাবে লিপিবদ্ধ করাইয়া তাহাকে সে স্থান হইতে অপনীত করাইলেন এবং অপর ব্যক্তিকে ডাকাইয়া পূর্ব্ববৎ সকলের নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। সে যথাযথ জানিত, কাজেই প্রকৃত উত্তর দিল। তখন বোধিসত্ত্ব তাহাকেও সে স্থান হইতে অপনীত করাইয়া দীর্ঘতালাকে ডাকাইলেন এবং তাহাকে তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। সে নিজের নাম বলিল। ইহার পর তিনি তাহার স্বামীর নাম জিজ্ঞাসা করিলেন; কিন্তু সে দীর্ঘপৃষ্ঠের নাম জানিত না বলিয়া অন্য একটা নাম বলিল। "তোমার মাতা পিতার নাম কি?" সে মাতা পিতার প্রকৃত নাম বলিল। "তোমার স্বামীর মাতা পিতার নাম বল ত?" সে প্রলাপ বকিতে বকিতে যা তা নাম দিল। তখন তিনি উক্ত দুই জন পুরুষকে ডাকাইয়া উপস্থিত জনসমূহকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই রমণী যাহা বলিতেছে, তাহার সহিত দীর্ঘপৃষ্ঠের কথার মিল আছে, না গোলকালের?" সকলেই উত্তর দিল, "গোলকালের।" ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "গোলকালই ইহার

* "উক্কুটিকো নিসীদিত্বা।" সংস্কৃত "উৎকটুক।"

স্বামী, অপর ব্যক্তি চোর।" অনন্তর তিনি দীর্ঘপৃষ্ঠের দ্বারা স্বীকার করাইলেন যে সেই প্রকৃত চোর।

এক ব্যক্তি রথে চড়িয়া মুখ ধুইতে যাইতেছিল। এই সময়ে শক্র নরলোকের বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন। তিনি মহৌষধ পণ্ডিতকে দেখিয়া ভাবিলেন, 'ইনি বুদ্ধাঙ্কুর; ইঁহার প্রজ্ঞাবল প্রকটিত করিতে হইবে।' তিনি মনুষ্যবেশে আগমনপূর্ব্বক রথের পশ্চাদ্‌ভাগ ধরিয়া চলিতে লাগিলেন। রথারূঢ় ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি জন্য আসিয়াছ, বাপু?" শক্র উত্তর দিলেন, "আপনার সেবা করিবার জন্য।" "বেশ কথা।" অনন্তর সে শরীরকৃত্য সম্পাদনের জন্য রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক চলিয়া গেল। অমনি শক্র রথে আরোহণ করিয়া উহা বেগে চালাইতে লাগিলেন। রথস্বামী শরীরকৃত্য সম্পাদনের পর আসিয়া দেখে শক্র রথ লইয়া পলাইয়া যাইতেছেন। সে ছুটিয়া গিয়া বলিল, "থাম, থাম; আমার রথ লইয়া কোথায় যাইতেছ?" শক্র বলিলেন, "তোমার অন্য কোন রথ হইবে; এ রথ ত আমার।" অনন্তর উভয়ে কলহ করিতে করিতে ক্রীড়াশালার দ্বারে উপস্থিত হইলেন। শক্রকে আসিতে দেখিয়াই মহাসত্ত্ব বুঝিলেন, 'ইনি শক্র, কেন না, ইঁহার আকার ইঙ্গিতে ভয়ের ভাব নাই, চক্ষুও নিমেষহীন।' অতএব, অপর ব্যক্তিই যে রথস্বামী ইহাও জানিতে বাকি রহিল না। তথাপি তিনি বিবাদের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন এবং শক্র তাঁহার বিচার মানিবেন, এইরূপ অঙ্গীকার করিলে বলিলেন, 'আমি রথ চালাইব, তোমরা দুই জনে পশ্চাতে পশ্চাতে রথ ধরিয়া চলিবে; যে রথস্বামী সে রথ ছাড়িবে না; কিন্তু যে রথস্বামী নহে, সে উহা ছাড়িয়া দিবে।" অনন্তর তিনি এক ব্যক্তিকে আজ্ঞা দিলেন, "রথ চালাও।" সে লোকটা রথ চালাইল; বাদী ও প্রতিবাদী রথ ধরিয়া পশ্চাতে পশ্চাতে চলিল; কিন্তু যে রথস্বামী, সে কিয়দ্দূর গিয়া ছুটিতে অশক্ত হইল; সে রথ ছাড়িয়া দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল; শক্র কিন্তু রথের সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়া চলিলেন। রথ যখন ফিরিয়া আসিল, তখন বোধিসত্ত্ব সমবেত লোকদিগকে বলিলেন, "এই ব্যক্তি একটু গিয়াই রথ ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া আছে; কিন্তু অপর ব্যক্তি রথের সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়াছেন, এবং রথের সঙ্গেই ফিরিয়াছেন; তথাপি ইঁহার শরীরে বিন্দুমাত্র স্বেদ বাহির হয় নাই; ইঁহার নিঃশ্বাস প্রশ্বাসও স্বাভাবিক অবস্থায় আছে। ইঁহার মুখে কোন ভয়ের চিহ্ন নাই, চক্ষুতেও পলক ফিরে না। ইনি দেবরাজ শক্র।" অনন্তর তিনি শক্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বলুন ত, আপনি দেবরাজ কি না?" শক্র বলিলেন, "হাঁ, আমি দেবরাজ।" "আপনি কি উদ্দেশ্যে আগমন করিয়াছেন?" "আপনার প্রজ্ঞা প্রকটিত করিবার জন্য।" "উত্তম কথা; কিন্তু আপনি আর কখনও এরূপ আচরণ করিবেন না।" তখন শক্র নিজের অনুভাব প্রদর্শনপূর্ব্বক আকাশে অবস্থিত হইয়া বলিলেন, "এই বিবাদের অতি সুন্দর বিচার হইয়াছে।" অনন্তর তিনি বোধিসত্ত্বের প্রশংসা কীর্ত্তনপূর্ব্বক স্বস্থানে প্রতিগমন করিলেন।

১—রথ।

এই ঘটনার পর উক্ত অমাত্য নিজেই রাজার নিকট গিয়া বলিলেন, "মহারাজ, মহৌষধপণ্ডিত এইরূপে রথসংক্রান্ত বিবাদের বিচার করিয়াছেন। তাঁহার প্রজ্ঞাবলে শক্রও পরাজিত হইয়াছেন। আপনি এমন বিশিষ্ট পুরুষের সহিত পরিচিত হইতেছেন না কেন?" রাজা সেনকের মত জানিবার জন্য বলিলেন, "পণ্ডিতকে আনয়ন করিব কি?" সেনক বলিলেন, "মহারাজ, কেবল ইহাতেই কেহ পণ্ডিত হয় না; আপনি অপেক্ষা করুন; আমি আরও পরীক্ষা করিয়া দেখিব।"

[সপ্তদ্বারকপ্রশ্ন সমাপ্ত]

একদিন রাজার লোকে মহৌষধপণ্ডিতের পরীক্ষার্থ একটা খদিরকাষ্ঠের দণ্ড আনয়ন করিয়া উহা হইতে বিতস্তি-প্রমাণ গ্রহণ করিল, এবং সেই অংশ কুন্দকর দ্বারা* উত্তমরূপে কোন্দাইয়া এই বলিয়া পূর্ব্ব যবমধ্যক গ্রামে পাঠাইল, "তোমাদের গ্রামের লোকে না কি বুদ্ধিমান, এই খদিরকাষ্ঠখণ্ডের কোন্ প্রান্ত মূল, কোন্ প্রান্ত অগ্র, তাহা স্থির কর, যদি না পার, তবে তোমাদিগকে সহস্র মুদ্রা দণ্ড দিতে হইবে।" গ্রামবাসীরা সমবেত হইয়া অনেক ভাবিল, কিন্তু কিছুই স্থির করিতে পারিল না। তখন তাহারা মণ্ডলকে বলিল, "বোধ হয়, মহৌষধ পণ্ডিত এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিবেন, তাঁহাকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করা যাউক।" মণ্ডল মহৌষধকে ক্রীড়াশালা হইতে ডাকাইয়া আনিলেন এবং রাজার আদেশ জানাইয়া বলিলেন, "বাবা, আমরা ত রাজার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলাম না, তুমি পারিবে কি?" মহৌষধ ভাবিলেন, 'কোন্ দিক্ মূল, কোন দিক্ অগ্র ইহা জানিয়া রাজার কি ইষ্টসিদ্ধি হইবে? বোধ হয় আমার পরীক্ষার জন্যই রাজপুরুষেরা এই উপায় অবলম্বন করিয়াছেন।' তিনি বলিলেন, "আপনারা কাষ্ঠখণ্ডটা আমায় দিন, আমি ঠিক করিয়া দিতেছি।" তিনি উহা হাতে লইয়াই কোন্ দিক্ মূল, কোন্ দিক্ অগ্র, তাহা বুঝিতে পারিলেন, তথাপি সমবেত বহু লোকের প্রত্যয় জন্মাইবার জন্য একটা পাত্রে জল আনাইলেন, খদিরদণ্ডটার মধ্যভাগে সূতা বাঁধিলেন এবং ঐ সূত্রের অপর প্রান্ত ধরিয়া দণ্ডটীকে জলের উপর স্থাপন করিলেন। যে দিক্ মূল সে দিক্ অধিক ভারী বলিয়া প্রথমে জলমগ্ন হইল। তখন মহাসত্ত্ব সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৃক্ষের কোন দিক্ বেশী ভারী - মূলের দিক্ না অগ্রের দিক্?" সকলেই উত্তর দিল, "মূলের দিক বেশী ভারী।" "তবে দেখুন, এই অংশ যখন প্রথমে ডুবিল, তখন এইটাই মূলের দিক্।" ঐ সঙ্কেতে মহাসত্ত্ব ঐ কাষ্ঠখণ্ডের মূলের ও অগ্রের দিক্ দেখাইয়া দিলেন, গ্রামবাসীরাও, এই দিক্টায় মূল, এই দিক্টায় অগ্র বলিয়া রাজাকে জানাইল। রাজা সন্তুষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে ইহা নির্ণয় করিল?" এবং যখন শুনিলেন শ্রীবর্দ্ধনশ্রেষ্ঠীর পুত্র মহৌষধ পণ্ডিত এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন, তখন সেনককে বলিলেন, "এখন সেই পণ্ডিতকে আনা যায় কি?" সেনক উত্তর দিলেন, "মহারাজ, অপেক্ষা করুন; অন্য কোন উপায়ে পণ্ডিতকে পরীক্ষা করিতেছি।"

৮—দণ্ড

রাজার লোকে একদিন একটা পুরুষের ও একটা স্ত্রীর মাথার খুলি পাঠাইয়া জানাইল, "পূর্ব্ব যবমধ্যকবাসীরা বলুক, ইহাদের কোন্টা পুরুষের ও কোনটা স্ত্রীর মাথা; না বলিতে পারিলে তাহাদিগকে সহস্র মুদ্রা দণ্ড দিতে হইবে।" গ্রামবাসীরা এই প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারিয়া মহাসত্ত্বকে জিজ্ঞাসা করিল। মহাসত্ত্ব দেখিবামাত্রই কোন্টা কি, বুঝিতে পারিলেন, কারণ লোকে বলে, পুরুষের মাথার খুলির সেলাই* সোজা এবং স্ত্রীলোকের মাথার খুলির সেলাই বাঁকা,—এদিকে ওদিকে আঁকা বাঁকা ভাবে সাজান। এই লক্ষণ দেখিয়া মহাসত্ত্ব কোন্টা পুরুষের মাথা, কোন্টা স্ত্রীর মাথা, তাহা বলিলেন; গ্রামবাসীরাও রাজার নিকট তদনুসারে উত্তর পাঠাইল। ইহার পর যাহা ঘটিল, তাহা পূর্ব্ববৎ।

৯—শীর্ষ (মস্তক)।

একদিন রাজার লোকে একটা সর্প ও একটা সর্পী আনাইয়া গ্রামবাসীদিগের নিকট পাঠাইল এবং জানাইল, ইহাদের কোন্টা স্ত্রী, কোন্টা পুরুষ, ইহা না বলিতে পারিলে রাজাদেশে তাহাদের সহস্র মুদ্রা দণ্ড হইবে। গ্রামবাসীরা পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিল; তিনি দেখিবামাত্রই বুঝিতে পারিলেন।

১০—অহি (সর্প)।

* কুন্দকর—কুন্দুরী।
* সিব্ব—সীবন—suture of the skull

সাপের লাঙ্গুল মোটা; সাপীর লাঙ্গুল সরু; সাপের মাথা মোটা, সাপীর মাথা লম্বা; সাপের চোখ বড়; সাপীর চোখ ছোট; সর্পের বস্তিদেশ সুগোল ও মসৃণ; সর্পীর বস্তিচর্ম্ম ছিন্নবিছিন্ন। এই সকল অভিজ্ঞান দ্বারা তিনি কোন্‌টা সর্প, কোন্‌টা সর্পী তাহা বলিয়া দিলেন। ইহার পর যাহা ঘটিল, তাহা পূর্ব্ববৎ।

একদিন রাজার আজ্ঞা হইল যে, পূর্ব্ব যবমধ্যকগ্রামবাসীদিগকে তাঁহার নিকট সর্ব্বশ্বেত, পাদবিষাণ এবং শীর্ষককুদ্‌ এমন একটা বৃষ পাঠাইতে হইবে, যে প্রতিদিন তিনবার সময় অতিক্রম না করিয়া নিনাদ করে; ইহা না পারিলে যেন তাহারা দণ্ডস্বরূপ সহস্র মুদ্রা প্রেরণ করে। এরূপ বৃষ কোথায় পাওয়া যাইবে, তাহারা জানিত না। তাহারা মহৌষধকে জিজ্ঞাসা করিল; মহৌষধ বলিলেন, "রাজার ইচ্ছা যে, তোমরা তাঁহাকে একটা সর্ব্বশ্বেত কুক্কুট পাঠাইয়া দেও। কুক্কুটের পাদনখগুলি তাহার বিষাণ; চূড়া তাহার ককুদ্‌; সে প্রতিদিন তিনবার যথাকালে ত্রিবিধ স্বরে* নিনাদ করে। অতএব তোমরা এইরূপ একটা কুক্কুট পাঠাইয়া দাও।" ইহা শুনিয়া গ্রামবাসীরা রাজার নিকট ঐরূপ একটা কুক্কুট পাঠাইল।

১১—কুক্কুট।

শক্র মহারাজ কুশকে যে মণি দিয়াছিলেন,* তাহা অষ্টস্থানে বক্র ছিল। উহার সূতা ছিঁড়িয়া গিয়াছিল। কেহই পুরাণ সূতা বাহির করিয়া উহাতে নূতন সূতা পরাইতে পারে নাই। একদিন রাজার লোকে উক্ত গ্রামবাসীদিগের নিকট সেই মণি পাঠাইয়া জানাইল, তাহাদিগকে পুরাণ সূতা বাহির করিয়া নূতন সূতা পরাইতে হইবে। কিন্তু কেহই পুরাণ সূতা বাহির করিতে পারিল না, নূতন সূতাও পরাইতে পারিল না। শেষে তাহারা মহৌষধ পণ্ডিতকে এই বৃত্তান্ত জানাইল। মহৌষধ বলিলেন, "কোন চিন্তা নাই; তোমরা এক ফোটা মধু আনাও।" অনন্তর তিনি মধু আনাইয়া মণিটার দুই পাশের ছিদ্রে উহা মাখিলেন, কম্বলের লোমে সূতা পাকাইলেন, উহারও এক প্রান্তে মধু মাখাইলেন, এই প্রান্তের অল্প একটু অংশ ছিদ্রের মধ্যে প্রবেশ করাইলেন এবং যে গর্ত্ত দিয়া পিপীলিকা বাহির হয়, সেইখানে মণিটাকে রাখিয়া দিলেন। পিপীলিকারা মধুর গন্ধে গর্ত্ত হইতে বাহির হইল, মণির ভিতর দিয়া পুরাণ সূতা খাইতে খাইতে চলিল এবং শেষে নূতন সূতারও মধুমাখা প্রান্তটী দংশন করিয়া আকর্ষণ করিতে করিতে উহাকে অপর ছিদ্র দ্বারা বাহির করিল। মহাসত্ত্ব যখন দেখিলেন নূতন সূত্র মণির ভিতর দিয়া বাহির হইয়াছে, তখন তিনি গ্রামবাসীদিগকে মণিটা দিয়া বলিলেন "রাজার নিকট পাঠাইয়া দাও।" গ্রামবাসীরা রাজার নিকট মণি প্রেরণ করিল; যে উপায়ে উহাতে নূতন সূতা পরান হইয়াছে তাহা শুনিয়া রাজা বড় তুষ্ট হইলেন।

১২—মণি (হীরক)।

রাজার লোকে তাঁহার মঙ্গল বৃষকে কয়েক মাস এমন উত্তমরূপে ভোজন করাইয়াছিল যে, তাহাতে তাহার উদর বিলক্ষণ স্থূল হইয়াছিল। একদিন রাজভৃত্যেরা উহার শিং ধুইয়া তাহাতে তৈল মাখাইল; বৃষটাকেও হলুদ দিয়া স্নান করাইল এবং পূর্ব্ব যবমধ্যক গ্রামে পাঠাইয়া জানাইল, "তোমরা না কি বড় পণ্ডিত; এইটী রাজার মঙ্গলবৃষ; এ গর্ভধারণ করিয়াছে; ইহাকে প্রসব করাইয়া রাজার নিকট ফেরত পাঠাইবে; নচেৎ তোমাদের সহস্র মুদ্রা দণ্ড হইবে।" গ্রামবাসীরা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া মহৌষধের শরণ লইল; তিনি দেখিলেন, প্রতিসমস্যা দ্বারা এই সমস্যার পূরণ করিতে

১৩—বৃষগর্ভে বৎসজন্ম।

* উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত।

* পঞ্চম খণ্ডের কুশ-জাতক (১৯১ম পৃষ্ঠ) দ্রষ্টব্য।

হইবে। তিনি কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এমন কোন সাহসী ও বুদ্ধিমান্ লোক পাওয়া যায় কি যে, রাজার সঙ্গে কথা বলিতে পারে?" গ্রামবাসীরা বলিল, "এরূপ লোক পাওয়া কঠিন হইবে না। মহৌষধ বলিলেন, "তবে তাহাকে আনয়ন কর।" গ্রামবাসীরা একজন লোক ডাকিয়া আনিল; মহাসত্ত্ব তাহাকে বলিলেন, "এস দেখি, বাপু; তোমার পিঠের উপর চুল ছড়াইয়া দাও * এবং চেঁচাইয়া নানারূপ বিলাপ করিতে করিতে রাজার দরজায় যাও। অন্য কেহ জিজ্ঞাসা করিলে কোন উত্তর দিও না; কেবল কান্দিতে থাকিবে; কিন্তু রাজা ডাকাইয়া তোমার কান্দিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিবে, 'আমার পিতা প্রসব করিতে পারিতেছেন না; আজ সাতদিন প্রসববেদনা ভোগ করিতেছেন; রক্ষা করুন, মহারাজ; তাঁহাকে প্রসব করাইবার উপায় বলুন। ইহা শুনিয়া রাজা বলিবেন, 'কি প্রলাপ করিতেছ? ইহা যে অসম্ভব; পুরুষ কি কখনও প্রসব করে?' তখন তুমি বলিবে 'মহারাজ, আপনার কথা সত্য হইলে,পূর্ব্ব যবমধ্যকগ্রামবাসীরাই বা কিরূপে আপনার মঙ্গলবৃষকে প্রসব করাইবে?'" মহাসত্ত্ব যে উপদেশ দিলেন, লোকটা "যে আজ্ঞা" বলিয়া ঠিক তাহাই করিল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে এই প্রতিসমস্যা উদ্ভাবন করিয়াছে?" যখন শুনিলেন ইহা মহৌষধ পণ্ডিতের কাণ্ড, তখন তিনি সন্তুষ্ট হইলেন।

আর এক দিন মহৌষধের বুদ্ধিপরীক্ষার্থ আদেশ হইল, "পূর্ব্ব যবমধ্যকগ্রামবাসীরা রাজাকে এরূপ অন্নোদন প্রস্তুত করিয়া দিক্, যাহা পাক করিতে যেন বক্ষ্যমাণ আটটী নিয়মের ব্যতিক্রম না ঘটে:—বিনা তণ্ডুলে, বিনা জলে, বিনা স্থালীতে†, বিনা উখ্যানে,বিনা অগ্নিতে, বিনা কাষ্ঠে; উহা কোন পুরুষ বা স্ত্রী লোক বহন করিয়া লইয়া যাইবে না এবং যে বহন করিবে সে রাজপথ দিয়াও যাইবে না। এরূপ ওদন প্রেরণ করিতে না পারিলে তাহাদের সহস্র মুদ্রা দণ্ড হইবে।" গ্রামবাসীরা কর্ত্তব্য-নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়া মহৌষধ পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিল; তিনি বলিলেন, "চিন্তা কি? বিনা তণ্ডুলে প্রস্তুত করিতে হইবে? বিলক্ষণ, তণ্ডুলের পরিবর্ত্তে ক্ষুদ লও। বিনা জলে? তুষার ব্যবহার কর। বিনা স্থালীতে? একটা মাটির পাত্রে পাক কর? বিনা উখ্যানে? কয়েকখানা কাঠ পুতিয়া তাহার উপর হাঁড়ি চাপাও। বিনা আগুনে? সাধারণ আগুনের পরিবর্ত্তে অরণি ‡ হইতে আগুন জ্বাল। বিনা কাষ্ঠে? পাতা পোড়াও। এইরূপে অন্নোদন পাক করিয়া উহা একটা নূতন পাত্রে বেশ করিয়া ঠাসিয়া পূর; তাহা এক জন নপুংসকের মাথায় দাও, কারণ সে পুরুষও নয়, স্ত্রীও নয়। রাজপথে চলিতে নিষেধ আছে? তাহাকে রাজপথ ছাড়িয়া একপেয়ে পথ দিয়া রাজার নিকটে পাঠাও।" গ্রামবাসীরা তাহাই করিল; রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাহার বুদ্ধিতে এই আদেশ পালন করিতে পারিলে?" এবং যখন শুনিলেন মহৌষধ পণ্ডিতের বুদ্ধিতে, তখন তিনি সন্তুষ্ট হইলেন।

১৪—অতণ্ডুল ভক্তপাক।

আর একদিন মহৌষধের বুদ্ধিপরীক্ষার্থ গ্রামবাসীদিগকে বলা হইল, "রাজার দোলায় ক্রীড়া করিতে ইচ্ছা হইয়াছে; রাজবাড়ীতে যে বালুকার পুরাতন যোত্র ছিল তাহা ছিন্ন হইয়াছে; তোমরা বালুকাদ্বারা একটী যোত্র পাকাইয়া পাঠাইয়া দিবে; না দিলে তোমাদের সহস্র মুদ্রা দণ্ড হইবে।" গ্রামবাসীরা নিরুপায় হইয়া মহৌষধকে জানাইল; মহৌষধ চিন্তা করিয়া দেখিলেন যে, এই সমস্যারও প্রতিসমস্যাদ্বারা সমাধান করিতে হইবে। তিনি গ্রামবাসীদিগকে

১৫—বালুকা-নির্ম্মিত রজ্জু।

* পুরুষেরা দীর্ঘ কেশ রাখিত; বন্ধন খুলিয়া দিলে উহা পিঠের উপর পড়িত।

† মূলে 'উক্খলি' আছে।

‡ পূর্ব্বে যজ্ঞের জন্য অরণি ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি মন্থন করা হইত।

আশ্বাস দিলেন এবং বচনকুশল দুই তিন শত লোক ডাকাইয়া বলিলেন, "তোমরা রাজার নিকট যাও; বল গিয়া, 'মহারাজ, গ্রামবাসীরা বুঝিতে পারিতেছে না যে, ঐ যোত্র কি পরিমাণে স্থূল বা সূক্ষ্ম হইবে; দয়া করিয়া পুরাতন বালুকা-যোত্রের বিতস্তি-প্রমাণ, অন্ততঃ চতুরঙ্গুলি প্রমাণ পাঠাইতে আজ্ঞা হউক; উহা দেখিয়া তাহারা প্রয়োজনমত স্থূল বা সূক্ষ্ম যোত্র পাকাইবে।' 'আমার বাড়ীতে কখনও বালুকার যোত্র ছিল না', রাজা এই কথা বলিলে, তোমরা বলিবে, মহারাজ 'আপনি যদি বালুকার যোত্র প্রস্তুত করিতে না পারেন, তবে যবমধ্যকবাসীরা কিরূপে পারিবে?'" লোক কয়টী মহৌষধের উপদেশ মত রাজার নিকট গিয়া ঐ কথা বলিল। রাজা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে এই প্রতিসমস্যা বাহির করিয়াছে?" এবং যখন শুনিলেন উহা মহৌষধ পণ্ডিতের কাণ্ড, তখন তিনি তুষ্ট হইলেন।

আর একদিন আদেশ হইল, রাজা জলকেলি করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন; পূর্ব্ব যবমধ্যক-গ্রামবাসীরা পঞ্চবিধ পদ্ম-বিভূষিত একটী পুষ্করিণী প্রেরণ করুক; নচেৎ তাহাদের সহস্র মুদ্রা দণ্ড হইবে। গ্রামবাসীরা মহৌষধকে এই নূতন বিপদের কথা জানাইল।

১৬—পুষ্করিণী (তড়াগ)।

তিনি দেখিলেন, এখানেও প্রতিসমস্যায় প্রয়োজন। তিনি কতিপয় বাক্‌পটু লোক ডাকাইয়া বলিলেন, 'তোমরা (বহুক্ষণ) জলকেলি করিয়া চক্ষু রক্তবর্ণ করিবে; আর্দ্রকেশে, আর্দ্রবস্ত্রে, পঙ্কবিলিপ্তদেহে যোত্রদণ্ডলোষ্ট্রাদি হস্তে লইয়া রাজদ্বারে যাইবে; তোমরা যে দ্বারদেশে রহিয়াছ, রাজাকে সেই সংবাদ দিবে, তিনি অনুমতি দিলে রাজভবনে প্রবেশ করিবে এবং বলিবে, 'মহারাজ পূর্ব্ব যবমধ্যগ্রামবাসীদিগকে একটী পুষ্করিণী পাঠাইতে আদেশ করিয়াছিলেন; আমরা তদনুসারে আপনার উপযুক্ত একটী বৃহৎ পুষ্করিণী লইয়া আসিতেছিলাম; কিন্তু সে চিরকাল বনে বাস করিয়াছে; নগর দেখিয়া,—রাজধানীর প্রাকার, পরিখা, অট্টালিকাদি বিলোকন করিয়া, এমন ভয় পাইল ও ত্রস্ত হইল যে, যোত্র ছিন্ন করিয়া পলায়নপূর্ব্বক পুনর্ব্বার বনেই চলিয়া গেল। আমরা লোষ্ট্র-দণ্ডাদি দ্বারা প্রহার করিয়াও তাহাকে ফিরাইতে পারিলাম না। আপনি না কি বন হইতে একটা পুষ্করিণী আনাইয়াছিলেন; যদি আমাদিগকে সেই পুরাণ পুষ্করিণীটা দিবার আজ্ঞা করেন, তবে তাহার সহিত আমাদের পুষ্করিণীটাকে যুড়িয়া আনিতে পারি।' এই কথা শুনিয়া রাজা বলিবেন, 'আমি পূর্ব্বে কখনও বন হইতে কোন পুষ্করিণী আনি নাই, কোন পুষ্করিণীকে যুড়িয়া আনিবার জন্যও কখনও পুষ্করিণী পাঠাই নাই।' তখন তোমরা বলিবে, 'তবে যবমধ্যকগ্রামবাসীরাই বা কিরূপে পুষ্করিণী পাঠাইবে?' * ঐ লোকগুলা মহৌষধের উপদেশ মত কার্য্য করিল; তিনি যে এই প্রতিসমস্যা উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহা জানিয়া রাজা সন্তুষ্ট হইলেন।

একদিন রাজা বলিয়া পাঠাইলেন, "আমার উদ্যানকেলি করিবার ইচ্ছা হইয়াছে; কিন্তু আমার উদ্যানটী পুরাতন হইয়াছে; পূর্ব্ব যবমধ্যকগ্রামবাসীরা একটা সুপুষ্পিত-তরুসংছন্ন নূতন উদ্যান প্রেরণ করুক।"

১৭—উদ্যান।

মহৌষধ পূর্ব্ববৎ তাহাদিগকে আশ্বাস দিলেন এবং রাজার নিকট পূর্ব্ববৎ বলিবার জন্য লোক পাঠাইলেন।

---

* প্রবাদ আছে, একবার বর্দ্ধমানের রাজা কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, বর্দ্ধমানে একটা পুষ্করিণীর বিবাহ হইবে; তদুপলক্ষ্যে কৃষ্ণনগরের পুষ্করিণীদিগের নিমন্ত্রণ রহিল; তাহারা যেন যথাসময়ে বর্দ্ধমানে গিয়া বিবাহোৎসবে যোগ দেয়। কৃষ্ণচন্দ্র কি উত্তর দিবেন, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া গোপাল ভাঁড়কে জিজ্ঞাসা করিলেন। গোপাল ভাঁড় উত্তর দিলেন, "আপনি লিখিয়া দিন, আমার রাজ্যের পুষ্করিণীরা অন্যহস্তলিখিত পত্রমাত্র পাইয়া নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা অমর্য্যাদাকর বলিয়া মনে করে; কিন্তু বর্দ্ধমানের কোন পুষ্করিণী স্বয়ং আসিয়া নিমন্ত্রণ করিলে, তাহারা বিবাহোৎসব দেখিতে যাইতে পারে।"

১৮—পুত্রাপেক্ষা হীন ধর।

রাজা সন্তুষ্ট হইয়া সেনককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে সেনক, এখন পণ্ডিতকে আনা যায় কি?" কিন্তু মহৌষধের পাছে সৌভাগ্যোদয় হয়, এই ঈর্ষ্যায় সেনক বলিলেন, "মহৌষধ যাহা করিয়াছেন, কেবল তাহাতেই কাহারও পাণ্ডিত্য বুঝা যায় না। আপনি আরও কিয়ৎকাল অপেক্ষা করুন।" ইহা শুনিয়া রাজা ভাবিলেন, 'মহৌষধ শৈশব হইতেই প্রাজ্ঞ এবং আমার মন মোহিত করিয়াছেন। এতাদৃশ গূঢ় সমস্যার ব্যাখানে এবং প্রশ্ন-প্রতিপ্রশ্নে তিনি বুদ্ধবৎ সদুত্তর দিয়াছেন। কিন্তু সেনক ঈদৃশ পণ্ডিতকে আনিতে দিতেছেন না! সেনকের কথা আর শুনি কেন; আমি মহৌষধকে আনয়ন করিব।' ইহা স্থির করিয়া তিনি বহু অনুচর সঙ্গে লইয়া সেই গ্রামের অভিমুখে অশ্বারোহণে যাত্রা করিলেন। পথে বিদীর্ণ-ভূমিতে তাঁহার মঙ্গলাশ্বের একখানি পদ প্রবিষ্ট হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল। কাজেই তিনি সেখান হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া নগরে প্রতিগমন করিলেন। তখন সেনক তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "মহারাজ, পণ্ডিতকে আনিবার জন্য আপনি যবমধ্যগ্রামে গিয়াছিলেন কি?" রাজা বলিলেন, 'গিয়াছিলাম, পণ্ডিত।" "মহারাজ আমাকে অনর্থকারী বলিয়া মনে করেন; আমি আপনাকে অপেক্ষা করিতে বলিলাম; আপনি তাড়াতাড়ি যাত্রা করিলেন; কিন্তু যাইতে না যাইতেই আপনার মঙ্গলাশ্বের পা ভাঙ্গিয়া গেল।" সেনকের কথায় রাজা কোন উত্তর দিলেন না। তাহার পর এক দিন তিনি আবার সেনককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বলুন ত, মহৌষধ পণ্ডিতকে এখন আনা যায় না কি?" সেনক বলিলেন, "মহারাজ, আপনি নিজে না গিয়া দূত প্রেরণ করুন। দূতমুখে বলিয়া পাঠান, 'তোমার নিকট যাইবার কালে আমার ঘোড়ার পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; এখন আমার জন্য একটা অশ্বতর বা শ্রেষ্ঠতর পাঠাইবে।' * মহৌষধ যদি 'অশ্বতর' পাঠাইবার কথা বুঝেন, তবে নিজে আসিবেন, আর যদি 'শ্রেষ্ঠতর' পাঠাইবার কথা বুঝেন, তবে নিজের পিতাকে পাঠাইবেন। ইহাতে তাঁহার পাণ্ডিত্য পরীক্ষা করা যাইবে।" "বেশ বলিয়াছ" বলিয়া রাজা সেনকের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং দূতমুখে ঐরূপ বলিয়া পাঠাইলেন। মহৌষধ দূতের কথা শুনিয়া ভাবিলেন, 'রাজা আমাকে এবং আমার পিতাকে দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছেন।' তিনি পিতার নিকট গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "বাবা, রাজা আপনাকে এবং আমাকে দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছেন; আপনি সহস্র শ্রেষ্ঠিপরিবৃত হইয়া প্রথমে গমন করুন। রিক্তহস্তে যাইবেন না; নবসর্পিঃপূর্ণ একটা চন্দনকরণ্ডক লইয়া গমন করুন। রাজা আপনাকে অভিভাষণ করিয়া বলিবেন, 'গৃহপতির অনুরূপ আসন নির্ব্বাচন করিয়া উপবেশন করুন।' আপনি ঐরূপ আসন দেখিয়া তাহাতে উপবেশন করিবেন। আপনি আসনস্থ হইলে আমি উপস্থিত হইব; রাজা আমাকে অভিভাষণ করিয়া বলিবেন, 'পণ্ডিত, তুমি নিজের উপযুক্ত আসন নির্ব্বাচন করিয়া উপবেশন কর।' তখন আমি আপনার দিকে তাকাইব; আপনি এই ইঙ্গিত পাইয়া আসন হইতে উত্থিত হইবেন এবং বলিবেন, 'বাবা মহৌষধ পণ্ডিত, তুমি এই আসন গ্রহণ কর।' ইহাতে একটা প্রশ্নের সমাধানের অবসর পাওয়া যাইবে।" "বেশ, তাহাই করিতেছি" বলিয়া শ্রীবর্দ্ধনশ্রেষ্ঠী উক্তরূপে রাজভবনে গমন করিলেন, রাজদ্বারে গিয়া নিজের আগমনবার্ত্তা জানাইলেন, রাজাজ্ঞায় সভায় প্রবেশ করিলেন এবং রাজাকে প্রণাম করিয়া একান্তে অবস্থিত হইলেন। রাজা তাঁহাকে অভিভাষণপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "গৃহপতি, তোমার পুত্র কোথায়?" শ্রেষ্ঠী বলিলেন, "সে আমার

* এখানে 'শ্রেষ্ঠতর' শব্দে মঙ্গলাশ্ব হইতে উৎকৃষ্ট জন বুঝাইবে। 'অশ্বতর' শব্দটী দ্ব্যর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

পশ্চাতে আসিতেছে।" মহৌষধ আসিতেছেন শুনিয়া রাজা সন্তুষ্ট হইলেন এবং বলিলেন, "তুমি নিজের অনুরূপ আসন বাছিয়া তাহা গ্রহণ কর।" শ্রীবর্দ্ধন আত্মানুরূপ আসন নির্ব্বাচন করিয়া তাহার উপবেশন করিলেন।

এদিকে মহাসত্ত্ব সর্ব্বাভরণে বিভূষিত এবং সহস্র বালকপরিবৃত হইয়া অলঙ্কৃত-রথারোহণে যাত্রা করিলেন। রাজধানীতে প্রবেশ করিবার কালে তিনি পরিখাপৃষ্ঠে একটা গর্দ্দভ দেখিতে পাইয়া কয়েকজন বলিষ্ঠ যুবককে আজ্ঞা দিলেন, "ছুটিয়া ঐ গাধাটাকে ধর; কোন রূপ শব্দ করিতে না পারে এমন ভাবে উহার মুখ বান্ধ এবং চটে জড়াইয়া উহাকে কান্ধে লইয়া চল।" যুবকেরা তাহাই করিল। মহাসত্ত্ব বহু অনুচর লইয়া নগরে প্রবেশ করিলেন; "এই ব্যক্তি নাকি শ্রীবর্দ্ধনশ্রেষ্ঠীর পুত্র মহৌষধ পণ্ডিত; ইনি নাকি জন্মিবার সময়ে ঔষধপাত্র হস্তে লইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন; ইঁহার বুদ্ধিপরীক্ষার জন্য বার বার কত কূট প্রশ্ন করা হইয়াছিল; ইনি সকলগুলিরই সদুত্তর দিয়াছেন", সমস্ত নগরবাসী এই বলিয়া তাঁহার যশ কীর্ত্তন করিতে লাগিল; তাঁহাকে নির্নিমেষনেত্রে অবলোকন করিয়াও তাহাদের পূর্ণ তৃপ্তি জন্মিল না। মহাসত্ত্ব রাজদ্বারে গিয়া আপনার আগমনবার্ত্তা জানাইলেন; রাজা শুনিয়া অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "মহৌষধ আমার পুত্র; সে অতি শীঘ্র এখানে আগমন করুক।" মহৌষ তখন বালকসহস্র-পরিবৃত হইয়া প্রাসাদে আরোহণ করিলেন এবং রাজাকে প্রণাম করিয়া একপার্শ্বে অবস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া রাজা প্রীত হইলেন এবং মধুরস্বরে অভিভাষণ-পূর্ব্বক বলিলেন, "পণ্ডিত, তুমি নিজের অনুরূপ আসন দেখিয়া উপবেশন কর।" মহৌষধ তাঁহার পিতার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন; পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট সঙ্কেতানুসারে শ্রীবর্দ্ধন আসন হইতে উত্থিত হইয়া বলিলেন "পণ্ডিত, তুমি এই আসন গ্রহণ কর।" মহৌষধ তখন তাঁহার পিতার আসনেই উপবেশন করিলেন। তাঁহাকে পিত্রাসন গ্রহণ করিতে দেখিয়া সেনক-পুক্কুশ-কবীন্দ্র-দেবেন্দ্র প্রভৃতি জড়মতিগণ করতালি দিয়া ও অট্টহাস্য করিয়া বলিলেন, "এই নিরেট মূর্খটাকে লোকে পণ্ডিত বলে! এ পিতাকে তুলিয়া দিয়া নিজে সেই আসনে বসিল! ইহাকে পণ্ডিত বলা যে নিতান্তই অসঙ্গত।" সভাস্থ সকলে এইরূপ পরিহাস করিতে লাগিল; রাজারও মুখ ভারী হইল। মহাসত্ত্ব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ মুখ ভারী করিলেন কি?" রাজা বলিলেন, "মুখ ভারী করিয়াছি সত্য; দূর হইতে তোমার গুণের কথা শুনিয়া তুষ্ট হইয়াছিলাম বটে; কিন্তু তোমাকে দেখিয়া তুষ্ট হইতে পারিলাম না।" "ইহার কারণ কি, মহারাজ?" "তুমি পিতাকে তুলিয়া দিয়া তাঁহার আসন গ্রহণ করিলে!" "মহারাজ, আপনি কি মনে করেন, সর্ব্বত্রই পুত্র অপেক্ষা পিতা উত্তম?" "তাহা মনে করি বৈ কি।" "আপনিই আমাদিগকে আদেশ দিয়াছিলেন না কি যে, হয় অশ্বতর পাঠাও, নয় শ্রেষ্ঠতর পাঠাও?" অতঃপর মহাসত্ত্ব আসন হইতে উঠিয়া সেই যুবকদিগের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "তোমরা যে গাধাটা লইয়া আসিয়াছ, তাহা এখানে আন।" যুবকেরা গাধাটা তাঁহার নিকটে লইয়া গেলে তিনি উহাকে রাজার পাদমূলে ফেলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, এই গর্দ্দভটার মূল্য কত?" রাজা বলিলেন, "কার্য্যক্ষম হইলে ইহার মূল্য অষ্ট কার্ষাপণ।" "যদি এই গর্দ্দভের ঔরসে কোন সৈন্ধবঘোটিকার গর্ভে একটা অশ্বতর জন্মে, তাহা হইলে সেটার মূল্য কত হইবে, মহারাজ?" "সেরূপ অশ্বতর মহামূল্য।" "একথা বলিলেন কেন, মহারাজ? এই মাত্র না বলিলেন, সর্ব্বত্রই পুত্র অপেক্ষা পিতা উত্তম। তাহা হইলে ত অশ্বতর অপেক্ষা গর্দ্দভকেই উত্তম বলা উচিত। মহারাজ, আপনার পণ্ডিতেরা এই সামান্য বিষয় জানেন না বলিয়াই ত হাততালি দিয়া আমাকে পরিহাস

করিলেন। আপনার পণ্ডিতদিগের কি অদ্ভুত পাণ্ডিত্য, বলুন দেখি? আপনি কোথা হইতে এই সকল রত্ন সংগ্রহ করিয়াছেন মহারাজ।" মহাসত্ত্ব এইরূপে চারিজন পণ্ডিতকেই বিদ্রূপ করিয়া রাজাকে এক নিপাতের নিম্নলিখিত গাথাটী বলিলেন:—*

সর্ব্বত্র কি বলা যায় পুত্র হ'তে পিতাকে উত্তম?
গর্দ্দভের তুলনায় অশ্বতর হবে কি অধম?*

মহাসত্ত্ব পুনশ্চ বলিলেন, "মহারাজ, আপনি পুত্র অপেক্ষা পিতাকে শ্রেষ্ঠ মনে করিলে আমার পিতাকেই রাখিয়া আপনার কার্য্যে নিয়োজিত করুন।" মহাসত্ত্বের কথা শুনিয়া রাজা প্রীতি লাভ করিলেন; সভাস্থ সকল রাজপুরুষও মুক্তকণ্ঠে সহস্র বার সাধুকার দিয়া বলিলেন, "মহৌষধ পণ্ডিত প্রশ্নের অতি সুন্দর উত্তর দিয়াছেন।" তাঁহারা অঙ্গুলি ছোটন ও সহস্র সহস্র চেল উৎক্ষেপণ করিয়া আপনাদের আনন্দ জানাইলেন; তাহাতে পণ্ডিত চারিজন লজ্জায় মুখ অবনত করিলেন।

বোধিসত্ত্বের ন্যায় অন্য কেহই মাতাপিতার মর্য্যাদা জানেন না; এ ক্ষেত্রে যে তিনি ঈদৃশ আচরণ করিলেন, তাহা নিজের পিতাকে অবমানিত করিবার জন্য নহে। রাজা বলিয়াছিলেন, হয় অশ্বতর পাঠাও, নয় শ্রেষ্ঠতর পাঠাও। এই সমস্যার সমাধান, নিজের পাণ্ডিত্যপ্রদর্শন এবং পণ্ডিতচতুষ্টয়ের দর্পনাশ, এই তিন উদ্দেশ্যেই তিনি ইহা করিয়াছিলেন।

রাজা সন্তুষ্ট হইয়া গন্ধোদকপূর্ণ সুবর্ণ ভৃঙ্গার হইতে শ্রেষ্ঠীর হস্তে জল ঢালিয়া দিয়া বলিলেন, "তুমি এখন হইতে পূর্ব্ব যবমধ্যকগ্রামখানি রাজদত্ত বলিয়া ভোগ করিতে থাক; অন্য সকল শ্রেষ্ঠী তোমার উপস্থাপক হইবে।" অতঃপর তিনি বোধিসত্ত্বের মাতার নিকট সর্ব্ববিধ অলঙ্কার প্রেরণ করিলেন। তিনি গর্দ্দভ-প্রশ্নের উত্তর শুনিয়া এতই প্রসন্ন হইয়াছিলেন যে, বোধিসত্ত্বকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি শ্রেষ্ঠীকে বলিলেন, "গৃহপতি, তুমি মহৌষধকে আমায় দান কর; এ এখন আমার পুত্র হইবে।" শ্রীবর্দ্ধন বলিলেন, "মহারাজ, মহৌষধ এখনও শিশু; এখনও ইহার মুখে দুধের গন্ধ আছে। এ যখন বড় হইবে, তখন আপনার নিকটে আসিয়া থাকিবে"। ইহার উত্তরে রাজা বলিলেন, "তুমি এখন হইতে এই পুত্রের মায়া ছাড়; এ আজ হইতে আমার পুত্র; আমি আমার পুত্রের লালন পালন করিতে পারিব। তুমি নিশ্চিন্তমনে গৃহে ফিরিয়া যাও।" রাজা এইরূপে বিদায় দিলে শ্রীবর্দ্ধন রাজাকে প্রণাম করিয়া পুত্রকে আলিঙ্গন করিলেন; তাঁহাকে বুকে লইয়া মস্তক চুম্বন করিলেন এবং কিরূপে চলিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে উপদেশ দিলেন। মহৌষধও পিতাকে প্রণাম করিয়া বিদায় দিবার কালে বলিলেন, "বাবা, আপনি কোন চিন্তা করিবেন না"

অতঃপর রাজা মহৌষধকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, তুমি অন্তঃপুরের ভিতরে আহার করিবে, না বাহিরে আহার করিবে?" মহৌষধ ভাবিলেন, 'আমার বহু অনুচর; আমার পক্ষে অন্তঃপুরের বাহিরেই আহার করা উচিত।' তিনি বলিলেন মহারাজ, "আমি বাহিরেই আহার করিব।" তখন রাজা তাঁহাকে বাসের উপযুক্ত গৃহ দেওয়াইলেন, এবং তাঁহার সহস্র বালক বন্ধু ও অন্যান্য অনুচরের আহারের, বাসস্থানের ও সমস্ত আবশ্যক দ্রব্যের সুব্যবস্থা করিলেন। এই সময় হইতে মহৌষধ রাজসেবায় প্রবৃত্ত হইলেন।

১৮—কাকের কুলায়ে মণি।

রাজা আবার মহৌষধকে পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা করিলেন। তখন নগরের দক্ষিণ দ্বারের অনতিদূরস্থ পুষ্করিণীর তীরে একটা তালবৃক্ষের উপর কাকের কুলায়ে একটী মণি ছিল। পুষ্করিণীর জলে ঐ মণির প্রতিবিম্ব দেখা যাইত।

* প্রথম খণ্ডের গর্দ্দভপ্রশ্ন-জাতকে (১১১) কোন গাথা নাই।

* গাথাটীর পাঠ বোধ হয় ঠিক নাই। থাকিলেও 'হংসী দং' এই পদদ্বয়ের বাচ্য পাত্র নির্ণয় করা অসাধ্য।

লোকে রাজাকে জানাইল, পুষ্করিণীর ভিতরে একটা মণি আছে। রাজা সেনককে ডাকাইয়া বলিলেন, "পুষ্করিণীর মধ্যে না কি একটা মণি দেখা যাইতেছে; কি উপায়ে ঐ মণিটা গ্রহণ করা যায় বলুন ত।" সেনক উত্তর দিলেন, "জল সেচিয়া ফেলিয়া মণি গ্রহণ করিতে হইবে।" "তাহাই করুন" বলিয়া রাজা সেনকের উপর মণি উদ্ধার করিবার ভার দিলেন। সেনক বহু লোক একত্র করিয়া পুষ্করিণী হইতে জল ও কাদা তুলিয়া ফেলাইলেন; তলের মাটি খোঁড়াইলেন। কিন্তু মণি দেখিতে পাইলেন না। পুষ্করিণীটা যখন আবার জলপূর্ণ হইল, তখন কিন্তু উহার মধ্যে মণির প্রতিবিম্ব দেখা যাইতে লাগিল। সেনক পূর্ব্ববৎ আবার পুষ্করিণী সেচাইলেন, কিন্তু মণি দেখিতে পাইলেন না। ইহার পর রাজা মহৌষধকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "পুষ্করিণীর মধ্যে একটা মণি দেখা যাইতেছে; সেনক জল কাদা তুলিয়া ও মাটি খুঁড়িয়াও উহা পাইলেন না; পুষ্করিণী যখন জলপূর্ণ হয়, তখনই উহার মধ্যে আবার মণি দেখা যায়। তুমি এই মণি উদ্ধার করিতে পারিবে কি?" মহৌষধ বলিলেন, "মহারাজ, এ কিছু কঠিন কাজ নয়; আমি এখনই মণি বাহির করিয়া দেখাইতেছি।" রাজা সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "আজ পণ্ডিতের প্রজ্ঞাবল দেখিতে পাইব।" তিনি বহু লোক সঙ্গে লইয়া পুষ্করিণীর তীরে গমন করিলেন। মহাসত্ত্ব তীরে দাঁড়াইয়া মণি দেখিতে দেখিতে ভাবিলেন 'মণিটা পুষ্করিণীর মধ্যে নাই; তাল গাছটায় আছে। তিনি বলিলেন "মহারাজ, পুষ্করিণীর মধ্যে মণি নাই।" "কেন, পুষ্করিণীর মধ্যেই ত মণি আছে, দেখা যাইতেছে?" তখন মহাসত্ত্ব এক গামলা জল আনাইয়া বলিলেন, "দেখুন, মহারাজ, মণিটা যে কেবল পুষ্করিণীর ভিতরেই দেখা যাইতেছে এমন নয়, এই জলের গামলার ভিতরেও দেখা যাইতেছে।" "তবে মণি কোথায় আছে, বল ত?" "মহারাজ, পুষ্করিণীতে বলুন, আর গামলায় বলুন, মণিটার প্রতিবিম্ব দেখা যাইতেছে; উহা আসলে [illegible] আছে এই তালগাছে, কাকের বাসায়; আপনি একজন লোক উঠাইয়া উহা নামাইয়া আনুন।" রাজা তাহাই করিয়া মণি আহরণ করাইলেন। মহৌষধ উহা লোকটার হাত হইতে লইয়া রাজার হাতে দিলেন। ইহা দেখিয়া সহস্র সহস্র লোকে মহাসত্ত্বকে সাধুকার দিতে লাগিল এবং সেনককে পরিহাস করিতে লাগিল। তাহারা বলিল, "মণিটা ছিল তালগাছে, কাকের বাসায়; অথচ সেনক কি না বলবান্ লোক দিয়া পুষ্করিণীটাকে সেচাইয়া ও খোঁড়াইয়া লণ্ডভণ্ড করিলেন! দেখিতেছি, মহৌষধের মত দ্বিতীয় একটী পণ্ডিত পাওয়া অসম্ভব।" তাহারা মহাসত্ত্বের গুণ কীর্ত্তন করিতে লাগিল, রাজাও প্রসন্ন হইয়া কণ্ঠদেশ হইতে নিজ ব্যবহার্য্য মুক্তার হার লইয়া তাঁহার গলায় পরাইয়া দিলেন এবং তাঁহার অনুচরসহস্রকেও এক একটী মুক্তার হার দান করিলেন। তিনি বোধিসত্ত্ব ও তাঁহার অনুচরদিগকে বলিলেন, "আমার সঙ্গে দেখা করিতে হইলে তোমাদিগকে আর প্রতিহারী দ্বারা সংবাদ পাঠাইতে হইবে না।"

একোনবিংশতি প্রশ্ন সমাপ্ত।

(২)

আর একদিন রাজা মহৌষধের সঙ্গে উদ্যানে যাইতেছিলেন। একটা কৃকণ্ঠক* তোরণাগ্রে বাস করিত। রাজাকে আসিতে দেখিয়া সে অবতরণপূর্ব্বক ভূমির উপর শুইয়া পড়িল। তাহার এই কাণ্ড দেখিয়া রাজা মহৌষধকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল ত, পণ্ডিত, এই কৃকণ্ঠক কি করিতেছে?" মহৌষধ বলিলেন, "এ আপনার সেবা করিতেছে।" "যদি তাহাই হয়, তবে আমার সেবা করা যেন নিষ্ফল না হয়। ইহাকে পুরস্কার-স্বরূপ অর্থ দান করাইবার ব্যবস্থা কর।" "মহারাজ, অর্থে ইহার কোন প্রয়োজন নাই; ইহাকে কিছু খাদ্য দিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে।" "এ কি খায়?" "মাংস খায়, মহারাজ।" "কি পরিমাণ মাংস দেওয়া কর্ত্তব্য?" "এক কাকণী † মূল্যে যতটা পাওয়া যায়, মহারাজ।" রাজা একজন কর্ম্মচারীকে আজ্ঞা দিলেন; "মাত্র এক কাকণী রাজোচিত দান নহে; ইহাকে প্রতিদিন অর্দ্ধমাষক মূল্যের মাংস আনাইয়া দিবে।" কর্ম্মচারী "যে আজ্ঞা" বলিয়া ঐ সময় হইতে রাজার আদেশমত মাংস দিতে লাগিল। অনন্তর এক পোষধের দিনে মাংস না পাইয়া উক্ত কর্ম্মচারী একটা অর্দ্ধ মাষকে ছিদ্র করিয়া ও উহাতে সূতা পরাইয়া কৃকণ্ঠকের গলে ঝুলাইয়া দিল। এই অর্থলাভে কৃকণ্ঠকের মনে গর্ব্ব জন্মিল। রাজা সেদিনও উদ্যানে যাইতেছিলেন; কৃকণ্ঠক তাঁহাকে আসিতে দেখিয়াও ধনপ্রাপ্তিজনিত গর্ব্ববশতঃ ভাবিল, 'বিদেহরাজ, তুমি মহাধনবান্, সন্দেহ নাই; কিন্তু আমারও ধন আছে।' এইরূপে আপনাকে রাজার সমান মনে করিয়া সে আর অবতরণ করিল না, তোরণাগ্রে থাকিয়াই শিরঃসঞ্চালন করিতে লাগিল।‡ রাজা তাহার এই কাণ্ড দেখিয়া বলিলেন, "পণ্ডিত, আজ ত কৃকণ্ঠক পূর্ব্বের মত অবতরণ করিল না; ইহার কারণ কি বল ত?

৪। তোরণাগ্রে কৃকণ্ঠক পূর্ব্বে ত কখন করিত না এই ভাবে শিরঃসঞ্চালন।
কি হেতু সগর্ব্বভাব আজ এর হেরি? কারণ, পণ্ডিত, তুমি বল হে বিচারি।"

মহৌষধ বলিলেন, "আজ পোষধ-দিন; পশু বধ করা নিষিদ্ধ; সেই জন্য কর্ম্মচারী মাংস না পাইয়া ইহার গলদেশে অর্দ্ধমাষক বান্ধিয়া দিয়াছেন। তাহাতেই, বোধ হয়, ইহার মনে গর্ব্বের সঞ্চার হইয়াছে।

৫। অর্দ্ধমাষকের মুখ দেখে নাই পূর্ব্বে; পেয়ে তাই মাথা এর ঘুরিয়াছে গর্ব্বে।
ভাবে মনে, হইয়াছি বড় ধনবান্; বিদেহ-নরেশে তাই করে তুচ্ছজ্ঞান।"

রাজা সেই কর্ম্মচারীকে ডাকাইয়া প্রকৃত বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন; সে যথাযথ উত্তর দিল। রাজা ভাবিলেন, 'মহৌষধ কিছুমাত্র জিজ্ঞাসা না করিয়াই সর্ব্বজ্ঞ বুদ্ধের ন্যায়, কৃকণ্ঠকের মনোভাব বুঝিতে পারিয়াছে।' তিনি অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইয়া নগরের চতুর্দ্বারে যে শুল্ক গৃহীত হইত, $ তাহা মহৌষধকে দান করিলেন, এবং কৃকণ্ঠকের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার বৃত্তি বন্ধ করিবার ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু ইহা তাঁহার পক্ষে অযুক্ত হইবে বলিয়া মহৌষধ তাঁহাকে এই সঙ্কল্প হইতে নিবৃত্ত করিলেন। কৃকণ্ঠকপ্রশ্ন সমাপ্ত।

(৩)

মিথিলাবাসী পিঙ্গোত্তর-নামক এক মাণবক তক্ষশিলায় গিয়া কোন সুবিখ্যাত আচার্য্যের নিকট অতি অল্প সময়ের মধ্যেই শিক্ষা সমাপ্ত করিয়াছিল। সে সাতিশয়

* বহুরূপ (chameleon)। ইহা কৃকলাস-জাতীয় প্রাণী।
† কাকণী = ২০ কপর্দক। দ্বিতীয় খণ্ডের ২৮/ পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য।
‡ হিতোপদেশে দেখা যায়, মূষিক-রাজ হিরণ্যকের যখন ধন ছিল, তখন বলও ছিল; ধনহীন হইয়াই সে দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। $ চুঙ্গি (octroi)

মনোভিনিবেশের সহিত সমস্ত বিদ্যা আয়ত্ত করিয়া আচার্য্যের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিল। ঐ আচার্য্যের বংশে রীতি ছিল যে, গৃহে বয়ঃপ্রাপ্তা কোন কুমারী থাকিলে চতুষ্পাঠীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্রের সহিত তাহার বিবাহ দেওয়া হইত। এই অধ্যাপকেরও দিব্যাঙ্গনাসদৃশী এক পরমসুন্দরী কন্যা ছিল। তিনি পিঙ্গোত্তরকে বলিলেন, "বৎস, আমি তোমাকে কন্যা দান করিব। তুমি তাহাকে লইয়া যাইবে।" এই মাণবক কিন্তু অতি হতভাগ্য ও অলক্ষ্মীবান্ ছিল; এ দিকে আচার্য্যের কন্যা ছিলেন মহাপুণ্যবতী। মাণবক কুমারীকে দেখিয়া তাঁহার প্রতি আসক্ত হইল না; কিন্তু তাঁহাকে পছন্দ না করিলেও আচার্য্যের আদেশপালনের জন্য বিবাহে সম্মতি জানাইল। আচার্য্য তখন তাহাকে কন্যা সম্প্রদান করিলেন; মাণবক রাত্রিকালে অলঙ্কৃত বরশয্যায় শয়ন করিল; কিন্তু তাহার পত্নী যখন গৃহে গিয়া ঐ শয্যায় আরোহণ করিলেন, সে অমনি গোঁ গোঁ করিতে করিতে শয্যা হইতে নামিয়া মাটিতে শুইল। ইহা দেখিয়া আচার্য্য-দুহিতাও শয্যা হইতে নামিয়া তাহার কাছে গেলেন; তখন সে উঠিয়া আবার খাটের উপর গেল। আচার্য্যকন্যা আবার খাটের উপর গেলেন; সে আবার খাট হইতে নামিল। এরূপ করিবারই কথা, কারণ অলক্ষ্মী কখনও লক্ষ্মীর সহিত সম্প্রীতভাবে থাকিতে পারে না। সে রাত্রিতে ইহার পর আচার্য্যকন্যা শয্যাতেই নিদ্রা গেলেন; মাণবক মাটিতে শুইয়া থাকিল। এইরূপে এক সপ্তাহ কাটাইয়া সে আচার্য্যকে প্রণাম করিয়া পত্নীসহ যাত্রা করিল; কিন্তু পথে তাহার সহিত একটীও কথা বলিল না। এইরূপে নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত একসঙ্গে থাকিয়া দুই জনে মিথিলায় উপস্থিত হইল। তখন পিঙ্গোত্তর বড় ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছিল। সে নগরের অদূরে একটা ফলবান্ উডুম্বর বৃক্ষ দেখিয়া তাহাতে আরোহণ করিয়া উডুম্বর ফল খাইতে লাগিল। আচার্য্যকন্যাও ক্ষুধায় কাতর হইয়াছিলেন; তিনি বৃক্ষমূলে গিয়া বলিলেন, "আমাকেও কয়েকটা ফল পাড়িয়া দাও।" পিঙ্গোত্তর বলিল, "কেন, তোর কি হাত পা নাই? নিজে গাছে উঠিয়া ফল খা না।" আচার্য্যকন্যা গাছে উঠিয়াই ফল খাইতে লাগিলেন। তিনি গাছে উঠিয়াছেন দেখিয়া পিঙ্গোত্তর, যত শীঘ্র পারিল, নামিয়া আসিল, গাছটার চারিদিকে কাঁটার বেড় দিল এবং "অলক্ষ্মীর হাত হইতে মুক্ত হইলাম" বলিয়া পলায়ন করিল। আচার্য্য-কন্যা নামিতে পারিলেন না; তিনি গাছের উপরেই রহিলেন। ক্রমে সন্ধ্যা হইল, মিথিলারাজ উদ্যানকেলি সমাপনপূর্ব্বক নগরে ফিরিতেছিলেন; তিনি আচার্য্যকন্যাকে তদবস্থায় দেখিতে পাইয়া তাঁহার প্রতি অনুরাগবান্ হইলেন; এবং জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন, "তোমার স্বামী আছে কি না?" আচার্য্যকন্যা বলিলেন, "আমার কুলদত্ত স্বামী আছে বটে, কিন্তু সে আমাকে এখানে ফেলিয়া পলাইয়া গিয়াছে।" অমাত্য গিয়া রাজাকে এই কথা জানাইলে, তিনি ভাবিলেন, 'অস্বামিক ধন রাজাই পাইয়া থাকেন।' তিনি আচার্য্যকন্যাকে নামাইয়া হস্তিপৃষ্ঠে তুলিলেন এবং গৃহে গিয়া তাঁহাকে অগ্রমহিষীর পদে অভিষিক্ত করিলেন। আচার্য্যকন্যা রাজার অতি প্রিয়া ও মনোমোহিনী হইলেন; রাজা তাঁহাকে উডুম্বর বৃক্ষে দেখিতে পাইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার 'উডুম্বরা' এই নাম রাখিলেন।

ইহার পর একদিন রাজা উদ্যানে গমন করিবেন বলিয়া দ্বারগ্রামবাসীরা পথ পরিষ্কার করিতেছিল। পিঙ্গোত্তর জন খাটিত; সে কোমর বান্ধিয়া কোদাল দিয়া পথ সমান করিতেছিল। রাস্তা পরিষ্কার হইবার পূর্ব্বেই রাজা উডুম্বরাকে সঙ্গে লইয়া রথারোহণে নগর হইতে বাহির হইলেন; সেই হতভাগা রাস্তা সমান করিতেছে দেখিয়া উডুম্বরা নিজের হর্ষ সংবরণ করিতে পারিলেন না; 'এই সেই অলক্ষ্মী', ইহা ভাবিয়া তিনি পিঙ্গোত্তরের দিকে তাকাইয়া হাসিলেন। তাঁহাকে হাসিতে দেখিয়া রাজা ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি হাসিলে কেন?" উডুম্বরা বলিলেন, "মহারাজ, এই যে লোকটা রাস্তা সমান করিতেছে, এই

ব্যক্তিই আমার পূর্ব্বস্বামী, এই ব্যক্তিই আমাকে উড়ুম্বর বৃক্ষে আরোহণ করাইয়া তাহা কণ্টকে ঘিরিয়া চলিয়া গিয়াছিল; ইহাকে এই অবস্থায় দেখিয়া আমি হর্ষের বেগ ধারণ করিতে অসমর্থ হইয়াছি, এই সেই হতভাগ্য, ইহা ভাবিয়া হাসিয়াছি।" রাজা বলিলেন, "এ তোমার মিথ্যা কথা; তুমি আর কাহাকেও দেখিয়া হাসিয়াছ; আমি তোমার প্রাণবধ করিব।" এইরূপে তর্জ্জন করিয়া তিনি অসি উত্তোলন করিলেন; উড়ুম্বরা ভয় পাইয়া বলিলেন, "মহারাজ, আপনার পণ্ডিতদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন, আমি সত্য বলিয়াছি কি না।" রাজা সেনককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন হে, তুমি ইহার কথা বিশ্বাস কর কি?" সেনক বলিলেন, "না, মহারাজ। কে এমন সুন্দরী স্ত্রী ত্যাগ করিয়া যাইতে পারে?" সেনকের উত্তর শুনিয়া উড়ুম্বরা আরও ভয় পাইলেন, কিন্তু রাজা ভাবিলেন, 'সেনক কি জানে; আমি মহৌষধ পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিতেছি।' তিনি মহৌষধকে বলিলেন,

> ৬। রূপবতী শীলবতী ভার্য্যারে ত্যজিয়া যায়,
> এ কথা কি, মহৌষধ, তোমার বিশ্বাস হয়?

মহৌষধ বলিলেন,

> ৭। অবিশ্বাস্য এ ঘটনা হবেই কেন, প্রভু?
> লক্ষ্মীসহ অলক্ষ্মীর মেলন কি হয় কভু?

মহৌষধের কথায় রাজা আর এই ব্যাপার লইয়া ক্রুদ্ধ হইলেন না, তাঁহার মন হইতে সন্দেহ দূর হইল; তিনি মহৌষধের প্রতি প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, "পণ্ডিত, আজ তুমি এখানে না থাকিলে, মূর্খ সেনকের কথায় এবংবিধ স্ত্রীরত্ন হারাইয়াছিলাম আর কি। তোমার বুদ্ধিবলেই আমি [illegible] পুনর্ব্বার লাভ করিলাম।" তিনি সহস্র মুদ্রা দিয়া মহৌষধের পূজা করিলেন; উড়ুম্বরাও রাজাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "মহারাজ, এই পণ্ডিতের কৃপাতেই আজ আমি প্রাণ পাইলাম; আপনার নিকট এই বর চাই যে, এখন হইতে আমি যেন এই পণ্ডিতকে আমার ভ্রাতৃস্থানে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি।" রাজা বলিলেন, "উত্তম কথা; আমি তোমাকে এই বর দিলাম।" উড়ুম্বরা কহিলেন, "মহারাজ, আজ হইতে আমি আমার ছোট ভাইটীকে না দিয়া কোন ভাল জিনিষ খাইব না; আজ হইতে সময়ে হউক, অসময়ে হউক, ইহার নিকট ভাল খাবার পাঠাইবার জন্য আমার দরজা খোলা থাকিবে; আমাকে এ বরও দিতে হইবে, মহারাজ।" "বেশ, ভদ্রে; তুমি এই বরও গ্রহণ কর।" শ্রী-কালকর্ণীপ্রশ্ন সমাপ্ত।

(৪)

আর একদিন রাজা প্রাতরাশান্তে প্রাসাদসংলগ্ন দীর্ঘচঙ্ক্রমণে পা-চারি করিবার কালে দেখিতে পাইলেন যে, একটা মেষ ও একটা কুকুর পরস্পরের প্রতি মিত্রবৎ আচরণ করিতেছে। হস্তিশালায় হস্তীদিগের সম্মুখে যে ঘাস দেওয়া হইত, হস্তীরা খাইবার পূর্ব্বেই নাকি ঐ মেষটা তাহা খাইত। ইহা দেখিয়া একদিন হস্তিপালেরা তাহাকে প্রহার করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিল। সে যখন ভ্যা ভ্যা করিয়া পলাইতেছিল, তখন একজন ছুটিয়া গিয়া তাহার পৃষ্ঠে দণ্ডাঘাত করিয়াছিল; সে পিঠ নীচু করিয়া ও বেদনায় কাতর হইয়া রাজবাড়ীর বড় প্রাচীরের পাশে একখানা পিড়ির উপর শুইয়া পড়িল। কুকুরটা রাজার পাকশালায় অস্থিচর্ম্মাদি খাইয়া পুষ্ট হইয়াছিল। সেও ঐ দিন, পাচক যখন রন্ধন শেষ করিয়া বাহিরে গিয়া ঘাম মুছিতেছিল, তখন মৎস্যমাংসের গন্ধে লোভসংবরণ করিতে না পারিয়া পাকশালায় প্রবেশ করিয়াছিল এবং ঢাকনি ফেলিয়া দিয়া মাংস খাইয়াছিল। ঢাকনি পড়ার শব্দ শুনিয়া পাচক ভিতরে গিয়া কুকুরটাকে দেখিতে পাইয়াছিল এবং দরজা বন্ধ করিয়া ইটপাটকেল ও লাঠি দিয়া তাহাকে প্রহার করিয়াছিল। কুকুরটা মুখের মাংস

ফেলিয়া দিয়া খ্যাউ খ্যাউ করিতে করিতে পাকশালা হইতে বাহির হইয়াছিল। সে বাহির হইতেছে দেখিয়া পাচক তাড়া করিয়া তাহার পিঠে সটান লাঠি মারিল। সে পিঠ নীচু করিয়া ও একখানা পা তুলিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে, মেষটা যেখানে শুইয়া ছিল, সেইখানে গেল। মেষ জিজ্ঞাসা করিল, "ভাই, তুমি পিঠ নীচু করিয়া আসিলে কেন? তোমার কি বাতরোগ হইয়াছে?" কুকুর বলিল, "তুমিও ত, ভাই, পিঠ বাঁকা করিয়া পড়িয়া আছ; তোমার শরীরেও কি বাতরোগ প্রবেশ করিয়াছে?" মেষ তখন নিজের দুর্দ্দশার কথা বলিল; তাহার পর জিজ্ঞাসা করিল "তুমি আবার পাকশালার ভিতর যাইতে পারিবে কি?" কুকুর বলিল, "না, ভাই; আবার গেলে আমার প্রাণ থাকিবে না। বল ত, তুমি কি আবার হস্তিশালায় যাইতে পারিবে?" "না ভাই; আমিও সেখানে গেলে প্রাণে মারা যাইব।" তখন মেষ ও কুকুর উভয়েই ভাবিতে লাগিল, কি উপায়ে তাহারা জীবন ধারণ করিবে। কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া মেষ বলিল, "আমরা যদি এক সঙ্গে থাকিতে পারি, তবে একটা উপায় হইতে পারে।" কুকুর জিজ্ঞাসিল, "কি উপায়?" মেষ বলিল, "দেখ, ভাই, এখন হইতে তুমি হস্তিশালায় যাইবে; তুমি ঘাস খাও না জানিয়া তোমার উপর হস্তিপালদিগের কোন সন্দেহ জন্মিবে না; তুমি আমার জন্য ঘাস লইয়া আসিবে; আমি মাংস খাই না জানিয়া আমার উপরও পাচকের কোন সন্দেহ হইবে না; আমি তোমার জন্য মাংস লইয়া আসিব।" ইহা অতি সুন্দর উপায় ভাবিয়া উভয়েই সম্মত হইল; কুকুর হস্তিশালায় গিয়া ঘাসের আটি কামড়াইয়া ধরিয়া সেই বড় প্রাচীরের নিকট রাখিত; মেষও পাকশালায় গিয়া মাংসখণ্ডে মুখ পূরিত এবং উহা লইয়া সেইস্থানে রাখিত। ইহার পর কুকুর ঘাস খাইত; মেষ মাংস খাইত। এই উপায়ে উভয়ে পরস্পর সম্প্রীতির সহিত সেই বড় প্রাচীরের পাশে একত্র বাস করিত। রাজা তাহাদের মিত্রভাব লক্ষ্য করিয়া ভাবিলেন, 'পূর্ব্বে কখনও ত এমন ব্যাপার দেখি নাই। ইহারা স্বভাবতঃ বৈরভাবাপন্ন হইয়াও এক সঙ্গে বাস করিতেছে!' এই বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া আমি পণ্ডিতদিগকে প্রশ্ন করিব; যাহারা আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারিবে, তাহাদিগকে রাজ্য হইতে দূর করিয়া দিব; যে সদুত্তর দিবে, তাহার বহু সম্মান করিব, ব'লিব যে, আর কেহই এমন পণ্ডিত নহে। আজ অবেলা হইয়াছে; কাল শয্যাত্যাগের সময় যখন পণ্ডিতেরা আসিবে, তখন প্রশ্ন করা যাইবে। ইহা স্থির করিয়া, পরদিন পণ্ডিতেরা যখন তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়া উপবেশন করিলেন, তখন রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,

৮। জাতিবৈরী প্রাণী দুটী, করে নাই কভু যারা পরস্পর নিকটে গমন, *
তারা এবে মিত্রভাবে বিশ্রম্ভ-আলাপে সুখে রহিয়াছে, বল কি কারণ?

এই প্রশ্ন করিয়া রাজা আবার বলিলেন,

৯। প্রাতরাশকালে আজ না পার তোমরা যদি দিতে এ প্রশ্নের সদুত্তর,
তাড়াব সবায় আমি; রাখিতে না চাই কোন মূর্খজন সভার ভিতর।

সেনক সম্মুখের আসনে এবং মহৌষধ পশ্চাতের আসনে উপবিষ্ট ছিলেন। মহৌষধ এই প্রশ্নের বিষয় চিন্তা করিয়া এবং ইহার কোন অর্থ দেখিতে না পাইয়া ভাবিলেন, 'এই রাজা নিতান্ত জড়মতি; ইঁনি নিজে চিন্তা করিয়া প্রশ্নটা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হন নাই। ইনি নিশ্চয় কিছু দেখিয়াছেন। একদিনের অবকাশ পাইলে আমি এই প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারি। সেনক, বোধ হয়, যে কোন উপায়ে একদিনের অবকাশ লইতে পারেন।' অপর চারিজন পণ্ডিত অন্ধকারময়গৃহ-প্রবিষ্টের ন্যায় কিছুই দেখিতে পাইতেছিলেন না।

* মূলে 'সত্তপদং' আছে। পরস্পরের সপ্তপদমাত্র ব্যবধানেও যাহাদিগকে একস্থানে দেখিতে পাওয়া যায় নাই।

সেনক বোধিসত্ত্বের অভিপ্রায় জানিবার জন্য তাঁহার দিকে দৃষ্টি করিলেন; বোধিসত্ত্বও সেনকের দিকে দৃষ্টি করিলেন। বোধিসত্ত্ব যে ভাবে তাঁহার দিকে তাকাইলেন, তাহা দেখিয়া সেনক তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন। তিনি দেখিলেন, বোধিসত্ত্বের ন্যায় পণ্ডিতও প্রশ্নের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিতেছেন না; তিনি আজ ইহার উত্তর দিতে অসমর্থ হইয়া এক দিন অবকাশ লইবার ইচ্ছা করিতেছেন। তিনি বোধিসত্ত্বের ইচ্ছাপূরণার্থ নিতান্ত সপ্রতিভভাবে উচ্চহাস্য করিয়া রাজাকে বলিলেন, "এই প্রশ্নের উত্তর না দিতে পারিলে মহারাজ কি আমাদের সকলকেই নির্ব্বাসিত করিবেন?" রাজা বলিলেন, "নিশ্চয় করিব, পণ্ডিত।" "আপনি ত দেখিতেছেন, এটা অতি কূট প্রশ্ন; আমরা এখনই ইহার উত্তর দিতে পারিতেছি না। আপনাকে একটু অপেক্ষা করিতে হইবে; এত লোকের মধ্যে কূটপ্রশ্নের সমাধান করিতে পারা যায় না। নির্জ্জনে চিন্তা করিয়া আপনার প্রশ্নের উত্তর দিব। আপনি আমাদিগকে কিছু অবকাশ দিন।" অনন্তর সেনক মহাসত্ত্বের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দুইটী গাথা বলিলেন :—

১০।	বহুজন-সমাকীর্ণ এই সভাস্থল;	বহু লোকে করিতেছে হেথা কোলাহল।
	চিত্তের বিক্ষেপ হেথা ঘটে পদে পদে;	মনোভিনিবেশ নাহি হয় কোন মতে।
	সে কারণ বসি হেথা প্রশ্নের উত্তর	দিতে অসমর্থ মোরা, ওহে নরেশ্বর।
১১।	গোপনে বিবিক্তস্থানে একাকী বসিয়া	দেখিব একাগ্রচিত্তে আমরা ভাবিয়া,
	ধীরভাবে প্রশ্নের কি হবে সদুত্তর।	তখন করিব এর ব্যাখ্যা, নরেশ্বর।

রাজা এই কথা শুনিয়া মনে মনে অসন্তুষ্ট হইলেও বলিলেন, "বেশ, ভাবিয়াই উত্তর দিবে; না দিতে পারিলে নির্ব্বাসিত হইবে।" রাজা এইরূপে ভয় দেখাইলে পণ্ডিত চারি জন প্রাসাদ হইতে অবতরণ করিলেন। অনন্তর সেনক অপর পণ্ডিতদিগকে বলিলেন, "রাজা অতি সূক্ষ্ম প্রশ্ন করিয়াছেন; উত্তর না দিলে আমাদের মহাভয়ের কারণ হইবে। তোমরা হিতকর পথ্য ভোজন করিয়া সাবধানে উত্তর নির্ণয়ের চেষ্টা কর।"

মহৌষধ পণ্ডিত সভা হইতে উঠিয়া উড়ুম্বরা দেবীর নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেবি, আজ বা কাল রাজা কোন্ স্থানে বেশী সময় কাটাইয়াছেন?" উড়ুম্বরা বলিলেন, "দীর্ঘচঙ্ক্রমণে বাতায়ন হইতে অবলোকন করিতে করিতে পা-চারি করিয়াছিলেন।" ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, 'তবে রাজা ইহার নিকটেই নিশ্চয় কিছু দেখিয়াছেন।' তিনি ঐ স্থানে গিয়া বহির্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মেষ ও কুকুরের কাণ্ড দেখিতে পাইলেন, এবং রাজার প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গিয়াছে, এই সিদ্ধান্ত করিয়া গৃহে ফিরিলেন। অপর তিনজন পণ্ডিত বহু চিন্তা করিয়াও যখন কোন উত্তর বাহির করিতে পারিলেন না, তখন তাঁহারা সেনকের নিকটে গমন করিলেন। সেনক জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা উত্তর স্থির করিতে পারিয়াছ কি?" তাঁহারা বলিলেন, "না, আচার্য্য; আমরা কোন সমাধান করিতে পারিলাম না।" "না পারিলে ত রাজা তোমাদিগকে দূর করিয়া দিবেন। তখন উপায় কি হইবে?" "আপনি সদুত্তর পাইয়াছেন কি?" "না; আমিও কোন সদুত্তর খুঁজিয়া পাইলাম না।" "আপনি যখন অপারগ হইলেন, তখন আমাদের কি সাধ্য বলুন? কিন্তু আমরা রাজার কাছে সিংহনাদে বলিয়া আসিলাম যে, ভাবিয়া উত্তর দিব! এখন না বলিতে পারিলে রাজা ক্রুদ্ধ হইবেন; তখন আমাদের কি গতি হইবে?" "এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমাদের সাধ্যাতীত। মহৌষধ পণ্ডিত, বোধ হয়, ইহা শতপ্রকারে চিন্তা করিয়াছেন; চল, আমরা তাঁহার নিকটে যাই।"

অনন্তর উক্ত চারিজন পণ্ডিত বোধিসত্ত্বের গৃহদ্বারে গিয়া, তাঁহারা যে সেখানে অপেক্ষা করিতেছেন এই সংবাদ দিলেন, গৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন

এবং একান্তে অবস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "পণ্ডিতবর, আপনি রাজার প্রশ্নটার সম্বন্ধে চিন্তা করিয়াছেন কি?" মহৌষধ বলিলেন, "আমি না করিলে আর কে করিবে বলুন। আমি চিন্তা করিয়াছি, উত্তরও পাইয়াছি।" "তবে এখন আমাদিগকে বলুন।" মহৌষধ ভাবিলেন, 'আমি যদি ইহাদিগকে উত্তরটা না বলি, তবে রাজা ইহাদিগকে রাজ্য হইতে দূর করিয়া দিবেন এবং আমাকে সপ্তরত্ন দ্বারা পূজা করিবেন। কিন্তু ইহারা অজ্ঞান হইলেও, ইহাদের সর্ব্বনাশ ঘটিতে দেওয়া হইবে না; আমি ইহাদিগকে প্রশ্নের উত্তর বলিব।' ইহা স্থির করিয়া তিনি পণ্ডিত চারিজনকে নিম্নাসনে উপবেশন করাইয়া হাত যোড় করিতে বলিলেন। রাজা যাহা দেখিয়াছিলেন, তিনি তাহা জানাইলেন না বটে; কিন্তু পালি ভাষায় চারিটী গাথা রচনা করিয়া এক এক জনকে এক একটী শিখাইলেন এবং বিদায় দিবার সময় বলিলেন, "রাজা জিজ্ঞাসা করিলে, আপনারা এই গাথাগুলি বলিবেন।"

পণ্ডিতেরা পরদিন রাজদর্শনে গিয়া স্ব স্ব সজ্জিতাসনে উপবেশন করিলেন। অতঃপর রাজা সেনককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার প্রশ্নের উত্তর স্থির করিয়াছেন কি?" সেনক উত্তর দিলেন, "আমি উত্তর না জানিলে অন্য কাহার সাধ্য যে জানে?" রাজা বলিলেন, "আপনি উত্তর দিন।" "শুনুন, মহারাজ", ইহা বলিয়া সেনক, যে ভাবে শিক্ষা করিয়াছিলেন, সেই ভাবে নিজের গাথাটী বলিলেন :—

১২। রাজপুত্র, মন্ত্রিপুত্র— মেষমাংস প্রিয় সবাকার;
কুকুরের মাংস কিন্তু করে না ক কেহই আহার?
অবস্থা-বিশেষে, তবু, দেখিলাম ভাবি মনে মনে,
মেলন মস্তবপ্য এ দু'য়ের বন্ধুত্ববন্ধনে।

সেনক গাথাটী বলিলেন বটে, কিন্তু তিনি ইহার অর্থ জানিতেন না। রাজা কিন্তু নিজে ঘটনাটী প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন; কাজেই তিনি ভাবিলেন, সেনক তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। অতঃপর তিনি পুক্কুশকে পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। পুক্কুশ বলিলেন, "আমি কি মূর্খ, মহারাজ"? তিনি যে গাথাটী কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন তাহা বলিলেন :—

১৩। মেষচর্ম্মবিনির্ম্মিত অশ্বপৃষ্ঠ-আস্তরণ;
কুকুরের চর্ম্ম কি হে সাধে কোন প্রয়োজন?
তথাপি এ দুই প্রাণী, একে অপরের সনে
মিলিত হইতে পারে দৃঢ় বন্ধুত্ব-বন্ধনে।

পুক্কুশও গাথাটীর অর্থ বুঝিতে পারেন নাই; কিন্তু রাজা প্রকৃত বৃত্তান্ত প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন বলিয়া ভাবিলেন, পুক্কুশও প্রশ্নটীর উত্তর দিতে পারিয়াছেন। ইহার পর তিনি কবীন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন। কবীন্দ্র বলিলেন,—

১৪। মেষের মস্তকে কুটিল বিষাণ; কুকুর বিষাণহীন;
মেষ তৃণভুক্, কুকুর মাংসাশী, হেরি ইহা চিরদিন।
এমন বৈষম্য উভয় প্রাণীর বিদ্যমান আছে বটে;
তথাপি মিত্রতা মধ্যে ইহাদের কখন(ও) কখন(ও) ঘটে।

রাজা ভাবিলেন, কবীন্দ্রও প্রকৃত উত্তর দিয়াছেন। অনন্তর তিনি দেবেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন; দেবেন্দ্রও কণ্ঠস্থ গাথাটী বলিলেন :—

১৫। মেষ বাঁচে খেয়ে তৃণ ও পলাল; কুকুর তাহা না খায়;
পোষা বিড়ালের পিছু পিছু সদা কুকুর ছুটিয়া যায়।
এমন বৈষম্য উভয় প্রাণীর বিদ্যমান আছে বটে;
তথাপি মিত্রতা মধ্যে ইহাদের কখন(ও) কখন(ও) ঘটে।

সর্ব্বশেষে রাজা মহৌষধ পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বৎস, তুমি এই প্রশ্নের উত্তর জানিয়াছ কি?" মহৌষধ বলিলেন, 'মহারাজ, অবীচি হইতে ভবাগ্র পর্য্যন্ত আমি ব্যতীত অন্য কেহই ইহা জানিবে না।" "তবে যাহা জান, আমায় বল।" "শুনুন, মহারাজ।" ইহা বলিয়া, মহৌষধ এই ঘটনা-সম্বন্ধে নিজে যাহা সুস্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছিলেন, তাহা দুইটী গাথায় বলিলেন :—

১৬। আটের অর্দ্ধেক যত মেষের পাগুলি তত ;
অষ্টনখ, * চতুষ্পদ সেই
এমন কৌশলে হরে মাংস কুকুরের তরে
জানিতে তা' পারে না কেহই।
শোধিতে এ ঋণ তার কুক্কুরও বার বার
তৃণ ও পলাল আনি দেয় .
একে অপরের সহ করে এরা অহরহ
অপহৃত খাদ্য বিনিময়।

১৭। প্রাসাদ হইতে দেখে বিদেহ-নরেন্দ্র মেষ আর কুকুরের এ অদ্ভুত কাণ্ড।
'ঘেউ ঘেউ', 'পূর্ণমুখ', এরা দুইজন, একে করে অপরের খাদ্য আহরণ।

অপর পণ্ডিতেরা যে বোধিসত্ত্বেরই সাহায্যে প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন রাজা ইহা জানিতেন না। তিনি ভাবিলেন, 'এই পাঁচজন পণ্ডিতই স্ব স্ব প্রজ্ঞাবলে উত্তর দিয়াছেন।' এই বিশ্বাসে পরম সন্তুষ্ট হইয়া তিনি বলিলেন,

১৮। মহালাভবান্ আমি। বড় ভাগ্য তার, ঈদৃশ পণ্ডিতগণ সভায় যাহার।
নিগূঢ়, দুরূহ মম প্রশ্নের উত্তর দিলেন এ সুধীগণ, অহো কি সুন্দর।

অনন্তর তিনি পণ্ডিতদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "যে সন্তুষ্ট হয়, তাহার পক্ষে সন্তোষকারীকেও সন্তুষ্ট করা কর্তব্য।" তিনি পণ্ডিতদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য বলিলেন,

১৯। প্রত্যেক পণ্ডিতে আমি করিলাম দান অশ্বতরীযুত দিব্য রথ একখান ;
দিলাম সমৃদ্ধিশালী গ্রাম এক আর। পাইনু উত্তর শুনি সন্তোষ অপার।
সে কারণ যথাযোগ্য পুরস্কার দান করিয়া রাখিব আমি সবাকার মান।

ইহা বলিয়া রাজা পণ্ডিতদিগকে উক্ত পুরস্কারগুলি দেওয়াইলেন।

দ্বাদশ নিপাতে † উল্লিখিত মেণ্ডকপ্রশ্ন সমাপ্ত।

(৫)

উড়ুম্বরা দেবী জানিতেন যে, সেনক প্রভৃতি মহৌষধ পণ্ডিতের সাহায্যে প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। কাজেই তিনি দেখিলেন, রাজা পাঁচজনকে সমান পুরস্কার দিয়া মুদ্গ ও মাষের মধ্যে কোন পার্থক্য রাখেন নাই। তিনি স্থির করিলেন যে, তাহার কনিষ্ঠ সোদরস্থানীয় মহৌষধকে বিশিষ্ট পুরস্কার দেওয়াইতে হইবে। তিনি রাজার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, কে আপনার প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন?" রাজা বলিলেন, "ভদ্রে, পাঁচজন পণ্ডিতই উত্তর দিয়াছেন।" 'মহারাজ, সেনক প্রভৃতি চারিজন কাহার সাহায্যে উত্তর দিয়াছেন, জানেন কি?" "না, ভদ্রে, আমি তাহা জানি না।" "মহারাজ, ও চারিজন কি জানে? মূর্খ চারিটার সর্ব্বনাশ হয় দেখিয়া মহৌষধ তাহাদিগকে প্রশ্নের উত্তর শিখাইয়া দিয়াছে। আপনি কিন্তু সকলকে সমান পুরস্কার দিয়াছেন! ইহা যুক্তিসঙ্গত হয় নাই। মহৌষধকে বিশিষ্ট পুরস্কার দেওয়া কর্ত্তব্য।" নিজের সাহায্যে অপর চারিজন পণ্ডিত প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন, মহৌষধ যে একথা প্রকাশ করেন নাই, ইহাতে রাজা সন্তুষ্ট হইলেন এবং কি উপায়ে তাঁহার প্রতি অতিরিক্ত সম্মান প্রদর্শন করা যাইতে পারে, তাহা

* অর্থাৎ প্রত্যেক পায়ে ২খানি করিয়া আটখানি খুর আছে।

† মেণ্ডক-জাতক (৪৭১) ৪র্থ খণ্ডে দ্রষ্টব্য।

চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি স্থির করিলেন, "যাহা হইবার তাহা হইয়াছে; আমি ব্রাহ্মণকে আর একটী প্রশ্ন করিব এবং সে যখন উত্তর দিবে, তখন তাহাকে মহাপুরস্কার দান করিব।" অনন্তর তিনি ভাবিয়া ভাবিয়া 'শ্রীমন্ত' প্রশ্ন নির্ব্বাচন করিলেন এবং এক দিন যখন পাঁচজন পণ্ডিতই তাঁহার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য সুখাসনে উপবেশন করিলেন, তখন বলিলেন, "আমি সেনককে একটী প্রশ্ন করিব।" সেনক বলিলেন, "প্রশ্ন করুন, মহারাজ।" রাজা প্রশ্ন করিলেন :—

২০। নির্ধন অথচ প্রাজ্ঞ, ধনী কিন্তু প্রজ্ঞাহীন— এ দুয়ের মাঝে
শ্রেষ্ঠ বলি সমাদর লভে, বল, কোন্ জন পণ্ডিতসমাজে?

এই প্রশ্নটী না কি সেনকদিগের বংশে পুরুষপরম্পরায় জানা ছিল; এই জন্য তিনি অবিলম্বে উত্তর দিলেন,

২১। কি পণ্ডিত, কি বা মূর্খ, শিক্ষিত কি অশিক্ষিত, কুলীনসন্তান—
সকলেই করে সেবা ধনীর, যদিও তার নাই কুলমান।
দেখি ইহা অনুক্ষণ মনে হয়, হে রাজন্, প্রাজ্ঞ হীনতর;
কমলার কৃপালাভ করেছে যে জন, তার সর্ব্বত্র আদর।

সেনকের উত্তর শুনিয়া রাজা অপর তিনজন পণ্ডিতকে কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না; তিনি মহৌষধকে বলিলেন,

২২। তোমাকেও মহৌষধ বলিতেছি দিতে এই প্রশ্নের উত্তর;
সর্ব্বধর্ম্মদর্শী তুমি; প্রজ্ঞা তব মহিয়সী, বুদ্ধি লোকোত্তর;
নির্দ্ধন অথচ প্রাজ্ঞ, ধনী কিন্তু প্রজ্ঞাহীন, এ দুয়ের মাঝে
শ্রেষ্ঠ বলি সমাদর লভে বল কোন্ জন পণ্ডিতসমাজে?

মহৌষধ বলিলেন, "শুনুন, মহারাজ।

২৩। ইহই পরম অর্থ অজ্ঞ ভাবে মনে, নানাপাপে রত সেই হয় সে কারণে
ঐহিক ঐশ্বর্য্যে তার লক্ষ্য অনুক্ষণ; পরলোক-চিন্তা তার হয় না কখন।
ইহামুত্র কিন্তু তার সমান দুর্গতি; দেহান্তে জন্মিয়া পুনঃ পায় দুঃখ অতি।
প্রাজ্ঞ আর ধনী এই দুয়ের ভিতর প্রাজ্ঞকেই শ্রেষ্ঠ তাই বলি, নরেশ্বর।"

তখন রাজা সেনকের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "মহৌষধ ত প্রজ্ঞাবান্‌কেই শ্রেষ্ঠ বলিতেছেন।" সেনক বলিলেন, "মহৌষধ বালক; আজও উহার মুখে দুধের গন্ধ আছে। ও কি জানে?

২৪। বিদ্যাধনে, রূপে কিংবা কুলের গৌরবে, কিছুতেই ধনাগম কভু না সম্ভবে।
গণ্ডমূর্খ গোরিমন্দ, * অতি কদাকার, কথা কহিবার কালে মুখ হ'তে যার
নিঃসরে লালার স্রোত; অথচ উন্নতি উত্তর উত্তর তার হইতেছে অতি।
লক্ষ্মী বাঁধা রয়েছেন সদা তার ঘরে; সে কারণে লোকে তার স্তুতি গান করে।
প্রাজ্ঞ আর ধনী, এই দু'য়ের ভিতর ধনীকেই শ্রেষ্ঠ তাই বলি, নরেশ্বর।"

---

* গোরিমন্দ ঐ নগরেরই অশীতিকোটি-বিভবসম্পন্ন একজন শ্রেষ্ঠী। সে দেখিতে অতি কু-রূপ ছিল; তাহার কোন পুত্র কন্যা জন্মে নাই; সে কোনরূপ বিদ্যা শিক্ষা করে নাই। সে যখন কথা কহিত, তখন তাহার হনুর উভয় পার্শ্ব হইতে লালার ধারা নিঃসৃত হইত। তাহার সর্ব্বালঙ্কারমণ্ডিতা দেবকন্যাসদৃশী দুই স্ত্রী ছিল। তাহারা নীলোৎপল হস্তে লইয়া গোরিমন্দের দুই পাশে দাঁড়াইয়া উৎপলদল দ্বারা ঐ লালা মুছিত এবং জানালা দিয়া ফেলিয়া দিত। সুরাপায়ীরা যখন পানাগারে প্রবেশ করিত, তখন তাহাদের নীলোৎপলের প্রয়োজন হইত। তাহারা গোরিমন্দের দ্বারে গিয়া "প্রভু গোরিমন্দ শ্রেষ্ঠী" বলিয়া ডাকিত; তাহাদের ডাক শুনিয়া গোরিমন্দ বাতায়নে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিত, "কি চাও তোমরা, বাপ সকল?" তখনও তাহার মুখ হইতে লালা নির্গত হইত; তাহার স্ত্রী দুইটী উহা নীলোৎপল দ্বারা মুছিয়া ফুলগুলি রাস্তায় ফেলিয়া দিত; মাতালেরা সেগুলি কুড়াইয়া জলে ধুইত এবং পরিধান করিয়া পানাগারে যাইত। গোরিমন্দ এমনই ঐশ্বর্য্যবান্ ছিল। সেনক তাহার উদাহরণ দেখাইয়া শ্রীর উৎকর্ষ বর্ণনা করিয়াছিলেন।

রাজা মহৌষধকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহার উত্তরে তুমি কি বলিতে চাও?" মহৌষধ বলিলেন, "মহারাজ, সেনক কি জানেন? যেখানে ভাত ছড়ান আছে, সেখানে যেমন কাক, দধিপানোন্মত্ত যেমন কুকুর, সেনকও সেইরূপ; তিনি নিজেকেই দেখেন, কিন্তু তাঁহার মস্তকে যে মহামুদ্গর পতনোন্মুখ, তাহা দেখিতে পান না। শুনুন, মহারাজ :—

২৫। হইয়া ঐশ্বর্য্যে মত্ত, অপ্রাজ্ঞ যে জন, করে সে বিবিধ পাপপথে বিচরণ।
সুখদুঃখ কিছুই না থাকে চিরদিন, কিন্তু ইহা বুঝিতে না পারে মতিহীন।
উভয়ত্র অশান্তি তাহার অনুক্ষণ, রৌদ্রে পেয়ে স্থলানীত মীনের যেমন।
প্রাজ্ঞ আর ধনী, এই দু'য়ের ভিতর প্রাজ্ঞকেই শ্রেষ্ঠ তাই বলি, নরেশ্বর।"

রাজা সেনককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন কি বলেন, আচার্য্য।" সেনক বলিলেন, "ও কি জানে? মানুষের কথা থাকুক, বনজাত বৃক্ষসমূহের মধ্যেও যেটা ফলসম্পন্ন, পক্ষীরা তাহাই সেবা করিয়া থাকে।

২৬। বন মাঝে যে তরুর মিষ্ট ফল আছে, নানা দিক্‌ হ'তে পাখী যায় তার কাছে।
ভোগের সামগ্রী যার আছে, আর ধন, অর্থহেতু করে লোকে তাহার(ই) ভজন।
প্রাজ্ঞ আর ধনী, এই দু'য়ের ভিতর ধনীকেই শ্রেষ্ঠ তাই বলি, নরেশ্বর।"

রাজা মহৌষধকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহার কি উত্তর দিবে, বৎস?" মহৌষধ বলিলেন, "এই স্থূলোদর পণ্ডিত কিছুই জানেন না। শুনুন, মহারাজ :—

২৭। শক্তি আছে, তাই করে পরের পীড়ন; অপ্রাজ্ঞ অর্জয়ে অর্থ ভোগের কারণ।
পরিণাম এর কিন্তু জানে না দুর্ম্মতি, নিশ্চয় হইবে তার নরকেতে গতি।
নরকে টানিয়ে যাবে যমদূতগণ, বৃথা সে সময়ে পাপী করিবে ক্রন্দন।
প্রাজ্ঞ আর ধনী এই দু'য়ের ভিতর প্রাজ্ঞকেই শ্রেষ্ঠ তাই বলি, নরেশ্বর।"

রাজা সেনককে ইহার উত্তর দিতে বলিলেন। সেনক কহিলেন,

২৮। অন্য অন্য নদী পড়ে গঙ্গায় যখনি, নিজ নিজ নাম গোত্র হারায় তখনি।
গঙ্গাও সাগরে পড়ি হয় লুপ্তনাম। জগৎ যে শ্রীর বশ, ইহাই প্রমাণ।
প্রাজ্ঞ আর ধনী এই দু'য়ের ভিতর ধনীকেই শ্রেষ্ঠ তাই বলি, নরেশ্বর।

রাজা মহৌষধকে ইহার উত্তর দিতে আদেশ করিলে তিনি দুইটী গাথা বলিলেন :—

২৯। করিলেন সেনক যে সাগরের নাম, অসংখ্য নিম্নগা যারে করে বারি দান,
ছুটিছে প্রচণ্ডবেগে মহোর্ম্মি যাহার, বেলাতিক্রমের কিন্তু শক্তি নাই তার।
৩০। মূর্খের প্রলাপ-বাক্য জানিবে তেমন। কি সাধ্য ধনের, করে প্রজ্ঞা অতিক্রম!
প্রাজ্ঞ আর ধনী এই দু'য়ের ভিতর প্রাজ্ঞকেই শ্রেষ্ঠ তাই বলি, নরেশ্বর।

রাজা সেনককে জিজ্ঞাসিলেন, "ইহার কি উত্তর দিবেন, আচার্য্য?" সেনক বলিলেন, "শুনুন মহারাজ :—

৩১। অসংযমী ধনী যদি বিনিশ্চয়াগারে বসিয়া একের ধন অন্যে দান করে,
তথাপি প্রশংসে তারে আত্মীয় স্বজন শ্রী হীন প্রাজ্ঞের ভাগ্যে ঘটে কি এমন?
প্রাজ্ঞ আর ধনী, এই দু'য়ের ভিতর ধনীকেই শ্রেষ্ঠ তাই বলি, নরেশ্বর।"

রাজা মহৌষধকে বলিলেন, "কি বল, বৎস?" মহৌষধ উত্তর দিলেন, "শুনুন, মহারাজ। সেনক অজ্ঞ, উনি কি জানেন?

৩২। আত্মহেতু, কিংবা কভু অন্যের কারণ অপ্রাজ্ঞ মন্দধী বলে অলীক বচন।
সভামধ্যে তাই তার নিন্দা হয় অতি, দেহান্তে সে করে ভোগ অশেষ দুর্গতি।
প্রাজ্ঞ আর ধনী, এই দু'য়ের ভিতর প্রাজ্ঞকেই শ্রেষ্ঠ তাই বলি, নরেশ্বর।"

সেনক বলিলেন,

৩৩। বহুপ্রাজ্ঞ, কিন্তু যার অল্পমাত্র ধন, দরিদ্র, আশ্রয়হীন কিংবা যেই জন,
নিকট আত্মীয় যারা, তাহারাও সবে সুসঙ্গত কথা তার হাসিয়া উড়াবে।
প্রজ্ঞাবলে লক্ষ্মীলাভ অসম্ভব অতি, পরস্পরবিরোধিনী লক্ষ্মী সরস্বতী।
'প্রাজ্ঞ আর ধনী, এই দু'য়ের ভিতর ধনীকেই শ্রেষ্ঠ তাই বলি, নরেশ্বর।

রাজা বলিলেন, "বৎস মহৌষধ, তুমি কি উত্তর দিবে?" মহৌষধ বলিলেন, "মহারাজ, সেনক কিছুই জানেন না। উনি ইহলোকের কথাই ভাবেন, পরলোকের দিকে দৃষ্টি করেন না।

৩৪। আত্ম কিংবা পরহিত করিতে সাধন, সুপ্রাজ্ঞ অলীক বাক্য বলে না কখন।
সভামধ্যে তাই সেই সমাদর পায়; অন্তে সে সুগতি যবে পরলোক যায়।
প্রাজ্ঞ আর ধনী, এই দুয়ের ভিতর প্রাজ্ঞকেই শ্রেষ্ঠ তাই বলি, নরেশ্বর।"

সেনক বলিলেন,

৩৫। হস্তী, অশ্ব, গো, মণিকাখচিত কুণ্ডল, আঢ্যকুলে জন্মিয়াছে কন্যা যে সকল,
এসব ধনীর ভোগ্য; শুধু এই নয়; নির্ধন মাত্রেই মন ধনীর যোগায়।
প্রাজ্ঞ আর ধনী, এই দু'য়ের ভিতর ধনীকেই শ্রেষ্ঠ তাই বলি, নরেশ্বর।

মহৌষধ বলিলেন, "সেনক নিতান্ত অজ্ঞ"। তিনি নিম্নলিখিত গাথায় বিষয়টী বিশদ করিলেন :—

৩৬। না বিচারি হিতাহিত কুমন্ত্রণাবশে কুমতি পাইয়া যেই পাপপথে পশে,
সে মূর্খের সংসর্গ শ্রী করেন বর্জ্জন, ত্যজে নিজ জীর্ণ ত্বক্ উরগ যেমন।*
প্রাজ্ঞ আর ধনী, এই দু'য়ের ভিতর প্রাজ্ঞকেই শ্রেষ্ঠ তাই বলি, নরেশ্বর।

রাজা পুনশ্চ সেনককে ইহার উত্তর দিতে বলিলেন। সেনক কহিলেন, 'মহারাজ, মহৌষধ বালক; ইহার কোন অভিজ্ঞতা নাই। আমি ইহার যে উত্তর দিতেছি, শুনুন।" অনন্তর মহৌষধকে নিরুত্তর করিবার উদ্দেশ্যে তিনি এই গাথা বলিলেন :—

৩৭। আমরা পণ্ডিত পঞ্চ হইয়া প্রাঞ্জলি, সেবিতেছি, নরবর, তোমায় সকলি।
ঐশ্বর্য্যে তোমার অভিভূত সর্ব্বজন, শক্রের ঐশ্বর্য্যে যথা অন্য দেবগণ।
প্রাজ্ঞ আর ধনী, এই দু'য়ের ভিতর ধনীকেই শ্রেষ্ঠ তাই বলি, নরেশ্বর।

ঐ গাথা শুনিয়া রাজা মনে করিলেন, 'সেনক অতি সুন্দররূপে নিজের মত প্রকাশ করিয়াছেন। আমার পুত্র কি এই যুক্তি খণ্ডন করিয়া অন্য যুক্তি প্রদর্শন করিতে পারিবে'? তিনি মহৌষধকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন কি বলিবে, বৎস।" সেনক এখন যে যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলেন, বোধিসত্ত্ব ব্যতীত অন্য কাহারও তাহা খণ্ডন করিবার সাধ্য ছিল না। কাজেই মহাসত্ত্ব নিজের জ্ঞানবলে উহা খণ্ডন করিয়া বলিলেন, "মহারাজ, সেনক অজ্ঞ; উনি কি জানেন? উনি নিজের দিকেই দৃষ্টিপাত করেন; প্রজ্ঞার মাহাত্ম্য বুঝিতে পারেন না। শুনুন, মহারাজ :—

৩৮। পড়িলে তেমন কোন কঠোর সঙ্কটে ধনী হয় দাসবৎ প্রাজ্ঞের নিকটে।
বুদ্ধিমান্ প্রাজ্ঞ করে মীমাংসা যাহার, পড়িলে সে ক্ষেত্রে মূর্খ দেখে অন্ধকার।
প্রাজ্ঞ আর ধনী, এই দু'য়ের ভিতর প্রাজ্ঞকেই শ্রেষ্ঠ তাই বলি, নরেশ্বর।"

মহাসত্ত্ব যখন এই যুক্তি-প্রদর্শন করিলেন, তখন বোধ হইল যেন তিনি সুমেরুর পাদদেশ হইতে স্বর্ণরেণু আনয়ন করিলেন, কিংবা গগনতলে পূর্ণচন্দ্র উত্থাপিত করিলেন। মহাসত্ত্ব এইরূপে প্রজ্ঞার মাহাত্ম্য প্রতিপন্ন করিলে রাজা সেনককে বলিলেন, "আপনি আর কি বলিতে চান? মহৌষধের এই যুক্তি খণ্ডন করিতে পারিবেন কি?" কিন্তু ভাণ্ডারের সমস্ত ধন তুলিয়া নিঃশেষ করিবার পর লোকের যে দশা ঘটে, সেনকেরও তাহাই

* অর্থাৎ প্রজ্ঞা না থাকিলে লোকে ঐশ্বর্য্যও নষ্ট হয়। সর্পের জীর্ণত্বক্ 'নির্মোক' নামে অভিহিত।

হইল। তিনি নিরুত্তর হইয়া উদ্বিগ্নচিত্তে ও বিষণ্ণবদনে বসিয়া রহিলেন। তিনি যদি অন্য যুক্তি প্রয়োগ করিয়া সহস্র গাথাও বলিতেন, তথাপি এই জাতক সমাপ্ত হইত না। সেনক যখন নিরুত্তর রহিলেন, তখন মহাসত্ত্ব প্রজ্ঞার মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়া আর একটী গাথা বলিলেন, যেন তাহার যুক্তিবলে গভীর জলৌঘ আনীত হইল :—

৩৯। প্রজ্ঞার প্রশংসা করে সাধুজন যত শ্রীকে চায় যারা শুধু ভোগসুখে রত।
বুদ্ধদের প্রজ্ঞার তুলনা কিছু নাই প্রজ্ঞা হ'তে শ্রী অধম বলি আমি তাই।

এই গাথা শুনিয়া এবং মহাসত্ত্ব যে ভাবে তাঁহার প্রশ্নের সদুত্তর দিলেন তাহা বিবেচনা করিয়া রাজা পরম পরিতোষ লাভ করিলেন। মেঘ যেমন প্রচুর বারি বর্ষণ করে, তিনিও সেইরূপ মহাসত্ত্বের অর্চ্চনার জন্য নিম্নলিখিত গাথায় প্রচুর দান বর্ষণ করিলেন :—

৪০। হইলাম তুষ্ট তব শুনি সদুত্তর
সমস্ত প্রশ্নের মোর, তাই পুরস্কার
তব উপযুক্ত যাহা, করিব প্রদান—
গো সহস্র, বৃষ এক, হস্তী এক, আর
উৎকৃষ্ট তুরগযুক্ত রথ দশখানি—
লও এই সব তুমি, ভোগহেতু তব
সুন্দর যোড়শ গ্রাম হ'ল নিয়োজিত।

শ্রীমন্দপ্রশ্ন সমাপ্ত।

(৬)

এই সময় হইতে বোধিসত্ত্বের মান-সম্ভ্রম আরও বৃদ্ধি হইল, উড়ুম্বরা দেবী সর্ব্ব বিষয়ে তাঁহার আনুকূল্য করিতে লাগিলেন। বোধিসত্ত্বের বয়স যখন ষোল বৎসর হইল, তখন উড়ুম্বরা ভাবিতে লাগিলেন, 'আমার ছোট ভাইটী এখন বড় হইয়াছে; মান প্রতিপত্তিও যথেষ্ট লাভ করিয়াছে; উপযুক্তা পাত্রী আনিয়া এখন ইহার বিবাহ দেওয়া আবশ্যক।' তিনি রাজাকে নিজের অভিপ্রায় জানাইলেন; রাজাও সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "বেশ ত। তুমি মহৌষধকে এ কথা বল।" উড়ুম্বরা মহৌষধকে বলিলেন; মহৌষধ সম্মতি জানাইলেন; তখন উড়ুম্বরা বলিলেন, "তবে, ভাই, আমরা পাত্রী আনয়ন করি?" মহৌষধ ভাবিলেন, 'ইহারা পাত্রী আনিলে সে আমার মনের মত নাও হইতে পারে। আমি নিজেই পছন্দ করিব।' তিনি বলিলেন, "দেবি, আপনি কয়েকদিন রাজাকে এ সম্বন্ধে কিছু বলিবেন না; আমি নিজে খুঁজিয়া পছন্দমত পাত্রী নির্ব্বাচন করি; শেষে আপনাকে জানাইব।" উড়ুম্বরা বলিলেন, "বেশ, তাই কর"। বোধিসত্ত্ব উড়ুম্বরাকে প্রণাম করিয়া গৃহে ফিরিলেন, সঙ্গীদিগকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলেন, বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া দরজি সাজিলেন,* একাকী নগরের উত্তর দ্বার দিয়া বাহির হইলেন এবং উত্তরযব মধ্যক গ্রামে গমন করিলেন।

উত্তর গ্রামে ঐ সময়ে এক প্রাচীন জীর্ণধন শ্রেষ্ঠিপরিবার বাস করিত। এইবংশে অমরা দেবী-নাম্নী এক পরমসুন্দরী, সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্না ও পুণ্যবতী কন্যা ছিলেন। তিনি ঐ দিন প্রাতঃকালেই যবাগূ পাক করিয়া উহা পিতার কর্ষণস্থানে লইবার নিমিত্ত গৃহ হইতে বাহির হইয়া মহাসত্ত্ব যে পথে যাইতেছিলেন, সেই পথে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, 'কন্যাটী সুলক্ষণা, যদি ইহার বিবাহ না হইয়া থাকে, তবে এ আমার পাদচারিকা হইবার উপযুক্তা।' অমরা দেবীও মহাসত্ত্বকে দেখিয়া ভাবিলেন, 'এইরূপ পুরুষের গৃহিণী হইতে পারিলে আমি পিতৃকুলের জন্য একটা সুব্যবস্থা করিতে পারি।' মহাসত্ত্ব ভাবিলেন 'এই কুমারী বিবাহিতা, বা অবিবাহিতা, তাহা

* তুন্নবায়=দরজি (তুন্ন=সূতা)।

জানি না। হস্তমুদ্রা দ্বারা জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি। এ যদি বুদ্ধিমতী হয়, তবে আমার প্রশ্ন বুঝিতে পারিবে।' তিনি দূরে থাকিয়াই হস্তমুষ্টি করিলেন। অমরা বুঝিলেন যে, তিনি বিবাহিতা, কি অবিবাহিতা, পথিক ইহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। তিনি নিজের মুষ্টি খুলিয়া দেখাইলেন। তখন মহাসত্ত্ব তাঁহার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি, ভদ্রে।" অমরা বলিলেন, "স্বামিন্, যাহা পূর্ব্বে হয় নাই, পরে হইবে না, এখনও নাই, আমার সেই নাম।" "ভদ্রে, জগতে অমর বলিয়া কিছু নাই; তোমার নাম বোধ হয়, অমরা।" "তাই বটে, স্বামিন্।" "তুমি কাহার জন্য যবাগূ লইয়া যাইতেছ।" "পূর্ব্ব-দেবতার জন্য*।" "মাতাপিতাকেই পূর্ব্বদেবতা বলা যায়। বোধ হয়, তোমার পিতার জন্য এই যবাগূ লইয়া যাইতেছ।" "হাঁ, স্বামিন্।" "তোমার পিতা কি করেন?" "তিনি একতে দুই করেন।" "একের দ্বিধাকরণকে কর্ষণ বলা যায়। তোমার পিতা কৃষিকর্ম্ম করেন, ভদ্রে?" 'হাঁ, মহাশয়।" "তিনি এখন কোথায় চাষ করিতেছেন?" "যেখানে একবার গেলে কেহ আর ফিরে না।" "যেখানে একবার গেলে কেহ আর প্রত্যাগমন করে না, তাহা ত শ্মশান। তোমার পিতা, তবে, শ্মশানের নিকটে চাষ করিতেছেন?" "হাঁ, মহাশয়।" "তুমি আজই (ফিরিয়া) আসিবে ত?" "যদি আসে, তবে আসিব না; যদি না আসে, তবে আসিব।" "বোধ হয়, ভদ্রে, তোমার পিতা নদীতীরে চাষ করিতেছেন। নদীতে বান আসিলে তুমি ফিরিবে না; বান না আসিলে ফিরিবে।" "তাহাই বটে।" এইরূপ আলাপের পর অমরা মহাসত্ত্বকে যবাগূ পান করিতে অনুরোধ করিলেন। এ অনুরোধ রক্ষা না করা অমঙ্গলসূচক হইবে মনে করিয়া মহাসত্ত্ব বলিলেন, 'দাও; পান করিব।" অমরা তখন যবাগূর ঘট নামাইলেন। মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, 'যদি পাত্র না ধুইয়া এবং আমাকে হাত ধুইবার জল না দিয়া যবাগূ দেয়, তবে এখানেই ইহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইব।' অমরা পাত্র হইতে জল লইয়া তাঁহাকে হাত ধুইতে দিলেন, শূন্য পাত্রটী তাঁহার হাতে না রাখিয়া মাটির উপর রাখিয়া দিলেন, এবং ঘটটা আলোড়ন করিয়া তাহা হইতে যবাগূ ঢালিয়া পাত্রটী পূর্ণ করিলেন। উহাতে অন্নের ভাগ অতি অল্প ছিল। মহাসত্ত্ব বলিলেন, "ভদ্রে, তোমার যবাগূ ত বড় ঘন।" অমরা বলিলেন, "মহাশয়, আমরা জল পাই নাই।" "বটে, ক্ষেতে বুঝি জলের অভাব হইয়াছিল?" "তাহাই বটে।" অনন্তর পিতার জন্য কিছু যবাগূ রাখিয়া অবশিষ্ট অংশ তিনি বোধিসত্ত্বকে দিলেন; বোধিসত্ত্ব উহা পান করিয়া মুখপ্রক্ষালনপূর্ব্বক বলিলেন, "ভদ্রে, আমি তোমাদের বাড়ী যাইব। আমাকে পথ বলিয়া দাও।" "বেশ; বলিতেছি, শুনুন।" ইহা বলিয়া অমরা তাঁহাকে এক নিপাতের গাথাটী শুনাইলেন:—†

১। ছাতু আর আমানির দোকান দুটী আছে;
তার পর ফুটেছে ফুল কোবিদার গাছে।
যে হাতে খায় ভাত লোকে, সেই দিকে যাও;
যে হাতে খায় না কেহ, সে দিক্ ছেড়ে দাও।
যবমধ্যক গাঁয়ে যেতে গুপ্তপথ এই;
বটে আছে বুদ্ধি যার, জান্‌তে পারে সেই।‡

প্রচ্ছন্নপথপ্রশ্ন সমাপ্ত

---

* পূর্ব্বদেবতা বলিলে সংস্কৃতভাষায় 'অসুর' বুঝায়, পিতৃগণকেও বুঝায়।

† প্রথম খণ্ডে 'অমরাদেবী-প্রশ্ন' (১১২) নামে একটা জাতক আছে বটে; কিন্তু তাহাতে কোন গাথা নাই।

‡ অর্থাৎ আপনি প্রথমে একখানি ছাতুর দোকান, তাহার পর একখানা আমানির দোকান, তাহার পর আরও অগ্রসর হইলে একটী পুষ্পিত কোবিদার বৃক্ষ দেখিতে পাইবেন; সেখান হইতে দক্ষিণ দিকে গেলে (বাম দিকে নয়) যবমধ্যক গ্রামে পৌঁছিবেন।

(৭)

অমরা যে পথ নির্দ্দেশ করিলেন, সেই পথে চলিয়া বোধিসত্ত্ব তাঁহার পিতৃগৃহে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া অমরার মাতা আসন দিলেন এবং তাঁহার জন্য যবাগূ পরিবেষণ করিবেন কি না, জিজ্ঞাসা করিলেন। বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "মা, আমার কনিষ্ঠা ভগিনী অমরা আমাকে কিছু যবাগূ পান করাইয়াছেন।" অমরার মাতা বুঝিলেন যে, বোধিসত্ত্ব তাঁহার কন্যাকে পাইবার জন্য আসিয়াছেন। এই শ্রেষ্ঠিপরিবার যে দুর্দ্দশাপন্ন, ইহা জানিয়াও মহাসত্ত্ব বলিলেন, "মা, আমি দরজি; কোন কাপড় সেলাই করাইবেন কি?" ঐ রমণী উত্তর দিলেন, "সেলাই করাইবার জিনিষ ত আছে; কিন্তু সেলাইয়ের মজুরী দিবার পয়সা নাই।" "মজুরীর দরকার নাই, মা। কি সেলাই করিতে হইবে, আনুন।" রমণী তখন বহু জীর্ণবস্ত্র আনয়ন করিতে লাগিলেন। তিনি এক একখান বস্ত্র আনেন, আর বোধিসত্ত্ব নিমেষের মধ্যে তাহা সেলাই করেন। যাঁহারা প্রজ্ঞাবান্ তাঁহাদের সকল কাজই সুসিদ্ধ হয়। বোধিসত্ত্ব সমস্ত কাপড় সেলাই করিয়া বলিলেন, "মা, আপনি এই রাস্তার লোকদিগকে খবর দিন।" রমণী সমস্ত গ্রামবাসীদিগকে এই আগন্তুক দরজির কথা জানাইলেন। বোধিসত্ত্ব কাপড় সেলাই করিয়া একদিনেই সহস্র মুদ্রা উপার্জ্জন করিলেন। অমরার মাতা প্রাতরাশের ভাত পাক করিয়া তাঁহাকে খাওয়াইলেন এবং সায়ংকালে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, কি পরিমাণ অন্নব্যঞ্জন পাক করিব?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "এ বাড়ীতে যে কয়জন লোক খায়, তাহাদের সকলের উপযুক্ত পাক করুন।" ইহাতে ঐ রমণী প্রচুর সূপব্যঞ্জন ও অন্ন পাক করিলেন। এদিকে অমরা দেবী সন্ধ্যাকালে মাথায় কাঠের আঁটি ও কাঁধে পাতার বোঝা লইয়া বন হইতে ফিরিলেন এবং সামনের দরজার কাছে কাঠের আঁটি ফেলিয়া পিছনের দরজা দিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পিতা একটু রাত্রি হইলে ফিরিলেন। মহাসত্ত্ব নানাবিধ উৎকৃষ্ট রসযুক্ত দ্রব্য দ্বারা ভোজন শেষ করিলেন; অমরা মাতাপিতাকে খাওয়াইলেন; শেষে নিজে আহার করিয়া প্রথমে মাতাপিতার, পরে মহাসত্ত্বের পা ধুইয়া দিলেন। মহাসত্ত্ব কয়েকদিন সেখানে অবস্থিতি করিয়া অমরাকে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। একদিন অমরার প্রকৃতি বুঝিবার জন্য তিনি বলিলেন, "ভদ্রে, তুমি অর্দ্ধনালি চাউল লইয়া তাহাদ্বারা আমার জন্য যাউ, পিঠা ও ভাত পাক কর।" অমরা 'যে আজ্ঞা' বলিয়া সম্মত হইলেন। তিনি চাউল কুটিয়া গোটা চাউলগুলি দিয়া যাউ, মাঝারি চাউল দিয়া ভাত এবং ক্ষুদগুলি দিয়া পিঠা প্রস্তুত করিলেন এবং তদনুরূপ ব্যঞ্জন রাঁধিয়া মহাসত্ত্বকে সব্যঞ্জন যবাগূ খাইতে দিলেন। যবাগূ মুখে দিবামাত্র উহার সুস্বাদে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত হইল; কিন্তু অমরাকে পরীক্ষা করিবার জন্য তিনি বলিলেন, "ভদ্রে, পাক করিতে জান না; আমার চাউলগুলা নষ্ট করিলে কেন, বল ত?" ইহা বলিয়া তিনি থু থু করিয়া নিষ্ঠীবনের সহিত ভূমিতে যবাগূ ফেলিয়া দিলেন। অমরা কিন্তু ইহাতে ক্রুদ্ধ হইলেন না; তিনি বলিলেন, "যদি যাউ ভাল না হইয়া থাকে, তবে, প্রভু, আপনি পিঠা খাউন।" তিনি মহাসত্ত্বকে পিঠা খাইতে দিলেন; মহাসত্ত্ব পিঠা মুখে দিয়াও ঐ কাণ্ড করিলেন; ভাত মুখে দিয়া তাহাও ছ্যা ছ্যা করিয়া ফেলিয়া দিলেন, ক্রোধের ভাণ দেখাইয়া "পাক করিতে জান না, তবে কেন আমার দ্রব্য নষ্ট করিলে?" ইহা বলিতে বলিতে তিনি ঐ যাউ, পিঠা ও ভাত এক সঙ্গে চট্‌কাইয়া অমরার শরীরে আপাদমস্তক মাখাইয়া দিলেন এবং তাঁহাকে দরজার কাছে বসিয়া থাকিতে বলিলেন। ইহাতেও অমরার ক্রোধ হইল না; তিনি 'যে আজ্ঞা' বলিয়া বসিয়া রহিলেন। ইহাতে মহাসত্ত্ব বুঝিলেন যে, অমরার মনে অহঙ্কারের লেশ নাই। তিনি বলিলেন, "ভদ্রে, এদিকে এস।" এই আদেশ একবারমাত্র শুনিয়াই অমরা তাঁহার কাছে গেলেন।

— মহাসত্ত্ব যখন ঐ গ্রামে গিয়াছিলেন, তখন তাঁহার নিকটে তাম্বুল-স্থবিকার মধ্যে এক সহস্র কার্ষাপণ ও একখানি শাড়ী ছিল। এখন তিনি শাড়ীখানি বাহির করিয়া অমরার হাতে দিয়া বলিলেন, "ভদ্রে, তোমার সখীদিগের সঙ্গে স্নান করিয়া এই শাড়ী পরিয়া এস।" অমরা তাহাই করিলেন। মহাসত্ত্ব ঐ গ্রামে যে ধন অর্জ্জন করিয়াছিলেন এবং সঙ্গে যে ধন আনয়ন করিয়াছিলেন, সমস্ত অমরার মাতাপিতাকে দান করিলেন এবং তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিয়া অমরাকে সঙ্গে লইয়া রাজধানীতে ফিরিয়া গেলেন। এখানেও অমরাকে আবার পরীক্ষা করিবার জন্য তিনি তাঁহাকে প্রথমে দৌবারিকের ঘরে রাখিলেন এবং দৌবারিকের স্ত্রীকে গোপনে প্রকৃত ব্যাপার বুঝাইয়া নিজের গৃহে প্রতিগমন করিলেন। অনন্তর তিনি নিজের কয়েকজন লোক ডাকিয়া বলিলেন, "আমি অমুক বাড়ীতে একটী স্ত্রীলোক রাখিয়াছি। তোমরা এই সহস্র মুদ্রা লইয়া তাহার চরিত্র পরীক্ষা কর।" ইহা বলিয়া তিনি সহস্র মুদ্রা দিয়া উহাদিগকে দৌবারিকের গৃহে পাঠাইলেন। তাহারা গিয়া অমরাকে ঐ ধনের লোভ দেখাইল; কিন্তু অমরা ঘৃণার সহিত তাহা প্রত্যাখ্যান করিলেন; তিনি বলিলেন, "এই ধন আমার স্বামীর পায়ের ধূলিরও সহিত তুলামূল্য নহে।" তাহারা ফিরিয়া গিয়া মহাসত্ত্বকে এই বৃত্তান্ত জানাইল। এইরূপে মহাসত্ত্ব একে একে তিনবার অমরাকে প্রলুব্ধ করিবার চেষ্টা করিলেন; চতুর্থবারে বলিয়া দিলেন, "যদি সম্মত না হয়, তবে তাহাকে হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া আসিবে।" লোকগুলা তাহাই করিল। মহাসত্ত্ব তখন বহুমূল্য বস্ত্রাভরণে মণ্ডিত হইয়া প্রাসাদে অবস্থিত ছিলেন; অমরা তাঁহাকে নিজের পতি বলিয়া চিনিতে পারিলেন না। তিনি মহাসত্ত্বের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া প্রথমে হাসিলেন, পরে কাঁদিলেন। মহাসত্ত্ব তাঁহাকে পরপর বিরোধিকার্য্যদ্বয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। অমরা বলিলেন, "মহাশয়, আমি হাস্য করিবার কালে আপনার ঐশ্বর্য্য দেখিয়া ভাবিয়াছিলাম, 'এই ব্যক্তি বিনা কারণে এত ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হন নাই; পূর্ব্বজন্মে কুশলকর্ম্ম করিয়াছিলেন বলিয়াই ইনি এরূপ ঐশ্বর্য্যবান্ হইয়াছেন; অহো! পুণ্যের কি মহাফল!' মনে এইরূপ চিন্তার উদয় হইয়াছিল বলিয়াই আমি হাসিয়াছিলাম। কাঁদিবার কালে আমার মনে হইয়াছিল, 'হায়, ইনি অন্যের রক্ষিত ও পালিত ধন আত্মসাৎ করিতেছেন বলিয়া নরকগামী হইতেছেন।' এইজন্যই আমি করুণাবশে কাঁদিয়াছিলাম।" এইরূপ পরীক্ষা দ্বারা মহাসত্ত্ব বুঝিতে পারিলেন যে, অমরা বিশুদ্ধস্বভাবা। তিনি নিজের লোকদিগকে বলিলেন, "যাও, ইহাকে রাখিয়া এস।" অমরাকে দৌবারিকের গৃহে পাঠাইয়া তিনি নিজে দরজি সাজিলেন এবং সেখানে গিয়া তাঁহার সহিত সেই রাত্রি বাস করিলেন।

মহাসত্ত্ব পরদিন প্রত্যূষে রাজভবনে গিয়া উড়ুম্বরা দেবীকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলেন। উড়ুম্বরা রাজার অনুমতি লইয়া অমরা দেবীকে সর্ব্বাভরণে মণ্ডিত করাইয়া, মহাযানে আরোহণ করাইয়া মহা আদরযত্নের সহিত মহাসত্ত্বের গৃহে আনয়নপূর্ব্বক বিবাহোৎসব সম্পন্ন করিলেন। রাজা বোধিসত্ত্বকে সহস্রমুদ্রা মূল্যের উপহার পাঠাইলেন, দৌবারিক প্রভৃতি অন্য নগরবাসীরাও,-সকলেই উপহার পাঠাইল। অমরা রাজপ্রেরিত উপহার দুই ভাগ করিয়া তাহার এক ভাগ রাজার নিকট ফেরত পাঠাইলেন; নগরবাসীরা যে সকল উপহার দিয়াছিল, সেগুলির সম্বন্ধেও তিনি এইরূপ ব্যবস্থা করিলেন। ইহাতে নগরের সকল লোকেই তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইল। মহাসত্ত্ব অমরার সহিত ধর্ম্মমতে বাস করিতে লাগিলেন এবং রাজার ধর্ম্মার্থচর্য্যায় নিরত রহিলেন।

অনন্তর একদিন অপর পণ্ডিতত্রয় সেনকের গৃহে গমন করিলে সেনক তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দেখিলে, আমরা কিছুতেই এই গৃহপতি-পুত্র মহৌষধের সহিত

পারিয়া উঠিলাম না। এখন সে আবার নিজের চেয়েও বেশী চালাক এক স্ত্রী লইয়া আসিয়াছে। যাহাতে তাহার প্রতি রাজার মন ভাঙ্গে, এমন কোন উপায় করা যায় কি?" তাঁহারা উত্তর দিলেন, "আচার্য্য, আমরা ইহার কি জানি? আপনি উপায় বলুন।" "বেশ, কোন চিন্তা নাই, আমি একটা উপায় স্থির করিয়াছি। আমি রাজার চূড়ামণি অপহরণ করিয়া আনিব, পুক্কুশ! তুমি, ভাই, তাঁহার সোণার মালা আন;' কবীন্দ্র! তোমাকে রাজার কম্বল আনিতে হইবে; আর দেবেন্দ্রের উপর থাকিল সুবর্ণপাদুকা আনিবার ভার।" এই পরামর্শানুসারে তাঁহারা চারিজনেই কোন না কোন কৌশলে ঐ দ্রব্য চারিটী আনয়ন করিলেন। স্থির হইল ঐগুলি গোপনে গৃহপতিপুত্র মহৌষধের আলয়ে পাঠাইতে হইবে। সেনক মণিটী একটা তক্রঘটে নিক্ষেপ করিয়া একজন দাসীর হস্ত দিয়া পাঠাইলেন। তিনি বলিয়া দিলেন, "অন্য কেহ কিনিতে চাহিলেও তাহাকে এই তক্র বেচিস্ না; কিন্তু মহৌষধের বাড়ীতে যদি কেহ চায়, তবে ঘট সুদ্ধ দিয়া আসিবি।" দাসী মহৌষধ পণ্ডিতের গৃহদ্বারে গিয়া "ঘোল নিবে গো" বলিতে বলিতে একবার এদিকে, একবার ওদিকে যাতায়াত করিতে লাগিল। অমরা দেবী দ্বারে দাঁড়াইয়াছিলেন; তিনি দাসীর কাণ্ড দেখিয়া ভাবিলেন, 'এ অন্য কোথাও যাইতেছে না; ইহার নিশ্চয় কোন কারণ আছে।' তিনি ইঙ্গিত করিয়া দাসীদিগকে সরিয়া যাইতে বলিলেন এবং নিজেই সেনকের দাসীকে ডাকিয়া বলিলেন, "এস, মা; আমি ঘোল কিনিব।" সে উপস্থিত হইলে তিনি নিজের দাসীদিগকে ডাকিলেন; কিন্তু (পূর্ব্বের সঙ্কেতানুসারে) তাহারা কেহই আসিল না। তিনি সেনকের দাসীকে বলিলেন, 'যাও ত, মা; দাসীদিগকে ডাকিয়া আন।" ইহা বলিয়া তাহাকে পাঠাইয়া দিয়া তিনি ঘটের ভিতর হাত দিয়া মণি দেখিতে পাইলেন। দাসী ফিরিয়া আসিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, তুমি কাহার দাসী?" সে বলিল, "আমি সেনক পণ্ডিতের দাসী।" অমরা তখন তাহার মায়ের নাম জিজ্ঞাসা করিলেন; তাহার পর বলিলেন, "আচ্ছা মা, ঘোল দাও।" দাসী বলিল, "আর্য্যে, আপনি লইলে আমি দাম নিব না; দামের দরকার কি? আমি ঘট সুদ্ধ দিয়া যাইব।' 'বেশ, তবে তুমি এখন যাও", বলিয়া অমরা তক্র গ্রহণ করিলেন, এবং তাহাকে বিদায় দিয়া একটী পত্রে লিখিয়া রাখিলেন 'অমুক মাসের অমুক দিনে সেনকাচার্য্য অমুকা দাসীর কন্যা অমুকার হাত দিয়া আমাকে রাজার চূড়ামণি উপহারস্বরূপ পাঠাইয়াছিলেন।' অতঃপর পুক্কুশ মল্লিকাফুলের একটী করণ্ডের মধ্যে সুবর্ণমালা পাঠাইলেন; কবীন্দ্র একটা শাকসবুজির ঝুড়ির মধ্যে কম্বল পাঠাইলেন; দেবেন্দ্র এক আঁটি যবের মধ্যে বান্ধিয়া সুবর্ণপাদুকা পাঠাইলেন। অমরা এ সমস্তই গ্রহণ করিলেন এবং পত্রে যে ব্যক্তি যে দ্রব্য আনিল, তাহার নাম ধাম ইত্যাদি লিখিয়া মহাসত্ত্বকে জানাইয়া সমস্ত যথাস্থানে রাখিয়া দিলেন।

এদিকে ঐ পণ্ডিতচতুষ্টয় একদিন রাজভবনে গিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আপনি চূড়ামণি পরিধান করেন না কেন?" রাজা বলিলেন, "পরিতেছি; মণিটা আন্ ত।" ভৃত্যেরা মণি দেখিতে পাইল না; অপহৃত অন্য দ্রব্যগুলিও দেখিতে পাইল না। তখন ঐ চারিজন পণ্ডিত বলিলেন, "মহারাজ, আপনার আভরণগুলি এখন মহৌষধের গৃহে; তিনিই এ সকল দ্রব্য ব্যবহার করিতেছেন। এই গৃহপতিপুত্র আপনার ভয়ানক শত্রু।" ইহা বলিয়া তাঁহারা রাজার মন ভাঙ্গাইলেন। মহৌষধের হিতৈষীরা গিয়া তাঁহাকে এই বৃত্তান্ত জানাইল। মহৌষধ বলিলেন, "রাজার সঙ্গে দেখা করিয়া দেখাইব, কে চোর, কে সাধু।" তিনি রাজার নিকটে গেলেন; রাজা ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন; তিনি ভাবিলেন, 'না জানি, এখানে আসিয়া কি কাণ্ড করিবে।' তিনি মহৌষধকে দেখা দিলেন না। রাজা ক্রুদ্ধ হইয়াছেন জানিয়া মহৌষধ নিজের গৃহে ফিরিয়া গেলেন। রাজা আদেশ দিলেন,

"মহৌষধকে বন্দী কর।" মহৌষধ তাঁহার হিতৈষীদিগের মুখে এই কথা শুনিয়া স্থির করিলেন, 'এখন পলায়ন করা কর্ত্তব্য।' তিনি অমরাকে এই উদ্দেশ্য জানাইয়া ছদ্মবেশে নগরের বাহিরে গেলেন এবং দক্ষিণ যবমধ্যক গ্রামে গিয়া এক কুম্ভকারগৃহে কুম্ভকারের কাজ করিতে লাগিলেন। এদিকে নগরে মহা কোলাহল হইতে লাগিল যে, মহৌষধ পলায়ন করিয়াছেন। সেনক প্রভৃতি তাঁহার পলায়নের কথা শুনিয়া পরস্পরের অগোচরে অমরাকে লিখিয়া পাঠাইলেন, "কোন চিন্তা নাই; আমরাও ত অপণ্ডিত নহি।" অমরা তাঁহাদের চারিজনেরই পত্র গ্রহণ করিলেন এবং অমুক সময়ে আসিবেন বলিয়া লিখিয়া পাঠাইলেন। তাঁহারা একে একে অমরার গৃহে গেলেন; অমরা তাঁহাদিগের মস্তক ক্ষুরদ্বারা মুণ্ডিত করাইলেন; তাঁহাদিগকে মলকূপের মধ্যে নিক্ষেপ করাইলেন; মহাদুঃখ দেওয়াইলেন এবং মাদুরে মুড়িয়া রাজাকে সংবাদ দিলেন। অতঃপর তিনি এই চারিজনকে ও আভরণ চারিটী লইয়া রাজভবনে গমন করিলেন এবং রাজাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "মহারাজ, মহৌষধ পণ্ডিত চোর নহেন; এই চারিজনের মধ্যে সেনক মণি চোর; পুক্কুশ সুবর্ণমালা-চোর; দেবেন্দ্র সুবর্ণপাদুকা-চোর; * ইহারা অমুক মাসে অমুক দিন অমুকা দাসীর হাত দিয়া আমার নিকট এই সকল উপহার পাঠাইয়াছিল। পত্র পড়িয়া দেখুন; আপনার দ্রব্য আপনি গ্রহণ করুন; চোরদিগকেও লউন।" এইরূপে পণ্ডিত চারিজনের লাঞ্ছনার একশেষ করিয়া তিনি রাজাকে প্রণাম করিয়া নিজের বাড়ীতে ফিরিয়া গেলেন। বোধিসত্ত্ব পলায়ন করিয়াছেন জানিয়া তাঁহার প্রতি রাজার সন্দেহ জন্মিয়াছিল। কাজেই তিনি এই পণ্ডিত মন্ত্রী চারিজনকে আর কিছু বলিলেন না, কেবল এই বলিয়া বিদায় দিলেন, "যান, আপনারা স্নান করিয়া গৃহে ফিরুন।"

রাজার ছত্রে এক দেবতা থাকিতেন। বোধিসত্ত্ব ধর্মদেশনার্থ প্রতিদিন যাহা বলিতেন, এখন তাহা শুনিতে না পাইয়া তিনি ভাবিলেন, 'ইহার কারণ কি?' অনন্তর তিনি সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া স্থির করিলেন, 'যাহাতে পণ্ডিতকে আবার এখানে আনয়ন করা হয়, তাহার উপায় করিতেছি।' তিনি রাত্রিকালে ছত্রপিণ্ডিকবিবরে † অবস্থিত হইয়া রাজাকে চতুর্নিপাতের দেবতাপ্রশ্ন-জাতকে (৩৫০) বর্ণিত "হস্তদ্বারা পাদদ্বারা করয়ে প্রহার" ইত্যাদি চারিটী প্রশ্ন করিলেন। ‡ রাজা এই সকল প্রশ্নের উত্তর জানিতেন না; "আমি ত জানি না; অপরকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি" বলিয়া তিনি একদিনের অবকাশ প্রার্থনা করিলেন। তিনি পরদিন পণ্ডিতদিগকে সভায় উপস্থিত হইবার জন্য আদেশপত্র পাঠাইলেন। পণ্ডিতেরা বলিলেন, আমাদের মস্তক ক্ষুরমুণ্ডিত; পথে অবতরণ করিয়া যাইতে লজ্জা হয়।" ইহা শুনিয়া রাজা তাঁহাদের জন্য নাড়িকাকার চারিটী টুপি পাঠাইলেন; বলিয়া দিলেন, তাঁহারা যেন এইগুলি মাথায় দিয়া আসেন। [লোকে বলে যে, এইরূপেই উক্ত টুপির উৎপত্তি হইয়াছিল।] পণ্ডিতেরা সভায় গিয়া স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন; রাজা সেনককে বলিলেন, "(অদ্য (?) কল্য রাত্রিকালে ছত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আমাকে চারিটী প্রশ্ন করিয়াছেন; আমি সেগুলির উত্তর জানি না বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছি যে, পণ্ডিতদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর দিব। আপনি প্রশ্নগুলির উত্তর বলুন।" অনন্তর তিনি প্রথম গাথায় প্রথম প্রশ্ন করিলেন:—

৪২। হস্তদ্বারা, পাদদ্বারা করয় প্রহার; মুখেও প্রহার সেই করে বার বার:
তথাপি সে প্রিয় অতি; দেখিলে তাহাকে, উপজে আনন্দ ভূপ; বল ত সে কে?

* এখানে মূলে, কবীন্দ্র যে কম্বলচোর, এ কথা নাই।

† ছত্রের দণ্ডাগ্রভাগে যে পিণ্ড বা গোল থাকে, (যাহার মধ্যে শলাকাগুলির এক প্রান্ত প্রবিষ্ট হয়), সম্ভবতঃ তাহাই 'ছত্রপিণ্ডিক'।

‡ দেবতাপ্রশ্ন-জাতকে কিন্তু এ সকল প্রশ্ন নাই।

সেনক "কাহাকে প্রহার করে"? "কি প্রহার করে"? ইত্যাদি যাহা মুখে আসিল, অসম্বদ্ধ বাক্য বলিতে লাগিলেন; তিনি প্রশ্নটীর আগা, গোড়া কিছুই বুঝিতে পারিলেন না; অন্য তিন জনও নিরুত্তর রহিলেন। ইহা দেখিয়া রাজার মনে বড় কষ্ট হইল। রাত্রিকালে দেবতা আবার দেখা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রশ্নের উত্তর জানিয়াছেন কি?" রাজা বলিলেন, আমি চারিজন পণ্ডিতকেই জিজ্ঞাসা করিয়াছি; তাঁহারাও জানেন না।" "তাহারা কি জানিবে? মহৌষধ পণ্ডিত ব্যতীত অন্য কেহই ইহার উত্তর দিতে সমর্থ নহে। যদি তাঁহাকে আনয়ন করিয়া প্রশ্নের উত্তর না বলাও, তবে এই প্রজ্বলিত লৌহমুদ্গর দ্বারা তোমার মস্তক চূর্ণ করিব।" রাজাকে এইরূপ তর্জ্জন করিয়া দেবতা আবার বলিলেন, "মহারাজ, অগ্নির প্রয়োজন হইলে কেহ খদ্যোতে ফুৎকার দেয় না, দুগ্ধের প্রয়োজন হইলেও কেহ শৃঙ্গ দোহন করে না।" অনন্তর তিনি উদাহরণস্বরূপ পঞ্চনিপাত-বর্ণিত খদ্যোতপ্রশ্নের* গাথাগুলি বলিলেন :—

৪৩। নিবিলে প্রদীপ, যদি রজনীর অন্ধকারে যায় কেহ অগ্নি-অন্বেষণে,
খদ্যোত দেখিয়া পথে, তাহাকেই অগ্নি বলি বল, কি হে, ভাবিবে সে মনে?

৪৪। গোময়-পিষ্টক ভাঙ্গি, তৃণসহ সেই চূর্ণে দিক সেই খদ্যোত ঢাকিয়া,
বার বার ফুৎকার দিক সে, তথাপি অগ্নি উঠিবে না তাহাতে জ্বলিয়া।

৪৫। মূর্খ যে, সেই সে শুধু অনুপায় অবলম্বি ইষ্টসিদ্ধি করিবারে চায়?
গবীর বিষাণদ্বয় দোহন করিলে কভু তা' হতে কি দুগ্ধ পাওয়া যায়?

৪৬। সেনাপতিগণ যার বাধ্য আছে অনুক্ষণ; অমাত্যেরা বিশ্বাসভাজন;
তাহাদের পরামর্শে চালিত হইয়া সদা করে নিজ রাজ্যের পালন,—
এরূপ সে, বহিঃশত্রু করিতে না পারে ক্ষতি পরাজিয়া রণে(ও) তাহার,
নিরুদ্বেগ মনে সেই আজীবন করে ভোগ আধিপত্য এই বসুধার।

তুমি যে অগ্নি বিদ্যমান থাকিতেও খদ্যোতে ফুৎকার দিতেছ, এরূপ রাজারা তাহা করে না। সেনকাদিকে গম্ভীর প্রশ্নের উত্তর জিজ্ঞাসা করিয়া তুমি বড় অবিবেচনার কাজ করিয়াছ। অগ্নি আছে, তবু যেন তুমি খদ্যোতে ফুৎকার দিতেছ; তুল আছে, তবু যেন তাহা ছাড়িয়া হস্তের সাহায্যে তৌল করিতেছ; দুগ্ধ পাইবার আশায় যেন বিষাণ দোহন করিতেছ; সেনকাদিরা কি জানে? তাহারা খদ্যোতসদৃশ; কিন্তু মহৌষধপণ্ডিত মহাগ্নিবৎ; তিনি প্রজ্ঞালোকে জাজ্বল্যমান। তাঁহাকে আনাইয়া প্রশ্নের উত্তর জিজ্ঞাসা কর। আমার প্রশ্নের সদুত্তর না দিতে পারিলে তোমার জীবনান্ত করিব, ইহা যেন মনে থাকে।" রাজাকে এইরূপে ভয় দেখাইয়া সেই দেবতা অন্তর্দ্ধান করিলেন। খদ্যোতপ্রাণকপ্রশ্ন সমাপ্ত।

(৮)

রাজা মরণভয়ে ভীত হইয়া পরদিন অমাত্যদিগকে আহ্বানপূর্ব্বক বলিলেন, "বাপ সকল, তোমরা চারি জনে চারিখানি রথে চড়িয়া নগরের চারি দ্বার দিয়া বাহির হও, এবং যেখানে আমার পুত্র মহৌষধ পণ্ডিতকে দেখিতে পাইবে, সেখানেই সমুচিত সম্মান দেখাইয়া তাঁহাকে আমার নিকটে আনয়ন কর।" এই আদেশ দিয়া রাজা চারিজন অমাত্যকে মহৌষধের অনুসন্ধানে প্রেরণ করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে তিনজন মহৌষধের দেখা পাইলেন না; কিন্তু যিনি দক্ষিণ দ্বার দিয়া যাত্রা করিয়াছিলেন, তিনি দক্ষিণ যবমধ্যকগ্রামে গিয়া দেখিলেন, মহৌষধ পলালস্তূপের উপর বসিয়া অল্প পরিমাণ সূপে সিক্ত করিয়া মুষ্টি মুষ্টি যবান্ন খাইতেছেন। মৃত্তিকা আহরণপূর্ব্বক কুম্ভকারাচার্য্যের চক্র ঘুরাইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কর্দ্দমলিপ্ত হইয়াছিল। মহৌষধ যে এমন হীন কর্ম্ম করিতেছিলেন, ইহার কারণ কি? তিনি ভাবিয়াছিলেন, 'রাজার হয় ত আশঙ্কা হইয়াছে যে,

* খদ্যোতপ্রাণক-জাতকে (৩৬৪) কোন গাথা নাই।

আমি তাঁহার রাজ্য গ্রহণ করিব; কিন্তু আমি কুম্ভকারের বৃত্তিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছি, এ কথা শুনিলে তাঁহার সে আশঙ্কা থাকিবে না।' কাজেই তিনি ঈদৃশ নীচকর্ম্ম করিতেছিলেন। তিনি অমাত্যকে দেখিয়া বুঝিলেন যে, ঐ ব্যক্তি তাঁহারই জন্য আগমন করিয়াছেন। তিনি ভাবিলেন, 'আমার সৌভাগ্য ফিরিয়া আসিয়াছে; আমি আবার অমরাদেবীকর্ত্তৃক প্রস্তুত নানাবিধ সুস্বাদ খাদ্য ভোজন করিব।' তিনি মুখে দিবার জন্য যে গ্রাস তুলিয়াছিলেন, তাহা ফেলিয়া দিয়া মুখ প্রক্ষালন করিলেন; ঐ সময়ে উক্ত অমাত্যও তাঁহার নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সে ব্যক্তি সেনকের পক্ষভুক্ত ছিলেন। তিনি রূঢ়ভাবে বলিলেন, "কেমন, পণ্ডিত! সেনকাচার্য্যের কথাই ত ফলিয়াছে। তোমার সৌভাগ্য অস্তমিত হইয়াছে; এত বুদ্ধি দেখাইয়াও ত তুমি কোন সুফল পাইলে না! এখন সর্ব্বাঙ্গ কর্দ্দমলিপ্ত করিয়া পলালস্তূপের উপর বসিয়া ঈদৃশ কদর্য্য খাদ্য আহার করিতেছ! অনন্তর তিনি দশনিপাতবর্ণিত ভূরিপ্রশ্ন-জাতকের (৪৫২) * এই গাথা বলিলেন:—

৪৮। সত্যই ত সেনকের হইল বচন। ভূরিপ্রাজ্ঞ তুমি! তবু দুর্দ্দশা এমন!
সে ঐশ্বর্য্য, সেই ধৃতি, সে বুদ্ধি তোমার—অভাব ঘুচাতে এবে সাধ্য নাই তার।
করিতেছ তাই, গৃহপতি নন্দন, অন্ন সূপে সিক্ত এই যবান্ন ভোজন।

মহাসত্ত্ব বলিলেন, "অরে অন্ধমূর্খ! আমি নিজের প্রজ্ঞাবলে সেই সৌভাগ্য পূর্ব্ববৎ পাইবার জন্যই এরূপ করিয়াছি।

৪৯। দুঃখ সহি করি আমি ফলে তার সুখ উৎপাদন,
কালাকাল ভাবি করি ইচ্ছামত আত্মসঙ্গোপন;
উদ্দেশ্য-সাধনতরে রাখিয়াছি সতর্কে খুলিয়া;
তাই পাই অবিরত হেন হীন যবান্ন খাইয়া।

৫০। সময় আসিবে যবে প্রয়োগ করিব সদুপায়,
সাধিব উদ্দেশ্য নিজ, সকলেই দেখিবে আমায়
আবার সৌভাগ্যশালী। পুনঃ আমি দীপ্তসিংহসম,
রাজার সভায় বসি, দেখাইব আপন বিক্রম।

ইহা শুনিয়া অমাত্য পথে আসিলেন। তিনি বলিলেন, "পণ্ডিত, ছত্রাধিষ্ঠাত্রী দেবতা রাজাকে একটী প্রশ্ন করিয়াছেন; রাজা চারিজন পণ্ডিতের নিকটেই তাহার উত্তর জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন; কিন্তু কেহই উত্তর দিতে পারেন নাই। সেইজন্য রাজা আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন।" মহাসত্ত্ব বলিলেন, "তবেই ত তুমি প্রজ্ঞার প্রভাব দেখিতে পাইলে। এ সময়ে ঐশ্বর্য্য সুফল দিতে পারে না; প্রজ্ঞাবানেরাই একমাত্র শরণ্য।" মহাসত্ত্ব এইরূপে প্রজ্ঞার ক্ষমতা বর্ণন করিলেন। রাজা বলিয়া দিয়াছিলেন, "মহাসত্ত্বকে যেখানে দেখিতে পাইবে, সেখানেই স্নান করাইয়া ও নববস্ত্র পরাইয়া তাঁহাকে আমার নিকট আনিবে।" অমাত্য সেই আজ্ঞানুসারে, রাজা যে সহস্র মুদ্রা ও বস্ত্রযুগল দিয়াছিলেন, সে সমস্ত মহাসত্ত্বের হস্তে স্থাপন করিলেন। এদিকে কুম্ভকার বেচারীর ভয় হইল, সে না জানিয়া মহাসত্ত্বকে মজুর খাটাইয়াছে; পাছে সেজন্য তাহার দণ্ড হয়। মহাসত্ত্ব তাহাকে আশ্বাস দিবার জন্য বলিলেন, "আচার্য্য, আপনার কোন ভয় নাই; আপনি আমার বহু উপকার করিয়াছেন।" তিনি কুম্ভকারকে সেই সহস্র মুদ্রা দান করিয়া কর্দ্দমাক্ত শরীরেই রথে আরোহণ করিলেন। নগরে প্রবেশ করিয়া অমাত্য রাজাকে সংবাদ দিলেন; রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাপু, তুমি কোথায় গিয়া পণ্ডিতের দেখা পাইলে?" অমাত্য বলিলেন, "তিনি দক্ষিণ যবমধ্যকগ্রামে এক কুম্ভকারের গৃহে কুম্ভকারের বৃত্তিদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছিলেন। আপনি আহ্বান করিয়াছেন শুনিয়া স্নান না করিয়াই মৃল্লিপ্তদেহে এখানে

* ভূরিপ্রশ্ন-জাতকে কিন্তু কোন গাথা নাই।

আসিয়াছেন।" ইহা শুনিয়া রাজা ভাবিলেন, 'মহোষধ আমার শত্রু হইলে নিশ্চয় অনুচরাদি লইয়া মহাড়ম্বরে ফিরিত; সে নিশ্চিত আমার শত্রু নহে।' তিনি অমাত্যকে বলিলেন, "আমার পুত্রকে তাহার বাটীতে লইয়া যাও, সেখানে তাহাকে স্নান করাইয়া ও আভরণাদি পরাইয়া বল, "আমি যে সকল যানানুচরাদির ব্যবস্থা করিয়াছি, সেই সমস্ত লইয়াই যেন এখানে উপস্থিত হয়।" রাজার আদেশ শুনিয়া মহাসত্ত্ব তাহাই করিলেন; তিনি রাজভবনে গিয়া নিজের আগমনবার্ত্তা জানাইলেন এবং প্রবেশ করিতে অনুমতি পাইয়া রাজাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক একান্তে অবস্থিত হইলেন। রাজা তাঁহাকে প্রীতিসম্ভাষণ করিয়া তাঁহার মনের ভাব পরীক্ষা করিবার জন্য এই গাথা বলিলেন :—

৫১। রয়েছে ঐশ্বর্য্য বহু, ভাবি ইহা চিতে কেহ কেহ পাপকর্ম্ম না চায় করিতে।
পাছে লোকে নিন্দা করে, এই আশঙ্কায় কোন কোন লোকে পাপপথে নাহি যায়।
বিপুল ঐশ্বর্য্যলাভে ইচ্ছা যদি তব, এখনি সমর্থ তুমি অর্জ্জিতে সে সব।
তবু, মহোষধ, তুমি, বল কি কারণ না কর আমার কোন অনিষ্টসাধন?

বোধিসত্ত্ব বলিলেন,

৫২। আত্মসুখহেতু, ভূপ, পণ্ডিত যে জন পাপকর্ম্ম সম্পাদন করে না কখন।
সম্পত্তি হ'য়েছে নষ্ট দারিদ্র্যপীড়নে পাইতেছে দুঃখ বহু; তবু সাধুজনে
ছন্দ কিংবা দ্বেষবশে ধর্ম্ম নাহি ত্যজে; সুচরিত ধর্ম্ম তারা সমভাবে ভজে।

বোধিসত্ত্বকে পরীক্ষা করিবার জন্য রাজা ক্ষত্রিয়মায়ার* আশ্রয় লইয়া আবার বলিলেন,

৫৩। মৃদু, কি দারুণ, যে কোন উপায়ে ঘুচাও নিজের দৈন্য;
ধর্ম্মের কথা [illegible] ভাবিও পশ্চাতে, নাই পথ ইহা ভিন্ন।

মহাসত্ত্ব বৃক্ষের উপমা প্রয়োগ করিয়া তাঁহাকে বুঝাইলেন,

৫৪। "যে তরুর ছায় সেবি লভে তৃপ্তি অনুক্ষণ, তা'র(ই) শাখা করিতে ছেদন
পারে কি করিতে কেহ? যে পারে, সে পাপাত্মারে মিত্রদ্রোহী বলে সাধুজন। +

মহারাজ, যে ব্যক্তি পরিভুক্ত তরুর শাখা ভাঙ্গে, তাহাকেই যদি লোকে মিত্রদ্রোহী বলে, তবে, বলুন ত নরহন্তাকে (উপকারকপ্রভুহন্তাকে) আরও কত ঘৃণার্হ আখ্যা দিতে হয়? আপনি আমার পিতাকে প্রচুর ঐশ্বর্য্য দান করিয়াছেন; আমিও আপনার বহু অনুগ্রহ লাভ করিয়াছি। আপনার ন্যায় উপকারকের অনিষ্ট করিব এবং লোকে আমাকে মিত্রদ্রোহী বলিবে, ইহা কি সম্ভবপর?" এইরূপে সর্ব্বতোভাবে নিজের অমিত্রদ্রোহিভাব ব্যক্ত করিয়া মহাসত্ত্ব পরবর্ত্তী গাথায় রাজার দোষ দেখাইয়া তাঁহার নিন্দা করিলেন :—

৫৫। ধর্ম্ম শিক্ষা দেন যিনি, নিরাকৃত করেন সংশয়,
হিতকারী ভাবি প্রাজ্ঞ শরণ তাঁহার(ই) সদা লয়।
মিত্রতা তাঁহার সঙ্গে, হেন মূর্খ আছে কোন্ জন,
শুনিয়া পরের কথা না বিচারি করয় ছেদন?

অনন্তর তিনি দুইটী গাথায় রাজাকে উপদেশ দিলেন :—

৫৬। অলস গৃহস্থ, কামী, প্রজ্ঞাহীন প্রব্রাজক, আর
যে রাজা উভয় পক্ষ না জানিয়া করেন বিচার,
পণ্ডিত, অথচ যিনি স্বভাবতঃ ক্রোধপরায়ণ,—
অসাধু বলিয়া সবে জানে এই পঞ্চবিধ জন।

* ক্ষত্রিয়েরা আত্মদুষ্কৃতির সমর্থনার্থ যে অসার যুক্তি প্রদর্শন করেন।

\+ মহাবোধি-জাতক (৫২৮), ৩০শ গাথা, মূকপঙ্গু-জাতক (৫৩৮), ১০ম গাথা এবং বিদুরপণ্ডিত-জাতক (৫৪৫), ২২৭ম গাথা।

৫৭। উত্তর পক্ষের কথা সাবধানে করিয়া শ্রবণ,
ক্ষত্রিয় ভূপাল যিনি, করিবেন বিবাদ ভঞ্জন।
রাজা যদি সুবিচার করেন সতত স্থির মনে
কীর্ত্তি বৃদ্ধি হয় তাঁর; গুণ গান করে সর্ব্বজনে।*

[ভূরিপ্রশ্ন সমাপ্ত।]

(৯)

মহাসত্ত্ব এইরূপ বলিলে রাজা তাঁহাকে সমুচ্ছি্‌ত-শ্বেতচ্ছত্র রাজপল্যঙ্কে উপবেশন করাইলেন এবং নিজে অপেক্ষাকৃত নিম্ন আসন গ্রহণপূর্ব্বক বলিলেন, 'পণ্ডিতবর, শ্বেতচ্ছত্রাধিষ্ঠাত্রী দেবতা আমাকে চারিটী প্রশ্ন করিয়াছেন; আমি চারিজন পণ্ডিতকেই তাহাদের উত্তর জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম; কিন্তু কেহই সেগুলির উত্তর জানেন না। তুমি, বৎস, এখন সেই প্রশ্ন কয়টীর সদুত্তর দাও।" মহাসত্ত্ব বলিলেন, "মহারাজ, ছত্রাধিষ্ঠাত্রী দেবতাই হউন, আর চতুর্ম্মহারাজাদিই হউন, যিনি যে প্রশ্ন করিবেন, তাহারই সদুত্তর দিব। দেবতা কি কি প্রশ্ন করিয়াছেন, বলুন ত।" দেবতা যে ক্রমে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তদনুসারে রাজা প্রথম গাথা বলিলেন :—

৫৮। হস্তদ্বারা, পদদ্বারা করয় প্রহার, মুখেও প্রহার সেই করে বার বার;
তথাপি সে প্রিয় অতি; দেখিলে তাহাকে উপজে আনন্দ, ভূপ; বল ত সে কে। †

গাথাটী শুনিবামাত্রই মহাসত্ত্ব তাহার অর্থ গগনতলে সমুদিত চন্দ্রবৎ সুস্পষ্ট দেখিতে পাইলেন। তিনি বলিলেন, "শুনুন, মহারাজ; 'হন্তি' অর্থাৎ পহরতি (প্রহার করে); 'পরিসুম্ভতি'—পহরতি যেব। 'স বে তি'—সো এবং করন্তো পিয়ো হোতি (এরূপ করিয়াও সে প্রিয় হয়)। 'কন্তেনমভিপস্‌সসীতি' অর্থাৎ দেবতা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "হে রাজন্, এইরূপ করিয়াও যে প্রিয় হয়, সে কে? এই বর্ণনা দ্বারা কোন্ ব্যক্তিকে লক্ষ্য করা হইতেছে?) এখন গাথার অর্থ বলিতেছি। যখন শিশু জননীর ক্রোড়ে আনন্দে খেলা করে, তখন সে হাত পা ছুড়িয়া জননীকে প্রহার করে; তাঁহার চুল টানিয়া ছেঁড়ে, মুখে কিল মারে। জননী আদর করিয়া বলেন, "ওরে, রে চোরের ছেলে! তুই আমাকে এত মারিস্ কেন?' তিনি স্নেহবশে এইরূপ বলেন, স্নেহবেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া শিশুকে বুকের মধ্যে স্তনান্তরে টানিয়া লন; বার বার তাহাকে চুম্বন করেন। এই সময়ে শিশুর পিতা অপেক্ষাও সে তাঁহার প্রিয়তর হয়।"

গগনতলে যেন সূর্য্যকে উত্থাপন করিলেন,-এইভাবে মহাসত্ত্ব প্রশ্নের উত্তরটী বিশদ করিয়া দিলেন। তাঁহার সদুত্তর শুনিয়া দেবতা ছত্রপিণ্ডিকবিবর হইতে নির্গত হইয়া অর্দ্ধাঙ্গে দেখা দিলেন এবং বলিলেন, "প্রশ্নের সদুত্তর পাইয়াছি।" তিনি মহাসত্ত্বকে মধুর স্বরে সাধুকার দিলেন এবং রত্ন-করণ্ডকে দিব্য পুষ্পগন্ধ আনয়ন করিয়া তাঁহার পূজা করিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। রাজাও মহাসত্ত্বকে পুষ্পাদিদ্বারা পূজা করিয়া অপর একটী গাথায় দ্বিতীয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন :—

৫৯। গালাগালি দিয়া খুব তাড়াইয়া দেয়, ফিরিতে বিলম্ব তার তবু নাহি সয়।
কেন না সে প্রিয় অতি; দেখিলে তাহাকে উপজে আনন্দ। ভূপ, বল ত সে কে?

* এই গাথা দুইটী রথলট্ঠি-জাতকে (৩৩২) এবং মণিকুণ্ডল-জাতকেও (৩৫১) পাওয়া গিয়াছে।

† হন্তি হত্থেহি পাদেহি মুখং চ পরিসুম্ভতি স বে রাজা পিয়ো হোতি কং তেন অভিপস্সসি।

মহাসত্ত্ব বলিলেন, "মহারাজ, ছেলের যখন বয়স্ সাত বৎসর হয়, এবং সে মায়ের ফুট ফরমাইজ খাটিতে পারে, তখন মা তাহাকে বলেন, 'মাঠে যা; বাজারে যা'; ছেলে বলে, 'যদি মোণ্ডা দাও, মিঠাই দাও*, তবে যাব।' মা বলেন, 'এই নে; মিঠাই দিচ্ছি'; ছেলে উহা খাইয়া বলে, 'বা, তুমি বাড়ীতে ঠাণ্ডা ছায়ায় বসিয়া থাকিবে, আর বুঝি বাহিরে ছুটাছুটি করিয়া তোমার ফরমাইজ খাটিব'? সে হাত পা নাড়িয়া ও মুখভঙ্গী করিয়া মায়ের দিকে ছুটিয়া যায়; মাও ক্রোধে লাঠি হাতে লইয়া বলেন, 'তবে, রে পাজি, তুই বসিয়া বসিয়া আমার মিঠাই খাবি, আর মাঠে গিয়া একটু কাজ করিতে পারিবি না!' মাতার তর্জ্জনে ছেলে ছুটিয়া পলায়ন করে; মাতা তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে ধাবিত হন; কিন্তু ধরিতে না পারিয়া বলেন, 'দূ হ, হতভাগা; চোরেরা যেন তোকে টুক্‌রা টুক্‌রা করে কেটে ফেলে।' তিনি ছেলেকে এইরূপ যত পারেন, গালি দেন; কিন্তু মুখে যাহা বলেন, মনে তাহার কণামাত্র ইচ্ছা করেন না; ছেলে কখন ফিরিবে কেবল তাহাই ভাবেন। ছেলে গিয়া সারাদিন পথে পথে খেলা করে; সন্ধ্যাকালে বাড়ীতে ফিরিতে সাহস না পাইয়া কোন জ্ঞাতির বাড়ীতে যায়; মাতা পথের দিকে তাকাইয়া থাকেন; সে ফিরিতেছে না দেখিয়া ভাবেন, 'বাছা আমার বোধ হয় ভয়ে আসিতেছে না'; তাঁহার হৃদয় শোকপূর্ণ হয়; তিনি সাশ্রুনয়নে জ্ঞাতিদের বাড়ীতে খুঁজিতে যান; সেখানে ছেলেকে দেখিয়া তাহাকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করেন; তাহার দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া বলেন, 'বাপ আমার, তুই কি আমার কথা সত্যি মনে করেছিলি'? এই সময়ে তাঁহার মনে পুত্রস্নেহ প্রগাঢ় হয়। ইহাতেই দেখা যায়, মহারাজ, ক্রোধের সময়ে মাতার নিকট পুত্র পূর্ব্বাপেক্ষাও প্রীতিভাজন হইয়া থাকে।" মহাসত্ত্ব এইরূপে দ্বিতীয় প্রশ্নের মীমাংসা করিলে দেবতা পূর্ব্ববৎ তাঁহার পূজা করিলেন; রাজাও তাঁহাকে পূজা করিয়া তৃতীয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে চাহিলেন। মহাসত্ত্ব বলিলেন, "মহারাজ, প্রশ্নটী কি, শুনি।" ইহার উত্তরে রাজা এই গাথা বলিলেন:—

৬০। মিছামিছি দোষ দেয়, করে জ্বালাতন, তবু তার প্রিয়, সে কে, বল ত, রাজন্?

মহাসত্ত্ব বলিলেন, "মহারাজ, যখন স্বামী ও স্ত্রী নিভৃত স্থানে দাম্পত্যকেলিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন তাহারা পরস্পরের প্রতি অলীক দোষারোপ করে—বলে যে, তুমি আমাকে ভালবাস না, তোমার মনের টান অন্যদিকে, ইত্যাদি। এইরূপে একে যখন অপরের সম্বন্ধে মিছামিছি অভিযোগ করিতে থাকে, তখন তাহাদের পরস্পরের প্রেম আরও বৃদ্ধি পায়। মহারাজ, উক্ত প্রশ্নের ইহাই উত্তর জানিবেন।" উত্তর শুনিয়া দেবতা মহাসত্ত্বকে পূর্ব্ববৎ পূজা করিলেন। রাজাও তাঁহার পূজা করিয়া আরও একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে চাহিলেন, এবং মহাসত্ত্ব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে অনুমতি দিলে চতুর্থ গাথাটী বলিলেন:—

৬১। অন্নপান-বস্ত্র-শয্যা-আসনাদি দ্রব্য, নানাবিধ লয়ে চলি যায়;
তবু প্রিয়পাত্র গৃহস্থের সেই। বল, শুনি, সে কে? শুধাই তোমায়।

মহাসত্ত্ব বলিলেন, "মহারাজ, এই প্রশ্নটীতে ধার্ম্মিক শ্রমণব্রাহ্মণদিগকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। শ্রদ্ধাবান্ গৃহস্থগণ ইহলোকে ও পরলোকে বিশ্বাস করেন; কাজেই তাঁহারা দানব্রতী হন এবং দান করিতে চান। ধার্ম্মিক শ্রমণব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের নিকট ভিক্ষা চান, এবং ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য লইয়া তাহা ভোগ করেন। ইহা দেখিয়া গৃহস্থেরা মনে করেন, 'আমরা ধন্য; ইঁহারা আমাদের নিকট ভিক্ষা চান; আমাদের অন্নাদি ভোগ করেন।' এইরূপে তাঁহারা উক্ত শ্রমণব্রাহ্মণদিগের প্রতি আরও প্রীতিমান্ হন। ইহাতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, শ্রমণব্রাহ্মণেরা যাচ্‌ঞালব্ধ দ্রব্য ভোগ করিবার কালে ঐ সকল দ্রব্যের

* মূলে 'খাদনিয়ং ভোজনিয়ং' আছে। 'খাদ্য' ও 'ভোজ্য' সম্বন্ধে ২য় খণ্ডের ১৩২য় পৃষ্ঠের টীকা দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্বস্বামীদিগের অপ্রীতিভাজন হওয়া দূরে থাকুক, আরও প্রীতির পাত্র হন।" প্রশ্নের এই উত্তর শুনিয়া দেবতা পূর্ব্ববৎ মহাসত্ত্বের পূজা করিলেন, তাঁহাকে সাধুকার দিলেন, এবং "ভো পণ্ডিত, আপনি ইহা গ্রহণ করুন" বলিয়া তাঁহার পাদমূলে সপ্তরত্নপূর্ণ একটী রত্নকরণ্ডক নিক্ষেপ করিলেন। রাজাও অতিমাত্র প্রসন্ন হইয়া মহাসত্ত্বকে সৈনাপত্য দান করিলেন। এইরূপে তখন হইতে মহাসত্ত্বের গৌরব আরও বৃদ্ধি হইল।

[দেবতাপৃষ্ট প্রশ্ন সমাপ্ত]

(১০)

ইহার পর সেনকাদি পণ্ডিতচতুষ্টয় মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন, "গৃহপতির পুত্র ত এখন আরও বাড়িয়া উঠিল; উহাকে অপদস্থ করিবার উপায় কি?" অনন্তর সেনক বলিলেন, "বেশ ত; আমি একটা উপায় বাহির করিয়াছি। গৃহপতিপুত্রের নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিব, কাহার নিকট রহস্য বলা যাইতে পারে? সে যদি উত্তর দেয় যে, কাহারও কাছে রহস্য প্রকাশ করা উচিত নহে, তবে আমরা গিয়া রাজার মন ভাঙ্গাইব—বলিব যে মহারাজ, এই গৃহপতিপুত্র আপনার অহিতকামী।" ইহা স্থির করিয়া ঐ চারিজন মহৌষধের গৃহে গেলেন এবং তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক বলিলেন, "পণ্ডিতবর, আমরা একটী প্রশ্ন করিতে আসিয়াছি।" মহৌষধ বলিলেন, "কি প্রশ্ন, বলুন।" তখন সেনক জিজ্ঞাসা করিলেন, "বলুন ত, পণ্ডিত, লোকের কোন বিষয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া কর্ত্তব্য।" মহৌষধ উত্তর দিলেন, "সত্যে।" "সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর কি করা উচিত?" "ধন উপার্জ্জন করিতে হইবে।" "ধনলাভের পর কি করিতে হইবে?" "সুমন্ত্রণা শিক্ষা করিতে হইবে।"* "তাহার পর?" "নিজের গুপ্তকথা পরকে বলিবে না।" ইহা শুনিয়া ঐ চারি ব্যক্তি মহৌষধকে ধন্যবাদ দিয়া হৃষ্টমনে ফিরিয়া গেলেন; তাঁহারা ভাবিলেন, 'এখন আমরা এই গৃহপতিপুত্রকে বেশ অপদস্থ করিতে পারিব।' তাঁহারা রাজার নিকটে গিয়া বলিলেন, "মহারাজ, গৃহপতির পুত্রটা আপনার পরম শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছে।" রাজা বলিলেন, "আমি আপনাদের কথা বিশ্বাস করি না। সে কখনও আমার অনিষ্টকামী হইবে না।" কিন্তু এইরূপে প্রত্যাখ্যাত হইয়াও তাঁহারা বলিলেন, "মহারাজ, বিশ্বাস করুন যে, আমরা সত্যই বলিতেছি। যদি বিশ্বাস না হয়, তবে তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন, কাহার নিকট রহস্য প্রকাশ করা যাইতে পারে? সে আপনার শত্রু না হইলে উত্তর দিবে, 'অমুকের নিকট রহস্য বলা যাইতে পারে'; যদি শত্রু হয়, তবে বলিবে, 'গুপ্তকথা অগ্রে কাহারও নিকট ব্যক্ত করা উচিত নয়; মনোরথ পূর্ণ হইলেই উহা প্রকাশ করা যাইতে পারে।' তাহার উত্তর শুনিলেই আপনি আমাদের কথা বিশ্বাস করিবেন; আপনার সংশয় নিরাকৃত হইবে।" "বেশ, তাহাই করা যাউক" বলিয়া রাজা তাঁহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং একদিন সকলে সভায় সমবেত হইলে বিংশতিনিপাত-বর্ণিত পণ্ডিত-প্রশ্নের † প্রথম গাথা বলিলেন :—

> ৬২। সমবেত সভায় পণ্ডিত পঞ্চজন; প্রশ্ন এক মোর সবে করুন শ্রবণ :—
> ভাল হোক্, মন্দ হোক্, রহস্য নিজের কে শুনিলে আশঙ্কা না থাকে বিপদের?

রাজা ইহা বলিলে সেনক তাঁহাকে আত্মপক্ষে আনয়ন করিবার উদ্দেশ্যে বলিলেন,

* 'মন্তো গহেতব্বো'। পাঠান্তর 'মিত্তো'; অর্থাৎ মিত্রলাভ করিতে হইবে। ইহাই বোধ হয় সুসঙ্গত।

† সর্ব্বগত; পঞ্চপণ্ডিত-জাতক (৫০৮)। ইহাতে কিন্তু কোন গাথা নাই।

৬৩। তুমি হে, ভূপাল, ভর্ত্তা আমা সবাকার ; বহিতেছ আমাদের পালনের ভার।
দয়া করি বুঝাইয়া দাও নরবর, কি বা তব অভিপ্রায়, কি রুচি তোমার!
বুঝিয়া পণ্ডিত পঞ্চ দিবেন সকলে প্রশ্নের উত্তর নিজ নিজ বুদ্ধিবলে।

রাজা কামপরায়ণ ছিলেন ; তিনি বলিলেন,

৬৪। শীলবতী, পতিগতপ্রাণা যে রমণী, প্রিয়ঙ্করী সদা পতিচ্ছন্দানুবর্ত্তিনী,
ভাল হোক্, মন্দ হোক্, রহস্য পতির সে শুনিলে আশঙ্কা না থাকে বিপত্তির।

ইহা শুনিয়া সেনক ভাবিলেন, 'রাজা এখন আমার পক্ষপাতী হইয়াছেন।' তিনি সন্তুষ্ট হইয়া, নিজে যাহা নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন তাহা বুঝাইবার জন্য বলিলেন,

৬৫। রোগে ও ব্যসনে যার করেছি রক্ষণ, আমা বিনা নাই অন্য যাহার শরণ,
ভাল হোক্ মন্দ হোক্, রহস্য আমার সে সখা শুনিলে নাই হেতু আশঙ্কার।

অতঃপর রাজা পুক্কুশকে জিজ্ঞাসা করিলেন "এ সম্বন্ধে আপনার কি মত, পণ্ডিত মহাশয়? কাহার নিকট রহস্য প্রকাশ করা যাইবে?" পুক্কুশ বলিলেন,

৬৬। সোদর কনিষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ, অথবা মধ্যম, হয় যদি ধীরচেতা, শীলপরায়ণ,
ভাল হোক্, মন্দ হোক, রহস্য ভ্রাতার সে শুনিলে থাকে না ক হেতু আশঙ্কার।

অনন্তর রাজা কবীন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি এই উত্তর দিলেন :—

৬৭। মনোমত আজ্ঞাবহ, মহাপ্রজ্ঞাবান্ কুলক্রমাগত পথে করে যে প্রয়াণ, *
হেন পুত্রে ভাল, মন্দ রহস্য নিজের বলিলে থাকেনা কোন শঙ্কা বিপদের।

ইহা শুনিয়া রাজা দেবেন্দ্রকে তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করিলেন ; দেবেন্দ্র বলিলেন,

৬৮। জননী, ভূপালশ্রেষ্ঠ, পালেন সন্তানে কত যত্নে, কত স্নেহে! তাঁর সন্নিধানে,
ভাল হোক্, মন্দ হোক্, রহস্য নিজের প্রকাশিলে আশঙ্কা না থাকে বিপদের।

উক্ত চারিজনকে একে একে এইরূপ প্রশ্ন করিয়া পরিশেষে রাজা মহৌষধকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "পণ্ডিতবর, তোমার মত কি?" মহৌষধ বলিলেন,

৬৯। গুহ্য যাহা, গুহ্য তাহা রাখাই উচিত ; গুহ্যের প্রকাশ কভু না হয় বিহিত।
যাবৎ না হয় নিজ অভীষ্ট নিষ্পন্ন, সযতনে গুহ্য সুধী রাখে প্রতিচ্ছন্ন।
হবে যবে ইষ্টলাভ, ইচ্ছা যদি হয়, প্রকাশ করিতে গুহ্য নাহি কোন ভয়।

মহৌষধ পণ্ডিতের এই উত্তর শুনিয়া রাজা অসন্তুষ্ট হইলেন, সেনক রাজার মুখ এবং রাজা সেনকের মুখ চাওয়া চাহি করিতে লাগিলেন। মহৌষধ তাঁহাদের এই কাণ্ড দেখিয়া বুঝিলেন, 'এই চারি ব্যক্তি পূর্ব্বেই আমার প্রতি রাজার মন বিরূপ করিয়াছে ; এখন যে প্রশ্ন হইল, তাহা কেবল আমাকে পরীক্ষা করিবার জন্য।'

রাজা ও অমাত্যগণ এইরূপ কথোপকথন করিতেছিলেন, এমন সময়ে সূর্য্য অস্তমিত হইল ; লোকে গৃহে দীপ জ্বালিল। মহৌষধ ভাবিলেন, 'রাজকার্য্য বড় দায়িত্বপূর্ণ†, না জানি এখন কি হইবে। শীঘ্রই এখান হইতে প্রস্থান করা কর্ত্তব্য।' ইহা স্থির করিয়া তিনি আসন হইতে উত্থিত হইলেন এবং রাজাকে প্রণাম করিয়া যাইতে যাইতে চিন্তা করিলেন, 'ইহাদের একজন বলিল মিত্রের নিকট, একজন বলিল ভ্রাতার নিকট, একজন বলিল পুত্রের নিকট এবং একজন বলিল মাতার নিকট রহস্য প্রকাশ করা যাইতে পারে। বোধ হয়, ইহারা হয় নিজেরা এইরূপে রহস্য প্রকাশ করিয়াছে, নয় অন্য কাহাকেও প্রকাশ

---

* মূলে 'অনুজাত' পুত্রের সম্বন্ধে এই কথা বলা হইয়াছে। অনুজাত=যে পিতার সদৃশ ও কুলধর্ম্ম রক্ষক। 'অভিজাত' (অতিজাত) পুত্র কুলের গৌরব আরও বৃদ্ধি করে ; কিন্তু 'অবজাত' পুত্র কুলধন ক্ষয় করিয়া কুলকে অধঃপাতে দেয়।

† 'রাজকম্মানি নাম ভারিয়ানি'। রাজাদের কার্য্য বড় দুজ্ঞের্য়, এরূপ অর্থও করা যাইতে পারে।

করিতে দেখিয়াছে, এবং যাহা দেখিয়াছে তাহাই এখন বলিতেছে।' এইরূপ ভাবিয়া তিনি স্থির করিলেন, 'যাহাই হউক, আমাকে আজই বিশেষ করিয়া জানিতে হইতেছে।'

সেনকাদি চারিজন অন্যান্য দিন রাজভবন হইতে বাহির হইয়া প্রাসাদদ্বারসন্নিহিত একটা ভক্তোর্মাণের * উপর কিয়ৎক্ষণ বসিতেন এবং আপনাদের কৃত্যাকৃত্য-সম্বন্ধে মন্ত্রণা করিয়া স্ব স্ব গৃহে গমন করিতেন। মহৌষধ ভাবিলেন, 'আমি যদি ডোঙ্গাটার তলদেশে গিয়া শুইয়া থাকি, তবে ইহাদের রহস্য জানিতে পারিব।' তিনি ডোঙ্গাটা তোলাইয়া উহার নিম্নদেশে বিছানা পাতাইলেন এবং উহা আবার যথাস্থানে রাখাইয়া নিজে ভিতরে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিবার কালে তিনি অনুচরদিগকে বলিলেন, "পণ্ডিত চারিজন মন্ত্রণা করিয়া যখন চলিয়া যাইবেন, তখন তোমরা আসিয়া আমাকে লইয়া যাইবে। তাহারা 'যে আজ্ঞা' বলিয়া চলিয়া গেল।

এদিকে সেনক রাজাকে বলিলেন, 'মহারাজ, আপনি ত আমাদিগকে বিশ্বাস করেন না; এখন কিরূপ হইল?' রাজা ঔচিত্যানৌচিত্য বিবেচনা না করিয়াই ভেদকদিগের কথা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলেন এবং ভীতত্রস্ত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, "বলুন ত, সেনক, এখন কি করা যায়?" সেনক বলিলেন, মহারাজ, কালক্ষেপ না করিয়া, কাহাকেও কিছু না জানাইয়া, গৃহপতিপুত্রের প্রাণবধ করা আবশ্যক।" "সেনক, তুমি ছাড়া আর কেহই আমার হিতচেষ্টা করে না। তুমি নিজের বন্ধুদিগকে লইয়া দ্বারান্তরালে অবস্থান করিবে, এবং গৃহপতিপুত্র প্রাতঃকালে যখন আমার দর্শনলাভার্থ আসিবে, তখন খড়্গদ্বারা তাহার শিরশ্ছেদ করিবে।" ইহা বলিয়া রাজা সেনকের হস্তে নিজের উৎকৃষ্ট তরবারিখানি দিলেন। সেনক প্রভৃতি চারিজনেই বলিলেন, "যে আজ্ঞা, মহারাজ। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন; আমরা তাহাকে বধ করিব।" ইহা বলিয়া তাঁহারা সভাগৃহ হইতে বাহির হইলেন, এবং "আমরা এতদিনে শত্রুর পৃষ্ঠ দেখিলাম (অর্থাৎ শত্রুকে নাশ করিলাম), ইহা ভাবিতে ভাবিতে সেই ডোঙ্গার পিঠে গিয়া বসিলেন।

অনন্তর সেনক বলিলেন, "ওহে, আমাদের মধ্যে কে গৃহপতিপুত্রকে আঘাত করিবে?" অপর তিনজন তাঁহারই স্কন্ধে এই ভার অর্পণ করিলেন; তাঁহারা বলিলেন, "আচার্য্য, আপনিই আঘাত করিবেন।" তাহার পর সেনক জিজ্ঞাসিলেন, "ভাল, তোমরা বলিলে, অমুকের অমুকের কাছে রহস্য প্রকাশ করা যাইতে পারে; ইহা কি তোমরা নিজেরা করিয়া বুঝিয়াছ, বা অন্য কাহাকেও করিতে দেখিয়াছ, কিংবা কাহারও কাছে শুনিয়াছ?" "ও কথা এখন থাকুক, আচার্য্য। আপনি ত মত দিলেন যে, বন্ধুর নিকট রহস্য প্রকাশ করা যাইতে পারে। ইহার ফল কি আপনি স্বকৃতকর্ম্মে পরীক্ষা করিয়াছেন?" "তাহা জানিয়া তোমাদের লাভ কি?" "বলুন না, আচার্য্য।" "আমার রহস্য রাজা জানিতে পারিলে আমার প্রাণ থাকিবে না।" "কোন ভয় নাই, আচার্য্য; আপনার রহস্য ভেদ করিবে, এখানে এমন কেহই নাই; আপনি বলুন।" সেনক নখদ্বারা ডোঙ্গাটায় আঘাত করিয়া বলিলেন, "কে জানে যে, গৃহপতিপুত্রটা এই ডোঙ্গার নীচে নাই?" 'আচার্য্য, গৃহপতিপুত্র এখন ঐশ্বর্য্যবান্ হইয়াছে; সে কখনও ডোঙ্গার নীচে প্রবেশ করিবে না। সে এখন ধনে মানে মত্ত। আপনি বলুন না।" পুনঃ পুনঃ অনুরুদ্ধ হইয়া সেনক নিজের রহস্য প্রকাশ করিলেন:—"এই নগরে অমুকী বেশ্যা ছিল, জান ত?" "জানি, আচার্য্য।" "এখন তাহাকে দেখিতে পাও কি?" "না আচার্য্য, তাহাকে এখন দেখিতে

* ভক্ত + উর্মাণ = ভাত রাখিবার বৃহৎ পাত্র বা ডোঙ্গা। বোধ হয়, ইহাতে ভাত রাখিয়া ভিখারীদিগকে বিতরণ করা হইত। বিকাল বেলা ডোঙ্গাটা উল্টা করিয়া রাখা হইত, কাজেই সেনক প্রভৃতি উহার পিঠে বসিতে পারিতেন।

পাই না।" "আমি শালবনে তাহার সহিত আমোদ প্রমোদ করিয়া, শেষে অলঙ্কারের লোভে তাহাকে বধ করিয়াছি, এবং তাহারই বস্ত্রে অলঙ্কারগুলি বান্ধিয়া পুঁটুলিটা আমার বাড়ীর অমুক তালায় অমুক ঘরে নাগদন্তে ঝুলাইয়া রাখিয়াছি। কিন্তু যতদিন লোকে সেই বেশ্যাটার কথা ভুলিয়া না যাইতেছে, ততদিন ঐ সকল অলঙ্কার ব্যবহার করিতে পারিতেছি না। এরূপ ভয়ানক, রাজদণ্ডার্হ অপরাধ করিয়াও আমি তাহা একজন বন্ধুর নিকট প্রকাশ করিয়াছি। সেই বন্ধু এপর্য্যন্ত কাহাকেও এ কথা বলেন নাই। এইজন্যই আমি বলিয়াছি যে, বন্ধুর নিকট রহস্য প্রকাশ করা যাইতে পারে।" মহাসত্ত্ব সেনকের এই রহস্যটী আমূল সমস্ত প্রণিধানসহকারে শুনিয়া রাখিলেন। পুক্কুশ আপন রহস্য বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া বলিলেন, "আমার উরুদেশে কুষ্ঠ আছে; আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রাতঃকালেই কাহাকেও না জানাইয়া ঐ ক্ষত ধৌত করে, উহাতে ঔষধ লাগায় এবং ক্ষতস্থান নেকড়া দিয়া বান্ধে। রাজা যখন আমার প্রতি মৃদুচিত্ত হন, তখন অনেক সময়ে 'এস পুক্কুশ' বলিয়া আমাকে আহ্বান করেন এবং আমার উরুর উপর মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়েন। যদি তিনি আমার কুষ্ঠের কথা জানিতে পারেন, তবে কি আমার প্রাণ রাখিবেন? কিন্তু এই ব্যাপার আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভিন্ন আর কেহই জানে না। এই জন্যই আমি বলিয়াছি যে, ভ্রাতার নিকট রহস্য প্রকাশ করা যায়।" কবীন্দ্র তাঁহার রহস্য এইরূপে বর্ণন করিলেন;—"আমি কৃষ্ণপক্ষের পোষধ-দিনে নরদেব-নামক এক যক্ষকর্ত্তৃক অভিভূত হই। তখন আমি ক্ষিপ্ত কুক্কুরের ন্যায় বিরাব করিয়া থাকি। আমার পুত্রকে আমি এই ব্যাপার বলিয়াছি। আমি যক্ষকর্ত্তৃক আবিষ্ট হইয়াছি জানিলেই, সে আমাকে অন্তঃপ্রকোষ্ঠে বান্ধিয়া শোওয়াইয়া রাখে, দরজা বন্ধ করিয়া দেয় এবং যাহাতে কেহ আমার চীৎকার শুনিতে না পায়, এই উদ্দেশ্যে বাহিরে গিয়া, লোকজন ডাকিয়া বৈঠক করিয়া গান বাজনা করে। এইজন্যই আমি বলিয়াছি যে, পুত্রের নিকট রহস্য বলিতে পারা যায়।" অতঃপর ইঁহারা তিন জনেই দেবেন্দ্রকে তাঁহার রহস্য জিজ্ঞাসা করিলেন। দেবেন্দ্র বলিলেন, "আমি মণি পরিষ্কার-কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া, শক্র কুশরাজকে যে শ্রীসম্পাদক মহামণি দিয়াছিলেন, * সেই রাজকীয় মণি অপহরণ করিয়া আমার মাতার হস্তে দিয়াছি; তিনি কাহাকেও একথা বলেন নাই। আমি যখন রাজভবনে যাই, তখন তিনি উহা আমাকে দিয়া থাকেন; আমি সেই মণির প্রভাবে শ্রীসম্পন্ন হইয়া রাজভবনে প্রবেশ করি। সেইজন্যই রাজা তোমাদের সঙ্গে কোন আলাপ করিবার পূর্ব্বে আমার সঙ্গে কথা বলেন; আমার ভরণ-পোষণের জন্য প্রতিদিন আট, ষোল, বত্রিশ, চৌষট্টি কাহণ পর্য্যন্ত দিয়া থাকেন। কিন্তু রাজা যদি জানিতেন যে আমি তাঁহার মহামণি লুকাইয়া রাখিয়াছি, তবে কি আমার প্রাণ থাকিত? এই জন্যই আমি বলিয়াছি যে, মাতার নিকট রহস্য প্রকাশ করা যাইতে পারে।"

উক্ত চারিজনেরই রহস্য মহাসত্ত্বের নিকট প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান হইল;—তাঁহারা যেন স্ব স্ব উদর বিদীর্ণ করিয়া অন্ত্রগুলি বাহির করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে পরস্পরের নিকট গুহ্য প্রকাশ করিয়া তাঁহারা বলিলেন, "দেখিবেন, যেন ভুল না হয়; কাল ভোরে আসিয়া গৃহপতিপুত্রের প্রাণবধ করিতে হইবে।" অনন্তর তাঁহারা আসন হইতে উঠিয়া প্রস্থান করিলেন।

তাঁহারা চলিয়া গেলে মহাসত্ত্বের অনুচরেরা আসিয়া ডোঙ্গাটা তুলিয়া তাঁহাকে লইয়া গেল। তিনি স্নান করিলেন, বেশ-বিন্যাস করিলেন, উৎকৃষ্ট খাদ্য ভোজন করিলেন; এবং তাঁহার ভগিনী উডুম্বরা দেবী সেই রাত্রিতেই তাঁহার নিকট সংবাদ প্রেরণ করিবেন, ইহা অনুমান করিয়া দ্বারদেশে একজন বিশ্বস্ত লোক রাখিয়া তাহাকে বলিলেন, "কেহ রাজবাড়ী

* কুশ-জাতক, ৫ম খণ্ড, ১৯১-ম পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য।

হইতে আসিলে শীঘ্রই তাহাকে আমার নিকটে লইয়া যাইবে।” অতঃপর তিনি শয্যাপৃষ্ঠে শয়ন করিলেন।

ঐ সময়ে রাজাও শয়ন করিয়া মহৌষধের গুণাবলী স্মরণপূর্ব্বক ভাবিতেছিলেন, ‘মহৌষধের বয়স্ যখন সাত বৎসর মাত্র, তখন হইতে সে আমার সেবা করিতেছে। সে কখনও আমার কোন অনিষ্ট করে নাই; দেবতা যখন আমাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তখন মহৌষধ না থাকিলে আমার জীবনই রক্ষা হইত না। প্রতিহিংসাপরায়ণ শত্রুদিগের কথা শুনিয়া আমি এই অদ্বিতীয় পণ্ডিতের ‘প্রাণবধ কর’ বলিয়া তাহাদিগের হস্তে খড়্গ দিয়াছি! অহো! আমি কি অন্যায় কাজই করিয়াছি! কাল হইতে আমি ত এই পণ্ডিতবরকে দেখিতে পাইব না!’ এইরূপ চিন্তায় রাজার মনে মহাশোক জন্মিল; শরীর হইতে ঘর্ম্ম ছুটিল; শোকবেগে তাঁহার চিত্তের শান্তি অপগত হইল। উড়ুম্বরা দেবী তাঁহার সহিত এক শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন; তিনি রাজার অবস্থা দেখিয়া ভাবিলেন, ‘আমি কি কোন অপরাধ করিয়াছি, না অন্য কোন কারণে রাজার শোক জন্মিয়াছে?’ তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন:—

১০। দুর্ম্মনায়মান, ভূপ, আজ কি কারণ? কেন না বলিছ আজ মধুর বচন?
বিমনা হয়েছ আজ কোন্ দুশ্চিন্তায়? করেছে কি অপরাধ দাসী তব পায়?

রাজা বলিলেন,

১১। “প্রাজ্ঞ মহৌষধ বধ্য, কেন না সে শত্রু তব,”
একথা বলিল মোরে সেনকাদি মন্ত্রী সব।
বধিতে সে মহাপ্রাজ্ঞে দিনু আজ্ঞা না বিচারি;
ভাবি তাহা এবে মনে হইয়াছে দুঃখ ভারী।

ইহা শুনিয়া উড়ুম্বরা মহাসত্ত্বের জন্য পর্ব্বতপ্রমাণ শোকভারে নিষ্পেষিত হইতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন, ‘কোন উপায়ে রাজাকে এখন সান্ত্বনা দিয়া, ইনি যখন নিদ্রিত হইবেন, তখন আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে সংবাদ দিব।’ ইহা স্থির করিয়া তিনি বলিলেন, “আপনিই ত ইহা করিয়াছেন। আপনিই সেই গৃহপতিপুত্রকে মহৈশ্বর্য্য দান করিয়া বাড়াইয়া তুলিয়াছেন। আপনিই তাহাকে সৈনাপত্য দান করিয়াছেন। এখন লোকে বলিতেছে, সে আপনার শত্রু হইয়াছে। শত্রুকে ত কখনও ছোট মনে করিয়া তুচ্ছ করা যায় না। কাজেই মহৌষধের প্রাণবধ করাই আবশ্যক। আপনি সে জন্য চিন্তা করিতেছেন কেন?” সান্ত্বনা পাইয়া রাজার শোকবেগ হ্রাস হইল; তিনি নিদ্রিত হইলেন; উড়ুম্বরা শয্যা ত্যাগ করিয়া নিজ কক্ষে প্রবেশ করিলেন এবং এই পত্র লিখিলেন:—“মহৌষধ, পণ্ডিত চারিজন তোমার সম্বন্ধে মিথ্যা কথা বলিয়া রাজাকে বিরূপ করিয়াছে; তিনি ক্রুদ্ধ হইয়াছেন এবং কাল প্রাসাদের দ্বারদেশে তোমার বধের আজ্ঞা দিয়াছেন। কাল রাজভবনে না আসিলেই তোমার পক্ষে ভাল হয়; যদি আসিবে, তবে নগরবাসীদিগকে হস্তগত করিয়া বাধা দিতে সমর্থ হইয়া আসিও।” তিনি এই পত্রখানি একটা মোদকের ভিতর পুরিলেন, মোদকটী একগাছা সূতা দিয়া জড়াইলেন, উহা একটা নূতন পাত্রে রাখিলেন, উহার উপর সুগন্ধ চূর্ণ ছড়াইয়া দিলেন, পাত্রের মুখটা নিজের নামাঙ্কিত মুদ্রা দিয়া বন্ধ করিলেন এবং উহা একজন পরিচারিকার হাতে দিয়া বলিলেন, “তুমি এই মোদক আমার কনিষ্ঠকে দিয়া এস।” পরিচারিকা তাহাই করিল। পরিচারিকা রাত্রিকালে কিরূপে রাজভবনের বাহিরে গেল, তাহা বিস্ময়ের বিষয় নহে; কারণ রাজা প্রথমেই উড়ুম্বরাকে এই বর দিয়াছিলেন, (যে তাঁহার পরিচারিকারা যখন ইচ্ছা বাহিরে যাইতে পারিবে); কাজেই কেহ তাহাকে বারণ করিল না। বোধিসত্ত্ব রাজ্ঞীদত্ত উপহার গ্রহণ করিয়া পরিচারিকাকে বিদায় দিলেন; সে ফিরিয়া উড়ুম্বরাকে সেই কথা জানাইল। তখন উড়ুম্বরা গিয়া রাজার সঙ্গে আবার এক

শয্যায় শয়ন করিলেন। বোধিসত্ত্বও মোদকটী ভাঙ্গিয়া পত্রখানি পাঠ করিলেন এবং সমস্ত বৃত্তান্ত বুঝিয়া কর্ত্তব্য অবধারণপূর্ব্বক শয়ন করিলেন।

পরদিন পণ্ডিত চারি জন প্রত্যূষেই খড়্গ হস্তে লইয়া দ্বারান্তরালে মহৌষধের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহারা মহৌষধের দেখা না পাইয়া বিষণ্ণমনে রাজার নিকট গেলেন; রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা গৃহপতিপুত্রকে বধ করিয়াছেন ত?" তাঁহারা বলিলেন, "না, মহারাজ, আমরা তাহার দেখা পাইতেছি না।" এদিকে মহাসত্ত্ব অরুণোদয়-কালেই জানিতে পারিলেন যে, নগর তাঁহার হস্তগত হইয়াছে। তিনি স্থানে স্থানে রক্ষী স্থাপিত করিয়া, বহু অনুচরপরিবৃত হইয়া মহাড়ম্বরে রথারোহণ পূর্ব্বক রাজদ্বারে গমন করিলেন; রাজা প্রাসাদবাতায়ন উদ্‌ঘাটনপূর্ব্বক অবলোকন করিতেছিলেন; মহাসত্ত্ব অবতরণপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। রাজা ভাবিলেন, 'এ আমার শত্রু হইলে কখনও প্রণাম করিত না। তিনি মহাসত্ত্বকে ডাকাইয়া নিজে আসন গ্রহণ করিলেন, এবং যেন কিছুই জানেন না, এই ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, তুমি কাল গিয়াছ; আজ এত বিলম্বে আসিলে। আমাকে তুমি এমন ভাবে পরিত্যাগ কর কেন?

১২। প্রদোষ সময়ে কল্য করিলে গমন, ফিরিতে বিলম্ব এত হ'ল কি কারণ?
কি শুনি, কি শঙ্কা তব হয়েছে অন্তরে? বলেছে কি কেহ কিছু, হে প্রাজ্ঞ তোমারে?
বল সত্য, কিছু মাত্র না করি গোপন, এখন(ই) উত্তর তব করিব শ্রবণ।

মহাসত্ত্ব বলিলেন, "আপনি পণ্ডিত চারিজনের কথা শুনিয়া আমার বধের আজ্ঞা দিয়াছেন। সেই জন্যই আমি আসি নাই।" তিনি রাজাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন,

১৩। গত রজনীতে, ভূপ, ভার্য্যাকে গোপনে

বলিয়া থাকেন যদি "কথা মহৌষধে",
দেখুন ত ভাবি মনে, গুহ্য আপনার
হ'ল নাকি উদ্‌ঘাটিত? বলিলেন যাহা,
তখন(ই) তা' হ'ল মম শ্রবণগোচর।

ইহা শুনিয়া রাজা বুঝিলেন, উড়ুম্বরা সেই সময়েই মহৌষধকে সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া রাজ্ঞীর মুখের দিকে তাকাইলেন। তাহা দেখিয়া মহৌষধ বলিলেন "মহারাজ, আপনি রাজ্ঞীর প্রতি ক্রুদ্ধ হইতেছেন কেন। আমি অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান সমস্তই জানি; মানিলাম, মহারাজ, যে, আপনার রহস্য আপনার ভার্য্যাই প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু আচার্য্য সেনকপুক্কুশাদির রহস্য আমাকে কে বলিয়াছে, ভাবিয়া দেখুন ত? আমি ইঁহাদেরও রহস্য জানি।" অনন্তর তিনি সেনকের রহস্য বলিলেন:—

১৪। শালবনে সেনক যে করেছিল, ভূপ,
মহাপাপকর্ম্ম এক, আর্য্য-বিগর্হিত,
গোপনে বন্ধুকে তাহা বলিল দুর্ম্মতি।
আত্মগুহ্য কথা সেই করিল প্রকাশ
তখন(ই) তা' হ'ল মম শ্রবণগোচর।

রাজা সেনকের দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কথা সত্য কি!" সেনক বলিলেন, "হাঁ মহারাজ।" রাজা তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে বন্ধনাগারে লইয়া যাইতে আদেশ দিলেন। অতঃপর মহৌষধ পুক্কুশের রহস্য বলিলেন:—

১৫। আছে পুক্কুশের, ভূপ, ঊরুদেশে রোগ,
স্পর্শের অযোগ্য যাহা নৃপতিগণের।
বলিলেন সঙ্গোপনে এ রহস্য তিনি
ভ্রাতাকে নিজের। তাহা জানিলাম আমি।

রাজা পুক্কুশের দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহা সত্য কি?" পুক্কুশ বলিলেন,

"হাঁ, মহারাজ।" তখন রাজা তাঁহাকে বন্ধনাগারে প্রেরণ করিলেন। তাহার পর মহৌষধ কবীন্দ্রের রহস্য প্রকাশ করিলেন :—

৭৬। নরদেব-যক্ষাবেশে জন্মে কবীন্দ্রের
বড়ই ঘৃণিত পীড়া কখন কখন।
বলিলেন সঙ্গোপনে এ রহস্য তিনি
পুত্রকে নিজের। তাহা জানিলাম আমি।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "সত্য কি, কবীন্দ্র?" কবীন্দ্র বলিলেন, "সত্য।" রাজা তাঁহাকেও বন্ধনাগারে প্রেরণ করিলেন। পরিশেষে মহৌষধ দেবেন্দ্রের রহস্য উদ্ঘাটন করিলেন :—

৭৭। আটপ'লে মহামণি আপনার, নৃপ,
তব পিতামহে যাহা করিলেন দান
পুরাকালে দেবরাজ, দেবেন্দ্রের এবে
হইয়াছে হস্তগত। বলিলেন তিনি
নিজের মাতাকে এই আত্মগুহ্য কথা।
হল তাহা প্রকাশিত; জানিলাম আমি।

রাজা দেবেন্দ্রকেও জিজ্ঞাসা করিলেন, "সত্য কি?" দেবেন্দ্র বলিলেন, "সত্য।" রাজা তাঁহাকেও বন্ধনাগারে প্রেরণ করিলেন। যাঁহারা বোধিসত্ত্বকে বধ করিবেন বলিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই এইরূপে বন্ধনদশা প্রাপ্ত হইলেন। বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "আমি এই নিমিত্তই কহিয়াছিলাম যে, নিজের গুহ্য কথা অপরকে বলিতে নাই; যাঁহারা 'বলা যায়' এই মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহারা এখন মহাবিনাশ প্রাপ্ত হইলেন।" অনন্তর তিনি ইহা অপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর ধর্ম্ম বুঝাইবার জন্য কয়েকটী গাথা বলিলেন :—

৭৮। গুহ্য যাহা, গুহ্য তাহা রাখাই উচিত; গুহ্যের প্রকাশ কভু না হয় বিহিত।
যাবৎ না হয় নিজ অভীষ্ট নিষ্পন্ন, সযতনে গুহ্য সুধী রাখে প্রতিচ্ছন্ন।
হবে যবে ইষ্টলাভ, ইচ্ছা যদি হয়, প্রকাশ করিতে গুহ্য নাহি কোন ভয়।
৭৯। নয় গুহ্য প্রকাশের যোগ্য কদাচন; নিধিবৎ সদা ইহা করিবে রক্ষণ।
রহস্য প্রকাশ পেলে হিত যে হয় না, সুধীদের ভালমত আছে তাহা জানা।

৮০। রমণী, অমিত্র, আর মিত্র স্বার্থান্বেষী,
স্বার্থহেতু মন যার হয় বিচলিত,
মিত্রবেশে বলে এক, ভাবে অন্য রূপ—
পণ্ডিত যে, কখন(ও) সে ইহাদের ঠাঁই
নিজের রহস্য, ভূপ, করে না প্রকাশ।
৮১। অজ্ঞাত রহস্য নিজ যে করে প্রকাশ
কার(ও) ঠাঁই, থাকে সেই মন্ত্রভেদ-ভয়ে
চিরজীবনের তরে দাসবৎ তার।

৮২। যতই অধিক লোকে গুহ্য কার(ও) জানে, উদ্বেগ তাহার বাড়ে সেই পরিমাণে।
একারণ গুহ্য তব প্রকাশিতে নাই স্ত্রী-পুত্র-জননী-বন্ধু, কভু কার(ও) ঠাঁই।

৮৩। দিবসে বিবিক্ত স্থানে করিবে মন্ত্রণা,
রাত্রিকালে মৃদুস্বরে। আছে লুকাইয়া
শুনিতে মন্ত্রণা তব লোক কত স্থানে।
শুনিলে তাহারা শীঘ্র ঘটে মন্ত্রভেদ।*

* পঞ্চমখণ্ডের প্যাণ্ডর-জাতকের (৫১৮) ১৫—১৯শ গাথা।

মহাসত্ত্বের কথা শুনিয়া রাজা ভাবিলেন, 'ইহারা স্বয়ং রাজবৈরী হইয়াও মহৌষধকে আমার বৈরী প্রতিপন্ন করিতে চায়!' তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া আদেশ দিলেন, "যাও, এই লোক চারিটাকে নগরের বাহির করিয়া হয় শূলে আরোপণ কর, নয় ইহাদের শিরশ্ছেদ কর।" রাজকিঙ্করেরা তাঁহাদের বাহুগুলি পিঠমোড়া দিয়া বান্ধিল এবং প্রতি চৌমাথায় শতবার প্রহার করিতে করিতে লইয়া চলিল। ইহা দেখিয়া মহাসত্ত্ব বলিলেন, "মহারাজ, এই চারি ব্যক্তি আপনার বহুদিনের অমাত্য। ইঁহাদের অপরাধ ক্ষমা করুন।" রাজা তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিলেন এবং পণ্ডিতদিগকে ডাকাইয়া আনিয়া তাঁহাদিগকে মহাসত্ত্বের হস্তে দাসরূপে অর্পণ করিলেন। মহাসত্ত্ব তাঁহাদিগকে দাসত্ব হইতে মুক্তি দিলেন। রাজা বলিলেন, "তবে ইহারা আমার রাজ্যে বাস করিতে পারিবে না।" তিনি তাঁহাদিগের নির্ব্বাসনের আজ্ঞা দিলেন। তখন মহাসত্ত্ব আবার বলিলেন, "মহারাজ, এই অজ্ঞানান্ধদিগকে ক্ষমা করুন।" তাঁহার অনুরোধে রাজা উক্ত চারি ব্যক্তিকে ক্ষমা করিলেন এবং পুনর্ব্বার স্ব স্ব পদে প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন। রাজা ভাবিলেন, 'যখন শত্রুর প্রতিও মহৌষধের এইরূপ মৈত্রীভাব, তখন অন্যের প্রতি ইঁহার মনের ভাব না জানি আরও কত মধুর!' ইহা চিন্তা করিয়া তিনি মহৌষধের প্রতি অতীব প্রসন্ন হইলেন। এই সময় হইতে উক্ত চারি জন পণ্ডিত উৎপাটিতবিষদন্ত সর্পের ন্যায় নির্ব্বিষ হইয়া মহাসত্ত্বের বিরুদ্ধে আর কিছু বলিতে সাহস পাইলেন না।

পঞ্চপণ্ডিতপ্রশ্ন এবং পরিভেদ-কথা সমাপ্ত।

(১১)

এই সময় হইতে মহাসত্ত্ব রাজার অর্থধর্ম্মানুশাসক হইলেন। তিনি ভাবিতেন 'শ্বেতচ্ছত্র রাজার বটে; কিন্তু আমাকেই ত রাজ্যের সুশাসন করিতে হয়। অতএব আমাকে নিয়ত অপ্রমত্ত ভাবে চলিতে হইবে।' তিনি নগরে একটী মহাপ্রাকার নির্ম্মাণ করাইলেন, এবং ক্ষুদ্র-প্রাকারগুলির দ্বার ও অট্টালক সুরক্ষিত করিলেন। প্রাকারগুলির অন্তর্ব্বর্ত্তী স্থানেও অনেক অট্টালক নির্ম্মিত হইল এবং নগরের চতুর্দ্দিকে তিনটী পরিখা খাত হইল—জলপরিখা, কর্দ্দমপরিখা ও শুষ্ক পরিখা। নগরের অভ্যন্তরে যে সকল জীর্ণ গৃহ ছিল, তিনি সেগুলি মেরামত করাইলেন; বৃহৎ বৃহৎ তড়াগ খনন করাইয়া সে গুলিতে জল রাখিবার ব্যবস্থা করিলেন এবং নগরের সমস্ত শস্যভাণ্ডার ধান্যাদি খাদ্যশস্য দ্বারা পূর্ণ করাইয়া রাখিলেন। যে সকল তাপস হিমালয় হইতে রাজকুলে আগমন করিতেন, তিনি তাঁহাদিগের দ্বারা কর্দ্দম ও কুমুদবীজ* আনাইতেন। জলনির্গমের জন্য যে সকল নর্দ্দমা ছিল, তিনি সেগুলি পরিষ্কার করাইলেন এবং নগরের বহির্ভাগেও যে সকল জীর্ণ গৃহ ছিল সেগুলি মেরামত করাইলেন। এরূপ করিবার কারণ কি? অনাগত ভয়ের প্রতিবিধানই এই সকল কার্য্যের উদ্দেশ্য।

নগরে নানাদেশ হইতে বণিকেরা আসিতেন। মহাসত্ত্ব তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেন, "আপনারা কোথা হইতে আসিতেছেন।" "আমরা অমুক স্থান হইতে আসিতেছি", বণিকেরা এইরূপ উত্তর দিলে মহাসত্ত্ব আবার জিজ্ঞাসা করিতেন, "আপনাদের রাজা কি ভালবাসেন?" তাঁহারা বলিতেন, "অমুক দ্রব্য।" এইরূপ কথোপকথনের পর মহাসত্ত্ব তাঁহাদিগকে সম্মানের সহিত বিদায় দিতেন; নিজের এক শত এক জন যোদ্ধাকে আহ্বান করিয়া বলিতেন, "বাপু সকল, আমি যে সকল উপহার দিতেছি, সেইগুলি লইয়া এক শত এক রাজধানীতে

* পাঠান্তরে কর্দ্দমের পরিবর্ত্তে 'কুক্রস'-নামক শব্দের উল্লেখ আছে। কিন্তু 'কর্দ্দম' পাঠই গ্রাহ্য; কারণ, পরে দেখা যাইবে, ইহারই সাহায্যে এক রাত্রিতে ৬০ হাত দীর্ঘ কুমুদনাল জন্মিয়াছিল।

গমন কর এবং তোমাদের স্ব স্ব হিতকামনায় তত্রত্য রাজাদিগকে উপহারগুলি দান কর। তাহার পর সেই সেই স্থানেই বাস করিয়া রাজাদিগের সেবায় নিরত হইবে এবং তাঁহাদের কার্য্য ও মন্ত্রণা জানিয়া আমাকে সংবাদ দিবে। আমি তোমাদের দারাপত্যদিগের ভরণ-পোষণ নির্ব্বাহ করিব।" তিনি কোন রাজাকে উপহার দিবার জন্য কুণ্ডল, কাহারও জন্য সুবর্ণপাদুকা, কাহারও জন্য সুবর্ণমালা নির্ম্মাণ করাইতেন, ঐ সকল উপহারে নিজের নামাক্ষর চিহ্নিত করাইতেন, এবং সেগুলি উক্ত যোদ্ধাদিগের হাতে দিয়া বলিতেন, "যখন আমার প্রয়োজন হইবে, তখন এই সকল অক্ষরের অর্থ বিজ্ঞাপন করা যাইবে।" যোদ্ধারা উক্ত উপহারসমূহ লইয়া এক এক জনে এক এক রাজধানীতে যাইতেন, এবং তত্রত্য রাজাকে দিয়া বলিতেন, 'আমি মহারাজকে সেবা করিবার জন্য আসিয়াছি।' "কোথা হইতে আসিয়াছ?" জিজ্ঞাসিলে তাঁহারা যে স্থান হইতে গিয়াছেন, তাহা না বলিয়া অন্য স্থানের নাম করিতেন। উপহার পাইয়া সন্তুষ্ট হইয়া রাজারা তাঁহাদিগকে কোন না কোন কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন, এবং তাঁহারা ক্রমশঃ রাজাদিগের বিশ্বাসভাজন হইতেন।

এ সময়ে একবল রাজ্যে শঙ্খপাল-নামক রাজা আয়ুধ সজ্জিত ও সেনা সমবেত করিতেছিলেন। তাঁহার রাজধানীতে যে চর গিয়াছিলেন, তিনি মহৌষধকে পত্রে সমস্ত জানাইয়া লিখিলেন:—"এখানকার এই সংবাদ; কিন্তু কি উদ্দেশ্যে যে এই আয়োজন হইতেছে, তাহা জানিতে পারি নাই; আপনি কাহাকেও পাঠাইয়া তত্ত্ব অবগত হউন।" এই সংবাদ পাইয়া মহাসত্ত্ব এক শুকপোতককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "সৌম্য, তুমি একবল রাজ্যে গিয়া দেখ, রাজা শঙ্খপাল কি করিতেছেন, তাহার পর জম্বুদ্বীপ পরিভ্রমণ করিয়া আমাকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাও।" তিনি শুকশাবককে মধুমিশ্রিত লাজ ভক্ষণ করাইলেন, তাহার পক্ষসন্ধিদ্বয়ে শতপাক, সহস্রপাক তৈল মাখাইলেন এবং পূর্ব্বদিকের বাতায়নে অবস্থিত হইয়া উহাকে ছাড়িয়া দিলেন। শুকপোতক একবল নগরে গিয়া সেই চরের মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া জম্বুদ্বীপের কোথায় কি হইতেছে, অনুসন্ধান করিতে করিতে কাম্পিল্য রাজ্যের উত্তর পঞ্চাল নগরে উপস্থিত হইল।

উত্তর পঞ্চালে তখন চূড়নী ব্রহ্মদত্ত-নামক এক ব্যক্তি রাজত্ব করিতেন। কৈবর্ত্ত নামে এক প্রাজ্ঞ ও সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ তাঁহার অর্থধর্ম্মানুশাসক ছিলেন। একদিন কৈবর্ত্ত প্রত্যূষকালে (ব্রহ্মমুহূর্ত্তে) বিনিদ্র হইয়া দীপালোকে অলঙ্কৃত শয়নকক্ষ অবলোকন করিতে করিতে নিজের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া ভাবিতে লাগিলেন, "আমার এই ঐশ্বর্য্য প্রকৃতপক্ষে কাহার? ইহা অন্য কাহারও নহে; ইহা চূড়নী ব্রহ্মদত্তের। যিনি এত ঐশ্বর্য্যের দাতা, তাঁহাকে সমস্ত জম্বুদ্বীপের সর্ব্বপ্রধান রাজা করা আবশ্যক। তাহা করিতে পারিলে আমিও তাঁহার প্রধান পুরোহিত হইব।' এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি প্রভাত হইবামাত্র রাজার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজের সুনিদ্রা হইয়াছিল ত?" ইহার পর তিনি বলিলেন, "মহারাজ, একটা মন্ত্রণার বিষয় আছে।" রাজা বলিলেন, "আজ্ঞা করুন, আচার্য্য।" "মহারাজ, নগরের মধ্যে নিভৃত স্থান পাওয়া অসম্ভব; চলুন আমরা উদ্যানে যাই।" "বেশ, তাহাই করা যাউক, আচার্য্য", ইহা বলিয়া রাজা তাঁহার সহিত উদ্যানে যাত্রা করিলেন এবং সেনা বাহিরে রাখিয়া এবং স্থানে স্থানে প্রহরী নিযুক্ত করিয়া কেবল তাঁহাকে লইয়া উদ্যানে প্রবেশপূর্ব্বক মঙ্গলশিলাপট্টে উপবেশন করিলেন। শুকপোতক এই ব্যাপার দেখিয়া ভাবিল, 'নিশ্চয় ইহার কোন কারণ আছে; আজ মহৌষধ পণ্ডিতকে বলিবার উপযুক্ত কিছু শুনিতে পাইব।' সে উদ্যানে প্রবেশ করিয়া মঙ্গলশালবৃক্ষের পত্রান্তরে বিলীন হইয়া বসিয়া থাকিল।

রাজা কৈবর্ত্তকে বলিলেন, "কি বলিবেন, বলুন আচার্য্য।" কৈবর্ত্ত বলিলেন,

'আপনার কাণ আমার দিকে আসুন; আমাদের মন্ত্র চতুষ্কর্ণ* হইবে। মহারাজ যদি আমার কথামত কাজ করেন, তবে আপনাকে জম্বুদ্বীপের সর্ব্বপ্রধান রাজা করিতে পারিব।" রাজা অতীব আগ্রহের সহিত কৈবর্ত্তের কথা শুনিলেন এবং আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন, "বলুন আচার্য্য; আপনি যাহা বলিবেন তাহাই করিব।" "মহারাজ, আসুন, আমরা সেনা সংগ্রহ করিয়া প্রথমতঃ একটা ক্ষুদ্র নগর অবরোধ করি। আমি ক্ষুদ্র (পশ্চাৎ) দ্বার দিয়া নগরে প্রবেশপূর্ব্বক রাজাকে বলিব, 'মহারাজ, যুদ্ধে আপনার কোন প্রয়োজন নাই; আপনি কেবল আমাদের বশ্যতা স্বীকার করুন, আপনার রাজ্য আপনারই থাকিবে। যদি যুদ্ধ করেন, তবে আমাদের এই বিপুল বাহিনীদ্বারা নিশ্চয় আপনার মহাপরাজয় ঘটিবে।' তিনি যদি আমার কথামত কাজ করেন, তবে তাঁহাকে আমাদের পক্ষভুক্ত করিয়া লইব; নচেৎ যুদ্ধে তাঁহার প্রাণান্ত করিব এবং তাঁহার ও আমাদের, এই দুই সেনা লইয়া একটার পর একটী নগর অধিকার করিতে করিতে জম্বুদ্বীপের সমস্ত রাজ্য আত্মসাৎ করিয়া জয়পানোৎসব করিব।" এইরূপে এক শত এক জন রাজাকে আমাদের নগরে আনয়ন করিব; উদ্যানে আপান-মণ্ডপ প্রস্তুত করিব, সেখানে আসীন হইয়া ঐ সকল রাজা বিষমিশ্রিত সুরা পান করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইবে; আমরা তাহাদের শবগুলি গঙ্গায় নিক্ষেপ করিব। এইরূপে এক শত একটা রাজ্য আমাদের হস্তগত হইবে; আপনি জম্বুদ্বীপের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান রাজা বলিয়া পরিগণিত হইবেন।" রাজা বলিলেন, "এ অতি উত্তম প্রস্তাব, আচার্য্য; আমি ইহা কার্য্যে পরিণত করিব।" "মহারাজ, মন্ত্র চতুষ্কর্ণ, ইহা যেন মনে থাকে। আর কেহ যেন ইহা জানিতে না পায়। আপনি কালক্ষেপ না করিয়া শীঘ্র যুদ্ধযাত্রা করুন!" রাজা সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "যে আজ্ঞা; আমি তাহাই করিতেছি।" শুকপোতক সমস্ত শুনিতেছিল; মন্ত্রণা শেষ হইলে সে, লোকে যেমন ওলন ফেলে, সেইরূপে শাখা হইতে কৈবর্ত্তের মস্তকোপরি মলপিণ্ড নিক্ষেপ করিল। "এ কি" বলিয়া যেমন তিনি হাঁ করিয়া ঊর্দ্ধদিকে তাকাইলেন, অমনি শুকশাবক তাহার মুখের মধ্যে আর একটা মলপিণ্ড ফেলিয়া দিল এবং "কিরি, কিরি" রবে শাখা হইতে উড্ডীন হইয়া বলিল, "কৈবর্ত্ত, তুমি ভাবিয়াছিলে, তোমার মন্ত্র চতুষ্কর্ণ; এখন ইহা ষট্‌কর্ণ হইল; পরে অষ্টকর্ণ হইয়া বহুশতকর্ণ হইবে।" কৈবর্ত্ত প্রভৃতি "ধর" "ধর" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন; কিন্তু শুকপোতক বাতবেগে মিথিলায় গিয়া মহৌষধের গৃহে প্রবেশ করিল। উক্ত শুকপোতকের একটা নিয়ম এই ছিল যে, কোন-স্থান হইতে কোন সংবাদ আনিলে, উহা যদি কেবল মহৌষধের নিকটেই বক্তব্য হইত, তবে সে তাঁহার স্কন্ধোপরি অবতরণ করিত; এবং যদি উহা অমরা দেবীরও শ্রোতব্য হইত, তবে সে তাঁহার ক্রোড়ে অবতরণ করিত। এবার সে তাঁহার স্কন্ধোপরি অবতরণ করিল। এই সঙ্কেতে লোকে মনে করিল যে, কোন গুহ্য কথা আছে; কাজেই তাহারা সে স্থান হইতে চলিয়া গেল। মহৌষধ তাহাকে লইয়া প্রাসাদের সর্ব্বোচ্চতলে অধিরোহণপূর্ব্বক বলিলেন, "বৎস, কি দেখিয়াছ ও কি শুনিয়াছ, বল।" সে বলিল, "আমি সমস্ত জম্বুদ্বীপে আর কোথাও কোন রাজা হইতে ভয়ের কারণ দেখিতে পাই নাই, কিন্তু উত্তর পঞ্চাল নগরে চূড়নী ব্রহ্মদত্তের পুরোহিত রাজাকে উদ্যানে লইয়া গিয়া এক চতুষ্কর্ণ মন্ত্রণা করিয়াছেন; আমি শাখান্তরালে বসিয়া তাঁহার মুখে মলপিণ্ড নিক্ষেপ করিয়া আসিলাম।" অনন্তর সে যাহা দেখিয়াছিল ও যাহা শুনিয়াছিল, সমস্ত বৃত্তান্ত মহৌষধের নিকট সবিস্তর বলিল। মহৌষধ জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজা পুরোহিতের প্রস্তাবে সম্মতি দিয়াছেন কি?" শুকশাবক বলিল "হাঁ, তিনি সম্মতি দিয়াছেন।" মহৌষধ শুকশাবকের ক্লান্তি দূর করিবার জন্য যাহা কিছু কর্ত্তব্য তাহা করিলেন, এবং তাহাকে কোমলাস্তরণযুক্ত

* তুঃ—ষট্‌কর্ণো ভিদ্যতে মন্ত্রঃ।

সুবর্ণ পঞ্জরে শোওয়াইয়া ভাবিতে লাগিলেন; 'কৈবর্ত্ত বোধ হয় জানেন না যে, আমি মহৌষধ কি প্রকৃতির লোক। আমি তাঁহার মন্ত্রণাটী কিছুতেই কার্য্যে পরিণত হইতে দিব না।' নগরে যে সকল দুঃস্থ লোক বাস করিত, মহৌষধ তাহাদিগকে সরাইয়া নগরের বাহিরে বাস করাইলেন, এবং রাজ্যের জানপদ ও নগরোপকণ্ঠবাসী ঐশ্বর্য্যশালী গৃহস্থদিগকে আনাইয়া নগরমধ্যে বাস করাইলেন। তিনি বহু ধন ধান্যও সঞ্চয় করিয়া রাখিলেন।

এদিকে চূড়নী ব্রহ্মদত্ত কৈবর্ত্তের পরামর্শানুসারে চতুরঙ্গিণী সেনাসহ যাত্রা করিয়া একটা নগর অবরোধ করিলেন। কৈবর্ত্ত পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট কৌশলে ঐ নগরে প্রবেশ করিয়া তত্রত্য রাজাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, যুদ্ধ করিলে তাঁহার অনিষ্টের সম্ভাবনাই অধিক। ঐ রাজা চূড়নী ব্রহ্মদত্তের বশ্যতা স্বীকার করিলেন। অতঃপর তাঁহার ও নিজের এই দুই সেনা লইয়া চূড়নী ব্রহ্মদত্ত এক বিদেহরাজ ব্যতীত জম্বুদ্বীপের অপর সমস্ত রাজাকে আপনার বশতাপন্ন করিলেন। বোধিসত্ত্বের চরেরা সংবাদ দিতে লাগিলেন; "ব্রহ্মদত্ত এতগুলি নগর অধিকার করিলেন; আপনি সাবধান হইবেন।" ব্রহ্মদত্ত সাত বৎসর সাত মাস ও সাত দিনে বিদেহ ব্যতীত জম্বুদ্বীপস্থ অন্য সমস্ত রাজা জয় করিয়া কৈবর্ত্তকে বলিলেন, "আচার্য্য, চলুন আমরা মিথিলায় গিয়া বিদেহরাজ্য জয় করি।" কৈবর্ত্ত বলিলেন, "মহারাজ, যে নগর মহৌষধ পণ্ডিতের বাসস্থান, আমরা তাহা অধিকার করিতে সমর্থ হইব না। মহৌষধ বহুপ্রাজ্ঞ এবং উপায়কুশল।" কৈবর্ত্ত ব্রহ্মদত্তের নিকট একে একে মহৌষধের গুণাবলী এমনভাবে বর্ণনা করিলেন, যে বোধ হইল যেন আকাশে চন্দ্রমণ্ডল উদিত হইল।* কৈবর্ত্ত নিজেও উপায়কুশল ছিলেন; তিনি ব্রহ্মদত্তকে ভুলাইবার জন্য বলিলেন, "মিথিলা রাজ্যের আয়তন অল্প; সমস্ত জম্বুদ্বীপের† আধিপত্য আমাদের পক্ষে যথেষ্ট; মিথিলায় আমাদের প্রয়োজন কি?" তিনি রাজাকে এইভাবে বুঝাইয়া দিলেন; বশ্যতাপন্ন রাজারা কিন্তু বলিলেন, "আমরা মিথিলা অধিকার করিয়া জয়পানোৎসবে প্রবৃত্ত হইব।" কৈবর্ত্ত তাঁহাদিগকেও বারণ করিলেন। তিনি বলিলেন, "মিথিলা গ্রহণ করিলে আমাদের কি লাভ? সেখানকার রাজা এক হিসাবে আমাদের অনুগতও বটেন। চলুন, আমরা উত্তর পঞ্চালে প্রতিগমন করি।" কৈবর্ত্ত রাজাদিগকে এইরূপ বুঝাইলেন; তাঁহারও তাঁহার কথামত নিবর্ত্তন করিলেন। তখন মহাসত্ত্বের চরেরা তাঁহার নিকট সংবাদ পাঠাইলেন যে, ব্রহ্মদত্ত এক শত এক জন অনুগত রাজার সহিত, মিথিলায় না গিয়া নিজের রাজধানীতেই ফিরিয়াছেন। ইহার উত্তরে মহাসত্ত্ব লিখিয়া পাঠাইলেন, "এখন হইতে ব্রহ্মদত্ত কখন কি করেন, তাহা জানাইও।"

এদিকে, ব্রহ্মদত্ত এখন কি করিবেন, কৈবর্ত্তের সহিত তাহা মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। স্থির হইল যে, এখন জয়পানোৎসব করিতে হইবে। সে জন্য রাজোদ্যান অলঙ্কৃত হইল; রাজা ভৃত্যদিগকে আজ্ঞা দিলেন, উদ্যানে সহস্র ভাণ্ড পূর্ণ করিয়া সুরা রাখ, নানাবিধ মৎস্য মাংস প্রভৃতির আয়োজন কর। মহৌষধের চরেরা এ সংবাদও তাঁহাকে জানাইলেন, কিন্তু সুরার সঙ্গে বিষ মিশাইয়া যে রাজাদের প্রাণান্ত করিতে হইবে, এ কথা তাঁহারা জানিতেন না। মহাসত্ত্ব কিন্তু শুকপোতকের মুখে এ চক্রান্ত অবগত হইয়াছিলেন। তিনি চরদিগকে লিখিয়া পাঠাইলেন, "কোন্ দিন সুরা পানোৎসব হইবে নিশ্চয় জানিয়া আমাকে সংবাদ দিবে।" চরেরা জানিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিলেন। তাহা শুনিয়া মহৌষধ ভাবিলেন, 'মাদৃশ ব্যক্তি জীবিত থাকিতে এতগুলি রাজার প্রাণান্ত ঘটিলে অতি পরিতাপের কারণ হইবে। আমি এই সকল ব্যক্তির সহায় হইব।' এক সহস্র যোদ্ধা তাঁহার সঙ্গে এক সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তিনি উহাদিগকে ডাকাইয়া বলিলেন, "ভাই সকল, চূড়নী ব্রহ্মদত্ত না কি

* 'চন্দমণ্ডলং উট্ঠাপেত্বা' এই পাঠ গ্রহণ করিলাম। † মিথিলাও কিন্তু জম্বুদ্বীপের অংশ।

উদ্যান সজ্জিত করিয়া এক শত এক জন রাজার সঙ্গে সুরাপান করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। তোমরা গিয়া, ঐ সকল রাজা স্ব স্ব সজ্জিত আসনে উপবিষ্ট হইবার পূর্ব্বেই, চূড়নী ব্রহ্মদত্তের পার্শ্ববর্ত্তী মহার্হ আসনখানি 'এই আসন আমাদের রাজার' ইহা বলিয়া গ্রহণ করিবে। ঐ সকল রাজার লোকেরা জিজ্ঞাসা করিবে, 'তোমরা কাহার লোক?' তোমরা উত্তর দিবে, 'আমরা বিদেহরাজের লোক।' ইহাতে তাহারা তোমাদের সঙ্গে কলহ করিবে, বলিবে, 'আমরা এই সাত বৎসর সাত মাস সাত দিন নানা রাজ্য জয় করিয়া বেড়াইলাম; এক দিনও ত বিদেহরাজকে দেখিতে পাইলাম না। তিনি আবার কি রাজা? যাও, তাঁহার জন্য সকলের পশ্চাতে একটা আসন দেখিয়া লও।' তোমরা বলিবে, 'ব্রহ্মদত্ত ব্যতীত আর কেহই আমাদের রাজার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নন।' এইরূপে কলহ বৃদ্ধি করিয়া তোমরা বলিবে, 'আমাদের রাজার জন্য যদি উপযুক্ত আসন না পাওয়া যায়, তবে তোমাদিগকেও সুরাপান করিতে ও মৎস্য-মাংস খাইতে দিব না।' তোমরা মহাচীৎকার ও উল্লম্ফন করিতে করিতে তাহাদের মনে ত্রাস জন্মাইবে, বড় বড় দণ্ডের আঘাতে সুরাভাণ্ডগুলি ভাঙ্গিবে, মৎস্য মাংস প্রভৃতি ছড়াইয়া আহারের অযোগ্য করিবে, মহাবেগে সেনার মধ্যে প্রবেশ করিবে, দেবনগরপ্রবিষ্ট অসুরগণের ন্যায় কোলাহল উৎপাদন করিয়া বলিবে, 'আমরা মিথিলাবাসী মহৌষধ পণ্ডিতের লোক; যদি সাধ্য থাকে, আমাদিগকে ধর।' তোমরা যে সেখানে গিয়াছ, তাহা এইরূপে সকলকে জানাইয়া এখানে ফিরিয়া আসিবে।" যোদ্ধারা 'যে আজ্ঞা' বলিয়া তাঁহার আদেশমত কার্য্য করিতে সম্মত হইল এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পঞ্চবিধ আয়ুধ গ্রহণপূর্ব্বক নগর হইতে নিষ্ক্রমণ করিল। তাহারা উত্তর পঞ্চালে গিয়া নন্দনকাননের ন্যায় সুসজ্জিত রাজোদ্যানে প্রবেশ করিল, সুসজ্জিত শ্বেতচ্ছত্র, এক শত এক জন রাজার আসন প্রভৃতির মহতী শোভা দেখিতে পাইল, এবং মহৌষধ যাহা যাহা বলিয়া দিয়াছিলেন, সমস্তই সম্পন্ন করিল। তাহারা তত্রত্য সমস্ত লোক সংক্ষুব্ধ করিয়া মিথিলাভিমুখে প্রতিবর্ত্তন করিল; রাজপুরুষেরা গিয়া ব্রহ্মদত্তকে এই ব্যাপার জানাইল; তিনি বিষপ্রয়োগের যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা এইরূপে ব্যর্থ হইল দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন; এক শত এক জন রাজাও ক্রুদ্ধ হইলেন, কারণ তাঁহারা জয়পানের সুখ ভোগ করিতে পারিলেন না; সৈনিকেরাও ক্রুদ্ধ হইল, কেন না তাহারা বিনামূল্যে লভ্য সুরাপান হইতে বঞ্চিত হইল। ব্রহ্মদত্ত উক্ত রাজাদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "চলুন, আমরা মিথিলায় গিয়া খড়্গাঘাতে বিদেহরাজের মাথাটা কাটি এবং উহা পাদদলিত করিয়া আবার এখানে বসিয়া মনের সুখে জয়পান করি। আপনারা স্ব স্ব সৈন্য যুদ্ধযাত্রার্থ সজ্জিত করুন।" অনন্তর কোন গুপ্তস্থানে গিয়া তিনি কৈবর্ত্তকেও এই সঙ্কল্প জানাইলেন। তিনি বলিলেন, "আসুন আচার্য্য, যে শত্রু আমাদের ঈদৃশ ব্যবস্থায় অন্তরায় হইয়াছে, তাহাকে ধরিতেই হইবে। এই এক শত এক জন রাজার অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা আছে; তাহা লইয়া আমরা মিথিলায় যাইব।" ব্রাহ্মণ সুপণ্ডিত ছিলেন; তিনি ভাবিলেন, 'মহৌষধ পণ্ডিতকে পরাভূত করিব, আমাদের এমন সাধ্য নাই। এই অভিযান শেষে আমাদেরই লজ্জার কারণ হইবে। অতএব রাজাকে নিবর্ত্তন করা যাউক।' ইহা চিন্তা করিয়া তিনি বলিলেন, "ইহা বিদেহরাজের ক্ষমতায় ঘটে নাই; ইহা মহৌষধ পণ্ডিতের চক্রান্ত। এই মহৌষধ মহানুভাব; যতদিন তিনি মিথিলা রক্ষা করিবেন, ততদিন ঐ নগর সিংহরক্ষিতা গুহার ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ। আপনি যাহা করিতে চাহিতেছেন, তাহা শেষে আমাদেরই লজ্জার কারণ হইবে। অতএব এ অভিযানে কায নাই।" রাজা কিন্তু ক্ষত্রিয়-স্বভাবসুলভ অভিমানবশতঃ এবং ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া বলিলেন, "সে মহৌষধ কি করিবে?" তিনি কৈবর্ত্তের কথায় কর্ণপাত না করিয়া এক শত এক জন রাজাকে লইয়া এবং অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা দ্বারা পরিবৃত হইয়া যুদ্ধযাত্রা করিলেন। কৈবর্ত্ত রাজাকে

নিজের উপদেশ মত চালাইতে অক্ষম হইয়া ভাবিলেন, 'রাজাদিগের ইচ্ছার বিরোধী হইয়া চলা সঙ্গত নয়।' কাজেই তিনিও রাজার অনুগমন করিলেন।

এদিকে সেই এক সহস্র যোদ্ধা এক রাত্রিতেই মিথিলায় ফিরিয়া, উত্তরপঞ্চালে যে কাণ্ড করিয়া আসিয়াছে, মহাসত্ত্বকে তাহা জানাইল। তিনি প্রথমে যে সব চর পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহারাও পত্র লিখিয়া জানাইলেন, 'চূড়নী ব্রহ্মদত্ত বিদেহরাজকে বন্দী করিবার জন্য এক শত এক জন রাজা সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিয়াছেন; আপনি সাবধান হইবেন।" ইহার পর ক্রমাগত সংবাদ আসিতে লাগিল, "ব্রহ্মদত্ত আজ অমুক স্থানে, আজ অমুক স্থানে পৌঁছিয়াছেন; অমুক দিন তিনি মিথিলায় উপস্থিত হইবেন।" এই সকল সংবাদ পাইয়া মহাসত্ত্ব অধিকতর সাবধান হইলেন। বিদেহরাজ লোকমুখপরম্পরায় শুনিলেন যে, ব্রহ্মদত্ত না কি তাঁহার রাজধানী অধিকার করিতে আসিতেছেন।

অবিলম্বে এক দিন সন্ধ্যা হইতে না হইতেই ব্রহ্মদত্ত শত সহস্র উল্কা* জ্বালাইয়া সমস্ত মিথিলাপুরী পরিবেষ্টন করিলেন। তিনি নগরের চতুর্দ্দিকে প্রাকারের আকারে এক পঙ্‌ক্তিতে হস্তী, এক পঙ্‌ক্তিতে রথ এবং এক পঙ্‌ক্তিতে অশ্ব সন্নিবেশিত করিলেন এবং স্থানে স্থানে এক এক দল যোদ্ধা রাখিলেন। তাহার সৈনিকগণ হুহুঙ্কার করিতে লাগিল, উল্লম্ফন করিতে লাগিল, বাহ্বাস্ফোটন করিতে লাগিল, চীৎকার করিতে লাগিল, নৃত্য করিতে লাগিল ও গর্জ্জন করিতে লাগিল। আততায়ীদিগের দীপালোকে ও যুদ্ধাভরণের আভাসে সপ্তযোজনায়তনা মিথিলানগরী সমুদ্ভাসিত হইল; হস্তী, অশ্ব, রথ, পত্তি, তূর্য্য প্রভৃতির শব্দে পৃথিবী যেন বিদীর্ণ হইতেছে, এমন বোধ হইল। সেনক প্রভৃতি চারিজন পণ্ডিত প্রকৃত ব্যাপার জানিতেন না; তাঁহারা মহাকোলাহল শুনিয়া রাজার নিকটে গিয়া বলিলেন, "মহারাজ, ভয়ঙ্কর কোলাহল শুনা যাইতেছে; কি কাণ্ড ঘটিয়াছে তাহা জানিতে পারি নাই; ব্যাপারটা ত জানা আবশ্যক, মহারাজ।" ইহা শুনিয়া রাজা বলিলেন, "বোধহয়, ব্রহ্মদত্ত আসিয়াছেন।" তিনি প্রাসাদ-বাতায়ন খুলিয়া বাহিরে দৃষ্টিপাত করিয়া বুঝিলেন যে, সত্যসত্যই ব্রহ্মদত্ত আসিয়াছেন। ইহাতে অতিমাত্র ভীত হইয়া তিনি বসিয়া বসিয়া ঐ চারিজন পণ্ডিতকে বলিতে লাগিলেন, "এতদিনে আমাদের প্রাণ গেল; ব্রহ্মদত্ত কালই আমাদের সকলের জীবনান্ত করিবেন।" মহাসত্ত্বও ব্রহ্মদত্তের উপস্থিতি জানিতে পারিলেন; তিনি নির্ভয় সিংহের ন্যায় বিচরণপূর্ব্বক নগরের সমস্ত অংশে রক্ষী নিয়োজিত করিয়া রাজাকে আশ্বাস দিবার জন্য প্রাসাদে আরোহণ করিলেন এবং রাজাকে নমস্কার করিয়া একপার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া রাজা আশ্বস্ত হইলেন; তিনি ভাবিলেন; 'আমার এই পুত্র মহৌষধ পণ্ডিত বিনা আর কেহই আমার উপস্থিত দুঃখ মোচন করিতে পারিবে না।' তিনি বলিলেন,

১। সর্ব্বসেনা সঙ্গে লয়ে পঞ্চাল রাজ্যের
ব্রহ্মদত্ত অবরোধ করিলা এ পুরী।
অপ্রমেয় সেনাবল পঞ্চালরাজের;
ভাবি তাই হইয়াছি ভীত, মহৌষধ।

২। অশ্বারোহ, গজারোহ,† পত্তি অগণন,
সর্ব্ববিধ রণশাস্ত্রে নিপুণ যাহারা—

* উল্কা = মশাল।

† মূলে 'সেনা' পদের 'পিট্‌ঠিমতী' এই বিশেষণ আছে। টীকাকার বলেন, "পিট্‌ঠিয়া আনীতে বহুসম্ভারে গহেত্বা বিচরন্তেন বড্‌ঢকীবলেন সমন্নাগতা"; অর্থাৎ শস্ত্রের ভার পিঠে লইয়া একদল সূত্রধার সেই সেনার সঙ্গে আসিয়াছিল। কিন্তু আমি নূতন পালি অভিধানের অনুসরণ করিয়া 'পিট্‌ঠী' শব্দে 'গজপৃষ্ঠারোহী' ও 'অশ্বপৃষ্ঠারোহী' অর্থই গ্রহণ করিলাম। কারণ এই অর্থ মূলের অব্যবহিত পরবর্তী 'পত্তিমতী' পদের সহিত সুসঙ্গত। টীকাকারের ব্যাখ্যায় কষ্টকল্পনার আশ্রয় লইতে হইয়াছে।

সমর্থ অজ্ঞাতভাবে প্রবেশি নগরে
জানিতে অরাতি-শির—পঞ্চালের সেনা
হয়েছে গঠিত হেন মহাযোধ লয়ে।
ভেরীর, শঙ্খের শব্দ শুনি যুদ্ধকালে
জানে ওরা কি করিতে হইবে কখন।
শুন ওরা করিছে কি ভীষণ গর্জ্জন।

৩। লৌহবিদ্যা-বিশারদ কর্ম্মকারগণ
করেছে নির্ম্মাণ বর্ম্ম-শিরস্ত্রাণ আদি।
পরি তাহা, পরি নানা উজ্জ্বলাভরণ
সহস্র সহস্র শূর আছে ও সেনায়,
কেহ অশ্বে, কেহ গজে করি আরোহণ।*
কর্ম্মকার, সূত্রধার, গজাচার্য্য আদি
শিল্পী সব রয়েছে নিরত অনুক্ষণ,
প্রয়োজনমত কার্য্য করিতে সাধন।
অলঙ্কৃতা এই সেনা লক্ষ লক্ষ নরে।

৪। গূঢ়মন্ত্র মহাপ্রাজ্ঞ মন্ত্রী দশ জন
আছেন সেনায় না কি পঞ্চালরাজের।
ততোহধিক প্রজ্ঞাবতী জননী রাজার
একাদশ স্থান নিজে করি অধিকার
লন পরিচালনের ভার ও সেনার।†

* মূলে 'সেনা' পদের 'বামারোহিণী' এই বিশেষণ আছে। টীকাকার বলেন, "হত্থী চ অস্সে চ আরোহন্তা বামপস্সেন আরোহন্তীতি বামারোহিণীতি বুত্তাতি" অর্থাৎ হস্তী বা অশ্বে, আরোহণ করিবার কালে লোকে তাহার বামপার্শ্ব হইতে উঠে, এইজন্য গজসাদী ও অশ্বসাদীদিগকে 'বামারোহ' বলা যায়।

† ব্রহ্মদত্তের মাতা তলতার বুদ্ধিসম্বন্ধে টীকাকার একটী গল্প দিয়াছেন :—একদিন না কি একটা লোক এক নালিকা তণ্ডুল, কিছু পাথেয়ান্ন এবং এক সহস্র কার্ষাপণ লইয়া নদী পার হইতেছিল। সে নদীর মধ্যভাগে গিয়া গভীর জলে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে খাইতে তীরস্থ লোকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "যে পার, আমাকে উদ্ধার কর : আমার সঙ্গে এক নালি চাউল, এক পাত্র ভাত এবং এক হাজার কাহণ আছে। এই সকল দ্রব্যের মধ্যে আমি যাহা ভাল মনে করি, তাহাই পুরস্কার দিব।" এক বলবান্ ব্যক্তি ইহা শুনিয়া কষিয়া কাপড় পরিল এবং নদীতে পড়িয়া তাহাকে হাত ধরিয়া উপরে তুলিল। তাহার পর সে বলিল, "আমাকে কি দিবে, দাও।" লোকটা বলিল, "হয় তণ্ডুলনালি, নয় অন্নপুট লও।" "বা! আমি নিজের প্রাণ তুচ্ছজ্ঞান করিয়া তোমাকে বাঁচাইলাম ; আমি ও সব জিনিষে কি করিব ? আমাকে কাহণগুলি দাও।" "আমি বলিয়াছিলাম, এই তিন জিনিষের মধ্যে আমি যাহা ভাল মনে করি, তাহাই দিব ; এখন যাহা ভাল মনে করিতেছি, তাহাই দিতেছি; ইচ্ছা হয়, গ্রহণ কর ; না হয়, চলিয়া যাও।" ঐ বলবান্ ব্যক্তি নিকটস্থ এক ব্যক্তিকে এই ব্যাপার জানাইল ; সে বলিল, "উহার যাহা ভাল মনে হইতেছে, তাহাই দিতেছে ; তুমি উহাই গ্রহণ কর।" বলবান্ ব্যক্তি কিন্তু তাহা করিল না : সে বিনিশ্চয়াগারে গিয়া বিচারকদিগের নিকট অভিযোগ করিল ; তাঁহারাও সমস্ত শুনিয়া মধ্যস্থের মতেই মত দিলেন। বলবান্ ব্যক্তি ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া রাজার নিকট প্রতিবিচার প্রার্থনা করিল। রাজা সুবিচার করিতে জানিতেন না। তিনি বিচারকদিগকে ডাকাইয়া সমস্ত শুনিলেন এবং যে ব্যক্তি নিজের প্রাণ বিপন্ন করিয়া আর একজনকে উদ্ধার করিয়াছিল, তাহারই প্রতিকূলে বিচার করিলেন। ঐ সময়ে রাজমাতা তলতাদেবী অদূরে থাকিয়া রাজার কুবিচার প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন। তিনি রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বাবা, তুমি বুঝিয়া সুঝিয়া বিচার করিয়েছ ত ?" রাজা বলিলেন, "মা, আমি যথাজ্ঞান বিচার করিয়াছি ; আপনি ইহা হইতে ভাল বিচার করিতে পারেন ত করুন।" "তাহাই করিতেছি" বলিয়া তলতাদেবী নদী হইতে উদ্ধৃত সেই ব্যক্তিকে ডাকাইয়া বলিলেন, "বাপু, তোমার হাতের দ্রব্য তিনটা ভূমিতে রাখত।" সে দ্রব্য তিনটি ভূমিতে রাখিল। তখন তলতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি জলে পড়িয়া কি বলিয়াছিলে ?" সে পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছিল, এখনও তাহাই বলিল। তখন তলতা বলিলেন, "এই দ্রব্য তিনটার মধ্যে তুমি যাহা ভাল মনে কর, তাহা তুলিয়া লও।" সে কার্ষাপণগুলি তুলিয়া কিয়দ্দূর চলিয়া গেল। তখন তলতা তাহাকে আবার ডাকাইয়া বলিলেন, "বাছা, তুমি তবে সহস্র কার্ষাপণই ভাল মনে কর।" সে বলিল, "হাঁ মা!" "তুমি

৫। এক শত এক জন ক্ষত্রিয় ভূপাল,
পরাস্ত কিন্তু এবে হতরাজ্য সবে,—
আসিয়াছে ব্রহ্মদত্তে সাহায্য করিতে।
বড়ই মনের দুঃখে, মহাভয়ে তারা
হয়েছে আজ্ঞানুবর্তী পঞ্চালরাজের।

৬। বলে তারা মুখে যাহা, তুষিতে পাঞ্চালে
সম্পাদে তাহাই সবে; নাই ইচ্ছা, তবু
প্রিয়ভাবে ব্রহ্মদত্তে সম্ভাষে সতত।
নাই ইচ্ছা, তবু করি বশ্যতা স্বীকার
হইয়াছে অনুগামী পঞ্চালরাজের।

৭। এ বিপুলা সেনা লয়ে পঞ্চালাধিপতি
করিয়াছে, মহৌষধ, ত্রিসন্ধিবেষ্টিত *
বিদেহের রাজধানী মিথিলা নগরী।
করিতেছে চারিদিকে পরিখা খনন।

৮। জ্বলিতেছে উল্কা সব দেখ চতুর্দ্দিকে
অগণন, নভস্তলে নক্ষত্রের মত।
কর নির্দ্ধারণ, বৎস, কি উপায়ে এই
আসন্ন বিপৎ হ'তে পাব পরিত্রাণ।

রাজার কথা শুনিয়া মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, 'এই রাজা মরণভয়ে অতীব ভীত হইয়াছেন; যেমন রোগার্ত্তের শরণ বৈদ্য, ক্ষুধার্ত্তের শরণ ভোজন, পিপাসার্ত্তের শরণ পানীয়, সেইরূপ ইঁহারও শরণ আমা ভিন্ন অন্য কেহ নয়। অতএব ইঁহাকে আশ্বাস দেওয়া যাউক।' ইহা স্থির করিয়া মহাসত্ত্ব মনঃশিলাতলস্থ সিংহের ন্যায় গম্ভীরনাদে বলিলেন, "কোন ভয় নাই, মহারাজ। আপনি নিশ্চিন্তমনে রাজসুখ সেবা করিতে থাকুন। লোকে যেমন লোষ্ট্রহস্তে লইয়া কাক তাড়ায়, কিংবা ধনু হাতে লইয়া মর্কট তাড়ায়, আমিও সেইরূপ অবলীলাক্রমে এই অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী এমন ভাবে পলায়নপর করিব যে, কেহ নিজের উদরাচ্ছাদনখানি পর্য্যন্ত লইয়া যাইতে পারিবে না।

৯। থাকুন নিশ্চিন্ত, নৃপ; কোন ভয় নাই;
লভুন বিশ্রাম, পাদ করি প্রসারণ।
করুন চিত্তের সদা স্ফূর্ত্তি সম্পাদন
রাজসুখ-ভোগে। আমি করিব উপায়,
হবে যাতে ব্রহ্মদত্ত পলায়নপর,
পরিত্যাগ করি এই পঞ্চাল-বাহিনী।"

রাজাকে এইরূপে আশ্বাস দিয়া মহৌষধ প্রাসাদের বাহিরে গেলেন এবং নগরে উৎসবভেরী বাজাইতে আজ্ঞা দিলেন। তিনি নাগরিকদিগকে বলিলেন, "তোমরা কোন দুশ্চিন্তা করিও না; এক সপ্তাহকাল মালাগন্ধবিলেপন ভোগ কর; পানভোজনে প্রবৃত্ত

বলিয়াছিলে কি না যে, এই তিন দ্রব্যের মধ্যে আমি যাহা ভাল মনে করি, তাহাই দিব?" 'হাঁ, আমি অবশ্যই বলিয়াছিলাম।" "তবে তোমার উদ্ধারকর্ত্তাকে সহস্র কার্ষাপণই দাও।" লোকটা নিরুপায় হইয়া রোদন ও পরিদেবন করিতে করিতে কার্ষাপণগুলিই দিল। অমাত্যের এই সুবিচার দেখিয়া রাজা ও অমাত্যগণ হৃষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে সাধুকার দিলেন; অমাত্যের প্রজ্ঞার কথা সর্ব্বত্র প্রকটিত হইল।

* টীকাকার বলেন, "হস্তী ও রথসমূহের অন্তর্ব্বর্ত্তী ভাগ এক সন্ধি; রথ ও অশ্বের অন্তর্ব্বর্ত্তী ভাগ এক সন্ধি এবং অশ্ব ও পদাতিদিগের অন্তর্ব্বর্ত্তী ভাগ এক সন্ধি। পূর্ব্বে কিন্তু বলা হইয়াছে যে, হস্তিপ্রাকার, রথপ্রাকার ও অশ্বপ্রাকার, এই তিন প্রাকার দ্বারা নগর অবরুদ্ধ হইয়াছিল। ইহার সঙ্গে পদাতি-পঙ্‌ক্তি যোগ না করিলে ত্রিসন্ধি পাওয়া যায় না।

হও; উৎসবকেলি করিতে থাক। নগরে যেখানে সেখানে লোকে ইচ্ছামত প্রচুর মদ্যপান করুক, গান করুক, বাদ্য করুক, নৃত্য করুক, চীৎকার করুক, গর্জ্জন করুক, বাহু স্ফোটন করুক। ইহাতে যে ব্যয় হইবে. আমি তাহা দিব। আমার নাম মহৌষধ পণ্ডিত; আমার কি ক্ষমতা, একবার দেখ।" ইহা শুনিয়া নগরবাসীরা আশ্বস্ত হইল এবং উক্তরূপে আমোদ-প্রমোদ করিতে লাগিল। যাহারা নগরের বহির্ভাগে বাস করিত, তাহারা এই গীতবাদ্যের শব্দ শুনিতে পাইল। পশ্চাদ্দ্বার দিয়া লোকে নগরে প্রবেশ করিতে লাগিল। শত্রু ব্যতীত অন্য কোন লোক দেখিলে তাহাকে বন্দী করিবার নিয়ম ছিল না; কাজেই বাহিরের লোকেও নগরের ভিতরে যাইতে পারিল। তাহারা নগরে প্রবেশ করিয়া উৎসবমত্ত নাগরিকদিগকে দেখিতে লাগিল।

চূড়নী ব্রহ্মদত্ত নগরের কোলাহল শুনিয়া অমাত্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভো অমাত্যগণ; আমরা অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা লইয়া নগর অবরোধ করিয়াছি; তথাপি নগরবাসীদিগের কোন ভয় বা উদ্বেগের লক্ষণ দেখা যাইতেছে না; তাহারা মহানন্দে, মনের স্ফূর্ত্তিতে বাহু স্ফোটন করিতেছে, চীৎকার করিতেছে, গান করিতেছে। ইহার কারণ কি বলুন ত?" তাঁহার নিকট মহাসত্ত্বের যে সকল গুপ্তচর ছিলেন. তাঁহারা মিথ্যা বলিয়া এই প্রশ্নের উত্তর দিলেন:-"আমরা একটা কার্য্যোপলক্ষ্যে পশ্চাদ্দ্বার দিয়া নগরে প্রবেশ করিয়াছিলাম এবং উৎসবনিমগ্ন লোকসমূহ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, 'জম্বুদ্বীপের সমস্ত রাজা আসিয়া তোমাদের নগর অবরোধ করিয়াছেন; আর তোমরা সকলে অতি অসতর্ক ভাবে রহিয়াছে। ব্যাপার কি বল ত?' তাহারা বলিয়াছিল, 'আমাদের রাজার কুমারকালে একটী বাসনা ছিল যে, জম্বুদ্বীপের সমস্ত রাজা নগর পরিবেষ্টন করিলে তিনি উৎসব করিবেন। আজ তাঁহার সেই মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে; এই নিমিত্ত তিনি উৎসব ভেরী বাজাইতে আজ্ঞা দিয়া স্বয়ং মহাতলে মহাপানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।"

ইহা শুনিয়া ব্রহ্মদত্তের মহাক্রোধ হইল; তিনি এক দল সেনাকে আজ্ঞা দিলেন, "নগরের চারিদিকে যেখানে সেখানে গিয়া পড়; পরিখা ভেদ (পূর্ণ) করিয়া প্রাকার মর্দ্দন কর; তোরণাট্টালকগুলি চূরমার কর; নগরে প্রবেশ করিয়া, লোকে যেমন শকটে কুষ্মাণ্ড বোঝাই করে, সেই ভাবে নাগরিকদিগের মাথা বোঝাই কর, এবং বিদেহরাজের মাথাটা আমার নিকট লইয়া আইস।" এই আদেশ পাইয়া বীর্য্যবান্ যোধগণ নানাবিধ আয়ুধ লইয়া নগরদ্বারসমীপে ছুটিয়া গেল; মহাসত্ত্বের লোকে তপ্ত মল* বর্ষণ, কর্দ্দমসেচন এবং পাষাণাদিনিক্ষেপ দ্বারা তাহাদিগকে এমন উপদ্রুত করিল যে, তাহারা হটিয়া গেল। যাহারা প্রাকার ভগ্ন করিবার উদ্দেশ্যে পরিখার মধ্যে অবতীর্ণ হইয়াছিল, তাহাদিগকেও প্রাকার ও পরিখার অন্তর্ব্বর্ত্তী অট্টালকসমূহে অবস্থিত লোকে শরশক্তিতোমরাদির প্রহারে দলে দলে নিহত করিল। পণ্ডিতের যোদ্ধৃগণ ব্রহ্মদত্তের যোদ্ধাদিগকে হস্তভঙ্গী দেখাইয়া নানাপ্রকারে তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিল এবং প্রাকারের উপর বিচরণ করিতে করিতে সুরা পান করিয়া ও মৎস্যমাংস খাইয়া সুরাপাত্র ও মাংসাদিপাকের শূলগুলি হাত বাড়াইয়া দেখাইয়া বলিতে লাগিল, "তোমরা খাদ্যপানীয় না পেয়ে থাক ত কিছুক্ষণের জন্য ভিতরে এস না? কিছু খেয়ে যাও।" ফলতঃ ব্রহ্মদত্তের সেনা কিছুই করিতে না পারিয়া, তাঁহার নিকটে ফিরিয়া গিয়া বলিল, "মহারাজ, ঋদ্ধিমান্ (ঐন্দ্রজালিক) ব্যতীত অন্য কেহই পরিখা পার হইতে পারে না।"

---

* মূলে 'পকমাল' আছে। হয় ইহা 'পকমল' হইবে; নচেৎ 'সক্খরকদ্দম' এই পাঠান্তর গ্রহণ করিতে হইবে। সক্খরা = খাপড়া; ভাঙ্গা হাঁড়ি ইত্যাদি।

ব্রহ্মদত্ত মিথিলার পুরোভাগে চারি পাঁচ দিন অতিবাহিত করিলেন; কিন্তু নগর অধিকার করিবার কোন উপায় দেখিতে পাইলেন না। অতঃপর তিনি কৈবর্ত্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচার্য্য, আমরা ত নগর অধিকার করিতে অসমর্থ; এক প্রাণীও ইহার নিকটে পর্য্যন্ত যাইতে পারিল না! এখন কর্ত্তব্য কি?" কৈবর্ত্ত বলিলেন, "ও কথা রেখে দিন, মহারাজ। নগরমাত্রেই বাহির হইতে জল পায়। আমরা জল বন্ধ করিয়া নগর অধিকার করিব। নগরবাসীরা জলাভাবে কাতর হইয়া দ্বার উদ্‌ঘাটন করিবে।" রাজা বলিলেন, "এ একটা ভাল উপায় বটে।" তিনি জল বন্ধ করিবারই ব্যবস্থা করিলেন; তাঁহার লোকে অপর কাহাকেও জলাশয়গুলিতে যাইতে দিল না। মহাসত্ত্বের গুপ্তচরেরা একখানি পত্রে এই বৃত্তান্ত লিখিয়া উহা একটা শরের কাণ্ডে বান্ধিলেন এবং ঐ শর নগর মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। মহাসত্ত্ব প্রথমেই আজ্ঞা দিয়া রাখিয়াছিলেন, যে কেহ শরকাণ্ডে পত্র দেখিতে পাইবে, সে যেন তৎক্ষণাৎ উহা তাঁহার নিকট লইয়া যায়। কাজেই যখন এক জন যোদ্ধা ঐ শর দেখিতে পাইল, তখন(ই) সে উহা তুলিয়া লইয়া মহাসত্ত্বকে দেখাইল। তিনি ব্রহ্মদত্তের উপায় অবগত হইয়া ভাবিলেন, 'মহৌষধের যে কত পাণ্ডিত্য তাহা ত ব্রহ্মদত্তের জানা নাই।' তিনি ষাট হাত লম্বা একখানা বাঁশ দুই ভাগে চিরাইয়া উহার ভিতরের গাঁটগুলি কাটাইয়া ফেলিলেন; এবং ঐ দুই খণ্ড পুনর্ব্বার যোড়াইয়া চামড়া দিয়া বান্ধাইয়া তাহার উপর কাদা লেপাইলেন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তিনি ঋদ্ধিমান্ তাপসগণের দ্বারা হিমালয় হইতে কর্দ্দম ও কুমুদবীজ আনাইয়াছিলেন। এখন পুষ্করিণীর তীরে সেই কর্দ্দমে সেই বীজ রোপণ করিলেন এবং বীজের উপরে ঐ বাঁশটা রাখিয়া উহা জলে পূর্ণ করিলেন। এক রাত্রির মধ্যেই কুমুদনাল এত বর্দ্ধিত হইল যে, তাহার পুষ্পটী বাঁশের আগার এক অরত্নি উপরে শোভা পাইতে লাগিল*। তখন নালটা উৎপাটন করাইয়া তিনি নিজের ভৃত্যদিগের হাতে দিয়া বলিলেন "এটা ব্রহ্মদত্তকে দাও।" ভৃত্যেরা উহা বলয়াকারে কুণ্ডলিত করিয়া নিক্ষেপ করিবার কালে বলিল, "ওহে ব্রহ্মদত্তের লোক জন; তোমরা খিদেয় মরো না; এই কুমুদটা লও; ফুলটা দিয়া গা সাজাও; দণ্ডটা পেট পূরে খাও।" ব্রহ্মদত্তের সেবকদিগের মধ্যে মহাসত্ত্বের যে সকল গুপ্তচর ছিলেন, তাঁহাদেরই একজন কুমুদনালটা তুলিয়া লইলেন এবং উহা ব্রহ্মদত্তের নিকটে লইয়া বলিলেন, "দেখুন, মহারাজ, এই পুষ্পের দণ্ডটা! পূর্ব্বে এত দীর্ঘ দণ্ড কেহ কখনও দেখে নাই।" ব্রহ্মদত্ত বলিলেন, "মাপ ত"। গুপ্তচরেরা ষাট হাত দণ্ড 'আশী হাত হইল' বলিলেন। 'ইহা কোথায় জন্মে" জিজ্ঞাসিলে এক জন চর মিথ্যা কথার ঘটা করিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আমি একদিন পিপাসার্ত্ত হইয়া সুরাপানের জন্য পশ্চাদ্দ্বার দিয়া নগরে প্রবেশ করিয়াছিলাম; দেখিলাম সেখানে নগরবাসীদিগের জলকেলির জন্য একটা প্রকাণ্ড পুষ্করিণী আছে; বহুলোকে নৌকায় চড়িয়া সেখানে ফুল তুলিতেছে। এই কুমুদনাল সেই পুষ্করিণীর তীরসন্নিধানে জন্মিয়াছে। গভীর জলে জন্মিলে ইহা শত হস্ত দীর্ঘ হইত।" ইহা শুনিয়া ব্রহ্মদত্ত কৈবর্ত্তকে বলিলেন, "জলক্ষয় করিয়া নগর অধিকার করিব, এ আশা বৃথা। আপনি এ মন্ত্রণা ত্যাগ করুন।" কৈবর্ত্ত বলিলেন, "তবে, মহারাজ, আমরা শস্য বন্ধ করিয়া নগর অধিকার করিব, কারণ নগরবাসীরা বাহির হইতেই শস্য পাইয়া থাকে।" "বেশ, তাহাই করুন, আচার্য্য।" বোধিসত্ত্ব পূর্ব্ববৎ এই মন্ত্রণাও জানিতে পারিলেন; তিনি ভাবিলেন, 'কৈবর্ত্ত ব্রাহ্মণ ত আমার পাণ্ডিত্যের প্রমাণ জানেন না।' তিনি প্রাকারমস্তকে কর্দ্দম দেওয়াইয়া তাহাতে ধান্য রোপণ করাইলেন। বোধিসত্ত্বদিগের অভিপ্রায় সকল সময়েই সফল হয়। এক রাত্রির মধ্যেই ধান গাছগুলি

* অরত্নি—কনুই হইতে কনিষ্ঠার অগ্র পর্য্যন্ত।

অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত হইয়া প্রাকারের উপরি দেখা দিল; তাহা দেখিয়া ব্রহ্মদত্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওহে, প্রাকারের উপর হরিদ্বর্ণ ও কি দেখা যাইতেছে?" মহাসত্ত্বের একজন গুপ্তচর যেন তাঁহার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিলেন, "মহারাজ, গৃহপতিপুত্র মহৌষধ অনাগত ভয়ের আশঙ্কায় রাজ্যের সর্ব্বস্থান হইতে ধান্য আহরণ করাইয়া ভাণ্ডারসমূহ পূর্ণ করাইয়াছেন এবং যাহা উদ্বৃত্ত ছিল, তাহা প্রাকারপার্শ্বে নিক্ষেপ করাইয়াছেন। সেই নিক্ষিপ্ত ধান্য রৌদ্রে শুষ্ক হইয়া এবং বৃষ্টিতে সিক্ত হইয়া এখন গাছে পরিণত হইয়াছে। আমি এক দিন কোন কার্য্যবশতঃ পশ্চাদ্দ্বার দিয়া নগরে গিয়াছিলাম এবং প্রাকারপার্শ্বস্থ ধান্যরাশি হইতে এক মুষ্টি লইয়া রাস্তায় ছড়াইয়াছিলাম। ইহা দেখিয়া লোকে পরিহাস করিয়া বলিয়াছিল, 'বোধ হয়, তোমার ক্ষিদে পেয়েছে; কাপড়ের কোণে ধান বান্ধিয়া লও এবং বাড়ীতে গিয়া রান্ধাইয়া খাও।' ইহা শুনিয়া রাজা কৈবর্ত্তকে বলিলেন, "আচার্য্য, নগর অধিকার করিবার জন্য ধান্য ক্ষয় করা অসম্ভব। এ উপায়ও অনুপায়।" কৈবর্ত্ত বলিলেন, "তবে, মহারাজ, ইন্ধনক্ষয় দ্বারা আমরা ইহা জয় করিব। সকল নগরেই বাহির হইতে ইন্ধন গিয়া থাকে।" "তাহাই করুন, আচার্য্য," ইহা বলিয়া রাজা এই প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন। মহাসত্ত্ব পূর্ব্ববৎ ইহা জানিতে পারিলেন; তিনি প্রাকারমস্তকে রাশীকৃত দারু রাখিলেন; সেগুলি ধানগাছের উপর দিয়া দেখা যাইতে লাগিল। মহাসত্ত্বের লোকেরা ব্রহ্মদত্তের লোকদিগকে পরিহাস করিয়া বলিতে লাগিল, "ক্ষিদে পেয়েছে? এই কাঠ লও; ইহা দিয়া যাউভাত পাক করিয়া খাও গিয়া।" ইহা বলিয়া তাহারা বড় বড় কাঠ ফেলিয়া দিতে লাগিল। ব্রহ্মদত্ত প্রাকারমস্তকের দিকে দৃষ্টি করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঐ যে কাঠের মত দেখা যাইতেছে, উহা কি?" বোধিসত্ত্বের গুপ্তচরেরা বলিলেন, "গৃহপতিপুত্র অনাগত ভয়ের সম্ভাবনা দেখিয়া প্রচুর কাষ্ঠ আহরণ করাইয়াছেন এবং প্রতি গৃহের পশ্চাদ্‌ ভাগে রাখাইয়াছেন। যে কাঠ রাখিবার আর স্থান পাওয়া যায় নাই, তাহা প্রাকারের পার্শ্বে নিক্ষেপ করা হইতেছে।" ইহা শুনিয়া রাজা কৈবর্ত্তকে বলিলেন, "আচার্য্য, নগর অধিকার করিবার জন্য দারুক্ষয় ঘটানও অসম্ভব। অতএব এ উপায় ছাড়িয়া দিন।" কৈবর্ত্ত বলিলেন, "ভাবিবেন না, মহারাজ। আরও উপায় আছে" "আবার কি নূতন উপায়, আচার্য্য? আমি ত আপনার উপায়ের অন্ত পাইতেছি না। আমরা কিছুতেই বিদেহের রাজধানী হস্তগত করিতে পারিব না। চলুন, আমরা স্বীয় নগরে প্রতিগমন করি।" "মহারাজ, চূড়নী ব্রহ্মদত্ত এক শত এক জন রাজার সাহায্য পাইয়াও বিদেহ জয় করিতে পারিলেন না, ইহা যে বড় লজ্জার কারণ হইবে। কেবল মহৌষধই যে পণ্ডিত তাহা নয়; আমিও পণ্ডিত বটি। আমি একটা কৌশল প্রয়োগ করিতেছি।" "কি কৌশল, আচার্য্য?" "আমি ধর্ম্মযুদ্ধ করিব।" "ধর্ম্মযুদ্ধ কাহাকে বলে?" "মহারাজ, এ যুদ্ধ সেনায় সেনায় নয়; দুই রাজার দুই পণ্ডিত এক স্থানে উপস্থিত হইবেন, তাঁহাদের মধ্যে যিনি অপরকে বন্দনা করিবেন, তিনিই পরাজিত হইবেন। মহৌষধ এই মন্ত্র (ব্যবস্থা?) জানেন না; আমি বৃদ্ধ, তিনি যুবক; তিনি আমাকে দেখিয়া নিশ্চয় প্রণাম করিবেন; তাহাতেই বিদেহরাজ পরাজিত হইবেন। আমরা বিদেহরাজকে এইরূপে পরাস্ত করিয়া স্বীয় নগরে প্রতিগমন করিব। ইহাতে আমাদের লজ্জার কোন কারণ থাকিবে না। মহারাজ, ইহারই নাম ধর্ম্মযুদ্ধ।" মহাসত্ত্ব পূর্ব্ববৎ উপায়ে এই চক্রান্তও অবগত হইলেন। তিনি ভাবিলেন, 'কৈবর্ত্ত যদি আমাকে পরাজয় করেন, তবে আমার পণ্ডিত নাম বৃথা।' ব্রহ্মদত্ত বলিলেন, "এ অতি উত্তম কৌশল, আচার্য্য।" তিনি এই পত্র লেখাইয়া বিদেহরাজের নিকট পাঠাইলেন:—কল্য পণ্ডিতদ্বয়ের মধ্যে ধর্ম্মযুদ্ধ হইবে। যথাধর্ম্ম ও বিনাপক্ষপাতে উভয়ের জয় পরাজয়

ঘটিবে। যিনি ধর্ম্মযুদ্ধ করিবেন না, তিনি পরাজিত বলিয়া গণ্য হইবেন।" এই পত্র পাইয়া বিদেহরাজ মহাসত্ত্বকে ডাকাইলেন এবং তাঁহাকে বৃত্তান্ত জানাইলেন। মহাসত্ত্ব বলিলেন, "এ উত্তম প্রস্তাব, মহারাজ। আপনি বলিয়া পাঠান যে, কাল সকালেই ধর্ম্মযুদ্ধ হইবে। পশ্চিম দ্বারের নিকট যেন ধর্ম্ম-যুদ্ধমণ্ডল সজ্জিত থাকে এবং ধর্ম্মযুদ্ধ দেখিবার জন্য যেন সেখানে সকলে সমবেত হয়।" ইহা শুনিয়া রাজা আগত দূতের হস্তে উত্তর দেওয়াইলেন। পরদিন বিদেহের লোকে কৈবর্ত্তের পরাজয় কামনা করিয়া পশ্চিমদ্বারের নিকট ধর্ম্মযুদ্ধ-মণ্ডল সজ্জিত করিল। ব্রহ্মদত্তের অনুচর সেই এক শত এক জন রাজা, কি জানি কি ঘটে, এই আশঙ্কায় কৈবর্ত্তকে রক্ষা করিবার জন্য চতুর্দ্দিকে দাঁড়াইলেন। অনন্তর তাঁহারা ধর্ম্মযুদ্ধমণ্ডলে গিয়া উপবেশন-পূর্ব্বক পূর্ব্বমুখে অবলোকন করিতে লাগিলেন; কৈবর্ত্ত ব্রাহ্মণও তাহাই করিলেন।

বোধিসত্ত্ব প্রাতঃকালেই গন্ধোদকে স্নান করিয়া শতসহস্রমূল্যের কাশীজাত বস্ত্র পরিধান করিলেন, যেখানে যাহা আবশ্যক, সর্ব্ববিধ আভরণে মণ্ডিত হইলেন এবং নানাবিধ উৎকৃষ্ট রসযুক্ত খাদ্য ভোজন করিয়া বহু অনুচরসহ রাজদ্বারে উপস্থিত হইলেন। রাজা আদেশ দিলেন, "আমার পুত্র আমার কক্ষে প্রবেশ করুক।" তখন বোধিসত্ত্ব তাঁহার নিকটে গিয়া নমস্কারপূর্ব্বক এক পার্শ্বে অবস্থিত হইলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বৎস মহোষধ, কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছ, বল।" মহোষধ বলিলেন, "আমি ধর্ম্মযুদ্ধমণ্ডলে যাইব।" "আমাকে কি করিতে হইবে, বল।" "মহারাজ, আমি কৈবর্ত্ত ব্রাহ্মণকে মণি দ্বারা বঞ্চনা করিবার ইচ্ছা করিয়াছি। আমাকে আপনার সেই আটপ'লে মহামণিটা দিলে ভাল হয়।" "বেশ ত, তুমি উহা লও"। বোধিসত্ত্ব মণি গ্রহণ করিলেন, রাজাকে প্রণাম করিয়া প্রাসাদ হইতে অবতরণ করিলেন এবং তাঁহার সহজাত সেই সহস্র যোদ্ধা দ্বারা পরিবৃত হইয়া নবতি সহস্র কার্ষাপণ মূল্যের শ্বেত সৈন্ধবযুক্ত রথবরে আরোহণপূর্ব্বক প্রাতরাশবেলায় নগরদ্বারে উপস্থিত হইলেন।

"এখনি আসিবেন, এখনি আসিবেন" মনে করিয়া কৈবর্ত্ত তাঁহার আগমনপথের দিকে তাকাইয়া ছিলেন; অবিরত মাথা তুলিয়া তাকাইতে তাকাইতে তাহার গ্রীবাটা যেন লম্বা হইয়াছিল; রৌদ্রে তাঁহার শরীর হইতে ঘর্ম্ম নির্গত হইতেছিল। বহু অনুচর-পরিবৃত মহাসত্ত্ব উদ্বেলিত সমুদ্রের মত, কেশরীর ন্যায় নির্ভয়ে, অরোমাঞ্চিতদেহে নগর দ্বার উদ্ঘাটন করাইয়া নগরের বাহির হইলেন এবং রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক কেশরিবিক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহার অলৌকিক রূপ দেখিয়া ব্রহ্মদত্তের অনুচর সেই এক শত এক জন রাজা সহস্র সহস্রবার উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন "অহো! ইনিই বুঝি শ্রীবর্দ্ধন শ্রেষ্ঠীর পুত্র সেই মহোষধ পণ্ডিত, যিনি প্রজ্ঞাবলে জম্বুদ্বীপে অদ্বিতীয়।" অমরগণপরিবৃত শক্রের মত অনুপম শ্রীসম্পন্ন মহোষধ সেই মহামণি হস্তে লইয়া কৈবর্ত্তের সম্মুখে অবস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া কৈবর্ত্ত প্রকৃতিস্থ থাকিতে পারিলেন না; তিনি প্রত্যুদ্গমন করিয়া বলিলেন, "পণ্ডিত মহোষধ, আমরা দুই জনেই পণ্ডিত; আমি তোমার নিকটেই এতকাল অবস্থিতি করিতেছি; ইহার মধ্যে তুমি এক দিনও আমাকে কোন উপহার প্রেরণ করিলে না! ইহা না করিবার কারণ কি?" মহোষধ বলিলেন, "পণ্ডিতবর! আমি আপনার উপযুক্ত উপহার অনুসন্ধান করিতেছিলাম; অদ্য এই মহামণি লাভ করিয়াছি। দয়া করিয়া ইহা গ্রহণ করুন; পৃথিবীতে ইহার তুল্য অন্য কোন মণি নাই।" মহোষধের হস্তে সেই জাজ্বল্যমান মহামণি দেখিয়া কৈবর্ত্ত ভাবিলেন, লোকটা সত্যই বুঝি আমাকে এই মণি দান করিতে ইচ্ছা করিয়াছে। "বেশ ত, উহা আমায় দাও", বলিয়া তিনি হস্ত প্রসারণ করিলে মহাসত্ত্ব বলিলেন, "গ্রহণ করুন" এবং মণিটা

কৈবর্ত্তের প্রসারিত হস্তের অঙ্গুলিগুলির অগ্রভাগে নিক্ষেপ করিলেন। ব্রাহ্মণ অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা সেই গুরুভার মণি ধরিয়া রাখিতে পারিলেন না; উহা গড়াইয়া গিয়া মহাসত্ত্বের পাদমূলে পড়িল। ব্রাহ্মণ লোভবশতঃ উহা ধরিতে গিয়া মহাসত্ত্বের পাদমূলে অবনত হইলেন; অমনি মহাসত্ত্ব এক হস্তে তাঁহার স্কন্ধাস্থি এবং এক হস্তে তাঁহার কটিদেশ ধরিয়া তাঁহাকে উঠিতে না দিয়া বলিতে লাগিলেন, "উঠুন আচার্য্য; উঠুন শীঘ্র! আমি বয়সে ছোট—আপনার পৌত্রের মত; আপনি আমাকে প্রণাম করিবেন না।" তিনি এইরূপ বলিতে বলিতে ব্রাহ্মণের ললাট ও মুখ বার বার মাটিতে ঘষিতে লাগিলেন; তাহাতে কৈবর্ত্তের মুখমণ্ডল রক্তাক্ত হইল। অনন্তর "ওরে অন্ধ মূর্খ, তুই আমার নিকট প্রণাম পাইতে চাস্!" বলিয়া তিনি কৈবর্ত্তকে গলা ধাক্কা দিয়া ছুড়িয়া ফেলিলেন; ব্রাহ্মণ এক শ চল্লিশ হাত দূরে গিয়া পড়িলেন এবং উঠিয়াই পলায়ন করিলেন। মহামণিটী মহাসত্ত্বের অনুচরেরা তুলিয়া লইল। "উঠুন, উঠুন, আমাকে প্রণাম করিবেন না"—বোধিসত্ত্বের এই কথাগুলি জনসঙ্ঘের মহাকোলাহল অতিক্রম করিয়া শ্রুত হইয়াছিল; দর্শকেরাও সমস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল যে, কৈবর্ত্ত ব্রাহ্মণ মহৌষধের পায়ে পড়িয়া প্রণাম করিয়াছেন। কৈবর্ত্ত যে মহাসত্ত্বের পাদমূলে অবনত হইয়াছিলেন, তাহা ব্রহ্মদত্ত স্বয়ং এবং তাঁহার এক শত এক জন রাজানুচরও প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তাঁহারা ভাবিলেন, 'আমাদের পণ্ডিত যখন মহৌষধকে প্রণাম করিলেন, তখন আমাদেরই পরাজয় ঘটিল। মহৌষধ ত আমাদের প্রাণ রাখিবেন না!' কাজেই তাঁহারা স্ব স্ব অশ্বে আরোহণ করিয়া উত্তরপঞ্চালাভিমুখে পলায়ন আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদিগকে পলায়ন করিতে দেখিয়া বোধিসত্ত্বের অনুচরেরা উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, "ঐ দেখ, চূড়নী ব্রহ্মদত্ত তাঁহার এক শত এক জন রাজা লইয়া পলাইয়া যাইতেছেন।" ইহা শুনিয়া ঐ সকল রাজা মরণভয়ে আরও দ্রুতবেগে ছুটিয়া সৈন্যব্যূহ ছিন্নভিন্ন করিলেন। তখন বোধিসত্ত্বের লোকে চীৎকার করিয়া ও লম্ফঝম্ফ করিয়া আরও অধিক কোলাহল করিতে লাগিল। অতঃপর মহাসত্ত্ব সৈন্যসহ নগরে ফিরিয়া গেলেন; ব্রহ্মদত্তের সেনা পলায়ন করিয়া তিন যোজন অতিক্রম করিল। তাহা দেখিয়া কৈবর্ত্ত অশ্বারোহণে ললাটের রক্ত পুঁছিতে পুঁছিতে তাহাদিগকে গিয়া ধরিলেন এবং অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়াই বলিতে লাগিলেন, "ভো যোধগণ! তোমরা পলায়ন করিও না; আমি গৃহপতিপুত্রকে বন্দনা করি নাই। তোমরা থাম, থাম"। কিন্তু কেহই থামিল না; তাহারা কৈবর্ত্তকে গালি দিতে দিতে ও পরিহাস করিতে করিতে ছুটিয়াই চলিল। তাহারা বলিল, "অরে পাপধর্ম্মা দুষ্ট ব্রাহ্মণ! তুই ধর্ম্মযুদ্ধ করিতে গিয়া, যে তোর পৌত্রের চেয়েও ছোট, তাহাকে কি না প্রণাম করিলি! তোর অকর্ত্তব্য কিছুই নাই রে!" কৈবর্ত্ত কত নিষেধ করিলেন; কিন্তু তাহারা তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিয়াই ছুটিতে লাগিল। কৈবর্ত্ত তখন মহাবেগে সেনার মধ্যভাগে গিয়া বলিলেন, "ওহে, তোমরা আমার কথা বিশ্বাস কর। আমি তাহাকে প্রণাম করি নাই। সে মহামণির লোভ দেখাইয়া আমাকে বঞ্চনা করিয়াছে।" এইরূপে নানা প্রকারে তিনি সেই সকল রাজাকে বুঝাইলেন, নিজের কথায় বিশ্বাস করাইলেন এবং ছত্রভঙ্গ সৈনিকদিগকে ফিরাইয়া আনিলেন।

ব্রহ্মদত্তের সেই সেনা এত বিপুলা ছিল যে, এক এক জন যোদ্ধা এক এক মুষ্টি ধূলি বা এক একটা লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলেও কেবল যে মিথিলার সমস্ত পরিখা পূর্ণ হইত তাহা নহে; ঐ সমস্ত পূর্ণ করিয়া প্রাকারের সমান রাশীকৃত হইত। কিন্তু বোধিসত্ত্বদিগের অভিপ্রায় সকল সময়েই সিদ্ধ হয় বলিয়া তাহাদের এক ব্যক্তিও নগরাভিমুখে এক মুষ্টি ধূলি বা একটা লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিল না; তাহারা ফিরিয়া স্কন্ধাবারে স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া থাকিল। ব্রহ্মদত্ত কৈবর্ত্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচার্য্য, এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি?" "মহারাজ,

আমরা ক্ষুদ্রদ্বার দিয়া কাহাকেও বাহির হইতে দিব না; তাহা করিলে আগম নিগম বন্ধ হইবে। নগরবাসীরা বাহির হইতে না পারিয়া ভীত ও নিরুৎসাহ হইবে এবং দ্বার খুলিয়া দিবে; আমরা গিয়া তখন শত্রুদিগকে পরাভূত করিব।" এ মন্ত্রণাও পূর্ব্বকথিত উপায়ে মহৌষধের জ্ঞানগোচর হইল। তিনি ভাবিলেন, 'এই সেনা দীর্ঘকাল এখানে অবস্থিতি করিলে আমরা শান্তি পাইব না; অতএব এমন চক্রান্ত করিব যে, ইহারা পলায়ন করে।' অমাত্যদিগের মধ্যে কে মন্ত্রণাকুশল, ইহা ভাবিয়া অনুকৈবর্ত্ত নামক এক ব্যক্তির কথা তাঁহার মনে পড়িল। তিনি অনুকৈবর্ত্তকে ডাকাইয়া বলিলেন, "আচার্য্য, আপনাকে আমার একটা কাজ সম্পন্ন করিতে হইবে।" অনুকৈবর্ত্ত বলিলেন, "কি করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন।" "আপনি গিয়া প্রাকারের উপর দাঁড়ান এবং আমাদের কোন প্রহরীকে অনবহিত দেখিলে বার বার ব্রহ্মদত্তের লোকজনের অভিমুখে পূপমৎস্যমাংসাদি নিক্ষেপপূর্ব্বক বলুন, 'ওহে, তোমরা এই সকল দ্রব্য ভোজন কর; তোমরা উদ্‌বিগ্ন হইও না; আরও কয়েকদিন এখানে থাকিবার চেষ্টা কর; নগরবাসীরা পঞ্জরাবদ্ধ কুক্কুটের মত ভীত ও উদ্‌বিগ্ন হইয়া অচিরেই দ্বার উদ্‌ঘাটন করিবে; তখন তোমরা বিদেহরাজকে এবং দুষ্ট গৃহপতিপুত্রকে ধরিতে পারিবে।' আমাদের লোকেরা এই কথা শুনিতে পাইয়া আপনাকে গালি দিবে; ব্রহ্মদত্তের লোকের সমক্ষেই আপনার হাত পা বান্ধিবে, আপনাকে বাঁশের বাখারি দিয়া প্রহার করিতেছে এরূপ দেখাইবে, আপনাকে প্রাকার হইতে নামাইয়া আপনার চুলগুলি পাঁচটী চূড়ার আকারে বান্ধিবে, * আপনার শরীরে ইষ্টক চূর্ণ ছড়াইয়া দিবে, গলায় করবীর মালা পরাইবে, † কয়েকবার আপনাকে এমন প্রহার করিবে যে তাহাতে আপনার পৃষ্ঠে প্রহারের দাগ ফুলিয়া উঠিবে, পুনর্ব্বার আপনাকে প্রাকারের উপর লইয়া যাইবে, সেখানে শিকার মধ্যে ফেলিবে এবং 'এ, বাটা মন্ত্রভেদক' বলিয়া রজ্জুদ্বারা নামাইয়া ব্রহ্মদত্তের লোকদিগের হাতে দিবে। ব্রহ্মদত্তের লোকে তখন আপনাকে তাঁহার নিকট লইয়া যাইবে; তিনি জিজ্ঞাসা করিবেন, 'তুমি কি দোষ করিয়াছিলে?' আপনি উত্তর দিবেন, 'মহারাজ, আমি পূর্ব্বে যথেষ্ট সম্মানভাজন ছিলাম; কিন্তু আমি মন্ত্রভেদক, এই সন্দেহে ক্রুদ্ধ হইয়া গৃহপতিপুত্র রাজাকে বলিয়া আমার সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়াছে। আমার সর্ব্বস্বাপহারক গৃহপতিপুত্রের মস্তকটা যাহাতে মহারাজের পায়ে আনিয়া দিতে পারি, সেই উদ্দেশ্যে, আপনার লোকজন উদ্‌বিগ্ন হইয়াছে দেখিয়া, ভয় পাইয়া আমি তাহাদিগকে কিছু খাদ্য ও ভোজ্য দিয়াছিলাম। এই অপরাধে পূর্ব্বতন বৈরভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া গৃহপতিপুত্র আমার যে দুর্দ্দশা করিয়াছে তাহা সমস্তই আপনার লোকেরা জানে।' এইরূপে ও অন্যান্য উপায়ে আপনি ব্রহ্মদত্তের বিশ্বাসভাজন হইবেন। তাঁহার বিশ্বাস জন্মিলে বলিবেন, 'মহারাজ, আপনি যখন আমাকে পাইয়াছেন, তখন কোন চিন্তার কারণ নাই। ধরিয়া রাখুন যে, বিদেহরাজ ও গৃহপতিপুত্র উভয়েই নিহত হইয়াছেন। এই নগরপ্রাকারের কোন্ অংশ দুর্ভেদ্য, কোন্ অংশ দুর্ব্বল, পরিখার কোন্ অংশে কুম্ভীরাদি আছে, কোন অংশে নাই, সমস্তই আমার জানা আছে। আমি শীঘ্রই এই নগর অধিকার করিয়া আপনাকে দিতেছি।' ব্রহ্মদত্ত বিশ্বাস করিয়া আপনার সম্মান করিবেন; বলবাহনও আপনার হস্তে দিবেন। আপনি তখন তাঁহার সেনাকে পরিখার ব্যালকুম্ভীরসমাকীর্ণ স্থানে লইয়া যাইবেন। সৈনিকেরা কুম্ভীরাদির ভয়ে প্রাকারে অবতরণ করিতে চাহিবে না; তখন আপনি বলিবেন, 'মহারাজ, গৃহপতিপুত্র আপনার

---

* পঞ্চচূড়া দাসত্বের বা তাদৃশী অন্য কোন দুর্দ্দশার চিহ্ন (পঞ্চম খণ্ড—১৫২ম পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য।

† বধ্য ব্যক্তিদিগের গলে রক্তকরবীর মালা পরাইবার প্রথা ছিল (তৃতীয় খণ্ড—২৬শ পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য।

সেনা হাত করিয়াছে। এক শত এক জন রাজা এবং কৈবর্ত্ত প্রভৃতি আপনার অনুচরদিগের মধ্যে এমন কেহই নাই, যিনি গৃহপতিপুত্রের নিকট হইতে উৎকোচ না লইয়াছেন। ইঁহারা আপনাকে পরিবেষ্টন করিয়া আছেন বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সকলেই গৃহপতিপুত্রের বশ্যতাপন্ন; কেবল আমি একা আপনার অনুগত সেবক। আমার কথায় যদি বিশ্বাস না হয়, মহারাজ, তবে সকল রাজাকেই আদেশ দিন যে,তাঁহারা স্ব স্ব আভরণ পরিধান করিয়া আপনার দর্শনার্থ উপস্থিত হউন। গৃহপতিপুত্র তাঁহাদিগকে নিজের নামাঙ্কিত যে সকল বস্ত্রাভরণ-খড়্গাদি দিয়াছেন, সেগুলি দেখিলে আপনার সংশয় দূর হইবে।' আপনি এরূপ বলিলে, রাজা তাহাই করিবেন, মৎপ্রদত্ত বস্ত্রাদি দেখিয়া আপনার কথায় নিঃসন্দেহ হইবেন এবং ভয় পাইয়া রাজা প্রভৃতিকে বিদায় দিবেন। অতঃপর তিনি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, 'এখন আমার কর্ত্তব্য কি?' আপনি বলিবেন, 'মহারাজ, গৃহপতিপুত্র বহু মায়া জানে; আপনি যদি আরও কিছুদিন এখানে থাকেন, তবে সে আপনার সমস্ত সেনাই হাত করিয়া আপনাকে বন্দী করিবে। অতএব কালবিলম্ব না করিয়া অদ্যই নিশীথ সময়ে অশ্বপৃষ্ঠে পলায়ন করা যাউক; পরহস্তে যেন আমাদের মরণ না ঘটে।' আপনার কথায় রাজা তাহাই করিবেন, আপনি তাঁহার পলায়নকালে ফিরিয়া আসিয়া আমাদিগকে সংবাদ দিবেন।" ইহা শুনিয়া অনুকৈবর্ত্ত ব্রাহ্মণ বলিলেন, "পণ্ডিতবর, আপনি উত্তম উপায় স্থির করিয়াছেন; আমি আপনার আজ্ঞা পালন করিতেছি।" "তবে আপনাকে কিছু প্রহার সহ্য করিতে হইবে।" "আপনি আমার প্রাণটা এবং হাত পা চারিখানি বাদে আর যাহা আছে, ইচ্ছামত কাটুন, ছিঁড়ুন, কোন আপত্তি নাই।"

অতঃপর মহাসত্ত্ব অনুকৈবর্ত্তের গৃহস্থিত পরিজনবর্গের প্রতি মহাসম্মান দেখাইলেন, পূর্ব্বকথিত ভাবে তাঁহাকে প্রহারাদি করাইলেন এবং রজ্জুর সাহায্যে অবতারণ করিয়া ব্রহ্মদত্তের লোকদিগের হস্তে সমর্পণ করাইলেন। ব্রহ্মদত্ত অনুকৈবর্ত্তের পরীক্ষা করিয়া তাঁহার কথা বিশ্বাস করিলেন, তাঁহার প্রতি সম্মান দেখাইয়া তাঁহাকেই সেনাপরিচালনের ভার দিলেন; তিনিও যোধগণকে ব্যালকুম্ভীরসঙ্কুল স্থানে নামাইলেন। যাহারা প্রথমে অবতরণ করিল, তাহারা কুম্ভীরাদির দ্বারা আক্রান্ত এবং অট্টালিকাস্থ লোকের শক্তিতোমাদির আঘাতে ক্ষত বিক্ষত ও বিনষ্ট হইল। ইহা দেখিয়া আর কেহই ভয়ে ঐ স্থানে যাইতে পারিল না। তখন অনুকৈবর্ত্ত ব্রহ্মদত্তের নিকটে গিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আপনার হিতের জন্য যুদ্ধ করিবে, এমন লোক ত কেহই নাই। ইহারা সকলেই উৎকোচ পাইয়া বিপক্ষের বশীভূত হইয়াছে। যদি আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, রাজাদিগকে ডাকাইয়া তাঁহাদের পরিহিত বস্ত্রাদিতে অঙ্কিত অক্ষরগুলি অবলোকন করুন।" রাজা তাহাই করাইলেন এবং সকলেরই বস্ত্রে মহাসত্ত্বের নাম অঙ্কিত আছে দেখিয়া স্থির করিলেন, তাঁহারা সত্য সত্যই উৎকোচ গ্রহণ করিয়াছেন। তাহার পর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন আমার কর্ত্তব্য কি, আচার্য্য?" অনুকৈবর্ত্ত বলিলেন, "মহারাজ, অন্য কর্ত্তব্য কিছুই নাই; আপনি এখানে বিলম্ব করিলে গৃহপতিপুত্র আপনাকে ধরিয়া ফেলিবে। সত্য বটে, আচার্য্য কৈবর্ত্ত আঘাতের চিহ্ন লইয়া বেড়াইবেন; কিন্তু তিনিও উৎকোচ গ্রহণ করিয়াছেন; তিনি মহামণি পাইয়া আপনাকে তিন যোজন পর্য্যন্ত পলায়ন করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন; কিন্তু শেষে আপনার বিশ্বাস জন্মাইয়া এখানে ফিরাইয়া আনিয়াছেন। তিনিও বিশ্বাসঘাতক। আমার বিবেচনায় এখানে আর এক রাত্রিও অবস্থান করা নিরাপদ্ নয়; অদ্যই নিশীথকালে পলায়ন করা কর্ত্তব্য। আমি ছাড়া, মহারাজ, আপনার আর কোন সুহৃৎ নাই।" ব্রহ্মদত্ত বলিলেন, "তবে, আচার্য্য, আপনি আমার জন্য অশ্ব সজ্জিত করাইয়া গমনের উপায় ঠিক করিয়া রাখুন।" ইহা শুনিয়া অনুকৈবর্ত্ত বুঝিলেন,

ব্রহ্মদত্ত নিশ্চয় পলায়ন করিবেন। তিনি বলিলেন, "মহারাজ, ভয় পাইবেন না।" রাজাকে এই আশ্বাস দিয়া তিনি বাহিরে গিয়া বোধিসত্ত্বের গুপ্তচরদিগকে বলিলেন, "ব্রহ্মদত্ত আজ পলাইবে; তোমরা কেহ ঘুমাইও না।" চরদিগকে এইরূপে সতর্ক করিয়া তিনি রাজার জন্য একটী অশ্ব এমন ভাবে সাজাইলেন যে, আরোহী যতই রশ্মি আকর্ষণ করিবেন, অশ্বটা ততই দ্রুতবেগে ছুটিবে। অতঃপর মধ্যমযামে তিনি রাজাকে জানাইলেন, "মহারাজ, অশ্ব সজ্জিত, পলায়নের সময়ও উপস্থিত।" রাজা অশ্বে আরোহণ করিয়া পলায়ন করিলেন; অনুকৈবর্ত্তও আর একটী অশ্বে আরোহণ করিয়া তাঁহার অনুগামী হইলেন, এরূপ দেখাইলেন; কিন্তু তিনি সামান্য পথ মাত্র রাজার সঙ্গে গিয়া ফিরিলেন। বল্গা পরাইবার কৌশলে এমন ঘটিল যে, পুনঃ পুনঃ রশ্মিদ্বারা আকৃষ্ট হইলেও রাজার অশ্বটা ছুটিয়াই চলিল। এদিকে অনুকৈবর্ত্ত সেনার মধ্যে প্রবেশ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "চূড়নী ব্রহ্মদত্ত পলায়ন করিয়াছেন।" গুপ্তচরেরাও স্ব স্ব অনুচরগণের সঙ্গে ঐরূপ চীৎকার করিতে লাগিলেন। এক শত এক জন রাজা ভাবিলেন, 'মহৌষধ পণ্ডিত নগরদ্বার খুলিয়া বাহির হইয়াছেন। তিনি ত এখন আমাদের প্রাণ রাখিবেন না।' এই চিন্তায় তাঁহারা এমন ভয় পাইলেন যে, স্ব স্ব উপভোগ ও পরিভোগের দ্রব্যভাণ্ডাদির দিকে দৃক্‌পাত না করিয়াই তৎক্ষণাৎ পলায়নপর হইলেন। তাহা দেখিয়া মহৌষধের লোকেরা আরও উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "রাজারাও পলায়ন করিলেন।" এই চীৎকার শুনিয়া দ্বারাট্টালকস্থ সৈনিকেরাও গর্জ্জন করিয়া উঠিল এবং বাহু স্ফোটন করিতে লাগিল। ফলতঃ ঐ সময়ে পৃথিবী যেন বিদীর্ণ হইল, সমুদ্র যেন সংক্ষুব্ধ হইল; তখন সমস্ত নগরের অন্তর্ভাগ ও বহির্ভাগ এককোলাহলে নিনাদিত হইল। ব্রহ্মদত্তের সেই অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা একবাক্যে বলিয়া উঠিল, "মহৌষধ না কি পাঞ্চালরাজকে এবং তাঁহার এক শত এক জন অনুচররাজকে বন্দী করিয়াছেন!" তাহারা মরণভয়ে ভীত হইল এবং আপনাদিগকে নিতান্ত অসহায় মনে করিয়া কোমরের কাপড় পর্য্যন্ত ফেলিয়া ছুট দিল; সমস্ত স্কন্ধাবার জনশূন্য হইল। চূড়নী ব্রহ্মদত্ত এক শত এক জন রাজার সঙ্গে স্বীয় রাজধানীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন; এদিকে, পরদিন বিদেহের সৈনিকেরা নগরদ্বার খুলিয়া বহির্গত হইল এবং শত্রু শিবিরে বহু লুণ্ঠনলভ্য দ্রব্য দেখিতে পাইল। তাহারা মহাসত্ত্বকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইল, "আমরা এই সকল দ্রব্যের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করিব?" মহাসত্ত্ব বলিলেন, "শত্রুরা যে সকল দ্রব্য ফেলিয়া গিয়াছে, তাহা আমাদেরই প্রাপ্য। রাজাদিগের দ্রব্যগুলি আমাদের রাজাকে দাও; শ্রেষ্ঠীদিগের এবং কৈবর্ত্ত ব্রাহ্মণের দ্রব্যগুলি আমার নিকট আনয়ন কর; অবশিষ্ট দ্রব্য নগরবাসীরা গ্রহণ করুক"। শত্রুশিবিরে বিদেহবাসীরা এত মহার্ঘ দ্রব্য পাইল যে, সেগুলি নগরে বহন করিয়া লইতে অর্দ্ধমাস অতিবাহিত হইল। মহাসত্ত্ব অনুকৈবর্ত্তের মহাসম্মান করিলেন; ঐ সময় হইতে মিথিলাবাসীরা প্রচুর সুবর্ণের অধিকারী হইল।

(১২)

ব্রহ্মদত্ত সেই সকল রাজার সঙ্গে উত্তরপঞ্চালে প্রতিগমন করিলেন। ইহার এক বৎসর পরে এক দিন কৈবর্ত্ত দর্পণে মুখ দেখিবার কালে ললাটে সেই ক্ষত-চিহ্ন দেখিয়া ভাবিলেন, 'ইহা সেই গৃহপতিপুত্রের কার্য্য। সেই আমাকে এতগুলি রাজার সমক্ষে লজ্জাভাজন করিয়াছে।' এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি ক্রুদ্ধ হইলেন এবং আবার ভাবিতে লাগিলেন, 'হায়, আমি কবে সেই শত্রুর পৃষ্ঠ দেখিতে পারিব (অর্থাৎ কবে তাহাকে নষ্ট করিতে পারিব)। একটা উপায় আছে; আমাদের রাজার কন্যা পঞ্চালচণ্ডী পরম সুন্দরী—ঠিক যেন একটা অপ্সরা। বিদেহরাজকে এই কন্যারত্ন দান করিব, ইহা জানাইয়া

তাঁহাকে কামলুব্ধ করিতে পারিলে, গিলিতবড়িশ মৎস্যকে যেমন লোকে টানিয়া তুলে, আমরাও তাঁহাকে ও মহৌষধকে সেইরূপ এখানে আনিয়া উভয়েরই প্রাণনাশপূর্ব্বক জয়পানোৎসব করিব।' এই সঙ্কল্প করিয়া কৈবর্ত্ত ব্রহ্মদত্তের নিকটে গিয়া বলিলেন, 'মহারাজ, একটা মন্ত্রণা আছে।' ব্রহ্মদত্ত বলিলেন, "আচার্য্য, আপনার মন্ত্রণার মাহাত্ম্যে একবার দ্বিতীয় বস্ত্রখানি হইতেও বঞ্চিত হইয়াছিলাম। এখন আবার কি করিবেন? আপনি নীরব থাকুন।" "মহারাজ, এখন যে উপায় বাহির করিয়াছি, তাহার মত অন্য কোন উপায় নাই।" "কি উপায়, বলুন তবে।" "মহারাজ, মন্ত্রণার সময় কেবল আমরা দুই জনেই থাকিব।" "বেশ, তাহাই হউক।" তখন ব্রাহ্মণ রাজাকে প্রাসাদের উচ্চতলে লইয়া গিয়া বলিলেন, "মহারাজ, বিদেহরাজকে কামপ্রলোভনে মুগ্ধ করিয়া এখানে আনয়নপূর্ব্বক গৃহপতিপুত্রসহ নিধন করিব।" "উপায়টী সুন্দর বটে; কিন্তু কি প্রকারে তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিব, কি প্রকারেই বা এখানে আনিব?" "মহারাজ, আপনার কন্যা পঞ্চালচণ্ডী রিমসুন্দরী। কবিদিগের দ্বারা তাঁহার অলৌকিক রূপ এবং হৃদয়োন্মাদক চাতুর্য্য ও বিলাস গীতবদ্ধ করাইতে হইবে। লোকে মিথিলায় গিয়া সেই সকল কাব্য গান করিবে। যখন আমরা জানিতে পারিব যে, বিদেহরাজ এইরূপ গুণকীর্ত্তন শুনিয়া পঞ্চালচণ্ডীর প্রতি অনুরক্ত হইয়াছেন এবং ভাবিতেছেন, ঈদৃশ স্ত্রীরত্ন লাভ না করিতে পারিলে রাজত্বই বৃথা, তখন আমি মিথিলায় গিয়া বিবাহের দিন স্থির করিয়া আসিব। বিদেহরাজ গিলিতবড়িশ মৎস্যের ন্যায় গৃহপতিপুত্রটাকে সঙ্গে লইয়া এখানে আসিবেন; তখন আমরা উভয়েরই প্রাণান্ত করিব।" কৈবর্ত্তের প্রস্তাব শুনিয়া ব্রহ্মদত্ত সন্তুষ্ট হইলেন; তিনি বলিলেন, "আচার্য্য, আপনি অতি উত্তম উপায় বাহির করিয়াছেন; আমি ইহাই অবলম্বন করিব।" একটা শারিকা ব্রহ্মদত্তের শয়নকক্ষে থাকিয়া কখন কি ঘটে, তাহা দেখিত; সে রাজার ও কৈবর্ত্তের এই মন্ত্রণা শুনিল ও মনে করিয়া রাখিল।

অনন্তর ব্রহ্মদত্ত সুনিপুণ গাথাকারদিগকে ডাকাইয়া তাহাদিগকে বহু ধন দিলেন এবং নিজের কন্যাকে দেখাইয়া বলিলেন, "আপনারা এই কন্যার রূপসম্পত্তি বর্ণন করিয়া একটী কাব্য রচনা করুন।" কবিরা অনেকগুলি অতি মধুর গান বান্ধিয়া রাজাকে শুনাইলেন। রাজা তাঁহাদিগকে আবার বহু ধন দিলেন। অতঃপর নটগণ কবিদিগের নিকট ঐ সকল গান শিখিয়া জনসমাজের নিকট গাইতে লাগিল। এইরূপে বহুস্থানে ঐ সকল গীত সুপরিচিত হইল। গীতগুলি জনসাধারণের নিকট সুপরিচিত হইয়াছে জানিয়া রাজা গায়কদিগকে ডাকাইয়া বলিলেন, "বাপু সকল, তোমরা কয়েকটা বড় বড় পক্ষী ধরিয়া রাত্রিকালে তাহাদিগকে লইয়া বৃক্ষে আরোহণ করিবে, বৃক্ষে বসিয়াই গান করিবে এবং প্রভাত হইলে ঐ পক্ষীদের গলদেশে কাঁসার মন্দিরা বান্ধিয়া ছাড়িয়া দিবে ও নিজেরা নামিয়া আসিবে।" রাজার এইরূপ করাইবার অভিপ্রায় ছিল যে, সকলে যেন জানিতে পায়, দেবতারাও পঞ্চালচণ্ডীর সৌন্দর্য্যগাথা গান করেন। ইহার পর তিনি কবিদিগকে আবার ডাকাইয়া বলিলেন, "জম্বুদ্বীপতলে অন্য কোন রাজাই পঞ্চালচণ্ডীর ন্যায় লোকললামভূতা কুমারীর উপযুক্ত নন; কেবল বিদেহরাজই তাঁহাকে বিবাহ করিবার যোগ্য, এইভাবে, বিদেহপতির ঐশ্বর্য্য এবং পঞ্চালচণ্ডীর রূপ কীর্ত্তন করিয়া আপনারা আরও কয়েকটা গীত রচনা করুন।" কবিরা সেইরূপ গীত বান্ধিয়া রাজাকে জানাইলেন; রাজা তাঁহাদিগকে বহু ধন পুরস্কার দিলেন এবং গায়কদিগকে আদেশ করিলেন, "আপনারা মিথিলায় গিয়া এত দিন যেভাবে গান করিয়াছেন, এখনও সেইভাবে এই সকল গীত গান করুন।" ইহা বলিয়া তিনি ঐ সকল ব্যক্তিকে মিথিলায় প্রেরণ করিলেন। কবিরা গীতগুলি গান করিতে করিতে যথাকালে মিথিলায় উপনীত হইলেন এবং সেখানে লোকসমাজের নিকট গান করিতে

লাগিলেন। তাহা শুনিয়া সহস্র সহস্র লোকে বাহবা দিয়া তাঁহাদিগকে প্রচুর পুরস্কার দিল। তাঁহারা রাত্রিকালে বৃক্ষে বসিয়া গান করিতেন এবং প্রভাতে পক্ষীদের গলে কাঁসার মন্দিরা বান্ধিয়া নামিয়া আসিতেন। আকাশে মন্দিরা বাজিতেছে শুনিয়া সমস্ত নগরবাসী বলাবলি করিত যে, পঞ্চালরাজকন্যার শ্রীসৌভাগ্য-গাথা দেবতারাও গান করেন।

ক্রমে এই বৃত্তান্ত বিদেহরাজের শ্রবণগোচর হইল। তিনি কবিদিগকে ডাকাইয়া নিজের বাসভবনে এক দিন গান শুনিবার জন্য সমাজ করিলেন এবং 'চূড়নী ব্রহ্মদত্ত এইরূপ অলৌকিক রূপলাবণ্যবতী কন্যাকে আমায় সম্প্রদান করিবেন' ইহা ভাবিয়া পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে বহু ধন দিলেন। কবিরা উত্তরপঞ্চালে ফিরিয়া ব্রহ্মদত্তকে এই সংবাদ জানাইলেন। তাহা শুনিয়া কৈবর্ত্ত বলিলেন, "আমি এখন, মহারাজ, বিবাহের দিন স্থির করিবার জন্য যাত্রা করিব।" ব্রহ্মদত্ত বলিলেন, "বেশ কথা, আচার্য্য। আপনার কি কি দ্রব্য আবশ্যক, আজ্ঞা করুন।" "বেশী কিছু নয়; সামান্য উপঢৌকন দিলেই চলিবে।" "গ্রহণ করুন" বলিয়া রাজা উপঢৌকনের দ্রব্য দিলেন। কৈবর্ত্ত তাহা লইয়া বহু অনুচরের সহিত বিদেহ রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিয়াছেন শুনিয়া রাজধানীতে মহাকোলাহল উত্থিত হইল; সকলেই বলিতে লাগিল, "চূড়নী রাজা নাকি মিত্রতা স্থাপন করিবেন; তিনি আমাদের রাজাকে নিজের কন্যা দান করিবেন।" বিদেহরাজ এই সকল কথাবার্ত্তা শুনিতে পাইলেন; মহাসত্ত্বও শুনিলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন, 'কৈবর্ত্তের আগমন আমার ভাল লাগিতেছে না; সে কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছে, তাহা তত্ত্বতঃ জানা আবশ্যক।' চূড়নীর সভায় তাঁহার যে সকল গুপ্তচর ছিল, তিনি তাঁহাদিগের নিকট পত্র লিখিয়া বৃত্তান্ত কি, জিজ্ঞাসিলেন। তাঁহারা উত্তর দিলেন, "এই মন্ত্রণার গূঢ় অভিপ্রায় কি, তাহা আমরা জানিতে পারি নাই; রাজা ও কৈবর্ত্ত শয়ন কক্ষে বসিয়া মন্ত্রণা করিয়াছিলেন। রাজার কিন্তু শয়নপালিকা এক শারিকা আছে; সে, বোধ হয়, প্রকৃত বৃত্তান্ত জানে।" তখন মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, 'শত্রু যাহাতে দুরভিসন্ধিসিদ্ধির অবকাশ না পায়, তাহা করিতে হইবে। আমি এই সুবিভক্ত নগর এমনভাবে সাজাইব যে, কৈবর্ত্ত ইহার কোন ভাগই দেখিতে পাইবে না, কেবল সজ্জিত পথ দিয়াই যাতায়াত করিবে।' তিনি নগরদ্বার হইতে রাজভবন এবং রাজভবন হইতে আত্মভবন পর্য্যন্ত সমস্ত পথের উভয় পার্শ্বে মাদুরের পর্দ্দা খাটাইলেন, মাথার উপরেও মাদুর ঢাকা দেওয়াইলেন; ঐ সকল পর্দ্দায় ও মাদুরে নানাবিধ জীবজন্তু ও পুষ্পলতা চিত্রিত হইল; ভূতলে পুষ্পরাশি বিকীর্ণ হইল। তিনি স্থানে স্থানে পূর্ণ ঘট স্থাপন করাইয়া তাহার সহিত কদলীতরু বান্ধাইলেন এবং মধ্যে মধ্যে ধ্বজ উত্তোলন করাইয়া রাখিলেন। কৈবর্ত্ত নগরে প্রবেশ করিয়া ইহার সুবিভক্ত অংশগুলি দেখিতে পাইলেন না। তিনি ভাবিলেন, তাঁহার অভ্যর্থনার জন্যই রাজা নগর সুসজ্জিত করিয়াছেন। যাহাতে তিনি নগর দেখিতে না পারেন, সেই উদ্দেশ্যেই যে এরূপ আয়োজন হইয়াছে, ইহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। তিনি গিয়া রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎকার করিয়া উপঢৌকন অর্পণ করিলেন, প্রীতিসম্ভাষণপূর্ব্বক এক পার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন এবং অভিনন্দিত ও সম্মানিত হইয়া দুইটী গাথায় নিজের আগমনের কারণ বিজ্ঞাপন করিলেন :—

৮০। "পঞ্চাল-নৃপতি মৈত্রীকামনায় দিতে চান নানা রতন * তোমায়।
এবে মধু-প্রিয়ভাষী দূতগণ করুক সতত গমনাগমন
পঞ্চাল হইতে বিদেহ অঙ্গনে কভু বা বিদেহ হইতে পঞ্চালে।

---

* বলা বাহুল্য যে, এই সকল রত্নের মধ্যে স্ত্রীরত্নই (পঞ্চালচণ্ডী) সর্ব্বপ্রধান।

১১। মিষ্টবাক্যে তারা করুক এখন উভয় রাজার প্রীতি সম্পাদন।
হো'ক একীভূত পঞ্চাল-বিদেহ ; বিরোধ দেখিতে না পাইবে কেহ।

রাজা প্রথমে আমাদের অন্য কোন মহামাত্রকে পাঠাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন ; কিন্তু তাঁহার প্রস্তাবটী হৃদয়গ্রাহী করিয়া বলিবার নিমিত্ত অন্য কেহই আমার মত সমর্থ নহে, এইজন্য আমাকেই প্রেরণ করিয়াছেন ; বলিয়া দিয়াছেন, 'আচার্য্য, আপনি গিয়া বিদেহ-রাজকে সুন্দররূপে বুঝাইয়া তাঁহাকে লইয়া আসুন।' চলুন মহারাজ ; আপনি পরমসুন্দরী কুমারীরত্ন লাভ করিবেন ; আমাদের রাজার সহিত আপনার মিত্রতাও সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে।" কৈবর্ত্তের কথায় বিদেহরাজ সন্তুষ্ট হইলেন ; পঞ্চালচণ্ডীর রূপের কথা শুনিয়াই তিনি তাঁহার প্রতি অনুরাগবান্ হইয়াছিলেন, এখন ভাবিলেন, এই পরমসুন্দরী রমণীরত্ন তাঁহারই হইবে। তিনি বলিলেন, "আচার্য্য, আপনার সঙ্গে না মহৌষধ পণ্ডিতের ধর্ম্মযুদ্ধে বিবাদ হইয়াছিল? আপনি গিয়া আমার পুত্রের সঙ্গে দেখা করুন ; আপনারা উভয়েই পণ্ডিত, পরস্পরের নিকট ক্ষমা লাভ করিয়া, এখন কি কর্ত্তব্য, তৎসম্বন্ধে মন্ত্রণা করুন এবং যাহা স্থির করিবেন, এখানে আসিয়া আমায় বলুন।" "আমি পণ্ডিতের সহিত দেখা করিতেছি", ইহা বলিয়া কৈবর্ত্ত মহৌষধের দর্শন-লাভার্থ প্রস্থান করিলেন।

ঐ দিন মহৌষধ স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, পাপধর্ম্মা কৈবর্ত্তের সঙ্গে আলাপ করিবেন না। তিনি প্রাতঃকালেই কিছু ঘৃত পান করিলেন, সমস্ত গৃহ প্রচুর গোময়দ্বারা লেপন করাইলেন, স্তম্ভগুলিতে তেল মাখাইলেন, বাসগৃহ হইতে তাঁহার নিজের শয়নার্থ একখানি পট্টাচ্ছাদিত খট্বা * ব্যতীত অন্য সমস্ত খট্বাসনাদি অপসারিত করাইলেন, এবং পরিচারকদিগকে বলিয়া রাখিলেন, "কৈবর্ত্ত যখন কিছু বলিতে আরম্ভ করিবে, তখন তোমরা কহিবে, 'ঠাকুর, পণ্ডিতের সঙ্গে কোন কথা বলিবেন না, তিনি আজ ঘৃত পান করিয়াছেন।' আমি যখন তাঁহার সঙ্গে কথা বলিতে উদ্যত হইব, তখন আমাকে নিষেধ করিবে—বলিবে, 'প্রভু, আজ আপনি ঘৃত পান করিয়াছেন ; কোন কথা বলিবেন না।'" এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া মহাসত্ত্ব সাতটী দ্বারকোষ্ঠকে প্রহরী রাখিয়া নিজে রক্তবস্ত্রদ্বারা শরীর আচ্ছাদনপূর্ব্বক পট্টাচ্ছাদিত খট্বায় শুইয়া রহিলেন। কৈবর্ত্ত প্রথম দ্বারকোষ্ঠকের নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, "পণ্ডিত কোথায়?" সেখানকার প্রহরীরা বলিল, "ঠাকুর, বেশী চেঁচাইবেন না ; যদি আসিতে হয়, চুপ করিয়া আসুন ; পণ্ডিত আজ ঘৃতপান করিয়াছেন ; বেশী শব্দ শুনিলে তাঁহার অসুখ করিবে।" অন্যান্য দ্বারকোষ্ঠকেও প্রহরীরা এইরূপ বলিল। কৈবর্ত্ত ক্রমে সপ্তম দ্বারকোষ্ঠক অতিক্রম করিয়া মহৌষধের নিকট উপস্থিত হইলেন ; মহৌষধ যেন তাঁহার সঙ্গে কথা বলিবেন, এমন ভাব দেখাইলেন। অমনি পার্শ্বস্থ পরিচারকেরা বারণ করিয়া বলিল, "দেব, আপনি কথা বলিবেন না ; আপনি বেশী ঘি খাইয়াছেন ; এই দুষ্ট ব্রাহ্মণের সঙ্গে আলাপ করিবার প্রয়োজন নাই।" কৈবর্ত্ত মহৌষধের নিকটে গিয়া না পাইলেন বসিবার আসন, না পাইলেন তাঁহার শয্যার পার্শ্বে দাঁড়াইবার একটু স্থান। তিনি আর্দ্র গোময়লিপ্ত স্থান অতিক্রম করিয়া অন্য এক স্থানে গিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া এক ব্যক্তি চোক বুজিল, এক ব্যক্তি ভ্রূকুটি করিল, এক ব্যক্তি কনুই চুলকাইল। তাহাদের এই সকল কাণ্ড দেখিয়া কৈবর্ত্ত বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "আমি চলিলাম, পণ্ডিত।" অমনি আর এক ব্যক্তি বলিয়া উঠিল, "ওরে দুষ্ট বামুণ, চেঁচাস্ না বলছি ; যদি চেঁচাবি, তোর হাড় গুঁড়া করিব।" ইহাতে কৈবর্ত্ত অত্যন্ত ভয় পাইলেন ; তিনি দেখিবার জন্য মুখ ফিরাইলেন। তখন এক ব্যক্তি বাঁশের বাখারি দিয়া

* 'পট্টবক্কনক' বোধহয় নেয়াড়ের খাটিয়া। তোরে ঘি খাওয়া, বোধহয়, বর্ত্তমানকালের 'কাষ্টর অয়েল' খাওয়ার মত। ইহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার হইবার সম্ভাবনা।

তাহার পিঠে আঘাত করিল; এক ব্যক্তি গলাধাক্কা দিয়া তাঁহাকে মাটিতে ফেলিয়া দিল; আর একজন তাঁহার পিঠে চড় মারিতে লাগিল। তিনি দ্বীপিমুখমুক্ত মৃগের ন্যায় মহাভয়ে পলায়ন করিয়া রাজভবনে ফিরিয়া গেলেন।

এদিকে রাজা ভাবিতেছিলেন, 'আজ আমার পুত্র এই সংবাদ শুনিয়া নিশ্চয় সন্তোষ লাভ করিবে, পণ্ডিতদ্বয়ের মধ্যেও ধর্ম্মসম্বন্ধে বহু আলাপ হইবে, তাঁহারা দুইজনেই পরস্পরকে ক্ষমা করিবেন। অহো! ইহাতে আমার কি লাভই হইবে!' তিনি কৈবর্ত্তকে দেখিয়া মহৌষধের সহিত সাক্ষাৎকার হইল কি না, জিজ্ঞাসা করিলেন—

১২। হ'ল কি, কৈবর্ত্ত, দেখা মহৌষধ সনে? ক'রেছ ত পরস্পরে ক্ষমা দুই জনে?
হ'য়েছে ত মহৌষধ সন্তুষ্ট এখন? বিস্তারিয়া বল সব, করিব শ্রবণ।

ইহা শুনিয়া কৈবর্ত্ত বলিলেন, "মহারাজ, আপনি তাহাকে পণ্ডিত মনে করেন; কিন্তু তাহা অপেক্ষা অসৎপুরুষ ভূভারতে নাই।

১৩। অনার্য্যস্বভাব সেই, অসম্ভব সঙ্গে প্রীতি তার;
একগুঁয়ে, স্বার্থপর;— ছোটলোক বলে কারে আর?
দেখি মোরে উপস্থিত একটীও কথা না বলিল;
মূক বা বধিরবৎ মুখপানে তাকায়ে রহিল।"

কৈবর্ত্তের কথা শুনিয়া রাজা মনে মনে অসন্তুষ্ট হইলেন; কিন্তু কোনরূপ তিরস্কার না করিয়া তাঁহাকে এবং তাঁহার অনুচরদিগকে সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য এবং বাসগৃহ দেওয়াইলেন এবং "আচার্য্য, আপনি গিয়া এখন বিশ্রাম করুন" ইহা বলিয়া তাঁহাকে বিদায় দিলেন। তাহার পর তিনি ভাবিতে লাগিলেন, 'আমার পুত্র সুপণ্ডিত; সে লোকের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করিতে জানে; অথচ ইহার সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করে নাই; কোনরূপ সন্তোষের চিহ্নও দেখায় নাই; সম্ভবতঃ সে কোন অনাগত ভয়ের কারণ দেখিয়াছে।' এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি নিজে একটা গাথা রচনা করিলেন—

১৪। নিশ্চিত উদ্দেশ্য এই অন্য কেহ না পারে বুঝিতে;
বীর্য্যবান্ লোকে শুধু মর্ম্ম এর পারে নিরখিতে।
তাই বুঝি কাঁপিতেছে ভবিষ্যৎ ভয়ে মোর দেহ;
ছাড়ি নিজ রাজ্য কি হে, পরহস্তে যায় কভু কেহ?

'কৈবর্ত্ত ব্রাহ্মণ যে এখানে আসিয়াছেন, তাহাতে কোন দুরভিসন্ধি আছে, বোধ হয়, আমার পুত্র এইরূপ ভাবিয়াছে। ইনি মৈত্রীস্থাপনের জন্য আসেন নাই; আমাকে কামলোভে ভুলাইয়া স্বীয় নগরে লইয়া যাইবেন, সম্ভবতঃ এই উদ্দেশ্যেই ইনি আগমন করিয়াছেন। মহৌষধ পণ্ডিত এইরূপ ভাবী ভয়েরই কারণ দেখিতে পাইয়াছেন।' মনে মনে এইরূপ আন্দোলন করিতে করিতে রাজা শঙ্কান্বিত হইয়া বসিয়া আছেন, এমন সময়ে সেনকাদি পণ্ডিত চারি জন তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। তখন রাজা সেনককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "উত্তর পঞ্চালে গিয়া চূড়নীরাজের কন্যাকে এখানে আনয়ন করিবার কথা হইতেছে। আপনি এ প্রস্তাব অনুমোদন করেন কি?" সেনক উত্তর দিলেন, "বলেন কি, মহারাজ; শ্রী যখন নিজেই আসিতেছেন, তখন তাঁহাকে প্রহারদ্বারা পলায়নপর করা কি বুদ্ধিমানের কাজ? আপনি যদি সেখানে গিয়া রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করেন, তবে জম্বুদ্বীপে এক চূড়নী ব্রহ্মদত্ত ব্যতীত আপনার সমকক্ষ অন্য কোন রাজাই থাকিবে না। তাহার কারণ এই যে, আপনি সর্ব্বপ্রধান রাজার জামাতা হইবেন। তিনি জানেন যে, অন্য সকল রাজাই তাঁহার অনুগত; কেবল বিদেহরাজই তাঁহার সমকক্ষ; এই জন্যই তিনি জম্বুদ্বীপের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক রূপবতী নিজের কন্যাকে আপনার পাদচারিকা করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। আপনি তাঁহার কথামত কাজ করুন; আমরাও আপনার

অনুগ্রহে বস্ত্রালঙ্কার প্রাপ্ত হইব।" অতঃপর বিদেহরাজ অপর তিন জন পণ্ডিতের মত জিজ্ঞাসা করিলেন ; তাঁহারাও সেনকের মতে মত দিলেন।

রাজা পণ্ডিতদিগের সহিত এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন ; এদিকে কৈবর্ত্ত নিজের বাসগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া রাজার নিকট বিদায় লইয়া যাইবার অভিপ্রায়ে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আমরা আর বিলম্ব করিতে পারিতেছি না ; এখন আমরা প্রস্থান করিতে চাই।" রাজা যথোচিত সম্মানসহ তাঁহাকে বিদায় দিলেন।

কৈবর্ত্ত প্রস্থান করিয়াছেন শুনিয়া মহাসত্ত্ব স্নানান্তে বেশভূষা করিলেন এবং রাজার দর্শনলাভার্থ প্রাসাদে গিয়া রাজাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক একপার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া রাজা ভাবিলেন, "আমার পুত্র মহাপণ্ডিত, মহাকুশল এবং সুমন্ত্রণা-নিপুণ ; ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান, সমস্তই ইহার জানা আছে। ইহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি আমার পক্ষে উত্তর পঞ্চালে যাওয়া যুক্তিযুক্ত, কি যুক্তিবিরুদ্ধ। এইরূপে, তিনি পূর্ব্বে যাহা মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন, এখন তাহা ভুলিয়া গেলেন এবং কামবশে মূঢ় হইয়া বলিলেন,

১৫। একমত হইয়াছি মোরা ছয় জনে ; *
সকলেই সুপণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত।
যাব, কিংবা যাইব না, থাকিব এখানে,
বলহ তোমার মতে কি হয় বিহিত।

ইহা শুনিয়া মহৌষধ ভাবিলেন 'রাজা অত্যন্ত কামান্ধ হইয়াছেন এবং মোহবশত এই চারিজনের পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছেন। দেখি, গমনের দোষ দেখাইয়া ইঁহাকে ফিরাইতে পারি কি না।' ইহা ভাবিয়া তিনি চারিটী গাথা বলিলেন :—

১৬। জান, নরপাল, তুমি, চূড়নী কীদৃশ
মহাবল-পরাক্রান্ত নৃপতি-সমাজে।
হরিণীকে শিখাইয়া সাহায্যে তাহার
লুব্ধক প্রলোভি মৃগে বধে যে প্রকার,
চূড়নীও সেইরূপে বধিতে তোমায়
করেছেন, মহারাজ, এই আয়োজন।

১৭। মাংসে আচ্ছাদিত বক্র অংশ বড়িশের
লোভবশে মৎস্য যথা না পেয়ে দেখিতে
করে গ্রাস ; বুঝে না ক মৃত্যু এতে হবে ;

১৮। সেইরূপ, মহারাজ, কামবশে তুমি
চূড়নীর কন্যারূপ 'চারে' মুগ্ধ হয়ে
দেখিতে না পাইতেছ আসন্ন মরণ।

১৯। উত্তর পঞ্চালে যদি যাও, হে রাজন্, অচিরে হইবে তব নিশ্চয় মরণ,
পতিত মনুষ্যপথে হরিণের মত মহাভয় তোমার হইবে সমাগত।

এই তীব্র ভৎর্সনায় রাজা ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি ভাবিলেন, 'ছোঁড়াটা আমাকে নিজের দাসবৎ মনে করে। আমি যে রাজা, এ ভাব একবারও দেখায় না। জম্বুদ্বীপের সর্ব্বপ্রধান রাজা আমাকে কন্যাদান করিবেন বলিয়া পাঠাইয়াছেন ; ইহা জানিয়াও এ ছোঁড়া একবারও আমার মঙ্গলের জন্য হর্ষ প্রকাশ করিতেছে না, কেবলই বলিতেছে যে, আমি ধৃত মৃগের ন্যায়, গিলিতবড়িশ মৎস্যের ন্যায়, মনুষ্যপথগত হরিণের ন্যায় বিনষ্ট হইব।' তিনি ক্রোধভরে বলিলেন,

* কৈবর্ত্ত, রাজা নিজে এবং সেনকাদি চারিজন।

২০। প্রকৃতই মূর্খ আমি, মূক ও বধির,
যেহেতু চেয়েছি আমি পরামর্শ তব
হেন গুরুতর রাজকর্ত্তব্য-সম্বন্ধে।
লাঙ্গলের মুষ্টি ধরি বর্দ্ধিত যে জন,
কিরূপে সে পাবে বুদ্ধি অন্যের মতন?

এইরূপে কটূক্তি ও ভৎর্সনা করিয়া রাজা আবার বলিলেন, "গৃহপতিপুত্র আমার মঙ্গলের অন্তরায় হইতে চায়; ইহাকে এখনই দূর করিয়া দাও।

২১। গলা ধরি বহিষ্কৃত এ রাজ্য হইতে
এখন(ই) করহ এরে। অহো কি আস্পর্দ্ধা!
বলে কি না হবে যাহা মম অন্তরায়
ব্রহ্মদত্তকন্যারূপ রতন লভিতে!"

রাজার ক্রুদ্ধভাব দেখিয়া মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, 'যদি কেহ রাজার আদেশে আমার হাত ধরে, বা গলা ধরে, বা গায়ে হাত দেয়, তবে আমি যাবজ্জীবন লজ্জায় মুখ দেখাইতে পারিব না। অতএব আমি নিজেই প্রস্থান করি।' ইহা স্থির করিয়া তিনি রাজাকে নমস্কারপূর্ব্বক স্বগৃহে প্রতিগমন করিলেন। রাজা কেবল ক্রোধবশে উক্তরূপ কটূক্তি করিয়াছিলেন; কিন্তু বোধিসত্ত্বকে তিনি এমন শ্রদ্ধা করিতেন যে, ভৃত্যদিগকে তাঁহার কথামত কাজ করিতে আদেশ দিলেন না বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, 'এই রাজা নির্ব্বোধ; ইনি নিজের হিতাহিত বুঝিতে পারেন না; ইনি কামমোহে অন্ধ হইয়া ভাবিতেছেন যে, ব্রহ্মদত্তের কন্যাকে লাভ করিবেন; কিন্তু ভবিষ্যতে যে বিপদ ঘটিবে, তাহা বুঝিতেছেন না। উত্তর পঞ্চালে গেলে ইহার মহাবিনাশ ঘটিবে। ইনি আমাকে যে দুর্ব্বাক্য বলিলেন, তাহা মনে রাখা কর্ত্তব্য নহে, কারণ ইনি আমার বহু উপকারী; আমাকে বহু সম্মান ও ঐশ্বর্য্য দান করিয়াছেন। আমাকে ইহার রক্ষা করিতেই হইবে। প্রথমে শুকপোতককে পাঠাইয়া জানা যাউক, প্রকৃত ব্যাপারটা কি? তাহার পর আমি নিজেই উত্তরপঞ্চালে যাইব।' এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি শুকপোতককে উত্তরপঞ্চালে প্রেরণ করিলেন।

২২। রাজার সকাশ হ'তে ফিরিয়া তখন
পণ্ডিত মাঠর* শুকে দৌত্যে নিয়োজিয়া
বলিলেন মহাসত্ত্ব সম্বোধি তাহারে:—
২৩। "এস, সৌম্য হরিৎপক্ষ, কর হিত এবে
এক প্রয়োজন মোর; পঞ্চালরাজের
শয়নপালিকা এক রয়েছে শারিকা;
২৪। পুছ সবিস্তারে তার; জানে আছে ওর
রহস্য সমস্ত কৌশিকের† ও রাজার।
২৫। 'যে আজ্ঞা' বলিয়া শুক করিল স্বীকার;
উপনীত হ'ল গিয়া শারিকার পাশে।
২৬। থাকিত শারিকা সেই মধুরভাষিণী
স্বর্ণনির্ম্মিত এক সুন্দর পঞ্জরে।
সম্বোধি তাহারে শুক লাগিল বলিতে:—
২৭। "এ সুন্দর গৃহে, ভদ্রে, আছ ত আরামে?
আছ ত সুস্থ, বৈস্তে,‡ অধারে তুমি?

* 'মাঠর' ঐ শুকের নাম। † বৈবর্ত্ত কৌশিকগোত্রজ বলিয়া এখানে 'কৌশিক' নামে বর্ণিত।
‡ "সালিকা কির মনুস্সেহ বেসস্‌জাতিকা নাম।"

এই রম্য গৃহে থাকি পাও ও নিয়ত
মধু আর লাজ তুমি ভোজনের তরে?"

২৮। "সর্ব্বথা কুশল মোর; আছি অনাময়ে;
পাই, সৌম্য, প্রতিদিন মধু আর লাজ।

২৯। কোথা হ'তে, ভদ্র, তব হ'ল আগমন?
কে তোমারে করিয়াছে এখানে প্রেরণ?
পূর্ব্বে কভু তোমায় না দেখিয়াছি আমি;
পরিচয় পূর্ব্বে তব করি নি শ্রবণ?"

শারিকার কথা শুনিয়া শুক ভাবিল, 'আমি মিথিলা হইতে আসিয়াছি, একথা বলিলে এই পক্ষিণী প্রাণ গেলেও আমাকে বিশ্বাস করিবে না; আসিবার কালে শিবিরাজ্যে অরিষ্টপুর নগর দেখিয়াছি। অতএব মিথ্যার আশ্রয় লইয়া বলা যাউক যে, শিবিরাজ আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন এবং আমি সেখান হইতে আসিয়াছি।' ইহা স্থির করিয়া সে বলিল,

৩০। শয়নপালক ছিনু শিবি-নরেশের।
দিলেন ধার্ম্মিক রাজা বদ্ধ প্রাণিগণে
বন্ধন হইতে মুক্তি; তাই ইচ্ছামত
সর্ব্বত্র অবাধে এবে করি বিচরণ।

শারিকার জন্য সোণার টাটে মধুমিশ্রিত লাজ ও জল ছিল। সে শুককে তাহা দিয়া বলিল, "সৌম্য, তুমি বহুদূর হইতে আসিয়াছ; কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছ বল ত?" ইহা শুনিয়া রহস্য জানিবার অভিপ্রায়ে শুক আবার মিথ্যা বলিল,—

৩১। মধুরভাষিণী এক শারিকাকে আমি
লভেছিনু পত্নীরূপে; কিন্তু একদিন
শিবিরের মধ্যে এক শ্যেন দুরাচার
বধিল সে প্রেয়সীরে; সে দৃশ্য দারুণ
অক্ষে দেখিনু, হায়, আমি অসহায়!

শারিকা জিজ্ঞাসিল, "শ্যেন কিরূপে তোমার ভার্য্যাকে বধ করিল?" শুক বলিল, শুন, ভদ্রে; আমাদের রাজা এক দিন জলকেলির জন্য যাইবার কালে আমাকেও সঙ্গে যাইতে বলিয়াছিলেন। আমি ভার্য্যাকে লইয়া রাজার সঙ্গে গিয়াছিলাম এবং জলকেলি করিয়া সন্ধ্যাকালে তাঁহারই সঙ্গে ফিরিয়াছিলাম। আমি রাজার সঙ্গেই প্রাসাদে আরোহণ করিয়াছিলাম এবং গা শুকাইবার জন্য ভার্য্যাকে লইয়া বাতায়নপথে বাহির হইয়া কূটাগারে বসিয়াছিলাম। আমরা কূটাগার হইতে বাহির হইতেছি, এমন সময়ে একটা শ্যেন আমাদিগকে ধরিবার জন্য ছোঁ মারিল; আমি মরণভয়ে মহাবেগে পলায়ন করিলাম; কিন্তু শারিকার দেহ তখন গুরুভার ছিল; সে বেগে পলায়ন করিতে পারিল না; শ্যেনটা আমার সম্মুখেই তাহাকে মারিয়া লইয়া গেল। আমি তাহার শোকে কাঁদিতেছি দেখিয়া আমাদের রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সৌম্য, তুমি কাঁদিতেছ কেন?' আমি তাঁহাকে সমস্ত দুর্ঘটনা জানাইলাম। তাহা শুনিয়া তিনি বলিলেন, 'কাঁদিয়া কি লাভ? কাঁদিও না; আর একটী ভার্য্যা অনুসন্ধান কর।' আমি বলিলাম, 'মহারাজ, একটা অনাচারা ও দুঃশীলা ভার্য্যা আনিয়া কি ফল? আমি বরং এখন হইতে একাকীই বিচরণ করিব।' রাজা বলিলেন, 'সৌম্য, আমি এক শীলাচারসম্পন্না পক্ষিণীকে জানি; সে তোমার উপযুক্ত ভার্য্যা হইতে পারে। চূড়নী ব্রহ্মদত্তের শয়নপালিকা শারিকা সেই শীলবতী পক্ষিণী; তুমি সেখানে গিয়া তাহার অভিপ্রায় জান; তাহার উত্তর পাইবার অবসর প্রতীক্ষা কর এবং সে যদি তোমাকে

পছন্দ করে, তবে আমাকে আসিয়া সংবাদ দাও। তখন হয় মহিষী, নয় আমি, সেখানে গিয়া তাহাকে মহাসমারোহে এখানে আনয়ন করিব।' রাজা এই আদেশ দিয়া আমাকে এখানে পাঠাইয়াছেন। ইহাই আমার আগমনের কারণ।

৩২। সেই শারিকার প্রতি প্রণয়বশতঃ
এসেছি তোমার পাশে; পেলে অনুমতি
উভয়ে একত্র মোরা করিব বসতি।"

শুকের কথায় শারিকা সন্তুষ্ট হইল; কিন্তু নিজের মনের ভাব না জানাইয়া, যেন ইচ্ছা নাই, ইহা দেখাইবার জন্য বলিল,

৩৩। শুক রয় শুকী সহ প্রাবদ্ধ প্রণয়ে,
শারিক শারিকাসহ—এই ত নিয়ম।
শুক সহ শারিকার দাম্পত্য-মেলন,
কিরূপে যে ঘটে, তাহা বুঝিতে না পারি।

ইহা শুনিয়া শুক ভাবিল, 'শারিকা আমাকে প্রত্যাখ্যান করিতেছে না, কেবল নিজের গৌরব বাড়াইতেছে। এ নিশ্চয় আমাকে চায়; আমি কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিয়া ইহার বিশ্বাসভাজন হইব।' ইহা চিন্তা করিয়া সে বলিল,

৩৪। কামী যারে করে কামনা, সে৷ যদি, হোক না ক সেই হীনা চণ্ডালিনী,
হয় দুয়ে এক মনের মেলনে। কামে বৈসাদৃশ্য নাই, বরাননে।*

মানুষের মধ্যেও যে প্রণয়সম্বন্ধে জাতিগত-পার্থক্যবিচার নাই, তাহার প্রমাণ দেখাইবার জন্য শুক একটী অতীত বৃত্তান্ত উল্লেখ করিল:—

৩৫। "চণ্ডালিনী জাম্ববতী হল প্রিয়া মহিষী কৃষ্ণের;
জন্ম হল গর্ভে তার দ্বারাবতীনৃপতি শিবের।†

এই উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া শুক বলিল, "তবেই দেখিলে, একজন ক্ষত্রিয় রাজা চণ্ডালিনীর সহবাস করিয়াছিলেন। আমরা ত তীর্য্যগ্‌জাতীয়; আমাদের সম্বন্ধে ত আপত্তি করিবার কিছুই নাই। আমরা পরস্পরের সহবাস ইচ্ছা করিলে আমাদের চিত্তই প্রকৃষ্ট প্রমাণ।" অতঃপর সে আরও একটী উদাহরণ দেখাইবার জন্য বলিল,

৩৬। কিম্পুরুষী রথবতী ভালবাসে বৎস তপোধনে,
মৃগীসহ মানুষের মৈথুন হইল, বরাননে।‡
পীরিতে যখন মন উভয়ের মজে একবার,
ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল, কিংবা নরপশু—না থাকে বিচার।

---

* তুং—পীরিতে মজিলে মন, কিবা হাঁড়ী, কিবা ডোম।

† 'সিবি'ও 'সিব' দুই পাঠই দেখা যায়। আমি 'সিব' পাঠই গ্রহণ করিলাম। ঘটনাটার সম্বন্ধে টীকাকার বলেন:—কার্ষ্ণায়ণ গোত্রজ দশ ভ্রাতার মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম বাসুদেব। তিনি একদিন দ্বারাবতী হইতে উদ্যানে যাইবার কালে দেখিলেন, চণ্ডালগ্রাম হইতে এক সুন্দরী কুমারী কোন কার্য্যবশতঃ নগরে প্রবেশ করিতেছে। দেখিবামাত্রই তিনি তাহার রূপে মুগ্ধ হইলেন; সে অবিবাহিতা ইহা জানিয়া, চণ্ডালজাতীয়া জানিয়াও, তাহাকে লইয়া রাজধানীতে ফিরিলেন এবং তাহাকে রত্নরাশির উপর বসাইয়া মহিষীর পদে অভিষিক্ত করিলেন। এই চণ্ডালকন্যার নাম জাম্ববতী। তাহার পুত্র শিব পিতার মৃত্যুর পর দ্বারাবতীর রাজা হইয়াছিলেন।

‡ টীকাকার বলেন:—পুরাকালে বৎস-নামক এক ব্রাহ্মণ বিষয়ভোগের অসারতা দেখিয়া প্রচুর ঐশ্বর্য্য পরিহারপূর্ব্বক ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া হিমালয়ে পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। সেই পর্ণশালার অদূরে একটা গুহার মধ্যে বহু কিন্নর কিন্নরী বাস করিত। একটা ঊর্ণনাভ জাল বিস্তার করিয়া তাহাদের মস্তক ভেদ করিয়া রক্তপান করিত। কিন্নরগণ দুর্ব্বল ও ভয়প্রবণ; কিন্তু ঊর্ণনাভটা ছিল প্রকাণ্ড; কাজেই তাহারা তাহাকে বধ করিতে পারিত না। অবশেষে তাহারা ঐ তপস্বীর শরণ লইল। তপস্বী তাহাদিগকে এই বলিয়া দিলেন

শারিকা বলিল, "স্বামিন্, চিত্ত ত চিরদিন একরূপ থাকে না; পাছে প্রিয়ের সহিত বিচ্ছেদ ঘটে, এই আশঙ্কা করিতেছি।" বুদ্ধিমান্ শুক স্ত্রী জাতির মায়া বেশ জানিত; সে বলিল,

৩৭। মধুর-ভাষিণী শারিকে, এখনি করিতেছি আমি অন্যত্র প্রয়াণ;
বলিলে যা' তুমি, বুঝিলাম তাহা অন্য কিছু নয়, শুধু প্রত্যাখ্যান।
জান না কে আমি, তাই তুমি, ধনি, হেন তুচ্ছজ্ঞান করিলে আমায়;
রাজার বল্লভ যে বিহগবর, ভার্য্যা তার পক্ষে দুর্লভা কোথায়?

শুকের এই কথা শুনিয়া শারিকার বুক ফাটিবার উপক্রম হইল। শুককে দর্শন করিয়া তাহার মনে যে কামানল উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহাতে যেন সে এখন দগ্ধ হইতে লাগিল। সে সার্দ্ধগাথায় মনের ভাব প্রকাশ করিল:—

৩৮। শুককুলে সুপণ্ডিত তুমি হে মাঠর,
তবে কেন মিছামিছি ত্বরা' এত কর?
অতি ত্বরা করে যেই, স্ত্রীকে নাহি লভে সেই
থাক হেথা যতদিন না পাও দর্শন
পঞ্চালপতির তুমি, হে শুকনন্দন।
সকালে সন্ধ্যায় তুমি শুনিবে মৃদঙ্গধ্বনি,
জুড়াবে মধুর গানে শ্রবণযুগল;
দেখিবে রাজার কত ধন আর বল।

ক্রমে সন্ধ্যা হইল; শুক ও শারিকা একসঙ্গে শয়ন করিয়া দাম্পত্য সুখ ভোগ করিল। তাহারা পরস্পরের সহবাসে পরম প্রীতি লাভ করিল। ইহার পর শুক ভাবিল, 'অতঃপর শারিকা আমার নিকট আর রহস্য গোপন রাখিবে না। এখন ইহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া (রহস্য জানিয়া) প্রস্থান করা আবশ্যক।' ইহা চিন্তা করিয়া সে বলিল, "শারিকে!" শারিকা বলিল, "কি বলিতেছেন, স্বামিন্।" "আমি তোমাকে কিছু বলিবার ইচ্ছা করিয়াছি; বলিব কি?" "বলুন না স্বামিন্!" "থাকুক; আজ আমাদের উৎসবের দিন; অন্য কোন দিন বলিব কি না, ভাবিয়া দেখিব।" "যাহা বলিবেন, তাহা যদি উৎসবদিবসোচিত হয়, তবে এখনি বলুন, নচেৎ বলিবেন না।" "আমার বক্তব্য উৎসবদিবসোচিতই বটে।" "তবে বলুন না।" "তোমার যদি শুনিতে আগ্রহ জন্মিয়া থাকে, তবে বলিব বৈ কি।" অনন্তর শুক রহস্য জানিবার জন্য সার্দ্ধগাথা বলিল:—

৩৯। একি মহাশব্দ দূর দেশ দেশান্তরে
শ্রবণগোচর হয়? ব্রহ্মদত্তসুতা,
দেহের ঔজ্জ্বল্যে যাঁর মানে পরাজয়
দীপ্তিমতী শুকতারা—হইবেন নাকি
বিদেহপতির পাদচারিকা এখন?
ব্রহ্মদত্ত নিজে তাঁরে করিবেন দান?
অচিরে সম্পন্ন হবে বিবাহ উৎসব?

শুকের কথা শুনিয়া শারিকা বলিল, "স্বামিন্! আজ এই উৎসবের দিনে আপনি কেন অমঙ্গলের কথা তুলিলেন?" শুক বলিল, "আমি ত মঙ্গলের কথাই বলিতেছি; অথচ তুমি বলিতেছ, ইহা অমঙ্গলবাচক! ইহার অর্থ কি?" "স্বামিন্, যাহারা পরম শত্রু,

ছিলেন যে, তাঁহার পক্ষে প্রাণাতিপাত নিষিদ্ধ। কিন্নরদিগের মধ্যে রথবতী-নাম্নী এক কুমারী ছিল। কিন্নরেরা তাহাকে সাজাইয়া তপস্বীর নিকট গিয়া বলিল, "মহর্ষে, এই কিন্নরী আপনার পাদচারিকা হইল। আপনি দয়া করিয়া আমাদের শত্রুর নিপাত করুন।" রথবতীকে দেখিয়া তপস্বীর মন ফিরিল; তিনি মুদগরাঘাতে উর্ণনাভকে মারিলেন এবং রথবতীর সহবাসে বহু পুত্রকন্যার জনক হইয়া কালক্রমে দেহত্যাগ করিলেন।

তাহাদেরও যেন এমন মঙ্গল না ঘটে।" "ভদ্রে, সব কথা খুলিয়া বল ত।" "না স্বামিন্, আমার তাহা বলিবার সাধ্য নাই।" "ভদ্রে, তুমি যে রহস্য জান, তাহা যখনই আমার নিকট গোপন করিবে, তখন হইতেই আমাদের এক সঙ্গে বাস অসম্ভব হইবে।" অনন্তর শুকের পীড়াপীড়িতে শারিকা বলিল, "তবে শুনুন।

৪০। ব্রহ্মদত্তসুতাসহ বিদেহরাজ
বিবাহ, মাঠর, যাহা হবে সংঘটন,
না হয় শত্রুর(ও) যেন বিবাহ সেরূপ।"

শুক জিজ্ঞাসিল; "তুমি এরূপ কথা বলিতেছ কেন?" শারিকা উত্তর দিল, "শুনুন; এই বিবাহের প্রস্তাবে যে অনিষ্ট ঘটিবে, তাহা বলিতেছি।

৪১। মহারথ ব্রহ্মদত্ত বিদেহপতিকে
আনিয়া এখানে তাঁরে বধিবেন প্রাণে,
না হবেন মিত্র তাঁর তিনি কোন দিন।"

শারিকা শুকের নিকট সমস্ত রহস্য প্রকাশ করিল। সুপণ্ডিত শুক তাহা শুনিয়া কৈবর্ত্তের বুদ্ধির প্রশংসা করিল। সে বলিল, "আচার্য্য উপায়কুশল; এই কৌশলে বিদেহ-রাজের প্রাণ বধ করা আশ্চর্য্য বটে। এরূপ অমঙ্গলের কথায় কিন্তু আমাদের কি ইষ্টানিষ্ট আছে? আমাদের পক্ষে মৌন থাকাই বিধেয়।"

শুক যে অভিপ্রায়ে উত্তর পঞ্চালে গিয়াছিল, তাহা সিদ্ধ হইল; সে ঐ রাত্রি শারিকার সহিত বাস করিয়া পরদিন বলিল, "ভদ্রে, আমি শিবিরাজ্যে গিয়া রাজাকে জানাইব যে, মনোমত ভার্য্যা লাভ করিয়াছি।" শারিকার নিকট বিদায় পাইবার জন্য সে বলিল,

৪২। সপ্ত রাত্রি তরে মোরে দাও গো বিদায়।
এর মধ্যে গিয়া আমি বলিব, প্রেয়সি,
শিবিরাজ-মহিষীকে, শারিকার ঠাঁই
পেয়েছি বাসের স্থান আমি মনোমত।

শারিকার ইচ্ছা ছিল না যে, শুকের সঙ্গে তাহার বিচ্ছেদ ঘটে; কিন্তু শুকের প্রস্তাব প্রত্যাখান করিতে না পারিয়া সে বলিল,

৪৩। দিতেছি বিদায় বটে সাত রাত্রি তরে;
কিন্তু সাত রাত্রি পরে তুমি, প্রাণেশ্বর,
না আসিলে ফিরি হেথা, থাকিবে না বুঝি
এ দেহে জীবন মোর। দেখিবে আসিয়া
শারিকা ত্যজেছে প্রাণ বিচ্ছেদে পতির।

শুক বলিল, "ভদ্রে, তুমি ও কি কথা বল? অষ্টম দিনে তোমাকে দেখিতে না পাইলে আমিই বা বাঁচিব কেমনে?" সে মুখে এইরূপ বলিল বটে, কিন্তু মনে মনে ভাবিল, 'তুমি বাঁচ বা মর, তাহাতে আমার ক্ষতিবৃদ্ধি কি?' সে উঠিয়া শিবিরাজ্যাভিমুখে অল্পদূর অগ্রসর হইল; তাহার পর ফিরিয়া মিথিলায় চলিয়া গেল এবং মহাসত্ত্বের স্কন্ধোপরি অবতীর্ণ হইল। মহাসত্ত্ব তাহাকে লইয়া প্রাসাদের উপরিতলে গেলেন এবং সে কি জানিয়া আসিল, জিজ্ঞাসিলেন। শুক তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইল। তিনিও পূর্ব্ববৎ তাহার আদরযত্ন করিলেন।

[এই বৃত্তান্ত সুস্পষ্টরূপে বর্ণন করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৪৪। পণ্ডিত মাঠর তবে করিয়া প্রস্থান
নিবেদিল মহৌষধে শারিকার কথা।

ষষ্ঠখণ্ড সমাপ্ত।

(১৩)

শুকের মুখে প্রকৃত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া মহাসত্ত্ব চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'আমার ইচ্ছা না থাকিলেও রাজা উত্তর পঞ্চালে যাইবেনই যাইবেন। সেখানে গেলে কিন্তু তাঁহার মহাবিনাশ ঘটিবে। যে রাজা আমাকে এত ঐশ্বর্য্যদানে সম্মানভাজন করিয়াছেন, তাঁহার কটূক্তি মনে পোষণ করিয়া এখন তাঁহার হিতসাধন না করিলে আমি নিন্দাভাজন হইব। আমার মত পণ্ডিত ব্যক্তি জীবিত থাকিতে তিনি বিনষ্ট হইবেন কেন? আমি রাজার অগ্রেই উত্তরপঞ্চালে গিয়া চূড়নীর সহিত দেখা করিব, সুব্যবস্থা করিয়া রাখিব, বিদেহরাজের বাসের জন্য একটী নগর, ক্রোশপ্রমাণ সঙ্কীর্ণ* সুরঙ্গ এবং অর্দ্ধযোজনপ্রমাণ প্রশস্ত সুরঙ্গ নির্ম্মাণ করাইব, চূড়নীর কন্যার অভিষেক করিয়া তাঁহাকে আমাদের রাজার পাদচারিকা করিব; আমাদের চারিদিকে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা এবং এক শত এক জন রাজা বেষ্টন করিয়া থাকিলেও বিদেহনাথকে রাহুমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় উদ্ধার করিয়া মিথিলায় ফিরিব। এ ভার আমার উপর থাকিল।' এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে মহাসত্ত্বের দেহে প্রীতির সঞ্চার হইল; তিনি হর্ষের আবেগে উদান গান করিলেন:—

৪৫। নানামত সুখ করে পরিভোগ গৃহে যার,
সাধে লোকে কায়মনে হিত চিরদিন তার।

এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া মহাসত্ত্ব স্নান করিলেন এবং প্রসাদনান্তে বহু অনুচরসহ রাজভবনে গিয়া রাজাকে নমস্কারপূর্ব্বক এক পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ কি সত্যসত্যই উত্তর পঞ্চালে যাইবেন?" রাজা বলিলেন, "হাঁ, বৎস। পঞ্চালচণ্ডীকে লাভ না করিতে পারিলে আমার রাজ্যে কি প্রয়োজন? বৎস, তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিও না; আমার সঙ্গেই চল। উত্তর পঞ্চালে গেলে আমার দ্বিবিধ ইষ্ট সিদ্ধ হইবে—আমি পঞ্চালচণ্ডীকে লাভ করিব, ব্রহ্মদত্তের সঙ্গেও মৈত্রী স্থাপন করিতে পারিব।" মহৌষধ বলিলেন, "তবে, মহারাজ, আমি অগ্রে যাত্রা করি। আমি গিয়া আপনার বাসভবন নির্ম্মাণ করিয়া রাখি; আমি সংবাদ পাঠাইলে আপনি যাত্রা করিবেন।

৪৬। বিদেহরাজের যোগ্য　　প্রাসাদাদি করিতে নির্ম্মাণ
সুরম্য পঞ্চালপুরে　　অগ্রে আমি করিব প্রয়াণ।
৪৭। আপনার উপযুক্ত　　প্রাসাদাদি নির্ম্মিয়া যখন
সংবাদ পাঠাব আমি,　　করিবেন তখন গমন।"

ইহা শুনিয়া রাজা ভাবিলেন, 'পণ্ডিত ত তবে আমাকে পরিত্যাগ করিতেছেন না!' তিনি অতিমাত্র তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "বৎস, তোমাকে অগ্রে যাত্রা করিতে হইলে সঙ্গে কি লইয়া যাইতে চাও, বল।" মহৌষধ বলিলেন, "মহারাজ, আমি সেনা ও বাহন চাই।" "যত ইচ্ছা, লইয়া যাও।" "মহারাজ, কারাগার চারিটী খোলাইয়া চোরদিগের যে শৃঙ্খল-বন্ধনাদি আছে, সেগুলি ভাঙ্গিতে আজ্ঞা দিন; ঐ সকল চোরও আমার সঙ্গে চলুক।" "তোমার যাহা ভাল বোধ হয়, কর।" তখন মহাসত্ত্বের আদেশে কারাগারগুলি উন্মুক্ত হইল; তিনি বন্দীদিগের মধ্য হইতে বাছিয়া বাছিয়া এমন সব লোক বাহির করাইলেন, যাহারা সাহসী ও মহাযোধ, যাহারা যে কর্ম্মেই নিযুক্ত হউক না কেন, তাহা সম্পাদন করিতে সমর্থ। তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, "আজ হইতে তোমরা আমার ভৃত্য হইলে"। তিনি

* গব্যূতি—¼ যোজন অর্থাৎ প্রায় এক ক্রোশ। মূলে 'অজ্ঝুম্মগ্‌গ' আছে। ইহার অর্থ এই যে, ঐ সুরঙ্গ দিয়া পদব্রজে যাতায়াত চলিত; কিন্তু গাড়ীঘোড়া প্রভৃতি চলিতে পারিত না।

এই সকল লোকের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করাইলেন এবং সূত্রধার, কর্ম্মকার, চর্ম্মকার, চিত্রকর প্রভৃতি অষ্টাদশ শ্রেণীর বহু সুনিপুণ শিল্পী ও বাসি-পরশু কুদ্দাল খনিত্র প্রভৃতি বহু অস্ত্রশস্ত্র লইয়া বিপুল সেনাসহ নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

[এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

> ৪৮। সুরম্য পঞ্চালপুরে করিতে নির্ম্মাণ
> মহামনা বিদেহনাথের বাসস্থান
> সর্ব্ব অগ্রে মহৌষধ করিলা প্রয়াণ।

যাইবার সময়ে মহাসত্ত্ব প্রতি যোজনান্তরে একখানি গ্রাম প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং প্রতিগ্রামে এক জন অমাত্য নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে বলিয়া গেলেন, 'রাজা যখন পঞ্চালচণ্ডীকে লইয়া ফিরিবেন, তখন আপনি হস্তী, অশ্ব, রথ প্রভৃতি সজ্জিত করিয়া শত্রুকে নিকটস্থ হইতে দিবেন না এবং রাজাকে অতি শীঘ্র মিথিলায় পৌঁছাইয়া দিবেন।" যখন তিনি গঙ্গাতীরে উপনীত হইলেন, তখন তিনি আনন্দকুমার নামক এক ব্যক্তিকে ডাকিয়া বলিলেন, "আনন্দ, তুমি তিন শত সূত্রধার লইয়া গঙ্গার উজানে যাও, সারবান্ কাষ্ঠ সংগ্রহপূর্ব্বক তিন শত নৌকা নির্ম্মাণ কর, আমরা যে নগর নির্ম্মাণ করিব, তাহার ব্যবহারার্থ কাঠ কাটাও, এবং লঘুকাষ্ঠদ্বারা নৌকাগুলি বোঝাই করিয়া যত শীঘ্র পার, ফিরিয়া আইস।" আনন্দকে প্রেরণ করিয়া তিনি নিজে নৌকায় গঙ্গা পার হইলেন এবং যে স্থানে অবতরণ করিলেন, সেই স্থান হইতে পা ফেলিয়া মাপিতে মাপিতে 'এই বোধ হয় অর্দ্ধ যোজন হইল; এইখানে মহাসুরঙ্গ হইবে; এখানে আমাদের রাজার জন্য নগর নির্ম্মাণ করিব; এখান হইতে রাজভবন পর্য্যন্ত এক গব্যূতি স্থানে একটী সুরঙ্গ প্রস্তুত করিতে হইবে';— এইরূপে সমস্ত স্থান নির্দ্ধারণ করিয়া তিনি নগরে প্রবেশ করিলেন। বোধিসত্ত্ব আসিয়াছেন, শুনিয়া চূড়নী ব্রহ্মদত্ত ভাবিলেন, 'এত দিনে আমার মনোরথ পূর্ণ হইল; আমি শত্রুগণের পৃষ্ঠ দেখিবার (অর্থাৎ নিপাত করিবার) সুযোগ পাইলাম; যখন এ লোকটা আসিয়াছে, তখন বিদেহের রাজাও অচিরে আগমন করিবেন: তখন এই দুইজনেরই প্রাণবধ করিয়া আমি জম্বুদ্বীপে অখণ্ড আধিপত্য প্রাপ্ত হইব'। রাজা পরম সন্তোষ লাভ করিলেন, সমস্ত নগর সংক্ষুব্ধ হইল, লোকে বলাবলি করিতে লাগিল, 'ইনিই না কি সেই মহৌষধ পণ্ডিত! লোকে যেমন লোষ্ট্র দ্বারা কাক তাড়ায়, ইনিও সেইরূপে অবলীলাক্রমে এক শত এক জন রাজাকে পলায়নপর করিয়াছিলেন।' নগরবাসীরা মহাসত্ত্বের রূপসম্পত্তি অবলোকন করিতে লাগিল, তিনি রাজদ্বারে গিয়া রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক রাজাকে সংবাদ দিলেন এবং রাজার অনুমতি পাইয়া প্রাসাদে প্রবেশপূর্ব্বক রাজাকে নমস্কার করিয়া একপার্শ্বে আসীন হইলেন। তখন ব্রহ্মদত্ত তাঁহাকে প্রীতিসম্ভাষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাপু, রাজা কবে আসিবেন?" মহৌষধ বলিলেন, "আমি সংবাদ পাঠাইলেই আসিবেন।" "তুমি কি উদ্দেশ্যে অগ্রে আসিলে?" "আমাদের রাজার বাসার্থ প্রাসভবন নির্ম্মাণ করিবার জন্য, মহারাজ।" "বেশ করিয়াছ।" ইহা বলিয়া রাজা মহাসত্ত্বের সেনার খাদ্যাদির জন্য অর্থ দেওয়াইয়া তাঁহার সৎকার করাইলেন, তাঁহার বাসের জন্য একটা বাড়ী দেওয়াইলেন এবং বলিলেন, "বাপু, যত দিন তোমার রাজা না আসেন, তত দিন তুমি এখানে নিরুদ্বেগে বাস কর, এবং আমাদের সম্বন্ধে কিছু কর্ত্তব্য দেখিলে তাহাও সম্পাদন কর।" বোধিসত্ত্ব যখন প্রাসাদে অধিরোহণ করিতেছিলেন, তখনই না কি তিনি সোপান-পাদমূলে দাঁড়াইয়া ভাবিয়াছিলেন, 'এইখানে সঙ্কীর্ণ সুরঙ্গের দ্বার থাকিবে, কাজেই সুরঙ্গ খনন করিবার কালে যাহাতে এই সোপান পড়িয়া না যায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।'

অতঃপর রাজা যখন বলিলেন,'আমাদেরও কোন কাজ যদি তুমি নিজ কর্ত্তব্য মনে কর; তবে তাহা সম্পাদন করিও'. তখন মহাসত্ত্ব অবসর পাইয়া বলিলেন,"প্রাসাদে প্রবেশ করিবার কালে সোপান পাদমূলে দাঁড়াইয়া বাহিরে যে মেরামতের কাজ হইতেছে, তাহা দেখিতেছিলাম। লক্ষ্য করিলাম, আপনার মহাসোপানে একটা দোষ আছে। আপনার যদি ইচ্ছা হয়, তবে আমাকে কিছু কাঠ দিন, আমি উহা দিয়া সোপানটীকে এমন ঠিক করিয়া দিব যে, উহাতে কোন দোষ থাকিবে না।" রাজা বলিলেন, "বেশ, বাপু; তুমি সোপানটীকে ঠিক কর।" অতঃপর মহাসত্ত্ব কোন্ স্থানে সুরুঙ্গের দ্বার থাকিবে, আবার তাহা ভাল করিয়া দেখিলেন, সোপানটীকে সরাইলে * যেখানে সুরুঙ্গের দ্বার থাকিবে, সেখানে মাটি পড়িয়া না যায়, এই জন্য তক্তা বিছাইলেন এবং সোপানটী পড়িয়া না যায় এমন ভাবে উহা সেই তক্তার উপর রাখিয়া নিশ্চল করিলেন। ব্রহ্মদত্ত তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলেন না; তিনি ভাবিলেন, আমার ভালর জন্যই ইহা করিতেছে। প্রথম দিন এইরূপে মেরামতের কাজে কাটাইয়া পর দিন মহাসত্ত্ব রাজাকে বলিলেন, "আমাদের রাজার জন্য যেখানে বাসভবন নির্ম্মিত হইবে, সেই স্থানটী জানিতে পারিলে, আমি উহা সুন্দররূপে সাজাইয়া রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করিতে পারি।" রাজা বলিলেন, "বেশ কথা, পণ্ডিত, আমার বাড়ী ছাড়া নগরে যে বাড়ী ইচ্ছা কর, তাহাই লইতে পার।" 'মহারাজ, আমরা আগন্তুক; আপনার বহু প্রিয় যোদ্ধা আছে, আমরা তাহাদের কাহারও বাড়ী লইতে গেলেই তাহারা আমাদের সঙ্গে কলহ করিবে। তখন আমরা কি করিব, বলুন ত?" "দেখ, পণ্ডিত, তাহাদের কথায় কর্ণপাত করিও না, যে বাড়ী তোমাদের মনোনীত হইবে, তাহাই গ্রহণ করিবে।" "মহারাজ, তাহারা পুনঃ পুনঃ আসিয়া আপনার নিকট অভিযোগ করিবে; তাহাতে আপনি বিরক্ত হইবেন। যদি অনুমতি দেন, তবে আমরা যতদিন সেই সকল বাড়ীতে থাকিব, ততদিন আমাদের লোকজনই দ্বারবানের কাজ করিবে; আপনার লোকে প্রবেশের অনুমতি না পাইয়া ফিরিয়া যাইবে। এইরূপ ব্যবস্থা করিলে কি আমাদের, কি আপনার, কাহারও বিরক্তির সম্ভাবনা থাকিবে না।" "বেশ, সেই ব্যবস্থাই হউক" বলিয়া রাজা মহাসত্ত্বের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। মহাসত্ত্ব সোপানপাদমূলে, সোপানশীর্ষে, মহাদ্বারে † সর্ব্বত্র নিজের লোক রাখিলেন এবং তাহাদিগকে বলিয়া দিলেন, কাহাকেও যেন প্রবেশ করিতে না দেওয়া হয়।

অতঃপর মহাসত্ত্ব কতকগুলি লোককে বলিলেন, "তোমরা রাজমাতার গৃহে গিয়া দেখাইবে, যেন উহা ভাঙ্গিয়া ফেলিবে।" তাহারা গিয়া দ্বারকোষ্ঠক, অলিন্দ প্রভৃতি হইতে ইষ্টক ও মৃত্তিকা সরাইতে প্রবৃত্ত হইল। এই কাণ্ড জানিতে পারিয়া রাজমাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বাপু সকল, তোমরা আমার বাড়ী ভাঙ্গিতেছ কেন?" তাহারা উত্তর দিল, "মহৌষধ পণ্ডিত এই বাড়ী ভাঙ্গাইয়া এখানে নিজের রাজার জন্য বাড়ী প্রস্তুত করাইতে ইচ্ছা করিয়াছেন।" "যদি তোমাদের রাজার জন্য বাড়ী আবশ্যক হয়, তবে এই বাড়ীতেই বাস কর না কেন?" "আমাদের রাজার সঙ্গে বহু সৈন্যসামন্ত আসিবে; এ বাড়ীতে কুলাইবে না; আমাদিগকে একটা খুব বড় বাড়ী প্রস্তুত করিতে হইবে।" "তোমরা আমাকে জান না; আমি রাজমাতা। পুত্রের কাছে গিয়া শুনি যে, ব্যাপারখানা কি?" "আমরা রাজার আদেশেই ভাঙ্গাইব, সাধ্য থাকে, বারণ করুন।" ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া রাজমাতা বলিলেন, "দেখ্‌বে এখন, আমি কি করিতে পারি।" ইহা বলিয়া তিনি

* সম্ভবতঃ কাঠের সিঁড়ি; কাজেই সরাইবার সুবিধা ছিল।

† সদর দরজা।

রাজভবনের দিক চলিলেন ; কিন্তু দ্বারস্থ ব্যক্তিরা, "ভিতরে যেও না" বলিয়া তাঁহাকে বারণ করি . তিনি বলিলেন, "আমি রাজমাতা।" তাহারা বলিল 'তাহা জানি, কিন্তু রাজার আদেশ, কাহাকেও প্রবেশ করিতে দিবে না। আপনি ফিরিয়া যান।" রাজমাতা দেখিলেন, তিনি যে উদ্দেশ্যে গিয়াছিলেন, তাহা সম্পন্ন করিবার উপায় নাই। কাজেই তিনি ফিরিয়া নি র বাড়ীর নিকটে দাঁড়াইয়া তাকাইয়া রহিলেন। ইহা দেখিয়া এক ব্যক্তি বলিল, "এখানে দাঁড়াইয়া কি করিতেছ, চলিয়া যাও।" সে উঠিয়া তাঁহাকে গলাধাক্কা দিয়া মাটিতে ফেলিল। রাজমাতা ভাবিলেন, 'ইহারা প্রকৃতই রাজার আজ্ঞা পাইয়া বাড়ী ভাঙ্গিতেছে ; নচেৎ এরূপ করিতে সাহস পাইত না, একবার পণ্ডিতের নিকটে গিয়া দেখি।' তিনি গিয়া বলিলেন, 'বাবা মহৌষধ, আমার বাড়ীটা ভাঙ্গাইতেছ কেন?' কিন্তু মহাসত্ত্ব এই প্রশ্নের কোন উত্তর দিলেন না ; নিকটস্থ আর এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসিল, "দেবি, আপনি কি বলিতেছেন?" "আমার বাড়ীখানা ভাঙ্গাইতেছেন কেন?" "মহাসত্ত্ব বলিলেন, "বিদেহরাজের বাসস্থান নির্ম্মাণ করাইবার জন্য।" "বল কি, বাবা? এই মহানগরে বিদেহরাজের বাসোপযোগী অন্য স্থান কি পাইলে না? এই লক্ষ মুদ্রা উৎকোচ লও ; অন্য কোথাও গিয়া তোমাদের রাজার জন্য বাড়ী প্রস্তুত কর।" "বেশ দেবি ; আপনার বাড়ী ছাড়িয়া দিতেছি, কিন্তু আমি যে উৎকোচ লইলাম, ইহা কাহাকেও বলিবেন না। বলিলে অন্য সকলেও উৎকোচ দিয়া স্ব স্ব গৃহ ছাড়াইতে চাহিবে।" "বাবা, রাজার মাতা হইয়া উৎকোচ দিয়াছি, ইহা আমার পক্ষেও লজ্জার কারণ। আমি কাহাকেও কিছু বলিব না।" "বেশ, মা," ইহা বলিয়া মহাসত্ত্ব রাজমাতার নিকট লক্ষমুদ্রা গ্রহণ করিয়া তাঁহার বাড়ী ছাড়িয়া দিলেন এবং কৈবর্ত্তের বাড়ীতে গেলেন। কৈবর্ত্ত রাজদ্বারে গেলেন ; সেখানে বাখারির আঘাতে তাঁহার পিঠের চামড়া উঠিয়া গেল ; যে উদ্দেশ্যে গিয়াছিলেন, তাহা সিদ্ধ করিবার কোন উপায় না দেখিয়া তিনিও শেষে লক্ষমুদ্রা দিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিলেন।

এই উপায়ে, সমস্ত নগরে গৃহনির্ম্মাণের স্থান নির্ব্বাচন করিতে করিতে মহাসত্ত্ব নয় কোটি কার্ষাপণ উৎকোচ পাইলেন। তিনি সমস্ত নগর পরিভ্রমণ করিয়া রাজভবনে ফিরিলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে পণ্ডিত, তোমার রাজার বাসোপযোগী স্থান পাইলে কি?" তিনি বলিলেন, "মহারাজ স্থান দিতে চায় না, এমন কেহই নাই, কিন্তু আমরা কোন বাড়ী লইলেই, যাহার বাড়ী সে বড় দুঃখিত হয়। তাহারা যাহা ভালবাসে, তাহা হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করা আমাদেরও কর্ত্তব্য নয়। নগরের বাহিরে এক ক্রোশ দূরে গঙ্গা ও নগরের অন্তর্ব্বর্ত্তী ভূভাগে আমাদের রাজার বাসের জন্য নগর নির্ম্মাণ করিতে চাই।" ইহা শুনিয়া রাজা সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি ভাবিলেন, 'নগরের মধ্যে যুদ্ধ করা বিপজ্জনক, কারণ যোদ্ধাদিগের মধ্যে কে স্বপক্ষ, কে বিপক্ষ, ইহা জানিতে পারা যায় না। নগরের বাহিরে যুদ্ধ করায় সুবিধা ; অতএব নগরের বাহিরেই ইহাদিগকে টুকরা টুকরা করিয়া বধ করিব।' এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি বলিলেন, "বেশ বলিয়াছ, মহৌষধ ; তুমি যে স্থান নির্ব্বাচন করিয়াছ, সেখানেই নগর নির্ম্মাণ কর।" "তাহাই করিব, মহারাজ। কিন্তু আমরা যেখানে নূতন কাজ করিব, সেখানে আপনার লোকজন কাঠ ও শাকসবজি প্রভৃতি আনিবার জন্য যাইতে পারে ; গেলেই কলহ ঘটিবে ; তাহাতে কি আপনার, কি আমাদের, সকলেরই অশান্তির কারণ হইবে।" "আচ্ছা পণ্ডিত ; যাহাতে সে পাশ দিয়া কেহ না যায়, তাহার ব্যবস্থা কর।" "মহারাজ, আমাদের হস্তীগুলি জল ভালবাসে ; বহুক্ষণ জলকেলি করে। তাহাতে জল ঘোলা হইবে ; নগরের লোকে হয় ত চটিবে ; তাহারা বলিবে, 'মহৌষধের আগমনকাল হইতে আমরা পানার্থ নির্ম্মল জল পাইতেছি না।' আপনাকে এ

অসুবিধাও সহ্য করিতে হইবে, মহারাজ।" রাজা বলিলেন, "তোমাদের হস্তীগুলি স্বচ্ছন্দে জলকেলি করুক।" অনন্তর তিনি ভেরীবাদন দ্বারা নগরবাসীদিগকে জানাইলেন, "যে নগর হইতে বাহির হইয়া মহোষধের নগরনির্ম্মাণ-স্থানে যাইবে, তাহার সহস্র মুদ্রা দণ্ড হইবে।"

উল্লিখিতরূপে সুব্যবস্থা করিয়া মহাসত্ত্ব রাজাকে নমস্কারপূর্ব্বক নিজের অনুচরগণসহ নগরের বাহিরে গেলেন এবং পূর্ব্ব নির্ব্বাচিত স্থানে নগর-নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি গঙ্গার অপর পারে গগগলি নামক একটী গ্রাম পত্তন করিলেন, সেখানে নিজের হস্তী, অশ্ব ও রথ এবং গো-বলীবর্দ্দ সমস্ত রাখিলেন, তাহার পর নগর-নির্ম্মাণে মন দিলেন। তিনি সমস্ত কর্ম্ম ভাগ করিয়া, কত জন লোকে কত অংশ করিবে তাহা নির্দ্দেশ করিলেন এবং তদনন্তর সুরুঙ্গ খনন করাইতে আরম্ভ করিলেন। মহাসুরুঙ্গের দ্বার হইল গঙ্গার ঘাটে, ছয় হাজার যোদ্ধা মহাসুরুঙ্গ খনন করিতে লাগিল। তাহারা বড় বড় চামড়ার থলি পুরিয়া গঙ্গায় মাটি ফেলিত, যেমন মাটি পড়িত, অমনি হাতীগুলা তাহা পায়ে দলিত; গঙ্গার স্রোত ঘোলা হইত, লোকে বলিত, "মহোষধের আগমনকাল হইতে আমরা নির্ম্মল জল পাইতেছি না, গঙ্গা এখন আবিল জল বহন করিতেছে, ইহার কারণ কি?" মহোষধের চরেরা বলিত, 'মহোষধের হস্তসমূহ না কি জলকেলি করিবার কালে কর্দ্দম আলোড়িত করিয়া উপরে তুলে, সেই জন্যই আবিল জল প্রবাহিত হইতেছে।" বোধিসত্ত্বদিগের অভিপ্রায় সর্ব্বত্রই সিদ্ধ হয়। সেইজন্য সুরুঙ্গের মধ্যস্থ তরুলতাদির মূল এবং প্রস্তরগুলি আপনা হইতে ভূগর্ভে অদৃশ্য হইল। সঙ্কীর্ণ সুরুঙ্গের দ্বার হইল উত্তর পঞ্চাল নগরের মধ্যে; সাত শ লোকে উহা খনন করিল। তাহারা চামড়ার থলিতে মাটি তুলিয়া নগরের মধ্যেই ফেলিত; মাটি ফেলিবামাত্র জল মিশাইয়া তাহা দিয়া প্রাকার নির্ম্মাণ করিত, অন্য কাজও করিত। মহাসুরুঙ্গে প্রবেশ করিবার দ্বারও নগরের মধ্যে থাকিল। ঐ দ্বারের উচ্চতা হইল আঠার হাত। উহার কবাটে এমন একটা যন্ত্র ছিল যে, একটী মাত্র ভূমনীর উপরে থাকিয়াই উহা বন্ধ হইত। মহাসুরুঙ্গের দুই পাশ ইট দিয়া গাঁথা হইল এবং সেই ইটের উপর চূণকাম করা হইল। মাথার দিক্ তক্তা দিয়া ছাওয়াইয়া তক্তাগুলির তলদেশ মাটি দিয়া * লেপাইয়া তাহাতে শাদা রং দেওয়া হইল। এই মহাসুরুঙ্গে সর্ব্বশুদ্ধ আশীটা বড় দরজা এবং চৌষট্টিটা ছোট দরজা থাকিল। সকল দরজাই যন্ত্রযুক্ত ছিল এবং কবাটগুলি এক একটী মাত্র ভূমনীর উপর ঘুরিয়া খুলিত ও বন্ধ হইত। দুই পাশে বহুশত দীপালয় ছিল; সেগুলিও যন্ত্রযুক্ত ছিল; একটী খুলিলে সবগুলি খুলিত, একটা বন্ধ করিলে সবগুলি বন্ধ হইত। পার্শ্বদ্বয়ে আরও ছিল এক শত এক জন রাজার জন্য শয়নকক্ষ; প্রত্যেক কক্ষতল চিত্র আভরণে মণ্ডিত ছিল; উহার মধ্যভাগে সমুচ্ছ্রিত শ্বেতচ্ছত্র, উৎকৃষ্ট শয্যা, শয্যার পার্শ্বে সিংহাসন এবং একটী পরমসুন্দরী নারীমূর্ত্তি। হস্ত দ্বারা স্পর্শ না করিলে সেই মূর্ত্তি যে মানুষী নয়, ইহা বুঝা যাইত না। সুনিপুণ চিত্রকরেরা সুরুঙ্গের অভ্যন্তরে উভয় পার্শ্বে নানারূপ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিল। তাহাদের চিত্রকৌশলে শক্রের বিভূতি, সুমেরুর চতুষ্পার্শ, সাগর, মহাসাগর, চতুর্ম্মহাদ্বীপ, হিমালয়, অনবতপ্ত হ্রদ, মনঃশিলাতল, চন্দ্র, সূর্য্য, চাতুর্ম্মহারাজিকাদি ষট্‌কামস্বর্গ এবং তাহাদের নানাবিধ অংশ – সমস্তেরই প্রতিকৃতি সেই

* মূলে 'উল্লোক মত্তিকায়' আছে। 'উল্লোক' শব্দের অর্থ নিশ্চয় করা কঠিন। পদির নীচে এক প্রকার কাপড় ব্যবহার করা হয়, তাহাকে 'উল্লোক' বলিত। আমার মনে হয় ঐরূপ কাপড়ে মাটি মাখাইয়া তক্তার তলদেশে দেওয়া হইয়াছিল। বিবাহাদির সময়ে আমাদের দেশে পূর্ব্বে যে ধরণের কুলা চিত্র করা হইত, তাহার জমিও রমণীরা এই উপায়ে প্রস্তুত করিতেন। তাঁহারা প্রথমে একখানা ন্যাকড়ায় এঁটেল মাটি মাখিয়া উহা কুলায় লাগাইতেন; পরে তাহার উপর দুই এক বার মাটির লেপ দিয়া জমি সমান করিতেন; শেষে খড়ির পোঁচ দিয়া তাহার উপর চিত্র করা হইত।

মহাসুরুঙ্গে দেখা যাইত। সুরুঙ্গের ভূতল রজতশুভ্র বালুকায় আবৃত ছিল; উপরে প্রস্ফুটিত কমলসমূহ, উভয় পার্শ্বে নানাবিধ বিপণি; মধ্যে মধ্যে গন্ধমাল্য ও পুষ্পমাল্য প্রলম্বিত। ফলতঃ সমস্ত সুরুঙ্গটী দেবরাজের সুধর্ম্মা সভার ন্যায় সমলঙ্কৃত হইল।

মহাসত্ত্ব গঙ্গার উজানে যে তিন শ সূত্রধার পাঠাইয়াছিলেন, তাহারাও তিন শত নৌকা নির্ম্মাণ করিয়া সেগুলি প্রয়োজনীয় দ্রব্যে পূর্ণ করিয়া ঠিক ঠাক্ করিল এবং গঙ্গাপথে অবতরণ করিয়া মহাসত্ত্বকে সংবাদ দিল। তিনি নূতন নগরের অধিবাসীদিগের ব্যবহারার্থ ঐ সকল দ্রব্য লইয়া গেলেন এবং নৌকাগুলি কোন গুপ্তস্থানে রাখাইয়া বলিলেন, "আমি যখন আদেশ করিব, তখন লইয়া আসিবে।" নূতন নগরে উদকপরিখা, অষ্টাদশ হস্ত উচ্চ প্রাকার, তোরণ, অট্টালক, রাজার প্রাসাদসমূহ, হস্তিশালা, পুষ্করিণী প্রভৃতি সমস্তই সুন্দররূপে নির্ম্মিত হইল; মহাসত্ত্ব চারি মাসের মধ্যে মহাসুরুঙ্গ, সঙ্কীর্ণ সুরুঙ্গ, নগর, এই সমুদায়েরই নির্ম্মাণ সমাপ্ত করিলেন এবং এই চারিমাস অতীত হইলে বিদেহরাজকে আনিবার জন্য দূত পাঠাইলেন।

[এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৫৯। বিদেহরাজের তরে প্রাসাদাদি করিয়া নির্ম্মাণ
দূতমুখে জানাইলা তাঁরে মহৌষধ মতিমান্
"আসুন, রাজন, এবে বিলম্বে নাহিক প্রয়োজন
হয়েছে নির্ম্মিত তব বাসহেতু সুন্দর ভবন।"]

দূতের কথা শুনিয়া বিদেহরাজ প্রসন্নমনে বহু অনুচরসহ উত্তর পঞ্চালাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

[এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৬০। শুনিয়া দূতের বাণী চতুরঙ্গ বলসহ
করিলা প্রয়াণ নরমণি মিথিলার
দেখিতে সমৃদ্ধিমতী কাম্পিল্যের রাজধানী,
অনন্ত বাহনে সমাকীর্ণ পথ যার।]

বিদেহরাজ যথাকালে গঙ্গাতীরে উপনীত হইলেন, মহাসত্ত্ব প্রত্যুদ্গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে স্বনির্ম্মিত নগরে লইয়া গেলেন। তিনি সেখানে উৎকৃষ্ট প্রাসাদে অবস্থিতি করিয়া নানাবিধ উৎকৃষ্ট খাদ্য ভোজন করিলেন এবং কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর সায়াহ্নকালে নিজের আগমন জানাইবার জন্য চূড়নীর নিকট দূত পাঠাইলেন।

[এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৬১। কাম্পিল্যে পৌঁছিয়া ভূপ জানাইলা ব্রহ্মদত্তে,
"আসিয়াছি আমি তব বন্দিতে চরণ :
৬২। সাজায়ে স্বর্ণালঙ্কারে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী তব
কন্যা মোরে কর দান সহ দাসীগণ।"]

দূতের কথা শুনিয়া চূড়নী মহা সন্তোষ লাভ করিলেন; তিনি ভাবিলেন, 'এখন আমার শত্রু কোথায় পলাইবে? তাহাদের দুই জনেরই মাথা কাটিয়া জয়পানোৎসব

করিব।' কিন্তু মুখে কেবল হর্ষের চিহ্ন দেখাইয়া তিনি দূতের সম্বর্দ্ধনা করিলেন এবং বলিলেন,

> ৫৩। স্বাগত হে বিদেহের নৃপতিপুঙ্গব পাইলাম প্রীতি বড় আগমনে তব।
> শুভদিন, শুভক্ষণ করহ নির্ণয়, কন্যা সম্প্রদান আমি করিব নিশ্চয়।
> থাকিবে সর্ব্বাঙ্গে তার স্বর্ণ-আভরণ, বহু দাসী সঙ্গে তার করিবে গমন।*

ইহা শুনিয়া দূত বিদেহরাজের নিকট ফিরিয়া গিয়া বলিল, "মহারাজ, ব্রহ্মদত্ত বলিয়াছেন যে, এই মঙ্গলক্রিয়ার উপযুক্ত শুভলগ্ন কখন হইবে, তাহা জানুন, তিনি আপনাকে ঐ লগ্নে কন্যাদান করিবেন।" বিদেহরাজ পুনর্ব্বার দূত প্রেরণ করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, "অদ্যই শুভলগ্ন আছে।"

[এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন

> ৫৪। জানিতে চাহিলা তবে রাজা বিদেহের, কখন হইবে শুভ লগ্ন বিবাহের?
> শুভ লগ্ন হল স্থির, অমনি তখন চূড়নী-সকাশে দূত করিলা প্রেরণ।
>
> ৫৫। "শুভদিন শুভক্ষণ করিয়াছি আজ(ই) স্থির"—
> দূত-মুখে আবার করিলা বিজ্ঞাপন
> "সাজায়ে স্বর্ণালঙ্কারে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী তব
> কন্যা মোরে কর দান সহ দাসীগণ।"]

চূড়নী রাজা বলিয়া পাঠাইলেন,

> ৫৬। সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী নারী হবে এবে ভার্য্যা তব
> [illegible]
> তোমার, বিদেহনাথ, নিশ্চয় করিব আমি
> অবিলম্বে কন্যা সম্প্রদান হৃষ্টমনে।

এই গাথা বলিয়া চূড়নী রাজা 'এখনই পাঠাইতেছি', 'এখনই পাঠাইতেছি' এইরূপ মিথ্যাকথা বলিয়া সেই এক শত এক জন রাজাকে সঙ্কেত দ্বারা জানাইলেন, 'আপনারা সকলে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনাসহ যুদ্ধার্থ সসজ্জ হইয়া নগর হইতে নির্গত হউন, আজ দুই জন শত্রুরই শিরশ্ছেদ করিয়া জয়পানোৎসব করা যাইবে।' এই আদেশ পাইয়া রাজারা নগর হইতে বাহির হইলেন; চূড়নী নিজে বাহির হইবার কালে তাঁহার মাতা তলতা দেবী, অগ্রমহিষী নন্দাদেবী, পুত্র পঞ্চালচণ্ড এবং কন্যা পঞ্চাল-চণ্ডী, এই চারিজনকে অন্যান্য অন্তঃপুর-চারিণীদিগের সহিত প্রাসাদের মধ্যে রাখিয়া যাত্রা করিলেন।

বিদেহ-রাজের সঙ্গে যে সকল যোদ্ধা আসিয়াছিল, বোধিসত্ত্ব তাহাদিগকে প্রচুর অন্নপানাদি দিয়া তুষ্ট করিলেন। কেহ সুরা পান করিতে লাগিল, কেহ মৎস্য মাংস খাইতে লাগিল, কেহ বা দূরপথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া শুইয়া পড়িল। বিদেহরাজ নিজে সেনকাদি পণ্ডিতদিগকে লইয়া এবং অমাত্যগণ-পরিবৃত হইয়া প্রাসাদের অলঙ্কৃত মহাতলে বসিয়া রহিলেন। এদিকে চূড়নী রাজা অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা দ্বারা নূতন নগরটাকে চারি পঙ্‌ক্তিতে বেষ্টন করিলেন, এই চারি পঙ্‌ক্তির অন্তর্বর্ত্তী অংশত্রয়ে কোন সেনা থাকিল না, সেখানে বহু শত সহস্র লোকে উল্কা জ্বালিয়া অবস্থিত হইল। ব্রহ্মদত্ত অরুণোদয় কালেই নগর অধিকার করিবেন, এই ভাবে সেনা সজ্জিত করিয়া রাখিলেন। তাহা দেখিয়া মহাসত্ত্ব নিজের তিন শত যোদ্ধাকে বলিলেন, 'তোমরা সঙ্কীর্ণ সুরুঙ্গপথে গিয়া ব্রহ্মদত্তের মাতা, অগ্রমহিষী, পুত্র ও কন্যাকে লইয়া ঐ পথেই আনয়নপূর্ব্বক

---

* বিদেহরাজ যেন তাঁহার নিকটেই উপস্থিত হইয়াছেন, ব্রহ্মদত্ত এইভাবে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়াই গাথাটি বলিলেন। তাহার উদ্দেশ্য এই যে, দূত গিয়া বিদেহরাজকে এই কথাগুলি শুনাইবে।

মহাসুরুঙ্গে প্রবেশ করিবে; কিন্তু মহাসুরুঙ্গের নির্গমদ্বার খুলিবে না; আমাদের আগমন প্রতীক্ষায় উহার মধ্যেই থাকিবে; আমরা যখন আসিব, তখন তাঁহাদিগকে বাহির করিয়া নির্গমদ্বারের নিকটস্থ মহাবিশাল প্রাঙ্গণে লইয়া যাইবে।" তাহারা 'যে আজ্ঞা' বলিয়া সঙ্কীর্ণ সুরুঙ্গ দিয়া অগ্রসর হইল; মহাসোপানতলে যে ভক্তার মঞ্চ ছিল, তাহা খুলিল, সোপানপাদমূলে, সোপান শীর্ষে ও মহাতলে যে সকল প্রহরী এবং কুব্জাদি দেখিতে পাইল, সকলকে ধরিয়া তাহাদের হাত পা বান্ধিল, মুখ চাপা দিল, যেখানে যেখানে গুপ্তস্থান দেখিল, সেই সেই খানে তাহাদিগকে লুকাইয়া রাখিল, রাজার জন্য যে খাদ্য প্রস্তুত ছিল, তাহার কিছু খাইল, যে সকল দ্রব্য সম্মুখে পাইল সমস্ত চূর্ণ বিচূর্ণ করিল এবং প্রাসাদোপরি আরোহণ করিল। তখন তলতা দেবী, কি জানি কি ঘটিবে ভাবিয়া, নন্দাদেবী এবং রাজপুত্র ও রাজকন্যার সহিত এক শয্যায় শুইয়া ছিলেন। মহাসত্ত্বের যোদ্ধারা প্রকোষ্ঠের দ্বারদেশে গিয়া তাঁহাদিগকে ডাকিল। তলতা বাহির হইয়া বলিলেন, 'কি জন্য ডাকিতেছ, বাপু সকল?' তাহারা বলিল, "দেবি, আমাদের রাজা বিদেহরাজকে এবং মহৌষধকে বধ করিয়া সমস্ত জম্বুদ্বীপের একাধীশ্বর হইয়াছেন এবং এক শত এক জন রাজার সহিত মহাসমারোহে মহাপানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তিনি আপনাদের এই চারিজনকে লইয়া যাইবার জন্য আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন।" ইহা শুনিয়া রাজমাতা ও রাজমহিষী প্রভৃতি প্রাসাদ হইতে অবতরণপূর্ব্বক সোপানপাদমূলে দাঁড়াইলেন; বোধিসত্ত্বের লোকেরা তাঁহাদিগকে লইয়া সঙ্কীর্ণ সুরুঙ্গে প্রবেশ করিল। তাঁহারা বলিলেন, "আমরা এতকাল এখানে বাস করিতেছি; কিন্তু এ পথে ত কখনও অবতরণ করি নাই?" বোধিসত্ত্বের লোকেরা বলিল, "এ পথ সর্ব্বদা চলিবার জন্য নহে; এটা মঙ্গলবীথি; আজ মঙ্গলোৎসব হইতেছে বলিয়া রাজা আপনাদিগকে এই পথে লইয়া যাইতে আজ্ঞা দিয়াছেন।" রাজমাতা, রাজমহিষী প্রভৃতি একথা বিশ্বাস করিলেন। তখন এক দল তাঁহাদের চারিজনকে লইয়া চলিল; এক দল ফিরিল এবং রাজভবনের কোষাগার খুলিয়া ইচ্ছামত বহুমূল্য স্বর্ণমণি প্রভৃতি লইয়া গেল। এদিকে বন্দী চারিজন অগ্রসর হইয়া মহাসুরুঙ্গে প্রবেশ করিলেন এবং তাহার দেবভবনের ন্যায় শোভা দেখিয়া ভাবিলেন, 'রাজার জন্যই বোধ হয় এস্থানটী এমন সুন্দর ভাবে সাজাইয়াছে।' বোধিসত্ত্বের লোকে ক্রমে তাঁহাদিগকে গঙ্গার অনতিদূরে লইয়া গিয়া সুরুঙ্গের মধ্যেই একটী সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে রাখিয়া দিল, কয়েকজন সেখানে পাহারা দিতে লাগিল এবং কয়েকজন গিয়া বোধিসত্ত্বকে জানাইল যে, রাজমাতা, রাজমহিষী প্রভৃতিকে আনয়ন করা হইয়াছে। তাহাদের কথা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, 'এখন আমার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে।' তিনি পরম পরিতোষ লাভ করিয়া বিদেহরাজের নিকট গিয়া এক পার্শ্বে অবস্থিত হইলেন। কামাতুর রাজা ভাবিতেছিলেন, 'এখনই বুঝি ব্রহ্মদত্ত তাঁহার কন্যাকে পাঠাইবেন, এই বুঝি ব্রহ্মদত্ত তাঁহার কন্যাকে পাঠাইতেছেন।' তিনি পল্যঙ্ক হইতে উঠিয়া বাতায়নপথে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক দেখিলেন, বহু শত সহস্র উল্কার আলোকে চতুর্দ্দিক্ উদ্ভাসিত হইয়াছে এবং অসংখ্য যোদ্ধা নূতন নগরটী বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। ইহাতে তাঁহার মহাভয় জন্মিল; ব্যাপার কি, এ সম্বন্ধে তিনি পণ্ডিতদিগের (সেনকাদির) সহিত আলোচনা করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন,

৫৭। হস্তী, অশ্ব, রথ, পত্তি—, বর্ম্মধারী যোধগণ
রয়েছে নগর এই করিয়া বেষ্টন;
জ্বলিতেছে উল্কা কত বল ত, পণ্ডিতগণ,
কি হেতু হয়েছে এই মহা আয়োজন?

ইহা শুনিয়া সেনক বলিলেন, "কোন চিন্তার কারণ নাই। বহু বহু উল্কা দেখা

যাইতেছে, বোধ হয় রাজা আপনাকে দান করিবার জন্য কন্যা লইয়া আসিতেছেন।" পুক্কুশও বলিলেন, "আপনি আসিয়াছেন, আপনার প্রতি সম্মান দেখাইবার জন্য ব্রহ্মদত্ত বোধ হয় দেহরক্ষিগণ লইয়া অবস্থিতি করিতেছেন।" এইরূপে যাঁহার মনে যেটা ভাল লাগিল, পণ্ডিতেরা সেই মত উত্তর দিলেন। কিন্তু রাজা শুনিতে পাইলেন, লোকে আদেশ দিতেছে, "অমুক স্থানে সেনা থাকুক, অমুক স্থানে রক্ষী স্থাপন কর, সকলে সতর্কভাবে স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট কার্য্য কর" ইত্যাদি। ইহাতে এবং সুসজ্জিত সেনা দেখিয়া তিনি মরণভয়ে ভীত হইলেন এবং মহৌষধ কি বলেন শুনিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া বলিলেন,

৫৮। হস্তি অশ্ব রথ-পত্তি বর্ম্মধারিগণ ঘেরেছে নগর এই করিয়া বেষ্টন
জ্বলিতেছে উল্কা কত। বলত পণ্ডিত করিবে কি আমাদের ইহারা অহিত?

রাজার প্রশ্ন শুনিয়া মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, 'এই মূর্খ রাজাকে একটু ভয় দেখান যাউক, তাহার পর আমার ক্ষমতা দেখাইয়া ইহাকে আশ্বাস দেওয়া যাইবে।' এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি বলিলেন,

৫৯। চূড়নীর মহাসেনা ঘিরেছে পাঞ্চাল,
না পার যাইতে কেহ পলাইয়া তুমি।
ঘোর শত্রু চূড়নীর তোমার, রাজন
প্রভাতে তোমায় সেই করিবে নিধন।

ইহা শুনিয়া সকলেই মরণভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। রাজার কণ্ঠ শুষ্ক হইল, মুখে লালানিঃসরণ বন্ধ হইল, শরীরে দাহ জন্মিল তিনি মরণভয়ে পরিবেদন করিতে করিতে দুইটী গাথা বলিলেন।—

৬০। কাঁপিছে অন্তর মোর শুকাইছে মুখ
কিছুতেই না পাই শান্তি অগ্নিদগ্ধ কাঠি
যেমনেছে প্রখর রৌদ্রে কেহ যেন রোদে।

৬১। কামারের উক্কাবৎ* অন্তর আমার—
অন্তরে জীবন জ্বালা করিতেছে ভোগ
বাহিরে লক্ষণ তার কিন্তু কিছু নাই।

রাজার পরিবেদন শুনিয়া মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, 'এই মূর্খ রাজা অন্য দিন আমার কথা মত কাজ করে না, আজ ইহাকে আরও একটু নিগৃহীত করিব।' তিনি বলিলেন,

৬২। কামমত্ত প্রমত্ত প্রজ্ঞাবিহীন
তুমি ভূপ। পণ্ডিতেরা করুন এখন
উদ্ধার তোমায় এই সঙ্কট হইতে।

৬৩। আত্মতৃপ্তিবশ হবে রাজারা যখন
না শুনেন সুহৃৎ হিতৈষী মন্ত্রীর
পড়েন বিপদে তারা, মূঢ় মৃগ যথা
না বিচারি জালবদ্ধ পড়ে গিয়া ফাঁদে।

৬৪। বলেছিনু পূর্ব্বে আমি কর তা স্মরণ,
মাংসে আচ্ছাদিত এক বাণ বড়িশের
লোভবশে মীন যথা না পায় দেখিতে,
করে গ্রাস বুঝে না কি মৃত্যু এতে হবে

৬৫। সেইরূপ, মহারাজ, কামবশে তুমি
চূড়নীর কন্যারূপ 'চারে' মুগ্ধ হয়ে
দেখিতে না পাইতেছ সম্মুখে বিপদ।

* উক্কা—হাপর (furnace)।

৬৬। উত্তর পঞ্চালে যদি করহ গমন,
অচিরে হইবে তব প্রাণান্ত নিশ্চয়।
পতিত মনুষ্যপথে হরিণের মত
মহাভয় উপস্থিত হইবে তোমার।" *

৬৭। অঙ্কস্থিত সর্পবৎ অমাত্য অসৎ
দংশে পালকেরে, নৃপ; প্রাজ্ঞ সে কারণ,
অসাধুর সঙ্গে মৈত্রী করে না ক'খন।
অসাধুসংসর্গ হয় দুঃখের নিদান।

৬৮। শীলবান্, শাস্ত্রবিৎ বলি জানে যারে,
তার(ই) সঙ্গে করে প্রাজ্ঞ মিত্রতা স্থাপন।
সাধুসঙ্গ চিরদিন সুখের নিদান।

রাজা পূর্ব্বে মহাসত্ত্বকে যে গালি দিয়াছিলেন, যাহাতে ভবিষ্যতে পুত্রস্থানীয় ব্যক্তিকে আর কখনও সেরূপ কথা না বলেন, এই উদ্দেশ্যে মহাসত্ত্ব তাহা উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে আরও নিগৃহীত করিলেন:—

৬৯। "মূঢ় তুমি, মহারাজ; বধিরের মত
না শুনিলে, দিলাম যে হিত উপদেশ।
লাঙ্গলের মুষ্টি ধরি বর্দ্ধিত যে জন,
কি রূপে সে পাবে বুদ্ধি অন্যের মতন? †

৭০। দিলা বহু গালি মোরে, বলিলে তখন,
'গলা ধরি বহিষ্কৃত এ রাজ্য হইতে
এখন(ই) [illegible] এরে। অহো কি আস্পর্দ্ধা!
গেলে কি না হবে যাহা মম অন্তরায়
ব্রহ্মদত্তকন্যারূপ রতন লভিতে।'" ‡

মহারাজ, আমি ত গৃহপতিপুত্র। সেনকাদি পণ্ডিতেরা আপনার হিতসাধনোপায় যেরূপ জানেন, আমি তাহা কিরূপে জানিব? উপস্থিত ব্যাপার আমার বুদ্ধির অগোচর; আমি কেবল গৃহপতিদিগের বিদ্যা জানি। উপস্থিত ব্যাপারে কি কর্ত্তব্য, সেনকাদিই তাহা ভাল বুঝেন। তাঁহারা সুপণ্ডিত; তাহারাই আজ অষ্টাদশ-অক্ষৌহিণী-পরিবৃত আপনাকে উদ্ধার করুন। বরং গলা ধাক্কা দিয়া আমাকে তাড়াইতে আজ্ঞা দিন। এখন আমার নিকট উপায় জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন, মহারাজ?" মহাসত্ত্ব রাজাকে এইরূপে মনের সাধে ভর্ৎসনা করিলেন। তাহা শুনিয়া রাজা ভাবিলেন, 'আমি যে দোষ করিয়াছি, মহৌষধ কেবল তাহারই উল্লেখ করিতেছে; এইরূপ বিপদ্ যে ঘটিবে মহৌষধ পূর্ব্বেই তাহা জানিতে পারিয়াছিল। সেই জন্যই এ আমাকে এত ভর্ৎসনা করিতেছে। কিন্তু এ যে এতদিন নিকর্ম্মা হইয়া বসিয়াছিল, ইহা অসম্ভব; এ নিশ্চয় আমার রক্ষার উপায় করিয়া রাখিয়াছে।' ইহা চিন্তা করিয়া রাজা দুইটী গাথায় মহাসত্ত্বকে ভর্ৎসনা করিলেন:—

৭১। পণ্ডিতেরা মহৌষধ, খোঁচা মারি যেন
অতীতের কথা তুলি; তুমি তবে কেন
বাক্যবাণে বিন্ধিতেছ হৃদয় আমার?
রজ্জুবদ্ধ অশ্ববৎ আমি যে এখন।
প্রতোদকণ্টকে ক্ষত কর কেন আর?

* ৬৪, ৬৫, ৬৬ সংখ্যাযুক্ত গাথা তিনটী ১৭শ, ১৮শ ও ১৯শ গাথারই পুনরুক্তি।
† কৈবর্ত্তকে লক্ষ্য করিয়া এই উপমা প্রয়োগ করা হইয়াছে।
‡ ২১শ গাথারই পুনরুক্তি।

৭২। উদ্ধারের পথ যদি পাও নিরখিতে,
কিংবা কি উপায়ে রক্ষা হইবে জীবন
আমা সবাকার এবে তাহাই নির্দেশ
কর, বৎস যাও ভুলি পূর্ব্বের সে কথা।

মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, 'রাজা ত মহামূর্খ। কে ভাল, কে মন্দ, তাহা ইহার বুঝিবার ক্ষমতা নাই। ইঁহাকে আরও একটু কষ্ট দিয়া শেষে ইঁহাকে উদ্ধার করা যাইবে।' এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি বলিলেন

৭৩। উদ্ধার। দুষ্কর, ভূপ; অসম্ভব অতি,
মানুষের সাধ্যাতীত উদ্ধার এখন।
উদ্ধারসাধন তব করিতে আমার
নাই শক্তি; কর যাহা ভাল বুঝ নিজে।
৭৪। বুদ্ধিমান্, সুবিখ্যাত হস্তী কোন কোন
অন্তরিক্ষপথে না কি পারে বিচরিতে।
হেন হস্তী থাকে যদি কোন নৃপতির,
উদ্ধারিতে তাহারাই পারে এবে তাঁরে।*
৭৫। বুদ্ধিমান্, সুবিখ্যাত অশ্ব কোন কোন
অন্তরিক্ষপথে না কি পারে বিচরিতে।
হেন অশ্ব থাকে যদি কোন নৃপতির,
উদ্ধারিতে তাহারাই পারে এবে তাঁরে।
৭৬। বুদ্ধিমান্, মহাবল পক্ষী কোন কোন
অন্তরিক্ষপথে না কি পারে বিচরিতে।
হেন পক্ষী থাকে যদি কোন নৃপতির,
উদ্ধারিতে তাহারাই পারে এবে তাঁরে।
৭৭। বুদ্ধিমান্, সুবিখ্যাত যক্ষ কোন কোন §
অন্তরিক্ষপথে না কি পারে বিচরিতে।
হেন যক্ষ থাকে যদি কোন নৃপতির,
উদ্ধারিতে তাহারাই পারে এবে তাঁরে
৭৮। উদ্ধার। দুষ্কর ইহা, অসম্ভব অতি;
মানুষের সাধ্যাতীত উদ্ধার এখন।
উদ্ধারসাধন তব করিতে আমার
অন্তরিক্ষপথে, ভূপ, শক্তি কোন নাই।

ইহা শুনিয়া রাজার মুখে আর কথা সরিল না। অনন্তর সেনক ভাবিলেন 'এক মহৌষধ ভিন্ন রাজার বা আমাদের, কাহারও কোন উদ্ধারকর্ত্তা নাই। রাজা কিন্তু ইঁহার কথা শুনিয়া এমন ভয় পাইয়াছেন, যে তাঁহার মুখ একে বারে বন্ধ হইয়াছে। অতএব আমিই পণ্ডিতের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি।' ইহা চিন্তা করিয়া তিনি দুইটী গাথা বলিলেন:—

৭৯। মহার্ণবে ভগ্নপোত নৌ যাত্রী যখন
কোন্ দিকে তীরভূমি, না পেয়ে দেখিতে
যে দিকে চালায় ঊর্ম্মি সেই দিকে যায়,
এরূপে চলিয়া শেষে লভিলে কোথাও
দাঁড়াবার স্থান তার কি সুখ তখন।

* টীকাকার বলেন, ছদ্দন্ত ও উপোসথকুলজ হস্তীরা এইরূপ ক্ষমতাবিশিষ্ট।
† টীকাকার বলেন, বলাহকাশ্বগণ এইরূপ ক্ষমতাবিশিষ্ট।
‡ যেমন গরুড় ও সুপর্ণ। § 'সাতাগিরাদয়ো'—টীকাকার।

৮০। সেরূপ রাজার, আর আমা সবাকার
তুমি একা, মহৌষধ, দাঁড়াবার স্থান।
শ্রেষ্ঠ তুমি আমাদের মন্ত্রিগণ মাঝে;
নাই অন্য কার(ও) সাধ্য দুঃখ ঘুচাইতে।

অতঃপর সেনককে ভৎ‍র্সনা করিয়া মহাসত্ত্ব একটী গাথা বলিলেন:—

৮১। উদ্ধার! দুষ্কর ইহা; অসম্ভব অতি;
মানুষের সাধ্যাতীত উদ্ধার এখন।
উদ্ধারিতে কিছু মাত্র সাধ্য মোর নাই।
করহ, সেনক, তুমি উপায় চিন্তন।

রাজা নিষ্কৃতিলাভের উপায় চাহিতেছিলেন; কিন্তু তাহা পাইবার সম্ভাবনা না দেখিয়া মরণভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। মহাসত্ত্বের সহিত তাঁহার আর বাক্যালাপ করিবার সাধ্য ছিল না বলিয়া তিনি ভাবিলেন, 'সেনক হয় ত কোন উপায় জানিতে পারেন।' এই জন্য তিনি সেনককে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন,

৮২। বলি যাহা, শুন সবে; মহাভয় এবে
হইয়াছে উপস্থিত আমা সবাকার।
জিজ্ঞাসি সেনকে আমি, এ ঘোর সঙ্কটে
তাঁর মতে কি করিলে পাব পরিত্রাণ?

সেনক ভাবিলেন, 'রাজা উপায় জিজ্ঞাসা করিতেছেন। শোভন হউক বা না হউক, একটা উপায় বলা যাউক।' ইহা চিন্তা করিয়া তিনি বলিলেন,

৮৩। [illegible]
করিব প্রবেশ অগ্নি প্রতি বাসগৃহে;
শস্ত্রহস্তে তার পর কাটি পরস্পরে
সত্বর ত্যজিব প্রাণ আমরা সকলে।
ব্রহ্মদত্ত বধিবে যে তিল তিল করি,
এ দুঃখ কাহার(ও) ভাগ্যে নাহি ঘটে যেন।

সেনকের পরামর্শ শুনিয়া রাজা ক্রুদ্ধ হইলেন; তিনি মনে মনে বলিলেন, "তোমার স্ত্রীপুত্রদিগের জন্যই এইরূপ চিতার ব্যবস্থা কর।" অনন্তর তিনি পুক্কুসাদিকেও প্রশ্ন করিলেন; তাঁহারাও স্ব স্ব প্রজ্ঞার অনুরূপ নিতান্ত নির্বোধের মত উত্তর দিলেন। রাজার প্রশ্ন এবং পণ্ডিতদিগের উত্তর এইভাবে কথিত হইয়া থাকে:—

৮৪। "বলি যাহা, শুন সবে; মহাভয় এবে
হইয়াছে উপস্থিত আমা সবাকার।
জিজ্ঞাসি পুক্কুশে আমি, এ ঘোর সঙ্কটে
তাঁর মতে কি করিলে পাব পরিত্রাণ?"

৮৫। "ত্যজিব এখন(ই) প্রাণ করি বিষ পান।
ব্রহ্মদত্ত বধিবে যে তিল তিল করি,
এ দুঃখ কাহার(ও) ভাগ্যে নাহি ঘটে যেন।"

৮৬। "বলি যাহা শুন সবে; মহাভয় এবে
হইয়াছে উপস্থিত আমা সবাকার।
জিজ্ঞাসি কবীন্দ্রে আমি, এ ঘোর সঙ্কটে
তাঁর মতে কি করিলে পাব পরিত্রাণ?"

৮৭। "উদ্বন্ধনে, কিংবা পড়ি প্রপাত হইতে
ত্যজিব জীবন এবে আমরা সকলে।

ব্রহ্মদত্ত বধিবে যে তিল তিল করি,
এ দুঃখ কাহার(ও) ভাগ্যে নাহি ঘটে যেন।"

৮৮। "বলি যাহা, শুন সবে, মহাভয় এবে
হইয়াছে উপস্থিত আমা সবাকার।
জিজ্ঞাসি সেনকে আমি, এ ঘোর সঙ্কটে
তাঁর মতে কি করিলে পাব পরিত্রাণ?"

৮৯। "নগরের দ্বাররুদ্ধ করিয়া আমরা
করিব প্রয়োগ অগ্নি প্রতি বাসগৃহে,
শস্ত্রহস্তে তার পর কাটি পরস্পরে
সত্বর ত্যজিব প্রাণ আমরা সকলে।
নাই শক্তি আমাদের কাহার(ও), রাজন্,
করিতে মুক্তির কোন পথ নির্দ্ধারণ।
প্রজ্ঞাবলে মহৌষধ কিন্তু অনায়াসে
পারেন করিতে ত্রাণ আমা সবাকারে।"

দেবেন্দ্র ভাবিলেন, "রাজা করিতেছেন কি? সম্মুখে অগ্নি রহিয়াছে, অথচ তিনি খদ্যোতে ফুৎকার দিতেছেন! এখন এক মহৌষধ ভিন্ন কি রাজার, কি আমাদের, কোন ত্রাণকর্তা নাই। রাজা কিন্তু তাঁহার কথা শুনিয়া এমন ভয়বিহ্বল হইয়াছেন যে, তাঁহার সঙ্গে আর কথাটী পর্য্যন্ত বলিতে পারিতেছেন না। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া আমাদিগকে প্রশ্ন করিতেছেন! আমরা ইহার কি জানি?" ইহা চিন্তা করিয়া এবং অন্য কোন উপায় না দেখিয়া সেনক যাহা বলিয়াছিলেন, তিনিও তাহাই বলিয়া তাহাতে চারিটী চরণ যোগ করিয়া দিলেন। অতঃপর তিনি মহৌষধের গুণ বর্ণন করিলেন :—

৯০। আমার যে অভিপ্রায়, করি নিবেদন :—
আমরা সকলে মিলি করি অনুরোধ
মহাপ্রাজ্ঞ মহৌষধে, 'কর রক্ষা তুমি'
অনুরুদ্ধ হয়ে যদি না পারেন তিনি
অবলীলাক্রমে রক্ষা করিতে সকলে,
এই মাত্র দেখালেন সেনক যে পথ,
সে পথে চলিয়া মোরা ত্যজিব জীবন।

রাজা ইহা শুনিলেন; কিন্তু পূর্ব্বে তিনি বোধিসত্ত্বের প্রতি যে দুর্ব্ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া তাঁহাকে কিছু বলিতে পারিলেন না; অথচ তিনি শুনিতে পারেন এইভাবে পরিদেবন করিতে লাগিলেন :—

৯১। কদলি অন্তর সার খুঁজিলে না কভু পাওয়া যায়;
তেমতি প্রশ্নের মোর উত্তর না পাইলাম, হায়।

৯২। শাল্মলি অন্তর সার খুঁজিলে না কভু পাওয়া যায়;
তেমতি প্রশ্নের মোর উত্তর না পাইলাম, হায়।

৯৩। অস্থানে করেছি বাস; অমাত্যেরা অপদার্থ অতি,
সকল বিষয়ে অজ্ঞ, সকলেই মূর্খ, মূঢ়মতি।
নিরুদক স্থানে বাস করে যদি কুঞ্জর কখন,
পঙ্কমধ্যে পড়ে সেই, মোর(ও) এবে দুর্দশা তেমন।

৯৪। কাঁপিছে হৃৎপিণ্ড মোর; শুকাইছে মুখ;
নিদ্রাতে না পাই শান্তি; অগ্নিদগ্ধ করি
রেখেছে প্রখর রৌদ্রে যেন কেহ মোরে।

৯৫। কামারের উকাবৎ হৃদয় আমার ;
অন্তরে ভীষণ জ্বালা করিতেছি ভোগ ;
বাহিরে লক্ষণ তার কিন্তু কিছু নাই।

ইহা শুনিয়া মহাসত্ত্ব বুঝিলেন 'রাজা অত্যন্ত ভয়বিহ্বল হইয়াছেন ; এখন তাঁহাকে আশ্বাস না দিলে হয় ত তাহার বুক ফাটিয়া যাইবে ও প্রাণান্ত ঘটিবে।' এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি রাজাকে আশ্বস্ত করিলেন।

[এই বৃত্তান্ত সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৯৬। অর্থদর্শী, সুধীবর, প্রাজ্ঞ মহৌষধ
বিদেহ-রাজের দুঃখ হেরি, কৃপাবশে
এরূপ আশ্বাস তাঁরে দিলেন তখন :—]

৯৭। নাই ভয়, মহারাজ : নাই কোন ভয় ; আমিই উদ্ধার তব করিব নিশ্চয়।
রাহুগ্রস্ত চন্দ্র পায় মুক্তি যে প্রকার, সেই মত মুক্তিলাভ হইবে তোমার।

৯৮। নাই ভয়, মহারাজ ; নাই কোন ভয়, আমিই উদ্ধার তব করিব নিশ্চয়।
রাহুগ্রস্ত সূর্য্য পায় মুক্তি যে প্রকার, সেই মত মুক্তিলাভ হইবে তোমার।

৯৯। নাই ভয় মহারাজ ; নাই কোন ভয়, আমিই উদ্ধার তব করিব নিশ্চয়।
পঙ্কমগ্ন নাগে লোকে তুলে যে প্রকারে সেরূপে উদ্ধার আমি করিব তোমারে।

১০০। নাই ভয়, মহারাজ ; নাই কোন ভয়, আমিই উদ্ধার তব করিব নিশ্চয়।
দুর্দ্দশা পেটিকাবদ্ধ সর্পের যেমন, তোমার(ও) তাদৃশী, আমি করিব মোচন।

১০১। নাই ভয়, মহারাজ ; নাই কোন ভয় ; আমিই উদ্ধার তব করিব নিশ্চয়।
জালবদ্ধ মীনের দুর্দ্দশা যে প্রকার, তোমার(ও) তাদৃশী। আমি করিব উদ্ধার।

১০২। নাই ভয়, মহারাজ ; নাই কোন ভয় ; আমিই উদ্ধার তব করিব নিশ্চয়।
নিশ্চয় উপায় আমি করিব, রাজন্, যাহাতে পাইবে ত্রাণ সবলবাহন।

১০৩। নাই ভয়, মহারাজ ; নাই কোন ভয় ; আমিই উদ্ধার তব করিব নিশ্চয়।
করিব পঞ্চালসেনা আমি বিতাড়ণ, লোষ্ট্র ক্ষেপি কাকে লোকে তাড়ায় যেমন।

১০৪। প্রজ্ঞার কি ফল হয়? কোন্ প্রয়োজন বুদ্ধিমান্ অমাত্যে বা করিবে সাধন,
সঙ্কটে পড়িলে প্রভু রক্ষিতে তাঁহায় উপায় করিতে যদি পারা নাহি যায়?

মহাসত্ত্বের কথা শুনিয়া রাজা আশ্বস্ত হইলেন, তিনি ভাবিলেন, 'এতক্ষণে আমি প্রাণ পাইলাম।' বোধিসত্ত্ব সিংহনাদ করিলে সকলেই সন্তুষ্ট হইল। তখন সেনক জিজ্ঞাসিলেন, 'পণ্ডিত, আপনি আমাদের সকলকে কি উপায়ে লইয়া যাইবেন, বলুন ত?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "আমি আপনাদিগকে অলঙ্কৃত সুরঙ্গপথে লইয়া যাইব ; আপনারা সজ্জিত হউন।" অনন্তর তিনি যোদ্ধাদিগকে সুরঙ্গের দ্বার খুলিতে আজ্ঞা দিলেন :—

১০৫। উঠ হে যুবকগণ, খোল শীঘ্র করি
সুরঙ্গের দ্বার, আর প্রকোষ্ঠগুলির ;
যাবেন বিদেহরাজ সুরঙ্গের পথে।

যোদ্ধারা উঠিয়া দ্বার খুলিয়া দিল ; অমনি সমস্ত সুরঙ্গ আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া দেবসভার ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

[এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

১০৬। পণ্ডিতের ভৃত্যগণ আজ্ঞা পেয়ে তাঁর
খুলিল সুরঙ্গদ্বার, সার্গল কবাট
যন্ত্র ও উন্মুক্ত হ'ত যন্ত্রবলে যার।]

যোদ্ধারা সুরঙ্গদ্বার খুলিয়া মহাসত্ত্বকে জানাইল ; তিনি রাজাকে জানাইলেন, "মহারাজ, সময় উপস্থিত ; আপনি প্রাসাদ হইতে অবতরণ করুন।" রাজা অবতরণ

করিলেন; সেনক নিজের মস্তক হইতে উষ্ণীষ খুলিয়া লইলেন, উত্তরাসঙ্গও খুলিলেন। ইহা দেখিয়া মহাসত্ত্ব বলিলেন, "কি করিতেছেন?" সেনক বলিলেন, "পণ্ডিত, সুরঙ্গপথে যাইতে হইলে শিরোবেষ্টন খুলিয়া দৃঢ়রূপে কচ্ছ বন্ধন করা আবশ্যক।" "সেনক, আপনি ভাবিবেন না যে, এই সুরঙ্গ দিয়া যাইবার কালে দেহ অবনত করিয়া জানুর উপর ভর দিয়া প্রবেশ করিতে হইবে। যদি হাতীর উপর চড়িয়া যাইতে চান, তবে হাতীতেই চড়ুন; এই সুরঙ্গ আঠার হাত উঁচু; ইহার দরজা প্রকাণ্ড; আপনার যে ভাবে ইচ্ছা হয়, সুন্দর পরিচ্ছদ পরিয়া রাজার অগ্রে অগ্রে চলুন।" মহাসত্ত্ব সেনককে রাজার অগ্রে যাইতে দিয়া রাজাকে মধ্যে রাখিলেন এবং নিজে সকলের পশ্চাতে থাকিলেন। ইহার উদ্দেশ্য এই ছিল:— রাজা সুরঙ্গের শোভা দেখিতে দেখিতে যেন ধীরে ধীরে না চলেন। ঐ সুরঙ্গের মধ্যে বহুলোকের উপযুক্ত প্রচুর যবাগূ, ভক্ত প্রভৃতি খাদ্য ছিল; লোকে যখন সেইগুলি খাইতে খাইতে ও পান করিতে করিতে এবং সুরঙ্গটী দেখিতে দেখিতে যাইবে, তখন মহাসত্ত্ব পশ্চাদ্দেশ হইতে রাজাকে শীঘ্র শীঘ্র চলিতে উৎসাহিত করিবেন। রাজা দেবসভার ন্যায় সুসজ্জিত সুরঙ্গ দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইলেন।

[এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

১০৭। সর্ব্বাগ্রে সেনক, মধ্যে সামাত্য ভূপতি;
মহৌষধ সকলের পশ্চাতে থাকিয়া
চলিলেন সে বিচিত্র সুরঙ্গের পথে।]

বিদেহরাজ উম্মার্গে প্রবেশ করিয়াছেন জানিয়া বোধিসত্ত্বের যোদ্ধারা চূড়নীর মাতা মহিষী, পুত্র ও কন্যাকে সুরঙ্গের বাহিরে লইয়া সেই বিশাল অঙ্গনে রাখিয়া দিল। এ দিকে বিদেহরাজও বোধিসত্ত্বের সহিত সুরঙ্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। রাজমহিষী প্রভৃতি বিদেহরাজ ও বোধিসত্ত্বকে দেখিয়া বুঝিলেন যে, তাঁহারা নিশ্চয় শত্রুহস্তে পতিত হইয়াছেন ও যাহারা তাঁহাদিগকে লইয়া আসিয়াছে, তাহারা মহৌষধ পণ্ডিতের লোক। এই কারণে তাঁহারা মরণ-ভয়ে ভীত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। বিদেহরাজ পাছে পলায়ন করেন, এই আশঙ্কায় চূড়নী গঙ্গা হইতে মাত্র এক গব্যূতি দূরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। রাত্রির নিস্তব্ধতার মধ্যে যখন বন্দিনীদিগের আর্ত্তনাদ তাঁহার কর্ণগোচর হইল, তখন একবার তাঁহার বলিতে ইচ্ছা হইল, 'নন্দাদেবীর কণ্ঠস্বর।' কিন্তু পাছে লোকে পরিহাস করিয়া বলে, 'কোথায় আপনি নন্দাদেবীকে দেখিতেছেন?' এই ভয়ে তিনি নীরব রহিলেন। এদিকে মহাসত্ত্ব সেই অঙ্গনে কুমারী পঞ্চালচণ্ডীকে রত্নরাশির উপর বসাইয়া মহিষীর পদে অভি-ষিক্ত করিলেন এবং বিদেহরাজকে বলিলেন, "মহারাজ, আপনি ইঁহারই জন্য আগমন করিয়া-ছিলেন; ইনি আপনার অগ্রমহিষী হউন।" অতঃপর তিন শত নৌকা ঘাটে আনীত হইল; রাজা অঙ্গন হইতে অবতরণপূর্ব্বক একখানি সুসজ্জিত নৌকায় আরোহণ করিলেন; সেনকাদি চারি জন পণ্ডিতও নৌকায় উঠিলেন।

[এই বৃত্তান্ত সুস্পষ্টরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

১০৮। সুরঙ্গ হইতে গিয়া বাহিরে তখন
করেন বিদেহরাজ নৌকা-আরোহণ।
উঠিলে নৌকায় তিনি, সুধী মহৌষধ
রাজাকে করিলা এই উপদেশ দান:—

১০৯, ১১০। শ্বশুরস্থানীয় এবে তব, মহারাজ, *
ইনি সে পঞ্চাল চণ্ড; সোদরের মত

* টীকাকার বলেন যে, ব্রহ্মদত্তের অনুপস্থিতিবশতঃ তাঁহার পুত্রকেই বিদেহপতির শ্বশুরস্থানীয় বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে।

ইঁহারে বাসিবে ভাল। এই যশস্বিনী
শাশুড়ী তোমার হন ; পূজিবে ইঁহারে
মাতৃজ্ঞানে, সসম্মানে সদা সাবধানে।

১১১। ইনি সে পঞ্চালচণ্ডী রাজার নন্দিনী,
পেতে যাঁরে এত ব্যগ্র হয়েছিলে তুমি।
ভার্য্যা এবে ইনি তব ; সহবাসে এঁর
ভুঞ্জ সুখ ; করিও না কভু অনাদর।

রাজা বলিলেন, "আমি সর্ব্বতোভাবে তোমার উপদেশ পালন করিব।" (মহাসত্ত্ব রাজমাতার সম্বন্ধে কোন কথাই বলিলেন না, ইহার কারণ কি? ইহার কারণ এই যে তিনি অতিবৃদ্ধা; কাজেই তাঁহার দিকে রাজার কামদৃষ্টির সম্ভাবনা ছিল না)। মহাসত্ত্ব তীরে দাঁড়াইয়াই এই সকল কথা বলিলেন। রাজা মহাসঙ্কট হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন; নৌকাপথে শীঘ্র শীঘ্র প্রস্থান করিবার উদ্দেশ্যে তিনি বলিলেন, "বৎস মহৌষধ, তুমি তীরে দাঁড়াইয়াই কথা বলিতেছ!

১১২। শীঘ্র করি উঠ, বৎস, নৌকায় এখন ;
তীরে দাঁড়াইয়া কেন বলিতেছ কথা ?
বহু কষ্টে দুঃখ হ'তে পেয়েছি নিস্তার ;
চল, মহৌষধ, মোরা যাই ত্বরা করি।

মহাসত্ত্ব বলিলেন, "মহারাজ, আপনার সঙ্গে আমার যাওয়া যুক্তিযুক্ত নহে।

১১৩। এ নয় ধর্ম্মসঙ্গত, ওহে নরনাথ।
সেনার নায়ক আমি ; ছাড়ি সেনা হেথা
পারি কি নিজের মুক্তি করিতে সাধন ?

১১৪। এসেছি নগরে ফেলি সেনা আমাদের।
চূড়নীর অনুমতি লয়ে, মহারথ,
লইয়া সে সেনা আমি যেতেছি পশ্চাতে।

আমাদের সেনার অনেকে দূরদেশ হইয়া আসিয়াছে বলিয়া ক্লান্ত হইয়া নিদ্রা যাইতেছে; কেহ কেহ বা পান ভোজন করিতেছে। আমরা যে সুরঙ্গপথে নির্গত হইয়াছি, তাহা কেহ জানে না। আবার কেহ কেহ আমার সঙ্গে এই চারিমাস খাটিয়া পীড়িত হইয়াছে; তাহাদের মধ্যে আমার সাহায্যকারী বহুলোক আছে। আমি ইঁহাদের একটী লোককেও পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারি না। আমি এখান হইতেই ফিরিব, এবং বিনাযুদ্ধে ব্রহ্মদত্তের অনুমতি পাইয়া আপনার সমস্ত সেনাই লইয়া আসিব। আপনি বিলম্ব না করিয়া প্রস্থান করুন; আমি আপনার গমনপথে হস্তী, রথ প্রভৃতি রাখিয়া দিয়াছি; যাইতে যাইতে যে সকল হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি ক্লান্ত হইবে, তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিয়া সামর্থ্যযুক্ত বাহনাদি লইয়া শীঘ্র শীঘ্র মিথিলায় প্রতিগমন করুন।" ইহা শুনিয়া রাজা বলিলেন,

১১৫। অল্প তব সেনাবল ; যুঝিবে কেমনে
চূড়নীর সুবৃহৎ বাহিনীর সহ ?
সবলের সঙ্গে যুদ্ধ করিলে দুর্ব্বল
নিজেই বিনষ্ট হয়, নাহিক সন্দেহ।

তখন বোধিসত্ত্ব বলিলেন,

১১৬। অল্প সৈন্য হয় জয়ী সুমন্ত্রণাবলে ;
মহাসৈন্য নষ্ট হয় সুমন্ত্রণা বিনা ;
প্রাজ্ঞ যদি রাজা মন্ত্রী উপায়কুশল,

একাকী পারেন তিনি বিতাড়িতে রণে
অন্ত রাজগণে, যথা উদিত ভাস্কর
রজনীর তমোরাশি করে বিতাড়ন।

অনন্তর মহাসত্ত্ব রাজাকে নমস্কারপূর্ব্বক "আপনি তবে এখন যাত্রা করুন" বলিয়া বিদায় দিলেন। 'শত্রুহস্ত হইতে মুক্ত হইলাম; এই রাজকন্যাকে পাইয়া আমার মনোরথও পূর্ণ হইল' ইহা ভাবিয়া বিদেহরাজ মহাসত্ত্বের গুণ স্মরণ করিয়া প্রীতিবশে ও মনের আনন্দে একটী গাথায় সেনকের নিকট মহৌষধ পণ্ডিতের গুণ কীর্ত্তন করিলেন:—

১১৭। পণ্ডিতের সঙ্গে বাস বড় সুখকর।
হয়েছিনু মোরা সবে শত্রুহস্তগত
অসহায়—পক্ষী যথা আবদ্ধ পঞ্জরে,
কিংবা জালবদ্ধ মীন।—মহৌষধ সবে
করিলেন পরিত্রাণ এ মহাসঙ্কটে

ইহা শুনিয়া সেনকও একটী গাথায় মহৌষধের গুণ বর্ণনা করিলেন:—

১১৮। প্রকৃতই, মহারাজ, বড় সুখকর
পণ্ডিতের সঙ্গে বাস; হয়েছিনু মোরা
শত্রুহস্তগত; পক্ষী আবদ্ধ পঞ্জরে,
কিংবা জালবদ্ধ মীন যথা অসহায়,
ঠিক সেই মত, হায়। মহৌষধ সবে
করিলেন মুক্ত আজ নিজ প্রজ্ঞাবলে।

বিদেহরাজ নদী পার হইয়া এক যোজন দূরে মহাসত্ত্ব যে গ্রাম স্থাপন করিয়া আসিয়াছিলেন, সেখানে পৌঁছিলেন। মহাসত্ত্ব ঐ গ্রামে যে সকল লোক নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহারা রাজাকে হস্তী, রথ প্রভৃতি বাহন এবং প্রচুর খাদ্য ও পানীয় আনিয়া দিল। এই সকল বাহন পথ চলিতে চলিতে যখন ক্লান্ত হইয়া পড়িল, তখন গ্রামান্তরে সেগুলি ফিরাইয়া অন্য বাহনাদি লইয়া রাজা অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এই উপায়ে এক শত যোজন অতিক্রমপূর্ব্বক তিনি পরদিন প্রাতঃকালেই মিথিলায় প্রবেশ করিলেন।

এদিকে বোধিসত্ত্ব সুরুঙ্গদ্বারে গিয়া নিজের কটিদেশ হইতে যে তরবারি প্রলম্বিত ছিল, তাহা খুলিয়া বালি খুঁড়িয়া তাহার মধ্যে রাখিলেন। তাহার পর সুরুঙ্গে প্রবেশ করিয়া তিনি ঐ পথেই নগরে প্রবেশ করিলেন, গন্ধোদকে স্নান করিয়া নানাবিধ উৎকৃষ্ট রসযুক্ত খাদ্য ভোজন করিলেন, এবং 'আমার মনোরথ সিদ্ধ হইল', ইহা ভাবিতে ভাবিতে উৎকৃষ্ট শয্যায় শয়ন করিলেন।

রাত্রি প্রভাত হইয়াছে দেখিয়া চূড়নী ব্রহ্মদত্ত সেনা পরিচালনপূর্ব্বক উপকারী নগরের* নিকটবর্ত্তী হইলেন।

[এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন:—

১১৯। করি অতি সাবধানে নগর বেষ্টন
চূড়নী সমস্ত রাত্রি, সূর্য্যোদয়কালে
অগ্রসর হন উপকারীর নিকটে।

১২০, ১২১। পরি মণিময় বর্ম্ম, শর লয়ে হাতে,
বলবান্ ষষ্টিবর্ষবয়স্ক কুঞ্জরে
আরোহি বলিলা ব্রহ্মদত্ত মহাবল

---

* বিদেহরাজের জন্য বোধিসত্ত্ব উত্তর পঞ্চালের নিকটে যে নূতন নগর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, লোকে তাহার 'উপকারী' এই নাম রাখিয়াছিল।

সম্বোধি সে সমাগত যোধগণে, যারা
সুনিপুণ ছিল নানা সমর-কৌশলে।]

সেই সেনার স্বরূপ বর্ণনা :—

১২২। গজসাদী, দেহরক্ষী, রথী, পত্তিগণ—
ধনুর্ব্বেদবিশারদ, বালবেধক্ষম—
সমাগত ছিল তাঁর পতাকার তলে।

ব্রহ্মদত্ত এখন বিদেহরাজকে জীবিতাবস্থায় বন্দী করিতে আজ্ঞা দিলেন :—

১২৩। দীর্ঘদন্ত ষষ্টিবর্ষবয়স্ক, সবল,
আছে যত হস্তী মোর চালাও এখনি ;
মর্দ্দন করুক তারা সুন্দর নগর,
হয়েছে নির্ম্মিত যাহা বিদেহের তরে।

১২৪। সিতোজ্জ্বল গোবৎসের দন্তের মতন
তীক্ষ্ণ-অগ্র, অস্থিবেধী শায়ক সকল
হউক নিক্ষিপ্ত চাপবেগে মুহুর্মুহুঃ,
পড়ুক এখনি গিয়া এদিকে, ওদিকে।

১২৫। বর্ম্মধারী, মহাবীর্য্য যুবা যোধগণ,
মাতঙ্গের সঙ্গে যারা সমর্থ যুঝিতে,
চিত্রদণ্ডযুক্তায়ুধ ধরি শীঘ্র সবে
হও সম্মুখীন গজগণের শত্রুর।

১২৬। হইয়াছে শ্রেণীবদ্ধ সহস্র সহস্র
শক্তি যেথা, তৈলধৌত ফলক যাদের
ভাস্বর, উজ্জ্বল, জ্বলে শুকতারাসম।

১২৭। অস্ত্রবলে বলীয়ান্, কবচে রক্ষিত,
সংগ্রামে কভু না জানে পলাইতে যারা,
ঈদৃশ, কেয়ূরধারী যোধগণ মম
থাকিতে এখানে, বল, বিদেহের রাজা,
হয় যদি পক্ষী সেই, তবু কি প্রকারে
পারিবে পলাতে এই নগর হইতে ?

১২৮। একটী একটী করি বাছিয়া বাছিয়া
এনেছি এখানে উনচল্লিশ সহস্র
যোধ, যাহাদের কেহ তুল্যকক্ষ নাই।
চায় তারা শুধু বীরবাঞ্ছিত গৌরব।

১২৯। দীর্ঘদন্ত, ষষ্টিবর্ষবয়স্ক, সজ্জিত,
হের গজগণ মোর, স্কন্ধে যাহাদের
শোভিছে কুমারগণ সুচারুদর্শন

১৩০। পীত-আভরণধারী ; পরিয়াছে সবে
পীতবস্ত্র, পীতবর্ণ উত্তর-আসঙ্গ ;
শোভে গজস্কন্ধে এরা, শোভে যে প্রকার
ইন্দ্রের নন্দনধামে দেবপুত্রগণ।

১৩১, ১৩২। সুশাণিত, সিতোজ্জ্বল পাঠীনের* মত,
বিমল, ভাস্বর, তৈলধৌত, সমধার,

---

* পাঠীন—বোয়াল মাছ।

অতিদৃঢ়, সর্ব্বোৎকৃষ্ট লৌহে সুগঠিত *
তরবারি ধরিয়াছে নরবীরগণ,
বলবান্ সবে তারা, প্রহারে নিপুণ।
১৩৩। করিতেছে যোধগণ যবে বিবর্ত্তন,
অসির লোহিত কোষ, সুবর্ণে খচিত
উজলিছে সৌরকরে ঝলসি নয়ন,
নিবিড় মেঘের কোলে সৌদামিনী যথা।
১৩৪। অসিচর্ম্মব্যবহারে অতীব নিপুণ,
দৃঢ়মুষ্টিধৃতৎসরু,† এমনি শিক্ষিত,
কাটিতে গজের স্কন্ধ পারে একাঘাতে,—
হেন বর্ম্মী যোধগণ পতাকা লইয়া
হইতেছে প্রধাবিত অরাতি নাশিতে।
১৩৫। ঈদৃশী সেনায় হয়ে বেষ্টিত চৌদিকে
পাবে না, বিদেহরাজ, মুক্তি তুমি আজ,
না দেখি তোমার সাধ্য মিথিলায় যেতে।

বিদেহরাজকে এইরূপে তর্জ্জন করিতে করিতে, এবং এখনই তাঁহাকে বন্দী করিব, ইহা ভাবিতে ভাবিতে ব্রহ্মদত্ত বজ্রাঙ্কুশদ্বারা হস্তীকে তাড়না করিতে লাগিলেন, এবং ধর, মার, কাট বলিয়া যোধগণকে আদেশ দিতে দিতে প্রবল জলস্রোতের ন্যায় উপকারী নগরের উপরে গিয়া পড়িলেন। কে জানে কি ঘটে, এই আশঙ্কায় মহাসত্ত্বের চরগণ স্ব স্ব অনুচরগণসহ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইলেন। ঠিক সেই সময়ে বোধিসত্ত্ব উৎকৃষ্ট শয্যা হইতে উত্থান করিয়া শারীরকৃত্য সম্পাদনান্তর প্রাতরাশ ভোজনপূর্ব্বক সুসজ্জিত হইলেন। তিনি লক্ষমুদ্রা মূল্যের কাশীজাত বস্ত্র পরিধান করিলেন, রক্ত কম্বল দ্বারা এক স্কন্ধ আচ্ছাদিত করিলেন, এবং তাঁহার পদোচিত সপ্তরত্নখচিত দণ্ড ধারণপূর্ব্বক সুবর্ণ পাদুকা পরিধান করিলেন। অপ্সরার ন্যায় সুন্দরী রমণীরা তাঁহার পার্শ্বে চামর ব্যজন করিতে লাগিল। তিনি অলঙ্কৃত প্রাসাদের বাতায়ন উদ্ঘাটন করিয়া চূড়নীকে দেখাইয়া একবার এদিকে, একবার তাহার বিপরীত দিকে শক্রলীলায় চঙ্ক্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার অলৌকিক রূপ দেখিয়া চূড়নী বিকলচিত্ত হইলেন ;—'এখনই ইহাকে ধরিব' মনে করিয়া হস্তীটাকে আরও তাড়াতাড়ি চালাইতে লাগিলেন। মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, 'বিদেহরাজকে হাতে পাইয়াছি মনে করিয়া এই রাজা এত শীঘ্র ছুটিয়া আসিতেছেন ; আমাদের রাজা যে ইহার পুত্র ও কন্যাকে লইয়া প্রস্থান করিয়াছেন, তাহা ইনি জানেন না। আমি ইহাকে আমার সুবর্ণদর্পণোপম মুখ দেখাইয়া এই সংবাদ জানাইব।' ইহা স্থির করিয়া সেই বাতায়নে থাকিয়াই তিনি মধুর স্বরে চূড়নীর সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন :—

১৩৬। "কেন, ব্রহ্মদত্ত, হেন দ্রুতবেগে করিতেছ গজ পরিচালন তোমার ?
হৃষ্টমুখে আসিতেছ ; নিশ্চয় ভেবেছ মনে, 'পূরিয়াছে কামনা এবার ;'
১৩৭। দাও ফেলি চাপ তব, কর প্রতিসংহরণ চাপ হ'তে ক্ষুরপ্র এখনি ;
ছাড় ও সুন্দর বর্ম্ম, বৈদূর্য্যে খচিত যাহা, বৃথা এবে এ সব, নৃমণি।"

* মূলে 'সিকায়সময়া' এই পদ আছে। উৎকৃষ্ট লৌহচূর্ণের সহিত মাংস মিশাইয়া ক্রৌঞ্চ পক্ষীকে খাইতে দেওয়া হইত এবং ঐ ক্রৌঞ্চের মল বদ্ধ করিয়া যে লৌহচূর্ণ পাওয়া যাইত, তাহা আবার মাংসের সঙ্গে মিশাইয়া আর একটা ক্রৌঞ্চকে খাইতে দেওয়া হইত। একে একে সাতবার এইরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা যে লৌহ পাওয়া যাইত, তাহা দিয়া লোকে তরবারি গড়িত—ব্রহ্মদেশীয় টীকা।

† দৃঢ়মুষ্টিতে ধৃত হইয়াছে ৎসরু (অস্ত্রের বাঁট) যাহাদিগের দ্বারা।

ইহা শুনিয়া চূড়নী ভাবিলেন, 'গৃহপতির পুত্রটা আমার সঙ্গে পরিহাস করিতেছে। আজই দেখিয়া লইব, ইহাকে আমি কি দণ্ড দিতে পারি।' তিনি তর্জ্জন করিয়া বলিলেন,

১৩৮। প্রসন্ন বদন তব; স্মিতমুখে কথা কও,
আমাকে দেখিয়া যেন কিছুমাত্র ভীত নও।
আসন্ন মরণ যবে, সে সময়ে মানুষের
এমন সুন্দর শোভা হয় মুখমণ্ডলের।

তাঁহারা দুইজনে এইরূপ বলাবলি করিতেছেন, এই সময়ে ব্রহ্মদত্তের সৈনিকেরা মহাসত্বের লোকাতীত সৌন্দর্য্য দেখিয়া বলিল, "আমাদের রাজা মহৌষধ পণ্ডিতের সঙ্গে আলাপ করিতেছেন। চল, গিয়া শুনা যাউক, ইঁহারা কি কহিতেছেন।" ইহা বলিতে বলিতে তাহারা তাঁহাদের নিকটে গেল; মহৌষধ রাজার তর্জ্জন শুনিয়া বলিলেন, "আপনি জানেন না যে, আমি মহৌষধ পণ্ডিত। আমি কিছুতেই আপনাকে আমায় বধ করিতে দিব না। আপনি যে চক্রান্ত করিয়াছিলেন, তাহা ব্যর্থ হইয়াছে। আপনি এবং কৈবর্ত্ত যাহা ভাবিয়াছিলেন, তাহা ঘটে নাই; আপনারা মুখে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিয়াছে।*

১৩৯। বৃথা এ গর্জ্জন তব; মন্ত্রণা তোমার
গিয়াছে ভাঙ্গিয়া ভূপ; সাধ্য নাই তব
বিদেহরাজকে বন্দী করিতে এখন।
নিকৃষ্ট জাতীয় অশ্বে করি আরোহণ
ধরিতে সৈন্ধবে কেহ কভু নাহি পারে।†
১৪০। অমাত্য সপরিজন নৃপতি আমার
গঙ্গা পার হয়ে কল্য গিয়াছেন চলি;
পশ্চাতে তাঁহার এবে যাও যদি ছুটি
ঘটিবে দুর্দ্দশা তব, ঘটে যে প্রকার
হংসরাজ-অনুধাবী কাকের, রাজন্।"

অতঃপর মহাসত্ত্ব নির্ভীক সিংহের ন্যায় অকুতোভয়ে একটী দৃষ্টান্ত দিলেন:-

১৪১। কিংশুকের ফুল্লপুষ্প দেখি চন্দ্রালোকে,
ভাবি তাহা মাংসপিণ্ড পশুকুলাধম
শৃগালেরা থাকে তরু করিয়া বেষ্টন,
প্রভাতে খাইবে তাহা, এই দুরাশায়।
১৪২। কিন্তু রাত্রি হলে শেষ, উদিলে ভাস্কর
পুষ্প দেখি ভগ্নাশ যেমন তারা হয়,
১৪৩। সেইরূপ তুমি, ভূপ, বেষ্টিলা এ পুরী
বিদেহরাজকে বন্দী করিবার আশে;
ভগ্নাশ হইয়া কিন্তু যাবে এবে ফিরি,
কিংশুক পাদপ ছাড়ি শিবা যথা যায়।

মহাসত্ত্বের ভীতিশূন্য বাক্য শুনিয়া ব্রহ্মদত্ত ভাবিলেন, "গৃহপতিপুত্রটা যে বড় জোরে কথা বলিতেছে। বোধ হয়, বিদেহরাজ সত্য সত্যই পলায়ন করিয়াছেন।' এই কারণে তাঁহার অত্যন্ত ক্রোধ হইল; তিনি ভাবিলেন, 'পূর্ব্বে এই গৃহপতিপুত্রের কৌশলেই আমরা এমন ভাবে পলায়ন করিয়াছিলাম যে, দ্বিতীয় বস্ত্রখানি পর্য্যন্ত সঙ্গে আনিতে নাই; এখন আবার ইহারই চক্রান্তে আমার মুষ্টিমধ্যগত মহাশত্রু পলায়ন করিয়া গেল। এবম্প্রকারে এই লোকটা আমার বহু অনিষ্ট করিয়াছে; বিদেহরাজ এবং মহৌষধ এই দুই জনকে যে দণ্ড

* অর্থাৎ বিদেহরাজ সত্য সত্যই আপনার কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন।
† কৈবর্ত্ত নিকৃষ্টজাতীয় অশ্ব; মহৌষধ উৎকৃষ্টজাতীয় (সৈন্ধব) অশ্ব।

দিব বলিয়া মনে করিয়াছিলাম, এখন একা মহৌষধের জন্যই সেই দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়া গায়ের ঝাল ঝাড়িব।' এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি যোধগণকে আজ্ঞা দিলেন,

১৪৪। হস্ত, পদ, নাসা, কর্ণ করিয়া ছেদন
দাও এ ধূর্তকে এবে দণ্ড সমুচিত।
আমার পরম শত্রু বিদেহের রাজা
হয়েছিল হস্তগত ; কিন্তু এ দুর্মতি
কৌশল করিয়া মুক্তি দিয়াছে তাহারে।

১৪৫। কর পাক মাংস এর শূলে চড়াইয়া।
আমার পরম শত্রু বিদেহের রাজা
হয়েছিল হস্তগত ; কিন্তু এ দুর্মতি
কৌশল করিয়া মুক্তি দিয়াছে তাহারে।

১৪৬। বৃষচর্ম্ম, ব্যাঘ্রচর্ম্ম, মৃগচর্ম্ম আদি
ভূতলে পাতিয়া লোকে শঙ্কুবিদ্ধ করি
শুকায় যেমন ভাবে, আমিও তেমনি

১৪৭। শক্তিবিদ্ধ করি এরে রাখিব পাতিয়া
ভূতলে, মরিতে সেথা তিল তিল করি।
আমার পরম শত্রু বিদেহের রাজা
হয়েছিল হস্তগত ; কিন্তু এ দুর্মতি
কৌশল করিয়া মুক্তি দিয়াছে তাহারে।

ব্রহ্মদত্তের তর্জ্জন শুনিয়া মহাসত্ত্ব স্মিতমুখে চিন্তা করিলেন, 'এই রাজা জানেন না যে, আমি ইঁহার মহিষী ও অন্যান্য পরিজনকে মিথিলায় প্রেরণ করিয়াছি। এই কারণেই ইনি আমাকে এরূপ দণ্ড দিবার আদেশ দিতেছেন। ক্রোধবশে ইনি আমাকে বাণবিদ্ধ করিতে পারেন, নিজের ইচ্ছামত অন্য দণ্ডও দিতে পারেন ; কাজেই ইঁহাকে শোকাভিভূত করিবার প্রয়োজন ; যাহাতে ইনি হস্তিপৃষ্ঠেই বিসংজ্ঞ হইয়া পড়েন, তাহা করিতেছি।' ইহা স্থির করিয়া তিনি বলিলেন,

১৪৮। কাট যদি হস্ত, পদ, নাসা, কর্ণ মোর;
পঞ্চালচণ্ডের জন্য ঠিক সেই মত
ব্যবস্থা বিদেহরাজ করিবে নিশ্চয়।

১৪৯। কাট যদি হস্ত, পদ, নাসা, কর্ণ মোর
পঞ্চালচণ্ডীর হস্তপদকর্ণনাসা
ছেদন বিদেহপতি করিবে নিশ্চয়।

১৫০। কাট যদি হস্ত, পদ, নাসা, কর্ণ মোর,
নন্দা মহিষীর জন্য ঠিক সেই মত
ব্যবস্থা বিদেহরাজ করিবে নিশ্চয়।

১৫১। কাট যদি হস্ত, পদ, নাসা, কর্ণ মোর,
দারাপত্যাদির তব হস্তপদ আদি
ছেদন বিদেহপতি করিবে নিশ্চয়।

১৫২। শূলে চড়াইয়া মোর মাংস যদি পাক
করাও, হে মূঢ়মতি পঞ্চাল-ঈশ্বর,
পঞ্চালচণ্ডের মাংস ঠিক সেই মত
করাবে বিদেহরাজ পাক নিঃসংশয়।

১৫৩। শূলে চড়াইয়া মোর মাংস যদি পাক
করাও, হে মূঢ়মতি পঞ্চাল-ঈশ্বর,
পঞ্চালচণ্ডীর মাংস ঠিক সেই মত
করাবে বিদেহরাজ পাক নিঃসংশয়।

১৫৪। শূলে চড়াইয়া মোর মাংস যদি পাক
করাও, হে মূঢ়মতি পঞ্চাল-ঈশ্বর,
নন্দা মহিষীর মাংস ঠিক সেই মত
করাবে বিদেহরাজ পাক নিঃসংশয়।

১৫৫। শূলে চড়াইয়া মোর মাংস যদি পাক
করাও, হে মূঢ়মতি পঞ্চাল-ঈশ্বর,
তব দারাপত্যমাংস ঠিক সেই মত
করাবে বিদেহরাজ পাক নিঃসংশয়।

১৫৬। শক্তিবিদ্ধ করি মোরে ভূমির উপর,
রাখ যদি ফেলি, ওহে পঞ্চাল-ঈশ্বর,
পঞ্চালচণ্ডকে বিদ্ধ করি সেই মত
রাখিবে ভূতলে ফেলি রাজা বিদেহের।

১৫৭। শক্তিবিদ্ধ করি মোরে ভূমির উপর
রাখ যদি ফেলি, ওহে পঞ্চাল-ঈশ্বর,
পঞ্চালচণ্ডীকে বিদ্ধ করি সেই মত
রাখিবে ভূতলে ফেলি রাজা বিদেহের।

১৫৮। শক্তিবিদ্ধ করি মোরে ভূমির উপর
রাখ যদি ফেলি, ওহে পঞ্চাল-ঈশ্বর,
নন্দা মহিষীকে বিদ্ধ করি সেই মত
রাখিবে ভূতলে ফেলি রাজা বিদেহের।

১৫৯। শক্তিবিদ্ধ করি মোরে ভূমির উপর
রাখ যদি ফেলি, ওহে পঞ্চাল-ঈশ্বর,

তব দারাপত্যে বিদ্ধ করি সেই মত
রাখিবে ভূতলে ফেলি রাজা বিদেহের।
বিদেহরাজের সঙ্গে গুপ্ত মন্ত্রণায়
করিয়াছি নির্দ্ধারণ আমি এ উপায়।

১৬০। শত পল ক্ষার দ্বারা করিয়া কোমল, *
সেই চর্ম্মে চর্ম্মকার যত্নসহকারে
নির্ম্মে যে ঢাল, তাহা রক্ষে যথা দেহ,
অরাতি-নিক্ষিপ্ত শর করি প্রতিহত,

১৬১। তেমতি আমিও রক্ষি, করি সুখী সদা
যশস্বী বিদেহে; করি দুঃখ তাঁর দূর।
তোমার চক্রান্তরূপ শায়ক, নৃমণি,
করিয়াছি পুনর্ব্বার প্রতিহত আমি।

ইহা শুনিয়া ব্রহ্মদত্ত চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'গৃহপতিপুত্র বলে কি! আমি ইহাকে যেরূপ দণ্ড দিব, বিদেহরাজও আমার পুত্রদারাদিকে সেইরূপ দণ্ড দিবেন! এ জানে না যে আমি পুত্রদারাদির জন্য যথোচিত রক্ষী নিযুক্ত করিয়া আসিয়াছি। এখন মরিবার ভয়ে এ নিশ্চয় প্রলাপ করিতেছে। ইহার কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে।' মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, 'রাজা মনে করিতেছেন যে, আমি তাঁহার ভয়েই এরূপ বলিতেছি। ইঁহাকে প্রকৃত বৃত্তান্ত জানাইয়া দিতেছি।' তিনি বলিলেন,

* মূলে 'কলসতং চম্মং' আছে। টীকাকার বলেন, 'কলসতং=কলসতপ্পমাণং বহু বারে থালাপেত্বা মুদুভাবং উপনীতং'।

১৬২। দেখ গিয়া, শূন্য এবে অন্তঃপুর তব।
দারাসুতকন্যামাতা, সবে মোর লোকে
বাহির করিয়া আনি সুরঙ্গের পথে
করিয়াছে সমর্পণ বিদেহের হাতে।

তখন ব্রহ্মদত্ত ভাবিলেন, 'গৃহপতিপুত্র অতীব দৃঢ়তার সহিত এই কথা বলিতেছে; আমিও রাত্রিকালে গঙ্গার পার্শ্বে নন্দাদেবীর গলার স্বর শুনিয়াছিলাম। মহৌষধ মহাপ্রাজ্ঞ; হয় ত এ সত্য কথাই বলিতেছে।' এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার মনে মহাশোক জন্মিল; কিন্তু ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক, যেন শোকার্ত্ত হন নাই এইভাবে, প্রকৃত ব্যাপার জানিবার জন্য একজন অমাত্যকে প্রেরণ করিবার কালে বলিলেন,

১৬৩। যাও অন্তঃপুরে; গিয়া জান ভালরূপে
সত্য কিংবা মিথ্যা কথা বলিলেন ইনি।

অমাত্য নিজের অনুচরদিগকে লইয়া রাজভবনে গমনপূর্ব্বক দ্বার খুলিলেন এবং অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, বদ্ধহস্তপাদ ও রুদ্ধমুখ অন্তঃপুর-রক্ষিগণ ও কুব্জবামনাদি নাগদন্তসমূহ হইতে প্রলম্বিত রহিয়াছে, লোকে ভোজনপাত্রাদি খণ্ডবিখণ্ড করিয়া ভোজনসামগ্রীসকল ইতস্ততঃ ছড়াইয়া ফেলিয়াছে, রত্নকোষগুলি খুলিয়া রত্নাদি লুণ্ঠন করিয়াছে, শয়নকক্ষের দ্বার উন্মুক্ত রহিয়াছে এবং মুক্ত বাতায়নপথে কাক প্রবেশ করিয়া ইচ্ছামত বিচরণ করিতেছে। ফলতঃ সমস্ত প্রাসাদ শ্রীহীন হইয়া লোকপরিত্যক্ত গ্রামবৎ কিংবা শ্মশানভূমিবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। তাঁহারা ফিরিয়া রাজার নিকট নিবেদন করিলেন,

১৬৪। সত্য বটে, মহৌষধ বলিলেন যাহা;
শূন্য অন্তঃপুর তব; সাগরতীরের
কাকপুরীবৎ * তাহা জনহীন এবে।

চূড়নী পুত্র, কন্যা, মহিষী ও মাতা, এই চারিজনের বিয়োগজনিত শোকে কম্পিত হইয়া বলিলেন, "ঐ গৃহপতিপুত্রটাই আমাকে এই বিপদে ফেলিয়াছে।" তিনি মহাসত্ত্বের উপর দণ্ডাহত আশীবিষের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইলেন। মহাসত্ত্ব রাজার আকারপ্রকার দেখিয়া ভাবিলেন, "এই রাজা মহা যশস্বী; যদি ইনি ক্রোধবশে মনে করেন, 'দূর হউক ও চারিজন! উহাদিগকে আমি চাই না', তবে ক্ষত্রিয়সুলভ অভিমানবশতঃ আমাকে দণ্ড দিতে পারেন। আচ্ছা, রাজা যেন নন্দাদেবীকে পূর্ব্বে কখনও দেখেন নাই, এই মনে করিয়া যদি আমি তাঁহার রূপ বর্ণনা করি, তবে কেমন হয়? রাজা নন্দার রূপগুণ স্মরণ করিয়া নিশ্চয় ভাবিবেন, 'আমি যদি মহৌষধকে বধ করি, তবে ঈদৃশ স্ত্রীরত্ন হইতে চিরকালের জন্য বঞ্চিত হইব।' অতএব, ভার্য্যার প্রতি স্নেহবশতঃ ইনি আমাকে দণ্ড দিবেন না।" এইরূপ চিন্তা করিয়া মহাসত্ত্ব আত্মরক্ষার জন্য প্রাসাদে অবস্থিত থাকিয়াই রক্ত-কম্বলাভ্যন্তর হইতে সুবর্ণবর্ণ বাহু বিস্তারপূর্ব্বক, নন্দার নির্গমনপথ দেখাইবার ছলে তাঁহার রূপ বর্ণনা করিতে লাগিলেন:—

১৬৫। এই পথে গিয়াছেন মহিষী তোমার,
সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী যিনি, মধুরভাষিণী
কলহংসীসমা, যাঁর নিতম্ববিশাল
সুবর্ণপট্টের ন্যায় মেখলাবরণ।

* মূলে 'কাকপট্টনকং যথা' আছে। কাকপট্টন—যে স্থানে মৎস্যলোভে কেবল কাক বাস করে, অন্য কোন জনপ্রাণী নাই।

১৬৬। নারীকুলে শ্রেষ্ঠা সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী,
কৌষেয়বসনা, শ্যামা, নিতম্বে যাঁহার
সুগঠিত সুবর্ণ মেখলা শোভা পায়,
এই পথে তাঁকে, ভূপ, করেছি প্রেরণ।

১৬৭—১৭০।* অলক্তরঞ্জিত তাঁর পদযুগলের
আমরি, কি শোভা। মণিমুক্তায় খচিত
হেমমেখলায় চারু নিতম্ব বেষ্টিত।
কাঞ্চনবেদির মধ্যভাগের মতন
ক্ষীণ কটিদেশ, † রথ-ঈষাগ্রসদৃশ
অগ্রভাগে আকুঞ্চিত দীর্ঘ কৃষ্ণকেশ।
কুঞ্জরশুণ্ডের মত উরু সুবর্ত্তুল।
হেমন্তের অগ্নিশিখা মানে পরাজয়
রূপের ছটায় তাঁর। শোভে বক্ষঃস্থলে
তিন্দুক ফলের মত গোল স্তনদ্বয়।
নাতিদীর্ঘা, নাতিখর্ব্বা, তন্বী, বিম্বাধরা,
মদিরাক্ষী; ‡ মোহনবিলাসবতী সদা
(বতনে বৰ্দ্ধিতা ভুজবল্লী § যে প্রকার,
কিংবা যথা কেলিশীলা ব্যাঘ্রের পোতিকা
পর্ব্বতের পাদদেশে), পঞ্চাঙ্গকল্যাণী, ¶
নাতিলোমা, অলোমা বা! শোভে রোমরাজি
শিরিনীলক যথা বেতস-লতিকা।
কি আর বলিব আমি? প্রকৃতি-বিষয়ে
আত্মা, সর্ব্বশ্রেষ্ঠা সৃষ্টি মহিষী তোমার।

মহাসত্ত্ব এইরূপে নন্দার সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিলেন; তাহা শুনিয়া ব্রহ্মদত্তের বোধ হইতে লাগিল যেন, তিনি পূর্ব্বে কখনও নন্দাকে দেখেন নাই। তাঁহার মনে অকস্মাৎ প্রবল দাম্পত্য স্নেহের উৎপত্তি হইল। তিনি স্নেহাভিভূত হইয়াছেন জানিয়া মহাসত্ত্ব আর একটী গাথা বলিলেন:—

১৭১। ওহে ব্রহ্মদত্ত, রাজ্যশ্রীবল্লভ, নিশ্চয় আনন্দ উপজিবে তব,
ঘটিবে যখন নন্দার মরণ। শমনভবনে করিব গমন
নন্দা আর আমি, দু'য়ে এক সাথে; নাই কিছুমাত্র সংশয় তাহাতে।

মহাসত্ত্ব এইভাবে কেবল নন্দারই রূপগুণ বর্ণনা করিলেন, অন্য কাহারও সম্বন্ধে কোন কথা বলিলেন না। ইহার কারণ এই যে, লোকে প্রিয়া ভার্য্যার প্রতি যেমন আসক্ত, অন্য কাহারও প্রতি সেরূপ নহে। মহাসত্ত্ব কেবল নন্দারই রূপ কীর্ত্তন করিলেন, কেন না তিনি জানিতেন যে, গর্ভধারিণীর কথা মনে পড়িলে সেই সঙ্গে সঙ্গে তদীয় গর্ভজ পুত্রকন্যার কথাও মনে পড়িবে। ব্রহ্মদত্তের মাতা অতি বৃদ্ধা বলিয়া তিনি তৎসম্বন্ধে কিছুই বলিলেন না। মহাপ্রাজ্ঞ মহাসত্ত্ব যখন মধুরস্বরে নন্দাদেবীর রূপ বর্ণনা করিতে লাগিলেন, তখন ব্রহ্মদত্ত মনে করিলেন, নন্দা যেন তাঁহার সম্মুখে অবস্থিতা হইয়াছেন। তিনি ভাবিলেন, 'মহৌষধ ভিন্ন অন্য কেহই নন্দাকে আনিয়া আমায় দিতে পারিবে না।' নন্দাকে স্মরণ করিয়া তিনি শোকার্ত্ত হইলেন। তখন মহাসত্ত্ব তাঁহাকে আশ্বাস দিবার জন্য বলিলেন,

* যথাসম্ভব পুনরুক্তি পরিহারের ও সুসঙ্গতিরক্ষার জন্য আমি এই চারিটী গাথা এক করিয়া অনুবাদ করিলাম। † তু°—"মধ্যেন সা বেদিবিলগ্নমধ্যা"—কুমারসং।

‡ মূলে 'পারেবটক্খী' (পারাবতাক্ষী) আছে। § ভুজবল্লী বা ভুজঙ্গবল্লী—পানের গাছ।

¶ ত্বক্, মাংস, কেশ, স্নায়ু ও অস্থি—এই পঞ্চাঙ্গে যে নারী সুন্দরী, তাহাকে পঞ্চাঙ্গকল্যাণী বলা যায়।

"মহারাজ, আপনার কোন চিন্তা নাই ; মহিষী, আপনার পুত্র ও মাতা, এই তিনজনই ফিরিয়া আসিবেন। আমি ফিরিয়া গেলেই ইহার প্রমাণ পাইবেন। আপনি আশ্বস্ত হউন, নরেন্দ্র।" রাজা ভাবিতে লাগিলেন, 'আমি নিজের রাজধানী সুরক্ষিত করিয়া এত বলবাহন দ্বারা উপকারী নগর অবরোধ করিয়া আছি, অথচ এই পণ্ডিত সুরক্ষিত নগর হইতেও আমার মহিষী, পুত্র, কন্যা ও মাতাকে আনয়ন করিয়া বিদেহরাজের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন! আমরা এমন ভাবে এই নগর অবরোধ করিয়া আছি, অথচ সকল প্রাণীরই অগোচরে ইনি বিদেহরাজকে সেনাবাহনসহ মিথিলায় প্রেরণ করিয়াছেন! ইহা কি ইন্দ্রজাল, না আমার দৃষ্টিভ্রম? তিনি একটী গাথায় ইহা জিজ্ঞাসা করিলেন :—

১৭২। শিখেছ কি দিব্য মায়া? করেছ কি চক্ষু সম্মোহন?
অবরুদ্ধ বিদেহকে কি উপায়ে করিলা মোচন?

মহাসত্ত্ব বলিলেন "আমি দিব্য মায়া জানি বৈ কি। পণ্ডিতেরা দিব্য মায়া শিখিয়াই ভয়ের কারণ উপস্থিত হইলে আত্মরক্ষা করেন, পরকেও রক্ষা করিয়া থাকেন।

১৭৩। দিব্যমায়া শিখে, ভূপ, পণ্ডিত যাহারা ; মন্ত্রণাপ্রয়োগে সাধে আত্মমুক্তি তারা।
১৭৪। সন্ধিচ্ছেদে সুনিপুণ যুবা শত শত সাধিতে আমার কার্য্য রহিয়াছে রত।
তাহারাই করিয়াছে সুরঙ্গ নির্ম্মাণ ; সে পথে বিদেহরাজ করিলা প্রস্থান।

ইহা শুনিয়া ব্রহ্মদত্ত ভাবিলেন, 'অলঙ্কৃত সুরঙ্গ দিয়া গিয়াছে! এ সুরঙ্গ কেমন?' তিনি সুরঙ্গ দেখিতে ইচ্ছা করিলেন। তাঁহার মুখ দেখিয়া মহাসত্ত্ব তাঁহার মনের ভাব বুঝিলেন ; ভাবিলেন, 'রাজা সুরঙ্গ দেখিতে চান ; ইঁহাকে সুরঙ্গ দেখাইতেছি।' তিনি রাজাকে সুরঙ্গ দেখাইতে গিয়া বলিলেন,

১৭৫। দেখ আজি সুনির্ম্মিত সুরঙ্গ, ভূপাল ;
হস্তী, অশ্ব, রথ, পত্তি অভ্যন্তরে যার
সুনিপুণ চিত্রকরে করেছে চিত্রিত।
উদ্ভাসিত দীপালোকে এ মহাসুরঙ্গ।

মহারাজ, এই সুরঙ্গ আমারই প্রজ্ঞাবলে নির্ম্মিত ; ইহার অভ্যন্তরভাগ আলোকে এমন উদ্ভাসিত যে, মনে হইবে যেন সেখানে চন্দ্র সূর্য্য উদিত হইয়াছে। ইহা সর্ব্বত্র অলঙ্কৃত ; ইহাতে অশীতি মহাদ্বার এবং চতুঃষষ্টি ক্ষুদ্র দ্বার আছে। ইহার মধ্যে এক শত একটী শয়নকক্ষ এবং বহুশত দীপগর্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে। আপনি আমার সঙ্গে সম্প্রীতভাবে ও মহানন্দে সসৈন্যে উপকারী নগরে প্রবেশ করুন।" ইহা বলিয়া তিনি নগরদ্বার উদ্ঘাটন করাইলেন ; ব্রহ্মদত্ত এক শত এক জন অনুগামী রাজার সহিত নগরে প্রবেশ করিলেন। মহাসত্ত্ব তখন প্রাসাদ হইতে অবতরণপূর্ব্বক রাজাকে নমস্কার করিলেন এবং তাঁহাকে ও তাঁহার অনুচরদিগকে লইয়া সুরঙ্গে প্রবেশ করিলেন। রাজা দেবনগরবৎ অলঙ্কৃত সেই অপূর্ব্ব সুরঙ্গ দেখিয়া বোধিসত্ত্বের গুণ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন :—

১৭৬। অহো কি পরম লাভ বিদেহবাসীর।
তাদৃশ প্রাজ্ঞের সঙ্গে এক গৃহে কিংবা
এক রাজ্যে বাস যারা করে, মহৌষধ,
তাহাদের(ও) মহালাভ ; ধন্য তারা সবে!

অতঃপর মহাসত্ত্ব ব্রহ্মদত্তকে এক শত একটী শয়নকক্ষ দেখাইলেন। তাহাদের একটীর দ্বার খুলিলে সকলগুলিরই দ্বার খুলিয়া যাইত, একটীর দ্বার বন্ধ করিলে সকলগুলিরই দ্বার বন্ধ হইত। রাজা সুরঙ্গ দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, মহাসত্ত্ব তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে চলিলেন ; রাজার সমস্ত সেনাই সুরঙ্গে প্রবেশ করিল। ইহার পর রাজা সুরঙ্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন ; তিনি নিষ্ক্রান্ত হইয়াছেন জানিয়া মহাসত্ত্বও নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং

অন্য কাহাকেও বাহির হইতে না দিয়া সুরুঙ্গদ্বার বন্ধ করিবার নিমিত্ত অর্গলের কাছে গেলেন। অর্গলটা আকর্ষণ করিবামাত্র সুরুঙ্গের আশীটা মহাদ্বার, চৌষট্টিটা ক্ষুদ্রদ্বার, এক শত একটা কক্ষদ্বার, বহুশত দীপগর্ভদ্বার যুগপৎ রুদ্ধ লইল ; সমস্ত সুরুঙ্গটা লোকান্তরিক নরকের ন্যায় অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল ; সুরুঙ্গমধ্যে সেই লোকসমূহ মহাভয়ে কাঁপিতে লাগিল।

মহাসত্ত্ব পূর্ব্বদিন * সুরুঙ্গে প্রবেশ করিবার কালে যে খড়্গ বালুকায় প্রোথিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, † এখন তাহা তুলিয়া লইয়া ভূমি হইতে এক লম্ফে আঠার হাত উচ্চে উঠিলেন ; অবতরণ করিয়া রাজার হাত ধরিলেন এবং খড়্গ উত্তোলনপূর্ব্বক তাঁহাকে ভয় দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, এই জম্বুদ্বীপের সমস্ত রাজত্ব এখন কাহার?" রাজা ভয় পাইয়া বলিলেন, "এ রাজত্ব তোমার, পণ্ডিত! তুমি আমাকে অভয় দাও।" মহাসত্ত্ব বলিলেন, "ভয় নাই, মহারাজ! আমি আপনাকে বধ করিবার জন্য খড়্গ ধরি নাই, আমার প্রজ্ঞার বল দেখাইবার জন্যই ইহা ধারণ করিয়াছি।" ইহা বলিয়া তিনি খড়্গখানি রাজার হস্তে দিলেন এবং রাজা যখন খড়্গ হস্তে করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, তখন তাঁহাকে বলিলেন, "মহারাজ, আমাকে বধ করাই যদি আপনার অভিপ্রায় হয়, তবে এখনই এই খড়্গাঘাতে আমার প্রাণান্ত করুন। আর যদি আমাকে অভয় দিবার ইচ্ছা থাকে, তবে তাহাও দিন।" ব্রহ্মদত্ত বলিলেন, "পণ্ডিত, আমি ত তোমাকে অভয় দিয়াই রাখিয়াছি। তুমি কোন চিন্তা করিও না।" অনন্তর পরস্পরের প্রতি মৈত্রীভাব পোষণ করিবেন, উভয়ে অসি স্পর্শ করিয়া এই শপথ করিলেন। তাহার পর রাজা বলিলেন, "পণ্ডিত, তুমি এতাদৃশ প্রজ্ঞাবল-সম্পন্ন হইয়া রাজ্য কেন গ্রহণ করিতেছ না?" মহাসত্ত্ব বলিলেন, "মহারাজ, ইচ্ছা করিলে আমি জম্বুদ্বীপের সমস্ত রাজাকে বধ করিয়া তাঁহাদের রাজ্য আত্মসাৎ করিতে পারি। কিন্তু অন্যের প্রাণান্ত করিয়া নিজের গৌরব বৃদ্ধি করা পণ্ডিতের কর্ত্তব্য নয়।" "পণ্ডিত, বহুলোক বাহির হইবার পথ না পাইয়া পরিদেবন করিতেছে ; দ্বার উদ্ঘাটন করাইয়া তাহাদের প্রাণ রক্ষা কর।" তখন মহাসত্ত্ব দ্বার উদ্ঘাটন করাইলেন, সমস্ত সুরুঙ্গ আলোকে উদ্ভাসিত হইল ; লোকে আশ্বাস পাইল ; রাজারা স্ব স্ব সেনাসহ নির্গত হইয়া মহাসত্ত্বের নিকটে গেলেন ; তিনি তাঁহাদিগকে লইয়া মহাপ্রাঙ্গণে অবস্থিত হইলেন। রাজারা বলিলেন, "পণ্ডিতবর, আপনার অনুগ্রহেই আমাদের প্রাণরক্ষা হইল ; আর এক মুহূর্ত্তের মধ্যে সুরুঙ্গের দ্বার খোলা না হইলে আমরা সকলেই মারা যাইতাম।" মহাসত্ত্ব বলিলেন, "মহারাজগণ, কেবল এখন নয়, পূর্ব্বেও আমারই অনুগ্রহে আপনাদের প্রাণরক্ষা হইয়াছে।", "সে কখন, পণ্ডিতবর?" "স্মরণ হয় কি, তখনকার কথা, যখন আপনারা আমাদের নগর ব্যতীত জম্বুদ্বীপের অন্য সমস্ত রাজ্য অধিকারপূর্ব্বক উত্তর পঞ্চালে ফিরিয়া উদ্যানে জয়পান করিবার জন্য সমবেত হইয়াছিলেন এবং আপনাদের জন্য প্রচুর সুরার আয়োজন হইয়াছিল?" "স্মরণ হয় বৈ কি, পণ্ডিত।" "ঐ সময়ে কৈবর্ত্তের দুর্ম্মন্ত্রণায় রাজা সুরায় ও মৎস্যমাংসে বিষ মিশাইয়া আপনাদের প্রাণান্ত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু আমি বিদ্যমান থাকিতে এতগুলি রাজাকে অসহায় অবস্থায় মরিতে দিব না, এই উদ্দেশ্যে আমি সেখানে নিজের লোক পাঠাইয়াছিলাম এবং সমস্ত সুরাভাণ্ডাদি চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ইঁহাদের মন্ত্রণা পণ্ড করিয়াছিলাম, আপনাদেরও প্রাণরক্ষা করিয়াছিলাম।" ইহা শুনিয়া রাজারা সকলেই উদ্বিগ্নচিত্তে চূড়নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "একথা সত্য কি, মহারাজ?" "হাঁ, আমি কৈবর্ত্তের কথা শুনিয়া একাজ করিয়াছিলাম। পণ্ডিত সত্যই বলিয়াছেন।" তখন রাজারা সকলে মহাসত্ত্বকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "পণ্ডিতবর, আপনি আমাদের সকলেরই

* মূলে লেখা আছে 'ভিয্যো'। কিন্তু প্রকৃত পাঠ হইবে 'দিব্যো' (দ্বঃ)।
† ৩১১ম পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য।

রক্ষাকর্তা; আপনার অনুগ্রহেই আমরা জীবিত আছি।" অনন্তর তাঁহারা নানাবিধ আভরণ দিয়া বোধিসত্ত্বের পূজা করিলেন; বোধিসত্ত্ব চূড়নীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আপনি কোন চিন্তা করিবেন না; ইহা দুষ্টমিত্রসংসর্গের দোষ; আপনি এই রাজাদিগের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন।" চূড়নী রাজাদিগকে বলিলেন, "আমি দুষ্টের পরামর্শে আপনাদের প্রতি দুর্ব্যবহার করিয়াছি; ইহাতে আমার মহা অপরাধ হইয়াছে; আমাকে ক্ষমা করুন; আর কখনও এরূপ করিব না।" তিনি ক্ষমা পাইলেন, রাজারাও পরস্পরের নিকট স্ব স্ব দোষ স্বীকারপূর্ব্বক মৈত্রীসূত্রে বদ্ধ হইলেন। অতঃপর ব্রহ্মদত্তের আদেশে বহু খাদ্যভোজ্যগন্ধমাল্যাদি আনীত হইল; চূড়নী সকলের সঙ্গে সেই সুরুঙ্গের মধ্যেই এক সপ্তাহ কাল আমোদ উৎসব করিয়া নগরে ফিরিয়া গেলেন। তিনি মহাসত্ত্বের প্রতি প্রভূত সম্মান দেখাইলেন, এবং এক শত এক জন রাজার সহিত প্রাসাদ-মহাতলে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে নিজের রাজধানীতে বাস করাইবার জন্য বলিলেন,

১৭৭। বৃত্তি, ভূমি, খাদ্য, ভোজ্য দ্বিগুণপ্রমাণ, বিবিধ ভোগের দ্রব্য করিতেছি দান।
কর কাম্য ভোগ যত ইচ্ছা হয় মনে; যেও না বিদেহে ফিরে; থাক এইখানে।
এত ধন, এত মান বিদেহ-ঈশ্বর পারিবেন দিতে কি তোমায়, প্রাজ্ঞবর?

রাজার এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া মহৌষধ বলিলেন,

১৭৮। ধনলোভে ভর্ত্তাকে যে করে পরিহার, ভাগ্যে ঘটে উভয়তঃ প্রানিনিন্দা তার।
করিয়াছে পাপ, ইহা করিয়া স্মরণ আত্মাকে ধিক্কার সেই দেয় অনুক্ষণ।
পরেও কৃতঘ্ন বলি নিন্দা করে তার; তাই ত্যাগ করিব না প্রভুকে আমার।
যাবৎ বিদেহ, ভূপ, রবেন জীবিত, অন্যের সেবায় আমি না হব প্রবৃত্ত।

১৭৯। ধনলোভে ভর্ত্তাকে যে করে পরিহার, ভাগ্যে ঘটে উভয়তঃ প্রানিনিন্দা তার।
করিয়াছি পাপ, ইহা করিয়া স্মরণ আত্মাকে ধিক্কার সেই দেয় অনুক্ষণ।
পরেও কৃতঘ্ন বলি নিন্দা করে তার; তাই করিব না ত্যাগ প্রভুকে আমার।
থাকিতে বিদেহ ধরাধামে বিদ্যমান, হবে না অন্যের রাজ্যে মম অবস্থান।

ব্রহ্মদত্ত বলিলেন, "তবে প্রতিজ্ঞা কর যে, তোমার রাজা দেবত্বপ্রাপ্ত হইলে এখানে আসিবে।" মহাসত্ত্ব বলিলেন, "মহারাজ, যদি তখন জীবিত থাকি, নিশ্চিত আসিব।" অতঃপর রাজা এক সপ্তাহকাল মহাসত্ত্বের মহাসম্বর্দ্ধন করিলেন; তাহার পর মহাসত্ত্ব যখন বিদায় চাহিলেন, তখন একটী গাথায় মহাসত্ত্বকে তিনি কি কি উপহার দিলেন, তাহা বলিলেন:—

১৮০। সহস্র সুবর্ণনিষ্ক করিলাম দান,
কাশীরাজ্যে অবস্থিত আশীখানি গ্রাম,
চারি শত দাসী আর ভার্য্যা এক শত।
লয়ে এ সকল, সর্ব্বসেনাদের সহ
নিরুদ্বেগে, মহৌষধ, যাও নিজ দেশে।

মহাসত্ত্বও রাজাকে বলিলেন, "আপনি স্বজনবর্গের জন্য ভাবিবেন না; আমার রাজা যখন প্রস্থান করেন, তখন তাঁহাকে বলিয়া দিয়াছি, নন্দাদেবীকে যেন মাতৃস্থানে এবং পঞ্চালচণ্ডকে কনিষ্ঠ সোদরস্থানে স্থাপন করেন। আপনার কন্যার অভিষেক সম্পাদন করিয়াই আমি রাজাকে বিদায় দিয়াছি। আপনি শীঘ্রই আপনার মাতার, মহিষীর ও পুত্রের দর্শন পাইবেন।" রাজা বলিলেন, "পণ্ডিত, আমি তোমার কথায় বড় সন্তুষ্ট হইলাম।" অনন্তর তিনি কন্যাকে দেয় দাসদাসী, বস্ত্রালঙ্কার, সুবর্ণরজতাদি ধন এবং অলঙ্কৃত হস্তী, অশ্ব, রথ প্রভৃতি যৌতুক মহাসত্ত্বের হাতে দিয়া বলিলেন, "এই সকল দ্রব্য পঞ্চালচণ্ডীকে দিও।" মহাসত্ত্বের সেনাবাহনাদির পরিচর্য্যার জন্যও তিনি আদেশ দিলেন:—

১৮১। দ্বিগুণ দ্বিবিধ যাব* অশ্বহস্তিগণে কর দান;
রথিপত্তিগণে তোষ দিয়া সুপ্রচুর অন্নপান।

অনন্তর মহৌষধকে বিদায় দিবার কালে তিনি বলিলেন,

১৮২। হস্তী, অশ্ব, রথ, পত্তি— লয়ে সব করহ গমন;
মিথিলায় গিয়া পুনঃ বিদেহকে দাও দরশন।

ব্রহ্মদত্ত এইরূপে মহাসত্ত্বকে মহাসম্মানের সহিত বিদায় দিলেন; সেই এক শত এক জন রাজাও মহাসত্ত্বের প্রতি মহাসম্মান দেখাইয়া তাঁহাকে বহু উপহার দিলেন। তাঁহাদের সভায় মহাসত্ত্বের যে সকল গুপ্তচর ছিলেন, তাঁহারা মহাসত্ত্বকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি অসংখ্য অনুচরসহ মিথিলাভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং ব্রহ্মদত্ত তাঁহাকে যে সকল গ্রাম দান করিয়াছিলেন, যাইতে যাইতে ঐ সকল গ্রাম হইতে কর আদায় করিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। অবশেষে তিনি বিদেহরাজ্যে উপনীত হইলেন।

বিদেহরাজকে ধরিবার জন্য চূড়নী আসেন কি না আসেন, অন্য কেহই বা যদি আসে, ইহা জানাইবার জন্য সেনক পথে একজন লোক রাখিয়া গিয়াছিলেন। সেই ব্যক্তি মিথিলার তিন যোজন দূরে মহাসত্ত্বকে দেখিতে পাইয়া ছুটিয়া গিয়া সংবাদ দিল, "মহৌষধ পণ্ডিত অনুচরপরিবৃত হইয়া আগমন করিতেছেন।" ইহা শুনিয়া সেনক রাজভবনে গেলেন; রাজা প্রাসাদবাতায়ন হইতে মহতী সেনা দেখিয়া ভাবিতেছিলেন, 'মহাসত্ত্বের সেনা ত ক্ষুদ্র; এ সেনা, দেখিতেছি, অতি বৃহৎ; তবে কি চূড়নী আসিয়া উপস্থিত হইলেন?' তিনি ভীতত্রস্ত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন,

১৮৩। হস্তী, অশ্ব, রথ, পত্তি— চতুরঙ্গসমন্বিতা সেনা ঐই আসিছে মহতী;
বল ত, পণ্ডিতগণ, এ আবার কি ব্যাপার; হেরি ভয় পাইতেছি অতি।

সেনক তাঁহাকে প্রকৃত ব্যাপার বুঝাইবার জন্য বলিলেন,

১৮৪। ভয় নাই, মহারাজ; আনন্দের সময় এখন;
বড়ই উত্তম দৃশ্য করিতেছ এবে দরশন।
সেনাঙ্গ সকল লয়ে মহৌষধ আসিলেন ফিরি
নিরাপদে নিজালয়ে তব, ভূপ, মুখোজ্জ্বল করি।

রাজা বলিলেন, "সেনক, মহৌষধের সঙ্গে বেশী সেনা নাই; কিন্তু এ সেনা যে অতি বৃহৎ!" সেনক বলিলেন, "মহারাজ, খুব সম্ভব, চূড়নী প্রসন্ন হইয়া মহৌষধকে এই সমস্ত অনুচর দিয়াছেন। তখন রাজার আদেশে লোকে ভেরীবাদন দ্বারা নগরবাসীদিগকে নগর সুসজ্জিত করিতে এবং মহৌষধের প্রত্যুদ্গমন করিতে বলিল। নগরবাসীরা তাহাই করিল। মহাসত্ত্ব নগরে প্রবেশপূর্ব্বক রাজভবনে গমন করিয়া রাজাকে প্রণাম করিলেন; রাজা উঠিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং পুনর্ব্বার সিংহাসনে বসিয়া প্রীতিসম্ভাষণপূর্ব্বক বলিলেন,

১৮৫। চারি জন মকে বহি শবকে শ্মশানে যথা ফেলি চলি যায়,
সেরূপ আমরা সবে ফিরিনু, কাম্পিল্য রাজ্যে ফেলিয়া তোমায়।
১৮৬। বল, শুনি, কি উপায়ে, কোন্ হেতুবলে তুমি, কি কৌশল করি,
লভিয়াছ মুক্তি, বৎস; দিয়াছ অরাতির রাজ্য পরিহরি?

মহাসত্ত্ব বলিলেন,

* গবাদি গৃহপালিত পশুকে খোল, বিচালি, দানা প্রভৃতি মিশাইয়া যে খাদ্য দেওয়া হয়, তাহাকে এখনও আমরা 'যাব' বলি। ইহা 'যব' শব্দজ। টীকাকার বলেন, রাজা অশ্বদিগকে যব ও গোধূম, উভয় শস্যের দ্বিগুণ 'যাব' দেওয়াইলেন; পথে যাহাতে রথিপদাতিক প্রভৃতির কষ্ট না হয়, এজন্য তাহাদিগের জন্যও প্রচুর খাদ্য ও পানীয় দিবার আদেশ করিলেন।

১৮৭। উদ্দেশ্য উদ্দেশ্যজালে মন্ত্রণা মন্ত্রণাবলে
করিলাম তাহাদের সর্ব্বতঃ বেষ্টন ;
সাগরের জল যথা . বেষ্টি আছে জম্বুদ্বীপে।
শত্রুহস্ত হ'তে মুক্তি লভি সে কারণ।

মহাসত্ত্বের মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া রাজা পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন। অতঃপর, চূড়নী মহাসত্ত্বকে যে সকল উপহার দিয়াছিলেন, তিনি একটী গাথায় সেগুলি বলিলেন :—

১৮৮। সহস্র সুবর্ণনিষ্ক, কাশীরাজ্যান্বিত
আশীখানি ভাল গ্রাম, দাসী চারি শত,
এক শত ভার্য্যা আর দিয়াছেন মোরে।
সেনাঙ্গ সমস্ত লয়ে নিরাপদে আমি
ফিরিয়া এসেছি এবে নিজের আলয়ে।

তখন রাজা অতিমাত্র তুষ্ট ও হৃষ্ট হইয়া একটী উদানে মহাসত্ত্বের গুণকীর্ত্তন করিলেন :—

১৮৯। পণ্ডিতের সঙ্গে বাস বড় সুখকর।
হয়েছিনু মোরা সবে শত্রুহস্তগত,
অসহায়—পক্ষী যথা আবদ্ধ পঞ্জরে,
কিংবা জালবদ্ধ মীন ; মহৌষধ সবে
করিলেন পরিত্রাণ সে মহাসঙ্কটে।

সেনকও রাজার কথায় সায় দিয়া বলিলেন,

১৯০। প্রকৃতই মহারাজ, বড় সুখকর
পণ্ডিতের সঙ্গে বাস ; হয়েছিনু মোরা
শত্রুহস্তগত ; পক্ষী আবদ্ধ পঞ্জরে
কিংবা জালবদ্ধ মীন যথা অসহায়,
ঠিক সেই মত, হায়! মহৌষধ সবে
করিলেন মুক্তি দান নিজ প্রজ্ঞাবলে।*

অনন্তর রাজা নগরে উৎসব-ভেরী বাজাইবার আজ্ঞা দিলেন। তিনি নাগরিকদিগকে বলিলেন, "তোমরা এক সপ্তাহকাল উৎসবে প্রবৃত্ত হও ; যে আমার অনুরক্ত, সেই যেন মহৌষধ পণ্ডিতের প্রতি মহাসম্মান দেখায় ও তাঁহাকে উপঢৌকনাদি দেয়।

[এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

১৯১। বাজুক সকল বীণা, ভেরী ও ডেণ্ডিম ;
মগধদেশজ শঙ্খ উঠুক বাজিয়া ;
দুন্দুভি মধুর শব্দে বাজাও সকলে।]

পৌর ও জানপদগণ স্বভাবতঃই মহাসত্ত্বের সসম্মান অভ্যর্থনা করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল ; ভেরীর শব্দ শুনিয়া তাহারা আরও অধিক মাত্রায় সেই সম্মান প্রদর্শন করিল।

[এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :—

১৯২। রাজপত্নী, রাজপুত্র, বৈশ্য ও ব্রাহ্মণ সকলেই করিলেন সত্বর প্রেরণ
বহুবিধ উপহার, অন্ন আর পান মহৌষধ পণ্ডিতকে করিতে সম্মান।
১৯৩। গজসাদি-অশ্বারোহ-রথি-পত্তিগণ সকলেই করিলেন সত্বর প্রেরণ
বহুবিধ উপহার, অন্ন আর পান মহৌষধ পণ্ডিতকে করিতে সম্মান।
১৯৪। সমবেত হয়ে পৌরজানপদগণ সকলেই করিলেন সত্বর প্রেরণ
নানাবিধ উপহার, অন্ন আর পান মহৌষধ পণ্ডিতকে করিতে সম্মান

* ১৮৯ এবং ১৯০ চিহ্নিত গাথা দুইটী যথাক্রমে পূর্ব্ববর্ত্তী ১১৭ম ও ১১৮ম গাথার পুনরুক্তি।

১২৫। হেরি মহৌষধে গৃহে প্রত্যাগত হয় মগ্ন সবে আনন্দ-সাগরে।
দেখি তাঁরে সবে হরষের বেগে উত্তরীয়বাস সঞ্চালন করে।

উৎসবান্তে মহাসত্ত্ব রাজভবনে গিয়া বলিলেন, "মহারাজ, চূড়নী রাজার মাতা, মহিষী ও পুত্রকে শীঘ্র তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।" রাজা বলিলেন, "বেশ, বৎস। তাঁহাদিগকে পাঠাইয়া দাও।" মহাসত্ত্ব তখন সেই তিন জনের প্রতি মহাসম্মান দেখাইলেন, তাঁহার সঙ্গে উত্তর পঞ্চাল হইতে যে সকল সৈনিক আসিয়াছিল, তাহাদিগকেও সসম্মানে পুরস্কৃত করিলেন এবং নিজের লোকজন সঙ্গে দিয়া মহিষী প্রভৃতিকে ব্রহ্মদত্তের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। ব্রহ্মদত্ত তাঁহাকে যে এক শত ভার্য্যা ও চারি শত দাসী দিয়াছিলেন, তাহাদিগকে তিনি নন্দাদেবীর সঙ্গে প্রেরণ করিলেন; তাঁহার সঙ্গে যে সেনা আসিয়াছিল, তাহাও মহিষী প্রভৃতির সঙ্গে দিলেন। এইরূপে উক্ত তিন ব্যক্তি বহু অনুচরে পরিবৃত হইয়া উত্তর পঞ্চালে উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মদত্ত তাঁহার মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, বিদেহের রাজা তোমাদের সহিত সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন ত?" রাজমাতা বলিলেন, "কি বল, বাবা? তিনি আমাকে দেবতার স্থানে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া সেবা করিয়াছেন।" নন্দাদেবী বলিলেন যে, তিনিও মাতৃস্থানে থাকিয়া বিদেহরাজের সেবা পাইয়াছেন। পঞ্চালচণ্ড বলিলেন, "তিনি কনিষ্ঠ সহোদরজ্ঞানে আমার সস্নেহ আদর যত্ন করিয়াছেন।" ইহা শুনিয়া ব্রহ্মদত্ত অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইলেন এবং বিদেহরাজকে বহু উপহার পাঠাইয়া দিলেন। ফলতঃ এই সময় হইতে উক্ত দুই জন রাজা পরস্পরের সহিত মৈত্রীসূত্রে বদ্ধ হইয়া সম্প্রীতভাবে স্ব স্ব রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন।

[illegible]খণ্ড সমাপ্ত।

(১৩)

পঞ্চালচণ্ডী বিদেহরাজের অতি প্রিয়া ও মনোজ্ঞা হইলেন; বিবাহের দ্বিতীয় বর্ষে তাঁহার একটী পুত্র জন্মিল। এই পুত্রের বয়স্ যখন দশ বৎসর হইল, তখন বিদেহরাজ দেহত্যাগ করিলেন। বোধিসত্ত্ব বালকের মস্তকোপরি শ্বেতচ্ছত্র উত্থাপিত করিয়া 'দেব, আমি তোমার মাতামহ চূড়নী রাজার নিকটে যাইব' বলিয়া বিদায় চাহিলেন। বালক রাজা বলিলেন, "আমি অল্পবয়স্ক; আপনি আমাকে ছাড়িয়া যাইবেন না; আমি আপনাকে পিতৃস্থানীয় মনে করিয়া সম্মান করিব।" পঞ্চালচণ্ডীও বলিলেন, "পণ্ডিত, আপনি চলিয়া গেলে আমরা নিতান্ত অশরণ হইব; আপনি যাইবেন না।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "আমি চূড়নীর নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছি; এখন না যাইয়া পারিতেছি না।" রাজ-ভবনের এবং নগরের লোকে সকরুণ পরিদেবন করিতে লাগিল; কিন্তু বোধিসত্ত্ব প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া নিজের পরিচারকদিগকে লইয়া উত্তর পঞ্চাল নগরে গমন করিলেন। তিনি আসিতেছেন শুনিয়া ব্রহ্মদত্ত প্রত্যুদ্গমনপূর্ব্বক মহাসম্মানের সহিত তাঁহাকে নগরে লইয়া গেলেন, তাঁহার বাসের জন্য একটী প্রকাণ্ড প্রাসাদ দিলেন, পূর্ব্বে তাঁহাকে যে আশীখানি গ্রাম দিয়াছিলেন, তাহা ছাড়া আরও সম্পত্তি দান করিলেন; বোধিসত্ত্বও তাহার সেবা করিতে লাগিলেন।

ঐ সময়ে ভেরী-নাম্নী এক পরিব্রাজিকা প্রতিদিন রাজভবনে আহার করিতেন; তিনি সুপণ্ডিতা ও বুদ্ধিমতী ছিলেন। তিনি মহাসত্ত্বকে এতদিন দেখেন নাই, কেবল লোকমুখে শুনিয়াছিলেন যে, মহৌষধপণ্ডিত রাজসেবায় নিযুক্ত হইয়াছেন। মহাসত্ত্বও তাঁহাকে পূর্ব্বে দেখেন নাই, কেবল শুনিয়াছিলেন যে, ভেরী-নাম্নী এক পরিব্রাজিকা রাজভবনে আহার করিয়া থাকেন।

* ১২২য় হইতে ১২৫শ পর্য্যন্ত চারিটি গাথা যথাক্রমে বিদুরপণ্ডিত-জাতকের ৩০৯ম হইতে ৩১২য় গাথা।

রাজমহিষী নন্দা বোধিসত্ত্বের প্রতি বিরূপ ছিলেন, কেন না তিনিই চক্রান্ত করিয়া কিয়ৎকালের জন্য রাজার সহিত তাঁহার বিচ্ছেদ ঘটাইয়াছিলেন। তিনি নিজের প্রিয়পাত্র পাঁচজন পরিচারিকাকে আজ্ঞা দিয়াছিলেন, "তোমরা মহৌষধের একটা দোষ বাহির করিয়া রাজাকে তাঁহার প্রতি বিরূপ করিবার চেষ্টা কর।" তখন হইতে এই পাঁচ জন পরিচারিকা সুযোগ খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল।

এক দিন ঐ পরিব্রাজিকা আহারান্তে রাজভবন হইতে বাহির হইতেছিলেন, এমন সময়ে রাজাঙ্গণে দেখিতে পাইলেন, বোধিসত্ত্ব রাজদর্শনে যাইতেছেন। বোধিসত্ত্ব পরিব্রাজিকাকে নমস্কার করিয়া দাঁড়াইলেন। তখন পরিব্রাজিকা ভাবিলেন, 'লোকটা না কি পণ্ডিত; একবার পরীক্ষা করিয়া দেখি, ইনি প্রকৃতই পণ্ডিত, বা অপণ্ডিত।' ইহা চিন্তা করিয়া তিনি হস্তমুদ্রাদ্বারা প্রশ্ন করিলেন। তিনি বোধিসত্ত্বকে দেখাইয়া নিজের করতল প্রসারিত করিলেন (হাত খুলিলেন)। এরূপ করিবার উদ্দেশ্য ছিল এই প্রশ্ন করা:—'রাজা পণ্ডিতকে বিদেশ হইতে আনিয়া এখন তাঁহার ভরণপোষণের ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করিতেছেন কি না?' ভেরী হস্তমুদ্রাদ্বারা প্রশ্ন করিতেছেন বুঝিয়া মহাসত্ত্ব হস্তমুষ্টিদ্বারা তাহার উত্তর দিলেন। এই উত্তরের মর্ম্ম এই—"আর্য্যে,* আমাদ্বারা প্রতিজ্ঞা করাইয়া রাজা আমাকে আহ্বান করিয়া আনিয়াছেন বটে; কিন্তু এখন তিনি এমন দৃঢ়মুষ্টি হইয়াছেন যে, আমাকে পূর্ব্বের মত কিছুই দান করেন না।" মনে মনে ইহা ভাবিয়া বোধিসত্ত্ব হস্তমুদ্রাদ্বারা প্রশ্নের উত্তর দিলেন। এই উত্তর পাইয়া ভেরী হাত তুলিয়া নিজের মস্তকে হাত বুলাইলেন। ইহা করিবার অভিপ্রায় এই:—"পণ্ডিত, যদি তুমি দুরবস্থ হইয়া থাক, তবে আমার ন্যায় কেন প্রব্রজ্যা গ্রহণ কর না?" ইহা বুঝিয়া মহাসত্ত্ব নিজের উদরে হাত বুলাইলেন। তাঁহার এই উত্তরের তাৎপর্য্য:—"আর্য্যে, আমার বহু পোষ্য; সেইজন্যই প্রব্রজ্যা লইতে পারি না।" এইরূপে হস্তমুদ্রাদ্বারাই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া ভেরী নিজের আবাসে চলিয়া গেলেন; মহাসত্ত্বও তাঁহাকে নমস্কার করিয়া রাজদর্শনে গমন করিলেন।

নন্দাদেবী যে সকল বিশ্বস্তা পরিচারিকা নিয়োজিত করিয়াছিলেন, তাহারা বাতায়ন হইতে ভেরী ও মহাসত্ত্বের এই বাক্যহীন কথোপকথন লক্ষ্য করিয়াছিল। তাহারা চূড়নীর নিকটে গিয়া লাগাইল, "মহারাজ, মহৌষধ ভেরী পরিব্রাজিকার সঙ্গে মিলিত হইয়া রাজ্যগ্রহণাভিলাষে আপনার শত্রু হইয়াছেন।" রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কি দেখিয়াছ বা শুনিয়াছ?" "মহারাজ, পরিব্রাজিকা যখন আহারান্তে প্রাসাদ হইতে নামিয়া যাইতেছিলেন, তখন মহৌষধকে দেখিয়া নিজের করতল প্রসারিত করিয়া দেখাইয়াছিলেন। তাঁহার এরূপ করিবার উদ্দেশ্য ছিল জিজ্ঞাসা করা যে, 'তুমি কি রাজাকে নিষ্পেষণপূর্ব্বক আমার করতলের ন্যায় বা খলমণ্ডলের ন্যায় সমতল করিয়া রাজ্য আত্মসাৎ করিতে পার না?' ইহার উত্তরে মহৌষধ খড়্গগ্রহণাকারে মুষ্টি দেখাইয়াছিলেন। তাঁহার বলিবার উদ্দেশ্য:—'কয়েকদিনের মধ্যেই রাজার শিরশ্ছেদনপূর্ব্বক রাজ্য আত্মসাৎ করিব।' 'বেশ, শিরশ্ছেদই কর,' ইহা জানাইবার উদ্দেশ্যে পরিব্রাজিকা তখন হাত তুলিয়া নিজের মস্তক স্পর্শ করিয়াছিলেন। তখন মহৌষধ নিজের উদর স্পর্শ করিয়াছিলেন এবং ঐ সঙ্কেত দ্বারা জানাইয়াছিলেন, 'রাজার দেহটা মাঝখানে কাটিয়াই দুই টুকরা করিতে পারি।' মহারাজ, আপনি সাবধান হউন; মহৌষধের প্রাণবধ করা এখন নিতান্ত আবশ্যক।"

পরিচারিকাদিগের কথা শুনিয়া রাজা ভাবিলেন, 'আমি পণ্ডিতের কোন অনিষ্ট

* মূলে 'অয্যো' আছে। যদি কোন পরিব্রাজকের সঙ্গে কথাবার্ত্তা হইত, তবে এ সম্বোধনপদ চলিতে পারিত।

করিতে পারি না; পরিব্রাজিকাকে জিজ্ঞাসা করিয়া শুনি, ব্যাপারটা কি?' পরদিন পরিব্রাজিকার আহারের সময়ে তিনি তাঁহার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর্য্যে, আপনি কখনও মহৌষধ পণ্ডিতকে দেখিয়াছেন কি?" পরিব্রাজিকা বলিলেন, "হাঁ, মহারাজ; কাল যখন আহারান্তে এখান হইতে যাইতেছিলাম, তখন তাঁহাকে দেখিয়াছি।" "আপনাদের মধ্যে কোন কথাবার্ত্তা হইয়াছিল কি?" "কোন কথা হয় নাই; তবে শুনিয়াছিলাম, তিনি একজন পণ্ডিত; তিনি প্রকৃত পণ্ডিত হইলে বুঝিতে পারিবেন, ইহা ভাবিয়া আমি হস্তমুদ্রা-সঙ্কেতে হাত খুলিয়া তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলাম, 'পণ্ডিত, রাজা তোমার সম্বন্ধে মুক্তহস্ত বা সঙ্কুচিতহস্ত?—তিনি তোমার আদর যত্ন করেন বা করেন না।' তিনি হস্তমুষ্টি দ্বারা উত্তর দিয়াছিলেন, 'রাজা আমাদ্বারা প্রতিজ্ঞা করাইয়া আমাকে এখানে আহ্বান করিয়া আনিয়াছেন বটে; কিন্তু এখন আমায় কিছুই দেন না।' ইহার পর আমি হস্ত মুদ্রাদ্বারা নিজের মাথায় হাত বুলাইয়া জানিতে চাহিয়াছিলাম, যদি দুরবস্থাপন্ন হইয়া থাকেন, তবে কেন তিনি আমার মত প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন না? ইহার উত্তরে তিনি নিজের পেটে হাত বুলাইয়া জানাইয়াছিলেন যে, তাঁহার বহু পোষ্য আছে, তাঁহাকে বহু উদর পূর্ণ করিতে হয়; এইজন্যই তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে অক্ষম।" "আর্য্যে, মহৌষধ সত্য সত্যই পণ্ডিত কি?" 'হাঁ মহারাজ; এই পৃথিবীতে প্রজ্ঞাবলে অন্য কেহই তাঁহার তুল্যকক্ষ নহে।" ভেরীর কথা শুনিয়া রাজা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বিদায় দিলেন। তিনি চলিয়া গেলে বোধিসত্ত্ব রাজদর্শনের জন্য প্রবেশ করিলেন। রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পণ্ডিত, তুমি ভেরী পরিব্রাজিকাকে দেখিয়াছ কি?" "হাঁ মহারাজ; কাল যখন তিনি এখান হইতে বাহির হইয়া যাইতেছিলেন, তখন তাঁহাকে দেখিয়াছি। হস্তমুদ্রাদ্বারা তিনি আমাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, আমিও তাঁহাকে হস্তমুদ্রাদ্বারাই উত্তর দিয়াছিলাম।" অনন্তর, প্রশ্ন ও উত্তরসম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, বোধিসত্ত্ব রাজাকে তাহা জানাইলেন। ইহাতে রাজা সেদিন প্রসন্ন হইয়া মহাসত্ত্বকে সৈনাপত্যে নিযুক্ত করিলেন; সমস্ত কার্য্যের ভারই তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলেন। রাজা ব্যতীত অন্য কেহই তাঁহা অপেক্ষা অধিক ঐশ্বর্য্যশালী ও গৌরবভাজন রহিল না।

একদিন মহাসত্ত্ব ভাবিতে লাগিলেন, 'রাজা ত অকস্মাৎ আমাকে প্রভূত ঐশ্বর্য্য দিয়াছেন ও গৌরবভাজন করিয়াছেন। রাজারা কিন্তু যখন বিনাশ করিতে চান, তখনও এইরূপ অনুগ্রহ বর্ষণ করিয়া থাকেন। রাজা আমার প্রকৃত সুহৃৎ কি না, তাহা পরীক্ষা করা আবশ্যক। অন্য কেহ ত পরীক্ষা করিতে পারিবে না; ভেরী পরিব্রাজিকা প্রজ্ঞাবতী; তিনি কোন একটা উপায়ে পরীক্ষা করিতে পারেন।'' ইহা চিন্তা করিয়া তিনি একদিন প্রচুর গন্ধমালাদি লইয়া পরিব্রাজিকার আবাসে গমন করিলেন এবং তাঁহাকে অর্চ্চনা ও নমস্কার করিয়া বলিলেন, "আর্য্যে, আপনি যেদিন রাজার নিকট আমার গুণের কথা বলিয়াছিলেন, সেই দিন হইতে তিনি আমাকে এত ঐশ্বর্য্য দিতেছেন এবং আমাকে এরূপ গৌরবভাজন করিতেছেন যে, আমি বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছি। কিন্তু তাঁহার এই দান প্রসন্নান্তঃকরণ-সম্ভূত কি না, তাহা আমি জানি না। আমার সম্বন্ধে রাজার মনের প্রকৃত ভাব কি, আপনি যদি তাহা জানিতে পারেন, তবে বড় ভাল হয়।" পরিব্রাজিকা অঙ্গীকার করিলেন, "বেশ কথা; আমি তাহা জানিতেছি।'' তিনি পরদিন যখন রাজভবনে যাইতেছিলেন, তখন উদকরাক্ষস-প্রশ্নটী* তাঁহার মনে পড়িল। তিনি ভাবিলেন 'আমি চর হইব না; কৌশলে প্রশ্ন করিয়া রাজা পণ্ডিতের সুহৃৎ কি না, জানিব। তিনি

* পঞ্চম খণ্ডের উদকরাক্ষস-জাতকে (৫১৭) এই প্রশ্নের উল্লেখ আছে।

গিয়া আহারান্তে উপবেশন করিলেন; রাজাও তাঁহাকে প্রণাম করিয়া এক পার্শ্বে অবস্থিত হইলেন। ইহার পর তিনি ভাবিলেন, 'রাজা যদি পণ্ডিতের প্রতি বিরূপ হন, তবে আমি যখন প্রশ্ন করিব, তখন তাহার উত্তরে বহুলোকের সম্মুখে নিজের বিরূপ ভাব প্রকাশ করিবেন। তাহা কিন্তু ভাল হইবে না। আমি রাজাকে নিভৃতে প্রশ্ন করিব।' ইহা স্থির করিয়া তিনি বলিলেন, "মহারাজ, গোপনে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই।" ইহা শুনিয়া রাজা অন্য লোকজনকে সরাইয়া দিলেন। তখন পরিব্রাজিকা বলিলেন, "মহারাজ, আপনার নিকট আমার একটা প্রশ্ন আছে।" রাজা বলিলেন, "প্রশ্ন করুন, আর্য্যে; যদি জানি, উত্তর দিব।" তখন পরিব্রাজিকা উদকরাক্ষস প্রশ্নের প্রথম গাথা বলিলেন:—

১৯৬। ভাবুন, হে মহারাজ, আপনারা সাত জন *
যেতেছেন সাগরের পথে;
হেন কালে নরবলি পাইতে রাক্ষস এক
নৌকাখানি ধরিল দু'হাতে।
পর পর কোন্ জনে করিবেন হস্তে তার
আত্মরক্ষা তরে সমর্পণ?
সর্ব্বাগ্রে দিবেন কারে? কাহাকে বা সর্ব্বশেষে?
চাই আমি শুনিতে, রাজন্।

ইহা শুনিয়া রাজা, তাঁহার যাহা ইচ্ছা, এই গাথায় বলিলেন:—

১৯৭। মাতাকে প্রথমে, মহিষীকে তার পর, ভ্রাতৃবন্ধুপুরোহিত ক্রমে অনন্তর
রাক্ষসের গ্রাসে আমি করিব অর্পণ; শেষে দিব আত্মবলি হ'লে প্রয়োজন।
প্রাণাপেক্ষা মহৌষধ প্রিয়তর মম; তাহাকে রাক্ষসগ্রাসে দিব না কখন(ও)

রাজা যে মহাসত্ত্বকে প্রথম [illegible] করেন, পরিব্রাজিকা তাহা বুঝিতে পারিলেন। ইহাতেও মহাসত্ত্বের গুণ প্রকৃষ্টরূপে প্রকটিত হইল না দেখিয়া তিনি ভাবিলেন, 'আমি বহুলোকের সমক্ষে এই সকল লোকের গুণ কীর্ত্তন করিব; রাজা তাঁহাদিগের অগুণ দেখাইয়া কেবল পণ্ডিতের গুণই বর্ণনা করিবেন; ইহাতে নভস্তলে চন্দ্রমার ন্যায় পণ্ডিতের গুণ প্রকটিত হইবে।' ইহা স্থির করিয়া তিনি অন্তঃপুরচর সকল লোক সমবেত করাইয়া রাজাকে আদিতঃ সেই প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিলেন; রাজা পূর্ব্ববৎ উত্তর দিলে তিনি বলিলেন, "মহারাজ, আপনি প্রথমে মাতাকে দিবেন বলিতেছেন; কিন্তু মাতার গুণ যে বলিয়া শেষ করা যায় না; বিশেষতঃ আপনার মাতা ত অন্যের মাতার মত নন; তিনি আপনার বহু উপকার করিয়াছেন।" পরিব্রাজিকা দুইটী গাথায় এই অভিমত ব্যক্ত করিলেন:—

১৯৮। ধরিলা জঠরে মাতা, করিলা পালন, করিলা সুদীর্ঘকাল স্নেহ বিতরণ।
করিল মনন ছত্তী বধিতে তোমায়; পেলে পরিত্রাণ তুমি মাতার কৃপায়।
তব হিতৈষিণী এই প্রজ্ঞাবতী নারী। রাখিয়া মেষের অস্থি তব শয্যোপরি
বলিলেন, দগ্ধ তুমি হয়েছ অনলে; ভুলালেন পাপাত্মাকে এ কৌশলবলে।
১৯৯। হেন প্রাণদাত্রী, গর্ভধারিণী যে জন, বুকে পিঠে রাখি যিনি করিলা পালন,
সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকে, তুমি, বল, কোন্ দোষে অর্পণ করিতে চাও রাক্ষসের গ্রাসে?

---

* রাজমাতা, রাজমহিষী নন্দা, রাজার সহোদর তীক্ষ্ণমন্ত্রী, রাজার বন্ধু ধনুঃশেখ, রাজার পুরোহিত, মহৌষধ এবং রাজা নিজে,—এই সাতজন।—টীকাকার।

* টীকাকার বলেন:—চূড়নীর পিতার নাম ছিল মহাচূড়নী; ছত্তী ছিল তাঁহার পুরোহিত। চূড়নী যখন শিশু, সেই সময়ে তাঁহার মাতা (তলতা) পুরোহিতের সহিত অবৈধ প্রণয়সূত্রে বদ্ধ হইয়া বিষপ্রয়োগে মহাচূড়নীর প্রাণান্ত করেন এবং পুরোহিতকেই রাজত্ব দিয়া নিজে তাঁহার অগ্রমহিষী হন। একদিন চূড়নী বলিয়াছিলেন, "মা, বড় ক্ষিদে পেয়েছে।" ইহা শুনিয়া মাতা তাঁহাকে গুড়ের সহিত খাজা খাইতে দিয়াছিলেন। তখন ঝাঁকে ঝাঁকে মাছি আসিয়া বালককে ঘিরিল, মাছি তাড়াইয়া খাইবার উদ্দেশ্যে বালক একটু পিছনে হটিয়া কয়েক বিন্দু গুড়

ইহা শুনিয়া রাজা বলিলেন, "আর্য্যে, আমার মাতার বহু গুণ; তিনি যে আমার কত

মাটিতে ফেলিল; নিজের সম্মুখে যে সকল মাছি ছিল, সেগুলাকে দূর করিয়া দিল। এইরূপে নির্মক্ষিক হইয়া সে খাজা খাইল, হাত ধুইল, মুখ প্রক্ষালন করিল এবং চলিয়া গেল। ব্রাহ্মণ বালকের কাণ্ড দেখিয়া ভাবিলেন, 'এই বালক এখনই এই উপায়ে নির্মক্ষিক গুড় খাইল। এ যখন বড় হইবে, তখন ত আমার হাত হইতে রাজ্যই কাড়িয়া লইবে। অতএব এখনি ইহাকে বধ করিতে হইবে।' তিনি তলতাকে এই সঙ্কল্প জানাইলেন। তলতা মুখে বলিলেন, "বেশ, তাহাই করা যাউক। আপনার প্রতি অনুরাগবশতঃ আমি নিজের স্বামীকেও ত বধ করিয়াছি; ছেলে দিয়া আমি কি করিব? তবে বেশী লোকজনকে না জানাইয়া গোপনে ইহাকে মারিব।" তলতা ব্রাহ্মণকে এইরূপে বঞ্চনা করিলেন। তিনি বুদ্ধিমতী ও উপায়কুশলা ছিলেন; কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া পুত্রকে রক্ষা করিবার জন্য একটা উপায় স্থির করিলেন। তিনি পাচককে ডাকাইয়া বলিলেন, "সৌম্য, আমার পুত্র চূড়নী এবং তোমার পুত্র ধনুঃশেখ একই দিনে জন্মিয়াছে; উভয়েই শৈশব হইতে একসঙ্গে লালিত পালিত হইয়া বড় হইয়াছে; তাহাদের মধ্যে বন্ধুত্বও জন্মিয়াছে। দুষ্ট এখন আমার পুত্রটীকে বধ করিতে চাহিতেছে; তুমি আমার বাছাকে রক্ষা কর।" পাচক বলিল, "আমাকে কি করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন।" 'আমার পুত্র এখন হইতে প্রায় সর্ব্বদা তোমার গৃহে থাকুক; যাহাতে কাহারও মনে কোন সন্দেহ না জন্মে, এজন্য সে ও তুমি কয়েকদিন একসঙ্গে পাকশালায় নিদ্রা যাও; কেহ কোন সন্দেহ করে নাই জানিলে এক দিন তোমার শয্যার উপর কতকগুলি ভেড়ার হাড় রাখিবে এবং লোকে যখন ঘুমাইবে তখন পাকশালায় আগুন লাগাইবে। তাহার পর, কাহাকেও না জানাইয়া তোমার ও আমার ছেলে লইয়া অগ্রদ্বার দিয়া বাহির হইবে ও অন্য কোন রাজার রাজ্যে যাইবে; সেখানে প্রকাশ করিও না যে, আমার পুত্র রাজপুত্র। এই উপায়ে তুমি বাছাকে রক্ষা কর।" পাচক 'যে আজ্ঞা' বলিয়া এই প্রস্তাবে সম্মত হইল। তখন তলতা তাহাকে বহু ধন দিলেন; সে তাঁহার নির্দ্দেশ মত সমস্ত কার্য্য সুসম্পন্ন করিল এবং কুমারকে লইয়া মদ্রদেশস্থ শাকল নগরে গিয়া তত্রত্য রাজার পাচকের পদে নিযুক্ত হইল। মদ্ররাজ তাঁহার পুরাতন পাচককে পদচ্যুত করিলেন। বালক দুইটী নূতন পাচকের সঙ্গে রাজভবনে যাইত। একদিন রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহারা কাহার ছেলে?" পাচক বলিল, "এ দুটী আমারি ছেলে, মহারাজ।" "এদের চেহারা ত এক নয়?" "ইহারা ভিন্ন ভিন্ন স্ত্রীর গর্ভে জন্মিয়াছে, মহারাজ"। এইরূপে কিয়দ্দিনের মধ্যে বালক দুইটী অন্তঃপুরস্থ সকলের বিশ্বাসভাজন হইল। তাহারা মদ্ররাজের কন্যার সঙ্গে খেলা করিত। চূড়নী ও মদ্ররাজসুতা অনুক্ষণ একসঙ্গে থাকিয়া পরস্পরের প্রতি আসক্ত হইলেন; খেলিবার কালে কুমার রাজসুতার দ্বারা কন্দুক, পাশটি প্রভৃতি আনাইতেন; তিনি না আনিলে তাঁহার মাথায় আঘাত করিতেন; রাজকন্যা কাঁদিয়া উঠিতেন; তাঁহার ক্রন্দন শুনিয়া রাজা বলিতেন "কে আমার মেয়েকে মারিল?" ধাত্রীরা ছুটিয়া গিয়া জিজ্ঞাসিত; রাজকন্যা ভাবিতেন, 'এই ছেলেটী আমাকে মারিয়াছে বলিলে বাবা ইহাকে দণ্ড দিবেন' কাজেই কুমারের প্রতি অনুরাগবশতঃ তিনি প্রকৃত কথা বলিতেন না; তিনি বলিতেন, "কেহই আমায় মারে নাই।" একদিন রাজা স্বচক্ষেই দেখিলেন, কুমার তাঁহার কন্যাকে প্রহার করিতেছে। তখন তিনি ভাবিতে লাগিলেন, 'এই বালক পাচকের সদৃশ নহে; এ পরম সুন্দর ও নির্ভীক; দেখিলেই ইহাকে ভালবাসিতে ইচ্ছা করে। এ কখনও পাচকের পুত্র হইতে পারে না।' অতঃপর তিনি কুমারকে স্নেহ করিতে লাগিলেন। ধাত্রীরা খেলিবার যায়গায় খাদ্য লইয়া গিয়া রাজকন্যাকে দিত; রাজকন্যা তাহা হইতে কিছু কিছু তাহার খেলার সাথী অন্য ছেলেপিলেকে দিতেন। অন্য ছেলেরা অবনত দেহে হাঁটুর উপর ভর দিয়া উহা গ্রহণ করিত; চূড়নী কিন্তু দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া রাজকন্যার হাত হইতে উহা কাড়িয়া লইতেন। রাজা এসব কাণ্ড লক্ষ্য করিলেন। ইহার পর একদিন চূড়নীর কন্দুকটা রাজার ক্ষুদ্র পল্যঙ্কের নিম্নদেশে প্রবেশ করিলে উহা ধরিতে গিয়া চূড়নীর মনে নিজের আভিজাত্যাভিমান জাগিয়া উঠিল; 'কিছুতেই এই প্রত্যন্তরাজের শয্যার নিম্নে প্রবেশ করিব না' এই সঙ্কল্পে তিনি একটা দণ্ডের সাহায্যে উহা বাহির করিলেন। ইহা দেখিয়া রাজার প্রতীতি হইল যে, নিশ্চয় এই কুমার পাচকের পুত্র নহে। তিনি পাচককে ডাকাইয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই ছেলে দুইটী কাহার?" সে পূর্ব্ববৎ উত্তর দিল, "এরা আমার ছেলে।" "কে তোমার পুত্র, কে তোমার পুত্র নয় তাহা আমি জানি। সত্য কথা বল; নচেৎ তোমার প্রাণ থাকিবে না"। ইহা বলিয়া তিনি খড়্গ উত্তোলন করিলেন। তখন পাচক মরণভয়ে বলিল, "বলিতেছি, মহারাজ; আমি গোপনে বলিতে চাই।" রাজা তাহাকে গোপনে বলিবার সুযোগ দিলেন; সে অভয় প্রার্থনা করিয়া যথাভূত সমস্ত ব্যাপার নিবেদন করিল; রাজা তত্ত্বতঃ জানিয়া কন্যাকে নানাভরণে মণ্ডিত করিয়া কুমারের সহিত বিবাহ দিলেন।

পাচক যেদিন কুমারদ্বয়কে লইয়া উত্তর পঞ্চাল হইতে পলায়ন করিয়াছিল, সেইদিন সমস্ত নগরে কোলাহল হইতে লাগিল যে, রাজার পাকশালায় আগুন লাগায় পাচক, পাচকপুত্র এবং চূড়নীকুমার, তিনজনেই পুড়িয়া

উপকার করিয়াছেন, তাহাও জানি। কিন্তু গুণ অপেক্ষা তাঁহার অগুণই অধিকতর।" অনন্তর তিনি দুইটী গাথায় মাতার দোষ বলিলেন :—

২০০। বৃদ্ধা, তবু তরুণীর মত তিনি সদা
পরিধান অলঙ্কার করেন, যে সব
পরিধানযোগ্য নয় এখন তাঁহার।
এতই নির্লজ্জা তিনি, যত ছোট লোক—
দৌবারিক-রক্ষি-পত্তি—ডাকি অসময়ে
অট্টহাস্যে হন রতা সঙ্গে তাহাদের।

২০১। প্রতিদ্বন্দ্বী রাজা যত আছেন আমার,
নিজেই তলতাদেবী করেন প্রেরণ
দূত তাঁহাদের ঠাঁই।—এই সব দোষে
রাক্ষসের গ্রাসে তাঁরে নিক্ষেপিতে চাই।

ভেরী বলিলেন, "বেশ, মহারাজ, আপনার মাতাকে এই দোষে বিসর্জ্জন করুন; কিন্তু আপনার মহিষী ত গুণবতী।" অনন্তর তিনি নন্দাদেবীর গুণ কীর্ত্তন করিলেন :—

২০২। রমণীর শিরোমণি, সুপ্রিয়ভাষিণী,
আশৈশব ছায়াসমা তবানুবর্ত্তিনী,
শীলবতী,

২০৩। অক্রোধনা, প্রজ্ঞা-সমন্বিতা,
বুদ্ধিমতী, হিতাহিত-বিচার-নিপুণা,—
হেন গুণবতী পত্নী তোমার, রাজন্!
কি দোষে রাক্ষসগ্রাসে দিতে তাঁরে চাও?

রাজা মহিষীর অগুণ বলিলেন :—

২০৪। অনর্থকারক-কেলি-কামবশগত
হইয়াছি দেখি চান নিকটে আমার
সেই সব আভরণ-ধন-রত্ন আদি,
পুত্রকন্যাগণে দিতে যে সব মনন
করিয়াছি পূর্ব্বে আমি;

২০৫। স্ত্রৈণভাববশতঃ
দেই তাঁরে সুদুস্ত্যাজ্য ধন সে সকল,
কভু অল্প, কভু বহু। দিয়া কিন্তু শেষে
হইয়া বিমন করি অনুতাপ ভোগ।
পত্নীর এ দোষ আমি করিয়া স্মরণ
রাক্ষসের গ্রাসে তাঁরে নিক্ষেপিতে চাই।

পরিব্রাজিকা বলিলেন, "আচ্ছা, মহারাজ, পত্নীকে যেন এই দোষে বিসর্জ্জন করিলেন; কিন্তু আপনার কনিষ্ঠ তীক্ষ্মমন্ত্রিকুমার ত আপনার বহুপকারক; আপনি কি দোষে তাঁহাকে রাক্ষসের মুখে দিতে চান বলুন ত?

২০৬। রাজ্যের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করেছেন যিনি,
আনিলেন দেশে পুনঃ যে জন তোমায়,*

মরিয়াছেন। তলতাদেবী গিয়া ব্রাহ্মণকে বলিলেন, "দেব, আমাদের মনস্কামনা পূর্ণ হইয়াছে; তাহারা তিনজনেই না কি পাকশালায় আগুনে পুড়িয়া মরিয়াছে।" এই সংবাদে ব্রাহ্মণ অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইলেন। যেবাস্থিগুলি যেন চূড়নীর অস্থি, ব্রাহ্মণকে ইহা বুঝাইয়া তলতা সেগুলি দগ্ধ করিলেন।

* তীক্ষ্মমন্ত্রীর সম্বন্ধে টীকাকার বলেন :—মহাচূড়নীকে নিহত করিয়া তলতা যখন ব্রাহ্মণের সঙ্গে বাস করিতে প্রবৃত্ত হন, তীক্ষ্ম মন্ত্রী তখন মাতৃগর্ভে ছিলেন। কালক্রমে তিনি যখন বড় হইলেন, তখন ব্রাহ্মণ তাঁহাকে একখানি তরবারি দিয়া বলিলেন, "তুমি এখন হইতে ইহা হাতে লইয়া আমার কাছে থাকিবে।" তুমার

পররাজ্য বিমর্দ্দন করি যিনি, ভূপ,
বহুধন এনেছেন ভাণ্ডারে তোমার,

২০৭। ধনুর্দ্ধর-অগ্রগণ্য, মহাপরাক্রম
সোদর সার্থকনামা তীক্ষ্ণমন্ত্রী তব।
কি দোষে রাক্ষসগ্রাসে দিতে তাঁরে চাও?"

রাজা ভ্রাতার দোষ বলিলেন :—

২০৮। রাজ্যের সমৃদ্ধি আমি করেছি বর্দ্ধন,
আমিই এনেছি পুনঃ এ রাজ্যে অগ্রজে,
বিমর্দ্দিয়া পররাজ্য আনি বহুধন
আমিই ভাণ্ডার পূর্ণ করেছি রাজার,

২০৯। ধনুর্দ্ধরশ্রেষ্ঠ, শূর, তীক্ষ্ণ মন্ত্রণায়
তীক্ষ্ণমন্ত্রী নাম মোর হয়েছে সার্থক,
আমার(ই) প্রভাবে রাজা সুখী এত এবে,—
এই অহঙ্কারে মত্ত অনুজ এখন
তুচ্ছ জ্ঞান করে মোরে,

২১০। আসে না দেখাতে
সম্মান আমার প্রতি পূর্ব্বের মতন ;—
হেরি এ সকল দোষ ভ্রাতার আমার
রাক্ষসের গ্রাসে তারে নিক্ষেপিতে চাই।

পরিব্রাজিকা বলিলেন, "ভাল, আপনার ভ্রাতার ত এই সকল দোষ। ধনুঃশৈক্ষ্য-কুমার কিন্তু আপনার বহুপকারক এবং আপনার প্রতি সদাস্নেহশীল।

২১১। উত্তর পঞ্চালে এই জন্মিলা তোমরা—
তুমি আর ধনুঃশৈক্ষ্য এক(ই) রজনীতে ;
উভয়েই পরিজ্ঞাত পঞ্চাল নামেতে ;
পরস্পরের মিত্র ; থাক এক সঙ্গে।

২১২। সমদুঃখসুখ তব ধনুঃশৈক্ষ্য সদা ;
সতত তোমার সঙ্গে ছায়ার মতন

জানিতেন, তিনি ব্রাহ্মণেরই পুত্র ; তিনি ব্রাহ্মণের কথামত খড়্গ লইয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। কিন্তু এক দিন কোন অমাত্য তাঁহাকে বলিলেন, "কুমার, তুমি এই ব্রাহ্মণের পুত্র নও ; তুমি যখন গর্ভে ছিলে, তখন তলতাদেবী রাজাকে বধ করিয়া এই ব্যক্তিকে রাজচ্ছত্র দিয়াছেন। তুমি মহারাজ মহাচূড়নীর পুত্র।" ইহা শুনিয়া কুমার ব্রাহ্মণের প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন এবং কোন কৌশলে তাঁহার প্রাণবধ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। এক দিন রাজভবনে প্রবেশ করিবার কালে তিনি তরবারিখানি অনৈক ভৃত্যের হস্তে দিয়া অপর এক ভৃত্যকে বলিলেন, "তুমি রাজদ্বারে গিয়া, 'এ তরবারি আমার' ইহা বলিয়া এই লোকটার সহিত কলহ আরম্ভ কর।" কুমার রাজভবনে প্রবেশ করিলেন ; ঐ দুই ব্যক্তি কলহে প্রবৃত্ত হইল। কি হেতু কলহ হইতেছে জানিবার জন্য তিনি একটা লোক পাঠাইলেন ; সে ফিরিয়া গিয়া বলিল, "একখানি তরবারির জন্য।' ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসিলেন, "কি হয়েছে?" কুমার উত্তর দিলেন, "বলিতেছে, আপনি আমাকে যে তরবারি দিয়াছেন, তাহা নাকি আর এক ব্যক্তির?" "কি বল, বৎস?" "তরবারি খানি আনাই ; দেখিলেই আপনি চিনিতে পারিবেন।" "আনাও।" কুমার তখন তরবারিখানি আনাইয়া নিষ্কোষিত করিলেন এবং ব্রাহ্মণের দ্বারা পরীক্ষা করাইবার ছলে 'দেখুন' বলিয়া তাঁহার নিকটে গিয়া একাঘাতে তাঁহার মাথাটা কাটিয়া নিজের পাদমূলে ফেলিলেন। অতঃপর রাজভবনের রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া ও রাজধানী সুসজ্জিত করিয়া লোকে যখন তাঁহার অভিষেকের আয়োজন করিল, তখন তলতা জানাইলেন যে, তাঁহার অগ্রজ মদ্ররাজ্যে অবস্থিতি করিতেছেন। ইহা শুনিয়া কুমার সেনা সঙ্গে লইয়া মদ্ররাজ্যে গমন করিলেন এবং অগ্রজকে আনয়ন করিয়া রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন। এই সময় হইতেই কুমারের নাম হইল তীক্ষ্ণমন্ত্রী।

রহে সে ; নাই ক তার অন্য কোন কাজ
অহর্নিশ।হিতচিন্তা ব্যতীত তোমার।
সাধে সে অক্লান্তভাবে সর্ব্বকৃত্য তব।
হেন উপকারী মিত্রে, বল, কোন্ দোষে
রাক্ষসের গ্রাসে তুমি চাও নিক্ষেপিতে ?"

অনন্তর রাজা ধনুঃশৈক্ষ্যের দোষ বলিলেন :—

২১৩। ধনুঃশৈক্ষ্য পূর্ব্বে যথা আমার সহিত
থাকি সদা অট্টহাস্য করিত, এখন(ও),
আমি যে হয়েছি রাজা, এই কথা ভুলি,
করে হাস্য পরিহাস ঠিক সেইরূপে।

২১৪। মহিষীর সঙ্গে বসি মন্ত্রণা গোপনে
করি যবে, আর্য্যে, আমি, ধনুঃশৈক্ষ্য সেথা
প্রবেশে অজ্ঞাতসারে, অনুমতি বিনা।

২১৫। যখন(ই) সুযোগ আর অবসর পায়,
করে সে নির্লজ্জভাবে অসম্মান মোর।
মিত্রের এ সব দোষ করি নিরীক্ষণ
রাক্ষসের মুখে তারে নিক্ষেপিতে চাই।

ভেরী বলিলেন, "মানিলাম, ধনুঃশৈক্ষ্যের এ সব দোষ আছে; পুরোহিত কিন্তু আপনার বহুপকারক।" অতঃপর তিনি পুরোহিতের গুণ বর্ণনা করিলেন :—

২১৬। সকল নিমিত্তপাঠে নিপুণ যে জন,
স্বপ্ন বুঝিতে [illegible],
আগমে ব্যুৎপন্ন, দৈবোৎপাতে*ও দুঃস্বপ্নে
স্বস্ত্যয়নদ্বারা যিনি কুফল তাহার
করেন নিরাকরণ ; যাত্রাকালে আর
গৃহপ্রবেশাদিকালে নক্ষত্র বিচারি'
শুভক্ষণ যে ব্রাহ্মণ করেন নির্ণয়,

২১৭। ভূতলে ও অন্তরিক্ষে দোষগুণ কোথা
কি আছে, বুঝিতে যাঁর তুল্য কেহ নাই:
নক্ষত্রের কোষ্ঠ যাঁর নখদর্পণেতে ;
হেন পুরোহিতে তুমি, কি দোষে, রাজন্,
রাক্ষসের মুখে চাও করিতে অর্পণ ?

রাজা পুরোহিতের দোষ বলিলেন :—

২১৮। সভামধ্যে, আর্য্যে, তিনি মুখপানে মোর
বিস্ফারিত-নেত্রে সদা থাকেন তাকায়ে।
সে রুদ্রভ্রূভঙ্গী মোর ভাল নাহি লাগে,
পুরোহিতে চাই তাই রাক্ষসকে দিতে।

ভেরী কহিলেন, "মহারাজ, আপনি বলিতেছেন যে, মাতা হইতে আরম্ভ করিয়া এই পাঁচ জনকেই রাক্ষসের মুখে ফেলিয়া দিতে পারেন। আপনার নিজের যে এত সৌভাগ্য ও এত ঐশ্বর্য্য, ইহাও তৃণজ্ঞান করিয়া, আপনি মহৌষধপণ্ডিতকে রক্ষা করিবার জন্য আত্মজীবন পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতে পারেন; ইহাও বলিতেছেন। মহৌষধের আপনি এমন কি গুণ দেখিতে পাইয়াছেন ?

* চন্দ্রগ্রহণ, সূর্য্যগ্রহণ, উল্কাপাত, দিগ্দাহ।

২১৯। আসমুদ্র ক্ষিতিনাথ তুমি মহারাজ।
লইয়া অমাত্যগণে শাসিতেছ তুমি
সাগরকুণ্ডলধরা এই বসুন্ধরা।

২২০। সাম্রাজ্য বিশাল—চতুর্দ্দিগন্তবিস্তৃত,
সংগ্রামে বিজয়ী হয়ে করিয়াছ লাভ;
মহাবল তুমি; একরাজ পৃথিবীতে;
সর্ব্বত্র হয়েছে যশ বিস্তৃত তোমার।

২২১। নানা জনপদ হ'তে পাইয়াছ তুমি
ষোড়শসহস্র শুভলক্ষণা রমণী,
রূপে দেবকন্যাসমা; কর্ণে তাহাদের
মণি-কুণ্ডলের আভা কিবা শোভাময়ী।

২২২। এরূপ সকল ভোগ আয়ত্ত যাহার,
না জানে অভাব যেই কাম্য পদার্থের,—
ঈদৃশ যে সুখী, সেই সদা মনে করে
সুদীর্ঘ জীবন অতি প্রিয়, মহারাজ।

২২৩। তবে তুমি কি কারণে, কোন্ যুক্তিবলে,
পণ্ডিতে করিতে রক্ষা দুস্ত্যাজ্য জীবন
উৎসর্গ করিতে চাও রাক্ষসের মুখে?"

রাজা পণ্ডিতের গুণ বর্ণনা করিলেন:—

২২৪। যে দিন হইতে, আর্য্যে, মহৌষধ হেথা
এসেছেন, আমি কভু সে সুধীবরের
কোন কালে অণুমাত্র দেখি নাই দোষ।

২২৫। ঘটে যদি তাঁর পূর্ব্বে মরণ আমার
পুত্রে ও প্রপৌত্রে মোর করিবেন তিনি
প্রজ্ঞাবলে নিঃসংশয় কল্যাণভাজন।

২২৬। অতীতানাগত-বর্ত্তমান, সমস্তই
প্রজ্ঞানেত্রদ্বারা তিনি পারেন দেখিতে।
এমন নির্দ্দোষ সেই মহাপুরুষকে
পারি কি রাক্ষসমুখে আমি নিক্ষেপিতে?

এতক্ষণে এই জাতককথা যথাযথরূপ সমাপ্তি প্রাপ্ত হইল। পরিব্রাজিকা ভাবিলেন, পণ্ডিতের গুণ প্রকটিত করিবার জন্য ইহাই পর্য্যাপ্ত নহে। লোকে সাগরবক্ষে সুবাসিত তৈল নিক্ষেপ করিলে উহা যেমন চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হয়, আমিও তেমনি নাগরিকদিগের সমক্ষে পণ্ডিতের গুণগ্রামের কথা সর্ব্বতঃ প্রকটিত করিব।" তিনি রাজাকে লইয়া প্রাসাদ হইতে অবতরণপূর্ব্বক রাজাঙ্গণে আসন সাজাইয়া সেখানে উপবেশন করিলেন, নগরের সমস্ত লোক সমবেত করাইলেন, এবং রাজাকে আবার প্রথম হইতে উদকরাক্ষস-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন; রাজাও পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রশ্নের উত্তর দিলেন। তখন পরিব্রাজিকা নাগরিকদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন,

২২৭। শুনহ পঞ্চালগণ রাজার বচন
পণ্ডিতের রক্ষা হেতু দুস্ত্যাজ্য নিজের প্রাণ
বিসর্জ্জিতে মন তিনি কুণ্ঠিত কখন।

২২৮। মাতা, ভার্য্যা, ভ্রাতা, বন্ধু, পুরোহিত আর
নিজে তিনি,—এই ছয় জীবের জীবন দিতে,
পণ্ডিতের রক্ষাহেতু, সম্মত তাঁহার।

২২৯। প্রজ্ঞাবলসম অন্ত বল আর নাই।
সর্ব্বকার্য্য-পটীয়সী, সন্মার্গগামিনী প্রজ্ঞা ;
প্রজ্ঞার অসাধ্য কিছু দেখিতে না পাই।
প্রজ্ঞার প্রত্যক্ষ ফল ঐহিক মঙ্গল ;
পারত্রিক সুখ তার অদৃষ্ট যে ফল।

পরিব্রাজিকা এইরূপে মহাসত্ত্বের গুণাবলী বর্ণনদ্বারা ধর্ম্মদেশনের চূড়ান্ত করিলেন,—মহামণিদ্বারা যেন রত্নময় গৃহের চূড়া নির্ম্মিত হইল।

উদক-রাক্ষস-প্রশ্ন সমাপ্ত।

মহাসুরঙ্গের বর্ণনাও সর্ব্বশঃ সমাপ্ত।

সমবধান—

২৩০। ছিলেন উৎপলবর্ণা ভেরী সেই কালে,
শুদ্ধোদন মহৌষধ-জনক তখন ;
মহামায়া মাতা, বিম্বাসুন্দরী* অমরা ;
২৩১ আনন্দ দিলেন সেই শুক বিহঙ্গম ;
সারিপুত্র ব্রহ্মদত্ত পঞ্চাল-ঈশ্বর ;
লোকনাথ† নিজে মহৌষধ প্রাজ্ঞবর।
২৩২। ছিলা দেবদত্ত ধূর্ত্ত কৈবর্ত্ত ব্রাহ্মণ,
সুনন্দা ব্রহ্মদত্ত-মহিষী তখন,
সুন্দরী পঞ্চালচণ্ডী, যশস্বিনী কন্যা ;
২৩৩। অম্বষ্ঠ কবীন্দ্র, প্রোষ্ঠপাদ পুক্কুশক;
পিলোতিক দেবেন্দ্র ; সত্যক সেই কালে
সেনক পণ্ডিত নামে ছিলেন বিদিত।
২৩৪। দৃষ্টমঙ্গলিকা‡ ছিলা দেবী উড়ুম্বরা ;
কুণ্ডলী শারিকা, ভিক্ষু লালুদায়ী তদা
ছিলা সেই বুদ্ধিহীন বিদেহের রাজা।

---

*'বিম্বাসুন্দরী' যশোধরার নামান্তর। † 'লোকনাথ' বুদ্ধের একটা উপাধি। ‡ নন্দের পত্নীর নাম দৃষ্টমঙ্গলিকা।

সম্ভবতঃ ২৩০ম হইতে ২৩৫ম পর্য্যন্ত পাঁচটি গাথায় পাঠবিকৃতি ঘটিয়াছে। সুন্দরী মিথ্যাবাদিনী গণিকা। পঞ্চালচণ্ডীর চরিত্রে আমরা এমন কোন দোষ দেখিতে পাই নাই যে, জন্মান্তরে সে সুন্দরীর ন্যায় চরিত্রহীনা পাপিষ্ঠা ছিল, ইহা মনে করা যাইতে পারে। ব্রহ্মদেশীয় পুস্তকে লেখা আছে যে, সুন্দরী ছিল সেই শারিকা ; গৌতমী ছিলেন উড়ুম্বরা (বুদ্ধের বিমাতা), অনিরুদ্ধ ছিলেন পঞ্চালচণ্ড, শোণদত্তক ছিলেন দেবেন্দ্র, কাশ্যপ ছিলেন সেনক। ইহাতেও কাশ্যপের প্রতি অবিচার করা হইয়াছে, কারণ সেনক পণ্ডিত না হইয়াও পাণ্ডিত্যাভিমানী এবং এতই ঈর্ষ্যাপরায়ণ যে, প্রতিদ্বন্দ্বীকে অপদস্থ করিবার উদ্দেশ্যে তিনি কোনরূপ দুষ্কার্য্য করিতে কুণ্ঠিত নহেন।

৫৪৭—বিশ্বন্তর-জাতক।*

[কপিলবস্তুর নিকটবর্ত্তী ন্যগ্রোধারামে অবস্থিতি করিবার কালে শাস্তা পুষ্করবর্ষ-সম্বন্ধে† এই কথা বলিয়াছিলেন। শাস্তা মহাধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তনের পর যথাসময়ে রাজগৃহে গমনপূর্ব্বক সেখানে শীতকাল অতিবাহিত করেন। অনন্তর স্থবির উদায়ী তাঁহাকে পথপ্রদর্শন করিয়া চলিলেন; তিনি বিংশতিসহস্র অর্হতের সঙ্গে প্রথমবার কপিলবস্তুতে প্রতিগমন করিলেন। "আমাদের জ্ঞাতিশ্রেষ্ঠকে দর্শন করিব" এই উদ্দেশ্যে শাক্যরাজগণ সমবেত হইলেন, এবং কোথায় তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দেশ করিবেন, ইহা আলোচনা করিয়া দেখিলেন, ন্যগ্রোধ শাক্যের উদ্যানই সর্ব্বাপেক্ষা রমণীয় স্থান। তাঁহারা ঐ উদ্যানের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সমস্ত ব্যবস্থা করিলেন এবং গন্ধপুষ্পাদি-হস্তে প্রত্যুদ্গমনপূর্ব্বক নগরের বালক ও বালিকাদিগকে সর্ব্বালঙ্কারে বিভূষিত করিয়া অগ্রে প্রেরণ করিলেন। ইহার পর চলিলেন রাজকুমার ও রাজকুমারীরা। প্রবীণ শাক্যেরাও ইঁহাদের সঙ্গে মিশিলেন এবং পুষ্পগন্ধচূর্ণাদি দ্বারা ভগবান্‌কে পূজা করিতে করিতে তাঁহাকে লইয়া ন্যগ্রোধারামে গমন করিলেন। সেখানে বিংশতিসহস্র-অর্হৎপরিবৃত হইয়া ভগবান্ নির্দ্দিষ্ট সুসজ্জিত বুদ্ধাসনে উপবেশন করিলেন।

শাক্যেরা নিতান্ত অভিমানী ও মানসর্ব্বস্ব ছিলেন। সিদ্ধার্থ কুমার তাঁহাদের অপেক্ষা অল্পবয়স্ক; তিনি কাহারও বয়ঃকনিষ্ঠ, কাহারও ভাগিনেয়, কাহারও পুত্র, কাহারও নাতি, এই চিন্তা করিয়া প্রবীণেরা অল্পবয়স্ক রাজকুমারদিগকে বলিলেন, "যাও, তোমরা গিয়া প্রণাম কর; আমরা তোমাদের পশ্চাতে থাকিব।" কুমারেরা প্রণাম করিয়া উপবেশন করিলে ভগবান্ প্রবীণদিগের অভিপ্রায় বুঝিয়া ভাবিলেন, 'জ্ঞাতিরা আমাকে বন্দনা করিতেছেন না; আমি এখনই তাঁহাদের দ্বারা বন্দনা করাইতেছি'। তিনি আত্মচিত্তে অভিজ্ঞামূলক ধ্যানবল উৎপাদন করিলেন এবং আসন হইতে উত্থিত হইয়া আকাশে উৎপতনপূর্ব্বক, যেন প্রবীণ শাক্যদিগের মস্তকোপরি পদরজঃ বিকিরণ করিতেছেন এই ভাব দেখাইয়া, উত্তরকালে গণ্ডাম্রবৃক্ষমূলে যে যমকপ্রাতিহার্য্য সম্পাদিত হইয়াছিল,‡ সেই রূপ প্রাতিহার্য্য সম্পন্ন করিলেন। এই অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া শুদ্ধোদন বলিলেন, 'ভদন্ত, আপনার জন্মদিনে, কালদেবল যখন আপনাকে বন্দনা করিবার জন্য আসিয়াছিলেন, তখন আপনি পা ফিরাইয়া সেই ব্রাহ্মণের মস্তকে স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহা দেখিয়া আমিও আপনাকে বন্দনা করিয়াছিলাম। ইহাই আমার প্রথম বন্দনা। বপ্রমঙ্গলের দিনে আপনি জম্বুবৃক্ষের ছায়ায় শ্রীশয়নে শয়ান ছিলেন; সূর্য্যের গতির সঙ্গে ছায়া ফিরিল না, নিশ্চল থাকিল, ইহা দেখিয়া আমি আপনার চরণ বন্দনা করিয়াছিলাম; ইহা আমার দ্বিতীয় বন্দনা। এখন আপনার এই অদৃষ্টপূর্ব্ব অলৌকিক কার্য্য দেখিয়া আবার আপনার চরণ বন্দনা করিতেছি। ইহা আমার তৃতীয় বন্দনা।" ইহা বলিয়া শুদ্ধোদন যখন ভগবান্‌কে বন্দনা করিলেন, তখন অন্য কোন শাক্যই আর তাঁহাকে বন্দনা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। জ্ঞাতিদিগের দ্বারা এইরূপে বন্দনা করাইয়া ভগবান্ আকাশ হইতে অবতরণপূর্ব্বক আবার নির্দ্দিষ্টাসনে আসীন হইলেন। ইহাতে তাঁহার জ্ঞাতিরা তাঁহার লোকাতীত বিভূতি উপলব্ধ করিতে পারিলেন; তিনি আসন গ্রহণ করিলে সকলেই একাগ্রচিত্ত হইয়া উপবেশন করিলেন। অতঃপর মহামেঘ উত্থিত হইয়া পুষ্করবৃষ্টি বর্ষণ করিতে লাগিল; মহাশব্দে তাম্রবর্ণ বারিপাত হইতে লাগিল; যাহাদের ইচ্ছা হইল, তাহারা

---

* পালি 'বেস্‌সন্তর'। জাতককারের মতে বৈশ্য (বেস্‌স)-বীথিতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন বলিয়া নায়কের নাম 'বেস্‌সন্তর'। কিন্তু জাতকমালায় 'বিশ্বন্তর' নাম গৃহীত হইয়াছে; বাঙ্গালাভাষা প্রধানতঃ সংস্কৃত ভাষার অনুগামিনী বলিয়া আমিও 'বিশ্বন্তর' শব্দই ব্যবহার করিলাম। যিনি বিশ্বকে ত্রাণ করেন এই অর্থে, 'বিশ্বম্ভর' শব্দের অনুকরণে, 'বিশ্বন্তর' শব্দটী অসিদ্ধ নয়।

বৌদ্ধদিগের নিকট বিশ্বন্তর-জাতক অতি পবিত্র, কারণ এই জন্মের পরেই বোধিসত্ত্ব সিদ্ধার্থরূপে শরীর পরিগ্রহপূর্ব্বক বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন। অতঃপর তাঁহাকে জন্মান্তর গ্রহণ করিতে হয় নাই, কারণ বুদ্ধলীলাবসানে তিনি মহাপরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

বিশ্বন্তর দান-পারমিতা পূর্ণ করেন। তাঁহার আখ্যায়িকা পাঠ করিলে দানবীর হরিশ্চন্দ্রের কথা মনে পড়ে। এই জাতক যে এক সময়ে বঙ্গদেশের আবালবৃদ্ধবনিতার সুবিদিত ছিল, জূজকের নাম হইতেই তাহা বেশ বুঝা যায়। এখনও লোকে জূজকের কথা ভুলে নাই; তাহারা দুরন্ত ছেলেমেয়েকে শান্ত করিবার জন্য জুজুর (ছেলেধরার) ভয় দেখাইয়া থাকে।

† পুষ্কর—পদ্ম বা পদ্মপত্র। পদ্মপত্রের উপর বৃষ্টিপাত হইলে উহা ভিজিয়া যায় না; বৃষ্টির সমস্ত জল গড়াইয়া বাহির হইয়া যায়। 'পুষ্করবর্ষ' বলিলে একরূপ অদ্ভুত বৃষ্টিপাত বুঝায়, যাহাতে যে ইচ্ছা করে, সেই জলসিক্ত হয়; যে ইচ্ছা করে না, তাহার শরীরে জল লাগে না।

‡ শরভমৃগ-জাতকের (৪৮৩) বর্ত্তমান বস্তু দ্রষ্টব্য।

ভিজিল; যাহাদের ইচ্ছা হইল না, তাহাদের শরীরে বিন্দুমাত্র জলও পড়িল না। এই কাণ্ড দেখিয়া সকলেই বিস্ময়াভিভূত হইলেন। তাঁহারা বলাবলি করিতে লাগিলেন, "অহো, বুদ্ধদিগের কি বিস্ময়কর, কি অদ্ভুত প্রভাব! দেখ না, তাঁহাদের জ্ঞাতিগণের উপর কি অদ্ভুতপূর্ব্ব বৃষ্টিপাত হইতেছে!" ইহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও আমার জ্ঞাতিগণের উপর এইরূপ পুষ্কর-বর্ষণ হইয়াছিল।" অনন্তর তাঁহাদের অনুরোধে তিনি সেই অতীত বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন।]

পুরাকালে শিবিরাজ্যে জেতুত্তর নগরে শিবিমহারাজ-নামক এক ব্যক্তি রাজত্ব করিতেন। তিনি সঞ্জয়কুমার-নামক এক পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। কুমার বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে শিবিমহারাজ মদ্ররাজকন্যা পৃষতীকে আনয়ন করিয়া তাঁহার সহিত বিবাহ দেন এবং তাঁহাকেই রাজ্য দান করিয়া পৃষতীকে তাঁহার অগ্রমহিষীর পদে অভিষিক্ত করেন। পৃষতীর পূর্ব্ববৃত্তান্ত এই :—

বর্ত্তমান সময়ের একনবতিকল্প পূর্ব্বে ইহলোকে বিদর্শিনামক শাস্তা আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি যখন বন্ধুমতী নগরের নিকটবর্ত্তী ক্ষেমনামক মৃগদাবে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই সময়ে কোন রাজা বন্ধুমতীর রাজাকে মহার্ঘ চন্দনসারের সহিত লক্ষমুদ্রা মূল্যের একটী স্বর্ণমালা উপহার পাঠাইয়াছিলেন। বন্ধুমতীরাজের দুই কন্যা ছিলেন। তিনি কন্যাদ্বয়কে এই উপহার দান করিবার ইচ্ছা করিয়া জ্যেষ্ঠাকে চন্দনসার এবং কনিষ্ঠাকে স্বর্ণমালা দান করিয়াছিলেন। উভয় কন্যাই স্থির করিয়াছিলেন, 'আমরা এই দুই দ্রব্য নিজ শরীরে ধারণ করিব না; এতদ্দ্বারা শাস্তার পূজা করিব।' তাঁহারা রাজাকে বলিয়াছিলেন, "পিতঃ, আমরা এই চন্দনসার ও মালা দিয়া শাস্তাকে পূজা করিব।" রাজা সর্ব্বান্তঃকরণে এই প্রস্তাব অনুমোদন করিলে জ্যেষ্ঠা চন্দনসার চূর্ণ করাইয়া একটী করণ্ডক পূর্ণ করাইয়াছিলেন, কনিষ্ঠা স্বর্ণমালাটী দিয়া একটী উরশ্ছদ গঠন করাইয়াছিলেন এবং উহা আর একটী স্বর্ণকরণ্ডে রাখিয়াছিলেন। অনন্তর দুই ভগিনীই মৃগদাব-বিহারে গিয়াছিলেন; সেখানে জ্যেষ্ঠা চন্দনচূর্ণ দ্বারা দশবলের হেমবর্ণ দেহ চর্চ্চিত করিয়া যাহা অবশিষ্ট ছিল তাহা গন্ধকুটীরের মধ্যে বিকিরণপূর্ব্বক প্রার্থনা করিয়াছিলেন, "ভদন্ত, অনাগত কালে আমি যেন ভবাদৃশ বুদ্ধের গর্ভধারিণী হই।" কনিষ্ঠাও স্বর্ণমালা দ্বারা গঠিত সেই উরশ্ছদ দিয়া তথাগতের স্বর্ণবর্ণ দেহ অর্চ্চনাপূর্ব্বক প্রার্থনা করিয়াছিলেন, "ভদন্ত, যতদিন আমি অর্হত্বপ্রাপ্ত না হই, ততদিন যেন এই আভরণ আমার দেহ হইতে বিচ্যুত না হয়।" শাস্তা বিদর্শী তাঁহাদের দুই জনেরই প্রার্থনা অনুমোদন করিয়াছিলেন। এই দুই ভগিনী আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইলে দেবলোকে জন্মান্তর লাভ করেন। যিনি জ্যেষ্ঠা, তিনি অতঃপর কখনও দেবলোক হইতে নরলোকে, কখনও নরলোক হইতে দেবলোকে জন্মান্তর গ্রহণ করিতে করিতে এক নবতিকল্পাবসানে বুদ্ধমাতা মায়াদেবীরূপে অবতীর্ণ হন; কনিষ্ঠাও উক্তরূপে নানা জন্ম পরিগ্রহ করিতে করিতে দশবল কাশ্যপের সময়ে কিকিরাজের কন্যারূপে শরীর পরিগ্রহ করেন। জন্মকাল হইতেই বক্ষঃস্থল সুচিত্রিত উরশ্ছদ-চিহ্নে লাঞ্ছিত ছিল বলিয়া তাঁহার নাম হইয়াছিল উরশ্ছদা। তাহার বয়স্ যখন ষোল বৎসর, তখন একদিন শাস্তা কাশ্যপের ভক্তানুমোদন* শ্রবণ করিয়া তাঁহার পিতা স্রোতাপত্তিফল লাভ করেন; তিনি নিজেও অর্হত্ব লাভ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন। কিকিরাজের আরও সাতটী কন্যা ছিলেন :—

শ্রমণী, শ্রমণা, গুপ্তা, সঙ্ঘদাসী, ধর্ম্মা ও সুধর্ম্মা,
ভিক্ষুদাসী—হয়েছিল তিনুপী যে—এই সাত জনা।

---

* অর্থাৎ আহারান্তে অনুমোদনসূচক যে কথা বলা যায়।

বর্ত্তমান বুদ্ধের (গৌতম বুদ্ধের) সময়ে ইঁহারা যথাক্রমে

ক্ষেমা ও উৎপলবর্ণা, পটাচারা, মৃগধর-মাতা*
ধর্ম্মদত্তা, মহামায়া, সিদ্ধার্থের গৌতমী বিমাতা।†

ইঁহাদের মধ্যে সুধর্ম্মাই হইয়াছিলেন পৃষতী। তিনি বিদর্শী বুদ্ধের শরীর চন্দনচূর্ণ দ্বারা পূজা করিয়াছিলেন ; তাহারই ফলে রক্তচন্দন-চর্চ্চিত দেহের ন্যায় দেহ ধারণ করিয়া দেব ও নরলোকে জন্ম-জন্মান্তর গ্রহণ করিতেছিলেন। কাশ্যপ বুদ্ধের সময়ে নানাবিধ পুণ্যকর্ম্ম করিয়া তিনি দেহত্যাগের পর দেবরাজ শক্রের অগ্রমহিষীরূপে জন্মান্তর প্রাপ্ত হন। এখানে যত কাল তাঁহার পরমায়ুঃ ছিল, তাহা পূর্ণপ্রায় হইলে পঞ্চবিধ পূর্ব্ব নিমিত্ত‡ দেখা দিল। তাঁহার আয়ুঃক্ষয় হইয়াছে দেখিয়া দেবরাজ শক্র একদিন তাঁহাকে মহাসমারোহে নন্দনোদ্যানে লইয়া গেলেন, অলঙ্কৃত শয্যায় শয়ন করাইলেন, নিজে শয্যাপার্শ্বে বসিয়া বলিলেন, 'ভদ্রে পৃষতি, আমি তোমাকে দশটী বর দিতেছি ; তুমি গ্রহণ কর।' পৃষতীকে এইরূপে সম্বোধন করিয়া তিনি গাথাসহস্র-মণ্ডিত-মহাবিশ্বন্তর জাতকের প্রথম গাথা বলিলেন :—

১। উজ্জ্বল বরণী পৃষতী আমার ; মাগি লও তুমি দশবিধ বর ;
সর্ব্বাঙ্গ শোভনে। প্রিয় যা' তোমার হবে পৃথিবীতে, চাও তা' সত্বর।

এইরূপে মহাবিশ্বন্তর-ধর্ম্মদেশনা দেবলোকে আবদ্ধ হইল। পৃষতী বুঝিতে পারেন নাই যে, তাঁহার স্বর্গবিচ্যুতির সময় আসিয়াছে। তিনি শক্রের কথার উত্তরে বিসংজ্ঞভাবে বলিলেন,

২। বলি, দেবরাজ, চরণে তোমার ; কি দোষ দাসীর, বল একবার।
রমণীয় এই স্বরগ হইতে কেন চাও মোরে বিচ্যুত করিতে ?
বাতাহতা, হায়, লতিকা যেমন, করিবে অনাথা ভূতলে লুণ্ঠন।

পৃষতীর প্রমত্তভাব বুঝিতে পারিয়া শক্র দুইটী গাথা বলিলেন :—

৩। হও নি অপ্রিয়া তুমি কোন দিন ; কর নাই পাপ ; দোষ তব নাই।
হয়েছে তোমার পুণ্য পরিক্ষীণ ; এ কথা তোমায় বলিলাম তাই।
৪। ঘটিবে বিচ্ছেদ ; আসন্ন মরণ ; বরগুলি তাই করহ গ্রহণ।
দশবিধ বর দিতেছি তোমায় ; মাগ, যাহা পেতে ইচ্ছা তব হয় !

শক্রের কথা শুনিয়া পৃষতী দেখিলেন, নিশ্চয় তাঁহার মরণ আসন্ন। তিনি এই গাথাগুলি দ্বারা বর প্রার্থনা করিলেন :—

৫। দিবে যদি বর, শক্র সর্ব্বভূতেশ্বর, হউক মঙ্গল তব ; দাও এই বর ;
মর্ত্ত্যলোকে যবে আমি করিব প্রয়াণ ; শিবিরাজ-গৃহে যেন পাই বাসস্থান।
৬। নীলভ্রূ-শোভিত নীল যুগল নয়ন পাই যেন পৃথিবীতে মৃগীর মতন।
পৃষতী নামেতে যেন সবে মোরে ডাকে ; এই বর, পুরন্দর, দাও হে আমাকে।

---

* অর্থাৎ বিশাখা।

† ইঁহার বৃত্তান্ত প্রথমখণ্ডের পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য। 'ধম্মদিন্না = ধর্ম্মদত্তা — রাজগৃহ নগরের জনৈক শ্রেষ্ঠীর পত্নী ; পতি বুদ্ধশাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলে ইনিও ভিক্ষুণী-সমাজে প্রবেশ করেন এবং সাধনার বলে 'থেরী' পদবি প্রাপ্ত হন।

‡ দেবতাদিগের পুণ্যক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গচ্যুতির পূর্ব্বে পাঁচটী লক্ষণ দেখা দেয় :—মালা মলিন হয় ; বস্ত্র মলিন হয় ; কক্ষ হইতে স্বেদ নির্গত হইতে থাকে ; দেহ বিবর্ণ হয় ; দেবাসনে আর অভিরতি থাকে না। এই সমস্ত পূর্ব্বনিমিত্ত নামে বিদিত।

৭। অকৃপণ, দানশীল, যশস্বী, বরদ, যাচকের মনোরথ পূরণে নিরত,
প্রতাপে আদিত্যসম, শক্ররাজগণ অবনত হয়ে যারে করিবে পূজন,
হেন পুত্ররত্ন যেন তোমার কৃপায় লভি দাসী ধরাধামে সদা সুখ পায়।
৮। ধারণ করিব গর্ভ আমি যে সময়, কুক্ষিদেশ মোর যেন অনুন্নত রয়।
সুচিত্রিত চাপবৎ মধ্যে অনুন্নত থাকে যেন দেহ মোর তখন সতত।
৯। স্তন যেন ঝুলিয়া না পড়ে কোন দিন; থাকুক মস্তক সদা পলিত-বিহীন;
দেহ যেন মললিপ্ত হয় না কখন; পারি যেন বধার্হের রক্ষিতে জীবন।
১০। ময়ূর-ক্রৌঞ্চের রবে সদা নিনাদিত, সুন্দরী রমণীগণে সদা সুশোভিত
শিবির প্রাসাদ রম্য; যেথা কুব্জগণ বিচিত্র বিচিত্র ধ্বজ করে উত্তোলন।
জুড়ায় যেথানে সূতমাগধ সকল সুমধুর স্তুতিগানে শ্রবণযুগল;
১১। বিচিত্র অর্গলযুক্ত কবাট যাহার রোধের সময়ে করে মধুর ঝঙ্কার,
'সুরামাংস খাও' এই শুনি আমন্ত্রণ প্রভাতে যেথানে নিদ্রা ত্যজে লোকজন,
দাও বর, শক্র, যেন আমি সে পুরীতে রাজার মহিষী হয়ে পারি বিহরিতে।*

শক্র বলিলেন,

১২। সর্ব্বাঙ্গ শোভনে। আমি এ দশটী বরদান করিনু তোমায়,
শিবিরাজ-পত্নী হয়ে লভিবে সমস্ত তুমি, বলিনু নিশ্চয়।
১৩। বলিলেন দেবরাজ মঘবা,—সুজার পতি— এতেক বচন;
দিয়া দশবিধ বর পৃষতীকে সুরেশ্বর হন হৃষ্টমন।

বর গ্রহণ করিবার পর পৃষতী দেবলোকচ্যুত হইয়া মদ্ররাজের অগ্রমহিষীর গর্ভে জন্মান্তর গ্রহণ করিলেন। তিনি ভূমিষ্ঠ হইলে দেখা গেল তাঁহার শরীর যেন চন্দনচূর্ণে বিকীর্ণ রহিয়াছে। এই নিমিত্ত নামকরণ দিবসে লোকে তাঁহার নাম রাখিল পৃষতী।† মদ্ররাজ তাঁহার লালন পালনের জন্য বহুলোক নিযুক্ত করিলেন। তিনি ক্রমে বড় হইয়া ষোড়শবর্ষকালে পরমসুন্দরী যুবতীতে পরিণত হইলেন। শিবিমহারাজ স্বীয় পুত্র সঞ্জয় কুমারের জন্য তাঁহাকে জেতুত্তর নগরে লইয়া গেলেন, পুত্রকে রাজচ্ছত্র দান করিলেন এবং পুত্রের ষোড়শসহস্র পত্নীর মধ্যে তাঁহাকেই সর্ব্বোচ্চ আসনে স্থাপিত করিয়া অগ্রমহিষীর পদে বরণ করিলেন। এই জন্যই কথিত হইয়া থাকে যে,

১৪। হইয়া ত্রিদিবচ্যুতা পৃষতী ক্ষত্রিয়কুলে লভিলা জনম;
জেতুত্তর-অধিপতি সঞ্জয়ের সঙ্গে তাঁর ঘটিল মেলন।

পৃষতী সঞ্জয়ের অতি প্রিয়া ও মনোরমা হইলেন। এ দিকে শক্র ভাবিতে লাগিলেন, 'আমি পৃষতীকে যে সকল বর দিয়াছি তাহার মধ্যে নয়টী পূর্ণ হইয়াছে; কিন্তু তাঁহাকে যে পুত্রবর দিয়াছি, তাহা এখনও পূর্ণ হয় নাই। এখন সেই বর পূরণ করিতে হইতেছে।' মহাসত্ত্ব ঐ সময়ে ত্রয়স্ত্রিংশদ্ দেবলোকে বাস করিতেছিলেন। তাঁহার আয়ুঃ ক্ষীণ হইয়াছে, ইহা জানিতে পারিয়া শক্র তাঁহার নিকট গিয়া বলিলেন, "মারিষ, আপনাকে এখন মনুষ্য-লোকে যাইতে হইবে। আপনি সেখানে সঞ্জয় রাজার অগ্রমহিষী পৃষতীর গর্ভে জন্মান্তর গ্রহণ করিলে ভাল হয়।" তখন আরও ষষ্টিসহস্র দেবপুত্রের স্বর্গচ্যুতির সময় হইয়াছিল। শক্র মহাসত্ত্বের এবং (জেতুত্তর নগরে জন্মগ্রহণ সম্বন্ধে) এই সকল দেবপুত্রের অঙ্গীকার গ্রহণ-পূর্ব্বক স্বস্থানে প্রতিগমন করিলেন।

মহাসত্ত্ব স্বর্গচ্যুত হইয়া পৃষতীর গর্ভে প্রবিষ্ট হইলেন; সেই ষষ্টিসহস্র দেবপুত্রও ষষ্টি-

* টীকাকার বর দশটীর এই তালিকা দিয়াছেন:—(১) শিবিরাজের অগ্রমহিষীর পদলাভ, (২) নীলনেত্র-প্রাপ্তি, (৩) নীল ভ্রূযুগল-প্রাপ্তি; (৪) 'পৃষতী' এই নামগ্রহণ, (৫) গুণধরপুত্রলাভ, (৬) অনুন্নতকুক্ষিতা, (৭) অলম্বস্তনতা, (৮) অপলিত ভাব, (৯) সুকুমার দেহলাভ, (১০) বধ্যপ্রমোচন।

† পৃষতী এক প্রকার চিত্রহরিণী। ইহাদের শরীর লাল; তাহার মধ্যে শাদা শাদা ছিট থাকে।

সহস্র অমাত্যের গৃহে জন্মগ্রহণ করিলেন। মহাসত্ত্ব গর্ভে প্রবেশ করিলে পৃষতী দোহদবতী হইয়া নগরের চারিটী দ্বারে, নগরের মধ্যভাগে এবং প্রাসাদের নিকটে ছয়টী দানশালা নির্ম্মাণ করাইয়া প্রতিদিন ছয়লক্ষ মুদ্রা দান করিবার অভিলাষিণী হইলেন। রাজা তাঁহার দোহদের কথা শুনিয়া নিমিত্তপাঠকদিগকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "মহারাজ, মহিষী এক দানাভিরত পুরুষকে গর্ভে ধারণ করিয়াছেন। আপনার পুত্রের দানের আকাঙ্ক্ষা কিছুতেই মিটিবে না।" ইহা শুনিয়া রাজা সন্তুষ্ট হইলেন এবং উক্তরূপে দান বিতরণ করিবার ব্যবস্থা করিলেন। যে দিন বোধিসত্ত্ব পৃষতীর গর্ভে প্রবিষ্ট হইলেন, সেই দিন হইতে সঞ্চয়ের অপ্রমাণ আয় হইতে লাগিল, বোধিসত্ত্বের পুণ্যপ্রভাবে জম্বুদ্বীপের সকল রাজাই শিবিরাজকে উপহার প্রেরণ করিতে লাগিলেন।

গর্ভধারণকালে পৃষতী বহুপরিচারিকা-পরিবৃত হইয়া রহিলেন। দশমমাসে নগর-দর্শনের ইচ্ছা করিয়া তিনি রাজাকে সেই প্রার্থনা জানাইলেন। রাজা নগরটীকে দেবনগরের মত সাজাইলেন, এবং পৃষতীকে উৎকৃষ্ট রথে তুলিয়া নগর প্রদক্ষিণ করাইতে লাগিলেন। পৃষতী যখন বৈশ্যবীথির মধ্যে উপনীত হইলেন, তখন তাঁহার প্রসববেদনা জন্মিল। লোকে রাজাকে এই সংবাদ দিলে তিনি তখনই সেই বৈশ্যবীথিতে সূতিকাগৃহ নির্ম্মাণ করাইলেন। এবং মহিষীকে তাহার মধ্যে লইয়া গেলেন। মহিষী সেখানে এক পুত্র প্রসব করিলেন। এই জন্যই কথিত আছে যে,

> ১৫। দশমাস ধরি গর্ভে পুরী প্রদক্ষিণ
> করিতেছিলেন যবে, পৃষতী আমার
> বৈশ্যদের বীথিমধ্যে করিলা প্রসব।

মহাসত্ত্ব মাতৃকুক্ষি হইতে নির্ম্মলদেহে ও উন্মীলিত নেত্রে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং নিষ্ক্রান্ত হইবামাত্র মাতার দিকে হস্ত প্রসারিত করিয়া বলিলেন, "দান দিব, মা। কিছু আছে কি?" "আছে বৈ কি, বাবা; যত ইচ্ছা দান কর," বলিয়া পৃষতী তাঁহার প্রসারিত হস্তে সহস্র মুদ্রাপূর্ণ স্থবিকা* স্থাপন করিলেন। মহাসত্ত্ব তিন জন্মে জন্মিবার পরেই কথা বলিয়াছিলেন:—প্রথমতঃ 'উন্মার্গ'-জন্মে, দ্বিতীয়তঃ এই জন্মে এবং পরিশেষে অন্তিমজন্মে (অর্থাৎ যে জন্মে তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন)। বৈশ্যবীথিতে প্রসূত হইয়াছিলেন বলিয়া নামকরণ-দিবসে তাঁহার নাম হইল "বেস্সন্তর।" এই জন্যই কথিত হইয়া থাকে যে,

> ১৬। মাতৃকুল, কিংবা পিতৃকুল হ'তে করি নাই আমি স্বনাম গ্রহণ;
> বৈশ্যবীথি মাঝে হইনু প্রসূত; নাম "বেস্সন্তর" মোর সে কারণ।

যে দিন মহাসত্ত্ব ভূমিষ্ঠ হইলেন, সেই দিনেই এক আকাশচারিণী হস্তিনী একটী সর্ব্ব-শুভলক্ষণযুক্ত সর্ব্বশ্বেত হস্তিশাবক আনিয়া, যেখানে রাজার মঙ্গলহস্তী থাকিত সেইখানে রাখিয়া গেল। মহাসত্ত্বের প্রত্যয় অর্থাৎ ব্যবহারের জন্য উৎপন্ন হইয়াছিল বলিয়া লোকে এই হস্তীর নাম রাখিল প্রত্যয়। রাজা মহাসত্ত্বের জন্য অতিদীর্ঘাদিদোষ-রহিতা* চৌষট্টিজন মধুরক্ষীরবতী ধাত্রী নিযুক্ত করিলেন। মহাসত্ত্বের সঙ্গে একদিনে যে ষষ্টিসহস্র অমাত্যপুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল, রাজা তাহাদেরও জন্য ধাত্রী দিলেন। মহাসত্ত্ব এই ষষ্টিসহস্র অমাত্য-পুত্রের সঙ্গে বহু পরিচারক-পরিচারিকা-পরিবেষ্টিত হইয়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। রাজা লক্ষমুদ্রা ব্যয় করিয়া তাঁহার ব্যবহারোপযোগী আভরণ নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন। কিন্তু যখন মহাসত্ত্বের বয়স্ চারি পাঁচ বৎসর হইল, তখন তিনি সেগুলি খুলিয়া ধাত্রীদিগকে দান করিলেন; ধাত্রীরা সেগুলি ফিরাইয়া দিতে চাহিলেও তিনি গ্রহণ করিলেন না। ধাত্রীরা

---

* থলি।

* এই খণ্ডের কুকপাদ-জাতক (৫৩৮) দ্রষ্টব্য।

রাজাকে এ কথা জানাইলে তিনি বলিলেন," আমার পুত্র যাহা দিয়াছে তাহা উপযুক্ত দানই হইয়াছে; উহা ব্রহ্মদেয় (ব্রহ্মদত্ত)* বলিয়া গণ্য হউক।" তিনি কুমারের জন্য আবার এক প্রস্থ আভরণ প্রস্তুত করাইলেন। কিন্তু কুমার শৈশবেই সেইগুলিও ধাত্রীদিগকে দান করিলেন। এইরূপে একে একে নয় বার অলঙ্কার গড়া হইল; কুমার নয় বার সেগুলি ধাত্রী-দিগকে দিলেন।

মহাসত্ত্বের বয়স্ যখন আট বৎসর, তখন তিনি একদিন শয্যায় আসীন হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, 'আমি যাহা দান করি, তাহা সমস্তই বহিরাগত; ইহাতে আমার পরিতোষ হয় না। যাহা আমার ভিতরে আছে—আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, আমার দেহ—তাহাই আমার দান করিতে ইচ্ছা। কেহ যদি আমার হৃৎপিণ্ড চায়, আমি নিজের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া হৃৎ-পিণ্ডটা বাহির করিয়া দিব; কেহ যদি আমার চক্ষুদুইটী চায়, তবে চক্ষুই উৎপাটন করিয়া তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিব; কেহ যদি আমার শরীরের মাংস চায়, তবে সমস্ত দেহ হইতে মাংস ছেদন করিয়া তাহাকে দান করিব।' মনে মনে যখন তিনি এইরূপে তাঁহার প্রকৃত উদ্দেশ্য চিন্তা করিতে লাগিলেন, তখন চতুর্নহুত ও দ্বিলক্ষ যোজন বিস্তৃতা, বিশালা পৃথিবী মত্তবারণের ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে কাঁপিয়া উঠিল, পর্ব্বতরাজ সুমেরু উত্তপ্তজলসিক্ত বেত্রাঙ্কুরের ন্যায় জেতুত্তর নগরাভিমুখ অবনত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিল, পৃথিবীর গর্জ্জনে আকাশও গর্জ্জন করিতে করিতে অকস্মাৎ বারিবর্ষণ করিল, মেঘের কোলে বিদ্যুল্লতা স্ফুরিতে লাগিল, সাগর উদ্বেলিত হইল, ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সমস্ত জগৎ কোলাহলময় হইল। এই জন্যই কথিত হইয়া থাকে যে,

১৭। ছিলাম বালক যবে, অষ্টবর্ষ বয়স্ যখন,
তখন(ই) প্রাসাদে বসি দান দিতে করিনু মনন।

১৮। করিলাম মনে স্থির, কেহ যদি চাবে মোর কাছে
চক্ষু হৃৎপিণ্ড-মাংস- রক্ত আদি দেহে যাহা আছে,
তাহাও করিতে দান হইব না কাতর কখন।
এ দৃঢ় সঙ্কল্প মোর ত্রিজগৎ করুক শ্রবণ।

১৯। এ সত্য কামনা মনে করিলাম যখন নির্ভয়ে
বিস্ময়ে কাঁপিল, যেন অকস্মাৎ স্থানচ্যুত হ'য়ে,
বিপুলা পৃথিবী এই, সুমেরু কিরীট শিরে যার,
কর্ণে অবতংসরূপে শোভে কত কানন সুন্দর।

বোধিসত্ত্বের বয়স্ যখন ষোড়শবর্ষ হইল, তখনই তিনি সর্ব্ববিদ্যায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন। তখন পিতা তাঁহাকে রাজ্য দান করিবার ইচ্ছা করিলেন। তিনি পৃষতীর সহিত মন্ত্রণা করিয়া মদ্ররাজকুল হইতে বোধিসত্ত্বের মাতুলকন্যা মাদ্রীকে আনয়নপূর্ব্বক তাঁহাকে ষোড়শসহস্র রমণীর মধ্যে শ্রেষ্ঠাসন দান করিয়া মহাসত্ত্বের অগ্রমহিষী করিলেন। অতঃপর বোধিসত্ত্ব রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন; এবং অভিষেকের পর হইতেই প্রতিদিন ছয় লক্ষ মুদ্রা-দানের ব্যবস্থা করিয়া মহাদান আরম্ভ করিলেন।

কালক্রমে মাদ্রী দেবী এক পুত্র প্রসব করিলেন। তিনি ভূমিষ্ঠ হইলে তাঁহাকে কাঞ্চন-জাল দ্বারা ঢাকা দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার নাম হইল জালিকুমার। তিনি যখন হাঁটিতে শিখিলেন, তখন মাদ্রী এক কন্যা প্রসব করিলেন। তাঁহাকে কৃষ্ণাজিন দ্বারা ঢাকা দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার নাম হইল কৃষ্ণাজিনা।

* 'ব্রহ্মদেয়' —উৎকৃষ্টদান, শ্রেষ্ঠদান, রাজার দান; যাহা দিতে দাতার সম্পূর্ণ অধিকার আছে।

† 'বাহিরদান' এবং 'অধ্যাত্মিকদান' সম্বন্ধে ৪র্থ খণ্ডের শিবিজাতক (৪৯৯) দ্রষ্টব্য।

(২)

মহাসত্ত্ব প্রতিমাসে ছয় বার অলঙ্কৃত গজবরের স্কন্ধে আরোহণপূর্ব্বক ছয়টী দানশালা পরিদর্শন করিতেন। ঐ সময়ে কলিঙ্গ রাজ্যে অনাবৃষ্টি হইয়াছিল। সেজন্য শস্য জন্মে নাই, ভীষণ দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল; লোকে জীবনধারণে অসমর্থ হইয়া চৌর্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। দুর্ভিক্ষপীড়িত জানপদগণ রাজসদনে সমবেত হইয়া রাজাকে তিরস্কার করিতে লাগিল। তাহা শুনিয়া রাজা জিজ্ঞাসিলেন, "কি হইয়াছে; বাপু সকল?" প্রজারা তাহাদের দুঃখের কাহিনী জানাইল; "আমি বৃষ্টি বর্ষণ করাইতেছি" বলিয়া রাজা তাহাদিগকে বিদায় দিলেন। তিনি যথারীতি শীলব্রত গ্রহণ করিলেন, পোষধ পালন করিতে লাগিলেন, কিন্তু বৃষ্টিবর্ষণ করাইতে পারিলেন না। তখন তিনি নাগরিকদিগকে ডাকাইয়া বলিলেন, "আমি যথারীতি শীল পালন করিতেছি, পোষধী হইয়াছে, কিন্তু বৃষ্টিপাতন করিতে পারিতেছি না। এখন আমার কর্ত্তব্য কি, বল।" নাগরিকেরা বলিল, "মহারাজ, জেতুত্তর নগরে সঞ্জয়রাজপুত্র বিশ্বন্তর দানাভিরত; তাঁহার একটী সর্ব্বশ্বেত মঙ্গলহস্তী আছে; ঐ হস্তী যেখানে যায়, সেখানেই বারিবর্ষণ হইয়া থাকে। আপনি যদি নিজে বৃষ্টিপাত ঘটাইতে অসমর্থ হন, তবে ব্রাহ্মণদিগকে পাঠাইয়া যাজ্ঞা করাইয়া ঐ হস্তী আনয়ন করুন।" "বেশ পরামর্শ দিয়াছ" বলিয়া রাজা তাহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, ব্রাহ্মণদিগকে সমবেত করাইয়া তাঁহাদের মধ্য হইতে আটজনকে বাছিয়া লইলেন এবং ঐ আটজনকে উপযুক্ত পাথেয় প্রদানপূর্ব্বক বলিলেন, "আপনারা যাত্রা করুন; বিশ্বন্তরের নিকট যাজ্ঞা করিয়া হস্তীটা লইয়া আসুন।" ব্রাহ্মণেরা যথাকালে জেতুত্তরে উপনীত হইলেন, দানশালায় অন্ন আহার করিয়া স্ব স্ব দেহে ধূলি বিকিরণ ও কর্দ্দম লেপন করিলেন, এবং পূর্ণিমার দিন বিশ্বন্তরের নিকট হস্তী চাহিবেন এই উদ্দেশ্যে, তিনি যখন দানশালায় আসিতেছিলেন, সেই সময়ে পূর্ব্বদ্বারে গিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। বিশ্বন্তর দানশালা পরিদর্শন করিবার অভিপ্রায়ে প্রাতঃকালেই ষোলটী গন্ধোদকপূর্ণ ঘটে স্নান করিয়া আহারান্তে প্রসাধন সমাপনপূর্ব্বক অলঙ্কৃত গজবরের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া পূর্ব্বদ্বারে উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণেরা সেখানে তাঁহাকে কিছু বলিবার অবকাশ না পাইয়া দক্ষিণদ্বারে গিয়া কোন উন্নত ভূভাগে অবস্থিত হইলেন। বিশ্বন্তর পূর্ব্বদ্বারের দান-বিতরণ পরিদর্শন করিয়া যখন দক্ষিণদ্বারে উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহারা হস্ত প্রসারণপূর্ব্বক "বিশ্বন্তরের জয় হউক" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। মহাসত্ত্ব ব্রাহ্মণদিগকে দেখিয়া তাঁহারা যেখানে ছিলেন, সেই স্থানে হস্তী চালাইলেন এবং হস্তীর স্কন্ধে আসীন থাকিয়াই প্রথম গাথা বলিলেন :—

> ২০। হইয়াছে দীর্ঘ কক্ষলোম, নখ সব;
> পঙ্কে লিপ্ত দন্তরাজি; মস্তকে সবার
> ধূলি-ধূসরিত কেশ।—এ বেশে তোমরা
> প্রসারি দক্ষিণ হস্ত কি চাহিছ, বল?

ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণেরা বলিলেন,

> ২১। শিবির পালনকর্ত্তা তুমি দানবীর;
> চাহিতেছি রত্ন এক মোরা তব ঠাঁই।
> ঈষাদন্ত, মহাভারবহনসমর্থ
> এই গজেন্দ্র তব কর, ভূপ, দান।

ইহা শুনিয়া মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, 'আমি আধ্যাত্মিকদানে কৃতসঙ্কল্প হইয়া নিজের মস্তক প্রভৃতি দিতে অভিলাষী হইয়াছি; ইহারা ত কেবল যাহা বাহ্য বস্তু, তাহাই যাজ্ঞা করিতেছে। ইহাদিগের মনোরথ পূর্ণ করিতেছি।' ইহা স্থির করিয়া তিনি গজবরের স্কন্ধ হইতেই বলিলেন,

২২। চাহেন ব্রাহ্মণগণ রাজার বাহন,
মদস্রাবী, দীর্ঘদন্ত এই গজোত্তম।
অকুণ্ঠিত চিত্তে ইহা করিলাম দান।

এই প্রতিজ্ঞা করিয়া

২৩। সুদৃঢ়-সঙ্কল্প দানে শিবির পালক
অবতরি গজবর-স্কন্ধ হ'তে তবে
করেন ব্রাহ্মণগণে সম্প্রদান তাহা।

ঐ হস্তীর চারি পায়ের অলঙ্কারের মূল্য ছিল চারি লক্ষ মুদ্রা; পার্শ্বদ্বয়ের অলঙ্কারের মূল্য ছিল দুই লক্ষ মুদ্রা; উহার উদরের নিম্নে যে কম্বল থাকিত, তাহার মূল্য এক লক্ষ মুদ্রা; পৃষ্ঠোপরি মুক্তাজাল, কাঞ্চনজাল ও মণিজাল এই যে তিনটী জাল ছিল, সে গুলির মূল্য তিন লক্ষ মুদ্রা; কর্ণদ্বয়ে যে আভরণ ছিল তাহার মূল্য দুই লক্ষ মুদ্রা; পৃষ্ঠোপরি যে কম্বল আস্তৃত হইত, তাহার মূল্য এক লক্ষ মুদ্রা; কুম্ভের আভরণের মূল্য এক লক্ষ মুদ্রা; কপালের অবতংস তিনখানির মূল্য তিন লক্ষ মুদ্রা; কর্ণমূলের আভরণগুলির মূল্য দুই লক্ষ মুদ্রা; দন্তদ্বয়ের অলঙ্কারের মূল্য দুই লক্ষ মুদ্রা; শুণ্ডস্থ স্বস্তিকাকার আভরণের মূল্য এক লক্ষ মুদ্রা; লাঙ্গুলালঙ্কারের মূল্য এক লক্ষ মুদ্রা। ইহা ব্যতীত তাহার দেহস্থ অন্যান্য আভরণের মূল্য দ্বাবিংশতি লক্ষ, তাহার পৃষ্ঠোপরি আরোহণ করিবার জন্য সিঁড়িটার মূল্য এক লক্ষ এবং ভোজন-কটাহের মূল্য এক লক্ষ—এই গুলিরই ত মূল্য হইল চতুর্ব্বিংশতি লক্ষ। আবার উহার ছত্রপৃষ্ঠে মণি, চূড়ামণি, মুক্তাহারে মণি, অঙ্কুশে মণি, কণ্ঠস্থ মুক্তাহারে মণি, কুম্ভে মণি, এইরূপ বহু মহার্ঘ মণি ছিল। পরিশেষে গজবর নিজে; তাহার মূল্যের ত ইয়ত্তাই ছিল না। মহাসত্ত্ব এই সপ্তবিধ অমূল্যধন ব্রাহ্মণদিগকে দান করিলেন। কেবল ইহাই নহে; তিনি হস্তীর সেবার জন্য হস্তিপালক প্রভৃতির সহিত পাঁচশত পরিচারকও দান করিলেন। এই দানের প্রভাবে, পূর্ব্বে যেরূপ বলা হইয়াছে সেইভাবে ভূকম্পনাদি হইল।

[এই বৃত্তান্ত বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

২৪। জন্মিল ভীষণ ভয়, কাঁপিল মেদিনী,
শিহরি উঠিল সবে, যবে বিশ্বন্তর
করিলেন সম্প্রদান সেই গজবর।

২৫। পাইল ভীষণ ভয় নাগরিকগণ,
শিহরি হইল ক্ষুব্ধ, যবে বিশ্বন্তর
করিলেন সম্প্রদান সেই গজবর।

২৬। সমাকুলা হ'ল পুরী, মহা কোলাহলে
নিনাদিত চতুর্দ্দিক্, যবে বিশ্বন্তর
করিলেন সম্প্রদান সেই গজবর।

সমস্ত জেতুত্তর নগর সংক্ষুব্ধ হইল। কলিঙ্গব্রাহ্মণগণ দক্ষিণদ্বারে হস্তী লাভ করিয়া তাহার পৃষ্ঠে উপবেশন করিলেন এবং বহু অনুচর-পরিবৃত হইয়া নগরের মধ্য দিয়া যাত্রা করিলেন। ইহা দেখিয়া নগরবাসীরা বলিতে লাগিল, "ভো ব্রাহ্মণগণ! তোমরা আমাদের হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া উহাকে কোথায় লইয়া যাইতেছ?" ব্রাহ্মণেরা নানারূপ হস্তভঙ্গী করিয়া উত্তর দিলেন, "মহারাজ বিশ্বন্তর আমাদিগকে এই হস্তী দান করিয়াছেন। তোমরা জিজ্ঞাসা করিবার কে?" তাঁহারা নগরের মধ্য দিয়া গমনপূর্ব্বক দৈবানুগ্রহে উত্তরদ্বার দ্বারা নিক্রান্ত হইলেন। নগরবাসীরা বোধিসত্ত্বের উপর ক্রুদ্ধ হইল এবং রাজদ্বারে সমবেত হইয়া উচ্চৈস্বরে তাঁহার নিন্দা করিতে লাগিল।

এই বৃত্তান্ত সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

২৭। উঠিল ভীষণ, মহাতুমুল নিনাদ,
কাঁপিয়া উঠিল ধরা, যবে বিশ্বন্তর
করিলেন সম্প্রদান সেই গজবর।

২৮। উঠিল ভীষণ, মহাতুমল নিনাদ,
নগরবাসীরা সবে সংক্ষুব্ধ হইল,
করিলেন বিশ্বন্তর যবে গজ দান।

২৯। উঠিল ভীষণ, মহাতুমুল নিনাদ,
শিবির পালক যবে সেই গজবর
কলিঙ্গ-ব্রাহ্মণগণে করিলেন দান।

নগরবাসীরা বিশ্বন্তরের দানে সংক্ষুব্ধ হইয়া রাজা সঞ্জয়কে এই ব্যাপার জানাইল। এই জন্যই কথিত হইয়া থাকে যে,

৩০। উগ্র*রাজপুত্র-বৈশ্য ব্রাহ্মণাদি নাগরিকগণ,
গজসাদি-দেহরক্ষি- রথি-পত্তি আদি অগণন,

৩১। সকল নিগমবাসী, জনপদবাসী প্রজা সবে,
কলিঙ্গেরা গজ লয়ে যেতেছে দেখিতে পেল যবে,
সমবেত হ'ল গিয়া তখনই রাজার আবাসে
উচ্চৈঃস্বরে অভিযোগ করে তারা তাঁহার সকাশে।

৩২। "হ'ল রাজ্য ছারখার। কেন তব পুত্র বিশ্বন্তর
পূজে রাজ্যবাসী যারে, করে দান হেন গজবর?

৩৩। ঈষাবৎ দীর্ঘাকার দন্ত যার; নাই যার মত
বহিতে বিপুলভার অন্য কোন কুঞ্জর সমর্থ,
সর্ব্বশ্বেত, সর্ব্ববিধ যুদ্ধক্ষেত্রে বাছি যেই লয়
হেন স্থান, যেথা হতে করিতে পারিবে শত্রুক্ষয়,

৩৪, ৩৫। এমন শত্রুদমন, কৈলাসের মত শুভ্রকায়,
[illegible] রাজবাহী [illegible] হায়,
কলিঙ্গ-ব্রাহ্মণগণে করিলেন দান তিনি আজ,
পাণ্ডুকম্বলাচ্ছাদন— চামরাদিসহ, মহারাজ!
নিপুণ অথর্ব্ববেদে বাছি বাছি গজাচার্য্য আরো
দিয়াছেন সঙ্গে তার। অহহ, এ কি যথেচ্ছাচার!

তাহারা আরও বলিল,

৩৬। অন্নপানবস্ত্রশয্যা দাতারা করেন বটে দান;
আপত্তি তাহাতে নাই; দানার্হ ব্রাহ্মণে তাহা পান।

৩৭। কিন্তু যিনি শিবিদের কুলক্রমাগত অধীশ্বর,
করিলেন গজবর দান কেন সেই বিশ্বন্তর।

৩৮। প্রজাদের কথা মত কাজ যদি না কর, রাজন্,
তাহাদের হাতে তব পুত্রসহ ঘটিবে পতন।

প্রজাদের কথা শুনিয়া রাজার মনে হইল, তাহারা বুঝি বিশ্বন্তরের প্রাণবধ করিতে চাহিতেছে। তিনি বলিলেন,

৩৯। যা'ক রাজ্য অধঃপাতে, জনপদ হো'ক ছারখার;
শুনি প্রজাদের কথা করিব না কখন(ও) আমার
ঔরস পুত্রকে বীর রাজ্য হ'তে আমি নির্ব্বাসন;
প্রাণাধিক প্রিয় সেই; কোন দোষ করেনি কখন।

৪০। যা'ক রাজ্য অধঃপাতে; জনপদ হো'ক ছারখার;
শুনি প্রজাদের কথা করিব না কখন(ও) আমার

---

* 'উগ্র' শব্দটীর অর্থ টীকাকারের মতে 'উগ্গতা পঞ্ঞাতা'—সুবিখ্যাত। ইংরাজী অনুবাদে ইহা 'উগ্রক্ষত্রিয়' বলিয়া ধরা হইয়াছে।

† 'আথব্বনং'—অথর্ববেদজ্ঞদিগের গৃহিত। অথর্ববেদে গজশান্তিসম্বন্ধে মন্ত্র আছে।

আত্মজ পুত্রকে স্বীয় রাজ্য হ'তে আমি নির্ব্বাসন ;
প্রাণাধিক পুত্র সেই, কোন দোষ করেনি কখন।
৪১। আর্য্য-শীলবান্ সেই ; করি যদি তার কোন ক্ষতি,
হব আমি মহাপাপী ; ঘটিবে কলঙ্ক মোর অতি।
প্রাণাপেক্ষা বাসি ভাল পরম ধার্ম্মিক বিশ্বন্তরে ;
পিতা হয়ে শস্ত্রাঘাতে করিতে কি পারি বধ তারে ?

শিবিরাজ্যবাসীরা বলিল,

৪২। দণ্ড কিংবা শস্ত্রাঘাতে করা'তে চাইনা মোরা আহত তাঁহারে ;
শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে থাকিবার যোগ্য নন তিনি কারাগারে।
কর, মহারাজ, তুমি এ রাজ্য হইতে তাঁর শীঘ্র নির্ব্বাসন ;
আছে যথা বঙ্ক গিরি, সেখানে বসতি তিনি করুন এখন।

রাজা বলিলেন,

৪৩। বুঝিলাম শিবিদের সঙ্কল্প ইহাই ; বিরুদ্ধে ইহার আমি যেতে নাহি চাই।
এক রাত্রি মাত্র সবে দাও বিশ্বন্তরে ভুঞ্জিতে বিষয়সুখ থাকি এ নগরে।
৪৪। প্রভাত হইলে রাত্রি, উদিলে তপন, সমবেত হো'ক শিবিরাজ্যবাসিগণ ;
হয়ে সবে এক মত, ইচ্ছা যদি করে, করুক তাহারা নির্ব্বাসিত বিশ্বন্তরে।

প্রজারা রাজার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া বলিল, "তিনি এক রাত্রির জন্য এখানে থাকুন।" সঞ্জয় তখন তাহাদিগকে বিদায় দিলেন এবং পুত্রকে সংবাদ দিবার জন্য একজন কর্ম্মচারীকে* বিশ্বন্তরের নিকট যাইতে বলিলেন। কর্ম্মচারী 'যে আজ্ঞা' বলিয়া বিশ্বন্তরের নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে সমস্ত ঘটনা জানাইলেন।

[এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৪৫। উঠ, কর্ত্তা, শীঘ্র গিয়া বল বিশ্বন্তরে,
"শিবিরাজ্যবাসিগণ হইয়াছে বড়
ক্রুদ্ধ তব প্রতি, দেব ; নাগরিক সবে—
৪৬। উগ্ররাজপুত্র-বৈশ্য-ব্রাহ্মণ প্রভৃতি,
যোধগণ যত—গজসাদি-দেহরক্ষি-
রথি-পদাতিক—সর্ব্বজনপদবাসী
হইয়াছে সমবেত দণ্ডিতে তোমায়।
৪৭। পোহাইলে এই রাত্রি, সূর্য্যোদয় কালে
একমত হয়ে শিবিদেশবাসী সবে
করিবে এ রাজ্য হতে তব নির্ব্বাসন।"
৪৮, ৪৯। সঞ্জয়ের আজ্ঞা পেয়ে, ধুইয়া মস্তক,
সুন্দর বসন কর্ত্তা করি পরিধান,
কনক-বলয় পরি, কর্ণে মণিময়
কুণ্ডলযুগল, চন্দনানুলিপ্ত দেহে
হন শীঘ্র উপনীত যে রম্য ভবনে
করিতেন বিশ্বন্তর বসতি তখন।
৫০। দেখিলেন কর্ত্তা, বিরাজিছেন কুমার†,
সেই স্বীয় রম্যাগারে, অমাত্য-বেষ্টিত,
বেষ্টিত ত্রিদশগণে বাসব যেমন।

* মূলে 'কর্ত্তা' (কত্তা) এই পদ আছে। কত্তা বা ক্ষত্তা বলিলে, রাজার কর্ম্মচারী, বিশেষতঃ সারথি বা দৌবারিক বুঝায়।

† বিশ্বন্তর তখন নিজেই রাজা ; কিন্তু তাঁহার মাতাপিতা তখনও জীবিত বলিয়া তাঁহাকে 'কুমার' বলা হইয়াছে।—টীকাকার।

৫১, ৫২। গিয়া শীঘ্র কর্ত্তা বিশ্বন্তরের সকাশে
বলিলেন সাশ্রুমুখে প্রণমি তাঁহারে,
"ভর্ত্তা তুমি, মহারাজ, সর্ব্বকামদাতা;
আসিয়াছি নিবেদিতে অশুভ সংবাদ,
অভয় তোমার ঠাঁই মাগি সে কারণ।
৫৩। শিবিরাজ্যবাসিগণ হইয়াছে বড়
ক্রুদ্ধ তব প্রতি, দেব; নাগরিকগণ
উগ্র-রাজপুত্র-বৈশ্য-ব্রাহ্মণ—সকলে,
৫৪। যোধগণ যত—গজসাদি-দেহরক্ষি
রথি-পদাতিক—সর্ব্বজনপদবাসী
হইয়াছে সমবেত দণ্ডিতে তোমায়।
৫৫। পোহাইলে এই রাত্রি, সূর্য্যোদয়কালে,
একমত হয়ে শিবিদেশবাসী সবে
করিবে এ রাজ্য হতে তব নির্ব্বাসন।"

মহাসত্ত্ব বলিলেন,

৫৬। শিবিরা আমার প্রতি ক্রুদ্ধ কি কারণ? কোনই ত অপরাধ না হয় স্মরণ।
বল, কর্ত্তা, স্পষ্ট করি, জিজ্ঞাসি তোমায়, কি দোষে তাহারা মোরে নির্ব্বাসিতে চায়?

রাজকর্ম্মচারী বলিলেন,

৫৭। উগ্র-রাজপুত্র-বৈশ্য-ব্রাহ্মণ প্রভৃতি,
গজসাদি-দেহরক্ষি-রথি পদাতিক,
হইয়াছে ক্রুদ্ধ সবে গজদান-হেতু।
তাই তারা নির্ব্বাসিতে তোমায়, রাজন্।

ইহা শুনিয়া মহাসত্ত্ব সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,

৫৮। ধন-রত্ন-স্বর্ণ-মুক্তা-বৈদূর্য্য প্রভৃতি
বাহ্যবস্তু দান—এ ত অতি তুচ্ছ কথা!
মাগে যদি কেহ মোর চক্ষু বা হৃদয়,
তাহাও অদেয় আমি ভাবি না কখন।
৫৯। আমার দক্ষিণ বাহু যাচে যদি কেহ,
অকাতরে ছেদি তাহা দিব আমি তারে;
দানেই পরমা প্রীতি পাই আমি মনে।
৬০। শিবিরাজ্যবাসী সবে করুক আমায়
নির্ব্বাসিত, নিহত বা সপ্তধা খণ্ডিত।
দান হ'তে কভু আমি হব না বিরত।

ইহা শুনিয়া কর্ম্মচারী নিজের বুদ্ধিমত এমন একটী আদেশ জানাইলেন, যাহা রাজা দেন নাই, নাগরিকেরাও দেয় নাই। তিনি বলিলেন,

৬১। শিবি নাগরিক আর জানপদগণ
সমবেত হ'য়ে সবে বলিতেছে এবে,
কোন্তিমারা নদীতীরে অরঞ্জর নামে
রয়েছে পর্ব্বতরাজি; অভিমুখে তার
যায় নির্ব্বাসিতগণ; সে পথে সত্বর
করুন গমন দানব্রত বিশ্বন্তর।

এক দেবতা নাকি কর্ম্মচারীর মুখ দিয়া এই কথাগুলি বলাইয়াছিলেন। ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, 'বেশ; অপরাধীরা যে পথে প্রস্থান করে, আমিও সেই পথেই যাইব।

কিন্তু নাগরিকেরা আমাকে অন্য কোন দোষে নির্ব্বাসিত করিতেছে না; আমি হস্তী দান করিয়াছি এই জন্যই তাহারা আমার নির্ব্বাসন চাহিতেছে। কাজেই এ ক্ষেত্রে আমি (নির্ব্বাসনের পূর্ব্বে) সপ্তশতকাখ্য * মহাদান করিয়া যাইব। নাগরিকেরা আমাকে এই দান সম্পাদন করিবার জন্য এক দিনের অবসর দিউক।' তিনি বলিলেন,

৬২। যে পথে চলিয়া যায় অপরাধিগণ আমিও সে পথ ধরি করিব গমন।
এক রাত্রি, এক দিন ক্ষমুক আমায়; ইচ্ছামত করি দান লইব বিদায়।'

"যে আজ্ঞা। আমি নাগরিকদিগকে এই কথা জানাইতেছি," ইহা বলিয়া কর্ম্মচারী প্রস্থান করিলেন। তাঁহাকে বিদায় দিয়া মহাসত্ত্ব জনৈক সেনানীকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "আমি আগামী কল্য সপ্তশতকাখ্য মহাদান করিব। সপ্তশত হস্তী, সপ্তশত অশ্ব, সপ্তশত রথ, সপ্তশত নারী, সপ্তশত ধেনু, সপ্তশত দাসী ও সপ্তশত দাস সংগ্রহ করুন; এবং নানাবিধ অন্ন, পানীয়, এমন কি সুরা প্রভৃতি অন্যান্য দাতব্য দ্রব্যও আনয়ন করিয়া রাখুন।" এইরূপে সপ্তশতক মহাদানের ব্যবস্থা করিয়া তিনি অমাত্যদিগকে বিদায় দিলেন এবং একাকী মাদ্রীর ভবনে গমনপূর্ব্বক রাজকীয় পল্যঙ্কে উপবেশন করিয়া তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলেন।

[এই বৃত্তান্ত সুস্পষ্টরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৬৩। সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী মদ্রসুতাকে সম্বোধি
বলিলেন বিশ্বন্তর, "যাহা কিছু আমি,
ধন, ধান্য,

৬৪। স্বর্ণ-মুক্তা-বৈদূর্য্য প্রভৃতি

দিয়াছি তোমায় আমি, পেটক যে ধন
পাইয়াছ আর তুমি,—সমস্ত এখন
কর্ম্ম স্থাপন কোন নিরাপদ স্থানে।"

৬৫। সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী মাদ্রী বলেন তখন, "কোথায় এ সব, প্রভো, করিব স্থাপন?"

বিশ্বন্তর বলিলেন,

৬৬। শীলবান্ ব্যক্তি যাঁরা, তাঁহাদের মাঝে যিনি যা' পাইতে যোগ্য, দাও তাহা তাঁকে
দান ভিন্ন অন্য কোন স্থানে প্রাণিগণ নিরাপদে রক্ষিতে না পারে নিজ ধন।

মাদ্রী 'যে আজ্ঞা' বলিয়া তাঁহার প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। বিশ্বন্তর তাঁহাকে আরও উপদেশ দিবার অভিপ্রায়ে বলিলেন,

৬৭। পুত্রগণে ক'রো স্নেহ; শ্বশ্রূ ও শ্বশুরে
ভক্তিভরে ক'রো সেবা; ভর্ত্তা যিনি তব
হইবেন অতঃপর, পরিচর্য্যা তাঁর
করিও যতনে, মাদ্রি, কায়ে, বাক্যে, মনে।

৬৮। এ রাজ্য হইতে আমি করিলে প্রস্থান
যদি স্বতঃপ্রবৃত্ত না হয়ে কোনজন
চান তব ভর্ত্তা হ'তে, ভর্ত্তা মনোমত
নিজেই খুঁজিয়া লবে। বিরহে আমার
না যেন শুকায়ে যায় ও বরাঙ্গ তব।

মাদ্রী ভাবিলেন, 'বিশ্বন্তর এরূপ কথা বলিতেছেন কেন?' তিনি বলিলেন, "আর্য্যপুত্র, আপনি আমাকে এরূপ নীতিবিরুদ্ধ কথা বলিতেছেন কেন?" বিশ্বন্তর বলিলেন, "ভদ্রে, আমি হস্তী দান করিয়াছি বলিয়া শিবিরাজ্যের লোকে ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে রাজ্য

* যে দানে প্রত্যেক দাতব্য পদার্থের সাতশটা থাকে।

হইতে নির্ব্বাসিত করিতেছে। আমি আগামী কল্য সপ্তশতকাধ্য দান করিয়া অদ্য হইতে তৃতীয় দিনে নগর হইতে নিষ্ক্রমণ করিব।

৬৯। শ্বাপদসঙ্কুল ঘোর অরণ্যে আমায়
যাইতে হইবে, প্রিয়ে। সেই মহাবনে
একাকী থাকিয়া আমি জীবিত যে রব,
এ আশা দুরাশা মাত্র, এই মনে লয়।"

৭০। সর্ব্বাঙ্গশোভনা মাদ্রী বলিলা তখন, "হেন অসঙ্গত কথা বল কি কারণ?
বলিলে, শুনিলে কিংবা প্রস্তাব এমন হয় লোকে পাপভাক্, নিন্দার ভাজন।
৭১। একাকী যাইবে তুমি—এত ধর্ম্ম নয়। আমি যাব সঙ্গে তব, বলিনু নিশ্চয়।
যে পথে তোমার গতি, আমার ও সে পথ; ভুঞ্জিব সম্পদে সুখ, বিপদে বিপদ্।
৭২। বলে যদি কেহ মোরে, 'ঘটিবে মরণ তব সঙ্গে করি যদি অরণ্যে গমন;
কিন্তু জীবনের হানি হবে না আমার, করি যদি পরিত্যাগ সংসর্গ তোমার,'
মরণই মাগিব আমি, বাঁচিতে না চাই, যদি সদা সঙ্গে তব থাকিতে না পাই।
৭৩। চিতানল-প্রজ্বালিত করিয়া তাহায় পুড়িয়া মরণ ভাল; ছাড়িয়া তোমায়
জীবন ধারণ, প্রভো, অসাধ্য আমায়; জীবনে-মরণে দাসী সঙ্গিনী তোমায়।
৭৪, ৭৫। সম বা বিষম গিরিবর্ত্মে বিচরণ করে যে আরণ্যগজ, তাহার যেমন
পশ্চাতে পশ্চাতে যায় হস্তিনী সতত, আমিও তোমার সঙ্গে যাব সেই মত
শিশু দুটী কোলে লয়ে; হব না কখন দুর্ভরা তোমার আমি। সেবি অনুক্ষণ
বরঞ্চ করিব তব চিত্ত বিনোদিত; নির্জ্জনবাসের ক্লেশ হবে অন্তর্হিত।

৭৬। যখন এ শিশু দু'টী আধ আধ স্বরে
বনে বসি বরষিবে অমৃতের ধারা,
এ রাজ্যের কথা তুমি ভুলে যাবে সব।

৭৭। যখন এ শিশু দু'টী আধ আধ স্বরে
কথা বলি বনে বসি খেলিবে, তখন
এ রাজ্যের কথা তুমি ভুলি যাবে সব।
৭৮। রম্য তপোবনে যবে শিশু দু'টী এই
মঞ্জুভাষে কবে কথা, শুনি, প্রাণেশ্বর,
এ রাজ্যের কথা তুমি ভুলি যাবে সব।
৭৯। রম্য তপোবনে যবে তব মঞ্জুভাষী
শিশু দু'টী খেলিবেক, হেরি, প্রাণেশ্বর,
এ রাজ্যের কথা তুমি ভুলি যাবে সব।
৮০। বনকুসুমের মালা পরিবে যখন
রম্য তপোবনে তব এই শিশু দু'টী,
মুখচন্দ্র তাহাদের করি দরশন
এ রাজ্যের কথা তুমি ভুলি যাবে সব।
৮১। বনকুসুমের মালা পরিয়া যখন
রম্য তপোবনে তব এই শিশু দু'টী
খেলিবে, দেখিয়া তাহা, ওহে প্রাণেশ্বর,
এ রাজ্যের কথা তুমি ভুলি যাবে সব।
৮২। বনকুসুমের মালা পরিয়া যখন
রম্য তপোবনে তব এই শিশু দু'টী
নাচিবে আনন্দে, তাহা হেরি, প্রাণেশ্বর,
এ রাজ্যের কথা তুমি ভুলি যাবে সব।
৮৩। বনকুসুমের মালা পরিয়া যখন
রম্য তপোবনে তব এই শিশু দু'টী

নাচিবে, খেলিবে, তাহা হেরি, প্রাণেশ্বর
এ রাজ্যের কথা তুমি ভুলি যাবে সব।

৮৪। বন্যগজ, ষষ্টিবর্ষ বয়স্ যাহার,
চরিছে একাকী বনে ; দেখিয়া তাহার
এ রাজ্যের কথা তুমি ভুলি যাবে সব।

৮৫। বন্যগজ, ষষ্টিবর্ষ বয়স্ যাহার,
বিচরিছে সায়ংপ্রাতঃ, দেখিয়া তাহার
এ রাজ্যের কথা তুমি ভুলি যাবে সব।

৮৬। যূথপতি—ষষ্টিবর্ষবয়স্ক কুঞ্জর
করেণুগণের অগ্রে চরিতে চরিতে
করিবে বৃংহণ ; শুনি সেই ক্রৌঞ্চনাদ
এ রাজ্যের কথা তুমি ভুলি যাবে সব।

৮৭। পথের উভয়পার্শ্বে বনস্থলী-শোভা
নিরখি, কামদ, * হবে সার্থক নয়ন।
যদিও শ্বাপদাকীর্ণ সে অরণ্য, তবু
এ রাজ্যের কথা তুমি ভুলি যাবে সব।

৮৮। সায়াহ্নে গহনস্থানে মৃগ পঞ্চমালী†
আসিতেছে ফিরি, যবে করিবে দর্শন,
কিন্নরগণের নৃত্য দেখিবে যখন,
এ রাজ্যের কথা তুমি ভুলি যাবে সব।

৮৯। প্রবাহিনী-সমূহের জলের গর্জ্জন,
কিন্নরগণের গান করিবে শ্রবণ,
এ রাজ্যের কথা তুমি ভুলি যাবে সব।

৯০। গিরিগুহাচর উলুকের উচ্চরাব
হইবে তোমার যবে শ্রবণগোচর,
এ রাজ্যের কথা তুমি ভুলি যাবে সব।

৯১। সিংহ-ব্যাঘ্র-খড়্গী-গবয়াদি হিংস্রগণ
এক সঙ্গে নিনাদিবে যবে রাত্রিকালে,
পঞ্চাঙ্গিক‡তূর্য্যধ্বনি ভাবি সে নিনাদে
এ রাজ্যের কথা তুমি ভুলি যাবে সব।"

ইহা বলিয়া মাদ্রী এমন ভাবে হিমালয়ের শোভা বর্ণন করিতে শুনিয়া বোধ হইল, তিনি যেন পূর্ব্বে ঐ অঞ্চল স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন :—

৯২। বেষ্টিত ময়ূরীগণে ময়ূর যখন
আনন্দে করিবে নৃত্য পর্ব্বত-মস্তকে
বিস্তারি বিচিত্র পুচ্ছ, হেরি দৃশ্য সেই
এ রাজ্যের কথা তুমি ভুলি যাবে সব।

---

* 'কামদং' এবং 'কামদ' উভয় পাঠই দেখা যায়। আমি 'কামদ' পাঠই গ্রহণ করিলাম। বিশ্বন্তর মাদ্রীর পক্ষে সর্ব্বকামদাতা।

† টীকাকার 'পঞ্চমালী' শব্দের কোন ব্যাখ্যা করেন নাই। নূতন পালি অভিধানে ইহাকে 'বন্যজন্তু বিশেষ' বলা হইয়াছে।

‡ আতত, বিতত, আতত-বিতত, ঘন ও শুষির-এই পঞ্চবিধ যন্ত্রের বাদ্য। আতত—যাহার এক মুখ চামে ঢাকা ; বিতত—যাহার দুই মুখই চামে ঢাকা ; আতত-বিতত, যেমন বীণা ইত্যাদি। ঘন—যেমন কাঁসর, করতাল ইত্যাদি। শুষির অর্থাৎ ছিদ্রযুক্ত, যেমন শাঁখ, বাঁশী, ডমরু।

৯৩। বেষ্টিত্যময়ূরীগণে ময়ূর যখন
প্রসারি চিত্রিত পুচ্ছ নাচিবে আনন্দে,
এ রাজ্যের কথা ভুলি যাবে সব।*

৯৪। বেষ্টিত ময়ূরীগণে নীলকণ্ঠ শিখী
নাচিবে যখন, সেই শোভা নিরখিয়া
এ রাজ্যের কথা তুমি ভুলি যাবে সব।

৯৫। হিমাত্যয়ে তরুগণ পুষ্পিত হইয়া
বিস্তারিবে চারিদিকে সৌরভ; তখন:
এ রাজ্যের কথা তুমি ভুলি যাবে সব।

৯৬। হিমাত্যয়ে হরিদাবরণ-বিভূষিতা
মেদিনীর নিরখিবে শোভা মনোলোভা;
উজ্জ্বল-লোহিতবর্ণ ইন্দ্রগোপ কীট
করিবে সে বসনের বৈচিত্র্য সাধন।
এ রাজ্যের কথা তুমি ভুলিবে তখন।

৯৭†। হিমাত্যয়ে সুপুষ্পিত হবে তরুগণ—
বিম্বজাল লোধ্র গিরিমল্লিকা প্রভৃতি—
মারুত হিল্লোলে করি সৌরভ বিস্তার।
এ রাজ্যের কথা তুমি ভুলিবে তখন।

৯৮। হিমাত্যয়ে সুপুষ্পিতা হবে বনস্থলী;
দেখা দিবে কমলের কোরক সুন্দর।
এ রাজ্যের কথা তুমি ভুলিবে তখন।‡

মাদ্রী যেন হিমালয়বাসিনী, এই ভাবে তিনি উক্ত গাথাগুলিতে হিমালয় বর্ণনা করিলেন।

হিমালয়বর্ণন সমাপ্ত।

(৩)

এদিকে পৃষতী দেবী ভাবিতেছিলেন, 'আমার পুত্রের প্রতি অতি নিষ্ঠুর আজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে; তাহা শুনিয়া বাছা আমার কি করিতেছে, দেখি গিয়া।' তিনি আবৃত গোযানে আরোহণ করিয়া বিশ্বন্তরের ভবনে গমন করিলেন, এবং তাঁহার শয়নকক্ষের দ্বারে দাঁড়াইয়া বিশ্বন্তর ও মাদ্রীর কথোপকথন শুনিয়া করুণস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন:—

[এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৯৯। পুত্র, পুত্রবধূ বসি কক্ষ-অভ্যন্তরে
করিতেছিলেন যাহা কথোপকথন,
শুনি যশস্বিনী রাণী পৃষতী সকল
করুণ বিলাপ কত করিলেন, হায়!

১০০। "বিষপানে, কিংবা পড়ি ভৃগুস্থান হ'তে,
কিংবা উদ্বন্ধনে মৃত্যু—সেও মোর ভাল;
সর্ব্বদোষহীন মোর পুত্র বিশ্বন্তর,
নির্ব্বাসিত করিতে কি হেতু তারে চায়?

* মূলে ময়ূরের 'অণ্ডজ' এই বিশেষণ আছে। অনাবশ্যক বলিয়া ইহা পরিত্যক্ত হইল।

† বিম্বজাল বা বিম্বিজাল=রক্ত কুরবক বৃক্ষ। মূলে 'লোধ-পদ্মকং' এবং 'লোদ্দ পদ্মকং' এই দুই পাঠ আছে। উভয় পাঠই অশুদ্ধ।

‡ শেষের চারিটী গাথায় পুষ্পোদ্গমের কাল 'হেমন্তে', 'হেমন্তিকে মাসে' ও 'হেমন্তিকে' পদদ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহা অস্বাভাবিক, বিশেষতঃ হিমালয়ে। এই জন্য আমি 'হেমন্তিকে' পদের পরিবর্ত্তে 'হিমচ্চয়ে' (হিমাত্যয়ে, অর্থাৎ শীত ঋতুর অবসানে) এই পাঠ কল্পনা করিলাম।

১০১। নানাবিদ্যাবিশারদ, মুক্ত-হস্ত দানে,
দানশৌণ্ড, অমৎসর, যশঃকীর্ত্তিমান্,—
প্রতিপক্ষ রাজগণ গুণপাশে যার
বদ্ধ হয়ে করে পূজা, হেন দোষহীন
বিশ্বন্তরে তারা কেন নির্ব্বাসিতে চায়?

১০২। মাতার পিতার সেবা করে যে যতনে,
সম্মানে সতত তোষে কুলজ্যেষ্ঠগণে,
হেন দোষহীন মোর পুত্র বিশ্বন্তরে
কি হেতু প্রজারা বনে নির্ব্বাসিত করে?

১০৩। রাজার, রাণীর, জ্ঞাতিবন্ধু সকলের—
সমস্ত রাজ্যের হিতকারী বিশ্বন্তর!
সর্ব্ববিধদোষহীন হেন পুত্রে মোর
কি হেতু প্রজারা বনে নির্ব্বাসিত করে?'

এইরূপ করুণ পরিদেবন করিয়া এবং পুত্র ও পুত্রবধূকে আশ্বাস দিয়া পুষতীদেবী রাজার (সঞ্জয়ের) নিকট গিয়া বলিলেন,

১০৪। মক্ষিকারা পলাইলে মৌচাক হইতে
যার ইচ্ছা সেই মধু লুঠি লয়ে যায়;
ভূতলে পড়িলে আম, যে সে আসি সেথা
কুড়াইয়া লয় তাহা; ঠিক সেই রূপ
হইবে এ রাজ্য তব ভোগ্য যার তার,
বিনাদোষে পুত্রে যদি কর নির্ব্বাসিত।

১০৫। ছাড়ি যাবে অমাত্যেরা এ রাজ্য তোমার;
একাকী পাইবে কষ্ট, পায় যে প্রকার
ছিন্নপক্ষ হংস শুষ্ক পল্বলে পড়িয়া।

১০৬। তাই বলি, মহারাজ, আত্মহিত তুমি
করিও না পরিহার। প্রজার কথায়
বিনাদোষে বিশ্বন্তরে পাঠা'ও না বনে।

ইহা শুনিয়া রাজা বলিলেন,

১০৭। শিবিশ্রেষ্ঠ বিশ্বন্তরে নির্ব্বাসিত করি
পালিতেছি, ভদ্রে, আমি কুলক্রমাগত
শিবিরাজধর্ম আজ। প্রাণাপেক্ষা প্রিয়
সত্য বটে পুত্র মোর; তথাপি তাহার
রাজ্য হতে নির্ব্বাসন ঘটিবে নিশ্চয়।

ইহা শুনিয়া পুষতীদেবী পরিদেবন করিতে লাগিলেন :—

১০৮। যাত্রাকালে অনুগামী হইত যাহার
রক্ষিগণ; সুরঞ্জিত পতাকাগ্র সব
দেখিলে হইত মনে, চলিতেছে যেন
শত শত ফুল্ল কর্ণিকার সঙ্গে তার;
সেই বিশ্বন্তর আজ বিনা দোষে, হায়,
একাকী বিজন বনে রাজ্য ছাড়ি যায়!

১০৯। যাত্রাকালে অনুগামী হইত যাহার
রক্ষিগণ; সুরঞ্জিত পতাকাগ্র সব
দেখিলে হইত মনে, চলিতেছে যেন
প্রস্ফুটিত কর্ণিকার-বন সঙ্গে তার।

সেই বিশ্বন্তর আজ বিনা দোষে, হায়,
একাকী বিজনবনে রাজ্য ছাড়ি যায়!

১১০। যাত্রাকালে অনুগামী হইত যাহার
বিচিত্রবসনধারী যোধ অগণন।
দেখিলে হইত মনে, চলিতেছে যেন
বহু ফুল্ল কর্ণিকার তরু সঙ্গে তার।
সেই বিশ্বন্তর আজ বিনা দোষে, হায়,
একাকী বিজন বনে রাজ্য ছাড়ি যায়।

১১১। যাত্রাকালে অনুগামী হইত যাহার
বিচিত্রবসনধারী যোধ অগণন,
দেখিলে হইত মনে, চলিতেছে যেন
প্রস্ফুটিত কর্ণিকারবন সঙ্গে তার!
সেই বিশ্বন্তর আজ বিনাদোষে, হায়,
একাকী বিজন বনে রাজ্য ছাড়ি যায়।

১১২। যাত্রাকালে সঙ্গে যার যেত এত দিন
সহস্র সহস্র যোদ্ধা করি পরিধান
ইন্দ্রগোপনিভরক্ত গান্ধার-কম্বল,
সেই বিশ্বন্তর আজ বিনাদোষে, হায়,
একাকী বিজন বনে রাজ্য ছাড়ি যায়।

১১৩। গজপৃষ্ঠে, শিবিকায়, কিংবা রথে বসি
চলিত যে এতকাল, সেই বিশ্বন্তর
কিরূপে যাইবে, হায়, পদব্রজে আজ?

১১৪। হইত চন্দনে লিপ্ত শরীর যাহার,
নৃত্যগীতধ্বনি যাঁরে বিনিদ্র করিত,
কিরূপে সে পরিধান করিবে এখন
কর্কশ অজিনবাস? বহিবে কিরূপে
কুঠার, ভিক্ষার ভাণ্ড, বাঁক সেই আজ?

১১৫। কাষায় বসন কিংবা অজিন কি হেতু
আনে নাই এতক্ষণ? যাবে বনে যেই,
শিখায় না কেন তারে জানে যারা নিজে,
কিরূপে বান্ধিতে হয় শরীরে বল্কল?
স্বচক্ষে দেখিলে ইহা বুঝিবেন রাজা,
কি দুঃখে অরণ্যে গিয়া রবে বিশ্বন্তর।

১১৬। নির্ব্বাসিত নৃপতিরা অহো কি প্রকারে
করেন অরণ্যে গিয়া বল্কল ধারণ!
রাজকন্যা—রাজবধূ মাদ্রী, হায়, হায়,
কুশচীর* পরিধান করিবে কিরূপে?

১১৭। কাশীজাত বস্ত্র, কুটুম্বর দেশজাত†
ক্ষৌমবস্ত্র, এই সব পরে যে সতত
সে মাদ্রী কুশের চীর পরিবে কেমনে?

১১৮। শিবিকা-রথাদি যানে অভ্যস্ত যে সদা।
সে অনবদ্যাঙ্গী আজ পারিবে কি হায়,
বিচরিতে পদব্রজে ঘোর বনপথে?

* চীর ত্রিবিধ—বল্কল, কুশ ও ফলক।

† কুটুম্বর-সম্বন্ধে এই খণ্ডের ৩২৭ পৃষ্ঠের টীকা দ্রষ্টব্য।

১১৯। সুকোমল করতল ; চরণ দু'খানি
কোমল পাদুকা দ্বারা থাকে সুরক্ষিত ;
সে অনবদ্যাঙ্গী ভীরু পুত্রবধূ মোর
পারিবে কি পদব্রজে ভ্রমিতে অরণ্যে ?

১২০। সুকোমল পদতল ;—চরণযুগল
পীড়িত হইত যার সুবর্ণখচিত
কোমল পাদুকা পরি, সে অনবদ্যাঙ্গী
কিরূপে যাইবে বনে নগ্নপদে আজ ?

১২১। মালা পরি যেত মাদ্রী কোথাও যখন,
ধাইত সহস্র দাসী অগ্রে অগ্রে তার ;
সে অনবদ্যাঙ্গী, হায়, আজ কি পারিবে
চলিতে ভীষণ মহারণ্যে একাকিনী ?

১২২। শৃগালের রব শুনি মুহুর্মুহুঃ যেই
কাঁপিয়া উঠিত ভয়ে, সে অনবদ্যাঙ্গী
কিরূপে যাইবে আজ ভয়াবহ বনে ?

১২৩। ইন্দ্রগোত্রজাত বলি জানে যারে সবে,
সে পেচক রাত্রিকালে ডাকিত যখন,
শুনিতে পাইলে মাদ্রী সে বিকট রব,
সভয়ে উঠিত কাঁপি ভূতাবিষ্টাবৎ।*
সে অনবদ্যাঙ্গী ভীরু, হায়, কি প্রকারে
শ্বাপদসঙ্কুল বনে করিবে গমন ?

১২৪। শাবক মেরেছে ব্যাধে ; শূন্য নীড় হেরি
পক্ষিণী যেমন হয় শোকাতুরা অতি,
শূন্য দেখি আমি বিশ্বন্তরের ভবন
তেমতি হইব দগ্ধ চিরশোকানলে।

১২৫। শাবক মেরেছে ব্যাধে ; শূন্য নীড় হেরি
শোকে জর্জ্জরিত হয় পক্ষিণী যেমন,
তেমতি আমিও হায়, তিল তিল করি
শুকায়ে মরিব প্রিয় পুত্রের বিহনে।

১২৬। শাবক মেরেছে ব্যাধে ; শূন্য নীড় হেরি
দুঃখিনী পক্ষিণী যথা ইতঃস্ততঃ ধায়,
প্রিয় পুত্রে দেখিতে না পেয়ে আমি, হায়,
তেমতি ছুটিব সদা পাগলিনী-প্রায়।

১২৭। শাবক মেরেছে ব্যাধে ; শূন্য নীড় হেরি
কুররী যেমন হয় শোকাতুরা অতি,
শূন্য দেখি আমি বিশ্বন্তরের ভবন
তেমতি হইব দগ্ধ চিরশোকানলে।

১২৮। শাবক মেরেছে ব্যাধে ; শূন্য নীড় হেরি
শোকে জর্জরিত হয় কুররী যেমন,
তেমতি আমিও, হায়, তিল তিল করি
শুকায়ে মরিব প্রিয় পুত্রের বিহনে।

---

* কৌশিক ইন্দ্রের একটী নাম ; আবার ইহাতে পেচকও বুঝায়। এইজন্য পেচককে ইন্দ্রগোত্রজ বলা হইয়াছে। 'বারুণীব পবেধতি'—বারুণী = যক্ষদাসী, অথবা যে রমণী ভূতাবিষ্ট হইয়াছে, এই ভাব করিয়া লোকের ভাগ্য গণনা করে।

১২৯। শাবক মেরেছে ব্যাধে ; শূন্য নীড় হেরি
দুঃখিনী কুররী যথা ইতস্ততঃ ধায়,
প্রিয় পুত্রে দেখিতে না পেয়ে আমি, হায়,
তেমতি ছুটিব সদা পাগলিনী-প্রায়।

১৩০। শূন্য দেখি মম প্রিয় পুত্রের আগার
দুঃখানলে দগ্ধ আমি হব চিরকাল,
জলহীন পল্বলেতে চক্রবাকী যথা।

১৩১। প্রাণাধিক বিশ্বন্তরে না পেলে দেখিতে
জীর্ণা শীর্ণা হব আমি তিল তিল করি
জলহীন পল্বলেতে চক্রবাকী যথা।

১৩২। প্রাণাধিক বিশ্বন্তরে না পেলে দেখিতে
ছুটি যাব ইতঃস্ততঃ পাগলিনী-প্রায়,
জলহীন পল্বলেতে চক্রবাকী যথা।

১৩৩। করিতেছি, প্রভো, আমি করুণ বিলাপ ;
করে নাই পুত্র মোর কোন অপরাধ ;
তথাপি তাহার যদি কর নির্ব্বাসন,
বোধ হয় দেহে আর না রবে জীবন।

এই সকল ঘটনা সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

১৩৪। শুনিয়া বিলাপ তাঁর শিবিনরেশের
অন্তঃপুরবাসিনীরা হয়ে সমবেত
তাহা শুনি লাগিলেন করিতে ক্রন্দন।

১৩৫। বিশ্বন্তর-গৃহে দারা, সুত সমুদায়
শোকবেগে হ'ল, হায়, ভূতলে লুণ্ঠিত
প্রভঞ্জন-প্রমর্দ্দিত শালতরুবৎ।

১৩৬। হইল প্রভাতা রাত্রি, উদিল ভাস্কর ;
সপ্তশতকাধ্য মহাদানের উদ্দেশ্যে
দানাগারে বিশ্বন্তর করিলা গমন।

১৩৭। "দাও সৌম্যগণ, আজ যেজন যা' চায়,
বস্ত্রার্থীকে দাও বস্ত্র, মদ্যপকে সুরা,*
বুভুক্ষুকে দাও অন্ন পরিতুষ্ট করি।

১৩৮। আসিবে ভিক্ষার্থী যারা আজ এই স্থানে,
কেহ যেন কোনরূপ কষ্ট নাহি পায় ;
অন্নপান করি দান তোষ সবাকারে ;
ধন্য ধন্য বলি তারা করুক প্রস্থান।"+

১৩৯। শুনি এ ঘোষণা যত ভিখারীর দল
অবিলম্বে সমবেত হ'ল দানাগারে।
কেহ গায়, কেহ খেলে, মহানন্দে তারা,
শিবির পালক মহারাজ বিশ্বন্তর

* টীকাকার বলেন যে, সুরাপান নিষিদ্ধ হইলেও, পাছে লোকে বলে যে, বিশ্বন্তরের দানশালায় সুরা পাইলাম না, এই আশঙ্কায় তাহাও দিবার ব্যবস্থা হইবে।

+ টীকাকার এখানে আরও একটী গাথা দিয়াছেন :—

উঠিল তুমুল শব্দ নগরে তখন—
"দানহেতু ঘটিয়াছে তব নির্ব্বাসন ;
তথাপি এখন(ও) দান করিতেছ তুমি।"

রাজ্য ছাড়ি বনবাসে যাইতে যখন
করিতেছিলেন এই সব আয়োজন।

১৪০। বিনা দোষে বিশ্বন্তরে নির্ব্বাসিত করি
ছেদিল নির্ব্বোধ শিবিরাজ্যবাসিগণ
সেই মহাতরু, যাহা নানাবিধ ফল
অকাতরে অনুক্ষণ করিত প্রদান।

১৪১। বিনা দোষে বিশ্বন্তরে নির্ব্বাসিত করি
ছেদিল নির্ব্বোধ শিবিরাজ্যবাসিগণ
সেই কল্পতরু, যাহা সর্ব্বকাম্যদানে
তুষিত যাচক জনে সদা অকাতরে।

১৪২। বিনা দোষে বিশ্বন্তরে নির্ব্বাসিত করি
ছেদিল নির্ব্বোধ শিবিরাজ্যবাসিগণ
কল্পতরু, যাহা সর্ব্বকামরস দিয়া
তুষিত যাচকগণে সদা অকাতরে।

১৪৩। বাল, বৃদ্ধ, মধ্যমবয়স্ক—সর্ব্বজন
বাহু তুলি আরম্ভিল করিতে ক্রন্দন
শিবির পালক মহারাজ বিশ্বন্তর
স্বীয় রাজ্য ত্যজি যবে বনবাসে যান।

১৪৪। ভূতবিদ্যা-বলে* যারা ভাগ্য গণি বলে,
নপুংসকগণ,† যারা রক্ষে অন্তঃপুর,
রাজার রমণীগণ সবে বাহু তুলি
কাঁদিতে লাগিল যবে শিবির পালক
ছাড়িয়া নিজের রাজ্য বনবাসে যান।

১৪৫। নগরে যে সব নারী ছিল সে সময়ে,
সকলেই বাহু তুলি লাগিল কাঁদিতে
শিবির পালক যবে বনবাসে যান।

১৪৬। ব্রাহ্মণ, শ্রমণ আর ভিক্ষার্থী, যাহারা
উপস্থিত ছিল সেথা, বাহু তুলি সবে
কাঁদিতে লাগিল বলি, "অহো কি অধর্ম্ম!

১৪৭। স্বপুরে সতত দানে মুক্তহস্ত যিনি,
শিবিদের কথামত সেই বিশ্বন্তর
স্বরাজ্য হইতে আজ হন নির্ব্বাসিত।

১৪৮। করিলেন দান যিনি হস্তী সপ্ত শত,
সুশোভিত সর্ব্ববিধ আভরণে যারা,—
কপালে সুবর্ণ-পট্ট, হেমসূত্রময়
আস্তরণ পৃষ্ঠোপরি;

১৪৯। অঙ্কুশ, তোমর
হস্তে লয়ে-গজাচার্য্যগণ স্কন্ধোপরি
রয়েছে আসীন—অহো, সেই বিশ্বন্তর
হইলেন নির্ব্বাসিত স্বরাজ্য হইতে।

১৫০। করিলেন দান যিনি অশ্ব সপ্তশত,
আজানেয়, সিন্ধুদেশজাত, দ্রুতগামী,
সুশোভিত সর্ব্ববিধ আভরণে যারা,

* 'অতিবকথা' ('ভূতবিজ্জা ইক্খণিকাপি'—টীকাকার (ভূতুড়ে, যাদুকর, দৈবজ্ঞ প্রভৃতি)।
† বস্সবর—সংস্কৃত 'বর্ষবর'।

১৫১। পৃষ্ঠোপরি যাহাদের রয়েছে আসীন
ইল্মী আর চাপহস্তে অশ্বাচার্য্যগণ,—
সেই বিশ্বন্তর, হায়, বিনা অপরাধে
হইলেন নির্ব্বাসিত স্বরাজ্য হইতে!

১৫২। করিলেন দান যিনি রথ সপ্তশত,
সবাহক, দ্বীপিব্যাঘ্রচর্ম্মে আচ্ছাদিত,
মণ্ডিত নানালঙ্কারে, সমুচ্ছ্রিত ধ্বজ ;—

১৫৩। বর্ম্ম পরি চাপহস্তে সারথি নিপুণ
চালায় প্রত্যেক রথ, অহো, কি সুন্দর!
সেই বিশ্বন্তর আজ বিনা অপরাধে
হইলেন নির্ব্বাসিত স্বরাজ্য হইতে!

১৫৪, ১৫৫। করিলেন দান যিনি নারী সপ্তশত,
সুমধ্যমা, স্মিতমুখী, সুশ্রোণি সকলে,—
পরিধান পীতবস্ত্র, কণ্ঠে স্বর্ণহার,
সর্ব্ব অঙ্গ বিভূষিত পীত আভরণে ;—
প্রত্যেকে স্বতন্ত্র রথে রয়েছে তাহারা ;—
সেই বিশ্বন্তর আজ বিনা অপরাধে
হইলেন নির্ব্বাসিত স্বরাজ্য হইতে!

১৫৬। রজত-দোহনপাত্রসহ সপ্তশত
ধেনু দান করি, হের, বিশ্বন্তর এবে
হইলেন নির্ব্বাসিত স্বরাজ্য হইতে।

১৫৭। সপ্তশত দাসী, আর দাস সপ্তশত
করি দান, হের, বিশ্বন্তর বিনা দোষে
হইলেন নির্ব্বাসিত স্বরাজ্য হইতে।

১৫৮। হস্তী, অশ্ব, রথ আর অলঙ্কৃতা নারী—
এ সব করিয়া দান বিশ্বন্তর এবে
হইলেন নির্ব্বাসিত স্বরাজ্য হইতে।"

১৫৯। অহো কি ভীষণ দান হইল তখন।
শিহরিল সর্ব্বলোক হেরি মহাদান,
কাঁপিল মেদিনী সেই দানের প্রভাবে।

১৬০। অহো কি ভীষণ দান হইল তখন!
শিহরিল সর্ব্বলোক হেরি মহাদান,
দান করি কৃতাঞ্জলিপুটে বিশ্বন্তর
স্বরাজ্য হইতে যবে যান বনবাসে।

জনৈক দেবতা সমস্ত জম্বুদ্বীপের রাজাদিগকে জানাইলেন যে, বিশ্বন্তর মহাদানে প্রবৃত্ত হইয়া ক্ষত্রিয়কন্যাদি দান করিতেছেন। ইহা শুনিয়া রাজারা দেবতার অনুভাববলে রথে আরোহণ করিয়া জেতুত্তর নগরে গমনপূর্ব্বক ক্ষত্রিয়কন্যাদি লাভ করিয়া প্রতিগমন করিলেন; ক্ষত্রিয়ব্রাহ্মণবৈশ্যশূদ্রেরাও দান লইয়া গেলেন। দান শেষ করিতে করিতে সায়ংকাল উপস্থিত হইল। তখন বিশ্বন্তর নিজ ভবনে গমন করিলেন, এবং মাতাপিতাকে প্রণাম করিয়া পরদিনই যাত্রা করিবেন, এই উদ্দেশ্যে অলঙ্কৃত রথে আরোহণপূর্ব্বক তাঁহাদের বাসভবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। মাদ্রীদেবীও শ্বশুর ও শ্বশ্রূর অনুমতি লইবার অভিপ্রায়ে তাঁহার সঙ্গে গেলেন। মহাসত্ত্ব পিতাকে প্রণাম করিয়া জানাইলেন যে, তিনি বনবাসে যাইতেছেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :—

১৬১। সম্বোধি ধার্ম্মিকবর সঞ্জয়ে তখন
বলিলেন বিশ্বন্তর, "নির্ব্বাসিত মোরে
করিলেন, পিতঃ ; আমি চলিলাম, তাই,
করিতে বসতি বঙ্ক পর্ব্বতে এখন।

১৬২। বিশ্বের সমস্ত প্রাণী—ভূত, ভবিষ্যৎ,
বর্ত্তমান আছে যারা, সকলেই, ভূপ,
অতৃপ্ত-বাসনা লয়ে জীবনাবসানে
গিয়াছে বা যাবে মৃত্যুরাজের সদনে।

১৬৩। নিজের আলয়ে আমি করিয়াছি দান ;
প্রজারা পেয়েছে পীড়া মনে সে কারণ।
তাহাদের(ই) কথামত এবে, মহারাজ,
হইলাম নির্ব্বাসিত স্বরাজ্য হইতে।

১৬৪। সে পাপের শাস্তি ভোগ করিব এখন
খড়্গিদ্বীপি-নিষেবিত অরণ্যে থাকিয়া ;
পুণ্যার্জ্জনে সেথা আমি যাপিব জীবন ;
কামপঙ্কে মগ্ন হেথা থাকুন আপনি।"

মহাসত্ত্ব পিতাকে এই চারিটী গাথা বলিয়া মাতার নিকটে গেলেন এবং প্রব্রজ্যা-গ্রহণের অনুমতি চাহিলেন :—

১৬৫। দাও, মাগো, অনুমতি ; প্রব্রজ্যা আমার
বড় ভাল লাগে মনে ; করিয়াছি দান
ইচ্ছামত একেবারে নিজের আলয়ে ;
প্রজারা পেয়েছে পীড়া মনে সে কারণ।
তাদের(ই) আদেশ এবে করিতে পালন
হইলাম নির্ব্বাসিত স্বরাজ্য হইতে।

১৬৬। সে পাপের শাস্তি ভোগ করিব এখন
খড়্গিদ্বীপি-নিষেবিত অরণ্যে থাকিয়া।
পুণ্যার্জ্জনে সেথা আমি যাপিব জীবন।
কামপঙ্কে মগ্ন হেথা থাকুন আপনি।

ইহা শুনিয়া পৃষতীদেবী বলিলেন,

১৬৭। দিনু অনুমতি, বৎস ; প্রব্রজ্যা তোমার
হউক সফল, এই করি আশীর্ব্বাদ।
কিন্তু এই সুমধ্যমা, সুশ্রোণি, কল্যাণী
মাদ্রী, এর পুত্র আর দুহিতাকে ল'য়ে
থাকুক এখানে ; তার অরণ্যে কি কাজ ?

বিশ্বন্তর বলিলেন,

১৬৮। দেখি যদি ইচ্ছা নাই, দাসীকেও, মাতঃ,
না চাই আমার প্রাণ লয়ে যেতে বনে।
ইচ্ছা যদি হয়, মাদ্রী পারেন যাইতে
সঙ্গে মোর বনবাসে ; ইচ্ছা না থাকিলে
করুন স্বচ্ছন্দে তিনি হেথা অবস্থিতি।

পুত্রের কথা শুনিয়া সঞ্জয়ও মাদ্রীকে গৃহে থাকিতে অনুরোধ করিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :—

১৬৯। করিলেন অনুরোধ পুত্রবধূকে তখন
মহারাজ নিজে, "বৎসে, শরীর তোমার
চন্দনে চর্চ্চিত ; ভ্রমি বনে বনে তুমি,
ক'রো না আচ্ছন্ন ইহা ধূলি আর মলে।

১৭০। করো'না, কল্যাণি, কুশচীর পরিধান।
সর্ব্বসুলক্ষণা তুমি ; যেও না ক বনে ;
বনবাস, বৎসে, দুঃখকর সাতিশয়।"

১৭১। সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী মাদ্রী বলেন সঞ্জয়ে,
"বিশ্বন্তরে ছাড়ি যাহা ভুঞ্জিতে হইবে,
সে সুখে আমার কোন নাই প্রয়োজন।"

১৭২। শিবির পালক রাজা সঞ্জয় আবার
বলেন মাদ্রীকে, "বৎসে, করহ শ্রবণ
যে সব দুঃসহ দুঃখ ঘটে বনবাসে ;—

১৭৩। কীট ও পতঙ্গ সেথা আছে অগণন,—
বৃশ্চিক-মশক-মধুমক্ষিকা-জলৌকা ;
দংশিবে তোমায় তারা ; পাবে দুঃখ বহু।

১৭৪। বনে গিয়া নদীতীরে বাস যারা করে,
তাহাদের(ও) আছে বড় ভয়ের কারণ ;—
মহাবল অজগর বিচরে সেথানে।
যদিও নির্ব্বিষ তারা,

১৭৫। মৃগ বা মানুষ
পাইলে নিকটে [illegible] বেষ্টি দেয় তারে
টানি লয় ভোজনার্থ নিজের বিবরে।

১৭৬। কৃষ্ণজটাধর, ক্রূর, ভল্লুক-নামক
মহাহিংস্র-জন্তুগণ অরণ্যে বিচরে ;
তাহাদের দৃষ্টিপথে হইলে পতিত,
বৃক্ষেও আরোহি লোকে নিস্তার না পায়।

১৭৭। সোতুম্বরা নদীতীরে আরণ্য মহিষ
পালে পালে বিচরণ করে অহরহ ;
তীক্ষ্ণাগ্র শৃঙ্গের দ্বারা করিয়া আঘাত
মানুষে বধিতে তারা পারে অনায়াসে।

১৭৮। মহিষাদি পশুযূথ দেখিবে যখন,
বৎস না দেখিতে পেলে ধেনু যথা ভয়ে
বিহ্বলা হইয়া কোন না পায় উপায়,
তোমার(ও) কি হইবে না, মাদ্রি, সেই দশা ?

১৭৯। বনবাসে অনভিজ্ঞা তুমি, বৎসে, যবে
দেখিবে, বিকটাকার প্লবঙ্গমগণ
করিতেছে উল্লম্ফন তরুশির' পরি,
নিশ্চয় কাঁপিবে তুমি পেয়ে মহাভয়।

১৮০। শুনি শৃগালের রব, প্রাসাদে বসিয়া
কাঁপিয়াছ মুহুর্মুহু ভয় পেয়ে তুমি ;
গমন করিলে বঙ্ক পর্ব্বতে এখন
দেখ ত ভাবিয়া, হবে কি দুর্দ্দশা তব।

১৮১। মধ্যাহ্নে পক্ষীরা যবে নীরব হইয়া
কুলায়ে বসিয়া থাকে, তখন(ও) অরণ্যে

শুনা যায় পশুদের ভীষণ গর্জ্জন।
কেন সেথা যেতে, বৎসে, ইচ্ছা হয় তব ?"

১৮২। সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী রাজপুত্রী মাদ্রী সতী
বলিলেন সবিনয়ে, "ভয়ের কারণ
আছে যত মহারণ্যে, শুনিলাম সব।
সকল(ই) সহিব আমি অম্লানবদনে ;
যাইব পতির সঙ্গে, রথিবর, আমি।

১৮৩। কাশকুশপোটগল-উশীর-বব্বজ-*
মুঞ্জ আদি-তৃণ বুকে ঠেলি দুই পাশে
আগে আগে যাব আমি ; হব না ইঁহার
দুর্ব্বহা কখন(ও) বনে বিচরণকালে।

১৮৪। লভিতে মনের মত পতি কুমারীরা
কতই না করে কষ্ট ! থাকে উপবাসী ;
করিতে নিতম্বদেশ বিশাল নিজের
মর্দ্দন গোহনুদ্বারা করে কটি তা'রা।†

১৮৫। কত কষ্ট পায়, হায়, বিধবা যে নারী !
করিতে তাহাকে হয় বার বার স্নান,
অগ্নিপরিচর্য্যা আর, ত্রিসন্ধ্যা প্রত্যহ।
এহেতু, হে রথিবর, যাব আমি বনে।

১৮৬। কত কষ্ট পায়, হায়, বিধবা যে নারী !
উচ্ছিষ্ট খাইতে যার যোগ্য যেই নয়,
সেও চেষ্টা করে তারে, ইচ্ছার বিরুদ্ধে,
হইতে নিজের সঙ্গে ব্যভিচারে রতা।
এ হেতু, হে রথিবর, যাব আমি বনে।

১৮৭। কত কষ্ট পায়, হায়, বিধবা যে নারী।
পরপুরুষেরা তারে তুলে চুল ধরি ;
মাটিতে ফেলিয়া দেয় ; এত দুঃখ দিয়া
তাহাকে নিঃশঙ্ক মনে দেখে দাঁড়াইয়া !
এ হেতু, হে রথিবর, যাব আমি বনে।

১৮৮। কত কষ্ট পায়, হায়, বিধবা যে নারী।
সুন্দরী‡ বিধবা কোন পাইলে দেখিতে
দিয়া তারে ধন কিছু ভাবে লোকে মনে,

---

* পোটগল (পালি 'পোটকিল') শরজাতীয় এবং বব্বজ (পালি 'পব্বজ') নলজাতীয় তৃণ। উশীর=বীরণ (বেণা)।

† এই গাথার ইংরাজী অনুবাদের সহিত টীকার কোন ঐক্য নাই। অনুবাদক 'গোহনু' শব্দটী 'গোহন' শব্দে পরিবর্ত্তিত করিয়া এক অদ্ভুত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। টীকাকার 'গোহনুব্বেঠনেন' পদটি 'গোহনুনা' ও 'বেঠনেন' (বেঠন=বেষ্টন) এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন, "বিসালকটিওনতউত্তরপস্সাব ইত্থিয়ো সামিকং লভন্তীতি কত্বা গোহনুনা কটিথালকং কোট্ঠাপেত্বা বেঠনেন পস্সানি উপনামেন্তা কুমারিকা পতিং পটিলভন্তি"। কিন্তু 'গোহনুব্বেঠন' পদের গোহনু+উব্বেঠন এইরূপ ব্যাখ্যা করাই বোধ হয় সমীচীন। উব্বেঠন=মর্দ্দন (massage)। সম্ভবতঃ পূর্ব্বে লোকের বিশ্বাস ছিল যে, গোহনুদ্বারা মর্দ্দন করিলে নিতম্ব প্রশস্ত হয়। নারীদের পক্ষে প্রশস্ত নিতম্ব সৌন্দর্য্যের একটা অঙ্গ।

‡ সুকচ্ছবি—শুক্লচর্ম্মবিশিষ্টা অর্থাৎ গৌরাঙ্গী। 'বেধবেরা' শব্দের অর্থসম্বন্ধে নূতন পালি অভিধানে যে আলোচনা আছে, তাহা ভাবিবার বিষয়। সেখানে ইহা সংস্কৃত 'বৈধবেয়' (বিধবার পুত্র) শব্দস্থানীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে এবং জাতকের টীকায় (৪র্থ খণ্ড, ১৮৪ম পৃষ্ঠের ও বর্ত্তমান খণ্ডের ৫০৯ম পৃষ্ঠের) অর্থ অবাচক বলা হইয়াছে। কিন্তু আমি সঙ্গতির অনুরোধে ইহা 'বিধবা ইত্থিকাযা পুরিসা' এই অর্থেই গ্রহণ করিলাম।

হইয়াছি আমি এর প্রণয়ভাজন!
নাই তার ইচ্ছা, তবু করে জ্বালাতন,
পেচকে বায়সগণ করে যে প্রকার।
এ হেতু, হে রথিবর, যাব আমি বনে।

১৮৯। কত কষ্ট পায় হায়, বিধবা যে নারী!
থাকে যদি জ্ঞাতিকুলে ঐশ্বর্য্য অপার,
সুবর্ণরজত পাত্রে গৃহ আভাময়,
তথাপি সোদর, সখী, সকলেই ত'বে
সতত গঞ্জনা দেয় বিধবা বলিয়া।
এ হেতু, হে রথিবর, যাব আমি বনে।

১৯০। নগ্না জলহীনা নদী; নগ্ন সেই দেশ
শাসন করিতে যেথা নাই কোন রাজা;
থাকে যদি বিধবার ভ্রাতা দশজন,
তবু সে অনাথা, নগ্না, সহায়বিহীনা।
অহো কি বা দুর্ব্বিষহ বৈধব্য যন্ত্রণা।
এ হেতু, হে রথিবর, যাব আমি বনে।

১৯১। ধ্বজ হয় নির্দ্দেশক রথের যেমন,*
ধূমে বুঝা যায় যথা অস্তিত্ব অগ্নির,
রাজাই রাজ্যের যথা পরিচয়-স্থান,
স্বামীর নামেতে তথা স্ত্রীকে জানা যায়।
অহো কি বা দুর্ব্বিষহ বৈধব্যযন্ত্রণা।
এ হেতু, হে রথিবর, যাব আমি বনে।

১৯২। যে নারী সমানভাবে অম্লান বদনে
পতির সঙ্গিনী হয়, ভাবি আপনাকে
সৌভাগ্যে সৌভাগ্যবতী, দারিদ্র্যে দরিদ্রা,
নিশ্চয় সে করে কর্ম্ম অতীব দুষ্কর;
করেন দেবতাগণ প্রশংসা তাহার।†

১৯৩। পরিয়া কাষায় বস্ত্র পতিসহ সদা
বিচরিব বনে আমি; বিশ্বন্তর বিনা
চাই না করিতে, প্রভো, আধিপত্য আমি
অখণ্ড এ ভূমণ্ডলে।

১৯৪। চাই না পাইতে
নানা রত্নগর্ভা এই সাগর-অম্বরা
বসুধার আধিপত্য বিশ্বন্তর বিনা।

১৯৫। আছে কি হৃদয় তার? বড় সে নিঠুরা,
পতির দুঃখের দিকে দৃক্‌পাত না করি
শুধু আত্মসুখে রতা হয় যে রমণী।

১৯৬। তাই, মহারাজ, আমি করিয়াছি স্থির,
শিবি হ'তে বিশ্বন্তর হ'লে নির্ব্বাসিত,
আমিও হইব অনুগামিনী তাঁহার।
সর্ব্বকামপ্রদ, পিতঃ, তিনি যে আমার!"

* ধ্বজচিহ্ন দেখিয়া রথ কাহার তাহা জানিতে পারা যায়; যেমন কপিধ্বজ, মীনকেতন ইত্যাদি।

† তু—আর্ত্তার্ত্তে মুদিতে হৃষ্টা প্রোষিতে মলিনা কৃশা, মৃতে ম্রিয়েত যা পত্যৌ সা স্ত্রী জ্ঞেয়া পতিব্রতা।

১৯৭। সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী মদ্ররাজনন্দিনীকে
বলিলেন মহারাজ সঞ্জয় আবার,
"জালি-কৃষ্ণাজিনা অতি শিশু, সুলক্ষণে ;
এ দুটী রাখিয়া যাও ; আমিই করিব
সযতনে ইহাদের লালন পালন।"

১৯৮। সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী মাদ্রী বলেন সন্নয়ে,
"প্রাণাপেক্ষা প্রিয় মোর জালি-কৃষ্ণাজিনা
অরণ্যে থাকিয়া সঙ্গে করিবে ইহারা
আমাদের নির্ব্বাসন-দুঃখাপনোদন।"

১৯৯। শিবিরপালক পুনঃ বলেন মাদ্রীকে,
"শালি তণ্ডুলের অন্ন সুপক্ক মাংসের
সঙ্গে মিশাইয়া যারা করিত ভক্ষণ,
কিরূপে সে শিশু দু'টী বাঁচিবে খাইয়া
বনের বিস্বাদ ফল, দেখ ত ভাবিয়া।

২০০। শত-রাজি-সুশোভিত, শত পল ভারী
হিরণ্ময় পাত্রে যারা করিত ভোজন,
কিরূপে সে শিশু দু'টী বৃক্ষপত্রে এবে
করিবে আহার, পান, ভাবি দেখ মনে।

২০১। কাশীজাত বস্ত্র, ক্ষৌম কুটুম্বরজাত
পরিত যে শিশু দু'টী, কিরূপে তাহারা
কুশচীর পরিধান করিবে এখন?

২০২। [illegible] শিবিকা[illegible] যানে যারা
করিত ভ্রমণ, এবে সেই শিশুদ্বয়
পদব্রজে বিচরিতে পারিবে কি বনে?

২০৩। সার্গল কবাটযুক্ত কূটাগারে যারা
করিত শয়ন নিত্য, সেই শিশুদ্বয়
কিরূপে বৃক্ষের মূলে করিবে শয়ন?

২০৪। বিচিত্রকম্বলাবৃত পল্যঙ্কে যাহারা
করিত শয়ন, হায়, সেই শিশুদ্বয়
তৃণশয্যোপরি এবে শুইবে কেমনে?

২০৫। অগুরুচন্দন আদি গন্ধদ্রব্যে যারা
হ'ত অনুলিপ্ত, হায়, সেই শিশুদ্বয়
হয়ে ধূলিমলাচ্ছন্ন দুঃখ পাবে কত!

২০৬। সুখে যারা এত কাল হয়েছে পালিত।
করিত যে শিশুদ্বয়ে যতনে ব্যজন
চামরময়ূরপুচ্ছ দিয়া ভৃত্যগণ,
পারিবে তাহারা সহ্য করিতে কি, হায়,
দংশমশকাদি কীটগণের দংশন?"

তাঁহারা সমস্ত রাত্রি এইরূপ কথোপকথন করিলেন ; ক্রমে প্রভাত হইল, সূর্য্য উঠিল ; লোকে মহাসত্ত্বের চতুঃসৈন্ধবযুক্ত রথ আনয়ন করিয়া রাজদ্বারে রাখিল। মাদ্রী শ্বশুর ও শ্বশ্রূকে প্রণাম করিয়া এবং অন্যান্য রমণীদিগকে সম্ভাষণ করিয়া ও তাহাদের নিকট বিদায় লইয়া বিশ্বন্তরের অগ্রেই গিয়া রথে উঠিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :—

২০৭। সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী রাজসুতা মাদ্রী তবে
বলিলেন সঞ্জয়কে, "করিও না, দেব,
এরূপ বিলাপ আর ; হ'য়ো না বিষণ্ণ!

এই শিশু দুটী রবে সঙ্গে আমাদের ;
যাইবে যেখানে মোরা করিব গমন ।

২০৮। সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী সুলক্ষণা মাদ্রী সতী
সঞ্জয়কে বলি ইহা, শিশু দু'টী ল'য়ে,
নিষ্ক্রমি প্রাসাদ হ'তে শিবিরাজপথে
অগ্রসরি আরোহণ করিলেন রথে ।

২০৯। দানান্তে প্রণমি আর প্রদক্ষিণ করি
মাতা ও পিতাকে, বিশ্বন্তর তার পর

২১০। চতুরশ্বযুক্ত রথে আরোহি সত্বর
মাদ্রী-কৃষ্ণাজিনা-জালিকুমারের সহ
করিলেন যাত্রা বঙ্ক গিরি-অভিমুখে।

২১১। যেখানে অনেক লোক দেখিতে তাঁহাকে
হয়েছিল সমবেত, চালাইতে রথ
প্রথমে সেখানে আজ্ঞা দিলা বিশ্বন্তর ;
বলিলা সম্বোধি সবে, "চলিলাম আমি ;
দাও হে বিদায়; হও সুখী, জ্ঞাতিগণ ।

মহাসত্ত্ব সমবেত সমস্ত লোককে এইরূপে সম্বোধন করিয়া এবং 'তোমরা অপ্রমত্ত ভাবে দানাদি সৎকার্য্যে রত থাক' এই উপদেশ দিয়া যাত্রা করিলেন।' এদিকে তাঁহার মাতা ভাবিলেন, 'আমার পুত্র দানাভিরত; সে আরও দান দিউক।' এই উদ্দেশ্যে তিনি বিশ্বন্তরের উভয় পার্শ্বে নানাবিধ আভরণসহ সপ্তরত্নপূর্ণ বহু শটক পাঠাইলেন। এই সকল দ্রব্য এবং মহাসত্ত্ব নিজে কেয়ূর প্রভৃতি যে সকল আভরণ ধারণ করিয়াছিলেন, সেইগুলি খুলিয়া তিনি উপস্থিত যাচকদিগকে অষ্টাদশবার দান করিলেন, এবং ইহার পরেও যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল সমস্ত বিতরণ করিলেন। তিনি নগরের বাহিরে গিয়া একবার পশ্চাতের দিকে মুখ ফিরাইয়া নগর দেখিতে ইচ্ছা করিলেন। তাঁহার মন বুঝিয়াই যেন রথপ্রমাণ স্থানে পৃথিবী বিদীর্ণ হইয়া কুলালচক্রের ন্যায় আবর্ত্তনপূর্ব্বক রথখানিকে নগরাভিমুখে রাখিল; তিনি মাতাপিতার বাসভবন দেখিতে লাগিলেন। এই হেতু তখন ভূকম্পনাদি নানা বিস্ময়কর ব্যাপার ঘটিল। অতএব কথিত হইয়া থাকে যে,

২১২। নিষ্ক্রান্ত নগর হ'তে হইয়া যখন
ফিরালেন মুখ তাঁর, দেখিবার তরে
যে ভবনে মাতাপিতা করিতেন বাস,
সুমেরুবনাবতংসা মেদিনী আবার
কাঁপিল তাঁহার মহাতেজের প্রভাবে।

মহাসত্ত্ব নিজে দেখিয়া মাদ্রীকে দেখাইবার জন্য বলিলেন,

২১৩। ঐই দেখ, মাদ্রি, মোর পৈতৃক ভবন
শিবিরাজপুরী অহো কিবা রমণীয় !

মহাসত্ত্বের সঙ্গে এক দিনে যে ষষ্টি সহস্র অমাত্য ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, অতঃপর তিনি তাঁহাদিগের এবং অন্যান্য লোকের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া নগরে ফিরাইয়া দিলেন এবং যখন রথ চলিতে লাগিল, তখন মাদ্রীকে বলিলেন, "ভদ্রে, আমাদের পশ্চাতে কোন যাচক আসিতেছে কি না, লক্ষ্য করিও।" মাদ্রী এই কথায় পশ্চাতে মুখ ফিরাইয়া বসিলেন। মহাসত্ত্ব যখন সপ্তশতক দান করিয়াছিলেন, সেই সময়ে চারিজন ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইতে পারেন নাই। তাঁহারা নগরে গিয়া যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, 'রাজা কোথায়?' তখন শুনিতে পাইলেন যে, তিনি দান সমাপন করিয়া প্রস্থান করিয়াছেন। তাঁহারা আবার

জিজ্ঞাসা করিলেন, "তিনি সঙ্গে কিছু লইয়া গিয়াছেন কি ?" এবং উত্তর পাইলেন, "তিনি রথারোহণে গিয়াছেন।" অমনি তাঁহারা অশ্ব কয়টী চাহিয়া লইবার অভিপ্রায়ে, যে পথে বিশ্বন্তর গিয়াছিলেন সেই পথে ছুটিলেন। তাঁহাদিগকে আসিতে দেখিয়া মাদ্রী বলিলেন, "প্রভো, কয়েকজন যাচক আসিতেছে।" মহাসত্ত্ব রথ থামাইলেন; ব্রাহ্মণেরা গিয়া অশ্ব চাহিলেন; মহাসত্ত্ব তাঁহাদিগকে চারিটী অশ্বই দান করিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বর্ণন করিবার জন্ম শাস্তা বলিলেন,

২১৪। ছুটিয়া ধরিল তাঁরে সে চারি ব্রাহ্মণ;
যাচিল চারিটী অশ্ব; করিলেন দান
সে চারি ব্রাহ্মণে চারি অশ্ব বিশ্বন্তর।

অশ্ব দান করিবার পরে রথের ধুর উর্দ্ধমুখে রহিল। অনন্তর ব্রাহ্মণেরা যেমন চলিয়া গেলেন, অমনি চারি জন দেবপুত্র রোহিতমৃগের বেশে উপস্থিত হইয়া উহাতে স্কন্ধ দিয়া চলিলেন। তাঁহারা যে দেবপুত্র, মহাসত্ত্ব ইহা বুঝিতে পারিয়া বলিলেন,

২১৫। হের, মাদ্রি, এ কি অতি অদ্ভুত ব্যাপার।
চারিটী লোহিত মৃগ আসিয়া এখন
সুশিক্ষিত অশ্ববৎ টানিতেছে রথ।

মহাসত্ত্ব যখন এইরূপে যাইতেছিলেন, তখন অপর এক ব্রাহ্মণ গিয়া রথখানি চাহিলেন। মহাসত্ত্ব স্ত্রীপুত্রকন্যাকে অবতরণ করাইয়া তাঁহাকে উহা দান করিলেন। যখন রথ দেওয়া হইল, তখন দেবপুত্রেরা অন্তর্দ্ধান করিলেন।

রথদানবৃত্তান্ত সুস্পষ্টরূপে বুঝাইবার জন্ম শাস্তা বলিলেন,

২১৬। পঞ্চম যাচক আসি মাগে রথখানি।
যেমন চাহিল সেই, অকুণ্ঠিত চিত্তে
করিলেন দান তারে রথ বিশ্বন্তর।

২১৭। নামাইয়া রথ হ'তে নিজ পরিজন
তুষিতে ধনার্থী সেই ব্রাহ্মণের মন,
রথখানি তৎক্ষণাৎ করিলেন দান।

এই সময় হইতে তাঁহারা পদব্রজে গমন করিতে লাগিলেন। মহাসত্ত্ব মাদ্রীকে বলিলেন,

২১৮। তুমি কোলে লও কৃষ্ণাজিনাকে এখন;
ছোট সেই, লঘুভার; জালী বড় তার;
সে হেতু তাহার আমি লইলাম ভার।

ইহা বলিয়া তাঁহারা দুই জনে দুইটী শিশুকে কোলে লইয়া হাঁটিতে আরম্ভ করিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বুঝাইবার জন্ম শাস্তা বলিলেন,

২১৯। কুমারকে লয়ে রাজা, কন্যাকে মহিষী
চলিলেন প্রীতমনে; প্রিয় কথা বলি
পরস্পরের মন তুষিতে তুষিতে।

দানখণ্ড সমাপ্ত।

(৪)

বিপরীত দিক্ হইতে কোন লোক আসিতেছে দেখিলেই তাঁহারা "বঙ্কপর্ব্বত কোথায় ?" ইহা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। লোকে উত্তর দিত "দূরে।" এই জন্ম কথিত হইয়াছে,

২২০। চলিতে চলিতে যবে দেখিতাম আমি
আসিতেছে কেহ বিপরীত দিক্ হতে,
পুছিতাম তারে, "বঙ্কগিরি কতদূরে ?"

২২১। পথকষ্ট আমাদের হেরি পথিকেরা
কতই করিত, অহো, করুণ বিলাপ !
বলিত, "অশেষ দুঃখ পাইবে তোমরা ;
বঙ্কগিরি হেথা হ'তে আছে বহুদূরে।"

পথের উভয় পার্শ্বে বিবিধ ফলধারী বৃক্ষ দেখিয়া শিশু দুইটী (ফল পাইবার জন্য) কান্দিত ; মহাসত্ত্বের অনুভাববলে ফলবান্ তরুগণ অবনত হইয়া তাঁহার হস্ত স্পর্শ করিত ; তিনি সেগুলি হইতে সুপক্ক ফল চয়ন করিয়া তাহাদিগকে দিতেন। ইহা দেখিয়া মাদ্রী বিস্ময় প্রকাশ করিতেন। এই জন্যই কথিত হইয়াছে যে,

২২২। দেখিত পাইত যদি তরু ফলবান্
বনমাঝে, শিশু দু'টী করিত ক্রন্দন
ফল পাইবার তরে ;

২২৩। কান্দিতেছে তারা
হেরি তরু নিজেই হইয়া অবনত
আনিয়া হাতের কাছে দিত পক্ক ফল।

২২৪। দেখি এ বিস্ময়কর অদ্ভুত ব্যাপার
সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী মাদ্রী পুলকিত হয়ে
শতবার সাধুকার দিতেন পতিরে :—

২২৫। "অহো কি বিস্ময়কর অদ্ভুত ব্যাপার।
দেখিলে শিহরে অঙ্গ ; নিজে তরুগণ
অবনত হয়ে ফল করিতেছে দান ;
এতই তেজস্বী মহাভাগ বিশ্বন্তর।

(জেতুত্তর নগর হইতে সুবর্ণগিরিতাল-নামক পর্ব্বত পাঁচ যোজন দূরে ; সেখান হইতে কোন্তিমারা নদী পাঁচ যোজন দূরে ; কোন্তিমারা হইতে অরঞ্জর নামক পর্ব্বতও পাঁচ যোজন দূরে ; অরঞ্জর গিরি হইতে দুর্নিবিষ্ট ব্রাহ্মণগ্রামও পাঁচ যোজন দূরে ;) সেখান হইতে মাতুলগ্রামের * দূরত্ব দশ যোজন। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, জেতুত্তর নগর হইতে মাতুলগ্রাম ত্রিশ যোজন দূরে। কিন্তু দেবতারা এই দীর্ঘপথ সংক্ষেপ করিয়া দিলেন ; বিশ্বন্তর ও তাঁহার পরিজনেরা একদিনেই মাতুলগ্রামে উপনীত হইলেন। এই জন্যই কথিত হইয়া থাকে যে,

২২৬। কষ্ট দেখি শিশুদের সদয় হইয়া
সংক্ষিপ্ত করেন পথ দেবতা সকল।
ছাড়িলেন জেতুত্তর নগর যে দিন,
যে দিনেই বিশ্বন্তর দেবতানুগ্রহে
পৌঁছিলেন চেত রাজ্যে পরিজনসহ !

তাঁহারা প্রাতরাশসময়ে জেতুত্তর নগর হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন এবং সায়াহ্নকালে চেতরাজ্যস্থ মাতুলগ্রামে উপনীত হইয়াছিলেন।

---

* ইংরাজী অনুবাদক 'মাতুলগ্রাম' শব্দে বিশ্বন্তরের মামার গ্রাম বুঝিয়াছেন। বিশ্বন্তর মদ্ররাজদুহিতা পৃষতীর পুত্র ; মাতুলগ্রাম কিন্তু চেতরাজ্যে অবস্থিত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এই চেতরাজ্য কোথায়, তাহার কোন নির্দ্দেশ নাই। তথাপি ইহা যে মদ্ররাজ্যে নহে, তাহা নিশ্চিত। অতএব 'মাতুলগ্রাম' বিশ্বন্তরের মামার বাড়ী হইতে পারে না ; বোধ হয়, কোন কারণে গ্রামটী ঐ নামেই পরিচিত ছিল।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

২২৭। অতিক্রমি দীর্ঘপথ পৌঁছিলেন তাঁরা
সুসমৃদ্ধ চেতরাজ্যে, পরিপূর্ণ যাহা
সুপ্রচুর মাংসসুরা-অন্নপানে সদা।

মাতুল নগরে ষাট হাজার ক্ষত্রিয় * বাস করিতেন। মহাসত্ত্ব নগরের অভ্যন্তরে প্রবেশ না করিয়া দ্বারদেশস্থ পান্থশালায় উপবেশন করিলেন। মাদ্রী তাঁহার পায়ের ধূলা পুছিয়া পা টিপিয়া দিয়া ভাবিলেন, 'বিশ্বন্তর যে এখানে আসিয়াছেন, নগরবাসীদিগকে এই সংবাদ দেওয়া যাউক।' তিনি গৃহের বাহিরে গিয়া বিশ্বন্তরের দৃষ্টিপথেই দাঁড়াইলেন। যে সকল স্ত্রী লোক নগর হইতে বাহিরে এবং বাহির হইতে নগরে যাতায়াত করিতেছিল, তাহারা তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া ঘিরিয়া দাঁড়াইল।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

২২৮। চেতের রমণীগণ সুলক্ষণা মাদ্রীকে দেখিয়া
অবিলম্বে চারিদিকে দাঁড়াইল তাঁহাকে ঘিরিয়া।
বলিতে লাগিল তারা, "হায়, আর্য্যা মাদ্রী সুকুমারী
চলিবেন পায়ে হাঁটি কি প্রকারে, বুঝিতে না পারি।
২২৯। ভ্রমিতেন যিনি পূর্ব্বে শিবিকাদি সুখদ বাহনে,
সে রাজমহিষী আজ পদব্রজে যেতেছেন বনে।"

বহুলোকে মাদ্রীকে, বিশ্বন্তরকে এবং তাঁহাদের পুত্রকন্যাদুইটীকে এইরূপে অনাথভাবে আগত দেখিয়া রাজাদিগকে জানাইল। তখন ষষ্টিসহস্র রাজা রোদন ও পরিদেবন করিতে করিতে বিশ্বন্তরের নিকট উপস্থিত হইলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বর্ণন করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

২৩০। চেতের রাজারা তাঁর পাইয়া দর্শন সাশ্রুমুখে সমবেত হলেন তখন।
শুধালেন, "মহারাজ, কুশল ত সব? নাই ত অসুখ দেহে? পিতৃদেব তব
আছেন ত সুস্থকায়? শিবিবাসিগণ সুস্থদেহে করিছে ত জীবন যাপন?
২৩১। কোথা তব সেনা? কোথা অলঙ্কৃত রথ? অশ্ব বিনা, রথ বিনা এলে দীর্ঘপথ!
ঘটেছে কি শত্রুহস্তে তব পরাজয়, এসেছ যে হেতু হেথা লইতে আশ্রয়?

মহাসত্ত্ব রাজাদিগকে আপনার আগমনের কারণ জানাইলেন:—

২৩২। কুশল আমার, সৌম্যগণ; নাই ব্যাধি;
পিতাও আছেন ভাল; শিবিবাসিগণ
সুস্থদেহে করিতেছে জীবন যাপন।

২৩৩। ঈষাসমদীর্ঘদন্ত, মহাভারবহ,
সর্ব্বশ্বেত, নির্ব্বাচন করিতে সমর্থ
যুদ্ধক্ষেত্রে হেন স্থান, যেথা হতে পারে
দমিতে অরাতিগণে, অরাতিদমন,

২৩৪, ২৩৫। মদস্রাবী, যানোত্তম, রাজবাহী গজ,
অমলধবল যথা কৈলাস ভূধর
কলিঙ্গ ব্রাহ্মণগণে করেছিনু দান
সর্ব্বআভরণ সহ—চামরাভরণ,

* পরে দেখা যাইবে, ইঁহারা সকলেই 'রাজা' ছিলেন, ইহা বলা হইয়াছে। জাতকে 'ক্ষত্রিয়' ও 'রাজা' শব্দ সাধারণতঃ একার্থ। সম্ভবতঃ বৈশালীর ন্যায় এখানেও কুলতন্ত্র শাসন ছিল এবং অভিজাতগণ 'রাজা' উপাধি গ্রহণ করিতেন।

পাণ্ডুকম্বলাচ্ছাদন, অস্কুশাদি আর
রত্নে খচিত দ্রব্য যত ছিল তার।
দিয়াছিনু আর(ও) তার পরিচর্য্যাহেতু
নিপুণ অথর্ববেদে গজাচার্য্য যারা।

২৩৬। সে হেতু আমার প্রতি ক্রুদ্ধ শিবিগণ ;
পিতাও বিরূপ অতি হয়েছেন এবে।
পেয়ে নির্ব্বাসন-দণ্ড যাইতেছি তাই
বঙ্কগিরি-অভিমুখে। জান কি তোমরা
হেন কোন বনভূমি সে বঙ্কপর্ব্বতে,
পারিব থাকিতে মোরা নির্ব্বিঘ্নে যেখানে ?

রাজারা বলিলেন,

২৩৭। স্বাগত, হে মহারাজ ; আগমনে তব
পাইনু পরমা প্রীতি আমরা সকলে।
এ রাজ্য তোমার(ই) ; বল, কি আছে এখানে
দিয়া যাহা পরিতুষ্ট করিব তোমায় ?

২৩৮। শাক, বিস, মধু, মাংস, শালির ওদন,
প্রস্তুত হয়েছে যাহা যত্নসহকারে,
কর ভোগ মহারাজ ; ধন্য মোরা আজ
পাইয়া অতিথিরূপে তোমায় এখানে।

বিশ্বন্তর বলিলেন,

২৩৯। চাহিলা যে সব দিতে, সমস্তই আমি,
[illegible], লইলাম কৃতজ্ঞহৃদয়ে।
কিন্তু রাজা করেছেন নির্ব্বাসিত মোরে ;
যাব বঙ্কপর্ব্বতে সত্বর সে কারণ।
বল দেখি, অরণ্যের কোন অংশে গিয়া
থাকিতে পারিব মোরা নিরুদ্বেগে সেথা ?

রাজারা বলিলেন,

২৪০। এই চেতরাজ্যে তুমি থাক, রথিবর।
আমরা ইত্যবসরে চেতবাসী সবে
যাই চলি মহারাজ সঞ্জয়ের পাশে,
করি গিয়া তাঁর ঠাঁই প্রার্থনা সকলে
হইতে তোমার প্রতি প্রসন্ন আবার।

২৪১। নিশ্চয় জানিও তুমি, চেতবাসীদের
হবে এ প্রার্থনা পূর্ণ ; মহানন্দে সবে
অনুগামী হয়ে, প্রভো, তোমার তখন
শিবিরাজ্যে পৌঁছাইয়া দিবে পুনর্ব্বার।

মহাসত্ত্ব বলিলেন,

২৪২। আপনারা যাইবেন যেতুত্তরে সবে
করিতে প্রার্থনা হেন রাজার নিকট,
বলিতে তাঁহাকে পুনঃ প্রসন্ন হইতে!
ত্যজুন সঙ্কল্প এই ; শিবি দেশে রাজা
প্রকৃতিপুঞ্জের ইচ্ছা লঙ্ঘিতে অক্ষম।

২৪৩। শিবিবাসী সবে,—সেনা, নাগরিকগণ
হয়েছে অতীব ক্রুদ্ধ ; আমার কারণ
রাজাকেও নির্ব্বাসিতে উদ্যত তাহারা।

রাজারা বলিলেন,

২৪৪। এই যদি প্রজাদের অবস্থা মনের
হয়ে থাকে শিবিরাজ্যে, হে রাজ্যবর্দ্ধন,
এখানেই কর তুমি রাজত্ব এখন ;
করিবে তোমার সেবা চেতবাসিগণ।

২৪৫। ধনধান্যে পরিপূর্ণ পুর-জনপদ ;
এ রাজ্য শাসিতে তুমি মতি কর স্থির।

বিশ্বন্তর বলিলেন,

২৪৬। রাজ্যশাসনের ইচ্ছা নাই মোর আর।
স্বরাজ্য হইতে আমি হয়ে নির্ব্বাসিত,
না চাই রাজত্ব পেতে অন্য কোন দেশে।
ইহাই সঙ্কল্প মোর, চেতবাসিগণ।

২৪৭। নির্ব্বাসিত বিশ্বন্তরে চেতবাসিগণ
রাজপদে অভিষিক্ত করেছ তোমরা
শুনিলে এ কথা, সেনা, পৌর, জানপদ,
শিবিরাজ্যে আছে যারা, হইবে কুপিত।

২৪৮। আমার(ও) অপ্রীতিকর হইবে নিশ্চয়,
শিবির, চেতের মধ্যে ঘটিলে বিরোধ
কেবল আমার জন্য ; চাই না ক আমি
উভয় রাজ্যের মধ্যে ঘটাতে বিবাদ।

২৪৯। এরূপ বিবাদ সৃষ্টি করি যদি আমি,
হইবে ভীষণ যুদ্ধ বহুদিনব্যাপী
উভয় রাজ্যের মধ্যে ; একের কারণ
বহুলোকে পরস্পর করিবে নিধন।

২৫০। চাহিলে যে সব দিতে সমস্তই আমি,
ভাব মনে, লইলাম কৃতজ্ঞ হৃদয়ে।
কিন্তু রাজা করেছেন নির্ব্বাসিত মোরে ;
যাব বঙ্কপর্ব্বত সত্বর সে কারণ।
বল দেখি, অরণ্যের কোন্ অংশে গিয়া
পারিব থাকিতে মোরা নিরুদ্বেগে সেথা।

চেতবাসীরা মহাসত্ত্বকে এইরূপে বহুবার অনুরোধ করিলেন ; কিন্তু তিনি রাজত্ব গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন না। রাজারা তাঁহার মহা আদর অভ্যর্থনা করিলেন ; কিন্তু তিনি নগরে প্রবেশ করিতে চাহিলেন না। তখন রাজারা সেই পান্থশালাই সুসজ্জিত করাইলেন ; উহার চারিদিকে পর্দ্দা খাটাইলেন, অভ্যন্তরে উৎকৃষ্ট শয্যা রচনা করাইলেন, এবং উহা প্রহরিবেষ্টিত করিয়া রাখিলেন। মহাসত্ত্ব এক দিন এক রাত্রি সেই সুরক্ষিত পান্থশালায় অবস্থিতি করিয়া পরদিন প্রাতঃকালেই নানাবিধ উৎকৃষ্ট রসযুক্ত খাদ্য ভোজন করিয়া সেখান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন ; চেতরাজেরা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া চলিলেন। ষষ্টিসহস্র ক্ষত্রিয় তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চদশ যোজন গমন করিলেন এবং বনদ্বারে উপনীত হইয়া পুরোবর্ত্তী পঞ্চদশযোজনদীর্ঘ পথ বলিয়া দিলেন :—

২৫১। বলিতেছি কোন্ স্থানে করিলে বসতি
অগ্নিহোত্রী রাজর্ষিরা নির্ব্বিঘ্নে থাকিয়া
পারেন একাগ্রচিত্তে তপস্যা সাধিতে।

২৫২। অই যে দক্ষিণপার্শ্বে শৈল দেখা যায়,
ও শৈলের নাম গন্ধমাদন পর্ব্বত।

গিয়া ঐই শৈলে দারাপুত্রকন্যাসহ
করিও বিশ্রামসুখ ভোগ কিছু কাল।

২৫৩। বিদায় তোমায়, প্রভো, দিতেছি আমরা
অশ্রুপূর্ণ নেত্রে সবে বিষণ্ণ বদনে।
চলিবে উত্তরমুখে সোজাসুজি তুমি
যবে আমাদের রাজ্য যাবে পরিহরি।

২৫৪। হউক কুশল তব। আছে ততঃপর
বিপুল-নামক গিরি অতি মনোরম,
বহুবিধ শীতচ্ছায় বিটপিশোভিত।

২৫৫। হও তুমি পথে সদা কুশলভাজন।
করিবে বিপুল গিরি অতিক্রম যবে,
কেতুমতী স্রোতস্বতী পাইবে দেখিতে,
গভীরা, নিঃসৃতা যাহা গিরিগুহা হ'তে।

২৫৬। মহোদকা কেতুমতী, সুরম্যা তটিনী;
বিচরে বিবিধ মৎস্য নির্ভয়ে সেথায়।
করি স্নান যে নদীতে, পান করি জল
সান্ত্বনা অপত্যদ্বয়ে দাও, নরবর।

২৫৭। ঘটে না ক যেন তব বিঘ্ন কোনরূপ।
দেখিবে সেখানে রম্য পর্ব্বত-শিখরে
সুন্দর মধুরফল বটতরু এক
রয়েছে শীতলচ্ছায়া বিস্তারি চৌদিকে।

২৫৮। ঘটে না ক যেন তব বিঘ্ন কোনরূপ।
দেখিবে সে স্থান ছাড়ি নালিক পর্ব্বত,
নানাদ্রুমসমাকীর্ণ, কিন্নরাধ্যুষিত।

২৫৯। তাহার ঈশান কোণে আছে সরোবর,
মুচলিন্দ নাম যার। অমল ধবল
পুণ্ডরীক পুষ্প তার আবরি সলিল
বিতরে সুগন্ধ সদা অতি মনোহর।

২৬০। অতঃপর আছে বন, দূর হ'তে যাহা
নিবিড় মেঘের মত হয় দৃশ্যমান।
হরিৎ শাদ্বলে ভূমি সদাবৃত তার।
ফলবান্, সুপুষ্পিত তরু অগণন
আছে সেথা। খাদ্যান্বেষী সিংহবৎ তুমি
করিবে প্রবেশ সেই রমণীয় স্থানে।

২৬১। ঋতুরাজ-আগমনে তরুগণ যবে
বিবিধবরণ পুষ্পে হয় বিভূষিত,
কলকণ্ঠ বিহগের মধুর নিনাদে
মুখরিত হয় বন; করিলে কূজন
কোন পক্ষী, তৎক্ষণাৎ অন্য পক্ষী তায়
প্রতিকূজনের দ্বারা জানায় উত্তর।

২৬২। নদীর উৎপত্তিস্থান, পর্ব্বত-সঙ্কট—
এ সব করিবে যবে অতিক্রম তুমি,
পাইবে দেখিতে এক পুষ্করিণী শেষে,
করঞ্জ-ককুদ*দ্রুম শোভে যার তটে।

* করঞ্জ=করঞ্জক (Dalbergea Arborea)। ককুদ=অর্জ্জুন বৃক্ষ।

২৬৩। সুপের সলিলে পূর্ণা, দুর্গন্ধবিহীনা,
সমতল তটযুক্তা, চতুরস্রাকারা
সেই রম্যা পুষ্করিণী, চারি দিকে তার
রয়েছে সুন্দর ঘাট; বিচরে নির্ভরে
তাহার গভীর জলে মৎস্য নানাজাতি।

২৬৪। তাহার উত্তরপূর্ব্ব কোণে গিয়া তুমি
বাসহেতু পর্ণশালা করহ নির্ম্মাণ।
নির্ম্মিত হইলে শালা, দৃঢ়বীর্য্যসহ
উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা কর জীবন যাপন।

রাজারা এইরূপে বিশ্বন্তরকে পঞ্চদশ যোজন পথ বুঝাইয়া বিদায় দিলেন। তাঁহার কোন ভয়ের কারণ না জন্মে এবং কোন শত্রু তাঁহার অনিষ্ট করিবার সুযোগ না পায়, এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা বনদ্বারে একজন সুশিক্ষিত ও বহুদর্শী চেতপুত্রকে রক্ষী নিযুক্ত করিয়া বলিলেন, "তুমি এখানে থাকিয়া যাহারা বনে প্রবেশ করিবে বা বন হইতে বাহির হইবে, তাহাদের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে।" এই ব্যবস্থা করিয়া তাঁহারা নগরে প্রতিগমন করিলেন।

বিশ্বন্তর দারাপত্যসহ গন্ধমাদনে গমন করিয়া সেদিন সেখানে বাস করিলেন; অতঃপর উত্তরাভিমুখে বিপুলপর্ব্বতের পাদদেশ দিয়া গমনপূর্ব্বক তাঁহারা কেতুমতী নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন। ঐ নদীর তীরে উপবেশন করিয়া তাঁহারা অনেক বনেচরদত্ত মধুমাংস ভোজন করিলেন, তাহাকে একটী সুবর্ণসূচী উপহার দিলেন, জলে অবগাহন করিলেন, জলপান করিলেন এবং ক্লান্তি অপনোদনপূর্ব্বক প্রশান্তমনে নদী পার হইয়া অরণ্যমধ্যস্থ একটী পর্ব্বতের শিখরে পূর্ব্বকথিত বটবৃক্ষের মূলে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিলেন। সেখানে তাঁহারা বটের ফল ভোজন করিলেন, এবং আসন হইয়া উঠিয়া চলিতে চলিতে নালিক-নামক পর্ব্বতে গমন করিলেন। আরও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া তাঁহারা মুচলিন্দ সরোবর দেখিতে পাইলেন। এই সরোবরের তীরদেশ দিয়া চলিতে চলিতে তাঁহারা ইহার পূর্ব্বোত্তর কোণে উপস্থিত হইলেন। অতঃপর এক সঙ্কীর্ণ পথ অবলম্বন করিয়া তাঁহারা বনে প্রবেশ করিলেন এবং এই বন পার হইয়া ও গিরিসঙ্কট ও নদীর উৎপত্তিস্থান অতিক্রম করিয়া তাঁহারা সেই চতুরস্র পুষ্করিণী দেখিতে পাইলেন।

এই সময়ে দেবরাজ শক্র চিন্তা করিতে করিতে বিশ্বন্তরের নির্ব্বাসন-ব্যাপার জানিতে পারিলেন। তিনি ভাবিলেন, 'মহাসত্ত্ব যখন হিমালয়ে প্রবেশ করিয়াছেন, তখন তাঁহার জন্য উপযুক্ত বাসস্থানের ব্যবস্থা করা আবশ্যক।' তিনি বিশ্বকর্ম্মাকে ডাকাইয়া বলিলেন, "বৎস, তুমি গিয়া বঙ্কপর্ব্বতের মধ্যে কোন উৎকৃষ্ট স্থান নির্ব্বাচনপূর্ব্বক সেখানে একটী আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া আইস।" বিশ্বকর্ম্মা বঙ্কপর্ব্বতে গিয়া দুইটী পর্ণশালা এবং দুই দুইটী চঙ্ক্রমণ, দিবাবিহার-স্থান ও রাত্রিবিহার-স্থান নির্ম্মাণ করিলেন, চঙ্ক্রমণ-কোটির স্থানে স্থানে নানাবিধ পুষ্পগুল্ম ও কদলিতরু রোপণ করিলেন, প্রব্রাজক-ব্যবহার্য্য সর্ব্ববিধ দ্রব্যের ব্যবস্থা করিলেন, "যে কেহ প্রব্রজ্যাগ্রহণাভিলাষী, সেই এই আশ্রমে বাস করিতে পারে" পর্ণশালাদ্বারে এই অক্ষর গুলি লিখিলেন এবং প্রেতযক্ষাদি অমনুষ্য ও বিকটরাবী পশুপক্ষীদিগকে ঐ অঞ্চল হইতে দূর করিয়া দিয়া স্বর্গে প্রতিগমন করিলেন। বঙ্কপর্ব্বতে একপদী পথ দেখিতে পাইয়া মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, 'এখানে সম্ভবতঃ প্রব্রাজকেরা বাস করেন'। তিনি মাদ্রীকে ও পুত্রকন্যাকে আশ্রমপদদ্বারে রাখিয়া নিজে উহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং অক্ষরগুলি পড়িয়া বুঝিলেন, শক্র তাঁহার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি পর্ণশালার দ্বার খুলিয়া খড়্গ ও ধনু নামাইয়া রাখিলেন, পরিহিত বস্ত্র ত্যাগ করিয়া ঋষিবেশ গ্রহণ করিলেন, প্রব্রাজক-

দণ্ড হস্তে লইয়া পর্ণশালার বাহিরে গেলেন, চঙ্ক্রমণে আরোহণ করিয়া কয়েকবার এদিকে ওদিকে পাদচারণ করিলেন এবং প্রত্যেকবুদ্ধোচিত প্রশান্তির সহিত দারাপত্যদিগের নিকটে গেলেন। মাদ্রী তাঁহার পায়ে পড়িয়া কান্দিলেন এবং শেষে তাঁহারই সঙ্গে আশ্রমে গিয়া নিজের পর্ণশালায় প্রবেশ করিয়া তাপসীবেশ ধারণ করিলেন। তাঁহারা পুত্রকন্যাকেও তাপসসন্তানের বেশে সাজাইলেন। এইরূপে সেই চারিজন ক্ষত্রিয় বঙ্কপর্ব্বতের কুক্ষিতে বাস করিতে লাগিলেন।

মাদ্রী বিশ্বন্তরের নিকট একটী বর প্রার্থনা করিলেন, "প্রভো, আপনি বন্যফল-সংগ্রহের জন্য আশ্রমের বাহিরে যাইবেন না; আপনি পুত্র ও কন্যা লইয়া এখানেই থাকিবেন; আমি গিয়া ফলমূল আনয়ন করিব।" তদনুসারে মাদ্রীই বন্যফলমূল আনয়ন করিয়া তাঁহাদের তিনজনের সেবা করিতে লাগিলেন। বোধিসত্ত্বও মাদ্রীর নিকট বর চাহিলেন, "ভদ্রে, আমরা এখন হইতে প্রব্রাজিত; স্ত্রীরা ব্রহ্মচর্য্যের মলস্বরূপ, তুমি অতঃপর কখনও আমার নিকটে যাইবে না।" "যে আজ্ঞা" বলিয়া মাদ্রী তাঁহার প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন।

মহাসত্ত্বের মৈত্রীর প্রভাবে আশ্রমের চতুর্দ্দিকে ত্রিযোজনপ্রমাণ স্থানে তির্য্যগ্‌দিগের মধ্যেও মৈত্রীভাব সঞ্চারিত হইল। মাদ্রী প্রতিদিন প্রত্যূষে উঠিয়া স্বামিপুত্রাদির জন্য পানীয় ও খাদ্য রাখিয়া দিতেন, তাঁহাদের মুখপ্রক্ষালনের জল আনিয়া দিতেন, সমস্ত আশ্রম সম্মার্জ্জন করিতেন, পুত্র ও কন্যাকে স্বামীর নিকটে রাখিয়া করণ্ড, খনিত্র ও অঙ্কুশ হস্তে লইয়া বনে প্রবেশ করিতেন, বন্যফল সংগ্রহ করিয়া করণ্ড পূর্ণ করিতেন, সায়ংকালে আশ্রমে ফিরিয়া ফলগুলি পর্ণশালায় রাখিয়া দিতেন, এবং পুত্র ও কন্যাকে স্নান করাইতেন। অনন্তর চারিজনে পর্ণশালাদ্বারে বসিয়া ফল আহার করিতেন এবং মাদ্রী পুত্র ও কন্যাকে লইয়া নিজের পর্ণশালায় প্রবেশ করিতেন। তাঁহারা এই নিয়মে উক্ত পর্ব্বতকুক্ষিতে সাত মাস বাস করিলেন।

বনপ্রবেশখণ্ড সমাপ্ত।

(৫)

তৎকালে কলিঙ্গরাজ্যে দুর্নিবিষ্ট-নামক ব্রাহ্মণগ্রামে* জূজকনামক এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বাস করিত। সে ভিক্ষাচর্য্যাদ্বারা একশত কার্ষাপণ সঞ্চয় করিয়াছিল এবং উহা কোন ব্রাহ্মণ-পরিবারের নিকট গচ্ছিত রাখিয়া পুনর্ব্বার ধনার্জ্জনের জন্য বিদেশে গিয়াছিল। তাহার ফিরিতে বিলম্ব হইয়াছিল; এদিকে সেই ব্রাহ্মণপরিবার গচ্ছিত ধন ব্যয় করিয়া ফেলিয়াছিল। জূজক যখন ফিরিয়া গিয়া তাহাদিগের নিকট ন্যস্ত ধন চাহিল, তখন তাহারা উহা প্রত্যর্পণ করিতে অসমর্থ হইয়া উহার বিনিময়ে তাহাকে অমিত্রতাপনা-নাম্নী কন্যাকে সম্প্রদান করিল। জূজক অমিত্রতাপনাকে লইয়া কলিঙ্গরাজ্যের দুর্নিবিষ্ট ব্রাহ্মণগ্রামে বাস করিতে লাগিল। অমিত্রতাপনা সম্যগ্‌রূপে জূজকের পরিচর্য্যায় রতা হইল। তত্রত্য ব্রাহ্মণযুবক-গণ তাহার পাতিব্রত্য দেখিয়া স্ব স্ব ভার্য্যাকে এই বলিয়া ধিক্কার দিতে লাগিল, "দেখ ত, ঐ রমণী নিজের বৃদ্ধ পতির কিরূপ সেবা করে! আর আমাদের পরিচর্য্যা করিবার কালে তোমাদের কত ত্রুটি হয়!" এইরূপে ভর্ৎসিত হইয়া ব্রাহ্মণপত্নীগণ অমিত্রতাপনাকে গ্রাম হইতে দূর করিবার চক্রান্ত করিল। তাহারা নদীতীরে সমবেত হইয়া তাহাকে ধিক্কার দিতে প্রবৃত্ত হইল।

* পূর্ব্বে কিন্তু চেতরাজ্য হইতে বঙ্কপর্ব্বতে যাইবার পথেও এক দুর্নিবিষ্ট ব্রাহ্মণগ্রাম ছিল, ইহা বলা হইয়াছে।

[এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

২৬৫। জূজক-নামক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কলিঙ্গদেশে করিত বসতি;
কিন্তু জুটেছিল তার অমিত্রতাপনা-নাম্নী বনিতা যুবতী।
২৬৬। জল আনিবার তরে নদীতীরে গিয়া যত গ্রামনারীগণ
বলিল সে রমণীরে সকলে মনের সাধে অপ্রিয় বচন।
২৬৭। "অমিত্রা জননী তোর; পিতাও অমিত্র বটে, বুঝেছি আমরা;
তাই হেন তরুণীরে বৃদ্ধের সেবার তরে দিয়াছে তাহারা।
২৬৮। জ্ঞাতিবন্ধুগণ তোর নিশ্চয় গোপনে বসি করি কুমন্ত্রণা
সেবিতে বৃদ্ধকে, হায়, করিয়াছে সম্প্রদান যুবতী ললনা।
২৬৯। জ্ঞাতিবন্ধুগণ তোর গোপনে দুষ্কর এই করিল মন্ত্রণা,
সেবিতে বৃদ্ধকে, হায়, করিয়াছে সম্প্রদান যুবতী ললনা।
২৭০। জ্ঞাতিবন্ধুগণ তোর করিল গোপনে সবে এ পাপ মন্ত্রণা;
সেবিতে বৃদ্ধকে, হায় করিয়াছে সম্প্রদান যুবতী ললনা।
২৭১। জ্ঞাতিবন্ধুগণ তোর গোপনে অপ্রীতিকর করিল মন্ত্রণা;
সেবিতে বৃদ্ধকে, হায়, করিয়াছে সম্প্রদান যুবতী ললনা।
২৭২। এ নব যৌবনে তুই সেবি বৃদ্ধ পতি, বল্, কি সুখে আছিস্?
মরণ(ও) যে এর চেয়ে শতগুণে ভাল তোর। কেন না মরিস্?
২৭৩। মাতাপিতা তোর বুঝি কোথাও না ভাল বর খুঁজিয়া পাইল?
এ নবযৌবন, রূপ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের পায়ে তাই ঢালি দিল।
২৭৪। নবমীর যজ্ঞ তোর নিশ্চিত হয়ে পণ্ড*, অগ্নিতে আহুতি
দিস্ নি কখন(ও) তুই, ঘটিয়াছে সে কারণ এমন দুর্গতি।
সুন্দরী যুবতী কন্যা কোন্ প্রাণে বাপ মায়ে দিয়াছে রে, হায়,
যাপিতে জীবন বৃথা হেন এক জরাজীর্ণ পতির সেবায়।
২৭৫। শাস্ত্রবিৎ, শীলবান্, ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ— এমন ব্রাহ্মণে
নিশ্চয় বলিয়াছিলি কটু বাক্য কোন দিন, এবে সে কারণে
এ নব যৌবনে তুই জরাজীর্ণ পতি লাভ করিলি রে, হায়।
জীবনে কি সুখ, বল্? ভাবিলে দুর্দশা তোর বুক ফেটে যায়।
২৭৬। কষ্ট ঘটে পায় লোকে সাপের কামড়ে, কিংবা শেলের খোঁচায়;
বৃদ্ধপতিসহবাসে তার(ও) চেয়ে বেশী দুঃখ যুবতীরা পায়।
২৭৭। নাই রতি, নাই কেলি জরাজীর্ণ পতিসহ, তাখ, ভাবি মনে।
দন্তহীন মুখে বুড়া হাসিলেও সুখ তাহে পাস্ কি, ললনে?
২৭৮। তরুণ তরুণীসহ গোপনে প্রণয়ালাপে রত যবে হয়,
মনের যা কিছু দুঃখ, সমস্তই যায়, আহো, নিমিষে বিলয়।
২৭৯। যুবতী রূপসী তুই; দেখি তোরে ভুলি যায় পুরুষের মন;
যা চলি বাপের বাড়ী, বৃদ্ধ কি করিবে তোর সন্তোষ সাধন?"

প্রতিবেশিনীদিগের এই পরিহাস শুনিয়া অমিত্রতাপনা জলের কলসী লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহে ফিরিল। জূজক তাহাকে কাঁদিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল,

২৮০। যাব না নদীতে আর জল আনিবার তরে;
তুমি বুড়া বলি মোরে স্ত্রীরা উপহাস করে।

---

* বোধ হয় স্ত্রীলোকেরা মনোমত পতিলাভের জন্য নবমী তিথিতে এক প্রকার ব্রত করিত। ব্রতে যে পিণ্ড দেওয়া হইত, তাহাতে যদি দৈবাৎ কোন বৃদ্ধ কাকে ঠোকর দিত, তবে তাহারা আশঙ্কা করিত যে, ব্রতকর্ত্রীর ভাগ্যে বৃদ্ধ পতি জুটিবে।

জূজক বলিল,

২৮১। ক'রো না আমার সেবা ; আনিও না জল আর ;
আমিই আনিব জল ; কর ক্রোধ পরিহার।

ব্রাহ্মণী বলিল,

২৮২। যে কুলে জন্মেছি আমি, সে কুলে রমণীগণ
করায় না পতিদ্বারা কভু জল আনয়ন।
তুমিও, ব্রাহ্মণ, যদি কর নীচ কাজ হেন,
তিলেক তোমার ঘরে রব না নিশ্চয় জেন।
২৮৩। দাস কিংবা দাসী যদি আনিয়া না দিতে পার,
নিশ্চয় তোমার সঙ্গে তিলেক না রব আর।

জূজক বলিল,

২৮৪। নাই বিদ্যা ঘটে, নাই ধন ধান্য ঘরে ; পূরাব বাসনা তব, বল, কি প্রকারে ?
দাস কিংবা দাসী আমি কিরূপে আনিব ? নিজেই তোমার সেবা এখন করিব।
খাটিতে তোমায়, প্রিয়ে, না হইবে আর ; থাক বসি ঘরে ; কর ক্রোধ পরিহার।

ব্রাহ্মণী বলিল,

১১৫, ২৮৬। শুন, বলি, যাহা আমি করেছি শ্রবণ ;— রাজা বিশ্বন্তর নাকি আছেন এখন
বঙ্কগিরি মধ্যে করি আশ্রম নির্ম্মাণ ; তাঁহারই নিকটে গিয়া চাও তুমি দান।
মাগ গিয়া দাস কিংবা দাসী এক জন ; করিবেন রাজা তব প্রার্থনা পূরণ।

জূজক বলিল,

২৮৭। জীর্ণ ও দুর্ব্বল আমি ; দুর্গম সুদীর্ঘ পথ ;
যাইতে প্রবাসে, প্রিয়ে, সাধ মোর নাই।

ক'রো না বিলাপ—দুঃখ ; ত্যজ ক্রোধ ; আমি নিজে
হব রত তব পরিচর্য্যায় সদাই।

ব্রাহ্মণী বলিল,

২৮৮। সংগ্রামে না গিয়া, যুদ্ধ কিছুই না করি, পরাজয় মানে যেই, ভীরু তারে বলি।
তুমিও, ব্রাহ্মণ, কোন চেষ্টা না করিয়া মানিতেছ পরাজয় 'অসাধ্য' বলিয়া !
২৮৯। দাস কিংবা দাসী যদি আনিতে না পার, নিশ্চয় তোমার ঘরে না রহিব আর।
করিব অপ্রিয় কার্য্য তোমার সতত ; ভে'বে-দেখ, তা'তে তব দুঃখ হবে কত।
২৯০। ঋতুর আরম্ভে কিংবা নক্ষত্রবিশেষে যে সব সমাজোৎসব হয় এই দেশে,
দেখিবে, তখন আমি পরি অলঙ্কার পরপুরুষের সঙ্গে করিব বিহার।
দেখ ভাবি, সেই দৃশ্য করি বিলোকন পাবে কি না মহাদুঃখ অন্তরে তখন !
২৯১। দেখিতে না পেয়ে মোরে নিকটে তোমার করিবে তখন, বৃদ্ধ, দুঃখে হাহাকার,
আর(ও) শাদা হবে চুল, দেহ বক্রতর সেই মহাদুঃখভার বহি নিরন্তর।

এই বৃত্তান্ত বিশদ করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

২৯২ ২৯৩। ব্রাহ্মণীর বশানুগ কামার্ত্ত ব্রাহ্মণ ভয় পেল ব্রাহ্মণীর শুনিয়া বচন।
বলে সে, "পাথেয় দিয়া পূর্ণ কর থলি ; রান্ধ পিঠা গুড় দিয়া, ভাজ কিছু পুলি ;
মধু দিয়া বান্ধ লাড়ু, খেতে যাহা ভাল ; হাতুর লাড়ুও কিছু করহ যোগাড়।
২৯৪। এক যোড়া দাস দাসী, এক জাতি হ'তে আনিব যোগাড় করি তোমায় সেবিতে।
সেবিবে তোমায় তারা দিবারাত্র, প্রিয়ে, প্রাণপণে ; থাক তুমি নিশ্চিন্ত হইয়ে।

ব্রাহ্মণী তাড়াতাড়ি পাথেয় প্রস্তুত করিয়া ব্রাহ্মণকে জানাইল। এদিকে ব্রাহ্মণ গৃহের যে যে অংশ ভাঙ্গাচুরা ছিল, সেগুলি মেরামত করিয়া সুরক্ষিত করিল, দরজাটা মেরামত

* ঋতুর প্রাক্কালে কিংবা ঋতুর প্রারম্ভে দোলযাত্রা (হোলী) প্রভৃতি উৎসব হইয়া থাকে।

করিয়া বেশ শক্ত করিল; কলসী কলসী জল আনিয়া সমস্ত পাত্র পূর্ণ করিয়া রাখিল, এবং অবিলম্বে তপস্বীর বেশ ধারণ করিয়া ব্রাহ্মণীকে বলিল, "ভদ্রে, এখন হইতে তুমি অসময়ে ঘরের বাহির হইও না; আমি যতদিন না ফিরি, খুব সাবধান হইয়া থাকিবে।" এই উপদেশ দিয়া সে পাদুকা পরিধান করিল, পাথেয়ের থলিটা কাঁধে ঝুলাইল এবং অমিত্রতাপনাকে প্রদক্ষিণ করিয়া অশ্রুপূর্ণনেত্রে যাত্রা করিল।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

২৯৫, ২৯৬। বলি ইহা, ব্রহ্মবন্ধু* পাদুকা পরিল; ধীরে ধীরে প্রদক্ষিণ ভার্য্যাকে করিল।
বলিয়া অস্ফুটস্বরে "দাও গো বিদায়" সাজিয়া তপস্বী সেই সাশ্রুনেত্রে যায়
দাস আর দাসী লাভ করিবার তরে ধনজনে পূর্ণ শিবিরাজ্যের নগরে। ‡

সে শিবিরাজধানীতে গিয়া উপস্থিত লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, "বিশ্বন্তর কোথায়?"

এই বৃত্তান্ত সবিস্তর বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

২৯৭। গিয়া সেথা জিজ্ঞাসিল সমাগত জনে,
"বিশ্বন্তর রাজা, বল, আছেন কোথায়?
কোথা গেলে দরশন পাইব তাঁহার?"

২৯৮। সমাগত জন সবে বলিল তাহারে:—
"তোমরাই করিয়াছ সর্ব্বনাশ তাঁর;
তোমাদের(ই) উপদ্রবে, শুন, হে ব্রাহ্মণ,
অতিদান হেতু, হায়, রাজা বিশ্বন্তর
হয়েছেন নির্ব্বাসিত স্বরাজ্য হইতে;
এবে বঙ্ক পর্ব্বতে করেন তিনি বাস।

২৯৯। তোমরাই করিয়াছ সর্ব্বনাশ তাঁর;
তোমাদের(ই) উপদ্রবে, শুনহে, ব্রাহ্মণ,
অতিদান হেতু, হায়, রাজা বিশ্বন্তর
স্বরাজ্য হইতে এবে হয়ে নির্ব্বাসিত
দারাপত্যসহ বাস করেন সেথানে।

এইরূপে আমাদের রাজার সর্ব্বনাশ করিয়া আবার এখানে আসিয়াছ! দাঁড়াও।" ইহা বলিয়া তাহারা লোষ্ট্রদণ্ডাদি হাতে লইয়া জূজককে তাড়া করিল; কিন্তু সে দেবগণ-কর্ত্তৃক চালিত হইয়া বঙ্কপর্ব্বতেই উপনীত হইল।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বর্ণন করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৩০০। ভার্য্যার তাড়নে সেই কামার্ত্ত ব্রাহ্মণ
পাইল প্রথমে দুঃখ জেতুত্তরপুরে;
তার পর আর(ও) দুঃখভুঞ্জিতে সে বুড়
প্রবেশিল খড়্গিদ্বীপি-নিষেবিত বনে।

৩০১। বংশদণ্ড, কমণ্ডলু, চমস (যাহাতে
অগ্নিতে আহুতি দিত)—এই সব লয়ে
প্রবেশিল মহাবনে, করিতে দর্শন
যাচকের কামপ্রদ রাজা বিশ্বন্তরে।

* ব্রহ্মবন্ধু—অব্রাহ্মণ, আচারভ্রষ্ট ব্রাহ্মণ।

‡ অমিত্রতাপনা পূর্ব্বেই বলিয়াছিল যে, বিশ্বন্তর বঙ্কগিরিতে (গাথা ২৮০ম) আছেন। কাজেই জূজকের শিবিরাজ্যে যাইবার কোন কারণ দেখা যায় না।

৩০২। প্রবেশ করিল যবে মহাবনে সেই,
কোকগণ * ঘিরি তারে দাঁড়াইল পথে ;
কান্দিতে কান্দিতে সেই ছুটিয়া চলিল ;
ঘটিল দিগ্‌ভ্রম তার পেয়ে মহাভয় ;
পথ হ'তে বহুদূরে পড়িল সরিয়া।

৩০৩। ভোগলুব্ধ দুষ্টমতি জূজক ব্রাহ্মণ
বঙ্কে গমনের পথ হারায়ে তখন
বলিতে লাগিল ভয়ে এই সব গাথা :—

৩০৪। "নরর্ষভ, সদাজয়ী, অজিত সতত,
বিপদে অভয়দাতা রাজা বিশ্বন্তর
কোথায় করেন বাস, কে বলিবে মোরে ?

৩০৫। যাচকগণের যিনি সদৈকশরণ,
ধরণী জীবের যথা,—সেই মহারাজ
বিশ্বন্তর কোথা এবে, কে বলিবে মোরে ?

৩০৬। যাচকগণের যিনি একমাত্র গতি ;
নদীদের মহোদধি গতি যে প্রকার,—
কে'থায় সাগরোপম সেই বিশ্বন্তর
আছেন এখন, হায়, কে বলিবে মোরে ?

৩০৭। সুপেয় শীতল জলে পূর্ণ অনুক্ষণ,
পুণ্ডরীক-সমাচ্ছন্ন, সুতীর্থ, সুন্দর,
কমলকিঞ্জল্কগন্ধে আমোদিত

হ্রদ যথা, সেইরূপ সর্বতাপহর
বিশ্বন্তর কোথা এবে, কে বলিবে মোরে ?

৩০৮। পথিপার্শ্বে জাত, শীতচ্ছায়-মনোরম
অশ্বত্থ তরুর মত যিনি অনুক্ষণ
শ্রান্তের বিশ্রামদাতা, ক্লান্তের রক্ষক,
কোথা সেই মহারাজ বিশ্বন্তর এবে
করেন বসতি, হায়, কে বলিবে মোরে ?

৩০৯। পথিপার্শ্বে জাত শীতচ্ছায়, মনোরম,
বটপাদপের মত যিনি অনুক্ষণ
শ্রান্তের বিশ্রামদাতা, ক্লান্তের রক্ষক,
কোথা সেই মহারাজ বিশ্বন্তর এবে,
করেন বসতি, হায়, কে বলিবে মোরে ?

৩১০। পথিপার্শ্বে জাত, শীতচ্ছায় মনোরম
রসাল তরুর মত যিনি অনুক্ষণ
শ্রান্তের বিশ্রামদাতা, ক্লান্তের রক্ষক,
কোথা সেই মহারাজ বিশ্বন্তর এবে
করেন বসতি, হায়, কে বলিবে মোরে ?

---

* টীকাকার 'কোক' শব্দ 'কুকুর' অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বলেন জূজক বনে প্রবেশ করিয়াই পথ হারাইয়াছিল এবং এক বৃক্ষে আরোহণ করিয়া বিলাপ করিয়াছিল। তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য বনদ্বারে নিয়োজিত চেতপুত্রের কুকুরগুলা তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। এ ব্যাখ্যাও অসঙ্গত নহে, কারণ পরে দেখা যাইবে, জূজক ভয় পাইয়া শেষে একটা গাছেই চড়িয়াছিল এবং বনেচরের কুকুরগুলা তাহাকে ঘিরিয়া রহিয়াছিল। কোক (হাকড়ে) ও কুকুর এক জাতীয় প্রাণী হইলেও 'কোক' শব্দ 'কুকুর' অর্থে প্রয়োগ করা যায় কি না, ইহা বিবেচ্য।

৩১১। পথিপার্শ্বে জাত, শীতচ্ছায় মনোরম
শাল পাদপের মত যিনি অনুক্ষণ
শ্রান্তের বিশ্রামদাতা, ক্লান্তের রক্ষক,
কোথা সেই মহারাজ বিশ্বন্তর এবে
করেন বসতি, হায়, কে বলিবে মোরে ?

৩১২। পথিপার্শ্বে জাত, শীতচ্ছায় মনোরম
মহা বিটপীর মত যিনি অনুক্ষণ
শ্রান্তের বিশ্রামদাতা, ক্লান্তের রক্ষক,
কোথা সেই মহারাজ বিশ্বন্তর এবে
করেন বসতি হায়, কে বলিবে মোরে ?

৩১৩। করিতেছি এই মহাবনে হাহাকার ;
কেহ যদি দয়া করি বলে একবার,
"জানি আমি, বিশ্বন্তর আছেন কোথায়,"
অপার আনন্দ তবে দিবে সে আমায়।

৩১৪। করিতেছি এই মহাবনে হাহাকার ;
কেহ যদি দয়া করি বলে একবার,
"জানি আমি বিশ্বন্তর আছেন কোথায়,"
নিশ্চয় সে মহাপুণ্য করিবে অর্জ্জন
এই এক বাক্যবলে আশ্বাসি আমায়।"

বিশ্বন্তরের রক্ষকরূপে নিযুক্ত সেই চেতপুত্র মৃগ শিকার করিবার জন্য বনে বিচরণ করিতেছিলেন। তিনি জুজকের বিলাপধ্বনি শুনিতে পাইয়া ভাবিলেন, 'এই ব্রাহ্মণ বিশ্বন্তরের বাসস্থানে যাইবার জন্য পরিদেবন করিতেছে ; কিন্তু এ নিশ্চয় সদভিপ্রায়ে এখানে আসে নাই ; এ হয় মাদ্রীকে, নয় ছেলে মেয়ে দুইটীকে পাইবার জন্য প্রার্থনা করিবে। অতএব এখানেই ইহাকে বধ করিব।' এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি জুজকের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং ধনুর জ্যা আকর্ষণ করিয়া বলিলেন, "অরে ব্রাহ্মণ, আমি তোর প্রাণ রাখিব না।"

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৩১৫। চেতপুত্র বনেচরবেশে বিচরণ
অরণ্যে করিতেছিল ; শুনি সে বিলাপ
দেখা দিয়া জুজককে বলিল তখন ;
"তোরাই করিয়াছিস্ সর্ব্বনাশ তাঁর।
তোদের(ই) জ্বালায়, জাল্ম্, রে দুষ্ট ব্রাহ্মণ,
অতিদানহেতু, হায়, রাজা বিশ্বন্তর
হয়েছেন নির্ব্বাসিত স্বরাজ্য হইতে।
এবে বঙ্ক পর্ব্বতে করেন তিনি বাস।

৩১৬। তোরাই করিয়াছিস্ সর্ব্বনাশ তাঁর।
তোদের(ই) জ্বালায়, জাল্ম্, রে দুষ্ট ব্রাহ্মণ,
অতিদানহেতু, হায়, রাজা বিশ্বন্তর
স্বরাজ্য হইতে হয়ে নির্ব্বাসিত এবে
দারাপত্যসহ বাস করেন সেথানে।

৩১৭। পাপকর্ম্মা, পাপমতি তুই, রে ব্রাহ্মণ ;
লোকালয় ছাড়ি বনে এসেছিস্ তুই
অন্বেষিতে রাজপুত্রে, অন্বেষে যেমন
জলাশয়ে মাছি মৎস্য বক দুষ্টাশয়।

৩১৮। রাখিব না প্রাণ তোর আজ, রে ব্রাহ্মণ ;
এই মোর শর ছুটি করিবে রে পান
শরীরের রক্ত তোর, জানিস্ নিশ্চয়।

৩১৯। কাটিব মাথাটা তোর, ছিঁড়িব কলিজা
সমস্ত বন্ধনসহ ; মাংস দিয়া তোর
করিব রে যজ্ঞ আমি, পক্ষিমাংসে যথা
করে লোকে যজ্ঞ পথিদেব-তৃপ্তি হেতু।*

৩২০। মেদ, মাংস, শোণিত হৃদয় তোর কাটি
দিব রে মন্ত্রের সাথে অগ্নিতে আহুতি।

৩২১। সুসম্পন্ন হবে যজ্ঞ, যদি, রে, আহুতি
মাংসে তোর দেই আমি ; পারিবি না তুই
লয়ে যেতে নৃপতির ভার্যাপুত্রদুহিতা।

চেতপুত্রের কথা শুনিয়া জূজক মরণভয়ে কাঁপিতে লাগিল এবং আত্মরক্ষার জন্য মিথ্যা কথা বলিল :—

৩২২। শুন, ওহে চেতপুত্র ; অবধ্য ব্রাহ্মণ, দূত ;
দূতকে বধ না কেহ করে।
এই ধর্ম্ম সনাতন অবিদিত নয় তব ;
তবু চাও বধিতে আমারে !

৩২৩। শিবিরা করেছে ক্ষমা ; রাজাও দেখিতে চান
পুত্রে পুনঃ ; জননী পৃষতী,—
কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁর চক্ষুদুটী অন্ধপ্রায় ;
হয়েছেন জীর্ণ শীর্ণ অতি।

৩২৪। শুন, চেতপুত্র, তাই দূতরূপে তাঁরা মোরে
করিলেন এখানে প্রেরণ ;
লয়ে যাব বিশ্বন্তরে ; বল, যদি জান তুমি,
কোথা তিনি আছেন এখন।

ব্রাহ্মণ বিশ্বন্তরকে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছে শুনিয়া চেতপুত্র সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি কুকুরগুলাকে বান্ধিয়া ব্রাহ্মণকে গাছ হইতে নামাইলেন এবং তাহাকে দুইটী শাখার মধ্যে বসাইয়া বলিলেন,

৩২৫। প্রিয় বিশ্বন্তর মোর ; তুমি দূত, প্রিয় তাঁর ;
দিতেছি তোমায় আমি পূর্ণপাত্র † উপহার।
মৃগসক্থি, মধু এই লইয়া ভোজন কর ;
বলিতেছি কোথা এবে রয়েছেন বিশ্বন্তর।

জূজকখণ্ড সমাপ্ত।

৬

চেতপুত্র জূজককে ভোজন করাইয়া তাহার পাথেয়ের জন্য এক অলাবুপাত্র-পূর্ণ মধু ও একখানি শূলপক্ব মৃগসক্থি দান করিলেন এবং তাহাকে আশ্রমগমন-পথে লইয়া গিয়া মহাসত্ত্বের আশ্রমের দিকে দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া উহা বর্ণন করিতে লাগিলেন :—

* লোকে পথরক্ষিকা দেবতাদিগের তৃপ্তিসাধনার্থ কুকুটাদি পক্ষী বলি দিত। উৎসর্গীকৃত পক্ষীগুলিকে 'পন্থসকুন' বলা হইত।

† পূর্ণপাত্র—নানাবিধ দ্রব্যে পূর্ণ পাত্র। কেহ কোন সুসংবাদ আনিলে তাহাকে এইরূপ পাত্র উপহার দেওয়া হইত। ক্রিয়াকাণ্ডের সময়ে ব্রাহ্মণদিগকে যে 'তোজ্য' দেওয়া হয়, তাহাও পূর্ণপাত্র নামে অভিহিত। ৫৫৩ মুষ্টি তণ্ডুলে এক পূর্ণপাত্র ধরিবার রীতি ছিল+.

৩২৬। ঐই যে দক্ষিণ পার্শ্বে শৈল দেখা যায়,
উহাই গন্ধমাদন নামে অভিহিত।
জায়াপুত্র-কন্যাসহ আছেন এখন
নির্ম্মাণি আশ্রম হোথা রাজা বিশ্বন্তর।*

৩২৭। ব্রাহ্মণের বেশে তিনি রত তপস্যায়
শিরে জটা, চর্ম্ম বাস, শয্যা ভূমিতল।
চমস লইয়া করে † হুতাশনে তিনি
প্রণমি আহুতি দেন নিত্য যথাবিধি।
কখন(ও) অঙ্কুশ লয়ে বিচরেন বনে
বৃক্ষ হতে বন্যফল পাড়িবার তরে।

৩২৮। ঐই রহিয়াছে বহু ফলবান্ তরু
অতি উচ্চ, গাঢনীল মেঘকূটবৎ,
অথবা অঞ্জনশৈলসম দৃশ্যমান।

৩২৯। অশ্বকর্ণ, ধব ‡ শাল, খদির, পলাশ,
মালু। প্রভৃতি তরুলতা বায়ুবেগে
দুলিতেছে, দুলে যথা মানুষেরা যবে
একটানে বহু সুরা করে তারা পান।

৩৩০। শুনা যায় তাহাদের শাখার উপর
পাখীর মধুর গান। কলকণ্ঠ কত
কোকিলাদি বিহগেরা § করিয়া কূজন
বৃক্ষ হ'তে বৃক্ষান্তরে উড়ি চলি যায়।

[illegible] শাখা-পত্র-সঞ্চালনে [illegible] তাহারা
সাদরে পথিকে যেন করে সম্ভাষণ।$
আগন্তুক, অধিবাসী সকলেই হোথা
হেরি প্রকৃতির শোভা প্রীতি সদা পায়।
জায়া-পুত্র কন্যাসহ আছেন এখন
নির্ম্মাণি আশ্রম হোথা রাজা বিশ্বন্তর।

৩৩২। ব্রাহ্মণের বেশে তিনি রত তপস্যায়—
শিরে জটা, চর্ম্ম বাস, শয্যা ভূমিতল।
চমস লইয়া হস্তে হুতাশনে তিনি
প্রণমি আহুতি নিত্য দেন যথাবিধি।
কখন(ও) অঙ্কুশ লয়ে বিচরেন বনে
বৃক্ষ হতে বন্য ফল পাড়িবার তরে।

---

* পূর্ব্বে কিন্তু বলা হইয়াছে যে, বিশ্বন্তর বঙ্ক পর্ব্বতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। বঙ্কপর্ব্বতকে গন্ধমাদনের অংশ মনে করিলে কোন বিরোধ থাকে না।

† মূলে 'আসদংচ মসং আছে। ইহা 'আসদং চমসং' হইবে। আসদ = অঙ্কুশ—ফল পাড়িবার জন্য দীর্ঘ দণ্ড-বিশেষ। ইহার অগ্রভাগ অঙ্কুশাকার, কাজেই ইহা দ্বারা ফল টানিতে ও ফলের বোঁটা ছিঁড়িতে পারা যায়। প্রদেশভেদে আমরা ইহাকে আকর্ষী বা (পূর্ব্ববঙ্গে) কোটা বলি।

‡ ধব বা ধও গাছ। উড়িষ্যা, সাঁওতাল পরগণা প্রভৃতি অঞ্চলে লোকে ইহাকে ধও বলে। শম্বুল জাতকেও (৫১৫) এই বৃক্ষের নাম পাওয়া গিয়াছে। 'মালুবা' এক প্রকার লতা।

§ মূলে 'নজ্জুহ' পক্ষীরও নাম আছে। কিন্তু অভিধানে 'নজ্জুহ' শব্দ পাওয়া যায় না; টীকাকারও ইহার ব্যাখ্যা করেন নাই। ইহা দাত্যূহ (ডাহুক) কি?

$ অথবা—সমীরণ-সঞ্চালিত শাখাপত্র দ্বারা করে যেন পাছে তরু সাদরে আহ্বান।

৩৩৩। কপিত্থ, পনস, আম্র, শাল, বিভীতক,
জম্বু, হরীতকি, ধাত্রী, অশ্বত্থ বদরী,

৩৩৪। তিন্দুক * সুবর্ণবর্ণ, ন্যগ্রোধ, মধুক,
(সুমধুর ফুল যার), উড়ুম্বর আর

৩৩৫। (যাদের সুপক্ক ফল শোভিতেছে নীচে),
পারাবত, † ভব্য, ‡ দ্রাক্ষা (ফল হতে যার
মধু নিঃসরণ হয়)—এই সব সেথা.
আর(ও) নানাবিধ বৃক্ষ আছে অগণন।
নিজেই বিশুদ্ধ মধু আহরি সেখানে
ইচ্ছামত করি পান তৃপ্ত হয় লোকে।

৩৩৬। আম্রতরু ফল দেয় যেথা বার মাস ;—
কোনটী পুষ্পিত, কার(ও) হইতেছে গুটি ;
কোনটীতে কাঁচা পাকা উভয় প্রকার
ভেকবর্ণ ফলগুলি যাইতেছে দেখা।

৩৩৭। দাঁড়ায়ে গাছের তলে লোকে অনায়াসে
কাঁচা পাকা আম সব হাত বাড়াইয়া
ছিঁড়িয়া লইতে পারে। বর্ণে, গন্ধে রসে
তুলনা কোথাও নাই এ সব ফলের।

৩৩৮। দেবভূমি নন্দনের তুল্য সে আশ্রম।
আশ্চর্য্য এ সব দেখি বলি সবিস্ময়ে
"অহো কি অদ্ভুত দৃশ্য দেখিলাম আমি !"

৩৩৯। আছে এই মহাবনে তাল, নারিকেল,
খর্জ্জুরাদি বৃক্ষ কত। পুষ্পরাজি সব
বৃন্তাগ্রে বিরাজে, অহো। মালার আকারে,
অথবা বিচিত্রবর্ণ ধ্বজাগ্র যেমন।
নানাবর্ণ পুষ্পে অই বন শোভা পায়
নক্ষত্র-খচিত নভোমণ্ডলের ন্যায়।

৩৪০-৩৪২। কুটজ, তগর কুষ্ঠ, ¶ পাটলি, পুন্নাগ,
কোবিদার, উদ্দালক, অগুরু, ভল্লিক,
পুত্রজীব, ককুদ, অসন, নীপ, ধব,
সরল, কোসম্ব, সোম, লবুজাদি বহু
পাদপ বিরাজে হোথা কুসুমে মণ্ডিত।
অগণন কুসুমিত শাল দূর হতে
পলালখলের মত দৃশ্যমান হয়।

৩৪৩। মনোরম ভূমিভাগে, অদূরে উহার
আবৃত কমলোৎপলে শোভে পুষ্করিণী,
নন্দনকাননে যথা দেবসরোবর।

৩৪৪। তটরুহ তরুরাজি বসন্ত-আগমে
সুশোভিত হয় যবে কুসুমভূষণে,

---

* আবলুশ। সাঁওতাল পরগণায় ইহাকে কেন্দ বলে। ইহার ফল গাবের ফলের মত।

† পারাবত বা পারেবত = গাব। ‡ ভব্য = সংস্কৃত 'কর্ম্মরঙ্গ' ; বাঙ্গালা 'কামরাঙ্গা।'

¶ কুষ্ঠ—এক প্রকার সুগন্ধিকাষ্ঠ-বিশিষ্ট বৃক্ষ। নামান্তর 'কেমুক।' অসন = পিয়াশাল। ভল্লিক = ভল্লাতক (ভেলা) কি ? 'কোসম্ব' ও 'সোমবৃক্ষ' কি, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। 'সোমবৃক্ষ' = সোমলতা কি ?

পল্লবান্তরালে মত্ত পুষ্পরসপানে
কলকণ্ঠ পিকগণ মনের আহ্লাদে
পবনে মধুর স্বরে করে সম্ভাষণ।

৩৪৫। পদ্মপত্রে ক্ষরে মধু পদ্মরেণু হ'তে ;
বহে সেথা সমীরণ, কভু বা দক্ষিণ,
কভু বা পশ্চিম হ'তে করি বিতরণ
পদ্মরেণু সমন্তাৎ আশ্রম উপরি।

৩৪৬। স্থূল স্থূল শৃঙ্গাটক * জন্মে জলে তার,
স্বয়ংজাত শালি আর প্রচুর-প্রমাণ।+
মীন-কূর্ম-কর্কটাদি জলচরগণ
আনন্দে সে সরোবরে করে ছুটাছুটি।
বিসাগ্র হইতে ক্ষরে রস সুমধুর ; ‡
মৃণালের রস তার ক্ষীরসর্পিঃসম।

৩৪৭। সঞ্চরে সমীর সেথা বিবিধ পুষ্পের
সুগন্ধ বহন করি, ঘ্রাণ পেয়ে তার
আনন্দে মাতিয়া উঠে মন সকলের।

৩৪৮। পুষ্পগন্ধলুব্ধ অলি পুঞ্জে পুঞ্জে সেথা
গুঞ্জরি চৌদিকে ধায়, বিচরে সেখানে
বিবিধ বিচিত্রবর্ণ বিহগমিথুন
কূজনে প্রতিকূজনে তুষি পরস্পরে :—

৩৪৯। নন্দিকা, জীবপুত্রা, প্রিয়া, আর নন্দা—
এই সব বিহঙ্গম বাস করে সেথা।
মধুর কূজন দ্বারা করিতেছে তারা
সতত সে রাজর্ষির কুশল কামনা। §

৩৫০। বিচিত্র সুরভি পুষ্পরাজি তরুশাখে
কি সুন্দর শোভা পায় মালার আকারে,
অথবা বিচিত্রবর্ণ ধ্বজাগ্র যেমন।
করেন ঈদৃশ স্থানে নির্ম্মাণি আশ্রম
জায়াপত্যসহ বাস রাজা বিশ্বন্তর।
ব্রাহ্মণের বেশে তিনি রত তপস্যায় ;—
শিরে জটা, চর্ম্ম বাস ; শয্যা ভূমিতল।

---

* শৃঙ্গাটক—সিঙ্গাড়া (পানিফল)।

+ মূলে 'সংসাদিয়া পসাদিয়া' আছে। সংসাদিয়া এক প্রকার স্বয়ংজাত শালি (সংস্কৃত 'স্বয়ংসাতিকা' কি ?)। টীকাকার ইহার নামান্তর দিয়াছেন 'সূকরসালি'। "পসাদিয়া" বোধ হয় সংস্কৃত 'প্রসাতিকা'। ইহাও এক প্রকার স্বয়ংজাত শালি।

‡ মূলে ও টীকায় 'ভিংসেহি' আছে। শুদ্ধপাঠ 'ভিসেহি'। ভিস=বিস।

§ মূল গাথাটী এই :—

মল্লিকা জীবপুত্তা চ জীবপুত্তা পিয়া চ নো
পিয়া পুত্তা পিয়া নন্দা দিজা পোক্খরণীঘরা।

বলা বাহুল্য যে 'নন্দিকা' প্রভৃতি কল্পিত নাম। টীকাকার বলেন :—মল্লিকা তি আদিনি তেসং নামানি। তেসং পঠমা "সামি বেস্সন্তর ইমস্মিং বনে বসন্তো নন্দ" তি বদতি ; দুতিয়া "ত্বং চ সুখেন জীবপুত্তা চ তে" তি বদতি, ততিয়া "ত্বং চ জীবপিয়পুত্তা চ তে" তি বদতি, চতুত্থা চ "ত্বং চ নন্দপিয়পুত্তা চ তে" তি বদতি। তেন তেসং এতানেব নামানি অহেসুং।

চমস লইয়া হস্তে হুতাশনে তিনি
প্রণমি আহুতি নিত্য দেন যথাবিধি।
কখন(ও) অঙ্কুশ লয়ে বিচরেন বনে
বৃক্ষ হ'তে বল্কল পাড়িবার তরে।

চেতপুত্র এইরূপে বিশ্বন্তরের বাসস্থান বর্ণন করিলে জূজক তুষ্ট হইয়া প্রীতিসম্ভাষণ-পূর্ব্বক বলিল :—

৩৫১। ছাতুর এ সব মোয়া মধুদিয়া মাখা,
মধুমাখা এই সব লাড়ু যত আছে,
দিলাম তোমায়, ভাই ; করহ ভোজন।

ইহা শুনিয়া চেতপুত্র বলিলেন,

৩৫২। এসব তোমার(ই) হোক পথের সম্বল ;
হেথা হ'তে আরও কিছু ল'য়ে যাও তুমি।
গমন মনের সুখে করহ ব্রাহ্মণ।
৩৫৩। ঐ যে সম্মুখে দেখ একপদী পথ,
গেছে উহা ঋজুভাবে অচ্যুত-আশ্রমে।
পঙ্কদন্ত, রজঃশির অচ্যুত সেথানে
করেন বসতি ;
৩৫৪। তাঁর ব্রাহ্মণের বেশ ;
শিরে জটা, চর্ম্ম বাস ; শয্যা ভূমিতল।

চমস লইয়া হস্তে হুতাশনে তিনি
প্রণমি আহুতি নিত্য দেন যথাবিধি।
তাঁর কাছে গিয়া তুমি জানি লও পথ।

ক্ষুদ্রবনবর্ণন সমাপ্ত।

(৭)

৩৫৫। শুনি ইহা ব্রহ্মবন্ধু চেতপুত্রে প্রদক্ষিণ করি হৃষ্টমনে
চলিল সত্বর সেই একপদী পথ দিয়া অচ্যুত-আশ্রমে।
৩৫৬। উপনীত হয়ে সেথা ভারদ্বাজ* অচ্যুতের পেল দরশন ;
আরম্ভিল সঙ্গে তার অতঃপর ভারদ্বাজ প্রীতি-সম্ভাষণ।

৩৫৭। "কুশল ত, প্রভো, তব ? শারীরিক মানসিক
কোনরূপ অসুখ ত নাই ?
করেন ত উঞ্ছ দ্বারা জীবন যাপন হেথা ?
ফলমূল পান ত সদাই ?
৩৫৮। দংশমশকাদি কীট, সরীসৃপগণ আর
তত বেশী নাই ত এখানে ?
ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদ কভু করেনা ত উপদ্রব
আপনার এ জীবন বনে ?"†

অচ্যুত বলিলেন,

* জুজক ভারদ্বাজ-গোত্রজ বলিয়া এই নামে অভিহিত।
† এই গাথাগুলি শোণনন্দ-জাতকেও (৫৩২) পাওয়া গিয়াছে।

৩৫৯। "কুশল, ব্রাহ্মণ, মোর. শারীরিক মানসিক
কোনরূপ অনাময় নাই ;
উঞ্ছবৃত্তি করি আমি জীবন যাপন হেথা ;
ফলমূল সুপ্রচুর পাই।

৩৬০। দংশমশকাদি কীট, সরীসৃপগণ আর:
নাই হেথা বলিলেই চলে ;
শ্বাপদসঙ্কুলবনে বাস করি এতকাল
জানি না ক হিংসা কারে বলে।

৩৬১। এ রম্য আশ্রমপদে একাকী বসতি আমি
করিলাম অনেক বৎসর ;
কিন্তু দিনেকের তরে করি নাই ভোগ আমি
কোনরূপ রোগ কষ্টকর।

৩৬২। স্বাগত, হে বিপ্রবর! তব আগমনে আজ
অতি হৃষ্ট হল মোর মন।
প্রবেশি কুটীরে এবে কর পাদ প্রক্ষালন ;
হও তুমি কল্যাণভাজন ;

৩৬৩। তিন্দুক, পিয়াল আর মধুকাদি ক্ষুদ্র ফল
আছে হেথা প্রচুরপ্রমাণ ;
ক্ষুন্নিবৃত্তি তরে তুমি সে সব ভোজন কর,
বার বার, যত চায় প্রাণ।

৩৬৪। পর্ব্বত-কন্দর হতে নির্ম্মল শীতল জল
করিয়াছি আমি আনয়ন ;
ইচ্ছা যদি হয়, তবে পান করি এই জল
কর তুমি পিপাসা দমন।"

জূজক বলিল,

৩৬৫। দিলেন যে সব, প্রভো, অর্ঘরূপে মোরে,
কৃতজ্ঞ হৃদয়ে আমি করিনু গ্রহণ।
শিবিরা করেছে নির্ব্বাসিত বিশ্বন্তরে—
সঞ্জয়ের পুত্র যিনি—দেখিতে তাঁহারে
আসিয়াছি আমি হেথা, কোথা তাঁর বাস,
জানা যদি থাকে তব, বলুন আমায়।

অচ্যুত বলিলেন,

৩৬৬; বুঝিনু উদ্দেশ্য তব নয় সাধু, যে কারণ
করিয়াছ হেথা আগমন ;
বোধ হয়, লবে যাচি রাজার ভার্য্যাকে, যিনি
পতিব্রতা, রমণীরতন।

৩৬৭। যাচিবে কৃষ্ণাজিনাকে দাসী করিবার তরে ;
জালীকে করিবে তুমি দাস ;
মাতা-পুত্র কন্যা তিনে লইতে এ বন হ'তে
আসিয়াছ, এ মোর বিশ্বাস।
ভোগ্য বস্তু, ধনধান্য রাজার ত নাই কিছু,
যাচিবে যা' তুমি তাঁর ঠাঁই ;
করিয়াছ আগমন যে উদ্দেশ্যে তুমি, তাহা
সাধু নয়, বুঝিলাম তাই।

ইহা শুনিয়া জূজক বলিল,

৩৬৮। নই আমি, ভগবন্, ক্রুদ্ধ কার(ও) প্রতি ; যাচিতে না কিছু আমি এসেছি সম্প্রতি।
সতত কল্যাণকর সাধুদরশন ; সাধু সঙ্গে হয় লোকে সুখের ভাজন।
৩৬৯। দেখি নাই পূর্ব্বে আমি রাজা বিশ্বন্তরে, নির্ব্বাসিত করিয়াছে শিবিরা যাঁহারে।
তাঁহার(ই) দর্শনহেতু এসেছি হেথায় ; জান যদি কোথা তিনি, বলহ আমায়।

অচ্যুত জূজকের কথা বিশ্বাস করিলেন। তিনি বলিলেন, "আচ্ছা, আমি তোমাকে তাঁহার বাসস্থান বলিয়া দিতেছি ; তুমি আজ এই আশ্রমে অবস্থিতি কর।" অনন্তর তিনি তাহাকে বন্য ফল ভোজন করাইয়া তৃপ্ত করিলেন এবং পরদিন হস্ত বিস্তার করিয়া পথ দেখাইয়া দিলেন :—

৩৭০। "অই যে দক্ষিণ পার্শ্বে শৈল দেখা যায়,
উহাই গন্ধমাদন নামে অভিহিত।
জায়াপুত্রকন্যাসহ আছেন এখন
নির্ম্মাণি আশ্রম হোথা রাজা বিশ্বন্তর।
৩৭১। ব্রাহ্মণের বেশে তিনি রত তপস্যায়—
শিরে জটা ; চর্ম্ম বাস ; শয্যা ভূমিতল।
চমস লইয়া হস্তে হুতাশনে তিনি
প্রণমি আহুতি নিত্য দেন যথাবিধি।
কখন(ও) অঙ্কুশ লয়ে বিচরেন বনে
বৃক্ষ হ'তে বন্য ফল পাড়িবার তরে।
৩৭২। অই রহিয়াছে বহু ফলবান তরু,
অতি উচ্চ, গাঢ়নীল মেঘকূটবৎ,
অথবা অঞ্জনশৈলসম দৃশ্যমান।
অশ্বকর্ণ, ধব, শাল, খদির, পলাশ,
মালুব প্রভৃতি তরুলতা বায়ুবেগে
দু'লে হোথা, দুলে যথা মানুষেরা ঘবে
এক টানে বহুসুরা করে তারা পান।
৩৭৩। শুনা যায় তাহাদের শাখার উপর
পাখীর মধুর গান। কলকণ্ঠ কত
কোকিলাদি বিহগেরা করিয়া কূজন
বৃক্ষ হ'তে বৃক্ষান্তরে উড়ি চলি যায়।
৩৭৪। শাখাপত্র-অন্তরালে বসিয়া তাহারা
সাদরে পথিকে যেন করে সম্ভাষণ।
আগন্তুক, অধিবাসী—সকলেই হোথা
হেরি প্রকৃতির শোভা প্রীতি সদা পায়।
জায়াপুত্রকন্যাসহ আছেন এখন
নির্ম্মাণি আশ্রম হোথা রাজা বিশ্বন্তর।
৩৭৫। ব্রাহ্মণের বেশে তিনি রত তপস্যায়—
শিরে জটা ; চর্ম্ম বাস ; শয্যা ভূমিতল।
চমস লইয়া হস্তে হুতাশনে তিনি
প্রণমি আহুতি নিত্য দেন যথাবিধি।
কখন(ও) অঙ্কুশ লয়ে বিচরেন বনে
বৃক্ষ হ'তে বন্য ফল পাড়িবার তরে।*

* ৩৭০ম হইতে ৩৭৫ম গাথা ৩২১ম হইতে ৩২৬ম গাথার পুনরুক্তি।

৩৭৬। অই রম্য ভূমিভাগ রয়েছে বিস্তৃত
করেরী-মালায় ; * সমাচ্ছন্ন অনুক্ষণ
হরিৎ শাদ্বলে, তাই, ধূলি কোন কালে
করে না ক জ্বালাতন উড়িয়া বাতাসে।

৩৭৭। ময়ূরগ্রীবাসকাশ তৃণচয় সেথা
তূলবৎ সুকোমল, সর্ব্বত্র সমান ;—
চারি আঙুলের বেশী বাড়ে না ক তাহা।
আম্র, জম্বু, কপিত্থ ও উড়ুম্বর তরু
(পক্বফল যাহাদের হস্তলভ্য সদা) ,—
এই সব, আর(ও) কত ভোগের পাদপ—
আছে হোথা, তাই উহা এত সুখকর।

৩৭৮। গিরিতটিনীরা হোথা করে নিস্যন্দন
বিমল, † সুগন্ধ, ‡ শুচি সলিল সতত।
দলে দলে করে মীন গর্ভে বিচরণ।

৩৭৯। মনোরম ভূমিভাগে, অদূরে উহার,
আবৃত কমলোৎপলে শোভে পুষ্করিণী,
নন্দন কাননে যথা দেব সরোবর।

৩৮০। শ্বেত-নীল-রক্তভেদে বিচিত্র ত্রিবিধ
শতদলে সমাচ্ছন্ন জলরাশি তার।

এইরূপে চতুরস্র পুষ্করিণী বর্ণন করিয়া অতঃপর অচ্যুত মুচলিন্দ সরোবরের শোভা বলিতে লাগিলেন §:—

৩৮১। মুচলিন্দ সরোবরে কমলনিকর
ক্ষৌমবৎ শুভ্র ; জল আবৃত তাহার
শ্বেত সরোরুহে আর কলম্বী লতায়।

৩৮২। জল জানুপ্রমাণ গভীর যতদূর,
আচ্ছন্ন সে সরোবর প্রফুল্ল কমলে ;
কি গ্রীষ্মে, কি শীতে,—সর্ব্ব ঋতুতে সেখানে
রয়েছে কমলরাজি ফুটি অগণন।

৩৮৩। বিবিধ বিচিত্র পুষ্পাভরণ-মণ্ডিত
আমোদিত সরোবর সৌরভে সতত ;
কুসুমের গন্ধাকৃষ্ট মধুকরগণ
মধুর গুঞ্জনে সেথা জুড়ায় শ্রবণ।

৩৮৪-৩৮৮। উদকান্তে তটদেশে রয়েছে পুষ্পিত
কদম্ব, পাটলি, কোবিদার, কচ্চিকার,
অঙ্কোল, নাগকেশর, শ্বেতচ্ছ শিরীষ,
রক্তমাল, স্থলপদ্ম, নিগুণ্ডী, অসন,

---

* করেরী—করেরী পুষ্প। করেরী=বরুণ বৃক্ষ।

† মূলে 'বেড়ুরিয়বণ্ণসন্নিভ (বৈদূর্য্যবর্ণসন্নিভ) আছে।

‡ জলের গন্ধ নাই, কাজেই ইহা সুগন্ধি নয় ; তবে পদ্মরেণু সংস্পর্শে ইহা 'সুগন্ধ' ইহা বলা যাইতে পারে।

§ বিশ্বন্তর-জাতকের আশ্রম ইত্যাদির বর্ণনা পড়িয়া সুধাভোজন-জাতকের (৫৩৫) ও কুণাল-জাতকের (৫৩৬) বনভূমি-বর্ণনার কথা মনে পড়ে। তরুলতা, পশু, পক্ষী প্রভৃতির নামের সংখ্যায় বিশ্বন্তর-জাতক পূর্ব্ববর্ত্তী জাতকদ্বয়কেও অতিক্রম করিয়াছে। বর্ণনায় পুনরুক্তিদোষ অতিবহুল—একই নাম ভিন্ন ভিন্ন গাথায় দেখা যায় ;

পজ্জুর, বকুল, শোভাঞ্জন, কর্ণিকার,
অর্জ্জুন, কেতকী, অজুকর্ণা, মহানামা,
বিবিধ কদলী, শাল, শিংশপ, কিংশুক
(রক্ত-পুষ্প শোভে যার অগ্নিশিখাসম।)।

৩৮৯-৩৯১। শত শতবিধ তরু আর(ও) কত আছে—
শ্বেতপর্ণী, শ্বেতাগুরু, অক্ষিব, তগর, *
সপ্তপর্ণী, জটামাংসী, কদলী, শল্লকী,
ছোট বড় ঋজু সব; দেখিতে সুন্দর;
সদাপুষ্পসুশোভিত। রয়েছে চৌদিকে
আশ্রমের অগ্নিশালা বেষ্টিয়া তাহারা।

৩৯২-৩৯৩। রয়েছে জলের ধারে ভূতৃণ প্রচুর
শৈবল,বরবটি, মুগ, কলম্বী, শীর্ষক,
দাসিম, কক্কক আদি জলজ উদ্ভিদ।
ঢেউ খেলি বহে বায়ু উপরে তাদের;
মধু খেয়ে করে অলি মধুর গুঞ্জন।

৩৯৪। এলম্বরা নামে বল্লী দেখিবে সেখানে
উঠিয়াছে তরু' পরি; কুসুম তাহার
এমনি সুগন্ধি যে তা' করিলে ধারণ
সপ্তাহের(ও) অন্তে সেই গন্ধ পাওয়া যায়।

৩৯৫। ইন্দীবর-বিভূষিত সে মুচলিন্দের
রয়েছে উভয় পার্শ্বে এমন পাদপ,

পুষ্পিত কুসুম যার করিলে ধারণ
অর্দ্ধমাসে সৌরভ না নষ্ট হয় তার।

৩৯৬-৩৯৭। নীলপুষ্পী, শ্বেতবারী, গিরিকর্ণিকার,
কটেরুহ, তুলসী প্রভৃতি লতাগুল্মে
সমাচ্ছন্ন বনভূমি। আমোদিত তাহা
পুষ্পের সুগন্ধে সদা; সর্ব্বত্র সেখানে
অলির গুঞ্জন শুনি জুড়ায় শ্রবণ †

৩৯৮। ত্রিবিধ কক্কারু † জন্মে সেই সরোবরে;—
কুম্ভের সমান একপ্রকার তাহার;
আর দু'টী মৃদঙ্গের সম-আয়তন।

একই বিশেষণ নানা স্থানে প্রযুক্ত হইয়া নিতান্ত শ্রুতিকটু হইয়াছে। অনেকগুলি নাম অভিধানেও পাওয়া যায় না; সুতরাং পদার্থগ্রহ অসম্ভব। নিম্নে কতকগুলি অপ্রচলিত নামের যথাসাধ্য পরিচয় দিলাম।—কচ্ছিকার—কুণাল-জাতকের (৫ম খণ্ড, ২৩৫র পৃষ্ঠে) এই নাম পাওয়া গিয়াছে। অঙ্কোল—(কুণাল-জাতকের ২৩৫ম পৃঃ)—অকরকণ্ট। নিগুণ্ডী—নিষিন্দা, সিন্ধুবার। 'পজ্জুর' অভিধানে নাই। 'মহানামা' কি বৃক্ষ তাহা বুঝিতে পারিলাম না। অজুকর্ণা—পিয়াশাল (Pentaptera tomentosa)। পারিভদ্রা—কণ্ডমাল, রক্তকমাল (টীকাকার)। বারণ ও সায়ন—নাগবৃক্ষ (টীকাকার)। সেতবারিসা='সেতজ্জকথা'; ইহারা শ্বেতস্কন্ধ ও মহাপর্ণ এবং ইহাদের পুষ্প কর্ণিকার পুষ্পের মত (টীকাকার)।

* অক্ষিব—সজিনা; আবার শোভাঞ্জনও সজিনা। 'সিবল' ও 'কুলাবর' অভিধানে নাই। শল্লকী—কুন্দুরু বৃক্ষ। ইহার নির্য্যাসের নাম 'লবান্'। কণিক্ষক—ভূতৃণ বা ভূস্তৃণ—গন্ধবেণা। 'শীর্ষক' কি তাহা নির্ণয় করিতে পারিলাম না। কয়োস্তি—বরবটি বা রাজমাস। 'দাসিম' ও 'কক্কক' কি তাহা বুঝিলাম না। এলম্বরা—দ্রাক্ষাজাতীয় একপ্রকার লতা। নীলপুষ্পী, শ্বেতবারী ও কটেরুহ, এগুলি যে কি গাছ, তাহা বুঝা যায় না।

† কক্কারু—কর্কটী (লাউ, কুমড়া প্রভৃতি কি)?

৩৯৯। সর্ষপ, সবুজবর্ণ লশুন প্রচুর,
অসীতক তালদীর্ঘ, ইন্দীবর যাহা
তীরে বসি পারা যায় করিতে চয়ন),—
রয়েছে এসব মুচলিন্দ সরোবরে।*

৪০০-৪০১। আস্ফোতক, সূর্যাবলী, সুগন্ধি-চন্দন,
অশোক, বলিভ, ক্ষুদ্রপুষ্পিকা, অনোজ,
করণ্ডক, নাগবল্লী, কিংশুকলতিকা,
শোভে লয়ে পুষ্পভার মস্তক উপরি।+

৪০২-৪০৩। বাসন্তী, যূথিকা (যার গন্ধ মনোহর),
কটেরুহ, নীলী, ভণ্ডী, জাতী, পদ্মোত্তর,
পাটলি, কার্পাস,‡ কর্ণিকার (পুষ্প যার
শোভে যথা অগ্নিশিখা কিংবা হেমজাল।

৪০৪। কি আর বর্ণিব ? সেই মহাসরোবর
অতি রমণীয় ; সেথা স্থলজ, জলজ
সর্ব্ববিধ পুষ্প সর্ব্বকালে শোভা পায়।

৪০৫। বহু জলচর তার জলে করে বাস—
রোহিত, নড়পি, শৃঙ্গী, মকর, কুম্ভীর,
শিশুমার আদি নানাবিধ জলচর।

৪০৬-৪০৮। ভোগের বিবিধ বস্তু আছে সেই থানে—
যষ্টিমধু, ভদ্রমুস্তা, প্রিয়ঙ্গু, তালিস,
শতপুষ্প, তুঙ্গবৃন্ত, পদ্মক, নরদ,
[illegible]
গন্ধশীল, গুগ্‌গুল, চোরক, তালতরু,
কর্পূর, কলিঙ্গ আদি। নিরন্ত এসব
পরের সেবায় নানা ভোগ্যবস্তু দানে।¶

৪০৯-৪১৩। পুরিসালু, হস্তী, সিংহ, ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদ,
পৃষত, শরভ, এণি, রোহিত হরিণ,§
শৃগাল, কুক্কুর, মলপুষ্পাভ, তুলিকা,
চমরী, চলনী, লম্বী প্রভৃতি বিবিধ
মর্কটজাতীয় পশু - ঝাপিত ও পিচু,

---

* অসীতক—সিনিদ্ধায় ভূমিয়ং থিতা তালাবিয় রুক্খা (টীকাকার)।

+ আস্ফোতক—যূথিকাজাতীয়া লতাবিশেষ। বলিভ—কুষ্মাণ্ড। অনোজ—রক্তপুষ্প উদ্ভিদবিশেষ। কিংশুক নামে একপ্রকার লতারও উল্লেখ দেখা যায়। পুষ্পসাদৃশ্যবশতঃ বোধ হয় এই নাম হইয়া থাকিবে।

‡ মূলে সমুদ্দকপ্পাসী' আছে। টীকায় বা অভিধানে ইহার নাম পাওয়া যায় না। আমি 'সমুদ্দ' (সমুদ্র) অংশ ছাড়িয়া কপ্পাস (কার্পাস) নামটী গ্রহণ করিলাম।

¶ এই গাথা তিনটাতে প্রধানতঃ নানারূপ সুগন্ধি উদ্ভিদের নাম আছে। উরক, লোলুপ প্রভৃতি কয়েকটী নাম নিতান্ত অপরিচিত বলিয়া পরিত্যক্ত হইল। বিভেদক—তাল গাছ।

§ পুরিসালু বা পুরিসলু কুণাল-জাতক, ২৬৩য় পৃষ্ঠ)—বড়বামুখপেক্খিয়োযক্খিনীয়ো (টীকাকার)। মলসন্নিভ—মলপুষ্পবর্ণ বৃককুক্কুর (টীকাকার)। তুলিকা—পক্ষবিড়াল অর্থাৎ বাদুড়। 'সুলোপী' একপ্রকার ক্ষুদ্র হরিণ। লম্বী ও চলনী দ্রুতগামী হরিণ (বাতমৃগ)। ঝাপিত মর্কট (মুখপোড়া) হনুমান্ কি ? কালক—কৃষ্ণবর্ণ মৃগ (কৃষ্ণসার কি ?)। চিত্রক চিতা বাঘ নয় ত ? কিন্তু দ্বীপীও ত চিতা। ৪১২শ গাথাতে 'শোণ' ও 'সিগালের' নাম আছে ; কিন্তু ৪১০ম গাথাতেও এই জন্তুদ্বয়ের নাম পাওয়া গিয়াছে। 'পম্পক' নামটীও পরিত্যক্ত হইল। ইহা ৪১২শ গাথার মর্কট-পর্য্যায়ে

কর্কট ও কৃতামায়নামা মহামৃগ
ভল্লুক, বন্য গো, খড়্গী, নকুল, কালক,
মহিষ, চিত্রক, গোধা, দ্বীপী, প্রচালক,
শশ, কোকমাংসভোজী শ্বাপদ ভীষণ,
অন্যের উচ্ছিষ্টভোজী শকুন অনেক
করে বিচরণ মুচলিন্দের চৌদিকে।

৪১৪-৪১৪। শ্বেতহংস-কুকুত্থক-কুক্কুট-চকোর-
শিখি-নাগ-বক-ক্রৌঞ্চ-বলাকা-টিট্টিভ-
বাদিকা-নজ্জুহ-আদি পক্ষী অগণন
বিচরে নিকটে; কেহ, করিছে কূজন
কেহ বা প্রতিকূজনে দিতেছে উত্তর।

৪১৫-৪১৭। তিত্তির-লোহিতপৃষ্ঠ-শ্যেন-জীবঞ্জীব-
কুলাব-প্রতিকুম্ভক-পম্পক-পেচক-
কপিঞ্জর মদ্দালক স্বর্গ-চেলকেতু-
গোধক তিত্তির-ভণ্ড-পিক-চেলাবক-
কুক্কুহ-অঙ্গহেতুক প্রভৃতি বিহগে
আকীর্ণ সে বনভূমি; হয় মুখরিত
সতত অশেষবিধ রবে তাহাদের। *

৪১৮। চিত্ররাজি শতপত্র† সুমধুরস্বর
ভার্য্যাসহ মহানন্দে করে সেথা বাস,
কূজনে প্রতিকূজনে তুষি পরস্পরে।

৪১৯। [illegible] চিত্রপক্ষ, মঞ্জুস্বর [illegible]
আছে সেথা, শ্বেত অক্ষিকূট যাহাদের
বিরাজে উভয় পার্শ্বে অতি মনোরম। ‡

৪২০। নীলগ্রীব মঞ্জুস্বর ময়ূরমিথুন
কূজনে প্রতিকূজনে তোষে পরস্পরে।

৪২১-৪২৫। কুকুত্থক, কুলীরক, কুট্টক, সারস ¶
হস্তিলিঙ্গ, মিষ্টস্বর শুনিয়া যাহার

উল্লিখিত হইয়াছে। বস্তুতঃ যে ইহা কোন্ জীব, তাহা বুঝা গেল না। প্রচালক=গন্ডকুত্তমিগা (টীকাকার)। ৪১৩শ গাথার দ্বিতীয়ার্দ্ধে 'অট্ঠাপদ' শব্দ আছে। ইহা শরভ মৃগেরই নামান্তর; এজন্য পরিত্যক্ত হইল। কিন্তু ইহাতে 'উর্ণনাভ'ও বুঝাইতে পারে।

* ৪১৬শ গাথায় 'পিঙ্গুক' এবং ৪১৭শ গাথায় 'উহুকার' নাম আছে। দুইটাই পেচক-বাচক। প্রথমটী লক্ষ্মী পেঁচা এবং দ্বিতীয়টী কালপেঁচা বুঝায় কি? 'স্বর্গ' শব্দের সম্বন্ধে টীকাকার বলিয়াছেন, ইহা 'বালকসকুণ'। কিন্তু তাহাতে কিছুই বুঝা যায় না। ব্যাগ্ঘিনাস=শ্যেন।

† মূলে 'নীলক' আছে। টীকার পাঠান্তরে ইহাকে 'চিত্ররাজি শতপত্র' বলা হইয়াছে।

‡ মূলে 'মঞ্জুস্সরা সিতা' আছে। আমি 'সিতা' পদটী পরিত্যাগ করিলাম, কারণ পরবর্ত্তী 'চিত্রপেখুণ' পদের সহিত ইহার বিরোধ। 'সিতার' পরিবর্ত্তে 'ঠিতা' পাঠও দেখা যায়; কিন্তু তাহাও অনাবশ্যক।

¶ পক্ষীদিগের সমাজে কুলীরককে টানিয়া আনা নিতান্তই বিসদৃশ হইয়াছে। 'কাড়ামেধ্য' ও 'বলীবদ্দ' এই দুইটা নাম নিতান্ত দুর্ব্বোধ্য বলিয়া পরিত্যক্ত হইল। 'হিঙ্গুরাজ' স্পষ্টতঃ ভিঙ্গরাজ (ভৃঙ্গরাজ) শব্দের দুষ্ট পাঠান্তর। পাকহংস-সম্বন্ধে পঞ্চমখণ্ডের ২২২শ পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য। মূলের 'কোট্ঠ' আমি কুট্টক বা কাষ্ঠকুট্টক অর্থে গ্রহণ করিলাম। মূলের 'পোক্খরসতক' (পুষ্করসতক) বোধ হয় সারস। 'বারণ' পক্ষীর নাম দুই বার আছে। ইহা আমি 'হস্তিলিঙ্গ' অর্থে গ্রহণ করিয়া একবার মাত্র উল্লেখ করিলাম। 'হস্তিলিঙ্গ'-সম্বন্ধে পঞ্চম খণ্ডের ২৬৩শ পৃষ্ঠের পাদটীকা দ্রষ্টব্য। এই সুদীর্ঘ বনবর্ণনের টীকায় যে সকল নামের ব্যাখ্যা দেওয়া গেল না,

সায়ংপ্রাতঃ প্রতিদিন জুড়ায় শ্রবণ।
শুক, শারি, ভৃঙ্গরাজ, কুকুণ, কুরর,
আটি, পরিবদন্তিক, হংস, জীবঞ্জীব,
অতিবল পাকহংস, কদম্ব, দাত্যূহ,
পারাবত, রবিহংস, চক্রবাকগণ
(নদীতে বিচরে যারা), — বিবিধবরণ
এ সব বিহগ সেথা করে বিচরণ।
কেহ বা কূজন করে, কেহ বা তাহার
প্রতিকূজনের দ্বারা দিতেছে উত্তর।

৪২৫। সংক্ষেপে বলিতে গেলে এই মাত্র বলি :—
বিবিধ-বরণ সেথা পক্ষী অগণন
নিজ নিজ ভার্য্যাসহ মনের আনন্দে
কূজনে প্রতিকূজনে তোষে পরস্পরে।

৪২৬। বিবিধবরণ বিহঙ্গম অগণন
মুচলিন্দ সরোবরে - চৌদিকে তাহার—
বরষে অমৃতধারা মধুর কূজনে।

৪২৭। কোকিল-মিথুন সেথা আছে অগণন
ভার্য্যাসহ মহানন্দে বিচরে তাহারা
কূজনে প্রতিকূজনে তুষি পরস্পরে।

৪২৮। মুচলিন্দ সরোবরে—চৌদিকে তাহার—
কলকণ্ঠ পিকগণ করে বিচরণ
বরষি অমৃতধারা মধুর-কূজনে।

৪২৯। পৃষতে, কদলিমৃগে, এণি আর নাগে
আকীর্ণ সে বনভূমি ; নানা পুষ্পলতা
পল্লবে কুসুমে করে সন্তাপ হরণ।

৪৩০। প্রচুর সর্ষপ সেথা। নীবার, কলায়,
শালি (যা'র ভাত রান্ধা যায় কাষ্ঠ বিনা :
আছে বহুপরিমাণে সে বনভূমিতে।

৪৩১। অই যে সম্মুখে তব একপদী পথ,
গেছে উহা ঋজুভাবে সে আশ্রমপদে।
উৎকণ্ঠা ও ক্ষুৎপিপাসা হয় বিদূরিত
প্রবেশ করিবামাত্র সেই শান্ত স্থানে।
সেখানে সদারাপত্য রাজা বিশ্বন্তর
তপস্যা-নিরত হয়ে আছেন এখন।

৪৩২। ব্রাহ্মণের বেশ তিনি করেন ধারণ :—
শিরে জটা ; চর্ম্ম বাস ; শয্যা ভূমিতল ;
চমস লইয়া হস্তে হুতাশনে তিনি
প্রণমি আহুতি নিত্য দেন যথাবিধি।"

৪৩৩। শুনি অচ্যুতের কথা জূজক তখন
হৃষ্টমনে প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহাকে

সেগুলি 'উদ্ভিদ্-বিশেষ', 'জন্তু-বিশেষ' বা 'পক্ষিবিশেষ' বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে—তাহাদের সনাক্ত করা অসাধ্য। টীকাকার 'আটি' পক্ষীর সম্বন্ধে বলেন যে ইহা 'দব্বীমুখ'।

চলিল সত্বর সেই আশ্রমাভিমুখে
যেথা রাজা বিশ্বন্তর করেন বসতি।

মহাবনবর্ণন সমাপ্ত।

৮

অচ্যুত যে পথ বলিয়া দিয়াছিলেন, তাহার অনুসরণ করিয়া জূজক প্রথমে চতুরস্র সরোবরে উপস্থিত হইল। তখন সে ভাবিল, 'আজ অনেকক্ষণ সন্ধ্যা হইয়াছে ; মাদ্রী এ সময় নিশ্চয় অরণ্য হইতে আশ্রমে ফিরিয়াছেন। স্ত্রীলোকেরা নানা বিঘ্ন ঘটায় ; কাল যখন তিনি আবার বনে যাইবেন, তখন আমি আশ্রমে গিয়া বিশ্বন্তরের নিকট তাঁহার পুত্র ও কন্যাকে যাচ্ঞা করিব, এবং তাঁহার ফিরিবার পূর্ব্বেই তাহাদিগকে লইয়া প্রস্থান করিব।' ইহা স্থির করিয়া সে একটা শৈলের উপর উঠিয়া একটু ভাল স্থান দেখিয়া সেখানে শয়ন করিল।

সেই রাত্রিতে মাদ্রী স্বপ্ন দেখিলেন যে, একটা লোক যেন দুইখানি কাষায় বস্ত্র পরিধান করিয়া তর্জ্জন করিতে করিতে আসিয়াছে। তাহার কর্ণদ্বয়ে রক্তবর্ণের মালা ; হস্তে আয়ুধ। সে পর্ণশালায় প্রবেশপূর্ব্বক মাদ্রীর জটা ধরিয়া টানিতে টানিতে যেন তাঁহাকে ভূতলে উত্তান করিয়া ফেলিল ; মাদ্রী চীৎকার করিতে লাগিলেন ; সে যেন তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া তাঁহার চক্ষু দুইটী উৎপাটন করিল, বাহু দুইখানি ছেদন করিল এবং তাঁহার বক্ষঃস্থল চিরিয়া নিঃসৃত রক্তধারা এবং হৃদয়মাংস লইয়া চলিয়া গেল। নিদ্রাভঙ্গের পর মাদ্রী ভীতত্রস্ত ভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'হায়, কি দুঃস্বপ্ন দেখিলাম! বিশ্বন্তর ব্যতীত অন্য কেহই এ স্বপ্নের কারণ বলিতে পারিবেন না ; তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি।' অনন্তর তিনি গিয়া মহাসত্ত্বের দ্বারে আঘাত করিলেন। মহাসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি?" মাদ্রী বলিলেন, "প্রভো, আমি মাদ্রী।" "ভদ্রে, আমরা যে ব্রত অনুষ্ঠান করিতেছি, তাহা ভঙ্গ করিয়া অকালে আসিলে কেন?" "প্রভো, আমি কামবশে আসি নাই ; একটা দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছি ; (তাহারই ফল জানিবার জন্য আসিয়াছি)।" "বল ত, কি দুঃস্বপ্ন দেখিলে।" মাদ্রী যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন তাহা আনুপূর্ব্বিক বলিলেন। বিশ্বন্তর এই স্বপ্নের তাৎপর্য্য বুঝিয়া ভাবিলেন, 'আমার দানপারমিতা পূর্ণ হইবে ; কাল একজন যাচক আসিয়া আমার পুত্র ও কন্যাকে যাচ্ঞা করিবে। এখন মাদ্রীকে আশ্বাস দিয়া বিদায় করা যাউক।' তিনি বলিলেন "ভদ্রে, দুঃশয়ন ও দুর্ভোজনবশতঃ বোধ হয় তোমার চিত্ত ব্যাকুলিত হইয়াছে ; তুমি ভয় করিও না।" মাদ্রীকে এইরূপে ভুলাইয়া ও আশ্বাস দিয়া তিনি বিদায় দিলেন। রাত্রি প্রভাত হইলে মাদ্রী সমস্ত প্রাতঃকর্ত্তব্য সম্পাদনপূর্ব্বক পুত্র ও কন্যাকে আলিঙ্গন করিয়া ও তাহাদিগের মস্তক চুম্বন করিয়া বলিলেন, "আমি একটা দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছি ; তোমরা আজ একটু সাবধান থাকিও।" তিনি মহাসত্ত্বের তত্ত্বাবধানে শিশুদুইটী রাখিবার কালেও বলিলেন, "প্রভো, ইহাদের দিকে সাবধানে দৃষ্টি রাখিবেন।" অনন্তর ঝুড়ি প্রভৃতি লইয়া চক্ষুর জল পুঁছিতে পুঁছিতে তিনি ফলমূলাহরণের জন্য বনে প্রবেশ করিলেন।

এদিকে জূজক ভাবিল, 'এতক্ষণ বোধ হয় মাদ্রী আশ্রম হইতে চলিয়া গিয়াছেন'। সে পর্ব্বতসানু হইতে অবতরণ করিয়া একপদী পথে আশ্রমাভিমুখে অগ্রসর হইল। মহাসত্ত্ব পর্ণশালা হইতে বাহির হইয়া একখানা পাষাণফলকে সুবর্ণপ্রতিমার ন্যায় উপবেশন করিয়া ভাবিতেছিলেন, 'এখনই যাচক উপস্থিত হইবে।' ফলতঃ সুরাসক্ত ব্যক্তি সুরাপিপাসু হইয়া যেমন কোন্ পথে সুরা আসিবে, তাহা দেখিতে থাকে, তিনিও সেইরূপ যাচকের

আগমনমার্গ অবলোকন করিতেছিলেন। শিশুদুইটী তখন তাঁহার পাদমূলে ক্রীড়া করিতেছিল। পথের দিকে অবলোকনপূর্ব্বক মহাসত্ত্ব ব্রাহ্মণকে আসিতে দেখিয়া, এই সাত মাস তিনি যে দানরূপ ভার নিক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন, তাহাই যেন পুনর্ব্বার স্কন্ধে লইয়া বলিলেন, "আসিতে আজ্ঞা হউক, ব্রাহ্মণ"। অনন্তর তিনি প্রীতমনে জালীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,

৪৩৪। উঠিয়া দাঁড়াও, বৎস। আসিলেন বুঝি
ব্রাহ্মণ এখানে কেহ। দেখিয়া ইঁহাকে
জাগে আজ মনে পূর্ব্ব দানের বৃত্তান্ত;
হইতেছে পুলকিত সর্ব্বাঙ্গ আনন্দে।

ইহা শুনিয়া কুমার বলিলেন,

৪৩৫। দেখিতেছি আমিও, আসিছে একজন;
ব্রাহ্মণের মত ওর আকার প্রকার।
আসিতেছে হেন ভাবে, চায় যেন কিছু।
অতিথি হবে এ ব্যক্তি আজ আমাদের।

ইহা বলিয়া আগন্তুকের প্রতি সম্মানপ্রদর্শনের জন্য জালী আসন হইতে উঠিয়া তাহার প্রত্যুদ্গমন করিল এবং নিজে তাহার পুটুলি বহন করিতে চাহিল। তাহাকে দেখিয়া জূজক ভাবিল, 'এই ছেলেটাই বোধ হয় বিশ্বন্তরের পুত্র জালী কুমার; প্রথমেই ইহাকে পরুষবাক্য বলিব।' সে "দূর হ, দূর হ" বলিয়া আঙ্গুলে তুড়ি দিতে লাগিল। কুমার ভাবিল, লোকটা অতি পরুষস্বভাব। সে তাহার দেহে পুরুষের অষ্টাদশ দোষ * দেখিতে পাইল। এ দিকে জূজক বোধিসত্ত্বের নিকটে গিয়া প্রীতিসম্ভাষণ করিল:—

৪৩৬। কুশল ত, প্রভো, তব? শারীরিক মানসিক
কোনরূপ অসুখ ত নাই?
করেন ত উঞ্ছবারা জীবন যাপন হেথা?
ফল মূল পান ত সদাই?
৪৩৭। দংশমশকাদি কীট, সরীসৃপগণ আর
তত বেশী নাই ত এখানে?
ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদ কভু করে না ত উপদ্রব
আপনার এ জীবন বনে?

বোধিসত্ত্ব তাঁহাকে প্রতিসম্ভাষণ করিলেন:—

৪৩৮। কুশল, ব্রাহ্মণ মোর; শারীরিক মানসিক
কোনরূপ অনাময় নাই;
উঞ্ছবারা করি আমি জীবন যাপন হেথা;
ফলমূল সুপ্রচুর পাই।
৪৩৯। দংশমশকাদি কীট, সরীসৃপগণ আর
নাই হেথা বলিলেই চলে;
শ্বাপদ-সঙ্কুল বনে বাস করি এত দিন
জানি না ক হিংসা কারে বলে।+

---

* পরবর্ত্তী ৪৭৪—৪৭৬ সংখ্যক গাথায় এই দোষগুলি বর্ণিত হইবে।

+ এই গাথা চারিটি এবং পরবর্ত্তী ৪৪১ম হইতে ৪৪৪শ গাথা পূর্ব্ববর্ত্তী ৩৫৭ম হইতে ৩৬০ম গাথারই পুনরুক্তি।

৪৪০। সপ্তমাস এই বনে যাপিলাম মহাদুঃখে
অতিথি না পেয়ে কোন কালে ;
দেবকল্প ব্রাহ্মণের পাইলাম দরশন
অহো আজ কি সৌভাগ্যবলে !
হস্তে শোভে বংশদণ্ড, অগ্ন্যাধান, কমণ্ডলু ;
দেখি তব এ পবিত্র বেশ
এত দিন পরে আজ পাইনু পরমা প্রীতি ;
উপজিল আনন্দ অশেষ।

৪৪১। স্বাগত, হে বিপ্রবর! তব আগমনে আজ
অতিহৃষ্ট হ'ল মোর মন ;
প্রবেশি কুটীরে এবে কর পাদ প্রক্ষালন ;
হও তুমি কল্যাণভাজন।

৪৪২। তিন্দুক, পিয়াল আর মধুকাদি ক্ষুদ্রফল
আছে হেথা প্রচুর প্রমাণ ;
ক্ষুন্নিবৃত্তি তরে তুমি সে সব ভোজন কর
বার বার, যত চায় প্রাণ।

৪৪৩। পর্ব্বতকন্দর হ'তে নির্ম্মল শীতল জল
রাখিয়াছি করি আনয়ন ;
ইচ্ছা যদি হয়, তবে পান করি অই জল
কর তুমি পিপাসা দমন।

ইহা বলিয়া মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, 'এই ব্রাহ্মণ বিনা কারণে এই মহারণ্যে আগমন করেন নাই ; অতএব বিলম্ব না করিয়া ইঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করা যাউক।' তিনি বলিলেন,

৪৪৪। কি উদ্দেশ্যে—কি কারণ হেথা আগমন, জিজ্ঞাসি তোমায় আমি, বল, হে ব্রাহ্মণ।

জূজক বলিল :—

৪৪৫। মহানদ অবিরত করি বারি দান কখন(ও) না হয়, ভূপ, যথা ক্ষীয়মাণ,
যাচকেরা তোমাকেও ভাবে সেই মত, ভাবে তারা হবে না ক কভু প্রত্যাখ্যাত।
তব পুত্র-কন্যা আমি এসেছি যাচিতে ; দাও শিশু দু'টী তুমি আমায় তুষিতে।

লোকে প্রসারিত হস্তে সহস্রমুদ্রাপূর্ণা স্থবিকা পাইলে যেমন আনন্দিত হয়*, জূজকের প্রার্থনা শুনিয়া বিশ্বন্তরও সেইরূপ আনন্দিত হইলেন। তিনি পর্ব্বতপাদ উন্নাদিত করিয়া বলিলেন :—

৪৪৬। অকম্পিত চিত্তে দিনু এই শিশুদ্বয় ; করিলাম প্রভু এবে এদের তোমায়।
গিয়াছেন প্রাতে বনে রাজার নন্দিনী ; সায়াহ্নে সংগ্রহি উঞ্ছ ফিরিবেন তিনি।

৪৪৭। এক রাত্রি বাস হেথা করহ, ব্রাহ্মণ ; শিশু দু'টী লয়ে প্রাতে করিবে গমন।
মাদ্রী আসি শিশুদ্বয়ে করাবেন স্নান ; করিবেন ইহাদের মস্তক আঘ্রাণ ;
বিবিধ ফুলের মালা দিয়া সুশোভন সাজাবেন পুত্র-কন্যা মনের মতন।

৪৪৮। এক রাত্রি বাস হেথা করহ, ব্রাহ্মণ ; শিশুদু'টী লয়ে প্রাতে করিবে গমন।
বিবিধ কুসুমদামে হয়ে সুশোভিত চন্দনাদি নানা গন্ধে হয়ে অনুলিপ্ত,
নানাবিধ ফলমূল করিয়া গ্রহণ প্রাতে এরা সঙ্গে তব করিবে গমন।

---

* বিশ্বন্তর যখন ভূমিষ্ঠ হন, তখন পৃষতী তাঁহার প্রসারিত হস্তে এইরূপ একটা থলি দিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এখানে সেই বৃত্তান্তের প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে।

জূজক বলিল :—

৪৪৯। থাকিতে না চাই হেথা ; প্রস্থানই ভাল মনে করি, রথিবর ;
পাছে কোন বিঘ্ন ঘটে, এহেতু প্রস্থান আমি করিব সত্বর।
৪৫০। নারী নয় দানশীলা ; দাতা, অর্থী, উভয়ের(ই) প্রতিকূলে যায় ;
জানে মন্ত্র, যা'র বলে নিশ্চিত অর্থের মধ্যে অনর্থ ঘটায়।
৪৫১। শ্রদ্ধাবশে দানকালে মাতার(ও) না মুখ যেন দেখে কোন জন ;
দেখিলে সে পাবে বাধা। তিলেক না তিষ্ঠি, তাই, করিব গমন।
৪৫২। ডাক সুতসুতা তব ; জননীকে তা'রা যেন না পারে দেখিতে ;
শ্রদ্ধাবশে দিলে দান দাতারা প্রচুর পুণ্য পারেন অর্জ্জিতে।
৪৫৩। ডাক সুতসুতা তব, জননীকে তা'রা যেন না পায় দেখিতে ;
তুষিলে আমায় দানে নিশ্চয় ত্রিদিবে, ভূপ, পারিবে যাইতে।

বিশ্বন্তর বলিলন,

৪৫৪। পতিব্রতা ভার্য্যা মোর, দেখিতে তাঁহারে কিন্তু যদি তুমি না চাও, ব্রাহ্মণ,
ল'য়ে এই শিশুদ্বয়ে পিতামহে ইহাদের একবার করাও দর্শন।
৪৫৫। হেরি এ মধুরভাষী শিশু দু'টী পিতা মোর পাইবেন আনন্দ অপার ;
নিশ্চয় প্রফুল্লচিত্তে সুপ্রচুর ধন তিনি দিবেন তোমায় পুরস্কার।

জূজক বলিল,

৪৫৬। পাই ভয়, রাজপুত্র, চোর বলি রাজা পাছে সর্ব্বস্ব আমার কাড়ি লন,
দেন দণ্ড, দাসরূপে বিক্রয় করেন মোরে, কিংবা মোরে করেন নিধন।
যাবে ধন, যাবে [illegible] [illegible] মম কি হইবে দেখ ভাবি মনে ;
রিক্তহস্ত দেখি মোরে গৃহিণী ধিক্কার দিবে ; গৃহে আমি তিষ্ঠিব কেমনে ?

বিশ্বন্তর বলিলেন,

৪৫৭। সুকুমার, প্রিয়ভাষী দেখিলে এ শিশু দু'টী শিবিরাজ ধার্ম্মিকপ্রধান
হবেন প্রফুল্লচিত্ত, নিশ্চয় তোমায় তিনি করিবেন বহু ধন দান।

জূজক বলিল,

৪৫৮। যে আদেশ তুমি দিতেছ আমায়, পারিব না তাহা করিতে পালন।
পুত্রকন্যা তব লয়ে যাব আমি ব্রাহ্মণীর পরিচর্য্যার কারণ।

এদিকে জূজকের পরুষবাক্য শুনিয়া শিশুদুইটী প্রথমে পর্ণশালার পশ্চাদ্‌ভাগে পলাইয়া গেল এবং সেখান হইতে আবার পলাইয়া একটা নিবিড় গুল্মের মধ্যে লুকাইয়া রহিল। কিন্তু এখানেও তাহারা বেশী ক্ষণ থাকিতে পারিল না ; তাহারা আশঙ্কা করিতে লাগিল, জূজক বুঝি আসিয়া তাহাদিগকে ধরিল। তাহারা কাঁদিতে কাঁদিতে নানাদিকে ছুটিতে লাগিল, সেই চতুরস্র পুষ্করিণীর তীরে গিয়া বল্কলচীবর কষিয়া বান্ধিয়া জলে নামিল এবং পদ্মের পাতা দিয়া মাথা ঢাকিয়া জলের মধ্যে লুকাইয়া রহিল।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৪৫৯। শুনি জূজকের পরুষ বচন জালী, কৃষ্ণাজিনা বড় ভয় পায়।
হস্ত হ'তে তার পরিত্রাণ হেতু এদিকে ওদিকে ছুটিয়া পলায়।

জূজক শিশু দু'টীকে দেখিতে না পাইয়া বোধিসত্ত্বকে গালি দিতে লাগিল। সে বলিল। "অহে বিশ্বন্তর, তুমি এখনই আমাকে শিশু দু'টী দিলে ; কিন্তু আমি যেমন বলিলাম, আমি জেতুত্তরে যাইব না, শিশু দু'টীকে লইয়া ব্রাহ্মণীর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করিব, অমনি তুমি ইঙ্গিত

করিয়া তাহাদিগকে সরাইলে; আর, কিছুই যেন জান না, এই ভাবে বসিয়া রহিলে। বুঝিলাম, এ ভূভারতে তোমার মত মিথ্যাবাদী দ্বিতীয়টী নাই।" জুজকের ভৎর্সনায় মহাসত্ত্ব কম্পিত হইলেন; ভাবিলেন, তাঁহার পুত্রকন্যা বুঝি পলায়ন করিয়াছে। তিনি বলিলেন, "ব্রাহ্মণ, তোমার চিন্তার কারণ নাই। আমি শিশু দুইটীকে আনিয়া দিতেছি।" অনন্তর আসন ত্যাগ করিয়া তিনি প্রথমে পর্ণশালার পৃষ্ঠভাগে গেলেন, বুঝিলেন যে তাহারা সেখান হইতে নিবিড় গুল্মে প্রবেশ করিয়াছে। সেখানে গিয়া পদচিহ্ন দেখিয়া তিনি পুষ্করিণীর তীরে উপস্থিত হইলেন এবং স্থির করিলেন যে তাহারা জলে নামিয়া রহিয়াছে। তখন তিনি "বৎস জালী, বৎস জালি" বলিয়া ডাকিলেন এবং দুইটী গাথা বলিলেন :—

৪৬০। এস, প্রিয় পুত্র, হেথা ; এস, প্রাণধন। দানপার মিতা মোর করহ পূরণ।
কর সিক্ত প্রীতিরস হৃদয়ে আমার ; পালহ আদেশ, বৎস, পিতার তোমার।
৪৬১। হও তুমি নৌকা মোর, জালী প্রাণধন, তরিব যাহাতে ভবসাগর ভীষণ ;
আর না হইবে জন্ম ; লভিব যে আমি নির্ব্বাণ-অমৃত, দেবলোক অতিক্রমি।

মহাসত্ত্ব "বৎস জালী, বৎস জালি" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন ; কুমার পিতার স্বর শুনিতে পাইয়া ভাবিল, 'ব্রাহ্মণ আমাকে লইয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই করুক ; আমি পিতার আদেশের বিরুদ্ধে যাইব না।' সে মাথা তুলিয়া ও পদ্মের পাতাগুলি সরাইয়া জল হইতে উপরে উঠিল এবং মহাসত্ত্বের দক্ষিণ পাদমূলে পড়িয়া তাঁহার গুল্ফ ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। মহাসত্ত্ব বলিলেন, "বৎস, তোমার ভগিনী কোথায়?" জালী বলিল, "বাবা, প্রাণিমাত্রেই ভয় উপস্থিত হইলে আপন আপন প্রাণ বাঁচাইতে চেষ্টা করে।" মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, অঙ্গীকারানুসারে তাঁহাকে দুইটী শিশুই দিতে হইবে। তিনি "বৎসে কৃষ্ণে" বলিয়া ডাকিলেন এবং দুইটী গাথা বলিলেন :—

৪৬২। এস, বৎসে কৃষ্ণাজিনে, এস প্রাণধন ; দানপরিমিতা মোর করহ পূরণ।
কর সিক্ত প্রীতিরস হৃদয়ে আমার ; পালহ আদেশ, বৎসে, পিতার তোমার।
৪৬৩। হও তুমি নৌকা মোর, কৃষ্ণে প্রাণধন, তরিব যাহাতে ভবসাগর ভীষণ।
আর না হইবে জন্ম, লভিব যে আমি নির্ব্বাণ-অমৃত দেবলোক অতিক্রমি।

ইহা শুনিয়া কৃষ্ণাও ভাবিল, 'আমি পিতার আদেশের বিরুদ্ধে চলিব না।' সে জল হইতে উঠিয়া মহাসত্ত্বের পাদমূলে পতিত হইল এবং দৃঢ়রূপে তাঁহার গুল্ফ ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। শিশুদুইটীর অশ্রুবিন্দুগুলি মহাসত্ত্বের প্রফুল্লপদ্মসঙ্কাশ পাদপৃষ্ঠে এবং তাঁহার অশ্রুবিন্দুগুলি তাহাদের সুবর্ণফলকোপম পৃষ্ঠোপরি পড়িতে লাগিল। মহাসত্ত্ব শিশুদ্বয়কে উঠাইয়া তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "বৎস জালী, তুমি কি জান না যে, দান করিয়াই আমি পরমপরিতোষ লাভ করি? তুমি আমার মনোরথ পূর্ণ কর।" অনন্তর, লোকে যেমন গরুর মূল্য নির্দ্ধারণ করে, তিনিও সেইরূপে শিশুদুইটীর মূল্য নির্দ্ধারণ করিলেন। তিনি পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বৎস জালী, তুমি যদি দাসত্বমুক্ত হইতে চাও, তবে ব্রাহ্মণকে এক সহস্র নিষ্ক দিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিবে। তোমার ভগিনী সুন্দরী; যদি কোন নীচ জাতীয় লোক ব্রাহ্মণকে অর্থ দিয়া ইহাকে দাসত্বমুক্ত করে, তবে ইহার জাতিনাশ হইবে। এইজন্য তোমার ভগিনী দাসত্বমুক্ত হইতে চাহিলে ব্রাহ্মণকে যেন এক শত দাস, এক শত দাসী, এক শত হস্তী, এক শত অশ্ব, এক শত বৃষ এবং এক শত নিষ্ক দেয়।" এইরূপে তিনি শিশু দুইটীর মূল্য নির্দ্দেশ করিলেন, তাহাদিগকে আশ্বাস দিয়া আশ্রমে লইয়া গেলেন এবং কমণ্ডলুতে জল লইয়া বলিলেন, "এস, ব্রাহ্মণ"। অনন্তর তিনি সর্ব্বজ্ঞতালাভের জন্য প্রার্থনা করিয়া ভূমিতে জল নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "সর্ব্বজ্ঞতালাভ আমার পক্ষে

শতগুণে, সহস্রগুণে, শতসহস্রগুণে প্রিয়তর।" এই বাক্যে পৃথিবী নিনাদিত করিয়া তিনি ব্রাহ্মণকে প্রিয় পুত্র ও কন্যা দান করিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৪৬৪, ৪৬৫। জালী ও কৃষ্ণাজিনায় হাত ধরি বিশ্বন্তর ব্রাহ্মণকে করিলেন দান;
দিলেন তাহাই তিনি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যাহা— ছিল তাঁর যে দু'টী সন্তান।

৪৬৬। সুত, সুতা, উভয়কে ব্রাহ্মণকে দান যবে করিলেন হৃষ্টমনে তিনি,
হেরি এ অদ্ভুত ত্যাগ শিহরিল সর্ব্ব লোক; দানতেজে কাঁপিল মেদিনী।

৪৬৭। সুখসম্বর্দ্ধিত যারা হয়েছিল এতকাল, হেন সুত সুতাকে যখন
শিবিপতি বিশ্বন্তর সে নিষ্ঠুর ব্রাহ্মণকে হৃষ্টমনে করিলা অর্পণ,
"অহো কি অদ্ভুত ত্যাগ!" বলে ত্রিভুবনবাসী; চৌদিক্ পূরিল কোলাহলে
শিহরিল সর্ব্বলোক হেরি এ অপূর্ব্বদান; "ধন্য, ধন্য" সকলেই বলে।

'আমার দান সুন্দররূপে (অকুণ্ঠিতচিত্তে) প্রদত্ত হইয়াছে', ইহা ভাবিয়া মহাসত্ত্ব প্রীতি লাভ করিলেন এবং শিশুদ্বয়ের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। জূজক বনগুল্মে প্রবেশ করিয়া দাঁত দিয়া একটা লতা কাটিয়া আনিল; উহা দিয়া কুমারের দক্ষিণ হস্তের সহিত কুমারীর বামহস্ত বান্ধিল এবং তাহাদিগকে ঐ লতারই একপ্রান্ত দিয়া আঘাত করিতে করিতে লইয়া চলিল।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৪৬৮। নিষ্ঠুর ব্রাহ্মণ আনিল তখন দাঁত দিয়া লতা করিয়া ছেদন।
লতার আঘাতে [illegible] কাঁদিল তাহাতে শিশু দু'টী, হায়।

৪৬৯। বান্ধি রজ্জু'পাশে, দণ্ডের আঘাতে শিশু দু'টী সেই যায় তাড়াইয়া;
এ দারুণ দৃশ্য অবিকৃতমনে লাগিলা দেখিতে রাজা দাঁড়াইয়া।

কুমার ও কুমারীর দেহে যে যে স্থানে আঘাত লাগিল, সেই সেই স্থানেই চর্ম্ম ছিঁড়িয়া গেল ও রক্ত বাহির হইল। প্রহারের কালে তাহারা ভয় পাইয়া পিঠাপিঠি হইয়া দাঁড়াইতে লাগিল। অতঃপর, এক বিষম স্থান দিয়া যাইবার কালে ব্রাহ্মণের পদস্খলন হইল এবং সে আছাড় পড়িল। অমনি শিশু দুইটীর কোমল হস্ত হইতে সেই কঠিন লতাপাশ খুলিয়া গেল; তাহারা কান্দিতে কান্দিতে গিয়া মহাসত্ত্বের নিকট উপস্থিত হইল।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন'

৪৭০। ব্রাহ্মণের হস্ত হ'তে মুক্তি করি লাভ
শিশুদু'টী ফিরি গিয়া সাশ্রুনেত্রে, হায়,
পিতার নিকটে তাঁর মুখ পানে চায়।

৪৭১। অশ্বত্থপত্রের মত কাঁপিতে কাঁপিতে
পিতার চরণ তারা করিল বন্দন।
প্রণমি বলিল জালী এতেক বচন:—

৪৭২। মা নাই আশ্রমে এবে; তবু, বাবা, তুমি
দিতেছ এ ব্রাহ্মণকে আমা দুই জনে।
ক্ষণেক অপেক্ষা কর; মা আসুন ফিরি;
দেখি তাঁরে একবার জনমের মত।
করো শেষে ব্রাহ্মণকে, বাবা, তুমি দান।

৪৭৩। মা নাই আশ্রমে এবে ; তবু বাবা তুমি
দিতেছ এ ব্রাহ্মণকে আমা দুই জনে।
যাবৎ না আশ্রমে মা আসিবেন ফিরি,
আমা দুইজনে, বাবা, দিও না ক তুমি।
তার পর যাহা ইচ্ছা করুক ব্রাহ্মণ ;—
বেচুক অথবা প্রাণ বধুক মোদের।

৪৭৪। কাকের পায়ের মত পা দু'খানা ওর ; *
নখগুলি আধা ভাঙ্গা ; ঝুলে নানা স্থানে
লোলমাংস পিণ্ডাকারে শরীরে উহার ;
উত্তরোষ্ঠ ঢাকিয়াছে অধরোষ্ঠখানি ;
মুখ হ'তে লালাস্রোত হতেছে বাহির ;
শূকরের দন্তবৎ লম্বা লম্বা দাঁত ;
নাকটা গিয়াছে যেন ভেঙ্গে মাঝখানে ;

৪৭৫। কলসীর মত মোটা উদর উহার ;
পিঠ বাঁকা,—কেন যেন দিয়াছে ভাঙ্গিয়া—
এক চক্ষু ছোট ওর, এক চক্ষু বড় ;
লাল দাড়ি, কটা চুল, লোলচর্ম্ম দেহে ;
দেখা যায় তা'র' পরি তিলক বহুল ;

৪৭৬। পিঙ্গল, ত্রিভঙ্গ—কটিস্কন্ধপৃষ্ঠে বাঁকা ;
বিকলাঙ্গ, অতিদীর্ঘ, পরুষস্বভাব
ব্রাহ্মণ অজিনধারী অহো কি ভীষণ !
[illegible] মত মূর্ত্তি দেখি ভয় পাই। *

৪৭৭। বল কি মানুষ ওরে, কিংবা যক্ষ ঘোর,
মাংসভুক্, রক্তপায়ী ? আসি গ্রাম হ'তে
এই মহাবনে ধন যাচে তব ঠাঁই !
তব পুত্রকন্যা দু'টী এমন পিশাচে
যাবে লয়ে ; তুমি তাহা দেখিবে বসিয়া।

৪৭৮। নিশ্চয় তোমার হিয়া গঠিত পাষাণে,
লৌহপাশে বদ্ধ তাহা। সন্তান তোমার
এত দুঃখ পায়, তবু কিছুই না যেন
জান তুমি, হেনভাবে রয়েছ বসিয়া !
এ মহানিষ্ঠুর ধনপিপাসু ব্রাহ্মণ
বান্ধিয়া প্রহার করে সন্তানে তোমার,
বান্ধি লয়ে যায় লোকে গরুকে যেমন ;
তথাপি মধ্যস্থভাবে তুমি উদাসীন।

৪৭৯। কৃষ্ণা ত নিতান্ত শিশু ; দুঃখ সে জানে না ;
যূথভ্রষ্টা হরিণপোতিকা যে প্রকার
স্তন্যতরে কান্দে, বাবা, কৃষ্ণাও তেমনি
কান্দিতেছে ; মরিবে সে না পাইলে মাকে।
থাকিতে এখানে তারে দাও অনুমতি।

---

* এই গাথাত্রয়ে অষ্টাদশবিধ পুরুষদোষ বর্ণিত হইয়াছে। মূলে জূজককে 'বলকপাদ' বলা হইয়াছে। 'বল' = কাক ; জূজকের পায়ের নখগুলি লম্বা লম্বা ও আঁকা বাঁকা, এইরূপ ভাব গ্রহণ করিতে হইবে। টীকাকার ইহার অর্থ দিয়াছেন 'পথবিতপাদ'—অর্থাৎ যাহার পা খুব চওড়া।

কুমারের ঈদৃশী কাতরোক্তি শুনিয়াও মহাসত্ত্ব কোন উত্তর দিলেন না। অতঃপর কুমার মাতাপিতাকে উদ্দেশ করিয়া বিলাপ করিতে লাগিল :—

৪৮০। জন্মিলেই দুঃখ নানা পায় জীবগণ ;*
কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বড় এই দুঃখ মোর—
পাব না দেখিতে আর মায়েরে আমার।

৪৮১। জন্মিলেই দুঃখ নানা পায় জীবগণ ;
কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বড় এই দুঃখ মোর—
পাব না দেখিতে আর বাবাকে আমার।

৪৮২। না দেখিতে পেয়ে চারুদর্শনা কৃষ্ণাকে
কান্দিবেন চিরদিন দুঃখিনী জননী।

৪৮৩। না দেখিতে পেয়ে চারু-দর্শনা কৃষ্ণাকে
কান্দিবেন চিরদিন শোকার্ত্ত জনক।

৪৮৪। না দেখিতে পেয়ে চারুদর্শনা কৃষ্ণাকে
কান্দিবেন চিরদিন আশ্রমে জননী।

৪৮৫। না দেখিতে পেয়ে চারুদর্শনা কৃষ্ণাকে
কান্দিবেন চিরদিন আশ্রমে জনক।

৪৮৬। সায়াহ্নে, নিশীথে, শেষ যামে জাগি থাকি
কান্দিবেন চিরকাল দুঃখিনী জননী ;
হইবেন শোকশীর্ণা, হয় যে প্রকার
স্বল্পতোয়া স্রোতস্বতী নিদাঘের তাপে।

৪৮৭। সায়াহ্নে, নিশীথে, শেষ যামে জাগি থাকি
কান্দিবেন চিরকাল শোকার্ত্ত জনক ;
হইবেন শোকশীর্ণ, হয় যে প্রকার
স্বল্পতোয় স্রোতোবহ নিদাঘের তাপে।

৪৮৮। এই জম্বুবৃক্ষ সব, নিম্বিন্দ্য, বেদিশ,—
দ্বিবিধ এসব তরু ত্যজিয়া আমরা
চলিলাম আজ ক্রূর ব্রাহ্মণের সাথে।

৪৮৯। অশ্বথ-পনস-বট-কপিথাদি নানা।
ফলবান্ বৃক্ষ আছে এ-রম্য আশ্রমে ;
ত্যজি এ সকল আজি চলিলাম, হায়!

৪৯০। এই যে আরাম সব, নদী মনোহরা,
হয়ে তৃষ্ণা সুশীতল জল দিয়া যাহা,
খেলিতাম যেথা মোরা সুখে এত দিন—
ত্যজি এ সকল আজি চলিলাম হায়!

৪৯১। ওই যে কুটিরা আছে পর্ব্বত উপরি
বিবিধ কুসুমরাজি, পরিতাম যাহা
আভরণরূপে অঙ্গে এত দিন মোরা—
ত্যজি ও সকল আজি চলিলাম, হায়!

৪৯২। ওই যে রয়েছে পাকি পর্ব্বত উপরি
বিবিধ মধুর ফল, খাইতাম যাহা
এতদিন মহাসুখে মোরা দুইজন—
ত্যজি ও সকল আজি চলিলাম, হায়!

৪৯৩। হস্তি-অশ্ব-বৃষ আদি বিবিধ জন্তুর
প্রতিকৃতি গড়ি মোরা করিতাম খেলা—
ত্যজি সে সকল আজি চলিলাম, হায়!

* ৪৮০ম হইতে ৪৮৭ম গাথাগুলি শ্যামজাতকের ১১৭ প্রভৃতি গাথার সঙ্গে তুলনীয়।

কুমার ভগিনীর সঙ্গে যখন এইরূপ পরিদেবন করিতেছিল, তখনই জূজক আসিয়া আবার তাহাদিগকে ধরিল এবং প্রহার করিতে করিতে লইয়া চলিল।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৪৯৪। শিশু'দুটী টানি লয়ে যেতেছিল জূজক যখন
বলিতে লাগিল তারা পিতাকে করিয়া সম্বোধন
"দেখিও মায়েরে, বাবা, সুখে তাঁরে দেখ সর্বক্ষণ,
তুমিও করোনা দুঃখ; সুখে কাল করহ যাপন।

৪৯৫। এ সব খেলার দ্রব্য— হস্তী, অশ্ব, বৃষ আমাদের
দিও তাঁকে, দেখি তাঁর উপশম হইবে শোকের

৪৯৬। এ সব খেলার দ্রব্য— হস্তী, অশ্ব, বৃষ আমাদের
দেখিলে তাঁহার কিছু উপশম হইবে শোকের।"

পুত্রকন্যার জন্য মহাসত্ত্ব মহাশোক অনুভব করিলেন, তাঁহার হৃদয়মাংস উষ্ণ হইল; তিনি সিংহধৃত গজের ন্যায়,—রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায় কাঁপিতে লাগিলেন, কিছুতেই প্রকৃতিস্থ হইতে পারিলেন না। তিনি অশ্রুপূর্ণনেত্রে পর্ণশালায় প্রবেশ করিয়া করুণ বিলাপ করিতে লাগিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন:—

৪৯৭। ক্ষত্রিয়প্রবর রাজা বিশ্বন্তর কবি দান গেলা কুটীর ভিতর।
লাগিলা করিতে করুণ বিলাপ, দুঃসহ তাঁহার শোকের সন্তাপ।

৪৯৮। "কাঁদিবে যখন ক্ষুধায় তৃষ্ণায় সন্ধ্যাকালে, পরিবেষণ-বেলায়,*
জানি এ দু'টী শিশুকে তখন খাদ্য ও পানীয় দিবে কোন জন?

৪৯৯। সন্ধ্যাকালে, পরিবেষণ-বেলায় ক্ষুধায় তৃষ্ণায় আজ শিশুদ্বয়
বলিবে যখন, 'দাও, মা খাবার, বড় খিদে, মা গো, পেয়েছে আমার'
কে চাহিবে তাহাদের মুখপানে? কে তুষিবে, হায়, খাদ্যপেয়-দানে?

৫০০। নাই যে পাদুকা তাহাদের পায়। কিরূপে তাহারা ছুটি যাবে, হায়?
কাঁপিবে পা যবে শ্রমে আর ভয়ে, হাত ধরি কেবা যাইবেক লয়ে?

৫০১। করে নি বাছারা কিছুমাত্র দোষ, তথাপি ব্রাহ্মণ দেখাইল রোষ।
আমার(ই) সম্মুখে করিতে প্রহার তিলমাত্র লজ্জা হইল না তার।
অহো কি নির্লজ্জ ও ক্রূর ব্রাহ্মণ। বিনা অপরাধে করে সে পীড়ন।

৫০২। রাজ্যভ্রষ্ট আমি হয়েছি এখন; তবু যদি কেহ করয় শ্রবণ,
দাস-অনুদাস অমুক আমার, পারে কি সে তারে করিতে প্রহার?
করিলেও, হবে লজ্জিত নিশ্চয়। কিন্তু ও ব্রাহ্মণ ক্রূর, দুষ্টাশয়
আমার(ই) সম্মুখে আমার সন্তানে করিল প্রহার, অহো, কোন প্রাণে?

৫০৩। কুমিনে† আবদ্ধ মীনের মতন দুর্দশা আমার হয়েছে এখন।
প্রিয় সুত সুতা দু'টিকে আমার গালি দিয়া ক্রূর করিল প্রহার।
স্বচক্ষে সকল হ'ল নিরখিতে; পারিলাম না ক বাধা তারে দিতে।

অপত্যস্নেহ-বশতঃ মহাসত্ত্বের মনে এইরূপ বিতর্ক উপস্থিত হইল। 'ঐ ব্রাহ্মণ আমার সন্তানদিগকে দারুণ প্রহার করিতেছে', ইহা ভাবিয়া তিনি শোকসংবরণ করিতে পারিলেন না, ভাবিলেন, 'অনুধাবন করিয়া ব্রাহ্মণের প্রাণসংহারপূর্ব্বক পুত্রকন্যাকে আশ্রমে ফিরাইয়া আনি।' কিন্তু ইহার পরেই তিনি চিন্তা করিলেন, 'পুত্রকন্যার এইরূপ পীড়ন দেখিয়া দুঃখে

* মূলে 'সংবেসনাকালে' আছে। টীকাকার ইহার অর্থ করিয়াছেন, 'মহাজনস্স পরিভুঞ্জনকালে'। [illegible] পুস্তকে 'পরিবেসনা' আছে।

† মাছ ধরিবার ফাঁদ বা ঘাঁচা।

অভিভূত হওয়া যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ দান করিয়া দত্তবস্তুর জন্য অনুতাপ সাধুদিগের ধর্ম্মবিরুদ্ধ'। এই অর্থ ব্যক্ত করিবার জন্য দুইটী বিতর্ক-গাথা আছে :—

৫০৪। হস্তে লয়ে শরাসন, বামপার্শ্বে বান্ধি তরবারি
আনি গে সন্তান দু'টী। পুত্রশোক সহিতে না পারি।*

৫০৫। কিন্তু নয় সমুচিত দুঃখভোগ করা কোন মতে,
যদি ও শিশুরা মারা যায় অই ব্রাহ্মণের হাতে।
দান করি অনুতাপ পান না ক যাঁরা সাধুজন;
আমিও এখন সেই সাধুধর্ম্ম করিব স্মরণ।

এদিকে জূজক শিশুদুইটীকে প্রহার করিতে করিতে লইয়া চলিল। তখন কুমার বিলাপ করিতে লাগিল :—

৫০৬। বুঝিলাম, সত্য সেই প্রবাদ-বচন, লোকমুখে যাহা আমি করেছি শ্রবণ :—
মা যাহার নাই, পিতা সেই অভাগার থেকেও না-থাকাবৎ; নামমাত্র সার।

৫০৭। এস, কৃষ্ণে, ত্যজি মোরা জীবন দু'জন; এ প্রাণ রাখিতে আর নাই প্রয়োজন।
করেছেন দান পিতা ধনার্থী ব্রাহ্মণে। মহাক্রূর এ ব্রাহ্মণ; টানে দুই জনে।
গরু যেন মোরা ভাবি টানে ও তাড়ায়; কেমনে এমন দুঃখ সহ্য করা যায়।

৫০৮। এই জম্বুবৃক্ষ সব, নিবিন্দা, বৈদিশ—
বিবিধ এ সব তরু ত্যজি, কৃষ্ণে, মোরা
চলিলাম আজ ক্রূর ব্রাহ্মণের সাথে।†

৫০৯। অশ্বত্থ-পনস-বট-কপিত্থাদি নানা
ফলবান্ বৃক্ষ আছে এ রম্য আশ্রমে—
ত্যজি এ সকল আজি চলিলাম, হায়!

৫১০। এই যে আরাম সব, নদী মনোহরা,
হরে তৃষা সুশীতল জল দিয়া যাহা;
খেলিতাম যেথা মোরা সুখে এতদিন—
ত্যজি এ সকল আজি চলিলাম, হায়।

৫১১। অই যে ফুটিয়া আছে পর্ব্বত উপরি
বিবিধ কুসুমরাজি, পরিতাম যাহা
আভরণরূপে অঙ্গে এতদিন মোরা—
ত্যজি এ সকল আজি চলিলাম, হায়।

৫১২। অই যে রয়েছে পাকি পর্ব্বত উপরি
বিবিধ মধুর ফল, খাইতাম যাহা
এতদিন মহাসুখে মোরা দুই জন—
ত্যজি এ সকল আজি চলিলাম, হায়।

৫১৩। হস্তি-অশ্ব-বৃষ আদি বিবিধ জন্তুর
প্রতিকৃতি গড়ি মোরা করিতাম খেলা—
ত্যজি সে সকল আজি চলিলাম, হায়।

জূজক আবারও এক বিষম স্থানে স্খলিতপদ হইয়া পড়িয়া গেল; কুমার ও কুমারী তাহার করধৃত বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পলায়ন করিল এবং আহত কুক্কুটের ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে একছুটে বিশ্বন্তরের নিকট গিয়া উপস্থিত হইল।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :—

---

* তৃতীয় খণ্ডের ১৯৪ম ও ১৯৫ম পৃষ্ঠের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

† ৫০৮ম হইতে ৫১৩ম গাথার সঙ্গে পূর্ব্ববর্ত্তী ৩৮৮ম হইতে ৩৯৩ম গাথা তুলনীয়।

৫১৪। জালী ও কৃষ্ণাজিনাকে যখন ব্রাহ্মণ
লইয়া যাইতেছিল, মুক্তি পেয়ে তারা
উভয়েই ইত স্তত ছুটিয়া পলায়।

জুজক তাড়াতাড়ি উঠিয়া সেই লতা ও দণ্ড হস্তে লইয়া প্রলয়াগ্নিসদৃশ ক্রোধাগ্নি উদ্গিরণ করিতে করিতে সেখানে গেল এবং "তোরা ত বেশ পলায়নবিদ্যা শিখিয়াছিস্" বলিয়া পুনর্ব্বার তাহাদের হাত বান্ধিয়া লইয়া চলিল।

এই বৃত্তান্ত স্পষ্টরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৫১৫। রজ্জু আর দণ্ড লয়ে ব্রাহ্মণ তখন
বারবার প্রহার করিয়া দুই জনে
চলিল লইয়া ; শিবিরাজ বিশ্বন্তর
দেখেন এ দৃশ্য, বসি নির্ব্বিকার চিতে।

এইরূপে নীত হইবার কালে কৃষ্ণাজিনা মুখ ফিরাইয়া পিতার দিকে চাহিয়া বলিল,

৫১৬। দেখ, বাবা, এ ব্রাহ্মণ যষ্টির আঘাতে
করিছে প্রহার মোরে। আমি যেন, হায়।
দাসী হয়ে জন্মিয়াছি আগারে ইহার!
৫১৭। এ নয়, ব্রাহ্মণ, বাবা। ব্রাহ্মণ যাঁহারা
ধার্ম্মিক বলিয়া তাঁরা খ্যাত সব ঠাঁই।
ব্রাহ্মণের বেশধারী যক্ষ এ নিশ্চয় ;
যেতেছে লইয়ে, বাবা, আমা দুই জনে
বধ করি খাবে মাংস, এই অভিপ্রায়ে।
পিশাচে ধরিয়া লয় ; তুমি কি কারণ
নীরবে দর্শন কর এ দৃশ্য ভীষণ?

শিশুকন্যাটী এইভাবে বিলাপ করিতেছে এবং কাঁপিতে কাঁপিতে জূজকের সঙ্গে যাইতেছে, ইহা দেখিয়া মহাসত্ত্ব আবার মহাশোকাভিভূত হইলেন ; তাঁহার হৃৎপিণ্ড উষ্ণ হইল ; নিঃশ্বাসবেগের তুলনায় নাসারন্ধ্র অপ্রশস্ত বলিয়া মুখ দিয়া নিঃশ্বাস প্রশ্বাস চলিতে লাগিল। চক্ষু হইতে রক্তবিন্দুবৎ অশ্রুবিন্দু ঝরিতে লাগিল। তিনি বুঝিলেন যে, এরূপ দুঃখ স্নেহদোষজ, ইহার অন্য কোন কারণ নাই ; অতএব স্নেহ না করিয়া মধ্যস্থের ন্যায় থাকাই যুক্তিসঙ্গত। এই সিদ্ধান্ত করিয়া তিনি নিজের জ্ঞানবলে তাদৃশ শোকশল্যও হৃদয় হইতে উৎপাটন পূর্ব্বক প্রকৃতিস্থভাবে বসিয়া রহিলেন।

এদিকে, যতক্ষণ না জূজক শিশুদুইটীকে লইয়া গিরিদ্বার* পর্য্যন্ত পৌছিল, ততক্ষণ কুমারী বিলাপ করিয়া চলিল :—

৫১৮। হয়েছে ক্ষত বিক্ষত পা'দুখানা আমাদের ;
সম্মুখে সুদীর্ঘ পথ এখন(ও) দুর্গম ;
পশ্চিম আকাশে এবে সূর্য্য পড়িয়াছে হেলি ;
তবু পুনঃ পুনঃ তাড়া করিছে ব্রাহ্মণ।
৫১৯। এই রম্য সরোবরে, সুতীর্থ নদীর জলে,
পর্ব্বতে, কাননে যেথ আছেন যাঁহারা,
পাদপদ্মে তাঁহাদের লুঠায়ে মস্তক এবে
জানাই যে দুঃখভোগ করিতেছি মোরা।

* গিরিব্রজে বা পর্ব্বতবেষ্টিত স্থানে প্রবেশ করিবার দ্বার—'ঘাট'।

৫২০। তৃণলতা-মহীরুহ- ওষধি-কানন-শৈলে
আছেন যে সব দেব, করি নিবেদন,
মায়েরে রাখুন সুখে ; বলিবেন তাঁরে যেন,
আমা দু'ইজনে লয়ে গিয়াছে ব্রাহ্মণ।

৫২১। মাদ্রী মাতা আমাদের ; বলিবেন তাঁরে, যদি
চান তিনি মোদের করিতে অন্বেষণ,
বিলম্ব না ঘটে যেন ; এখন(ই) আসুন ধেয়ে ;
আর(ও) দূরে যতক্ষণ না যায় ব্রাহ্মণ।

৫২২। এই একপদী পথ, চলিতেছি যা'তে মোরা,
আশ্রম হইতে ইহা সোজা আসিয়াছে ;
এ পথে আসিলে তিনি অল্প সময়ের মধ্যে
হইবেন উপস্থিত আমাদের কাছে।

৫২৩। হায় রে দুঃখিনী মাতা ! শিরে তোর জটাভার।
কুড়াস্ বনের ফল আমাদের তরে !
কি যে দুঃখ পাবি তুই যখন দেখিবি, হায়,
হৃদয়ের মণি তোর নাই আর ঘরে !

৫২৪। ফিরিতে বিলম্ব বড় ঘটেছে মায়ের আজ ;
উঞ্ছ বুঝি বহু লাভ করেছেন বনে ;
তাই, না জানেন তিনি, কখন আশ্রমে এসে
ধনার্থী ব্রাহ্মণ বান্ধে আমা দুই জনে।
বড়ই নিষ্ঠুর এই ; রজ্জুপাশে উভয়কে
বাঁধিয়া সে যাইতেছে টানিয়া লইয়া

বাঁধি, টানি লোকে যথা গরুকে নির্দ্দয় ভাবে
লয়ে যায় তাহার অজ্ঞাত পথ দিয়া।

৫২৫, ৫২৬। উঞ্ছ লয়ে সন্ধ্যাকালে ফিরিয়া আশ্রমে মাতা
দিতেন ব্রাহ্মণে যদি মধুমাখা ফল,
খেয়ে তাহা খুসী হয়ে নিষ্ঠুর তাড়না এত
দিত না সে ; হত তার হৃদয় কোমল।
দিতেছে সে এত তাড়া, মোদের পায়ের শব্দ
দূর হ'তে শুনা যায়; এত বেগে ছুটি।—
একপ বিলাপ বহু করিল না দেখি মাকে
ফিরে যেতে মার কোলে সেই শিশু দু'টী।

কুমারপর্ব্ব সমাপ্ত।

(৯)

রাজা বিশ্বন্তর যখন পৃথিবী নিনাদিত করিয়া ব্রাহ্মণকে নিজের প্রিয় পুত্র ও কন্যা দান করিলেন, তখন ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সমস্ত বিশ্ব এককোলাহলময় হইল ; এবং সেই কোলাহল হিমালয়বাসী দেবগণের হৃদয় স্পর্শ করিল। ব্রাহ্মণ কুমার ও কুমারীকে লইয়া যাইবার কালে তাহারা যে বিলাপ করিল, তাহা শুনিয়া তাঁহারা বলাবলি করিতে লাগিলেন, "মাদ্রী যদি আজ সকাল সকাল আশ্রমে ফিরেন, তবে পুত্র কন্যাকে দেখিতে না পাইয়া বিশ্বন্তরকে জিজ্ঞাসা করিবেন এবং তাহারা জূজককে প্রদত্ত হইয়াছে জানিয়া বলবান্ স্নেহবশতঃ তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়া মহাদুঃখ পাইবেন।" এইজন্য তাঁহারা তিন জন দেবপুত্রকে আজ্ঞা দিলেন :—"তোমরা সিংহ, ব্যাঘ্র ও দ্বীপীর রূপ ধারণ করিয়া মাদ্রীদেবীর গমনপথ রুদ্ধ কর ; তিনি বার বার প্রার্থনা করিলেও যতক্ষণ সূর্য্য অস্তমিত

না হয়, ততক্ষণ পথ ছাড়িয়া দিবে না; তিনি যাহাতে চন্দ্রালোকে আশ্রমে প্রবেশ করেন তাহা করিবে। সিংহাদি জন্তুর আক্রমণ হইতেও তাঁহাকে রক্ষা করিবে।

[এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :—

৫২৭। সিংহ, ব্যাঘ্র, দ্বীপী* শুনি বিলাপ তাদের
পরস্পরে সম্বোধিয়া লাগিল বলিতে :—
৫২৮। "না ফিরে সংগ্রহি উঞ্ছ রাজপুত্রী যেন
সন্ধ্যার প্রাক্কালে আজ আশ্রমে নিজের।
না পারে শ্বাপদ কোন মোদের এ বনে
বধিতে তাহারে যেন, হও সাবধান।
৫২৯। মাদ্রী দেবী সুলক্ষণা; সিংহ, ব্যাঘ্র, দ্বীপী
কেহই তাহাকে যেন বধিতে না পারে।
মরিলে সে রাজপুত্রী মরিবেক জালী;
কৃষ্ণা ত নিতান্ত শিশু—মরিবে নিশ্চয়।
মাদ্রী সুলক্ষণা; তার করিলে রক্ষণ
পতিপুত্র সকলের(ই) রক্ষিবে জীবন।

দেবপুত্রত্রয় "উত্তম প্রস্তাব" বলিয়া ঐ দেবতাদিগের আদেশ পালন করিতে অঙ্গীকার করিলেন এবং সিংহ, ব্যাঘ্র ও দ্বীপীর বিগ্রহধারণপূর্ব্বক মাদ্রীর আগমনপথে একে একে শয়ন করিয়া রহিলেন। এদিকে মাদ্রী ভাবিলেন; "আজ দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছি; সকাল সকাল ফলমূল লইয়া আশ্রমে ফিরিব।' তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে, কোথায় ফলমূল পাইবেন, তাহা লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার হস্ত হইতে খনিত্রখানি খসিয়া পড়িল, তাঁহার স্কন্ধ হইতে ঝুড়ির দড়ি ছিঁড়িয়া গেল; তাঁহার দক্ষিণ চক্ষু স্পন্দিত হইতে লাগিল; ফলবান্ বৃক্ষগুলি তাঁহার দৃষ্টিতে ফলহীনরূপে প্রতীয়মান হইল; দশদিকের মধ্যে কোন্‌টা কোন্ দিক্, তাহাও তাঁহার বুঝিবার সামর্থ্য রহিল না। তিনি বিমূঢ় হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, 'পূর্ব্বে যাহা ঘটে নাই, আজ কেন তাহা ঘটিতেছে?

৫৩০। খনিত্র পড়িছে খসি হাত হ'তে মোর;
নাচিতেছে বার বার দক্ষিণ নয়ন;
ফল আছে বৃক্ষে, তবু যেন মনে হয়
ফল নাই ওতে; অহো এ কি মতিভ্রম।
দিক্ ও বিদিক্ নারি করিতে নির্ণয়।'
৫৩১। আসিল সায়াহ্নকাল; সূর্য্য অস্ত যায়;
চলিলেন রাজপুত্রী আশ্রমাভিমুখে।
অমনি সে ব্যালত্রয় দাঁড়াইয়া এসে
গমন-মার্গেতে তাঁর, অবরোধি পথ।
৫৩২। "হেলিয়া পড়েছে সূর্য্য, দূরস্থ আশ্রম।
আমি যাহা লয়ে যাব তাহাই খাইয়া
পতিপুত্রকন্যা মোর রহিবে বাঁচিয়া।
৫৩৩। ফিরিতে বিলম্ব মোর হেরি বিশ্বন্তর
একাকী কুটীরে বসি নিশ্চয় এখন
কহিছেন মিষ্ট কথা, ভুলাইতে মন
ক্ষুধার্ত্ত পুত্রের আর কন্যার আমার।

* অর্থাৎ সিংহাদির রূপধারী দেবপুত্রত্রয়।

৫৩৪। সায়াহ্ন এখন; ইহা ভোজনের বেলা;
অভাগীর শিশু দুটী খাবার না পেয়ে
ঘুমাইয়া এতক্ষণ পড়েছে নিশ্চয়,
স্তন্যপায়ী শিশুগণ স্তন্য না পাইলে
কান্দিতে কান্দিতে যথা পড়ে ঘুমাইয়া।*

৫৩৫। সায়াহ্ন এখন; ইহা ভোজনের বেলা;
অভাগীর শিশু দু'টী জল না পাইয়া
ঘুমাইয়া এতক্ষণ পড়েছে নিশ্চয়,
পিপাসার্ত্ত শিশুগণ না পাইলে জল,
কান্দিতে কান্দিতে যথা পড়ে ঘুমাইয়া।

৫৩৬। অথবা এ অভাগীর শিশু দু'টী এবে
দেখি দুঃখিনীর আজ বিলম্ব এমন
অগ্রসর হয়ে পথে আছে দাঁড়াইয়া,
গোবৎস যেমন থাকে গাভীকে দেখিতে।

৫৩৭। অথবা এ অভাগীর শিশু দু'টী এবে
দেখি দুঃখিনীর আজ বিলম্ব এমন,
অগ্রসর হয়ে পথে আছে দাঁড়াইয়া
হংসপোত থাকে যথা পল্বল উপরি।

৫৩৮। নিশ্চয় এ অভাগীর শিশু দু'টী, হায়,
আশ্রমের অবিদূরে অগ্রসর হয়ে
রয়েছে উদ্বিগ্ন মনে দাঁড়ায়ে এখন
দুঃখিনী মায়ের আগমন-প্রতীক্ষায়।

৫৩৯। কেবল একটী পথ আছে এইখানে;
যেতে পারে তাহা দিয়া মাত্র এক জন;
দুই পাশে ডোবা, গর্ত্ত রয়েছে অনেক;
ছাড়ি ইহা অন্যদিকে চলা অসম্ভব।
কেমনে আশ্রমে আমি করিব গমন?

৫৪০। মহাবল পশুগণ রাজা কাননের;
নমস্কার করি আমি তোমা সবাকারে।
হও মোর ধর্ম্মভাই তোমরা সকলে;+
মাগি পথ; দয়া করি দাও হে ছাড়িয়া।

৫৪১। শ্রীমান্ ভূপতি বিশ্বন্তর মোর স্বামী,
রাজ্য হ'তে নির্ব্বাসিত হয়েছেন যিনি।
সীতাদেবী পুরাকালে বনবাস যথা
করিলা রামের সঙ্গে, আমিও তেমন
পতিসহ বনবাস করিতেছি এবে;
ভ্রমেও না করি কভু অনাদর তাঁর।

৫৪২। সায়াহ্নে ভোজনকালে তোমরাও সবে
সন্তানগণের মুখ দেখি পাও সুখ।
জালী ও কৃষ্ণাকে মোর দেখিবার তরে
আমিও হয়েছি এবে নিতান্ত উৎসুক।

---

* মূলে "খীরপীতা ব অচ্ছরে" আছে। টীকাকার ব্যাখ্যা করেন:—"যথা খীরপীতা খীরস্স ব অথায় কন্দিত্বা তং অলভিত্বা কন্দন্তা ব নিদ্দং ওক্কমন্তি, এবং ফলাফলথায় কন্দিত্বা তং অলভিত্বা কন্দমানা ব নিদ্দং উপগতা ভবিস্সন্তি।" কিন্তু 'খীরপীতা' পদের এই ব্যাখ্যা যে কিরূপে হইল তাহা বুঝা গেল না।

+ কেন না তোমরা বনের রাজা; আমি মানবরাজের কন্যা ও পত্নী।

৫৪৩। আনিয়াছি সুপ্রচুর ফলমূল আমি ;
ভোজনের দ্রব্য বহু আছে সঙ্গে মোর।
ইহার অর্দ্ধেক আমি করিতেছি দান ;
মাগি পথ ; দয়া করি দাও হে ছাড়িয়া।

৫৪৪। রাজপুত্রী মাতা মোর ; রাজপুত্র পিতা ;
হও মোর ধর্ম্মভাই তোমরা সকলে ;
মাগি পথ ; দয়া করি দাও হে ছাড়িয়া।

সেই দেবপুত্রত্রয় সময়ের দিকে লক্ষ্য করিয়া বুঝিলেন, মাদ্রীকে পথ ছাড়িয়া দিবার কাল আসিয়াছে। এই নিমিত্ত তাঁহারা উঠিয়া চলিয়া গেলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার জন্ত শাস্তা বলিলেন :—

৫৪৫। করিলেন মাদ্রী বহু করুণ বিলাপ।
বীণার ঝঙ্কারবৎ বচন তাঁহার
শুনিয়া শ্বাপদত্রয় ছাড়ি দিল পথ।

শ্বাপদেরা অপগত হইলে মাদ্রী আশ্রমে গমন করিলেন। সেদিন পূর্ণিমার পোষধ ছিল। মাদ্রী চঙ্ক্রমণ-কোটির নিকটে গিয়া অন্যান্য দিন পুত্রকন্যাকে যে যে স্থানে দেখিতেন, আজ সেই সেই স্থানে তাহাদিগকে দেখিতে না পাইয়া বলিতে লাগিলেন :—

৫৪৬। এখানে ত অগ্রসর হইয়া বাছারা
প্রতিদিন মম আগমন-প্রতীক্ষায়
ধূলাবালি মাখি গায়ে থাকিত দাঁড়ায়ে,
বৎসদ্বয়, গাভী যবে ফিরে গোষ্ঠ হ'তে।

৫৪৭। এখানে ত অগ্রসর হইয়া বাছারা
প্রতিদিন মম আগমন-প্রতীক্ষায়
থাকিত দাঁড়ায়ে মাখি ধূলাবালি গায়ে,
থাকে যথা হংসপোত পল্বল উপরি !

৫৪৮। আশ্রমের অবিদূরে হেথা ত বাছারা
প্রতিদিন মম আগমন-প্রতীক্ষায়
থাকিত দাঁড়ায়ে মাখি ধূলাবালি গায়ে।

৫৪৯। মৃগশাবকের মত উৎকর্ণ হইয়া
আমার পায়ের সাড়া পাইত যখন,
ছুটিত উন্মত্তভাবে চৌদিকে তাহারা,
জানা'ত আনন্দ কত লম্ফঝম্ফ করি।
হয়বে হৃদয় মোর উঠিত নাচিয়া।
সেই জালী, সেই কৃষ্ণা, হায়, কি কারণ
দিতেছে না অভাগীরে দেখা এতক্ষণ ?

৫৫০। শাবক রাখিয়া ঘরে ছাগী চরে মাঠে ;
কুলায়ে শাবক রাখি পক্ষিণী বিচরে ;
গুহাতে শাবক রাখি সিংহী মাংস খোঁজে ;
আমিও আশ্রমে রাখি পুত্র কন্যা দু'টী
ফল আহরিতে বনে যাই প্রতিদিন।
কিন্তু সেই প্রাণধন জালী ও কৃষ্ণাকে
পাই না দেখিতে আসি আজি কি কারণ ?

৫৫১। এই খেলিবার স্থান বাছাদের মোর ;
রয়েছে পায়ের দাগ—পর্ব্বত উপরি
হস্তীর পায়ের ছাপ দেখায় যেমন।

এ সব মাটির ঢিপি আশ্রমের কাছে
খেলা করিবার কালে গড়েছে তাহারা।
কিন্তু সেই প্রাণধন জালী ও কৃষ্ণাকে
পাই না দেখিতে আমি আজ কি কারণ ?

৫৫২। ধূলাবালি সর্ব্ব অঙ্গে মাখিয়া বাছারা
ছুটিত আনন্দে মোরে বেষ্টি এ সময়।
আজ কেন তাহাদের দেখা নাহি পাই ?

৫৫৩। অরণ্য হইতে যবে আসিতাম ফিরি,
দূর হতে দেখি মোরে ছুটি গিয়া তারা
ধরিত জড়ায়ে। আজ জালী ও কৃষ্ণাকে
পাই না দেখিতে কেন আমি এতক্ষণ ?

৫৫৪। হইয়া আশ্রম হ'তে দূরে অগ্রসর
দেখিতে আসিত মোরে তারা দুইজন,
দেখে যথা ছাগশিশু ছাগী যবে ফিরে
সন্ধ্যাকালে মাঠ হতে। কোথা আজ তারা ?

৫৫৫। এই পাণ্ডু বিল্বফল রয়েছে পড়িয়া,
খেলিত যা' লয়ে তারা! জালী ও কৃষ্ণাকে
পাই না দেখিতে কেন আজ এতক্ষণ ?

৫৫৬। দুগ্ধে পূর্ণ হইয়াছে স্তনদ্বয় মোর;
বিপত্তি-শঙ্কায় মোর বুক ফাটি যায়;
জালী, কৃষ্ণা, অভাগীর হৃদয়ের ধন,
দিতেছে না দেখা কেন আজ এতক্ষণ ?

৫৫৭। জড়িয়ে ধরিয়া কোলে একটী উঠিত;
স্তন ধরি অপরটী ঝুলিয়া থাকিত।
জালী, কৃষ্ণা, দুঃখিনীর হৃদয়ের ধন,
দিতেছে না দেখা কেন আজ এতক্ষণ ?

৫৫৮। সন্ধ্যাকালে ধূলা-মাখা গায়ে বাছা দু'টী
করিত আমার কোলে কত লুঠালুঠি!
জালী, কৃষ্ণা, দুঃখিনীর হৃদয়ের ধন,
দিতেছে না দেখা কেন আজ এতক্ষণ ?

৫৫৯। আমাদের এ আশ্রম ছিল এত দিন
সন্ধ্যাকালে মহানন্দ-মেলনের স্থান।
আজ কিন্তু বাছাদের অদর্শনে, হায়,
মনে হয় ঘুরিতেছে সমস্ত আশ্রম
কুলালচক্রের মত চারিদিকে মোর।

৫৬০। কি কারণ হেন আজ নিস্তব্ধ আশ্রম ?
কাকোলের(ও)* শব্দ এবে শুনা নাহি যায়।
নিশ্চয় বাছারা মোর হারায়েছে প্রাণ।

৫৬১। কি কারণ হেন আজ নিস্তব্ধ আশ্রম ?
একটী পাখীর(ও) শব্দ শুনা নাহি যায়।
নিশ্চয় বাছারা মোর হারায়েছে প্রাণ।

* কাকোল—বন্য কাক, দাঁড় কাক।

মাদ্রী এইরূপে বিলাপ করিতে করিতে মহাসত্ত্বের সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং ফলমূলের ঝুড়ি নামাইয়া রাখিলেন। মহাসত্ত্ব নীরবে বসিয়া আছেন এবং ছেলে মেয়েরা তাঁহার নিকটে নাই দেখিয়া তিনি বলিলেন,

৫৬২। নির্ব্বাক্ আপনি কেন? রাত্রিতে যে দেখেছি স্বপন
কাঁপিছে হৃদয় মোর এখন(ও) তা' করিয়া স্মরণ।
কি ভীষণ নিস্তব্ধতা! কাকোলও নীরব রয়েছে!
ফলেছে দুঃস্বপ্ন বুঝি! জালী, কৃষ্ণা নিশ্চয় মরেছে।

৫৬৩। নির্ব্বাক্ আপনি কেন? রাত্রিতে যে দেখেছি স্বপন,
কাঁপিছে হৃদয় মোর এখন(ও) তা' করিয়া স্মরণ।
কি ভীষণ নিস্তব্ধতা। পাখীরাও নীরব রয়েছে!
ফলেছে দুঃস্বপ্ন বুঝি! জালী, কৃষ্ণা নিশ্চয় মরেছে।

৫৬৪। খেয়েছে কি, আর্য্যপুত্র, পশু কোন জালী ও কৃষ্ণারে?
অথবা নিয়াছে কেহ জলহীন বনের মাঝারে?

৫৬৫। তাহারা মধুরভাষী। শিবিরাজ সমীপে প্রেরণ
করিলা কি দূতরূপে জালী ও কৃষ্ণাকে সে কারণ?
কুটীরের মাঝে কিংবা আছে তারা এবে ঘুমাইয়া?
খেলায় হইয়া মত্ত গিয়াছে কি বাহিরে চলিয়া?

৫৬৬। হস্ত-পাদ-কেশ আমি তাহাদের দেখিতে না পাই;
ছোঁ মারি শকুনে বুঝি লইয়া গিয়াছে কোন ঠাঁই?
বল, তব পায়ে পড়ি, কে হরিল আমার সন্তান?
জানেন তাহাদের নিশ্চয় ত্যজিব আমি প্রাণ।

মাদ্রীর এ সকল কথা শুনিয়াও মহাসত্ত্ব নিরুত্তর রহিলেন। তখন মাদ্রী বলিলেন, "প্রভো, আমার সঙ্গে কথা বলিতেছেন না কেন? আমি কি অপরাধ করিয়াছি?

৫৬৭। দুঃখের নাহিক শেষ— রাজ্য ছাড়ি আমি
করিতেছি বনে বাস; হৃদয়ের ধন
জালী ও কৃষ্ণাকে হেথা দেখিতে না পাই।
সব চেয়ে বেশী দুঃখ কিন্তু দুঃখিনীর
আপনি যে তার সঙ্গে না বলেন কথা।
শল্যবিদ্ধ ব্রণসম এ দুঃখ আমার
দিতেছে যন্ত্রণা, যাহা সহা নাহি যায়।

৫৬৮। না দেখি জালীকে, আর কৃষ্ণাকে এখানে
পাইতেছি দুঃখ বড়; কাঁপিতেছে হিয়া।
আপনি যে মোর সঙ্গে না বলেন কথা,
এ দ্বিতীয় দুঃখশল্য দুর্ব্বিষহ অতি।

৫৬৯। আজ, এই রাত্রিকালে যদি মোর সনে
না করেন, আর্য্যপুত্র, কোন বাক্যালাপ,
নিশ্চয় প্রভাতে উঠি পাবেন দেখিতে
মরিয়াছে মাদ্রী, দুঃখ সহিতে না পারি।

মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, 'পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিয়া ইহার পুত্রশোক দূর করা যাউক'। তিনি বলিলেন,

৫৭০। রাজপুত্রী তুমি মাদ্রি, পরম সুন্দরী।
প্রত্যূষে অরণ্যে গিয়া একাকিনী সেথা
কাটায়ে সমস্ত দিন দেখা দিলে আসি
সন্ধ্যাকালে চন্দ্রালোকে—এ কি ব্যবহার ?

মাদ্রী বলিলেন,

৫৭১। এসেছিল সরোবরে জলপান তরে
সিংহ, ব্যাঘ্র, গজ আদি প্রাণী শত শত ;
শুনিতে কি পান নাই গর্জ্জন তাদের
পক্ষীর বিরাবসহ মিশি সে সময়
করেছিল বন এককোলাহলময় ?*

৫৭২। মহারণ্যে বিচরণ করিবার কালে
বহু দুর্নিমিত্ত, প্রভো, দেখিয়াছি আজ ;
পড়েছে খনিত্র খসি হস্ত হ'তে মোর ;
স্কন্ধ হ'তে ঝুড়ি মোর পড়েছে ছিঁড়িয়া।

৫৭৩। ভয় পেয়ে মহাদুঃখে যুড়ি দুই কর
করিনু প্রণাম দশ দিকে একে একে,
অশুভ হইবে দূর এ আশায় আমি।

৫৭৪। মাগিলাম সবিনয়ে, "রক্ষ, দেবগণ।
এই ভিক্ষা চায় দাসী, সিংহ কিংবা দ্বীপী
না বধে স্বামীকে যেন ; ঋক্ষ বা তরক্ষু
জালীও কৃষ্ণাকে যেন ছুঁইতে না পারে।

৫৭৫। সিংহ, ব্যাঘ্র, দ্বীপী, এই তিনটা শ্বাপদ
অবরোধ করি পথ আছিল আমার।
ফিরিতে বিলম্ব আজ ঘটেছে সে হেতু।

মহাসত্ত্ব কিন্তু পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা ছাড়া অরুণোদয় পর্য্যন্ত আর দ্বিতীয় কথা বলিলেন না। এদিকে মাদ্রী তখন হইতে নানারূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন।

৫৭৬। অবলম্বি ব্রহ্মচর্য্য, ধরি জটা শিরে
পতিপুত্র দিবারাত্র সেবিয়াছি আমি,
শিষ্য সেবে আচার্য্যকে যতনে যেমন।

৫৭৭। পরিয়া অজিন-বাস নিত্য গিয়া বনে
কতকষ্টে ফলমূল করিয়া সংগ্রহ
এনেছি তোদের(ই) জন্য, বাছারা আমার।

৫৭৮। তোদের স্নানের জন্য সোণার বরণ
এনেছি হরিদ্রা কত ; খেলিবার তরে
পাণ্ডুবর্ণ বেল আমি দিয়াছি আনিয়া,
আর(ও) নানাবিধ ফল। দিতাম যখন
সে সব তোদের হাতে, বলিতাম স্নেহে,
"এই সব লয়ে খেলা কর গে, বাছারা।"

৫৭৯। বলিতাম আর্য্যপুত্রে," পুত্রকন্যা লয়ে
করুণ ভোজন, প্রভো, তৃপ্তিসহকারে
মৃণাল, শালুক, শৃঙ্গাটক মধুসহ।

---

* যখন বিশ্বন্তর পুত্রকন্যা দান করেন, তখন সেই দানের তেজে ও বিস্ময়ে পশুপক্ষিগণ এই নিনাদ করিয়াছিল।

৪৮০। ডাকিয়া আমুন শিশু দু'টী নিজ পাশে,
জালীকে কমল দিন, কৃষ্ণাকে কুমুদ,
মালা পরি, শিবিরাজ, নাচুক তাহারা।

৪৮১। শুনুন, হে রথিবর, কি মধুর স্বরে
গাইতে গাইতে কৃষ্ণা আসিছে আশ্রমে।"

৪৮২। রাজ্য হ'তে নির্ব্বাসিত হইয়া আমরা
সমদুঃখসুখভাবে আছি এত কাল।
জান যদি জালিকৃষ্ণা আছে কোথা এবে
বল, শিবিরাজ, কষ্ট দিও না ক আর।

৪৮৩। শ্রমণে, ব্রাহ্মণে, ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণে,
শীলবানে, সুপণ্ডিতে কভই না যেন
বলেছি দুর্ব্বাক্য পূর্ব্বে, যে পাপের ফলে
জালী ও কৃষ্ণাকে আজ না পাই দেখিতে।

মাদ্রী এত বিলাপ করিতে লাগিলেন; কিন্তু মহাসত্ত্ব কোন কথাই বলিলেন না। তাহাকে নীরব দেখিয়া মাদ্রী কান্দিতে কান্দিতে চন্দ্রালোকে সন্তান দুইটীকে খুঁজিতে আরম্ভ করিলেন এবং জম্বুবৃক্ষতল প্রভৃতি যে যে স্থানে তাহারা খেলা করিত, সেই সেই স্থানে গিয়া তাহাদিগকে দেখিতে না পাইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন:—

৪৮৪। এই জম্বুবৃক্ষসব, নিম্বিন্দা, বেত্তিশ—
বিবিধ এ সব তরু রয়েছে এখানে;
কিন্তু মোর পুত্রকন্যা দেখিতে না পাই।

৪৮৫। অশ্বথ-পনস-বট-কপিথাদি নানা
ফলবান্ বৃক্ষসব আছে পূর্ব্ববৎ;
কিন্তু মোর পুত্রকন্যা দেখিতে না পাই!

৪৮৬। এই যে আরাম সব; নদী মনোহরা
হরে তৃষ্ণা সুশীতল জলদানে যাহা,
খেলিত যাহারা যেথা পূর্ব্বে প্রতিদিন—
দেখা ত তাদের আমি পাই না ক আজ!

৪৮৭। অই যে ফুটিয়া আছে পর্ব্বত উপরি
বিবিধ কুসুমরাজি, আভরণরূপে
পরিত যাহারা যাহা মনের আনন্দে—
দেখা ত তাদের আমি পাই না ক আজ।

৪৮৮। অই যে রয়েছে পাকি পর্ব্বত উপরি
বিবিধ মধুর ফল, খেত যাহা তারা
যখন(ই) হইত ইচ্ছা—কোথা এবে তারা?

৪৮৯। হস্তি-অশ্ব-বৃষ আদি বিবিধ জন্তুর
প্রতিমূর্ত্তি গড়ি খেলা করিত যাহারা।
রয়েছে সে সব পড়ি। কোথা এবে তারা?

৪৯০। শ্যাম * ও কদলীমৃগ, শশক, পেচক
প্রভৃতি জন্তুর কত প্রতিমূর্ত্তি হেথা।
খেলিত এ সব লয়ে যাহারা আমার।
কিন্তু তারা এবে কোথা, দেখিতে না পাই।

* শ্যাম—"খুদ্দকো সামো সুবণ্ণ-মিগো"—টীকাকার।

৫৯১। ময়ূর বিচিত্রপুচ্ছ, হংস-ক্রৌঞ্চ আদি
বিবিধ পক্ষীর মূর্ত্তি রয়েছে পড়িয়া।
খেলিত এ সব লয়ে বাছারা আমার ;
কিন্তু তারা এবে কোথা দেখিতে না পাই।

আশ্রমের কোথাও প্রিয় সন্তানদুইটীকে দেখিতে না পাইয়া মাদ্রী বাহিরে গেলেন এবং পুষ্পিত গুল্মবনে প্রবেশ করিয়া উহার এক একটী অংশ দেখিয়া বলিতে লাগিলেন :—

৫৯২। এই ত সে গুল্মবন, সকল ঋতুতে
থাকে যাহা সুশোভিত বিবিধ কুসুমে,
আসি যেথা নিত্য খেলা করিত বাছারা।
কিন্তু তারা এবে কোথা, দেখিতে না পাই।

৫৯৩। এই ত রয়েছে রম্য পুষ্করিণী সব,
চক্রবাক করে যেথা মধুর কূজন ;
শ্বেত, নীল, রক্ত পদ্ম বিকসিত হয়ে
ঢাকিয়া বিমল জল রেখেছে যাদের।
খেলিত এদের তীরে বাছারা আমার।
কিন্তু তারা এবে কোথা, দেখিতে না পাই।

সন্তান দুইটীকে কোথাও দেখিতে না পাইয়া মাদ্রী মহাসত্ত্বের নিকট ফিরিয়া গেলেন এবং তাঁহার বিষণ্ণ মুখ দেখিয়া বলিলেন,

৫৯৪। চির নাই কাঠ আজ ; কর নাই এতক্ষণ নদী হ'তে জল আনয়ন,
জ্বাল নি আগুন তুমি ; [illegible] মহারাজ, কি চিন্তায় হয়েছ মগন ?

৫৯৫। তুমি প্রিয়তম মোর ; হেরিলে তোমার মুখ সর্ব্বদুঃখ পাশরিয়া যাই ;
কিন্তু, হায়, কি কারণ, আসিয়া তোমার পাশে মনে আজি শান্তি নাহি পাই ?
বুঝেছি বুঝেছি আমি, যে জন্য আমার আজি উৎকণ্ঠিত হয়েছে হৃদয় ;
জালী কৃষ্ণা নাই হেথা ; না দেখি তাদের মুখ ব্যাকুল হয়েছি সাতিশয়।

মাদ্রী এত বলিলেও মহাসত্ত্ব নীরব রহিলেন। তাঁহার মুখে কথা নাই দেখিয়া শোকার্ত্তা মাদ্রী আহতা কুক্কুটীর ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে পূর্ব্বে যে যে স্থানে খুঁজিয়াছিলেন, আবার সেই সেই স্থানে খুঁজিলেন এবং ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন,

৫৯৬। জানি না ক, আর্য্যপুত্র, আসি কোন্ জন লুকায়ে রেখেছে মোর হৃদয়ের ধন ;
অথবা কে বধিয়াছে বাছাদের প্রাণ ; পাই না ক কিছুমাত্র কাহার(ও) সন্ধান,
কাকোলের(ও) রব এবে শুনা নাহি যায় ; নিশ্চয় বাছারা মোর মারা গেছে হায়।

৫৯৭। জানি না ক, আর্য্যপুত্র, আসি কোন্ জন লুকায়ে রেখেছে মোর হৃদয়ের ধন ;
অথবা কে বধিয়াছে বাছাদের প্রাণ ; পাই না ক কিছুমাত্র কাহার(ও) সন্ধান,
পক্ষীদের(ও) রব এবে শুনা নাহি যায় ; নিশ্চয় বাছারা মোর মারা গেছে হায়।

কিন্তু মহাসত্ত্ব মাদ্রীর এ কথারও কোন উত্তর দিলেন না। পুত্রশোকাতুরা জননী সন্তান দুইটীকে তৃতীয় বার খুঁজিতে গেলেন এবং বায়ুবেগে সেই সকল স্থানে বিচরণ করিতে লাগিলেন। এক রাত্রির মধ্যে তিনি তাহাদের অনুসন্ধানার্থ নানা স্থানে পঞ্চদশ যোজন বিচরণ করিলেন। তাহার পর প্রভাত হইল ; তিনি অরুণোদয়ের পর মহাসত্ত্বের নিকটে দাঁড়াইয়া পরিদেবন করিতে লাগিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :—

৫৯৮। করিতে করিতে পুনঃ পুনঃ হাহাকার, শৈলে শৈলে বনে বনে ভ্রমি বার বার
আবার আসিলা মাদ্রী আশ্রমে ফিরিয়া ; কান্দিতে লাগিলা পতিপাশে দাঁড়াইয়া।

৫৯৯। "পাই না দেখিতে, দেব, আসি কোন্ জন লুকায়ে রেখেছে মোর হৃদয়ের ধন ;
অথবা কে বধিয়াছে বাছাদের প্রাণ ; পাই না ক কিছুমাত্র কাহার(ও) সন্ধান।
কাকোলের(ও) রব এবে শুনা নাহি যায় নিশ্চয় বাছারা মোর মারা গেছে, হায় !

৬০০। পাইনা দেখিতে, দেব, আসি কোন্ জন লুকায়ে রেখেছে মোর হৃদয়ের ধন ;
অথবা কে বধিয়াছে তাহাদের প্রাণ ; পাই না ক কিছুমাত্র কাহার(ও) সন্ধান।
পাখীদের(ও) রব এবে শুনা নাহি যায় ; নিশ্চয় বাছারা মোর মারা গেছে, হায়।

৬০১। পাই না দেখিতে, দেব, আসি কোন্ জন লুকায়ে রেখেছে মোর হৃদয়ের ধন ;
অথবা কে বধিয়াছে তাহাদের প্রাণ ; খুঁজিয়াও কিছুমাত্র পাই না সন্ধান।
তরুমূলে, বনে, শৈলে দেখিনু খুঁজিয়া ; কোথাও নাই ক তারা ; বিদরিছে হিয়া।"

৬০২। গুণবতী রাজপুত্রী পরমসুন্দরী মাদ্রীদেবী বাহু তুলি পরিতাপ করি,
না পারি করিতে আর শোক সংবরণ ভূতলে মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়িলা তখন।

"মাদ্রী বুঝি মারা গেলেন' ভাবিয়া মহাসত্ত্ব কাঁপিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন, "হায়, মাদ্রী আজ অস্থানে—বিদেশে প্রাণ ত্যাগ করিলেন। যদি আজ জেতুত্তর নগরে ইনি দেহ ত্যাগ করিতেন, তবে কত সমারোহে ইঁহার সৎকার হইত ! শিবি ও মদ্র, উভয় রাজ্যই বিচলিত হইত। আমি এখন একাকী বনবাসী ; আমি কি করিব'। এইরূপ চিন্তায় তাঁহার মহাশোক জন্মিল ; কিন্তু তিনি অবিলম্বে প্রকৃতিস্থ হইলেন, প্রকৃতই মাদ্রীর মৃত্যু হইল কি না, দেখিবার জন্য আসন হইতে উঠিয়া তাঁহার বু'কে হাত দিলেন এবং দেখিলেন, দেহ তখনও উষ্ণ আছে। তখন তিনি কমণ্ডলুতে জল আনিলেন ; যদিও সাত-মাস তাঁহার দেহ স্পর্শ করেন নাই, তথাপি মহাশোকবেগে তিনি প্রব্রাজকধর্ম্মের দিকে আর লক্ষ্য রাখিতে পারিলেন না ; তিনি অশ্রুপূর্ণনেত্রে তাঁহার মস্তক তুলিয়া নিজের উরু-দেশে স্থাপন করিলেন, উহাতে জল প্রোক্ষণ করিলেন, এবং বসিয়া বসিয়া তাহার মুখ ও বক্ষঃস্থল পরিমর্দ্দন করিতে লাগিলেন। মাদ্রীও ক্ষণকাল পরে সংজ্ঞা লাভ করিলেন এবং উঠিয়া সসম্ভ্রমে মহাসত্ত্বকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "প্রভো বিশ্বন্তর, আমার ছেলে মেয়ে কোথায় ?" বিশ্বন্তর বলিলেন ; "দেবি, আমি তাহাদিগকে এক ব্রাহ্মণের দাস হইবার জন্য দান করিয়াছি।"

[এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৬০৩। তখনি নিকটে গিয়া রাজা বিশ্বন্তর
মাদ্রীর মস্তকে জল করিলা প্রোক্ষণ ;
লভিলা যখন সংজ্ঞা মাদ্রী পতিব্রতা,
শুনাইলা তাঁরে সত্য ঘটিয়াছে যাহা।

মাদ্রী বলিলেন, "ব্রাহ্মণকে ত পুত্রকন্যা দান করিলেন ; কিন্তু আমি যে সমস্ত রাত্রি পরিদেবন করিয়া বেড়াইলাম, আমাকে এ কথা বলিলেন না কেন ?" মহাসত্ত্ব বলিলেন,

৬০৪, ৬০৫। ছিল না ক ইচ্ছা, মাদ্রি, দুঃখ দিতে হঠাৎ তোমায়
সে হেতু উত্তর কোন দেই নাই তোমার কথায়।
দরিদ্র ব্রাহ্মণ এক এসেছিল ভিক্ষার্থ আশ্রমে ;
তুষিয়াছি তাহাকেই প্রাণাধিক পুত্রকন্যাদানে।
মরে নি বাছারা, মাদ্রি ; নাই কোন ভয়ের কারণ।
মুখ পানে চেয়ে মোর হও তুমি আশ্বস্ত এখন।
করিও না দুঃখ বেশী বাঁচি যদি নীরোগ হইয়া
হব সুখী পুনর্ব্বার পুত্রকন্যামুখ নিরখিয়া।

৬০৬। পুত্র, কন্যা, পশু আর গৃহে যত থাকে অন্য ধন,
সাধুরা করেন দান প্রার্থী যবে দেয় দরশন।
এ দান অনুমোদন কর, মাদ্রি, সুপ্রসন্নমনে;
পুত্রদানসম দান দেখিতে না পাই ত্রিভুবনে।

মাদ্রী বলিলেন,

৬০৭। সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন তোমার করিনু এ দান আমি, শুন, বিশ্বন্তর।
দানমধ্যে পুত্রদান সর্ব্বোত্তম হয়; দিয়া তাহা মহাপুণ্য অর্জিলা নিশ্চয়।
দিয়াছ; এখন হও সুপ্রসন্ন মন; এইরূপ আর(ও) দান করহ, রাজন্।
৬০৮। মানুষেরা স্বার্থপর। তুমি শিবীশ্বর স্বার্থ দলি পায়ে দিলা অপত্য তোমার
দরিদ্র ব্রাহ্মণে; এতে দুঃখ মোর নাই; দানে অভিরতি তব থাকুক সদাই।

মহাসত্ত্ব বলিলেন, "মাদ্রি, তুমি এ কি কথা কহিতেছ! পুত্রদানের পর আমার যদি চিত্তপ্রসাদ না জন্মিত, তবে কি এ সব বিস্ময়কর কাণ্ড ঘটিত?" অনন্তর তিনি মাদ্রীকে পৃথিবীনিনাদ ইত্যাদি সমস্ত বৃত্তান্ত শুনাইলেন; মাদ্রী তাঁহার দান অনুমোদন করিবার কালে নিজমুখে সেই সকল অদ্ভুত ব্যাপার কীর্ত্তন করিলেন:—

৬০৯। "করিল পৃথিবী ঘোর নিনাদ তখন;
ত্রিদিববাসীরা তাহা করিল শ্রবণ।
অকালে চৌদিকে আসি বিদ্যুৎ স্ফুরিল হাসি,
বজ্রের গর্জ্জন শুনা গেল বার বার;
পর্ব্বতে পর্ব্বতে হ'ল প্রতিধ্বনি তার।
৬১০। সাগর, পর্ব্বত আদি সে দান দেখিয়া খুশী,
ইন্দ্র, ব্রহ্মা, সোম, যম, কুবের প্রভৃতি
দান দেখি তুষ্ট সবে হইলেন অতি।"*
৬১১। বলি ইহা গুণবতী সুন্দরী সুশীলা সতী
বিশ্বন্তরে বার বার দিলা সাধুকার:—
পুত্রদানসম অন্য দান নাই আর।

মহাসত্ত্ব আপনার দান বর্ণন করিলে মাদ্রীও এইরূপে তাহা পুনর্ব্বার বর্ণনা করিলেন; তিনি বলিলেন, "মহারাজ, আপনি উত্তম দান করিয়াছেন।" তিনি দান বর্ণনা করিয়া উহা অনুমোদন করিতে করিতে উপবেশন করিলেন। এই নিমিত্তই শাস্তা "বলি ইহা গুণবতী" ইত্যাদি গাথা (৬১১ম) বলিলেন।

মাদ্রীপর্ব্ব সমাপ্ত।

(১০)

বিশ্বন্তর ও মাদ্রী পরস্পরের প্রীতিবর্দ্ধনার্থ এইরূপ কথোপকথন করিতেছিলেন, এমন সময়ে দেবরাজ শক্র ভাবিলেন, 'রাজা বিশ্বন্তর কল্য জূজককে পুত্রকন্যা দান করিয়া পৃথিবী নিনাদিত করিয়াছেন; এখন যদি কোন নরাধম তাঁহার নিকটে গিয়া সর্ব্বসুলক্ষণা শীলবতী মাদ্রীকে যাচ্ঞা করে এবং তাঁহাকে লইয়া বিশ্বন্তরকে একাকী ফেলিয়া যায়; তবে ত তিনি নিতান্ত অসহায় ও নিঃসম্বল হইবেন। অতএব আমিই ব্রাহ্মণবেশ ধারণ করিয়া তাঁহার

* এই প্রসঙ্গে 'প্রজাপতি'রও নাম আছে। পালি সাহিত্যে ব্রহ্মা ও প্রজাপতি ভিন্ন ভিন্ন দেবতা।

নিকটে যাইব এবং মাদ্রীকে চাহিব। ইহাতে তিনি দানপারমিতার পরাকাষ্ঠা লাভ করিবেন; মাদ্রীকে যে অন্য কেহ লইয়া যাইবে, তাহাও সম্ভবপর হইবে না; অতঃপর তাঁহার মাদ্রীকে তাঁহারই হস্তে প্রত্যর্পণ করিয়া আমি স্বস্থানে ফিরিয়া আসিব।' ইহা স্থির করিয়া তিনি সূর্য্যোদয়-কালে বিশ্বন্তরের নিকটে উপস্থিত হইলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :—

৬১২। প্রভাতা হইলে রাত্রি সূর্য্যোদয়কালে
ব্রাহ্মণের বেশে শক্র গিয়া সে আশ্রমে
মাদ্রী আর বিশ্বন্তরে দিলা দরশন।

শক্র বলিলেন,

৬১৩। কুশলে ত আপনারা করেন বসতি হেথা? কোনরূপ অসুখ ত নাই?
করেন ত উঞ্ছ দ্বারা জীবন যাপন সুখে? ফল মূল পান ত সদাই?
৬১৪। দংশমশকাদি কীট, সরীসৃপগণ আর ,তত বেশী নাই ত এখানে?
ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদ কভু করে না ত উপদ্রব কোনরূপ এ ভীষণ বনে?

মহাসত্ত্ব বলিলেন,

৬১৫। কুশলে রয়েছি মোরা; শারীরিক, মানসিক কোন রূপ অনাময় নাই;
উঞ্ছ আহরণ করি রক্ষি মোরা প্রাণ হেথা; ফল মূল সুপ্রচুর পাই।
৬১৬। দংশমশকাদি কীট, সরীসৃপগণ আর নাই হেথা বলিলেই চলে;
শ্বাপদসঙ্কুল বনে- বাস করি এত কাল, নাহি জানি হিংসা কারে বলে।
৬১৭। সপ্ত মাস এই বনে আছি; বড় দুঃখ মনে, না করি অতিথি লাভ সদা;
এত দীর্ঘকাল মধ্যে কেবল দ্বিতীয় বার দেখিলাম ব্রাহ্মণ দেবতা।
হস্তে শোভে কমণ্ডলু; পবিত্র অজিন বাস; দেখি তব এই সাধু বেশ
হইলাম ধন্য মোরা; অতিথি লভিয়া আজ পাইলাম আনন্দ অশেষ।
৬১৮। স্বাগত, হে বিপ্রবর; তব আগমনে হেথা অতি হৃষ্ট হইয়াছে মন।
প্রবেশি কুটীরে এবে, কর পাদ প্রক্ষালন; হও তুমি কল্যাণভাজন।
৬১৯। তিন্দুক, পিয়াল আর মধুকাদি ক্ষুদ্র ফল আছে হেথা প্রচুর প্রমাণ;
ক্ষুন্নিবৃত্তি তরে তুমি সে সব ভোজন কর, বার বার, যত চায় প্রাণ।
৬২০। পর্ব্বত-কন্দর হ'তে নির্ম্মল শীতল জল রাখিয়াছি করি আনয়ন;
ইচ্ছা যদি হয় তব, পান করি অই জল কর তুমি পিপাসা দমন।

ব্রাহ্মণবেশী শক্রকে এইরূপ প্রীতিসম্ভাষণ করিয়া মহাসত্ত্ব জিজ্ঞাসিলেন,

৬২১। কি উদ্দেশ্যে—কি কারণ হেথা আগমন? জিজ্ঞাসি তোমায় আমি; বল, হে ব্রাহ্মণ,

মহাসত্ত্ব আগমন-কারণ জিজ্ঞাসা করিলে শক্র বলিলেন, "মহারাজ, আমি অতি বৃদ্ধ; তথাপি আপনার ভার্য্যা মাদ্রীকে যাচ্ঞা করিবার জন্য এত পথ পর্য্যটন করিয়া এখানে আসিয়াছি। আপনি মাদ্রীকে আমায় দিন।

৬২২। মহানদ অবিরাম করি বারি দান কখন(ও) না হয়, ভূপ, যথা ক্ষীয়মাণ,
যাচকেরা তোমাকেও ভাবে সেই মত। ভাবে তারা কভু না ক হবে প্রত্যাখ্যাত।
ভার্য্যাকে তোমার আমি এসেছি যাচিতে; কর তাঁরে সম্প্রদান আমায় তুষিতে।"*

"কাল এক ব্রাহ্মণকে পুত্রকন্যা দুইটী দিয়াছি; মাদ্রীকে দিয়া আমি একাকী এই বনে কিরূপে থাকিব?"—মহাসত্ত্ব একথা বলিলেন না। তিনি পূর্ব্বে প্রসারিত হস্তে যেমন সহস্রমুদ্রাপূর্ণ স্থবিকা স্থাপন করিয়াছিলেন সেই ভাবে, অনাসক্তমনে এবং অকুণ্ঠিতচিত্তে পর্ব্বত উন্নাদিত করিয়া বলিলেন,

*৬১৫ম হইতে ৬২২ম পর্য্যন্ত গাথাগুলি প্রধানতঃ [illegible] হইতে [illegible] গাথায় পুনরুক্তি।

৬২৩। অকম্পিত চিত্তে দান করিলাম যাহা তুমি মোর ঠাঁই চাহিলে ব্রাহ্মণ ;
আমার যা' আছে, তাহা গোপন করি না কভু ; দানে অভিরত মোর মন।

ইহা বলিয়া তিনি অবিলম্বে কমণ্ডলুতে জল আনয়নপূর্ব্বক হস্তে জল লইয়া ব্রাহ্মণকে ভার্য্যা দান করিলেন। অমনি পূর্ব্ববৎ অদ্ভুত কাণ্ড সকল ঘটিল।

এই বৃত্তান্ত সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৬২৪। ধরিয়া মাদ্রীর হাত, কমণ্ডলু লয়ে করে শিবিরাজ্যাধিপ বিশ্বন্তর
ব্রাহ্মণকে সম্প্রদান করিলেন ভার্য্যা নিজ ; 'ধন্য, ধন্য' বলে চরাচর।
৬২৫। ধরিয়া মাদ্রীর হাত ব্রাহ্মণকে দান যবে হৃষ্টমনে করিলেন তিনি;
হেরি এ অদ্ভুত ত্যাগ শিহরিল সর্ব্বলোক ; দানবেগে কাঁপিল মেদিনী।
৬২৬। ভ্রুকুটি-বিকার কিছু না হ'ল মাদ্রীর মুখে ; রোষ, দুঃখ নাই মনে তাঁর ;
নীরবে ভাবিলা সতী, 'করেন যা' মোর পতি, হবে তাহে কল্যাণ আমার।'

বিশ্বন্তর সর্ব্বজ্ঞতালাভের অভিপ্রায়েই এই মহাদান করিয়াছিলেন। এই হেতু কথিত হইয়া থাকে যে,

৬২৭। দান পারমিতা দ্বারা সম্বোধি লভিতে.
পুত্র জালী, কন্যা কৃষ্ণা, পত্নী মাদ্রী পতিব্রতা,
এ তিনে করিনু দান অকুণ্ঠিত চিতে।
৬২৮। নয় দ্বেষ্য সুত সুতা, মাদ্রী দ্বেষ্যা নন ;
কিন্তু সর্ব্বজ্ঞতা আমি, ভাবি প্রিয়তম মনে ;
প্রিয় জনে করিলাম দান সে কারণ।

ব্রাহ্মণহস্তে অর্পিত হইয়া মাদ্রীর মনের ভাব কিরূপ হইল, তাহা জানিবার জন্য মহাসত্ত্ব তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কোন কষ্ট হইতেছে না ত, মাদ্রি?" মাদ্রী সিংহনাদে বলিলেন, "প্রভো, আপনি আমার মুখের দিকে তাকাইয়া কি দেখিতেছেন?

৬২৯। আকৌমার আমি ভার্য্যা হয়েছি যাঁহার, পতি যিনি মোর, যিনি জীবিত-ঈশ্বর,
যা'কে ইচ্ছা দান তিনি করুন আমার, বেচুন, বধুন কিংবা, দুঃখ নাহি তার।

শক্র তাঁহাদের সাধু সঙ্কল্প দেখিয়া অতঃপর তাঁহাদের গুণ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৬৩০। সঙ্কল্প তাঁদের বুঝি দেবেন্দ্র তখন
বলিলেন বিশ্বন্তরে এতেক বচন :—
সম্বোধি-লাভের পথে দৈব ও মানুষ বিঘ্ন
দানবলে করিয়াছ তুমি অতিক্রম ;
উদ্দেশ্য তোমার ব্যর্থ হবে না কখন।
৬৩১। নিনাদিল পৃথ্বী, দান করিলা যখন ;
ত্রিদিবে বসিয়া তাহা শুনে দেবগণ।
অকালে চৌদিকে আসি বিদ্যুৎ স্ফুরিল হাসি ;
বজ্রের গর্জ্জন শুনা গেল বার বার ;
পর্ব্বতে পর্ব্বতে হ'ল প্রতিধ্বনি তার।
৬৩২। নারদ, পর্ব্বত ঋষি এ দান দেখিয়া খুসী ;
ইন্দ্র, ব্রহ্মা, সোম, যম, কুবের প্রভৃতি
দুষ্কর করিলে দেখি, তুষ্ট সবে অতি।
৬৩৩। দুস্ত্যাজ্য প্রিয় বস্তু পারে যেই দিতে,
যে জন দুষ্কর কার্য্য পারে সম্পাদিতে,
না পারে করিতে তার এ দৃষ্টান্ত অনুসার
অসাধু কস্মিন্‌কালে। অসাধু যে জন,
না পারে চলিতে কভু সাধুর মতন।

৬৩৪। সাধু, অসাধুর, তাই, ভিন্ন ভিন্ন গতি।
অসাধু নরকে যায় ; সাধু স্বর্গধাম পায় ;
ব্যতিক্রম নাই এতে ; ইহাই নিয়তি।

৬৩৫। বনে বাস করি তুমি করিয়াছ দান
পুত্র, পুত্রী, ভার্য্যা—যারা প্রাণের সমান।
করি এই মহাদান লভিয়াছ ব্রহ্মযান ;*
অপায়ে তোমার আর না হবে পতন ;
লভিবে সুফল স্বর্গে করিয়া গমন।

এইরূপে মহাসত্ত্বের দান অনুমোদনপূর্ব্বক শক্র ভাবিলেন, 'এখানে আর বিলম্ব করিব না; মাদ্রীকে আবার ইহাকেই দান করিয়া চলিয়া যাই।' ইহা স্থির করিয়া তিনি বলিলেন,

৬৩৬। সর্ব্বাঙ্গশোভনা মাদ্রী বনিতা তোমার।
তোমাকেই এবে এঁরে করিলাম দান।
সর্ব্বাংশে তুমিই এঁর অনুরূপ পতি ;
উপযুক্তা ভার্য্যা তব ইনিও, রাজন্।

৬৩৭। জল আর শঙ্খ যথা সমান-বরণ,
তোমরাও দুইজনে ঠিক সেই মত
ভিন্ন দেহে একচিত্ত, একমন সদা।

৬৩৮। রাজ্য হ'তে নির্ব্বাসিত হইয়া আশ্রমে
করিতেছ উভয়েই বসতি এখন ;
জাতিগোত্রে উভয়েই তুল্য পরস্পর।
মাতৃকুলে, পিতৃকুলে উভয়ে তোমরা
বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়জন্ম করিয়াছ লাভ ;
উভয়েই পুণ্যার্জ্জন কর সমভাবে।
করিও যথানুরূপ আর(ও) বহুদান।

ইহা বলিয়া বিশ্বন্তরকে বর দিবার অভিপ্রায়ে শক্র আত্মপ্রকাশ করিলেন :—

৬৩৯। আমি শক্র দেবরাজ ; হেথা আগমন কেবল তোমার হিত করিতে সাধন।
মাগ বর, বিশ্বন্তর, যাহা প্রাণে চায় ; অষ্টবর দিয়া আমি তুষিব তোমায়।

এই পরিচয় দিবার কালে শক্র প্রদীপ্ত বালসূর্য্যের ন্যায় আকাশে সমাসীন হইলেন। অনন্তর বোধিসত্ত্ব বর গ্রহণ করিলেন :—

৬৪০। বর যদি দেন শক্র সর্ব্বভূতেশ্বর,
মাগি আমি তাঁর ঠাঁই প্রথম এ বর :—
হউন প্রসন্ন পুনঃ জনক আমার প্রতি ;
আবাসে ফিরিব যবে এখান হইতে,
ডাকি মোরে রাজ্য যেন চান তিনি দিতে।

৬৪১। দ্বিতীয় যে বর চাই, করি নিবেদন :—
প্রাণবধে কার(ও) যেন,— হোক না সে অপরাধী—
না হয় আমার রুচি ; বধার্হ যে জন,
তাহাকে(ও) পারি যেন করিতে মোচন।

* ব্রহ্মযান—সর্ব্বোত্তম পথ। "সেট্ঠযানং তিবিধো হি সুচরিতধম্মো এবরূপো দানধম্মো অরিয়মগ্‌গস্‌স পচ্চয়ো হোতীতি ব্রহ্মযানং তি বুচ্চতি।"—টীকাকার।

৬৪২। তৃতীয় যে বর চাই, করি নিবেদন :—
বাল, বৃদ্ধ, মধ্যমবয়স্ক সর্বজন
আমার আশ্রয় লভি হয় যেন সদাসুখী ;
হই যেন সকলের অনন্যশরণ।

৬৪৩। চতুর্থ এ বর, শক্র, মন মোর চায় :—
পরদারসেবা যেন ভ্রমেও না করি কভু ;
থাকি যেন অনুরক্ত নিজের ভার্য্যায় ;
রমণীর বশে যেন পড়িতে না হয়।

৬৪৪। পঞ্চম যে বর চাই, শুন মহাশয় :—
দীর্ঘজীবী হয় যেন আমার তনয় ;
কর্তব্যসাধনে রত ; পালি সদাচার ব্রত
করে যেন ধর্মবলে পৃথিবীকে জয়।

৬৪৫। এই ষষ্ঠ বর আমি মাগি তব ঠাঁই :—
রজনী প্রভাতা হ'লে, সূর্য্যের উদয়কালে
দিব্যভক্ষ্য আমি যেন প্রতিদিন পাই,
দিয়ে, খেয়ে যাহা সুখী হইব সদাই।

৬৪৬। সপ্তম এ বর আমি মাগি মহাশয় :—
অকাতরে দিব দান, তথাপি আমার যেন
বিত্তের কখন(ও) নাহি ঘটে অপচয় ;
দিব সুপ্রসন্নমনে ; দানান্তে আমার যেন
অনুতাপ কিছুমাত্র পাইতে না হয়।

৬৪৭। অষ্টম যে বর চাই, নিবেদি তোমারে :—
ত্যজি দেহ স্বর্গে গিয়া, লভিয়া বিশিষ্টা গতি
অনিবর্ত্তী জন্ম যেন পাই তার পরে ;
তখন নির্বাণ লভি যাই যেন চলি ; আর
আসিতে না হয় যেন ভব-কারাগারে।*

অতঃপর শাস্তা বলিলেন,

৬৪৮। শুনিয়া তাঁহার কথা শক্র দেবরাজ
বলিলেন "অচিরেই জনক তোমার
দেখিতে তোমায়, ভূপ, আসিবেন হেথা।

মহাসত্ত্বকে এইরূপে সম্ভাষণ করিয়া এবং উপদেশ দিয়া শক্র স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৬৪৯। বলি ইহা সুজম্পতি দেবেন্দ্র মঘবা
দিয়া বর বিশ্বন্তরে গেলা স্বর্গধামে।

শক্রপর্ব্ব সমাপ্ত।

(১১)

অতঃপর বোধিসত্ত্ব ও মাদ্রী শক্রদত্ত সেই আশ্রমে সম্প্রীতভাবে বাস করিতে লাগিলেন। এদিকে, জূজক জালী ও কৃষ্ণাকে লইয়া ষষ্টি যোজন দীর্ঘ পথ চলিতে লাগিল। দেবতারা শিশু দুইটীর রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। সূর্য্যাস্ত হইলে জূজক তাহাদিগকে

* বিশ্বন্তর তুষিত স্বর্গে বিশিষ্টা গতি লাভ করিয়া তদনন্তর সিদ্ধার্থরূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং সম্বোধি প্রাপ্ত হইয়া মহাপরিনির্বাণ লাভ করিয়াছিলেন।

একটী গুল্মে বান্ধিয়া ভূতলে রাখিয়া নিজে হিংস্র জন্তুর ভয়ে বৃক্ষারোহণপূর্ব্বক বিটপান্তরে শুইয়া থাকিত; ইত্যবসরে এক দেবপুত্র বিশ্বন্তরের বেশে এবং এক দেবকন্যা মাদ্রীর বেশে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগের বন্ধন খুলিয়া দিতেন, তাহাদের হস্তপাদ সংবাহন করিতেন, তাহাদিগকে স্নান করাইতেন ও সজ্জিত করিতেন, ভোজন করাইতেন ও দিব্য শয্যায় শয়ন করাইতেন; কিন্তু অরুণোদয় কালে বদ্ধভাবেই শয়ন করাইয়া অন্তর্হিত হইতেন। এইরূপে দেবতাদিগের অনুগ্রহ পাইয়া তাহারা বিনা কষ্টেই পথ চলিতে লাগিল। জূজক কিন্তু দেবতাদিগের অনুভাব-বলে কলিঙ্গরাজ্যে যাইতেছে মনে করিয়া পনর দিন পরে জেতুত্তর নগরে গিয়া উপস্থিত হইল। ঐ দিন প্রত্যূষকালে শিবিরাজ সঞ্জয় স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যে, তিনি যেন বিচারালয়ে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে একটী লোক দুইটী পদ্ম আনয়ন করিয়া তাঁহার হস্তে স্থাপন করিল; তিনি পদ্মদুইটী দুই কর্ণে ধারণ করিলেন; পদ্মের রেণু তাঁহার উদরে পতিত হইল। তিনি নিদ্রাত্যাগ করিয়া প্রাতঃকালেই ব্রাহ্মণদিগকে আহ্বান করিয়া এই স্বপ্নের মর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাহ্মণেরা বলিলেন, "মহারাজ, বহুদিন প্রবাসে ছিলেন, আপনার এইরূপ দুইটী বন্ধুর সমাগম হইবে।" অনন্তর তিনি প্রাতঃকালেই নানাবিধ উৎকৃষ্টরসযুক্ত দ্রব্য আহার করিয়া বিচারালয়ে আসন গ্রহণ করিলেন; একজন দেবতাও (অদৃশ্য থাকিয়া) জূজক ব্রাহ্মণকে আনয়নপূর্ব্বক রাজাঙ্গণে স্থাপন করিলেন। ঠিক ঐ সময়ে সঞ্জয় অঙ্গনের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া জালী ও কৃষ্ণাকে দেখিতে পাইলেন এবং বলিলেন,

"৬৫০। তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় মুখখানি শোভা পায়;
কে তুমি আসিয়াছ হেথা? দেহের বরণ
স্বর্ণনিকষোজ্জ্বল, উল্কামুখবৎ* দীপ্ত।
জান কি তোমরা কেহ, ও কার নন্দন?
৬৫১। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের শোভা উভয়ের(ই) মনোলোভা;
উভয়ের(ই) এক রূপ আকারে প্রকারে;
একটী জালীর মত; অপরটী কৃষ্ণা যেন;
এল কি তাহারা ফিরে এতকাল পরে?
৬৫২। গুহার বাহিরে আসি সিংহ যেন দিল দেখা,
হেরিলে এ শিশুদু'টী এই মনে লয়।
অহো কি সুন্দর রূপ! বিশুদ্ধ কাঞ্চন দিয়া
গঠিত হয়েছে কেন এই শিশুদ্বয়।

এই রূপে রাজা তিনটী গাথা দ্বারা শিশু দুইটীকে বর্ণন করিয়া একজন অমাত্যকে আজ্ঞা দিলেন, "যাও, ব্রাহ্মণকে শিশুদুইটীর সঙ্গে এখানে লইয়া এস।" অমাত্য শীঘ্র গিয়া তাহাদিগকে আনয়ন করিলেন। তখন রাজা ব্রাহ্মণকে বলিলেন,

৬৫৩। কোথা হ'তে, ভারদ্বাজ, বলুন আপনি
করিলেন আনয়ন এই শিশুদু'টী।

জূজক বলিল,

৬৫৪। পঞ্চদশ দিন পূর্ব্বে দাতা একজন
করেছেন কষ্টবনে দান, মহারাজ,
এই দুই শিশু; এরা এবে মোর দাস।

---

* উল্কা—কামারের হাপর।

রাজা বলিলেন,

৬৫৫। কি বাক্য বলিয়া তুমি সে দাতার মনে
জন্মাইলা হেন শ্রদ্ধা ? কি সাধু উপায়ে
হেন দানে প্রবর্ত্তিত করিলা তাঁহারে ?
কে তোমারে হেন দান করিলেন, বল।
পুত্রদানসম দান নাই যে জগতে।

জূজক বলিল,

৬৫৬। যাচকগণের যিনি সদৈকশরণ,
ধরিত্রী প্রতিষ্ঠা যথা ভূতসমূহের,
বনবাসী মহারাজ সেই বিশ্বন্তর
করিলেন মোরে নিজ পুত্রকন্যা দান।
৬৫৭। যে মহাত্মা যাচকের একমাত্র গতি,
স্রোতস্বতীসমূহের সাগর যেমন,
বনবাসী মহারাজ সেই বিশ্বন্তর
করিলেন মোরে নিজ পুত্রকন্যা দান।

ইহা শুনিয়া অমাত্যেরা বিশ্বন্তরের নিন্দা করিতে লাগিলেন :—

৬৫৮। গৃহবাসী শ্রদ্ধাবান্ রাজা যদি কোন
করেন এমন দান, তথাপি তাঁহাকে
অকৃতকারক বলি নিন্দিবে সকলে।
নির্ব্বাসিত, বনবাসী বিশ্বন্তর এবে
কোন্ প্রাণে পুত্রকন্যা করিলেন দান ?
৬৫৯। সমবেত সভ্যগণ, শুনুন সকলে,
করেছেন কি অন্যায় কাজ বিশ্বন্তর।
নিজে এবে বনবাসী, তবু কোন্ প্রাণে
দিয়াছেন নিজ পুত্রকন্যা এ ব্রাহ্মণে ?
৬৬০। দাস, দাসী, অশ্ব, অশ্বতরী, হস্তী, রথ,
এ সকল(ই) দেয় লোকে। পুত্রকন্যা দান
করিলেন কেন তিনি, দেখহ বিচারি।

ইহা শুনিয়া এবং পিতার নিন্দা সহ্য করিতে না পারিয়া জালী, নিজের বাহু দ্বারাই যেন বাতাভিহত সুমেরু পর্ব্বতকে দূরে নিক্ষেপ করিতেছেন, এইভাবে বলিলেন,

৬৬১। বলুন ত, পিতামহ, কি দিবেন তিনি,
দাস, অশ্ব, অশ্বতরী, হস্তি-আদি এবে
অন্য ধন কিছুই না আছে গৃহে যাঁর ?

রাজা বলিলেন,

৬৬২। প্রশংসা দানের তাঁর করি, বৎসগণ।
নিন্দি না তাঁহারে আমি ; কিন্তু যবে দান
করিলেন পুত্রকন্যা ভিক্ষু জনে তিনি
মনের অবস্থা কি যে হয়েছিল তাঁর
সে সময়ে, ভাবি তাহা উপজে বিস্ময়।

জালী বলিল,

৬৬৩। কৃষ্ণাজিনা করেছিল বিলাপ যখন,
শুনি তাহা দুঃখ তাঁর হয়েছিল মনে ;
উত্তপ্ত হৃদয়ে তিনি ছিলেন দেখিতে
ব্রাহ্মণ বান্ধিল যবে আমা দুই জনে।

রক্তবর্ণ * চক্ষু হ'তে অশ্রুধারা তাঁর
ঝর ঝর পড়েছিল ভূতলে তখন।

অতঃপর কুমার সঞ্জয়কে কৃষ্ণাজিনার তখনকার কথাগুলি শুনাইলেন :—

৬৬৪। দেখ, বাবা, এ ব্রাহ্মণ যষ্টির আঘাতে
করিছে প্রহার মোরে, আমি যেন, হায়,
দাসী হয়ে জন্মিয়াছি আগারে ইহার।

৬৬৫। এ নয় ব্রাহ্মণ, বাবা ; ব্রাহ্মণ যাঁহারা
ধার্ম্মিক বলিয়া তাঁরা খ্যাত সব ঠাঁই।
ব্রাহ্মণের বেশধারী যক্ষ এ নিশ্চয়।
যেতেছে লইয়া, বাবা, আমা দুই জনে
বধ করি খাবে মাংস, এই অভিপ্রায়ে।
পিশাচে লইয়া যায়, তুমি কি কারণ
চুপ করি দেখিতেছ এ দৃশ্য ভীষণ ?†

ব্রাহ্মণ তখনও জালীর ও কৃষ্ণার বন্ধন খুলিয়া দিতেছে না দেখিয়া রাজা বলিলেন,

৬৬৬। রাজপুত্রী মাদ্রী মাতা, শিবিরাজসুত
দানবীর বিশ্বন্তর পিতা তোমাদের ;
উঠিতে আমার কোলে পূর্ব্বে কত বার,
এবে কেন দাঁড়াইয়া রহিয়াছ দূরে ?

কুমার বলিল,

৬৬৭। রাজপুত্রী মাতা বটে, রাজপুত্র পিতা
কিন্তু মোরা দাস এবে এই ব্রাহ্মণের,
দাঁড়ায়ে রয়েছি দূরে এবে সেকারণ।

রাজা বলিলেন,

৬৬৮। বলিস্ না, দাদা, তুই ও কথা আমায় ; শুনি উহা দুঃখে মোর বুক ফাটি যায়।
পুড়িছে চিতায় যেন শরীর আমার ; আসনে বসিয়া সুখ পাই না রে আর।

৬৬৯। বলিস্ না, দাদা, তুই ও কথা আবার, শুনি যে দুর্ব্বহ মোর হয় শোকভার !
করিব নিষ্ক্রয় দিয়া তোদের মোচন ; হবি না রে দাস তোরা কাহার(ও) কখন।

৬৭০। নির্দ্ধারি তোদের মূল্য কত পরিমাণ করিলেন বিশ্বন্তর ব্রাহ্মণকে দান,
সত্য করি বল্, শুনি, তাহাই ব্রাহ্মণ পাইবে ; তোদের হবে দাসত্বমোচন।

কুমার বলিল,

৬৭১। বলিলেন পিতা, যবে করিলেন দান, হইবে নিষ্ক্রয় মোর সহস্রপ্রমাণ।
গজ, অশ্ব, রথ আদি বহু দ্রব্য আর, প্রত্যেকের শত হবে নিষ্ক্রয় কৃষ্ণার।

রাজা জালীর ও কৃষ্ণার নিষ্ক্রয় দিবার জন্য বলিলেন,

৬৭২। "উঠ, কর্ত্তা,‡ কর শীঘ্র ব্রাহ্মণকে দান
দাস, দাসী, গবী, বৃষ এক এক শত,
সহস্র সুবর্ণ আর। দিয়া এ নিষ্ক্রয়
পৌত্রের, পৌত্রীর কর দাসত্ব মোচন।"

* 'রোহিণী হেব তম্বক্খী'। রোহিণী = লাল রঙের গাই।

† এই দুইটী পূর্ব্ববর্ত্তী ৫১৬ম ও ৫১৭ম গাথা।

‡ কর্ত্তা—রাজার বিশ্বস্ত ভৃত্য। পঞ্চম খণ্ডে উন্মাদয়ন্তী-জাতকে এবং এই খণ্ডে বিধুরপণ্ডিত-জাতকে এই শব্দটী উক্ত অর্থে বহু বার পাওয়া গিয়াছে। ২০৮ম পৃষ্ঠের পাদটীকা দ্রষ্টব্য। জাতকমালায় 'ক্ষত্তৃ' শব্দ এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

৬৭৩। করিল সত্বর কর্ত্তা ব্রাহ্মণকে দান
দাস, দাসী, গবী, বৃষ এক এক শত,
সহস্র সুবর্ণ আর। দিয়া এ নিষ্ক্রয়
জালীর, কৃষ্ণার করে দাসত্ব মোচন।

রাজা এ সকল ব্যতীত জূজককে একটী সপ্তভূমিক প্রাসাদও দান করিলেন; সে বহু অনুচর লাভ করিল এবং লব্ধ ধন যথাস্থানে রাখিয়া প্রাসাদে অধিরোহণ ও উৎকৃষ্ট খাদ্য ভোজনপূর্ব্বক মহার্হ শয্যায় শয়ন করিল। রাজভৃত্যেরা জালী ও কৃষ্ণাকে স্নান করাইল, খাওয়াইল এবং নানারূপ অলঙ্কার দিয়া সাজাইল; তাহাদের এক জনকে পিতামহ এবং একজনকে পিতামহী কোলে লইলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৬৭৪। উদ্ধারি নিষ্ক্রয়দানে পৌত্র ও পৌত্রীকে,
করাইয়া স্নান দোঁহে, করায়ে ভোজন,
নানাবিধ আভরণে করি বিভূষিত
এক জনে রাজা, আর এক জনে রাণী
স্নেহভরে লইলেন তুলি অঙ্কোপরি।

৬৭৫। ধৌতশিরা, শুচিবাস, সর্ব্ব-আভরণে
বিভূষিত পৌত্র-পৌত্রী রাখি অঙ্কোপরি
করেন জিজ্ঞাসা পিতামহ শিবিরাজ :—

৬৭৬। দুলিছে কুণ্ডল কর্ণে মধুর নিক্বণে;
[illegible]
সর্ব্ব আভরণে তারা বিভূষিত এবে।
হেন পৌত্র-পৌত্রী স্নেহে রাখি অঙ্কোপরি
বলেন সঞ্জয় রাজা এতেক বচন :—

৬৭৭। আছেন ত, জালী, ভাল মাতা পিতা তব?
করেন ত উঞ্ছ দ্বারা জীবন যাপন?
ফলমূল সুপ্রচুর আছে ত সে বনে?

৬৭৮। অল্প ত মশকদংশসর্পাদি সেখানে?
করে'না ত উপদ্রব হিংস্র জন্তু কোন?

কুমার বলিল,

৬৭৯। সুখদেহে মাতাপিতা আছেন সেখানে;
করেন ধারণ প্রাণ উঞ্ছদ্বারা তাঁরা।
ফলমূল সুপ্রচুর আছে সেই বনে।

৬৮০। অল্পই মশকদংশসর্পাদি সেখানে;
করেনা ক উপদ্রব হিংস্র জন্তু কোন।

৬৮১। খনিত্র লইয়া করে জননী মোদের
নানারূপ কন্দ* নিত্য করেন খনন;
কোল-ভল্লাতক-বিল্ব† আদি নানা ফল

৬৮২। পাড়েন অঙ্কুশ দ্বারা; করেন এ সব
আনয়ন প্রতিদিন; সবে মিলি মোরা
খাই রাত্রিকালে; ভাই বোন দুই জন
ক্ষুধা পেলে দিবসেও খাই সে সকল।

* মূলে আলু (ওল), কলম্ব, বিড়ালি ও তক্কল এই কয়েক জাতীয় কন্দের নাম আছে।
† ভল্লাতক—ভেলা। ইহার ফলের এক অংশ খাদ্য; এক অংশ বিষাক্ত।

৬৮৩। বৃক্ষ হ'তে নিত্য ফল আনিতে আনিতে
শুকায়ে গিয়াছে তাঁর সোণার শরীর;
শীর্ণ, পাণ্ডুবর্ণ এবে, হায় রে যেমন
সুকুমার পদ্মফুল যায় শুকাইয়া
বাতাতপে, কিংবা হস্তে করিলে মর্দ্দন।

৬৮৪। নাই সে ভ্রমরকৃষ্ণ ঘনকেশদাম,
মায়ের মস্তকে আর; বিচরেন যবে
শ্বাপদসঙ্কুল, খড়্গিষী-পিনিষেবিত
বিজন অরণ্যে তিনি ফল আহরণে,
প্রায় সব কেশ শাখালতার আঘাতে
একটী একটী করে গিয়াছে ছিঁড়িয়া।

৬৮৫। শিরে জটা, কক্ষে এবে খল্লিকা তাঁহার;
পরিধান মৃগচর্ম্ম, শয্যা ভূমিতল।
হেন দীন বেশে দিন যাপিছেন মাতা।
অগ্নিকে করেন পূজা অবসর-কালে।

এইরূপে মাতার দুঃখকাহিনী বর্ণন করিয়া কুমার একটী গাথায় তাহার পিতামহের নিন্দা করিল:—

৬৮৬। পুত্র সকলের(ই) প্রিয়, হেরি সব ঠাঁই; কিন্তু, পিতামহ, তব পুত্রস্নেহ নাই।

রাজা নিজের দোষ স্বীকার করিয়া বলিলেন,

৬৮৭। শিবিদের শুনি কথা এ রাজ্য হইতে
বিনা দোষে বিশ্বন্তরে নির্ব্বাসিত করি
অতীব দুষ্কৃতকারী হইয়াছি আমি।
স্বপদে কুঠারাঘাত করিয়াছি, হায়!*

৬৮৮। যা' কিছু রয়েছে ধন এখানে আমার,
সমস্তই বিশ্বন্তরে করিলাম দান;
ফিরি সে আসুক হেথা নির্ব্বাসন হ'তে;
শিবিরাজ্য পুনর্ব্বার করুক শাসন।

কুমার বলিল,

৬৮৯। শিবিনরদেব, দেব, আমার কথায়
কখন(ও) না আসিবেন ফিরিয়া এখানে।
আপনি নিজেই গিয়া, সেচি স্নেহরস
পুত্রবরে পরিতুষ্ট করুন এখন।

৬৯০। দিলেন সঞ্জয় সেনাপতিকে আদেশ:—
হস্তী, অশ্ব, রথ, পত্তি—সৈনিকেরা এবে
আয়ুধ লইয়া সবে হউক প্রস্তুত।
নিগমবাসীরা সব, বিপ্র, পুরোহিত
সকলেই সঙ্গে মোর করুক গমন।

---

* মূলে 'ভূনহচ্চঃ কতং ময়া' আছে। 'ভূনহা' শব্দ পূর্ব্বেও পাওয়া গিয়াছে। টীকাকার অর্থ করিয়াছেন, 'বড্‌ঢিঘাতকর্ম্মং' (কুশলনাশক বা উন্নতিবিরোধী কর্ম্ম)। ঋষিগণের অবমাননাকারীদিগকেও পূর্ব্বে 'ভূনহা' বলা হইয়াছে। 'ভূন' শব্দের উৎপত্তি-সম্বন্ধে আভিধানিকেরা কোন সিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই। ইহাকে 'ভ্রূণ' শব্দের রূপান্তর মনে করা যায় না কি? 'ভূনহচ্চ'—ভ্রূণহত্যা অর্থাৎ মহাপাপ, এরূপ অর্থ করা বোধ হয় অসঙ্গত নহে।

৬৯১। আন শীঘ্র যোধ ষষ্টিসহস্র-প্রমাণ,
দেখিতে সুন্দরকায় ; সুসজ্জিত সবে
বিবিধ বিচিত্র চর্ম্ম-আয়ুধাদিসহ।

৬৯২। হয় যেন পরিচ্ছদ সে সব যোধের
বিবি বর্ণের ; কা'র(ও) নীল, কা'র(ও) পীত,
কাহার(ও) বা শুভ্রবর্ণ, কাহার(ও) উষ্ণীষ
হয় যেন রক্তবর্ণ। এই বেশে সবে
সুসজ্জিত হয়ে শীঘ্র হো'ক সমবেত।

৬৯৩, ৬৯৪। নানাবৃক্ষ-সমাচ্ছন্ন, মহাভূতালয় *
হিমাদ্রি – গান্ধার, গন্ধমাদন পর্ব্বত, †
দিব্য ওষধির ভাসে উজলে যেমন
দশদিক্ আমোদিত করিয়া সৌরভে,
সেইরূপ যোধগণ আসুক সত্বর
উদ্ভাসিয়া দশদিক্ সজ্জার প্রভায়,
অঙ্গ বিলেপনগন্ধ করি বিকিরণ।

৬৯৫। যোত শীঘ্র চতুর্দ্দশ সহস্র কুঞ্জর,
পৃষ্ঠে হেমসূত্রময় ঝালর যাদের,
কপালে সুবর্ণপট্ট করে ঝলমল। ‡

৬৯৬। অঙ্কুশ-তোমর হস্তে সুসজ্জিত সব
গ্রামণীরা আরোহিয়া স্কন্ধে তাহাদের
অবিলম্বে সমবেত হো'ক এই খানে।

৬৯৭। যোত শীঘ্র চতুর্দ্দশ সহস্র ঘোটক
আজানেয়, দ্রুতগামী, সিন্ধুদেশজাত ;

৬৯৮। ইলীচাপ ধরি করে, হয়ে সুসজ্জিত
আরোহি গ্রামণীগণ পৃষ্ঠে তাহাদের
অবিলম্বে সমবেত হো'ক এই খানে।

৬৯৯। যোত শীঘ্র চতুর্দ্দশ সহস্র স্যন্দন,
লৌহে সুগঠিত সব নেমি যাহাদের,
সুবর্ণ-খচিত প্রান্ত § শোভে মনোহর।

৭০০। কর ধ্বজ উত্তোলন ঐ সব রথে।
দৃঢ়বীর্য্য, বর্ম্মচর্ম্মধর রথিগণ—
প্রহারে নিপুণ যারা—হয়ে সুসজ্জিত,
আরোহণ করি সবে নিজ নিজ রথে
টঙ্কারি ধনুক হেথা আসুক সত্বর।

---

* প্রত্যেকবুদ্ধ, যক্ষ প্রভৃতির বাসভূমি।

† মূলে 'গন্ধার' আছে। গাথাকার বোধ হয় ইহাকেও হিমাদ্রির একটী অংশ মনে করিয়াছেন। কিন্তু হিমাদ্রির শৃঙ্গপর্য্যায়ে গন্ধারের নাম পাই নাই। পালি সাহিত্যে সচরাচর কৈলাস, চিত্রকূট, গন্ধমাদন, সুদর্শন ও কালকূট, এই পাঁচটী শৃঙ্গের উল্লেখ দেখা যায়।

‡ এই কয়েকটী গাথার সঙ্গে মহাজনক-জাতকের (৫৩৯) ৪৮ম প্রভৃতি কয়েকটী গাথা তুলনীয়।

§ মূলে 'সুবন্নচিত্ত-পক্খরে' আছে। পক্খর (সংস্কৃত 'প্রক্ষর') শব্দটী মহানারদকাশ্যপ-জাতকের ১১শ গাথাতেও পাওয়া গিয়াছে। ইহার অর্থ হয় আসনাদির ধার, প্রান্ত বা ঝালর, বর্ম, হস্তী বা অশ্ব বা রথের আবরণবিশেষ।

রাজা এইরূপে সেনাঙ্গ সমস্ত নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, 'আমার পুত্রের আগমন হেতু জেতুত্তর নগর হইতে বঙ্ক পর্ব্বত পর্য্যন্ত অষ্ট উসভ* বিস্তারবিশিষ্ট একটী পথ সমতল করিয়া উহা সুসজ্জিত করিয়া রাখ। পথ কিরূপে অলঙ্কৃত হইবে, তাহা নির্দ্দেশ করিবার জন্য তিনি বলিলেন,

১০১। নানাবিধ পুষ্প আর সঙ্গে তার লাজ
কর বিকিরণ পথে; মাল্য সচন্দন
ঝুলাও দু'পাশে; অর্ঘ হস্তে লয়ে লোকে
দাঁড়া'ক যে পথে তিনি আসিবেন ফিরি।

১০২। বিবিধ সুরার কুম্ভ এক এক শত †
প্রতি গ্রামদ্বারে লোকে করুক স্থাপন;
আসিবেন বিশ্বন্তর যে পথে এখানে।

১০৩। মাংস, পূপ, শঙ্কুলিকা‡, কুল্মাষ (যাহাতে
হয়েছে মিশ্রিত মৎস্য) রাখ স্থানে স্থানে,
আসিবেন বিশ্বন্তর যে পথে এখানে।

১০৪। ঘৃত, তৈল, দধি, ক্ষীর, সুরা সুপ্রচুর,
কঙ্গু ও তণ্ডুলপিষ্ট রাখ স্থানে স্থানে,
আসিবেন বিশ্বন্তর যে পথে এখানে।

১০৫। পাচক, মোদক, নট, নর্ত্তক, গায়ক,
পাণিস্বরকুম্ভস্থূণী§ বাজায় যাহারা,
মন্দ্রকবাদকগণ, ¶ মায়াকার আর, ¶
(ইন্দ্রজালে ভুলায় যারা লোকলোচন)—
করুক লোকের চিত্ত বিনোদন সবে,
আসিবেন বিশ্বন্তর যে পথে এখানে।

১০৬। বাজুক সকল বীণা, ভেরী ও ডিণ্ডিম;
বাজুক বিবিধ শঙ্খ, বাদ্যযন্ত্র আর
একমুখ মাত্র যার চর্ম্মে আচ্ছাদিত।

১০৭। মৃদঙ্গ, পণব, বীণা,$ কুটুম্ব, তিণ্ডিম—
একসঙ্গে এ সকল উঠুক বাজিয়া।

কিরূপে পথ সাজাইতে হইবে, এইরূপে রাজা তাহা আজ্ঞা দিলেন। জূজক প্রমাণাতিরিক্ত ভোজন করিয়াছিল; সে তাহা জীর্ণ করিতে না পারিয়া সেখানেই প্রাণত্যাগ করিল। রাজা তাহার শবসৎকারান্তে নগরে ভেরীবাদন দ্বারা তাহার জ্ঞাতিবন্ধু প্রভৃতি কোন উত্তরাধিকারী আছে কি না, জানিতে চাহিলেন; কিন্তু কাহাকেও পাইলেন না। কাজেই রাজাই তাঁহার সমস্ত ধন প্রাপ্ত হইলেন। অতঃপর সপ্তমদিনে সমস্ত লোক সমবেত হইল; রাজা মহাসমারোহে ও বহু অনুচরসহ জালীকে পথপ্রদর্শক করিয়া রাজধানী হইতে যাত্রা করিলেন।

* এক উসভ—২০ যষ্টি বা ১২০ হাত।

† মূলে 'মেরয়'-নামক এক প্রকার মদ্যেরও উল্লেখ আছে। ইহা সংস্কৃত ভাষায় 'মৈরেয়'।

‡ শঙ্কুলিকা—একপ্রকার গোলাকার তৈলভৃষ্ট পিষ্টক; ইহা তণ্ডুলচূর্ণ, শর্করা ও তিলের সংমিশ্রণে প্রস্তুত হইত।

§ বিদুরপণ্ডিত-জাতকের (৫৪৩) ৬০ম গাথার টীকা দ্রষ্টব্য।

¶ মন্দ্রক—গম্ভীরস্বরবিশিষ্ট আনদ্ধ যন্ত্রবিশেষ। ¶ মায়াকার—ঐন্দ্রজালিক।

$ মূলে 'গোধা পরিবদেন্তিক' আছে। গোধা—বীণার তার। কুটুম্ব ও তিণ্ডিম যে কি যন্ত্র, তাহা বুঝা যায় না।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :—

৭০৮। শিবিদের সুসজ্জিতা সে মহতী সেনা,
জালী কুমারকে করি পথপ্রদর্শক,
বঙ্ক পর্ব্বতাভিমুখে করিল প্রয়াণ।

৭০৯। ষষ্টিবর্ষ বয়সের কুঞ্জর সকল
কক্ষবন্ধনের কালে শুণ্ড আস্ফালিয়া
ক্রৌঞ্চনাদে আরম্ভিল করিতে বৃংহণ।

৭১০। আজানেয় দ্রুতগামী ঘোটক সকল
আরম্ভিল হ্রেষারব। রথসমূহের
চক্রের ঘর্ঘরে কর্ণ হইল বধির।
চলিতে লাগিল শিবিরাজের বাহিনী
ধূলিজালে নভস্তল আবরিত করি।

৭১১। গ্রহীতব্য যাহা তাহা গ্রহণে সমর্থা
শিবিদের সুসজ্জিতা সে মহতী সেনা,
জালী কুমারকে করি পথপ্রদর্শক
বঙ্ক পর্ব্বতাভিমুখে করিল প্রয়াণ।

৭১২। মহারণ্যে ক্রমে তারা করিল প্রবেশ,
নানাপুষ্পফলতরু রয়েছে যেখানে
বিস্তারি বিটপজাল ঢাকিয়া আকাশ।
বহুবিধ বিহঙ্গম করে সেথা বাস।

৭১৩। ভূষিতা আর্ত্তব পুষ্পে বনস্থলী যবে,
বিবিধ বিচিত্রপক্ষ বিহঙ্গেরা সেথা
মধুর কুজনে প্রতিকূজনে সতত
শ্রবণে সুধার ধারা করে বরষণ।

৭১৪। অহোরাত্র অবিরাম করি পর্য্যটন
করিল সে দীর্ঘপথ অতিক্রম সবে;
উপনীত হ'ল গিয়া সে রম্য আশ্রমে,
যেথা রাজা বিশ্বন্তর করেন বসতি।

মহারাজপর্ব্ব সমাপ্ত।

(১২)

জালীকুমার মুচলিন্দ সরোবরের তীরে স্কন্ধাবার স্থাপন করিয়া সেই চতুর্দ্দশ সহস্র রথ আগমনমার্গাভিমুখে রাখাইলেন এবং সিংহব্যাঘ্রগণ্ডার প্রভৃতি তাড়াইয়া দিবার নিমিত্ত নানা স্থানে রক্ষী নিয়োজিত করিলেন। গজাদির রবে চতুর্দ্দিক্ নিনাদিত হইতে লাগিল। তাহা শুনিয়া মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, 'শত্রুরা কি আমার পিতার প্রাণবধ করিয়া আমার অনুসন্ধানে এখানে উপস্থিত হইল'? তিনি মরণভয়ে ভীত হইয়া মাদ্রীকে লইয়া পর্ব্বতে আরোহণ-পূর্ব্বক সেই সেনা অবলোকন করিতে লাগিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :—

৭১৫। শুনি সে নির্ঘোষ ঘোর ভয় পেয়ে বিশ্বন্তর পর্ব্বতে করেন আরোহণ;
দাঁড়ায়ে সেখানে তিনি করেন উদ্বিগ্ন চিত্তে সে মহতী সেনা নিরীক্ষণ।

৭১৬। "শুন, মাদ্রী বন মাঝে হয়েছে উত্থিত অই অতি ভয়ঙ্কর কোলাহল;
তুরগের হ্রেষারবে বধির হয়েছে কর্ণ; দেখা যায় ধ্বজাগ্র সকল।

১১৭। অরণ্যে ব্যাধেরা যথা আবদ্ধ করিয়া জালে কিংবা গর্ত্তে করিয়া পাতন
রূঢ় বাক্য বলি নানা, বার বার তীক্ষ্ণ শস্ত্রে বিদ্ধ করে বন্য পশুগণ,
১১৮। ইহারাও সেইরূপে, বধিবে মোদের প্রাণ ; দুর্ব্বল-ঘাতক এরা সবে ;
বিনাদোষে নির্ব্বাসিত হইয়াছি এই বনে ; শত্রুহস্তে পড়িলাম এবে।

তাঁহার কথা শুনিয়া মাদ্রী সেনার দিকে অবলোকন-পূর্ব্বক অনুমান করিলেন যে, উহা তাঁহাদের স্বপক্ষেরই সেনা। তিনি মহাসত্ত্বকে আশ্বাস দিবার জন্য বলিলেন,

১১৯। করিবে অনিষ্ট তব, অরাতির নাই হেন বল ;
উত্তপ্ত করিতে নারে অগ্নি কভু অর্ণবের জল।
শক্রদত্ত বরগুলি একবার করহ স্মরণ ;
এসেছে করিতে এরা আমাদের উদ্ধার সাধন।

মহাসত্ত্ব তখন শোক পরিহারপূর্ব্বক মাদ্রীর সঙ্গে পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া পর্ণশালাদ্বারে উপবেশন করিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

১২০। পর্ব্বত হইতে অবতরি বিশ্বন্তর বসিলেন গিয়া পর্ণশালার ভিতর।
বুঝিলেন, নাই কোন ভয়ের কারণ ; করিলেন চিত্তের দৃঢ়তা সম্পাদন।

ঠিক এই সময়ে সঞ্জয় তাঁহার মহিষীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ভদ্রে পৃষতি, আমরা সকলে একসঙ্গে গেলে মহাশোকোচ্ছ্বাস হইবে ; অতএব প্রথমে কেবল আমি যাইব ; যখন বুঝিবে যে, আমরা শোক অপনোদনপূর্ব্বক উপবিষ্ট হইয়াছি, তুমি তখন বহু অনুচর লইয়া সেখানে যাইবে। অনন্তর কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে জালী ও কৃষ্ণা যেন যায়।" ইহা বলিয়া তিনি রথখানি ফিরাইয়া আগমনমার্গাভিমুখে রাখাইলেন এবং স্কন্ধাবার-রক্ষার জন্য স্থানে স্থানে প্রহরী নিয়োজিত করিয়া অলঙ্কৃত গজস্কন্ধে আরোহণপূর্ব্বক পুত্রের নিকটে গমন করিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

১২১। ফিরাইয়া দিয়া রথ, সন্নিবেশি সেনা
স্কন্ধাবার-রক্ষাহেতু চলিলেন পিতা
দেখিতে পুত্রকে, যেথা অরণ্যে একাকী
বসতি করেন তিনি।
১২২। গজস্কন্ধ হ'তে
অবতরি, এক অংস উত্তর আসঙ্গে
আবরিয়া যান তিনি, কৃতাঞ্জলিপুটে,
অমাত্যগণের সঙ্গে, পুত্রে পুনর্ব্বার
রাজপদে অভিষিক্ত করিবার আশে।
১২৩। দেখিলেন, মনোহরবপু পুত্র তাঁর
আছেন আসীন সেই পর্ণশালা-দ্বারে
শান্তচিত্তে ধ্যানমগ্ন ; শ্রীমুখমণ্ডলে
উদ্বেগের, আশঙ্কার চিহ্নমাত্র নাই।
১২৪। আসিছেন পিতা, ব্যগ্র দেখিতে পুত্রকে,
হেরি ইহা মাদ্রী-বিশ্বন্তর দুই জনে
প্রত্যুদ্গমন করি বন্দিলেন তাঁরে।
১২৫। স্থাপিয়া মস্তক মাদ্রী শ্বশুরের পায়ে
করিলা প্রণাম তাঁরে ; বলিলা, "ঠাকুর,
মাদ্রী আমি, স্নুষা তব ; প্রণমি চরণে।"
পরস্পর আলিঙ্গন করিয়া তখন
বুলাইলা হাত একে পিঠে অপরের।

কিয়ৎক্ষণ রোদন ও পরিদেবনের পর শোক কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে সঞ্জয় পুত্র ও পুত্রবধুর সঙ্গে প্রীতিসম্ভাষণ করিতে লাগিলেন :—

১২৬। কুশল ত, বৎসগণ? শারীরিক, মানসিক কোনরূপ অসুখ ত নাই?
উঞ্ছ পেয়ে প্রতিদিন বাঁচাও ত প্রাণ হেথা? ফলমূল পাও ত সদাই?
১২৭। দংশমশকাদি কীট, সরীসৃপগণ আর তত বেশী নাই ত এখানে?
ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদ কভু করেনা ত উপদ্রব কোনরূপ এ ভীষণ বনে?

পিতার প্রশ্ন শুনিয়া মহাসত্ত্ব বলিলেন,

১২৮। কোনরূপে কষ্টেসৃষ্টে জীবন যাপন
করিতেছি হেথা মোরা। উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা
জীবিকানির্ব্বাহ, দেব, বড় দুঃখকর।
১২৯। অশ্বকে দমন করে সারথি যেমন
দারিদ্র্যও, মহারাজ, দমে সেইরূপে
অধনকে, দর্প তার করে চুরমার।
আমরা অধন এবে, তাই অপগত
হইয়াছে আমাদের দম্ভ, দর্প যত।
১৩০। হয়েছি যে কৃশ মোরা, কারণ তাহার
দীর্ঘকাল অদর্শন মাতার পিতার।
হইয়াছে নির্ব্বাসিত অরণ্যে যাহারা
জাগরূক থাকে সদা শোক তাহাদের।

অনন্তর বিশ্বন্তর নিজের পুত্রকন্যার সংবাদ লইবার জন্য আবার বলিলেন :—

১৩১। দায়াদ তোমার যারা – জালী, কৃষ্ণাজিনা—
অপূর্ণ রহিল, হায়, বাঞ্ছা যাহাদের,
পড়েছে তাহারা এবে মহাক্রূর এক
ব্রাহ্মণের হাতে, পিতঃ, লয়ে গেছে সেই
টানিয়া দুজনে, গরু টানে লোকে যথা।
১৩২। রাজপুত্রী-গর্ভজাত সেই শিশু দু'টী
আছে কোথা, বল যদি জানা থাকে তব।
সর্পদষ্ট মানবের মত আমি এবে;
সদুত্তরদানে রক্ষ জীবন আমার।

সঞ্জয় বলিলেন,

১৩৩। ধন দিয়া ব্রাহ্মণকে জালী ও কৃষ্ণার করেছি নিষ্ক্রয়; কোন ভয় নাই আর।

ইহা শুনিয়া মহাসত্ত্ব আশ্বস্ত হইলেন এবং পিতাকে প্রীতিসম্ভাষণ করিলেন :—

১৩৪। কুশল ত তব, পিতঃ? শরীর ত আছে ব্যাধিহীন,
পিতার, মাতার মোর হয় নি ত দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ?

রাজা বলিলেন,

১৩৫। কুশল আমার, বৎস; শরীর রয়েছে ব্যাধিহীন;
পিতার, মাতার তব হয় নি ক দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ।

মহাসত্ত্ব বলিলেন,

১৩৬। যানবাহনাদি তব কার্য্যক্ষম আছে ত সকল?
রাজ্য ত সমৃদ্ধ? বর্ষে পর্জ্জন্য ত যথাকালে জল?

রাজা বলিলেন,

> ৭৩৭। যানবাহনাদি মোর কার্য্যক্ষম রয়েছে সকল;
> রাজ্যও সমৃদ্ধিশালী; বর্ষে মেঘ যথাকালে জল।

পিতাপুত্রে এইরূপ কথোপথন করিতেছিলেন; এদিকে পৃষতী ভাবিলেন, "এতক্ষণ তাঁহারা শোকসংবরণ করিয়া উপবিষ্ট হইয়াছেন।" ইহা স্থির করিয়া তিনি বহু অনুচরসহ পুত্রের নিকট গমন করিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

> ৭৩৮। পিতা আর পুত্র যবে কথোপকথন
> করিতেছিলেন হেন, অনাবৃত পদে
> পদব্রজে গিরিদ্বারে দিলা দরশন
> রাজার নন্দিনী—বিশ্বন্তরের জননী।
> ৭৩৯। আসিছেন মাতা, ব্যগ্রা দেখিতে পুত্রকে—
> হেরি ইহা মাদ্রী, বিশ্বন্তর দুইজনে
> প্রত্যুদ্গমন করি বন্দিলেন তাঁরে।
> ৭৪০। স্থাপিয়া মস্তক মাদ্রী শাশুড়ীর পায়ে
> করিলা প্রণাম তাঁরে; বলিলা, "তোমার
> পুত্রবধূ মাদ্রী, মা গো, প্রণমে চরণে।"
> ৭৪১। আছেন বাঁচিয়া মাদ্রী, দেখি দূর হ'তে
> কুমার, কুমারী ধায় অভিমুখে তাঁর
> কাঁদিতে কাঁদিতে, যথা গোবৎস যেমন
> দেখিতে সে পায় যবে আসিতে মাতাকে।
> ৭৪২। দূর হ'তে দেখিলেন মাদ্রীও যখন
> নির্ব্বিঘ্নে রয়েছে তাঁর অঞ্চলের ধন,
> ভূতাবিষ্টাবৎ* তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে
> পড়িলেন ধরাতলে সংজ্ঞা হারাইয়া।
> স্তন হ'তে ক্ষীরধারা ছুটিয়া তাঁহার
> পড়িল মূৰ্চ্ছিত শিশু দুইটীর মুখে।†

এই সময়ে পর্ব্বতসমূহে নিনাদ শুনা যাইতে লাগিল, পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিল; মহাসমুদ্র সংক্ষুব্ধ হইল, গিরিরাজ সুমেরু তাহার মস্তক অবনত করিল,—ষট্কামাবচর দেবলোক এককোলাহলময় হইল। দেবরাজ শক্র দেখিলেন, 'ছয় জন ক্ষত্রিয় সানুচর মূৰ্চ্ছিত হইয়াছেন; তাঁহাদের মধ্যে এক জনেরও শক্তি নাই যে, উঠিয়া অপরের দেহে জল সেচন করিতে পারেন। অতএব এই সময়ে পুষ্করবৃষ্টি বর্ষণ করা আবশ্যক।' ইহা স্থির করিয়া যেখানে সেই ছয়জন ক্ষত্রিয় সমাগত হইয়াছিলেন, তিনি সেখানে পুষ্করবৃষ্টি বর্ষণ করাইলেন; যাহারা ভিজিতে ইচ্ছা করিল, তাহারা ভিজিল; যাহারা ভিজিতে ইচ্ছা করিল না, তাহাদের শরীরে এক বিন্দু জলও তিষ্ঠিল না, পদ্মপত্রোপরি পতিত জলের ন্যায় গড়াইয়া চলিয়া গেল। কাজেই সেই বর্ষণ পদ্মবনে পতিত বর্ষণের মত হইল। ক্ষত্রিয় ছয় জন সংজ্ঞা লাভ করিলেন, জ্ঞাতিগণের উপরে পুষ্কর বর্ষণ এবং ভূকম্পন ইত্যাদি আশ্চর্য্যজনক কাণ্ড দেখিয়া সমাগত জনসঙ্ঘ বিস্ময় প্রকাশ করিতে লাগিল।

---

* মূলে "বারুণীব পবেধতি" আছে। বারুণী-সম্বন্ধে এই জাতকের ১২৩ম গাথার টীকা দ্রষ্টব্য।

† টীকাকার বলেন, প্রথমে মাদ্রী মূৰ্চ্ছিতা হইলেন; তাহার পর কুমার, কুমারী, বিশ্বন্তর, সঞ্জয়, পৃষতী এবং তাঁহাদের অনুচরগণের মূর্চ্ছা হইল। ক্ষীরধারা না ছুটিলে শিশুদুইটীর সুকুমার হৃদয় শুষ্ক হইয়া যাইত।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৭৪৩। সমাগত জ্ঞাতিগণ হইলেন যবে,
শুনা গেল চতুর্দ্দিকে কারুণ্য-নির্ঘোষ;
নিনাদিত হ'ল গিরি; কাঁপিল মেদিনী।

৭৪৪। জ্ঞাতিগণসহ যবে রাজা বিশ্বন্তর
হইলেন সম্মানিত, জলদ তখন
অদ্ভুত পুষ্করবৃষ্টি করিল বর্ষণ।

৭৪৫,৭৪৬। মদ্রী, নপ্ত্রী, পুত্র, স্নুষা, সঞ্জয়, পৃষতী
একত্র মিলিত যবে হ'লেন আবার,
দেখি তাহা পুলকিত হ'ল সর্ব্বজন।
রাজ্যবাসী প্রজা সব হয়ে সমবেত
কর যুড়ি, উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে
মাদ্রীকে ও বিশ্বন্তরে যাচে সবিনয়ে,
"রাজত্ব গ্রহণ কর; তোমরা দু'জন
ঈশ্বরী, ঈশ্বর হও মোদের আবার।"

ইহা শুনিয়া মহাসত্ত্ব পিতার সঙ্গে আলাপ করিতে করিতে বলিলেন,

৭৪৭। করিলাম যথাধর্ম্ম রাজত্ব যখন,
পৌরজানপদগণসহ মিলি মোরে
করিলেন নির্ব্বাসিত নিজেই আপনি।

সঞ্জয় তখন পুত্রের নিকট ক্ষমা পাইবার জন্য বলিলেন,

৭৪৮। শিবিদের কথা শুনি, বিনা অপরাধে,
রাজ্য হতে নির্ব্বাসিত করিয়া তোমায়
হ'য়েছি দুষ্কৃতকারী আমি, বৎস, অতি।

অনন্তর নিজের দুঃখহরণার্থ তিনি আবার কহিলেন,

৭৪৯। পিতার, মাতার দুঃখ, দুঃখ ভগিনীর
যে কোন উপায়ে—করি প্রাণান্ত পর্য্যন্ত—
করেন সাধুরা দূর। লোকধর্ম্ম এই।

ষট্‌ক্ষত্রিয়খণ্ড সমাপ্ত

(১৩)

বোধিসত্ত্বের রাজত্ব করিবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু তাহা প্রকাশ করিলে পাছে তাঁহার গৌরব নষ্ট হয়, এজন্য এতক্ষণ তাহা বলেন নাই। এখন তিনি রাজার প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। তাঁহার সম্মতি জানিতে পারিয়া সহজাত * সেই ষষ্টিসহস্র অমাত্য এক সঙ্গে বলিলেন,

৭৫০ (ক) স্নানের সময় এই; কর, মহারাজ,
ধূলির কালিকা ধৌত গাত্র হ'তে তব।

মহাসত্ত্ব বলিলেন, "ক্ষণকাল অপেক্ষা কর"। তিনি পর্ণশালার অভ্যন্তরে গিয়া ঋষিবেশ ত্যাগ করিলেন এবং তাহা এক পাশে রাখিয়া দিলেন; অতঃপর বাহিরে আসিয়া বলিলেন, "এই স্থানে আমি সার্দ্ধ নব মাস শ্রামণ্যধর্ম্ম পালন করিয়াছি; এখানেই পারমিতার পরাকাষ্ঠা

* সহজাত—যাঁহারা তাঁহার সঙ্গে এক দিনে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন।

লাভ করিবার জন্য দানদ্বারা পৃথিবীকে কম্পিত করিয়াছি।" ইহা বলিয়া তিনি তিনবার পর্ণশালাটী প্রদক্ষিণ করিলেন এবং উহাকে পঞ্চাঙ্গে * প্রণাম করিয়া অবস্থিত হইলেন। অনন্তর ক্ষৌরকার প্রভৃতি উপস্থিত হইয়া তাঁহার কেশ শ্মশ্রু কাটিয়া ছাটিয়া সুবিন্যস্ত করিল। তিনি তখন সর্ব্বাভরণ-ভূষিত হইয়া দেবরাজের ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন। অতঃপর সকলে তাঁহার অভিষেক সম্পাদন করিলেন। এই জন্যই কথিত হইয়া থাকে যে,

১৫০ (খ) করি স্নান বিশ্বন্তর ধুইলা তখন
সর্ব্বাঙ্গ হইতে সব মলিকা খুলির।

মহাসত্ত্বের তখন মহতী বিভূতি হইল; তিনি যে দিকে দৃক্‌পাত করিলেন, সেই দিক্‌ই কম্পিত হইল। মুখমঙ্গলিকেরা † স্বস্তিবচন পাঠ করিলেন, যুগপৎ সমস্ত তূর্য্যধ্বনি হইল, মহাসমুদ্রের কুক্ষিতে বজ্রধ্বনিবৎ শব্দ শুনা গেল; অনুচরেরা হস্তিরত্ন সাজাইয়া আনিল; ‡ তিনি কটিদেশে উৎকৃষ্ট খড়্গ বন্ধন করিয়া হস্তিরত্নে আরোহণ করিলেন; অমনি তাঁহার সহজাত ষষ্টিসহস্র অমাত্য সর্ব্বালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইলেন। লোকে তখন মাদ্রীকেও স্নান করাইয়া ও সাজাইয়া মহিষীর পদে অভিষিক্ত করিল, অভিষেকের পর তাঁহার মস্তকে অভিষেকোদক প্রোক্ষণ করিল এবং "বিশ্বন্তর তোমাকে পালন করুন" এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিল।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

১৫১। ধৌতশিরা, শুচিবস্ত্র সর্ব্বাভরণমণ্ডিত
বিশ্বন্তর করিলেন গজে আরোহণ;
বান্ধিলেন কটিদেশে কোষসহ অসি এক,
[illegible]
১৫২। ছিল সহজাত তাঁর যত জেতুত্তরে
পরমসুন্দরকায় সে ষষ্টি সহস্র যোধ
বেষ্টি রথিবরে এবে আনন্দিত করে।
১৫৩ সমাগতা হলো সেথা শিবিকন্যাগণ
মাদ্রীকে করায় স্নান; বলে সবে, "বিশ্বন্তর
নিরন্তর যত্নে তব করুন পালন।
জালী, কৃষ্ণা, দুইজনে করে যেন প্রাণপণে
পিতার, মাতার সেবা ভক্তি-সহকারে,
ভূপাল সঞ্জয়(ও) যেন আজীবন অনুক্ষণ
সস্নেহে করেন রক্ষা, সুগাত্রি, তোমারে।"
১৫৪। প্রতিষ্ঠা পাইয়া পুনঃ, স্মরি পূর্ব্ব দুঃখ ক্লেশ যত
রম্য সেই গিরিব্রজে উৎসবে হইল সবে রত।
১৫৫। প্রতিষ্ঠা পাইয়া এবে পুত্রকন্যা পাইয়া আবার
স্মরি পূর্ব্ব দুঃখ পতি লভিলেন আনন্দ অপার।
১৫৬। প্রতিষ্ঠা পাইয়া পুনঃ পূর্ব্ব দুঃখ করিয়া স্মরণ
পুত্রকন্যাসহ পত্নী হন প্রীতিসাগরে মগন।

* 'পঞ্চপতিট্ঠিতেন'। ললাট, দুই কনুই, কটিদেশ, দুই জানু ও দুই পা দিয়া ভূমি স্পর্শ করিয়া থাকা।

† মহাজনক-জাতকেও (৫৩৯) এই শব্দটী পাওয়া গিয়াছে। যাহারা স্বস্তিবাচন করে তাহারাই মুখমঙ্গলিক।

‡ চক্র, হস্তী, অশ্ব, মণি, স্ত্রী, গৃহপতি ও পরিনায়ক, এই সপ্তরত্ন সার্ব্বভৌমত্ব-জ্ঞাপক। মূলে "পচ্চয়ং নাগং" আছে। টীকাকার বলেন, 'অত্তনো জাত দিবসে উপ্পন্নং হত্থিনাগং।' 'প্রত্যয়' এখানে বিশ্বাসযোগ্য; যাহা হইতে ভয়ের কারণ নাই, এই অর্থে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

নিজে এইরূপ প্রীতি লাভ করিয়া মাদ্রী জালী ও কৃষ্ণাকে বলিলেন,

১৫৭। ব্রাহ্মণ লইয়া যবে গিয়াছিল তো'দিগকে
আবার তোদের মুখ করিতে দর্শন
করেছিনু এই ব্রত আমি রে ধারণ :—
অহোরাত্রে একবার আমার ছিল আহার ;
অনাবৃত ভূমি নিত্য ছিল রে শয়ন।
এত কষ্টে এতদিন যেপেছি জীবন।
১৫৮। সে ব্রত করেছে দান সুফল আমায় ;
পাইয়া তোদের দেখা হৃদয় জুড়ায়।
মাতার, পিতার পুণ্যে তোরা যেন চিরদিন
যাপিস্ জীবন সুখে ; সঞ্জয় ভূপাল
করেন তোদের যেন রক্ষা চিরকাল।
১৫৯। জনক তোদের আর আমি, বৎসগণ,
করেছি যে যৎকিঞ্চিৎ পুণ্যের অর্জ্জন,
সেই সত্যবলে যেন হ'স দুইজনে তোরা
অজর, অমর, সদা কল্যাণভাজন।

পৃষতী দেবী ভাবিলেন, "এখন হইতে আমার পুত্রবধূ উৎকৃষ্ট বস্ত্র পরিধান করিবেন উৎকৃষ্ট আভরণ ধারণ করিবেন।' এই উদ্দেশ্যে তিনি মনোমত বস্ত্র ও আভরণে পূর্ণ করিয়া মাদ্রীর নিকট একটী পেটিকা প্রেরণ করিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

১৬০। কার্পাসিক, ক্ষৌম*, আর কৌষের—ত্রিবিধ,
কুটুম্বর প্রভৃতি অনেক দেশজাত
বহু বস্ত্র করিলেন শাশুড়ী প্রেরণ
বধূর নিমিত্ত ; তাহা করি পরিধান
ধারণ করেন মাদ্রী শোভা অনুপমা।
১৬১। কেয়ূর, অঙ্গদ†, ক্ষৌম, সুচারু মেখলা
(মণিতে খচিত যাহা)—শ্বশ্রূ এ সকল
করিলা প্রেরণ পুত্রবধূর নিকটে।
হইয়া মণ্ডিত এই সব আভরণে
ধারণ করেন মাদ্রী শোভা অনুপমা।
১৬২। রত্নময় গ্রৈবেয়,‡ কেয়ূর, ক্ষৌম-আদি
আভরণ নানাবিধ শ্বশ্রূ স্নেহভরে
করিলা প্রেরণ পুত্রবধূর নিকটে।
হইয়া মণ্ডিত সেই সব প্রসাধনে
ধারণ করেন মাদ্রী শোভা অনুপমা।
১৬৩। বিবিধ বর্ণের মণিদ্বারা সুগঠিত
মুখফুল্ল উন্নতাদি § শ্বশ্রূ স্নেহভরে

* ক্ষৌম—অতসী প্রভৃতি উদ্ভিদের তন্তুজাত (linen)। কুটুম্বর-সম্বন্ধে এই খণ্ডের ম'হাজনক-জাতকের ৪৩-শ গাথার (৩৩-শ পৃষ্ঠ) পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

† অঙ্গদ—বলয়। ক্ষৌম—টীকাকারের মতে ইহা গ্রীবাপ্রসাধন বিশেষ—চিক বা necklace

‡ গ্রৈবেয় বোধ হয় হার বা তৎসদৃশ কোন গ্রীবাপ্রসাধন। কেয়ূর ও ক্ষৌম পুনরুক্তি মাত্র।

§ মুখফুল্ল—টীকাকারের মতে ইহা "ললাটন্তে তিলকমালাভরণং"। সিঁথির অনুরূপ কিছু কি ? 'উন্নত' শব্দের কোন ব্যাখ্যা নাই। 'নখে'র সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ আছে কি না, তাহা বিবেচ্য।

করিলা প্রেরণ পুত্রবধূর নিকটে।
হইয়া মণ্ডিত সেই সব আভরণে
ধারণ করেন মাদ্রী শোভা অনুপমা।

১৫৪। উদ্‌ঘট্টন, গিঙ্গমক, পালিপাদ আর
সুবর্ণরজতময় চারু চন্দ্রহার
করিলা প্রেরণ শ্বশ্রু বধূর নিকটে।
হইয়া মণ্ডিত সেই সব আভরণে
ধারণ করেন মাদ্রী শোভা অনুপমা।*

১৫৫। সূত্রবদ্ধ, সূত্রহীন সর্ব্ব আভরণ—†
যেখানে যে খাটে তাহা করি পরিধান
ধারণ করেন মাদ্রী শোভা অনুপমা—
বিরাজে নন্দনধামে দেবকন্যা যেন।

১৫৬। ধৌতশিরা, শুচিবস্ত্রা, ভূষণমণ্ডিতা
রাজপুত্রী মাদ্রীদেবী করিলা বিরাজ,
বিরাজে ত্রিদিব-ধামে বিদ্যাধরী যথা।

১৫৭। বিম্বাধরা রাজপুত্রী বিরাজেন এবে
চিত্রলতাবনজাতা সুবর্ণ কদলী
সমীর-হিল্লোলে দুলি বিরাজে যেমন।‡

১৫৮। বিচিত্র বসন আর আভরণ পরি
বিম্বাধরা § মাদ্রী দেবী সঞ্চরেন যবে,
মনে হয় চিত্রপত্রা পক্ষিণী বা কোন
মানুষী-বিগ্রহ ধরি বিচরে আকাশে।

১৫৯। শক্তি-শরাঘাত সহ্য করিতে সমর্থ
নাতিবৃদ্ধ মহাকায় দীর্ঘদন্ত এক
কুঞ্জর তাঁহার তরে হইল আনীত।

১৬০। শক্তিশরাঘাত সহ্য করিতে সমর্থ
নাতিবৃদ্ধ মহাকায় দীর্ঘদন্ত সেই
গজস্কন্ধে করিলেন মাদ্রী আরোহণ।

এইরূপে, মাদ্রী ও বিশ্বন্তর উভয়েই মহাসমারোহে স্কন্ধাবারে গমন করিলেন। মহারাজ সঞ্জয় দ্বাদশ অক্ষৌহিণী সেনাসহ একমাস কাল পর্ব্বতে ও বনে আমোদ করিলেন। মহাসত্ত্বের তেজে কোন হিংস্র পশু বা পক্ষী কাহারও ক্ষতি করিল না।

* 'উদ্‌ঘট্টন' বোধ হয় এমন কোন আভরণ, যাহা পরিয়া চলিবার কালে ঝুমুর ঝুমুর শব্দ হয়। 'গিঙ্গমক' কিঙ্কিণী কি? যদি তাহা হয়, তবে ইহা কটিদেশের প্রসাধন। 'পালিপাদ'—এক প্রকার পাদপ্রসাধন—নূপুর কি? মূলে চন্দ্রহারের পরিবর্ত্তে 'মেখল' আছে। টীকাকার বলেন, ইহা সুবর্ণরজতময়। ১৬১ম গাথাতেও মেখলার উল্লেখ আছে।

† কোন কোন আভরণ সূত্রদ্বারা গ্রথিত হয়, যেমন মুক্তাহার ইত্যাদি। কেয়ূরবলয়াদি সূত্রহীন।

‡ চিত্রলতা শক্রের একটী প্রমোদোদ্যানের নাম। মূলে 'বিম্বাধরা' পদের পরিবর্ত্তে 'দন্তাবরণসম্পন্না' আছে। দন্তাবরণ=অধর ও ওষ্ঠ। ইহা হইতে বিম্বের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না; কিন্তু টীকাকার বলেন, ইহা 'বিম্বফলসদিসেহি দন্তাবরণেহি সমন্নাগতা'। বস্তুতঃ ব্যাখ্যাও ইহাই হইবে।

§ মূলে 'নিগ্রোধপত্তবিম্বোট্ঠী' আছে। বোধ হয় ইহা 'নিগ্রোধপক্কবিম্বোট্ঠী' হইবে; টীকাতেও এই পাঠ ধরা হইয়াছে। ওষ্ঠের বর্ণ নিগ্রোধ-(ন্যগ্রোধ, বট) পক্কের (ফলের) বর্ণের ন্যায় এবং বিম্বের বর্ণের ন্যায়।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

১৭১। মহাতেজা বিশ্বন্তর ; প্রভাবে তাঁহার,
যত পশু সে অরণ্যে করিত বসতি
করিল না কোনরূপ অনিষ্ট কাহার(ও)।

১৭২। মহাতেজা বিশ্বন্তর ; প্রভাবে তাঁহার,
যত পক্ষী সে অরণ্যে করিত বসতি,
করিল না কেহ কা'র(ও) হিংসা কোনরূপ।

১৭৩। যত পশু সে অরণ্যে করিত বসতি,
সমবেত একস্থানে হইল সকলে,
চলিলেন বন ছাড়ি রাজ্য-অভিমুখে
শিবির পালক বিশ্বন্তর যে সময়।

১৭৪। যত পক্ষী সে অরণ্যে করিত বসতি,
না করে মধুর রব আর তারা, হায়,
গেলেন অরণ্য ছাড়ি রাজ্য-অভিমুখে
শিবির পালক বিশ্বন্তর যে সময়।

১৭৫। যত পশু সে অরণ্যে করিত বসতি
না করে মধুর রব আর তারা, হায়,
গেলেন অরণ্য ছাড়ি রাজ্য-অভিমুখে
শিবির পালক বিশ্বন্তর যে সময়।

১৭৬। যত পক্ষী সে অরণ্যে করিত বসতি
করে না ক আর তারা মধুর কূজন,
গেলেন অরণ্য ছাড়ি রাজ্য-অভিমুখে
শিবির পালক বিশ্বন্তর যে সময়।

নরেন্দ্র সঞ্জয় একমাস আমোদ-প্রমোদে অতিবাহিত করিয়া সেনাপতিকে আহ্বান-পূর্ব্বক বলিলেন, "ভদ্র, আমরা বহুদিন বনে কাটাইলাম ; আমার পুত্র যে পথে যাইবেন, তোমরা তাহা সুসজ্জিত করিয়াছ কি?" সেনাপতি বলিলেন, "হাঁ, মহারাজ ; এখন আমাদের প্রতিগমনের সময় উপস্থিত হইয়াছে।" তখন সঞ্জয় বিশ্বন্তরকে এই সংবাদ জানাইলেন এবং সেনাসহ রাজধানীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। বঙ্কগিরির অভ্যন্তর হইতে জেতুত্তর নগর পর্য্যন্ত যে ষষ্টি যোজনদীর্ঘ পথ সুসজ্জিত হইয়াছিল, মহাসত্ত্ব তাহা দিয়া মহাসমারোহে এবং বহু অনুচরসহ প্রস্থান করিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

১৭৭। বিশ্বন্তর এতদিন ছিলেন যেখানে,
সেথা হ'তে জেতুত্তর নগর পর্য্যন্ত
বিচিত্র যে রাজমার্গ ছিল সুশোভিত,
হল সমাবৃত তাহা কুসুমাস্তরণে।

১৭৮। সে ষষ্টিসহস্র যোধ, মনোহরবপু,
চৌদিকে ঘিরিল আসি রাজা বিশ্বন্তরে,
যখন অরণ্য ছাড়ি চলিলেন তিনি।

১৭৯। পুরস্ত্রী, কুমার, বৈশ্য, ব্রাহ্মণ, সকলে
চৌদিকে ঘিরিল আসি রাজা বিশ্বন্তরে
যখন অরণ্য ছাড়ি চলিলেন তিনি।

১৮০। গজসাদি-রথারোহি-রথি-পত্তিগণ
চৌদিকে ঘিরিল আসি রাজা বিশ্বন্তরে
যখন অরণ্য ছাড়ি চলিলেন তিনি।

৭৮১। করোটিক,* চর্ম্মধর,† খড়্গধর আর
আবৃত বিচিত্র বর্ম্মে লক্ষ লক্ষ যোধ
অগ্রে অগ্রে চলে সবে, বিশ্বন্তর যবে
জেতুত্তর-অভিমুখে করেন প্রয়াণ

রাজা দুই মাসে ষষ্টিযোজনদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া জেতুত্তর নগরে উপস্থিত হইলেন এবং অলঙ্কৃত নগরে প্রবেশপূর্ব্বক প্রাসাদে অধিরোহণ করিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৭৮২। অনেক প্রাকার আর তোরণ শোভিত
অন্নপানে পরিপূর্ণ, নৃত্যগীতোৎসবে
সতত আনন্দময় রম্য রাজপুরে
অবশেষে উপনীত হইলেন তাঁরা।
৭৮৩। শিবির পালক বিশ্বন্তর যে সময়
ফিরিলা নগরে, পৌর-জানপদগণ
অপার আনন্দ লভি হ'ল সমবেত।
৭৮৪। ধনদাতা বিশ্বন্তর এসেছেন ফিরি,
শুনি ইহা বস্ত্রসঞ্চালন দ্বারা সবে
মনের আনন্দ আজ করে বিজ্ঞাপন।
ভেরী বাজাইয়া তারা জানায় সঘনে,
'হইল বন্ধনমুক্ত সর্ব্বসত্ত্ব এবে।'

মহারাজ বিশ্বন্তরের আদেশে বিড়াল পর্য্যন্ত সমস্ত প্রাণী বন্ধনবিমুক্ত হইল। তিনি যে দিন নগরে প্রবেশ করিলেন, সেই দিনই প্রত্যূষকালে ভাবিতে লাগিলেন, 'আমি ফিরিয়া আসিয়াছি শুনিয়া কাল, রাত্রি প্রভাত হইলেই, যাচকগণ আগমন করিবে; আমি তখন তাহাদিগকে কি দিব?' তাঁহার এই চিন্তার প্রভাবে তৎক্ষণাৎ শক্রের আসন উত্তপ্ত হইল; শক্র চিন্তা করিয়া ইহার কারণ বুঝিতে পারিলেন; অমনি তিনি, মহামেঘ হইতে যেমন বারিবর্ষণ হয় সেই ভাবে, রাজভবনের পুরোবর্ত্তী ও পশ্চাদ্‌বর্ত্তী স্থানগুলিতে কটিপ্রমাণ এবং সমস্ত নগরে জানুপ্রমাণগভীর সপ্তরত্ন বর্ষণ করাইলেন। পরদিন মহাসত্ত্ব, যাহার গৃহের পুরোবর্ত্তী ও পশ্চাদ্‌বর্ত্তী স্থানে যে রত্নবর্ষণ হইয়াছিল, তাহা তাহাকেই দেওয়াইলেন, এবং অবশিষ্ট ধন আহরণপূর্ব্বক স্বগৃহে পতিত ধনের সহিত কোষ্ঠাগারে নিক্ষেপ করাইলেন। অনন্তর তিনি যথাপূর্ব্ব নিত্যদানে প্রবৃত্ত হইলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৭৮৫। শিবিরাজ বিশ্বন্তর প্রবেশিলা নগরে যখন
স্বর্গ হতে দেবরাজ করিলেন সুবর্ণ বর্ষণ।
৭৮৬। অতঃপর বহু দান করি মহাপ্রাজ্ঞ বিশ্বন্তর
দেহান্তে ত্রিদিবে গিয়া লভিলেন জনম আবার।

বিশ্বন্তরবর্ণনা সমাপ্তা।

সমবধান:—শাস্তা গাথাসহস্রপ্রতিমণ্ডিত বিশ্বন্তরবৃত্তান্ত দ্বারা ধর্ম্মদেশনপূর্ব্বক এইরূপে জাতকের সমবধান করিলেন:—তখন দেবদত্ত ছিল জূজক; চিঞ্চা মাণবিকা ছিল অমিত্রতাপনা; ছন্দক ছিলেন সেই চেতপুত্র; সারিপুত্র ছিলেন অচ্যুত তাপস; অনিরুদ্ধ ছিলেন শক্র; মহারাজ শুদ্ধোদন ছিলেন সঞ্জয় নরেন্দ্র; মহামায়া ছিলেন পৃষতী দেবী; রাহুল-মাতা ছিলেন মাদ্রী; রাহুল ছিলেন জালী কুমার; উৎপলবর্ণা ছিলেন কৃষ্ণাজিনা; বুদ্ধের অনুচরেরা ছিলেন জাতকবর্ণিত অন্যান্য লোক এবং আমি ছিলাম বিশ্বন্তর।

---

* যাহাদের মস্তকে করোটের আকারবিশিষ্ট শিরস্ত্রাণ (helmet) থাকে। † চর্ম্মধর=ঢালী।